স্থানীয় সংস্করণ　　　Registered No. C 1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩।০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহ

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক ৯৲
ষান্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৲
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৵৫

সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র।

৪র্থ খণ্ড] 　সম্পাদক—প্রত্নবিদ্যালঙ্কার শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী 　[১৫২ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্য মঠ, শ্রীধাম মায়াপুর—৮ইভাদ্র শনিবার ১৩৩৬ ২৪শে আগষ্ট ১৯২৯

শ্রীধাম মায়াপুর ডাকঘর

গত ১লা জুন হইতে শ্রীধাম মায়াপুর পোষ্ট অফিস খোলা হইয়াছে। বঙ্গদেশের পোষ্টমাষ্টার জেনারেল বাহাদুর শ্রীধাম মায়াপুর ডাকঘর হইতে নদীয়া-প্রকাশ ভারতের সর্ব্বত্র প্রেরণ করিবার আদেশ দিয়াছেন।

ম্যানেজার, 'নদীয়া-প্রকাশ'

পোঃ আঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

শ্রীধাম মায়াপুরের, যাবতীয় পত্র বুকপোষ্ট রেজিষ্টারী মণি-অর্ডার প্রভৃতি ডাকে পাঠাইতে হইলে, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া ঠিকানায় লিখিবেন।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

দুইখণ্ডে সমগ্র গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছেন। সূচী প্রভৃতি ছাপা হইতেছে
ভিক্ষা ২॥০, নদীয়াপ্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ১॥০

পরা-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

এখানে আহার এবং বাসস্থান দিয়া বিদ্যার্থিগণকে বিভিন্ন শিক্ষণীয় বিষয় শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। অনেক ছাত্র ইতোমধ্যেই আসিয়া পাঠ আরম্ভ করিয়াছেন। বর্ত্তমান বর্ষে সকল ছাত্রই গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

প্রধান অধ্যাপক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রচন্দ্র কাব্য ব্যাকরণ-সাংখ্য-বেদান্ত-সদ্দর্শন-তীর্থ, সাংখ্যভূষণ, বেদান্তরত্ন, সাহিত্যশাস্ত্রী, সুদর্শনাচার্য্য ইত্যাদি।

অধ্যাপক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গৌরদাস ব্রহ্মচারী ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীধাম মায়াপুর পরাবিদ্যাপীঠ, (নদীয়া)

রোগী দেখিবার সময়ঃ—
প্রাতে;— ৬টা হইতে ৯টা,
বৈকালে— ৩টা হইতে ৫টা পর্য্যন্ত।

মূল্যফেরৎ! 　　মূল্য ফেরৎ!!

ডাক্তার বি, ডি, কুণ্ডুর—

সর্ব্বত্র এজেণ্ট আবশ্যক।
পত্র লিখুন।
কঠিন কঠিন রোগের চিকিৎসা করা হয়।
দিবা রাত্রি ঔষধ পাওয়া যায়।

আবিষ্কৃত ও গভর্ণমেণ্ট রেজেষ্টারীকৃত

১। ভূপেন্দ্র শোভা স্পেসিফিক্—পেটের যাবতীয় রোগের, অজীর্ণ, ডিস্পেপ্সিয়ার মহৌষধ। প্রত্যেক গৃহে রাখা প্রয়োজনীয়। ঔষধ—প্রতি শিশি ১৲ এক টাকা মাত্র।

২। চণ্ডি ফিবার মিকচার—ম্যালেরিয়া জ্বর এক শিশিতে সম্পূর্ণ আরোগ্য। কম্পজ্বর এবং পালা ও সকল জ্বরের মহৌষধ। প্রতি ছোট শিশি ৸০ বার আনা, বড় শিশি ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। গণোরিয়া স্পেসিফিক্—যে রকম গণোরিয়া হোক্ না কেন, এক শিশিতে আরোগ্য। এক শিশি ১৲ এক টাকা মাত্র।

হোমিওপ্যাথিক বিভাগ

১। ওয়ার্ম্ম কিওর 　২। কিমেল সুধা—শ্বেত-প্রদর, রজঃ-কষ্ট ও বাধকের, ৩। জিহ্বা স্পেসিফিক্—জিহ্বার ক্ষতের, ৪। বাথ রেগুলেটার—যাহাদের নিয়মিত ঋতুস্রাব হয় না, ইহা সেবনে নিয়মিত ঋতুস্রাবের, ৫। পাইলস্ রেমিডি—যাবতীয় অর্শের মহৌষধ। মূল্য প্রত্যেক শিশি ৸০ বার আনা ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :— আরোগ্য না হইলে মূল্য ফেরৎ। রোগের অবস্থাদি জানাইলে, ঔষধ ও ব্যবস্থাদি পাঠান হয়। পত্রে ঔষধ পাঠান হয়। এক কালিন দশ টাকার ঔষধের অর্ডার পাইলে, স্বতন্ত্র কমিশন দেওয়া হয়। পত্রাদি বিশেষ গোপনে রাখা হয়।

সোল এজেণ্ট :—
দি এলোপ্যাথিক ড্রাগ ষ্টোরস্

ডাক্তার বি, ডি, কুণ্ডু
৩১ নং গরানহাটা ষ্ট্রীট, পোঃ বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
টেলিফোন নং বড়বাজার ২৪১১।

কর্ম্মাদজলকাঃ কেচিৎ কেচিৎ জ্ঞানবিদঃ খাঃ। বয়ন্তু হরিদাসানাং পাদত্রাণাবলম্বকাঃ

দৈনিক বসুমতী-প্রকাশ

গভর্ণমেণ্ট হইতে রেজিষ্টারী করা—

সর্ব্বপ্রকার প্লীহা লিভার সংযুক্ত ম্যালেরিয়া

সাক্ষাৎ যম

ম্যারফেলীন

টনিক ও বলকারক। পথ্যের বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই। একমাত্রেই প্লীহা লিভার ধ্বংস হয়। ফলেন পরিচীয়তে

এক দাগে জ্বর পালায়, ফিরে জ্বর আর হয় না

... দিনে সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়। এমন ... একটি জ্বর রোগেক ... এমন ... আর নাই। সকালে জ্বর থাকিলে বৈকালে সম্পূর্ণ ... হইবেন, ...

এজেণ্ট—মেসার্স্ এম; ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং. ১০ নং বনফিল্ডস্ লেন, কলিকাতা।

আয়ুর্ব্বেদ সম্মত বায়ু পিত্ত বাত নাশক

ত্রিগুণ তৈল

আসল ও খাঁটি ... শিশি ৸০ আনা, ডজন ৮৲

যুগল-মূর্ত্তি মার্কা এবং বটকৃষ্ণ পাল দেখিয়া লইবেন।

এমন মহোপকারী তৈল আর নাই

গবর্ণমেণ্ট হইতে রেজিষ্টারী করা—

... কাঁচা ... মূল্যবান ... ছয় ঋতুতেই সমভাবে ... হইয়া থাকে। ... সর্ব্বপ্রকার ... মূর্চ্ছা, মাথাধরা, মাথাঘোরা, ... নিদ্রাহীনতা এবং সর্ব্বপ্রকার বাতরোগ ও নানা প্রকার ব্যাধির ... অব্যর্থ মহৌষধ।

বলা বাহুল্য, ইহা ... ঠাণ্ডা তৈল যে, পাগল ... হয়। যে কোন স্থানে তৈল ক্রয় করিবেন শিশির গায়ের লেবেলের উপর বড় বড় অক্ষরে আমার যুগল মূর্ত্তি মার্কা এজেণ্ট বটকৃষ্ণ পাল দেখিয়া লইবেন. অন্যথায় ... দোকানদার ... নকল তৈল বিক্রয় করিয়া আপনাকে ঠকাইবে। স্মরণ রাখিবেন বাজে জিনিষ বিক্রয় করিয়া ... পারিলেই ... লাভ হয়।

এজেণ্ট—বটকৃষ্ণ পাল এণ্ড কোং ২৩নং বনফিল্ড লেন, কলিকাতা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

৮ই ভাদ্র শনিবার—১৩৩৬

শ্রীগৌড়ীয় মঠে মহামহোৎসব

শ্রীগৌড়ীয়মঠে মাসাধিকব্যাপী মহামহোৎসব মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হইতেছে। গীতা, ভাগবতাদির কথা অনেকেই পাঠ, কীর্ত্তনাদি করিয়া থাকেন, সাধুবেশধারীও জগতে অনেক আছেন, মঠ মন্দিরও অনেক আছে, তথায় সেবা-পূজা-ভোগ-রাগ বিপুল সমারোহে মাসাধিককাল কেন, বার মাসই হইতে পারে; কিন্তু গৌড়ীয়মঠের পাঠ, কীর্ত্তন, সেবা-পূজা ভোগ-রাগাদিতে এমন একটি বৈশিষ্ট্য আছে, যাহার বিচার জন্ম-জন্মান্তরের পুঞ্জীভূত ভক্ত্যুন্মুখি সুকৃতি-সম্পন্ন সজ্জন ব্যতীত আর কাহারও করিবার সাধ্য বা সৌভাগ্য নাই। গৌড়ীয় মঠের [illegible] বৈশিষ্ট্য এই যে, গৌড়ীয়মঠ অন্যাভিলাষ, কর্ম্ম, জ্ঞানাদির অপেক্ষা-রহিত নিরপেক্ষ শ্রৌতপথাবলম্বী হইয়া সার্ব্বজনীন শ্রৌত সিদ্ধান্ত—শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত-বাণীর একনিষ্ঠ প্রচারক। তাঁহাদের আচার প্রচার বিন্দুমাত্র শ্রৌত-পথ-ভ্রষ্ট নহে, সম্পূর্ণরূপে শাস্ত্র ও মহাজনানুমোদিত। জীবমাত্রের যে ধর্ম্ম, যাহা আত্মধর্ম্ম, জৈবধর্ম্ম বা বৈষ্ণব-ধর্ম্ম নামে অভিহিত, সেই ধর্ম্মের প্রচারক সূত্রে গৌড়ীয়মঠ আজ নিখিল জগতের বন্ধু, আত্মীয়, একমাত্র নিঃশ্রেয়ঃ বা নিশ্চিত মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী।

অনেকে মনে করিতে পারেন, বৈষ্ণব ধর্ম্ম দেশ, কাল ও পাত্রের মধ্যে আবদ্ধ কোন সঙ্কীর্ণ মানব-কল্পিত ধর্ম্মমত মাত্র, তাহা সর্ব্বজন-সমাদৃত নহে; সুতরাং গৌড়ীয়মঠ সকলের বন্ধু হইবেন কি প্রকারে? একমাত্র মৎসর বা নাস্তিক সম্প্রদায় ব্যতীত কোন আস্তিক সম্প্রদায়ই একথা বলিবার সাহস পাইতে পারেন না। যাঁহারা বিষ্ণু-সম্বন্ধ স্বীকার করেন না, যাঁহারা জীবাত্মাকে 'মমৈবাংশঃ' এই ভগবদ্বাক্যানুসারে ভগবদংশ, সুতরাং ভগবদ্দাস জানিবার পরিবর্ত্তে সোঽহমস্মি, প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম প্রভৃতি বেদবাক্যের অজ্ঞরূঢ়িগত অর্থ লইয়া অসংখ্যোপাধিবিশিষ্ট বদ্ধজীবকে ব্রহ্ম-সাম্য বিবেচনায় কেবলাদ্বৈতবাদী অথবা যাঁহারা দেহাত্মাভিমানী হইয়া চেতনাচেতনে সমন্বয়-প্রয়াসী, কেবল তাঁহারাই জৈবধর্ম্ম বা বৈষ্ণবধর্ম্মকে একমাত্র শ্রীভগবান্ বিষ্ণুর আনুগত্য ব্যতীত অন্য প্রকারে জানিয়া গৌড়ীয়মঠকে [illegible] বা হিতাকাঙ্ক্ষী বলিবার পরিবর্ত্তে অন্য প্রকার বলিবার ছন্দের বরণ করেন। নিখিল সাত্বত-সম্প্রদায় তাঁহাদের এইরূপ একদেশদর্শিতার জন্য বিশেষ দুঃখিত।

যেখানে স্বার্থগতি বিভিন্ন না হইয়া এক ভগবৎসেবা মাত্র উদ্দিষ্ট হইয়া থাকে, সেখানে ভেদবিচারের আবাহন বড়ই দুঃখের বিষয়। স্বার্থগতি ভগবৎ-সেবা উদ্দিষ্ট না হইলেই পরস্পরে বাদবিসম্বাদ অবশ্যম্ভাবী। গৌড়ীয়মঠ তাদৃশ বিবদমান ভ্রাতৃগণকে আজ সাদরে আহ্বান করিয়া 'কৃষ্ণ বল সঙ্গে চল'—এই মাত্র ভিক্ষা যাচ্ঞা করিতেছেন। সুতরাং গৌড়ীয়মঠের উৎসব জগতের আর পাঁচটি আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণোৎসবের অন্যতম নহে—কেবলমাত্র খাওয়া দাওয়া, গান বাজনা করিয়া ফূর্ত্তি করা নহে। গৌড়ীয়মঠের উৎসবে সমস্ত জীব জগৎ—চেতন জগতের স্বার্থের কথা নিহিত আছে। গৌড়ীয়মঠ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সুদার্শনিক ভিত্তিমূলে প্রতিষ্ঠিত, তাহার কথা সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজন-বিচার লইয়া, যে বিচারে অনভিজ্ঞতা-নিবন্ধন জীবকুল নিত্য নূতন সর্ব্বনাশের পথ আবিষ্কার করিয়া বসিতেছে।

গৌড়ীয়মঠ আশ্রয়জাতীয় বিগ্রহ বিষয়-বিগ্রহ স্বয়ংভগবান্ ব্রজেন্দ্রনন্দনাভিন্ন শ্রীগৌরসুন্দর-প্রচারিত অচিন্ত্যভেদাভেদ-সিদ্ধান্ত প্রচার-দ্বারা জগতের সমুদয় দার্শনিক মতবাদের বাদবিসম্বাদ সম্পূর্ণরূপে মীমাংসা করিয়া দিতেছেন। অচিন্ত্যভেদাভেদবাদে সমস্ত দার্শনিক সিদ্ধান্ত আশ্রয় লাভ করিয়াছে। এখনও যাঁহারা সর্ব্ব-প্রমাণশ্রেষ্ঠ সিদ্ধান্তকে অনাদরপূর্ব্বক স্বস্ব মতবাদ স্থাপনকল্পে বৃথা বিবাদ-প্রয়াসী হইতে চাহেন, তাঁহারা নিতান্ত কাল-[illegible] ব্যবহার দ্বারা আপনাদিগকে [illegible] দম্ভাবলম্বী বলিয়া যে দশা করিতে প্রস্তুত। গৌড়ীয়মঠ তাঁহাদের তাহাকে প্রশংসা করিতে না পারিয়া অতীব দুঃখিত।

গৌড়ীয়মঠ অমন্দোদয়দয়ানিধি অনর্পিতচর প্রেমপ্রদাতা শ্রীকৃষ্ণানুশীলন-প্রয়োজনাভিধায়ী মহাবদান্যশিরোমণি শ্রীগৌরহরির শ্রীমুখ-নিঃসৃত শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবাণী সমগ্র জৈবজগৎকে শ্রবণ করাইবার জন্য দেশে দেশে গ্রামে গ্রামে মঠ মন্দিরাদি স্থাপন, আচারবান্ প্রচারক দ্বারা গীতা-ভাগবতাদি শাস্ত্রগ্রন্থের [illegible] প্রচার, সাময়িক পত্র ও গ্রন্থাদি প্রচার, মহোৎসবাদির অনুষ্ঠান প্রভৃতি যে বিবিধ উপায় অবলম্বন করিয়াছেন, কেবল তাহাতেই নহে, সমগ্র পৃথিবীতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাণী ঘোষণা করিবার জন্য যে বিরাট আয়োজন করিয়াছেন এবং করিতেছেন, হে সজ্জনবৃন্দ, তাহাতে আপনাদের সকলেরই স্বার্থ অনুস্যূত আছে জানিয়া আপনারা সকলেই তাহাতে যোগদান ও সহানুভূতি প্রদর্শন পূর্ব্বক স্ব স্ব উদারতা—অকপটতার পরিচয় প্রদান করুন, ইহাই বিশ্ববাসীর নিকট বিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার সভ্যবৃন্দগণের একমাত্র প্রার্থনা।

কীর্ত্তনে ঔদাসীন

নিবৃত্ততর্ষৈরুপগীয়মানাদ্
ভবৌষধাচ্ছ্রোত্রমনোঽভিরামাৎ।
ক উত্তমশ্লোকগুণানুবাদাৎ
পুমান্ বিরজ্যেত বিনা পশুঘ্নাৎ॥

রাজা পরীক্ষিত শুকদেবকে বলিয়াছিলেন যে, এই জগতে তিন শ্রেণীর লোক আছেন—মুক্ত, মুমুক্ষু ও বিষয়ী। তন্মধ্যে যাঁহারা নিবৃত্ততর্ষ অর্থাৎ জীবন্মুক্ত—যেমন নারদাদি ঋষিগণ, তাঁহারা নিশ্চয়ই হরিকথা গান করেন, যাঁহারা মুমুক্ষু, তাঁহারাও ভবরোগের ঔষধ জানিয়া হরিকথা সেবন করিয়া থাকেন এবং যাঁহারা বিষয়ী, তাঁহারাও কর্ণ ও মনের আনন্দপ্রদ বলিয়া হরিকথা শ্রবণ ও অনুশীলন করিয়া থাকেন। আমরা বিবিধ ক্লেশপূর্ণ সংসাররোগে অতিশয় ক্লিষ্ট হইয়া এতকাল যন্ত্রণা ভোগ করিলাম, যদি সৌভাগ্যক্রমে চিকিৎসকরাজ পরম দয়ালু শ্রীশ্রীব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীশচীসুত গৌরহরি স্বয়ং আমাদের দুঃখ দেখিতে না পারিয়া অপূর্ব্ব হরিনামামৃতরূপ মহৌষধ লইয়া উপস্থিত হইয়াছেন, তখন আর আমাদের ভয় কি? এখন কোন্ নরাধম এই মহৌষধ-সেবনে পরাঙ্মুখ হইবে? এই হরিনামামৃত পান করিলে কুবাসনা অর্থাৎ কৃষ্ণেতরস্পৃহা-বশতঃ জড়াসক্তিরূপ তৃষ্ণা দূরে পলায়ন করিবে। এই তৃষ্ণাই দুঃখদায়িনী ও সংসারপ্রাপ্তির অনন্ত প্রবাহরূপিণী। এই তৃষ্ণাকে জয় করিতে পারিলে সংসারকে জয় করা যায়। এই তৃষ্ণানদীর যে পর্য্যন্ত একটা ঢেউকে আশ্রয় করিয়া থাকিবে, সে পর্য্যন্ত কিছুতেই শান্তি নাই। ভূরাদি হইতে ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত প্রাপ্ত হইলেও তন্নিবন্ধন দুঃখ-নিবৃত্তি হয় না। এই সংসারে বিষয়ী, মুমুক্ষু ও মুক্ত মনুষ্যাকারের মধ্যে ভগবন্নামশ্রবণে কে কাহারও [illegible] অনিচ্ছা দেখিতে পাওয়া যায় না। হরিনামই জীবের উপাস্য বস্তু, যেহেতু নাম ও নামী অর্থাৎ কৃষ্ণ অভিন্ন। বিষয়ী ব্যক্তি হরিনাম শ্রবণ ও কীর্ত্তন করিতে করিতে ধন-জন-পুত্রাদি সকলের আকাঙ্ক্ষা দিন দিন [illegible] করিয়া মুক্তি কামনা করে। মুমুক্ষু ব্যক্তিও হরিনাম শ্রবণ ও কীর্ত্তন করিতে করিতে মুক্ত অবস্থা লাভ করে। মুক্ত পুরুষেরাও আবার হরিনাম শ্রবণ ও কীর্ত্তন করিতে করিতে নিজ স্বরূপ উপলব্ধি করিয়া কৃষ্ণভজনে রত হন এবং চরমে শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মলাভ করিয়া কৃতার্থ হন। মুক্ত পুরুষগণের অনবরত প্রেমময় নাম-শ্রবণে চিত্তপটে ভগবদ্ভাবের এমনই স্ফূর্ত্তি হইতে থাকে যে, চিত্ত কখনও আর [illegible] হয় না। তাদৃশ মুক্তপুরুষগণ উচ্চকণ্ঠে মুমুক্ষুকে সম্বোধন করিয়া বলিয়া থাকেন—তোমরা আমাদের ন্যায় নাম রসে নিমগ্ন হও, অনায়াসে এই ভব দুঃখ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিবে। যাহারা নিষ্ঠুর পশুহিংসক কিরাত অর্থাৎ ম্লেচ্ছজাতীয়, কেবল তাহারাই এই সুমধুর নামরসে বঞ্চিত হয়। জীবের অতি প্রকৃত প্রস্তাবে নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ ও মুক্তস্বরূপ, তাদৃশ স্বীয় আত্মস্বরূপ দোষ অজ্ঞানে আবৃত করিয়া যাহারা অন্ধতম লোকে গমন করিতে উদ্যত, তাহারাই শ্রীহরির গুণানুকীর্ত্তনে বঞ্চিত হয় এবং সেই সকল ব্যক্তি কেবল হরিকথায় বিরক্ত হইয়া থাকে।

মজার মাথা নেড়া

পণ্ডিত শ্রীপাদ [illegible] বিদ্যারত্ন [illegible]

কলিকাতার শ্যামবাবু নবীনবাবু দুই বাল্য বন্ধু। [illegible] হইতে দুই জনে এক সঙ্গে থাকিতে [illegible] বাসিতেন। [illegible] একই কলেজে সমাপ্ত করিয়াছিলেন। [illegible] একটি ভাল বস্তু একজনে [illegible] অপর জনকে না দিয়া [illegible] পারিতেন না; ছোট কথায় দুই জনে বিশেষ প্রীতি ছিল। [illegible] সংসার-[illegible] মস্তকে [illegible] এক সঙ্গে থাকা [illegible] নবীন বাবু কলিকাতায় একটী [illegible] করিয়া আছেন, কিন্তু শ্যাম

...সংক্রান্ত কলিকাতায় কোন চাকুরির সুবিধা হইল। তিনি চাকুরির অনুসন্ধানে দিল্লী গমন করিয়াছেন ও তথায় যাইয়া লাটসাহেবের আফিসে একটী চাকুরির যোগাড় করিয়া তথায় বসবাস করিতে লাগিলেন। এইরূপে কালের কুটিল গতিতে দুই বন্ধু বিচ্ছিন্ন হইলেন। সম্প্রতি যখন শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচারকগণ দিল্লীতে প্রচারে গিয়াছিলেন, তখন শ্যাম বাবু তাঁহাদিগের কথায় ও আচার ব্যবহারে বিশেষ আকৃষ্ট হইয়া হরিভজনই যে মনুষ্য জীবনের একমাত্র কৃত্য, একটী বিশেষ উপলব্ধি করিলেন এবং মৃত্যু যে-কোন সময়ে আসিতে পারে এবং পরজন্মে যে মনুষ্য-জন্ম হইবে তাহারও স্থিরতা নাই, এই চিন্তায় বিশেষ অধীর হইয়া অনুমাত্র কাল বিলম্ব না করিয়া ছুটী লইয়া কলিকাতায় আসিয়া গৌড়ীয় মঠের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। আশ্রয় গ্রহণ করার পর তাঁহার বাল্যবন্ধু নবীন বাবুর সঙ্গলাভে তাঁহার প্রাণ অধীর হইয়া উঠিল এবং তিনি নবীন বাবুর অন্বেষণে বাহির হইয়া তাঁহার বাটীতে পৌঁছিলেন ও নবীন বাবুর পুত্রের দ্বারা তাঁহার আগমন-বার্ত্তা জানাইলেন। নবীন তাঁহার প্রিয়তম বন্ধু শ্যামবাবুর আগমন-বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত আনন্দের সহিত দ্রুতপদে অন্দর হইতে বাহির হইয়া বৈঠক খানা গৃহে শ্যাম বাবুকে দেখিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া একেবারে তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিলেন ও জিজ্ঞাসা করিলেন একি ভাই তোমার নেড়া মাথা, মুণ্ডিত মস্তক, কেন? তোমার কি মাতৃ বিয়োগ হইয়াছে? শ্যাম বাবু একটু হাস্য করিয়া জানিয়া বলিলেন, না, না, এ এক মজার মাথা নেড়া, তোমারও মাথা নেড়া করাইবার জন্য আজ আমার হেথা আগমন। নবীন বাবু শুনিয়া অবাক, ভাবিলেন, শ্যাম কি, দিল্লীতে থাকিয়া পাগল হইল? জানা নাই আজ-কালকার সভ্য সমাজে মাথা নেড়া আর কোন ভদ্রলোক করে? এমন কি পিতৃ মাতৃ শ্রাদ্ধ পাইলেও লোকে মস্তকাদি মুণ্ডন করিয়া থাকে, তাহা পাপ, [illegible] ছাড়ে।

শ্যাম বাবু নবীন বাবুকে চুপ দেখিয়া বলিলেন কি ভাই চুপ কেন, তুমি কি আমার এ নেড়া দেখিয়া আমায় পাগল ভাবিতেছ। নবীন বাবু প্রত্যুত্তরে বলিলেন,—ভাই শ্যাম, তোমার ব্যাপার কি বল দেখি? আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না, একটু স্পষ্ট বল শুনি। শ্যাম বাবু বলিলেন, তুমি হয়ত জান, সব বলিতেছি। বাল্যকাল [illegible] ... তৎপরে নিজের সমস্ত [illegible] করিলেন, ভাই নবীন, [illegible] গৌড়ীয়মঠে কি কোন দিন [illegible] নবীন বাবু বলিলেন না, সেখানে [illegible] তাহাদের উৎসবাদির [illegible] বৈষ্ণবদিগের ভিক্ষাদি সংগ্রহার্থে ইতস্ততঃ ভ্রমণ দেখিতে পাই। তা সেখানে কেন যাইব? শ্যাম বাবু বলিলেন, আমার এ মস্তক-মুণ্ডন, সেখান কারই। আমি কোথায়, দিল্লী হইতে তাঁহাদিগের সন্ধান লইয়া এখানে আসিয়াছি, আর তুমি এখানে থাকিয়া তথায় একবারও যাও নাই—বড়ই আশ্চর্য্য এই জন্য লোকে বলে—প্রদীপের তলে অন্ধকার। যা হোক তুমি একবার আমার সঙ্গে চল। সেখানকার ব্যাপার দেখিয়া আসিবে। সেখানে যাইয়া প্রকৃত সাধু দেখিতে পাইবে। সাধুসঙ্গ হইবে। সাধুসঙ্গে মহামঙ্গল হয় ইহা সর্ব্বশাস্ত্রে কয়। নবীন বাবু বলিলেন, ও এক মন্দ কথা নয়, কোথা হইতে তোমায় এ রোগে ধরিল, আমি যে ও জিনিষগুলোকে একেবারেই ভাল বাসি না। তুমি যে সাধু সাধু বলিতেছ, সাধুকে ও আমাকে [illegible] কি? আমিই বা কোন অসাধু, যে আর একজন সাধু দেখিতে যাইব? সাধুরাও এ সংসারে বর্ত্তমান, আমরাও তাহাই। সাধুরা ও সংসার-পাঁচায় জড়িত, আমরাও তাহাই। সাধুদিগেরও খাওয়া দাওয়া থাকার দরকার, আমাদেরও তাহাই। তবে যদি বল, সাধুরা উৎসবাদি করিয়া কত লোককে খাওয়ান, আমরাও নানা কার্য্যাদিতে কত লোককে কাঙ্গাল ভোজন করাই, আর সেটী আমাদের স্বোপার্জ্জিত অর্থে আর সাধুদের সেটী অন্যের ঘাড় ভাঙ্গিয়া। তাহারা তুমি এমন কি গুণ দেখিলে যাহাতে একেবারে মোহিত হইয়া দিল্লী হইতে আসিয়া আমাকে ধরিয়া টানাটানি করিতেছ? শ্যাম বাবু বলিলেন, ও সমস্ত কথা বলিলে হইবে না, তুমি চল, তাঁহাদিগের সহিত আলাপ করাইয়া দিয়া যাই, তাহারে তাঁহাদিগের সঙ্গ-প্রভাবে সমস্ত বুঝিতে পারিবে। তবে এই কথা বলিয়া রাখি, সাধুগণ এ সংসারে বর্ত্তমান বটে, কিন্তু সাধুদিগের সংসার ও মায়ামুগ্ধ জীবের সংসারে বিশেষ ভেদ আছে। সংসার দেখিতে একই রকম, কিন্তু ভিতরে যথেষ্ট ভেদ। সাধু দেখিতে হইলে ঐরূপ আমাভ সা দেখিলে হইবে না। ভাল করিয়া পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখিতে হইবে, নচেৎ হইবে না। তুমি চল, সব বুঝিতে পারিবে। নবীন বাবু বলিলেন, মাপ কর ভাই, তুমি আমাকে ভাল করিয়া না বুঝাইলে আমি [illegible] অন্যান্য খবর কি [illegible] শ্যাম বাবু বলিলেন, যতক্ষণ তোমাকে আমি মঠে না লইয়া যাইতে পারিতেছি, ততক্ষণ আমার স্বস্তি নাই। বাল্যকালে যেমন কোন জিনিষ ভাল লাগিলে তোমাকে না খাওয়াইয়া থাকিতে পারিতাম না, ঠিক আমার সেই অবস্থা। আজ যাই, কাল আসিয়া তোমাকে বুঝাইবার চেষ্টা করিব। তৎপর দিন শ্যাম বাবু একটী আম হাতে লইয়া নবীন বাবুর বাটীতে উপস্থিত হইলেন ও হাস্যকারে বলিলেন, বল দেখি নবীন এই আমটী কি না মিষ্ট? নবীন বাবু হাসিয়া বলিলেন, এ আবার কি কথা, তোমার হাতে আম আছে আমি বলিব টক না মিষ্ট? শ্যাম বাবু বলিলেন তা'হলে ভাই, তুমি যখন এই আমটা না খাইয়া উহা টক কি মিষ্ট বলিতে পার না, তখন সাধুদিগের চরিত্র উহাদিগের সহিত ভাল করিয়া না মিশিলে কি করিয়া বুঝিবে? আমি বলছি, আমার সঙ্গে চল, তা হ'লে তোমার সব্ব সংশয় দূর হইবে এবং আমাদের সঙ্গে তাঁহাদের ভেদ কি বুঝিতে পারিয়া তোমার নিত্য মঙ্গলের উদয় হইবে। তখন নবীন বাবু আর দ্বিরুক্তি না করিয়া ট্যাক্সিতে করিয়া বন্ধুর সহিত গৌড়ীয় মঠে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ও সেই সময় আফিস বন্ধ থাকায় কএকদিন বন্ধুর সহিত মঠে থাকিয়া শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে হরিকথা শুনিয়া মুগ্ধ হইয়া শ্যাম বাবুকে বলিলেন, আর কেন ভাই শ্যাম, যাহা করিবার জন্য আমায় এখানে আনিয়াছ, তাহা করাইয়া দেও? শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণ আশ্রয় না করিলে আমার জীবন ভারাক্রান্ত-বোধ হইতেছে, তুমি এখানে থাকিতে থাকিতে আমার [illegible] কার্য্যটি সমাধা করাইয়া দেও। শ্যাম বাবুর এত শীঘ্র সদ্বুদ্ধির উদয় হইয়াছে দেখিয়া বিশেষ আনন্দিত হইলেন ও ২।৪ দিন পরে নবীন বাবু মস্তক মুণ্ডনাদি কার্য্য সমাধান করিয়া দীক্ষা গ্রহণ করিলেন ও বাটী আসিবার সময় সময় [illegible] বাবুকে বলিলেন 'হাঁ ভাই শ্যাম এ এক মজার মাথা নেড়াই বটে।'

হে আমার সহৃদয় পাঠকগণ, আপনারা মনে করিবেন না যে, ইহারা নিজেদের কথা খুব বড় করিয়া বলিতেছেন। ভগবানের অনুগ্রহে সময় সময় ইহাদের সঙ্গে থাকিয়া যাহা প্রত্যক্ষ দর্শন করি তাহাই আমার ভাঙ্গা ভাষায় আপনাদের নিকট প্রকাশ করিবার প্রয়াস পাইতেছি মাত্র। অতিরঞ্জিত ব্যাপার নহে।

রমা একাদশী

পণ্ডিত শ্রীপাদ নন্দলাল বিদ্যাসাগর, কাব্যতীর্থ বি, এ,)

যুধিষ্ঠির প্রশ্ন করিলেন—হে জনার্দ্দন, আমার প্রতি স্নেহবশতঃ কৃপাপূর্ব্বক কার্ত্তিক মাসের কৃষ্ণপক্ষীয় একাদশীর নাম ও মাহাত্ম্যাদি কীর্ত্তন করুন।

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—হে রাজশার্দ্দূল! কার্ত্তিকের কৃষ্ণপক্ষে রমা নাম্নী মহাপাপহরা একাদশী সমাগতা হয়েন। এক্ষণে তাহার মাহাত্ম্য বলিতেছি, মনোযোগপূর্ব্বক শ্রবণ কর।

প্রাচীনকালে মুচুকুন্দ নামক রাজা ছিলেন। ইন্দ্র, যম, বরুণ, কুবের, বিভীষণ প্রভৃতির সহিত তদীয় গাঢ়তর সখ্য বিদ্যমান ছিল। বিষ্ণুভক্ত ও সত্যসন্ধ শ্রেষ্ঠ রাজার নিষ্কণ্টকভাবে রাজ্যপালন-কালে সরিদ্বরা চন্দ্রভাগা তাঁহার দুহিতৃত্ব লাভ করিলে তিনি চন্দ্রসেন-তনয়কে প্রদত্তা হন।

একদা জামাতা শ্বশুরমন্দিরে উপস্থিত হইলে এই একাদশী-ব্রত সমাগত হয়। চন্দ্রভাগা চিন্তা করিতে লাগিল—'আমার পিতা অতীব উগ্রশাসন। তদীয় রাজ্যে দশমী দিবসে পটহবাদ্যের সহিত ঘোষিত হয় যে, কদাপি হরিবাসরে ভোজন করিবে না। অথচ মদীয় পতি অত্যন্ত ক্ষুধাতুর ও দুর্ব্বল। এক্ষণে উপায় কি?

পটহধ্বনি শ্রবণে শোভন পত্নীকে বলিতে লাগিল—'প্রিয়ে, আমার প্রাণ যাহাতে বিনষ্ট না হয়, তদুপায় নির্দ্ধারণ কর।

চন্দ্রভাগা বলিলেন—আমার পিতৃগৃহে একাদশী-দিবসে মানবের কথা কি, অশ্ব-গজাদি পশুবৃন্দও তৃণ, অন্ন বা জল প্রভৃতি কিছুই ভোজন করিতে পারে নাই। আপনি যদি কিঞ্চিৎ আহারের অভিলাষ করেন, তবে এই গৃহ হইতে প্রস্থান করিতে হইবে। মনে মনে এই বিষয় চিন্তা করিয়া সুদৃঢ়চিত্তে উপবাসে কৃতসঙ্কল্প হউন।

শোভন বলিল—আমি উপবাসই পালন করিব। অদৃষ্টে ভাগ্যে যাহা ঘটে, ঘটুক। এইরূপে ভাগ্যে নির্ভর করিয়া উপবাস করিলে ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় পীড়িত হইয়া সে অতীব দুঃখাক্রান্ত হইল। তদ্বিষয় চিন্তা করিতে করিতে সূর্য্যদেব অস্তাচল-অবলম্বন করিলেন এবং বৈষ্ণবগণের হর্ষ-বর্দ্ধিনী নিশা সমাগতা হইল। ভাগবতে অভিনিবিষ্ট হরিপূজানিরত বৈষ্ণবগণের সেই রজনীকাল শোভনের পক্ষে অত্যন্ত দুঃসহ হইয়া উঠিল এবং উদয়কালেই শোভন পঞ্চত্বলাভ করিল।

রাজা তাহার শবদেহ রাজযোগ্য কাষ্ঠাদি দ্বারা দগ্ধ করিলেন। চন্দ্রভাগা জনক কর্ত্তৃক নিষিদ্ধা হওয়া সহমরণ করিলেন না, কিন্তু তদীয় ঔর্দ্ধদৈহিক কার্য্য সমাপনপূর্ব্বক জনকালয়েই অবস্থান করিতে লাগিলেন।

শোভন রমাব্রত-প্রভাবে মন্দরাচল-সানুপ্রদেশে মনোহর দেবপুর প্রাপ্ত হইল। তথায় সৌধসমূহ হৈমস্তম্ভময়, রত্ন বৈদূর্য্য-মণ্ডিত, বিবিধ স্ফটিক শোভিত ও অসংখ্য গুণসমন্বিত ছিল। শোভন সিংহাসনে উপবিষ্ট, মনোহর শ্বেতবর্ণ ছত্র চামর দ্বারা সেবিত, কিরীট, কুণ্ডল, হার, কেয়ূরাদি ভূষণে বিভূষিত, গন্ধর্ব্বগণ কর্ত্তৃক স্তূয়মান ও অপ্সরাগণ দ্বারা পূজিত হইয়া দ্বিতীয় দেবরাজের ন্যায় বিরাজিত ছিলেন।

একদা মুচুকুন্দপুরবাসী সোমশর্ম্মা নামক কোন বিপ্র তীর্থ-যাত্রা-প্রসঙ্গে ভ্রমণ কালে উহাকে দেখিয়া নৃপজামাতা

জানিয়া তৎসমীপে উপস্থিত হইলেন। শোভন আসন হইতে উঠিয়া দ্বিজবরকে অভিবাদন পূর্ব্বক শ্বশুর, কান্তা ও সমগ্র নগরের কুশল প্রশ্ন করিলে ব্রাহ্মণসকলের কুশল জ্ঞাপন পূর্ব্বক তদীয় বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসু হইলেন। বলিলেন—আমার মহৎ কৌতূহল জন্মিয়াছে; এইরূপ বিচিত্র পুর কেহ কদাপি দর্শন করে নাই। আপনি কিরূপে এই স্থান প্রাপ্ত হইলেন।

শোভন বলিলেন—কার্ত্তিকের কৃষ্ণপক্ষে রমানাম্নী একাদশীতে উপবাস-প্রভাবে এই পুরী আমার প্রাপ্তি হইয়াছে; কিন্তু ইহা অধ্রুব, এক্ষণে যাহাতে ইহা নিশ্চিত হয়, তদ্বিধান করুন।

দ্বিজবর বলিলেন, এই পুরী কি কারণে অধ্রুব এবং কি প্রকারে ধ্রুব হইতে পারে, তাহার তত্ত্ব জ্ঞাপন কর। আমি তাহাই করিব।

শোভন উত্তর করিলেন, আমি শ্রদ্ধাহীন হইয়া এই ব্রত পালন করিয়াছিলাম, সেই কারণে ইহা চঞ্চল মনে করিতেছি। এক্ষণে নৃপতনয়া চন্দ্রভাগাকে এই বার্ত্তা জ্ঞাপন করিলে ইহাকে ধ্রুব করিতে সমর্থ হইবে।

দ্বিজবর তাহা শুনিয়া চন্দ্রভাগার সমীপে ঐ বৃত্তান্ত নিবেদন করিলে তিনি অতীব আশ্চর্য্যান্বিতা হইয়া সেই পুরের দর্শনে লালসবতী হইল. বিপ্রের সহিত [illegible] মন্দরাচল সমীপে বামদেব ঋষির আশ্রমে উপস্থাপিত করিলেন। বামদেব তাহাদিগের মুখে সকল বৃত্তান্ত অবগত হইয়া বৈদিক সূক্তে তাঁহাকে অভিষেক করিলেন, সেই অভিষেক ও বিষ্ণুবাসর-সেবার প্রভাবে চন্দ্রভাগা দিব্যদেহ লাভ করিয়া হৃষ্টচিত্তে পতিসমীপে গমন করিলেন। শোভনও কান্তাকে সমাগতা দেখিয়া সানন্দে নিজ বামভাগে সিংহাসনে উপবেশন করাইলেন। চন্দ্রভাগা সন্তোষসহকারে বলিতেছিলেন, হে প্রিয়! আমি পিতৃগৃহে অষ্টমবর্ষ হইতে এতাবৎকাল পর্য্যন্ত যথাবিধানে শ্রদ্ধান্বিতা হইয়া হরিবাসর-ব্রত পালন করিয়া আসিতেছি। তদ্দ্বারা প্রাপ্ত সমস্ত পুণ্যপ্রভাবে এই পুর নিশ্চল হউক এবং প্রলয়কাল পর্য্যন্ত সমস্ত অভিলষিত প্রদান করুক। এইরূপে দিব্যরূপ, ভূষণ ও ভোগাদি লাভ করিয়া চন্দ্রভাগা পতির সহিত সুখ উপভোগ করিতে থাকিলেন। শোভনও মন্দরাচলের প্রস্থদেশে ঐ রমাব্রতজ পুণ্যপ্রভাবে দিব্যশরীর ধারণ করিয়া পত্নীর সহিত বাঞ্ছিতভোগে রত থাকিলেন।

এই রমাব্রত চিন্তামণি বা কামধেনুর সদৃশ। যাহারা এই ব্রত পালন করেন, তাঁহাদের ব্রহ্মহত্যাদি পাপ অচিরে বিনাশ প্রাপ্ত হয়। একাদশী ব্রতের শুক্লা অথবা কৃষ্ণা উভয়েই সমান ফল দান করে, কদাপি তিথিভেদ করিবে না। কৃষ্ণা বা শুক্লা উভয় প্রকার ধেনুই সদৃশ দুগ্ধ প্রদান করিয়া থাকে। একাদশী ব্রতের মাহাত্ম্য শ্রবণ করিলে মানব সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হইয়া বিষ্ণুলোকে পূজিত হইতে থাকে।

শ্রীধাম বৃন্দাবন

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

বৃন্দাবন

বিগত ১লা ভাদ্র শনিবারে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠে শ্রীল রূপ গোস্বামী, পণ্ডিত গোবিন্দ ও গোবিন্দদাসের তিরোভাব এবং শ্রীকৃষ্ণের পবিত্রারোপণ উৎসব উপলক্ষে শ্রীশ্রীরাধাব্রজমোহনজীর নানাবিধ বিচিত্র ভোগ প্রসাদ শ্রীরাধাকুণ্ডের ও বৃন্দাবনের বহু ব্রজবাসী এবং বহু সম্ভ্রান্ত ভক্তবৃন্দ মহানন্দে আকণ্ঠে ভোজন করিয়া পরমানন্দ লাভ করিয়াছেন।

প্রাপ্ত পত্র

হ্যামিল্টন হাইস্কুল

তমলুক, ২০।৮।২৯

তমলুক হ্যামিল্টন হাইস্কুলের টিচার পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নন্দলাল বিদ্যাসাগর কাব্য-[illegible] জানাইতেছেন যে—

"গত ১৭ই আগষ্ট শনিবারে কলিকাতা আলবার্ট হলে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় ভাইস্‌চ্যান্সেলার ডাঃ আরকুহার্ট এম, এ, পি, এইচ, ডি, ডি, লিট, ডি, ডি মহোদয়ের সভাপতিত্বে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ কৃষ্ণদাস বন মহারাজ 'মহাপ্রভুর-বাণী' সম্বন্ধে ইংরাজী ভাষায় যে বক্তৃতা দিয়াছিলেন, আমাদের স্কুলের হেডমাষ্টার মহাশয় তাহার একটা শুনিয়া আসিয়া আমাদের নিকট মহারাজের বক্তৃতা-শক্তির ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছিলেন। গত কল্য বাবু প্রমোদা চরণ দাস নামক আর একজন সহকারী ভূতপূর্ব শিক্ষকও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীল ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজের দক্ষিণপুরে বক্তৃতা প্রদান ও লোকাদি সম্বন্ধে অনেক প্রশংসা করিলেন। এক্ষণে এই জেলার গ্রাম পল্লীতে শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার-কথার প্রসঙ্গ নানাভাবে প্রায় অধিকাংশ সময় আলোচিত হইতেছে। প্রাকৃত সহজিয়া দল গৌড়ীয়ের পরোক্ষে নিন্দা করিতেও বিষম ভীত হইয়াছে। এবারের লীলায় প্রভু, আমা-সদৃশ সকলজগৎ নিস্তার করিলেন। আমার ন্যায় দুর্ভাগা জন পৃথিবীতে নিতান্ত বিরল। যেহেতু প্রাণধনকে অনাদর পূর্ব্বক ত্যাগ শূকরবৎ বিষ্ঠা ভোজনেই আসক্ত রহিলাম। মর্কট কদাপি মুক্তা-মালার আদর জানে না। কপট আক্ষেপ বর্ত্তমানে বঞ্চনা-জালে জড়িত করিতেছে।

শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ

(সংবাদদাতার পত্র)

কাশী ১৯।৮।২৯

এখানে গত ৩১শে শ্রাবণ হইতে ৭ই ভাদ্র মঙ্গলবার পর্য্যন্ত শ্রীশ্রীকৃষ্ণের ঝুলনযাত্রা মহোৎসব মহাসমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। ব্রহ্মচারী জানকীনাথ প্রভৃতি শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ, কীর্ত্তন, ইষ্টগোষ্ঠী এবং মহাপ্রসাদ বিতরণ-দ্বারা শ্রীমঠে সমাগত যাত্রিগণের পরম পরিতৃপ্তি বিধান করিয়াছেন, উক্ত মহোৎসব-কাল পর্য্যন্ত প্রত্যহ ব্রহ্মচারিদ্বয় শ্রীমদ্ভাগবত হইতে শুক্লাক্ষ-শিক্ষাষ্টবাণী কীর্ত্তন দ্বারা কাশীবাসিগণের কাশীবাসের সার্থকতা সম্পাদন করিতেছেন। বস্তুতঃ হরিকথা শ্রবণ কীর্ত্তনই ধামবাসের প্রকৃত তাৎপর্য্য; কেবল নূতন নূতন স্থান দেখিয়া বেড়ান বা স্বাস্থ্যোন্নতির উদ্দেশে ধামবাস প্রকৃত পক্ষে, তীর্থযাত্রা বা ধাম বাস নহে। সাধুসঙ্গে সৎপ্রসঙ্গালোচনা লইয়া কালাতিপাত করাই তীর্থগমনের উদ্দেশ্য। ব্রহ্মচারীজী এ সকল কথা তীর্থযাত্রিগণকে ও স্থানীয় অধিবাসিবৃন্দকে উত্তমরূপে বুঝাইয়া দেন এবং তাঁহারা যাহাতে অনতিবিলম্বে সদ্গুরুপাদাশ্রয়ে হরিভজনে মনোনিবেশ করেন, তজ্জন্য তাঁহাদিগের নিকট সবিনয় অনুরোধ জানান। শ্রীসনাতন শিক্ষাক্ষেত্র কাশীধামে শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু-পরিত্যক্ত সার্বজনীন শ্রীসনাতন বৈষ্ণবধর্ম্ম বা বৈষ্ণবধর্ম্ম সম্বন্ধে শিক্ষাদানই কাশী সনাতন গৌড়ীয়মঠের বৈশিষ্ট্য।

কাকা চট্‌লেন কেন?

(কোন সত্য ঘটনা অবলম্বনে লিখিত)

পণ্ডিত শ্রীপদ রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিরত্ন।

সত্যশরণ বাবু কলিকাতা কলেজে ৪র্থ বার্ষিক শ্রেণীতে অধ্যয়ন করেন। গ্রীষ্মাবকাশের ছুটিতে একাকী দেশ ভ্রমণে বাহির হইলেন। বৃন্দাবন, শ্রীক্ষেত্র, বৈদ্যনাথ প্রভৃতি স্থান ঘুরিয়া অবশেষে শ্রীনবদ্বীপ-দর্শনে আসিলেন। অত্র প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীধাম-মায়াপুরে শ্রীগৌরসুন্দরের আবির্ভাব স্থলী ও শ্রীচৈতন্য-মঠাদির সংবাদ সত্যশরণ বাবুর পূর্ব্ব হইতেই জানা আছে। কারণ ছেলেবেলা হইতেই তাঁহার বৃদ্ধ পিতামহের মুখে শ্রীধাম-মায়াপুরের কথা ও শ্রীচৈতন্যমঠের কথা বহুবার শ্রবণ করিয়াছেন, যাহা এখনও তাঁহার হৃদয়ে পাষাণাঙ্কিত রেখার ন্যায় অঙ্কিত হইয়া রহিয়াছে।

সত্যশরণ বাবু ইতঃপূর্ব্বে আর কোন দিন, নবদ্বীপ আসেন নাই, এই প্রথম। বৈদ্যনাথ হইতে একেবারে নবদ্বীপ [illegible] টিকিট কিনিয়াছিলেন। সাহেবগঞ্জ হইতে প্যাসেঞ্জারে আসিয়া ১১টা ১০ মিনিটের সময় নবদ্বীপ ষ্টেশনে অবতরণ করিলেন। অপরিচিত বলিয়া রাস্তা ঘাট জানা না থাকায় ২।১ জন ভদ্রলোকের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া, বর্দ্ধমান সহর কুলিয়ার ভিতর দিয়াই যে রাস্তা গঙ্গার ওপার নবদ্বীপ ঘাট হইয়া বরাবর কৃষ্ণনগর-সিটি গিয়াছে, সত্যশরণ বাবু সেই রাস্তা ধরিলেন। গঙ্গার পূর্ব্বপারে শ্রীগৌরাবির্ভাবস্থলী শ্রীধাম-মায়াপুর একথা সত্যশরণ বাবু তাঁহার পিতামহের নিকট শুনিয়া ছেলে বেলা হইতেই মনে রাখিয়াছেন।

সত্যশরণ বাবু শ্রমাধিক্যে মাতৃভাষাপে একটু ক্লান্ত হইয়া আমাদের নায়কে স্মরণ করিয়া দ্রুতপদে রাস্তায় হাঁটা দিয়াছেন। ডান হাতে একটি সুটকেস, বাম হাতে ছাতিটি লইয়া এক মনে জয় গৌরসুন্দর! জয় নিত্যানন্দ! বলিয়া অতি অনায়াসে অল্প সময়ের মধ্যেই বড়ালের ঘাটের বাজার মোড়ে বাজারের সন্নিকট উপস্থিত হইলেন।

হঠাৎ বহুদিন পরে সত্যবাবু তাঁহার কাকা বাবুর দেখা পাইলেন। অমনি পায়ের ধূলা নিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—কাকা কেমন আছেন? খুড়া মহাশয় একটু অপ্রস্তুতভাবে চাপাইতে চাপাইতে "কিরে সত্য নাকি? কখন আসি? কেমন আছিস্?" প্রভৃতি একশ্বাসে আড়াই গণ্ডা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া হাতের মালিকার ঝোলাটি একটু জোরে নাড়া দিয়া [illegible] তাড়াতাড়ি 'হরেকৃষ্ণ' 'হরেকৃষ্ণ' জপ আরম্ভ করিলেন। বামহস্তখানা নামাবলীর নীচে লুক্কায়িত। কি জানি কি একখানা লেফাফার মত কি আছে! সত্যবাবু একটু অজ্ঞাতসারে অনুভব করিতেছেন।

যাহা হউক খুড়া ভাইপোর বহুদিনান্তে দেখা। পরস্পর আত্মিক অভিবাদন-প্রাণ। অতএব খুড়া মহাশয় দায় [illegible] লোকে লইয়া আদরে অভ্যর্থনা দিলেন, আর ভাবেন [illegible] কথা নাই বলেও নয়, [illegible] আমার বিড়ম্বনা [illegible] বাহির হইয়া পড়ে!"

(ক্রমশঃ)

পর-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

সম্প্রতি পরবিদ্যাপীঠে নিম্নলিখিত শিক্ষণীয় বিষয়নিচয়ের অধ্যাপকের আসন-সমূহ সংস্থাপিত হইয়াছে—বিদ্যার্থিগণ আবেদন করুন।

১। সাহিত্যাসন, ২। ঐতিহ্যাসন,
৩। সম্প্রদায়বৈভবাসন, ৪। ভক্তিশাস্ত্রাসন,
৫। তন্ত্রশাস্ত্রাসন, ৬। বেদান্তাসন,
৭। একায়নাসন।

শ্রীনন্দলাল রায় বি, এ, কাব্যতীর্থ, বিদ্যাসাগর,
সম্পাদক—পরবিদ্যাপীঠ, শ্রীধাম মায়াপুর।

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৪০৲ চল্লিশ টাকা।

১৭২৪ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে,

সপ্তচত্বারিংশ খণ্ড সূচী ছাপা হইতেছে।

৯ম খণ্ড গ্রন্থ নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে ১৩।৵০ সাধারণ পক্ষে ২০৷৶০। প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৶০, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ।৵০।

দশম স্কন্ধ ছাপা হইতেছে। দশম স্কন্ধের ভিক্ষা ১২, অগ্রিম সাধারণের পক্ষে ৮৲।

৫০ অধ্যায়পর্য্যন্ত নবম সংখ্যা ছাপা হইয়াছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

"শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত"

আদি, মধ্য ও অন্ত্যলীলা প্রকাশিত হইয়াছেন, সূচী ছাপা হইতেছে। যাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ১০৲ টাকা ভিক্ষায় তৃতীয় সংস্করণ ৪ টাকায় না পাইয়া অপর সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের জন্যই উহার ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইতেছে। সেই ১০৲ টাকার এই বিরাট গ্রন্থ আরও কয়েকদিন অগ্রিম ৫৲ টাকা দিলে সম্পূর্ণ গ্রন্থ দেওয়া হইবে। গ্রাহক-সংখ্যা প্রায় পূর্ণ হইয়া আসিল; পরে আর এ সুযোগ দেওয়া হইবে না।

সত্বর গ্রাহক হউন।

শ্রীচৈতন্য লীলার ব্যাস অবতার

শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র গ্রন্থ ৮৲ স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲

নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪॥০ টাকা

দ্বীপ দিগ্‌দর্শন নামক নবদ্বীপের ৯টী দ্বীপের সমস্ত বিবরণ। ৲
ভিঃ পিঃ ।৶০ ডাকটিকেট দিলে বুকপোষ্ট করা হয়

প্রাপ্তিস্থান— নদীয়া-প্রকাশ কার্য্যালয়,
শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর। এবং
গৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্,
১নং উল্টাডাঙ্গা জংসন রোড, কলিকাতা।

কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত

পারমার্থিক

গৌড়ীয় সাপ্তাহিক পত্র।

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রতি শনিবারে প্রকাশিত হয়।

অগ্রিম বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲ দিলে বৎসরে ৫০ সংখ্যা প্রাপ্য; ষাণ্মাসিক ১॥০; সাপ্তাহিক ৴০

সর্ব্বদা গ্রাহক হওয়া যায়।

বৃত্তিসহ সমগ্র

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

ভিক্ষা ২৲ টাকা। শিক্ষার্থি ছাত্রের পক্ষে ১॥০ দেড়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীপরবিদ্যাপীঠ, শ্রীগোদ্রুমপুর

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিম্নলিখিত মঠসমূহে প্রাপ্তব্য:—

১। শ্রীচৈতন্য মঠ,—শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর পোঃ, (নদীয়া)।
২। শ্রীগোরক্ষানন্দ মঠ,—চাঁপাহাটি, সমুদ্রগড় পোঃ, (বর্দ্ধমান)।
৩। [illegible]
৪। শ্রীগৌড়ীয় মঠ,— ১নং উল্টাডাঙ্গা জংসন রোড, কলিকাতা।
৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ,—পুরী রেলওয়ে ষ্টেশনের নিকট "অমরানবাগ"
৬। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ,—উড়িয়া বাজার, কটক।
৭। শ্রীভাগবত মঠ,—চিঙ্গাদিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।
৮। শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ,—৪নং অগস্ত্যকুণ্ড, কাশী, ইউ, পি।
৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,—ছিপিগলি, বৃন্দাবন, মথুরা, ইউ, পি।
১০। শ্রীপরমহংস মঠ,—নিমসার পোঃ, সীতাপুর, ইউ পি।
১১। শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ,—কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল, পাঞ্জাব।
১২। শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠ,—২০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।
১৩। শ্রীমদনগোপাল মঠ,—পাটুয়াটি, ঢাকা।
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম,—আমলাযোড়া, রাজবাঁধ পোঃ, বর্দ্ধমান।
১৫। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ,—ডুমুরকোন্দা, চিরকুণ্ডা পোঃ, মানভূম।
১৬। শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয় মঠ,—আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী, উড়িষ্যা।

চৈতন্য মঠের যাবতীয় গ্রন্থ

কার্য্যাধ্যক্ষ, গ্রন্থ-বিভাগ, শ্রীচৈতন্য মঠ
পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া
—অথবা—
শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা
ঠিকানায় পাওয়া যাইবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—ডাকে লইলে শ্রীচৈতন্য মঠের ঠিকানায় লিখিবেন।

TO LET

শ্রীচৈতন্যমঠের গ্রন্থাবলী

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বিরচিত

ভক্তি-গ্রন্থাবলী।

উৎকৃষ্ট কাপড়ে বিলাতী ধরণে বাঁধাই স্বর্ণালঙ্কৃত। চতুর্থ সংস্করণ। বিস্তারিত বিষয়সূচীসহ

জৈবধর্ম

বাঁধাই ২৲ দুই টাকা

প্রকাশিত হইয়াছে

সনাতন ধর্মশাস্ত্র বেদ, বেদান্ত, উপনিষৎ, গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত, পুরাণ, তন্ত্রাদি সকল গ্রন্থ পাঠ করিবার অবসর অতি অল্প মানবের ঘটিয়া থাকে। অনেকের যোগ্যতা না থাকায় সেই সমস্ত গ্রন্থের মর্ম অবগত হইতে পারেন না। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ সাধারণের এই অসুবিধা দূরীভূত করিবার জন্য এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র বা শিক্ষকগণের বিশেষ পাঠ্য, এই হেতু শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টার বাহাদুর উহা সমস্ত বিদ্যালয়ের জন্য অনুমোদন করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্য

প্রথম খণ্ড ভিক্ষা ১৲ এক টাকা।

শাস্ত্রবাক্য দ্বারা প্রত্যেক মানবের নিত্য কর্তব্য ও অনিত্য সাময়িক কর্তব্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। গ্রন্থের প্রতি উক্তি সনাতন শাস্ত্রবাক্য দ্বারা সমর্থিত ও প্রমাণিত হইয়াছে। দেহের, মনের ও আত্মার ধর্ম কি? স্বদেশ, সমাজ, নীতি, ধর্ম কি? ইত্যাদি বিষয় ক্রমানুসারে এমন সুন্দরভাবে যুক্তিসহকারে আলোচিত হইয়াছে যে, প্রথম পৃষ্ঠা হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত পাঠ না করিয়া নিবৃত্ত হওয়া যায় না।

শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য

ভিক্ষা ৷৵০

ঐ প্রমাণ খণ্ড ভিক্ষা ৷৵০

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিহার ও লীলাভূমি নয়টী দ্বীপসমন্বিত। এই নয় দ্বীপের প্রাচীন বিবরণ— প্রত্যেক দ্বীপে শ্রীমহাপ্রভুর লীলা— প্রত্যেক দ্বীপের পরিচয়, শ্রীধাম মাহাত্ম্য—ধামাপরাধ কি? ইত্যাদি বিষয় বিশেষভাবে মনোহর ছন্দে বর্ণিত। ডবল ক্রাউন প্রায় ১৬০ পৃষ্ঠা।

শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ

উজ্জ্বল ব্রোঞ্জ-ব্লু কালীতে উত্তম কাগজে ছাপা— শ্রীধাম দর্শনে ভাবুক দর্শনকারীর কি প্রকার ভাবের উচ্ছ্বাস হয়, তাহা এই গ্রন্থে বর্ণিত। অতি চমৎকার! ভিক্ষা চারি আনা।

শ্রীসজ্জনসঙ্গ

৷৵০ দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভুকে উপদেশচ্ছলে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয় অতি সুন্দরভাবে বিবৃত হইয়াছে। ইহা ছাড়া শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদিষ্ট শিক্ষা ও উপদেশ বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-জগতে অভিনব গ্রন্থ!!

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতি-গ্রন্থাবলী :—

শরণাগতি

পকেট সাইজ অষ্টম সংস্করণ ভিক্ষা ৵০ আনা

দেহ ও মনের চেষ্টা অনিত্যবস্তু লইয়া—ইহা যিনি বুঝিতে পারেন, তখন একমাত্র নিত্যবস্তু শ্রীভগবানের প্রতি তাঁহার কোন জাতীয় সেবাময়ী প্রেরণা হয় এবং শ্রীভগবানে সর্ব্বতোভাবে নিজকে কি প্রকারে শরণাপন্ন হইতে হয়, ইত্যাদি বিষয়ক আত্মনিবেদন প্রার্থনা ও অনুসন্ধানমূলক গান সম্বলিত প্রকাশিত হইয়াছে।

ভিক্ষা প্রতি খণ্ড ৵০ এক আনা।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৵০, নবদ্বীপশতক— ৵০

অমৃতপ্রবাহ ৵০

কল্যাণকল্পতরু

পকেট সাইজ পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা ৵১০

আমরা প্রত্যহ নূতন নূতন কামনার বশবর্তী হইয়া পুনঃপুনঃ ভগবানের নিকট কল্যাণ বলিয়া যাহা প্রার্থনা করি, তাহা কি বাস্তবিক কল্যাণ প্রদানে সমর্থ এবং কোন্ বস্তু আমাদের নিত্যকল্যাণকর ইহা কি ভাবে আমরা সেই কল্যাণপথে চলিতে পারি এই সকল কথা সরল গানে লিপিবদ্ধ। এই গীতিগ্রন্থ বাস্তবিক কল্যাণপথ প্রদর্শন করিয়া প্রত্যেককে নিত্যকল্যাণ প্রদান করে।

শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের টীকা সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর কৃত টীকা ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কৃত অনুবাদ। টীকাকারের জীবনী, শ্লোক-সূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি এবং প্রয়োজনীয় বিষয় সংবলিত প্রায় ৮০০ পৃষ্ঠা। উৎকৃষ্ট সিল্কে বাঁধাই ২৲ দুই টাকা, কাগজে বাঁধা ১৸০।

শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ কৃত ভাষ্য সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

কাগজ ও ছাপা উৎকৃষ্ট। সিল্কে বাঁধাই, সোনার জলে নাম লেখা রাজসংস্করণ ২ টাকা, সাধারণ সংস্করণ ১৷০, গৌড়ীয়ের গ্রাহকপক্ষে ১৷০

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি

(সাম্প্রদায়িক কোষগ্রন্থ)

বিবরণ— প্রতিপাদ্যে ব্যবহৃত শব্দাবলীর অর্থ, প্রাচীন সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের চরিত্র, বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের শ্রীমন্দির ও তীর্থস্থানের বিবরণ, বৈষ্ণবাচার্য্য ও গ্রন্থকারদের জীবনী ও বিবরণ, বিষয় নির্দ্দেশক শ্লোক ও অর্থ অকারাদিক্রমে ব্যবস্থিত হইয়া প্রকাশিত হইতেছে। ১ম খণ্ড ১৲, ২য় খণ্ড ৸০, ৩য় খণ্ড ৸০, ৪র্থ খণ্ড ৸০। চারিখণ্ড একত্রে ৩৲ (৫ম খণ্ড যন্ত্রস্থ)।

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ

—১ম খণ্ড ১৲ এক টাকা

২য় খণ্ড ১৲ এক টাকা—শ্রীমদ্ভাগবতের গ্রাহক ও গৌড়ীয় গ্রাহকগণ ৸০ টাকায় দুইখণ্ড পাইবেন। বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমজ্জীব গোস্বামিপাদের রচিত গ্রন্থ। ইহাই ষট্‌সন্দর্ভের অধিক প্রয়োজনীয় অংশ। প্রতি খণ্ড ডবল ক্রাউন ৮ ফর্ম্মায় ৬৪ পৃষ্ঠা আকারে মুদ্রিত হইতেছে।

শ্রীমদ্রূপাচার্য্য সঙ্কলিত

সদাচারস্মৃতিঃ

ভিক্ষা ৵০ মাত্র

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (প্রাচীন নবদ্বীপ) নদীয়া।

রেজেষ্টার্ড

মদন মঞ্জরী

বটিকা স্বপ্ন ও ধাতুদৌর্ব্বল্য, ইন্দ্রিয়শিথিলতা, হাসে, প্রস্রাবে শুক্রপাত, বাতকম্প, মাথা ঘোরা, বুক ধড়ফড় করা, ... প্রভৃতি রোগ ... ... বটিকা ... এক টাকা।

"নপুংসকারি ঘৃত"

পুরুষত্বহীনতা ... ... ১৲ টাকা।

"রমণবিলাসিনী বটিকা"

... ... এক টাকা।

বাজেমেন্ট নারায়ণজী, কেশবজী

১৭৭নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

কুমার-ভোগ ... ... এক টাকা।

নারোল (Narol)— ... ...

দাদ-বেদনা ...

ডাঃ শ্রীরামলাল বসাক

এম, বি, কৃত

দাদ-লোপ

কাপড়ে কোনরূপ দাগ লাগে না।

ফার্মাসিউটিকেল ফার্ম্মেসী, ১৭, বনফিল্ড লেন, বড়বাজার, কলিকাতা।

বেদনাঞ্জন

শ্রেষ্ঠরত্ন

কলিকাতা কংগ্রেস একজিবিসন হইতে বহু প্রশংসা প্রাপ্ত ও বহু গণ্যমান্য ভদ্রমহোদয়গণ কর্ত্তৃক প্রশংসিত।

আজকাল প্রায়ই ভেজাল মিশ্রিত খাদ্যাদি আহারে শরীরের রক্ত স্বভাবতঃই দোষিত হইয়া পড়িতেছে। রক্তই মানব-দেহের শ্রেষ্ঠ উপাদান, এই রক্ত দোষিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মানব বাত, বেদনা, মাথাধরা, মাথাঘোরা, দৃষ্টিশক্তির হ্রাস, দাঁতের গোড়া ফুলা, দাঁত কনকনানি, দাঁতে পোকা এবং দাদ, চুলকানি প্রভৃতি কষ্টদায়ক চর্ম্মরোগে আক্রান্ত হইতেছে। যদি আপনি ঐ সকল ব্যাধিমুক্ত হইতে চান, তাহা হইলে অযথা পয়সার অপব্যয় না করিয়া অল্প দামে এক শিশি **বেদনাঞ্জন** ক্রয় করিয়া উহার কার্য্যকারী-শক্তি উপলব্ধি করুন। গুণের তুলনায় মূল্য অতি সামান্য, এক শিশি ।০ আনা মাত্র মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান—এ, সি, চাটার্জ্জী এণ্ড ব্রাদার্স।

৪৫নং ইলকাটি লেন, সালিকা হাওড়া।

সকল মণিহারী দোকানে ও বড় বড় ডাক্তার খানায় পাওয়া যায়।

কেন ?

"গৃহস্থ কুকার"

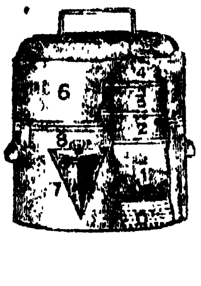

গৃহস্থের প্রকৃত বন্ধু। কারণ উৎসবে ইহা ২২ জনের রান্না ব্যসনে গ্রাস্থ্য ও রোগীর পথ্য একসঙ্গে, দুর্ভিক্ষে চাউল অভাবে, রাষ্ট্র বিপ্লবে (অর্থাৎ পাচক পাচিকার অনুপস্থিতিতে) গৃহস্থের সমস্ত রান্না ১॥০ ঘণ্টায় সম্পন্ন করে। **রাজদ্বারে ও ভ্রমণে** ইহা সাজাইয়া চাপাইয়া দিয়া নিশ্চিন্তমনে ভ্রমণ বা দেবদর্শনাদি করিয়া আসিয়া সমস্ত রান্না সময় মত প্রস্তুত পাইবেন। মূল্য ২ জনের ৭৲ টাকা হইতে ক্রমশঃ।

কোর্ণার এণ্ড কোং

৩৮।২ গিরিশ মুখার্জ্জী রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা

ফোন নং— সাউথ—১২২৩

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

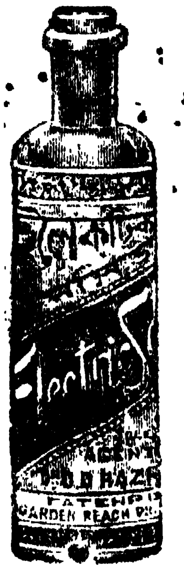

যদিও অদ্যাপি প্রকৃত মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য, তথাপি যাঁহারা নানাবিধ অনিয়মিত উপায়ে অপরিমিত শক্তি নষ্ট করিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন এবং নানা প্রকার মেহ, প্রমেহ ধাতুদৌর্ব্বল্য, স্নায়বিক দুর্ব্বলতা, বহুমূত্র, স্বপ্নদোষ, পারদ-সংক্রান্ত পীড়া, অর্শ এবং স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে যাহারা বাধক, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, মৃতৎকা, শ্বেত ও রক্তপ্রদর, হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি রোগে ভুগিয়া জীবনে নিরাশ হইয়াছেন, তাঁহারা আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটাল সাহেবের আবিষ্কৃত **ইলেক্‌ট্রিক সলিউসন** ব্যবহার করিয়া বাঁচিতে পারেন, তাহার শত সহস্র প্রমাণ প্রতি বৎসরেই পাওয়া যাইতেছে। যাঁহারা অন্যান্য বহুবিধ ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরোগ্য হইতে পারেন নাই, তাঁহারা একবার এই ঔষধটী ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক মাসের ব্যবহারোপযোগী এক শিশি ঔষধ ডাকমাশুল সহ ১॥০ টাকা মাত্র।

সোল এজেণ্ট—ডাঃ ডি, ডি, হাজরা।

ফতেপুর, গার্ডেনরিচ পোষ্ট, কলিকাতা।

ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

অধ্যক্ষ

শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম, এ, এফ, সি, এস (লণ্ডন)

ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক

(প্রফেসার)

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ বিশুদ্ধ ও শাস্ত্রমতে নিজ তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হয়। পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ক্যাটালগ পাঠান হয়। রোগের বিবরণ জানাইলে যত্নপূর্ব্বক ব্যবস্থা দেওয়া হয়। চিঠি পত্রাদি সম্পূর্ণরূপে গোপন রাখা হয়।

মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দুর)

(বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৪৲ টাকা

উৎকৃষ্ট স্বর্ণ, পারদ ও আমলাসার গন্ধক দ্বারা যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। নিত্য প্রয়োজনীয় সর্ব্বরোগনাশক মহৌষধ।

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৩৲ টাকা

উৎকৃষ্ট কাশীর আমলকী, বংশলোচন প্রভৃতি যাবতীয় উপাদানে পূর্ণ মাত্রায় যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। কফ, কাশি, সর্দ্দি, যক্ষ্মা, ক্ষয়রোগ, হৃদরোগ প্রভৃতি রোগের মহৌষধ। সর্ব্বপ্রকার দুর্ব্বলতা নাশক অতিশয় পুষ্টিকর মহৌষধ বা খাদ্য বিশেষ।

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬৲ টাকা

ইহা সেবনে ধাতুদৌর্ব্বল্য, শুক্রতারল্য, স্বপ্নদোষ, প্রমেহ ও ধ্বজভঙ্গ সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায়। ইহা অপারসীম আনন্দদায়ক রসায়ন।

অবলাবান্ধব যোগ

প্রদর, বাধক প্রভৃতি জরায়ুদোষ ও যোনিগত যাবতীয় রোগের মহৌষধ

মূল্য—১৬ মাত্রা ২৲ টাকা। ৫০ মাত্রা ৫৲ টাকা মাত্র

বিশুদ্ধ জল! ভয় নাই! বিশুদ্ধ জল!!

লক্ষ্মী টিউব-ওয়েল কোং

২০৫নং নবাবপুর, ঢাকা

বর্ত্তমান-যুগের নব-আবিষ্কৃত যন্ত্রশক্তি দ্বারা উন্নত বৈজ্ঞানিক-খনন-প্রণালীতে নলকূপ (*Tube-well*) নির্ম্মাণ করা হয়। বঙ্গের লাট বাহাদুর, গভর্ণমেণ্ট সেক্রেটারী, জিলা-ম্যাজিষ্ট্রেট, জিলা-বোর্ডের চেয়ারম্যান, ইঞ্জিনিয়ার, জমিদার, তালুকদার, প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত মহোদয়গণ এই কোম্পানীর কার্য্য দেখিয়া প্রশংসা করিয়াছেন। রাসায়নিক পরীক্ষার জল বিশুদ্ধ না হইলে মূল্য গৃহীত হয় না। বিস্তৃত বিবরণের জন্য পত্র লিখুন।

বিনামূল্যে বিনামূল্যে

বিতরিত

শাস্ত্রের সার "কামশাস্ত্র" গ্রন্থখানি চৌদ্দ লক্ষের উপরে বিতরিত হইয়াছে। উহা পাঠে মানবের পরিণাম ফলাফল জানা যায়।

এই পুস্তক যিনি লিখিয়াছেন, তিনিই "আতঙ্কনিগ্রহ বটিকা"র আবিষ্কর্ত্তা। এই বটিকা দুর্ব্বলকে সবল করে এবং সবল ব্যক্তিকে অটুট ও অক্ষয় রাখে। বত্রিশ বটিকা পূর্ণ প্রতি কৌটার মূল্য ১৲ টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান:—আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়।

২১৪নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মনোমোহন প্রেস

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা।

পূর্ব্ববাঙ্গালায় সুলভে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত বৈদ্যুতিক মেশিনে দিবারাত্র কাজ চলিতেছে। বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা।

শ্রীমায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীবিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

স্থানীয় সংস্করণ

Registered No. C 1544.

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার.

প্রতিবারে
প্রতি লাইন ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৷০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

গ্রাহকের হার
অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক ৯
ষাণ্মাসিক ৫
ত্রৈমাসিক ২৷৷০
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা [illegible]

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র।

৪র্থ খণ্ড] সম্পাদক—প্রত্নবিদ্যালঙ্কার শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী [১৫৩ সংখ্যা.

শ্রীচৈতন্য মঠ, শ্রীধাম মায়াপুর—১৩ই ভাদ্র সোমবার ১৩৩৬ [illegible]শে আগষ্ট ১৯২৯

শ্রীধাম মায়াপুর ডাকঘর

গত ১লা জুন হইতে শ্রীধাম মায়াপুর পোষ্ট অফিস খোলা হইয়াছে। বঙ্গদেশের পোষ্টমাষ্টার জেনারেল বাহাদুর শ্রীধাম মায়াপুর ডাকঘর হইতে নদীয়া-প্রকাশ ভারতের সর্ব্বত্র প্রেরণ করিবার আদেশ দিয়াছেন।

ম্যানেজার, 'নদীয়া-প্রকাশ'

পোঃ আঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

শ্রীধাম মায়াপুরের যাবতীয় পত্র বুকপোষ্ট রেজিষ্টারী মণি-অর্ডার প্রভৃতি ডাকে পাঠাইতে হইলে, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া ঠিকানায় লিখিবেন।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

দুইখণ্ডে সমগ্র গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছেন। সূচী প্রভৃতি ছাপা হইতেছে
ভিক্ষা [illegible], নদীয়াপ্রকাশের গ্রাহক পক্ষে [illegible]

পর বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

এখানে আহার এবং বাসস্থান দিয়া বিদ্যার্থিগণকে বিভিন্ন শিক্ষণীয় বিষয় শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। অনেক ছাত্র [illegible] [illegible] আরম্ভ করিয়াছেন। বর্ত্তমান বর্ষে সকল ছাত্রই গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

প্রধান অধ্যাপক—পাণ্ডিত শ্রীযুক্ত [illegible] কাব্য ব্যাকরণ সাংখ্য-বেদান্ত-[illegible]তীর্থ, [illegible], বেদান্তরত্ন, [illegible], [illegible]।

অধ্যাপক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গৌরদাস ব্রহ্মচারী ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীধাম মায়াপুর পরবিদ্যাপীঠ, (নদীয়া)।

রোগী দেখিবার সময়ঃ—
প্রাতেঃ—৬টা হইতে ৯টা,
বৈকালে—৩টা হইতে [illegible] পর্য্যন্ত।

মূল্য ফেরৎ ! মূল্য ফেরৎ !!

ডাক্তার বি, ডি, কুণ্ডুর

সর্ব্বত্র এজেণ্ট আবশ্যক।
পত্র লিখুন।
কঠিন কঠিন রোগের চিকিৎসা [illegible]
দিবা-রাত্রি ঔষধ পাওয়া যায়।

আবিষ্কৃত ও গভর্ণমেণ্ট রেজেষ্টারীকৃত

১। ভূপেন্দ্র সোডা স্পেসিফিক্—পেটের যাবতীয় রোগের, অজীর্ণ, ডিস্পেপ্সিয়ার মহৌষধ। প্রত্যেক গৃহে রাখা প্রয়োজনীয়। ঔষধ—প্রতি শিশি ১৲ এক টাকা মাত্র।

২। চণ্ডী ফিবার মিকশ্চার—ম্যালেরিয়া জ্বর এক শিশিতে সম্পূর্ণ আরোগ্য। কম্পজ্বর প্লীহা ও সকল জ্বরের মহৌষধ। প্রাপ্ত ছোট শিশি ৸০ বার আনা, বড় শিশি ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। গণোরিয়া স্পেসিফিক্—যে রকম গণোরিয়া হোক্ না কেন, এক শিশিতেই আরোগ্য। এক শিশি ১৲ এক টাকা মাত্র।

হোমিওপ্যাথিক বিভাগ

১। ওয়ারম্ কিওর—যাবতীয় ক্রিমির, ২। ফিমেল সুধা—শ্বেত-প্রদর, রক্ত-কষ্ট ও বাধকের, ৩। জিহ্বা স্পেসিফিক্—জিহ্বার ক্ষতের, ৪। ব্লাড রেগুলেটার—যাহাদের নিয়মিত ঋতুস্রাব হয় না, ইহা সেবনে নিয়মিত ঋতু হইবে, ৫। পাইলস্ রেমিডি—যাবতীয় অর্শের মহৌষধ। মূল্য প্রাপ্ত শিশি [illegible] ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—আরোগ্য না হইলে মূল্য ফেরৎ। রোগের অবস্থাদি জানাইলে, ঔষধ ও ব্যবস্থাদি পাঠান হয়। [illegible] ঔষধ পাঠান হয়। এক কালিন বিশ টাকার ঔষধের অর্ডার পাইলে, স্বতন্ত্র কমিশন দেওয়া হয়। পত্রাদি বিশেষ গোপনে রাখা হয়।

সোল এজেণ্ট :—

দি এলোপ্যাথিক ড্রাগ ষ্টোরস্

ডাক্তার বি, ডি, কুণ্ডু
৩০ নং [illegible] ষ্ট্রীট, পোঃ [illegible], কলিকাতা।
টেলিফোন নং বড়বাজার [illegible]

কর্ম্মাবলম্বকাঃ কেচিৎ কেচিৎ জ্ঞানাবলম্বকাঃ। বয়ন্তু হরিদাসানাং পাদত্রাণাবলম্বকাঃ॥

নানা কথা

অষ্ট্রীয়ায় বিষম সংঘর্ষ

অষ্ট্রীয়ার অন্তর্গত ষ্টিরিয়া প্রদেশে গত ১৮ই আগষ্ট ফ্যাসিষ্ট এবং সমাজতন্ত্রীদলের মধ্যে বিষম সংঘর্ষ হওয়াতে তথায় দারুণ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছে। সংঘর্ষের ফলে ... জন নিহত এবং তিনশত জন আহত হইয়াছে, গৃহযুদ্ধ উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা হইয়াছে। জানা যাইতেছে যে ফ্যাসিষ্ট-দলের নিকট প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র ও গুলী-বারুদ জমা আছে। গভর্ণমেন্টের আশঙ্কা এই যে, সংঘর্ষের ফলে সাধারণতন্ত্র বিপন্ন হইতে পারে। বিপদের সম্ভাবনার জন্য পুলিস ও সৈন্যদলকে প্রস্তুত থাকিবার আদেশ প্রদান করা হইয়াছে।

নাবালকের ধূমপান

অল্প মাত্রেরই বিশেষতঃ নাবালক বয়সে ধূমপান দেহের নিকৃষ্ট অনিষ্টকারক। সংপ্রতি বোম্বাইর মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনে এক প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে যে, ষোলবৎসরের কম বয়স্ক বালকের নিকট কেহ বিড়ি, সিগারেট, তামাক প্রভৃতি যাবতীয় ধূমপানের দ্রব্য বিক্রয় করিলে সে যাহাতে ৫০ টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইতে পারে তজ্জন্য বোম্বাই শিশুরক্ষা আইন সংশোধন জন্য গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিতে হইবে; তদ্ভিন্ন প্রকাশ্য স্থলে বালকদের ধূমপান নিষেধার্থ আইনের বিধানটিও বদ্ধ করিতে পুলিশকর্ম্মচারীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে হইবে। উক্ত প্রস্তাব সকলদেশেই এই আইন প্রবর্তিত হওয়া উচিত।

স্পেনীয় জাহাজ জলমগ্ন

লণ্ডন, ১৮ই আগষ্ট রয়টারের সংবাদে প্রকাশ—মিড্‌লস্‌বোরার ... জাহাজ-... "..." নামক স্পেনীয় জাহাজের ... নামক ... ফলে, ... মধ্যে ... জলমগ্ন ... উদ্ধার ... হইয়াছে।

পরলোকে ভরতপুর মহারাণী

... ২০শে আগষ্ট তারিখের সংবাদে প্রকাশ, ভরতপুরের মহারাণী গত ১৮ই আগষ্ট ... মিসরীর ... পরলোক গমন করিয়াছেন। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার জন্য ... ভরতপুরে প্রেরণ করা হইয়াছে।

শ্রীগৌড়ীয় মঠের

উৎসব-তালিকা

বুধবার	১২ই ভাদ্র	২৮শে আগষ্ট	শ্রীকৃষ্ণ-জন্মাষ্টমী উৎসব।
বৃহস্পতিবার	১৩ই ,,	২৯শে ,,	শ্রীনন্দোৎসব।
রবিবার	২৩শে ,,	৮ই সেপ্টেম্বর	শ্রীশ্রীরাধাদেবীর আবির্ভাব।
মঙ্গলবার	২৫শে ,,	১০ই ,,	শ্রীললিতা-সপ্তমী।
বুধবার	২৬শে ,,	১১ই ,,	শ্রীরাধাষ্টমী ও শ্রীরঘুনাথ-দাসগোস্বামীর আবির্ভাব।
রবিবার	৩০শে ,,	১৫ই	শ্রীজীবগোস্বামীর জন্মোৎসব।
সোমবার	৩১শে ,,	১৬ই	শ্রীভক্তিবিনোদ প্রকটোৎসব। (সাধারণ মহোৎসব।)
মঙ্গলবার	১লা আশ্বিন	১৭ই ,,	অনন্ত-চতুর্দ্দশী
বুধবার	২রা ,,	১৮ই ,,	শ্রীবিশ্বরূপ-মহোৎসব।

দৈনন্দিন অনুষ্ঠান

উষায়—অরুণোদয় কীর্ত্তন।
প্রাতে—শ্রীমদ্ভাগবত-পাঠ, ব্যাখ্যা, হরিকথা ও ইষ্টগোষ্ঠী।
পূর্ব্বাহ্নে—নগরকীর্ত্তন।
মধ্যাহ্নে—মহাপ্রসাদ-সম্মান
অপরাহ্নে—হরিকথা ও সদাচার শিক্ষা।
সন্ধ্যায়—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ব্যাখ্যা।
প্রদোষে—হরিসংকীর্ত্তন ও মহাপ্রসাদ-সম্মান।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—দেবাস্থবোধে ও উপবাস দিবসে এই তালিকা পরিবর্ত্তন যোগ্য

ইডেন হিন্দু হোষ্টেলে প্রায়োপবেশন

গত বুধবার হইতে কলিকাতা ইডেন হিন্দু হোষ্টেলে এক উত্তেজনাকর অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে। সোমবার রাত্রিতে হোষ্টেলের ছাত্রগণ গোলমাল করিয়াছিল বলিয়া প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যক্ষ হোষ্টেলের অনেক ছাত্রকে দণ্ডিত করেন। তাহাদের অনেককে তিনি গুরু অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করেন এবং অনেককে হোষ্টেল হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেন। তাঁহার এই কার্য্যের প্রতিবাদস্বরূপ হোষ্টেলের সকল ছাত্র গত কল্য হইতে প্রায়োপবেশন আরম্ভ করিয়াছে।

প্রকাশ শুনা যায়, কয়েক বৎসর পূর্ব্বে আগষ্ট মাসের ... তারিখ হিন্দু হোষ্টেলের কোন ছাত্র বিষ খাইয়া আত্মহত্যা করে। প্রতি বৎসর ঐ তারিখে হোষ্টেলের ছাত্রগণ তাহার মৃত্যুতিথির অনুষ্ঠান করে। ঐ তারিখে ছাত্রগণ রাত্রিতে যে সভা করে তাহাতে হোষ্টেলে গোলমালের সৃষ্টি হয় বলিয়া প্রকাশ। অধ্যক্ষ ঐ গোলমালের জন্য ছাত্রদিগকে অপরাধী বলিয়া গণ্য করিয়া ছাত্রগণকে গুরু অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করেন ... অনেককে হোষ্টেল হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেন। অধ্যক্ষ হোষ্টেলের ১নং ওয়ার্ডের ছাত্রগণকে ৮২ টাকা, ৪নং সিক্সথ সিটের ওয়ার্ডের ছাত্রগণকে ১শত ১২ টাকা, ৬নং ও সিটের ওয়ার্ডের ছাত্রগণকে ১ শত ৩২ টাকা ও ৫নং ওয়ার্ডের ছাত্রগণকে ১ শত ১২ টাকা জরিমানা করিয়াছেন। তদ্ব্যতীত ৪ নং এবং ... ওয়ার্ডের প্রায় ৫০ জন ছাত্রকে বেলা ২ টার মধ্যে হোষ্টেল ত্যাগ করিয়া যাইতে আদেশ দেওয়া হয়। পরে ঐ আদেশ পরিবর্ত্তন করিয়া উক্ত ছাত্রগণকে হোষ্টেল পরিত্যাগ করিবার জন্য ২০শে আগষ্ট সন্ধ্যা ৬টা পর্য্যন্ত সময় দেওয়া হয়। ২০শে আগষ্ট সারা রাত্রে পুলিশ হোষ্টেল পাহারা দিয়াছিল বলিয়া প্রকাশ।

কলিকাতার জাহাজে অগ্নিকাণ্ড

লণ্ডন, ২০শে আগষ্ট তারিখের সংবাদে প্রকাশ—জিব্রাল্টার হইতে সংবাদ আসিয়াছে যে, এলারম্যান বাকনাল কোম্পানীর "কাসামা" নামক জাহাজ এক কিঞ্চিৎ সপ্তাহ পূর্ব্বে কলিকাতা হইতে আমেরিকার বোষ্টন বন্দরে রওনা হয়। জিব্রাল্টারে পৌঁছিলে দেখা যায়, উহার নিম্নতলস্থ খোলে আগুন লাগিয়াছে। উহা নিবাইবার জন্য খোলমধ্যে বাষ্প প্রক্ষিপ্ত হইতেছে। ঐ জাহাজে ম্যালেবার উপকূলের কাতাদড়ি ও নারিকেল ছোবড়ার প্রস্তুত চাটাই বোঝাই আছে, তদ্ব্যতীত কলিকাতা হইতে পাটের বোঝাই আনা হইয়াছে।

কংগ্রেস সম্পাদক দণ্ডিত

মৈনপুরী, ২৫শে আগষ্ট তারিখের সংবাদে প্রকাশ—প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর সহকারী সম্পাদক মিঃ বিনায়ক দপ্তেকার মৈনপুরীর জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট কর্ত্তৃক ১২৪ক ধারা অনুসারে অভিযুক্ত হইয়াছিলেন। বিচারে উহার ১৮ মাস কঠোর কারাদণ্ড ও ২৫০ টাকা জরিমানা হইয়াছে। জরিমানার টাকা আদায় না হইলে উহাকে আরও ছয় মাস কঠোর কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইবে।

অদ্ভুত আবিষ্কার

মুদ্রা পরীক্ষক

আমেরিকার নিউইয়র্কনগরে এক কলের মুদ্রা-পরীক্ষক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। উহাতে শুধু মুদ্রার পরীক্ষা হয় না, মুদ্রা খারাপ হইলে, ঐ কল উচ্চৈঃস্বরে উহা কথায় বলিয়া দেয়; উপযুক্ত ওজন ও আকার থাকিলেও, খারাপ মুদ্রা ঐ কলে বাহিরে নিক্ষেপ করিয়া ফেলে।

বেতার আলো

বেতারে টেলিগ্রাম চলে। রেডিও-সঙ্গীত অধুনা বড় বড় সহরে অনেকে শুনিয়া থাকেন; তার বা কোন সংযোগ ব্যতীত হাজার হাজার মাইল দূরের গান, বাদ্য, কথা, রেডিও-যন্ত্রে শুনা যায়। সংপ্রতি আমেরিকায় একরূপ এক বৈদ্যুতিক শক্তির আবিষ্কৃত হইয়াছে. উহার বলে গৃহে গৃহে বিনাতারে বৈদ্যুতিক ল্যাম্প জ্বলিবে, কল চলিবে—ইত্যাদি। উহার নাম "টেলাফ্লাক্স।"

আফ্রিকায় মন্দির আবিষ্কার

সংপ্রতি আমেরিকার এক বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক প্রাচীন ভারতের বিশেষ কীর্ত্তি-গৌরবের এক ঐতিহাসিক তথ্য আবিষ্কার করিয়াছেন। তিনি দক্ষিণ আফ্রিকায় এক মন্দিরের ভগ্নাবশেষ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করিয়া স্থির সিদ্ধান্তে আগমন করিয়াছেন যে, ঐ মন্দির, সাত হাজার বৎসর পূর্ব্বে ভারতের সন্তানগণ সেখানে যাইয়া প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। তাঁহারা তখন তাঁহাদের সভ্যতা বিস্তারদ্বারা দক্ষিণ ও মধ্য আফ্রিকার সমগ্র দেশটা সুসভ্য করিয়াছিলেন।—স্বায়ত্ত শাসন

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১০ই ভাদ্র সোমবার—১৩৩৬

সখ্য

শ্রীভগবানে যখন আমাদের ঐকান্তিকতা প্রবল হয়, যখন ঘনিষ্ঠভাব ক্রমশঃই গাঢ় হইয়া পড়ে, তখন ভগবান্ 'আমাদের সর্ব্বৈশ্বর্য্যশালী প্রভু হন, আমাদের সহিত অত্যন্ত দুরাসন্ন-বিশিষ্ট, আমাদের চিন্তার অতীত তত্ত্ব'—এ ভাব আর আমাদের হৃদয়ে স্থান পায় না, আমাদের অপ্রাকৃত দুর্নীভূত হইয়া চিন্তারূপা পদ্মবতী হয়, শ্রীভগবানে আমাদের মমতা-বুদ্ধি পরিবর্দ্ধিত হয়, তখন শ্রীকৃষ্ণে বিশ্রম্ভভাবের আবির্ভাব হইতে থাকে; এই অবস্থায় আমাদের সখ্য রতির উৎপত্তি। তখন ক্রমে আমাদের পরিচর্য্যায় বিশ্রম্ভ উদ্ভব হইতে সমস্তরে নীত হয়, শ্রীকৃষ্ণে আমাদের মিত্রজ্ঞান হয়। ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে উক্ত হইয়াছে-

পরিচর্য্যাপরাঃ কেচিৎ প্রাসাদেষু চ
শেরতে।
মনুষ্যমিব তং দ্রষ্টুং ব্যবহর্ত্তুঞ্চ বন্ধুবৎ ॥

এই সখ্যরতিতে প্রেম বিশ্রম্ভভাবনাই প্রধানা, সুতরাং দাস্যরতি হইতে ইহা উৎকৃষ্টা।

আর পরমেশ্বরের যে সখ্য, তাহা অসম্ভব বা আশ্চর্য্য নহে। জীব কৃষ্ণদাস। কৃষ্ণ সচ্চিদানন্দবিগ্রহ, জীবে অচিন্ত্যের ক্লেদ থাকিতে অর্থাৎ স্বয়ং ভোক্তা এই বুদ্ধি থাকিতে জীব নিজস্বরূপ-সম্পদ্ কৃষ্ণদাস্যে অবস্থিত হইতে পারে না। নির্ম্মলজীবই কৃষ্ণদাস্য-তৎপর, নির্ম্মল জীবও সচ্চিদানন্দবিগ্রহ। এই সজাতীয়ত্বপ্রযুক্ত পরমেশ্বর ও জীবের মধ্যে সমত্ব-বোধক সখ্যরসের প্রকাশতা স্বাভাবিক। অর্চ্চনাবিধিতেও যে ভূতশুদ্ধিরূপা প্রক্রিয়া আছে, তাহার মর্ম্ম এই যে, পূজক শ্রীভগবানের সমজাতীয় হবার যোগ্যতা অর্জ্জন করেন। শাস্ত্রে বিধান আছে, "নাদেবো দেবমর্চ্চয়েৎ" অদেব দেবের অর্চ্চন করেন না। সেব্য ও সেবক সমজাতীয় তত্ত্ব। অতএব তাঁহাদের মধ্যে সখ্য-স্থাপন অযোগ্য নহে। কিন্তু যদি পূর্ব্বপক্ষ করা যায় যে, সখ্যভাব অর্থাৎ সমভাব সেবাবুদ্ধিবিরুদ্ধ, তাহা হলে আমাদিগকে বুঝিতে হইবে যে, সেবাই উৎকর্ষলাভ করিয়া সখ্যের পর্য্যায়ে উন্নীত হয়। সখ্যে বিশ্রম্ভ সেবা সেব্যের অতিপ্রিয়। সুতরাং সখ্য পরম-সেবানুকূল। সখ্য রসের ভক্ত শ্রীদাম বিপ্র বলিয়াছেন,—

"তয়ৈব মে সৌহৃদসখ্যমৈত্রী
দাস্যং পুনর্জ্জন্মনি জন্মনি স্যাৎ।"

এখানে শ্রীজীব গোস্বামিপাদ টীকা করিয়াছেন,—"সৌহৃদং প্রেম চ সখ্যং হিতাশংসনং, মৈত্রী উপকারকত্বং দাস্যং সেবকত্বঞ্চ তৎ (সমাহারে একবচনং)। তস্য তৎসম্বন্ধি মে মম স্যাৎ ন তু বিভূতিভিরিতি।" সৌহৃদসখ্যমৈত্রীদাস্য—একতত্ত্ব। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদ সখ্য বলিতে স্পষ্ট করিয়াছেন-"সখ্যং তস্মিন্নত্র ভাবনা দৃঢ়বিশ্বাসশ্চ।"

তথাপি দাস্যপ্রেম ও সখ্যপ্রেমে একটু পার্থক্য আছে। দাস্যপ্রেমে মমতা থাকিলেও তাহাতে ভগবান প্রভু এই বুদ্ধি বর্ত্তমান। তাহাতে ভয় ও সম্ভ্রমের আধিক্য; ঘনিষ্ঠসম্বন্ধের অনুরাগযুক্ত রসের তাদৃশ উৎকর্ষ নাই। এই ভয় ও সম্ভ্রম বিগত হলে বিশ্রম্ভ বা একান্ত বিশ্বাসরূপ ঘনিষ্ঠভাবের উদয় হয়, তাহাতে কৃষ্ণে ও ভগবানের মধ্যে সমতা-ভাব-বহুল। তাই শ্রীরামানন্দ রায় দাস্যপ্রেমকে সাধ্যসার বলিলে শ্রীশ্রীমহাপ্রভু বলেন, "এহ হয়, আগে কহ আর" তাহাতে 'রায় কহে, সখ্য-প্রেম সর্ব্বসাধ্যসার।'

ইত্থং সতাং ব্রহ্মসুখানুভূত্যা
দাস্যং গতানাং পরদৈবতেন।
মায়াশ্রিতানাং নরদারকেণ
সাকং বিজহ্রুঃ কৃতপুণ্যপুঞ্জাঃ ॥

রাখাল বালকগণের কত জন্মের পুণ্যের না পুঞ্জীকৃত হইয়াছিল, যাহাতে তাহারা জ্ঞানিগণের ব্রহ্মসুখানুভূতির বিষয়, দাস্যপ্রাপ্ত ভক্তগণের পরদেবতা, মায়াবদ্ধগণের দৃষ্টিতে নরবালকরূপে প্রতীয়মান, ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে সখাজ্ঞানে তাঁহার সহিত ক্রীড়ারত হওয়ায় তাঁহাকে অতুল আনন্দ প্রদান করিয়াছিলেন। প্রভু বলিলেন—"এহোত্তম", তবে নবধাভক্তির অন্তর্গত সখ্য বলিতে স্বামিপাদ "বিশ্বাসাদি" টীকা করিয়াছেন, অর্থাৎ ভগবচ্চরণে বিশ্বাস স্থাপনপূর্ব্বক ভজন আমাদের পরমপুরুষ-প্রাপ্তির জন্য এই বুদ্ধি হইতে সঞ্জাত ভাব। দাস্যপ্রেমেও এই সখ্য বর্ত্তমান। এই প্রাথমিক সখ্যের পুষ্টিক্রমেই মুখ্য সখ্যরসের উৎকর্ষ হইতে পারে।

দীক্ষিত

যজুর্ব্বেদের ঊনবিংশ অধ্যায়ের ত্রিংশৎ মণ্ডলে দেখিতে পাওয়া যায়—

"ব্রতেন দীক্ষামাপ্নোতি দীক্ষয়াপ্নোতি
দক্ষিণাম্।
দক্ষিণা শ্রদ্ধামাপ্নোতি শ্রদ্ধয়া
সত্যমাপ্যতে ॥"

অর্থাৎ শ্রীগুরুদেবের সেবারূপ ব্রত দ্বারা জীব দীক্ষা লাভ করে এবং দীক্ষা দ্বারা দক্ষিণা অর্থাৎ সরলতা বা অকপটতা প্রাপ্তি ঘটে, আবার সরলতা হইতে শ্রদ্ধার উদয় হয় এবং শ্রদ্ধা দ্বারা একমাত্র বাস্তব সত্যবস্তুর উপলব্ধি হইয়া থাকে। অতএব উক্ত বেদবাক্যে এই প্রমাণিত হইল যে, একমাত্র দীক্ষিত ব্যক্তিই সত্য উপলব্ধি করিতে সমর্থ। পুরাণ ও স্মৃতিশাস্ত্র উক্ত বেদ-বাক্যের অনুগমন করিয়াই বলিয়াছেন—

"দিব্যং জ্ঞানং যতো দদ্যাৎ কুর্য্যাৎ
পাপস্য সংক্ষয়ম্।
তস্মাদ্দীক্ষেতি সা প্রোক্তা
দেশিকৈস্তত্ত্বকোবিদৈঃ ॥"

অর্থাৎ যে অনুষ্ঠানের দ্বারা জীবের দিব্যজ্ঞান বা সম্বন্ধজ্ঞান লাভ হয় এবং যে জ্ঞানের উদয়ে সর্ব্ববিধ পাপরাশির সম্যক্ ক্ষয় হয়, তত্ত্ববিদ্গণ তাহাকেই দীক্ষা-সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত করেন।

বেদ সদ্গুরুর নিকট দীক্ষাপ্রাপ্ত জীবকে ব্রাহ্মণ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ৩৮ অঃ দেখা যায়—

"যদৈব দেব্রাহ্মণস্য দীক্ষিতস্য ব্রাহ্মণো
দীক্ষিতোঽতি
দীক্ষামাবেদয়ন্তোবমেবৈতৎ ক্ষত্রিয়স্য ॥"

অর্থাৎ যেপ্রকার ব্রাহ্মণকুলজাত মানবকের দীক্ষার সময় আমি অমুক ব্রাহ্মণ দীক্ষা গ্রহণ করিতেছি—এই বলিয়া গুরু সন্নিধানে নিবেদন করিতে হয়, সেইরূপ ক্ষত্রিয়-কুলোদ্ভূত মানবকেও আমি অমুক ব্রাহ্মণ এই বলিয়া আবেদন করিয়া থাকেন। উক্ত শ্রুতির ভাষ্যে আচার্য্য সায়ন-বচনে দীক্ষিত ব্যক্তির ব্রাহ্মণত্ব আরও স্পষ্ট ভাবে উল্লিখিত হইয়াছে।

"ব্রাহ্মণো বা এষ জায়তে যো দীক্ষতে"

দীক্ষিত ব্যক্তি ব্রাহ্মণ হন পুরাণ টীকা প্রভৃতি বেদেরই পূরণ করিয়া থাকেন এবং অর্থ পরিষ্কার করিয়া প্রকাশ করেন। তাই তত্ত্বসাগর বলেন—

যথা কাঞ্চনতাং যাতি কাংস্যং রসবিধানতঃ।
তথা দীক্ষাবিধানেন দ্বিজত্বং জায়তে নৃণাম্ ॥

অর্থাৎ যে প্রকার কোন রসবিধান-দ্বারা রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় কাংস্যের সুবর্ণত্ব লাভ ঘটে, তদ্রূপ বৈষ্ণবী দীক্ষা দ্বারা মনুষ্যমাত্রেরই দ্বিজত্ব প্রাপ্ত হয়। কেহ যদি দ্বিজত্ব শব্দ দ্বারা দ্বিজাতি ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যকে মনে করেন—এই আশঙ্কা নিরাস করিবার জন্য শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু উক্ত শ্লোকের টীকায় বলিয়াছেন,—নৃণাং সর্ব্বেষামেব দ্বিজত্বং বিপ্রতা। অর্থাৎ নৃণাং শব্দের দ্বারা 'সর্ব্বমানবেরই' এবং দ্বিজত্ব শব্দ দ্বারা 'বিপ্রতা' এই অর্থ। এই দ্বিজত্ব, বিপ্রত্ব বা ব্রাহ্মণত্ব চ্যুতগোত্রমূলক নহে, পরন্তু অচ্যুত-গোত্রীয়। চ্যুত গোত্রীয় দ্বিজগণকে শ্রীমদ্ভাগবত একাদশ স্কন্ধে প্রাকৃত ভগবদ্বিমুখ বঞ্চকীয় সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত করিয়াছেন এবং অচ্যুত গোত্রীয়গণকে নির্গুণ ব্রাহ্মণ সংজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন। অচ্যুত গোত্রীয়গণের নিকট চ্যুত-গোত্রীয় দ্বিজগণ দীক্ষিত হইয়া শিষ্য হইলে তাঁহাদের দীক্ষা-প্রভাবে অচ্যুতগোত্রীয় দ্বিজ হইবার অধিকার আছে 'নৃণাং' শব্দের দ্বারা তাহাও সূচিত হয়। অতএব বৈষ্ণবী দীক্ষা-প্রভাবে জীবমাত্রই বিপ্রত্ব লাভ করে; কারণ 'হরৌ' নৃমাত্রস্যাধিকারিতা—ভক্তিতে মনুষ্যমাত্রেরই অধিকার আছে। প্রাচীন ইতিহাসেও ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ দৃষ্ট হয়। কাশীখণ্ডে দেখা যায়—

অন্ত্যজা অপি তদ্রাষ্ট্রে শঙ্খচক্রাঙ্কধারিণঃ।
সংপ্রাপ্য বৈষ্ণবীং দীক্ষাং দীক্ষিতা
[illegible] ইব সংবভুঃ ॥

ময়ূরধ্বজ প্রদেশে অন্ত্যজ জাতি পর্য্যন্ত বৈষ্ণবী দীক্ষায় দীক্ষিত হইয়া তাপপুণ্ড্রাদি সংস্কার লাভ করিয়া যাজ্ঞিকের ন্যায় শোভা পাইয়া থাকেন। সম্প্রদায় বৈভববিদ্গণ সকলেই জানেন যে, রামানুজীয়গণ শূদ্রকুলোদ্ভূত বালককেও দীক্ষাতে ব্রাহ্মণ-সংস্কার দিয়া থাকেন, তাই শ্রীল গোপাল ভট্ট গোস্বামী প্রভু-কৃত সংস্কারদীপিকা গ্রন্থে দৃষ্ট হয়,—

শ্রীরামানুজাচার্য্যাদীনাং মতানুসারিণো বৈষ্ণবাঃ প্রথমং শূদ্রাদিজাতানং বিধায় স্বান্ কান্ শূদ্রাদিবালকাদীনপি সংগৃহ্য ক্রোড়াদিকং কারয়িত্বা স্বয়ং বিষ্ণুক্রোড়াদিক কৃত্বা পূজাচার্য্যা দান্ নিবিষ্টং সংপূজ্য চ তান্ বালকাদিকান্ পঞ্চসংস্কারান্ কারয়িত্বা দ্বিজত্বমাপাদ্য পশ্চাৎ যজ্ঞোপবীতকৃতসর্ব্বস্ব-সংস্কারেণ [illegible] সংস্কারান্ কারয়িত্বা বেদমন্ত্রং সাবিত্রীমপি দীক্ষয়িত্বা পশ্চাৎ স্বসম্প্রদায়প্রবর্ত্তক শ্রীগুরুপাদান্ সাধয়ামীতিপ্রাচীনৈঃ ... সন্ন্যাসিনং কুর্ব্বন্তীতি প্রসিদ্ধং সম্প্রদায়ক্রমেণেতি। নারদ পঞ্চরাত্রে সাত্বততন্ত্রের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উক্ত সাত্বততন্ত্রেও এই উক্তির প্রমাণ দৃষ্ট হয়।

সুতরাং শ্রীহরিভক্তিবিলাসও স্পষ্টাক্ষরে দ্বিতীয় বিলাসে ১০০ সংখ্যায় বলেন—

"গুরুঃ মাণবকাদীনাং ক্রিয়াঃ সম্যক্ কারয়েৎ" টীকায় "আদি শব্দেন উপনয়ন-দীক্ষাভ্যাগমনাধ্যয়নবন্ধনামকরণান্নপ্রাশনচৌড়োপনয়নসমাবর্ত্তনবিবাহাঃ" অর্থাৎ দীক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে গুরুদেব সকলই [illegible] করাইয়া দিবেন। সুতরাং দীক্ষিত ব্যক্তি উপবীত ধারণ করিবেন।

কোনও কোনও আধুনিক পন্থাবলম্বী বৈষ্ণব ভাগবতী দীক্ষা লাভ করিয়াও [illegible] ব্রাহ্মণের চিহ্ন বৈদিক-ব্রতধারী চিহ্ন বলিয়া উপবীত ধারণ করিবার প্রয়োজন মনে করেন নাই। কেবল শিখা মাত্র রাখিয়া দীক্ষা-চিহ্ন

উপবীত গ্রহণ করিয়াও নিজের উন্নত ভক্তিযোগাশ্রিত অবস্থা লক্ষ্য করিয়া শাস্ত্রানুযায়ী উপবীত প্রভৃতি আশ্রম-চিহ্ন-ধারণে উদাসীন্য করিয়াছিলেন। যথা ব্রহ্মোপনিষদি—

বহিঃ সূত্রং ত্যজেদ্বিদ্বান্ যোগমুত্তমমাস্থিতঃ।
ব্রহ্মভাবময়ং সূত্রং ধারয়েদ্ যঃ স চেতনঃ॥

অর্থাৎ উন্নত ভক্তিযোগাশ্রিত, তত্ত্ববিৎ পরমহংস পুরুষ বাহ্যসূত্র ত্যাগ করিবেন। এরূপ অবস্থায় যিনি ব্রহ্মভাবময় সূত্র ধারণ করেন, তিনি প্রকৃত জ্ঞানী। যিনি ব্রহ্মের সহিত সতত যুক্ত হইয়াছেন, তাঁহার ব্রহ্মসূত্রের প্রয়োজন কি? যাহার ব্রহ্মের সহিত যোগ হয় নাই, তাহাকে শ্রীগুরুদেব "ব্রহ্মসূত্র" রূপ স্মারকচিহ্ন দ্বারা পরব্রহ্মে সতত যুক্ত থাকিবার জন্য উপদেশ দিয়া থাকেন। কিন্তু "কালঃ কলিঃ।" পরমহংস পুরুষগণের স্বতন্ত্র আচরণ দেখিয়া মাৎসর্য্য-পরায়ণ ব্যক্তিগণ বৈষ্ণবকে শূদ্র বলিবার সুযোগ খুঁজিয়া ফিরিতেছে। শ্রুতি স্মৃতি পুরাণ ইতিহাস শাস্ত্রের কোনও স্থানে খুঁজিয়াও 'বৈষ্ণব বা ভগবদ্ভক্ত শূদ্র' একথাটী পাওয়া যায় না। কৈমুতিক ন্যায়ানুসারে সর্ব্বত্রই বৈষ্ণব ব্রাহ্মণের গুরু বলিয়াই স্বীকৃত হইয়াছেন এবং পূর্ব্ব মহাজনগণের আচরণ দ্বারা তাহা আরও বিশেষভাবে প্রমাণিত হইয়াছে। পরমহংস বৈষ্ণব যে ব্রাহ্মণের গুরু হইতে পারেন, তাহা প্রদর্শন করিবার জন্য শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় শৌক্র কায়স্থকুলে উদ্ভূত হইয়াও শ্রীগঙ্গা-নারায়ণ চক্রবর্ত্তী, শ্রীরামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি অনেক শৌক্র ব্রাহ্মণকে শিষ্যত্বে গ্রহণ করিয়াছিলেন, সদ্‌গোপকুলোদ্ভূত শ্রীল শ্যামানন্দ প্রভুর নিকট করণবংশজ শ্রীরসিকানন্দপ্রভু দীক্ষিত হইয়াছিলেন। তাঁহার বংশীয়গণের নিকট পাণ্ডা পাড়ুহারী নিবাসী প্রণুন্না শাসন ব্রাহ্মণগণ এ যাবৎ দীক্ষা লাভ করিতেছেন. শ্রীদাস গদাধরের নিকট কাটোয়ার শ্রীযদুনন্দন চক্রবর্ত্তী পাঞ্চরাত্রিকদীক্ষায় দীক্ষিত হন। আবার বুধপাড়া-নিবাসী নবদ্বীপোদ্ভূ দাক্ষিণ রাঢ়ীয় কায়স্থ-কুলে উদ্ভূত হইয়াও দীক্ষিতের চিহ্ন-স্বরূপ উপনয়ন-সংস্কার গ্রহণ করেন এবং শৌক্র ব্রাহ্মণগণেরও আচার্য্য হন। শ্রীখণ্ডের মুকুন্দবংশে দীক্ষিতের উপবীত-ধারণ-প্রথা পূর্ব হইতে চলিয়া আসিয়াছে। তাঁহাদের উপবীত-গ্রহণ অজন্মের সংস্কার নহে। কারণ ১৬৬১ খৃষ্টাব্দে সর্ব্বপ্রথম পূর্ব্ববঙ্গে অন্ধ্রদের উপবীত-গ্রহণ-প্রথা প্রদেশে প্রচলিত হয়। ইহার পূর্ব্ব হইতেই ইহারা উপবীত গ্রহণ করিয়া আচার্য্যের কার্য্য করিতেছেন। শ্যামানন্দ প্রভুর শিষ্য রসিকানন্দ প্রভুর বংশেও দীক্ষিত ব্যক্তির চিহ্ন-স্বরূপ আবহমান কাল আসিতেছে। রসিকানন্দ প্রভুর বেদান্তাচার্য্য শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ শৌক্র অগ্রদানী চাষীকুলে উদ্ভূত হইয়াও বিপ্রোপবীত গ্রহণ করিয়াছিলেন। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠাকুরের নিকট তিনি অধ্যয়ন করিয়াছেন এবং চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের আজ্ঞায় তিনি বৈদান্তের গোবিন্দ-ভাষ্য রচনা করেন। ইহা ব্যতীত তিনি কয়েকটি উপনিষদের ভাষ্যও রচনা করিয়াছেন। আচার্য্য চক্রবর্ত্তি ঠাকুর যদি শূদ্রকুলোদ্ভূত দীক্ষিত ব্যক্তির উপবীত গ্রহণ ও বেদ পাঠে অধিকার নাই মনে করিতেন, তবে কিছুতেই তিনি স্বয়ং বলদেবকে অধ্যাপনা করাইতেন না বা বেদান্তের ভাষ্য প্রণয়ন করিতে আদেশ করিতেন না। কিন্তু আজকাল গুরুব্রুবগণ শিষ্যকে দীক্ষিত বলিয়াও শূদ্রাখ্যা প্রয়োগ করেন ও দীক্ষিতের সহিত অস্পৃশ্য শূদ্রের ন্যায় আচরণ করেন। তাঁহারা তাঁহাদের তথাকথিত দীক্ষিতের হস্তে জল পর্য্যন্ত গ্রহণ করেন না, শালগ্রাম-পূজায় অধিকার দেন না, শিষ্যের পূজিত শ্রীমূর্ত্তি শূদ্রের ঠাকুর, "শূদ্রের স্পর্শে শূদ্র হইয়া গিয়াছে" মনে করিয়া প্রণাম করিতে কুণ্ঠিত হন, দীক্ষিত (?) শিষ্যকে শ্রীমূর্ত্তি সমীপে পক্কান্ন ভোগ দিবার অধিকার প্রদান করেন না, কেবল বার্ষিক দাক্ষিণ্য প্রভৃতির সময় শিষ্যগণকে দীক্ষিত জানেন ও সকলের নিকট প্রচার করেন। সুতরাং ঐসকল গুরুব্রুব, ব্রাহ্মণব্রুবগণের দীক্ষিত ব্যক্তি যথা পূর্ব্বং তথা পরং থাকিয়া যায়। কিন্তু যাহারা শ্রীমদ্ভাগবতকথিত বাস্তব সত্য উপলব্ধি করিতে চান, তাঁহারা অবশ্য সদ্‌গুরুর নিকট দীক্ষিত হইয়া বিপ্রত্বলাভ করেন, বেদে অধিকার প্রাপ্ত হন এবং গুরুচরণাশ্রয়ে ভজন করিতে করিতে ব্রাহ্মণত্ব ও যোগত্বকে ক্রোড়ীভূত করিয়া যে বৈষ্ণবত্বরূপ চরম পদ অবস্থিত, সেই পরমপদে আরূঢ় হইয়া কৃতকৃতার্থ হন। তাই বৃহদারণ্যক শ্রুতি উচ্চ কণ্ঠে বলেন—

"তমেব ধীরো বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাং কুর্ব্বীত
ব্রাহ্মণঃ॥"

কাকা চট্‌লেন কেন?

(পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিরত্ন)

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ১৫২ সংখ্যার পর)

একটা চিপা গলি, নর্দ্দমার পচা গন্ধ, যে গন্ধের অত্যাচারে কথায় একটা কুকুরও থাকিতে চায় না, গুটিকতক পেত্নী ও অনেক চাড়া। ইহার ভিতর দিয়াই সন্তু বাবু তাঁহার কাকা বাবুর সঙ্গে বাসায় উপস্থিত হইলেন। সম্মুখে ঠাকুর ঘর, মাকড়সার জাল ঠাকুরের অঙ্গত্রাণ হইয়া ঠাকুর বেশ সুরক্ষিত ভাবে রহিয়াছেন, দেখিয়া সন্তু বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন—ঠাকুরের গায় এত মাকড়সার জাল, ইহা পরিষ্কার করা হয় না? কাকা বলিলেন—বাবা! ও সব যোগের সময় পরিষ্কার হয়, এখনত আর কোন যোগ নাই, ঠাকুর দর্শন করিতেও কেহ আসে না।

যাহা হউক সন্তু বাবু কলেজের নব্য যুবক হইলেও আর্য্যদিগের সুসভ্য রীতি নীতি ভুলেন নাই; একটি দণ্ডবৎ দিলেন। তারপর পিছনের দিকে তাকাইয়া দেখেন জনকয়েক স্ত্রীলোক। তাহারা সকলেই অল্পবয়স্কা।

সন্তু বাবু এইবার আরও একটু ভালরকম মজার সমস্যায় পড়িলেন। সন্তু বাবু নিজে অতিশয় চরিত্রবান্ সুনৈতিক। খুড়া মহাশয়কে পুনরায় প্রশ্ন করিতে বাধ্য হইলেন, 'কাকা ইহারা কে? কোথায় থাকেন?' ভারী মুস্কিল! বিপদের উপর আপদ্! বুড়া মহাসঙ্কটে পড়িলেন! যদি বলেন, "খুড়ীমা এরা তিন জন তোমার," তবে সন্তু কিজানি কি মনে করে; কারণ সন্তু ত বোকা ছেলে নহে, কলেজের সর্ব্বোচ্চ উপাধি লাভের যোগ্য! আবার যদি বলেন, ইহারা অন্য লোক এখানে থাকেন, কি অন্যত্র থাকেন, সম্প্রতি বেড়াইতে আসিয়াছেন, তবে তো তাঁহার আধপাকা দাড়ির এক গাছাও থাকে কি না সন্দেহ, তিন জনে ধড়ভুজে টানিবে, নতুবা সম্মার্জ্জনীর সদ্ব্যবহার করিয়া দাক্ষিণ্যদিকে তাড়া করিবে, বুড়া শেষকালে অগত্যা একটা মতলব বাহির করিলে—বলিলেন, "এঁরা তিন জন আমার মন্ত্রশিষ্যা, আর সঙ্গের মেয়ে ক'জন তাঁহাদের পরিচারিকা সাজনী। ইহারা অনাথা, আমার আশ্রয়েই থাকে, আমি একটা বিধবাশ্রমের ন্যায় আশ্রম খুলিয়াছি। ইহারা এখানে থাকিয়া আমার নিকট ভজন শিক্ষা করে, পরে ইহাদিগের যোগ্যতানুসারে শ্রীবৃন্দাবনাভিমুখে পাঠাইয়া দেওয়া হয়। আমিই ভিক্ষা শিক্ষা করিয়া ঠাকুরের আয়ের দ্বারা, ভাগবত পাঠ করিয়া যাহা পাই এবং শিষ্য ফিরায় যাহা মিলে, তাহা দিয়া কোন প্রকারে কায়-ক্লেশে ইহাদিগের ভরণ পোষণ করি। বাবা! এর চেয়ে পুণ্য কার্য্য কি আর আছে? এই অনাথাদিগের সেবার জন্যই আমার জীবন উৎসর্গ করিয়াছি।"

এত গভীর জলের তল দেশেও আগুন জ্বলে, তাহা সত্যাশরণ বাবু ইতঃপূর্ব্বে প্রত্যক্ষ প্রমাণের দ্বারা জানিতেন না। প্রকৃত ব্যাপার বুঝিতে আর তাঁহার বাকি রহিল না। কাকাকে গুরুজন বলিয়া সম্মান করিতে আর ইচ্ছা হইল না। ভাবিলেন,—কি সর্ব্বনাশ, সংসার-ধর্ম্ম ছাড়িয়া তীর্থবাসের নামে খুড়া মহাশয়ের এই কীর্ত্তি? আজ হরিভজনের পরিবর্ত্তে খুড়া মহাশয় কতকগুলি স্ত্রী-লোক-ভজন আরম্ভ করিয়াছেন? ওঃ, কাম মানুষের কি ভীষণ শত্রু! কাকা বৃদ্ধ হইয়াছেন, সংসার-ধর্ম্মও ছাড়িয়া তীর্থবাসী হইয়াছেন, তিনি কোথায় এখন নিশ্চিন্ত মনে হরিনাম করিবেন, তাহা না করিয়া আজ কি ভীষণ নরকের পথেই না চলিয়াছেন! কুলিয়ার কাণ্ড পূর্ব্বে যাহা শুনিয়াছিলাম, এখন তাহা প্রত্যক্ষই হইল বটে! আমরা ছোট বেলায় শুনিয়াছি, আমার খুড়ীমার গঙ্গা-প্রাপ্তি হওয়াতে, কাকা সেই দুঃখে সংসার পরিত্যাগ করিয়া তীর্থ-পর্য্যটনে বাহির হইয়াছিলেন! তখন আমি পিতৃহীন নাবালক থাকা সত্ত্বেও কাকার উৎকট বৈরাগ্য তাঁহাকে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়াছিল। আর আজ আমার সেই কাকার কোথায়ই বা সে বৈরাগ্য, কোথায়ই বা হরিভজন! এইরূপ পাপকর্ম্ম করা অপেক্ষা আবার বিবাহ করিয়া সংসারী হইলেই 'ত' হইত? এ ভণ্ডামি করিয়া লাভ কি? ইহকাল পরকাল—দুই কালই নষ্ট! আর আমাদের কুলে কলঙ্ক! সত্যাশরণ ক্রোধে ক্ষোভে দুঃখে অধীর হইয়া পড়িলেন। আর মৌন থাকিতে না পারিয়া বলিয়া উঠিলেন,—কাকা শেষে আমাদের কুলে কালিমা মাখাইলেন? ইহারই নাম নাকি বৈরাগ্য? যে মহাপ্রভু ছোট হরিদাস-বর্জ্জন-লীলা দ্বারা বৈরাগীর পক্ষে স্ত্রী সম্ভাষণ একেবারে নিষিদ্ধ বলিয়া শিক্ষা দিলেন, বলিলেন, "বৈরাগী হঞা করে স্ত্রী-সম্ভাষণ। দেখিতে না পারোঁ মুঞি তাহার বদন॥ ক্ষুদ্র জীব সব মর্কট বৈরাগ্য করিঞা। ইন্দ্রিয় চরাঞা বুলে প্রকৃতি সম্ভাষিয়া॥ দারু প্রকৃতি হরে মুনেরপি মন" প্রভৃতি, যে মহাপ্রভু 'স্ত্রী'হেন নাম প্রভু এই অবতারে। শ্রবণেও না করিলা বিদিত সংসারে॥, যে মহাপ্রভু আশ্রয়-ভাবে বিভাবিত বিপ্রলম্ভরসময় বিগ্রহ, যেখানে সম্ভোগের কোন কথা নাই, আজ সেই মহাপ্রভুর দোহাই দিয়া, মহাপ্রভুর ধামে বসিয়া এই বৃদ্ধ বয়সে আপনি কি ভীষণ নরক-পথের যাত্রী হইতে বসিয়াছেন, তাহা কি একবারও ভাবিয়া দেখিবেন না? "অসৎসঙ্গ-ত্যাগ—এই বৈষ্ণব আচার। স্ত্রীসঙ্গী এক অসাধু, কৃষ্ণাভক্ত আর॥" এই মহাবাক্যের ইহাই নাকি সার্থকতা? আচ্ছা কাকা! এখন আমি বিদায় হই, প্রণামীটা ঠাকুর ঘরের দুয়ারেই রাখিয়া চলিলাম, বেলা অনেক হইয়াছে। খুড়া মহাশয় বলিলেন, 'কোথায় যাবে বাবা'! সত্যাশরণ বলিলেন, শ্রীধামমায়াপুর যাইব। তচ্ছুবণে খুড়া বলিলেন—"ওঃ সেই বাঁশবুড়ার মাঠ রামচন্দ্রপুর? বেশ যাও বাবা, সেখানেও একটা নিষ্কিঞ্চন, বাবাজি থাকেন, তিনি বেশ ত্যাগী সাধু ভক্ত মোহান্ত। আমার

সহিত তাঁহার ভারী বন্ধুত্ব। তাঁহার সেখানেও ঠাকুর-বাড়ী বিশ্রামাশ্রম প্রভৃতি আছে। তিনিও আসেন, আমিও যাই।"

তখন সত্যবাবু বুঝিলেন, 'কাকা শ্রীধাম মায়াপুর বলিতে বোধ হয় কোন স্ত্রীসঙ্গী বাবাজীর আখড়ার ন্যায় কিছু জানিয়া লইয়াছেন।' বাহিরদ্বীপের মাঠ রামচন্দ্রপুর-কাঁকড়ার মাঠকে যে একদল লোক মায়াপুর বলিয়া চালাইতেছে, সত্যশরণ বাবু তাহার কিছু কিছু জানিতেন। সত্যশরণ বাবু চরিত্রহীন কাকার সহিত বাক্যালাপ করাও যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিয়া উঠিয়া পড়িলেন এবং ভাবিতে লাগিলেন, "হায় বৈদিক ব্রাহ্মণের ছেলে, উচ্চ বনিয়াদি বংশজাত, যাঁহাদের বংশে কোন দিন কোন অসৎ-চরিত্রের লোকের উদ্ভব হয় নাই, আর আমারই কাকা সেই বংশের লোক হইয়া শ্রেষ্ঠাশ্রম-বেশ মালা, তিলক, শিখা ধারণ করিয়া সাধুত্বের ভাণে নিজের কোন্ ভীষণ পথে চালিত হইতেছেন, আর তৎসঙ্গে অপরেরও কতই না সর্ব্বনাশ সাধন করিতেছেন। হায়রে কলি!

"ভাগ্যে আমি কলেজ লাইব্রেরীতে শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের জৈবধর্ম্ম, হারমনিষ্ট ও গৌড়ীয় মঠের গৌড়ীয় এবং এবার পুরীর পুরুষোত্তম মঠে যাইয়া দুই চারিখানা নদীয়া প্রকাশ পাঠ করিয়া খুড়া-মহাশয়ের উদ্দিষ্ট বাহিরদ্বীপের মাঠ ও তত্রস্থ ব্যক্তিগণের কিছু কিছু পরিচয় পাইবার সৌভাগ্য পাইয়াছিলাম! নতুবা আজ কাকার বেড়াজাল ফাঁদে পড়িয়া আমাকেও ঘোল খাইতে হইত না কি তাহার ঠিক কি? কাকাও যদি একবার অসৎসঙ্গ ত্যাগের পূর্ব্বে ঐ সমস্ত গ্রন্থ ও গৌড়ীয়, নদীয়াপ্রকাশাদি পাঠ করিবার সুযোগ পাইতেন, তাহা হইলে আজ একপ একটা মনগড়া সংসার রচনা করিবার সাহস পাইতেন না, আর কাঁকড়ার মাঠকে 'শ্রীধাম মায়াপুর' বলিয়া প্রচার করিতেন না। বর্ত্তমান কলিকল্মষনাশনকল্পে শুদ্ধ বৈষ্ণবাচার্য্যগণ গৌড়ীয় ও নদীয়াপ্রকাশ প্রভৃতি ভাবে প্রচার করিয়া বহু বহু জীবগণের কালিমল বিধৌত করিয়া দিতেছেন। যাহারা অসৎসঙ্গের প্রশ্রয় দিয়া এইসকল অমূল্য উপদেশ পাঠ ও শ্রবণ করিবেন না, তাঁহারাই অল্পবিস্তরভাবে কলির কবলে পতিত হইবেন।"

সত্যশরণ বাবু বাস্তবিকই সত্যের শরণ লইয়াছেন। তিনি আর এখন অসত্যকে সত্য বলিয়া মানিতে রাজি নহেন। তিনি পুনরায় কাকা বাবুকে বলিলেন—"কাকা, এখনও সাবধান! ভীষণাকৃতি যমদূতগণ পাশ-হস্তে আপনার পার্শ্বে দণ্ডায়মান। ধামে বাস করিবার ছলে আপনি ভয়ঙ্কর ধামাপরাধ করিতেছেন। গঙ্গার পূর্ব্বপারস্থিত শ্রীধাম মায়াপুর ও যোষিৎসঙ্গকল্পিত কাঁকড়ার মাঠ এক নহে।

গঙ্গার পূর্ব্বপারস্থিত শ্রীধামমায়াপুরই আত্মনিবেদন-ক্ষেত্র, অন্তর্দ্বীপ, তাঁহাকে কেন্দ্র করিয়া আর আটটী দ্বীপ বৃত্তাকারে অবস্থিত। সেখানে গুরুদেবাত্মা গৌরভক্তবৃন্দ অহর্নিশ কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণতৎপর। আপনি এখনও তাঁহাদের শ্রীমুখনিঃসৃত শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবাণী শ্রবণ করিয়া প্রকৃত ভজনমার্গ অবলম্বন করুন। লোকের নিকট সাধু সাজিয়া ভণ্ডামি করিয়া কোন লাভ নাই। আশীর্ব্বাদ করুন, আমার যেন এরূপ স্ত্রীসঙ্গী কাকাকে আর 'কাকা' বলিয়া ডাকিতে না হয়।"

এইবার খুড়া মহাশয় নিজের স্বরূপ প্রকাশ করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "আরেরে বেড পাষণ্ড! যারা শুদ্ধ ভাইকা উড়িয়া এক নবদ্বীপের এই বৈষ্ণবগণ প্রভুসন্তান গোস্বামী বৈষ্ণবগণকে ও আমরা বৈষ্ণবগণ পৌরাণিক বৈষ্ণবে, এবং এত বৈষ্ণবগণ নিষ্কিঞ্চন বাবাজী মহারাজী বৈষ্ণবগণের না গালাগালিয়া একচোখা পানি পর্য্যন্ত খায় না, তুই বেটা অমির ভাইঙ্গা হইয়া তেই পরম হক বৈষ্ণবগণের পেরশংসা করচস্। তুই পোলাপান মানুষ, এখনও বাবা, ধর্ম্মকর্ম্মের কিছুই বুঝ্‌চস্ না। ওহানে যাইস্ না, তোর ভালা হইবো না!"

সত্যশরণ বাবু আর বিলম্ব না করিয়া খুড়া মহাশয়ের নিকট চির বিদায় গ্রহণের ব্যবস্থায় নিযুক্ত হইলেন। এবং বলিতে লাগিলেন কাকা, নিজের ভালটাই আগে ভাল করিয়া বুঝুন তারপর আমার ভালর চিন্তা করিবেন। আমার ভালর চিন্তা করিবার জন্য গঙ্গার পূর্ব্বপারস্থিত শ্রীধামমায়াপুরবাসী শুদ্ধভক্তবৃন্দ আছেন। আপনি এখন নিজের কথা ভাবুন। যাহাদিগকে অজ্ঞানবশতঃ আপনি পাষণ্ড আখ্যা দিয়া আপনার দুর্গতিকে ঢাকিবার নিমিত্ত পাষণ্ডোচিত ভাষা প্রয়োগ করত কুম্ভীপাক নরকবাসের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিতেছেন, কালবিলম্ব না করিয়া আজ সত্বর তাঁহাদেরই শ্রীচরণে ক্ষমা ভিক্ষা করুন। তাঁহারা অদোষদরশী পতিতপাবন। আমাদিগের মত মূর্খ পাষণ্ডদিগকে উদ্ধারকল্পেই তাঁহাদের অবতরণ।

কাকাবাবুর আর ধৈর্য্য ধরে না, দাঁতে দাঁতে, ঘনাঘনিরও সুবিধা নাই; তাই আলিঙ্গোলচেনে চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন—হু-হু হু-হু-হু-হু, বে-বে-টা, আ-আ-মা-কে-ও স-ম-ঝা-বা পা-পা-ষ-ণ্ড কহান?

সত্যশরণ বাবু কাকার ব্যাধি চিকিৎসা দেখিয়া 'অসৎসঙ্গ-ত্যাগ এই বৈষ্ণব আচার' এই মহাবাক্য স্মরণ করিতে করিতে শ্রীধামমায়াপুরাভিমুখে রওনা হইলেন।

ঢাকা মাধ্বগৌড়ীয় মঠে
ঝুলনোৎসব

(সংবাদদাতার পত্র)

ঢাকা, ২২।৮।২৯।

অত্র মঠের ঝুলনোৎসব খুব সমারোহের সহিত সুসম্পন্ন হইয়াছে। প্রত্যহ পাঠ কীর্ত্তনাদি এবং হরিকথা শ্রবণে সমাগত সম্ভ্রান্ত শিক্ষিত ভদ্রমহোদয় ও ভদ্রমহিলাগণ এবং অন্যান্য সকল শ্রেণীর লোকই বহু সুকৃতিলাভের সুযোগ পাইয়া মনুষ্যজন্মের সাফল্যলাভ করিয়াছেন। মঠাধ্যক্ষ শ্রীপাদ রাধাবল্লভ ব্রজবাসী প্রভুর সরলতা এবং অমায়িকতাপূর্ণ ব্যবহারে সকল শ্রেণীর লোকই পরম প্রীত হইয়াছেন তিনি মঠে সমাগত সকল শ্রেণীর জনসঙ্ঘের মধ্যে তাঁহার নিষ্কিঞ্চন বৈষ্ণবস্বভাবোচিত অতি সরল এবং প্রাঞ্জল ভাষায় হরিকথার আলোচনা করত মনুষ্য জীবনের একমাত্র কৃত্য যে সদ্গুরুপাদাশ্রয়ে হরিভজন করা, তা সকলকেই হৃদয়ঙ্গম করাইয়াছেন। শ্রীপাদ রমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী মহোদয়ও তাঁহার স্বভাবসুলভ বিনয় নম্রতার সহিত শ্রীমঠে সমাগত ভক্তবৃন্দকে হরিকথা শুনাইয়া ধন্য করিয়াছেন। আদর্শ গুরু-সেবক শ্রীপাদ হরিবিনোদ দাসাধিকারী প্রভু, মাখনলাল ব্রহ্মচারী ও মঠবাসী ব্রহ্মচারিগণ সন্ধ্যারাত্রির পর শত শত লোককে নিত্য মহাপ্রসাদ অকাতরভাবে রাত্রি ২টা পর্য্যন্ত বিতরণ করত বহুজীবের সনাতন বৃত্তি রক্ষাকুশীলনের পথ প্রশস্ত করিয়াছেন। শ্রীশ্রীবিনোদকান্ত জিউর অপূর্ব্ব শোভা-সন্দর্শনে মোহিত হইয়া সকলেই একবাক্যে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকার জয়গান করিতে করিতে মন্দিরে যাতায়াত করিয়াছেন।

ঢাকা মনোমোহন প্রেসের স্বত্বাধিকারী বিরাজ বাবু মঠগৃহ এবং ঠাকুরঘর ও সিংহাসন বিচিত্র আলোক এবং পুষ্পমালায় ও নানাবিধ বৃক্ষাদি দ্বারা সুন্দররূপে সুসজ্জিত করত গুরুগৌরাঙ্গের সেবা-তুষ্টি সম্পাদন করিয়াছেন। সমাগত ভক্তবৃন্দের নানাপ্রকার সেবাদ্বারা বিরাজবাবু তাঁহার অশেষ সদ্ব্যবহার করিয়াছেন। তাঁহার অতুলনীয় সেবাপ্রবৃত্তির উত্তরোত্তর উন্নতি মহাপ্রভুর নিকট প্রার্থনীয়।

শ্রীগৌড়ীয়মঠে মহোৎসব

কলিকাতা মহানগরীর শ্রীগৌড়ীয়মঠের মহোৎসব খুব সমারোহের সহিত হইতেছে ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানের ভক্তগণ আসিয়া উৎসবে যোগদান করিতেছেন। প্রত্যহ প্রাতে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও সন্ধ্যায় শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ এবং মধুর কীর্ত্তনীয়াগণ গৌরবিহিত কৃষ্ণ-কীর্ত্তনে শ্রীমঠ মুখরিত করিয়া থাকেন। এতদ্ভিন্ন ত্রিদণ্ডি সন্ন্যাসী মহারাজেরা ব্রহ্মচারিগণসহ সর্ব্বসাধারণে প্রত্যহ নাগরিকগণের দ্বারে দ্বারে গিয়া ডাকিয়া ডাকিয়া বলিতেছেন—"শ্রদ্ধাবান জন হে শ্রদ্ধাবান জন হে, প্রভুর কৃপায় ভাই মাগি এই ভিক্ষা। বল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, কর কৃষ্ণ শিক্ষা॥" আশা করি, কলিকাতাবাসী, শুদ্ধভক্তবৃন্দের শ্রীমুখে হরি কীর্ত্তন শ্রবণের এ স্বর্ণ সুযোগ আর অবহেলা করিবেন না। হরি-কথা শ্রবণ করিতে যোগদান করিবার বেলা 'সময় পাই না' বলিয়া যাঁহারা বৃথা আপত্তি উত্থাপন করেন, তাঁহারা যে আপনারাই আপনাদিগকে বঞ্চিত করিতেছেন, তাহাতে আর সন্দেহ কি?

আনুগত্যেই
ভজন-সাফল্য

অনেকে মনে করেন, "অর্থ আছে, ছাপাখানার কৃপায় ছাপান পুঁথিরও অভাব নাই, সুতরাং শাস্ত্র কিনিয়া লইয়া বাড়ী বসিয়া পড়িয়া ধর্ম্মতত্ত্ব বুঝিয়া লইব, মঠে যাওয়া, সাধুসঙ্গ করা—এ জঞ্জাল আবার কি? অবশ্য ভাল গানটান হয়, এক আধটু বসিয়া শুনিয়া আসিলে মনে স্ফূর্ত্তি পাওয়া যাইবে। ভগবানকে ডাকা মনের কথা, বাড়ী বসিয়া একমনে ডাকিলেই হইতে পারে।" কিন্তু তাঁহারা ইহা মানিতে চাহেন না যে, গুরুপাদাশ্রয় ব্যতীত নিজের চেষ্টায় কিছুতেই তত্ত্বজ্ঞান লাভ সম্ভব নহে। 'যাহ ভাগবত পড় বৈষ্ণবের স্থানে। একান্ত আশ্রয় কর বৈষ্ণব-চরণে॥' চৈতন্যের ভক্তগণের নিত্য কর সঙ্গ। তবে ত জানিবে সিদ্ধান্ত-সমুদ্র তরঙ্গ॥'—এই মহাজনবাক্যের সার্থকতা হৃদয়ঙ্গম করিতে চেষ্টা করা প্রত্যেকের পক্ষে কর্ত্তব্য। বাড়ীতে ভোগীবিলাসের মধ্যে বসিয়া নিশ্চিন্তমনে ভগবানকে ডাকা অনর্থযুক্ত জীবের পক্ষে কতটা সম্ভব, তাহা আর বেশী করিয়া বুঝাইয়া বলিবার আবশ্যক হইবে না। যাঁহারা শুধু কথায় নয় বাস্তব সত্য সত্য সে চেষ্টা করিতে গিয়াছেন, তাঁহারাই তাহার নিরর্থকতা উত্তমরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়া সদ্গুরুপাদাশ্রয়ের আবশ্যকতা বুঝিয়াছেন; শ্রীগুরুদেবের কৃপায় চিদ্বল লাভ হইলেই অচিদ্বলকে পরাভূত করা যায়, চিদ্বলে বলীয়ান হইলে, হরিভজন করা যায়। সুতরাং আর হরিভজন-প্রয়াসী ব্যক্তি বা শাস্ত্রজ্ঞ বা সাধুসঙ্গ স্বীকার করিবেন প্রকৃত বিবেচনা। নিজ বুদ্ধি পদে পদে বিপদের সম্ভাবনা সাধক জীবমাত্রেরই জানিয়া সতর্ক হওয়া আবশ্যক অনুগত্যপ্রবৃত্ত নিজের মনগড়া মত চালাইলে ভজন-সাফল্য সম্ভবপর নহে।

পর-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ, শ্রীমায়াপুর, শ্রীচৈতন্যমঠ)

সম্প্রতি পরবিদ্যাপীঠে নিম্নলিখিত শিক্ষণীয় বিষয়নিচয়ের অধ্যাপকের আসনসমূহ সংস্থাপিত হইয়াছে—বিদ্যার্থিগণ আবেদন করুন।

১। সাত্বত্যাসন, ২। ঐতিহ্যাসন,
৩। সম্প্রদায়বৈভবাসন, ৪। ভক্তিশাস্ত্রাসন,
৫। তত্ত্বশাস্ত্রাসন, ৬। বেদান্তাসন,
৭। ঐকায়নাসন।

শ্রীনন্দলাল রায় এম, এ, কাব্যতীর্থ, বিদ্যাসাগর,
সম্পাদক—পরবিদ্যাপীঠ, শ্রীধাম মায়াপুর।

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ
শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৪০, চল্লিশ টাকা।

২৭২৪ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে,
সপ্তচত্বারিংশ খণ্ডে সূচী ছাপা হইতেছে।

৪৬শ খণ্ড গ্রন্থ নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে ১৩।৶০ সাধারণ পক্ষে ১০৸৶০। প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৶০, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ।৶০।

দশম স্কন্ধ ছাপা হইতেছে। দশম স্কন্ধের অগ্রিম সাধারণের পক্ষে ৮৲।

৫০ অধ্যায় পর্য্যন্ত নবম সংখ্যা ছাপা হইয়াছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

আদি, মধ্য ও অন্ত্যলীলা প্রকাশিত হইয়াছেন, সূচী ছাপা হইতেছে। যাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ২০৲ টাকা ভিক্ষার তৃতীয় সংস্করণ ৪৲ টাকায় না পাইয়া অধুনা সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের জন্যই উহার ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইতেছে। সেই ২০৲ টাকার এই বিরাট গ্রন্থ আরও কয়েকদিন অগ্রিম ৫৲ টাকা দিলে সম্পূর্ণ গ্রন্থ দেওয়া হইবে। গ্রাহক-সংখ্যা প্রায় পূর্ণ হইয়া আসিল; পরে আর এ সুযোগ দেওয়া হইবে না।

সত্বর গ্রাহক হউন।

শ্রীচৈতন্য লীলার ব্যাস আখ্যাত
শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত
সুবিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র গ্রন্থ ৮৲ স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲
নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪॥০ টাকা

দ্বীপ দিগ্‌দর্শন নামক নবদ্বীপের ৯টী দ্বীপের সমস্ত বিবরণ।
মূল্য ৶০। ৴০ ডাকটিকেট দিলে বুকপোষ্ট করা হয়

প্রাপ্তিস্থান—নদীয়া-প্রকাশ কার্য্যালয়,
শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর। এবং
গৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্,
১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা।

কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ
হইতে প্রকাশিত
পারমার্থিক

গৌড়ীয়

সাপ্তাহিক পত্র।

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রতি শনিবারে প্রকাশিত হয়।

অগ্রিম বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲ দিলে বৎসরে ৫০ সংখ্যা প্রাপ্য; ষাণ্মাসিক ১॥০; সাপ্তাহিক ৴০
সর্ব্বদা গ্রাহক হওয়া যায়।

বৃত্তিসহ সমগ্র

শ্রীহরিনাম ব্যাকরণ

ভিক্ষা ২৲ টাকা। শিক্ষার্থি-ছাত্রের পক্ষে ১॥০ দেড়টাকা মাত্র।
প্রাপ্তিস্থান—শ্রীপরবিদ্যাপীঠ, শ্রীগৌড়পুর
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিম্নলিখিত মঠসমূহে প্রাপ্তব্যঃ—

১। শ্রীচৈতন্য মঠ,—শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর পোঃ, (নদীয়া)।
২। শ্রীমোদদ্রুমদ্বীপ মঠ,—চাঁপাহাটি, সমুদ্রগড় পোঃ, (বর্দ্ধমান)।
৩। শ্রীভাগবত আসন,—ভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৪। শ্রীগৌড়ীয় মঠ,—১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা।
৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ,—পুরী রেলওয়ে ষ্টেশনের নিকট "অমরনিবাস"
৬। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ,—উড়িয়া বাজার, কটক।
৭। শ্রীভাগবত মঠ,—চিরকাননা, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।
৮। শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ,—নূতন জগজ্জীবনপুরা কাশী, ইউ, পি।
৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,—ছিপিগলি, বৃন্দাবন, মথুরা, ইউ, পি।
১০। শ্রীপরমহংস মঠ—নিমসার পোঃ, সীতাপুর, ইউ পি।
১১। শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ,—কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল, পাঞ্জাব।
১২। শ্রীমাধবগৌড়ীয় মঠ,—৯০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।
১৩। শ্রীগদাইগৌরাঙ্গ মঠ,—বালিয়াটি, ঢাকা।
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম,—আমলাযোড়া, রাজবাঁধ পোঃ, বর্দ্ধমান।
১৫। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ,—ডুমুরকোন্দা, চিরকুণ্ডা পোঃ, মানভূম।
১৬। শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয় মঠ,—আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী, উড়িষ্যা।

শ্রীচৈতন্য মঠের যাবতীয় গ্রন্থ
কার্য্যাধ্যক্ষ, গ্রন্থ-বিভাগ, শ্রীচৈতন্য মঠ
পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া
—অথবা—
শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা
ঠিকানায় পাওয়া যাইবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—ডাকে লইলে শ্রীচৈতন্য মঠের ঠিকানায় লিখিবেন।

TO LET

শ্রীচৈতন্যমঠের গ্রন্থাবলী

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বিরচিত
ভক্তি-গ্রন্থাবলী।

উৎকৃষ্ট কাপড়ে বিলাতী সোনালী অক্ষরে
স্বর্ণালঙ্কৃত। চতুর্থ সংস্করণ। বিস্তৃত বিষয়সূচীসহ

জৈবধর্ম

বাঁধাই ২৲ দুই টাকা

প্রকাশিত হইয়াছে

সনাতন ধর্ম্মশাস্ত্র বেদ, বেদান্ত, উপনিষৎ গীতা, শ্রীমদ্ দর্শন, পুরাণ, তন্ত্রাদি সকল গ্রন্থ পাঠ করিবার অবসর, অতি অল্প মানবের ঘটিয়া থাকে। অনেকের যোগ্যতা না থাকায় সেই সমস্ত গ্রন্থের মর্ম্ম অবগত হইতে পারেন না। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বাঙ্গালীর এই অসুবিধা দূরীভূত করিবার জন্য এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

বিদ্যালয়ের ছাত্র বা শিক্ষকগণের বিশেষ পাঠ্য, এই হেতু শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টার বাহাদুর ইহা সমস্ত বিদ্যালয়ের জন্য অনুমোদন করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

প্রথম খণ্ড ভিক্ষা—১৲ একটাকা।

যুক্তিপূর্ণ শাস্ত্রবাক্য দ্বারা প্রত্যেক মানবের নিত্য কর্ত্তব্য ও অনিত্য সাময়িক কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। গ্রন্থের প্রতি উক্তি সনাতন শাস্ত্রবাক্য দ্বারা সমর্থিত ও প্রমাণিত হইয়াছে। দেহের, মনের ও আত্মার ধর্ম্ম কি? স্বদেশ, সমাজ, নীতি, ধর্ম্ম কি? ইত্যাদি বিষয় ক্রমানুসারে এমন সুন্দরভাবে যুক্তিসহকারে আলোচিত হইয়াছে যে, প্রথম পংক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত পাঠ না করিয়া নিবৃত্ত হওয়া যায় না।

শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ভিক্ষা ৷৵০

ঐ প্রমাণ খণ্ড ভিক্ষা ৵০

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিহার ও লীলাভূমি নয়টী দ্বীপসমষ্টি। এই নয় দ্বীপের প্রাচীন বিবরণ— প্রত্যেক দ্বীপে শ্রীমহাপ্রভুর লীলা—প্রত্যেক দ্বীপের পরিচয়, শ্রীধাম-মাহাত্ম্য—ধামাপরাধ কি? ইত্যাদি বিষয় বিশেষভাবে মনোহর ছন্দে বর্ণিত। পকেট সাইজ প্রায় ১৭০ পৃষ্ঠা।

শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ

উজ্জ্বল রোজ্জ্বল কালীতে উত্তম কাগজে ছাপা।—শ্রীধাম দর্শনে ভাবুক দর্শনকারীর কি প্রকার ভাবের উচ্ছ্বাস হয়, তাহা এই গ্রন্থে বর্ণিত। অতি চমৎকার। ভিক্ষা চারি আনা।

শ্রীভজনরহস্য

৷৵০ তৃতীয় সংস্করণ

শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভৃতি উপদেশচ্ছলে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিচারে অতি সুন্দরভাবে বিবৃত হইয়াছে। ইহা ছাড়া শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর উপদিষ্ট শিক্ষা ও উপদেশ বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-জগতে অভিনব গ্রন্থ !!

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতি-গ্রন্থাবলী :—

শরণাগতি

পকেট সাইজ
অষ্টম সংস্করণ
ভিক্ষা ৵০ আনা

দেহ ও মনের চেষ্টা অনিত্যবস্তু লইয়া—ইহা যখন জীব বুঝিতে পারে, তখন একমাত্র নিত্যবস্তু শ্রীভগবানের প্রতি তাহার কোন জাতীয় আবেগময়ী প্রার্থনা হয় এবং শ্রীভগবানে সর্ব্বান্তঃকরণে নিষ্কপটে কি প্রকারে শরণাপন্ন হইতে হয়, ইত্যাদি বিষয়ক প্রাণস্পর্শী প্রার্থনা ও আত্মসমর্পণমূলক গান। ভাড়িয়া সংস্করণও প্রকাশিত হইয়াছে

ভিক্ষা প্রতি খণ্ড ৵০ এক আনা।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা— ৵০, নবদ্বীপশতক
অর্দ্ধপঞ্চক—৴০

কল্যাণকল্পতরু

পকেট সাইজ
পঞ্চম সংস্করণ
ভিক্ষা ৴১০

আমরা প্রত্যহ নূতন নূতন অভাব ও কামনার বশবর্ত্তী হইয়া পুনঃপুনঃ যে অকল্যাণকে কল্যাণ বলিয়া গ্রহণ করি এবং যাহার নিকট কল্যাণ কামনা করি, তিনি যে নিত্য বা যথার্থ কল্যাণ প্রদানে অসমর্থ এবং কোন বস্তু আমাদের নিত্য কল্যাণদাতা এবং কি ভাবে আমরা সেই কল্যাণলাভে সমর্থ হইব, এই সকল কথা সুরল গানে লিপিত। এই গীতিগ্রন্থ বাস্তবিক কল্যাণের কল্পতরু; ইনি প্রত্যেককে নিত্যকল্যাণ প্রদানে সমর্থ।

শ্রীল চক্রবর্ত্তি-ঠাকুরের টীকা সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠাকুর কৃত টীকা ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কৃত বঙ্গানুবাদ। টীকাকারের জীবনী, শ্লোক-সূচি, বিষয়সূচি প্রভৃতি বহু প্রয়োজনীয় বিষয় সংবলিত প্রায় ৪২৫ পৃষ্ঠা। উৎকৃষ্ট সিল্কে বাঁধাই ২৲ দুই টাকা, কাগজে বাঁধা ১৷০

শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ কৃত ভাষ্য সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

কাগজ ও ছাপা উৎকৃষ্ট। সিল্কে বাঁধাই, সোনার জলে নাম লেখা রাজসংস্করণ ১৲ টাকা, সাধারণ সংস্করণ ১৷০, গৌড়ীয়ের গ্রাহকপক্ষে ১৷০

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি (সাম্প্রদায়িক কোষগ্রন্থ)

সমাহৃতি—১। ভক্তিশাস্ত্রে ব্যবহৃত শব্দাবলীর অর্থ, ২। চারি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের চরিত্র, ৩। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের শ্রীমন্দির ও শ্রীবিগ্রহের বিবরণ, ৪। বেদ-বেদান্ত গ্রন্থ ও প্রবন্ধ-সমূহের তালিকা ও বিবরণ, ৫। বিষয় বিশেষের লৌকিক ও পারমার্থিক অর্থ, ইত্যাদি। চারিখণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ১ম খণ্ড ৸০, ২য় খণ্ড ৸০, ৩য় খণ্ড ৸০, ৪র্থ খণ্ড ॥৵০, চারিখণ্ড একত্রে ৩৲ (ক্রমশঃ প্রকাশ্য)।

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ—১ম খণ্ড ১৲ এক টাকা

২য় খণ্ড ১৲ এক টাকা—শ্রীমদ্ভাগবতের গ্রাহক ও গৌড়ীয় গ্রাহকগণ ১৷০ টাকায় দুইখণ্ড পাইবেন। বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমজ্জীব গোস্বামিপাদের রচিত গ্রন্থ। ইহাতে ষট্সন্দর্ভের আবশ্যক প্রয়োজনীয় অংশ। প্রায় ৭৫ ডবল ক্রাউন ৮ পেজি ৩৮ পৃষ্ঠা আকারে মুদ্রিত হইতেছে।

শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামি সঙ্কলিত

সদাচারস্মৃতিঃ

ভিক্ষা ৵০ মাত্র

কবিরাজ শশিভূষণ কবিরত্ন ভিষগ্‌রত্নের

পঞ্চাশ বৎসরের আবিষ্কৃত

বেহালার পাঁচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ৬ আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ছোট বোতলের সমপরিমাণ ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ॥০ আনা, প্যাকিং ।৵০ আনা, বোতল ১৷৵০ আনা।

অফিস ১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা।

রেজেষ্টার্ড

মদন মঞ্জরী

বটিকায় স্বপ্ন ও ধাতুবিকার, ইন্দ্রিয়শক্তির হ্রাস, প্রস্রাবে শুক্রপাত, বদহজম, মাথাঘোরা, বুক ধড়্‌ফড়ানি, অনিদ্রা প্রভৃতি লক্ষণ সত্বর নির্দ্দোষ আরোগ্য হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ৪০ বটী ১৲ এক টাকা।

"নপুংসকারি ঘৃত"

পুরুষত্বহানি রোগে বাহ্যপ্রয়োগ দ্বারা আরোগ্য করিয়া শক্তিসঞ্চার করে। মূল্য ২ তোলা ১৲ টাকা।

"রমণবিলাসিনী বটিকা"

বীর্য্যধারণ করত সঙ্গমশক্তি স্থায়ী ও বৃদ্ধি করিতে অত্যাশ্চর্য্য। মূল্য ১৬ বটী ১৲ এক টাকা।

রাজবৈদ্য নারায়ণজী, কেশবজী
১৭৭নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

কুমার-ভোগ—কম ও কৃশাঙ্গ শিশুকে সেবনে স্বাস্থ্যপুষ্ট ও মোটা হয়। ইহা সেবনে শিশুরা শীঘ্র হৃষ্টপুষ্ট হয়, তাহাদের ক্ষুধা বৃদ্ধি ও হজমশক্তি, কিম্বা দাঁত উঠিবার সময় কোন কষ্ট হয় না। খাইতে মিষ্ট। মূল্য প্রতি শিশি এক টাকা, মাশুল ।০ আনা।

নারেলী (Narelî)—ইনফ্লুয়েঞ্জা, পুরাতন ও নূতন কাশি, সর্দ্দি, ব্রঙ্কাইটিস (Bronchitis) হাঁপানী ও বুকে কফবসা প্রভৃতি রোগে অব্যর্থ। মূল্য ৬০ বটিকার শিশি ১৲, মাঃ ।০ আনা।

দাদ-সোপ বিনা পয়সায়

৪০ বৎসরের
ডাঃ ৺রাম লাল নন্দীর
সুগন্ধি
দাদ-সোপ
কাপড়ে কোনও দাগ লাগে না।
মূল্য ।০ আনা
ফ্যামিলি টয়লেট ফার্ম্মেসী,
১৭, কলেজ স্ট্রীট, বউবাজার, কলিকাতা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (প্রাচীন নবদ্বীপ) নদীয়া

বেদনাঞ্জন .. শ্রেষ্ঠরত্ন।

কলিকাতা কংগ্রেস একজিবিসন হইতে বহু প্রশংসা প্রাপ্ত ও বহু গণ্যমান্য ভদ্রমহোদয় দ্বারা প্রশংসিত।

আজকাল বাজার-চলন মিশ্রিত ও বিষাক্ত আহার্য্য সেবনে শরীরের রক্ত অত্যন্ত দোষিত হইয়া পড়িয়াছে। ... মানবদেহের শ্রেষ্ঠ উপাদান, এই রক্ত দোষিত হওয়াতে ... মাথা ধরা, ... [illegible] ... দাঁতের গোড়া ফুলা, দাঁত কনকনানি, দাঁতে পোকা এবং দোষ, চুলকানি প্রভৃতি কষ্টদায়ক চর্ম্মরোগে আক্রান্ত হইতেছে। যদি আপনি একান্তই ব্যাধিমুক্ত হইতে চান, তাহা হইলে অন্যথা ... [illegible] ... এক শিশি বেদনাঞ্জন ক্রয় করিয়া ইহার আশ্চর্য্য শক্তি উপলব্ধি করুন। ... মূল্য ... [illegible] ...

প্রাপ্তিস্থান—এ, সি, চাটার্জ্জী এণ্ড ব্রাদার্স।

[illegible]

[illegible]

কেন?

"গৃহস্থ কুকার"

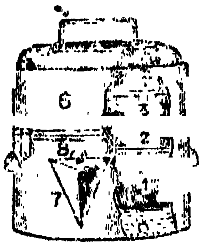

গৃহস্থের ... উৎসবে ... বাসনে প্রস্তুত ...

... অল্প ... রাষ্ট্র বিপ্লবে ...

... ক্যাম্পে ... ইহা সাজাইয়া চাপাইয়া দিয়া নিশ্চিন্তমনে ... করিয়া ... প্রস্তুত পাইবেন।

মূল্য ... টাকা হইতে ...

কোশার এণ্ড সন্স

...২, গিরিশ মুখার্জ্জী রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা

ফোন নং— সাউথ—১২২৩

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

যদিও অদ্যাপি প্রকৃত মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য, তথাপি যাহারা নানাবিধ অনিয়মিত উপায়ে অপরিমিত শক্তি নষ্ট করিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন এবং নানা প্রকার মেহ, প্রমেহ ধাতুদৌর্ব্বল্য, স্নায়বিক উত্তেজনা, বহুমূত্র, উপদংশ, পারদ সংক্রান্ত পীড়া, অশ এবং স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে যাহারা বাধক, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, ... শ্বেত ও রক্তপ্রদর, হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি রোগে ভুগিয়া জীবনে নিরাশ হইয়াছেন, তাঁহারা আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটাল সাহেবের আবিষ্কৃত **ইলেক্ট্রিক সলিউসন** ব্যবহার করিয়া বাঁচিতে পারেন, তাঁহার শত সহস্র প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে। যাঁহারা অন্যান্য বহুবিধ ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরোগ্য হইতে পারেন নাই, তাঁহারা একবার এই ... ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক মাসের ব্যবহারোপযোগী এক শিশি ঔষধ ডাকমাশুলসহ ... টাকা মাত্র।

সোল একেণ্ট—ডাঃ ডি, ডি, হাজরা

... গার্ডেনরীচ পোষ্ট, কলিকাতা।

ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

অধ্যক্ষ

শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম,এ, এফ,সি,এস (লণ্ডন)

ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক

(প্রফেসার)

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ বিশুদ্ধ ও শাস্ত্রমতে নিজ তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হয়। পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ক্যাটালগ পাঠান হয়। রোগের বিবরণ জানাইলে যত্নপূর্ব্বক ব্যবস্থা দেওয়া হয়। চিঠি পত্রাদি সম্পূর্ণরূপে গোপন রাখা হয়।

মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দুর)

(বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৪৲ টাকা

উৎকৃষ্ট স্বর্ণ, পারদ ও আমলাসার গন্ধক দ্বারা যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। নিত্য প্রয়োজনীয় সর্ব্বরোগনাশক মহৌষধ।

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৩৲ টাকা

উৎকৃষ্ট কাশীর আমলকী, বংশলোচন প্রভৃতি যাবতীয় উপাদানে পূর্ণ মাত্রায় শাস্ত্রমত প্রস্তুত। কাশ, ... সর্দ্দি, যক্ষ্মা, ক্ষয়রোগ, হৃদরোগ প্রভৃতি রোগের মহৌষধ। সর্ব্বপ্রকার ... নাশক অতিশয় পুষ্টিকর মহৌষধ ... বিশেষ।

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬৲ টাকা

ইহা সেবনে ধাতুদৌর্ব্বল্য, ... স্বপ্নদোষ, প্রমেহ ও ধ্বজভঙ্গ সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায়। ইহা অপরিসীম আনন্দদায়ক রসায়ন।

অবলাবান্ধব যোগ

প্রদর, বাধক প্রভৃতি ও বায়ুদোষ ও যোনিগত ... রোগের মহৌষধ
মূল্য—১৬ মাত্রা ২৲ টাকা। ৫০ মাত্রা ৫৲ টাকা মাত্র

বিশুদ্ধ জল! ভয় নাই! বিশুদ্ধ জল!!

লক্ষ্মী টিউব ওয়েল কোং

২০৫নং নবাবপুর, ঢাকা।

বর্ত্তমান-যুগের নব-আবিষ্কৃত যন্ত্রাদি দ্বারা উন্নত বৈজ্ঞানিক-খনন-প্রণালীতে নলকূপ (*Tube-well*) নির্ম্মাণ করা হয়। ... প্রাইভেট সেক্রেটারী, ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট, জিলা-বোর্ডের চেয়ারম্যান, ইঞ্জিনিয়ার, জমিদার, তালুকদার, প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত ভদ্রমহোদয়গণ এই কোম্পানীর কার্য্য দেখিয়া প্রশংসা করিয়াছেন। রাসায়নিক পরীক্ষায় জল বিশুদ্ধ না হইলে মূল্য গৃহীত হয় না। বিস্তৃত বিবরণের জন্য পত্র লিখুন।

বিনামূল্যে বিনামূল্যে

বিতরিত

শাস্ত্রের সার "কামশাস্ত্র" ... উপরে বিতরিত হইতেছে। উহা পাঠে মানবের ... জানা যায়।

এই পুস্তক যিনি লিখিয়াছেন, তিনিই "আতঙ্কনিগ্রহ বটিকা"র আবিষ্কর্ত্তা। এই বটিকা দুর্ব্বলকে সবল করে এবং সবল ব্যক্তিকে অটুট ও অক্ষয় রাখে। বত্রিশ বটিকা পূর্ণ প্রতি কৌটার মূল্য ১৲ টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান :—আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়।

১১৮নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মনোমোহন প্রেস

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা

পূর্ব্ব-বাঙ্গালায় সুলভে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত

বৈদ্যুতিক মেশিনে দিবারাত্র কাজ চলিতেছে।

বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা।

[illegible] নদীয়া প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—শ্রীবিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

স্থানীয় সংস্করণ

Registered No. C 1544

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহ

[illegible] নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র।

৪র্থ খণ্ড — সম্পাদক—প্রত্নবিদ্যালঙ্কার শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী — [১৫৪ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্য মঠ, শ্রীধাম মায়াপুর—১১ই ভাদ্র মঙ্গলবার ১৩৩৬ [illegible] আগষ্ট ১৯২৯

বিজ্ঞাপনের হার

প্রথমবারে
প্রতি ইঞ্চ ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৷০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র

[illegible]

শ্রীধাম মায়াপুর ডাকঘর

গত ১লা জুন হইতে শ্রীধাম মায়াপুর পোষ্ট অফিস খোলা হইয়াছে। বঙ্গদেশের পোষ্টমাষ্টার জেনারেল বাহাদুর শ্রীধাম মায়াপুর ডাকঘর হইতে নদীয়া-প্রকাশ ভারতের সর্ব্বত্র প্রেরণ করিবার আদেশ দিয়াছেন।

ম্যানেজার, 'নদীয়া-প্রকাশ'

পোঃ আঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

শ্রীধাম মায়াপুরের যাবতীয় পত্র বুকপোষ্ট রেজিষ্টারী মণি-অর্ডার প্রভৃতি ডাকে পাঠাইতে হইলে, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া ঠিকানায় লিখিবেন।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

দুইখণ্ডে সমগ্র গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছেন। সূচী প্রভৃতি ছাপা হইতেছে।

[illegible] নদীয়াপ্রকাশের গ্রাহক পক্ষে [illegible]

পরবিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠে)

[illegible]

শ্রীধাম মায়াপুর পরবিদ্যাপীঠ, [illegible]

রোগী দেখিবার সময়:—
[illegible]

নাইট্রেন্টাল ! — [illegible] !!

ডাক্তার বি, ডি, কুণ্ডুর—

[illegible]

সর্ব্বত্র এজেন্ট আবশ্যক
পত্র লিখুন।
[illegible]
দিবা-রাত্রি ঔষধ পাইবেন।

১। [illegible] স্পেসিফিক্—[illegible]
২। [illegible] মিকচার—ম্যালেরিয়া জ্বর [illegible]
৩। [illegible] স্পেসিফিক্—[illegible] এক শিশি [illegible]

[illegible] কোম্পানির ক্লিনিক
[illegible]

বিশেষ দ্রষ্টব্য :— আরোগ্য না হইলে মূল্য ফেরত। [illegible]

[illegible]

সোল এজেন্ট :—
দি এলোপ্যাথিক ড্রাগ ষ্টোরস্

[illegible]

কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে [illegible]

নানা কথা।

নৌকাডুবী

[illegible]

নৌবন্দু স্থান সম্বন্ধে

ইংলণ্ড ম্যাক্‌নী কথাবার্ত্তা।

[illegible]

সহকারী সম্পাদকের বিপদ

[illegible]

গোপালনিকেতন মেক্সি

[illegible]

শ্রীগৌড়ীয় মঠের

উৎসব তালিকা

[illegible]

দৈনন্দিন অনুষ্ঠান

[illegible]

বিশেষ দ্রষ্টব্য [illegible]

ট্রেণ সংঘর্ষে ক্ষতিপূরণের দাবী

বোম্বাই ২৫শে আষাঢ় [illegible] প্রকাশ, [illegible] নামে এক অস্ত্রবন্ধ বিধবা বি, বি, সি, আই রেল কোম্পানী [illegible] ২০ হাজার টাকা ক্ষতিপূরণের দাবী করিয়া এক মামলা আনিয়াছেন। [illegible] প্রকাশ, [illegible] ট্রেণ [illegible] বাহিরে [illegible] স্বামী [illegible]

চীনা দস্যুদের হস্তে বন্দী বিলাতী দম্পতি

হাঙ্কাও [illegible] মুক্তি দিবে না।

[illegible] চীনা কর্তৃপক্ষদিগকে [illegible] অনুরোধ করিয়াছেন।

রুষ ও পারস্যে সন্ধি

[illegible] রুষ ও পারস্যে [illegible] সন্ধি [illegible] করিবেন।

মস্কৌ [illegible] বন্ধুত্বসূচক সন্ধি করিবার ক্ষমতা প্রদান করা হইয়াছে।

বিলাতে বস্ত্রশিল্পের অবস্থা।

বস্ত্র [illegible] হিসাবে [illegible] দাবী [illegible] আগামী ১৯শে সেপ্টেম্বর [illegible] ম্যাঞ্চেষ্টারে বস্ত্রশিল্পের অবস্থা নিতান্ত মন্দ হইয়াছে।

দেউলিয়া আইনের মামলা

মহাজনদিগকে প্রতারিত করিবার অভিপ্রায়ে হিসাবের বহিতে মিথ্যা বিষয় লিপিবদ্ধ করিবার অভিযোগে মনোহরদাস চকের শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রকৃষ্ণ মল্লিক নামক দেউলিয়া আইনের ১০৩ ধারার বিধানানুসারে কলিকাতার চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট মিষ্টার রক্সবার্গের আদালতে অভিযুক্ত হইয়াছেন।

প্রকাশ, লণ্ডনের মেসার্স এ, এচ, [illegible] এণ্ড কোম্পানীর স্থানীয় এজেন্টগণ আসামীকে কতকগুলি দ্রব্য সরবরাহ করেন এবং ১৯২৭ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে তিনি দেউলিয়ার আবেদনপত্র দাখিল করেন। হাইকোর্টের বিচারপতি মিষ্টার [illegible] দেউলিয়াদের আদালতে তাঁহার জবানবন্দী গৃহীত হয়। প্রকাশ, উক্ত জবানবন্দীর সময় তাঁহার হিসাবের বহিতে কতকগুলি মিথ্যা বিষয় প্রকাশিত হওয়ায় বিচারপতি আসামীকে ফৌজদারী সোপর্দ্দ করিবার অনুমতি প্রদান করেন।

মামলা মুলতুবী আছে।

ক্যাশিয়ার অভিযুক্ত

মেসার্স [illegible] এণ্ড কোম্পানীর ক্যাশিয়ার শ্রীযুক্ত এস, সি, রক্ষিত উক্ত কোম্পানীর ৮ হাজার টাকা আত্মসাৎ করিবার অভিযোগে কলিকাতার চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে অভিযুক্ত হইয়াছেন। আসামী ২ হাজার টাকার মুচলেকায় জামিনে মুক্তিলাভ করিয়াছেন। মামলা মুলতুবী আছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি বিতরণ

গত ২০শে আষাঢ় ঢাকা সহরের কার্জ্জন হলে বঙ্গের গবর্ণর স্যার ষ্ট্যানলি জ্যাকসনের সভাপতিত্বে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি-বিতরণ সভার অধিবেশন হইয়াছে। বিশিষ্ট দর্শকদিগের ভিতর মেয়ো [illegible] নাম উল্লেখযোগ্য।

অদ্যকার সভায় ১০ জন এম এস, সি, বি, এস, সি এবং ৭৮ জন বি, এ ও এম, এ উপাধিধারীকে উপাধিপত্রিকা এবং কয়েকজনকে পদক ও পুরস্কার বিতরণ করা হইয়াছিল। শ্রীযুত মন্মথনাথ ঘোষ নামক জনৈক ছাত্র চ্যান্সেলার কর্ত্তৃক প্রদত্ত ১৯২৫ সালের পদক ও পুরস্কার পাইয়াছেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার অধ্যাপক জি, এচ, ল্যাংলে উপাধি-বিতরণী সভায় বক্তৃতা-প্রসঙ্গে উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের নানা বিভাগে উন্নতির বিষয় বিবৃত করেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

• ১১ই ভাদ্র মঙ্গলবার—১৩৩৬

সাধুসঙ্গ

সাধুসঙ্গ ব্যতীত কৃষ্ণ-পাদপদ্ম লাভের কোন উপায় নাই, ইহা সর্ব্বশাস্ত্রই বলিতেছেন। বহু বহু জন্মের পুঞ্জীভূত সুকৃতি-বলে সেই সাধুসন্দর্শন লাভ হয় এবং তাঁহাকে পরম হিতাকাঙ্ক্ষী বলিয়া জ্ঞান হয়। ফল-ভোগবাদী কর্ম্মী যে সুকৃতি লাভ করেন, তাহা ভোগোন্মুখি সুকৃতি হওয়ায় তদ্দ্বারা বুভুক্ষু সাধুসঙ্গই লাভ হইয়া থাকে; ঐরূপ ফলত্যাগবাদী জ্ঞানীর লব্ধ সুকৃতি ত্যাগোন্মুখী হওয়ায় তদ্দ্বারা মুমুক্ষু সাধুসঙ্গ লাভ হয়; কিন্তু বুভুক্ষা ও মুমুক্ষা-প্রবৃত্তি ছাড়িয়া শ্রীভগবানের অহৈতুকী কৃপা-বলে যাঁহাদের ভক্ত্যুন্মুখি-সুকৃতি লাভ হইয়া থাকে, তাঁহারাই অন্যাভিলাষ কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগাদি স্পৃহা-পরিমুক্ত শুদ্ধভক্ত সাধুসঙ্গলাভের সৌভাগ্য লাভ করেন। এই শুদ্ধ ভক্ত সাধুসঙ্গলাভই মানব-জীবনের একটী সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্য-সিদ্ধি।

অনেক ক্ষীণপুণ্য ব্যক্তিকে দেখা যায়, তাঁহারা কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণতৎপর নিষ্কপট প্রকৃত সাধুকে অনাদর করিয়া সাধু-বেশধারী বুভুক্ষু ও মুমুক্ষু কপট সাধুকে প্রকৃত সাধুজ্ঞানে বঞ্চিত হন। কিন্তু তাঁহারা কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণ-কার্য্যে দিন দিন কি উন্নতি লাভ করিতেছেন, তাহা যদি একটু স্থিরচিত্তে সরল ভাবে চিন্তা করিয়া দেখেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে আর এমন দুর্লভ জীবনটীকে বৃথা কাটাইয়া দিতে হয় না। মোটকথা প্রয়োজন কৃষ্ণপ্রীতি-লাভই জীবনের উদ্দেশ্য স্থির হইলে সাধু চিনিবার আবশ্যক হয়, যেমন তেমন সাধুর নিকট থাকিয়া জীবনটা বৃথা কাটাইয়া দিবার সখ হয় না। সাধুসঙ্গ ব্যাপারটীকে তুচ্ছ মনে করিয়াই যে আমরা এত অনর্থের আবাহন করিয়া বসিতেছি, এত অশান্তির অনলে দিবা-নিশি দগ্ধীভূত হইতেছি, তাহা আমাদের এখনও চিন্তার বিষয় হইতেছে না—ইহাই বড় দুঃখের বিষয়।

'সঙ্গ' অর্থে সম্যক্ প্রকারে অনুসরণ। আদান-প্রদান, গুহ্য বিষয় কথন ও শ্রবণ, ভোজন ও ভোজ্য প্রদান—এই ছয় প্রকারে সেই অনুসরণ হইয়া থাকে। "তিনিই আমার একমাত্র মঙ্গল-কর্ত্তা, তাঁহাতেই আমার প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবা বিধেয়"—এবম্বিধ বিশ্বাস না থাকিলে কখনই সাধুসঙ্গের ফললাভ হয় না। মনে মনে সাধুর সাধুত্ব-বিষয়ে সন্দিগ্ধচিত্ত থাকিয়া বাহিরে সাধুর অনুসরণের ভাণ দেখাইলে আত্মবঞ্চনা মাত্রই লভ্য হইয়া থাকে। আবার অসাধুর অনুসরণে ফল যে অসাধুই হইয়া থাকে, তাহা বলাই বাহুল্য। সুতরাং সাধুসঙ্গ ব্যাপারটীকে আদৌ অগ্রাহ্য করা উচিত নহে, সাধুসঙ্গের উপরেই আমাদের জীবনের যাবতীয় উন্নতি অবনতি নির্ভর করিতেছে।

যিনি আত্মেন্দ্রিয়প্রীতি-বাঞ্ছা ছাড়িয়া সম্পূর্ণরূপে কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তোষণ-বিশিষ্ট হইয়াছেন, তিনিই অন্যাপেক্ষা শূন্য, সুতরাং তিনিই একমাত্র বিশ্বাসের পাত্র, তাঁহারই চরণেই আত্মনির্ভর করিতে হইবে, তিনিই আমাদের মঙ্গলকর্ত্তা। যাঁহার কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণ ব্যতীত অন্যেন্দ্রিয়-তর্পণ কার্য্য রহিয়াছে, তিনি সম্যক্ বিশ্বাসের পাত্র হইতে পারেন না, তিনি কখনও এক একটী মহামূল্য জীবনের সম্পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করিতে পারেন না, তাঁহাতে আত্মসমর্পণ করিতে গেলে নিশ্চয়ই আমাদিগকে হিতে বিপরীত ঘটাইয়া বসিতে হইবে—এসকল কথা বিশেষ মনঃসংযোগের সহিত আলোচ্য। অনেকে মানব-জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য কৃষ্ণপ্রীতির কথা সাধুশাস্ত্র-প্রমুখাৎ শ্রবণ করিয়া থাকেন কৃষ্ণেতর-বিষয়-প্রীতিই জীবনের মুখ্য এবং কৃষ্ণপ্রীতিকে গৌণ কর্ত্তব্য বিবেচনায় অথবা মুখে মুখে কৃষ্ণ-প্রীতিকে মুখ্য কিন্তু অন্তরে কৃষ্ণেতর বিষয়-প্রীতিকেই মুখ্য বিবেচনায় দুইটী বিপরীত বস্তুর সামঞ্জস্য সংরক্ষণ করিতে গিয়া কৃষ্ণভক্তাভিমানী গৃহমেধীকে গুরুত্বে বরণ করেন এবং গৃহমেধী ব্যতীত অন্যে গুরু হইতে পারেন না—এইরূপ ঘোষণা করিয়া দেন। অবশ্য শাস্ত্রে গৃহস্থ-গুরুর কথা যে বলা হইয়াছে, তাহা গৃহমেধীকে উদ্দেশ্য করিয়া নহে, পরন্তু তদ্দ্বারা একমাত্র কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণ-পর হইয়া কৃষ্ণগৃহ বা মঠবাসীকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। শুদ্ধভক্ত কৃষ্ণগৃহ ব্যতীত অন্যত্র বাস করেন না, তাই তিনিই প্রকৃত গৃহস্থ সদ্গুরু-পদবাচ্য। ভক্তের গৃহ—বৃক্ষতলও হইতে পারে, আবার বৃহৎ রাজপ্রাসাদও হইতে পারে। তাই গৃহ গৃহস্থের গুরু হইতে পারেন না বলিয়া গৃহমেধী গুরুরূপ গৃহস্থের গুরু হইবার যোগ্য—এইরূপ যে একটী প্রবাদ চলিয়া আসিতেছে, তাহা নিতান্তই ভিত্তিহীন। "যেই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা সেই গুরু হয়"—এই মহাজন-বাক্যানুসারে কৃষ্ণ-তত্ত্ববিৎ পুরুষই সদ্গুরু, তিনি বাহ্যে গৃহস্থের বেষেই থাকুন, আর সন্ন্যাসীর বেষেই থাকুন, তাহাতে কোন যায় আসে না।

সুতরাং কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ সাধুসঙ্গ বা সদ্গুরুসঙ্গই একমাত্র প্রার্থনীয় এবং তাঁহাতেই আত্মসমর্পণ বিধেয়।

—

এলবার্টহলে

প্রথম দিবসের বক্তৃতা

'গৌড়ীয় গৌরব'

(গৌড়ীয় ৮ম বর্ষ ১ম সংখ্যা হইতে উদ্ধৃত)

কলিকাতাবাসী সজ্জনবৃন্দের আগ্রহাতিশয্যে গত ১১ই শ্রাবণ (১৩৩৬, ২৮শে জুলাই (১৯২৯) রবিবার অপরাহ্ণ ৫॥০ ঘটিকার সময় কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলের সাধারণ সভায় গৌড়ীয়সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের আনুগত্যে শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে একটী অভিভাষণ প্রদান করা হয়। শ্রীগৌড়ীয়-মঠ ও শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের একমাত্র সাপ্তাহিক মুখপত্র "গৌড়ীয়ের" সম্পাদক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ মহোদয় একটি বিদ্বন্মণ্ডলিমণ্ডিত বিরাট-সভায় 'গৌড়ীয়-গৌরব' সম্বন্ধে একটি শ্রৌত-গবেষণাময়ী বক্তৃতা প্রদান করেন।

সভার প্রারম্ভে দিনাজপুরের কুমার বাহাদুর পরমভাগবত রায়সাহেব শ্রীযুক্ত শরদিন্দুনারায়ণ রায় এম, এ, প্রাজ্ঞ মহোদয় সভাপতি নির্ব্বাচনের প্রস্তাবমুখে সমবেত সভাবৃন্দকে আহ্বান করিয়া বলেন,—"আজ আমাদের বড়ই সৌভাগ্য ও আনন্দের দিন; আজ আমরা গৌড়ীয়ের গৌরবের ঠাকুর গৌরসুন্দরের কথা গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের মুকুটমণি প্রভুপাদের অনুগত গৌড়ীয় মঠের বক্তা শ্রীযুক্ত সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ গৌড়ীয় সম্পাদক মহোদয়ের মুখে শুনিতে পাইব; আর সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিবেন—সজ্জন-পরিচিত, সজ্জনমাত্রে পরমভাগবত স্যার দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী মহোদয়। আজ গৌড়ীয় মঠের শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিশুদ্ধ সার্ব্বজনীন ধর্ম্মের কথা বিশ্বের সর্ব্বত্র প্রচারে যত্নবান্ হইয়াছেন—গৌড়ীয় মঠ সার্ব্বভৌমিক বৈষ্ণব-ধর্ম্মের কথা আচার ও প্রচারের মহাচেতনতার আদর্শ লইয়া বিশ্বের দ্বারে দ্বারে গৌড়ীয়-গৌরব ঘোষণা করিতেছেন। আজ গৌড়ীয় মঠ এ প্রচারকার্য্য আরম্ভ না করিলে গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-ধর্ম্মের গৌরব জগতে কেহই জানিতে পারিত না। যেখানে যে লোকই আজ গৌড়ীয়-ধর্ম্মের কথা বলিতেছেন,—আলোচনা করিতেছেন,—সামান্যভাবে আচার-প্রচার করিতেছেন, সকলেই ন্যূনাধিক পরোক্ষ বা অপরোক্ষভাবে বর্ত্তমান শুদ্ধভক্তি-প্রচারের মূলপুরুষ ঠাকুর ভক্তিবিনোদ এবং তাঁহারই আদর্শে গৌড়ীয়-বৈষ্ণবধর্ম্ম-প্রচারকারী বিশ্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ-প্রচার প্রতিষ্ঠান গৌড়ীয়মঠের নিকট ন্যূনাধিক ঋণী। গৌড়ীয় মঠের প্রভুপাদ ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের মুকুটমণি, তাঁহার শিষ্যগণও এক একজন এক একটী দিক্‌পাল। পাণ্ডিত্য-গৌরবে, আদর্শ-চরিত্র-গৌরবে, বৈরাগ্যে-ভোগত্যাগ গৌরবে, গুরুগৌরাঙ্গের সেবা গৌরবে প্রভুপাদের শিষ্যগণ বর্ত্তমান যুগে অতুলনীয়। আমি প্রভুপাদের একজন শিষ্যাভিমানী। প্রভুপাদের কৃপায় আজ আমরা তাঁহারই হাতে-গড়া গৌড়ীয়ের সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিনোদ মহোদয়ের মুখে হরিকথা শুনিয়া ধন্য হইব। এই আলবার্ট হলে কত রাষ্ট্র-নীতি-বিষয়ক বক্তৃতা, কত বিষয়-কথা আলোচনা হয়; কিন্তু আজ আলবার্ট হল মহাতীর্থে পরিণত, এখানে আজ হরিকথা হবে—এখানে আজ গৌড়ীয়-বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের আচার্য্য পরমহংস প্রভুপাদ, কত বৈষ্ণব-সাধুগণ, হরি-কথা-পিপাসু কত মনীষিগণ আগমন করিয়াছেন। আলবার্ট হল আজ মহাতীর্থ।

শ্রীচৈতন্যের ধর্ম্মেই বেদান্তের সর্ব্বদেশীয় সিদ্ধান্ত পরিপুষ্টিত হইয়াছে। উপনিষদে—বেদান্তে অভেদ-শ্রুতি ও ভেদ-শ্রুতি উভয়ই আছে, কেবল অভেদ-বাদ স্বীকার করিলে বেদের একদেশীয় বিচার এবং বেদের অন্যান্য মন্ত্রের অবমাননা করা হয়। আবার উপনিষদে ভেদ-শ্রুতি-সমূহ থাকায় ভেদবাদের প্রাবল্য-পরিচয় পাওয়া গেলেও কেবল-ভেদবাদ স্বীকার করিলে বেদের অভেদপর শ্রুতির অবমাননা ও একদেশীয় বিচার করা হয়। নিজের ইচ্ছামত তত্ত্বমস্যাদি চারিটী মন্ত্রকে 'মহাবাক্য' বলিয়া ঐ সকল শ্রুতির স্ব-কপোল-কল্পিত অর্থ করায় এবং সকল বেদের নিদান প্রণবকে 'মহাবাক্য' না বলায় বেদান্তের কল্পিত ব্যাখ্যা হইয়া পড়ে, তাই শ্রীচৈতন্যদেব ভেদ ও অভেদ-শ্রুতির অচিন্ত্য অপূর্ব্ব সমন্বয় ও সম্মান এবং ঈশ্বরমূর্ত্তি প্রণবের মহাবাক্যত্ব স্থাপন করিয়া জগতে বেদান্তের সর্ব্বদেশীয় অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-সিদ্ধান্ত প্রকাশিত করিয়াছেন। গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের প্রভুপাদ ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ এই বেদান্তসিদ্ধান্তের উপরই প্রতিষ্ঠিত করিয়া গৌড়ীয়-গৌরবের কথা আজ বিশ্বে ঘোষণা করিতেছেন। গৌড়ীয় মঠের পরম পণ্ডিত বক্তা ও [illegible] 'গৌড়ীয়' পত্রের সম্পাদক তাঁহার [illegible] পাদপদ্ম সেবা-সাধনার [illegible] এই সকল কথা আপনাদিগের নিকট কীর্ত্তন করিবেন। আমি অন্তরের [illegible] প্রস্তাব করি, আমাদের কুল-গৌরব পরম ভাগবত স্যার দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী মহাশয় অদ্যকার সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করুন!"

কুমার প্রাজ্ঞ বাহাদুরের এই সাধু প্রস্তাব সমর্থিত হইবার পর মাননীয় স্যার

শ্রীযুক্ত ডাঃ দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী সি, আই, ই, কেটি, সি, আই, ই, এম, এ, এল, এল, ডি মহোদয় সভাপতির আসন পরিগ্রহ করিলেন। কুমার প্রাজ্ঞ বাহাদুর ও বিষ্ণুপাদ শ্রীল পরমহংস ঠাকুর এবং সভাপতি আর সম্পাদকার মহোদয়ের গলদেশে বিচিত্র পুষ্পমালা পরাইয়া দিলেন। সভা-গৃহ মুখরিত করিয়া চতুর্দ্দিক হইতে আনন্দসূচক শঙ্খধ্বনি করধ্বনি উত্থিত হইল। অতঃপর সভাপতি মহোদয় সভার নির্দ্দিষ্ট সেবা-তালিকানুসারে সর্ব্ব-প্রথমে একটী উদ্বোধন-সঙ্গীত কীর্ত্তন করিবার জন্য আচার্য্য শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভুকে আহ্বান করিলেন। পরবিদ্যাভূষণ প্রভু সভাগৃহ মুখরিত করিয়া স্বভাব সুলভ সুমধুর কণ্ঠে নিম্ন লিখিত গীতটী গান করিতে আরম্ভ করিলেন —

"এমন দুর্ম্মতি, সংসার ভিতরে
পড়িয়া আছিনু আমি।
তব নিজ জন, কোন্ মহাজনে,
পাঠাইয়া দিলে তুমি॥
দয়া করি মোরে, পতিত দেখিয়া,
কহিল আমারে গিয়া।
ওহে দীনজন, শুন ভাল কথা,
উল্লসিত হবে হিয়া॥
তোমারে তারিতে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য
নবদ্বীপে অবতার।
তোমা হেন কত, দীনহীন জনে
করিলেন ভবপার।
বেদের প্রতিজ্ঞা, রাখিবার তরে,
রুক্মবর্ণ বিপ্রসুত।
মহাপ্রভু নামে নদীয়া মাতায়
সঙ্গে ভাই অবধূত॥
নন্দসুত যিনি, চৈতন্য গোসাঞি,
নিজ নাম করি দান।
তারিল জগৎ, তুমিও যাইয়া,
লহ নিজ পরিত্রাণ॥
সে কথা শুনিয়া, আসিয়াছি নাথ
তোমার চরণ-তলে।
ভকতিবিনোদ কাঁদিয়া কাঁদিয়া
আপন কাহিনী বলে॥"

উদ্বোধন-সঙ্গীত কীর্ত্তনান্তে সভাপতি মহোদয় গোড়ীয় মঠের বক্তা শ্রীযুক্ত সুন্দরা-নন্দ বিদ্যাবিনোদ মহাশয়কে তাঁহার অভি-ভাষণ প্রদান করিবার জন্য আহ্বান করেন। ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের পাদ-পঙ্কজ-পরাগ শিরোভূষণ করিয়া বক্তা নিম্নলিখিত বক্তৃতা প্রদান করেন।

প্রায় কলিকাতা ও তন্নিকটবর্ত্তী বহু স্থান এবং দেশদেশান্তর হইতে বহু গণ্যমান্য সজ্জন, পণ্ডিত, সাধু, বৈষ্ণব, প্রবীণ ও তরুণসজ্জন উপস্থিত হইয়াছিলেন। মহারাজা স্যার শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী কেটি, সি, আই, ই; কুমার বাহাদুর রায়সাহেব শ্রীযুক্ত শরদিন্দুনারায়ণ রায় এম, এ, প্রোজ্ঞ; শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্র নারায়ণ পালচৌধুরী এস, ডি, ও রাণাঘাট; রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত চুণী-লাল বসু সি, আই, ই; মিঃ ডি, কে, সেন, এ, পি, এম, জি, বেঙ্গল এণ্ড আসাম; রায় বাহাদুর এ, সি, বসু; শ্রীযুক্ত সতীশ চন্দ্র বসু জমিদার কলিকাতা; শ্রীযুক্ত নীল-মণি আঢ্য, শেঠাচার্য্য শ্রীযুক্ত জগবন্ধু দত্ত ভক্তিরঞ্জন; শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী য়্যাডভোকেট; মিঃ নির্ম্মলচন্দ্র লাহা; রায় বাহাদুর গোবিন্দলাল বার্নার্জ্জি, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমূল্যচন্দ্র আয়কট্ এম, এ বি-এল; অধ্যাপক শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী কাব্য ব্যাকরণ-সাংখ্য-বেদান্ত-ষড়্দর্শন তীর্থ সাহিত্য-শাস্ত্রী সুদর্শন-বাচস্পতি; পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরিপদ বিদ্যারত্ন এম, এ, বি, এল, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রকুমার ঘোষ এম, এ; পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ প্রভৃতি বহু বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি সভাস্থল বিমণ্ডিত করিয়াছিলেন।

বেদে বর্ণবিধান

বৃহদারণ্যক শ্রুতিতে বর্ণবিধান স্পষ্ট-ভাবে বর্ণিত আছে। বৃহদারণ্যক পাঠে জানা যায়, সৃষ্টির প্রারম্ভে একমাত্র বর্ণ ছিল।

"ব্রহ্ম বা ইদমগ্র আসীদেকমেব তদেকং সন্ন ব্যভবৎ॥" পূর্ব্বে একমাত্র ব্রহ্ম বা ব্রাহ্মণ ছিল; কিন্তু একটী মাত্র বর্ণ থাকাতে দেশরক্ষা প্রভৃতি নানাবিধ কার্য্য করা সুকঠিন হইয়া পড়িল, তাই ক্ষত্রিয় জাতির গঠন হইল—

"তচ্ছ্রেয়ো রূপমত্যসৃজত ক্ষত্রং তস্মাৎ ক্ষত্রাৎ পরং নাস্তি। তস্মাৎ ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়মধস্তাদুপাস্তে। রাজসূয়ে ক্ষত্র এব তদ্যশো দধাতি সৈষা ক্ষত্রস্য যোনির্যদ্ ব্রহ্ম"

অর্থাৎ শান্তিরক্ষার জন্য ক্ষত্রিয়জাতি গঠিত হইল। ব্রাহ্মণগণও ক্ষত্রিয়গণকে সম্মান প্রদান করিলেন। রাজসূয় যজ্ঞে ক্ষত্রিয়গণ প্রাধান্য লাভ করিলেন ও যশস্বী হইলেন। ব্রাহ্মণগণই ক্ষত্রিয়-জাতির উৎপত্তি স্থান। সুতরাং ব্রাহ্মণগণের মধ্যে যাঁহাদের দেশরক্ষা, শান্তি সংস্থাপন, প্রজাপালন ইত্যাদির প্রবৃত্তির আধিক্য দৃষ্ট হইল, তাঁহারাই সমাজে ক্ষত্রিয় বলিয়া নির্ব্বাচিত হইলেন।

একদিকে যেমন সত্ত্বগুণান্বিত ব্রাহ্মণগণ ভগবদুপাসনা, ব্রহ্মচিন্তা, যজন, যাজন অধ্যাপন অধ্যয়নাদি কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া সমাজ-দেহের মস্তিষ্কস্বরূপ হইলেন, ক্ষত্রিয়-গণও তদ্রূপ দেশরক্ষা, শান্তি সংস্থাপনাদি কার্য্যে ব্রতী হইয়া সমাজদেহের বাহুযুগলের পরিপুষ্টি সাধন করিয়া অশেষ কল্যাণ বিধান করিলেন। কিন্তু অন্নাদিসংরক্ষণ ব্যতীত আবার সমাজদেহ দীর্ঘজীবী হইতে পারিবে না ভাবিয়া পূর্ব্বোক্ত ব্রাহ্মণগণের মধ্যে যাঁহাদের বাণিজ্য, গো, কৃষি, প্রভৃতি দ্বারা অর্থসঞ্চয়স্পৃহা বলবতী দেখিতে পাইলেন, তাঁহাদিগকে বৈশ্য বলিয়া নির্ব্বাচিত করিলেন,—

"স নৈব ব্যভবৎ স বিশমসৃজত।"

কিন্তু বৈশ্যবর্ণ গঠন করিয়াও সমাজদেহ পূর্ণাঙ্গ হইল না। তাই যাঁহাদের দাস্য-প্রবৃত্তি প্রবল দেখিলেন, তাঁহারা শূদ্ররূপে নির্ব্বাচিত হইলেন। এক ব্রাহ্মণরূপ মৌলিকবর্ণ হইতেই স্বভাব ও প্রবৃত্তি অনুসারে আর ত্রিবিধ বর্ণ উৎপন্ন হইল। আবার উক্ত মৌলিকবর্ণ-চতুষ্টয় আশ্রয় করিয়া অনুলোমপ্রতিলোম-ক্রমে বহুবিধ বর্ণের সৃষ্টি হইল।

অতএব বৈদিক বর্ণবিধান যে একমূল বর্ণকে আশ্রয় করিয়া জীবের স্বভাব গুণ-কর্ম্ম অনুসারে হইয়াছিল, এ বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। শ্রীমহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত ও উপনিষৎসার শ্রীগীতাও তাহাই বলিয়া-ছেন। মহাভারত শান্তিপর্ব্ব মোক্ষধর্ম্মে উক্ত হইয়াছে, ব্রহ্মকর্ত্তৃক পূর্ব্বসৃষ্ট সমগ্র-জগৎ ব্রাহ্মণময় ছিল, পরে কর্ম্মদ্বারা ভিন্ন ভিন্ন বর্ণসংজ্ঞা হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতে ১১।১৭ অধ্যায়ে দেখা যায়, সত্যযুগে "হংস" নামক মৌলিকবর্ণ হইতেই ত্রেতা-যুগে সমাজে সুশৃঙ্খলার জন্য স্বভাব-অনুসারে বর্ণ নির্দ্ধারিত হইয়াছে। শ্রীগীতাতে ৪র্থ অধ্যায়েও গুণ কর্ম্ম অনুসারে বর্ণ বিভাগের উল্লেখ দেখা যায়। মনুসংহিতা দশম অধ্যায়ে দেখা যায় যে, কোন বর্ণসংস্কার হইতে ভ্রষ্ট, নীচ-যোনিসম্ভূত ব্যক্তি যদি আপনাকে আর্য্য বলিয়া পরিচয় প্রদান করে, তবে তাহার কর্ম্ম ও স্বভাব দ্বারা বর্ণ নিরূপণ করিবে।

বর্ণাপেতমবিজ্ঞাতং নরং কলুষযোনিজং।
আর্য্যরূপমিবানার্য্যং কর্ম্মভিঃ স্বৈর্বি-
ভাবয়েৎ॥

ছান্দোগ্য উপনিষদে হারিদ্রুমত গৌতম অজ্ঞাতগোত্র, দাসীপুত্র সত্যকামকে সত্যবাদিত্বহেতু ব্রাহ্মণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া বেদপাঠে অধিকার প্রদান করিয়া-ছিলেন। পৌত্রায়ণ ক্ষত্রকুলসম্ভূত হইলেও শোকদ্বারা অভিভূত হইয়াছিলেন বলিয়া মহাত্মা রৈক্ক তাঁহাকে শূদ্র বলিয়া আহ্বান করিলেন। আবার "ক্ষত্রিয়-ত্বাবগতেশ্চোত্তরত্র চৈত্ররথেন লিঙ্গাৎ" ১।৩।৩৫—এই সূত্রে জানা যায় চৈত্ররথাদি ক্ষত্রিয়ের চিহ্ন দ্বারা পৌত্রায়ণের 'ক্ষত্রিয়' সংজ্ঞা লাভ হইল। মুক্তিকোপনিষদে যে অষ্টোত্তরশত উপনিষদের কথা উল্লিখিত হইয়াছে, বজ্রসূচিকোপনিষৎ তাহাদের অন্যতম। শ্রীশঙ্করাচার্য্য উক্ত উপনিষদের একখানা বিস্তৃত ভাষ্য প্রণয়ন করিয়া-ছেন বলিয়া কথিত আছে। সেই উপনিষদে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছে;—"কো বা ব্রাহ্মণো নাম। কিং জীবঃ, কিং দেহঃ, কিং জাতিঃ, কিং কর্ম্ম, কিং ধার্ম্মিক ইতি।"

জীব, দেহ, জাতি, জ্ঞান, কর্ম্ম, ধার্ম্মিক ইহার মধ্যে ব্রাহ্মণ কে?

যুক্তি দ্বারা দেখান হইয়েছে, জীবাদি ব্রাহ্মণ নহে। তবে দেহ কি ব্রাহ্মণ?

তর্হি দেহো ব্রাহ্মণ ইতি চেত্তন্ন আচণ্ডালাদিপর্য্যন্তানাং মনুষ্যাণাং পাঞ্চ-ভৌতিকত্বেন দেহস্যৈকরূপত্বাজ্জরামরণধর্ম্মা-ধর্ম্মাদিসাম্যদর্শনাৎ ব্রাহ্মণঃ শ্বেতবর্ণঃ ক্ষত্রিয়ো রক্তবর্ণো বৈশ্যঃ পীতবর্ণঃ শূদ্রঃ কৃষ্ণবর্ণঃ ইতি নিয়মাভাবাৎ পিত্রাদি শরীরদহনে পুত্রাদীনাং ব্রহ্মহত্যাদিদোষ-সম্ভবাচ্চ তস্মান্ন দেহো ব্রাহ্মণ ইতি।

দেহ ব্রাহ্মণ হইলে আচণ্ডালাদি সক-লের দেহই ব্রাহ্মণ হইত। কারণ সকলের দেহই পাঞ্চভৌতিক নির্ম্মিত একরূপ, জরামরণ ধর্ম্মাধর্ম্মাদি সকলেরই একপ্রকার। ব্রাহ্মণ বলিয়া তাহার দেহ শ্বেতবর্ণ হইবে, ক্ষত্রি-য়ের দেহ রক্তবর্ণ হইবে, বৈশ্যের দেহ পীতবর্ণ হইবে, শূদ্রের দেহ কৃষ্ণবর্ণ হইবে এরূপ কোনও বাধাবাধি নিয়ম নাই। যদি দেহই ব্রাহ্মণ হইত, তবে মৃত পিতার দেহদাহনকালে পুত্রকে ব্রহ্মহত্যা-পাপে লিপ্ত হইতে হইত। অতএব দেহ ব্রাহ্মণ নহে।

তবে কি জাতি ব্রাহ্মণ? তদুত্তরে শ্রুতি বলিতেছেন, তর্হি জাতি ব্রাহ্মণ ইতি চেত্তন্ন। তত্র জাত্যন্তরজন্তুষু অনেকজাতি-সংভবা মহর্ষয়ো বহবঃ সন্তি। ঋষ্যশৃঙ্গো মৃগ্যাঃ। কৌশিকঃ কুশাৎ জাম্বুকো জম্বুকাৎ। বাল্মীকো বল্মীকাৎ। ব্যাসঃ কৈবর্ত্তকন্যায়াং। শশপৃষ্ঠাৎ গৌতমঃ বশিষ্ঠঃ উর্ব্বশ্যাং। অগস্ত্যঃ কলসে জাত ইতি শ্রুতত্বাৎ। এতেষাং জাত্যা বিনাপ্যগ্রে জ্ঞানপ্রতিপা-দিতা ঋষয়ো বহবঃ সন্তি। তস্মান্ন জাতিঃ ব্রাহ্মণ ইতি। জাতি ব্রাহ্মণ হইতে পারেনা। কারণ মনুষ্যেতর জাতিতেও অনেক মহর্ষি উৎপন্ন হইয়াছেন, মৃগী হইতে ঋষ্যশৃঙ্গ, কুশ হইতে কৌশিক, জম্বুক হইতে জাম্বুক ঋষি, বল্মীক হইতে বাল্মীকি, কৈবর্ত্ত-কন্যা হইতে ব্যাস, শশপৃষ্ঠ হইতে গৌতম, উর্ব্বশী হইতে বশিষ্ঠ এবং কলস হইতে অগস্ত্য উৎপন্ন হইয়াছেন শ্রুত হয়। এতদ্ব্যতীত ভিন্ন ভিন্ন জাত্যুৎপন্ন বহুঋষি আছেন। অতএব জাতি ব্রাহ্মণ নহে। এইরূপ শ্রুতি দেখাইয়াছেন, জ্ঞান ব্রাহ্মণ নহে, ধর্ম্মকারী ব্যক্তিও ব্রাহ্মণ নহে। তবে ব্রাহ্মণ কে?

করতলামলকামিব পরমাত্মানমপরোক্ষেণ কৃতার্থতয়া শমদমাদিসম্পন্নো দয়াজ্ঞ রক্ষমা-সত্যসন্তোষবিভবো নিরস্তমাৎসর্য্যাদস্ত সম্মোহো যঃ স এব ব্রাহ্মণ ইত্যুচ্যতে।

পরমাত্মাতে যাঁহার হস্তামলকবৎ দৃঢ় শ্রদ্ধা হইয়াছে, যিনি শম দমাদিতে যত্নশীল, দয়া, সরলতা, ক্ষমা, সত্য, সন্তোষ ইত্যাদি গুণ-বিশিষ্ট যিনি মাৎসর্য্য, দম্ভ,

যোজকে নিয়োগ করিয়াছেন, তিনিই প্রস্তাবিত ব্রাহ্মণ।

অতএব আমরা শ্রুতি স্মৃতির সর্বত্রই গুণ কর্মানুসারে বর্ণ-নিরূপণ দেখিতে পাই, তাই বেদান্তের ব্যাস-রচিত ভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবতে বলিয়াছেন:—

যস্য যল্লক্ষণং প্রোক্তং পুংসো বর্ণাভিব্যঞ্জকম্
যদন্যত্রাপি দৃশ্যেত তত্তেনৈব বিনির্দ্দিশেৎ॥

প্রবোধিনী একাদশী

(পণ্ডিত শ্রীপাদ নন্দলাল বিদ্যাসাগর, কাব্যতীর্থ, বি, এ)

দেবর্ষি কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া লোক-পিতামহ বলিতে লাগিলেন, হে মুনিসত্তম! প্রবোধিনী নাম্নী একাদশী পাপনাশ করিয়া পুণ্যবর্দ্ধনপূর্ব্বক সুবুদ্ধিদিগকে মুক্তিপ্রদান করিয়া থাকেন। পৃথিবীতে গঙ্গা, ভাগীরথী ও সমুদ্র হইতে সমুদয় নদনদীগণ যতদিন প্রবোধিনী তিথি সমাগমন না করেন, ততদিন গর্জ্জন করিতে থাকেন। একবার মাত্র এই তিথির উপবাসে মানব সহস্র অশ্বমেধ ও শত বাজপেয়ের ফললাভ করে।

নারদ বলিলেন—হে পিতামহ! এক-ভুক্ত, নক্তভোজন ও উপবাস দ্বারা কি প্রকার পুণ্য অর্জ্জিত হয়, তাহা পৃথগ্‌ভাবে বর্ণন করুন।

ব্রহ্মা বলিলেন—একভুক্তদ্বারা এক জন্মের, নক্তভোজনে দুই জন্মের এবং উপবাস দ্বারা সপ্তজন্মার্জ্জিত পাপ বিনষ্ট হয়। এই হরি-বোধিনী অতীব দুর্লভা, ত্রৈলোক্যে অগোচর এবং যাবতীয় অপ্রার্থিত বস্তুও প্রদান করিয়া থাকেন। ইনি মেরু বা মন্দরতুল্য উগ্রপাপরাশি একমাত্র উপবাসেই দগ্ধ করিয়া থাকেন। প্রবোধিনীতে জাগরণ-হেতু পূর্ব্বপূর্ব্ব সহস্র জন্মে যে যে পাপ উপার্জ্জিত হইয়াছিল, তৎসমুদয় তুলারাশির ন্যায় অচিরে ভস্মীভূত হইয়া যায়। যথা-বিধি ব্রত পালনে মেরুতুল্য ফল হয়, বিধি-হীন ব্রতের ফল নাই।

সন্ধ্যাহীন, ভগ্নব্রত, নাস্তিক, হৈতুক, শঠ এবং শাস্ত্রদূষক ব্যক্তিগণের কদাপি ধর্ম্ম হয় না। পরদারাসক্ত, মূর্খ, কৃতঘ্ন ও বঞ্চকগণে পুণ্য হইতে দূরে অবস্থিত। ব্রাহ্মণই হউন বা শূদ্রই হউক পরদারা-মর্ষণশীল ব্যক্তি সংক্ষয় প্রাপ্ত হয় এবং জন্মার্পিত পুণ্য নষ্ট হওয়ায় সন্ততিলাভ করিতে পারে না। যাহাদের স্বাগত, সহাসন এবং সহভোজন দ্বারা ক্ষয়নাশ প্রাপ্ত হয়, তাহাদের কীর্ত্তি, আয়ু, সন্ততি ও সুখ বিনষ্ট হয়।

যে নরাধমগণ সাধুগণের অপমান করে, তাহারা ত্রিবর্গের ফল পায় না এবং নরকানলে দগ্ধ হইতে থাকে। যাহারা সাধুর অপমান করিয়া আনন্দিত হয় এবং যাহারা তাহাকে নিবারণ করে না, তাহারা স্ব-কুলক্ষয় দর্শন করে। আচারহীন, ক ও শঠ ব্যক্তিকে দান করিলে বা তাহার যজ্ঞ করিলে মানবের সদ্‌গতি ধ্বংস লাভ করে। অতএব সকলেরই সদাচার-সম্পন্ন হওয়া অত্যাবশ্যক।

যাঁহারা প্রবোধিনী ব্রতপালনে কৃত-সঙ্কল্প হন, তাঁহাদের পূর্ব্বতন শত জন্মের পাপ বিলীন হয়। অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ অযুতকুল-পুরুষগণকে প্রবোধিনী তিথিতে জাগরণ দ্বারা বিষ্ণুলোকে প্রেরণ করেন। মানব ব্রহ্মহত্যাদি ঘোরপাপ-সমূহ আচরণ করিয়াও প্রবোধিনী জাগরণ-হেতু নিষ্কলুষ হয়। অশ্বমেধাদি যজ্ঞ দ্বারা দুষ্প্রাপ্য ফলসমূহ প্রবোধিনীতে জাগরণ-ফলে সুখে লব্ধ হয়। সর্ব্বতীর্থ-স্নান, গো-হিরণ্য-মহীদানে প্রাপ্ত পুণ্য কদাপি শ্রীহরিজাগরণের তুল্য হইতে পারে না। মানবের মৃত্যু ও দননাশ এইব জানিয়া বিষ্ণুদিনের পালন কর্ত্তব্য। ত্রিভু-বনে বর্ত্তমান তীর্থকুল প্রবোধিনী-তিথির পালনকারীর গৃহেই অবস্থান করেন।

সমগ্র কর্ত্তব্য ত্যাগ করিয়া শ্রীহরির তুষ্টি নিমিত্ত কার্ত্তিকে প্রবোধিনী ব্রতে উপবাস একান্ত কর্ত্তব্য। এই হরিবোধি-নীর উপাসকই জ্ঞানী, যোগী, তপস্বী ও জিতেন্দ্রিয় এবং ভোগ বা মোক্ষ তাঁহার করতলগত। প্রবোধিনীতে জাগরণদ্বারা কায়মনোবাক্যে উপার্জ্জিত যাবতীয় পাপ-রাশি সহসা প্রক্ষালিত হয়। এই তিথিতে জনার্দ্দনের উদ্দেশ্যে স্নান, দান, জপ ও হোম, যাহাই আচরিত হয়, তাহাই অক্ষয় ফল প্রদান করে। চন্দ্র ও সূর্য্যের উপ-রাগে স্নান, দান, জপ ও হোমাদিদ্বারা যে ফল উপার্জ্জিত হয়, প্রবোধিনীর জাগ-রণে তাহা কোটিগুণিত হইয়া যায়। কিন্তু মানুষের জন্মাবধি উপার্জ্জিত সমস্ত পুণ্যই প্রবোধিনীর অপালনে বৃথা ক্ষয় হইয়া যায়।

কার্ত্তিকে পরান্নবর্জ্জন দ্বারা মানব চান্দ্রায়ণব্রতের ফল লাভ করে। কার্ত্তিকে শাস্ত্রকথার আলাপদ্বারা বা শ্রবণ-হেতু শ্রীহরি যেরূপ তুষ্ট হন, যজ্ঞ বা গজাদি দানেও তাদৃশ সন্তুষ্ট হন না। অতএব সর্ব্ব-প্রকার ধর্ম্মকার্য্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক কার্ত্তিকে কেশবের সম্মুখে শাস্ত্র-পাঠ এবং শ্রবণ করা বিধেয়। শ্রেয়োলোভে যে ব্যক্তি শ্রীহরির কথা আলাপ করেন, সেই ব্যক্তি শত কুল ত্রাণ করে। যে মানব কার্ত্তিকে বিষ্ণুবিষয়িণী কথা শ্রবণ করে, সে সর্ব্ব-পাপ দগ্ধ করিয়া সহস্র গোদানের ফল পায়। দিব্য বিষ্ণুকথা-শ্রবণান্তে যিনি পুরাণজ্ঞের অর্চ্চনা করেন, তিনি সনাতন বিষ্ণুলোক লাভ করেন।

ব্রহ্মার বাক্য শ্রবণান্তর নারদ জিজ্ঞাসা করিলেন—এই একাদশীর বিধান কৃপা-পূর্ব্বক বর্ণন করুন।

পিতামহ উত্তর করিলেন—একাদশী-তিথিতে ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক দন্তধাবনান্তে নদী, তড়াগ, কূপ বা বাপীতে স্নান করিবে। অনন্তর কেশবের পূজা ও হরিকথা শ্রবণ করিবেন। নিয়মার্থ এই মন্ত্র উচ্চারণ করিবে—হে পুণ্ডরীকাক্ষ আমি একাদশীতে নিরাহার-ব্রত পালন পূর্ব্বক পরদিবসে ভোজন করিব। আপনি আমার আশ্রয় হউন। তৎপরে দেবদেবের সমীপে নৃত্য, গীত, বাদ্য ও কৃষ্ণকথার সহিত রাত্রি জাগরণ করিবে। কার্ত্তিকের প্রবোধিনীতে বহুবিধ পুষ্প, ফল, কর্পূর, অগুরু, কুঙ্কুম প্রভৃতি দ্বারা শ্রীহরির পূজা বিধান কর্ত্তব্য। ইহাতে বিত্তশাঠ্য না করিলে অসংখ্যেয়-পুণ্য প্রাপ্ত হইবে। নানাবিধ দিব্য ফল সহকারে শঙ্খতোয় দ্বারা জনার্দ্দনের অর্ঘ্য দান করিলে সর্ব্বতীর্থের কোটিগুণিত ফল লব্ধ হয়। অগস্ত্যপুষ্প দ্বারা অর্চ্চন করিলে দেবেন্দ্রও কৃতাঞ্জলি হইয়া সেবার্থ সমাগত হন। বিল্বপত্রদ্বারা পূজায় মুক্তি করতলগতা হয়। তুলসী নিত্য দৃষ্টা, স্পৃষ্টা, ধ্যাতা, কীর্ত্তিতা, নতা, রোপিতা ও পূজিতা হইয়া মানবের সমুদয় অশুভ নাশ করিয়া ভক্তি দান করেন। তুলসীকে নবধা ভক্তি করিলে কোটিসহস্রযুগ পর্য্যন্ত হরিগৃহে বাসলাভ করে।

তুলসী রোপিতা হইয়া মূল বিস্তার করিলে সহস্র-যুগ পর্য্যন্ত মানবের সুকৃতি বিস্তার করিয়া থাকেন। সেই ব্যক্তির বংশে মৃত, জাত বা ভবিষ্যতে যে জন্ম মানবগণের আকল্প শ্রীহরির গৃহে বাস হইয়া থাকে। কদম্বপুষ্প দ্বারা জনার্দ্দনের অর্চ্চনায় যমালয় দর্শন করিতে হয় না। পাটলা-পুষ্প দানে মুক্তিভাক্, বকুল ও অশোক দ্বারা অর্চ্চনে বিশোক, শুভ্র বা রক্ত-করবীর দ্বারা পূজায় কেশবের প্রীতিভাজন, সহকার মঞ্জরী প্রদানে কোটি গো-দানের ফলভাগী হইয়া থাকে এবং দূর্ব্বাঙ্কুর দ্বারা শতগুণ পূজাফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

হে নারদ! বর্ষাকালে কেশবকে চম্পক, কুন্দ, কেতকী, শতপত্রী প্রভৃতি দ্বারা পূজা করিলে শ্বেতদ্বীপে কোটিযুগ পরিমিত কাল বাসের যোগ্যতা লাভ হইয়া থাকে।

পরদিবস প্রাতঃকালে নদীতে গমন-পূর্ব্বক স্নান, জপাদি প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া যথাবিধি কেশবের পূজা করিবে। ব্রতপূরণার্থ ব্রাহ্মণ-ভোজন করাইয়া সভক্তিচিত্তে মস্তক নত করিয়া স্বীয় দোষক্ষমাপণ করাইবে। অনন্তর ভোজন ও আচ্ছাদনাদি দ্বারা গুরুদেবের পূজা ও ব্রাহ্মণদিগকে গো, সুবর্ণাদি দক্ষিণা প্রদান করিবে।

এই দিবসে চাতুর্ম্মাস্য ব্রত এবং উদ্ধারব্রতের সমাপ্তি হইয়া থাকে। সুতরাং ব্রতিগণ ব্রাহ্মণাগ্রে ব্রতত্যাগ করিবেন।

নক্তভোজী নর বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইবেন এবং যথাশক্তি বলী-বর্দ্দ দক্ষিণা প্রদান করিবেন। অমাংসাশী সদক্ষিণ গো দান, ধাত্রীস্নায়ী দধি মধু, ফলনিয়মবান্ ফল দান করিবে। তৈল-স্থানে ঘৃত, ঘৃত স্থানে দুগ্ধ, ধান্যস্থানে শালিতণ্ডুল, ভূশয়নে শয্যা, পত্রভোজনে ঘৃতযুক্ত ভোজন, মৌনব্রতে হিরণ্য-সহিত ঘট ও তিল প্রদান করিতে হয়। যিনি কেশধারণ করিয়াছেন, তাঁহাকে দর্পণ পাদুকাবর্জ্জনকারীর পাদুকা, লবণত্যাগীর শর্করা এবং নিত্যদীপপ্রদাতার তাম্র বা কাঞ্চন নির্ম্মিত সঘৃত প্রদীপ দান করিতে হয়। একবস্ত্রোপবাসী আটটী কুম্ভ প্রদান করিবে, তাহাতে বস্ত্র, কাঞ্চন ও অলঙ্কার সংযুক্ত করিবে। সর্ব্ববস্তুর অভাবে এবং যথাবিধান পালিত না হইলে দ্বিজ-বাক্যই পূর্ণ সিদ্ধিপ্রদ হইয়া থাকে। প্রণাম-পূর্ব্বক বিপ্রগণকে বিদায় দিয়া পরে স্বয়ং ভোজন করিবে।

এইরূপ আচরণশীল ব্যক্তি ইহলোকে অনন্ত ফল পাইয়া অন্তিমে বাসুদেবপুরে গমন করে। এই চাতুর্ম্মাস্য বিঘ্নশূন্য হইয়া পালন করিলে মানবকে আর জন্মগ্রহণ করিতে হয় না; কিন্তু ব্রতবৈকল্য ঘটিলে অন্ধ ও কুষ্ঠরোগী হইবে।

প্রার্থনা

কৃপা কর বৈষ্ণব ঠাকুর—
সম্বন্ধ জানিয়া ভজিতে ভজিতে
অভিমান হোক্ দূর॥
আমি ত বৈষ্ণব এ বুদ্ধি হইলে
অমানী না হব আমি।
প্রতিষ্ঠাশা আসি হৃদয় দূষিবে
হইব নিরয়গামী॥
তোমার কিঙ্কর আপনে জানিব
গুরু-অভিমান ত্যজি;
তোমার উচ্ছিষ্ট পদজল-রেণু
সদা নিষ্কপটে ভজি॥
নিজে শ্রেষ্ঠ জানি উচ্ছিষ্টাদি দানে
হবে অভিমান [illegible]।
তাই শিষ্য তব থাকিয়া [illegible]
[illegible] কার॥
অমানী মানদ [illegible]
[illegible] দিবে তুমি।
তোমার চরণে নিষ্কপটে সদা
কাঁদিয়া লুটিব ভূমি॥

পর-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ, শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

সম্প্রতি পর বিদ্যাপীঠে নিম্নলিখিত শিক্ষণীয় বিষয়নিচয়ের অধ্যাপকের আসন-সমূহ সংস্থাপিত হইয়াছে—বিদ্যার্থিগণ আবেদন করুন।

১। সাহিত্যাসন, ২। ঐতিহ্যাসন,
৩। সম্প্রদায়বৈভবাসন, ৪। ভক্তিশাস্ত্রাসন,
৫। তত্ত্বশাস্ত্রাসন, ৬। বেদান্তাসন,
৭। একায়নাসন।

শ্রীনন্দলাল রায় বি, এ, কাব্যতীর্থ, বিদ্যাসাগর,
সম্পাদক—পরবিদ্যাপীঠ, শ্রীধাম মায়াপুর।

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৪০৲ চল্লিশ টাকা।

২৭২৪ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে,
সপ্তচত্বারিংশ খণ্ডে সূচী ছাপা হইতেছে।

৪৬শ খণ্ড বা নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে ১৫।৵০ সাধারণ পক্ষে ২০৸৵০। প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৵০, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ।৴০।

দশম স্কন্ধ ছাপা হইতেছে। দশম স্কন্ধের ভিক্ষা ১২৲, অগ্রিম সাহায্যকারীর পক্ষে ৮৲।

৫০ অধ্যায়পর্য্যন্ত নবম সংখ্যা ছাপা হইয়াছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

"শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত"

আদি, মধ্য ও অন্ত্যলীলা প্রকাশিত হইয়াছেন, সূচী ছাপা হইতেছে। যাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ১০৲ টাকা ভিক্ষার তৃতীয় সংস্করণ ৪৲ টাকায় না পাইয়া অপর্ব্ব সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের জন্যই উহার ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইতেছে। সেই ১০৲ টাকার এই বিরাট গ্রন্থ আরও কয়েকদিন অগ্রিম ৫৲ টাকা দিলে সম্পূর্ণ গ্রন্থ দেওয়া হইবে। গ্রাহক সংখ্যা প্রায় পূর্ণ হইয়া আসিল; পরে আর এ সুযোগ দেওয়া হইবে না।

সত্বর গ্রাহক হউন।

শ্রীচৈতন্য লীলার ব্যাস অবতার

শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র গ্রন্থ ৮৲ স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲

নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪৷৷০ টাকা

দ্বীপ দিগ্‌দর্শন নামক নবদ্বীপের ৯টী দ্বীপের সমস্ত বিবরণ।
ভিঃ পিঃ ৴১০ ডাকটিকেট দিলে বুকপোষ্ট করা হয়।

প্রাপ্তিস্থান—নদীয়া-প্রকাশ কার্য্যালয়,
শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর। এবং
গৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্,
১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা।

কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত

গৌড়ীয়

পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র।

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রতি শনিবারে প্রকাশিত হয়।

অগ্রিম বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲ দিলে বৎসরে ৫০ সংখ্যা প্রাপ্য; ষান্মাসিক ১৷৷০; সাপ্তাহিক ৴০।

সর্ব্বদা গ্রাহক হওয়া যায়।

বৃত্তিসহ সমগ্র

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

ভিক্ষা ২৲ টাকা। শিক্ষার্থি-ছাত্রের পক্ষে ১৷৷০ দেড়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীপরবিদ্যাপীঠ, শ্রীগৌড়পুর
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিম্নলিখিত মঠসমূহে প্রাপ্তব্য:—

১। শ্রীচৈতন্য মঠ,—শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর পোঃ, (নদীয়া)।
২। শ্রীগৌরগদাধর মঠ,—চাঁপাহাটি, সমুদ্রগড় পোঃ, (বর্দ্ধমান)।
৩। শ্রীভাগবত আসন,—ভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৪। শ্রীগৌড়ীয় মঠ,—১নং উল্টাডাঙ্গা জংসন রোড্, কলিকাতা।
৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ,— পুরী রেলওয়ে ষ্টেশনের নিকট "অমরনিবাস"
৬। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ,—উড়িয়া বাজার, কটক।
৭। শ্রীভাগবত মঠ,—চিরাভয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।
৮। শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ,—৮নং অগস্ত্যকুণ্ড/জঙ্গমবাড়ী, কাশী, ইউ, পি।
৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,—ছিপিগলি, বৃন্দাবন, মথুরা, ইউ, পি।
১০। শ্রীপরমহংস মঠ—নিমসার পোঃ, সীতাপুর, ইউ পি।
১১। শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ,—কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল, পাঞ্জাব।
১২। শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠ,—৯০নং নবাবপুর রোড্, ঢাকা।
১৩। শ্রীগদাইগৌরাঙ্গ মঠ,—বালিয়াটি, ঢাকা।
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম,—আমলাযোড়া, রাজবাঁধ পোঃ, বর্দ্ধমান।
১৫। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ,—ডুমুরকোন্দা, চিবকণ্ডা পোঃ, মানভূম।
১৬। শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয় মঠ,—আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী, উড়িষ্যা।

শ্রীচৈতন্য মঠের যাবতীয় গ্রন্থ

কার্য্যাধ্যক্ষ, গ্রন্থ-বিভাগ, শ্রীচৈতন্য মঠ
পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

—অথবা—

শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা
ঠিকানায় পাওয়া যাইবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—ডাকে লইলে শ্রীচৈতন্য মঠের ঠিকানায় লিখিবেন।

TO LET

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

শ্রীচৈতন্যমঠের গ্রন্থাবলী

শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুর বিরচিত

ভক্তি-গ্রন্থাবলী।

উৎকৃষ্ট কাগজে বিলাতী ধরণে বাঁধাই

অলঙ্কৃত। চতুর্থ সংস্করণ। বিস্তারিত বিষয়সূচীসহ

জৈবধর্ম

বাঁধাই ২॥ দুই টাকা

প্রকাশিত হইয়াছে।

[illegible] বেদ, বেদান্ত, উপনিষৎ, গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত, পুরাণ, [illegible] গ্রন্থ পাঠ করিবার [illegible] মানবের [illegible] থাকে। অনেকের যোগ্যতা না থাকায় সেই সমস্ত গ্রন্থের [illegible] পারেন না। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বাঙ্গালার এই অভাব দূরীভূত করিবার জন্য এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

বিদ্যার্থীগণের [illegible] শিক্ষকগণের বিশেষ [illegible] শিক্ষাবিভাগের [illegible] সমস্ত [illegible] অনুমোদন করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

প্রথম খণ্ড ভিক্ষা ১ এক টাকা

[illegible] শাস্ত্রবাক্য দ্বারা প্রত্যেক মানবের [illegible] এবং [illegible] [illegible] গ্রন্থে [illegible] নবীন [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] না করিয়া [illegible] যায় না।

শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য

ভিক্ষা ৷৵০

ঐ প্রমাণ খণ্ড ভিক্ষা ৵০

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর [illegible] লীলাভূমি [illegible] এই নবদ্বীপের প্রাচীন [illegible] শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলা—প্রত্যেক দ্বীপের [illegible] মাহাত্ম্য [illegible] [illegible]

শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ

[illegible] কাগজে [illegible] দর্শনে [illegible] কি প্রকার ভাবের স্ফূর্তি হয়, [illegible] অতি চমৎকার। ভিক্ষা চারি আনা।

শ্রীহরিনামচিন্তামণি(?)

৷৵০

[illegible]

শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু শ্রীল [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] শ্রীমন্মহাপ্রভুর [illegible] [illegible] করিয়াছেন।

গৌড়ীয়-বৈষ্ণব জগতে অভিনব গ্রন্থ॥

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতি গ্রন্থাবলী :—

শরণাগতি

পকেট সাইজ

অষ্টম সংস্করণ

ভিক্ষা ৵০ আনা

দেহ ও মনের [illegible] শ্রীভগবানের [illegible] [illegible] [illegible] প্রকাশিত হইয়াছে

ভিক্ষা প্রতি খণ্ড ৵০ এক আনা

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা— ৵০, নবদ্বীপশতক— ৵০

অর্থপঞ্চক— ৵০

কল্যাণকল্পতরু

পকেট সাইজ

পঞ্চম সংস্করণ

ভিক্ষা ৵১০

[illegible]

শ্রীল চক্রবর্ত্তীঠাকুরের টীকা সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর কৃত টীকা ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কৃত [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] কাপড়ে বাঁধাই ২, দুই টাকা, কাগজে বাঁধা ১৷০

শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ কৃত ভাষ্য সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

কাপড় ও ছাপা উৎকৃষ্ট। সোনার জলে নাম লেখা রাজসংস্করণ ২ টাকা, সাধারণ সংস্করণ ১৷০, গৌড়ীয়ের গ্রাহকপক্ষে ১৷০

বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি [illegible]

[illegible]

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ—১ম খণ্ড ১ এক টাকা

২ খণ্ড ১ এক টাকা—শ্রীমদ্ভাগবতের [illegible]

[illegible]

শ্রীমন্মহা[illegible] [illegible]

সদাচার স্মৃতিঃ

ভিক্ষা ৵০ মাত্র

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (প্রাচীন নবদ্বীপ) নদীয়া

মদন মঞ্জরী

[illegible]

পুরুষত্বহানি [illegible] ১ টাকা।

"প্রেমনবিলাসিনী বটিকা"

[illegible] এক টাকা।

[illegible] নারায়ণজী, কেশবজী

[illegible] কলিকাতা।

কুমারী-ভোগ [illegible]

[illegible]

বেদনাঞ্জন

শ্রেষ্ঠরত্ন।

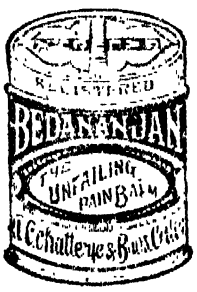

[illegible]

প্রাপ্তিস্থান—এ, সি, চাটার্জ্জী এণ্ড ব্রাদার্স।

[illegible]

কেন?

"গৃহস্থ কুকার

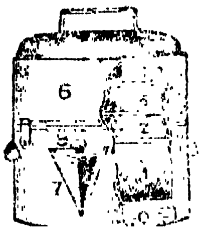

[illegible]

[illegible] গিরিশ মুখার্জ্জী রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

[illegible] ইলেক্ট্রিক সলিউসন [illegible]

সোল এজেণ্ট—ডাঃ ডি, ভি, হাজরা

[illegible], কলিকাতা

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

অধ্যক্ষ

শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম.এ., এফ.সি.এস. (লণ্ডন)

ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক

(প্রফেসার)

[illegible]

মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দুর)

(বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৪॥ টাকা

[illegible]

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৩৲ টাকা

[illegible]

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬৲ টাকা

[illegible]

অবলাবান্ধব যোগ

[illegible]

মূল্য—১৬ মাত্রা ২৲ টাকা। ৫০ মাত্রা ৫৲ টাকা মাত্র

বিশুদ্ধ জল! ভয় নাই! বিশুদ্ধ জল!!

লক্ষ্মী টিউব-ওয়েল কোং

২০৫নং নবাবপুর, ঢাকা

[illegible] *Tube-well* [illegible]

বিনামূল্যে বিনামূল্যে

বিতরিত

[illegible] "কামশাস্ত্র" [illegible]

[illegible]

প্রাপ্তিস্থান :—আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়।

[illegible] স্ট্রীট, কলিকাতা

মনোমোহন প্রেস

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা

পূর্ব্ব-বাঙ্গালায় সুলভে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত

বৈদ্যুতিক মেশিনে দিবারাত্র কাজ চলিতেছে।

বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা।

[illegible] শ্রীবিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী [illegible] মুদ্রিত ও প্রকাশিত

স্থানীয় সংস্করণ

Registered No. C 1544

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩॥০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র।

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক ৯
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲০
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৵৫

খণ্ড] সম্পাদক—প্রত্নবিদ্যালঙ্কার শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী [১৫৫ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্য মঠ, শ্রীধাম মায়াপুর—১২ই ভাদ্র বুধবার ১৩৩৬ ২৮শে আগষ্ট ১৯২৯

শ্রীধাম মায়াপুর ডাকঘর

গত ১লা জুন হইতে শ্রীধাম মায়াপুর পোষ্ট অফিস খোলা হইয়াছে। বঙ্গদেশের পোষ্টমাষ্টার জেনারেল বাহাদুর শ্রীধাম মায়াপুর ডাকঘর হইতে নদীয়া-প্রকাশ ভারতের সর্ব্বত্র প্রেরণ করিবার আদেশ দিয়াছেন।

ম্যানেজার, 'নদীয়া-প্রকাশ'
পোঃ আঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

শ্রীধাম মায়াপুরের, যাবতীয় পত্র বুকপোষ্ট রেজিষ্টারী মণি-অর্ডার প্রভৃতি ডাকে পাঠাইতে হইলে, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া ঠিকানায় লিখিবেন।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

দুইখণ্ডে সমগ্র গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছেন। সূচী প্রভৃতি ছাপা হইতেছে
ভিক্ষা ২।০, নদীয়াপ্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ১॥০

লোহার বরগা কড়ি
করগেটটীন, জানালার গরাদে
দালানের ফুলদার রেলিং ও থাম
বেড়াঘেরা কাঁটাতার ইত্যাদি
সুলভে বিক্রয় করি
২৭, ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট। ফোন ৪৪৯
স্থাপিত ইং ১৮৩৬ সাল, কলিকাতা

রোগী দেখিবার সময়ঃ—
প্রাতেঃ—৬টা হইতে ৯টা,
বৈকালে—৩টা হইতে ৫টা পর্য্যন্ত

মূল্যফেরৎ! মূল্য ফেরৎ!!

ডাক্তার বি, ডি, কুণ্ডুর—

সর্ব্বত্র এজেণ্ট আবশ্যক। পত্র লিখুন।
কঠিন কঠিন রোগের চিকিৎসা করা হয়
দিবা-রাত্রি ঔষধ পাওয়া যায়।

আবিষ্কৃত ও গভর্ণমেণ্ট রেজেষ্টারীকৃত

১। ভূপেন্দ্র সোডা স্পেসিফিক্—পেটের যাবতীয় রোগের, অজীর্ণ, ডিস্পেপসিয়ার মহৌষধ। প্রত্যেক গৃহে রাখা প্রয়োজনীয়। ঔষধ—প্রতি শিশি ১৲ এক টাকা মাত্র।

২। চণ্ডি ফিবার মিকচার—ম্যালেরিয়া জ্বর এক শিশিতে সম্পূর্ণ আরোগ্য। কম্পজ্বর এবং পালা ও সকল জ্বরের মহৌষধ। প্রতি ছোট শিশি ৷৷০ বার আনা, বড় শিশি ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। গণোরিয়া স্পেসিফিক্—যে রকম গণোরিয়া হোক্ না কেন, এক শিশিতে আরোগ্য। এক শিশি ১৲ এক টাকা মাত্র।

হোমিওপ্যাথিক বিভাগ

১। ওয়ারম্ কিওর—যাবতীয় ক্রিমির, ২। ফিমেল সুধা—শ্বেত-প্রদর, রজঃ-কষ্ট ও বাধকের, ৩। জিহ্বা স্পেসিফিক্—জিহ্বার ক্ষতের, ৪। বাথ রেগুলেটার—যাহাদের নিয়মিত ঋতুস্রাব হয় না, ইহা সেবনে নিয়মিত ঋতুস্রাব হয়, ৫। পাইলস্ রেমিডি—যাবতীয় অর্শের মহৌষধ। মূল্য প্রতি শিশি ৷৷০ বার আনা। ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—আরোগ্য না হইলে মূল্য ফেরৎ। রোগের অবস্থাদি জানাইলে, ঔষধ ও ব্যবস্থাদি পাঠান হয়। ঔষধ পাঠান হয়। এক কালিন দশ টাকার ঔষধের অডার পাইলে, স্বতন্ত্র কমিশন দেওয়া হয়। পত্রাদি বিশেষ গোপনে রাখা হয়।

সোল এজেণ্ট :—
দি এলোপ্যাথিক ড্রাগ ষ্টোরস্

ডাক্তার বি, ডি, কুণ্ডু
৩১ নং গরানহাটা ষ্ট্রীট, পোঃ বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
টেলিফোন নং বড়বাজার ৮৬১।

কর্ম্মাবলম্বকাঃ কেচিৎ কেচিৎ জ্ঞানাবলম্বকাঃ। বয়ন্তু হরিদাসানাং পাদত্রাণাবলম্বকাঃ॥

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

জন্মাষ্টমী

(শ্রীপাদ কিশোরী মোহন দাসাধিকারী
সাহিত্য-ভূষণ পুরাণরত্ন,)

স্বতন্ত্র স্বরাট্ সর্ব্বেশ্বরেশ্বর
সঙ্কল্পতন্ত্র হরি,
অনন্ত অক্ষুদ্র অণু-জীবগণে
পরম করুণা করি,
তটস্থ স্বভাব স্বতন্ত্রতা দিয়া
নিয়োজিলা নিজ-দাস্যে,
বহুভাগ্য মানি' জীবগণ তাহা
বরিল সাগ্রহে আস্যে।

গোলোকের মাঝে নিত্য ব্রজধামে
নিত্য নব ক্রীড়া-রঙ্গে,
কোটি কোটি গোপী- গণসহ হরি
বিহরেন স্বেচ্ছাবশে।
নিত্য কৃষ্ণদাস জীবগণ নানা
সেবোপকরণ দিয়া,
প্রভু সেবা-সুখে নিমগ্ন সদাই
অতি পুলকিত হিয়া।

কালক্রমে কোন হতভাগা জীব
স্বতন্ত্রতা-বশে হায়,
চিজ্জগতের প্রতিবিম্বরূপ
মায়ারাজ্যপানে চায়;
কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখ জনে দণ্ড দিতে
মায়াদেবী ভাল জানে,
কামিনী-কাঞ্চন নানা প্রলোভন
দিয়া জীবগণে টানে।

এইরূপে ক্রমে লক্ষ জীবগণে
ব্রহ্মাণ্ড ভরিয়া উঠে,
মায়ার শাসনে মহাদুঃখ পায়
তবু নাহি দিশা টুটে;
কৃষ্ণসেবা ভুলি ভোগবাঞ্ছি জীবে
আত্মেন্দ্রিয় তৃপ্ত আশে;
জগৎ ভিতরে যত কর্ম্ম করে
বদ্ধ হয় মায়া-পাশে।

তার মধ্যে বহু দানব দৈত্য
ভূরি দম্ভ-বল-দৃপ্ত
রক্ষ ও লুটিয়া যত করে ভোগ
কিছুতে না হয় তৃপ্ত:
তাহাদের পাপে পীড়িতা ধরণী
এত ভারের শেষে
সহিতে না পারি বিরিঞ্চি সকাশে
ত্রাণ নিবেদিল এসে।

বিরিঞ্চি তখন সহ দেবগুরু
ক্ষীরোদ-সাগরতীরে,
সমাহিত চিতে দেব জগন্নাথে
স্তুতি করে ধীরে ধীরে
সন্তোষে অমনি হৈল দৈববাণী
আশ্বাসিয়া বিধাতায়
"ধরণীর ভার হরিব ত্বরায়
চিন্তা নাহি কর তায়।

বিধাতা আদেশে দেবগণ এসে
জনমিলা ধরা'পরে,
দেবনারীগণ জন্মিলা তখন
প্রভুর সন্তোষ তরে
দৈত্যদলপতি কংস মহাবলী
মথুরার সিংহাসনে
বসি' অনুক্ষণ করিল পীড়ন
শত্রু ভাবি যদুগণে।

একদা কংস শুনি' বজ্রবাণী
আপন মরণ কথা
চলিল যথায় আপন ভগিনী
দেবকী আছেন যথা।
কহে বসুদেবে কিবা শুনি এবে
ইহারই অষ্টম গর্ভে
জন্মি' নারায়ণ করিবে নিধন
আমা সহ দৈত্য সর্ব্বে!

হউক রমণী আমার ভগিনী
ইহারে বধিব অদ্য
শত্রু সম্ভাবনা আর রাখিব না
যত হ'ক পাপ সদ্য।
বসুদেব কহে, উচিত ত নহে
বধিতে অবলা নারী
অনিশ্চিত ভয় তার যোগ্য নয়
যেই মহাবলধারী।

কামিনীর প্রাণ রাখহ ধীমান্
অষ্টম সন্তান দিবে।
জানাবে ধরায় তোমারে ত্বরায়
আপনি ত' সুখী হবে?
রাখিও মারিও যাহা ইচ্ছা তব
যদি তারে শত্রু ব'লে
মনে তব লয় যদিও নিশ্চয়
আশঙ্কা যাইবে চ'লে।

বসুদেব-বাণী যুক্তিযুক্ত মানি
নিরস্ত হইল কংস
নারদের মুখে যখন শুনিল
'যদুগণ দেব-অংশ;
পৃথিবীর ভার দৈত্য সংহার
হবে দেবগণ হ'তে—'
কংস ভীত চিতে লাগিল নাশিতে
দেবকীর প্রতি সুতে।

ক্রমে ক্রমে ছয় বধিল তনয়
দেবকীর গর্ভজাত;
কংস-কারাগারে বিষণ্ণ-অন্তরে
করেন কালাতিপাত;
সপ্তম গর্ভের উপযুক্ত কাল
আসিতে শ্রীভগবান্
শ্রীহরির কলা অনন্ত-দেব
হইলেন অধিষ্ঠান

তবে বিষ্ণুদাসী যোগমায়া আসি'
শ্রীহরির উপদেশে
দেবকী হইতে রোহিণী গর্ভেতে
আকর্ষিলা প্রভু শেষে;
হেথা ব্রজ-পুরে রোহিণী উদরে
জন্মিলেন বলরাম,
জানি' দেবগণ আনন্দে মগন
অচিরে পুরিবে কাম।

এইবার হরি পূর্ণ
বসুদেব হৃদাকাশে
শুদ্ধ সত্ত্বে হইয়া উদিত
জগতের তমো নাশে;
বসুদেব হৃদি হইতে অচ্যুত
দেবকীর মনো মাঝে
প্রাচীদিগ্ভাগে অকলঙ্ক শশী-
সম কলাশশী রাজে।

সকল মঙ্গল- পূর্ণ জলস্থল
গগন-পবন-তারা,
বারিদ নিকর ধরণীর পর'
হরষে বরষে ধারা
কৃষ্ণ-পক্ষ ল'য়ে অষ্টমী তিথি
রোহিণী-সংযুক্ত হ'য়ে
আসিল যখন সব অকল্যাণ
পলাইল ভয়ে ক্ষয়ে।

কংস-কারাগারে দেবকী-উদরে
ব্যথা দিয়া ছল ক'রি'
প্রকট হইলা কেহ না জানিলা
শিশুরূপে স্বয়ং হরি।
যোগনিদ্রা বলে প্রহরী সকলে
জেগে অচেতন ঘুমে,
অর্দ্ধনিশি গত তমো, অপগত
অন্ধকার দিশি চুমে।

শিশুর ক্রন্দনে জাগি বসুদেব
দেখেন দেবকী-পাশে
শঙ্খ-চক্র-গদা- পদ্মধারী এক
অপরূপ শিশু হাসে;
স্মিত-বদন কমল-লোচন
শ্রীবৎস-লাঞ্ছিত-বক্ষ
বৈদূর্য্য-প্রভায় শিশু শোভা পায়
উজলিয়া কারা-কক্ষ।

মহাভাগ্যবান্ যাদব-প্রধান
স্বরূপে সে রূপ দেখি'
পুত্র-ভাব ত্যজি' বহু স্তুতি করে
আনন্দ-সজল আঁখি;
ভয়-কম্প-ভীতা দেবকী বিস্মিতা
যুক্ত করে কহে, হরি
তোমার চরণে লইনু শরণ
তুমি ভক্ত-ভয়হারী।

সম্বর সম্বর ওহে গদাধর
ধ্যানাস্পদ এই রূপ
মম গর্ভে তব জন্মবার্ত্তা যেন
জানিতে না পারে ভূপ।
অতি অসম্ভব তোমার উদ্ভব
ক্ষুদ্র কুক্ষি হ'তে মম
সবে অবিশ্বাস তথা পরিহাস
করিবে নাহিক ভ্রম।

সে রূপ তখন করি' সম্বরণ
প্রাকৃত বালক-ভাবে,
স্বীয় রূপ ধরি কহিলা শ্রীহরি
কংস-ভীত বসুদেবে;
লইয়া আমারে চল ব্রজপুরে
দেবী যশোমতী-কক্ষে
সেথা যোগমায়া ধরি' শিশুকায়া
শায়িতা প্রসূতি-বক্ষে

আমারে রাখিয়া সে কন্যা লইয়া
এখানে আসিলে পরে
প্রহরী জাগিবে কংস না জানিবে
সব ভয় যাবে দূরে।
কৃষ্ণে ল'য়ে কোলে বসুদেব চলে
নাহি কিছু বাহ্য-স্মৃতি;
লৌহ-শৃঙ্খল কারার অর্গল
যমুনা রোধিবে গতি?

সুদৃঢ়-বদ্ধ লৌহ-কারাগার
চরণ-শৃঙ্খল যত,
মুক্ত হইয়া ক'রে দেবে আজ
তাঁর পথ অব্যাহত;
ঘন ঘন-রোল যমুনা-কল্লোল
অবিরাম বারি-ধারা,
শত দুর্য্যোগ হবে তাঁর পথে
কুসুমাস্তৃত পারা।

ব্রহ্মাণ্ড-সম্রাট্ এসেছেন আজ
দুঃখ দেখে ধরণীর,
কে কোথায় আছ তৃষিত তাপিত
মুছে ফেল অশ্রুনীর।
এস ছুটে এস শুনে যাও তাঁর
প্রকট-লীলার কথা,
চরণে শরণ লহরে এখন
ঘুচে যাবে সব ব্যথা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১২ই ভাদ্র বুধবার—১৩৩৬

শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব

শ্রীকৃষ্ণের সন্ধিনীশক্তিমত্তত্ত্ব স্বয়ংপ্রকাশ মূল-সঙ্কর্ষণ শ্রীবলদেব হইতে যাবতীয় শুদ্ধ চিৎসত্তা প্রকটিত। 'শুদ্ধ' অর্থে 'গুণমায়া-গন্ধলেশ-নির্মুক্ত'। সেই শুদ্ধসত্ত্বেই শ্রীকৃষ্ণের ভাব। শ্রীবলদেব-কৃপায় জীব গুণমায়া-পরিপূর্ণ হইতে উদ্ভূত গন্ধদ্রব্যের ন্যায় কৃষ্ণেতর জড়সংসারের আবরণস্বরূপ ইতরাভিলাষ, বুভুক্ষা ও মুমুক্ষা, স্ত্রীলাম্পট্য, লাভ, পূজা, প্রতিষ্ঠাশা প্রভৃতি অনর্থমুক্ত হইয়া স্বস্বরূপোপলব্ধি-ক্রমে স্বস্বরূপে শ্রীকৃষ্ণকেই একমাত্র প্রভুতত্ত্বরূপে দর্শন করেন, তাঁহার সমস্ত প্রভুত্ব বা স্বতন্ত্রতা কৃষ্ণপরতন্ত্র করিয়া কৃষ্ণমনোঽভীষ্ট সম্পাদনে তৎপর হন। তখনই তিনি তাঁহার শুদ্ধান্তঃকরণে কৃষ্ণাবির্ভাব উপলব্ধি করিতে পারেন। কৃষ্ণজন্মলীলা কোন প্রাকৃত দেশ, কাল ও পাত্রের সঙ্কীর্ণতায় আবদ্ধ নহে, তাহা নিত্য। শুদ্ধসত্ত্ব বসুদেবে কৃষ্ণের নিত্যাবির্ভাব, অনর্থযুক্ত জীব এই গূঢ় রহস্য ভেদে অসামর্থ্য প্রযুক্ত শ্রীভগবান্ বাসুদেবের দেহদেহীতে ভেদবুদ্ধি-বিশিষ্ট হইয়া ভয়ঙ্কর মায়াবাদ হলাহলের আবাহন করিয়া বসেন। শ্রীবলদেব কৃপাভাবই জীবকে মায়াবাদরূপ অনর্থ-সমুদ্রে নিমজ্জিত করে। "নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"—এই শ্রুতিবচন স্পষ্টতঃ তাহাই নির্দেশ করিতেছেন। যাঁহারা অভিন্ন-বলদেব-তত্ত্ব শ্রীগুরুপাদাশ্রয়ের প্রয়োজন-বোধে অসমর্থ অথবা গুরুপাদাশ্রয়ের অভিনয় মাত্র করিয়াও গুরুসেবা-বিমুখ অথবা অনর্থের প্রশ্রয়দাতা অসদ্ গুরুব্রুবকে গুরুত্বে বরণ-প্রয়াসী, তাঁহারা শ্রীবলদেব-কৃপা অলাভে কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতি-তাৎপর্য্য-রহিত পাপ অথবা-পুণ্যমলিনচিত্ত বা অশুদ্ধ সত্ত্ব থাকায় কৃষ্ণাবির্ভাব লীলা-বধারণে সম্পূর্ণ অসমর্থ হইয়া কৃষ্ণজন্মাষ্টমী-সুগতো এতোপবাসাদি নিয়মাগ্রহমাত্র ... তাদৃশ কৃষ্ণজন্ম নিয়মাগ্রহ হইতে কৃষ্ণকৃপালাভ যে সুদূর-পরাহত, তাহা বলাই বাহুল্য।

পাষণ্ডদলনবানা শ্রীবলদেব নিত্যানন্দ হুহুঙ্কার দ্বারা গুরুমুখিসুকৃতিহীন অধোক্ষজ-সেবা-বিমুখ জীবের আধ্যক্ষিক জ্ঞানাহঙ্কার চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া জীবকে ভক্ত্যুন্মুখ সুকৃতিসম্পন্ন করিলে জীব সেই সুকৃতি-বলে তচ্চরণাশ্রয়ের আবশ্যকতা উপলব্ধিক্রমে কৃষ্ণোন্মুখ হইবার সৌভাগ্য বরণ করেন। শ্রীনিত্যানন্দ ব্যতীত জীবের কৃষ্ণবহির্মুখতারূপ পাষণ্ডতা দলন করিয়া তাঁহাকে কৃষ্ণপ্রেম প্রদানের জন্য আর কে ব্যাকুল হইতে পারেন? এত দয়া নিত্যানন্দ ব্যতীত আর কাহারও হইতে পারে না।

পাষণ্ডদলন আর প্রেমপ্রচারণ।
দুই কার্য্যে অবধূত করেন ভ্রমণ॥

বলদেবের নিকট চিদ্বলপ্রার্থী না হইয়া যাহারা কেবল কৃষ্ণ-ভজন-নৈপুণ্য প্রদর্শনে ব্যস্ত হন, তাঁহারা রোমহর্ষণ সূতের ন্যায় অচিরেই বলদেব-হস্তস্থিত কুশ দ্বারা নিধন প্রাপ্ত হন। বলদেবই কৃষ্ণ-ভজন-রহস্যবিৎ, স্বয়ংরূপ কৃষ্ণই স্বয়ংপ্রকাশ সেবা-বিগ্রহরূপে বলদেব, তাঁহার চরণাশ্রয়-ব্যতীত কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতিরহস্য কে শিক্ষা দিবে? সুতরাং কৃষ্ণজন্মলীলা-বোধ-লোকগোর নিত্যানন্দই মূল মহাজন, তিনিই আজ আমাদের একমাত্র শরণ্য-বরেণ্য হউন।

কেবল অসুর-মারণাদি কার্য্য-জন্যই শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব নহে, উহা তাঁহার নৈমিত্তিক অবতারসমূহ দ্বারাই সংসাধিত হইয়া থাকে, পরন্তু রসপঞ্চকের পরিপুষ্টিসাধন-জন্যই রসপঞ্চকের উপাস্য তত্ত্ব রসময় রসিকশেখর কৃষ্ণচন্দ্রের আবির্ভাব। শ্রীকৃষ্ণচরিত্র দুই প্রকার—নিত্য ও নৈমিত্তিক। গোলোকে সর্ব্বকালে নিত্যচরিত্র ও অষ্টকালীয় লীলা বর্ত্তমান। ভৌমরূপে অষ্টকালীয় লীলায় নৈমিত্তিক লীলা সংযুক্ত। প্রপঞ্চমুক্ত সাধকগণ কৃষ্ণের নিত্যলীলাই দর্শন করেন পরন্তু প্রপঞ্চাবদ্ধ সাধকগণের পক্ষে কৃষ্ণের নৈমিত্তিক লীলা অপরিহার্য্যরূপে বর্ত্তমান। 'বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য পাদমেকং ন গচ্ছতি'—কৃষ্ণের ব্রজ হইতে গতায়াত ও অপ্রাকৃত বৃন্দাবনে প্রাকৃত ভাবযুক্ত অসুরাদির অনস্তিত্ব সম্ভব হইলেও অসুর-মারণাদি—কৃষ্ণের নৈমিত্তিক লীলা। নৈমিত্তিক লীলা-গত অসুরনাশাদির ভাব মাত্র গোলোকে বর্ত্তমান, যেহেতু অসুরাদির বাস্তব সত্তা গোলোকে অসম্ভব; কেবল প্রপঞ্চে সেই লীলা বস্তুতঃ প্রকাশ পায়। সাধকদিগের পক্ষে নিত্যলীলার প্রতিকূল হইয়া ঐ নৈমিত্তিক লীলা প্রতিভাত; সাধকগণ সেই সেই লীলায় নিজ নিজ অনর্থ নাশের আশা করিবেন।

প্রপঞ্চে ব্রজভজনের প্রতিকূল যে যে অনর্থ বাস্তবরূপে বর্ত্তমান প্রপঞ্চাতীত গোলোকে সেই সকল অনর্থের বাস্তব অস্তিত্ব আদৌ সম্ভব হইতে না পারায় রস-জন্য তত্তদ্ ভাব মাত্র বর্ত্তমান। নাম-ভজনকারী সাধক এই সকল ভজন-প্রতিকূল প্রাপঞ্চিক অনর্থ-পরিবর্জনশক্তি কৃষ্ণের নিকট অহরহঃ প্রার্থনা দ্বারা শুদ্ধ-চিত্ত হইলেই কৃষ্ণাবির্ভাব উপলব্ধি করিতে সমর্থ হন। শ্রীরাম-কৃষ্ণ যে সকল অনর্থরূপী অসুরকে বধলীলা করিয়া সাধকের পক্ষে ব্রজ-ভজন নিরাপদ করিয়াছেন, সাধক জীব স্ব স্ব চিত্ত হইতে সেই সকল আসুরিক ভাব দমনের জন্য রাম-কৃষ্ণের নিকট সদৈন্যে প্রার্থনা জ্ঞাপন করিবেন। সেই দৈন্য সফল হইলে কৃষ্ণ-কৃপাবলে জীবহৃদয়ে বলদেব-ভাবের আবির্ভাব হইতে কৃষ্ণানুশীলনের ব্যতিরেক ভাবগুলির অপগমে ক্রমশঃ অন্বয় ভাবের উন্নতি হয়। তখনই সাধক জীব-হৃদয়ে সপার্ষদ কৃষ্ণ আবির্ভূত হইয়া চিদ্-বিলাস-বৈচিত্র্য প্রকট করেন। সুতরাং কৃষ্ণাবির্ভাব-লীলার গূঢ়রহস্য-ভেদ একমাত্র অভিন্নবলদেবতত্ত্ব শ্রীগুরুকৃপাসাপেক্ষ; তাই মহাজন গাহিয়াছেন—

"আর কবে নিতাই চাঁদ করুণা করিবে।
সংসার-বাসনা মোর কবে তুচ্ছ হ'বে॥
বিষয় ছাড়িয়া কবে শুদ্ধ হবে মন।
কবে হাম হেরব শ্রী-বৃন্দাবন॥"

কৃষ্ণের নাম, রূপ, গুণ, লীলা, ধাম, দাসদাসী, সখা, মাতা পিতা, প্রেয়সীগণ সকলেই তত্তুল্য গুণশালী হইয়া সার্ব্বকালিক বা নিত্য। কোন অনিত্য প্রাকৃত ভূমিকায় কৃষ্ণের বসতিস্থল নাই। বর্ত্তমান আরোহবাদী ধাম নির্ণয়কারিদল এ রহস্য উদ্ঘাটনে যত্নশীল না হইয়া কেবল মাৎসর্য্য-মূলে যে কি অনর্থের আবাহন করিতেছেন, তাহা তাঁহারা এখনও একবার চিন্তা করিয়া দেখুন। কৃষ্ণজন্মস্থলী আমাদের হায়! রাজমাতামাদের ভিটামাটীর ন্যায় হইলে, তাহা নির্ণয় করার পক্ষে জাগতিক যুক্তিতর্কের আবাহন সম্ভব হইতে পারে, কিন্তু কৃষ্ণাবির্ভাবের দেশ, কাল ও পাত্র নিত্যৈশ্বর্য্যধার একমাত্র নিত্যানন্দ ব্যতীত তন্নির্ণয়ে বা তৎপ্রকটনে আর কে সমর্থ? জড়ানন্দ-মত্ত, 'জড়বিদ্যা-ধন-কুলমদোন্মত্ত-গণ' কৃষ্ণতত্ত্ব মাপিয়া লইবার স্পর্দ্ধা বলদেবই দলন করুন, ইহাই তৎপাদপদ্মে তদ্দাসানুদাসগণের কৃপাপ্রার্থী আমাদের সনির্ব্বন্ধ প্রার্থনা। পাষণ্ডতা দলিত না হইলে বদ্ধ জীব। হৃদয়ে কৃষ্ণপ্রেমার অবস্থিতি কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? প্রীতিপূর্ণ ভূমিকা ব্যতীত কৃষ্ণ আসিবেন কোথায়?

শ্রীশ্রীকৃষ্ণের জন্মলীলা উপলক্ষে

নন্দোৎসব

(পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিরত্ন)

নিশা অবসানে জাগি-যশোমতী
হেরিয়া বালক-মুখ।
কতই আনন্দ কে পারে কহিতে
উথলে পরম সুখ॥১

সেধ্বনি শুনিয়া গোপরাজ নন্দ
এসে শিশু মুখ দেখে'।
কহিতে সকলি ধাইল ত্বরিতে
গোকুল-নিবাসী লোকে॥২

সেকথা শুনিয়া আইল ধাইয়া
সকল ব্রজ-বাসী।
দধি দুগ্ধ ননী অঙ্গনে ডারিল
হ'য়ে পরম উল্লাসী॥৩

যশোদা উঠিয়া রোহিণীরে ডাকে
দেখসিয়া মোর ঘরে।
যমুনার জলে যেন উতপল
আপনি বিরাজ করে॥৪

গলিত বৃক্ষের পত্র যে ভক্ষিল
সেইত সুভগ ফলে।
হেন পুত্র-ধনে দিল নারায়ণ
নৈলে কি সে'ধন মিলে॥৫

গোকুল নগরে সবে হরষিত
আনন্দে নাচিছে দিব।
নন্দের নন্দন হেরিতে সবাই
অঙ্গনে করিল ভীড়॥৬

জয় জয় ধ্বনি ব্রজপুর ভরিয়া
উঠিল মঙ্গল রব।
নন্দ যশোমতী ভাগ্য প্রশংসিয়া
আনন্দে নাচিছে সব॥৭

সুর-পুরে বাজে দুন্দুভি ডিণ্ডিম
নাচে সব দেবগণ।
ব্রহ্মা, শিব, ইন্দ্র অনুচর সহ
নর্ত্তন গীতে মগন॥৮

কে পারে বর্ণিতে সে আনন্দ শোভা
হেন নাহি ত্রিভুবনে।
হরি হরিধ্বনি বিনা নাহি কিছু
ত্রিদিব মর্ত্ত্য ভুবনে॥৯

বহু দিনে সাধ পুরিল ধরার
বিজয়ে গোলোক-পতি।
নাহি দুঃখ শোক খণ্ডিল সকল
উদয়ে জগৎপতি॥১০

গোলোকের ধাম ধরায় প্রকট
সকল লইয়া সাথে।
বসুন্ধরা আজ করে টলমল
পাইয়া আপন নাথে॥১১

সে শোভা দেখিতে আনে নাহি পারে
গোকুলে বসতি বিনে।
গোকুলের শোভা শ্রবণে যাঁহার
সুখ বাড়ে দিনে দিনে॥১২

(যেমন) গোকুলে থাকিয়া নন্দের অলিন্দে
(করে) নিয়ত নন্দের সেবা।
যশোমতী মাই সেবাসংখ্য দানে
(তাঁর) বাড়ায় আনন্দ কিবা॥১৩

সে আনন্দ-কণা লভিবে বলিয়া
ব্রহ্মা-শিব আদি যত।
নন্দের অলিন্দে প্রবেশ লাগিয়া
যুগে যুগে ধ্যানে রত॥১৪

এদাস অধম নাহি করে কভু
হেন অসম্ভব আশ,
(যেন) নন্দ যশোমতী সেবকানুচর
দাসের অনুগ দাস॥১৫

তাঁদের গৃহেতে কুকুর হইয়া
জনম লভিতে পার।
তবেত শুনিব কৃষ্ণজন্মলীলা
আপন শ্রবণ ভরি॥১৬

শ্রীগৌড়ীয়মঠের

নগরসঙ্কীর্ত্তন

গত ৯ই ভাদ্র ২৫শে আগষ্ট রবিবার অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকার সময় গৌড়ীয়মঠের দ্বিতীয় নগরসঙ্কীর্ত্তন শোভা যাত্রা বহির্গত হইয়া রাজা দীনেন্দ্রষ্ট্রীট, আর, জি, কর রোড্, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, বাগবাজার ষ্ট্রীট, অপার চিৎপুর রোড্, শোভাবাজার ষ্ট্রীট, দরমাহাটা ষ্ট্রীট, নিমতলা ষ্ট্রীট, আপার চিৎপুর রোড, বিডন ষ্ট্রীট, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, গ্রে ষ্ট্রীট, আপারসার্কুলার রোড ও কাশীবাগানের মধ্য দিয়া নির্ব্বিঘ্নে শ্রীমঠে প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছে।

তৃতীয় নগর-সঙ্কীর্ত্তন

আগামী ১৬ই ভাদ্র ১লা সেপ্টেম্বর রবিবার অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকায় শ্রীগৌড়ীয়মঠের তৃতীয় নগর-সঙ্কীর্ত্তন-শোভা যাত্রা বহির্গত হইবে। ঐ দিন সঙ্কীর্ত্তনসঙ্ঘ কাশী বাগান, আপার সার্কুলার রোড, বিডন ষ্ট্রীট, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, বারাণসী ঘোষ ষ্ট্রীট, রতন সরকার গার্ডেন ষ্ট্রীট, দর্প নারায়ণ ঠাকুর ষ্ট্রীট, দরমাহাটা ষ্ট্রীট, হ্যারিসন রোড্, চিৎপুর রোড্, মুক্তারাম বাবু ষ্ট্রীট, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, মাণিকতলা স্পার প্রভৃতি রাজপথসমূহের মধ্যে শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তন প্রচার করিয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠের কীর্ত্তন-মহামহোৎসবে যোগদান করিবেন। এই সঙ্কীর্ত্তন-শোভা-যাত্রায় যোগদান করিতে বিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার সভ্যবৃন্দ বিশ্ববাসীকে আহ্বান করিতেছেন।

শ্রীগৌড়ীয়মঠে

নন্দোৎসব

আগামী ১৩ই ভাদ্র ২৯শে আগষ্ট বৃহস্পতিবার শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীনন্দোৎসব উপলক্ষে একটী বিশেষ বিরাট অধিবেশনে পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ 'শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের বক্তৃতা ও সময়োপযোগী সংকীর্ত্তনাদি হইবে।' সজ্জনগণের উপস্থিত প্রার্থনীয়।

আকরমঠরাজ শ্রীধামমায়াপুর যোগপীঠ ও শ্রীচৈতন্যমঠে অদ্য শ্রীশ্রীজন্মাষ্টমী ও আগামী কল্য নন্দোৎসব উপলক্ষে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও নামসঙ্কীর্ত্তন-মুখে মহামহোৎসবের অনুষ্ঠান হইবে। শ্রীগৌড়ীয়মঠে জন্মাষ্টমী-দিবস সমগ্র চৈতন্যচরিতামৃত পাঠ করা হয়।

বৈরাগ্য

(শ্রীপাদ পিয়ারীমোহন দাস ব্রহ্মচারী)

উপনিষদে বৈরাগ্যের বিষয় এইরূপ বর্ণিত আছে।

যথা—যদহরেব বিরজেৎ
তদহরেব প্রব্রজেৎ।

অর্থাৎ যখনই সংসারের প্রতি বিরাগ উপস্থিত হইবে, তখনই গৃহত্যাগ করিবে। এ সম্বন্ধে একটি প্রাচীন ঘটনা আছে, নিম্নে তাহা প্রদত্ত হইল।

কোন সময়ে এক ধনীব্যক্তি আহিরীটোলার ঘাট হইতে বাঁধাঘাট যাইবেন বলিয়া ষ্টিমারের অপেক্ষা করিতেছিলেন। সেই সময়ে সেই স্থানে কয়েকজন মাছওয়ালী পরস্পর পরস্পরকে বলিতেছিল যে,—বেলা যে গেল, পারে যাবে কখন। ঐ কথা শুনিয়া উক্ত ভদ্রলোকের সংসারবিরাগ উপস্থিত হইল এবং তৎক্ষণাৎ ভবপারে যাইবার জন্য উদ্যত হইলেন।

তাই বলিয়া কেহ কোন বেগের বশবর্ত্তী হইয়া ক্ষণেকের জন্য বৈরাগ্য করিয়া না বসেন। তাহা হইলে তাঁহার কপটতা ধরা পড়িয়া যাইবে এবং যে গুরু ঐ ব্যক্তিকে বৈরাগ্যের বেশ প্রদান করিবেন, সেই গুরু ও শিষ্য উভয়েই নরকগামী হইবেন।

অনেকে বলিয়া থাকেন যে, বিরাগীর বিষয় নাই। ইহা নিতান্ত অতাত্ত্বিক কথা। বিরাগ উদয় হইলেই যে বিষয় ত্যাগ হয় তাহা নহে। সাধক যে পর্য্যন্ত স্থূলদেহে অবস্থান করেন, তৎকাল পর্য্যন্ত শরীরনির্ব্বাহোপযোগী বিষয়সকল থাকে। দেহধারী জীবমাত্রেরই কিছু কিছু বিষয় আছে। সকল বিষয়ই কৃষ্ণসেবার অনুকূল হইতে পারে। সেবাপর বুদ্ধি লইয়া যথাযোগ্য বিষয় স্বীকার করিলে তাহা ভোগ নহে। তাহাকেই যুক্তবৈরাগ্য কহে। যুক্তবৈরাগী বিষয়ী নহেন। যুক্তবৈরাগ্যের লক্ষণ শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে এইরূপ উক্ত হইয়াছে। যথা—

অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে;

এই তো গেল 'যুক্তবৈরাগ্যের' কথা। এখন কিছু ফল্গুবৈরাগ্যের কথা আলোচনা করা যাউক। কৃষ্ণসেবায় যাহা অনুকূল, সেই বিষয়সমূহ ত্যাগই ফল্গুবৈরাগ্য। যথা—

শ্রীহরিসেবায় যাহা অনুকূল
বিষয় বলিয়া ত্যাগে হয় ভুল।

অসৎ সঙ্গই একমাত্র ত্যাগের বস্তু। সেই অসৎসঙ্গের সংজ্ঞায় শ্রীপাদ কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন—"স্ত্রীসঙ্গী এক অসাধু কৃষ্ণাভক্ত আর॥" শ্রীদাস গোস্বামী প্রথমে শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর চরণসমীপে উপস্থিত হইলে মহাপ্রভু বৈরাগীর কৃত্য সম্বন্ধে কয়েকটী কথা বলিলেন—

মর্কট বৈরাগ্য না কর লোক দেখাইয়া।
যথাযোগ্য বিষয় ভুঞ্জ অনাসক্ত হইয়া॥
অন্তর-নিষ্ঠা বাহ্যে লোক ব্যবহার।
অচিরাতে কৃষ্ণ তোমায় করিবে উদ্ধার।
বৈরাগীর কৃত্য সদা নাম সংকীর্ত্তন।
শাক, পত্র, ফল, মূলে উদর ভরণ॥
গ্রাম্য কথা না শুনিবে, গ্রাম্যবার্ত্তা না কহিবে
ভাল না খাইবে আর ভাল না পরিবে।

বৈরাগ্যের জন্য পৃথক চেষ্টার প্রয়োজন নাই। যাঁহার যতদূর ঈশসাম্মুখ্য হইয়াছে, তাঁহার ততদূর বিষয়বিরাগ স্বাভাবিক। ঈশসাম্মুখ্য গুরু-বৈষ্ণব-কৃপা-সাপেক্ষ। এজন্য গুরু-বৈষ্ণবের চরণে গললগ্নী-কৃতবাসে কৃপাভিক্ষা করিতেছি

নীলাম ইস্তাহার

জেলা নদীয়া, মোকাম কৃষ্ণনগর

সাবজজ আদালত

নীলামের দিন ৯ই সেপ্টেম্বর ১৯২৯

(১)

৫৪নং খাং জারি ২৯

দাবী ৩৩৪৮৷/৯ টাকা

ডিঃ ভুজেন্দ্রনাথ বিশ্বাস সাং সুখরিয়া বলাগড় থানা, জেলা হুগলী।

দেঃ আশুতোষ হালদার সাং কলিঙ্গি থানা চাপড়া জেলা নদীয়া।

জেলা নদীয়া থানা ডিষ্ট্রিক্টের সামীল ২৯নং মৌজে কমলাপুর ৩০নং মৌজে চাঁদেরঘাট মৌজার জমিদার শ্রীমতী রাজকুমারী প্রফুল্লনলিনী দাসী গং সেরেস্তায় ১১১২৭।১৩ নং দেনদারগণের নামে ২৫৮১৲ টাকা দরপত্তনি জমার বাবদ ।০ আনা দর অংশের বাবদ হকুক মূল্য আন্দাজ ৫০০৲

(২)

৫৯নং খাং জারি ২৯

দাবী ১৫৭৭৸৴৭ টাকা

ডিঃ শ্রীবদরীনারায়ণ চেৎলাঙ্গিয়া সাং গোয়াড়ী থানা কোতয়ালী

দেঃ ৺দেবেন্দ্রনাথ পালের ওয়ারেশ পুত্র নাবালক ধীরেন্দ্রনাথ পাল পক্ষে গার্জ্জেন উকিল বাবু বিজয়কুমার রায় সাং ফেরু চন্দননগর থানা নাড়ুয়া কেয়ার অফ বাবু মন্মথ নাথ সেন।

জেলা নদীয়া থানা নাকাশীপাড়া কালেক্টরীর ১৭১৭নং তৌজীভুক্ত মৌজে ৩২নং বাদাখোলা, ৩৩নং বিলকুমারী, ৬৫ নং খতিয়ানভুক্ত চাহের ৵১৩।—অংশের ডিক্রীদারের অধীন সালিয়ানা ২৮৫৲ টাকার যে একটী পত্তনী জমা দেনাদারগণের পূর্ব্বাধিকারী যদুনাথ পালের নামে প্রচলিত আছে, উক্ত বাকী পড়া পত্তনি মহল-সমেত জলকর কুমারীবিল ও জলকর গদি যোল আনা রকম দরবস্ত হকুক মূল্য আন্দাজ ৫০০৲ টাকা।

(৩)

৭৩ নং খাং জারি ২৯

দাবী ৪৬৩৮৸৴৩ টাকা

ডিঃ গোপালচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় সাং শান্তিপুর থানা শান্তিপুর।

দেঃ ৺শিবমোহিনী দাসীর ষ্টেটের একজিকিউটার রঘুনাথ বিশ্বাস সাং চৌগাছা থানা কৃষ্ণগঞ্জ

১নং লাট। জেলা নদীয়া থানা কৃষ্ণগঞ্জ সবরেজেষ্টারী কৃষ্ণনগরের অধীন নদীয়ার কালেক্টরীর ৪৯৪নং তৌজির যাহা মৌজে চৌগাছা ও থানা হাসখালীর অধীন ৭নং ডহরপোতা মৌজার দেনদারের নামে ডিক্রীদার সরকারে সালিয়ানা সাৎসরিক ১০৫৬৸৶ টাকার যে দরপত্তনির জমা লেখা যায় উক্ত দরপত্তনি মহালে উক্ত দেনদার স্বত্ববান্ ও দখলিকার আছেন। উক্ত দরপত্তনির মধ্যে বাকী পড়া দরবস্ত হকুক মূল্য আন্দাজ ৫০০৲ টাকা।

(৪)

৭৪ খাংজারী ২৯

দাবী ২৪৭৪৷/০

ডিঃ শ্রীঅক্ষয়চন্দ্র পাত্র সাং ও থানা কৃষ্ণনগর

দেঃ মৃত শিবমোহিনী দাসীর ষ্টেটের একজিকিউটার রঘুনাথ বিশ্বাস উক্ত চৌগাছা থানা কৃষ্ণগঞ্জ

১নং লাট। জেলা নদীয়া কালেক্টরীর ৪৯৪ নং তৌজিভুক্ত মৌজা চৌগাছা মধ্যে দেনদারের নামে ডিক্রিদারের সেরেস্তায় শালিয়ানা ১০৫৬ ৸৶২ পাই টাকার দরপত্তনি জমা। ঐ বাকীপড়া দরপত্তনি জমার দরবস্ত হকুক। মূল্য আন্দাজ ১০০০৲ হাজার টাকা খতিয়ান নং যথা

কৃষ্ণগঞ্জ থানার অধীন ২৭নং চৌগাছা মৌজার ২৭নং খতিয়ান ও ২৪ নং কোমরপুর মৌজার ৩ নং খতিয়ান ও ২২ নং চক যোগিনীদহ মৌজার ২৫ নং খতিয়ান ও ১৯ নং দুর্গাপুর মৌজার ১১ নং খতিয়ান ও ৩৮ নং সোনঘাটা মৌজার ৩২৭ নং খতিয়ান এবং হাসখালি থানার অধীন ৭ নং ডহর পোতা মৌজার ১৪৭০ নং খতিয়ান ও ঐ ঐ খতিয়ানের অধীনস্থ খতিয়ানসমূহের লিখিত জমা সমুদায়।

(৫)

৪৩ দেংজারী ২৯

দাবী ৭৪২৫৸৯ টাকা

ডিঃ ৺হাজারী মল হিরালাল ফার্ম্মের মালিক বালচন্দ্র মল রামপুরিয়া

১৮৮ নং কটন ষ্ট্রীট কলিকাতা

দেঃ ক্ষিতিশচন্দ্র দাস সাং তারানগর থানা মেহেরপুর মোকাম কৃষ্ণগঞ্জ রেলবাজার থানা কৃষ্ণগঞ্জ

১। জেলা নদীয়া সবরেঃ কৃষ্ণনগর, থানা কৃষ্ণগঞ্জের সামিল মৌজে মাজদিয়া কৃষ্ণগঞ্জের রেলবাজারে দরপত্তনিদার বাবু কেশবচন্দ্র দত্ত দিং সেরেস্তার ।০ ॥ কাঠা জমীর কাত শালিয়ানা ৬৷৶ টাকার কায়েমী মকররী মৌরশী জমার স্বত্ব। ঐ জমি ও তদুপরিস্থিত পাকা দ্বিতল বাড়ী, নীচে ৫ কুঠারী ও উপরে ৩ কুঠারি ও পাকা পায়খানা ইন্দারা প্রাচীর প্রভৃতি ও মায় সাজসরঞ্জাম আকর আওলাত মূল্য আং ৫০০৲ টাকা

(৬)

৩৩ মনিজারী ২৯

দাবী ১৫৯৪৮৷৷৶৩ পাই

ডিঃ বেঙ্গল কেমিকেল এণ্ড ফার্ম্মা-সিউটিক্যাল ওয়ার্কস্ লিমিটেড, ১৫ নং কলেজ স্কোয়ার কলিকাতা

দেন্দার শ্রীবসন্ত কুমার লাহিড়ী সাং প্রেসিডেন্সীজেল আলিপুর

১। জেলা নদীয়া থানা কৃষ্ণনগর ৯৪ নং মৌজে গোবিন্দ সড়ক সেঃ ৫৪৪ নং খতিয়ানে লিখিত মালেক শ্রীমতী শিব কুমারী দেবীর অধীনে বসন্তকুমার লাহিড়ী দিগরের দখলকারিতে শালিয়ানা ষোল আনা রকমের ৬।৶ টাকার জমার জমির উপরিস্থিত বসতবাটী দালান সমেত আকর আওলাত প্রাচীর পায়খানা ইন্দারা ইত্যাদির দেন্দারের অংশে ৶৪ গণ্ডা মূল্য আঃ ৫০০৲ টাকা

২। জেলা নদীয়া থানা কৃষ্ণনগর ৯৪ নং মৌজে গোবিন্দ সড়ক সেঃ ৩৫২ নং খতিয়ানের লিখিত মালেক মহারাজ ৺ ক্ষৌণীশচন্দ্র রায়বাহাদুরের অধীনে দেন্দারের নামে দেন্দারের ষোল আনা রকম দখলকারীতে শালিয়ানা ষোল আনা রকমের ১৸৹ পাই টাকার জমার জমির উপরিস্থিত ভিটা জমি সমেত চতুর্দ্দিকে প্রাচীর মায় আকর আওলাত মূল্য আঃ ৫০০৲

৪। জেলা নদীয়া থানা কৃষ্ণনগর ৯৪নং মৌজা গোবিন্দ সরক সেটেলমেণ্টের ৩৫১নং খতিয়ানের লিখিত মালেক মহারাজা ৺ ক্ষৌণীশচন্দ্র রায় বাহাদুরের অধীন বসন্তকুমার লাহিড়ী দিগরের দখলকারিতে শালিয়ানা ষোল আনা ৪৴৪ টাকার জমার জমির উপরিস্থিত বসতবাটী দালান সমেত আকর আওলাত প্রাচীর ইত্যাদি মূল্য আঃ ২০০৲

৫। জেলা নদীয়া থানা কৃষ্ণনগর ৯৪নং মৌজা গোবিন্দ সরক সেঃ ৪৬৪নং খতিয়ানের মালেক রক্ষাকালীদেবীর অধীনে গরবিনী দাসীর দখলকারীতে শালিয়ানা ৪৷৶০ টাকার জমার জমির উপরিস্থিত ভিটা বসতবাড়ী দেন্দার খরিদ সূত্রে স্বত্ববান ও দখলিকার। উক্ত জমির উপরিস্থিত দালান প্রাচীর ইত্যাদি আকর আওলাত মূল্য আঃ ৫০০৲ টাকা

---

(৭)

৫০ মনিজারি ২৯

দাবী ২৩৩৫৷৷৶৬ টাকা

ডিঃ—৺ কৃষ্ণবিহারী যোগেন্দ্রনাথ ও কানাইলাল সাহা নামক ফার্ম্ম সাং ৩৪নং দুর্গাচরণ মুখার্জ্জির ষ্ট্রীট কলিকাতা।

দেঃ—পদ্মবিহারী সাহা সাং কুমারী থানা আলমডাঙ্গা জেলা নদীয়া।

১নং লাট—জেলা নদীয়া থানা আলমডাঙ্গার অধীন মৌজে কুমারী গ্রামের মালিক উপেন্দ্রনাথ সাহা ও কুমারীদর জোতদার দিগের সেরেস্তার ৺ বিপিনবিহারী সাহা ও নিজ নামে বাড়ী মোকরারী জমা উল্লেখে ফাইনাল রেকর্ড হইয়াছে। উঁহার অবিকাংশবাদ নিজাংশে ৷৹ আনা রকমে ১ একর—৯১৷৹ শতাংশ জমির কাত ৩৷৶১০৷৷পাই যাহা সেটেলমেণ্টের ৫৩৩নং খতিয়ানে রেকর্ড হইয়াছে। আনুমানিক মূল্য ১০০৲ টাকা

২। কায়েমী মকররী জোতদার কাঞ্চন বিহারী সাহা দিগের সেরেস্তায় ৺ বিপিনবিহারী সাহা ও নিজ নামে ·০৬ শতাংশ জমির কাত ১৸৶ আনা জমা নিজাংশে ৫৩ শতাংশ জমির কাত ৸৶৬ পাই ও তদুপরিস্থিত ৪ খান ঘর আনুমানিক মূল্য—১০০৲।

৩। জেলা ঐ মৌজামধ্যে মালিক জমিদার উপেন্দ্রনাথ সাহা ও কুমারী ধর জোতদার সেরেস্তার দুর্গাচরণ সাহার নামে জারীতে বার্ষিক ৩৸৴৪পাই কায়েমী মোকরারী জমা। ঐ জমা সেঃ ৪৮৯নং খতিয়ান কতক বিহারী সাহা দিং—উপেন্দ্রনাথ সাহা দিং—রামদাস সাহা দিং—সুরেন্দ্রনাথ সাহা দিং নামে ফাইনাল রেকর্ড হইয়াছে। ঐ রেকর্ড ঐ খতিয়ানের অধীন নিজাংশে ·০৭ শতাংশ জমি উক্ত সুরেন্দ্রনাথ সাহা দিগর ৺ বিপিনবিহারী সাহা নিষ্কররূপে দান করায় দান সূত্রে স্বত্ববান ও দখলিকার। উক্ত জমার বিবাদির নিজাংশে ৷৹ আনা রকম ৩৷৹ কতক জমি তদুপরিস্থিত খড়ের ঘর দুইখানা ও পোস্তা ইমারত কুঠারী আনুমানিক মূল্য—১০০৲ টাকা। খতিয়ান নং ৬৮৯

---

(৮)

৬২নং মনিজারি ২৯ দাবী ৩৮৩১৸৹

ডিঃ—চমৎকুমারী দাসী পাল চৌধুরী সাং ও থানা রাণাঘাট।

দেঃ—মথুরামোহন পাল সাং ও থানা রাণাঘাট।

১নং লাট। জেলা নদীয়া থানা রাণাঘাটের নিজ রাণাঘাট বর্ত্তমান সেঃ ২৬০নং খতিয়ানভুক্ত জমিদার মহারাজা স্যার মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী কেটি, সি, আই, ই বাহাদুর দীং অধীন ১৸৶৯পটাকার জমার জমি ও তদুপরিস্থিত মায় আকর আওলাত ইত্যাদি মূল্য আঃ ১০০৲ টাকা।

২। জেলা নদীয়া নিজ রাণাঘাটের বর্ত্তমান সেঃ ৭৯৭নং খতিয়ানভুক্ত নিষ্কর লাখরাজ জমি ও তদুপরিস্থিত আকর আওলাত চারিদিকে পাকা প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত দরবস্ত হুকুক মূল্য আন্দাজ ৫০৲ টাকা।

৩। জেলা নদীয়া নিজ রাণাঘাট বর্ত্তমান সেঃ ১০৯৮নং খতিয়ানভুক্ত নিষ্কর লাখরাজ জমি ও তদুপরিস্থিত আকর ইত্যাদি মূল্য আন্দাজ ২৫৲। ইহাতে দেন্দারের ।০ আনা রকম স্বত্বাংশ হইতেছে।

৪। জেলা নদীয়া নিজ রাণাঘাটে ক্রমে বর্ত্তমান সেঃ ১৯৩০নং খতিয়ানভুক্ত জমিদার স্যার মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী কেটি, সি, আই, ই বাহাদুর দীং সরকারে ষোল আনা রকম ১৸৮ পাই টাকার জমার জমি, মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত ইত্যাদি দরবস্ত হুকুক মূল্য আন্দাজ ৫০০৲।

৫। জেলা নদীয়া নিজ রাণাঘাট ক্রমে বর্ত্তমান সেঃ ২০২৭ নং খতিয়ানভুক্ত জমিদার স্যার মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী কেটি, সি, আই, ই বাহাদুর দীং অধীনে ১৸/১০ টাকার জমার জমিতে দেন্দারের ৷৹ রকম স্বত্বাংশ মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত ইত্যাদি মূল্য আঃ ২৫৲ টাকা।

৬। উক্ত সেঃ ২২৫২নং খতিয়ানভুক্ত উক্ত জমিদার বাহাদুর দীং সরকারে ১/৬ টাকার জমার দেন্দারের ষোল আনা রকম স্বত্বাংশ মায় আকর আওলাত ইত্যাদি মূল্য আঃ ২৫৲ টাকা।

৭। জেলা নদীয়া থানা রাণাঘাটের সামিল ১৫৬নং মৌজা নাসড়া গ্রামে বর্ত্তমান সেঃ ১৭৮ নং খতিয়ানভুক্ত নিষ্কর লাখরাজ জমীতে দেন্দারের ৷৹ রকম স্বত্বাংশ মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত মূল্য আঃ ৫০৲ টাকা।

৮। জেলা নদীয়া থানা রাণাঘাট ১৫৬নং মৌজা নাসড়া গ্রামের বর্ত্তমান সেঃ ২৫৪নং খতিয়ানভুক্ত নিষ্কর ব্রহ্মোত্তর জমিতে দেন্দারের ৷৹ আনা রকম স্বত্বাংশ মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত মূল্য আঃ ১০০৲।

৯। উক্ত মৌজে বর্ত্তমান সেঃ ৭১১ নং খতিয়ানভুক্ত জমিদার মহারাজা স্যার মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী কেটি, সি, আই, ই বাহাদুর দীং অধীনে ১০ জমাতে দেন্দারের ষোল আনা রকম স্বত্বাংশ মায় আকর আওলাত মূল্য আঃ ২০৲ টাকা।

১০। উক্ত বর্ত্তমান সেঃ ৫১০নং খতিয়ানভুক্ত জমিদার মহারাজা স্যার মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী কেটি, সি, আই, ই বাহাদুর দীং সরকারে ।৶ আনার জমাতে দেন্দারের ষোল আনা রকম স্বত্বাংশ মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত মূল্য আঃ ৲ টাকা

১১। উক্ত মৌজে বর্ত্তমান সেঃ ৫১১নং খতিয়ান ভুক্ত জমিদার মহারাজা স্যার মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী কেটি, সি, আই, ই, বাহাদুর দীং সরকারে ।/১০ আনার জমায় দেন্দারের ষোল আনা রকম স্বত্বাংশে মায় আকর আওলাত ইত্যাদি মূল্য আঃ ১৫৲ টাকা।

১২। জেলা নদীয়া থানা রাণাঘাটের সামিল নিজ ১৫৪নং মৌজা ঘাটগাছা গ্রামে বর্ত্তমান সেঃ ২৭৪।২৭৫।২৭৬।২৭৭নং খতিয়ান ভুক্ত জমিদার প্রমোদগোপাল রায় দীং সরকারে ৯।৮ পাই টাকার জমাতে দেন্দারের ষোল আনা রকম স্বত্বাংশ মায় আকর আওলাত মূল্য আঃ ১৫০৲ টাকা।

১৩। জেলা নদীয়া থানা রাণাঘাটের সামিল ১৬১নং মৌজে রায়নগর গ্রামে বর্ত্তমান সেঃ ৩২৪নং খতিয়ানভুক্ত জমিদার মৈমদ্দিন মল্লিক দীং সরকারে বার্ষিক ৸০ আনার জমাতে দেন্দারের ষোল আনা স্বত্বাংশে মায় আকর আওলাত মূল্য আঃ ২৫৲ টাকা।

১৪। উক্ত মৌজে বর্ত্তমান সেঃ ১২৩নং খতিয়ানভুক্ত জমিদার গিরিবালা ঘোষাণীর অধীনে বার্ষিক ২৷৯ টাকার জমাতে দেন্দারের ষোল আনা রকম স্বত্বাংশ মায় আকর আওলাত মূল্য আঃ ১৫৲।

১৫। উক্ত মৌজে বর্ত্তমান সেঃ ৮২নং খতিয়ানভুক্ত জমিদার গিরিবালা ঘোষানীর অধীনে বার্ষিক ২৸৹ টাকার জমাতে দেন্দারের ষোল আনা রকম স্বত্বাংশ মায় আকর আওলাত মূল্য আঃ ৭৫৲

১৬। উক্ত মৌজে রায়নগর গ্রামে বর্ত্তমান সেঃ ৬০৭নং খতিয়ানভুক্ত জমিদার এয়াকুব উদ্দিন মণ্ডলের অধিন ১৶৪ টাকার মধ্য স্বত্ব চিরস্থায়ী জমাতে দেন্দারের ষোল আনা রকম স্বত্বাংশে মায় আকর আওলাত মূল্য আঃ ২৫০৲

নানা কথা

মিশর সন্ধিতে অষ্ট্রেলিয়া

অষ্ট্রেলিয়ার প্রধান মন্ত্রী মিঃ ব্রুস অদ্য পারলামেণ্টকে জানাইয়াছেন যে, গভর্ণমেণ্ট বৃটিশ গভর্ণমেণ্টকে বিদিত করিয়াছেন যে, সুয়েজ খাল রক্ষার উপযুক্ত বন্দোবস্ত না করিলে তাঁহারা মিশরের সহিত কোন নূতন সন্ধিতে সম্মতিদান করিবেন না।

প্রাদেশিক হিন্দু-সম্মেলন

২৭শে আগষ্ট মঙ্গলবার অপরাহ্ণ সাড়ে চারি ঘটিকার সময় ঢাকায় বাঙ্গালার প্রাদেশিক হিন্দু-সম্মেলনের প্রথম অধিবেশন হইবে। আগামী ২৮শে আগষ্ট বুধবার প্রাতে ৮ঘটিকায় ও সায়াহ্ন ৫ঘটিকায় পুনরায় উক্ত সম্মেলনের সভা হইবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য

আগামী ১৩ই ভাদ্র বৃহস্পতিবার জন্মোৎসব উপলক্ষে নদীয়াপ্রকাশ বাহির হইবে না।

পর-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

সম্প্রতি পর বিদ্যাপীঠে নিম্নলিখিত শিক্ষণীয় বিষয়নিচয়ের অধ্যাপকের আসন-সমূহ সংস্থাপিত হইয়াছে—বিদ্যার্থিগণ আবেদন করুন।

১। সাহিত্যাসন, ২। ঐতিহ্যাসন,
৩। সম্প্রদায়বৈভবাসন, ৪। ভক্তিশাস্ত্রাসন,
৫। তত্ত্বশাস্ত্রাসন, ৬। বেদান্তাসন,
৭। একায়নাসন।

শ্রীনন্দলাল রায় বি, এ, কাব্যতীর্থ, বিদ্যাসাগর,
সম্পাদক—পরবিদ্যাপীঠ, শ্রীধাম মায়াপুর।

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ
শ্রীগৌড়ীয়প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৪০৲ চল্লিশ টাকা।

২৭২৪ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে,
সপ্তচত্বারিংশ খণ্ডে সূচী ছাপা হইতেছে।

৪৬শ খণ্ড গ্রন্থ নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে ১৫।৴০ সাধারণ পক্ষে ২০৸৴০। প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৶০, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ।৴০।

দশম স্কন্ধ ছাপা হইতেছে। দশম স্কন্ধের ভিক্ষা ১২৲, অগ্রিম দাতাগণের পক্ষে ৮৲।

৫০ অধ্যায়পর্য্যন্ত নবম সংখ্যা ছাপা হইয়াছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

"শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত"

আদি, মধ্য ও অন্ত্যলীলা প্রকাশিত হইয়াছেন, সূচী ছাপা হইতেছে। যাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ১০৲ টাকা ভিক্ষার তৃতীয় সংস্করণ ৪৲ টাকায় না পাইয়া অপূর্ব্ব সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের জন্যই উহার ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইতেছে। সেই ১০৲ টাকার এই বিরাট গ্রন্থ আরও কয়েকদিন অগ্রিম ৫৲ টাকা দিলে সম্পূর্ণ গ্রন্থ দেওয়া হইবে। গ্রাহক-সংখ্যা প্রায় পূর্ণ হইয়া আসিল; পরে আর এ সুযোগ দেওয়া হইবে না।

সত্বর গ্রাহক হউন।

শ্রীচৈতন্য-লীলার ব্যাস আদিকবি
শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত
বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।
সমগ্র গ্রন্থ ৮৲ স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲
নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪॥০ টাকা

দ্বীপ দিগ্দর্শন নামক নবদ্বীপের ৯টী দ্বীপের সমস্ত বিবরণ। ভিঃ ৶০।৴০ ডাকটিকেট দিলে বুকপোষ্ট করা হয়।

প্রাপ্তিস্থান—নদীয়া-প্রকাশ কার্য্যালয়,
শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর। এবং
গৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্,
১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা।

কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত
পারমার্থিক
গৌড়ীয়
সাপ্তাহিক পত্র।

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রতি শনিবারে প্রকাশিত হয়।

অগ্রিম বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲ দিলে বৎসরে ৫০ সংখ্যা প্রাপ্য: ষাণ্মাসিক ১॥০; সাপ্তাহিক ৴০

সর্ব্বদা গ্রাহক হওয়া যায়।

বৃত্তিসহ সমগ্র

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

ভিক্ষা ২৲ টাকা। শিক্ষার্থি-ছাত্রের পক্ষে ১॥০ দেড়টাকা মাত্র।
প্রাপ্তিস্থান—শ্রীপরবিদ্যাপীঠ, শ্রীগোদ্রুমপুর
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিম্নলিখিত মঠসমূহে প্রাপ্তব্য:—

১। শ্রীচৈতন্য মঠ,—শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর পোঃ, (নদীয়া)।
২। শ্রীগৌরগদাধর মঠ,—চাঁপাহাটি, সমুদ্রগড় পোঃ, (বর্দ্ধমান)।
৩। শ্রীভাগবত আসন,—ভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৪। শ্রীগৌড়ীয় মঠ,—১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা।
৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ,—পুরী রেল ওয়ে ষ্টেশনের নিকট "অমরনিবাস"
৬। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ,—উড়িয়া বাজার, কটক।
৭। শ্রীভাগবত মঠ,—চিরকাশিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।
৮। শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ,—৪নং অগস্ত্যকুণ্ড, কাশী, ইউ, পি।
৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,—ছিপিগাছি, বৃন্দাবন, মথুরা, ইউ, পি।
১০। শ্রীপরমহংস মঠ—নিমসার পোঃ, সীতাপুর, ইউ পি।
১১। শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ,—কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল, পাঞ্জাব।
১২। শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠ,—৯০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।
১৩। শ্রীগদাইগৌরাঙ্গ মঠ,—বালিয়াটি, ঢাকা।
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম,—আমলাযোড়া, রাজবাঁধ পোঃ, বর্দ্ধমান।
১৫। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ,—ডুমুরকোন্দা, চিরকুণ্ডা পোঃ, মানভূম।
১৬। শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয় মঠ,—আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী, উড়িষ্যা।

শ্রীচৈতন্য মঠের যাবতীয় গ্রন্থ
কার্য্যাধ্যক্ষ, গ্রন্থ-বিভাগ, শ্রীচৈতন্য মঠ
পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া
—অথবা—
শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা
ঠিকানায় পাওয়া যাইবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য:—ডাকে লইলে শ্রীচৈতন্য মঠের ঠিকানায় লিখিবেন।

TO LET

অন্যথা না ভজে কৃষ্ণ, দুষ্ট সঙ্গ করে। পুনঃ সেইমত মায়া পাশে ডুবি মরে।

শ্রীচৈতন্যমঠের গ্রন্থাবলী

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের বিরচিত

ভক্তি-গ্রন্থাবলী।

উৎকৃষ্ট কাপড়ে বিলাতী ধরণে বাঁধাই স্বর্ণাক্ষরে। চতুর্থ সংস্করণ। বিস্তৃতবিষয় সূচীসহ

জৈবধর্ম্ম

বাঁধাই ২৲ দুই টাকা।

প্রকাশিত হইয়াছে

সনাতন সর্ব্বশাস্ত্র বেদ, বেদান্ত, উপনিষৎ, গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত, পুরাণ, ইত্যাদি সকল গ্রন্থ পাঠ করিবার অবসর অতি অল্প মানবের ঘটিয়া থাকে। অনেকেরই যোগ্যতা না থাকায় সেই সমস্ত গ্রন্থের মর্ম্ম অবগত হইতে পারেন না। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বাঙ্গালীর এই অসুবিধা দূরীভূত করিবার জন্য এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

বিদ্যালয়ের ছাত্র বা শিক্ষকগণের বিশেষ পাঠ্য, এই হেতু শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টার বাহাদুর ইহা সমস্ত বিদ্যালয়ের জন্য অনুমোদন করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

প্রথম খণ্ড ভিক্ষা—১৲ একটাকা

যুক্তিপূর্ণ শাস্ত্রবাক্য দ্বারা প্রত্যেক মানবের নিত্য কর্ত্তব্য ও অনিত্য সাময়িক কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। যাবতীয় প্রকৃত উক্তি সনাতন শাস্ত্রবাক্য দ্বারা সমর্থিত ও প্রমাণিত হইয়াছে। দেহের, মনের ও আত্মার ধর্ম্ম কি? স্বদেশ, সমাজ, নীতি, ধর্ম্ম কি? ইত্যাদি বিষয় জনসাধারণের এমন সুন্দরভাবে যুক্তিসংকারে আলোচিত হইয়াছে যে, প্রথম পংক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত পাঠ না করিয়া নিবৃত্ত হইয়া থাকা যায় না।

শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ভিক্ষা ৶০

ঐ প্রমাণ খণ্ড ভিক্ষা ৶০

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিহার ও লীলাভূমি নয়টী দ্বীপসমষ্টি। এই নয় দ্বীপের প্রাচীন বিবরণ—প্রত্যেক দ্বীপে শ্রীমহাপ্রভুর লীলা—প্রত্যেক দ্বীপের পরিচয়, শ্রীধাম-মাহাত্ম্য—ধামাপরাধ কি? ইত্যাদি বিষয় বিশেষভাবে মনোহর ছন্দে বর্ণিত। পকেট সাইজ প্রায় ১৬০ পৃষ্ঠা।

শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ

ডবল ক্রাউন ৪ কালীতে উত্তম কাগজে ছাপা—শ্রীনবদ্বীপধাম দর্শনে ভাবুক দর্শনকারীর কি প্রকার ভাবের উচ্ছ্বাস হয়, তাহা এই গ্রন্থে বর্ণিত। অতি চমৎকার। ভিক্ষা চারি আনা।

শ্রীভজনপথ

।৵০ দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভুকে উপদেশচ্ছলে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাঁহা এই গ্রন্থে শাস্ত্রপ্রমাণের অনুকূল ও প্রতিকূল বিচার অতি সুন্দরভাবে বর্ণিত হইয়াছে। ইহা ছাড়া শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর উপদিষ্ট শিক্ষা ও উপদেশ বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-জগতে অভিনব গ্রন্থ!!

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতি-গ্রন্থাবলী :—

শরণাগতি

পকেট সাইজ
অষ্টম সংস্করণ
ভিক্ষা /০ আনা

দেহ ও মনের চেষ্টা অনভিপ্রেত বলিয়া—ইহা যখন জীব বুঝিতে পারে, তখন একমাত্র নিত্যানন্দ শ্রীভগবানের প্রতি তাঁহার কোন জাতীয় আবেগময়ী প্রার্থনা হয় এবং শ্রীভগবানে সর্ব্বান্তঃকরণে নিষ্কপটে কি প্রকারে শরণাপন্ন হইতে হয়, ইত্যাদি বিষয়ক প্রাণস্পর্শী প্রার্থনা ও আত্মসমর্পণমূলক গান। উড়িয়া সংস্করণও প্রকাশিত হইয়াছে।

ভিক্ষা প্রতি খণ্ড /০ এক আনা

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা— /০, নবদ্বীপশতক— /০

অর্থপঞ্চক—/০

কল্যাণকল্পতরু

পকেট সাইজ
পঞ্চম সংস্করণ
ভিক্ষা /১০

আমরা প্রত্যহ নূতন অভাব ও কামনার বশবর্ত্তী হইয়া পুনঃপুনঃ যে অকল্যাণকে কল্যাণ বলিয়া গ্রহণ করি এবং যাহার নিকট কল্যাণ কামনা করি, তিনি যে নিত্য বা যথার্থ কল্যাণ প্রদানে অসমর্থ এবং কোন বস্তু আমাদের নিত্য কল্যাণদাতা এবং কি ভাবে আমরা সেই কল্যাণলাভে সমর্থ হইব, এই সকল কথা সরল গানে লিখিত। এই গীতিগ্রন্থ বাস্তবিকই কল্যাণের কল্পতরু, যাহা প্রত্যেককে নিত্যকল্যাণ প্রদানে সমর্থ।

শ্রীল চক্রবর্ত্তি-ঠাকুরের টীকা সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠাকুর কৃত টীকা ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কৃত বঙ্গানুবাদ। টীকাকারের জীবনী, শ্লোকসূচি, বিষয়সূচি প্রভৃতি বহু প্রয়োজনীয় বিষয় সংবলিত প্রায় ৪২৫ পৃষ্ঠা। উৎকৃষ্ট সিল্কে বাঁধাই ২৲ দুই টাকা, কাগজে বাঁধা ১॥০

শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ-কৃত ভাষ্য সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

কাগজ ও ছাপা উৎকৃষ্ট। সিল্কে বাঁধাই, সোণার জলে নাম লেখা রাজসংস্করণ ২৲ টাকা, সাধারণ সংস্করণ ১॥০, গৌড়ীয়ের গ্রাহকপক্ষে ১।০

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি (সার্ব্বভৌমকোষগ্রন্থ)

বিষয়:—১। ভক্তিশাস্ত্রে ব্যবহৃত শব্দাবলীর অর্থ, ২। চারি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের চরিত্র, ৩। বিষ্ণুবৈষ্ণবসম্পর্কিত শ্রীমন্দির ও শ্রীবিগ্রহের বিবরণ, ৪। বৈষ্ণবগ্রন্থ ও গ্রন্থকারগণের তাৎপর্য্য ও বিবরণ, ৫। বিষয় বিশেষের লৌকিক ও শাস্ত্রীয় আকরমূলে যাবতীয় তথ্য। চারিখণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ১ম খণ্ড ৸০, ২য় খণ্ড ৸৵০, ৩য় খণ্ড ৸০, ৪র্থ খণ্ড ।৵০, চারিখণ্ড একত্রে ৩৲ (৫ম খণ্ড যন্ত্রস্থ)।

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ

—১ম খণ্ড ১৲ এক টাকা ২য় খণ্ড ১৲ এক টাকা—শ্রীমদ্ভাগবতের গ্রাহক ও গৌড়ীয় গ্রাহকগণ ১।০ টাকায় দুইখণ্ড পাইবেন। বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমজ্জীব গোস্বামিপাদের রচিত গ্রন্থ। ছয়টী সন্দর্ভের আবশ্যক প্রয়োজনীয় অংশ। প্রায় ২৩ ডবল ক্রাউন ৮ পেজী ৬৪ পৃষ্ঠা আকারে মুদ্রিত হইতেছে।

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য সঙ্কলিত

সদাচারস্মৃতিঃ

ভিক্ষা /০ মাত্র

রেজেষ্টারিত

মদন মঞ্জরী

বটিকার স্বপ্ন ও শারুচিকার, ইন্দ্রিয়শক্তির হ্রাস, প্রমেহ ও শুক্রপাত, বদহজম, মাথাঘোরা, বুক ধড়ফড়ানি, অনিদ্রা প্রভৃতি লক্ষণ সত্বর নির্দ্দোষ আরোগ্য হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ৪০ বটী ১৲ এক টাকা।

"নপুংসকারি ঘৃত"

পুরুষত্বহানি রোগে বাহ্যপ্রয়োগ দ্বারা আরোগ্য করিয়া পুরুষত্ব ফিরাইয়া দেয়। মূল্য ২ তোলা ১৲ টাকা।

"রমণীবিমোহিনী বটিকা"

বীর্য্যধারণ করত মনোযোগশক্তি স্থায়ী ও বৃদ্ধি করিতে অত্যাশ্চর্য্য। মূল্য ১৬ বটী ১৲ এক টাকা।

রাজবৈদ্য নারায়ণজী, কেশবজী

১৭৭নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

কুমার-ভোগ—বয়স ৫ বৎসর পার হইতে যাহার পর রোগাক্রান্ত হইয়া রোগা হয়। ইহা সেবনে শিশুগণ ঐ টিকিৎসাদের, তাহাদের ক্ষুধা বৃদ্ধি ও সকলের ক্রিয়া ভাল হয়—দন্তোদ্গমের সময় কোন কষ্ট হয় না। খাইতে মিষ্ট। মূল্য প্রতি শিশি এক টাকা, মাশুল ।৵০ আনা

নারোল (Narhol)—ইনফ্লুয়েঞ্জা, ডেঙ্গু, বাতজ্বর, প্রভৃতি রোগে উপকারী। আয়ুর্ব্বেদিক, সর্দ্দি কাশি, ব্রঙ্কাইটিস (Bronchitis), হাঁপানি ও বুকের কাশিতে খুব উপকারী। ৮০ বটিকার শিশি ৸০, মাশুল ।০ আনা

দাদ-জোম্বা [illegible]

ডাঃ ৺ লাল মোহন মল্লিক
এল, সি, আর
দাদ-মলম
কাপড়ে কোনরূপ দাগ লাগে না
মূল্য। আনা
মল্লিক ব্রাদার্স এণ্ড কোং
১৭, বনফিল্ড লেন, কলিকাতা
৪০ বৎসরের

৩ শিশির কম দেওয়া হয় না।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠভরণের

বেহালার পাঁচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

অনেকের সুবিধার জন্য ৮ আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ছোটবোতলের সমপরিমাণ ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ॥০ আনা, পাঁইট ॥৵০ আনা, বোতল ১৷০ আনা।

অফিস ১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (প্রাচীন নবদ্বীপ) নদীয়া

বেদনাঞ্জন

শ্রেষ্ঠরত্ন

কলিকাতা কংগ্রেস এক্জিবিসন হইতে বহু প্রশংসা প্রাপ্ত ও বহু গণ্যমান্য ভদ্রমহোদয়গণ কর্ত্তৃক প্রশংসিত।

আজকাল ভেজাল-চর্ব্বি মিশ্রিত ও বিষাক্ত আহার্য্য সেবনে শরীরের রক্ত অত্যন্ত দোষিত হইয়া পড়িয়াছে। রক্তই মানব-দেহের শ্রেষ্ঠ উপাদান, এই রক্ত দোষিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মানব বাত, বেদনা, মাথাধরা, মাথা-ঘোরা, দৃষ্টিশক্তির হ্রাস, দাদ, খোস, ফোঁড়া ফুলা, দাঁত কনকনানি, দাঁতে পোকা এবং কোষ্ঠ, চুলকানি প্রভৃতি কষ্টদায়ক চর্ম্মরোগে আক্রান্ত হইতেছে। যদি আপনি এ সকল ব্যাধিমুক্ত হইতে চান, তাহা হইলে অযথা পয়সার অপব্যয় না করিয়া অল্প দামে এক শিশি **বেদনাঞ্জন** ক্রয় করিয়া হাতে হাতে কার্য্যকারী-শক্তি উপলব্ধি করুন। গুণের তুলনায় মূল্য অকিঞ্চিৎকর, এক শিশি ।৵০ আনা মাত্র মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান— এ, সি, চাটার্জ্জী এণ্ড ব্রাদার্স।
৯নং হলকাটি লেন, সালিকা হাওড়া।
১,৭ ... টী দোকান ও বড় বড় ডাক্তার খানায় পাওয়া যায়

কেন ?

"গৃহস্থ কুকার"

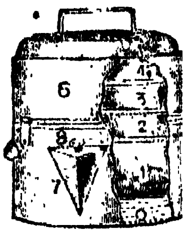

গৃহস্থের প্রকৃত বন্ধু।

কারণ উৎসবে হউক বা ব্যসনে স্বাস্থ্য ও রোগীর পথ্য একসঙ্গে, চুল্লিতে চাউল খরচ কমে, স্বাস্থ্য বিপ্লবে (অর্থাৎ পাচক পাচিকার অনুপস্থিতিতে) গৃহস্থের ২মণ রান্না ১।০ ঘণ্টায় সম্পন্ন করে। **রাজদ্বারে ও ভ্রমণে** ইহা সঙ্গে লইয়া চাপাইয়া দিয়া নিমন্ত্রণে ভ্রমণ বা দেশদর্শনাদি করিয়া আসিয়া সমস্ত রান্না সময় মত প্রস্তুত পাইবেন। মূল্য ২ জনের ৭, টাকা হইতে ঊর্দ্ধ্ব।

কোশল এণ্ড সন্স
৩৮।২ গিরিশ মুখার্জ্জী রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা
ফোন নং—সাউথ—১২২৩

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

যদিও অদ্যাপি প্রকৃত মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য, তথাপি যাঁহারা নানাবিধ অস্বাভাবিক উপায়ে অপরিমিত শক্তি নষ্ট করিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন এবং নানা প্রকার মেহ, প্রমেহ ধাতুদৌর্ব্বল্য, স্নায়বিক দুর্ব্বলতা, বহুমূত্র, দুঃস্বপ্ন, পারদ-সংক্রান্ত পীড়া, অর্শ এবং স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে যাঁহারা বাধক, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, স্বাস্থ্যহীনা, শ্বেত ও রক্তপ্রদর, হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি রোগে ভুগিয়া জীবনে নিরাশ হইয়াছেন, তাঁহারা আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটোল সাহেবের আবিষ্কৃত **ইলেক্ট্রিক সলিউসন** ব্যবহার করিয়া বাঁচিতে পারেন, তাহার শত সহস্র প্রমাণ প্রতি বৎসরেই পাওয়া যাইতেছে। যাঁহারা অন্যান্য বহুবিধ ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরোগ্য হইতে পারেন নাই, তাঁহারা একবার এই ঔষধটী ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক মাসের ব্যবহারোপযোগী এক শিশি ঔষধ ডাকমাশুল সহ ১॥০ টাকা মাত্র।

সোল এজেণ্ট—ডাঃ ডি, ডি, হাজরা
ফতেপুর, গার্ডেনরিচ পোষ্ট কলিকাতা
ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

অধ্যক্ষ

শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম্‌এ, এফসিএস (লণ্ডন)

ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক
(প্রফেসার)

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ বিশুদ্ধ ও শাস্ত্রমতে নিজ তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হয়। পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ক্যাটালগ পাঠান হয়। রোগের বিবরণ জানাইলে যত্নপূর্ব্বক ব্যবস্থা দেওয়া হয়। চিঠি পত্রাদি সম্পূর্ণরূপে গোপন রাখা হয়।

মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দুর)

(বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৪, টাকা

উৎকৃষ্ট স্বর্ণ, পারদ ও আমলাসার গন্ধক দ্বারা যথাশাস্ত্র প্রস্তুত।
নিত্য প্রয়োজনীয় সর্ব্বরোগনাশক মহৌষধ।

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৩, টাকা

উৎকৃষ্ট কাশ্মীর আমলকী, বংশলোচন প্রভৃতি যাবতীয় উপাদানে পূর্ণ মাত্রায় যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। কফ, কাশি, সর্দ্দি, হাঁপানী, ক্ষয়রোগ, হৃদরোগ প্রভৃতি রোগের মহৌষধ। সর্ব্বপ্রকার দুর্ব্বলতা নাশক অতিশয় পুষ্টিকর মহৌষধ বা খাদ্য বিশেষ।

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬, টাকা

ইহা সেবনে ধাতুদৌর্ব্বল্য, শুক্রহীনতা, স্বপ্নদোষ, প্রমেহ ও ধ্বজভঙ্গ সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায়। ইহা অপরিসীম আনন্দদায়ক রসায়ন।

অবলাবান্ধব যোগ

প্রদর, বাধক প্রভৃতি জরায়ুদোষ ও যোনিগত দুরারোগ্য রোগের মহৌষধ।
মূল্য—১৬ মাত্রা ২, টাকা। ৫০ মাত্রা ৫, টাকা মাত্র

বিশুদ্ধ জল ! ভয় নাই ! বিশুদ্ধ জল !!

লক্ষ্মী টিউব-ওয়েল কোং

২০৫নং নবাবপুর, ঢাকা।

বর্ত্তমান-যুগের নব আবিষ্কৃত যন্ত্রপাতি দ্বারা উন্নত বৈজ্ঞানিক-খনন-প্রণালীতে নলকূপ (*Tube-well*) নির্ম্মাণ করা হয়। বঙ্গের লাট বাহাদুর, প্রাইভেট সেক্রেটারী, জিলা-ম্যাজিষ্ট্রেট, জিলা-বোর্ডের চেয়ারম্যান, ইঞ্জিনিয়ার, জমিদার, তালুকদার, প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত ভদ্রমহোদয়গণ এই কোম্পানীর কার্য্য দেখিয়া প্রশংসা করিয়াছেন। রাসায়নিক পরীক্ষায় জল বিশুদ্ধ না হইলে মূল্য গৃহীত হয় না। বিস্তৃত বিবরণের জন্য পত্র লিখুন।

বিনামূল্যে বিতরিত বিনামূল্যে

শাস্ত্রের সার "কামশাস্ত্র", গ্রন্থখানি চৌদ্দ লক্ষের উপরে বিতরিত হইয়াছে। উহা পাঠে মানবের পরিণাম ফলাফল জানা যায়।

এই পুস্তক যিনি লিখিয়াছেন, তিনিই "আতঙ্কনিগ্রহ বটিকা"র আবিষ্কর্তা। এই বটিকা দুর্ব্বলকে সবল করে এবং সবল ব্যক্তিকে অটুট ও অক্ষয় রাখে। বত্রিশ বটিকা পূর্ণ প্রতি কৌটার মূল্য ১, টাকা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান :—আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়।
২১৪নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কালকাতা।

মনোমোহন প্রেস

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা

পূর্ব্ব-বাঙ্গালায় সুলভে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত
বৈদ্যুতিক মেশিনে দিবারাত্র কাজ চলিতেছে।
বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন
ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,
৯০নং নবাবপুর, ঢাকা।

শ্রীমায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—শ্রীবিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

স্থানীয় সংস্করণ   Registered No. C 1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চ ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৷০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য. বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহ
ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র।

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ৩৷৷০
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৵৫

৪র্থ খণ্ড] সম্পাদক—প্রত্নবিদ্যালঙ্কার শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী [১৫৬ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্য মঠ, শ্রীধাম মায়াপুর—১৮ই ভাদ্র শুক্রবার ১৩৩৬ ৩০শে আগষ্ট ১৯২.

শ্রীধাম মায়াপুর ডাকঘর

গত ১লা জুন হইতে শ্রীধাম মায়াপুর পোষ্ট অফিস খোলা হইয়াছে। বঙ্গদেশের পোষ্টমাষ্টার জেনারেল বাহাদুর শ্রীধাম মায়াপুর ডাকঘর হইতে নদীয়া-প্রকাশ ভারতের সর্ব্বত্র প্রেরণ করিবার আদেশ দিয়াছেন।

ম্যানেজার, 'নদীয়া-প্রকাশ'
পোঃ আঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

শ্রীধাম মায়াপুরের, যাবতীয় পত্র বুকপোষ্ট রেজিষ্টারী মণি-অর্ডার প্রভৃতি ডাকে পাঠাইতে হইলে, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া ঠিকানায় লিখিবেন।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল
দুইখণ্ডে সমগ্র গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছেন। সূচী প্রভৃতি ছাপা হইতেছে
ভিঃ পিঃ ২৷৷০, নদীয়া প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ১৷৷০

লোহার কড়ি
বরগা
করগেট টিন, জানালার গরাদে
দালানের ফুলদার রেলিং ও থাম
বেড়া ঘেরা কাঁটাতার ইত্যাদি
সুলভে বিক্রয় করি
কান্তিচন্দ্র মুখার্জ্জি এণ্ড সন্স
২৭, ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট ফোন ৪৪৯
স্থাপিত ইং ১৮৩৬ সাল, কলিকাতা

হোমিওপ্যাথিক !

রোগী দেখিবার সময়ঃ—
প্রাতেঃ—৬টা হইতে ৯টা,
বৈকালে—৩টা হইতে ৫টা পর্য্যন্ত।

ডাক্তার বি, ডি, কুণ্ডুর—

সর্ব্বত্র এজেন্ট আবশ্যক।
পত্র লিখুন।
[illegible]
দিবা-রাত্রি ঔষধ পাওয়া যায়।

আবিষ্কৃত ও গভর্ণমেণ্ট রেজেষ্টারীকৃত

১। ভূপেন্দ্র শোভা স্পেসিফিক্—পেটের যাবতীয় রোগের, অজীর্ণ, ডিস্পেপ্‌সিয়ার মহৌষধ, প্রত্যেক গৃহে রাখা প্রয়োজনীয়। ঔষধ—প্রতি শিশি ১৲ এক টাকা মাত্র।

২। চণ্ডি ফিবার মিকশ্চার—ম্যালেরিয়া জ্বর, এক শিশিতে সম্পূর্ণ আরোগ্য। কম্পজ্বর [illegible] ও সকল জ্বরের মহৌষধ। প্রতি ছোট শিশি ৷৵০ পাঁচ আনা, বড় শিশি ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। গণোরিয়া স্পেসিফিক—যে রকম গণোরিয়া হোক না কেন, এক শিশিতে আরোগ্য। এক শিশি ১৲ এক টাকা মাত্র।

হোমিওপ্যাথিক বিভাগ

১। ওয়ারম কিওর যাবতীয় কৃমির, ২। [illegible] শূল-বেদনা, রক্ত-কাশ ও বাধকের, ৩। ডিস্পেপ্‌সিয়া স্পেসিফিক—[illegible], ৪। লাথ রেগুলেটার—[illegible] ঋতুস্রাব হয় না, ইহা সেবনে নিয়মিত করিবেন, ৫। পাইল রেমিডি—যাবতীয় অর্শের মহৌষধ। মূল্য প্রতি শিশি [illegible] ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—আরোগ্য না হইলে মূল্য ফেরত। রোগের অবস্থা [illegible], ঔষধ ও ব্যবস্থাদি পাঠান হয়। ঔষধ পাঠান হয়। এক কালিন দশ টাকার ঔষধের অর্ডার পাইলে, স্বতন্ত্র কমিশন দেওয়া হয়। [illegible]

সোল এজেন্ট :—
দি এলোপ্যাথিক ড্রাগ ষ্টোরস্

ডাক্তার বি, ডি, কুণ্ডু
[illegible] ষ্ট্রীট, পোঃ [illegible]
টেলিফোন নং বড়বাজার [illegible]

কর্ম্মাবলম্বকাঃ কেচিৎ কেচিৎ জ্ঞানাবলম্বকাঃ। বয়ন্তু হরিদাসানাং পাদত্রাণাবলম্বকাঃ॥

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১৪ই ভাদ্র [illegible] ১৩৩৬

নিখিলবিশ্ববৈষ্ণবসম্মিলন

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার [illegible] [illegible] শ্রীগৌরসুন্দরের [illegible] [illegible] শ্রীমৌর্য্য [illegible] [illegible] একটী নিখিল-বিশ্ববৈষ্ণব-সম্মিলনীর অধিবেশন [illegible] বিশ্ববৈষ্ণব-[illegible] [illegible] এই [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] শ্রীগৌড়ীয়মঠে উপস্থিত [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] সম্মিলনে প্রকাশিত হইতে পারিবে। [illegible] [illegible] আদেশের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] নিখিল-বিশ্ববৈষ্ণব [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

নীলাম ইস্তাহার

জেলা নদীয়া, মোকাম কৃষ্ণনগর
দ্বিতীয় মুন্সেফী আদালত
নীলামের দিন ৯ই সেপ্টেম্বর ১৯২৯

৮১৪নং দেওয়ানী ২৯

দাবী ৪০০॥৵৫ পাই

[illegible] মণ্ডল সাং [illegible], থানা চাপড়া জেলা নদীয়া

দেঃ [illegible] হোসেন [illegible] সাং মহাদানপুর, থানা চাপড়া জেলা নদীয়া

১। জেলা নদীয়া থানা চাপড়া পরগণে কৃষ্ণনগর মৌজা [illegible] জমিদার [illegible] দাসী দিং অধীনে [illegible] মণ্ডলের নামে ১৭ টাকা জমার ১০।০ বিঘা জমি খাজনা বার্ষিক ৪৲, মূল্য আঃ ১

৮১৫নং দেওয়ানী ২৯

দাবী ৪৩৬॥ ৯ পাই

ডিঃ দেবেন্দ্রমোহন সরকার সাং গোংড়া থানা চাপড়া জেলা নদীয়া

দেঃ মোকসেদ মণ্ডল দীং সাং সিকড়া থানা চাপড়া

থানা চাপড়া পরগণে [illegible] [illegible] মৌজা [illegible] মাদারী মন্ডলের নামে ৯১৩৷৷ জমির কাত ৬৪৬৵১৫ টাকার মধ্যে [illegible] বিঘা জমির বার্ষিক খাজনা ১৬৷৹ টাকা মূল্য আঃ ১০০৲ টাকা।

(৩)

৭২৬নং দেওয়ানী ২৯

দাবী [illegible] পাই

ডিঃ [illegible] চক্রবর্ত্তী দিং সাং চাঁদের [illegible] [illegible]

দেঃ মৃত দুর্গাদাস মণ্ডলের [illegible] পুত্র রাধানাথ মণ্ডল দিং সাং শিবপুর থানা নাকাশীপাড়া

১। সদরেঃ কৃষ্ণনগর থানা নাকাশী পাড়া পরগণে [illegible] [illegible] চাঁদেরঘাটের অন্তর্গত মৌজা শিবপুর ৫।০। জমির কাত জমা বার্ষিক ৪॥৵২। কায়েমী স্বত্ব, মূল্য আঃ ৫০৲ টাকা।

ঐ পরগণার ঐ মৌজার [illegible] মণ্ডলের নামে ৩৵১০ জমার অন্তর্গত ১ জমির কাত [illegible] জমা, মূল্য আঃ ১০৲ টাকা।

(৪)

৮২৩নং দেওয়ানী ২৯

দাবী ৪৩৭৸৫ পাই

ডিঃ শ্রীতমিজদ্দিন বিশ্বাস সাং জুগীনিদহ থানা চাপড়া জেলা নদীয়া

দেঃ শ্রী[illegible] মণ্ডল দীং সাং শাকদহ থানা কৃষ্ণগঞ্জ

সদরেঃ কৃষ্ণনগর থানা কৃষ্ণগঞ্জ মৌজা শাকদহ গ্রামে জমিদার জয়দুর্গা দাসী দীং সরকারে মৃত ছোটি [illegible] মণ্ডলের নামে ২২৲ বিঘা জমির কাত ৫৵১২ জমার মধ্যে ১৲ জমির কাত [illegible] জমা, মূল্য আঃ ১০৲ টাকা।

(৫)

৫৩৩নং দেওয়ানী ২৯

দাবী ৫০১৷৹৯ পাই

ডিঃ শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায় দীং সাং [illegible] থানা নাকাশীপাড়া

দেঃ মৃত রাজেন্দ্রনাথ সরকারের স্ত্রী[illegible] পুত্র [illegible]গোপাল সরকার সাং সুজনপুর থানা কোতয়ালী

সদরেঃ কৃষ্ণনগর থানা কোতয়ালীর সুজনপুর গ্রামে [illegible] মাঠ। ২৷৷ বিঘা জমি মূল্য ২০৲ টাকা।

(৬)

৬১১ মনিটারী ২৯

দাবী ৫৫০৵০ পাই

ডিঃ—শ্রীগোবিন্দনাথ দেব সরকার সাং কৃষ্ণগঞ্জ বেলেপাড়ার, থানা কৃষ্ণগঞ্জ জেলা নদীয়া।

দেঃ—[illegible] সাং গাজিয়ানপুর থানা চাপড়া জেলা নদীয়া।

১। জেলা নদীয়া থানা চাপড়া ৬৫ নং মৌজে [illegible] [illegible] [illegible] জমার [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] সরঞ্জাম মূল্য আঃ ৫০.

উক্ত জেলা, উক্ত থানা উক্ত মৌজা উক্ত [illegible] [illegible] ১৬॥৵৩ পাই টাকার রায়তি মকররী জমা [illegible] উক্ত জমা উপরিস্থিত আকর আওলাদ দরবস্ত ভুক্ত। উক্ত জমার ১নং দেনদারের ।০ আনা রকম অংশ মূল্য আঃ ৩০৲ টাকা।

৩। উক্ত জেলা উক্ত থানা উক্ত মৌজে ৭৭নং খতিয়ান [illegible] ১০. টাকা রায়তি স্থিতিবান জমা [illegible] দীং সরকারে প্রচলিত আছে। উক্ত জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাদ দরবস্ত ভুক্ত। উক্ত জমার ১নং দেনদারের ।৵০ রকম স্বত্বাংশ। মূল্য আঃ ২৫

৪। উক্ত জেলা উক্ত থানা উক্ত মৌজে ৭৫নং খতিয়ান সালিয়ানা ৬৵ টাকার যে রায়তি স্থিতিবান জমা প্রচলিত আছে উক্ত জমায় খাজনা মন্মথনাথ পাল চৌধুরী দীং সরকারে দিতে হয়। উক্ত জমা মায় সাজ সরঞ্জাম দরবস্ত ভুক্ত। উক্ত জমার ১নং দেনদারের ॥০ রকম স্বত্বাংশ মূল্য আঃ ২০.

৫। উক্ত মৌজা ১০৪নং খতিয়ানভুক্ত শালিয়ানা ৮৷৷০ টাকার রায়তি মোকররী জমা খাজনা মন্মথনাথ পাল চৌধুরী দীং সরকারে দিতে হয়। উক্ত জমার উপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত ভুক্ত। উক্ত জমার ১নং দেনদারের ॥০ রকম স্বত্বাংশ মূল্য আঃ ১৫৲

৬। উক্ত মৌজে ৯৮নং খতিয়ানভুক্ত শালিয়ানা ১৩৷১ টাকা রায়তি মকররী জমা; জমিদার মন্মথনাথ পালচৌধুরী। উক্ত জমার আকর আওলাত। ১নং দেনদারের ॥০ স্বত্বাংশ মূল্য আন্দাজ ২৫৲ টাকা।

৭। উক্ত মৌজে ২০৮নং খতিয়ানভুক্ত [illegible] টাকা শালিয়ানা রায়তি মোকররী জমা। জমিদার ব্রজেন্দ্রগোপাল রায়। উক্ত জমা আকর আওলাত দরবস্ত ভুক্ত। উক্ত জমার ১নং দেনদারের ॥০ আনা অংশ। মূল্য আঃ ২০৲ টাকা।

৮। উক্ত মৌজে ৬৬নং খতিয়ানভুক্ত [illegible] [illegible] জমা [illegible] [illegible] সরকারে প্রচলিত আছে, উক্ত জমার আকর আওলাত দরবস্ত ভুক্ত। উক্ত জমার ২নং দেনদারের [illegible] আনা রকম অংশ মূল্য আঃ ৮৲ টাকা

৯। উক্ত মৌজে ৭৮নং খতিয়ানভুক্ত শালিয়ানা [illegible] যে রায়তি মোকররী জমা মন্মথনাথ পালচৌধুরী সরকারে প্রচলিত আছে [illegible] আকর আওলাত দরবস্ত ভুক্ত। উক্ত জমার ২নং দেনদারের [illegible] আনা রকম অংশ। মূল্য আঃ ১৫৲ টাকা।

[illegible]

[illegible] শালিয়ানা [illegible] টাকা রায়তি স্থিতিবান জমা মন্মথনাথ পালচৌধুরী দীং সরকারে দিতে হয়। উক্ত জমার মায় আকর আওলাত দরবস্ত ভুক্ত। উক্ত জমার ২নং দেনদারের ॥০ আনা রকম অংশ। মূল্য আঃ [illegible] টাকা

১০। উক্ত মৌজে [illegible]নং খতিয়ানভুক্ত ১৷৵০ টাকা রায়তি জমা ব্রজেন্দ্রগোপাল রায় দিং সরকারে দিতে হয়। উক্ত জমার উপরিস্থিত [illegible] ঘর মায় সাজসরঞ্জাম দরবস্ত ভুক্ত। ২নং দেনদারের ॥০ আনা অংশ মূল্য আঃ ২৫৲ টাকা।

১২। উক্ত মৌজে ৩৯নং খতিয়ানভুক্ত শালিয়ানা ৪৲ টাকা খাজনা রায়তি স্থিতিবান জমা। উক্ত জমার উপরিস্থিত [illegible] বাড়ী মায় সাজ সরঞ্জাম আকর আওলাত দরবস্ত ভুক্ত। উক্ত জমার ৪নং দেনদারের ॥০ আনা রকম স্বত্বাংশ মূল্য আঃ ২০৲ টাকা।

১৩। উক্ত মৌজে ১২৮নং খতিয়ানে শালিয়ানা ১৲ টাকার যে রায়তি স্থিতিবান জমা মনোমোহিনী দেবীর সরকারে দিতে হয়, উক্ত জমার ৪নং দেনদারের ॥০ রকম স্বত্বাংশ ও তদুপরিস্থিত আকর আওলাত মূল্য আঃ ১০৲ টাকা।

১৪। উক্ত মৌজে ৬৫৫নং খতিয়ানভুক্ত রায়তি স্থিতিবান্ জমা। বার্ষিক খাজনা ১৲ টাকা হকুর আলি মণ্ডলকে দিতে হয়। উক্ত জমার ৪নং দেনদারের ॥০আনা ও তদুপরিস্থিত আকর আওলাত মূল্য আঃ ৫৲ টাকা।

(৭)

৭৪৯ মনিজারী ২৯

দাবী ১১১।৵

ডিঃ ওসমান বিশ্বাস সাং আনন্দবাস থানা মেহেরপুর জেলা নদীয়া

দেঃ শ্রীহজরত আলি বিশ্বাস দীং সাং ভাতগাছি থানা চাপড়া জেলা নদীয়া

জেলা নদীয়া থানা চাপড়া মৌজে ভাতগাছি গ্রামে জমিদার সতীশচন্দ্র চৌধুরী দীং সেরেস্তায় দেন্দারের ও মালেকগণের ৩৪।০ টাকার কায়েমী মৌরশী জমা। উক্ত জমার দেন্দারগণের ৵৪ পাই অংশ মূল্য আ ১০০৲

(৮)

৭৪৮ মনিজারী ২৯

দাবী ১৬০৸০

ডিঃ মন্মথনাথ গড়াই সাং কৃষ্ণনগর থানা কোতোয়ালী

দেঃ কিতাব সদ্দার সাং চিত্রশালী কুবীপাড়া থানা হাঁসখালী

জেলা নদীয়া থানা কৃষ্ণনগর ও হাঁসখালির সামিল ১১০নং মৌজা তেঘরিয়া ও নং মৌজা বেড়াবেড়িয়া এবং ৩৯ নং মৌজা জয়পুর দেন্দার ও জমিদার রামমিত্র ও কালীচরণ মিত্র দীং সেরেস্তায় বার্ষিক ১৫।৶৪ টাকার জমা রায়তি স্থিতিবান্ জমা রাখে তাহাতে দেন্দারের ষোল আনা স্বত্বাংশ। ঐ জমা মায় আকর আওলাত মূল্য আঃ ৩০৲

(৯)

৭২৮ মনিজারী ২৯

দাবী ২০৬৸৶৬

ডিঃ মুরারি মোহন রায় সাং তেঘরি থানা নাকাশীপাড়া জেলা নদীয়া

দেঃ মৃত খুশীশেখ মণ্ডলের ওয়ারেশ ও স্বয়ং শ্রীখোদা সেখ মণ্ডল সাং তেঘরি থানা নাকাশীপাড়া, নদীয়া

১। জেলা নদীয়া থানা নাকাশীপাড়ার অধীন ৮৯নং তেঘরি মৌজার জমীদার শ্রীযুক্ত অরবিন্দ প্রকাশ চট্টোপাধ্যায় দীং সেরেস্তায় ৬১নং খতিয়ানের লিখিত জমির বাবদ সরিকাংশ ॥০ বাদে বাকী ॥০ রকমের বার্ষিক খাজনা ১০৸৶১২গণ্ডা মধ্যে বাদ বিক্রী ২১৪ দাগ ১১১০ দাগের জমীর বাবদ বাদ খাজনা ১৶৪ গণ্ডা বাদে ৯৸৶৮ গণ্ডা টাকায় দেন্দারের নামে যে জমা লেখা যায় উক্ত জমার জমি ও মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত মূল্য আঃ ৭০৲ টাকা।

২। উপরোক্ত মৌজায় পীরোত্তরদার শ্রীচন্দাই ফকির সেরেস্তায় ৪৩৬নং খতিয়ানের লিখিত জমির বার্ষিক ।৶৯ আনা খাজনার জমার জমিতে দেন্দারের ॥০ অংশ। উক্ত জমি আকর আওলাত হকুক মূল্য আঃ ৩৲ টাকা

৩। উপরোক্ত মৌজার জমিদার শ্রীযুক্ত বাবু অরবিন্দ প্রকাশ চট্টোপাধ্যায় দীং অধীনে ৫৯নং খতিয়ানে লিখিত জমির বার্ষিক খাজনা ৫।৸৶০ জমার জমার দেন্দারের ॥০ অংশ। উপরোক্ত জমার মায় আকর আওলাত মূল্য আঃ ২

৪। উপরোক্ত মৌজায় জমিদার শ্রীযুক্ত বাবু অরবিন্দ প্রকাশ চট্টোপাধ্যায় দীং সেরেস্তায় ২০১ নং খতিয়ানের লিখিত জমির বার্ষিক ৩৭।৶৮ টাকা খাজনার জমির দেন্দারের ।০ আনা অংশ। উক্ত জমি আকর আওলাত মূল্য আঃ ৫৬৲ টাকা

(১০)

৪৭৯ মনিজারী ২৯

দাবী ৩৮৪॥৶৩ পাই

ডিঃ শিবেন্দ্রনাথ সিংহরায় দীং সাং ও থানা নাকাশীপাড়া, নদীয়া

দেঃ শ্রীকানাই লাল সিংহরায় সাং সোনাডাঙ্গা থানা নাকাশীপাড়া জেলা নদীয়া

জেলা নদীয়া থানা নাকাশীপাড়া সবরেঃ কৃষ্ণনগর অধীন মৌজা দেন্দার সেটেলমেন্টের [illegible] মাদরপুর ৪৮, জগদানন্দপুরে ৪৬; ঐ সকল মৌজা মধ্যে তারক চন্দ্ররায় নামীয় মৌরশীজমা ৭৩৸৶৩ পাই টাকার মৌরশী জমায় দেন্দার দখলকার ও স্বত্বধান। সেই জমার অধীন বেথুয়াডহরী নিবাসী শ্রীযুক্ত নৃসিংহ চন্দ্র পাল দীং ৯৫৲ টাকায় যে দর মৌরশী জমা রাখেন তাহার এবং তৎ সংলগ্ন খাস জমির দেন্দার ॥০ অংশের মূল্য আঃ—২০০৲

(১১)

৪৮০ নং মনিজারী ২৯

দাবী ১৩২৲৩ পাই

ডিঃ ক্ষিতীশচন্দ্র দাস দীং সাং তারানগর থানা মেহেরপুর, নদীয়া

দেঃ রতনলাল বিশ্বাস দীং সাং রাজিবপুর থানা চাপড়া

জেলা নদীয়া সবরেঃ কৃষ্ণনগর থানা চাপড়ার অধীন রাজিবপুর গ্রামে জমিদার জয়দুর্গা দাসী দীং সরকারে রাজিবপুর মৌজার ১৯৭নং খতিয়ানভুক্ত দেন্দারগণের দখল স্বত্ববিশিষ্ট জোত জমি। মূল্য আঃ ৪০৲

(১২)

৫০৪ মনিজারী ২৯

দাবী ৯২।৶৬ পাই

ডিঃ মন্মথনাথ প্রামাণিক সাং পিপীড়াগাছি থানা চাপড়া পোঃ বাঙ্গালঝী জেলা নদীয়া।

দেঃ শ্রীমতব্রত মণ্ডল সাং পিপীড়াগাছি থানা চাপড়া পোঃ বাঙ্গালঝী জেলা নদীয়া।

সবরেঃ কৃষ্ণনগর থানা চাপড়া সামিল সেঃ ৬২ নং মৌজা পিপীড়াগাছি গ্রামে জমিদার শ্রীযুক্তা জয়দুর্গা দাসী দীং অধীন সেঃ ২৬ নং ১৮০ নং খতিয়ানভুক্ত ৩-১৪ শতক রায়তি দখলি স্বত্ব বিশিষ্ট ৩টবন্দী জমি যাহা সন সন পতিত বাদ আসিলের পরিমাণ অনুসারে বিঘা প্রতি সাল ১৶ টাকা ও বাস্তু ২।০ নিরিখে খাজনা দিতে হয়। দেন্দারের ষোল আনা অংশ। মূল্য আঃ ২৫

(১৩)

৫১৬ মনিজারী ২৯

দাবী ৩৬৯৸৯ পাই

ডিঃ শ্রীমতা কারণ-বাসিনী দেব্যা সাং ময়ূর হাট থানা হাঁসখালী,

দেঃ শ্রীরজনীল মণ্ডল দীং সাং ময়ূর হাট সাং শিবচন্দ্রপুর থানা হাঁসখালি জেলা নদীয়া

জেলা নদীয়া সবরেঃ কৃষ্ণনগর থানা হাঁসখালির সামিল ৭১ নং কৌতুক নগর ও ৭০নং ভবানীপুর মৌজার জমিদার শ্রীযুক্ত বাবু নীলেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয় দিং ও শ্রীমতী শিবকুমারী দেবীর সরকারের অধীন ষোল আনা রকমের ৫৯৶১৮ গণ্ডার মোকররী মৌরশী জমার জমিতে দেন্দারের স্বত্বাংশ ।৶১৩ দন্তি। এই জমির আকর আওলাত মূল্য আঃ ৫০.

(১৪)

৫৩৯ মনিজারী ২৮

দাবী ২৮।৩ পাই

ডিঃ মোহিনী সাহা সাং বানপুর, থানা কৃষ্ণগঞ্জ

দেঃ সতীশ ঢুলে সাং বানপুর থানা কৃষ্ণগঞ্জ

১। থানা কৃষ্ণগঞ্জের অধীন ৮৬নং বানপুর মৌজায় জমিদার উপেন্দ্রনাথ বিশ্বাসের অধীন দেন্দারের ॥০ জমা। তদুপরিস্থিত ঘর ইত্যাদি মূল্য আঃ ১৫৲। খতিয়ান নং ৪৬০

(১৫)

৫৪০ মনিজারী ২৯

দাবী ১৪২॥৶০

ডিঃ হারকিশোর সরকার সাং কলিকাতা ৩৩১নং দরমাহাটা ষ্ট্রীট।

দেঃ রমানাথ বিশ্বাস সাং ও থানা হাঁসখালি

১। সবরেঃ কৃষ্ণনগর থানা হাঁসখালি গোবিন্দপুর মৌজায় জমিদার মন্মথ পাল চৌধুরীর অধীন দেন্দারের ৪৲ জমা। খতিয়ান নং ১৪৭০। তদুপরিস্থ গৃহাদি সাজসরঞ্জাম মূল্য আঃ

। ঐ মৌজায় অছিম মণ্ডলের অধীনে দেন্দারের ২৯ শতক জমির কাত ১৪ পাই। কোর্ফা জমি খতিয়ান ১৭২; মূল্য আঃ ৫৲

৩। উক্ত মৌজায় আবেদ নিয়ার অধীন ১৪৪নং খতিয়ানভুক্ত ২১০ দেন্দারের কোর্ফা জোত। মূল্য আঃ ১০৲

৪। ঐ মৌজায় [illegible]দ্দীনের অধীন ৮৩৪নং খতিয়ানভুক্ত কোর্ফা জোত। মূল্য আঃ ৩৲

৫। ঐ মৌজায় [illegible] অধীন ৯৯১নং খতিয়ানভুক্ত জোত মূল্য আঃ ৭৲

৬। ঐ মৌজায় দেবেন্দ্রনাথ ঘোষালের অধীন ৯৭০ নং খতিয়ানভুক্ত ২।৶ টাকার জোত, ইহাতে দেন্দারের ।০ স্বত্ব। মূল্য আঃ ৫৲

(১৬)

৬০০ মনিজারী ২৯

দাবী ১৫৫।৶৬ পাই

ডিঃ শ্রীঈশ্বরচন্দ্র চৌধুরী দীং সাং নওপাড়া থানা কোতোয়ালী নদীয়া।

দেঃ শ্রীমতীলাল ঘোষ দীং সাং পুঁটিয়া থানা চাপড়া জেলা নদীয়া

১। জেলা নদীয়া থানা চাপড়া [illegible] মৌজে নন্দপুরের জমিদার মন্মথনাথ চৌধুরীর সেরেস্তায় মাকলাল ঘোষ দাং নামীয় ৩৯ শতক ৩টবন্দী জোত। খতিয়ান নং ৩২৫০। খাজনা প্রতি বিঘা ১০ মূল্য আঃ ২৲

২। ঐ মৌজায় ঐ জমিদারের অধীনে ২৭০৪ নং খতিয়ানভুক্ত ২ একর ৯৭ শতক জমি। খাজনা প্রতি বিঘা ১০ মূল্য আঃ ২৫৲।

৩। ঐ মৌজায় ঐ জমিদারের অধীনে ২৭০৫ নং খতিয়ানভুক্ত ১ একর ১ শতক ৩টবন্দী জোত। খাজনা ১।০ বিঘা প্রতি। মূল্য আঃ ৩০৲

(১৭)

৬১০ মনিজারী ২৯

দাবী ১৩৩৸৯ পাই

ডিঃ প্রকাশচন্দ্র সিংহ দীং মোঃ রাণাবন্দ থানা চাপড়া জেলা নদীয়া।

দেঃ মাকসুদন মণ্ডল দীং সাং রাণাবন্দ থানা চাপড়া।

সবরেজেষ্টরী কৃষ্ণনগর থানা চাপড়া মৌজে রাণাবন্দ গ্রামে ৩৭নং খতিয়ানভুক্ত ৬.০১ একর রায়তি দখলি স্বত্ববিশিষ্ট জমি জয়দুর্গা দাসী দাং অধীনে। মূল্য আঃ ৫০৲

(

৬৫১ মনিজারি ২৯ দাবী ১২২৶৩ পাই

ডিঃ মৃত ভগবান মণ্ডলের ওয়ারেশ ও [illegible] সম্পত্তির দখলকারিণী তস্য স্ত্রী দামিনী-[illegible] কন্যা [illegible], নাবালিকা কন্যা [illegible] বিবি, [illegible] অভিভাবক মাতা [illegible] বিবি সাং [illegible] নগর, [illegible]

দেঃ [illegible] দীং সাং আমান নগর [illegible]

১। [illegible] কৃষ্ণনগর থানা [illegible] অধীন [illegible] মুল্য আঃ [illegible]

২। [illegible] নদীয়া [illegible] কৃষ্ণনগর [illegible] দীং [illegible] মণ্ডলের নামে [illegible] জমা। আবর আওলাত মুল্য আঃ [illegible] টাকা

৩। ঐ মৌজে ঐ গ্রামে [illegible] দেনদার-গণের [illegible] অংশ। আকর আওলাত মুল্য আঃ [illegible] টাকা

৪। [illegible] কৃষ্ণনগর থানা চাপড়া মৌজে চাঁদপুর গ্রামে ঐ [illegible] দেনদারের অংশ [illegible]। মুল্য মায় আকর আওলাত আঃ ২০৲ টাকা

(২০)

৬৫৮ মনিজারি ২৯ দাবী [illegible]

১ম [illegible] সাং [illegible] থানা কাতয়ালী

দেঃ [illegible]গোপাল দাস দীং সাং [illegible], থানা চাপড়া, নদীয়া

১। [illegible] কৃষ্ণনগর থানা চাপড়া [illegible] নং মৌজা [illegible] গ্রামে [illegible] আকর আওলাত মুল্য আঃ [illegible]

২। ঐ [illegible] ঐ গ্রামে [illegible] জমিদারের অধীনে [illegible] মুল্য মায় আকর আওলাত আঃ ২০

(২০)

[illegible] দাবী [illegible] পাই

[illegible] সাং [illegible] থানা [illegible]

দেঃ [illegible] দীং [illegible] থানা চাপড়া

১। [illegible] কৃষ্ণনগর [illegible] দীং [illegible] ৫৫ শতক [illegible]। মুল্য মায় [illegible] আওলাত আঃ [illegible]

[illegible] ঐ জমিদারের [illegible] দেনদারগণের [illegible] শতক [illegible], মুল্য আঃ ১০৲

(২১)

[illegible] দাবী [illegible] পাই

[illegible] সাং [illegible] থানা কৃষ্ণগঞ্জ জেলা নদীয়া

দেঃ শ্রীমতী দেবজানাবালা সাং পাব-চন্দনগর [illegible] থানা কৃষ্ণগঞ্জ নদীয়া

সবরেজেষ্টারী কৃষ্ণনগর থানা কৃষ্ণগঞ্জ মৌজে [illegible] নিবাস নিবাসী শ্রীমতী [illegible] ৭২ নং [illegible] শতক জমির বার্ষিক [illegible] আনা [illegible] আকর আওলাত মুল্য আঃ ২৫৲

(২২)

[illegible] দাবী [illegible] পাই

১ম [illegible] বিশ্বাস সাং [illegible] থানা [illegible]

দেঃ [illegible] বিশ্বাস দীং সাং [illegible] থানা [illegible] পোঃ [illegible]

১। [illegible] কৃষ্ণনগর থানা [illegible] কালেক্টারীর [illegible] মৌজা [illegible] ভুক্ত [illegible] শতক [illegible] ষোল আনা রকম [illegible] মোকরারী [illegible] আকর আওলাত [illegible] মুল্য [illegible]

২। ঐ মৌজা উক্ত গ্রামে ঐ [illegible] শতক [illegible] ষোল আনা রকম [illegible] আনা অংশ [illegible] জমা [illegible] আকর আওলাত [illegible] ষোল আনা [illegible] রকম মুল্য আঃ ১০০৲

৩। ঐ মৌজা ঐ গ্রামে ঐ অধীনে [illegible] শতক [illegible] ষোল আনা [illegible] মোকরারী [illegible] উক্ত [illegible] দেনদার উত্তরাধিকারী [illegible] রকম অংশ। মুল্য আঃ ২৫৲

(২৩)

[illegible] মনিজারী ২০ দাবী [illegible] পাই

১ম [illegible] সরকার সাং [illegible] কোতয়ালী দেঃ চন্দ্রকান্ত রায় দীং [illegible] থানা নাকাশী-পাড়া

থানা নাকাশীপাড়ার অধীন মৌজা [illegible] নং [illegible] মৌজা [illegible] জমি-দার [illegible] চৌধুরীর দীং সেরেস্তায় [illegible] রায় দীং নামে [illegible] একর [illegible] শতক জমির কাতে খাজানা [illegible] পাই টাকার রায়তি মোকররী জমায় দেনদারগণের [illegible] রকম অংশে খাজানা [illegible] পাই টাকা মুল্যের। উক্ত অংশের মুল্য আঃ ৪০৲

(২৪)

[illegible] মনিজারি ২৯ দাবী [illegible] পাই

১ম [illegible] সাং [illegible] থানা নাকাশীপাড়া

দেঃ [illegible] থানা নাকাশীপাড়া

১। থানা নাকাশীপাড়া অধীন [illegible] নং মৌজায় জমিদার [illegible] সেরেস্তার [illegible] নং [illegible] জমির বার্ষিক খাজনা [illegible] আনায় দেনদারের নামে জমা জমির আকর আওলাত মুল্য আঃ ১৫৲ টাকা

২। উক্ত মৌজায় জমিদার [illegible] প্রকাশ চট্টোপাধ্যায় দীং সেরেস্তা জমির বার্ষিক [illegible] খাজানার [illegible] জমির আকর আওলাত মুল্য আঃ [illegible] টাকা।

৩। উক্ত মৌজায় জমিদার [illegible] প্রকাশ চট্টোপাধ্যায় দীং সেরেস্তায় [illegible] নং [illegible] ভুক্ত [illegible] পাই টাকা [illegible] দেনদারের [illegible] আনা অংশ। মুল্য আকর আওলাত আঃ ১৫৲

(২৫)

[illegible] দাবী [illegible]

১ম, [illegible] জেলা [illegible]

[illegible] সাং [illegible] থানা কোতয়ালী জেলা নদীয়া

জেলা নদীয়া পরগণা [illegible] থানা নাকাশীপাড়া নদীয়া কালেক্টারীর [illegible] নং [illegible] ভুক্ত [illegible] জমিদারের অধীনে দেনদারগণের [illegible] নামে [illegible] বার্ষিক [illegible] টাকা [illegible] দেনদারগণ [illegible] দখলীকার। ঐ বাকীদার [illegible] আকর আওলাত মুল্য আঃ ৩০০৲ টাকা

(২৬)

[illegible] দাবী [illegible]

১ম শ্রী[illegible] সাং [illegible] থানা কোতয়ালি, জেলা নদীয়া

দেঃ [illegible] রায় সাং [illegible] থানা [illegible], জেলা নদীয়া

জেলা নদীয়া সবরেঃ কৃষ্ণনগর থানা চাপড়া মৌজা [illegible] আনার মালিক শ্রীমতী [illegible] দেবী [illegible] দারের অধীন [illegible] আনার মালিক [illegible] দাসী ও [illegible] দিগরের অধীন ষোল আনা রকম উভয় মালিকের যে খাস খামারী জোতজমা জমা আছে তন্মধ্যে দেনদারগণের দখলী চটবন্দী আবাদ জোতজমা জমি আছে যাহা ঐ গ্রামের [illegible] দাগভুক্ত [illegible] নং [illegible] ভুক্ত [illegible] একর [illegible] শতক জমি [illegible] দেনদারগণের নামে [illegible] দেনদারগণ খরিদ আবাদে [illegible] দখলীকার। উক্ত বাকীদার চটবন্দী জমি [illegible] আকর আওলাত মুল্য আঃ ৫০০৲ টাকা।

(২৭)

[illegible] দাবী [illegible] পাই টাকা

১ম [illegible] মৃত [illegible] শ্রী[illegible] সাং [illegible] থানা [illegible] জেলা নদীয়া

দেঃ [illegible] দিং—সাং চন্দননগর থানা কৃষ্ণগঞ্জ [illegible] নদীয়া

সবরেঃ কৃষ্ণনগর থানা কৃষ্ণগঞ্জ মৌজে চন্দননগর [illegible] সরকারের [illegible] মুদাকে [illegible] একর [illegible] শতক [illegible] দেনদারগণ [illegible] দখলীকার। উক্ত বাকীদার [illegible] জমি [illegible] আকর আওলাত [illegible] মুল্য আঃ [illegible] টাকা [illegible] নং ২০৩১ [illegible]

(২৮)

[illegible] দাবী [illegible]

[illegible] মৃত [illegible] সাং [illegible] থানা [illegible] জেলা নদীয়া

দেঃ [illegible]—সাং গোবিন্দপুর থানা কৃষ্ণগঞ্জ জেলা নদীয়া

সবরেঃ কৃষ্ণনগর থানা কৃষ্ণগঞ্জ মৌজে বিষ্ণুপুর গ্রামে [illegible] সরকারের দেনদার-[illegible] আবাদ [illegible]। ঐ গ্রামের [illegible] ভুক্ত [illegible] শতক জমিতে দেনদারগণ [illegible] দখলীকার। উক্ত বাকীদার [illegible] জমির আকর আওলাত মুল্য আঃ ১০ টাকা

(২৯)

[illegible] দাবী [illegible]

১ম শ্রী[illegible] দাসী দিং মোং কাছারী পাড়া থানা চাপড়া জেলা নদীয়া

দেঃ [illegible] মণ্ডল সাং [illegible] থানা চাপড়া জেলা নদীয়া

জেলা নদীয়া কালেক্টারীর ২৮৬২ নং মৌজা [illegible] নং [illegible] গ্রামের [illegible] নং [illegible] ভুক্ত ৪ একর ৩৮ শতক জমি দেনদার উক্ত দেনদারগণের অধীনে উঠবন্দী স্বত্বে দখলীকার আছে, উক্ত জমির দরবস্তু [illegible] মুল্য আঃ ২৫৲ টাকা

(৩০)

৬৯১ থাংজারী ২৯ দাবী ৩৭॥/৯

ডিঃ বদ্রীনারায়ণ চৌধুরী সাং গোয়াড়ী থানা কোতয়ালী জেলা নদীয়া

দেঃ ইন্দ্রো মল্লিক সাং ঘুঘুরগাছি

সম্বন্ধেঃ কৃষ্ণনগর থানা কৃষ্ণগঞ্জ মৌজে বোয়ালিয়া গ্রামে ডিক্রিদার সরকারের নামীয় নালিশী উটবন্দী জোত মোট ১একর ৯৪ শতক জমি দেনদারের নামে রেকর্ড হইয়াছে, উহাতে দেনদারগণ দখলিকার স্বত্ববান আছেন। উক্ত বাকীপড়া জমার জমি ও আকর আন্দাজ মূল্য আঃ ২০, টাকা খং নং ২৯[illegible]

৮১২ থাংজারী ২৯ দাবী ৫৩॥৩ পাই টাকা

ডিঃ রামচন্দ্র চক্রবর্ত্তী সাং চাঁদের ঘাট থানা [illegible] সাবডিভিসন মেহেরপুর, জেলা নদীয়া

দেঃ মৃত [illegible] সেখের ওয়ারীশ পুত্র [illegible] সেখ দিং সাং বানিয়াডাঙ্গা চাপড়া, জেলা নদীয়া

জেলা নদীয়া সবরেঃ ও সবডিভিসন সদর কৃষ্ণনগর থানা চাপড়া [illegible] [illegible] অন্তর্গত নদীয়া কালেক্টরীর [illegible] তৌজীভুক্ত মহাল মৌজে [illegible] জমিদার ও ডিক্রীদারের সেরেস্তায় ও [illegible] সেরেস্তায় দেনদারের [illegible] নামীয় [illegible] খতিয়ানভুক্ত [illegible] একর [illegible] শতক জমির কাত [illegible] পাই টাকার উটবন্দী জোতস্বত্ব ; দেনদারগণ স্বত্ববান ও দখলিকার। উক্ত জমি জমা জোতস্বত্ব মূল্য আঃ ৫৫, টাকা।

(৩২)

৮৯৩ থাংজারি, ২৯ দাবী ৩৯ [illegible] পাই

ডিঃ শ্রীমন্মথনাথ পাল চৌধুরী সাং আমিন বাজার থানা কোতয়ালী, জেলা নদীয়া

দেঃ শ্রীহরিশ বিশ্বাস সাং তিলকপুর থানা চাপড়া জেলা নদীয়া

১। জেলা নদীয়া থানা চাপড়া মৌজে তিলকপুর গ্রামে ডিক্রিদার সরকারে দেনদারের নামে [illegible] খতিয়ানে [illegible] জমির কাত বার্ষিক ষোল আনা [illegible] টাকার জমার জমা মায় তদুপরিস্থ আকর আন্দাজ দেনদারের [illegible] আনা রকম মূল্য আঃ ৫, টাকা

২। জেলা নদীয়া থানা চাপড়া মৌজা তিলকপুর গ্রামে ডিক্রিদার সরকারের দেনদারের নামে [illegible] খতিয়ানের [illegible] জমির কাত বার্ষিক ষোল আনা রকম চারি আনার যে জমা দেখা যায় উক্ত জমা জমির ও তদুপরিস্থ আকর আন্দাজ আদির ষোল আনা রকম মূল্য আঃ ২, টাকা

(৩৩)

৬৮৯নং থাংজারী ২৯ দাবী ১২৮॥৬পাই

ডিক্রিদার শ্রীমন্মথ পালচৌধুরী সাং আমিনবাজার থানা কোতয়ালী, জেলা নদীয়া

দেঃ প্রাণকেষ্ট বিশ্বাস সাং তিলকপুর থানা চাপড়া জেলা নদীয়া

জেলা নদীয়া থানা চাপড়া তিলকপুর গ্রামে ডিক্রিদার সরকারে দেনদারের নামে [illegible] খতিয়ানে ২৫৬৩॥৶ বিঘা জমির কাত [illegible] কবলায়েসনমতে [illegible] টাকার বার্ষিক জমা জমি মায় তদুপরিস্থ আকর আন্দাজাদির ষোল আনা রকম মূল্য আঃ [illegible] টাকা

(৩৪)

৬৬৮ থাংজারী দাবী [illegible] পাই

১। ডিঃ মন্মথনাথ [illegible] চৌধুরী সাং আমিনবাজার থানা কোতয়ালী জেলা নদীয়া

দেঃ মৃত ভুবনমণ্ডলের [illegible] সনাতন মণ্ডল দিং সাং বাঙ্গালঝি থানা চাপড়া জেং নদীয়া

নদীয়া থানা চাপড়া মৌজে [illegible] গ্রামে ডিক্রিদার সরকারে দেনদারের নামে [illegible] খতিয়ানে [illegible] বিঘা জমির কাত বার্ষিক [illegible] টাকার জমা [illegible] কবলায়েসন মূলে দেখা যায় উক্ত জমা জমির ও তদুপরিস্থ আকর আন্দাজ মূল্য আঃ ২০,

২। জেলা নদীয়া থানা চাপড়া মৌজে মহৎপুর গ্রামে ভিক্ষারাম মাল্লিকের দরুণ কোর্ফা [illegible] মধ্যে ডিক্রিদার সরকারে দেনদারের নামে [illegible] খতিয়ানে [illegible] কবলায়েসনমতে [illegible] টাকার যে জমার জমী মায় তদুপরিস্থ আকর আন্দাজ মূল্য আঃ ৫

৩। জেলা নদীয়া থানা চাপড়া মৌজে মহৎপুর গ্রামে ভিক্ষারাম মল্লিকের দরুণ কোর্ফা [illegible] মধ্যে ডিক্রিদার সরকারে দেনদারের নামে [illegible] খতিয়ানে [illegible] বিঘা জমির কাত [illegible] কবলায়েসনমতে [illegible] টাকার বার্ষিক জমার জমীর আকর আন্দাজ মূল্য আঃ ৫,

৪। জেলা নদীয়া থানা চাপড়া [illegible] তৌজি থানার মহৎপুর মধ্যে ভিক্ষারাম মল্লিকের দরুণ কোর্ফা। জমিদার ডিক্রিদারের সরকারে দেনদারের নামে [illegible] খতিয়ানের [illegible] বিঘা জমির কাত [illegible] কবলায়েসন মতে [illegible] বার্ষিক জমার জমা আকর আন্দাজ মূল্য আঃ ২, ।

(৩৫)

৬১৫ থাং জারি ২৯ দাবী [illegible]

ডিঃ শ্রীমন্মথ পাল চৌধুরী সাং আমিন বাজার থানা কোতয়ালি জেং নদীয়া

দেঃ শরৎকুমার সান্যাল স্বয়ং ও নাবালক [illegible] নারায়ণকুমার সান্যালের [illegible] সাং মহৎপুর থানা চাপড়া জেলা নদীয়া

জেলা নদীয়া থানা চাপড়া মৌজে মহৎপুর গ্রামে ডিক্রিদার সরকারে দেনদারের নামে [illegible] খতিয়ানে [illegible] বিঘা জমির কাত [illegible] প্রতি বিঘা [illegible] একর [illegible] হইয়াছে উক্ত উটবন্দী [illegible] তদুপরিস্থ অদির আন্দাজ মূল্য আঃ ১০,

(৩৬)

৬৮৫ থাং জারী ২৯, দাবী ৩৯৬/৯

ডিঃ মন্মথ পাল চৌধুরী সাং আমিনবাজার থানা কোতয়ালী

দেঃ হরিশচন্দ্র বিশ্বাস গ্রাম তিলকপুর থানা চাপড়া জেলা নদীয়া

জেঃ নদীয়া থানা চাপড়া মৌজে মহৎপুর গ্রামে ডিক্রিদার সরকারে দেনদারের নামে খতিয়ানের [illegible] একর জমির কাত [illegible] কবলায়েসন মূলে বার্ষিক [illegible] জমা মায় আকর আন্দাজ আন্দাজ ১৫, টাকা

(৩৭)

৬৭৪ থাংজারি ২৯ দাবী [illegible] পাই

ডিঃ শ্রীমন্মথনাথ পালচৌধুরী সাং আমিনবাজার থানা কোতয়ালী

দেঃ পঞ্চানন দাস [illegible] তিলকপুর থানা চাপড়া

জেলা নদীয়া থানা [illegible] ৩৭১নং তৌজি মহৎপুর [illegible] খতিয়ানে ২-৭৪ একর জমির কাত [illegible] কবলায়েসন [illegible] সরকারে দেনদারের নামে [illegible] জমা মায় আকর আন্দাজ [illegible] আঃ ২০, টাকা।

(৩৮)

৬৭০ থাংজারী ২৯ দাবী [illegible] পাই

ডিঃ মন্মথ পালচৌধুরী সাং আমিন বাজার থানা কোতয়ালী

দেঃ পাঁচু ঘোষ [illegible] সাং তিলকপুর থানা চাপড়া

জেলা নদীয়া থানা চাপড়া মৌজে পুখাজলা [illegible] মধ্যে ডিক্রিদার সরকারে দেনদারের নামে [illegible] খতিয়ানে [illegible] বিঘা জমির কাত [illegible] কবলায়েসনমতে ৮-৫ টাকার বার্ষিক জমা জমির আকর আন্দাজ ষোল আনা মূল্য আঃ ১০, টাকা।

(৩৯)

৬১০ থাংজারী ২৯ দাবী [illegible]

ডিঃ শ্রীগগনচন্দ্র বিশ্বাস সাং [illegible] থানা চাপড়া

দেঃ আহাদ মল্লিক দিং সাং পিপড়াগাছি থানা চাপড়া

জেলা নদীয়া থানা চাপড়া [illegible] তৌজিভুক্ত পরগণা মহৎপুর [illegible] মৌজা পিপড়াগাছি গ্রামের বর্ত্তমান সেটেলমেন্টের [illegible] খতিয়ানভুক্ত [illegible] একর দখলী [illegible] জমির কাত [illegible] ডিক্রিদার সরকারে [illegible] দেনদার [illegible] সরকারে [illegible] একর [illegible] আনা রকম [illegible] আদায় দিয়া আসিতেছেন। উক্ত জমি মায় আকর আন্দাজ মূল্য ৫০, টাকা।

(৪০)

৬৮ থাংজারী ২৯ দাবী ১৭॥৯/৬

ডিঃ শ্রীনন্দলাল পালচৌধুরী সাং নাটুদহ থানা দামুড়হুদা

দেঃ মোহর সেখ দিং সাং বড়আন্দুলিয়া থানা চাপড়া

জেলা নদীয়া সবরেঃ কৃষ্ণনগর থানা চাপড়া বড়আন্দুলিয়া গ্রামে ডিক্রিদার সেরেস্তায় দেনদারের নামে [illegible] খতিয়ানে [illegible] উটবন্দী জোত প্রচলিত আছে, উক্ত জোত মায় আকর আন্দাজ মূল্য আঃ ২০, টাকা।

(৪১)

৬৬১ থাংজারী ২৯ দাবী [illegible]

ডিঃ শ্রীনন্দলাল পালচৌধুরী সাং নাটুদহ থানা [illegible]

দেঃ [illegible] সেখ [illegible] সাং বড়আন্দুলিয়া থানা চাপড়া

জেলা নদীয়া [illegible] কৃষ্ণনগর থানা [illegible] গ্রামে ডিক্রিদার সেরেস্তায় দেনদারের নামে [illegible] খতিয়ানের [illegible] মায় আকর আন্দাজ মূল্য আঃ ২০, টাকা।

(৪২)

[illegible] থাংজারী ২৯ দাবী [illegible]

ডিঃ [illegible] পাল চৌধুরী দিং [illegible]

দেঃ [illegible] সাং [illegible] রাজাপুর থানা কোতয়ালী

[illegible] কৃষ্ণনগর থানা [illegible] অন্তর্গত [illegible] [illegible] [illegible] মৌজে [illegible] একর [illegible] শতক [illegible] জমা [illegible] উক্ত [illegible] আনা রকম [illegible] ৫০, টাকা।

(৪৩)

[illegible] থাংজারী ২৯ দাবী [illegible]

ডিঃ [illegible] বিশ্বাস [illegible] পুর থানা চাপড়া

[illegible] সাং [illegible] থানা [illegible] মুখোপাধ্যায় [illegible]

জেলা [illegible] থানা [illegible] [illegible] ডিক্রিদার [illegible]

সরকারে ও বিশ্বনাথ বকসীদিগর ২৮৯ একর দখলী স্বত্ব-বিশিষ্ট জমি। দেনদার স্বত্ববান ও দখলকার দেনদারের স্বত্ব মায় আকর আওলাত মূল্য আঃ ২৫ টাকা। ইহার নিরিখ কিস্তিবন্দী ১।০ টাকা

(৪৬)

৬০৫ খাংজারী ২৯ দাবী ৪৬৮/০

ডিঃ শ্রীমতী হৈমবতী বসুমণি দিং সাং পাড়ুলী থানা পুরস্থলী জেলা বর্দ্ধমান

দেঃ শ্রীলক্ষ্মণসেখ মাম সাং কাশিয়াডাঙ্গা থানা নাকাশীপারা জেলা নদীয়া

১। জেলা নদীয়া থানা নাকাশীপারা সামিল সুধাকরপুর গ্রামের জমিদার শ্রীমতী হৈমবতী বসুমণি দিং সেরেস্তায় দেনদারের নামে ১নং খাস খতিয়ানে ১১৮০। ১১৯০ দাগে ভটবন্দী জোতে দেনদারের ষোল আনা অংশ মায় আকর আওলাত মূল্য আন্দাজ ৫ টাকা।

২। জেলা নদীয়া থানা নাকাশীপারার সামিল সুধাকরপুর গ্রামের জমিদার শ্রীমতী হৈমবতী বসুমণি দিং সেরেস্তায় দেনদারের নামে ৩০৭ নং খতিয়ানভুক্ত ১১৮২নং দাগের ভটবন্দী জোতে দেনদারের ষোল আনা অংশ। মূল্য আঃ ৫

(৪৫)

৬০৪ খাংজারী ২৯ দাবী ৩৬৮/০

ডিঃ শ্রীমতী হৈমবতী বসুমণি দিং সাং পাড়ুলী থানা পুরস্থলী জেলা বর্দ্ধমান

দেঃ লক্ষ্মণ সেখ মাম সাং কাশিয়াডাঙ্গা থানা নাকাশীপারা জেলা নদীয়া

জেলা নদীয়া থানা নাকাশীপারা মৌজে সুধাকরপুর গ্রামের জমিদার শ্রীমতী হৈমবতী বসুমণি দিং সেরেস্তায় দেনদারের নামে ৩০৮ নং খতিয়ানভুক্ত ভটবন্দী জোতে দেনদারের নামে ষোল আনা রকম অংশ মায় উৎপন্ন আকর আওলাত ষোল আনা মূল্য আঃ ১০

(৬৬)

২৫১ খাংজারী ২৯ দাবী ৩৩৮/০

ডিঃ শ্রীক্ষিতীশপ্রসাদ পালচৌধুরী দিং সাং চকতাতীশাল থানা নাকাশীপারা জেলা নদীয়া

দেঃ জামাল সেখ মণ্ডল সাং নাঙ্গলা থানা নাকাশীপারা

সবরেঃ কৃষ্ণনগর থানা নাকাশীপারা এলাকায় জেঃ ৭৬নং মৌজে নাঙ্গলা গ্রামে মালিক অতুলপাল মুখোপাধ্যায়দিগের সেরেস্তায় দেনদারের নামে ৩০ নং খতিয়ানে লিখিত ৫৭ শতক জমির কাত খাজানা ষোল আনা ৪৷০/১ পাই টাকার বাকি। [illegible] জোতে দেনদার ষোল আনা রকম স্বত্ববান ও দখলিকার উক্ত জমির আকর আওলাত মূল্য আন্দাজ ১ টাকা

(৪৭)

৫৫০ খাংজারি ২৯ দাবী ৫২৮৯

ডিঃ শ্রীমনোরঞ্জন সিংহ দিং সাং কৃষ্ণনগর কাঠালপোতা থানা কোতয়ালী

দেঃ শ্রীনয়ান সেখ দিং সাং শোনপুখুরিয়া থানা চাপরা জেলা নদীয়া

জেলা নদীয়া চাপরা সবরেঃ কৃষ্ণনগর মৌজে শোনপুখুরিয়া গ্রামে ডিক্রিদারগণের ও শ্রীমতী জয়দুর্গা দাসীর অধীনে সেঃ ৫২ নং খতিয়ানভুক্ত ৬.৫ একর শতক দখলী স্বত্ববিশিষ্ট ঐ জমা জোত মায় উৎপন্ন আকর আওলাত মূল্য আন্দাজ টাকা

(৪৮)

৫৪৩ খাংজারী ২৯ দাবী ৩১০/০

ডিঃ শ্রীনগেন্দ্র পাল চৌধুরী সাং নাটুদহ থানা দামুড়হুদা জেলা নদীয়া

দেঃ শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষ দিগর সাং বিলকুমারী থানা নাকাশীপারা

জেলা নদীয়া থানা নাকাশীপারা মৌজে বিলকুমারী গ্রামের ২৩১৩৪।৩৫ খতিয়ানভুক্ত ১৯-৩২ শতক জমি দেনদারগণের নামে ডিক্রিদারের সেরেস্তায় যুক্ত জমারাম খাজানা বাবদ ২২।০ পাই টাকার অস্থায়ী সরকারেমো কামী পেশা সূত্রে জমা মায় আকর আওলাত মূল্য আঃ ২৫

(৪৯)

৫২২ খাংজারী ২৯ দাবী ৩৫৫৯

ডিঃ শ্রীকালিদাস ঘোষ সাং ও থানা হাঁসখালি

দেঃ অমূল্যরতন ঘোষ সাং ও থানা হাঁসখালি

১। সবরেঃ কৃষ্ণনগর থানা হাঁসখালি মৌজে বেতনা গ্রামের ডিক্রিদারের অধীনে ৭২১নং খতিয়ানভুক্ত ৬০০/১৫ টাকার ৪ একর ১১ শতক কোর্ফা জোত দেনদারের ষোল আনা অংশ আকর আওলাত মূল্য আন্দাজ ১০০ টাকা।

২। ঐ সবরেঃ ঐ মৌজে ঐ গ্রামের ডিক্রিদারের অধীনে ১১০৭নং খতিয়ানভুক্ত ৬০০/১৫ টাকার ২০৮৯ একর কোর্ফা জোত মায় আকর আওলাত মূল্য আঃ ৫০। ।

৩। ঐ মৌজে ঐ গ্রামের ডিক্রীদারের অধীনে ১৩৬৯নং খতিয়ানভুক্ত ৬০০/১৫ টাকায় ২২শতক কোর্ফা জোত মায় আকর আওলাত মূল্য আন্দাজ ৫ টাকা।

ঐ মৌজে ঐ গ্রামের ডিক্রিদারের অধীনে ১৩৫৯নং খতিয়ানভুক্ত ৬০০/১৫ টাকায় ৭৮ শতক কোর্ফা জোত মায় আকর আওলাত মূল্য আঃ ২০। ।

৫। ঐ মৌজে ঐ গ্রামের ডিক্রিদারের অধীনে ৭০০ খতিয়ানভুক্ত ৬০০/১৫ টাকায় ৭ একর ৮শতক কোর্ফা জোত মায় আকর আওলাত মূল্য আঃ ৫০ টাকা।

৬। ঐ মৌজে ঐ গ্রামের ডিক্রিদারের অধীনে ৭০৮নং খতিয়ানভুক্ত ৬০০/১৫ টাকায় ৯ একর ৯৬শতক কোর্ফা জোত মায় আকর আওলাত মূল্য আঃ ১০৭ টাকা।

(৫০)

৪৮৭নং খাংজারী ২৯ দাবী ১৮৯৮/১

ডিঃ শিবেন্দ্রনাথ সিংহ দিগর সাং ও থানা নাকাশীপারা

দেঃ ক্ষিতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সাং মুড়াগাছা থানা নাকাশীপারা জেলা নদীয়া

জেলা নদীয়া কালেক্টরী ২৩নং তৌজিভুক্ত থানা নাকাশীপারার অধীন মৌজে গোটপারা মধ্যে ব্রহ্মোত্তর দখলীকার মাখন চন্দ্র মুখোপাধ্যায় দিং দেনদার ডিক্রিদারের অধীনস্থ ব্রহ্মোত্তর সম্পত্তি রাখে তাহার ষোল আনা রকমের মোটজমা ২৯।২।৮/ মিঃ মূল্য আঃ ৯০ টাকা। খতিয়ান নং ৫৬০

(৫১)

৪৭৭ খাংজারী ২৯ দাবী ৭০।৶

। শ্রীমতী জয়দুর্গা দাসী সাং কাঠালপোতা থানা কোতয়ালী জেলা নদীয়া

দেঃ বরকুল কেউকাটা দিং সাং বাদলাঙ্গি থানা চাপড়া

জেলা নদীয়া সবরেঃ কৃষ্ণনগর থানা চাপরার মোতালেক নং বাদলাঙ্গি মৌজার মালিক দরপত্তনিদার শ্রীযুক্তবাবু রাখালদাস সিংহ ও শ্রীযুক্তবাবু মনোরঞ্জন সিংহ দিগর অধীন ষোল আনা দায়িকগণের নামে কন্ডাক্টর সূত্রে বার্ষিক ৩৮।৩ টাকার জমার অন্তর্গত উৎপন্ন বর্ণিত সম্পত্তি মায় আকর আওলাত মূল্য আঃ ৭৫ টাকা। খতিয়ান নং ৮৫।

(৫২)

৪৬৯ খাংজারী ২৯ দাবী ১২০৮০

ডিঃ শ্রীবিভূতিভূষণ পালচৌধুরী সাং চকতাতীশাল থানা নাকাশীপারা জেলা নদীয়া

দেঃ শ্রীনৃসিংহপ্রসাদ পালচৌধুরী সাং চকতাতীশাল থানা নাকাশীপারা জেলা নদীয়া

জেলা নদীয়া কালেকটরীর ৩৭১নং তৌজি পরগণে বাজু থানা নাকাশীপারার অধীন ৫০৩ মৌজা চকতাতীশাল গ্রামে জমিদার দেবেন্দ্রনাথ সিংহ রায়ের অধীনে সেটেলমেন্ট রেকর্ডের ৪নং খতিয়ানে লিখিত ১১৮ একর ২০০ জমির কাত ৪৯নং মৌজায় বেগ সাড়ে তিন ৪নং খতিয়ানভুক্ত খাজনা বরাত ২১১৮/৬ পাই টাকার ষোল আনা রকমে মধ্যস্বত্ব চিরস্থায়ী মোকররী জমার মধ্যে দেনদারগণের নামীয় ৷/৩ আনা রকম অংশ হইতেছে। উক্ত জমার দেনদারগণের নামীয় ৷/৩ আনা রকম অংশ মূল্য আঃ ৫০ টাকা

(৫৩)

৪৪৪ খাংজারী ২৯ দাবী ২৮০/৯ পাই

ডিঃ শ্রীমতী সরস্বতী দাসী সাং দিনপুর থানা চাপরা

দেঃ দামিনী দাসী সাং ঘোলারি থানা চাপরা

জেলা নদীয়া থানা চাপরার সামিল গণিয়ারপুর গ্রামের বর্ত্তমান ১৬নং খতিয়ানভুক্ত জমিদার ডিক্রিদার সরকারে খালিখানা ষোল আনা রকমের ২৷০ টাকার জমার জমীতে তদুপরিস্থ বসত বাটী মায় আকর আওলাত মূল্য আঃ ১০ টাকা

(৫৪)

৪২১ খাংজারী দাবী ৫১৷৶৯

ডিঃ শ্রীরাখালদাস সিংহ গোঃ কাঠালপোতা থানা কোতয়ালী

দেঃ শ্রীঅন্নদাদারী মুচী নাবালক পক্ষে আদালত হইতে নিযুক্ত গার্জেন উকীল বাবু যোগেশচন্দ্র ঘোষ সাং গোয়াড়ী থানা কোতয়ালী

জেলা নদীয়া সবরেঃ কৃষ্ণনগর থানা চাঁদসড়ক মৌজে মুচিকুলবারী মধ্যে ডিক্রিদার বাবু মনোরঞ্জন সিংহ দিং শ্রীমতী জয়দুর্গা দাসীর অধীন ৪৫৮ নং খতিয়ানের বসিকমুদ্দিন নামীয় ৩ একর ৭৮ শতক জমির কাত বার্ষিক ১০৷০/৩ পাই জমার জমি যাহা ষোল আনা দেনদার ভোগদখল করিতেছে তাহা মায় আকর আওলাত মূল্য ৭৫ টাকা।

(৫৫)

৮০০ খাংজারী ২৯ দাবী ৮৭৷০/০

ডিঃ শিবেন্দ্র নাথ সিংহ রায় দিং সাং + থানা নাকাশীপাড়া জেলা নদীয়া

দেঃ সাহাদালি পেতালি দিং সাং নাগাদি থানা নাকাশীপারা জেলা নদীয়া

জেলা নদীয়া কালেকটরীর ৩৭১ নং তৌজিভুক্ত থানা নাকাশীপাড়ার অধিন মৌজা বিক্রমপুর মধ্যে ভটবন্দী। ডিক্রিদারের অধীনে বার্ষিক প্রতি বিঘা ১৶০ খাজনা ২২৭নং খতিয়ানের জমির মূল্য আঃ ৬৬

(৫৬)

৭৯৩নং খাংজারী ২৯ দাবী ৪১৷৩

ডিঃ শিবেন্দ্র নাথ সিংহ সাং + থানা নাকাশীপাড়া, নদীয়া

দেঃ ওর মোল্লা সাং পচাচাঁদপুর থানা কালিগঞ্জ জেলা নদীয়া

জেলা নদীয়া কালেক্টরীর ৩৭১নং তৌজিভুক্ত মহাল থানা নাকাশীপাড়ার সামিল মৌজা বিক্রমপুরের মধ্যে ভটবন্দী ৩৫৮ বিঘা জমি খতিয়ান নং ৭০৬ মূল্য আন্দাজ ২৮

(৫৭)

৭৯১ খাং জারী ২৯ দাবী ১৮।৯ পাই

ডিঃ শ্রীশিবেন্দ্র নাথ সিংহ রায় সাং + থানা নাকাশীপাড়া জেলা নদীয়া

দেঃ মকবুল কারিকর সাং বিক্রমপুর থানা নাকাশীপাড়া জেলা নদীয়া

জেলা নদীয়া কালেকটরীর ৩৭১নং তৌজিভুক্ত থানা নাকাশীপাড়া মৌজা বিক্রমপুর ভটবন্দী ৪০ শতক জমি। খাজনা বিঘা প্রতি ১৶০ খতিয়ান নং ৮৪৯। মূল্য আঃ ৮

(৫৮)

৭৯২ খাং জারী ২৯ দাবী ৮৪।০

ডিঃ শ্রীশিবেন্দ্রনাথ সিংহ রায় দীং সাং ও থানা নাকাশীপাড়া জেলা নদীয়া

দেঃ শ্রীপদ ঘোষ সাং দাদপুর থানা নাকাশীপারা জেলা নদীয়া

জেলা নদীয়া কালেকটরীর ৩৭১।৩৭২। ১৬৪৫।৭৪৬।১৭২।২৩৭।৪৪৩।৩৬১০নং তৌজিভুক্ত মহাল পরগণে ভটবন্দী ৯।২৷৷/০ বিঘা জমি খতিয়ান নং ৮৩। খাজনা বিঘা প্রতি ১৬ টাকা। মূল্য আঃ ৫৮ টাকা

(৫৯)

১৫৮ থাংম্বারী ২৯ দাবী ১৮/৩ টাকা

ডিঃ রমণীকান্ত রায় মোং কাছারী খালিশপুর থানা মহেশপুর জেলা যশোহর

দেঃ পুটী বিবি সাং পুটীখালী থানা কৃষ্ণগঞ্জ জেলা নদীয়া।

জেলা যশোহরের কালেক্টারীর ৫২৯৭নং তৌজি ডিহি গোকুল নগর অন্তর্গত থানা কৃষ্ণগঞ্জের অধীন ৫৫ নং মৌজা আদিপুর গ্রামে ১১।১৮ নং খতিয়ানের মালিকী ও দখলি স্বত্বে ডিক্রিদারের অধীনে ৩।৯/০ বার্ষিক জমার জমির মূল্য আঃ ১৫, টাকা।

(৬০)

১৫৯ থাংম্বারী ২৯ দাবী ৯৯/৩ টাকা

ডিঃ শ্রীরমণীকান্ত রায় মোং কাছারী খালিশপুর থানা মহেশপুর জেলা যশোহর

দেঃ গোবিন্দচন্দ্র সাং মাঠদিয়া বেলবাজার থানা কৃষ্ণগঞ্জ জেলা নদীয়া

জেলা যশোহর কালেক্টরীর ৫২৯৮ নং তৌজি মহাল-ডিহি গোকুল নগরের অন্তর্গত মৌজে আদিতাপুর গ্রামে ১১৮নং খতিয়ানের দাখিলকৃত দখলিকারিতে ১।১৮ জমির কাত ৭/০ টাকা ষোল আনা বার্ষিক বাবতি স্থিতিবান বাকী জমা পাড়ার মূল্য ৫০,

(৬১)

৬৭৮ থাংম্বারি ২৯ দাবী ১১২।০

ডিঃ মন্মথনাথ পালচৌধুরী সাং আমিনবাজার থানা কোতয়ালী জেলা নদীয়া

দেঃ তিনকড়ি বিশ্বাস সাং তিলকপাড়া থানা চাপড়া জেলা নদীয়া থানা চাপড়া মৌজে তিলকপাড়া গ্রামে ডিক্রীদারের অধীনে দেনাদারের নামে ৫৩/৩ বিঘা জমির কাত ৯৩৬ নং খতিয়ানের ২০৷১০ পাই টাকার বাকীদার জমার জমির আকর আওলাত মূল্য আঃ ২৫,

(৬২)

৮৭০ থাংম্বারী দাবী ৬৮।৩ টাকা

ডিঃ নারকোটিনী দাসী মোং পাথুরী কাছারী থানা চাপড়া জেলা নদীয়া

দেঃ মতিওয়াল দীং সাং পাথুরী থানা জেলা নদীয়া

জেলা নদীয়া কালেক্টারীর ২৮৬২ নং তৌজিভুক্ত মহাল পরগণে বাগোয়ান থানা চাপড়া ১৮ নং মৌজা পাথুরী ১১১ নং খতিয়ানভুক্ত ২৮১ উচ্চদরী জমা বার্ষিক ৮, টাকা মূল্য আঃ ২৫,

(৬৩)

৮৬০ থাংম্বারী ২৯ দাবী ১৯০৮/০

ডিঃ শৈলমোহন গঙ্গোপাধ্যায় সাং দুঃ পী, থানা কোতোয়ালী।

দেঃ শুকলাল মণ্ডল সাং জয়পুর, থানা হাঁসখালী।

সদরজেলার কৃষ্ণনগর থানা ও মহালী মৌজে জয়পুর গ্রামে ১০৯০নং খতিয়ানে ৫৭/১/০ বিঘা জমির কাত শালিয়ানা ৩১, টাকার বাবাত মকররী জমার আকর আওলাত মূল্য আঃ ১০০, ।

(৬৪)

৯১১নং থাংম্বারী দাবী ৩৩।৫/০

ডিঃ মন্মথনাথ পাল চৌধুরী সাং আমিনবাজার থানা কোতয়ালী।

দেঃ সর্বন দাস দাং সাং তিলকপাড়া থানা চাপড়া॥

জেলা নদীয়া থানা চাপড়া মৌজে তিলকপাড়া গ্রামে ২৬১২নং খতিয়ানের ২০৩০/০ বিঘা জমির কতক বার্ষিক ১৬।/০০ টাকার জমার জমির আকর আওলাত মূল্য আঃ ১৫, টাকা।

(৬৫)

৬৬৯ থাংম্বারী দাবী ১২১।৫/৩

ডিঃ শ্রীনন্দগোপাল আড্ডী সাং মাঠদিয়া থানা কৃষ্ণগঞ্জ।

দেঃ শ্রীচন্দ্রভূষণ রায় সাং দিগম্বরপুর থানা কৃষ্ণগঞ্জ।

জেলা নদীয়া সদরজেলার কৃষ্ণনগর থানা কৃষ্ণগঞ্জ মৌজা নারায়ণপুর গ্রামে জেলা নদীয়া কালেক্টরী ২৭৫নং লাখরাজ সম্পত্তি যাহার শালিয়ানা সেস ৬,/৫ টাকা মূল্য আঃ ২৫, ।

(৬৬)

৬ থাংম্বারী ২৯ দাবী ৭৩/০

ডিঃ নৃসিংহদাস সিংহ সাং কালিয়াডাঙ্গা থানা নাকাশীপাড়া জেলা নদীয়া।

দেঃ বিপিনমোহন বড়াল সাং যুগপুর থানা নাকাশীপাড়া, জেলা নদীয়া।

জেলা নদীয়া থানা নাকাশীপাড়া সাবিল ২৬৯।৩০৮২নং তৌজি আলিপুর পরগণা আমীরপুরের অন্তর্গত মৌজে যুগপুর গ্রামে সেঃ ৬৫নং খতিয়ানভুক্ত ১.৫৭ একর জমি কাত শালিয়ানা ৯/১৭৷৷০ টাকার রায়তি স্থিতিবান জমা আকর আওলাত মূল্য আঃ ৬০, টাকা

(৬৭)

৭৩২নং থাংম্বারি ২৯ দাবী ৪৭৷৷৫/০

ডিঃ গগনচন্দ্র বিশ্বাস সাং মাধবপুর থানা চাপড়া।

দেঃ এরাকুল মল্লিক সাং পীপড়াগাছি থানা চাপড়া।

জেলা নদীয়া সদরজেলার কৃষ্ণনগর থানা চাপড়া ৬২নং পিপড়াগাছি গ্রামে বর্তমান সেঃ ৭১নং খতিয়ানভুক্ত জমাদার ডিক্রীদারের সরকারে ৷৷৫/ আনা অংশ ও বাবু মনোরঞ্জন সিংহ দীং ৷৫ আনা শালিয়ানা ষোল আনা রকমে ৩—৩৬ শতক ধুতান্দী জোতজমি মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত মূল্য আঃ ৪০, টাকা।

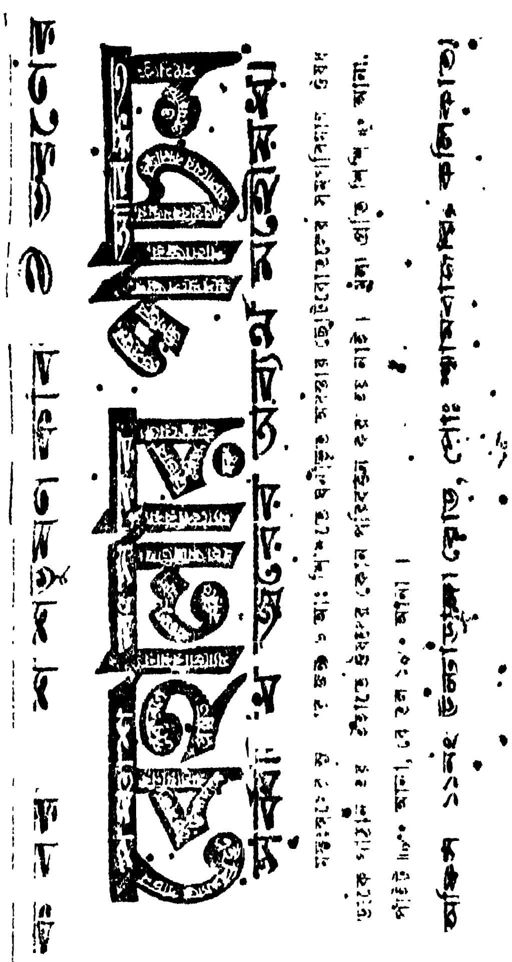

শ্রীল চক্রবর্তি-ঠাকুরের টীকা সহ

শ্রীমদ ভগবদ্গীতা

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তি ঠাকুর কৃত টীকা ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কৃত বঙ্গানুবাদ। টীকাকারের জীবনী, শ্লোক-সূচি, বিষয়সূচি প্রভৃতি বহু প্রয়োজনীয় বিষয় সংবলিত প্রায় ৮২৫ পৃষ্ঠা। উৎকৃষ্ট সিল্কে বাঁধাই ২, দুই টাকা, কাগজে বাঁধা ১৷৷০

শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ-কৃত ভাষ্য সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

কাগজ ও ছাপা উৎকৃষ্ট। সিল্কে বাঁধাই, সোনার জলে নাম লেখা রাজসংস্করণ ২, টাকা, সাধারণ সংস্করণ ১৷৷০, গৌড়ীয়ের গ্রাহকপক্ষে ১৷০

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি (সার্বভৌমকোষগ্রন্থ)

বিষয়ঃ—১। ভক্তিশাস্ত্রে ব্যবহৃত শব্দাবলীর অর্থ, ২। চারি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের চরিত্র, ৩। বিষ্ণুবৈষ্ণবসম্পর্কিত শ্রীমন্দির ও শ্রীবিগ্রহের বিবরণ, ৪। বৈষ্ণবগ্রন্থ ও গ্রন্থকর্তৃগণের তাৎপর্য্য ও বিবরণ, ৫। বিষয় বিশেষের লৌকিক ও শাস্ত্রীয় আকরমূলে যাবতীয় তথ্য। চারিখণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ১ম খণ্ড ৷৷০, ২য় খণ্ড ৷৷০, ৩য় খণ্ড ৷০, ৪র্থ খণ্ড ৷৷০, চারিখণ্ড একত্রে ৩, (৫ম খণ্ড যন্ত্রস্থ)।

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ—১ম খণ্ড ১, এক টাকা

২য় খণ্ড ১, এক টাকা—শ্রীমদ্ভাগবতের গ্রাহক ও গৌড়ীয় গ্রাহকগণ ৷৷০ টাকায় দুইখণ্ড পাইবেন। বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমজ্জীব গোস্বামিপাদের রচিত গ্রন্থ। ইহাই ষট্সন্দর্ভের অধিক প্রয়োজনীয় অংশ। গ্রন্থটি ডবল ক্রাউন ৮ ফর্ম্মায় ৭৪ পৃষ্ঠা আকারে মুদ্রিত হইতেছে।

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য সঙ্কলিত

সদাচারস্মৃতিঃ

ভিক্ষা ৷০ মাত্র

রেজেষ্টারীকৃত

মদন মঞ্জরী

বটিকায় ধ্বজ ও শুক্রতারল্য, ইন্দ্রিয়শৈথিল্য ইত্যাদি, প্রস্রাবে শুক্রপাত, বহুমূত্র, স্বপ্নদোষ, বুক ধড় ফড়ানি, অনিদ্রা প্রভৃতি লক্ষণ সর্ব্ব বিধ্বোষ আরোগ্য হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ৪০ বটী ১, এক টাকা।

"নপুংসকান্তারি ঘৃত"

পুরুষত্বহানি রোগে বাহ্যপ্রয়োগ জন্য ব্যবহার করিয়া শক্তিসঞ্চার করে। মূল্য ২ তোলা ১, টাকা।

"রমণবিলাসিনী বটিকা"

বীর্য্যধারণ করতঃ সঙ্গমশক্তি স্থায়ী ও বৃদ্ধি করিতে অত্যাশ্চর্য্য। মূল্য ১৬ বটী ১, এক টাকা।

বৈদ্য নারায়ণজী, কেশবজী

১৭৭নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

কুমার-ভোগ—কাশ ও রক্তামাশয় অজীর্ণে সকল রোগমুক্ত হইয়া মোটা হন। ইহা সেবনে শিশুগণ হৃষ্ট পুষ্ট হইয়া থাকে, তাহাদের ক্ষুধা বৃদ্ধি ও যকৃতের ক্রিয়া ভাল হয় দন্তোদ্গমের সময় কোন কষ্ট হয় না। পাইতে দিন। মূল্য প্রতি শিশি এক টাকা, মাশুল আনা।

নারোল (Narrhol)—কাশি, হাঁপানি, যক্ষা, রক্তকাশ, শ্বাসকষ্ট। আশ্চর্য্য বটিকা, ব্রঙ্কাইটিস (Bronchitis), প্লুরিসি, কণ্ঠনালীর ও ফুসফুসের দোষ। মূল্য ৫০ বটিকায় শিশি ১, মাং আনা।

দাদ-সোপ তিন শিশি মাশুল সমেত ১,

ডাঃ এ রাম লাল নন্দা রায়

এম, বি, কৃত

দাদ-সোপ

লাগাইলে কোনরূপ দাগ থাকে না

মূল্য ৷০ আনা

ফ্যামিলি টেনী ফার্ম্মেসী,

বৌবাজার, কলিকাতা।

তিন শিশির কম মফঃস্বলে ভিঃ পিঃ হয় না।

"বেদনাঞ্জন শ্রেষ্ঠরত্ন

কলিকাতা কংগ্রেস একজিবিসন হইতে বহু প্রশংসা প্রাপ্ত ও বহু গণ্যমান্য ভদ্রমহোদয়গণ কর্তৃক প্রশংসিত।

* *

আজকাল বাজারে চলন্ মিশ্রিত ও বিষাক্ত আরোগ্য সেবনে শরীরের বলক্ষয় হেতু দোষিত হইয়া পড়িতেছে। প্রকৃত মানবকুলের শ্রেষ্ঠ উপাদান, এই বল নাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মানব বাত, বেদনা, মাথাধরা, মাথাঘোরা, দৃষ্টিশক্তির হ্রাস, দাঁতের গোড়া ফুলা, দাঁত কনকনানি, দাঁতে পোকা এবং ক্ষত, চুলকানি প্রভৃতি কষ্টদায়ক চর্মরোগে আক্রান্ত হইতেছে। যদি আপনি একেবারে ব্যাধিমুক্ত হইতে চান, তাহা হইলে অনর্থক দৌড়াদৌড়ি না করিয়া অল্প দামে এক শিশি **বেদনাঞ্জন** ক্রয় করিয়া ইহার আশ্চর্য্য শক্তি উপলব্ধি করুন। রোগের তুলনায় মূল্য অতি সামান্য, এক শিশি ।৵০ আনা মাত্র মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান—এ, সি, চাটার্জ্জী এণ্ড ব্রাদার্স।

৬নং বেনেটোলা লেন, কলিকাতা।

সকল মণিহারী দোকানে ও বড় বড় ঔষধের দোকানে পাওয়া যায়।

কেন?

"গৃহস্থ কুকার"

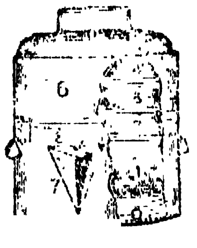

গৃহস্থের কারণ উৎসবে ২০।২৫ জনের রান্না ব্যসনে সুন্দর ও প্রচুর প্রকৃত বন্ধু। একসঙ্গে, স্বাস্থ্যকে তোয়াজ করে, স্বাদে বিস্ময়ে (অর্থাৎ পাচক পাচিকার অনুপস্থিতিতে) গৃহস্থের সমস্ত রান্না ১।০ ঘণ্টায় সম্পন্ন করে। **রাজদ্বারে ও ভ্রমণে** ইহা সাজাইয়া চাপাইয়া দিয়া নিশ্চিন্তমনে ভ্রমণ বা দেবদর্শনাদি করিয়া আসিয়া সমস্ত রান্না সময় মত প্রস্তুত পাইবেন। মূল্য ২ জনের ৭৲ টাকা হইতে ঊর্দ্ধ।

কেশব এণ্ড সন্স

৩৮।২ গিরিশ মুখার্জ্জী রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা

ফোন নং— সাউথ—১২২৩।

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

যদিও অদ্যাপি প্রকৃত মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য, তথাপি যাঁহারা নানাবিধ অনিয়মিত উপায়ে অপরিমিত শক্তি নষ্ট করিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন এবং নানা প্রকার মেহ, প্রমেহ, ধাতুদৌর্ব্বল্য, স্নায়বিক দুর্ব্বলতা, অকালবৃদ্ধ, ধ্বজভঙ্গ, পারদ-সংক্রান্ত পীড়া, অশ এবং স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে যাঁহারা বাধক, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, সূতিকা, শ্বেত ও রক্তপ্রদর, হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি রোগে ভুগিয়া জীবনে নিরাশ হইয়াছেন, তাঁহারা আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটাল সাহেবের আবিষ্কৃত **ইলেক্ট্রিক সলিউসন** ব্যবহার করিয়া বাঁচিতে পারেন, তাহার শত সহস্র প্রমাণ প্রতি বৎসরেই পাওয়া যাইতেছে। যাঁহারা অন্যান্য বহুবিধ ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরোগ্য হইতে পারেন নাই, তাঁহারা একবার এই ঔষধটী ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক মাসের ব্যবহারোপযোগী এক শিশি ঔষধ ডাকমাশুল সহ ২।০ টাকা মাত্র।

সোল এজেন্ট—ডাঃ ডি, ডি, হাজরা।

ফতেপুর, গার্ডেনরিচ পোষ্ট, কলিকাতা।

ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

অধ্যক্ষ

শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম.এ. এফ.সি.এস (লণ্ডন)

ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক

(প্রফেসার)

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ বিশুদ্ধ ও শাস্ত্রমতে নিজ তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হয়। পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ক্যাটালগ পাঠান হয়। রোগের বিবরণ জানাইলে যত্নপূর্ব্বক ব্যবস্থা দেওয়া হয়। চিঠি পত্রাদি সম্পূর্ণরূপে গোপন রাখা হয়।

মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দুর)

(বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৪৲ টাকা

উৎকৃষ্ট স্বর্ণ, পারদ ও আমলাসার গন্ধক দ্বারা যথাশাস্ত্র প্রস্তুত।
নিত্য প্রয়োজনীয় সর্ব্বরোগনাশক মহৌষধ।

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৩৲ টাকা

উৎকৃষ্ট কাশীর আমলকী, বংশলোচন প্রভৃতি যাবতীয় উপাদানে পূর্ণ মাত্রায় যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। কফ, কাসি, সর্দ্দি, যক্ষ্মা, ক্ষয়রোগ, হৃদরোগ প্রভৃতি রোগের মহৌষধ। সর্ব্বপ্রকার দুর্ব্বলতা নাশক অতিশয় পুষ্টিকর মহৌষধ বা খাদ্য বিশেষ।

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬৲ টাকা

ইহা সেবনে ধাতুদৌর্ব্বল্য, অগ্নিমান্দ্য, স্বপ্নদোষ, প্রমেহ ও ধ্বজভঙ্গ সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায়। ইহা অপার্থিব আনন্দদায়ক রসায়ন।

অবলাবান্ধব যোগ

প্রদর, বাধক প্রভৃতি জরায়ুদোষ ও যোনিগত দুরারোগ্য রোগের মহৌষধ।

মূল্য—১৬ মাত্রা ২৲ টাকা। ৫০ মাত্রা ৫৲ টাকা মাত্র

বিশুদ্ধ জল! ভয় নাই! বিশুদ্ধ জল!!

লক্ষ্মী টিউব-ওয়েল কোং

২০৫নং নবাবপুর, ঢাকা

বর্ত্তমান-যুগের নব-আবিষ্কৃত যন্ত্রপাতি দ্বারা উন্নত বৈজ্ঞানিক-খনন-প্রণালীতে নলকূপ (*Tube-well*) নির্ম্মাণ করা হয়। বঙ্গের লাট বাহাদুর, প্রাইভেট সেক্রেটারী, জিলা-ম্যাজিষ্ট্রেট, জিলা-বোর্ডের চেয়ারম্যান, ইঞ্জিনিয়ার, জমিদার, তালুকদার, প্রভৃতি সম্রান্ত ভদ্রমহোদয়গণ এই কোম্পানীর কার্য্য দেখিয়া প্রশংসা করিয়াছেন। রাসায়নিক পরীক্ষায় জল বিশুদ্ধ না হইলে মূল্য গৃহীত হয় না। বিস্তৃত বিবরণের জন্য পত্র লিখুন।

বিনামূল্যে বিনামূল্যে

বিতরিত

স্বাস্থ্যের সার "কামশাস্ত্র" গ্রন্থখানি চৌদ্দ লক্ষের উপরে বিতরিত হইয়াছে। উহা পাঠে মানবের পরিণাম ফলাফল জানা যায়।

এই পুস্তক যিনি লিখিয়াছেন, তিনিই "আতঙ্কনিগ্রহ বটিকা"র আবিষ্কর্ত্তা। এই বটিকা দুর্ব্বলকে সবল করে এবং সবল ব্যক্তিকে অটুট ও অক্ষয় রাখে। বত্রিশ বটিকা পূর্ণ প্রতি কৌটার মূল্য ১৲ টাকা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান:—**আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়।**

২১৪নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মনোমোহন প্রেস

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা।

পূর্ব্ব-বাঙ্গালায় সুলভে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত

বৈদ্যুতিক মেশিনে দিবারাত্র কাজ চলিতেছে।

বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা।

শ্রীমায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—শ্রীবিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

স্থায়ী সংস্করণ — Registered No. C-1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি লাইন ১৲
প্রতি কলম ৷
অর্দ্ধ কলম ৩৷৷০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচারি—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র।

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৷৷০
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৫

৪র্থ খণ্ড] সম্পাদক—প্রত্নবিদ্যালঙ্কার শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী [১৫৭ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্য মঠ, শ্রীধাম মায়াপুর—১৫ই ভাদ্র শনিবার ১৩৩৬ ৩১শে আগষ্ট ১৯২৯

শ্রীধাম মায়াপুর ডাকঘর

গত ১লা জুন হইতে শ্রীধাম মায়াপুর পোষ্ট অফিস খোলা হইয়াছে। বঙ্গদেশের পোষ্টমাষ্টার জেনারেল বাহাদুর শ্রীধাম মায়াপুর ডাকঘর হইতে নদীয়া-প্রকাশ ভারতের সর্ব্বত্র প্রেরণ করিবার আদেশ দিয়াছেন।

ম্যানেজার, 'নদীয়া-প্রকাশ'
পোঃ আঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

শ্রীধাম মায়াপুরের যাবতীয় পত্র বুকপোষ্ট রেজিষ্টারী মণি-অর্ডার প্রভৃতি ডাকে পাঠাইতে হইলে, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া ঠিকানায় লিখিবেন।

চৈতন্যমঙ্গল

দুইখণ্ডে সমগ্র গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছেন। সূচী প্রভৃতি ছাপা হইতেছে

ভিক্ষা ২৷৷০, নদীয়াপ্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ১৷৷০

লোহার কড়ি বরগা
করগেটটীন, জানালারগরাদে
দালানের ফুলদার রেলিংওথাম
বেড়াঘেরা কাঁটাতার ইত্যাদি
সুলভে বিক্রয় করি।
কান্তিচন্দ্রমুখার্জ্জিএণ্ডসন্স
১৭,ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট।ফোন৪৪১
স্থাপিত ইং১৮৩৬সাল, কলিকাতা

মূল্য ফেরত ! মূল্য ফেরত !!

রোগী দেখিবার সময়:—
প্রাতে:—৭টা হইতে ৯টা,
বৈকালে—৩টা হইতে ৫টা পর্য্যন্ত।

ডাক্তার বি, ডি, কুণ্ডুর-

আবিষ্কৃত ও গভর্ণমেণ্ট রেজেষ্টারীকৃত

সর্ব্বত্র এজেণ্ট আবশ্যক।
পত্র লিখুন।
কঠিন কঠিন রোগের চিকিৎসা করা হয়।
দিবা-রাত্রি ঔষধ পাওয়া যায়।

১। ভূপেন্দ্র শোভা স্পেসিফিক্—পেটের যাবতীয় রোগের, অজীর্ণ, ডিস্পেপ্সিয়ার মহৌষধ। প্রত্যেক গৃহে রাখা প্রয়োজনীয়। ঔষধ—প্রতি শিশি ১৲ এক টাকা মাত্র।

২। চণ্ডি ফিবার মিকচার—ম্যালেরিয়া জ্বর এক শিশিতে সম্পূর্ণ আরোগ্য। কম্প জ্বর এবং প্লীহা ও সকল জ্বরের মহৌষধ। প্রতি ছোট শিশি ৸০ বার আনা, বড় শিশি ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। গনোরিয়া স্পেসিফিক্—যে রকম গনোরিয়া হোক না কেন, এক শিশিতে আরোগ্য। এক শিশি ১৲ এক টাকা মাত্র।

হোমিওপ্যাথিক বিভাগ

১। ওয়ারম্ কিওর—যাবতীয় রোগের, ২। ফিমেল সুধা—শ্বেত-প্রদর, রক্ত-বন্ধ ও বাধকের, ৩। জিহ্বা স্পেসিফিক্—[illegible] ৪। লাথ রেগুলেটার—[illegible] হয় না, [illegible] নিয়মিত [illegible] ৫। পাইলস্ রেমিডি—যাবতীয় অর্শের মহৌষধ। মূল্য প্রতি শিশি [illegible] ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

বিশেষ দ্রষ্টব্য:—আরোগ্য না হইলে মূল্য ফেরত। রোগের অবস্থাদি জানাইলে, [illegible] ঔষধ পাঠান হয়। এক কালিন দশ টাকার ঔষধের অর্ডার পাইলে, স্বতন্ত্র কমিশন দেওয়া হয়। [illegible]

সোল এজেণ্ট:—
দি এলোপ্যাথিক ড্রাগ ষ্টোরস্

ডাক্তার বি, ডি, কুণ্ডু
৩১ নং [illegible] ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
টেলিফোন [illegible] ২৪১১।

কর্ম্মাবলম্বকাঃ কেচিৎ কেচিৎ জ্ঞানাবলম্বকাঃ। বয়ন্তু হরিদাসানাং পাদত্রাণাবলম্বকাঃ॥

শ্রীশ্রী গুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১৫ই ভাদ্র [illegible]বার—১৩৩৬

গৌড়ীয়-গৌরব

(আলবার্ট হলে প্রথম দিবস ২৮।[illegible] তারিখের বক্তৃতা)

মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্।
যৎকৃপা তমহং বন্দে শ্রীগুরুং দীনতারণম্॥

অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

নামশ্রেষ্ঠং মনুমপি শচীপুত্রমত্র স্বরূপং রূপং তস্যাগ্রজমুরুপুরীং মাথুরীং গোষ্ঠবাটীম্।
রাধাকুণ্ডং গিরিবরমহো! রাধিকা—মাধবাশাং
প্রাপ্তো যস্য প্রথিত কৃপয়া শ্রীগুরুং তং নতোঽস্মি॥

অযোগ্যতা-জ্ঞাপন ও ক্ষমা প্রার্থনা

মাননীয় সভাপতি মহোদয় এবং সমবেত সুধী ও সুজ্জন মণ্ডলী। আমি আপনাদিগকে যথাবিহিত অভিবাদন জানাচ্ছি। এই সভায় আমার গুরুবর্গ, আমার [illegible]বর্গ, আমার শিক্ষকবর্গ, বিদ্বান, সজ্জন, সুধী, মনীষী এবং সকলভাবে সম্মানের বা [illegible] উপস্থিত আছেন। এই সকল [illegible] সম্মুখে উপদেশ [illegible] কোন প্রকার ধৃষ্টতা আমার [illegible] আসতে পারে না। আমি আপনাদের দ্বারাই উৎসাহিত হ'য়ে—আপনাদের আদেশ শিরোধার্য ক'রে আপনাদের প্রাণারামের [illegible] নৈবেদ্যোপহরণ করতে সমর্থ হয়েছি। এই নৈবেদ্যের উপকরণ [illegible] পরম্পরায় প্রাপ্ত, কিন্তু আমার [illegible] অযোগ্যতার দরুণ যদি এ নৈবেদ্য সংরক্ষণে কোন প্রকার দোষ বা ত্রুটী প্রবেশ করে, তা'হলে সুধী আপনারা—সজ্জনসুলভ সহৃদয় আপনাদের ক্ষমাগুণে আপনারা [illegible] অনিপুণতা ও অপ্রৌঢ়ত্ব বিচার ক'রে ক্ষমা করবেন।

বক্তব্য-বিষয়ের প্রণালী বিচার

অদ্যকার বক্তব্য বিষয় বিজ্ঞাপিত হয়েছে 'গৌড়ীয়-গৌরব'। যাঁরা গৌড়ীয় মঠের সাপ্তাহিক পত্র 'গৌড়ীয়' পাঠ করেন, তাঁর বোধ হয় অবগত আছেন যে, [illegible] আরও উচ্চ[illegible] গৌড়ীয় [illegible] আচার্য্য ও অন্যান্য [illegible] "গৌড়ীয়-সাহিত্য" ও "গৌড়ীয় দর্শন" সম্বন্ধে দুইটী অভিভাষণ প্রদান করিবেন। এই তিন দিনের অভিভাষণ একটী বিশেষ প্রণালীবদ্ধভাবে সাজান হয়েছে। [illegible] যেরূপ পদার্থের আকারে বিষয় নিরূপণ ক'রে থাকেন, বৈষ্ণব বেদান্তিকগণও তেমনি সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন—এই তিন শ্লোকে তাঁদের বক্তব্য বা বিচার প্রথিত করে[illegible] [illegible] মূল প্রতিপাদ্য বিষয় বা [illegible] বস্তুর সহিত আমরা বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট [illegible]—তাই 'সম্বন্ধ'। সেই সম্বন্ধ বস্তুটিকে কেন্দ্রীভূত ক'রে কোন বিশেষ [illegible] সাধনা বা উপায় অবলম্বিত হয়, তা'র নাম—'অভিধেয়' আর সেই অভিধেয় সাধনের যেটা পরম ফল, তারই নাম—'প্রয়োজন'।

(ক্রমশঃ

নীলাম ইস্তাহার

জেলা নদীয়া মোকাম কৃষ্ণনগর
প্রথম মুন্সেফী আদালত

[illegible] সেপ্টেম্বর ১৯২৯

[illegible] দাবী ১৫৬॥/

[illegible] বাগ্‌চি সাং বাগ্‌চিপাড়া [illegible]

[illegible] সাং নিচুটিক[illegible]

[illegible] সদর [illegible]

[illegible]

[illegible] নং খতিয়ানের [illegible] ১৮ [illegible] টাকার [illegible] [illegible], টিক [illegible]

[illegible] মালিম [illegible] সেটেল-[illegible]

[illegible] আনা [illegible] আবদুল মূল্য আন্দাজ ৬০, টাকা

৩। [illegible] ঐ থানার সামিল এ [illegible] নং [illegible] দাগ [illegible] ভিত্তিবান জমা [illegible] আনা বকম অংশ মাত্র আকর আন্দাজ দখলবস্ত স্বত্ব মূল্য আন্দাজ ২, টাকা

([illegible])

[illegible] দাবী [illegible] টাকা

[illegible] দেবী সাং [illegible]

[illegible] অমর নাথ মণ্ডল সাং ছগী-[illegible]

১। জেলা নদীয়া থানা কোতয়ালি সামিল [illegible] দুর্গাপুর মৌজায় জমিদার [illegible] গোস্বামী দীগরের সেরেস্তায় [illegible] লিখিত ১৪/. টাকার [illegible] জমা আছে, তাহাতে [illegible] আনা বকম অংশ দরবস্ত স্বত্ব মূল্য আঃ ১০

২। [illegible] থানা কোতয়ালির সামিল [illegible] মৌজায় জমিদার [illegible] সেরেস্তায় [illegible] টাকার [illegible] আছে, তাহাতে [illegible] আনা বকম অংশ দরবস্ত স্বত্ব মূল্য আন্দাজ [illegible] টাকা

[illegible] কোতয়ালির [illegible] টাকার [illegible] জমা আছে তাহাতে [illegible] বকম অংশ দরবস্ত স্বত্ব মূল্য আন্দাজ ২০, টাকা

৪। জেলা নদীয়া থানা কোতয়ালির সামিল [illegible] মৌজায় জমিদার [illegible] লিখিত [illegible] মোকররী জমা আছে [illegible] বকম অংশ মূল্য আঃ ১০, টাকা

৫। জেলা নদীয়া থানা কোতয়ালি [illegible] মৌজায় জমিদার [illegible] দীগরের [illegible] নং খতিয়ানের লিখিত [illegible] টাকার [illegible] জমা আছে তাহাতে দেনদারের ।৩/০ বকম অংশের মূল্য আঃ ৫, টাকা

(৩)

২০৬ মনিজারি ২৯ দাবী ৬০৸৯ পাই

ডিঃ অধরচন্দ্র দাস সাং [illegible] আমিনবাজার থানা কোতয়ালি

দেঃ কামাখ্যাপদ চক্রবর্ত্তী [illegible] পাড়া থানা কোতয়ালি

জেলা নদীয়া সবরেজেষ্টারি কৃষ্ণনগর থানা কোতয়ালির সামিল মৌজা ৯২নং [illegible] গ্রামে [illegible] উক্ত [illegible] স্বত্ব [illegible] পাকা [illegible] দর দালান মায় সাজসরঞ্জাম [illegible] মূল্য আঃ ১০০, টাকা

(৪)

১০৩৮ মনিজারী ২৯ দাবী ২৮৮০ টাকা

ডিঃ শ্রীমতী [illegible] দেবী সাং থানা নবদ্বীপ, নদীয়া

দেঃ নাবালক কালিদাস ভট্টাচার্য্য পক্ষে গার্জ্জেন পুরোহিত শ্রীকেদার নাথ বাগ্‌চি সাং ও থানা নবদ্বীপ

জেলা নদীয়া থানা নবদ্বীপ সবরেঃ কৃষ্ণনগর পরগণে উখড়া নিজ নবদ্বীপ গ্রামে মিউনিসিপ্যালিটির ৩নং ডিবিজান বাদড়া পাড়ার মধ্যে মিউনিসিপ্যালিটীর সদর রাস্তার দক্ষিণদিকে পাকা কোঠা বাড়ী কুপ পায়খানাদি ইত্যাদি ষোল আনা খাজনা বর্ষে ১৲ টাকা ২০নং নবদ্বীপ মৌজায় ২৫৮৪ নং খতিয়ানের অন্তর্গত ৫৪৬২ নং দাগে ·১৭ শতক জমি মূল্য আঃ ২০০৲

(৫)

১০৭৮ মনিজারী ২৯ দাবী ২০৩৸৵৩ পাই

ডিঃ মন্মথনাথ বিশ্বাস সাং গোয়াড়ী হরিনাথ কুমারের বেড় থানা কোতয়ালী [illegible]

দেঃ ধর্ম্মদাস কুরি সাং গোয়াড়ী হরিনাথ কুমারের বেড়, থানা কোতয়ালী, নদীয়া

১। জেলা নদীয়া সদর সবরেঃ কৃষ্ণনগর থানা কোতয়ালী ৯২নং মৌজা কৃষ্ণনগর গোয়াড়ী মধ্যে জমিদার মহারাজা [illegible] নন্দী কে. সি, আই, ই, [illegible] নং খতিয়ানভুক্ত ·০২ শতক জমির রাজি বার্ষিক ষোল আনা বকম ৷৩ পাই টাকার জমা-জমির মায় [illegible] পাকা উপর নীচে ৪ কুঠরী কোঠা [illegible] জমির জানালা পাকা পায়খানা উহার মধ্যে দেনদারের ৷৹ বকম অংশে মূল্য আঃ ৫০৲ টাকা

[illegible] উক্ত মৌজার কৃষ্ণনগর গোয়াড়ীর মধ্যে উক্ত [illegible] অধীন ১৩৭৮ নং খতিয়ানভুক্ত সালিয়ানা বার্ষিক ১৸৶ টাকার ·০৩ শতক জমি [illegible] উপরিস্থিত উপর নীচে দুই কুঠরী কোঠার মায় আড়া [illegible] দেনদারের ৷৹ অংশ বাবদ মূল্য আঃ ৫০৲ টাকা

(৬)

১০৭৯ নং মনিজারী ২৯ দাবী ৮১৸৶৯ টাকা

ডিঃ শ্রীমতী জ্যোতির্ম্ময়ীদেবী সাং কৃষ্ণনগর থানা কোতয়ালী জেলা নদীয়া

দেঃ শ্রীপ্রেমমোহন মিত্র সাং [illegible] থানা কোতয়ালী জেঃ নদীয়া

১। জেলা নদীয়া থানা কোতয়ালী সামিল ৯৯ নং নগেন্দ্র মৌজায় জমিদার শ্রীমতী শরৎকুমারী দাসীর সেরেস্তায় [illegible] নং খতিয়ানের লিখিত ১৸৶৮ টাকার যে বার্ষিক ভিত্তিবান জমা আছে এবং বাবদ [illegible] আদালতে ১০৫ দাবার মোকদ্দমায় ১৯৸৶ পাচ টাকা জমা অবধারিত হইয়াছে উক্ত জমার দেনদারের লিখিত [illegible] মতে ।০ বকম অংশ মূল্য আঃ ২৫, টাকা

[illegible] নং লট। জেলা নদীয়া থানা কৃষ্ণনগরের সামিল [illegible] নং নগেন্দ্র মৌজায় শ্রীমতী শরৎকুমারী দাসীর সেরেস্তায় ৫১৩ নং খতিয়ানের লিখিত ১২৸৶ টাকার

যে রায়তি স্থিতিবান জমা আছে এবং যাহা সেটেলমেন্ট আদালতে ১০৫ ধারার মোকদ্দমায় ১৩৸৴৬ টাকার জমা অবধারিত হইয়াছে উক্ত জমায় দেন্দারের নির্দ্দিষ্ট চিহ্নিত মতে ।০ আনা রকম অংশ মূল্য আন্দাজ ১৫৲ টাকা। খং নং ৫৮৭

৩ নং লাট। জেলা নদীয়া থানা কৃষ্ণনগরের সামিল ৯৯নং মলদহ মৌজায় জমিদার জয়দুর্গা দাসী ও সরোজরঞ্জন সিংহ দিগরের অধিন ৭৸৶ টাকার রায়তি মোকররি জমার ॥০ আনা রকম অংশ মূল্য আন্দাজ ১৫ টাকা। খতিয়ান নং ১১৯৬

(১০)

১০৬৫ মাণ্‌দারি ২৯ দাবী ১০০৴

ডিক্রীদার মৃত হরিদাস দাস চৌধুরীর ওয়ারেশ নাবালকপুত্র মৃত গোবিন্দচন্দ্র দাস চৌধুরীর পক্ষে গার্জেন মৃত মোক্ষদা দাসীর ওয়ারেস ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দাস চৌধুরী সাং নওপাড়া থানা কোতয়ালী

দেন্দার মৃত আছের সেখ ষরামীর ওয়ারেশ স্ত্রী জামিজান বিবি ও ওয়ারেস ভ্রাতা মেরাজান সেখ সাং সোণাতলা থানা কোতয়ালী

১ নং লাট। জেলা নদীয়া সদর সবরেঃ কৃষ্ণনগর থানা কোতয়ালী মৌজে সোণাতলা গ্রামে গিরীন্দ্রলাল পাল জমাদারের সেরেস্তায় ১৫৸৩ টাকার জমা, মূল্য আঃ ৫৲। খং নং ৩৯১

২ নং লাট। ঐ জেলায় ঐ সবরেঃ ঐ থানায় ঐ মৌজায় ঐ জমীদারের সেরেস্তায় ১৩৶৬ টাকার জমার ॥০ আনার অংশ মূল্য আন্দাজ ৫৲ খং নং ৩৯২

৩ নং। ঐ জেলায় ঐ সবরেঃ ঐ থানায় ঐ মৌজায় ঐ জমীদারের সেরেস্তায় ২৸৫ টাকার জমায় ষোল আনা অংশ মূল্য আন্দাজ ৫৲ খং নং ৯০৮

৪নং লাট। ঐ জেলায় ঐ থানার ঐ সবরেঃ ঐ মৌজার ঐ জমীদারের সেরেস্তায় ২৸৫ টাকার জমা ষোল আনা অংশ খং নং ৯০৭ মূল্য আন্দাজ ৪৲ টাকা

৫। ঐ জেলা ঐ সবরেঃ ঐ মৌজা ঐ জমিদার সরকারে বার্ষিক ।৶১ আনার জমার ষোল আনা মূল্য আং ৩৲ টাকা। খং নং ৮৮৪

৬। ঐ জেলা ঐ থানা ঐ মৌজায় ঐ জমিদারের সেরেস্তায় ২॥৶০ টাকার জমার ষোল আনা অংশ মূল্য আং ৪৲। খং ন ৪৩৮

৭। ঐ জেলা ঐ থানা ঐ মৌজা ঐ জমিদারের সেরেস্তায় ১৩॥৶০ টাকার জমার ষোল আনা অংশের মূল্য ১০৲ টাকা খং নং ৮৭৭

৮। ঐ জেলা ঐ থানা ঐ মৌজার ঐ জমিদারের সেরেস্তায় ৭৫০ টাকার রায়তি স্থিতিবান্ জমার ষোল আনা অংশে মূল্য আং ৫৲। খং ন ১১৩৯

৯। ঐ জেলা ঐ থানা ঐ মৌজার ঐ জমিদার সেরেস্তায় ২৬৶০ টাকার জমার ষোল আনা অংশের মূল্য আং ৫৲ খতিয়ান নং ৯২৮

৯৯৫ দেংজারী ২৯ দাবী ১৮৪২॥৫ টাকা

ডিঃ শ্রীমতী চারুবালা দাসী স্বামী তীশ চন্দ্র সাধুখাঁ সাং বেলিয়া থানা চাকদহ

দেঃ নাবালক কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষ পক্ষে গার্জেন মাতা শ্রীমতী তুটুবালা দাসী স্বামী শ্রীপ্রমথনাথ ঘোষ সাং শ্রীনগর পলতা পাড়া থানা চাকদহ

১। জেলা নদীয়া থানা ও সবরেঃ চাকদহ মৌজে বলরামপুর গ্রামের মুবাকত শিবনারায়ণ বিশ্বাসের নামীয় জমার দখল কায়েমী মৌরশী রায়তি জমির মায় আকর আওলাত ষোল আনা রকম খাজনা শালিয়ানা ৫৪৲ টাকা জমিদার মৌজে নিবাসী শ্রীযুক্ত এবাদেদাস মণ্ডল সাহেবের সরকারে আদায় দিতে হয়। উহার মূল্য আন্দাজ ২০০৲

২। নিজ পৈতৃক ৺ কালি সরকার বিশ্বাস নামীয় নিষ্কর লাখরাজ জমি মৌজে বলরামপুর ৮৯০ নং তায়দাদভুক্ত নদীয়া কালেকটারীর ৩৮৬২ নং সেসভুক্ত ৫৮ বিঘা নিষ্কর জমি মায় আকর আওলাত মূল্য আং ৪০০ টাকা

৩। নিজ পৈতৃক শালগ্রামঠাকুরের দরুণ নিষ্কর জমির চৌহদ্দি মৌজে বলরামপুর মৌজা থানা চাকদহ ৩০৸০ লাখরাজ জমি মায় আকর আওলাত মূল্য আঃ ২০০৲

৪। জেলা নদীয়া থানা ও সবরেঃ রাণাঘাটের সামিল মৌজে দেবগ্রাম নিষ্কর লাখরাজ জমি মায় আকর আওলাত মূল্য ২৫৲ টাকা

(৯)

১৪০৬ দেংজারী ২৯ দাবী ১৮০৴০ টাকা

ডিঃ তারকচন্দ্র সাহা সাং ও থানা নবদ্বীপ জেলা নদীয়া

দেঃ শ্রীবিনোদিনী দাসী সাং ও থানা নবদ্বীপ জেলা নদীয়া

জেলা নদীয়া থানা নবদ্বীপ সবরেঃ কৃষ্ণনগর পরগণে উখড়া তরফ নদীয়ার নিজ নবদ্বীপের দক্ষিণ গেজেন্দ ৩নং ডিবিজান আমপুলিয়া পাড়ার মধ্যে জমি আন্দাজ ৴২ কাঠা খাজনা বার্ষিক ২৲ টাকা নবদ্বীপ নিবাসী শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ চট্টোপাধ্যায়কে দিতে হয়। উক্ত জমির উপরিস্থিত টিনের ঘর একখানা পাকা পায়খানা ১টা দরবস্ত হুকুক সেটেলমেন্টের ২০ নং নবদ্বীপ মৌজার ৩৯৯ নং তৌজি ১৫৬৫ নং খতিয়ানভুক্ত ৭০২৮ নং দাগে ৩ শতক জমি, মূল্য আঃ ১০০৲

(১০)

৮৮০নং দেংজারী ২৯ দাবী ১৫৬৸৯

ডিঃ গৌরদাস ভদ্র সাং হরিশপুর থানা কোতয়ালী

দেঃ মৃত ক্ষান্তমণি দাসীর উইলের একজিকিউটার

১। মৃত নিবারণচন্দ্র দত্তের কন্যা ও উক্ত উইলের লিগেটী ও স্বয়ং শৈলবালা দাসী সাং কৃষ্ণনগর থানা কোতয়ালী।

জেলা নদীয়া থানা কোতয়ালীর সামিল ৯২নং মৌজা কৃষ্ণনগর মধ্যে নিম্ন কৃষ্ণনগর সহরে ৺নিবারণচন্দ্র দত্তের নামীয় বর্ত্তমান সেটেলমেন্টের ৩৮৮৩নং খতিয়ানভুক্ত ৮৩১৯নং দাগে নিষ্কর ব্রহ্মোত্তর জমি তদুপরিস্থিত পাকা কোটাঘর ১টা মায় সাজসরঞ্জাম দুয়ার জানালা মায় পাকা প্রাচীর ইত্যাদি। উক্ত দেনদারের জমি ১ শতাংশ মূল্য আঃ ৫০৲ টাকা।

১০২০নং দেংজারী ২৯ দাবী ৬২৲

ডিঃ ৺বিনারায়ণ সেন সাং মাটিয়ারী থানা কালিগঞ্জ

দেঃ শ্রীনন্দকচন্দ্র পালচৌধুরী সাং গোঃ গোয়াড়ী সদর কাছারী থানা কোতয়ালী

জেলা নদীয়া থানা কোতয়ালীর সামিল ৯২নং মৌজে কৃষ্ণনগর মধ্যে বর্ত্তমান সেটেলমেন্টের ১৫৮৩ নং খতিয়ানভুক্ত জমির জমিদার অনারেবল মহারাজা ক্ষৌণীশচন্দ্র নন্দী মহাশয় সেরেস্তায় শালিয়ানা ষোল আনা রকমের খাং ৭৪৴০ টাকার যে জমা লেখা যায় তাহাতে দেনদার সদর মফঃস্বল করাদায়ে স্বত্ববান ও দখলীকার আছেন। উক্ত জমার জমি ও তদুপরিস্থ আকর আওলাত পোক্তা ইটের ঘর মায় সাজসরঞ্জাম দুয়ার জানালা কড়ি বরগা ইত্যাদি মূল্য আঃ ৫০৲ টাকা।

(১২)

১২৬০নং দেংজারী ২৯ দাবী ১৭৫২॥৴৯

ডিঃ শ্রীনগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সাং ও থানা কুষ্টিয়া জেলা নদীয়া

দেঃ রমেশচন্দ্র রায় সাং ও থানা কুষ্টিয়া জেলা নদীয়া

জেলা নদীয়া ষ্টেশন সবরেঃ মহকুমা কুষ্টিয়া এলাকাধীন পরগণে মহম্মদ সাহীর মোতালকে মৌজে কুষ্টিয়া মিউনিসিপ্যালিটীর মধ্য মালেক শ্রীযুক্ত বাবু গিরীশচন্দ্র সান্যাল মহাশয়ের সেরেস্তার ॥৴ কাঠা জমির ফাজ বার্ষিক শালিয়ানা ১৯ টাকার এক কায়েমী মৌরশী মোকররী জোত লেখা যায়, তাহা ও তদুপরিস্থিত টিনের ঘর ৩খানা ও খড়ের ঘর ১খানা মায় সাজসরঞ্জাম কপাট চৌকাট আদি, অনুমান মূল্য ১০০০৲ টাকা।

(১৩)

১৩২৯ দেং জারী ২৯ দাবী ৭৩২৸০

ডিঃ অখিলেশ্বর সাহা প্রামাণিক সাং থানা নবদ্বীপ, জেলা নদীয়া

দেঃ অবিনাশ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য সাং থানা নবদ্বীপ জেলা নদীয়া

জেলা নদীয়া সবরেঃ কৃষ্ণনগর থানা নবদ্বীপ নিজ নবদ্বীপ মৌজায় মিউনিসিপ্যালিটীর ১নং ডিভিজান বুড়াশিবতলা পাড়ার পশ্চিমে দেনদারের নিজ স্বত্ব বাড়ী উত্তরে গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের বাড়ী পূর্ব্বে ও দক্ষিণে গলিরাস্তা এই চৌহদ্দি মধ্যে নিষ্কর ব্রহ্মোত্তর জমি আন্দাজ দেড় বিঘা খতিয়ান নং ৫১১৫ দাগ নং ৩৯৯ জমি ৫০ শতক মূল্য আঃ ১০০৲

(১৪)

১৫৪৫ দেংজারী ২৯ দাবী ২০৩৸৯

ডিঃ শ্রীনগেন্দ্রনাথ মজুমদার সাং গোয়াড়ী থানা কোতয়ালী জেলা নদীয়া

দেঃ শ্রীঅনিলকুমার ভৌমিক সাং সেন গ্রাম থানা কুমারখালি জেলা নদীয়া

১। জেলা ফরিদপুর, থানা ও সবরেঃ পাংসা মৌজা সেনগ্রাম মালিক শিবনাথ সাহার অধীনে ২৲ টাকার রায়তি স্থিতিবান্ জমাতে দায়িকের এক তৃতীয়াংশ; উক্ত জমির উপরে যে ইটের ভাটা আছে তাহাতে দায়িকের ষোল আনা অংশ, মূল্য অনুমান ২৫৲। খং

২। মালেক নাড়াইল হিস্যা ৴৬॥— কান্তি বাবু যোগেন্দ্রনাথ রায় দিগর অধীন জেলা ফরিদপুর কালেক্টরীর ৩৫১৪নং তৌজি মহালে পরগণে জাহাঙ্গীরাবাদ মধ্যে ২০নং মৌজা ও বাগমারী থানা ও সবরেঃ পাংসা মুলাফৎ মতিলাল সিংহ খতিয়ান নং ১২ বার্ষিক খাজনা ১৪৸০ একুনে ১৭৸০ টাকার মোকররী জমা এক জমার ॥০ হিস্যার মধ্যে দায়িকের ৴১৩ — অংশের খাজনা ২৲৫ টাকা, মূল্য আঃ ২০৲ টাকা

৩। মালিক বাবু তারক চন্দ্র চক্রবর্ত্তী হাল দরদ্দার কালিচরণ সাহার অধীনে জেলা ফরিদপুর ৩৫৪১নং তৌজি পঃ জাহাঙ্গীরাবাদ থানা ও সবরেঃ পাংসা ১৮নং বলরামপুর গ্রামে ভোগ দখলি মোকররী জমা বার্ষিক খাজনা ৩৲ সেস ৴১০ একুনে ৮৸১ পাই টাকা ৫০নং খতিয়ান মুঃ দরজান প্রামাণিক, প্রকাশ চন্দ্র ভৌমিক নিজ হিস্যা ।৴৬॥— কান্তি, মূল্য আঃ ২০৲

৪। মালিক বাবু তারক চক্রবর্ত্তী হাল দরদ্দার কালিচরণ সাহার অধীনে জেলা ফরিদপুর ৩৫৪১ নং তৌজি মৌজা জাহাঙ্গীরাবাদের মোতালক ১৮ নং মৌজা বলরামপুর থানা ও সবরেঃ পাংসা ভোগ-দখলি মোকররী খাজনা ৩৲ সেস ৴৬ একুনে ৩৸৬ টাকা মুঃ দরজান প্রামাণিক

প্রামাণিক খতিয়ান নং

দায়িকগণের অংশ ।৴৬॥— কান্তি দাগ নম্বর ২৯ জমি ৩৩ শতক মধ্যে নিম্নাংশ ১১ শতক মূল্য আঃ—১০৲ টাকা

৫। জেলা ফরিদপুর, থানা ও সবরেঃ পাংসা ৩৫৪৭ নং মৌজা বলরামপুর মালেক শরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী ১৮ নং রায়তি স্থিতিবান্ জমার বার্ষিক খাজনা ২০ টাকা সেস ৷৵১১ পাই, নিস্কাংশ ।/৶৹ = আনা মূল্য আঃ ১০

৬। মালেক যোগেন্দ্রনাথ রায় পরগণে জাহাঙ্গীরাবাদ জেলা ফরিদপুর থানা সবরেঃ পাংসা ৩৫৪৭ নং মহাল মৌজা মেঘনা মোকররী জমা, খতিয়ান নং ৫ বার্ষিক খাজনা ১১৷৴২ নিস্কাংশ ।/৶৹ = ৬৲৹ষ্ঠ। মূল্য আঃ ২৫৲

৭। ঐ মালেকের কিস্তারকম ।৮।/১৩ অধীনে জেলা ফরিদপুর, থানা ও সবরেঃ পাংসার অধীনে পরগণা জাহাঙ্গীরাবাদ সেটেলমেণ্টে এ/২১ নং মৌজা মেঘনা তৌজি নং ৩৫৪৭ বার্ষিক খাজনা মায় সেস ৩৫৷/০ টাকার জমারি মধ্যে দায়িকের ৵১৩—রকম রায়তি স্থিতিবান মূল্য আঃ ২০৲

৮। মালেক দাসী সুন্দরী দাসী মৌজা সেনগ্রাম থানা ও সবরেঃ কুমারখালির অধীন ২৭৮ নং মৌজা ১৬২ নং খতিয়ান মুঃ বাউল প্রামাণিক ১৮৸৵৩ পাই খাজনার রায়তি স্থিতিবান জমা দায়িকের ।/৶৹ = অংশ জমি ৫.৩৬ মূল্য আঃ ১০০৲

৯। জেলা নদীয়া সবরেঃ কুমারখালীর অধীন ২৭৮ নং সেনগ্রাম মৌজায় মালেক চিত্তরঞ্জন বসু, নন্দলাল সাহার অধীনে রায়তি স্থিতিবান জমা ২৲ টাকা ইহাতে দায়িকের ।/৶৹ = অংশ নিস্কাংশে জমি ১১ শতক। মূল্য আঃ ৫৲

১০। জেলা নদীয়া থানা ও সবরেঃ কুমারখালীর অধীন ২৭৮ নং মৌজা সেনগ্রাম মালেক খুদিরাম ঘোষদিগর অধীনে রায়তী মকররী জমার খাজনা ৮৷৹ টাকা মালেক তারকচন্দ্র সাহা দিগর ২৲ ও বসন্তকুমার বাহা দিং ৪৷৹ খোদিরাম ঘোষ দীং ২৲ একুনে ৮৷৹। ইহাতে দায়িকের ।/৶৹ অংশ। ইহার উপরিস্থিত পাকা ইমারত ও পুষ্করিণী সমেত মূল্য আঃ ৫০০৲

১১। জেলা নদীয়া থানা ও সবরেঃ কুমারখালি করিমপুর, কালেক্টারীর ৩৫৪৭ নং তৌজি পরগনা জাহাঙ্গীরাবাদ মোতালকে মৌজা সেনগ্রাম বলরামপুর নড়াইল নিবাসী বাবু কিরণচন্দ্র রায় দিগর সেরেস্তায় দায়িকের এক তৃতীয়াংশ সালিয়ানা ২৩৵০ টাকার পত্তনি স্বত্ব, মূল্য আঃ টাকা

জেলা ফরিদপুরের অন্তর্গত ৩৫৪৭ তৌজির মহলে জাহাঙ্গীরাবাদ মোতালকে জেলা নদীয়া থানা ও সবরেঃ কুমারখালির অধীন মৌজে সেনগ্রাম ও বলরামপুর গ্রাম কায়েম দিগর রঃ ।/৶৹ = মালিক বাবু কিরণচন্দ্র রায় ... সেরেস্তা কাছারী সেনগ্রাম হালেকাদীন সালিয়ানা ৪৬৷ টাকায় পত্তনি জমার দায়িকের এক-তৃতীয়াংশ মূল্য আঃ ১০০৲

১৩। ঐ গ্রামে ঐ থানা ঐ সবরেঃ অধীন মালেক হরিশ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তীর অধীনে ।/৶৹ = অংশের ৪৬৷০ টাকার পত্তনি জমায় দায়িকের এক তৃতীয়াংশ মূল্য ১০০৲

১৪। থানা কুমারখালি সেনগ্রাম ও বলরামপুর গ্রাম পত্তনি সত্ব গ্রাম তারাসপুর নিবাসী ব্রহ্মময়ী দাসী হাল দখল সুরেন্দ্রনাথ কুণ্ডু দীং সেরেস্তায় ।/৶৹ = অংশের বাবদ সালিয়ানা সদর জমা ৪৬৷০ টাকার এক তৃতীয়াংশ মূল্য আঃ ১০০৲

১৫। ঐ থানা ঐ মৌজা ঐ সবরেঃ জেলা নদীয়া সেনগ্রাম নিবাসী ক্ষুদিরাম ঘোষ দীননাথ কুণ্ডু হাল দখল শ্রীনাথ কুণ্ডুর সেরেস্তায় ৷১৩— অংশের অধীনে সালিয়ানা পত্তনি জমা ২৩৵০ দায়িকের এক তৃতীয়াংশ মূল্য আঃ ৫০৲

১৬। জেলা ফরিদপুরের ৩৫৪৭ নং তৌজির অন্তর্গত জেলা নদীয়া থানা ও সবরেঃ কুমারখালীর অন্তর্গত সেটেলমেণ্ট ২৭৮ নং মৌজা সেনপুর গ্রামের অধীন ঐ মৌজায় ৩৭নং খতিয়ানভুক্ত ২৭৯ বারুই পাড়া মৌজা ৮২ নং খতিয়ানভুক্ত ৮৪৷৵৫ টাকার কায়েমী মোকররী মৌরুসী জমার মধ্যে সরিকাংশ ৷৵০ আনা বাদে বকী ৷৵০ মধ্যে দায়িকের এক তৃতীয়াংশের জমিদার নড়াইল নিবাসী যোগেন্দ্রনাথ রায় দীং মূল্য অনুঃ ১১৫৲। খতিয়ান নং ২৭৯

১৭। জেলা নদীয়া সবরেঃ ও থানা কুমারখালীর অধীন মৌজা সেনগ্রাম ২২০নং খতিয়ানের অন্তর্গত দ্বারকানাথ ভৌমিকের মুং ৩৮৭১ দাগে ভিটাবাড়ী যাহার বার্ষিক খাজনা ৬৲ মালেক রসিক লাল মালাকর জমির পরিমাণ আন্দাজ ১—৬৬ শতক। ইহাতে দায়িকের এক তৃতীয়াংশ ৫৫ শতক মূল্য আঃ ২৫৲

(১৫)

৮১৪ ফেব্রুয়ারী ২৯ দাবী ২৫৮৸৵

ডিঃ আনন্দময়ী বৈষ্ণবী সাং+থানা+পোঃ নবদ্বীপ, নদীয়া

দেঃ নিরদাসুন্দরী দাসী সাং+থানা+পোঃ নবদ্বীপ নদীয়া

জেলা নদীয়া থানা নবদ্বীপ সবরেঃ কৃষ্ণনগর পরগণে উখরা তরফ নদীয়ার জমি আন্দাজ ।১৷৵০ জমির বার্ষিক খাজনা ১৷৵০। উক্ত জমির উপরিস্থিত ঘরের ছোট বড় দুই খানা মায় সাজ সরঞ্জাম মূল্য আঃ ১০০৲ খতিয়ান নং ৭১৮

(১৬)

৩১৫নং ফেব্রুয়ারী ২৯ দাবী ৩২৸৵০

ডিঃ ব্যোমকেশ সান্যাল সাং কুলগাছি

দেঃ শশাঙ্কশেখর রায় স্বর্ণকার সাং ও থানা কালীগঞ্জ

জেলা নদীয়া সবরেঃ কৃষ্ণনগর থানা কালীগঞ্জ মৌজা ২০নং খিদিরপুর মধ্যে ডিঃ গণের সেরেস্তায় বার্ষিক সালিয়ানা খাং ৫৷/ টাকার রায়তি স্থিতিবান জমা খং নং ২৭১ মূল্য মায় আকর আওলাত ১০৲। জমি ২.৪ একর

(১৭)

৩১৬নং ফেব্রুয়ারী দাবী ২১৷/৯ টাকা

ডিঃ ব্যোমকেশ সান্যাল দীং সাং কুলগাছি থানা কাটোয়া

দেঃ ক্ষেত্রময়ীদেবী (স্বামী) ৺কুটুবিহারী চক্রবর্ত্তী সাং ও থানা কালীগঞ্জ

জেলা নদীয়া সবরেঃ কৃষ্ণনগর থানা কালীগঞ্জ মৌজা ১৮নং কালীগঞ্জ মধ্যে ডিঃ গণের অধীন বার্ষিক ১৵০ আনা জমার রায়তি স্থিতিবান জমা মূল্য মায় আকর আওলাত আঃ ৫৲ খতিয়ান নং ৮৮৮

(১৮)

৩৮৫ ফেব্রুয়ারি ২৯ দাবী ৭৫৵ আনা

ডিঃ নৃসিংহচন্দ্র পালচৌধুরী দীং সাং চকহাতিশালা থানা নাকাশীপাড়া

দেঃ মৃত বাবু মোহর ওয়ারীশ পুত্র ফরমান সেখ দীং সাং সোনাতলা থানা কোতোয়ালী

সবরেঃ কৃষ্ণনগর থানা কোতোয়ালী সোনাতলা গ্রামে সেঃ ৬১২নং খতিয়ানভুক্ত ২৪২ একর জমির বৃদ্ধি খাং ১৩৩৩ সাল হইতে ১৮।/৯ পাই ও ১১১৩নং খতিয়ানভুক্ত .২৮ শতক জমির কাত ২৵০ আনা জমায় দেনদারগণ দখলিকার। ঐ বাকী পড়া জমা আকর আওলাত মূল্য আঃ ১০৲

(১৯)

৪১৯ ফেব্রুয়ারি ২৯ দাবী ৪০৵৯ পাই

ডিঃ নৃসিংহচন্দ্র পালচৌধুরী দীং সাং চকহাতিশালা থানা নাকাশীপাড়া

দেঃ দেলজান বিবি সাং হাজরাপোতা থানা কালীগঞ্জ

জেলা নদীয়া সবরেঃ কৃষ্ণনগর থানা কালীগঞ্জ মৌজে হাজরাপোতা গ্রামে সেঃ ১০৭নং খতিয়ানভুক্ত ৪.০১ একর জমির কাত ৮৸৵৩ পাই টাকার জমা মূল্য আঃ ১০৲ টাকা

(২০)

৫৭৯নং ফেব্রুয়ারী ২৯ দাবী ৫০৲৩ টাকা

ডিঃ নৃসিংহচন্দ্র পালচৌধুরী দীং সাং চকহাতিশালা থানা নাকাশীপাড়া

দেঃ সাবিত্রীবালাদাসী সাং সেজুয়া থানা কালীগঞ্জ

জেলা নদীয়া সবরেঃ কৃষ্ণনগর থানা কালিগঞ্জের মৌজে সেজুয়া গ্রামে সেঃ ৩৮৭নং খতিয়ানভুক্ত ৯.৮০ একর জমির কাত ষোল আনা ১৬।৵৯ পাই টাকার রায়তি স্থিতিবান জমা মায় আকর আওলাত মূল্য আঃ ২৫৲

(২১)

৬৫৩নং ফেব্রুয়ারী ২৯ দাবী ৩০৬৸৵ আনা

ডিঃ বীরেন্দ্রনাথ রায় দীং সাং ও থানা নড়াইল জেলা যশোহর।

দেঃ ললিতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় সাং গোস্বামী দুর্গাপুর থানা কুষ্টিয়া জেলা নদীয়া।

(১) জেলা নদীয়া কালেক্টারীর ৮২৫ (খ) নং তৌজির মহাল থানা আলমডাঙ্গা ১০২নং মৌজা পাঁচলিয়া সেঃ ৫৪৮নং খতিয়ানে আকবর আলি জোয়াদ্দার দীং অধীনে ৩.৪৩ একর জমির কাত বার্ষিক ৬ টাকার এক মধ্য সত্ব চিরস্থায়ী মকররী জোতের ॥ আনা অংশ। উক্ত ॥ আনা অংশের অধীন সেঃ ৫৪৯ নং খতিয়ানে ১ একর ৭১ শতক জমির কাত বার্ষিক সালিয়ানা ৪৲ টাকা মধ্যসত্ব চিরস্থায়ী মোকররীজোত দেনদারের সেরেস্তায় ভোলাই জোয়াদ্দার দিং নামে লেখা যায়। উক্ত উভয় সত্বের জমা মূল্য আন্দাজ ২৫৲ টাকা।

(২) ঐ মৌজায় সেঃ ৪৯৪নং খতিয়ানের কুলদা ভূষণ ভট্টাচার্য্য দিং অধীনে ২০ একর +৮৭ শতক জমির কাত ১৩৲ টাকায় মধ্যসত্ব মোকররী চিরস্থায়ী জমার মধ্যে দেনদারের সত্ব ॥০ অংশের অধীন সেঃ ৬৯৫ নং খতিয়ানের ১০.৪৪ একর জমির কাত বার্ষিক সালিয়ানা ৭৷/৩ পাই টাকার দর জোত জমা ভোলাই জোয়াদ্দার দিং নামে লেখা যায়। উক্ত উভয় সত্বের জমা মূল্য আন্দাজ ৫০৲ টাকা

(৩) ঐ মৌজায় সেঃ ৫২১নং খতিয়ানের প্রজোত্তর জমা আকবর আলি জোয়াদ্দার দিং অধীনে ৫ একর ৩৮ শতক ও ৭৮নং ডাউকী মৌজার অধীন ১৫৭২, ১৫৭৭, ১৫৮০, ১৫৮৩নং খতিয়ানের মোট জমি .৫ একর .০৫ শতক একুনে ২০ এঃ ৩৯ শঃ জমি লেখা যায় উক্ত জমার অধীন সেঃ ৫২২নং খতিয়ানের ৫.৬৪ শতক জমির কাত বার্ষিক সালিয়ানা ১৮৲ টাকার এক মধ্যসত্ব চিরস্থায়ী মোকররী জোত ভোলাই জদ্দার দিং নামে লেখা যায় তাহা উক্ত উভয় স্বত্বের রকম ॥০ অংশ এই দেনদার ললিত মোহন বন্দোপাধ্যায়ের স্বত্ব দখল। উহার আনুমানিক মূল্য ৭৫৲

(৪) জেলা নদীয়া সবরেঃ কুষ্টিয়ার এলাকাধিন নামজাদে কুমার নদীর জলকর, উক্ত জলকর নলডাঙ্গানিবাসী গিরিজা ভূষণ দেবরায় জমিদার মহাশয় দিং অধীনে ৭৩॥ টাকার যে কায়েমী মৌরশী স্বত্বের জলকর লেখা যায় তাহার মধ্যে এই দেনদারের রঃ ॥ আনা অংশ মূল্য আঃ ১০০

(২২)

৮৪৬নং ফেব্রুয়ারী ২৯ দাবী ২৩৷৵

ডিঃ শ্রীমোম্মা মহম্মদ দিং সাং বামনপুকুর থানা নবদ্বীপ জেলা নদীয়া

দেঃ শ্রীহাতেম সেখ দিং সাং ঐ থানা ঐ জেঃ ঐ

জেলা নদীয়া সবরেঃ কৃষ্ণনগর থানা নবদ্বীপ বামুনপুকুর গ্রামের ডিঃ সেরেস্তার ৬৫ শতক জমির খাজনা শালিয়ানা ১৸৵৬ পাই ঐ জমি মায় আকর আওলাত এবং বৃক্ষাদি দরবস্ত হকুক দেনদারের ষোল আনা স্বত্ব মৌজা ৯নং, খতিয়ান ৪১৫ নং, মূল্য আঃ ১৫৲ টাকা।

(২৩)

৯১০নং খাংজারী ২৯ দাবী ৪৮৯৲৯

ডিঃ শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস সাং বাড়াদী থানা আলমডাঙ্গা জেলা নদীয়া।

দেঃ অনুকুলচন্দ্র আচার্য্য সাং রিফাইতপুর থানা দৌলতপুর জেলা নদীয়া।

১। জেলা নদীয়া ষ্টেশন দৌলতপুর পরগণে সাহাউজিয়াল অন্তর্গত মৌজে শীতলাই গ্রামে মালেক বাবু আশুতোষ মুখোপাধ্যায় দিগীর জমিদারী সেরেস্তার সন্তোষনারায়ণ আচার্য্যের নামে সেঃ ৫১৫নং খতিয়ান, ৩০৮-৬১ শতক জমির কাত বার্ষিক ১৫৬৸৵১০ জমার ৵ আনা রকম অংশে ৩৮-৫৭ একর জমির কাত ১৯৷৴১৭৷৷ টাকার স্বত্বলভ্য দরবস্ত হকুক মূল্য আঃ ৫০৲ টাকা।

২। জেলা নদীয়া থানা দৌলতপুর গাংনী আলমডাঙ্গা ও নওপাড়া (মিরপুর) অন্তর্গত পরগণা সাহাউজিয়ালের সামিল নদীয়া কালেক্টরীর ২৪০নং তৌজিভুক্ত তরফ হরিশঙ্করা মহালে দেনদারের ২৪০১ নং পৃথক হিসাবে ৭৲৷৵৵ দশী ২৪০১৭নং পৃথক হিসাবে ৴৬৵দশী ও ২৪০১১০নং পৃথক হিসাবে ৴৴১৫ তিন একুনে ৭৫ ৴১৫ তিন অংশের মালেকী স্বত্বে স্বত্ববান আছে। উক্ত ২৪০নং তৌজির ষোল আনা রকমে সদর জমা ২২৯১৸৵১৷৷ উক্ত তৌজি মহালে দেনদারের ৭৫৴১৫ তিন রকম জমিদারী স্বত্ব দরবস্ত হকুক মূল্য আঃ ১০০৲ টাকা।

৩। জেলা নদীয়া থানা দৌলতপুর পরগণে তারাউনিরা সামিল নদীয়া কালেক্টরীর ৩২৩৮ নং তৌজিভুক্ত কিসমত পাটীয়া কান্দির সামিল মাথিয়া ডেরা ও মৌজে পাটিয়া কান্দির মহালে বাহার ষোল আনা রকম সদর জমা ২০৮৲ টাকা উক্ত মহালে দেনদারের ৴৬৮১ দশী রকম জমিদারীস্বত্ব দরবস্ত হকুক মূল্য আঃ ২৫৲ টাকা

৪। জেলা নদীয়া থানা দৌলতপুর সামিল মৌজে আদাবাড়িয়া গ্রামের জমিদার মনমোহন মজুমদার দীগর সেরেস্তায় কালিকানন্দ চৌধুরী দীগর জোতে সেঃ ২২৮ নং খতিয়ানের ৯১.৯১ একার জমির কাত বার্ষিক ৫১৴৩ টাকার জমার দেনদারের ৴১৮৷৴০ রকম অংশ জমা জমীর তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হকুক মূল্য আঃ ২৫৲ টাকা

৫। জেলা ঐ থানা ঐ সামিল মৌজে ...রের সেরেস্তায় সেং ৭৯ নং খতিয়ান ভুক্ত ৬.৫২ একর জমির কাত বার্ষিক ৫৸৵৮ টাকার জমার দেনদারের ৴১৩৷৴০ রকম অংশ জমা জমী মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত হকুক মূল্য আন্দাজ ৫৲ টাকা

৬। জেলা ঐ থানা ঐ সামিল মৌজে ঐ জমিদারের সেরেস্তার সেঃ ১৭৩নং খতিয়ান ভুক্ত ৪.৬২ শতক জমির কাত বার্ষিক ৪৲ টাকার জমার দেনদারের ।০ আনা রকম অংশের জমা জমী মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হকুক মূল্য আঃ ৩৲ টাকা

৭। জেলা ঐ থানা ঐ সামিল মৌজে ঐ জমিদারের সেরেস্তায় সেঃ ১৮৩ নং খতিয়ান ভুক্ত ৮.৯৩ একর জমির কাত বার্ষিক ৯৵২ টাকার জমির দেনদারের ৴১৫ রকম অংশের জমা জমী মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হকুক মূল্য আন্দাজ ১০ টাকা

৮। জেলা ঐ থানা ঐ সামিল মৌজে ঐ গ্রামের ঐ জমিদার সেরেস্তার সেঃ ৯৩৪ খতিয়ান ভুক্ত ৬১.৬৫ শতক জমির কাত বার্ষিক ৩৮৷৵ টাকার জমার দেনদারের ৴৯— অংশের জমা জমী মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হকুক মূল্য আন্দাজ ২৫৲ টাকা

৯। জেলা ঐ থানা ঐ অন্তর্গত মৌজে ঐ গ্রামের উক্ত জমিদার সেরেস্তায় সেঃ ৫৭০ নং খতিয়ান ভুক্ত ৭.১৮ শতক জমির ৫৷৷৴২ টাকা জমার দেনদারের ৷৷৵ আনা রকম অংশের জমা জমী মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হকুক মূল্য আন্দাজ ১০৲ টাকা

(২৪)

৯৭৪ খাংজারী ২৯ দাবী ২২৷৴৮ টাকা

ডিঃ শ্রীজগন্নাথ রায় দীং সাং কৃষ্ণনগর চাঁদসড়ক থানা কোতয়ালী

দেঃ শ্রীবেণীমাধব ভট্টাচার্য্য সাং নবদ্বীপ তেঘরিপাড়া থানা নবদ্বীপ

জেলা নদীয়া সবরেঃ কৃষ্ণনগর থানা নবদ্বীপ ২৮ নং মৌজা গাদখালি গ্রামে ডিক্রিদারগণের অধীন দেনদারের ১৭৬ নং খতিয়ানভুক্ত শালিয়ানা ৬৲ টাকার জমায় দেনদারের ৷৷০ আট আনা অংশ মূল্য আঃ ১৫.

(২৫)

৯৭৬ খাংজারি ২৯ দাবী ১৪৸৵

ডিঃ শ্রীক্ষেত্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় দীং সাং ঘূর্ণী থানা কোতয়ালী নদীয়া

দেঃ শ্রীবঙ্কুবসিক মুচি সাং ঘূর্ণী থানা কোতয়ালী নদীয়া

জেলা নদীয়া থানা কোতয়ালীর অন্তর্গত নিজ ঘূর্ণী গ্রামে ডিক্রিদারগণের অধীনে দেনদারের নামে উক্ত মৌজার ৯ নং খতিয়ানে ৫৯৭ দাগে ৮ শতক বসত দখলকার জমীও তদুপরিস্থিত ঘর ২ খানা ষোল আনা মূল্য আঃ ১০৲

(২৬)

১০০১ খাংজারী ২৯ দাবী ১০১৴৯

ডিঃ শ্রীরাসবিহারী মণ্ডল মোং কাছারী হাটগাছা থানা কালিগঞ্জ নদীয়া

দেঃ শ্রীশ্যামাপদ দে সাং হাটগাছা থানা কালিগঞ্জ নদীয়া

জেলা নদীয়া থানা কালিগঞ্জ হাটগাছা গ্রামের সেঃ ৩১২ নং খতিয়ানভুক্ত ১৬-২৩ শতক জমির কাত শালিয়ানা ডিক্রিদারের সেরেস্তায় ১৪৸৵ টাকা ও ১৪৸৵ মোকাবিলা দেনদারে একুনে ২৯৸ ডিক্রীদারের ও মোকাবিলায় দেনদার সেরেস্তায় বাকীপড়া জমার মূল্য আঃ ১০০৲

(২৭)

১০৬১ খাংজারী ২৯ দাবী ২৩৸৵

ডিঃ ৺রাধাগোপাল চেৎলাঙ্গিয়া ষ্টেটের একাজিকিউটার্ ৺শ্রীমতী শিবকুমারী দেবীর স্থলে ওয়ারেস সূত্রে শ্রীবদ্রীনারায়ণ চেৎলাঙ্গিয়া সাং গোয়াড়ী থানা কোতয়ালী

দেঃ মৃত গোপাল ঘোষের ওয়ারেস কন্যা পাচু ঘোষানি সাং জানিল ডাঙ্গা, ২। হাজু ঘোষানি সাং মহৎপুর থানা ।পাড়া ভূষণচন্দ্র ঘোষ সাং ঐ সাং ঐ। ইন্দুভূষণ ঘোষ সাং কৃষ্ণনগর থানা কোতয়ালী

জেলা নদীয়া সবরেঃ কৃষ্ণনগর থানা কোতয়ালী মৌজে পানিনলা গ্রামে ডিক্রিদার সরকারে যাদু ঘোষ গং র মুদাফতে ২৭৴১৭৷৷ টাকা জমার ঐ গ্রামের সেঃ ২৮১ নং খতিয়ানভুক্ত ৫৫৫ নং দাগে মোট ৪৩ শতক জমির কাত বার্ষিক ৯৷৷৴৭ গণ্ডা উগাতে দেনদারগণ কর আদায়ে স্বত্ববান ও দখলকার। উক্ত বাকীপড়া জমা জমি মায় আকর আওলাত ষোল আনা মূল্য আঃ

(২৮)

১০৭১ নং খাংজারী ২৯ দাবী ১৯৮৷৵

ডিঃ দেব প্রসন্ন মুখোপাধ্যায় সাং বর্দ্ধমান

দেঃ ক্ষেত্রনাথ কীর্ত্তনে সাং রাজাপুর থানা কোতয়ালী।

জেলা বর্দ্ধমান থানা পূর্ব্বস্থলী মৌজা গোপীপুর ৪১ নং মৌজা বর্ত্তমান জেলা নদীয়া থানা কোতয়ালীর অধীন রাজাপুর গ্রামের পশ্চিম মাঠে ডিক্রীপ্রাপ্ত চর অবস্থিত ডিক্রীদারের সরকারে দেনদারের নামে সালিয়ানা ২৯৸৵ টাকা বাকী পড়ায় মূল্য আন্দাজ ১

(২৯)

১০৭২ নং খাংজারী ২৯ দাবী ১৩৫৴০ আনা

ডিঃ ঐ

দেঃ নেপাল গুঁই সাং রাজাপুর থানা কোতয়ালী

জেলা বর্দ্ধমান থানা পূর্ব্বস্থলীর অন্তর্গত ৪১ নং মৌজে গোপীপুর মধ্যে ডিক্রীপ্রাপ্ত চরভূমি বর্ত্তমানে জেলা নদীয়া থানা কোতয়ালীর অধীন রাজাপুর গ্রামের পশ্চিম মাঠে অবস্থিত ডিক্রীদারের সরকারে দেনদারের নামে সালিয়ানা ১৮৷৵১৫ টাকার বাকী পড়ার জমা মূল্য আন্দাজ ১০০৲

(৩০)

১১১৭ নং খাংজারী ২৯ দাবী ৫৮৫৵

ডিঃ ৺হরিনাথ চক্রবর্ত্তীর ষ্টেটের একজিকিউট্রিক্স শ্রীযুক্তা কালী দেব্যা সাং ও থানা মেহেরপুর

দেঃ সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সাং গোয়াড়ী থানা কোতয়ালী জেলা নদীয়া

(১) জেলা নদীয়া থানা কোতয়ালী সামিল সেঃ ৮৭নং মৌজে রাঙতারা গ্রামে বাদিনীর সেরেস্তায় প্রতিবাদীর নামে সালিয়ানা বার্ষিক ৬০৷৷৵১১ টাকার স্বত্ব মৌরসী জমা লেখা যায় ইহাতে প্রতিবাদী করাদায়ে স্বত্ববানও দখলকার আছেন। তাহার দরবস্ত হকুক মূল্য আন্দাজ ১০০৲ টাকা

(২) উক্ত জেলা ও থানা উক্ত মৌজায় বাদিনীর সেরেস্তায় বিবাদীর নামে ১০।৩৮ টাকার যে মোকররী জমা লেখা যায় তাহার দরবস্ত হকুক মূল্য আন্দাজ ১০০৲

(৩) উক্ত জেলা উক্ত থানা উক্ত মৌজায় বাদিনীর সেরেস্তায় প্রতিবাদীর নামে সালিয়ানা বার্ষিক ১৫৷৷৵১ টাকার যে মোকররী দর মোকররী জমা লেখা যায় তাহার দরবস্ত হকুক মূল্য আন্দাজ ২৫৲ টাকা।

(৩১)

১১২৮নং খাংজারী ২৯ দাবী [illegible]

ডিঃ ৺অনাথনাথ মুখো [illegible] মাতা ৺[illegible] দাসী সাং [illegible] থানা কোতয়ালী

দেঃ পঞ্চানন বিশ্বাস সাং জাবা থানা কোতয়ালী

জেলা নদীয়ার সবরেঃ কৃষ্ণনগর থানা কোতয়ালী অধীন মৌজে নলদহ ডিক্রী-

[illegible] অধীন দেনদারের ৩০।১০ টাকার [illegible] তাহার [illegible] জমি [illegible] দরবস্ত উক্ত মূল্য আন্দাজ ৫০ টাকা।

[illegible] সাল বাংলা ২৯ দাবী [illegible]
ডিঃ [illegible] সাং [illegible] থানা [illegible] পোঃ [illegible] জেলা বর্দ্ধমান

দেঃ [illegible] সাং [illegible] থানা [illegible] পোঃ [illegible] জেলা নদীয়া

জেলা নদীয়া [illegible] থানা [illegible] মৌজে [illegible] মধ্যে [illegible] বার্ষিক [illegible] ইত্যাদি সহ দরবস্ত উক্ত মূল্য আন্দাজ ২৫ টাকা।

(৩৩)

[illegible] বাংলা ২৯ দাবী [illegible]
ডিঃ রাজকুমারী [illegible] দাসী [illegible] দাসী সাং [illegible] থানা কোতোয়ালী জেলা [illegible]

দেঃ [illegible] সেন পিতা মৃত নবীন চন্দ্র সেন সাং [illegible] থানা কোতোয়ালী

জেলা নদীয়ার কালেক্টরীর ২৩০৯ তৌজি [illegible] থানা কোতোয়ালীর অন্তর্গত [illegible] নং [illegible] মৌজার [illegible] লাখেরাজ মহাল বাকী [illegible] দরবস্ত উক্ত মূল্য [illegible]

(৩৪)

দাবী ১০২॥০
[illegible] রাজকুমারী [illegible] দাসী ও [illegible] দাসী সাং [illegible] থানা কোতোয়ালী জেলা নদীয়া

দেঃ মুক্তকেশিনী দাসী পিঃ মৃত কেদারনাথ বসু সাং [illegible] পোঃ [illegible] থানা নবদ্বীপ জেলা নদীয়া

[illegible] জেলা নদীয়ার কালেক্টরীর [illegible] তৌজি [illegible] থানা [illegible] অন্তর্গত [illegible] মৌজার [illegible] নিষ্কর লাখেরাজ মহাল বাকী পড়া দরবস্ত উক্ত মূল্য আন্দাজ ২৫ টাকা

জেলা নদীয়া কালেক্টরীর ২৩ তৌজি নং বাগোয়ানের সামিল থানা নবদ্বীপের অন্তর্গত [illegible] নং [illegible] মৌজার [illegible] লাখেরাজ মহাল বাকীপড়া দরবস্ত উক্ত মূল্য আঃ ১১

৩১০ জেলা নদীয়া কালেক্টরীর ২৩নং তৌজি নং বাগোয়ানের সামিল থানা নবদ্বীপের অন্তর্গত [illegible] নং [illegible] মৌজার ১৩০নং খতিয়ানভুক্ত নিষ্কর লাখেরাজ মহাল বাকীপড়া দরবস্ত উক্ত মূল্য আঃ ৫

(৩৫)

১৩৬৯ বাংলারী ২৯ দাবী ১১২।১৬০
ডিঃ পূর্ণচন্দ্র বিশ্বাস সাং [illegible] থানা মেহেরপুর জেলা নদীয়া

দেঃ নগেন্দ্রনাথ রায় সাং [illegible] থানা [illegible] জেলা নদীয়া

জেলা নদীয়া পরগণা রাজাপুর থানা [illegible] নদীয়া কালেক্টরীর [illegible] তৌজিভুক্ত মৌজা [illegible] বিলের [illegible] মধ্যে [illegible] দরপত্তনী স্বত্ব [illegible] আনা [illegible] দরপত্তনী স্বত্ব [illegible] আনা ডিক্রীদারগণের সেরেস্তায় দেনদারগণের প্রথমাধিকারী [illegible] রায়ের নামে [illegible] টাকার দরপত্তনী ও ছেপত্তনী [illegible] তাহাতে দেনদারগণে স্বত্বরান ও দখলকার আছেন উক্ত বাকীপড়া দরপত্তনী ও ছেপত্তনী স্বত্ব [illegible] আকর আওলাত দরবস্ত উক্ত মূল্য আঃ ৩০০ টাকা।

(৩৬)

১৩০৭ বাংলারি ২৯ দাবী ১১৩৬/
ডিঃ শ্রী[illegible]নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সাং ৬ কাশীর মায়াপুর জেলা বেনারস সিটি

দেঃ [illegible] সাং [illegible] থানা কোতয়ালী

জেলা নদীয়া থানা কোতয়ালী ১১৫নং [illegible] মৌজায় ডিক্রীদারের সেরেস্তায় দেনদারের নামে শালিয়ানা এক টাকা জমার ৫৩১নং খতিয়ানভুক্ত ২৯শতক বাকী পড়া জমির মূল্য আঃ ৮ টাকা।

(৩৭

১৩০৮ বাংলারি ২৯ দাবী ১৬৬৫/৬
ডিঃ—শ্রী[illegible]নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সাং ৬ কাশীর মায়াপুর, জেলা বেনারস সিটি

দেঃ [illegible] সাং ঝিটকীপোতা থানা কোতয়ালী,

জেলা নদীয়া থানা কোতয়ালী ১১৩নং দোগাছিয়া মৌজায় ৫৭৫নং খতিয়ান ভুক্ত ডিক্রীদারের সেরেস্তায় দেনদারের নামীয় শালিয়ানা ১৸০ টাকা জমার ৭৭ শতক নাল বাকী পড়া জমির মূল্য আং ১০

(৩৮)

১৩৬৩ বাংলারি ২৯ দাবী ১৩॥৶১
ডিঃ ঐ

দেঃ ফকুমান মন্ডার সাং ঝিটকীপোতা থানা কোতয়ালী

জেলা নদীয়া থানা কোতয়ালী ১১৩ নং দক্ষিণ ঝিটকিপোতা মৌজায় ৪৭৩ নং খতিয়ান ভুক্ত ডিক্রীদারের সেরেস্তায় দেনদারের নামীয় শালিয়ানা ৸৶২॥ আনা খাজনায় ২৬ শতক ওটবন্দী বাকীপড়া জমি মূল্য আঃ ৫

(৩৯)

১৩৬৮ বাংলারি ২৯ দাবী ২৭॥৯ পাই
[illegible]

দেঃ শ্রীকান্তিঘোষ দিং সাং শান্তিপুর মৌজা [illegible] থানা শান্তিপুর

জেলা নদীয়া থানা কোতয়ালী ১১৩ নং দোগাছিয়া মৌজায় ডিক্রীদারের সেরেস্তায় ৫৫৫১নং খতিয়ান ভুক্ত ২০ং দেনদারের নামীয় শালিয়ানা ২৴ খাজনা ৬১ চক ওটবন্দী জমির মূল্য আঃ ১৫ টাকা

১২০০ বাংলারি ২৯ দাবী ৩৪।৶৬ পাই
ডিঃ মহারাজা স্যার মনীন্দ্র চন্দ্র নন্দী কে, সি, আই, ই পক্ষে [illegible] কোর্ট অব ওয়ার্ডস ম্যানেজার মিঃ এল,এ, [illegible] কাশিমবাজার থানা কোতয়ালী

দেঃ শ্রী[illegible] মল্লিক [illegible] সাং [illegible] থানা কোতয়ালী

জেলা নদীয়া সদর সবরেঃ কৃষ্ণনগর থানা কোতয়ালি মৌজে দীপচন্দ্রপুর গ্রামে ডিক্রিদারের ও মোকাবিলা দেনদারগণের সরকারে মূল দেনদারগণের নামে দেঃ [illegible] খতিয়ান লিখিত ৯৮ শতক জমির কাত শালিয়ানা [illegible] নানা রকমের টাকা বাকীপড়া [illegible] তদুপরিস্থিত আকর আওলাত মূল্য আঃ ৫০

(৪১

১২১৫ বাংলারা ২৯ দাবী ১৫৯/৬
ডিঃ রায় নলিনাক্ষ দত্ত বাহাদুর সাং কাশিয়াডাঙ্গা থানা নাকাশীপাড়া

দেঃ কেদার ঘোষ গং সাং মায়াকোল থানা কোতয়ালী ৫

জেলা নদীয়া থানা কোতয়ালী সবরেঃ কৃষ্ণনগর মৌজে ছয়ঘরিয়া গ্রামে ডিক্রিদারের সরকারে দেঃ ১২ নং খতিয়ানভুক্ত জমির কাত মৃত অঘোর ঘোষের নামে অস্থায়ী সরকারেয়া কমিবেশী স্বত্ব বার্ষিক ষোল আনা ২৭৶১০ জমার ১৩৬১ শতক বাকীপড়া জমির সায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত মূল্য আঃ ৫০

(৪২)

১২২৮ বাংলারী ২৯ দাবী ২০৮২॥৶৩
ডিঃ শ্রীব্রজরাখাল সিংহ দিং সাং গোয়ালমারি থানা দামুড়হুদা জেলা নদীয়া

দেঃ মৃত মন্মথচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের ওয়ারেশপক্ষ প্রমথচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দিং নাবালকপক্ষে, গার্জেন উকীল অশ্বিনী কুমার বিশ্বাস, সাং কৃষ্ণনগর থানা কোতয়ালী

থানা নাকাশীপাড়া জেলা নদীয়া কালেক্টরীর ১৮৬০ নং তৌজিভুক্ত মণ্ডল চক খাসতরণীপুর মৌজায় ৮১৩॥— অংশ ঐ থানার জেলা নদীয়া কালেক্টরীর ৩২০৯ নং তৌজিভুক্ত মণ্ডল কালীনাম ও বড়ানিয়াপাড়া মৌজার ॥৶১৭—অংশ দেনদারগণ ডিক্রিদারগণের অধীনে বার্ষিক [illegible] টাকার পত্তনি স্বত্বে স্বত্ববান ও দখলকার। ঐ পত্তনি স্বত্ব ডিক্রীর নামে [illegible] চক খাস তরণীপুর মৌজার ২০৫ নং ও কালিনাম মৌজার ৪১৫ নং ও বড় নিয়াদিয়া মৌজায় ২৬১ নং খতিয়ানভুক্ত উক্ত বাকীপড়া পত্তনি স্বত্ব মূল্য আঃ ৯০০

(৪৩)

১২৮০ বাংলারি ২৯ দাবী ৪০॥৶
ডিঃ শ্রীঅনন্তপ্রসাদ রায় দিং সাং কৃষ্ণনগর চাঁদসড়ক থানা কোতয়ালী

দেঃ শ্রীপ্রফুল্লকুমার দত্ত দিং সাং কৃষ্ণনগর থানা কোতয়ালী

জেলা নদীয়া সবরেঃ কৃষ্ণনগর থানা কোতয়ালী ২২ নং মৌজে কৃষ্ণনগরের মধ্যে ৩২৯৭ নং খতিয়ানভুক্ত রায়ত স্থিতিবান জমা বার্ষিক খাজনা ৫৫৶ ডিক্রিদারের সেরেস্তায় দেখা যায়। উক্ত [illegible]১০ একর বাকীপড়া জমির মূল্য আঃ ২৫

(৪৪)

১৩১৩ বাংলারী ২৯ দাবী ৩৮০
ডিঃ শ্রীশ্রী৺চন্দ্রশেখরেশ্বর ও শ্রীশ্রী[illegible]নারায়ণ শিবলিঙ্গদ্বয় ও শ্রীশ্রীলক্ষ্মীজনার্দ্দন শালগ্রামশিলা দেবতাগণের দেবোত্তর স্টেট ম্যানেজার শ্রীজ্ঞানেন্দ্র মোহন ভাদুড়ী সাং ও থানা শ্রীরামপুর জেলা হুগলি

দেঃ নায়েব মণ্ডল সাং মায়ের চর থানা নবদ্বীপ জেলা নদীয়া

জেলা নদীয়া থানা নবদ্বীপের অন্তর্গত ২৬নং মৌজা বনকরদোপাখি ২৮৪নং খতিয়ান-ভুক্ত ৪/১৮০ জমির কাত ডিক্রিদারগণের সেরেস্তায় আৎ টাকা খাজনা। ঐ জমির মূল্য আঃ ২০ টাকা

(৪৫)

১৩১০ খাজানী ২৯ দাবী ১৮৫৴৯ টাকা

ডিঃ শ্রীসুরথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—সাং ৮ কাশীধাম-মায়াপুরী জেলা বেনারস সিটী।

দেঃ হোসেন সুর্দ্দার দীং সাং ঝিটকিপোতা থানা কোতয়ালি।

জেলা নদীয়া থানা কোতয়ালি ১১৩নং দোগাছিয়া মৌজায় ডিক্রিদারের সেরেস্তায় দেনদারের নামীয় খাজানা ৬১০ টাকার বাকি পড়া জমি ১৴১৯ একর জমা ষোল আনা আকর আওলাত মূল্য আঃ ১০৲ টাকা।

(৪৬)

১৩১৯ খাজানী ২৯ দাবী ৭১০/০ টাকা

ডিঃ ঐ

দেঃ রজেন সেখ সাং ঝিটকিপোতা থানা কোতোয়ালী, জেলা নদীয়া

জেলা নদীয়া থানা কোতোয়ালির সামিল ১১৩নং দোগাছিয়া মৌজায় ডিক্রীদারের সেরেস্তায় দেনদারের নামীয় খাজানা ৯৯/১৪ টাকা খাজনা আদায়ে দেনদারের ওটবন্দী-সূত্রে চাষাবাদদ্বারা দখলকার আছে। উক্ত বাকী পড়া জমির ষোল আনা মূল্য আঃ ৮০৲ টাকা খতিয়ান নং ৫৮৯—

(৪৭)

১৩১৮ খাজানী ২৯ দাবী ৬৭৬/৩ টাকা

ডিঃ ঐ

দেঃ জেবান সেখ দীং সাং ঝিটকিপোতা থানা কোতোয়ালী

জেলা নদীয়া কোতোয়ালির সামিল ১১৩নং আলাম মৌজায় ৫৭০ খতিয়ানভুক্ত ২,৬৯ একর জমা খাজানা ৯৯/০ টাকার খাজনা উক্ত বাকী পড়া ওটবন্দী জমিতে দেনদারগণের ষোল আনা অংশ মূল্য আঃ ৩৫৲

(৪৮)

১৩১৭ খাজানী ২৯ দাবী ৪৯৷৴০

ডিঃ ঐ

দেঃ শ্রীপ্রবাস বিবি দীং সাং ঝিটকিপোতা থানা কোতোয়ালী

জেলা নদীয়া থানা কোতোয়ালীর অধীন ১১৩নং দোগাছিয়া মৌজায় ৩৩নং খতিয়ানভুক্ত ১৴০০ একর জমা খাজানা ৭৷০ টাকা খাজনা উক্ত বাকী পড়া জমিতে দেনদারের ষোল আনা অংশ মূল্য আঃ ১০৲ টাকা।

(৪৯)

১৩১৫ খাজানী ২৯ দাবী ১৫৷০৩ পাই টাকা

ডিঃ ঐ

দেঃ রজেন সেখ সাং ঝিটকিপোতা থানা কোতোয়ালী

জেলা নদীয়া থানা কোতোয়ালির ১১৩নং দাখল ঝিটকিপোতা মৌজায় ৮৭৭নং খতিয়ানভুক্ত ৩০ শতক জমি ডিক্রিদারের খাজানা ১৬৷ টাকা খাজনা উক্ত বাকী পড়া ওটবন্দী জমিতে দেনদারের ষোল আনা অংশ মূল্য আঃ ৭৲ টাকা।

(৫০)

১৩১০ খাজানী ২৯ দাবী ১৩৩৷/০

ডিঃ শ্রীঅম্বিকাচরণ পালচৌধুরী দীং সাং চৰ্ব্বগীতপালা থানা নাকাশী পাড়া জেলা নদীয়া

দেঃ রমণীর নস্কর সাং কালিনগর থানা কোতয়ালি

জেলা নদীয়া সবরেঃ কৃষ্ণনগর থানা কোতয়ালি মৌজা সোনাডাঙ্গা গ্রামে লাট ২২৩নং খতিয়ানভুক্ত ১৴৬৩ একর জমির কাত ২৴৬৯ টাকার রায়তি স্থিতিবান স্বত্ব। উক্ত বাকী পড়া জমা আকর আওলাত মূল্য আঃ ২০৲ টাকা।

(৫১)

১৩০৯ খাজানী ২৯ দাবী ১৪৮৬০

ডিঃ ঐ

দেঃ উপাচ মণ্ডল সাং কালিনগর থানা কোতয়ালী

সবরেঃ কৃষ্ণনগর থানা কোতয়ালীর মৌজা সোনাডাঙ্গা লাট ও তদধীন ২২২নং খতিয়ানভুক্ত ৫ ৭৮ একর

জমির কাত সাবেক ১০৴/৩ টাকার রায়তি স্থিতিবান জমি ৩৬৪০নং ১০৫ ধারা হইয়া খাজনা বৃদ্ধি হওনান্তর ২৫৴৯ টাকা জমা ধার্য্য হইয়াছে। ঐ বাকী পড়া জমা আকর আওলাত মূল্য আঃ ২৫৲ টাকা।

(৫২)

১৩০৮ খাজানী ২৯ দাবী ২২২৷/৭

ডিঃ ঐ

দেঃ শ্রীকার্ত্তিক মল্লিক সাং সোনাডাঙ্গা থানা কোতয়ালী

সবরেঃ কৃষ্ণনগর থানা কোতয়ালী মৌজে সোনাডাঙ্গা গ্রামে লাট ৩৩নং খতিয়ানভুক্ত ১৴২০ একর জমির কাত সাবেক ৮৴০ টাকার রায়তি স্থিতিবান স্বত্বের বাবদ ৩৬৬৫০নং ১০৫ ধারা মতে খাজনা বৃদ্ধি হওয়া ৩৬৴৩ টাকার জমা ধার্য্য হইয়াছে। ঐ বাকী পড়া জমা সায় আকর আওলাত মূল্য আঃ ২৫৲

(৫৩)

১৩১২ খাজানী ২৯ দাবী ১০৩৬৷/৩

ডিঃ শ্রীদেবেন্দ্রনাথ পালচৌধুরী দীং সাং রাণাঘাট থানা শান্তিপুর জেলা নদীয়া

দেঃ শ্রীপাঁচুনানক দীং সাং সেনপুর ৫ কালিমপুর থানা কোতয়ালী জেলা নদীয়া

জেলা নদীয়া থানা কোতয়ালী মৌজা সেনপুর গ্রামে ডিক্রিদারের অধীনে দেনদারগণের নামে লাট ৩৬৬নং খতিয়ানভুক্ত বাবদ ১৩৷০ টাকা জমায় রায়তি স্থিতিবান স্বত্বের ষোল আনা দেনদারগণের স্বত্ব বাকী পড়া জমা মূল্য আঃ ২৫ টাকা।

শ্রীল চক্রবর্ত্তি-ঠাকুরের টীকা সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠাকুর কৃত টীকা ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কৃত বঙ্গানুবাদ। টীকাকারের জীবনী, শ্লোক-সূচি, বিষয়সূচি প্রভৃতি বহু প্রয়োজনীয় বিষয় সংবলিত প্রায় ৮২৫ পৃষ্ঠা। উৎকৃষ্ট সিল্কে বাঁধাই ২৲ দুই টাকা, কাগজে বাঁধা ১৷৹

শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ কৃত ভাষ্য সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

কাগজ ও ছাপা উৎকৃষ্ট। সিল্কে বাঁধাই, সোনার জলে নাম লেখা, রাজসংস্করণ ২৲ টাকা, সাধারণ সংস্করণ ১৷৹, গৌড়ীয়ের গ্রাহকপক্ষে ১৷৹

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি (সার্ব্বভৌমকোষগ্রন্থ)

বিষয়:—১। ভক্তিশাস্ত্রে ব্যবহৃত শব্দাবলীর অর্থ, ২। চারি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের চরিত্র, ৩। বিষ্ণুবৈষ্ণবসম্পর্কে শ্রীমন্দির ও শ্রীবিগ্রহের বিবরণ, ৪। বৈষ্ণবগ্রন্থ ও গ্রন্থ-সমূহের তাৎপর্য্যাদি বিবরণ, ৫। বিষয় বিশেষের লৌকিক ও শাস্ত্রীয় আকরমূলে ব্যবহারিক তথ্য। চারিখণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ১ম খণ্ড ৸০, ২য় খণ্ড ৸৶০, ৩য় খণ্ড ৸০, ৪র্থ খণ্ড ৷৵০, চারিখণ্ড একত্রে ৩৲ (৫ম খণ্ড যন্ত্রস্থ)।

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ—১ম খণ্ড ১৲ এক টাকা, ২য় খণ্ড ১৲ এক টাকা। শ্রীমদ্ভাগবতের গ্রাহক ও গৌড়ীয় গ্রাহকগণ ১৷০ টাকায় দুইখণ্ড পাইবেন। বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমজ্জীব গোস্বামিপাদের বাছাই গ্রন্থ। ইহাই ষট্‌সন্দর্ভের অধিক প্রয়োজনীয় অংশ। প্রতি খণ্ড ডবল ক্রাউন ৮ ফর্ম্মায় ৬৪ পৃষ্ঠা আকারে মুদ্রিত হইতেছে।

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য সঙ্কলিত

সদাচারস্মৃতিঃ

ভিক্ষা ৷৹ মাত্র

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠভূষণের

পঞ্চাশ বৎসরের আবিষ্কৃত

হোলার পাচন

সর্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

[illegible] মূল্য প্রতি শিশি ॥০ আনা, [illegible]

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

রেজেষ্টারীকৃত

মঞ্জু

রতিশক্তি স্বপ্ন ও ধাতুদৌর্ব্বল্য, ইন্দ্রিয়শক্তির হ্রাস, প্রমেহ, শুক্রপাত, অজীর্ণ, মাথাধরা, বুক ধড়ফড়ানি, অনিদ্রা প্রভৃতি লক্ষণ সত্বর নির্দ্দোষ আরোগ্য করে। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ৪০ বটী ১৲ এক টাকা।

"নপুংসকান্তারি ঘৃত"

পুরুষত্বহানি [illegible] কারণ শক্তি [illegible] টাকা।

"রমণীবিলাসিনী বটিকা"

[illegible] এক টাকা।

রাজবৈদ্য নারায়ণজী কেশবজী

[illegible] রোড, কলিকাতা।

কুমার-ভোগ

[illegible] এক টাকা, [illegible]

নারেল

[illegible]

ডাক্তার [illegible] লুসাক [illegible]

দাদ-লোপ

কোনরূপ জ্বালা যন্ত্রণা দাগ লাগে না [illegible]

[illegible] ফার্ম্মেসী,

১৭, কাক স্ট্রীট, বড়বাজার, কলিকাতা

[illegible]

বেদনাঞ্জন . শ্রেষ্ঠরত্ন।

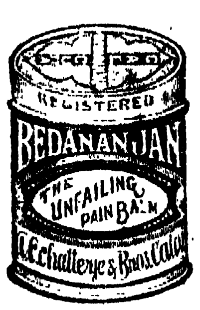

কলিকাতা কংগ্রেস একজিবিসন হইতে বহু প্রশংসা প্রাপ্ত ও বহু গণ্যমান্য ভদ্রমহোদয়গণ কর্তৃক প্রশংসিত।

আজকাল বাজারের চলিত মিশ্রিত ও বিষাক্ত আহার্য্য সেবনে শরীরের রক্ত স্বতঃই দোষিত হইয়া পড়িয়াছে। রক্তই মানবদেহের শ্রেষ্ঠ উপাদান, এই রক্ত দোষিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মানব বাত, বেদনা, মাথাধরা, মাথাঘোরা, দৃষ্টিশক্তির হ্রাস, দাঁতের গোড়া ফুলা, দাঁত কনকনানি, দাঁতে পোকা এবং খোস, চুলকানি প্রভৃতি কষ্টদায়ক চর্ম্মরোগে আক্রান্ত হইতেছে। যদি আপনি একান্তই ব্যাধিমুক্ত হইতে চান, তাহা হইলে অযথা পয়সার অপব্যয় না করিয়া অল্প ব্যয়ে এক শিশি **বেদনাঞ্জন** ক্রয় করিয়া ইহার কার্য্যকারী শক্তি উপলব্ধি করুন। গুণের তুলনায় মূল্য অতি সামান্য, এক শিশি ।০/০ আনা মাত্র মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান—এ, সি, চাটার্জ্জী এণ্ড ব্রাদার্স।

৪৫নং ইলবার্ট লেন, কলিকাতা।

ঢাকা, মনিহারী দোকানে ও বড় বড় ডাক্তারখানায় পাওয়া যায়।

কেন?

"গৃহস্থ কুকার"

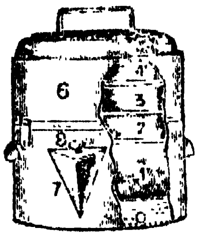

গৃহস্থের প্রকৃত বন্ধু।

কারণ উৎসবে ২০। ২৫ জনের রান্না ব্যসনে স্বস্থের ও রোগীর পথ্য একসঙ্গে, দুর্ভিক্ষে স্টোভের খরচ কমে, রাষ্ট্র বিপ্লবে (অর্থাৎ পাচক পাচিকার অনুপস্থিতিতে) গৃহস্থের সমস্ত রান্না ১॥০ ঘণ্টায় সম্পন্ন করে। **রাজদ্বারে ও ভ্রমণে** ইহা সাজাইয়া চাপাইয়া দিয়া নিশ্চিন্তমনে ভ্রমণ বা দেবদর্শনাদি করিয়া আসিয়া সমস্ত রান্না সময় মত প্রস্তুত পাইবেন। মূল্য ২ জনের ৭৲ টাকা হইতে ঊর্দ্ধ।

কেশব এণ্ড সন্স

৮।২ গিরিশ মুখার্জ্জী রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা

ফোন নং—সাউথ—১২২৩

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

যদিও অদ্যাপি প্রকৃত মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য, তথাপি যাঁহারা নানাবিধ অনিয়মিত উপায়ে অপরিমিত শক্তি নষ্ট করিয়া, জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন এবং নানা প্রকার মেহ, প্রমেহ ধাতুদৌর্ব্বল্য, স্নায়বিক দুর্ব্বলতা, বহুমূত্র, দুঃস্বপ্ন, পারদসংক্রান্ত পীড়া, অর্শ এবং স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে যাহারা বাধক, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, স্বল্পরজঃ, শ্বেত ও রক্তপ্রদর, হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি রোগে ভুগিয়া জীবনে নিরাশ হইয়াছেন, তাঁহারা আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটাল সাহেবের আবিষ্কৃত **ইলেক্ট্রিক সলিউসন** ব্যবহার করিয়া বাঁচিতে পারেন, তাহার শত সহস্র প্রমাণ প্রতি বৎসরেই পাওয়া যাইতেছে। যাঁহারা অন্যান্য বহুবিধ ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরোগ্য হইতে পারেন নাই, তাঁহারা একবার এই ঔষধটি ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক মাসের ব্যবহারোপযোগী এক শিশি ঔষধ ডাকমাশুল সহ ১॥০ টাকা মাত্র।

সোল এজেণ্ট—ডাঃ ডি, ডি, হাজরা।

ফতেপুর, গার্ডেনরিচ পোঃ কলিকাতা।

ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম এ, এফ সি এস (লণ্ডন)

ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক

(প্রফেসার)

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ বিশুদ্ধ ও শাস্ত্রমতে নিজ তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হয়। পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ক্যাটালগ পাঠান হয়। রোগের বিবরণ জানাইলে যত্নপূর্ব্বক ব্যবস্থা দেওয়া হয়। চিঠি পত্রাদি সম্পূর্ণরূপে গোপন রাখা হয়।

মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দুর)

(বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৪৲ টাকা

উৎকৃষ্ট স্বর্ণ, পারদ ও আমলাসার গন্ধক দ্বারা যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। নিত্য প্রয়োজনীয় সর্ব্বরোগনাশক মহৌষধ।

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৩৲ টাকা

উৎকৃষ্ট কাশীর আমলকী, বংশলোচন প্রভৃতি যাবতীয় উপাদানে পূর্ণ মাত্রায় যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। কাশ, কাসি, সর্দ্দি, যক্ষ্মা, ক্ষয়রোগ, হৃদরোগ প্রভৃতি রোগের মহৌষধ। সকলপ্রকার দুর্ব্বলতা নাশক অতিশয় পুষ্টিকর মহৌষধ বা খাদ্য বিশেষ।

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬৲ টাকা

ইহা সেবনে ধাতুদৌর্ব্বল্য, শুক্রহীনতা, স্বপ্নদোষ, প্রমেহ ও ধ্বজভঙ্গ সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায়। ইহা অপরিসীম আনন্দদায়ক রসায়ন।

অবলাবান্ধব যোগ

প্রদর, বাধক প্রভৃতি জরায়ুদোষ ও যোনিগত দুরারোগ্য রোগের মহৌষধ

মূল্য—১৬ মাত্রা ২৲ টাকা। ৫০ মাত্রা ৫৲ টাকা মাত্র

বিশুদ্ধ জল! ভয় নাই! বিশুদ্ধ জল!!

লক্ষ্মী টিউব-ওয়েল কোং

২০৫নং নবাবপুর, ঢাকা

বর্ত্তমান-যুগের নব-আবিষ্কৃত যন্ত্রপাতিদ্বারা উন্নত বৈজ্ঞানিক-খনন-প্রণালীতে নলকূপ (*Tube-well*) নির্ম্মাণ করা হয়। বঙ্গের লাট বাহাদুর, প্রাইভেট সেক্রেটারী, জিলা-ম্যাজিষ্ট্রেট, জিলা-বোর্ডের চেয়ারম্যান, ইঞ্জিনিয়ার, জমিদার, তালুকদার, প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত ভদ্রমহোদয়গণ এই কোম্পানীর কার্য্য দেখিয়া প্রশংসা করিয়াছেন। রাসায়নিক পরীক্ষায় জল বিশুদ্ধ না হইলে মূল্য গৃহীত হয় না। বিস্তৃত বিবরণের জন্য পত্র লিখুন।

বিনামূল্যে বিনামূল্যে

বিতরিত

স্বাস্থ্যের সার "কামশাস্ত্র" গ্রন্থখানি চৌদ্দ লক্ষের উপরে বিতরিত হইয়াছে। উহা পাঠে মানবের পরিণাম ফলাফল জানা যায়।

এই পুস্তক যিনি লিখিয়াছেন, তিনিই "আতঙ্কনিগ্রহ বটিকা"র আবিষ্কর্তা। এই বটিকা দুর্ব্বলকে সবল করে এবং সবল ব্যক্তিকে অটুট ও অক্ষয় রাখে। বত্রিশ বটিকা পূর্ণ প্রতি কৌটার মূল্য ১৲ টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান:—আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়।

২১৪নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মনোমোহন প্রেস

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা

পূর্ব্ববাঙ্গালায় সুলভে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত

বৈদ্যুতিক মেশিনে দিবারাত্র কাজ চলিতেছে।

বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা।

শ্রীমায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—শ্রীবিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

স্থানীয় সংস্করণ

Registered No. C 1544

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র।

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩।৹
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸৹
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৵৹

৪র্থ খণ্ড] সম্পাদক—প্রত্নবিদ্যালঙ্কার শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী [১৫৮ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্য মঠ, শ্রীধাম মায়াপুর—১৭ই ভাদ্র সোমবার ১৩৩৬, ২রা আগষ্ট ১৯২৯

শ্রীধাম মায়াপুর ডাকঘর

গত ১লা জুন হইতে শ্রীধাম মায়াপুর পোষ্ট আফিস খোলা হইয়াছে। বঙ্গদেশের পোষ্টমাষ্টার জেনারেল বাহাদুর শ্রীধাম মায়াপুর ডাকঘর হইতে নদীয়া-প্রকাশ ভারতের সর্ব্বত্র প্রেরণ করিবার আদেশ দিয়াছেন।

ম্যানেজার, 'নদীয়া-প্রকাশ'

পোঃ আঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

শ্রীধাম মায়াপুরের, যাবতীয় পত্র বুকপোষ্ট রেজিষ্টারী মণি-অর্ডার প্রভৃতি ডাকে পাঠাইতে হইলে, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া ঠিকানায় লিখিবেন।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

দুইখণ্ডে সমগ্র গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছেন। সূচী প্রভৃতি ছাপা হইতেছে
ভিক্ষা ২॥৹, নদীয়াপ্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ১॥৹

পরবিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

এখানে আহার এবং বাসস্থান দিয়া বিদ্যার্থিগণকে নিশ্চিন্ত শিক্ষণীয় বিষয় শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। অনেক ছাত্র ইতোমধ্যেই থাকিয়া পাঠ আরম্ভ করিয়াছেন। বর্ত্তমান বর্ষে সকল ছাত্রই গবর্নমেণ্ট সংস্কৃত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

প্রধান অধ্যাপক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রচন্দ্র কাব্য ব্যাকরণ-সাংখ্য-বেদান্ত-বৈষ্ণবদর্শন-তীর্থ, সাংখ্যভূষণ, বেদান্তরত্ন, সাহিত্যশাস্ত্রী, সুদর্শনবাচস্পতি।

অধ্যাপক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গৌরদাস ব্রহ্মচারী ব্যাকরণতীর্থ,

শ্রীধাম মায়াপুর পরবিদ্যাপীঠ, (নদীয়া)

মূল্য হ্রাস! মূল্য হ্রাস!!

রোগী দেখিবার সময়ঃ—
প্রাতে—৬টা হইতে ৯টা,
বৈকালে—৩টা হইতে ৫টা পর্য্যন্ত।

ডাক্তার বি, ডি, কুণ্ডুর—

আবিষ্কৃত ও গভর্ণমেণ্ট রেজেষ্টারীকৃত

সর্ব্বত্র এজেণ্ট আবশ্যক পত্র লিখুন।
কঠিন কঠিন রোগের চিকিৎসা করা হয়।
দিবা-রাত্রি ঔষধ পাওয়া যায়।

১। ভূপেন্দ্র সোডা স্পেসিফিক্—পেটের যাবতীয় রোগের, অজীর্ণ, ডিস্পেপ্‌সিয়ার মহৌষধ। প্রত্যেক গৃহে রাখা প্রয়োজনীয়। ঔষধ—প্রতি শিশি ১৲ এক টাকা মাত্র।

২। চণ্ডি ফিবার মিক্‌চার—ম্যালেরিয়া জ্বরে এক শিশিতে সম্পূর্ণ আরোগ্য। কম্পজ্বর এবং পালা ও সকল জ্বরের মহৌষধ। প্রতি ছোট শিশি ৸৹ আট আনা, বড় শিশি ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। গণোরিয়া স্পেসিফিক্—যে রকম গণোরিয়া হউক না কেন, এক শিশিতেই আরোগ্য। এক শিশি ১৲ এক টাকা মাত্র।

হোমিওপ্যাথিক বিভাগ

১। ওয়ারম্ কিওর—যাবতীয় কৃমির, ২। ফিমেল সুধা—শ্বেত-প্রদর, রক্তঃ-কষ্ট ও বাধকের, ৩। জিহ্বা স্পেসিফিক্—জিহ্বার ক্ষতের, ৪। ল্যাথ রেগুলেটার—যাহাদের নিয়মিত ঋতুস্রাব হয় না, ইহা সেবনে নিয়মিত ঋতুস্রাবের, ৫। পাইল্‌স রেমিডি—যাবতীয় অর্শের মহৌষধ। মূল্য প্রতি শিশি ৸৹ আট আনা ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ— আরোগ্য না হইলে মূল্য ফেরৎ। রোগের অবস্থাদি জানাইলে, ঔষধ ও ব্যবস্থাদি পাঠান হয়। ভিঃ পিঃতে ঔষধ পাঠান হয়। এক কালিন দশ টাকার ঔষধের অর্ডার পাইলে, স্বতন্ত্র কমিশন দেওয়া হয়। পত্রাদি বিশেষ গোপনে রাখা হয়।

সোল এজেণ্ট ঃ—
দি এলোপ্যাথিক ড্রাগ ষ্টোরস্

ডাক্তার বি, ডি, কুণ্ডু
৩১ নং গরানহাটা ষ্ট্রীট, পোঃ বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
টেলি ফোন নং বড়বাজার ২৪৯১।

কর্ম্মাবলম্বকাঃ কেচিৎ কেচিৎ জ্ঞানাবলম্বকাঃ। বয়ন্তু হরিদাসানাং পাদত্রাণাবলম্বকাঃ॥

॥ শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ ॥

১৭শ ভাগ ১১২—১৩৩৬

গৌড়ীয়-গৌরব

বাগবাটী মঠে প্রথম দিবস ২০ পৌষের তারিখের বক্তৃতা

(পূর্বপ্রকাশিত সংখ্যার পর)

শ্রীজীব এবং শ্রীবলদেবেরও এই প্রণালী

শ্রীল জীবগোস্বামী তাঁর 'ভাগবত-সন্দর্ভ' বা 'ষট্‌সন্দর্ভ'কে এইরূপ বৈদান্তিক প্রণালীতে সন্নিবিষ্ট ক'রেছেন। প্রথমে তিনি ভাগবতের 'বদন্তি তত্ত্ববিদঃ' শ্লোক অবলম্বন ক'রে, তাঁর ষট্‌সন্দর্ভের চারটী সন্দর্ভকে 'তত্ত্বসন্দর্ভ' 'ভগবৎসন্দর্ভ' 'পরমাত্মসন্দর্ভ' ও 'কৃষ্ণসন্দর্ভ' নাম দিয়ে সম্বন্ধতত্ত্বের বিচার ক'রেছেন। পঞ্চম 'ভক্তিসন্দর্ভে' অভিধেয়তত্ত্বের বিচার ক'রেছেন এবং ষষ্ঠ 'প্রীতিসন্দর্ভে' প্রয়োজনতত্ত্বের চূড়ান্ত মীমাংসা দেখিয়েছেন। চতুরধ্যায়ী একরূপে ঐরূপভাবে প্রথম দুই অধ্যায়ে অর্থাৎ সমন্বয়-অবিরোধাধ্যায়ে সম্বন্ধতত্ত্ব, তৃতীয় সাধন অধ্যায়ে অভিধেয়তত্ত্ব এবং চতুর্থ ফলাধ্যায়ে প্রয়োজনতত্ত্ব বিচার ক'রেছেন।

তিনদিনের অভিভাষণ যথাক্রমে প্রয়োজন, অভিধেয় ও সম্বন্ধ বিচারে গ্রথিত

আগবাটী মঠে আমাদের এই তিন দিনের বক্তব্য বিষয় তিনটীও ঐরূপ বৈদান্তিক-প্রণালীতে নির্দিষ্ট হয়েছে। তবে সেই বৈদান্তিক প্রণালী গৃহীত হ'লেও আপাতদৃষ্টিতে আমাদের বক্তব্যগুলির যেন একটুকু ক্রম-বিপর্য্যয় মনে হচ্ছে। কারণ, আমাদের প্রথম দিনের বক্তব্য প্রয়োজন-তত্ত্বের বিচার, দ্বিতীয় দিনের বক্তব্য অভিধেয় তত্ত্বের বিচার এবং তৃতীয় দিনের বক্তব্য সম্বন্ধতত্ত্বের বিচার হবে। প্রয়োজন বিষয়ক বিচার সর্ব্বাগ্রে করবার কারণ এই—আমরা কোন কাজ করতে গেলে প্রথমেই তার ফল অনুসন্ধান করি—এ কাজ ক'রে আমাদের কি ফল লাভ হবে? গৌড়ীয়-দর্শন, গৌড়ীয়-সাহিত্যের কথা শুনে—জীবনে পালন ক'রে আমাদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক সমস্যা, অভাব অভিযোগ, অশান্তি প্রভৃতির কি সমাধান হবে?—এ প্রশ্ন স্বতঃই আমাদের হৃদয়ে জেগে উঠে। এজন্য সর্ব্বাগ্রে ঐটি আলোচনার দরকার।

এখানে ফলশ্রুতি অর্থবাদ নহে।

গৌড়ীয়-গৌরব সেই ফলশ্রুতি ব্যাখ্যা করবেন। এখানে ফলশ্রুতি মানে অর্থবাদ নহে ঠিক, তবুও তা আমাদের একটুকু শুনে রাখা দরকার।

গৌড়ীয় গবেষণা

গৌড়ীয়-গৌরব—এই শব্দটীর ভিতরে দুটো পদ দেখতে পাওয়া যাচ্ছে,—একটা গৌড়ীয়,—আর একটা গৌরব। গৌড়-শব্দ ঈয় প্রত্যয় ক'রে গৌড়ীয় আর গুরু শব্দ অণ্ করে গৌরব—এখানে গৌড় সম্বন্ধে পুরাতত্ত্ববিৎ, প্রত্নতত্ত্ববিৎ প্রভৃতির যে সকল আলোচনা আছে, তা' উল্লেখ করতে গেলে তাতেই একটা বড় বক্তৃতা হয়ে পড়বে সুতরাং আমরা বাক্য-গৌরব ভয়ে স্থান বিচারের দিক থেকে মোটামুটি এটুকু বলতে পারি যে, নিরুক্তকার যাস্ক ও তৎপরে মহর্ষি পাণিনিপ্রোক্ত গৌড়পুর, বরাহ-মিহিরের বৃহৎসংহিতায় কথিত গৌড়পুর, কূর্ম্ম ও লিঙ্গপুরাণে উক্ত শ্রাবস্তিপুর মহাতেজা বংশক যেখানে শ্রাবস্তি নগরী নির্ম্মাণ করেছিলেন, সেই গৌড়দেশ, বিষ্ণুশর্ম্মা হিতোপদেশে যেখানে কৌশাম্বী নগরীর কথা উল্লেখ করেছেন, কৃষ্ণমিশ্র প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকে রাঢ়দেশকে যে গৌড়প্রদেশের অন্তর্গত বলেছেন, রাজতরঙ্গিণীর কাশ্মীর রাজ ললিতাদিত্য ও জয়াপীড় প্রভৃতি) গৌড়প্রদেশ দর্শন করেছেন কিম্বা আর্য্যাবর্ত্তের মধ্যে যে পঞ্চগৌড়ের নাম—

"সারস্বতাঃ কান্যকুব্জা উৎকলা মৈথিলাশ্চ যে।
গৌড়াশ্চ পঞ্চধা চৈব পঞ্চগৌড়াঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥"

—প্রভৃতি শ্লোকে উল্লেখ রয়েছে, কবিকঙ্কণেরও পূর্ব্বে মাধবাচার্য্য চণ্ডীমঙ্গলে বাদশাহ আকবরকে আর্য্যাবর্ত্তের অধিপতি উপাধি প্রদান ক'রে যে কবিতা লিখেছেন,—

"পঞ্চগৌড় নামে দেশ পৃথিবীর সার।
একাব্বর নামে রাজা অর্জ্জুন-অবতার॥"

আবার সেনবংশীয় প্রথম নরপতি বিজয়সেনের গৌড়ের অধীশ্বর হওয়ার কথা, বিজয়সেনের পুত্র বল্লালসেনের ভাগীরথী তীরে 'গৌড়' নামক নগরে তাঁর রাজধানী স্থাপন করবার কথা—যার ভগ্নাবশেষ—সমস্ত চিহ্ন আজও মালদহ জেলায় [illegible] গঙ্গার প্রাচীনগর্ভে, প্রাচীন গৌড়নগরে লুপ্তগৌরবের সাক্ষ্য প্রদান করছে, আবার সেই বল্লালসেনের পুত্র লক্ষ্মণসেন বিতাড়িত হবার পরে নবদ্বীপে যে আর একটী রাজধানী স্থাপন করেছিলেন এবং প্রাচীন গৌড়নগর হ'তে সেনবংশীয় নৃপতিগণ তাঁদের সাম্রাজ্য-সিংহাসন নবদ্বীপ-মণ্ডলে এনেছিলেন যাঁদের নবদ্বীপমণ্ডলের যে গৌড়ভূমি আখ্যা হয়েছিল,—যা' ইতিহাসের পুরাতন পৃষ্ঠায় অঙ্কিত রয়েছে, আজও যে গৌড়পুরে সেনবংশীয়গণের প্রাচীনস্মৃতি বল্লালদীঘি, বল্লালস্তূপ, বুড়িমা দীঘি, চন্দ্রকালদীঘি প্রভৃতি বিদ্যমান থেকে বঙ্গদেশের শেষ হিন্দু-রাজগণের প্রাচীন স্মৃতি ধারণ করছে, সেই গৌড়ের ইতিহাস প্রত্নতাত্ত্বিকগণের একটা বিপুল গবেষণা-গৌরবরূপে প'ড়ে রয়েছে। আমরা বর্তমানে এক্ষেত্রে সেই গবেষণার গহন বনে প্রবেশ করবার আবশ্যকতা মনে করি না।

গৌড়ীয় আখ্যার বিভিন্ন কারণ

পাশ্চাত্যদের দিক থেকে অনেকে বলেন, চন্দ্রবংশীয় মান্ধাতার দৌহিত্রের নাম 'গৌড়' ছিল, তাঁ'রই শাসিত রাজ্য বলে আর্য্যাবর্ত্তের নাম "গৌড়" হ'য়েছে। আবার পারমার্থিক ইতিহাসের পৃষ্ঠায় দেখতে পাওয়া যায়, শঙ্করাচার্য্যের পরম-গুরু সাংখ্য-কারিকাভাষ্য-লেখকের নাম গৌড়পাদ। আমাদের পূর্ব্বাচার্য্য পূর্ণপ্রজ্ঞ মধ্বাচার্য্য কোন কোন স্থানে 'গৌড়পূর্ণানন্দ' ব'লে উল্লিখিত হয়েছেন। খৃষ্টপূর্ব্ব চতুর্থ শতাব্দীতে কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র মধ্যে গৌড়দেশোদ্ভব 'গৌড়িকা' নামক এক প্রকার রৌপ্যের কথা দেখা যায়। বাল্মীকি-রামায়ণেও 'গৌড়' নামক বস্ত্রের উল্লেখ আছে। 'গৌড়পূর্ণানন্দ' মধ্বাচার্য্য রৌপ্যপীঠপুরে আবির্ভূত হয়েছিলেন। কেউ কেউ বলেন, 'গুড়' শব্দ হ'তে 'গৌড়' শব্দ নিষ্পন্ন। বৈদিকযুগে সোমরস পান-প্রথার ন্যায় বঙ্গদেশবাসীর মধ্যে গুড়জাত সুরাপানের প্রথা প্রচলিত ছিল। তাহা'তেই বঙ্গদেশবাসীর 'গৌড়ীয়' আখ্যা হয়ে থাকবে। যা' হোক, বঙ্গদেশবাসী বা আর্য্যাবর্ত্তবাসী 'গৌড়ীয়' শব্দে অভিহিত হলেও শ্রীচৈতন্যদেবের সময় হ'তে তাঁর চরণাশ্রিত বৈষ্ণবগণই 'গৌড়ীয়' শব্দের প্রসিদ্ধার্থের প্রতিপাদ্য বিষয় হয়েছেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার শ্রীকবিরাজ গোস্বামী প্রভু চরিতামৃতের মঙ্গলাচরণেই লিখেছেন,—

'এ তিন ঠাকুর গৌড়ীয়াকে করিয়াছেন আত্মসাথ।
এ তিনের চরণ বন্দোঁ, তিনে মোর নাথ॥'

এরূপও হ'তে পারে, যেমন যে স্থানে মহাপ্রভুর চরণাশ্রিত উৎকলদেশীয় ভক্তগণকে 'ওঢ়ীয়' (উড়িয়া) বলা হ'ত, সেস্থানে বঙ্গদেশীয় ভক্তগণকে 'গৌড়ীয়' নামে ডাকা হ'ত। আবার দাক্ষিণাত্যকে 'পঞ্চদ্রাবিড়' বলা যায়। চারিজন বৈদিক বৈষ্ণবাচার্য্যই দ্রাবিড়দেশে আবির্ভূত হয়েছিলেন। বিশিষ্টাদ্বৈতসিদ্ধান্ত-প্রচারকারী রামানুজাচার্য্য দাক্ষিণাত্যে অন্ধ্রপ্রদেশের মহাভূতপুরীতে, শুদ্ধদ্বৈত-সিদ্ধান্ত-প্রচারকারী মধ্বাচার্য্য মাঙ্গালোর জেলার পাজকাক্ষেত্রে, দ্বৈতাদ্বৈতসিদ্ধান্ত-প্রচারকারী নিম্বাদিত্য দক্ষিণাপথের মুঙ্গেরপত্তন গ্রামে এবং শুদ্ধাদ্বৈতবাদপ্রচারকারী বিষ্ণুস্বামী দাক্ষিণাত্যে পাণ্ড্য প্রদেশের মাদুরা জেলায় চন্দনবনে আবির্ভূত হয়েছিলেন। সেই আচার্য্য চতুষ্টয় এবং তাঁহাদের অন্যতম শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের তত্ত্ববাদশাখাবলম্বী বৈষ্ণবগণের সহিত সিদ্ধান্ত-বিচারে মহাপ্রভুর অনুগত বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের বিচার-বৈশিষ্ট্য প্রদর্শনের জন্য মহাপ্রভুর অনুগত সম্প্রদায় 'গৌড়ীয়' নামে পরিচিত হয়ে থাকেন।

(ক্রমশঃ)

আমার দশা

আমি যখন কোলাহলপূর্ণ সংসারের এক নির্জ্জন স্থানে বসিয়া আমার নিজের চিন্তা করি, তখন যাহা দেখি, তাহা ভাবিলে প্রাণ শিহরিয়া উঠে। ক্ষণকালের জন্য উদাসীনতা আসিয়া আমাকে উদ্ভ্রান্ত করায়, কিন্তু পরক্ষণেই কালের কুটিলাগতি আসিয়া আমাকে আমার নিজ-চিন্তা হইতে সহস্র যোজন দূরে ফেলিয়া দেয়।

বিশ্বপাতার বহিরঙ্গা শক্তি মায়াদেবীর ছলনাশক্তি অসাধারণা। এ ছলনায় মুগ্ধ হন না, এমন কেহই এ রাজ্যে নাই। সেই মোহিনী মায়ার হাতে প'ড়িয়া অপরজন-যোগীদিগেরও মুগ্ধ হইতে হয়। সুতরাং সারা বিশ্বে মোহমায়ার বশে বশীভূত সকলেই।

শ্রীভগবান্ অপার করুণাময়। তাঁহার করুণাধারা অজস্রধারায় সর্ব্বত্র সর্ব্বক্ষণই বর্ষিত হইতেছে। যিনি সেই করুণাপ্রার্থী হইয়া প্রভুর দিকে তাকাইয়া আছেন, তিনি অবিলম্বেই প্রভু-কৃপায় এই দুস্তর ভবসমুদ্র হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারেন। একমাত্র প্রভু এবং প্রভুজনগণই জীববৃন্দকে মৃত্যু-সংসার-সাগর হইতে সমুদ্ধার করিতে পারেন, আর সকলেই সেই সংসারে ভাসমান থাকিয়া নিজেকে বা অপর পতিত জীবকে উদ্ধার করিতে পারে না।

ভ্রান্ত আমরা, আমরা আমাদিগের প্রভু-সেবা ভুলিলেও আমাদিগের নিত্যারাধ্য দেবতা আমাদিগকে ভুলিতে পারেন না। তিনি সর্ব্বক্ষণ আমাদিগকে তাঁহারই অভয় চরণ-তলে আকর্ষণ করিতেছেন। কখনও বা নিজে অবতীর্ণ হইয়া, আবার কখনও বা নিজ প্রিয়তম ভক্তকে প্রেরণ করিয়া বৈকুণ্ঠবার্ত্তা আমাদিগের নিকট বৈকুণ্ঠ-সেবাকথা প্রচার করিতেছেন। তাহা ছাড়া এই বিশ্বে নিজের অলৌকিক শক্তি, মায়াধীশতায় শ্রীনামরূপে, শ্রীবিগ্রহরূপে বিরাজিত।

আমার প্রতি আমার প্রভুর দয়ার অবধি নাই, কিন্তু আমার দশা অন্যরূপ। আমার দশা যখন আমাকেই অস্থির করে, তখন অপরকে ত ব্যাকুল করিবেই। 'আমার দশা' আজ কিছু বলিবার ইচ্ছা করিয়াছি। কেননা, আমার দশার কথা শুনিয়া যদি আমার ন্যায় দুর্গত জীবের প্রতি করুণা-দৃষ্টি পড়ে; তবে এই নিরাশ্রিত রাজ্যে আমার একটী আশ্রয় মিলে।

শ্রীভগবান্ ও তাঁহার বৈকুণ্ঠ নাম অভিন্ন। নামে, নামীর সকল শক্তিই পূর্ণভাবে অবস্থিত। আবার সেই সকল জন-তারকব্রহ্ম নাম গ্রহণে কালাকাল বিচার নাই। জীবপ্রভু, জীবের প্রতি অত্যন্ত কৃপাপরবশে শ্রীনামরূপে জীবোদ্ধারের জন্য অবতীর্ণ। অশেষদোষপাপপূর্ণ কলিযুগ এই শ্রীনামপ্রভুর কৃপায় যুগশ্রেষ্ঠ হইয়াছেন। কিন্তু আমার দশা অন্যরূপ।

ভগবদভিন্ন শ্রীনামে আমার রুচি নাই। পিত্তদুষ্ট রসনায় যেমন সুমিষ্ট মিছরীও তিক্ত বলিয়া বোধ হয়, সেইরূপ অবিদ্যাদোষদুষ্ট আমার রসনায় অবিদ্যা-বিনাশী তুলনমূলাবতার শ্রীনাম গ্রহণে কীর্ত্তন-পিপাসা বৃদ্ধি না পাইয়া বিরাম-আশায় বর্দ্ধিত হয়।

শ্রীভগবান্ হৃষীকেশ। কোথায় আমি আমার সকল হৃষীকের দ্বারা তাঁহারই সেবা করিব, তাহা না করিয়া আমার ইন্দ্রিয়গুলি এতদূর দুর্দ্দমনীয় যে, আমাকে সর্ব্বদাই ভ্রান্ত-পথে অসৎপথে লইয়া যাইতেছে। একে তাহারা অনন্ত বাসনা, তাহাতে আবার দুর্দ্দমনীয়! সুতরাং আমার দশা অতীব শোচনীয়—আমি আমার প্রভু বা প্রভু-প্রিয়-দাস না হইয়া বিষয়লুব্ধ ইন্দ্রিয়-বর্গের দাস!

আবার ইন্দ্রিয়ের রাজা মনি মহাশয় সর্ব্বদাই কামাতুর। তাঁহার বাসনার অন্ত নাই। যদিও পদে পদে ভয় শোকাদির দ্বারা মন ভীত ও শোকগ্রস্ত হইতেছে, তথাপি নষ্ট অসদ্বস্তুর প্রার্থনা ব্যতীত নিত্য সদ্বস্তুর আকাঙ্ক্ষা তাঁহার আদৌ নাই। এই জগৎকে সে তাহার নিত্য বসতিস্থল করিয়া বিষয়কাননে উন্মাদের ন্যায় আত্মহারা হইয়া ছুটিয়া বেড়াইতেছে, হায়! হায়! আমার এই দশা!

আমার দশা অতীব শোচনীয়। শুধু মন আমাকে দুর্দ্দশাগ্রস্ত করিয়া অবসর লয় নাই। অন্যান্য ইন্দ্রিয়বর্গের কৃপার কথা কি বলিব?

রসনা রসাকৃষ্ট হইয়া অবিশ্রান্তভাবে বিভিন্ন রসে ছুটিতেছে, বাক্য সর্ব্বদা গ্রাম্য-কীর্ত্তনে তৎপর, ত্বক্ স্পর্শ-সুখ-লালসায় প্রমত্ত, উদর আহার্য্য-পরিপূর্ণ হইবার জন্য ব্যস্ত, কর্ণ গ্রাম্যগীত শ্রবণে উন্মুখ, চঞ্চল-চক্ষু ভোগ-বৃত্তিতে দর্শনে নিযুক্ত, কর্ম্ম-শক্তি প্রাকৃত অর্থ-সংগ্রহে নিরত থাকিয়া বহু-পত্নীর স্বামীর ন্যায় আমাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়াছে। আমার আর বিশ্রাম নাই, আরাম নাই, সুখ নাই, শান্তি নাই। কেবল অবিশ্রান্তভাবে কামাতুর হইয়া ইন্দ্রিয়-ভোগে প্রমত্ত আছি। আমার দশা যে বড়ই খারাপ!

আমার এ দশা কি ঘুচিবে না? ওহে পতিতপাবন শ্রীগুরুদেব! ওহে বৈষ্ণব-ঠাকুরগণ! আপনারা গুণ-কৃপা বিতরণ করিয়া আমাকে আপনাদিগের শ্রীচরণতলে আবাসস্থলী দিলেও আমি আমার দশা কাটাইতে পারি নাই। আমি কপট, আমি হিত চাই না। তাই আমার এই দশা কাটাইতে অনেক চেষ্টা করিয়াও বিফল-মনোরথ ও পরাস্ত হইয়াছি, তাই আজ নিজচেষ্টা ছাড়িয়া আপনাদের শ্রীচরণে পতিত হইলাম।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী

গত ১২ই ভাদ্র বুধবার কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী তিথি পরম আদরে পালিত হইয়াছেন। সাধারণ জন-গণ সংসারে ইন্দ্রিয়ভোগের সুযোগ প্রাপ্তির জন্য অন্যান্য পুণ্যময় কর্ম্মের অন্যতম পুণ্যানুষ্ঠান শ্রীজন্মাষ্টমী ব্রত পালন করেন; তাহাতে তাঁহাদিগের বাঞ্ছিত অনিত্য ফল লাভ হয় বটে, কিন্তু অসৎ বস্তুতে বিরক্তি লাভ করিয়া শ্রীকৃষ্ণে অনুরাগ লাভ হয় না। আর শ্রীকৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণ-ব্রতধর বৈষ্ণবগণ নিজ নিত্যারাধ্য প্রভুর সুখ-বিধানের জন্য মাধবতিথির পূজা করিয়া থাকেন।

আমরা সংসারাবদ্ধ জীব। ত্রিগুণময় মায়াবদ্ধতায় উচ্চ-নীচ যোনিতে ভ্রমণপর। বর্ত্তমানে সেন্দ্রিয় জড়াপিণ্ড দেহকে আশ্রয় করিয়া জড় রূপ-রসাদি-ভোগে প্রমত্ত। সুতরাং জড়াসক্তি, জড়জ্ঞান আমাদিগকে অপ্রাকৃত রাজ্য হইতে অনেক দূরে রাখিয়াছে; শ্রীকৃষ্ণ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ। তিনি অতীন্দ্রিয় ও স্বরাট্। আমাদিগের জড়েন্দ্রিয়ে তাঁহার ধারণা অসম্ভব। জিহ্বাদি হইতে প্রত্যাহৃত সেবোন্মুখ বৃত্তিতে তাঁহার রূপা উপলব্ধি হয়, বুদ্ধ্যুন্মিশ্র সত্ত্বে তাঁহার প্রকাশ হয় না। বিশুদ্ধ-সত্ত্বে বসুদেবেই তাঁহার অপ্রাকৃত স্বরূপের আবির্ভাব হইয়া থাকে। মায়াধীশ ভগবানের আবির্ভাব কিছু মায়াবদ্ধ কর্ম্মফলাধীন জীবের জন্মের অনুরূপ ব্যাপার নহে। স্বতন্ত্র ভগবানের ক্রিয়া-কলাপও স্বতন্ত্র। মানব-ধারণায় তাঁহার আভাসও পাওয়া যায় না। যদি কোন ভাগ্যবান্ ভক্ত-কৃপায় ভগবানের জন্মকর্ম্মাদির দিব্যত্ব উপলব্ধি করিতে পারেন তবে তাঁহার আর প্রাকৃত জন্ম-মরণ-যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না।

অরুণোদয় কাল হইতে শ্রীকৃষ্ণপ্রেম-প্রদাতা গৌরকৃষ্ণের চরিতামৃত পারায়ণ আরম্ভ হইয়া বহু সজ্জন সমস্তক্ষণ শ্রীমঠে অবস্থান করিয়া অষ্টপ্রহর শ্রীভগবানের কথা শ্রবণের সুযোগ পাইয়াছিলেন।

নিশীথ রাত্রি কীর্ত্তন-পিতা শ্রীগৌর-কৃষ্ণের প্রদত্ত হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে—মহামন্ত্র সংকীর্ত্তনমধ্যে শ্রীকৃষ্ণা-বির্ভাব পূজা কৃত্যাদি অনুষ্ঠিত হইয়াছেন। তৎপরে অরুণোদয় পর্য্যন্ত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পারায়ণ হইলে ভক্তগণ শ্রীনন্দোৎসবের আয়োজনে প্রবৃত্ত হইলেন।

উপবাস দিনে

শ্রাদ্ধ নিষেধ

(পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিরত্ন)

পদ্মপুরাণে পুষ্কর খণ্ডে লিখিত আছে,—

একাদশ্যাং যদা রাম শ্রাদ্ধং নৈমিত্তিকং ভবেৎ।
তদ্দিনে তু পরিত্যজ্য দ্বাদশ্যাং শ্রাদ্ধমাচরেৎ॥

হে রাম! উপবাস দিবসে নৈমিত্তিক শ্রাদ্ধ উপস্থিত হইলে তদ্দিন বর্জ্জন পূর্ব্বক দ্বাদশীতে শ্রাদ্ধ করিতে হয়।

একাদশ্যাস্তু প্রাপ্তায়াং মাতাপিত্রোর্মৃতেঽহনি।
দ্বাদশ্যাং তৎ প্রদাতব্যং নোপবাস দিনে ক্বচিৎ;
গর্হিতান্নং ন চাশ্নন্তি পিতরশ্চ দিবৌকসঃ॥

উক্ত পুরাণে উত্তর খণ্ডে লিখিত আছে,—মাতা পিতার মৃত্যাহে একাদশী হইলে দ্বাদশীতে শ্রাদ্ধ কর্ত্তব্য; কদাচ উপবাসাহে শ্রাদ্ধ করিবে না; কারণ, দেবতারা বা পিতৃলোকেরা নিন্দিতান্ন সেবন করেন না।

একাদশীর দিনে ভোজ্যান্নকে নিন্দিতান্ন বলিবার কারণ স্কন্দ পুরাণে মহেশ্বর-সংবাদে দেখা যায়

অগ্নিবর্ণায়সং তীক্ষ্ণং ক্ষিপন্তি যম-কিঙ্করাঃ।
মুখে তেষাং মহাদেবি! যে ভুঞ্জন্তি হরেদিনে॥

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে কথিত আছে—

স কেবলমঘং ভুঙ্ক্তে যো ভুঙ্ক্তে হরিবাসরে।
দিনেঽস্মিন্ সর্ব্বপাপানি ভবন্ত্যান্নস্থিতানি তু।
তানি মোহেন যোঽশ্নাতি স স পাপৈর্বিমুচ্যতে॥
পিতৃহা কোন বদ্ধোঽত মাতৃহা কো ন পুষ্করেৎ।
কো হি দুষ্কৃতে বেদং কো ন্যুড়ঙ্কে হরি-বাসরে॥

অর্থাৎ হে মহেশ্বরি! হরিবাসরে আহার করিলে যমদূতেরা সেই পাপীর বদন-বিবরে লোহিত-বর্ণ তীক্ষ্ণ লৌহাস্ত্র নিক্ষেপ করে। হরিবাসরে আহার করিলে কেবল পাপ ভোজনই হইয়া থাকে। উক্ত দিনে নিখিল পাপ অন্ন আশ্রয় পূর্ব্বক অবস্থিতি করে। সুতরাং ভ্রম-প্রমাদে উক্ত পাতকান্ন সেবন করিলে পাতকপুঞ্জ হইতে আর উদ্ধারের সম্ভাবনা নাই। কে পিতাকে বন্দনা না করে, কোন ব্যক্তি মাতৃ-পূজায় বিমুখ হয়, কেই বা বেদের নিন্দা করিয়া থাকে এবং কোন্ ব্যক্তিই বা হরি-বাসরে অন্ন ভোজন করে?

ভাবার্থ—যে ব্যক্তি হরিবাসরে নিজে অন্ন ভোজন করেন বা অপরকে অন্ন ভোজন করান, তিনি পিতার অবমাননা করেন, মাতৃসেবায় বিমুখ, বেদ-নিন্দক, লোকাচারী, পাষণ্ড-দস্যু-পোষ্য। তিনি যত-বড় কুলেই উৎপন্ন হউন না কেন, তাঁহার স্থান শ্বপচ ও ম্লেচ্ছকুলের অপেক্ষা অধিক উন্নত বলিয়া বলা যায় না। অতএব একাদশী দিনে ভোজ্যান্নে সর্ব্ববিধ পাপ অবস্থিত থাকে জানিয়া কোন বুদ্ধিমান জনই তাহা স্বয়ং গ্রহণ করেন না বা অপরকে দেন না।

একাদশী যদা নিত্যা শ্রাদ্ধং নৈমিত্তিকং ভবেৎ।
উপবাসং তদা কুর্য্যাৎ দ্বাদশ্যাং শ্রাদ্ধমাচরেৎ॥
(স্কন্দ পুরাণ)

একাদশী নিত্য পালনীয়, শ্রাদ্ধ নৈমিত্তিক অনুষ্ঠেয়; সুতরাং একাদশীতে শ্রাদ্ধ সমুপস্থিত হইলে একাদশীতে উপবাসী থাকিয়া দ্বাদশী দিবসে শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করিবে

যে কুর্ব্বন্তি মহীপাল শ্রাদ্ধং চৈকাদশীদিনে
ত্রয়স্তে নরকং যান্তি দাতা ভোক্তা পরেতকঃ॥
(ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ)

হে নৃপতে! একাদশী-দিনে শ্রাদ্ধ করিলে দাতা, ভোক্তা ও প্রেত তিন জনেরই নিরয়-গতি লাভ হয়।

এখন যদি তর্ক-প্রতিষ্ঠার জন্য বলে যে, চিরকাল মৃত্যু গণনা [illegible] দশাহে, ত্রয়োদশাহে ও [illegible] একাদশী তিথি উপস্থিত থাকিলে [illegible] বহু ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ [illegible] দিয়া থাকেন না শ্রাদ্ধ [illegible] করেন কেন? ইহার মূলে [illegible] অজ্ঞতা ভিন্ন আর কিছুই [illegible] পাওয়া যায় না। কয় [illegible] ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ [illegible] নিত্য ব্রত পরিত্যাগ করিয়া নৈমিত্তিক কর্ম্মকেই বহুমানন করেন, একাদশী প্রভৃতি হরিতোষণ-ব্রতে তাঁহাদিগের

আমরা নাই বা অসমত্ত-নিবন্ধন আত্ম কল্যাণকর শাস্ত্র সিদ্ধান্ত বাণীর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন নাই অথবা আধুনিক মতবাদ-বাদ হইতেও কোন কোন ব্যক্তি-কর্তৃক প্রামাণিক গ্রন্থের দোহাই দিয়া স্বকপোল-কল্পিত প্রমাণ প্রচার করিয়া নিজ নিজ মতের অভিমান করিয়া মৃঢ়তা প্রদর্শন করিতেছেন।

আমাদের মন সম্বন্ধে ঐ সকল মতবাদ-গণ কোন আদর দেখা গেলেও পারমার্থিকগণ তাঁহাদের আদর করিতে পারেন না। তাঁহারা একাদশী দিনে শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করেন না।

আমরা বিবেকী

(শ্রীপাদ [illegible] দাসাধিকারী)

আজকালকার দিনে জগতে বিবেকের দোহাই খুব মাত্রায় চলিতেছে। এমনকি পঞ্চম বর্ষীয় শিশুর মুখেও শুনিতে পাওয়া যায়, "আমি যাহা বুঝি তাহাই করিব" এবং প্রায় সকলেই এ কথাটা বলিয়া থাকেন, "আপন বুদ্ধিতে ফকীর হওয়া ভাল, তবু পরের বুদ্ধিতে বাদশা হওয়া ভাল নহে।" যাহোক কথাগুলি কোন নিন্দার কথা নহে, বরং খুবই ভাল, কিন্তু কথাগুলি উচ্চারণের কার্য্যতঃ আচরণে [illegible] বিবেকের অধীন হইতে পারা যায় তাহা অনুসন্ধান করিলে হয় না কি? যদি আমরা বিবেকের নির্দেশ অনুযায়ী কার্য্য করিয়া থাকি তবে অনুসন্ধান কি করিব? [illegible] যদি আমরা প্রকৃত বিবেকানুগত হই, তাহা হইলে [illegible] বলিয়া স্বীকৃত করিতে [illegible] বিবেক আমাদের নিকট কিরূপে [illegible] প্রতীয়মান হইতেছে [illegible] [illegible] বিবেক দ্বারা [illegible] ([illegible]) বিবেক নহে [illegible] বিবেকহীন [illegible] [illegible] মিথ্যা [illegible] উপেক্ষা করিয়া [illegible] বিচারে [illegible] [illegible] বিচার প্রাপ্তি [illegible]

[illegible] সরকারের [illegible] [illegible] সরকারের [illegible] হইয়া কাঁদিতে লাগিল, [illegible] কি দরে [illegible] আমাদের সুবিধার [illegible] এই ভূমি [illegible] উত্তর,

একই গাড়ীতে লইয়া যাইয়া তোমাকে দক্ষিণে ও আমাকে উত্তরে পৌঁছাইয়া দিবেন। ইহা অপেক্ষা আশ্চর্য্যের বিষয় আর কি হইতে পারে? যখন তাহারা নিজেদের বিবেক বুদ্ধির সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া স্থির হইয়া বসিয়াছে এমত সময়ে কোথা হইতে এক টিকেট কলেক্টর সাহেব আসিয়া তাহাদের সাধের ঘুম ভাঙ্গাইয়া বলিল "এ তোম্ হম্ ট্রেণমে কাহেকো উঠা উত্তার উতার" এই বলিয়া তাহাদের মধ্যে উত্তরগামী যাত্রিটিকে নামাইয়া দিল। তখন উভয়ে উভয়ের মুখের দিকে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া তাকাইয়া বলিল—"এ কি হইল?" আমরা বোধ হয় এই দুই ব্যক্তিকে অশিক্ষিত দলের বলিয়া সন্তুষ্ট হইব, কিন্তু আমরা যদি আমাদের হৃদয়ের অন্তস্থলে অনুসন্ধান করিয়া দেখি, তাহা হইলে দেখিতে পাইব আমাদেরও প্রতিক্ষণ [illegible] ঘটিতেছে আমাদের [illegible] [illegible] গাড়ী বদল [illegible] নিজের মত বদলাইয়া লইতেছেন আর যখন অমবশ [illegible] নিজের [illegible] হইয়া যায় এই ভয়ে নিজের মতটির জোরে [illegible] [illegible] মারিয়া থাকিতে [illegible] হইতেছেন না? এইরূপে আমাদের এক বিবেকের চেষ্টাতে [illegible] কত লোককে [illegible] [illegible] এমনকি কত লোকের প্রাণ নাশ পর্য্যন্ত ঘটাইতেছে তাহা কি একবার আমরা স্থির হইয়া বিবেচনা করিয়া দেখিব না? হে আমার ভাই সকল, চেষ্টা আমরা যথেষ্ট করিতেছি সত্য, কিন্তু সমুদ্রে জাহাজ চালাইতে যাইয়া যদি কর্ণধারকে বাদ দিয়া জাহাজ চালাইতে যাই তাহা হইলে কি আমাদের গন্তব্যপথে আমরা ঠিক পৌঁছাইতে পারিব? উদ্ধার এই ভবসমুদ্রে পড়িয়া আমরা যতই হাত পা নাড়ি না কেন যদি না কেন সেই ভব-কর্ণধারের শরণাপন্ন না হইয়া যাই আমরা নিজেরা বাহাদুরি করিতে যাই, তাহা হইলে কি উহা হইতে নিস্তার পাইব? অতএব সাধু সাবধান!

আমরা দলে বলে আছি

(পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাচরণ গোস্বামী ভাগবত)

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের ইতিহাস পাঠ করিলে আমরা জানিতে পারি, দেশ বিদেশের সমস্ত রাজা মহারাজা সকলেই পাণ্ডব পক্ষ সমর্থন না করিয়া কুরুগণের পক্ষে যোগ দিয়াছিলেন। তাহার প্রধান কারণ কুরুগণ দলে-সংখ্যায় দলে বলে অনেক বেশী দেখা যাইত আর পাণ্ডবগণ দল সংখ্যায় নিতান্ত অল্প, মোটে পাঁচটী ভ্রাতা মাত্র। [illegible] বল [illegible] ভ্রাতার পক্ষ ছাড়িয়া পাঁচ ভাইয়ের পক্ষ সমর্থন করিতে কে যায়? এরূপ সোজা মোটা কথাটা নিতান্ত বালকেও বুঝে।

জগতের লোক আমরা এরূপ বুদ্ধির আশ্রয় করিয়াই ভবসমুদ্রে ভাসিয়া বেড়াইতেছি। তাই লাভ-মন্দ, হিতাহিত বিবেচনা শূন্য থাকিয়া যে দিকে জনমত প্রবল দেখি, সেই দিকেই যোগদান করিয়া কিছু নাম কাম কামাই করিতে চেষ্টাশীল হই।

আমরা জগতের প্রায় লোকেই ভব রোগ [illegible] রোগী। কুপথ্যই আমাদিগের প্রিয়। সদ্বৈদ্যগণ যে সমস্ত ঔষধ ও পথ্য আমাদিগের জন্য ব্যবস্থা করেন, তাহা আমাদের অপাতঃ-রুচিকর না হইলে কখনও গ্রহণ করি না; বরং বৈদ্যকুলের অপযশ প্রচারের নিমিত্তই চেষ্টা করিয়া থাকি।

সেই প্রকার সাধুগণ আমাদের হিতের জন্য অনুক্ষণ সদুপদেশ প্রদান করিলেও তাঁহাদিগের পক্ষে জনমত প্রবল দেখি না বলিয়া সেই সব কথায় কর্ণপাত করি না বরং যাহারা সাধুগণের নিন্দা করিয়া নিষ্কপটে জগতের উপকার করিবার ভরসা পোষণ করেন, তাহাদিগের দলে বলে দল-সংখ্যায় অধিক দেখিয়া সেই পক্ষে যোগদান করি। আজ "দলে দলে [illegible]" [illegible] কুরুকুল ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গে [illegible] [illegible] নিপাত হইয়াছেন। সেই প্রকার আমরাও সজ্জন-বিরোধীর পক্ষ সমর্থন করিয়া দলের পথে [illegible] হইয়াছি। অচিরেই দক্ষ যজ্ঞের অবসান ঘটিবে, তাহাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ ঘটিবার অবকাশ নাই।

"স্বজন বান্ধবদিগকে বধ করিয়া কি হইবে" অর্জুন যখন এরূপ চাঞ্চল্যের অভিনয় করিলেন, তখন স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে নিমিত্ত করিয়া জীবগণকে উদ্দেশ করিয়া শিক্ষা দিলেন,— "যাহারা ধর্ম্মের বিরোধী, সজ্জনের বিদ্বেষী [illegible] হয়, দেখে আমি বৃদ্ধি করিয়া অধঃ-অধোগামী নয় প্রভৃতি, তাহারা আমাকে জানে না, আমার অবস্থা জানে না, সুতরাং তাহারা মূঢ়ন্তা। অর্থাৎ মনুষ্য যখন স্বীয় দম্ভ আত্মার বৃত্তি সেবা অথবা স্বভাব ভুলিয়া নিজপতাগ্রস্থ হইয়া অনিত্য জড়ের ভোগের প্রবৃত্ত হয়, তখনই তাহারা চেতন বঞ্চিত রূপ [illegible] বঞ্চিত হয়। অতএব এই কৌরবপক্ষীয় অসংখ্য অক্ষৌহিণী, সৈন্য ও সেনানায়কগণ বা তোমার স্বজনবর্গ পরিচিত মামা, শালক, ভ্রাতা প্রভৃতি সকলেই জীবন থাকিতেও মৃত, তুমি নিমিত্তমাত্র হইয়া বধের ভাগী হও।"

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র অর্জুনকে উপলক্ষ করিয়ার সৌভাগ্য যদি আমাদের থাকিতো, তবে

শ্রীমহাপ্রভুর ও শ্রীমদ্ভাগবত কীর্ত্তনের ভক্তগণ শ্রবণ করিয়া চৈতন্য লাভ করিবার সুযোগ লাভ করিতে পারিতাম। সজ্জনবিদ্বেষী অসজ্জনের দলপুষ্টি করিয়া অকালে মরণকে আবাহন করিতাম না। দলে বলে যত বড়ই হই না কেন, ধর্ম্ম ছাড়িয়াও পার নহেন। পাণ্ডব-পক্ষ ও কৌরব-পক্ষ সমর্থনকারিগণই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। "আমরা দলে বলে আছি" এ চোখ রাঙ্গানিতে সজ্জনগণ ভীত নহেন।

অভয়াপুরী

(গোয়ালপাড়া, আসাম)

গৌড়ীয় মঠের অন্যতম প্রচারক শ্রীপাদ নিমানন্দ দাসাধিকারী বি, এস, সি, টি সেবাতীর্থ মহাশয় [illegible] আসিয়া [illegible] প্রচার করিতেছেন। তিনি ২২শে [illegible] শুক্লপক্ষের দিন অপরাহ্ণে অভয়াপুরী টাউন-হলে "বৈষ্ণব-ধর্ম্ম" সম্বন্ধে একটি সুদীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করেন। সভায় অনেক লোক সমাগম হইয়াছিল। উপস্থিত জনমণ্ডলী প্রায় সকলেই সুদীর্ঘ ৪ ঘণ্টাকাল নিস্তব্ধভাবে উপবিষ্ট থাকিয়া মনোযোগের সহিত বক্তৃতা আদ্যোপান্ত শ্রবণ করিয়াছিলেন। অতঃপর [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] অভয়াপুরীর [illegible] "শ্রীমদ্ভাগবত" [illegible] [illegible] [illegible] আর একটি বক্তৃতা প্রদান করেন। এখানে শুধু অভয়াপুরী [illegible] অনেক লোক এই সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। বক্তৃতারম্ভের পূর্ব্বেই সভাগৃহ জনপূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। সনাতন বৈষ্ণবধর্ম্মের [illegible] [illegible] [illegible] সকল [illegible] [illegible] মধুময় করিয়াছিলেন। বক্তার মুখ-নিঃসৃত সুমধুর কীর্ত্তনাদিতে শ্রোতৃমণ্ডলী সকলেই [illegible] হইয়াছিলেন।

[illegible] অদূরবর্ত্তী [illegible] হইতে অনেকে উক্ত উক্ত উপদেশপূর্ণ সুমধুর বক্তৃতা শ্রবণাভিলাষী হইয়া [illegible] তাঁহাকে স্বীয় গ্রামে লইয়া যাইবার জন্য [illegible] আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন। তিনিও তাঁহাদের আগ্রহাতিশয্য নিবন্ধন, অভিলাষ পূরণে সম্মত জ্ঞাপন করিয়াছেন।

সনাতন বৈষ্ণবধর্ম্মের এই দুর্দ্দিনে সর্ব্বসাধারণের নিকট এই প্রকার ধর্ম্মের তত্ত্ব বিশ্লেষণ ও উপদেশ দ্বারা সাধারণের উচ্চ জ্ঞান ও ঈশ্বরাভিমুখী মনকে সনাতন ধর্ম্মমুখী করিবার সাধু প্রয়াস অতীব মঙ্গলজনক সন্দেহ নাই।

এই প্রকার নিষ্কাম সৎপ্রচারের সাধু প্রচেষ্টা ফলবতী হউক ও ইহাদ্বারা আমাদের মাতৃভূমিতে ধর্ম্মনিষ্ঠের প্রাণে ধর্ম্ম-পিপাসা জাগরিত হউক এবং সুচির হিন্দু সমাজে সনাতন বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হউক—ইহাই [illegible] নিকট প্রার্থনা। ইতি— শ্রীনিরঞ্জন [illegible] দাস।

নীলাম ইস্তাহার

জেলা নদীয়া, মোকাম কৃষ্ণনগর প্রথম মুন্সেফী আদালত

নীলামের দিন ৯ই সেপ্টেম্বর ১৯২৯

৮৮১ দেওয়ানী ২৯ দাবী ৭২৮৯০ পাই

ডিঃ শ্রীতারাপদ সরকার সাং গোয়াড়ী থানা কোতয়ালী, নদীয়া

দেঃ শ্রীপটেশ্বরী দাসী দিং সাং বাটুরা থানা কৃষ্ণগঞ্জ, জেলা নদীয়া

১। থানা কৃষ্ণনগর, তৌজি পাপুর গ্রামে ডিক্রিদারের সেরেস্তার ৯৮ নং খতিয়ানভুক্ত ৮.১৬ একর জমির, মথুরামোহন বিশ্বাসের মধ্যে খাজনা ১০৫।০ টাকার রায়ত মোকররী মৌরশী জমা রায় কতপাবিষ্ট, আকর আওলাত অগ্রজা যোগ আনা মূল্য আং ২৫, টাকা

ঐ থানার ঐ গ্রামে ডিক্রিদারের সেরেস্তার ২৫১ নং খতিয়ান ভুক্ত ২০.৫০ একর জমি মথুরামোহন বিশ্বাসের ৮০, টাকা রায়ত মোকররী জমা আকর আওলাত ষোল আনা মূল্য ৫০, টাকা

নানা কথা

জন্মাষ্টমী পর্ব্বে মুসলমান ছাপরা টাউনহলে সভা

গত ২৭শে আগষ্ট জন্মাষ্টমী পর্ব্বে ছাপরার মুসলমান সম্প্রদায় বিশেষ অংশ গ্রহণ করেন।

ডাক্তার সৈয়দ মহম্মদ ও কতিপয় মুসলমানের আহ্বানে টাউনহলে এক জনসভা হয়। সুখের বিষয়, স্থানীয় অনেক বিশিষ্ট মুসলমান উক্ত সভার সভাপতির আসন গ্রহণ করেন এবং ভগবানের এই অবতারের জীবনী সম্বন্ধে সকলে হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা করেন।

জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিষ্টার গ্যাসনের আগে খাঁ ভগবদগীতার অংশ্লোকের মাতৃ ভাষাদের অংশানুবাদের ভুলনা করিয়া দেখান যে, শ্রীকৃষ্ণ ও মহম্মদের ধর্ম মূলতঃ এক।

হিন্দু বক্তাগণের মধ্যে জিলা জজ রায় মোহিতময় চট্টোপাধ্যায় বাহাদুর এক জন ছিলেন। এই অনুষ্ঠানে অনেক মুসলমান যুবকের বংশীবাদন ও অনেক মুসলমান সঙ্গীতজ্ঞের গীত-গোবিন্দের গান সকলই প্রশংসা করিবার বিষয় হইয়াছিল।

সকলের স্মরণ থাকিতে পারে যে, অনেক দিন পূর্ব্বে ভারতের ভিন্ন ভিন্ন স্থানের হিন্দুগণ কর্ত্তৃক মহরমের অনুষ্ঠান সম্পাদিত হইয়াছে। ৩০।৮।২৯ তাং

বসুমতী—

শ্রীগৌড়ীয়মঠের তৃতীয় নগর-সঙ্কীর্ত্তন

গত ১৬ই ভাদ্র ১লা সেপ্টেম্বর রবিবার অপরাহ্ন ৪ ঘটিকায় শ্রীগৌড়ীয় মঠের তৃতীয় নগর সঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রা বহির্গত হইয়াছিল। ঐ দিন সঙ্কীর্ত্তন সঙ্ঘ কালীঘাট আপার সার্কুলার রোড, বিডন ষ্ট্রীট, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, বারাণসী ঘোষ ষ্ট্রীট, নন্দন সরকার গার্ডেন ষ্ট্রীট, দর্পনারায়ণ ঠাকুর ষ্ট্রীট, দরমাহাটা ষ্ট্রীট, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, ক্যানিঙ রোড, চিৎপুর রোড, মুক্তারামবাবু ষ্ট্রীট, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, মানিকতলা স্পার প্রভৃতি রাজপথগুলির মধ্যে শ্রীনাম সঙ্কীর্ত্তন প্রচার করিয়া শ্রীগৌড়ীয় মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

(সংবাদ দাতা-প্রেরিত)

দুর্ব্বৃত্তের শাস্তি

হরিপদ অধিকারী ও ভুবো নাপিত নামক দুই দুষ্টাশয় কোলদ্বীপ (কুলিয়া নবদ্বীপ) হইতে স্ত্রীলোক লইয়া গিয়া লাক্ষ্ণৌ প্রভৃতি স্থানে বিক্রয় করিয়া আসিত একবার এই সংবাদ কাহিয়ে পুলিশ অবগত হইয়া তাহাদের বিরুদ্ধে মোকর্দ্দমা উপস্থিত করেন। পাঠকগণ এ সংবাদ অবগত আছেন। সম্প্রতি ঐ দুই দুর্ব্বৃত্তের বিচার শেষ হইয়া গিয়াছে। নবদ্বীপের প্রেসিডেন্ট কিন মাস করিয়া সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দিয়াছেন। ভুবো নাপিত অর্জ্জিত টাকায় মজুত করিয়া নিজের আবাস গৃহটী তিন শত টাকায় বন্ধক দিয়া ঐ টাকা দ্বারা আপীল করিয়াছে। সে এক্ষণে জামিনে মুক্ত রহিয়াছে। আপীলের ফলাফল পরে প্রকাশ করা যাইবে।

বড়লাটের কার্য্যকাল বৃদ্ধি

মহম্মদ ইয়াকুবের চিঠি

সিমলা হইতে মহম্মদ ইয়াকুব যে চিঠি লিখিয়াছেন, তাহা 'টাইমস' পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। ঐ চিঠিতে বড়লাট আরউইনের কার্য্যকাল অন্ততঃ আরও এক বৎসরের জন্য বৃদ্ধি করার প্রস্তাব হইয়াছে। ভারতের জন্য পরবর্ত্তী শাসনসংস্কার প্রবর্ত্তনকালে লর্ড আরউইন ভারতের রাজপ্রতিনিধিপদে বর্ত্তমান থাকিলে সব দিকে শৃঙ্খলা ও মৈত্রী রক্ষিত হইবে, এরূপ লিখিত হইয়াছে।

মহিলা-সচিবের দুর্ঘটনা

বৃটিশ মন্ত্রিসভার প্রথম নারী সচিব কুমারী বণ্ডফিল্ড, যিনি শ্রমসচিবের পদে অধিষ্ঠিত আছেন, ট্রিমাইন উপসাগরে স্নান করিতে যাইবার কালে পা পিছলাইয়া কতকগুলি উপলখণ্ডে পতিত হয়েন এবং তাঁহাতে তাঁহার গোড়ালীর হাড় ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। তাঁহাকে বড় বেশীর হাসপাতালে সরাইয়া লওয়া হইয়াছে।

কৃষ্ণনগর ডিষ্ট্রিক্ট জজ আদালত

(এজলাস—মিঃ কে. কে. দত্ত জেলা জজ)

ইন্‌সলভেন্সী নোটীশ

১৬নং ইন্‌সলভেন্সী মোকদ্দমা

সেসন্স্ জজ মহোদয়কে অবগত করা যায় য়ে, জেলা নদীয়া থানা আলমডাঙ্গার অন্তর্গত আলমডাঙ্গা নিবাসী যুক্ত নফরচন্দ্র সাহার পুত্র কৃষ্ণবিহারী সাহার উক্তি জজ আদালতের ১৯২৯ সালের ১৬নং ইনসলভেন্সী মোকদ্দমা—গত ২৪।৫।২৯ তারিখের দরখাস্ত অনুসারে জজসাহেব বাহাদুর তাঁহার ১৭।৮।২৯ তারিখের হুকুম দ্বারা উক্ত কৃষ্ণবিহারী সাহাকে ইনসলভেন্ট সাব্যস্ত করিয়াছেন এবং হুকুমের তারিখের ৬ মাস মধ্যে তাহাকে চূড়ান্ত মুক্তির (*Final discharge*) জন্য আবেদন করিতে আদেশ দিয়াছেন।

প্রাচীন বৌদ্ধ বটবৃক্ষে অস্ত্রাঘাত

ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের সহকারী সম্পাদক মিঃ দাং বক্সমান কলম্বোয় [illegible] প্রত্নশাস্ত্র চর্চা করিতেছেন। তিনি লিখিয়াছেন, সিংহলে অনুরাধাপুরে ২২৩০ বৎসরের পুরাতন বটবৃক্ষ—যাহা রাজা অশোক পালকীয় লোক দ্বারা সিংহলে পাঠাইয়াছিলেন বলিয়া প্রকাশ, গত ৩০শে জুলাই উহার অংশে কুঠার আঘাত করা হইয়াছিল। ফলে উহার একটী শাখা কতক কাটিয়া গিয়াছে। এ ঘটনায় বৌদ্ধ সমাজে চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়। বহুলোক গোলমাল থামাইবার জন্য চেষ্টা করেন।

অপরাধী ধরা পড়ে নাই। দেশের নানা স্থান হইতে লোক জনগণ ও ভিক্ষুগণ গাছের অবস্থা কিরূপ হইয়াছে, তাহা দেখিতে আসিতেছেন।

শর্করা-অনুসন্ধান-সমিতি

ভারতে উৎপন্ন চিনি এবং বৃটিশ শাসনাধীন চিনি-প্রস্তুত-সংক্রান্ত বিষয়ের অনুসন্ধান করিবার জন্য যে সমিতি নিযুক্ত হইয়াছে, লর্ড আরউইনের তাহাদের কার্য্য সম্পাদনের নিযুক্ত হইয়াছেন এবং সভা নিয়োগের জন্য সম্মতিদান করিয়াছেন।

এই অনুসন্ধান-সমিতির প্রধান কার্য্য হইবে বিদেশীয় প্রতিযোগিতা হইতে এই ব্যবসায়কে রক্ষা করিবার উপায় নির্দ্ধারণ।

অনেকেই অবগত আছেন, লর্ড আরউইন পূর্ব্বে একবার গভর্ণর ছিলেন, গুজরাটে ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে শ্রমসচিবের মেণ্টে জেনে ভারত-সচিবের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

কাশী-ভারত স্ত্রী মহামণ্ডল

বিগত ১৯ই আগষ্ট কাশী ভারত স্ত্রী মহামণ্ডলের ৪র্থ বার্ষিক অধিবেশন অতি সমারোহপূর্ব্বক সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। প্রায় ৬ শত মহিলা ও বালিকা এই উৎসবে সমাগতা হইয়াছিলেন। শ্রীমতী নিবেদিতা দেবী সভানেত্রী ছিলেন। বালিকাগণের দ্বারা প্রদর্শনী, সঙ্গীত, আবৃত্তি এবং কৌতুকনাট্য অভিনীত হয়। মহামণ্ডলের অভিভাবিকা ও সম্পাদিকার রিপোর্ট পাঠ হয়। মহামণ্ডলের সাহায্যার্থ কত শিল্পদ্রব্য একটি ক্ষুদ্র প্রদর্শনীতে রাখা হইয়াছিল।

তরুণ শক্তির মামলা

পুরুলিয়া, ২৯শে আগষ্ট তারিখের সংবাদে প্রকাশ,—'তরুণ শক্তি' সম্পাদক শ্রীযুক্ত অমরকুমার চক্রবর্ত্তী, প্রকাশক ও কর্তৃপক্ষ শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ নিয়োগী ও মুদ্রাকর শ্রীযুক্ত কুমুদরঞ্জন, রাজদ্রোহ বিষয়ক ১২৪ক ধারা অনুসারে যে মামলায় দণ্ডিত হন, ২৯শে তারিখে হাইকোর্টে আপীলের শুনানীর দিন ছিল। মামলা ঐ দিন হয় নাই, ১১শে তারিখ হইবার কথা। মানভূমের দায়রা জজ বিচার করিবেন।

পত্নী কর্ত্তৃক পতিকে বিষ প্রয়োগ

বুধরা, ২০শে আগষ্ট তারিখের সংবাদে প্রকাশ,—জিলা বুলন্দসহর [illegible] গ্রামের একজন সম্পন্ন লোকের স্ত্রী বিবি সাহী ২৫ বৎসর বয়স্কা বিবাহিতা বালিকা তাহার স্বামীকে বিষ খাওয়াইয়া হত্যা করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। দণ্ডবিধির ৩২৮ ধারা অনুসারে তাহার উপর সরকারী মামলা চালান হইয়াছে। [illegible] বিচারার্থ প্রেরিত হইয়াছে।

মামলার বিবরণে প্রকাশ, সে [illegible] স্বামী মাতৃলোকাদের ব্যবহার [illegible] দিন আসামী তাহার স্বামীকে [illegible] অনেকে দুধ পান করে [illegible] পাইয়া আসামী [illegible] কিছু [illegible] জিনিষ [illegible] আসামী পরে [illegible] উহার মধ্যে এমন হইতে [illegible] আসামী ক্রমে [illegible] সে এক [illegible] দুধ খাইবার [illegible] ঐ বিষ-বড়ী দিয়াছেন।

আসামী আদালতে [illegible] হাজির হয়ে [illegible] দেখিয়া বর্দ্ধিত [illegible] সম্পর্কে [illegible] উহা হিসাবে [illegible] করিয়া তাহাকে আদালতের [illegible]।

পর-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

সম্প্রতি পর-বিদ্যাপীঠে নিম্নলিখিত শিক্ষণীয় বিষয়নিচয়ের অধ্যাপনের আসন-সমূহ সংস্থাপিত হইয়াছে—বিদ্যার্থিগণ আবেদন করুন।

১। সাহিত্যাসন, ২। ঐতিহ্যাসন,
৩। সম্প্রদায়বৈভবাসন, ৪। ভক্তিশাস্ত্রাসন,
৫। তত্ত্বশাস্ত্রাসন, ৬। বেদান্তাসন,
৭। একায়নাসন।

শ্রীসুন্দরানন্দ রায় বি, এ, কাব্যতীর্থ, বিদ্যাসাগর,
সম্পাদক—পরবিদ্যাপীঠ, শ্রীধাম মায়াপুর।

কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত

গৌড়ীয়

পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র।

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রতি শনিবারে প্রকাশিত হয়।

অগ্রিম বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲ দিলে বৎসরে ৫০ সংখ্যা প্রাপ্য; ষাণ্মাসিক ১৸০; সাপ্তাহিক /০

সর্বদা গ্রাহক হওয়া যায়।

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

শ্রীগৌড়ীয়ভাষ্য: অন্বয়সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৪০৲ চল্লিশ টাকা।

২৭২৪ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে,

সপ্তচত্বারিংশ খণ্ডে সূচী ছাপা হইতেছে।

৪৬শ খণ্ড বাঁধা নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে ১৫।/০ সাধারণ পক্ষে ২০৸৵০। প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৵০, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ।/০।

দশম স্কন্ধ ছাপা হইতেছে। দশম স্কন্ধের ভিক্ষা ১২৲, অগ্রিম আবেদনের পক্ষে ৮৲।

৫০ অধ্যায়পর্যন্ত নবম সংখ্যা ছাপা হইয়াছে।

ঋত্তিসহ সমগ্র

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

ভিক্ষা ২৲ টাকা। শিক্ষার্থি-ছাত্রের পক্ষে ১৸০ দেড়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীপরবিদ্যাপীঠ, শ্রীগোড়পুর

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক নদীয়া-প্রকা

নিম্নলিখিত মঠসমূহে প্রাপ্তব্য:—

১। শ্রীচৈতন্য মঠ,—শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর পোঃ, (নদীয়া)।
২। শ্রীগোপীনাথ মঠ,—চাঁপাহাটি, সমুদ্রগড় পোঃ, (বর্দ্ধমান)।
৩। শ্রীভাগবত আসন,—ভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৪। শ্রীগৌড়ীয় মঠ,—১নং উল্টাডাঙ্গা জংসন রোড, কলিকাতা।
৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ,—পুরী রেলওয়ে ষ্টেশনের নিকট "অমরানিবাস"
৬। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ,—উড়িয়া বাজার, কটক।
৭। শ্রীভাগবত মঠ,—চিরাকাঁটা, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।
৮। শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ,—৮নং অগস্ত্যকুণ্ড, কাশী, ইউ, পি।
৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,—ছিপিগলি, বৃন্দাবন, মথুরা, ইউ, পি।
১০। শ্রীপরমহংস মঠ—নিমসার পোঃ, সীতাপুর, ইউ পি।
১১। শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ,—কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল, পাঞ্জাব।
১২। শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠ,—৯নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।
১৩। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ,—বালিয়াটি, ঢাকা।
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম,—আমলাযোড়া, রাজবাঁধ পোঃ, বর্দ্ধমান।
১৫। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ,—ভুবনকোন্দা, চিরকুণ্ডা পোঃ, মানভূম।
১৬। শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয় মঠ,—আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী, উড়িষ্যা।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

"শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত"

আদি, মধ্য ও অন্ত্যলীলা প্রকাশিত হইয়াছে, সূচী ছাপা হইতেছে। যাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ১০৲ টাকা ভিক্ষার তৃতীয় সংস্করণ ৪৲ টাকায় না পাইয়া অপূর্ব্ব সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের জন্যই উহার ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইতেছে। সেই ১০৲ টাকার এই বিরাট গ্রন্থ আরও কয়েকদিন অগ্রিম ৫৲ টাকা দিলে সম্পূর্ণ গ্রন্থ দেওয়া হইবে। গ্রাহক-সংখ্যা প্রায় পূর্ণ হইয়া আসিল; পরে আর এ সুযোগ দেওয়া হইবে না।

সত্বর গ্রাহক হউন।

শ্রীচৈতন্য-লীলার ব্যাস আদিকবি

শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র গ্রন্থ ৮৲ স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲

নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪৷৷০ টাকা

শ্রীচৈতন্য মঠের যাবতীয় গ্রন্থ

কার্য্যাধ্যক্ষ, গ্রন্থ-বিভাগ, শ্রীচৈতন্য মঠ

পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

-অথবা-

শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা

ঠিকানায় পাওয়া যাইবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য:—ডাকে লইলে শ্রীচৈতন্য মঠের ঠিকানায় লিখিবেন।

দ্বীপ দিগ্‌দর্শন

নামক নবদ্বীপের ৯টী দ্বীপের সমস্ত বিবরণ।
ভিঃ ৵০। ৵০ ডাকটিকেট দিলে বুকপোষ্ট করা হয়।

প্রাপ্তিস্থান—নদীয়া-প্রকাশ কার্য্যালয়,
শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর। এবং
গৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস,
১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা।

TO LET

অন্যথা না ভজে কৃষ্ণ, দুষ্ট সঙ্গ করে। পুন সেইমত মায়া পাশে তুমি মরে।

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

শ্রীচৈতন্যমঠের গ্রন্থাবলী

শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুর বিরচিত ভক্তি-গ্রন্থাবলী।

উৎকৃষ্ট কাপড়ে বিলাতী ধরণে বাঁধাই স্বর্ণাক্ষরিত। চতুর্থ সংস্করণ। বিস্তৃত বিষয়সূচীসহ

জৈবধর্ম্ম

বাঁধাই ২৲ দুই টাকা

প্রকাশিত হইয়াছে

সনাতন ধর্মশাস্ত্র বেদ, বেদান্ত, উপনিষৎ গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত, পুরাণ, তন্ত্রাদি সকল গ্রন্থ পাঠ করিবার অবসর অতি অল্প মানবের ঘটিয়া থাকে। অনেকের যোগ্যতা না থাকায় সেই সমস্ত গ্রন্থের মর্ম্ম অবগত হইতে পারেন না। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ মহাশয় এই অসুবিধা দূরীভূত করিবার জন্য এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

বিদ্যালয়ের ছাত্র বা শিক্ষকগণের বিশেষ পাঠ্য, এই জন্য শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টার বাহাদুর ইহা সমস্ত বিদ্যালয়ের জন্য অনুমোদন করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

প্রথম খণ্ড ভিক্ষা—১৲ একটাকা

যুক্তিপূর্ণ শাস্ত্রবাক্য দ্বারা প্রত্যেক মানবের নিত্য কর্ত্তব্য ও অনিত্য সাময়িক কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। গ্রন্থের প্রতি উক্তি সনাতন শাস্ত্রবাক্য দ্বারা সমর্থিত ও প্রমাণিত হইয়াছে। দেহের, মনের ও আত্মার ধর্ম্ম কি? স্বদেশ, সমাজ, নীতি, ধর্ম্ম কি? ইত্যাদি বিষয় ক্রমানুসারে এমন সুন্দরভাবে যুক্তিসহকারে আলোচিত হইয়াছে যে, প্রথম পংক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত পাঠ না করিয়া নিবৃত্ত হওয়া যায় না।

শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য

ভিক্ষা ৵০

ঐ, প্রমাণ খণ্ড ভিক্ষা ৵০

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিহার ও লীলাভূমি নয়টী দ্বীপ-সমন্বিত। এক নয় দ্বীপের প্রাচীন বিবরণ—প্রত্যেক দ্বীপে শ্রীমহাপ্রভুর লীলা—প্রত্যেক দ্বীপের পরিচয়, শ্রীধাম-মাহাত্ম্য—ধামাপরাধ কি? ইত্যাদি বিষয় বিশেষভাবে মনোহর ছন্দে বর্ণিত। পকেট সাইজ, প্রায় ১৬০ পৃষ্ঠা।

নবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ

সচিত্র ব্রোঞ্জ-ব্লু কালীতে উত্তম কাগজে ছাপা—শ্রীনবদ্বীপধাম দর্শনে ভাবুক দর্শনকারীর কি প্রকার ভাবের উচ্ছ্বাস হয়, তাহা এই গ্রন্থে বর্ণিত। অতি চমৎকার। ভিক্ষা চারি আনা।

শ্রীভজনপথ

৶০ দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভৃতি উপদেশচ্ছলে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিচার অতি সুন্দরভাবে বর্ণিত হইয়াছে। ইহা ছাড়া শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর উপদিষ্ট শিক্ষা ও উপদেশ বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

গৌড়ীয়-বৈষ্ণব জগতে অভিনব গ্রন্থ !!

ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতি-গ্রন্থাবলী

শরণাগতি

পকেট সাইজ অষ্টম সংস্করণ ভিক্ষা ৴০ আনা

দেহ ও মনের চেষ্টা অনিত্যবস্তু লইয়া—ইহা যখন জীব বুঝিতে পারে, তখন একমাত্র নিত্যবস্তু শ্রীভগবানের প্রতি তাহার কোন জাতীয় আবেগময়ী প্রার্থনা হয় এবং শ্রীভগবানে সর্ব্বান্তঃকরণে নিষ্কপটে কি প্রকারে শরণাপন্ন হইতে হয়, ইত্যাদি বিষয়ক প্রাণস্পর্শী প্রার্থনা ও আত্ম-সমর্পণমূলক গান। চতুর্থ সংস্করণও প্রকাশিত হইয়াছে

ভিক্ষা প্রতি খণ্ড ৴০ এক আনা

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা—৴০, নবদ্বীপশতক—৴

অর্থপঞ্চক—৴০

কল্যাণকল্পতরু

পকেট সাইজ, পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা ৴১০

আমরা প্রত্যহ নূতন অভাব ও কামনার বশবর্ত্তী হইয়া পুনঃপুনঃ যে অকল্যাণকে কল্যাণ বলিয়া গ্রহণ করি এবং যাহার নিকট কল্যাণ কামনা করি, তাহা যে নিত্য বা যথার্থ কল্যাণ প্রদানে অসমর্থ এবং কোন বস্তু আমাদের নিত্য কল্যাণদাতা এবং কি ভাবে আমরা সেই কল্যাণলাভে সমর্থ হইব, এই সকল কথা সরল গানে লিখিত। এই গীতিগ্রন্থ বাস্তবিকই কল্যাণের কল্পতরু; ইনি প্রত্যেককে নিত্যকল্যাণ প্রদানে

শ্রীল চক্রবর্ত্তি ঠাকুরের টীকা সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠাকুর কৃত টীকা ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কৃত বঙ্গানুবাদ। টীকাকারের জীবনী, শ্লোক-সূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি বহু প্রয়োজনীয় বিষয় সংবলিত প্রায় ৬২৫ পৃষ্ঠা। উৎকৃষ্ট সিল্কে বাঁধাই ২৲ দুই টাকা, কাগজে বাঁধা ১৷০

শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ-কৃত ভাষ্য সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

কাগজ ও ছাপা উৎকৃষ্ট। সিল্কে বাঁধাই, সোণার জলে নাম লেখা রাজসংস্করণ ২৲ টাকা, সাধারণ সংস্করণ ১৷০, গৌড়ীয়ের গ্রাহকপক্ষে ১৷০

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি

(সারস্বতাভিধানগ্রন্থ)

বিষয়:—১। ভক্তিশাস্ত্রে ব্যবহৃত শব্দাবলীর অর্থ, ২। চারি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের চরিত্র, ৩। বিষ্ণুবৈষ্ণবসম্পর্কিত শ্রীমন্দির ও শ্রীবিগ্রহের বিবরণ, ৪। বৈষ্ণবগ্রন্থ ও গ্রন্থকারসমূহের তালিকা ও বিবরণ, ৫। বিষয় বিশেষের লৌকিক ও শাস্ত্রীয় আকরমূলে ব্যবহারিক তথ্য। চারিখণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ১ম খণ্ড ১৷০, ২য় খণ্ড ৸০, ৩য় খণ্ড ৸০, ৪র্থ খণ্ড ৸৵০, চারিখণ্ড একত্রে ৩৲ (৫ম খণ্ড যন্ত্রস্থ)।

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ

—১ম খণ্ড ১৲ এক টাকা, ২য় খণ্ড ১৲ এক টাকা—শ্রীমদ্ভাগবতের গ্রাহক ও গৌড়ীয় গ্রাহকগণ ১৷০ টাকায় দুইখণ্ড পাইবেন। বেদান্তাচার্য্য শ্রীমজ্জীব গোস্বামিপাদের রচিত গ্রন্থ। ইহাই ষট্‌সন্দর্ভের অধিক প্রয়োজনীয় অংশ। প্রতি খণ্ড ডবল ক্রাউন ৮ কর্ম্মায় ৭৪ পৃষ্ঠা আকারে মুদ্রিত হইতেছে।

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য সঙ্কলিত

সদাচারস্মৃতিঃ

ভিক্ষা ৴০ মাত্র

রেজেষ্টার্ড

মদন মঞ্জরী

বটিকায় ধ্বজ ও ধাতুবিকার, ইন্দ্রিয়শক্তির হ্রাস, প্রস্রাবে শুক্রপাত, স্বপ্নদোষ, মাথাঘোরা, বুক ধড়্ ফড়ানি, অনিদ্রা প্রভৃতি লক্ষণ সত্বর নির্দ্দোষ আরোগ্য হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি কারক, অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ৪০ বটী ১৲ এক টাকা।

"নপুংসকারি ঘৃত"

পুরুষত্বহানি রোগে বাহ্যপ্রয়োগ দ্বারা আরোগ্য করিয়া শক্তিসঞ্চয় করে। মূল্য ২ তোলা ১৲ টাকা।

"রমণীবিলাসিনী বটিকা"

স্তম্ভনকারক ধারণশক্তি স্থায়ী ও বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয়। মূল্য ১৬ বটী ১৲ এক টাকা।

রাজবৈদ্য নারায়ণজী, কেশবজী

১৭৭নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

কুমার-ভোগ

—বর্ম ও স্বর্ণঘটিত আচারে সুস্বাদু, ... শিশুগণের ... পুষ্টি ... দাঁত উঠিবার ... মূল্য প্রতি শিশি এক টাকা, ... ৵০ আনা।

নারোল

(Narhol) ...

দাদ-লোশন

ডাঃ এল্ সি বসাক

দাদ-লোশন

৩০, ... ট্রীট, বড়বাজার, কলিকাতা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (প্রাচীন নবদ্বীপ) নদীয়া

বেদনাঞ্জন

শ্রেষ্ঠরত্ন

কলিকাতা কংগ্রেস এক্জিবিসন হইতে ও প্রশংসা প্রাপ্ত ও বহু গণ্যমান্য ভদ্রমহোদয়গণ কর্ত্তৃক প্রশংসিত।

* * *

আজকাল বাজারে চলিত মিশ্রিত ও বিষাক্ত আহার, সেবনে শরীরের রক্ত শুক্রক দোষিত হইয়া পড়িতেছে। হেতু মানবদেহের শ্রেষ্ঠ উপাদান, এই রক্ত দোষিত হওয়ার দরুণ সচরাচর মানব বাত, বেদনা, মাথাধরা, মাথাঘোরা, দৃষ্টিশক্তির হ্রাস, দাতের গোড়া ফুলা, দাত কনকনানি, দাতে পোকা এবং ঘেঁও, চুলকানি প্রভৃতি কষ্টদায়ক রোগে আক্রান্ত হইতেছে। যদি আপনি এসকল ব্যাধিমুক্ত হইতে চান, তাহা হইলে অযথা সময় অপব্যয় না করিয়া অদ্যই এক শিশি বেদনাঞ্জন ক্রয় করিয়া ইহার আশ্চর্য্য শক্তি উপলব্ধি করুন। গুণের তুলনায় মূল্য অতি সুলভ। এক শিশি ।৵০ আনা মাত্র। মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান—এ, সি, চ্যাটার্জ্জী এণ্ড ব্রাদার্স।

৮৫নং হরলাল মিত্র লেন, খিদিরপুর, কলিকাতা।

সকল ঔষধালয়ে ও বড় বড় দোকানে পাওয়া যায়।

কেন?

গৃহস্থ কুকার

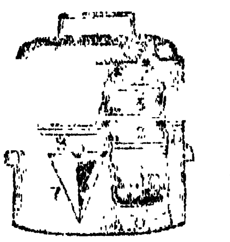

গৃহস্থের প্রকৃত বন্ধু।

কারণ উৎসবে হউক, ২৫ জনের রান্না ব্যসনে গৃহের রোগীর পথ্য, একসঙ্গে, দুর্ভিক্ষে টাইফয়েড জ্বরে, রাষ্ট্র বিপ্লবে (অর্থাৎ পাচক পাচিকার অনুপস্থিতিতে) গৃহস্থের সকল কাজ ১০ ঘণ্টায় সম্পন্ন করে। রাজদ্বারে ও ভ্রমণে ইহা সঙ্গে লইয়া চাপাইয়া দিয়া নিশ্চিন্তমনে অফিস বা দেবদর্শনাদি করিয়া আসিয়া সমস্ত রান্না সময়মত প্রস্তুত পাইবেন।

মূল্য ২ জনের ৭৲ টাকা হইতে আরম্ভ।

ন্যাশনাল এণ্ড কোং

৬৮।২ গিরিশ মুখার্জ্জী রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

যদিও জগতে প্রকৃত মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য, তথাপি যাঁহারা নানাবিধ অস্বাভাবিক উপায়ে অস্বাভাবিক শক্তি নষ্ট করিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন এবং নানা প্রকার মেহ, প্রমেহ, ধাতুদৌর্ব্বল্য, স্নায়বিক দুর্ব্বলতা, বহুমূত্র, উপদংশ, পারদ-দোষ পীড়া, অর্শ এবং স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে যাঁহারা বাধক, প্রদর, ঋতুরোগ, হিষ্টিরিয়া, শ্বেত ও রক্তপ্রদর, ইত্যাদি রোগে ভুগিয়া জীবনে নিরাশ হইয়াছেন, ইহারা সকল প্রকার দেশীয় ডাক্তারি পেটেণ্ট ঔষধের পরিবর্ত্তে ইলেক্ট্রিক সলিউসন ব্যবহার করুন। ইহার শত শত প্রমাণ প্রাপ্ত হইয়াছি। যাঁহারা অন্যান্য বহুবিধ ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরোগ্য লাভ করিতে পারেন নাই, তাঁহারা একবার এই ঔষধটি ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক মাসের ব্যবহারোপযোগী এক শিশি ঔষধ মূল্য ১৷০ টাকা মাত্র।

সোল এজেণ্ট—ডাঃ ডি, ডি, হাজরা।

কালেজ স্ট্রীট, গার্ডেনরীচ পোঃ, কলিকাতা।

ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

অধ্যক্ষ

শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম, এ, এফ, সি, এস (লণ্ডন)

ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক

(প্রফেসার)

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ বিশুদ্ধ ও শাস্ত্রমতে নিজ তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হয়। পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ক্যাটালগ পাঠান হয়। রোগের বিবরণ জানাইলে যত্নপূর্ব্বক ব্যবস্থা দেওয়া হয়। চিঠি পত্রাদি সম্পূর্ণরূপে গোপন রাখা হয়।

মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দুর)

(বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৪৲ টাকা

উৎকৃষ্ট স্বর্ণ, পারদ ও আমলাসার গন্ধক দ্বারা যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। নিত্য প্রয়োজনীয় সর্ব্বরোগনাশক মহৌষধ।

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৩৲ টাকা

উৎকৃষ্ট কাশীর আমলকী, বংশলোচন প্রভৃতি মূল্যবান উপাদানে পূর্ণমাত্রায় যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। কফ, কাসি, সর্দ্দি, যক্ষ্মা, ক্ষয়রোগ, হৃদরোগ প্রভৃতি রোগের মহৌষধ। সর্ব্বরোগের দুর্ব্বলতা নাশক অতিশয় পুষ্টিকর মহৌষধ বা খাদ্য বিশেষ।

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬৲ টাকা

ইহা সেবনে ধাতুদৌর্ব্বল্য, শুক্রক্ষীণতা, স্বপ্নদোষ, প্রমেহ ও অর্শ্বজ্ঞ সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায়। ইহা অপারসীম আনন্দদায়ক রসায়ন।

অবলাবান্ধব যোগ

প্রদর, বাধক প্রভৃতি জরায়ুদোষ ও রোগিণীর দুরারোগ্য রোগের মহৌষধ।

মূল্য—১৬ মাত্রা ২৲ টাকা। ৫০ মাত্রা ৫৲ টাকা মাত্র

বিশুদ্ধ জল! ভয় নাই! বিশুদ্ধ জল!!

লক্ষ্মী টিউব-ওয়েল কোং

২০৫নং নবাবপুর, ঢাকা।

বর্ত্তমানযুগের নব-আবিষ্কৃত যন্ত্রসাহায্যে উন্নত বৈজ্ঞানিক-খনন-প্রণালীতে নলকূপ (*Tube-well*) নির্ম্মাণ করা হয়। বঙ্গের লাট বাহাদুর, প্রাইভেট সেক্রেটারী, ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট, জিলা-বোর্ডের চেয়ারম্যান, ইঞ্জিনিয়ার, দারোগা, জমিদার, প্রভৃতি বহু ভদ্রমহোদয়গণ এই কোম্পানীর কার্য্য দেখিয়া প্রশংসা করিয়াছেন। রাসায়নিক পরীক্ষায় জল বিশুদ্ধ না হইলে মূল্য গৃহীত হয় না। বিস্তৃত বিবরণের জন্য পত্র লিখুন।

বিনামূল্যে বিনামূল্যে

বিতরিত

স্বাস্থ্যের সার "কামশাস্ত্র" গ্রন্থখানি চৌদ্দ পয়সার টিকিটে বিতরিত হইতেছে। ইহা পাঠে মানবের পারলৌকিক মঙ্গল জানা যায়।

এই পুস্তক যিনি লিখিয়াছেন, তিনিই "আতঙ্কনিগ্রহ বটিকা"র আবিষ্কর্তা। এই বটিকা দুর্ব্বলকে সবল করে এবং সবল ব্যক্তিকে অটুট ও অক্ষয় রাখে। বত্রিশ বটিকা পূর্ণ এক কৌটার মূল্য ১৲ টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান:—আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়।

২১৬নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মনোমোহন প্রেস

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা।

পূর্ব্ববাঙ্গালায় সুলভে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত বৈদ্যুতিক মেশিনে দিবারাত্র কাজ চলিতেছে। বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন।

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা।

কৃষ্ণনগর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে—শ্রীবিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

স্থানীয়. সংস্করণ

Registered No. C 1544

বিজ্ঞাপনের হার

প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চ ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৷০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য · বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহ.

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র।

[illegible] হার
[illegible]
[illegible]
[illegible]
ষাণ্মাসিক [illegible]
মাসিক ১৲
[illegible]
প্রতি সংখ্যা [illegible]

৪র্থ খণ্ড] সম্পাদক—প্রত্নবিদ্যালঙ্কার শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী [১৫৯ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্য মঠ, শ্রীধাম মায়াপুর—১৮ই ভাদ্র মঙ্গলবার [illegible]

শ্রীধাম মায়াপুর ডাকঘর

গত ১লা জুন হইতে শ্রীধাম মায়াপুর পোষ্ট অফিস খোলা হইয়াছে। বঙ্গদেশের পোষ্টমাষ্টার জেনারেল বাহাদুর শ্রীধাম মায়াপুর ডাকঘর হইতে নদীয়া-প্রকাশ ভারতের সর্ব্বত্র প্রেরণ করিবার আদেশ দিয়াছেন।

ম্যানেজার, 'নদীয়া-প্রকাশ'

পোঃ আঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

শ্রীধাম মায়াপুরের যাবতীয় পত্র বুকপোষ্ট রেজিষ্টারী মণি-অর্ডার প্রভৃতি ডাকে পাঠাইতে হইলে, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া ঠিকানায় লিখিবেন।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

দুইখণ্ডে সমগ্র গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছেন। সূচী প্রভৃতি ছাপা হইতেছে

[illegible], নদীয়াপ্রকাশের গ্রাহক পক্ষে [illegible]

পরা-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

[illegible]

প্রধান অধ্যাপক—[illegible]

[illegible]

[illegible]

অধ্যাপক—[illegible]

শ্রীধাম মায়াপুর পরাবিদ্যাপীঠ, নদীয়া।

রোগী দেখিবার সময়:—
প্রাতে:—[illegible] হইতে [illegible] টা,
বৈকালে—[illegible] টা হইতে [illegible] টা পর্য্যন্ত।

[illegible] !　　[illegible] !!

সর্ব্বত্র এজেণ্ট আবশ্যক।
পত্র লিখুন।
[illegible]
দিবা-রাত্রি ঔষধ পাওয়া যায়।

ডাক্তার বি, ডি, কুণ্ডুর

[illegible] ও গভর্ণমেণ্ট রেজেষ্টারীকৃত

১। ভূপেন্দ্র শোভা স্পেসিফিক্—[illegible] ঔষধ—প্রতি শিশি ১ এক টাকা মাত্র।

২। চাণ্ড ফিবার মিকশ্চার—ম্যালেরিয়া জ্বর এক শিশিতে সম্পূর্ণ আরোগ্য। [illegible] প্রতি ছোট শিশি [illegible] আনা, বড় শিশি [illegible] এক টাকা মাত্র।

৩। গণোরিয়া স্পেসিফিক্—[illegible] কেন, এক শিশিতে আরোগ্য। এক শিশি [illegible] এক টাকা মাত্র।

[illegible]

১। ওয়ারম্ কিওর—[illegible] ২। ফিমেল সুধা [illegible] ৩। জিহ্বা স্পেসিফিক্—[illegible] ৪। [illegible] ৫। পাইলস্ রেমিডি—[illegible]

বিশেষ দ্রষ্টব্য:—[illegible] এক কালীন দশ টাকার ঔষধের অর্ডার পাইলে, [illegible] কমিশন দেওয়া হয়। [illegible]

সোল এজেণ্ট:—

দি এলোপ্যাথিক ড্রাগ ষ্টোরস্

ডাক্তার বি, ডি, কুণ্ডু [illegible]
[illegible]

'কর্ম্মাবলম্বকাঃ কেচিৎ কেচিৎ জ্ঞানাবলম্বকাঃ। বয়ন্তু হরিদাসানাং পাদত্রাণাবলম্বকাঃ।'

"গভর্ণমেণ্ট হইতে রেজিষ্টারী করা—

সর্ব্বপ্রকার প্লীহা লিভার সংযুক্ত ম্যালেরিয়া

জ্বরের সাক্ষাৎ যম

সারফলীন

টনিক ও সালসা। পথ্যের বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই। এক দাগেই প্লীহা, লিভার ধ্বংস হয়। 'ফলেন পরিচীয়তে'

এক দাগে জ্বর পালায়, ফিরে জ্বর আর হয় না

• এক দাগে জ্বর পালায়, তিন দাগে সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়। এমন উপকারী ঔষধ আর নাই। এক দাগ ঔষধ সেবনে যদি আপনার জ্বর একেবারে পলায়ন করে, সেই প্রকৃত ঔষধ খাওয়া উচিত নয় কি? এক্ষণে সাবধান হউন এবং জানিয়া রাখুন, আর মিছামিছি বাক্স বোতল ২ [illegible] জল খেয়ে শয্যাগত হয়ে পড়ে পরে কষ্টবান হইবেন কেন? সুতরাং ॥০ আনার সারফলিনই একটি জ্বর বোতল পক্ষে যথেষ্ট, এমন প্রত্যক্ষ উপকারী জ্বরের ঔষধ আর নাই। "সকালে জ্বর হইলে বৈকালে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবেন, ডাক্তার ডাকিতে হয় না। মূল্য প্রতি শিশি ৸০ আনা, ডজন [illegible] আনা।

এজেণ্ট—মেসারস্ এম, ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং, ১০ নং বনফিল্ডস্ লেন, কলিকাতা।

যুগল-মূর্ত্তি মার্কা
সর্ব্বত্র পাওয়া যায়।

আয়ুর্ব্বেদ সম্মত বায়ু পিত্ত বাত নাশক

ত্রিগুণ তৈল

আসল ও আদি
শিশি ৸০ আনা, ডজন ৮৲
ডিঃ পিঃ ও প্যাকিং খরচ স্বতন্ত্র।

যুগল-মূর্ত্তি মার্কা এঃ বটকৃষ্ণ পাল দেখিয়া লইবেন।

এমন মহোপকারী তৈল আর নাই

গবর্ণমেণ্ট হইতে রেজিষ্টারী করা—

ইহা চরক [illegible] মতে [illegible] খাঁটী কাঁচা সর্ষপতৈল হৈতে [illegible], কস্তুরী, [illegible], কেশর, চন্দন, অগুরু, বেণা, প্রভৃতি [illegible] সহযোগে [illegible] প্রস্তুত [illegible] সম্ভাবে [illegible] থাকে। ফলতঃ এই [illegible] ব্যবহারে সাধারণতঃ দৈহিক [illegible] দূর করিয়া থাকে।

• সকলপ্রকার স্ত্রী বা পুরুষের [illegible], জটিল [illegible], প্রদর, [illegible], বাধক, [illegible], মূর্চ্ছা, মাথাধরা, মাথাঘোরা, আধকপালী, নিদ্রাহীনতা এবং সকলপ্রকার বাতরোগ ও নানা প্রকার ব্যাধির কাটাও ধ্বংসকারী অব্যর্থ মহৌষধ।

বলা বাহুল্য, ইহা এরূপ [illegible] তৈল যে, পাগল ভাল হয়। যে কোন স্থানে তৈল কিনিবার সময় শিশির গায়ের লেবেলের উপর বড় ২ অক্ষরে আসল যুগল মূর্ত্তি মার্কা এজেণ্ট বটকৃষ্ণ পাল দেখিয়া লইবেন, অন্যথায় [illegible] দোকানদার জাল বা নকল তৈল বিক্রয় করিয়া আপনাকে ঠকাইবে। স্মরণ রাখিবেন [illegible] বিক্রয় করিয়া ঠকাইতে পারিলেই খুব লাভ হয়।

এজেণ্ট—বটকৃষ্ণ পাল এণ্ড কোং ২৩নং বনফিল্ড লেন, কলিকাতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১৮ই ভাদ্র মঙ্গলবার—১৩৩৬

গৌড়ীয়-গৌরব

(আলবার্ট হলে প্রদত্ত দিবস ২০।৭।২৯ তারিখের বক্তৃতা)

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ১৪৮ সংখ্যার পর)

সর্ব্ববিষয়ে গৌড়ীয় গৌরব

সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজন, উপাস্য-উপাসনা-উপাসক, কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগ, জ্ঞান-বৈরাগ্য-ভক্তি, দর্শন-সাহিত্য-বিজ্ঞান-শিল্প, সমাজনীতি-রাষ্ট্রনীতি-অর্থনীতি, বর্ণাশ্রম-একায়ন, সর্ব্বাশ্রম-পারমহংস্য, সার্ব্বজনীনতা-বিশ্বপ্রেমিকতা, দয়া-পরোপকার-দেশসেবা, মৈত্রী সমন্বয়, সর্ব্ববিষয়ে, সর্ব্বাবস্থাতে 'গৌড়ীয়' কিরূপ গৌরবান্বিত, তাই আজকার বক্তব্য বিষয়। এই বিপুল বিরাট বিষয় এক দিনে দেড় ঘণ্টার বক্তৃতায় বলা সম্পূর্ণ অসম্ভব। অন্ততঃ যদি প্রত্যহ দুঘণ্টা ক'রে ক্রমাগত ছমাসকাল এবিষয় বর্ণনা করা হয়, তাহলে এত বিরাট বিষয়ের একটা দিগ্দর্শন হ'তে পারে। আজ কেবল ঐ দিগ্দর্শনেরই একটা মুখবন্ধমাত্র কর্‌ছি। সমবেত মনীষিবৃন্দের বহুমূল্য সময় ও ধৈর্য্যের উপর অধিক হস্তক্ষেপ করবার অধিকার পাচ্ছি না; তবে একথা দৃঢ়ভাবে ব'লতে পারা যায়, প্রকৃত অর্থনীতির দিক্ দিয়ে বিচার করলে একূপ আলোচনায় আমাদের সময়ের খুবই সদ্ব্যবহার হবে।

বর্ত্তমান-জগৎ

বর্ত্তমানে সর্ব্বত্রই একটা আন্দোলনের হাওয়া বইছে। এই সকল আন্দোলন যে সকল সাহিত্য গড়ে তুলছে, সেই সকল সাহিত্য-প্রতীকের মুখে কএকটা কথা খুব উজ্জ্বলরূপে ফুটে উঠতে দেখতে পাওয়া যায়। সেই কটা কথাকে একূপভাবে বলা যেতে পারে,—

গড়িয়াতোলা-বাদ, বিপ্লব-বাদ, বিদ্রোহ-বাদ। গড়িয়াতোলা-বাদটা, আপাত দৃষ্টিতে বিপ্লব-বাদ বা বিদ্রোহবাদের পরিপন্থী বলে মনে হয়। গড়িয়াতোলা-বাদটা হচ্ছে—ব্রহ্মার ক্রিয়া বা দক্ষের ক্রিয়া। গড়িয়া-তোলা মানে—ব্রহ্মার দিকে গতি—ব্রহ্মের দিকে নহে; যাকে বলে জনন-ক্রিয়া। এটা হচ্ছে ঐ দক্ষের কাজ, রুদ্রের সঙ্গে যাঁর বিদ্বেষ। আর বিপ্লব-বাদ বা বিদ্রোহবাদটা হচ্ছে—রুদ্রের ক্রিয়া বা রুদ্রের দিকে গতি অর্থাৎ বর্ত্তমান আন্দোলনের হাওয়া গণ-গড্ডলিকাকে তাদের অজ্ঞাতসারেই হউক বা জ্ঞাতসারেই হউক বিতাড়িত ক'চ্ছেন রুদ্র ও ব্রহ্মের দিকে। তরুণসঙ্ঘ বল্‌ছেন পুরাণকে চুরমার করে দাও, নূতন করে গড়ে তোল। আবার আর একদল বল্‌ছেন, আমরা ঠাকুরমা-মনোভাব বা ধামাচাপা-নীতিগুলিকে পূর্ব্বপুরুষ বা পুরাতনের উপর অবৈধভাবে আরোপ করে তা' নিয়েই আমাদের কর্ম্মের সাধনায় বোধি-সত্ত্ব লাভ করব; এটাও বিশ্ব ঐ নির্ব্বাণ বা রুদ্রের ভঙ্গলীলার দিকেই প্রত্যাবর্ত্তন। ক্ষেমের দিকে—স্থিতির দিকে অর্থাৎ বিষ্ণুর দিকে আমাদের আন্দোলনের গতি নেই। আন্দোলন ভাল, বিদ্রোহ ভাল বা ভাঙ্গা ভাল, বিপ্লব ভাল, যদি তার গতি ক্ষেমের দিকে হয়। আমরা কিন্তু একটা বড় মজা ভুলে গিয়েছি যে, যেটা গড়ে তুলব, সেটাই আবার ভেঙ্গে যাবে। আবার যেটা ভাঙ্গব, তার কারণ নাশ না হলে আবার সেই কারণ-বীজ অঙ্কুররূপে গড়ে উঠবে, পুনরায় ভাঙ্গা-গড়ার দিগ্বাজি খেলা খেলবার জন্য।

সমসাময়িক জগতে গৌড়ীয়ের বাণী—স্বভাবের পথে চল

অধুনাতন আমাদের প্রিয় তরুণসঙ্ঘ এবং আমাদের মাননীয় প্রবীণ পুরাতন পন্থীগণ তাঁদের যে যে নিষ্ঠা নিয়ে কাজ কচ্ছেন, গৌড়ীয় গৌরব তাঁদের সেই নিষ্ঠাকে নষ্ট না করে কেবলমাত্র স্বভাবের পথে চলতে বল্‌ছেন। ভাঙ্গাগড়া—এ দুটোই আমাদের স্বভাব নয়, এ দুটা আগন্তুক নিসর্গ—একটা বিকৃত দ্বিতীয় অভ্যাস। স্থিতি বা সত্তাটাই হচ্ছে আমাদের নিত্যস্বভাব; সত্তাকেই সত্য বলা যায়, সত্ত্বগুণকেই বিষ্ণু বলা যায়।

এক অদ্বিতীয় তরুণের উপাসনাই বিশ্ব-শান্তির নিদান

আমাদের তরুণসঙ্ঘ—আমাদের দেশের ভাবী আশার স্থল। সেই তরুণসঙ্ঘ, সবুজ-সঙ্ঘ এক তরুণের—এক সবুজের সেনাপতিত্ব স্বীকার করে চলুন, তা' হলেই বিশ্ব-শান্তি আসবে—বিশ্ব সমস্যার সমাধান হবে,—বিশ্ব ঐকতানের মহামন্ত্রে সকল আকাঙ্ক্ষার চরমসীমা লাভ করতে পারবেন।

বহু তরুণ যদি আমাদের সেনাপতি হয়, তা'হলে সেখানে *Chaos* (বিশৃঙ্খলা, গোলযোগ) এসে যা'বে—*Cosmos* (সুশৃঙ্খলিত নিয়মিত সুগঠিত জগৎ) থাকবে না। আমরা কিন্তু সকলেই *Cosmos* এর জন্যই স্বরাজ-সাধনা বলুন, বিপ্লব বাদ বলুন, অর্থনীতি বলুন, রাষ্ট্রনীতি বলুন—সব করতে যাচ্ছি। তরুণসঙ্ঘ বোধ হয় জানেন, *Acosmism* (জগন্মিথ্যাত্ববাদ) নিরাস ক'রে *Cosmos* (সুশৃঙ্খলিত জগৎ) এর *Harmony* (ঐকতান)—অপ্রাকৃত সুগঠিত নিত্য-জগতের সত্তা-স্থাপনই—গৌড়ীয় গৌরব। যে *Cosmos* এর কথা একদিন লোক-পিতামহ ব্রহ্মা ব'লেছিলেন;—

শ্রিয়ঃ কান্তাঃ কান্তঃ পরমপুরুষঃ কল্পতরবো
দ্রুমা ভূমিশ্চিন্তামণিগণময়ী তোয়মমৃতম্।
কথা গানং নাট্যং গমনমপি বংশী প্রিয়সখী
চিদানন্দং জ্যোতিঃ পরমপি তদাস্বাদ্যমপি চ॥
স যত্র ক্ষীরাব্ধিঃ স্রবতি সুরভীভ্যশ্চ সুমহান্
নিমেষার্দ্ধাখ্যো বা ব্রজতি ন হি যত্রাপি সময়ঃ।
ভজে শ্বেতদ্বীপং তমহমিহ গোলোকমিতি যং
বিদন্তস্তে সন্তঃ ক্ষিতিবিরলচারাঃ কতিপয়ে॥

তরুণ সঙ্ঘের প্রতি

তাই হে প্রিয় তরুণসঙ্ঘ! তোমরা সেই এক তরুণের—এক সবুজের উপাসক হও, যে তরুণের কথা—যে সবুজের কথা একদিন স্বয়ং তরুণদলের সেনাপতিত্ব গ্রহণ করবার এক আদর্শ দেখিয়ে তোমাদের এই গৌড়পুরের, এই বাঙ্গালার দ্বারে দ্বারে ব'লেছিলেন, নীলাচলের নীলসাগরের কূলে নবীন-সন্ন্যাসিরূপে মৌলবী-ক'বর সঙ্গে আলাপ ক'রেছিলেন,—"আমাদের গৌর রূপং, বয়ঃ কৈশোরকং ধ্যেয়ম্।"

নবকিশোর-নটবর অদ্বয়জ্ঞানের অচিন্ত্য স্বভাব

এই তরুণে পুরাতনত্ব ও তারুণ্যের অপূর্ব্ব অচিন্ত্য-সমন্বয়—সেই তরুণে বিশ্ব-বীণ ঐকতানে বিরোধ ও মিলনের অচিন্ত্য-সমন্বয়। তাই পুরাণ পণ্ডিতগণও সেই আদ্য পুরাণ-পুরুষের উপাসনা করেন,—

"অদ্বৈতমচ্যুতমনাদিমনন্তরূপ-
মাদ্যং পুরাণ পুরুষং নবযৌবনঞ্চ।
বেদেষু দুর্লভমদুর্লভমাত্মভক্তৌ,
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥"

দিব্যকিশোর-মূর্ত্তিঃ, স্বরাট্, ভাগবত—স্বরাজের বিজ্ঞান, গৌর কিশোরের চরিত্র—স্বরাজের বাস্তব বেদ

এই অদ্বিতীয় তরুণ যেখানে স্বরাট্—এই তরুণকে লইয়া যেখানে স্বরাজ সাধনা, সেখানেই ঐকতান—সেখানেই বিশ্ব-শান্তি। শ্রীমদ্ভাগবত-গ্রন্থখানা সেই স্বরাজ-সাধনার বাস্তব-বিজ্ঞান। গৌড়ীয়-গৌরব শ্রীচৈতন্যদেবের জ্বলন্ত জীবন সেই স্বরাজ সাধনার বাস্তব বেদ। এটা রূপক-কথা নয়—প্রস্তাবিত স্বরাজের রঙ্গিন নেশা নয়, এটা একমাত্র বাস্তব-কথা।

জাগতিক রাষ্ট্রনীতির ব্যভিচার

প্রাচীন ইতিহাসের সাক্ষ্য উদাহরণের দিকে না তাকিয়ে যদি কেবল বর্ত্তমান রাষ্ট্রনীতির ইতিহাসের পাতাগুলির পৃষ্ঠার দিকেও তাকান যায়, তা'হলে দেখতে পাওয়া যাবে, আমাদের প্রস্তাবিত বিশ্ব-সমস্যার সমাধানে কিপ্রকার [illegible] দায়িত্ব, বর্ত্তমান সাম্রাজ্যবাদের নামে তাঁহার [illegible] বিশেষ প্রবেশ করেছে ও করে। [illegible] চীন বাণিজ্য-জগতের আদর্শরূপে [illegible] দাঁড়িয়েছে, যে বর্ত্তমান চীনকে [illegible] করে [illegible] কর্ত্তব্যের জন্য [illegible] ছিল ও তাহার সাথী [illegible] চেষ্টা করেছেন; [illegible] কোন কারণের হউক, যে চেষ্টার [illegible] পেয়েছেন তাঁরা, যখন বর্ত্তমান চীনের জাতীয়দলের সেনাপতি চিয়াং কাইসেক [illegible] নির্ব্বাসিত করেছেন; চীন ও রাশিয়ায় আজ যুদ্ধ বাধার উপক্রম হয়েছে। সাম্রাজ্যবাদের নিখিল জাতীয় কল্যাণ-কামী [illegible] হচ্ছে, তাতে [illegible] প্রকাশিত হয়েছে, তাতেও আমাদের প্রস্তাবিত সত্যের প্রতি অনেকেই নিরপেক্ষ থাকতে পারেন না। তাই এ সময় আমাদের প্রস্তাবিত বিশ্ব-সমস্যা-সমাধান-প্রশ্নের মোহকক্ষ এটুকু ভেঙ্গে দিয়ে—গণগড্ডলিকার আপাত উত্তেজনার মোহ একটুকু দূরে ফেলে রেখে যদি হিতকারিণী [illegible] মঙ্গলোপাদেশ শ্রবণ করে, তাহলে জানতে পারে, আমরা ঐ [illegible] দিয়ে আমাদের [illegible], আমাদের [illegible] পাবার বাঞ্ছা, সেটা ঠিক এই রকম,—

"যথান্ধ [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]"

যেরূপ [illegible]-বিদ্যায় অনভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ সোনার খনির উপর দিয়ে, সংসার বিচরণ ক'রে থাকে অথচ ক'তে অর্থ আনবার জন্য,—অথচ যার উপর দিয়ে [illegible] যাতায়াত করছে, সেখানে যে সোনার খনি রয়েছে, তা' মোটেই জানতে পারে না, সেইরূপ জগতের লোকসকল [illegible]-স্বাধীনতা, শান্তির সন্ধানে [illegible] ছুটাছুটি করছে, কিন্তু তাদের আপন [illegible] সেখানে, সেদিকে একবারও যাচ্ছে না,—কত বিপদে যাচ্ছে, স্বভাবের পথে [illegible] ফিরে তাকাচ্ছে না—[illegible] যাচ্ছে [illegible] দিকে, [illegible] যাচ্ছে না [illegible] দেশ [illegible] না।

(ক্রমশঃ)

গৌড়ীয় মঠে

ভিক্ষা দিব কেন?

(পণ্ডিত শ্রীপাদ কিশোরীমোহন অধিকারী সাহিত্যভূষণ, পুরাণরত্ন)

কয়েকজন বন্ধুর অনুরোধে কাল ক্রাউন সিনেমায় 'কালো কুয়াশা'র অভিনয় দেখিয়া ফিরিতে অধিক রাত্রি হওয়ায় আজ বিলম্বে শয্যাত্যাগ করিয়াছি। প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া সদরে আসিয়া বসিতেই ভৃত্য যথানিয়মে এক পেয়ালা চা ও একটি রেকাবীতে ৪ খানা লুচি ও কিঞ্চিৎ হালুয়া টেবিলের উপর রাখিয়া গেল। আনন্দবাজার ... কার সম্পাদকীয় স্তম্ভের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া লুচি কয়খানি মুখে পুরিয়া, সবেমাত্র পেয়ালায় চুমুক দিয়াছি, এমন সময় জন পাঁচেক পরিব্রাজক ন্যায় ইত্যাদি সজ্জাবান ... কয়েকজন গৈরিক বেশধারী ব্যক্তি সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। ইঁহাদের দলনায়ক, বিশিষ্ট দেহটিতে অতি সুপুরুষ এবং তাঁহার হস্তে গৈরিকবস্ত্রাবৃত একটি দণ্ড শোভা পাইতেছিল। প্রথমদর্শনেই একটা শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রমের ভাব হৃদয়ে আসিল। মনে হইল ইঁহারা রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম, ভারত সেবাশ্রম বা অনুরূপ কোন প্রতিষ্ঠানের সেবককর্মী হইবেন, আমার বা মেদিনীপুরের বন্যা-পীড়িতদিগের সাহায্যার্থ অর্থসংগ্রহ করিতে আসিয়াছেন। এইমাত্র সংবাদপত্রে বন্যা-পীড়িতগণের দারুণ দুর্দশার কথা পাঠ করিয়া হৃদয়টি করুণায় আর্দ্র হইয়াছিল। সাতাইক যথাযোগ্য আসন প্রদান করিয়া ইঁহাদের পরিচয় এবং আগমনের উদ্দেশ্য জিজ্ঞাসা করিলাম।

জনৈক ব্রহ্মচারী একখানি মুদ্রিত কাগজ আমার হাতে দিয়া বলিলেন, 'এটি আপনার নিমন্ত্রণপত্র। শ্রীগৌড়ীয় মঠে মাসাধিকব্যাপী কৃষ্ণকীর্ত্তন-মহোৎসব। আপনি সবান্ধবে ... অনুগ্রহ করিয়া ... যোগদান করেন, এইটি আমাদের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ' ... বলিয়া ইঁহাদের মিশনের একখানি ... অনুষ্ঠানপত্র আমার পড়িতে দিলেন। ... চক্ষু বুলাইতেই আমার চক্ষুস্থির। অভাবনীয় বিরাট ব্যাপার! ভারতের বিভিন্ন স্থানে ২৮।২৯টি মঠ স্থাপিত হইয়াছে। প্রায় বারমাসই কোন না কোন ... উৎসব ... জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, ইহাদের সম্পত্তি কিছুই নাই, ভক্তি-গ্রন্থ-প্রকাশ, কীর্ত্তন, ভাগবত পাঠ বা ... বিনিময়ে কোন অর্থ গ্রহণ করা হয় না; দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়াই এই বিরাট ব্যয় নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। বুঝিতে আর বাকি রহিল না—আমার সঞ্চিত ছিদ্রটিকে ... বাক্যজালে আবদ্ধ করিয়া স্বর্গগত পিতৃদেবের কষ্টার্জিত বিপুল অর্থরাশির কিয়দংশ সুকৌশলে পকেটস্থ করিয়া আমাকে কৃতার্থ করিতেই ইঁহাদের আগমন। যথাসম্ভব সাবধানতা অবলম্বন করিলাম।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ইঁহাদের অপ্রোচিত আকৃতি ও অভিজাতবর্গের লক্ষ্য করিয়া একটা সম্ভ্রমের ভাব আসিয়াছিল, তাই সহসা রূঢ়বাক্য প্রয়োগে তাড়াইয়া দিতে পারিলাম না, বলিলাম, দেখিতেছি আপনারা শিক্ষিত; দেশের কোথায় কি হইতেছে না হইতেছে, তার খবর যে রাখেন না মনে হয় না। অথচ একান্ত অর্বাচীনের মত দেশের এই দারুণ দুর্দশার দিনে, যখন দীনা বঙ্গভূমির শত শত গ্রাম বন্যার জলে নিমগ্ন, সহস্র সহস্র অধিবাসী গৃহহীন, অন্নহীন, বস্ত্রহীন, রোগে শোকে ঔষধ পথ্য সান্ত্বনার অভাবে মুমূর্ষু, কারণ আর বিদেশীর করতলগত রাজকোষ শত আবেদনে প্রয়োজনানুরূপ উন্মুক্ত হইবার সম্ভাবনা নাই, তখন কেমন করিয়া আপনারা এই বিরাট মহামহোৎসবের অনুষ্ঠানে ব্যাপৃত আছেন বুঝিতে পারি না। প্রতিবেশীর সর্ব্বনাশ প্রত্যক্ষ করিয়া সোম-পারণোৎসবে মত্ত হওয়া কি সুরুচির পরিচায়ক? দেশবাসীর নিদারুণ দুঃখ দুর্দশার প্রতিকার চিন্তা না করিয়া 'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' বলিয়া চীৎকার করিলে বা চতুর্ব্বিধ রসসমন্বিত মহাপ্রসাদ আস্বাদন করিলে দেশের কতখানি কল্যাণের পথ সুপ্রশস্ত হইবে, দয়া করিয়া বলিয়া দিবেন কি?

দলপতি মহাশয়, জানিলাম ইনি শ্রীমঠাশ্রিত অনেক ত্রিদণ্ডী সন্ন্যাসী, মধুর হাস্যে বদনখানি উদ্ভাসিত করিয়া স্নিগ্ধস্বরে বলিলেন, 'আপনি বুদ্ধিমান ব্যক্তি, একটু নিরপেক্ষ হইয়া স্থির চিত্তে চিন্তা করিলে বুঝিতে পারিবেন দেশের এই চরম দুর্দশার দিনে সমুজ্জ্বল কৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তনই দেশবাসীর মঙ্গলার্থে ক্ষয়কর ব্যাধির একমাত্র অমোঘ ঔষধ এবং মহাপ্রসাদ-সম্মানই বন্যা-দুর্ভিক্ষ-পীড়িতের একমাত্র সেবনীয় পথ্য।'

চমকিত হইয়া কিঞ্চিৎ উত্তপ্তস্বরেই বলিয়া ফেলিলাম, 'বলেন কি? আপনাদের এই সব অসংলগ্ন কথায় কি আমাকে বিশ্বাস করিতে হইবে? আপনাদের কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনের সহিত দেশের বন্যা, দুর্ভিক্ষ মহামারীর সম্পর্কটা কোন্ খানে দেখাইয়া দিতে পারেন?'

সন্ন্যাসী ধীরস্বরে বলিলেন, 'সেই কথাটিই আপনাকে একটু বৈর্য্য-সহকারে শ্রবণ করিতে হইবে। 'ত্রিতাপ' বলিয়া একটা কথা বোধ হয় শুনিয়া থাকিবেন। আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক এই ত্রিতাপ। শুধু বন্যা দুর্ভিক্ষ মহামারী কেন, জীব মাত্রের যত প্রকার ক্লেশ-সম্ভাবনা আছে—তৎসমস্তই এই ত্রিতাপের মধ্যে। ত্রিতাপের বাহিরে আর কোন কিছু জীবের দুঃখ নাই। এই সংসার-অরণ্যে বাস করিয়া জীব-মাত্রকেই ইচ্ছায় অনিচ্ছায় পড়িয়া এই ত্রিতাপরূপ ভব-মহাদাবাগ্নির অত্যাচার সহ্য করিতে হয়। ইহার একমাত্র কারণ—কৃষ্ণবহির্ম্মুখতা। কৃষ্ণ সর্ব্বেশ্বরেশ্বর, জীব তাঁহার নিত্য দাস; কৃষ্ণ বিভুচিৎ, জীব অণুচিৎ; কৃষ্ণ পরম স্বতন্ত্র স্বেচ্ছাময়, মায়াধীশ, জীব অস্বতন্ত্র মায়াবশ্য; তটস্থ-ধর্ম্ম-প্রযুক্ত জীব কৃষ্ণ সেবা বা মায়ার সেবা করিবার অবসর পায়। কৃষ্ণ—পরম জ্যোতিঃস্বরূপ, মায়া—ছায়া, প্রতিবিম্ব, অন্ধকার; কৃষ্ণসেবায় নিত্য সুখ, পরিপূর্ণ আনন্দ, মায়ার দাসত্বে ত্রিতাপ জ্বালা; এই ত্রিতাপ-দাহন হইতে চির অব্যাহতি পাইবার একমাত্র উপায় শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তন। কৃষ্ণ সঙ্কীর্ত্তনের ফলে চিত্ত দর্পণ মার্জ্জিত হইয়া নির্ম্মলতা লাভ করে; তখন সেই নির্ম্মল চিত্তে নিজ কৃষ্ণ-কৈঙ্কর্য্য উপলব্ধি হয়। ভব-মহাদাবাগ্নি—সংসারের ত্রিতাপজ্বালা চির-নির্ব্বাপিত হয়। চন্দ্রোদয়ে অন্ধকার অপগত হইয়া যেরূপ কুমুদচন্দ্রিকা বিকশিত হয়, শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তনে সেরূপ অখিল কল্যাণ সমুদিত হয়। শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তন-প্রভাবে জীব জাগতিক বিদ্যার অহঙ্কার হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়া কৃষ্ণ-সম্বন্ধ-জ্ঞান বা পরবিদ্যা লাভ করেন। ইহা দ্বারা জীবের অনন্ত অসীম আনন্দ সাগর বর্দ্ধিত হইতে থাকে। শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তনের ফলে প্রতিপদেই পূর্ণামৃত আস্বাদন হইতে থাকে এবং দেহ মন ও তদতিরিক্ত আত্মা সম্পূর্ণ স্নিগ্ধতা লাভ করে। কৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তনই সদ্ভক্তি সাধনের প্রধান অঙ্গ। ভক্তগ্রন্থে ইহার ছয়টি বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। শ্রীরূপপাদ ভক্তিরসামৃত-সিন্ধুতে নিম্নলিখিত শ্লোকে তাহা নির্দ্দেশ করিয়াছেন:—

"ক্লেশঘ্নী শুভদা মোক্ষলঘুতাকৃৎ সুদুর্লভা।
সান্দ্রানন্দ-বিশেষাত্মা শ্রীকৃষ্ণাকর্ষণী চ সা॥"

ভক্তির উদয়ে যাবতীয় ক্লেশ দূরীভূত হয় এবং যাবতীয় মঙ্গলের উদয় হইয়া থাকে, তখন মোক্ষকেও তুচ্ছ জ্ঞান হয়, একটি প্রগাঢ় আনন্দের অনুভূতি হইতে থাকে এবং স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ সেই নির্ম্মল হৃদয়ের সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া হৃদয়-মধ্যে বদ্ধ হইয়া থাকেন।

কথাগুলি শুনিয়া বস্তুতঃই প্রীত হইলাম। তথাপি তর্কবুদ্ধি ছাড়িতে পারিলাম না। বলিয়া বসিলাম, 'বেশ কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনে যাবতীয় অমঙ্গল যখন দূরীভূত হয়। আপনারা আপনাদের মঠে বা গৃহে বসিয়াই কৃষ্ণকীর্ত্তন করুন না, লোকের দ্বারে ফিরিয়া ভিক্ষা সংগ্রহের আবশ্যকতা কি?

সন্ন্যাসী মহারাজ দীপ্তস্বরে উত্তর করিলেন, "শ্রীমন্মহাপ্রভু গৌরসুন্দরের সুমঙ্গলপ্রদ শিক্ষা:—

ভারত ভূমিতে হৈল মনুষ্য জন্ম যার।
জন্ম সার্থক করি, কর পর-উপকার॥"
"যারে দেখ তারে কহ কৃষ্ণ উপদেশ
আমার আজ্ঞায় গুরু হঞা তার'
এই দেশ॥"

সুদুর্লভ মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়া কাহারও নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না। কেবল আত্মেন্দ্রিয়-তোষণ-রত হইয়া পরের দুঃখে কেবল মৌখিক দুটো সহানুভূতি প্রকাশ বা বড়জোর দুই-দশটি রৌপ্যমুদ্রা ব্যয় করিয়া পরোপকারের বাহ্য অভিনয় করিলে চলিবে না। যাহাতে নিজে সংসারের ত্রিতাপজ্বালা হইতে অব্যাহতি পাই এবং আমার আত্মীয় বন্ধু-বান্ধব দেশবাসিগণের, এমনকি জীবমাত্রের যথার্থ উপকার বিধান করিতে পারি, তজ্জন্য স্বতঃ পরতঃ যত্নবান হইতে হইবে। দ্বারে দ্বারে গিয়া সকলকেই ধরিয়া আনিয়া কৃষ্ণ সঙ্কীর্ত্তনে মাতাইয়া দিতে হইবে। কৃষ্ণের সম্পত্তি দেহ-গেহ ধন-জন যা কিছু আমার বলিয়া অহঙ্কারে মত্ত হইয়া রহিয়াছি, তৎ সমস্তই কৃষ্ণের চরণে অর্পণ করিয়া দিতে হইবে। কৃষ্ণ-সেবায় যাবতীয় ভোগ্য-বস্তু নিয়োজিত করিতে হইবে এবং কৃষ্ণের উচ্ছিষ্ট মহাপ্রসাদ সেবন করিয়া দেহধারণ, প্রপঞ্চ জয়, জন্ম-সার্থক করিতে হইবে। গঙ্গাজলে গঙ্গা-পূজা করিয়া কৃষ্ণের দ্রব্য কৃষ্ণপাদপদ্মে নিবেদন করিয়া আমাদিগকে মঙ্গলের পথ প্রশস্ত করিয়া লইতে হইবে। বর্ত্তমান জগতে একমাত্র শ্রীগৌড়ীয়মঠই আজ আচার্য্যানুগমনে আচার ও প্রচার দ্বারা জীবমাত্রের যাবতীয় অমঙ্গল বিধ্বংসিত করিবার জন্য মহা-সঙ্কীর্ত্তন-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছেন; আমরা যদি প্রকৃতই আমাদের কল্যাণ ইচ্ছা করি, তাহা হইলে যেন কালবিলম্ব না করিয়া আমাদের প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি, বাক্য যাহার যাহা আছে, তাহা লইয়া এই যজ্ঞানলে আহুতি প্রদান করি।

নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।

শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব

আগামী ৮ই সেপ্টেম্বর তারিখে শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব উপলক্ষে শ্রীগৌড়ীয়মঠে একটী বিশেষ অধিবেশন হইবে। সর্ব্বসাধারণের যোগদান প্রার্থনীয়।

শ্রেষ্ঠ্যার্ঘ্য শ্রীযুক্ত জগবন্ধু ভক্তিরঞ্জন মহোদয়ের

সেবা সৌরভ

(প্রাপ্ত)

বিশ্ব হইল হর্ষ-মুখর, ত্রিদিব ভরিল গানে;
শ্রেষ্ঠিসমাজ বিস্মিত-চোখে নেহারিল তব পানে ;
দারিদ্র্যের সহ তোমারে যুঝিতে
দেখিয়াছে যারা, এবে আচম্বিতে
শুনিল তোমার কল্পনাতীত বিচিত্র বিরাট দানে
চৈতন্য-বাণী কীর্ত্তিত হবে নিখিল জীবের কাণে।

বিদূত এখন ভারত হইতে গিয়াছে সে যুগ চ'লে,
কৃষ্ণোন্মুখ-তর্পণ-কথা কেহ নাহি আর বলে ;
রাজা মানসিংহ, রায়সিংহ বীর
শ্রেষ্ঠী শুণানিন্দ, কি নীরতাম্বির
শ্রীগুরু-আদেশে মন্দির র'চ' চিত্র-খ্যাত ধরাতলে.
তাঁহাদের স্মৃতি পুনঃ জাগাইতে তুমি কি আসিলে চলে ?

ভক্তগোষ্ঠী উল্লাসভরে গাহে তব গুণগ্রাম,
ধন্য ধন্য শ্রীগুরুসেবক অশেষ আশিস্-ধাম।
ভোগভূম এই জগতের হিতে
দিয়াছে অনেকে, পারিবেও দিতে,
সহস্র অযুত লক্ষ নিযুত কোটি কোটি স্বর্ণদাম,
মূলেতে যাহার জড়-প্রতিষ্ঠা আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতি কাম।

স্বদেশের তরে বলি দিতে ঢের শোনা যায় ইতিহাসে,
অর্থ, শক্তি, সুখ ও স্বাস্থ্য, নিজ প্রাণ অবশেষে ;
জগতের লোক তাহার মহিমা
অবিরাম গাহি' দিতে নারে সীমা,
ইহকালে যশ স্বর্গভোগ পরে মাতায় সুখের আশে,
মায়াদেবী তারে দৃঢ় করি' বাঁধে কর্ম্মবন্ধ-পাশে।

শিক্ষা-স্বাস্থ্য-ধর্ম্মের নামে আজও কত না দান
যশঃ ও পুণ্য কামনা করিয়া করিতেছে ধনবান্ ;
দুর্ভিক্ষ, বন্যা, প্লেগ, মহামারী,
ঝঞ্ঝা, ভূমিকম্প, আগ্নেয়গিরি,
তুষার-পতন কত অঘটন দেখিয়া দয়ার্দ্র-প্রাণ.
অকাতরে কত অর্থ বিতরি' করিছে দগ্ধ জ্ঞান।

এইরূপ হায় স্বদেশবাসীর দুঃখমোচন তরে
যুগ যুগ ধরি' বহু সদাশয় কত না প্রয়াস করে,
তথাপি কালের ক্রূর পরিহাসে
দুর্দিন না যেতে ফিরে ফিরে আসে
বন্যা, রোগ, শোক তাপ পায় লোক কর্ম্মফলে ঘুরে মরে.
বোঝে না কি লাভ হইবে সিঞ্চিলে মূলত্যজি শাখা-পরে ?

আহা, তোমার বুদ্ধি-বিচার নহে সাধারণ-সম,
শ্রীগুরু-প্রসাদে হয়েছে তাহা উজ্জ্বল অনুপম ;
বুঝিয়াছ এই ত্রিতাপ-বারণ
হবে ধরিলে শ্রীগুরুচরণ
সর্ব্বস্ব দিয়া গুরুবৈষ্ণবের সেবাই কাম্যতম,
মায়ার-শাসন শ্রীগুরুসেবন বিনা কে রোধিতে ক্ষম ?

সর্ব্ব-কারণ-কারণ শ্রীহরি তুমি তাঁর নিত্যদাস,
গুরুানুগত হইয়া সেবিছ নাহি অন্য অভিলাষ ;

তাই ত তোমার হৃৎসরোবরে
ভকতি-কুসুম ফোটে থরে থরে
ধরণীর মাঝে অপরূপ তার সৌন্দর্য্য-পরকাশ,
সমীরণ তার সৌরভ বহি' ব্রজেন্দ্রনন্দন পাশ।

কলিজনগণ-কীর্ত্তিক্ষেত্রে মহানগরী মাঝে
গৌড়ীয়-জন-গৌরবধন-গৌড়ীয় মঠ রাজে
গুরু-নিষ্ঠ সেবা-শতদল
কুণ্ঠারহিত তার পরিমল
তব হৃদয়ের প্রীতি-অঞ্জলি ভাবিনে দিবা সাজে,
মহা-উৎসব দেবলোকে তাই মধু-দুন্দুভি বাজে।
বিরিঞ্চি-বাঞ্ছিত শুদ্ধাভক্তি জগতের দ্বারে দ্বারে
প্রচারের মহা আশায় ভক্ত আনন্দ রাখিতে নারে ;
পতিতপাবন-গুরুদাসগণ
নাম-প্রেম দিয়া গোলোকের ধন,
তারিবে, মাতাবে, আনিবে সঙ্গে পাঠাইতে মায়াপারে
কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখ অভাগা জীবগণে সুমুখে দেখিবে যারে।

গ'ড়ে তোল ত্বরা গৌর-প্রাসাদ, বৈকুণ্ঠশিল্পী আজ
চিরপ্রভা দিয়া র'চ' সিংহাসন কণপ্রভা পা'ক লাজ ;
বিশ্ববাসীর হৃদয় জিনিয়া
গৌর-সেনানী আসিবে ফিরিয়া
বিপুল পুলকে সতত ভাসিবে সেথায় মন্দির-মাঝ
জগবন্ধু-হৃদয়-আসনে গৌর-কিশোররাজ।

আরো গ'ড়ে রাখ মন্দির-পাশে প্রশস্ত সেবক-স্থান,
কোটি কোটি নর আসিছে ছুটিয়া জুড়াইতে দগ্ধ-প্রাণ ;
চিরবৈদ্য যে শ্রীআচার্য্যপাদ
তারিবেন দিয়া শ্রীমহাপ্রসাদ
কৃষ্ণ-সংকীর্ত্তন হবে অনুক্ষণ উঠিবে প্রেমের বান,
ব্যাধি পলাইবে চিরস্বাস্থ্যবে উড়িবে জয়-নিশান।

গৌর-প্রদেশে তোমার কীর্ত্তি আদর্শ অক্ষয় হোক
শুদ্ধভক্ত-সিদ্ধান্তবাণী শুনে যা'ক সব লোক ;
বিপরীত পথে গিয়াছে যাহারা
তব কীর্ত্তিগাথা শুনিয়া তাহারা
ফিরিয়া আসিবে নিশ্চয় লভিবে অভয় অমৃতালোক,
সারা পৃথিবীতে বিচ্ছুরিত হ'বে ভগবদ্ জ্ঞানালোক।

সুবিধা দরে

নীলাম ইস্তাহারাদি সম্বলিত
নদীয়া প্রকাশ বিক্রয়

এতদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে অবগত করা যাইতেছে যে, সাধারণের সুবিধার জন্য 'নদীয়া প্রকাশ' কাগজের যে সমস্ত সংখ্যায় সদর মহকুমার নীলাম ইস্তাহারাদি ছাপান হইবে, সেই সমস্ত সংখ্যা কৃষ্ণনগর শ্রীভাগবত প্রেসে /০ মূল্যে বিক্রয়-জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিবে। যদি কেহ ডাক-যোগে এই রূপ নীলাম ইস্তাহারাদি সম্বলিত 'নদীয়া প্রকাশ' কাগজের গ্রাহক হইতে ইচ্ছা করিয়া ম্যানেজার নদীয়া প্রকাশ, পোঃ শ্রীধামমায়াপুর জেলা নদীয়া—এই ঠিকানায় দরখাস্ত করেন তাহা হইলে ডাকমাশুল সহ বার্ষিক ১৷৷০ টাকা অগ্রিম মূল্য পাঠাইলে এইরূপ নীলাম ইস্তাহারাদি সম্বলিত দৈনিক নদীয়া-প্রকাশের সংখ্যা তাঁহাকে ডাক-যোগে যথাসময়ে পাঠান হইবে।

নিবেদক
শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী
ম্যানেজার, নদীয়া প্রকাশ

পর-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

সম্প্রতি পর বিদ্যাপীঠে নিম্নলিখিত শিক্ষণীয় বিষয়নিচয়ের অধ্যাপকের আসন-সমূহ সংস্থাপিত হইয়াছে—বিদ্যার্থিগণ আবেদন করুন।

১। সাহিত্যাসন, ২। ঐতিহ্যাসন,
৩। সম্প্রদায়বৈষ্ণবাসন, ৪। ভক্তিশাস্ত্রাসন,
৫। তন্ত্রশাস্ত্রাসন, ৬। বেদান্তাসন,
৭। একায়নাসন।

শ্রীনন্দলাল রায় বি, এ, কাব্যতীর্থ, বিদ্যাসাগর,
সম্পাদক—পরবিদ্যাপীঠ, শ্রীধাম মায়াপুর।

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

শ্রীগৌড়ীয়পত্রিকা ওয়ারকস হইতে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৪০৲ চল্লিশ টাকা।

২৭২৪ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে,

সপ্তচত্বারিংশ খণ্ডে সূচী ছাপা হইতেছে।

৪৬শ খণ্ড গ্রন্থ নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে ১০।/০ সাধারণ পক্ষে ২০৸৵০। প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে।৵০, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে।/০।

দশম স্কন্ধ ছাপা হইতেছে। দশম স্কন্ধের ভিক্ষা ১১৲, অগ্রিম সাধারণের পক্ষে ৮৲।

৫০ অধ্যায়পর্য্যন্ত ৮ম সংখ্যা ছাপা হইয়াছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

"শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত"

আদি, মধ্য ও অন্ত্যলীলা প্রকাশিত হইয়াছেন, সূচী ছাপা হইতেছে। যাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্ব্বের ১০৲ টাকা ভিক্ষার তৃতীয় সংস্করণ ৪৲ টাকায় না পাইয়া অপাকা সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের জন্যই উহার ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইতেছে। সেই ১০৲ টাকার এই বিরাট গ্রন্থ আরও কয়েকদিন অগ্রিম ৫৲ টাকা দিলে সম্পূর্ণ গ্রন্থ দেওয়া হইবে। গ্রাহক-সংখ্যা প্রায় পূর্ণ হইয়া আসিল; পরে আর এ সুযোগ দেওয়া হইবে না।

সত্বর গ্রাহক হউন।

শ্রীচৈতন্য লীলার ব্যাস অবতার

শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র গ্রন্থ ৮৲ স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲

নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪৷৷০ টাকা

দ্বীপ দিগ্‌দর্শন নামক নবদ্বীপের ৯টী দ্বীপের সমস্ত বিবরণ।

মূঃ ৵০। ৵১০ ডাকটিকেট দিলে বুকপোষ্ট করা হয়

প্রাপ্তিস্থান—নদীয়া-প্রকাশ কার্য্যালয়,
শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর। এবং
গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস,
১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা।

কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত

গৌড়ীয়

পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র।

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রতি শনিবারে প্রকাশিত হয়।

অগ্রিম বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲ দিলে বৎসরে ৫০ সংখ্যা প্রাপ্য; ষাণ্মাসিক ১৷৷০; সাপ্তাহিক /০

সর্ব্বদা গ্রাহক হওয়া যায়।

বৃত্তিসহ সমগ্র

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

ভিক্ষা ২৲ টাকা। শিক্ষার্থি-ছাত্রের পক্ষে ১৷৷০ দেড়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীপরবিদ্যাপীঠ, শ্রীগৌড়পুর
তন্যমঠ, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিম্নলিখিত মঠসমূহে প্রাপ্তব্যঃ—

১। শ্রীচৈতন্য মঠ,—শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর পোঃ, (নদীয়া)।
২। শ্রীগোদ্রুমধামের মঠ,—চাঁপাহাটি, সমুদ্রগড় পোঃ, (বর্দ্ধমান)।
৩। শ্রীভাগবত জনানন্দ,—ভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৪। শ্রীগৌড়ীয় মঠ,—১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা।
৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ,—পুরী রেলওয়ে ষ্টেশনের নিকট "অমরানধাম"
৬। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ,—উড়িয়া বাজার, কটক।
৭। শ্রীভাগবত মঠ,—চিরাবিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।
৮। শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ,—৪নং জগজ্জীবনপুরা, কাশী, ইউ, পি।
৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,—ছীপগলি, বৃন্দাবন, মথুরা, ইউ, পি।
১০। শ্রীপরমহংস মঠ—নিমসার পোঃ, সীতাপুর, ইউ পি।
১১। শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ,—কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল, পাঞ্জাব।
১২। শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠ,—৯০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।
১৩। শ্রীগদাইগৌরাঙ্গ মঠ,—বালিয়াটি, ঢাকা।
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম,—আমলাযোড়া, রাজবাঁধ পোঃ, বর্দ্ধমান।
১৫। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ,—ঢুমুরকোন্দা, চিরকুণ্ডা পোঃ, মানভূম।
১৬। শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয় মঠ,—আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী, উড়িষ্যা।

শ্রীচৈতন্য মঠের যাবতীয় গ্রন্থ

কার্য্যাধ্যক্ষ, গ্রন্থ-বিভাগ, শ্রীচৈতন্য মঠ
পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া
-অথবা-
শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা
ঠিকানায় পাওয়া যাইবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—ডাকে লইলে শ্রীচৈতন্য মঠের ঠিকানায় লিখিবেন।

TO LET

অন্যথা না করে কৃষ্ণ, দুষ্ট সঙ্গ করে। পুনঃ সেইমত মায়া পাশে ডুবি মরে।

শ্রীচৈতন্যমঠের গ্রন্থাবলী

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বিরচিত

অন্যতম-গ্রন্থাবলী।

উৎকৃষ্ট কাপড়ে বিলাতী ধরণে বাঁধাই স্বর্ণালঙ্কৃত। চতুর্থ সংস্করণ। বিস্তৃত বিষয়সূচীসহ

জৈবধর্ম্ম

বাঁধাই ২৲ দুই টাকা।

প্রকাশিত হইয়াছে

সনাতন ধর্মশাস্ত্র বেদ, বেদান্ত, উপনিষৎ গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত, দর্শন, পুরাণ, তন্ত্র প্রভৃতি সকল গ্রন্থ পাঠ করিবার অবসর অতি অল্প মানবের ঘটিয়া থাকে। অনেকের যোগ্যতা না থাকায় ঐ সমস্ত গ্রন্থের মর্ম্ম অবগত হইতে পারেন না। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বাঙ্গালীর এবং সর্ব্বাদের সুবিধার জন্য এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

বিদ্যালয়ের ছাত্র বা শিক্ষকগণের বিশেষ পাঠ্য, এই হেতু শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টার বাহাদুর ইহা সমস্ত বিদ্যালয়ের জন্য অনুমোদন করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

প্রথম খণ্ড ভিক্ষা ১৲ এক টাকা।

যুক্তিপূর্ণ শাস্ত্রবাক্য দ্বারা প্রত্যেক মানবের নিত্য কর্ত্তব্য ও অনিত্য সাময়িক কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। গ্রন্থের প্রতি উক্তি সনাতন শাস্ত্রবাক্য দ্বারা সমর্থিত ও প্রমাণিত হইয়াছে। দেহের, মনের ও আত্মার ধর্ম্ম কি? স্বদেশ, সমাজ, নীতি, ধর্ম্ম কি? ইত্যাদি বিষয় জনসাধারণে এমন সুন্দরভাবে যুক্তিসহকারে আলোচিত হইয়াছে যে, প্রথম পংক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত পাঠ না করিয়া নিবৃত্ত হওয়া যায় না।

শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য

ভিক্ষা ৵০

ঐ প্রমাণ খণ্ড ভিক্ষা ৵০

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিহার ও লীলাভূমি নয়টী দ্বীপ সমন্বিত। এই নয় দ্বীপের প্রাচীন বিবরণ— প্রত্যেক দ্বীপে শ্রীমহাপ্রভুর লীলা—প্রত্যেক দ্বীপের পরিচয়, শ্রীধাম মাহাত্ম্য—ধামাপরাধ কি?, ইত্যাদি বিষয় বিশেষভাবে মনোহর ছন্দে বর্ণিত। পকেট সাইজ প্রায় ১৬০ পৃষ্ঠা।

শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ

উজ্জ্বল ব্রোঞ্জ কালীতে উত্তম কাগজে ছাপা—শ্রীনবদ্বীপধাম দর্শনে ভাবুক দর্শনকারীর কি প্রকার ভাবের উচ্ছ্বাস হয়, তাহা এই গ্রন্থে বর্ণিত। অতি চমৎকার। ভিক্ষা চারি আনা।

সাধনপথ

৶০ দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভৃতি উপদেশচ্ছলে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে সাধকগণের অনুকূল ও প্রতিকূল বিচার অতি সুন্দরভাবে লিখিত হইয়াছে। ইহা ছাড়া শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদিষ্ট শিক্ষা ও উপদেশ বিশদভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব-জগতে অভিনব গ্রন্থ !!

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতি-গ্রন্থাবলী :—

শরণাগতি

পকেট সাইজ অষ্টম সংস্করণ ভিক্ষা ৵০ আনা

দেহ ও মনের চেষ্টা আনিত্যবস্তু লইয়া—হই, যখন জীব বুঝিতে পারে, তখন একমাত্র নিত্যবস্তু শ্রীভগবানের পাদপদ্মে তাঁহার কোন উপায় আবেগময়ী প্রার্থনা করে ... ইত্যাদি বিষয়ক প্রাণস্পর্শী প্রার্থনা ও গীত নিবন্ধপূর্ণ গান। অষ্টম সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে।

ভিক্ষা প্রতি খণ্ড ৵০ এক আনা।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা —৵০, নবদ্বীপশতক— ৵০

অর্থপঞ্চক— ৵০

কল্যাণকল্পতরু

পকেট সাইজ পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা ৵১০

আমরা প্রত্যহ নূতন সখা ও কামনার বশবর্ত্তী হইয়া পুনঃপুনঃ যে অকল্যাণকে কল্যাণ বলিয়া গ্রহণ করি এবং তাহার নিকট কল্যাণ কামনা করি, তাহা বস্তুতঃ কল্যাণ নহে ... আমাদের নিত্য কল্যাণ কি ভাবে আমরা সেই কল্যাণলাভে সমর্থ হইব, এই সকল কথা সরল গানে লিখিত। এই গীতগ্রন্থ বাস্তবিক কল্যাণের কল্পতরু; ইহা প্রত্যেককে নিত্যকল্যাণ প্রদানে ...

শ্রীল চক্রবর্ত্তি ঠাকুরের টীকা সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর কৃত টীকা ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কৃত বঙ্গানুবাদ। টীকাকারের জীবনী, শ্লোক-সূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি বহু প্রয়োজনীয় বিষয় সংবলিত প্রায় ৮২৫ পৃষ্ঠা। উৎকৃষ্ট সিল্কে বাঁধাই ২৲ দুই টাকা, কাগজে বাঁধা ১॥০

শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ কৃত ভাষ্য সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

কাগজ ও ছাপা উৎকৃষ্ট। সিল্কে বাঁধাই, সোনার জলে নাম লেখা রাজসংস্করণ ২৲ টাকা। সাধারণ সংস্করণ ১॥০, গৌড়ীয়ের গ্রাহকপক্ষে ১।০

বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি

(বৈষ্ণব অভিধানগ্রন্থ)

বিষয়:— ১। ভক্তিশাস্ত্রে ব্যবহৃত শব্দাবলীর অর্থ, ২। চারি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের চরিত্র, ৩। বিশুদ্ধ বৈষ্ণবসম্পর্কিত শ্রীমন্দির ও শ্রীবিগ্রহের বিবরণ, ৪। বৈষ্ণবগ্রন্থ ও গ্রন্থকারগণের সংক্ষিপ্ত বিবরণ, ৫। বিষয় নির্দ্দেশক শ্লোকক ও শাস্ত্রীয় আকরমূলে বাংলায় তথ্য। চারিখণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ১ম খণ্ড ৮৵০, ২য় খণ্ড ৮৵০, ৩য় খণ্ড ৮৵০, ৪র্থ খণ্ড ॥৵০, চারিখণ্ড একত্রে ৩৲। (৫ম খণ্ড যন্ত্রস্থ)।

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ

—১ম খণ্ড ১৲ এক টাকা ২য় খণ্ড ১৲ এক টাকা—শ্রীমদ্ভাগবতের পাঠক ও গৌড়ীয় গ্রাহকগণ ১।০ টাকায় দুইখণ্ড পাইবেন। বেদান্তাচার্য্য শ্রীজীব গোস্বামিপাদের ... শ্রীমদ্ভাগবতের অনেক প্রয়োজনীয় অংশ। ... ৮ ফর্ম্মায় ৬০ পৃষ্ঠা আকারে মুদ্রিত হইতেছে।

শ্রীঅনন্তবাসুদেব সম্পাদিত

সদাচারস্মৃতিঃ

ভিক্ষা ৵০ মাত্র

বেঙ্গেল্টার্ড

মদন মঞ্জরী

বটিকায় স্বপ্ন ও বাতুর্বিকার, ইন্দ্রিয়শক্তির হ্রাস, প্রস্রাবে শুক্রপাত, মেহ, মাথাঘোরা, বুক ধড়ফড়ানি, অনিদ্রা প্রভৃতি লক্ষণ সত্বর নিশ্চয় আরোগ্য হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ৩০ বটী ১৲ এক টাকা।

"নপুংসকত্বারি দ্রাবক"

পুরুষত্বহানি রোগে ব্যবহার করিলে আশ্চর্য্য ফল ... ১৲ টাকা।

"রমণবিলাসিনী বটিকা"

... মূল্য ১৬ বটী ১৲ এক টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—শার্দ্দুল ফার্ম্মেসী, কেশবলাল ... রোড, কলিকাতা।

কুমার-ভোগ— ... এক টাকা, মাশুল ৵০ আনা।

নারোল (Narohol) ... (Rheumatism) ... ৵০ আনা।

দাদ-ভোজ ...

দাদ-ভোজ

কাপড়ে দাগ লাগে না

... ষ্ট্রীট, কলিকাতা

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (প্রাচীন নবদ্বীপ) নদীয়া।

বেদনাঞ্জন

শ্রেষ্ঠরত্ন

কলিকাতা কংগ্রেস একজিবিসন হইতে বহু প্রশংসা প্রাপ্ত ও বহু গণ্যমান্য ভদ্রমহোদয়গণ কর্ত্তৃক প্রশংসিত।

* * *

আজকাল বাজার-চলন মিশ্রিত ও বিলাক্ত আহার্য্য সেবনে শরীরের রক্ত সকলেরই দোষিত হইয়া পড়িতেছে। রক্তই মানব-দেহের শ্রেষ্ঠ উপাদান, এই রক্ত দোষিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মানব বাত, বেদনা, মাথাধরা, মাথাঘোরা, দৃষ্টিশক্তির হ্রাস, দাঁতের গোড়া ফুলা, দাঁত কনকনানি, দাঁতে পোকা এবং ঘোগ, চুলকানি প্রভৃতি কষ্টদায়ক চর্ম্মরোগে আক্রান্ত হইতেছে। যদি আপনি একান্তই ব্যাধিমুক্ত হইতে চান, তাহা হইলে অযথা পয়সার অপব্যয় না করিয়া অল্প ব্যয়ে এক শিশি **বেদনাঞ্জন** ক্রয় করিয়া হাতে হাতে ফল-দায়ী শক্তি উপলব্ধি করুন। গুণের তুলনায় মূল্য অতি সামান্য, এক শিশি ।৵০ আনা মাত্র মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান—এ, সি, চাটার্জ্জী এণ্ড ব্রাদার্স।

৫৫নং হলকাটি লেন, শালিকা হাওড়া।

সকল মনিহারী দোকানে ও বড় বড় ডাক্তারখানায় পাওয়া যায়।

কেন ?

"গৃহস্থ কুকার"

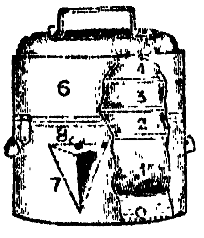

গৃহস্থের প্রকৃত বন্ধু। কারণ **উৎসবে** ইহা ২৫ জনের রান্না **ব্যসনে** সুস্থের ও রোগীর পথ্য একসঙ্গে, **দুর্ভিক্ষে** চাউল খরচ কমে, **রাষ্ট্র বিপ্লবে** (অর্থাৎ পাচক ও পাচিকার অনুপস্থিতিতে) গৃহস্থের ১ম রান্না ১।০ ঘণ্টায় সম্পন্ন করে। **রাজদ্বারে ও ভ্রমণে** ইহা সাজাইয়া চাপাইয়া দিয়া নিশ্চিন্তমনায় ভ্রমণ বা দেবদর্শনাদি করিয়া আসিয়া সমস্ত রান্না সময় মত প্রস্তুত পাইবেন।
মূল্য ২ জনের ৭৲ টাকা হইতে ৩৬৲।

কেশাল এণ্ড সন্স
৩৮।২ গিরিশ মুখার্জ্জী রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা
ফোন নং—সাউথ—১২৩৩

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

যদিও অদ্যাপি প্রকৃত মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য, তথাপি যাহারা নানাবিধ অনিয়মিত উপায়ে অপরিমিত শক্তি নষ্ট করিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন এবং নানা প্রকার মেহ, প্রমেহ, ধাতুদৌর্ব্বল্য, স্নায়বিক চঞ্চলতা, বহুমূত্র, দুঃস্বপ্ন, পাকস্থলী-সংক্রান্ত পীড়া, অর্শ এবং স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে যাহারা বাধক, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, সূতিকা, শ্বেত ও রক্তপ্রদর, হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি রোগে ভুগিয়া জীবনে নিরাশ হইয়াছেন, তাঁহারা আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটাল সাহেবের আবিষ্কৃত **ইলেক্ট্রিক সলিউসন** ব্যবহার করিয়া বাঁচিতে পারেন, তাহার শত সহস্র প্রমাণ প্রতি বৎসরেই পাওয়া যাইতেছে। যাঁহারা অন্যান্য বহুবিধ ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরোগ্য হইতে পারেন নাই, তাঁহারা একবার এই ঔষধটী ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক মাসের ব্যবহারোপযোগী এক শিশি ঔষধ ডাকমাশুল সহ ১৸০ টাকা মাত্র।

সোল এজেন্ট—ডাঃ ডি, ডি, হাজরা।

ফতেপুর, গার্ডেনরিচ পোষ্ট, কলিকাতা।

ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

অধ্যক্ষ

শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম.এ. এফ.সি.এস (লণ্ডন)

ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক

(প্রফেসার)

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ বিশুদ্ধ ও শাস্ত্রমতে নিজ তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হয়। পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ক্যাটালগ পাঠান হয়। রোগের বিবরণ জানাইলে যত্নপূর্ব্বক ব্যবস্থা দেওয়া হয়। চিঠি পত্রাদি সম্পূর্ণরূপে গোপন রাখা হয়।

মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দুর)

(বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৪৲ টাকা

উৎকৃষ্ট স্বর্ণ, পারদ ও আমলাসার গন্ধক দিয়া যথাশাস্ত্র প্রস্তুত।
নিত্য প্রয়োজনীয় সর্ব্বরোগনাশক মহৌষধ।

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৩৲ টাকা

উৎকৃষ্ট কাশীর আমলকী, বংশলোচন প্রভৃতি যাবতীয় উপাদানে পূর্ণ মাত্রায় যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। কফ, কাসি, সর্দ্দি, যক্ষ্মা, ক্ষয়রোগ, হৃদরোগ প্রভৃতি রোগের মহৌষধ। সর্ব্বপ্রকার দুর্ব্বলতা নাশক অতিশয় পুষ্টিকর মহৌষধ বা খাদ্য বিশেষ।

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬৲ টাকা

ইহা সেবনে ধাতুদৌর্ব্বল্য, শুক্রহীনতা, স্বপ্নদোষ, প্রমেহ ও ধ্বজভঙ্গ সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায়। ইহা অপরিসীম আনন্দদায়ক রসায়ন।

অবলাবান্ধব যোগ

প্রদর, বাধক প্রভৃতি জরায়ুদোষ ও যোনিগত দুরারোগ্য রোগের মহৌষধ
মূল্য—১৬ মাত্রা ২৲ টাকা। ৫০ মাত্রা ৫৲ টাকা মাত্র

বিশুদ্ধ জল! ভয় নাই! বিশুদ্ধ জল!!

লক্ষ্মী টিউব-ওয়েল কোং

২০৫নং নবাবপুর, ঢাকা

বর্ত্তমান-যুগের নব-আবিষ্কৃত যন্ত্রপাতিদ্বারা উন্নত বৈজ্ঞানিক-খনন-প্রণালীতে নলকূপ (*Tube-well*) নির্ম্মাণ করা হয়। বঙ্গের লাট বাহাদুর, প্রাইভেট সেক্রেটারী, জিলা-ম্যাজিষ্ট্রেট, জিলা-বোর্ডের চেয়ারম্যান, ইঞ্জিনিয়ার, জমিদার, তালুকদার, প্রভৃতি সম্রান্ত ভদ্রমহোদয়গণ এই কোম্পানীর কার্য্য দেখিয়া প্রশংসা করিয়াছেন। রাসায়নিক পরীক্ষায় জল বিশুদ্ধ না হইলে মূল্য গৃহীত হয় না। বিস্তৃত বিবরণের জন্য পত্র লিখুন।

বিনামূল্যে বিনামূল্যে

বিতরিত

স্বাস্থ্যের সার "কামশাস্ত্র" গ্রন্থখানি চৌদ্দ লক্ষের উপরে বিতরিত হইয়াছে। উহা পাঠে মানবের পরিণাম ফলাফল জানা যায়।
এই পুস্তক যিনি লিখিয়াছেন, তিনিই "আতঙ্কনিগ্রহ বটিকা"র আবিষ্কর্ত্তা। এই বটিকা দুর্ব্বলকে সবল করে এবং সবল ব্যক্তিকে অটুট ও অক্ষয় রাখে। বত্রিশ বটিকা পূর্ণ প্রতি কৌটার মূল্য ১৲ টাকা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান :—আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়।
২১৪নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মনোমোহন প্রেস

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা

পূর্ব্ব-বাঙ্গালায় সুলভে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত
বৈদ্যুতিক মেশিনে দিবারাত্র কাজ চলিতেছে।
বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,
৯০নং নবাবপুর, ঢাকা।

শ্রীমায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে—শ্রীবিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

স্থায়ীয় সংস্করণ

Registered No. C 1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চ ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩॥০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহ

ভারতের সর্ব্বত্র মঙ্গল-প্রচারক নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র।

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক ...
ষাণ্মাসিক ...
ত্রৈমাসিক ৮০
মাসিক ...
নগদ
প্রতি সংখ্যা ...

৪র্থ খণ্ড] সম্পাদক—প্রত্নবিদ্যালঙ্কার শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী [১৬০ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যাব্দ ... শ্রীধাম মায়াপুর- ... বুধবার ১৩৩২ ... সেপ্টেম্বর ১৯২৫

শ্রীধাম মায়াপুর ডাকঘর

গত ১লা জুন হইতে শ্রীধাম মায়াপুর পোষ্ট অফিস খোলা হইয়াছে। বঙ্গদেশের পোষ্টমাষ্টার জেনারেল বাহাদুর শ্রীধাম মায়াপুর ডাকঘর হইতে নদীয়া-প্রকাশ ভারতের সর্ব্বত্র প্রেরণ করিবার আদেশ দিয়াছেন।

... নদীয়া-প্রকাশ ...

পোঃ আঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

শ্রীধাম মায়াপুরেতে যাবতীয় পত্র বুকপোষ্ট রেজিষ্টারী মণি অর্ডার প্রভৃতি ডাকে পাঠাইতে হইলে পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া ঠিকানায় লিখিবেন।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

ছইখণ্ডে সমগ্র গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছেন। মূল্য প্রভৃতি ... ...
... নদীয়াপ্রকাশের গ্রাহক ...

পর বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন ... শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

[illegible]

ডাক্তার বি, ডি, কুণ্ডুর—

...

১। ...

২। ...

৩। ...

১। ... ২। ... ৩। ... ৪। ...

বিশেষ দ্রষ্টব্য :— ...

... এক কালীন ...

সোল এজেন্টস্ :—

দি এলোপ্যাথিক ড্রাগ ষ্টোরস্

ডাক্তার ...

কর্ম্মবন্ধনকাঃ কেচিৎ কেচিৎ জ্ঞানাবলম্বকাঃ। বয়ন্তু হরিদাসানাং পাদত্রাণাবলম্বকাঃ॥

নানা কথা

অতি নৃশংস হত্যাকাণ্ড

(দৈনিক সংবাদদাতার [illegible])

[illegible] আসামী [illegible] অত্যন্ত [illegible] গ্রামে এক [illegible] [illegible] বিচারার্থ প্রেরণ করিয়াছেন [illegible]

জমীদারের ঋণ মুক্তিলাভের ব্যবস্থা

[illegible] জমীদারি [illegible] উপায় [illegible] এক [illegible] সাহায্য করিতে [illegible] লোক [illegible]

[illegible] প্রতি ফাঁসির হুকুম

[illegible] সেসন জজ [illegible] আর এক জন কয়েদীকে [illegible] আসামীর প্রতি ফাঁসির হুকুম দিয়াছেন।

সুবিধা দরে

নীলাম ইস্তাহারাদি সম্বলিত নদীয়া প্রকাশ বিক্রয়

এতদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে অবগত করা যাইতেছে যে, সাধারণের সুবিধার জন্য 'নদীয়া প্রকাশ' কাগজের যে সমস্ত সংখ্যায় সদর মহকুমার নীলাম ইস্তাহারাদি ছাপান হইবে, সেই সমস্ত সংখ্যা কৃষ্ণনগর শ্রীভাগবত প্রেসে /০ মূল্যে [illegible] সর্ব্বদা [illegible] থাকিবে। যদি কেহ ডাকযোগে এই রূপ নীলাম ইস্তাহারাদি সম্বলিত 'নদীয়া প্রকাশ' কাগজের গ্রাহক হইতে ইচ্ছা করিয়া ম্যানেজার নদীয়া প্রকাশ, পোঃ শ্রীমায়াপুর জেলা নদীয়া—এই ঠিকানায় [illegible] হইলে ডাকমাশুল সহ বার্ষিক [illegible] টাকা [illegible] উক্তরূপ নীলাম ইস্তাহারাদি-সম্বলিত দৈনিক নদীয়া প্রকাশের সংখ্যা তাঁহাকে ডাকযোগে যথাসময়ে পাঠান হইবে।

নিবেদক
শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী
ম্যানেজার, নদীয়া-প্রকাশ

জেল হাজতে ১৫ জন বন্দী [illegible]

[illegible] জেলার [illegible] বন্দী [illegible] আসামী [illegible] মাস [illegible] কারাবাস [illegible] আদালতের [illegible] করেন।

[illegible] হইয়াছিল। [illegible] আর [illegible] করিবে। [illegible] অবস্থান করিতেছেন।

রুশ চীন সন্ধি

মীমাংসা বৈঠকের অধিবেশন

লণ্ডন, [illegible] সংবাদে প্রকাশ, [illegible] কর্তৃক সংবাদ [illegible] উভয়পক্ষ কর্তৃক নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিদিগের দ্বারা এক বৈঠক বসান হইবে, সেই বৈঠকে [illegible] সনের চুক্তি অনুযায়ী সকল সমস্যা সমাধান হইবে। বিশেষতঃ [illegible] চুক্তি [illegible] রেলপথ [illegible] সম্বন্ধে যে সন্ধি হইয়াছিল, সেই সব অনুসারে [illegible] হইবে। [illegible] উভয়পক্ষ কর্তৃক বন্দীদিগকে [illegible] মুক্তিদান করা [illegible]।

ভূ-প্রদক্ষিণে গ্রাফ জেপেলিন

[illegible] ভূ-প্রদক্ষিণ করিতে গ্রাফ জেপেলিনের মোটের উপর ২১ দিনেরও [illegible] সময় উহাকে আকাশমার্গে থাকিতে

ছাত্র ও শিক্ষক

দৈনিক বসুমতী লিখিতেছেন—

[illegible] জন্য [illegible] করিতেছেন [illegible] যে, [illegible] তাহার নিকট শিক্ষকদের আবেদন করুক। তাঁহারা তাহাতে সম্মত হইয়া বলেন যে, যদি ঐ কলেজে [illegible] হয়, তবে তাঁহারা ক্ষমা চাহিতে পারেন নচেৎ ক্ষমা চাহিবেন না।

শিক্ষক ছাত্রে [illegible] অন্ততঃ এ দেশের ছাত্রেরা পূর্ব্বাপর এইরূপ শিক্ষাই পাইয়া আসিয়াছে। যদি শিক্ষক ও ছাত্রের মধ্যে এই শ্রেণীর প্রতিযোগিতামূলক মনোবৃত্তির বিকাশ ঘটিতে থাকে, তাহা হইলে সে জন্য প্রচলিত শিক্ষাপদ্ধতিকে নিন্দা করিতে হয় না কি? দশ বৎসর পূর্ব্বেও ছাত্র ও শিক্ষকের সম্বন্ধ এমন তিক্ত ও সংক্রামকভাবে ভারতবর্ষে ব্যাপ্ত হয় নাই। ঈশ্বর ও ধর্ম্মবিশ্বাসহীন শিক্ষাপদ্ধতির পরিবর্ত্তন না ঘটিলে ক্রমেই ছাত্র ও শিক্ষকের সম্বন্ধ

যে, আরও তিক্ত হইবার আশঙ্কা প্রবল, ইহা ভ্রান্ত অনুমান নহে। দেশের অবস্থা দেখিয়া শিক্ষা বিভাগ ও বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাদের প্রচলিত ব্যবস্থার পরিবর্ত্তনে অবশ্যই মনোযোগী হইবেন।

ধর্ম্মঘটের ত্রৈমাসিক বিবরণ

বিগত ৩০শে জুন যে তিন মাসের অবসান হইয়াছে, সেই তিন মাসে ভারতে [illegible] ৪৭টি ধর্ম্মঘট হইয়াছে। তন্মধ্যে [illegible] ২০টি ধর্ম্মঘট হইয়াছিল এবং তাহাতে ১ লক্ষ ৩০ হাজার লোক [illegible] ছিল। বোম্বাইয়ের পরই বাঙ্গালা প্রদেশের স্থান। এই বাঙ্গালায় ১১টি ধর্ম্মঘট হইয়াছে আর সেই ধর্ম্মঘটে [illegible] হাজার লোক যোগ দিয়াছে। [illegible] আসামে [illegible]টি, যুক্তপ্রদেশে [illegible]টি, মধ্যপ্রদেশে [illegible]টি, বিহারে [illegible]টি এবং দিল্লীতে [illegible]টি ধর্ম্মঘট হইয়াছে। এই ৪৭টি ধর্ম্মঘটের মধ্যে [illegible]টি ধর্ম্মঘট সফল হইয়াছে, [illegible] শ্রমিকেরা যে উদ্দেশ্যে ধর্ম্মঘট করিয়াছিল, তাহাদের সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে। [illegible]টি আংশিক ভাবে সিদ্ধ হইয়াছে [illegible] আর [illegible]টি সম্পূর্ণ নিষ্ফল হইয়া গিয়াছে। অবশিষ্টগুলির কোন নিষ্পত্তি হয় নাই। যে ক্ষেত্রে শ্রমিকদিগের [illegible] অভিযোগের বিশেষ কারণ আছে, [illegible] অভাব-অভিযোগ দূর [illegible] তাহা হইলে [illegible] ধর্ম্মঘট [illegible]; কিন্তু যে [illegible] ধর্ম্মঘট করিবার [illegible] কোন হেতু নাই, সে ক্ষেত্রে [illegible] ধর্ম্মঘট করিলে তাহা [illegible] হইয়া থাকে। হুজুগে [illegible] ধর্ম্মঘট করা [illegible] দোষাবহ।

৬৫ জন ষ্টীমার যাত্রী জলমগ্ন

সান্‌ফ্রান্সিস্কো, ২০শে আগষ্ট তারিখের সংবাদে প্রকাশ, সানফ্রান্সিস্কো হইতে [illegible] এঞ্জেলো অভিমুখে যাইবার পথে যাত্রী-জাহাজ 'সান জুয়ান' ডুবিয়া যাওয়ায় ৬৫ জন যাত্রী জলমগ্ন হয়। তাহাদের মধ্য হইতে [illegible] জনকে উদ্ধার করা হয়।

ই, আই, রেলের বিরুদ্ধে মামলা ডিসমিস

ই, আই, রেলপথের একখানি রেলগাড়ীর এঞ্জিন হইতে বহির্গত অগ্নিস্ফুলিঙ্গ দ্বারা বালী [illegible] কয়েকখানি ঘর ভস্মীভূত হওয়ায় শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সাধু খাঁ ২১ হাজার [illegible] শত ৩৭ টাকা দাবীতে উক্ত রেলপথের বিরুদ্ধে একটি মামলা উপস্থিত করিয়াছিলেন, এ সংবাদ পাঠকগণ অবগত আছেন। গত শুক্রবারে হাইকোর্টের বিচারপতি মিষ্টার বাকল্যাণ্ড কর্ত্তৃক মামলা ডিসমিস করিয়াছেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১৯শে ভাদ্র বুধবার—১৩৩৬

ব্যবসায়ীর বুদ্ধি

আমাদের সকলেরই দৈনন্দিন জীবনের কৃত্য-বিষয়ক একটী সুবিচার-সম্মত হিসাব রাখা কর্ত্তব্য। লাভ-লোকসানের বিচার-শূন্য হইয়া কাজ করিয়া কেহই কোন কালে উন্নতি লাভ করিতে পারেন নাই। চেতন-বস্তু চেতনতা-রহিত জড়ের ন্যায় কর্ম্মশূন্য থাকিতে পারে না, তাহার কর্ম্ম করিতেই হইবে; সুতরাং কোন্ কর্ম্মে কিরূপ লাভ বা কোন্ কর্ম্মে কিরূপ লোকসান হওয়া সম্ভব, তাহা পূর্ব্ব হইতেই বিচার না করিয়া কার্য্যে হাত দেওয়া কখনই বুদ্ধি-মত্তার পরিচায়ক বলা যায় না। বুদ্ধিমান্ যাঁহারা, তাঁহারা বিনালাভে কোন কার্য্য করেন না, লোকসান চাহেন—একরূপ নির্ব্বোধ খুঁজিয়া পাওয়া দুষ্কর। তবে লাভ অনিবার্য্য বুঝিয়া কার্য্য করেন এরূপ ব্যবসায়ী বৈশ্যের সংখ্যাই নিতান্ত অল্প। এক প্রকার বৈশ্য আছেন, তাঁহারা আপাত লাভের লোভে পরিণাম-বিচার ভুলিয়া যান ও নিজ অদূর-দর্শনের ফল আচিরেই লাভ করেন। এই প্রকার অপরিণামদর্শী বৈশ্যের সংখ্যাই জগতে অধিক, ইহারাই বাজার খারাপ করিয়া দিয়া নিজেরাও দুঃখে দৈন্যে পড়েন ও তৎসঙ্গে বহুলোক-কেই তাদৃশ দুরবস্থাপন্ন করেন।

এই লাভ-লোকসানের বিচারটি কি, সেই বিচারে কোন বৈশ্য বিশেষ পারদর্শী, তাহা জানিয়া তাঁহার পরামর্শমত চলিলে আর আমাদের লোকসানের ভয় করিতে হয় না।

আমরা যে দেহ ধারণ করিয়া আছি, তাহা লোকসান বা নাশ-ধর্ম্মশীল হইলেও আমাদের 'আমি' বলিয়া পরিচয় দিবার এমন একটী বস্তু আছে, যাহার কখনও কোন লোকসান বা অপচয় নাই এবং এমন একটী বস্তু তাহার কাম্য, যাঁহারও কোন ব্যয়, ক্ষয় বা বিনাশ নাই। আমা-দের সেই 'আমি' বস্তুটীর নাম জীবাত্মা, আর সেই জীবাত্মার কাম্য বা সেব্য-বস্তুটীর নাম অদ্বয়-জ্ঞানতত্ত্ব সর্ব্বেশ্বরেশ্বর ব্রজেন্দ্র-নন্দন শ্রীকৃষ্ণ। জীবাত্মার নিত্যধর্ম্ম সেই পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের সহিত সম্বন্ধ অবিচলিত রাখিয়া অভিধা বা সহজবৃত্তি সেবা বা অভিধেয় যাজন-দ্বারা প্রয়োজন প্রেমধনের প্রার্থী হওয়া। প্রেমধনলাভের জন্য যত্নবান্ হওয়াই প্রকৃত বুদ্ধিমান্ বৈশ্যের ব্যবসায়। 'প্রেম' অর্থে কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতি বাঞ্ছা; আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছার লেশমাত্র থাকিলেই তাহা বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক হইল না,—উত্তম ব্যবসায় হইল না। নাশ-ধর্ম্মশীল দেহ এইরূপ অব্যবসায়ী; দেহে আত্মবুদ্ধি-বিশিষ্ট বা দেহকে 'আমি' বলিয়া ভ্রান্ত বহু জীব এইরূপ অব্যবসায়ী বৈশ্য হইয়া ক্ষণিক দেহ সুখের আশায় নিত্য-কৃষ্ণপ্রেম মহাধনলাভে বঞ্চিত হয়। লোক-সানটাকে 'লাভ' বলিতে গিয়া কত কত ব্যবসায়ী যে প্রকৃত মূলধন হারাইয়া বসিতেছে, তাহা অব্যবসায়ী বৈশ্যেরা দেখিয়াও দেখিতে চাহেন না—ইহারই নাম কলির প্রভাব।

কৃষ্ণ স্বয়ংভগবান্ স্বেচ্ছাময় পুরুষ নিখিল জগতের পিতা হইয়াও অপ্রাকৃত বৈশ্যরাজ-নন্দের নন্দনত্ব স্বীকার পূর্ব্বক 'নন্দনন্দন' নামগ্রহণ করিয়াছেন। অপ্রাকৃত বৈশ্য ব্রজবাসিগণ কৃষ্ণের সহিত আজ এমন ব্যবসায় আরম্ভ করিয়াছেন, যাহাতে কৃষ্ণ আজ তাঁহাদের সম্পূর্ণ বশ্য। নিখিল জগতের প্রভু আজ মা-যশোদার শাসন স্বীকার করিতেছেন, ব্রজবালকগণের উচ্ছিষ্ট ভক্ষণ করিতেছেন, ব্রজবালকগণকে স্কন্ধে বহন করিতেছেন, ব্রজবালাগণের সম্ভোগ-ভাবে বশ্যতা স্বীকার করিয়াছেন। অপ্রা-কৃত বৈশ্যগণ এমন উত্তম ব্যবসায়াভিজ্ঞ যে, তাঁহারা আজ প্রভুতত্ত্বকেও বশীভূত করিয়া ফেলিয়াছেন, যে ধনের কোন কালে বিনাশ নাই এমন প্রেম-ধনে ধনী হইয়াছেন। এই ধনে ধনী বৈশ্যগণ দেহাত্মবাদিবৈশ্যগণের ন্যায় কখনও কোন অভাবে প্রপীড়িত নহেন বা ঐশ্বর্য্যেও স্ফীত নহেন। এইরূপ অপ্রাকৃত বৈশ্যকুলের আনুগত্যে বৈশ্যকুল-পতি শ্রীনন্দনন্দনের কৃপা-প্রার্থনা রূপ উত্তম ব্যবসায় অবলম্বন পূর্ব্বক অপ্রাকৃত বৈশ্যাভি-মান লাভ ব্যতীত জীব ব্রাহ্মণাদি অন্য কোন অভিমানেই কৃষ্ণপ্রেমমহাধনে ধনী হইয়া প্রকৃত লাভবান্ হইতে পারিবেন না। শ্রীবৃন্দাবনে অপ্রাকৃত বৈশ্যকুলে জন্মগ্রহণ-পূর্ব্বক বৃন্দাবনের সেই অপ্রাকৃত বৈশ্য ব্রজ-বাসিকগণের আনুগত্য ব্যতীত নিজাভীষ্ট প্রয়োজনাদিদেবতা শ্রীগোপীনাথ গোপী-কুমুদবন্ধুর কৃপা-কটাক্ষ লাভের সৌভাগ্য হইবে না। সুতরাং আমাদের দৈনন্দিন জীবন কত সাবধানে কিরূপ বিচার-পরায়ণ হইয়া যাপন করিলে সত্য সত্য আমরা লাভবান্ হইতে পারিব, তাহা অতি উত্তম-রূপে বিচার করা কর্ত্তব্য। এই বিচার নিজেরা করিলে চলিবে না। কেননা—"দ্বৈতে ভদ্রাভদ্র জ্ঞান সব মনোধর্ম্ম। 'এই ভাল' 'এই মন্দ'—এই সব ভ্রম॥" ভ্রমাদি দোষচতুষ্টয়-পরিমুক্ত দ্বিতীয়াভিনিবেশশূন্য অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব অপ্রাকৃত বৈশ্যরাজ—ব্রজরাজ-নন্দনে ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি-সম্পন্ন একায়ন-পন্থী ভক্তভাগবতই উত্তম বিচারক, তাঁহার নিকটই প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবাবৃত্তি লইয়া বিচারপ্রার্থী হইতে হইবে, তিনিই আমাদের প্রাকৃত দেহমনোধর্ম্মী বৈশ্য-জনোচিত অব্যবসায়াত্মিকা বহুবদন শাখী বুদ্ধি-প্রসূত বিচারে ভ্রান্তি প্রদর্শন পূর্ব্বক আমাদিগকে প্রকৃত লাভবান্ হইবার উপায় বলিয়া দেন। তিনিই সদ্গুরু, সেই গুরুপাদাশ্রয়ে একায়নপন্থী না হওয়া পর্য্যন্ত আমরা প্রতি মুহূর্ত্তেই ক্ষতিগ্রস্ত হইতে থাকিব। তাই মহাজনগণ উপদেশ করেন, ভোক্তৃ অভিমানে আধ্যক্ষিক জ্ঞানে বিচার-পরায়ণ হইও না:—

যাহ ভাগবত পড় বৈষ্ণবের স্থানে।
একান্ত আশ্রয় কর চৈতন্য চরণে॥
চৈতন্যের ভক্তগণের নিত্য কর সঙ্গ।
তবে ত' জানিবে সিদ্ধান্ত-সমুদ্র-তরঙ্গ॥

অপ্রাকৃত বৈশ্য ব্যবসায়াভিজ্ঞ কৃষ্ণপ্রেম-মহাধন ভক্তিসিদ্ধান্তবিৎ শ্রীচৈতন্য-ভক্তই লাভ লোকসানের বিচারে সম্যক পারঙ্গত। সুতরাং তাঁহারই নিত্যসঙ্গ-প্রার্থী হইয়া তাঁহারই উপদিষ্ট লাভ-লোকসানের বিচারা-বলম্বনে কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতিবাঞ্ছারূপ সদ্ব্যবসায় অবলম্বনই প্রকৃত ব্যবসায়ীর ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি।

গৌড়ীয়-গৌরব

(আলবার্ট হলে প্রথম দিবস ২৮।৭।২৯ তারিখের বক্তৃতা)

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ১৫৯ সংখ্যার পর)

বহুগণবাদ—সত্যানুসন্ধিৎসা-বাধক

শ্রুতি আমাদিগকে জানিয়েছেন, আমাদের শাশ্বতী শান্তির পথ বহুগণ-বাদের উপর নির্ভর করে না; গণগড্ডালিকা সকল সময়ে আত্মমঙ্গলের উপদেশ শুনতে চায় না,—

"শ্রবণায়াপি বহুভির্যো ন লভ্যঃ
শৃণ্বন্তোঽপি বহবো যং ন বিদ্যুঃ।
আশ্চর্য্যো বক্তা কুশলোঽস্য লব্ধা
আশ্চর্য্যো জ্ঞাতা কুশলানুশিষ্টঃ।"

এই শ্লোকের 'বহুভিঃ', 'বহবঃ' এবং আশ্চর্য্যঃ'—এই কথাগুলি একটুকু প্রণি-ধানযোগ্য। এখানে শ্রুতি বহুগণবাদ নিরাস ক'রেছেন। গীতাও তাই বলেছেন,—

"মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিদ্যততি সিদ্ধয়ে।
যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ॥"

তা'হলে সেই শাশ্বতী শান্তির পথ কি? সেই পথ বহু নহে, সেটি—একায়ন; সে কথাও শ্রুতি উপদেশ ক'রেছেন,—

"নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানা-
মেকো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্।
তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরা-
স্তেষাং শান্তিঃ শাশ্বতী নেতরেষাম্॥"

গৌড়ীয়ই—স্বরাজের প্রকৃত পথ-প্রদর্শক

আজ সকলেই স্বরাজ-সাধনা উঠুক। পারমার্থিক ব্রাহ্মণ-জগৎ এই স্বরাজ-সাধনার মধ্যে পুনরায় সমগ্র বিশ্বকে উজ্জী-বিত করে তুলুন, আজ ক্ষত্রিয়-জগৎ অম্বরীষের ন্যায় রাজর্ষিত্ব গ্রহণ করুন, বৈশ্য জগৎ আজ পরমার্থে বৈশ্যত্ব লাভ করুন। গৌড়ীয়-গৌরব সেখানেই, যেখানে এই প্রকার স্বরাজ-সাধনার সঙ্কীর্ত্তন প্রদর্শিত হয়েছে।

পূর্ব্বেই বলেছি, সম্বন্ধ-গৌরবে, অভি-ধেয়-গৌরবে, প্রয়োজন-গৌরবে—গৌড়ীয়-গৌরব। গৌড়ীয় স্বরাটের সঙ্গে নিত্য-সম্বন্ধ পাতিয়েছেন। গৌড়ীয়ের সম্বন্ধ তাঁর সঙ্গে, যাঁর কথা শ্রুতি বলছেন, "ন তৎ সমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে।"

যিনি "নিত্যোনিত্যানাং চেতনশ্চে-তনানাম্" যিনি স্বয়ং বলেছেন,

"ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহমমৃতস্যাব্যয়স্য চ।
শাশ্বতস্য চ ধর্ম্মস্য সুখস্যৈকান্তিকস্য চ॥"

আমি জ্ঞানীদিগের চরমগতি ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ আশ্রয় বা পর্য্যাপ্তি। অমৃতত্ব অব্যয়ত্ব নিত্যত্ব ঐকান্তিক সুখরূপ প্রেমরস আমাকেই আশ্রয় করে রয়েছে।

অসমোর্দ্ধ গৌরবপাত্রের লঘুত্ব-স্বীকার

এত বড় গুরু, প্রিয়, এত বড় গৌরবের পাত্র যেখানে স্বয়ং লঘুত্ব স্বীকার করে প্রস্তুত হচ্ছেন, সেখানেই গৌড়ীয়-গৌরব। এমনই প্রীতি-পরাকাষ্ঠা, এমনই সম্বন্ধ সম্মিলন যে, গুরুকে লঘুভাব অঙ্গী-কার করাচ্ছে। এখানে কোন *Father-hood of Godhead* (ভগবানের পিতৃত্ব-ভাব) নয়, *Sonhood of Godhead* (ভগবানের পুত্রত্ব নন্দনন্দনত্ব) এর বিচার এসে পড়েছে! সর্ব্বজগতের পালকগণের একমাত্র পালক আজ নন্দ-যশোমতীর আলয়ে বাঁধা, তাঁদের চিরপাল্য। সর্ব্বকারণ-কারণ অজ-পুরুষ আজ যশো-মতীর ক্রোড়শায়ী। শ্রীরামানুজ যেখানে পরম সম্ভ্রমের সহিত দূর থেকে বিষ্ণুর অর্চ্চন কচ্ছেন, সেখানে স্বয়ং কৃষ্ণ তাঁদের গৌরব-গৌরবান্বিত জনগণকে নিজ [illegible] চাপিয়ে তাঁদের উচ্ছিষ্টের উচ্ছিষ্ট [illegible] সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রীতি [illegible] তত্ত্ব-বাদী সেখানে [illegible] পূজা কচ্ছেন, সেখানে [illegible] নবতমাল-নীলদ্যুতি [illegible] সেবাগৌরবে তাঁদেরই [illegible] করে পেরেছেন; চিন্তাবৈ[illegible] নিম্বাদিত্য বা তাঁর প্রা[illegible] বিচার যেখানে মাধ্য-র্য্যের কোন সন্ধানই পান নাই, গৌড়ীয়-গৌরবে-গর্ব্বিতগণ সেখানে সেবা-

গৌরবে সেই গূঢ় লীলার উপকরণ হয়েছেন। বিষ্ণুস্বামী যেখানে নৃ-পঞ্চাস্যের কিম্বা পরবর্ত্তিকালে গৌড়ীয়-প্রাতিযোগী আরোপিত বিষ্ণুস্বামীর মত যেখানে পুষ্টিমার্গ রচনা করেছেন, সেখানেও কৃষ্ণমার্গীর বিচার-গোপনে প্রবেশ ক'রে যে রাধিকা-মাধবের গূঢ় সেবা প্রাপ্ত হন নাই, সেই-স্থানে গৌড়ীয়-গৌরবের সাম্রাজ্যসিংহাসন সম্প্রতিষ্ঠিত রয়েছে।

অভিজ্ঞতাবাদের মনীষার লঘুত্ব

গৌড়ীয়-গৌরব অভিজ্ঞতাবাদের উপর একটা বিপ্লব আনয়ন ক'রেছে। তাই মনে হয়, মহামনীষী রাজা রামমোহন রায়, ভাণ্ডারকার এবং তাঁদেরই অনুগামী নেকনিকল, কেনেডি প্রভৃতি অভিজ্ঞতাবাদ নিয়ে গৌড়ীয়-গৌরব বুঝতে গিয়ে তাঁদের জাগতিক মনীষার লঘুত্ব প্রমাণিত ক'রে ফেলেছেন।

অভিজ্ঞতাবাদের ৪টী সন্তান (১) বিশুদ্ধ নাস্তিক্যবাদ, (২) সন্দেহবাদ, (৩) অজ্ঞেয়তাবাদ ও (৪) মায়াবাদ

অভিজ্ঞতাবাদের ছাত্রস্বরূপ চারিটী ভগবদ্বিমুখতা, আর অপরোক্ষবাদ বা বাস্তব অভিজ্ঞতাবাদের সুদর্শন হ'তে চারিটি ভগবদুন্মুখতা জগতে প্রচারিত রয়েছে। প্রথম মুখে অভিজ্ঞতাবাদী হ'য়ে আমরা খাওয়া-দাওয়া-থাকা প্রভৃতিকেই আমাদের পরম প্রয়োজন বিচার করি, তখন আমরা ভগবান্ ব'লে কোন বাস্তব বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার কর্ত্তে চাই না। কারণ আমার উপরওয়ালা যদি কেউ থাকেন, তা' হ'লে আমার 'প্রভু' সাজা হয় না, আমার যথেচ্ছাচারিতার পথেও কাঁটা পড়ে; এরই নাম—বিশুদ্ধ নাস্তিকতা। *Atheism* বা তর্কমূলা প্রতিপক্ষাশয়। চাঁদ্মুখজ্ঞ স্থানে সকল তর্ক আশ্রিত। যখন এই স্পষ্ট নাস্তিকতা কিছু অস্পষ্ট আকার ধারণ করে, তখন আমরা 'সন্দেহবাদ' আশ্রয় ক'রি—বাস্তব বস্তু আছে কি না আছে, সে বিষয়ে আমাদের সন্দেহ উপস্থিত হয়; এঁকে পাশ্চাত্য দার্শনিকগণ *Scepticism* ব'লে থাকেন। ভগবদ্বিমুখতা যখন আরও একটু অস্পষ্ট হয়ে প্রকাশিত হয়, তখন আমরা অজ্ঞেয়তাবাদের বিচার আশ্রয় গ্রহণ করি। অজ্ঞেয়তাবাদীর (*Agnostic*) বিচারে বাস্তব সত্য বা ভগবান ব'লে কোন জিনিষ থাকলেও তাঁর স্বরূপ যখন আমাদের অধিগম্য নয়, তখন না থাকারই সমান!

তার পর ভগবদ্বিমুখতা যখন একেবারে প্রচ্ছন্ন বা একান্ত অস্পষ্ট হ'য়ে উঠে তখন সেটা অভিজ্ঞতাবাদের আশ্রয়ে সব চেয়ে তার বড় প্রিয়পুত্র ও আদরের পাত্র হয়; এরই নাম মায়াবাদ বা *Pantheism* এই মায়াবাদে বাস্তব সত্যকে নপুংসক লিঙ্গ বা জড়নির্ব্বিশেষরূপে বিচার করা হয়।

অপরোক্ষবাদের ক্রমবিকাশ (১) বাসুদেব, (২) লক্ষ্মীনারায়ণ, (৩) সীতারাম ও (৪) রাধাগোবিন্দের উপাসনার ক্রমতারতম্যোপলব্ধি

যখন ভগবদুন্মুখতার বিকাশ হ'তে থাকে, তখন বস্তুর ক্লীবত্ব-বিচার থেকে ক্রমে দর্শনের গতি পুং ও পুংমিশ্র-বিচারের দিকে ধাবিত হয়। ভগবদুন্মুখতার প্রথম বিকাশে একল-পুরুষোত্তম বাসুদেবের উপাসনা, তদন্তর্গত ক্রমবিকাশমুখে মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামনাদির পঞ্চক্রম-বিস্তৃত, সেখানে সম্পূর্ণ স্ত্রীভাব-বর্জ্জিত; ভগবদুন্মুখতার ক্রমবিকাশের দ্বিতীয় স্তরে পুংস্ত্রী-মিশ্রভাবের উপাসনায় বৈকুণ্ঠস্থ লক্ষ্মীনারায়ণের ও তদন্তর্গত রামনৃসিংহাদি ক্রমাবতার-উপাসনা শ্রেষ্ঠ ব'লে বিচার করা হয়। কিন্তু অভিজ্ঞতাবাদী স্বীয় অধিকারে বলেন, পুং-স্ত্রী মিশ্রভাবের উপাসনা হ'তে কেবল-পুংভাব বা বাসুদেবের উপাসনাই ভাল, আবার তদপেক্ষা পুংভাব হ'তে নপুংসক নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম-বিচারই ভাল। তৃতীয় স্তরে যে সীতারামের উপাসনা, তা'তে জন্য-জনক-ভাব থাকায় তা'তে জন্য-জনক-ভাবরহিত লক্ষ্মীনারায়ণের উপাসনাই ভাল; আবার রাধাগোবিন্দের উপাসনা হ'তে রাম-সীতার উপাসনাই ভাল, কেননা, শ্রীরামচন্দ্র কেমন একপত্নীব্রতধরের আদর্শ, কেমন পিতৃসত্য-পালকের আদর্শ, কেমন প্রজারঞ্জকের আদর্শ, আর কৃষ্ণ বহুবল্লভ 'গোপবধূটিবিট,' নাগর, চোর-চোর? রামচন্দ্র রাবণের দ্বারা নিজপত্নী সীতাকে (অথবা মোহনাথ মায়া সীতাকে) হরণ করাবার আদর্শ প্রদর্শন ক'রেছিলেন, আর কৃষ্ণ নবোচিত নৈতিক চরিত্র স্বয়ং উল্লঙ্ঘন ক'রে পরনারী হরণ ক'রেছিলেন, সুতরাং অভিজ্ঞতাবাদীর জড় জাগতিক বিচারে কৃষ্ণের উপাসনা অপেক্ষা রামচন্দ্রের আদর্শ অনেক উন্নত।

(ক্রমশঃ)

কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ

(পণ্ডিত শ্রীপাদ কিশোরীমোহন অধিকারী সাহিত্য ভূষণ, পুরাণরত্ন)

শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণাদিতে কৃষ্ণনাম উচ্চারণের অমোঘ মাহাত্ম্য সহস্রমুখে কীর্ত্তিত হইয়াও যেন অসমাপ্ত রহিয়া গিয়াছে। চিন্ময় হরিনাম একবার মাত্র উচ্চারণ-কারী যে কি পরিমাণ ফলভাক্ তাহা জীবজগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, শক্তিধর মহাপুরুষ চতুরানন ব্রহ্মাও সম্যক্ কীর্ত্তন করিতে অসমর্থ হইয়া সহস্র বদন কামনা করেন।

বহুশত পুণ্যফলাজ্জিত সুকৃতিফলে ভারতভূমিতে সুদুর্লভ মানব-জন্ম লাভ করিয়া কৃষ্ণনাম উচ্চারণের সহস্র সুযোগ-সুবিধা লাভ করিয়াও কৃষ্ণনাম-উচ্চারণ-বিমুখ হইয়া পুনরায় অশীতিলক্ষ যোনি-ভ্রমণের জন্য, পুনরায় কোটি কোটি বর্ষ নরকযন্ত্রণাভোগের জন্য উন্মুখ হইয়া রহিয়াছি।

কলিযুগপাবনাবতারী স্বয়ংভগবান্ গৌরসুন্দর আমার ন্যায় ভাগ্যহত অসংখ্য জীবগণের পরম মঙ্গলের জন্য স্বীয় অচিন্ত্য-শক্তি বলে স্বীয়ধাম ও নিত্যমুক্ত পার্ষদগণ-সহ প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইয়া সর্ব্বদা হরিনাম কীর্ত্তন করিতে উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। পরমদয়াল-অবতার-শিরোমণি কেবল মৌখিক উপদেশ বা প্রভুসম্মিত বাক্য প্রয়োগ করিয়াই নিরস্ত হন নাই, স্বয়ং আচরণ করিয়া এবং স্বীয় পার্ষদগণকে আচারবান প্রচারশীল আচার্য্যরূপে আদর্শ সংস্থাপন করিয়া জগজ্জীবের কল্যাণের দ্বার চিরতরে উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছেন।

আমি কিন্তু আমার কল্যাণের পথে অগ্রসর না হইয়া বিপরীত পথই অবলম্বন করিয়াছি। আমি যে আমার কল্যাণ কামনা করি না, এমন নহে, সর্ব্বক্ষণই আমি তাহার জন্য লালায়িত, তবে আমার ভোগোন্মুখ অদূরদর্শী চিত্ত শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ের মধ্যে পার্থক্য উপলব্ধি করিতে না পারিয়া আপাত প্রলোভনময় প্রেয়ঃটিকেই বরণ করিয়া লইয়া প্রত্যহই শ্রেয়ের বিপরীত মুখে ধাবিত হইতেছে।

এই প্রেয়ঃকামী ভোগোন্মুখ চিত্ত অনেক সময় শাস্ত্র-কথিত কৃষ্ণনাম-মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়াও এইরূপ বিচার করিয়া বসে যে, শ্রদ্ধা বা হেলায় একবার মাত্র কৃষ্ণনাম-গ্রহণকারী যখন সংসারসাগর উত্তীর্ণ হইতে সমর্থ হইবে, তখন আমি দিবারাত্রিতে জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে অন্ততঃ শতবার ভগবন্নাম উচ্চারণ করিয়া সংসার-দুঃখের হাত হইতে অব্যাহতি পাইতেছি না কেন? অতএব ইহা কেবল নামে রুচি উৎপাদন করিবার জন্য অতিস্তুতি মাত্র। এই প্রকার চিন্তার ফলে শ্রীনামের চরণে অপরাধ অর্জ্জন করিয়া কল্যাণের পথ হইতে শত যোজন দূরে নিক্ষিপ্ত হই।

শাস্ত্র-মুখে বা শ্রীচৈতন্যাশ্রিত সাধুগণের শ্রীমুখে কৃষ্ণনাম-মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া যদি তাহাতে আমার কিঞ্চিন্মাত্রও শ্রদ্ধার উদ্রেক হইত তাহা হইলে প্রত্যহ অসংখ্যবার কৃষ্ণনাম কোন না কোন প্রকারে উচ্চারণ করিয়াও কিছুমাত্র ফল লাভ হইতেছে না কেন, তাহা অনুসন্ধান করিবার জন্য সাধুসঙ্গ করিতে প্রবৃত্তি হইত। সাধুসঙ্গে শাস্ত্র-নির্দ্দিষ্ট শ্রীনামভজন-প্রণালী শ্রীনাম-কৃপালাভের অব্যর্থ কৌশল অবগত হইয়া কোটি কোটি জন্মের অর্জ্জিত পুঞ্জীভূত অনর্থরাশি উন্মূলিত করিয়া ভস্মসাৎ করিয়া লইতে পারিতাম; তখন বুঝিতে পারিতাম, অসাধুসঙ্গ-প্রভাবে আমার জিহ্বায় নামাক্ষর মাত্র উচ্চারিত হইত, শুদ্ধনাম উদিত হয় নাই। সেবোন্মুখ জিহ্বাতেই শ্রীনামের স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। শ্রীনাম অনর্থমুক্ত পুরুষগণের একমাত্র সেব্য-বস্তু।

সাধুমুখ-বিগলিত বীর্য্যবৎ হৃৎকর্ণ-রসায়ন উপদেশ শ্রদ্ধা-সহকারে শ্রুত হইলে আমার বিদ্যাকুলধনজন-জনিত সকল অভিমান ধূলায় লুটাইয়া পড়িত, আমি তখন তৃণ হইতেও সুনীচ, বৃক্ষ অপেক্ষাও সহিষ্ণু হইয়া যাহাদের কেহ কোন দিন কোন প্রকার মর্য্যাদা প্রদান করে নাই, এরূপ ব্যক্তিকেও আমার অপেক্ষা অধিক সম্মানার্হ মনে করিতে পারিতাম। কেবল তখন হইতেই আমার কৃষ্ণ-বিরহাতুর দুদীন হৃদয়ের উদ্বেলিত ভাবরাশির প্রাচুর্য্যে জিহ্বায় কৃষ্ণনাম অবিরাম নৃত্য করিতে থাকিতেন।

আশার মুখে ছাই

(পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী জ্যোতির্ভূষণ)

আমরা ভগবানের সহিত সম্বন্ধ না রাখিয়া, ভগবানকে কর্ত্তা না করিয়া, নিজে নিজে কর্ত্তা সাজিয়া কত কার্য্যই করিয়া থাকি এবং ঐ কার্য্যের ফল ভোগ করিবার জন্য হৃদয়ে কত আশাই যে পোষণ করিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া বেড়াই, তাহা আর বলিয়া শেষ করা যায় না, কিন্তু যিনি যত আশাই করুন, ভগবান্ কতটুকু যে কি করিবেন, তাহা কাহারও জ্ঞানগম্য নহে। তবে ইহা বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, দুগ্ধপোষ্য শিশু যখন মাতা ব্যতীত আর কিছুই জানে না, মাতা যখন খাওয়াইবে শোয়াইবে, উঠাইবে তখন সে শুইবে উঠিবে, অন্যথা সে সর্ব্বক্ষণ শায়িত থাকিবে, ক্ষুধিত হইলে বা কোনরূপ অসুবিধা হইলে কেবল ক্রন্দন করিবে। মাতাও শিশুকে সর্ব্ব বিষয়ে অক্ষম জানিয়া তাহার সকল প্রকার অসুবিধা দূর করিয়া সুখী করিতে চেষ্টা করেন। আমরা যদি সেইরূপ সর্ব্ব বিষয়েই ভগবানের উপর নির্ভর করিয়া থাকি, সর্ব্বদা তাঁহারই দিকে আমাদের লক্ষ্য থাকে, তাহা হইলে তিনি নিশ্চয়ই আমাদের সকল প্রকার অসুবিধা দূর করিয়া আমাদিগকে সুখী করিয়া থাকেন। কিন্তু আমরা তাহা করিতে পারি না, ভগবানকে আমাদিগের মনেই হয় না। আমরা কেবল ভাবি আমরাই সব করিয়াছি তাহারই ফলে এই সমস্ত হইয়াছে। বহু পরিশ্রমে ক্ষেত্রের আবাদ করিয়া শস্য

উৎপাদন করিয়াছি, আমাদের কলে এবার শস্যও ভাল হইয়াছে। এখন খাও দাও ইন্দ্রিয়তর্পণ করিয়া বেড়াও—আর কি? বড় আনন্দ, ভগবানের আর প্রয়োজন কি? কিন্তু আমরা কি নির্বোধ, দেখিয়া শুনিয়াও কিছু বুঝিতে পারি না। এই প্রকার জমিতে উপযুক্ত রূপ চাষ আবাদ করিয়াও কেহ প্রচুর শস্য পাইতেছে, কেহ কিছুই পাইতেছে না। ভগবান যদি ক্ষেত্রের শস্যোৎপাদিকা শক্তি প্রদান না করেন, উদ্ভিদকে যদি ফল-প্রসবিকা শক্তি না দেন, তাহা হইলে কখনই শস্য জন্মিতে পারে না।

আবার প্রচুর ফসল দেখিয়া মনে বড় আশা হইতেছে এবার পুত্র কন্যাদি লইয়া পরম সুখে কালাতিপাত করিব, ছেলে মেয়ের বিবাহ দিব, ভাল করিয়া ঘর দ্বার প্রস্তুত করিব, যাহাতে সুখে স্বচ্ছন্দে শয়ন উপবেশন করিতে পারি, তাহারও ব্যবস্থা করিব; এই প্রকার মনে কতও আশা হইতে লাগিল, ভগবানের কথা একবারও মনে হইল না—ভগবান কে, কি করিয়াছে, আমিই ত সব করিলাম! অতঃপরও আমি করিব! ভগবান বলিয়া কেহ আছে কি না, তাহাই মনে করিতে পারি না। কে জানে? কি হইল, এত আশার সামগ্রীতে হঠাৎ অগ্নিযোগ হইয়া সমস্ত ভস্মসাৎ হইয়া গেল, না হয় এই সমস্ত আশার দ্রব্য রাখিয়া প্রাণ-বায়ু কোথায় প্রস্থান করিল, সব পড়িয়া রহিল, সমস্ত আশায় ছাই পড়িয়া গেল। সম্প্রতি এইরূপ একটী ঘটনা হইয়াছে, পাঠকগণকে তাহা না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না। ঘটনাটি এই—

নদীয়া জেলার তেহট্টমাবা থানার অধীন স্বরূপের খোল নামে এক খানি ক্ষুদ্র গ্রাম আছে। এই গ্রামে ব্রাহ্মণাদি জাতির সংখ্যা অত্যল্প হইলেও কৈবর্ত্তের সংখ্যা খুব বেশী। এই সকল কৈবর্ত্তের মধ্যে জনৈক বিধবা একটী কন্যা-সন্ততি লইয়া অতি কষ্টে কালাতিপাত করে। কন্যাটী যত বড় হইতে লাগিল, ততই কৈবর্ত্তিনীর মনে আশা হইতে লাগিল যদি ঘর জামাই যে পাকে, এরূপ একটি যুবকের সঙ্গে কন্যাটীর বিবাহ দিতে পারিলে, সংসার-কষ্ট লাঘব হইয়া যাইবে। কাল-চক্রে তাহাই হইল। একটী যুবকের সহিত কন্যার বিবাহ দিয়া তাহাকে ঘরে রাখিল বটে, কিন্তু জামাইয়ের কাজ কর্ম্মের বড় সুবিধা হইল না; বলদ ছিল, তাহাদের দিয়া চাষ আবাদ করাইল, তাহাতেও শস্যাদি ভাল জন্মিল না, সুতরাং কষ্টের কিছুই লাঘব হইল না, বরং বাড়িয়া গেল—পূর্ব্বে দুইটী উদরের সংস্থান করিতে হইত এখন তিনটীর যোটনা করিতে হয়। অত্যল্প দিন পরেই কন্যা এক পুত্র সন্তান প্রসব করিল। হরি, ভুখি, আর একটী উদর বাড়িয়া গেল। কষ্ট আর একটু পুষ্টি লাভ করিল। স্ত্রীলোকটী চক্ষে আঁধার দেখিতে লাগিল। জামাই যাহা করে তাহাতেই কথঞ্চিৎ জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ হইতে থাকিল। এক বৎসর পরেই কন্যাটি আর একটি কন্যা প্রসব করিল। কন্যা-সন্তান সন্ততি প্রসব করিতে লাগিল, মনে বড় আনন্দ, কিন্তু কি খাওয়াইয়া এই সমস্তের জীবন রক্ষা করিবে, এই ভাবনায় দেহ শুষ্ক হইয়া যাইতে লাগিল, বিধবা দিশাহারা হইয়া গেল। স্বজাতির নিকট, অন্যান্য লোকের নিকট ঘৃণিত বলিয়া মনে হইতে লাগিল। কি করিবে, কোথায় গেলে এই সকলের উদর ভরণ হইবে, নিরন্তর এই চিন্তা।

বিধবার আত্মীয় স্বজনের মধ্যে দুই তিন জন নবদ্বীপে আসিয়া বাস করে, একজন ডাক্তারী করে। তাহার মুখে শুনিয়াছে, নবদ্বীপে খাটিয়া খাইলে কোন ভাবনা নাই, নবদ্বীপের মুটে মজুরদের অনেক পয়সা—দিন একটাকা পাঁচসিকা রোজগার। কথাটা শুনিয়া বিধবার মনে বড় আশা হইল, নবদ্বীপে যাইব, জামাইটি কাজ কর্ম্ম করিলে আর ভাবনা থাকিবে না। ঘর দ্বার সমুদায় বিক্রয় করিয়া ফেলিল, আবশ্যক গৃহ সামগ্রী এবং গরু বাছুর সঙ্গে লইয়া নবদ্বীপে আসিল।

কোলদ্বীপবাসী পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শিবনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের একটি বাগান-বাড়ী, তন্মধ্যে বিশিষ্ট একখানা পাকা গৃহ ও সামান্য কিছু জমি গোদ্রুম দ্বীপে আছে। এই সকলের রক্ষণাবেক্ষণ ও জমি লইয়া চাষ আবাদ করিয়া থাকে, পণ্ডিত মহাশয় অনেক দিন হইতেই এরূপ একটা লোকের অনুসন্ধান করিতেছিলেন। এই বিধবা স্ত্রীলোক কন্যা ও জামাতা লইয়া নবদ্বীপ আসিতেছে পণ্ডিত মহাশয় ইহাদের সমস্ত বিষয় অবগত হইয়া আনন্দসহকারে তাঁহার বাগান বাটিতে থাকিবার ও তাঁহার জমি লইয়া চাষ আবাদ করিতে অনুমতি দিলেন। বিধবার মনে বড় আশা হইল, যাহা মনে করিয়া নবদ্বীপ আসিয়াছিল তাহা হইয়াছে। চাষ আবাদ করিয়া ধান্যাদি জন্মাইতে পারিলেই সুখের মুখ দেখিয়া পরমানন্দে জীবন কাটাইতে পারিবে।

চাষের যন্ত্র লাঙ্গল গরু আছে বটে, কিন্তু যে সময়ে জমী পাইল, তখন বেশী জমী আবাদ করিতে পারিল না, সামান্য দুই তিন বিঘা জমীতে ধান্য, আলু, ডাঁটা বেগুন বপন করিল। এই সব ফসল হইতে হইতে গৃহ দ্বার বিক্রয় করিয়া যে কয়েকটি টাকা আনিয়াছিল, ফুরাইয়া গেল। আবার যে কষ্ট ছিল, তাহাই হইয়া পড়িল। বড় আশা করিয়া ধান্য বপন করিয়াছিল, ধান্য ভালরূপ জন্মিল না; যাহা হইল তাহাতে দুই তিন মাস মাত্র চলিল। বেগুন যাহা হইল, তাহা সম্যক বিক্রয় করিতে পারিল না। অধিক পরিমাণে ধান্য করিবে বলিয়া তাহাই আবাদ করিতে লাগিল, অনেক বেগুন পচিয়া গেল, মুনিষের লোকেরাও প্রত্যহ ঝুড়ি ঝুড়ি উঠাইয়া লইতে লাগিল। আলু যাহা হইল, খাইতেই ফুরাইয়া গেল। আশা মিটিল না।

ধান্যের জমিতে কলাই, মুগ ও ছোলা বপন করা হইয়াছিল, ইহাও ভাল ফলিল না, কলাই যাহা হইল, তুবেলা চাউল যোগাড় করিতে পারে না বলিয়া পিশিয়া রুটী প্রস্তুত করিয়া খাইতে লাগিল। খুট, গুল ও এই ভাবে ফুরাইল। মুগ যাহা পাইল, বিক্রয় করিয়া তেল লবণ হইতে লাগিল। বিধবা বড় কষ্টেই দিন কাটাইতে লাগিল। কোন ভদ্রলোকের বাড়ীতে চাকরাণীর কাজে নিযুক্ত হইল, তাহাতেও পাঁচটা পেট ভরান কঠিন হইয়া পড়িল। গরু বাছুর লইয়া বাগানে থাকিলে গাছের ক্ষতি হয় বলিয়া পণ্ডিত মহাশয় তাঁহার পাকা বাড়ীতে ইহাদিগকে থাকিতে দিলেন।

অধিক পরিমাণ ধান্য পাইলে খাওয়া ও ভাবনা থাকিবে না, সকল দুঃখ ঘুচিয়া যাইবে, এই ভাবিয়া জামাতাকে বার চৌদ্দ বিঘা ধান্যের জমী করিতে বলিল। জামাতাটীও দশবিঘা ধানা, দুই বিঘা পাট ও এক বিঘা ভুরো বপন করিল। আষাঢ় মাস আসিল, ধান্য পাট প্রভৃতির অবস্থা দেখিয়া বিধবার মনে বড় আশা হইতে লাগিল, এইবার সকল দুঃখ দূর হইবে, ভুরোগুলি পাকিয়াছে, কাটিলে [illegible] চলে। ধান্যও খুব ভাল, পনর কুড়ি দিনের মধ্যেই কাটা পড়িবে। ভুরো খাইতে খাইতেই ধান্য হইবে, জামাই একা সময় পায় না বলিয়া, কাটিতে পারিতেছে না। মনে বড় আশা, আর ভাবনা নাই এখানে আসিলে নাতি নাতনীর গায়ের গহনা যাহা চোরে লইয়া গিয়াছে, ধান্যাদি হইলেই আবার তাহা গড়াইয়া দিবে। বাড়ীতে বড় সাপের ভয়, লোকালয়ে গিয়া ভাল করিয়া গৃহাদি প্রস্তুত করিয়া সুখে বাস করিবে। ২০শে আষাঢ় রাত্রিতে মায়ে ঝিয়ে বসিয়া অনেক কথা হইল, যে ধান্য হইবে দুই বৎসরের জন্য ভাবিতে হইবে না, পাটের টাকায় অন্য অন্য খরচ চলিবে। আবার এই সব জমিতে ধন্দ হইবে আর আমাদের কোন ভাবনা নাই, ভেবো না, অনেক রাত্রি হয়েছে, মা, যাও শোওগে। মেয়েকে অনেক আশা ভরসা দিয়া শয়ন করিল, রাত্রি শেষে পায় কিসে কামড়াইয়াছে বলিয়া মেয়ে ও জামাতাকে ডাকিল, ল্যাম্পে তৈল নাই, ম্যাচ জ্বালিয়া দেখিল, সাপের মত একটা কি নালা দিয়া চলিয়া গেল, খানিক পরে বৃদ্ধ অজ্ঞান হইয়া পড়িল, সকল আশা ফুরাইয়া গেল।

কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠে
শ্রীশ্রীজন্মাষ্টমী
মহোৎসব

গত ১২ই ভাদ্র ২৮শে আগষ্ট বুধবার শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠের ভক্তবৃন্দ শ্রীশ্রীকৃষ্ণের জন্মোৎসব বিপুল উৎসাহের সহিত অনুষ্ঠান করিয়াছেন। প্রত্যূষে মঙ্গলারাত্রিকের পরে কীর্ত্তন মুখে উৎসবের উদ্বোধন হয়। বিচিত্র পতাকা এবং নানাবর্ণের বস্ত্র ও রঙ্গীন কাগজের নক্সা দ্বারা শ্রীমন্দির গৃহ এবং প্রাঙ্গণ প্রাতঃকাল হইতেই ভক্তগণ সুসজ্জিত করিতে আরম্ভ করেন। শ্রীশ্রীবিনোদ রমণ জীউ এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীবিগ্রহ উত্তম বেশভূষা এবং মালা চন্দনাদি দ্বারা শোভিত হইয়া ভক্তবৃন্দের নেত্রোৎসবের বিধান করিয়াছিলেন। শ্রীবিগ্রহের সম্মুখে বিচিত্র কুঞ্জ রচনা করা হইয়াছিল। সারাদিন উৎসবের আয়োজন এবং তৎসঙ্গে হরিকথা কীর্ত্তন অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। সন্ধ্যারাত্রিক কীর্ত্তন-মুখে অনুষ্ঠিত হইবার পর দ্বিপ্রহর রাত্রি পর্য্যন্ত সংকীর্ত্তন, পাঠ এবং বক্তৃতা মুখে হরিকথায় পরমানন্দে অতিবাহিত হইয়াছিল। শ্রীপাদ নদীয়ানন্দ ব্রহ্মচারীজী কীর্ত্তনীয়াদলের অগ্রণী ছিলেন। শ্রীপাদ সাধনানন্দ প্রভু প্রায় ২ঘণ্টা কাল শ্রীকৃষ্ণের জন্ম-তত্ত্ব এবং নামতত্ত্ব সম্বন্ধে শ্রীয় প্রমাণ মুখে বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের জন্মাদি লীলা প্রাকৃত বাস্তবিক আধিক্য। বদ্ধ জীবের নাই। তথা শ্রীধর-স্বামী প্রমুখ ভাগবতের টীকাকারগণ এক-বাক্যে বলিয়া গিয়াছেন। সুতরাং ব্যাখ্যা হিসাবে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম সর্ব্বসাধারণের আস্বাদনীয় নহে। জন্মলীলার তাত্ত্বিক বিচার মাত্র অনর্থ মুক্ত জীবের পক্ষে মঙ্গলজনক। কিন্তু বদ্ধজীবের পক্ষে অধিকতর প্রয়োজনীয় শ্রীনামের [illegible] চর্চা। শ্রীনামের কৃপায় লীলা উপলব্ধি সম্ভব। সাধুসঙ্গে শ্রীনাম গ্রহণ—ই এই কলিযুগের একমাত্র এবং সাধনীয় [illegible] নিরপরাধে নাম গ্রহণ করিলে তাহার স্ফূর্ত্তি হয়। অপরাধযুক্ত ব্যক্তি [illegible] শ্রবণ কিম্বা কীর্ত্তন করিলে [illegible] শ্রীনামের চরণে প্রাকৃত বুদ্ধি-চালিত হইয়া জীবন অপরাধ করে মাত্র।

শ্রীকৃষ্ণের অষ্টোত্তর শত নাম কীর্ত্তন পর মহামন্ত্র সংকীর্ত্তন-মুখে [illegible] অতীত হইলে পূজা ও ভোগারাত্রিক [illegible] হইয়াছিল। উপস্থিত [illegible] আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলে [illegible] পূত বিচিত্র মহাপ্রসাদে [illegible] নিজদিগকে কৃত-কৃতার্থ [illegible] ছিলেন।

কয়েক দিন [illegible] সর্ব্বদাই বৃষ্টি-পাত হইতেছিল [illegible] জন্মাষ্টমীর দিন বৈকালে [illegible] সামান্য বৃষ্টিপাত [illegible]। সমাগত জন-মণ্ডলীর বা অন্য কোন প্রকার অসুবিধা হয়

পর-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

সম্প্রতি পর বিদ্যাপীঠে নিম্নলিখিত শিক্ষণীয় বিষয়নিচয়ের অধ্যাপকের আসন-সমূহ সংস্থাপিত হইয়াছে—বিদ্যার্থিগণ আবেদন করুন।

১। সাহিত্যাসন, ২। ঐতিহ্যাসন,
৩। সম্প্রদায়বৈভবাসন, ৪। ভক্তিশাস্ত্রাসন,
৫। তত্ত্বশাস্ত্রাসন, ৬। বেদান্তাসন,
৭। একায়নাসন।

শ্রীনন্দলাল রায় বি, এ, কাব্যতীর্থ, বিদ্যাসাগর,
সম্পাদক—পরবিদ্যাপীঠ, শ্রীধাম মায়াপুর।

কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত

গৌড়ীয় পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র।

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রতি শনিবারে প্রকাশিত হয়।

অগ্রিম বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲ দিলে বৎসরে ৫০ সংখ্যা প্রাপ্য; ষাণ্মাসিক ১॥০; সাপ্তাহিক ⁄৹

সর্ব্বদা গ্রাহক হওয়া যায়।

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ
শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৪০৲ চল্লিশ টাকা।

২৭২৪ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে,
সপ্তচত্বারিংশ খণ্ডে সূচী ছাপা হইতেছে।

৪৬শ খণ্ড গ্রন্থ নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে ১৩।⁄০ সাধারণ পক্ষে ২০৸⁄০; প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৵০, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ।⁄০।

দশম স্কন্ধ ছাপা হইতেছে। দশম স্কন্ধের ভিক্ষা ১২৲, অগ্রিম সাধারণের পক্ষে ৮৲।

৫০ অধ্যায়পর্য্যন্ত নবম সংখ্যা ছাপা হইয়াছে।

রত্তিসহ-সমগ্র

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

ভিক্ষা ২৲ টাকা। শিক্ষার্থি-ছাত্রের পক্ষে ১॥০ দেড়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীপরবিদ্যাপীঠ, শ্রীগোদ্রুমপুর
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিম্নলিখিত মঠসমূহে প্রাপ্তব্যঃ—

১। শ্রীচৈতন্য মঠ,—শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর পোঃ, (নদীয়া)।
২। শ্রীগোরগদাধর মঠ,—চাঁপাহাটি, সমুদ্রগড় পোঃ, (বর্দ্ধমান)।
৩। শ্রীভাগবত আসন,—ভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৪। শ্রীগৌড়ীয় মঠ,—১নং উল্টাডাঙ্গা জংসন রোড্, কলিকাতা।
৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ,—পুরী রেলওয়ে ষ্টেশনের নিকট "অমরনিবাস"
৬। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ,—উড়িয়া বাজার, কটক।
৭। শ্রীভাগবত মঠ,—চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।
৮। শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ,—৪নং জঙ্গমবাড়ী, কাশী, ইউ, পি।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,—ছাপগলি, বৃন্দাবন, মথুরা, ইউ, পি।
শ্রীপরমহংস মঠ—নিমসার পোঃ, সীতাপুর, ইউ পি।
১১। শ্রীনামগৌড়ীয় মঠ,—কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল, পাঞ্জাব।
১২। শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠ,—৯০নং নবাবপুর রোড্, ঢাকা।
১৩। শ্রীগদাইগৌরাঙ্গ মঠ,—বালিয়াটি, ঢাকা।
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম,—আমলাযোড়া, রাজবাঁধ পোঃ, বর্দ্ধমান।
১৫। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ,—ডুমুরকোন্দা, চিরকুণ্ডা পোঃ, মানভূম।
১৬। শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয় মঠ,—আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী, উড়িষ্যা।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

"শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত"

আদি, মধ্য ও অন্ত্যলীলা প্রকাশিত হইয়াছেন, সূচী ছাপা হইতেছে। যাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ১০৲ টাকা ভিক্ষার তৃতীয় সংস্করণ ৪ টাকায় না পাইয়া অপুর্ব সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের জন্যই উহার ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইতেছে। সেই ১০৲ টাকার এই বিরাট গ্রন্থ আরও কয়েকদিন অগ্রিম ৫৲ টাকা দিলে সম্পূর্ণ গ্রন্থ দেওয়া হইবে। গ্রাহক-সংখ্যা প্রায় পূর্ণ হইয়া আসিল; পরে আর এ সুযোগ দেওয়া হইবে না।

সত্বর গ্রাহক হউন

শ্রীচৈতন্য-লীলার ব্যাস আদিকবি
শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত
বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।
সমগ্র গ্রন্থ ৮৲ স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲
নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪॥০ টাকা

শ্রীচৈতন্য মঠের যাবতীয় গ্রন্থ

কার্য্যাধ্যক্ষ, গ্রন্থ-বিভাগ, শ্রীচৈতন্য মঠ
পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া
—অথবা—
শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা
ঠিকানায় পাওয়া যাইবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য:—ডাকে লইলে শ্রীচৈতন্য মঠের ঠিকানায় লিখিবেন।

দ্বীপ দিগ্‌দর্শন নামক নবদ্বীপের ৯টী দ্বীপের সমস্ত বিবরণ।
ভিঃ ৵০। ৵১০ ডাকটিকেট দিলে বুকপোষ্ট করা হয়।

প্রাপ্তিস্থান—নদীয়া-প্রকাশ কার্য্যালয়,
শ্রীচৈতন্য মঠ, শ্রীধাম মায়াপুর। এবং
গৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্,
১নং উল্টাডাঙ্গা জংসন রোড, কলিকাতা।

TO LET

শ্রীচৈতন্যমঠের গ্রন্থাবলী

ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বিরচিত
[illegible]-গ্রন্থাবলী।
উৎকৃষ্ট কাপড়ে বিলাতী ধরণে বাঁধাই
[illegible]। চতুর্থ সংস্করণ। বিস্তারিত সূচীসহ

জৈবধর্ম

বাঁধাই ২্ দুই টাকা

প্রকাশিত হইয়াছে

[illegible]

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

প্রথম খণ্ড। ভিক্ষা ১্ এক টাকা

[illegible]

শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ভিক্ষা ৵০

ঐ প্রমাণ খণ্ড। ভিক্ষা ৵০

[illegible] শ্রীমহাপ্রভুর [illegible] মনোহর ছন্দে বর্ণিত। পকেট সাইজ প্রায় ১৬০ পৃষ্ঠা।

শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ

[illegible] উত্তম কাগজে ছাপা— শ্রীনবদ্বীপধাম দর্শনে ভাবুক দর্শনকারীর কি প্রকার ভাবের উচ্ছ্বাস হয়, তাহা এই গ্রন্থে বর্ণিত। অতি চমৎকার। ভিক্ষা চারি আনা।

স্বাধীনপথ্য

৷৵০ দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীরূপ গোস্বামী শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভৃতি উপদেশচ্ছলে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে [illegible] প্রতিকূল বিচার অতি সুন্দরভাবে [illegible] হইয়াছে। ইহা ছাড়া শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদিষ্ট শিক্ষা ও উপদেশ বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব জগতে অভিনব গ্রন্থ!!
শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতি-গ্রন্থাবলী :—

শরণাগতি

পকেট সাইজ
অষ্টম সংস্করণ
ভিক্ষা ৴০ আনা

[illegible]

ভিক্ষা প্রতি খণ্ড ৴০ এক আনা।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৵০, [illegible]— ৴০

[illegible] ৴০

কল্যাণকল্পতরু

পকেট সাইজ
পঞ্চম সংস্করণ
ভিক্ষা ৵১০

[illegible]

শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের টীকা সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের টীকা ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কৃত [illegible]। [illegible] প্রায় ৪২৫ পৃষ্ঠা। উৎকৃষ্ট সিল্কে বাঁধাই ২্ দুই টাকা। কাগজে বাঁধা ১৷০

শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ কৃত ভাষ্য সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীত

কাগজ ও ছাপা উৎকৃষ্ট। সিল্কে বাঁধাই, সোনার জলে নাম লেখা রাজসংস্করণ ১ টাকা, সাধারণ সংস্করণ ১৷০, গৌড়ীয়ের গ্রাহকপক্ষে ১৷০

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি (শ্রীগৌড়ীয়কোষগ্রন্থ)

[illegible] চারি খণ্ড একত্রে ৩্ (৫ম খণ্ড যন্ত্রস্থ)।

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ—১ম খণ্ড ১্ এক টাকা

২য় খণ্ড ১্ এক টাকা। শ্রীমদ্ভাগবতের গ্রাহক ও গৌড়ীয় গ্রাহকগণ ১।০ টাকায় দুইখণ্ড পাইবেন। [illegible] উবল ক্রাউন ৮ পেজী ৯৪ পৃষ্ঠা আকারে মুদ্রিত হইতেছে।

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য সঙ্কলিত

সদাচারস্মৃতিঃ

ভিক্ষা ৴০ মাত্র

[illegible]

বৈজ্ঞানিক

মদন মঞ্জরী

[illegible]

“নপুংসকারি ঘৃত”

[illegible] ১্ টাকা।

“রমণবিলাসিনী বটিকা”

[illegible] ১্ এক টাকা।

রাজবৈদ্য নারায়ণজী কেশবজী
১৭৭নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

কুমার-ভোগ

[illegible] এক টাকায় [illegible] ৵০ আনা।

নারেল

[illegible]

দাদ সোপ [illegible]

ডাঃ ৺ রাম লাল [illegible]
দাদ-সোপ
[illegible]

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (প্রাচীন নবদ্বীপ) নদীয়া।

অপূর্ব্ব সুযোগ অল্পদিনের জন্য মাত্র

শ্রীগৌড়ীয় মঠের উৎসব উপলক্ষে

শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বেদনাঞ্জন

শ্রেষ্ঠরত্ন

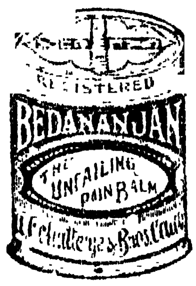

* * *

প্রাপ্তিস্থান—এ, সি, চাটার্জ্জী এণ্ড ব্রাদার্স।

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

অধ্যক্ষ

শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম.এ., এফ.সি.এস (লণ্ডন)

ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক

(প্রফেসার)

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ বিশুদ্ধ ও শাস্ত্রমতে নিজ তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হয়। পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ক্যাটালগ পাঠান হয়। রোগের বিবরণ জানাইলে যত্নপূর্ব্বক ব্যবস্থা দেওয়া হয়। চিঠি পত্রাদি সম্পূর্ণরূপে গোপন রাখা হয়।

মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দুর)

(বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৪৲ টাকা

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৩৲ টাকা

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬৲ টাকা

অবলাবান্ধব যোগ

মূল্য—১৬ মাত্রা ২৲ টাকা। ৫০ মাত্রা ৫৲ টাকা মাত্র

বিশুদ্ধ জল! ভয় নাই! বিশুদ্ধ জল!

লক্ষ্মী টিউব-ওয়েল কোং

২০৫নং নবাবপুর, ঢাকা

বিনামূল্যে বিনামূল্যে

বিতরিত

প্রাপ্তিস্থান :—আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়।

কলিকাতা।

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

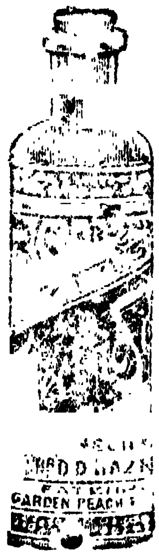

ইলেক্ট্রিক মেডিসিন

সোল এজেণ্ট—ডাঃ ভি, ভি, হাজরা।

কলিকাতা।

মনোমোহন প্রেস

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা

পূর্ব্ব-বাঙ্গালায় সুলভে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত

বৈদ্যুতিক মেশিনে দিবারাত্র কাজ চলিতেছে।

বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা।

শ্রীমায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে— শ্রীবিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

Registered No. C 1544

বিজ্ঞাপনের হার
অগ্রিমদেয়
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অৰ্দ্ধ কলম ৩।০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠ-বাৰ্ত্তাবহ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র।

সাহায্যের হার অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক ৯৲
যাণ্মাষিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ প্রতি সংখ্যা ৴৫

৪র্থ খণ্ড] সম্পাদক—প্রত্নবিদ্যালঙ্কার শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী [১৬১ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্য মঠ, শ্রীধাম মায়াপুর—২০শে ভাদ্র বৃহস্পতিবার ১৩৩৬ ৫ই সেপ্টেম্বর ১৯২৯

শ্রীধাম মায়াপুর ডাকঘর

গত ১লা জুন হইতে শ্রীধাম মায়াপুর পোষ্ট অফিস খোলা হইয়াছে। বঙ্গদেশের পোষ্টমাষ্টার জেনারেল বাহাদুর শ্রীধাম মায়াপুর ডাকঘর হইতে নদীয়া-প্রকাশ ভারতের সর্ব্বত্র প্রেরণ করিবার আদেশ দিয়াছেন।

ম্যানেজার, 'নদীয়া-প্রকাশ'

পোঃ আঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

শ্রীধাম মায়াপুরের, যাবতীয় পত্র বুকপোষ্ট রেজিষ্টারী মণি-অর্ডার প্রভৃতি ডাকে পাঠাইতে হইলে, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া ঠিকানায় লিখিবেন।

দ্বীপ-দিগ্দর্শন

গঙ্গার পূর্ব্বপারস্থ অন্তর্দ্বীপ, সীমন্তদ্বীপ, মধ্যদ্বীপ ও গোদ্রুমদ্বীপ এবং পশ্চিমপারস্থ কোলদ্বীপ, ঋতুদ্বীপ, জহ্নুদ্বীপ, মোদদ্রুমদ্বীপ ও রুদ্রদ্বীপ—এই নয়টি দ্বীপের অন্তর্গত স্থানসমূহ নবদ্বীপ-মণ্ডল নামে খ্যাত। দ্বীপ-দিগ্দর্শন' নামক গ্রন্থে ইহাদের বিবরণ অতি প্রাঞ্জল ভাষায় লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এই অমূল্য রত্নের ভিক্ষা মাত্র ৵০। ৵১০ ডাক টিকেট পাঠাইলে বুক পোষ্টে পাঠান হয়।

প্রাপ্তিস্থান—নদীয়া প্রকাশ কার্য্যালয়
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া।
এবং
গৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস,
১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

দুইখণ্ডে সমগ্র গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছেন। সূচী প্রভৃতি ছাপা হইতেছে।
ভিক্ষা ২।০, নদীয়াপ্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ১॥০

রোগী দেখিবার সময়ঃ—
প্রাতেঃ—৬টা হইতে ৯টা,
বৈকালে—৩টা হইতে ৫টা পর্য্যন্ত।

মূল্য ফেরৎ!

মূল্য ফেরৎ!!

সর্ব্বত্র এজেণ্ট আবশ্যক। পত্র লিখুন।
কঠিন কঠিন রোগের চিকিৎসা করা হয়।
দিবা-রাত্রি ঔষধ পাওয়া যায়।

কুণ্ডু

আবিষ্কৃত ও গভর্ণমেণ্ট রেজেষ্টারীকৃত

১। ভূপেন্দ্র শোভা স্পেসিফিক্—পেটের যাবতীয় রোগের, অজীর্ণ, ডিস্পেপ্সিয়ার মহৌষধ। প্রত্যেক গৃহে রাখা প্রয়োজনীয়। ঔষধ—প্রতি শিশি ১৲ এক টাকা মাত্র।

২। চণ্ডি ফিবার মিক্চার—ম্যালেরিয়া জ্বর এক শিশিতে সম্পূর্ণ আরোগ্য। কালাজ্বর এবং পালা ও একল জ্বরের মহৌষধ। প্রতি ছোট শিশি ৸০ বার আনা, বড় শিশি ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। গণোরিয়া স্পেসিফিক্—যে রকম গণোরিয়া হোক না কেন, এক শিশিতে আরোগ্য। এক শিশি ১৲ এক টাকা মাত্র।

হোমিওপ্যাথিক বিভাগ

১। ওয়ারম্ কিওর—যাবতীয় কৃমির, ২। ফিমেল সুধা—শ্বেত-প্রদর, রক্তঃ-কষ্ট ও বাধকের, ৩। জিহ্বা স্পেসিফিক্—জিহ্বার ক্ষতের, ৪। বাথ রেগুলেটার—যাহাদের নিয়মিত ঋতুস্রাব হয় না, ইহা সেবনে নিয়মিত ঋতুস্রাবের, ৫। পাইল্‌স রেমিডি—যাবতীয় অর্শের মহৌষধ। মূল্য প্রতি শিশি ৸০ বার আনা, ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—আরোগ্য না হইলে মূল্য ফেরৎ। রোগের অবস্থাদি জানাইলে, ঔষধ ও ব্যবস্থাদি পাঠান হয়। ভিঃ পিঃ ঔষধ পাঠান হয়। এক কালীন দশ টাকার ঔষধের অর্ডার পাইলে, স্বতন্ত্র কমিশন দেওয়া হয়। পত্রাদি বিশেষ গোপনে রাখা হয়।

সোল এজেণ্ট :—
দি এলোপ্যাথিক ড্রাগ ষ্টোরস্

ডাক্তার বি, ডি, কুণ্ডু
৩১ নং গরানহাটা ষ্ট্রীট, পোঃ বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
টেলিফোন নং বড়বাজার ৯৩১১।

কৰ্ম্মাবলম্বকাঃ কেচিৎ কেচিৎ জ্ঞানাবলম্বকাঃ। বয়ন্তু হরিদাসানাং পাদত্রাণাবলম্বকাঃ

পর-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

সম্প্রতি পরবিদ্যাপীঠে নিম্নলিখিত শিক্ষণীয় বিষয়নিচয়ের অধ্যাপকের আসন সমূহ সংস্থাপিত হইয়াছে—বিদ্যার্থিগণ আবেদন করুন।

১। সাহিত্যাসন, ২। ঐতিহ্যাসন,
৩। সম্প্রদায়বৈভবাসন, ৪। ভক্তিশাস্ত্রাসন,
৫। তত্ত্বশাস্ত্রাসন, ৬। বেদান্তাসন,
৭। একায়নাসন।

শ্রীনন্দলাল রায় বি, এ, কাব্যতীর্থ, বিদ্যাসাগর,
সম্পাদক—পরবিদ্যাপীঠ, শ্রীধাম মায়াপুর।

কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত

গৌড়ীয়

পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র।

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রতি শনিবারে প্রকাশিত হয়।

অগ্রিম বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲ তিনে বৎসরে ৫০ সংখ্যা প্রাপ্য; ষাণ্মাসিক ১৸০; সাপ্তাহিক ৵০

সর্বদা গ্রাহক হওয়া যায়।

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৪০৲ চল্লিশ টাকা।

২৭২৪ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে,

সপ্তচত্বারিংশ খণ্ডে সূচী ছাপা হইতেছে।

৪৬শ খণ্ড গ্রন্থ নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে ১৭।৴০ সাধারণ পক্ষে ২০৸৵০। প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৶০, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ।৴০।

দশম স্কন্ধ ছাপা হইতেছে। দশম স্কন্ধের ভিক্ষা ১২৲, অগ্রিম আবেদনের পক্ষে ৮৲।

৫০ অধ্যায়পর্যন্ত নবম সংখ্যা ছাপা হইয়াছে।

বৃত্তিসহ সমগ্র

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

ভিক্ষা ২৲ টাকা। শিক্ষার্থি-ছাত্রের পক্ষে ১৷০ দেড়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীপরবিদ্যাপীঠ, শ্রীগোদ্রুমপুর

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

"শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত"

আদি, মধ্য ও অন্ত্যলীলা প্রকাশিত হইয়াছেন, সূচী ছাপা হইতেছে। যাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্বে ১০৲ টাকা ভিক্ষার তৃতীয় সংস্করণ ৪৲ টাকায় না পাইয়া অপূর্ব সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের জন্যই উহার ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইতেছে। সেই ১০৲ টাকার এই বিরাট গ্রন্থ আরও কয়েকদিন অগ্রিম ৫৲ টাকা দিলে সম্পূর্ণ গ্রন্থ দেওয়া হইবে। গ্রাহক সংখ্যা প্রায় পূর্ণ হইয়া আসিল; পরে আর এ সুযোগ দেওয়া হইবে না।

সত্বর গ্রাহক হউন।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিম্নলিখিত মঠসমূহে প্রাপ্তব্য:—

১। শ্রীচৈতন্য মঠ,—শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর পোঃ, (নদীয়া)।
২। শ্রীমোদদ্রুমগৌড়ীয় মঠ,—চাঁপাহাটি, সমুদ্রগড় পোঃ, (বর্দ্ধমান)।
৩। শ্রীভাগবত আসন,—ভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৪। শ্রীগৌড়ীয় মঠ,—১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা।
৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ,—পুরী রেলওয়ে ষ্টেশনের নিকট "অমরনিবাস"
৬। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ,—উড়িয়া বাজার, কটক।
৭। শ্রীভাগবত মঠ,—চিরাইমাটা, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।
৮। শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ,—৮নং জগজ্জীবনপুরা, কাশী, ইউ, পি।
৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,—ছাতাগলি, বৃন্দাবন, মথুরা, ইউ, পি।
১০। শ্রীপরমহংস মঠ—নিমসার পোঃ, সীতাপুর, ইউ পি।
১১। শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ,—কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল, পাঞ্জাব।
১২। শ্রীমাধবগৌড়ীয় মঠ,—৯নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।
১৩। শ্রীগদাইগৌরাঙ্গ মঠ,—বালিয়াটি, ঢাকা।
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম,—আমলাযোড়া, রাজবাঁধ পোঃ, বর্দ্ধমান।
১৫। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ,—ভুমুরকোন্দা, চিরকুণ্ডা পোঃ, মানভূম।
১৬। শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয় মঠ,—আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী, উড়িষ্যা।

শ্রীচৈতন্য লীলার ব্যাস আদিকবি

শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র গ্রন্থ ৮৲ স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲

নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪৷০ টাকা

শ্রীচৈতন্য মঠের যাবতীয় গ্রন্থ

কার্য্যাধ্যক্ষ, গ্রন্থ-বিভাগ, শ্রীচৈতন্য মঠ
পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

—অথবা—

শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা
ঠিকানায় পাওয়া যাইবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য:—ডাকে লইলে শ্রীচৈতন্য মঠের ঠিকানায় লিখিবেন।

এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণের নিকটও

নদীয়া-প্রকাশ প্রাপ্তব্য।

১। শ্রীযুক্ত জনার্দ্দন ঘোষ—বসু লজ ক্লে রোড, খুলনা।
২। শ্রীযুক্ত রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিরত্ন—দেওয়ানগঞ্জ, হলদিবাড়ী কুচবিহার।
৩। শ্রীযুক্ত রামরঞ্জন রায় ৭৬।২নং শ্রীগোপাল মল্লিক লেন, কলিকাতা।
৪। শ্রীযুক্ত অমূল্যকুমার সরকার এম, ডি, ও, ফৈজাবাদ।
৫। মিঃ এন্ ডি, মুখার্জ্জী—এম, এম, ওয়ার্কস মিল, কানপুর।
৬। শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী জ্যোতির্ভূষণ—স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া।
৭। শ্রীরাসবিহারী দাস অধিকারী, নবদ্বীপ।
৮। শ্রীবিরাজমোহন দে—মনমোহন প্রেস, নবাবপুর, ঢাকা।
৯। শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ গড়গড়ি শেওড়াফুলি, ২৪ পরগণা।

অন্যথা না — মরে। নর সেইমত মায়া পাশে ডুবি মরে

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২০শে ভাদ্র বৃহস্পতিবার—১৩৩৬

গৌড়ীয়-গৌরব

(আলবার্ট হলে প্রথম দিবস ২০।৭।২৯ তারিখের বক্তৃতা)

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ১৬০ সংখ্যার পর)

কৃষ্ণ স্বরাট্ কেন ?

গৌড়ীয়-গৌরবগণ স্বরাটের উপাসক ; স্বরাটের নিরঙ্কুশ স্বেচ্ছাচারিতা যদি না থাকল, তা'হলে তাঁকে 'স্বরাট' বলা যায় না। প্রাপঞ্চিক ইন্দ্রিয়জ-জ্ঞানানুসন্ধানকারী অভিজ্ঞতাবাদীর ধারণায় এই যে বিপ্লব, উহা কেবল দেখিয়েছেন—গৌড়ীয়-গৌরব। এখানেই গৌড়ীয়ের গৌরব। পুরুষের দ্বারা পুরুষোত্তমের শাস্ত্র-তরণ-অভিনয়ের আদর্শে যেন পুরুষোত্তমের স্বেচ্ছাচারিতার সঙ্কোচ হ'য়ে পড়েছে, তাই গোপীকুমুদ-বন্ধু কৃষ্ণ, স্বরাট কৃষ্ণ *Spiritual Despot* কৃষ্ণ—যিনি গৌড়ীয়-গৌরবের স্বরাজ-সাধনার চিন্তামণি, তিনি আজ অভিজ্ঞতা-বাদীর ধারণায় বিপ্লব প্রদর্শন ক'রে যখন বলভদ্র ও বয়স্যগণের সহিত মথুরায় প্রবেশ কচ্ছেন, মথুরানাগরীগণের দ্বারা অভিনন্দিত হ'তে হ'তে যখন হাস্যলাস্যে মথুরার রাজপথ দিয়ে চ'লেছেন, তখন কংসের এক অনুচরের সঙ্গে পথে দেখা ; ঐ কংসভৃত্য কংসের জন্য বিবিধ সুন্দর বসন-ভূষণ নিয়ে রাজবাড়ীর দিকে গমন কচ্ছিল। কৃষ্ণ তা'কে দেখেই তা'র নিকট কতকগুলি উত্তম বস্ত্র চাইলেন। কংসের অনুচর—রাজপুরুষ, আর কৃষ্ণ একটা তরুণ-ছোক্‌রা, কতকগুলি তরুণ বয়স্যের সঙ্গে রঙ্গরস কর্‌তে কর্‌তে কোথায় চলছে ; রাজপথ দিয়ে চলছে এই যথেষ্ট, তার আবার বেয়াদবী দ্যাখ ! রাজার বহুমূল্য বস্ত্রগুলি পর্‌বার সাধ হয়েছে তখন রাজভৃত্য ব'লে উঠ্‌লে—

"ঈদৃশান্যেব বাসাংসি নিত্যং
গিরিবনেচরাঃ।
পরিধত্ত কিমুদ্বৃত্তা রাজদ্রব্যাণ্যভীপ্সথ ॥
যাতাশু বালিশা মৈবং প্রার্থ্যং যদি
জিজীবিষা।
বধ্নন্তি ঘ্নন্তি লুম্পন্তি দৃপ্তং রাজকুলানি
বৈ॥"

ওরে দুর্ম্মুখগণ! তোরা জঙ্গলা লোক, গিরি কাননে মাত্র বিচরণ ক'রে থাকিস্, তোরা কি কখনও এরূপ কাপড় পর্‌তে পারিস্ ? আবার জিনিষ প্রার্থনা কচ্ছিস্ ; এত বড় তোদের আস্পর্দ্ধা ! তোদের মত আর নির্ব্বোধ নেই। যদি বাঁচবার সাধ থাকে, তা'হলে সাবধান, কের ও-কথা বলিস্ নে, শীঘ্র পলায়ন কর্। জানিস, রাজপুরুষেরা তোদের মত অহঙ্কারী ব্যক্তিকে বন্ধন, প্রহার ও তা'র সকল সম্পত্তি হরণ কর্ত্তে পারে।

কংসরাজের ভৃত্য জানত না যে, সে স্বরাট্ পুরুষের সঙ্গে কথা কইছে ; কংসের ভৃত্য মনে কচ্ছিল, আমার মালিক—কংস, বস্ত্রগুলির মালিক—কংস, মথুরা-নগরীর মালিক—কংস ; কিন্তু আজ যে, সকল মালিকের মালিক, কংসের মালিক, কংসের কারণের কারণ স্বরাট্ পুরুষ এসেছেন, সে-কথা নির্ব্বোধ অভিজ্ঞতাবাদী বুঝ্‌তে পারে না। কৃষ্ণ কি কর্‌লেন ?—

"এবং বিকত্থমানস্য কুপিতো
দেবকীসুতঃ।
রজকস্য করাগ্রেণ শিরঃ কায়াদপাতয়ৎ॥"

সেই বস্ত্ররক্ষকের দেহ হ'তে তা'র মস্তক হ'তে বিচ্ছিন্ন ক'রে দিলেন। জড়বিচার-পর অভিজ্ঞতাবাদীর চক্ষে এটা একটা বড় নীতি-লঙ্ঘনের ব্যাপার ; কিন্তু অখণ্ড পরমার্থ-নীতির নিকট খণ্ডিত জাগতিক নীতি পরাভূত, সর্ব্বতন্ত্র-স্বতন্ত্রের নিকট অস্বতন্ত্রের সকল বিচার তিরস্কৃত। গোলোক-১৮০ অংশকে অংশবিশেষ বা গোলক-৩৬০ অংশকে অংশাত্মক বলা গেলেও সেখানে যেরূপ কোনও অঙ্গহীন-ভগ্ন কোনও অভাব বা সঙ্কীর্ণতা নেই—স্বরাট্ পুরুষেও সেরূপ কোনও প্রকার ন্যূনতা নেই। নিরঙ্কুশ-ইচ্ছার পূর্ণ পর্য্যাপ্তির মূর্ত্তবিগ্রহ সেই পূর্ণপুরুষ কৃষ্ণ। এজন্যই 'কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।' এ উপাস্য-গৌরব আছে বলেই 'গৌড়ীয়ের গৌরব'।

গৌড়ীয়ের ভজন সর্ব্বোৎকৃষ্ট কেন ?

জগতে অধিকাংশ লোকই অর্থকে 'প্রয়োজন' জ্ঞান করেন ; তন্মধ্যে সংখ্যক লোক ধর্ম্ম-অর্থ-কামকে প্রয়োজন বিচার করেন, অতি মুষ্টিমেয় লোক মোক্ষকে প্রয়োজনরূপে গ্রহণ করেন, আর সুদুর্লভ লোক মোক্ষ-ধিক্কারকারী ভক্তির আশ্রয় করেন, আবার জগৎছাড়া লোক ভগবদ্বৈকুণ্ঠ-প্রেমের আকাঙ্ক্ষা করেন। প্রেমের মধ্যে আবার গোপী-প্রেমের মাধুরীকে প্রয়োজন বিচার নুলোকে সম্ভব নহে বল্লেও অত্যুক্তি হয় না, আবার গোপীপ্রেম হতেও দুর্ল্লভতর বার্ষভানবীর কৃষ্ণপ্রেমের কথা। সেরূপ নিজপ্রেমের বিস্তারকারী রাধামাধবের যদি কোন অবতার হয়, তাহলেই সেই প্রেম অনুভূত হতে পারে। শ্রীরাধামাধব-মিলিত-তনু গৌরসুন্দর এই স্বভক্তি শ্রীরূপ উন্নতোজ্জ্বল-রস বার্ষভানবীর প্রীতি-আকাঙ্ক্ষা জগতে দান করে গৌড়ীয়কে গৌরবান্বিত করেছেন।

গৌড়ীয়-গৌরব সুদুর্ল্লভ হলেও সার্ব্বজনীন

এই গৌরবে সকলেই গৌরবান্বিত হতে গৌড়ীয় হতে পারেন। ফ্রান্সবাসীই হউন, আমেরিকাবাসীই হউন, জার্ম্মানবাসীই হউন, রুশিয়া-প্রুশিয়াবাসীই হউন, চীন-জাপানবাসীই হউন, কামস্কাট্‌কাবাসীই হউন, সূর্য্য-নক্ষত্রবাসীই হউন, যে কোন গ্রহবাসীই হউন, আর ব্রহ্মাণ্ডের বাহ্যে কূপ-মণ্ডূক আর তার পশু-উদ্ভিজ্জ্ব অধমই প্রাপ্ত হউন, সেই অপ্রাকৃত স্বরাজের সাধনা করে গৌড়ীয়-গৌরব শিরোমণি গৌরসুন্দরের—গৌড়ীয়-গৌরব শ্রীস্বরূপ-রূপ-সনাতন-রঘুনাথ-শ্রীজীব এবং তাঁদের ভৃত্যানুভৃত্য গৌড়ীয় গৌরব-গণের পদাঙ্ক অনুসরণ করে সকলেই গৌড়ীয়-গৌরবে গৌরবান্বিত হতে পারেন। গৌড়ীয়-গৌরব সকলের নিজস্ব-সম্পত্তি, সকলের পৈতৃক-স্বরাজ।

গৌড়ীয়ের গৌরব সর্ব্ববিষয়ে অতুলনীয়

গৌরসুন্দরকে যাঁরা আশ্রয় করেছেন, সেই গৌড়ীয়-গৌরবগণের বৈরাগ্য, শম, দম, ক্ষান্তি, স্বাধীনতা, মৈত্রী, সমতা, ধ্যান, ধারণা, ভক্তি জগতে অতুলনীয় ; তাই গৌড়ীয়-গৌরব-কবি গেয়েছেন,—

আস্তাং বৈরাগ্যকোটির্ভবতু শমদমক্ষান্তি-
মৈত্র্যাদিকোটি-
স্তত্ত্বানুধ্যানকোটির্ভবতু ভবতু বা বৈষ্ণবী-
ভক্তিকোটিঃ।
কোট্যংশোঽপ্যস্য ন স্যাত্তদপি গুণগণো
যঃ স্বতঃসিদ্ধ
আস্তে শ্রীমচ্চৈতন্যচন্দ্রপ্রিয়চরণনখজ্যোতি-
রামোদভাজাম্॥

গৌড়ীয়ের বৈরাগ্য বিচার

গৌড়ীয়-গৌরব গৌরভক্তগণ যে বৈরাগ্যের আদর্শ প্রদর্শন করেছেন, বৈরাগ্যের সেরূপ সর্ব্বতোমুখী বিচার অন্য কোথাও দেখ্‌তে পাওয়া যায় না। জগতে একদেশী বৈরাগ্যের বিচার, ফল্গুবৈরাগ্যের বিচার যুগ-যুগান্তর ধরে যথেষ্ট প্রচারিত ছিল এবং এখনও আছে। কিন্তু সর্ব্বদেশী যুক্তবৈরাগ্যের বিচার গৌরসুন্দরের কৃপায় শ্রীরূপের রসামৃতসিন্ধুতে যেমনটিভাবে প্রকাশিত হয়েছে, তার উপমা আর কোথাও নেই। ফল্গুবৈরাগ্য ও যুক্ত-বৈরাগ্যের বিচার একমাত্র রসামৃতসিন্ধুতেই আছে—গৌড়ীয়গণের জীবন-ভাগবতেই আছে। সিদ্ধার্থের বৈরাগ্য, শঙ্করাচার্য্যের বৈরাগ্য অদ্ভুত, সন্দেহ নাই ; কিন্তু রায় রামানন্দের বৈরাগ্য, পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির বৈরাগ্য, দাস গোস্বামী প্রভুর বৈরাগ্য কিরূপ সর্ব্বতোমুখী বৈরাগ্য, কিরূপ বৈরাগ্যের চূড়ান্ত মীমাংসা, তা' গৌড়ীয়-গৌরবে গৌরবান্বিত না হলে, অভিজ্ঞতা-বাদের চশমা নিয়ে সাম্প্রদায়িকতা ব'লেই মনে হয়। রামানন্দের অদ্বিতীয় বৈরাগ্যের কথা যুগ-যুগান্তর ধ'রে লোক আলোচনা করুন, গৌড়ীয় গৌরবের নিদর্শন পেতে পারেন। তাঁদের বৈরাগ্য বিপ্রলম্ভ বৈরাগ্য, সেটা পরিপূর্ণ রসময়—রসের প্রস্রবণ সেখানে। সর্ব্বভানবী সেই বৈরাগ্যের বিগ্রহ। আর সব বৈরাগ্য সব শুষ্ক।

গৌড়ীয়ের শম দম ক্ষান্তি-বিচার

"শমো মন্নিষ্ঠতা বুদ্ধেঃ", 'দম' অর্থে—ইন্দ্রিয়-সংযম, 'ক্ষান্তি' অর্থে সহিষ্ণুতা বা ক্রোধের কারণ উপস্থিত হলেও চিত্তের অক্ষুব্ধাবস্থা, মৈত্রী শব্দে—বিশ্বপ্রেমিকতা। সনক সনন্দন-নারদাদির শম, দম অত্যদ্ভুত, কিন্তু সেই শম, সেই দম যেখানে সেবা-চাঞ্চল্যে, যেখানে আশ্রিতরূপরাজবিরহের বন্যায় প্লাবিত হয়ে পড়েছে, সেখানকার শম, সেখানকার দম, সেখানকার ক্ষান্তি কত বড়! শ্রীদাসের ক্ষান্তি, শ্রীধরের ক্ষান্তি কিরূপ গৌড়ীয়-গৌরবের পতাকা উড্ডীন করেছে ! (ক্রমশঃ)

মৎসরানল

(পণ্ডিত শ্রীপাদ কিশোরীমোহন দাসাধিকারী সাহিত্যভূষণ পুরাণরত্ন)

মানুষের নিত্য সহচর যতগুলি শত্রু, তন্মধ্যে মাৎসর্য্যের স্থান সর্ব্বশেষে নির্দ্দিষ্ট হইলেও অনিষ্টকারিতায়, কল্যাণের পথ হইতে প্রতিনিবৃত্ত করাইয়া ধ্বংসের দিকে দ্রুত অগ্রসর করাইয়া দিতে, অন্যান্যগুলির অপেক্ষা কোন অংশে কম শক্তিশালী নহে, বরং সমধিকই অধিক।

কাম-ক্রোধাদি রিপুগুলির কবলে পড়িয়া মানুষ নিজের বা অপরের যত-খানি অনিষ্ট করিয়া বসে, তাহা চিন্তা করিয়া সুস্থ অবস্থায় তাহার ক্ষতিপূরণ করিতে সমর্থ হইতে পারে অথবা অনুশোচনা দ্বারা তাহার প্রায়শ্চিত্ত সাধন করিতে পারে কিম্বা চেষ্টা করিয়া উহা হইতে অনেকাংশে সংযত হইয়া সৎপথে পরিচালিত হইতে পারে। এমনকি কোন কোন সময়ে কাতরুক্ত ব্যক্তির ক্ষমাই হইতেও পারে।

কিন্তু এই মৎসরানল একবার যে হৃদয় অধিকার করিয়াছে, তাহাকে নিঃশেষে দগ্ধ করিয়া ছাড়িয়াই পবিত্যাগ করিবে না। ... অপরের অনিষ্ট করিবার সঙ্কল্প ... হৃদয়ে প্রতিষ্ঠা, আত্ম-কল্যাণ ... বিনষ্ট করিয়া ইহার নিবৃত্তি। ... রিপুটী যাঁহাকে একবার আশ্রয় করে, তাঁহার দ্বারা অপরের কিছু অনিষ্ট হউক বা না হউক, আশ্রয়টিকে সর্ব্বনাশের শেষ সীমায় পৌঁছাইয়া দিবে, ইহা নিশ্চিত।

ইতিহাসে, পুরাণে এই রিপুটির বিস্ময়কারি ভাস্বর ভাষায় বর্ণিত আছে। সত্যযুগে বেণ নামে বজ্রবলশালী এক নরপতি সর্ব্বেশ্বরেশ্বর বিষ্ণুর অসমোর্দ্ধ প্রভাব সহ্য করিতে না পারিয়া এই রিপুটির সাহায্য গ্রহণ করিয়া আপনাকে বিষ্ণুর সমকক্ষ বলিয়া প্রচার করিয়াছিল এবং তাহার রাজ্য হইতে বিষ্ণুর পূজা নিষেধ করিয়া বিষ্ণুর ভোগ্য নৈবেদ্যে নিজের অধিকার ঘোষণা করিয়াছিল। ত্রেতাযুগে দশকন্ধরপরাক্রান্ত রাবণ এই রিপুটির অনুগ্রহে নারায়ণের অঙ্কশায়িনী লক্ষ্মীস্বরূপিণী সীতাদেবীকে শ্রীরামচন্দ্রের পরিবর্ত্তে স্বয়ং ভোগ করিবার দুর্ব্বাসনা পোষণ করিয়াছিল। দ্বাপর যুগে এই রিপুটির আনুগত্য স্বীকার করিয়া পৌণ্ড্র নামক এক মন্দমতি নরপতি স্বয়ং বাসুদেব নাম ধারণ করিয়া অধোক্ষজ ভগবান্ বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অগ্রসর হইয়াছিল। দন্তবক্র, শিশুপাল, কংস, জরাসন্ধ, হিরণ্যাক্ষ, হিরণ্যকশিপু মৎসরতার বশীভূত হইয়া আপন আপন মৃত্যুকে আবাহন করিয়াছিল। আধুনিক যুগে কনৌজরাজ জয়চন্দ্র হইতে আরম্ভ করিয়া অম্বররাজ মানসিংহ, আওরঙ্গজেব, মীরজাফর প্রভৃতি শত শত ব্যক্তি এই অনলে ইন্ধন যোগাইয়া ভারতেতিহাসের পৃষ্ঠায় কলঙ্ক কালিমা লেপন করিয়াছেন। বিগত ইউরোপীয় মহাযুদ্ধের কারণানুসন্ধান করিলে এই রিপুটির প্রভাবই পরিলক্ষিত হয়। বর্ত্তমান পাশ্চাত্য রাষ্ট্রনীতির ছদ্মবেশ উন্মুক্ত করিলে এই স্বপচরমণীর ঘন কৃষ্ণ-বিকৃত বদনখানি অনুসন্ধানকারীর নয়ন কোণে আত্মপ্রকাশ করে।

এই পিশাচিনীর কবলে পড়িয়া কত লক্ষ লক্ষ নরনারী ইহকাল ও পরকালের কল্যাণাশায় জলাঞ্জলি দিতে বাধ্য হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। ইঁহাদের শোচনীয় পরিণতি নিত্য প্রত্যক্ষ করিয়াও মোহান্ধ মানব সমর্থ থাকিতেও সাবধান হইতে পারে না, ইহাই আশ্চর্য্য।

সম্প্রতি এই কলঙ্কিনী শ্রীগৌরগৌরধাম ও তদীয় শ্রীচরণাশ্রিত ভক্তগণের শ্রী, সম্পদ্ ও ঐশ্বর্য্য দর্শনে অত্যন্ত বিচলিত হইয়া কয়েকজন উচ্চাভিলাষী মানবের স্কন্ধে, তাহাদের পরম বন্ধুরূপে আত্মপরিচয় দিয়া, আরোহণ করিয়াছে। কুহকিনী নানা ছলা কলা প্রদর্শন করিয়া এই ভাগ্যহত ব্যক্তিগণকে এমনই মোহিত করিয়া ফেলিয়াছে যে, তাহারা আসন্ন [illegible] পরিণামের কথা একবারও ভাবিয়া দেখিতেছে না। বিষ্ণু বৈষ্ণবের বিরোধ করিয়া কেহ কোনদিন পরিত্রাণ পায় নাই এই [illegible] সত্য কথাটী ইহারা একেবারে বিস্মৃত হইয়া গিয়াছে। তাই দিগ্বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হইয়া কোন পথে যে ছুটিয়া চলিয়াছে, তাহা বুঝিতে পারিতেছে না। পিশাচীগ্রস্ত হইয়া ইহারা এমনই মতিচ্ছন্ন হইয়াছে; অনন্তকাল অন্ধতামিস্র নরকের মধ্যে স্থায়িভাবে বসবাস করিবার জন্য এমনই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছে যে বিষ্ণুবৈষ্ণবের সহিত বিরোধটি ভালভাবে চালাইবার জন্য নূতন নূতন ফন্দী আবিষ্কার করিয়া তাহাদের অবৈধ অভিযানের প্রতি কোমলমতি জনসাধারণের সহানুভূতি আকর্ষণের জন্য বৈষ্ণবের সজ্জা বৈষ্ণবতার ভাণ গ্রহণ করিয়া ভিন্নধর্ম্মা স্বদলীর পদলেহন করিতেও লজ্জানুভূতি হইতেছে না। পরম দয়াল অবতার শ্রীগৌরসুন্দর ইহাদিগকে কত প্রকারে সাবধান করিয়া দিয়াছেন, ইহাদের বিরুদ্ধ মতপ্রচারক বহু আয়াস-সাধ্য কত আয়োজন নিমেষে ভাঙ্গিয়া দিয়া এই সর্ব্বনাশকর কুপথ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইবার জন্য পুনঃ পুনঃ ইঙ্গিত করিতেছেন, তথাপি ইহাদের চৈতন্যোদয় হইতেছে না। শ্রীচৈতন্য ও চৈতন্যদাসগণের চরণে অপরাধ সঞ্চিত হইলে চৈতন্যসঞ্চার হইবে কিরূপে? এখনও বলি, সাধু সাবধান! ফের কহি কর অবধান!! আজ অজ্ঞানান্ধ হইয়া যে মৎসরানল জ্বালিয়াছ, তাহাতে বিষ্ণু বৈষ্ণবের কোন অনিষ্ট করিতে পারিবে না, আপনারাই পুড়িয়া ছাই হইয়া যাইবে।

সনাতন ধর্ম্ম

সম্বন্ধজ্ঞানই সনাতন-ধর্ম্ম সাধনার মূলভিত্তি

(পণ্ডিত শ্রীপাদ নরোত্তম দাসাধিকারী).

যখন আমরা মাতৃ-গর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হই, তখন আমাদের কোন জ্ঞান থাকে না। বয়োবৃদ্ধির সহিত আমাদের জ্ঞানোদয় হইতে থাকে এবং জ্ঞানোদয়ে কাহার সহিত আমার কি সম্বন্ধ অর্থাৎ কে আমার মাতা, কে আমার পিতা, কে ভ্রাতা, কে ভগ্নী, কে বন্ধু, কে শত্রু, কে প্রভু, কে দাস, কে আত্মীয়, কে অনাত্মীয়, কোন্‌টি স্বদেশ, কোন্‌টি বিদেশ ইত্যাদি সম্বন্ধজ্ঞান লাভ করি। সম্বন্ধজ্ঞান লাভের পর কাহার প্রতি কিরূপ ব্যবহার কর্ত্তব্য অর্থাৎ পূজনীয়গণের প্রতি, কনিষ্ঠগণের প্রতি, বন্ধুগণের প্রতি, শত্রুগণের প্রতি, স্বদেশ-বিদেশ, আত্মীয়-অনাত্মীয়গণের প্রতি কিরূপ ব্যবহার কর্ত্তব্য, তৎসম্বন্ধে বিচার করত সম্বন্ধানুযায়ী ব্যবহার করিতে যত্নবান হই। সম্বন্ধজ্ঞান লাভ না হওয়া পর্য্যন্ত যথাযোগ্য ব্যবহার পালন হইতে পারে না। সম্বন্ধ জ্ঞানাভাবে 'উদোর' প্রতি যে ব্যবহার কর্ত্তব্য তাহা 'বুধোর' প্রতি প্রযোগ, এমন কি পিতার প্রতিও শত্রুর ন্যায় ব্যবহার হইয়া পড়িতে পারে। এস্থলে একটী গল্প মনে হইল :—

অতি শৈশব বয়সে, যখন কোনরূপ জ্ঞানোদয় হয় নাই, সেই সময়ে একটি শিশুর পিতা নিরুদ্দেশ হন। বাল্যাবস্থা সম্প্রাপ্তে জ্ঞানোদয় হইলে, সে জানিতে পারে যে তাহার পিতা কোথায় চলিয়া গিয়াছেন, তাহা কেহ জানে না, সুতরাং পিতার সহিত সাক্ষাৎ হইবার আশা নাই। পাঠ্যাবস্থা শেষ করিতে সে যৌবনের কিছুকাল অতিক্রম করিল, পরে বিদেশে যাইয়া চাকুরী আরম্ভ করিয়াছে। সেই দেশে বালকের পিতা সাধুবেশে অনেককাল বাস করিতেছেন। তিনি তথায় ভিক্ষার দ্বারাই জীবিকা নির্ব্বাহ করেন। পুত্রের বাসাতেও প্রায়ই ভিক্ষা করিতে আসিয়া থাকেন, কিন্তু পিতাপুত্রে কোন পরিচয় নাই। অসৎলোক সাধুবেশে কদাচার করে বলিয়া, সাধুবেশের প্রতি পুত্রের বড় শ্রদ্ধা নাই। একদিন পিতা ভিক্ষা করিতে আসিলে পুত্র তাঁহার আদরের কুকুরটিকে ডাকিয়া বলিলেন—'মেরি' উস্‌কো নিকাল দেও, বহুৎ জারি সাধু হোকে কামেসা ফিরাই আত্মাছে ভিক্ষা করনেকো।' প্রভুভক্ত মেরি দরিয়া আসিতে বলিলে বাধিয়া আনা স্বভাববিশিষ্ট। সে যাইয়া সাধুর পায়ে কয়েকটী দাঁত বসাইয়া দিল। ক্ষতস্থান হইতে দরদর ধারে রক্ত পড়িতে লাগিল। তখন বাবুটী বলিলেন—'মেরি, কা কিয়া, হামলোগ্‌কা জোয়ানোকা, আর তোম একদম্ খুন নিকাল্ দিয়া।' যাহা হউক, বাবুর চিত্তে দয়ার উদ্রেক হওয়ায়, সাধুর নিকট যাইয়া তাহার ক্ষতস্থানগুলিতে যাহাতে বিষক্রিয়া না হয়, তজ্জন্য নাইট্রিক এসিড্ লাগাইয়া দিলেন এবং তাহাকে ঘরের ভিতর লইয়া আসিলেন। ক্রমে আলাপ হইলে পরস্পর পরস্পরের পরিচয় পাইয়া যুগপৎ হরিষে ও বিষাদে অধীর হইয়া পড়িলেন এবং চক্ষের জলে বক্ষঃ ভাসাইতে লাগিলেন। অন্দরমহলেও হলুস্থুল পড়িয়া গেল। তৎপরে পুত্র আর পিতাকে ছাড়েন নাই, পিতৃসেবায় আত্মনিয়োগ করেন এবং পিতাও পুত্রের প্রতি স্নেহপরবশ হইয়া পড়েন।

উপর্য্যুক্ত গল্পদ্বারা স্পষ্টই বুঝা গেল যে, সম্বন্ধজ্ঞানই পিতার প্রতি পুত্রের কর্ত্তব্যবুদ্ধির অর্থাৎ পিতৃভক্তির উদয় করাইল। সম্বন্ধজ্ঞানলাভের পূর্ব্বে পিতার প্রতি পুত্রের শত্রুবৎ ব্যবহার করাইল। যথাযোগ্য ব্যবহার হইতে পারে নাই। সেইরূপ শ্রীভগবানের সহিত আমাদিগের কি সম্বন্ধ, তদ্বিষয়ে শুদ্ধ জ্ঞানলাভ না হইলে সনাতন-ধর্ম্ম অর্থাৎ শ্রীমদ্ভগবদ্ভক্তির সাধনা হইতে পারে না।

শ্রীভগবানের সহিত জীবের ও প্রাকৃতাপ্রাকৃত জগতের কি সম্বন্ধ, জীবের সহিত অন্য জীবের ও জগদ্বস্তুর কি সম্বন্ধ, তদ্বিষয়ক অভিজ্ঞানই সম্বন্ধজ্ঞান নামে অভিহিত। [illegible]ন জীব ও জগতের স্রষ্টা, জীবগণ পরস্পর ভ্রাতৃস্বরূপ, দুষ্ট ভোগবুদ্ধিই আমাদিগকে অপ্রাকৃত নিত্য বৈকুণ্ঠজগৎ হইতে এই মায়িক জগতে আনয়ন করিয়াছে এবং ত্রিতাপ দ্বারা পেষণ করিতেছে। ভোগবুদ্ধি পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রভুতত্ত্ব শ্রীভগবানের সেবা করিবার যত্ন করিলে আমরা ক্রমশঃ শ্রীভগবদ্ধামস্বরূপ শ্রীবৈকুণ্ঠরাজ্যে গমন করিতে সমর্থ হই। শ্রীভগবান্ বৃহৎ এবং জীবগণ ক্ষুদ্র, তজ্জন্য জীব শ্রীভগবানের সেবক, কারণ বৃহতের সেবাই ক্ষুদ্রের ধর্ম্ম। এতদ্বিষয়ে পূর্ব্বে বিস্তৃত আলোচনা হইয়াছে।

শ্রীগুরুদেব সম্বন্ধপ্রদ শ্রীভগবানের সহিত শিষ্যের এই দাস্য সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া দেন। দাস্য ভজনোৎকর্ষতার সঙ্গে সঙ্গে সখ্য, বাৎসল্য এবং পরে মধুর রস দ্বারা অন্বিত হইতে পারে। দাসত্বের বিভিন্ন ভূমিকায় ঐ রসত্রয়ের সংযোগ ঘটে অর্থাৎ দাস জীবের শ্রীভগবানের প্রতি প্রীতি বেশী হইলে, শ্রীভগবানের সখারূপে প্রতিভাত হন, আরও অধিক প্রীতিযুক্ত হইলে বাৎসল্য রসের অধিকারী হইয়া মাতাপিতার ন্যায় সেবকসেবিকারূপ এবং প্রীতির পূর্ণতায় মধুর রসের সেবিকা হইয়া শ্রীভগবৎসেবার চরমোৎকর্ষতা সম্পাদন করেন। এবম্বিধ সম্বন্ধ-জ্ঞানের উদয়ে সমস্ত অশুভ সুদূরে পলায়ন করে। শ্রীভগবান্ ও জীব নিত্যবিধায় এই সম্বন্ধ নিত্য, কখনও ছিন্ন হইবার নহে। এই সম্বন্ধজ্ঞান জগতের কেহই প্রদান করেন না। তাহার প্রদাতা বৈকুণ্ঠাগত পরদুঃখদুঃখী অহৈতুকী কৃপাময় শ্রীশ্রীগুরুদেব। গুরুদেব সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ এবং অহর্নিশ শ্রীহরিভজনপর। অশাস্ত্রীয় কোন কথা কদাপি তাঁহার শ্রীমুখ হইতে বিগলিত হয় না। তিনি শাস্ত্রোপদেশ দ্বারা জীবগণের হৃদয়ের অজ্ঞতারাশি দূরীভূত করত এই সম্বন্ধ জ্ঞান প্রদান করেন। সম্বন্ধজ্ঞান লাভ হইলে পরে অভিধেয় বা শ্রীভগবানের সেবা আরম্ভ হইয়া থাকে।

স্বরূপভ্রান্ত নিত্য সম্বন্ধজ্ঞানহীন জীব মায়াবদ্ধ হইয়া স্থূল সূক্ষ্ম দেহাত্মবুদ্ধিবিশিষ্ট অবস্থায় মাতাপিতার সেবক, পুত্র কন্যার পিতা, বন্ধুর সখা বা শত্রুর অরি, স্বামীর স্ত্রী বা স্ত্রীর স্বামী, প্রভুর সেবক বা দাসের প্রভু, স্বদেশের সেবক বা বিদেশের অসেবক ইত্যাদি নশ্বর অনিত্য সম্বন্ধকে বহুমানন করিয়া থাকেন। এবম্বিধ সম্পর্কিত বস্তুগুলি অনিত্য বিধায় সম্বন্ধ কখনও নিত্য হইতে পারে না। এরূপ অনিত্য সম্বন্ধে বুদ্ধির মোহিতাবস্থায় জীবগণের নিত্য সম্বন্ধ-জ্ঞানোদয়ের অবসর হয় না। এই সমস্ত সম্বন্ধকে যখন অনিত্য

ও অতি তুচ্ছ বোধ হয়, তখনই নিত্য সম্বন্ধ জ্ঞানোদয়ের সুযোগ ঘটিয়া থাকে। ভক্ত-শ্রেষ্ঠ নারদ বলেন :—

কা বা কৃষ্ণ প্রিয়া পুত্রো বন্ধুঃকোবা ভবার্ণবে।

কর্ম্মোর্ম্মিভিঃ যোগ্যনা চ ভবপারে নিয়োজনা॥

অর্থাৎ জাগতিক সম্বন্ধগুলি মোহের হেতু। বুদ্ধি যতক্ষণ সেই সকল সম্বন্ধমোহে মোহিত থাকে ততক্ষণ জীবের কোন সুমঙ্গলের উদয় হয় না। স্ত্রী, বা পুত্রাদি কেহই ভবসমুদ্রপারের বন্ধু নহে। কর্ম্মোর্ম্মি দ্বারা জীবগণের পরস্পর মিলন হয় এবং কর্ম্মফলভোগ শেষ হইলে পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়াথাকে। সুতরাং জাগতিক সম্বন্ধগুলি আমাদিগকে মোহিত করিয়া নিত্য সম্বন্ধজ্ঞানোদয়ের বিঘ্ন করত বৃথা আয়ুঃ হরণ করে এবং রৌরব হইতে মহারৌরবাভিমুখে লইয়া যায়।

জগতে গুরুব্রুবের অভাব নাই। সেই সমস্ত গুরুব্রুবগণ নিজেরাই নিত্য সম্বন্ধ-জ্ঞান হীন। তাঁহারা কি প্রকারে শিষ্যকে নিত্য সম্বন্ধ জ্ঞান প্রদান করিবেন? শাস্ত্র বলেন:—

গুরবো বহবঃ সন্তি শিষ্যবিত্তাপহারকাঃ।

দুর্লভঃ সদ্গুরুর্দেবি, শিষ্যসিন্তাপহারকঃ॥

অর্থাৎ মহাদেব পার্ব্বতীকে বলিতেছেন—হে দেবি, শিষ্যবিত্তাপহরণকারী বহু গুরু মিলিতে পারে, কিন্তু শিষ্যসন্তাপ-হারী গুরু জগতে দুর্লভ। গুরুব্রুবগণ শিষ্যের বিত্তের সহিতই সম্বন্ধযুক্তমাত্র। শিষ্যের মঙ্গলের জন্য তাঁহাদের প্রকৃত-পক্ষে কোন যত্ন নাই, তবে স্বার্থসিদ্ধির জন্য তাঁহারা যত্নের ভাণমাত্র করিয়া থাকেন।

কেহ কেহ মনে করিতে পারেন, নিজেরা শাস্ত্রাদি পাঠ করিয়া নিজেদের মঙ্গলপথ ঠিক করিয়া লইব। কিন্তু তাঁহাদের বোঝা উচিত যে তাঁহাদের প্রাকৃত বুদ্ধি অপ্রাকৃততত্ত্ব কি প্রকারে বুঝিতে সমর্থ হইবে, অপ্রাকৃত জগতের অপ্রাকৃত-সত্তা-বুদ্ধি-সম্পন্ন সদ্গুরু-পাদে অনাদরপূর্ব্বক, প্রাকৃত জ্ঞানের উপর নির্ভর করত আরোহ পন্থায় শাস্ত্র-তাৎপর্য্য বুঝিতে যাওয়া বাতুলতা মাত্র। উহা দ্বারা যথার্থ সম্বন্ধ জ্ঞানের উদয় হয় না সুতরাং সনাতনধর্ম্মের সাধনা হইতে পারে না। ঐরূপ বিচার অবলম্বন করত জীবনকে চালিত করিলে হয় আমরা বিশুদ্ধ নাস্তিকতা প্রাপ্ত হই, আর না হয় আস্তিকতার আবরণে কপট নাস্তিক কর্ম্মী, জ্ঞানী বা যোগী হইয়া পড়ি। ইহাদের কাহারও সহিত শ্রীভগবানের কোন সম্বন্ধ নাই। কর্ম্মীর কর্ম্মফল অর্থাৎ অনিত্য ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গের সহিত সম্বন্ধ এবং জ্ঞানী ও যোগিগণের অনিত্য মোক্ষের সহিত সম্বন্ধ। এতদ্বিষয়ে পূর্ব্বে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছি, সুতরাং পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। একমাত্র যথার্থ সম্বন্ধ জ্ঞান যুক্ত ভক্তিপন্থায় সনাতনধর্ম্ম অর্থাৎ শ্রীমদ্ভগবদ্ভক্তি লাভ হইতে পারে, যাহা লাভের অন্য পন্থা নাই।

সুতরাং হে ভ্রাতৃবৃন্দ, যদি তোমাদের সনাতনধর্ম্ম অর্থাৎ শ্রীমদ্ভগবদ্ভক্তি লাভের ইচ্ছা থাকে, তবে সদ্গুরুর নিকট সম্বন্ধ জ্ঞানযুক্ত দীক্ষা শিক্ষাদি গ্রহণে যত্নবান্ হও, গুরুব্রুবের পাল্লায় পড়িয়া বা নিজ নিজ বুদ্ধির পর্য্যাপ্ততা অনুভব করিয়া অমূল্য জীবন বৃথা নষ্ট করিও না। ইতি

শ্রীগুরুদেবে অর্পণমস্তু

আপনারা খান্ কেন?

(পণ্ডিত শ্রীমদ্ বিলাসবিগ্রহ দাসাধিকারী)

আজ একটি মজার কথা মনে পড়িল। একদিন কোন একটি উচ্চশিক্ষিত (জাগতিক) বিশিষ্ট ভদ্রলোকের নিকট ভিক্ষার্থে উপস্থিত হইলে তিনি বিশেষ বিরক্তির সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনারা এরূপ ভিক্ষুক-জীবন কেন যাপন করেন? উত্তরে বলিলাম, শ্রীগুরুদেবের আদেশ, তবে এক মাত্র জানি, ভগবৎ সেবার্থে। তিনি অধিকতর বিরক্তির সহিত বলিলেন ভগবৎ সেবার জন্য, তা আপনারা খান্ কেন? সেই বুড়ী ঠাকুরমা দিদের গল্প "ছেলের নাম করিয়া গোসাঞির ভোজন"। যদি ভগবৎ সেবার পর ঐ অন্ন ব্যঞ্জন গুলি নিজেরা না খাইয়া গরীব দুঃখীকে দান করিতেন, তা'হলে বুঝিতাম—হাঁ ভগবৎ সেবাই বটে বা আপনারা নিরপেক্ষ এবং একমাত্র ভগবৎ সেবাই আপনাদের উদ্দেশ্য; কিন্তু যখন আপনারা উহা নিজ জীবন ধারণার্থে গ্রহণ করেন, তখন আপনারা নিঃস্বার্থ কেমনে বুঝিব? ভদ্রলোকটীর কথা শুনিয়া একটু হাসি পাইল ও মনে হইল যাহাতে ভিক্ষা না দিতে হয়, তজ্জন্য ভদ্রলোক মাথাটী এবার বেশ খাটাইয়াছেন বটে। হায়! হায়! বদ্ধজীবের, চিন্তাশ্রোত ভগবৎ সেবকগণ যাঁহারা আমাদিগের একমাত্র উদ্ধার-কর্ত্তা তাঁহাদের বিরুদ্ধে কত দিকেই না ধাবিত হয়! দেহে আত্মবুদ্ধি করিয়া আমরা কি বিষম অনর্থেই না পতিত হইয়াছি! আমাদের যত আরগুমেন্ট, যত বিচার বুদ্ধি সব ঐ এক সময়ে—ঐ ভগবৎ সেবকগণের বিরুদ্ধে। যাহা হউক, আজ যখন এত বড় একটা কথা বলিয়া ফেলিয়াছেন, তখন ইহাকে কিছু না বলিয়া ছাড়িয়া গেলে শ্রীগুরুচরণে অপরাধী হইব,—এই বিশ্বাস হৃদে শ্রীগুরুদেবের অভয় চরণ ধ্যান ও স্মরণ করিয়া ভদ্র লোকের সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হওয়া যুক্তিযুক্ত মনে করিলাম ও তাঁহার বিদ্যা, বুদ্ধি ও বিচার-শক্তির একটু প্রশংসা করিয়া (পাছে আমার কথাটী না শুনেন) তাঁহাকে বলিলাম, দেখুন ইহারা পান কি, কি করেন, তাঁহার সম্যক্ এই ব্রহ্মচারি ঠাকুর আপনাকে খুব ভাল রূপ দিতে পারেন; কিন্তু তাহা বোধ হয় আপনার বর্ত্তমান অবস্থায় বুঝিতে একটু অসুবিধা হইবে; সেই জন্য আপনি যেরূপ একজন গৃহস্থ, আমিও তদ্রূপ; সে কারণ আপনার সহিত আমিই কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইলাম—এই বলিয়া তাঁহাকে বলিলাম, আপনার বিচারটী জাগতিক হিসাবে খুবই সুন্দর; কারণ আমাদের চিন্তাস্রোত ইহা অপেক্ষা আর কিছু বেশী উপলব্ধি করিতে পারে না; কিন্তু মনে রাখিবেন আমরা বদ্ধজীব, আমাদের বিদ্যাবুদ্ধি সকলই সীমা-বিশিষ্ট এবং উহা ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা (বঞ্চনেচ্ছা) করণাপাটব (ইন্দ্রিয়ের অপটুতা) দোষচতুষ্টয়-যুক্ত, অতএব আমরা যদি আমাদের এই দোষ-যুক্ত বিদ্যা বুদ্ধি লইয়া সাধুগণের আনুগত্য স্বীকার না করিয়া দূর হইতে তাঁহাদিগের সমস্ত ক্রিয়া কলাপ বুঝিয়া লইব এরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হই, তাহা হইলে আমাদের অবস্থা সেই সকলশাস্ত্রবিশারদ সুপণ্ডিত সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের মত হইবে। আচ্ছা বলুন দেখি, আপনাদের মনে কখন কি একথা উদয় হয় যে কেন আমরা সৈনিক বা পুলিস-বিভাগের এই বিপুল ব্যয় বহন করি বা এগুলি নিষ্প্রয়োজন, বোধ হয় নয়, কারণ আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইতেছি যে, ঐ গুলি না থাকিলে আমাদের ধন সম্পত্তি নিরাপদ নহে তা'হলে অনিত্য বস্তু যে ধন সম্পত্তি তাহা রক্ষণার্থে যাঁহারা নিযুক্ত, তাঁহাদিগের ব্যয়ভার যখন আমরা নিঃসঙ্কোচে অম্লান-বদনে বহন করিয়া থাকি তখন আমাদের নিত্য বসতিস্থল যে গোলোক বৃন্দাবন যাহা হইতে বিচ্যুতির ফলে আমরা আজ ত্রিতাপ জ্বালায় ক্লিষ্ট হইয়া চৌরাশি লক্ষ যোনি ভ্রমণ করিতেছি আমাদিগকে উদ্ধার করিয়া সেইস্থলে যাঁহারা পুনর্বাসিত করিবেন এমন সাধুগণ দ্বারা যে বিভাগ গঠিত সেই বিভাগের ব্যয় বহন করা কি আমাদের কর্ত্তব্য নহে? কথাটি শুনিয়া ভদ্রলোক একটু হাসিয়া বলিলেন, আপনার যুক্তিটা মন্দ নহে; কিন্তু এ জগতে এই কালকালে প্রকৃত প্রস্তাবে সেই বৈকুণ্ঠবার্ত্তাবাহী সাধুগণ কি আর আছেন? সাধারণতঃ ভিক্ষা ক'রে লোকজন খায় দায় থাকে আর নির্ভাবনায় অন্যায় কাজ ক'রে বেড়ায়—ভিক্ষা দান মানে অলসতার প্রশ্রয় দেওয়া মাত্র। তদুত্তরে বলিলাম আছে কি নাই সে সম্বন্ধে একটু অনুসন্ধিৎসু না হইলে কিরূপে চলিবে। আমরা যদি দরে যাইবার অলসতায় দূরস্থিত দধির দোকানে না যাইয়া নিকটস্থ কোন চুনারির দোকানে যাইয়া দধি বলিয়া চুন গোলা খাইয়া মুখ পোড়াইয়া আসি ও বলি দধি নাই তাহা'লে কি বুঝিতে হইবে দধি এ পৃথিবীতে নাই। তদ্রূপ এই কালকালে বহু নকল বস্তু দর্শনে আমাদের চিত্ত বিক্ষিপ্ত হইয়াছে বলিয়াই যে প্রকৃত বস্তু নাই এরূপ কি বুঝিতে হইবে? কাল-কাল সত্য, কিন্তু তাই বলিয়া যখন সেই বিশ্বনিয়ন্তা শ্রীভগবান্ আমাদিগকে ত্যাগ করেন নাই, তিনিই নিয়ন্ত্রিত করিতেছেন, তখন নিশ্চয়ই আমাদিগের যাহাতে মঙ্গল হয় তাহারও একটা উপায় তিনি নিশ্চয়ই রাখিয়াছেন—এ বিষয়ে কি আর কিছু সন্দেহ থাকিতে পারে? আজ আপনার অনেক সময় নষ্ট করিলাম কিছু মনে করিবেন না। এই বলিয়া চলিয়া যাইতেছিলাম এমন সময়ে তিনি বলিলেন—না না আর একটু বলুন এইরূপ যদি আলোচনা হয় তাহা হইলে আমরা নিশ্চয়ই লাভবান্ হইব এ বিষয়ে কি আর সন্দেহ হইতে পারে? আমি বলিলাম গৌড়ীয় মঠ শুধু আলোচনা মাত্র করেন না তাঁহাদিগের প্রত্যেক বাক্যটী তাঁহাদিগের আচরণ দ্বারা সমর্থিত করান—এইটাই গৌড়ীয় মঠের বিশেষত্ব। আমি এতক্ষণ আপনাকে যে সমস্ত কথা বলিয়াছি উহা জাগতিক যুক্তি মাত্র সৈনিক বা পুলিস বিভাগ যেরূপ *Public servants* নামে অভিহিত, সাধুগণ তদ্রূপ নহেন। তাঁহারা আমাদিগের সেব্য, আমরা তাঁহাদিগের সেবক, এ সমস্ত আলোচনা করিতে যাইলে অনেক সময়-সাপেক্ষ, আপনি যদি অনুগ্রহ করিয়া মঠে যান, তাহা হইলে সুষ্ঠু ভাবে এ সমস্ত বিষয় আলোচিত হইতে পারে। ইতঃপূর্ব্বে "নদীয়া-প্রকাশ পত্রে ভিক্ষা" এবং "ভিক্ষা ক'রব কেন" দুইটী প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে। সেই প্রবন্ধ দুইটি যদি পাঠ করেন, তাহা হইলে আমার বিশ্বাস আপনার সন্দেহ দূর হইবে, এবং ভিক্ষার সৃষ্টিটি যে কত মঙ্গলময়ী বস্তু, তাহা সম্যগ্রূপে উপলব্ধি করিতে পারিবেন। তৎপরে ভদ্রলোক টাকার একখানি নোট আনিয়া ব্রহ্মচারীঠাকুরের নিকট গ্রহণ করিয়া বলিলেন, আমার পয়সা দেওয়ার ইচ্ছা ছিল আপনাদিগের সহিত আলাপ বিশেষ সন্তুষ্ট ও প্রীত হইয়া এই নোট খানি দিলাম আপনাদের মঠে যাইব ও বিষয় অবগত হইবার

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

গভর্ণমেণ্ট হইতে রেজিষ্টারী করা—

সর্ব্বপ্রকার প্লীহা লিভার সংযুক্ত ম্যালেরিয়া

জ্বরের সাক্ষাৎ যম

সারফলিন

টনিক ও সালসা। পথ্যের বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই। এক দাগেই প্লীহা, লিভার ধ্বংস হয়। 'ফলেন পরিচীয়তে'

এক দাগে জ্বর পালায়, ফিরে জ্বর আর হয় না

একদাগে জ্বর পালায়, তিন দাগে সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়। এমন উপকারী ঔষধ আর নাই। ২।৪ দাগ ঔষধ সেবনে যদি আপনার জ্বর একেবারে ভাল হয়, সেই প্রকৃত ঔষধ খাওয়া উচিত নয় কি? এক্ষণে সাবধান হউন এবং জানিয়া রাখুন, আর মিছামিছি বাজে বোতল ২ বিষের জল খেয়ে শয্যাগত হইয়া প'ড়ে পরে হয়রান হয়েন কেন? সুতরাং ॥০ আনার সারফলিনই একটি জ্বর রোগীর পক্ষে যথেষ্ট; এমন প্রত্যক্ষ উপকারী জ্বরের ঔষধ আর নাই। সকালে জ্বর হইলে বৈকালে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবেন, ডাক্তার ডাকিতে হয় না। মূল্য প্রতি শিশি ৷৴০ আনা, ডজন ৫।০ আনা।

এজেণ্ট—মেসারস্ এম, ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং, ১০ নং বনফিল্ডস্ লেন, কলিকাতা

আয়ুর্ব্বেদ সম্মত বায়ু পিত্ত বাত নাশক

ত্রিগুণ তৈল

যুগল-মূর্ত্তি মার্কা

সর্ব্বত্র পাওয়া যায়।

আসল ও আদি

শিশি ৸৹ আনা, ডজন ৮৲

ভিঃ পিঃ ও রেলওয়ে পার্শ্বেল খরচ স্বতন্ত্র।

যুগল-মূর্ত্তি মার্কা এঃ বটকৃষ্ণ পাল দেখিয়া লইবেন।

এমন মহোপকারী তৈল আর নাই

গবর্ণমেণ্ট হইতে রেজিষ্টারী করা—

মহর্ষি চরক শাস্ত্রোক্ত ভৈষজ্য উপাদানে খাটী কাচা কৃষ্ণতিল তৈলে মৃগনাভি, কস্তুরী, গোলাপ, চামেলী, হেনা, চন্দন, খসখস, বেলা, প্রভৃতি মূল্যবান্ মহাসুগন্ধি দ্রব্য সংমিশ্রণে প্রস্তুত বিধায় ছয় ঋতুতেই সমভাবে ইহার অমৃতোপম গুণ ও গন্ধ উপলব্ধি হইয়া থাকে। ফলতঃ এ সর্ব্বগুণসম্পন্ন পরম পবিত্র ত্রিগুণ তৈল নিত্য ব্যবহারে সাধারণতঃ দৈহিক ও মানসিক অবসাদ নিশ্চয় দূর হইয়া থাকে।

এবং সর্ব্বপ্রকার স্ত্রী বা পুরুষের জননেন্দ্রিয় ধাতুস্থ স্খলিত শুপ্ত, জটিল ব্যাধি, মেহ, প্রমেহ, প্রদর, কণ্ডরক্তঃ, বাধক, স্বপ্নবিকার, মূর্চ্ছা, মাথাধরা মাথাঘোরা, আধকপালী, নিদ্রাহীনতা এবং সর্ব্বপ্রকার বাতরোগ ও নানা প্রকার ব্যাধির কীটাণু ধ্বংসকারী অব্যর্থ মহৌষধ।

বলা বাহুল্য, ইহা এরূপ মস্তিষ্ক স্নিগ্ধকারী ঠাণ্ডা তৈল যে, পাগল ভাল হয়। যে কোন স্থানে তৈল ক্রয়কালীন শিশির গায়ের লেবেলের উপর বড় ২ অক্ষরে আসল যুগল মূর্ত্তি মার্কা এজেণ্ট বটকৃষ্ণ পাল দেখিয়া লইবেন, অন্যথায় শঠকারী দোকানদার জাল বা নকল তৈল বিক্রয় করিয়া আপনাকে ঠকাইবে। স্মরণ রাখিবেন বাজে জিনিষ বিক্রয় করিয়া ঠকাইতে পারিলেই খুব লাভ হয়।

এজেণ্ট—বটকৃষ্ণ পাল এণ্ড কোং ২৩নং বনফিল্ড লেন, কলিকাতা

শ্রীচৈতন্যমঠের গ্রন্থাবলী

শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুর বিরচিত
ভাক্ত-গ্রন্থাবলী।
উৎকৃষ্ট কাপড়ে বিলাতি ধরণে বাঁধাই
স্বর্ণালঙ্কৃত। চতুর্থ সংস্করণ। বিস্তৃত বিষয়সূচীসহ

জৈবধর্ম্ম
বাঁধাই ২৲ দুই টাকা

প্রকাশিত হইয়াছে

সনাতন ধর্ম্মশাস্ত্র বেদ, বেদাঙ্গ, উপনিষৎ গীতা, শ্রীমদ্ দর্শন, পুরাণ, তন্ত্রাদি সকল গ্রন্থ পাঠ করিবার অবসর অতি অল্প মানবের ঘটিয়া থাকে। অনেকের যোগ্যতা না থাকায় সেই সমস্ত গ্রন্থের মর্ম্ম অবগত হইতে পারেন না। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বাঙ্গালীর এই অসুবিধা দূরীভূত করিবার জন্য এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

বিদ্যালয়ের ছাত্র বা শিক্ষকগণের বিশেষ পাঠ্য, এই হেতু শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টার বাহাদুর উহা সমস্ত বিদ্যালয়ের জন্য অনুমোদন করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

প্রথম খণ্ড ভিক্ষা—১৲ একটাকা

যুক্তিপূর্ণ শাস্ত্রবাক্য দ্বারা প্রত্যেক মানবের নিত্য কর্ত্তব্য ও আনন্ত্য সাময়িক কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। গ্রন্থের প্রতি উক্তি সনাতন শাস্ত্রবাক্য দ্বারা সমর্থিত ও প্রমাণিত হইয়াছে। দেহের, মনের ও আত্মার ধর্ম্ম কি? স্বদেশ, সমাজ, নীতি, ধর্ম্ম কি? ইত্যাদি বিষয় ক্রমানুসারে এমন সুন্দরভাবে যুক্তিসহকারে আলোচিত হইয়াছে যে, প্রথম পংক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত পাঠ না করিয়া নিবৃত্ত হওয়া যায় না।

শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ভিক্ষা ৷৵০

ঐ প্রমাণ খণ্ড ভিক্ষা ৵০

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিহার ও লীলাভূমি নয়টী দ্বীপসমন্বিত। এই নয় দ্বীপের প্রাচীন বিবরণ—প্রত্যেক দ্বীপে শ্রীমহাপ্রভুর লীলা—প্রত্যেক দ্বীপের পরিচয়, শ্রীধাম-মাহাত্ম্য—ধামাপরাধ কি? ইত্যাদি বিষয় বিশেষভাবে মনোহর ছন্দে বর্ণিত। পকেট সাইজ প্রায় ১৬০ পৃষ্ঠা।

শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ

উজ্জ্বল ব্রোঞ্জ-ব্লু কালীতে উত্তম কাগজে ছাপা—শ্রীনবদ্বীপধাম দর্শনে ভাবুক দর্শনকারীর কি প্রকার ভাবের উচ্ছ্বাস হয়, তাহা এই গ্রন্থে বর্ণিত। অতি চমৎকার। ভিক্ষা চারি আনা।

উপদেশামৃত ৷৵০ দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভুকে উপদেশচ্ছলে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিচার অতি সুন্দরভাবে ব্যক্ত হইয়াছে। ইহা ছাড়া শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদিষ্ট শিক্ষা ও উপদেশ বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব-জগতে অভিনব গ্রন্থ !!
ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতি-গ্রন্থাবলী

শরণাগতি
পকেট সাইজ
অষ্টম সংস্করণ
ভিক্ষা /৴ আনা

দেহ ও মনের চেষ্টা আনন্ত্যবস্থ লইয়া—জীব যখন জীব বুঝিতে পারে, তখন একমাত্র নিত্যবস্তু শ্রীভগবানের প্রতি তাঁহার কোন ভাবের আবেগময়ী প্রার্থনা হয় এবং শ্রীভগবানে সর্ব্বান্তঃকরণে নিষ্কপটে কি প্রকারে শরণাপন্ন হইতে হয়, ইত্যাদি বিষয়ক প্রাণস্পর্শী প্রার্থনা ও আত্ম সমর্পণমূলক গান। ভাষায় সংস্করণও প্রকাশিত হইয়াছে

ভিক্ষা প্রতি খণ্ড /০ এক আনা

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা—/০, নবদ্বীপশতক— /০

অর্থপঞ্চক—/০

কল্যাণকল্পতরু
পকেট সাইজ
পঞ্চম সংস্করণ
ভিক্ষা /১০

আমরা অত্যন্ত পুরাণ অজ্ঞান ও কামনার বশবর্ত্তী হইয়া পুনঃপুনঃ যে অকল্যাণকে কল্যাণ বলিয়া গ্রহণ করি এবং যাহার নিকট কল্যাণ কামনা করি, তিনি যে নিত্য বা যথার্থ কল্যাণ প্রদানে অসমর্থ এবং কোন বস্তু আমাদের নিত্য কল্যাণদাতা এবং কি ভাবে আমরা সেই কল্যাণলাভে সমর্থ হইব, এই সকল কথা সরল গানে লিখিত। এই গ্রন্থ বাস্তবিকই কল্যাণের কল্পতরু; ইনি প্রত্যেককে নিত্যকল্যাণ প্রদানে

শ্রীল চক্রবর্ত্তি-ঠাকুরের টীকা সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর কৃত টীকা ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কৃত অনুবাদ। টীকাকারের জীবনী, শ্লোক-সূচি, বিষয়সূচি প্রভৃতি বহু প্রয়োজনীয় বিষয় সংবলিত প্রায় ৮২৫ পৃষ্ঠা। উৎকৃষ্ট সিল্কে বাঁধাই ২৲ দুই টাকা, কাগজে বাঁধা ১৷৷০

শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ কৃত ভাষ্য সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

কাগজ ও ছাপা উৎকৃষ্ট। সিল্কে বাঁধাই, সোনার জলে নাম লেখা রাজসংস্করণ ১৲ টাকা, সাধারণ সংস্করণ ১৷৷০, গৌড়ীয়ের গ্রাহকপক্ষে ১৷০

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি (সাম্প্রদায়িককোষগ্রন্থ)

বিষয়:—১। ভক্তিশাস্ত্রে ব্যবহৃত শব্দাবলীর অর্থ, ২ চারি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের চরিত্র, ৩। বিষ্ণুবৈষ্ণবসম্পর্কিত শ্রীমন্দির ও শ্রীবিগ্রহের বিবরণ, ৪। বৈষ্ণবগ্রন্থ ও গ্রন্থকারগণের তাৎপর্য্য ও বিবরণ, ৫। বিষয় বিশেষের লৌকিক ও শাস্ত্রীয় আকরমূলে যাবতীয় তথ্য। চারিখণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ১ম খণ্ড ৸০, ২য় খণ্ড ৸৵০, ৩য় খণ্ড ৸০, ৪র্থ খণ্ড ৷৵০। চারিখণ্ড একত্রে ৩৲ (৫ম খণ্ড যন্ত্রস্থ)।

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ—১ম খণ্ড ১৲ এক টাকা ২য় খণ্ড ১৲ এক টাকা—শ্রীমদ্ভাগবতের গ্রাহক ও গৌড়ীয় গ্রাহকগণ ১৷০ টাকায় দুইখণ্ড পাইবেন। বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমজ্জীব গোস্বামিপাদের রচিত গ্রন্থ। ইহাই ষট্‌সন্দর্ভের অধিক প্রয়োজনীয় অংশ। প্রতি খণ্ড ডবল ক্রাউন ৮ কল্পায় ৭৪ পৃষ্ঠা আকারে মুদ্রিত হইতেছে।

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য সঙ্কলিত
সদাচারস্মৃতিঃ
ভিক্ষা /০ মাত্র

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকঃ ভবনে

বেহালার পাচন
সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ৬ আঃ শিশিতে ... অবস্থায় ছোটবোতলের সমপরিমাণ ঔষধ ডাকে পাঠান হয়। ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ।০ আনা পাঁইট ৷৷/০ আনা, বোতল ১৷/০ আনা।

অফিস- ১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

বেজেষ্টারীকৃত
মদন মঞ্জরী

বটিকায় স্বপ্ন ও ধাতুবিকার, ইন্দ্রিয়শক্তির হ্রাস, প্রস্রাবে শুক্রপাত, অজীর্ণ, মাথাঘোরা, বুক ধড়্‌ফড়ানি, অনিদ্রা প্রভৃতি লক্ষণ সত্বর নিশ্চিত আরোগ্য হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ৩০ বটী ১৲ এক টাকা।

"নপুংসকারারি ঘৃত"
পুরুষত্বহানি রোগে বাহ্যপ্রয়োগ দ্বারা আরোগ্য করিয়া শক্তিসঞ্চার করে। মূল্য ২ তোলা ১৲ টাকা।

"রমণবিলাসিনী বটিকা"
বীর্য্যধারণ করত সঙ্গমশক্তি স্থায়ী ও বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয়। মূল্য ১৬ বটী ১৲ এক টাকা।

রাজবৈদ্য নারায়ণজী, কেশবজী
১৭৭নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

কুমার-ভোগ—রুগ্ন ও দুর্ব্বল শিশু অচিরে সুস্থ রোগমুক্ত হইয়া মোটা হয়। ইহা সেবনে শিশুরা শীঘ্র ই টিকে থাকে, তাহাদের ক্ষুধা বৃদ্ধি ও শক্তির ক্রিয়া ভাল হয়—দন্তোদ্গমের সময় কোন কষ্ট হয় না। খাইতে মিষ্ট। মূল্য প্রতি শিশি এক টাকা, মাশুল ৵০ আনা।

নারোল (Narrhol)—ইনফ্লুয়েঞ্জা, ... কাশি, ব্রঙ্কাইটিস (Bronchitis) ... ৮০ বটিকার শিশি ১৷০, মাঃ ৵০ আনা।

দাদ-লোপ ...

ডাঃ ও রাম প্রসাদ বসু
এম.বি.
দাদ-ড্রোপ
৪০ বৎসরের
কাপড়ে কোনরূপ দাগ লাগে না
মূল্য । আনা
ফ্যামিলি ফার্ম্মেসী,
কলিকাতা।

দাদের কম ইহাতে চিঃ পাঃ হয় না।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (প্রাচীন নবদ্বীপ) নদীয়া।

অপূর্ব্ব সুযোগ অল্পদিনের জন্য মাত্র

শ্রীগৌড়ীয় মঠের উৎসব উপলক্ষে

১। গৌড়ীয় কণ্ঠহার	২ স্থলে ১॥০	৫। চৈতন্যচন্দ্রামৃত (অনুবাদ)	৸০	॥৵০
২। হরিনামামৃত ব্যাকরণ	২, ,, ১॥০	৬। গীতা (বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী অনুবাদ)	১॥০	১।০
৩। হরিনাম চিন্তামণি	৸০ ,, ॥০	৭। সিদ্ধান্তদর্পণ ও দিগ্বিজয়	৸০	॥০
৪। মহাপ্রভুর শিক্ষা	৸০ ,, ॥০	৮। নবদ্বীপ পঞ্জিকা	৵০	/০

ম্যানেজার
গ্রন্থবিভাগ, শ্রীচৈতন্য মঠ
পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া।

বেদনাঞ্জন

শ্রেষ্ঠরত্ন

কলিকাতা কংগ্রেস একজিবিসন হইতে বহু প্রশংসা প্রাপ্ত ও বহু গণ্যমান্য ভদ্রমহোদয়গণ কর্ত্তৃক প্রশংসিত।

আজকাল বাজার-চলন মিশ্রিত ও বিষাক্ত আহার্য্য সেবনে শরীরের রক্ত স্বতঃই দোষিত হইয়া পড়িতেছে। রক্তই মানব-দেহের শ্রেষ্ঠ উপাদান, এই রক্ত দোষিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মানব বাত, বেদনা, মাথাধরা, মাথাঘোরা, দৃষ্টিশক্তির হ্রাস, দাঁতের গোড়া ফুলা, দাঁত কনকনানি, দাঁতে পোকা এবং খোস, চুলকানি প্রভৃতি কষ্টদায়ক চর্ম্মরোগে আক্রান্ত হইতেছে। যদি আপনি একান্তই ব্যাধিমুক্ত হইতে চান, তাহা হইলে অযথা পয়সার অপব্যয় না করিয়া অল্প ব্যয়ে এক শিশি **বেদনাঞ্জন** ক্রয় করিয়া ইহার কার্য্যকারী-শক্তি উপলব্ধি করুন। গুণের তুলনায় মূল্য অতি সামান্য, এক শিশি ॥৵০ আনা মাত্র মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান—এ, সি, চাটার্জ্জী এণ্ড ব্রাদার্স।
৪৫নং টালকাট লেন, সালিকা হাওড়া।
সকল মণিহারী দোকানে ও বড় বড় ডাক্তার খানায় পাওয়া যায়।

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

যদিও অদ্যাপি প্রকৃত মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য, তথাপি যাঁহারা নানাবিধ অনিয়মিত উপায়ে অপরিমিত শক্তি নষ্ট করিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন এবং নানা প্রকার মেহ, প্রমেহ ধাতুদৌর্ব্বল্য, স্নায়বিক দুর্ব্বলতা, বহুমূত্র, দুঃস্বপ্ন, পারদ-সংক্রান্ত পীড়া, অর্শ এবং স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে যাহারা বাধক, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, সূতিকা, শ্বেত ও রক্তপ্রদর, হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি রোগে ভুগিয়া জীবনে নিরাশ হইয়াছেন, তাঁরা আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটাল সাহেবের আবিষ্কৃত **ইলেক্ট্রিক সলিউসন** ব্যবহার করিয়া বাঁচিতে পারেন, তাহার শত সহস্র প্রমাণ প্রতি বৎসরেই পাওয়া যাইতেছে। যাঁহারা অন্যান্য বহুবিধ ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরোগ্য হইতে পারেন নাই, তাঁহারা একবার এই ঔষধটী ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক মাসের ব্যবহারোপযোগী এক শিশি ঔষধ ডাকমাশুল সহ ১।০ টাকা মাত্র।

সোল এজেন্ট—ডাঃ ডি, ডি, হাজরা।
ফতেপুর, গার্ডেনরীচ পোঃ, কলিকাতা।
ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

অধ্যক্ষ

শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম, এ, এফ, সি, এস (লণ্ডন)
ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক
(প্রফেসার)

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ বিশুদ্ধ ও শাস্ত্রমতে নিজ তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হয়। পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ক্যাটালগ পাঠান হয়। রোগের বিবরণ জানাইলে যত্নপূর্ব্বক ব্যবস্থা দেওয়া হয়। চিঠি পত্রাদি সম্পূর্ণরূপে গোপন রাখা হয়।

মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দূর)

(বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৪৲ টাকা

উৎকৃষ্ট স্বর্ণ, পারদ ও আমলাসার গন্ধক দ্বারা যথাশাস্ত্র প্রস্তুত।
নিত্য প্রয়োজনীয় সর্ব্বরোগনাশক মহৌষধ।

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৩৲ টাকা

উৎকৃষ্ট কাশীর আমলকী, বংশলোচন প্রভৃতি যাবতীয় উপাদানে পূর্ণ মাত্রায় যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। কফ, কাসি, সর্দ্দি, যক্ষ্মা, ক্ষয়রোগ, হৃদরোগ প্রভৃতি রোগের মহৌষধ। সর্ব্বপ্রকার দুর্ব্বলতা নাশক অতিশয় পুষ্টিকর মহৌষধ বা খাদ্য বিশেষ।

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬৲ টাকা

ইহা সেবনে ধাতুদৌর্ব্বল্য, শুক্রক্ষীণতা, স্বপ্নদোষ, প্রমেহ ও ধ্বজভঙ্গ সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায়। ইহা অপরিসীম আনন্দদায়ক রসায়ন।

অবলাবান্ধব যোগ

প্রদর, বাধক প্রভৃতি জরায়ুদোষ ও যোনিগত দুরারোগ্য রোগের মহৌষধ
মূল্য—১৬ মাত্রা ২৲ টাকা। ৫০ মাত্রা ৫৲ টাকা মাত্র

বিশুদ্ধ জল! ভয় নাই! বিশুদ্ধ জল!!

লক্ষ্মী টিউব-ওয়েল কোং

২০৫নং নবাবপুর, ঢাকা

বর্ত্তমান-যুগের নব-আবিষ্কৃত যন্ত্রপাতি দ্বারা উন্নত বৈজ্ঞানিক-খনন-প্রণালীতে নলকূপ (*Tube-well*) নির্ম্মাণ করা হয়। বঙ্গের লাট বাহাদুর, প্রাইভেট সেক্রেটারী, জিলা-ম্যাজিষ্ট্রেট, জিলা-বোর্ডের চেয়ারম্যান, ইঞ্জিনিয়ার, জমিদার, তালুকদার, প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত ভদ্রমহোদয়গণ এই কোম্পানীর কার্য্য দেখিয়া প্রশংসা করিয়াছেন। রাসায়নিক পরীক্ষায় জল বিশুদ্ধ না হইলে মূল্য গৃহীত হয় না। বিস্তৃত বিবরণের জন্য পত্র লিখুন।

বিনামূল্যে **বিনামূল্যে**

বিতরিত

স্বাস্থ্যের সার "কামশাস্ত্র" গ্রন্থখানি চৌদ্দ লক্ষের উপরে বিতরিত হইয়াছে। উহা পাঠে মানবের পরিণাম ফলাফল জানা যায়।

এই পুস্তক যিনি লিখিয়াছেন, তিনিই "আতঙ্কনিগ্রহ বটিকা"র আবিষ্কর্তা। এই বটীকা দুর্ব্বলকে সবল করে এবং সবল ব্যক্তিকে অটুট ও অক্ষয় রাখে। বত্রিশ বটীকা পূর্ণ প্রতি কৌটার মূল্য ১৲ টাকা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান:—আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়।
১১৪নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মনোমোহন প্রেস

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা

পূর্ব্ব-বাঙ্গালায় সুলভে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত
বৈদ্যুতিক মেশিনে দিবারাত্র কাজ চলিতেছে।
বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,
৯০নং নবাবপুর, ঢাকা।

শ্রীমায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—শ্রী বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

ছাবীর সংস্করণ

Registered No. C 1544

বিজ্ঞাপনের হার।

প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩।৹
সিকি কলম ২৲

চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

'নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহ'

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র।

সাক্ষাৎযোগে ক্রয় অগ্রিম দেয়।

বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸৹
মাসিক ১৲

নগদ
প্রতি সংখ্যা ৫

৪র্থ খণ্ড } সম্পাদক—প্রত্নবিদ্যালঙ্কার শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী [১৬২ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্য মঠ, শ্রীধাম মায়াপুর—২১শে ভাদ্র শুক্রবার ১৩৩৬, ৬ই সেপ্টেম্বর ১৯২৯।

শ্রীধাম মায়াপুর ডাকঘর

গত ১লা জুন হইতে শ্রীধাম মায়াপুর পোষ্ট অফিস খোলা হইয়াছে। বঙ্গদেশের পোষ্টমাষ্টার জেনারেল বাহাদুর শ্রীধাম মায়াপুর ডাকঘর হইতে নদীয়া-প্রকাশ ভারতের সর্ব্বত্র প্রেরণ করিবার আদেশ দিয়াছেন।

ম্যানেজার, 'নদীয়া-প্রকাশ'

পোঃ আঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

শ্রীধাম মায়াপুরের, যাবতীয় পত্র বুকপোষ্ট রেজিষ্টারী মণি-অর্ডার প্রভৃতি ডাকে পাঠাইতে হইলে, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া ঠিকানায় লিখিবেন।

দ্বীপ-দিগ্‌দর্শন

গঙ্গার পূর্ব্বপারস্থ অন্তর্দ্বীপ, সীমন্তদ্বীপ, মধ্যদ্বীপ ও গোদ্রুমদ্বীপ এবং পশ্চিমপারস্থ কোলদ্বীপ, ঋতুদ্বীপ, জহ্নুদ্বীপ, মোদদ্রুমদ্বীপ ও রুদ্রদ্বীপ—এই নয়টি দ্বীপের অন্তর্গত স্থানসমূহ নবদ্বীপ-মণ্ডল নামে খ্যাত। 'দ্বীপ-দিগ্‌দর্শন' নামক গ্রন্থে ইহাদের বিবরণ অতি প্রাঞ্জল ভাষায় লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এই অমূল্য গ্রন্থের ভিক্ষা মাত্র ৵৹। ৵১৹ ডাক টিকেট পাঠাইলে বুক পোষ্টে পাঠান হয়।

প্রাপ্তিস্থান—নদীয়া প্রকাশ কার্য্যালয়
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া।
এবং
গৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস,
১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা।

চৈতন্যমঙ্গল

দুইখণ্ডে সমগ্র গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছেন। সূচী প্রভৃতি ছাপা হইতেছে ভিক্ষা ২৷৹, নদীয়াপ্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ১৷৹

রোগী দেখিবার সময়ঃ—
প্রাতেঃ—৬টা হইতে ৯টা.
বৈকালে—৩টা হইতে ৫টা পর্য্যন্ত

মূল্য ফেরৎ। মূল্য ফেরৎ।।

সর্ব্বত্র এজেণ্ট আবশ্যক।
পত্র লিখুন।
কঠিন কঠিন রোগের চিকিৎসা করা হয়।
দিবা-রাত্রি ঔষধ পাওয়া যায়।

কুণ্ডু

আবিষ্কৃত ও গভর্ণমেণ্ট রেজেষ্টারীকৃত

১। ভূপেন্দ্র শোভা স্পেসিফিক্—পেটের যাবতীয় রোগের, অজীর্ণ, ডিস্পেপ্‌সিয়ার মহৌষধ। প্রত্যেক গৃহে রাখা প্রয়োজনীয়। ঔষধ—প্রতি শিশি ১৲ এক টাকা মাত্র।

২। চণ্ডি ফিবার মিক্‌চার—ম্যালেরিয়া জ্বরের এক শিশিতে সম্পূর্ণ আরোগ্য। কম্পজ্বর এবং পালা ও সকল জ্বরের মহৌষধ। প্রতি ছোট শিশি ৸৹ বার আনা, বড় শিশি ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। গণোরিয়া স্পেসিফিক্—যে রকম গণোরিয়া হোক না কেন, এক শিশিতে আরোগ্য। এক শিশি ১৲ এক টাকা মাত্র।

হোমিওপ্যাথিক বিভাগ

১। ওয়ারম্ কিওর—যাবতীয় ক্রিমির, ২। ফিমেল সুধা—শ্বেত-প্রদর, রজঃ-কষ্ট ও বাধকের, ৩। জিহ্বা স্পেসিফিক্—জিহ্বার ক্ষতের, ৪। বার্থ রেগুলেটার—যাহাদের [illegible] ঋতুস্রাব হয় না, ইহা সেবনে নিয়মিত ঋতুস্রাবের, ৫। [illegible] রেমিডি—যাবতীয় অর্শের মহৌষধ। মূল্য প্রত্যেক শিশি [illegible] ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—আরোগ্য না হইলে মূল্য ফেরৎ। রোগের অবস্থাদি জানাইলে, ঔষধ ও ব্যবস্থাদি [illegible] ঔষধ পাঠান হয়। এক কালীন দশ টাকার ঔষধের অর্ডার পাইলে, স্বতন্ত্র কমিশন দেওয়া হয়। পত্রাদি বিশেষ গোপনে রাখা হয়।

সোল এজেণ্ট :—
দি এলোপ্যাথিক ড্রাগ ষ্টোরস্

ডাক্তার বি, কে, কুণ্ডু
৩১ নং গরানহাটা ষ্ট্রীট, পোঃ বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
টেলিফোন নং বড়বাজার ২৪১১।

কর্ম্মাবলম্বকাঃ কেচিৎ কেচিৎ জ্ঞানাবলম্বকাঃ। বয়ন্তু হরিদাসানাং পাদত্রাণাবলম্বকাঃ

নানা কথা

জেরুসেলামে ভীষণ দাঙ্গা

শান্তিস্থাপনে ব্রিটিশ পুলিস

[illegible] হাঙ্গামা হইয়া [illegible] আসিয়া পৌঁছে [illegible] ইহুদী-দিগের [illegible] করে এবং ৭০ জন [illegible]। তৎপরে তাহারা ইহুদী [illegible] দিকে [illegible] এবং তাহার ফলে একটা [illegible] উপস্থিত হয়।

বৃটিশ পুলিশ কয়েক দিন হাঙ্গামা প্রশমিত করিবার জন্য যে দৃঢ়তা প্রদর্শন করিয়াছে, লোকে সকলে [illegible] হইয়াছে। [illegible] কর্মচারী [illegible] দেখিয়া [illegible] শান্তি-সংস্থাপন [illegible]। তিনি একাকী [illegible] প্রদর্শিত করেন। [illegible] অত্যাচার হইতেছে [illegible] কাল-বিলম্ব না করিয়া [illegible] এবং প্রত্যেক বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া হত্যাকারী দেখিলেই তাহাদিগকে বন্দী করেন। [illegible] একমাত্র [illegible] ১০ জন আক্রমণকারীর মোকাবিলা করিয়াছিলেন। তাঁহার [illegible] দেখিয়া এক স্থানে এক দল [illegible] লোক তাহার [illegible] অস্ত্র ত্যাগ করে। আরবেরা বলে, তাঁহার দেহ [illegible] গঠিত।

সতর্কতা অবলম্বন

গত ৩০শে আগষ্ট [illegible] দিন অনেকে গোরস্থানেই আশ্রয় লইয়াছিল। ইহুদীদিগের ভয় হইয়াছিল, [illegible] যখন নামাজ করিয়া মসজেদ হইতে বাহির হইবে, তখন তাহাদিগকে আক্রমণ করিবে। [illegible] সমস্ত দোকানপাট বন্ধ ছিল এবং [illegible] স্থানসমূহে [illegible] পাহারা [illegible]। [illegible] ১২ খানা বিমান [illegible] ঘুরিয়া [illegible]। অবস্থা [illegible]। কিন্তু সুখের বিষয় [illegible] গোলযোগ ঘটে নাই। মুসলমান [illegible] মুফতি [illegible] অনুরোধক্রমে [illegible] মসজেদে নামাজ করিতে [illegible]।

জেরুসেলামের অবস্থা

[illegible] জেরুসেলামে [illegible] অদ্ভুত হইতেছে। কাজকর্ম বন্ধ থাকায় লোকে [illegible] পারে নাই, এ জন্য বহু লোককে খাদ্যসামগ্রী বিতরণ করা হইয়াছে।

শ্রীধামমায়াপুর যাত্রিগণের দ্রষ্টব্য

গত ১লা সেপ্টেম্বর হইতে পূর্ববঙ্গ রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ শান্তিপুর-নবদ্বীপঘাট লাইনে নিম্নলিখিতভাবে সময়ের তালিকা পরিবর্তন করিয়াছেন।

শান্তিপুর হইতে নবদ্বীপঘাট

শান্তিপুর	কৃষ্ণনগর সিটি	মহেশগঞ্জ	নবদ্বীপঘাট
৫-৫৯	৬-৪৪	৭-১৪	৭-৩৩
৯-২৫	১০-১০	১১-১০	১১-১৯
১২-২৫	১-৩০	২-১০	২-১৯
৪-৪	৫-১৪	৫-৫৪	৬-৩
৭-৬	৮-১১	৮-৫১	৯-০

নবদ্বীপঘাট হইতে শান্তিপুর

নবদ্বীপঘাট	মহেশগঞ্জ	কৃষ্ণনগর সিটি	শান্তিপুর
৫-৩৭	৫-৪৮	৬-৪৭	৭-৩২
৯-২৫	৯-৩৬	১০-৩৫	১১-২০
১২-১০	১২-২১	১-২০	২-৫
৩-২২	৩-৩৩	৫-২৬	৬-৬
৬-৫৫	৭-৬	৮-৪	৮-৫০

বিশেষ দ্রষ্টব্য—গঙ্গার ঘাটে সর্বক্ষণ নৌকা পাওয়া যায়। নবদ্বীপঘাট হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইতে হইলে [illegible] মহাপ্রভুর বাড়ী ও শ্রীচৈতন্যমঠের সড়কে অবতরণ করিতে পারিবেন। এই সুবিধা বৎসরের মধ্যে [illegible] মাস [illegible] বিদ্যমান থাকে। অতএব যাত্রিগণ এই সুবর্ণ-সুযোগ গ্রহণ করিবেন [illegible]।

হতাহতের সংখ্যা

২রা সেপ্টেম্বরের সংবাদে প্রকাশ, সরকারী তালিকা দৃষ্টে প্যালেষ্টাইনে ১ শত ৯ জন ইহুদী, ৮৮ জন মুসলমান, ৪ খৃষ্টান নিহত হইয়াছে। গত বৃহস্পতিবার [illegible] নামক স্থানে আরও ৬ জন ইহুদীকে মৃত অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে। প্যালেষ্টাইনের হাই কমিশনার স্যার জন চ্যান্সেলার নিরীহ ইহুদীদের হত্যার তীব্র নিন্দা করিয়া এক ঘোষণা প্রচার করিয়াছেন। উহাতে তিনি বলিয়াছেন, শান্তিস্থাপন করা এবং অপরাধীদিগকে কঠোর দণ্ড প্রদান করা আমাদের প্রথম কর্ত্তব্য।

স্যার জনের অবস্থা

স্যার জন চ্যান্সেলার তাঁহার ঘোষণায় জানাইয়াছেন, আমি বিলাত হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া রক্তপিপাসু নররাক্ষসগণ কর্তৃক নিরীহ ইহুদী হত্যার সংবাদ পাইয়া [illegible] হইয়াছি। শান্তিস্থাপনের জন্য [illegible] সমস্ত উপায়ই অবলম্বন [illegible], হত্যাকারীদিগকে কঠোর দণ্ড প্রদান করা হইবে। আমি প্যালেষ্টাইন বাসীদিগকে এই কার্য্যে সহায়তা করিতে অনুরোধ করিতেছি। [illegible] প্রাচীর [illegible] যে সমস্ত বিবরণ প্রচা-[illegible] বন্ধ করিবার জন্য [illegible] সরকারের সহিত একমত হইয়া আমি জানাইতেছি যে, আমি গত ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে ১৯শে নবেম্বর তারিখের হোয়াইট [illegible] নির্দ্দেশ কার্য্যে পরিণত করিতে ইচ্ছা করি।

অবস্থার উন্নতি

ঔপনিবেশিক অফিসের এক সংবাদে প্রকাশ, প্যালেষ্টাইনের অবস্থা এখন শান্ত। [illegible] সীমান্তের অবস্থার উন্নতি হইয়াছে। সমস্ত আরবগণ যাহাতে প্যালেষ্টাইনে প্রবেশ করিতে না পারে, তজ্জন্য সিরিয়ার হাই কমিশনার সিরিয়া [illegible] দাক্ষিণ সীমান্তে ফরাসী সৈন্য সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়াছেন।

করপোরেশনের আলোচনা

ভেজাল বন্ধের চেষ্টা

গত সোমবার কলিকাতায় ভেজাল খাদ্য দ্রব্য বিক্রয় বন্ধ করিবার জন্য কলিকাতা কর্পোরেশন এক প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া সরকারকে অনুরোধ করেন যে যাহারা ভেজাল দ্রব্যের ব্যবসায় করিবে, তাহাদিগকে যেন গুরুতর শাস্তি প্রদান করা হয়।

সংবে গোপ ও বেরিবেরি যে ভাবে [illegible] হইতেছে, তাহা নিবারণের আশু প্রয়াস করিবার জন্য প্রত্যেক [illegible] অধিবাসীকে বিশেষভাবে অনুরোধ করা হয়। এতজ্জন্য বিজ্ঞাপন-পত্র দ্বারা জনসাধারণের মধ্যে প্রতিষেধের আধুনিকতম উপায়সমূহ প্রচার করিতে পল্লী-স্বাস্থ্য-সমিতিসমূহকে অনুরোধ করা হয়।

যে বাড়ীতে দুই বা ততোধিক জলের পাইপ অথবা পাম্প আছে, কিম্বা যে বাড়ীতে বহু জল যাহাতে খরচ হয়, তথায় মিটার বসাইবার জন্য কর্পোরেশনের ওয়ার্কসের এক-জিকিউটিভ এঞ্জিনীয়ারকে ক্ষমতা প্রদান করা হয়। শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে বলেন যে, এই প্রস্তাবের কোন প্রকার নৈতিক সমর্থন থাকিতে পারে না, কিন্তু তাঁহার আপত্তি সভায় অগ্রাহ্য হয়।

শ্রীযুক্ত আর, পি, মুখার্জ্জি বলেন যে, কলিকাতায় শীঘ্রই বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার প্রবর্তন হইবে। এই বৎসর এই জন্য ২০টি বিদ্যালয় খোলা হইয়াছে ও শীঘ্রই ৯নং ওয়ার্ডে ৪টি বিদ্যালয় খোলা হইবে। তথায় প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতা-মূলক হইবে।

মিঃ এইচ, কে, বসুর প্রশ্নের উত্তরে ডাঃ জে, এন, মৈত্র বলেন যে বর্ষা শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত পরিস্রুত জলে ক্লোরিণ মিশ্রিত করা হইবে।

মেয়রের প্রস্তাব অনুসারে এই ঠিক হয় যে, মিউনিসিপাল স্কোয়ারসমূহে টেনিস খেলিবার প্রত্যেক ক্লাবকে প্রতি কোর্টের জন্য প্যাভিলিয়ান বাঁধিলে বৎসরে ৩০ টাকা ও প্যাভিলিয়ন না বাঁধিলে ১০ টাকা কর দিতে হইবে।

ছাত্রের দণ্ড

নোয়াখালির ৩০শে আগষ্টের সংবাদে প্রকাশ 'সন্দ্বীপে'র ম্যাট্রিক ছাত্র ১৬ বৎসর বয়স্ক শ্রীমান [illegible]চন্দ্র পাল সামান্য সামান্য ঝগড়া বিবাদের সময় কুমিল্লা কলেজের বি, এস, সি শ্রেণীর ছাত্র নির্ম্মলেন্দু রায়চৌধুরীকে ছুরী দিয়া আহত করিয়া তাহার প্রাণহানি ঘটাইবার অভিযোগে দণ্ডবিধির ৩০৪ ও ৩২৬ ধারা অনুসারে অভিযুক্ত হইয়াছিল। দায়রা জজ জুরীর সহিত একমত হইয়া তাহাকে ১৮ মাসের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়া-ছেন।

আফগান বিপ্লব

সিমলার ২রা সেপ্টেম্বরের সংবাদে প্রকাশ, গার্দ্দেজের নিকটবর্ত্তী অঞ্চলে [illegible] চলিতেছে। জেনারেল মহম্মদ সিদ্দিকের গার্দ্দেজ হইতে ৮ মাইল পূর্ব্বে [illegible] নামক স্থানে কামানসহ এক দল সৈন্য স্থাপন করিবার কথা। ঐ সৈন্য দলই শাহ মহম্মদের অধীন [illegible] খাঁয়ের [illegible] সহিত যুক্ত করিবে।

উক্ত তারিখের সংবাদে আরও প্রকাশ, [illegible] সরকার ও [illegible]দের মধ্যে এখনও সন্ধান বিদ্যমান আছে, তাহাদের প্রধান দাবী [illegible] স্বাতন্ত্র্য ও আমাদের কর্ম্মচারী নির্ব্বাচনের অধিকার; কাবুলে নিয়মতন্ত্র শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্য্যন্ত বাধ্যতামূলক সৈনিকবৃত্তি রহিত করা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২৬শে ভাদ্র শুক্রবার—১৩৩৬

সংস্কার-পদ্ধতি

সর্ব্বজীবমঙ্গল-বিধাতা শ্রীভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্র তাঁহার প্রিয়সখা অর্জ্জুনকে লক্ষ্য করিয়া জগজ্জীবকে উপদেশ দিয়া রাখিয়াছেন যে, 'হে অর্জ্জুন, তুমি আমার পরমাত্মীয়, অতএব তোমাকে তোমার হিতের জন্য পরিশেষে সর্ব্বগুহ্যতম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপদেশ দিতেছি,—তুমি মদ্গতচিত্ত হইয়া মদ্ভক্ত, মদ্‌যাজী এবং মৎশরণাগত হও, তাহা হইলে আমাকে নিশ্চয়ই পাইবে। তুমি আমার অত্যন্ত প্রিয়, এইজন্য আমার এই প্রতিজ্ঞা-বাক্য তোমাকে বলিলাম।

ভক্ত্যুন্মুখি-সুকৃতি-সম্পন্ন বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি 'পূর্ব্বপরয়োর্মধ্যে পরবিধির্বলবান্' এই ন্যায়ানুসারে পূর্ব্ববিধি বেদ-ধর্ম্ম, কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগাদির অভিধেয়ত্ব কথিত হইলেও পরবিধি কৃষ্ণভক্তিরই একমাত্র অভিধেয়ত্ব স্বীকার করেন। শ্রীভগবানের এই সর্ব্বশেষ আজ্ঞা যে 'কৃষ্ণে ভক্তি করিলেই সকল কর্ম্ম কৃত হয়,' ইহাতে সুদৃঢ় নিশ্চয়াত্মক বিশ্বাসের নামই ভক্ত্যধিকার-দায়িনী শ্রদ্ধা। এইরূপ শ্রদ্ধার উদয় হইতেই জীবের সাধুসঙ্গ লাভ হয়। অন্তরঙ্গ সাধুসঙ্গই সদ্‌গুরুপাদাশ্রয়। গুরুপাদাশ্রয় হইতে জীবের পঞ্চসংস্কার ও তজ্জনিত ভজনক্রিয়া লাভ হয়, ভজন-ক্রিয়া হইতে জীবের সমস্ত অনর্থ নিবৃত্ত হইতে থাকে, অনর্থ-নিবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে জীবের পূর্ব্বলব্ধ শ্রদ্ধা নিষ্ঠারূপে পরিণত হয়; নিষ্ঠা হইতে রুচি, রুচি হইতে আসক্তি, আসক্তি হইতে ভাব ও ভাব হইতে প্রেম হয়। ইহাই সাধনক্রম। অতএব কৃষ্ণপ্রেমধনলিপ্সু জীবমাত্রেরই গুরুপাদাশ্রয় পূর্ব্বক পঞ্চসংস্কার লাভ অত্যাবশ্যক। পঞ্চসংস্কারই সমস্ত ভজনক্রিয়ার মূল। শাস্ত্র বলিয়াছেন—

অবাপ্ত পঞ্চসংস্কারো লব্ধ দ্বিবিধভক্তিকঃ।
সাক্ষাৎ কৃত্য হরিং তস্য ধাম্নি
নিত্যং প্রমোদতে॥

অর্থাৎ পঞ্চসংস্কার-প্রাপ্ত ব্যক্তি দ্বিবিধ ভক্তি লাভ করিয়া শ্রীহরির নিত্যধামে নিত্যানন্দ লাভ করেন। সংস্কার ব্যতীত যে-ভজন, তাহা সাধু-শাস্ত্র-সম্মত পন্থা নহে, সুতরাং তাহা উৎপাতেরই কারণ হইয়া থাকে। যেহেতু, শাস্ত্র বলিতেছেন—

শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণাদি-পঞ্চরাত্রবিধিং বিনা।
ঐকান্তিকী হরের্ভক্তিরুৎপাতায়ৈব
কেবলম্॥

অর্থাৎ শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ, ইতিহাস-পঞ্চরাত্র প্রভৃতি সাত্বত শাস্ত্রবিধি উপেক্ষা করিয়া যাঁহারা ঐকান্তিকী হরিভক্তি-যাজন-চেষ্টা প্রদর্শন করেন, তাঁহাদের তাদৃশী প্রচেষ্টা কেবল উৎপাতেরই কারণ হইয়া থাকে। গীতাও বলিতেছেন—

যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ত্ততে কামচারতঃ।
ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং
গতিম্॥

অর্থাৎ যিনি শ্রুতিস্মৃতিপুরাণেতিহাস-পঞ্চরাত্রাদি শাস্ত্রবিধি উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক স্বেচ্ছাচারে রত হন, তিনি কর্ম্মসিদ্ধি বা পরানন্দ বা পরাগতি লাভ করিতে পারেন না; সুতরাং শাস্ত্র-বাক্য অবশ্যই পালনীয়। স্মৃতিশাস্ত্রে পঞ্চসংস্কার সম্বন্ধে এইরূপ উক্ত হইয়াছে,—

তাপঃ পুণ্ড্রং তথা নাম মন্ত্রো যাগশ্চ
পঞ্চমঃ।
অমী হি পঞ্চসংস্কারাঃ পরমৈকান্তি-
হেতবঃ॥

অর্থাৎ তাপ, পুণ্ড্র, নাম, মন্ত্র, যাগ—এই পাঁচটীকে পঞ্চ-সংস্কার বলে। ইহারাই পরমা ঐকান্তিকী ভক্তির হেতু স্বরূপ। শ্রদ্ধাবান্ জীব পঞ্চসংস্কার লাভের একান্ত প্রয়োজনীয়তা বুঝিয়া সৎসাম্প্রদায়িক সদ্‌গুরু সকাশে আগমন পূর্ব্বক দীক্ষা-প্রার্থী হন; যেহেতু সম্প্রদায় বিহীনা যে মন্ত্রাস্তে বিফলা মতাঃ। গুরুদেব শিষ্যের সচ্ছ্রদ্ধা লক্ষ্য করিয়া শিষ্যের অঙ্গসংস্কারোদ্দেশে তাপ ও পুণ্ড্র সংস্কারের বিধান করেন। কোন কোন সম্প্রদায়ের শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম-চিহ্ন তপ্তলৌহদ্বারা শিষ্যের শরীরে যথাস্থানে অঙ্কিত করা হয়। কোন কোন সম্প্রদায়ে হরিনামাদি মুদ্রা চন্দনদ্বারা অঙ্কিত করা হইয়া থাকে। শ্রীগৌড়ীয়-সম্প্রদায়ে এইরূপ শীতল মুদ্রার বিধান আছে। ঊর্দ্ধপুণ্ড্র বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের পুণ্ড্র বলিয়া স্বীকৃত হয়। ত্রিপুণ্ড্রাদি অবৈষ্ণব সম্প্রদায়ে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যে নানাবিধ ঊর্দ্ধপুণ্ড্রের ব্যবস্থা দৃষ্ট হইয়া থাকে। 'যে সম্প্রদায়ের যে পুণ্ড্র, সেই সম্প্রদায়ের তাহাই স্বীকার্য্য।' শ্রীনাম—তৃতীয় সংস্কার। শ্রীগুরুদেব কৃপা পূর্ব্বক শিষ্যের কর্ণে মহামন্ত্র হরিনাম অর্পণ করেন। সেই নাম শিষ্য অহরহ জপ করেন। মন্ত্র—চতুর্থ সংস্কার। শ্রীগুরুদেব শিষ্যকে শ্রদ্ধালু দেখিয়া কৃপা পূর্ব্বক দীক্ষামন্ত্র প্রদান করিয়া থাকেন। যাগই—পঞ্চম সংস্কার। প্রাপ্তমন্ত্র দ্বারা শ্রীশালগ্রাম শিলা বা শ্রীমূর্ত্তির অর্চ্চন বিধানের জন্য শিষ্যকে শিষ্টাচার-সম্মত-অনুসারে যে উপনয়ন সংস্কার প্রদান করা হয়, তাহাই যাগ। পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষায় দীক্ষিত জনগণের শ্রৌত বা সাবিত্র্য সংস্কার দৈক্ষসংস্কারের অন্তর্গত, ইহাই জানিতে হইবে।

একায়নশাখিগণ সবনযজ্ঞাধিকারোপযোগী সাবিত্রসংস্কার দৈক্ষসংস্কারেরই অন্তর্গত জানিয়া ঐ প্রকার শ্রৌতসংস্কার গ্রহণকে নিম্নকর্ম্মাধিকার-জ্ঞানে তাহা হইতে বিরত হন। এজন্য অনেক উন্নতাধিকারী বৈষ্ণব বাহ্যে যজ্ঞোপবীতাদি চিহ্ন ধারণের কোন আবশ্যকতা মনে করেন না; কিন্তু যেস্থলে তাঁহাদের শ্রেষ্ঠতা উপলব্ধি করিতে অসমর্থ হইয়া কর্ম্ম-জ্ঞানাদি-পন্থাবলম্বিগণ তাঁহাদের অনধিকার নির্দ্দেশ করেন, সেস্থলে তত্তদধিকারিগণকে বৈষ্ণবাপরাধ হইতে রক্ষা করিবার জন্য বাজসনেয়ি শাখান্তর্গত কাত্যায়নাদি গৃহ্য-সূত্রাবলম্বনে শ্রৌতপন্থা গ্রহণ করা নিতান্ত আবশ্যক হইয়া পড়ে। বাজসনেয়িশাখা প্রভৃতিতে বৈদিক অনুষ্ঠানের মধ্যে দৈক্ষ্যজন্মের অব্যবহিত পরবর্ত্তিকালে সাবিত্র্য জন্মের প্রথা প্রচলিত আছে।

কেহ কেহ মনে করিয়া থাকেন, যাঁহাদের প্রেমলাভ হইয়াছে, তাঁহাদের সংস্কারের প্রয়োজন নাই। ইহা সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক ধারণা। বদ্ধজীব ভগবদ্বৈমুখ্যক্রমে এতদূর স্বস্বরূপবিকৃতি লাভ করিয়াছেন যে, পুনঃসংস্কার লাভ ব্যতীত কখনই তিনি স্বরূপ লাভ করিতে পারেন না। সংস্কারই স্বস্বরূপ-জ্ঞান-লাভের পরম উপায়। সংস্কার ব্যতীত যদি কাহারও বিকৃতি দূর না হয়, তাহা হইলে জানিতে হইবে, পূর্ব্বজন্মে গুরুকৃপা-ক্রমে তাঁহার সংস্কার লাভ হইয়াছে, সেই সংস্কারবশতঃ স্বরূপ লাভদ্বারা বিশুদ্ধ প্রেমোদয় হইয়াছে। অথবা কোন ভগবানের অচিন্ত্য শক্তি-ক্রমে ভগবৎ-কৃপাদ্বারা অলক্ষিতে সংস্কৃত হইয়াছেন। মোটকথা কোনক্রমেই সংস্কার অস্বীকৃত হইতে পারে না। তবে মুক্তজীবের কথা স্বতন্ত্র, তাঁহাদের কখনও স্বরূপাদর্শন্বৃতি হওয়ায় প্রপঞ্চযাত্রা-স্থানে তাঁহাদের সম্বন্ধে কোন সংস্কার নাই। তাই বলিয়া তাঁহারা সংস্কারের প্রয়োজন নাই—একথা বলেন না, বরং নিজেরা সংস্কার গ্রহণ করিয়া বদ্ধজীবের মঙ্গলের জন্য আদর্শস্থানীয় হন। প্রাপঞ্চিকবিকারগ্রস্ত বদ্ধজীবের সংস্কার ব্যতীত কখনও ভূতশুদ্ধি সম্ভব নহে। ভূতশুদ্ধি না হইলে জীব ভগবৎসেবায় সম্পূর্ণ অযোগ্য থাকেন। অনেক ধর্ম্মসম্প্রদায়ে অনেক প্রকার সংস্কার-পদ্ধতি দৃষ্ট হইয়া থাকে, কিন্তু আর্য্যধর্ম্মের সারভূত বৈষ্ণবধর্ম্মের সংস্কার-পদ্ধতিই সর্ব্বাপেক্ষা নির্ম্মল ও সম্পূর্ণ পদ্ধতি।

তবে যদি পূর্ব্বপক্ষ হয়, বৈষ্ণবধর্ম্মের সংস্কার-পদ্ধতি এত উৎকৃষ্ট হইলে তদ্ধর্ম্মাবলম্বিগণ এত ব্যভিচার-রত হন কেন? তদুত্তরে বলা যায়, সংস্কার-পদ্ধতির তাৎপর্য্য না বুঝিয়া নামমাত্র তাহা পালন করিলে, তদ্দ্বারা বদ্ধজীবের কী উন্নতি পরিলক্ষিত হইতে পারে? চোর তাহার স্বকার্য্য সাধনের জন্য সাধুর বেশ গ্রহণ করিলেও সে তাহাকে সাধু হইতে হইবে না। সেই সাধুর বেশও নিন্দনীয় হইবে, তাহার কোন অর্থ নাই। প্রকৃত সদ্‌গুরুপাদাশ্রয়ে আসিয়া গুরুদেবের নিকট হইতে সংস্কার-তাৎপর্য্য বুঝিয়া সংস্কার গ্রহণ-ফলে অচিরেই বদ্ধজীবের বিকৃত ভাব ঘুচিয়া প্রেমলাভের যোগ্যতা উদিত হইতে পারে। সংস্কারের চিহ্ন ধারণ করিয়া অধুনা বহু ব্যক্তিকে কদাচাররত দেখা যাইতেছে বলিয়া সংস্কার-পদ্ধতিকে গর্হণ করা কোন ক্রমেই বুদ্ধিমানের কার্য্য নহে। পাঠকগণের ধৈর্য্যচ্যুতির ভয়ে আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধ আর অধিক বিস্তৃত করিবার সাহস পাইলাম না। পরবর্ত্তী-প্রবন্ধসমূহে সংস্কার-পদ্ধতির শ্রৌত-তাৎপর্য্য বর্ণন করিবার প্রয়াস পাইব।

আদিপুরাণ

(৫)

(পণ্ডিত শ্রীপাদ নন্দলাল বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ, বি, এ)

শ্রীসূতগোস্বামী কৃষ্ণভক্তের লক্ষণাবলী বিবৃত করিলেন—কৃষ্ণভক্তগণ কদাপি স্বর্গ, অপবর্গ, ব্রহ্মলোক, ধরেশত্ব বা মুক্তিও আকাঙ্ক্ষা করেন না। ভক্তগণ শ্রীহরির এতাদৃশ প্রিয় যে সতত বক্ষঃস্থিতা লক্ষ্মীদেবীও তাদৃশ প্রেমাস্পদ নহেন। চতুর্দ্দশ ভুবনে সেবকগণ স্বামীকে রক্ষা করিয়া থাকে, কিন্তু হরি সর্ব্বজগতের স্বামী হইয়াও সেবকগণের রক্ষা বিধান করেন।

ঋষিগণ প্রশ্ন করিলেন—কাহারা ভক্ত? তাহাদের ক্রিয়া, লক্ষণ ও ভজন কিরূপ? শ্রীসূত বলিলেন ভক্তগণ কৃষ্ণৈকশরণ, শমস্থ, সাধু ও সজ্জনাশ্রয়। সতত মুরারির যশঃ শ্রবণ, বর্ণন ও স্মরণ করিয়া থাকেন, যাঁহারা কলত্র, গৃহ, পুত্র, বিত্ত, [illegible] এমনকি প্রাণপর্য্যন্ত পরিত্যাগ [illegible] ভগবদাশ্রয় প্রাপ্ত হইয়াছে [illegible] কি প্রকারে তাঁহাদিগকে [illegible] পারেন। যাঁহারা অহর্নিশ [illegible] হরি ব্যতীত অন্য [illegible] জানেন না, তাঁহারাই [illegible] তাঁহারা শ্রীহরির নিমিত্তই [illegible] গৃহ, অপত্য ও গৃহকার্য্যাদি পালন করেন, পরস্পর কৃষ্ণকথার আলাপ, শ্রবণ প্রভৃতি দ্বারা কালযাপন করেন; বাক্যদ্বারা হরির লীলাগান, কর্ণদ্বারা যশঃ শ্রবণ, [illegible]

চক্ষুদ্বারা রূপদর্শন, নাসিকা সাহায্যে নির্মাল্যাদির গন্ধাঘ্রাণ এবং অঙ্গদ্বারা পদ্মকালিঙ্গন করিয়া পাদোদক পানে অন্তরে বিশিষ্টরূপে তৃপ্তিবোধ করেন, তাঁহারা নিজাই মনোমধ্যে শ্রীচরণে, উদরে নৈবেদ্য, ভালদেশে নির্মাল্যচন্দন, মস্তকে তুলসীদল ধারণ করেন। ভক্তগণের এইরূপ ক্রিয়াই নয়নগোচর হইয়া থাকে

হরিজনের লক্ষণ শ্রুতি ও পুরাণ প্রসিদ্ধ; তাঁহারা সেই বৈষ্ণব-চিহ্নগুলি সর্ব্বদা ধারণ করিয়া থাকেন। ক্ষিপ্ত, অবমানিত, প্রহৃত, তাড়িত বা পীড়িত হইলেও তাঁহারা কদাপি বিরক্ত হন না। সর্ব্বের হিতাচরণ করাই তাঁহাদের স্বভাব। লক্ষণ করুন, দীনবৎসল, সর্ব্বভূতে অনুকম্পী ও লোক-পাবন। সর্ব্বক্ষণ বিষ্ণুর বিমল ভজনেই নিরত থাকেন। ভজন অপেক্ষা অন্য কোন কার্য্যই তাঁহারা পুরুষার্থ বলিয়া গণ্য করেন না। যোগ, সাংখ্যজ্ঞান, দান, তপস্যা, ইষ্টাপূর্ত্ত দ্বারা লব্ধ ঐহিক ও পারলৌকিক ফললোভ পুনঃ পতন অবশ্যম্ভাবী চিন্তা করিয়া তাঁহারা আনন্দ বোধে দূরে বর্জ্জন করেন। বিষ্ণুভজনই একমাত্র সুখকারণ—ইহাই পরম ধর্ম্ম ও সর্ব্বোত্তম বিধি—ইহাই তাঁহাদের দৃঢ় প্রত্যয়। কায়মনোবাক্যে হরিসেবাদ্বারাই জীবের ঐহিক মঙ্গল ও জীবন মঙ্গলময় হইয়া থাকে। শ্রীহরির গুণবর্ণনকারিণী বাণী, তৎকর্ম্মপরায়ণ করযুগল, বিষ্ণুস্মরণকৃৎ চিত্ত, তদীয় দর্শনে উৎসুক নেত্রযুগ, তৎকথায় আসক্ত কর্ণদ্বয়, নির্ম্মাল্যের গন্ধ-গ্রাহিকা নাসিকা এবং বিষ্ণু পাদোদক সেবাপর শরীরই কেবল সার্থক। বিধাতা অতি যত্নের সহিত শ্রীহরির নমস্কারার্থ মস্তক নির্ম্মাণ করিয়াছেন। কিন্তু তাহা দেবকীনন্দনের পাদসরোজে স্পৃষ্ট না হইলে কেবল ভারসদৃশ হয়। যে জিহ্বা হরির নামগুণাদির উচ্চারণ করে না তাহা ভেকজিহ্বা তুল্য। কর্ণযুগল কুণ্ডলাদিশোভিত থাকিলেও হরিলীলা-শ্রবণবিমুখ হইয়া কেবল ছিদ্রগহ্বর বিশেষে পর্য্যবসিত হয়। শ্রীকৃষ্ণের নিখিলসৌন্দর্য্যময় শ্রীরূপ দর্শনাভাবে লোচনযুগল ময়ূরপুচ্ছ সদৃশ হয়। পাদদ্বয় হরিক্ষেত্রে গমন না করিলে বৃক্ষমূল-সদৃশ এবং হরির পরিচর্য্যায় বিমুখ করদ্বয়ও অন্ধ জানিবেন এইরূপে বিষ্ণুতে নিখিল ইন্দ্রিয় সমর্পণকারী ভক্তের পৃথিবীতে জন্ম সফল; পক্ষান্তরে বিষয়াসক্ত অন্য জনগণের জন্ম বৃথা।

জন্মাষ্টমী ও নন্দোৎসব

আমদাবাদ, ৩ ডাং প্রপন্নাশ্রম—বর্দ্ধমান জেলার আমদাবাদ গ্রামস্থ প্রপন্নাশ্রমে শ্রীশ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী মহা সমারোহের সহিত সুসম্পন্ন হইয়াছে। উক্ত দিবসে মঠাধ্যক্ষ শ্রীপাদ নবগোপাল ব্রহ্মচারী শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ করেন। শ্রীপাদ হরেকৃষ্ণ দাসাধিকারী প্রভৃতির চেষ্টায় উৎসবটি আরও সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছিল। মধ্যরাত্রে ঢাক, ঢোল, কাঁসর ঘণ্টা শঙ্খ প্রভৃতি নানাবিধ বাদ্যভাণ্ড বাদন, নামসঙ্কীর্ত্তন, শ্রীশ্রীবিনোদ-কৃষ্ণ জিউএর যথাবিধি অর্চ্চন, ভোগরাগ ও তৎপরে নিবেদিত সমাবৃত মিষ্টান্ন সমবেত ব্যক্তিদিগকে বিতরণ করা হইয়াছিল।

পরদিন প্রাতে নন্দোৎসবেও সমাগত ভক্ত সাধারণকে প্রচুর প্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছিল। ভক্তগণ মহোল্লাসে শ্রীকৃষ্ণগুণগান করিয়াছিলেন। ইতি ২৬ ভাদ্র বিনীত নিবেদক—শ্রীশক্তিপদ রায় হেডমাষ্টার আমদাবাদ এম, ই স্কুল।

বালিয়াটী গদাইগৌরাঙ্গ মঠ—

গত ১২৩ ভাদ্র বুধবার দিবস শ্রীশ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী উপলক্ষে ঢাকা জেলার বালিয়াটি গ্রামস্থ শ্রীশ্রীগদাইগৌরাঙ্গমঠের মঠাধ্যক্ষ শ্রীপাদ লোকনাথ ব্রহ্মচারী প্রভু শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা আরম্ভ করিয়া দিয়াছিলেন। তাহারপর ঐস্থানীয় জমিদার শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন রায় চৌধুরী, শ্রীযুক্ত কামিনীমোহন রায় চৌধুরী, শ্রীযুক্ত মনোমোহন রায় চৌধুরী ও ডাক্তার শ্রীকাঙ্গদাস মহাশয় উক্ত শ্রীমঠে অহোরাত্র শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তন ও শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ করিয়াছিলেন সন্ধ্যার পর মঠাধ্যক্ষ শ্রীপাদ লোকনাথ ব্রহ্মচারী প্রভু শ্রীমদ্ভাগবত দশম স্কন্ধ হইতে শ্রীকৃষ্ণের-জন্মলীলা পাঠ ও সুসিদ্ধান্ত পূর্ণ ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন গ্রামের বিশিষ্ট ও শিক্ষিত অনেক ভদ্র মহোদয় শ্রীমঠে আসিয়া উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। নিশারাত্রে শ্রীকৃষ্ণের অভিষেক ও ভোগারাত্রিক হইয়াছিল তৎপর দিবস শ্রীমঠে নন্দোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, এই উপলক্ষে প্রচুর পরিমাণ মহাপ্রসাদ অকাতরে বিতরণ এবং মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তিত হইয়াছিল। স্থানীয় সুপ্রসিদ্ধ জমিদার শ্রীযুক্ত রাইমোহন রায় চৌধুরী মহাশয় শ্রীমঠে উপস্থিত হইয়া সমস্ত পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছিলেন। ইতি—বৈষ্ণব-দাসানুদাস শ্রীসুধাকান্ত মিত্র বি শিক্ষক, বালিয়াটি, ১৪ই ভাদ্র ১৩৩৬।

শ্রীসনাতনগৌড়ীয় মঠ—

সনাতনশক্তিক্ষেত্রে কাশীস্থ শ্রীসনাতন শ্রীগৌড়ীয়মঠে গত ১২ই ভাদ্র বুধবার শ্রীশ্রীকৃষ্ণের-জন্মাষ্টমী মহোৎসব ও তৎপর দিবস শ্রীনন্দোৎসব • যথাবিধি মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে। ব্রহ্মচারী জানকীনাথ শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থ হইতে অচিন্ত্যপূর্ব্ব ব্যাখ্যা সমবেত ভক্তগণকে শ্রবণ করাইয়া মগ্ন করিয়াছিলেন। গৌরবিহিত কৃষ্ণকীর্ত্তনে শ্রীমঠ মুখরিত হইয়াছিল। কাশীবাসী মনে করিয়াছিলেন, আবার বুঝি শ্রীচৈতন্যের শিক্ষামৃতধারা-বর্ষণপ্রভাবে মায়াবাদমরুসদৃশ কাশীতে প্রেমের বান ডাকিল। নন্দোৎসবও মহাসমারোহে সু-সম্পন্ন হইয়াছে। বহু কাশীবাসী মহাপ্রসাদ-সেবা করিয়া প্রাণকৃষ্ণয়ের সুযোগ পাইয়াছেন

শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ—

মেদিনীপুর জেলার-বাসুদেবপুর গড় চিরুলিয়া গ্রামস্থ শ্রীভাগবত জনানন্দমঠে জন্মাষ্টমী মহোৎসব ও নন্দোৎসব যথাবিধানে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। শ্রীপাদ ভগবানদাস ব্রজবাসী প্রভু সমাগত-জনগণকে অহর্নিশ হরিকথামৃত পান করাইয়া কৃতার্থ করিয়াছেন। চিরুলিয়া ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী গ্রামবাসী বহুলোক মহাপ্রসাদ সেবন করিয়া ধন্য হইয়াছেন। স্থানীয় জমিদার শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ পাহাড়ী এবং তাঁহার ভ্রাতা হেমাঙ্গ বাবু প্রভৃতি বহুসজ্জন মহাপ্রভু দর্শনে শ্রীমঠে আসিয়াছিলেন। গণেশ্বরপুরের বহু অধিবাসী কৃষ্ণকীর্ত্তনানন্দে যোগদান করিয়াছিলেন।

কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠে

শ্রীশ্রীনন্দোৎসব

শেষ রাত্রি হইতে মুষলধারে বৃষ্টিপাত আরম্ভ হইয়াছিল, প্রাতে কয়েক ঘণ্টা কাল আকাশ পরিষ্কার হইয়া ইন্দ্রদেব ভক্তবৃন্দের গৃহে মহোৎসব-উদ্বৃত্ত মহাপ্রসাদাদি প্রেরণের সাহায্য করিয়াছিলেন। শ্রীনন্দোৎসবের আয়োজন পূর্ণ উৎসাহে চলিতে থাকিল। দিনের প্রথমাদ্ধ বৃষ্টি ও সূর্য্যালোক অনিশ্চিত ভাবে নন্দোৎসবের সেবা করিতে লাগিল। অপরাহ্ণ হইতে আকাশমণ্ডল নির্ম্মল অবস্থা ধারণ করিল। ইষ্টগোষ্ঠী ও হরিকথায় দিবসের অবশিষ্টাংশ অতিবাহিত হইল। সন্ধ্যা আরাত্রিকের পর সংকীর্ত্তনমুখে শ্রীপাদ যাদবানন্দপ্রভু শ্রীমহাপ্রভুর দান সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা প্রায় ২ঘণ্টা করিলেন, তৎপর উদ্দণ্ড কীর্ত্তন অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। বহু শ্রোতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন এবং শ্রীমঠে বিচিত্র চতুর্ব্বিধ-রস সমন্বিত মহাপ্রসাদ সেবা করিয়া ধন্য হইয়াছিলেন। শ্রীনন্দ মহারাজের আনন্দের স্মৃতি ভক্তবৃন্দের হৃদয়ে উদিত হইয়া আবাল বৃদ্ধ-বনিতাকে শ্রীশ্রীনন্দ-যশোদার সেবক রূপে নিযুক্ত করিয়াছিল

শিক্ষিতের পরিচয়

(শ্রীপাদ কিশোরীমোহন দাসাধিকারী সাহিত্য ভূষণ, পুরাণরত্ন)

সেদিন মফঃস্বলের কোন প্রাচীন সহরের অনৈক নেতৃপরিচয়াকাঙ্ক্ষী পাশ্চাত্য নামা প্রবীণ শিক্ষিতাভিমানী ব্যক্তি বলিতেছিলেন, "মহাশয়, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা স্বয়ং ভগবানের 'মুখ-নিঃসৃত উপদেশ' কিম্বা "শ্রীমদ্ভাগবত মহর্ষি কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন ব্যাসদেবের লেখা" এ সব কথা আজকালকার শিক্ষিত সমাজে আর চলবে না। অর্থাৎ ভগবানের কি আর হাত পা মুখ ছিল, না আছে যে তিনি গীতা-গ্রন্থোক্ত উপদেশগুলি বিবৃত করিয়া গিয়াছেন? অথবা শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া কোনও ব্যক্তি বিশেষ তাঁহাকে ভগবানই বলুন আর যাই বলুন, শত্রু-সঙ্কুল যুদ্ধক্ষেত্রে রথের উপরে বসিয়া অবসন্ন অর্জ্জুনের হৃদয়ে উত্তেজনা সঞ্চারের জন্য যদিইবা দুটো উপদেশ দিয়া থাকেন তখন এমন কে রিপোর্টার বসিয়াছিলেন যিনি সাত সাত শত শ্লোক লিখিয়া লইয়া গ্রন্থাকারে প্রকাশ করিয়াছেন? আর সেই তীর ধনুকের যুগে অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রের নিকটে রাজধানীতে বসিয়া সঞ্জয় কোন বাক্তাধ্বংস যন্ত্র সাহায্যে বহু দূরবর্ত্তী যুদ্ধক্ষেত্রের যাবতীয় কথোপকথন শ্রবণ করিয়া লিখিয়া রাখিয়াছিলেন? এই সব কাহিনী নিতান্তই অবিশ্বাস্য। কিম্বা কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদেব—তিনি যত বড়ই শক্তিশালী লেখক হউন না কেন লক্ষ লক্ষ শ্লোকাত্মক অষ্টাদশ সংখ্যক মহাপুরাণ, লক্ষ-শ্লোকাত্মক মহাভারত এবং পরিশেষে শ্রীমদ্ভাগবত রচনা করিয়া গিয়াছেন, এই সব কথা পাশ্চাত্য জ্ঞানালোকদৃপ্ত শিক্ষিত সমাজে চালাইতে যাওয়া ধৃষ্টতা মাত্র। চলুক আর নাই চলুক আমাদের মত বর্ত্তমান শিক্ষাভিমানী ব্যক্তিগণের মধ্যে হাজার করা নয়শত নিরানব্বই জনই এই প্রকার শিক্ষার পরিচয় প্রদান করিয়া থাকি। আমরা যদি কিঞ্চিৎ নিরপেক্ষভাবে ইহার কারণানুসন্ধান করিতে যাই, তাহা হইলে বুঝিতে পারিব, আমরা আমাদের অক্ষজজ্ঞানমাত্র সম্বল করিয়া সব কথারই বিচার করিতে যাই; তাই অপৌরুষেয় বেদবাণীকে 'চাষার গান' স্থির করি, স্মৃতি-সংহিতাকার ঋষিগণ ত্রিকালদর্শী ছিলেন না, তাৎকালিক সমাজ শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য সামাজিক আইন প্রণয়ন করিয়াছিলেন মাত্র মনে করি, কখনো বা এই সব আইন কানুনের মধ্যে যেটুকু আমার ভোগবাসনানলে ইন্ধন যোগাইতে পারে—সেইটুকুকে স্বীকার করিয়া অপরাংশকে প্রক্ষিপ্ত বলিয়া উড়াইয়া দিতে চেষ্টা করি। পুরাণের গল্পগুলিকে ঠাকুরমার ঝুলি বা আরব্য উপকথার সমান জ্ঞান করি, কখনো বা বিভিন্ন পুরাণগুলির মধ্যে ভাষা ও রচনানৈপুণ্যের পার্থক্য আবিষ্কার করিয়া সেগুলি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস-প্রণীত নহে বলিয়া বিজ্ঞতা প্রকাশ করি। আবার সমালোচক সাজিয়া যখন শ্রীমদ্ভাগবত পড়িতে যাই তখন ভাগবতের যে কথাগুলি বুঝিতে পারি না সেগুলির অলঙ্কারিক আজগুবি আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করিয়া বলি অথবা

শেষে উপায়ান্তর না দেখিয়া প্রক্ষিপ্ত বলিয়া উড়াইয়া দিই। আবার যে কথাগুলি বুঝিতে পারিয়াছি বলিয়া মনে করি তাহার সহিত আমার উচ্ছৃঙ্খল চিন্তাধারার খাপ খায় না বলিয়া ভাগবতের প্রতি আমি আদৌ সহানুভূতি প্রকাশ করিতে পারি না। কিন্তু হায় আমি একবারও বুঝিতে পারি না যে, আমি কিছু না পড়িয়াই একেবারে পণ্ডিত সাজিয়া বসিয়াছি, একবারও ভাবি না যে কূপমণ্ডুকের ন্যায় ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থাকিয়া আমি আমার সঙ্কীর্ণ বুদ্ধির বড়াই করিতেছি। যদি কোন দিন শ্রীগীতার অভ্যন্তরস্থ প্রকৃত জ্ঞান লাভের উপদেশ শিরোধার্য্য করিয়া প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবাবুদ্ধি-সহকারে বৈষ্ণব সদ্গুরু-চরণপ্রান্তে, উপনীত হইয়া শ্রীমদ্ভাগবত-শ্রবণেচ্ছু হইয়া প্রথম ছইটি শ্লোক মাত্র অধ্যয়ন করিবার সৌভাগ্য লাভ করিতাম, তাহা হইলে আমার যাবতীয় শিক্ষা, যাবতীয় জ্ঞান, যাবতীয় অহমিকা নিমেষে শুষ্ক হইয়া যাইত।

তখন বুঝিতে পারিতাম এই শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থ আমাদের ন্যায় ইন্দ্রিয়দাসগণের ভোগানলে ইন্ধন যোগাইবার জন্য রচিত হয় নাই। ইহাতে নির্ম্মৎসর অর্থাৎ সর্ব্বভূতে দয়াবিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের জন্য ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ পর্য্যন্ত অজ্ঞানান্ধকার-প্রসূত যাবতীয় অন্যাভিলাষপুঞ্জ পরমধর্ম্ম ব্যাখ্যাত হইয়াছে। সেই ধর্ম্ম জীবের ইহ বা পরপরজন্মে যত প্রকার ক্লেশসম্ভাবনা আছে তৎসমস্তের ধ্বংসকারক, পরম কল্যাণপ্রদ এবং বাস্তব বস্তু সম্বন্ধে তত্ত্বজ্ঞান প্রদ। তখন বুঝিতে পারিতাম এই গ্রন্থ ব্রহ্মসূত্রের যথার্থ অর্থ-জ্ঞাপক, মহাভারতের তাৎপর্য্য-নির্ণায়ক, গায়ত্রীর বিস্তৃত ভাষ্য স্বরূপ এবং সমগ্র বেদের সার-সঙ্কলন-পরিপুষ্টিত। এই গ্রন্থ শ্রবণ, পঠন ও বিচার করিতে করিতে জীবের মায়াবন্ধ দূর হয়। এবং সঙ্গে সঙ্গেই পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শোক-মোহ-ভয়-নাশিনী ভক্তির উদয় হয়। আরও বুঝিতে পারিতাম ভাগবত স্বপ্রকাশ নিত্যবস্তু, মনুষ্য-রচিত প্রাকৃত গ্রন্থ নহে, ভগবৎ কৃপায় ব্যাসদেবের জিহ্বায় স্বতঃই অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, ভগবদ্ভক্ত ভাগবতের চরণে শরণ গ্রহণ ভিন্ন গ্রন্থ ভাগবতের অর্থ নিজ বুদ্ধিদ্বারা টীকা পাঠ করিয়া বোধ-গম্য হন না।

আজ না বুঝিয়া না জানিয়া না শুনিয়া জড় জাগতিক অহঙ্কারে মত্ত হইয়া দুর্ব্বুদ্ধিবশতঃ আমার সঙ্কীর্ণ অভিজ্ঞতা লইয়া দুরবগাহ ভাগবত-শাস্ত্র মাপিয়া লইতে গিয়া চিরকল্যাণ লাভের পরিবর্ত্তে জ্ঞান-বিবেকহীন মোহান্ধ-সুলভ জন্মজন্মান্তরের জন্য যমদণ্ড বরণ করিয়া লইয়াছি।

আমি জাগতিক বিচারে যত বড় পণ্ডিতই হই, মনুষ্যরচিত ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্ত্তনশীল নশ্বর আইনের মারপ্যাঁচে নশ্বর আদালতের সর্ব্বপ্রধান বিচারপতির বুদ্ধিবিপর্য্যয় করিবার ক্ষমতা ধারণ করিয়া নিজেকে যতবড়ই বুদ্ধিমান বলিয়া সাব্যস্ত করি না কেন, সত্যবস্তুর অনুশীলনে ইহার মূল্য যে অন্ধকপর্দ্দকতুল্যও গণ্য হইবেনা তাহা কিন্তু আজ মোহবশতঃ বুঝিতে পারিতেছিনা।

কলিযুগ-পাবনাবতারী শ্রীমন্মহাপ্রভু আমার মত ঘোর অজ্ঞানান্ধ ব্যক্তির উদ্ধারের জন্য স্বীয় পার্ষদ-ভক্ত রায় রামানন্দ-মুখে "কোন্ বিদ্যা বিদ্যামধ্যে সার"—প্রশ্নের উত্তরে "কৃষ্ণভক্তিবিনা বিদ্যা নাহি আর" ঘোষণা করিলেও তদ্বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞতাই আজকালকার দিনে আমাদের মত শিক্ষিতের একমাত্র পরিচয়।

শ্রীগৌড়ীয় মঠের

উৎসব তালিকা

রবিবার	২৩শে ভাদ্র	৮ই সেপ্টেম্বর		শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব
মঙ্গলবার	২৫শে	,,	১০ই	শ্রীললিতাসপ্তমী
বুধবার	২৬শে	,,	১১ই	শ্রীরাধাষ্টমী ও শ্রীরঘুনাথ-দাস গোস্বামীর আবির্ভাব
রবিবার	৩০শে	,,	১৫ই	শ্রীজীবগোস্বামীর আবির্ভাব
সোমবার	৩১শে	,,	১৬ই	শ্রীভক্তিবিনোদ প্রকটোৎসব (সাধারণ মহোৎসব)
মঙ্গলবার	১লা আশ্বিন	১৭ই		অনন্ত-চতুর্দ্দশী আবির্ভাব
বুধবার	২রা	,,	১৮ই ,,	বিশ্বরূপ আবির্ভাব মহোৎসব

দৈনন্দিন-অনুষ্ঠান

উষায়—অরুণোদয় কীর্ত্তন।

প্রাতে—শ্রীমদ্ভাগবত-পাঠ ব্যাখ্যা হরিকথা ও ইষ্টগোষ্ঠী

পূর্ব্বাহ্নে—নগর কীর্ত্তন।

মধ্যাহ্নে—মহাপ্রসাদ সম্মান।

অপরাহ্নে—হরিকথা ও সদাচার শিক্ষা।

সন্ধ্যায়—শ্রীচরিতামৃত ব্যাখ্যা।

প্রদোষে—হরিসংকীর্ত্তন ও মহাপ্রসাদ-সম্মান।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—দৈবাদুর্যোগে ও উপবাস দিবসে এই তালিকা পরিবর্ত্তন-যোগ্য।

মহতের পূজা

(শ্রীপাদ রাধামোহন ব্রহ্মচারী)

মহতের পূজাই বাস্তবিক মানুষকে মহৎ করতে পারে। মহতের উপযুক্ত সম্মান করতে না জানলে কোনও ব্যক্তি, সমাজ বা জাতি কখনও মহৎ হ'তে পারে না। মহতের পূজা, মহত্ত্বের—মহৎ গুণাবলীর প্রতি শ্রদ্ধাভক্তি ব্যতীত আর কিছুই নহে মহত্ত্বের সমাদর যেখানে নেই,—মহৎ হ'বার স্পৃহাও সেখানে একান্ত অভাব। যাকে আদরণীয় বলে গণ্য না করি, বহুমূল্যবান জ্ঞান না করি,—তাকে পাবার জন্য আমরা কখনও ব্যাকুল হই না, তার জন্য কোন প্রকার ত্যাগ স্বীকার করতেও প্রস্তুত হই না, তা' হ'তে বঞ্চিত থেকে দুঃখানুভবও করি না। এরূপ অবস্থায় যে মহত্ত্ব লাভের কোনও চেষ্টাই থাকতে পারে না এবং উন্নতি সাধন যে অসম্ভব হ'য়ে উঠে, তা আর বলতে হ'বে না। অপর দিকে আবার, সঙ্কীর্ণ ও ক্ষুদ্র বিষয় লয়ে তন্ময় থাকাতে, সে গুলোকেই আকর্ষণের বস্তু বলে মনে করাতে অধঃপতনের দিকেই গমন করে। ক্ষুদ্রের পূজা করে মানুষ ক্ষুদ্রই হ'য়ে যায়। আবার যদি ক্ষুদ্র বিষয়েই অধিকাংশ সময় আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখি, মানুষের দোষ-ত্রুটী দুর্ব্বলতাই দেখি,—হিংসা, দ্বেষ, নিন্দাতেই মেতে থাকি, তবে আমাদের হৃদয় মধ্যে কি প্রকারে মহৎ ভাবের উদয় হ'বে,—কি প্রকারে উহা শ্রদ্ধা, ভক্তি, প্রেম প্রভৃতি মহৎ ভাবগুলির আশ্রয়-স্থান হ'তে পারে? এজন্যই দেখা যায়, যে সকল জাতি মহৎ ব্যক্তিদের যত সমাদর করতে পেরেছে, তারাই তত উন্নতি লাভ ক'রেছে; আর যারা তা পারে নাই, সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষবশতঃই হোক্, অথবা অপর যে কোনও কারণেই হোক, মহতের মহত্ত্ব বিনষ্ট করবার জন্যই সচেষ্ট হ'য়েছে,—তারা আপনারাই বিনাশের পথে গমন ক'রেছে। আমরা ভাব-ভক্তি প্রধান জাতি বলে যতই গৌরব করি না কেন,—মানুষ, পশু, পক্ষী, বৃক্ষ, লতা প্রভৃতির পূজা যতই মানব-সমাজে প্রচলিত দেখা যাক না কেন, প্রকৃত মহতের পূজা, যথার্থ মহত্ত্বের ন্যায়সঙ্গত সমাদর যে আমাদের মধ্যে একান্ত বিরল, তা স্বীকার করতেই হ'বে। শাস্ত্রের শাসনকে পদদলিত ক'রে, নিজ-নিজ জড়ীয় বুদ্ধিবৃত্তিকে আশ্রয় করত মহৎ হ'বার যে প্রচেষ্টা বর্ত্তমানে জন-সমাজে পরিদৃষ্ট হ'চ্ছে, উহা যে মানুষকে মহত্ত্ব লাভের যোগ্যতাবর্দ্ধন না ক'রে ক্ষুদ্রত্ব লাভেরই সহায়ক হ'চ্ছে তা বুদ্ধিমান চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই বুঝতে পারেন।

যা কিছু সৎ, সুন্দর ও মহৎ—শুধু তার উপযুক্ত সমাদরই মানুষকে উন্নত ও মহৎ করতে পারে। আমাদের দেশে যে সকল মহাপুরুষ অবতীর্ণ হ'য়েছেন, আমরা যদি তাঁদের যথার্থ সম্মান করতে পারতাম তা হ'লে আমরা কখনও এত ক্ষুদ্র হ'য়ে থাকতাম না।

বর্ত্তমান যুগে এ দেশে যে সকল মহাপুরুষ আমাদের নিকট মহৎ-জীবনের আদর্শ রেখে গিয়েছেন, তাঁদের মধ্যে নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের আসন যে কত উচ্চে, তা আমরা ধারণা করতে সম্পূর্ণ অক্ষম। তিনিই যে সর্ব্ববিষয়ে বর্ত্তমান ভারতের পথ-প্রদর্শক, যে দিক হ'তে দেখা যাক না কেন, তাঁর জীবন সে—সকল বিষয়ের আদর্শস্থানীয়, সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত যে আর দেখা যায় না, তা একদিন সকলকে এক-বাক্যে স্বীকার করতে হ'বে। কি ধর্ম্ম, কি শিক্ষা, কি সমাজ, কি রাজনীতি এমন কোন বিষয় নেই,—যাতে তিনি নূতন পথ প্রদর্শন করেন নি; এমন কোনও ক্ষেত্র নেই, যাতে তাঁর অক্লান্ত শ্রম ও গভীর গবেষণার পরিচয় পরিলক্ষিত হয় নি।

"অদ্বয়জ্ঞান ব্রজেন্দ্রনন্দনে"র অভিন্ন-তত্ত্ব কলিযুগপাবন গুপ্তাবতার জ্ঞান-বৈরাগ্য ভক্তি-প্রেম-গুরু মহাপ্রভু শ্রীগৌরসুন্দরের প্রিয়পার্ষদ শ্রীশ্রীচিদ্বিলাস ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর অপ্রকট হ'লে পর তদীয় মনোভীষ্ট প্রচারকবর শ্রীশ্রীনিত্যানন্দাভিন্ন-বিগ্রহ প্রভুপাদ ওঁবিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর মহারাজ বর্ত্তমান কালে সর্ব্ববিষয়ে ভারতের চিন্তা-স্রোতকে 'এক-পথে' পরিচালিত করেছেন। তিনি যে মানব-জীবনের উচ্চ আদর্শ প্রদান ক'রেছেন, উহা যে ভারতকে দিন দিন চির উন্নতির পথে অগ্রসর হ'তে সমর্থ করবে, তা স্থির-নিশ্চিত। যদিও সমগ্র ভারত আজ তাঁর ন্যায়কণ্ঠে উন্নতির পথে উধাও হ'তে পারে নাই, কিন্তু অদূর ভবিষ্যতে এইরূপ দিনের আগমন প্রতীক্ষা করা কিছু দুরাশা নহে।

আসুন, আমরা আজ মহতের পূজা মহতের নিকট হ'তে শিক্ষা লাভ ক'রে কৃতার্থ ও ধন্য হই। আমাদের উক্ত কার্য্যের সাফল্যের জন্য যেন সরল চিত্তে ভক্ত ও ভগবানের নিকট [illegible] প্রার্থনা করি,—সেবাকার্য্যে আমাদের অধিকার, ফল প্রভুর হস্তে।' কেবল আমরা বলি, 'হে গুরুস্বরূপ, আমাদিগকে গুরুত্বী কর, হে দীপ্তস্বরূপ, আমাদিগকে [illegible] কর, হে বল স্বরূপ, আমাদিগকে [illegible] কর।' সঙ্কীর্ণতা এবং বিদ্বেষ [illegible] চিরকালের জন্য বিদায় [illegible] এই উদার যুগে আমাদের [illegible] মহাজনগণের সম্বন্ধে [illegible] তাঁদিগের অমূল্য উপদেশ [illegible] সেগুলো অনাদর করলে [illegible]—উহা নিজের জীবনে [illegible] ক'রতে হ'বে [illegible] এইরূপ মহতের আশ্রয়ে [illegible] পথে অগ্রসর হ'তে পারি, [illegible] উৎপর ও যত্নশীল হওয়া আমাদের একান্ত উচিত।

পর-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ).

সম্প্রতি পর বিদ্যাপীঠে নিম্নলিখিত শিক্ষণীয় বিষয়নিচয়ের অধ্যাপকের আসন-সমূহ সংস্থাপিত হইয়াছে—বিদ্যার্থিগণ আবেদন করুন।

১। সাহিত্যাসন, ২। ঐতিহ্যাসন,
৩। সম্প্রদায়বৈভবাসন, ৪। ভক্তিশাস্ত্রাসন,
৫। তন্ত্রশাস্ত্রাসন, ৬। বেদান্তাসন,
৭। একায়নাসন।

শ্রীনন্দলাল রায় বি, এ, কাব্যতীর্থ, বিদ্যাসাগর,
সম্পাদক—পরবিদ্যাপীঠ, শ্রীধাম মায়াপুর।

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

শ্রীগৌড়ীয়প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৪০৲ চল্লিশ টাকা।

২৭২৪ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে, সপ্তচত্বারিংশ খণ্ডে সূচী ছাপা হইতেছে।

৪৬শ খণ্ড গ্রন্থ নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে ১৫।৴০ সাধারণ পক্ষে ২০৸৵০। প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৶০, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ।৴০।

দশম স্কন্ধ ছাপা হইতেছে। দশম স্কন্ধের ভিক্ষা ১২৲, অগ্রিম সাধারণের পক্ষে ৮৲।

৫০ অধ্যায়পর্যান্ত নবম সংখ্যা ছাপা হইয়াছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

"শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

সম্পূর্ণ ছাপা শেষ হইল

আদি, মধ্য, ও অন্ত্যলীলা এবং সূচী ছাপা হইয়া সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছেন। যাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ১০৲ টাকা ভিক্ষার তৃতীয় সংস্করণ ৪. টাকায় না পাইয়া অপূর্ব্ব সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের জন্যই উহার ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছেন। সেই ১০৲ টাকার এই বিরাট গ্রন্থ গৌড়ীয়মঠের উৎসব অর্থাৎ আগামী ২রা আশ্বিন পর্য্যন্ত ৫৲ টাকা ভিক্ষায় দেওয়া হইবে। গ্রাহকগণ সত্বর হউন পরে আর এ সুযোগ দেওয়া হইবে না।

শ্রীচৈতন্য লীলার ব্যাস আদিকবি

শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র গ্রন্থ ৮৲ স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲

নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪॥০ টাকা

শ্রীচৈতন্য মঠের যাবতীয় গ্রন্থ

কার্য্যাধ্যক্ষ, গ্রন্থ-বিভাগ, শ্রীচৈতন্য মঠ
পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

—অথবা—

শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা
ঠিকানায় পাওয়া যাইবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—ডাকে লইলে শ্রীচৈতন্য মঠের ঠিকানায় লিখিবেন।

কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত পারমার্থিক

গৌড়ীয়

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রতি শনিবারে প্রকাশিত হয়।

অগ্রিম বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲ দিলে বৎসরে ৫০ সংখ্যা প্রাপ্য; ষাণ্মাসিক ১॥০; সাপ্তাহিক ৴০

সর্ব্বদা গ্রাহক হওয়া যায়।

বৃত্তিসহ সমগ্র

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

ভিক্ষা ২৲ টাকা। শিক্ষার্থি-ছাত্রের পক্ষে ১॥০ দেড়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীপরবিদ্যাপীঠ, শ্রীগৌড়পুর

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিম্নলিখিত মঠসমূহে প্রাপ্তব্য:—

শ্রীচৈতন্য মঠ,—পোঃ, শ্রীধামমায়াপুর, (নদীয়া)।
শ্রীগৌরগদাধর মঠ,—চাঁপাহাটি, সমুদ্রগড় পোঃ, (বর্দ্ধমান)।
শ্রীভাগবত আসন,—ভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
শ্রীগৌড়ীয় মঠ,—১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা।
শ্রীপুরুষোত্তম মঠ,— পুরী রেলওয়ে ষ্টেশনের নিকট "অমরনিবাস"
শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ,—উড়িয়া বাজার, কটক।
৭ শ্রীভাগবত মঠ,—চিরকলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।
৮ শ্রীসনাতনগৌড়ীয় মঠ,—৪নং জগজ্জীবনপুরা, কাশী, ইউ, পি।
৯ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,—ছিপিগলি, বৃন্দাবন, মথুরা, ইউ, পি।
১০ শ্রীপরমহংস মঠ,—নিমসার পোঃ, সীতাপুর, ইউ পি।
১১ শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ,—কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল, পাঞ্জাব।
১২ শ্রীমাধবগৌড়ীয় মঠ,—৯০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।
১৩ শ্রীগদাইগৌরাঙ্গ মঠ,—বালিয়াটি, ঢাকা।
১৪ শ্রীপ্রপন্নাশ্রম,—আমলাযোড়া, রাজবাঁধ পোঃ, বর্দ্ধমান।
১৫ শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ,—ডুমুরকোন্দা, চিরকুণ্ডা পোঃ, মানভূম।
১৬ শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয় মঠ,—আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী, উড়িষ্যা।

এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণের নিকটও নদীয়া-প্রকাশ প্রাপ্তব্য।

শ্রীযুক্ত জনার্দ্দন ঘোষ—বসু লজ্ ক্লে রোড, খুলনা।
২। শ্রীযুক্ত রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিরত্ন—দেওয়ানগঞ্জ, হলদিবাড়ী কুচবিহার।
৩। শ্রীযুক্ত রামরঞ্জন রায় ৭৬।২নং শ্রীগোপাল মল্লিক লেন, কলিকাতা
৪। শ্রীযুক্ত অমূল্যকুমার সরকার এম, ডি, ও, ফৈজাবাদ।
৫। মিঃ এন্ ডি, মুখার্জ্জি—এম, এম, ওয়ার্কস ৫৫ মল, কানপুর।
৬। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণবিহারী জ্যোতিভূষণ—স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া।
৭। শ্রীরাসবিহারী দাস অধিকারী, নবদ্বীপ।
৮। শ্রীবিরাজমোহন দে—মনমোহন প্রেস, নবাবপুর, ঢাকা।
৯। শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ গড়গড়ি বেড়াচাঁপা, ২৪ পরগণা।

অন্যথা না ভজে কৃষ্ণ, দুষ্ট সঙ্গ করে। পুন সেইমত মায়া পাপে ডুবি মরে।

শ্রীচৈতন্যমঠের গ্রন্থাবলী

শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুর লিখিত
ভক্তি-গ্রন্থাবলী।

উৎকৃষ্ট কাপড়ে বিলাতী ধরণে বাঁধাই স্বর্ণাঙ্কিত। চতুর্থ সংস্করণ। বিস্তারিত সূচীযুক্ত

জৈবধর্ম্ম

বাঁধাই ২৲ দুই টাকা

প্রকাশিত হইয়াছে

সনাতন ধর্ম্মশাস্ত্র বেদ, বেদান্ত, উপনিষৎ, গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত, পুরাণ, তন্ত্রাদি সকল গ্রন্থ পাঠ করিবার অবসর অতি অল্প মানবের ঘটিয়া থাকে। অনেকের যোগ্যতা না থাকায় সেই সমস্ত গ্রন্থের মর্ম্ম অবগত হইতে পারেন না। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বাঙ্গালীর এই অসুবিধা দূরীভূত করিবার জন্য এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

বিদ্যালয়ের ছাত্র বা শিক্ষকগণের বিশেষ পাঠ্য, এই হেতু শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টার বাহাদুর ইহা সমস্ত বিদ্যালয়ের জন্য অনুমোদন করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

প্রথম খণ্ড ভিক্ষা—১৲ একটাকা

যুক্তিপূর্ণ শাস্ত্রবাক্য দ্বারা প্রত্যেক মানবের নিত্য কর্ত্তব্য ও অনিত্য সাময়িক কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। গ্রন্থের প্রতি উক্তি সনাতন শাস্ত্রবাক্য দ্বারা সমর্থিত ও প্রমাণিত হইয়াছে। দেহের, মনের ও আত্মার ধর্ম্ম কি? স্বদেশ, সমাজ, নীতি, ধর্ম্ম কি? ইত্যাদি বিষয় ক্রমানুসারে এমন সুন্দরভাবে যুক্তিসহকারে আলোচিত হইয়াছে যে, প্রথম পংক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত পাঠ না করিয়া নিবৃত্ত হওয়া যায় না।

শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ভিক্ষা ৵০

ঐ প্রমাণ খণ্ড ভিক্ষা ৵০

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিহার ও লীলাভূমি নয়টী দ্বীপসমন্বিত। ০ এই নয় দ্বীপের প্রাচীন বিবরণ—প্রত্যেক দ্বীপে শ্রীমহাপ্রভুর লীলা—প্রত্যেক দ্বীপের পরিচয়, শ্রীধাম-মাহাত্ম্য—ধামাপরাধ কি? ইত্যাদি বিষয় বিশেষভাবে মনোহর ছন্দে বর্ণিত। পকেট সাইজ প্রায় ১৫০ পৃষ্ঠা।

নবদ্বীপ [illegible]

উজ্জ্বল ব্রোঞ্জ-ব্লু কালীতে উত্তম কাগজে ছাপা—শ্রীনবদ্বীপধাম দর্শনে ভাবুক দর্শনকারীর কি প্রকার ভাবের উচ্ছ্বাস হয়, তাহা এই গ্রন্থে বর্ণিত। অতি চমৎকার। ভিক্ষা চারি আনা।

শ্রীহরিনামচিন্তামণি

৸৶০ দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু শ্রীল রঘুনাথগোস্বামী প্রভুকে উপদেশচ্ছলে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিচার অতি সুন্দরভাবে বর্ণিত হইয়াছে। ইহা ছাড়া শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদিষ্ট শিক্ষা ও উপদেশ বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব-জগতে অভিনব গ্রন্থ!!
শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতি-গ্রন্থাবলী :—

শরণাগতি

পকেট সাইজ
অষ্টম সংস্করণ
ভিক্ষা ৵০ আনা

দেহ ও মনের চেষ্টা অনিত্যাসক্ত হওয়া—ইহা যখন জীব বুঝিতে পারে, তখন একমাত্র নিত্যবস্তু শ্রীভগবানের প্রতি তাঁহার কোন জাতীয় আত্মপ্রয়াসী প্রার্থনা হয় এবং শ্রীভগবানে সর্ব্বান্তঃকরণে নিষ্কপটে কি প্রকারে শরণাপন্ন হইতে হয়, ইত্যাদি বিষয়ক প্রাণস্পর্শী প্রার্থনা ও আত্মসমর্পণমূলক গান। চতুর্থ সংস্করণও প্রকাশিত হইয়াছে

ভিক্ষা প্রতি খণ্ড ৵০ এক আনা।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা—৵০, নবদ্বীপশতক—৵০
অষ্টপদক—৵০

কল্যাণকল্পতরু

পকেট সাইজ
পঞ্চম সংস্করণ
ভিক্ষা ৴১০

আমরা প্রত্যহ নূতন অভাব ও কামনার বশবর্ত্তী হইয়া পুনঃপুনঃ যে অকল্যাণকে কল্যাণ বলিয়া গ্রহণ করি এবং যাহার নিকট কল্যাণ কামনা করি, তিনি যে নিত্য বা যথার্থ কল্যাণ প্রদানে অসমর্থ এবং কোন্ বস্তু আমাদের নিত্য কল্যাণদাতা এবং কি ভাবে আমরা সেই কল্যাণলাভে সমর্থ হইব, এই সকল কথা সরল গানে লিখিত। এই গীতিগ্রন্থ বাস্তবিকই কল্যাণের কল্পতরু; যদি প্রত্যেককে নিত্যকল্যাণ প্রদানে

শ্রীল চক্রবর্ত্তি-ঠাকুরের টীকা সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠাকুর কৃত টীকা ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কৃত বঙ্গানুবাদ। টীকাকারের জীবনী, শ্লোক-সূচি, বিষয়সূচি প্রভৃতি বহু প্রয়োজনীয় বিষয় সংবলিত প্রায় ৮২৫ পৃষ্ঠা। উৎকৃষ্ট সিল্কে বাঁধাই ২৲ দুই টাকা, কাগজে বাঁধা ১৷৷০

শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ-কৃত ভাষ্য সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

কাগজ ও ছাপা উৎকৃষ্ট। সিল্কে বাঁধাই, সোণার জলে নাম লেখা রাজসংস্করণ ২৲ টাকা, সাধারণ সংস্করণ ১৷৷০, গৌড়ীয়ের গ্রাহকপক্ষে ১৷০

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি (সার্ব্বভৌমকোষগ্রন্থ)

বিষয়:—১। ভক্তিশাস্ত্রে ব্যবহৃত শব্দাবলীর অর্থ, ২। চারি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের চরিত্র, ৩। বিষ্ণুবৈষ্ণবসম্পৃক্ত শ্রীমন্দির ও শ্রীগ্রন্থের বিবরণ, ৪। বৈষ্ণবগ্রন্থ ও প্রবন্ধসমূহের রহস্য ও বিবরণ, ৫। বিষয় বিশেষের লৌকিক ও শাস্ত্রীয় আকরমূলে যথার্থ তথ্য। চারিখণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ১ম খণ্ড ৸০, ২য় খণ্ড ৸৵০, ৩য় খণ্ড ৸০, ৪র্থ খণ্ড ৷৷৵০, চারিখণ্ড একত্রে ৩৲ (৫ম খণ্ড যন্ত্রস্থ)।

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ—১ম খণ্ড ১৲ এক টাকা ২য় খণ্ড ১৲ এক টাকা—শ্রীমদ্ভাগবতের গ্রাহক ও গৌড়ীয় গ্রাহকগণ ১৷০ টাকায় দুইখণ্ড পাইবেন। বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীজীব গোস্বামিপাদের রচিত গ্রন্থ। ইহাই ষট্সন্দর্ভের অধিক প্রয়োজনীয় অংশ। প্রতি খণ্ড ডবল ক্রাউন ৮ কর্ম্মায় ৬৪ পৃষ্ঠা আকারে মুদ্রিত হইতেছে।

শ্রীমদ্গোপালভট্ট সংকলিত

সদাচারস্মৃতিঃ

ভিক্ষা ৵০ মাত্র

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের
প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ আবিষ্কৃত
[illegible] পাচন
সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।
ম্যালেরিয়া, পালাজ্বর, কালাজ্বর ... প্রভৃতি ... ঔষধ
... মূল্য প্রতি ...
বোতল ৸৵০ আনা
১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, শ্যামবাজার, কলিকাতা

রেজেষ্টার্ড
মদন মঞ্জরী

বটিকায় স্বপ্ন ও ধাতুবিকার, ইন্দ্রিয়শক্তির হ্রাস, প্রস্রাবে শুক্রপাত, অজীর্ণ, মাথাঘোরা, বুক ধড়ফড়ানি, অনিদ্রা প্রভৃতি লক্ষণ সত্বর নির্দ্দোষ আরোগ্য হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ৩০ বটী ১৲ এক টাকা।

"নপুংসকত্বারি ঘৃত"
পুরুষত্বহানি রোগে বাহ্যপ্রয়োগ দ্বারা আরোগ্য করিয়া শক্তিসম্পন্ন করে। মূল্য ২ তোলা ১৲ টাকা।

"রমণীবিলাসিনী বটিকা"
বীর্য্যধারণ করত সম্ভোগশক্তি স্থায়ী ও বৃদ্ধি করিতে অত্যাশ্চর্য্য। মূল্য ১০ বটী ১৲ এক টাকা।
রাজবৈদ্য নারায়ণজী, কেশবজী
১৭৭নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

কুমার-ভোগ—এম ও কুশাঙ্গ অচিরে সবল রোগমুক্ত হয়। ইহা সেবনে শিশুরা শীঘ্র হৃষ্টপুষ্ট হয়, তাহাদের ক্ষুধা বৃদ্ধি ও যকৃতের ক্রিয়া ভাল হয়—দন্তোদ্গমের সময় কোন কষ্ট হয় না। খাইতে মিষ্ট। মূল্য প্রতি শিশি এক টাকা, মাশুল ৵০ আনা।

নারোল (Narrhol)—ইনফ্লুয়েঞ্জা, [illegible] বাইজর, প্রভৃতির শ্রেষ্ঠ ঔষধ। আনুষঙ্গিক [illegible] ব্রংকাইটিস (Bronchitis), [illegible] কাশজনিত (হৃদ-দৌর্ব্বল্য) [illegible] ৫০ বটিকার শিশি ॥০, মাঃ [illegible]

দাদ-সোপ ডি: [illegible] মাশুল সমেত ১৲

ডাঃ ৺রাম লাল বসাক
এম, বি, কৃত
দাদ-সোপ
কাপড়ে কোনরূপ দাগ লাগে না
৪০ বৎসরের
ম্যানুফ্যাকচারিং আর্টস্টোরী,
১৭, বসাক স্ট্রীট, বড়বাজার, কলিকাতা।

৩ শিশির কম মূল্যে ভিঃ পিঃ হয় না।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (প্রাচীন নবদ্বীপ) নদীয়া।

অপূর্ব্ব সুযোগ, অল্পদিনের জন্য মাত্র

শ্রীগৌড়ীয় মঠের উৎসব উপলক্ষে

গৌড়ীয় কণ্ঠহার	২৲ স্থলে ১৷৹	৫। চৈতন্যচন্দ্রামৃত (অর্থ সহ)	৸৹ ॥৹
শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ	২৲ " ১॥৹	৬। শ্রী (বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী অর্থ সহ)	৷৹
শ্রীহরিনাম [illegible]	" ॥৹	৭। সিদ্ধান্তদর্পণ শ্রীদিগ্দর্শিনী	৸৹
মহাপ্রভুর [illegible]	" ॥৹	৮। নবদ্বীপ পঞ্জিকা	৵৹

ম্যানেজার

গ্রন্থবিভাগ, শ্রীচৈতন্য মঠ

পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া।

বেদনাঞ্জন

শ্রেষ্ঠরত্ন।

কলিকাতা কংগ্রেস এক্জিবিসন হইতে বহু প্রশংসা প্রাপ্ত ও বহু গণ্যমান্য ভদ্রমহোদয়গণ কর্ত্তৃক প্রশংসিত।

* * *

আজকাল বাজারে ভেজাল মিশ্রিত ও বিষাক্ত আহার্য্য সেবনে, শরীরের রক্ত দূষিত হইয়া রোগ প্রবল হইয়া পড়িতেছে। উৎকৃষ্ট মানবদেহের শ্রেষ্ঠ উপাদান, এই রক্ত দূষিত হওয়ায় সঙ্গে সঙ্গেই মানব বাত, বেদনা, মাথাধরা, মাথাঘোরা, [illegible] দাঁতে পোকা [illegible], দাঁতে [illegible] প্রভৃতি [illegible] রোগে আক্রান্ত হইতেছে [illegible] তাহা হইলে অযথা পয়সার অপব্যয় না করিয়া অল্প ব্যয়ে এক শিশি বেদনাঞ্জন ক্রয় করিয়া ইহার আশ্চর্য্য-শক্তি উপলব্ধি করুন। গুণের তুলনায় মূল্য [illegible] এক শিশি ৷৵৹ আনা মাত্র, মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান—এ, সি, চাটার্জ্জী এণ্ড ব্রাদার্স।

৪৫নং টালকাটি লেন, সালিকা হাওড়া।

সকল মনিহারী দোকানে ও বড় বড় ডাক্তারখানায় পাওয়া যায়।

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

অধ্যক্ষ

শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম.এ., এফ.সি.এস (লণ্ডন)

ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক

(প্রফেসার)

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ বিশুদ্ধ ও শাস্ত্রমতে নিজ তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হয়। পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ক্যাটালগ পাঠান হয়। রোগের বিবরণ জানাইলে যত্নপূর্ব্বক ব্যবস্থা দেওয়া হয়। চিঠি পত্রাদি সম্পূর্ণরূপে গোপন রাখা হয়।

মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দুর)

(বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৪৲ টাকা

উৎকৃষ্ট স্বর্ণ, পারদ ও আমলাসার গন্ধক দ্বারা শাস্ত্রমতে প্রস্তুত। নিত্য প্রয়োজনীয় সর্ব্বরোগনাশক মহৌষধ।

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৩৲ টাকা

উৎকৃষ্ট কাশীর আমলকী, বংশলোচন প্রভৃতি যাবতীয় উপাদানে পূর্ণ মাত্রায় যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। কফ, কাসি, সর্দ্দি, যক্ষ্মা, ক্ষয়রোগ, হৃদরোগ প্রভৃতি রোগের মহৌষধ। সর্ব্বপ্রকার দুর্ব্বলতা নাশক অতিশয় পুষ্টিকর মহৌষধ ও খাদ্য বিশেষ।

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬৲ টাকা

ইহা সেবনে ধাতুদৌর্ব্বল্য, শুক্রতারল্য, স্বপ্নদোষ, প্রমেহ ও [illegible] সত্বর সারিয়া যায়। ইহা অপরিসীম [illegible] রসায়ন।

অবলাবান্ধব যোগ

প্রদর, বাধক প্রভৃতি জরায়ুদোষ ও যোনিগত যাবতীয় স্ত্রীরোগের মহৌষধ।

মূল্য—১৬ মাত্রা ২৲ টাকা। ৫০ মাত্রা ৫৲ টাকা মাত্র।

বিশুদ্ধ জল! ভয় নাই! বিশুদ্ধ জল!

লক্ষ্মী টিউব-ওয়েল কোং

২০৫নং নবাবপুর, ঢাকা

বর্ত্তমান-যুগের নব-আবিষ্কৃত সূক্ষ্মপ্রক্রিয়ায় উন্নত বৈজ্ঞানিক-প্রণালীতে নলকূপ (*Tube-well*) নির্ম্মাণ করা হয়। বঙ্গের লাট বাহাদুর, প্রেসিডেন্ট সেক্রেটারী, জিলা-ম্যাজিষ্ট্রেট, জিলা-বোর্ডের চেয়ারম্যান, ইঞ্জিনিয়ার, জমিদার, তালুকদার, প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত ভদ্রমহোদয়গণ এই কোম্পানীর কার্য্য দেখিয়া প্রশংসা করিয়াছেন। রাসায়নিক পরীক্ষায় জল বিশুদ্ধ না হইলে মূল্য গৃহীত হয় না। বিস্তৃত বিবরণের জন্য পত্র লিখুন।

বিনামূল্যে **বিনামূল্যে**

বিতরিত

স্বর্গীয় কবিরাজ, "কামশাস্ত্র" গ্রন্থখানি চৌদ্দ লক্ষের উপরে বিতরিত হইয়াছে। উহা পাঠে মানবের [illegible] যায়। [illegible]

এই পুস্তক যিনি লিখিয়াছেন, তিনিই, "আতঙ্কনিগ্রহ বটিকা"র আবিষ্কর্ত্তা। এই বটিকা দুর্ব্বলকে সবল করে এবং সবল ব্যক্তিকে অটুট ও অক্ষয় রাখে। বত্রিশ বটিকা পূর্ণ প্রতি কৌটার মূল্য ১৲ টাকা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান :—আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়।

২১৪নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

যদিও অদ্যাপি প্রকৃত মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য, তথাপি যাঁহারা নানাবিধ অনিয়মিত উপায়ে অপরিমিত শক্তি নষ্ট করিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন এবং নানা প্রকার মেহ, প্রমেহ ধাতুদৌর্ব্বল্য, স্নায়বিক দুর্ব্বলতা, বহুমূত্র, স্বপ্নদোষ, পারদ-সংক্রান্ত পীড়া, অর্শ এবং স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে যাঁহারা বাধক, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, সূতিকা, শ্বেত ও রক্তপ্রদর, হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি রোগে ভুগিয়া জীবনে নিরাশ হইয়াছেন, তাঁহারা আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটাল সাহেবের আবিষ্কৃত **ইলেক্ট্রিক সলিউসন** ব্যবহার করিয়া বাঁচিতে পারেন, তাহার শত সহস্র প্রমাণ প্রতি বৎসরেই পাওয়া যাইতেছে। যাঁহারা অন্যান্য বহুবিধ ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরোগ্য হইতে পারেন নাই, তাঁহারা একবার এই ঔষধটী ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক মাসের ব্যবহারোপযোগী এক শিশি ঔষধ ডাকমাশুল সহ ১৷৹ টাকা মাত্র।

সোল এজেন্ট—ডাঃ ডি, ডি, হাজরা।

[illegible]পুর, গার্ডেনরিচ পোষ্ট, কলিকাতা।

ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

মনোমোহন প্রেস

১০নং নবাবপুর, ঢাকা।

পূর্ব্ব-বাঙ্গালায় সুলভে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত

বৈদ্যুতিক মেশিনে দিবারাত্র কাজ চলিতেছে।

বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,

১০নং নবাবপুর, ঢাকা।

শ্রীমায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রেস প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—শ্রী যশোদাবিহারী ব্রহ্মচারী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

দ্বিতীয় সংস্করণ

Registered No. C 1544

বিজ্ঞাপনের হার

প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩।০
সিকি কলম ২৵৹
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহ

ভারতের সর্ব্বত্র মঙ্গল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র।

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়
[illegible]
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৷০
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৵৫

খণ্ড] সম্পাদক—প্রত্নবিদ্যালঙ্কার শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী [১৬৩ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্য মঠ, শ্রীধাম মায়াপুর—২২শে ভাদ্র শনিবার ১৩৩৬ ৭ই সেপ্টেম্বর ১৯২৯

শ্রীধাম মায়াপুর ডাকঘর

গত ১লা জুন হইতে শ্রীধাম মায়াপুর পোষ্ট অফিস খোলা হইয়াছে। বঙ্গদেশের পোষ্টমাষ্টার জেনারেল বাহাদুর শ্রীধাম মায়াপুর ডাকঘর হইতে নদীয়া-প্রকাশ ভারতের সর্ব্বত্র প্রেরণ করিবার আদেশ দিয়াছেন।

ম্যানেজার, 'নদীয়া-প্রকাশ'

পোঃ আঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

শ্রীধাম মায়াপুরের যাবতীয় পত্র বুকপোষ্ট রেজিষ্টারী মণি-অর্ডার প্রভৃতি ডাকে পাঠাইতে হইলে, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া ঠিকানায় লিখিবেন।

দ্বীপ দিগ্দর্শন

গঙ্গার পূর্ব্বপারস্থ অন্তর্দ্বীপ, সীম[illegible]প ও গোদ্রুমদ্বীপ এবং পশ্চিমপারস্থ কোলদ্বীপ, ঋতুদ্বীপ, জ[illegible]মদ্বীপ ও রুদ্রদ্বীপ—এই নয়টি দ্বীপের অন্তর্গত স্থানসমূহ [illegible] নামে খ্যাত। 'দ্বীপ-দিগ্দর্শন' নামক গ্রন্থে উহাদের বিবরণ [illegible]প্রাঞ্জল ভাষায় লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এই অমূল্য রত্নের ভিক্ষা মাত্র ৵[illegible] ৵১০ ডাক টিকেট পাঠাইলে বুক-পোষ্টে পাঠান হয়।

প্রাপ্তিস্থান—নদীয়া প্রকাশ কার্য্যালয়
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

এবং

গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস,
১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

দুইখণ্ডে সমগ্র গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছে। সূচী প্রভৃতি ছাপা হইতেছে

ভিক্ষা ২৷০, নদীয়াপ্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ১৷০

রোগী দেখিবার সময়ঃ—
প্রাতেঃ—৬টা হইতে ৯টা,
বৈকালে—৩টা হইতে ৫টা পর্য্যন্ত

মূল্য ফেরৎ! মূল্য ফেরৎ!!

ডাক্তার বি, ডি, কুণ্ডুর—

আবিষ্কৃত ও গভর্ণমেণ্ট রেজেষ্টারীকৃত

সর্ব্বত্র এজেণ্ট আবশ্যক।
পত্র লিখুন।
কঠিন কঠিন রোগের চিকিৎসা করা হয়।
দিবা-রাত্রি ঔষধ পাওয়া যায়।

১। ভূপেন্দ্র শোভা স্পেসিফিক্—পেটের যাবতীয় রোগের, অজীর্ণ, ডিস্পেপ্সিয়ার মহৌষধ। প্রত্যেক গৃহে রাখা প্রয়োজনীয়। ঔষধ—প্রতি শিশি ১৲ এক টাকা মাত্র।

২। চণ্ডি কিবার মিক্চার—ম্যালেরিয়া জ্বর এক শিশিতে সম্পূর্ণ আরোগ্য। কম্পজ্বর এবং পালা ও সকল জ্বরের মহৌষধ। প্রতি ছোট শিশি ৷৹ বার আনা, বড় শিশি ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। গণোরিয়া স্পেসিফিক্—যে প্রকার গণোরিয়া থাক না কেন, এক শিশিতে আরোগ্য। এক শিশি ১৲ এক টাকা মাত্র।

হোমিওপ্যাথিক বিভাগ

১। ওয়ারম্ কিওর—যাবতীয় কৃমির, ২। ফিমেল সুধা—শ্বেত-প্রদর, রজঃ-কষ্ট ও বাধকের, ৩। জিহ্বা স্পেসিফিক্—জিহ্বার ক্ষতের, ৪। বার্থ রেগুলেটার—যাহাদের নিয়মিত ঋতুস্রাব হয় না, ইহা সেবনে নিয়মিত ঋতুস্রাব হয়, ৫। পাইল্‌স্ রেমিডি যাবতীয় অর্শের মহৌষধ। মূল্য প্রতি [illegible] ৷৹ বার আনা, ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

বিশেষ দ্রষ্টব্য:—আরোগ্য না হইলে মূল্য ফেরৎ। রোগের অবস্থাদি জানাইলে, ঔষধ ও ব্যবস্থাদি পাঠান হয়। [illegible] পিতে ঔষধ পাঠান হয়। এক কালিন দশ টাকার ঔষধের অর্ডার পাইলে, স্বতন্ত্র কমিশন দেওয়া হয়। পত্রাদি বিশেষ গোপনে রাখা হয়।

সোল এজেণ্ট:—
দি এলোপ্যাথিক ড্রাগ ষ্টোরস্

ডাক্তার বি, ডি, কুণ্ডু
৩১ নং গরাণহাটা ষ্ট্রীট, পোঃ বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা
টেলিফোন নং বড়বাজার ২৪১১।

কর্ম্মাবলম্বকাঃ কেচিৎ কেচিৎ জ্ঞানাবলম্বকাঃ। বয়ন্তু হরিদাসানাং পাদত্রাণাবলম্বকাঃ॥

/ নাম —

নীলাম ইস্তাহার

জেলা নদীয়া ... নগর

... আদালত

নীলামের দিন ৯ই সেপ্টেম্বর, ১৯২৯

৫৭৪ মাঃ ... ২৯, দাবী ১৪৭৯/৬ পাই

ডিঃ শ্রীউপেন্দ্রনাথ হালদার সাং গোয়া, থানা কোতোয়ালী, নদীয়া।

দেঃ শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সাং রাজাপুর, থানা নবদ্বীপ, জেলা নদীয়া।

১। জেলা নদীয়া থানা নবদ্বীপের সামিল মৌজে রাজাপুর গ্রামে সেঃ ২৩৯নং খতিয়ানভুক্ত জমার ॥৹ অংশে দেনদার দখলীকার, পরিমাণ ৮৩৪ শতক জমি মায় তদুপরিস্থ আকর আওলাত ও ৩০৫ দাগস্থিত চালাঘর, ওখানা ইটের প্রাচীর-ঘেরা যাবতীয় সাজ-সরঞ্জাম মূল্য আঃ ১১৫৲ টাকা।

২। ঐ গ্রামে সেঃ ... খতিয়ানা ভুক্ত ... জমির ॥ ... দখলীকার, জমির পরি... তদুপরিস্থিত আকর আ... মূল্য ৫৲ টাকা

৩। ঐ গ্রামে সেঃ ২৩৮ নং খতিয়ানভুক্ত ... জমির ॥৹ অংশে দেনদার দখলীকার, পরিমাণ ৮৪ শতক জমি মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত মূল্য আঃ ... টাকা

৪। ঐ গ্রামে মৃণালী মোহিনী ...র অধীনে সেঃ ২১১নং খতিয়ানভুক্ত ১৫ শতক জমির কাত বার্ষিক খাজানা ৩৲ টাকা জমার জমিতে দেনদারের ॥৹ অংশে পরিমাণ ৩৫॥৹ শতক জমি মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত মূল্য আঃ ২৲ টাকা

৫। ঐ গ্রামে বেলপুকুর নিবাসী ... মুখোপাধ্যায়ের অধীন সেঃ ২২৫ নং খতিয়ানভুক্ত ১৪ শতক জমির কাত বার্ষিক খাজানা ।৹ আনা জমার জমিতে দেনদারের ॥৹ অংশে ৭ শতক জমি মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত মূল্য আঃ ২৲ টাকা

৬। জেলা নদীয়া থানা নবদ্বীপের সামিল মৌজে ...ডাঙ্গা গ্রামে সেঃ ১৮৯ নং খতিয়ানভুক্ত ... ৩০ শতক ... দেনদারের ॥৹ অংশে ১৫ শতক ... তদুপরিস্থিত ... আকর আওলাত মূল্য ...

... মার্শ পুলিশ ...

... ৩৪ ...

... হইয়াছিলেন,

... আমাদের

...ছিলেন। ... প্রতি-

নিধির নিকট তিনি বলিয়াছেন, তাঁহার এক ভাইই ... পদব্রজে ভ্রমণ করিতেছেন। ... ভ্রমণ করিবার সময় একদল ডাকাত তাঁহাকে (মিঃ দারাবকে) আক্রমণ করে। তাহারা তাঁহার কাপড় কাড়িয়া লইয়া বনের মধ্যে একটা গাছে বাঁধিয়া রাখিয়া যায়। সে ... বনে ... আছে। ... দিন তিনি ... ছিলেন। তাঁহার ... পথিক তাঁহার ক্রন্দন ... তাঁহাকে মুক্তি দেন। ... তাঁহাকে ... সংবর্দ্ধিত ... টাকাকড়ি দিয়া সাহায্য করেন

রেলপথ নির্ম্মাণে আপত্তি

ত্রিপুরা জিলার ... থানার ... গ্রাম ... সমূহের অধিবাসীগণ শ্রীযুক্ত ...চন্দ্র ... সভাপতিত্বে এক জনসভায় সমবেত হইয়া রাজাপুর হইতে ...পুর পর্য্যন্ত প্রস্তাবিত রেলপথ নির্ম্মাণের ঘোর প্রতিবাদ করিয়াছেন। ... শ্রীযুক্ত ... চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ কয়েক জন বিশিষ্ট ব্যক্তি বক্তৃতা করিয়া উপস্থিত লোকদিগকে ... বুঝাইয়া দেন যে, প্রস্তাবিত রেলপথটি নির্ম্মিত হইলে ঐ ... লোকদিগের সর্ব্বনাশ সাধিত হবে। ... উক্ত রেলপথ নির্ম্মিত হলে ... পথ বন্ধ হইয়া ত্রিপুরা ... হইবে। ... বিশেষ ক্ষতি হইবে এবং জল ... নিকাশ হইতে ... পারিলে কলেরা, ম্যালেরিয়া প্রভৃতি মহামারীর প্রাদুর্ভাব হইয়া দেশ ... করিয়া দিবে। সে জন্য এই সভা ... সম্বন্ধে গভর্ণমেণ্টের মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছেন।

শিল্প-প্রদর্শনী

লাহোরের ... সেপ্টেম্বরের সংবাদে প্রকাশ, ... জাতীয় কংগ্রেসের আগামী অধিবেশন উপলক্ষে একটি শিল্প প্রদর্শনী খোলা হইবে। তদুদ্দেশে একটি সাব কমিটি গঠিত হইয়াছে এবং ... আরম্ভ হইয়াছে। যে সকল ব্যক্তি ... দোকান ... করিতে অথবা তাঁহাদিগের দ্রব্যাদি প্রদর্শন করিতে ইচ্ছুক, তাঁহারা লাহোর ... রোডে ... জাতীয় কংগ্রেসের প্রদর্শনী ... সম্পাদকের সহিত পত্র ব্যবহার করিবেন।

ঢাকায় মিছিলে গোলমাল

ঢাকার ... সেপ্টেম্বরের সংবাদে প্রকাশ, জন্মাষ্টমীর প্রসেসন উপলক্ষে উক্ত দিবস বৈকালে নবাবপুর-বাসী শোভাযাত্রা বাহির করিয়াছিলেন। বাজারবাজারে কতিপয় যুবক উক্ত শোভাযাত্রা আক্রমণ করে কিন্তু শুরের বিষয় দাঙ্গা অতি অল্পেই প্রশমিত হইয়াছে। কাজেই শোভাযাত্রা নির্ব্বিঘ্নে চলিয়া যায়।

শোভাযাত্রার সময় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হইবে, এরূপ গুজব শুনিয়া এ বৎসর ... আর খুব বেশী লোক আসে নাই। যাহাতে কোনপ্রকার গোলমাল না বাধে, সে জন্য পুলিশ যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করিয়াছে। গত ২রা ... হইতে সহরের ... ঘোটিং পাহারা দিতেছে। প্রধান প্রধান বিবাদ-স্থলগুলিতে সশস্ত্র কনষ্টেবলদের স্থাপিত করা হইয়াছিল। পুলিশ অপরাহ্ণের শোভাযাত্রায় জোর পাহারা দিবার জন্য অধিক সংখ্যায় উপস্থিত ছিল।

হাতীপৃষ্ঠে পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট

পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিঃ হডসন একটি হাতীর উপর চাপিয়া শোভাযাত্রার আগে আগে গিয়াছিলেন।

প্রকাশ, নবাবপুর দলের ... ও অন্যান্য দৃশ্যগুলি এ বৎসর অন্যান্য বৎসরের ন্যায় ভাল হয় নাই, উহাদের নিজেদের মধ্যে মনোমালিন্য নাকি ইহার কারণ।

আরও প্রকাশ, যাহাতে কোথাও গোলমাল না হয়, সে জন্য ... ঢাকার নবাবের ... মুসলমানদিগকে ... কাজ করিতে দেখা গিয়াছে। হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ই তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট।

বজবজ চটকলে ধর্ম্মঘট

বজবজের ... সেপ্টেম্বরের সংবাদে প্রকাশ, তথায় ... চটকলের শ্রমিকরা কলগুলির দুয়ারে ... সমবেত হইয়া এক সঙ্গে কাজ করিতে চাহে যে, তাহাদিগের বেতন প্রতি টাকায় চার আনা হিসাবে বৃদ্ধি করা হউক। কলের কর্ত্তৃপক্ষ ঐ সর্ত্তে স্বীকৃত না হওয়ায় শ্রমিকরা প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

শ্রমিকরা পিকেটিং করায় ...র ... যে সব লোক কাজ করিতেছিল, তাহারা কার্য্যে যোগদান করিতে পারে নাই।

চক কাশীর ... জুট মিলের শ্রমিকরা গত ... কার্য্যে যোগদান করিয়াছে।

ডাঃ প্রভাবতী দাসগুপ্তা গত ...শে আগষ্ট বজবজস্থ ধর্ম্মঘটীদের এক সভায় উহাদিগকে কার্য্যে যোগদান করিতে অনুরোধ করিয়াছেন

প্রেসিডেন্সীকলেজে ধর্ম্মঘট

পাঠকবর্গ অবগত আছেন, প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যক্ষ মিঃ ব্যারো কোন এক গণ্ডগোল সম্পর্কে কলেজের ১৩ জন ছাত্রকে কলেজ ও ইডেন হোষ্টেল হইতে সরাইয়া দেওয়ার ব্যবস্থা করায় গত ২রা সেপ্টেম্বর কলেজের ছাত্রবৃন্দ ধর্ম্মঘট করিয়াছে। এই ধর্ম্মঘট যাহাতে বিশেষভাবে বিস্তৃতি লাভ না করে, তজ্জন্য—শান্ত সোমবার হইতেই অধ্যক্ষ খুব চেষ্টা করিতেছেন, প্রকাশ, তিনি ধর্ম্মঘটী ছাত্রদিগকে কলেজের ...র ঘরে ডাকাইয়া নানা প্রকার ভীতি প্রদর্শনও নাকি করিয়াছেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় নাই। গত ৩রা সেপ্টেম্বরও এই ধর্ম্মঘটের কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই, অবস্থা পূর্ব্ববৎই রহিয়াছে। বরং কোন কোন ক্লাশে উপস্থিত ছাত্রের সংখ্যা পূর্ব্বদিন অপেক্ষাও কম হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

অধ্যক্ষের বিবৃতি

অধ্যক্ষ মিঃ ব্যারোর কথায় প্রকাশ, সোমবার অপেক্ষা মঙ্গলবার কলেজ-গেটে অধিকতর জোরে পিকেটিং হইয়াছে। সব সময় এই সকল পিকেটকারিরা নাকি জোর জুলুম করিতেও কসুর করে নাই। কিন্তু ... পূর্ব্বদিন অপেক্ষা এদিন উপস্থিত ছাত্রের সংখ্যা কিঞ্চিৎ বেশী হইয়াছে। তবে অনেককেই বাধ্য হইয়া আমার বাড়ীতে ফিরিয়া যাইতে হইয়াছে, কলেজ যথারীতি সমস্ত সময়ই খোলা রাখা হইয়াছিল এবং কলেজ কর্ত্তৃপক্ষগণ এই ব্যবস্থা বহাল রাখিবারই সঙ্কল্প করিয়াছেন।

ট্রান্সফার গ্রহণের গুজব

কোনও সংবাদপত্রের প্রতিনিধির ছাত্রগণের ট্রান্সফারের আবেদন সম্বন্ধে প্রশ্নের উত্তরে অধ্যক্ষ বলেন, আমি এই সম্বন্ধে কিছুই জানি না। ১৩ জন ছাত্রকে নোটিশ দেওয়া হইয়াছে তাহাদিগকে শনিবারের মধ্যে চলিয়া যাইতে বলা হইয়াছে এই পর্য্যন্ত আমি জানি, তার বেশী আমি কিছুই জানি না; সোমবার হইতে পিকেটিং আরম্ভ হইয়াছে। ইহার পূর্ব্বে ট্রান্সফার সম্পর্কে কোন কথাই আমার কানে আসে নাই।

ছাত্রদের কথা

ধর্ম্মঘটকারী ছাত্রবৃন্দ বলিতেছে যতদিন পর্য্যন্ত তাহাদিগের অভিযোগের প্রতিকার করা না হবে ততদিন পর্য্যন্তই তাহারা ধর্ম্মঘট চালাইবে। অধ্যক্ষ কিম্বা কলেজ কর্ত্তৃপক্ষ তাহাদিগকে যতই ভয় প্রদর্শন করুন না, তাহা। কিছুতেই সঙ্কল্পচ্যুত হইবে না।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২২শে ভাদ্র শনিবার—১৩৩৬

পঞ্চসংস্কারের তাৎপর্য্য

তাপ-সংস্কার

জননমরণাদি সংসারানল-সন্তপ্ত হইতে হইতে জীব যখন কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়ে, যখন এই সংসারের আত্মীয়-স্বজন-বন্ধু-বান্ধব নামধারী কেহই তাহাকে সুখ শান্তি দিতে পারে না—এই জ্ঞান হয়, পূর্ব্বজন্মেই হউক বা বর্ত্তমান জন্মে জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে কোন না কোন প্রকারে শুদ্ধভক্ত-সঙ্গজ সুকৃতি-ফলে যখন তাঁহার মনে হয়—এই সংসারের সহিত আমার অনিত্য সম্বন্ধ, শ্রীমৎপাদরজে আত্মাযুক্ত হইয়া কৃষ্ণভজন ব্যতীত এ সংসারদাবানল-জ্বালা হইতে আমার নিষ্কৃতি নাই, তখন সে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যজিজ্ঞাসু হইয়া গুরু-পাদাশ্রয়ের জন্য ব্যাকুল হয়। (অবশ্য এস্থলে বলিয়া রাখা ভাল, সদ্গুরুলাভ শিষ্যের নিষ্কপটতা বা একান্ত কৃষ্ণভজন-স্পৃহা-সাপেক্ষ "সত্য সত্যই কৃষ্ণভজন করিব"—এরূপ স্পৃহা যাঁহার বলবতী, তিনিই কৃষ্ণ-কৃপাক্রমে কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ সদ্গুরু কৃপা লাভ করিতে সমর্থ হন। নতুবা অসদ্গুরুর কবলে পড়িয়া আত্মবিনাশ লাভ করিতে হয়।) তখন শ্রীভগবান্ তাঁহার অন্তরে অন্তর্যামি গুরুরূপে অবস্থান করিয়া তাঁহাকে তাঁহারই অভিন্নস্বরূপ মহান্তগুরু-সন্নিধানে লইয়া যান। এইরূপে কৃষ্ণকৃপাবলে জীব সদ্গুরুর সন্ধান পাইয়া তাঁহার নিকট আশ্রয়প্রার্থী হয়, আর বহুকালাবধি কৃষ্ণ-বিস্মৃতি-হেতু অনুতাপানলে দগ্ধ হইতে থাকে। গুরুদেব তাঁহার কৃষ্ণভজনাগ্রহ আরও বর্দ্ধিত করিবার জন্য তাঁহাকে কৃষ্ণ-বৈমুখ্যহেতু অনন্ত দুঃখ ও কৃষ্ণোন্মুখতাহেতু অনন্ত সুখের কথা যতই শ্রবণ করাইতে থাকেন, ততই তাঁহার কৃষ্ণভজনবিমুখতার জন্য অনুতাপানল শতগুণ প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠে। এইরূপে গুরুদেব বৎসরাবধি শিষ্যের ভজনাগ্রহ পরীক্ষা করেন। অতঃপর গুরুদেব কৃপা করিয়া তাঁহার যাবতীয় বদ্ধসংস্কার দূরীকরণের জন্য ক্রমান্বয়ে পঞ্চসংস্কারের বিধান করেন। প্রথম সংস্কার তাপ। গুরুদেব শিষ্যকে বিষ্ণুচক্রাদির তাপদ্বারা অঙ্কিত করেন এবং সেই অঙ্ক শরীর থাকা পর্য্যন্ত ধারণ করিবার বিধান করেন। তাৎপর্য্য এই যে—অন্যাভিলাষ, ভুক্তি, মুক্তি ও সিদ্ধিবাঞ্ছা হইতে মনকে চিরকাল বিশুদ্ধ রাখিবে। কেননা অন্যাভি-লাষিতা-শূন্য, জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃত শুদ্ধান্তঃকরণে ভগবান্ বাসুদেবের আবির্ভাব হইয়া থাকে। স্বর্ণ যেমন অনলে দগ্ধ হইয়া নির্ম্মলতা লাভ করে, জীবও সেইরূপ "কেন বা ভজিনু মায়াসঙ্গে হায় হায়॥ কেঁদে বলে ওহে কৃষ্ণ আমি তব দাস। তোমার চরণ ছাড়ি হইল সর্ব্বনাশ॥"—এইরূপ অনুতাপানলে দগ্ধ হইয়া গুরুকৃপাবলে নিজ শুদ্ধস্বরূপতত্ত্ব অবগত হন। তখন—

> কৃপা করি কৃষ্ণ তারে ছাড়ান সংসার।
> কাকুতি করিয়া কৃষ্ণে যদি ডাকে একবার॥
> মায়াকে পিছনে রাখি কৃষ্ণপানে ধায়।
> ভজিতে ভজিতে কৃষ্ণপাদপদ্ম পায়॥
> কৃষ্ণ তারে দেন নিজ চিচ্ছক্তির বল।
> মায়া আকর্ষণ ছাড়ে হইয়া দুর্ব্বল॥

ইহারই নাম তাপ—শ্রদ্ধাবান্ জীবের ইহাই প্রথম সংস্কার। তাপ-শূন্য জীবন কখনই ভজনরাজ্যে অগ্রসর হইতে পারে না, অগ্রসর হওয়া দূরের কথা দ্বারদেশেও উপনীত হইতে পারে না। তাপশূন্য মন সর্ব্বদাই কামাদি রিপুর বশীভূত। বাহ্যে ভজন-চেষ্টা দেখা গেলেও তাহাতে বিন্দুমাত্র কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি-বাঞ্ছা নাই, কেবল আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতি-বাঞ্ছা পরিপূর্ণরূপে বিদ্যমান। এইরূপ তাপ-সংস্কার-শূন্য ব্যক্তিগণের শরীর মাত্র আশ্রয় করিয়াই তাপের অবস্থিতি, উহা কেবল ভণ্ডামির চিহ্ন ব্যতীত আর কিছুই নহে। ঐরূপ বাহ্যচিহ্নধারী নামাপরাধ, ধামাপরাধ ও বৈষ্ণবাপরাধ ব্যতীত আর কিছুই করিতে পারে না। তাপশূন্য ব্যক্তিগণ তাহাদের সুদুর্লভ জীবনটীকে যে কি বৃথাকার্য্যে কাটাইয়া দিতেছে, তাহা একবারও ভাবিবার অবসর পায় না। গুরুপাদাশ্রয় করিতে হয়, তাই করে, কেন গুরুপাদাশ্রয় আবশ্যক, সে চিন্তা তাহাদের মনে স্থান পায় না, বিষয় কার্য্যই তাহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য থাকে, যাঁহার চরণ আশ্রয় করিয়াছে বলিয়া মনে করে, সেই আশ্রয়ের প্রতি কোন কর্ত্তব্য আছে বলিয়া মনে হয় না। আবার সেই সকল ভাগ্যহীনের গুরুও সেইরূপ মিলিয়া থাকে। যাহা হউক অনুতাপ ব্যতীত আমাদের কখনও ভজনে উৎসাহ আসিতে পারে না। জড়রসের প্রতি ঘৃণা না আসিলে কৃষ্ণরসের প্রতি আদর কি করিয়া আসিবে? যাঁহারা বলেন, জড়রসও দরকার, আবার কৃষ্ণরসও দরকার, তাঁহারা কৃষ্ণরসের কোন আস্বাদনই পান নাই, তৎপ্রতি আদৌ তাঁহাদের চিত্ত আকৃষ্ট হয় নাই জানিতে হইবে। আবার অনেকে যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধ্যান, ধৃতি—এই অষ্টাঙ্গ যোগাভ্যাস দ্বারা বিষয়-নিবৃত্তির যে চেষ্টা দেখান, তাহাতে বিষয়সকল তাঁহাদের নিকট হইতে সাময়িক নিবৃত্ত হইলেও বিষয়াভিলাষ বিনিবৃত্ত হয় না। তাঁহাদের সম্বন্ধে শ্রীগীতা বলেন—রাগমার্গানুসরণ ব্যতীত জড়রস হইতে নিবৃত্তির কোন উপায় নাই। উৎকৃষ্ট বিষয় প্রাপ্ত হইলেই রাগ স্বভাবতঃ নিকৃষ্ট বিষয়কে পরিত্যাগ করে। যথা—

> বিষয়া বিনিবর্ত্তন্তে নিরাহারস্য দেহিনঃ।
> রসবর্জ্জং রসোঽপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ত্ততে॥

শ্রেষ্ঠবস্তু পাইয়াছি, অথচ হীন বস্তুটী ছাড়ি নাই ইহা হইতে কখনই শ্রেষ্ঠবস্তু-প্রাপ্তির সম্ভাবনা করা যায় না। শ্রীল রূপপাদ ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে লিখিয়াছেন—

> যদবধি মম চেতঃ কৃষ্ণপদারবিন্দে
> নবনবরসধামন্যুদ্যতং রন্তুমাসীৎ।
> তদবধি বত নারীসঙ্গমে স্মর্য্যমাণে
> ভবতি মুখবিকারঃ সুষ্ঠু নিষ্ঠীবনঞ্চ॥

অর্থাৎ যেদিন হইতে আমার মন নব নব রসের আশ্রয় স্বরূপ কৃষ্ণপাদপদ্মে রমণ করিতে উদ্যত হইয়াছে, সেদিন হইতে নারীসঙ্গম অর্থাৎ কৃষ্ণেতর বিষয় তৃষ্ণার কথা স্মরণ হওয়ায় আমার অত্যন্ত মুখবিকার এবং থুৎকার হইয়াছে। ইহারই নাম সত্য সত্য অনুতাপ। কৃষ্ণেতর বিষয় স্বীকার-জন্য এইরূপ অনুতাপ না আসিলে জীব কখনও ভজনোন্নতি লাভ করিতে পারেন না। গুরুদেব শিষ্যকে শারীরিক, মানসিক এবং আধ্যাত্মিক সম্যক্ প্রকারে তপ্ত দেখিলে পুণ্ড্র সংস্কার প্রদান করেন। তাপসংস্কারই সমস্ত সংস্কারের যোগ্যতা-জ্ঞাপক। এই তাপ শব্দের নাম ইংরাজী ভাষায়—রিপেণ্টেন্স, য়্যাটোনমেণ্ট য়্যাণ্ড পারমানেণ্ট ইম্‌প্রেশন্ অফ্ দি ডাইভাইন সেন্‌টিমেণ্ট অন্ দি সোল। আমরা পর-বর্ত্তিসংখ্যায় 'পুণ্ড্র' সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

গৌড়ীয়-গৌরব

(আগরতলে প্রথম দিবস ২০।৭।২৯ তারিখের বক্তৃতা)

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ১৬১ সংখ্যার পর)

গৌড়ীয়ের বিশ্বপ্রেমিকতা কিরূপ?

শ্রীল বাসুদেব ঠাকুরের "জীবের পাপ লঞা মুঞি করি নরক-ভোগ। সকল জীবের প্রভু ঘুচাও ভবরোগ॥" অথবা "ভারত ভূমিতে হৈল মনুষ্য জন্ম যার। জন্ম সার্থক করি' কর পর উপকার॥" "যারে দেখ তারে কহ কৃষ্ণ-উপদেশ। আমার আজ্ঞায় গুরু হঞা তার' এই দেশ।" প্রভৃতি নিষ্কপট বিশ্ব-প্রেমিকতার আদর্শ আর কোথায় আছে?

গৌড়ীয়ের ধ্যানযোগ সহজ ও সর্ব্বোত্তম

প্রেমবিলাস-বিবর্ত্তে গৌড়ীয়-গৌরবে-গৌরবান্বিতগণের অধিরূঢ় মহাভাবে যে সহজ ধ্যানযোগ, তা'র কাছে শিবাদিরের ধ্যান, সৌভরীর ধ্যান, কোটি কোটি ধ্যান-স্তিমিত-লোচন-যোগি-ঋষির গিরিকন্দরে যুগযুগান্তব্যাপিনী সাধনা উপমারূপেও দাঁড়াতে লজ্জা বোধ করে।

তাই কুরুক্ষেত্রের ভাবপ্রসঙ্গকে ব্রজ-নাগরীগণ কৃষ্ণকে ব'লেছিলেন,—

> "আহুশ্চ তে নলিননাভ পদারবিন্দং
> যোগেশ্বরৈর্হৃদি বিচিন্ত্যমগাধবোধৈঃ।
> সংসারকূপপতিতোত্তরণাবলম্বং
> গেহং জুষামপি মনস্যুদিয়াৎ সদা নঃ॥"

নলিন-নাভ, তুমি ধ্যান শিখাতে কাঁ'দের? আর লোক হাসিয়ে কাজ নেই। আমরা অনন্ত যোগেশ্বর নই, আর আমরা তাঁ'দের ন্যায় সংসার হ'তে উদ্ধার হ'তেও চাইনে। তোমার যোগি-ঋষিগণ বিষয় হ'তে চিত্ত কুড়িয়ে নিয়ে তোমাতে চিত্ত সংলগ্ন করবার জন্য কতই না অভ্যাস-যোগ অবলম্বন করেন, আর আমরা তোমা হ'তে চিত্ত কেড়ে নিয়ে তা'কে বিষয়ে লাগাবার জন্য কত সাধ্য-সাধনাই না ক'রে থাকি, কিন্তু আমাদের চিত্তভৃঙ্গকে তোমার চরণকমলের মধু ছেড়ে শত চেষ্টাতেও অন্যত্র দিতে পারি না। তাই বলি নাথ, ছলনা ছাড়, আমাদের ধ্যান শিখাতে যেয়ো না। যাঁ'রা গৌড়ীয়-গৌরবে গৌরবান্বিত, তাঁ'দের ধ্যান এইরূপ স্বাভাবিক; কাজেই তাঁ'দের ধ্যানের সঙ্গে অন্য কোটি কোটি ধ্যানের তুলনা হয় না।

গৌড়ীয়ের ভক্তি সর্ব্বোত্তমা কেন?

অপরের কোটি কোটি বিষ্ণুভক্তি থাকুক, কিন্তু গৌড়ীয়-গৌরবে গরবিণী যাঁ'রা, তাঁ'দের সঙ্গে সেই ভক্তির কোন তুলনাই হ'তে পারে না। প্রহ্লাদ ত' ভক্তের উপমানস্বরূপ; প্রহ্লাদ অহৈতুক-ভক্তের আদর্শ। "যস্ত আশিষ আশাস্তে ন স ভৃত্যঃ স বৈ বণিক্"—একদিন প্রহ্লাদ বলতে পেরেছিলেন। ভগবানের কর-পল্লব, যা' ব্রহ্মাদি দেবতার উষ্ণীষেও স্থাপিত হয় নাই, সেই শ্রীকরকমল প্রহ্লাদের মস্তকে স্থাপিত হ'য়েছিল। আবার প্রহ্লাদ থেকে পাণ্ডবগণের কৃষ্ণপ্রীতি আরও ঘনীভূত; ভগবান্ সখারূপে, মাতুলেয়রূপে, সুহৃদ্রূপে, বচনানুবর্ত্তিরূপে, উপদেশকরূপে একমাত্র পাণ্ডবগণের গৃহেই অবস্থান করতেন। প্রহ্লাদের গৃহে পরব্রহ্ম নৃসিংহদেব সাক্ষাদ্‌ভাবে অবস্থান করেন নাই। মুনিগণ যেরূপ পাণ্ডবদের গৃহে পরব্রহ্মকে দর্শন করতে যেতেন, প্রহ্লাদের গৃহে সেরূপ যান নাই। ভগবান্ মাতুলেয়াদিরূপে প্রহ্লাদের গৃহে অবস্থান করেন নাই। প্রহ্লাদের ভক্তিতে তুষ্ট হ'য়ে নিজ প্রহ্লাদের প্রতি প্রসন্ন হ'য়েছিলেন, কিন্তু কৃষ্ণ স্বয়ং নিজ ইচ্ছায়ই পাণ্ডবগণের প্রতি প্রসন্ন ছিলেন। আবার পাণ্ডবগণ হ'তেও যাদবগণের প্রতি কৃষ্ণের প্রীতি আরও অধিক। যাদবগণের সঙ্গে ভগবানের

পদ্য, আসন, ভোজন, যৌনসম্বন্ধ, পিতৃবন্ধ—সব আছে। আবার যাদবগণ অপেক্ষাও উদ্ধবের কৃষ্ণপ্রীতি আরও বেশী। কৃষ্ণ ব'লেছিলেন,—"হে উদ্ধব, তুমি যেমন আমার প্রিয়, ব্রহ্মা, শঙ্কর, সঙ্কর্ষণ, মহালক্ষ্মী, এমন কি, আমার নিজের বিগ্রহও সেরূপ প্রিয় নয়।" আবার উদ্ধব অপেক্ষাও ব্রজরামাগণের প্রতি কৃষ্ণের প্রীতি আরও বেশী। উদ্ধব যাঁদের কথা ব'লেছেন,—"আমি যেন ব্রজবাসিগণের পদরেণু পাবার জন্য বৃন্দাবনের গুল্ম-লতা ঔষধির কোনও কিছু হ'তে পারি।" কেননা, ব্রজগোপীগণ দুস্ত্যজ স্বজন ও আর্য্যপথ পরিত্যাগ ক'রে মুকুন্দের পদবী ভজনা ক'রেছিলেন, আবার ব্রজগোপীগণের সকলের প্রীতি একত্র ক'রেও কাহাকে যেন বলিতে পারে না যার প্রীতির কাছে; সেটা হচ্ছে বৃষভানুসুতার প্রীতি। সকলকে ছেড়ে কৃষ্ণ বৃষভানুনন্দিনীর অনুসন্ধান করতে ধাবিত হ'য়েছিলেন। সকল গুরুর গুরুকে যিনি স্বভাব করাতে পারেন যে প্রীতি, সেখানে নীলমণি আপনাকে বিকিয়ে দিয়ে চিরঋণী হয়ে থাকেন, এমন যে সেবার চরমকাষ্ঠা, সেই সেবার গৌরব করতে পারেন বার্ষভানবীর অনুগত যাঁরা। তাঁরাই গৌড়ীয়-গৌরব।

(ক্রমশঃ

আদিপুরাণ

(৬)

(পণ্ডিত শ্রীপাদ নন্দলাল বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি, এ)

শ্রীসূত গোস্বামী মুনিগণ কর্ত্তৃক কৃষ্ণের লীলাস্থল, তৎপ্রিয় গিরি, সরিৎ, গ্রাম ও বনাদি বিষয়ে পৃষ্ট হইয়া বলিতে লাগিলেন—হে বিপ্রগণ! বিংশতি যোজন পরিমিত মাথুরমণ্ডল সুদর্শনচক্রের উপরিভাগে বিরাজ করিতেছে। ঐ স্থানে শ্রীহরি নিত্য বাস করেন, কদাপি অণুমাত্রকালের নিমিত্তও ত্যাগ করেন না। ত্রিলোক মধ্যে ঐ বৈকুণ্ঠস্থানের তুল্য ভূমি কোথাও নাই। ঐ শ্রেষ্ঠভূমি কল্পিত নহে এবং কখন ... কালের বাধ্য নহেন। উহার মধ্যে কালিন্দীর তীরে রমণীয়া মধুপুরী শ্রীহরির অতীব প্রিয়া। সুবর্ণভূমি গিরিরাজ গোবর্দ্ধন সেইস্থানে পুণ্যাত্মগণকর্ত্তৃক স্তুবিত হইয়া বিরাজিত আছেন। শ্রীকৃষ্ণ উঁহাকে বামহস্তের অঙ্গুলিতে উত্তোলন করিয়াছিলেন। গোপ, গোপী ও গো-কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিতা অনাথ বৎসলা নদীশ্রেষ্ঠা কালিন্দী শ্রীহরির প্রিয়-বৃন্দাবন নামক বনপ্রদেশে কৃষ্ণ বাস করিয়া থাকেন। নন্দগ্রাম নামক গোপগণের বসতি। অদ্যাপিও সেই স্থানে ... সেবা করিয়া থাকে। সেখানকার কৃষ্ণসেবক ... মুক্তিপদেও স্পৃহা করিয়া থাকেন। পুত্রদান, তপস্যা ও যোগসাধনদ্বারা ঐস্থান দৃষ্ট হন না; কেবল ভক্তি-ভাবিত-চিত্তে পরমশোভাঢ্য বৃন্দাবন ও চতুর্ভুজ ভগবান্ প্রকটিত হয়েন।

একণে দ্বাদশ বনের নাম শ্রবণ করুন। প্রথম মধুবন, দ্বিতীয় তালবন, তৃতীয় কুমুদবন, চতুর্থ বহুলাবন, পঞ্চম খদিরবন, ষষ্ঠ বিল্ববন, সপ্তম লৌহবন, অষ্টম ভাণ্ডীরবন, একাদশ ছত্রবন, দ্বাদশ বৃন্দাবন। ইহাদিগের মধ্যে বৃন্দাবনই শ্রীহরির পরম-প্রিয়।

একদা শ্রীনারদ ভগবান্ যেখানে শঙ্খময়-বপু ধারণপূর্ব্বক বিরাজ করিতেছেন তথায় পরমাত্মার দর্শনার্থ সমাগত হইলে নারায়ণ তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা করিলেন—"হে মুনিবর! স্বাগত, উপবেশন কর। তোমা অপেক্ষা আমার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক-প্রিয় কেহ নাই। যেহেতু তুমি আমার গুণাবলী গান করিতে করিতে নিখিল ভুবনে বিষয়াসক্ত দীন-জনদিগকে উদ্ধার-নিমিত্ত দর্শন ও স্পর্শ দান করিয়া কৃতার্থ করিতেছ। একণে মনুষ্যলোকের কোনও অদ্ভুত সংবাদ আমার নিকট বিবৃত কর।"

নারদ উত্তর করিলেন—হে বিভো, আপনার দর্শনে মদীয় চিত্ত নির্ম্মল হইয়াছে। একণে আমি যাহা আশ্চর্য্য দর্শন করিয়াছি, তাহা ভবৎসমীপে বলিতেছি। ভারতে পবিত্র মানস সরোবর নামে একটী অগাধ জলাশয় বিদ্যমান। তাহাতে নির্গুণ, পরমাত্মার ধ্যানকারী দশজন মুনিকে দর্শন করিলাম। তাঁহারা শ্রবণ দর্শন ও কথন হইতে একান্ত বিরত রহিয়াছেন। যদি কদাচিৎ কোন কথা বলেন, এই হেতু আমি সুচিরকাল তথায় অবস্থান করিলাম; কিন্তু কিছুই না বলায় আমি অতীব উদ্বিগ্নচিত্তে এইস্থানে আগমন করিয়াছি। হৃষীকেশ! উঁহারা কে এবং কিজন্য কাহার ধ্যানে নিমগ্ন আছেন? কৃপাপূর্ব্বক বিবৃত করুন।

অনিরুদ্ধ বিষ্ণু বলিলেন—নারদ! এই ব্যাপার পরম গুহ্য হইলেও তোমার স্নেহবশতঃ আমি বলিতেছি: তাঁহারা বৃন্দাবনস্থ গোপিকারমণ পরমকান্ত শ্রীকৃষ্ণের ধ্যানকালে কদাচিৎ চতুর্ভুজরূপী রমাপতিকে চিত্তমধ্যে দর্শন করিয়া পরমভক্তি সহকারে স্তুতি করিতে লাগিলেন, তখন ভগবান্ তাঁহাদের ভক্তিতে বাধ্য হইয়া অভীষ্টবরদানার্থ উৎসুক হইলে তাঁহারা প্রার্থনা করিলেন—হে বিভো, আপনার রূপগুলির মধ্যে কোন্ রূপ মহত্তম? আপনার প্রিয় আবাস ভূমিই বা কোথায়?

শ্রীভগবান্ বলিলেন,—অচিন্ত্যপদ ও সৌখ্যপ্রদাতা আমার পরম রূপ গোপীগণ-বেষ্টিত হইয়া নিত্যকাল ক্রীড়া করিতেছেন। ভূলোকে, ভারতবর্ষে, মাথুর মণ্ডল মধ্যে বৃন্দাবন নামক বন, গোবর্দ্ধন গিরি, নন্দগ্রাম ও কালিন্দী নদী এই সকল স্থানই আমার একান্ত প্রিয়।

ইহা শুনিয়া মুনিগণ উৎকণ্ঠা-সহকারে সেইস্থান দর্শনোদ্যত হইলে মধুসূদন বলিলেন,—এইপ্রকার কোটীগুণিত তপস্যা আচরণ করিলেও তথায় আমার দর্শন অসম্ভব।

বিষ্ণু ইহা বলিয়া অন্তর্হিত হইলে তাঁহারা সমাহিত ভাবে ধ্যান-পরায়ণ হইলেন। যদিও ভগবান্ তাঁহাদের কঠোর তপঃপ্রভাবে পুনরায় দর্শন দান করিলেন, তথাপি অভীষ্টবর প্রদান করেন নাই। এই বৃন্দাবন কেবল প্রেম-ভক্তিযুক্ত গৃহীত-নরদেহ-মহাত্মগণই সুখে দর্শন করিয়া থাকেন, অন্যের পক্ষে অতীব দুর্ল্লভ।

শ্রীনারদ বিষ্ণুবাক্য সম্যক্প্রকারে আকর্ণন পূর্ব্বক বৃন্দাবন স্মরণ ও প্রণতি করিয়া অনিরুদ্ধসমীপে তদ্দর্শনার্থ, আজ্ঞা প্রার্থনা করিলেন। অনিরুদ্ধ বলিলেন—হে মুনে! তুমি মানস-হ্রদে স্নান করিয়া মহারণ্যে গমন কর। শ্রীকৃষ্ণ কদাচিৎ স্বয়ং তোমায় দর্শন প্রদান করিতে পারেন। মুনিবর এইরূপ কথিত হইয়া তাঁহার স্মরণ করিতে করিতে নানাবৃক্ষসমাকীর্ণ, সাধুগণের চিত্তসদৃশ নির্ম্মল জল, হংসাদি-জলচর পক্ষিসনাথ, বিচিত্র কমলপূর্ণ, নৃত্যশীল ভ্রমরগণ কর্ত্তৃক মুখরিত, মানসহ্রদ দেখিয়া স্নানার্থ প্রবেশ করিলেন।

তিনি স্নানান্তর আপনাকে কন্যারূপে দেখিয়া পরম বিস্মিত হইলেন। তখন অপরা এক কন্যা কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইলেন—হে কন্যে! তুমি কে, কোন্ বংশীয়া এবং এই স্থানে কি জন্য বিদ্যমান আছ? কোন্ বস্তুর অনুসন্ধান করিতেছ ও কি জন্য বিস্ময়গ্রস্তা হইলে? তোমার দর্শনে আমি আজ অত্যন্ত প্রীতিলাভ করিয়াছি। নিষ্কপটে মৎসমীপে তোমার হৃদয় উদ্ঘাটন কর।

এই বাক্য শ্রবণ করিয়া মানসোদ্ভবা কন্যা বলিতে লাগিলেন—আমি আপনার গুণসমৃদ্ধিতে বশীভূতা হইলাম। অতএব মদীয় হৃদয় ভাব বলিতেছি। পবিত্র বৃন্দাবন, নন্দভবন, সর্ব্বসুখদ কৃষ্ণ, তদীয় নব নব ক্রীড়া দর্শন করিতে আমার অতীব উৎকণ্ঠা জন্মিয়াছে। তথায় প্রধান দেবগণেরও প্রবেশাধিকার নাই, যোগী তপস্বী বা দাতৃগণের ত কথাই নাই। তাঁহার অষ্ট দূতিকা পরিচারণ কার্য্যে সানন্দহৃদয়ে এই বনে ভ্রমণ করিয়া থাকেন। বৃষভানুজা তথায় তাঁহাদের সহিত কেলি-পরায়ণা রহিয়াছেন। ইহাঁদের দর্শনসৌভাগ্য লাভ করিলে আমার অবর্ণনীয় সুখ উৎপন্ন হইবে। একণে কি উপায়ে মদীয়া দিদৃক্ষা সফলা হয়, কৃপাপূর্ব্বক তাহার উপদেশ প্রদান করুন।

কন্যা বলিলেন—বৃন্দাবনেশ্বরের নিকট সমাগম নিবেদন করিলে স্বয়ং নন্দীশ্বর-ভবনে প্রবেশ করিতে পারিবে।

তিনি এইরূপে অনুরুদ্ধ হইয়া কৃষ্ণ-সমীপে উপনীত হইলেন এবং বলিলেন—হে কৃপাসিন্ধো কৃষ্ণ! আমি মানসহ্রদতীরে একটি অদ্ভুতরূপলাবণ্যবতী কন্যা দেখিলাম, স্বর্গে, মর্ত্ত্যে ও পাতালে তাদৃশ রূপ কদাপি মদীয় নয়নগোচর হয় নাই। তাহার সেই রূপ অবশ্য দর্শনীয়। সেই কন্যা কিকারণে তথায় রহিয়াছেন, তাহা জানি নাই। আপনি সর্ব্বজ্ঞ অবশ্য জানিতে পারেন। একণে আপনার যথেচ্ছ কর্ত্তব্য পালন করুন।

ব্রজাঙ্গনাগণকে ঐ কন্যা দর্শনে অতীব সমুৎসুক অবলোকন করিয়া কৃষ্ণ বলিলেন সেই কন্যা তোমাদের রূপদর্শনে বিস্মিতা হইয়া আসিয়া থাকিবে। অতএব তোমরা সকলে মণ্ডল রচনা করিয়া আমার সহিত তথায় চল। তৎকালে শ্রীকৃষ্ণ ব্রজগোপীগণের মণ্ডলমধ্যে নৃত্যপর হইয়া সহসা তদীয় দর্শন পথে উপস্থিত হইলেন।

প্রতিবাদ পত্র

মাননীয়

শ্রীযুক্ত 'বসুমতী' সম্পাদক মহাশয়

সমীপেষু:—

মায়াপুর 'মিয়াপুর সংস্কার' শীর্ষক আদালতে বিচার পত্রখানি সম্পূর্ণ অলীক। ডাকঘরের নামকরণের বিচার হইয়া গিয়াছে; এই কথা মিথ্যা এবং বিচারে নটবর দত্তের জয় হইয়াছে—ইহাও মিথ্যা। দস্যুব্যবসায়ী কয়েক ব্যক্তি বিদ্বেষমূলে শ্রীমায়াপুর নবদ্বীপের বিরুদ্ধে পোষ্টমাষ্টার জেনারেলের নিকট যে দরখাস্ত করিয়াছিলেন, তাহা শুনিবার পূর্ব্বে উক্ত জেনারেল বাহাদুর নদীয়া জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট মহাশয়ের নিকট গ্রামের কি নাম, ইহা নিরাকরণের জন্য প্রেরণ করেন। লিখিত পত্রে তদন্তের ভার ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুরের নিকট দিবার কথা মিথ্যা। যেহেতু ম্যাজিষ্ট্রেট কালেক্টর বাহাদুর পোষ্টমাষ্টার জেনারেলের অধীনস্থ কর্ম্মচারী নহেন। কেবল কালেক্টর বাহাদুর গ্রামের নামের বিবরণ জানাইবেন। রেজুল হক সাহেব মোল্লা নহেন, তিনি থন্দকার। পত্রলেখকের হক সাহেবকে 'মোল্লা' বলার উক্তি মিথ্যা। নটবর দত্তের বহু প্রাচীন প্রামাণিক গ্রন্থাদি ও প্রমাণাদি সহ উপস্থিত হওয়া মিথ্যা। তবে তিনি উপস্থিত হইয়াছিলেন, প্রামাণিক উক্তি-গ্রন্থাদি ও প্রমাণাদি তাঁহার ছিল না।

জিলা ম্যাজিষ্ট্রেটকে আই, সি, এস, বলিয়া নটবর দত্তের উক্তি মিথ্যা।

১৯২০ খৃষ্টাব্দে দাখিলী মানচিত্রের 'অমুনাসিক' এই পদের উক্তি মিথ্যা। ভক্তিবিনোদ মহাশয়ের ৪০ বৎসর পূর্ব্বে জমি খরিদ নটবর দত্তের উক্তি সম্পূর্ণ মিথ্যা। পরলোকগত রামসেবক চট্টোপাধ্যায়ের যে জমি খরিদ, তাহা মিঞাপুর নহে, উহা শ্রীধাম মায়াপুর। তাহার প্রমাণ গৌড়ীয়মঠের পঞ্চ-দাখিলী দলিল সমূহ। নটবর দত্তের শ্রীধাম মায়াপুর নবদ্বীপে মুসলমান লোকদের উপনিবেশ স্থাপন করার কথা মিথ্যা। বক্তিয়ার খিলিজী কোন উপনিবেশ স্থাপন করেন নাই—ইহাই ঐতিহ্য। রায় বাহাদুর চন্দ্রভূষণ ভাদুড়ীর 'শ্রীধাম' শব্দে আপত্তি খণ্ডন করিয়া খাঁ বাহাদুর উকিল মহাশয় 'শ্রীধাম' শব্দ সংরক্ষণের চেষ্টা করেন। এই সংবাদ গোপন করায় পত্রলেখক গৌণভাবে মিথ্যাশ্রয় করিয়াছেন। শুনানীর কালে খুলনাবাসীর ১খানি রেজলিউসনকে ২খানি টেলিগ্রাম বলা মিথ্যা। ম্যাজিষ্ট্রেট টেলিগ্রামগুলি পাঠ করিয়াছেন, পত্র-লেখকের এই কথা বলা সম্পূর্ণ মিথ্যা। প্রাচীন কুলিয়া সহর নবদ্বীপের ঈর্ষাপর জনগণের পক্ষ হইতে বিরুদ্ধ প্রমাণ দাখিল হইয়াছিল এই কথা মিথ্যা। তথাকার অবসর প্রাপ্ত কর্ম্মচারী ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট চেয়ারে বসিতে যতবার ধৃষ্টতা করায় ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব তাহার অনধিকারের কথা বলিয়া উঁহাকে বিদায় দিয়াছিলেন। তাঁহারা কোন গ্রন্থাদির প্রমাণ দাখিল করিতে পারেন নাই বা লইয়াও যান নাই।

অতএব সম্পাদক মহাশয় নটবর বাবুর সম্পূর্ণ মিথ্যা বিবরণ প্রকাশ করিয়া যে পাঠকগণকে বিপথগামী করিয়াছেন তাহা হইতে রক্ষা করিবার জন্য এই পত্রটী প্রকাশ করিবেন। নতুবা বসুমতীর প্রকাশিত সংবাদ সমূহ ভবিষ্যতে কেহই বিশ্বাস করিবেন না।

সেখ সোলেমান সরকার
শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

শ্রীগৌড়ীয় মঠের

উৎসব তালিকা

রবিবার	২৩শে ভাদ্র	৮ই সেপ্টেম্বর	শ্রীসীতাদেবীর-আবির্ভাব
মঙ্গলবার	২৫শে		শ্রীললিতাসপ্তমী
বুধবার	২৬শে	১১ই	শ্রীরাধাষ্টমী ও শ্রীরঘুনাথ-দাস গোস্বামীর আবির্ভাব
রবিবার	৩০শে	১৫ই	শ্রীজীবগোস্বামীর আবির্ভাব
সোমবার	৩১শে	১৬ই	শ্রীভক্তিবিনোদ প্রকটোৎসব (সাধারণ মহোৎসব)
মঙ্গলবার	১লা আশ্বিন	১৭ই ,,	অনন্ত-চতুর্দ্দশী আবির্ভাব
বুধবার	২রা ,,	১৮ই ,,	বিশ্বরূপ আবির্ভাব মহোৎসব

দৈনন্দিন-অনুষ্ঠান

উষায়—অরুণোদয় কীর্ত্তন।

প্রাতে—শ্রীমদ্ভাগবত-পাঠ ব্যাখ্যা হরিকথা ও ইষ্টগোষ্ঠী

পূর্ব্বাহ্নে—নগর-কীর্ত্তন।

মধ্যাহ্নে—মহাপ্রসাদ সম্মান।

অপরাহ্নে—হরিকথা ও সদাচার শিক্ষা।

সন্ধ্যায়—শ্রীচরিতামৃত ব্যাখ্যা।

প্রদোষে—হরিসংকীর্ত্তন ও মহাপ্রসাদ-সম্মান।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—দৈবাদুরোধে ও উপবাস দিবসে এই তালিকা পরিবর্ত্তন-যোগ্য।

জীবের দুর্গতি

(শ্রীপাদ নৃসিংহ দাস অধিকারী

অনাদি কাল হইতে পুরুষানুক্রমে প্রত্যেক ব্যক্তি পিতা, মাতা, শিক্ষক, সমাজ দশজনের নিকট হইতে দেখিয়া শুনিয়া শিক্ষা লাভ করত এই শিক্ষানুযায়ী সংসার প্রতিপালন ও ভোগ করিয়া চতুর্ব্বর্গের দাসত্ব স্বীকার করাই একমাত্র মুখ্য উদ্দেশ্য মনে করে এবং ইহাই জীবনের কর্ত্তব্য কর্ম্ম সিদ্ধান্ত করে। শিশুকালে পিতা মাতার নিকট লালিত পালিত হইয়া, কৈশোরে শিক্ষাদি লাভ করিয়া, যৌবনে ধন উপার্জ্জন ও বিবাহাদি করত সন্তান উৎপন্ন করিয়া আর বার্দ্ধক্যে ধর্ম্ম কর্ম্ম করিয়া মরিতে পারিলেই বা তাহারা ইহ জন্মে এবং পরজন্মে সুখী হইয়া স্বর্গাদি ভোগ করিতে পারিলেই জীবন সার্থক হইল মনে করে। আর কি ধনী, কি দরিদ্র প্রত্যেকেই যাহার যে পরিমাণ ধন আছে, তাহা হইতে আরও অধিক ধন পাইবার আশায় মায়ার চাকুরী করিয়া ধন উপার্জ্জন করত নিজে ভোগ করিতে পারিলেই সুখী হইবে এবং ইহা পাইবার জন্যই এই মায়া-পিশাচীর সেবা করিয়া অনিত্য ধন জন প্রাপ্ত হইয়া পুনঃ তাহাতে জর্জ্জরিত হইলেও উহা পাইবার জন্যই আশা করে। কনক কামিনী প্রতিষ্ঠাই একমাত্র পরম পুরুষার্থ মনে করিয়া তাহাতে অত্যন্ত ভোগ করিবার মানসে দেবতাদের নিকট সকলেই ধনং দেহি—সুন্দরীং ভার্য্যাং দেহি, জনং দেহি ইত্যাদি কামনা নিয়া আরাধনা করিয়া তাহা প্রাপ্ত হইয়া যাহারা ভোগ করিতে পারে, সেই অত্যন্ত সুখী, ধার্ম্মিক ও ভাগ্যবান জ্ঞান জন্ম মনে করে। অবৈধ স্ত্রী-সংসর্গই সকল অনর্থের মূল। তাই শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন, "অসৎ সঙ্গ ত্যাগ এই বৈষ্ণব আচার। স্ত্রী-সঙ্গী এক অসাধু কৃষ্ণাভক্ত আর, জীব কিন্তু কৃষ্ণকে ভুলিয়া যাহা অসৎ তাহাই ভোগের শ্রেষ্ঠ জিনিষ মনে করিয়া ভোগ করত সুখ দুঃখাদিতে পতিত হইয়া অনাদি কাল হইতে বহির্ম্মুখ অবস্থায় চলিয়াছে। কিন্তু "জীব নিত্য কৃষ্ণদাস তাহা ভুলি গেল। এই দোষে মায়া তার গলায় বাঁধিল॥" (চৈঃ চঃ ২।২২।২৪) কৃষ্ণ ভুলি সেই জীব অনাদি বহির্ম্মুখ। "অতএব মায়া-তারে দেয় সংসারাদি দুঃখ" (চৈঃচঃ২।২০। ১১৭) কৃষ্ণ বহির্ম্মুখ হইয়া ভোগ বাঞ্ছা করে। নিকটস্থ মায়া তারে জাপটিয়া ধরে॥ পিশাচী পাইলে যেন মতিচ্ছন্ন হয়। মায়া গ্রস্ত জীবের হয় সে ভাব উদয়॥ 'আমি নিত্যকৃষ্ণদাস' এই কথা ভুলে। মায়ার নফর হইয়া চিরদিন বুলে॥ কভু রাজা, কভু প্রজা কভু বিপ্র শূদ্র। কভু সুখী কভু দুঃখী, কভু কীট ক্ষুদ্র॥ কভু স্বর্গে, কভু মর্ত্ত্যে, নরকে বা কভু। কভু দেব কভু দৈত্য, কভু দাস, প্রভু॥ (প্রেমবিবর্ত্ত) এইরূপ সংসার ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান জীব। গুরু কৃষ্ণ প্রসাদে পায় ভক্তি লতা বীজ॥ তাতে কৃষ্ণ ভজে করে গুরুর সেবন। মায়াজাল ছুটে, পায় শ্রীকৃষ্ণচরণ॥ (চৈঃচঃ২।১৯।১৫১) এইরূপ ভাবে সুখ দুঃখাদিতে জর্জ্জরিত হইয়াও জীব ঐ মায়া-পিশাচীর সংসর্গ-জনিত অনিত্য ভোগই বাঞ্ছা করে। অনিত্যেরে সত্য মানিয়া প্রত্যেক জীবই এই ভাবে কালের প্রবাহে ভাসমান হইয়া অনাদি কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। যদি কেহ ভোগের অত্যন্ত বশবর্ত্তী হইয়া বেশী ভোগ করিবার জন্য হিতাহিত বিবেচনা রহিত হইয়া অতি মাত্রায় ভোগ করিতে২ পরে যখন এমন সময় আসে যাহাতে আর ভোগ করিতে না পারিয়া কষ্ট পায়, তখনই মনে করে আমি অত্যন্ত পাপ করিয়াছি, এই জন্যই আমার কষ্ট হইতেছে ও ভোগ করিতে পারিতেছি না। এখন যদি মরিতে পারি তবেই রক্ষা পাই, কিন্তু তাহারা ইহা বুঝে না যে মরিলে কি হইবে কর্ম্মানুযায়ী পুনঃ নূতন জন্মলাভ করিয়া প্রথম হইতে আবার নূতন কষ্ট পাইতে হইবে। আর মনে করে "যাহারা সংসার ছাড়িয়া বনে গিয়া যোগী হইতে পারে সেই শ্রেষ্ঠ সাধু। সংসারে থাকিয়া আচারবান হইয়া সদ্গুরুর আনুগত্য করিলে কিছুই হইবে না।" তাহারা ত' বুঝে না যে যোগীরাও যোগ সাধন দ্বারা অষ্ট সিদ্ধিই লাভ করে। আর যদি যোগী না হওয়া যায় তবে যে কেবল সংসারে থাকিয়া অসৎ কার্য্যই করিব তাহা ঠিক নহে। যেমন অল্প পাপ করিলে সেই পরিমাণই শাস্তি পাইতে হয়, সেইরূপ সংসারে থাকিয়া যে, যত টুকু নীতিবান আচারবান হইয়া সদ্গুরুর আনুগত্যে এই সংসারকেই কৃষ্ণের সংসার ভাবিয়া সাধু-সঙ্গ দ্বারা শ্রবণ-কীর্ত্তন করিয়া স্রোত-পন্থায় চলিতে থাকে, তাহার সেই টুকুই সুকৃতি ও নিত্য-মঙ্গল হইল। দুঃখের বিষয় ইহা আমাদের স্মৃতিতে আসে না; আমরা ভাবি যে দিন পারি এক দিনেই উত্তম শ্রেষ্ঠ সাধু হইব। ইহা কখনও হইতে পারে না। তাই সংসারে জীবের কি দুর্গতি। যেমন বিষ্ঠার কৃমি বুঝিতে পারে না যে সে বিষ্ঠায় আছে, আর শূকর মনে করে না যে সে বিষ্ঠা খাইতেছে তদ্রূপ সংসারের জীবেরও সেই গতি। সংসারবদ্ধ জীব আমরা বুঝি না যে আমরা সংসার-কারাগারে পতিত হইয়া বিষয়-বিষ্ঠাই খাইতেছি। তাই ভগবান্ পতিত জীবের দশা দেখিয়া দয়া করিয়া 'চৈত্ত্যগুরু'রূপে প্রত্যেক জীব-হৃদয়ে অবস্থান পূর্ব্বক জীবের সদসৎ প্রবৃত্তিকে নিয়মিত করেন, তাদৃশ প্রয়োজক কর্ত্তৃত্বে চৈত্ত্যগুরু পরিলক্ষিত হয়। চৈত্ত্যগুরু মহান্তগুরু নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। এতদ্ব্যতীত মহান্তগুরুর সেবক-সম্প্রদায় বর্ত্ম-প্রদর্শক গুরুর কার্য্য করেন। মহান্ত গুরু এই প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইয়া 'নিজে আচরি ধর্ম্ম জীবেরে শিখায়।' এই লীলাভিনয় করিয়া জীবের কল্যাণার্থ কতই না আহ্বান করিতেছেন, কিন্তু অনাদিকালের বিষয়-বিষ্ঠা-ভোগী জীব তাঁহার কথায় কর্ণপাতও করে না। পশু-পক্ষী-কীট-পতঙ্গ প্রভৃতি ইতর জন্তুর এই সকল কথা বুঝিবার ক্ষমতা না থাকিতে পারে [illegible] কিন্তু মানুষের জ্ঞান ও ভাল মন্দ বিবেচনা করিবার [illegible] সত্ত্বেও যে সদ্গুরুর কথায় [illegible] না, ইহা বড়ই দুঃখের বিষয় [illegible] যদি এই কথা না [illegible] তাহাতে ও পশুতে [illegible] মানুষের ন্যায় পশুরও আহার [illegible], মৈথুন প্রভৃতি আছে। [illegible], এখনও যদি আমরা মানুষ [illegible] হই, আমরা যেন [illegible]

গভর্ণমেণ্ট হইতে রেজিষ্টারী করা—

সর্ব্বপ্রকার প্লীহা লিভার সংযুক্ত ম্যালেরিয়া

জ্বরের সাক্ষাৎ যম

সারফলীন

টনিক ও সালসা। পথ্যের বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই। এক দাগেই প্লীহা, লিভার ধ্বংস হয়। 'ফলেন পরিচীয়তে'

এক দাগে জ্বর পালায়, ফিরে জ্বর আর হয় না

একদাগে জ্বর পালায়, তিন দাগে সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়।' এমন উপকারী ঔষধ আর নাই। ২।৪ দাগ ঔষধ সেবনে যদি আপনার জ্বর একেবারে ভাল হয়, সেই প্রকৃত ঔষধ না খাওয়া উচিত নয় কি? এক্ষণে সাবধান হউন এবং জানিয়া রাখুন, আর মিছামিছি বাজে বোতল ২ বিষের জল খেয়ে শয্যাগত হইয়া প'ড়ে পরে হয়রান হয়েন কেন? সুতরাং ॥০ আনার সারফলিনই একটি জ্বর রোগীর পক্ষে যথেষ্ট, এমন প্রত্যক্ষ উপকারী জ্বরের ঔষধ আর নাই। সকালে জ্বর হইলে বৈকালে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবেন, ডাক্তার ডাকিতে হয় না। মূল্য প্রতি শিশি ॥৵০ আনা; ডজন ৫।০ আনা।

এজেণ্ট—মেসারস্ এম, ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং, ১০ নং বনফিল্ডস্ লেন, কলিকাতা

আয়ুর্ব্বেদ সম্মত বায়ু পিত্ত বাত নাশক

ত্রিগুণ তৈল

যুগল-মূর্ত্তি মার্কা সর্ব্বত্র পাওয়া যায়।

যুগল-মূর্ত্তি মার্কা এবং বটকৃষ্ণ পাল দেখিয়া লইবেন।

এমন মহোপকারী তৈল আর নাই

গবর্ণমেণ্ট হইতে রেজিষ্টারী করা-

মহর্ষি চরক শাস্ত্রোক্ত ভৈষজ্য উপাদানে খাটী কাঁচা কৃষ্ণতিল তৈলে মৃগনাভি, কস্তুরী, গোলাপ, চামেলী, হেনা, চন্দন, খসখস, বেলা, প্রভৃতি মূল্যবান মহাসুগন্ধি দ্রব্য সংমিশ্রণে প্রস্তুত বিধায় ছয় ঋতুতেই সমভাবে ইহার অমৃতোপম গুণ ও গন্ধ উপলব্ধি হইয়া থাকে। ফলতঃ এই সর্ব্বগুণসম্পন্ন পরম পবিত্র ত্রিগুণ তৈল নিত্য ব্যবহারে সাধারণতঃ দৈহিক ও মানসিক অবসাদ নিশ্চয় দূর হইয়া থাকে।

পরন্তু সর্ব্বপ্রকার স্ত্রী বা পুরুষের জননেন্দ্রিয় ধাতুস্থ স্খলিত গুপ্ত, জটিল ব্যাধি, মেহ, প্রমেহ, প্রদর, কণ্ঠরোগ, দাদক, স্বপ্নবিকার, মূর্চ্ছা, মাথাধরা, মাথাঘোরা, আধকপালী, নিদ্রাহীনতা এবং সর্ব্বপ্রকার বাতরোগ ও নানা প্রকার ব্যাধির কীটাণু ধ্বংসকারী অব্যর্থ মহৌষধ।

বলা বাহুল্য, ইহা এরূপ মস্তিষ্ক স্নিগ্ধকারী ঠাণ্ডা তৈল যে, পাগল ভাল হয়। যে কোন স্থানে তৈল ক্রয়কালীন শিশির গায়ের লেবেলের উপর বড় ২ অক্ষরে আসল যুগল মূর্ত্তি মার্কা এজেণ্ট বটকৃষ্ণ পাল দেখিয়া লইবেন, অন্যথায় শঠকারী দোকানদার জাল বা নকল তৈল বিক্রয় করিয়া আপনাকে ঠকাইবে। স্মরণ রাখিবেন বাজে জিনিষ বিক্রয় করিয়া ঠকাইতে পারিলেই খুব লাভ হয়।

এজেণ্ট—বটকৃষ্ণ পাল এণ্ড কোং ২৩নং বনফিল্ড লেন, কলিকাতা।

শ্রীচৈতন্যমঠের গ্রন্থাবলী

শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুর বিরচিত

ভক্তি-গ্রন্থাবলী।

উৎকৃষ্ট কাপড়ে বিলাতী ধরণে বাঁধাই

স্বর্ণালঙ্কৃত। চতুর্থ সংস্করণ। বিস্তৃতবিধ সূচীসহ

জৈবধর্ম্ম

বাঁধাই ২৲ দুই টাকা

প্রকাশিত হইয়াছে

সনাতন ধর্মশাস্ত্র বেদ, বেদান্ত, উপনিষৎ গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত, পুরাণ, তন্ত্রাদি সকল গ্রন্থ পাঠ করিবার অবসর অতি অল্প মানবের ঘটিয়া থাকে। অনেকের যোগ্যতা না থাকায়, সেই সমস্ত গ্রন্থের মর্ম্ম অবগত হইতে পারেন না। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ মহাশয় এই অসুবিধা দূরীভূত করিবার জন্য এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

বিদ্যালয়ের ছাত্র বা শিক্ষকগণের বিশেষ পাঠ্য, এই হেতু শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টার বাহাদুর ইহা সমস্ত বিদ্যালয়ের জন্য অনুমোদন করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

প্রথম খণ্ড ভিক্ষা—১৲ একটাকা

যুক্তিপূর্ণ শাস্ত্রবাক্য দ্বারা প্রত্যেক মানবের নিত্য কর্ত্তব্য ও অনিত্য সাময়িক কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে, প্রত্যেক প্রাকৃ উক্তি সনাতন শাস্ত্রবাক্য দ্বারা সমর্থিত ও প্রমাণিত হইয়াছে। দেহের, মনের ও আত্মার ধর্ম্ম কি? স্বদেশ, সমাজ, নীতি, ধর্ম্ম কি? ইত্যাদি বিষয় ক্রমানুসারে এমন সুন্দরভাবে যুক্তিসহকারে আলোচিত হইয়াছে যে, প্রথম পংক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত পাঠ না করিয়া নিবৃত্ত হওয়া যায় না।

শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য

ভিক্ষা ৵০

ঐ প্রমাণ খণ্ড ভিক্ষা ৵০

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিহার ও লীলাভূমি নয়টী দ্বীপ-সমন্বিত। এই নয় দ্বীপের প্রাচীন বিবরণ—প্রত্যেক দ্বীপে শ্রীমহাপ্রভুর লীলা—প্রত্যেক দ্বীপের পরিচয়, শ্রীধাম-মাহাত্ম্য—ধামাপরাধ কি? ইত্যাদি বিষয় বিশেষভাবে মনোহর ছন্দে বর্ণিত। পকেট সাইজ প্রায় ১৬০ পৃষ্ঠা।

শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ

উজ্জ্বল ব্রোঞ্জ-ব্লু কালীতে উত্তম কাগজে ছাপা—শ্রীনবদ্বীপধাম দর্শনে ভাবুক দর্শনকারীর কি প্রকার ভাবের উচ্ছ্বাস হয়, তাহা এই গ্রন্থে বর্ণিত। অতি চমৎকার। ভিক্ষা চারি আনা।

শ্রীভক্তিপথ

।৶০

দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভুকে উপদেশচ্ছলে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিচার অতি সুন্দরভাবে বর্ণিত হইয়াছে। ইহা ছাড়া শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদিষ্ট শিক্ষা ও উপদেশ বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-জগতে অভিনব গ্রন্থ!!

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতি-গ্রন্থাবলী:—

শরণাগতি

পকেট সাইজ
অষ্টম সংস্করণ
ভিক্ষা /০ আনা

দেহ ও মনের চেষ্টা অনিত্যবস্তু লইয়া—ইহা যখন জীব বুঝিতে পারে, তখন একমাত্র নিত্যবস্তু শ্রীভগবানের প্রতি তাঁহার কোন জাতীয় আবেগময়ী প্রার্থনা হয় এবং শ্রীভগবানে সর্ব্বান্তঃকরণে নিষ্কপটে কি প্রকারে শরণ হইতে হয়, ইত্যাদি বিষয়ক প্রাণস্পর্শী প্রার্থনা ও আত্মসমর্পণমূলক গান। ত্রিংশ সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে

ভিক্ষা প্রতি খণ্ড /০ এক আনা।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা— /০, নবদ্বীপশতক— /০

অর্থপঞ্চক— -/০

কল্যাণকল্পতরু

পকেট সাইজ
পঞ্চম সংস্করণ
ভিক্ষা /১০

আমরা প্রত্যহ নূতন অর্থের ও কামনার বশবর্ত্তী হইয়া পুনঃপুনঃ যে অকল্যাণকে কল্যাণ বলিয়া গ্রহণ করি এবং যাহার নিকট কল্যাণ কামনা করি, তিনি যে নিত্য বা যথার্থ কল্যাণ প্রদানে অসমর্থ এবং কোন বস্তু আমাদের নিত্য কল্যাণদাতা এবং কি ভাবে আমরা সেই কল্যাণলাভে সমর্থ হইব, এই সকল কথা সরল গানে লিখিত। এই গীতিগ্রন্থ বাস্তবিকই কল্যাণের কল্পতরু; ইনি প্রত্যেককে নিত্যকল্যাণ প্রদানে

শ্রীল চক্রবর্ত্তি ঠাকুরের টীকা সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠাকুর কৃত টীকা ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কৃত বঙ্গানুবাদ। টীকাকারের জীবনী, শ্লোক-সূচি, বিষয়সূচি প্রভৃতি বহু প্রয়োজনীয় বিষয় সম্বলিত প্রায় ৮২৫ পৃষ্ঠা। উৎকৃষ্ট সিল্কে বাঁধাই ২৲ দুই টাকা, কাগজে বাঁধা ১৷৷০

শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ কৃত ভাষ্য সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

কাগজ ও ছাপা উৎকৃষ্ট। সিল্কে বাঁধাই, সোনার জলে নাম লেখা রাজসংস্করণ ১৲ টাকা, সাধারণ সংস্করণ ১৷৷০, গৌড়ীয়ের গ্রাহকপক্ষে ১৷০

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি

(সংস্কৃতে সর্কোষগ্রন্থ)

বিষয়:—১। ভাগবতের বাবহৃত শব্দাবলীর অর্থ, ২। চারি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের চরিত্র, ৩। বিষ্ণুতোষণসম্পর্কিত শ্রীমন্দির ও শ্রীবিগ্রহের বিবরণ, ৪। বৈষ্ণবগ্রন্থ ও গ্রন্থকারসমূহের তাৎপর্য্য ও বিবরণ, ৬। বিষয় নির্দ্দেশময় লৌকিক ও শাস্ত্রীয় আকরসূচি যাবতীয় তথ্য। চারিখণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ১ম খণ্ড ৸০, ২য় খণ্ড ৸৵০, ৩য় খণ্ড ৸০, ৪র্থ খণ্ড ৷৷/০, চারিখণ্ড একত্রে ৩৲ (৫ম খণ্ড যন্ত্রস্থ)।

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ—১ম খণ্ড ১৲ এক টাকা

২য় খণ্ড ১৲ এক টাকা—শ্রীমদ্ভাগবতের গ্রাহক ও গৌড়ীয় গ্রাহকগণ ১৷০ টাকায় দুইখণ্ড পাইবেন। বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমজ্জীব গোস্বামিপাদের রচিত গ্রন্থ। ইহাতে ষট্সন্দর্ভের অনেক প্রয়োজনীয় অংশ। প্রতি খণ্ড ডবল ক্রাউন ৮ ফর্ম্মায় ৬৪ পৃষ্ঠা আকারে মুদ্রিত হইতেছে।

শ্রীমন্মথবন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত

সদাচারস্মৃতিঃ

ভিক্ষা /০ মাত্র

বেঙ্গলীকৃত

মদন মঞ্জরী

বটিকায় স্বপ্ন ও ধাতুবিকার, ইন্দ্রিয়শক্তির হ্রাস, প্রস্রাবে শুক্রপাত, সদ্দিকাশী, মাথাঘোরা, বুক ধড়ফড়ানি, অনিদ্রা প্রভৃতি লক্ষণ সত্বর নির্দ্দোষ আরোগ্য হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ৪০ বটী ১৲ এক টাকা।

"নপুংসকারি ঘৃত"

পুরুষত্বহীন রোগে বাহ্যপ্রয়োগ দ্বারা আরোগ্য করিয়া শক্তিসঞ্চার করে। মূল্য ২ তোলা ১৲ টাকা।

"রমণবিলাসিনী বটিকা"

স্ত্রীলোকের কাম ও সম্ভোগশক্তি স্থায়ী ও বৃদ্ধি করিতে অত্যাশ্চর্য্য। মূল্য ১৬ বটী ১৲ এক টাকা।

রাজবৈদ্য নারায়ণজী, কেশবজী

১৭৭নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

কুমার-ভোগ—কৃশ ও দুর্ব্বল শিশু অচিরে সবল বোগমুক্ত হইয়া মোটা হয়। যে সকল শিশুর দাঁত উঠিতেছে, তাহাদের ক্ষুধাবৃদ্ধি ও যকৃতের ক্রিয়া ভাল হয়। দন্তোদ্গমের সময় কোন কষ্ট হয় না। খাইতে মিষ্ট। মূল্য প্রতি শিশি এক টাকা, মাশুল ।৶০ আনা।

নারেল (Narhol) ... শ্রেষ্ঠ ঔষধ। ... কাশি, ব্রঙ্কাইটিস (Bronchitis) ...

৮০ বটিকায়

দাদ ... ডাঃ ... দাগ লাগে না ... ১৭, ... ষ্ট্রীট, বড়বাজার, কলিকাতা

... কম খরচে ... হয় না।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (প্রাচীন নবদ্বীপ) নদীয়া।

অপূর্ব্ব সুযোগ অল্পাদিনের জন্য মাত্র

শ্রীগৌড়ীয় মঠের উৎসব উপলক্ষে

গৌড়ীয় পত্রিকা ... ৫। চৈতন্যচন্দ্রামৃত (অবাধা) ... ॥০
হরিনামামৃত ... ৬। শ্রী বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী জীবনী
চৈতন্য শিক্ষা ... ৷৹ ,, ॥০ ৭। সিদ্ধান্তদর্পণ ... ৷৹
নবদ্বীপ ... ৷৹ ,, ॥০ ৮। নবদ্বীপ পঞ্জিকা

মাশুল পৃথক

প্রাপ্তিস্থান শ্রীচৈতন্য মঠ

পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া।

বেদনাঞ্জন

শ্রেষ্ঠরত্ন

কলিকাতা কংগ্রেস একজিবিসন হইতে বহু প্রশংসা প্রাপ্ত ও বহু গণ্যমান্য ভদ্রমহোদয়গণ কর্ত্তৃক প্রশংসিত।

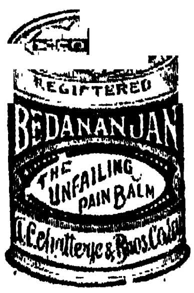

আজকাল বাজারে চর্ব্বি মিশ্রিত ও বিষাক্ত আহার্য্য সেবনে শরীরের রক্ত স্বাস্থ্য দোষিত হইয়া পড়িতেছে। সকল মানব-দেহের শ্রেষ্ঠ উপাদান, এই রক্ত দোষিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মানব বাত, বেদনা, মাথাধরা, মাথাঘোরা, দৃষ্টিশক্তির হ্রাস, দাঁতের গোড়া ফুলা, দাঁত কনকনানি, দাঁতে পোকা এবং দাদ, চুলকানি প্রভৃতি কষ্টদায়ক চর্ম্মরোগে আক্রান্ত হইতেছে। যদি আপনি এযাবত ব্যাধিমুক্ত হইতে চান, তাহা হইলে অযথা পয়সার অপব্যয় না করিয়া অল্প ব্যয়ে এক শিশি **বেদনাঞ্জন** ক্রয় করিয়া ইহার কার্য্যকারী-শক্তি উপলব্ধি করুন। গুণের তুলনায় মূল্য অতি সামান্য, এক শিশি ॥৵০ আনা মাত্র মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান—এ, সি, চাটার্জ্জী এণ্ড ব্রাদার্স।

৪৫নং কুলকাটি লেন, সালিকা হাওড়া।

সকল মণিহারী দোকানে ও বড় বড় ডাক্তার খানায় পাওয়া যায়।

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

যদিও অদ্যাপি প্রকৃত মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য, তথাপি যাঁহারা নানাবিধ অনিয়মিত উপায়ে অপরিমিত শক্তি নষ্ট করিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া বাইয়াছেন এবং নানা প্রকার মেহ, প্রমেহ ধাতুদৌর্ব্বল্য, স্নায়বিক দুর্ব্বলতা, বহুমূত্র, দুঃস্বপ্ন, পায়ুসংকোচ পীড়া, অর্শ এবং স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে যাহারা বাধক, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, সূতিকা, শ্বেত ও রক্তপ্রদর, হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি রোগে ভুগিয়া জীবনে নিরাশ হইয়াছেন, তাঁহারা আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটাল সাহেবের আবিষ্কৃত **ইলেক্ট্রিক সলিউসন** ব্যবহার করিয়া বাঁচিতে পারেন, তাহার শত সহস্র প্রমাণ প্রতি বৎসরেই পাওয়া যাইতেছে। যাঁহারা অন্যান্য বহুবিধ ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরোগ্য হইতে পারেন নাই, তাঁহারা একবার এই ঔষধটী ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক মাসের ব্যবহারোপযোগী এক শিশি ঔষধ ডাকমাশুল সহ ১৷৷০ টাকা মাত্র।

সোল এজেন্ট—ডাঃ ডি, ডি, হাজরা।

ফতেপুর, গার্ডেনরিচ পোষ্ট, কলিকাতা।

ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

অধ্যক্ষ

শ্রীযোগেশ চন্দ্র ঘোষ এম.এ. এফ.সি.এস. (লণ্ডন)

ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক

(প্রফেসার)

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ বিশুদ্ধ ও শাস্ত্রমতে নিজ তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হয়। পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ক্যাটালগ পাঠান হয়। রোগের বিবরণ জানাইলে যত্নপূর্ব্বক ব্যবস্থা দেওয়া হয়। চিঠি পত্রাদি সম্পূর্ণরূপে গোপন রাখা হয়।

মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দুর)

(বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৪৲ টাকা

উৎকৃষ্ট স্বর্ণ, পারদ ও আমলাসার গন্ধক দ্বারা যথাশাস্ত্র প্রস্তুত।
নিত্য প্রয়োজনীয় সর্ব্বরোগনাশক মহৌষধ।

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৩৲ টাকা

উৎকৃষ্ট কাশীর আমলকী, বংশলোচন প্রভৃতি যাবতীয় উপাদানে পূর্ণ মাত্রায় যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। কফ, কাসি, সর্দ্দি, যক্ষ্মা, ক্ষয়রোগ, হৃদরোগ প্রভৃতি রোগের মহৌষধ। সর্ব্বপ্রকার দুর্ব্বলতা নাশক অতিশয় পুষ্টিকর মহৌষধ বা খাদ্য বিশেষ।

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬৲ টাকা

ইহা সেবনে ধাতুদৌর্ব্বল্য, শুক্রহীনতা, স্বপ্নদোষ, প্রমেহ ও ধ্বজভঙ্গ সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায়। ইহা অপরিসীম আনন্দদায়ক রসায়ন।

অবলাবান্ধব যোগ

প্রদর, বাধক প্রভৃতি জরায়ুদোষ ও যোনিগত দুরারোগ্য রোগের মহৌষধ
মূল্য—১৬ মাত্রা ২৲ টাকা। ৫০ মাত্রা ৫৲ টাকা মাত্র

বিশুদ্ধ জল! ভয় নাই! বিশুদ্ধ জল!

লক্ষ্মী টিউব-ওয়েল কোং

২০৫নং নবাবপুর, ঢাকা।

বর্ত্তমান-যুগের নব-আবিষ্কৃত যন্ত্রপাতিদ্বারা উন্নত বৈজ্ঞানিক-খনন-প্রণালীতে নলকূপ (*Tube-well*) নির্ম্মাণ করা হয়। বঙ্গের লাট বাহাদুর, প্রাইভেট সেক্রেটারী, ডিষ্ট্রীক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট, ডিষ্ট্রীক্টবোর্ডের চেয়ারম্যান, ইঞ্জিনিয়ার, জমিদার, তালুকদার, প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত ভদ্রমহোদয়গণ এই কোম্পানীর কার্য্য দেখিয়া প্রশংসা করিয়াছেন। রাসায়নিক পরীক্ষায় জল বিশুদ্ধ না হইলে মূল্য গৃহীত হয় না। বিস্তৃত বিবরণের জন্য পত্র লিখুন।

বিনামূল্যে বিনামূল্যে

বিতরিত

শাস্ত্রের সার "কামশাস্ত্র" গ্রন্থখানি চৌদ্দ লক্ষের উপরে বিতরিত হইয়াছে। উহা পাঠে মানবের পরিণাম ফলাফল জানা যায়।

এই পুস্তক যিনি লিখিয়াছেন, তিনিই "আতঙ্কনিগ্রহ বটিকা"র আবিষ্কর্ত্তা। এই বটীকা দুর্ব্বলকে সবল করে এবং সবল ব্যক্তিকে অটুট ও অক্ষয় রাখে। বত্রিশ বটিকা পূর্ণ প্রতি কৌটার মূল্য ১৲ টাকা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান:—আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়।

২১৪নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মনোমোহন প্রেস

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা

পূর্ব্ব-বাঙ্গালায় সুলভে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত।
বৈদ্যুতিক মেশিনে দিবারাত্র কাজ চলিতেছে।
বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,
৯০নং নবাবপুর, ঢাকা।

শ্রীমায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—শ্রীবিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

স্থানীয় সংস্করণ

Registered No. C 1544

বিজ্ঞাপনের হার

প্রথমবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৹
সিকি কলম ২৲
চাকুরির হার
স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহ

ভারতের সর্ব্বত্র মঙ্গল-প্রচারক নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৪র্থ খণ্ড] সম্পাদক—প্রত্নবিদ্যালঙ্কার শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী [১৬৪ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্য মঠ, শ্রীধাম মায়াপুর—২৮শে ভাদ্র সোমবার ১৩৩৬, ১৬ই সেপ্টেম্বর ১৯২৯

শ্রীধাম মায়াপুর ডাকঘর

গত ১লা জুন হইতে শ্রীধাম মায়াপুর পোষ্ট অফিস খোলা হইয়াছে। বঙ্গদেশের পোষ্টমাষ্টার জেনারেল বাহাদুর শ্রীধাম মায়াপুর ডাকঘর হইতে নদীয়া-প্রকাশ ভারতের সর্ব্বত্র প্রেরণ করিবার আদেশ দিয়াছেন।

ম্যানেজার, 'নদীয়া প্রকাশ'

পোঃ আঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

শ্রীধাম মায়াপুরের যাবতীয় পত্র বুকপোষ্ট রেজিষ্টারী, মণি-অর্ডার প্রভৃতি ডাকে পাঠাইতে হইলে, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া ঠিকানায় লিখিবেন।

দ্বীপ দিগ্দর্শন

গঙ্গার পূর্ব্বপারস্থ অন্তর্দ্বীপ, সীমন্তদ্বীপ, মধ্যদ্বীপ ও গোদ্রুমদ্বীপ। পশ্চিমপারস্থ কোলদ্বীপ, ঋতুদ্বীপ, জহ্নুদ্বীপ, মোদদ্রুমদ্বীপ [illegible] এই নয়টী দ্বীপের অন্তর্গত স্থানসমূহ নবদ্বীপমণ্ডল [illegible] দিগ্দর্শন' নামক গ্রন্থে [illegible]দের বিবরণ [illegible] আছে। এক আনা [illegible] বুক পোষ্টে পাঠান হয়।

প্রাপ্তিস্থান [illegible]
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া।

গৌড়ীয় [illegible]
[illegible] কলিকাতা

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

তিনখণ্ডে সমগ্র গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছেন। মূল্য প্রভৃতি ছাপা হইতেছে
[illegible] নদীয়াপ্রকাশের [illegible]

রোগী দেখিবার সময়ঃ—
প্রাতে—৮টা হইতে ১০টা,
বৈকালে—৩টা হইতে ৫টা পর্য্যন্ত।

মূল্যোন্নেয়ম্ !

ভাল ফেরৎ !!

সর্ব্বত্র এজেন্ট আবশ্যক।
পত্র লিখুন।
[illegible]
দিবা রাত্রি ঔষধ পাওয়া যায়।

ডাক্তার বি, ডি, কুণ্ডুর—

আবিষ্কৃত ও গভর্ণমেণ্ট রেজেষ্টারীকৃত

১। ভূপেন্দ্র সোডা স্পেসিফিক—পেটের যাবতীয় রোগের, অজীর্ণ, ডিস্পেপ্সিয়া মহৌষধ। প্রত্যেক গৃহে রাখা প্রয়োজনীয় ঔষধ—প্রতি শিশি ১৲ এক টাকা মাত্র।

২। চণ্ডি ফিবার মিকশ্চার—ম্যালেরিয়া জ্বর এক শিশিতে সম্পূর্ণ আরোগ্য। কম্পজ্বর প্লীহা ও সকল জ্বরের মহৌষধ। প্রতি ছোট শিশি ৮৹ বার আনা, বড় শিশি ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। গণোরিয়া স্পেসিফিক—[illegible] রকম গণোরিয়া রোগ [illegible] কেন, এক শিশিতে আরোগ্য। এক শিশি ১৲ এক টাকা মাত্র।

হোমিওপ্যাথিক [illegible]

১। ওয়ারম্ কিওর—[illegible] ২। ফিমেল গ্লুম। [illegible] বাধকের, ৩। ডিস্পেপ্সিয়া স্পেসিফিক [illegible] ৪। কাফ রেগুলেটার—[illegible] ৫। [illegible] ট্রোমিডি—[illegible] মূল্য প্রতি শিশি [illegible] ডাকমাশুল স্বতন্ত্র।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :— আরোগ্য না হইলে মূল্য ফেরৎ। রোগের অবস্থাদি জানাইলে, ঔষধ ও ব্যবস্থাদি পাঠান [illegible] ঔষধ পাঠান হয়। এক কালীন [illegible] টাকার ঔষধের অর্ডার পাইলে, স্বতন্ত্র কমিশন দেওয়া হয়। পত্রাদি বিশেষ [illegible]

সোল এজেন্টস্ :—
দি এলোপ্যাথিক ড্রাগ ষ্টোরস্

ডাক্তার বি, ডি, কুণ্ডু
[illegible] কলিকাতা।
[illegible]

কর্ম্মাবলম্বকাঃ কেচিৎ কেচিজ্জ্ঞানাবলম্বকাঃ। বয়ন্তু হরিদাসানাং পাদত্রাণাবলম্বকাঃ॥

নানা কথা

ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের সফর

নদীয়া [illegible] জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ জি, [illegible] নিম্নলিখিত [illegible] সফর করিবার [illegible] করিয়াছেন।

[illegible] সেপ্টেম্বর—নবদ্বীপের [illegible] [illegible] সহ [illegible] [illegible] অন্যান্য [illegible] করিবার [illegible] নবদ্বীপ গমন।

[illegible] সেপ্টেম্বর—২১নং আসামীতে আহার [illegible] গমন।

[illegible] পরীক্ষা [illegible]

[illegible]—[illegible] নির্বাচন সময় [illegible] কোয়ার্টার কৃষ্ণনগরে প্রত্যাবর্তন।

[illegible] কর্মচারীদের [illegible] নির্দেশ কলিকাতায়।

২০শে—অপরাহ্নে প্রত্যাবর্ত্তন।

২১শে—[illegible] অফিস পরিদর্শন।

২২শে—কৃষ্ণনগরে প্রত্যাগমন।

২৪—২[illegible]নং আসামীতে [illegible] গমন।

২৫শে—থানা এবং ইউনিয়ন [illegible]।

২৬শে—কৃষ্ণনগরে প্রত্যাগমন।

প্রেসিডেন্সি কলেজে ধর্ম্মঘট

[illegible] সেপ্টেম্বর [illegible] সময় [illegible] পিকেটিংকারী ছাত্র প্রেসিডেন্সি কলেজের সম্মুখে [illegible] হইয়া কলেজে [illegible] ছাত্রগণকে প্রবেশ করিতে বাধা প্রদান করে।

কলেজ বসিবার নির্দিষ্ট সময় [illegible] কলেজে প্রবেশ [illegible] ছাত্র কলেজে প্রবেশের চেষ্টা করে, পিকেটিংকারী ছাত্রদের বল প্রয়োগ আরম্ভ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] উভয় [illegible] [illegible] [illegible] আহত [illegible]

অধ্যক্ষ আহত

[illegible] অধ্যক্ষ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] প্রবেশ [illegible] হইয়াছেন।

পুনরায় দাঙ্গা

[illegible] ঘটিকার সময় কয়েক জন [illegible] কলেজের ফটক দিয়া প্রেসিডেন্সী কলেজে প্রবেশ করিতে চেষ্টা করায় আবার দাঙ্গা আরম্ভ হয়। সেখানেও পুনরায় ঢিল ও জুতা ছোড়াছুড়ি হইতে [illegible] সময় [illegible] [illegible] [illegible] ছিলেন, তখন [illegible] বলেছেন [illegible] [illegible] প্রেসিডেন্সি [illegible] [illegible] ঘোষালকে [illegible] কথা বলিবার জন্য কলেজ [illegible] লইয়া গেলেন। [illegible] অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত ঘোষালকে বলেন যে, কলেজ বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। যে সকল ছাত্র কলেজে আসিয়াছে, তাহারা বাহির হইয়া যাইবে। অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত ঘোষালকে এই মর্ম্মে অনুরোধ করেন যে, উহারা বাহির হইয়া যাইবার সময় তাহারা যেন তাহাদিগকে উৎপীড়িত না করে। শ্রীযুক্ত ঘোষাল [illegible] বলেন যে, যাহারা বাহির হইয়া যাইবে, তাহাদের যেন বাহিরের পিকেটিংকারী ছাত্রদিগকে কোনরূপ অপমানিত না করে। অধ্যক্ষ তাহাতে স্বীকৃত হইলে শ্রীযুক্ত [illegible] বাহিরে আসিয়া বাহিরের ছাত্রদিগকে [illegible] ছাত্রগণকে পথ ছাড়িয়া দিতে বলেন, [illegible] তাহার আদেশানুবর্ত্তী কার্য্য করে।

বহু কলেজে ধর্ম্মঘটের প্রসার

প্রকাশ, নিখিল-বঙ্গ-ছাত্র-সমিতি কর্তৃক প্রচারিত আবেদনের উত্তরে [illegible] সেপ্টেম্বর তারিখে কলিকাতা ও মফঃস্বলের বিভিন্ন কলেজের বহু ছাত্র নিজেদের কলেজে যোগদান করে নাই। অনেক কলেজ বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। [illegible] সকল কলেজের কর্তৃপক্ষীয়গণ নিজেদের কলেজ বন্ধ করেন নাই, সেই সকল কলেজের সম্মুখে ছাত্ররা পিকেটিং করিয়াছিল।

হর্ষে বিষাদ

ভোজনাগারে অগ্নিকাণ্ড

[illegible] সেপ্টেম্বর রাত্রিশেষে বেলগাছিতে একটি চারিতল ভোজনাগারে আগুন লাগিয়াছিল। রাত্রিবাসকারীরা [illegible] [illegible] চীৎকার [illegible] [illegible] করিতে দেখা যায়। আগুন লাগিবার এক [illegible] [illegible] [illegible] প্রদর্শন করিয়া তাহাদিগকে উদ্ধার করে। পরে প্রকাশ পায়, [illegible] [illegible] [illegible] ভোজনাগারের [illegible] [illegible] কিয়ৎকাল পরে [illegible] [illegible] ভোজনাগারের [illegible] অন্দরে পরিণত [illegible] [illegible] [illegible]।

নোটীশ

মোং কৃষ্ণনগর দ্বিতীয় মুন্সেফী আদালত

মোঃ ৮২২নং দেওয়ানী ৯[illegible]।

বাদী—	বিবাদী—
ঈশানচন্দ্র কুণ্ডু	[illegible] মণ্ডল দিং
মোং কাছারী মধুপুর, থানা চাপড়া জেলা নদীয়া।	মোং মধুপুর, থানা চাপড়া জেলা নদীয়া।

যেহেতু বাদী উপরোক্ত মোকদ্দমার থানা চাপড়ার সামিল মৌজে মধুপুর [illegible] [illegible] মধুপুর মৌজায় [illegible] [illegible] [illegible] না পারে তজ্জন্য চিরস্থায়ী [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] যদি কোন ব্যক্তি উক্ত মোকদ্দমায় পক্ষভুক্ত হইবার ইচ্ছা করেন তাহা হইলে আগামী [illegible] তারিখ বা [illegible] দিনে হাজির হইয়া পক্ষভুক্ত হইয়া আপত্তি করিতে পারেন।

বিজ্ঞাপন

মোকাম কৃষ্ণনগরের সদর দ্বিতীয় মুন্সেফী আদালত।

দেওয়ানী মোকর্দ্দমা ৯[illegible]নং ১৯২৮।

বাদী—	বিবাদী—
১। শ্রী[illegible] মণ্ডল।	১। ঈশানচন্দ্র কুণ্ডু সাং মহাজনপুর থানা [illegible] জেলা নদীয়া।
২। শ্রী[illegible] মণ্ডল।	মোকাবেলা বিবাদী—
৩। শ্রী[illegible] মণ্ডল।	২। শ্রীশ্যামমাধব পাল চৌধুরী ৩। শ্রীকৃষ্ণমাধব পাল চৌধুরী ৪। শ্রী[illegible]গোপাল পাল চৌধুরী ৫। [illegible] পালচৌধুরী ৬। শ্রীমনোমোহন পালচৌধুরী উক্ত নাবালক [illegible] গার্জ্জেন [illegible] পালচৌধুরী ৭। অমরেন্দ্রনাথ পালচৌধুরী ৮। শ্রী[illegible]গোপাল পালচৌধুরী [illegible] গার্জ্জেন মাতা শ্রীমতী মনোরমা দাসী সাং গাঙ্গনী থানা কোতোয়ালী জেলা নদীয়া।
৪। শ্রী[illegible] মণ্ডল।	
৫। শ্রী[illegible] মণ্ডল।	
সকলের সাং মধুপুর, থানা চাপড়া, জেলা নদীয়া	

যেহেতু উপরোক্ত বাদিগণ জেলা নদীয়ার কালেক্টরীর, [illegible]নং তৌজীভুক্ত ডিহি মুন্সীপুরের সামিল [illegible] মৌজা মধুপুর গ্রামে জমির পরিমাণ অর্থাৎ বাঁশ ২[illegible] হাত ৫৫ গজ থাকা এবং ঐ বাঁশের মাপে প্রতি বিঘা [illegible] করিয়া আইন বাদ যাইয়া খাজনা দাখিল [illegible] বাদিগণের নিকট কর আদায় হইয়া আসিতে থাকা প্রচার হইবার জন্য ও [illegible] মৌজা মধুপুরে [illegible] [illegible] [illegible] বাঁশের মাপে পরিমাণ হইয়া খাজনা দাখা না হওয়া প্রচার হইবার জন্য মোকাম কৃষ্ণনগরের ২য় মুন্সেফী আদালতে ১৯২৮ সালের [illegible]নং মোকদ্দমা, দেওয়ানী কার্য্য বিধি আইনের [illegible] আদেশের [illegible] রুল অনুসারে [illegible] বাদী ঈশানচন্দ্র কুণ্ডু [illegible] বিরুদ্ধে দায়ের করিয়াছেন। এবং উক্ত মোকদ্দমা উক্ত আদালতে বিচারাধীন আছে। এ কারণ এই নোটীশের দ্বারা উক্ত গ্রামের সাধারণ প্রজাবর্গ ও সমস্বার্থবিশিষ্ট ও সমভাবে সংসৃষ্ট ব্যক্তিগণকে জানান যাইতেছে যে, তাহারা উপরোক্ত মোকদ্দমায় পক্ষভুক্ত হইতে ইচ্ছা করেন বা উক্ত মোকদ্দমায় তাহাদের কিছু বক্তব্য থাকিলে তাহারা করিতে পারিবেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২৩শে ভাদ্র সোমবার—১৩৩৬

সংস্কার তাৎপর্য্য

পুণ্ড্র-সংস্কার

যখন শিষ্য "হায়, হায়! কেন, এতদিন হরিভজন ছাড়িয়া মায়ার ভজন করিয়াছি, এমন দুর্লভ হরিভজনের মূল মনুষ্যজন্মকে কেন বৃথা কাটাইয়া দিয়াছি, ভগবদ্বহির্ম্মুখ হইয়া আমার লক্ষ-লক্ষ জন্ম কাটিয়া গিয়াছে, তথাপি এখনও আমার চেতন হয় না!"—এইরূপ অনুতাপানলে তপ্ত হইয়া তাপসংস্কার গ্রহণপূর্ব্বক শুদ্ধচিত্ত হইতে থাকেন এবং হরিভজন-ব্যাপারে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হন, তখন শ্রদ্ধাবান শিষ্যকে গুরুদেব সম্যক্ প্রকারে তপ্ত হইতে দেখিয়া বিপুল কৃপা-প্রদর্শনপূর্ব্বক পুণ্ড্র-সংস্কার প্রদান করেন। ঊর্দ্ধপুণ্ড্রই বৈষ্ণব-সংস্কার-চিহ্ন। ঊর্দ্ধপুণ্ড্রের অন্য নাম ঊর্দ্ধগতি। তপ্ত হওয়া জীব সংসার হইতে উচিত বৈরাগ্য স্বীকার করিয়াও যে পর্য্যন্ত না ঊর্দ্ধগতি-সূচক ঊর্দ্ধপুণ্ড্র গ্রহণ করেন, সে পর্য্যন্ত তাপের কোন ফলই হয় না। ঊর্দ্ধপুণ্ড্রের আর এক নাম—হরিমন্দির। হরিমন্দির অর্থাৎ বৈকুণ্ঠ বা হরিপাদপদ্ম অর্থাৎ সচ্চিদানন্দের আশ্রয় গ্রহণ করার নাম জীবের ঊর্দ্ধগতি। তাহা আত্মায়, মনে ও দেহে প্রকাশিত হইয়া ঊর্দ্ধপুণ্ড্র হয়। সংসারে বিরক্ত হইয়া পরমেশ্বরে অনুরক্ত হওয়ার নাম তাপ ও পুণ্ড্র। এই অলঙ্কার দুইটি বদ্ধজীবের অত্যন্ত আবশ্যক। মুক্তানর্থ মহাভাগবত উন্নতাধিকারী বৈষ্ণবগণের গতি কখনও অধোমুখী না হওয়ায় ঊর্দ্ধমুখীনগতির স্মারক-চিহ্ন-স্বরূপ ঊর্দ্ধপুণ্ড্রকে বাহ্যে ধারণ না করিলেও কিছু প্রত্যবায় হইতে পারে না, কিন্তু নিম্নাধিকারিগণ তাৎপর্য্য জ্ঞান-সহ অবশ্যই ঊর্দ্ধপুণ্ড্র ধারণ করিবেন। ঊর্দ্ধপুণ্ড্র শূন্য শরীর শবতুল্য। মহাপ্রভু পড়ুয়াগণকে লক্ষ্য করিয়া আমাদিগকে উপদেশ করিয়াছেন—

"প্রভু বলে কেনে ভাই কপালে তোমার।
তিলক না দেখি কেন কি যুক্তি ইহার॥
তিলক না থাকে যদি বিপ্রের কপালে।
সে কপাল শ্মশান-সদৃশ বেদে বলে॥
বুঝিলাম আজ তুমি নাহি কর সন্ধ্যা।
আজি ভাই তোমার হইল সন্ধ্যা বন্ধ্যা॥
চল সন্ধ্যা-কর গিয়া গৃহে পুনর্ব্বার।
সন্ধ্যা করি তবে সে আসিহ পড়িবার॥"

ঊর্দ্ধপুণ্ড্র শূন্য মন কেবল ক্ষুদ্র বিষয়ে বিচরণ করে, ক্ষুদ্র বিষয়ে আসক্তি করে এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ের আলোচনা করে। সুতরাং আর কালবিলম্ব না করিয়া শরীরে, মনে ও আত্মাতে ঊর্দ্ধপুণ্ড্র ধারণপূর্ব্বক পরমবৈকুণ্ঠধামের অভিমুখী হওয়াই বুদ্ধিমান্ জীবের বুদ্ধিমত্তা। ঊর্দ্ধপুণ্ড্র শূন্য আত্মার স্বরূপবিলুপ্ত হইয়া থাকে। অতএব জীবমাত্রেরই ঊর্দ্ধপুণ্ড্র ধারণ কর্ত্তব্য।

নাভিদেশ হইতে মস্তক পর্য্যন্ত দ্বাদশ উত্তমাঙ্গে দ্বাদশটি ঊর্দ্ধপুণ্ড্র বা তিলক ধারণের বিধি আছে। ইহা দ্বারা জীবের পুনঃ পুনঃ অধোগমন বা সংসার-প্রবৃত্তি নিষিদ্ধ হইয়াছে। উত্তমাঙ্গের দ্বারা হরিভজন, অধমাঙ্গকেও সেই কার্য্যের অনুকূল করিতে হইবে। নতুবা অধমাঙ্গদ্বারা সংসার-বাসনা বৃদ্ধি করিতে থাকিব আর উত্তমাঙ্গে হরিমন্দিরাদি অঙ্কন করিয়া ভক্ত সাজিব—এরূপ কপটতা আসিয়া পড়ে। গুরুপাদাশ্রয় পূর্ব্বক জীব তাপ ও পুণ্ড্র-সংস্কার স্বীকার করিয়া কেবল ইহাই চিন্তা করিবেন যে,—"হে ভগবন্, আর যেন আমার অধোগতি না হয়, আর যেন তোমার চরণ ছাড়িয়া সর্ব্বনাশ-স্বরূপ সংসার-ক্লেশ বরণ করিবার ন্যায় দুর্ব্বুদ্ধি আমার না হয়।" গুরুপাদাশ্রয়ও থাকিবে, আর সংসারবুদ্ধি করাও চলিবে—এরূপ "সখের" গুরুপাদাশ্রয়দ্বারা জীবের কখনও নিত্যমঙ্গলের উদয় হইতে পারে না।

দ্বাদশাঙ্গে দ্বাদশ তিলক-ধারণ-বিধি। যথা পাদ্মোত্তরখণ্ডে—

ললাটে কেশবং ধ্যায়েন্নারায়ণমথোদরে।
বক্ষঃস্থলে মাধবন্তু গোবিন্দং কণ্ঠকূপকে॥
বিষ্ণুঞ্চ দক্ষিণে কুক্ষৌ বাহৌ চ মধুসূদনং।
ত্রিবিক্রমং কন্ধরে তু বামনং বামপার্শ্বকে।
শ্রীধরং বামবাহৌ তু হৃষীকেশন্তু কন্ধরে॥
পৃষ্ঠে তু পদ্মনাভঞ্চ কট্যাং দামোদরং
ন্যসেৎ।
তৎপ্রক্ষালন-তোয়ন্তু বাসুদেবেতি মূর্দ্ধনি॥

সকলেরই অগ্রে ললাটে তিলক ধারণের বিধি আছে। ললাটে কেশবকে ধ্যান করিবে, তৎপর যথাক্রমে নাভিতে নারায়ণ, বক্ষে মাধব, কণ্ঠে গোবিন্দ, দক্ষিণ কুক্ষিতে বিষ্ণু, দক্ষিণ বাহুতে মধুসূদন, দক্ষিণ স্কন্ধে ত্রিবিক্রম, বাম কুক্ষিতে বামন, বাম বাহুতে শ্রীধর, বামস্কন্ধে হৃষীকেশ, পৃষ্ঠে পদ্মনাভ, কটীতে দামোদরকে ধ্যান করিবে। অতঃপর তিলকের প্রক্ষালন জল "বাসুদেবায় নমঃ" বলিয়া মস্তকে দিবে—ইহাই তিলকধারণের শাস্ত্রানুযায়ী বিধি।

তিলক-নির্ম্মাণ-বিধি সম্বন্ধে ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে উক্ত হইয়াছে—কোন আদর্শে (দর্পণে) বা জলে প্রতিবিম্ব দেখিয়া যত্ন পূর্ব্বক ঋজুভাবে হরিমন্দির অঙ্কন করিতে হইবে। দশ অঙ্গুলি পরিমাণ ঊর্দ্ধপুণ্ড্র অত্যুত্তম, নয় অঙ্গুল পরিমাণ মধ্যম আর অষ্টাঙ্গুল পরিমাণ কনিষ্ঠ। এই ত্রিবিধ অঙ্গুলি-ভেদে তিলক করিবে, নখদ্বারা স্পর্শ করিবে না।"

পদ্মপুরাণ বলিয়াছেন—মহাভাগবান্ ব্যক্তিসকল হরিপাদপদ্মের আকৃতিবিশিষ্ট, মধ্যে ছিদ্রযুক্ত পুণ্ড্র রচনা করেন। বর্তুলাকৃতি, তির্য্যক্ ভাবাপন্ন, ছিদ্রশূন্য, খর্ব্ব, অত্যন্ত দীর্ঘ, কৃশ, বক্র, বিরূপ, অগ্রভাগে সংবদ্ধ, মূলভাগে বিচ্ছিন্ন অর্থাৎ অধোভাগ পৃথক্, স্থান-ভ্রষ্ট, মলিন, পরস্পর লগ্ন এবং অঙ্গুলী ব্যতীত অন্য কোন বস্তুদ্বারা নির্ম্মিত তিলককে পণ্ডিতগণ বিফল বলিয়াছেন। নাসামূল হইতে আরম্ভ করিয়া ললাটে কেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত, অতিসুন্দর ও মধ্যে ছিদ্র-বিশিষ্ট পুণ্ড্রই হরিমন্দির নামে অভিহিত। ভ্রূদ্বয়ের মূল হইতে আরম্ভ করিয়া ছিদ্ররচনা করিতে হইবে। ঊর্দ্ধপুণ্ড্রের বামভাগে ব্রহ্মা, দক্ষিণে সদাশিব ও মধ্যস্থলে সশক্তিক বিষ্ণুর অবস্থিতি। এজন্য মধ্যস্থান কখনও মৃত্তিকা দ্বারা লেপন করা উচিত নহে।

তিলকরচনা বিষয়ে অঙ্গুলী-নিয়ম সম্বন্ধে স্মার্ত্ত বলেন—অনামিকা অভীষ্টদাত্রী; মধ্যমা আয়ুষ্করী, অঙ্গুষ্ঠ পুষ্টিসাধক এবং তর্জ্জনী মোক্ষপ্রদাত্রী।

তিলকরচনার্থ মৃত্তিকা সম্বন্ধে পদ্মপুরাণ দ্বারকামৃত্তিকা বা গোপীচন্দনকেই সর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ত বলিয়াছেন। গোপীচন্দনের মাহাত্ম্য শাস্ত্রে ভূরি ভূরি দৃষ্ট হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন গিরিশিখর, নদীতীর, বিল্বমূল, জলাশয়, সাগরকূল, বল্মীক, বিশেষতঃ হরিক্ষেত্র এবং যে স্থলে প্রত্যহ বিষ্ণুর স্নানোদক পতিত হয়, সেই সকল স্থান হইতে পুণ্ড্ররচনার্থ মৃত্তিকা আহৃত হইতে পারে। শ্রীরঙ্গ, বেঙ্কটাদ্রি, শ্রীকূর্ম্ম, দ্বারকা, প্রয়াগ, নরসিংহতীর্থাদি, বরাহক্ষেত্র, তুলসীকানন—এই সকলের যে কোন স্থান হইতে মৃত্তিকা লইয়া নারায়ণের চরণোদক বা গঙ্গোদক-সহ ভক্তিসহকারে যিনি নিত্য শরীরে পুণ্ড্র ধারণ করেন, তিনি মহাভাগ্যবান্। পদ্মপুরাণে আরও লিখিত আছে—অত্যুত্তম হরিক্ষেত্র হইতে তিলকরচনার্থ মৃত্তিকা গ্রহণ কর্ত্তব্য। তুলসীমূলের মৃত্তিকার মাহাত্ম্যও শাস্ত্রে প্রচুর পরিমাণে দৃষ্ট হয়। গোপীচন্দন, তুলসীমৃত্তিকা, দ্বারকা ব্যতীত অন্যান্য হরিক্ষেত্র-মৃত্তিকাকে কখনও ভেদ-জ্ঞান করা কর্ত্তব্য নহে।

শাস্ত্র দিবারাত্র—সর্ব্বসময়েই ঊর্দ্ধপুণ্ড্র ধারণ করিবার উপদেশ করেন। ঊর্দ্ধপুণ্ড্র ধারণ ব্যতীত ভগবৎসম্বন্ধীয় কোন কার্য্যই ফলদায়ক হয় না। যথা পাদ্মোত্তর খণ্ডে—

"যজ্ঞো দানং তপো হোমঃ স্বাধ্যায়ঃ
পিতৃতর্পণং।
ব্যর্থং ভবতি তৎসর্ব্বমূর্দ্ধপুণ্ড্রং বিনা
কৃতং॥
ঊর্দ্ধপুণ্ড্রবিহীনস্তু সন্ধ্যাকর্ম্মাদিকং
চরেৎ।
তৎসর্ব্বং রাক্ষসং নিত্যং নরকং
চাধিগচ্ছতি॥"

—অর্থাৎ ঊর্দ্ধপুণ্ড্র ব্যতীত যজ্ঞ, দান, তপস্যা, হোম, বেদপাঠ বা পিতৃলোকের তর্পণ, যাহা কিছু করা যায়, সে সমুদয়ই বৃথা হইয়া থাকে। ঊর্দ্ধপুণ্ড্র ধারণ না করিয়া সন্ধ্যাদি কর্ম্ম করিলে তৎসমুদয়ই নিত্য রাক্ষসের নিমিত্ত হয় ও নরকে গমন করে।

ঐ পাদ্মোত্তর খণ্ডের অন্যত্র উক্ত হইয়াছে—

যচ্ছরীরং মনুষ্যাণামূর্দ্ধপুণ্ড্রং বিনা কৃতং
দ্রষ্টব্যং নৈব তত্তাবৎ শ্মশান-সদৃশং
ভবেৎ॥

অর্থাৎ মনুষ্যগণের যে শরীর ঊর্দ্ধপুণ্ড্র-শোভিত নহে, তাহা কখনও দর্শন করিতে নাই, তাহা শ্মশানের তুল্য।

বৈষ্ণব এবং ব্রাহ্মণগণের জন্য ঊর্দ্ধপুণ্ড্র ধারণ-বিধি; শূদ্রেরা ত্রিপুণ্ড্র ধারণ করেন। যথা স্কান্দে—

বৈষ্ণবানাং ব্রাহ্মণানামূর্দ্ধপুণ্ড্রং বিধীয়তে
অন্যেষান্তু ত্রিপুণ্ড্রং স্যাদিতি ব্রহ্মবিদো বিদুঃ॥

যে ব্রাহ্মণ বা যে বৈষ্ণব—বেদবিদ্গণের এই আদেশ উল্লঙ্ঘন করিয়া ত্রিপুণ্ড্র ধারণ করেন, শাস্ত্র তাঁহাদের মুখদর্শন পর্য্যন্ত নিষেধ করিয়াছেন। পাদ্মোত্তরখণ্ডে লিখিত আছে—

অশ্বত্থপত্র-সংকাশো বেণুপত্রাকৃতিস্তথা।
পদ্মকুট্মল-সঙ্কাশো মোহনং ত্রিতয়ং
স্মৃতম্॥

অশ্বত্থপত্র, বংশপত্র ও পদ্মকলিকাকৃতি তিলক ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবগণ বক্ষঃস্থলাদিতে ধারণ করিবেন না। উহা অবৈষ্ণব স্মার্ত্ত-সম্মত ও অসুরমতানুসারী। এই ত্রিবিধ তিলক ঊর্দ্ধপুণ্ড্রের মধ্যে গণ্য নহে।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে,—জীবমাত্রেরই ভগবদ্বৈমুখ্য-হেতু অনুতাপ-তপ্ত হওয়া তাপ-সংস্কার গ্রহণ পূর্ব্বক ঊর্দ্ধগতি-জ্ঞাপক ঊর্দ্ধপুণ্ড্র স্বীকার করা কর্ত্তব্য। অবশ্য ঊর্দ্ধপুণ্ড্রের তাৎপর্য্য জ্ঞান-শূন্য হইয়া 'ভক্ত' বলিয়া লাভ পূজা-প্রতিষ্ঠা সংগ্রহ বা অঙ্গশোভা সম্বর্দ্ধনার্থ যাহারা তিলক ধারণ করে, তাহাদের তিলক-ধারণ [illegible] কার্য্যোপযুক্ত হয় না। তাদৃশ [illegible] ধারিগণ ভগবৎ সেবা [illegible] পূর্ব্বক ইতর কার্য্যে ব্রতী [illegible] আমাদের তিলকধারণের [illegible] স্বীকার করিবার তাহা একটি [illegible] স্বরূপ হওয়া কর্ত্তব্য নহে। [illegible] জীবের মনে সর্ব্বদাই স্বরূপের স্মৃতি অর্থাৎ কৃষ্ণদাস্য জাগরূক করিয়া রাখে, জগতের উপর ভোক্তৃত্ব বা কর্তৃত্বভাব দূরীকরণের উহা একটা সঙ্কেত-

কুষ্ঠ পর্য্যন্ত। অনেক উচ্চাধিকারী বৈষ্ণব সংস্কারাঙ্গ ধারণ করেন না, কিন্তু নিম্নাধিকারিগণের কখনও তাঁহাদের অনুকরণ করিতে যাওয়া উচিত নহে। আমাদের দেহের সমস্তই ভগবানের অধিকার, দেহের কোন অংশ দ্বারা আমরা আত্মেন্দ্রিয়-তোষণ করাইয়া লইতে পারি না, দ্বাদশাঙ্গস্থিত হরিমন্দির সর্ব্বক্ষণ আমাদিগকে তাহাই স্মরণ করাইয়া দেন। হৃষীকের দ্বারা হৃষীক ঈশ গোবিন্দের সেবাই বিধেয়, ইহাই হরিমন্দির অঙ্কনের তাৎপর্য্য। এই তাৎপর্য্য-জ্ঞানাভাবে হরিমন্দির-ধারী বৈষ্ণবগণকে অনেকেই উপহাস করিতে ছাড়েন না। অধুনা আমাদের দেশে কণ্ঠে তুলসী বা নলিনাক্ষমালা, বাহুমূলে শঙ্খ-চক্রাদি-মুদ্রা বা ললাট-মণ্ডলে ঊর্দ্ধপুণ্ড্র ধারণাদি একপ্রকার উঠিয়াই গিয়াছে। উহা যেন আধুনিক সভ্যজগতের ধারণায় সভ্যতার বিরোধী বলিয়াই পরিগণিত হইয়াছে। তবে বড়ই আনন্দের বিষয় যে, শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার বহুল প্রচার-ফলে এখন উক্ত ধারণাটী ক্রমশঃ হ্রস্বতাপ্রাপ্ত হইতেছে। হ্যাটকোট পরিধায় মেজাজের সহিত বৈষ্ণবোচিত বেশভূষায় সজ্জিত হওয়ার মেজাজের কিছু পার্থক্য আছে, ইহা পরিণামদর্শী অনেকেই চিন্তা করিবার অবসর করিয়া লইতেছেন। তবে আমরা পূর্ব্বাপর সকল সময়েই বলিয়া আসিতেছি যে, বহিশ্চিহ্নধারী হইলেই চলিবে না, সদ্গুরুপদাশ্রয়ে তন্নির্দ্দিষ্ট ভজন-পন্থা অবলম্বন আবশ্যক। প্রেমবশ্য ভগবানকে প্রেমদ্বারাই বশীভূত করা যায়, বহিশ্চিহ্নধারণাদিদ্বারা প্রেমের ছলনা বা কাম-দ্বারা ভগবান্ কখনও বশীভূত হন না, পরন্তু ভূতপ্রেতই বশ্য হইয়া থাকে। অতএব সকলেই সদ্গুরু-সকাশে সংস্কারের তাৎপর্য্য-জ্ঞান-লাভপূর্ব্বক সংস্কার-পদ্ধতি আদর ও স্বীকার করিয়া নিত্যমঙ্গলময় পন্থা অবলম্বন করুন, ইহাই আমাদের সনির্ব্বন্ধ প্রার্থনা। আমরা পরবর্ত্তি সংখ্যায় তৃতীয় সংস্কার 'নাম' সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

বৈষ্ণব ধর্ম্ম ও বর্ত্তমান ভারত

(শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন অধিকারী
সাহিত্য পুরাণরত্ন)

শ্রীমন্মহাপ্রভু-প্রবর্ত্তিত বৈষ্ণবধর্ম্মের কথ দেশমধ্যে বহুলভাবে প্রচারিত হওয়ায় পর কতখানি লাভ বা লোকসান হইয়াছে, তাহা একটু বিচার করিয়া দেখা বর্ত্তমান যুগের দেশ-হিতৈষী-নামধারিগণের মধ্যে কাহারও কাহারও এরূপ ধারণা জন্মিয়াছে যে, মহাপ্রভুর প্রচারিত বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রভাবে দেশ মধ্যে একটা 'দাস'-মনোভাবের আধিক্য ঘটিয়া দেশবাসিগণকে পঙ্গু অকর্ম্মণ্য অলস করিয়া তুলিয়াছে। যাহার ফলে সমগ্র দেশ পরাধীনতার নিগড় পরিয়া দারিদ্র্যের চরম সীমায় পৌঁছিয়াছে এবং নিত্য নূতন অভাবের তাড়নায় দিগ্বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হইয়া ক্রমশঃ অধঃপতনের দিকে নামিয়া চলিয়াছে। অভিযোগ গুরুতর এবং এই প্রকার চিন্তাধারা যখন তথাকথিত শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কতকাংশে অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছে, তখন ধীরভাবে কথাগুলি আলোচনা করিয়া সত্যসিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া অবশ্যই প্রয়োজনীয়।

এক্ষণে দেখা যাউক, বৈষ্ণবের লক্ষণ শ্রীমন্মহাপ্রভুর অনুগগণের আচরণ কিরূপ? তাঁহারা স্বয়ং অলস অকর্ম্মণ্যভাবে জীবন যাপন করেন কিনা? এবং তাঁহাদের রচিত বা অনুসৃত গ্রন্থাদি কর্ম্মহীনতা প্রচার করেন কিনা? যদি না করেন তবে এই প্রকার অভিযোগ উত্থাপিত হইবার কারণ কি?

চৈতন্যচরিতামৃতকার অপ্রাকৃত মহাকবি কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী ঠাকুর বৈষ্ণবের ২৬টি সাধারণ লক্ষণ বিবৃত করিয়াছেন—

কৃপালু, অকৃতদ্রোহ, সত্যসার, সম।
নির্দ্দোষ, বদান্য, মৃদু, শুচি, অকিঞ্চন ॥
সর্ব্বোপকারক, শান্ত, কৃষ্ণৈক-শরণ।
অকাম, নিরীহ, স্থির, বিজিত-ষড়্‌গুণ ॥
মিতভুক্, অপ্রমত্ত, মানদ, অমানী।
গম্ভীর, করুণ, মৈত্র, কবি, দক্ষ, মৌনী।

উল্লিখিত গুণসমূহের প্রত্যেকটী পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাইব, এই সকল গুণের কোনটিই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অলসতার প্রশ্রয় দেয় না। এই সকলের মধ্যে কৃষ্ণৈকশরণতা বৈষ্ণবের সর্ব্বপ্রধান লক্ষণ। যিনি সর্ব্বক্ষণ সর্ব্বেন্দ্রিয়-দ্বারা হৃষীকেশের সেবায় একান্ত চেষ্টাবিশিষ্ট, তিনিই কৃষ্ণৈকশরণ। অকর্ম্মণ্য অলস ব্যক্তিগণ কৃষ্ণ-কৃপালাভ করিতে পারে না। যাহারা নিজদেহ রক্ষার্থ অপর সাধারণের করুণাপ্রার্থী হয়, তাহারা অপরের উপকার বা অপরের প্রতি করুণা প্রদর্শন করিবে কিরূপে? বৈষ্ণব চৈতন্যের চেতনধর্ম্মের উপাসক, জড়োপাসক নহেন। তাঁহারা অনিত্য দেহ, গেহ, স্বজন, পুত্রকলত্রাদি বা ধনসম্পত্তি রক্ষার জন্য সাধারণের কৃপাপ্রার্থী হন না। তাঁহারা নিখিল জীবের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কল্যাণ কামনায় নিয়ত ব্যস্ত। বৈষ্ণব 'নির্দ্দোষ', অলসতা-দোষদুষ্ট নহেন।

বৈষ্ণবাগ্রগণী দ্বাদশ মহাজন এবং তদনুগত অন্যান্য মহাপুরুষগণের চরিত্র আলোচনা করিলে এই অভিযোগের অমূলকত্ব প্রতিপন্ন হয়। স্বয়ম্ভু, নারদ, শম্ভু, সনৎকুমার, দেবহূতি-পুত্র কপিল, মনু, জনক, ভীষ্ম, বলি, শুকদেব, প্রহ্লাদ, যম—এই দ্বাদশ মহাজন এবং মার্কণ্ডেয়, অম্বরীষ, বসু, ব্যাস, বিভীষণ, পুণ্ডরীক, বিদুর, ধ্রুব, দাল্‌ভ্য প্রভৃতি বৈষ্ণবগণের প্রত্যেকেই আদর্শ-চরিত্র ছিলেন। ইঁহাদের অনুগত পরিচর্য্যাকাঙ্ক্ষিগণ কখনই হীন-মনোবৃত্তি বিশিষ্ট হইতে পারেন না।

কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণ-উদ্দেশে প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্য যাঁহার যাহা আছে, তৎসমস্ত অনুক্ষণ নিয়োগ করার নামই বৈষ্ণবতা। বুদ্ধি, বাক্য, অর্থ বা দেহ থাকিতে থাকিতে নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকিলে কৃষ্ণের সন্তোষ হয় না। বৈষ্ণব অনুক্ষণ সাধুসঙ্গ কামনা করেন। দান, প্রতিগ্রহ, গুহ্যভাষণ, গুহ্য কথা শ্রবণ, ভক্তদত্ত অন্নাদি ভোজন করা এবং ভক্তকে প্রীতি-পূর্ব্বক ভোজন করান' দ্বারা সৎসঙ্গ হয়। সুতরাং বৈষ্ণব কখনই নিঃসঙ্গ নহেন। তবে বৈষ্ণব কখনই দুঃসঙ্গের আদর করেন না, ইহা নিশ্চয়।

বৈষ্ণবগণের মধ্যে দুই প্রকার চেষ্টাবিশিষ্ট ভক্ত দেখিতে পাওয়া যায়। কেহ কেহ বিবিক্তানন্দী বা নির্জ্জন-ভজন-প্রয়াসী, অন্যান্য সকলে গোষ্ঠ্যানন্দী। যাঁহারা নির্জ্জন-ভজন-প্রয়াসী তাঁহারা অসৎসঙ্গ সম্পূর্ণরূপে বর্জ্জন করিয়া সাধুসঙ্গে অর্চ্চন বন্দনাদি ভক্ত্যঙ্গ যাজনে সর্ব্বক্ষণ নিযুক্ত থাকেন। যাঁহারা গোষ্ঠ্যানন্দী, তাঁহারা স্বয়ং স্বয়ং কৃষ্ণভজন করিয়া তুষ্ট থাকিতে পারেন না, অপর নিম্নাধিকারী জনগণকে সঙ্গে লইয়া ভজনপথে অগ্রসর হন। সর্ব্বসাধারণকে কৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত করিয়া জগতের প্রকৃত মঙ্গল বিধান করাতেই তাঁহাদের আনন্দ।

সৎসিদ্ধান্ত ও শাস্ত্রসম্মত আচার পালন এবং জগতের দ্বারে দ্বারে পরম মঙ্গলময় ভগবদ্বাণী প্রচার করা ইঁহাদিগের কার্য্যসমূহের মধ্যে অন্যতম। তবে ইঁহারা সাধারণ কর্ম্মিসমূহের সমশ্রেণীভুক্ত নহেন। ইঁহারা জানেন,—

নেহ যৎকর্ম্ম ধর্ম্মায় ন বিরাগায় কল্পতে।
ন তীর্থপাদ-সেবায়ৈ জীবন্নপি মৃতো হি সঃ॥

বৈষ্ণব সর্ব্বেশ্বরেশ্বর অদ্বয়-জ্ঞানতত্ত্ব ব্রজেন্দ্রনন্দনের নিত্য দাস্য ভিন্ন জগতে অন্য কাহারও দাসত্ব স্বীকার করেন না। সুতরাং বৈষ্ণবই জগতে প্রকৃত স্বাধীনতার মন্ত্র প্রচারকারী। আজ যাঁহারা দেশমধ্যে দাস-মনোভাব বিস্তৃতির আশঙ্কায় আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া উঠিয়াছেন, তাঁহারা তাঁহাদের প্রধান লক্ষীভূত বৈদেশিক শাসন-দাসত্ব হইতে কোনদিন অব্যাহতি লাভ করিতে পারিলেও পিতা-মাতা, স্ত্রীপুত্র টাকাকড়ি বিষয়-সম্পত্তি নিজ দেহ এবং দেহসম্পর্কীয় অনিত্য আত্মীয়-স্বজন প্রভৃতি সহস্র সহস্র প্রভুর দাসত্ব বোধ হয় অম্লান বদনেই স্বীকার করিতে বাধ্য থাকিবেন। সুতরাং বৈষ্ণবের ধর্ম্ম কোনদিনই দাস-মনোভাবের স্রষ্টা বা প্রচারক নহে, ইহা প্রত্যেক নিরপেক্ষ ব্যক্তিই স্বীকার করিবেন।

বৈষ্ণব-পদবী সামাজিক যে কোনও উচ্চসম্মান-বিশিষ্ট পদ হইতে নিকৃষ্ট নহে, বরং সর্ব্বাংশে উৎকৃষ্ট। ভারতীয় সমাজে যাবতীয় বর্ণের মধ্যে ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ, সহস্র ব্রাহ্মণ হইতে একজন সাবিত্র্য-ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ, সহস্র সাবিত্র্য-ব্রাহ্মণ অপেক্ষা বেদান্তবিদ্ ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ, কোটি বেদান্তবিদ্ ব্রাহ্মণ অপেক্ষা একজন বিষ্ণুভক্ত শ্রেষ্ঠ, সহস্র বিষ্ণুভক্ত হইতে একজন ঐকান্তিক বৈষ্ণব শ্রেষ্ঠ। অধিক কি শিব, বিরিঞ্চাদি দেবতাগণও বৈষ্ণব পদ লাভের জন্য তাঁহাদের আধিকারিক কাল অতীত হইবার প্রতীক্ষা করিতে থাকেন। সুতরাং এবম্বিধ বৈষ্ণবতার আদর্শ দেশমধ্যে বহুলভাবে প্রচারিত হওয়ায় দেশের পক্ষে ক্ষতিজনক হইয়াছে মনে করিয়া বৈষ্ণবতার উপরে দোষারোপ করা কতদূর ন্যায়-সঙ্গত, তাহা সহজেই বোধগম্য হইতে পারে।

এইবার বৈষ্ণবগ্রন্থের কথা। চারিবেদ, তদনুগত যাবতীয় শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ, উপনিষদ্, সংহিতা, ঐতিহ্য, সাহিত্য সমস্বরে নিত্যকাল সর্ব্বজীব-সেব্য অদ্বয়-জ্ঞানতত্ত্ব ভগবৎকথাই কীর্ত্তন করেন। তাহাই বৈষ্ণবের অনুসৃত গ্রন্থ। বৈষ্ণব শ্রৌতপন্থী। বৈষ্ণবগ্রন্থকারগণ আচার্য্য-নির্দ্দিষ্ট পন্থারই অনুশীলন করিয়া থাকেন, কেহ নিজ ভ্রম-প্রমাদ-করণাপাটব-বিপ্রলিপ্সা দোষচতুষ্টয়যুক্ত মস্তিষ্কের কল্পনা-প্রসূত রচনা-কৌশল প্রদর্শন করিয়া নশ্বর প্রতিষ্ঠা অর্জ্জনে ব্যস্ত নহেন। বৈষ্ণব কোনও নব্য-মতবাদ স্থাপনকারী গ্রাম্য-কবি মাত্র নহেন। তাঁহারা দোষ-চতুষ্টয়-বর্জ্জিত আচার্য্যের যেই মত, তাহাতেই সর্ব্বদা অনুরত থাকেন। সুতরাং বৈষ্ণব-গ্রন্থরাজির পঠন-পাঠন বা প্রচারফলে দেশের সর্ব্ববিধ কল্যাণের পরিবর্ত্তে অধঃপতন হইতেছে বলিয়া অভিযোগ একান্তই ভিত্তিহীন।

প্রকৃত কথা এই, জগৎপূজ্য বৈষ্ণব-মহাজনগণের পূত পদাঙ্ক অনুসরণ না করিয়া ক্ষুদ্র হীন স্বার্থসিদ্ধিমানসে তাঁহাদের আচরণের বিকৃত অনুকরণ করিতে গিয়া ভারতের উর্ব্বর মৃত্তিকায় আউলবাউলাদি যে সকল অপসম্প্রদায় গজাইয়া উঠিয়াছে, সেইগুলিকে প্রকৃত বৈষ্ণবতা বলিয়া ভ্রান্তি উৎপাদিত হওয়ায় এই প্রকার অনভিজ্ঞতা-মূলক অনর্থকর অভিযোগ উত্থাপিত হইয়াছে। অভিযোগকারিগণ সম্ভবতঃ অবগত নহেন, প্রকৃত বৈষ্ণবধর্ম্মের, বৈষ্ণব-সাহিত্যের বা সদ্গ্রন্থের ক্রেতা জগতে অত্যন্ত দুর্ল্লভ, কোটি কোটি লোকের মধ্যেও একটি মিলে না। আজ বৈষ্ণবতার নামে জগতে যাহা প্রচলিত হইয়াছে, তাহা বৈষ্ণবতা নহে; বৈষ্ণবতার আবরণে স্বার্থবাহিগণের

শ্রীধাম মায়াপুর

মাননীয়

শ্রীযুক্ত নদীয়া-প্রকাশ-সম্পাদক মহাশয়
সমীপেষু

মহাশয়,

গত ১৯শে ভাদ্র বুধবার তারিখের বঙ্গবাণীতে 'মায়াপুর সমস্যার মামলা' শীর্ষক বিবরণে অনেক গুলি ভ্রমপ্রবেশ করিয়াছে। আমি স্বয়ং গত ২৮শে আগষ্ট বুধবার কৃষ্ণনগরের কালেক্টরী আদালতে উপস্থিত থাকিয়া প্রত্যক্ষভাবে যাহা শ্রবণ ও দর্শন করিয়াছি, তাহাই যথাযথভাবে লিখে বিবৃত করিলাম।

গঙ্গার পূর্ব্বপারে যেস্থানে সেন বংশীয় বাংলার স্বাধীন নৃপতিগণের রাজধানী ছিল, সেইস্থানে যে মায়াপুরের কথা ৮০০ আট শত বৎসর যাবৎ চলিয়া আসিতেছে, এবং যে শ্রীধাম-মায়াপুরে চৈতন্যদেব আবির্ভূত হন, সেই শ্রীমায়াপুরের একটী পোষ্টাফিস্ বসিয়াছে। কতিপয় ব্যবসায়ী ও স্বার্থপর ব্যক্তি তাহাদের ব্যবসায়ের ক্ষতি হইবে ভাবিয়া দুই একটী অসৎ বাবাজী বৈরাগীকে

হীন কপটতা মাত্র।

পরিশেষে অভিযোগকারিগণকে একটা আশার কথা বলিয়া আপাততঃ এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব। বৈষ্ণব কোন দিনই দুর্ব্বল বা অকর্ম্মণ্য নহেন, তাঁহারা সর্ব্বশক্তির আধার বলদেবের কৃপায় সর্ব্বদাই পরম বলীয়ান। বৈষ্ণবগুরুর আনুগত্য করিতে পারিলেই জগৎ প্রকৃত বলে বলবান হইবে এবং প্রকৃত স্বাধীনতা লাভ করিতে পারিবে। প্রকৃত সাধু বৈষ্ণব জগতে অত্যন্ত দুর্লভ হইলেও কোনদিনই একেবারে বিলুপ্ত হইয়া যান নাই। 'বৈষ্ণব' নামের অপব্যবহার দেখিয়া আজ প্রকৃত বৈষ্ণবজগতে একটা সাড়া পড়িয়াছে। বৈকুণ্ঠদূত শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্যের আনুগত্যে শুদ্ধবৈষ্ণবগণ জগতে প্রচলিত অপসম্প্রদায়গুলির ছদ্মবেশ খুলিয়া সজ্জনবৃন্দের নিকট তাহাদের স্বরূপ প্রদর্শন করিবার ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন। এখন তাহাদিগকে ধরিয়া ধরিয়া ভারত-মহাসাগরের পরপারে পাঠাইয়া দেওয়ার ভার দেশবাসীর উপর। উপসংহারে ত্রিদণ্ডিপাদ শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীঠাকুরের আনুগত্যে তাঁহারই ভাষায় বলি,—

কৈবল্যং নরকায়তে ত্রিদশপূরাকাশ-
পুষ্পায়তে
দুর্দ্দান্তেন্দ্রিয়কালসর্পপটলী প্রোৎখাত-
দংষ্ট্রায়তে।
বিশ্বং পূর্ণসুখায়তে বিধি-মহেন্দ্রাদিশ্চ
কীটায়তে
যৎ কারুণ্যকটাক্ষবৈভববতাং তং
গৌরমেব স্তুমঃ॥

দাঁড় করাইয়া সম্পূর্ণ ধর্ম্মমূলক ব্যাপারটীকে অবৈধভাবে হিন্দু মুসলমানের সংঘর্ষে পরিণত করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। গত ৩১শে আগষ্টের 'ইংলিসম্যান' কাগজে এ বিষয়ের তীব্র প্রতিবাদ হইয়াছে। শ্রীমায়াপুরবাসী সকল মুসলমান এবং তৎপার্শ্ববর্ত্তী সকল গ্রামের ও নবদ্বীপ সহরের কয়েকশত হিন্দু মুসলমান স্বার্থপর ব্যবসায়ীদের অবৈধ চেষ্টার প্রতিবাদ করিয়া কৃষ্ণনগর জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুরের নিকট দরখাস্ত করেন। শ্রীমায়াপুর গ্রামের কোন মুসলমান বা কোন হিন্দুই অসদ্ ব্যবসায়ী বৈরাগীর পক্ষসমর্থন করেন নাই।

গত ২৮শে আগষ্ট কৃষ্ণনগর জিলা ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট যে শুনানী হইয়াছিল, তাহাতে শ্রীমায়াপুরের সমগ্র মুসলমান অধিবাসীর পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত আশুতোষ

ঘোষ মোক্তার মহাশয় এক বাক্যে শ্রীধাম মায়াপুর ডাকঘরের নাম থাকার বিষয়ে দরখাস্ত দাখিল করেন। তাহাতে মাননীয় ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুর বুঝিতে পারেন যে, সহর নবদ্বীপের কতিপয় ব্যবসায়ী ব্যক্তির প্ররোচনাক্রমে মুসলমানগণের পক্ষ হইতে একটী ভিত্তিহীন প্রতিবাদ সজ্জিত হইয়াছিল। রসড়া ষ্টেটের কাঁকড়ার মাঠ রামচন্দ্রপুরে বহু ভূসম্পত্তি থাকায় তাহারা মায়াপুর উক্ত মাঠে স্থানান্তরিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু যখন প্রাচীন গ্রন্থ, রসড়া ষ্টেটেরই পূর্ব্ববর্ত্তী অনেক দলিল পত্র, থাকা ম্যাপ, ইউনিয়ন বোর্ডের নাম, ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের রাস্তার নাম এবং তাহাদেরই প্রামাণিক কান্ত চন্দ্র রাঢ়ীর বঙ্গাব্দের ২১শে আশ্বিনের 'নবদ্বীপ-মহিমা' নামক পুস্তকের উক্তি, পরলোক গত পণ্ডিত নবদ্বীপ চন্দ্র গোস্বামীর 'বৈষ্ণবাচার দর্পণের উক্তি, নবদ্বীপের মহামহোপাধ্যায় পরলোক গত পণ্ডিত অজিত নাথ ন্যায়রত্ন মহাশয়ের উক্তি এবং অন্যান্য বহু প্রমাণ হইতে প্রমাণিত হইল যে, বল্লালদিঘীর সন্নিকটস্থ মায়াপুরই প্রকৃত শ্রীমায়াপুর তখন তাহারা বাধ্য হইয়া "শ্রীমায়াপুর" নামের আর প্রতিবাদ করিতে পারিলেন না। খান্ বাহাদুর আজিজল হক কৃষ্ণনগরের ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুরের নিকট বক্তিয়ার খিলজীর নবদ্বীপ জয়ের স্মৃতি রক্ষার প্রস্তাব উত্থাপন করিলে ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুর বলিলেন, সাধুরই স্মৃতি রক্ষা করিতে হয়, বক্তিয়ার খিলজী আক্রমণকারী মাত্র। শ্রীমায়াপুরের অদূরে শ্রীচৈতন্যদেবের কৃপাপাত্র মৌলানা শিরাজুদ্দিনের (চাঁদ কাজীর) সমাধির স্মৃতি রক্ষা করিয়া শ্রীমায়াপুরের সম্মান করাই হিন্দু মুসলমান সকলের সমান কর্ত্তব্য। ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুর খান্ বাহাদুর আজিজল হকের পিতৃব্য শান্তিপুর নিবাসী সুকবি মোজাম্মেল হক্ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রকাশিত গোবিন্দ দাসের 'কড়চা' নামক গ্রন্থের পাদটীকায় বল্লালদিঘীর নিকটস্থ শ্রীমায়াপুরকেই যে চৈতন্যদেবের জন্মস্থান ও শ্রীধাম মায়াপুর বলিয়া সুদৃঢ় ভাবে উল্লেখ করিয়াছেন তাহা দেখাইয়া দিলে খান্ বাহাদুর বলিলেন, 'শ্রীধাম" শব্দে তাঁহার কোন আপত্তি নাই।

১৯২০ সালের যে চিত্রে বিরোধী পক্ষ বল পূর্ব্বক 'মেয়াপুর' শব্দ দেখাইয়াছেন, ঐরূপ শব্দ অন্য কোন ম্যাপে বিশেষতঃ কৃষ্ণনগর আদালতে ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুরের এজলাস গৃহের ম্যাপে না থাকায় উহা বিশ্বাস যোগ্য হয় নাই। ৮০০ আট শত বৎসরের প্রাচীন নামানুসারে ১৩০০ বাংলা সালে শ্রীগৌরজন্মস্থানে শ্রীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়া সর্ব্ববাদিসম্মত শ্রীধামমায়াপুরের পত্তন হয়। ত্রিপুরার স্বাধীন মহারাজা এই শ্রীধাম প্রচারিণী সভার সভাপতি। সন ১৩১৪ সালে অর্থাৎ শ্রীধাম মায়াপুরে শ্রীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইবার ১৪ বৎসর পরে এবং ১২৯১ সালে কান্তচন্দ্র রাঢ়ীর কথিত বল্লালদিঘীর নিকটস্থ শ্রীধাম মায়াপুরে গোলোকগত রামসেবক চট্টোপাধ্যায় ভক্তিভৃঙ্গ মহাশয় শ্রীলভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সাহায্যে খাঁ সাহেব মোল্লা খোদাবাদের আত্যন্তিক অনুরোধ ক্রমে তাঁহাকে সাংসারিক ক্লেশ হইতে মুক্ত করিবার জন্য শ্রীমায়াপুর ও বল্লালদিঘীর ভূমি গ্রহণ করিয়াছিলেন। সুতরাং "মায়াপুর" নাম ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ভূমি গ্রহণের পর হইতে প্রচলিত হইয়াছে উক্তি—লোকবঞ্চনামাত্র।

ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুর সর্ব্বসমক্ষে কোন টোলগ্রামই পাঠ করেন নাই। নবদ্বীপবাসীর পক্ষ হইতে একটী প্রামাণিক গ্রন্থও ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুরের নিকট প্রদর্শিত হয় নাই, কেবল মাত্র বটতলা হইতে নৃত্যলাল শীল কর্ত্তৃক ১৩০৮ সালে মুদ্রিত ও প্রকাশিত 'বৈষ্ণবাচার দর্পণ' নামক একখানি পুস্তক ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুরের নিকট উপস্থিত করিলে গৌড়ীয়মঠের পক্ষ হইতে উক্ত পুস্তকেরই ১৮০২ শকাব্দায় প্রকাশিত প্রথম সংস্করণ প্রদর্শন করা হয়, তখন ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুর ১৩০৭ সালের বটতলার পুস্তককে অপ্রামাণিক, আধুনিক ও কল্পিত পুস্তক বলিয়া খারিজ করেন। শ্রীগৌড়ীয়মঠের পক্ষ হইতে ন্যূনাধিক ৫০০ শত গ্রন্থ বহু মানচিত্র, বহু রেজেষ্টারী দলিল পত্র, এসিয়াটিক সোসাইটির জার্নেল, হান্টারের ষ্টেটিস্ টেকেল একাউন্ট, কুহন কমিশনের রিপোর্ট, মেকেঞ্জির প্রভৃতি প্রদর্শিত হইয়াছিল, মাননীয় ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুর শ্রীমায়াপুর নামে অপর কোন আপত্তি থাকিতে পারেনা জানাইয়া দেন। ইতি—
শ্রীহরিপদ বিদ্যারত্ন, এম, এ, বি, এল,

গৌড়ীয়-গৌরব

(আলবার্ট হলে প্রথম দিবস ২৮।৭।২৯ তারিখের বক্তৃতা)

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ১৪৭ সংখ্যার পর)

গৌড়ীয়ের স্বতঃসিদ্ধ গুণগ্রাম অতুলনীয় কেন?

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের প্রিয় যাঁরা, তাঁদের চরণনখ-জ্যোতিতে আনন্দোল্লাসিত যাঁরা, তাঁদের যে সকল স্বতঃসিদ্ধ গুণগ্রাম আছে, তা'র কোটী অংশের এক অংশও অন্যে নেই। ভক্তিরসামৃতসিন্ধুকার কা'র কি গুণ আছে, তা'র একটা বিশ্লেষণ-বিচার দেখিয়ে বলেছেন, পঞ্চাশটী গুণ বিন্দু-বিন্দুরূপে মানুষে আছে, সেই পঞ্চাশটী গুণ এবং আরও পাঁচটী গুণ বিশেষভাবে রুদ্রাদি দেবতায় আছে, আর সেই পঞ্চান্নটী গুণ, তার সঙ্গে আরও পাঁচটী গুণ, সবসমেত ষাটটি গুণ পূর্ণভাবে নারায়ণে আছে; অপর চারটি গুণ যা' নাকি নারায়ণেও নেই, সেই চৌষট্টি গুণ পরিপূর্ণভাবে একমাত্র কৃষ্ণেই আছে। এ ছাড়া বিশেষ পাঁচশটী গুণ শ্রীরাধারাণীতে আছে।

গৌড়ীয়-গৌরবে গরবিণী যাঁরা, সেই বৃষভানুনন্দিনীর অপ্রাকৃত অন্তরঙ্গ জন এত সকল গুণেরই উত্তরাধিকারিণী। কাজেই তাঁদের গুণের সঙ্গে অন্যজনের গুণের তুলনাই হয় না।

গৌড়ীয় গৌরবাবলীর তালিকা

গৌড়ীয়ের গৌরব কি কি, তা'র একটা তালিকা আমাদের গৌড়ীয় গৌরব শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভু তাঁর 'মুক্তাচরিত' গ্রন্থেরমঙ্গলাচরণে দিয়েছেন, যে শ্লোকটী আমরা গুরুপ্রণাম-শ্লোকরূপে পূর্ব্বে উচ্চারণ ক'রেছি,—

"নামশ্রেষ্ঠং মনুমপি শচীপুত্রমত্র স্বরূপং
রূপং তস্যাগ্রজমুরুপুরীং মাথুরীং
গোষ্ঠবাটীম্।
রাধাকুণ্ডং গিরিবরমহো! রাধিকা-
মাধবাশাং
প্রাপ্তো যস্য প্রথিত কৃপয়া শ্রীগুরুং তং
নতোঽস্মি॥"

"গুরোর্ভারঃ ইতি গৌরবম্"—[illegible] ভার বা গুরুত্বকে 'গৌরব' বলে। [illegible] দেনই—স্বয়ং গৌড়ীয়-গৌরব। [illegible] সকল গৌড়ীয়-গৌরব প্রদান ক[illegible] গৌড়ীয়গণের মধ্যে এক [illegible] যেরূপ গৌরবময়, সেরূপ [illegible] কোথাও দেখ[illegible]। কোন কোন সম্প্রদায়ে [illegible] আকারেরই প্রয়োজনীয়তা [illegible] না। অবশ্য এইরূপ বিচার কতটা সমীচীন, তা'র যুক্তি প্রদর্শন করা এই অল্প সময়ে অসম্ভব। আবার কোন কোন সম্প্রদায়ে সাময়িক গুরু স্বীকৃত হয়।

পর-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

সম্প্রতি পরবিদ্যাপীঠে নিম্নলিখিত শিক্ষণীয় বিষয়নিচয়ের অধ্যাপকের আসন-সমূহ সংস্থাপিত হইয়াছে—বিদ্যার্থিগণ আবেদন করুন।

১। সাহিত্যাসন, ২। ঐতিহ্যাসন,
৩। সম্প্রদায়বৈভবাসন, ৪। ভক্তিশাস্ত্রাসন,
৫। তত্ত্বশাস্ত্রাসন, ৬। বেদান্তাসন,
৭। একায়নাসন।

শ্রীনন্দলাল রায় বি, এ, কাব্যতীর্থ, বিদ্যাসাগর,
সম্পাদক—পরবিদ্যাপীঠ, শ্রীধাম মায়াপুর।

কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত

গৌড়ীয় পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র।

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রতি শনিবারে প্রকাশিত হয়।

অগ্রিম বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲ দিলে বৎসরে ৫০ সংখ্যা প্রাপ্য; ষাণ্মাসিক ১॥০; সাপ্তাহিক ৴০

সর্ব্বদা গ্রাহক হওয়া যায়।

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

শ্রীগৌড়ীয়প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সমগ্রগ্রন্থের মূল্য ৪০৲ চাল্লিশ টাকা।

২৭২৪ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে,

সপ্তচত্বারিংশ খণ্ডে সূচী ছাপা হইতেছে।

৪৬শ খণ্ড গ্রন্থ নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে ১৫।৴০ সাধারণ পক্ষে ২০৸৵০। প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৶০, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ।৴০।

দশম স্কন্ধ ছাপা হইতেছে। দশম স্কন্ধের ভিক্ষা ১২৲, অগ্রিম সাধারণের পক্ষে ৮৲।

৫০ অধ্যায়পর্য্যন্ত নবম সংখ্যা ছাপা হইয়াছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

"শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত"

সম্পূর্ণ ছাপা শেষ হইল

আদি, মধ্য, ও অন্ত্যলীলা এবং সূচী ছাপা হইয়া সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে। যাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ১০৲ টাকা ভিক্ষার তৃতীয় সংস্করণ ৪৲ টাকায় না পাইয়া অপূর্ব্ব সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের জন্যই উহার ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। সেই ১০৲ টাকার এই বিরাট গ্রন্থ গৌড়ীয়মঠের উৎসব অর্থাৎ আগামী ২রা আশ্বিন পর্য্যন্ত ৫৲ টাকা ভিক্ষায় দেওয়া হইবে। গ্রাহকগণ সত্বর হউন পরে আর এ সুযোগ দেওয়া হইবে না।

শ্রীচৈতন্য লীলার ব্যাস আদিকাব

শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র গ্রন্থ ৮৲ স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲

নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪॥০ টাকা

শ্রীচৈতন্য মঠের যাবতীয় গ্রন্থ

কার্য্যাধ্যক্ষ, গ্রন্থ-বিভাগ, শ্রীচৈতন্য মঠ

পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

—অথবা—

শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা।

ঠিকানায় পাওয়া যাইবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—ডাকে হইলে শ্রীচৈতন্য মঠের ঠিকানায় লিখিবেন।

বৃত্তিসহ সমগ্র

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

ভিক্ষা ২৲ টাকা। শিক্ষার্থি-ছাত্রের পক্ষে ১৷০ দেড়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীপরবিদ্যাপীঠ, শ্রীগৌড়পুর

তন্যমঠ, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিম্নলিখিত মঠসমূহে প্রাপ্তব্য:—

১। শ্রীচৈতন্য মঠ,—পোঃ, শ্রীধামমায়াপুর, (নদীয়া)।
২। শ্রীগৌরগদাধর মঠ,—চাঁপাহাটি, সমুদ্রগড় পোঃ, (বর্দ্ধমান)।
৩। শ্রীভাগবত আসন,—ভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৪। শ্রীগৌড়ীয় মঠ,—১নং উল্টাডাঙ্গা জংসন রোড, কলিকাতা।
৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ,—পুরী রেলওয়ে ষ্টেশনের নিকট "অমরনিবাস"
৬। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ,—উড়িয়া বাজার, কটক।
৭। শ্রীভাগবত মঠ,—চিরকাঁয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।
৮। শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ,—৪নং জগজ্জীবনপুরা, কাশী, ইউ, পি।
৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,—ছিপিগলি, বৃন্দাবন, মথুরা, ইউ, পি।
১০। শ্রীপরমহংস মঠ—নিমসার পোঃ, সীতাপুর, ইউ পি।
১১। শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ,—কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল, পাঞ্জাব।
১২। শ্রীমাধবগৌড়ীয় মঠ,—৯০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।
১৩। শ্রীগদাইগৌরাঙ্গ মঠ,—বালিয়াটি, ঢাকা।
১৪। শ্রীরূপপ্রপন্নাশ্রম,—আমলাযোড়া, রাজবাঁধ পোঃ, বর্দ্ধমান।
১৫। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ,—ডুমুরকোন্দা, চিরকুণ্ডা পোঃ, মানভূম।
১৬। শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয় মঠ,—আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী, উড়িষ্যা।

এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণের নিকটও নদীয়া প্রকাশ প্রাপ্তব্য।

১। শ্রীযুক্ত জনার্দ্দন ঘোষ—বসু নাজ রোড, খুলনা।
২। শ্রীযুক্ত রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিরত্ন—দেওয়ানগঞ্জ, কলাদিবাড়ী কুচবিহার।
৩। শ্রীযুক্ত রামরঞ্জন রায় ৭৬।২নং শ্রীগোপাল মল্লিক লেন, কলিকাতা।
৪। শ্রীযুক্ত অমূল্যকুমার সরকার এম, ডি, ও, ফৈজাবাদ।
৫। মিঃ এন্ ডি, মুখার্জ্জি—এম, এম, ওয়ার্কস দি মল, কানপুর।
৬। শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী জ্যোতির্ভূষণ—স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া।
৭। শ্রীরাসবিহারী দাস অধিকারী, নবদ্বীপ।
৮। শ্রীবিরাজমোহন দে—মনমোহন প্রেস, নবাবপুর, ঢাকা।
৯। শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ গড়গড়ি বেড়াচাঁপা, ২৪ পরগণা।

অন্যথা না ভজে কৃষ্ণ, দুষ্ট তার ভজে। পুন সেইমত মায়া পাশে ডুবি মরে।

শ্রীচৈতন্যমঠের গ্রন্থাবলী

শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুর বিরচিত

ভক্তি-গ্রন্থাবলী।

উৎকৃষ্ট কাপড়ে বিলাতী ধরণে বাঁধাই স্বর্ণালঙ্কৃত। চতুর্থ সংস্করণ। বিস্তৃত বিষয়সূচীসহ

জৈবধর্ম

বাঁধাই ২, দুই টাকা

প্রকাশিত হইয়াছে

সনাতন ধর্মশাস্ত্র বেদ, বেদাঙ্গ, উপনিষৎ, গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত, দর্শন, পুরাণ, ইত্যাদি সকল গ্রন্থ পাঠ করিবার অবসর অতি অল্প মানবের ঘটিয়া থাকে। অনেকেরই যোগ্যতা না থাকায় সেই সমস্ত গ্রন্থের মর্ম অবগত হইতে পারেন না। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বাঙ্গালীর এই অসুবিধা দূরীভূত করিবার জন্য এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

বিদ্যালয়ের ছাত্র বা শিক্ষকগণের বিশেষ পাঠ্য, এমন কি শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টর সাহেব উহা সমস্ত বিদ্যালয়ের জন্য অনুমোদন করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

প্রথম খণ্ড। ভিক্ষা ১, একটাকা

যুক্তিপূর্ণ শাস্ত্রবাক্য দ্বারা প্রত্যেক মানবের নিত্য করণীয় ও আনন্দ ব্যবস্থিত ... হইয়াছে। গ্রন্থের প্রতি ... সনাতন শাস্ত্রের দ্বারা সমর্থিত ও প্রমাণিত হইয়াছে। ... ইত্যাদি বিষয় ... ক্রমানুসারে ... সুন্দরভাবে ... আলোচিত হইয়াছে যে, একবার পড়িতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্যন্ত পাঠ না করিয়া নিবৃত্ত হওয়া যায় না।

শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য

ভিক্ষা ৷৹

ঐ প্রমাণ খণ্ড ভিক্ষা ৷৹

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর লীলাভূমি নবদ্বীপ ... সমন্বিত। এই নয় দ্বীপের প্রাচীন বিবরণ প্রত্যেক দ্বীপে শ্রীমহাপ্রভুর লীলা প্রত্যেক ভাবে পরিচয়, শ্রীধাম মাহাত্ম্য—বামাপবাদ ... ইত্যাদি বিষয় বিশেষভাবে মনোহর ছন্দে বর্ণিত। পকেট সাইজ প্রায় ১৬০ পৃষ্ঠা।

শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ

উজ্জ্বল ... কাগজে ছাপা—শ্রীনবদ্বীপধাম দর্শনে ভাবুক দর্শনকারীর কি প্রকার ভাবের উচ্ছ্বাস হয়, তাহা এই গ্রন্থে প্রদত্ত। অতি চমৎকার! ভিক্ষা চার আনা।

শ্রীজীবনপথ

৶৹ দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভৃতি উপদেশাবলী যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিচার অতি সুন্দরভাবে বর্ণিত হইয়াছে। ইহা ছাড়া শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদিষ্ট শিক্ষা ও উপদেশ বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

গৌড়ীয়-বৈষ্ণব জগতে অভিনব গ্রন্থ!!

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতি-গ্রন্থাবলী:—

শরণাগতি

পকেট সাইজ অষ্টম সংস্করণ ভিক্ষা ৴০ আনা

... ইহা যখন জীব বুঝিতে পারে, তখন একমাত্র ... শ্রীভগবানের প্রতি তাহার কোন ভাবে ... প্রার্থনা ... শরণাগতির ... প্রকারের ... প্রার্থনা ও আত্মসমর্পণমূলক গান। ... সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে।

ভিক্ষা প্রতি খণ্ড ৴০ এক আনা

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা— ৴০, নবদ্বীপশতক— ৴

অর্থপঞ্চক—৴০

কল্যাণকল্পতরু

পকেট সাইজ পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা ৴১০

... প্রকৃত কল্যাণ ... এবং তাহার নিকট কল্যাণ ... কল্যাণ প্রদানে ... কল্যাণ ... এই গীতগ্রন্থ ...

শ্রীল চক্রবর্ত্তি ঠাকুরের টীকা সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠাকুর কৃত টীকা ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কৃত অনুবাদ। টীকাকারের ... শ্লোক সূচী ... বিষয় ... প্রায় ৮০০ পৃষ্ঠা। উৎকৃষ্ট সিল্কে বাঁধাই ২, দুই টাকা। কাগজে বাঁধা ১৷৹

শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ কৃত ভাষ্য সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

কাগজ ও ছাপা উৎকৃষ্ট। সিল্কে বাঁধাই, সোনার জলে নাম লেখা রাজসংস্করণ ২, টাকা। সাধারণ সংস্করণ ১৷৹, গৌড়ীয়ের গ্রাহকপক্ষে ১৷০

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি

...

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ

১ম খণ্ড ১, এক টাকা ২য় খণ্ড ১, এক টাকা—শ্রীমদ্ভাগবতের ... গৌড়ীয় গ্রাহকগণ ...

শ্রীমদ্গোপালভট্ট গোস্বামী সংকলিত

সদাচারস্মৃতিঃ

ভিক্ষা ৴০ মাত্র

রেজেষ্টার্ড

মদন মঞ্জরী

... ইন্দ্রিয়শক্তির ... ধাতুদৌর্বল্য ... প্রভৃতি লক্ষণ ... বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি ... ৩২ বটী ১, এক টাকা।

"অপুংসকারি ঘৃত"

... ১, এক টাকা।

"প্রেমবিলাসিনী বটিকা"

... মূল্য ১৬ বটী ১, এক টাকা।

কবিরাজ নারায়ণজী কেশবজী

... হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

কুমার-ভোগ

...

নারেলি (Narelol)

...

ডাক্তার ... ঘোষ

... ফার্ম্মেসী ... কলিকাতা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (প্রাচীন নবদ্বীপ) নদীয়া।

অপূর্ব্ব সুযোগ অল্পদিনের জন্য মাত্র

শ্রীগৌড়ীয় মঠের উৎসব উপলক্ষে

[illegible] ... চৈতন্যচরিতামৃত [illegible]
[illegible] ... বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী [illegible]
[illegible] ... [illegible] গোস্বামী
[illegible] ... [illegible] টীকা।

[illegible]
[illegible]
[illegible] নদীয়া।

বেদনাঞ্জন

শ্রেষ্ঠরত্ন।

কলিকাতা কংগ্রেস একজিবিসন হইতে বহু প্রশংসা প্রাপ্ত ও বহু গণ্যমান্য ভদ্রমহোদয়গণ কর্ত্তৃক প্রশংসিত।

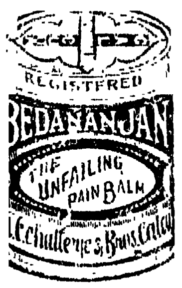

* *

আজকাল [illegible] আহার সেবনে শরীরের রক্ত [illegible] দোষিত হইয়া [illegible]। এক্ষণে মানবদেহের [illegible] উপাদান, এই রক্ত দোষিত [illegible] মাথা ধরা, বেদনা, [illegible], [illegible] ফুলা, দাঁত কনকনানি, দাঁতে পোকা এবং [illegible] চুলকানি [illegible] কষ্টদায়ক চর্ম্মরোগে [illegible] ভেছে। যদি আপনি একেবারে ব্যাধিমুক্ত হইতে চান, তাহা হইলে অল্প পয়সার [illegible] এক শিশি বেদনাঞ্জন ক্রয় করিয়া উহার কার্য্যকারী-শক্তি [illegible] করুন। [illegible]

প্রাপ্তিস্থান— এ. সি. চাটার্জ্জী এণ্ড ব্রাদার্স।

[illegible], [illegible] হাওড়া।

[illegible] দোকানে [illegible] পাওয়া যায়।

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

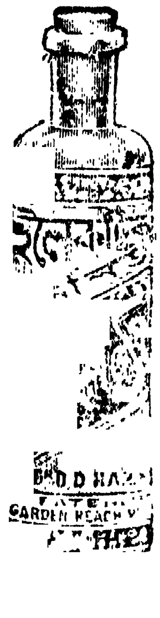

[illegible] প্রকৃত মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন [illegible] আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য, তথাপি [illegible] উপায়ে [illegible] শক্তি নষ্ট করিয়া [illegible] হইয়া পড়িয়াছেন এবং নানা প্রকার [illegible], [illegible] অম্বুলিক [illegible], বহুমূত্র, [illegible], [illegible] পীড়া, অর্শ এবং স্ত্রীলোকদিগের [illegible] বাধক, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, সূতিকা, শ্বেত ও রক্তপ্রদর, [illegible] প্রভৃতি রোগে ভুগিয়া জীবনে নিরাশ হইয়াছেন, তাঁহারা আমেরিকার [illegible] ডাক্তার পেটান সাহেবের [illegible] **ইলেক্ট্রিক সলিউসন** ব্যবহার করিয়া বাঁচিতে পারেন। [illegible] প্রমাণ পত্র [illegible] যাঁহারা অন্যান্য [illegible] ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরোগ্য হইতে পারেন নাই, তাঁহারা একবার এই [illegible] ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক [illegible] ব্যবহারোপ[illegible] শিশি ঔষধ ডাকমাশুল সহ [illegible] টাকা মাত্র।

সোল এজেণ্ট— ডাঃ ডি, ডি, হাজরা।

ফতেপুর, গার্ডেনরীচ পোঃ, কলিকাতা।

ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

অধ্যক্ষ

শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম.এ. এফ.সি.এস (লণ্ডন)

ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক

(প্রফেসার)

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ বিশুদ্ধ ও শাস্ত্রমতে [illegible] তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হয়। পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ক্যাটালগ পাঠান হয়। রোগের বিবরণ জানাইলে যত্নপূর্ব্বক ব্যবস্থা দেওয়া হয়। চিঠি পত্রাদি সম্পূর্ণরূপে গোপন রাখা হয়।

মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দুর)

(বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৪৲ টাকা

উৎকৃষ্ট স্বর্ণ, পারদ ও [illegible] শাস্ত্রীয় প্রস্তুত।
নিত্য প্রয়োজনীয় সর্ব্বরোগনাশক মহৌষধ।

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ- -সের ৩৲ টাকা

উৎকৃষ্ট কাশীর আমলকী, [illegible] প্রভৃতি [illegible] উপাদানে পূর্ণ মাত্রায় যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। কফ, কাস, সর্দ্দি, যক্ষ্মা, [illegible], [illegible] প্রভৃতি রোগের মহৌষধ। সকলপ্রকার [illegible] আতিশয় পুষ্টি [illegible] বিশেষ।

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬৲ টাকা

ইহা সেবনে [illegible], [illegible], [illegible] প্রমেহ ও ধ্বজভঙ্গ সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায়। ইহা [illegible] আনন্দদায়ক [illegible]।

অবলাবান্ধব যোগ

প্রদর, বাধক প্রভৃতি [illegible] স্ত্রীরোগ রোগের মহৌষধ।

মূল্য—১৬ মাত্রা ২৲ টাকা। ৫০ মাত্রা ৫৲ টাকা মাত্র

বিশুদ্ধ জল! ভয় নাই! বিশুদ্ধ জল!!

লক্ষ্মী টিউব-ওয়েল কোং

২০৫নং নবাবপুর, ঢাকা

[illegible] (Tube well) নির্ম্মাণ করা হয়। [illegible], [illegible] সার্কিট, জিলা-বোর্ড, [illegible] এই কোম্পানীর [illegible] বিশুদ্ধ না হইলে [illegible]

বিনামূল্যে বিনামূল্যে

বিতরিত

শাস্ত্রের সার "কামশাস্ত্র" [illegible] হইয়াছে। উহা পাঠে [illegible] জানা যায়।
এই পুস্তক যিনি লিখিয়াছেন, [illegible] "[illegible] বটিকা"র আবিষ্কর্তা। এই বটিকা [illegible] করে এবং [illegible] অটুট ও অক্ষয় রাখে। [illegible] বটিকা, পূর্ণ [illegible] টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান :— আত্মনিগ্রহ ঔষধালয়।

[illegible] স্ট্রীট, কলিকাতা।

মনোমোহন প্রেস

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা।

পূর্ব্ব-বাঙ্গালায় সুলভে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত
বৈদ্যুতিক মেশিনে দিবারাত্র কাজ চলিতেছে।
বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,
৯০নং নবাবপুর, ঢাকা।

শ্রীমায়াপুর নদীয়া প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে— শ্রীবিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

ছাবীর. সংস্করণ

Registered No. C 1544

বিজ্ঞাপনের হার

প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৹
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য. বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র।

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸৹
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৵৫

৪র্থ খণ্ড]. . . . সম্পাদক—প্রত্নবিদ্যালঙ্কার শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী [১৬৫ সংখ্যা.

শ্রীচৈতন্য মঠ, শ্রীধাম মায়াপুর—২৫শ ভাদ্র মঙ্গলবার ১৩৩৬ ১০ই সেপ্টেম্বর ১৯২৯

শ্রীধাম মায়াপুর ডাকঘর

গত ১লা জুন হইতে শ্রীধাম মায়াপুর পোষ্ট অফিস খোলা হইয়াছে। বঙ্গদেশের পোষ্টমাষ্টার জেনারেল বাহাদুর শ্রীধাম মায়াপুর ডাকঘর হইতে নদীয়া-প্রকাশ ভারতের সর্ব্বত্র প্রেরণ করিবার আদেশ দিয়াছেন।

ম্যানেজার, 'নদীয়া-প্রকাশ'

পোঃ আঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

শ্রীধাম মায়াপুরের, যাবতীয় পত্র বুকপোষ্ট রেজিষ্টারী মণি-অর্ডার প্রভৃতি ডাকে পাঠাইতে হইলে, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া ঠিকানায় লিখিবেন।

লোহার বরগা কড়ি

করগেটটীন, জানালারগরাদে
দালানের ফুলদার রেলিংওথাম
বেড়াঘেরা কাঁটাতার ইত্যাদি
সুলভে বিক্রয় করি

কান্তিচন্দ্র মুখার্জ্জি এণ্ড সন্স
২৭৩ ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট। ফোন ৪৪৯
স্থাপিত ইং ১৮৩৬ সাল, কলিকাতা

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

দুইখণ্ডে সমগ্র গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছেন। সূচী প্রভৃতি ছাপা হইতেছে

ভিক্ষা ১৷৹, নদীয়াপ্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ১৷৹

রোগী দেখিবার সময়ঃ—
প্রাতেঃ—৬টা হইতে ৯টা,
বৈকালে—৩টা হইতে ৫টা পর্য্যন্ত।

মূল্যফেরৎ !

মূল্য ফেরৎ !!

সর্ব্বত্র এজেন্ট আবশ্যক।
পত্র লিখুন।
কঠিন কঠিন রোগের চিকিৎসা করা হয়।
দিবা-রাত্রি ঔষধ পাওয়া যায়।

ডাক্তার বি, ডি, কুণ্ডুর—

আবিষ্কৃত ও গভর্ণমেণ্ট রেজেষ্টারীকৃত

১। ভুপেন্দ্র সোডা স্পেসিফিক্—পেটের যাবতীয় রোগের, অজীর্ণ, ডিস্পেপ্‌সিয়ার মহৌষধ। প্রত্যেক গৃহে রাখা প্রয়োজনীয়। ঔষধ—প্রতি শিশি ১৲ এক টাকা মাত্র।

২। চণ্ডি ফিবার মিক্‌চার—ম্যালেরিয়া জ্বর এক শিশিতে সম্পূর্ণ আরোগ্য। কম্পজ্বর এবং পালা ও একল জ্বরের মহৌষধ। প্রতি ছোট শিশি ৸৹ বার আনা, বড় শিশি ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। গণোরিয়া স্পেসিফিক্—যে প্রকম গণোরিয়া রোক না কেন, এক শিশিতে আরোগ্য। এক শিশি ১৲ এক টাকা মাত্র।

হোমিওপ্যাথিক বিভাগ

১। ওয়ারম্ কিওর—যাবতীয় কৃমির, ২। ফিমেল সুধা—শ্বেত-প্রদর, রজঃ-কষ্ট ও বাধকের, ৩। জিহ্বা স্পেসিফিক্—জিহ্বার ক্ষতের, ৪। বাথ রেগুলেটার—যাহাদের নিয়মিত ঋতুস্রাব হয় না, ইহা সেবনে নিয়মিত ঋতু হইবে, ৫। পাইলস্ রেমিডি—যাবতীয় অর্শের মহৌষধ। মূল্য প্রতি শিশি ৸৹ আনা। ডাকমাশুল স্বতন্ত্র।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—আরোগ্য না হইলে মূল্য ফেরৎ। রোগের অবস্থাদি জানাইলে, ঔষধ ও ব্যবস্থাদি পাঠান হয় ... দিবে। ঔষধ পাঠান হয়। এক কালিন দশ টাকার ঔষধের অর্ডার পাইলে, স্বতন্ত্র কমিশন দেওয়া হয়। পত্রাদি বিশেষ ...

সোল এজেন্ট ঃ—

দি এলোপ্যাথিক ড্রাগ ষ্টোরস্

ডাক্তার বি, ডি, কুণ্ডু

৩১ নং গরানহাটা ষ্ট্রীট, পোঃ বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
টেলিফোন নং বড়বাজার ২৪১১

কর্ম্মাবলম্বকাঃ কেচিৎ কেচিৎ জ্ঞানাবলম্বকাঃ। বয়ন্তু হরিদাসানাং পাদত্রাণাবলম্বকাঃ

নানা কথা

লীলাবতী হরণ মামলার রায়
আসামীদ্বয়ের ৫ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড

দায়রার ৭ দিন ব্যাপী শুনানীর পর মেহেরপুর থানার মণিপালীর লীলাবতী হরণ মামলার রায় প্রকাশিত হইয়াছে। দায়রা জজ জুরীর সহকারিগণের অভিমত গ্রহণ করিয়া আনোয়ার উদ্দীন ও জেনালুদ্দীন নামক দুইব্যক্তির ৩৬৬ ধারা অনুসারে দোষী সাব্যস্ত করিয়া তাহাদিগকে ৫ বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ড ও দুইশত টাকা হিসাবে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন। জরিমানার টাকা না দিলে আরও ৬ মাস করিয়া সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইবে। অন্য দুই আসামী বদরুদ্দী ও তাহার স্ত্রী মুক্তি পাইয়াছে।

কুষ্টিয়ায় মহিলা সভা

গত ৩রা সেপ্টেম্বর রাত্রিতে সরোজনলিনী দত্ত স্মৃতি সমিতির শ্রীমতী লাবণ্যলেখা চক্রবর্ত্তী কুষ্টিয়া যতীন্দ্রমোহন হলে স্ত্রী-শিক্ষা সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা প্রদান করেন। তিনি বলেন, মহিলাগণের শাস্ত্রহ্রাস হওয়ায় বহুদিন যাবৎ ভারত পরাধীন। মহিলাগণকে সুশিক্ষিতা না করিলে ভারতের মুক্তির সম্ভাবনা অল্প। তিনি ভারতীয় আদর্শ রক্ষা করিতে পরামর্শ প্রদান করিয়া মহিলাগণকে উটজ শিল্প ও ঐরূপ অন্যান্য বিষয়ে আত্মনিয়োগ করিতে উপদেশ দেন। তিনি বলেন, প্রত্যেক সহর ও গ্রামে মহিলা সমিতি গঠিত হওয়া আবশ্যক। কারণ, উক্তরূপ প্রতিষ্ঠান দ্বারা মহিলাগণ শিক্ষালাভ করিতে পারিবেন এবং মহিলাগণের প্রস্তুত দ্রব্যাদি বিক্রয়েরও সুবিধা হইবে। জননীগণকে শিক্ষাদান বিষয়েও তিনি বক্তৃতা প্রদান করেন।

উক্ত সমিতির প্রচারবিভাগের কর্ম্মচারী শ্রীযুত শৈলেশচন্দ্র সেন ঐ সভায় আলোকচিত্র প্রদর্শন করেন।

প্রেসিডেন্সী কলেজে ধর্ম্মঘট

গত ৭ই সেপ্টেম্বর শুক্রবার কলেজের ফটকের সম্মুখে একদল ছাত্র কলেজে প্রবেশেচ্ছু ছাত্রগণকে কলেজে প্রবেশ না করিতে অনুরোধ করিতেছিল। প্রকাশ, ৮০জন ছাত্র কলেজে উপস্থিত হইয়াছিল। কলেজের ক্লাসসমূহ যথারীতি চলিয়াছিল। আর ও প্রকাশ, যে কলেজে প্রবেশেচ্ছু অনেক ছাত্র ফটকে সমবেত হইয়াছিল [illegible] যাইবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু [illegible] ব্যবহারের ন্যায় হাঙ্গামা হইবে [illegible] কলেজ কর্তৃপক্ষ তাহাদিগকে [illegible] যাইবার কোন চেষ্টা [illegible] নাই। অপরাহ্ণে ফটকের সম্মুখে এক জন ছাত্রকেও দেখিতে পাওয়া যায় নাই। ফটক ভিতর হইতে বন্ধ ছিল।

ঢাকায় ভূতপূর্ব্ব ভাইস চ্যান্সেলার

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব ভাইস চ্যান্সেলার ও চাকরী কমিশনের সদস্য মিঃ হার্টগ ঢাকা পরিদর্শনে গিয়াছেন, ঢাকায় কি অবস্থায় শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে, তাহা দেখাই তাঁহার উদ্দেশ্য। ঢাকা হইতে তিনি লক্ষ্ণৌ যাইবেন, গত ৬ই সেপ্টেম্বর তিনি জগন্নাথ কলেজ পরিদর্শন করেন।

জি, আই, রেলে হানা

জি. আই. পি. রেলের বিভাগীয় সুপারিন্টেণ্ডেন্টের তারের সংবাদে প্রকাশ, প্রবল বৃষ্টির জন্য হতোয়ারী-নাগপুর কর্ড লাইনে ধারগো ও বেতুল ষ্টেশনের মধ্যে ১৩ মাইলব্যাপী স্থানে রেলপথ নানা স্থানে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। গাড়ী বদল করিয়া যাতায়াত সম্ভব নহে। এক্সপ্রেস ট্রেণগুলি ভুসাবল দিয়া পাঠান হইতেছে। কানার উত্তরে ইতরসী ও দারোর মধ্যে ও দক্ষিণে নাগপুর ও বেতুলের মধ্যে সাটল ট্রেণ যাতায়াত করিতেছে।

প্রাপ্তপত্র

শ্রীযুক্ত "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" পত্রিকার সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

মহাশয়। অনুগ্রহ করিয়া সাধারণের উপকারার্থে এই পত্রখানি আপনার সুবিখ্যাত পত্রিকায় প্রকাশ করিয়া বাধিত করিবেন।

আজকাল বিজ্ঞাপনের চটকে খারাপ জিনিষেরই কাটতি বেশী হইয়া থাকে এবং লোকেও প্রতারিত হয়, ভাল জিনিষের গুণ সাধারণে না জানাতে তাহা প্রচার হয় না গত বৎসর একাজাবসনে অনুরোধে পড়িয়া অগত্যা ভাবে ছইটী নমুনা শিশি "বেদনাঞ্জন" খরিদ করি। উহার মধ্যে যে কাগজ ছিল তাহাতে আট রকম রোগের প্রতিকারের কথা লেখা থাকে। অবশ্য সকল গুলির পরীক্ষা করিতে পারি নাই। তবে মাথাধরা বা মাথাঘোরা শিরঃরোগে ও বাত বেদনার অব্যর্থ মহৌষধ। অল্প সময়ের মধ্যে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। আমি ও আমার পরিবারবর্গ উক্ত বেদনাঞ্জনে বিশেষ উপকৃত হওয়ায় সম্প্রতি ॥৵০ আনা দামের ছয় শিশি ঔষধ আনাইয়াছি ঔষধটা পাইবার ঠিকানা ৪৫ নং হুগলকাট লেন সালিখা (হাওড়া) পি. চাটার্জ্জি এণ্ড ব্রাদার্সের নিকট যাঁহারা শিরঃরোগে কষ্ট পাইতেছেন তাঁহারা উক্ত বেদনাঞ্জন ব্যবহার করিলে বিশেষ উপকৃত হইবেন নিবেদন ইতি

বিনীত শ্রীযতীন্দ্রনাথ চন্দ্র
আম মোক্তার
২৪ পরগণা বাওয়ালী মণ্ডল ষ্টেট

নোটিশ

মোঃ কৃষ্ণনগর দ্বিতীয় মুন্সেফী আদালত

মোঃ ৮২২নং দেওয়ানী ২৯।

—:*:—

বাদী—	বিবাদী—
ঈশানচন্দ্র কুণ্ডু	ফোরমান মণ্ডল দিং
মোং কাছারী মধুপুর, থানা চাপড়া জেলা নদীয়া।	মোং মধুপুর, থানা চাপড়া জেলা নদীয়া।

যেহেতু বাদী উপরোক্ত মোকর্দ্দমায় থানা চাপড়ার সামিল মৌজে মধুপুর জেলের বিলের জলে মধুপুর মৌজায় সাধারণ প্রজাগণ পাট পচাইতে না পারে তজ্জন্য চিরস্থায়ী নিষেধ আজ্ঞা পাইবার বাবদ নালিশ উপস্থিত করিয়াছেন যদি কোন ব্যক্তি উক্ত মোকদ্দমায় পক্ষভুক্ত হইবার ইচ্ছা করেন তাহা হইলে আগামী ২০।৯।২৯ তারিখ ধার্য্য দিনে হাজির হইয়া পক্ষভুক্ত হইয়া আপত্তি করিতে পারেন।

বিজ্ঞাপন

মোকাম কৃষ্ণনগরের সদর দ্বিতীয় মুনসেফী আদালত।

দেওয়ানী মোকর্দ্দমা ৯৪৮নং ১৯২৮।

বাদী—

১। শ্রীতেজুল মণ্ডল।
২। শ্রীকুবমান মণ্ডল।
৩। শ্রীঅধর মণ্ডল।
৪। শ্রীআষাঢ় মণ্ডল।
৫। শ্রীরহমান মণ্ডল।
সকল সাং মধুপুর, থানা চাপড়া, জেলা নদীয়া।

বিবাদী—

১। ঈশানচন্দ্র কুণ্ডু সাং মহাজনপুর থানা মেহেরপুর জেলা নদীয়া।

মোকাবেলা বিবাদী—

২। শ্রীশ্যামমাধব পাল চৌধুরী ৩। শ্রীকৃষ্ণমাধব পালচৌধুরী ৪। শ্রীপাচুগোপাল পাল চৌধুরী ৫। নিরঞ্জন পালচৌধুরী ও ৬। শ্রীমনোরঞ্জন পালচৌধুরী উক্ত নাবালক দ্বয়পক্ষে গার্জ্জেন ভ্রাতা পাচুগোপাল পালচৌধুরী ৭। অমরেন্দ্রনাথ পালচৌধুরী, ৮। শ্রীতিতুগোপাল পালচৌধুরী পক্ষে গার্জ্জেন মাতা শ্রীমতী মনোরমা দাসী সাং গোয়াড়ী থানা কোতোয়ালী জেলা নদীয়া।

যেহেতু উপরোক্ত বাদিগণ জেলা নদীয়ার কালেক্টরীর ৩৬নং তৌজীভুক্ত ডিঃ মুড়াপুরের সামিল ৪৬নং মৌজা মধুপুরের গ্রামে জমির সাবেক অর্থাৎ রশি ২৯ ইঞ্চি ৫৫ গজ থাকা এবং ঐ রশির মাপে প্রতি বিঘা /২ কাঠা করিয়া আইল বাদ যাইয়া খাজনা দাখিল হইয়া বাদিগণের নিকট কর আদায় হইয়া আসিতে থাকা প্রচার হইবার জন্য ও নালিশী মৌজা মধুপুরে ১৮ইঞ্চি ৮০ হাত রশির মাপে পরিমাণ হইয়া খাজনা ধার্য্য না হওয়া প্রচার হইবার জন্য মোকাম কৃষ্ণনগরের ২য় মুনসেফী আদালতে ১৯২৮ সালের ৯৪৮নং দেঃ মোকর্দ্দমা, দেওয়ানী কাঃ বিধি আইনের ১নং অর্ডারের ৮নং রুল অনুসারে প্রতিবাদী ঈশানচন্দ্র কুণ্ডু দিংএর বিরুদ্ধে দায়ের করিয়াছেন। এবং উক্ত মোকর্দ্দমা উক্ত আদালতে মুলতুবি আছে। এ কারণ এক নোটীসের দ্বারা উক্ত গ্রামের সাধারণ প্রজাবর্গ ও সমস্বার্থবিশিষ্ট ও সমভাবে সংসৃষ্ট ব্যক্তিগণকে জানান যাইতেছে যে, তাহারা উপরোক্ত মোকর্দ্দমায় পক্ষভুক্ত হইতে ইচ্ছা করিলে বা উক্ত মোকদ্দমায় তাহাদের কিছু করণীয় থাকিলে তাহারা করিতে পারিবেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২৫শে ভাদ্র মঙ্গলবার—১৩৩৬

কৌতূহল

সে দিন আমহার্ষ্টিতে "গৌরাঙ্গের জন্মস্থান কোথায় ?" বলিয়া এক সভা হইয়াছিল। সে আজ প্রায় এক বৎসর হইল। আমাদের এক সম্বাদ-দাতা খবর দিয়াছিলেন যে, অনেক দর্শক কাশীম-বাজারের মহারাজকে চিনিতেছেন না। পরে যখন জানিলেন, উনি বৈষ্ণব রাজা, তখন তিনি কৌতূহল-বশে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—বৈষ্ণবের গোঁফ কি শাস্ত্র-সিদ্ধ ?

এক ব্যক্তি ক্ষীণস্বরে বলিলেন—পশ্চিম দেশে গোঁফ রাখাই পুণ্যময় জীবনের পরিচয় বলিয়া বোধ করি কাশীমবাজারের মহারাজ গোঁফ রাখিয়াছেন। অপরব্যক্তি বলিলেন—কৈ, বঙ্গদেশে কোন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বা কোন সদাচারী ব্যক্তি গুম্ফ যুগল রক্ষা করেন না। বিশেষতঃ গৌড়ীয় বৈষ্ণব মাত্রেই গোঁফ দাড়ী বর্জ্জন করেন। বঙ্গদেশের গৌড়ীয় বৈষ্ণব বলিয়া পরিচয় দিলে কি গোঁফ রাখা যায় ?

বিড়ালের জন্য অনেক গৌড়ীয় বৈষ্ণবের হস্তে বাজার হইতে আসিবার কালে মাছ দেখা যায়। জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা বলেন যে, বাড়ীতে বিড়াল আছে, তাহারই জন্য মৎস্য খরিদ করিতে হয়। সে দিন একাদশী ছিল। সমুদ্রের পবিত্র মৎস্যের দ্বারা ভক্তীশ-বাবুদের সেবা হইয়াছিল। বিশেষতঃ শ্রীক্ষেত্র পবিত্র স্থান ! পবিত্র রত্নাকরের মৎস্য, পবিত্র হরিবাসর দিবস !!! সুতরাং আদনে কোন অপবিত্র বুদ্ধি আনিতে হইবে না !

পরস্ত্রী প্রতিপালন করা বৈরাগীর ধর্ম্ম নহে। যে বৈরাগী পরস্ত্রীর ভরণ পোষণ দেন, তাহাকে শ্রীচৈতন্যদেব দর্শন করেন না। তবে কেন চৈতন্যভক্তগণ পরদার-সেবী ভেকধারীর অনুগমন করেন ? পরদার প্রতিপালনের জন্য কোন বৈরাগীকে সাহায্য করা উচিত নহে। বিরক্ত পুরুষ পরস্ত্রীর ভরণ পোষণের জন্য ভিক্ষা করিতে আসিলে তাহাকে কি সামাজিকগণ আদর করিতে পারেন ?

"ব্রাহ্মণের বাসা গাছের আগে, কাকের বাসা জলে, দুর্য্যোধনের উরুভঙ্গ বাগবাজারের ঘাটে" শুনিয়া অনেকে কৌতূহলাক্রান্ত হন। গৌরাঙ্গ-মহাভারতে শ্রীধাম মায়াপুরের কথা লিখিয়াছেন পোষ্টমাষ্টার হরিদাস বাবু। কেহ কেহ বলিতেছেন তিনি শ্রীধাম মায়াপুরের বিরোধী, সুতরাং মুখে ও কাজে উলট পালট হইলে লোকে কোন্ কথায় বিশ্বাস করিবে ?

নবদ্বীপ চন্দ্র গোস্বামীকে শ্রীধাম মায়াপুরের বিরোধী বলা হয়। তাহা হইলে তিনি কি প্রকারে বৈষ্ণবাচার দর্পণে শ্রীধাম মায়াপুরের কথা লিখিলেন ? প্রাচীন কুলিয়ার কৌলিক জাতীয় কান্তি বাবু শ্রীধাম মায়াপুর লিখিলেন ১২৯৮ সালে, কুলিয়ার বক্তা কুলদা বাবু তাহা স্বীকার করিলেন তেত্রিশ সাতাইশ সালের পর !

দ্বীপের মাঠকে অন্তর্দ্বীপ বলে। তাহা সেই ভিতর দ্বীপের মাঠে শ্রীধাম মায়াপুর। নিষ্প-ধুরন্ধর ব্রজবাবু বাহির দ্বীপকে অন্তর্দ্বীপের মাঠ বলিলেন। আর অন্তর্দ্বীপের মানে বাহিরের দ্বীপ হইল !

নদীয়ার কালেক্টর সাহেব ভেকধারী বাবাজীকে বাবু বলিলেন। ডাক্তার সুন্দরী 'বাবু' তাঁহার গ্রামবাসীকে বাবু সাজাইলেন ; তাহা বলিয়া সকল বৈরাগীই 'বাবু' শব্দ-বাচ্য হইতে পারেন না। রাজা বাবুদের সহিত মিশামিশি করিলেই কি বৈরাগী বাবু হইয়া যাইবেন ? বৈরাগী মহাশয় কি বাবু হইবার জন্যই কৌপীন সংগ্রহ করিয়াছেন ?

শ্রীধাম মায়াপুর ১২৯৮ সালের কান্তি বাবুর পুস্তকে প্রাচীন মায়াপুর ছিল ? ১৩২৩ সালের পর নবকল্পিত স্থানটী নবীন মায়াপুর বা জাল মিয়াপুরের বদলে প্রাচীন বা পুরাতন নাম ধারণ করিল, তাহাতে কি বুঝিতে হইবে যে ১৩২৩ সাল ১২৯৮ সাল হইতে প্রাচীন ?

কাঁচড়াপাড়ার কাছে কুলের পাট সৃষ্টি ক'রলেন চুঁচুড়ার মাধব দত্ত। বৃন্দাবন দাস ঠাকুর বল্লেন মায়াপুরের পশ্চিমপারে কুলের পাট। নটবর দত্ত বল্লেন কাঁচড়াপাড়ার নিকট কুলের পাটকেই কুলিয়া বল্‌বো, উহাই পুরুষানুক্রমে আমরা শুন্‌ছি। কাঁচড়াপাড়ার কাছে শ্রীধাম নবদ্বীপ বসাতে হবে। সুতরাং সিংহজীকে সাধু সাজাইয়া শ্রীধামের আবিষ্কার (?) করাইতেই হইবে।

মুর্শিদকুলি খাঁ মুরশীদাবাদ বসাইলেন। মুসলমানের গুরুর নাম মুর্শিদ। 'কুলি' শব্দে দাস। সুতরাং তাহার অর্থ গুরুদাস। সেই মুর্শিদাবাদের অন্তর্গত মীরকাশিম বাজার বসাইলেন। সেই কাশীমবাজারের আগে "শ্রী" বসাইলেন বৈষ্ণব-সম্মিলনী। তাহার অনুকরণে কেঁকড়ার মাঠে শ্রীমায়াপুর আবিষ্কার শ্রীহট্ট হইতে 'শ্রী' আমদানী হইয়াছে। ১৯২০ সালের মানচিত্রে "শ্রী" নাই।

প্রভু বলিলেন—যোষিৎসঙ্গী এক অসাধু কৃষ্ণাভক্ত আর॥ বাসুদেব শুনিলেন—যোষিৎসঙ্গী সাধু, অসাধু কৃষ্ণভক্ত। ছোট পদ্মকে শালুক বলে। গোপাল ঠাকুর বড় পদ্মকেও শালুক বলিয়া সনাক্ত করিলেন। যে বিষয়ী ভোগে রত, তাঁহারা ভোগীকে ত্যাগী বুঝিলেন, আর যতিকে ভোগী বুঝিলেন

পশ্চিম দেশে বৈষ্ণব-সংস্কারকালে ক্ষৌর হতে বলায় গুম্ফের মুণ্ডন অপরাধকারীর চিহ্ন বলিয়া বিশেষ প্রতিবাদ হইল। তাই দেখা দেখি বাঙ্গালা দেশে গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের মধ্যে গোঁফ রাখা দল বাড়িয়া উঠিলে বাউলগণ ও গৃহবাউলগণ বড়ই ক্ষুব্ধ থাকিয়া যাইবে। এখনকার বিচারেও যদি গোঁফ মোড়ানকে অপরাধের শাস্তি বলিয়া গৃহীত হয়, তাহা হইলে বৈষ্ণব-বেশের অবমাননা হইয়া গেল।

পাকপাড়া রাজষ্টেটের স্বত্বাধিকারী কুমার শরচ্চন্দ্র সিংহ বাহাদুর শ্রীধাম মায়াপুরের শুভানুধ্যায়ী ছিলেন। আর তাঁহার উত্তরাধিকারী মন্ত্র সিংহ-বংশধরের প্ররোচনায় হেমেন্দ্র বাবুকে কর্ম্মচারীরূপে পাইয়া শ্রীধাম মায়াপুরের বিরোধী হওয়ায় পরমার্থ বিষয় ও জমিদারী চালের মধ্যে পড়িয়া গেল ! সমস্তই কাল-বিপর্য্যয় !

প্রাতঃস্মরণীয়া মহারাণী স্বর্ণময়ী বৈষ্ণব-জগতের বন্ধু ছিলেন। আজ সেই সম্পত্তির অধিকারী মহাশয় শ্রীধাম মায়াপুরের বিরোধী হইয়াছেন জানিয়া শ্রীগৌরভক্তগণের মধ্যে অনুতাপের বিষয় হইয়াছে। পরামর্শ নিরপেক্ষ জন হইতে গ্রহণ করা।

গৌড়ীয়-গৌরব

(আলবার্ট হলে প্রথম দিবস ২৮।৭।২৯ তারিখের বক্তৃতা)

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ১৬শ সংখ্যার পর)

ঐরূপ কল্পিত গুরু দ্বারা কোন কল্পিত অভীষ্ট কায়তঃভাবে সিদ্ধ করিয়ে নেবার পরে গুরুকে তাঁ'র আসন হ'তে বিতাড়িত করা হয়, তখন গুরুশিষ্যভেদ থাকে না ;—

"গুরুর্নৈব শিষ্যশ্চিদানন্দরূপঃ শিবোহহং শিবোহহম্"।

শুনা যায়, কোন কোন স্থানে এমনও দেখা আছে যে, শিষ্য আপনাকে সিদ্ধ অভিমান ক'রে কার্য্যতঃ গুরুশিষ্য-ভেদ দূর করবার জন্য গুরুকে যষ্টিদ্বারা প্রহার ক'রে থাকে !

তত্ত্ববাদী ও রামানুজাদি বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ে গুরুদেবকে অত্যন্ত সম্ভ্রম-চক্ষে দর্শন করা হয় ; কিন্তু সম্পূর্ণ অনর্পিত "গৌড়ীয়ের" গুরুগৌরব অত্যন্ত প্রীতিময় সম্বন্ধযুক্ত। গুরুদেব সম্ভ্রমযুক্ত দূরের বস্তু নন—কিন্তু অত্যন্ত নিকটতম নিত্য সখী—রাধা-গোবিন্দের সেবায় চিরসাহায্যকারিণী স্বর্ণ-ভানবীর অভিন্নকলেবর সখী। ঐরূপ গুরু-গৌরবের উদাহরণ অন্যত্র নাই—

স্ববর্ণিবয়োরিব কিম্, রাধাকুণ্ড জল পুরি',
দেহাকার অগ্রেতে রাখিব।
গুরুরূপা সখীবামে, ত্রিভঙ্গ-ভঙ্গিম-ঠামে
চামরের বাতাস করিব॥

নিকুঞ্জযূনো রতিকেলিসিদ্ধ্যৈ যা যালিভিঃ-
যুক্তিরপেক্ষণীয়া।
তত্রাতিদাক্ষ্যাদতিবল্লভস্য বন্দে গুরোঃ
শ্রীচরণারবিন্দম্॥

সেই গুরুদেবের সুবিখ্যাত কৃপায়ই সকল গৌড়ীয়-গৌরব লাভ হয়।

গৌড়ীয়-গৌরব বিষয়াশ্রয়ভেদে দ্বিবিধ

সেই সকল গৌড়ীয়-গৌরব বিষয় ও আশ্রয়ালম্বনভেদে দু'রকম। বিষয়ালম্বন বা সেব্যতত্ত্ব অদ্বয়বস্তু। তিনি এ জগতে আমাদের কাছে তিনটী মূর্ত্তিতে প্রকাশিত হন—(১) তারকব্রহ্মনাম, (২) মন্ত্র (৩) শ্রীশচীনন্দন।

(১) নামশ্রেষ্ঠ তারকব্রহ্মনাম

এই নামই—এজগতে সেই চিন্ময়ধামের বার্ত্তা-সম্পুট এবং স্বয়ং ভগবৎস্বরূপ চিন্তামণি। অতীন্দ্রিয় বস্তু বা রাজ্যের খবর জানতে হ'লে অপরকে জানাতে হ'লে শব্দ ছাড়া আর অন্য কোনও উপায় নেই। তাই শব্দাত্মক নাম ও মন্ত্র ব্যতীত অন্য কোনবস্তুই আমাদিগকে বর্ত্তমানে ভগবানের অভিজ্ঞান প্রদান করতে পারে না। এই নামের কথা শ্রুতি ও এইরূপভাবে বর্ণন ক'রেছেন,—

"মনে যেন বহবো [illegible]
[illegible] সমর্থিতা।
যদিচ্ছন্তো [illegible], তত্তে পদং
সংগ্রহেণ ব্রবীমি॥"

"এতদ্ধ্যেবাক্ষরং [illegible] এতদ্ধ্যেবাক্ষরং পরম্।
এতদ্ধ্যেবাক্ষরং জ্ঞাত্বা যো যদিচ্ছতি
তস্য তৎ॥"

এতদালম্বনং শ্রেষ্ঠমেতদালম্বনং পরম্।
এতদালম্বনং জ্ঞাত্বা ব্রহ্মলোকে মহীয়তে॥"

এই প্রণব অর্থাৎ যা' দ্বারা আমাদের আরাধ্যতত্ত্ব প্রকৃষ্ট-রূপে স্তুত হন, তাহা অসম্প্রসারিত নাম—হরিনাম শব্দব্রহ্মদেবের বীজ। এই নাম বা প্রণব এবং নামী একই বস্তু। ছান্দোগ্য বল্‌ছেন,—

"অথ খলু য উদ্গীথঃ স প্রণবো
যঃ প্রণবঃ স উদ্গীথঃ।"

এই নাম শ্বরাটের পাদ-নখাকাশ আরতি কচ্ছেন নিখিলবেদের সারভাগ উপনিষদ্‌-বৃন্দমালা; আর নিবৃত্ততৃষ্ণ মুমুক্ষুকুল সেই আরাত্রিক সঙ্গে কীর্ত্তন ধরেছে'ন—

"নিখিলশ্রুতিমৌলিরত্নমালা
দ্যুতিনীরাজিতপাদপঙ্কজান্ত।
অয়ি মুক্তকুলৈরুপাস্যমানং
পরিতস্ত্বাং হরিনাম সংশ্রয়ামি॥"

এই তারকব্রহ্মনাম সেই চিল্লীলামিথুন রাধা-গোবিন্দেরই মাধুর্য্যময়ী চিদ্‌বিলাস-লীলা গান কচ্ছেন, আর আশ্রয়ালম্বনগণ বিপ্রলম্ভ-ব্যাকুল হ'য়ে সেই লীলার অনুসন্ধান ক'চ্ছেন সম্বোধনাত্মক পদের দ্বারা,—'হে হরে বৃষভানুনন্দিনি, হে বার্ষভানবীরমণ কৃষ্ণ! হে রাধিকারমণ রাম! হে জগচ্চিত্তচোর-চিত্তহারিণী হরে!

(২) মন্ত্রশ্রেষ্ঠ কামগায়ত্রী

আর মনন-ধর্ম্ম হ'তে ত্রাণ লাভ ক'রে "গৌড়ীয়" কামদেবের কামপূরণে আত্মসমর্পণ কচ্ছেন, সম্প্রদানাত্মক কামবীজ ও নমঃ-স্বধা-সম্পুটিত পদের' দ্বারা। গৌড়ীয়ের গানের উদ্দেশ্যে জপ্য মন্ত্র—কামবীজ কামগায়ত্রী। এ মন্ত্র গৌরব কেবল গৌড়ীয়েরই আছে,—

কামগায়ত্রী মন্ত্ররূপ, হয় কৃষ্ণ স্বরূপ,
সার্দ্ধ চব্বিশ অক্ষর তার হয়।
সে অক্ষর চন্দ্র হয়, কৃষ্ণে করি' উদয়,
ত্রিজগৎ কৈল কামময়॥

বেদমাতা গায়ত্রী কামগায়ত্রীরূপে গোপীজন্ম লাভ ক'রে অপ্রাকৃত নবীন মদনের সেবার অধিকার পেয়েছিলেন।

(৩) সেব্যশ্রেষ্ঠ সাবধৃত-সাদ্বৈত শচীপুত্র

শচীপুত্রই—গৌড়ীয়-গৌরব। এ গৌরব কেবল গৌড়ীয়েরই আছে। বিশ্ববাসী যিনি এই গৌরবে গৌরবান্বিত হবেন, তিনিই শচীপুত্র চৈতন্যকে লাভ ক'রে অচেতনতার মোহতন্দ্রা হ'তে জাগরূক হ'তে পারবেন। গৌড়ীয় গৌরবের ঠাকুর গোরাচাঁদকে শ্বেতদ্বীপগৌড় হ'তে ভৌমগৌড়ে আনয়ন ক'রেছেন শান্তিপুরনাথ অদ্বৈতাচার্য্য। আর গৌড়ীয়ের ঠাকুরের কথা গৌড়ের দ্বারে দ্বারে আচণ্ডালে বিতরণ ক'রেছেন—গৌড়দেশকে প্রেম-বন্যায় ভাসিয়েছেন পতিতপাবন নিতাই-চাঁদ—তাঁর পাদপদ্মবাণ গৌড়ীয় গৌরব-প্রদর্শনীর জাদোদ্ঘাটনের একমাত্র কুঞ্চিকাস্বরূপ।

সেই চৈতন্যচন্দ্রে সব আছে, কোনও কিছুর অভাব নেই—

"সৌন্দর্য্যে কামকোটিঃ সকলজনসমাহ্লাদনে চন্দ্রকোটির্বাৎসল্যে মাতৃকোটিস্ত্রিদশবিটপিনাং কোটিরৌদার্য্যসারে। গাম্ভীর্য্যেঽম্ভোধিকোটির্মধুরিমণি সুধাক্ষীরমাধ্বীক-কোটি-র্গৌরো দেবঃ স জীয়াৎ প্রণয়রসপদে দর্শিতাশ্চর্য্যকোটিঃ॥"

চৈতন্যপ্রিয়-নখজ্যোতিরুদ্ভাসিত জনগণের অসমোর্দ্ধ সৌন্দর্য্য, মহত্ত্ব, ঔদার্য্য

শচীপুত্রের কথা দূরে থাকুক, শচীপুত্রের প্রিয়তমগণের চরণনখ-জ্যোতির প্রভা অতুলনীয়া; চৈতন্যপ্রিয়জনের চরণনখজ্যোতিঃ যে পর্য্যন্ত আমাদের দর্শনের বিষয় না হয়,

"তাবদ্‌ব্রহ্মকথা বিমুক্তিপদবী তাবন্ন তিক্তীভবে-
ত্তাবচ্চাপি বিশৃঙ্খলত্বময়তে নো লোক-
বেদস্থিতিঃ।
তাবচ্ছাস্ত্রবিদাং মিথঃ কলকলো নানা-
বহির্বর্ত্মসু
শ্রীচৈতন্যপদাম্বুজপ্রিয়জনো যাবন্ন
দৃগ্‌গোচরঃ॥"

সেই গৌড়ীয় গৌরব চৈতন্যভক্তগণ পরম নিষ্কিঞ্চন হ'য়েও এরূপ বিভবযুক্ত যে, তাঁদের নিকট-

"কৈবল্যং নরকায়তে ত্রিদশপূরাকাশ-
পুষ্পায়তে
দুর্দ্দান্তেন্দ্রিয়কালসর্পপটলী প্রোৎখাত-
দংষ্ট্রায়তে।
বিশ্বং পূর্ণসুখায়তে বিধিমহেন্দ্রাদিশ্চ
কীটায়তে
যৎ কারুণ্যকটাক্ষবৈভববতাং তং
গৌরমেব স্তুমঃ॥"

গৌড়ীয়-গৌরব গৌড়ীয়েশ্বর স্বরূপ দামোদর

সেই সকল গৌড়ীয়-গৌরব চৈতন্যভক্তের শিরোমণি সমস্ত গৌড়ীয়ের অধীশ্বর—শ্রীস্বরূপদামোদর! বিশ্বজগতের পক্ষে কোন্‌টী সব চেয়ে বড় মঙ্গল, বড় দয়া, সব চেয়ে বড় পরোপকার, সব চেয়ে বড় 'মুস্কিল-আসান,' সব চেয়ে বড় অর্থনীতি, সব চেয়ে বড় স্বরাজ, সব চেয়ে বড় স্বাধীনতা, সব চেয়ে বড় ক্ষমা, তা'র সন্ধান তিনিই দিয়েছেন-

"হেলোদ্ধূলিত-খেদয়া বিশদয়া প্রোন্মীল-
দামোদয়া
শাম্যচ্ছাস্ত্রবিবাদয়া রসদয়া চিত্তার্পিতো-
ন্মাদয়া।
শশ্বদ্ভক্তিবিনোদয়া স-মদয়া মাধুর্য্যমর্য্যাদয়া
শ্রীচৈতন্য দয়ানিধে, তব দয়া ভূয়াদ-
মন্দোদয়া॥"

গৌড়ীয়-গৌরব শিরোমণি রামানন্দ

স্বরূপের মিত্র—রূপ ও তাঁর অগ্রজ—সনাতন। স্বরূপের আর এক মিত্র রায় রামানন্দ—তাঁরা উভয়েই মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ সেবক। রামানন্দ উৎকল বা দক্ষিণদেশবাসী হলেও তিনিও গৌড়ীয়ের শিরোভূষণ—গৌড়ীয়-গৌরব-রবি। স্বয়ং রামানন্দের মুখে বক্তা হ'য়ে মহাপ্রভু জগতে গৌড়ীয় গৌরবের চূড়ান্ত মীমাংসা প্রকাশ করেছেন। প্রথমে জীবের উচ্চ্ছৃঙ্খলতাবৃত্ত ও ভোগ-প্রবৃত্তি অত্যন্ত প্রবল থাকায় সাধারণ জীব দৈববর্ণাশ্রমরূপ স্বধর্ম্ম পালনের সেশ্বরনৈতিক ধর্ম্মজীবন আরম্ভ করেন এবং তাঁর অধিকারে তার চেয়ে আর বড় কোন বস্তু দেখতে না পাওয়ায় সেই বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মকেই পরম সাধ্য জ্ঞান করেন—দৈববর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম ঠিক অনুসরণ করতে না পেরে যখন অদৈববর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের আশ্রিত হন, তখন বিষ্ণুতোষণ পরিত্যাগ ক'রে ইন্দ্রিয় তোষণের জন্যই ব্যস্ত হয়ে পড়েন। ধর্ম্মপ্রবৃত্তির দ্বিতীয় স্তরে কৃষ্ণে-কর্ম্মার্পণরূপ কর্ম্মমিশ্রা ভক্তিকেই যখন 'সর্ব্বসাধ্যসার' বলে জ্ঞান হয়, তখন 'যৎ করোষি' শ্লোকই অবলম্বন হয়। কিন্তু এরূপ বিচারও অত্যন্ত বাইরের বিচার, এতে মুখে ফলানুসন্ধান না থাকলেও 'আমি ফলার্পণকারী'—এরূপ আন্তরিক অভিমান থাকে। তার পর ফলভোগত্যাগ বা নৈষ্কর্ম্মের বিচারকেই 'সাধ্যসার' বলে মনে হয়; কিন্তু এতেও নিজের ত্যাগাভিমান ও প্রাকৃত আশঙ্কা থাকে বলে আত্মার সহজভাব উদিত হয় না। তার পরে সাধকের একটা জ্ঞানমিশ্র, যোগমিশ্র বিচার এসে উপস্থিত হয়; কিন্তু এতে পরম সবলা ও নিরপেক্ষা ভক্তিকে—আত্মার সহজ স্বভাবকে দুর্ব্বল ও সাপেক্ষ বিচারে কৃত্রিমতা-লাভ দ্বারা প্রাপ্ত করাবার চেষ্টা থাকায় সর্ব্বাকর্ষক কৃষ্ণের নিত্য আকর্ষণের মাঝখানে একটা আড়াল এসে পড়ে। তার পরে জ্ঞানশূন্যা ভক্তি; এখানে মহাপ্রভু প্রথমে বললেন, 'এহো হয়' তার পরে প্রেমভক্তি বা স্থায়িভাব এখান হ'তে প্রেমের অঙ্কুর উদিত হয়। লোভজনিত প্রেম না হ'লে যুক্তিজনিত বৈধভক্তি কৃষ্ণকে আকর্ষণ করতে পারে না। দাস্যে সে মমতাযুক্ত হয়ে প্রেম অধিকতর সমৃদ্ধ হয়; তথাপি দাস্যপ্রেম 'উত্তম' নহে! সখ্য প্রেম উত্তম; কেননা, দাস্যে একটা সম্ভ্রমরূপ কণ্টক থাকে। সখ্যে বিশ্রম্ভতা; আবার বাৎসল্যে দাস্যের মমতা, সখ্যের বিশ্রম্ভ এবং তদুপরি স্নেহাধিক্যের সহিত যুক্ত হ'য়ে প্রেমকে আরও সান্দ্র ক'রে তোলে, পরম পালক সেখানে পাল্য হয়ে পড়েন,—গুরু সেখানে লঘু হ'য়ে পড়ে; আবার সেই সমস্ত রসের যত কিছু মধুরিমা যখন সম্পূর্ণ সঙ্কোচশূন্য সর্ব্বাঙ্গ-সর্ব্বাত্মার্পণময় কান্তভাবের সঙ্গে মিলিত হয়, তখনই প্রেম-পরাকাষ্ঠার প্রস্রবণ প্রবাহিত হয়।

অতুল-সেবিকা গোপীগণের প্রেমগুণ কৃষ্ণের অপরিশোধ্য। এই গোপী-প্রেমা সাধ্যাবধি হলেও শ্রীবৃষভানুজার প্রেমই সাধ্যশিরোমণি। এক শ্রীবার্ষভানবীর জন্য সর্ব্বজগন্মোহিনী রাধার গোপ-ললনাকে পরিত্যাগ ক'রেও দ্বিধা বোধ করেন না—এমনই বার্ষভানবীর সেবা-সৌভাগ্য! এ সকল গৌড়ীয়-গৌরবের কথা এক রামানন্দের মুখেই জগতে প্রকাশিত হয়েছে। রামানন্দের অপ্রাকৃত অলঙ্কার-শিল্প-বিজ্ঞান নিত্যকৃষ্ণসেবার অলঙ্কাররূপেই নিয়োজিত।

গৌড়ীয়-শিরোরত্ন ঠাকুর হরিদাস

মহাপ্রভুর একমাত্র শিক্ষা যে নাম-ভজন, তারই একনিষ্ঠ আচার-প্রচার, মহাপ্রভুর শ্রীমুখ-গাথা 'তৃণাদপি' শ্লোকের মূর্ত্তবিগ্রহরূপে ঠাকুর হরিদাস-শব্দব্রহ্মের মহামহিমা প্রকাশ করে নিখিল বিশ্বে গৌড়ীয়-গৌরব-দুন্দুভি ঘোষণা করেছেন।

গৌড়ীয় গৌরব-মুকুট-মৌলি শ্রীরূপসনাতন

রামানন্দের মিত্র—রূপ-সনাতন, তাঁহাদের বৈরাগ্য অতুলনীয়। দবিরখাস ও সাকরমল্লিক—যাঁ'রা দু'জন গৌড়েশ্বর হুসেন সাহের রাষ্ট্রপরিচালনের দু'টী প্রধান হস্তস্বরূপ ছিলেন, কার্য্যতঃ যাঁ'রাই গৌড়ের অধীশ্বর ছিলেন, তাঁ'রা কিরূপ আগন্তুক সাম্রাজ্যবাদকে নিষ্ঠীবনের ন্যায় পরিত্যাগ করবার আদর্শ প্রদর্শন করে স্বরাট্ পুরুষ কৃষ্ণের স্বরাজের বার্ত্তা শ্রীচৈতন্যের সেনাপতিরূপে জগতে প্রচার করেছেন, কিরূপ স্বরাজ-সাধনার বিজ্ঞান, কিরূপ স্বরাজ-সাধনার শিল্প জগতে অক্ষররূপে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, তা'র সাক্ষ্য শ্রীরূপের 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু', 'উজ্জ্বলনীলমণি', 'লঘুভাগবতামৃত', 'স্তবমালা', 'ললিতমাধব', 'বিদগ্ধমাধব', 'নাটকচন্দ্রিকা', প্রভৃতি এবং শ্রীল সনাতনের 'বৃহদ্ভাগবতামৃত', 'বৈষ্ণবতোষণী' 'হরিভক্তিবিলাস' প্রভৃতি। সনাতন-পুরুষ গৌরসুন্দর সনাতন-ক্ষেত্র কাশী হ'তে সনাতনের দ্বারা গৌড়ীয়-গৌরবের সম্বন্ধ-তত্ত্ব-বিচার-সুরধুনী, সর্ব্বতীর্থরাজ প্রয়াগ হ'তে শ্রীরূপের দ্বারা গৌড়ীয়-গৌরবের সম্বন্ধাভিধেয় প্রয়োজনতত্ত্ব বিচারের ত্রিবেণীধারা জগতে প্রবাহিত ক'রেছেন।

কবিকর্ণপুর—আর একটী গৌড়ীয়-গৌরব

গৌড়ীয়ের আর একটী গৌরব-রবি কবিকর্ণপুর শ্রীসনাতন ও শ্রীরূপের যে গৌরব-গাথা গেয়েছেন

গৌড়েন্দ্রস্য সভা-বিভূষণমণিস্ত্যক্‌ত্বা য
ঋদ্ধাং শ্রিয়ং
রূপস্যাগ্রজ এষ এব তরুণীং বৈরাগ্যলক্ষ্মীং
দধে।

অন্তর্ভাবিতরাধের পূর্তিরূপো
বাঞ্ছাত্রয়পূর্ত্তাকৃতিঃ
সেবার্ত্তিঃ পিহিতং মহারস ইব শ্রীতি-
প্রাকৃতিধাম্ ॥
প্রেয়স্বরূপৌ দয়িতস্বরূপে প্রেমস্বরূপে
সহজাভিরূপো।
নিজানুরূপে প্রভুরেকরূপে ততান রূপে
স্ববিলাসরূপে ॥

গৌড়ীয়-গৌরব-শিখামণি শ্রীদাস গোস্বামী

শ্রীরূপের অনুগ, স্বরূপের শ্রেষ্ঠ—শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভু। গৌড়ীয়-গৌরব-শিরোরত্ন দাস গোস্বামীর বৈরাগ্যের তুলনা জগতে মিলিতে পারে না। এই সেই বিপ্রলম্ভ-বৈরাগ্য— আশ্রয়-শিরোমণি শ্রীমতীর কৈঙ্কর্য্যে পরিশিষ্টাঙ্গের মূর্ত্ত বিগ্রহ—এই বৈরাগ্য। সেই দাস গোস্বামীর কথা দাস গোস্বামীর অন্তরঙ্গচর কবিরাজ গোস্বামী প্রভু বর্ণন ক'রেছেন। ইন্দ্রসম ঐশ্বর্য্য, অপ্সরা সম স্ত্রী, মাতা-পিতার একমাত্র পুত্রত্বের গৌরব, আভিজাত্যের গৌরব, যে গৌড়ীয়-গৌরবের নিকট তুচ্ছ অকিঞ্চিৎকর হয়েছে, সেই গৌড়ীয়-গৌরব দাসগোস্বামী প্রভুর উপমাস্থল সেই গৌড়ীয় গৌরবই স্বয়ং। কোন্ স্বারাজ্য পরিভাবিত-মতি হ'য়ে গৌড়ীয়-গৌরবগণ পার্থিব স্বর্গীয়, প্রয়োজন, এমন কি, মুক্তিকে পর্য্যন্ত পিশাচী-ব্যাঘ্রী জ্ঞান করতে পেরেছেন; অধিক কি নারায়ণ-উপাসকগণের কাম্য বৈকুণ্ঠ সাম্রাজ্যও যাঁদের লালসার সামগ্রী হয় নাই, বর্ত্তমান জগৎ যদি গণগড্ডলিকার আপাত উত্তেজনা হ'তে একটুকু নিবৃত্ত হ'য়ে একবার তাঁদের কৃপা বিচার করেন, তা'হলে গৌড়ীয়ের গৌরব কোথায় বুঝতে পারবেন,—

'অসদ্বার্ত্তা বেশ্যা বিসৃজ মতিসর্বস্বহরণীঃ
কথা মুক্তিব্যাঘ্রী ন শৃণু কিল
সর্ব্বাত্মগিলনীঃ।
অপি ত্যক্ত্বা লক্ষ্মীপতিরতিমিতো ব্যোম-
নয়নীং
ব্রজে রাধাকৃষ্ণৌ স্বরতিমণিদৌ ত্বং ভজ
মনঃ॥'

গৌড়ীয়ের গৌরবস্তম্ভ— কবিরাজ গোস্বামী

রঘুনাথের অনুগ কবিরাজ গোস্বামীর কথা আর কি বলিব। কবিরাজ গোস্বামী —গৌড়ীয়-গৌরব-স্তম্ভ। আজ গৌড়ীয়-গৌরবের মাধুরিমা গৌড়দেশের ঘরে ঘরে কে জানত, যদি গৌড়ীয়-ভাষায় কবিরাজ চরিতামৃত-মধুচক্র রচনা না করতেন। অশীতিবর্ষবয়স্ক প্রবীণ-শিরোমণির পরোপকার-চিকীর্ষা আশ্চর্য্যজনক। কবিরাজ গোস্বামী গৌড়ীয়-ভাষায় চৈতন্য-চরিতামৃত বিতরণ ক'রে সেই উপনিষদের বাণী "শুশ্রূষা বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ" মন্ত্রের তাৎপর্য্য প্রকৃত প্রস্তাবে জানিয়েছেন. অচৈতন্য মর বিশ্বকে প্রেমামর অমৃত-ফলদানে চৈতন্য ও অমৃত করেছেন। তাই তাঁর অনুগ আর একটী গৌড়ীয়ের গৌরব-পূর্ণচন্দ্র ঠাকুর নরোত্তম গেয়েছেন,—

কৃষ্ণদাস কবিরাজ, রসিক ভকত মাঝ
যেঁহো কৈল চৈতন্যচরিত।
গৌরগোবিন্দ-লীলা, শুনিতে গলয়ে শিলা,
তাহাতে না হৈল মোর চিত॥'

গৌড়ীয়ের ব্যাস—বৃন্দাবন

গৌড়ীয়ের গৌরব-গাথা গৌড়ীয়ের দ্বারে দ্বারে গৌড়ীয় ভাষায় গাহিবার নিত্য ভার প্রাপ্ত হ'য়ে গৌড়ের নৈমিষকাননে এসেছিলেন গৌড়ীয়ের ব্যাস নারায়ণীনন্দন ঠাকুর বৃন্দাবন—যাঁ'র কাছে সমগ্র বিশ্ব চিরঋণী। (ক্রমশঃ)

দৈনিক বসুমতীতে প্রকাশিত প্রতিবাদ পত্র

(দৈঃ বসুমতী ১৬শবর্ষ ১৩শ সংখ্যা হইতে উদ্ধৃত)

গত ২৮শে জ্যৈষ্ঠের 'দৈনিক বসুমতী' পত্রিকায় শ্রীযুক্ত নটবর দত্তের প্রদত্ত কৃষ্ণনগর আদালতের বিচারের বিবরণ পাঠ করিয়া বিস্মিত হইলাম। গত ২৮শে আগষ্ট আমি স্বয়ং কৃষ্ণনগর আদালত-গৃহে উপস্থিত থাকিয়া যাহা প্রত্যক্ষভাবে দেখিয়াছি ও শুনিয়াছি, তাহাই শ্রীযুক্ত নটবর দত্তের প্রদত্ত বহু ভ্রমপূর্ণ উক্তির প্রতিবাদরূপে নিম্নে যথাযথভাবে প্রকাশ করিতেছি।

শ্রীধাম মায়াপুর গ্রামের সমগ্র মুসলমান অধিবাসীর পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত আশুতোষ চক্রবর্ত্তী মোক্তার একবাক্যে শ্রীধাম মায়াপুর ডাকঘরের নাম থাকা বিষয়ে দরখাস্ত দাখিল করায় মাননীয় ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুর বুঝিতে পারেন যে, সহর নবদ্বীপের কতিপয় ব্যবসাদারের প্ররোচনাক্রমেই মুসলমানগণের পক্ষ হইতে একটি ভিত্তিহীন প্রতিবাদ গঠিত হইয়াছিল। প্রকৃত প্রস্তাবে কোন মুসলমানই ঐ সম্বন্ধে কোন প্রতিবাদ করেন নাই। উহা শ্রীযুক্ত ব্রজমোহন দাসের অবৈধ চেষ্টার ফল। খাঁ বাহাদুর 'শ্রীধাম' শব্দের অনুমোদন করেন। গৌড়ীয় মঠের পক্ষ হইতে ৫ শতের অধিক প্রাচীন গ্রন্থ, বহু মানচিত্র এবং বহু দলিল-পত্র প্রমাণরূপে প্রদর্শিত হওয়ায় ঈর্ষ্যা-পরায়ণ ব্যক্তিগণের আতঙ্ক উপস্থিত হয়। ব্রজমোহন বাবুর পক্ষ হইতে কোন প্রাচীন গ্রন্থই প্রমাণরূপে উপস্থিত করা হয় নাই; অধিকন্তু ব্রজমোহন বাবুর পক্ষের শ্রীযুক্ত কান্তিচন্দ্র রাঢ়ী হুগলী সাবিত্রীযন্ত্র হইতে প্রকাশিত তাঁহার 'নবদ্বীপ মহিমা' নামক পুস্তকে বাংলা ১২৯১ সালের ২১শে আশ্বিন তারিখে অর্থাৎ শ্রীধাম মায়াপুরে মহাপ্রভুর শ্রীমূর্ত্তি প্রকাশিত হইবার ১ বৎসর পূর্ব্বে শ্রীবল্লালদীঘীর সংলগ্ন মায়াপুরকেই 'শ্রীধাম মায়াপুর' বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। উহা ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবকে প্রদর্শিত হইলে তিনি বিশেষ আগ্রহের সহিত উহার প্রতি বিরোধিপক্ষের মনোযোগ আকর্ষণ করেন। পরলোকগত নবদ্বীপচন্দ্র গোস্বামীর লিখিত 'বৈষ্ণবাচারদর্পণ' নামক পুস্তকেও শ্রীধাম মায়াপুরের উল্লেখ প্রদর্শিত হয়।

১৯২০ সালের যে চিত্রে বিরোধিপক্ষ 'মিয়াপুর' শব্দ দেখাইয়াছেন, ঐরূপ শব্দ অন্য কোন ম্যাপে বিশেষতঃ কৃষ্ণনগরের ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালত গৃহে স্থাপিত ম্যাপে না থাকায় উহা বিশ্বাসযোগ্য হয় নাই। রায় বাহাদুর রসড়া ষ্টেটের পক্ষ হইতে চিরদিনই মায়াপুর গ্রামের নাম স্বীকার করায় উক্ত ষ্টেটের প্রতিনিধিগণের 'মায়াপুর' শব্দে কোন আপত্তি থাকিতে পারে না, ইহা তাঁহারা স্বীকার করিয়াছেন। সুতরাং গ্রামের নাম শ্রীমায়াপুর হইবার পক্ষে কোনই বাধা দৃষ্ট হয় নাই।

বিরোধিপক্ষের উকীলগণের একজন 'শ্রীধাম' ও অপর জন 'মায়াপুর' স্বীকার করেন জানিতে পারিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব তাঁহার নিজ অফিসের রেজিষ্টার তলব করেন। সেই রেজিষ্টার ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে মুদ্রিত ও ইউনিয়নের নাম মায়াপুর, গ্রামের নাম মায়াপুর এবং বর্ত্তমানকালে মুসলমান প্রেসিডেন্টের আদৃত 'মায়াপুর বামনপুকুর য়ুনিয়ন বোর্ড' দেখিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট প্রকৃত বিষয় অবগত হয়েন।

আট শত বৎসরের প্রাচীন নামানুসারে বাঙ্গালা ১৩০০ সালে শ্রীগৌরজন্মস্থানে শ্রীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইবা সুবর্ণাদি-সম্মত শ্রীধাম মায়াপুরের পত্তন হয় এবং ১৩০৭ সাল হইতে রসড়া ষ্টেটের যাবতীয় দলিলপত্রে এবং মায়াপুরের মুসলমান অধিবাসিগণের আদালতের যাবতীয় কাগজপত্রাদিতে স্পষ্টভাবে শ্রীধাম মায়াপুরের নাম উল্লেখ ছিল। সন ১৩১৪ সালে অর্থাৎ শ্রীধাম মায়াপুরে শ্রীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইবার ১৪ বৎসর পরে গোলোকগত রামসেবক চট্টোপাধ্যায় ভক্তভূপ শ্রীমায়াপুর ও বল্লালদীঘীর ভূমি গ্রহণ করেন। কিন্তু শ্রীযুক্ত নটবর দত্ত সেই সময় বালক থাকায় অথবা এ সকল সংবাদ না জানায় বিষয় বিকৃতভাবে 'দৈনিক বসুমতী'তে প্রকাশ করিয়াছেন।

প্রায় দুই হাজার হিন্দু, মুসলমানের স্বাক্ষরযুক্ত দরখাস্ত দ্বারা বিরোধিপক্ষের অভিসন্ধি ও দলাদলির কথা প্রদর্শিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত নটবর দত্তের দল এলবার্ট হলে অভিনন্দিমূলে যে সভা করিয়াছিলেন, তাহা কখনই সর্ব্বসাধারণের সভা নহে। উহা শ্রীযুক্ত ব্রজমোহন দাসের গণের চাতুরী মাত্র। বাহ [illegible] সাহেবের অভিমত [illegible] হইলেও তাহা সর্ব্বসাধারণের [illegible] নিকট আদৃত হয় নাই [illegible]।

প্রতিবাদী

শ্রীঃ[illegible] বিদ্যারত্ন এম, এ, বি, এল;
শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার সম্পাদক।

মায়াপুরে মহাপ্রভু

(পরলোকগত শ্রীযুক্ত নিবারণ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লিখিত শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায় সাং মাটিয়ারী) প্রেরিত।

হেম বরণধর, প্রেম-পিয়াসিত,
ক্ষেম বসন পরিধাই,
বিকচ কমল মুখে, নিয়ত ফুকারই,
কাঁহা কৃষ্ণ-দরশন পাই।
দশন মুকুতা পাঁতি, কুন্দ দরশিত
ইন্দু'র কৌমুদী ছটা।
শারদ পূর্ণিমা চাঁদ, আয়ত ললাটে যেন
মরি মরি চন্দন ফোঁটা॥
দুহু কর যুগলে, দণ্ড কমণ্ডলু,
কৃত নব কপট সন্ন্যাস।
চিত অতি নির্ম্মল, গীত চার কীর্ত্তন,
ধন্ধ কিতে তাহাতে বিলাস॥
জাত মায়াপুর হি, তাত শ্রীজগন্নাথ,
জাত শচী প্রাতঃ-দিবাকর।
চরাচর চন্দন, ইরচিত পেখলে,
অরচিত দেবাসুর নর॥
কম্বু-গ্রীবোজ্জ্বল, মনফুল মালক,
ঝলকে সুবরণ রাগ।
গউর বরণ কাছে, বিবরণ ভাবরি,
মূঢ় জন চাতু উতি ভাগ॥
হরিনাম অঙ্কনে, রঞ্জিত কলেবর,
শ্রীচরণে মঞ্জির রবই।
শচীর বালক মাথে, অলক সু-কুঞ্চিত
পরাজয়ী ভ্রমর গৌরব॥
শ্রবণ-মণ্ডলে কিবা, গজদান্ত-মণ্ডিত
মণিময় কুণ্ডল সাজ।
কেয়ূর কনক বালা, গউরবরণে যেন,
ঝরিতেছে মানিতেছে লাজ॥
ছল ছল আঁখি যুগ কৃষ্ণ-বিরহানল,
ভাবে যেন গউর বিভোর।
অলকত শ্রীচরণে, বিহরত মাধুরিরে,
কিবা রূপ গউর কিশোর॥
মায়াপুর মন্দিরে, চেদুর মণ্ডিত ভুই,
প্রাঙ্গন কিরণ রহু মাঝ।
যবই বরণ হেম, প্রেম বিতরণ হেতু,
নদীয়া মায়াপুরে দ্বিজরাজ॥
শ্রীগৌরদাস দাস, মাটিয়ারী গ্রামে বাস
ভায় দ্বিজ "নিবারণ" দীন।
আশ শ্রীচরণ ছায়া, নাশ হেতু বন্ধন,
বাস ছাড়ু পরব কৌপীন॥

পর-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

সম্প্রতি পর বিদ্যাপীঠে নিম্নলিখিত শিক্ষণীয় বিষয়নিচয়ের অধ্যাপকের আসন-সমূহ সংস্থাপিত হইয়াছে—বিদ্যার্থিগণ আবেদন করুন।

১। সাহিত্যাসন, ২। ঐতিহ্যাসন,
৩। সম্প্রদায়বৈভবাসন, ৪। ভক্তিশাস্ত্রাসন,
৫। তন্ত্রশাস্ত্রাসন, ৬। বেদান্তাসন,
৭। একায়নাসন।

শ্রীনন্দলাল রায় বি, এ, কাব্যতীর্থ, বিদ্যাসাগর,
সম্পাদক—পরবিদ্যাপীঠ, শ্রীধাম মায়াপুর।

কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত

পারমার্থিক

গৌড়ীয়

সাপ্তাহিক পত্র।

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রতি শনিবারে প্রকাশিত হয়।

অগ্রিম বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲ দিলে বৎসরে ৫০ সংখ্যা প্রাপ্য; ষাণ্মাসিক ১॥০; সাপ্তাহিক ৴০

সর্ব্বদা গ্রাহক হওয়া যায়।

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

শ্রীগৌড়ীয়প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৪০৲ চল্লিশ টাকা।

২৭২৪ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে,

সপ্তচত্বারিংশ খণ্ডে সূচী ছাপা হইতেছে।

৪৬শ খণ্ড গ্রন্থ নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে ১৫।/০ সাধারণ পক্ষে ২০৸৵০। প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৵০, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ।/০।

দশম স্কন্ধ ছাপা হইতেছে। দশম স্কন্ধের ভিক্ষা ১২৲, অগ্রিম সাধারণের পক্ষে ৮৲।

৫০ অধ্যায়পর্য্যন্ত নবম সংখ্যা ছাপা হইয়াছে।

রত্তিসহ সমগ্র

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

ভিক্ষা ২৲ টাকা। শিক্ষার্থি-ছাত্রের পক্ষে ১॥০ দেড়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীপরবিদ্যাপীঠ, শ্রীগৌড়পুর

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিম্নলিখিত মঠসমূহে প্রাপ্তব্যঃ—

১। শ্রীচৈতন্য মঠ,—পোঃ শ্রীধামমায়াপুর, (নদীয়া)।
২। শ্রীগৌরগদাধর মঠ,—চাঁপাহাটি, সমুদ্রগড় পোঃ, (বৰ্দ্ধমান)।
৩। শ্রীভাগবত আসন,—ভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৪। শ্রীগৌড়ীয় মঠ,—১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা।
৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ,—পুরী রেলওয়ে ষ্টেশনের নিকট "অমরনিবাস"
৬। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ,—উড়িয়া বাজার, কটক।
৭। শ্রীভাগবত মঠ,—চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।
৮। শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ,—৪নং জগজ্জীবনপুরা, কাশী, ইউ, পি।
৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,—ছিপগালি, বৃন্দাবন, মথুরা, ইউ, পি।
১০। শ্রীপরমহংস মঠ—নিমসার পোঃ, সীতাপুর, ইউ পি।
১১। শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ,—কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল, পাঞ্জাব।
১২। শ্রীমাধবগৌড়ীয় মঠ,—৯০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।
১৩। শ্রীগদাইগৌরাঙ্গ মঠ,—বালিয়াটি, ঢাকা।
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম,—আমলাযোড়া, রাজবাঁধ পোঃ, বৰ্দ্ধমান।
১৫। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ,—ডুমুরকোন্দা, চিরকুণ্ডা পোঃ, মানভূম।
১৬। শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয় মঠ,—আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী, উড়িষ্যা।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

"শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত"

সম্পূর্ণ ছাপা শেষ হইল

আদি, মধ্য, ও অন্ত্যলীলা এবং সূচী ছাপা হইয়া সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছেন। যাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ১০৲ টাকা ভিক্ষার তৃতীয় সংস্করণ ৪৲ টাকায় না পাইয়া অপূর্ব্ব সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের জন্যই উহার ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছেন। সেই ১০৲ টাকার এই বিরাট গ্রন্থ গৌড়ীয়মঠের উৎসব অর্থাৎ আগামী ২রা আশ্বিন পর্য্যন্ত ৫৲ টাকা ভিক্ষায় দেওয়া হইবে। গ্রাহকগণ সত্বর হউন পরে আর এ সুযোগ দেওয়া হইবে না।

শ্রীচৈতন্য-লীলার ব্যাস আদিকবি

শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীচৈতন্যভাগবত

আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র গ্রন্থ ৮৲ স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲
নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪॥০ টাকা

এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণের নিকটও নদীয়া প্রকাশ প্রাপ্তব্য।

১। শ্রীযুক্ত জনার্দ্দন ঘোষ—বসু লজ্ ক্রে রোড, খুলনা।
২। শ্রীযুক্ত রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিরত্ন—দেওয়ানগঞ্জ, ফুলদিঘাড়ী কুচবিহার।
৩। শ্রীযুক্ত রামরঞ্জন রায় ৭৬।২নং শ্রীগোপাল মল্লিক লেন, কলিকাতা।
৪। শ্রীযুক্ত অমূল্যকুমার সরকার এম, ডি, ও, ফৈজাবাদ।
৫। মিঃ এন্ ডি, মুখার্জ্জি—এম, এম, ওয়ার্কস্ দি মল, কানপুর।
৬। শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী জ্যোতিভূষণ—স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া।
৭। শ্রীরাসবিহারী দাস অধিকারী, নবদ্বীপ।
৮। শ্রীব্রিজমোহন দে—মনমোহন প্রেস, নবাবপুর, ঢাকা।
৯। শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ গড়গড়ি বেড়াচাঁপা, ২৪ পরগণা।

চৈতন্য মঠের যাবতীয় গ্রন্থ

কার্য্যাধ্যক্ষ, গ্রন্থ-বিভাগ, শ্রীচৈতন্য মঠ
পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া
—অথবা—
শ্রীগৌড়ীয় মঠ. ১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা
ঠিকানায় পাওয়া যাইবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—ডাকে লইলে শ্রীচৈতন্য মঠের ঠিকানায় লিখিবেন।

অন্যথা না ভজে কৃষ্ণ, দুষ্ট সঙ্গ করে। পুনঃ সেইহেতু মায়া পাশে ভুবি মরে।

শ্রীচৈতন্যমঠের গ্রন্থাবলী

শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুর প্রণীত

ভক্তি-গ্রন্থাবলী।

উৎকৃষ্ট কাপড়ে বিলাতী ধরণে বাঁধাই স্বর্ণাক্ষর। চতুর্থ সংস্করণ। বিস্তৃত বিষয় সূচীসহ

জৈবধর্ম্ম

বাঁধাই ২৲ দুই টাকা

প্রকাশিত হইয়াছে

সনাতন ধর্মশাস্ত্র বেদ, বেদান্ত, উপনিষৎ গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত, পুরাণ, তন্ত্রাদি সকল গ্রন্থ পাঠ করিবার অবসর অতি অল্প মানবের ঘটিয়া থাকে। অনেকের যোগ্যতা না থাকায় সেই সমস্ত গ্রন্থের মর্ম্ম অবগত হইতে পারেন না। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বাঙ্গালীর এই অসুবিধা দূরীভূত করিবার জন্য এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

বিদ্যালয়ের ছাত্র বা শিক্ষকগণের বিশেষ পাঠ্য, এই হেতু শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টার বাহাদুর ইহা সমস্ত বিদ্যালয়ের জন্য অনুমোদন করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

প্রথম খণ্ড ভিক্ষা—১৲ একটাকা।

যুক্তিপূর্ণ শাস্ত্রবাক্য দ্বারা প্রত্যেক মানবের নিত্য কর্ত্তব্য ও অনিত্য সাময়িক কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। গ্রন্থের প্রতি উক্তি সনাতন শাস্ত্রবাক্য দ্বারা সমর্থিত ও প্রমাণিত হইয়াছে। দেহের, মনের ও আত্মার ধর্ম্ম কি? স্বদেশ, সমাজ, নীতি, ধর্ম্ম কি? ইত্যাদি বিষয় ক্রমানুসারে এমন সুন্দরভাবে যুক্তিসংকারে আলোচিত হইয়াছে যে, প্রথম পংক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত পাঠ না করিয়া নিবৃত্ত হওয়া যায় না।

নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য

ভিক্ষা ৶০

ঐ প্রমাণ খণ্ড ভিক্ষা ৶০

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিহার ও লীলাভূমি নয়টী দ্বীপ-সমন্বিত। এই নয় দ্বীপের প্রাচীন বিবরণ—প্রত্যেক দ্বীপে শ্রীমহাপ্রভুর লীলা—প্রত্যেক দ্বীপের পরিচয়, শ্রীধাম-মাহাত্ম্য—ধামাপরাধ কি? ইত্যাদি বিষয় বিশেষভাবে মনোহর ছন্দে বর্ণিত। পকেট সাইজ প্রায় ১৬০ পৃষ্ঠা।

নবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ

উজ্জ্বল ব্রোঞ্জ-ব্লু কালীতে উত্তম কাগজে ছাপা—শ্রীনবদ্বীপধাম দর্শনে ভাবুক দর্শনকারীর কি প্রকার ভাবের উচ্ছ্বাস হয়, তাহা এই গ্রন্থে বর্ণিত। অতি চমৎকার। ভিক্ষা চারি আনা।

শ্রীভজনপথ

ⅼ৵০ দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভৃতি উপদেশচ্ছলে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিচার অতি সুন্দরভাবে বিবৃত হইয়াছে। ইহা ছাড়া শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদিষ্ট শিক্ষা ও উপদেশ বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-জগতে অভিনব গ্রন্থ !!

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতি-গ্রন্থাবলী :—

গীত

পকেট সাইজ অষ্টম সংস্করণ ভিক্ষা /০ আনা

দেহ ও মনের চেষ্টা আনত্যবস্তু লইয়া—ইহা যখন জীব বুঝিতে পারে, তখন একমাত্র নিত্যবস্তু শ্রীভগবানের প্রতি তাহার কোন জাতীয় আবেগময়ী প্রার্থনা হয় এবং শ্রীভগবানে সর্ব্বান্তঃকরণে নিষ্কপটে কি প্রকারে শরণাপন্ন হইতে হয়, ইত্যাদি বিষয়ক প্রাণস্পর্শী প্রার্থনা ও আত্ম-সমর্পণমূলক গান। ডাত্বয় সংস্করণও প্রকাশিত হইয়াছে

ভিক্ষা প্রতি খণ্ড /০ এক আনা।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা— /০, নবদ্বীপশতক— /০

অর্থপঞ্চক—/০

কল্যাণকল্পতরু

পকেট সাইজ পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা /১০

আমরা প্রত্যহ নূতন অভাব ও কামনার বশবর্ত্তী হইয়া পুনঃপুনঃ যে অকল্যাণকে কল্যাণ বলিয়া গ্রহণ করি এবং যাহার নিকট কল্যাণ কামনা করি, তিনি যে নিত্য বা যথার্থ কল্যাণ প্রদানে অসমর্থ এবং কোন বস্তু আমাদের নিত্য কল্যাণদাতা এবং কি ভাবে আমরা সেই কল্যাণলাভে সমর্থ হইব, এই সকল কথা সরল গানে লিখিত। এই গীতিগ্রন্থ বাস্তবিকই কল্যাণের কল্পতরু; ইনি প্রত্যেককে নিত্যকল্যাণ প্রদানে

শ্রীল চক্রবর্ত্তি-ঠাকুরের টীকা সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠাকুর কৃত টীকা ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কৃত বঙ্গানুবাদ। টীকাকারের জীবনী, শ্লোক-সূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি বহু প্রয়োজনীয় বিষয় সংবলিত প্রায় ৪২৫ পৃষ্ঠা। উৎকৃষ্ট সিল্কে বাঁধাই ২৲ দুই টাকা, কাগজে বাঁধা ১॥০

শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ-কৃত ভাষ্য সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

কাগজ ও ছাপা উৎকৃষ্ট। সিল্কে বাঁধাই, সোণার জলে নাম লেখা রাজসংস্করণ ২৲ টাকা, সাধারণ সংস্করণ ১॥০, গৌড়ীয়ের গ্রাহকপক্ষে ১।০

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি

(সার্ব্বভৌমকোষগ্রন্থ

বিষয়:—১। ভক্তিশাস্ত্রে ব্যবহৃত শব্দাবলীর অর্থ, ২ চারি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের চরিত্র, ৩। বিষ্ণুবৈষ্ণবসম্পর্কিত শ্রীমন্দির ও শ্রীবিগ্রহের বিবরণ, ৪। বৈষ্ণবগ্রন্থ ও প্রবন্ধ-সমূহের তাৎপর্য্য ও বিবরণ, ৫। বিষয় বিশেষের লৌকিক ও শাস্ত্রীয় আকরমূলে যাবতীয় তথ্য। চারিখণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ১ খণ্ড ৸৵০, ২য় খণ্ড ৸৵০, ৩য় খণ্ড ৸০, ৪র্থ খণ্ড ৷৵০, চারিখণ্ড একত্রে ৩৲ (৫ম খণ্ড যন্ত্রস্থ)।

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ

—১ম খণ্ড ১৲ এক টাকা ২য় খণ্ড ১৲ এক টাকা—শ্রীমদ্ভাগবতের গ্রাহক ও গৌড়ীয় গ্রাহকগণ ১৷০ টাকায় দুইখণ্ড পাইবেন। বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমজ্জীব গোস্বামিপাদের রচিত গ্রন্থ। ইহাই ষট্সন্দর্ভের সাধক প্রয়োজনীয় অংশ। প্রায় ২খণ্ড ডবল ক্রাউন ৮ কর্ম্মায় ৭৪ পৃষ্ঠা আকারে মুদ্রিত হইতেছে।

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য সঙ্কলিত

সদাচারস্মৃতিঃ

ভিক্ষা /০ মাত্র

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (প্রাচীন নবদ্বীপ) নদীয়া।

রেজেষ্টারীকৃত

মদন মঞ্জরী

বটিকায় স্বপ্ন ও ধাতুবিকার, ইন্দ্রিয়শক্তির হ্রাস, প্রস্রাবে শুক্রপাত, প্রমেহ, মাথাঘোরা, বুক ধড়ফড়ানি, অনিদ্রা প্রভৃতি লক্ষণ সত্বর নির্দ্দোষ আরোগ্য হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ৪০ বটী ১৲ এক টাকা।

"নপুংসকাঙ্কারি ঘৃত"

পুরুষত্বহানি রোগে বাহ্যপ্রয়োগ দ্বারা আরোগ্য করিয়া শক্তিসম্পন্ন করে। মূল্য ২ তোলা ১৲ টাকা।

"রমণবিলাসিনী বটিকা"

বীর্য্যধারণ করত সম্ভোগশক্তি স্থায়ী ও বৃদ্ধি করিতে অত্যাশ্চর্য্য। মূল্য ১৬ বটী ১৲ এক টাকা।

রাজবৈদ্য নারায়ণজী, কেশবজী

১৭৭নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

কুমার-ভোগ

—রুগ্ন ও কৃশশিশু অচিরে সবল রোগমুক্ত হইয়া মোটা হয়। ইহা সেবনে শিশুরা শীঘ্র হাঁটিতে পারে, তাহাদের ক্ষুধা বৃদ্ধি ও যকৃতের ক্রিয়া ভাল হয়—দন্তোদ্গমের সময় কোন কষ্ট হয় না। খাইতে মিষ্ট। মূল্য প্রতি শিশি এক টাকা, মাশুল ।৵০ আনা।

নারোল

(*Nairhol*)—ইনফ্লুয়েঞ্জা, বাতজ্বর, পেড়জ্বর শ্রেষ্ঠ ঔষধ। আনুষঙ্গিক, কাশি, ব্রঙ্কাইটিস্ (*Bronchitis*), ... কাশিভাব। (হৃদ-দৌর্ব্বল্য ...) ৮০ বটিকায় শিশি ॥০, মাঃ ...

দাদ-লোপ তিন শিশি ... ১৲

ডাঃ ৺রাম লাল বসাক এম, বি, কৃত

দাদ-লোপ

কাপড়ে কোনরূপ দাগ লাগে না

মূল্য ৮ আনা

ফ্যামিলিটিক ফার্মেসী,—

১৭, বসাক ষ্ট্রীট, বড়বাজার, কলিকাতা

শিশির কম স্বাক্ষর ভিঃ পিঃ হয় না।

অপূর্ব্ব সুযোগ অল্পদিনের জন্য মাত্র

শ্রীগৌড়ীয় মঠের উৎসব উপলক্ষে

১। গৌড়ীয় কণ্ঠহার	স্থলে ১৷০		৫। চৈতন্যচন্দ্রামৃত (অবাধা)	৸০	„ ৷৷০
২। হরিনামামৃত ব্যাকরণ ২৲	„	১৷৷০	৬। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী (অবাধা)	১৷৷০	„ ১৷০
৩। হরিনাম চিন্তামণি	৸০	৷৷০	৭। সিদ্ধান্তসরস্বতীদিগ্বিজয়	৸০	„ ৷৷০
৪। মহাপ্রভুর শিক্ষা	৸০	৷৷০	৮। নবদ্বীপ পঞ্জিকা	৶০	„ ৵০

ম্যানেজার
গ্রন্থবিভাগ, শ্রীচৈতন্য মঠ
পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া।

বেদনাঞ্জন শ্রেষ্ঠরত্ন।

কলিকাতা কংগ্রেস একজিবিসন হইতে বহু প্রশংসা প্রাপ্ত ও বহু গণ্যমান্য ভদ্রমহোদয়গণ কর্ত্তৃক প্রশংসিত।

আজকাল বাজার-চলন মিশ্রিত ও বিষাক্ত আহার্য্য সেবনে শরীরের রক্ত স্বতঃই দোষিত হইয়া পড়িতেছে। রক্তই মানব-দেহের শ্রেষ্ঠ উপাদান, এই রক্ত দোষিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মানব বাত, বেদনা, মাথাধরা, মাথাঘোরা, দৃষ্টিশক্তির হ্রাস, দাঁতের গোড়া ফুলা, দাঁত কনকনানি, দাঁতে পোকা এবং দাদ, চুলকানি প্রভৃতি কষ্টদায়ক চর্ম্মরোগে আক্রান্ত হইতেছে। যদি আপনি একান্তই ব্যাধিমুক্ত হইতে চান, তাহা হইলে অযথা পয়সার অপব্যয় না করিয়া অল্প ব্যয়ে এক শিশি **বেদনাঞ্জন** ক্রয় করিয়া ইহার ক্রিয়াকারী-শক্তি উপলব্ধি করুন। গুণের তুলনায় মূল্য অকিঞ্চিৎকর, এক শিশি ৷৷৵০ আনা মাত্র মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান—এ, সি, চাটার্জ্জী এণ্ড ব্রাদার্স।
৪৫নং ইলকাট লেন, সালিকা হাওড়া।
সকল মণিহারী দোকানে ও বড় বড় ডাক্তারখানায় পাওয়া যায়।

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

যদিও অদ্যাপি প্রকৃত মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য, তথাপি যাঁহারা নানাবিধ অনিয়মিত উপায়ে স্বাভাবিক শক্তি নষ্ট করিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন এবং নানা প্রকার মেহ, প্রমেহ ধাতুদৌর্ব্বল্য, স্নায়বিক দুর্ব্বলতা, বহুমূত্র, দুঃস্বপ্ন, পাকসংক্রান্ত পীড়া, অর্শ এবং স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে যাহারা বাধক, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, সূতিকা, শ্বেত ও রক্তপ্রদর, হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি রোগে ভুগিয়া জীবনে নিরাশ হইয়াছেন, তাঁহারা আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটাল সাহেবের আবিষ্কৃত **ইলেক্ট্রিক সলিউসন** ব্যবহার করিয়া বাঁচিতে পারেন, তাহার শত সহস্র প্রমাণ প্রতি বৎসরেই পাওয়া যাইতেছে। যাঁহারা অন্যান্য বহুবিধ ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরোগ্য হইতে পারেন নাই, তাঁহারা একবার এই ঔষধটী ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক মাসের ব্যবহারোপযোগী এক শিশি ঔষধ ডাকমাশুল সহ ১৷৷০ টাকা মাত্র।

সোল এজেণ্ট—ডাঃ ডি, ডি, হাজরা।
ফতেপুর, গার্ডেনরিচ পোষ্ট, কলিকাতা।
ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

অধ্যক্ষ

শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম্‌এ, এফসিএস (লণ্ডন)

ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক
(প্রফেসার)

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ বিশুদ্ধ ও শাস্ত্রমতে নিজ তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হয়। পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ক্যাটালগ পাঠান হয়। রোগের বিবরণ জানাইলে যত্নপূর্ব্বক ব্যবস্থা দেওয়া হয়। চিঠি পত্রাদি সম্পূর্ণরূপে গোপন রাখা হয়।

মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দূর)

(বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৪৲ টাকা

উৎকৃষ্ট স্বর্ণ, পারদ ও আমলাসার গন্ধক দ্বারা যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। নিত্য প্রয়োজনীয় সর্ব্বরোগনাশক মহৌষধ।

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৩৲ টাকা

উৎকৃষ্ট কাশীর আমলকী, বংশলোচন প্রভৃতি যাবতীয় উপাদানে পূর্ণ মাত্রায় যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। কফ, কাসি, সর্দ্দি, যক্ষ্মা, ক্ষয়রোগ, হৃদরোগ প্রভৃতি রোগের মহৌষধ। সর্ব্বপ্রকার দুর্ব্বলতা নাশক অতিশয় পুষ্টিকর মহৌষধ বা খাদ্য বিশেষ।

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬৲ টাকা

ইহা সেবনে ধাতুদৌর্ব্বল্য, শুক্রহীনতা, স্বপ্নদোষ, প্রমেহ ও ধ্বজভঙ্গ সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায়। ইহা অপরিসীম আনন্দদায়ক রসায়ন।

অবলাবান্ধব যোগ

প্রদর, বাধক প্রভৃতি জরায়ুদোষ ও যোনিগত দুরারোগ্য রোগের মহৌষধ
মূল্য—১৬ মাত্রা ২৲ টাকা। ৫০ মাত্রা ৫৲ টাকা মাত্র

বিশুদ্ধ জল! ভয় নাই! বিশুদ্ধ জল!!

লক্ষ্মী টিউব-ওয়েল কোং

২০৫নং নবাবপুর, ঢাকা

বর্ত্তমান-যুগের নব-আবিষ্কৃত যন্ত্রসাহায্যে উন্নত বৈজ্ঞানিক-খনন-প্রণালীতে নলকূপ (*Tube-well*) স্থাপন করা হয়। বঙ্গের লাট বাহাদুর, প্রাইভেট সেক্রেটারী, ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট, ডিষ্ট্রিক্ট-বোর্ডের চেয়ারম্যান, ইঞ্জিনিয়ার, জমিদার, তালুকদার, প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত ভদ্রমহোদয়গণ এই কোম্পানীর কার্য্য দেখিয়া প্রশংসা করিয়াছেন। রাসায়নিক পরীক্ষায় জল বিশুদ্ধ না হইলে মূল্য গৃহীত হয় না। বিস্তৃত বিবরণের জন্য পত্র লিখুন।

বিনামূল্যে বিনামূল্যে

বিতরিত

স্বাস্থ্যের সার "কামশাস্ত্র" গ্রন্থখানি চৌদ্দ লক্ষের উপরে বিতরিত হইয়াছে। উহা পাঠে মানবের পরিণাম ফলাফল জানা যায়।

এই পুস্তক যিনি লিখিয়াছেন, তিনিই "আতঙ্কনিগ্রহ বটিকা"র আবিষ্কর্তা। এই বটিকা দুর্ব্বলকে সবল করে এবং সবল ব্যক্তিকে অটুট ও অক্ষয় রাখে। বত্রিশ বটিকা পূর্ণ প্রতি কৌটার মূল্য ১৲ টাকা মাত্র
প্রাপ্তিস্থান :—আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়।
২১৬নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মনোমোহন প্রেস

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা

পূর্ব্ব-বাঙ্গালায় সুলভে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত বৈদ্যুতিক মেশিনে দিবারাত্র কাজ চলিতেছে।
বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন-ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,
৯০নং নবাবপুর, ঢাকা।

শ্রীমায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে—শ্রীবনোয়ারিবিহারী ব্রহ্মচারী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

স্থানীয় সংস্করণ

Registered No. C 1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রাতবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩॥০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার- নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র।

৪র্থ খণ্ড ১ · · · সম্পাদক—প্রত্নবিদ্যালঙ্কার শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী | ১৬৬ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্য মঠ, শ্রীধাম মায়াপুর—২[illegible]শে ভাদ্র বুধবার ১৩৩৬, ১১ই সেপ্টেম্বর ১৯২৯

শ্রীধাম মায়াপুর ডাকঘর

গত ১লা জুন হইতে শ্রীধাম মায়াপুর পোষ্ট আঁফিস খোলা হইয়াছে। বঙ্গদেশের পোষ্টমাষ্টার জেনারেল্ বাহাদুর শ্রীধাম মায়াপুর ডাকঘর হইতে নদীয়া-প্রকাশ ভারতের সর্ব্বত্র প্রেরণ করিবার আদেশ দিয়াছেন।

ম্যানেজার, 'নদীয়া-প্রকাশ'
পোঃ আঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

শ্রীধাম মায়াপুরের, যাবতীয় পত্র বুকপোষ্ট রেজিষ্টারী মণি-অর্ডার প্রভৃতি ডাকে পাঠাইতে হইলে, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া ঠিকানায় লিখিবেন।

লোহার বরগা কড়ি
করগেটটীন, জানালারগরাদে
দালানের ফুলদার রেলিং ওথাম
বেড়াঘেরা কাটাতার ইত্যাদি
সুলভে বিক্রয় করি
কান্তিচন্দ্রমুখার্জি এণ্ড সন্স
২৭ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট ফোন ৪৪১
স্থাপিত ইং ১৮৭৬ সাল, কলিকাতা

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

দুইখণ্ডে সমগ্র গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছে। সূচী প্রভৃতি ছাপা হইতেছে।
[illegible]

রোগী দেখিবার সময়ঃ—
প্রাতেঃ—৮টা হইতে ১০টা,
বৈকালে—৩টা হইতে [illegible]

ডাক্তার বি, ডি, কুণ্ডুর—

আবিষ্কৃত ও গভর্ণমেণ্ট রেজেষ্টারীকৃত

সর্ব্বত্র এজেণ্ট আবশ্যক।
পত্র লিখুন
[illegible]
দিবারাত্রি ঔষধ পাওয়া যায়।

১। ভূপেন্দ্র শোভা স্পেসিফিক—[illegible]
[illegible]

২। চণ্ডি ফিবার মিক্‌চার—ম্যালেরিয়া [illegible]
[illegible]

৩। গনোরিয়া স্পেসিফিক [illegible]
[illegible]

হোমিওপ্যাথিক [illegible]

১। ওয়ারম কিওর—[illegible] কিমোল স্থপ, [illegible] ৩। জিঙ্কা স্পেসিফিক [illegible] ৪। [illegible] ৫। [illegible] রেমিডি—[illegible]
ডাকমাশুল স্বতন্ত্র।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :- আরোগ্য না হইলে মূল্য ফেরৎ। [illegible]
ঔষধ পাঠান হয়, এক কালীন দশ টাকার ঔষধের অর্ডার পাইলে, স্বতন্ত্র কমিশন দেওয়া হয়। [illegible]

সোল এজেণ্ট :—
দি এলোপ্যাথিক ড্রাগ ষ্টোরস্

ডাক্তার বি, ডি, [illegible]
৩১ নং [illegible] ষ্ট্রীট, [illegible] কলিকাতা।
[illegible]

কর্ম্মাবলম্বকাঃ কেচিৎ কেচিৎ জ্ঞানাবলম্বকাঃ। বয়ন্তু হরিদাসানাং পাদত্রাণাবলম্বকাঃ॥

অপূর্ব্ব সুযোগ। অপূর্ব্ব সুযোগ।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

বিরাট চতুর্থ সংস্করণ

সুচী সহ

সমগ্র খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন

কেবলমাত্র গৌড়ীয়মঠের উৎসব কালে

১০৲ টাকার স্থলে ৬৲ টাকায় দেওয়া হইবে।

শ্রীগৌড়ীয়মঠের উৎসব উপলক্ষে

গ্রন্থ সংগ্রহের সুবর্ণ সুযোগ

১। গৌড়ীয় কণ্ঠহার ... ... ২৲ স্থলে ১॥০

২। হরিনামামৃত ব্যাকরণ ... ... ২৲ " ১॥০

৩। হরিনাম চিন্তামণি ... ... ৷৶০ " ৷৹০

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ... ... ৷৶০ " ৷৹০

৫। শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবাঁধা) ... ৷৶০ " ৷৹০ আনা

৬। গীতা (বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী বাঁধা) ১॥০ স্থলে ১৲ ও সাধারণ ১৲

৭। শ্রীশিক্ষাষ্টকের টীকা দিগ্বিজয় ... ৷৶০ স্থলে ৷৹০ আনা

৮। নবদ্বীপ পঞ্জিকা। ... ...

পুরাতন গৌড়ীয় ... স্থলে ২৲

বালকের সাধুতা

প্রকাশ ভবানীপুরস্থ কাঁসারিপাড়া রোড ও রসা রোডের মোড়ে সহরের এক দুর্ঘটনার পর সাড়ে ৬ বছর বয়স্ক শ্রীযুত পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী চাউবার সময়ে অজ্ঞাতসারে পকেট হইতে এক শত ২৫ টাকার নোটের তাড়া পড়িয়া যায়। ভবানীপুর সাউথ সবার্বন স্কুলের ... বৎসরের ছাত্র শান্তিভূষণ বসু উহা দেখিতে পাইয়া উঠাইয়া লয়। উহার বিজ্ঞপ্তি পরে সে শ্রীযুত পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তীকে খবর রোডের নিকট দেখিতে পাইয়া তাহার সন্ধানে ... হইয়া উহাকে ডাকিতে থাকে। তিনি ... বালক তাঁহাকে তাহার ক্ষতি সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন জিজ্ঞাসার পর সন্তোষজনক উত্তর পাইলে উহা প্রত্যর্পণ করে। তিনি বালককে ... দিতে চাহেন কিন্তু ১০ টাকার একখানি নোট পুরস্কার প্রদান করিতে চাহিলে ... অস্বীকার করে। অবশেষে ... পীড়াপীড়িতে ... গ্রহণ করিতে ... হয়।

রাজদ্রোহমূলক পুস্তিকা লেখক ও মুদ্রাকর দণ্ডিত

রাজদ্রোহমূলক পুস্তিকা ... প্রকাশের ... লেখক ... ও মুদ্রাকর ... দণ্ডবিধি ... ধারা অনুসারে বারাকপুর ... ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে অভিযুক্ত হইয়াছিলেন। ম্যাজিষ্ট্রেট গত ৪ঠা সেপ্টেম্বর উক্ত মামলার বিচার শেষ করিয়াছেন। তিনি লেখককে ৬ মাস সশ্রম কারাদণ্ড ও ৫০ টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন অর্থদণ্ডের টাকা অনাদায়ে তাঁহাকে আরও ৬ মাস সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইবে। মুদ্রাকর ... অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন। অর্থদণ্ডের টাকা অনাদায়ে তাঁহাকে ৩ মাস সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইবে।

ভারতীয় শিক্ষানবীশ সৈনিক

ভারত-সচিবের দপ্তর হইতে প্রচারিত এক ইস্তাহারে প্রকাশ, গত ৭ই সেপ্টেম্বর ভারত-সচিব ... স্যাণ্ডহার্ষ্টের সামরিক বিদ্যালয় দেখিতে গিয়াছিলেন এবং শিক্ষানবীশ ভারতীয় সৈনিকদিগের সহিত সাক্ষাৎ ও তাঁহাদিগের বাসস্থান পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছিলেন। সৈনিক শিক্ষানবীশদিগের সকলেরই কি ভারতীয়, কি বৃটিশ—সকলেরই থাকিবার ব্যবস্থা একই রূপ।

ভারতীয় শিক্ষানবীশগণের আদর্শ সম্বন্ধে ... জেনারেল ... ... সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছিলেন। তিনি বলেন, উহাদের মধ্যে কেহ কেহ কলেজে সকলের প্রীতিভাজন।

নোটীশ

মোং কৃষ্ণনগর দ্বিতীয় মুন্সেফী আদালত।

মোঃ ৮২২নং দেওয়ানী ২৯।

বাদী—

ঈশানচন্দ্র কুণ্ডু

সাং কাছারী মধুপুর, থানা চাপড়া জেলা নদীয়া।

বিবাদী—

জোরমান মণ্ডল দিং

সাং মধুপুর, থানা চাপড়া জেলা নদীয়া।

যেহেতু বাদী উপরোক্ত মোকদ্দমার ... সামিল মৌজে মধুপুর ক্ষেত্রের ... মধ্যে মধুপুর মৌজার ... ঘাট ... না পারে তজ্জন্যে চিরস্থায়ী নিষেধ আজ্ঞা পাইবার বাবদ নালিশ ... করিয়াছেন যদি কোন ব্যক্তি উক্ত মোকদ্দমায় পক্ষভুক্ত হইবার ইচ্ছা করেন তাহা হইলে আগামী ২১।৯।২৯ তারিখ ধার্য্য দিনে হাজির হইয়া পক্ষভুক্ত হইয়া আপত্তি করিতে পারেন।

বিজ্ঞাপন

মোকাম কৃষ্ণনগরের সদর দ্বিতীয় মুনসেফী আদালত।

দেওয়ানী মোকদ্দমা ৯৯৮নং ১৯২৮।

বাদী—

১। শ্রীচৈতন্য মণ্ডল।

২। শ্রীকুরমান মণ্ডল।

৩। শ্রীমদর মণ্ডল।

৪। শ্রীআব্বাস মণ্ডল।

৫। শ্রীরহিম মণ্ডল।

সকল সাং মধুপুর, থানা চাপড়া, জেলা নদীয়া।

বিবাদী—

১। ঈশানচন্দ্র কুণ্ডু সাং মহাজনপুর থানা ... জেলা নদীয়া।

মোকাবেলা বিবাদী—

২। শ্রীশ্যামাচরণ পাল চৌধুরী ৩। শ্রীকৃষ্ণ... পাল চৌধুরী ৪। শ্রীগোপাল পাল চৌধুরী ৫। ... পালচৌধুরী ৬। ... পালচৌধুরী উক্ত নাবালক ... পক্ষে গার্জ্জেন ... পালচৌধুরী ৭। অমরেন্দ্রনাথ পালচৌধুরী ৮। শ্রীকৃষ্ণগোপাল পালচৌধুরী, পক্ষে গার্জ্জেন মাতা শ্রীমতী ... দাসী সাং ... থানা কোতোয়ালী জেলা নদীয়া।

যেহেতু উপরোক্ত বাদিগণ জেলা নদীয়ার কালেক্টরীর ...নং তৌজীভুক্ত ডিহি মুন্সীপুরের সামিল ৪৬নং মৌজা মধুপুরের গ্রামে জমির পরিমাপ অর্থাৎ রশি ২২ হস্ত ৫৫ গজ থাকা এবং ঐ জমির মাপে প্রতি বিঘা ... করিয়া ... খাজনা দাখিল বাদিগণের নিকট কর আদায় হইয়া আসিতে থাকা প্রচার হইবার জন্য ও নালিশি মৌজা মধুপুরে ১৮ইঞ্চি ৮০ হাত রশির মাপে পরিমাপ হইয়া খাজনা ধার্য্য না হওয়া প্রচার হইবার জন্য মোকাম কৃষ্ণনগরের ২য় মুনসেফী আদালতে ১৯২৮ সালের ৯৯৮নং দেঃ মোকদ্দমা, দেওয়ানী কার্য্য বিধি আইনের ... অনুসারে শ্রী ভবানী ঈশানচন্দ্র কুণ্ডু দিং এর বিরুদ্ধে দায়ের করিয়াছেন। এবং উক্ত মোকদ্দমা উক্ত আদালতে মুলতুবি আছে। এ কারণ এক ... উক্ত গ্রামের সাধারণ প্রজাবর্গ ও সমস্বার্থবিশিষ্ট ও সমভাবে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণকে জানান যাইতেছে যে, তাহারা উপরোক্ত মোকদ্দমায় পক্ষভুক্ত হইতে ইচ্ছা করিলে বা উক্ত মোকদ্দমায় তাহাদের কিছু করণীয় থাকিলে তাহারা করিতে পারিবেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২৬শে ভাদ্র বুধবার—১৩৩৬

রাইচরণ বাবুর ধারণা!

কুষ্টিয়ার উকীল শ্রীযুক্ত রাইচরণ দাস মহাশয় কিছুদিন পূর্ব্বে প্রাচীন নদীয়ার ভূমসম্বন্ধীয় একটী মোকদ্দমায় কমিশনার ছিলেন। সে আজ অনেক দিনের কথা, মনে হয় ২০ বৎসর আগে। তদবধি তাঁহার শ্রীমহাপ্রভুর জন্মস্থানের প্রতি প্রবল অনুরাগ আছে।

তিনি ব্যবহারজীবী বলিয়া যে কোনও পক্ষের সমর্থন-বিষয়ে পারদর্শী। পক্ষ-সমর্থন করিয়া যখন পরিচয় দিতে হয়, তখন ব্যবহারজীবীর নিকট যে কোনও পক্ষ আগত হইলে সেই পক্ষের সমর্থনমুখে স্বীয় কৃতিত্ব দেখাইতে হয়। সে বিষয়ে দক্ষতার অভাব প্রকাশিত হইলে ব্যবহারজীবিগণের উন্নতি হয় না।

শ্রীব্রজমোহন দাস নামক এক ব্যক্তি শ্রীমতী নবনলিনী দেবীর সহায়তায় [illegible] ১৩৩৬ সালের ভাদ্র মাস হইতে যে কাগজে ব্রতী হইয়াছেন, তাহাই সম্প্রতি কালপ্রবাহে শ্রী[illegible] নামক একটী যুবকের হস্তে পতিত হইয়াছে।

রাইচরণ বাবুর ব্যবহার-শাস্ত্রের নিপুণতা লক্ষ্য করিয়া কাগজের মতের বিধাতা যে কোথাও অগ্রণী করিয়াছেন, তাহাতে উকীল মহাশয়ের চিত্তের প্রসন্নতার উৎপত্তি লাভ করিয়াছে। তিনি আমাদের নিকট সর্বতোভাবে তাঁহার প্রার্থনা জানাইয়া ঐ বিষয়টীর সমালোচনা প্রার্থনা করিয়াছেন।

ঐ বিষয়ে সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে আমাদের দেখা উচিত যে,—আমরা কি বিষয়ে কোন কোন ব্যক্তির আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি; আমাদের কাল কোন লোভ মোহ মদ ও মৎসরতা কি পাবমানে আছে; এত কাজ থাকিতে গৌর-জন্মস্থান-নিরূপণের জন্য আমরা কোন ব্যাধির প্রপীড়নে জ্বর উচ্চ আসক্তি দেখাইতেছি। এত গুলির মীমাংসা না হইলে আমাদের স্বরূপ নির্ণয় হয় না, আমাদের অনুসন্ধান-বৃত্তির স্বরূপ-নির্ণয় হয় না এবং অনুসন্ধানের বস্তুর স্বরূপনির্ণয় না করিলে প্রতি পদে পদে পদভ্রষ্ট হইবার সম্ভাবনা থাকে।

রাইচরণ বাবুর বর্ত্তমান ধারণায় জানা যায় যে,—(১) ব্রজমোহন দাসের পাণ্ডিত্য আছে, (২) তিনি নবদ্বীপ-বাসী, (৩) শ্রীবৃন্দাবন হইতে বহুদিন আগমন করিয়াছেন, (৪) তিনি বর্ত্তমান শ্রীধাম মায়াপুরকে 'মায়াপুর' বলেন না এবং (৫) মহাপ্রভুর জন্মস্থান স্বীকার করেন না, (৬) তিনি বর্ত্তমান শ্রীধাম মায়াপুর যোগপীঠকে ইসলামপুর পরগণার অন্তর্গত মনে করেন, (৭) শ্রীধাম মায়াপুরে বঙ্গ-বিজেতা বখ্তিয়ার মুসলমানপল্লী স্থাপন করিয়াছিলেন, (৮) তাদৃশ স্থানে নিষ্ঠাবান হিন্দু জগন্নাথমিশ্র ঠাকুরের বাস কখনই সম্ভবপর নহে। এই সকল বিষয়রূপ অধিকরণ পঞ্চাঙ্গ ন্যায়ের দ্বারা পুষ্ট কি না, তাহার আলোচনাই উক্ত উকিল বাবুর জিজ্ঞাস্য বিষয়।

(১) বিষয়—'পণ্ডিত'শব্দে বেদোক্ত-বুদ্ধিকে বুঝায়। ব্রজমোহনদিগকে শ্রীমদ্ভাগবত 'পণ্ডিত' বলিয়াছেন। সংশয়—কথিত ব্যক্তিকে পাণ্ডিত্যের লক্ষণ বিষয়ে সংশয়, সুতরাং পূর্ব্বপক্ষ—পণ্ডিত-লক্ষণ কি পাইয়াছে প্রকাশ পাইয়াছে, এ বিষয়ে প্রশ্ন। সিদ্ধান্ত তিনি পণ্ডিত নহেন। সঙ্গতি—যেহেতু তাঁহার বেদোক্ত বুদ্ধি নাই, প্রমাণিত হইয়াছে। জ্যোতিঃশাস্ত্র বা কালশাস্ত্র বেদাঙ্গ-বহির্ভূত অঙ্গ। নিরঙ্ক অঙ্ক বেদশাস্ত্র আধ্যাত্মিকগণের জ্ঞেয় নহে। পাঞ্জি বেদই অঙ্কজ জ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত; অঙ্কজ জ্ঞান বেদান্তশাস্ত্র বা সাত্বত-শাস্ত্রের প্রতিকূল আদৃত নহে। বর্ত্তমান ব্রজমোহন পঞ্জিকা-বিচার [illegible] পাণ্ডিত্য না থাকায় তাঁহার বেদাঙ্গ-শাস্ত্রে অধিকার নাই। যেহেতু তিনি বলেন, ১৭৬০ শকাব্দের ফাল্গুনী পূর্ণিমার অব্দ সংখ্যা ১৪০৭। তিনি ব্যাকরণ-বিধি অবগত থাকিলে এরূপ বেদোক্ত বুদ্ধি হইতে সুদূরে বিক্ষিপ্ত হইতেন না। তাঁহাকে সব বন্ধনে আবদ্ধ হইতে হইত না। কিন্তু পাণ্ডিত্য ব্রজমোহনের হওয়ায় এবং তিনি সব বন্ধনে পাতিত হওয়ায় তাঁহার গণিত-শাস্ত্রে জ্ঞানে ঐতিহ্য দেখিয়া আমরা শঙ্কিত হইতেছি। কিছুদিন প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করিয়া তাঁহার বস্তু-লক্ষণ কথায় প্রবেশ হওয়া ও সঙ্গত হইবার প্রয়াস করা উচিত ছিল। যাঁহার জন্মস্থান নিরূপণ করিতে তিনি প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাঁহার জন্মকাল নিরূপণে এইরূপ ভ্রান্তির আমরা আদর করিতে পারিলাম না। বিশেষতঃ তিনি হলওয়েল সাহেবের 'হিন্দুস্থান মেমোরি' নামক গ্রন্থের ১৭৬০ খৃষ্টাব্দের মানচিত্র দর্শন করেন নাই। স্যার বাংলার চিত্র, যাহা রয়াল এসিয়াটিক সোসাইটির ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দের সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা দেখিতে গিয়া যে বিষম ভ্রান্তিতে তিনি পতিত হইয়াছেন, তাহাতেও তাঁহার মানচিত্র-জ্ঞানের দারুণ দুর্ভিক্ষের কথা প্রকাশ পাইয়াছে। তাঁহার স্বকপোল-কল্পিত মানচিত্রগুলি তাঁহার কোনও কথারই স্থাপন করে না। বরং প্রত্যেক স্থানেই বহু ভ্রান্তি-জাল-বিজড়িত। তাঁহার কাল-বিষয়ক পাণ্ডিত্য আমাদের কৌতূহল অধিক আকর্ষণ করিতে পারে নাই, যেহেতু তিনি চিরকালীন পরিবর্ত্তমানশনে সম্পূর্ণ উদাসীন। তাঁহার মতে ১৭৮০ খৃষ্টাব্দ এবং ১৪৮৬ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯১১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত গঙ্গার গতি-বৈষম্য হয় নাই। কিন্তু ১৭৬০ শকাব্দ হইতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত গঙ্গার গতি-নির্ণয়-কারক মানচিত্রসমূহ ভিন্ন ভিন্ন ধারায় চিত্রিত করিয়াছেন। ১৭৮০ খৃষ্টাব্দ হইতে খৃষ্টাব্দের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত গঙ্গার ধারা ভিন্ন ভিন্ন স্থানে প্রবাহিত হয় নাই এরূপ বিশ্বাস তাঁহার কোথা হইতে উৎপত্তি লাভ করিয়াছে, বিবুধগণ তাহা এখনও বুঝিয়া উঠিতে পারেন নাই। খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর গঙ্গার ধারা অষ্টাদশ শতাব্দীর ধারার সহিত সমতা স্থাপন করিয়াছে, ইহা দেখাইবার জন্য যে তিনি নিজ কাল্পনিক স্যার বাংলার ছবি প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহার দ্বারা তাঁহার কথা প্রমাণিত হইবার সম্ভাবনা ব্যাঘাতে আছে। এই রাইচরণ বাবু বুঝিতে পারেন। ষোড়শ শতাব্দী কিছু অষ্টাদশ শতাব্দী নহে। অষ্টাদশ শতাব্দী তাঁহার আবেগ কিছু সৌন্দর্য্য শতাব্দী। চাপাইয়া দিলে তাহাকে বিজ্ঞানবাদ বলিতে হইবে, সুতরাং নানা কারণে আমরা রাইচরণ বাবুর পক্ষের উকিল ব্রজমোহনের পাণ্ডিত্যের প্রশংসা করিতে পারিলাম না। আমাদের কথা অসঙ্গত হইলে সিদ্ধান্ত প্রমাণ হইবে অর্থাৎ শ্রীব্রজমোহন দাস 'পণ্ডিত' বলিয়া পরিচিত হইবেন এবং রাইচরণ বাবুর ধারণা সমর্থিত হইবে। কিন্তু বিচার করিলে ইহা প্রতীয়মান হইবে না। [illegible] নামক কাটি-জীবনের লক্ষণ পাণ্ডিত্য-বিষয়ে প্রমাণ পাওয়া যায় না। ইহা সকলেই পরিবর্ত্তন-শীল মধ্যে পরিচিত। সুতরাং ব্রজমোহন দাসের অনেক অনুমানকে স্বীকার করা বিষয় পাওয়া গেল না। বিবেকী লোক বা তাঁহার যুক্তিবিজ্ঞান কাহারও আদর-কারের বিষয় নহে, এই কথাই ব্রজমোহনের গ্রন্থের শেষ পর্যন্ত লিখিত আছে।

(২) শ্রীব্রজমোহন দাস নবদ্বীপবাসী—এই বিষয়ে সংশয় উত্থিত হইল কতদিন হইতে তিনি নবদ্বীপ-প্রবাসের পালক হইয়াছেন প্রভৃতি পূর্ব্বপক্ষের উৎপত্তি হয়। সিদ্ধান্ত এই যে, তিনি নবদ্বীপ-নিবাসী নহেন, প্রবাসী মাত্র। সঙ্গতি—নবদ্বীপ শ্রীগৌর-নারায়ণের লীলা-পীঠের অঙ্গ। তাহাকে শ্রীগৌরসুন্দরকে দর্শনে পূর্ণ অপ্রাকৃত দর্শনে দর্শন করিবার স্থানকে বস্তুতে অনিত্যের আরোপ করা যাহার বিচার, তিনি নিত্যদ্বীপে অর্থাৎ নিত্য নবদ্বীপে অবস্থান করিতে অসমর্থ হইয়াছেন। নবদ্বীপের প্রতি তাঁহার কোনও শ্রদ্ধা নাই, স্বীয় দেহের প্রতি অত্যন্ত [illegible] আছে; সুতরাং শ্রীনবদ্বীপ হইতে তিনি [illegible] বাস করেন। শ্রীনবদ্বীপধাম তাঁহার [illegible] নয়। সুতরাং [illegible] মোকাম নবদ্বীপ বলা যাইতে পারে না। [illegible] ব্রজমোহন [illegible] বলেন, নবদ্বীপ গঙ্গাপার, ভাবনা, [illegible] ও গঙ্গাতীরে বাস করিতে করেন, কিন্তু তিনি শ্রীশ্রী-গৌরের জন্মস্থান [illegible] নিবাসের পরিবর্ত্তে কুলিয়া-পাহাড়ের বলেন নিবাস। নবদ্বীপবাসিগণ নবদ্বীপচন্দ্রের অর্চনায় সর্বদা নিযুক্ত। তিনি যখন শ্রীধামে বাস করিয়া কুলিয়ার বিষয়-সঙ্গে কালাতিপাত করেন, তখন তাঁহার আত্মা বৈকুণ্ঠাখ্য নবদ্বীপে থাকেন প্রত্যহ বিষয়ভোগে সুখসুখ বর্ত্তমানে বাস্তব স্থাপন করিয়াছে।

(৩) ব্রজমোহন দাস বৃন্দাবন হইতে বহুদিন আগত হইয়াছেন—এই বিষয়ে ভৌম ও অপ্রাকৃত কোন বৃন্দাবন, এইরূপ সংশয় উপস্থিত হয়। যদি আমরা বৃন্দাবনে বাস করিয়াছিলেন এবং তথায় নিত্য লীলা প্রকাশ করিয়াছিলেন,—ইহাই [illegible] বলিয়াছেন। প্রশ্ন—তিনি বৃন্দাবনে বাস করিয়া কি কি লীলা প্রকাশ করিয়াছেন? তাহা না জানা থাকিলে বৃন্দাবনে তিনি গিয়াছিলেন কি না এবং তথায় বাস করিয়া নিত্য লীলা প্রকাশ করিয়াছেন, অথবা কৃষ্ণভক্তের বাধক শিক্ষায় কুকর্ম্মাদির দায় দিয়াছেন কিনা [illegible] হয়। শ্রীচৈতন্য-দেবের আশ্রিতের নিকট বৃন্দাবন বলিয়াছেন, যেই শ্রীবৃন্দাবনে নিত্য বাস করেন, তাঁহার অন্যত্র ধর্ম্ম-বিচার কেন হয়, প্রামাণিক লক্ষণ [illegible] প্রবল হইতে পারে। তিনি সম্প্রতি অন্যত্র [illegible] অবলম্বন করিয়া যে সকল অনুষ্ঠান করিয়াছেন ও করিতেছেন, তাহাতে তাঁহাদের শ্রীবৃন্দাবনের [illegible] যে 'আমি',—ইহা আমরা এখনও বুঝি না। [illegible] না, সিদ্ধান্ত তিনি [illegible] আগত নহেন। [illegible] বৃন্দাবনে বাস [illegible] বৃন্দাবন হইতে [illegible] তিনি কিশোরা-ভিমানী [illegible] হইতে দ্রব্য, অপ-[illegible] প্রবৃত্ত হইয়া কামাদি-[illegible] প্রদর্শন করিবার [illegible], মায়াবাদ, বৈষ্ণবনিন্দা, শ্রীধাম-নিন্দা যাঁহার আচরণ, গুপ্ত ও অগুপ্ত

গোস্বামী [illegible] সমর্থন করেন, তাঁহার হৃদয়ে বেদাদ্যর প্রচুর পরিমাণে আছে [illegible] আদেশ করেন না। বৃন্দাবনের [illegible] সকলই [illegible] এক বাক্যে বলেন। [illegible] কথা [illegible] একই কথার অধিক [illegible] নাই।

[illegible] মহাপ্রভুর [illegible] না, [illegible] না। এই বিষয়ে [illegible] জানি [illegible] কাজের [illegible]

[illegible]

বিস্তর [illegible]

[illegible] বুদ্ধির [illegible]

সম্বন্ধে [illegible]

[illegible] আলোচনা [illegible] বলেন, [illegible] সম্বন্ধ নহে। [illegible] জ্ঞানে [illegible] করেন। [illegible] গ্রন্থের [illegible] বিশেষ [illegible] বিপ্রলম্ভ [illegible] তাহারা [illegible] হইতে পারে না। [illegible] কালাম্বুদ [illegible] প্রবৃত্তি [illegible] নিত্যশুদ্ধ [illegible] স্বীকার করিতেন না [illegible] কলিযুগ [illegible] তাঁহাকে [illegible] উপাসনার [illegible] আমরা [illegible] করিতে পারি না। [illegible] দাস [illegible] করেন, [illegible] গ্রহণ করিতে হইবে।

[illegible] অস্তিত্ব [illegible] না করিলে [illegible] হয় না, [illegible] প্রমাণ [illegible] মহাজনের [illegible] আমাদের [illegible] হইতে [illegible] বিশেষণ [illegible] অনেক গুলি পূর্বপক্ষের [illegible] আশঙ্কা

ক্লেশের পথে যাত্রা করিয়া পুণ্যতীর্থে জল-মাটী বৃদ্ধি করে, লোকের ভূমিকা মনে করে, কিন্তু অহঙ্কার ও বৃথা অভিমানাভি-নিবেশ বিগত হইলে রূপ-বৈভব শ্রীনাম [illegible] দেখিতে পাওয়া যায়। তখন ভগবান প্রসন্ন হইয়া জীবকে তাঁর পদে চালনা করেন। "দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মাম্ উপযান্তি তে"। অজ্ঞ বক্তা [illegible] [illegible] ও [illegible] তাঁহ [illegible] মনে করা অথ। [illegible] মানস-[illegible] আধ্যাত্মিক ব্যাপার জ্ঞান করা কত-দূর সঙ্গত, [illegible] তাহা [illegible] হয়।

[illegible] যে পথে [illegible] সেই [illegible] আমাদের [illegible] [illegible] আমাদের [illegible] প্রবেশ করিতে না পারিলে [illegible] [illegible] হইতে [illegible] [illegible] প্রধান [illegible] [illegible] মহাদেব [illegible]

[illegible] কাহারো [illegible] বিষয় [illegible] নিজের [illegible] করিবার [illegible]

[illegible] আমাদের [illegible] সকলের [illegible] করিতেছেন, [illegible] করিতে পারেন না। [illegible] আমাদের [illegible] হইবে।

বঙ্গদেশের বক্তিয়ার খিলজী কোন কোন গ্রাম [illegible] এবং উহাতে [illegible] কি না তাহা আমরা সম্পূর্ণরূপে আলোচনা [illegible] বলিতে ইচ্ছা করি না। তবে [illegible] বঙ্গদেশের ঐতিহ্যের [illegible] ভাল করিয়া পাঠ করিতে [illegible] পণ্ডিত মহাশয়ের গবেষণায় যদি কোন সত্য উপলব্ধি করিতে

সত্যই তিনি চলিয়া গেলেন?

(পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাচরণ গোস্বামী)

ওগো! তোমার মুখ এত ভারি ভারি বোধ হয় কেন? তুমি তোমার ভাইয়ের গৃহ হইতে ফিরিয়া যেন কি রকম অন্যমনস্ক হইয়া থাক? আমি তোমায় এত ভালবাসি তবুও তোমার মন উঠেনা কেন? আমার কপাল মন্দ, আর কি বলিব।

গৃহিণী একেতো ভাতৃ-শোকে শোকা-তুরা, তার উপর প্রাণ-প্রিয়তম পতির দীর্ঘ নিশ্বাসযুক্ত বাক্য শুনে একেবারে বুকের ভিতর দুর দুর করিয়া উঠিল। গৃহিণী অতি সম্ভ্রমভাবে বলিতে লাগিলেন "ওগো [illegible] না, তোমার ভালবাসার কোন [illegible] হয় নাই, আমি ভাবি আমার দাদার [illegible] সন্ন্যাসী হওয়ার কথা, এখন [illegible] শেষকালে কোথায় দাঁড়াইব? কে আমাকে এরূপ আশা [illegible] করিয়া দিবে?"

পতি, পত্নীর [illegible] বাক্য শ্রবণে [illegible] বলিলেন—"আরে কি বল, [illegible] তোমার দাদা সংসার পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী সাজিবেন? কি আশ্চর্য! [illegible] [illegible] নহে।"

পত্নী—ওগো না। দাদা এ সন্ন্যাসী [illegible], গৃহত্যাগ করিয়া [illegible] সন্ন্যাসী হওয়া [illegible] [illegible] [illegible] তাহাকে তাহা দিয়া গৃহ পরিত্যাগ করিবাছেন [illegible] নিকট [illegible] [illegible] একবারের [illegible] [illegible] গ্রহণ করিয়া গৃহত্যাগের [illegible] করিবে।

পতি—[illegible] সন্ন্যাসী [illegible] তোমার দাদা গৃহত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইবেন? [illegible] তাহাকে [illegible] পারেন, [illegible] আমাদিগকে জানাইলে আমরা সুখী হইব। আমরা ঐ সকল বিষয় সম্পূর্ণ অপ্রমাণ-মূলক প্রতিষ্ঠিত [illegible] প্রমাণ করিতেও পশ্চাৎপদ নহি। মানুষ [illegible] বশীভূত হইলে [illegible] নাই, [illegible] করে না। কিন্তু [illegible] [illegible] সংসার-স্বভাব [illegible] নিত্যকালেই পরিহার করেন। আমরা [illegible] রাধাচরণ বাবুর অন্যান্য ধারণার বিষয় আলোচনা করিব। তিনি প্রবীণ ও বিচক্ষণ ব্যক্তি। আমাদের সকল কথা তিনিই ধীরচিত্তে আলোচনা করিতে পারিবেন।

কি প্রকার ভালবাসে, তাহার একটা নির্বাচন পরীক্ষা, এই নিমিত্ত ভীত হইয়া পত্নীগণ সকলে একটু তত্ত্বাবধানের সহিত আদর যত্ন করিবেন, তাহাতে তাঁহাদের ভাগে ভোগের মাত্রাটাও উজ্জ্বল হইবে।

গৃহিণী এইবার কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা পাইয়া একেবারে তেলে বেগুণে জ্বলিয়া-ছেন, "যাও যাও তুমি সকল কথায়ই আমার সহিত কোন্দল বাধাও, হাসি তামাসা করিবার কি আর সময় পাওনা?"

পাগলি!—এ হাসি তামাসা নহে, একেবারে খাঁটি সত্য কথার উপরে সত্য কথা। এমনভাবে পরামর্শ করিয়া বিদায় লইয়া কখনই কেহ সন্ন্যাসী হইতে পারে না।

পত্নী জিজ্ঞাসা করিলেন—"তবে কিপ্রকারে সন্ন্যাসী হওয়া যায়? পতি—"দেখিবে"? পত্নী—হাঁ, দেখিতে দোষ কি? পত্নীর বাক্য শ্রবণে [illegible] গৃহিণীর সম্মুখেই পরিধেয় বস্ত্র [illegible] ছিঁড়িয়া কৌপীন [illegible] বহির্বাস পরিধান করি-লেন [illegible] গৃহ হইতে বাহির হওয়ার কালে বলিলেন "দেখ! এই প্রকারে মানুষ সন্ন্যাসী হইয়া গৃহ ত্যাগ করেন।

গৃহকর্ত্রী [illegible] পত্নীর সহিত আলাপচ্ছলে একটা [illegible] তাঁহার [illegible] করিলেন, [illegible] [illegible] গৃহত্যাগের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] তিনি [illegible] [illegible] আর গৃহে [illegible] না। তিনি [illegible] [illegible] কথা অবগত হইয়া [illegible] গৃহ হইতে একেবারে [illegible] বিদায় গ্রহণের অবকাশ পাইলেন।

পক্ষান্তরে গৃহের [illegible] চির বিদায় গ্রহণ করিয়াও [illegible] গৃহেই থাকিয়া ভাবিনীর [illegible] ভাবনার দ্বার অবরোধ করিলেন।

আমরা সংসারী বা গৃহী বলিয়া অভি-মান করিতেছি [illegible], সকলেরই তথাকথিত সন্ন্যাসী সাজার নেশায় অল্প বিস্তর শাস্ত্রের আবরণ করিয়া থাকি। [illegible] সময় [illegible] বলিয়া, কেহবা মামলা মোকদ্দমা, ছেলে মেয়ে, নাতি নাতিনীর বিদ্যাভ্যাস বিবাহাদির অজুহাতে, কেহ বা পত্নী অনাথিনী হইবেন? আমি না থাকিলে তাঁহার দাঁড়াইবার স্থান নাই কৈফিয়তের অবসর খুঁজিতেছি। এ অবসর কপালে জুটিবেও না, শুধু আকাশ-কুসুম-চিন্তায় পর্যবসিত হইয়া আকাশের বিলী হইয়া যাইতেছে। অনন্ত জীবনাবধি অনন্ত প্রকার চেষ্টা দ্বারাও সংসারে মায়াদেবীর বেড়া জাল হইতে বাহির হওয়ার উপ

গৌড়ীয়-গৌরব

(আলবার্ট হলে প্রথম দিবস ২৮।৭।২৯ তারিখের বক্তৃতা)

পূর্ব্বপ্রকাশিত ১৫৫ সংখ্যার পর)

গৌড়ীয়-গৌরবোত্তম—ঠাকুর নরোত্তম

প্রাকৃত-পরিচয়ে রাজা কৃষ্ণানন্দের একমাত্র পুত্র ছিলেন—নরোত্তম। রাজ্য, ঐশ্বর্য্য, আভিজাত্য, পাণ্ডিত্য, শ্রী, [illegible] জগতের কাম্য, সেই সকল কাম্য-বস্তু, এমন কি, সার্ব্বভৌম-পদ, [illegible] পর্য্যন্ত গৌড়ীয়-গৌরবগণের সেবা-সৌভাগ্যের নিকট কিরূপ [illegible], তার আদর্শ দেখিয়েছেন—ঠাকুর নরোত্তম। গৌড়ীয়-গৌরব-বিশ্ব-চক্রবর্ত্তী বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর সেই ঠাকুর নরোত্তমের শ্রীচরণ আর্ত্তি ক'রে গেয়েছেন,

"[illegible] ভক্তি [illegible] কিসে
[illegible],
[illegible]
[illegible]"

এই মহাশ্লোকে [illegible] ক'রে বিশ্বকবিগণ [illegible] —"এ পুরুষ কি মূর্ত্তিমান [illegible] অথবা বৈরাগ্যের [illegible]" সেই শ্রীল নরোত্তম প্রভুকে আমি প্রণাম করি।

গৌড়ীয়-গৌরব-চক্রবর্ত্তী বিশ্বনাথ

[illegible] গোস্বামিগণের অপ্রকটের পর যে [illegible] শ্রীনিবাস আচার্য্য, ঠাকুর নরোত্তম ও শ্যামানন্দ প্রভুকে আশ্রয় ক'রে প্রবাহিত ছিল, ঠাকুর নরোত্তমের চতুর্থ অধস্তনরূপে বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর সেই ভক্তিধারাই সংরক্ষণ করেছিলেন। [illegible] গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-ধর্ম্মের [illegible] সংরক্ষক ও আচার্য্য। [illegible] নাই। [illegible] কাহার [illegible]!

মদন মোহন [illegible] 'শিশুশিক্ষা'র শিশুকালে অধ্যয়ন করিয়াছিলাম—"[illegible] সকল হয় না" শিশুশিক্ষার শিক্ষা শিশু কালেই গত হইয়াছে। এখন যৌবন শিক্ষা বা বৃদ্ধ শিক্ষা অধ্যয়ন কালে শিশু শিক্ষার "অ" বর্ণটী পর্য্যন্ত বাদ দিয়া বসিয়াছি।

বৈরাগ্যে যদি [illegible] না থাকে অথবা বৈরাগ্যের ভিতরে একটু [illegible] ছড়াছড়ি যদি না থাকে এবং সেই বৈরাগ্য [illegible] না হইয়া [illegible] হয়, তৎকালে সাধু সঙ্গই লাভ হয় অপরাধ [illegible] নানা অসৎ পন্থায় নিমজ্জিত হইতে হয়।

তিনি নির্দ্দিষ্ট বৈষ্ণব-পন্থা"। চক্রবর্ত্তী ঠাকুর ভক্তির পথ প্রদর্শন ক'রে অনাথ বিশ্বকে সনাথ করেছেন; তাই তাঁর নাম—বিশ্বনাথ। আর ভক্ত-চক্রের মধ্যে [illegible] বিরাজিত ছিলেন বলে তাঁর নাম চক্রবর্ত্তী! রামকেলি [illegible] চক্রবর্ত্তিপাদ বিপুল গৌড়ীয় সংস্কৃত [illegible] রচনা করবার পরও [illegible] কার্য্যের দ্বারা গৌড়ীয়-গৌরবের বিজয়-স্তম্ভ বিশ্ববৈষ্ণব-সমাজে চির-প্রতিষ্ঠিত করেছেন। জয়পুরের গলতাগিরিতে [illegible] (কাহারও মতে রামানন্দী সম্প্রদায়ের [illegible] আচার্য্যগণ গৌড়ীয়-বৈষ্ণবের কোন বেদান্ত-ভাষ্য নাই, সুতরাং যে ধর্ম্ম বেদান্তের উপর [illegible] নয়, তাকে সাত্বত ও সাম্প্রদায়িক [illegible] বলে [illegible] [illegible] করেছেন, [illegible] [illegible] সমাজ অসাম্প্রদায়িক [illegible] [illegible] বৃন্দাবনে গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়কে আহ্বান করেন। তখন গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-[illegible] চক্রবর্ত্তিপাদ [illegible] ঠাকুর [illegible] থাকলেও [illegible] সম্প্রদায়ে [illegible] হচ্ছে বলে ছিলেন। [illegible] গৌড়ীয়ের সমুদয় বেদান্তের অর্থ [illegible] উপর প্রতিষ্ঠিত, [illegible] বেদান্তের [illegible] এবং [illegible] প্রধান [illegible] শ্রীল [illegible] এবং [illegible] শ্রী [illegible] [illegible] নিকট [illegible] [illegible] [illegible] প্রভুকে [illegible] পাঠালেন। [illegible] গৌড়ীয়-সম্প্রদায়-গৌরব [illegible] [illegible] বিষয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন।

গৌড়ীয়-গৌরব বিভূষণ বিদ্যাভূষণ বলদেব

শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ [illegible] প্রকৃত চতুর্থ [illegible] এবং প্রাকৃত পরিচয়ে [illegible] আবির্ভূত হলেও চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের আদেশে আচার্য্যের কার্য্য করেছিলেন। তিনি বিচারে [illegible] গণকে পরাস্ত করে শাস্ত্রোক্ত সাত্বত সম্প্রদায় চতুষ্টয়ের অন্যতম মাধ্ব সম্প্রদায়ের [illegible] [illegible] প্রদান এবং শ্রীগোবিন্দদেবের আদেশে অতি অল্প সময়ে বেদান্তের গৌড়ীয়-[illegible] বিরচন করে বেদান্তের [illegible] গোবিন্দভাষ্য রচনা করলেন। এইদিন গৌড়ীয়-বিশ্বের একটী স্মরণীয় দিন, এইদিন গোবিন্দকান্তের [illegible] গৌড়ীয়-বিশ্ব-বৈষ্ণবগণ-হৃদয়ে গোবিন্দের কৃপাঙ্কুর মহিমানিলে উড্ডীন হয়ে জয়পুরের গলতাগিরির শিখর দেশ হতে বিশ্বে জয়ঘোষণা করল। বলদেব—গৌড়ীয়ের বেদান্তাচার্য্য। চারজন সম্প্রদায় বেদান্তাচার্য্যই দাক্ষিণাত্য, কিন্তু এ আমাদের বেদান্তাচার্য্য গৌড়ীয়, এবং সমগ্র গৌড়ীয়ের [illegible] গৌরবের কথা।

গৌড়ীয়ের অন্ধকার যুগ

বেদান্ত [illegible] বলদেব বিদ্যাভূষণ [illegible], [illegible] প্রভৃতি [illegible] রচনা করে গৌড়ীয় গগনকে গৌরবের মার্ত্তণ্ড [illegible] করবার কিছুকাল পর হতেই আবার ধীরে ধীরে যেন গৌড়ীয় গৌরব-[illegible] অস্তাচলের [illegible] হলেন, [illegible] গৌড়ীয় গগন [illegible] অন্ধকারে [illegible]। [illegible] [illegible] একটী [illegible] গৌড়ীয়-গগনের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] গৌড়ীয়-গৌরব [illegible] শ্রীল জগন্নাথ দাস মহারাজ, গৌড়ীয়-গৌরব [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] গৌড়ীয়-[illegible]

গৌড়ীয়বিনোদ-ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

গৌড়ীয়গগন যখন [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] গৌড়ীয়ের গৌরবের [illegible] [illegible] গৌড়ীয় [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] গৌড়ীয়ের গৌরবের ঠাকুর গৌরসুন্দরের বিশ্বজনীন [illegible] [illegible] —নিজের দেশের গৌরবের কথা—নিজের সম্পত্তি অধিকারের কথা—নিজের [illegible] কথা যখন গৌড়দেশবাসী ভুলে [illegible] হতে 'আমরা বিলাসী-[illegible] [illegible] মাত্র [illegible]' প্রভৃতি [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] গৌড়পুরুষের অমন্দোদয়দয়ার অবতার ঠাকুর ভক্তিবিনোদ গৌড়ীয়-গগনের অন্ধকার বিদূরিত করে গৌড় গগনে প্রকাশিত হলেন। ভক্তি বা জ্ঞানীর বিনোদ অর্থাৎ আনন্দ বর্দ্ধন হয় যে ভগবৎকৃপাশক্তি হ'তে, সেই কৃপাশক্তি আজ বিশ্বে গৌড়ীয় গৌরবের বাণী [illegible] করলেন। তাঁর কৃপায় গৌড়ীয়ের [illegible]-গৌরবসমূহ আবার লোক-লোচনের [illegible] আবিষ্কৃত হলো। তিনি [illegible] গৌড়ীয়-গৌরব সার্ব্বভৌম শ্রীল [illegible] মহাপ্রভুর [illegible] আবির্ভাব-ভূমি শ্রীযোগপীঠের আবিষ্কার করলেন, [illegible] [illegible] স্থান পুনরায় আবিষ্কৃত [illegible] বহু লুপ্ত গৌড়ীয় [illegible] আবার [illegible] প্রকাশিত করলেন—[illegible] প্রকাশিত [illegible] [illegible] [illegible] গৌড়ীয়-[illegible] সহিত [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] বিশ্ববাসী [illegible] করলেন,—

"[illegible], [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] 'সজ্জনতোষণী' [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]!"

প্রকৃত স্বাধীনতা, স্বরাজ ও অসহযোগনীতি

[illegible] শ্রীল [illegible] প্রকৃত স্বাধীনতা ও স্বরাজের [illegible] বিশেষ ভাবে ঘোষণা করলেন, —[illegible] 'অসহযোগ' [illegible] এই বৈষ্ণব আচার' এই [illegible] বাণী প্রচার করলেন। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] বাঙ্গালার গৌরব, গৌড়ীয়ের গৌরব গৌড়ীয়-[illegible] [illegible] গৌড়ীয়-গৌরবের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] আমাদের [illegible] [illegible] আবার [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

(ক্রমশঃ)

পর-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

সম্প্রতি পর বিদ্যাপীঠে নিম্নলিখিত শিক্ষণীয় বিষয়নিচয়ের অধ্যাপকের আসন-সমূহ সংস্থাপিত হইয়াছে—বিদ্যার্থিগণ আবেদন করুন।

১। সাহিত্যাসন, ২। ঐতিহ্যাসন,
৩। সম্প্রদায়বেদাসন, ৪। ভক্তিশাস্ত্রাসন,
৫। তত্ত্বশাস্ত্রাসন, ৬। বেদান্তাসন,
৭। ত্রৈকায়নাসন।

শ্রীনন্দলাল রায় বি, এ, কাব্যতীর্থ, বিদ্যাসাগর,
সম্পাদক—পরবিদ্যাপীঠ, শ্রীধাম মায়াপুর।

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ
শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৪০, চল্লিশ টাকা।

২৭২৪ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে,
সপ্তচত্বারিংশ খণ্ডে সূচী ছাপা হইতেছে।

৪৬শ খণ্ড পর্য্যন্ত নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে ১০।৵০ সাধারণ পক্ষে ২০৸৵০। প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৶০, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ।৵০।

দশম স্কন্ধ ছাপা হইতেছে। দশম স্কন্ধের ভিক্ষা ১২, অগ্রিম সাধারণের পক্ষে ৮,।
৫০ অধ্যায় পর্য্যন্ত দশম [illegible] ছাপা হইয়াছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

"শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত"

সম্পূর্ণ ছাপা শেষ হইল

আদি, মধ্য, ও অন্ত্যলীলা এবং সূচী ছাপা হইয়া সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছেন। যাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ১০ টাকা দিয়া তৃতীয় সংস্করণ ৪ টাকায় না পাইয়া, অপর সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের কৃত উদার ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছেন। [illegible] ১০, টাকার এই বিরাট গ্রন্থ গৌড়ীয়মঠের উৎসব উপলক্ষে আগামী [illegible] আশ্বিন পর্য্যন্ত ৫, টাকা ভিক্ষায় দেওয়া হইবে। গ্রাহকগণ সত্বর হউন পরে আর এ সুযোগ দেওয়া হইবে না।

শ্রীচৈতন্য লীলার ব্যাস অভিধায়
শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত
বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।
সমগ্র গ্রন্থ ৮, স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫,
নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪॥০ টাকা

শ্রীচৈতন্য মঠের যাবতীয় গ্রন্থ
কার্য্যাধ্যক্ষ, গ্রন্থবিভাগ, শ্রীচৈতন্য মঠ
পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া
—অথবা—
শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা
ঠিকানায় পাওয়া যাইবে।
বিশেষ দ্রষ্টব্য :—ডাকে লইলে শ্রীচৈতন্য মঠের ঠিকানায় লিখিবেন।

কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ
হইতে প্রকাশিত

গৌড়ীয়

পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র।
শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রতি শনিবারে প্রকাশিত হয়।

অগ্রিম বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩, দিলে বৎসরে ৫০ সংখ্যা প্রাপ্য;
ষাণ্মাসিক ১৸০ ; সাপ্তাহিক ৵০
সর্ব্বদা গ্রাহক হওয়া যায়।

বৃত্তিসহ সমগ্র

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

ভিক্ষা ২, টাকা। শিক্ষার্থী ছাত্রের পক্ষে ১॥০ দেড়টাকা মাত্র।
প্রাপ্তিস্থান—পরবিদ্যাপীঠ, শ্রীগৌড়পুর
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিম্নলিখিত মঠসমূহে প্রাপ্তব্য—

১। শ্রীচৈতন্য মঠ—[illegible]
২। শ্রীমোদদ্রুমছত্র মঠ—[illegible] (বর্দ্ধমান)।
৩। শ্রী[illegible]—[illegible], নদীয়া।
৪। শ্রীগৌড়ীয় মঠ—১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা।
৫। শ্রী[illegible] "অবধূতনগর"
৬। শ্রী[illegible] মঠ—[illegible]
৭। শ্রী[illegible] মঠ—[illegible], মেদিনীপুর।
৮। শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ,—[illegible], কাশী, ইউ, পি।
৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ—[illegible], মথুরা, ইউ, পি।
১০। শ্রী[illegible] মঠ—[illegible], নদীয়া।
১১। শ্রী[illegible]গৌড়ীয় মঠ—[illegible], পাঞ্জাব।
১২। শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠ,—[illegible], ঢাকা।
১৩। শ্রী[illegible]গৌড়ীয় মঠ—[illegible]
১৪। শ্রী[illegible]—[illegible], বর্দ্ধমান।
১৫। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ,—[illegible], মানভূম।
১৬। শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয় মঠ,—আঠারনালা, [illegible] রোড, পুরী, উড়িষ্যা।

এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণের নিকটও
নদীয়া-প্রকাশ প্রাপ্তব্য।

১। শ্রীযুক্ত জনার্দ্দন ঘোষ—[illegible] রোড, [illegible]।
২। শ্রীযুক্ত রাধাচরণ গোস্বামী ভাক্তার [illegible]
[illegible] কুচবিহার।
৩। শ্রীযুক্ত রামরঞ্জন রায় ৭৬নং শ্রীগোপাল মল্লিক লেন, কলিকাতা।
৪। শ্রীযুক্ত অমূল্যকুমার সরকার এম, বি, ও, ফৈজাবাদ।
৫। মিঃ এন্ ডি, মুখার্জ্জী—এম, এস, ওয়াকিলস মল, কানপুর।
৬। শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী জ্যোতিভূষণ—[illegible], নদীয়া।
৭। শ্রীরাসবিহারী দাস অধিকারী, নবদ্বীপ।
৮। শ্রীবিরাজমোহন দে—মনোমোহন প্রেস, নবাবপুর, ঢাকা।
৯। শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় বেড়াচাঁপা, ২৪ পরগণা।

অন্যথা না ভজে কৃষ্ণ, দুষ্ট সঙ্গ করে। পুন সেইমত মায়া পাপে ডুবি মরে।

শ্রীচৈতন্যমঠের গ্রন্থাবলী

শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুর বিরচিত

ভক্তি-গ্রন্থাবলী।

উৎকৃষ্ট কাপড়ে বিলাতী ধরণে বাঁধাই

স্বর্ণাঙ্কিত। চতুর্থ সংস্করণ। বিস্তৃতবিষয়সূচীসহ

জৈবধর্ম

বাঁধাই ২৲ দুই টাকা

প্রকাশিত হইয়াছে

সনাতন ধর্মশাস্ত্র বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ্, গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত, দর্শন, পুরাণ, তন্ত্রাদি সকল গ্রন্থ পাঠ করিবার অবসর অতি অল্প মানবের ঘটিয়া থাকে। অনেকের যোগ্যতা না থাকায় সেই সমস্ত গ্রন্থের মর্ম্ম অবগত হইতে পারেন না। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বাঙ্গালীর এই অসুবিধা দূরীভূত করিবার জন্য এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

বিদ্যালয়ের ছাত্র বা শিক্ষকগণের বিশেষ পাঠ্য, এই হেতু শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টার বাহাদুর উক্ত সমস্ত বিদ্যালয়ের জন্য অনুমোদন করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

প্রথম খণ্ড ভিক্ষা—১৲ এক টাকা

যুক্তিপূর্ণ শাস্ত্রবাক্য দ্বারা প্রত্যেক মানবের নিত্য কর্ত্তব্য ও অনিত্য সাময়িক কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। গ্রন্থের প্রতি উক্তি সনাতন শাস্ত্রবাক্য দ্বারা সমর্থিত ও প্রমাণিত হইয়াছে। দেহের, মনের ও আত্মার ধর্ম্ম কি? সাধন, সমাজ, নীতি, ধর্ম্ম কি? ইত্যাদি বিষয় উপাখ্যানের ন্যায় সুন্দরভাবে যুক্তিসহকারে আলোচিত হইয়াছে যে, প্রথম পংক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত পাঠ না করিলে নিরস্ত হওয়া যায় না।

শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ভিক্ষা ৵০

ঐ প্রমাণ খণ্ড ভিক্ষা ৵০

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিহার ও লীলাভূমি নয়টী দ্বীপ-সমন্বিত? এই নয় দ্বীপের প্রাচীন বিবরণ—প্রত্যেক দ্বীপে শ্রীমহাপ্রভুর লীলা—প্রত্যেক দ্বীপের পরিচয়, শ্রীধাম-মাহাত্ম্য—ধামাপরাধ কি? ইত্যাদি বিষয় বিশেষভাবে মনোহর ছন্দে গ্রথিত। পকেট সাইজ প্রায় ১৬০ পৃষ্ঠা।

শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ

উজ্জ্বল ব্রোঞ্জ কালীতে উত্তম কাগজে ছাপা—শ্রীনবদ্বীপধাম দর্শনে ভাবুক দর্শনকারীর কি প্রকার ভাবের উচ্ছ্বাস হয়, তাহা এই গ্রন্থে বর্ণিত। অতি চমৎকার। ভিক্ষা চারি আনা।

শ্রীসজ্জনপথ

৷৵০ দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভুকে উপদেশচ্ছলে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিচার অতি সুন্দরভাবে বিবৃত হইয়াছে। ইহা ছাড়া শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদিষ্ট শিক্ষা ও উপদেশ বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

গৌড়ীয়-বৈষ্ণব জগতে অভিনব গ্রন্থ!!

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতি-গ্রন্থাবলী :—

শরণাগতি

পকেট সাইজ অষ্টম সংস্করণ ভিক্ষা /০ আনা

দেহ ও মনের চেষ্টা অনিত্যবস্তু লইয়া—ইহা যখন জীব বুঝিতে পারে, তখন একমাত্র নিত্যবস্তু শ্রীভগবানের প্রতি তাঁহার কোন প্রকার আবেগময়ী প্রার্থনা হয় এবং শ্রীভগবানে সর্ব্বাঙ্গীকরণে নিষ্কপটে কি প্রকারে শরণাপন্ন হইতে হয়, ইত্যাদি বিষয়ক প্রাণস্পর্শী প্রার্থনা ও আত্মসমর্পণমূলক গান। অষ্টম সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে।

ভিক্ষা প্রতি খণ্ড /০ এক আনা।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা— /০, নবদ্বীপশতক— /০

অর্থপঞ্চক— /০

কল্যাণকল্পতরু

পকেট সাইজ পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা /১০

আমরা প্রত্যহ নূতন অভাব ও কামনার বশবর্ত্তী হইয়া পুনঃপুনঃ যে অকল্যাণকে কল্যাণ বলিয়া গ্রহণ করি এবং যাহার নিকট কল্যাণ কামনা করি, তিনি যে নিজে বা অপরকে কল্যাণ প্রদানে অসমর্থ এবং কোন্ বস্তু ও কাহার নিকট কল্যাণদাতা এবং কি ভাবে আমরা সেই কল্যাণলাভে সমর্থ হইব, এই সকল কথা সরল গানে লিখিত। এই গীতিগ্রন্থ বাঙ্গালীর কল্যাণের কল্পতরু, তিনি প্রত্যেককে নিত্যকল্যাণ প্রদানে

শ্রীল চক্রবর্ত্তি-ঠাকুরের টীকা সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর কৃত টীকা ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কৃত অনুবাদ। টীকাকারের জীবনী, শ্লোক-সূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি অত্যাবশ্যকীয় বিষয় সংবলিত প্রায় ৮৫০ পৃষ্ঠা। উৎকৃষ্ট সিল্কে বাঁধাই ২৲ দুই টাকা, কাগজে বাঁধা ১৷৷০

শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ কৃত ভাষ্য সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

কাগজ ও ছাপা উৎকৃষ্ট। সিল্কে বাঁধাই, সোনার জলে নাম লেখা রাজসংস্করণ ১৲ টাকা, সাধারণ সংস্করণ ১৷৷০, গৌড়ীয়ের গ্রাহকপক্ষে ১৷০

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি (সার্ব্বভৌমকোষগ্রন্থ)

বিষয়:—১। ভক্তিশাস্ত্রে ব্যবহৃত শব্দাবলীর অর্থ, ২। চারি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের চরিত্র, ৩। বিভিন্ন দেশের বিগ্রহ ও শ্রীমন্দির ও শ্রীবিগ্রহের বিবরণ, ৪। বৈষ্ণবগ্রন্থ ও গ্রন্থকারগণের তাৎপর্য্য ও বিবরণ, ৬। বিষয় বিশেষের লৌকিক ও শাস্ত্রীয় আকরমূলে ব্যবহারিক তথ্য। চারিখণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ১ম খণ্ড ৸০, ২য় খণ্ড ৸৵০, ৩য় খণ্ড ৸০, ৪র্থ খণ্ড ৷৵০, চারিখণ্ড একত্রে ৩৲ (৫ম খণ্ড যন্ত্রস্থ)।

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ—১ম খণ্ড ১৲ এক টাকা

২য় খণ্ড ১৲ এক টাকা—শ্রীমদ্ভাগবতের গ্রাহক ও গৌড়ীয় গ্রাহকগণ ১৷০ টাকায় দুইখণ্ড পাইবেন। বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীজীব গোস্বামিপাদের রচিত গ্রন্থ। ইহাই ষট্‌সন্দর্ভের অধিক প্রয়োজনীয় অংশ। প্রতি খণ্ড ডবল ক্রাউন ৮ পেজীর ৯৬ পৃষ্ঠা থাকিবে মুদ্রিত হইতেছে।

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য সঙ্কলিত

সদাচারস্মৃতিঃ

ভিক্ষা /০ মাত্র

রেজেষ্টারীকৃত

মদন মঞ্জরী

বটিকায় স্বপ্ন ও মূত্রদোষ, অজীর্ণ, শুক্র তারল্য, প্রস্রাবে শুক্রপাত, দিবাস্বপ্ন, মাথাঘোরা, বুক ধড়্‌ফড়ানি, অনিদ্রা প্রভৃতি লক্ষণ সত্বর নিশ্চয় আরোগ্য হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ৩০ বটী ১৲ এক টাকা।

"নপুংসকত্বারি ঘৃত"

পুরুষত্বহানি রোগে বাহ্যপ্রয়োগ দ্বারা আরোগ্য করিয়া শক্তিসম্পন্ন করে। মূল্য ২ তোলা ১ টাকা।

"রমণীবিলাসিনী বটিকা"

বীর্য্যধারণ করত সম্ভোগশক্তি স্থায়ী ও বৃদ্ধি করিতে অত্যাশ্চর্য্য। মূল্য ১৬ বটী ১৲ এক টাকা।

রাজবৈদ্য নারায়ণজী, কেশবজী

১৭৭।১ হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

কুমার-ভোগ—রস ও রসায়ন অব্যর্থ মহৌষধ। রোগমুক্ত হইয়া মোটা হয়। ইহা সেবনে শিশুরা যাহাতে চিরজীবন দাঁতের কোনরূপ পীড়া না হয়, ... ভাল হয় ... কোন কষ্ট হয় না। খাইতে মিষ্ট। মূল্য প্রতি শিশি এক টাকা, মাশুল ৵০ আনা।

নারেল (*Narrhol*)—ইনফ্লুয়েঞ্জা, যক্ষ্মা, বাতজ্বর, পক্ষাঘাতের শ্রেষ্ঠ ঔষধ। ... কাশ, ব্রঙ্কাইটিস (*Bronchitis*) ... কাশরোগ (ক্ষয়-রোগ) ... ৮০ বটিকায় শিশি ৸০, মাশুল ...

দাদ-সোপ ...

ডাঃ এল. এম. বসাক, এম. বি. কৃত

দাদ-সোপ

কাপড়ে কোনরূপ দাগ লাগে না।

মূল্য ।০ আনা

ফ্যামিলি ফার্ম্মেসী,

১৭, বসাক ষ্ট্রীট, বড়বাজার, কলিকাতা।

৩ শিশির কম মাশুল ভিঃ পিঃ হয় না।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (প্রাচীন নবদ্বীপ) নদীয়া।

অপূর্ব্ব সুযোগ অল্পদিনের জন্য মাত্র

শ্রীগৌড়ীয় মঠের উৎসব উপলক্ষে

[illegible]

বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী অবাধ্য [illegible]

[illegible]

শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া।

বেদনাঞ্জন

শ্রেষ্ঠরত্ন।

কলিকাতা কংগ্রেস একজিবিসন হইতে বহু প্রশংসা প্রাপ্ত ও বহু গণ্যমান্য মহোদয়গণ কর্ত্তৃক প্রশংসিত।

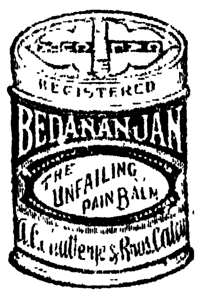

* *

[illegible] বেদনাঞ্জন [illegible]

প্রাপ্তিস্থান—এ, সি, চাটার্জ্জী এণ্ড ব্রাদার্স।

৪৫নং [illegible], [illegible] হাওড়া।

সকল [illegible] দোকানে ও [illegible] পাওয়া যায়।

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

[illegible] মরা মানুষ বাঁচাইবার [illegible] ইলেক্ট্রিক সলিউসন [illegible] একমাসের ব্যবহারোপযোগী [illegible] ডাকমাশুল সহ [illegible] টাকা মাত্র।

সোল এজেণ্ট—ডাঃ ডি, ডি, হাজরা।

[illegible], গার্ডেনরিচ পোঃ, কলিকাতা।

ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

অধ্যক্ষ

শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম.এ. এফ.সি.এস (লণ্ডন)

ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক

(প্রফেসার)

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ বিশুদ্ধ ও শাস্ত্রমতে নিজ তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হয়। পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ক্যাটালগ পাঠান হয়। রোগের বিবরণ জানাইলে যত্নপূর্ব্বক ব্যবস্থা দেওয়া হয়। চিঠি পত্রাদি সম্পূর্ণরূপে গোপন রাখা হয়।

মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দুর)

(বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৪৲ টাকা

উৎকৃষ্ট স্বর্ণ, পারদ ও আমলাসার গন্ধক দ্বারা শাস্ত্রমতে প্রস্তুত। নিত্য প্রয়োজনীয় সর্ব্বরোগনাশক মহৌষধ।

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৩৲ টাকা

[illegible]

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬৲ টাকা

[illegible]

অবলাবান্ধব যোগ

[illegible]

মূল্য—১৬ মাত্রা ২৲ টাকা। ৫০ মাত্রা ৫৲ টাকা মাত্র

বিশুদ্ধ জল! ভয় নাই! বিশুদ্ধ জল!!

লক্ষ্মী টিউব-ওয়েল কোং

২০৫নং নবাবপুর, ঢাকা

[illegible] Tube wells [illegible]

বিনামূল্যে বিনামূল্যে

বিতরিত

[illegible]

প্রাপ্তিস্থান :—আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়।

[illegible] ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মনোমোহন প্রেস

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা

পূর্ব্ববাঙ্গালায় সুলভে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত

বৈদ্যুতিক মেশিনে দিবারাত্রি কাজ চলিতেছে।

বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন-ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা।

শ্রীমায়াপুর নদীয়া প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্‌ হইতে—শ্রীবিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

ছাত্রীয় সংস্করণ

Registered No. C 1544.

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র।

বিজ্ঞাপনের হার।
প্রতিবারের
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩॥০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ প্রতি সংখ্যা

খণ্ড]. সম্পাদক—প্রত্নবিদ্যালঙ্কার শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী [১৬৭ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্য মঠ, শ্রীধাম মায়াপুর—২৭শে ভাদ্র বৃহস্পতিবার ১৩৩৬ ১২ই সেপ্টেম্বর ১৯২৯

শ্রীধাম মায়াপুর ডাকঘর

গত ১লা জুন হইতে শ্রীধাম মায়াপুর পোষ্ট অফিস খোলা হইয়াছে। বঙ্গদেশের পোষ্টমাষ্টার জেনারেল বাহাদুর শ্রীধাম মায়াপুর ডাকঘর করিবার আদেশ দিয়াছেন।

ম্যানেজার, 'নদীয়া-প্রকাশ'
পোঃ আঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

শ্রীধাম মায়াপুরের, যাবতীয় পত্র বুকপোষ্ট রেজিষ্টারী মণি-অর্ডার প্রভৃতি ডাকে পাঠাইতে হইলে, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া ঠিকানায় লিখিবেন।

দ্বীপ-দিগ্‌দর্শন

গঙ্গার পূর্ব্বপারস্থ অন্তর্দ্বীপ, সীমন্তদ্বীপ, মধ্যদ্বীপ ও গোদ্রুমদ্বীপ এবং পশ্চিমপারস্থ কোলদ্বীপ, ঋতুদ্বীপ, জহ্নুদ্বীপ, মোদদ্রুমদ্বীপ ও রুদ্রদ্বীপ—এই নয়টি দ্বীপের অন্তর্গত স্থানসমূহ নবদ্বীপ-মণ্ডল নামে খ্যাত। 'দ্বীপ-দিগ্‌দর্শন' নামক গ্রন্থে উহাদের বিবরণ অতি প্রাঞ্জল ভাষায় লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এই অমূল্য রত্নের ভিক্ষা মাত্র ৵০। ৵১০ ডাক টিকেট পাঠাইলে বুক পোষ্টে পাঠান হয়।

প্রাপ্তিস্থান—নদীয়া প্রকাশ কার্য্যালয়
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া
এবং
গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস,
১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা।

চৈতন্যমঙ্গল

দুইখণ্ডে সমগ্র গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছেন। সূচী প্রভৃতি ছাপা হইতেছে
ভিক্ষা ২॥০, নদীয়াপ্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ১॥০

রোগী দেখিবার সময়:—
প্রাতেঃ—৬টা হইতে ৯টা,
বৈকালে—৩টা হইতে ৫টা পর্য্যন্ত

মূল্যফেরৎ। মূল্য ফেরৎ।।

ডাক্তার বি, ডি, কুণ্ডুর-

সর্ব্বত্র এজেণ্ট আবশ্যক।
পত্র লিখুন।
কঠিন কঠিন রোগের চিকিৎসা করা হয়।
দিবা-রাত্রি ঔষধ পাওয়া যায়।

আবিষ্কৃত ও গভর্ণমেণ্ট রেজেষ্টারীকৃত

১। ভূপেন্দ্র সোডা স্পেসিফিক্—পেটের যাবতীয় রোগের, অজীর্ণ, ডিস্পেপসিয়ার মহৌষধ। প্রত্যেক গৃহে রাখা প্রয়োজনীয়। ঔষধ—প্রতি শিশি ১৲ এক টাকা মাত্র।

২। চণ্ডি ফিবার মিক্‌চার—ম্যালেরিয়া জ্বরে এক শিশিতে সম্পূর্ণ আরোগ্য। কুণ্ডজ্বর এবং পালা ও নকল জ্বরের মহৌষধ। প্রতি ছোট শিশি ৸০ বার আনা, বড় শিশি ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। গণোরিয়া স্পেসিফিক্—যে রকম গণোরিয়া হোক্ না কেন, এক শিশিতে আরোগ্য। এক শিশি ১৲ এক টাকা মাত্র।

হোমিওপ্যাথিক বিভাগ

১। ওয়ারম কিওর—যাবতীয় কৃমির, ২। ফিমেল সুধা—শ্বেত-প্রদর, রজঃ-কষ্ট ও বাধকের, ৩। জিহ্বা স্পেসিফিক—জিহ্বার ক্ষতের, ৪। ম্যাথ রেগুলেটার—যাহাদের নিয়মিত ঋতুস্রাব হয় না, ইহা সেবনে নিয়মিত ঋতুস্রাবের, ৫। পাইলস্ রেমিডি—যাবতীয় অর্শের মহৌষধ। মূল্য প্রতি শিশি ৸০ বার আনা ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

বিশেষ দ্রষ্টব্য:—আরোগ্য না হইলে মূল্য ফেরৎ। রোগের অবস্থাদি জানাইলে, ঔষধ ও ব্যবস্থাদি পাঠান হয়। ভিঃ পিতে ঔষধ পাঠান হয়। এক কালীন দশ টাকার ঔষধের অর্ডার পাইলে, স্বতন্ত্র কমিশন দেওয়া হয়। পত্রাদি বিশেষ গোপনে রাখা হয়।

সোল এজেণ্ট:—
দি এলোপ্যাথিক ড্রাগ ষ্টোরস্

ডাক্তার বি, ডি, কুণ্ডু
৩১ নং গরানহাটা ষ্ট্রীট, পোঃ বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
টেলিফোন নং বড়বাজার ২৪১১।

কর্ম্মাবলম্বকাঃ কেচিৎ কেচিৎ জ্ঞানাবলম্বকাঃ। বয়ন্তু হরিদাসানাং পাদত্রাণাবলম্বকাঃ॥

যতীন্দ্র দাসের চরমঅবস্থা

বন্দীদের আবার প্রায়োপবেশন

যতীন দাসের স্বাস্থ্য সম্পর্কে সর্বশেষ সংবাদে প্রকাশ, তাঁহার মুমূর্ষু অবস্থা। তবে লাহোর সেন্ট্রাল জেলের সুপারিন্টেণ্ডেন্ট মেজর চোপরা মনে করেন, যতীন দাস যদি এখনও পুষ্টিকর ঔষধ সেবন আরম্ভ করেন, তাহা হইলে উপযুক্ত শুশ্রূষায় তাঁহার জীবন রক্ষা হইতে পারে।—

প্রকাশ, গত ৬ই সেপ্টেম্বর রাত্রিতে শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ দাসের প্রবল জ্বর হইয়াছিল এবং তিনি ৩।৪ বার বাম করিয়াছিলেন। গত সপ্তাহে তিনি একদিনও নিদ্রা যাইতে পারেন নাই অদ্য প্রাতে তিনি অত্যন্ত অবসন্ন অবস্থায় নিশ্চল হইয়া পড়িয়া আছেন। গত কল্য হইতে তিনি জলপান বন্ধ করিয়াছেন। তাঁহার ভ্রাতা অদ্য প্রাতেও তাঁহার পার্শ্বে আছেন এবং চরমফলের আশঙ্কা করিতেছেন। তিনি পুস্পাদনের মত একবারও জেল হইতে বাহির হয়েন নাই।

রাষ্ট্র পরিষদে নির্ব্বাচন

দ্বারবঙ্গের মহারাজা পরলোক গমন করায় ভারতীয় রাষ্ট্র পরিষদে একজন সদস্যের পদ শূন্য হইয়াছিল। উক্ত পদে মিঃ স্বরূপত. সিংহের নির্ব্বাচন সংবাদ সম্প্রতি গেজেটে প্রকাশিত হইয়াছে।

রেঙ্গুনে নোটজাল
১৩ জন গ্রেপ্তার

রেঙ্গুনে যে সমস্ত জাল নোট পাওয়া গিয়াছে পুলিশ ঐ সম্পর্কে ৭ই সেপ্টেম্বর অপরাহ্নে ৭ বাড়ীতে খানাতল্লাস করিয়া ১৩ জনকে গ্রেপ্তার করিয়াছে; তাঁহাদের মধ্যে ১ জন ফুঙ্গী ও ৪ জন ব্রহ্মদেশীয় নারী।

ডাক-বিমানে অগ্নিকাণ্ড
৩ জন নিহত, ডাক নষ্ট

ভারতাভিমুখী ডাক-বিমানে আগুন লাগায় উহা গত রাত্রিতে জাস্ক সহরে পড়িয়া ভাঙ্গিয়া যায়। এক জন যাত্রী ও বিমান-যন্ত্রবিদ্ অগ্নিদগ্ধ হইয়া তৎক্ষণাৎ মারা যান। পরিদর্শক এ, ই, ইভান্সি আহত হওয়ার ফলে পরে মারা গিয়াছেন। ডাক নষ্ট হইয়া গিয়া বিমানের ২ জন নাবিক আহত হইয়াছে।

অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ কলেজ
মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ
গণনাথের পদত্যাগ

মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ গণনাথ সেন সরস্বতী অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ কলেজের অধ্যক্ষের ও কলেজ-সংলগ্ন হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়কের পদ ত্যাগ করিয়াছেন।

অন্ত্যেষ্টির জন্য-অর্থ-সাহায্য

শ্রীমতী সরোজিনী নাইডুর সভানেত্রীত্বে বোম্বাই প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর ত্রৈ-মাসিক অধিবেশনে লাহোরে শ্রীযুত যতীন্দ্রনাথ দাস ও অন্যান্য প্রায়োপবেশন কারীর মহান আত্মত্যাগের প্রশংসা করা হয় এবং যতীন বাবু যদি মারা যান, তাহা হইলে তাহার অন্ত্যেষ্টির জন্য ১০১ টাকা সাহায্য করা হইবে বলিয়া প্রস্তাব গৃহীত হয়। কমিটী তিলক স্বরাজ ভাণ্ডারে ১০ হাজার টাকা প্রদান করিবেন স্থির হয়; এই ভাণ্ডারে মোট ৩৫ হাজার টাকা পাওয়া যাইল।

হিমালয় অভিযান
মে ফেয়ার সোসাইটীর উদ্যম

মে ফেয়ার সোসাইটী নামক প্রতিষ্ঠানের চারিজন বিশিষ্ট সভ্য—লর্ড রস, মাষ্টার গেভিন হেণ্ডাসনি, মিঃ ডেভিড ফাইফে এবং রবার্ট বায়রণ ভারতবর্ষে যাত্রা করিতেছেন। হিমালয় প্রদেশে কিছু নূতন তত্ত্ব আবিষ্কার তাঁহাদের যাত্রার উদ্দেশ্য। ইহাতে তাঁহাদের জীবনে লণ্ডন অপেক্ষা নূতন উদ্দীপনা সঞ্চারিত হইবে, তাঁহাদের এইরূপ বিশ্বাস।

মাষ্টার গেভিন হেণ্ডাসন্‌. লর্ড ফ্যারিংডনের পুত্র। তিনি যখন পিতৃসম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইবেন, তখন লণ্ডনে যাঁহারা সর্ব্বাপেক্ষা ধনী, তিনি তাঁহাদের অন্যতম বলিয়া বিবেচিত হইবেন।

হাওড়া ষ্টেশনে লাউড স্পীকার

হাওড়া ষ্টেশনের এনকোয়ারী অফিসে খুব ভিড় হয় বলিয়া ই, আই, রেল কর্ত্তৃপক্ষ বর্ত্তমান বৎসরের প্রথম ভাগে যাত্রীদের বিশ্রাম-গৃহের স্থানে স্থানে লাউড স্পীকার বসাইয়াছিলেন, কিন্তু উহা কার্য্যকরী না হওয়ায় বিশেষভাবে নির্ম্মিত এক লাউড-স্পীকার বসান হইয়াছে উহা দ্বারা যাত্রীদিগকে ট্রেণের সময় ও বিভিন্ন ভাড়া প্রভৃতি জ্ঞাতব্য বিষয় জানান হইবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি সম্মেলন
সিমলায় আগামী অধিবেশন

আগামী ৩০শে অক্টোবর তারিখে সিমলায় বিশ্ব বিদ্যালয়ের প্রতিনিধি সম্মেলন হইবে। স্বয়ং বড়লাট ইহার উদ্বোধন করিবেন। মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিরূপে ভাইস চান্সেলার দেওয়ান বাহাদুর রামুনি মেনন, মাননীয় মিঃ নটেশন এবং ডাঃ রয় এই তিন ব্যক্তি উপস্থিত থাকিবেন। ১৯২৬ সালেও মিঃ নটেশন মাদ্রাজ বিশ্ব বিদ্যালয়ের প্রতিনিধিরূপে সম্মেলনে যোগ দিয়াছিলেন।

অপূর্ব্ব সুযোগ!　　অপূর্ব্ব সুযোগ!

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

বিরাট চতুর্থ সংস্করণ
সূচী সহ

সমগ্র ৫খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন
কেবলমাত্র গৌড়ীয়মঠের উৎসব-কালে
১০৲ টাকার স্থলে ৫৲ টাকায় দেওয়া হইবে।

শ্রীগৌড়ীয়মঠের উৎসব উপলক্ষে

গ্রন্থ সংগ্রহের সুবর্ণ সুযোগ

১।	গৌড়ীয় কণ্ঠহার ...	২৲	স্থলে	১৷৹
২।	হরিনামামৃত ব্যাকরণ ...	২৲	"	১৷৹
৩।	হরিনাম চিন্তামণি ...	৸৹	"	৷৹
৪।	শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ...	৸৹	"	৷৹
৫।	শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত (আবাঁধা)	৸৹	"	৷৹ আনা
৬।	গীতা (বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী আবাঁধা)	১৷৹	স্থলে	১।৹ ও সাধারণ ১৲
৭।	শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী দিগ্বিজয় ...	৸৹	স্থলে	৷৹ আনা
৮।	নবদ্বীপ পঞ্জিকা	৶৹	,,	/৹ ,,

পুরাতন গৌড়ীয় ৩৲ স্থলে ২৲

বিজ্ঞাপন

মোকাম কৃষ্ণনগরের সদর দ্বিতীয় মুনসেফী আদালত।

দেওয়ানী মোকর্দ্দমা ৯৪৮নং ১৯২৮।

বাদী—

১। শ্রীকেতুল মণ্ডল।
২। শ্রীকুরমান মণ্ডল।
৩। শ্রীঅধর মণ্ডল।
৪। শ্রীআধ্বাচ মণ্ডল।
৫। শ্রীকবানি মণ্ডল।

সকল সাং মধুপুর, থানা চাপড়া, জেলা নদীয়া।

বিবাদী—

১। ঈশানচন্দ্র কুণ্ডু সাং মহাজনপুর থানা মেহেরপুর জেলা নদীয়া।

মোকাবেলা বিবাদী—

২। শ্রীশ্যামমাধব পাল চৌধুরী ৩। শ্রীকৃষ্ণমাধব পালচৌধুরী ৪। শ্রীপাচুগোপাল পাল চৌধুরী ৫। নিরঞ্জন পালচৌধুরী ও ৬। শ্রীমনোরঞ্জন পালচৌধুরী উক্ত নাবালক-দ্বয়-পক্ষে গার্জেন ভ্রাতা পাচুগোপাল পালচৌধুরী ৭। অমরেন্দ্রনাথ পালচৌধুরী ৮। শ্রীভিজগোপাল পালচৌধুরী পক্ষে গার্জেন মাতা শ্রীমতী মনোরমা দাসী সাংগোয়াড়ী থানা কোতোয়ালী জেলা নদীয়া।

যেহেতু উপরোক্ত বাদিগণ জেলা নদীয়ার কালেক্টরীর, ৩৬নং তৌজীভুক্ত ডিহি মুন্সীপুরের সামিল ৪৬নং মৌজা মধুপুরের গ্রামে জমির পরিমাণ অর্থাৎ রশি ২৯ ইঞ্চ ৫৫ গজ থাকা এবং ঐ রশির মাপে প্রতি বিঘা /২ কাঠা করিয়া আইল বাদ যাইয়া খাজনা ধার্য্য হইয়া বাদিগণের নিকট কর আদায় হইয়া আসিতে থাকা প্রচার হইবার জন্য ও ম্যালেরী মৌজা মধুপুরে ১৮ইঞ্চি ৮০ হাত রশির মাপে পরিমাণ হইয়া খাজনা ধার্য্য না হওয়া প্রচার হইবার জন্য মোকাম কৃষ্ণনগরের ২য় মুনসেফী আদালতে ১৯২৮ সালের ৯৪৮নং দেঃ মোকর্দ্দমা, দেওয়ানী কার্য্য বিধি আইনের ১নং অর্ডারের ৮নং রুল অনুসারে প্রতিবাদী ঈশানচন্দ্র কুণ্ডু দিগের বিরুদ্ধে দায়ের করিয়াছেন। এবং উক্ত মোকর্দ্দমা উক্ত আদালতে মুলতুবি আছে। এ কারণ এই নোটিশের দ্বারা উক্ত গ্রামের সাধারণ প্রজাবর্গ ও সমস্বার্থবিশিষ্ট ও সমভাবে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণকে জানান যাইতেছে যে, তাহারা উপরোক্ত মোকর্দ্দমার পক্ষভুক্ত হইতে ইচ্ছা করিলে বা উক্ত মোকর্দ্দমায় তাহাদের কিছু বক্তব্য থাকিলে তাহারা করিতে পারিবেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২৭শে জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার—১৩৩৬

গৌরনাগরী প্রসঙ্গ

(পণ্ডিত শ্রীপাদ অতীন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়)

শ্রীনাগরী-কুল-তিলক (!) জগদ্বন্ধু শৈব গোস্বামী মহাশয় শ্রীশ্রীগৌর-নারায়ণের বৈধপত্নী শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া মাতাকে যে পারকীয় গর্ভপ্রসূত অবৈধ নাগরী কল্পনা করেন, তাহা তাঁহার শ্রীগুরুপাদপদ্মের প্রত্যাখ্যাত-জনিত মনোধর্ম্মেরই তাণ্ডব নৃত্য মাত্র।

বহ্বীশ্বর-বাদী গৌরভোগী গৌরনাগরীর শ্রীকৃষ্ণে ও শ্রীগৌরে ভেদবুদ্ধি অর্থাৎ পৃথক্ ঈশ্বর জ্ঞান থাকা নিবন্ধন গৌরকে নাগর গড়িবার (!) ধৃষ্টতা প্রদর্শন করেন। তাঁহারা মনে করেন কৃষ্ণের যখন নাগরত্ব আছে, তখন গৌরকে নাগর না করিতে পারিলে তাঁহার ভগবত্তার বুঝি কিছু অভাব থাকিয়া যাইবে!

শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-তত্ত্বানভিজ্ঞ গৌরনাগরী গৌর-নারায়ণের লক্ষ্মী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া মাতাকে শ্রীমতী বার্ষভানবী মনে করেন। শাস্ত্রে প্রবেশাভাবে তাঁহারা বুঝিতে পারেন না যে, বৈকুণ্ঠীয় লক্ষ্মীতত্ত্বের মূলাংশিনী একমাত্র শ্রীমতী বার্ষভানবী।

যেমন শ্রীমতী রুক্মিণী, সত্যভামা প্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণের বৈধ-পুর মহিষীগণ শ্রীমতী রাধিকার অংশ, শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া মাতাও তদ্রূপ শ্রীমতী বার্ষভানবীরই অংশ, কিন্তু স্বয়ং শ্রীরাধা নহেন। সুতরাং বৈধপত্নীতে কখনও পারকীয় নাগরী ভাবের সম্ভাবনা নাই।

শৈব নাগরী মহোদয় (!) যখন নাগরী ভাবে (!) প্রমত্ত হইয়া গৌর-ভোগ-মানসে (যে গৌর স্ত্রী-হেন নাম কখনও গ্রহণ করেন নাই, দর্শন ত' দূরের কথা) শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-মন্দিরে প্রবেশের ধৃষ্টতা প্রদর্শন করিতে যাইবেন তখন কামুকী নাগরীর অসদুদ্দেশ্য বুঝিতে পারিয়া শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া তাঁহার দাম্পত্য-রসে বাধা-প্রদান-প্রয়াসী পিশাচীর প্রবেশ-নিষেধ-মানসে স্বীয় মন্দির-দ্বার বন্ধ রাখিবেন। কামুকী নাগরী তাঁহার কামপরি-তৃপ্তিতে বাধা প্রাপ্ত হইয়া তখন যে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াকে মনের ছাঁচে ঢালা মনের মানুষ বা আরাধ্য গৌর-অঙ্গ ভোগেই ব্যস্ত থাকিবেন, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি?

গৌরনাগরীর পুরুষত্ব উক্তির কোন মান-ভঙ্গ নাই। নাগরীকুলধুরন্ধর শৈব গোস্বামী মহাশয় কখন নাগরীভাবে 'উন্মত্ত (!) হইয়া নিজেকে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার সখী (!) অভিমান করেন, আবার কখন সেই সখীকে 'মাতা' বলিয়া সম্বোধন করিতেছেন; যথা—মাগো! চিৎ করুণাময়ি! পতিতোদ্ধারিণি! পতিতপাবনি তোমার শ্রীচরণ রেণু-প্রার্থী হইয়া তোমার দাসানুদাস, তোমার অভাগা সন্তান তোমার কৃপাকণাভিক্ষু হইয়া তোমার পদপ্রান্তে বসিয়া নিশিদিন কাঁদিতেছে" এখন নাগরী মহাশয়াকে কি জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে, যে সন্তান তাঁহার মাতাকে সখী জ্ঞান করেন এবং প্রিয়াজী বলিয়া সম্বোধন করেন, তিনি কি জাতীয় সন্তান, আমাদিগকে বুঝাইয়া দিবেন কি?

যিনি শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াকে মাতা বলিয়া সম্বোধন করেন, নিজেকে তাঁহার সন্তান বলিয়া পরিচয় প্রদান করেন, শ্রীগৌর-নারায়ণকে পিতা বলেন, তিনিই আবার তাঁহার মাতার সখী হইয়া পিতার সহিত মাতার মিলন প্রয়াস করেন এ কোন্ জাতীয় সন্তানের পিতৃ-মাতৃ-সেবা আমরা শৈব নাগরী গোস্বামী মহাশয়ের নিকট শুনিতে পাইব কি?

গৌরনাগরী বলিয়াছেন—"মাগো! তোমার দুঃখপূর্ণ জীবন-কাহিনী মহাজনগণ লিখিয়া যান নাই, কারণ উহা দুঃখপূর্ণ। জীবের মনে দুঃখ দেওয়া বড় গর্হিত কর্ম্ম, বড় পাপ, তাই মহাজনগণ তোমার চরিত্র লিখেন নাই।" তা'হলে কি নাগরী মহাশয়ের মতে যে মহাজনগণ দুঃখপূর্ণ মহাপ্রভুর সন্ন্যাসলীলা বর্ণন করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই গর্হিত কর্ম্ম এবং পাপ করিয়াছেন?

মহাজনগণ শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-চরিত লিখেন নাই—একথা নাগরী মহাশয়ার স্বকপোল-কল্পিত। শ্রীলোচন দাস ঠাকুর ও শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুর প্রভৃতি মহাজন-গণের গ্রন্থেই শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-চরিত-প্রসঙ্গ আছে, তবে তাঁহারা কেহই নাগরী মহাশয়ার কল্পিত গৌরনাগরী-বাদ স্বীকার করেন নাই, পরন্তু "অতএব যত মহা-মহিম সকলে গৌরাঙ্গ নাগর হেন স্তব নাহি বলে", "স্ত্রীহেন নাম প্রভু এই অবতারে শ্রবণেও না করিল বিদিত সংসারে" প্রভৃতি বাক্যে গৌর নাগরী বাদ খণ্ডনই করিয়াছেন। মহাজন গ্রন্থে বিষ্ণুপ্রিয়া-চরিত্র লেখিকা নাগরী মহাশয়ার যাবতীয় উক্তিই যে স্বকপোল কল্পিত এবং শাস্ত্র যুক্তি বিরুদ্ধ তাহা আমরা প্রবন্ধান্তরে বিশেষরূপে প্রদর্শন করিব।

নাগরী মহাশয়া তাঁহার কোন গ্রন্থে [যে গ্রন্থ নাকি প্রিয়াজী। (অর্থাৎ বিষ্ণুপ্রিয়া, যাঁহাকে তিনি ইতঃপূর্ব্বে মাতা বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন, এখন সেই মাতাকে সম্বোধনের পারিপাট্যটুকু লক্ষ্য করিবেন) কেশাকর্ষণ পূর্ব্বক লিখাইয়াছেন] প্রকাশ করিয়াছেন যে ঠাকুর ভক্তি বিনোদ প্রভু শ্রীধাম মায়াপুরে শ্রীশ্রীগৌরবিষ্ণু-প্রিয়ার যুগল শ্রীমূর্ত্তি স্থাপন করিয়াছেন; এখন আবার সেই নাগরী মহাশয়া কি কাঁকিড়ার মাঠের মেঠো বাবাজীদের উর্ব্বর মস্তিষ্কের অঙ্কিত জেলে ম্যাপে নির্দ্দিষ্ট কাঁকড়া বিচরণ ভূমিকাতে ধাম দেখিলেন? অথবা চতুষ্পদ-কুল ধুরন্ধরের দ্বিতীয় ও তৃতীয় বর্গ প্রদায়িনী, তারকা মণ্ডলের উজ্জ্বল নক্ষত্র রূপিণী, মাতৃমন্দিরের ব্রাহ্মণ গৃহিণীর বিলাস ভূমিকায় ধাম দর্শন করিয়াছেন? ধন্য প্রিয়াজীর (!) কেশাকর্ষণ (!) ধন্য নাগর মহাশয়ার সত্য নিষ্ঠায় (!) নিষ্ঠার বালাই লইয়া মরি—জয় গৌর (!) জয় বিষ্ণুপ্রিয়া (!) জয় শ্রী দাদা (!) জয় শ্রীমা (!) আর জয় শ্রীবংশীদাস বাবাজী মহারাজের রসাস্বাদনের অন্তরঙ্গ পাত্র (!) দীন শিরভূ-পাদ + × × × গোস্বামী (!) জয় শ্রীকাঙ্গাল গৃহমেধী বাবাজী (!) নাগরী মহাশয়া সদ্গুরুপাদপদ্ম আশ্রয় পূর্ব্বক দিব্যজ্ঞান লাভ করতঃ পারমার্থিক ব্রাহ্মণ বা বৈষ্ণব হইলে তাঁহার আত্মদোষ দূর হইত এবং তখন জানিতে পারিতেন শ্রীধাম কোথায় ও তখন তিনি "ওঁ অজ্ঞান তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন শলাকয়া চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।" বলিয়া শ্রীধাম প্রদর্শ-কারী শ্রীগুরুপাদপদ্মে প্রণত হইতেন।

গৌড়ীয়-গৌরব

(আলবার্ট হলে প্রথম দিবস ২৮।৭।২৯ তারিখের বক্তৃতা)

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ১৬৫ সংখ্যার পর)

চৈতন্যের ধর্ম্মের সার্ব্বজনীনতা

'ভারতবর্ষের কতিপয় মানবকেই উদ্ধার করিবার জন্য যে মহাপ্রভুর অবতার, এমন নয়, কিন্তু জগতের সর্ব্বপ্রদেশে নিত্যধর্ম্ম প্রচার করিয়া জীবসকলকে উদ্ধার করাই তাঁহার প্রয়োজন ছিল। তিনি শ্রীমুখে নিম্ন লিখিত কথাটী বলিয়াছেন,—

'পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম।
সর্ব্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম ॥'

এই অবিতর্ক আজ্ঞা যে সত্বরই কার্য্যে পরিণত হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। জগতে যত প্রকার ধর্ম্ম আছে, সে সমস্তই পরিপক্কাবস্থায় এক নামসংকীর্ত্তন-ধর্ম্ম হইয়া পড়িবে, ইহা নিশ্চয় সত্য বলিয়া বোধ হয়।'

প্রকৃত বিশ্বপ্রেমিকতা কিরূপে হইবে?

"* * আহা! যে দিন ইংলণ্ডে ফ্রান্সে, রুশিয়ায়, জর্ম্মণীয়ায় ও আমেরিকায় শ্বেতদেশস্থ ভাগ্যবন্ত পুরুষসকল নিশান-ডঙ্কা-খোল-করতালাদি লইয়া মুহুর্মুহুঃ নিজ নিজ নগরে শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর নাম উচ্চৈঃ পূর্ব্বক হরিনাম-কীর্ত্তনের তরঙ্গ উঠাইবেন, সে দিন কবে হইবে! আহা! যে দিন বিলাতীয় শ্বেতবর্ণ পুরুষসকল একদিক হইতে 'জয় শ্রীসচ্চিদানন্দকি-জয়' এইরূপ ধ্বনি করতঃ প্রসারিত হইয়া অপর-দিকে অস্মদ্দেশীয় ভক্তবৃন্দের সহিত আলিঙ্গন পূর্ব্বক ভ্রাতৃভাব করিবেন, সে দিন কবে হইবে! যে দিন তাঁহারা বলিবেন, হে আর্য্য-ভ্রাতৃগণ! আমরা প্রেম-সমুদ্র চৈতন্যদেবের চরণাশ্রয় করিয়াছি, এখন তোমরা দয়া করিয়া আমাদিগকে আলিঙ্গন দাও, সে দিন কবে হইবে! যেদিন পবিত্র চিন্ময় বৈষ্ণব-প্রেমই সকল জীবের একমাত্র ধর্ম্ম হইবে ও সমুদ্রে নদীগণের ন্যায় সমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধর্ম্ম অনন্ত বৈষ্ণবধর্ম্মে আসিয়া মিলিত হইবে, সে দিন কবে হইবে!

স্বদেশহিতৈষিগণের কর্ত্তব্য

"হে স্বদেশহিতৈষি মহাত্মগণ! আপ-নারা সমবেত হইয়া আপনাদের পূর্ব্বপুরুষ-দিগের নির্দ্দোষ ব্যবস্থা সকলকে নির্ম্মাণ করত প্রচলিত করুন। আর বিদেশীয় লোকের অন্যায় পরামর্শক্রমে স্বদেশের সদাচার লোপ করিতে যত্নবান্ হইবেন না। যাঁহারা ব্রহ্মা, মনু, দক্ষ, মরীচি, পরাশর, ব্যাস, জনক, ভীষ্ম, ভরদ্বাজ প্রভৃতি মহানু-ভবগণের কীর্ত্তি সন্ততি-স্বরূপ এই ভারত-ভূমিতে বর্ত্তমান আছেন, তাঁহারা কি নবীন জাতিনিচয়ের নিকট সাংসারিক ব্যবস্থা শিক্ষা করিবেন? অহো! লজ্জা রাখিবার আর স্থান দেখি না। বর্ণাশ্রম-ব্যবস্থা নির্দ্দোষরূপে পুনঃ প্রচলিত হইলে ভার-তের সকল প্রকার উন্নতি হইতে পারিবে, ইহা আমাদের বলা বাহুল্য।"

যুগপৎ আচার-প্রচারেই জীবে দয়া

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বা তাঁ'র গৌর-সুন্দরের বাণীর আদর্শ শুধু বক্তৃতা-মঞ্চে হাত পা ছুঁড়ে গিয়ে গৃহে ক্লান্ত হ'য়ে ইতর কার্য্যে ব্যস্ত হ'য়ে পড়া নয়, মুখে বাক্য-বাগীশ, কাজে আর এক প্রকার, তা' নয়; প্রচারে ও আচারে দু'রকম হওয়া নয়, ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের আদর্শ ছিল—আচার ও প্রচার যুগপৎ হবে। প্রচারমুখে আচার আমাদের সমগ্র চরিত্রকে চেতনময়, অমৃত-ময় ক'রে তুলবে। তাই ঠাকুর ভক্তি-বিনোদ নিজে আচরণ করে উপদেশ দিয়েছেন;

"আচার বা প্রচার কার্য্যে নিযুক্ত হইতে গেলে প্রথমে সাধুদিগের ধর্ম্ম শিক্ষা করা আবশ্যক। [illegible] করতঃ কেহ কেহ স্বয়ং আচার করিবার পূর্ব্বেই প্রচারকার্য্য করিতে থাকেন, তাহাতে বিশেষ ফল হয় না। স্বয়ং আচরণ না করিয়া ধর্ম্ম প্রচার করিলে জগতে নানাবিধ উৎপাত উপস্থিত

হয়। ইতিহাসে এবং নরগণের দৈনন্দিন-চরিত্রে ইহার ভূরি ভূরি উদাহরণ দেখা যাইতেছে। * *. প্রচার করিতে হইলে অগ্রে স্বয়ং আচার করা আবশ্যক। কালক্রমে যে সকল ভক্ত সাধুদিগের ধর্ম্ম আচরণ করিতে করিতে ভজনানন্দে মগ্ন হইয়া প্রচার-কার্য্যে অনাদর করেন, তাঁহাদিগের অপেক্ষা প্রচারকর্ত্তা জগতের অধিক উপকার সাধন করেন।"

যথার্থ পরোপকারের প্রণালী

কি ক'রে বিশ্বের দ্বারে দ্বারে সেবাশ্রম খুল্‌তে হবে, ভীষণ দুর্ভিক্ষের দুর্দ্দিনে কিরূপ অন্নসত্র স্থাপন করতে হবে; কিরূপ কার পরোপকারের প্রচার করতে হবে, তার আদর্শ ঠাকুর ভক্তিবিনোদের বিশ্ব-বৈষ্ণব-ভারতী ঘোষণা করে বলছেন,

"দ্বারে দ্বারে এইরূপ শিক্ষা দিতে দিতে যদি একটি জীবও এক বৎসরে উদ্ধার হইয়া কৃষ্ণভজন করে, তবে বৈষ্ণব নিজ-কার্য্যে বিশেষ সুখ লাভ করেন। জীবের ভাগোদয় না হইলে কৃষ্ণোন্মুখী প্রবৃত্তির উদয় হয় না। তৎকার্য্যে জীবকে সাহায্য করাই বৈষ্ণবের হৃদ্গত জীবে-দয়ার একমাত্র পরিচয় জীবকে কৃষ্ণোন্মুখ করাই বৈষ্ণবের প্রধান কার্য্য। যে স্থলে স্থূল শরীরের রোগ-নিবৃত্তি বা ক্ষুন্নিবৃত্তি করাই প্রধান উদ্দেশ্য হয় সে স্থলে বৈষ্ণবতা নাই। * *, সর্ব্বোচ্চ বৈষ্ণবদিগের হৃদয়ে জীবে দয়া অত্যন্ত প্রবল। তিনি বলেন,—

"জীবের পাপ লঞা মুঞি করি নরক-
ভোগ।
সকল জীবের প্রভু ঘুচাও ভবরোগ॥"

দেশকালপাত্রকে বিষ্ণুসেবায় প্রয়োগ

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বর্ত্তমান বিজ্ঞানের যুগে সমস্ত দেশ, কাল, পাত্রকে বিষ্ণুর সেবায়—প্রেমের সেবায় নিযুক্ত কর্‌বার আদর্শ দেখালেন। বর্ত্তমান যুগের বিজ্ঞান তা'র নব নব উদ্ভাবনা-শক্তি নিয়ে কেবল অন্য ও ভক্তের সেবার দিকে ধাবিত হচ্ছিল, তাই বিজ্ঞানের চরম উন্নতির পরিণাম-স্বরূপ সেদিনকার মহাসমরানল প্রজ্জ্বলিত হয়ে উঠেছিল! ঠাকুর ভক্তিবিনোদ জানালেন,—'সকল দেশ, কাল, পাত্রকে প্রেমের সেবায় নিযুক্ত কর, তা হ'লে তোমরা চির রক্ষিত হতে পারবে, অমৃত হতে পারবে। বাষ্পীয়-শকট, বৈদ্যুতিক যান, ব্যোম-বিমান-বিজ্ঞানের যত কিছু—শিল্পের যত কিছু সব ভগবদ্‌ভক্তি প্রচারে নিযুক্ত কর।" সেকেলে-পণ্ডিতগণ মনে করেন, মহাপ্রভু যখন বাষ্পীয়-শকটে বৃন্দাবন যাননি, ইংরাজি ভাষায় ভক্তি প্রচার করেননি, মহাপ্রভুর ভক্তগণ যখন গ্রন্থ ছাপেন নি, তখন সময় নষ্ট ক'রে ছমাস ধরে হেঁটে হেঁটে কাঁটা-পথে বৃন্দাবন যাওয়া, অন্য ভাষায় প্রচার না করা, প্রেসে গ্রন্থ না ছেপে তালপাতায় গ্রন্থ লিখে বেঁধে-দেওয়ায় নামই মহাপ্রভুর ধর্ম্মের যথার্থ অনুসরণ! ঠাকুর ভক্তিবিনোদ মানুষের এই সকল সেবা-জড়তার ধারণা ভেঙ্গে দিয়ে সমস্ত দেশ, কাল, পাত্রকে গৌরসুন্দরের সেবায় নিয়োজিত কর্‌বার আদর্শ দেখালেন। ঠাকুর ভক্তিবিনোদের চরিত্র সর্ব্বতোমুখী স্বতঃসিদ্ধ সেবা-প্রতিভাময় ছিল, তাই এই বিজ্ঞানের যুগে তাঁর কৃপায় গৌড়ীয়ের লুপ্ত গৌরব পুনঃ বৈষ্ণব-বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে প্রকাশিত হয়ে উঠল।

বিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার বর্ত্তমান পাত্ররাজের বিশ্বোপকারের দিগ্‌দর্শন

ভক্তি ভাগীরথীর ভগীরথ বর্ত্তমান যুগের শুদ্ধভক্তি-প্রচারের মূল পুরুষ ঠাকুর ভক্তিবিনোদের পদাঙ্ক অনুসরণ ক'রেই গৌড়ীয়-মঠ সমগ্র বিশ্বে গৌড়ীয়-গৌরব-ভারতী বিতরণ করছেন। আজ সমগ্র সভ্য-জগৎ স্পন্দিত নন্দিত হয়ে উঠেছেন—এ ঐক্যতানের মহা-আহ্বানে সাড়া দিয়েছেন মহামিলনের মহামন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠেছেন। বিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার বর্ত্তমান পাত্ররাজ প্রভুপাদ আজ বিশ্ব-মানবের নিকট গৌড়-পুরের মহা-মন্দির হ'তে গৌড়ীয়-গৌরব-বৈজয়ন্তী উড্ডীন করেছেন। গোড়পুরের সারস্বত-তীর্থে বিশ্ব-বৈষ্ণব-বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে। সুমন্তপঞ্চকের সরস্বতী-কুঞ্জে সেদিনকার সূর্য্যোপরাগে আট লক্ষ লোক যাঁরা গৌড়ীয়-গৌরবের কোন কথা কোনদিন শোনেন নি, তাঁরাও গৌড়ীয়ের গৌরবের ঠাকুরের ভুবনমঙ্গল নাম-রূপ-গুণলীলা শুনে চমৎকৃত হয়েছেন 'গৌড়ীয়' হয়েছেন। আবার গৌড়ীয়-গৌরবের ঠাকুর কৃষ্ণানুসন্ধান-লীলা আবিষ্কার করতে করতে পাগল-পারা হয়ে যে যে পথ-প্রান্তে পাদ-পল্লব স্থাপন করেছিলেন, সেই সকল স্থানে সেই সকল মহাতীর্থে শ্রীচৈতন্য-চরণ-চিহ্ন স্থাপিত হচ্ছে। বিশ্ব মানব ইতরকার্য্যে উদ্‌ভ্রান্ত-পান্থ, পথে যেতে যেতে যখন সেই অপ্রাকৃত পাদ-পল্লব দর্শন করবেন, শিলা-লিপিমধ্যে শ্রীচৈতন্যের লীলাগাথা পাঠ করবেন, তখন সেই স্বদেশহারা পথিকেরও অকস্মাৎ ধ্রুবতারার সন্ধান লাভ হয়ে যাবে, সংসার-মরুর শুষ্কতা ও কুহক বুঝ্‌তে পেরে গৌড়ীয়-গৌরবে গৌরবান্বিত হবার পিপাসা জেগে উঠবে।

উপসংহার

গৌড়ীয়ের গৌরব এক বৈষ্ণব কবি গেয়েছেন,

"তোমার গরবে গরবিনী হাম,
রূপসী তোমার রূপে"

যে গৌড়ীয়-গৌরববরের গৌরব-গাথা হ'তে গৌড়ীয় আজ গৌরবান্বিত, যে গৌরব-গাথা আজ গৌড়ীয় বিশ্বে গৌড়ীয়ের গৌরব ঘোষণা করছেন, যাঁর কৃপা-গৌরবে রাধিকামাধবের সেবার আশাবন্ধ পর্য্যন্ত আমাদের সৌভাগ্যে লাভ হতে পারে, সেই কৃপাগৌরব গৌড়ীয়-গৌরব-দাতা শ্রীগুরুদেবের শ্রীচরণ বন্দনা করে উপসংহার করছি।

দুর্ল্লভ মনুষ্যজন্ম

মনুষ্য জন্ম ছাড়া আর কোন জন্মে হরিভজন করিবার সুবিধা হয় না এই মনুষ্য জন্মই ভজনের জন্য। কিন্তু ক্ষণভঙ্গুর ও দোষ-যুক্ত। তাই মহাজন গাহিয়াছেন,—

দুর্ল্লভ মানব-জন্ম লভিয়া সংসারে।
কৃষ্ণ না ভজিনু দুঃখ কহিব কাহারে॥
সংসার সংসার করি মিছে গেল কাল।
লাভ না হইল কিছু ঘটিল জঞ্জাল॥
কিসের সংসার এই ছায়াবাজী প্রায়।
ইহাতে মমতা করি বৃথা দিন যায়॥
এদেহ পতন হ'লে কি হবে আমার।
কেহ সুখ নাহি দিবে পুত্র পরিবার॥
গাদ্দভের মত আমি করি পরিশ্রম।
কার লাগি এত করি না ঘুচিল ভ্রম॥
দিন যায় মিছা কাজে, নিশা নিদ্রা বশে।
নাহি ভাবি মরণ নিকটে আছে ব'সে॥
ভালমন্দ খাই, হেরি, পরি, চিন্তাহীন॥
নাহি ভাবি এদেহ ছাড়িব কোন দিন॥
দেহ গেহ কলত্রাদি চিন্তা অবিরত।
জাগিছে হৃদয়ে মোর বুদ্ধি করি হত॥
হায় হায় নাহি ভাবি অনিত্য এ সব।
জীবন বিগতে কোথা রহিবে বৈভব॥
শ্মশানে শরীর মম পড়িয়া রহিবে।
বিহঙ্গ পতঙ্গ তায় বিহার করিবে॥
কুক্কুর শৃগাল সবে আনন্দিত হ'য়ে।
মহোৎসব করিবে আমার দেহ লয়ে॥
যে দেহের এই গতি তা'র অনুগত।
সংসার বৈভব আর বন্ধুজন যত॥
অতএব মায়া মোহ ছাড়ি বুদ্ধিমান্।
নিত্যতত্ত্ব কৃষ্ণভক্তি করুন সন্ধান॥
অধনে যতন করি ধন তেয়াগিনু।
আপন করম দোষে আপনি ডুবিনু॥
সৎসঙ্গ ছাড়ি কৈনু অসতে বিলাস।
তে কারণে লাগিল যে কর্ম্মবন্ধ ফাঁস॥
বিষয় বিষম বিষ সতত খাইনু।
গৌর-কীর্ত্তন রসে মগন না হৈনু॥
গলে ফাঁস দিতে ফিরে মায়া সে পিচাশী।
বিষয়ে ভুলিয়া অন্ধ হৈনু দিবা নিশি॥
ইহারে (মায়ারে) করিয়া জয় ছাড়ান না
যায়।
সাধু-কৃপা বিনা আর নাহিক উপায়॥
সাধু-সঙ্গে সুপ্রসঙ্গে কাটাইবে কাল।
অসাধুর সঙ্গদোষে বাড়য়ে জঞ্জাল॥
সাধুসঙ্গ সাধুসঙ্গ সর্ব্ব শাস্ত্রে কয়।
লব মাত্র সাধুসঙ্গে সর্ব্ব সিদ্ধি হয়॥

সুবোধ বাবু ও কুবোধ বাবু

(শ্রীমদ্ বিলাসগিরিঃ দাসাধিকারী)

সুবোধ বাবু ও কুবোধ বাবু দুই বাল্য বন্ধু। আমার পাঠকবৃন্দ বোধ হয় কথাটা শুনিয়াই একটা প্রকাণ্ড আপত্তি উত্থাপন করিবেন যে, সুবোধ বাবুর সহিত কুবোধ বাবুর বন্ধুত্ব একটা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক ব্যাপার, কিন্তু আপনারা যদি না চটেন তা'হলে বলি, এ জগতে সুবোধ বাবুর সহিত বন্ধুত্ব রাখিতে একমাত্র কুবোধ বাবুই সমর্থ, অন্য কেহ নহে। কারণ দুই সুবোধেও বন্ধুত্ব হয় না, আবার দুই কুবোধেও বন্ধুত্ব হয় না। দুই সুবোধে একত্র হইলে রেষারিষি বা পাল্লাপাল্লি আরম্ভ হয়, আবার দুই কুবোধ একত্র হইলে মহাবিভ্রাট ঘটে। কারণ এ জগতের যত কিছু সজ্জনের আকর ভোগ, একজন আর একজনকে ভোগ করিতে না পারিলে বন্ধুত্ব ত দূরের কথা কোন সংশ্রব পর্য্যন্ত রাখিতে সম্মত হয় না। এ বাক্য সত্য কি না বেশি দূরে না যাইয়া যদি আমরা নিজ নিজ চিত্ত অনুসন্ধান করি, তা'হলে আশা করি ব্যাপারটি সহজেই মীমাংসিত হইবে। যাহা হউক এ আলোচনা অনর্থক-জ্ঞানে ত্যাগ করিলাম।

একদিন কুবোধ বাবু সুবোধ বাবুকে বলিতেছেন যে, আজ ভাই আমার একটা প্রকাণ্ড সংশয় মীমাংসা হইয়া গেল। আমি আজ ঘুরতে ঘুরতে শ্রীগৌড়ীয়মঠের শাখা কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠে যাইয়া উপস্থিত হইয়াছিলাম, তথায় যাইয়া দেখি একটি অপরিচিত ভদ্রলোকের সহিত মঠস্থিত জনৈক ব্রহ্মচারী জীবের নিত্যমঙ্গল কি, তৎসম্বন্ধে আলোচনা করিতেছেন। ব্রহ্মচারী ঠাকুর বলিতেছেন,—আমাদের কষ্টের জন্য দায়ী আমরা, ভগবান্ নন্। পিতা যেরূপ পুত্রের মঙ্গলার্থে সর্ব্বদা চেষ্টিত, তদ্রূপ সেই পরম পিতা আমাদের যাহাতে মঙ্গল হয়, তজ্জন্য নিত্যকাল আমাদের পিছু পিছু ঘুরিতেছেন এবং নানাবিধ উপায় উদ্ভাবন করিয়া আমাদের নিত্যমঙ্গলের বস্তুটী যে কি তাহা বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু, আমরা এরূপ দুষ্ট যে, তাহা কিছুতেই বুঝিব না।

আমরা এ জগতে দেখিতে পাই পিতা যখন তাঁহার প্রিয়পুত্রের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী হইয়া তাহাকে বিদ্যাভ্যাস করাইতে যা'ন তখন পিতা পুত্রে কি একটা ভীষণ লড়াই না আরম্ভ হয়। পুত্র চাহে তাহার ক্রোড়ে লিপ্ত থাকিতে, যথা তাহার খেলায় সঙ্গীর সহিত খেলিতে, চাকরের সহিত বাজারে

শ্রীগৌড়ীয় মঠের

উৎসব তালিকা

বুধবার	২৬শে	„ ১১ই	শ্রীরাধাষ্টমী ও শ্রীরঘুনাথ-দাস গোস্বামীর আবির্ভাব
রবিবার	৩০শে	„ ১৫ই	শ্রীজীবগোস্বামীর আবির্ভাব
সোমবার	৩১শে	„ ১৬ই	শ্রীভক্তিবিনোদ প্রকটোৎসব (সাধারণ মহোৎসব)
মঙ্গলবার	১লা আশ্বিন	১৭ই „	অনন্ত-চতুর্দ্দশী আবির্ভাব
বুধবার	২রা „	১৮ই „	বিশ্বরূপ আবির্ভাব মহোৎসব

দৈনন্দিন-অনুষ্ঠান

ঊষায়—অরুণোদয় কীর্ত্তন।

প্রাতে—শ্রীমদ্ভাগবত-পাঠ ব্যাখ্যা, হরিকথা ও ইষ্টগোষ্ঠী

পূর্ব্বাহ্নে—নগর-কীর্ত্তন।

মধ্যাহ্নে—মহাপ্রসাদ সম্মান।

অপরাহ্নে—হরিকথা ও সদাচার শিক্ষা।

সন্ধ্যায়—শ্রীচরিতামৃত ব্যাখ্যা।

প্রদোষে—হরিসংকীর্ত্তন ও মহাপ্রসাদ-সম্মান।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—দৈবাদুর্য্যোগে ও উপবাস দিবসে এই তালিকা পরিবর্ত্তন-যোগ্য।

বেড়াইতে, খাব খাইতে, তাল পড়িতে, আর পিতা চাহেন ওগুলি হইতে তাহাকে একটু সরাইয়া আনিয়া একবার "অ", "আ", "ক" বলাইয়া লইতে। পুরো ২৪ ঘণ্টার মধ্যে পিতা চাহেন সিকি ঘণ্টা বা অর্দ্ধঘণ্টা, কিন্তু তাহাও কি পুত্র দিতে চাহে? যদিও মারধর করিয়া বা নানা প্রলোভন দেখাইয়া অতি কষ্টে বসান, তাহা হইলেও যেটুকু বসিবে তাহার মধ্যে অন্যমনস্ক হইয়া তাহার প্রায় অর্দ্ধেকের বেশী সময় নষ্ট করে, তৎপরে যখন ঐরূপ লড়ালড়ি করিয়া বর্ণ পরিচয় হয় "জল" "আম" "বাবা" "কাকা" বানান করিতে শিখে, তখন সে তাহার নানা জানা কথা বহিতে আছে দেখিয়া একটু উৎসাহিত হয় এবং যদি অসৎ সঙ্গ না হয় তাহা হইলে ক্রমে পাঠাভ্যাস দ্বারা জ্ঞান অর্জ্জন করিয়া বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে নানাবিধ সুখের অধিকারী হয়। তন্মধ্যে আবার কতকগুলি, অসৎসঙ্গের প্রাদুর্ভাবে পিতার শত সহস্র চেষ্টা সত্ত্বেও কিছুতেই পাঠে মনোনিবেশ করিতে পারে না। ইহার ফলে একই পিতার দুইটী পুত্র দুই রকম হইতেছে; কেহ বা হাইকোর্টের জজ, কেহবা তাঁহার চাপরাশি কেহ তাহাও পায় না। অবশ্য পূর্ব্ব সুকৃতি ইত্যাদি কিছু এ ব্যাপারে জড়িত থাকিলেও প্রধান দায়ী আমাদের স্বতন্ত্রতার সুব্যবহার এবং কুব্যবহার।

আমি তোমার ও আমার অদৃষ্টের কথা প্রায়ই চিন্তা করিতাম এবং কিছু কারণ দর্শাইতে না পারিয়া একমাত্র অদৃষ্টকেই দোষারোপ করিতাম, কিন্তু আজ ব্রহ্মচারি ঠাকুরের কথা শুনিয়া চকিতে আমার চমক ভাঙ্গিয়া গেল, ভাবিলাম কথাটী ঠিকই বটে, আমার ও সুবোধের অবস্থা প্রায় ঐরূপ। সুবোধের পিতা ও আমার পিতা উভয়েই ত আমাদের লেখাপড়া শিখাইতে যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলেন। আমারই বা কেন কিছু হইল না, আর আজ সুবোধই বা কি করিয়া এম, এ; পি, আর, এস হইয়াছে, তাহার মূল কারণ অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাওয়া যায়—আমার কুবুদ্ধি এবং সুবোধের সুবুদ্ধি। লোকে আমাকে সুবোধ অপেক্ষা বুদ্ধিমান্ বলিত, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও একমাত্র আমার বু' পিতার শাসন স্বীকার না করায় আজ আমার এই দশা, আর সুবোধ তাহার পিতার শাসন স্বীকারের ফলে, আজ একজন গণ্য-মান্য সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি।

তৎপরেই ব্রহ্মচারি ঠাকুর বলিলেন, দেখুন আমরা আমাদের জীবনের যে সময় নষ্ট করিয়াছি, তাহা আর ফিরিয়া পাইব না। এখন যে যেরূপ অবস্থায় থাকি না কেন, সেই অবস্থা হইতেই আমাদের নিত্য মঙ্গলের বস্তু যে কি, তাহা অনুসন্ধান করিতে হইবে; ইহাতে ইতর, ভদ্র, ধনী, দরিদ্র নাই। শ্রীমন্ মহাপ্রভু জীবের যে সকল অবস্থা হইতেই ভগবদ্ভজনই একমাত্র কৃত্য, তাহা বিশেষভাবে দেখাইয়া দিয়া গিয়াছেন।

এজগতে যেমন মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী হইয়া পিতা পুত্রের আপাত-মধুর বস্তুগুলি হইতে কর্ণাকর্ষণ করিয়া পাঠে নিয়োজিত করেন, তদ্রূপ সেই পরম পিতা আমাদিগকে ত্রিতাপে ক্লিষ্ট করিয়া আমাদিগকে কৃষ্ণেতর বস্তুর হেয়তা উপলব্ধি করাইয়া আমাদের নিত্যমঙ্গলের বস্তু যে তাঁহার সেবা, তাহাতে নিয়োগ করিবার চেষ্টা অহর্নিশ করিতেছেন। কিন্তু নেড়ার বেলতলায় যাওয়ার মত কেহ বা একবার যাইয়াই তাহার মধুরতা উপলব্ধি করিয়া আর সেমুখো হয় না, আবার কেহ বা এত তুলবুদ্ধি বিশিষ্ট যে, শতাঘাতে মস্তক চূর্ণ-বিচূর্ণ হইলেও বেল খাওয়ার লোভ সম্বরণ করিতে পারে না। তদ্রূপ আমাদের মধ্যেও যিনি এই ত্রিতাপে প্রপীড়িত হইয়া বা অপরকে প্রপীড়িত দেখিয়া নিজে সাবধান হইতেছেন, তাঁহার নিকট শ্রীভগবানের শাসন কার্য্যকরী হইয়া তিনি নিত্য সুখের অধিকারী হইতেছেন, আবার কেহ বা ত্রিতাপে নানা রকমে জর্জ্জরিত হইয়াও যাহা তাপের কারণ, তাহাতেই পুনঃপুনঃ মনোনিবেশ করিতেছেন। তাঁহার নিকট শ্রীভগবানের শাসন সুফল প্রসব করিতেছে না এইরূপে জীব সেই পরম পিতার শাসন অমান্যের ফলে লক্ষ লক্ষ জন্ম নানা কষ্ট পাইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।

আমি বলিলাম ২।১ জন ব্যক্তি ভিন্ন কি এজগতের কেহই এ কথাটী বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছেন না? তদুত্তরে তিনি বলিলেন—এটী ভগবানের মায়া; তাঁহাকে আশ্রয় না করিলে কেহ উপলব্ধি করিতে পারিবে না। এ জগতের প্রায় সকলেই বিকার-গ্রস্ত রোগী তজ্জন্য তাহাদের কুপথ্য যে ভোগ, তাহাকেই তাহারা একমাত্র সুপথ্য জ্ঞানে সেই পরম পিতার ত্রিতাপ রূপ শত সহস্র কর্ণ-মর্দ্দনেও নিজের ভোগ-ভূমিকা হইতে নিজেকে অণুমাত্র উত্তোলন করিতে চাহিতেছে না। আবার যদি কেহ বা কোন অজ্ঞাত সুকৃতি-বশে সাধু-সমীপে আগমন করেন, তাঁহাকেও আবার অসৎ সঙ্গ-রূপ মোহিনী তাঁহার নানা মোহন মূর্ত্তিতে মোহিত করিয়া লইয়া যায়। অতএব যদি কেহ আমাদিগের মধ্যে নিত্য মঙ্গল চাহেন, তাহলে তাঁহার কর্ত্তব্য একমাত্র সদ্গুরুচরণ আশ্রয় করা এবং তাঁহার নিত্য সঙ্গ করা (অবশ্য এস্থলে গুরুব্রুবকে যেন গুরু বলিয়া ভুল না হয় বা সদ্গুরুচরণ আশ্রয় করিয়া নিশ্চিন্ত মনে যেন ঘরে বসিয়া থাকা না হয়, তাহা হইলে ... পালান, ছেলের যে অবস্থা হয় তাহাই ঘটিবে)। তাহলে বালক যেমন পিতার শাসন মানিয়া প্রথমে বর্ণে পরিচিত হইয়া বিদ্বান হয় এবং ভবিষ্যৎ জীবনে সুখের অধিকারী হয়, তদ্রূপ আমরা যদি শ্রীগুরুবৈষ্ণবচরণে নিজেকে নিষ্কপটে ন্যস্ত করিতে পারি এবং তাঁহার শাসন মানিয়া চলি তাহলে তিনিই কৃপা করিয়া আমাদিগের মনের আসক্তির বস্তুগুলি ছেদন দ্বারা নিত্য ও অনিত্য বস্তুর পার্থক্য উপলব্ধি করাইয়া আমাদের নিত্য মঙ্গলের বস্তু যে কি তাহার সম্যক্ অনুসন্ধান দিয়া দিবেন এবং তজ্জন্যই শ্রীগুরুদেবের এই ধরাধামে আগমন।

এই বলিয়া ব্রহ্মচারি ঠাকুর সহাস্য বদনে বলিলেন যে আজ আপনাদের অনেক সময় নষ্ট করিলাম অন্য দিন যদি অনুগ্রহ করিয়া আসেন তাহা হইলে এবিষয়ে আরো আলোচনা হইতে পারে।

কথাগুলি শুনিয়া সত্য কথা বলিতে কি ভাই সুবোধ, আমি যেন কিরূপ হইয়া গেলাম এবং আমার মনে হইতেছে আমি প্রত্যেক দিনই তথায় যাইয়া এ সমস্ত বিষয়ের আলোচনা শুনিব। তুমি মনে করিও না যে আমি কুবোধ বলিয়া আমার এগুলির দরকার তুমি সুবোধ বিপুল সম্পত্তির অধিকারী তোমার ওগুলির দরকার নাই। আমি যাহা বুঝিয়াছি তাহাতে তাহে সুবোধ-কুবোধ নাই, ধনী-দরিদ্র নাই, রাজা-প্রজা নাই। আচ্ছা বল দেখি তুমি যে এত সম্পত্তি করিয়াছ ইহার মধ্যে তোমার কি অর্থাৎ তোমার পরপারের সম্বল কোনটী? তদুত্তরে সুবোধ বাবু নিজের গাম্ভীর্য্য বজায় রাখিয়া বলিলেন তুমি যে আজ ভয়ানক লেকচার দিতে আরম্ভ করলে দেখছি, আমিও ওগুলি ভাবি কিন্তু কিছু উপায় ঠিক পাই না বলিয়া চুপ করিয়া থাকি। যা'হোক তুমি যখন মঠে যাইবে আমাকেও সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইও। তোমার ব্রহ্মচারী ঠাকুর কোন বেফাস কথা বলিয়া ফেলিলে চটিবেন না ত? কুবোধ বাবু বলিলেন সে সম্বন্ধে তুমি নিশ্চিন্ত থাক। কথা কি তুমি যদি তাহাদিগকে ধরিয়া মার তাহা হইলেও তাহারা কিছু বলিবেন না। কারণ তাঁহারা তৃণাদপি সুনীচ সাক্ষাৎ নিত্য ... অবতার বিশেষ

পর-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

সম্প্রতি পর-বিদ্যাপীঠে নিম্নলিখিত শিক্ষণীয় বিষয়নিচয়ের, অধ্যাপকের আসন-সমূহ সংস্থাপিত হইয়াছে—বিদ্যার্থিগণ আবেদন করুন।

১। সাহিত্যাসন, ২। ঐতিহ্যাসন,
৩। সম্প্রদায়বৈভবাসন, ৪। ভক্তিশাস্ত্রাসন,
৫। তত্ত্বশাস্ত্রাসন, ৬। বেদান্তাসন,
৭। একায়নাসন।

শ্রীনন্দলাল রায় বি, এ, কাব্যতীর্থ, বিদ্যাসাগর,
সম্পাদক—পরবিদ্যাপীঠ, শ্রীধাম মায়াপুর।

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

শ্রীগৌড়ীয়প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৪০৲ চল্লিশ টাকা।

২৭২৪ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে,
সপ্তচত্বারিংশ খণ্ডে সূচী ছাপা হইতেছে।

৪৬শ খণ্ড গ্রন্থ নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে ১৫।/০ সাধারণ পক্ষে ২০৸/০। প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৵০, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ।/০।

দশম স্কন্ধ ছাপা হইতেছে। দশম স্কন্ধের ভিক্ষা ১২৲, অগ্রিম সাধারণের পক্ষে ৮৲।

৫০ অধ্যায়পর্য্যন্ত নবম সংখ্যা ছাপা হইয়াছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

"শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত"

সম্পূর্ণ ছাপা শেষ হইল

আদি, মধ্য, ও অন্ত্যলীলা এবং সূচী ছাপা হইয়া সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছেন। যাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ১০৲ টাকা ভিক্ষার তৃতীয় সংস্করণ ৪৲ টাকায় না পাইয়া অপূর্ব্ব সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের জন্যই উহার ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছেন। সেই ১০৲ টাকার এই বিরাট গ্রন্থ গৌড়ীয়মঠের উৎসব অর্থাৎ আগামী ২রা আশ্বিন পর্য্যন্ত ৫৲ টাকা ভিক্ষায় দেওয়া হইবে। গ্রাহকগণ সত্বর হউন পরে আর এ সুযোগ দেওয়া হইবে না।

শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাস আধিকারিক

শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র গ্রন্থ ৮৲ স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲

নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪॥০ টাকা

শ্রীচৈতন্য মঠের যাবতীয় গ্রন্থ

কার্য্যাধ্যক্ষ, গ্রন্থ-বিভাগ, শ্রীচৈতন্য মঠ

পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

-অথবা-

শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা

ঠিকানায় পাওয়া যাইবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—ডাকে লইলে শ্রীচৈতন্য মঠের ঠিকানায় লিখিবেন।

কলিকাতা হইতে প্রকাশিত

পাক্ষমাসিক

গৌড়ীয়

সাপ্তাহিক পত্র।

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রতি শনিবারে প্রকাশিত হয়।

অগ্রিম বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲ দিলে বৎসরে ৫০ সংখ্যা প্রাপ্য; ষাণ্মাসিক ১॥০; সাপ্তাহিক /০

সর্ব্বদা গ্রাহক হওয়া যায়।

বৃত্তিসহ সমগ্র

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

ভিক্ষা ২৲ টাকা। শিক্ষার্থি-ছাত্রের পক্ষে ১॥০ দেড়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীপরবিদ্যাপীঠ, শ্রীগৌড়পুর

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিম্নলিখিত মঠসমূহে প্রাপ্তব্যঃ—

১। শ্রীচৈতন্য মঠ—পোঃ, শ্রীধামমায়াপুর, (নদীয়া)।
২। শ্রীগৌরগদাধর মঠ,—চাঁপাহাটি, সমুদ্রগড় পোঃ, (বর্দ্ধমান)।
৩। শ্রীভাগবত আসন,—ভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৪। শ্রীগৌড়ীয় মঠ,—১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা।
৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ,—পুরী রেলওয়ে ষ্টেশনের নিকট "অমরনিবাস"
৬। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ,—উড়িয়া বাজার, কটক।
৭। শ্রীভাগবত মঠ,—চিরকানিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।
৮। শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ,—৪নং অগস্ত্যজীবনপুরা, কাশী, ইউ, পি।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,—ছিপিগলি, বৃন্দাবন, মথুরা, ইউ, পি।
শ্রীপরমহংস মঠ—নিমসার পোঃ, সীতাপুর, ইউ পি।
১১ শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ,—কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল, পাঞ্জাব।
১২ শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠ,—৯০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।
১৩ শ্রীগদাইগৌরাঙ্গ মঠ,—বালিয়াটি, ঢাকা।
১৪ শ্রীপ্রপন্নাশ্রম,—আমলাযোড়া, রাজবাঁধ পোঃ, বর্দ্ধমান।
১৫ শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ,—ভুম্বকোন্দা, চিরকুণ্ডা পোঃ, মানভূম।
১৬ শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয় মঠ,—আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী, উড়িষ্যা।

এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণের নিকটও নদীয়া প্রকাশ প্রাপ্তব্য।

১। শ্রীযুক্ত জনার্দ্দন ঘোষ—বসু লজ ক্লে রোড, খুলনা।
২। শ্রীযুক্ত রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিরত্ন—দেওয়ানগঞ্জ, হলদিবাড়ী কুচবিহার।
৩। শ্রীযুক্ত রামরঞ্জন রায় ৭৬।২নং শ্রীগোপাল মল্লিক লেন, কলিকাতা।
৪। শ্রীযুক্ত অমূল্যকুমার সরকার এস, ডি, ও, ফৈজাবাদ।
৫। মিঃ এন্ ডি, মুখার্জ্জি,—এম, এস, ওয়ার্কস দি মল, কানপুর।
৬। শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী জ্যোতিভূষণ—স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া।
৭। শ্রীরাসবিহারী দাস অধিকারী, নবদ্বীপ।
৮। শ্রীবিরাজমোহন দে—মনমোহন প্রেস, নবাবপুর, ঢাকা।
৯। শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ পড়গড়ি বেড়াচাঁপা, ২৪ পরগণা।

অন্যথা না ভজে কৃষ্ণ, দুষ্ট নষ্ট করে। পুন সেইমত মায়া পাশে ফেলি মারে।

শ্রীচৈতন্যমঠের গ্রন্থাবলী

শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুর বিরচিত

ভক্তি-গ্রন্থাবলী।

উৎকৃষ্ট কাপড়ে বিলাতী ধরণে বাঁধাই স্বর্ণালঙ্কৃত। চতুর্থ সংস্করণ। বিস্তৃতবিষয়সূচীসহ

জৈবধর্ম

বাঁধাই ২৲ দুই টাকা

প্রকাশিত হইয়াছে

সনাতন ধর্মশাস্ত্র বেদ, বেদান্ত, উপনিষৎ, গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত, পুরাণ, তন্ত্রাদি সকল গ্রন্থ পাঠ করিবার অবসর অতি অল্প মানবেরই ঘটিয়া থাকে। অনেকের যোগ্যতা না থাকায় সেই সমস্ত গ্রন্থের মর্ম্ম অবগত হইতে পারেন না। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বাঙ্গালীর এই অসুবিধা দূরীভূত করিবার জন্য এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

বিদ্যালয়ের ছাত্র বা শিক্ষকগণের বিশেষ পাঠ্য, এই হেতু শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টার বাহাদুর ইহা সমস্ত বিদ্যালয়ের জন্য অনুমোদন করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

প্রথম খণ্ড ভিক্ষা—১৲ একটাকা

যুক্তিপূর্ণ শাস্ত্রবাক্য দ্বারা প্রত্যেক মানবের নিত্য কর্ত্তব্য ও অনিত্য সাময়িক কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। গ্রন্থের প্রতি উক্তি সনাতন শাস্ত্রবাক্য দ্বারা সমর্থিত ও প্রমাণিত হইয়াছে। দেহের, মনের ও আত্মার ধর্ম্ম কি? স্বদেশ, সমাজ, নীতি, ধর্ম্ম কি? ইত্যাদি বিষয় ক্রমানুসারে এমন সুন্দরভাবে যুক্তিসহকারে আলোচিত হইয়াছে যে, প্রথম পংক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত পাঠ না করিয়া নিবৃত্ত হওয়া যায় না।

শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য

ভিক্ষা ৶০

ঐ প্রমাণ খণ্ড ভিক্ষা ৶০

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিহার ও লীলাভূমি নয়টী দ্বীপসমন্বিত। এই নয় দ্বীপের প্রাচীন বিবরণ—প্রত্যেক দ্বীপে শ্রীমহাপ্রভুর লীলা—প্রত্যেক দ্বীপের পরিচয়, শ্রীধাম-মাহাত্ম্য—ধামাপরাধ কি? ইত্যাদি বিষয় বিশেষভাবে মনোহর ছন্দে বর্ণিত। পকেট সাইজ প্রায় ১৩০ পৃষ্ঠা।

শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ

উজ্জ্বল ডোব্ল-ক্রাউন কালীতে উত্তম কাগজে ছাপা—শ্রীনবদ্বীপধাম দর্শনে ভাবুক দর্শনকারীর কি প্রকার ভাবের উচ্ছ্বাস হয়, তাহা এই গ্রন্থে বর্ণিত। অতি চমৎকার।০ ভিক্ষা চারি আনা।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টকাদি ... শ্রীভজনপথ

৷৵০ দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীরূপ গোস্বামী এবং শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভুদ্বয় উপদেশচ্ছলে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিচার অতি সুন্দরভাবে বিবৃত হইয়াছে। ইহা ছাড়া শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদিষ্ট শিক্ষা ও উপদেশ বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

বৈষ্ণব-জগতে অভিনব গ্রন্থ !!

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতি-গ্রন্থাবলী :—

শরণাগতি

পকেট সাইজ
অষ্টম সংস্করণ
ভিক্ষা ।০/০ আনা

দেহ ও মনের চেষ্টা অনিত্যবস্তু লইয়া—ইহা যখন জীব বুঝিতে পারে, তখন একমাত্র নিত্যবস্তু শ্রীভগবানের প্রতি তাঁহার কোন জাতীয় আবেগময়ী প্রার্থনা হয় এবং শ্রীভগবানে সর্ব্বান্তঃকরণে নিষ্কপটে কি প্রকারে শরণাগত হইতে হয়, ইত্যাদি বিষয়ক প্রাণস্পর্শী প্রার্থনা ও আত্মসমর্পণমূলক গান। উড়িয়া সংস্করণও প্রকাশিত হইয়াছে।

ভিক্ষা প্রতি খণ্ড ৴০ এক আনা।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা— ৴০, নবদ্বীপশতক— ৴০

অর্থপুস্তক—৴০

কল্যাণকল্পতরু

পকেট সাইজ
পঞ্চম সংস্করণ
ভিক্ষা ৴১০

আমরা প্রত্যহ নূতন অভাব ও কামনার বশবর্ত্তী হইয়া পুনঃপুনঃ যে অকল্যাণকে কল্যাণ বলিয়া গ্রহণ করি এবং যাহার নিকট কল্যাণ কামনা করি, তিনি যে নিত্য বা যথার্থ কল্যাণ প্রদানে অসমর্থ এবং কোন্‌বস্তু আমাদের নিত্য কল্যাণদাতা এবং কি ভাবে আমরা সেই কল্যাণলাভে সমর্থ হইব, এই সকল কথা সরল গানে লিখিত। এই গীতিগ্রন্থ বাস্তবিকই কল্যাণের কল্পতরু; ইনি প্রত্যেককে নিত্যকল্যাণ প্রদানে

শ্রীল চক্রবর্ত্তি-ঠাকুরের টীকা সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর কৃত টীকা ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কৃত বঙ্গানুবাদ। টীকাকারের জীবনী, শ্লোক-সূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি বহু প্রয়োজনীয় বিষয় সংবলিত প্রায় ৪২৫ পৃষ্ঠা। উৎকৃষ্ট সিল্কে বাঁধাই ২৲ দুই টাকা, কাগজে বাঁধা ১৷৷০

শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ কৃত ভাষ্য সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

কাগজ ও ছাপা উৎকৃষ্ট। সিল্কে বাঁধাই, সোণার জলে নাম লেখা রাজসংস্করণ ১৲ টাকা, সাধারণ সংস্করণ ১৷৷০, গৌড়ীয়ের গ্রাহকপক্ষে ১।০

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি

(সাম্প্রদায়িকোষগ্রন্থ)

বিষয়:—১। ভক্তিশাস্ত্রে ব্যবহৃত শব্দাবলীর অর্থ, ২। চারি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের চরিত্র, ৩। বিষ্ণুবৈষ্ণবসম্পর্কিত শ্রীমন্দির ও শ্রীবিগ্রহের বিবরণ, ৪। বৈষ্ণবগ্রন্থ ও প্রবন্ধসমূহের তাৎপর্য্য ও বিবরণ, ৫। বিষয় বিশেষের লৌকিক ও শাস্ত্রীয় আকরমূলে যাবতীয় তথ্য। চারিখণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ১ম খণ্ড ৷৵০, ২য় খণ্ড ৷৵০, ৩য় খণ্ড ৷০, ৪র্থ খণ্ড ৷৷৵০, চারিখণ্ড একত্রে ৩৲ (৫ম খণ্ড যন্ত্রস্থ)।

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ

—১ম খণ্ড ১৲ এক টাকা ২য় খণ্ড ১৲ এক টাকা—শ্রীমদ্ভাগবতের গ্রাহক ও গৌড়ীয় গ্রাহকগণ ১৷০ টাকায় দুইখণ্ড পাইবেন। বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমজ্জীব গোস্বামিপাদের রচিত গ্রন্থ। ইহাই ষট্‌সন্দর্ভের অধিক প্রয়োজনীয় অংশ। প্রতি খণ্ড ডবল ক্রাউন ৮ কর্ম্মায় ৬৪ পৃষ্ঠা আকারে মুদ্রিত হইতেছে।

শ্রীমদ্গোপালভট্ট গোস্বামী সঙ্কলিত

সদাচারস্মৃতিঃ

ভিক্ষা ৴০ মাত্র

সাপ্তাহিক পারমার্থিক পত্র

গৌড়ীয়

সচিত্র ... সত্যের ... বর্ষ

... কার্য্যালয় ১২৬নং ... কলিকাতা।

রেজেষ্টারীকৃত

মদন মঞ্জরী

বটিকায় স্বপ্ন ও ধাতুদৌর্ব্বল্য, ইন্দ্রিয়শক্তির হ্রাস, প্রস্রাবে শুক্রপাত, মেহজ্বর, মাথাঘোরা, বুক ধড়ফড়ানি, অনিদ্রা প্রভৃতি লক্ষণ সত্বর নির্দ্দোষ আরোগ্য হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ৪০ বটী ১৲ এক টাকা।

"নপুংসকারি ঘৃত"

পুরুষত্বহানি রোগে বাহ্যপ্রয়োগ দ্বারা আরোগ্য করিয়া শক্তিসম্পন্ন করে। মূল্য ২ তোলা ১৲টাকা।

"রমণবিলাসিনী বটিকা"

বীর্য্যধারণ করত সম্ভোগশক্তি স্থায়ী ও বৃদ্ধি করিতে অত্যাশ্চর্য্য। মূল্য ১৬ বটী ১৲ এক টাকা।

রাজবৈদ্য নারায়ণজী, কেশবজী

১৭৭নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

কুমার-ভোগ—রুগ্ন ও দুর্ব্বল শিশু অচিরে সবল রোগমুক্ত হইয়া মোটা হয়। ইহা সেবনে শিশুরা শীঘ্র হাঁটিতে পারে, তাহাদের ক্ষুধা বৃদ্ধি ও যকৃতের ক্রিয়া ভাল হয়—দন্তোদ্গমের সময় কোন কষ্ট হয় না। খাইতে মিষ্ট। মূল্য প্রতি শিশি এক টাকা, মাশুল ৷৵০ আনা।

নারোল (Narrhol)—... বাতজ্বর, শাস্তের শ্রেষ্ঠ ঔষধ। ... কাশি, ব্রঙ্কাইটিস (Bronchitis), ... কাতরতা (হৃদ-দৌর্ব্বল্য) ... ৮০ বটিকার শিশি ৷৷০, মাঃ ৷৵০ ...

দাদ-সোপ ...

ডাঃ ৺ রাম রাম বসাক এম, বি, কৃত
দাদ-সোপ
কাপড়ে কোনরূপ দাগ লাগে না।
মূল্য ।০ আনা
ফ্যামিলি হেল্‌থ কার্ডেসী,
১৭, বসাক ষ্ট্রীট, বড়বাজার, কলিকাতা

৩ শিশির কম খরচা ভিঃ পিঃ হয় না।

প্রাপ্তিস্থান—... , শ্রীধাম মায়াপুর (প্রাচীন নবদ্বীপ) নদীয়া।

অপূর্ব্ব সুযোগ   অল্পদিনের জন্য মাত্র

শ্রীগৌড়ীয় মঠের উৎসব উপলক্ষে

১। গৌড়ীয় কণ্ঠহার ২, স্থলে ১।০ ৫। চৈতন্যচন্দ্রামৃত (অবাধা) ৸০ „ ॥০
২। হরিনামামৃত ব্যাকরণ ২, „ ১॥০ ৬। গীতা (বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী অবাধা) ২॥০ „ ১।০
৩। হরিনাম চিন্তামণি ৸০ „ ॥০ ৭। সিদ্ধান্তসরস্বতী দিগ্বিজয় ৸০ „ ।০
৪। মহাপ্রভুর শিক্ষা ৸০ „ ।০ ৮। নবদ্বীপ পঞ্জিকা ৵০ „ ৴০

ম্যানেজার
গ্রন্থবিভাগ, শ্রীচৈতন্য মঠ
পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া।

বেদনাঞ্জন   শ্রেষ্ঠরত্ন

কলিকাতা কংগ্রেস একজিবিসন হইতে বহু প্রশংসা প্রাপ্ত ও বহু গণ্যমান্য ভদ্রমহোদয়গণ কর্ত্তৃক প্রশংসিত।

আজকাল বাজার-চলন মিশ্রিত ও বিষাক্ত আহার্য্য সেবনে শরীরের রক্ত স্বতঃই দোষিত হইয়া পড়িতেছে। রক্তই মানব-দেহের শ্রেষ্ঠ উপাদান, এই রক্ত দোষিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মানব বাত, বেদনা, মাথাধরা, মাথাঘোরা, দৃষ্টিশক্তির হ্রাস, দাঁতের গোড়া ফুলা, দাঁত কনকনানি, দাঁতে পোকা এবং খোস, চুলকানি প্রভৃতি কষ্টদায়ক চর্ম্মরোগে আক্রান্ত হইতেছে। যদি আপনি একান্তই ব্যাধিমুক্ত হইতে চান, তাহা হইলে অযথা পয়সার অপব্যয় না করিয়া অল্প ব্যয়ে এক শিশি **বেদনাঞ্জন** ক্রয় করিয়া ইহার কার্য্যকারী-শক্তি উপলব্ধি করুন। গুণের তুলনায় মূল্য অতিসামান্য, এক শিশি ৷৵০ আনা মাত্র মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান—এ, সি, চাটার্জ্জী এণ্ড ব্রাদার্স।
৪৫নং চুলকাটি লেন, সালিকা হাওড়া।
সকল মণিহারী দোকানে ও বড় বড় ডাক্তার খানায় পাওয়া যায়।

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

যদিও অদ্যাপি প্রকৃত মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য, তথাপি যাঁহারা নানাবিধ অনিয়মিত উপায়ে অপরিমিত শক্তি নষ্ট করিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন এবং নানা প্রকার মেহ, প্রমেহ ধাতুদৌর্ব্বল্য, স্নায়বিক দুর্ব্বলতা, বহুমূত্র, দুঃস্বপ্ন, পারদ-সংক্রান্ত পীড়া, অর্শ এবং স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে যাহারা বাধক, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, সূতিকা, শ্বেত ও রক্তপ্রদর, হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি রোগে ভুগিয়া জীবনে নিরাশ হইয়াছেন, তাঁহারা আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটাল সাহেবের আবিষ্কৃত **ইলেক্ট্রিক জুস** ব্যবহার করিয়া বাঁচিতে পারিবেন, তাহার শত সহস্র প্রমাণ প্রতি বৎসরেই পাওয়া যাইতেছে। যাঁহারা অন্যান্য বহুবিধ ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরোগ্য হইতে পারেন নাই, তাঁহারা একবার এই ঔষধটী ব্যবহার করিয়া দেখুন! এক মাসের ব্যবহারোপযোগী এক শিশি ঔষধ ডাকমাশুল সহ ১॥০ টাকা মাত্র।

সোল এজেন্ট—ডাঃ ডি, ডি, হাজরা।
হুগলিপুর, গার্ডেনরিচ পোষ্ট, কলিকাতা।
ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

অধ্যক্ষ

শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম.এ. এফ.সি.এস. (লণ্ডন)

ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক

(প্রফেসার)

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ বিশুদ্ধ ও শাস্ত্রমতে নিজ তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হয়। পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ক্যাটালগ পাঠান হয়। রোগের বিবরণ জানাইলে যত্নপূর্ব্বক ব্যবস্থা দেওয়া হয়। চিঠি পত্রাদি সম্পূর্ণরূপে গোপন রাখা হয়।

মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দুর)

(বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৪৲ টাকা

উৎকৃষ্ট স্বর্ণ, পারদ ও আমলাসার গন্ধক দ্বারা যথাশাস্ত্র প্রস্তুত।
নিত্য প্রয়োজনীয় সর্ব্বরোগনাশক মহৌষধ

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৩৲ টাকা

উৎকৃষ্ট কাশীর আমলকী, বংশলোচন প্রভৃতি যাবতীয় উপাদানে পূর্ণ মাত্রায় যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। কফ, কাসি, সর্দ্দি, যক্ষ্মা, ক্ষয়রোগ, হৃদরোগ প্রভৃতি রোগের মহৌষধ। সর্ব্বপ্রকার দুর্ব্বলতা নাশক অতিশয় পুষ্টিকর মহৌষধ বা খাদ্য বিশেষ।

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬৲ টাকা

ইহা সেবনে ধাতুদৌর্ব্বল্য, শুক্রহীনতা, স্বপ্নদোষ, প্রমেহ ও ধ্বজভঙ্গ সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায়। ইহা অপরিসীম আনন্দদায়ক রসায়ন।

অবলাবান্ধব যোগ

প্রদর, বাধক প্রভৃতি জরায়ুদোষ ও যোনিগত দুরারোগ্য রোগের মহৌষধ
মূল্য—১৬ মাত্রা ২৲ টাকা। ৫০ মাত্রা ৫৲ টাকা মাত্র

বিশুদ্ধ জল!   ভয় নাই   বিশুদ্ধ জল!!

লক্ষ্মী টিউব-ওয়েল কোং

২০৫নং নবাবপুর, ঢাকা

বর্ত্তমান-যুগের নব-আবিষ্কৃত যন্ত্রপাতিদ্বারা উন্নত বৈজ্ঞানিক-খনন-প্রণালীতে নলকূপ (*Tube-well*) নির্ম্মাণ করা হয়। বঙ্গের লাট বাহাদুর, প্রাইভেট সেক্রেটারী, জিলা-ম্যাজিষ্ট্রেট, জিলা-বোর্ডের চেয়ারম্যান, ইঞ্জিনিয়ার, জমিদার, তালুকদার, প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত ভদ্রমহোদয়গণ এই কোম্পানীর কার্য্য দেখিয়া প্রশংসা করিয়াছেন। রাসায়নিক পরীক্ষায় জল বিশুদ্ধ না হইলে মূল্য গৃহীত হয় না। বিস্তৃত বিবরণের জন্য পত্র লিখুন।

বিনামূল্যে   **বিনামূল্যে**

বিতরিত

স্বাস্থ্যের সার "কামশাস্ত্র" গ্রন্থখানি চৌদ্দ লক্ষের উপরে বিতরিত হইয়াছে। উহা পাঠে মানবের পরিণাম ফলাফল জানা যায়।

এই পুস্তক যিনি লিখিয়াছেন, তিনিই "আতঙ্কনিগ্রহ বটিকা"র আবিষ্কর্ত্তা। এই বটিকা দুর্ব্বলকে সবল করে এবং সবল ব্যক্তিকে অটুট ও অক্ষয় রাখে। বত্রিশ বটিকা পূর্ণ প্রতি কৌটার মূল্য ১৲ টাকা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান :—আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়।
১১৪নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মনোমোহন প্রেস

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা

পূর্ব্ব-বাঙ্গালায় সুলভে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত
বৈদ্যুতিক মেশিনে দিবারাত্র কাজ চলিতেছে।
বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,
৯০নং, নবাবপুর, ঢাকা।

শ্রীমায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—শ্রীবিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

স্থানীয় সংস্করণ

Registered No. C 1544

বিজ্ঞাপনের হার

প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৽
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহ

ভারতের সর্ব্বত্র মঙ্গল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র।

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়।

বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫
ত্রৈমাসিক ২৸৽
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ./৫

] সম্পাদক—প্রত্নবিদ্যালঙ্কার শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী [১৬৮ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্য মঠ, শ্রীধাম মায়াপুর—২৮শে ভাদ্র শুক্রবার ১৩৩৬ ১৩ই সেপ্টেম্বর ১৯২৯

শ্রীধাম মায়াপুর ডাকঘর

গত ১লা জুন হইতে শ্রীধাম মায়াপুর পোষ্ট অফিস খোলা হইয়াছে। বঙ্গদেশের পোষ্টমাষ্টার জেনারেল বাহাদুর শ্রীধাম মায়াপুর ডাকঘর হইতে নদীয়া-প্রকাশ ভারতের সর্ব্বত্র প্রেরণ করিবার আদেশ দিয়াছেন।

ম্যানেজার, 'নদীয়া-প্রকাশ'

পোঃ আঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

শ্রীধাম মায়াপুরের, যাবতীয় পত্র বুকপোষ্ট রেজিষ্টারী মণি-অর্ডার প্রভৃতি ডাকে পাঠাইতে হইলে, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া ঠিকানায় লিখিবেন।

দ্বীপ দিগ্দর্শন

গঙ্গার পূর্ব্বপারস্থ অন্তর্দ্বীপ, সীমন্তদ্বীপ, মধ্যদ্বীপ ও গোদ্রুমদ্বীপ এবং পশ্চিমপারস্থ কোলদ্বীপ, ঋতুদ্বীপ, জহ্নুদ্বীপ, মোদদ্রুমদ্বীপ ও রুদ্রদ্বীপ—এই নয়টি দ্বীপের অন্তর্গত স্থানসমূহ নবদ্বীপ-মণ্ডল নামে খ্যাত। 'দ্বীপ-দিগ্দর্শন' নামক গ্রন্থে ইহাদের বিবরণ অতি প্রাঞ্জল ভাষায় লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এই অমূল্য রত্নের ভিক্ষা মাত্র ৵৽। ৵১০ ডাক টিকেট পাঠাইলে বুক পোষ্টে পাঠান হয়।

প্রাপ্তিস্থান—নদীয়া প্রকাশ কার্য্যালয়
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

এবং

গৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস,
১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

দুইখণ্ডে সমগ্র গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছেন। সূচী প্রভৃতি ছাপা হইতেছে,

ভিক্ষা ১৸৽, নদীয়াপ্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ১৷৽

রোগী দেখিবার সময়ঃ—
প্রাতেঃ—৮টা হইতে ৯টা,
বৈকালে—৩টা হইতে ৫টা পর্য্যন্ত।

মূল্যফেরত ! মূল্য ফেরত !!

ডাক্তার বি, ডি, কুণ্ডুর—

সর্ব্বত্র এজেণ্ট আবশ্যক
পত্র লিখুন।
কঠিন কঠিন রোগের চিকিৎসা করা হয়।
দিবা-রাত্রি ঔষধ পাওয়া যায়।

আবিষ্কৃত ও গভর্ণমেণ্ট রেজেষ্টারীকৃত

১। ভূপেন্দ্র সোডা স্পেসিফিক্—পেটের যাবতীয় রোগের, অজীর্ণ, ডিস্পেপ্সিয়ার মহৌষধ। প্রত্যেক গৃহে রাখা প্রয়োজনীয়। ঔষধ—প্রতি শিশি ১৲ এক টাকা মাত্র।

২। চণ্ডি ফিবার মিক্চার—ম্যালেরিয়া জ্বর এক শিশিতে সম্পূর্ণ আরোগ্য। কম্পজ্বর এবং পালা ও সকল জ্বরের মহৌষধ। প্রতি ছোট শিশি ৸৽ বার আনা, বড় শিশি ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। গণোরিয়া স্পেসিফিক্—যে রকম গণোরিয়া হোক না কেন, এক শিশিতে আরোগ্য। এক শিশি ১৲ এক টাকা মাত্র।

হোমিওপ্যাথিক বিভাগ

১। ওয়ারম্ কিওর—যাবতীয় কৃমির, ২। ফিমেল সুধা—শ্বেত-প্রদর, রক্তঃ-কষ্ট ও বাধকের, ৩। জিহ্বা স্পেসিফিক্—জিহ্বার ক্ষতের, ৪। বাথ রেগুলেটার—যাহাদের নিয়মিত ঋতুস্রাব হয় না, ইহা সেবনে নিয়মিত ঋতুস্রাব হয়, ৫। পাইল্‌স রেমিডি—যাবতীয় অর্শের মহৌষধ। মূল্য প্রতি শিশি ৸৽, ... ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :— আরোগ্য না হইলে মূল্য ফেরত। রোগের অবস্থাদি জানাইলে, ঔষধ ও ব্যবস্থাদি পাঠান ... দিলে ঔষধ পাঠান হয়। এক কালীন দশ টাকার ঔষধের অর্ডার পাইলে, স্বতন্ত্র কমিশন দেওয়া হয়। পত্রাদি বিশেষ গোপনে ...।

সোল এজেণ্ট :—
দি এলোপ্যাথিক ড্রাগ ষ্টোরস্

ডাক্তার বি, ডি, কুণ্ডু
৩১ নং সুরানকাটা ষ্ট্রীট, পোঃ বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
টেলিফোন নং বড়বাজার ২৮১১।

কর্ম্মাবলম্বকাঃ কেচিৎ কেচিৎ জ্ঞানাবলম্বকাঃ। বয়ন্তু হরিদাসানাং পাদত্রাণাবলম্বকাঃ॥

নানা কথা

নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি

আগামী অধিবেশন

এলাহাবাদের ৮ই সেপ্টেম্বরের সংবাদে প্রকাশ, নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সাধারণ সম্পাদক পণ্ডিত জহরলাল নেহরু সংবাদপত্রে প্রকাশ করিয়াছেন, আগামী ২৮শে সেপ্টেম্বর শনিবারে এবং আবশ্যক হইলে পরদিনও লক্ষ্ণৌয়ের স্বরূপভবনে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির আগামী অধিবেশন হইবে। ২৭শে সেপ্টেম্বর কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির অধিবেশন হইবে।

রাজদ্রোহের অভিযোগ

জ্যোতিষ বাবুর মামলা

রাজদ্রোহমূলক বক্তৃতা প্রদান করিবার অভিযোগে ঘাটালের কংগ্রেসের সম্পাদক শ্রীযুক্ত জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ১২৪ক ধারা অনুসারে একটি রাজদ্রোহের মামলা উপস্থিত করা হইয়াছে। মেদিনীপুরের অতিরিক্ত জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত এস, বি, বন্দ্যোপাধ্যায়ের আদালতে উক্ত মামলার আর এক দফা শুনানী হইয়া গিয়াছে।

মামলা মুলতুবী আছে।

বিষ্ণু-মন্দিরে বজ্রপতন

৪ঠা সেপ্টেম্বর বুধবার বেলা দুই ঘটিকার সময় বাঁকুড়া মিউনিসিপ্যালিটির ৬ নং ওয়ার্ড রাজগ্রামের ইন্দ্রাসবাজার মহল্লাস্থ স্বর্গীয় চিন্তামণি দত্ত মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত সুবিখ্যাত 'নবরত্ন' অর্থাৎ নব-চূড়াবিশিষ্ট শ্রীশ্রীবিষ্ণুমন্দিরে সহসা বজ্র-পতনের ফলে শ্রীমন্দিরের বৃহৎ চূড়ার কতকাংশ ও মন্দিরের দক্ষিণকোণবর্ত্তী একটী চূড়ার বিশেষ ক্ষতি সংসাধিত হইয়াছে। ইহা ছাড়া পার্শ্ববর্ত্তী শিবমন্দিরেরও সামান্য ক্ষতি হইয়াছে। বজ্রপতনের পর মন্দির হইতে অনেক দর্শকের মাথায় 'ইট' পড়ায় একটু বেশ আঘাত লাগিয়াছে।

স্যর ডেভিড সাস্থনের উইল

পুত্রকে ধনবৃদ্ধি করিতে উপদেশ

লণ্ডন, ৮ই সেপ্টেম্বর তারিখের সংবাদে প্রকাশ; স্যর ডেভিড সাস্থন মৃত্যুকালে যে উইল রাখিয়া গিয়াছেন তাহা প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি উহাতে তাঁহার পুত্রকে আদেশ করিয়া গিয়াছেন যে, তিনি যেন [illegible] হইতে [illegible] পালন করেন। [illegible] বলিয়াছেন যে, "আমি [illegible] গুপ্ত ধন রাখিয়া যাইলাম, [illegible] সর্ব্বপরায়ণতা ও [illegible] করিতে যত্ন করিও।"

ছোরা মারার অভিযোগ

আসামীর অব্যাহতি

রাম মন্দিরে ছোরামারার মামলায় খড়াপুরের মহম্মদ কসাই দায়রা জজের আদালতে অভিযুক্ত হইয়াছিল। জুরিগণ আসামীকে নিরপরাধ সাব্যস্ত করায় জজ তাঁহাদিগের সহিত একমত হইয়া আসামীকে অব্যাহতি প্রদান করিয়াছেন।

মামলার বিবরণে প্রকাশ, গত ৯ই জুন অপরাহ্ণ ৮টা ৩০ মিনিটের সময় মহম্মদ কসাই খড়্গপুরের রাম-মন্দিরের মধ্যে ৫ জন হিন্দুকে ছোরা দ্বারা আহত করে। আহত ব্যক্তিগণকে অবিলম্বে হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়। ২৭ দিন চিকিৎসার পরে ৪ জন আরোগ্যলাভ করে অপর আহত ব্যক্তি অদ্যাপি হাসপাতালে অবস্থান করিতেছে। অভিযোগে আরও প্রকাশ, ঘটনার পরেই আসামীকে ছোরা-হস্তে উক্ত মন্দির হইতে বাহির হইয়া যাইতে দেখা গিয়াছিল।

দুইজন নর্ত্তকী খুন

আসামীর বিচার

পিয়ারা সাহেব ওরফে আজিজুদ্দিন নামক জনৈক লোক ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২ ধারা অনুসারে ২ জন নর্ত্তকী খুন করিবার অভিযোগে শিয়ালদহের পুলিস ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত এস, কে, দাস গুপ্তের এজলাসে অভিযুক্ত হইয়াছে। প্রকাশ, ঘটনার দিন বৈকাল ৫-৪৫ মিনিটের সময় আসামী একখানি ছোরাহাতে ৫৭ নম্বর ইসমাইল ষ্ট্রীটে হামিদান বিবি নাম্নী এক নর্ত্তকীর বাড়ীতে ঢুকে। হামিদান তখন বিছানার উপর বসিয়াছিল। আসামী সরাসরি তাহার নিকট গিয়া তাহার বুকে ছোরা বসাইয়া দেয়। ফলে সে তৎক্ষণাৎ মারা যায়। তার পর সে নূরজাহান নাম্নী আর একজন নর্ত্তকীকে আহত করিয়া তাড়াতাড়ী সরিয়া পড়ে।

নূরজাহানকে হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হইয়াছিল, কিন্তু সেখানে সে মারা গিয়াছে। এই বীভৎস কাণ্ডের অনুষ্ঠান করিয়া ইসমাইল ষ্ট্রীট দিয়া উত্তর দিকে সে যখন দৌড়াইতেছিল, সেই সময় স্থানীয় কয়েক জন লোক তাহার অনুসরণ করে। সে তাহাদিগকে ছোরা দেখাইয়া ভয় দেখায়। লোকগুলি তাহাকে লক্ষ্য করিয়া ঢিল ছুড়িতে থাকে। ফলে সে তখন একটা ড্রেণের নিকট পড়িয়া যায়। তার পর তাহাকে গ্রেপ্তার করিয়া পুলিসের হাতে দেওয়া হয়। মামলা মুলতুবী রহিয়াছে।

অপূর্ব্ব সুযোগ! অপূর্ব্ব সুযোগ!

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

বিরাট চতুর্থ সংস্করণ

সূচী সহ

সমগ্র ৪খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছে
কেবলমাত্র গৌড়ীয়মঠের উৎসব-কালে
১০৲ টাকার স্থলে ৫৲ টাকায় দেওয়া হইবে।

শ্রীগৌড়ীয়মঠের উৎসব উপলক্ষে

গ্রন্থ সংগ্রহের সুবর্ণ সুযোগ

১।	গৌড়ীয় কণ্ঠহার …	২৲	স্থলে ১॥০
২।	হরিনামামৃত ব্যাকরণ …	২৲	১॥০
৩।	হরিনাম চিন্তামণি …	৮০	
৪।	শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা …	৸০	
৫।	শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত (আবাঁধা)	৸০	॥০ আনা
৬।	গীতা (বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী আবাঁধা)	১॥০	স্থলে ১।০ ও সাধারণ ১৲
৭।	শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী দিগ্বিজয় …	৸০	স্থলে ॥৹ আনা
৮।	নবদ্বীপ পঞ্জিকা … …	৵০	,, /০ ,,

পুরাতন গৌড়ীয় ৩৲ স্থলে ২৲

বিজ্ঞাপন

মোকাম কৃষ্ণনগরের সদর দ্বিতীয় মুনসেফী আদালত।

দেওয়ানী মোকর্দ্দমা ৯৭৮নং ১৯২৮।

বাদী

১। শ্রীকুঞ্জল মণ্ডল।
২। শ্রীকিসমান মণ্ডল।
৩। শ্রীঅধর মণ্ডল।
৪। শ্রীআদরাচ মণ্ডল।
৫। শ্রীনবানি মণ্ডল।

সর্ব্ব সাং মধুপুর, থানা চাপড়া, জেলা নদীয়া।

বিবাদী—

১। ঈশানচন্দ্র কুণ্ডু সাং মহাজনপুর থানা মেহেরপুর জেলা নদীয়া।

মোকাবেলা বিবাদী—

২। শ্রীশ্যামমাধব পাল চৌধুরী ৩। শ্রীকৃষ্ণমাধব পালচৌধুরী ৪। শ্রীপাচুগোপাল পালচৌধুরী ৫। নিরঞ্জন পালচৌধুরী ও ৬। শ্রীমনোরঞ্জন পালচৌধুরী উক্ত নাবালকদ্বয়-পক্ষে গার্জ্জেন ভ্রাতা পাচুগোপাল পালচৌধুরী ৭। অমরেন্দ্রনাথ পালচৌধুরী ৮। শ্রীভিক্ষুগোপাল পালচৌধুরী পক্ষে গার্জ্জেন মাতা শ্রীমতী মনোরমা দাসী সাং গোয়াড়ী থানা কোতোয়ালী জেলা নদীয়া।

যেহেতু উপরোক্ত বাদিগণ জেলা নদীয়ার কালেক্টরীর ৩৬নং তৌজীভুক্ত ডিহি মুন্সী-পুরের সামিল ৪৬নং মৌজা মধুপুরের গ্রাম জমির প্রমাপ অর্থাৎ রশি ২৯ ইঞ্চি ৫৫ গজ থাকা এবং ঐ রশির মাপে প্রতি বিঘা /২ কাঠা কর্ষণা আইল বাদ যাইয়া খাজনা ধার্য্য হইয়া বাদিগণের নিকট কর আদায় হইয়া আসিতে থাকা প্রচার হইবার জন্য ও নালিশি মৌজা মধুপুরে ১৮ইঞ্চি ৮০ হাত রশির মাপে পরিমাণ হইয়া খাজনা ধার্য্য না হওয়া প্রচার হইবার জন্য মোকাম কৃষ্ণনগরের ২য় মুনসেফী আদালতে ১৯২৮ সালের ৯৭৮নং দেঃ মোকর্দ্দমা, দেওয়ানী কার্য্য বিধি আইনের ১নং অর্ডারের ৮নং রুল অনুসারে প্রতিবাদী ঈশানচন্দ্র কুণ্ডু দিগের বিরুদ্ধে দায়ের করিয়াছেন। এবং উক্ত মোকর্দ্দমা উক্ত আদালতে মুলতুবি আছে। এ কারণ এই নোটিশের দ্বারা উক্ত গ্রামের সাধারণ প্রজাবর্গ ও সমস্বার্থবিশিষ্ট ও সমভাবে সংসৃষ্ট ব্যক্তিগণকে জানান যাইতেছে যে, তাহারা উপরোক্ত মোকর্দ্দমার পক্ষভুক্ত হইতে ইচ্ছা করিলে বা উক্ত মোকর্দ্দমায় তাহাদের কিছু করণীয় থাকিলে তাহারা করিতে পারিবেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২৮শে ভাদ্র, শুক্রবার—১৩৩৬

গৌড়ীয়-গৌরব

(আলবার্ট হলে প্রদর্শনী দিবস ২৮-৭-২৯ তারিখের বক্তৃতা)

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ১৬৭ সংখ্যার পর)

সভাপতি স্যার শ্রীযুক্ত ডাঃ দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী মহোদয়ের অভিভাষণ

অপূর্ব্ব পাণ্ডিত্যপূর্ণ যে বাগ্মিতা-স্রোতে নিমজ্জিত হয়েছিলাম, তার পর সভাপতির অভিভাষণের কোন স্থানই হ'তে পারে না। আজ গৌড়ীয় মঠের যাঁরা গৌড়ীয়-সাহিত্য-দর্শনের দ্বার উদ্ঘাটিত করলেন। আজকাল চতুর্দ্দিকে বিশ্ব-সাহিত্য ও বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কথা শুনতে পাই, কিন্তু এ জাতি যদি আবার জন্মে—আবার নব-জীবন পায়, তাহলে বিশ্ব-বৈষ্ণব-সাহিত্য ও বৈষ্ণব-বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করতে পারবে। ভারতের স্থানে স্থানে যে লুপ্ত রত্ন রয়েছে তার উদ্ধার সম্বন্ধে ভারতের লোক অনেকটা পরাঙ্মুখ। আমাদের ভাণ্ডার উন্মুক্ত করবে বিদেশের লোক—এটা বড়ই আশ্চর্য্যের কথা! বিদেশে নাম-প্রচারের আয়োজনের সূচনার কথা, যাহা গৌড়ীয় মঠের বক্তা বললেন, তা' আরও বিপুলভাবে হওয়া আবশ্যক। ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বর্ত্তমান বিজ্ঞান-শিল্পের সাহায্যে দেশ-কাল-পাত্রকে মহাপ্রভুর নাম প্রচারের সেবায় নিয়োগ করবার আদর্শ প্রদর্শন করেছিলেন। সেই নাম-প্রচার-কার্য্যে বাষ্পীয়-পোত, এরোপ্লেন প্রভৃতির সাহায্যও হওয়া আবশ্যক (করতালি) গ্রীস, যুরোপ ও আমেরিকায় ভারতবর্ষ হতেই সভ্যতার বীজ উপ্ত হয়েছিল। যুরোপ আমেরিকায় যীশুখ্রীষ্টের যে বাণী ঘোষিত হয়েছে, তাও ভারতের ভাবে—ভারতের নীতিতে অনুপ্রাণিত। ভারতের নীতিতেই যীশুর শিক্ষা-দীক্ষা ও প্রচার অনুপ্রাণিত হয়েছিল সেই শিক্ষার প্রভাবেই উইলকক্স প্রভৃতির গ্রন্থের সূচনা। শিশু যীশুকে নিয়ে তার মাতা-পিতা পলায়ন করবার পরে তাঁদের গুপ্তবাস যে স্থানে হয়েছিল, সে স্থান হতে যীশু ভারতবর্ষের ধর্ম্ম-নীতিতে নিশ্চয়ই অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন।

আপনারা যদি একটুকু মনোনিবেশ করে যীশুর শিক্ষা-দীক্ষা ও প্রচার অনুধাবন করেন, তাহলে দেখতে পাবেন, ভারতের ধর্ম্মশিক্ষার প্রভাব মহাত্মা যীশুর উপর বিস্তারিত হয়েছে। বাইবেলের উপর ভারতবর্ষীয় সুপ্রাচীন নীতির বিশেষ ছায়াপাত রয়েছে। ভারতীয় দর্শনের নিকট ইউরোপ চিরঋণী।

গৌড়ীয় মঠের অধিবেশনের সভাপতির পদ গ্রহণ করবার জন্য আহূত হওয়ার পরে কয়েকজন পণ্ডিত আমার নিকট গিয়েছিলেন; তাঁদিগকে আমি এলবার্ট হলের সভায় 'গৌড়ীয়-গৌরব' সম্বন্ধে অভিভাষণের কথা জানিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, 'গৌড়ীয়-গৌরব সম্বন্ধে আপনাদের অভিমত কি? আপনারা কাকে গৌড়ীয়-গৌরব' মনে করেন?' তাঁরা কেউ জগদীশ, কেউ কুল্লুক ভট্ট, কেউ বা পরবর্ত্তী এবং আধুনিক মনীষিগণের নাম করলেন, কিন্তু কেউ মহাপ্রভুর নামটি করলেন না! আমি তাঁদিগকে বললাম আপনারা এত নাম করলেন, কিন্তু গৌরসুন্দরের নাম ত' উচ্চারণ করলেন না! তাঁরা বললেন, তিনি ছিলেন অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষ, তাঁর কথা স্বতন্ত্র।

আজকের গৌড়ীয় মঠের বক্তা যদিও মহাপ্রভুর নাম করেছেন, সাহিত্য ও দর্শনের দিক্ হতে গৌরসুন্দরের অপূর্ব্ব গৌরবের কথা বলেছেন, তথাপি তাঁকে 'গৌড়ীয়' না বলে গৌড়ীয় এবং গৌড়ীয়েশ্বরের ঈশ্বর বলেই স্থাপন করেছেন! সুতরাং গৌড়ীয়-গৌরব না বলে আজকের গৌড়ীয় মঠের অভিভাষণকে আমরা 'গৌর-গৌরব' অর্থাৎ গৌরই—গৌরব এবং 'গৌরবই—গৌর'—এই আখ্যায়ও অভিহিত করতে পারি।

গৌড়ীয় মঠের বক্তা অপূর্ব্ব পাণ্ডিত্য ও ওজস্বিনী ভাষার সাহায্যে গৌড়ীয়ের যে ঐশ্বর্য্য-গৌরব, মাধুর্য্য-গৌরব এবং ঔদার্য্য-গৌরব প্রদর্শন করেছেন, গৌড়ীয়ের সেই লুপ্ত গৌরব যদি পুনরায় ফিরিয়ে আনতে হয়, তাহলে এরূপ ভাবেই প্রচার এবং এ অপেক্ষা আরও অধিক প্রচারের আয়োজন হওয়া আবশ্যক।

আজ আমি আমার দক্ষিণে (গৌড়ীয়-মঠাচার্য্য শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর) এবং বামে (মহারাজ স্যার শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর) যে দুজনকে পেয়ে ধন্য হয়েছি, তাঁদের দ্বারাই গৌড়ীয়-গৌরব বিশেষভাবে প্রসারিত হচ্ছে ও হবে। ভক্তিবিনোদ ঠাকুর লুপ্ত-বৈষ্ণব গ্রন্থের উদ্ধার করেছেন, আরও অনেক বৈষ্ণব-গ্রন্থ লুপ্ত আছে, সরস্বতী ঠাকুর এবং মহারাজের দ্বারা উহাদেরও উদ্ধার হওয়া আবশ্যক। যে ভিত্তির উপর গৌড়ীয়-গৌরব স্থাপিত, সেই গৌড়ীয়-গৌরব গ্রন্থাবলী একটা সুলভ সংস্করণের প্রচার হওয়া আবশ্যক। গৌড়ীয় মঠ হতে অনেক বৈষ্ণবগ্রন্থ প্রচারিত হচ্ছে, গৌড়ীয় মঠ যদি সমস্ত গৌড়ীয়-গ্রন্থাবলীর একটি সুলভ সংস্করণ প্রকাশ করেন, তাহলে অনেকেই সেই গ্রন্থ সংগ্রহ করতে পারেন?

"ভক্তিবিনোদ ঠাকুর স্থান-কাল-পাত্র ভেদে বৈষ্ণবজগতের যা' ক'রে গিয়েছেন, বৈষ্ণব জগতে আজও তা'র উপলব্ধি হয় নাই। ভক্তিবিনোদ ঠাকুর যুগ-ধর্ম্ম জাগিয়ে দিয়েছেন, তিনি এ সম্বন্ধে স্থান-কাল-পাত্র-ভেদে যে ব্যবস্থা করেছেন, তা' যথেষ্ট। এইরূপভাবে পুরাতন বৈষ্ণবধর্ম্মকে নবীনতায় পুনরুদ্দীপ্ত ক'রে না দিলে সাধারণ লোক এর গৌরব উপলব্ধি করতে পারে না। আমি গৌড়ীয়মঠের আচার্য্যদেবের আদেশে এই বৈষ্ণব-সভায় উপস্থিত হ'য়েছি বটে, কিন্তু আমি এ বৈষ্ণব সভার সভাপতির পদ গ্রহণে সম্পূর্ণ অযোগ্য। কেবল নামে সর্ব্বাধিকারী হ'লে কি হয়? কিন্তু এ কার্য্যে অনধিকারী। আমি আপনাদের আহ্বানে এই বৈষ্ণব-সভায় উপস্থিত হ'য়ে আজ আমাকে বিশেষ গৌরবান্বিত এবং আপনাদের নিকট কৃতজ্ঞ মনে করছি।

মহাপ্রভুর মাহাত্ম্য সব দিক-দিয়ে প্রকাশিত হ'য়েছিল। যাঁ'রা বলেন, চৈতন্যদেব ভক্তির দোহাই দিয়েই তাঁ'র ভক্তগণকে পেয়েছিলেন, তাঁ'রা কি একবারও ভেবে দেখেন না যে, বাসুদেব সার্ব্বভৌমের মত নৈয়ায়িক, বৈদান্তিক, দার্শনিক, প্রকাশানন্দ সরস্বতীর মত জ্ঞানী পণ্ডিত সন্ন্যাসী যাঁ'র চরণে আত্মবিক্রয় করেছিলেন, তাঁর কথাগুলি ভাবপ্রবণতা নয়,—তাঁর মহিমা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। বৃন্দাবনের মহিমাপ্রচার, লুপ্ত-বৃন্দাবন উদ্ধার; বারাণসী, গয়া, নবদ্বীপ প্রভৃতি তীর্থ স্থান মহাপ্রভু ও মহাপ্রভুর ভক্তগণের দ্বারা তীর্থীভূত হ'য়েছে। যখন রেলপথ ছিল না, তখন আমার পিতা পদব্রজে সেই সকল স্থান দর্শন করেছিলেন; কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে আজ বৃন্দাবনের মহিমা লুপ্ত—বিকৃত।

গৌড়ীয় মঠের আচার্য্য সরস্বতী ঠাকুরকে এবং তাঁহার শিষ্য পণ্ডিত বক্তৃমহোদয়কে 'গৌড়ীয়-গৌরব' সম্বন্ধে এইরূপ তৃপ্তিকর অভিভাষণ প্রদানের জন্য আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

সভাপতি স্যার সর্ব্বাধিকারী মহোদয়ের অভিভাষণের পর মহারাজা স্যার শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর নিম্নলিখিত সংক্ষিপ্ত অভিভাষণটী প্রদান করেন।

মহারাজা স্যার মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুরের অভিভাষণ

সভাপতি মহাশয় এবং সমবেত ভদ্রমণ্ডলি! আজ এই সভায় এসে গৌড়ীয়-মঠের বক্তার নিকট হ'তে যে মধুবর্ষী বক্তৃতা শ্রবণ করা গেল, তা অতি অপূর্ব্ব। সমস্ত বৈষ্ণব জগতের ইতিবৃত্ত এবং সাহিত্য, ব্যাকরণ দর্শন, ইত্যাদি ভক্তিশাস্ত্রের কিরূপ প্রচার হয়েছে, তা'র সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত এমন গবেষণাপূর্ণ বাগ্মিতায় শ্রবণ ক'রে পরম পরিতৃপ্তি লাভ ক'রেছি। বক্তাকে হৃদয়ের সহিত ধন্যবাদ প্রদান করি, মহাপ্রভু তাঁ'র দীর্ঘজীবন প্রদান করুন। তিনি যেন তাঁর গোস্বামী গুরুর আজ্ঞাবাহী হ'য়ে মহাপ্রভুর কথা এইরূপ মধুরভাবে সর্ব্বদা দেশে দেশে প্রচার করতে পারেন। আমাদের দেশে যা'তে মধ্যে মধ্যে এরূপভাবে বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রচার হয়—দেশের গ্রামে গ্রামে যা'তে এরূপভাবে মহাপ্রভুর কথার প্রচার হয়, তার জন্য যত্ন করা উচিত। গৌড়ীয় মঠের বক্তৃগণ যদি এরূপভাবে স্থানে স্থানে বক্তৃতা দিয়ে মহাপ্রভুর ধর্ম্ম প্রচার করেন, তবে দেশের পরম উপকার হতে পারে এবং এ কার্য্য তাঁদেরই দ্বারাই সুসম্পন্ন হবে।

বৈষ্ণবধর্ম্ম সম্বন্ধে আমার বেশী কিছু বলবার নেই। আপনারা আজকের গৌড়ীয় মঠের বক্তার মুখেই জানতে পেরেছেন যে, বৈষ্ণবধর্ম্ম একটা স্থান-কাল-পাত্র-গত সঙ্কীর্ণ ধর্ম্ম নয়, ইহা সার্ব্বজনীন ধর্ম্ম। আমরা বলতে সাহসী হই, বৈষ্ণবধর্ম্মের মত ধর্ম্ম পৃথিবীতে আর নাই। দেশ-বিদেশে যত ধর্ম্মের নীতি ও উপদেশ আছে, আমার মনে হয়, সে সমস্তই এই বৈষ্ণবধর্ম্ম হতে গৃহীত হয়েছে। (করতালি)। বৈষ্ণব ধর্ম্মে এমন একটা জিনিষ আছে, যা' আর অন্য কোন ধর্ম্মে নাই; সব কথা বলতে গেলে অনেক রাত্রি হয়ে যাবে। আজ গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্য মহোদয়ের (শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের) নিকট আমরা বিশেষ কৃতজ্ঞ; কেননা, আমরা আজ তাঁরই অনুগ্রহে গৌড়ীয়-বৈষ্ণব মঠের বক্তার নিকট হতে গৌড়ীয়-সাহিত্য, দর্শন ও ইতিবৃত্তের মধুর মীমাংসা শুনতে পেয়েছি। আমরা গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য সরস্বতী ঠাকুরকে আমাদের হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

মিঃ বি, কে, সেন

অতঃপর মিঃ বি, কে, সেন সাধারণ পক্ষ হইতে সভাপতি স্যার সর্ব্বাধিকারী মহোদয়কে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন ও বলেন,—'গৌড়ীয় মঠের [illegible] কৃপায় আজ শিক্ষিত সমাজ [illegible] 'গৌড়ীয়-গৌরব" [illegible], বিশেষতঃ গৌড়ীয়মঠ [illegible] যুগে আদর্শ আচার ও প্রচার [illegible] এরূপ জগতের মহোপকার সাধন করিতেছেন, তাহাতে সম্প্রদায়নির্ব্বিশেষে ব্যক্তিমাত্রেরই তাঁহাদের প্রচার-প্রণালীর প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা ও

ভক্তির উদয় হইতেছে। গৌড়ীয় মঠের প্রচারকগণের নিষ্কলঙ্ক চরিত্র, শিষ্টাচার ও গোষ্ঠ-সেবা আদর্শ-স্থানীয়।

মিঃ সেন সাধারণের পক্ষ হইতে সভাপতি মহোদয় ও গৌড়ীয় মঠের প্রচারকবৃন্দকে এইরূপ ধন্যবাদ ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিবার পর পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরিপদ বিদ্যারত্ন এম্‌, এ, বি, এল, মহাশয়, মহারাজ স্যার মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর এবং সমবেত শ্রোতৃমণ্ডলীকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

রায়-বাহাদুর ব্যানার্জ্জি

শ্রোতৃমণ্ডলীর পক্ষ হইতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বঙ্গসাহিত্যের পরীক্ষক রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত গোবিন্দলাল বানার্জ্জী মহাশয় সভা-মধ্যে দণ্ডায়মান হইয়া বলেন, "আমি শ্রোতৃমণ্ডলীর পক্ষ হইতে আমার প্রাণের আবেগ ও আন্তরিকতার সহিত গৌড়ীয় মঠের বক্তা শ্রীযুক্ত সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ মহাশয়কে ধন্যবাদ না দিয়ে থাকতে পারছি না। আমি সভাপতি মহাশয়কেও ধন্যবাদ দিচ্ছি। আমার ভাষা নেই, যাহাতে সম্যক্‌ভাবে গৌড়ীয় মঠের বক্তার অপূর্ব্ব পাণ্ডিত্য ও বক্তৃতা-প্রণালীর মধুরতার কথা বর্ণন কর্তে পারি। আমি কিছু কিছু বঙ্গীয় সাহিত্যের আলোচনা করে থাকি সমস্ত বঙ্গীয় সাহিত্যিক সম্প্রদায়ের নিকট আমার নিবেদন, তাঁরা গৌড়ীয় মঠের এই বক্তার সমস্ত কথাগুলি ভালরূপে অনুধাবন করবার চেষ্টা করুন, সমাজ তা হলে সত্য সত্যই লাভবান্ হতে পারবেন। আজ গৌড়ীয় মঠের এই বক্তা এমন সুন্দরভাবে বিশ্লেষণ করে উদীয়মান সমাজের নিকট গৌড়ীয়-সাহিত্য এবং দর্শনের দ্বার উদ্ঘাটিত করেছেন যে, সে কথা কি ভাষায় প্রকাশ করতে হবে, তা আমি জানি না। বক্তৃতা শুনতে শুনতে আমার মনে হলো, যেন বঙ্গীয়-দর্শন ও সাহিত্য-জগতের সম্মুখে আজ এক অপূর্ব্ব আলোক উজ্জ্বলিত হয়ে উঠেছে। আমি অনাহূত হয়েই কিছু কথা বল্‌লাম, কারণ, হৃদয়ের উচ্ছ্বাস মুখে চেপে রাখা যায় না। যারা গৌড়ীয়-বৈষ্ণব অভিমান করেও আজকের সভায় উপস্থিত হতে পারেননি, তাঁরা আজ নিশ্চয়ই বঞ্চিত হয়েছেন। যদিও গৌড়ীয় মঠের বক্তার বিষয় আমার যোগ্যতার অনেক বাইরে, তথাপি আমি শ্রোতৃমণ্ডলীর পক্ষ হতে বলছি, এরূপ বক্তৃতা সত্য সত্যই গৌড়ীয়ের গৌরব—বাংলার গৌরবস্বরূপ!

সনাতন ধর্ম্ম

শ্রীপাদ নরোত্তম দাসাধিকারী

যে উপায় অবলম্বনে মায়াবদ্ধতা ঘুচিয়া জীবের স্বরূপধর্ম্ম বা সনাতনধর্ম্মের প্রাকট্যবিধান ঘটে, তাহাকেই অভিধেয় বলে। সুতরাং অভিধেয়কে উপায় বা সাধনাকেই উদ্দেশ করে। উপায় দ্বারাই উপেয় বস্তু লাভ হইয়া থাকে। উপায় অবলম্বন না করিলে অর্থাৎ সাধনা ব্যতীত মায়াবদ্ধতা কাটিতে পারে না এবং মায়াবদ্ধতা না থাকিলে সনাতন ধর্ম্ম শ্রীভগবদ্ভক্তির উদয় হয় না। সম্বন্ধ জ্ঞান লাভ না হইলে অভিধেয় বা সাধনার প্রবৃত্তি হয় না এবং অভিধেয়ের সুষ্ঠুতা সম্পাদিত না হইলে প্রয়োজন বস্তু লাভে ব্যাঘাত ঘটে।

কেহ কেহ মনে করেন কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ ইত্যাদি যে কোন সাধনায় শ্রীভগবান্‌কে লাভ করিতে পারা যায়। তাহারা শাস্ত্র-তাৎপর্য্য বুঝিতে অক্ষম। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—

নেহ যৎকর্ম্ম ধর্ম্মায় ন বিরাগায় কল্পতে।
ন তীর্থপাদ সেবায়ৈ জীবন্নপি মৃতো হি সঃ॥

অর্থাৎ ইহলোকে সকলেই কর্ম্ম করিয়া থাকে। কারণ কর্ম্মব্যতীত কেহ জীবন ধারণ করিতে পারে না। পাপপুণ্যবিচারহীন, কেবলমাত্র খাও, পর ও ফুর্ত্তি উড়াও বুদ্ধি সম্পন্ন যথেচ্ছাচারিগণকে সৎকর্ম্মে নিযুক্ত করিবার উদ্দেশে বলিতেছেন যে, যাহার কর্ম্ম ধর্ম্মের জনক না হয়, সে জীবিত থাকিয়াও মৃত। সৎকর্ম্মকারিগণকে বলিতেছেন যে, যাহার কর্ম্ম সংসারবিরাগ উৎপন্ন না করে, তাহার জীবন ধারণ বৃথা। আবার বৈরাগ্যযুক্ত ব্যক্তিগণকে বলিতেছেন যে, যাহার বৈরাগ্য তীর্থপাদ শ্রীভগবানের পাদপদ্ম সেবায় আসক্তি না জন্মায়, সে মৃততুল্য। যথেচ্ছাচারিত্ব হইতে লোকসমূহকে ক্রমপন্থায় উদ্ধার করিয়া শ্রীভগবদ্ভক্তিতে নিযুক্ত করিবার উদ্দেশে শাস্ত্র সমূহ বিভিন্ন পন্থার অবতারণা করিয়াছেন মাত্র। ঐ সকল পন্থাবলম্বন করিয়া নিরস্ত থাকিতে বলেন নাই বা ঐ সকল পন্থার যে বহুপ্রকার ফলশ্রুতির কীর্ত্তন করিয়াছেন, তত্তৎ ফললাভে অনন্ত কাল সন্তুষ্ট থাকিতেও বলেন নাই। কর্ম্মের শ্রেষ্ঠ ফল বৈরাগ্য এবং বৈরাগ্যের শ্রেষ্ঠ ফল শ্রীভগবানের ভক্তি লাভ ইহাই শাস্ত্রের উদ্দেশ্য। তবে কর্ম্মের ইতরফল যথা, ধর্ম্ম অর্থ ও কামাদির কথা না বলিলে পাছে জীব আপাতমনোরম (কিন্তু পরিণামে ভয়। দুঃখদায়ক) যথেচ্ছাচারিত্ব পরিত্যাগ না করে, এই ভয়েই তাহার কীর্ত্তন করিয়াছেন। লোকে যেরূপ দুষ্ট গরুকে ঘাসের লোভ দেখাইয়া তাহার (গরুর) নির্দ্দিষ্ট স্থান গোয়ালে আবদ্ধ করে তদ্রূপ। কর্ম্মের ইতর ফল সমূহ ভোগ করিতে করিতে, তাহাদের আকিঞ্চিৎকরতা অনুভব করিয়া বৈরাগ্যের প্রতি এবং বিরাগাবস্থায় বৈরাগ্যের ইতর ফল সমাধি মোক্ষ প্রভৃতির হেয়তানুভব হইলে লোকে স্বভাবতঃ শ্রীভগবদ্ভক্তিলাভে যত্নবান্ হইতে পারে ইহাই ক্রমপন্থা। সকল লোকেই কিছু সমান অধিকারী নহে, সুতরাং অধিকারানুযায়ী ক্রমোন্নতি লাভে যত্নবান্ হওয়া আবশ্যক। শ্রীমদ্ভাগবতের অন্যত্র আমরা দেখিতে পাই,—

তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্ব্বিদ্যেত যাবতা।
মৎকথা শ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে॥
নির্ব্বিন্নানাং জ্ঞানযোগো ন্যাসিনামিহ কর্ম্মসু।
তেষ্বনির্ব্বিণ্ণচিত্তানাং কর্ম্মযোগস্তু কামিনাম্॥
যদৃচ্ছয়া মৎকথাদৌ জাতশ্রদ্ধস্তু যঃ পুমান্।
ন নির্ব্বিণ্ণো নাতিসক্তো ভক্তিযোগোঽস্য
সিদ্ধিদঃ॥

অর্থাৎ শ্রীভগবান্ বলিতেছেন—যাবৎকাল কর্ম্মফল ভোগে বিরক্তি না হয় অথবা ভক্তিমার্গে আমার কথায় শ্রদ্ধা না জন্মে, তাবৎকাল পর্য্যন্তই কর্ম্ম সমূহের অনুষ্ঠান কর্ত্তব্য। ত্যাগী বা ভগবদ্ভক্তের কর্ম্মানুষ্ঠানের আবশ্যকতা নাই। যাহাদের কর্ম্ম ও কর্ম্মফলে নির্ব্বেদ জন্মিয়াছে, তাহারা জ্ঞানযোগের অধিকারী, আর যাহাদের কর্ম্মফল ভোগবাসনা দূর হয় নাই, সেই সকল কামিগণই কর্ম্মযোগের অধিকারী। পূর্ব্ব সুকৃতিবলে আমার কথায় যাহার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছে, অথচ তপস্যা, জ্ঞান ও যোগ-পন্থার শুষ্কবৈরাগ্যাদিতে আগ্রহ নাই কিংবা কর্ম্মমার্গেও আসক্তি নাই, তাহার পক্ষে ভক্তি যোগ অবলম্বনীয় এবং সিদ্ধিদায়ক হয়।

এতদ্দ্বারা স্পষ্টই বোধগম্য হইতে পারে যে, শাস্ত্রে ক্রমাবচারে অন্যান্য পন্থার অবতারণা কেবল মাত্র তত্তৎ পন্থার অকিঞ্চিৎকরতা ও ভক্তি পথের শ্রেষ্ঠত্ব হৃদয়ঙ্গম করাইবার নিমিত্ত। ভক্তিপথ শ্রেষ্ঠ বলিয়া বুঝিতে সক্ষম হইলে, জীবগণ সেই পথই অবলম্বন করিয়া ধন্য হইবে, অন্যান্য পথে বৃথা কালক্ষেপণ করিবে না। ভক্তিপন্থায় 'নৃমাত্রস্যাধিকারিতা' অর্থাৎ নরমাত্রেরই অধিকার আছে। এতৎসম্বন্ধে অন্যান্য জ্ঞাতব্যবিষয় পূর্ব্বে বিস্তৃত ভাবে আলোচিত হইয়াছে, সুতরাং পুনরুল্লেখ ভয়ে নিরস্ত হইলাম।

এক্ষণে সেই ভক্তিপথের সাধনা কি প্রকার তাহাই বলা আবশ্যক। সম্বন্ধজ্ঞান লাভ না হইলে, ভক্তিপথের সাধনা আরম্ভ হয় না অর্থাৎ আমি শ্রীভগবানের দাস শ্রীভগবানের সেবাত্যাগ করিয়াই আমার দুর্গতির সীমা নাই' ইত্যাদি জ্ঞান লাভের পর, সেই দাস্য বা সেবা লাভের জন্যই অভিধেয় বা সাধনার সুরু হয়। কোন মহাজন গাহিয়াছেন:—

'সম্বন্ধ জানিয়া ভজিতে ভজিতে অভিমান হউ দূর।' অর্থাৎ শ্রীগুরুদেবের নিকট সম্বন্ধ জ্ঞান লাভের পর সাধনা করিতে করিতে অভিমানাদি অনর্থ দূরীভূত হইতে থাকে। চৈতন্যচরিতামৃত বলেন:—

'সাধনভক্ত্যে হয় সর্ব্বানর্থ নিবর্ত্তন'

ভক্তি দুই প্রকার, যথা- সাধন ভক্তি ও প্রেমভক্তি। প্রেমভক্তি অর্থাৎ সম্বন্ধের বিশুদ্ধতা ও পরিপূর্ণতা প্রাপ্তিই সাধনভক্তির প্রয়োজনসিদ্ধি এবং সাধনভক্তিই অভিধেয় বা প্রেমভক্তি প্রাপ্তির উপায়। এই সাধন ভক্তির চৌষট্টি প্রকার অঙ্গের কথা শাস্ত্রে বর্ণিত আছে, যথাঃ—

(১) গুরুপাদাশ্রয়, (২) গুরুর নিকট হইতে কৃষ্ণদীক্ষাদি শিক্ষা, (৩) বিশ্বাসের সহিত গুরুসেবা, (৪) সাধুবর্ত্মের অনুবর্ত্তন, (৫) সদ্ধর্ম্ম জিজ্ঞাসা, (৬) কৃষ্ণ উদ্দেশ্যে ভোগাদি পরিত্যাগ, (৭) দ্বারকা প্রভৃতি ধাম ও গঙ্গার সন্নিকটে বাস, (৮) ব্যবহার বিষয়ে যাবদর্থানুবর্ত্তিতা, (৯) হরিবাসর সম্মান (১০) ধাত্রী-অশ্বত্থাদির গৌরবরক্ষা এই প্রথম দশটি প্রারম্ভরূপ।

(১১) কৃষ্ণ বহির্ম্মুখ ব্যক্তির সঙ্গ দূরে পরিত্যাগ করিবে, (১২) শিষ্যাদির অনুবন্ধ পরিত্যাগ, (১৩) মহারম্ভাদির উদ্যম ত্যাগ, (১৪) বহুগ্রন্থের কলাভ্যাস ও ব্যাখ্যাবাদ পরিত্যাগ, (১৫) ব্যবহারে অকার্পণ্য, (১৬) শোকাদি দ্বারা অবশ না হওয়া, (১৭) অন্য দেবতাকে অবজ্ঞা না করা, (১৮) ভূতগণকে উদ্বেগ না দেওয়া (১৯) সেবা ও নামাপরাধের উদ্ভব না হয় এরূপ সাবধান হওয়া, (২০) কৃষ্ণ ও কৃষ্ণভক্তের বিদ্বেষ ও নিন্দা সহিতে না পারা। এই দশটি ব্যতিরেকভাবে নিষেধরূপে অবশ্য পালনীয়

(২১) বৈষ্ণব চিহ্নধারণ, (২২) হরিনামাক্ষর ধারণ, (২৩) নির্ম্মাল্যাদি ধারণ (২৪) কৃষ্ণাগ্রে নৃত্য, (২৫) দণ্ডবন্নতি, (২৬) অভ্যুত্থান, (২৭) অনুব্রজ্যা, (২৮) কৃষ্ণস্থানে গমন, (২৯) পরিক্রমা, (৩০) অর্চ্চন, (৩১) পরিচর্য্যা, (৩২) গান, (৩৩) সংকীর্ত্তন, (৩৪) জপ, (৩৫) বিজ্ঞপ্তি, (৩৬) স্তবপাঠ, (৩৭) নৈবেদ্যাস্বাদন, (৩৮) পাদ্যের আস্বাদন, (৩৯) ধূপমাল্যাদির সৌরভ গ্রহণ, (৪০) শ্রীমূর্ত্তি স্পর্শন, (৪১) শ্রীমূর্ত্তি ঈক্ষণ, (৪২) আরাত্রিকোৎসবাদি, (৪৩) শ্রবণ, (৪৪) কৃষ্ণের কৃপোন্মুখতা দর্শন, (৪৫) স্মরণ, (৪৬) ধ্যান, (৪৭) দাস্য, (৪৮) সখ্য, (৪৯) আত্মনিবেদন। এই ঊনত্রিংশটি কৃষ্ণদীক্ষাদি শিক্ষারূপ দ্বিতীয়াঙ্গের অন্তর্গত।

(৫০) প্রিয়বস্তু কৃষ্ণকে সমর্পন (৫১) কৃষ্ণোদ্দেশে অখিল চেষ্টা, (৫২) সর্ব্বভাবে শরণাপত্তি, (৫৩) তদীয়স্থানে তুলসী সেবন, (৫৪) তদীয় স্থানে ভাগবত শাস্ত্রাদি সম্মান, (৫৫) তদীয় স্থানে জন্মস্থান অর্থাৎ মথুরাদি সেবন, (৫৬) তদীয় স্থানে বৈষ্ণবসেবা, (৫৭) যথা বৈভব সামগ্রীর সহিত সাধু গোষ্ঠী লইয়া মহোৎসব, (৫৮) কার্ত্তিক মাসের সমাদর (৬০) শ্রদ্ধাপূর্ব্বক শ্রীমূর্ত্তির পরিচর্য্যা, (৬১) রসিকজনের সহিত শ্রীমদ্ভাগবতের

অর্থাস্বাদন, (৬২) স্বজাতীয়াশয় স্নিগ্ধ অথচ আপনা হইতে শ্রেষ্ঠ সাধুর সঙ্গ (৬৩) নাম সংকীর্ত্তন, (৬৪) মথুরা অর্থাৎ ভগবজ্জন্ম স্থানে অবস্থিতি।

এই সমস্ত ভক্ত্যঙ্গের যাজনে দেহ, ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণের দ্বারা কৃষ্ণোপাসনা হইয়া থাকে। শেষোক্ত পাঁচটি যদিও পূর্ব্বপূর্ব্বাঙ্গে বর্ণিত হইয়াছে, তথাপি তাহারা শ্রেষ্ঠ বলিয়া, শাস্ত্র তাহাদিগকে পৃথক্ অঙ্গস্বরূপে নির্ণয় করিয়াছেন।

(ক্রমশঃ

সার্ব্বজনীন ধর্ম্ম

(পরবিদ্যাপীঠের)

জনৈক প্রাথমিক শ্রেণীর ছাত্র লিখিত)

জগতে আমরা সকলেই অল্প বিস্তর ধর্ম্ম বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়া থাকি। তাহাতে অনভিজ্ঞতা দোষে দুষ্ট হইয়া অনেক সময় সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতায় গণ্ডীবদ্ধ হইয়া ঊর্ণনাভের ন্যায় ঊর্ণাতন্তুতেই জড়াইয়া পড়িতে দেখা যায়। উদার নীতি দ্বারা সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয় রীতি অবলম্বন করিতে চাহিলেও সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতা লজ্জাবতী লতার ন্যায় আপনাপন জড়তায় আবদ্ধ থাকে। সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতা কখনও সার্ব্বজনীন ধর্ম্ম হইতে পারে না।

যে ধর্ম্ম যে আচার, দেশকাল পাত্র নির্ব্বিশেষে সর্ব্বজনগ্রাহ্য হইতে কোনও আপত্তির কারণ থাকিতে পারে না তাহাই সনাতন ধর্ম্ম, সনাতন আচার, সার্ব্বজনীন সর্ব্বজন গ্রাহ্য।

"ধর্ম্ম মূলং হি ভগবান" সুতরাং স্বয়ং ভগবান কর্ত্তৃক যে ধর্ম্ম আচারের সহিত প্রচার হইয়াছে তাহাই সনাতন ধর্ম্ম, সার্ব্বজনীন সর্ব্বজন-গ্রাহ্য।

এখন যদি তর্ক উঠাইয়া বলা যায় যে যিনি যে সম্প্রদায়ভুক্ত তিনি তাঁহার সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তককে ভগবান বা ভগবৎ-প্রেরিত জন বলেন বলিয়া তৎকর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত আচার বা ধর্ম্মই তাঁহাদের নিকট সনাতন। তদুত্তরে বলা যায় যে সনাতনত্ব কোন দেশ কাল বা পাত্রে আবদ্ধ থাকিতে পারে না। সত্যানুসন্ধিৎসু মাত্রেই এই সব সম্প্রদায়ের মূলানুসন্ধান করিলে দেখিতে পাইবেন সনাতনধর্ম্ম হইতে ন্যূনাধিক বিচ্যুত হইয়াই জগতে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের উৎপত্তি।

অনেকে বলেন আচার বিধির সহিত ধর্ম্মের কোন সংস্রব নাই, একথাটা উচ্ছৃঙ্খল সমাজেই আবদ্ধ। কোন সজ্জনমণ্ডলীই এরূপ বাক্যের সমর্থন করেন না। গীতা শাস্ত্র জগতের সর্ব্বজন-মান্য, সেই শাস্ত্রেই সাত্ত্বিক, রাজস, ও তামস ত্রিবিধ আহার ও তন্মধ্যে সত্ত্বগুণেরই প্রশংসা দেখা যায়।

আমরা একটু নিরপেক্ষ বিচারে প্রণিধান করিলে, এসকল জটিল কথার মীমাংসায় উপস্থিত হইয়া ধর্ম্ম সম্বন্ধে অন্ধ-বিশ্বাসের কবল হইতে মুক্ত হইতে পারি। তাহা হইলে উদারনীতি অবলম্বন করিতে যাইয়া এটাও ঠিক, ওটাও ঠিক, সব দলে ভোট দিয়া আর 'সবই মানি' স্বীকার করিয়া অথাৎ বাস্তব পক্ষে কিছুই মানি না, নাস্তিকের গোলাম হইয়া যাইতাম না। এ উদারতার মূলে ভীষণ অনুদারতা বা কপটতা বিপ্রলিপ্সা ও করণাপাটব দোষ বর্ত্তমান। কপটীগণ কখনও আচারের সহিত ধর্ম্ম স্বীকার করে না, কেবল লোক দেখানো লৌকিকতা পালন করিয়া থাকেমাত্র। (আচার বলিতে এখানে সদাচারকেই লক্ষ্য করা হইতেছে)

এই প্রবন্ধে আমরা আচারের মধ্যে প্রধান—আহার বিহার সম্বন্ধেই বিচার করিতে গিয়া দেখিতে পাই,—জগতে যতগুলি সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম চলিয়াছে তাহাতে খাদ্যাখাদ্য সম্বন্ধে বহুপ্রকার ভেদ দৃষ্ট হয়। কোন সম্প্রদায় বলেন মৎস্য, মাংস সবই খাওয়া যায়, কুক্কুট প্রভৃতির মাংস খাইলেও ধর্ম্ম বা জাতি নষ্ট হয় না। আবার কোন সম্প্রদায় বলেন মৎস্য, মাংস সবই খাওয়া যায় কিন্তু শূকরাদি নিষেধ। আবার কোন সম্প্রদায় বলেন, খাদ্য খাওয়ার সহিত ধর্ম্মের কোন সম্পর্কই নাই, যাহা যাহার রুচি খাইতে পারেন; তাহাতে ধর্ম্ম আটকাইবেনা ইহাই উদারতার আবরণে অনুদারতা।

অধুনা এই শ্রেণী সেবক সম্প্রদায়ই জনমতে অত্যধিক উদার বলিয়া ভোট পাইতেছেন। এই সকল জনমতপূর্ণ গড্ডালিকা স্রোতের ভিতরে কতটুকু সত্য বা সনাতনত্ব নিহিত আছে তাহা খাড়িয়া বাহির করিবার লোক কোথায়?

নিরপেক্ষ বিচারক মাত্রেই ইহা অবগত আছেন যে, উক্ত সম্প্রদায়গুলির কোনটাতেই সার্ব্বজনীন অর্থাৎ সর্ব্বজনগ্রাহ্য কোন কথা নাই। জগতের সমস্ত লোক গৃধ্রনীতি গ্রহণ করিয়া একাকার হইতে সম্মত নহেন। মনুষ্য জাতির মধ্যে বিশেষতঃ আর্য্য সনাতনপন্থীগণের বংশজাতগণের মধ্যে অনার্য্যনীতি একছত্রী হওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব

সমগ্রবিশ্বে একথা বোধ হয় অনেকেই করিতে পারিবেন না যে, "দুগ্ধ, ফল, মূল ও স্বচ্ছন্দবনজাত শাকতরকারী প্রভৃতি আমরা কেহ আহার করি না!" বিশ্বের যেখানে যে জাতি যে বর্ণই থাকুন না কেন প্রায় সকলেই দুগ্ধ ও উদ্ভিজ্জাত সাত্ত্বিক আহারের পক্ষপাতি ইহাতে সন্দেহ নাই। অন্যান্য তামস আহার্য্য গ্রহণ করিলেও উক্তবিধ সাত্ত্বিক আহার পরিত্যাগ করিতে কেহই সম্মত নহেন।

তাই করুণাময় ভগবান আমাদিগকে আত্মমঙ্গলের পথে আকর্ষণ করিবার নিমিত্ত এই প্রকার সত্ত্বগুণজাত দ্রব্যাদি দ্বারা তাঁহার নৈবেদ্য দেওয়ার ব্যবস্থা দান করিয়াছেন। ইহাই সনাতন ও নিত্য সার্ব্বজনীন সর্ব্বজনগ্রাহ্য আচারশীল ধর্ম্ম।

যদি বলা হয় ভগবান যে ঐ সকল রাজস তামস মদ্য ও অন্যান্য দ্রব্যাদি স্বীকার করেন নাই তাহার প্রমাণ কি? শাস্ত্রে ত ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ বিদ্যমান আছেই, পরন্তু শাস্ত্র বাদ দিয়া ব্যবহারিক জগতের ব্যবহার আলোচনা করিলেই দেখা যায়, দুগ্ধ ফল মূল, শাক তরকারী নিত্য নৈমিত্তিক খাদ্য না হইলেই চলে না

এই তো গেল খাদ্যের কথা। তার পর বিহার সম্বন্ধে—গম্যাগম্য বিচার তথাকথিত কোন সম্প্রদায়েই সম্পূর্ণ বিশুদ্ধতা লাভ করিতে পারে নাই। পাকে প্রকারে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া ভোগের প্রশ্রয় দেওয়ার চেষ্টাটা বাদ যায় নাই।

অতঃপর উপাস্য তত্ত্ব সম্বন্ধে তথাকথিত সাম্প্রদায়িক গণ্ডির ভিতরে, ভীষণ মতদ্বৈধ দৃষ্টিগোচর হয়। তাহার প্রমাণের অভাব হইবে না। যেহেতু আত্মধর্ম্মের সন্ধান কেহই রাখেন না বা করেন না।

একমাত্র শ্রীবিষ্ণু সেবকগণই আত্মজ্ঞ, সিদ্ধান্তবিৎ। জগতের সমস্ত সাম্প্রদায়িকগণকে তত্ত্বালোচনা ও বিচার করিবার জন্য শ্রীবিষ্ণুসেবকগণই আবাহন করিতে সমর্থ। এ বিচার শুধু শব্দের কচকচি নহে, তত্ত্বদর্শনের দ্বারা সুদার্শনিক ভক্তিসিদ্ধান্ততত্ত্ব কথার বিচার। তাঁহারা সিদ্ধান্ত বিচারে এত সুনিপুণ যে সমগ্র বিশ্বের অজ্ঞতা ছুটি করাইয়া দৃশ্য বস্তু দর্শন করাইয়া দ্রষ্টার নিত্যত্ব সনাতনত্ব প্রমাণ করিতে সক্ষম। ইহা অতিস্তুতি নহে। ইহাতে যদি কাহারও অপ্রতীতি ঘটে তাহা হইলে বর্ত্তমান যুগাচার্য্য বিশ্ববৈষ্ণবরাজ সভার যে কোন আচার্য্যের নিকট ধর্ম্মতত্ত্বসিদ্ধান্ত বিচার লইয়া উপস্থিত প্রার্থনীয়।

জগতের বিচারটাই উল্টা। যাহারা যাহারা ঘোর সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণচেতা, গণ্ডিবদ্ধ তাহারাই আবার শ্রীবিষ্ণুদাসগণকে সাম্প্রদায়িক বা গোঁড়া বলিয়া ধৃষ্টতা প্রকাশ করিয়া থাকেন। ইহারা সার্ব্বজনীন ধর্ম্মের কোনও সন্ধান জানেন না।

বৈষ্ণব ধর্ম্মই সনাতন ধর্ম্ম, প্রেম ধর্ম্ম বিশ্বজনীন ধর্ম্ম, উহাতে সাম্প্রদায়িকতা বা সংকীর্ণতার অবকাশ নাই। ইহাই সার্ব্বজনীন ধর্ম্ম।

শ্রীশ্রীভক্তি সিদ্ধান্ত বাণী

(পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিরত্ন)

'ভজ্' ধাতুর অর্থ সেবা, 'তি' বা 'ক্তি' প্রত্যয়াক্ত করিলে 'ভক্তি' শব্দটী পাই ভক্তি বা সেবা নিত্য অপ্রাকৃত তত্ত্ব, ইহা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু নহে; অধোক্ষজ-অতীন্দ্রিয়-বস্তু সেবার সীমা স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ-সেবাই সাক্ষাৎ মূর্ত্তিমতী ভক্তি।

শ্রবণকীর্ত্তনাদি নববিধা অকৃত্রিম সাধন [illegible] দ্বারাই ভক্তি বা সেবা সৌষ্ঠবা বর্দ্ধিত হয়. এই ভক্তি বা সেবায় যিনি সিদ্ধ পরিপক্ক অর্থাৎ সর্ব্বোৎকর্ষতা দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ সেবায় সর্ব্ব [illegible] প্রতিষ্ঠিত, যদপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণাহ্লাদিনী সর্ব্বাধিকা সেবিকা [illegible] সম্ভবে না; [illegible] সেবায় সর্ব্বোত্তম স্ফূর্ত্তিরূপা ভক্তি বা সেবা সম্বন্ধে সিদ্ধ (পরিপক্ক) হইয়াছে অঙ্গ (সীমা) যাহার তিনিই ভক্তি সিদ্ধান্ত। তাঁহার সেবাময়ী অকৃত্রিম শিক্ষাই ভক্তি সিদ্ধান্ত বাণী নামে কথিত। এই ভক্তি সিদ্ধান্তের একমাত্র বিগ্রহ বৃষভানুনন্দিনী শ্রীরাধা। শ্রীরাধা বাতীত ভক্তির চতুর্ব্বিধা (দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর) রসের পরিপূর্ণ আশ্রয় বিগ্রহ ও শ্রীগোবিন্দাহ্লাদিনী শক্তির সর্ব্বগুণময়ী [illegible] কোথাও প্রাপ্ত হওয়া সম্ভব না। বার্ষভানবীদয়িতগণই একমাত্র ভক্তিসিদ্ধান্ত বলিয়া নিত্যকাল পরিচিত। সেই বাণী জীবন্ত সেবাবিগ্রহ সাক্ষাৎ চৈতন্যসরস্বতী বাণী।

সর্ব্ব কান্ত-শিরোমণি স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র, একমাত্র সব কান্তাশিরোমণি শ্রীমতী রাধিকার বাণী দ্বারাই সেবিত হন। এই সর্ব্বসিদ্ধা বাণীর আশ্রয়ে সর্ব্বাভীষ্ট সিদ্ধ অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ-সেবা লাভ হয়। এই সর্ব্ববিদ্যা নাশিনী শ্রীমতী রাধিকার বাণী আশ্রয়ে অবিদ্যা ঘুচিয়া সর্ব্ব বিদ্যা লাভ হয়।

বার্ষভানবীদয়িত বাণীতে শ্রীকৃষ্ণ সেবা বিগ্রহ আশ্রয়াবস্থায় নিত্য সেবোন্মুখ বৃত্তিরই উন্মেষ করায়। এই শ্রীচৈতন্য সরস্বতী বাণীতে জাগতিক জাড্য বা অবরতা প্রবিষ্ট হইতে পারেনা। এই বাণীর শ্রেষ্ঠ প্রমাণ স্বয়ং ভক্তিসিদ্ধান্ত বাণী। যে বাণীর স্রোত প্রতিঘাত চেতনতাময়; সর্ব্বকাল—সর্ব্বাবস্থায়—সর্ব্বত্র, একই সুরে, একই তালে, একই মূর্ত্তিতে, স্বয়ং প্রকাশিত হওয়া যে বাণীর বৈশিষ্ট্য; যে বাণী শ্রবণে, অজ্ঞান পাষণ্ডতা, মূর্খতা, অবরতা, চিরতরে সুদূরে পলায়ন করে, যে বাণীর দীক্ষা চৌদ্দভুবনের বিদ্যা, অশুদ্ধা সরস্বতীগণ করিবার নিমিত্ত কোটী কল্প কাল অপেক্ষা করিয়াও [illegible] শ্রীকৃষ্ণৈকনিষ্ঠা বা শাস্ত্রতা [illegible] সখ্য, বাৎসল্য, মধুর, রসাশ্রিত [illegible] সন্ধান পাইতে হইলে [illegible] আশ্রয় গ্রহণ ভিন্ন গত্যন্তর নাই, [illegible] বৃষভানু নন্দিনী শ্রীমতী [illegible] বার্ষভানবীদয়িত বাণীই ভক্তি [illegible] শ্রীশ্রীভক্তি সিদ্ধান্ত বাণী। [illegible] ভক্তি সিদ্ধান্ত বাণী রূপে স্বয়ং প্রকাশিতা অভিন্ন বার্ষভানবী।

পর-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

সম্প্রতি পর বিদ্যাপীঠে নিম্নলিখিত শিক্ষণীয় বিষয়নিচয়ের অধ্যাপকের আসন-সমূহ সংস্থাপিত হইয়াছে—বিদ্যার্থিগণ আবেদন করুন।

১। সাহিত্যাসন, ২। ঐতিহ্যাসন,
৩। সম্প্রদায়বৈভবাসন, ৪। ভক্তিশাস্ত্রাসন,
৫। তত্ত্বশাস্ত্রাসন, ৬। বেদান্তাসন,
৭। একায়নাসন।

শ্রীনন্দলাল রায় বি, এ, কাব্যতীর্থ, বিদ্যাসাগর,
সম্পাদক—পরবিদ্যাপীঠ, শ্রীধাম মায়াপুর।

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

শ্রীগৌড়ীয়পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৪০৲ চল্লিশ টাকা।

২৭২৪ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে,
সপ্তচত্বারিংশ খণ্ডে সূচী ছাপা হইতেছে।

৪৬শ খণ্ড গ্রন্থ নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে ১৫।/০ সাধারণ পক্ষে ২০৸৶০। প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৶০, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ।/০।

দশম স্কন্ধ ছাপা হইতেছে। দশম স্কন্ধের ভিক্ষা ১২৲, অগ্রিম সাধারণের পক্ষে ৮৲।

৫০ অধ্যায়পর্য্যন্ত নবম সংখ্যা ছাপা হইয়াছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

"শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত"

সম্পূর্ণ ছাপা শেষ হইল

আদি, মধ্য, ও অন্ত্যলীলা এবং সূচী ছাপা হইয়া সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছেন। যাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ১০৲ টাকা ভিক্ষার তৃতীয় সংস্করণ ৪৲ টাকায় না পাইয়া অপূর্ব্ব সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের জন্যই উহার ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছেন। সেই ১০৲ টাকার এই বিরাট গ্রন্থ গৌড়ীয়মঠের উৎসব অর্থাৎ আগামী ২রা আশ্বিন পর্য্যন্ত ৫৲ টাকা ভিক্ষায় দেওয়া হইবে। গ্রাহকগণ সত্বর হউন পরে আর এ সুযোগ দেওয়া হইবে না।

শ্রীচৈতন্য লীলার ব্যাস আদিকবি

শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র গ্রন্থ ৮৲ স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲
নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪॥০ টাকা

শ্রীচৈতন্য মঠের যাবতীয় গ্রন্থ

কার্য্যাধ্যক্ষ, গ্রন্থ-বিভাগ, শ্রীচৈতন্য মঠ
পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

—অথবা—

শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা
ঠিকানায় পাওয়া যাইবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—ডাকে লইলে শ্রীচৈতন্য মঠের ঠিকানায় লিখিবেন।

কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত

গৌড়ীয় পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র।

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রতি শনিবারে প্রকাশিত হয়।

অগ্রিম বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲ দিলে বৎসরে ৫০ সংখ্যা প্রাপ্য : ষাণ্মাসিক ১৷৷০ ; সাপ্তাহিক ৴০

সর্ব্বদা গ্রাহক হওয়া যায়।

বৃত্তিসহ সমগ্র

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

ভিক্ষা ২৲ টাকা। শিক্ষার্থি-ছাত্রের পক্ষে ১৷৷০ দেড়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীপরবিদ্যাপীঠ, শ্রীগৌড়পুর
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, ন

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিম্নলিখিত মঠসমূহে প্রাপ্তব্য:—

১ শ্রীচৈতন্য মঠ,—পোঃ, শ্রীধামমায়াপুর, (নদীয়া)।
২ শ্রীগৌরগদাধর মঠ,—চাঁপাহাটি, সমুদ্রগড় পোঃ, (বৰ্দ্ধমান)।
৩ শ্রীভাগবত আসন,—ভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৪ শ্রীগৌড়ীয় মঠ,—১নং উল্টাডাঙ্গা জংসন রোড্, কলিকাতা।
৫ শ্রীপুরুষোত্তম মঠ,—পুরী রেলওয়ে ষ্টেশনের নিকট "অমরনিবাস"
৬ শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ,—উড়িয়া বাজার, কটক।
৭ শ্রীভাগবত মঠ,—চিরাকুয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।
৮ শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ,—৪নং জগজ্জীবনপুরা, কাশী, ইউ, পি।
৯ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,—ছিপিগলি, বৃন্দাবন, মথুরা, ইউ, পি।
১০ শ্রীপরমহংস মঠ—নিমসার পোঃ, সীতাপুর, ইউ পি।
১১ শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ,—কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল, পাঞ্জাব।
১২ শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠ,—৯০নং নবাবপুর রোড্, ঢাকা।
১৩ শ্রীগদাইগৌরাঙ্গ মঠ,—বালিয়াটি, ঢাকা।
১৪ শ্রীপ্রপন্নাশ্রম,—আমলাজোড়া, রাজবাঁধ পোঃ, বৰ্দ্ধমান।
১৫ শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ,—ডুমুরকোন্দা, চিরকুণ্ডা পোঃ, মানভূম।
১৬ শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয় মঠ,—আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী, উড়িষ্যা।

এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণের নিকটও নদীয়া-প্রকাশ প্রাপ্তব্য।

১। শ্রীযুক্ত জনার্দ্দন ঘোষ—৭৬ লজ্ রোড, খুলনা।
২। শ্রীযুক্ত রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিরত্ন—দেওয়ানগঞ্জ, হলদিবাড়ী কুচবিহার।
৩। শ্রীযুক্ত রামরঞ্জন রায় ৭৬।২নং শ্রীগোপাল মল্লিক লেন, কলিকাতা
৪। শ্রীযুক্ত অমূল্যকুমার সরকার এস, ডি, ও, ফেজাবাদ।
৫। মিঃ এন্ ডি, মুখার্জ্জি—এম, এম, ওয়ার্কস দি মল্ কানপুর।
৬। শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী জ্যোতিভূষণ—স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া।
৭। শ্রীরাসবিহারী দাস অধিকারী, নবদ্বীপ।
৮। শ্রীবিরাজমোহন দে—মনমোহন প্রেস, নবাবপুর, ঢাকা।
৯। শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ গড়গড়ি বেড়াচাঁপা, ২৪ পরগণা।

অন্যথা না ভজে কৃষ্ণ, দুষ্ট সঙ্গ করে। পুন সেইমত মায়া পাপে ডুবি মরে।

শ্রীচৈতন্যমঠের গ্রন্থাবলী

শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুর বিরচিত

ভক্তি-গ্রন্থাবলী।

উৎকৃষ্ট কাগজে বিলাতী ধরণে বাঁধাই

স্বর্ণালঙ্কৃত। চতুর্থ সংস্করণ। বিষয়বিবিধ সূচীসহ

জৈবধর্ম্ম

বাঁধাই ২৲ দুই টাকা

প্রকাশিত হইয়াছে

সনাতন সম্প্রদায় বেদ, বেদান্ত, উপনিষৎ গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত, পুরাণ, তন্ত্রাদি সকল গ্রন্থ পাঠ করিবার অবসর অতি অল্প মানবের ঘটিয়া থাকে। অনেকের যোগ্যতা না থাকায় সেই সমস্ত গ্রন্থের মর্ম্ম অবগত হইতে পারেন না। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ মহাশয় এই সুবিধা দূরীভূত করিবার জন্য এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

বিদ্যালয়ের ছাত্র বা শিক্ষকগণের বিশেষ পাঠ্য, এই হেতু শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টার বাহাদুর ইহা সমস্ত বিদ্যালয়ের জন্য অনুমোদন করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

প্রথম খণ্ড ভিক্ষা—১৲ একটাকা

যুক্তিপূর্ণ শাস্ত্রবাক্য দ্বারা প্রত্যেক মানবের নিত্য কর্ত্তব্য ও অনিত্য সাময়িক কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। গ্রন্থের প্রতি উক্তি সনাতন শাস্ত্রবাক্য দ্বারা সমর্থিত ও প্রমাণিত হইয়াছে। দেহের, মনের ও আত্মার ধর্ম্ম কি? স্বদেশ, সমাজ, নীতি, ধর্ম্ম কি? ইত্যাদি বিষয় ক্রমানুসারে এমন সুন্দরভাবে যুক্তিসহকারে আলোচিত হইয়াছে যে, প্রথম পংক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত পাঠ না করিয়া নিবৃত্ত হওয়া যায় না।

শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য

ভিক্ষা ৵০

ঐ প্রমাণ খণ্ড ভিক্ষা ৵০

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিহার ও লীলাভূমি নয়টী দ্বীপ-সমন্বিত। এই নয় দ্বীপের প্রাচীন বিবরণ—প্রত্যেক দ্বীপে শ্রীমহাপ্রভুর লীলা—প্রত্যেক দ্বীপের পরিচয়, শ্রীধাম-মাহাত্ম্য—ধামাপরাধ কি? ইত্যাদি বিষয় বিশেষভাবে মনোহর ছন্দে বর্ণিত। পকেট সাইজ প্রায় ১৬০ পৃষ্ঠা।

শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ

উজ্জ্বল ব্রোঞ্জ-ব্লু কালীতে উত্তম কাগজে ছাপা—শ্রীনবদ্বীপধাম দর্শনে ভাবুক দর্শনকারীর কি প্রকার ভাবের উচ্ছ্বাস হয়, তাহা এই গ্রন্থে বর্ণিত। অতি চমৎকার। ভিক্ষা চারি আনা।

শ্রীভজনপথ

৷৵০ দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভুকে উপদেশচ্ছলে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিচার অতি সুন্দরভাবে ব্যক্ত হইয়াছে। ইহা ছাড়া শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদিষ্ট শিক্ষা ও উপদেশ বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

গৌড়ীয়-বৈষ্ণব জগতে অভিনব গ্রন্থ!!

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতি-গ্রন্থাবলী ৬-

শরণাগতি

পকেট সাইজ
অষ্টম সংস্করণ
ভিক্ষা /০ আনা

দেহ ও মনের চেষ্টা অনিত্যবস্তু লইয়া—ইহা যখন জীব বুঝিতে পারে, তখন একমাত্র নিত্যবস্তু শ্রীভগবানের প্রতি তাঁহার কোন জাতীয় আবেগময়ী প্রার্থনা হয় এবং শ্রীভগবানে সর্ব্বান্তঃকরণে নিষ্কপটে কি প্রকারে শরণাপন্ন হইতে হয়, ইত্যাদি বিষয়ক প্রাণস্পর্শী প্রার্থনা ও আত্মসমর্পণমূলক গান। অষ্টম সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে।

ভিক্ষা প্রতি খণ্ড /০ এক আনা।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা—/০, নবদ্বীপশতক—/০

অর্থপঞ্চক—/০

কল্যাণকল্পতরু

পকেট সাইজ
পঞ্চম সংস্করণ
ভিক্ষা /১০

আমরা প্রত্যহ নূতন নূতন অভাব ও কামনার বশবর্ত্তী হইয়া পুনঃপুনঃ যে অকল্যাণকে কল্যাণ বলিয়া গ্রহণ করি এবং যাঁহার নিকট কল্যাণ কামনা করি, তিনি যে নিত্য বা প্রকৃত কল্যাণ প্রদানে অসমর্থ এবং কেমন করিয়া আমাদের নিত্য কল্যাণদাতা এবং কি ভাবে আমরা সেই কল্যাণলাভে সমর্থ হইব, এই সকল কথা সরল গানে লিখিত। এই গীতিগ্রন্থ বাস্তবিকই কল্যাণের কল্পতরু; ইনি প্রত্যেককে নিত্যকল্যাণ প্রদানে সমর্থ।

শ্রীল চক্রবর্ত্তি-ঠাকুরের টীকা সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠাকুর কৃত টীকা ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কৃত বঙ্গানুবাদ। টীকাকারের জীবনী, শ্লোক-সূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি বহু প্রয়োজনীয় বিষয় সংবলিত প্রায় ৮২৫ পৃষ্ঠা। উৎকৃষ্ট সিল্কে বাঁধাই ২৲ দুই টাকা, কাগজে বাঁধা ১৷০

শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ-কৃত ভাষ্য সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

কাগজ ও ছাপা উৎকৃষ্ট। সিল্কে বাঁধাই, সোণার জলে নাম লেখা রাজসংস্করণ ২৲ টাকা, সাধারণ সংস্করণ ১৷০, গৌড়ীয়ের গ্রাহকপক্ষে ১৷০

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি

(সার্ব্বভৌমকোষগ্রন্থ)

বিষয়:—১। ভক্তিশাস্ত্রে ব্যবহৃত শব্দাবলীর অর্থ, ২। চারি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের চরিত্র, ৩। বিষ্ণুবৈষ্ণবসম্পর্কিত শ্রীমন্দির ও শ্রীবিগ্রহের বিবরণ, ৪। বৈষ্ণবগ্রন্থ ও প্রবন্ধসমূহের তাৎপর্য্য ও বিবরণ, ৫। বিষয় বিশেষের লৌকিক ও শাস্ত্রীয় আকরমূলে যাবতীয় তথ্য। চারিখণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ১ম খণ্ড ৸০, ২য় খণ্ড ৸৵০, ৩য় খণ্ড ৸০, ৪র্থ খণ্ড ৷৵০, চারিখণ্ড একত্রে ৩৲ (৫ম খণ্ড যন্ত্রস্থ)।

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ

১ম খণ্ড ১৲ এক টাকা

২য় খণ্ড ১৲ এক টাকা—শ্রীমদ্ভাগবতের গ্রাহক ও গৌড়ীয় গ্রাহকগণ ১৷০ টাকায় দুইখণ্ড পাইবেন। বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমজ্জীব গোস্বামিপাদের রচিত গ্রন্থ। ইহাই ষটসন্দর্ভের অধিক প্রয়োজনীয় অংশ। প্রায় ৩ খণ্ড ডবল ক্রাউন ৮ ফর্ম্মায় ৬৪ পৃষ্ঠা আকারে মুদ্রিত হইতেছে।

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য সঙ্কলিত

সদাচারস্মৃতিঃ

ভিক্ষা /০ মাত্র

রেজেষ্টার্ড

মদন মঞ্জরী

বটিকায় স্বপ্ন ও ধাতুবিকার, ইন্দ্রিয়শক্তির হ্রাস, প্রস্রাবে শুক্রপাত, বহুমূত্র, মাথাঘোরা, বুক ধড়ফড়ানি, অনিদ্রা প্রভৃতি লক্ষণ সত্বর নির্দ্দোষ আরোগ্য হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ৩০ বটী ১৲ এক টাকা।

"সপুংসকাঙ্কারি ঘৃত"

পুরুষহানি রোগে বাহ্যপ্রয়োগ দ্বারা আরোগ্য করিয়া শক্তিসম্পন্ন করে। মূল্য ২ তোলা ১৲ টাকা।

"রমণবিলাসিনী বটিকা"

বীর্য্যধারণ কাল সম্ভোগশক্তি স্থায়ী ও বৃদ্ধি করিতে অত্যাশ্চর্য্য। মূল্য ১৬ বটী ১৲ এক টাকা।

শ্রীবৈদ্য নারায়ণজী কেশবজী

১৭৭নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

কুমার-ভোগ—রুগ্ন ও রুগ্নশিশু অচিরেই সর্ব্ব রোগমুক্ত হইয়া মোটা হয়। ইহা সেবনে শিশুরা শীঘ্র হাটিতে পারে, তাহাদের ক্ষুধা বৃদ্ধি ও যকৃতের ক্রিয়া ভাল হয়—দন্তোদ্গমের সময় কোন কষ্ট হয় না। পাইতে দিন। মূল্য প্রতি শিশি এক টাকা, মাশুল ৵০ আনা।

নারোল (Narrhol)—ইনফ্লুয়েঞ্জা, [illegible] বাতজ্বর, পালাজ্বর শ্রেষ্ঠ ঔষধ। [illegible] কাশ, ব্রঙ্কাইটিস্ (Bronchitis), [illegible] কাশিভাব, হাঁপানী, [illegible] ৮০ বটিকায় শিশি ৷০, মাং [illegible]

দাদ-লোপ [illegible]

ডাঃ [illegible] এম, বি, কৃত

দাদ-লোপ

কাপড়ে কোনরূপ দাগ লাগে না

[illegible] ফার্ম্মেসী,

[illegible]

৩ শিশির কম স্বতন্ত্র ভিঃ পিঃ হয় না।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (প্রাচীন নবদ্বীপ) নদীয়া।

অপূর্ব্ব সুযোগ অল্পদিনের জন্য মাত্র

শ্রীগৌড়ীয় মঠের উৎসব উপলক্ষে.

১। গৌড়ীয় কণ্ঠহার [illegible] ৫। চৈতন্য [illegible]মৃত (অর্দ্ধ) ৮০ „ ৷৷০
২। [illegible] ৬। [illegible] বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী অর্থবোধ্য) ১।০ „ ১০
৩। হরিনাম [illegible] ৮০ „ ৷৷০ ৭। [illegible]
৪। মহাপ্রভুর [illegible] ৮০ „ ৷৷০ ৮। নবদ্বীপ পঞ্জিকা।

ম্যানেজার
গ্রন্থবিভাগ, শ্রীচৈতন্য মঠ
পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া।

বেদনাঞ্জন

শ্রেষ্ঠরত্ন

কলিকাতা কংগ্রেস একজিবিসন হইতে বহু প্রশংসা প্রাপ্ত ও বহু গণ্যমান্য ভদ্রমহোদয়গণ কর্ত্তৃক প্রশংসিত।

আজকাল পারদ-চলন মিশ্রিত ও বিষাক্ত আহার্য্য সেবনে শরীরের রক্ত স্বতঃই দোষিত হইয়া পড়িতেছে। রক্তই মানব-দেহের শ্রেষ্ঠ উপাদান, এই রক্ত দোষিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মানব বাত, বেদনা, মাথাধরা, মাথাঘোরা, দৃষ্টিশক্তির হ্রাস, দাঁতের গোড়া ফুলা, দাঁত কনকনানি, দাঁতে পোকা এবং দোষ, চুলকানি প্রভৃতি কষ্টদায়ক চর্ম্মরোগে আক্রান্ত হইতেছে। যদি আপনি একান্তই ব্যাধিমুক্ত হইতে চান, তাহা হইলে অযথা পয়সার অপব্যয় না করিয়া অল্প ব্যয়ে এক শিশি বেদনাঞ্জন ক্রয় করিয়া ইহার কার্য্যকারী-শক্তি উপলব্ধি করুন। গুণের তুলনায় মূল্য অকিঞ্চিৎকর, এক শিশি ৷৷৵০ আনা মাত্র মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান—এ, সি, চাটার্জ্জী এণ্ড ব্রাদার্স।

৪৫নং টেলকাট লেন, মানিকতলা।

সকল মনিহারী দোকানে ও বড় বড় ডাক্তারখানায় পাওয়া যায়।

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

যদিও অদ্যাপি প্রকৃত মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য, তথাপি যাঁহারা নানাবিধ অনিয়মিত উপায়ে অপরিমিত শক্তি নষ্ট করিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন এবং নানা প্রকার মেহ, প্রমেহ, ধাতুদৌর্ব্বল্য, স্নায়বিক দুর্ব্বলতা, বহুমূত্র, দুঃস্বপ্ন, পাকস্থলী-সংক্রান্ত পীড়া, অর্শ এবং স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে যাহারা বাধক, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, সূতিকা, শ্বেত ও রক্তপ্রদর, হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি রোগে ভুগিয়া জীবনে নিরাশ হইয়াছেন, তাঁহারা আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটাল সাহেবের আবিষ্কৃত **ইলেক্ট্রিক সলিউসন** ব্যবহার করিয়া দেখুন, তাহার শত শত প্রমাণ প্রতি বৎসরেই পাওয়া যাইতেছে। যাঁহারা অন্যান্য বহুবিধ ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরোগ্য হইতে পারেন নাই, তাঁহারা একবার এই ঔষধটি ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক মাসের ব্যবহারোপযোগী এক শিশি ঔষধ ডাকমাশুল সহ ১৷৷০ টাকা মাত্র।

সোল এজেণ্ট—ডাঃ ডি, ডি, হাজরা।

ফতেপুর, গার্ডেনরিচ পোষ্ট, কলিকাতা।

ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

অধ্যক্ষ

শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম.এ. এফ.সি.এস. (লণ্ডন)

ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক

(প্রফেসার)

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ বিশুদ্ধ ও শাস্ত্রমতে নিজ তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হয়। পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ক্যাটালগ পাঠান হয়। রোগের বিবরণ জানাইলে যত্নপূর্ব্বক ব্যবস্থা দেওয়া হয়। চিঠি পত্রাদি সম্পূর্ণরূপে গোপন রাখা হয়।

মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দুর)

(বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৪৲ টাকা

উৎকৃষ্ট স্বর্ণ, পারদ ও আমলাসার গন্ধক দ্বারা যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। নিত্য প্রয়োজনীয় সর্ব্বরোগনাশক মহৌষধ।

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৩৲ টাকা

উৎকৃষ্ট কাশীর আমলকী, বংশলোচন প্রভৃতি যাবতীয় উপাদানে পূর্ণ মাত্রায় যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। কফ, কাসি, সর্দ্দি, যক্ষ্মা, ক্ষয়রোগ, হৃদরোগ প্রভৃতি রোগের মহৌষধ। সর্ব্বপ্রকার দুর্ব্বলতা নাশক অতিশয় পুষ্টিকর মহৌষধ বা খাদ্য বিশেষ।

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬৲ টাকা

ইহা সেবনে ধাতুদৌর্ব্বল্য, শুক্রহীনতা, স্বপ্নদোষ, প্রমেহ ও ধ্বজভঙ্গ সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায়। ইহা অপরিসীম আনন্দদায়ক রসায়ন।

অবলাবান্ধব যোগ

প্রদর, বাধক প্রভৃতি জরায়ুদোষ ও যোনিগত দুরারোগ্য রোগের মহৌষধ

মূল্য—১৬ মাত্রা ২৲ টাকা। ৫০ মাত্রা ৫৲ টাকা মাত্র

বিশুদ্ধ জল! ভয় নাই! বিশুদ্ধ জল!!

লক্ষ্মী টিউব-ওয়েল কোং

২০৫নং নবাবপুর, ঢাকা

বর্ত্তমান-যুগের-নব-আবিষ্কৃত যন্ত্রপাতিদ্বারা উন্নত বৈজ্ঞানিক-খনন-প্রণালীতে নলকূপ (*Tube-well*) নির্ম্মাণ করা হয়। বঙ্গের লাট বাহাদুর, প্রাইভেট সেক্রেটারী, জিলা-ম্যাজিষ্ট্রেট, জিলা-বোর্ডের চেয়ারম্যান, ইঞ্জিনিয়ার, জমিদার, তালুকদার, প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত ভদ্রমহোদয়গণ এই কোম্পানীর কার্য্য দেখিয়া প্রশংসা করিয়াছেন। রাসায়নিক পরীক্ষায় জল বিশুদ্ধ না হইলে মূল্য গৃহীত হয় না। বিস্তৃত বিবরণের জন্য পত্র লিখুন।

বিনামূল্যে **বিনামূল্যে**

বিতরিত

স্বাস্থ্যের সার "কামশাস্ত্র" গ্রন্থখানি চৌদ্দ লক্ষের উপরে বিতরিত হইয়াছে। ইহা পাঠে মানবের পরিণাম সফলফল জানা যায়।

এই পুস্তক যিনি লিখিয়াছেন, তিনিই "আতঙ্কনিগ্রহ বটিকা"র আবিষ্কর্ত্তা। এই বটিকা দুর্ব্বলকে সবল করে এবং সবল ব্যক্তিকে অটুট ও অক্ষয় রাখে। বত্রিশ বটিকা পূর্ণ প্রতি কৌটার মূল্য ১৲ টাকা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান :—**আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়।**

১১৪নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মনোমোহন প্রেস

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা

পূর্ব্ব-বাঙ্গালায় সুলভে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত বৈদ্যুতিক মেশিনে দিবারাত্র কাজ চলিতেছে।

বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন-ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,
৯০নং নবাবপুর, ঢাকা।

শ্রীমায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে—শ্রী বনোদবিহারী ব্রহ্মচারী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

স্থানীয় সংস্করণ

Registered No. C 1544.

বিজ্ঞাপনের হার

প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩।।০
সিকি কলম ২৲ ।
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র।

গ্রাহকগণের হার
অগ্রিম দেয়।
[illegible]
বার্ষিক [illegible]
ষাণ্মাসিক [illegible]
ত্রৈমাসিক [illegible]
মাসিক [illegible]
নগদ
প্রতি সংখ্যা [illegible]

৪র্থ খণ্ড।] সম্পাদক—প্রত্নবিদ্যালঙ্কার শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী [১৬৯ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্য মঠ, শ্রীধাম মায়াপুর—২১শে [illegible] [illegible] ১৩৩[illegible] [illegible] ১৯[illegible]

শ্রীধাম মায়াপুর-ডাকঘর

গত ১লা জুন হইতে শ্রীধাম মায়াপুর পোষ্ট অফিস খোলা হইয়াছে। বঙ্গদেশের পোষ্টমাষ্টার জেনারেল বাহাদুর শ্রীধাম মায়াপুর ডাকঘর হইতে নদীয়া-প্রকাশ ভারতের সর্ব্বত্র প্রেরণ করিবার আদেশ দিয়াছেন।

ম্যানেজার, 'নদীয়া-প্রকাশ'

পোঃ আঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

শ্রীধাম মায়াপুরের, যাবতীয় পত্র বুকপোষ্ট রেজিষ্টারী মণি-অর্ডার প্রভৃতি ডাকে পাঠাইতে হইলে, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া ঠিকানায় লিখিবেন।

দ্বীপ দিগদর্শন

গঙ্গার পূর্ব্বপারস্থ অন্তর্দ্বীপ, সীমন্তদ্বীপ, মধ্যদ্বীপ ও গোদ্রুমদ্বীপ এবং পশ্চিমপারস্থ কোলদ্বীপ, ঋতুদ্বীপ, জহ্নুদ্বীপ, মোদদ্রুমদ্বীপ ও রুদ্রদ্বীপ—[illegible] দ্বীপের অন্তর্গত স্থানসমূহ নবদ্বীপ মণ্ডল নামে [illegible] [illegible] নামক গ্রন্থে ইহাদের বিবরণ অতি প্রাঞ্জল ভাষায় লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এই অমূল্য গ্রন্থের ভিক্ষা মাত্র [illegible]। [illegible] আনা টিকেট পাঠাইলে [illegible] পোষ্টে পাঠান হয়।

প্রাপ্তিস্থান—নদীয়া-প্রকাশ কার্য্যালয়
শ্রীচৈতন্য মঠ, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া
এবং
গৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস,
[illegible] কলিকাতা।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

দুইখণ্ডে সমগ্র গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছে। সূচী প্রভৃতি ছাপা হইতেছে

[illegible] নদীয়া-প্রকাশের [illegible]

রোগী দেখিবার সময়ঃ—
প্রাতেঃ—[illegible]টা হইতে [illegible]টা,
বেকালে—[illegible]টা হইতে [illegible]টা পর্য্যন্ত

মূল্য কমিয়াছে ! মূল্য কমিয়াছে !!

ডাক্তার **বি, ডি, কুণ্ডুর**

সর্ব্বত্র এজেন্ট আবশ্যক। পত্র লিখুন।
কঠিন কঠিন রোগ [illegible]
দিবা-রাত্রি ঔষধ পাওয়া যায়।

আবিষ্কৃত ও গবর্ণমেণ্ট রেজেষ্টারীকৃত

১। **ভূপেন্দ্র শোভা স্পেসিফিক**—[illegible]
[illegible] এক টাকা মাত্র।
২। **চণ্ডি পিলার মিকচার**—ম্যালেরিয়া জ্বর [illegible]
[illegible] এক টাকা [illegible]
৩। **গনোরিয়া স্পেসিফিক**—[illegible] এক শিশি [illegible] এক টাকা মাত্র।

হোমিওপ্যাথিক বিভাগ

১। **ওয়ারম কিওর**—[illegible] ২। **ফিমেল সুধা**—[illegible] ৩। **জিহ্বা স্পেসিফিক**—[illegible] ৪। **পাথ রেগুলেটার**—[illegible] ৫। [illegible] **রেমিডি**—[illegible] ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :— আরোগ্য না হইলে মূল্য ফেরত দেওয়া। রোগের অবস্থাদি জানাইলে, ঔষধ ও ব্যবস্থাদি পাঠান হয়। [illegible] ঔষধ পাঠান হয়। এক কালিন দশ টাকার ঔষধের অর্ডার পাইলে, স্বতন্ত্র কমিশন দেওয়া হয়। পত্রাদি বিশেষ [illegible]

সোল এজেন্ট :—
দি এলোপ্যাথিক ড্রাগ ষ্টোরস্

ডাক্তার বি, ডি, কুণ্ডু
৩১ নং, [illegible] ষ্ট্রীট, পোঃ [illegible] ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
টেলিফোন নং [illegible]

কর্ম্মাবলম্বকাঃ কেচিৎ কেচিৎ জ্ঞানাবলম্বকাঃ। বয়ন্তু হরিদাসানাং পাদত্রাণাবলম্বকাঃ॥

নানা কথা

এলাহাবাদে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা পুলিসের তৎপরতায় নিবারিত

[illegible]

ঢাকার ডাকাতি হাজার টাকা দাবীর আদেশ

[illegible]

পুরস্কার-বিতরণ

[illegible] ভূপেন্দ্রনাথ [illegible] মহাশয়ের [illegible] বালক [illegible] অধিবেশন হইবে। [illegible] অধিবেশনে [illegible] উদ্দীপ [illegible] পুরস্কার [illegible]

[illegible]

[illegible]

কাল্‌না বালক সমিতি।

চাঁদপুরে কলেজ প্রতিষ্ঠা অর্থ সংগ্রহের চেষ্টা

[illegible]

গাঁজা ও সাইকেল সংঘর্ষ

[illegible]

বালিকার কেরোসিনে আত্মহত্যা

[illegible]

অফিস বন্ধ— [illegible] নদীয়া-প্রকাশ প্রকাশিত হইবেন [illegible]

অপূর্ব্ব সুযোগ! অপূর্ব্ব সুযোগ!

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

বিরাট চতুর্থ সংস্করণ

সূচী সহ

সমগ্র [illegible] প্রকাশিত হইয়াছেন
কেবলমাত্র গৌড়ীয়মঠের উৎসব-কালে
১০৲ টাকার স্থলে ৮৲ টাকায় দেওয়া হইবে।

শ্রীগৌড়ীয়মঠের উৎসব উপলক্ষে

গ্রন্থ সংগ্রহের সুবর্ণ সুযোগ

১।	গৌড়ীয় কণ্ঠহার	২৲	স্থলে	১৷৹
২।	[illegible] ব্যাকরণ	২৲	„	১৷৹
৩।	[illegible]	৸৹	„	৷৹
৪।	শ্রী[illegible] শিক্ষা	৸৹	„	৷৹
৫।	শ্রী[illegible] (আবাঁধা) ...	৸৹	„	৷৹ আনা
৬।	গীতা ([illegible] কভারে আবাঁধা) ১৷৹ স্থলে ১৲ ও সাধারণ ১৲			
৭।	শ্রী[illegible] [illegible] ...	৸৹	স্থলে	৷৹ আনা
৮	[illegible]			

পুরাতন গৌড়ীয় ৩৲ স্থলে ২৲

বিজ্ঞাপ্তি

মোকাম কৃষ্ণনগরের সদর দ্বিতীয় মনসেফী আদালত।

দেওয়ানী মোকর্দ্দমা ৯৪৮নং ১৯৩৮।

বাদী— [illegible]

বিবাদী— ১। [illegible] মহাজনপুর [illegible] জেলা নদীয়া।

[illegible] জেলা নদীয়া।

২। [illegible] শ্রীগোপাল [illegible] অমরেন্দ্রনাথ [illegible] শ্রীকৃষ্ণগোপাল [illegible] গ্রাম [illegible] জেলা নদীয়া।

[illegible] জেলা নদীয়ার [illegible] তাহারা উপ[illegible] উক্ত মোকদ্দমায় তাহাদের কিছু করণীয় থাকিলে তাহারা করিতে পারিবেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২৪শে ভাদ্র শনিবার—১৩৩৬

এই বিশ্বে স্থূল ও সূক্ষ্ম আকারবিশিষ্ট বস্তু-সমূহের দ্রষ্টা বা জ্ঞাতারূপে বিভিন্ন প্রাণী বিচরণ করে। প্রাণিগণের পাঁচটী জ্ঞানেন্দ্রিয় ও মন আছে। এই ইন্দ্রিয়গণের সাহায্যে যাহা উপলব্ধি হয়, তাহাকেই ইহলোক বলে। জীবগণ ইন্দ্রিয়-সাহায্যে যে জ্ঞান লাভ করেন, তাহা খণ্ডজ্ঞানমাত্র। ইন্দ্রিয়ের অবধানে, অভাবে ও বিকারে পরিদৃশ্যমান জগতের অনেকাংশ পরিলক্ষিত হয় না। আবার, নানাপ্রকারে ইন্দ্রিয়-চালনাদ্বারা অনুমানাদির সাহায্যে দৃশ্যবস্তুর সম্বন্ধে অনেকটা আভিজ্ঞতা জন্মে। এই খণ্ডজ্ঞানেন্দ্রিয়গুলি চারি প্রকার দোষে দুষ্ট হইবার যোগ্য। শাস্ত্রে এই দোষ চতুষ্টয়কে ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা ও করণাপাটব বলে। জগতের প্রাণিগণ এই চারিপ্রকার দোষে বিজড়িত হইয়া প্রত্যক্ষ ও অনুমানাদি অক্ষ-সাপেক্ষ ধারণার দৃশ্য জগৎ ভোগ করেন। যাঁহারা ভোগপরায়ণ, তাঁহারাই ইন্দ্রিয়গণের সাহায্যে ঐহিক বা লৌকিক জ্ঞানদৃপ্ত হইয়া নিজনিজ ইন্দ্রিয়-তর্পণে সমর্থ হ'ন। যেখানে ইন্দ্রিয় তৃপ্তির ব্যাঘাত ঘটে সেখানে ইন্দ্রিয়পরিচালনার সঙ্কোচ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহলোকে কর্ম্মের কর্ত্তা ইন্দ্রিয়তর্পণে অকৃতকার্য্য হইয়া দৃশ্য-জগতের প্রতি বিরাগ ভাবের পোষণ করেন। ভোগিগণের ইন্দ্রিয়তর্পণে ব্যাঘাত ঘটিলেই তাঁহারা ব্রত পরায়ণ কৃচ্ছ্র সাধন, কর্ম্মফলভোগ-বিরত সন্ন্যাস ও বাহ্যবস্ত্র-গ্রহণে বৈরাগ্য প্রদর্শন করেন। জগৎ দুঃখময়—কতিপয় কর্ম্মীর এই ধারণা, আর কতকগুলি লোক ইন্দ্রিয়তর্পণের আদর্শকে সৎকর্ম্ম-প্রাপ্য জ্ঞান করেন। ইহলোকে ইন্দ্রিয়গুলি নশ্বর, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়গুলিও চিরস্থায়ী নহে। সুতরাং, ইহলোকে বিচরণ-কালে প্রাণিগণ সুখার্থী হইয়া ইন্দ্রিয় পরিচালনা করেন, কিন্তু বিধির কঠিন নিয়তি-বলে তাঁহাদের কপালে "সে গুড়ে বালিই" হইয়া যায়। বৈষ্ণব-কবি জ্ঞানদাস বলেন—"সুখের লাগিয়া এঘর বাঁধিনু অনলে পুড়িয়ে গেল। অমিয় সাগরে, সিনান করিতে, সকলি গরল ভেল॥ শীতল বলিয়া ও চাঁদ সেবিনু রবির কিরণ দেখি।"

ইহলোকে কর্ম্মবীরসমূহ নানাপ্রকার আকাশ-কুসুমের পশ্চাতে পশ্চাতে ধাবমান হইয়া কতই না তাণ্ডব নৃত্য করিতে থাকেন, কিন্তু অবশেষে বঞ্চিত হইয়া কর্ম্মফলভোগ-প্রবৃত্তি হইতে বিরত হ'ন। বিজ্ঞান শিল্প, জ্যোতিষ, চিকিৎসা ও রসায়ন-শাস্ত্র দর্শনার্থ-কাম, প্রত্নতত্ত্ব, উদ্ভিদ্ ও প্রাণিবিদ্যা, গৃহসূত্র, সমাজনীতি, শুক্রনীতি প্রভৃতি নানাবিধ "দিল্লীর লাড্ডু" আমাদিগের ঐহিক সুখের পশ্চাৎ পশ্চাৎ নাসিকাবিদ্ধ বলদের ন্যায় ধাবিত করায়। এই ভ্রমণ-ভূমিই ইহলোক। আমরা একমুহূর্ত্তের/জন্যও মনে করি না যে, এই সকল লইয়া আমরা কতদিন আর ইন্দ্রিয়তৃপ্তি করিতে পারিব। আমাদের ইন্দ্রিয়তৃপ্তির ব্যাঘাত ত' পদে পদে! স্ত্রীবিয়োগ পুত্রবিয়োগ, শারীরিক অস্বাস্থ্য, মরণভীতি, অস্ত্রোপচারের ক্লেশ, বন্ধুবিচ্ছেদ নৈরাশ্য, কপটের হস্তে নিষ্পেষণ, দুষ্টৈষণা প্রভৃতি নানাবিধ উদ্দাম ক্রিয়াকলাপ ও দুর্বৃত্তিসমূহ আমাদিগের ইহলোক-বাসের দুরন্ত বাসনা হ্রাস করাইয়া দেয়। ইহলোকে এই আগমাপায়ীর অধিকার ও অনধিকার-বিচার আমাদিগকে নানা ক্লেশ-জলধিতে তরঙ্গায়িত করে। 'কেনই বা আমি ইহলোকের অধিবাসী হইলাম—যে ইহলোকে নশ্বরতা-ধর্ম্ম, অবচ্ছেদ-ধর্ম্ম, অপূর্ণধর্ম্ম আমাদিগকে খেলার পুতুল করিয়া তুলিতেছে, পদগোলকের (ফুটবল) ন্যায় এখানে সেখানে বিক্ষিপ্ত করিতেছে—একমুহূর্ত্তের জন্যও স্থির থাকিতে দেয় না।' সুতরাং ইহলোকের আশাভরসা নিতান্তই তুচ্ছ। যে ইন্দ্রিয়গুলিকে আমরা ইহলোকেই ভোগায়তন মনে করি, সেগুলি আমাদের স্থায়ী সম্পত্তি নহে। আবার, স্থূলবস্তুজ্ঞানে যে সকল দ্রব্য আমাদের অধিকারে আসে, তাঁহাদেরও কর্পূরের ন্যায় উৎক্ষেপযোগ্যতা এবং গ্রহণকারী আমাদেরও অনিচ্ছাসত্ত্বে অসময়ে স্থানান্তরে প্রেরিত হইবার যোগ্যতা থাকায় এই ভোগের বস্তুগুলি এবং ভোগের যন্ত্রগুলির উপর আমরা আদৌ আস্থা স্থাপন করিতে পারি না

অনেকে বলেন, 'ইহলোকে অবস্থান কালে আমরা যতটুকু ইন্দ্রিয়তর্পণ করিতে অধিকারী হই, ততটুকুই আমরা পাইলাম বিয়োগাবিশিষ্ট হইলে উহা হইতে বঞ্চিত হইতে হয়। সৈরস্য ইন্দ্রিয়-পরিচালনা ক্ষণিক জানিয়াও তদ্দ্বারা সুখান্বেষণই আমাদের শ্রেয়ঃ।' এই আশা-ভরসায় আমাদিগের পুত্র-কন্যাদিগের ভাবী উন্নতির উদ্দেশ করিয়া সুশিক্ষা প্রদান করি। যখন যাহা প্রয়োজন, সেইরূপই করিবার জন্য ব্যস্ত হই, ইন্দ্রিয়দ্বারা যে সময় ক্লেশ সমাগত হয়, তাহা তখন পরিহার করিবার জন্য নানাপ্রকার চেষ্টা করি এবং ইহলোকে ইহাই কর্ত্তব্য বলিয়া বুঝিয়া থাকি। আমরা আরও বুঝি এই যে, ইহলোকের পরে এই ইন্দ্রিয়গুলির অভাবে এবং আমাদের প্রাণের অভাবে ভোগময় জগতের অস্তিত্ব আমরা এইরূপভাবে ধারণা করিতে পারিব না। লোকান্তরিত হইলে আমাদিগের এই প্রকার ইন্দ্রিয়ের অভাবে, দৃশ্য জগতের পরিবর্ত্তন ঘটিবে। ইহলোকে থাকিয়া কল্পনাদ্বারা পরলোকের দৃশ্য জগৎ যে আমাদিগের অধিষ্ঠান আমরা ধারণা করিতে পারি না। ঐহিক বিচার কল্পনা করি, তবে তাহা বাস্তব সত্য নাও হইতে পারে। ইহলোকে যে কয়েকটী ইন্দ্রিয়ের সমাবেশ আছে, তাহার কি পরিমাণ সমাবেশ আমরা পরলোকে পাইব, ঐহিক চেষ্টাদ্বারা তাহা নিরূপণ করিতে গেলে আমরা যে ভ্রমে পতিত হইব না, তাহা কিরূপে জানা গেল? পরলোকের বিষয় ঐহিক ধারণায় প্রমত্ত ব্যক্তিগণের নিরন্তর ইন্দ্রিয়তর্পণে পর্য্যবসিত। কিন্তু তাহাও নশ্বর বলিয়া বিচারশাস্ত্রে লিখিত আছে। গীতাপাঠকালে "ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি" অর্থাৎ ত্রিদশপুর বাস স্থূল-ইন্দ্রিয় পরিহার করিয়া সূক্ষ্মেন্দ্রিয়দ্বারা সম্ভবপর হইলেও নিত্য নহে, নশ্বর মাত্র—এই কথা বেশ উপলব্ধি হয়।

পরলোকের স্বর্গাদি সুখভোগ বা নরকাদি দুঃখ ভোগ নিত্য নহে। কিন্তু আত্মার ধর্ম্ম অপরিবর্ত্তনীয় ও নিত্য, সুতরাং অনাত্মবৃত্তিতে অবস্থিত কালে পরলোকের ধারণায় ইহলোকে কতকটা হেয়াংশ না থাকিলেও স্বর্গাদিতে নশ্বরাদিরূপ হেয়াংশ সর্ব্বদা বর্ত্তমান। এত স্বর্গ-সুখের ভোক্তা ইহলোকের কর্ম্মী প্রভৃতি প্রাণিগণ; নরকাদির ভোক্তাও তাঁহারা। যে উপাদান অবলম্বন করিয়া নশ্বর সুখ-দুঃখাদি ভোগ হয়, তাহা উপাধি মাত্র। বস্তুর নিত্য শক্তির উহা পরিচয় নহে। কতকগুলি ব্যক্তি স্বর্গসুখাদির হেয়তা উপলব্ধি করিয়া আপনাদিগকে, নির্ভেদ ব্রহ্মানুসন্ধানে রত জানেন, তাঁহাও বদ্ধও মুক্ত অবস্থা ভেদে বিবিধ হওয়ায় সেই লোকে নিত্যত্বের ব্যাঘাত আছে। নির্ভেদব্রহ্ম কেনই বা ইহলোকে বিভিন্ন হইয়া জীব উপাধিতে অনর্থক কষ্ট পাইবেন? আর যিনি তাদৃশ কষ্ট পান, তাঁহার বন্ধন মোচনই বা কেন নিত্যত্বের ব্যাঘাত করিবে? এই সকল কথার সুমীমাংসা ঐহিক যুক্তিদ্বারা নানাপ্রকারে বিপন্ন হয়। ইহলোকে প্রত্যক্ষ বা স্থূল-ইন্দ্রিয়জ্ঞান প্রবল, স্বর্লোকে পরোক্ষ বা সূক্ষ্ম ভোগ প্রবল এবং তাহাও বালকদিগের অনুশাসন মাত্র। এইরূপ জানিয়া অপরোক্ষ পরলোক বাদী প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত উভয় ইন্দ্রিয়ের বিনাশে সাধন পূর্ব্বক জ্ঞান, জ্ঞেয়, ও জ্ঞাতার সম্মেলন আকাঙ্ক্ষা করেন। তাঁহাদের তাদৃশ ঐহিক সম্মেলনাকাঙ্ক্ষা পরলোক সম্বন্ধীয় জ্ঞান পথের আদৌ নির্দ্দেশক নাও হইতে পারে। যেখানে আহিক জ্ঞানের প্রবলতা ক্রমে বিচিত্রতা একেবারে বিনষ্ট হইল, সেখানে 'চিন্মাত্র' শব্দ অচিৎ এবং অপসারক হইলেও কেবল-চিৎএর বাক্যমাত্রে নির্দেশক হয়। অচিৎএর সহিত সমন্বয়-ভাবনা ... 'চিদচিৎ সমন্বয়' এর আকাঙ্ক্ষা তাঁহাদের পরলোকের ধারণা করিতে দেয় না।

ও সব পড়িয়া কি হইবে?

জগতে আমরা কয়েক প্রকার মনুষ্য আছি। কেহ পড়ে, কেহ পড়েনা। নাটক, নভেল, গল্প গুজবের বই সবই পড়ি, কিন্তু পারমার্থিক ... পড়িতে হইলে ওজর দেখাই ... কি হইবে? সময় নাই, অবসর ... ইত্যাদি। ইহাতে না আছে ... না আছে স্ফূর্ত্তি, নীরস কতকগুলি ... গালাগালি, মিছামিছি ওসব পড়িয়া কি হইবে?

যতক্ষণ ওসব পড়িব ততক্ষণ না হয় বিড়ী খাবার, কিস্তীমাৎ করিব, অগত্যা নিদ্রাদেবীর কোমল ক্রোড়ে খানিকটা আরাম করিয়া লইলেও বেশী নিদ্রা-জাগরণের বন্দোবস্তটা হইবে। যাহাতে কোনও প্রকারের লাভ নাই, তাহা পড়িয়া সময় নষ্ট করিয়া ফল কি?

ওসব শাস্ত্র টাস্ত্র, পুরাণ টোরাণের কথা বুড়া বুড়ীদিগের জন্য, আমরাও যখন বুড়া বুড়ী হইব, তখন না হয় কিছু কিছু পড়িব, 'মহাভারতের কথা অমৃত সমান। কাশীরাম দাস কহে, শুনে পুণ্যবান্'। ইহারা যেমন এক প্রকার পড়ুয়া দলের ব্যক্তি, তেমন আর এক প্রকার লোক বলেন—পড়িয়া কি হইবে? ছেলে বেলা হইতে বুড়া বয়স পর্য্যন্ত, কেবল পড়িলাম; কোনই উন্নতি নাই, কেবল অবনতির দিকেই দ্রুত গতিতে চলিয়াছি (ইহা কেবল মুখের দৈন্য, অন্তরে কপটতা ছাড়া আর কিছুই নহে, যদি সরলতা থাকিত তবে কেন অবনতির দিকে প্রধাবিত হইতেছি, তাহার কারণ নিশ্চয়ই অনুসন্ধানে তৎপরতা থাকিত, সুতরাং নিজে নিজকে খুব ঠিক মত সাধু, ভক্ত, পণ্ডিত, পবিত্র, ধনাঢ্য বংশে জন্ম, কুলীন প্রভৃতি মনে মনে জমাইয়া বসিয়াছি কাজেই সত্য কেন পড়না' একটী কথাও কাণে প্রবেশ করে নাই) সুতরাং আর ও সব পড়িয়া কি হইবে? এখন বসিয়া বসিয়া নিষ্কর্ম্মার কর্ম্ম মালা জপিতেছি, বেশ আছি। গৌড়ীয়, নদীয়া প্রকাশ অনেক দিন পড়িয়াছি,—আমাদের মনের মতন কোন কথাই উহাতে নাই বরং আমাদের বিরুদ্ধে ও আমাদের ... দিগের বিরুদ্ধে, এমনকি ...

প্রভুপাদ দিগের বিরুদ্ধে (অর্থাৎ প্রাকৃত সহজিয়াদিগের প্রায় সকল প্রভুপাদই গোলে হরিবোলার দলে মিলিত বলিয়া গৌড়ীয় নদীয়া প্রকাশের অসাধু সাধু নির্ণয় পরিচ্ছেদে সকলেরই ভ্রমর ফাঁক হইয়া যাইতেছে) প্রায় সমস্ত কথা উহাতে প্রাপ্ত হওয়া যায়। সে জন্য আর কেহ পড়ে না। তবে যে দুই চারিটী কথা আছে তাহাতো শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত শ্রীচৈতন্যভাগবত আদি গ্রন্থেই পাই। মিছামিছি টাকা ব্যয় করিয়া বাজে গালি কিনিয়া লাভ কি? বরং এর চেয়ে দেশের দশের সংবাদ সকল কাগজে পাওয়া যায় তাহা পড়িলে কোথায় কি হইতেছে জানা যায়। জল-প্লাবন, দুর্ভিক্ষ, রাজনৈতিক গণ্ডগোল, স্বদেশ সমাজ সংবাদ কুম্ভমেলা সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষভাব এবং কোথায় নারী হরণ, নর হত্যা চলিয়া আছে এসব কথা যথাযথ জানা যায়। ঐ সকল সংবাদে কোন কোন সময় উহার অশ্লীল ক্রিয়াও সংবাদ দ্বারা স্তম্ভ পূরণ করা হয় বলিয়া বেশ মজা আছে, নূতন সংবাদে কৌতুহল আছে।

হায় হায় আমাদের দুর্দ্দৈবের কথা কি বলিব? শুদ্ধ ভক্তি প্রচারের প্রতি কেন্দ্র হইতে,—প্রত্যহ শ্রীপাদ ব্রহ্মচারী প্রভুগণ বর্ত্তমান যুগাচার্য্য জগদ্গুরু দৈব বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের পুনঃ প্রতিষ্ঠাতা ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীলভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের আনীত বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহ গৌড়ীয়, নদীয়া প্রকাশ প্রত্যেক গৃহের দ্বারে দ্বারে যাইয়া অযাচিত ভাবে এমনকি বিনা মূল্যে বিলাইয়া দিতেছেন, তবুও আমরা বলি ওসব পড়িয়া কি হইবে?

আমরা একবার ভাবি না যে, আমাদের জাগতিক বিচারে ঐ সকল দুগ্ধপোষ্য প্রায় শিশু বালক গণ রবির-প্রখর কিরণ মাথায় লইয়া, প্রবল ঝড় বৃষ্টি ও শীত অকাতরে গ্রাহ্য করিয়া কোন অপ্রাকৃত শক্তির প্রেরণায় আজ তাহারা জাগতিক কুশাদির ঐশ্বর্য্যের মাথায় অম্লান বদনে পদাঘাত করিতে সমর্থ?

আমরা মানুষ অন্যের দুঃখ দেখিলে নাকি প্রাণ ছট্‌ফট্‌ করে? তাই সান্ত্বনা করিতে ব্যস্ত হই। বালক নিজেরা কি সান্ত্বনা লাভ করিয়াছি? হায় কি স্বপ্নেও একবার ভাবিবার অবকাশ পাই? কখনই

এই সকল ব্রহ্মচারী ঠাকুর দিগের ব্যবহারিক দুঃখ গুলি তো আমাদিগের চক্ষুর আড়ালে যায় নাই, তবে কেন আমাদের হৃদয় গলে না? তাঁহাদের প্রতি আমাদিগের সহানুভূতি নাই কেন? কারণ তাঁহারা আমাদিগের সহানুভূতির কাঙ্গাল নহেন' একথা বলাই বাহুল্য। তাঁহারা আমাদিগের নিকট অন্য কোন সহানুভূতি প্রার্থী নহেন; শুধু আমারই মঙ্গলের নিমিত্ত বলেন,—এই 'গৌড়ীয়' 'নদীয়া প্রকাশ' বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহ পড়ুন! তবুও আমরা বলি ওসব পড়িয়া কি হইবে? প্রাকৃত নেশার এতবড় আকর্ষণ?

তাঁহারা ছেলে বেলার খেলা-ধূলা ছাড়িয়া মাতা পিতার আদরের ডাক লোকের চুম্বন অতি অকিঞ্চিৎকর বুঝিতে পারিয়া, অতি বড় বুদ্ধিমানের ন্যায় শ্রীগুরু সেবাতেই প্রাণ, বুদ্ধি বাক্য সকল ঢালিয়া দিয়াছেন যাহা আমার ন্যায় অস্তপ্রায় যৌবন বৃদ্ধব্যক্তিও স্বপ্নাতীত কল্পনায় আনিতে পারে না যে, বাড়ী ঘর আত্মীয় স্বজনের মায়া মমতা কি প্রকারে ছাড়িতে পারা যায়? কোন্ মন্ত্রে, কোন বলে, নবীন হইয়া এরূপ অসম্ভাবিত কার্য্য সম্ভব করিতে সমর্থ হইয়াছেন? ঐ অপ্রাকৃত ধামাগত বালকগণ অবলীলা ক্রমে স্বজনের চাকুরী গৃহ-সংসারাধিবাসের সমস্ত নারিকেলমত মঙ্গলকলসটী অম্লান বদনে পদতাড়ন দ্বারা তাহার অকিঞ্চিৎকরতা জগৎ সমক্ষে বিদ্যমান রাখিয়াছেন।

হা দিক্ ধন্য বয়স, আমার বঞ্চ্য কুল নহে? আজ এই ব্রহ্মচারী ঠাকুর দিগের চরণ রেণুর একটী পরমাণু যদি আমার স্পর্শ করিবার যোগ্যতা থাকিত তবেই না দেখিতে পারিতাম শ্রীগুরু সেবক কতবড় বুদ্ধিমান। তাহা হইলে ফাইজলামি করিয়া নিজে মুরুব্বি সাজিয়া সেই অপ্রাকৃত বালক বেশধারী গুরু সেবকগণকে উপদেশ দিতে যাইতাম না—"তোমরা এখন শিশু বালক, আগে লেখা পড়া শিখ, পরে মাতা পিতার সেবা কর, দারপরিগ্রহ কর, সন্তানাদি হউক, তাহাদিগকে উপযুক্ত কর, তারপর সাধন ভজন করিও। এখনও কিছুই খাও নাই পর নাই ভোগো নাই আগেই সাধু হইলে? তোমাদের মাতা পিতা তোমাদিগের জন্য কতই না দুঃখ পাইতেছেন! ইহাতে কি তোমাদিগের ভজন হবে?' প্রভৃতি কত কি যুক্ত-ব্যবমানার জাল ছুটাইয়া যায়! আমরা আজ বড় মূর্খ কিনা তাহা জানিনা নিজেরা ঐ অবস্থায় লেখাপড়া শিখিয়া পিতা মাতার সেবা করিয়া স্ত্রীপুত্রের সৌন্দর্য্য বাড়াইয়া কতটুকু সাধু আছি এবং ভবিষ্যতে এজন্মে কেন আর শত শত জন্ম পরেও এই বালকরূপী বৈকুণ্ঠ দূতগণের চরণ স্পর্শের যোগ্যতা পাইব কি না?

গুরু-সেবক বালক নহেন, সকলেই বৃদ্ধ বৃদ্ধের প্রপিতামহ। তাঁহারা দুঃখী নহেন অতি বড় সুখী। সাবধান! বয়োজ্যেষ্ঠ বা বৃদ্ধ অভিমানে যেন বলিতে সাহসী না হও হে বালক! ওসব পড়িয়া কি হইবে?

শ্রীধাম মায়াপুর কোথায়?

হিন্দুগণের সপ্তমোক্ষদায়িকা পুরীর অন্যতম—মায়াতীর্থ। এই মায়াতীর্থ হইতে পূতসলিলা গঙ্গা জগৎপাবনী হইয়া চিরদিনই বিরাজমানা।

আর্য্যাবর্ত্তের স্থানবিভাগে আমরা পঞ্চগৌড়ের নাম পাই। সারস্বত প্রদেশ হইতে আরম্ভ করিয়া কান্যকুব্জ প্রতিষ্ঠানপুর, মিথিলা হইয়া সাগরসঙ্গম পর্য্যন্ত গঙ্গানদী বিষ্ণুচরণ সূতে তটবাসিগণের পাপরাশি অপনোদন করিতেছেন।

'অনয়া মীয়তে ইতি' মায়ার বিচার যাহা বা যাহার আশ্রয়ে 'মায়াতীর্থ' নামে পরিচিত। হরিদ্বারে মায়া, গৌরদ্বারে মায়া। 'হার মায়াপুরে', গৌরহরি মায়াপুরে

সপাদ চারিশত বৎসর পূর্ব্বে শ্রীগৌরসুন্দর নিজঘাটে বসিয়া গঙ্গামহিমা কীর্ত্তন করিতেছেন। কেশবভট্ট বহুদূরদেশ হইতে মায়াপুরে গঙ্গা তাঁহার চরণোদকে স্মারক স্থাপন করিয়াছেন, জানিতে আসিয়াছেন। গঙ্গাস্তোত্র রচনা করিয়েছেন, তাঁহার ভ্রম শোধন করিতেছেন সাক্ষাৎ গৌরহরি।

কেশবভট্টের শিষ্য গাঙ্গলভট্ট হরিভক্তি তরঙ্গিণী-প্রবাহকল্পে কাশ্মীরদেশীয় কেশবকে গৌরভক্তির কথামুখে রাধা গোবিন্দের কথা জানাইয়াছেন। তাহা হইতে এক যুগলোপাসক-সম্প্রদায় প্রবর্ত্তিত হইল॥

ভক্তিশাস্ত্র ভারতে মায়াপুরের কথা জগৎকে জানাইতেছেন। শ্রীকৃষ্ণকুঞ্জমধ্যে স্বানন্দ পাণ্ডব ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন মহাশয় ভক্তিশাস্ত্রের ভূগোলে প্রকাশিত করিলেন। জগৎ জানিতে পারিল শ্রীধাম মায়াপুর কোথায়।

প্রতিষ্ঠানপুরের যুক্তবেণী পূর্ব্বগৌড় সপ্তগ্রামে মুক্তবেণীরূপে প্রকাশিত হইল। হরিদ্বারের মায়াতীর্থ গৌরহরিরূপে পূর্ব্বগৌড়ে সাগরাভিমুখিনী গঙ্গাধারার তটদেশে নবদ্বীপ-গৌড়পুরে শ্রীধাম মায়াপুরের অবস্থান জানিতে পারিল লোকে আজ অনেক দিন।

শ্রীধাম মায়াপুর কোথায়, জানিতে হইলে আগম বলেন,—গঙ্গার পূর্ব্বতটে যেখানে শ্রীগৌরসুন্দর শচীর নন্দনরূপে উদিত হইলেন সেইখানে। "মায়াপুরে মহেশানি ভবিষ্যামি শচীসুতঃ" গান করিতে করিতে সকল বিদ্বন্মণ্ডলী জানিলেন যাহাকে প্রাচীন নবদ্বীপ বলে, ইহাই—শ্রীধাম মায়াপুর।

শ্রীনবদ্বীপে শ্রীশচীসুত জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। শ্রীশচীসুত যেখানে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই স্থানকেই, তাৎকালিক লেখকগণ 'শ্রীধাম নবদ্বীপ' বলিয়াছিলেন। ভক্তিশাস্ত্র নিত্যধাম শ্রীধামকেই 'শ্রীমায়াপুর' বলেন। শ্রীমায়াপুর ধাম—শ্রীনবদ্বীপধাম। বিভিন্ন কালের বিভিন্ন লেখক একই স্থানের ভিন্ন ভিন্ন নাম দিয়াছেন। সুতরাং প্রাচীন নবদ্বীপ ও শ্রীধাম নবদ্বীপ দুইটী বিভিন্ন স্থান নহে।

প্রপঞ্চে কাল অখণ্ড নহে। ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানে কালের খণ্ডাংশ বিভিন্ন নামে পরিচিত। এক নক্ষত্রের উদয় কাল হইতে পুনরায় তাহারই উদয় কালকে এক নাক্ষত্রিক দিন বলে। সূর্য্যের উদয়-কাল হইতে পুনঃ সূর্য্যোদয়-কাল পর্য্যন্ত অহোরাত্রকে সৌরদিন বলে। সৌরদিন সংখ্যায় ৩৬৫।১৫।৩১।৩১।২৪ অনুপল পরিমিত কালকে সৌরবর্ষ বলে। এইরূপ সৌরবর্ষের শত সংখ্যাকে শতাব্দ বলে।

শ্রীগৌরসুন্দর যেকালে প্রপঞ্চে উদিত হইয়াছিলেন; সেই সময় হইতে ৪৪৩ সৌরবর্ষ অতীত হইলে অধুনা যে কাল গণিত হয়, উহার কল্যব্দ-সংখ্যান ৫০২৯, শকাব্দ ১৮৫০, বিক্রমাব্দ ১৯৮৫, বঙ্গাব্দ ১৩৩৫, খৃষ্টাব্দ ১৯২৯।

শ্রীভাগীরথীর গতি প্রপঞ্চে নিত্যা নহে। কালে কালে তাহার ভিন্ন গতি পরিলক্ষিত হয়। ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দের গঙ্গাধারা ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দের গঙ্গাধারা এক নহে। উভয়-কালের মানচিত্র দেখিলেই উহা লক্ষিত হয়। ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দের চিত্র, ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দের চিত্র এবং ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দের শ্রীধামের নিকটবর্ত্তী চিত্র পরস্পর গঙ্গাপ্রবাহের বিভিন্ন স্থান নির্দ্দেশ করে। সুতরাং ১৭৮০ খৃষ্টাব্দের চিত্র দেখিলে, উহাই গঙ্গার ১৫৮০ খৃষ্টাব্দের ধারাসহ অভিন্ন,—রেনেলী বলিতে গেলে তদ্বিষয়ের প্রমাণ আবশ্যক আছে। আবার ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসের গঙ্গাবাহ যে ১৫০০ খ্রীষ্টাব্দের দক্ষিণাংশের গঙ্গার স্রোত নির্দ্দেশের জোরা-সংহার, তাহার প্রমাণ নাই। হাই সাহেবের চিত্র অনুধাবন করিলেই জানা যাইবে যে, ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভে গঙ্গাধারার গতি প্রচুর পরিমাণে পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে।

অতিসূক্ষ্ম চিত্রে গঙ্গাধারা-নিরূপণও সম্ভবপর নহে। যাঁহারা ঈশ্বর কৃষ্ণের সাংখ্যকারিকা আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন যে, অতিসূক্ষ্ম ব্যাপারই প্রত্যক্ষের বাধাহেতুক। সুতরাং তোড়রমল্ল চিত্র বা জোয়াও দ্যাবো প্রভৃতি অতিস্থূল চিত্রসমূহ তাৎকালিক গঙ্গার স্রোতোগতি-নিরূপণে আমাদিগকে কোন সহায়তাই করিতে পারে না। অনুমান করিতে গেলেও নানাপ্রকার দোষ আসিয়া আমাদিগকে কুতার্কিক করিয়া রিপুর বশবর্ত্তিতাকেই সত্যাশ্রয় বলিয়া ভ্রমে পাতিত করায়। বিপ্রলিপ্সা বা প্রতারণেচ্ছা আমাদিগকে সত্যাশ্রয়

করায় বলিয়া নিয়ন্তত্ত্বক সঙ্কোচ প্রতি-আত্মা স্থাপন করিয়াও অতএব শ্রীমদ্ভাগবত যথার্থভাবে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ১৮৪৬ সালের গঙ্গাধারার বিচার ১৪৮৬ খৃষ্টাব্দের স্কন্ধে চাপাইতে গেলে আমাদের বুদ্ধির কেহই প্রশংসা করিবেন না।

প্রমাণ-বিষয়ে বিপ্রলিপ্সা অবলম্বনে তর্কমূলে নির্দ্দোষ বুঝাইয়া দিলেই তাহা ধ্রুবসত্য বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না। পঞ্চদশ শতাব্দীর নবদ্বীপ ও গঙ্গাধারা, ষোড়শ শতাব্দীর নবদ্বীপ ও গঙ্গার সংস্থান, সপ্তদশ শতাব্দীর নবদ্বীপ ও গঙ্গানির্দ্দেশিত ধারা একই,—একথা বলিলে অধিক বিচার দেখা যায় না। যখন বিভিন্নকালীয় মানচিত্রের অস্ফুট ভঙ্গীসমূহ আমাদের শ্রীনবদ্বীপের অর্থাৎ শ্রীধাম মায়াপুরের কোন সংস্থানই দিতে পারিবেন,—ইহা পুনঃ পুনঃ হৃদয়ে দৃঢ় ধারণা হয়, তখন তাঁহাদের চিত্রিত চক্ষণের প্রয়াস কোন বিচারকই গ্রহণ করেন না।

খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রসঙ্গ উত্থাপনে ষোড়শ শতাব্দী প্রথম দশক-কালীয় গবেষণা দ্বারা আমাদের কল্পনাকামধেনু কি ফল প্রসব করিবে আমরা তাহা বুঝিতে পারি না। প্রাচীন-তত্ত্বনির্দ্ধারণ পত্রবিজ্ঞান প্রাচীন শিল্প ও ভাস্কর্য, আলেখ্য, মুদ্রা বিজ্ঞান-শাস্ত্র প্রাচীন লিপি শিল্পলিপি কালবোধবিজ্ঞান প্রাচীন ঐতিহ্য প্রাচীন ভৌগোলিক-সংস্থান-বিবরণ, মুদ্রালিপি-বিজ্ঞান প্রভৃতি আমাদিগকে সাহায্য করিতে পারে, সুতরাং শ্রীধাম মায়াপুর সম্বন্ধে উহাদিগের কোন লৌকিক সাহায্য আমরা পাইতে পারি কিনা, তাহাই বিবেচ্য।

নদীমাতৃক বঙ্গদেশে বঙ্গোপম উপলখণ্ডের আভিজাত্যভাব-প্রযুক্ত টপোগ্রাফি, এপিগ্রাফি, পেলিওগ্রাফির অধিক সাহায্য পাইবার বিড়ম্বনায় আমাদের কালক্ষেপের অবসর নাই। প্রাচীন আলেখ্যাদির সংরক্ষণ প্রাসাদহীন দরিদ্রবঙ্গের পর্ণকুটীরে একটী অভিনব ব্যাপারবিশেষ বলিয়াই প্রসিদ্ধ।

শ্রীধাম মায়াপুরের (অধুনা বামন-পুকুর নামে পরিচিতের) প্রাচীন শিল্প ও ভাস্কর্য কতিপয় উপলখণ্ড এসিয়াটিক সোসাইটির রক্ষণাগারে কতিপয় বর্ষ পূর্ব্বে আনীত হইয়াছে। প্রত্নতত্ত্বালোচন-মুখে কয়েকটী সাময়িক পত্র এবং কিছুদিন পূর্ব্বের ভ্রমপূর্ণ আপাত বিচারমূলক পুস্তক ও পুস্তিকা আমাদের প্রস্তাবিত অনলের ইন্ধনে কিয়ৎপরিমাণে সাহায্য করিবে; পরিশেষে কিম্বদন্তীর সামঞ্জস্য আমাদিগকে একেবারে বিপথগামী করিবে, এরূপ নহে দৈবক্রমে লব্ধ ঐতিহ্য, যাহার প্রসঙ্গ ঈর্ষামূলে পক্ষবিশেষের কোন মতবাদজন্য উদ্ভাবিত হয় নাই, ঐরূপ কিছু প্রামাণিক কথা আমাদের সাহায্য করিতে পারে কিনা দেখা আবশ্যক। বিতণ্ডাপ্রিয় কুতার্কিকগণের বিপ্রলিপ্সা ঐ প্রমাণ-প্রয়োগগুলিকে কি পরিমাণে আবৃত করিয়াছে, তাহাও নিরপেক্ষভাবে আলোচনা করা আমাদের কর্ত্তব্য।

ন্যূনাধিক দ্বিশত বর্ষকাল অতীত হইতে চলিল, শ্রীচৈতন্যদেবের আশ্রিত জনৈক সেবক একখানি ভৌগোলিক-সংস্থান-নির্ণায়ক গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। ত্রিপাদ শতাব্দ পূর্ব্বে কাটোয়া-প্রবাসী জনৈক অদ্বৈত সন্তান যেকালে শ্রীধাম পরিক্রমার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, সেইকালে 'শ্রীনবদ্বীপ-পরিক্রমা' নাম্নী একটি পুস্তিকারও প্রচার দেখা যায়। সেই গ্রন্থে "বামুনপুকুর"-পল্লীর সংস্থান বর্ণিত হইয়াছে। শতবর্ষ পূর্ব্বে জাতিকালা দ্বীপের মাঠ, বামনপুকুর, বল্লালদীঘি, ভেজাপাড়া, বৈরাগীডেঙ্গা, ব্রজপত্তন, শ্রীমায়াপুর প্রভৃতি পল্লীগুলি 'শ্রীধাম মায়াপুর' নামেই অভিহিত হইত। পূর্ব্বপ্রবাহিত কালের তাৎকালিক পল্লীগুলি ক্রমশঃ স্বতন্ত্র নামে অভিহিত হইয়াছে বলিয়া কিছুদিন হইতে শ্রীধাম মায়াপুরের আয়তন খর্ব্বতা লাভ করিয়াছে। শ্রীচৈতন্যদেবের অপ্রকটের অব্যবহিত পরেই মামগাছির শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুর মহাশয় শ্রীনবদ্বীপের যেরূপ ভৌগোলিক নিদর্শন দিয়াছেন, উহার সদৃশ দৃঢ় প্রমাণ আর কোন গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হয় নাই। ঐ গ্রন্থখানি খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে রচিত হয়।

শ্রীধাম মায়াপুর প্রাচীন নবদ্বীপের সংস্থান-বর্ণনে গঙ্গার সমপারে অবস্থিত গ্রামসমূহ বলিতে গিয়া গঙ্গানগর, শিমুলিয়া, কাজীর নগর, তাঁতিপাড়া, গোয়ালাপাড়া, গাদিগাছা, মাজদিয়া ও পারডাঙ্গা প্রভৃতির নাম উল্লিখিত দেখিতে পাওয়া যায়। গঙ্গার অপর পারে বিদ্যানগর, কুলিয়া প্রভৃতি কয়েকটী গ্রামের নাম পাওয়া যায়। ঐ সকল গ্রাম নদীয়ানগরের তাৎকালিক উপকণ্ঠ মাত্র। এখন দেখিতে হইবে, উল্লিখিত প্রাচীন গ্রামগুলির কোন অস্তিত্ব অদ্যাবধি পাওয়া যায় কি না? যে কোন একপারের গ্রাম হইতে অপর পারের গ্রামের স্থান নিরূপিত হইতে পারিবে।

(ক্রমশঃ

প্রাপ্ত পত্র

পরম পূজনীয়

যুক্ত দৈনিক নদীয়া প্রকাশ সম্পাদক মহাশয়-

সমীপেষু,

মহাশয়, আমি বহুদিন হইতে অন্ধকার সদৃশ রাস্তায় ঘুরিতেছিলাম আমার বাড়ী যশোহর সহরের উপর। আমি এখানে মাষ্টারী করি। আজ পর্য্যন্তও আমি ভগবানের অসীম কৃপায় বিবাহাদি করি নাই। এক দিন, যাঁহাকে সদ্গুরু ও সাধু বলিয়া বরণ করিয়াছিলাম তিনি আমাকে একটা না একটা পথ দেখাইয়াছিলেন কিন্তু সেই পথ পরে ঠিক বলিয়া বিবেচিত হয় নাই। বর্ত্তমানে আমাদের চুণ খাইয়া জিহ্বা পুড়িয়া যাওয়ার দরুণ আজ দুগ্ধ দেখিলেও উক্ত চুণ ভাবিয়া গ্রহণ করিতে পারি না। কিন্তু দুগ্ধ যে সত্য আছে তাহা এতদিন অনুভব করিতে পারি নাই শ্রীশ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের প্রচারিত সাপ্তাহিক গৌড়ীয় পত্রিকা হারমনিষ্ট, দৈনিক নদীয়া প্রকাশ পাঠ করিয়া এবং শ্রীশ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠে মঠাধ্যক্ষ শ্রীপাদ লোকনাথ ব্রহ্মচারী মহোদয়ের মুখ নিঃসৃত বিমল সনাতন ধর্ম্মের সুসিদ্ধান্ত ও হরি গুণ-কীর্ত্তন শ্রবণ করিয়া বুঝিয়াছি বৈষ্ণব-ধর্ম্মের ধার্ম্মিকতার দুরীভূত হইয়া পুনরায় কলিতে জীবের বিশেষ মঙ্গল হইবে। আমি ঘোর বিষয়াক্ত হইয়া হরিপ্রেম-রসাস্বাদন করিতে পারি নাই। আমার বড় সৌভাগ্য বশতঃ শ্রীশ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠে শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের উৎসব দেখিবার জন্য যাই এবং গিয়া দেখি যে শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের রচিত পদাবলী কীর্ত্তন হইতেছে। কীর্ত্তন ভঙ্গ হইলে শ্রীপাদ ব্রহ্মচারী মহাশয় বৈষ্ণব ধর্ম্মের সিদ্ধান্ত পূর্ণ শ্রীমদ্ভাগবত উপনিষদ মন্ত্রগ্রন্থ ও শাস্ত্র যুক্তির দ্বারা ১ঘণ্টা যাবৎ আড়াই ঘণ্টার উপর আমাদিগকে বৃন্দাবনতত্ত্ব ও বহুভ্রমদোষকে বুঝাইয়া দিতেছেন। আমি শ্রীপাদ ব্রহ্মচারী মহাশয়ের বক্তৃতা শুনিয়া এই ত্রিতাপ ও অধর্ম্মপূর্ণ ঘোর কলিকালে সদ্গুরু ও শুদ্ধবৈষ্ণব যে আছেন তাহা বিশ্বাস হইল। আমি তাঁহার কাছে কতকগুলি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি শ্রীমদ্ভাগবত ও বহুশাস্ত্রযুক্তির দ্বারা আমাকে সুষ্ঠুভাবে বুঝাইয়া দিলেন তখন আমি বুঝিতে পারিলাম যে একমাত্র হৃষীকেশের সেবা করিলে সকল ঋণ হইতে মুক্ত হইতে পারা যায় এবং তাঁহার কৃপা লাভ করা যায়। গদাইগৌরাঙ্গমঠের সেবকগণ যাহা মুখে কীর্ত্তন করেন তদনুযায়ী আচরণ করেন।

বহু জায়গায় জাতি গোস্বামীবৃন্দের মুখে ভাগবতের ব্যাখ্যা শুনিয়াছি তাঁহারা যাহা কীর্ত্তন করেন তদনুযায়ী আচরণ করেন না। আমি এ পর্য্যন্ত কোন পাঠককেই দেখিলাম না যে ভাগবতের ১ম স্কন্ধ হইতে ক্রম স্কন্ধ পর্য্যন্ত পাঠ করিতে। তাঁহারা ১০ম স্কন্ধের রাস লীলা ও গোপীর বস্ত্রহরণলীলা পাঠ করেন। আমি এসম্বন্ধে ব্রহ্মচারী প্রভুর কাছে জ্ঞাত হইলাম যে রুদ্র না হইয়া যদি বিষপান করা যায় তবে নিশ্চয়ই প্রাণনাশ হইবে। অতএব ১০ম স্কন্ধ পাঠ উপযুক্ত ও নিষ্কিঞ্চন শুদ্ধ বৈষ্ণব ভাগবত না হইলে শ্রোতা ও বক্তা উভয়ের নিরয়গতি লাভ করিবে।

এই মঠের সেবার জন্য-যেখানে ঘোর অধর্ম্মপূর্ণ কলিকালে … সংসারে থাকিয়াও স্থানীয় জমীদার শ্রীযুক্ত বাবু কামিনী মোহন রায় চৌধুরী ও শ্রীযুক্ত বাবু মোহিনী মোহন রায় চৌধুরী, শ্রীযুক্ত বাবু সত্য মোহন রায় চৌধুরী ও শ্রীযুক্ত বাবু মদন মোহন রায় চৌধুরী ও শ্রীযুক্ত বাবু সর্ব্ব মোহন রায় চৌধুরী শ্রীমদ্ ভক্তি সিদ্ধান্ত মহারাজের চরণাশ্রয় করিয়া এবং … হইয়া নির্ব্বিচারে কায়মনোবাক্যে হরি-গুরু বৈষ্ণবের সেবা করিতেছেন ইহা দেখিয়া নিতান্ত প্রীত হইলাম। আশা করি এরূপ বিশুদ্ধ মহাভাগবত বৈষ্ণবদের ও তাঁহাদের আনুগত্যে ও তাঁহাদের সিদ্ধান্তে প্রতিষ্ঠিত হওয়া—সেই মহাপুরুষের চরণাশ্রয় করিয়া কবে এই দুর্লভ মনুষ্য জীবনের সার্থকতা সম্পাদন করিতে পারিব। ইতি

বৈষ্ণব দাসানুদাস

শ্রীসুধাকান্তি মিত্র বি, এ,

নির্য্যান

ডুমুরকুণ্ডা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ রক্ষক শ্রীপাদ রমা নাথ রায় মহাশয়ের মাতাঠাকুরাণী গত ১৯শে ভাদ্র, বুধবার শ্রীধাম বৃন্দাবনে কৃষ্ণ প্রাপ্ত হইয়াছেন। তিনি ৭০ বৎসরে পদার্পণ করিয়াছিলেন। শ্রীধামের রজ প্রাপ্তির আশায় তিনি অত্যন্ত উৎসুক হৃদয়ে প্রা… ৪ মাস পূর্ব্বে তথায় গমন করিয়াছিলেন, এবং সর্ব্বক্ষণ শ্রী… করিতেন। তিনি শ্রীল প্র… লাভ করিয়াছিলেন

তাঁহার শ্রীহরিনামে … প্রীতি অচলা শ্রদ্ধা … যোগ্য।

গভর্ণমেণ্ট হইতে রেজিষ্টারী করা—

সর্ব্বপ্রকার প্লীহা লিভার সংযুক্ত ম্যালেরিয়া

জ্বরের সাক্ষাৎ যম

সারফলিন

টনিক ও সালসা। পথ্যের বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই। এক দাগেই প্লীহা, লিভার ধ্বংস হয়। 'ফলেন পরিচীয়তে'

এক দাগে জ্বর পালায়, ফিরে জ্বর আর হয় না

একদাগে জ্বর পালায়, তিন দাগে সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়। এমন উপকারী ঔষধ আর নাই। ২।৪ দাগ ঔষধ সেবনে যদি আপনার জ্বর একেবারে ভাল হয়, সেই প্রকৃত ঔষধ খাওয়া উচিত নয় কি? এক্ষণে সাবধান হউন এবং জানিয়া রাখুন, আর মিছামিছি বাজে বোতল ২ বিষের জল খেয়ে শয্যাগত হইয়া প'ড়ে পরে হয়রান হয়েন কেন? সুতরাং ৷৹ আনার সারফলিনই একটি জ্বর রোগীর পক্ষে যথেষ্ট; এমন প্রত্যক্ষ উপকারী জ্বরের ঔষধ আর নাই। সকালে জ্বর হইলে বৈকালে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবেন, ডাক্তার ডাকিতে হয় না। মূল্য প্রতি শিশি ৷৵৹ আনা, ডজন ৫৷৹ আনা।

এজেণ্ট—মেসারস্ এম, ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং, ১০ নং বনফিল্ডস্ লেন, কলিকাতা।

যুগল-মূর্ত্তি মার্কা
সর্ব্বত্র পাওয়া যায়।

আয়ুর্ব্বেদ সম্মত বায়ু পিত্ত বাত নাশক

ত্রিগুণ তৈল

আসল ও খাঁটি
শিশি ৮০ আনা ডজন ৮/০

যুগল-মূর্ত্তি মার্কা এবং বটকৃষ্ণ পাল দেখিয়া লইবেন।

এমন মহোপকারী তৈল আর নাই

গবর্ণমেণ্ট হইতে রেজিষ্টারী করা-

মহর্ষি চরক শাস্ত্রোক্ত ভৈষজ্য উপাদানে খাটী কাঁচা কৃষ্ণতিল তৈলে মৃগনাভি, কস্তুরী, গোলাপ, চামেলী, কেওড়া, চন্দন, খসখস, বেলা, প্রভৃতি মূল্যবান মহাসুগন্ধি দ্রব্য সংমিশ্রণে প্রস্তুত বিধায় ছয় ঋতুতেই সমভাবে ইহার অমৃতোপম গুণ ও গন্ধ উপলব্ধি হইয়া থাকে। ফলতঃ এই সর্ব্বগুণসম্পন্ন পরম পবিত্র ত্রিগুণ তৈল নিত্য ব্যবহারে সাধারণতঃ দৈহিক ও মানসিক অবসাদ নিশ্চয় দূর হইয়া থাকে।

পরন্তু সর্ব্বপ্রকার স্ত্রী বা পুরুষের জননেন্দ্রিয় ধাতুস্থ দূষিত গুপ্ত, জটিল ব্যাধি, মেহ, প্রমেহ, প্রদর, কষ্টরজঃ, বাধক, বন্ধ্যাবিকার, মূর্চ্ছা, মাথাধরা, মাথাঘোরা, আধকপালী, নিদ্রাহীনতা এবং সর্ব্বপ্রকার বাতরোগ ও নানা প্রকার ব্যাধির কীটাণু ধ্বংসকারী অব্যর্থ মহৌষধ।

বলা বাহুল্য, ইহা এরূপ মস্তিষ্ক স্নিগ্ধকারী ঠাণ্ডা তৈল যে, পাগল ভাল হয়। যে কোন স্থানে তৈল ক্রয়কালীন শিশির গায়ের লেবেলের উপর বড় ২ অক্ষরে আসল যুগল মূর্ত্তি মার্কা এজেণ্ট বটকৃষ্ণ পাল দেখিয়া লইবেন, অন্যথায় শঠকারী দোকানদার জাল বা নকল তৈল বিক্রয় করিয়া আপনাকে ঠকাইবে। স্মরণ রাখিবেন বাজে জিনিষ বিক্রয় করিয়া ঠকাইতে পারিলেই খুব লাভ হয়।

এজেণ্ট—বটকৃষ্ণ পাল এণ্ড কোং ২৩নং বনফিল্ড লেন, কলিকাতা।

শ্রীচৈতন্যমঠের গ্রন্থাবলী

শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুর বিরচিত

ভক্তি-গ্রন্থাবলী।

উৎকৃষ্ট কাপড়ে বিলাতী ধরণে বাঁধাই স্বর্ণালঙ্কৃত। চতুর্থ সংস্করণ। বিস্তারিত সূচীসহ

জৈবধর্ম্ম

বাঁধাই ২৲ দুই টাকা

প্রকাশিত হইয়াছে

সনাতন ধর্ম্মশাস্ত্র বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ্, গীতা, শ্রীমদ্ দর্শন, পুরাণ, তন্ত্রাদি সকল গ্রন্থ পাঠ করিবার অবসর অতি অল্প মানবের ঘটিয়া থাকে। অনেকের যোগ্যতা না থাকায় সেই সমস্ত গ্রন্থের মর্ম্ম অবগত হইতে পারেন না। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বাঙ্গালীর ঐ অসুবিধা দূরীভূত করিবার জন্য এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

বিদ্যালয়ের ছাত্র বা শিক্ষকগণের বিশেষ পাঠ্য, তাই [illegible] শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টার বাহাদুর উহা সমস্ত বিদ্যালয়ের জন্য অনুমোদন করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

প্রথম খণ্ড ভিক্ষা ১৲ একটাকা

যুক্তিপূর্ণ শাস্ত্রবাক্য দ্বারা প্রত্যেক মানবের নিত্য কর্ত্তব্য ও অনিত্য সাময়িক কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। গ্রন্থের শ্রীমন্মহাপ্রভুর সনাতন শাস্ত্রবাক্য দ্বারা সমর্থিত ও প্রমাণিত হইয়াছে। দেহের, মনের ও আত্মার ধর্ম্ম কি? স্বদেশ, সমাজ, নীতি, ধর্ম্ম কি? ইত্যাদি বিষয় [illegible] সুন্দরভাবে যুক্তিসহকারে আলোচিত হইয়াছে যে, প্রথম পৃষ্ঠা হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত পাঠ না করিয়া নিবৃত্ত থাকা যায় না।

শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ভিক্ষা ৵০

ঐ প্রমাণ খণ্ড ভিক্ষা ৵০

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিহার ও লীলাভূমি নবদ্বীপ সম্বন্ধে এবং নয় দ্বীপের প্রাচীন বিবরণ — প্রত্যেক দ্বীপে শ্রীমহাপ্রভুর লীলা—প্রত্যেক স্থানের পরিচয়, শ্রীধাম মাহাত্ম্য [illegible] কি? ইত্যাদি বিষয় বিশেষভাবে মনোহর ছন্দে বর্ণিত। পকেট সাইজ প্রায় ১৬০ পৃষ্ঠা।

শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ

উৎকৃষ্ট [illegible] কাগজে ছাপা— শ্রীনবদ্বীপধাম দর্শনে ভাবুক দর্শনকারীর কি প্রকার ভাবের উচ্ছ্বাস হয়, তাহা এই গ্রন্থে বর্ণিত। অতি চমৎকার। ভিক্ষা চারি আনা।

শ্রীমন্ন

৷৵০

দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুকে উপদেশচ্ছলে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিচার অতি সুন্দরভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। উহা ছাড়া শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদিষ্ট শিক্ষা ও উপদেশ বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

গৌড়ীয়-বৈষ্ণব জগতে অভিনব গ্রন্থ !!

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতি-গ্রন্থাবলী ঃ—

শরণাগতি

পকেট সাইজ
অষ্টম সংস্করণ
ভিক্ষা ৵০ আনা

[illegible] ইহা যখন জীব বুঝিতে পারে, তখন একমাত্র নিত্যানন্দ শ্রীভগবানের পাদপদ্মে তাঁহার কোন কাতর আত্মসমর্পণ প্রার্থনা হয় এবং শরণাগতি [illegible] কি প্রকারে শরণাগত হইতে হয়, ইত্যাদি বিষয়ক প্রাণস্পর্শী প্রার্থনা ও আত্মসমর্পণমূলক গান। [illegible] প্রকাশিত হইয়াছে।

ভিক্ষা প্রতি খণ্ড ৵০ এক আনা

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা— ৵০, নবদ্বীপশতক— ৵

অপরাধক — ৵০

কল্যাণকল্পতরু

পকেট সাইজ
পঞ্চম সংস্করণ
ভিক্ষা ৵১০

[illegible]

শ্রীল চক্রবর্ত্তি ঠাকুরের টীকা সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর কৃত টীকা ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কৃত [illegible] অনুবাদ। টীকাকারের জীবনী, শ্লোক-সূচী [illegible] সহ [illegible] উৎকৃষ্ট বাঁধাই ২৲ দুই টাকা, কাগজে বাঁধা ১॥০

শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ-কৃত ভাষ্য সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

কাগজ ও ছাপা উৎকৃষ্ট। সিল্কে বাঁধাই, সোণার জলে নাম লেখা রাজসংস্করণ ১ টাকা, সাধারণ সংস্করণ ১॥০, গৌড়ীয়ের গ্রাহকপক্ষে ১।০

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি

([illegible])

[illegible]

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ—১ম খণ্ড ১৲ এক টাকা

২য় খণ্ড ১৲ এক টাকা শ্রীমদ্ভাগবতের [illegible] গৌড়ীয় গ্রাহকগণ [illegible] [illegible]

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য সঙ্কলিত

সদাচারস্মৃতিঃ

ভিক্ষা ৵০ মাত্র

[illegible]

বেঙ্গলীস্ত

মদন মঞ্জরী

[illegible] এক টাকা।

“নপুংসকতারি চূর্ণ”

[illegible] ১৲ টাকা।

“প্রমদাবিলাসিনী বটিকা”

[illegible] একমাত্র।

[illegible] কোম্পানী, [illegible] কলিকাতা।

কুমার-ভোগ

[illegible] এক টাকা, [illegible]

নারোল

Narol [illegible]

[illegible]

দাদ [illegible]

দাদ-লোশন

[illegible]

[illegible] না।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (প্রাচীন নবদ্বীপ) নদীয়া

অপূর্ব্ব সুযোগ অল্পদিনের জন্য মাত্র

শ্রীগৌড়ীয় মঠের উৎসব উপলক্ষে

[illegible]

বেদনাঞ্জন । শ্রেষ্ঠরত্ন

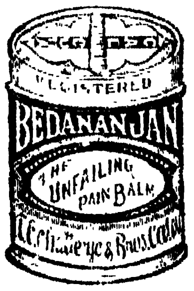

কলিকাতা [illegible] হইতে [illegible] প্রশংসা [illegible]

* * *

[illegible]

প্রাপ্তিস্থান—এ, সি, চাটার্জ্জী এণ্ড ব্রাদার্স।

[illegible] কলিকাতা।

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

অধ্যক্ষ

শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম. এ., এফ. সি. এস. (লণ্ডন)

ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক

(প্রফেসার)

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ বিশুদ্ধ ও শাস্ত্রমতে নিজ তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হয়। পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ক্যাটালগ পাঠান হয়। রোগের বিবরণ জানাইলে যত্নপূর্ব্বক ব্যবস্থা দেওয়া হয়। চিঠি সম্পূর্ণরূপে গোপন রাখা হয়।

মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দুর)

(বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৪, টাকা

উৎকৃষ্ট স্বর্ণ, পারদ ও [illegible] গন্ধক দ্বারা শাস্ত্রমতে প্রস্তুত।

নিত্য প্রয়োজনীয় সর্ব্বরোগনাশক মহৌষধ।

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৩, টাকা

[illegible] মহৌষধ। [illegible] ইহা [illegible] বিশেষ।

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬, টাকা

ইহা সেবনে [illegible] স্বপ্নদোষ, প্রমেহ ও ধ্বজভঙ্গ সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায়। ইহা [illegible] আনন্দদায়ক রসায়ন।

অবলাবান্ধব যোগ

প্রদর, [illegible] রোগের মহৌষধ।

মূল্য—১৬ মাত্রা ২, টাকা। ৫০ মাত্রা ৫, টাকা মাত্র

বিশুদ্ধ জল! ভয় নাই! বিশুদ্ধ জল!!

লক্ষ্মী টিউব-ওয়েল কোং

১০৫নং নবাবপুর, ঢাকা

[illegible]

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

[illegible] ইলেক্ট্রিক সলিউসন [illegible]

সোল এজেণ্ট—ডাঃ ডি, ডি, হাজরা।

[illegible] গার্ডেনরীচ পোষ্ট, কলিকাতা।

ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

বিনামূল্যে বিতরিত বিনামূল্যে

[illegible]

প্রাপ্তিস্থান :—আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়।

[illegible] কলিকাতা।

মনোমোহন প্রেস

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা

পূর্ব্ব-বাঙ্গালায় সুলভে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত

বৈদ্যুতিক মেশিনে দিবারাত্র কাজ চলিতেছে।

বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা।

শ্রীমায়াপুর নদীয়া প্রকাশ প্রেস ওয়ার্কস হইতে—শ্রীবিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

স্থানীয় সংস্করণ

Registered No. C 1544

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র।

৪র্থ খণ্ড] সম্পাদক—প্রত্নবিদ্যালঙ্কার শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী [১৭০ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্য মঠ, শ্রীধাম মায়াপুর—২১শে ভাদ্র সোমবার ১৩৩৬, ৯ই সেপ্টেম্বর ১৯২৯

বিজ্ঞাপনের হার

প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অৰ্দ্ধ কলম ৩৷৹
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়।

বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৷৹
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৴৫

শ্রীধাম মায়াপুর ডাকঘর

গত ১লা জুন হইতে শ্রীধাম মায়াপুর পোষ্ট অফিস খোলা হইয়াছে। বঙ্গদেশের পোষ্টমাষ্টার জেনারেল বাহাদুর শ্রীধাম মায়াপুর ডাকঘর হইতে নদীয়া-প্রকাশ ভারতের সর্ব্বত্র প্রেরণ করিবার আদেশ দিয়াছেন।

ম্যানেজার, 'নদীয়া-প্রকাশ'

পোঃ আঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

শ্রীধাম মায়াপুরের, যাবতীয় পত্র বুকপোষ্ট রেজিষ্টারী মণি-অর্ডার প্রভৃতি ডাকে পাঠাইতে হইলে, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া ঠিকানায় লিখিবেন।

দ্বীপ দিগদর্শন

গঙ্গার পূর্ব্বপারস্থ অন্তর্দ্বীপ, সীমন্তদ্বীপ, মধ্যদ্বীপ ও গোদ্রুমদ্বীপ এবং পশ্চিমপারস্থ কোলদ্বীপ, ঋতুদ্বীপ, জহ্নুদ্বীপ, মোদদ্রুমদ্বীপ ও রুদ্রদ্বীপ—এই নয়টি দ্বীপের অন্তর্গত স্থানসমূহ নবদ্বীপ-মণ্ডল নামে খ্যাত। 'দ্বীপ-দিগদর্শন' নামক গ্রন্থে উহাদের বিবরণ অতি প্রাঞ্জল ভাষায় লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এই অমূল্য রত্নের ভিক্ষা মাত্র ৵৹ । ৵১৹ ডাক টিকেট পাঠাইলে বুক পোষ্টে পাঠান হয়।

প্রাপ্তিস্থান—নদীয়া প্রকাশ কার্য্যালয়
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া
এবং
গৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস,
১নং উল্টাডিঙ্গি জংশন রোড, কলিকাতা।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

দুইখণ্ডে সমগ্র গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছেন। সূচী প্রভৃতি ছাপা হইতেছে

ভিক্ষা ২৷৹, নদীয়াপ্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ১৷৹

রোগী দেখিবার সময়ঃ—
প্রাতেঃ—৮টা হইতে ৯টা,
বৈকালে—৩টা হইতে ৫টা পর্য্যন্ত।

অব্যর্থ মহৌষধ ! মূল্য ফেরৎ !!

ডাক্তার বি, ডি, কুণ্ডুর—

সর্ব্বত্র এজেন্ট আবশ্যক।
পত্র লিখুন।
কঠিন কঠিন রোগের চিকিৎসা করা হয়।
দিবা-রাত্রি ঔষধ পাওয়া যায়।

আবিষ্কৃত ও গভর্ণমেণ্ট রেজেষ্টারীকৃত

১। ভূপেন্দ্র শোভা স্পেসিফিক্—[illegible]

২। চণ্ডি বিদার মিকচার—ম্যালেরিয়া জ্বর [illegible]

৩। গনোরিয়া স্পেসিফিক্—[illegible] এক শিশি ১৲ এক টাকা মাত্র।

হোমিওপ্যাথিক বিভাগ

১। ওয়ারম কিওর—[illegible] ২। ফিমেল সুধা—[illegible] ৩। জিহ্বা স্পেসিফিক—[illegible] ৪। বাম রেগুলেটার—[illegible] ৫। পাইলস রেমিডি—[illegible] ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—আরোগ্য না হইলে মূল্য ফেরৎ। [illegible]

[illegible]

সোল এজেন্ট :—
দি এলোপ্যাথিক ড্রাগ ষ্টোরস্

ডাক্তার বি, ডি, কুণ্ডু
[illegible] কলিকাতা।
[illegible]

কর্ম্মাবলম্বকাঃ কেচিৎ কেচিৎ জ্ঞানাবলম্বকাঃ। বয়ন্তু হরিদাসানাং পাদত্রাণাবলম্বকাঃ॥

শ্রীগৌড়ীয়মঠে
শ্রীশ্রীরাধাষ্টমী মহোৎসব

[illegible] শ্রীগৌড়ীয়মঠে [illegible] হইয়াছে।

[illegible] শ্রীল [illegible] বিদ্যাবিনোদ [illegible] মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

নানা কথা

অধ্যক্ষ-সম্মেলন

গত বুধবার [illegible] কলিকাতা বিশ্ব[illegible] অধ্যক্ষগণ এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের [illegible] একটি সম্মেলন হইয়া গিয়াছে। মিঃ [illegible] সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন।

কলিকাতার কোন কলেজে কোন [illegible] উপস্থিত হইলে কলিকাতার [illegible] কলেজসমূহের [illegible] বাঞ্ছনীয়তার কথা [illegible] আলোচিত হইয়াছিল।

[illegible] অধ্যক্ষদিগের [illegible] ব্যাপারে [illegible] করিবার [illegible] হইয়াছিল।

[illegible] প্রকাশ করেন [illegible] সম্প্রদায় এবং জনসাধারণের [illegible] হইয়াছে, [illegible] সহযোগিতা [illegible]।

বিহার-ব্যবস্থাপক সভায় প্রজাস্বত্ব বিলের আলোচনা

[illegible] সেপ্টেম্বর বিহার-উড়িষ্যা [illegible] অধিবেশনে [illegible] বিল [illegible]

করিয়াছিলেন, [illegible] বিলখানি সম্বন্ধে আলোচনা হইয়াছিল। [illegible] একটি সরকারী [illegible] সংগ্রহের সুবিধা [illegible] দিবার জন্য ব্যবস্থাপক সভায় [illegible] অধিবেশনে [illegible] বিলখানি গৃহীত হইয়াছিল। [illegible] না থাকায় [illegible] সভায় যে প্রস্তাব [illegible] একটি [illegible] অধিবেশন [illegible] সভার অধিবেশন [illegible] হয়।

[illegible] উপস্থাপনের জন্য মনোনীত [illegible] এবং সরকারী সদস্য মিঃ [illegible] উক্ত দিবস [illegible] হয়েছেন।

নরহত্যার অভিযোগ
আসামীগণের অব্যাহতি

[illegible] আসামীগণের [illegible] আসামীকে [illegible] দায়রায় [illegible] এম্. কে. [illegible] অব্যাহতি প্রদান করিয়াছেন।

সর্দ্দারগণ অভিযুক্ত

দাঙ্গা করিবার ও অবৈধভাবে আটক করিবার অভিযোগে [illegible] পুলিশ [illegible] বিরুদ্ধে আলিপুরের [illegible] শ্রীযুত এ. দত্তের আদালতে ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের [illegible] ধারা অনুসারে একটি অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছে। ম্যাজিষ্ট্রেট প্রত্যেক আসামীকে [illegible] টাকার জামীনে মুক্ত দিবার আদেশ প্রদান করিয়াছেন।

ভীষণ হত্যাকাণ্ড

জামসেদপুরের ১১ই সেপ্টেম্বরের সংবাদে প্রকাশ,—টাটানগর ষ্টেশনের নিকট [illegible] নামক স্থানে একজন [illegible] তাহার ঘরে মৃত অবস্থায় দেখা গিয়াছে; মৃতদেহ [illegible] তাহার স্ত্রীও শিশু-[illegible] ঘরে পাওয়া গিয়াছে [illegible] অস্ত্র দ্বারা [illegible] হইয়াছে। স্ত্রী লোকটি [illegible]

অপূর্ব্ব সুযোগ! অপূর্ব্ব সুযোগ!

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত
বিরাট চতুর্থ সংস্করণ

[illegible]

সমগ্র খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন
কেবলমাত্র গৌড়ীয়মঠের উৎসব-কালে
১০৲ টাকার স্থলে ৮৲ টাকায় দেওয়া হইবে।

শ্রীগৌড়ীয়মঠের উৎসব উপলক্ষে
গ্রন্থ সংগ্রহের সুবর্ণ সুযোগ

১। গৌড়ীয় কণ্ঠহার [illegible] স্থলে [illegible]
২। হরিনামামৃত ব্যাকরণ ...
৩। হরিনাম চিন্তামণি ... ...
৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ... ... [illegible]
৫। শ্রীচৈতন্যভাগবত (সাধারণ) ... [illegible] " ॥০ আনা
৬। গীতা (বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী [illegible]) [illegible] স্থলে [illegible] ও সাধারণ ১৲
৭। শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী দিগ্বিজয় ... [illegible] স্থলে ॥০ আনা
৮। নবদ্বীপ পঞ্জিকা

পুরাতন গৌড়ীয় [illegible] ২৲

বিজ্ঞাপন

[illegible] সদর দ্বিতীয় মুন্সেফী আদালত।

দেওয়ানী মোকদ্দমা [illegible]।

বিবাদী—

[illegible] মণ্ডল
২। শ্রীকৃষ্ণ[illegible] মণ্ডল।
৩। শ্রী[illegible] মণ্ডল।
৪। শ্রী[illegible] মণ্ডল
৫। শ্রী[illegible] মণ্ডল
[illegible]

১। [illegible] থানা [illegible] জেলা নদীয়া।
[illegible] বিবাদী—
[illegible] চৌধুরী [illegible] চৌধুরী [illegible] চৌধুরী [illegible] জেলা নদীয়া।

যেহেতু উপরোক্ত বাদিগণ জেলা নদীয়ার [illegible] মৌজা মধুপুরের [illegible] জমি [illegible] উক্ত মোকদ্দমায় তাহাদের কিছু বক্তব্য থাকিলে তাহারা করিতে পারিবেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

৩১শে ভাদ্র সোমবার—১৩৩৬

বর্ত্তমান জগতে শুদ্ধভক্তি প্রচারের মূল-মহাপুরুষ ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্-সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের আবির্ভাব-মহামহোৎসব উপলক্ষে

পতিতের আশা

কৃপণ-বিত্ত হে মোর চিত্ত কোথা যাও আনমনে।
সংযত করি চঞ্চল-গতি ব'সে পড় এইখানে;
শ্রান্ত চরণ ক্লান্ত হ'য়েছে শুকায়েছে তব মুখ,
মরু-মরীচিকা-পশ্চাতে ছুটি' পেয়েছ কি বড় দুঃখ!
ক্ষুৎপিপাসায় হ'য়েছ কাতর মিলে'না কোথাও বারি,
দাঁড়াও ক্ষণেক, স্থির হও, দেখ, আলো জ্বলে সারি সারি।
ভক্তিবিনোদ-প্রকটতিথিতে মহামহোৎসব মেলা,
ক্ষুধা করি দূর পরম শান্তি পেয়ে নাও এই বেলা।

'দমবাজী কথা', মুখে তব তাই অবিশ্বাসের হাসি!
বুঝিয়াছি, কেন মিষ্ট কথায় কত প্রতারক আসি
ভুলায়ে তোমায় লইয়া গিয়াছে দিয়াছে কত না ক্লেশ
শূন্য উদর পারে নি ভরাতে ফিরায়ে দিয়াছে শেষ।
ব্যর্থ বেদনা লইয়া ফিরেছ নিঃ নিজ কত দ্বারে
শুধু হতাশার গ্লানি ও লজ্জা লভিয়াছ বারে বারে॥
দয়ার সাগর ভক্তিবিনোদ প্রকটোৎসবে আজ
দূরে যাবে সব অভাব দৈন্য ব্যর্থতার যত লাজ।

এ বারতা নহে আশার ছলনা নিশীথ-স্বপনসম।
যদিও জগতে র'য়েছে এখনো আঁধার প্রগাঢ় তম।
ভণ্ড-প্রতারক স্বার্থান্বেষিদল আপন ভোগের তরে
চক্ষু মুদিয়া নিত্য কত না পাপ আচরণ করে,
মায়ার শাসন তারে অনুক্ষণ যত করে সাবধান
তবুও না ভাবে মাথার উপরে র'য়েছেন ভগবান্।
ভক্তিবিনোদ-প্রকট-তিথিতে কীর্ত্তনোৎসবে মাতি'
প্রণত হইয়া লভিবে প্রসাদ পোহাইবে তব রাতি।

বৈষ্ণব ঠাকুর বিনা কে নাশিবে জগতের তমোরাশি!
তাই ত' তাঁহারে প্রপঞ্চে উদয় বৈকুণ্ঠ হ'তে আসি;
জীবে দয়া হেতু তাঁর বিতরণ ভগবজ্ জ্ঞানালোক,
সদাস্থ সেথা শ্রীগুরুচরণ অভয়-অমৃতাশোক।
আত্মজীবের সঞ্চিত ব্যথা গোলোকে দিয়াছে টান,
মহাপ্রভুর আদেশেতে তাই তাঁর এই অভিযান।
ভক্তিবিনোদ-প্রকট-তিথিটি পরম মঙ্গলময়
ভব-দাবানল-দগ্ধ পরাণ গাহ আজি তাঁর জয়॥

ঠাকুর বিনোদ গৌড়মণ্ডলে প্রকট হ'লেন যবে
পুলকে ভরিল ভারত গগন বিপুল মহোৎসবে,
শ্রীগৌরহরির পদরজঃপূত ভারতের কোন স্থানে
শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবাণী কেহ আর না বাখানে;
শুধু ভোগবাদ মায়াবাদ সব বৈষ্ণবের সাজ পরি'
কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগ অজ্ঞাতবাদে ভারত গিয়াছে ভরি।
ভক্তিবিনোদ প্রকট হইতে জগতে পড়িল সাড়া
অসমঞ্জবাদ সভয়ে শিহরি' বেগে দিল মাথা নাড়া।

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের আবির্ভাব তিথি উপলক্ষে

স্তুতি-গীতিকুসুমাঞ্জলি

(পণ্ডিত শ্রীপাদ [illegible] গোস্বামী ভক্তিরত্ন)

নমো নমো নমঃ ভকতি বিনোদ
" সচ্চিদানন্দ-নাথ।
শ্রীগৌর শকতি স্বরূপ বিগ্রহ
কৃপাময় মহাজন॥১

(প্রভো!)
তোমার মূরতি বহিছে আরতি
তব আবির্ভাব দিনে।
ভ'লো উদ্দীপন মধুর কীর্ত্তন
প্রতি ভকতের প্রাণে॥২

(যেমন)
তুমি একজন শ্রীগৌরাঙ্গ প্রিয়
পারিষদ চূড়ামণি।
তব কৃপাবলে অনায়াসে মিলে
ভকতি-রতন খনি॥৩

(তেমন)
তব নিজজন সেবক রতন
সেবাধন দিতে পারে।
তাঁদের করুণা বাঞ্ছিত যেজন
সে'ত পড়েছে ফেরে॥৪

(তাই)
বড় আশা করি আসিয়াছি আমি
এমন পুণ্য বাসরে।
দাও কৃপা বিন্দু পদরেণু সাথে
এ দীনহীন পামরে॥৫
ব্রহ্মাণ্ড জুড়িয়া বঞ্চক সকলে
ফেলেছে বিষম জাল।
সেই জালে পড়ে কার বা উদ্ধার
কেটেছে অনেক কাল॥৬

কৃপা-বলে সে জাল কাটিয়া
[illegible] চরণ তলে।
আর নাহি দায় পরম উপায়
(যদি) পদ সেবা মিলে॥৭

(মম)
নাহিক যোগ্যতা গুণ-লেশ কিছু
যে গুণে তোমায় মেলে।
(যদি)
তুয়া নিজজনে শ্রীঘ্র কৃপা ডোরে
যোগ্যতা পাইব তবে॥৮

এহেন দুর্দ্দিনে পতিত-বান্ধব
কে কোথা পাইত আর
শুদ্ধভকতির প্রেমরস-সার
নাহি ছিল পরচার॥৯
ভকতির নামে কত দুরাচার
ধরা রসাতলে যায়।
গৌরাঙ্গ-বিহিত কীর্ত্তন প্রচারি'
তুমিই রাখিলে তায়॥১০

ধন্য কালকাল ধন্য বঙ্গদেশ
(ধন্য) তব আবির্ভাব ভূমি।
শ্রীগৌরসুন্দর সর্ব্ববিশ্ব-সেব্য
একথা জানালে তুমি॥১১
তোমার কৃপায় (আজ) সকল জগতে
উঠেছে গৌরাঙ্গ রব।
জয় জয় জয় সর্ব্বত্রে জয়
তোমার বৈভব সব॥১২

প্রতীচ্য হইতে আসিল দাহয়া খৃষ্টান মিশনারী,
বিদ্রোহী সমাজ গড়িয়া তুলিল ব্রাহ্মণ্য-ভাবধারী,
সমাজ ব্রাহ্মণ হতে শিখিল মনোধর্ম্ম হ'লো সার,
পূজা প্রতিষ্ঠা পাইবার তরে কত হ'ল অবতার।
কেহ বলে ভাই কোথা নারায়ণ (ভাই) দরিদ্রেরই কর পূজা,
দেহ ও মনের শান্তি লভিবে আবাহনে দশভূজা।
ভক্তিবিনোদ প্রকট-লীলায় শাস্ত্র-সুদর্শন ধরি'
জীব জগতের নিত্যধর্ম্ম বুঝাইলা দৃঢ় করি'।
জৈবধর্ম্ম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নিত্য ও সনাতন,
দেহ ও মনের ভোগ-পিপাসায় অ-স্বার্থ-আবরণ,
সর্ব্বোপরি কৃষ্ণ-ব্রজেন্দ্রনন্দন-সেবাতে জীবের সুখ,
সে কথা ভুলিয়া আত্ম-সুখ খুঁজি' জীব পায় মহা-দুঃখ;
মায়া-কবলিত কৃষ্ণবহির্মুখ জীবের উদ্ধার তরে
পরম দয়াল ভগবান্ হরি নামরূপে অবতরে।
শ্রীনাম-ভজনে যত আসে বাধা সব ক'র বিশ্লেষণ
ঠাকুর জীবের কল্যাণ-পথ করিলেন নিরূপণ।
ধর্ম্মের নামে পদ্মা-দীর্ঘিকা ভেজালের কারবার
ভজনের পথ হইতে আচার করিবারে পরিহার
বেদাদি শাস্ত্র শতেক গ্রন্থ রচিয়া অশেষ শ্রমে
আপনি আচারি' করিতে প্রচার নগরে নগরে গ্রামে
মহাপ্রভুর নিত্যলীলাস্থলী যোগপীঠ মায়াপুর
করি আবিষ্কার গৌরজনের করিলেন খেদ দূর।
ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-চরণে প্রণত হইয়া, শুধু
শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবাণী শ্রবণ করহ খুব॥

অবতারবাদ ও ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

(ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ)

জীবনের মধ্যভাগে যখন না জানি কোন্ অজানা শক্তিবলে আমার নিত্যারাধ্য দেবের সেবা-পিপাসা হৃদয়ে জাগিয়াছিল, তখন কোন পথে গেলে পথহারা পথিকের সুপথ লাভ হইবে—এই চিন্তায় অধীর হইলাম। অন্তর্যামী প্রভু আমার, আমাকে অপার করুণা প্রকাশ করিলেন। একদিন হঠাৎ ঠাকুর ভক্তিবিনোদের শ্রীসজ্জনতোষণী পত্রিকা আমার দেখিবার সুযোগ হইল। দেখিলাম, 'সজ্জনতোষণী' বাস্তবিকই সজ্জনের মন-তোষণকারিণী। তখনই সেই পত্রিকার গ্রাহক-শ্রেণীভুক্ত হইলাম। শুধু পত্রিকা পাঠে নিরস্ত হইলাম না, ঠাকুরের লিখিত গ্রন্থাদি আনিয়া পাঠ করিলাম।

শ্রীসজ্জনতোষণীর ভাষা ও ভাব এ জগতের নহে। তাহার প্রতি অক্ষরই জীবন্ত—চেতন। শ্রীপত্রিকা আমাকে তাঁহার স্বরূপ দেখাইয়া এভাবে কৃপা করিলেন যে, আমাকে আমার জড়-সুখাগার গৃহ, জাগতিক পরমাত্মীয়গণের অনিত্য স্নেহ ভালবাসায় অধিক দিন বাস করিতে না দিয়া আমাকে আমার নিত্য প্রভু শ্রীচৈতন্য-সরস্বতীর অভয়-পাদপদ্মে টানিয়া আনিলেন। সুতরাং আজ আমি ঠাকুরের কথা বলিতে যাইয়া কি ভাবে তাঁহার পূজা করিব, বুঝিতে পারিতেছি না। যিনি সর্ব্বান্তর্যামী, শ্রীভগবানেরও অন্তর্যামী, যিনি আত্ম ভগবানকে বিজয়কারী এবং যাঁহাতে কৃষ্ণের অপ্রাকৃত গুণগণ সকলই বর্ত্তমান, সেই অগাধবোধ পরমগম্ভীর ঠাকুরের কোন গুণের কথা বলিব? সর্ব্ববিষয়ে অযোগ্য হইলেও আমার অন্নদাতা ঠাকুরের গুণ যে টুকু ভাবে কীর্ত্তন করিয়া ধন্য হইব। অজ্ঞের দোষ সর্ব্বদাই মার্জ্জনীয়। তাই পতিত-পাবন প্রভু আমার, আমাকে অপরাধ-মুক্ত করিয়া নিজ-সেবায় নিযুক্ত করিবেন—এই প্রার্থনা।

বর্ত্তমান কাল কলি। কলিকালে এখন জীবের একমাত্র ধর্ম্ম [illegible] বাঞ্ছিত, তাই সকলকেই বঞ্চনা করা চাই। এই বঞ্চনাবুদ্ধি বর্দ্ধিত হইয়া এত দূর দাঁড়াইয়াছে যে, আমরা নিজেরাই ভগবান সাজিতে প্রস্তুত হইয়াছি। কাম, ক্রোধাদি ষড়রিপুর দাস হইয়া জীব আমরা, ইন্দ্রিয়বর্গের দাস সর্ব্বদা সর্ব্ব বিষয়ে আকৃষ্ট আমরা, দুঃখ, ভয়, শোকগ্রস্ত আমরা, আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক, আধিভৌতিক—ত্রিতাপদগ্ধ আমরা, আমাদের স্পর্দ্ধা এতদূর বাড়িয়াছে যে, আমরা সর্ব্বজীব-প্রভু শ্রীভগবানের আসন গ্রহণ করিতেছি। শুধু ভগবান সাজা নয়, অন্যান্য জীবগণকে আমার এক শৃগাল কুক্কুরের খাদ্য দেহটার—ভস্ম, কৃমিকীট ও বিষ্ঠায় পরিণামী দেহের পূজায় নিযুক্ত করিতেছি।

কর্ম্মফলবাধ্য অনাদি কৃষ্ণসেবা-বহির্ম্মুখ আমরা, গর্ভযন্ত্রণা, ব্যাধি-আক্রান্ত এবং মৃত্যুযন্ত্রণাদি অনন্ত যন্ত্রণার ভাগী আমরা, আমরা কেহ বা গোপাল কেহ বা নারায়ণ প্রভৃতি সাজিয়া বসিয়াছি। এই অবতারবাদের স্রোত অধুনা প্রবলভাবে প্রবাহিত হইলেও এবং সেই স্রোতে তথাকথিত শিক্ষিত, ধনী, মানী, নেতৃবর্গ গা ঢালিয়া দিলেও শ্রীচৈতন্যদেবের ভক্তিবিনোদ দয়ার অবতার শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদই কেবল আমাদিগকে এই অশ্রুতপূর্ব্ব হঠাৎ আবিষ্কারবাদ হইতে রক্ষা করিয়াছেন।

বহুদিন পূর্ব্বে যখন ঠাকুর শ্রীধাম পুরীতে বিচারাসনে উপবিষ্ট হইয়া বিচারকের কার্য্য সম্পাদন করিয়াছিলেন, তখন 'বিষকিষণ' নামে এক হঠযোগী অবতার সাজিয়া বসিয়াছিল, যখন সেই অবতারটী নিজের স্বাধীনতার কথা বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে ঘোষণা করিল এবং নিজের নির্দ্দিষ্ট স্থানে অবস্থান করিয়া নিজেকে দুনিয়ার মালিক বলিল, তখন সেই সাজা অবতারটীকে সাজা দেওয়ার ভার পড়িল ঠাকুরের উপর। পরম সত্ত্বগুণ-বিশিষ্ট সুচতুর প্রভু আমার, সেই বুদ্ধিহীন চতুরকে ধরিয়া ফেলিলেন এবং দণ্ডদানের জন্য প্রস্তুত হইলেন। কুবাসনা-দুষ্ট সেই কুযোগী তাহার কুযোগ-প্রভাব, ভক্তিযোগশ্রেষ্ঠ ঠাকুরের উপরে দেখাইতে চেষ্টা করিল, কিন্তু দাবাগ্নির লেলিহান জিহ্বাকে বিনাশ করিতে [illegible] প্রধাবিত সর্প যেমন নিজেই বিনষ্ট হয়, বিষকিষণেরও অবস্থা তাহাই হইল। অবশেষে অবতারটী বিচারে ভবকারাগারের অধীনে ক্ষুদ্র-সংস্করণ কারাগারে আবদ্ধ হইল।

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শ্রীচৈতন্যশক্তি। তিনি শক্তিমান শ্রীচৈতন্যভগবানেরই সেবা আচার প্রচারবান। অচিন্ত্য রাজ্যে প্রাকৃতবেগে ধাবিত মায়া-মোহগ্রস্ত জীবগণকে শ্রীচৈতন্য চরণ-সেবায় নিযুক্ত করাই তাঁর একমাত্র কৃত্য। আচার্য্যদেব সকলকেই আচারবান হইয়া প্রচারকার্য্যে নিযুক্ত করিয়া শ্রীচৈতন্য-মনোহভীষ্ট প্রচারক। তিনি কর্ম্মফল-বাধ্য জীব নহেন, সচ্চিদানন্দ ভগবানের শক্তি সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ।

তিনি বলেন, শ্রীভগবানই সর্ব্বকারণ-কারণ জীব তাঁহার তটস্থাশক্তি-প্রসূত চিৎকণ। ভগবান্ মায়াধীশ, জীব মায়াবশ-যোগ্য। সুতরাং জীবস্বরূপে দাস্যভাবই সহজভাব। তাহা ছাড়িয়া প্রভু বা ভোক্তৃ-অভিমানেই জীবের সুখ দুঃখ-পরিপূর্ণ সংসার-লাভ। আবার যদি সেই জীব মায়ার লাথি খাইতে খাইতে নিজে নিজে নারায়ণ সাজিতে চায়, তবে তাহার অপরাধের শেষ কোথায়? শ্রীভগবানই এই জগতে অবতীর্ণ হন। অথবা তাঁহারই পার্ষদ ভক্তগণ তাঁহার কার্য্যে অবতরণ করেন। শ্রীভগবান্ মায়াধীশ ও তৎপার্ষদ-ভক্তবৃন্দ মায়া-বশযোগ্য নহেন বলিয়া মায়ার রাজ্যে আসিয়া তাঁহারা মায়াতীত অবস্থায় লীলা করেন। তদনুগত ভাগ্যবান্ জনগণই তাহা জানিতে পারেন। দিবান্ধ-পেচক যেমন আকাশে উদিত সূর্য্যের আলোকরাশি দর্শনে বঞ্চিত, সেইরূপ বিষয়-ধূলিতে অন্ধীভূত জীবগণ ভক্ত-ভগবানের অমর্ত্ত্য লীলা দর্শনে বঞ্চিত।

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ সাক্ষাৎ শ্রীচৈতন্য-ভাগবত। সুতরাং অবতারবাদ সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্যভাগবত লিখিত কবিতাটী আমাদিগের সম্মুখে অমর অক্ষরে দিয়াছেন—

চৈঃ ভাঃ আদি ১৪অঃ

মধ্যে মধ্যে মাত্র কত পাপীগণ গিয়া।
লোক নষ্ট করে আপনারে লওয়াইয়া॥
উদর ভরণ লাগি পাপিষ্ঠ সকলে।
রঘুনাথ করি আপনারে কেহ বলে॥
কোন পাপীগণ ছাড়ি কৃষ্ণ-সংকীর্ত্তন।
আপনারে গাওয়ায় বলিয়া নারায়ণ॥
দেখিতেছি দিনে তিন অবস্থা যাহার।
কোন্ লাজে আপনারে গাওয়ায় সে ছার॥
রাঢ়ে আর এক মহাব্রহ্মদৈত্য আছে।
অন্তরে রাক্ষস বিপ্র-কাচ মাত্র কাচে॥
সে পাপিষ্ঠ আপনারে বলায় গোপাল।
অতএব তারে সবে বলেন শিয়াল॥
শ্রীচৈতন্যচন্দ্র বিনে অন্যেরে ঈশ্বর।
যে অধমে বলে সেই ছার শোচ্যতর॥
দুই বাহু তুলি এই বলি সত্য করি।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডনাথ গৌরাঙ্গ শ্রীহরি॥

মায়াবদ্ধ কৃষ্ণ-সেবা-ভ্রান্ত জীব আমরা—আমরা অজ্ঞতা-ক্রমে জড়দেহে আত্মাভিমান করিয়া থাকি, আবার আত্মবিস্মৃত ঈশ্বর সাজিতে চাই। যিনি কৃপা করিয়া আমাদিগকে সেই [illegible] এবং আত্মবিস্মৃতির বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া পরাবিদ্যার বা ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতীর অভয় চরণে আশ্রয় দিয়া আমার নিত্য স্বরূপ যে কৃষ্ণকার্ষ্ণের নিত্যদাস্য জানাইয়াছেন, সেই গৌরজন ঠাকুর ভক্তিবিনোদের চরণে নিত্যকাল প্রণত হইয়া বলিতেছি—

নমো ভক্তিবিনোদায় সচ্চিদানন্দ নামিনে।
গৌরশক্তিস্বরূপায় রূপানুগবরায় তে॥

শ্রীশ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদের
আবির্ভাব বাসর

(পণ্ডিত শ্রীপাদ নিমানন্দ দাসাধিকারী বি, এজি, বি, টি)

আজ যে মহাপুরুষের প্রকট বাসর উপলক্ষে শুদ্ধ-বৈষ্ণব-সমাজের আনন্দের কোলাহল গগনমণ্ডলকে সমুখরিত করিয়া তুলিয়াছে, তিনি আমাদের প্রাণের দেবতা শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর! ইনি শ্রীরাধা-গোবিন্দের মিলিত তনু শ্রীগৌরসুন্দরের প্রিয় পার্ষদ, নিত্য গোলোক-গত তত্ত্ব। ধর্ম্ম ও সমাজের বিপ্লবে বিড়ম্বিত জনগণের চিত্তের মালিন্য দর্শন করিয়াই ইঁহার মত শক্তিধর মহাপুরুষের এ মর-জগতে অবতরণ হইয়া থাকে। যখন তথাকথিত ধর্ম্মবক্তৃগণের অনভিজ্ঞতা, অপস্বার্থ ও অভিরুচি-মূলে ব্যাখ্যাত ধর্ম্ম ভোগী জীবকুলের অবৈধ ভোগ-পিপাসানলের ইন্ধন সরবরাহ করিয়া ব্যভিচারের পঙ্কিল স্রোতে হিন্দু সমাজ-বক্ষ বিধৌত করিতেছিল, যখন ভগবানের শ্রীমন্দিরকে পণ্য-বীথিকায় ও তাঁহার লীলাক্ষেত্র শ্রীধামকে বিপণি-ক্ষেত্রে পর্য্যবসিত করিবার উৎকট প্রয়াস ও বিপুল উদ্যম ইহাদের চিত্তে মৃগতৃষ্ণিকার ন্যায় অসত্যে সত্য-ভ্রম জন্মাইয়া ভগবদ্ধাম ও ভগবন্মন্দিরের গৌরব বিলুপ্ত করিতেছিল, তখন ইঁহার মত একজন অসাধারণ মনীষা-সম্পন্ন ও অপ্রাকৃতশক্তি-বিশিষ্ট আচারবান্ আচার্য্যের আবির্ভাবের প্রয়োজনীয়তা বিশেষরূপে অনুভূত হইয়াছিল। ধর্ম্ম-সংস্থাপন ও ধর্ম্মসংরক্ষণ এই দুইটি কার্য্য তিনি নানা শাস্ত্র-প্রণয়ন-দ্বারা এমন সম্যক্ সংসাধন করিয়াছেন যে, যতদিন নিত্যানন্দের বিমল যশের বিজয়-নিশান ভারতের ধর্ম্ম গগনে উড্ডীয়মান থাকিবে, ততদিন মানবকে নতজানু হইয়া তাঁহার অবদানের গৌরব স্বীকার করিতে হইবে।

ভক্তিবিনোদ ঠাকুর যে সমস্ত গুণে অলঙ্কৃত ছিলেন, তাহার আংশিক কীর্ত্তনের প্রয়াসও আমাদের মত বদ্ধজীবের পক্ষে একটা অবৈধ স্পর্দ্ধা ছাড়া আর কিছুই নহে। তিনি যে ভূমিকায় বিচরণ করিতেন, সে ভূমিকার অপ্রাপ্তিতে কাহারও পক্ষে তাঁহার অলৌকিক চেষ্টা চরিত্রের কথা বোধগম্য হইতে পারে না। নিজের যোগ্যতা অনুসারে শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের মুখে তাঁহার অপূর্ব্ব চরিত্র-মাধুরিমার কথা যেমনটি শ্রবণ করিয়াছি, আত্মসংশোধনের জন্য তাহারই আংশিক বিবৃতি এইখানে একটুকু করা হইতেছে।

ব্যবহার অথবা পরমার্থ—যে দিক্ হইতেই এক [illegible] পুরুষের চেষ্টা চরিত্রের অনুশীলন হউক, প্রত্যেক দিক্ হইতেই তাঁহার অসমোর্দ্ধ প্রতিভার

হইবে। ব্যবহার-দিক্ হইতে দর্শন করিলে তিনি একজন ব্যবহার-নিপুণ সুচতুর পুরুষ বলিয়া প্রতীয়মান হন। উৎসাহ, সাহস, সহিষ্ণুতা, বিচারশীলতা, কর্ম্মনৈপুণ্য প্রভৃতি গুণাবলী যাহা কর্ম্মসাফল্যের একমাত্র সহায়ক, তাহা তাঁহাতে পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান ছিল। নিজ মতের বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিয়া সকলের সঙ্গে মিশিতে তাঁহার মত এমনটি আর কেহ পারিতেন না।

পরমার্থের দিক হইতে দর্শন করিলে তিনি শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষার এক মূর্ত্তিমান বিগ্রহরূপে পরিদৃষ্ট হন। রূপানুগগণের আচার্য্যরূপে তিনি নিত্যকাল সেবিত থাকিবেন। তিনি আচারে আচার্য্য এবং প্রচারে পণ্ডিত। মানব ধর্ম্মে সীমাক আস্থিত থাকিয়াও তিনি স্বীয় আচার এবং প্রচারকে এক মুহূর্ত্তের জন্যও বিপদাপন্ন করেন নাই। তিনি নামাচার্য্য ছিলেন। শ্রীনামানুশীলনের পদ্ধতি যাহা শাস্ত্রে ইঙ্গিত করিয়াছে, তাহা তিনি নামাপরাধ, নামাভাস ও নাম—এই তিন পর্য্যায়ে বিভক্ত করিয়া শ্রীনাম ভজনের সুস্পষ্ট সন্ধান জীবকে প্রদান করিয়াছেন। শ্রীনাম ভজন মনঃকল্পিত যে সমস্ত বিচার-আবর্জ্জনা শ্রীমন্নিত্যানন্দের নামগন্ধে স্তূপীকৃত হইয়া তাহার পূতিগন্ধে ইহাকে দগ্ধ-জীবন নাশের কারণ করিয়া তুলিয়াছিল, তিনি বাণীরূপ লেখনী রূপ সম্মার্জ্জনী দ্বারা ইহার সম্মার্জ্জন-কার্য্য এত সুচারুরূপে সুসম্পন্ন করিয়াছেন যে, আজ ইহা সহস্র সহস্র বিধর্ম্মী ব্যক্তিগণেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে। তিনি সকলকে দুঃসঙ্গ বর্জ্জন করিয়া সাধু সঙ্গে শ্রীনামসুধা পান করিতে উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। তাঁহার কথিত নির্জ্জন-ভজন শব্দের অর্থে দুঃসঙ্গ-বর্জ্জিত সাধুসঙ্গে ভজনই বুঝিতে হইবে। সরলতা দেখিলেই জাতি-নির্বিশেষে তিনি সকলকে নামোপদেশ করিতেন।

রাগাত্মিকা ভক্তির সাধকরূপে তিনি শ্রীগৌর-ভজনের পক্ষপাতী। স্বরূপ-রামানন্দ সনে শ্রীগৌরসুন্দর যে ভক্তির অনুশীলন করিতেন, তাহাই তাঁহার অনুশীলনের প্রিয় ছিল। রাগাত্মিকা ভক্তির অনুশীলনের অধিকার বিচারে তিনি সহজিয়ার সমস্ত ভ্রান্ত ধারণা নিরাস করিয়া অনর্থযুক্ত ব্যক্তিকে তাহা হইতে শতকোটী যোজন দূরে অবস্থান করিতে উপদেশ করিয়াছেন।

শ্রীগৌরধামের প্রতি তিনি ঐকান্তিকী প্রীতি-নিদর্শক ছিলেন। শ্রীধাম নবদ্বীপের প্রকাশ ও প্রচারে তাঁহার যে বিপুল উদ্যম ও প্রয়াস পরিলক্ষিত হইয়াছিল, তাহা নিত্যকাল তাঁহাকে গৌড়ীয়গণের আরাধ্য দেবতারূপে প্রতিষ্ঠিত রাখিবে। আজ তিনি না জানালে কে জানিত যে শ্রীধাম মায়াপুরই শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মভিটা।

গান

(পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিরত্ন)

গৈধাতু (গান করা) ভাববাচ্যে 'অনট্' প্রত্যয়ান্তে গান শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। গান শব্দে সঙ্গীত, গীতি অর্থাৎ সাম বেদ-ধ্বনি। সাম বেদোচ্চারণকেই গান বলা হয়। বেদোচ্চারণ শ্রীবিষ্ণুর ইন্দ্রিয়-তোষণ ভিন্ন অন্য কার্য্য নহে। বেদের সকল শেষ পরিপাক সিদ্ধান্তই হইল শ্রীকৃষ্ণে ভক্তির কথা। কৃষ্ণভক্তি দ্বারা কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তোষণই প্রমাণিত হয়, ইহাতে অপর কোন অবান্তর উদ্দেশ্য বা অন্যাভিলাষ লক্ষ্য করিবার অবসর থাকে না। অবরোহ বাদে গান শব্দ দ্বারা সাম বেদোচ্চারণ বা কৃষ্ণেন্দ্রিয় তোষণ পরিপুষ্ট ভাবে প্রকাশিত।

পরমাত্মা কৃষ্ণাভিন্ন জীবাত্মা, যখন স্বাতন্ত্র্য দ্বারা স্বয়ং ভোগের ইচ্ছা করিলেন, তখনই কৃষ্ণেন্দ্রিয়তোষণাপকরণগুলি অল্প বিস্তর ভাবে স্বীয় ভোগে নিয়োগ করিবার প্রয়াস-কালে গান কিছুটাও তেয় প্রতিফলন হইয়া, ভোগী দ কন্মের উচ্চাবচ হিসাবে স্বর্গাদি হইতে আরম্ভ করিয়া সকলেই গান দ্বারা আত্মেন্দ্রিয়তোষণ-বক্ষ আসক্ত হইল। শ্রীগোবিন্দের কথা তথ কীর্ত্তনে প্রাণো বন্দেন্দ্রিয়তোষণ, শ্রীরাধা ও তদনুগা সখীগণের রূপ-গুণ-কীর্ত্তনেও গোবিন্দ প্রিয় এই সব, এবং শ্রীরাধা গোবিন্দ যুগল মিলন শ্রীপ্রসাদি লীলা কীর্ত্তনে শ্রীগোবিন্দেন্দ্রিয় তোষণই লক্ষ্য। কোথাও এই প্রকার অপ্রাকৃত রূপ গুণাদি কীর্ত্তনে আত্মেন্দ্রিয়তোষণ বাঞ্ছা লক্ষ্য থাকিতে পারে না।

আমরা অনেকে স্বর্গাদিতে নৃত্য-গীতাদির প্রশ্রয় দেখিয়া সেই আদর্শে শ্রীমদন মোহন শ্রীগোবিন্দ, শ্রীগোপীনাথ, এমন কি স্বয়ং মহাপ্রভুর শ্রীমন্দির-প্রাঙ্গণে নাট্যমন্দিরে প্রাকৃত নটীগণের দ্বারা সেই অপ্রাকৃত লীলারস কীর্ত্তন আচারে হিসাবে তিনি দৈববর্ণাশ্রমের পক্ষপাতী। তিনি বর্ত্তমানে প্রচলিত আসুর বর্ণাশ্রমবিধি ভক্তির প্রতিকূল জানিয়া দৈব বর্ণাশ্রম-বিধি আশ্রয় করিয়া কৃষ্ণভজনকেই দেশের নৈতিক সঞ্জীবন লাভ করিবার একমাত্র প্রশস্ত উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

ভক্তিবিনোদ-ঠাকুরকে চিনিবার বা তাঁহার গুণগান করিবার ক্ষমতা আমাদের নাই। তিনি যাহা তাহা আজ তাঁহার অমল সিক্ত যে মহাপুরুষের আনুগত্যে তাঁহাকে আরতি করিবার সাহস প্রকাশ করিয়াছি, তাঁহারই ভাষায় তাঁহাকে প্রণতি বিধান করিয়া আমাদের এ অঞ্জলির উপসংহার করিলাম।

নমো ভক্তিবিনোদায় সচ্চিদানন্দ নামিনে।
গৌরশক্তিস্বরূপায় রূপানুগবরায় তে ॥

(শ্রীশ্রীগীতগোবিন্দাদি) আরম্ভ করিয়া দিয়া প্রাকৃত সমবিরা পানে ভরপুর হইতে থাকি, মূর্খতা নিবন্ধন একবিন্দুও বুঝিনা যে, এ গানে আমাকে অতি দ্রুত বেগে আকর্ষণ করিয়া কোন্ অনগম্য সাগরে নিক্ষেপ করিতেছে? ঝুলন যাত্রার সময় শ্রীশ্রী গোবিন্দের ঝুলনের অনুকরণে কত স্থানে শ্রীরাধা গোবিন্দের মন্দিরের সম্মুখেই বার বনিতার অঞ্চলের পুঁটলি হইয়া ঝুলিয়াছেন তাহার সীমা নাই।

গান বস্তু খেলার বস্তু নহে, হওয়াও উচিত নহে। স্বভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া আত্ম ভাবে বিভাবিত অবস্থায় তাল-লয়-স্বর যুক্ত হইয়া যাহা শ্রীভগবচ্চরণে পৌঁছাইবার যোগ্য তাহা গানটা ঠিক কেমন বস্তু।

যে গানে প্রাণের আবেগ নাই, যে গানে বিজ্ঞাপ্য নাই, যে গান সঞ্জীবতায় চেতনতায় উদ্বুদ্ধ করেনা, যে গানে চিত্ত দর্পণের মলিনতা বিধৌত হয় না, যে গানে ভবমহাদাবাগ্নি নির্ব্বাপিত হয় না, যে গান শ্রেয়ঃ-কৈরব-চন্দ্রিকার দীপ্তি আনয়ন করেনা, যে গান বিশ্বাবন্ধু-জীবন-কৃষ্ণসংকীর্ত্তন নহে, যে গান নিত্যানন্দাম্বুধি বর্দ্ধন করিয়া নিত্যানন্দ-পদ-কমল কোটি চন্দ্র সুশীতল ছায়ায় লইয়া যাইতে সমর্থ নহে, সে গান নরকেরই দ্বার স্বরূপ অনর্থ যুক্ত গান নামে কথিত। আত্মমঙ্গল প্রত্যাশীর তেমন গানে অনুরাগ রুচি না হওয়াই পরম শ্রেয়ঃ।

একটি প্রশ্ন

(পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ শাস্ত্রী)

ব্রাহ্মণ দশ শ্রেণী—

দেবো মুনির্দ্বিজো রাজা বৈশ্যঃ শূদ্রো নিষাদকঃ।
পশুর্ম্লেচ্ছোঽপি চাণ্ডালো বিপ্রা দশবিধাঃ স্মৃতাঃ ॥

অত্রি সংহিতায়াং

ইহার মধ্যে যিনি মৎস্য মাংস ভোজন করেন বা পুষ রক্ত খান, তিনি নিষাদ ব্রাহ্মণ—

মৎস্য মাংসে সদালুব্ধো বিপ্রো নিষাদ উচ্যতে ॥

ঐ

কিম্বা যিনি সর্ব্বজীবে নির্দ্দয় তিনি চণ্ডাল ব্রাহ্মণ—

নির্দ্দয়ঃ সর্ব্বভূতেষু বিপ্রশ্চণ্ডাল উচ্যতে ॥

ঐ

তাহা হইলে নিষাদ কিম্বা চণ্ডাল দ্বারা কিরূপে বিষ্ণু পূজিত হন? বিষ্ণু সে পূজা গ্রহণ করেন কি?

পূর্ব্বকালে, জন্ম লইয়া বা শৌক্র জন্মে জাতি বিচার হইত না; কর্ম্মানুসারে জাতি বিচার হইত; এক্ষণকার মত ব্রাহ্মণ-পুত্র হইলেই ব্রাহ্মণ হইতেন না। এক্ষণকার ব্রাহ্মণ-পুত্র দ্বিপদ পশু তুল্য হইলেও ব্রাহ্মণ; উদাত্ত অনুদাত্ত ও স্বরিৎ স্বরে যে ওঁ উচ্চারিত হয় তাহার কোন্ স্বর কি, তাহা জানেন কি? ব্রাহ্মণ-পুত্র হইয়া কয়জন গায়ত্রীর অর্থ জানেন? তাহা পাখীর বোল অভ্যাস আছে, শাস্ত্র বলেন, এইরূপ গোস্বামীর পুত্র গো + স্বামী হইলেও তিনি গোস্বামী! মনুসংহিতায় কহিয়াছেন যে, যিনি ব্রাহ্মণ বেদ না জানেন, তিনি ব্রাহ্মণ নন, অর্থাৎ নামধারী ব্রাহ্মণ। তিনি পাঠশালায় পড়িয়াছেন যে 'চারি বেদ' এ পর্য্যন্ত বেদ স্থান, বেদ পাঠ দূরে থাক, বেদের আকারও দেখেন নাই। জার্ম্মাণি দেশীয় আমার বেদাধ্যাপক আচার্য্যপাদ কহিতেন যে, তাহাদের দেশে উপনয়নের পর হইতে ব্রাহ্মণ বালকগণ বেদপাঠের আবৃত্তি করিয়া থাকেন; তজ্জন্য তিনি প্রতিদিন আমাকে কয়েক সূক্ত পাঠ করিতে আদেশ করিয়াছিলেন, তাঁহার আদেশ এখনও পালন করিতেছি, শেষ নিঃশ্বাস বিসর্জ্জনের সময় পর্য্যন্ত তাঁহার আদেশ পালন করিব। কিন্তু আমাদের দেশে ব্রাহ্মণ-বালকগণ উপনয়নের পর শিশ লইয়া মৎস্য ধরিয়া থাকেন।

গৃৎসমদ মুনির চারি পুত্র কর্ম্মানুসারে চারিজাতি হইয়াছিলেন—

পুত্রো গৃৎসমদস্যাপি শুনকো যস্য শৌনকাঃ।
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়াশ্চৈব বৈশ্যাঃ শূদ্রাস্তথৈব চ ॥

হরি বংশে ১২৯।৭ (বোম্বাই মুদ্রিত)

অন্যত্র

পুত্রো গৃৎসমদস্যাপি শুনকো যস্য শৌনকাঃ।
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়াশ্চৈব বৈশ্যাঃ শূদ্রাস্তথৈব চ
এতস্য বংশে সম্ভূতা বিচিত্রৈঃ কর্ম্মভির্দ্বিজাঃ ॥

বায়ুপুরাণে পূর্ব্ব ভাগে ৩০।৪ (এসিয়াটিক সোসাইটি লাইব্রেরী মুদ্রিত)

অন্যত্র

গৃৎসমদস্য শৌনকশ্চাতুর্ব্বর্ণ্য প্রবর্ত্তয়িতা ভূৎ।

বিষ্ণুপুরাণে ৪ অংশে ৮ অধ্যায়।

নাভাগাদিষ্ট মুনির দুই পুত্র, কর্ম্মানুসারে দুই জাতি হইয়াছিলেন—

নাভাগারিষ্ট-পুত্রৌ দ্বৌ বৈশ্যৌ ব্রাহ্মণতাং গতৌ।

হরিবংশে ১১।১।

পূর্ব্বকালে জন্ম বা শৌক্র জন্মে জাতি নির্ণয় হইত—

প্রচ্ছন্না বা প্রকাশ্যা বা বেদিতব্যাঃ…

দ্রষ্টব্য:— আগামী কল্য ১লা আশ্বিন মঙ্গলবার নামাচার্য্য শ্রীশ্রীহরিদাস ঠাকুরের নির্য্যাণ তিথিতে নদীয়া প্রকাশ বন্ধ থাকিবে।

পর-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

সম্প্রতি পর-বিদ্যাপীঠে নিম্নলিখিত শিক্ষণীয়-বিষয়নিচয়ের অধ্যাপকের আসন-সমূহ সংস্থাপিত হইয়াছে—বিদ্যার্থিগণ আবেদন করুন।

১। সাহিত্যাসন, ২। ঐতিহ্যাসন,
৩। সম্প্রদায়বৈভবাসন, ৪। ভক্তিশাস্ত্রাসন,
৫। তত্ত্বশাস্ত্রাসন, ৬। বেদান্তাসন,
৭। একায়নাসন।

শ্রীসুন্দরানন্দ রায় বি, এ, কাব্যতীর্থ, বিদ্যাসাগর,
সম্পাদক—পরবিদ্যাপীঠ, শ্রীধাম মায়াপুর।

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৪০্ চল্লিশ টাকা।

১৭২৪ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে,
সপ্তচত্বারিংশ খণ্ডে সূচী ছাপা হইতেছে।

৪৬শ খণ্ড গ্রাহক নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে ১৫।৶০ সাধারণ পক্ষে ২০৸৶০। প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৵০, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ।৶০।

দশম স্কন্ধ ছাপা হইতেছে। দশম স্কন্ধের ভিক্ষা ১২্, অগ্রিম সাধারণের পক্ষে ৮্।

৫০ অধ্যায়পর্য্যন্ত নবম সংখ্যা ছাপা হইয়াছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

"শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত"

সম্পূর্ণ ছাপা শেষ হইল

আদি, মধ্য, ও অন্ত্যলীলা এবং সূচী ছাপা হইয়া সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছেন। যাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্বে ১০্ টাকা ভিক্ষার তৃতীয় সংস্করণ ৪্ টাকায় না পাইয়া অপূর্ব সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের জন্যই উহার ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছেন। সেই ১০্ টাকার এই বিরাট গ্রন্থ গৌড়ীয়মঠের উৎসব অর্থাৎ আগামী দুর্গা আশ্বিন পর্য্যন্ত ৫্ টাকা ভিক্ষায় দেওয়া হইবে। গ্রাহকগণ সত্বর হউন পরে আর ঐ সুযোগ দেওয়া হইবে না।

শ্রীচৈতন্য লীলার ব্যাস অবতার

শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীচৈতন্যভাগবত

আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র গ্রন্থ ৮্ স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫্
নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪৷৷০ টাকা

শ্রীচৈতন্য মঠের যাবতীয় গ্রন্থ

কার্য্যাধ্যক্ষ, গ্রন্থ-বিভাগ, শ্রীচৈতন্য মঠ
পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া
—অথবা—
শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা
ঠিকানায় পাওয়া যাইবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—ডাকে লইলে শ্রীচৈতন্য মঠের ঠিকানায় লিখিবেন।

কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ
হইতে প্রকাশিত
পারমার্থিক

গৌড়ীয়

সাপ্তাহিক পত্র।

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রতি শনিবারে প্রকাশিত হয়।

অগ্রিম বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩্ দিলে বৎসরে ৫০ সংখ্যা প্রাপ্য;
ষাণ্মাসিক ১৷৷০ ; সাপ্তাহিক ৴০
সর্ব্বদা গ্রাহক হওয়া যায়।

বৃত্তিসহ সমগ্র

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

ভিক্ষা ২্ টাকা। শিক্ষার্থি-ছাত্রের পক্ষে ১৷৷০ দেড়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীপরবিদ্যাপীঠ, শ্রীগোদ্রুমপুর

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিম্নলিখিত মঠসমূহে প্রাপ্তব্য:—

১। শ্রীচৈতন্য মঠ,—পোঃ, শ্রীধামমায়াপুর, (নদীয়া)।
২। শ্রীগোরগদাধর মঠ,—চাঁপাহাটি, সমুদ্রগড় পোঃ, (বৰ্দ্ধমান)।
৩। শ্রীভাগবত আসন,—ভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৪। শ্রীগৌড়ীয় মঠ,—১নং উল্টাডাঙ্গা জংসন রোড্, কলিকাতা।
৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ,—পুরী রেলওয়ে ষ্টেশনের নিকট "অমরানবাগ"
৬। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ,—উড়িয়া বাজার, কটক।
৭। শ্রীভাগবত মঠ,—চিরাপাড়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।
৮। শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ,—৪নং অগস্ত্যকুণ্ডপুরা, কাশী, ইউ, পি।
৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,—ছীপিগলি, বৃন্দাবন, মথুরা, ইউ, পি।
১০। শ্রীপরমহংস মঠ—নিমসার পোঃ, সীতাপুর, ইউ পি।
১১। শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ,—কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল, পাঞ্জাব।
১২। শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠ,—৯০নং নবাবপুর রোড্, ঢাকা।
১৩। শ্রীগদাইগৌরাঙ্গ মঠ,—বালিয়াটি, ঢাকা।
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম,—আমলাযোড়া, বাঙ্কাবাঁধ পোঃ, বৰ্দ্ধমান।
১৫। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ,—ডুমুরকোন্দা, চিরকুণ্ডা পোঃ, মানভূম।
১৬ শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয় মঠ,—আলালনাথ, ব্রহ্মাগিরি পোঃ, পুরী, উড়িষ্যা।

এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণের নিকটও নদীয়া-প্রকাশ প্রাপ্তব্য।

১। শ্রীযুক্ত জনার্দ্দন ঘোষ—বঙ্গ লক্ষ্মী ক্রে রোড, খুলনা।
২। শ্রীযুক্ত রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিরত্ন—দেওয়ানগঞ্জ, হলদিবাড়ী কুচবিহার।
৩। শ্রীযুক্ত রামরঞ্জন রায় ১৯,২নং শ্রীগোপাল মল্লিক লেন, কলিকাতা।
৪। শ্রীযুক্ত অমূল্যকুমার সরকার এম, ডি, ও, ফৈজাবাদ।
৫। মিঃ এন্ ডি, মুখার্জ্জি—এম, এম, ওয়ার্কস দি মল, কানপুর।
৬। শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী জ্যোতির্ভূষণ—স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া।
৭। শ্রীরাসবিহারী দাস অধিকারী, নবদ্বীপ।
৮। শ্রীবিরাজমোহন দে—মনমোহন প্রেস, নবাবপুর, ঢাকা।
৯। শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ গড়গড়ি বেড়াচাঁপা, ২৪ পরগণা।

অন্যথা না ভজে কৃষ্ণ, দুষ্ট সঙ্গ করে। পুন সেইমত মায়া পাপে ডুবি মরে।

শ্রীচৈতন্যমঠের গ্রন্থাবলী

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বিরচিত

ভক্তিগ্রন্থাবলী

উৎকৃষ্ট কাপড়ে বিলাতী ধরণে বাঁধাই স্বর্ণালঙ্কৃত। চতুর্থ সংস্করণ। বিষয়াদির সূচীসহ

জৈবধর্ম্ম

বাঁধাই ২৲ দুই টাকা।

প্রকাশিত হইয়াছে

সনাতন ধর্মশাস্ত্র বেদ, বেদান্ত, উপনিষৎ, শাস্ত্র, শ্রীমদ্ভাগবত, পুরাণ, তন্ত্রাদি সকল গ্রন্থ পাঠ করিবার অবসর অতি অল্প মানবের ঘটিয়া থাকে। অনেকের যোগ্যতা না থাকায় সেই সমস্ত গ্রন্থের মর্ম্ম অবগত হইতে পারেন না। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বাঙ্গালীর এই অসুবিধা দূরীভূত করিবার জন্য এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

বিদ্যালয়ের ছাত্র বা শিক্ষকগণের বিশেষ পাঠ্য, এই গ্রন্থ শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টার বাহাদুর হইতে সমস্ত বিদ্যালয়ের জন্য অনুমোদন করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

প্রথম খণ্ড ভিক্ষা ১৲ এক টাকা

যুক্তিপূর্ণ শাস্ত্রবাক্য দ্বারা প্রত্যেক মানবের নিত্য কর্ত্তব্য ও অন্যান্য সাময়িক কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। গ্রন্থের প্রতি উক্তি সনাতন শাস্ত্রবাক্য দ্বারা সমর্থিত ও প্রমাণিত হইয়াছে। দেহের, মনের ও আত্মার ধর্ম্ম কি? স্বদেশ, সমাজ, নীতি, ধর্ম্ম কি? ইত্যাদি বিষয় ক্রমানুসারে এমন সুন্দরভাবে যুক্তিসংকারে আলোচিত হইয়াছে যে, প্রথম পংক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত পাঠ না করিয়া নিবৃত্ত হওয়া যায় না।

শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য

ভিক্ষা ৵০

ঐ প্রমাণ খণ্ড ভিক্ষা ৶০

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিহার ও লীলাভূমি নয়টী দ্বীপ-সমন্বিত। এই নব দ্বীপের প্রাচীন বিবরণ— প্রত্যেক দ্বীপে শ্রীমহাপ্রভুর লীলা, প্রত্যেক দ্বীপের পরিচয়, শ্রীধাম মাহাত্ম্য— ধামাপরাধ কি? ইত্যাদি বিষয় বিশেষভাবে মনোহর ছন্দে বর্ণিত। পকেট সাইজ প্রায় ১৬০ পৃষ্ঠা।

শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ

উজ্জ্বল বোর্ড ও কালিতে উত্তম কাগজে ছাপা— শ্রীনবদ্বীপধাম দর্শনে ভাবুক দর্শনকারীর কি প্রকার ভাবের উচ্ছ্বাস হয়, তাহা এই গ্রন্থে বর্ণিত। অতি চমৎকার। ভিক্ষা চারি আনা।

শ্রীভজনপথ

৷৴৹ দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভুর উপদেশচ্ছলে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে ভক্তগণের অনুকূল ও প্রতিকূল বিচার অতি সুন্দরভাবে বর্ণিত হইয়াছে। ইহা ছাড়া শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদিষ্ট শিক্ষা ও উপদেশ বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-জগতে অভিনব গ্রন্থ !!

ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতি-গ্রন্থাবলী

শরণাগতি

পকেট সাইজ
অষ্টম সংস্করণ
ভিক্ষা /০ আনা

দেহ ও মনের চেষ্টা আনুকূল্য লইয়া ইহা যখন জীব বুঝিতে পারে, তখন ... শ্রীভগবানের প্রতি তাঁহার কোন ... প্রার্থনা ... শ্রীভগবানে ... শরণাগত হইতে হয়, ইত্যাদি বিষয়ক ... প্রার্থনা ও আত্মনিবেদনমূলক গান ... প্রকাশিত হইয়াছে।

ভিক্ষা প্রতি খণ্ড /০ এক আনা।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা— /০, নবদ্বীপশতক— /০

অমৃতপঞ্চক /০

কল্যাণকল্পতরু

পকেট সাইজ
পঞ্চম সংস্করণ
ভিক্ষা ৵০

আমরা প্রত্যহ ... কল্যাণ ... [illegible]

শ্রীল চক্রবর্ত্তি ঠাকুরের টীকা সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠাকুর কৃত টীকা ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কৃত অনুবাদ। টীকাকারের জীবনী, শ্লোক-সূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ প্রয়োজনীয় বিষয় সম্বলিত প্রায় ৮০০ পৃষ্ঠা। উৎকৃষ্ট সিল্কে বাঁধাই ২৲ দুই টাকা, কাগজে বাঁধা ১৷৷০

শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ কৃত ভাষ্য সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

কাগজ ও ছাপা উৎকৃষ্ট। সিল্কে বাঁধাই, সোনার জলে নাম লেখা রাজসংস্করণ ২ টাকা, সাধারণ সংস্করণ ১৷৷০, গৌড়ীয়ের গ্রাহকপক্ষে ১৷০

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি (বৈষ্ণব-বিশ্বকোষ গ্রন্থ)

[illegible] ... সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের চরিত্র, ৩। বিষ্ণুবৈষ্ণবসম্পর্কিত শ্রীমন্দির ও শ্রীবিগ্রহের বিবরণ, ৪। বৈষ্ণবশাস্ত্র ও গ্রন্থকারগণের তালিকা ও বিবরণ ৫। বিষয় বিশেষের লৌকিক ও শাস্ত্রীয় আকরানুযায়ী বর্ণনা। চারিখণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ১ম খণ্ড ৸৴০, ২য় খণ্ড ৸৶০, ৩য় খণ্ড ৸০, ৪র্থ খণ্ড ৷৷৴০, চারিখণ্ড একত্রে ৩৲ (৫ম খণ্ড যন্ত্রস্থ)।

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ

—১ম খণ্ড ১৲ এক টাকা, ২য় খণ্ড ১৲ এক টাকা— শ্রীমদ্ভাগবতের গ্রাহক ও গৌড়ীয় গ্রাহকগণ ১০ টাকায় দুইখণ্ড পাইবেন। ... গোস্বামিপাদের ... ইহাতে ... সাধক প্রয়োজনীয় অংশ। ... ডবল ক্রাউন ৮ পেজী ৭৮ পৃষ্ঠা আকারে মুদ্রিত হইতেছে।

শ্রীমদ্গোপালভট্ট গোস্বামি সঙ্কলিত

সদাচারস্মৃতিঃ

ভিক্ষা /০ মাত্র

[illegible]

দেশীয়

মদনমঞ্জরী

বটিকা ... [illegible] ... অব্যর্থ টনিক। মূল্য ৩০ বটী ১৲ এক টাকা।

"অপুংসকারী ঘৃত"

... মূল্য ১ তোলা ১ টাকা।

"প্রমদাবিলাসিনী বটিকা"

... মূল্য ১৬ বটী ১৲ এক টাকা।

মুখার্জ্জি নারায়ণজী, কেশবজী

... হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

কুমার-ভোগ— [illegible] ... এক টাকা ...

নারেল (Nairel) — [illegible] ... (Bronchitis) ...

[illegible]

শ্রীচৈতন্যমঠ

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (প্রাচীন নবদ্বীপ) নদীয়া।

শ্রীধামমায়ার যাত্রিগণের দ্রষ্টব্য

গত ১লা সেপ্টেম্বর হইতে পূর্ববঙ্গ রেলওয়ে কর্ত্তৃপক্ষ শান্তিপুর-নবদ্বীপঘাট লাইনে নিম্নলিখিতভাবে সময়ের তালিকা পরিবর্ত্তন করিয়াছেন।

শান্তিপুর হইতে নবদ্বীপঘাট

শান্তিপুর	কৃষ্ণনগরসিটি	মহেশগঞ্জ	নবদ্বীপঘাট
৫-২৯	৬-৪৪	৭-২৪	৭-৩৩
৯-২৫	১০-৭০	১১-১০	১১-১৯
১২-২৫	১-৩০	২-১০	২-১৯
৪-৪	৫-১৮	৫-৫৪	৬-৩
৭-৬	৮-১১	৮-৫১	৯-০

নবদ্বীপঘাট হইতে শান্তিপুর

নবদ্বীপঘাট	মহেশগঞ্জ	কৃষ্ণনগরসিটি	শান্তিপুর
৫-৩৭	৫-৪৮	৬-৪৭	৭-৩২
৯-২৫	৯-৩৬	১০-৩৫	১১-২০
১২-১০	১২-২১	১-২০	২-৫
৩-২২	৩-৩৩	৫-২০	৬-৬
৬-৫৫	৭-৬	৮-৪	৮-৫০

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

অধ্যক্ষ

শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম.এ. এফ.সি.এস (লণ্ডন)

ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শ ভূতপূর্ব অধ্যাপক

(প্রফেসার)

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ বিশুদ্ধ ও শাস্ত্রমতে নিজ তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হয়। পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ক্যাটালগ পাঠান হয়। রোগের বিবরণ জানাইলে যত্নপূর্ব্বক ব্যবস্থা দেওয়া হয়। চিঠি পত্রাদি সম্পূর্ণরূপে গোপন রাখা হয়।

মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দুর)

(বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৪৲ টাকা

উৎকৃষ্ট স্বর্ণ, পারদ ও আমলাসার গন্ধক দ্বারা যথাশাস্ত্র প্রস্তুত।
নিত্য প্রয়োজনীয় সর্ব্বরোগনাশক মহৌষধ।

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৩৲ টাকা

উৎকৃষ্ট কাশীর আমলকী, বংশলোচন প্রভৃতি যাবতীয় উপাদানে পূর্ণ মাত্রায় যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। কফ, কাসি, সর্দ্দি, যক্ষা, ক্ষয়রোগ, হৃদরোগ প্রভৃতি রোগের মহৌষধ। সর্ব্বপ্রকার দুর্ব্বলতা নাশক অতিশয় পুষ্টিকর মহৌষধ বা খাদ্য বিশেষ।

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬৲ টাকা

ইহা সেবনে ধাতুদৌর্ব্বল্য, শুক্রহীনতা, স্বপ্নদোষ, প্রমেহ ও ধ্বজভঙ্গ সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায়। ইহা অপারসীম আনন্দদায়ক রসায়ন।

অবলাবান্ধব যোগ

প্রদর, বাধক প্রভৃতি জরায়ুদোষ ও যোনিগত দুরারোগ্য রোগের মহৌষধ
মূল্য—১৬ মাত্রা ২৲ টাকা। ৫০ মাত্রা ৫৲ টাকা মাত্র

বেদনাঞ্জন

শ্রেষ্ঠরত্ন

কলিকাতা কংগ্রেস একজিবিসন হইতে বহু প্রশংসা প্রাপ্ত ও বহু গণ্যমান্য ভদ্রমহোদয়-গণ কর্ত্তৃক প্রশংসিত।

আজকাল বাজার-চলন মিশ্রিত ও বিষাক্ত আহার্য্য সেবনে শরীরের রক্ত স্বতঃই দোষিত হইয়া পড়িতেছে। রক্তই মানব-দেহের শ্রেষ্ঠ উপাদান, এই রক্ত দোষিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মানব বাত, বেদনা, মাথাধরা, মাথাঘোরা, দৃষ্টিশক্তির হ্রাস, দাঁতের গোড়া ফুলা, দাঁত কনকনানি, দাঁতে পোকা এবং খোস, চুলকানি প্রভৃতি কষ্টদায়ক চর্ম্মরোগে আক্রান্ত হইতেছে। যদি আপনি একান্তই ব্যাধিমুক্ত হইতে চান, তাহা হইলে অযথা পয়সার অপব্যয় না করিয়া অল্প ব্যয়ে এক শিশি বেদনাঞ্জন ক্রয় করিয়া ইহার আরোগ্যকারী-শক্তি উপলব্ধি করুন। গুণের তুলনায় মূল্য অতি সামান্য, এক শিশি ।৵০ আনা মাত্র মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান—এ, সি, চাটার্জ্জী এণ্ড ব্রাদার্স।

৪৫নং ইলকাট লেন, সালিকা হাওড়া।

সকল মণিহারী দোকানে ও বড় বড় ডাক্তারখানায় পাওয়া যায়।

বিশুদ্ধ জল! ভয় নাই! বিশুদ্ধ জল!!

লক্ষ্মী টিউব-ওয়েল কোং

২০৫নং নবাবপুর, ঢাকা

বর্ত্তমান-যুগের নব-আবিষ্কৃত প্রণালীদ্বারা উন্নত বৈজ্ঞানিক-খনন-প্রণালীতে নলকূপ (*Tube-well*) নির্ম্মাণ করা হয়। বঙ্গের লাট বাহাদুর, প্রাইভেট সেক্রেটারী, জিলা-ম্যাজিষ্ট্রেট, জিলা-বোর্ডের চেয়ারম্যান, ইঞ্জিনিয়ার, জমিদার, তালুকদার, প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত ভদ্রমহোদয়গণ এই কোম্পানীর কার্য্য দেখিয়া প্রশংসা করিয়াছেন। রাসায়নিক পরীক্ষায় জল বিশুদ্ধ না হইলে মূল্য গৃহীত হয় না। বিস্তৃত বিবরণের জন্য পত্র লিখুন।

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

যদিও অদ্যাপি প্রকৃত মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য, তথাপি যাহারা নানাবিধ অনিয়মিত উপায়ে অপরিমিত শক্তি নষ্ট করিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন এবং নানা প্রকার মেহ, প্রমেহ ধাতুদৌর্ব্বল্য, স্নায়বিক দুর্ব্বলতা, বহুমূত্র, দুঃস্বপ্ন, পারদ-সংক্রান্ত পীড়া, অর্শ এবং স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে যাহারা বাধক, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, সূতিকা, শ্বেত ও রক্তপ্রদর, হিষ্টিরিয় প্রভৃতি রোগে ভুগিয়া জীবনে নিরাশ হইয়াছেন, তাঁহারা আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটাপ সাহেবের আবিষ্কৃত **ইলেক্ট্রিক সঞ্জিভসন** ব্যবহার করিয়া বাঁচিতে পারেন, তাহার শত সহস্র প্রমাণ প্রতি বৎসরেই পাওয়া যাইতেছে। যাঁহারা অন্যান্য বহুবিধ ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরোগ্য হইতে পারেন নাই, তাঁহারা একবার এই ঔষধটী ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক মাসের ব্যবহারোপযোগী এক শিশি ঔষধ ডাকমাশুল সহ ১॥০ টাকা মাত্র।

সোল এজেণ্ট—ডাঃ ডি, ডি, হাজরা।

ফতেপুর, গার্ডেনরিচ পোষ্ট, কলিকাতা।

ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

বিনামূল্যে **বিনামূল্যে**

বিতরিত

শাস্ত্রের সার "কামশাস্ত্র" গ্রন্থখানি চৌদ্দ লক্ষের উপরে বিতরিত হইয়াছে। উহা পাঠে মানবের পরিণাম ফলাফল জানা যায়।

এই পুস্তক যিনি লিখিয়াছেন, তিনিই "আতঙ্কনিগ্রহ বটিকা"র আবিষ্কর্ত্তা। এই বটিকা দুর্ব্বলকে সবল করে এবং সবল ব্যক্তিকে অটুট ও অক্ষয় রাখে। বত্রিশ বটিকা পূর্ণ প্রতি কৌটার মূল্য ১৲ টাকা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান :—আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়।

১১৪নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মনোমোহন প্রেস

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা

পূর্ব্ব-বাঙ্গালায় সুলভে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত
বৈদ্যুতিক মেশিনে দিবারাত্র কাজ চলিতেছে।
বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন-ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,
৯০নং নবাবপুর, ঢাকা।

শ্রীমায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—শ্রীবিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

স্থানীয় সংস্করণ

Registered No. C 1544

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৹
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৷৹
মাসিক ১৲
প্রতি সংখ্যা [illegible]

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র।

৪র্থ খণ্ড] সম্পাদক—প্রত্নবিদ্যালঙ্কার শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী [১৭১ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্য-মঠ, শ্রীধাম মায়াপুর—২রা আশ্বিন বুধবার ১৩৩৬ ১৮ই সেপ্টেম্বর ১৯২৯

শ্রীধাম মায়াপুর ডাকঘর

গত ১লা জুন হইতে শ্রীধাম মায়াপুর পোষ্ট অফিস খোলা হইয়াছে। বঙ্গদেশের পোষ্টমাষ্টার জেনারেল বাহাদুর শ্রীধাম মায়াপুর ডাকঘর হইতে নদীয়া-প্রকাশ ভারতের সর্ব্বত্র প্রেরণ করিবার আদেশ দিয়াছেন।

ম্যানেজার, 'নদীয়া-প্রকাশ'

পোঃ আঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

শ্রীধাম মায়াপুরের যাবতীয় পত্র বুকপোষ্ট রেজিষ্টারী মণি-অর্ডার প্রভৃতি ডাকে পাঠাইতে হইলে, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া ঠিকানায় লিখিবেন।

দ্বীপ দিগ্‌দর্শন

গঙ্গার পূর্ব্বপারস্থ অন্তর্দ্বীপ, সীমন্তদ্বীপ, মধ্যদ্বীপ ও গোদ্রুমদ্বীপ এবং পশ্চিমপারস্থ কোলদ্বীপ, ঋতুদ্বীপ, জহ্নুদ্বীপ, মোদদ্রুমদ্বীপ ও রুদ্রদ্বীপ—এই নয়টি দ্বীপের অন্তর্গত স্থানসমূহ নবদ্বীপ-মণ্ডল নামে খ্যাত। 'দ্বীপ-দিগ্‌দর্শন' নামক গ্রন্থে ইহাদের বিবরণ অতি প্রাঞ্জল ভাষায় লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এই অমূল্য রত্নের ভিক্ষা মাত্র [illegible]। [illegible] ডাক টিকেট পাঠাইলে বুক পোষ্টে পাঠান হয়।

প্রাপ্তিস্থান—নদীয়া প্রকাশ কার্য্যালয়
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

গৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস,
১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

দুইখণ্ডে সমগ্র গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছে। সূচী প্রভৃতি ছাপা হইতেছে।

ভিক্ষা [illegible], নদীয়াপ্রকাশের গ্রাহক পক্ষে [illegible]

রোগী দেখিবার সময়:—
প্রাতে:—৮টা হইতে ৯টা.
বৈকালে—৩টা হইতে [illegible] পর্য্যন্ত

মূল্যাধিক্য নাই!   মূল্য ফেরত!!

সর্ব্বত্র এজেন্ট আবশ্যক। পত্র লিখুন।
কঠিন কঠিন রোগের চিকিৎসা করুন।
দিবা-রাত্রি উপর পাওয়া যায়।

ডাক্তার বি, ডি, কুণ্ডুর

আবিষ্কৃত ও গভর্ণমেণ্ট রেজেষ্টারীকৃত

১ ভূপেন্দ্র শোভা স্পেসিফিক্—[illegible]

২। চাঁদ্র কিমার মিক্‌চার—ম্যালেরিয়া জ্বর এক শিশিতে [illegible] কম্পজ্বর এবং পালা [illegible] ছোট শিশি [illegible], বড় শিশি ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। গণোরিয়া স্পেসিফিক্—[illegible] এক শিশি ১৲ এক টাকা মাত্র।

হোমিওপ্যাথিক বিভাগ

১। ওয়ারম্ কিওর—[illegible] ২। কিমেল স্থা [illegible] ৩। জিহ্বা স্পেসিফিক্—[illegible] ৪। [illegible] ৫। [illegible] রেমিডি—[illegible] ডাকমাশুল স্বতন্ত্র।

বিশেষ দ্রষ্টব্য:—আরোগ্য না হইলে মূল্য ফেরত। রোগের অবস্থাদি জানাইলে, ঔষধ ও ব্যবস্থাদি পাঠান হয়। [illegible] এক কালীন [illegible] টাকার ঔষধের অর্ডার পাইলে, স্বতন্ত্র কমিশন দেওয়া হয়। [illegible]

সোল এজেন্ট:—
দি এলোপ্যাথিক ড্রাগ ষ্টোরস্

ডাক্তার বি, ডি, কুণ্ডু
[illegible] ষ্ট্রীট, পোঃ [illegible]
টেলিফোন নং বড়বাজার [illegible]

কর্ম্মাবলম্বকাঃ কেচিৎ কেচিৎ জ্ঞানাবলম্বকাঃ। বয়ন্তু হরিদাসানাং পাদত্রাণাবলম্বকাঃ॥

নানা কথা

কংগ্রেসের সভাপতিত্ব
মহাত্মাজীর অস্বীকারের কারণ

মহাত্মা গান্ধী কংগ্রেসের সভাপতিত্ব গ্রহণে যে কারণে অনিচ্ছুক, তাহা তিনি ইয়ং ইণ্ডিয়া পত্রিকায় বিবৃত করিয়াছেন। [illegible] লিখিয়াছেন যে, আগামী কংগ্রেসের [illegible] নির্বাচনের জন্য নিখিল ভারতীয় কংগ্রেস কমিটীর যে একটী বিশেষ অধিবেশন আহ্বান করিতে হইয়াছে, তিনি [illegible] নিতান্ত অনিচ্ছাক্রমে তাহার কারণ হইয়াছেন। তাঁহার বন্ধুগণ তাঁহাকে অনুরোধ করিতেছেন এবং তিনি যে সঙ্কল্প করিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে পুনর্বিবেচনার জন্য তাঁহাকে লিখিতেছেন। তিনি অনিচ্ছা-সত্ত্বেও তাঁহাদিগকে নিরাশ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। তাঁহাদিগকে তিনি এইমাত্র সান্ত্বনা প্রদান করিতে পারেন যে, যেরূপ [illegible] জন্য তাঁহার নিজের [illegible] হইয়াছে, অপরের তাহা হইতে পারে না।

তিনি আরও বলেন যে, ব্যবস্থাপক সভার কার্য্য-প্রণালী, গবর্ণমেণ্ট স্কুল ও কলেজ, তথাকথিত বিচারালয় এবং লোক ভুলান রাজনৈতিক আন্দোলন এ সকলের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা নাই। তিনি শান্তি-[illegible] শান্তি-সম্পন্ন ও ক্রমিক উন্নতি কামনা করেন কিন্তু [illegible] [illegible] রাজনৈতিক উদ্দেশ্যসাধনের চেষ্টা করিলে কোন সুফল ফলিবে, এরূপ বিশ্বাস তাঁহার নাই। অবিমিশ্র আত্মশক্তি [illegible] হিন্দু, মুসলমান, শিখ, পার্শী, ইহুদী, খৃষ্টান এবং অন্যান্য সকলের মধ্যে একতা এবং অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ এই সকলের কার্য্যকারিতায় তিনি বিশ্বাস করেন, মুসলমান হিন্দুর স্বাভাবিক শত্রু বা ইংরাজ ভারতবাসীর স্বাভাবিক শত্রু তিনি এরূপ বিশ্বাস করেন না।

স্বার্থত্যাগ করা যাইতেছে সংবাদ [illegible] অন্য কোন দলের, কোন প্রকার দেশ-স্বার্থ বিসর্জ্জন [illegible] তিনি [illegible] পারেন না। তিনি [illegible] [illegible] [illegible] পক্ষ করেন। [illegible] [illegible] তাঁহার বিশ্বাস দৃঢ় হইতেছে। [illegible] তাঁহার নিজমতের যে সুদীর্ঘ বিবৃতি প্রদান করিলেন, [illegible] [illegible] [illegible] লোকের [illegible] কংগ্রেস কর্ম্মীদিগের মধ্যে এক অল্প [illegible] [illegible] মধ্যে [illegible] [illegible] অবস্থা [illegible] [illegible] করিলে, তাহার [illegible] [illegible] কার্য্য হইত। এই [illegible] [illegible] কংগ্রেস কমিটীর [illegible] [illegible] বন্ধুগণকে পরামর্শ দিতেছেন যে, যে পদের জন্য তিনি [illegible] অযোগ্য, তাহা গ্রহণ করিতে [illegible] তাঁহাকে আর অনুরোধ না করেন।

লণ্ডনে নরসুন্দরের অভাব

মার্কিণ কোটিপতি মিঃ উইলিয়াম [illegible] লণ্ডনে আসিয়াছেন। [illegible] [illegible] [illegible] তিনি [illegible] কোথাও তাঁহার [illegible] [illegible] জন্য উপযুক্ত নাপিত পান নাই।

এ কারণ এক সপ্তাহ পূর্ব্বে তিনি নিউইয়র্কে তাঁহার নাপিতকে লণ্ডনে আনিবার জন্য বিনাতারে সংবাদ প্রেরণ করেন। তিনি বলেন, যখনই তিনি মাথার টুপি খুলেন, তখনই যারপরনাই অস্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করেন, এই জন্য তিনি তাঁহার নাপিতকে দুই শত পাউণ্ড পারিশ্রমিক [illegible] ও তাহার যাতায়াতের ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন।

অদ্য উক্ত [illegible] [illegible] [illegible] কিন্তু [illegible] কর্ম্মচারীর [illegible] ছাড়পত্র না থাকায় তাহাকে আটক করে। পরে স্বরাষ্ট্র-বিভাগ তাহাকে অবতরণের আদেশ দেন নাই। তাহাকে এই সর্ত্তে নামিতে দেওয়া হইয়াছে যে, সে মঙ্গলবার বা বুধবারের আমেরিকা যাত্রা করিবে।

কয়লা ও চিনির মূল্য

গত ১১ই সেপ্টেম্বর তারিখে [illegible] পার্লামেণ্টে ফরাসীদিগের দুইটি প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। প্রথম প্রস্তাবটীতে একটী আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সভা আহ্বানের কথা আছে। আর যাহাতে কয়লা ও চিনির মূল্যের উন্নতি [illegible] না হইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করিবার জন্য একটা আন্তর্জাতিক চুক্তি করা দ্বিতীয় প্রস্তাবের উদ্দেশ্য।

শ্রীযুত দপ্তেকারের প্রায়োপবেশন
জেল-ড্রিলের প্রতিবাদ

প্রকাশ, যুক্তপ্রদেশের প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর সম্পাদক মিঃ ভি, এস, দপ্তেকার আগ্রা জিলা জেলে প্রায়োপবেশন করিতেছেন। ইহাকে জেলের [illegible] [illegible] করিতে আদেশ করা হইলে তিনি [illegible] অস্বীকৃত হন। [illegible] [illegible] হইবার উহার প্রতি একমাসের নির্জ্জন কারাবাসের আদেশ প্রদান করে। এই আদেশের প্রতিবাদস্বরূপ তিনি [illegible] [illegible] [illegible] আরম্ভ করিয়াছেন।

দার্জ্জিলিং রেলে ধ্বস

[illegible] ও [illegible] মধ্যে [illegible] [illegible] পুনরায় ধ্বস [illegible] [illegible] [illegible] বন্ধ আছে।

সতীন সেনের সঙ্গীন অবস্থা

হস্তপদ পক্ষাঘাত গ্রস্ত

বরিশাল হইতে ১৪ই সেপ্টেম্বর তারিখে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য শ্রীযুত সরলকুমার দত্ত মিঃ জে, এম, সেন গুপ্তকে টেলিগ্রামে জানাইয়াছেন, সতীন সেনের অবস্থা শঙ্কাজনক। অবিলম্বে আপনার এখানে উপস্থিত হওয়া প্রয়োজন। অনুগ্রহপূর্ব্বক সংবাদ পাওয়ামাত্র রওনা হইবেন। ইহার উত্তরে মিঃ জে, এম, সেন গুপ্ত জানাইয়াছেন, সতীন দাসের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার জন্য সোমবারের পূর্ব্বে রওনা হইতে পারি না। বিস্তারিত সংবাদ জানাইবেন।

বীভৎস নরহত্যা

সুশীলকুমার [illegible] নামক জনৈক লোককে বীভৎসভাবে হত্যা করিবার জন্য দেওয়ানি উকিল, পুলিশ এবং [illegible] দণ্ডবিধির [illegible], [illegible], [illegible] ধারা অনুসারে ফরিদপুর জিলার দায়রা জজ শ্রীযুত এম, সেনের আদালতে বিচারিত হইতেছে। মামলার বিবরণ প্রদান উপলক্ষে নিহত ব্যক্তির ভ্রাতা [illegible] [illegible] [illegible] করুণ কাহিনী বিবৃত করিয়াছেন :—

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] গ্রামের [illegible] [illegible] [illegible] সহকারী [illegible] ছিলেন। গত [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] গ্রামে [illegible] [illegible] জামিন দিবার জন্য গিয়াছিলেন। আমি কিছু পরে সেখানে গিয়াছিলাম। রাত্রি [illegible] আমরা সেখান হইতে ফিরি। [illegible] আগে আগে যাইতেছিলেন [illegible] আমি [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] রাস্তার [illegible] জন লোক হঠাৎ আমার দাদার উপর ঝাঁপাইয়া পড়ে এবং আমি সাহায্যের জন্য চিৎকার করিয়া উঠি। আক্রমণকারীদিগের মধ্যে একজন বাঁশ লইয়া তাড়া করায় আমি পুলিশকে দৌড়িয়া যাই। সেই লোকটাকে আমি দেয়াজাত বলিয়া চিনিতে পারিয়াছিলাম। (সনাক্তকরণ) এই সময় আমাদের সাহায্যের জন্য লোকজন আসিয়া পড়ে। ঘটনাস্থলে গিয়া আমরা আমার দাদার মৃতদেহ দেখিতে পাই। তখনও ঘাড় দিয়া তাজা রক্ত বাহির হইতেছিল। আসামী [illegible] উহারা আমাদের প্রজা; উহার সহিত আমাদের অনেক মামলা চলিয়াছিল। ঘটনার [illegible] দিন পরে একটা [illegible] মামলা হইবার কথা ছিল।

মামলা সম্পর্কে সরকারপক্ষে ৭ জনের সাক্ষ্যগ্রহণ করা হইয়াছে। সকলেই বাদীপক্ষের উক্তির সমর্থন করিয়াছে।

কর্ণেল মণিলাল সিংহ

মাননীয় কর্ণেল মণিলাল সিংহ মহাশয় আগামী ১৯শে সেপ্টেম্বর রাত্রে স্বরূপগঞ্জ ডাকবাংলায় অবস্থান করিয়া তৎপরদিবস মুর্শিদাবাদ অভিমুখে রওয়ানা হইবেন।

দুই লক্ষ পাউণ্ড মূল্যের মোটর গাড়ী
ভারত সরকারের ফরমাইস

ভারত সরকার ম্যাসগোর স্কটস টাউন কোম্পানীকে ১৯০ খানি ছয়চাকাযুক্ত মোটরলরী নির্ম্মাণ করিবার ফরমাইস দিয়াছেন। লরীগুলিতে দুই টন পর্য্যন্ত বোঝাই দেওয়া চলিবে। ইহার মূল্য সর্ব্বসমেত দুই লক্ষ পাউণ্ড। এরূপ অধিক মূল্যের মোটর লরী ফরমাইস ভারত সরকার ইতঃপূর্ব্বে দেন নাই।

যতীন্দ্রনাথ দাস পরলোকে

শ্রীযুত যতীন্দ্রনাথ দাস ও লাহোরের [illegible] [illegible] রাজনৈতিক কয়েদী [illegible] রাজনৈতিক বন্দীদের প্রতি দুর্ব্যবহারের প্রতিবাদে গত জুলাই মাসে প্রায়োপবেশন আরম্ভ করিয়াছিলেন। [illegible] দিন উপবাসের পর গত [illegible] যতীন্দ্রনাথ দাস মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। তাঁহার আত্মীয় ইচ্ছানুসারী তাঁহার শবদেহ লাহোর জেল হইতে কলিকাতায় আনিয়া অন্ত্যেষ্টি কার্য্য সম্পন্ন করা হইয়াছে। [illegible] লাহোর সহরে [illegible] [illegible] [illegible] হইয়াছিল। ডাঃ [illegible], ডাঃ আলম, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] করিয়াছেন। গত শনিবার [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ছিল। রবিবার কলিকাতায় [illegible] [illegible] [illegible] বাহির করিয়া নগরের পথে পথে পরিভ্রমণ করিয়াছেন। [illegible] হইতে শবশোভাযাত্রা আরম্ভ হইয়া [illegible] শ্মশান ঘাটে পৌঁছিলে [illegible] মৃতদেহের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হইয়াছে।

মানুষ জালের মামলা

নন্দলাল [illegible] আত্মপরিচয় প্রদান করিয়াছে। কলিকাতায় ৩য় প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতের বেঞ্চ ক্লার্ককে প্রতারিত করিবার অভিযোগে সীতারাম কাহারকে কলিকাতার চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে অভিযুক্ত হইয়াছে। মামলা মুলতুবী আছে।

মামলার বিবরণে প্রকাশ, আসামী নন্দলাল [illegible] আত্মপরিচয় প্রদান পূর্ব্বক কলিকাতার ৩য় প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে যখন আসামীর জামীন হয়।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২রা আশ্বিন বুধবার—১৩৩৯।

শ্রীশ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ ও জৈবধর্ম্ম

ভগবদ্ভক্ত স্বয়ং ভগবান্ অপেক্ষাও অধিকতর দয়ালু, কারণ তিনি ভগবানের দয়া বিতরণকারী। ভগবান্ স্বয়ং তাঁহার পূর্ণতম কৃপা প্রদান করেন না। তিনি তাঁহার প্রিয়জনের দ্বারা জগন্মঙ্গল বিধান করেন। এই জগন্মঙ্গলবিধান-কার্য্যই ভগবানের সর্ব্বোত্তম সেবা। ভগবানের প্রিয়তম সেবকই এই সেবা লাভ করিবার যোগ্য। ভগবদ্ভক্তগণের মধ্যেও এই জন্য শ্রীগুরুদেবের শ্রেষ্ঠত্ব এবং বিশেষত্ব। শ্রীগুরুদেব ভগবৎকৃপা-শক্তি-সম্পন্ন মহাপুরুষ।

শ্রীমৎ ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বর্ত্তমান যুগে শুদ্ধ ভগবৎ-সেবার বার্ত্তা-প্রচার আন্দোলনের প্রবর্ত্তক। তিনি স্বকপোল-কল্পিত কোন নূতন মতের স্রষ্টা নহেন। তিনি শাস্ত্র-তাৎপর্য্য-ব্যাখ্যাতা—শ্রীমন্মহাপ্রভুর মনোভীষ্ট প্রচারক।

শ্রীমদ্ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের রচিত জৈবধর্ম্ম-গ্রন্থ যিনি অধ্যয়ন না করিবেন, তিনি বর্ত্তমান যুগে কিছুতেই সাত্বত শাস্ত্রের তাৎপর্য্য অবগত হইতে পারিবেন না। শাস্ত্রের ব্যাখ্যাতা অনেক আছেন। কিন্তু তাঁহাদের কেহই আধুনিক বিবদমান তার্কিক যুগের সমস্যা গুলির সম্যক্ মীমাংসা দ্বারা শাস্ত্র-সিদ্ধান্ত স্থাপন করেন নাই; তজ্জন্য তাঁহাদের রচিত গ্রন্থাদির যথার্থ অর্থ আমাদের ন্যায় তার্কিকের উপলব্ধির বিষয় হয় না।

যিনি মনোযোগপূর্ব্বক জৈবধর্ম্ম পাঠ করিবেন, তাঁহারই প্রকৃত পারমার্থিক-কৌতূহল উপস্থিত হইবে। মূল শাস্ত্র-গ্রন্থ পাঠ করিয়া তাহা হয় না। এদেশে অসাধারণ পাণ্ডিত চিরদিনই বিরল নহেন। কিন্তু শাস্ত্র-জ্ঞান-সত্ত্বেও পারমার্থিক জীবনের অভাব বরাবরই সকলের প্রত্যক্ষের বিষয় হইয়াছে। শাস্ত্রপাঠ দ্বারা পারমার্থিক জীবন লাভ হয় না, পারমার্থিক জীবন লাভের ইচ্ছারও উদয় হয় না। ইহার সত্য যাঁহারা জৈবধর্ম্ম পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারাই উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইবেন।

জৈবধর্ম্ম প্রথম যখন পাঠ করি, তখন আমি একেবারে অবাক হইয়াছিলাম। আমাদের শাস্ত্রের যথার্থ তাৎপর্য্য এই গ্রন্থে বিবৃত হইয়াছে, সে সম্বন্ধে আমার আর বিন্দুমাত্রও সংশয় রহিল না। ঘোর অন্ধকারের মধ্যে সহসা আলোক দর্শন হইল। তাহার পূর্ব্বে অনেক শাস্ত্রগ্রন্থ নাড়াচাড়া করিয়াছিলাম। শ্রীচৈতন্য ভাগবত ও চরিতামৃত আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়াছিলাম। নিজেকে ধার্ম্মিক ও শাস্ত্রজ্ঞ বলিয়া যে একেবারে ধারণা ছিল না, তাহাও নহে। কিন্তু জৈবধর্ম্ম পাঠে পূর্ব্বের ধারণার সম্পূর্ণ অসারতা বুঝিতে পারিলাম। এবং তদপেক্ষা অধিকতর মূল্যবান্ একটি বিষয় লাভ করিলাম। কিরূপে পারমার্থিক জীবন প্রাপ্ত হওয়া যায়, তৎসম্বন্ধেই তাহার একটী পরিষ্কার ধারণা হইল।

শাস্ত্র এক বিশাল ব্যাপার। খুব কম ব্যক্তিই সমুদয় শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে সমর্থ। সনাতন ধর্ম্ম অত্যন্ত জটিল ব্যাপার বলিয়া সকলেরই ধারণা। শাস্ত্রে বহু মত ও বহু পথ নির্দ্দিষ্ট আছে, ইহাও তার্কিক মাত্রেরই বিশ্বাস। বর্ত্তমানযুগে সম্পূর্ণরূপে শাস্ত্রীয় বিধি প্রতিপালন করা আবশ্যক ও সম্ভব নহে, নীতিপরায়ণ ব্যক্তিমাত্রেই শাস্ত্রের তাৎপর্য্য কার্য্যতঃ প্রতিপাদন করেন। শাস্ত্রের যে সমুদায় বিধি সাধারণ বুদ্ধি দ্বারা বুঝিতে পারা যায় না কিম্বা ভ্রমাত্মক বলিয়া বোধ হয়, তাহা তত্তৎযুগের অজ্ঞতার পরিচায়ক কুসংস্কার মাত্র—ইত্যাদি ধারণা শিক্ষিত সমাজের মধ্যে অদ্যাপি বদ্ধমূল আছে বলিতে পারা যায়। কিন্তু 'জৈবধর্ম্ম' পাঠ করিলে শাস্ত্রের প্রতি এই ভয় এবং অনাদর সমূলে উৎপাটিত হইতে বাধ্য।

এই অমূল্য গ্রন্থের মূল্য অতি সত্বরই যাবতীয় শিক্ষিত এবং অশিক্ষিত ব্যক্তি উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইবেন, ইহা আমার দৃঢ় বিশ্বাস। গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের একমাত্র আচার্য্য ওঁবিষ্ণুপাদ পরমহংসঠাকুর শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের কৃপায় জৈবধর্ম্মের শিক্ষা ইতিমধ্যেই ভারতের সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়াছে। যাঁহারা জৈবধর্ম্মের শিক্ষা সরলভাবে গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের জীবনের মহাপরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে। তাঁহারাই প্রকৃত সদ্গুরুর সন্ধান পাইয়াছেন এবং তাঁহার শ্রীচরণে একান্তভাবে শরণাগত হইয়াছেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভুকে যাঁহারা মত-বিশেষ কিংবা সম্প্রদায়-বিশেষের স্রষ্টা বলিয়া বিবেচনা করেন, তাঁহাদের ভ্রম নিরসনের অব্যর্থ উপায় জৈবধর্ম্ম পাঠ করা। শ্রীমন্মহাপ্রভু যাহা জীব মাত্রেরই একমাত্র ধর্ম্ম, সেই নিত্য-ধর্ম্মের কথা আচরণ দ্বারা প্রচার করিয়াছেন। সমস্ত শাস্ত্রে এই সনাতন-ধর্ম্মের কথাই উপদিষ্ট হইয়াছে। সনাতন-ধর্ম্ম অবলম্বন দ্বারা যাবতীয় বিভিন্ন মতের চরম সামঞ্জস্য অনিবার্য্য। ১

জীবাত্মার অপ্রাকৃত স্বরূপ শাস্ত্রের সর্ব্বত্রই কীর্ত্তিত হইয়াছে। কিন্তু ভগবৎ-সেবাও যে অপ্রাকৃত ব্যাপার, ইহা আধুনিক শিক্ষিত ব্যক্তিগণের সম্পূর্ণ অজ্ঞাত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সেইজন্য তাঁহারা শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত ধর্ম্মের মঙ্গলময় স্বরূপ উপলব্ধি করিতে সমর্থ হন না। ভগবদ্ভক্তের আচরণ, বৈষ্ণবের আচরণ—অপ্রাকৃত। উহা প্রাকৃত-বুদ্ধির গোচর নহে। সুতরাং যাঁহারা প্রাকৃত বুদ্ধিবিশিষ্ট, তাঁহারা বৈষ্ণবের আচরণ আদৌ বুঝিতে না পারিয়া উহা অমঙ্গলজনক সংস্কার মাত্র বিবেচনা করেন। জৈবধর্ম্ম পাঠ করিলে এই ঘোর অপরাধজনক বৈষ্ণববিদ্বেষ দূরীভূত হইয়া নিত্য মঙ্গলের রুদ্ধদ্বার উদ্ঘাটিত হয়। তখন বুঝিতে পারা যায় যে, বৈষ্ণবের আচরণ কিরূপে অধোক্ষজ ভগবৎ-সেবা। উহা প্রাকৃত বুদ্ধির অগোচর।

বৈষ্ণব বঞ্চককে বঞ্চনা করেন। এই বঞ্চনা যিনি যত কৌশলের সহিত সম্পন্ন করিতে পারিবেন, তিনি তত নিষ্কপট, কারণ তিনি অসৎসঙ্গের হস্ত হইতে তত অব্যাহতি পাইতে পারিবেন। শাস্ত্রে অশ্রদ্দধান ব্যক্তির নিকট হরিকথা কীর্ত্তনের নিষেধ আছে। যে কেবল সাংসারিক কথা শুনিতে চায়, তাহাকে হরিকথা বলিলে সে অসূয়া-পরবশ হইয়া বক্তার শত্রুতা করিবে। সুতরাং তাহাকে হরিভজনের কোনও কথা না বলিয়া যাহাতে সে সন্তুষ্টচিত্তে সত্বর বিদায় গ্রহণ করে, তাহার সহিত সেইরূপ আচরণ কর্ত্তব্য; ইহাই হরিভজন। শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর আদর্শ বৈষ্ণব-গৃহস্থ ছিলেন। অর্থাৎ তিনি কাহাকেও কোনও প্রকার উদ্বেগ না দিয়া সংসারে থাকিয়া সর্ব্বক্ষণ হরিভজনে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁহার দুরবগাহ চরিত্রের সন্ধান তাঁহার স্বজনগণের মধ্যেও অনেকেই পান নাই।

তিনি সম্ভ্রান্তকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বহুদিন গভর্ণমেণ্টের দায়িত্বপূর্ণ উচ্চপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি সমাজের সকলেরই প্রিয় ছিলেন। কেহ তাঁহার বিরুদ্ধে কোন লৌকিক কর্ত্তব্য অবহেলা করিবার অভিযোগ উপস্থিত করেন নাই। তাঁহার গ্রন্থাদি পাঠ করিলে কাহাকেও মর্ম্মাহত হইতে হয় না। তিনি অতি যত্নের সহিত ব্যক্তিগত ও সমাজগত বিভিন্নমতের প্রতি মর্য্যাদাশীল ছিলেন। কিন্তু এ সমুদয়ই তাঁহার বাহ্য পরিচয় মাত্র। অবশ্য এই বাহ্য আচরণের মূল্য আছে। জগতের তথাকথিত কর্ত্তব্য পালন করিয়াও সম্পূর্ণরূপে হরিভজন করা সম্ভব—শ্রীমদ্ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের জীবনী হইতে ইহা প্রতিপন্ন হয়।

কেহ কেহ মনে করিতে পারেন যে, শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সনাতন ধর্ম্ম বর্ত্তমান বিংশ শতাব্দীতে অবিকল আচরিত হইতে পারে না। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ একজন কর্ম্মবীর ও জ্ঞানবীর বলিয়া এই বিংশ শতাব্দীর শিক্ষিত সমাজে সম্মানিত হইয়াছিলেন সুতরাং ভক্তির অনুকূল ভাবে গার্হস্থ্য ও সামাজিক কর্ত্তব্যগুলি সুন্দর ভাবে পালন করা এই বিংশ শতাব্দীতেও সম্ভব—বর্ত্তমান শুদ্ধভক্তি-প্রচার আন্দোলনের মূল পুরুষ শ্রীমৎঠাকুর ভক্তিবিনোদের স্বীয় জীবনী ইহার জাজ্বল্যমান প্রমাণ।

কিন্তু ভগবৎ সেবাবিহীন ব্যক্তিও জগতে কর্ম্মবীর ও জ্ঞানবীর বলিয়া খ্যাতি লাভ করিতে পারেন। তাঁহারা বাস্তবিকই কর্ম্মবীর এবং জ্ঞানবীর মাত্র। কিন্তু তাদৃশ কর্ম্মবীর ও জ্ঞানবীর-রূপে প্রতীয়মান গৌরাঙ্গের প্রিয়জন শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর নহেন। শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরকে যাঁহার জানিবার সৌভাগ্য হইয়াছিল, তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, তাঁহার কর্ম্ম ও জ্ঞান শুদ্ধভক্তির অন্তর্ভুক্ত ছিল।

ভগবৎ সেবার অনুকূল কর্ম্ম ও জ্ঞানের নাম ভক্তি। ভগবৎ সেবার বৃত্তি যাঁহার উন্মীলিত হইয়াছে, তাঁহার কর্ম্মকাণ্ডীয় কর্ম্ম ও জ্ঞানকাণ্ডীয় জ্ঞান কর্ম্মী ও জ্ঞানীর অলক্ষ্যে তদ্দ্বারা ভস্মীভূত হইয়া যায়।

বিষয়ীর সংসার ও ভগবদ্ভক্তের সেবা বাহিরে অনেকটা একজাতীয় বলিয়াই মনে হয়। কিন্তু এতদুভয়ের আকাশ-পাতাল প্রভেদ। বৈষ্ণব চিনিতে পারা যায় না বলিয়া অভক্ত 'ভক্ত' বলিয়া পরিচিত হইবার সুযোগ পায়। ফলকথা যাহারা দৈববর্ণাশ্রমের আবশ্যকতা অনুভব করিতে অসমর্থ, সেরূপ ব্যক্তির পক্ষে কখনও বর্ণাতীত বৈষ্ণব-সমাজের মহিমা উপলব্ধি করিতে পারা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? অসম্যক্রূপে দৈববর্ণাশ্রম-ব্যবস্থা বিকৃত হইয়া পারমার্থিক পথের সহায় না হইয়া শত্রু হইয়া পড়িয়াছে। দৈববর্ণাশ্রম ধর্ম্ম এদেশের সর্ব্বসাধারণের ধর্ম্ম। উহার পুনঃ প্রতিষ্ঠা একান্ত বাঞ্ছনীয়। দৈববর্ণাশ্রমধর্ম্ম কর্ম্মকাণ্ডীয় ও জ্ঞানকাণ্ডীয় ভগবৎ সেবাবিরোধী কুদার্শনিকগণের প্রভাবে বহুদিন লুপ্ত হইয়াছে।

দৈববর্ণাশ্রম-বিধি সামাজিক ব্যাপার নহে। ব্রাহ্মণ বর্ণের গুরু; বর্ণ বিধি [illegible] পারমার্থিক রাজ্যের কথা। ব্রাহ্মণ [illegible] নহেন। ব্রাহ্মণ জাতি নহেন। [illegible] সংস্কার-সম্পন্ন পারমার্থিক [illegible] ব্যক্তি ব্রাহ্মণ। প্রকৃত ব্রাহ্মণ [illegible] বর্ণাশ্রম বিধি কি? ব্রাহ্মণের [illegible] স্বীকার করা কেন আবশ্যক,—এই সমুদয় অত্যাবশ্যক বিষয় জৈবধর্ম্মে সনাতন ধর্ম্মের অঙ্গস্বরূপে শাস্ত্রীয় [illegible] অবলম্বন পূর্ব্বক অতি সুন্দর ভাবে আলোচিত হইয়াছে।

বৈষ্ণব বর্ণাশ্রমের অতীত। যাঁহারা বর্ণাশ্রম-বিধি স্বীকার করেন না, তাঁহারা

শ্রীম [illegible] হইতে [illegible] করেন। [illegible] বর্ণাশ্রমবিধি পালন [illegible] নাই। [illegible] একটী [illegible] বলিয়া জন [illegible] স্বাভাবিক। যাহারা বৈষ্ণবের [illegible] প্রকৃত কল্যাণ করিতে ইচ্ছুক, তাঁহারা [illegible] বিমুখ হইলে ভয়ে পতিত হইবেন। যিনি বৈষ্ণব তিনি সার্বক্ষণ ভগবানের উদ্দেশে সম্পাদন করিতে সমর্থ; সুতরাং তাঁহাকে বিধি দ্বারা শাসন করিবার আবশ্যক নাই। কিন্তু অবৈষ্ণবের শাস্ত্রীয় শাসনের আবশ্যক আছে। অবৈষ্ণবকে বৈষ্ণব করিবার জন্য দৈববর্ণাশ্রমের ব্যবস্থা।

বিষ্ণুকে দেবতান্তরের সমান জ্ঞান করিলে বৈষ্ণবের প্রতি [illegible] সাম্প্রদায়িক বুদ্ধি হওয়া সম্ভব। কিন্তু বিষ্ণু স্বয়ং ভগবান এবং সর্বেশ্বরেশ্বর এইরূপ বিচার করিলে ভগবানের দাস বৈষ্ণবের প্রতি অন্যরূপ বিশিষ্ট হইবার সম্ভাবনা হইবে না। বিধিমার্গীয় বৈষ্ণব [illegible] অতিরিক্ত রাগমার্গীয় বৈষ্ণব বিধির অতীত মুক্ত পুরুষ এবং ভগবানের একমাত্র ঐকান্তিক সেবক। তাঁহাকে বর্ণাশ্রমের অন্তর্ভুক্ত বিবেচনা করিলে তাঁহার চরিত্র বুঝিতে পারা যাইবে না। বৈষ্ণব ব্রাহ্মণেরও গুরু। বৈষ্ণব [illegible] শিষ্য নহেন। এই সকল অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বিষয়ের যথার্থ আলোচনা সর্বপ্রথম বর্তমানযুগে [illegible] সরলভাবে [illegible] লিপিবদ্ধ হইয়াছে। [illegible] এই অমূল্য [illegible] সকলেরই বিশেষভাবে আলোচ্য।

একটি প্রশ্ন

(পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ শাস্ত্রী বেদান্তভূষণ, ভক্তিরঞ্জন)

[illegible]

[illegible] ব্রাহ্মণ [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] ইহারাই [illegible]

[illegible]

[illegible] ব্রাহ্মণ [illegible]

[illegible] ৮ [illegible]

[illegible] ২০৪ অধ্যায়ে।

[illegible] ব্রাহ্মণ হত্যা [illegible] কিন্তু দোষ-[illegible] না।

[illegible] আহার [illegible] কাহার দেন; আহার [illegible] নীচে [illegible] পুরুষকে [illegible] করেন। [illegible] হিংসা করিতে [illegible]। [illegible] বিড়, প্রভৃতি [illegible] সংস্পর্শকে [illegible] নিষাদ [illegible] হন না। [illegible] শুদ্ধ হইবার [illegible] নাই। অনেক ব্রাহ্মণকে [illegible] ক্ষুদ্র পিপীলিকাকে বধ করিতে কষ্ট বোধ করেন না। কিন্তু একটি পিপীলিকা বধ করিতে শ্রীমতী [illegible] প্রাণ [illegible] 'ইন্‌ফ্যানিটি' বা 'আনবতা' [illegible] কবিতাটি প্রায় সকলেরই স্মরণ আছে। এই অমর কবিতানৌবিক [illegible] আমাদের দেশের ব্রাহ্মণগণ আপনাদের হৃদয়টি মিলাইয়া দেখিবেন কি?

দোষ [illegible] নিকটা

[illegible] নিয়ম॥

[illegible]

অথবা—

আত্মবৎ সততং পশ্যেদাপি কীটপিপীলিকম্।

[illegible] অধ্যায়ে।

ব্রাহ্মণের লক্ষণ [illegible]—

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

মহাভারতে শান্তিপর্বে ২৬৮।

ব্রাহ্মণের লক্ষণ [illegible]—

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] দ্বাদশ ব্রাহ্মণস্য॥

[illegible] উদ্যোগপর্বে ৪৩ অধ্যায়ে।

এতদ্ভিন্ন অনেক পুরাণ ও স্মৃতিতে ব্রাহ্মণের লক্ষণ ও কর্তব্য বর্ণিত আছে, বাহুল্য ভয়ে উদ্ধৃত করা গেল না।

ব্রাহ্মণের এই উচ্চ স্থান বলিয়াই মহারাজ যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞে শ্রীকৃষ্ণ ব্রাহ্মণের পাদ প্রক্ষালন [illegible] করিয়াছিলেন—

[illegible]

শ্রীভাগবতে [illegible]।

[illegible] বলিয়াছেন যে, [illegible] চক্রপাণিদিগের [illegible] ব্রাহ্মণের মুখ দিয়া [illegible] আনন্দানুভব করেন—

[illegible] যজমান হবিবিতানে

[illegible]

[illegible]

[illegible]॥

শ্রীভাগবতে [illegible] পুরাণে কুমারিকা খণ্ডে [illegible]।

তবে এ ব্রাহ্মণের মুখ, পূয-রক্তভক্ষণকারী বা মৎস্যাশী ব্রাহ্মণের মুখ নহে। ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠত্ব বেদেও বর্ণিত আছে—

ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীদ্বাহূ রাজন্যঃ কৃতঃ।
ঊরূ তদস্য যদ্বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রো অজায়ত॥

—[ঋগ্বেদসংহিতায়াং ৮ মণ্ডলে; (পৌরুষসূক্ত) শুক্লযজুর্বেদে [illegible] (কাণ্বীয়) অথর্ববেদে [illegible]]

তাহা হইলে মৎস্যাশী ব্রাহ্মণ বা নিষাদ ব্রাহ্মণ বিষ্ণুপূজা করেন কেন? শূদ্রেও যদি ব্রাহ্মণের লক্ষণ থাকে, তাহা হইলে তিনি বিষ্ণুপূজা কেন করিবেন না॥

যস্য যল্লক্ষণং প্রোক্তং পুংসো বর্ণাভিব্যঞ্জকম্।
যদন্যত্রাপি দৃশ্যেত তৎ তেনৈব বিনির্দিশেৎ॥

শ্রীভাগবতে ৭।১১।৩৫

মৎস্যাশী ব্রাহ্মণ বা নিষাদ ব্রাহ্মণ কোন সাহসে শালগ্রাম স্পর্শ করেন? পূয রক্তযুক্ত মৎস্যভক্ষণকারী হইয়া যে অচিন্ত্যশক্তি শালগ্রাম স্পর্শ করিতে ভীত হন না। নিষ্ঠাহীন শিলা বুদ্ধিতে স্পর্শ করেন। ইহা অপেক্ষা পাপ আর কি আছে? তিনি যে নরকের পথ পরিষ্কার করেন, তাহা একবার চিন্তা করেন কি? পূর্বের ন্যায় ব্রাহ্মণগণের উচ্চাসন লইয়া জাতিবিচার না করিয়া কর্মবিচার করিতে পারেন না কি?

শ্রাদ্ধ

পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিরত্ন)

'শ্রদ্ধা' শব্দ অন্য [illegible] প্রত্যয়ে শ্রাদ্ধ শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। শ্রদ্ধা শব্দের অর্থ শ্রৎ (সত্য) ধা (ধারণ করা) অ (ভাবে অঙ্) [illegible] অর্থাৎ সত্যকে ধারণের নামই শ্রদ্ধা। শ্রদ্ধা সহকারে যাহা পিতৃ লোককে দেওয়া হয়, তাহাই শ্রাদ্ধ।

অধুনা এই কলিতে অধিকাংশ লোকই কলি সেবায় লিপ্ত থাকার দরুণ, বিশেষতঃ এই বিংশ শতাব্দীতে শ্রাদ্ধ হইতে শ্রদ্ধা বিদায় গ্রহণ করায় উহা শ্রদ্ধাহীন যজ্ঞে পরিণত হইয়াছে। শ্রাদ্ধ ব্যাপারটীকে একটা লোক দেখানো লৌকিকতা বা কপটতার আড়ম্বরূপে দাঁড় করা হইয়াছে। উহাতে পরলোকগত পিতৃমাতৃগণকে ফাঁকি দিয়া যাহার যথা প্রাণ সেইরূপ একটা কার্য চলিতেছে। যে সকল পুরোহিত সমাজকে নিয়ন্ত্রিত করিবার নিমিত্ত কত প্রয়াস করিয়াছেন, তাঁহারা স্বয়ং নিয়ন্ত্রিত নহেন; সুতরাং উচ্ছৃঙ্খলতার নিয়ামকগণ [illegible] সমাজ নিয়ন্ত্রিত হইয়া সংরক্ষিত হইতে পারে না।

যে তীর্থে মানুষ শুধু শ্রাদ্ধ করিতেই গমন করিয়া থাকেন, সেই গয়া তীর্থে স্বচক্ষে দেখিয়াছি, যজমানদিগের (যাত্রীদের) নিকট হইতে টাকা বা মুদ্রার টাকা কড়ী সংগ্রহ করাই পুরোহিত নামধারী ব্যক্তিগণের কার্য। যজমানগণও কোনমতে গয়াতে পিণ্ডদান হইলে পিতৃগণ স্বর্গে গমন করিলেন, বিশ্বাসে বাড়ী ফিরেন, পিণ্ড পিতৃগণের নিকট পৌঁছিল কিনা তাহার বিচার কোথায়?

অতএব স্বর্গাদি মোক্ষকামী কর্মীস্মার্ত-সমাজ অনাদিকাল হইতে বঞ্চিত থাকিয়া, এবং কাল পর্যন্ত স্বপ্নপরবঞ্চনাতেই লিপ্ত আছেন। তাঁহাদের স্বর্গভোগের নেশাও ছুটিবে না, এরূপ বঞ্চনার হাত হইতেও নিষ্কৃতি লাভ ঘটিবে না। লোকরঞ্জন লোকপ্রিয়তাজন-রূপ প্রতিষ্ঠা কামনায়, আপাত সুখদায়ক ব্যাপারে একমাত্র হরিজন-সেবা-বিমুখ জনকেই বিমুগ্ধ করিয়া থাকে। নতুবা হরি-সেবক, হরিজন সেবক, কখনও ঐরূপ ক্ষণভঙ্গুর অনিত্য স্বর্গাদি মোক্ষকামী হইয়া হরিবিমুখ সমাজ বা লোকরঞ্জন-কার্যে, যাপিত হন না বা তাঁহাদের পক্ষে জনমত প্রবল দেখিয়া ভোগবাঞ্ছানিতে [illegible] হন না।

হরিজন-সেবক জানেন, আত্মা কখনও [illegible] নাশ বা রূপ পরিগ্রহ করে না, আত্মা নিত্য স্বরূপে পরমাত্মার সেবক। সুতরাং আত্মজ্ঞ পুরুষ ব্যতীত, কিসে আত্মার কল্যাণ সাধিত হইতে পারে তাহা কর্মী বা কল্প-পন্থী স্মার্ত-কামুক অভিলাষী জনগণ অবগত নহেন। যদিও বা ব্রাহ্মণকুলবংশ বৈষ্ণবানুগদিগের পরলোক গমনের পর তাঁহাদের স্বীয় যজমান-বোধে কল্যাণ কামনায় অভিনয়ে প্রবৃত্ত হন, নানা প্রকার লৌকিকী শ্রদ্ধাভক্তি দেখান দেওয়া শ্রাদ্ধের অভিনয়-নাট্যে দণ্ডায়মান হন, তথাপি উহা তাঁহাদের সর্বৈব অনাত্মজ্ঞতা ও ধৃষ্টতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন মাত্র।

যাঁহারা বাস্তব বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ নহেন, যাঁহারা স্বীয় আত্মার বৃত্তি বা স্বরূপের কোন সন্ধানই রাখেন না, তাঁহারা কোন্ সাহসে আত্মজ্ঞ ব্যক্তির আত্মার কল্যাণ সাধন করিবার নিমিত্ত উদ্দেশ্যে কুশাদি ধারণ করাইতে চান, তাহা তাঁহারাই জানেন।

হরিজন-সেবা-যোগ্যতা বজায় রাখিবার নিমিত্ত যাঁহারা সত্যাগুণ থাকিয়া অদৈব স্মার্ত সমাজের বিন্দুমাত্র জলও স্পর্শ করিতে সম্মত হন না, তাঁহাদের পরলোক প্রাপ্তির পর সেই উপেক্ষিত স্মার্ত সমাজ, কোন বিধি বা নিয়মের অনুবর্তী হইয়া, হরিজন-সেবকগণের আত্মার কল্যাণকামী হইয়া কাল্পনিক প্রেতাত্মা ভুক্তাত্মার পিণ্ড দিতে প্রয়াসী হন? এবম্বার

অবাধে কি তাঁহারা পঞ্চমুক্তি মূল্য দিতে পারেন? কখনই নহে।

তবে হরিবিমুখ জগজ্জনের চিরন্তন অভ্যাস শ্রীকৃষ্ণকেই স্বীয় স্বীয় ভাবে টানিয়া আনা বা রাখা। তাঁহারা তাঁহাদিগের দল ছাড়িয়া কাহাকেও অন্যত্র যাইতে দিবেন না। জীবিতাবস্থায় না পারিলেও অন্ততঃ মরণের পরেও টানিয়া স্বদলে আনিবার চেষ্টা ছাড়িবেন না। হরিবিমুখজনমণ্ডলী, মায়াদেবীকে বহুমানন করেন বলিয়া, তাঁহারা কি ঐহিক, কি পারমার্থিক কোন প্রকারেই কাহারও উন্নতি দর্শন করিয়া গায়ের জ্বালা জুড়াইবার উপায় পান না, তাই জীবিত কালে প্রতিহিংসা সাধন করিতে না পারিলেও পরলোকগমনের পর তাঁহাদের কাল্পনিক আত্মা অর্থাৎ অনাত্মবস্তু লইয়া টানা-টানি। ইঁহাদের বিচারে আত্মা যেন মাটী। তাঁহারা কুম্ভকার-নীতি অবলম্বী হইয়া ইচ্ছা করিলে [illegible] গড়াইতে পারেন নরকেও ফেলিতে পারেন; আবার দল করিয়া স্বর্গেও পাঠাইয়া দিতে পারেন; স্বর্গ যেন তাঁহাদের হাতের আমলক [illegible] পাট্টা-স্বত্বে পৈতৃক সম্পত্তি। তাহা করিলেই স্বর্গবাসে স্থান করা তাঁহাদিগের পক্ষে যেন খুবই সুলভ। তাই, হরিবৈমুখ্য তাঁহাদিগের সহিত সকল-মঙ্গলে [illegible] পারেন না।

শ্রাদ্ধ অর্থাৎ পরলোক গত আত্মার কল্যাণার্থে অনুষ্ঠেয় ক্রিয়া [illegible] ছেলে খেলার বিষয় নহে যে যার, যাহার মত যে কোন ব্যক্তি উহা সম্পন্ন করিতে পারেন। শুধু মানুষ কেন নিখিল বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে যত জীব আছে, সকলেরই ইহ ও পরকালের কল্যাণ-প্রদাতা হরি এবং হরিজন। হরিজন ব্যতীত কোন কালেও কোন জীবের মঙ্গল সাধন হয় নাই। প্রত্যেক সাত্বত শাস্ত্রে হরি ও হরিজনকে উদ্দেশ্য করিয়া যাবতীয় কার্য্য করিবার বিধি দেওয়া হইয়াছে। সেই নিমিত্ত সজ্জন নিখিল বিশ্বের প্রত্যেক জীবের হরি-সেবার যোগ্যতা দানার্থে, শ্রীহরিনাম-কীর্ত্তন-শ্রবণ সুযোগ ও শ্রীহরিকে নিবেদিত নৈবেদ্য বা মহাপ্রসাদ দানের সুব্যবস্থা নিত্যকাল হইতেই করিয়া আসিতেছেন।

শ্রীহরিনাম কীর্ত্তন-মুখে মহাপ্রসাদ সেবন, দর্শন, [illegible], স্পর্শন, মাহাত্ম্য-কীর্ত্তন—ইহার প্রত্যেকটী দ্বারাই আত্মা প্রসন্ন হন এবং সেই আত্মা ইহলোকেই থাকুন আর পরলোকে বা যে কোন লোকেই থাকুন পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণ-সেবা যোগ্যতা লাভ করিয়া নিত্য বৈকুণ্ঠ ভূমিতে গমন করেন। আনন্দ স্বর্গাদিলাভ আর তাঁহার প্রয়োজন থাকে না বরং স্বর্গাদি তাঁহার ঘৃণার বস্তুই হয়।

আমি ত কৃতঘ্ন

পূজ্যপাদ সম্পাদক মহাশয়! আপনার ২২।৭।২৯ তারিখের কৃপা পত্রীর "কৃতজ্ঞতা" নামক একটী শব্দ, আপনার শ্রীচরণে আমি কোটি কোটি জন্ম জন্মান্তর জানিয়া ঋণী, আমাকে একথাই জ্ঞাপন করিতেছে। আজ আমি আপনার কৃপার কথা শুধু আপনার শ্রীচরণে বিজ্ঞাপিত করিয়া সন্তুষ্ট হইতে না পারিয়া বিশ্ববাসী পাঠক মাত্রের নিকট আপনার অহৈতুকী করুণার বার্ত্তা জানাইতে বাধ্য হইলাম। আর [illegible] করি আমার এক চিঠিখানা আপনার প্রচার বহুল সুপ্রসিদ্ধ বৈকুণ্ঠবার্ত্তাবহ দৈনিক নদীয়া-প্রকাশে প্রকাশিত হইয়া আমারই আনন্দ বর্দ্ধন করিবে।

আপনি [illegible] লিখিয়াছেন—"আপনার প্রবন্ধ পাইয়াছি, আমি কৃতঘ্ন হইলাম [illegible] করিয়াও কৃতজ্ঞ না হইয়া পারি না" ইত্যাদি। অবশ্য আমার ন্যায় বদ্ধ জীব একটুকু উৎসাহ না পাইলেই শুষ্ক হইবে। "আপনি আচরি ধর্ম্ম জীবেরে শিখায়" আপনাদের দৈন্য ও আচারে আমি নিয়ত এই মহা বাক্যেরই সার্থকতা লক্ষ্য করি।

আপনি মুক্ত আমি বদ্ধ; সুতরাং বদ্ধ জীব নিত্যকাল অন্য বস্তুকে কামনা করিয়া অকৃতজ্ঞতার জন্যই ভোগ বুদ্ধি প্রবল [illegible] যাই মায়া নিগড়ে দৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছি। আপনারাই বদ্ধ জীবকে কৃতজ্ঞতা শিক্ষাদাতা রূপে আবির্ভূত।

শ্রীগুরুদেবের [illegible] প্রচার কার্য্যপুঞ্জে যাবতীয় সেবা বিশ্ববাসী প্রত্যেক জীবের নিত্য কর্ত্তব্য। ইহার মধ্যে যাঁহারা নিত্য-মুক্ত তাঁহারাও নিত্য-বদ্ধ জীবগণকে মুক্তি দান প্রয়াসে ক্রমে ক্রমে সেই সকল সেবা কার্য্য প্রণালী স্বয়ং আচরণ দ্বারা শিক্ষা দিয়া থাকেন। আমার ন্যায় উন্মার্গগামী উদ্ধত জন কখনই আপনাদিগকে নিয়ামক বলিয়া স্বীকার করে না।

শ্রীগুরু সেবা আমার নিত্য কর্ত্তব্য, তাহা না বুঝিয়া অনর্থের পীড়নে অন্যান্য কার্য্যে অন্যান্য কার্য্যে ব্যস্ত রহিয়াছি। সময় সময় ইচ্ছা হয় আপনাদের সেবা করি, তাই অল্প কার্য্য করিয়া যখন যখন অবসর পাই, তখন তখন তাস, পাশা, দাবা খেলায় সময় না কাটাইয়া বাজে লোকের সহিত গ্রাম্য কথায় সময় নষ্ট না করিয়া এবং আষাঢ়ে গল্প ও [illegible] মার ঠাকুর দার [illegible] কেচ্ছায় [illegible] পাঠনা বলিয়া নিজের কথা আমার মনে যাহা কখনো আসে তাই [illegible] লিখিয়া আপনার নিকট পাঠাই।

আপনি শ্রীজীবপাদানুগ বিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার সভা রূপ সেবকাদি স্বরূপে যাহা প্রকাশিত হওয়া সঙ্গত বোধ করেন তাহাই সংশোধনান্তে সেবা-কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া থাকেন। ইহাতে আমার বেশী সুবিধা এই [illegible] বিরোধ জড়িত অপরাধে পতিত হইবার আশঙ্কা আমার থাকিল না। এমন দয়া-পরবশ আপনি, যাহা বলিবার ভাষা [illegible]। আমার ন্যায় নিতান্ত অযোগ্য-জনকেও শ্রীগুরুদেবের সেবা কার্য্যে নিয়োগ করিবার জন্য আপনার আপ্রাণ চেষ্টা।

আপনি কৃপা করিয়া আমাকে ইহাই বুঝিবার অবকাশ দেন যেন, আপনার অহৈতুকী কৃপার জন্য আমি নিত্যকাল কেবল আপনার নিকট কৃতজ্ঞতাই [illegible] করি।

শ্রীগুরুদেবের প্রচার-কার্য্যে আপনার যতটুকু কর্ত্তব্য, বিশ্ববাসী সকলেরও ততটুকু কর্ত্তব্য। এই হিসাবে আমারও কর্ত্তব্য কম নহে। কিন্তু আমার দুর্দ্দৈব অকর্ত্তব্যকেই কর্ত্তব্য বুঝাইয়া দিয়া অশান্তিজনক অন্য কার্য্যে নিযুক্ত রাখিয়াছে।

অবশ্য বর্ত্তমান কলিকালে বৈষ্ণব-[illegible] নামে কলিধর্ম্ম প্রচারানুকূলে অনেক পত্রিকাদি বাহির হইয়াছে, যাহার প্রবন্ধাদি-লেখকগণ বেতন বা পারিশ্রমিক স্বরূপে কিছু কনক প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া সন্তুষ্ট থাকেন। নতুবা তাঁহাদিগের লেখনী বন্ধ হইয়া যায়। এমনকি কোন কোন সময় সেইভাবে বসিয়া থাকেন সেই [illegible] যেমন তাহার অবলম্বন করিয়া শেষ [illegible] হইতে নিরস্ত হন।

দাদা! কৃপা করুন, এরূপ কুবুদ্ধি যেন আর উপস্থিত না হয়, আমার [illegible] বাজে লিখার জন্য আপনাদের সেবা-কার্য্যের অনেক সময় বাধিত হয়; যদিও ইহা জানি, তবুও যদি আপনার পৌরহিত্যে এ মনের সংগৃহীত উপায়ন—শ্রীগুরুসেবায় গৃহীত হয় তবে এ-পুরের কল্যাণ হইবে। কোনও কালে কি কোনও জন্মে শ্রীমায়াপুরে আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারিব। এরূপ [illegible] লিখায় আপনার কোন সাহায্য হইতেছে এরূপ বুদ্ধি পিশাচী যেন আমার মনে স্থান না পায়। বরং আপনার যত্নে আমার নিত্যকালের সম্পূর্ণ হইতেছে সেজন্য নিত্যকাল আপনার শ্রীচরণে কৃতজ্ঞ।

[illegible] পাঠকগণ, যাহাতে প্রত্যহ শ্রীবৈকুণ্ঠবার্ত্তা অনুশীলন করিতে বাধ্য হন, সেই জন্যই শ্রীগুরুদেবের এত আয়োজন করিয়াছেন [illegible] আমি নিতান্ত বেহায়া, তাই এতদিন আপনার [illegible] কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি নাই। আপনার কৃপা-প্রার্থী আমার কৃতজ্ঞতা স্বীকার। নিজ গুণে সকল ত্রুটি ক্ষমা করিবেন [illegible]।

নৃত্য

(৩২৩) [illegible] [illegible] রাগে প্রাণ-দেবতা প্রভুর [illegible] বেদের সার [illegible] [illegible] ভেদ করিয়া বাহিয়াছিলেন। তিনি [illegible] সার লইয়া গানের সৃষ্টি করেন, সাম [illegible] সাধারণের [illegible] [illegible] সৃষ্টি করেন। যজুর্ব্বেদের সার [illegible] তন্ত্র [illegible] সমাদরের নিমিত্ত [illegible] করেন এবং অপর বেদের সার লইয়া সকল [illegible] উৎপাদন করেন, সুতরাং নাট্য-বেদ [illegible] সারাংশ। নৃত্য দুই প্রকার—[illegible] পুং নৃত্য তাণ্ডব। নারী ও [illegible] শ্রীরাধাগোবিন্দের সম্বন্ধ, এই সম্বন্ধের সার গান এবং নৃত্য প্রবর্ত্তনের নিমিত্ত সৃষ্ট বেদ কীর্ত্তনীয় কারণ বিগ্রহ স্বয়ং ভগবান শ্রীগৌরসুন্দররূপে চৌদ্দশত সাত শকাব্দে সুপ্রাচীন নবদ্বীপান্তর্গত আত্ম নিবেদন [illegible] শ্রীধাম মায়াপুর যোগপীঠে আবির্ভূত হইয়া নিজ কীর্ত্তন-লীলা প্রকাশ দ্বারা নিখিল বিশ্বভুবন প্লাবিত করিয়াছেন।

নর্ত্তনসহকৃত গানকে সংকীর্ত্তন বলা হয়, এই সংকীর্ত্তনের পিতা শ্রীগৌরসুন্দর তাঁহারই কৃপায় আজ এখানে অবাধে বস্তু কীর্ত্তন দেব-নরগণের সকলের ভাগ্যোদয়। সৌভাগ্যবশে ত্রিবিধ যোগযুক্ত হইয়া সংকীর্ত্তনের দ্বারা সংকীর্ত্তন পিতার আরাধনা সুমেধাগণের প্রাণের বস্তু হইয়াছে।

[illegible] তথ্যে [illegible] নাম আনাদি [illegible] নৃত্য [illegible] সজীবতা উপলব্ধি হইয়া থাকে। কিন্তু [illegible] জীবের পক্ষে নৃত্য নৌকারোহণ [illegible] আবাহন মাত্র [illegible] হইবে। যেমন ব্রহ্মার অভীষ্ট বস্তু নৃত্যের অনুকরণে [illegible] ও অবদ্যে পাইই হইয়া [illegible] শ্রীকৃষ্ণের [illegible] [illegible] গোপাঙ্গ হইয়া অনন্তেই নিপাতিত হইতে বসিয়াছে।

স্বয়ং ব্রহ্মা যে ক্রিয়াটি আচরণ করিলেন, তাহা তাঁহার পিতা শ্রীকৃষ্ণের [illegible] রূপ [illegible] ছাড়া আর কিছুই নহে। সেই লোকপিতামহ ব্রহ্মার আচরণটির অনুসরণ না করিয়া, অনুকরণ করিতে যাইয়া [illegible] দর্শনে নরক [illegible] হইতে [illegible] শ্রীরাধাগোবিন্দের শ্রীরাস [illegible] কথা দুর্দশাই [illegible] [illegible] শ্রীভাগবত [illegible]। ইহার [illegible]।

[illegible]

[illegible]

[illegible] ইহাই শ্রেষ্ঠ হইয়া যায়।

পর-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

সম্প্রতি পর বিদ্যাপীঠে নিম্নলিখিত শিক্ষণীয় বিষয়নিচয়ের অধ্যাপকের আসন-সমূহ সংস্থাপিত হইয়াছে—বিদ্যার্থিগণ আবেদন করুন।

১। সাহিত্যাসন, ২। ঐতিহ্যাসন,
৩। সম্প্রদায়বৈভবাসন, ৪। ভক্তিশাস্ত্রাসন,
৫। তন্ত্রশাস্ত্রাসন, ৬। বেদান্তাসন,
৭। প্রকায়নাসন।

শ্রীনন্দলাল রায় বি, এ, কাব্যতীর্থ, বিদ্যাসাগর,
সম্পাদক—পরবিদ্যাপীঠ, শ্রীধাম মায়াপুর।

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

শ্রীগৌড়ীয়মঠ্ঠ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৪০৲ চল্লিশ টাকা।

২৭২৪ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে,
সপ্তচত্বারিংশ খণ্ডে সূচী ছাপা হইতেছে।

৪৬শ খণ্ড গ্রন্থ নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে ১৫।৴০ সাধারণ পক্ষে ২০৸৴০। প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৵০, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ।৴০।

দশম স্কন্ধ ছাপা হইতেছে। দশম স্কন্ধের ভিক্ষা ১২৲, অগ্রিম সাধারণের পক্ষে ৮৲।

৫০ অধ্যায়পর্য্যন্ত নবম সংখ্যা ছাপা হইয়াছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

"শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত"

সম্পূর্ণ ছাপা শেষ হইল

আদি, মধ্য, ও অন্ত্যলীলা এবং সূচী ছাপা হইয়া সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছেন। যাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ১০৲ টাকা ভিক্ষার তৃতীয় সংস্করণ ৪৲ টাকায় না পাইয়া অপূর্ব্ব সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের জন্যই উহার ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছেন। সেই ১০৲ টাকার এই বিরাট গ্রন্থ গৌড়ীয়মঠের উৎসব অর্থাৎ আগামী ২রা আশ্বিন পর্য্যন্ত ৫৲ টাকা ভিক্ষায় দেওয়া হইবে। গ্রাহকগণ সত্বর হউন পরে আর এ সুযোগ দেওয়া হইবে না।

শ্রীচৈতন্য লীলার ব্যাস আদিকবি

শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র গ্রন্থ ৮৲ স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲

নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪॥০ টাকা

শ্রীচৈতন্য মঠের যাবতীয় গ্রন্থ

কার্য্যাধ্যক্ষ, গ্রন্থ-বিভাগ, শ্রীচৈতন্য মঠ

পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

—অথবা—

শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা

ঠিকানায় পাওয়া যাইবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—ডাক যোগে শ্রীচৈতন্য মঠের ঠিকানায় লিখিবেন।

কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত

গৌড়ীয়

পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র।

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রতি শনিবারে প্রকাশিত হয়।

অগ্রিম বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲ দিলে বৎসরে ৫০ সংখ্যা প্রাপ্য; ষাণ্মাসিক ১॥০; সাপ্তাহিক ৴০

সর্ব্বদা গ্রাহক হওয়া যায়।

বৃত্তিসহ সমগ্র

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

ভিক্ষা ২৲ টাকা। শিক্ষার্থি-ছাত্রের পক্ষে ১॥০ দেড়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীপরবিদ্যাপীঠ, শ্রীগোদ্রুমপুর

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিম্নলিখিত মঠসমূহে প্রাপ্তব্য:-

১। শ্রীচৈতন্য মঠ,— পোঃ, শ্রীধামমায়াপুর, (নদীয়া)।
২। শ্রীগোরগদাধর মঠ,—চাঁপাহাটি, সমুদ্রগড় পোঃ, (বর্দ্ধমান)।
শ্রীভাগবত আসন,—ভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
শ্রীগৌড়ীয় মঠ,— ১নং উল্টাডাঙ্গা জংসন রোড, কলিকাতা।
শ্রীপুরুষোত্তম মঠ,— পুরী রেলওয়ে ষ্টেশনের নিকট "অমরনিবাস"
৬। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ,— উড়িয়া বাজার, কটক।
৭। শ্রীভাগবত মঠ,—চিরাকাশা, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।
৮। শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ,—৪নং অগস্ত্যকুণ্ডা, কাশী, ইউ, পি।
৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,—ছাপগাল, বৃন্দাবন, মথুরা, ইউ, পি।
১০। শ্রীপরমহংস মঠ,—নিমসার পোঃ, সীতাপুর, ইউ পি।
১১। শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ,—কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল, পাঞ্জাব।
১২। শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠ,—৯০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা
১৩। শ্রীগদাইগৌরাঙ্গ মঠ,—বালিয়াটি, ঢাকা।
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম,—আমলাযোড়া, রাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।
১৫। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ,—ঢুমবকোন্দা, চিরকুণ্ডা পোঃ, মানভূম।
১৬। শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয় মঠ,—আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী, উড়িষ্যা।

এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণের নিকটও নদীয়া-প্রকাশ প্রাপ্তব্য।

১। শ্রীযুক্ত জনার্দ্দন ঘোষ—৭৪ লজ ক্রে রোড, খুলনা
২। শ্রীযুক্ত রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিরত্ন—দেওয়ানগঞ্জ, হলদিবাড়ী কুচবিহার।
৩। শ্রীযুক্ত রামরঞ্জন রায় ৭৯।১নং শ্রীগোপাল মল্লিক লেন, কলিকাতা।
৪। শ্রীযুক্ত অমূল্যকুমার সরকার এম, ডি, ও, ফৈজাবাদ।
৫। মিঃ এন্ ডি, মুখার্জ্জি—এম, এস, ওয়ার্কস দি মল, কানপুর।
৬। শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী জ্যোতিভূষণ- স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া।
৭। শ্রীরাসবিহারী দাস অধিকারী, নবদ্বীপ।
৮। শ্রীবিরাজমোহন দে—মনমোহন প্রেস, নবাবপুর, ঢাকা।
৯। শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ গড়গড়ি বেড়ে চাঁপা, ২৪ পরগণা।

অন্যথা না ভজে কৃষ্ণ, দুষ্ট সঙ্গ করে। পুন সেইমত মায়া পাশে ডুবি মরে॥

শ্রীচৈতন্যমঠের গ্রন্থাবলী

শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুর বিরচিত

ভক্তি-গ্রন্থাবলী।

উৎকৃষ্ট কাপড়ে বিলাতী ধরণে বাঁধাই স্বর্ণালঙ্কৃত। চতুর্থ সংস্করণ। বিস্তৃতবিষয়সূচীসহ

জৈবধর্ম্ম

বাঁধাই ২৲ দুই টাকা

প্রকাশিত হইয়াছে

সনাতন ধর্ম্মশাস্ত্র বেদ, বেদান্ত, উপনিষৎ গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত, পুরাণ, তন্ত্রাদি সকল গ্রন্থ পাঠ করিবার অবসর অতি অল্প মানবের ঘটিয়া থাকে। অনেকের যোগ্যতা না থাকায় সেই সমস্ত গ্রন্থের মর্ম্ম অবগত হইতে পারেন না। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বাঙ্গালীর এই অসুবিধা দূরীভূত করিবার জন্য এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

বিদ্যালয়ের ছাত্র বা শিক্ষকগণের বিশেষ পাঠ্য, এই হেতু শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টার বাহাদুর ইহা সমস্ত বিদ্যালয়ের জন্য অনুমোদন করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

প্রথম খণ্ড ভিক্ষা ১৲ একটাকা

যুক্তিপূর্ণ শাস্ত্রবাক্য দ্বারা প্রত্যেক মানবের নিত্য কর্ত্তব্য ও অনিত্য সাময়িক কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। গ্রন্থের প্রতি উক্তি সনাতন শাস্ত্রবাক্য দ্বারা সমর্থিত ও প্রমাণিত হইয়াছে। দেহের, মনের ও আত্মার ধর্ম্ম কি? স্বদেশ, সমাজ, নীতি, ধর্ম্ম কি? ইত্যাদি বিষয় ক্রমানুসারে এমন সুন্দরভাবে যুক্তিসহকারে আলোচিত হইয়াছে যে, প্রথম পংক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত পাঠ না করিয়া নিবৃত্ত হওয়া যায় না।

শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ভিক্ষা ৵০

ঐ প্রমাণ খণ্ড ভিক্ষা ৵০

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিহার ও লীলাভূমি নয়টী দ্বীপ-সমন্বিত। এই নয় দ্বীপের প্রাচীন বিবরণ—প্রত্যেক দ্বীপে শ্রীমহাপ্রভুর লীলা—প্রত্যেক দ্বীপের পরিচয়, শ্রীধাম-মাহাত্ম্য—ধামাপরাধ কি? ইত্যাদি বিষয় বিশেষভাবে মনোহর ছন্দে বর্ণিত। পকেট সাইজ প্রায় ১৬০ পৃষ্ঠা।

শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ

উজ্জ্বল ব্রোঞ্জ-ব্লু কালীতে উত্তম কাগজে ছাপা—শ্রীনবদ্বীপধাম দর্শনে ভাবুক দর্শনকারীর কি প্রকার ভাবের উচ্ছ্বাস হয়, তাহা এই গ্রন্থে বর্ণিত। অতি চমৎকার। ভিক্ষা চার আনা।

শ্রীমনঃশিক্ষা

।৵০ দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভুকে উপদেশচ্ছলে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে ভক্তগণের অনুকূল ও প্রতিকূল বিচার অতি সুন্দরভাবে বর্ণিত হইয়াছে। ইহা ছাড়া শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদিষ্ট শিক্ষা ও উপদেশ বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব-জগতে অভিনব গ্রন্থ!!
শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতি-গ্রন্থাবলী:—

শরণাগতি

পকেট সাইজ
অষ্টম সংস্করণ
ভিক্ষা ৴০ আনা

দেহ ও মনের চেষ্টা অনিত্যাবস্থা লইয়া, ইহা যখন জীব বুঝিতে পারে, তখন একমাত্র নিত্যবস্তু শ্রীভগবানের প্রতি কাতর কোন ভাষায় আবেগময়ী প্রার্থনা হয় এবং শ্রীভগবানে সর্ব্বান্তঃকরণে নিষ্কপটে কি প্রকারে শরণাপন্ন হইতে হয়, ইত্যাদি বিষয়ক প্রাণস্পর্শী প্রার্থনা ও আত্ম-সমর্পণমূলক গান। দারুয়া সংস্করণও প্রকাশিত হইয়াছে

ভিক্ষা প্রতি খণ্ড ৴০ এক আনা।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা— ৴০. নবদ্বীপশতক— ৴০
অর্থপঞ্চক —৴০

কল্যাণকল্পতরু

পকেট সাইজ,
পঞ্চম সংস্করণ
ভিক্ষা ৴১০

আমরা প্রত্যহ নূতন অভাব ও কামনার বশবর্ত্তী হইয়া পুনঃপুনঃ যে অকল্যাণকে কল্যাণ বলিয়া গ্রহণ করি এবং যাহার নিকট কল্যাণ কামনা করি, তিনি যে নিত্য বা যথার্থ কল্যাণ প্রদানে অসমর্থ এবং কোন বস্তু আমাদের নিত্য কল্যাণদাতা এবং কি ভাবে আমরা সেই কল্যাণলাভে সমর্থ হইব, এই সকল কথা সরল গানে লিখিত। এই গীতগ্রন্থ বাস্তবিকই কল্যাণের কল্পতরু, ইনি প্রত্যেককে নিত্যকল্যাণ প্রদানে

শ্রীল চক্রবর্ত্তি-ঠাকুরের টীকা সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠাকুর কৃত টীকা ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কৃত বঙ্গানুবাদ। টীকাকারের জীবনী, শ্লোক-সূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি বহু প্রয়োজনীয় বিষয় সংবলিত প্রায় ৮২৫ পৃষ্ঠা। উৎকৃষ্ট সিল্কে বাঁধাই ২৲ দুই টাকা, কাগজে বাঁধা ১॥০

শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ কৃত ভাষ্য সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

কাগজ ও ছাপা উৎকৃষ্ট। সিল্কে বাঁধাই, সোণার জলে নাম লেখা রাজসংস্করণ ১৲ টাকা, সাধারণ সংস্করণ ১॥০, গৌড়ীয়ের গ্রাহকপক্ষে ১।০

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি (সাঙ্কেতিককোষগ্রন্থ)

বিষয়:—১। ভক্তিশাস্ত্রে ব্যবহৃত শব্দাবলীর অর্থ, ২। চারি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের চরিত্র, ৩। বিষ্ণুবৈষ্ণবসম্পর্কিত শ্রীমন্দির ও শ্রীবিগ্রহের বিবরণ, ৫। বৈষ্ণবগ্রন্থ ও প্রবন্ধ-সমূহের তালিকা ও বিবরণ, ৬। বিষয় বিশেষের লৌকিক ও শাস্ত্রীয় আকরমূলে যাবতীয় তথ্য। চারিখণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ১ম খণ্ড ৸৵০, ২য় খণ্ড ৸৵০, ৩য় খণ্ড ৸০, ৪র্থ খণ্ড ॥৵০, চারিখণ্ড একত্রে ৩৲ (৫ম খণ্ড যন্ত্রস্থ)।

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ—১ম খণ্ড ১৲ এক টাকা
২য় খণ্ড ১৲ এক টাকা—শ্রীমদ্ভাগবতের গ্রাহক ও গৌড়ীয় গ্রাহকগণ ১৷০ টাকায় দুইখণ্ড পাইবেন। বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীজীব গোস্বামিপাদের রচিত গ্রন্থ। ইহাই ষট্‌সন্দর্ভের অধিক প্রয়োজনীয় অংশ। প্রতি খণ্ড ডবল ক্রাউন ৮ কলমে ৯৬ পৃষ্ঠা আকারে মুদ্রিত হইতেছে।

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য সম্প্রদায়ের

সদাচারস্মৃতিঃ

ভিক্ষা ৴০ মাত্র

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়ার সুবিধার জন্য ৬ আঃ শিশিতে পরিপূর্ণ করিবার ছোট বোতলের ব্যবস্থা করা হইয়াছে, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ॥০ আনা, প্যাকিং ৵০ আনা, বোতল ১৵০ আনা।

অফিস ১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা।

রেজেষ্টারী

মদন মঞ্জরী

বটিকায় স্বপ্ন ও ধাতুবিকার, ইন্দ্রিয়শক্তির হ্রাস, প্রস্রাবে শুক্রপাত, সদাইজম, মাথা ঘোরা, বুক ধড়ফড়ানি, অনিদ্রা প্রভৃতি লক্ষণ সত্বর নির্দ্দোষ আরোগ্য হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ৩০ বটী ১৲ এক টাকা।

"নপুংসকারি ঘৃত"

পুরুষত্বহানি রোগে বাহ্যপ্রয়োগ দ্বারা আরোগ্য করিয়া শক্তিসঞ্চার করে। মূল্য ২ তোলা ১৲ টাকা।

"রমণবিলাসিনী বটিকা"

বীর্য্যধারণ করত সম্ভোগশক্তি স্থায়ী ও বৃদ্ধি করিতে অত্যাশ্চর্য্য। মূল্য ১৬ বটী ১৲ এক টাকা।

রাজবৈদ্য নারায়ণজী, কেশবজী
১৭৭নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

কুমার-ভোগ—শিশু ও বালকগণের অতিরিক্ত রোগমুক্ত হওয়া মোটা হয়। হৃষ্ট, সবল শিশুরা শীঘ্র হাটিতে পারে, তাহাদের সুন্দর বুদ্ধি ও যকৃতের ক্রিয়া ভাল হয়—দন্তোদ্গমের সময় কোন কষ্ট হয় না। খাইতে মিষ্ট। মূল্য প্রতি শিশি এক টাকা, মাশুল ।৵০ আনা।

নারোল (Narrhol)—ইনফ্লুয়েঞ্জা, টেম্পারেচার, সর্দ্দি জ্বর, শ্বাসনালীর শোথ উপশম। আস্থানিক, কাশি, ব্রঙ্কাইটিস (Bronchitis), গলাফোলা প্রভৃতি রোগে অব্যর্থ। (হৃদ-দৌর্ব্বল্য মস্তিষ্ক দোষ হয় না)। ৫০ বটিকার শিশি ॥০, মাশুল ।৵০ আনা।

দাদ-সোপ বিনা দাহে সমস্ত

ডাঃ ৺রাম লাল বসাক
এম, বি, ক্লাস
দাদ-সোপ
কাপড়ে কোনরূপ দাগ লাগে না
মূল্য ।০ আনা
ম্যানুফ্যাকচারিং ফার্ম্মেসী,
১৭, বসাক ষ্ট্রীট, বড়বাজার, কলিকাতা

এর কম মূল্যে বিক্রয় হয় না।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (প্রাচীন নবদ্বীপ) নদীয়া।

শ্রীধাম মায়াপুর যাত্রিগণের দ্রষ্টব্য

[illegible] সেপ্টেম্বর হইতে পূর্ববঙ্গ রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ [illegible] নবদ্বীপঘাট লাইনে নিম্নলিখিতভাবে সময়ের তালিকা [illegible] করিয়াছেন।

শান্তিপুর হইতে নবদ্বীপঘাট

শান্তিপুর	কৃষ্ণনগর সিটি	[illegible]	নবদ্বীপঘাট
	[illegible]		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

নবদ্বীপঘাট হইতে শান্তিপুর

নবদ্বীপঘাট	[illegible]	কৃষ্ণনগর সিটি	শান্তিপুর
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	১১-২১	[illegible]	[illegible]

বেদনাঞ্জন শ্রেষ্ঠরত্ন।

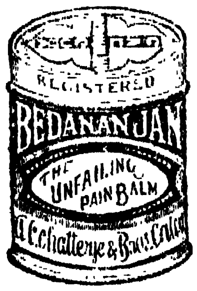

কলিকাতা কংগ্রেস একজিবিসন হইতে বহু প্রশংসা প্রাপ্ত ও বহু [illegible] প্রশংসিত।

[illegible] বেদনাঞ্জন [illegible]

প্রাপ্তিস্থান—এ, সি, চাটার্জ্জী এণ্ড ব্রাদার্স।

[illegible]

[illegible]

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

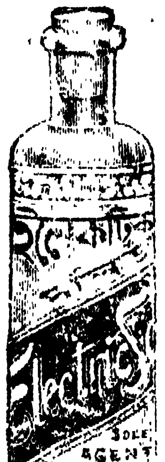

[illegible] মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন [illegible] প্রকার [illegible] ইলেক্ট্রিক সলিউসন [illegible] প্রমাণ [illegible] ঔষধ ব্যবহার [illegible] টাকা মাত্র।

সোল এজেণ্ট—ডাঃ ডি, ডি, হাজরা

[illegible], কলিকাতা।

ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

অধ্যক্ষ

শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম, এ, এফ, সি, এস (লণ্ডন)

ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক

(প্রফেসার)

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ বিশুদ্ধ ও শাস্ত্রমতে নিজ তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হয়। পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ক্যাটালগ পাঠান হয়। রোগের বিবরণ জানাইলে যত্নপূর্ব্বক ব্যবস্থা দেওয়া হয়। [illegible] গোপন রাখা হয়।

মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দুর)

(বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৪৲ টাকা

উৎকৃষ্ট স্বর্ণ, পারদ ও আমলাসার গন্ধক দ্বারা যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। নিত্য প্রয়োজনীয় সর্ব্বরোগনাশক মহৌষধ।

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৩৲ টাকা

উৎকৃষ্ট [illegible] আমলকী, [illegible] প্রভৃতি যাবতীয় উপাদানে পূর্ণ মাত্রায় যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। [illegible], কাশি, [illegible], যক্ষ্মা, ক্ষয়রোগ, হৃদরোগ প্রভৃতি রোগের মহৌষধ। [illegible] পুষ্টিকর [illegible]।

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬৲ টাকা

[illegible], স্বপ্নদোষ, প্রমেহ ও ধ্বজভঙ্গ সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায়। [illegible] রসায়ন।

অবলাবান্ধব যোগ

[illegible] রোগের মহৌষধ

মূল্য—১৬ মাত্রা ২৲ টাকা। ৫০ মাত্রা ৫৲ টাকা মাত্র

বিশুদ্ধ জল! ভয় নাই! বিশুদ্ধ জল!!

লক্ষ্মী টিউব ওয়েল কোং

২০৫নং নবাবপুর, ঢাকা

[illegible] Tube-well [illegible] বিশুদ্ধ [illegible]

বিনামূল্যে বিনামূল্যে

বিতরিত

[illegible]

প্রাপ্তিস্থান :—আ [illegible] ঔষধালয়।

[illegible] কলিকাতা।

মনোমোহন প্রেস

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা

পূর্ব্ব বাঙ্গালায় সুলভে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিদ্যুৎ বৈদ্যুতিক মেশিনে দিবারাত্র কাজ চলিতেছে

বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা।

শ্রীমায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে—শ্রীবিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

স্থানীয় সংস্করণ

Registered No. C 1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৹
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র।

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৷৹
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৫

৪র্থ খণ্ড] সম্পাদক—প্রত্নবিদ্যালঙ্কার, শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী [১৭২ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্য মঠ, শ্রীধাম মায়াপুর—৩রা আশ্বিন বৃহস্পতিবার ১৩৩৬, ১৯শে সেপ্টেম্বর ১৯২৯

শ্রীধাম মায়াপুর ডাকঘর

গত ১লা জুন হইতে শ্রীধাম মায়াপুর পোষ্ট অফিস খোলা হইয়াছে। বঙ্গদেশের পোষ্টমাষ্টার জেনারেল বাহাদুর শ্রীধাম মায়াপুর ডাকঘর হইতে নদীয়া-প্রকাশ ভারতের সর্ব্বত্র প্রেরণ করিবার আদেশ দিয়াছেন।

ম্যানেজার, 'নদীয়া-প্রকাশ'

পোঃ আঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

শ্রীধাম মায়াপুরের, যাবতীয় পত্র বুকপোষ্ট রেজিষ্টারী মণি-অর্ডার প্রভৃতি ডাকে পাঠাইতে হইলে, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া ঠিকানায় লিখিবেন।

দ্বীপ-দিগ্দর্শন

গঙ্গার পূর্ব্বপারস্থ অন্তর্দ্বীপ, সীমন্তদ্বীপ, মধ্যদ্বীপ ও গোদ্রুমদ্বীপ এবং পশ্চিমপারস্থ কোলদ্বীপ, ঋতুদ্বীপ, জহ্নুদ্বীপ, মোদদ্রুমদ্বীপ ও রুদ্রদ্বীপ—এই নয়টি দ্বীপের অন্তর্গত স্থানসমূহ নবদ্বীপ-মণ্ডল নামে খ্যাত। 'দ্বীপ-দিগ্দর্শন' নামক গ্রন্থে উহাদের বিবরণ অতি প্রাঞ্জল ভাষায় লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এই অমূল্য রত্নের ভিক্ষা মাত্র ৵০। ৵১০ ডাক টিকেট পাঠাইলে বুক পোষ্টে পাঠান হয়।

প্রাপ্তিস্থান—নদীয়া প্রকাশ কার্য্যালয়
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া
এবং
গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস,
১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

দুইখণ্ডে সমগ্র গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছেন। সূচী প্রভৃতি ছাপা হইতেছে

ভিক্ষা ২৷৹, নদীয়াপ্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ১৷৷৹

রোগী দেখিবার সময়ঃ—
প্রাতেঃ—৬টা হইতে ৯টা,
বৈকালে—৩টা হইতে ৫টা পর্য্যন্ত।

মূল্যফেরৎ ! মূল্য ফেরৎ !!

ডাক্তার বি, ডি, কুণ্ডুর—

আবিষ্কৃত ও গভর্ণমেণ্ট রেজেষ্টারীকৃত

সর্ব্বত্র এজেণ্ট আবশ্যক।
পত্র লিখুন।
কঠিন কঠিন রোগের চিকিৎসা করা হয়।
দিবা-রাত্রি ঔষধ পাওয়া যায়।

১ ভূপেন্দ্র সোডা স্পেসিফিক্—পেটের যাবতীয় রোগের, অজীর্ণ, ডিস্পেপ্সিয়ার মহৌষধ। প্রত্যেক গৃহে রাখা প্রয়োজনীয়। ঔষধ—প্রতি শিশি ১৲ এক টাকা মাত্র।

২। চণ্ডি ফিবার মিক্চার—ম্যালেরিয়া জ্বরে এক শিশিতে সম্পূর্ণ আরোগ্য। কম্পজ্বর এবং পালা ও একজ্বরের মহৌষধ। প্রতি ছোট শিশি ৸৹ বার আনা, বড় শিশি ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। গনোরিয়া স্পেসিফিক্—যে রকম গণোরিয়া হোক না কেন, এক শিশিতে আরোগ্য। এক শিশি ১৲ এক টাকা মাত্র।

হোমিওপ্যাথিক বিভাগ

১। ওয়ারম্ কিওর—যাবতীয় ক্রিমির, ২। ফিমেল সুধা—শ্বেত-প্রদর, রক্তঃ-কষ্ট ও বাধকের, ৩। জিহ্বা স্পেসিফিক্—জিহ্বার ক্ষতের, ৪। বাথ রেগুলেটার—যাহাদের নিয়মিত ঋতুস্রাব হয় না, ইহা সেবনে নিয়মিত ঋতুস্রাবের, ৫। পাইলস্ রেমিডি—যাবতীয় অর্শের মহৌষধ। মূল্য প্রতি শিশি ৸৹ বার আনা, ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :- অসন্তোষ হইলে মূল্য ফেরৎ। রোগের অবস্থাদি জানাইলে, ঔষধ ও ব্যবস্থাদি পাঠান হয়। ভিঃ পিতে ঔষধ পাঠান হয়। এক কালিন দশ টাকার ঔষধের অর্ডার পাইলে, স্বতন্ত্র কমিশন দেওয়া হয়। পত্রাদি বিশেষ গোপনে রাখা হয়।

সোল এজেণ্ট :—
দি এলোপ্যাথিক ড্রাগ ষ্টোরস্

ডাক্তার বি, ডি, কুণ্ডু
৩১ নং গরানহাটা ষ্ট্রীট, পোঃ বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
টেলিফোন নং বড়বাজার ২৪১১।

কর্ণাবতংসকাঃ কেচিৎ কেচিৎ কণ্ঠাবলম্বকাঃ। বয়ন্তু হরিদাসানাং পাদত্রাণাবলম্বকাঃ॥

শ্রীগৌড়ীয়মঠে মহামহোৎসব

গত ৩১শে ভাদ্র সোমবার শ্রীগৌড়ীয় মঠে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের আবির্ভাব উপলক্ষে মহামহোৎসব মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে। দেশ দেশান্তর হইতে বহু সাধু সজ্জন শ্রীকৃষ্ণ মহোৎসবে যোগদান করিয়া শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখ-নিঃসৃত শুদ্ধ ভক্তিসিদ্ধান্ত বাণী শ্রবণে ও নানাবিধ রাজভোগ মহা-প্রসাদ সেবনে উভয়াঙ্গ সুষ্ঠু সম্পন্ন করিয়াছেন। মধ্যাহ্নিকের পর হইতে রাত্রি ১২ ঘটিকা পর্য্যন্ত নিরন্তর নাম-সংকীর্ত্তন হইয়াছিল। অপরাহ্ণে শ্রীমঠের প্রাঙ্গণে এক মহতী সভায় শ্রীল প্রভুপাদের আদেশে এবং মঠাধ্যক্ষ আচার্য্য শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ প্রভুর নির্দ্দেশ মতে ব্রহ্মচারী ধীরকৃষ্ণ এবং পণ্ডিত রামেন্দ্র-সুন্দর ভট্টাচার্য্য বি, এ মহোদয় হিন্দী ভাষায় কিছুক্ষণ ভক্তি-মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করেন। অতঃপর ত্রিদণ্ডিস্বামী—শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ বঙ্গভাষায় সংক্ষেপে কৃষ্ণমহামহোৎসবে সংকীর্ত্তনই যে মানব-জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য— এ বিষয়ে কিয়ৎকাল বক্তৃতা করিবার পর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ ইংরাজী ভাষায় এবং তৎপর শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রভু বঙ্গভাষায় ঠাকুর ভক্তিবিনোদের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করেন। বক্তৃতার পূর্ব্বে ও পরে সুকণ্ঠ গায়কগণ শ্রীল প্রভুপাদের নির্ব্বাচিত পদাবলী কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। এদিকে সহস্র সহস্র কাঙ্গালী ভোজন ও সমাগত নরনারীকে মহাপ্রসাদ বিতরণ কার্য্যও মহোৎসাহে নির্ব্বাহিত হইতেছিল। শ্রীমঠের কোণে কোণে মৃদঙ্গ মন্দিরা সহযোগে উচ্চ সংকীর্ত্তন, কোথাও শাস্ত্র পাঠ, কোথাও বা আবেগময়ী ভাষায় বক্তৃতা, কোথাও উৎসবী, কোথাও দীনজনের ভুক্তাবশেষের সহিত বিপুল জনকোলাহলের অবধ্বনি মিশ্রিত হইয়া এক মহা ঐকতান— এইরূপে শ্রীমঠের সর্ব্বত্রই এক মহা আনন্দের হাট বসিয়া গিয়াছিল। কৃষ্ণ কোলাহলে শ্রীমঠ মুখরিত—সকলেরই বদন প্রফুল্ল। একদিকে শুদ্ধভক্তমুখ-নিঃসৃত কৃষ্ণনাম ঐশী অমৃতধারা শ্রবণপুটে পান ও অন্যদিকে ভক্তোচ্ছিষ্ট মহাপ্রসাদ রূপ সুধার সেবনে জীবের ত্রিতাপ-জ্বালাজাত নিরানন্দ দূর হইয়া নিত্যানন্দের উদয় হইয়া থাকে। শ্রীগৌড়ীয় মঠ আজ মহোৎসবাদির অনুষ্ঠান দ্বারা জীবের ভবরোগ প্রশমনের এইরূপ বিধানই জগতে প্রচার করিতেছেন।

গত ৩রা আশ্বিন বুধবার শ্রীগৌড়ীয় মঠের মাসাধিককালব্যাপী মহোৎসব শেষ হইয়াছে। ত্রিদণ্ডিস্বামিগণ ও প্রচারকগণ শ্রীল প্রভুপাদের নির্দ্দেশ মতে ব্রহ্মচারিগণ সমভিব্যাহারে ভিন্ন ভিন্ন দেশে প্রচারার্থ বহির্গত হইয়াছেন।

আগামী ১১ই হইতে ১৩ই আশ্বিন বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত আমলাজোড়া প্রপন্নাশ্রমে মহোৎসব হইবে। শ্রীল প্রভুপাদ স্বয়ং সপার্ষদে তথায় উপস্থিত থাকিয়া প্রপন্নগণকে হরিকথামৃত পান করাইবেন। প্রত্যহ শ্রীগ্রন্থ পাঠ, কীর্ত্তন, বক্তৃতা ও মহাপ্রসাদ বিতরণাদি ভক্ত্যঙ্গের অনুষ্ঠান হইবে। সর্ব্বসাধারণের যোগদান প্রার্থনীয়। আমলাজোড়ায় যে স্থলে অধুনা প্রপন্নাশ্রম প্রতিষ্ঠিত, সেই স্থল একটী মহাতীর্থ—সিদ্ধপীঠ। গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সার্ব্বভৌম সিদ্ধ মহাত্মা শ্রীল জগন্নাথ দাস গোস্বামী মহারাজ ও তদভিন্ন-বিগ্রহ ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তথায় অবস্থান করিয়া ভজন করিয়াছিলেন।

নানা কথা

২৮ ঘণ্টা ব্যাপী সন্তরণ

বিগত শনিবার ২৯শে ভাদ্র ইংরাজী ১৪ই সেপ্টেম্বর বাঙ্গালার বিখ্যাত সন্তরণকারী শ্রীমান প্রফুল্লকুমার ঘোষ প্রাতে ৬-৩০ মিনিটের সময় কর্ণওয়ালিস-স্কোয়ার পুষ্করিণী যাহা 'হেদো' নামে বিশেষ পরিচিত, সেই পুষ্করিণীতে সন্তরণ আরম্ভ করিয়া পরদিন রবিবার বেলা ১০ টা ৩১ মিনিট সময়ে জলত্যাগ করিয়া উপরে উঠিয়াছিল। অবদ্ধ জলে এইরূপ দীর্ঘকালব্যাপী সন্তরণ নিতান্ত সহজসাধ্য নহে। স্রোতের মুখে সন্তরণ করা যত সহজ, কোন পুষ্করিণীতে সন্তরণ করিয়া এপার ওপার করা নিতান্ত দুরূহ। ভারতে সন্তরণকারী দলের এরূপ অসাধারণ ধৈর্য্যসহকারে সন্তরণ-দৃষ্টান্ত নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না, এমন কি সমগ্র পৃথিবীর সন্তরণ-ইতিহাসে এরূপ দৃষ্টান্ত নিতান্তই বিরল।

রাণীর বদান্যতা
১ লক্ষ টাকা দান

ঢাকা মেডিক্যাল স্কুলে রমণীগণের চিকিৎসার্থ বাটী নির্ম্মাণ জন্য ভাওয়ালের দ্বিতীয় কুমারের বিধবা পত্নী রাণী বিভাবতী দেবী ১ লক্ষ টাকা দান করিতে প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন।

কমিশনের প্রস্তাবের পূর্ব্বাভাস
স্যার মানেকজী দাদাভয় কর্ত্তৃক ব্যক্ত

গত ৬ই সেপ্টেম্বর তারিখে স্যার মানেকজী দাদাভয় সাইমন কমিশনের প্রস্তাব সম্বন্ধে পূর্ব্বাভাস প্রদান করিয়াছেন। তাহাতে বলিয়াছেন—সদস্যগণ সকলেই একমত হইয়া রিপোর্ট প্রদান করিবেন।

তিনি বলেন, কমিশনের সর্ব্বপ্রধান প্রস্তাব হইবে প্রাদেশিক স্বায়ত্ত শাসন প্রবর্ত্তন, কিন্তু সেই সঙ্গে কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের শাসন অধিকতর দৃঢ় করা হইবে।

কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের সভ্যগণ প্রত্যক্ষভাবে এখনকার প্রণালীতে নির্ব্বাচিত হইবে না। প্রাদেশিক ব্যবস্থা পরিষদের সদস্যগণ কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য নির্ব্বাচন করিবেন। ইহাতে প্রদেশসমূহ কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে থাকিবার সম্ভাবনা।

অতএব কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক ব্যবস্থা পরিষদে সদস্য নির্ব্বাচনের জন্য এখন যে নির্ব্বাচন চক্র আছে, তাহা আর থাকিবে না।

আর একটি প্রস্তাব হইয়াছে, প্রদেশসমূহে একটী নিম্নতন ও একটি উচ্চতন ব্যবস্থা পরিষদ প্রতিষ্ঠিত হইবে।

দেশরক্ষা পররাষ্ট্রের সহিত সম্বন্ধ ইত্যাদি বিষয়ে কোন পরিবর্ত্তন হইবে না। ভারত-সচিবের দপ্তর সম্ভবতঃ এখনও কিছুদিনের জন্য থাকিবে।

স্যার মানেকজী দাদাভয় বলেন, বহু প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তির সহিত কথাবার্ত্তায় তিনি যাহা অবগত হইয়াছেন, তাহারই কিঞ্চিৎ আভাস তিনি দিয়াছেন।

ছাত্রদের প্রতি ডাক্তার কিচলুর উপদেশ

কংগ্রেস অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ডাঃ এস, কিচলু লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের এক সভায় উহাদিগকে এই উপদেশ দেন যে, তাহারা যেন অধ্যয়নের সঙ্গে দেশের রাজনৈতিক আন্দোলনে কার্য্যতঃ যোগদান করেন, তিনি প্রতীচ্যের বিভিন্ন দেশের উদাহরণ দ্বারা ইহা সপ্রমাণ করেন যে, রাজনীতি ছাত্রদের গণ্ডীর বহির্ভূত বিষয় নহে। উপসংহারে বক্তা বলেন, ভারতের জাতীয় মহাসভা স্বরাজলাভের সংগ্রামে ছাত্রদের সাহায্যের প্রত্যাশায় আছেন। ভারতের ন্যায্য দাবী যদি আগামী ১লা জানুয়ারীর পূর্ব্বে পূরণ না হয়, তবে উক্ত তারিখে স্বরাজের জন্য সংগ্রাম আরম্ভ হইবে।

বি, কে, দত্তের অবস্থা
আশঙ্কাজনক

লাহোরের এক সংবাদে প্রকাশ, যতীন্দ্র দাসের মৃত্যু সংবাদে বি, কে, দত্ত বিশেষ ভাবে মর্ম্মাহত হইয়া সেণ্ট্রাল জেলে আবার প্রায়োপবেশন আরম্ভ করিয়াছেন। তাঁহার অবস্থাও শঙ্কাজনক হইয়াছে। ইতঃপূর্ব্বে বলপূর্ব্বক তাঁহাকে যে খাওয়ান হইত, এক্ষণে তিনি সে ভাবেও কিছু গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিয়াছেন।

জুরী অভিযুক্ত
উৎকোচ গ্রহণের মামলা

উৎকোচ গ্রহণের অভিযোগে দায়রা আদালতের জুরী মুন্সী হাফিজার রহমান ও অপর ২ জন মুসলমান সদর মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুত জে, কে, বিশ্বাসের আদালতে অভিযুক্ত হইয়াছেন।

মামলার বিবরণে প্রকাশ, খুলনায় অতিরিক্ত দায়রা জজ মিঃ ভি, এন, নিয়োগের আদালতে একটি ডাকাতী মামলার বিচারকালে আদালতকে জানান হয় যে, উক্ত মামলার জুরী মিঃ রহমানকে উৎকোচ প্রদান করা হইয়াছে এবং অপর ২ ব্যক্তি উক্ত কার্য্যে সাহায্য করিয়াছেন। অতিরিক্ত দায়রা জজ জুরীগণকে বিদায়দান করিয়া উক্ত ৩ জন লোকের বিরুদ্ধে মামলা উপস্থিত করিবার জন্য সরকারী উকীলকে উপদেশ প্রদান করেন।

কয়েকজন সাক্ষীর সাক্ষ্য গৃহীত হইবার পরে মামলা মুলতুবী আছে।

নরহত্যাপরাধে গ্রেপ্তার

লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার অন্যতম আসামী শুকদেবের ভ্রাতা ১৭ বৎসর বয়স্ক মথুরা দাসকে গত কল্য বেলা ৫টা প্রত্যুষে লায়ালপুর সহরে তাঁহার সরদার কলের বাড়ীতে জলন্ধর জিলার ম্যাজিষ্ট্রেটের প্রদত্ত ওয়ারেণ্টের বলে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। ৪ ঘণ্টা ধরিয়া সমস্ত জনের বাড়ীটি খানাতল্লাস করা হয়, খানাতল্লাসের ফলে মথুরা দাসের পিতৃব্য এবং সিটি কংগ্রেস কমিটির প্রেসিডেণ্ট লালা চিন্তারামের উদ্দেশে ডাক্তার সত্যপাল কর্ত্তৃক লিখিত কয়েকখানি পত্র পুলিস হস্তগত করিয়া লইয়া গিয়াছে। মথুরা দাসকে হাতকড়ি দিয়া জলন্ধর সহরে চালান দেওয়া হইয়াছে।

ভীষণ মোটর দুর্ঘটনা

গত ১৩ই সেপ্টেম্বর প্রাতঃকালে [illegible] রোডে এক ভীষণ মোটর দুর্ঘটনা হইয়া গিয়াছে। ফলে দুই জন [illegible] মারা গিয়াছে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

৩রা আশ্বিন বৃহস্পতিবার—১৩৩৬

শ্রীশ্রীবলদেব আবির্ভাব

(শ্রীগৌড়ীয় মঠে গৌড়ীয় সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রভুর ৪ঠা ভাদ্র ১৩৩৬ তারিখে প্রদত্ত বক্তৃতার সারাংশ)

আজকে যাঁর কথা কীর্ত্তন করতে উপস্থিত হয়েছি, গৌড়ের আদি কবি ঠাকুর বৃন্দাবন তাঁর মহাগ্রন্থের প্রারম্ভে সেই বল-দেবতা-দেবতার স্তব করেছেন। সেই বল-দেবতা দেবতার স্তব করার একজন কাব্য বা চরিত-লেখকের কি প্রয়োজন ? তিনি কীর্ত্তনের বল প্রদান ক'রে থাকেন, অর্থাৎ তিনি মূককে বাচাল করতে পারেন পঙ্গু, যার চলবার শক্তি নেই, তাঁকে মহা-মহা-উচ্চ পর্ব্বত লঙ্ঘন করবার মহীয়সী শক্তি দিয়ে থাকেন। তাঁর অভিন্ন-বিগ্রহ শ্রীগুরুদেব। সুতরাং আজকের শ্রীবলদেব-আবির্ভাব বাসরে সেই বলদেবাভিন্ন শ্রীগুরুদেবকে আমরা বন্দনা করি।

আজকাল বল-শক্তি নিয়ে বিশ্বের সর্ব্বত্রই একটা বড় আন্দোলন আরম্ভ হ'য়েছে। যাঁরা পাশ্চাত্য জগতের ও রাষ্ট্রের ইতিহাস আলোচনা করেন, তাঁরা জানেন [illegible] প্রদেশ [illegible] নামে একটি বাদ সৃষ্ট হয়েছিল; সেই বিষয় নিয়ে বর্ত্তমানেও আলোচনা হচ্ছে। এই মতবাদ [illegible] আদি থেকেই [illegible] এই মতে [illegible] আদি থেকে রয়েছে। ঐ মতবাদের মূল কথা—সংখ্যাধিক্য, ব্যষ্টি শক্তি বা জনশক্তি বল। [illegible] বল সকল সত্ত্ব জগতে [illegible] করেন। সকলেই বলছেন, [illegible] শক্তি—বল; যেখানে জনশক্তির প্রাবল্য, সেইখানেই উহা লোকাপেক্ষ। যেখানে উহা নেই, সেখানে সে কথা কেউ শুনবে না। আজ কয়েকদিন পূর্ব্বে শ্রীগৌড়ীয় মঠের বক্তৃতা [illegible] বলেছেন, আমরা মনে করছি, উহা জনশক্তির কথা নয়, উহা একটি ধোঁকার কথা। উহাতে আমাদের বা সমাজের কোন লাভ হবে না; কারণ আমরা মনে করি, বল যেটা যেখানে সংখ্যাধিক্য আছে,—সংখ্যাধিক্য আছে—[illegible] বলছে তাই বলি, তবে সামাজিক, [illegible] সত্য-সত্যই সমাজের হিত চাও, তবে একটু সহিষ্ণু হও। সেই গণশক্তি বা জনশক্তির বল আছে বটে, তবে উহা গণগড্ডালিকার স্রোতে গা ঢেলে বা আপাত উত্তেজনায় গা ঢেলে দেওয়া নয়, কিন্তু আমরা যদি ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতার সহিত ঐ বলদেওয়া দেবতার শরণাগত হতে পারি,—তবে আমাদিগকে বলীয়ান্ করতে পারে, সেই বল-দেওয়া-দেবতার শক্তি আমাদের আত্মায় বিজয়ী সঞ্চার ক'রে দিতে পারে, তা' হ'লেই আমাদের শক্তিসঞ্চার হবে। ঠাকুর বৃন্দাবন দাস বলেছেন—যদি সত্য সত্য বল চাও তবে কীর্ত্তনের বল গ্রহণ কর, নতুবা তোমাদের বল লাভ হবে না। আজ এত উপনিষদের দেশ যে ভারতবর্ষ, সেখানে বলের অভাব নেই কিন্তু আমরা প্রকৃত বলের কথা বুঝতে পারছি না। ব্রাহ্মণ না হ'লে উপনিষদে অধিকার হয় না,—একথাটি কি সাম্প্রদায়িক কথা ? এর মধ্যে একটী মহান সত্য রয়েছে। ব্রাহ্মণ না হ'লে উপনিষদে অধিকার হয় না।

উপনিষদের তাৎপর্য্য জানবার জন্য দুজন পুরুষ ব্রহ্মার নিকট গিয়াছিলেন,—অসুরদের পক্ষ হতে বিরোচন, আর দেবপক্ষ হতে ইন্দ্র। তাঁরা যখন সমিৎপাণি হ'য়ে ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হলেন, তখন ব্রহ্মা তাঁদের বল্লেন,—আমাদের প্রাথমিক কথা আছে, বত্রিশ বৎসর কাল গুরুগৃহে বাস ক'রে গুরুসেবা করতে হ'বে। উভয়েই গুরুগৃহে বাস ক'রে ব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষা করতে লাগলেন। ৩২ বৎসর পরে ব্রহ্মা বল্লেন,—অহমাত্মাই ব্রহ্ম। বিরোচন বললেন, এ কথা আমি জানি, আমার অধ্যয়ন শেষ হয়েছে। বিরোচন উপনিষদের তাৎপর্য্য স্থূলদেহকে 'আত্মা' মনে ক'রে অসুরগণের নিকট তাই উপদেশ করতে লাগলেন। ইন্দ্র জিজ্ঞাসা করলেন এ ছাড়া উপনিষদের আর কোন তাৎপর্য্য আছে কি না ? ব্রহ্মা উত্তরে ইন্দ্রকে আরও ৩২ বৎসর শুশ্রূষার পর 'মনঃ ব্রহ্ম' এই কথা জানালেন। তৎপরে তাকে গুরুসেবাতৎপর দেখে আরও ৩২ বৎসর পরে জানালেন, 'এবমেবৈষ সম্প্রসাদোঽস্মাচ্ছরীরাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতিরুপসম্পদ্য স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যতে। স উত্তমঃ পুরুষঃ। স তত্র পর্য্যেতি জক্ষৎ ক্রীড়ন্ রমমাণঃ'। অর্থাৎ এই জীব মুক্তি লাভ পূর্ব্বক এই স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীর হইতে সমুত্থিত হইয়া চিন্ময়-জ্যোতিঃ সম্পন্ন নিজ চিন্ময় অপ্রাকৃত স্বরূপে অভিনিষ্পন্ন হন তিনিই উত্তম পুরুষ। তিনিই সেই চিদ্ধামে ভোগ, ক্রীড়া ও আনন্দ-যোগাদিতে মগ্ন হন। বেদমতে এই প্রকার মুক্তই চরম মুক্তি।

আমরা গীতার প্রথম অধ্যায় প'ড়ে মনে করি, গীতায় যুদ্ধ করবারই উপদেশ কচ্ছেন ২য় অধ্যায় পড়ে বুঝি যে, আত্মাকে জানাই গীতার উদ্দেশ্য, কিন্তু কিরূপে আত্মাকে জানা যাবে, তার অনুসন্ধান করি না। তৃতীয় অধ্যায় পড়ে মনে করি, কর্ম্ম করাই গীতার চরম সিদ্ধান্ত; কিন্তু কিরূপ কর্ম্ম করতে হবে, সে কথা আর গীতার নিকট জানতে চাই না। শাস্ত্রের উপক্রম, উপসংহার, অভ্যাস, অপূর্ব্বতাফল প্রভৃতি দ্বারা শাস্ত্র পুনঃ পুনঃ কোন বিষয়ের উল্লেখ করছে, সে কথা জানিবার সহিষ্ণুতা আমাদের নেই। আমরা যদি ধৈর্য্যের সহিত গীতা পাঠ করে তাঁর চরম শ্লোকের উদ্দেশ্য বিষয় অবগত হ'তে চেষ্টা করি, তবে বুঝতে পারি, 'সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ' অর্থাৎ সকলধর্ম্ম পরিত্যাগ করে একমাত্র শ্রীকৃষ্ণের শরণ গ্রহণ করতে হবে। সহিষ্ণু হ'য়ে শুনতে হ'বে, সহিষ্ণু হ'য়ে বুঝতে হ'বে। আবার সহিষ্ণু হয়ে তদনুযায়ী কার্য্য করতে হবে। তাহলেই শাস্ত্রের তাৎপর্য্য বুঝতে পারব। আমরা যদি সহিষ্ণুতার সহিত গুরুসেবা করিতে করিতে গুরুপাদপদ্মে বল চাই তবেই সেই বল দেওয়া দেবতার কৃপায় বল লাভ করতে সমর্থ হ'বো।

বল কোথায় আছে ?

শ্রীমন্মহাপ্রভু বলেছেন,—সকল বল নামেই আছে। শব্দ ব্রহ্ম বা নামেই ভগবানের সকল শক্তি রয়েছে। আমরা কিন্তু তাতে গণগড্ডালিকার সমর্থন পাই না বলে উহা স্বীকার করি না। আভিজাত্যকে আমরা বল মনে করি।

হিরণ্যকশিপু কোন বল লাভ করেছিল ? ঐ বলদেবের বল বিকৃত ভাবে লাভ করেছিল। পুরাণে 'বলদেব' নামে এক দৈত্য ছিল, তাহাকে ইন্দ্র বধ করেছিলেন। আর অন্য হরেকৃষ্ণ, মাণিক্য প্রভৃতি নিয়ত হয়েছিল। [illegible] ও [illegible] সাধারণে [illegible]

বলদেবের [illegible] অর্থে প্রায়ই [illegible] ক'রবার জন্য 'বলদেব' নামে এক অসুর আছে। [illegible] বর্ত্তমানে সেই অসুর বলদেবের উপাসনা করছি—আমরা [illegible] দেবতা অসুর বলদেবের অনুগত [illegible] কাছে। [illegible] আমাদের [illegible] বল-দেওয়া দেবতার নিকট নিতে [illegible] পারেন। আজকাল আমাদের [illegible] বলরামকেও [illegible] নানাপ্রকার [illegible] হচ্ছে। কিন্তু আমরা যে বল সঞ্চয় [illegible] করছি, সেই হিরণ্যকশিপু [illegible] করতে [illegible] দেখলে, তারা [illegible] ভগবান্ [illegible] আমাদের [illegible] দিয়েছিলেন [illegible] তাঁদিগকে [illegible] করতে [illegible] তা যদি আমাকে [illegible] তবে তো তা সাময়িক হ'য়ে [illegible]

[illegible] আমার হতে পারেন, তিনিই বলী। যদি [illegible] তবে [illegible] না পাই—[illegible] তবে বল [illegible] [illegible] বল সঞ্চয় করেছিলেন, কিন্তু তাঁকে [illegible] পুনরায় কাছে [illegible] হয়েছিল। [illegible] বলেন [illegible] জীবন [illegible] লোকের [illegible] বলেছিল, সেই কি বৈজ্ঞানিক [illegible] শ্রেষ্ঠতার পরিচয় ? সেদিন [illegible] বলেছেন, আমরা [illegible] শ্রমিক ও ধনিকের [illegible] একটা [illegible] সমরানল প্রজ্বলিত ক'রে [illegible] জগতে [illegible] করেছেন। [illegible] বলের [illegible] কি [illegible] মানব যা পরিচালন ক'রে এক মুহূর্ত্তে মনে কামানের বেগে সবকে নষ্ট ক'রে দিতে পারে, তাই কি প্রকৃত বল ? না, আজ সাধু-মহাজনগণ যে বলের কথা বলছেন, যা প্রত্যেক মানুষকে চেতন অমৃত ক'রে দিতে পারে উহাই প্রকৃত বল। আমরা স্থূল বলকে আঁকড়ে ধরে থাকতে চাই। উপনিষদ বলেছেন, 'নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ'। এই বল পশুবল নহে। পরস্পরে বাদ-বিবাদ করে মঙ্গল হবে না। যখন আমরা গুরুর নিকট বলদেব-দেবতা অর্থাৎ বলদেব গুরুর নিকট অভিগমন করব, তাঁর শরণাগত সেবাপর হ'ব, তখনই বল সঞ্চয় হ'বে। কিন্তু সেই বলদেব হ'তে পৃথক থাকলে স্বতন্ত্রতা অবলম্বন করলে বল লাভ হবে না, ইতিহাস ও বিজ্ঞানে উহার সাক্ষ্য পাই। যদি প্রকৃত বল লাভ করতে চাই, তবে নিখিল বলের আশ্রয় যিনি, তাঁর আশ্রয় লাভ করতে হবে।

বসুন্ধরার [illegible] আশ্রয় এক [illegible] গ্রহণ ক'রে তৎ প্রকার বল প্রদান ক'রে থাকে। অনেকেই বর্ত্তমান 'বল' শব্দের স্থলে একটা অন্য অর্থ ক'রে থাকেন, প্রকৃতি-পুরুষ [illegible] ব্যক্তি 'বল' শব্দে [illegible] কিছু মনে ক'রে থাকেন, আবার [illegible] বা [illegible] বল [illegible] [illegible] 'বল' শব্দকে [illegible] বল মনে ক'রে থাকেন [illegible] [illegible] দেখেন—বলদেবের [illegible] ক'রছে [illegible] কি হবে ? [illegible] —'নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো [illegible] [illegible] আত্মা বলকে প্রকাশিত [illegible] কি হবে [illegible] না হলে সে [illegible] হবে।

[illegible] কাল, তবে 'বল' শব্দের [illegible] জানিতে পারিবো।

[illegible] কেহ কেহ সন্ন্যাস বলেছেন [illegible] বলদেবের দিকে চিহ্নিত না [illegible] আমাদের মঙ্গল হবে না। সন্ন্যাস [illegible] যে কেবল মাথা কাপড় পরা তা নয়। [illegible] ধারণা ক'রে বসে আছে, [illegible] ছুটী লাভ না ক'রলে হবে না। যে বিদ্বান ব্যক্তি চিহ্নিত হ'য়ে [illegible], সাধনা ও প্রেমদহীন হ'য়ে চেষ্টা ক'রবেন, তিনি বলদেবের রাজ্যে [illegible] ভগবদ্ধামে যেখানে সমস্ত চিন্ময়—এখানের মত হেয়দশা যেখানে নাই, সেইখানে যেতে পারবেন। সুতরাং [illegible] আমাদিগকে বলদেবের আরাধনার কথা ব'লেছেন। বলদেব—বল দেওয়া দেবতা এই বাংলাকে এসেছিলেন বলদান ক'রতে। সমস্ত বলের মূল যে শব্দব্রহ্ম নাম, তা'ই প্রতি দ্বারে দ্বারে দান ক'রবার জন্য এসেছিলেন। সেই বলদেব অভিন্ন নিত্যানন্দ।

সেই নিত্যানন্দ বা বলদেব স্বরাট্ পুরুষ। স্বয়ংরূপ ব্রজেন্দ্রনন্দন, যিনি স্বরাট্, [illegible] পূর্ণশক্তি আছে। ভগবান [illegible] হ'তে পারেন না, তিনি [illegible] হ'তে পারেন না—এইরূপ কোন কথা নয়। তিনি স্বরাট্। যিনি রাস করতে পারেন, তিনি কমণ্ডলু। [illegible] [illegible] স্বরাট্, তাঁর রাস আছে। [illegible] বারুণী পান করতে পারেন। বলদেবের সমস্ত শক্তিই আছে। সমস্ত শক্তির আধার তিনি, তাঁকে কিছুতেই কলুষিত করতে পারে না। তিনি ভগবানের পূর্ণ [illegible] স্বীকার করতে নারাজ, তাঁদের ভগবানের বিশ্বাস বা শ্রদ্ধা কম আছে। অনেকে মনে করেন যে প্রথমে তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করলেন, আবার শেষে তিনি বিবাহ করলেন—এর তাৎপর্য্য কি? তিনি [illegible] [illegible] নন। তিনি অনন্তের লীলা করে গেছেন। তিনি সকল শক্তির আধার। তিনি কোটি কোটি নারীর সঙ্গে বিলাস করতে পারেন। সেই নিত্যানন্দ প্রভু প্রত্যেক চেতনকে [illegible] স্বাধীনতা প্রদান করিবার জন্য এসেছিলেন। যে বল অন্যান্য [illegible] বলকে [illegible] দেয়, সেই বলই নিত্যানন্দের বল—শব্দ ব্রহ্মের বল—কীর্ত্তনের বল। কিন্তু তাতে আমাদের বিশ্বাস নেই। তিনি যে বস্তু [illegible] দেবতাকেও দান করেন নাই।

[illegible] প্রেমসম্পৎ আচণ্ডালে— [illegible] পর্য্যন্ত বিলায়েছেন। [illegible] প্রেমসিন্ধুর এক কোটির [illegible] হচ্ছে না কেন, [illegible] শরণাগত [illegible] নিত্যানন্দাভিন্ন [illegible] শ্রীগুরুদেব [illegible] আমাদিগকে সেই বল লাভের জন্য উপদেশ দিয়ে থাকেন। তিনি সকল বলিগণের অংশী অনন্ত, নৃসিংহ, বামন প্রভৃতি অবতারগণ কত বল প্রকাশ করেছেন, তাঁরা সেই বলদেবের অংশাংশ মাত্র।

যেদিন নিত্যানন্দ প্রভুর মাহাত্ম্য সকল জীবের দ্বারে দ্বারে ঘোষণা হবে, সেদিন বাংলার কেন, সমস্ত বিশ্বের মঙ্গল হবে। বাংলার আদি কবি বলেছেন—

সংসারের পার হ'য়ে ভক্তির সাগরে।
যে ডুবিবে সে ভজুক নিতাই চাঁদেরে॥

আমরা বাংলার লোক সেই কথা শুনছি না। আমরা পাশবিক বল লাভের জন্য যত্নবান হচ্ছি, কিন্তু প্রকৃত বল লাভের যত্ন করছি না। সেই বলদেবের অংশাংশ নৃসিংহদেবের কৃপায় প্রহ্লাদ কী করেছিলেন? হিরণ্যকশিপুর মত প্রবল প্রতাপান্বিত ব্যক্তি, যার ভ্রূভঙ্গে দেবতাগণ পর্য্যন্ত ভয়ে কম্পান্বিত হ'ত, প্রহ্লাদ সেই অসুর রাজের কটাক্ষেও বিন্দুমাত্র বিচলিত হন নাই। সেই নৃসিংহদেবের কৃপায় প্রহ্লাদের যাবতীয় ভক্তিবাধা বিনষ্ট হয়েছিল।

যদি আমরা প্রকৃত পক্ষে বিশ্বজয়ী হ'তে চাই—হিরণ্যকশিপু প্রভৃতি কনককামিনী প্রতিষ্ঠা দৈত্যকুলের হস্ত হইতে নিস্তার পেতে চাই, তবে নিত্যানন্দ প্রভুর—বলদেবের আরাধনায় নিযুক্ত হওয়া আবশ্যক। ভারত—শুধু ভারত কেন, সমগ্র বিশ্ব যেদিন বলদেবের আরাধনায় নিযুক্ত হবে সেই দিনই বিশ্বে প্রকৃত শান্তি বিরাজ করবে—বিশ্ব স্বরাট্-পুরুষের উপাসনায় নিযুক্ত হলেই বিশ্বে স্বরাজ প্রতিষ্ঠিত হবে—বিশ্ব বাস্তব-স্বাধীনতা লাভ করবেই। আমরা যাতে সেই বলদেব শ্রীগুরুদেবের কৃপা লাভ করতে পারি, সেজন্য সচেষ্ট হওয়া কর্ত্তব্য।

একি আদর্শ বাবা

(শ্রীমদ্ বিলাসাদিরাজ [illegible] অধিকারী)

শ্যাম বাবু—কি মহাশয়, আজকাল যে বড় আর দেখতে পাই না।

রামবাবু—কোথায়? গৌড়ীয় মঠে?

শ্যাম বাবু—আজ্ঞা, হাঁ, এখনই ত [illegible] যাবার সময়।

রাম বাবু—কেন ব্যাপার কি?

শ্যাম বাবু—আজকাল উৎসব [illegible] হচ্ছে, প্রত্যহ বহু শিক্ষিত গণ্যমান্য ভদ্রলোক ওঁদের মঠে এসে মোহিত হয়ে হরিকথা শুনছেন। সন্ন্যাসী মহারাজেরা ও ব্রহ্মচারী ঠাকুরেরা যেন এক একজন দশজন হয়ে কাজ ক'রছেন। আর পাঠ, বক্তৃতার সময় আপনাকে বলতে কি, সে শতমুখে ব্যাখ্যা ও বর্ণনা ক'রছেন। আমি ত' মশায় ইঁহাদের আচার ব্যবহার যত দেখছি তত মোহিত হয়ে যাচ্ছি।

রাম বাবু—তা হবেন বৈকি, আপনারা ভক্ত লোক, আমিও মশায় ২।৪ দিন ঘুরাঘুরি করে পুরো সরে চম্পট।

শ্যাম বাবু—বলেন কি, ব্যাপার কি?

রাম বাবু—অন্য কিছু নহে, উঁহাদের আদর্শটা যেন কি এক রকমের।

শ্যা—কেন বেশ ত' শুদ্ধভক্তিকথা আচার ও প্রচারই মনুষ্য জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ত' তাহা।

রা—শুদ্ধভক্তির কথা, শুদ্ধভক্তি মানে আপনি কি বুঝেছেন ব'লতে পারি না, আমি বুঝেছি—ভুক্তি, মুক্তি, সিদ্ধি-বাঞ্ছা দূরে ফেলে লাভ, পূজা, প্রতিষ্ঠার সমস্ত আশা জলাঞ্জলি দিয়ে নিষ্কপটে ভগবানের সেবা করা। শাস্ত্র ব'লেছেন:—

অন্যাভিলাষিতা-শূন্যং জ্ঞান-কর্ম্মাদ্যনাবৃতম্।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা॥

আচ্ছা বলুন দেখি মশায় এজগতে যদি ভুক্তি, মুক্তি, সিদ্ধি-বাঞ্ছা না থাকল, লাভ, পূজা প্রতিষ্ঠার আশা না থাকল তা'হলে থাকল কি? আর এমন কোন আহাম্মক আছে যে এ সমস্ত একটু কিছু না থাকলে কষ্ট করে ভগবানকে ডাকবে বা তাঁ'র সেবায় প্রাণপাত করবে।

শ্যা—তা বেশ, আপনার আপত্তিটা মন্দ নহে, আপনি কি এ সম্বন্ধে উঁহাদের কিছু জিজ্ঞাসা করেছিলেন। আমার বোধ হয় আপনি যদি এ সম্বন্ধে একটু আলোচনা করতেন তা'হলে বিষয়টা এত শুষ্ক বোধ হতো না। বা লোক আপনি এক একবার যাবেন।

রাম—মাপ করুন মশায়, চাকুরি ক'রতে আর পারি না। একত ঘরে বাইরে চাকুরি তার উপর আবার চাকুরি তাও প্রাপ্তি-হীন শূন্য। একি আদর্শ বাবা! শুধু আমি কেন, স্থানীয় যত লোক আছে জিজ্ঞাসা করে দেখুন, যদি প্রাপ্তির আশা কিছু না থাকে তা'হলে লোকে কি কোন চেষ্টা করে?

শ্যাম—(স্বগত) হায়! হায়! আজই ভাবতী মহারাজ এরূপ অবস্থাকে ঘোর দুর্দ্দৈব বলিয়াছিলেন। যা' হোক একদিন মঠে নিয়ে যাহা বুঝিয়াছি তাহাকে পরোপকারহ আমাদের ধর্ম্ম দেখা যাক যদি ভদ্রলোকের কিছু মঙ্গল করতে পারা যায়। (প্রকাশ্যে) তা বেশ, কিন্তু আপনি একটা কথা বলেছেন, সেই সম্বন্ধে আপনাকে দুটী কথা বলতে ইচ্ছা করি, আপনি যদি আপত্তি না করেন।

রাম—বলুন না, আমি ত বসেই আছি। আপনার দুটা কথা শুনব, তাতে আর আপত্তি কি।

শ্যাম—আপনি বল্লেন যে, চাকুরি করতে আর পারি না তা ঠিক, কিন্তু এমন একটা চাকুরির চেষ্টা আমাদের করা উচিত নহে কি, যাহা একবার পেলে এ সমস্ত চাকুরির হাত হতে আমরা নিত্যকালের জন্য অব্যাহতি পেয়ে যাবো? চাকুরি ছাড়া আমাদের গতি নাই। আমাদের গঠনই এরূপ যে, কোন বস্তু ভোগ করতে গেলে অমনি আমরা তাহার দাস হয়ে পড়ি। একটু চিন্তা করলেই এবিষয়ে আমাদের উপলব্ধি হবে। তন্মধ্যে যার যেরূপ সৌভাগ্য, তিনি সেরূপ বস্তুর দাস হচ্ছেন।

রাম—তা বটে, কিন্তু, যে যাহারই সেবা করুক না কেন, লাভ কিছু আছেই আছে। কিন্তু গৌড়ীয় মঠ যে সেবা প্রচার করিতেছেন, তাহাতে কি আছে বলুন দেখি?

শ্যাম—কি করিয়া ব'লব বলুন—সেত ব'লবার জিনিষ নহে—সে যে আস্বাদ করবার জিনিষ। আস্বাদন করিয়া না দেখলে আস্বাদন করবার বস্তুর কথা কি বাক্যেতে বলিয়া বুঝান যায়। আচ্ছা যদি কেহ আপনাকে বলে বাগবাজারের রসগোল্লা খুব ভাল এবং তাহার সেবা করলে পরমানন্দ লাভ করা যায়, আর আপনি যদি বলেন কি পরমানন্দ লাভ করা যায় বলিয়া বুঝাইয়া দিন, তাই হ'লে কি ব'লে বুঝান যাবে? রসগোল্লা যে কি বস্তু হয়, তাহা সেবায় প্রবৃত্ত না হলে বুঝতে পারা যায় না।

রামবাবু, একটা কথা বলি রাগ করবেন না, কষ্ট সেবার সঙ্গে ইতর বস্তুর সেবার তুলনা করিয়া বঞ্চিত হবেন না। ইতর বস্তুর সেবা হেয় অনুপাদেয় আর কৃষ্ণসেবা—হেয়তা-বর্জ্জিত—পরম উপাদেয়।

বড় মজার একটা গল্প মনে পড়ল, আমাদের অবস্থা অনেক সময় সেরূপ হয়। একদিন কোন একটি অল্পবুদ্ধিবিশিষ্ট দরিদ্র ব্যক্তি তাহার মনিব জমিদার বাবুর পুত্রের বিবাহ উপলক্ষে ভোজ খাইতে বসিয়া অন্যান্য দ্রব্যাদির দ্বারা খাওয়ার পর যখন পরমান্ন আনা হইল তখন সে দূর হইতে দেখিয়াই তাহার জননী পাচিত খাদের (ভাঙ্গা চাউলের জাউএর) কথা মনে হওয়ায় বলিয়া উঠিল—"ও আবার ক্যানে ভাত! ও-তো মোর মার দোলাৎ-চের খাইছি"। তৎপরে যখন পরিবেশনকারী অন্যান্য দুই চারি ব্যক্তিকে দেওয়ার পর উহার নিকট উপস্থিত হইলেন, তখন সে ভীষণ চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল "মুই চাই নে, মুই চাইনে, মুই চাইনে", কিন্তু পরিবেশনকারীর [illegible] বশতঃ তাহার আপত্তি সত্ত্বেও তাহার পাতায় ২।৪ ফোটা পড়িয়া গেল। সে তখন রংটা ভাল দেখিয়া অনিচ্ছা সত্ত্বেও একটু মুখে দিয়া দেখে যে

একি বস্তু, এযে পরম পদার্থ, ইহা সে যে জীবনে কখন খায় নাই, হায়! হায়! ক'রল কি? এখন উপায়? আবার চাইবে না কি? অমনি তাহার আত্মসম্মান আসিয়া বলিল, উহু সে যে একবার চাই না বলিয়াছে, আবার কি করিয়া চাহিবে, এইরূপ ৫।১০ ভাবিয়া ঠিক করিল—যখন পাতা গুলি ফেলিয়া দিবে, তখন সে চাটিয়া উহা হইতে আস্বাদ গ্রহণ করিবে।

এইরূপে আমরাও অনেক সময় আমাদিগের অনভিজ্ঞতা-বশতঃ অনেক উপাদেয় বস্তুকে অনুপাদেয় বলিয়া পরিত্যাগ করি এবং তৎপরে যখন তাহার আর প্রাপ্তির আশা থাকে না, তখন হায়; হায়, করতে থাকি।

তাই বলি, রামবাবু আপনার, যাঙ্গে আগে একটু আলাপ ছিল বোলে এত জোর করে বলছি, যে বস্তু লাভের জন্য মুনি ঋষিগণ হাজার হাজার বৎসর কঠোর তপস্যা করেছেন, যাহা লাভ করবার জন্য ব্রহ্মাদি দেবগণ উন্মত্ত, তাঁহার তুলনা কি আমাদের এই সমস্ত হেয় বস্তুর সহিত হ'তে পারে?

আপনাকে আর একটী কথা বলি, আমরা যখন শ্রীগোবিন্দের দাস, তখন যদি সেই দাস্যই আমাদের পূর্ণ মাত্রায় লাভ হয় তা' হলে কি আর কিছু অপ্রাপ্য থাকে। যে দাস্য পার্থিব দাস্যের হেয়ত্ব বিবর্জ্জিত, অপর পক্ষে আমাদের সমস্ত অভাব অভিযোগের সম্যক্ সমাধানকারী।

দেখুন, আমরা যদি রাজ সরকারে সামান্য একটা ডেপুটীর পদ পাই, তাহা হলে নিজেকে কত ধন্য মনে করি, আর যে ব্যক্তি সেই রাজার রাজা চতুর্দ্দশ ভুবনের রাজা, অনন্ত কোটী ব্রহ্মাণ্ডের রাজা পরমেশ্বরের একান্ত দাস হয়ে তাঁহার সেবায় নিযুক্ত হয়, তাহার কি কোন অভাব অভিযোগ থাকতে পারে?

আশা করি গৌড়ীয় মঠের আদর্শটা যে কি, কতকটা এখন বুঝতে পেরেছেন।

রাম বাবু, প্রাণের আবেগে অনেকে কথা বলে ফেলেছি আশা করি দোষ গ্রহণ করবেন না।

রাম—না শ্যাম বাবু, আপনি আমার পরম বন্ধু—আপনি আমার ঘোর তমসাচ্ছন্ন হৃদয়ে আলোকের সঞ্চার করলেন। আজ হতেই আমি পুনরায় গৌড়ীয় মঠে প্রত্যহ যাব।

আনন্দময়াধিকরণে শঙ্কর ভাষ্যের

সমালোচনা

পণ্ডিত শ্রীপাদ অতীন্দ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়।

"আনন্দো ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ", "সত্যং বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম" প্রভৃতি শ্রুতি বাক্যে অবগত হওয়া যায় যে, পরব্রহ্ম আনন্দ-স্বরূপ এবং নিত্য বর্ত্তমান বলিয়া 'সৎ' ও বটেন, এবং এই নিমিত্তই তিনি সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ বলিয়া অভিহিত হয়েন। "আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন" 'আনন্দং ব্রহ্মণো রূপম্' প্রভৃতি শ্রুতিও ইহাই প্রতিপাদন করিতেছেন যে, পরব্রহ্মের স্বরূপের সহিত অভিন্ন আনন্দরূপ কোন ধর্ম্মও বিদ্যমান।

আচার্য্য শঙ্কর আনন্দময়াধিকরণের প্রারম্ভে ঐ চারিটি সূত্রের ভাষ্যে অন্যান্য আস্তিকগণের ন্যায় আনন্দময় বস্তুকেই পরব্রহ্ম বলিয়াছেন, 'বিকার শব্দান্নেতি চেন্ন প্রাচুর্য্যাৎ" ১।১।১৩ সূত্রের ভাষ্যে তিনি বলিতেছেন, 'আনন্দ প্রচুরঞ্চ * * * * ব্রহ্মানন্দস্য নিরতিশয়ত্বাবধারণাৎ।" শাঙ্কর ভাষ্য। অর্থাৎ ব্রহ্ম আনন্দ প্রচুর, এ তত্ত্ব শ্রুতির দ্বারাই নির্ণীত হয়। শ্রুতি প্রথমে অন্নময়, প্রাণময়, মনোময় এইরূপ 'অরুন্ধতী দর্শন' ন্যায়ানুসারে ক্রম পর্য্যায় ব্রহ্ম উপদেশ করতঃ [দ্রষ্টার জ্ঞাতৃত্ব শক্তির পূর্ণ বিকাশাবস্থায়] শ্রুতি আনন্দ প্রচুর ব্রহ্মকেই আনন্দময় বলিতেছেন; পর পর অনেক আনন্দ উদ্দেশ করিয়া অবশেষে ব্রহ্মানন্দের নিরতিশয়ত্ব উপদেশ করিতেছেন, অতএব, [illegible] শ্রুতি [illegible] অনুসারে ইহাই নির্ণীত হইতেছে যে, 'আনন্দময়' শব্দস্থ ময়ট্ প্রত্যয় বিকারার্থক নহে, প্রাচুর্য্যার্থক কিন্তু [illegible]

'অস্মিন্নস্য চ তদ্যোগং শাস্তি।" [১।১।১৯] [illegible] ভাষ্য [illegible] হঠাৎ সহসা আস্তিকতা হইতে বিচ্যুত হইয়াছেন কেন বুঝা যায় না। ইহাতে তিনি স্পষ্টরূপেই বলিতেছেন যে, পরমাত্মা আনন্দময় নহেন, জীবাত্মাই জীব বিশেষই আনন্দময়, যথা "তস্মাৎ কাম্য আত্মা এবানন্দময়ো, ন পর এবাত্মা আনন্দ ইতি বিদ্যাকর্ম্মণোঃ ফলম্। তদ্বিকার আনন্দময়ঃ। [আনন্দ ব্রহ্মবল্লী শঃ ভাঃ]

তিনি উক্ত সূত্রের ভাষ্যে 'ইদন্তু বক্তব্যম্' হইতে আরম্ভ করিয়া, 'ব্রহ্মণ উপাদানত্বান্ প্রকৃতিশ্চ' (১।৪।২৩) এই অধিকরণ সমাপ্তি পর্যন্তের ব্যাখ্যায় তিনি প্রকারান্তরে শ্রীমদ্ব্যাসদেবের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছেন। অর্থাৎ শঙ্কর বলিতেছেন, 'সূত্রকারকে আমরা এই বলিতে চাই (অর্থাৎ প্রশ্ন করিতেছি) যে, আনন্দবল্লীতে যথায় বিকারার্থ ময়ট্ প্রত্যয়ের প্রবাহ ও পর পরা চলিতেছে, তথায় অকস্মাৎ প্রাচুর্য্যার্থে ময়টের গ্রহণ করা হইল কেন? এবং যদি আনন্দময়কেই ব্রহ্ম বলিতে চাহেন, তাহা হইলে অন্নময়কেও ব্রহ্ম বলা হউক। তিনি আরও বলিতেছেন যে, আনন্দময়কে যদি ব্রহ্ম বলেন, তাহা হইলে ব্রহ্মকে সবিশেষ মানা আবশ্যক হইয়া পড়ে, কিন্তু 'যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে' এই শ্রুতি বাক্যে ব্রহ্ম নির্বিশেষ বলিয়া উক্ত হইতেছেন।'

আরও কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া শঙ্কর বলিতেছেন, "আরও একটি কথা আছে, ব্রহ্মকে আনন্দময় বলিলে, তাঁহাতে কিঞ্চিৎ দুঃখ রহিয়াছে বলিয়াও স্বীকার করিতে হইবে, কারণ ময়টের প্রাচুর্য্যার্থ গ্রহণ করিলে তাহাতে বিরোধীর কিঞ্চিৎ সত্তা [illegible] হয়।" অতঃপর ভাষ্যকার বলিতেছেন যে, প্রতি শরীরে প্রিয়-মোদাদির ভেদ পরিদৃষ্ট হয়। সুতরাং আনন্দময়েরও ভেদ মানিতে হইবে। শরীর অনেক হইলেও ব্রহ্ম যে একই, অভিন্ন এবং অভ্যাস (পুনঃ পুনঃ কথন) ও আনন্দময়ের হইতে পারে না, কেবল আনন্দ মাত্রেরই অভ্যাস হইতে পারে। যদি কোথাও আনন্দময়ের অভ্যাস হইয়াও পড়ে, তাহা হইলে উহা অন্নময়াদি প্রবাহ দিয়া হইয়াছে বলিয়া উহাকে ব্রহ্মবিষয়ক মানা উচিত হইবে না, অবশেষে সিদ্ধান্ত করিতেছেন 'তস্মাদন্নময়াদিষ্বিবানন্দময়েঽপি বিকারার্থ এব ময়ড়্ বিজ্ঞেয়ো ন প্রাচুর্য্যার্থঃ।' অর্থাৎ এই হেতু অন্নময়াদির ন্যায় আনন্দময়েও যে ময়ট্ আছে, তাহা বিকারার্থেই গৃহীত হওয়া উচিত, প্রাচুর্য্যার্থে নহে।'

আনন্দময়াধিকরণ বিষয়ে শ্রীশঙ্করের এই কল্পনা যে নিতান্ত [illegible], তাহা একটু সাবহিত চিত্তে বিচার করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়। [illegible] ভাষ্য [illegible] ব্যাস-সূত্রের [illegible] মানিয়া করেন নাই তাহা প্রবন্ধান্তরে প্রদর্শন করিবার বাসনা রহিল। আপাততঃ আনন্দময়াধিকরণ বিষয়ে আচার্য্য কর্ত্তৃক যে কৌশলটুকু প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহারই কিঞ্চিৎ আভাস প্রদান আবশ্যক বোধ হইতেছে। প্রথমতঃ আনন্দময়াধিকরণ বিষয়ে ভাষ্য করিতে প্রবৃত্ত হওয়াই আচার্য্য-মহোদয়ের পক্ষে সঙ্গত হয় নাই। কারণ, 'আনন্দময়োঽভ্যাসাৎ' [illegible] আরম্ভ করিয়া 'অন্তস্তদ্ধর্ম্মোপদেশাৎ' সূত্রের পূর্ব্ব সূত্র পর্যন্ত সমুদয় সূত্রগুলি দ্বারা সূত্রকার ব্রহ্মকেই আনন্দময় প্রতিপাদন করিয়াছেন, কিন্তু ব্রহ্মকে আনন্দময় বলিলে ঐ কথা যখন ভাষ্যকারের বিরুদ্ধ বলিয়া বোধ হয়, তখন ঐ সূত্রগুলির ভাষ্য করিতে প্রবৃত্ত হওয়ার কোন প্রয়োজনই দৃষ্ট হয় না।

যখন সূত্রগুলি ভাষ্যকারের মতের প্রতিকূল বলিয়া মনে হইয়াছিল, তখন উহার ভাষ্য করিতে প্রবৃত্ত হওয়ার পরিবর্তে প্রথম হইতেই উহাদের খণ্ডনে প্রবৃত্ত হওয়াই উচিত ছিল। তৎপরিবর্তে কিরূপ আড়ম্বর [illegible] সূত্রগুলি [illegible] পূর্ব্বক তৎপরবর্ত্তী সূত্রের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া লোক সকলকে ভ্রমে ফেলিবার পক্ষে প্রশস্ত করিয়াছেন। বিশেষে প্রবল হওয়াও ভাষ্যকার এরূপ কৌশল সহকারে [illegible] হইয়াছেন যে, যেন বিরোধ করা [illegible] আভাসেও বলিতেছেন, "ব্রহ্মকে আনন্দময় বলা হইল? ময়ট্কে প্রাচুর্য্যার্থে কেন গ্রহণ করা হইল?" আচ্ছা, এখন বিরোধ-ভাব মনে উদয় হইয়াছিল, তখন স্পষ্টই [illegible] বলা উচিৎ ছিল যে সূত্রকার ভুল করিয়াছেন, ব্রহ্ম আনন্দময় হইতে পারেন না; যেহেতু, তিনি ময়টের প্রাচুর্য্যার্থ স্বীকার করেন না। কিন্তু এরূপ পরিষ্কার করিয়া না বলিয়া শঙ্কর প্রথমে ব্রহ্মকে আনন্দময় বলিয়া মানিয়া লইতেছেন, এবং ময়টের প্রাচুর্য্য অর্থও স্বীকার করিতেছেন; কারণ তাহা না হইলে ব্রহ্মকে আনন্দময় স্বীকার করা কেমন করিয়া চলিল? "আনন্দময়" হইতে "প্রাচুর্য্যার্থেঽপি ময়টঃ স্মরণাৎ" বাক্যে বলিতেছেন যে, বিকারবাচী ময়ট্ প্রত্যয় দর্শনে আনন্দময়শব্দেরও কোন এক সবিকার পদার্থেরই বোধক; অতএব, ঐ আনন্দময় শব্দ অন্নময়াদি-শব্দের ন্যায় সবিকার [illegible] বোধক হওয়াই যুক্তিযুক্ত এরূপ আশঙ্কা করিতে পার না, কেন না, প্রাচুর্য্যার্থেও ময়ট্ প্রত্যয় হইয়া থাকে। [শাঙ্কর ভাষ্য] অধিকরণের সমুদয় সূত্রে এরূপ যে প্রকার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাহা অবনত মস্তকে স্বীকার্য্য। এবং [illegible] শ্রুতি-যুক্তির অনুসরণ পূর্ব্বক আনন্দময়কেই ব্রহ্ম বলিয়াছেন।" তৎপরে "অস্মিন্নস্য চ তদ্যোগং শাস্তি" [১।১।১৯] [illegible] ভাষ্য করিতে [illegible] বিস্ময়কর কথা [illegible] মনে উদয় হইল, [illegible]

[illegible]

[illegible] (ক্রমশঃ)

পর-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)।

সম্প্রতি পর-বিদ্যাপীঠে নিম্নলিখিত শিক্ষণীয় বিষয়নিচয়ের অধ্যাপনের আসন-সমূহ সংস্থাপিত হইয়াছে—বিদ্যার্থিগণ আবেদন করুন।

১। সাহিত্যাসন, ২। ঐতিহ্যাসন,
৩। সম্প্রদায়বৈভবাসন, ৪। ভক্তিশাস্ত্রাসন,
৫। তত্ত্বশাস্ত্রাসন, ৬। বেদান্তাসন,
৭। [illegible]।

শ্রীনন্দলাল রায় বি, এ, কাব্যতীর্থ, বিদ্যাসাগর,
[illegible] পরবিদ্যা-পীঠ, শ্রীধাম মায়াপুর।

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৪০৲ চল্লিশ টাকা।

২৭২৪ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে.

সপ্তচত্বারংশ খণ্ডে সূচী ছাপা হইতেছে।

৪৬শ খণ্ড গ্রন্থ নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে ১৫৷৷০ সাধারণ পক্ষে ২০৸/০। প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৵০, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ।০।

দশম স্কন্ধ ছাপা হইতেছে। দশম স্কন্ধের ভিক্ষা ১২৲, অগ্রিম সাধারণের পক্ষে ৮৲।

৫০ অধ্যায়পর্য্যন্ত নবম সংখ্যা ছাপা হইয়াছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

"শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত"

সম্পূর্ণ ছাপা শেষ হইল

আদি, মধ্য, ও অন্ত্যলীলা এবং সূচী ছাপা হইয়া সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছেন। যাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্ব্বের ১০৲ টাকা ভিক্ষার তৃতীয় সংস্করণ ৪৲ টাকায় না পাইয়া অপূর্ব্ব সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের জন্যই উহার ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছেন। সেই ১০৲ টাকার এই বিরাট গ্রন্থ গৌড়ীয়মঠের উৎসব উপলক্ষে আগামী [illegible] আপনাদের ৫৲ টাকা ভিক্ষায় দেওয়া হইবে। গ্রাহকগণ সত্বর হউন পরে আর এ সুযোগ দেওয়া হইবে না।

শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাস অবতার

শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র গ্রন্থ ৮৲ স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲

নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪৷৷০ টাকা

শ্রীচৈতন্য মঠের যাবতীয় গ্রন্থ

অধ্যক্ষ, গ্রন্থ-বিভাগ, শ্রীচৈতন্য মঠ
পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া
—এবং—
১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা
[illegible]
[illegible] ঠিকানায় লিখিবেন।

কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত

গৌড়ীয়

পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র।

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রতি শনিবারে প্রকাশিত হয়।

অগ্রিম বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲ দিলে বৎসরে ৫০ সংখ্যা প্রাপ্য; ষাণ্মাসিক ১৷৷০; সাপ্তাহিক ১০।

সর্ব্বদা গ্রাহক হওয়া যায়।

বৃত্তিসহ সমগ্র

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

ভিক্ষা ২৲ টাকা। শিক্ষার্থি-ছাত্রের পক্ষে ১৷৷০ দেড়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীপরবিদ্যাপীঠ, শ্রীগোড়পুর

তন্যমঠ, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিম্নলিখিত মঠসমূহে প্রাপ্তব্য:-

১। শ্রীচৈতন্য মঠ,—পোঃ শ্রীধামমায়াপুর, (নদীয়া)।
২। শ্রীগৌরগদাধর মঠ,—চাঁপাহাটি, সমুদ্রগড় পোঃ, (বর্দ্ধমান)।
৩। শ্রীভাগবত আসন,—ভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৪। শ্রীগৌড়ীয় মঠ,—১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা।
৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ,—পুরী [illegible] ষ্টেশনের নিকট "অমরনিবাস"
৬। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ,—উড়িয়া বাজার, কটক।
৭। শ্রীভাগবত মঠ,—[illegible], মেদিনীপুর।
৮। শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ,—[illegible], কাশী, ইউ, পি।
৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,—[illegible], বৃন্দাবন, মথুরা, ইউ, পি।
১০। শ্রীপরমহংস মঠ,—নিমসার [illegible], সীতাপুর, ইউ পি।
১১। শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ,—পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, পাঞ্জাব।
১২। শ্রীমাধবগৌড়ীয় মঠ,—[illegible] রোড, ঢাকা।
১৩। শ্রীগদাইগৌরাঙ্গ মঠ,—পোঃ বালিয়াটি, ঢাকা।
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম,—অমলাজোড়া, পানাগড় পোঃ, বর্দ্ধমান।
১৫। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ—[illegible] পোঃ, [illegible], মানভূম।
১৬। শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয় মঠ,—আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী, উড়িষ্যা।

এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণের নিকটও নদীয়া-প্রকাশ প্রাপ্তব্য।

শ্রীযুক্ত জনার্দ্দন ঘোষ—[illegible] রোড, খুলনা।
শ্রীযুক্ত রাধাচরণ গোস্বামী [illegible]—দেওয়ানগঞ্জ, [illegible] কুচবিহার।
শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার রায় [illegible] শ্রীগোপাল মল্লিক লেন, কলিকাতা।
শ্রীযুক্ত [illegible]
মিঃ এন ডি, মুখার্জ্জি—এম, এ, [illegible], কানপুর
শ্রীযুক্ত কৃষ্ণবিহারী জ্যোতির্ভূষণ স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া
শ্রীরাসবিহারী দাস অধিকারী, নবদ্বীপ।
শ্রীবিনোদমোহন দে [illegible], ঢাকা।
শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় [illegible]।

অন্যথা না ভজে কৃষ্ণ, দুষ্ট সঙ্গ করে। পুন সেই মায়া-কারা পাপে তুমি মরে

শ্রীচৈতন্যমঠের গ্রন্থাবলী

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বিরচিত
... গ্রন্থাবলী।

উৎকৃষ্ট কাগজে বিলাতী ধরণে বাঁধাই ... অলঙ্কৃত। চতুর্থ সংস্করণ। বিস্তারিত সূচীসহ

জৈবধর্ম্ম

বাঁধাই ২৲ দুই টাকা

প্রকাশিত হইয়াছে

সনাতন ধর্মশাস্ত্র বেদ, বেদান্ত, উপনিষৎ, গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত, পুরাণ, তন্ত্রাদি সকল গ্রন্থ পাঠ করিবার অবসর অতি অল্প মানবের ঘটিয়া থাকে। অনেকের যোগ্যতা না থাকায় সেই সমস্ত গ্রন্থের মর্ম্ম অবগত হইতে পারেন না। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বাঙ্গালীর এই অসুবিধা দূরীভূত করিবার জন্য এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

বিদ্যালয়ের ছাত্র বা শিক্ষকগণের বিশেষ পাঠ্য, এই হেতু শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টার বাহাদুর ইহা সমস্ত বিদ্যালয়ের জন্য অনুমোদন করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

প্রথম খণ্ড ভিক্ষা—১৲ এক টাকা

যুক্তিপূর্ণ শাস্ত্রবাক্য দ্বারা প্রত্যেক মানবের নিত্য কর্ত্তব্য ও অনিত্য সাময়িক কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। গ্রন্থের প্রতি উক্তি সনাতন শাস্ত্রবাক্য দ্বারা সমর্থিত ও প্রমাণিত হইয়াছে। দেহের, মনের ও আত্মার ধর্ম কি? স্বদেশ, সমাজ, শান্তি, ধর্ম কি? ইত্যাদি বিষয় ক্রমানুসারে এমন সুন্দরভাবে যুক্তিসংকারে আলোচিত হইয়াছে যে, প্রথম পংক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত পাঠ না করিয়া নিবৃত্ত হওয়া যায় না।

শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য

ভিক্ষা ৷৵০

ঐ প্রমাণ খণ্ড ভিক্ষা ৵০

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিহার ও লীলাভূমি নয়টি দ্বীপ-সমাবৃত। এই নয় দ্বীপের প্রাচীন বিবরণ—প্রত্যেক দ্বীপে শ্রীমহাপ্রভুর লীলা—প্রত্যেক দ্বীপের পরিচয়, শ্রীধাম-মাহাত্ম্য—ধামাপরাধ কি? ইত্যাদি বিষয় বিশেষভাবে মনোহর ছন্দে বর্ণিত। পকেট সাইজ প্রায় ১৭০ পৃষ্ঠা

ভাবতরঙ্গ

উজ্জ্বল গ্লেজড কাগজে উত্তম কাগজে ছাপা—শ্রীনবদ্বীপধাম দর্শনে ভাবুক দর্শনকারীর কি প্রকার ভাবের উদয় হয়, তাহা এই গ্রন্থে বর্ণিত। অতি চমৎকার। ভিক্ষা চারি আনা।

সাধনপথ

৷৵০ দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভুকে উপদেশচ্ছলে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা এবং ভক্তিসাধনের অনুকূল ও প্রতিকূল বিচার অতি সুন্দরভাবে ব্যক্ত হইয়াছে। ইহা ছাড়া শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর উপদিষ্ট শিক্ষা ও উপদেশ বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

গৌড়ীয়-বৈষ্ণব জগতে অভিনব গ্রন্থ!!
শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতি-গ্রন্থাবলী:—

শরণাগতি

পকেট সাইজ
অষ্টম সংস্করণ
ভিক্ষা /০ আনা

স্নেহ ও মমতার চেষ্টা পরিত্যাগ করিয়া—জীব যখন বুঝিতে পারে, তখন একমাত্র নিত্যবন্ধু শ্রীভগবানের প্রতি তাঁহার কোন জাতীয় আবেগময়ী প্রার্থনা হয় এবং শ্রীভগবানে সর্ব্বান্তঃকরণে নিষ্কপটে কি প্রকারে শরণাপন্ন হইতে হয়, ইত্যাদি বিষয়ক প্রাণস্পর্শী প্রার্থনা ও আত্মসমর্পণমূলক গান। চতুর্থ সংস্করণও প্রকাশিত হইয়াছে

ভিক্ষা প্রতি খণ্ড /০ এক আনা।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা— /০, নবদ্বীপশতক— /০
অমৃতপঞ্চক— /০

কল্যাণকল্পতরু

পকেট সাইজ
পঞ্চম সংস্করণ
ভিক্ষা /১০

আমরা প্রত্যহ নূতন অভাব ও কামনার বশবর্ত্তী হইয়া পুনঃপুনঃ যে অকল্যাণকে কল্যাণ বলিয়া গ্রহণ করি এবং যাহার নিকট কল্যাণ কামনা করি, তিনি যে নিত্য বা যথার্থ কল্যাণ প্রদানে অসমর্থ এবং কোন্ বস্তু আমাদের নিত্য কল্যাণপ্রদ এবং কি ভাবে আমরা সেই কল্যাণলাভে সমর্থ হইব, এই সকল কথা সরল গানে লিখিত। এই গীতিগ্রন্থ বাস্তবিকই কল্যাণের কল্পতরু; ইনি প্রত্যেককে নিত্যকল্যাণ প্রদানে

শ্রীল চক্রবর্ত্তি-ঠাকুরের টীকা সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর কৃত টীকা ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কৃত বঙ্গানুবাদ। টীকাকারের জীবনী, শ্লোক-সূচি, বিষয়সূচি প্রভৃতি বহু প্রয়োজনীয় বিষয় সংবলিত প্রায় ৮২৫ পৃষ্ঠা। উৎকৃষ্ট সিল্কে বাঁধাই ২৲ দুই টাকা, কাগজে বাঁধা ১৷০

শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ-কৃত ভাষ্য সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

কাগজ ও ছাপা উৎকৃষ্ট। সিল্কে বাঁধাই, সোণার জলে নাম লেখা রাজসংস্করণ ২৲ টাকা, সাধারণ সংস্করণ ১৷০, গৌড়ীয়ের গ্রাহকপক্ষে ১৷০

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি (সাম্প্রদায়িক কোষগ্রন্থ)

বিষয়:—১। ভক্তিশাস্ত্রে ব্যবহৃত শব্দাবলীর অর্থ, ২। চারি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের চরিত্র, ৩। বিষ্ণুবৈষ্ণবসম্পর্কি শ্রীমন্দির ও শ্রীবিগ্রহের বিবরণ, ৪। বৈষ্ণবগ্রন্থ ও গ্রন্থ-সমূহের তাৎপর্য্য ও বিবরণ, ৫। বিষয় বিশেষের শ্লোক ও শাস্ত্রীয় আকরমূলে যাবতীয় তথ্য। চারিখণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ১ খণ্ড ৸৵০, ২য় খণ্ড ৸৵০, ৩য় খণ্ড ৸০, ৪র্থ খণ্ড ৷৵০, চারিখণ্ড একত্রে ৩৲ (৫ম খণ্ড যন্ত্রস্থ)।

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ

—১ম খণ্ড ১৲ এক টাকা ২য় খণ্ড ১৲ এক টাকা—শ্রীসজ্জনতোষণীর গ্রাহক ও গৌড়ীয় গ্রাহকগণ ১৷০ টাকায় দুইখণ্ড পাইবেন। বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীজীব গোস্বামিপাদের রচিত গ্রন্থ। ইহাই ষট্সন্দর্ভের অধিক প্রয়োজনীয় অংশ। প্রায় ৭ ডবল ক্রাউন ৮ ফর্মায় ৭৪ পৃষ্ঠা আকারে মুদ্রিত হইতেছে

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য সঙ্কলিত

সদাচারস্মৃতিঃ

ভিক্ষা ৷০ আনা

শ্রীধাম মায়াপুর (প্রাচীন নবদ্বীপ)

রেজেষ্টরীকৃত

মদন মঞ্জরী

বটিকায় ধ্বজ ও ধাতুবিকার, ইন্দ্রিয়শক্তির হ্রাস, প্রস্রাবে শুক্রপাত, অগ্নিমান্দ্য, মাথাঘোরা, বুক ধড়ফড়ানি, অনিদ্রা প্রভৃতি লক্ষণ সত্বর নির্দ্দোষ আরোগ্য হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ৩০ বটী ১৲ এক টাকা।

"অপুংসকাশ্বারি ঘৃত"

পুরুষত্বহানি রোগে বাহ্যপ্রয়োগ দ্বারা আরোগ্য করিয়া শক্তিসম্পন্ন করে। মূল্য ২ তোলা ১৲ টাকা

"রমণীবিলাসিনী বটিকা"

বীর্য্যধারণ করতে সম্ভোগশক্তি স্থায়ী ও বৃদ্ধি করিতে অত্যাশ্চর্য্য। মূল্য ১৬ বটী ১৲ এক টাকা।

রাজবৈদ্য নারায়ণজী, কেশবজী
১৭৭নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

কুমার-ভোগ

—রুগ্ন ও দুর্ব্বল শিশু অচিরে সর্ব্ব রোগমুক্ত হইয়া মোটা হয়। ইহা সেবনে শিশুরা শীঘ্র হাঁটিতে পারে, তাহাদের ক্ষুধা বৃদ্ধি ও যকৃতের ক্রিয়া ভাল হয়—দন্তোদ্গমের সময় কোন কষ্ট হয় না। খাইতে মিষ্ট। মূল্য প্রতি শিশি এক টাকা, মাশুল ৵০ আনা।

নারোল (*Narrhol*)

—ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা, ডেঙ্গু জ্বর, প্রভৃতির শ্রেষ্ঠ ঔষধ। আনুষঙ্গিক, সর্দ্দি, কাশ, ব্রঙ্কাইটিস্ (*Bronchitis*), গলা-ব্যথা ... কাশিভরা। (হৃদ্-দৌর্ব্বল্য) মধ্যের ... ৮০ বটিকার শিশি ॥০, মাঃ ৵০ আনা

দাদ-লোপ ... সংযুক্ত ১০

ডাঃ ৺ রাজা রায়, এম, বি, কৃত

দাদ-লোপ

কাপড়ে কোনরূপ দাগ লাগে না
মূল্য ৷০ আনা
ক্যাপিট্যাল ব্যানার্জ্জি
১৭, বনফিল্ড লেন, কলিকাতা

৩ শিশির কম অর্ডার ভিঃ পিঃ হয় না

শ্রীধাম মায়াপুর যাত্রিগণের দ্রষ্টব্য

গত ১লা সেপ্টেম্বর হইতে পূর্ব্ববঙ্গ রেলওয়ে কর্ত্তৃপক্ষ শান্তিপুর-নবদ্বীপঘাট লাইনে নিম্নলিখিতভাবে সময়ের তালিকা পরিবর্ত্তন করিয়াছেন।

শান্তিপুর হইতে নবদ্বীপঘাট

শান্তিপুর	কৃষ্ণনগরসিটি	মহেশগঞ্জ	নবদ্বীপঘাট
৫-২৯	৬-৪৪	৭-২৪	৭-৩৭
৯-২৫	১০-৩০	১১-১০	১১-১৯
১২-২৫	১-৩০	২-১০	২-১৯
৪-৪	৫-১৪	৫-৫৪	৬-৩
৭-৬	৮-১১	৮-৫১	

নবদ্বীপঘাট হইতে শান্তিপুর

নবদ্বীপঘাট	মহেশগঞ্জ	কৃষ্ণনগরসিটি	শান্তিপুর
৫-৩৭	৫-৪৮	৬-৪৭	৭-৩২
৯-২৫	৯-৩৬	১০-৩৫	১১-২০
১২-১০	১২-২১	১-২০	২-৫
৩-২২	৩-৩৩	৫-২০	৬-৬
৬-৫৫	৭-৬	৮-৪	৮-৫০

বেদনাঞ্জন

শ্রেষ্ঠরত্ন

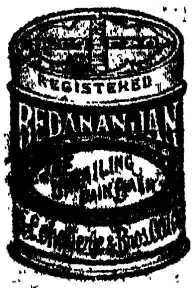

কলিকাতা কংগ্রেস একজিবিসন হইতে সহ্র প্রশংসা প্রাপ্ত ও বহু গণ্যমান্য ভদ্রমহোদয়গণ কর্ত্তৃক প্রশংসিত।

আজকাল আলকাতরা-চলন মিশ্রিত ও বিষাক্ত আহার্য্য সেবনে শরীরের রক্ত স্বতঃই দোষিত হইয়া পড়িতেছে। রক্তই মানব-দেহের শ্রেষ্ঠ উপাদান, এই রক্ত দোষিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মানব বাত, বেদনা, মাথাধরা, মাথা-ঘোরা, দৃষ্টিশক্তির হ্রাস, দাঁতের গোড়া ফুলা, দাঁত কনকনানি, দাঁতে পোকা এবং খোস, চুলকানি প্রভৃতি কষ্টদায়ক চর্ম্মরোগে আক্রান্ত হইতেছে। যদি আপনি একান্তই ব্যাধিমুক্ত হইতে চান, তাহা হইলে অযথা পয়সার অপব্যয় না করিয়া অল্প ব্যয়ে এক শিশি বেদনাঞ্জন ক্রয় করিয়া উহার আশ্চর্য্যকারী-শক্তি উপলব্ধি করুন। গুণের তুলনায় মূল্য অতি সামান্য, এক শিশি ৷৵০ আনা মাত্র মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান—এ, সি, চাটার্জ্জী এণ্ড ব্রাদার্স।

৪৫নং হলকাটি লেন, কলিকাতা।

সকল মণিহারী দোকানে ও বড় বড় ডাক্তারখানায় পাওয়া যায়।

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

যদিও অদ্যাপি প্রকৃত মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য, তথাপি যাঁহারা বাল্যাবধি অনিয়মিত উপায়ে অপরিমিত শক্তি নষ্ট করিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন এবং নানা প্রকার মেহ, প্রমেহ ধাতুদৌর্ব্বল্য, স্নায়বিক দুর্ব্বলতা, বহুমূত্র, দুঃস্বপ্ন, পারদ-সংক্রান্ত পীড়া, অর্শ এবং স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে যাহারা বাধক, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, সূতিকা, শ্বেত ও রক্তপ্রদর, হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি রোগে ভুগিয়া জীবনে নিরাশ হইয়াছেন, তাঁহারা আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটাল সাহেবের আবিষ্কৃত ইলেক্ট্রিক সলিউসন ব্যবহার করিয়া বাঁচিতে পারেন, তাহার শত সহস্র প্রমাণ প্রত্যক্ষ বৎসরেই পাওয়া যাইতেছে। যাঁহারা অন্যান্য বহুবিধ ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরোগ্য হইতে পারেন নাই, তাঁহারা একবার এই ঔষধটী ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক মাসের ব্যবহারোপযোগী এক শিশি ঔষধ ডাকমাশুল সহ ১॥০ টাকা মাত্র।

সোল এজেন্ট—ডাঃ ডি, ডি, হাজরা।

কাশীপুর, গার্ডেনারীচ পোঃ, কলিকাতা।

ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

অধ্যক্ষ

শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম, এ, এফ, সি, এস (লণ্ডন)

ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের অধ্যাপক

(প্রফেসার)

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ বিশুদ্ধ ও শাস্ত্রমতে নিজ তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হয়। পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ক্যাটালগ পাঠান হয়। রোগের বিবরণ জানাইলে যত্নপূর্ব্বক ব্যবস্থা দেওয়া হয়। চিঠি পত্রাদি সম্পূর্ণরূপে গোপন রাখা হয়।

মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দুর)

(বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৪৲ টাকা

উৎকৃষ্ট স্বর্ণ, পারদ ও আমলাসার গন্ধক দ্বারা যথাশাস্ত্র প্রস্তুত।
নিত্য প্রয়োজনীয় সর্ব্বরোগনাশক মহৌষধ।

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৩৲ টাকা

উৎকৃষ্ট কাশীর আমলকী, বংশলোচন প্রভৃতি যাবতীয় উপাদানে পূর্ণ মাত্রায় যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। কফ, কাসি, সর্দ্দি, যক্ষ্মা, ক্ষয়রোগ, হৃদরোগ প্রভৃতি রোগের মহৌষধ। সর্ব্বপ্রকার দুর্ব্বলতা নাশক অতিশয় পুষ্টিকর মহৌষধ বা খাদ্য বিশেষ।

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬৲ টাকা

ইহা সেবনে ধাতুদৌর্ব্বল্য, শুক্রহীনতা, স্বপ্নদোষ, প্রমেহ ও ধ্বজভঙ্গ সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায়। ইহা অপারসীম আনন্দদায়ক রসায়ন।

অবলাবান্ধব যোগ

প্রদর, বাধক প্রভৃতি জরায়ুদোষ ও যোনিগত দুরারোগ্য রোগের মহৌষধ
মূল্য—১৬ মাত্রা ২৲ টাকা। ৫০ মাত্রা ৫৲ টাকা মাত্র।

বিশুদ্ধ জল! ভয় নাই! বিশুদ্ধ জল!!

লক্ষ্মী টিউব ওয়েল কোং

২০৫নং নবাবপুর, ঢাকা

বর্ত্তমান-যুগের নব-আবিষ্কৃত যন্ত্রপাতির দ্বারা উন্নত বৈজ্ঞানিক-খনন-প্রণালীতে নলকূপ (Tube-well) নির্ম্মাণ করা হয়। বঙ্গের লাট বাহাদুর, প্রাইভেট সেক্রেটারী, জিলা-ম্যাজিষ্ট্রেট, জিলা-বোর্ডের চেয়ারম্যান, ইঞ্জিনিয়ার, জমিদার, তালুকদার, প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত ভদ্রমহোদয়গণ এই কোম্পানীর কার্য্য দেখিয়া প্রশংসা করিয়াছেন। রাসায়নিক পরীক্ষায় জল বিশুদ্ধ না হইলে মূল্য গৃহীত হয় না। বিস্তৃত বিবরণের জন্য পত্র লিখুন।

বিনামূল্যে বিনামূল্যে

বিতরিত

শাস্ত্রের সার "কামশাস্ত্র" একখানি চৌদ্দ লক্ষের উপরে বিতরিত হইয়াছে। উহা পাঠে মানবের পরিণাম ফলাফল জানা যায়।

এই পুস্তক যিনি লিখিয়াছেন, তিনিই "আতঙ্কনিগ্রহ বটিকা"র আবিষ্কর্ত্তা। এই বটিকা দুর্ব্বলকে সবল করে এবং সবল ব্যক্তিকে অটুট ও অক্ষয় রাখে। বত্রিশ বটিকা পূর্ণ প্রতি কৌটার মূল্য ১৲ টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান :—আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়।

২১৬নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মনোমোহন প্রেস

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা।

পূর্ব্ববাঙ্গালায় সুলভে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত বৈদ্যুতিক মেশিনে দিবারাত্র কাজ চলিতেছে
বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা।

শ্রীমায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে— শ্রীবিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

স্থানীয় সংস্করণ

Registered No. C 154

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র।

৪র্থ খণ্ড।] সম্পাদক—প্রত্নবিদ্যালঙ্কার শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী [১৭৩ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্য মঠ, শ্রীধাম মায়াপুর—৪ঠা আশ্বিন শুক্রবার ১৩৩৬, ২০শে সেপ্টেম্বর ১৯২৯

বিজ্ঞাপনের হার

প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৸০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

সাধারণের হার
অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক ৯৲
ষান্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা /৫

শ্রীধাম মায়াপুর ডাকঘর

গত ১লা জুন হইতে শ্রীধাম মায়াপুর পোষ্ট অফিস খোলা হইয়াছে। বঙ্গদেশের পোষ্টমাষ্টার জেনারেল বাহাদুর শ্রীধাম মায়াপুর ডাকঘর হইতে নদীয়া-প্রকাশ ভারতের সর্ব্বত্র প্রেরণ করিবার আদেশ দিয়াছেন।

ম্যানেজার, 'নদীয়া-প্রকাশ'

পোঃ আঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

শ্রীধাম মায়াপুরের, যাবতীয় পত্র বুকপোষ্ট রেজিষ্টারী মণি-অর্ডার প্রভৃতি ডাকে পাঠাইতে হইলে, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া ঠিকানায় লিখিবেন।

লোহার বরগা কড়ি
করগেট টীন, জানালার গরাদে
দালানের ফুলদার রেলিং ও থাম
বেড়াঘেরা কাঁটাতার ইত্যাদি
সুলভে বিক্রয় করি
কান্তিচন্দ্র মুখার্জ্জি এণ্ড সন
২৭ ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট ফোন ৪৪১
স্থাপিত ইং ১৮৩৬ সাল, কলিকাতা

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

দুইখণ্ডে সমগ্র গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছেন। সূচী প্রভৃতি ছাপা হইতেছে
ভিক্ষা ১৷০, নদীয়াপ্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ১৷০

রোগী দেখিবার সময়ঃ—
প্রাতেঃ—৬টা হইতে ৯টা,
বৈকালে—৩টা হইতে ৫টা পর্য্যন্ত।

মূল্যফেরৎ ! মূল্য ফেরৎ !!

ডাক্তার বি, ডি, কুণ্ডুর—

সর্ব্বত্র এজেণ্ট আবশ্যক।
পত্র লিখুন।
কঠিন কঠিন রোগের চিকিৎসা করা হয়।
দিবা-রাত্রি ঔষধ পাওয়া যায়।

আবিষ্কৃত ও গভর্ণমেণ্ট রেজেষ্টারীকৃত

১। ভূপেন্দ্র শোভা স্পেসিফিক্—পেটের যাবতীয় রোগের, অজীর্ণ, ডিস্পেপসিয়ার মহৌষধ। প্রত্যেক গৃহে রাখা প্রয়োজনীয় ঔষধ—প্রতি শিশি ১৲ এক টাকা মাত্র।

২। চণ্ডি কিনার মিকচার—ম্যালেরিয়া জ্বর এক শিশিতে সম্পূর্ণ আরোগ্য। কম্পজ্বর এবং পালা ও সকল জ্বরের মহৌষধ। প্রতি ছোট শিশি ৸০ বার আনা, বড় শিশি ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। গনোরিয়া স্পেসিফিক্—যে রকম গণোরিয়া হোক না কেন, এক শিশিতে আরোগ্য। এক শিশি ১৲ এক টাকা মাত্র।

হোমিওপ্যাথিক বিভাগ

১। ওয়ারম্ কিওর—যাবতীয় কৃমির. ২। ফিমেল সুধা—শ্বেত-প্রদর, রক্ত-কষ্ট ও বাধকের, ৩। জিহ্বা স্পেসিফিক্—জিহ্বার ক্ষতের, ৪। ম্যাথ রেগুলেটার—[illegible] ঋতুস্রাব হয় না, ইহা সেবনে নিয়মিত ঋতুস্রাবের. ৫। পাইলস্ রেমিডি—যাবতীয় অর্শের মহৌষধ। মূল্য প্রতি শিশি ৸০ [illegible] ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :— আরোগ্য না হইলে মূল্য ফেরৎ। রোগের অবস্থাদি জানাইলে, ঔষধ ও ব্যবস্থাদি পাঠান হয়। [illegible] ঔষধ পাঠান হয়। এক কালিন দশ টাকার ঔষধের অর্ডার পাইলে, স্বতন্ত্র কমিশন দেওয়া হয়। পত্রাদি বিশেষ [illegible]।

সোল এজেণ্ট :—
দি এলোপ্যাথিক ড্রাগ ষ্টোরস্

ডাক্তার বি, ডি, কুণ্ডু
৩১ নং [illegible] ষ্ট্রীট, পোঃ [illegible], কলিকাতা।
টেলিফোন নং [illegible]

কর্ম্মাবলম্বকাঃ কেচিৎ কেচিৎ জ্ঞানাবলম্বকাঃ। বয়ন্তু হরিদাসানাং পাদত্রাণাবলম্বকাঃ

শ্রীধাম মায়াপুর নামই বহাল

[মফঃস্বল সংস্করণ ১৯।৯।২৯ তারিখের দৈনিক বসুমতী ১৬শ বর্ষ ২৪শ সংখ্যা হইতে উদ্ধৃত।]

গত ১৫ই ভাদ্র তারিখের দৈনিক বসুমতীতে বিভূতিভূষণ জমাদার নামীয় একখানি পত্রে কতকগুলি ভ্রমপূর্ণ কথা প্রকাশিত হইতে দেখিয়া অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইয়াছি।

বর্তমান নবদ্বীপ সহরের অপর পারে, ভাগীরথীর পূর্ব্বপারে প্রাচীন নবদ্বীপ সহর শ্রীধাম মায়াপুর অবস্থিত। এই স্থানে বঙ্গের শেষ হিন্দুরাজা সেন-রাজাদিগের প্রাসাদাদির ধ্বংসাবশেষ এখনও বিদ্যমান আছে। ত্রিপুরার মহারাজা বাহাদুরের সভাপতিত্বে সমগ্র বঙ্গদেশের বিশিষ্ট ভদ্রমহোদয়গণকে লইয়া যে শ্রীধাম প্রচারিণী সভা প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে প্রতিষ্ঠিত হয়, সেই সভার সভ্যগণ সমগ্র বৈষ্ণব-সাহিত্য, ইতিহাস ও ভৌগোলিক তথ্যাদির অনেক অনুসন্ধানের পর এবং বৈষ্ণব-মহাজনগণের নির্দ্দেশানুসারে এই শ্রীধাম মায়াপুরে যোগপীঠে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর জন্মস্থান জানিতে পারিয়া গত ১৩০০ বঙ্গাব্দে তথায় শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। এই স্থানটি বাগোয়ান ও উখড়া পরগণার অন্তর্গত। তথায় ১৩০২ সালে গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। ঐ যোগপীঠের কিঞ্চিদ্দূরে চন্দ্রশেখর আচার্য্যের ভবনে মাত্র ১২।১৩ বৎসর পূর্ব্বে সমগ্র জগতে মহাপ্রভুর প্রচারিত বিশুদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার করিবার নিমিত্ত ধর্ম্মপ্রাণ জনগণ কর্ত্তৃক শ্রীচৈতন্য মঠ প্রতিষ্ঠিত হয়। এই শ্রীচৈতন্য মঠের প্রচারকেন্দ্ররূপে মাত্র ১০।১১ বৎসর হইল কলিকাতায় শ্রীগৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সম্প্রতি কতিপয় ব্যক্তি শ্রীধাম মায়াপুর পোষ্টাফিসের নামকরণ সম্বন্ধে পোষ্টমাষ্টার জেনারেলের নিকট আপত্তি উত্থাপন করিয়া এক দরখাস্ত করেন। ঐ দরখাস্ত নদীয়ার জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট অনুসন্ধানের জন্য প্রেরিত হয়। জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট গত ২৮শে আগষ্ট তারিখে সমস্ত প্রাচীন গ্রন্থাদি, গভর্ণমেণ্ট রেকর্ড, দলিলপত্র প্রভৃতি পর্য্যালোচনা করিয়া, মহাপ্রভুর জন্মস্থান যে শ্রীধাম মায়াপুর, মিয়াপুর নহে, তাহা [illegible] হইয়া এই শ্রীধাম মায়াপুরের [illegible] বহাল রাখিয়াছেন।

[illegible], বল্লালদীঘী গ্রাম, শ্রীধাম মায়াপুর

নানা কথা

সাহসিকতা

গত ১৭ই সেপ্টেম্বর তারিখে কৃষ্ণনগর জজ আদালতের পার্শ্বস্থ স্বর্ণময়ী পুষ্করিণীতে হাসানী মণ্ডলের ২৩।২৪ বৎসর বয়স্কা স্ত্রী জলমগ্না হইয়াছিল, পশুপতি নারায়ণ রায় নামক জনৈক আর্দ্দালী তাহাকে নিজের জীবন বিপন্ন করিয়া রক্ষা করিয়াছে।

অগ্নিদাহে বালিকার মৃত্যু

অগ্নিদাহে একটি বালিকার মৃত্যু হয়। অস্থায়ী করোণার মিষ্টার এ, দত্ত এক দল জুরীর সাহায্যে উক্ত বালিকার মৃত্যু সম্বন্ধে তদন্ত করিয়াছেন।

বিবরণ

প্রকাশ, ১২ বৎসর বয়স্কা কমলাবালা দেবী ৪৭ শ্যামবাজার ষ্ট্রীটে তাহার স্বামী হরকালী হালদারের সহিত বাস করিত। গত ৭ই সেপ্টেম্বর, বালিকাটি পেট্রোল দ্বারা বস্ত্র সিক্ত করিয়া তাহাতে অগ্নিপ্রদান করে। সে সাংঘাতিক ভাবে দগ্ধ হয়। তাহাকে বেলগাছিয়া হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়, তথায় তাহার মৃত্যু হয়

বালিকাটি মৃত্যুকালীন এজাহারে নাকি প্রকাশ করিয়াছে, তাহার স্বামীর পীড়নের জন্যই সে আত্মহত্যা করিয়াছে।

জুরিগণ এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, স্বামীর অত্যাচারের ফলে বালিকাটি আত্মহত্যা করিয়াছে।

ভদ্রবেশী ডাকাত

প্রকাশ, নোয়াখালী লক্ষ্মীপুর থানার ৬ মাইলের মধ্যে ব্রাহ্মণগ্রাম নামক স্থানের কুসীদজীবী হরিমোহন নাথের বাটীতে গত ১৪ই সেপ্টেম্বর মধ্য-রাত্রিতে দশ বারো জন ডাকাত পড়িয়াছিল। ডাকাতদের পরিধানে পায়জামা ও গায়ে সার্ট ছিল। গৃহস্বামীকে ছোরা দেখাইয়া তাহারা লোহার সিন্দুকের চাবী আদায় করে এবং কিছু টাকা কড়ি ও কতকগুলি দলিলপত্র লইয়া প্রস্থান করে। ডাকাতরা যাইবার সময় পটকা ছুড়িতে ছুড়িতে যায়। গৃহস্বামী পুলিসের নিকট স্থানীয় এক জন মুসলমানের নাম করিয়াছেন।

ভারতে ব্যোমডাক

লণ্ডন, ১৬ই সেপ্টেম্বরের সংবাদে প্রকাশ, এ ব্যোমডাক ভারতবর্ষে আসিতেছে, তাহাতে ৩৫,০০০ চিঠিপত্র আছে। তদ্ব্যতীত কয়েকজন যাত্রী ও কয়েক হন্দর মালও উড়িতে যাইতেছে।

গৌড়ীয় গ্রন্থজগতে

মুক্তিমঞ্জরিকা

শ্রীচতুর্মুখ ব্রহ্মার অধস্তন বায়ুর অবতার শ্রীআনন্দতীর্থের প্রচণ্ড শক্তিশালী দ্বিতীয় স্বরূপ, যিনি পরপক্ষীয় বাদসমূহ তুলার ন্যায় উড়াইয়া দিয়াছেন, যিনি শ্রীমদ্ধ্বমতের অদ্বিতীয় প্রচারক, শ্রীমধ্বের সেই বেদপাদগুণ পরিচয়ে পরিচিত শ্রীউড়ুপীক্ষেত্রস্থ অষ্টমঠের অন্যতম সোদে মঠস্বামী শ্রীবাদিরাজ তীর্থের অপূর্ব্বগ্রন্থ যুক্তিমল্লিকার 'গুণসৌরভ' মূলানুগত বঙ্গানুবাদ-সহ শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। এরূপ অপূর্ব্ব গ্রন্থ সংগ্রহের জন্য বিজ্ঞমণ্ডলী সত্বর হউন। প্রাপ্তিস্থান শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ১নং উল্টাডিঙ্গি জংশন রোড, কলিকাতা অথবা শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর পোঃ, নদীয়া।

গৌড়ীয় গৌরব-গ্রন্থাবলী

১। "গৌড়ীয় গৌরব"

ও

২। "গৌড়ীয় সাহিত্য"

কলিকাতা এলবার্ট হলে গত ১২ই এবং ১৯শে শ্রাবণ ১৩৩৬ তারিখে সুপ্রসিদ্ধ পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র গৌড়ীয়ের সুযোগ্য সম্পাদক শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ বি, এ মহোদয়-কর্তৃক প্রদত্ত 'গৌড়ীয়-গৌরব' ও 'গৌড়ীয়-সাহিত্য' নামক বক্তৃতাদ্বয়ের যথাক্রমে 'গৌড়ীয় গৌরব' ও 'গৌড়ীয় সাহিত্য' নামক গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। 'গৌড়ীয় গৌরব' বক্তৃতা-দিনে সভাপতি ছিলেন স্যার শ্রীযুক্ত ডাঃ দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী কুরিপস্ক কে টি, সি, আই, ই, এম, এ, এল, এল, ডি মহোদয় এবং 'গৌড়ীয়-সাহিত্য' বক্তৃতা-দিনে সভাপতি ছিলেন অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় ডাঃ ভাগবত কুমার শাস্ত্রী এম, এ, পি, এইচ, ডি মহোদয়। সভাপতি মহোদয়দ্বয় বক্তার সুগম্ভীর ভাব ও অপূর্ব্ব পাণ্ডিত্যপূর্ণ বক্তৃতা শ্রবণে কিরূপ মুগ্ধ হইয়াছিলেন, তাহা তাঁহাদের অভিভাষণ পাঠেই পাঠকগণ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। এরূপ অপূর্ব্ব গ্রন্থদ্বয় সংগ্রহের জন্য সজ্জনগণ সত্বর হউন। প্রাপ্তিস্থান—গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সাহিত্য-ভাণ্ডার, শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ১নং উল্টাডিঙ্গি জংশন রোড, কলিকাতা অথবা শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া।

গভর্ণরের আগমনে হরতাল

গভর্ণরের রংপুর আগমনোপলক্ষে ইতঃপূর্ব্বে যে হরতাল হইয়াছিল, তাহার সহিত সংশ্লিষ্ট বলিয়া কারমাইকেল কর্তৃপক্ষ সম্প্রতি এই কলেজের ১৯ জন ছাত্রের প্রতি দণ্ডের ব্যবস্থা করিয়াছেন। চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীর রমণীরঞ্জন ঘোষ ও বাশী অকন্দী নামক দুই জন ছাত্রকে চিরদিনের জন্য শিক্ষা বিভাগ হইতে তাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। ৪ জন ছাত্রের অপরাধের তারতম্যানুসারে এক মাস হইতে তিন মাস পর্য্যন্ত পড়া বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ১৪ জন ছাত্রের ৪ টাকা হইতে ১৫ টাকা পর্য্যন্ত জরিমানা হইয়াছে।

"স্বতন্ত্রে"র নামে মানহানি

এলাহাবাদ, ১৭ই সেপ্টেম্বরের সংবাদে প্রকাশ—কলিকাতার হিন্দী 'দৈনিক স্বতন্ত্রে'র সম্পাদক পণ্ডিত অম্বিকাপ্রসাদ বাজপেয়ী ও মুদ্রাকর পণ্ডিত মুন্নালাল মিশ্রের বিরুদ্ধে এলাহাবাদের কোন সচিত্র হিন্দী পত্রের প্রকাশক শ্রীযুত আর সাইগল স্থানীয় জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে এই মর্ম্মে অভিযোগ করিয়াছেন যে, গত ৩রা জুলাইয়ের স্বতন্ত্র পত্রে প্রতিবাদীরা এমন প্রবন্ধ বাহির করিয়াছেন, যাহাতে সাধারণের নিকট তাঁহার সম্মানের লাঘব হইতে পারে।

সংশোধন-প্রস্তাব

মিঃ শেষ আয়েঙ্গার এই মর্ম্মে এক সংশোধন প্রস্তাব করেন যে বালিকাদের বিবাহের বয়স ১১ বৎসর ধার্য্য করা হউক।

কুমার গঙ্গানন্দ সিংহ প্রস্তাব করেন যে, বালিকাদের বিবাহের বয়স ১২ বৎসর ধার্য্য করা হউক, তিনি বলেন গোঁড়া হিন্দুগণ বিবাহের বয়স ইহার অধিক বৃদ্ধি করিতে সম্মত হইবেন না।

মিঃ বেলভী বালিকাদের বিবাহের বয়স ১৩ বৎসর এবং মিঃ কুমার সিংহ ১৬ বৎসর ধার্য্য করিবার প্রস্তাব করেন।

পণ্ডিত ঠাকুরদাস ভার্গব বিলের প্রস্তাবিত বয়স (১৪ বৎসর) সমর্থন করেন।

ডাঃ মুঞ্জে বলেন, বিলাতে বালিকাদের আইনসঙ্গত বিবাহের বয়স ১২ বৎসর। যদি ঐ আইন সত্ত্বেও বিলাতের লোক বলিষ্ঠ ও মনুষ্যত্বসম্পন্ন হয়, তবে ভারতে উহার ব্যতিক্রম হইবার কোনও কারণ নাই

অতঃপর পরিষদের অধিবেশন মঙ্গলবারের জন্য মুলতুবী থাকে।

ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদ

গত ১৬ই সেপ্টেম্বর ব্যবস্থা পরিষদে সর্দ্দার বাল্যবিবাহ বিলের পুনরালোচনা আরম্ভ হয়।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

৪ঠা আশ্বিন শুক্রবার—১৩৩৬

নামে বিবাদ

সকল ঐতিহাসিক এক বাক্যে স্বীকার করেন যে, বামনপুকুর, বল্লালদীঘী, মায়াপুর প্রভৃতি গ্রামগুলিই প্রাচীন নবদ্বীপ। সপ্তদশ শতাব্দীর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এখানে প্রাচীন নদীয়ার অধিবাসিগণ নবদ্বীপ বাস করিতেন। পরে বর্ত্তমান কাঁকড়ার মাঠ নামক দ্বীপে অষ্টাদশ শতাব্দীতে নবদ্বীপের অধিবাসিগণ তথাকার প্রবাসী হইয়াছিলেন। বর্ত্তমান গিরীশ বসুর ধর্ম্মশালা ও ভজন-কুটীর পাশ দিয়া যে প্রাচীন নদীগর্ভ বিলুপ্ত হইতে বসিয়াছে, ঐ বিয়োগের সঙ্গে সঙ্গে অষ্টাদশ শতাব্দীর নবদ্বীপের অধিবাসিগণ কুলিয়াগঞ্জ, আমাদ কুলিয়া, তেঘরি কুলিয়া, গাদখালি কুলিয়া প্রভৃতি স্থানেও নবদ্বীপ বিস্তার করিয়াছিলেন।

কুলিয়া পাহাড়পুর গ্রামে আধুনিক নবদ্বীপ ও কাঁকড়ার মাঠে যেখানে মুসলমানগণের একটী মাদ্রাসা ছিল, সেই কাঁকড়ার মাঠকে কতিপয় ব্যক্তি অভিসন্ধি-মূলে ১৬শ শতাব্দীর নবদ্বীপ বলিয়া স্থাপন করিবার প্রয়াস করেন, তাহাতে বর্ত্তমান সহরকে কাঁকড়ার মাঠের উপকণ্ঠ বলিয়া স্থাপন করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন।

পোড়ামাতলার জনরঞ্জন রায় প্রভৃতি আধুনিক নব্য দল কাশিমবাজারের ভূম্যধিকারীর প্রতিভূ ব্রজমোহন দাসের আনুগত্যে চালিত হইতেছেন। এই কার্য্যের দ্বারা জনরঞ্জন বাবুর নামের সার্থকতা প্রাচীন কুলিয়ার দাঙ্গা-হাঙ্গামার ও প্রাচীন নদীয়ার অধিবাসিগণের সহিত অত্যাচারের মুখে প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছিল। সে সময় কে কে ঐ প্রকার অবৈধ অত্যাচার করিয়াছিলেন, সেই সকল সহরবাসীর নাম প্রকাশিত হইয়া পড়ে নাই। এক্ষণে জানা যায় যে, সেই অত্যাচারিগণের অনেকেই দলবদ্ধ হইয়া প্রাচীন নবদ্বীপের অধিবাসী বামনপুকুর, বল্লালদীঘি, শ্রীমায়াপুর প্রভৃতি গ্রামের বিরুদ্ধে দৌরাত্ম্য করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছে। তাই বলিয়া সহর নবদ্বীপের সকলেই যে, পরহিংসা-কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন, আমরা একথা বলিতে পারি না।

শ্রীধামমায়াপুরের বিরোধিপক্ষ অভিসন্ধিমূলে ভিন্ন গ্রামের প্রতি যে অবিচার পোষণ করেন, সেই বুদ্ধি হইতে তাঁহাদের কবে মুক্তি হইবে, আমরা জানি না; কিন্তু পরদ্রোহ করা একটা পাপের অন্তর্গত। সহর নবদ্বীপে যে সকল ভাল লোক আছেন, তাঁহারা সকলেই যে জনরঞ্জন রায়ের মত পোষণ করেন, এরূপ আমরা বলিতে পারি না। তবে রায় মহাশয় যে উঠিয়া পড়িয়া, আদা জল খাইয়া শ্রীধাম মায়াপুরের বিরোধ কার্য্যে লাগিয়াছেন, সেইরূপ গুজবই তাঁহার পক্ষের লোকেরা বলিয়া বেড়াইতেছেন। নন্দী ও ভট্টাচার্য্যের ব্যবসার সহিত ঐ রায় মহাশয়ের কি সম্বন্ধ, তাহা সহর নবদ্বীপবাসীর নিকট হইতে সকলেই অবগত হইতে পারেন। ডুবিয়া জল খাইলে দেবতার সাধ্য নাই যে তাহা ধরিতে পারে, তাহা দেখাইবার জন্য নন্দী ও ভট্টাচার্য্য কোম্পানী এতাবৎ যেসকল চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা তাঁহাদেরই স্বদেশবাসিগণ জগৎকে জানাইয়া দিয়াছেন।

নাম লইয়া বিবাদের মধ্যে যাঁহারা কলহের সৃষ্টি করিতে পারিয়াছেন, আমরা আশা করি তাঁহাদের কথায় ডাক-বিভাগের স্থানীয় কর্ম্মচারিগণ প্রলুব্ধ হইবেন না। স্বকার্য্য-সাধনোদ্দেশে যাহা তাহা করা উচিৎ নহে। মৎসরতা লইয়া অহিন্দুগণের দোষ চাপাইবার চেষ্টা অবিবেচক হিন্দু-নামধারীতে দেখা যায়। সত্যের অপলাপ করিয়া দল পাকাইলে ব্যবসায়ের অনেক সুবিধা হইবে সত্য, কিন্তু তাহাতে ধর্ম্মহানি হইলে ইহপরকালে অতিশয় বিষম হয়। ইহকালের সম্বল অর্থ, উহা নষ্ট হইয়া গেলে মানুষ দারিদ্র্যের মধ্যে পতিত হয়। পরের অপকার করিয়া আত্মপ্রতিষ্ঠালাভ করার পরিবর্ত্তে আত্মমঙ্গল-সাধন করাই শ্রেয়ঃ।

শ্রীধাম-বিরোধী কয়েক জনের কথা লোকমুখে শুনা যাইতেছে। তাহার মধ্যে পোড়ামাতলার জনরঞ্জন বাবু একজন প্রধান। ঐ দলের গন্ধপ্রধান ব্রজমোহন দাস। জাতি-গোস্বামিদলের কয়েক জনও কোমর বাঁধিয়া উচ্চাকাঙ্ক্ষা করিতে পশ্চাৎপদ ন'ন। পূর্ব্ববঙ্গের অধিবাসী প্রাণগোপাল গোস্বামী, রাঢ়ীয় শশীভূষণ-নন্দন গোপেন্দু সাঙ্খ্যতীর্থ প্রভৃতি কয়েক জনও নিজ নিজ চিত্তের পরিচয় দিয়াছেন। কেহ বা নব্য-মাতৃকন্যাবলম্বনে মৌত্তোপের কোদা নামে প্রাচীন অভিধানে উকীল হইয়াও সেই পূর্ব্বস্মৃতি জাগাইবার যোগাড় করিয়াছেন। বাবাঠাকুরের সন্তান কোদা বড় গ্রামি কাগজের বেতন-ভোগী সম্পাদক হইলেও তাহার পূর্ব্বের নামটাই জাগ জাগে। তবে নব্যমাতৃক-ক্রুবগণের এইরূপ কুরুচি ভদ্র-সমাজে আদর পায় নাই।

নদীয়া জেলায় অশিক্ষিতের মধ্যে পাঠাইয়া দিবার পরিবর্ত্তে 'পাঠিয়ে দিবার', বাহিরের বদলে 'বেইরে', চালের বদলে 'চেলের', ডালের বদলে 'ডেলের' বলিবার প্রথা আজও ঢাকা দিবার কথা নহে, তাই বলিয়া কি সাধু ভাষায় ভদ্র সমাজে বলিবার কালে 'চাল-ডালের' বদলে 'চেলের ডেলের' বলা হইবে? সুতরাং মতলব করিয়া কুরুচিসাধ্য করিতে দিয়া মায়াপুরের নাম পরিবর্ত্তন করিবার চেষ্টায় পাণ্ডিত্যের পরিচয় নাই।

শ্রীশ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভুর

আবির্ভাব উপলক্ষে

(শ্রীগৌড়ীয় মঠে শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রভুর ২৬শে ভাদ্র, ১৩৩৬ তারিখে প্রদত্ত বক্তৃতার সারাংশ)

মূকং করোতি বাচালং
পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্।
যৎকৃপা তমহং বন্দে
শ্রীগুরুং দীনতারণম্॥
নামশ্রেষ্ঠং মনুমপি
শচীপুত্রমত্র স্বরূপং
রূপং তস্যাগ্রজমুরুপুরীং
মাথুরীং গোষ্ঠবাটীম্।
রাধাকুণ্ডং গিরিবরমহো!
রাধিকা-মাধবাশাং
প্রাপ্তো যস্য প্রথিত কৃপয়া
শ্রীগুরুং তং নতোঽস্মি॥

সমবেত সজ্জন ও সুধীমণ্ডলি! আমরা যখন কোন কথা শ্রবণ করি, সেই কথার সঙ্গে সঙ্গে কথারই মূর্ত্তবিগ্রহরূপে যদি কোন জীবন দেখতে না পাই, অর্থাৎ যে জীবন জীবন্ত হ'য়ে স্বয়ং কথা কইতে না পারে, সেই প্রকার আদর্শ আমাদের সামনে না থাকলে আমরা যতই বড় বড় কথা আলোচনা বা কীর্ত্তন করি না কেন, সেই কথার কোন বাস্তবতা আমাদের হৃদয়পটে অঙ্কিত হয় না। আজ শ্রীল আচার্য্যদেবের শ্রীমুখে 'আপনারা বৃষভানুনন্দিনীর যে সর্ব্বোত্তম সেবার কথা শ্রবণ করলেন, সেই সেবার সর্ব্বোত্তম আদর্শ ভগবৎ কৃপায় আমরা যাতে প্রত্যক্ষভাবে দেখতে পাচ্ছি, তিনি হচ্ছেন আমারই কৃপাদাতা পতিতপাবন শ্রীগুরুদেব। আমরা শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভুর জীবনেও সেই বৃষভানু-নন্দিনীর সেবার আদর্শ পাই। যাঁর জীবনে সেই সেবা জীবন্তরূপে প্রতিফলিত হ'য়েছিল, সেই রঘুনাথ দাস গোস্বামীর অভিন্ন বিগ্রহ শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্মাশ্রয় গ্রহণ করলে আমরা রাধাদাস্যের মাহাত্ম্য বুঝতে পারব। তা' হ'লে আমরা কেবল কতকগুলি বড় বড় কথা শুনব মাত্র, তা'র মর্ম্ম কিছুই উপলব্ধি করতে পারব না। আমার আচার্য্যদেব বলেছেন,—বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস প্রভৃতি জীবনের একমাত্র আলোচ্য। আজকাল হাটে, বাজারে, থিয়েটারে, নরনারীর নিকট তাঁদিগকে দেখতে পাই, কিন্তু তাতে আমাদের সেবা-বুদ্ধি কতটুকু উদ্বোধিত হচ্ছে? আমরা ভোগবুদ্ধি নিয়ে সাহিত্যের বাহ্যিক কারুকার্য্য দেখি, কিন্তু যেখানে সেবা প্রাণতা সেখানেই যে কথা, তাহা দেখি না। আমরা চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতির রাধাকৃষ্ণের সেবার আদর্শটা কি একবার অনুসন্ধান করে দেখতে চাই? আমরা যদি ভোগ-বুদ্ধি নিয়ে—রাধা-দাস্যের সিদ্ধান্ত বুদ্ধি নিয়ে, কৃষ্ণকর্ণামৃতাদি গ্রন্থ আলোচনা করতে যাই, তা হ'লে রাধাদাস্য পাওয়া যাবে না। শ্রীদাসগোস্বামীপ্রভু রাধা-দাস্যের জ্বলন্ত আদর্শ দেখিয়েছেন। তাঁর বৈরাগ্য অতুলনীয়। আমরা আধ্যাত্মিক বিচার-বুদ্ধি নিয়ে তাঁর বৈরাগ্যের কথা আলোচনা করতে গেলে বঞ্চিত হব। অনেকে বৈরাগ্যের প্রকৃত মর্ম্ম উপলব্ধি ক'রতে না পেরে শ্রীদাস গোস্বামী প্রভুর বৈরাগ্যের সঙ্গে সিদ্ধার্থের বৈরাগ্যের তুলনা দেন। তাঁরা বলেন, সিদ্ধার্থ যেমন কোন প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য রাজপুত্র হয়েও অতুল ঐশ্বর্য্য ও প্রিয়তমা ভার্য্যাকে ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন, রঘুনাথও সেরূপ আদর্শ দেখিয়েছেন। কিন্তু যাঁরা অধোক্ষজ—বৈরাগ্যের প্রকৃত স্বরূপ যাঁরা উপলব্ধি করতে পেরেছেন, তাঁরা জানেন, রঘুনাথের বৈরাগ্যের কোটাংশের এক অংশও সিদ্ধার্থে নাই,—তাঁতে বৈরাগ্যের একটা ছায়ামাত্র আছে মাত্র। যদি আমরা রঘুনাথের চরিত্রের অনুশীলন করি, তা হ'লে দেখতে পাব, তাঁর বৈরাগ্য সামান্য অর্থ বিশিষ্ট ফল্গু-বৈরাগ্য, অস্থায়ী বৈরাগ্য বা মর্কট-বৈরাগ্য নয়। রঘুনাথের বৈরাগ্য কেবল বাহিরের ত্যাগের বিষয় ছিল না। শুধু জগৎ হ'তে তফাৎ থাকব—হিমালয়ে যা'ব—এ ক্ষুদ্র পিপাসা রঘুনাথের বৈরাগ্যে নাই। রঘুনাথের বৈরাগ্য, কেবল রাধা-দাস্য। দাস-গোস্বামী প্রভুর একটি শ্লোক আপনারা প্রভুপাদের শ্রীমুখে শ্রবণ করেছেন; তিনি বলেছেন, 'আমি বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মী-নারায়ণকে এমন কি, কৃষ্ণকেও চাই না, যদি রাধা-দাস্য না পাই। রাধা-দাস্যের জন্য কৃষ্ণকে পর্য্যন্ত [illegible] করতে পারেন, এরূপ বৈরাগ্যের কথা জগতের লোক বুঝতে পারবে? [illegible] বৈরাগ্যের মর্ম্ম বুঝতে [illegible] এমন লোক জগতে অতি বিরল! সমস্ত গুরুপাদপদ্মে সমর্পণ করে অনন্যরূপে গুরুর আনুগত্য স্বীকার করতে পেরেছেন, তাঁরাই রঘুনাথের বৈরাগ্যের কথা বুঝতে পারেন। কেন দাস রঘুনাথের পূজা জগতের দ্বারে দ্বারে পড়ে না? আমাদের বাংলাদেশে আজ কত পূজা, কত উৎসব, কত আনন্দের

অনুষ্ঠান ; কিন্তু রঘুনাথের চরিত্রের কথা কি আমরা একবারও আলোচনা করি ? রঘুনাথের বড়ই দুর্ভাগ্য, আমরা তাঁর শিক্ষার বিষয় আলোচনা ক'রতে চাই না। তাঁর বৈরাগ্য আর কিছুই নয়, তাঁর বৈরাগ্য একমাত্র রাধা দাস্য—যে সমস্ত কথা তিনি তাঁর 'মনঃশিক্ষা' ও 'স্তবাবলী'র উপক্রম, উপসংহার ও অভ্যাসে পুনঃ পুনঃ আমাদিগকে শিক্ষা দিয়ে গিয়েছেন। আমরা যদি দাস গোস্বামীর অপূর্ব্বদান 'মনঃশিক্ষা'র কথা আলোচনা করি, তবে জানতে পারি, তিনি বলেছেন, 'হে জীব, যদি রাধা-দাস্য পেতে চাও তবে মনোধর্ম্মকে বিরাম কর।' সেই 'মনঃশিক্ষা' অনুশীলন করলে আমরা চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি বুঝতে সমর্থ হ'ব, নচেৎ তাঁরা আমাদের ইন্দ্রিয়-তর্পণের উপায়-স্বরূপ হ'য়ে পড়বে। তিনি বলেছেন—

"গুরৌ গোষ্ঠে গোষ্ঠালয়িষু সুজনে ভূসুরগণে
স্বমন্ত্রে শ্রীনাম্নি ব্রজনবযুবদ্বন্দ্বশরণে।
সদা দম্ভং হিত্বা কুরু রতিমপূর্ব্বামতিতরা-
ময়ে স্বান্তর্ভ্রাতশ্চটুভিরভিযাচে ধৃতপদঃ॥"

হে মন ! তোমাকে আমি অত্যন্ত দৈন্য সহকারে একটী প্রার্থনা জানাচ্ছি, তুমি ঐশ্বর্য্য-পাণ্ডিত্য-সৌন্দর্য্যাদির অভিমান পরিত্যাগ করে, গুরুদেবে, গোষ্ঠে (ব্রজে), গোষ্ঠবাসিজনে (ব্রজবাসী সকলে), সুজনে (বৈষ্ণব জনে), ব্রাহ্মণগণে, স্ব-মন্ত্রে (স্ব-স্ব দীক্ষামন্ত্রে), শ্রীভগবন্নামে এবং ব্রজের নবযুবকদ্বন্দ্ব শ্রীরাধাকৃষ্ণ-স্বরূপ শরণে সর্ব্বদা শীঘ্র অপূর্ব্ব রতি বিধান কর। শ্রীগুরুদেব শ্রীরাধাভানবী হইতে অভিন্ন ! যে গুরুদেব বৃষভানু-নন্দিনীর সাক্ষাৎ অনুক্ষণ কৃষ্ণসেবা করছেন, সেই গুরুসেবা ব্যতীত চিদ্বীলা-মিথুনের সেবা হ'বে না। তিনি আরও বলেছেন,—

নামশ্রেষ্ঠং মনুমপি শচীপুত্রমত্র স্বরূপং
রূপং তস্যাগ্রজমুরুপুরীং মাথুরীং
গোষ্ঠবাটীম্।
রাধাকুণ্ডং গিরিবরমহো ! রাধিকা-
মাধবাশাং
প্রাপ্তো যস্য প্রথিত কৃপয়া শ্রীগুরুং
তং নতোঽস্মি॥

আমি সেই গুরুদেবকে নমস্কার করি—যাঁর কৃপায় এতগুলি জিনিষ প্রাপ্ত হয়েছি। সেই বস্তুগুলি কি ?—নামশ্রেষ্ঠং অর্থাৎ তারকব্রহ্ম নাম—গোলোকের প্রেমধন শব্দব্রহ্মরূপে অবতীর্ণ হয়েছেন। আমরা এই অপ্রাকৃত শব্দকে [illegible] উত্থাপন করি কেন ? শব্দ-[illegible] তত্ত্ব। শব্দ ব্যতীত [illegible] কথা জানতে পারি না। [illegible] উদ্বোধনের জন্যই শব্দরূপী [illegible]। আমরা সেই চিন্ময়ধামের শব্দকে প্রাকৃত মনে করি। যখন তারক ব্রহ্ম শ্রেষ্ঠ নাম কৃপা করে আমাদের নিকট সে জগতের বার্ত্তা প্রদান করতে আসেন তখন আমরা চক্ষু, নাসিকা জিহ্বা ও ত্বক্—এই চার ইন্দ্রিয়ের দ্বারা সেই বস্তুকে আস্বাদন করতে পারি না। আমাদের চেতনা প্রদান করবার জন্য সেই নামব্রহ্ম শব্দরূপে আমাদের কর্ণরন্ধ্রে প্রবেশ করেন। আমি যাঁর কৃপায় এই নামশ্রেষ্ঠ হরিনাম-মহামন্ত্র পেয়েছি, সেই গুরুদেবকে নমস্কার করি। আমরা যখন মনোধর্ম্ম নিয়ে রাধা বিষয়ে নানা প্রকার কল্পনা ক'রে থাকি—নিজেদের বিচার বুদ্ধি নিয়ে তাঁকে বুঝে নিতে পারব মনে করি, তখন গুরুদেব আমাদিগকে দয়া করে মন্ত্র প্রদান করেন। এই মন্ত্র জিনিষটী কি ? যা আমাদিগকে এরূপ সঙ্কল্প-বিকল্পাত্মক মনোধর্ম্ম হ'তে ত্রাণ ক'রে বাস্তব-সত্যে উপনীত করায়। আর যিনি শচীনন্দনকে দেখিয়ে দিয়েছেন, অচৈতন্য-বিশ্ব-বিমোহিত-বুদ্ধি আমার হৃদয় হ'তে মল বিদূরিত করে চৈতন্য সঞ্চার করেছেন, সেই চৈতন্যপ্রদাতা গুরুদেবকে নমস্কার করি। আর যিনি চৈতন্যের অন্তরের কথা জানেন, যিনি সিদ্ধান্তের খনি, যিনি শ্রীমুখে বলেছেন—'রসাভাস হয় যদি সিদ্ধান্ত বিরোধ। সহিতে না পারে প্রভু মনে হয় ক্রোধ॥' সেই গুরুদেবকে যিনি প্রদান করেছেন, তাঁকে নমস্কার করি। আমরা ভোগবুদ্ধি নিয়ে যে অপ্রাকৃত কবি চণ্ডীদাসকে রামী বা লছমির সহিত সংযোগ করে তাঁর চরিত্রে নানারূপ কলঙ্ক আরোপ করে থাকি, যে মহাপ্রভু সমস্ত পাবিত্র্যের অভিনয় করেছিলেন, যিনি ছোট হরিদাসকে বর্জ্জন করেছিলেন, সেই মহাপ্রভু কত প্রীতির সহিত যাঁদের গান সর্ব্বদা শ্রবণ করেছেন—যাঁদিগকে কত আদর ক'রেছেন, সেই চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি কখনও স্ত্রীসঙ্গ-কালিমা-লিপ্ত হ'তে পারেন না। আমাকে এরূপ অবৈধ-চেষ্টার অপরাধ হ'তে—সিদ্ধান্তবিরোধ ও রসাভাস দোষ হ'তে—বিপথ হ'তে সুপথে ফিরিয়ে আনবার জন্য গুরুদেব সিদ্ধান্ত-সম্রাটের বাণীকে আমার সম্মুখে স্থাপন ক'রেছেন। রাধা-দাস্য এত সহজ নয় যে, আমরা মনোধর্ম্মের বশীভূত হয়ে যখন যে যা' মনে করব, তা'তেই রাধা দাস্য লাভ হ'য়ে যাবে। ভক্তিরসামৃতসিন্ধু সদ্গুরুর নিকট আলোচনা না করলে—মনোধর্ম্ম রাধা-দাস্য লাভ হ'য়ে গিয়েছে মনে করলে তা কখনও লাভ হ'বে না ; তা'তে আমরা বঞ্চিত হ'ব। শ্রীরূপ গোস্বামী অভিধেয় তত্ত্বাচার্য্য। রাধাগোবিন্দের সেবা কিরূপে ক'রতে হয়, তা' তিনি পূর্ণমাত্রায় জানেন। শ্রীরূপানুগ মহাজনগণের অনুগত না হ'লে ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর বিন্দু স্পর্শ করবার যোগ্যতা কারো লাভ হ'তে পারে না। শ্রীদাস গোস্বামীপ্রভু সেই শ্রীরূপের আশ্রিত। আর সেই রূপের অগ্রজ সনাতন, তিনি সম্বন্ধ-তত্ত্বাচার্য্য। অদ্বয়জ্ঞান ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণের সহিত আমাদের সম্বন্ধ স্থাপিত না হ'লে আমরা রাধা দাস্যের প্রয়োজনীয়তা বুঝতে পারব না। আমরা ভারতে কত লোক আছি, কিন্তু রাধা-দাস্যের একমাত্র কর্ত্তব্যতা—রাধা-দাস্যই যে আমাদের প্রত্যেকের চেতনের একমাত্র ধর্ম্ম, এই বিচার কয়জনের এসেছে ?—(ক্রমশঃ)

কপিলের উপদেশ

চতুর্দ্দশ প্রজাপতি মনুনামে খ্যাত। তন্মধ্যে স্বায়ম্ভুব মনুই প্রথম। স্বায়ম্ভুব মনু তদীয় দেবহূতি নাম্নী কন্যা মহর্ষি কর্দ্দমকে সম্প্রদান করেন। দেবহূতির নয়টী কন্যা হয়। মহর্ষি কর্দ্দম বানপ্রস্থ আশ্রম গ্রহণ করিতে উদ্যত হইলে দেবহূতি মহর্ষির নিকট একটী প্রার্থনা জ্ঞাপন করেন। মহর্ষির অনুপস্থিতিতে দেবহূতি যাহাতে হরিকথামৃত শ্রবণ করিতে পারেন, এজন্য একটী পুত্র প্রার্থনা করিলেন। তাহাতে মহর্ষি কর্দ্দম দেবহূতিকে বলিলেন,—আমার বরে শীঘ্রই তোমার গর্ভ আশ্রয় করিয়া ভগবান্ পৃথিবীতে প্রকট হইবেন।"

দেখিতে দেখিতে দেবহূতির ক্রোড়ে একটী অপরূপ [illegible] তেজঃ-সম্পন্ন পুত্রের আবির্ভাব হইল। [illegible] কর্দ্দম ঋষির আশ্রমে আসিয়া দেবহূতিকে বলিলেন,—"ইনি সাক্ষাৎ ঈশ্বর। ইনি সাংখ্যমত প্রচার করিবেন। জগতে ভগবদ্ভক্তির শ্রেষ্ঠত্ব সংস্থাপন করিবেন।" নিরীশ্বর সাংখ্যকার কপিল অন্য ব্যক্তি।

ব্রহ্মার বাক্য স্মরণ করিয়া দেবহূতি একদিন নিজ পুত্রকে বলিলেন,—"বৎস ! ব্রহ্মার মুখে শুনিয়াছি তুমি সাক্ষাৎ ভগবান্ আমি এতদিন হরিবিমুখতারূপ ভোগে ডুবিয়া যাইতেছিলাম। তুমি আসিয়া আমাকে রক্ষা করিলে। আমি তোমার শরণাগত—আমার সর্ব্বাপেক্ষা মঙ্গল কি প্রকারে হইবে তাহা বল।"

তখন কপিল বলিতে লাগিলেন,—মা, ভগবানে ভক্তি ব্যতীত আত্যন্তিক মঙ্গলের আর দ্বিতীয় পথ নাই। আবার ভক্তি-জন্ম-মূলই একমাত্র সাধুসঙ্গ। যে আসক্তি জীবের বন্ধনের কারণ, তাহাই আবার সাধু পুরুষে নিযুক্ত হইলে মুক্তি ও ভক্তি প্রদান করিয়া থাকে। তুমি জিজ্ঞাসা করিতে পার সাধু চিনিব কি প্রকারে ? সাধুর লক্ষণ তোমাকে বলিতেছি। লক্ষণ দুই প্রকার গৌণ ও মুখ্য। মুখ্য লক্ষণই আসল বস্তু। গৌণ লক্ষণগুলি মুখ্য লক্ষণের অনুগামী হইলেই সাধুর প্রকৃত সাধুত্বের পরিচয় প্রদান করে। গৌণ লক্ষণ সকল এই :—যথা সাধুগণ সহিষ্ণু অর্থাৎ জাগতিক মনোধর্ম্মের দ্বারা অভিভূত নহেন,—অপরকে ভক্তিপথে লইয়া তাহার মঙ্গল-বিধানে সতত ব্যস্ত। সকলকেই ভগবৎ সম্বন্ধে দর্শন করেন বলিয়া সকলকেই আত্মীয় জ্ঞান করেন। সর্ব্বদা আত্ম-ধর্ম্মে অবস্থিত থাকা হেতু তাঁহারা শান্ত, নিষ্কপট ও সরল।

এখন মুখ্যলক্ষণ বলিতেছি—ভাঃ ৩।২৫।১০

ময্যনন্যেন ভাবেন ভক্তিং কুর্ব্বন্তি যে দৃঢ়াং।
মৎকৃতে ত্যক্তকর্ম্মাণস্ত্যক্তস্বজন-বান্ধবাঃ॥

সাধুর স্বরূপলক্ষণ এই যে, তাঁহারা ভগবানে একান্ত শরণাগত। তাঁহারা অনন্যমনা হইয়া একমাত্র আমাতেই সুদৃঢ় ভক্তি করিয়া থাকেন। সুদৃঢ়ভক্তির লক্ষণই এই যে ভক্তি ছাড়া হরিতোষণের অন্য পথ নাই এরূপ নিশ্চয়াত্মিকা শ্রদ্ধা এবং সেই ভক্তি ভুক্তি-মুক্তি-প্রদাতৃ দেবান্তরে প্রযুক্ত না হইয়া একমাত্র সর্ব্বেশ্বরেশ্বর ভগবানেই নিযুক্ত হয় এবং সাধুগণ আমার প্রীতির জন্য সমস্ত নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্য-কর্ম্মাদি ও আত্মীয়-স্বজনাদিগকেও পরিত্যাগ পূর্ব্বক আমারই প্রীতির জন্য অখিল চেষ্টাযুক্ত।

আমার প্রীতিই তাঁহাদের একমাত্র আরাধনার বস্তু। তাঁহারা সর্ব্বদাই আমার বিষয়ে যে কোনও কথা হউক না কেন তাহা শ্রবণ ও কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। তাঁহারা সর্ব্বদাই আমারই সেবাতে ব্যস্ত সুতরাং সংসারের কোন বস্তুই তাঁহাদিগকে তাপ দিতে পারে না। মা, তুমি যদি এইরূপ সাধুগণের অনুগত হইয়া কায়মনোবাক্যে তাঁহাদের সেবা সঙ্গ করিতে পার তাহা হইলেই তোমার পরম মঙ্গল হইবে।

তখন দেবহূতি বলিলেন, 'বৎস, আমি স্ত্রী-জাতি, অবলা ও নির্বোধ। ভগবানের বিষয় অতি কঠিন। যাহাতে আমি বুঝিতে পারি এইরূপ সরলভাবে বল। ভগবানে ভক্তি কি ? এবং আমার ন্যায় মূর্খ স্ত্রী-জাতি তাহা কি প্রকারে যাজন করিতে পারে ?

কপিল বলিতে লাগিলেন,—

দেবানাং গুণলিঙ্গানামানুশ্রবিককর্ম্মণাং।
সত্ত্ব এবৈকমনসো বৃত্তিঃ স্বাভাবিকী তু যা।
অনিমিত্তা ভাগবতী ভক্তিঃ সিদ্ধের্গরীয়সী॥

মা একমাত্র হরিই শুদ্ধসত্ত্ব। অন্যান্য দেবতারা নানা-গুণের বশীভূত। যেমন রজোগুণে ব্রহ্মা হরির আদেশে সৃষ্টিকার্য্য করেন, তমোগুণসঙ্গী রুদ্র ভগবানের আজ্ঞায় সংহারক্রিয়া করিয়া থাকেন ইত্যাদি। শুদ্ধসত্ত্ব ভগবান্ বিষ্ণুতে শুদ্ধ চিন্ময় স্বরূপ জীবের যে স্বাভাবিক প্রীতি তাহাই ভক্তি, সাগরের দিকে গঙ্গার গতি যেরূপ স্বাভা-

নিক। যাঁহাদের ভক্তিবৃত্তির উদয় হইয়াছে, তাঁহাদের বাহ্য ইন্দ্রিয়গুলিও ভগবানের সেবার কার্য্য ছাড়া আর কিছুই করে না। ভক্তেরা কখন ভগবৎ সেবা ব্যতীত আর কিছুকেই স্বীকার করেন না। পরকাল বা ইহকালে কোনও সুখ-কামনা, মুক্ত হওয়ার কামনা, ভগবানের সমান রূপ প্রাপ্তি, ভগবানের লোকপ্রাপ্তি, ভগবানের সমান ঐশ্বর্য্যপ্রাপ্তি, ভগবানের নিকটে অবস্থান বা ভগবানে মিশিয়া হইয়া যাওয়া এই সকল কামনার কোনও কামনা তাঁহাদের হৃদয় অধিকার করিতে পারে না। কিন্তু আমার শুদ্ধভক্ত না চাহিলেও তাহাদের কিছুরই অভাব থাকে না। শুদ্ধভক্ত সেবার বিরোধী বলিয়া সাযুজ্য মুক্তিকে অত্যন্ত ঘৃণা করেন। মা, এইরূপ সকামনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক শুদ্ধভক্তের ন্যায় পঞ্চরাত্র অনুসারে নাতি-হিংস্র হইয়া আমার পূজা করিবে। নাতিহিংস্র কাহাকে বলে তাহা বলিতেছি। ভগবান্ শুদ্ধসত্ত্ব অপ্রাকৃত নির্গুণ। প্রাণী হিংসা করিয়া পূজা করিলে তাঁহার প্রীতি হয় না। ভক্তের লক্ষণেও বলিয়াছি যাহাতে ভগবৎ-প্রীতি হয় সেবক তাহাই করেন; যাহাতে নিজের সুখ হইতে পারে বা নিজের কোনও প্রকার ইন্দ্রিয়তৃপ্তি হইতে পারে এইরূপ ভাবে শুদ্ধভক্ত কখনই পূজা করেন না। কিন্তু কতকগুলি নির্ব্বোধ আছে তাহারা নিজেদের প্রাণীহিংসারূপ নিন্দিত কর্ম্মকে কোনও প্রকারে সমর্থন করিবার জন্য শুদ্ধভক্তগণকে বলিয়া থাকে,—কেন, তোমরা যে মন্দির মার্জ্জনা কর, শাক ফল ফুল পত্র কাটিয়া ভগবান্‌কে ভোগ দেও তাহাতেও প্রাণীহিংসা হয়; সুতরাং আমাদের কার্য্যও ঠিক। কিন্তু মাতঃ, আমি সাক্ষাৎ ভগবান, আমি স্বয়ং বলিতেছি যে, এই সকল মূর্খ লোকদের কথা কখনও ঠিক নহে। এইরূপ অজ্ঞাতসারে চলার জন্য ক্ষুদ্র জীব যদি ভগবানের কোনও সেবা কার্য্যে বিনষ্ট হইয়া পড়ে তাহাতে দোষ নাই। কিন্তু তাহা বলিয়া আমার সেবার দোহাই দিয়া নিজ-ইন্দ্রিয়তৃপ্তিমূলে ইচ্ছা করিয়া নানাপ্রকার জীবহিংসা করিবে না।"

মাতঃ, ভগবানের শ্রীমূর্ত্তিদর্শন, স্পর্শন, পূজা, স্তব, বন্দনা সর্ব্বজীবে আমার অধিষ্ঠানবুদ্ধি, সাধু লোকের সম্মান, অসাধুর সঙ্গত্যাগ, দৈন্য, বৈরাগ্য, অনভিজ্ঞ লোকদিগকে ভগবানের বিষয় বলা, যাঁহারা অভিজ্ঞ তাঁহাদের সহিত বন্ধুতা, জীবতত্ত্ব ও ভগবৎতত্ত্ব শ্রবণ, নামসংকীর্ত্তন, সরলতা ও সাধুসঙ্গে আমার কথা শ্রবণ করিতে করিতে শীঘ্রই আমার সেবা পাওয়া যায়।"

নামাভাস

নাম চিদ্‌গগনে প্রকাশিত নির্ম্মল উজ্জ্বল ভাস্কর-সদৃশ। সূর্য্যোদয়ে জীবকুল যেরূপ প্রফুল্ল হয় তদ্রূপ নামোদয়ে আত্মার প্রেমোদয় হইয়া থাকে। সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বাবস্থা অরুণোদয়। অরুণোদয়ে নিশার অন্ধকাররাশি বিদূরিত হয় ও চৌর-প্রেতাদির ভয়

[illegible]

নামাভাস হইয়া থাকে। যথা শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে অন্ত্য তৃতীয়ে—

"হরিদাস কহে, যৈছে সূর্য্যের উদয়।
উদয় না হৈতে আরম্ভে তমের হয় ক্ষয়॥
চৌর-প্রেত-রাক্ষসাদির হয় ভয়-নাশ।
উদয় হৈলে ধর্ম্ম-কর্ম্ম-আদি পরকাশ॥
ঐছে নামোদয়ারম্ভে পাপ-আদি ক্ষয়।
উদয় হৈলে কৃষ্ণপদে হয় প্রেমোদয়॥
মুক্তি তুচ্ছফল হয় নামাভাস হৈতে।"
"গোপাল চক্রবর্ত্তী নাম একজন।
নামাভাসে মুক্তি শুনি না হইল সহন॥
কোটী জন্মে ব্রহ্মজ্ঞানে যেই মুক্তি নয়।
এই কহে নামাভাসমাত্রে মুক্তি হয়॥
হরিদাস কহে, কেন করহ সংশয়।
শাস্ত্রে কহে, নামাভাসমাত্রে মুক্তি হয়॥
ভক্তিসুখ-আগে মুক্তি অতি তুচ্ছ হয়।
অতএব ভক্তগণ মুক্তি নাহি লয়॥"

'আভাস' শব্দের অর্থ কান্তি, ছায়া ও প্রতিবিম্ব ইত্যাদি। আভাস দুই প্রকার—স্বরূপ-আভাস এবং প্রতিবিম্ব-আভাস। স্বরূপ-আভাসে বস্তুর পূর্ণকান্তি সংকোচিত-ভাবে প্রকাশিত দেখা যায়। যেমন সূর্য্য মেঘে আচ্ছন্ন হইলে সূর্য্যকান্তি পরিপূর্ণ ভাবে প্রকাশিত না হইয়া স্বল্প আলোক প্রদান করে, তদ্রূপ জীবের সম্বন্ধজ্ঞানাভাব ও অনর্থাদিরূপ কুজ্ঝটিকা ও মেঘদ্বারা যতকাল চিন্ময় নাম-সূর্য্য কিয়ৎপরিমাণে আচ্ছাদিত থাকে, ততক্ষণ নামসূর্য্যের বিমল কিরণ অতি সংকোচিতভাবে ঈষৎ পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। তাহাকেই 'স্বরূপ-নামাভাস' বলে।

প্রতিবিম্বাভাসে স্বরূপ-বিকৃতিমাত্র অন্য আকারে দৃষ্ট হয়। যেমন সূর্য্যের প্রতি-বিম্বিত আলোক উচ্ছলিত হইয়া অন্যস্থানে পতিত হয়। নামসূর্য্যের কিরণ যখন মায়াবাদাদি-অপরাধযুক্ত হৃদয় হইতে প্রতি-বিম্বিত হইয়া প্রকাশিত হয়, তখন তাহাকে প্রতিবিম্ব-নামাভাস বলা যায়। ইহাকে ঠিক নামাভাস বলা যায় না। ইহা একটী প্রধান নামাপরাধ। কেবল ছায়া নামাভাসই নামাভাস নামে উল্লেখযোগ্য। প্রতিবিম্ব-নামাভাসে ভগবদ্বিমুখের দণ্ড সাযুজ্যলাভ বা বিনাশ ঘটিলেও নামের চরম ফল যে ভগবৎপ্রেমা, তাহা হইতে চিরতরে বিচ্যুত করিয়া দেয়। সোজা কথায়, জীব যখন সম্বন্ধজ্ঞানাভাববশতঃ নামের স্বরূপাদি-বিষয়ে অজ্ঞ থাকে ও যখন তাহার দশবিধ নামাপরাধের কোন একটী অজ্ঞাতসারেও না হয়, তখন যে নামাক্ষর জিহ্বায় প্রকাশিত হয় তাহাই নামাভাস। শ্রীমদ্ভাগবত একাদশ স্কন্ধে কনিষ্ঠ ভক্তের শ্রদ্ধা নির্ণীত হইয়াছে—

যথা,—

"অর্চ্চায়ামেব হরয়ে যঃ পূজাং শ্রদ্ধয়েহতে।
ন তদ্ভক্তেষু চান্যেষু স ভক্তঃ
প্রাকৃতঃ স্মৃতঃ॥"

অর্থাৎ যিনি ভগবানের অর্চ্চামূর্ত্তিকে শ্রদ্ধাসহকারে পূজা করেন, কিন্তু ভগবদ্‌ভক্তের প্রতি সেরূপ পূজাবুদ্ধি নাই বা কোনও প্রকার প্রেমও নাই, তাঁহাকে প্রাকৃত ভক্ত বলে। এইরূপ ভক্তের শ্রদ্ধাকে শ্রদ্ধাভাস বলা যায়। এইরূপ শ্রদ্ধাভাসের মূলে ভগবানের নিকট যদি ভুক্তি-মুক্তি-কামনাদি না থাকে, তবে তাহার দ্বারা নামাভাস হয়।

আর অপরের শ্রদ্ধা দর্শন করিয়া যদি নিজমনে শ্রদ্ধা উদয় করিবার চেষ্টা করে এবং তাহার মূলে ভোগ করিবার বাঞ্ছা নিহিত থাকে এবং সেই সব বাঞ্ছা পূরণের জন্য নামের আশ্রয় গ্রহণ করে, তখন তাহাকে প্রতিবিম্ব-নামাভাস বা নামাপরাধ বলা যায়।

ছায়া-নামাভাস, কালে নামোদয়ে সমর্থ করাইতে পারে, কিন্তু প্রতিবিম্ব-নামাভাসের দ্বারা অপরাধ বৰ্দ্ধিত হইয়া থাকে। নামাভাসে পূর্ব্বপাপ ক্ষয় হয় এবং নূতন পাপে রুচি জন্মে না। কিন্তু পূর্ব্ব অভ্যাসবশতঃ কিছু কিছু পাপাবশেষ থাকিতে পারে এবং ক্রমে তাহাও নামাভাসবলে ক্ষয় হইয়া যায়। হঠাৎ যদি অজ্ঞানকৃত কোন অপরাধ হইয়া পড়ে, তাহাও নামাভাসে দূর হইয়া যায়। কিন্তু কেহ যদি পাপ দূর করিবার সঙ্কল্প করিয়া নামগ্রহণ করেন, তবে নামাভাস না হইয়া তাঁহাদের নামাপরাধ হইয়া পড়ে।

(ক্রমশঃ)

কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠে

শ্রীরাধাষ্টমী মহোৎসব

কটক ১৪।৯।২৯

—শ্রীরাধাষ্টমী ও শ্রীমদ্ রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভুর আবির্ভাব উপলক্ষে শ্রীপাদ যাদবানন্দ ব্রহ্মচারী বদ্ধজীব কি উপায়ে শ্রীমতী বার্ষভানবীর সেবা লাভ করিতে পারে তাহা বর্ণন মুখে বলেন, যদি আমরা প্রকৃতপক্ষে সে সেবা লাভেচ্ছু হই, তা'হলে আমাদের একমাত্র কর্ত্তব্য ষড়্‌গোস্বামীর অনুগত হওয়া। তাঁহাদের আনুগত্য ব্যতীত রাধাভজন লাভের কোন উপায়ই নাই। সেই গোস্বামি ষট্‌কের অন্যতম শ্রীমদ্ রঘুনাথ দাস গোস্বামী, আজ তাঁহার প্রকট তিথি। আজ আমরা শ্রীমতী বার্ষভানবীর প্রকট লীলা আলোচনায় প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে যদি শ্রীমদ্ দাস গোস্বামীর চরিত্র আলোচনা করি, তাহা হইলে দাস গোস্বামীর কৃপা-ক্রমে কোন দিন তাঁহার আরাধ্যা বৃন্দাবনেশ্বরীর রূপা পাইবার সৌভাগ্য লাভ করিব। অতঃপর কটক র‍্যাভেন্‌শ কলেজের প্রবীণ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত সান্যাল এম, এ, মহোদয় শ্রীল দাস গোস্বামীর অপূর্ব্ব চরিত্র পাঠের প্রারম্ভে সভাস্থ ভক্তমণ্ডলীকে সম্বোধন করিয়া বলেন, আপনারা বোধ হয় শ্রীপাদ যাদবানন্দ প্রভুর উপদেশ উপলব্ধি করিয়াছেন। তাঁহার বাক্যের তাৎপর্য্য এই যে আমরা বদ্ধ জীব, প্রাকৃত বুদ্ধি-বিশিষ্ট, অতএব আমরা যদি আমাদের সম্বল যে প্রাকৃত বুদ্ধি, তাহার দ্বারা অপ্রাকৃত তত্ত্ব শ্রীরাধাকৃষ্ণলীলা আলোচনায় প্রবৃত্ত হই তাহা হইলে আমাদিগের শ্রীরাধা-কৃষ্ণ লীলা অনুশীলন না হইয়া প্রাকৃত নর নারীর চরিত্র আলোচিত হইয়া যাইবে এবং ফলে শ্রীরাধাকৃষ্ণ প্রেমের মধুরতা উপলব্ধি না হইয়া অন্য কিছুর উপলব্ধি হইবে, সুতরাং যদি আমরা প্রকৃত প্রস্তাবে সেই অপ্রাকৃত প্রেমের প্রয়াসী হই, তাহা হইলে উহা লাভের সোপান স্বরূপ যে ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠান, তাহাতে আমাদের প্রবৃত্ত হওয়া উচিত। তৎপরে তিনি শ্রীমন্মহাপ্রভু আমাদের মত বদ্ধ জীবের শিক্ষার জন্য তাঁহারই প্রিয়-পার্ষদ শ্রীমদ্ দাস গোস্বামী প্রভুকে দিয়া যে লীলার অভিনয় করিয়াছিলেন, তাহা বিশদভাবে বর্ণন করেন। বারান্তরে "সুধাকরের 'সুধাবর্ষণ'" শীর্ষক প্রবন্ধে উহা প্রকাশ করিবার বাসনা রহিল। সমগ্র ভক্তমণ্ডলী বিশেষ আনন্দের সহিত উক্ত অধ্যাপক মহোদয়ের গম্ভীর সমালোচনা [illegible] মন্ত্রমুগ্ধের প্রায় শ্রবণে [illegible] হইয়াছিলেন।

পাঠের প্রারম্ভে ও অন্তে সমুচ্চ হরি কীর্ত্তন হইয়াছিল এবং সমাগত ভক্তমণ্ডলী চতুর্ব্বিধ-রস সমন্বিত প্রসাদ গ্রহণে পরম-প্রীত হইয়া রাত্রি প্রায় ১১টার সময়ে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন।

পর-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

সম্প্রতি পর-বিদ্যাপীঠে নিম্নলিখিত শিক্ষণীয় বিষয়নিচয়ের অধ্যাপকের আসন-সমূহ সংস্থাপিত হইয়াছে—বিদ্যার্থিগণ আবেদন করুন।

১। সাহিত্যাসন, ২। ঐতিহ্যাসন,
৩। সম্প্রদায়বৈভবাসন, ৪। ভক্তিশাস্ত্রাসন,
৫। তত্ত্বশাস্ত্রাসন, ৬। বেদান্তাসন,
৭। একায়নাসন।

শ্রীনন্দলাল রায় বি. এ, কাব্যতীর্থ, বিদ্যাসাগর,
সম্পাদক—পরবিদ্যাপীঠ, শ্রীধাম মায়াপুর।

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

শ্রীগৌড়ীয়পত্রিকা হইতে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৪০৲ চল্লিশ টাকা।

২৭২৪ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে,

সপ্তচত্বারিংশ খণ্ডে সূচী ছাপা হইতেছে।

৪৬শ খণ্ড প্রায় নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে ১৫।/০ সাধারণ পক্ষে ২০৸/০। প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৶০, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ।/০।

দশম স্কন্ধ ছাপা হইতেছে। দশম স্কন্ধের ভিক্ষা ১২৲, অগ্রিম সাধারণের পক্ষে ৮৲।

৫০ অধ্যায়পর্য্যন্ত নবম সংখ্যা ছাপা হইয়াছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

"শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত"

সম্পূর্ণ ছাপা শেষ হইল

আদি, মধ্য, ও অন্ত্যলীলা এবং সূচী ছাপা হইয়া সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছেন। যাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ১০৲ টাকা ভিক্ষার তৃতীয় সংস্করণ ৪৲ টাকায় না পাইয়া অপর সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের জন্যই উহার ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছেন। সেই ১০৲ টাকার এই বিরাট গ্রন্থ গৌড়ীয়মঠের উৎসব অর্থাৎ আগামী সরা আশ্বিন পর্য্যন্ত ৫৲ টাকা ভিক্ষায় দেওয়া হইবে। গ্রাহকগণ সত্বর করুন পরে আর এ সুযোগ দেওয়া হইবে না।

শ্রীচৈতন্য-লীলার ব্যাস আদিকবি

শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র গ্রন্থ ৮৲ স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲

নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪॥০ টাকা

শ্রীচৈতন্য মঠের যাবতীয় গ্রন্থ

কার্য্যাধ্যক্ষ, গ্রন্থ-বিভাগ, শ্রীচৈতন্য মঠ
পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

—অথবা—

শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা
ঠিকানায় পাওয়া যাইবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—ডাকে লইলে শ্রীচৈতন্য মঠের ঠিকানায় লিখিবেন।

কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ
হইতে প্রকাশিত

গৌড়ীয়
পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র।

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রতি শনিবারে প্রকাশিত হয়।

অগ্রিম বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲ দিলে বৎসরে ৫০ সংখ্যা প্রাপ্য; ষাণ্মাসিক ১॥০; সাপ্তাহিক /০

সর্ব্বদা গ্রাহক হওয়া যায়।

বৃত্তিসহ সমগ্র

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

ভিক্ষা ২৲ টাকা ; শিক্ষার্থি-ছাত্রের পক্ষে ১॥০ দেড়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীপরবিদ্যাপীঠ, শ্রীগৌড়পুর
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিম্নলিখিত মঠসমূহে প্রাপ্তব্যঃ-

১। শ্রীচৈতন্য মঠ,—পোঃ, শ্রীধামমায়াপুর, (নদীয়া)।
২ শ্রীগোরগদাধর মঠ,—চাঁপাহাটি, সমুদ্রগড় পোঃ, (বৰ্দ্ধমান)।
৩ শ্রীভাগবত আসন,—ভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৪ শ্রীগৌড়ীয় মঠ,—১নং উল্টাডাঙ্গা জংসন রোড, কলিকাতা।
৫ শ্রীপুরুষোত্তম মঠ,—পুরী রেলওয়ে ষ্টেশনের নিকট "ভজনকুটীর"
৬ শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ,—চাঁদনী বাজার, কটক।
৭ শ্রীভাগবত মঠ,—চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।
৮ শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ,—৩নং অগস্ত্যকুণ্ড, কাশী, ইউ, পি।
৯ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,—ছিপিগাল, বৃন্দাবন, মথুরা, ইউ, পি।
১০ শ্রীপরমহংস মঠ,—নিমসার পোঃ, সীতাপুর, ইউ পি।
১১ শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ,—কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল, পাঞ্জাব।
১২ শ্রীমাধবগৌড়ীয় মঠ,—২০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।
১৩ শ্রীগদাইগৌরাঙ্গ মঠ,—বালিয়াটি, ঢাকা।
১৪ শ্রীপ্রপন্নাশ্রম,—আমলাযোড়া, বাঙ্করবাধ পোঃ, বৰ্দ্ধমান।
১৫ শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ,—ভুরকোন্দা, চিরকুণ্ডা পোঃ, মানভূম।
১৬ শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয় মঠ,—আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী, উড়িষ্যা।

এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণের নিকটও নদীয়া প্রকাশ প্রাপ্তব্য।

১। শ্রীযুক্ত জনার্দ্দন ঘোষ—বসু পাড়া ক্রে রোড, খুলনা
২। শ্রীযুক্ত রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিরত্ন—দেওয়ানগঞ্জ, হলদিবাড়ী কুচবিহার।
। শ্রীযুক্ত রামরঞ্জন রায় ৭৬।২নং শ্রীগোপাল মল্লিক লেন, কলিকাতা।
৪। শ্রীযুক্ত অমূল্যকুমার সরকার এস, ডি, ও, ফৈজাবাদ।
৫। মিঃ এন্ জি, মুখার্জ্জি—এস, এম, ওয়ার্কস্ জি আই, কানপুর।
৬। শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী জ্যোতির্ভূষণ—স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া
৭ শ্রীরাসবিহারী দাস অধিকারী, নবদ্বীপ।
৮। শ্রীবিরাজমোহন দে—মনমোহন-প্রেস, নবাবপুর, ঢাকা।
৯। শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ গড়গড়ি বেড়াচাঁপা, ২৪ পরগণা।

অন্যথা না ভজে কৃষ্ণ, দুষ্ট সঙ্গ করে। পুন সেইহেতু মায়া পাশে ডুবি মরে

চৈতন্যমঠের গ্রন্থাবলী

শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুর বিরচিত

উৎকৃষ্ট কাপড়ে বিলাতী ধরণে বাঁধাই স্বর্ণাক্ষরে। চতুর্থ সংস্করণ। বিস্তারিত বিষয়সূচীসহ।

জৈবধর্ম

বাঁধাই ২৲ দুই টাকা

প্রকাশিত হইয়াছে

সনাতন ধর্মশাস্ত্র বেদ, বেদান্ত, উপনিষৎ গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত, পুরাণ, তন্ত্রাদি সকল গ্রন্থ পাঠ করিবার অবসর অতি অল্প মানবের ঘটিয়া থাকে। অনেকের যোগ্যতা না থাকায় সেই সমস্ত গ্রন্থের মর্ম অবগত হইতে পারেন না। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বাঙ্গালীর এই অসুবিধা দূরীভূত করিবার জন্য এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

বিদ্যালয়ের ছাত্র বা শিক্ষকগণের বিশেষ পাঠ্য এই হেতু শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টার বাহাদুর ইহা সমস্ত বিদ্যালয়ের জন্য অনুমোদন করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

প্রথম খণ্ড ভিক্ষা—১৲ একটাকা

যুক্তিপূর্ণ শাস্ত্রবাক্য দ্বারা প্রত্যেক মানবের নিত্য কর্ত্তব্য ও অনিত্য সাময়িক কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। গ্রন্থের প্রতি উক্তি সনাতন শাস্ত্রবাক্য দ্বারা সমর্থিত ও প্রমাণিত হইয়াছে। দেহের, মনের ও আত্মার ধর্ম কি? স্বদেশ, সমাজ, নীতি, ধর্ম কি? ইত্যাদি বিষয় ক্রমানুসারে এমন সুন্দরভাবে যুক্তিসংকারে আলোচিত হইয়াছে যে, প্রথম পংক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত পাঠ না করিয়া নিবৃত্ত হওয়া যায় না।

শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ভিক্ষা ৵০

ঐ প্রমাণ খণ্ড ভিক্ষা ৵০

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিহার ও লীলাভূমি নয়টী দ্বীপসমাবৃত। এই নয় দ্বীপের প্রাচীন বিবরণ— প্রত্যেক দ্বীপে শ্রীমহাপ্রভুর লীলা—প্রত্যেক দ্বীপের পরিচয়, শ্রীধাম-মাহাত্ম্য—ধামাপরাধ কি? ইত্যাদি বিষয় বিশেষভাবে মনোহর ছন্দে বর্ণিত। পকেট সাইজ প্রায় ১৬০ পৃষ্ঠা।

শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ

উজ্জ্বল ব্রোঞ্জ কালীতে উত্তম কাগজে ছাপা—শ্রীনবদ্বীপধাম দর্শনে ভাবুক দর্শনকারীর কি প্রকার ভাবের উচ্ছ্বাস হয়, তাহা এই গ্রন্থে বর্ণিত। অতি চমৎকার। ভিক্ষা চারি আনা।

সাধনপথ

৷৵০ দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভুকে উপদেশচ্ছলে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে সাধনপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিচার অতি সুন্দরভাবে বিবৃত হইয়াছে। ইহা ছাড়া শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদিষ্ট শিক্ষা ও উপদেশ বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

বৈষ্ণব-জগতে অভিনব গ্রন্থ !!
ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতি-গ্রন্থাবলী

শরণাগতি

পকেট সাইজ
অষ্টম সংস্করণ
ভিক্ষা ৴০ আনা

দেহ ও মনের চেষ্টা অনন্যাবস্থ লইয়া—ইহা যখন জীব বুঝিতে পারে, তখন একমাত্র নিত্যবন্ধু শ্রীভগবানের প্রতি তাঁহার কোন জাতীয় আবেগময়ী প্রার্থনা হয় এবং শ্রীভগবানে সর্ব্বান্তঃকরণে নিষ্কপটে কি প্রকারে শরণাপন্ন হইতে হয়, ইত্যাদি বিষয়ক প্রাণস্পর্শী প্রার্থনা ও আত্মসমর্পণমূলক গান। ছাড়্‌যা সংস্করণও প্রকাশিত হইয়াছে

ভিক্ষা প্রতি খণ্ড ৴০ এক আনা।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা— ৴০, নবদ্বীপশতক— ৴০
অর্থপঞ্চক—৴০

কল্যাণকল্পতরু

পকেট সাইজ
পঞ্চম সংস্করণ
ভিক্ষা ৴১০

আমরা প্রত্যহ নূতন অভাব ও কামনার বশবর্ত্তী হইয়া পুনঃপুনঃ যে অকল্যাণকে কল্যাণ বলিয়া গ্রহণ করি এবং যাহার নিকট কল্যাণ কামনা করি, তিনি যে নিত্য বা যথার্থ কল্যাণ প্রদানে অসমর্থ এবং কোন্ বস্তু আমাদের নিত্য কল্যাণদাতা এবং কি ভাবে আমরা সেই কল্যাণলাভে সমর্থ হইব, এই সকল কথা সরল গানে লিখিত। এই গীতিগ্রন্থ বাস্তবিক কল্যাণের কল্পতরু; ইনি প্রত্যেককে নিত্যকল্যাণ প্রদানে

শ্রীল চক্রবর্ত্তি-ঠাকুরের টীকা সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠাকুর কৃত টীকা ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কৃত বঙ্গানুবাদ। টীকাকারের জীবনী, শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি বহু প্রয়োজনীয় বিষয় সংবলিত প্রায় ৪২৫ পৃষ্ঠা। উৎকৃষ্ট সিল্কে বাঁধাই ২৲ দুই টাকা, কাগজে বাঁধা ১৷০

শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ-কৃত ভাষ্য সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

কাগজ ও ছাপা উৎকৃষ্ট। সিল্কে বাঁধাই, সোণার জলে নাম লেখা রাজসংস্করণ ২৲ টাকা, সাধারণ সংস্করণ ১৷০, গৌড়ীয়ের গ্রাহকপক্ষে ১।০

বৈষ্ণবমঞ্জুষা, সমাহৃতি (সার্ব্বভৌমকোষগ্রন্থ)

বিষয়:—১। ভক্তিশাস্ত্রে ব্যবহৃত শব্দাবলীর অর্থ, ২। চারি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের চরিত্র, ৩। বিষ্ণুবৈষ্ণবসম্পর্কিত শ্রীমন্দির ও শ্রীবিগ্রহের বিবরণ, ৪। বৈষ্ণবগ্রন্থ ও প্রবন্ধসমূহের তাৎপর্য্য ও বিবরণ, ৫। বিষয় বিশেষের লৌকিক ও শাস্ত্রীয় আকরমূলে যাবতীয় তথ্য। চারিখণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ১ম খণ্ড ৸০, ২য় খণ্ড ৸৵০, ৩য় খণ্ড ৸০, ৪র্থ খণ্ড ৷৵০, চারিখণ্ড একত্রে ৩৲ (৫ম খণ্ড যন্ত্রস্থ)।

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ

—১ম খণ্ড ১৲ এক টাকা ২য় খণ্ড ১৲ এক টাকা—শ্রীমদ্ভাগবতের গ্রাহক ও গৌড়ীয় গ্রাহকগণ ১৷০ টাকায় দুইখণ্ড পাইবেন। বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমজ্জীব গোস্বামিপাদের রচিত গ্রন্থ। ইহাই ষট্‌সন্দর্ভের অধিক প্রয়োজনীয় অংশ। প্রতি খণ্ড ডবল ক্রাউন ৮ অংশায় ৬৪ পৃষ্ঠা আকারে মুদ্রিত হইতেছে।

শ্রীমদ্মধ্বাচার্য্য সঙ্কলিত

সদাচারস্মৃতিঃ

ভিক্ষা ৴০ মাত্র

রেজেষ্ট্রীকৃত

মদন মঞ্জরী

বটিকায় স্বপ্ন ও ধাতুবিকার, ইন্দ্রিয়শক্তির হ্রাস, প্রস্রাবে শুক্রপাত, বদহজম, মাথাঘোরা, বুক ধড়ফড়ানি, অনিদ্রা প্রভৃতি লক্ষণ সত্বর নির্দ্দোষ আরোগ্য হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ৪০ বটী ১৲ এক টাকা।

"নপুংসকতারি ঘৃত"

পুরুষত্বহানি রোগে বাহ্যপ্রয়োগ দ্বারা আরোগ্য করিয়া শক্তিসম্পন্ন করে। মূল্য ২ তোলা ১৲ টাকা।

"রমণবিলাসিনী বটিকা"

বীর্য্যধারণ করত সম্ভোগশক্তি স্থায়ী ও বৃদ্ধি করিতে অত্যাশ্চর্য্য। মূল্য ১৬ বটী ১৲ এক টাকা।

রাজবৈদ্য নারায়ণজী, কেশবজী
১৭৭নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

কুমার-ভোগ—রুগ্ন ও কৃশাঙ্গ শিশু অচিরে সর্ব্বরোগমুক্ত হইয়া মোটা হয়। ইহা সেবনে শিশুরা শীঘ্র হাঁটিতে পারে, তাহাদের ক্ষুধা বৃদ্ধি ও যকৃতের ক্রিয়া ভাল হয়—দন্তোদ্গমের সময় কোন কষ্ট হয় না। খাইতে মিষ্ট। মূল্য প্রতি শিশি এক টাকা, মাশুল ।৵০ আনা।

নারোল (Narrhol)—ইনফ্লুয়েঞ্জা, বাতজ্বর, পালাজ্বর শ্রেষ্ঠ ঔষধ। আনুষঙ্গিক কাশ, ব্রঙ্কাইটিস্ (Bronchitis), গা-ব্যথা ও ব্যাকুলতা হৃদ্দৌর্ব্বল্য। মন্ত্রের মত ... ৮০ বটিকায় শিশি ৷৷০ মাঃ ।৵০ আনা।

দাদ-লোপ তিন শিশি ... ১৲

ডাঃ ও লাম্ব ... দাদ-লোপ ... কাপড়ে কোনরূপ দাগ লাগে না ... আনা ... ১০, ... ষ্ট্রীট, ... কলিকাতা

৩ শিশির কম ... ভিঃ পিঃ হয় না।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীমায়াপুর (প্রাচীন নবদ্বীপ) নদীয়া

শ্রীধাম মায়াপুর যাত্রিগণের দ্রষ্টব্য

১লা সেপ্টেম্বর হইতে পূর্ববঙ্গ রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ শান্তিপুর-নবদ্বীপঘাট লাইনে নিম্নলিখিতভাবে সময়ের তালিকা পরিবর্তন করিয়াছেন।

শান্তিপুর হইতে নবদ্বীপঘাট

শান্তিপুর	কৃষ্ণনগরসিটি	মহেশগঞ্জ	নবদ্বীপঘাট
[illegible]	৬-৪৯	৭-২৪	৭-৩৩
[illegible]	১০-১০	১১-[illegible]	১১-১৯
[illegible]	১-৩০	২-১০	২-১৯
৬-৪	৫-১৮	[illegible]	৬-৫৯
৭-৩	৮-১১	৮-৪১	৯-০

নবদ্বীপঘাট হইতে শান্তিপুর

নবদ্বীপঘাট	মহেশগঞ্জ	কৃষ্ণনগরসিটি	শান্তিপুর
৫-৩৭	৬-১৮	৬-৪৭	৭-৫২
৯-২৫	১০-০৪	১০-৩৪	১১-২০
১২-১০	১-২১	১-২০	২-৫
৩-১১	৩-৩৩	৫-২০	৬-৬
৬-৫৫	৭-[illegible]	৮-৪	৮-৫০

বেদনাঞ্জন

জয়

কলিকাতা কংগ্রেস একজিবিসন হইতে বহু প্রশংসা প্রাপ্ত ও বহু গণ্যমান্য ভদ্রমহোদয়গণ কর্তৃক প্রশংসিত।

আজকাল বাহার-চলন মিশ্রিত ও বিষাক্ত আহার্য্য সেবনে শরীরের রক্ত স্বতঃই দোষিত হইয়া পড়িতেছে। রক্তই মানবদেহের শ্রেষ্ঠ উপাদান, এই রক্ত দোষিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মানব বাত, বেদনা, মাথাধরা, মাথাঘোরা, দৃষ্টিশক্তির হ্রাস, দাঁতের গোড়া ফুলা, দাঁত কনকনানি, দাঁতে পোকা এবং দোষ, চুলকানি প্রভৃতি কষ্টদায়ক উপসর্গে আক্রান্ত হইতেছে। যদি আপনি একেবারে ব্যাধিমুক্ত হইতে চান, তাহা হইলে অযথা পয়সার অপব্যয় না করিয়া অল্প ব্যয়ে এক শিশি বেদনাঞ্জন ক্রয় করিয়া ইহার আশ্চর্য্য-শক্তি উপলব্ধি করুন। গুণের তুলনায় মূল্য অত্যল্প, এক শিশি ।০ আনা মাত্র মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান—এ, সি, চাটার্জ্জী এণ্ড ব্রাদার্স।

৪৫নং ক্লাইভ রো, কলিকাতা।

সকল মনিহারী দোকানে ও বড় বড় ডাক্তারখানায় পাওয়া যায়।

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

যদিও অদ্যাপি প্রকৃত মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য, তথাপি যাঁহারা নানাবিধ অনিয়মিত উপায়ে অস্বাভাবিক শক্তি নষ্ট করিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন এবং নানা প্রকার মেহ, প্রমেহ ধাতুদৌর্ব্বল্য, স্নায়বিক দুর্ব্বলতা, বহুমূত্র, উপদংশ, পারদসংক্রান্ত পীড়া, স্বপ্ন এবং স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে যাহারা বাধক, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, স্বল্পরজঃ, শ্বেত ও রক্তপ্রদর, ইন্দ্রিয় প্রকৃতি রোগে ভুগিয়া জীবনে নিরাশ হইয়াছেন, তাঁহারা আমেরিকার প্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটার সাহেবের আবিষ্কৃত ইলেক্ট্রিক সলিউসন ব্যবহার করিয়া বাঁচিতে পারেন, ইহার শত শত প্রমাণ প্রতি বৎসরেই পাওয়া যাইতেছে। যাঁহারা অন্যান্য বহুবিধ ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরোগ্য হইতে পারেন নাই, তাঁহারা একবার এই ঔষধটী ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক মাসের ব্যবহারোপযোগী এক শিশি ঔষধ ডাকমাশুল সহ ১॥০ টাকা মাত্র।

সোল এজেন্ট—ডাঃ ডি, ডি, হাজরা।

ফতেপুর, গার্ডেনরিচ পোষ্ট, কলিকাতা।

ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

অধ্যক্ষ

শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম. এ., এফ. সি. এস. (লণ্ডন)

ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক

(প্রফেসার)

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ বিশুদ্ধ ও শাস্ত্রমতে নিজ তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হয়। পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ক্যাটালগ পাঠান হয়। রোগের বিবরণ জানাইলে যত্নপূর্ব্বক ব্যবস্থা দেওয়া হয়। চিঠি পত্রাদি সম্পূর্ণরূপে গোপন রাখা হয়।

মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দুর)

(বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৪৲ টাকা

উৎকৃষ্ট স্বর্ণ, পারদ ও আমলাসার গন্ধক দ্বারা যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। নিত্য প্রয়োজনীয় সর্ব্বরোগনাশক মহৌষধ।

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৩৲ টাকা

উৎকৃষ্ট কাশ্মীর আমলকী, বংশলোচন প্রভৃতি যাবতীয় উপাদানে পূর্ণ মাত্রায় যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। কফ, কাসি, সর্দ্দি, যক্ষ্মা, ক্ষয়রোগ, হৃদরোগ প্রভৃতি রোগের মহৌষধ। সর্ব্বপ্রকার দুর্ব্বলতা নাশক অতিশয় পুষ্টিকর মহৌষধ বা খাদ্য বিশেষ।

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬৲ টাকা

ইহা সেবনে ধাতুদৌর্ব্বল্য, শুক্রহীনতা, স্বপ্নদোষ, প্রমেহ ও ধ্বজভঙ্গ সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায়। ইহা অপার্থিব আনন্দদায়ক রসায়ন।

অবলাবান্ধব যোগ

প্রদর, বাধক প্রভৃতি জরায়ুদোষ ও যোনিগত দুরারোগ্য রোগের মহৌষধ

মূল্য—১৬ মাত্রা ২৲ টাকা। ৫০ মাত্রা ৫৲ টাকা মাত্র

বিশুদ্ধ জল! ভয় নাই! বিশুদ্ধ জল!!

লক্ষ্মী টিউব-ওয়েল কোং

২০৫নং নবাবপুর, ঢাকা

বর্ত্তমান-যুগের নবআবিষ্কৃত ও সর্ব্বাপেক্ষা উন্নত বৈজ্ঞানিক-খনন-প্রণালীতে নলকূপ (*Tube-well*) নির্ম্মাণ করা হয়। ঢাকার লাট বাহাদুর, প্রাইভেট সেক্রেটারী, ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট, ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের চেয়ারম্যান, ইঞ্জিনিয়ার, জমিদার, তালুকদার, প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত ভদ্রমহোদয়গণ এই কোম্পানীর কার্য্য দেখিয়া প্রশংসা করিয়াছেন। রাসায়নিক পরীক্ষায় জল বিশুদ্ধ না হইলে মূল্য গৃহীত হয় না। বিস্তৃত বিবরণের জন্য পত্র লিখুন।

বিনামূল্যে বিনামূল্যে

বিতরিত

আয়ুর্ব্বেদ সার "কামশাস্ত্র" গ্রন্থখানি চৌদ্দ লক্ষের উপরে বিতরিত হইয়াছে। উহা পাঠে মানবের পরিণাম ফলাফল জানা যায়।

এই পুস্তক যিনি লিখিয়াছেন, তিনিই "আতঙ্কনিগ্রহ বটিকা"র আবিষ্কর্ত্তা। এই বটিকা দুর্ব্বলকে সবল করে এবং সবল ব্যক্তিকে অটুট ও অক্ষয় রাখে। বত্রিশ বটিকা পূর্ণ প্রতি কৌটার মূল্য ১৲ টাকা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান:—আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়।

১১৪নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মনোমোহন প্রেস

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা

পূর্ব্ব বাঙ্গালায় সুলভে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত

বৈদ্যুতিক মেশিনে দিবারাত্রি কাজ চলিতেছে

বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা।

শ্রীমায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে— শ্রীবিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

স্থানীয়-সংস্করণ

Registered No. C 1544

বিজ্ঞাপনের হার

প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৹
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র।

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়।

বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸৹
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৫

৪র্থ খণ্ড] সম্পাদক—প্রত্নবিদ্যালঙ্কার শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী [১৭৪. সংখ্যা

শ্রীচৈতন্য মঠ, শ্রীধাম মায়াপুর—৩ই আশ্বিন শনিবার ১৩৩৬, ২১শে সেপ্টেম্বর ১৯২৯

শ্রীধাম মায়াপুর ডাকঘর

গত ১লা জুন হইতে শ্রীধাম মায়াপুর পোষ্ট অফিস খোলা হইয়াছে। বঙ্গদেশের পোষ্টমাষ্টার জেনারেল্ বাহাদুর শ্রীধাম মায়াপুর ডাকঘর হইতে নদীয়া-প্রকাশ ভারতের সর্ব্বত্র প্রেরণ করিবার আদেশ দিয়াছেন।

ম্যানেজার, 'নদীয়া-প্রকাশ'

পোঃ আঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

শ্রীধাম মায়াপুরের, যাবতীয় পত্র বুকপোষ্ট রেজিষ্টারী মণি-অর্ডার প্রভৃতি ডাকে পাঠাইতে হইলে. পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া ঠিকানায় লিখিবেন।

দ্বীপ দিগ্‌দর্শন

গঙ্গার পূর্ব্বপারস্থ অন্তর্দ্বীপ, সীমন্তদ্বীপ, মধ্যদ্বীপ ও গোদ্রুমদ্বীপ এবং পশ্চিমপারস্থ কোলদ্বীপ, ঋতুদ্বীপ, জহ্নুদ্বীপ, মোদদ্রুমদ্বীপ ও রুদ্রদ্বীপ—এই নয়টি দ্বীপের অন্তর্গত স্থানসমূহ নবদ্বীপ-মণ্ডল নামে খ্যাত। 'দ্বীপ দিগ্‌দর্শন' নামক গ্রন্থে ইহাদের বিবরণ অতি প্রাঞ্জল ভাষায় লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এই অমূল্য রত্নের ভিক্ষা মাত্র ৵৹। ৵১০ ডাক টিকেট পাঠাইলে বুক পোষ্টে পাঠান হয়।

প্রাপ্তিস্থান—নদীয়া প্রকাশ কার্য্যালয়,
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া
এবং
গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস,
১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

দুইখণ্ডে সমগ্র গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছেন। সূচী প্রভৃতি ছাপা হইতেছে
ভিক্ষা ২৷৹, নদীয়াপ্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ১৷৹

রোগী দেখিবার সময়ঃ—
প্রাতেঃ—৬টা হইতে ৯টা,
বৈকালে—৩টা হইতে ৫টা পর্য্যন্ত

মূল্যফেরৎ! মূল্য ফেরৎ!!

সর্ব্বত্র এজেণ্ট আবশ্যক। পত্র লিখুন।
কঠিন কঠিন রোগের চিকিৎসা করা হয়।
দিবা-রাত্রি ঔষধ পাওয়া যায়।

ডাক্তার বি, ডি, কুণ্ডুর—
আবিষ্কৃত ও গভর্ণমেণ্ট রেজেষ্টারীকৃত

১। ভূপেন্দ্র শোভা স্পেসিফিক্—পেটের যাবতীয় রোগের, অজীর্ণ, ডিস্পেপ্‌সিয়ার মহৌষধ। প্রত্যেক গৃহে রাখা প্রয়োজনীয়। ঔষধ—প্রতি শিশি ১৲ এক টাকা মাত্র।

২। চণ্ডি ফিবার মিক্‌চার—ম্যালেরিয়া জ্বর এক শিশিতে সম্পূর্ণ আরোগ্য। কম্পজ্বর এবং পালা ও সকল জ্বরের মহৌষধ। প্রতি ছোট শিশি ৸৹ বার আনা, বড় শিশি ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। গণোরিয়া স্পেসিফিক্—যে রকম গণোরিয়া হোক না কেন, এক শিশিতে আরোগ্য। এক শিশি ১৲ এক টাকা মাত্র।

হোমিওপ্যাথিক বিভাগ

১। ওয়ারম্ কিওর—যাবতীয় ক্রিমির, ২। ফিমেল সুধা—শ্বেত-প্রদর, রক্ত-কষ্ট ও বাধকের, ৩। জিহ্বা স্পেসিফিক্—জিহ্বার ক্ষতের, ৪। বাথ রেগুলেটার—যাহাদের নিয়মিত ঋতুস্রাব হয় না, ইহা সেবনে নিয়মিত ঋতুস্রাবের, ৫। পাইলস্ রেমিডি—যাবতীয় অর্শের মহৌষধ। মূল্য প্রতি শিশি [illegible] ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ—আরোগ্য না হইলে মূল্য ফেরৎ। রোগের অবস্থাদি জানাইলে, [illegible] ব্যবস্থাদি [illegible] ভিঃ পিঃতে ঔষধ পাঠান হয়। এক কালিন দশ টাকার ঔষধের অর্ডার পাইলে, স্বতন্ত্র কমিশন দেওয়া হয়। পত্রাদি বিশেষ গোপনে রাখা হয়।

সোল এজেণ্টঃ—
দি এলোপ্যাথিক ড্রাগ ষ্টোরস্

ডাক্তার বি, ডি, কুণ্ডু
৩১ নং গরানহাটা ষ্ট্রীট, পোঃ বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
টেলিফোন নং বড়বাজার ২৪১১।

কর্ম্মাবলম্বিকাঃ কেচিৎ কেচিৎ জ্ঞানাবলম্বকাঃ। বয়ন্তু হরিদাসানাং পাদত্রাণাবলম্বকাঃ॥

গভর্ণমেণ্ট হইতে রেজিষ্টারী করা—

সর্ব্বপ্রকার প্লীহা লিভার সংযুক্ত ম্যালেরিয়া

জ্বরের সাক্ষাৎ যম

ম্যারফালীন

টনিক ও সালসা। পথ্যের বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই। এক দাগেই প্লীহা, লিভার ধ্বংস হয়। 'ফলেন পরিচীয়তে'

এক দাগে জ্বর পালায়, ফিরে জ্বর আর হয় না

একদাগে জ্বর পালায়, তিন দাগে সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়। এমন উপকারী ঔষধ আর নাই। ২১৪ দাগ ঔষধ সেবনে যদি আপনার জ্বর একেবারে ভাল হয়, সেই প্রকৃত ঔষধ খাওয়া উচিত নয় কি? এক্ষণে সাবধান হউন এবং জানিয়া রাখুন, আর মিছামিছি বাজে বোতল ২ বিষের জল খেয়ে শয্যাগত হইয়া প'ড়ে পরে হয়রান হয়েন কেন? সুতরাং ৷৷০ আনার ম্যারফালীনই একটি জ্বর রোগীর পক্ষে যথেষ্ট, এমন প্রত্যক্ষ উপকারী জ্বরের ঔষধ আর নাই। সকালে জ্বর হইলে বৈকালে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবেন, ডাক্তার ডাকিতে হয় না। মূল্য প্রতি শিশি ৷৶০ আনা, ডজন ৫৷০ আনা।

এজেণ্ট—মেসারস্ এম, ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং, ১০নং বনফিল্ডস্ লেন, কলিকাতা।

আয়ুর্ব্বেদ সম্মত বায়ু পিত্ত বাত নাশক

ত্রিগুণ তৈল

যুগল-মূর্ত্তি মার্কা

সর্ব্বত্র পাওয়া যায়।

আসল ও আদি

শিশি ৸০ আনা, ডজন ৮৲

ভিঃ পিঃ ও রেলওয়ে পার্শ্বেল স্বতন্ত্র।

যুগল-মূর্ত্তি মার্কা এঃ বটকৃষ্ণ পাল দেখিয়া লইবেন।

মহোপকারী তৈল আর নাই

গবর্ণমেণ্ট হইতে রেজিষ্টারী করা—

মহর্ষি চরক প্রোক্ত ভৈষজ্য উপাদানে খাটী কাঁচা কৃষ্ণাণ্ড তৈলে কুন্দনাভি, কর্পূর, গোলাপ, চামেলী, বেলা, চন্দন, খসখস, বেল, প্রভৃতি মূল্যবান মহাদ্রব্য দিয়া সংমিশ্রণে প্রস্তুত বিধায় ছয় ঋতুতেই সমভাবে ইহার অমূল্য গন্ধ উপলব্ধি হইয়া থাকে। ফলতঃ এই সুগন্ধসম্পন্ন পরম পবিত্র তৈল নিত্য ব্যবহারে সাধারণতঃ দৈহিক ও মানসিক অবসাদ নিশ্চয় দূর হইয়া থাকে।

সকল প্রকার স্ত্রী বা পুরুষের জননেন্দ্রিয় ধাতুর দূষিত স্বপ্ন, জটিল ব্যাধি, মেহ, প্রমেহ, প্রদর, কষ্টরজঃ, বাধক, স্মৃতিবিকার, মূর্চ্ছা, মাথাধরা, মাথাঘোরা, আধকপালী, নিদ্রাহীনতা এবং সর্ব্বপ্রকার বাতরোগ ও নানা প্রকার ব্যাধির কীটাণু ধ্বংসকারী অব্যর্থ মহৌষধ।

বলা বাহুল্য, ইহা এরূপ মস্তিষ্ক স্নিগ্ধকারী ঠাণ্ডা তৈল যে, পাগল ভাল হয়। যে কোন স্থানে তৈল ক্রয়কালীন শিশির গায়ের 'লেবেলের উপর বড় ২ অক্ষরে আসল যুগল মূর্ত্তি মার্কা এজেণ্ট বটকৃষ্ণ পাল দেখিয়া লইবেন, অন্যথায় শঠকারী দোকানদার জাল বা নকল তৈল বিক্রয় করিয়া আপনাকে ঠকাইবে। স্মরণ রাখিবেন বাজে জিনিষ বিক্রয় করিয়া ঠকাইতে পারিলেই খুব লাভ হয়।

এজেণ্ট—বটকৃষ্ণ পাল এণ্ড কোং ২৩নং বনফিল্ড লেন, কলিকাতা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

৫ই আশ্বিন শনিবার—১৩৩৬

শ্রীশ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ

[৩১শে ভাদ্র ১৩৩৬ সোমবার ঠাকুরের আবির্ভাব-বাসরে পঠিত]

(অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন ঘোষ এম, এ, বি, এল-লিখিত)

নমো ভক্তিবিনোদায় সচ্চিদানন্দনামিনে।
গৌরশক্তিস্বরূপায় রূপানুগবরায় তে॥
যস্যাস্তি ভক্তৌ পরমো বিনোদো
যস্মিংশ্চ ভক্তেঃ সুমহান্ বিনোদঃ।
দুঃখং বিদন্যাদভক্তাবিনোদো
সোঽস্তু ভক্তিমোদং দধতাং বিনোদঃ॥

শুদ্ধভক্তিতে যাঁহার একমাত্র বিনোদ বা আনন্দ, সাক্ষাৎ ভক্তিদেবীও যাঁহাতে পরম বিনোদ বা প্রীতি, কৃষ্ণ-কাষ্ঠেতর বস্তুতে যাঁহার বিনোদ বা রতি নাই, সেই পরমপূজ্য ওঁবিষ্ণুপাদ ঠাকুর শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ আমাদের অভক্তিরুচি বা সেবা-বৈমুখ্য বিদূরিত করুন।

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ মায়াতীত নিত্যধামের ও অখণ্ডকালের বস্তু, জগতের কল্যাণার্থ শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের লুপ্তপ্রায় নামপ্রেম-ধারা পুনঃ সঞ্জীবিত ও প্রবাহিত করিবার জন্য জগতে আসিয়াছিলেন। আমাদের জড় দৃষ্টিতে তাঁহার লীলাকাল খণ্ডকালের অন্তর্গত অতীত ব্যাপার বলিয়া প্রতীত হইলেও, তিনি নিত্যলীলারস আস্বাদনে নিত্য বর্ত্তমান।

আজ সেই পরমপুণ্যা সর্ব্বশুদ্ধা হৃষীকেশ-গৌর-ত্রয়োদশী তিথি,—যাহাকে সর্ব্বেন্দ্রিয়ে হৃষীকেশ-সেবক, শুদ্ধভক্তির পুনঃ সংস্থাপক ও পথ-প্রদর্শক গৌরশক্তি ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তদীয় আবির্ভাবের দ্বারা পরম ধন্যা করিয়া গিয়াছেন. সেই পুণ্যা তিথিকে অভিনন্দন করি। অদ্য এই শুভ আবির্ভাব বাসরে ঠাকুরের অসীম অতুলনীয়া 'অমন্দোদয়া' দয়ার কথা কীর্ত্তনমুখে তাঁহার পাদপদ্মে ভক্তি-অর্ঘ্য প্রদান করিবার জন্য সকলে সমবেত। শুদ্ধবৈষ্ণব-সেবানিষ্ঠ জনই জগদ্‌গুরু বৈষ্ণবের অগাধ, পূতচরিত্র-মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিবার যোগ্য অধিকারী। সেবা-বিহীন মাদৃশ পামর জনের বৈষ্ণব-মাহাত্ম্য কীর্ত্তনের যোগ্যতা কোথায়?

'জগতের ভাগ্যে পূর্ব্বদেশে গৌড়দেশে সূর্য্যচন্দ্র দুই ভাই শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দ উদিত হইয়াছিলেন।, তাঁহাদের মনোহভীষ্ট-সংস্থাপক পরম প্রেষ্ঠসেবক ঠাকুর ভক্তিবিনোদও তাঁহাদের পদাঙ্কপূত লীলাস্থান গৌড়দেশের—এক প্রসিদ্ধ গ্রামে বীরনগর উলায়, ঘোর কলি বা বিবাদ-তর্কের, নাস্তিকতার, ভোগ-পরাকাষ্ঠার যুগে ১৭৬০ শকাব্দায় (১৮৩৮খৃঃ) ভাদ্রমাসে তেমনি জগতের ভাগ্যে উদিত হইয়াছিলেন। 'রাধাভাব-দ্যুতি-সুবলিত পুরটসুন্দরদ্যুতি শ্রীগৌরসুন্দর অবতীর্ণ হইয়া 'রাধার মহিমা, প্রেমরসসীমা', কৃষ্ণভক্তি-রসের স্বরূপ, জীবের সহজ ধর্ম্ম কৃষ্ণসেবা, এবং কৃষ্ণভক্তি নিত্য পরমানন্দ জগতে আনিয়া, বিলাইয়া প্রেমবন্যা প্রবাহিত করিয়া গেলেও, কলির প্রভাবে কালক্রমে তাহা অতীব পঙ্কিল ও শুষ্কপ্রায় হইয়া গিয়াছিল। জগৎ আবার ঘনতমসাবৃত হইয়া উঠিয়াছিল।' তখন লোকের জ্ঞান-দৃষ্টি প্রাকৃত অজ্ঞানান্ধকারে সমাচ্ছন্ন হইয়া যাওয়ায়, পরিপূর্ণ সম্ভ্রমময় ভোগসাধনই জীবের চরম লক্ষ্যরূপে লোকের সমক্ষে প্রতিভাত। এমন অন্ধকার যুগে জগতের অজ্ঞান-চক্ষু উন্মীলন করিয়া জগৎকে আত্মহত্যা হইতে রক্ষা করিবার জন্য ঠাকুর ভক্তিবিনোদ মহাপ্রভুর প্রেমালোকবর্ত্তিকা-হস্তে উদিত হইলেন।

শ্রীল ভক্তিবিনোদ অতি উচ্চকুলে ও সমৃদ্ধ পরিবারে আবির্ভূত হইয়া সেই বংশ ও পরিবারকে পবিত্র ও ধন্য করিয়াছেন। কৃপাসিন্ধু বৈষ্ণবঠাকুরগণ 'শোচাদেশে শোচাকুলেও' স্বেচ্ছায় প্রকটিত হইয়া 'কৃষ্ণ-ভজনে নাহি জাতিকুলাদির বিচার' 'নীচ জাতি নহে কৃষ্ণ ভজনে অযোগ্য' —এই সকল মহাসত্য জগৎকে শিক্ষা দিয়া যান। বৈষ্ণবগণ যে-কোন দেশে, কালে বর্ণে বা আশ্রমে উদিত হউন না কেন, প্রাকৃত দেশকালবর্ণাশ্রমগত কোন বৈষম্য ও দোষ তাঁহাদিগকে স্পর্শ করিতে পারে না এবং তাঁহাদের বৈষ্ণবতার অর্থাৎ কৃষ্ণ-সেবৈকনিষ্ঠতার কোন ব্যাঘাত জন্মাইতে পারে না। যেহেতু কৃষ্ণদাস্যই দেশকাল-পাত্রনির্ব্বিশেষে জীবমাত্রের একমাত্র স্বধর্ম্ম এবং তাঁহাদের মত আদর্শ প্রকৃত ধার্ম্মিকগণ সকল অবস্থাতেই স্বধর্ম্ম সুষ্ঠুভাবে পালনপূর্ব্বক ভাগ্যহীন জনগণের নিমিত্ত উজ্জ্বল আদর্শ রাখিয়া যান। উচ্চবংশ, মহৎ ঐশ্বর্য্য, পরমপাণ্ডিত্য এবং অপরূপ রূপলাভে মদগর্ব্বিত লোক নিরভিমান নিষ্কিঞ্চন শুদ্ধভক্তের সদাকীর্ত্তিত প্রাণের বস্তু শ্রীকৃষ্ণনামসকল কীর্ত্তন করিবার অধিকারী হয় না। কিন্তু উচ্চবংশাদি প্রায় সকল ক্ষেত্রেই ভোগবন্ধনের একান্ত অনুকূল এবং কৃষ্ণভজনের প্রতিকূল হইলেও প্রকৃত বৈষ্ণবের পক্ষে তাহারা কখনও ভজনকণ্টক হয় না,—ইহাদের মত্ততা শুদ্ধ বৈষ্ণবকে কখনও স্পর্শ করে না। জন্মৈশ্বর্য্যাদি বস্তুতঃ নিতান্ত দোষের নহে, কিন্তু ইহাদের মত্ততাই সর্ব্বদোষের আকর। ইহাদিগকে নিজভোগ্য ও ভোগানুকূল মনে করিয়া নিজভোগেন্ধনে নিয়োগ করিলেই, ইহারা যত অনর্থ উৎপাদন করিয়া থাকে। কিন্তু জগতের যাবতীয় বস্তু একমাত্র কৃষ্ণের এবং তাঁহারই ভোগ্য সেবোপকরণ জানিয়া জন্মাদিকে কৃষ্ণসেবায় নিয়োগ করিলে, কোন অভিমান অহঙ্কার আসিয়া জীবকে স্বধর্ম্মচ্যুত নিরয়গামী করিতে পারে না, পক্ষান্তরে কৃষ্ণ-সেবানুকূল্যেই উহাদের প্রকৃত সদ্ব্যবহার ও সার্থকতা। তখন তাহারা পতন ও বন্ধনের কারণ না হইয়া কৃষ্ণভজনের সৌকর্য্য বিধান করিয়া থাকে। কৃপাময় ঠাকুর ভক্তিবিনোদ নিজ জন্মৈশ্বর্য্যাদির দ্বারা ভাগবতীয়—

'জন্মৈশ্বর্য্যশ্রুত শ্রীভিরেধমানমদঃ পুমান্।
নৈবার্হত্যভিধাতুং বৈ ত্বামকিঞ্চন-
গোচরম্॥'

শ্লোকের নিগূঢ় তাৎপর্য্য অন্বয়-ব্যতিরেক ভাবে জগৎকে শিক্ষা দিয়া ধনী,মানী সকলের জন্য পরিপূর্ণ আদর্শ ও পথপ্রদর্শিকা বর্ত্তিকা রাখিয়া গিয়াছেন। ভক্তিবিনোদের সর্ব্বাদর্শময় জীবন উক্ত শ্লোকের জ্বলন্ত, জীবন্ত, মূর্ত্তভাষ্য।

ঠাকুর ভক্তিবিনোদের উদয়কালে ও প্রকটাবস্থানকালে, এবং বর্ত্তমান সময়েও জগতের সকল লোকেরই সাধারণ ধারণা এই যে, কৃষ্ণভজন বা বৈষ্ণবধর্ম্ম নীচজাতির, মূর্খলোকেরই ধর্ম্ম, অভিজাত ও পণ্ডিতগণের পক্ষে তাহা শোভন বা গ্রাহ্য নহে। ইহাদের মতে, অভিজাত-কুলজাত ধনিগণ শাক্তের মতবাদের আশ্রয়ে পরম প্রেয়ঃ পঞ্চমকার-সাধন অবলম্বনে ভোগ-সাগরে ভাসিতে থাকিবেন। আর পাণ্ডিত্যমদ-গর্ব্বিতগণ শুষ্কজ্ঞানমার্গে নির্ব্বিশেষবাদের আলোচনায় মস্তিষ্ক আলোড়িত করিয়া পরিণামে ব্রহ্মনির্ব্বাণরূপ আত্মহত্যা সাধন করিবেন। ভক্তিবিনোদ উচ্চকুলে আবির্ভাব এবং প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য-প্রতিভার দ্বারা এই ভ্রান্তধারণার মূলে কুঠারাঘাত করিয়া লোকচক্ষু উন্মীলন করিয়া দিলেন।

ঐশ্বর্য্যময়ী মহানগরীর সম্পদরাশি ভোগবিলাস সাধনের প্রকৃষ্ট [illegible]রূপে বিলাসী নাগরিকগণের ইন্দ্রিয়তর্পণে নিয়োজিত হইয়া থাকে। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কলিকাতা মহানগরী ও তৎসন্নিহিতস্থানে অবস্থান পূর্ব্বক, পৈত্রিক ও স্বোপার্জ্জিত প্রভূত অর্থ, এবং স্বদেহ সর্ব্বতোভাবে কৃষ্ণসেবাতেই নিয়োগ করিয়া ধনী দরিদ্র সকল ভোগোন্মুখ ব্যক্তির দৃষ্টি উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছেন।

ধন মান-রূপ-বিদ্যা প্রকৃত ধার্ম্মিকের, শুদ্ধকৃষ্ণভক্তের স্বধর্ম্মাচরণে অর্থাৎ কৃষ্ণভজনে কোন বিঘ্ন না জন্মাইয়া বরং সেবোপকরণরূপে সহায়তা করিয়া থাকে—ইহা ঠাকুরের জীবনে উক্তশ্লোকের অত্যুজ্জ্বল ব্যতিরেকী শিক্ষা।

ভক্তিবিনোদের জীবনাদর্শকে উজ্জ্বল ধ্রুবতারা রূপে পাইয়াও, তাঁহার সমকাল ও পরকালের ধন-মান-[illegible] জনগণ তাহাদের জীবনতরণীর গতি পরিবর্ত্তিত ও [illegible] করিল না—ইহা [illegible] জীবনে ঐ শ্লোকের অন্বয়মুখী শিক্ষা।

ধন-[illegible]বিদ্যাবিহীন তথাপি শুষ্ক-অভিমানময় [illegible] পামরগণ ভক্তিবিনোদের অপূর্ব্ব আদর্শ জীবনকথা শ্রবণ, পাঠ, আলোচনা ও ধ্যান করে না,—তাঁহার কৃপা-মাধুর্য্য-গাম্ভীর্য্য উপলব্ধি পূর্ব্বক তদীয় চরণে আত্মসমর্পণ করে না, নিরন্তর কৃষ্ণবৈমুখ্যেই মগ্ন থাকে,—ইহা ঠাকুরের কৃষ্ণসেবাময় জীবনে উক্ত শ্লোকের নিগূঢ় তাৎপর্য্যময়ী শিক্ষা।

এমন লোক অনেক আছে, যাহাদের ধারণা এই যে অধিক লেখাপড়া বা পাণ্ডিত্য ভক্তিজীবনের পরিপন্থী। পাণ্ডিত্য লোককে তার্কিক ও শুষ্ক করিয়া পরম-প্রেমিকতা বা ভাবুকতা হইতে বঞ্চিত করে। বলা-বাহুল্য—এরূপ ধারণা অনভিজ্ঞতার পরিচায়ক মাত্র। ঈদৃশ ধারণা-বিশিষ্ট লোক মনোধর্ম্ম ভাবকালিকে,—মনের নৈসর্গিক কোমলতাকেই,—ভক্তি বা প্রেম বলিয়া ভুল করিয়া থাকে। প্রকৃত কৃষ্ণপ্রেমিকতা যে কি অপরূপ বস্তু এবং তাহা যে মানব-মন-বুদ্ধির অগোচর, অপ্রাকৃত,—এই জ্ঞান তাহাদের আদৌ নাই। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ নিজ জীবনে অশেষ পাণ্ডিত্য, তত্ত্বজ্ঞান ও কৃষ্ণপ্রেমের দ্বারা এই ভ্রান্ত ধারণা সম্পূর্ণ অমূলক বলিয়া বর্ত্তমানযুগে পুনঃ সপ্রমাণ করিয়া গিয়াছেন। তিনি ইংরাজী, বাঙ্গালা, সংস্কৃত, হিন্দী, উর্দ্দু, আরবী, ফার্সি প্রভৃতি বহু ভাষায় ও বহুশাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। দার্শনিক তত্ত্ব-বিচারে, সম্বন্ধ-রস-তত্ত্বজ্ঞানে, বিবিধ গ্রন্থ প্রণয়নে ও প্রকাশে, লোকশিক্ষায়, লুপ্ত-তীর্থ উদ্ধারে, বৃন্দাবনাভিন্ন শ্রীধাম মায়াপুর প্রকাশে, কৃষ্ণনাম-প্রেম প্রচারে, সনাতন ধর্ম্মসংস্থাপক ভগবচ্ছক্তি আচার্য্যরূপে তিনি শ্রীশ্রীরূপ-সনাতন-জীবের উত্তম যোগ্য উত্তরাধিকারিরূপে নিজকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন। তিনি একাকী প্রবল উৎসাহ উদ্যমে, সুদৃঢ় অধ্যবসায়ে, কঠোর পরিশ্রমে, [illegible] সনাতন ধর্ম্মকে [illegible] হইতে [illegible] করিয়া, অন্ধজগৎকে [illegible] [illegible]দের পথ প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহার মত শক্তিবিশিষ্ট পুরুষ [illegible] সময়ে আবির্ভূত [illegible] সনাতনধর্ম্ম আরও কতকাল [illegible] মধ্যে অন্ধকারে নিমজ্জিত থাকিত—কে জানে?

অনেক লোকের ধারণা কর্ম্মজীবনের অবসানে অবসর-প্রাপ্ত জীবনে, অথবা সংসার নিশ্চিন্ত জীবিকায় ধর্ম্মাচরণ সম্ভবপর হইতে পারে, [illegible] ঠাকুর ভক্তি-

বিনোদ মাস্ত্র প্রতিপন্ন করিয়া গিয়াছেন। শ্রীশ্রীকল্যাণকল্পতরু গ্রন্থে ঠাকুরের শিক্ষা—

জীবন-সমাপ্তি-কালে করিব ভজন,

এবে করি গৃহসুখ।

কখন একথা নাহি বলে বিজ্ঞজন।

[illegible]

আজি বা শতেক বর্ষে অবশ্য মরণ—

নিশ্চিন্ত না থাক ভাই।

যত শীঘ্র পার ভজ শ্রীকৃষ্ণচরণ।

জীবনের ঠিক নাই।

সংসার নির্বাহ করি যাব আমি বৃন্দাবন।

ঋণত্রয় শোধিবারে করিতেছি সুযতন॥

এ আশায় নাহি প্রয়োজন।

এমন দুরাশা-বশে, যাবে প্রাণ অবশেষে,

না হইবে দীনবন্ধু-চরণ-সেবন॥

যদি সুমঙ্গল চাও, সদা কৃষ্ণনাম গাও,

গৃহে থাক, বনে থাক, ইথে তর্ক

অকারণ॥

বৈষয়িক জীবনে বহির্মুখ [illegible] সুখভোগ, প্রবল [illegible] অবস্থা অসম্ভব। কিন্তু [illegible] সদ্গুরু-পাদাশ্রয়ে কৃষ্ণ-কার্ষ্ণ-সেবা [illegible] হইলে সেই [illegible] হইতে থাকে এবং স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণ [illegible] নিখিল [illegible] জ্ঞানোদয়ে জীব কৃষ্ণপ্রেমে আনন্দ-চিত্ত হইয়া পড়েন।

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ গার্হস্থ্য লীলায় আপনাকে একজন অলৌকিক প্রতিভাবান প্রতিষ্ঠাবান, জনপ্রিয়, কর্তব্যনিষ্ঠ, উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী রূপে পরিচয় প্রদান করিলেও তাঁহার সেই প্রতিভা, প্রতিষ্ঠা, জনপ্রিয়তা, কর্তব্যনিষ্ঠা প্রভৃতি সদ্গুণ বহির্মুখ লোকদিগের ন্যায় ইন্দ্রিয়তর্পণের প্রতিকূলাচরণ করে নাই। তিনি কৃষ্ণের নিত্য পার্ষদ কার্ষ্ণবর্গ, কৃষ্ণেচ্ছায় কৃষ্ণোন্মুখ-কোমল-কল্পের তাঁহার প্রপঞ্চাবতরণ। তাঁহার যাবতীয় চেষ্টাই কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণ ব্যতীত আর কিছু নহে। অভিন্নভাগবত ঠাকুর শ্রীমদ্ভাগবত-কথিত জ্ঞান-বিরাগাদি [illegible] বৈষ্ণব ব্যতীত কোন [illegible], লৌকিক, নশ্বর কর্ম-চেষ্টা—[illegible] তদীয় [illegible] সদ্গুণ-রাশির মধ্যে দুইটী বিশেষ [illegible]—অনর্থ [illegible] ও [illegible]— [illegible] বৈশিষ্ট্যের হেতু। [illegible] কর্মচেষ্টা ও শক্তি কৃষ্ণজ্ঞান [illegible] প্রচাররূপ শুদ্ধ নিষ্কাম কর্মে নিয়োজিত ছিল। জীবের কৃষ্ণভজনের আচার [illegible] [illegible] প্রকৃত নিষ্কাম কর্ম-সম্পাদন, নিত্য [illegible] পারমার্থিক। [illegible] [illegible] কাম, আনন্দ ও অভি-[illegible] [illegible] ঠাকুর ভক্তিবিনোদ [illegible] উদ্দাম কাহাকে [illegible] [illegible] কর্ম্ম বলিয়া শিক্ষা দিয়া [illegible] সর্ব্বোৎকৃষ্ট কর্ম্ম—যাহা হইতে কোন কালে কোন প্রকার মন্দের উদয় হইতে পারে না—ইহাই অমন্দোদয় দয়া। শ্রীনামহট্টের ও শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার প্রতিষ্ঠা ভক্তি-বিনোদের অমন্দোদয়দয়ারই নিদর্শন—লৌকিক নশ্বর অনুষ্ঠানের সমপর্য্যায়

বর্ত্তমান সময়ের বৈষ্ণবধর্ম্ম সংস্কার বা সনাতনধর্ম্ম সংস্থাপনের, গৌরনিত্যানন্দ-[illegible] নামপ্রেম প্রচারের—গৌর-[illegible] সুখময় সর্বাঙ্গসুন্দর আচার প্রচা-[illegible] মূলপুরুষ শ্রীশ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ [illegible] [illegible] গৌরসুন্দরের অমন্দোদয়া দয়ার [illegible] অবতার। তিনি জগদ্গুরু, সর্বজন-বন্দনীয় চরণ, [illegible] [illegible] শুদ্ধভক্ত—শুধু [illegible], সকল সময়ে সকল কালেই [illegible] [illegible] করিয়া থাকেন। [illegible] [illegible] [illegible] অগাধ চরিত্রের [illegible] [illegible] করিবার যোগ্যতা আমার নাই। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] বৈষ্ণব [illegible] [illegible] জীবন [illegible] [illegible] [illegible] প্রদান করিলাম। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] সম্পূর্ণ অনা-[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] প্রয়োজনীয় এবং বিশেষ কল্যাণপ্রদ। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] করিয়াছেন, তাঁহারাই [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ঠাকুর ভক্তিবিনোদের [illegible] [illegible] [illegible],

[illegible] করিলে অর্জ্জন।

[illegible] কৃষ্ণপ্রেম, [illegible] [illegible],

—এই সব [illegible] [illegible]।

[illegible] [illegible], [illegible] আগে যোগ্য পাত্র

[illegible] প্রেম হইবে সুলভ॥

কামে প্রেমে দেখ ভাই, লক্ষণেতে ভেদ নাই

তবু কাম প্রেম নাহি হয়।"

—এই কল্যাণ উপদেশ শিরোধার্য্য করিয়া তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে ভক্তিভরে কোটি কোটি দণ্ডবৎ প্রণাম করি। তিনি নিজগুণে পতিত কিঙ্করকে করুণা করিয়া উদ্ধার করুন।

আমার প্রয়োজন

(পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কিশোরী মোহন দাসাধি-কারী সাহিত্যভূষণ পুরাণরত্ন)

আমি ঘোর বিষয়ী। বিষয়কর্ম্মপরি-চালনায় বিষয়কর্ম্ম-পর্য্যালোচনায় বিষয়কর্ম্ম-সম্পাদনে বিষয়কর্ম্মে অহর্নিশ ডুবিয়া থাকিতে আমার যতখানি সুখ হয়, অন্য কিছুতে তত সুখ হয় না। সুন্দরী সাধ্বী স্ত্রী, নয়ন-মনোহর সুকোমল স্নেহময় শিশুপুত্র, দাসদাসী, অট্টালিকা, গাড়ী, ঘোড়া আমার প্রিয় বটে, অনেক সময় ইহাদের কোন কোনটিকে প্রাণাপেক্ষা অধিক ভালবাসিয়া ফেলিবটে, কিন্তু যখন ইহাদের কোনটি আমার বিষয় কর্ম্মে বাধা উপস্থিত করে, তখন আবার ইহাদের উপর হাড়ে হাড়ে চটিয়া যাই। কারণ আমি জানি অর্থই সকল সুখের মূল। অর্থ থাকিলে জগতের যাবতীয় ভোগ্যবস্তু সহজেই সংগ্রহ করা যায়

আমার প্রকৃতিটা আবার একটু অদ্ভুত রকমের। সুন্দরী যুবতী স্ত্রী—যাহাকে কয়েকদিন গৃহে অনুপস্থিত দেখিলে জীবন বিড়ম্বনাময় মনে হয়, সহসা তাহার মৃত্যু হইলে হয়ত খুব খানিকটা কাঁদি, হা-হুতাশ করি, সংসারটা একেবারে অসার বলিয়াই মন্তব্য প্রকাশ করিয়া ফেলি, আবার ছ'মাস না যাইতেই যখন নবীনা কিশোরী বধূর আগমন সম্ভাবনা আমার কর্ণকুহরে ধ্বনিত হয়, তখন এই সংসারটাই দেখিতে দেখিতে মধুময় হইয়া আমার নয়ন-সমক্ষে প্রতিভাত হয়, আবার ফুল ফুটে, পাখী গান গায়, আকাশে চাঁদ হাসে।

সুকুমার নয়নাভিরাম শিশু পুত্র, যাহাকে দোলায় দেখিয়া নয়নের আশ মিটে না, যখন সুমধুর আধ আধ স্বরে নাচিতে নাচিতে ছুটিয়া আসিয়া আমার বক্ষে ঝাঁপাইয়া পড়ে, তখন আমার চির আকাঙ্ক্ষিত স্বর্গের সমস্ত মাধুর্য্যটাই যেন আমার কক্ষমধ্যে নামিয়া আসে, সংসারের তাপ জ্বালা সব ভুলাইয়া দেয়। কালের নিষ্ঠুর পরিহাসে তিনদিনের জ্বরে যখন সেই সুকোমল পুষ্পগুচ্ছটিকে শমন দেবতা সটান আপন ভবনে লইয়া প্রস্থান করেন, তখন আমার হৃদয়টা অকস্মাৎ শূন্য হইয়া যায়, চারিদিক অন্ধকার দেখি, আকাশের তারাগুলি আমাকে যেমন করিয়া ব্যঙ্গভরে নৃত্য করিতে থাকে।

ঠিক এমনই এক সময়ে যখন সদরের মফঃস্বল-প্রত্যাগত নায়েব আসিয়া সংবাদ দেয় যে, কোন ধনিক জমিদারের অংশগত উৎকৃষ্ট দুইখানি লাভজনক জমিদারী মহাল রাজস্ব বাকীদাবী নীলামে উঠিয়া আমাদেরই ষোলআনা অংশ পূর্ণ করিয়াছে, তখন সহসা নিষ্ঠুরতাময় তারকাগুলি আমার কক্ষ হইতে অপসৃত হইয়া ম্লানমুখে আকাশের যথাস্থানে গিয়া সন্নিবেশিত হয় এবং বিদ্যুতালোকে ধরণীখানি উদ্ভাসিত হইয়া উঠে, পুত্রবিয়োগ-জনিত শোকাবেগ কিয়ৎকালের জন্য বিরাম গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়।

আমার বৈষয়িক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে এইরূপ সাময়িক কিছু অন্তরায়, অশান্তি, দুঃখ কখন কখনও আসিয়া পড়িলেও তন্নিরাকরণার্থ মাঝে মাঝে আমার কুলদেবতার ষোড়শোপচার পূজা, আরাধনা, ভোগরাগের সাময়িক বন্দোবস্ত করিয়া দিই, ব্রাহ্মণক্রব দুই দশজনকে ডাকিয়া পেট ভরিয়া খাওয়াইয়া দিই, মোটামুটি দক্ষিণা, কাপড়টা চোপড়টা দিয়া আশুফলপ্রদ কর্ত্তব্যপুরক আশীর্ব্বাদটা চাহিয়া লই। কারণ আমার ধারণা, ব্রাহ্মণ বা দেবতাকে মধ্যে মধ্যে যৎকিঞ্চিৎ ভোজ্য, বস্ত্র, অর্থ, অলঙ্কার ইত্যাদি দিয়া রাখিতে পারিলে আমার সাংসারিক অমঙ্গলগুলি দূরীভূত হইবে এবং আমার দানের শত-গুণ পরিমিত অর্থ, সম্মান, ভূসম্পত্তি প্রভৃতি ভোগবস্তু অনায়াসে লাভ করিতে পারিব। কাজেই লোকে ধার্ম্মিক বলিয়া সাধারণের কাছে প্রতিপত্তিটাও লাভ হইবে।

আমি কর্ম্মফলে খুব বিশ্বাস রাখি। আমি ঠিক করিয়া রাখিয়াছি আমি যতখানি পুণ্যজনক সৎকর্ম্ম করিব, দেবতাগণ তাহার সুদসহ সহস্রগুণ শুভফল যথাসময়ে আমার প্রয়োজন, আকাঙ্ক্ষা বুঝিয়া আমাকে প্রত্যর্পণ করিতে আপনিতঃ বাধ্য। সুতরাং আমি যে মধ্যে মধ্যে বন্যা, দুর্ভিক্ষ, মহামারী, লক্ষ্মী পূজা, মনসাপূজা, দোল দুর্গোৎসব, দেবতা, ব্রাহ্মণ, কাঙ্গালী ভোজন প্রভৃতি কার্য্যে আমার কষ্টার্জ্জিত অর্থের যথাসম্ভব কিয়দংশ ব্যয় করিয়া আসিতেছি, তাহার ফল যাইবে কোথায়? অতএব ইহজন্মে সুখ-সম্পদ, পরকালে স্বর্গ ত' আমার একেবারে বাঁধা করা। আমি এখন নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি। আমার অর্থ আছে, কর্ম্মশক্তি অটুট আছে, এমনি করিয়াই আমার দিনগুলি সুখে কাটিয়া যাইবে।

সাধু অযাচিত ভাবে আমার দ্বারে আসিয়া বলিলেন, 'ভাই, তুমি যে অর্থ লাভ করিয়া আপনাকে খুব নিশ্চিন্ত নিরাপদ ভাবিয়া বসিয়া আছ, তাহা অতি অল্প এবং নশ্বর। ইহার বিনিময়ে তুমি যে আধিকারিক দেবতা ও বেদ-তাৎপর্য্যানভিজ্ঞ ব্রাহ্মণক্রবের আশীর্ব্বাদের ফল-স্বরূপ সুঐশ্বর্য্য, স্বর্গাদি ইহ-পারলৌকিক ভোগলাভের আশায় উৎফুল্ল হইয়া রহিয়াছ, তাহা নিশ্চিত প্রাপ্ত হইলেও তৎসমস্ত অচিরস্থায়ী। 'ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি'। যত পুণ্যসঞ্চয়ই কর না কেন, পুণ্যক্ষয় হইলেই পুনরায় মর্ত্ত্যলোকে আসিয়া জরামরণাদির অধীন হইতে হইবে।'

আমি একটুও না ভাবিয়া উত্তর দিলাম, তাহাতে ক্ষতি কি? আবার অর্থ উপার্জ্জন করিব, আবার পুণ্যসঞ্চয় করিয়া ইহ পরকালের সুখ সুবিধা অর্জ্জন করিয়া লইব।'

সাধু সংশয় জাগাইয়া দিলেন, আবার মনুষ্যজন্ম পাইবে বা সেই জন্মে পুনরায় পুণ্য সঞ্চয় করিবার উপযোগী সুযোগ সুবিধা পাইতে পারিবে তাহার নিশ্চয়তা কি? দেবতাগণও কর্ম্মদোষে মনুষ্যেতর যোনি প্রাপ্ত হন, তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে। আর একটা ভাবিবার কথা, মানুষ যত বড় সৎকর্ম্মীই হউন, যত বেশী সাবধান বলিয়া তিনি গর্ব্ব করুন, জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে তাঁহার দ্বারা পাপকর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয় নাই বা হইবে না—এমন কথা তিনি জোর করিয়া বলিতে পারেন না। সুতরাং সুখ, দুঃখ, স্বর্গ নরক তাঁহাকে বাধ্য হইয়া ভোগ করিতেই হইবে। আবার এক জন্মের কর্ম্মফলে আগামী শত শত জন্মগ্রাপী, স্বর্গ নরক ভোগের জন্য বহু যোনি ভ্রমণ যোগ্যতা অর্জ্জিত হইয়া পড়ে।'

আমি একটু চিন্তিত হইলাম, শেষে বলিলাম, 'কিন্তু এ জীবনে ধর্ম্ম, অর্থ উপার্জ্জন ও কামপরিতৃপ্তি ব্যতীত আর কোন প্রয়োজন আছে বলিয়া ত ভাবিতে পারিতেছি না।'

সাধু বলিলেন, 'জীবের ভাগ্যে পরম সৌভাগ্যযোগ না আসিলে এই সব নশ্বর তুচ্ছ প্রয়োজন ব্যতীত অবিনশ্বর নিত্য প্রয়োজনের কথা মনোমধ্যে উদিত হয় না। পরম উপাদেয় নিত্য বস্তুর অস্তিত্বের বিষয় বারম্বার শ্রবণ করিলেও তৎপ্রাপ্তির জন্য মানুষের আকাঙ্ক্ষা জাগে না। ভাগ্যহীন নর আহার নিদ্রা ইন্দ্রিয়-তর্পণাদির সর্ব্বপ্রকার তুচ্ছ সম্পাদন চেষ্টাতেই নিরন্তর ব্যস্ত থাকে। যুগ যুগ ধরিয়া কত সাধু, কত মহাজন, কত মহাপুরুষ, কত আচার্য্য, এমন কি শ্রীভগবানের কত অবতার, শেষে স্বয়ং শ্রীভগবান্‌ও জীবজগতের কল্যাণ-বিধান জন্য নিত্য প্রয়োজনের কথা কত সহস্র প্রকারে কীর্ত্তন করিতেছেন, তাহা কয়জনের কর্ণরন্ধ্রে প্রবেশ করে? আমরা যে এই সব কথা সত্য সত্যই শ্রবণ করিতে চাহি না।'

নামাভাস

(২)

শাস্ত্রে নামাভাসকে চারি প্রকারে বিভক্ত করা হইয়াছে। যথা শ্রীমদ্ভাগবতে ৬।২।১৪—

"সাঙ্কেত্যং পারিহাস্যং বা স্তোভং হেলনমেব বা॥ বৈকুণ্ঠনামগ্রহণমশেষাঘহরং বিদুঃ॥"

অর্থাৎ পুত্রাদির সঙ্কেতেই হউক, পরিহাসেই হউক বা নিরর্থক শব্দজ্ঞানেই হউক অথবা স্তম্ভন, রোদন, অগৌরব, অসম্মান বা গ্লানিবশতঃই হউক অথবা হেলাক্রমেই হউক অধোক্ষজ বা বৈকুণ্ঠবস্তুর নাম গ্রহণদ্বারা অশেষ কলুষ বিনাশ করিয়া থাকে।

অতএব নামাভাস চারিপ্রকার যথা—

(১) সাঙ্কেত্য—বিষ্ণুবস্তুকে সঙ্কেত বা লক্ষ্য করিয়া যদি জড়বুদ্ধিতে নামাক্ষর গৃহীত হয় অথবা কোনও জড় বস্তু লক্ষ্য করিয়া বিষ্ণুর নাম উচ্চারিত হয় তাহাকে সাঙ্কেত্য বলা যায়। যেমন, অজামিল মৃত্যুসময়ে পুত্রকে লক্ষ্য করিয়া নারায়ণ নাম উচ্চারণ করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার সাঙ্কেত্য-নামাভাসের ফল লাভ হইয়াছিল। সাঙ্কেত্য হইতে বস্তু-সান্নিধ্য সম্বন্ধজ্ঞানোদয়, অর্থাৎ তিনি নরকযন্ত্রণা হইতে উদ্ধার লাভ করিয়া সালোক্যমুক্তি লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু নাম না হওয়া পর্য্যন্ত নিষ্কাম কৃষ্ণপ্রেমা লাভ হয় না। যবনগণ যখন শূকরকে হারাম বলিয়া ঘৃণা করে, তখন তাহাদের স্মৃতিপথে যদি রাম শব্দের সম্বোধন পদবাচক বৃত্তির উন্মেষ হয় তাহা হইলে সাঙ্কেত্য নামাভাসের ফল লাভ হয়। অজ্ঞান বালকগণেরও নামাভাস হইতে পারে। কিন্তু জড়দেহ থাকাকালে চারিস্মৃতি-বিপর্য্যয় অসৎসঙ্গ ঘটিতে পারে। অসৎসঙ্গক্রমে অপরাধ হইলে নামাভাসের ফল থাকে না; তখন নামাপরাধে পর্য্যবসিত হয়। অজামিল মৃত্যুসময়ে নামাভাসক্রমে পুত্র স্মরণ ব্যতীত বৈষ্ণবস্মৃতিপ্রভাবেই মুক্তি লাভ করিয়াছিলেন এবং বিষ্ণুদূতগণের সৎসঙ্গক্রমে ও জড়দেহ গত হওয়াতে আর অপরাধ করার অবসর পান নাই, সুতরাং তাহার বৈকুণ্ঠপ্রাপ্তি ঘটিয়াছিল।

(২) পারিহাস—অভক্ত ম্লেচ্ছগণ, জরাসন্ধাদির ন্যায় অসুরাদিগণ পরিহাসে ভগবন্নাম উচ্চারণ করাতে মুক্তিলাভ করিয়াছেন। শাস্ত্রে এইরূপ বহু দৃষ্টান্ত রহিয়াছে।

(৩) স্তোভ বা অঙ্গভঙ্গী—যেমন একজন শুদ্ধ বৈষ্ণব হরিনাম করিতেছেন, এমন সময় কোনও এক বালক বা পাষণ্ড ব্যক্তি আমরা মুখভঙ্গী করিয়া বলিল—হরে কৃষ্ট হরে কেষ্টো। চৈদ্য ইহার উদাহরণ।

(৪) অবহেলা—বৈষ্ণব-অপরাধাদি বা নামাপরাধ না থাকিলে যদি অবহেলা করিয়াও নামগ্রহণ করা যায়, তবে নামাভাস-ফলে মুক্তি লাভ হয়।

অনর্থ নিগত হইলে নামাভাস নাম হইয়া প্রেম দান করেন। প্রেমই শুদ্ধজীবের পরম পুরুষার্থ—মুক্তি অতি তুচ্ছ অবান্তর ফলমাত্র। সুতরাং শুদ্ধনামই জীবের ভজনীয় বস্তু।

প্রকৃত হরিস্মৃতির অভাবে অচিদ্বস্তুজ্ঞান দ্বারা কোন ফল হয় না। ফনোগ্রাফ যন্ত্রই তাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। স্মরণাঙ্গে যোগ্যতা ভাবে লীলা প্রবেশের সম্ভাবনা নাই।

দশবিধ অপরাধ না থাকিলে অতি দুরাচার ব্যক্তিও নামাভাসফলে বৈকুণ্ঠাদি ধাম লাভ করিতে পারে, কিন্তু অপরাধযুক্ত কর্ম্মজড় স্মার্ত্ত, কর্ম্মী, জ্ঞানী, প্রভৃতি সদাচারসম্পন্ন হইয়া নামাক্ষর গ্রহণ করিলেও তাহাদের নামাক্ষর নামত্ব বা নামাভাসত্ব প্রাপ্ত হয় না। শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুর ভাগবতের ৬।২।৭ শ্লোকের টীকায় একস্থানে লিখিয়াছেন—

নামাভাসবলেনাজামিলো দুরাচারোপি বৈকুণ্ঠং প্রাপিতস্তথৈব স্মার্ত্তাদয়ঃ সদাচারাঃ শাস্ত্রজ্ঞা অপি বহুশো নামগ্রাহিণোঽপার্থবাদকল্পনাদি-নামাপরাধবলেন ঘোরসংসারমেব প্রাপ্যন্তে। অর্থাৎ নামাভাসবলে অজামিল দুরাচার হইয়াও বৈকুণ্ঠপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন, আর স্মার্ত্তগণ শাস্ত্রজ্ঞ সদাচারসম্পন্ন হইয়া বহুবার নাম গ্রহণ করিলেও নামে অধোক্ষজ বুদ্ধি না থাকা হেতু নামকে কাল্পনিক ও নামের দ্বারা ভুক্তি-মুক্তিরূপ স্বার্থসিদ্ধি করাইয়া লইবার অপরাধে নামাপরাধবলে ঘোরসংসারই লাভ করেন। অতএব শুদ্ধভক্তের আশ্রয়ে নাম ভজন-যাজন করিতে চেষ্টা করিলেই পরম পুরুষার্থ লাভ ঘটে, ইহা ব্যতীত অন্য উপায় নাই।

আনন্দময়াধিকরণে

শঙ্কর ভাষ্যের সমালোচনা

(২)

(পণ্ডিত শ্রীপাদ অতীন্দ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়)

আচার্য্য রামানুজ বলেন যে, "শঙ্কর শুদ্ধব্রহ্ম এবং সবল ব্রহ্মের যে ভেদ করিয়াছেন তাহা নিতান্তই শ্রুতি-বিরুদ্ধ—আনন্দময় ও আনন্দ একই পদার্থ এবং সেই পদার্থটিই জীব নহে পরন্তু উপাস্য পরব্রহ্ম।"

আচার্য্য শ্রীমৎ পূর্ণপ্রজ্ঞ মধ্ব বলেন যে—"বিকারাত্মকত্ব ও অভিমানিত্ব প্রযুক্ত প্রকৃত্যাদিতেই আনন্দময় শব্দ যুক্ত হয়, কিন্তু পরমাত্মা বিষ্ণু নির্বিকার তাঁহাতে আনন্দময় শব্দ প্রযুক্ত হইতে পারে না, এরূপ পূর্ব্বপক্ষ করা যাইতে পারে না"—যেহেতু যিনি প্রচুর আনন্দশালী, তিনিই আনন্দময়, কিন্তু বিকারাত্মকত্ব প্রযুক্তই আনন্দময়, এরূপ নহে। যেহেতু ব্রহ্মের বিকার নাই, অতএব আনন্দের প্রাচুর্য্য বশতঃই ব্রহ্মকে আনন্দময় বলা যায়। যেমন তেজঃসমষ্টি সূর্য্যকেই তেজোময় বলা যায়, সেইরূপ ব্রহ্ম আনন্দময়।"

আচার্য্য নিম্বার্ক বলেন—"ব্রহ্ম অপরিসীম আনন্দের আলয়, তাঁহাতে কোন প্রকার দুঃখ-সম্পর্ক নাই, তিনি আনন্দস্বরূপ—ইহাই আনন্দময়, শব্দের অর্থ। তৈত্তিরীয় শ্রুতির ব্রহ্মানন্দ বল্লীর সপ্তম অনুবাকে ব্রহ্মকেই জীবের আনন্দের হেতু বলিয়া উপদেশ করায় পরমাত্মাই, যে আনন্দময় শব্দের বাচ্য, তাহা স্পষ্ট বুঝা যায় অতএব পরব্রহ্মই আনন্দময়।"

আচার্য্য শ্রীল বলদেব বলেন, "বিকারী জীবের আনন্দের সহিত অবিকারী পরব্রহ্মের আনন্দের তুলনা হইতে পারে না। সুতরাং এখানে আনন্দময়শব্দে ময়ট্‌ [illegible] বিকার না বুঝাইয়া আনন্দের প্রচুরতা বুঝিতে হইবে। ময়ট্‌, বিকারার্থে যেমন ময়ট্‌ প্রত্যয় হয়, তদ্রূপ প্রাচুর্য্যার্থেও হইয়া থাকে। ইহাতে জীব ও ব্রহ্মে পার্থক্য।" অর্থাৎ জীব পক্ষে ময়ট্‌ প্রত্যয় বিকার বাচক, আর ব্রহ্ম পক্ষে প্রচুরতা বা স্বরূপ বাচক। সুতরাং ব্রহ্ম আনন্দময় বলিলে, ইহাই বুঝিতে হইবে আনন্দই তাঁহার স্বরূপ—তাঁহার আনন্দের কোন কালেই বিনাশ বা হ্রাস নাই।"

যাহা হউক, যদি দৈতবাদীর ন্যায় ভাষ্যকার শঙ্কর আনন্দময়কে ব্রহ্ম মানিয়া লইতেন তাহা হইলে বৃথা জীবদেশে [illegible] নিতান্ত অসঙ্গত কার্য্য করিয়াছেন বলিতে হইবে। কারণ আনন্দ ও আনন্দময় উভয়েই যখন একই পদার্থ, তখন দ্বৈতাপত্তির সম্ভাবনা কোথায়? আনন্দময়ই আনন্দ ও আনন্দময়, যেমন সূর্য্যই তেজঃ এবং তেজোময়। ঐক্য-মধ্যেও যে পার্থক্য-প্রতীতি হইতেছে, এরূপ প্রতীতি সঙ্গত। কারণ বস্তুকে যে শক্তি নিত্য, তাহাতে ঐরূপ প্রতীতি অসম্ভব নহে; কিন্তু একই বস্তু দুইরূপে প্রতীত হইলে দুইটী বস্তু হইয়া যায় না। সুতরাং ঐরূপ স্থলে, ভেদ করা বৃথা বাগাড়ম্বর মাত্র। ব্রহ্মে রূপ বা আকার স্থানীয় যে আনন্দ, তাহা ব্রহ্মের সহিত পৃথক নহে। ব্রহ্ম স্বয়ংই সেই রূপ বা আকার। এই হেতু লেশমাত্র দ্বৈত নাই অর্থাৎ আনন্দ ও আনন্দময়ে ভেদ নাই। জীবে যেমন নাম ও রূপে ভেদ আছে, ব্রহ্ম সেরূপ কোন ভেদ নাই। আনন্দময় স্বরূপ বিগ্রহই আনন্দ আবার আনন্দই আনন্দময় বিগ্রহ। প্রাকৃত বস্তুর রূপ বা আকার বস্তুর সহিত পৃথক্‌ বটে, কিন্তু ব্রহ্মের আনন্দরূপ বা আকার তদ্রূপ ব্রহ্মের সহিত পৃথক নহে। তৎপরিবর্ত্তে ব্রহ্ম স্বয়ংই সেই রূপ বা আকার এবং ঐ রূপ বা আকার আছে বলিয়াই ব্রহ্ম সরূপ ও সাকার। মায়াবাদী যে আনন্দময়কে বিকারী জীব বা মায়াবৃত ব্রহ্ম বলিয়া আনন্দ মাত্র ব্রহ্মকে শুদ্ধ বা নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম বলিতে চাহেন ইহা যে নিতান্ত অসঙ্গত তাহা আমরা পূর্ব্বেই প্রদর্শন করিয়াছি। ভগবান্ ব্যাসদেব "**অরূপবদেব হি তৎপ্রধানত্বাৎ**" সূত্রদ্বারা সিদ্ধান্ত করিতেছেন যে, ব্রহ্ম রূপবান এরূপ নহেন, পরন্তু রূপই ব্রহ্ম। কারণ আনন্দই তাঁহার সমস্তটুকু। যথায় রূপবানের সহিত রূপ পৃথক থাকে, তথায় দ্বৈতাপত্তির সম্ভাবনা থাকিতে পারে কিন্তু রূপ ও রূপবান যেখানে এক, সেখানে আর দ্বৈতাপত্তির [illegible] কোথায়? চিনি ও চিনির [illegible] এই দুই বস্তু বাহ্য-দৃষ্টিতে ভেদ [illegible] হইলেও যেমন আস্বাদ গ্রহণকালে [illegible] কোন রস-তারতম্য [illegible] হয় না, তদ্রূপ আনন্দ [illegible] আনন্দময় ব্রহ্মে আপাততঃ প্রতীতিতে ভেদ দৃষ্ট হইলেও বাস্তব বিচারে কোন ভেদ-সম্বন্ধ-বিশিষ্ট নহেন। এই রূপই আনন্দময় ব্রহ্ম।

(ক্রমশঃ)

পর-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

সম্প্রতি পর-বিদ্যাপীঠে নিম্নলিখিত শিক্ষণীয় বিষয়নিচয়ের অধ্যাপকের আসন-সমূহ সংস্থাপিত হইয়াছে—বিদ্যার্থিগণ আবেদন করুন।

১। সাহিত্যাসন, ২। ঐতিহ্যাসন,
৩। সম্প্রদায়বৈভবাসন, ৪। ভক্তিশাস্ত্রাসন,
৫। তন্ত্রশাস্ত্রাসন, ৬। বেদান্তাসন,
৭। প্রকায়নাসন।

শ্রীনন্দলাল রায় বি, এ, কাব্যতীর্থ, বিদ্যাসাগর,
সম্পাদক—পরবিদ্যাপীঠ, শ্রীধাম মায়াপুর।

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

শ্রীগৌড়ীয়প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৪০৲ চল্লিশ টাকা।

২৭২৪ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে,

সপ্তচত্বারিংশ খণ্ডে সূচী ছাপা হইতেছে।

৪৬শ খণ্ড গ্রন্থ নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে ১৫।/০ সাধারণ পক্ষে ২০৸/০। প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৶০, গৌড়ীয় ও নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ।/০।

দশম স্কন্ধ ছাপা হইতেছে। দশম স্কন্ধের ভিক্ষা ১২৲, অগ্রিম সাধারণের পক্ষে ৮৲।

৫০ অধ্যায়পর্য্যন্ত নবম সংখ্যা ছাপা হইয়াছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

"শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত"

সম্পূর্ণ ছাপা শেষ হইল

আদি, মধ্য, ও অন্ত্যলীলা এবং সূচী ছাপা হইয়া সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছেন। যাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ১০৲ টাকা ভিক্ষার তৃতীয় সংস্করণ ৪৲ টাকায় না পাইয়া অপূর্ব্ব সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের জন্যই উহার ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছেন। সেই ১০৲ টাকার এই বিরাট গ্রন্থ গৌড়ীয়মঠের উৎসব অর্থাৎ আগামী ২রা আশ্বিন পর্য্যন্ত ৫৲ টাকা ভিক্ষায় দেওয়া হইবে। গ্রাহকগণ সত্বর হউন পরে আর এ সুযোগ দেওয়া হইবে না।

শ্রীচৈতন্য-লীলার ব্যাস আদিকবি

শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র গ্রন্থ ৮৲ স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲

নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪৷৷০ টাকা

শ্রীচৈতন্য মঠের যাবতীয় গ্রন্থ

কার্য্যাধ্যক্ষ, গ্রন্থ-বিভাগ, শ্রীচৈতন্য মঠ
পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

—অথবা—

শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা
ঠিকানায় পাওয়া যাইবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—ডাকে লইলে শ্রীচৈতন্য মঠের ঠিকানায় লিখিবেন।

কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ
হইতে প্রকাশিত

গৌড়ীয়

পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র।

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রতি শনিবারে প্রকাশিত হয়।

অগ্রিম বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲ দিলে বৎসরে ৫০ সংখ্যা প্রাপ্য; ষাণ্মাসিক ১৷৷০; সাপ্তাহিক /০

সর্ব্বদা গ্রাহক হওয়া যায়।

বৃত্তিসহ সমগ্র

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

ভিক্ষা ২৲ টাকা। শিক্ষার্থি-ছাত্রের পক্ষে ১৷৷০ দেড়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীপরবিদ্যাপীঠ, শ্রীগৌড়পুর
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিম্নলিখিত মঠসমূহে প্রাপ্তব্য:—

১। শ্রীচৈতন্য মঠ,—পোঃ, শ্রীধামমায়াপুর, (নদীয়া)।
২। শ্রীগৌরগদাধর মঠ,—চাঁপাহাটি, সমুদ্রগড় পোঃ, (বর্দ্ধমান)।
৩। শ্রীভাগবত আসন,—ভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৪। শ্রীগৌড়ীয় মঠ,—১নং উল্টাডাঙ্গা জংসন রোড্, কলিকাতা।
৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ,—পুরী রেলওয়ে ষ্টেশনের নিকট "অমরনিবাস"
৬। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ,—উড়িয়া বাজার, কটক।
৭। শ্রীভাগবত মঠ,—চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।
৮। শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ,—৪নং জগজ্জীবনপুরা, কাশী, ইউ, পি।
৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,—ছিপিগলি, বৃন্দাবন, মথুরা, ইউ, পি।
১০। শ্রীপরমহংস মঠ—নিমসার পোঃ, সীতাপুর, ইউ পি।
১১। শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ,—কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল, পাঞ্জাব।
১২। শ্রীমাধবগৌড়ীয় মঠ,—৯০নং নবাবপুর রোড্, ঢাকা।
১৩। শ্রীগদাইগৌরাঙ্গ মঠ,—বালিয়াটি, ঢাকা।
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম,—আমলাযোড়া, রাজবাঁধ পোঃ, বর্দ্ধমান।
১৫। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ,—ডুমুরকোন্দা, চিরকুণ্ডা পোঃ, মানভূম।
১৬। শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয় মঠ,—আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী, উড়িষ্যা।

এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণের নিকটও
নদীয়া-প্রকাশ প্রাপ্তব্য।

১। শ্রীযুক্ত জনার্দ্দন ঘোষ—বসু লজ ক্লে রোড, খুলনা
২। শ্রীযুক্ত রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিরত্ন—দেওয়ানগঞ্জ, হলদিবাড়ী কুচবিহার।
৩। শ্রীযুক্ত রামরঞ্জন রায়, ৭৬।২নং শ্রীগোপাল মল্লিক লেন, কলিকাতা।
৪। শ্রীযুক্ত অমূল্যকুমার সরকার এস, ডি, ও, ফৈজাবাদ।
৫। মিঃ এন্ ডি, মুখার্জ্জি—এম, এম, ওয়ার্কস দি মল, কানপুর।
৬। শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী জ্যোতিভূষণ—স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া
৭। শ্রীরাসবিহারী দাস অধিকারী, নবদ্বীপ।
৮। শ্রীনিরাজমোহন দে—মনমোহন প্রেস, নবাবপুর, ঢাকা।
৯। শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ গড়গড়ি ঘোড়াচাঁপা, ২৪ পরগণা।

অন্যথা না ভজে কৃষ্ণ, দুষ্ট সঙ্গ করে। পুন সেইমত মায়া পাশে বন্দী করে।

শ্রীচৈতন্যমঠের গ্রন্থাবলী

শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুর বিরচিত
ভক্তি-গ্রন্থাবলী।

উৎকৃষ্ট কাপড়ে বিলাতী ধরণে বাঁধাই
স্বর্ণালঙ্কৃত চতুর্থ সংস্করণ। বিস্তৃত বিষয় সূচীসহ

জৈবধর্ম

বাঁধাই ২৲ দুই টাকা

প্রকাশিত হইয়াছে

সনাতন ধর্ম্মশাস্ত্র বেদ, বেদান্ত, উপনিষৎ গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত, পুরাণ, তন্ত্রাদি সকল গ্রন্থ পাঠ করিবার অবসর অতি অল্প মানবের ঘটিয়া থাকে। অনেকের যোগ্যতা না থাকায় সেই সমস্ত গ্রন্থের মর্ম্ম অবগত হইতে পারেন না। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বাঙ্গালীর এই অসুবিধা দূরীভূত করিবার জন্য এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

বিদ্যালয়ের ছাত্র বা শিক্ষকগণের বিশেষ পাঠ্য, এই হেতু শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টার বাহাদুর ইহা সমস্ত বিদ্যালয়ের জন্য অনুমোদন করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

প্রথম খণ্ড ভিক্ষা—১৲ একটাকা

যুক্তিপূর্ণ শাস্ত্রবাক্য দ্বারা প্রত্যেক মানবের নিত্য কর্ত্তব্য ও অনিত্য সাময়িক কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। গ্রন্থের প্রতি উক্তি সনাতন শাস্ত্রবাক্য দ্বারা সমর্থিত ও প্রমাণিত হইয়াছে। দেহের, মনের ও আত্মার ধর্ম্ম কি? স্বদেশ, সমাজ, নীতি, ধর্ম্ম কি? ইত্যাদি বিষয় ক্রমানুসারে এমন সুন্দরভাবে যুক্তিসহকারে আলোচিত হইয়াছে যে, প্রথম পৃষ্ঠা হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত পাঠ না করিয়া নিবৃত্ত হওয়া যায় না।

শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য

ভিক্ষা ।/০

ঐ প্রমাণ খণ্ড ভিক্ষা ।/০

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিহার ও লীলাভূমি নবদ্বীপ-সমন্বিত। এই নয় দ্বীপের প্রাচীন বিবরণ— প্রত্যেক দ্বীপে শ্রীমহাপ্রভুর লীলা—প্রত্যেক দ্বীপের পরিচয়, শ্রীধাম-মাহাত্ম্য—ধামাপরাধ কি? ইত্যাদি বিষয় বিশেষভাবে মনোহর ছন্দে বর্ণিত। পকেট সাইজ প্রায় ১৬০ পৃষ্ঠা।

শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ

উজ্জ্বল ব্রোঞ্জ-ব্লু কালীতে উত্তম কাগজে ছাপা—শ্রীনবদ্বীপধাম দর্শনে ভাবুক দর্শনকারীর কি প্রকার ভাবের উচ্ছ্বাস হয়, তাহা এই গ্রন্থে বর্ণিত। অতি চমৎকার। ভিক্ষা চারি আনা।

শ্রীমন্নপথ

১/০ দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভুকে উপদেশচ্ছলে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিচার অতি সুন্দরভাবে ব্যক্ত হইয়াছে। ইহা ছাড়া শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর উপদিষ্ট শিক্ষা ও উপদেশ বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-জগতে অভিনব গ্রন্থ!!
শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতি-গ্রন্থাবলী :-

শরণাগতি

পকেট সাইজ
অষ্টম সংস্করণ
ভিক্ষা /০ আনা

দেহ ও মনের চেষ্টা অনিত্যবশ্য লইয়া—ইহা যখন জীব বুঝিতে পারে, তখন একমাত্র নিত্যবস্তু শ্রীভগবানের প্রতি তাঁহার কোন্ জাতীয় শরণাগতিময়ী প্রার্থনা হয় এবং শ্রীভগবানে সর্ব্বান্তঃকরণে নিষ্কপটে কি প্রকারে শরণাপন্ন হইতে হয়, ইত্যাদি বিষয়ক প্রাণস্পর্শী প্রার্থনা ও আত্ম-সমর্পণমূলক গান। চতুর্থ সংস্করণও প্রকাশিত হইয়াছে।

ভিক্ষা প্রতি খণ্ড /০ এক আনা।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা—/০, নবদ্বীপশতক— /০
অর্থপঞ্চক—/০

কল্যাণকল্পতরু

পকেট সাইজ
পঞ্চম সংস্করণ
ভিক্ষা /১০

আমরা প্রত্যহ নূতন অভাব ও কামনার বশবর্ত্তী হইয়া পুনঃপুনঃ যে অকল্যাণকে কল্যাণ বলিয়া গ্রহণ করি এবং অপরের নিকট কল্যাণ কামনা করি, তিনি যে নিত্য বা যথার্থ কল্যাণ প্রদানে অসমর্থ এবং কোন বস্তু আমাদের নিত্য কল্যাণদাতা এবং কি ভাবে আমরা সেই কল্যাণলাভে সমর্থ হইব, এই সকল কথা সরল গানে লিখিত। এই গীতিগ্রন্থ বাস্তবিকই কল্যাণের কল্পতরু; ইনি প্রত্যেককে নিত্যকল্যাণ প্রদানে [illegible]

শ্রীল চক্রবর্ত্তি ঠাকুরের টীকা সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর কৃত টীকা ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কৃত অনুবাদ। টীকাকারের জীবনী, শ্লোক-সূচি, বিষয়সূচি প্রভৃতি বহু প্রয়োজনীয় বিষয় সংবলিত প্রায় ৮২৫ পৃষ্ঠা। উৎকৃষ্ট সিল্কে বাঁধাই ২৲ দুই টাকা, কাগজে বাঁধা ১৷০

শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ-কৃত ভাষ্য সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

কাগজ ও ছাপা উৎকৃষ্ট। সিল্কে বাঁধাই, সোনার জলে নাম লেখা রাজসংস্করণ ২৲ টাকা, সাধারণ সংস্করণ ১৷০, গৌড়ীয়ের গ্রাহকপক্ষে ১৷০

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি

(সার্ব্বভৌমকোষগ্রন্থ)

বিষয়:—১। ভক্তগণের ব্যক্তিগত পরিচয়, ২। চারি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের চরিত্র, ৩। বিষ্ণুতোষণাদিকৃত শ্রীমন্দির ও শ্রীবিগ্রহের বিবরণ, ৪। বৈষ্ণবগ্রন্থ ও গ্রন্থকর্ত্তৃগণের তাৎপর্য্য ও বিবরণ, ৫। বিষয় বিশেষের লোকিক ও শাস্ত্রীয় আকরমূলে যাবতীয় তথ্য। চারিখণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ১ম খণ্ড ৮০, ২য় খণ্ড ৮০, ৩য় খণ্ড ৮০, ৪র্থ খণ্ড ৮/০, চারিখণ্ড একত্রে ৩৲ (৫ম খণ্ড যন্ত্রস্থ)।

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ

—১ম খণ্ড ১৲ এক টাকা, ২য় খণ্ড ১৲ এক টাকা। শ্রীমদ্ভাগবতের গ্রাহক ও গৌড়ীয় গ্রাহকগণ ১০ টাকায় দুইখণ্ড পাইবেন। বৈষ্ণবচূড়ামণি শ্রীমজ্জীব গোস্বামিপাদের রচিত গ্রন্থ। হরিবংশ যুক্তিসন্দর্ভের ভাবক প্রয়োজনার্থে। প্রতি খণ্ড ডবল ক্রাউন ৮ পেজায় ৩০ পৃষ্ঠা আকারে মুদ্রিত হইতেছে।

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য সঙ্কলিত

সদাচারস্মৃতিঃ

ভিক্ষা /০ মাত্র

রেজেষ্টারীকৃত

মদন মঞ্জরী

বটিকায় ধাতু ও ধাতুবিকার ইন্দ্রিয়শক্তির হ্রাস, প্রস্রাবে শুক্রপাত, বহুমূত্র, মাথাধোরা, বুক ধড়ফড় করা, অনিদ্রা প্রভৃতি লক্ষণ সত্বর নির্দ্দোষ আরোগ্য হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ৪০ বড়ী ১৲ এক টাকা।

"নপুংসকান্তারি ঘৃত"

পুরুষত্বহানি রোগে বাহ্যপ্রয়োগ দ্বারা আরোগ্য করিয়া শক্তিসম্পন্ন করে। মূল্য ২ তোলা ১৲ টাকা।

"রমণীবিলাসিনী বটিকা"

বীর্য্যধারণ করত সম্ভোগশক্তি স্থায়ী ও বৃদ্ধি করিতে অত্যাশ্চর্য্য। মূল্য ১৬ বড়ী ১৲ এক টাকা।

রাজবৈদ্য নারায়ণজী, কেশবজী
১৭৭নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

কুমার-ভোগ—দধি ও দুগ্ধাদি আহারে সকল রোগমুক্ত হইয়া মোটা হয়। সদা সেবনে শিশুরা শীঘ্র চলিতে, তাহাদের ক্ষুধা বৃদ্ধি ও যকৃতের ক্রিয়া ভাল হয়। দন্তোদ্গমের সময় কষ্ট হয় না। বাহকে দিন। মূল্য প্রতি শিশি এক টাকা, [illegible] ।/০ আনা।

নারোল (Narinol)—হৃদয়ের বেদনা, ডেঙ্গু, ম্যালেরিয়া, প্রভৃতির শ্রেষ্ঠ ঔষধ। আনুষঙ্গিক, সর্দ্দি, কাশি, ব্রঙ্কাইটিস্ (Bronchitis), পাঁজরার ও বুকের ব্যথা, (কফ-কাশি) [illegible] ৮০ বটিকায় শিশি ১০, [illegible] ।/০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (প্রাচীন নবদ্বীপ) নদীয়া।

শ্রীধাম মায়াপুর যাত্রিগণের দ্রষ্টব্য

গত ১লা, সেপ্টেম্বর হইতে পূর্ববঙ্গ রেলওয়ে. কর্তৃপক্ষ শান্তিপুর-নবদ্বীপঘাট লাইনে নিম্নলিখিতভাবে সময়ের তালিকা পরিবর্তন করিয়াছেন।

শান্তিপুর হইতে নবদ্বীপঘাট

শান্তিপুর	কৃষ্ণনগরসিটি	মহেশগঞ্জ	নবদ্বীপঘাট
৬-১৮	৬-৪৪	৭-২৪	৭-৩৩
৯-২৫	১০-১০	১১-১০	১১-১৯
১২-২৫	১-৩০	২-১০	২-১৯
৪-৪	৫-১৮	৫-৩৪	৬-৩
৭-৬	৮-১১	৮-৫১	৯-০

নবদ্বীপঘাট হইতে শান্তিপুর

নবদ্বীপঘাট	মহেশগঞ্জ	কৃষ্ণনগরসিটি	শান্তিপুর
৫-৩৭	৬-৮৮	৬-৪৭	৭-৩২
৯-২৫	৯-৩৬	১০-৩৫	১১-২০
১২-১০	১২-২১	১-২০	২-৫
৩-২২	৩-৩৩	৫-২০	৬-৬
৬-৫৫	৭-৬	৮-৪০	৮-৫০

বেদনাঞ্জন

শ্রেষ্ঠরত্ন

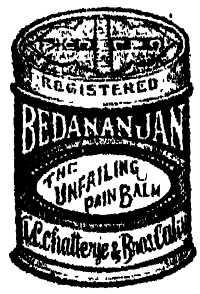

কলিকাতা কংগ্রেস একজিবিসন হইতে বহু প্রশংসা প্রাপ্ত ও বহু গণ্যমান্য ভদ্রমহোদয়-গণ কর্তৃক প্রশংসিত।

আজকাল বাজার-চলনি মিশ্রিত ও বিষাক্ত আহার্য্য সেবনে শরীরের রক্ত স্বতঃই দোষিত হইয়া পড়িতেছে। রক্তই মানব-দেহের শ্রেষ্ঠ উপাদান, এই রক্ত দোষিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মানব বাত, বেদনা, মাথাধরা, মাথা-ঘোরা, দৃষ্টিশক্তির হ্রাস, দাঁতের গোড়া ফুলা, দাঁত কনকনানি, দাঁতে পোকা এবং খোস, চুলকানি প্রভৃতি কষ্টদায়ক চর্ম্মরোগে আক্রান্ত হই-তেছে। যদি আপনি একান্তই ব্যাধিমুক্ত হইতে চান, তাহা হইলে অযথা পয়সার অপব্যয় না করিয়া অল্প ব্যয়ে এক শিশি বেদনাঞ্জন ক্রয় করিয়া ইহার কার্য্যকারী-শক্তি উপলব্ধি করুন। গুণের তুলনায় মূল্য অতি সামান্য, এক শিশি ৷৷৵০ আনা মাত্র মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান—এ, সি, চাটার্জ্জী এণ্ড ব্রাদার্স।

৪৫নং ইলকাটি লেন, সালিকা হাওড়া।

সকল মণিহারী দোকানে ও বড় বড় ডাক্তার খানায় পাওয়া যায়।

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

যদিও অদ্যাপি প্রকৃত মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য, তথাপি যাঁহারা নানাবিধ অনিয়মিত উপায়ে অপরিমিত শক্তি নষ্ট করিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন এবং নানা প্রকার মেহ, প্রমেহ ধাতুদৌর্ব্বল্য, স্নায়ুবিক দুর্ব্বলতা, বহুমূত্র, দুঃস্বপ্ন, পারদ-সংক্রান্ত পীড়া, অর্শ এবং স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে যাহারা বাধক, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, সূতিকা, শ্বেত ও রক্তপ্রদর, হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি রোগে ভুগিয়া জীবনে নিরাশ হইয়াছেন, তাঁহারা আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটাল সাহেবের আবিষ্কৃত **ইলেক্ট্রিক সলিউসন** ব্যবহার করিয়া বাঁচিতে পারেন, তাহার শত সহস্র প্রমাণ প্রতি বৎসরেই পাওয়া যাইতেছে। যাঁহারা অন্যান্য বহুবিধ ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরোগ্য হইতে পারেন নাই, তাঁহারা একবার এই ঔষধটী ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক মাসের ব্যবহারোপ-যোগীএক শিশি ঔষধ ডাকমাশুল সহ ২৸০ টাকা মাত্র।

সোল এজেণ্ট—ডাঃ ডি, ডি, হাজরা।

ফতেপুর, গার্ডেনরিচ পোষ্ট, কলিকাতা।

ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

শ্রীযোগেশচন্দ্রঘোষএমএ,এফসিএস(লণ্ডন)

ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক

(প্রফেসার)

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ বিশুদ্ধ ও শাস্ত্রমতে নিজ তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হয়। পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ক্যাটালগ, পাঠান হয়। রোগের বিবরণ জানাইলে যত্নপূর্ব্বক ব্যবস্থা দেওয়া হয়। চিঠি পত্রাদি সম্পূর্ণরূপে গোপন রাখা হয়।

মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দুর)

(বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৪৲ টাকা

উৎকৃষ্ট স্বর্ণ, পারদ ও আমলাসার গন্ধক দ্বারা যথাশাস্ত্র প্রস্তুত।
নিত্য প্রয়োজনীয় সর্ব্বরোগনাশক মহৌষধ।

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৩৲ টাকা

উৎকৃষ্ট কাশীর আমলকী, বংশলোচন প্রভৃতি যাবতীয় উপাদানে পূর্ণ মাত্রায় যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। কফ, কাসি, সর্দ্দি, যক্ষ্মা, ক্ষয়রোগ, হৃদরোগ প্রভৃতি রোগের মহৌষধ। সর্ব্বপ্রকার দুর্ব্বলতা নাশক অতিশয় পুষ্টিকর মহৌষধ বা খাদ্য বিশেষ।

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬৲ টাকা

ইহা সেবনে ধাতুদৌর্ব্বল্য, শুক্রহীনতা, স্বপ্নদোষ, প্রমেহ ও ধ্বজভঙ্গ সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায়। ইহা অপরিসীম আনন্দদায়ক রসায়ন।

অবলাবান্ধব যোগ

প্রদর, বাধক প্রভৃতি জরায়ুদোষ ও যোনিগত দুরারোগ্য রোগের মহৌষধ
মূল্য—১৬ মাত্রা ২৲ টাকা। ৫০ মাত্রা ৫৲ টাকা মাত্র

বিশুদ্ধ জল! ভয় নাই! বিশুদ্ধ জল!!

লক্ষ্মী টিউব-ওয়েল কোং

২০৫নং নবাবপুর, ঢাকা।

বর্ত্তমান-যুগের নব-আবিষ্কৃত যন্ত্রপাতিদ্বারা উন্নত বৈজ্ঞানিক-খনন-প্রণালীতে নলকূপ (*Tube-well*) নির্ম্মাণ করা হয়। বঙ্গের লাট বাহাদুর, প্রাইভেট সেক্রেটারী, জিলা-ম্যাজিষ্ট্রেট, জিলা-বোর্ডের চেয়ারম্যান, ইঞ্জিনিয়ার, জমিদার, তালুকদার, প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত ভদ্রমহোদয়গণ এই কোম্পানীর কার্য্য দেখিয়া প্রশংসা করিয়াছেন। রাসায়নিক পরীক্ষায় জল বিশুদ্ধ না হইলে মূল্য গৃহীত হয় না। বিস্তৃত বিবরণের জন্য পত্র লিখুন।

বিনামূল্যে বিনামূল্যে

বিতরিত

স্বাস্থ্যের সার "কামশাস্ত্র" গ্রন্থখানি চৌদ্দ লক্ষের উপরে বিতরিত হই-য়াছে। উহা পাঠে মানবের পরিণাম ফলাফল জানা যায়।

এই পুস্তক যিনি লিখিয়াছেন, তিনিই "আতঙ্কনিগ্রহ বটিকা"র আবিষ্কর্ত্তা। এই বটীকা দুর্ব্বলকে সবল করে এবং সবল ব্যক্তিকে অটুট ও অক্ষয় রাখে। বত্রিশ বটীকা পূর্ণ প্রতি কৌটার মূল্য ১৲ টাকা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান:—আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়।

২১৬নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মনোমোহন প্রেস

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা

পূর্ব্ববাঙ্গালায় সুলভে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত
বৈদ্যুতিক মেশিনে দিবারাত্র কাজ চলিতেছে
বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,
৯০নং নবাবপুর, ঢাকা।

শ্রীমায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—শ্রীবিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

স্থানীয় সংস্করণ

Registered No. C 1544

বিজ্ঞাপনের হার

প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১
প্রতি কলম ৬
অর্দ্ধ কলম ৩।০
সিকি কলম ২
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র।

মূল্যাদির হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৮
ষাণ্মাসিক ৫
ত্রৈমাসিক [illegible]
মাসিক [illegible]
নগদ
প্রতি সংখ্যা [illegible]

৪র্থ খণ্ড]   সম্পাদক—প্রত্নবিদ্যালঙ্কার শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী   [১৭৫ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্য মঠ, শ্রীধাম মায়াপুর—৭ই আশ্বিন সোমবার ১৩৩৩, ২[illegible]শে সেপ্টেম্বর ১৯২৬

শ্রীধাম মায়াপুর ডাকঘর

গত ১লা জুন হইতে শ্রীধাম মায়াপুর পোষ্ট অফিস খোলা হইয়াছে। বঙ্গদেশের পোষ্টমাষ্টার জেনারেল বাহাদুর শ্রীধাম মায়াপুর ডাকঘর হইতে নদীয়া-প্রকাশ ভারতের সর্ব্বত্র প্রেরণ করিবার আদেশ দিয়াছেন।

ম্যানেজার, 'নদীয়া-প্রকাশ'
পোঃ আঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

শ্রীধাম মায়াপুরের, যাবতীয় পত্র বুকপোষ্ট রেজিষ্টারী মণি-অর্ডার প্রভৃতি ডাকে পাঠাইতে হইলে, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া ঠিকানায় লিখিবেন।

দ্বীপ দিগ্‌দর্শন

গঙ্গার পূর্ব্বপারস্থ অন্তর্দ্বীপ, সীমন্তদ্বীপ, মধ্যদ্বীপ ও গোদ্রুমদ্বীপ এবং পশ্চিমপারস্থ কোলদ্বীপ, ঋতুদ্বীপ, জহ্নুদ্বীপ, মোদদ্রুমদ্বীপ ও রুদ্রদ্বীপ—এই নয়টি দ্বীপের অন্তর্গত স্থানসমূহ নবদ্বীপ-মণ্ডল নামে খ্যাত। 'দ্বীপ-দিগ্‌দর্শন' নামক গ্রন্থে ইহাদের বিবরণ অতি প্রাঞ্জল ভাষায় লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এই অমূল্য গ্রন্থের ভিক্ষা মাত্র [illegible]। [illegible] ডাক টিকেট পাঠাইলে বুক পোষ্টে পাঠান হয়।

প্রাপ্তিস্থান—নদীয়া প্রকাশ কার্য্যালয়
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া
এবং
গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস,
[illegible], কলিকাতা।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

দুইখণ্ডে সমগ্র গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছে। সূচী প্রভৃতি ছাপা হইতেছে
ভিক্ষা [illegible], নদীয়াপ্রকাশের গ্রাহক পক্ষে [illegible]

রোগী দেখিবার সময়ঃ—
প্রাতেঃ—[illegible] হইতে [illegible],
বৈকালে—[illegible] হইতে [illegible] পর্য্যন্ত।

মূল্য ফেরৎ ! মূল্য ফেরৎ !!

সর্ব্বত্র এজেণ্ট আবশ্যক।
পত্র লিখুন।
[illegible] চিকিৎসা করা হয়।
দিবা-রাত্রি ঔষধ পাওয়া যায়।

ডাক্তার বি, ডি, কুণ্ডুর—
আবিষ্কৃত ও গভর্ণমেণ্ট রেজেষ্টারীকৃত

১। ভূপেন্দ্র শোভা স্পেসিফিক্—পেটের যাবতীয় রোগের, অজীর্ণ, ডিস্পেপ্‌সিয়ার মহৌষধ। প্রত্যেক গৃহে রাখা প্রয়োজনীয়। ঔষধ—প্রতি শিশি ১ এক টাকা মাত্র।

২। চাঁণ্ড ফিবার মিক্‌চার—ম্যালেরিয়া জ্বর এক শিশিতে সম্পূর্ণ আরোগ্য। [illegible] একল জ্বরের মহৌষধ। প্রতি ছোট শিশি [illegible] বার আনা, বড় শিশি ১ এক টাকা মাত্র।

৩। গণোরিয়া স্পেসিফিক্—যে রকম পুরাতন হউক না কেন, এক শিশিতেই আরোগ্য। এক শিশি ১ এক টাকা মাত্র।

হোমিওপ্যাথিক বিভাগ

১। ওয়ারম্ কিওর [illegible]। ২। ফিমেল সুধা—শ্বেত-প্রদর, [illegible] বাধকের, ৩। জিহ্বা স্পেসিফিক্—[illegible], ৪। ব্লাড রেগুলেটার—[illegible], ৫। [illegible] রেমিডি—যাবতীয় অর্শের মহৌষধ। মূল্য প্রতি শিশি [illegible] ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

বিশেষ দ্রষ্টব্য:—আরোগ্য না হইলে মূল্য ফেরৎ। রোগের অবস্থাদি জানাইলে, ঔষধ ও ব্যবস্থাদি [illegible] ঔষধ পাঠান হয়। এক কালিন দশ টাকার ঔষধের অর্ডার পাইলে, স্বতন্ত্র কমিশন দেওয়া হয়। [illegible]

সোল এজেণ্ট:—
দি এলোপ্যাথিক ড্রাগ ষ্টোরস্

ডাক্তার বি, ডি, কুণ্ডু
৩১ নং [illegible] ষ্ট্রীট, [illegible], কলিকাতা।
টেলিফোন নং [illegible]

[illegible] প্রিণ্টিং ওয়ার্কস [illegible]। [illegible] মুদ্রিত ও প্রকাশিত॥

নানা কথা

নদীয়া ডিষ্ট্রিক্টবোর্ড

নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণ কুষ্টিয়া লোকালবোর্ড হইতে ডিষ্ট্রিক্টবোর্ড-সদস্য নির্বাচিত হইয়াছেন—

১। শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ সরকার

২। „ হরিপদ অধিকারী, মোক্তার

৩। „ কালিদাস নন্দী, মোক্তার

৪। ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ সাহা

৫। মুন্সী মহম্মদ আবেদীন।

পরলোকে

ভট্টপল্লীর প্রাচীন স্মার্ত্তপণ্ডিত

ভট্টপল্লীর বঙ্গবিশ্রুত প্রাচীন স্মার্ত্ত পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরিদাস ... মহাশয় গত ... আশ্বিন ... দিবসে গঙ্গাযাত্রায় পরলোক গমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়ঃক্রম ... বৎসর হইয়াছিল। পণ্ডিত মহাশয়ের ছুই পুত্র, ছুই কন্যা, পৌত্র, দৌহিত্র বর্ত্তমান। জ্যেষ্ঠ পুত্র পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র স্মৃতিতীর্থ মহাশয় কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক। তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবার ভগবৎপাদপদ্মে শান্তিলাভ করুন।

বিদেশে বাঙ্গালীর সম্মান

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন শাস্ত্রের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত কালীপদ বসু এম. এ., কিছু দিন পূর্ব্বে উচ্চ শিক্ষার জন্য বিলাতে ... বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করিয়াছিলেন। ... বিশ্ববিদ্যালয় কালীপদ বাবুকে প্রচুর পরিমাণ ... দান করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত বসু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন বিশেষ কৃতী ছাত্র। তিনি এম. এস, সি—পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীর প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিলেন।

পুরীতে তীব্র প্রতিবাদ

বাল্য বিবাহ আইন

গত ... সেপ্টেম্বর তারিখে পুরী জগন্নাথের মন্দিরে সনাতন-ধর্ম্মরক্ষিণী সভার অধিবেশনে সর্দ্দা বিলের প্রতিবাদ করা হয়। ... শঙ্করাচার্য্য স্বামী ... সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। ... হাজার লোকের সমাগম হইয়াছিল। ... সভা ... বিলের তীব্র প্রতিবাদ করেন এবং প্রস্তাব সমর্থন ... স্বরূপ হস্তোত্তোলন করেন।

বন্দীদের প্রতি ভাল ব্যবহার কর

... ষড়যন্ত্র মামলার অন্যতম আসামী ... মিঃ এচ. এল, হাচিন্সন ... মামলার ... জন্য আগামী ... গভর্ণমেন্টের নিকট আবেদনে ... রাজনৈতিক বন্দীদের প্রতি ভাল ব্যবহার করিবার সম্বন্ধে যে সকল দাবী করা হইয়াছে, সেগুলি পাঠ করিবেন। যতীন্দ্রনাথ দাসের মৃত্যু এবং ... মুক্তি-সংগ্রামের প্রতি গভর্ণমেন্টের মনোযোগ আকৃষ্ট করিয়া আবেদনে বলা হইয়াছে, সরকারের বিরুদ্ধে অপরাধ করিবার অভিযোগে যাহারা অভিযুক্ত হইয়াছেন এবং কারা জীবন সম্বন্ধে ... লাভ হওয়ায় তাঁহারা বিবেচনা করেন, মীরাটের ষড়যন্ত্র মামলার আসামীরা যে সকল দাবী করিয়াছেন, তাহা খুবই যুক্তিসঙ্গত। ... সে সব দাবীকে ... বলা হইবে।

রাজাবাজারে ভীষণ মোটর-দুর্ঘটনা

গত ... রাজাবাজারের নিকটে ... এক ... মোটর দুর্ঘটনা হইয়া গিয়াছে। ... নামক জনৈক মুসলমান রাস্তা অতিক্রম করিতেছিল, এমন সময় একখানি মোটর গাড়ী ... পড়ায় সে গুরুতরভাবে আহত হইয়াছে। তাহাকে কারমাইকেল হাসপাতালে পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

কলিকাতা টাউনহলের কাণ্ড

গত ... আশ্বিন অপরাহ্নে কলিকাতা টাউনহলে রায় সাহেব ... সর্দ্দা বিলের প্রতিবাদ করিবার জন্য কাশিমবাজারের মহারাজা স্যর মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুরের সভাপতিত্বে এক সভা আহূত হয়। সভার অনুষ্ঠাতৃগণ বিজ্ঞাপন দ্বারা সর্দ্দা বিলের প্রতিবাদ করিবার জন্য ... আহ্বান করিলেও ... যুবক ও মহিলা সভাস্থলে আসিয়া গোলযোগ উপস্থিত করেন। প্রকাশ, শ্রীযুক্ত ... সেন ... নাকি ঐ গোলযোগকারী দলের নেতৃস্থানীয়। শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ শেঠ এবং আরও কয়েকজন ভদ্রলোককে অন্যায়ভাবে সভাস্থল হইতে তাড়াইয়া দেওয়া হয়। কয়েকজনের নাকি ... আঘাত হইয়াছে। ... উপস্থিত ছিলেন। ... অপমানিত হইয়াছেন। মহারাজা ... ডাঃ অক্ষয়কুমার ... উপর সভার ভার দিয়া সভাস্থল ত্যাগ করেন।

সম্রাটের স্বাস্থ্য

সকল প্রকার চিন্তার অতীত

স্যাণ্ডিংহাম হইতে সম্রাটের স্বাস্থ্যের যে সংবাদ আসিয়াছে, তাহা সম্পূর্ণ আশ্বাসজনক। সম্রাটের দ্বিতীয়বারের পীড়ার পর সুদীর্ঘ গ্রীষ্ম ঋতুর পরবর্ত্তী তাঁহার স্বাস্থ্য-সংগঠনের বিশেষ সহায়তা করিয়াছে, অবশ্য তাঁহাকে শীতঋতু অতি সাবধানে কাটাইতে হইবে, তথাপি সকলেই আশা করিতেছেন, তিনি স্যাণ্ডিংহামে যেরূপ দীর্ঘকাল ... সহ্য করিয়াছেন, তাহাতে শরৎঋতুর তীব্রতা প্রতিরোধ করিবার শক্তি তিনি লাভ করিয়াছেন।

সম্রাটের মৃগয়া যাত্রা

শুনা যাইতেছে, সম্রাট একণে এতদূর আরোগ্যলাভ করিয়াছেন যে, তিনি একদিনের জন্য মৃগয়া যাত্রা করিবেন বলিয়া আয়োজন হইতেছে। তবে তাঁহার ... অনেকটা আবহাওয়ার অবস্থার উপর নির্ভর করিতেছে। মৃগয়া ও সমুদ্রবক্ষে বাচখেলা—সম্রাট এই দুই ক্রীড়ায় বিশেষ অনুরাগ প্রদর্শন করিয়া থাকেন। এ বৎসর সম্রাট তাঁহার আমোদ-প্রমোদ করিবার কোন সুযোগই লাভ করেন নাই। তিনি এ বৎসরকার শরৎ ঋতুতে মৃগয়ায় যাইতে পারিবেন, তাহা তাঁহার বর্ত্তমান পীড়ার কালে কেহ মনের কোণেও স্থান দেন নাই।

জানালা ভাঙ্গার উপদ্রব

লণ্ডনের বহু দোকানদার রাত্রি জাগরণ পূর্ব্বক তাঁহাদিগের দোকানের জানালার কাচের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে বাধ্য হইয়াছেন, কারণ কিছুদিন হইতে দোকানের কাচ ভাঙ্গার পালা আরম্ভ হইয়াছে। গত সপ্তাহে নাইটস্‌ব্রিজ পল্লীতে প্রথমে এই ব্যাপার ঘটে এবং এক দোকানের একখণ্ড বৃহৎ কাচ ভাঙ্গার ফলে ন্যূনাধিক হাজার পাউণ্ড ক্ষতি হইয়াছে। ক্রমে ক্রমে লণ্ডনে ও শহরতলীতে এক সপ্তাহের মধ্যে আটশত জানালার কাচ ভাঙ্গা হইয়াছে।

বিষয়-তৃষ্ণার পরিণাম

ভূ সম্পত্তি সম্পর্কে বিরোধের ফলে গত মঙ্গলবারে ঢাকার ... পাচলা গ্রামের হরিচন্দ্র ঘোষ ও তাঁহার ভ্রাতা পুলিনচন্দ্র ঘোষ তাঁহাদিগের জনৈক আত্মীয় কর্ত্তৃক বন্দুকের গুলীতে আহত হন। ঘটনার অল্পক্ষণ পরেই ... মৃত্যু হয়। পুলিনকে ঢাকা হাঁসপাতালে প্রেরণ করা হয়, তথায় তিনি আরোগ্যলাভ করিতেছেন। পুলিস তদন্ত চলিতেছে।

আফগানিস্থানের অবস্থা

নাদিরের বলবৃদ্ধি

উইদল ওয়াজিরি লস্কর সেনা খোস্ত নামক স্থানে নাদির খাঁর সহিত যোগদান করিয়াছে। হবিবুল্লার সৈন্য লোগার ও খোস্তের মধ্যবর্ত্তী আলটিমুর গিরিপথ অধিকার করিয়াছে।

... নামক স্থানে হবিবুল্লার সৈন্যদলের সহিত পুরাকালের ক্ষুদ্র দলগুলির যুদ্ধ হইয়াছে। হবিবুল্লার অগ্রবর্ত্তী সেনাদল জেলালাবাদের নিকটবর্ত্তী ... নামক স্থানে উপস্থিত হইয়াছে। প্রকাশ, হাসিম খাঁ বৃটিশ রাজ্যে অবস্থিত পারাচিনারে পৌঁছিয়াছেন।

কাবুলে যুদ্ধের প্রাবল্য

পেশোয়ার, ১৭ই সেপ্টেম্বরের সংবাদে প্রকাশ, কাবুল হইতে যে সকল পর্য্যটক আসিয়া পৌঁছিয়াছে, তাহারা নাকি বলিতেছে, হবিবুল্লার প্রায় ১০ হাজার সৈন্য বিস্তর কলের কামান ও সাধারণ কামান লইয়া জেলালাবাদ অভিমুখে অগ্রসর হইবার উদ্দেশ্যে জগদালাকে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। কাবুল-জেলালাবাদ রোডে গাণ্ডামাক নামক স্থানটি রক্ষার জন্য বিস্তর খাজরানী সৈন্য সংগৃহীত হইয়াছে।

কংগ্রেসের বাঙ্গালা সভ্য

বর্ত্তমান সংখ্যা ৯৭ হাজার

এ পর্য্যন্ত ৯৭ হাজার বাঙ্গালী কংগ্রেসের সভ্য শ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন। বাঙ্গালায় ১ লক্ষ ২৫ হাজার লোককে কংগ্রেসের সভ্য করা হইবে, এরূপ কথা ছিল।

ঢাকায় জন্মাষ্টমীর মিছিল

মিছিলের জন্য দিনস্থির

ঢাকা শহরে ইসলামপুর দলের জন্মাষ্টমীর মিছিল ৩রা সেপ্টেম্বরে বাহির হইবার কথা ছিল। কিন্তু দুর্য্যোগবশতঃ তাহা হইতে পারে নাই।

মিছিলের উদ্যোক্তাগণ ১ হাজার টাকা জমা না দিলে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিছিলের জন্য দিন স্থির করিতে অস্বীকার করেন। তাঁহার কথা এই যে নির্দ্ধারিত দিনে মিছিল বাহির করা না হইলে জমার টাকা বাজেয়াপ্ত হইবে।

উদ্যোক্তাগণ টাকা জমা দিতে অস্বীকার করেন। তাঁহারা বলেন যে, নির্দ্ধারিত দিনে দুর্য্যোগবশতঃ মিছিল করা না হইলে সে দোষ তাঁহাদের হইতে পারে না।

অনেক তর্ক বিতর্কের পর শেষে স্থির হয় যে, ২৩শে সেপ্টেম্বর তারিখে মিছিল বাহির করা হইবে। কোন টাকা জমা দিতে হইবে না।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

৯ই আশ্বিন সোমবার—১৩৩৬

সংস্কার তাৎপর্য্য

নাম-সংস্কার

"নিখিল কল্যাণগুণ-বারিধি শ্রীগুরুদেব শিষ্যকে কৃষ্ণ ও উপাস্য-[illegible] দোষরা পরমানন্দ-সংকারে হরিনাম প্রদান-দ্বারা শিষ্যের নিত্যস্বভাব-শ্রীকৃষ্ণ নিত্যদাস্যকে জাগরিত করেন। নামসংস্কার দিয়া তাঁহাকে পরমপদে নীত করেন। জীব তখন বলেন—'আমি হরিদাস, মায়ার দাস বা ভোক্তা নহি, আমি কৃষ্ণদাস্যে অবস্থিত হইয়া সমস্ত মায়াকে কৃষ্ণদাসী জানিয়া সমস্ত প্রপঞ্চকে কৃষ্ণসম্বন্ধী করিয়া ব্যবহার করিব।' অনন্তর জীব তখন হরিনাম-গানে মুগ্ধ থাকেন। নাম-রূপ ভগবদ্রূপ-বিগ্রহকে আশ্রয় করিয়া চিদানন্দ-ভাবের প্রতি লক্ষ্য করিতে থাকেন। বদনে সর্ব্বদা হরিনাম গান, মনে সর্ব্বদা হরিনাম স্মরণ ও আত্মায় সর্ব্বদা হরিনাম অঙ্কিত করাই নাম সংস্কারের তাৎপর্য্য।"

মহাপ্রসাদ, গোবিন্দ, নামব্রহ্ম এবং বৈষ্ণব—এই চারিটী বস্তুতে অল্পপুণ্যবান্-গণের কখনও বিশ্বাস [illegible] হয় না। বহু বহু জন্মের সুকৃতি-ফলে উহাতে সেবাজ্ঞান হয়। শ্রীগুরু [illegible] শ্রীনামের সেবাধিকার সম্বন্ধে নির্দ্দেশক। শ্রীভগবান ও তাঁহার নিজজনগণের কৃপা প্রভাবেই জীব নামগ্রহণের প্রয়োজনীয়তা হৃদয়ঙ্গম করিয়া থাকেন। কৃষ্ণবিরহানল-সন্তপ্তগণের শ্রীনামই একমাত্র আশ্রয়। কোন ব্যক্তি যেমন তাঁহার প্রিয়জনের অদর্শন-সময়ে প্রিয়জনের নাম, রূপ, গুণ, কার্য্যাদি শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণাদি দ্বারা অনুশীলন করিয়া বিরহ বিধুর হৃদয়কে সান্ত্বনা দেন, কৃষ্ণবিরহ বিধুর ভক্তগণও সেইরূপ কৃষ্ণাভিন্ন কৃষ্ণনাম, রূপ, গুণ, লীলাদির শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণাদি করিয়া গম্ভীর বিপ্রলম্ভোথ বেদনা কিয়ৎপরিমাণে লাঘব করেন। পূর্ব্বেই আমরা তাপ ও পুণ্ড্র-সংস্কারের তাৎপর্য্য আলোচনা করিয়াছি। তাপ ও পুণ্ড্র সংস্কারের প্রকৃত তাৎপর্য্যজ্ঞ সুকৃতিমান্ জীবেরই ঐরূপ নামগ্রহণ-[illegible] তার উদয় হয়। শ্রীগুরুকৃপায় জীবের কৃষ্ণান্বেষণ-স্পৃহা বলবতী হইলে তিনি ঐরূপ বিপ্রলম্ভ-রসাবেশে কৃষ্ণনাম শ্রবণ কীর্ত্তনাদিতে রত হন। অবশ্য তাদৃশ ভাগ্যবান্ জীব বিরল দুর্লভ।

শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তনই সাধন-শ্রেষ্ঠ

কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীভগবান্ গৌরসুন্দর শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তনকেই একমাত্র শ্রেষ্ঠ-ভজন বলিয়াছেন। ভক্তিশাস্ত্রে চতুঃষষ্টি-প্রকার সাধনাঙ্গের বিষয় বর্ণিত আছে। আবার সকল সাধনাঙ্গের মধ্যে পঞ্চাঙ্গ-সাধনেরই শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণিত হইয়াছে, যথা—(চৈঃ চঃ মধ্য ২২।১২৮ ১২৯)—

সাধুসঙ্গ, নামকীর্ত্তন, ভাগবত-শ্রবণ।
মথুরাবাস, শ্রীমূর্ত্তির শ্রদ্ধায় সেবন॥
সকল সাধন শ্রেষ্ঠ এই পঞ্চ অঙ্গ।
কৃষ্ণপ্রেম জন্মায় এই পাঁচের অল্পসঙ্গ॥

উক্ত পঞ্চাঙ্গের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধনাঙ্গ শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তনই শ্রীচৈতন্যদেবের প্রবর্ত্তিত পথ। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের অন্ত্য (অন্ত্য ৪।৭০-৭১) উক্ত হইয়াছে—

"ভজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নববিধা ভক্তি।
'কৃষ্ণপ্রেম', 'কৃষ্ণ' দিতে ধরে মহাশক্তি॥
তার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নাম-সঙ্কীর্ত্তন।
নিরপরাধে নাম লৈলে পায় প্রেমধন॥"

একমাত্র নাম সঙ্কীর্ত্তন দ্বারাই সমস্ত ভক্ত্যঙ্গ সুষ্ঠুভাবে যাজিত হইতে পারে, তথাপি কাহারও কাহারও অন্যান্য ভক্ত্যঙ্গ যাজনের স্পৃহা থাকিলে, তাহা কীর্ত্তনাখ্য-ভক্তির সহযোগে ব্যতীত কখনই সুষ্ঠুভাবে সাধিত হইতে পারে না। শ্রীজীবপাদ ইহাই বলিয়াছেন—"যদ্যপ্যন্যা ভক্তিঃ কলৌ কর্ত্তব্যা, তদা কীর্ত্তনাখ্যাভক্তি-সংযোগেনৈব।"

শ্রীনামই সাধ্য ও সাধন

শ্রীনামই, যুক্তদশায় সাধ্য ও সাধন। [illegible] কৰ্ম্মি-সম্প্রদায় ইহজাত বস্তুকে [illegible] 'সাধ্য' এবং মুমুক্ষু জ্ঞানি-সম্প্রদায় ত্রিবিধ আধ্যাত্মিক দুঃখ হইতে পরিত্রাণলাভ-পূর্ব্বক নির্ভেদ ব্রহ্মানুসন্ধানকেই 'সাধ্য' বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। ইঁহাদের সাধ্য ও সাধনের মধ্যে পরস্পর ভেদ বিদ্যমান; যেহেতু সাধ্যলাভে সাধন নিরর্থক-জ্ঞানে পরিত্যক্ত হয়। উঁহাদের চিত্তশুদ্ধি-রূপ উদ্দেশ্যের নিমিত্ত যে যজ্ঞ, দান, ব্রত, হোমাদি বা আসন, প্রাণায়ামাদির অনুষ্ঠান-রূপ উপায় অবলম্বন, তাহা উদ্দেশ্যের প্রাপ্তির পর আর অনুষ্ঠানের আবশ্যক হয় না, আবার চিত্ত-শুদ্ধিই যে তাঁহাদের পরম প্রয়োজন তাহাও নহে, চিত্তশুদ্ধির পর আর একটী প্রাপ্য বা সাধ্যবস্তুকে অপেক্ষা করে, শ্রীনাম সঙ্কীর্ত্তন তাদৃশ অন্যাপেক্ষা-যুক্ত নহে, উহা স্বয়ংই সাধ্য ও সাধন। সাধ্য কৃষ্ণপ্রেম যখন বদ্ধজীবের সেবোন্মুখ ইন্দ্রিয়দ্বারা সাধ্য হয়, তখনই তাহাকে 'সাধন' বলে। সিদ্ধাবস্থায় যাহা কৃত্য, সাধনাবস্থায় তাহাই সেবোন্মুখতা-মূলে অভ্যাস মাত্র হইয়া থাকে। —"সিদ্ধস্য লক্ষণং যৎ স্যাৎ সাধনং সাধকস্য তদিতি।" ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে শ্রীল রূপ গোস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—

কৃতিসাধ্যা ভবেৎ সাধ্যভাবা সা
সাধনাভিধা।
নিত্যসিদ্ধস্য ভাবস্য প্রাকট্যং হৃদি
সাধ্যতা॥

অর্থাৎ সাধ্য ভাবভক্তি যখন কৃতি (ইন্দ্রিয়-সাধ্য) হয়, তখনই তাহাকে 'সাধন-ভক্তি' বলে। জ্ঞাতৃত্ব জীবের নিত্যসিদ্ধভাব, তাহার হৃদয়ে প্রকটাবস্থায় আনয়নের নামই 'সাধন'। বদ্ধজীব এই সাধ্য সাধন-বিচার তাঁহার অস্বাচ্ছজ্ঞান-দ্বারা করিতে গিয়া নানা অনর্থের আবাহন করিয়া বসেন। সঙ্কল্প বিকল্পাত্মক মনোধর্ম্মের সাহায্যে সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব-নিরূপণ-চেষ্টা বদ্ধজীবের [illegible] প্রমাদ ঘটায় আনয়ন করে এবং নিত্য [illegible] সাধ্য-সাধনতত্ত্ব উপলব্ধি হইতে দেয় না। মনোধর্ম্মী সদ্গুরুপাদাশ্রয়ে অবস্থান পূর্ব্বক [illegible] ও অভ্রান্ত শাস্ত্রের মান [illegible] বুঝিবার চেষ্টা না করিয়া নিজ [illegible] বঞ্চিত থাকেন বলিয়া তাঁহারা বিজ্ঞজন কর্ত্তৃক 'ভারবাহী' বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন, অন্যাভিলাষী, কর্ম্মী, জ্ঞানী বা যোগীকেই ভারবাহী বলা হয়। তাহাদের বিপরীত সারগ্রাহী। সারগ্রাহিগণ, সদ্গুরুপাদাশ্রয়ে থাকিয়া শাস্ত্রের যথার্থ মর্ম্ম অবগত হইতে পারেন। মহাপ্রভু শ্রীনারদ আমাদিগকে এই সার-গ্রাহিতা শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন। এক ব্রাহ্মণ মিশ্রবর তৎকালিক বঙ্গদেশের অন্যাভিলাষী, কর্ম্মী, জ্ঞানী প্রভৃতি বিভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত পণ্ডিতমন্য-গণের নিকট সাধ্য-সাধনতত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিয়া সদুত্তর পান নাই। অহর্নিশ নিজ ইষ্ট দেবতার মন্ত্র জপ করিতেন [illegible] মাত্র পান নাই। এইরূপ অশান্তমন দিনাতিপাত করিতে করিতে একদিন রাত্রে মিশ্র এক স্বপ্ন দেখিলেন যে এক দেবতা তাঁহার সম্মুখে আসিয়া বলিতেছেন—"শুন, শুন, ওহে দ্বিজ পরম সুধীর! চিন্তা না করিহ আর, মন কর' স্থির॥ নিমাই পণ্ডিত-পাশ করহ গমন। তেঁহো কহিবেন তোমা সাধ্য-সাধন॥ মনুষ্য নহেন তেঁহো, নর-নারায়ণ। নর-রূপে লীলা তাঁর জগৎকারণ।" মিশ্র এই স্বপ্ন-দর্শনে শ্রীগৌরসুন্দরের প্রোজ্জ্বল-গোঁসাইর [illegible] জানিয়া তৎক্ষণাৎ পাদপদ্ম ধ্যান করিতে করিতে গঙ্গা-ঘাটে প্রভু-সকাশে আসিয়া পুলকে প্রভুর চরণ বন্দনা করিলেন এবং করযোড়ে দণ্ডবৎ হইয়া সাধ্য-সাধনতত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। তখন—প্রভু বলে,—"বিপ্র, তোমার ভাগ্যের কি কথা। কৃষ্ণ ভজিবারে চাহ, সেই সে সর্ব্বথা॥ ঈশ্বর-ভজন অতি দুর্গম অপার। যুগ-ধর্ম্ম স্থাপিয়াছে করি' পরচার॥ চারিযুগে [illegible] চারি ধর্ম্ম রাখি' ক্ষিতিতলে। স্থাপিয়া প্রভু নিজ-ধামে চলে॥ কলিযুগে ধর্ম্ম হয় নাম-সঙ্কীর্ত্তন। চারিযুগে চারি-ধর্ম্ম জীবের কারণ॥ অতএব কলিযুগে নামযজ্ঞ-সার। আর কোন ধর্ম্ম কৈলে নাহি হয় পার॥ রাত্রি-দিন নাম লয় খাইতে শুইতে। তাঁহার মহিমা বেদে নাহি পারে দিতে॥ শুন, মিশ্র কলিযুগে নাহি তপ যজ্ঞ। যেই জন ভজে কৃষ্ণ তাঁর মহাভাগ্য॥ অতএব গৃহে তুমি কৃষ্ণ ভজ গিয়া। কুটিনাটি পরিহরি' একান্ত হইয়া॥ সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব যে কিছু সকল। হরিনাম-সঙ্কীর্ত্তনে মিলিবে সকল॥ হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্। কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥ হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥ এই শ্লোক নাম বলি লয় মহামন্ত্র। ষোল নাম বত্রিশ অক্ষর এই তন্ত্র॥ সাধিতে সাধিতে যবে প্রেমাঙ্কুর হবে। সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব জানিবা সে তবে॥" মিশ্র মহাপ্রভুর শ্রীমুখ নিঃসৃত এই উপদেশ পাইয়া পরমানন্দে মহাপ্রভুকে বারংবার প্রণাম করিতে লাগিলেন। মিশ্রবর পুনরায় [illegible] মহাপ্রভু সহিত যাইবার [illegible] মহাপ্রভু তাঁহাকে বারাণসী যাইবার উপদেশ দিয়া বলিলেন, তথায় তাঁহার সহিত পুনরায় সাক্ষাৎ হইবে, তখন তিনি সাধ্য সাধন বিষয়ক সমস্ত তত্ত্ব বিস্তারিত বলিয়া দিবেন। মিশ্র প্রভু-আজ্ঞা-মতে কাশীতে বাস করেন এবং যে সময়ে নীলাচল হইতে বারাণসী পথে শ্রীসনাতন গোস্বামি প্রভুর সাক্ষাৎ হইবে সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, তৎকালে তপনমিশ্র তথায় উপস্থিত থাকিয়া উহা শ্রবণ করিয়া স্বীয় সংশয়ের মীমাংসা প্রাপ্ত হন। [illegible] প্রভুপাদ [illegible] অনর্থগ্রস্ত জীবের মঙ্গলের জন্য মহাপ্রভু ইহার উপর মিশ্রের [illegible] উক্ত [illegible] একটী সাধ্য-সাধনের মীমাংসা শিক্ষা দিলেন যাহাতে নামসঙ্কীর্ত্তনই যে জীবমাত্রেরই সাধন ও সাধ্য—তাহা উপদেশ করিলেন [illegible] [illegible] করেন তাঁহাদের নিকট শুদ্ধ ভক্তির কোন কথাই প্রচারিত নাই জানিতে হইবে। অনর্থ [illegible] মুক্ত নাম কেবল [illegible] — এরূপ একটী [illegible] বিরোধী হইতেছেন [illegible] পরবর্ত্তী [illegible] কীর্ত্তনীয় [illegible] প্রমাণ-মূলে বিচার [illegible] শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তন [illegible] [illegible] মন্ত্র ও নাম-সঙ্কীর্ত্তন [illegible] সম্যক্ প্রকাশ প্রদান করে। অনর্থযুক্ত অবস্থায় শুদ্ধ ভক্তগণের পদাশ্রয়ে যুক্ত হইয়া হরিনাম করিতে

কানে দিয়েছি তুলো পিঠে বেঁধেছি কুলো

([illegible] শ্রীগুরুদেবে [illegible] অধিকারী [illegible])

অনাদিকাল হইতে কৃষ্ণবহির্মুখ হইয়া সেই সেই বিষয়ভোগে প্রবৃত্ত হইয়াছি, অনাদিকাল হইতে নিবৃত্ত হইবার সুবুদ্ধি আসিল না। পৃথিবীতে যত রকম জীব আছে, বোধ হয় তাহাদের সব রকম দেহ পরিগ্রহ করিয়া সেই সব দেহ দ্বারা যত রকমে বিষয়ভোগ করা যায়, তা করিয়া দেখা গেল, কিন্তু ভোগবৃদ্ধি প্রশমিত হইল না। এবারে মনুষ্যজন্ম পাইয়াছি, এই দেহ দ্বারা যত রকম ভোগ করা সম্ভব, নানা কারণে তাহা ঘটিয়া উঠিতেছে না বলিয়া আমি ভারি দুঃখিত। কি করিয়া অন্য যাহা সেটা ভোগ করা যায়, তাহার জন্য সর্বদা বিবিধ উপায় চিন্তা করিতেছি। স্বভাব কুটিল, সংকল্প অসৎ-কল্প, [illegible] জ্ঞান নাই। আমার ভোগের পথে যাহা অনুকূল, তাহাই সৎ এবং যাহা প্রতিকূল, তাহা অসৎ সাব্যস্ত করিয়াছি। আবার আমার ভোগের পথে আর কোন ভোক্তা বাধা উপস্থিত করিলে তাহার প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করিতেছি, আমার ভোগের দ্রব্য অপরে কাড়িয়া লইলে হিংসায় হৃদয় পুড়িয়া মরিতেছি। কখনো বা প্রতিশোধ লইবার জন্য অধিক বলসঞ্চয়ে মনোনিবেশ করিতেছি। নিত্য নূতন ভোগের দ্রব্য সংগ্রহের আশায় কত ধৈর্য, কত অধ্যবসায়, কত সাহসিকতা প্রদর্শন করিতেছি, আবার অপরের ভোগানলে ইন্ধন যোগাইতে গিয়া দয়ালু সাজিয়া আত্মপ্রতিষ্ঠায় সুখানুভব করিতেছি, কখনো বা আমার অনেক ভোগের দ্রব্য সঞ্চিত আছে মনে করিয়া আনন্দে গর্বে বুকখানিকে দশ হাত ফুলাইয়া তুলিতেছি।

অথচ এই সকল কষ্টের মধ্যে আমাকে যে পুনরায় লক্ষ লক্ষ কোটী কোটী জন্ম স্থাবর জঙ্গম সর্প পক্ষী কীট পতঙ্গাদি দেহধারণ করিয়া পুনঃ পুনঃ পরিভ্রমণ করিতে হইবে, এই বিষয়ে আমার [illegible] উদয় নাই। এই সকল ব্যাপারে আমি এতই অনুরক্ত হইয়া পড়িয়াছি যে, [illegible] আমাকে এক [illegible] হইতে [illegible] বিচার করিতে [illegible] এই পথে বেশ [illegible] করিয়া [illegible] বোধ হয়। নাম [illegible] বাক্যের কোন [illegible]

দীর্ঘকাল নিরবচ্ছিন্ন থাকিবার জন্য এই দেহটাকে আমি সাজাইয়া তাহারই সম্পর্কীয় ব্যক্তিবর্গকে আপনার ভাবিয়া পরস্পরের মধ্যে একটা কাল্পনিক সৌহার্দ্য স্থাপন করিয়া বেশ একটা দল পাকাইয়া বসিয়াছি। আমার এই ভোগব্যাপারটিকে অতি সহজসাধ্য অনায়াসলভ্য করিয়া দিবার উদ্দেশ্যে আমারই সমধর্মী অপর একজনকে বিশেষজ্ঞ স্থির করিয়া তাহাকে আমার গুরুপদে বরণ করি এবং তাহারই নির্দেশানুসারে চলিবার চেষ্টা করিয়া অধিকতর আত্মপ্রসাদ অনুভব করি। আবার এই মনুষ্যজন্ম অপেক্ষা দেব গন্ধর্ব কিন্নরাদি জন্মে অধিকতর সুখ ভোগের সম্ভাবনার কথা শ্রবণ করিয়া তজ্জন্য অন্য কালের জন্য কত যে প্রয়াস করি, তাহার ইয়ত্তা নাই।

রক্ত-মাংস ভুলিয়া ভোগ-ভূমিকায় আমার যে এই অভিযান, ইহা কিন্তু আমার পক্ষে নিরবচ্ছিন্ন সুখপ্রদ নহে। ভোগমদিরা পান করিয়া যে মত্ততাবেগে ভোগবিলাসসমুদ্রে অনুক্ষণ নিমজ্জিত হইয়া আছি, সে বিষয়ে একজন কোতয়ালী আছেন, তিনি এই সুদৃঢ় দুর্গের অধীশ্বরী দেবী দুর্গা বা মহামায়া। তিনি জানেন, আমি আমার প্রভুর সেবাকার্য ফেলিয়া তাঁহার নিষেধ অগ্রাহ্য করিয়া নিয়মসমূহ ভঙ্গ করিবার দুর্বুদ্ধি পোষণ করিয়া পলাইয়া আসিয়াছি। আমার স্বরূপে স্বতন্ত্রতা-ধর্ম থাকার দরুণ তিনি আমার স্বতন্ত্রতাকে উপেক্ষা করিয়া আমার কর্ণ-কর্ষণ পূর্বক তৎক্ষণাৎ রক্ত-পাদারবিন্দ-কিঙ্কর [illegible] সেবনের ব্যবস্থা করেন না বটে, কিন্তু আমি স্বরূপতঃ কৃষ্ণদাস বলিয়া শ্রেষ্ঠত্বতঃ সাম দান ভেদ দণ্ড নীতির সাহায্যে আমাকে শাসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেন। আমি যাহাতে আমার অন্যায় দুর্বুদ্ধি [illegible] দগ্ধ হইয়া পুনরায় রক্ত-পাদ-সান্নিধ্যকে আক্রমণ করিতে পারি, তজ্জন্য তিনি আমাকে নিরঙ্কুশভাবে [illegible] করিতে না দিয়া আমাকে নিত্য নানাভাবে শাসন করিতে থাকেন। হয়ত আমি স্ত্রী পুত্র পরিজনাদি মায়িক হইয়া সংসার সুখের কল্পনায় বিভোর হইয়া আছি, অকস্মাৎ কালব্যাধি আসিয়া আমার সম্মুখে প্রিয়তম পুত্রটিকে শমন-সদনে প্রেরণ করিল, আমি শোকে তাপে মুহ্যমান হইয়া পড়িলাম। হয়ত কোন দিন বা [illegible] করিয়া আমার প্রিয়তমা বিলাস-সহচরী পত্নীটিকে আমার কামনাপূর্ণ হৃদয় হইতে বিচ্যুত করিল। আমি সংসার অসার [illegible] বৈরাগ্য অবলম্বন করিলাম, কখনো বা স্বয়ং ব্যাধিপীড়িত হইয়া ধন সম্পত্তি হারাইয়া মহাদুঃখে হা-হুতাশ করিতে লাগিলাম। আজ যে ভোগের বস্তুটি পাইয়া হর্ষ-পরিপ্লুত আমার গর্বে উৎফুল্ল হইয়া বেশ আরাম উপভোগ করিতেছি, কাল চক্রের সম্মুখে সেই বস্তুটি নষ্ট হইতে দেখিয়া কত না কষ্ট পাই। এইরূপে আধ্যাত্মিক আধিভৌতিক আধিদৈবিক ত্রিতাপানলে অনুক্ষণ দগ্ধ হইতেছি। তথাপি এই দুষ্টবুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া আমার নিত্য প্রভুর সেবায় কায়মনোবাক্য নিয়োগ করিব—এরূপ অভিপ্রায় সত্যভাবে দেখা দিতেছে না। আমি মায়াদেবীর হস্তে আমার কুকর্মের ফল-স্বরূপ এত কঠোর শাসন পাইতেছি, শোকে দুঃখে তাপে মুহুর্মুহুঃ জর্জরিত হইতেছি, তথাপি আমার চৈতন্যোদয় হইতেছে না। মহামায়ার [illegible] কশাঘাতে আমার পৃষ্ঠদেশ বারে বারে শোণিতাক্ত হইয়া উঠিতেছে, তথাপি আমার ভবব্যাধি আরোগ্য হইতেছে না। আমি পিঠে কুলো বাঁধিয়া লইয়া অবিরত ভোগের আশায় প্রচুর উদ্যম উৎসাহের সহিত অগ্রসর হইতেছি।

আমার মর্মান্তিক দুর্দশা দেখিয়া আমার প্রভুর হৃদয় গলিয়াছে। তিনি আমাকে এই ভব-কারাগার হইতে উদ্ধার করিয়া পরম শান্তিময় নিত্যানন্দ-ধামে লইয়া যাইবার জন্য তাঁহার নিজজনকে প্রেরণ করিয়াছেন।

ভগবদবতার শ্রীমদ্ভাগবত ও ভক্তগণ আমার মঙ্গলের জন্য কত কৃষ্ণকথা শ্রবণ করাইতেছেন, আমার ভবরোগ নাশের জন্য 'হরিনাম' মহৌষধ ও অমৃত [illegible] শ্রীমন্মহাপ্রসাদ বিতরণের ব্যবস্থা করিয়াছেন, আমি কিন্তু [illegible] ঘটোৎকচের আদর্শানুসরণ করিয়া যাহাতে ভাগবতকথা, সাধুর উপদেশ, ভবরোগ নিবারক হরিনাম মহামন্ত্র আমার কর্ণকুহরে প্রবেশ না করে, তাহার জন্য 'কানে দিয়েছি তুলো', আর মায়ার কঠিন শাসন যাহাতে অসহ্য না হয়, শত লাঞ্ছনা সহিয়াও যাহাতে আমার নষ্ট দুষ্টবুদ্ধি পরিত্যাগ করিতে না হয়, তার জন্য 'পিঠে বেঁধেছি কুলো।' আমি নিজের পায়ে নিজে কুড়ুল মারিবার ব্যবস্থাটি ভাল রকমেই করিয়া লইয়াছি। আমার মঙ্গল আর কিসে হইবে?

রাগ ও বিধি

ভগবদ্ভজনে দুই প্রকার মার্গ পরিলক্ষিত হয়, একটীকে বিধিমার্গ ও অপরটীকে রাগমার্গ বলে। ইহাদিগকে কখনও কখনও যথাক্রমে মর্যাদামার্গ ও পুষ্টিমার্গ বলা হয়। যেখানে শাস্ত্র ও গুরু-শাসন-ক্রমে কর্তব্যজ্ঞানে ভগবদ্ভজনে প্রবৃত্তির উন্মেষ হয়, তখন আমরা বৈধী ভক্তিতে শ্রদ্ধাযুক্ত হই। আর যখন শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলায় পরিকরসমূহের শৃঙ্গারাদি ভাবমাধুর্য শ্রবণে "ঐভাব আমার কিরূপে হইবে" এই লোভ উৎপন্ন হইলে শাস্ত্রযুক্তির ও শাসনের অপেক্ষা না করিয়াই আমাদের শ্রীকৃষ্ণভজনে লোভমূলা রুচি হয়, তখন আমাদের রাগানুগা ভক্তির উদয় হয়। যেখানে শাস্ত্র ও যুক্তির অপেক্ষা প্রবল, সেখানে উক্ত লোভোদয়ের অবকাশ অল্প। লোভোৎপত্তি-সম্বন্ধে শ্রীল রূপগোস্বামিপাদ স্বয়ং নির্দেশ করিয়াছেন,—

"তত্তদ্ভাবাদিমাধুর্যে শ্রুতে ধীর্যদপেক্ষতে।
নাত্র শাস্ত্রং ন যুক্তিঞ্চ তল্লোভোৎপত্তিলক্ষণম্॥"

লোভোৎপত্তি-জন্য শাস্ত্র আলোচনার আবশ্যক হয় না, স্বীয় যোগ্যাযোগ্যতা বিচার উত্থিত হয় না, কেবল লোভের বিষয় শ্রবণ বা দৃষ্টিগোচর হইলেই লোভ স্বয়ং উৎপন্ন হয়। "তত্র লৌল্যমপি মূল্যমেকলং," রাগমার্গের ভক্তিলাভ জন্য লোভই একমাত্র মূল্য। এই লোভ জীবের বহু জন্মার্জিত সুকৃতি-সাপেক্ষ। সংসারাবদ্ধ ভাব প্রবল থাকিতে ভজনে লোভ হয় না, ভোগেই লোভ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।

বৈধমার্গে ঐশ্বর্য-জ্ঞানই প্রবল। ইনি ঈশ্বর, সর্বজ্ঞ, সর্বনিয়ন্তা—এই বুদ্ধি হৃদয়ে এক সম্ভ্রম সঞ্জাত করে। এই সম্ভ্রমকেই ঐশ্বর্য-জ্ঞান বলে। ইহা দ্বারা ভক্তের [illegible] ভাবের শৈথিল্য সম্পাদিত হয়। ভাব শিথিলীকৃত হইলে সেবাদ্বারা ভগবান প্রীত হয়েন না। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীভগবানের উক্তিতে আমরা লক্ষ্য করি—

"সকল জগতে মোরে করে বিধিভক্তি।
বিধিভক্ত্যে ব্রজভাব পাইতে নাহি শক্তি॥
ঐশ্বর্যজ্ঞানে সব জগৎ মিশ্রিত।
ঐশ্বর্য-শিথিল-প্রেমে নাহি মোর প্রীত॥
ঐশ্বর্যজ্ঞানে বিধি-ভজন করিয়া।
বৈকুণ্ঠকে যায় চতুর্বিধ মুক্তি পাঞা॥"
(আদি [illegible])।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ প্রেমভক্তিতেই প্রীত হয়েন। সেই প্রেমভক্তি পাইলে ভক্তগণ ঐ সালোক্য, সার্ষ্টি, সামীপ্য ও সারূপ্য মুক্তির আদর করেন না, তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের সেবাসুখই চরম লোভ্য বলিয়া জানেন। এই প্রেমভক্তি রাগমার্গেই সাধ্য। শ্রীকৃষ্ণ-লীলার মাধুর্য কর্তৃক রাগমার্গে রুচি সিদ্ধ হয়। এখানে ঐশ্বর্যজ্ঞানের স্থান নাই।

লোভোৎপত্তি জন্য শাস্ত্রযুক্তির অপেক্ষা না থাকিলেও লোভনীয় বস্তু পাইবার উপায় জানিবার জন্য শাস্ত্রযুক্তির অপেক্ষা রাখিতে হয়; কারণ শাস্ত্রবিধিদ্বারাই ও শাস্ত্র-প্রতিপাদিত যুক্তি দ্বারাই ঐ উপায় প্রদর্শিত হয়। উদাহরণস্বরূপে শ্রীল চক্রবর্তিপাদ উল্লেখ করিয়াছেন যে, যখন কোন ব্যক্তির দুগ্ধপানে লোভ জন্মে, তখন কিরূপে দুগ্ধ পাওয়া যাইবে, তাহা জানিবার জন্য

সে ব্যস্ত হয়। তখন কাহারও উপদেশের অপেক্ষা না রাখিয়া দুগ্ধ অপহরণাদি অবৈধ উপায় অবলম্বনে নিরত হয়, তখন তাহার দুগ্ধপ্রাপ্তিও দুর্ঘট হয়, অধিকন্তু তাহাকে দণ্ডভোগ করিয়া কষ্টও পাইতে হয়। সুতরাং এ বিষয়ে অভিজ্ঞ বিশ্বস্ত ব্যক্তির উপদেশের অপেক্ষা লক্ষিত হইতেছে। অভিজ্ঞ ব্যক্তি তাঁহাকে দুগ্ধবতীর লক্ষণাক্রান্তা গাভী ক্রয় করিয়া তাহাকে আনয়ন, তৃণাদি প্রদান ও গোদোহনের প্রণালী প্রভৃতি শিক্ষা দিয়া তাহার দুগ্ধপানের কামনা পরিতৃপ্তির ব্যবস্থা করিয়া দেন। কেবল মাত্র সম্ভোগলোভের বশেই অভিজ্ঞের উপদেশ ব্যতিরেকে দুগ্ধ সংগৃহীত হয় না। সেইরূপ হরিভজনে লোভোৎপত্তি হইলে তাঁহার জন্য উপায় জানিতে শাস্ত্রোপদেশের ও সাধু গুরু পদাশ্রয়ের অপেক্ষা দৃষ্ট হয়। সাধুবর্ত্ম অনুবর্তন একান্ত আবশ্যক, তদুল্লঙ্ঘনে হরিভজনোপায় জানা যায় না। কোন কোন ব্যক্তি সাধুমার্গ উল্লঙ্ঘন করিয়া আমার অনুরাগ হইয়াছে পরিচয় দিয়া নূতন নূতন প্রণালী প্রবর্তন করিয়া ও তদ্দ্বারা প্রতিষ্ঠা-অর্জন-তৎপর হইয়া অন্য শত লোক দিয়া তিনি সিদ্ধ এই কথা প্রচার করিয়া অনেক লোকগুলিকে বিপথে পরিচালন করেন। মহাজনের স্বীয় ... সজ্জা পাইয়া ভজন-প্রণালীর উদাহরণ স্বরূপে নির্দেশ করিতে পারে—এইরূপ সদাচারের উল্লঙ্ঘন-কারীকে লক্ষ্য করিয়াই শাস্ত্র উপদেশ দিয়াছেন—

"শ্রুতিস্মৃতিপুরাণাদিপঞ্চরাত্রবিধিং বিনা।
ঐকান্তিকী হরের্ভক্তিরুৎপাতায়ৈব

কল্পতে॥"

ঐকান্তিকী হরিভক্তি উৎপাতের হেতু—এ কিরূপ কথা শাস্ত্র আদেশ করিলেন? তবে চাই কি? ঐকান্তিকী হরিভক্তিই ত প্রার্থনীয় বস্তু! এই শ্লোকের উদ্দিষ্ট মর্ম্ম এই যে,—যদি কেহ শাস্ত্রশাসন না মানিয়া লোভেই প্রবৃত্ত হয়, শুদ্ধভজন-প্রণালী উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক নূতন প্রণালী অবলম্বন ও প্রবর্তন করেন, তাহা হইলে তাহার ফল-স্বরূপ উৎপাতই লভ্য; হরিভক্তি পাওয়া যায় না। ইহা আমাদের নিজের যুক্তি নহে, রাগাত্মিকা ভক্তির ব্যাখ্যাতা স্বয়ং শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তিপাদ এইরূপ উৎপাত ভক্তগণকে সাবধান করিয়া দিয়াছেন। যাঁহারা গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ভুক্ত বলিয়া পরিচিত, তাঁহারা শ্রীল চক্রবর্তিপাদের উপদেশ লঙ্ঘন করিয়া "আমার মত স্বতন্ত্র" এরূপ বুদ্ধি পোষণ করিতে পারেন না। যাঁহারা তাহা করেন, তাঁহারা গৌড়ীয় ভক্ত নহেন, আর চারি সৎ সম্প্রদায়ের তাঁহারা কেহই নহেন। সুতরাং তাঁহারা ভক্তই নহেন; কেননা সম্প্রদায় ভিন্ন শুদ্ধভক্ত নাই, "সম্প্রদায়বিহীনা যে মন্ত্রাস্তে নিষ্ফলা মতাঃ।"

শ্রীল রূপগোস্বামি প্রভু শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে স্পষ্টই বলিয়াছেন—

"সেবা সাধকরূপেণ সিদ্ধরূপেণ চাত্র হি।
তদ্ভাবলিপ্সুনা কার্য্যা ব্রজলোকানুসারতঃ॥"

লোভনীয়ভাবপ্রাপ্তিকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি রাগমার্গে ব্রজবাসিগণের অর্থাৎ শুদ্ধ মধুর রসের উপাসক-বৃন্দের অনুগ সে সাধকরূপে এমন কি সিদ্ধাবস্থায়ও সেবারত হইবেন, স্বয়ং প্রণালী উদ্ভাবন করিবেন না। আবার বলিয়াছেন—

"শ্রবণোৎকীর্ত্তনাদীনি বৈধীভক্ত্যুদিতানি তু।
যান্যঙ্গানি চ তান্যত্র বিজ্ঞেয়ানি মনীষিভিঃ॥"

বৈধীভক্তিতে শ্রবণকীর্ত্তনাদি যে যে অঙ্গ উক্ত হইয়াছে, সেগুলি এই রাগানুগভক্তিতেও অঙ্গ বলিয়া মনীষিগণ জানিবেন। ইহা রূপানুগ ভজন-প্রণালীর মূল কথা। ইহা উল্লঙ্ঘন করিয়া যাহারা দেখান হয়, তাহা অনুরাগের বিষয় নহে; ভগবদ্বিদ্বেষের লক্ষণ।

যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন, এ লোভবিশিষ্ট ভক্তের কোন শাস্ত্র অপেক্ষণীয়, তাহা হইলে তিনি জানিবেন সকল উপনিষদের সারভূত শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণই ঐ শাস্ত্র এবং তৎপ্রতিপাদিত ভক্তি যাহাতে সম্যক্ বিবৃত হইয়াছে, সেই ভক্তিরসামৃতসিন্ধু প্রভৃতি তদুপকারক গ্রন্থ সকলও তাদৃশ ভক্তের অপেক্ষণীয় শাস্ত্র।

রাগানুগভজন হইতে রাগাত্মিকা ভক্তির পুষ্টি। তাহার সম্বন্ধে শ্রীল রূপগোস্বামিপাদ নির্দ্দেশ করিয়াছেন,—

"কৃষ্ণং স্মরন্ জনঞ্চাস্য প্রেষ্ঠং নিজ
সমীহিতম্।
তত্তৎকথারতশ্চাসৌ কুর্য্যাদ্বাসং ব্রজে
সদা॥"

শ্রীল চক্রবর্তিপাদ এখানে টীকা করিয়াছেন,—প্রেষ্ঠ বা প্রিয়তম শব্দের অর্থ নিজভাবোচিত লীলাবিলাসী শ্রীকৃষ্ণ। নিজ সমীহিতজন অর্থে স্বাভিলষিত শ্রীবৃন্দাবনেশ্বরী ললিতা, বিশাখা, রূপমঞ্জরী প্রভৃতি। যদিও শ্রীকৃষ্ণই প্রেষ্ঠ, তথাপি তদীয় প্রিয়জনের উচ্চভাবে একান্ত নিষ্ঠা বলিয়া তদীয় প্রিয়জনই অধিক স্বাভিলষণীয়। ব্রজে বাস অর্থে অসামর্থ্যে মানসবাস।

গুরুকথা ভজনমার্গই আনুগত্য মধ্য-মঞ্জরিত। সাধুমার্গ ও শাস্ত্র উল্লঙ্ঘন করিলেই আনুগত্য ধর্মের ব্যত্যয় ঘটে। সুতরাং স্বপ্রণালী প্রবর্তনশীল কখনও ভক্ত বলিয়া গণ্য হইতে পারেন না। সাধুগণ সাবধান, ইহাঁদের কবল হইতে আত্মরক্ষা সর্ব্বপ্রযত্নে কর্ত্তব্য।

আনন্দময়াধিকরণে
শঙ্কর ভাষ্যের সমালোচনা
(২)

(পণ্ডিত শ্রীপাদ অতীন্দ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়)

পূর্ব্বপ্রকাশিত ১৫৩ সংখ্যার পর)

শঙ্কর বলিয়াছেন যে "বিকারার্থক ময়টের প্রবাহে পড়ায় আনন্দময়ও যে জীব বিশেষ, তাহা স্থির হইতেছে, সুতরাং আনন্দময় অর্থে বিকারী ব্রহ্ম বা জীবকেই বুঝাইতেছে। শুদ্ধ ব্রহ্ম আনন্দময় নহেন, শুদ্ধ ব্রহ্ম আনন্দ মাত্র।"

এই যুক্তিটি কি প্রকার গুরুতর দোষসঙ্কুল, তাহা সহজেই বোধগম্য হয়। প্রবাহে পতিত পদার্থে প্রবাহের ধর্ম্ম সঞ্চারিত হয় না। জল-প্রবাহে পতিত

প্রবাহে পতিত তৃণকে জল বলিলে যেমন ভুল হয়, অন্নময়াদি প্রবাহে পতিত আনন্দময়কে অব্রহ্ম বলায় তদ্রূপ ভুল হয়। যদি কোন বেদাদি-প্রমাণ দ্বারা আনন্দময়ে বিকারার্থকতা সম্পাদিত করা সম্ভব হইত, তাহা হইলে না হয় প্রবাহে পতিত কথার হেতুটি অবলম্বন পূর্ব্বক আনন্দময়কে অব্রহ্ম প্রতিপন্ন করিতে পারিতেন। কিন্তু তাহাতে পদ ইত্যাদি দ্বারা যখন আনন্দময়ে বিকারপারত্ব নিরাস করিয়াছেন, তখন প্রবাহে পতিতের হেতু প্রদর্শন করিয়া আনন্দময়কে অব্রহ্ম বলায় গুরুতর ভুল হইয়াছে।

আরও বিকারার্থের প্রবাহও সিদ্ধ হইতে পারে না। কারণ কেবল মাত্র অন্নময় ব্যতীত আর কোথাও বিকারার্থ নাই। প্রাণময় হইতেই বিকারার্থের পরিত্যাগ হইয়া যায়। প্রাণের বিকার সম্ভব-পর নহে বলিয়া প্রাণ সম্বন্ধে বিকারার্থক ময়ট্ হইতে পারে না। সুতরাং আনন্দময়ে প্রায় পাঠের বাধ নাই। অন্নময়াদিতে অতিরিক্ত আত্মা আছেন বলিয়া যেমন উক্ত হয়, আনন্দময়ে অন্য অতিরিক্ত আত্মা আছে বলিয়া কুত্রাপি উক্ত হয় নাই। এতদ্দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে, আনন্দময়ই ব্রহ্ম।

যদি বলেন যে আনন্দময়াদি পঞ্চকোশ বলিয়াছে বলিয়া আনন্দময়ের বিকার কল্পনা করা যাইতে পারে, কারণ, কথা চলিতেছে ব্রহ্মের এবং ঐ পুচ্ছরূপ ব্রহ্মের জ্ঞান করাইবার নিমিত্তই কোশের কল্পনা, তাহা হইলেও সঙ্গত হইবে না। কারণ "সত্যং জ্ঞানম্" ইত্যাদি শ্রুতি দ্বারা যখন ব্রহ্মের নিরূপণ হইয়া গিয়াছে, তখন ব্রহ্ম শব্দ সম্বন্ধে ত আর কোন সন্দেহই নাই। এখন কেবল "পুচ্ছ" শব্দটির নির্ণয় মাত্র অবশিষ্ট এবং তাহারই নির্ণয়ার্থ অনুবাকের আরম্ভ হইয়াছে; এইহেতু এখন ব্রহ্মের প্রকরণ চলিতেছে বলিলে সঙ্গত হইবে না, পরন্তু আনন্দময় পরব্রহ্মের প্রকরণ চলিতেছে ইহাই বলিতে হইবে।

আর যদি অভাভাবের শঙ্কা লইয়া আনন্দময়কে ব্রহ্ম বলিতে না চাহেন, তাহা হইলেও সঙ্গত হইবে না, কারণ লোকে প্রিয়-মোদাদি-অবয়বযুক্ত অবয়বীর আনন্দময়ত্বের প্রসিদ্ধি নাই। সুতরাং আনন্দময় সম্বন্ধে অভাভাবের শঙ্কা করিবার কোনই হেতু দেখা যাইতেছে না।

আনন্দময়ের পুচ্ছাদির বর্ণন দেখিয়া মনে করিবেন যে, আনন্দময় সবিশেষ, এবং বেদে নির্বিশেষ ব্রহ্মের বর্ণন থাকায় কথা বলিয়া থাকেন যে, আনন্দময় ব্রহ্ম নহেন। কিন্তু এপ্রকার যুক্তিও কার্য্যকরী হইবে না। কারণ ইতঃপূর্ব্বে "নির্বিশেষবাদ খণ্ডন" প্রবন্ধে শ্রুতি ও শাস্ত্রযুক্তি দ্বারা উত্তম রূপে প্রতিপাদিত করা হইয়াছে যে, বেদে মায়াবাদী-কল্পিত নির্বিশেষ ব্রহ্মের গন্ধ পর্য্যন্তও কুত্রাপি নাই। "যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ" শ্রুতি কেবল ব্রহ্মের অনন্ত পরিমাণ আনন্দের নিষেধ করিতেছেন, নির্বিশেষ ব্রহ্ম প্রতিপাদন করিতেছেন না। সুতরাং আনন্দময়ই যে পরব্রহ্ম তাহা স্থির হইল।

আনন্দময়কে অব্রহ্ম প্রতিপাদন করিতে শঙ্কর মায়াবাদী বলিতেছেন যে, আনন্দময়ের অভ্যাস হয় না, আনন্দেরই অভ্যাস হয়।

কিন্তু অনুধাবন পূর্ব্বক বিচার করিলে একথা কিরূপ অসঙ্গত, তাহা পরিষ্কার রূপে বুঝিতে পারা যাইবে; "আনন্দ" শব্দও প্রকৃত আনন্দময়ের সূচক। "আনন্দং ব্রহ্ম—" "যদেষ আকাশ আনন্দঃ—" ইত্যাদি শ্রুতি আনন্দেরই স্তুতি করিতেছেন।

এই শ্রুতি যে প্রাচুর্য্যের দ্যোতক, তাহাতে সন্দেহ নাই। লোকেও ধনপ্রচুরাদি স্থলে এরূপ বিষয় হয়। এই হেতু "আনন্দ" শব্দে অর্থ আনন্দময় বলিয়াছে এবং "আনন্দময়" শব্দে শব্দতঃ ময়ট্ রহিয়াছে। সুতরাং আনন্দময়েরই অভ্যাস হইয়া থাকে।

"আনন্দরূপমমৃতং" ইত্যাদি শ্রুতি ... "আনন্দং ব্রহ্ম—", ইত্যাদি শ্রুতিতে ... অভ্যাস হইতেছে। অতএব মায়াবাদী যে "আনন্দ-ময়োঽভ্যাসাৎ" সূত্র দর্শন ... সন্দেহ করিয়াছেন ... আনন্দের ... কিন্তু ... আনন্দময়ের অভ্যাস হেতু ... ফেলিয়াছেন ... করিতে পারিবেন না ... পুচ্ছীকৃত অপরাধ ... মায়াবাদী শঙ্কর একপ্রকার সন্দেহ ... এবং এই অপরাধের ফলস্বরূপ তিনি নিরন্তর দুঃখপ্রদায়ক মায়াবাদরূপ অন্ধকূপে নিপাতিত হইয়াছেন।

(ক্রমশঃ)

পর-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

সম্প্রতি পরবিদ্যাপীঠে নিম্নলিখিত শিক্ষণীয় বিষয়নিচয়ের অধ্যাপকের আসনসমূহ সংস্থাপিত হইয়াছে—বিদ্যার্থিগণ আবেদন করুন।

১। সাহিত্যাসন, ২। ঐতিহ্যাসন,
৩। সম্প্রদায়বৈভবাসন, ৪। ভক্তিশাস্ত্রাসন,
৫। তন্ত্রশাস্ত্রাসন, ৬। বেদান্তাসন,
৭। একায়নাসন।

শ্রীনন্দলাল বায় বি, এ, ব্যাকরণতীর্থ, বিদ্যাসাগর,
সম্পাদক—পরবিদ্যাপীঠ, শ্রীধাম মায়াপুর।

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশ করে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৪০ চল্লিশ টাকা।

২৭২৪ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে.

সপ্তচত্বারিংশ খণ্ডে সূচী ছাপা হইতেছে।

৪৬শ খণ্ড গ্রন্থ নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে ১৩।৶০ সাধারণ পক্ষে ২০৸৶০। প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৵০, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ।৶০।

দশম স্কন্ধ ছাপা হইতেছে। দশম স্কন্ধের ভিক্ষা ১২৲, অগ্রিম সাধারণের পক্ষে ৮৲।

৫০ অধ্যায়পর্য্যন্ত দশম সংখ্যা ছাপা হইয়াছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

"শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত"

সম্পূর্ণ ছাপা শেষ হইল

আদি, মধ্য, ও অন্ত্যলীলা এবং সূচী ছাপা হইয়া সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছেন। যাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ১০৲ টাকা ভিক্ষায় তৃতীয় সংস্করণ ৪৲ টাকায় না পাইয়া অপূর্ব্ব সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের জন্যই উহার ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছেন। সেই ১০৲ টাকার এই বিরাট গ্রন্থ গৌড়ীয়মঠের উৎসব অর্থাৎ আগামী ৩রা আশ্বিন পর্য্যন্ত ৫৲ টাকা ভিক্ষায় দেওয়া হইবে। গ্রাহকগণ সত্বর হউন পরে আর এ সুযোগ দেওয়া হইবে না।

শ্রীচৈতন্য লীলার ব্যাস আখ্যাত

শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র গ্রন্থ ৮৲ স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲
নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪॥০ টাকা

শ্রীচৈতন্য মঠের যাবতীয় গ্রন্থ

কার্য্যাধ্যক্ষ, গ্রন্থবিভাগ, শ্রীচৈতন্য মঠ
পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া
-অথবা-
শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা
ঠিকানায় পাওয়া যাইবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—টাকে পয়সা শ্রীচৈতন্য মঠের ঠিকানায় লিখিবেন।

কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত

গৌড়ীয় পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র।

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রতি শনিবারে প্রকাশিত হয়।

অগ্রিম বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲ দিলে বৎসরে ৫০ সংখ্যা প্রাপ্য; ষাণ্মাসিক ১॥০; সাপ্তাহিক ৴০

সর্ব্বদা গ্রাহক হওয়া যায়।

বৃত্তিসহ সমগ্র

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

ভিক্ষা ২৲ টাকা। শিক্ষার্থি-ছাত্রের পক্ষে ১॥০ দেড়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান— শ্রীপরবিদ্যাপীঠ, শ্রীগোদ্রুমপুর
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিম্নলিখিত মঠসমূহে প্রাপ্তব্য:—

১। শ্রীচৈতন্য মঠ,—পোঃ শ্রীমায়াপুর, (নদীয়া)।
২। শ্রীগোপীনাথ মঠ,—চাঁপাহাটি, সমুদ্রগড় পোঃ, (বর্দ্ধমান)।
৩। শ্রীভাগবত আসন,—ভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৪। শ্রীগৌড়ীয় মঠ,—১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা।
৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ,— পুরী রেলওয়ে ষ্টেশনের নিকট "ভক্তিকুটী"।
৬। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ,— উড়িয়া বাজার, কটক।
৭। শ্রীভাগবত মঠ,— চিরকিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।
৮। শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ,—৮নং জঙ্গমবাড়ী, কাশী, ইউ, পি।
৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,—ছোলিগলি, বৃন্দাবন, মথুরা, ইউ, পি।
১০। শ্রীপরমহংস মঠ—নৈমিষারণ্য পোঃ সীতাপুর, ইউ পি।
১১। শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ,—কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল, পাঞ্জাব।
১২। শ্রীমাধবগৌড়ীয় মঠ,— ৯নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।
১৩। শ্রীগদাইগৌরাঙ্গ মঠ, বালিয়াটি, ঢাকা।
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম,—আমলাজোড়া, বাজনাথ পোঃ, বর্দ্ধমান।
১৫। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ,—ডুমরকোন্দা, চিরকুণ্ডা পোঃ, মানভূম।
১৬। শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয় মঠ,—আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী, উড়িষ্যা।

এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণের নিকটও নদীয়া প্রকাশ প্রাপ্তব্য।

১। শ্রীযুক্ত জনার্দ্দন ঘোষ—বসু লক্ষ্মী ঘড়ি, খুলনা।
২। শ্রীযুক্ত রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিরত্ন—দেওয়ানগঞ্জ, হলদিবাড়ী কুচবিহার।
শ্রীযুক্ত রামরঞ্জন রায় ৭৬।২নং শ্রীগোপাল মল্লিক লেন, কলিকাতা।
৪। শ্রীযুক্ত অমৃতকুমার সরকার এম্, ডি, ও, ফৈজাবাদ।
৫। মিঃ এন্ ডি, মুখার্জ্জি—এম, এস, ওয়ার্কস দি মল, কানপুর।
৬। শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী জ্যোতির্ভূষণ—স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া।
৭ শ্রীরাসবিহারী দাস অধিকারী, নবদ্বীপ।
৮। শ্রীবিরাজমোহন দে—মনমোহন প্রেস, নবাবপুর, ঢাকা।
৯। শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ গড়গড়ি বেড়াচাঁপা, ২৪ পরগণা।

অন্যথা না ভজে কৃষ্ণ, দুষ্ট সঙ্গ করে। পুনঃ সেইমত মায়া পাপে ডুবি মরে॥

শ্রীচৈতন্যমঠের গ্রন্থাবলী

শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুর বিরচিত

ভক্তি-গ্রন্থাবলী।

উৎকৃষ্ট কাপড়ে বিলাতী ধরণে বাঁধাই স্বর্ণালঙ্কৃত। চতুর্থ সংস্করণ। বিস্তারিত সূচীসহ

জৈবধর্ম্ম

বাঁধাই ২৲ দুই টাকা

প্রকাশিত হইয়াছে

সনাতন ধর্ম্মশাস্ত্র বেদ, বেদান্ত, উপনিষৎ গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত, পুরাণ, তন্ত্রাদি সকল গ্রন্থ পাঠ করিবার অবসর অতি অল্প মানবের ঘটিয়া থাকে। অনেকের যোগ্যতা না থাকায় সেই সমস্ত গ্রন্থের মর্ম্ম অবগত হইতে পারেন না। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বাঙ্গালীর এই অসুবিধা দূরীভূত করিবার জন্য এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

বিদ্যালয়ের ছাত্র বা শিক্ষকগণের বিশেষ পাঠ্য, এই হেতু শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টার বাহাদুর ইহা সমস্ত বিদ্যালয়ের জন্য অনুমোদন করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

প্রথম খণ্ড ভিক্ষা—১৲ একটাকা

যুক্তিপূর্ণ শাস্ত্রবাক্য দ্বারা প্রত্যেক মানবের নিত্য কর্ত্তব্য ও অনিত্য সাময়িক কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। গ্রন্থের প্রতি উক্তি সনাতন শাস্ত্রবাক্য দ্বারা সমর্থিত ও প্রমাণিত হইয়াছে। দেহের, মনের ও আত্মার ধর্ম্ম কি? স্বদেশ, সমাজ, নীতি, ধর্ম্ম কি? ইত্যাদি বিষয় ক্রমানুসারে এমন সুন্দরভাবে যুক্তিসহকারে আলোচিত হইয়াছে যে, প্রথম পংক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত পাঠ না করিয়া নিরস্ত হওয়া যায় না।

শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ভিক্ষা ৵০

ঐ প্রমাণ খণ্ড ভিক্ষা ৵০

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিহার ও লীলাভূমি নয়টী দ্বীপ-সমন্বিত। এই নয় দ্বীপের প্রাচীন বিবরণ—প্রত্যেক দ্বীপে শ্রীমহাপ্রভুর লীলা-প্রত্যেক দ্বীপের পরিচয়, শ্রীধাম-মাহাত্ম্য—ধামাপরাধ কি? ইত্যাদি বিষয় বিশেষভাবে মনোহর ছন্দে বর্ণিত। পকেট সাইজ প্রায় ১৬০ পৃষ্ঠা।

শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ

উজ্জ্বল ভ্রোঞ্জ-বর্ণ কালীতে উৎকৃষ্ট কাগজে ছাপা—শ্রীনবদ্বীপধাম দর্শনে ভাবুক দর্শনকারীর কি প্রকার ভাবের উচ্ছ্বাস হয়, তাহা এই গ্রন্থে বর্ণিত। অতি চমৎকার। ভিক্ষা চারি আনা।

শ্রীভজনপথ

৵০ দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভুকে উপদেশচ্ছলে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে ভাক্তগণের অনুকূল ও প্রতিকূল বিচার অতি সুন্দরভাবে বর্ণিত হইয়াছে। ইহা ছাড়া শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদিষ্ট শিক্ষা ও উপদেশ বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-জগতে অভিনব গ্রন্থ!!

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতি-গ্রন্থাবলী

শরণাগতি

পকেট সাইজ অষ্টম সংস্করণ ভিক্ষা ৵০ আনা

দেহ ও মনের চেষ্টা অনিত্যবস্তু লইয়া—ইহা যখন জীব বুঝিতে পারে, তখন একমাত্র নিত্যবস্তু শ্রীভগবানের প্রতি তাঁহার কোন জাতীয় আবেগময়ী প্রার্থনা হয় এবং শ্রীভগবানে সর্ব্বান্তঃকরণে নিষ্কপটে কি প্রকারে শরণাগত হইতে হয়, ইত্যাদি বিষয়ক প্রাণস্পর্শী প্রার্থনা ও আত্ম-সমর্পণমূলক গান। [illegible] সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে।

ভিক্ষা প্রতি খণ্ড ৵০ এক আনা।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা—৵০, নবদ্বীপশতক—৵০

অর্থপঞ্চক—৵০

কল্যাণকল্পতরু

পকেট সাইজ পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা ৵১০

আমরা প্রত্যহ নূতন অভাব ও কামনার বশবর্ত্তী হইয়া পুনঃপুনঃ যে অকল্যাণকে কল্যাণ বলিয়া গ্রহণ করি এবং যাঁহার নিকট কল্যাণ কামনা করি, তিনি যে নিত্য বা সর্ব্বার্থ কল্যাণ প্রদানে অসমর্থ এবং কোন বস্তু আমাদের নিত্য কল্যাণদাতা এবং কি ভাবে আমরা সেই কল্যাণলাভে সমর্থ হইব, এই সকল কথা সরল গানে লিখিত। এই গীতগ্রন্থ বাস্তবিক কল্যাণের কল্পতরু, যিনি প্রার্থীকে নিত্যকল্যাণ প্রদানে [illegible]

শ্রীল চক্রবর্ত্তি ঠাকুরের টীকা সহ

শ্রীমদ্‌ভগবদ্গীতা

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠাকুর কৃত টীকা ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কৃত বঙ্গানুবাদ। টীকাকারের জীবনী, শ্লোক সূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি বহু প্রয়োজনীয় বিষয় সংবলিত প্রায় ৪২৫ পৃষ্ঠা। উৎকৃষ্ট সিল্কে বাঁধাই ২৲ দুই টাকা, কাগজে বাঁধা ১৷৷০

শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ কৃত ভাষ্য সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

কাগজ ও ছাপা উৎকৃষ্ট। সিল্কে বাঁধাই, সোণার জলে নাম লেখা রাজসংস্করণ ২৲ টাকা, সাধারণ সংস্করণ ১৷৷০, গৌড়ীয়ের গ্রাহকপক্ষে ১৷০

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি (বৈষ্ণবকোষগ্রন্থ)

বিষয়:—১। ভক্তিশাস্ত্রে ব্যবহৃত শব্দাবলীর অর্থ, ২। চারি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের চরিত্র, ৩। বিষ্ণুবৈষ্ণবসম্পর্কীয় শ্রীমন্দির ও শ্রীবিগ্রহের বিবরণ, ৪। বৈষ্ণবগ্রন্থ ও গ্রন্থকর্ত্তৃগণের তাৎপর্য্য ও বিবরণ, ৫। বিষয় বিশেষের লৌকিক ও শাস্ত্রীয় আকরমূলে ব্যবহার্য্য তথ্য। চারিখণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ১ম খণ্ড ১৷০, ২য় খণ্ড ১৷০, ৩য় খণ্ড ১৷০, ৪র্থ খণ্ড ৷৷৵০, চারিখণ্ড একত্রে ৩৲ (রেজেষ্টারী ডাকমাশুল সহ)।

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ

১ম খণ্ড ১৲ এক টাকা ২য় খণ্ড ১৲ এক টাকা—শ্রীমদ্ভাগবতের গ্রাহক ও গৌড়ীয় গ্রাহকগণ ১৷০ টাকায় দুইখণ্ড পাইবেন। বেদান্তের ষট্‌ সন্দর্ভ শ্রীমজ্জীব গোস্বামিপাদের রচিত গ্রন্থ। ইহাতে বহু শাস্ত্রের আদর প্রয়োজনীয় অংশ। প্রায় দুই খণ্ড ডবল ক্রাউন ৮ কর্ম্মায় ৬৪ পৃষ্ঠা আকারে মুদ্রিত হইতেছে।

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য সঙ্কলিত

সদাচারস্মৃতিঃ

ভিক্ষা ৵০ মাত্র

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

[illegible] মূল্য—প্রতি শিশি ৷০ আনা, পাইট ৷৵০ আনা, বোতল ১৷০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা।

বিখ্যাত

মদন মঞ্জরী

বটিকা সেবনে স্বপ্নদোষ ও প্রস্রাবের [illegible], ইন্দ্রিয়শক্তির হ্রাস, প্রস্রাবে শুক্রপাত, মেহ, মাথাধরা, বুক ধড়ফড়ানি, [illegible] নির্দ্দোষ আরোগ্য হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ৪০ বটী ১৲ এক টাকা।

“নপুংসকারি ঘৃত”

পুরুষত্বহানি রোগে ব্যবহারে [illegible] আরোগ্য করিয়া শক্তি [illegible] তোলা ১ টাকা।

“রমণবিলাসিনী বটিকা”

[illegible] স্থায়ী ও বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয়। মূল্য ১৬ বটী ১৲ এক টাকা।

রাজবৈদ্য নারায়ণজী কেশবজী

১৭৭নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

কুমার-ভোগ—বল ও রক্তশক্তি আনিতে সকল রোগমুক্ত হইয়া মোটা হয়। [illegible] শিশুরা শীঘ্র বাড়িতে থাকে, তাহাদের ক্ষুধা বৃদ্ধি ও যকৃতের ক্রিয়া ভাল হয়—দন্তোদ্গমের সময় কোন কষ্ট হয় না। খাইতে মিষ্ট। মূল্য প্রতি শিশি এক টাকা, মাশুল ৷৵০ আনা।

নারেল (Narrhol)—কফযুক্ত কাশি, উদর, [illegible], প্রভৃতির শ্রেষ্ঠ ঔষধ। আনুষঙ্গিক, সর্দ্দি, কাশি, ব্রঙ্কাইটিস (Bronchitis), [illegible] (ইহা-দালালী) [illegible] ৮০ বটিকার শিশি ১০, মাঃ ৷৵০ আনা।

দাদ লোপ তিন শিশি মাশুল সমেত ১৲

ডাঃ ও রাম লাল বসাক এম, বি, কৃত

দাদ-লোপ

কাপড়ে কোনরূপ দাগ লাগে না মূল্য। আনা

ফ্যামিলি কার্ম্মেসী, ১৭, বসাক ষ্ট্রীট, বড়বাজার, কলিকাতা।

৪০ বৎসরের

৩ শিশির কম মূল্যের ভিঃ পিঃ হয় না।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (প্রাচীন নবদ্বীপ) নদীয়া।

শ্রীধাম মায়াপুর যাত্রিগণের দ্রষ্টব্য

গত ১লা সেপ্টেম্বর হইতে পূর্ববঙ্গ রেলওয়ে কর্ত্তৃপক্ষ শান্তিপুর নবদ্বীপঘাট লাইনে নিম্নলিখিতভাবে সময়ের তালিকা পরিবর্ত্তন করিয়াছেন।

শান্তিপুর হইতে নবদ্বীপঘাট

শান্তিপুর	কৃষ্ণনগরসিটি	মহেশগঞ্জ	নবদ্বীপঘাট
	৬-৮১		[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	১১-১৯
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
৪ ৪	৬-১৪	[illegible]	[illegible]
৭-৮	[illegible]	[illegible]	[illegible]

নবদ্বীপঘাট হইতে শান্তিপুর

নবদ্বীপঘাট	মহেশগঞ্জ	কৃষ্ণনগরসিটি	শান্তিপুর
[illegible]	[illegible]	[illegible]	৭-৩২
[illegible]	৯-৩৮	[illegible]	১১-২০
	১১-৩১		২-২
[illegible]			৬-৮
[illegible]			

বেদনাঞ্জন

শ্রেষ্ঠরত্ন

কলিকাতা কংগ্রেস এক্জিবিসন হইতে বহু প্রশংসা প্রাপ্ত ও বহু গণ্যমান্য ভদ্রমহোদয়গণ কর্ত্তৃক প্রশংসিত।

আজকাল বাজারে চলন মিশ্রিত ও বিষাক্ত আহার্য্য সেবনে শরীরের রক্ত ক্রমেই দোষযুক্ত হইয়া দাঁড়াইতেছে। রক্ত মানবদেহের প্রধান উপাদান, এই রক্ত দোষযুক্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মানব বাত, বেদনা, মাথাধরা, মাথাঘোরা, দক্ষিণাঙ্গ হাত, দাঁতের গোড়া ফুলা, দাঁত কনকনানি, দাঁতে পোকা এবং খোস, চুলকানি প্রভৃতি কষ্টদায়ক চর্ম্মরোগে আক্রান্ত হইতেছে। যদি আপনি একান্তই প্রতিকার করিতে চান, তবে অন্যথা পয়সার অপব্যয় না করিয়া অল্প ব্যয়ে এক শিশি বেদনাঞ্জন ক্রয় করিয়া তাহার ক্ষমতাকারী-শক্তি উপলব্ধি করুন। [illegible]

প্রাপ্তিস্থান— এ, সি, চাটার্জ্জী এণ্ড ব্রাদার্স।

[illegible] কলিকাতা।

[illegible] দোকানে ও বড় বড় ডাক্তারখানায় পাওয়া যায়।

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

যদিও অদ্যাপি প্রকৃত মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য, তথাপি যাহারা নানাবিধ অনিয়ম ও অত্যাচারে অপরিমিত শক্তি নষ্ট করিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন এবং নানা প্রকার মেহ, প্রমেহ ধাতুদৌর্ব্বল্য, স্নায়বিক দুর্ব্বলতা, বহুমূত্র, স্বপ্নদোষ, পাকস্থলী সংক্রান্ত পীড়া, অর্শ এবং স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে যাহারা বাধক, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, প্রদর, শ্বেত ও রক্তপ্রদর, হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি রোগে ভুগিয়া জীবনে নিরাশ হইয়াছেন, তাঁহারা আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটাল সাহেবের আবিষ্কৃত **ইলেক্ট্রিক সলিউসন** ব্যবহার করিয়া দেখিতে পারেন, তাহার শত শত প্রমাণ প্রতি বৎসরেই পাইতেছি। যাঁহারা অন্যান্য বহুবিধ ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরোগ্য হইতে পারেন নাই, তাঁহারা একবার এই ঔষধটী ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক মাসের ব্যবহারোপযোগী এক শিশি ঔষধ ডাকমাশুল সহ ১৷০ টাকা মাত্র।

সোল এজেণ্ট—ডাঃ ডি, ডি, হাজরা।

ফতেপুর, গার্ডেনরিচ পোষ্ট, কলিকাতা।

ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

অধ্যক্ষ

শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম,এ, এফ,সি,এস (লণ্ডন)

ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক

(প্রফেসার)

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ বিশুদ্ধ ও শাস্ত্রমতে নিজ তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হয়। পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ক্যাটালগ পাঠান হয়; রোগের বিবরণ জানাইলে যত্নপূর্ব্বক ব্যবস্থা দেওয়া হয়। চিঠি পত্রাদি সম্পূর্ণরূপে গোপন রাখা হয়।

মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দুর)

(বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৪৲ টাকা

উৎকৃষ্ট স্বর্ণ, পারদ ও আমলাসার গন্ধক দ্বারা যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। নিত্য প্রয়োজনীয় সর্ব্বরোগনাশক মহৌষধ।

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৩৲ টাকা

উৎকৃষ্ট কাশীর আমলকী, বংশলোচন প্রভৃতি যাবতীয় উপাদানে পূর্ণ মাত্রায় যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। কফ, কাসি, সর্দ্দি, যক্ষ্মা, ক্ষয়রোগ, হৃদরোগ প্রভৃতি রোগের মহৌষধ। সর্ব্বপ্রকার দুর্ব্বলতা নাশক অতিশয় পুষ্টিকর মহৌষধ বা খাদ্য বিশেষ।

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬৲ টাকা

ইহা সেবনে ধাতুদৌর্ব্বল্য, শুক্রহীনতা, স্বপ্নদোষ, প্রমেহ ও ধ্বজভঙ্গ সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায়। ইহা অপরিসীম আনন্দদায়ক রসায়ন।

অবলাবান্ধব যোগ

প্রদর, বাধক প্রভৃতি জরায়ুদোষ ও যোনিগত যাবতীয় রোগের মহৌষধ

মূল্য— ১৬ মাত্রা ২৲ টাকা। ৫০ মাত্রা ৫৲ টাকা মাত্র

বিশুদ্ধ জল! ভয় নাই! বিশুদ্ধ জল!!

লক্ষ্মী টিউব-ওয়েল কোং

২০৫নং নবাবপুর, ঢাকা

বর্ত্তমানযুগের নব-আবিষ্কৃত স্বাস্থ্যরক্ষার উন্নত বৈজ্ঞানিক-খনন-প্রণালীতে নলকূপ (Tube well) নির্ম্মাণ করা হয়। বঙ্গের লাট বাহাদুর, পাবলিক হেল্থ কমিশনার, ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট, জিলা-বোর্ডের চেয়ারম্যান, ইঞ্জিনিয়ার, জমিদার, তালুকদার প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত ভদ্রমহোদয়গণ এই কোম্পানীর কার্য্য দেখিয়া প্রশংসা করিয়াছেন। রাসায়নিক পরীক্ষায় জল বিশুদ্ধ না হইলে মূল্য গৃহীত হয় না। বিস্তৃত বিবরণের জন্য পত্র লিখুন।

বিনামূল্যে **বিনামূল্যে**

বিতরিত

স্বাস্থ্যের সার "কামশাস্ত্র" গ্রন্থখানি চৌদ্দ পয়সার ডাকটিকিটের উপরে বিতরিত হইতেছে। উহা পাঠে মানবের পরিণাম ফলাফল জানা যায়।

এই পুস্তক যিনি লিখিয়াছেন, তিনিই "আতঙ্কনিগ্রহ বটিকা"র আবিষ্কর্ত্তা। এই বটিকা দুর্ব্বলকে সবল করে এবং সবল ব্যক্তিকে অটুট ও অক্ষয় রাখে। বত্রিশ বটিকা পূর্ণ প্রতি কৌটার মূল্য ১৲ টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান:—**আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়।**

২১৪নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

মনোমোহন প্রেস

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা

পূর্ব্ববাঙ্গালায় সুলভে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত

বৈদ্যুতিক মেশিনে দিবারাত্র কাজ চলিতেছে

বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা।

শ্রীমায়াপুর নদীয়া প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীবিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

স্থানীয় সংস্করণ

Registered No. C 1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহ

ভারতের সর্ব্বত্র মঙ্গল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র।

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৫

৪র্থ খণ্ড | সম্পাদক—প্রত্নবিদ্যালঙ্কার শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী | ১৭৬ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্য মঠ, শ্রীধাম মায়াপুর—৮ই আশ্বিন মঙ্গলবার ১৩৩৬, ২৪শে সেপ্টেম্বর ১৯২৯

শ্রীধাম মায়াপুর ডাকঘর

গত ১লা জুন হইতে শ্রীধাম মায়াপুর পোষ্ট অফিস খোলা হইয়াছে। বঙ্গদেশের পোষ্টমাষ্টার জেনারেল বাহাদুর শ্রীধাম মায়াপুর ডাকঘর হইতে নদীয়া-প্রকাশ ভারতের সর্ব্বত্র প্রেরণ করিবার আদেশ দিয়াছেন।

ম্যানেজার, 'নদীয়া-প্রকাশ'

পোঃ আঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

শ্রীধাম মায়াপুরের, যাবতীয় পত্র বুকপোষ্ট রেজিষ্টারী মণি-অর্ডার প্রভৃতি ডাকে পাঠাইতে হইলে, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া ঠিকানায় লিখিবেন।

দ্বীপ দিগ্‌দর্শন

গঙ্গার পূর্ব্বপারস্থ অন্তর্দ্বীপ, সীমন্তদ্বীপ, মধ্যদ্বীপ ও গোদ্রুমদ্বীপ এবং পশ্চিমপারস্থ কোলদ্বীপ, ঋতুদ্বীপ, জহ্নুদ্বীপ, মোদদ্রুমদ্বীপ ও রুদ্রদ্বীপ—এই নয়টি দ্বীপের অন্তর্গত স্থানসমূহ নবদ্বীপ মণ্ডল নামে খ্যাত। 'দ্বীপ-দিগ্‌দর্শন' নামক গ্রন্থে তাহাদের বিবরণ অতি প্রাঞ্জল ভাষায় লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এই অমূল্য গ্রন্থের ভিক্ষা মাত্র ৷০। ৴১০ ডাক টিকেট পাঠাইলে বুক পোষ্টে পাঠান হয়।

প্রাপ্তিস্থান—নদীয়া প্রকাশ কার্য্যালয়
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া
এবং
গৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস,
১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

দুইখণ্ডে সমগ্র গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছেন। সূচী প্রভৃতি ছাপা হইতেছে
ভিক্ষা ২৷০, নদীয়াপ্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ১৷০

রোগী দেখিবার সময়ঃ—
প্রাতেঃ—৬টা হইতে ৯টা,
বৈকালে—৩টা হইতে ৫টা পর্য্যন্ত।

মূল্যফেরৎ | মূল্য ফেরৎ !!

সর্ব্বত্র এজেণ্ট আবশ্যক।
পত্র লিখুন।
কঠিন কঠিন রোগের চিকিৎসা করা হয়।
দিবা-রাত্রি ঔষধ পাওয়া যায়।

ডাক্তার বি, ডি, কুণ্ডুর—

আবিষ্কৃত ও গভর্ণমেণ্ট রেজেষ্টারীকৃত

১। ভুপেন্দ্র সোডা স্পেসিফিক—পেটের যাবতীয় রোগের, অজীর্ণ, ডিস্পেপ্‌সিয়ার মহৌষধ। প্রত্যেক গৃহে রাখা প্রয়োজনীয়। ঔষধ—প্রতি শিশি ১৲ এক টাকা মাত্র।

২। চণ্ডি লিভার মিক্‌চার—ম্যালেরিয়া জ্বরে এক শিশিতে সম্পূর্ণ আরোগ্য। কামলা এবং প্লীহা ও সকল জ্বরের মহৌষধ। প্রতি ছোট শিশি ৸০ বার আনা, বড় শিশি ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। গণোরিয়া স্পেসিফিক—যে রকম কেন, এক শিশিতে আরোগ্য। এক শিশি ১৲ এক টাকা মাত্র।

হোমিওপ্যাথিক বিভাগ

১। ওয়ার্ম কিওর—যা ২। নিউমোনিয়া কিওর—শ্লেষ্মা, বুকের ও বাতের, ৩। জিহ্বা স্পেসিফিক—ডিস্পেপ্‌সিয়া, ৪। বাথ রেগুলেটার—যাহাদের নিয়মিত ঋতুস্রাব হয় না, এই ঔষধে নিয়মিত হইবে, ৫। পাইলস্ রেমেডি—যাবতীয় অর্শের মহৌষধ, মূল্য প্রতি শিশি ডাকমাশুল স্বতন্ত্র।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :- আরোগ্য না হইলে মূল্য ফেরত। রোগের অবস্থা জানাইলে, ঔষধ ও ব্যবস্থাদি পাঠান হয়। ঔষধ পাঠান হয়। এক কালীন দশ টাকার ঔষধের অর্ডার পাইলে, স্বতন্ত্র কমিশন দেওয়া হয়। পত্রাদি লিখিলে [illegible]

সোল এজেণ্ট :—
দি এলোপ্যাথিক ড্রাগ ষ্টোরস্

ডাক্তার বি, ডি, কুণ্ডু
৩০ নং [illegible] ষ্ট্রীট, পোঃ [illegible], কলিকাতা।
• টেলিফোন নং বড়বা

পৃথ্বীতে আছে যত নগরাদি-গ্রাম। সর্ব্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম॥

নানা কথা

ডাক্তারের অদ্ভুত মৃত্যু

ডাঃ গিউ, এইচ, কোম লাহোরে ডাক্তারি করিতেন। গত ২৩শে সেপ্টেম্বর তাঁহাকে তাঁহার বিছানায় মৃতাবস্থায় দেখিতে পাওয়া যায়। মরণের কিছুক্ষণ পূর্ব্বে নাকি তিনি ডাকের উপর বেড়াইয়া আসিয়াছিলেন।

বিষ-প্রয়োগে মৃত্যুর কোন চিহ্ন তাঁহার শরীরে পাওয়া যায় নাই।

অস্থায়ী করোনার মিঃ এ, দিক জুরি-দের সহিত এই রায় দিয়াছেন যে, ডাঃ কোম হঠাৎ হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া যাওয়াতেই মারা গিয়াছেন।

দৈবদুর্ঘটনায় কারখানার সমূহ ক্ষতি

করোনার ১৭ই সেপ্টেম্বরের সংবাদে প্রকাশ যে, সেণ্টিয়াগো কয়লার খনিতে কয়েকটি বিস্ফোরণ হওয়ায় ফলে ১৫জন লোক নিহত এবং ৩০জন আহত হইয়াছে।

এই অঞ্চলে এরূপ সাংঘাতিক দুর্ঘটনা আর ঘটে নাই।

প্রথম বিস্ফোরণ ঘটে রবিবার দিন এবং তজ্জন্য যে অংশ ধ্বংস হয়, উহার সংস্কার করিতে ৮০জন লোক নিযুক্ত হয় কিন্তু গত ১৬ই আবার ভীষণ ভাবে বিস্ফোরণ ঘটে এবং বিদ্যুতের কারখানা ও কয়লার গাড়ীগুলি প্রভৃতি নষ্ট হইয়া যায়।

খনিতে এখন আগুন জ্বলিতেছে।

বৃন্দাবনে সর্দ্দার বিল আলোচনা

সর্দ্দার বিল সম্বন্ধে আলোচনা করিবার জন্য গত ১২ই সেপ্টেম্বর পুরাণ গোবিন্দজীর মন্দিরে এক সভা হইয়া গিয়াছে। প্রকাশ, সভার কার্য্য আরম্ভ হওয়ার পর ঐ বিলের পক্ষে যথেষ্ট যুক্তি দেখান হয় কিন্তু বিলের বিপক্ষে কেহ বিশেষ কোন যুক্তি দেখান নাই। রাত্রি অধিক হওয়ায় ঐ দিনের মত সভা বন্ধ হয়, পরদিন আবার সভার কার্য্য আরম্ভ হইলে বিল সম্বন্ধে নানা আলোচনা হয়। বিলের বিপক্ষদল কোন যুক্তি দেখাইতে পারেন নাই। তাঁহারা কেবল বিলের বিরুদ্ধে প্রস্তাব পাশ করাইতে চেষ্টা করেন অবশেষে ভোটাধিক্যে উপস্থিত হিন্দু ধর্ম্ম রক্ষাকারীদের সমর্থনে বিলের বিরুদ্ধে একটি প্রস্তাব পাশ হয়।

বৃন্দাবনে মেথর বিদ্যালয় স্থাপন

অনেক দিন অক্লান্ত চেষ্টার পর শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র পাল মেথরদের জন্য এখানে একটি অবৈতনিক নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন। ইহাতে কেবল মেথর এবং চামারদের ছেলেরা পড়িবে। গ্রাম্য কর্ম্মী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীপ্রপন্নাশ্রম

আমলাযোড়া (বর্দ্ধমান)

২রা আশ্বিন, ১৩৩৬ সাল

বিপুলসম্মানপুরঃসর নিবেদন—

আগামী ১২ই আশ্বিন ২৮শে সেপ্টেম্বর শনিবার ও তৎপরদিবস রবিবার প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্য-মঠের শাখামঠ আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রমে দ্বিতীয় বার্ষিক মহোৎসব হইবে। এতদুপলক্ষে **ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য অষ্টোত্তর-শতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ** শুভাগমন করিবেন। উক্ত দিবসদ্বয় শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ বক্তৃতা এবং হরিকীর্ত্তন হইবে। শনিবার সাধারণ মহামহোৎসব হইবে। সবান্ধবে উক্ত ভক্ত্যনুষ্ঠানে যোগদান করিলে পরমানন্দিত হইব।

শ্রীহরিজনকিঙ্কর—

শ্রীকুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ

শ্রীঅতুলচন্দ্র দেবশর্ম্মা

(ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী)

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার সম্পাদক

বিভাগে ছাত্রগণ এখানে শিক্ষকতা করিবেন। ইহোমধ্যে ২৫।৩০টি ছাত্র হইয়াছে। ইহা লইয়া সহরের ভিতর আন্দোলন চলিতেছে।

সন্তরণ প্রতিযোগিতা

শ্রীমান পুষ্পচন্দ্র বাগচি প্রকাশ করিয়াছিলেন যে তিনি আগামী ১২ই আশ্বিন কলেজ স্কোয়ারে ৩০ ঘণ্টা কাল বিনা বিশ্রামে সন্তরণ করিবেন কিন্তু সন্তরণ পটু শ্রীযুক্ত প্রফুল্ল ঘোষ দৈনিক পত্রিকার মারফতে প্রচার করিয়াছেন যে, তিনি ৫০ ঘণ্টা সন্তরণ প্রতিযোগিতার অগ্রসর হইতে উৎসুক আছেন।

এ অবস্থায় যতদিন প্রফুল্ল বাবু ৫০ ঘণ্টা সন্তরণ শেষ না করেন ততদিন শ্রীমান পুষ্পচন্দ্র বাগচি কলেজ স্কোয়ারে ৩০ ঘণ্টা সন্তরণ স্থগিত রাখিয়াছেন। ইহাতে তিনি জানাইয়াছেন যে প্রফুল্ল বাবু তাঁহার প্রস্তাবিত ৫০ ঘণ্টা সন্তরণ সমাপ্ত করিলেই তিনি সন্তরণে প্রবৃত্ত হইবেন। সংবাদ পাওয়া গেল, যে, কলেজ স্কোয়ার সুইমিং ক্লাবের কর্তৃপক্ষ শ্রীমান পুষ্পচন্দ্রের সন্তরণে বন্দোবস্ত

সিরাজগঞ্জ কংগ্রেস কমিটী কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতি গঠন

সিরাজগঞ্জ কংগ্রেস কমিটীর বর্ত্তমান বৎসরের কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতি গত রবিবার গঠিত হইয়া গিয়াছে। ২১ জন সভ্য হইয়াছেন। যাঁহারা কর্ম্মচারী হইয়াছেন তাঁহাদের নাম এই:—মৌলানা সিরাজী (সভাপতি), পণ্ডিত দিগিন্দ্রনারায়ণ বিদ্যাভূষণ, ডাঃ পার্ব্বতী নারায়ণ

চৌধুরী এবং ডাঃ সুদীপ লাহিড়ী (সহ-সভাপতি) শ্রীযুক্ত প্রাণনাথ চৌধুরী (সম্পাদক) ডাঃ কুমুদরঞ্জন প্রামাণিক, উপেন্দ্র তালুকদার এবং জ্যোতিষ ঘোষ (সহ-সম্পাদক)।

সতীন সেনের মামলা
মিঃ রক্সবার্গের এজলাসে স্থানান্তরিত

পাঠকগণ অবগত আছেন, শ্রীযুক্ত সতীন্দ্রনাথ সেন ও আর ১৩ জনের বিরুদ্ধে বরিশালের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ হাচিন্সের এজলাসে ফৌজদারী কার্য্য বিধির ১১০ ধারা অনুসারে বিচারাধীন মামলা বরিশাল জেলার বাহিরে অন্য কোন এজলাসে স্থানান্তরিত করিবার জন্য আসামী পক্ষ হইতে হাই-কোর্টে এক আবেদন পেশ হইয়াছিল। শুক্রবার হাইকোর্টে বিচারপতি মিত্র ও মিঃ কে, ঘোষ ইহার রায় দিয়াছেন। তাঁহারা মামলাটি মিঃ হাচিন্সের এজলাস হইতে কলিকাতার প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ রক্সবার্গের এজলাসে স্থানান্তরিত করিবার হুকুম দিয়াছেন।

২৪ পরগণা জেলা রাষ্ট্রীয় সম্মিলনী
অস্থায়ী অভ্যর্থনা সমিতির সভা

গত শনিবার রাত্রি ৭॥ ঘটিকার সময় বরাহনগর ৮নং ভিক্টোরিয়া রোডে অবস্থিত নর্থ সুবার্বান বরাহনগর কংগ্রেস আফিস গৃহে অস্থায়ী অভ্যর্থনা সমিতির এক সভা হইয়াছিল। সভায় নিম্নলিখিত বিষয় সমূহ আলোচিত হইয়াছে। ১ আতিরিক্ত সভ্য-গ্রহণ ২। সাব কমিটী সমূহ গঠন ৩। বিবিধ

মুন্সীগঞ্জ কালীমন্দির অবস্থা
গোঁড়া-সম্প্রদায়ের কীর্ত্তি

গত ১৮ই সেপ্টেম্বর দুই জন ভোগ প্রদানকারীকে গোঁড়াদলের নেতা ও পুলিশ কালীমন্দির হইতে বলপূর্ব্বক বহিষ্কৃত করিয়া দেওয়ায় মুন্সিগঞ্জে খুবই চাঞ্চল্য উপস্থিত হইয়াছে।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ,—বাজিতের নিবাসী সুধীরচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এবং যোগিনী ঘাট-নিবাসী ধনঞ্জয় ভারতী (নমঃশূদ্র) কালীমন্দিরে প্রবেশ করিয়া ভোগ হস্তে বারান্দায় অপেক্ষা করিতে থাকে। পুরোহিত অবিলম্বে এই সংবাদ গোঁড়া দলের নিকট প্রেরণ করেন এবং প্রকাশ, পূজা প্রদানকারীদিগকে গ্রেপ্তার করিয়া মন্দির সীমানা হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেয়।

মন্দির দরজায় যে কনেষ্টবল পাহারা দিতেছিল সে সংবাদ প্রদান করিলে তৎক্ষণাৎ পুলিশ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী দুই জন সাবইন্সপেক্টর সহ তথায় আগমন করেন।

বিনা লাইসেন্সে রিভলভার

সিরাজুল হক নামক এক ব্যক্তি বিনা লাইসেন্সে রিভলভার রাখিয়া ধরা পড়িয়াছে। গত ১৬ই তারিখে খিদিরপুর হইতে ময়দানের দিকে যাওয়ায় সময় পুলিশ তাহার অনুসরণ করে এবং তাহাকে গ্রেপ্তার করিয়া ফেলে।

প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট আসামীকে ১ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন।

লাহোর ষড়যন্ত্র সম্পর্কে গ্রেপ্তার
সনাক্ত না হওয়ায় খালাস

লাহোর ষড়যন্ত্র মামলা সম্পর্কে কৃষ্ণকুমার মুখার্জ্জীকে গত ১২ই তারিখে পাটনায় গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল; কিন্তু গত ৮ই সেপ্টেম্বর ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। প্রকাশ, তাঁহাকে সনাক্ত করিবার জন্যই লাহোরে লইয়া যাওয়া হইয়াছিল; কিন্তু তাঁহাকে নাকি সনাক্ত করা যায় নাই। কাজেই পাটনায় ফিরাইয়া আনিয়া তাঁহাকে পাটনা জেল হইতে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে।

বঙ্গীয় ব্যাঙ্কিং কমিটি
মিঃ জে, সি, সিংহের বীরভূম ভ্রমণ

বঙ্গীয় ব্যাঙ্কিং কমিটির সদস্য মিঃ জে, সি, সিংহ জেলার লোন কোম্পানী এবং কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক সম্বন্ধে তদন্ত করিবার জন্য গত শুক্রবার বীরভূম আসিয়াছেন। তিনি কয়েকটি গ্রাম পরিদর্শন করিয়াছেন। গত ১৭ই সেপ্টেম্বর তিনি জেলাবোর্ডের চেয়ারম্যান রায় এ, সি, ব্যানার্জ্জি বাহাদুরকে সঙ্গে লইয়া লাবপুর গিয়াছেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

৮ই আশ্বিন মঙ্গলবার—১৩৩৬.

সাময়িক প্রসঙ্গ

কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীভগবান্ গৌরসুন্দরের জন্মস্থান তাঁহার নিত্যপার্ষদ শ্রীল জগন্নাথ দাস, শ্রীল গৌরকিশোর, শ্রীল চৈতন্যদাস, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রভৃতি সিদ্ধ মহাত্মগণ-কর্ত্তৃক বহু পূর্ব্বেই নিরূপিত হইলেও কতক গুলি ব্যক্তি সেই সকল মহাজনানুমোদিত সত্যকে বিশ্বাস করিতে না পারিয়া 'কাম গোদাই' বুদ্ধির সাহায্যে মাৎসর্য্য-বশে শ্রীধাম-নির্ণয়ের যে নিত্য নূতন নূতন প্রণালী উদ্ভাবন করিতেছেন, তাহাতে আমরা তাঁহাদের ভয়াবহ পরিণাম-চিন্তায় ক্রমেই অধীর হইয়া উঠিতেছি। মহাজন-বাক্য না বুঝিতে পারিলে নিষ্কপটে একান্ত সরলভাবে প্রণিপাত-পরিপ্রশ্ন-সেবাবৃত্তি লইয়া মহাজনানুগতা স্বীকার পূর্ব্বক তাহা বুঝিবার চেষ্টা একপ্রকার, আর কপটতা করিয়া আধ্যক্ষিক বিচার-মূলে তর্কপন্থাবলম্বনে 'হয়'কে 'নয়' এবং 'নয়'কে 'হয়' করিবার চেষ্টা অন্যপ্রকার। সারগ্রাহী সুচতুর বৈষ্ণবগণ যে কপটিদিগের সমস্ত জ্ঞান-প্রয়াস ধরিয়া ফেলিয়া তাহাদিগকে দুঃসঙ্গবিধায় দূর—অতিদূরে পরিত্যাগ করিতেছেন, তাহা তাঁহারা না বুঝিয়া অনর্থক 'কেল্লা মার দিয়া' বলিয়া চীৎকার করিতেছেন। একেবারে জড়রসমদিরা পানোন্মত্ত, নাস্তিকমতাবলম্বী না হইয়া শ্রীভগবান্ ও তাঁহারই অভিন্ন ভক্তচরণে অপরাধের-যেন একটু ভয় থাকে। শাস্ত্রে বৈষ্ণবাপরাধের কি ভীষণ পরিণাম লিপিবদ্ধ আছে, তাহা তথাকথিত ধাম-নির্ণয়কারীদলের যেন একটু আলোচনার বিষয় হয়।

শ্রীধাম মৃত্তিকা-জাতীয় কোন বস্তু হইলে তাহা মৃত্তিকা-জাত বুদ্ধি হইতে নিরূপিত হইতে পারিত; কিন্তু তাহা যখন অতীন্দ্রিয় বস্তু, মানবের ইন্দ্রিয়জ সসীম জ্ঞান যখন তাহা মাপিয়া লইতে পারে না, তখন তাহা নির্ণয় করিবার জন্য মানব-কল্পিত ইতিহাস প্রভৃতি কিছুতেই কার্য্যকরী হইবে না। আমরা যতই দলিল দস্তাবেজ দেখিয়া ধাম বাহির করিতে যাইব, ততই ধাম বাহির না হইয়া শৃগাল কুক্কুরভক্ষ্যকণ্টকাধ্যুষিত গ্রাম বা কাঁকড়ার মাঠ মাত্র বাহির হইয়া পড়িবে। ধাম-নির্ণয় কার্য্যে কেন যে আমাদের মধ্যে বিজাতীয় বুদ্ধি আসিয়া পড়িতেছে, তাহা একবার সকলে চিন্তা করুন। মূলসঙ্কর্ষণ বলদেব-প্রকটিত পরিকরবৈশিষ্ট্য শ্রীধামতত্ত্ব অভিন্ন-বলদেব শ্রীগুরুদেব ব্যতীত কেহই নিরূপণ করিতে পারে না। ঠাকুর মহাশয় বলিয়াছেন—

সাধু শাস্ত্র গুরুবাক্য চিত্তেতে করিয়া ঐক্য
সতত ভাসিব প্রেম মাঝে।
কর্ম্মী জ্ঞানী ভক্তিহীন ইহারে করিব ভিন
নরোত্তম এই তত্ত্ব গাজে॥

'বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ নিরপেক্ষ হইয়া এই সকল কথা বুঝিয়া বৃথা বাদবিসম্বাদ পরিত্যাগ করুন। সকলে শ্রীলজগন্নাথদাস, শ্রীল গৌরকিশোর, শ্রীল চৈতন্য দাস, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রভৃতি মহাত্মগণের আনুগত্যে' ধামতত্ত্ব-নিরূপণে যত্নবান্ হউন। মহাজনকৃপায় অপ্রাকৃত ধামতত্ত্ব হৃদয়ে স্ফূর্ত্তি পাইবে।

জাতি গোস্বামীর
আত্মপ্রকাশ
(সত্য ঘটনা)

গত ১২ই ভাদ্র তারিখ বুধবার শ্রীশ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমীব্রতোপবাস দিবসে (গোস্বামি সম্মত পর্য্যায়ে, স্মার্ত্তসম্মত সপ্তমীবিদ্ধ পূর্ব্বাহ্নে নহে) ই, বি, রেলওয়ের রাম-অমৃতগঞ্জ ষ্টেশনের ষ্টেশনমাষ্টার শ্রীপাদ উদ্ধবদাস অধিকারী প্রভুর বাসায় উপস্থিত হইয়াছিলাম। উদ্দেশ্য শ্রীশ্রীজয়ন্তীদিনে ভক্তগণ-সঙ্গে শ্রীনাম কীর্ত্তন ও ইষ্টগোষ্ঠী করা। আমি শ্রীপাদ যদুবর প্রভুর সহযাত্রী ছিলাম। প্রায় ৪॥টার সময় ষ্টেশনে গাড়ী পৌঁছিলে গাড়ী হইতে নামিয়া উদ্ধবদাস প্রভুর সঙ্গে ২ তাঁহার অফিসগৃহে প্রবেশ করিয়াই দেখিতে পাইলাম—এক কৃষ্ণবর্ণ স্থূলকায় পুরুষ একটা টেবিলের ধারে একটা টুলের উপর বসিয়া। তাঁহার মস্তকে অতিহ্রস্ব এক শিখা, ললাটে ও কৃষ্ণ নাসিকায় ঊর্দ্ধপুণ্ড্র, গলায় ত্রিকণ্ঠী তুলসী মালা, গায়ে উপবীতিভাবে একখানি গরদের চাদর। চাদরের বহির্ভাগে দক্ষিণ বাহুতে অঙ্কিত হরিমন্দির ক্ষুদ্রত্ব নিবন্ধন বাহুর বিশালতার অনুপাতে কিঞ্চিৎ অশোভন হইয়াছে বলিয়াই মনে হইল। কিয়ৎক্ষণ পরে চাদর দেহ হইতে স্খলিত হইলে অন্য কোন অঙ্গে আর কোন তিলক-চিহ্ন দেখিতে পাইলাম না। টেবিলের উপর বাম হস্তের নিকট একখানি লম্বা পুঁথি নামাবলীবস্ত্রে জড়ান রহিয়াছে। জপমালার ঝুলিটীও নাই। কোন পরিচয় জিজ্ঞাসার পূর্ব্বেই পরিচয় পাওয়ায় আর বিশেষ কিছু বাকী রহিল না। দেখিবামাত্রই ত' বিপদ গণিয়াছি। কোথায়—আজ শ্রীকৃষ্ণজন্ম-জয়ন্তীতিথিতে শ্রৌত-পরম্পরা-প্রাপ্ত কৃষ্ণকথা আলোচনা ও নামকীর্ত্তন-মুখে আনন্দ উৎসব করিব। আর কোথায় না এক অপরিচিত ভূতক পাঠক আসিয়া উপস্থিত! আমাদের সকলের মনই এককালীন অত্যন্ত অপ্রসন্ন হইয়া গেল। উদ্ধবদাস প্রভু সেই ভদ্রলোককে অভিবাদন করিয়া সম্ভাষণ করিলেন। আমরা উভয়ে একপার্শ্বে চুপ করিয়া বসিয়া মালিকাতে সংখ্যা নাম করিতে লাগিলাম।

অত্যল্পকালমধ্যে—সহকারী ষ্টেশন মাষ্টার মহাশয়ের সহিত আগন্তুক মহোদয়ের আলাপক্রমে তাঁহার মুখনির্গত পরিচয়ে জানিতে পারিলাম—আগন্তুক মহাশয় (সত্য) নবদ্বীপের গোস্বামি বংশাবতংস শ্রী * * গোস্বামী, প্রায় ২০ বৎসর পূর্ব্বে তিনি এই রাম-অমৃতগঞ্জেই ষ্টেশন মাষ্টার ছিলেন, এবং উদ্ধবদাস প্রভু তৎকালে তাঁহারই নিকট শিক্ষানবিশী করিয়া কার্য্য শিক্ষা করেন। চাকরীদ্বারা কিছু অর্থ সংস্থান হইলে পর চাকরীতে স্বাধীনতার সম্পূর্ণ অভাব উপলব্ধি করিয়া পৈত্রিক সম্পদের অধিকারিসূত্রে পূর্ব্বপুরুষের স্বাধীন ব্যবসায় (অর্থাৎ পরমস্তকে পদার্পণ পূর্ব্বক বিনা মূলধনে গুরুগিরি, ভূতক-কথকতা ইত্যাদি) করাই শ্রেয়ঃ বিবেচনা করিয়া কার্য্যে ইস্তফা দিয়া দেশে চলিয়া যান এবং তদবধি এই ২০ বৎসর যাবৎ এই শ্রেয়ঃ অর্থাৎ মজার ব্যবসায় করিয়াই কোনরকমে জীবনের বাকী কয়টা দিন কাটাইয়া দিতেছেন। তাঁহার এক জামাতা ময়মনসিংহ ষ্টেশনে কাজ করেন। মাসেক হইল মেয়েজামাতাকে দেখিবার জন্য এই দিকে আসিয়াছেন। ঢাকা বিভাগ লাইনে তাঁহার পূর্ব্ব পরিচিত কিছু ২ লোক এখনও আছে। নিজ পরিচয়ে ও জামাতা বাবুর পরিচয়ে ইতোমধ্যে কয়েক স্থানে কথকতা করিয়াছেন "দয়ের" (উদ্ধব প্রভুর) মধুর স্বভাব-বশতঃ তাঁর প্রতি তাঁহার আন্তরিক স্নেহ এখনও আছে। তাই একবার দেখিতে (পুঁথি হস্তে ?) আসিয়াছেন (অর্থাৎ যদি উদ্ধবের বাসায় এবং তাঁহার সাহায্যে বাজারে অন্য কোথায়ও কথকতা করিতে পারা যায়—অবশ্য নিরর্থক (অর্থাৎ বিনাপয়সায় নহে)।

আমরা—তাঁহার হৃষ্ট, পুষ্ট, সবল দেহে (২০ বৎসর পূর্ব্বেও তাঁহার স্বাস্থ্য ও দেহ ঠিক এইরূপই ছিল বলিয়া অপরাপর লোকের মুখে শুনলাম) উপবাসের কোন চিহ্ন লক্ষ্য করিতে পারিলাম না। অথচ তিনি উপবাস করেন না বা করেন নাই—ইহাও বিশ্বাস করিতে পারিতেছিলাম না। কিন্তু তাঁহার দন্তপংক্তি কিঞ্চিৎ তাম্বুলরাগরঞ্জিত দেখিয়া আমাদের সন্দেহ হইল। শ্রীপাদ যদুবর প্রভু জিজ্ঞাসা করিলেন—'আপনি ত আজ উপবাস করেছেন বোধ করি'। তিনি ঈষৎ হাস্য করিয়া দন্তরুচি প্রকাশ পূর্ব্বক একটু বিনয় প্রদর্শন করিয়া অমনি বলিয়া ফেলিলেন—'আজ্ঞে না'। তিনিও বোধ হয় এইরূপ অপ্রত্যাশিতভাবে আমাদিগকে দেখিয়া সমূহ বিপদ যে না গণিয়াছিলেন, তাহা নহে। তারপর এইরূপ আকস্মিক প্রশ্নে যেন আরও অপ্রস্তুত হইয়া গিয়া একেবারে সত্য কথাটাই হঠাৎ বলিয়া ফেলিলেন। জবাবটা শুনিয়া আমরা একটু বিস্মিতই হইলাম। এবং ঈষৎ চাপাহাস্যে পরস্পর মুখ চাওয়াচাওয়ি করিলাম। ব্যবসায়াই করুন্ বা যাহাই করুন,—নবদ্বীপের (?) গোস্বামী (?)-বংশের সন্তান উপবাস ব্রতাদিতেও গোস্বামিমত সম্পূর্ণ উল্লঙ্ঘন করিয়া স্মার্ত্তের পদলেহন করিয়া থাকেন—ইহা আমার ধারণাতীত। চট্টগ্রাম ও অন্যান্যস্থানে বহু বহু বিদ্ধ ও অপসম্প্রদায়ী বৈষ্ণব দেখিয়াছি। তাহাদিগের মধ্যে এরূপ গর্হিত আচরণ কখনও দেখিয়াছি ও শুনিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। আমাদের এরূপভাবে দেখিয়া সত্য কথাটা বলা বেকুব হইয়াছে মনে করিয়াই বোধ হয় তিনি আবার বলিলেন;—"বিদেশে সকল সময়ে নিয়ম রক্ষা করা চলে না কিনা? 'প্রবাসে নিয়মো নাস্তি'। বিদেশে যখন যেমন সুবিধা তেমনি ক'রতে হয়। তা' দু'দিনই বিধি রয়েছে একদিন করলেই হয়। আমার আবার পরাহে রাত্রিতে টিকিটি পায়নি বলে ভাল লাগে নি। তাই আগের দিনেই করেছি"।

যদুবর—তা হ'লেও আপনারা যখন বৈষ্ণব—গোস্বামী, তখন গোস্বামিমতটাই ত অনুসরণ করা উচিত?

গোঁসাই—ঠিক ঠিক, বৈষ্ণব হ'তে হ'লে, ঠিক ঠিক বৈষ্ণবাচার রক্ষা কর্ত্তে হ'লে—গোস্বামিমতে আচরণ করা দরকার বই কি! কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে, সমাজে, তা' সম্ভবপর নয়। আমাদের নবদ্বীপে (কুলিয়ায়) আমাদের (গোস্বামীদের) ঘরে বিধবাদের একাদশী উপবাসও স্মার্ত্তমতে না করে উপায় নেই। কারণ স্মার্ত্তসমাজের সঙ্গে আমাদের কাজকর্ম্ম সমস্ত কর্ত্তে হয়। স্মার্ত্তমতে পূর্ব্বাহ্নে প্রাপ্ত একাদশী উপবাস যদি আমরা ঐদিনে পালন না করি, তা'হলে স্মার্ত্তসমাজ ও স্মার্ত্ত আত্মীয়-স্বজন এ'সে অমনি আমাদের টুঁটি চেপে ধরবে। একাদশী লঙ্ঘনরূপ এত বড় অন্যায় স্মার্ত্তেরা কখনও অনুমোদন ক[illegible] স্মার্ত্তের মন রক্ষার জন্য [illegible] উপবাস ক'রে, আবার গোস্বামি[illegible] দিনেও উপবাস করা—ইহাও [illegible] নহে। কোন স্মার্ত্তের ঘরে [illegible] আমার বিধবা মেয়ে থাকে ([illegible] উপবাস করেই না) তবে স্মার্ত্তসম্মত একাদশীর উপবাস-দিনে, তাকে কি অন্নগ্রহণ করতে দেবে? আর পরদিনেও কি সে অন্ন গ্রহণ না ক'রে

পারবে? আজেই ভুমিক রক্ষা করা চলে না। বিশেষতঃ সমাজেরই (অর্থাৎ স্মার্ত্ত সমাজের) কড়া দৃষ্টি রয়েছে আমাদের আচরণের উপর। এরূপ স্থলে আমরা কি স্মার্ত্তমত উল্লঙ্ঘন ক'রতে পারি? সমাজে থাকতে হ'লে এরূপ না করে উপায় নাই।

বক্তব্য—অত পরমুখাপেক্ষী হ'লে কি ধর্ম্ম রক্ষা করা যায়? 'নিরপেক্ষ না হইলে ধর্ম্ম না যায় রক্ষণ।' তা'হলে বলতে হয় যে আপনি নিজ ধর্ম্ম আচরণ করেন না।

গোসাই এরূপ আক্রমণের জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। তাই এত বড় কথাতে তিনি বেশ একটু শক্ত ঘা খেলেন, এবং, যেন একটু উত্তেজিত ভাবেই বলিলেন—"ধর্ম্ম কি বস্তু, এবং কিসে হয় বা না হয় তা বলা বড্ড কঠিন। উপোস টুপোস গুলো কতকগুলো আচার বই ত নয়? কোন্ আচারটা কতটুকু করলে বা না করলে কার কতটুকু ধর্ম্ম হলো বা না হল—একি কখনও কেউ নিশ্চয় করে বলতে পারে, না পেরেছে? সত্যই না-ই এক আচার কতকগুলি সমাজে চলে আসছে, তাই করা। অতএব সুবিধামত একদিন ক'রলেই হল।

আমি—ধর্ম্ম হচ্ছে কি হবে না তা আমরা অনুষ্ঠান করবার আগে থেকেই কেমন করে বলব? শাস্ত্র ও মহাজন-বাক্যে বিশ্বাস স্থাপন করেই ত আমাদের অগ্রসর হ'তে হবে? আমরা নিজ ২ মনের বিচারে ত ধর্ম্ম নিরূপণ করতে পারি না?

গোসাই—বচন আমাদের ত' অনেক আছে এবং তা' আমরা যথেষ্ট আওড়াইতে পারি বটে। বাস্তবিক ধর্ম্ম কি, বৈষ্ণবতা কি, তা' কেউ জানেও না, এবং তাতে কারও লক্ষ্যও নাই। আসল জিনিসটা ছেড়ে শুধু বাহিরের কতকগুলি আচার অনুষ্ঠান নিয়েই যত বাড়াবাড়ি। কেবল কতকগুলো কথার উপর অন্ধবিশ্বাসে কিছু কাজ করা হয় ত নয়। তাতে সত্য কিছু আছে কিনা কে জানে?

আমি—তা ঠিকই। প্রকৃত ধর্ম্ম বা বৈষ্ণবতা ও সত্য জানা নেই বলেই ত এবং জানিবার প্রয়োজন বোধও নাই বলেই আচার বিষয়েও আমরা যথেচ্ছ অনাচার করে থাকি। যেটাতে যখন যেমন ভাবে আমাদের স্বার্থসিদ্ধ, সুখ, সুবিধা অর্থাৎ ইন্দ্রিয়তর্পণ হয়, সেটা তখন তেমন ভাবে আমরা করি, ধর্ম্মের ধার বাস্তবিক আমরা কেউ ধারি না। তবে ধর্ম্মের ব্যবসাটা করতেও ছাড়ি না।

গোসাই—তা মশায় আমাদের (সহর নবদ্বীপে গৌরাঙ্গের বাড়ীতেও একাদশী উপবাস প্রভৃতি স্মার্ত্তমতেই হয়।

আমি—যে শ্রীগৌরাঙ্গের (?) বাড়ীতে মহাপ্রভুর মত বা গোস্বামী-মত উল্লঙ্ঘন করিয়া স্মার্ত্তমতের অনুসরণ হয়, তাহাকে কি শ্রীগৌরাঙ্গের বাড়ী আর বলা চলে; তাহা একটা কর্ম্মজড়স্মার্ত্তের কর্ম্মক্ষেত্র মাত্রই হইয়া পড়ে? সেখানে গৌরেন্দ্রিয়-তর্পণের পরিবর্ত্তে আত্মেন্দ্রিয়তর্পণই হইয়া থাকে!

স্টেশন মাষ্টার মহাশয়ের টেবিলের উপর কয়েক খণ্ড শ্রীমদ্ভাগবত ছিল। গোসাই মহাশয় বাদানুবাদের সুরুতেই ঐ সকল দশমস্কন্ধ কিনা জানিয়া লইয়া, এবং এক খণ্ড চাহিয়া লইয়া খুব উল্টা পাল্টা করিতে আরম্ভ করিয়া দিলেন। তর্ক যখন একটু গাঢ় হইয়া উঠিতেছিল, তখন গ্রন্থে গোসাইর মনোযোগও (বরং পরিশ্রম') যেন গুরুতর হইতে লাগিল। ইতোমধ্যে উদ্ধবদাস প্রভু গোসাইর তামাক খাওয়ার অভ্যাস আছে কি না জানিয়া লইয়া তামাক সেবনের বন্দোবস্ত করিয়া দেওয়াই-লেন, এবং তাঁহার বাসাতে সেই দিন রন্ধনের কোন ব্যবস্থা না থাকাতে সন্ধ্যার পর বাজার হতে কিছু খাবার আনাইয়া গোসাইর জলযোগের ব্যবস্থা করিয়া দিয়া নিজ সৌজন্য রক্ষা করিলেন। গোসাই মহাশয় তাঁহার নিজ চিত্র এবং তাঁহাদের নবদ্বীপের গোস্বামী-সমাজের প্রকৃত চিত্র বেফাঁস প্রকাশ করিয়া ফেলিলেও তাঁহার সরলতা ও সত্যপ্রিয়তা প্রশংসনীয়। তর্কের শেষে তিনি নিজেই বলিয়াছিলেন—

আপনারা শিক্ষিত ভদ্রলোক, আপনাদের নিকট সত্যকথা বলিতে দোষ নাই। কারণ আপনারা ইহা যথোচিতভাবে গ্রহণ করি-বেন। তবে সকল স্থানে এই রকম সত্য কথা বলি না। যেখানে যেমন দরকার, আমরা সেখানে তেমনই বলি।" আমি সায় দিয়া বলিলাম—"তা' অবশ্য বলিবেন বৈ কি।" সন্ধ্যার সময় আমরা বাহিরে একটু বেড়াইতে লাগিলাম। গোসাই মহাশয়ও হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলেন, এবং একবার বাজারের দিকে গেলেন, এবং ১৫ই তারিখ শনিবার কথকতার এক বায়না লইয়া ফিরিলেন। গৃহে প্রবেশ করিয়াই, আমাদের সঙ্গে আর কথামাত্র না বলিয়া অমনি আবার গ্রন্থগুলি বিশেষ ব্যস্ততা ও মনোযোগের (?) বা পরিশ্রমের সহিত নাড়াচাড়া আরম্ভ করিয়া দিলেন। রাত্রে ১০টার পূর্ব্বে ময়মনসিংহে যেয়ে জামাইর কাছে ফিরিয়া আসিবার আর কোন গাড়ী ছিল না!

পাঠকবর্গ, যদি আপনাদের চক্ষু থাকে, তবে তথাকথিত নবদ্বীপধামের শুদ্ধানন্দ জাতি গোস্বামি সমাজের চিত্র একবার দেখুন।

এই শ্রেণীর 'ভগবদ্বিষ্ঠ (?) এবং দিব্য-দৃষ্টি (?) লোকেরাই ত সমাজে গুরুগিরি করিয়া জীব উদ্ধার করেন!!

সমালোচনা

(পণ্ডিত শ্রীবিধুভূষণ শাস্ত্রী বেদান্তভূষণ ভক্তিরঞ্জন)

৬ষ্ঠ বর্ষ ১৬৩নং নদীয়া প্রকাশে মহাত্মা সেখ সোলেমান সরকার মহাশয়ের প্রতিবাদ পত্র পাঠ করিয়া পরমানন্দ লাভ করিলাম। শ্রীধাম মায়াপুর ডাকঘর হইয়াছে আর বিদ্বেষিগণের মস্তকে বজ্রাঘাত পড়িয়াছে! কি দুঃখের বিষয়! ইতর হৃদয়কে ধন্য! সত্য ঘটনা বলিতে সরকার মহাশয় ব্যগ্র হইলেন, কিন্তু বিদ্বেষিগণ নানারূপ গোলো-যোগ করিতেছেন। তাঁহাদের কি স্বার্থের হানি হইল তাহা বুঝিলাম না। মায়াপুরে একটি মুসলমানকে প্রণাম করিয়া পদধূলি লইতে গিয়াছিলাম, তিনি দেন নাই। কি উচ্চ হৃদয়! সে স্থানের লোক যাহা বলিবেন, তাহা অভ্রান্ত নহে কি? তাঁহা-দের হৃদয় বিদ্বেষপূর্ণ নহে। এই জন্য আমি মুসলমানদিগকে ঘৃণা করি না। মসজিদ দেখিলে প্রণাম করি, হাবড়া হইতে প্রকাশিত "সাহিত্য-সংবাদ" মাসিক পত্রিকায় "ধর্ম্ম-সমন্বয়" প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম। তাহাতে পারসি 'গুলিস্তান্' হইতে এক বয়েৎ অর্থাৎ কবিতা উদ্ধৃত করিয়া ঋগ্বেদ সংহিতা শ্বেতাশ্বর উপনিষৎ, অল্লোপনিষৎ প্রভৃতির শ্লোক দিয়া প্রমাণ করিয়াছিলাম যে, জীব মাত্রেরই ধর্ম্ম এক ভগবৎ সেবা। পূজ্যপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর কম লোক থাকেন নাই; তিনি শ্রীমন্মহাপ্রভুর পার্ষদ ছিলেন, তাঁহার কথা মিথ্যা কখনই হইতে পারে না। তিনি যে মায়াপুরকে মহাপ্রভুর জন্মস্থান বলিয়া-ছেন, তাহা বিবেচনা করিয়াই করিয়া-ছিলেন। সেই স্থানে একটি আলো জ্বলিত। সে আলো আর কে জ্বালিত? মহাপ্রভু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরকে অনুসন্ধিৎসু দেখিয়া তাঁহার পার্ষদের কষ্ট দেখিয়া নিজেই আলো জ্বালিতেন! কি ইতর লোকের ঈর্ষা। শিশুপালের ন্যায় ঈর্ষা-পূর্ণ হৃদয়কে ধন্য! 'গৌড়ীয়-গৌরব-সার্ব্বভৌম' শ্রীল জগন্নাথ দাস মহারাজ, 'গৌড়ীয়-গৌরব-চূড়ামণি পরম-হংস শ্রীল গৌরকিশোর' মহারাজও যে স্থানকে মহাপ্রভুর জন্মস্থান বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন, সে কথাও মিথ্যা? বড় সাহস! আরও যে স্থানকে আমাদের পূজ্যপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজও শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মস্থান বলিয়া নির্ণয় করিলেন, সে স্থানও কি মিথ্যা? শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজও মহাপ্রভুর পার্ষদ। তিনি তাঁহাকে দিয়া কত কার্য্য করাইতেছেন, তাহা বিদ্বেষিগণ দেখিতেছেন কি? কত মঠ নির্ম্মাণ করাইলেন, এখনও নির্ম্মাণ করাইতেছেন, ঐ সকল মঠে শ্রীবিগ্রহ স্থাপন; তথায় প্রসাদ বিতরণ দেখিতেছেন কি? রবীন্দ্র-নাথ ঠাকুর যে রামায়ণ ও মহাভারতের ঘটনা সমুদায় গল্প বলিয়াছেন, সেই কুরু-ক্ষেত্রেও মঠ স্থাপন, শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা ও প্রসাদ বিতরণ করাইতেছেন, তাহা বিদ্বেষিগণ দেখিতেছেন কি? বিদ্বেষিগণ নিজেরাও পারিবেন না; কেহ করিলেও হিংসা! হৃদয় নির্ম্মল এ জন্মে হইবে না কি? হৃদয় নির্ম্মল না হইলে সে হৃদয়ে ভগবান্ বসিবেন কি? আমাদের কালো ঠাকুরটী নিজে কাল, কিন্তু কালো হৃদয়ে থাকিতে ভালবাসেন না। বিদ্বেষ প্রভু! চিরকাল কি বিদ্বেষেই জীবন কাটাইবে? হৃদয়কে নির্ম্মল করিয়া তাহাতে শ্রীকৃষ্ণ ও রাধাকে স্থাপন করিতে পারিবেন না কি? মেঘে মেঘে ত বেলা গেল। এখনও ঘুম ভাঙ্গিবে না কি? চিরনিদ্রায় থাকিবেন কি? একবার শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের হৃদয়াভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া দেখিবেন না যে তাঁহার হৃদয় কত নির্ম্মল? আমার ন্যায় পাপী তাপীর উদ্ধারের জন্য তিনি কত চেষ্টা করিতেছেন? বৃক্ষ আপন মস্তকে প্রখর রৌদ্রতাপ সহ্য করিয়া আশ্রিত ব্যক্তিকে শীতল করেন, তিনিও তদ্রূপ কত কষ্ট সহ্য করিয়া তাঁহার আশ্রিতগণের কল্যাণ বিধান করিয়া থাকেন—

অনুভবতি হি মূর্দ্ধ্না পাদপ স্তীব্রমুষ্ণং
শময়তি পরিতাপং ছায়য়া সংশ্রিতানম্॥

শকুন্তলে ৫ অঙ্কে।

সাধারণ ব্যক্তি সামান্য বিদ্যায় কত উদ্ধত হইয়া থাকেন; কিন্তু তাঁহার অগাধ বিদ্যায় তিনি কত নম্র—

ভবন্তি নম্রাস্তরবঃ ফলাগমৈ।
র্নবাম্বুভির্দূরবিলম্বিনো ঘনাঃ॥

ঐ ঐ; নীতিশতকে।

কেহ প্রণাম করিলে তিনি নতমস্তকে তাহার প্রতিদান করেন; অন্যান্য গুরুর ন্যায় যেরূপ নৃত্যকারী বৃষ পদোত্তলন করে, তদ্রূপ শিষ্যের মস্তকে পদার্পণ করেন না। একবার আমার কনিষ্ঠ পুত্র ধ্রুব-কুমার পীড়িত অবস্থায় তাঁহার পাদোদক লইতে একা গাড়ীতে গিয়াছিল, কিন্তু তিনি দেন নাই, তখনই জানিয়াছিলাম যে, তাহার জীবন-প্রদীপ অধিক দিন জ্বলিবে না। অন্যান্য গুরু পা ধুইতে ধুইতে

সত্যের অনুরোধে এবং সমাজের কল্যাণার্থে ঘটনাটী সাধারণে প্রকাশ করিলাম বলিয়া গোসাই মহাশয়ের নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করি। গোসাইজীর আশঙ্কিত হইবার কিছু মাত্র কারণ নাই। তাঁহাদের মত লোকের পদলেহন করিবার লোক অন্ধসমাজে ঢের ঢের আছে ও থাকিবে।

শ্রীমনোভিরাম অধিকারী

করেন—"আহা! এ ফুল ও কেলে।" অর্থাৎ বিষ্ণুপাদোদ্ভবা গঙ্গা, তিনি বিষ্ণুভক্ত; ভগবান্ অপেক্ষা ভক্তের মান্য অধিক। তাহা তিনি শ্রীমুখেই কহিয়াছেন—

মদ্ভক্তপূজাভ্যধিকা।

শ্রীভাগবতে ১১।১৯।২১

সুতরাং তাঁহার পদধৌত জল কেহ পান করে না, তজ্জন্য তিনি দুঃখিত হইয়া শিষ্যের মঙ্গলের জন্যই কাঁদিয়া থাকেন! কারণ সাধুগণ স্বায় বাক্যই করিয়া থাকেন—

ন্যায়সারাহি সাধবঃ॥

চৈতন্য চরিতে।

তাঁহার যশোভাগ্য দেখিয়া ঈর্ষাকারী বা বিদ্বেষিগণ বিদ্বেষ করিয়া থাকে। যাহার যশঃনাই তাহার জন্মই বৃথা—

যোহঞ্জবেনাত্মনা নথা ন ধর্ম্মং ন যশঃ
পুমান্।
উপেক্ষ ভূতদয়য়া স শোচ্যঃ স্থাবরৈরপি॥

শ্রীভাগবতে ৬।১০।৮

অথবা—

যোহনিত্যেন শরীরেণ সতাং গেয়ং
যশোক্রমম্।
নাচিনোতি স্বয়ং কল্পঃ স বাচ্যঃ শোচ্য
এব সঃ॥

ঐ ১০।৭২।২০

এ কথা পাশ্চাত্য অমর কবিও গাহিয়া গিয়াছেন—

গুড্ নেম ইন্ ম্যেন অব্ উওম্যান ডিয়ার
মাইলর্ড,
ইজ দি ইমিডিয়েট জুয়েল অফ দেয়ার
সোল্স্।
—সেক্সপেয়ার ওথেলো তয় সর্গ

অথবা—

দি প্রেজেন্ট ট্রেজার মর্টাল টাইমস্
অ্যাফোর্ড
ইজ স্পটলেস্ রেপুটেশন ছ্যাট অ্যাওয়ে
মেন আর্ বাট্ গিল্ডেড লোম্ অর
পেয়েন্টেড ক্লে।
—কিং রিচার্ড ২য়।

যশ মনুষ্যকে অমর করিয়া রাখে—

নহস উবরদো যস্ত বল্লহোজনো স্তুমরেদি।
মালতি মাধবে ৫ অঙ্কে।

অস্য ছায়া-

ন খলু স উপরতো যস্য বল্লভজনো স্মরতি।

সুতরাং তাঁহার বিদ্বেষে কি হইবে?

করীন্দ্রে ভ্রাজমানেঽপি ভুরমানে
স্বপুরুষৈঃ
বুকন্তি সারমেয়াশ্চ কা ক্ষতিস্তস্য জায়তে॥
—সিদ্ধান্তরত্নে।

অথবা—

হস্তী চলে বাজারমে কুত্তা ভুকে হাজার।
সাধুনকো দুর্ভাব নাহি যওনিন্দে সংসার॥
—তুলসীদাস।

র নাগরী প্রসঙ্গ

(পণ্ডিত শ্রীপাদ অতীন্দ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়)

নাগরী মহাশয়া তাঁহার গ্রন্থে শ্রীনবদ্বীপ বন্দনা মুখে লিখিয়াছেন "ধন্য শ্রীনবদ্বীপ ধাম * * * * * * * * * * তুমি শ্রীশ্রীলক্ষ্মী-নারায়ণের জন্মভূমি! শ্রীশ্রীলক্ষ্মী-স্বরূপা বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী শ্রীশ্রীনারায়ণ-স্বরূপ শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর উভয়েই তোমাকে অনুগৃহীতা করিয়াছেন।" আচ্ছা নাগরী মহাশয়াকে কি এখন জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে যে, শ্রীশ্রীগৌরনারায়ণ লক্ষ্মীস্বরূপিনী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার বৈধ পতি না নাগর? অথবা শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া মাতা শ্রীগৌর-নারায়ণের বৈধপত্নী না পারকীয় নাগরী? শ্রীশ্রীলক্ষ্মী-নারায়ণের দাম্পত্যরস এবং শ্রীশ্রীরাধা গোবিন্দের পারকীয় রস কি এক বস্তু?

নাগরী মহাশয়া জড়ভোগ-স্পৃহা-মূলক গৃহমেধ ধর্ম পরিত্যাগ করত শ্রীশ্রীমদ্বংশী-দাস গোস্বামী মহারাজের নিকট 'কৃপা' কৌপীন গ্রহণ করিয়া বৈষ্ণবের নিকট শ্রীউজ্জ্বল-নীলমণি আলোচনা করিলে, রস-তত্ত্বে অভিজ্ঞান লাভ করিতে পারিবেন। নচেৎ অন্তরে জড়ভোগ-স্পৃহা জাগ্রত রাখিয়া কুরসিককে আচার্য্য (!) রসিক (!) বলিয়া অঙ্গীকার করত শ্রীশ্রীগৌর-বিষ্ণু প্রিয়া আলোচনা করিবার ধৃষ্টতা করিলে জড়রসই প্রবল হইয়া মহারৌরবের পথে আশু দ্রুত ধাবিত হইতে পারিবেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। শ্রীমদ্বংশীদাস বাবাজী মহারাজের সঙ্গের ছলনা (অর্থাৎ মহাভাগবতের দ্বারা নিজের প্রতিষ্ঠার্জ্জন-চেষ্টা কখন তাঁহাকে রৌরব হইতে রক্ষা করিবে না।

নাগরী মহাশয়া শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া মাতাকে "ভুবন-মোহিনী" বলিয়া তাঁহার গৌরব বৃদ্ধি (!) করিয়াছেন যথাঃ—"এই ভুবন মোহিনী তড়িত প্রতিমা খানি * * ।"

জীব স্বীয় স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার-ক্রমে শ্রীভগবানকে ভুলিয়া ভগবদিতর বস্তুতে অভিনিবিষ্ট হয়। ভগবদ্বিমুখ জীবকে দণ্ড দিবার জন্য ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডোদরী মায়া—বহু বিচিত্র রূপে ত্রিজগতের লোকসমূহকে মায়া-কারাগারে মোহিত করিয়া রাখেন সেই জন্য তাঁহার নাম ভুবন-মোহিনী কিন্তু, গৌরনাগরী—নারায়ণ-ভোগ্যা, নারায়ণ-সেবিকা শ্রীলক্ষ্মী-বিষ্ণুপ্রিয়াকে জগতের কাম-কলুষিত হৃদি-বিমুখ জীবের দর্শনীয় বা ভোগ্য মায়ার স্বরূপের সহিত তুলনা করিয়াছেন।

মায়া ভুবনকেই মোহিত করিতে পারে, কিন্তু যাঁহা কৃষ্ণ তাঁহা নাহি মায়ার অধিকার। সুতরাং ভুবন-মোহিনী কখন নারায়ণ-সেবিকা নহেন। বিষ্ণুপ্রিয়া ভুবন-মোহিনী হইলে তিনি গৌর-নারায়ণের সেবিকা হইতে পারেন না।

তবে যদি নাগরী মহাশয়া পূর্ব্বগুরুর অনুসরণ করেন অর্থাৎ "মায়া মিশাইয়া এস গৌর ভগবান্। দুটা কথা কহি জুড়াই পরাণ॥" ইহারই অনুকরণে বলেন যেঃ—

ভুবন-মোহিনী (!) ওগো বিষ্ণুপ্রিয়া—
রূপদেখে (!) তোমায় জুড়াই এ হিয়া।

সেকথা স্বতন্ত্র। রাবণ যেমন সীতাদেবীকে ভুবন মোহিনী বা রাবণ-মোহিনী রূপে দর্শন করিবার ধৃষ্টতা করিয়া ভুবন-মোহিনী বা মায়া সীতা দর্শনে বঞ্চিত হইয়াছিল, তদ্রূপ নাগরী মহাশয়া—বিষ্ণুপ্রিয়াকে ভুবন-মোহিনী বলায় তাঁহার গুরুর মায়ামিশান গৌরের ন্যায় মায়া বিষ্ণুপ্রিয়া দর্শন করিয়াছেন বুঝা যাইতেছে।

মহাভাগবতের দর্শনের অনুকরণ-প্রয়াসী গৌরনাগরী শ্রীচরিতামৃতের "স্থাবরজঙ্গম দেখে না দেখে তার মূর্ত্তি। যাঁহা যাঁহা নেত্র পড়ে ইষ্টদেব স্ফূর্ত্তি॥"—বাক্যের মর্ম্ম সদ্গুরুর পাদপদ্মাশ্রয়াভাবে বুঝিতে অসমর্থ হওয়ায় তাঁহার মনোরাজ্যে মহাভাগবতের অবৈধ অনুকরণের স্পৃহা, প্রবলভাবে জাগরিত হইয়াছিল এবং তাহার ফলস্বরূপে তাঁহার "সর্ব্বভূতে গৌর দর্শন" কবিত্বের উচ্ছ্বাস। নাগরী মহাশয়া লিখিয়াছেন :-

তুমি কৃষ্ণ তুমি কালী (!)
তুমি ব্রজের বনমালী
* * * *
* * * *
তুমি আমি (!) আমি তুমি (!)
অভেদ মিলন (!)

মায়াবাদী স্মার্ত্তগণের পদাবলেহন ফলে এবং চারি আনা পয়সার বিনিময়ে কালী পূজায় ছাগ উৎসর্গের মন্ত্র পাঠকারী সরকারী সম্পাদক মহাশয়ের সঙ্গ-প্রভাবে নাগরী মহাশয়া কি "জলের তরঙ্গ জলে করে লয়" কৃষ্ণপ্রসন্ন সেনের এই বাক্যের অনুকরণে লিখিলেন "তুমি আমি, আমি তুমি (!) অভেদ মিলন?" সর্ব্বভূতান্তর্গত "স্ত্রী" ভূতে গৌর দর্শন কি বংশ-বিস্তারের পরে হইয়াছিল?

গৌরনাগরী কর্ম্মসূত্রে প্রবাসে থাকা কালের স্বীয় চিত্ত-বৃত্তি কি প্রকারে গৌরসুন্দরের স্কন্ধে (!) আরোপ করিবার ধৃষ্টতা প্রদর্শন করিয়াছেন, পাঠক মহাশয়-গণকে তাহারই কিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদান করিতে চেষ্টা করিব।

নাগরী মহাশয়া লিখিয়াছেন যে, —শ্রীমন্মহাপ্রভু গম্ভীরা মন্দিরে থাকা কালীন রথ-যাত্রা উপলক্ষে নদীয়ার ভক্তগণ তাঁহাকে দর্শন করিতে আসিয়া যখন নদীয়ায় পুনঃ প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছেন, তখন তাঁহার চিত্তবৃত্তি কিরূপ হইয়াছিল তাহা প্রেমাজীর (!) (অর্থাৎ লেখিকার মাতার) কৃপায় এই জীবাধম খাস উপলব্ধি (!) করিয়াছে, তাহাই বর্ণনা করিতেছে যথা :

আয়রে ও ভাই, যাই নদীয়ায়,
বিষ্ণুপ্রিয়ায় প'ড়েছে মনে।
তারে একলা ফেলে, এসেছি নীলাচলে,
(এবার) মন্ ছুটেছে দেখ্‌বো গিয়ে প্রাণধনে॥
(আমি)
করঙ্গ কৌপীন ফেলে (!), নদীয়ায় যাব চলে,
দেখ্‌বো গিয়ে প্রাণপ্রিয়ে আছে কেমনে

জগদ্‌গুরু লীলাভিনয়কারী সন্ন্যাসের মূর্ত্ত বিগ্রহ শ্রীগৌরসুন্দরকে (উৎকট শ্রীপ্রিয়া বশে) যে নাগরী মহাশয়া বাঙ্গালী (!) সাজাইবার স্পর্দ্ধা করিয়াছেন, তাহা গৃহমেধ ধর্ম্মাসক্ত ভুক্তীয়বর্গ ভোগাভিলাষী ব্যক্তির পক্ষে সঙ্গতই হইয়াছে। "কামুকাঃ পশ্যন্তি কামিনীময়ং জগৎ" বাক্যের বাস্তবতা নাগরী মহাশয়ার লেখনীতে সুষ্ঠুভাবে প্রকাশ পাইয়াছে।

শ্রীমদ্বংশীদাস বাবাজী মহারাজের রসাস্বাদনের অন্তরঙ্গা পাত্রী (!) মহাশয়াকে, তাঁহার ঐকান্তিক মঙ্গল বিধানের জন্য যখন বাবাজী মহারাজ "এই লও কৃপা লও" বলিয়া তাঁহার কৌপীন উন্মোচন করিয়া দিবেন, তখন নাগরী মহাশয়ার ঘরের কথা মনে পড়ায় তাঁহার মায়াগৌরাঙ্গের চিত্তবৃত্তি অনুসরণ পূর্ব্বক হয়ত বিরহ-ব্যাকুল প্রাণে গাহিবেন—"কাজ কি আমার কৌপীনে, আমার ঘর প'ড়েছে মনে, তোমার গঙ্গার চড়ায়, মধু যামিনী, কাটা'ব কেমনে।"

জয় গৌর (!) জয় বিষ্ণু প্রিয়া (!)

শ্রীগৌরসুন্দরের দ্বিতীয় স্বরূপ শ্রীল দামোদর স্বরূপ প্রভুই শ্রীমন্মহাপ্রভুর হৃদয়ের ভাব সম্যগ্‌রূপে অবগত আছেন, কিন্তু নাগরী মহাশয়া শ্রীল দামোদর স্বরূপ প্রভুর গৌর-সেবা-শিথিলতা (!) লক্ষ্য করিয়া তাঁহাকে গম্ভীরা মন্দির হইতে বহিষ্কৃত (!) করিয়া নিজে সেইস্থান অধিকার করত মহাপ্রভুর চিত্তবৃত্তি উপলব্ধি (!) করিতেছেন।

তবে সুখের বিষয় এই যে, নাগরী মহাশয়া 'মায়ামিশান' গৌরের উপাসক অর্থাৎ মায়ার উপাসক এবং গৌরের স্বীয় ভোগ-পিপাসার চিত্রটি অতি নিপুণতার সহিত অঙ্কিত করিয়াছেন, অবশ্য তাঁহার এ কৃতিত্বের জন্য তিনি কামুক সমাজে নিশ্চয়ই ধন্যবাদের পাত্র হইবেন।

জয় গৌর (!) জয় বিষ্ণুপ্রিয়ে (!)
জয় প্রেমাজী (!) জয় অধম সন্তান
জয় দিদিমা (!) জয় শ্রীমা (!)

পর-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

সম্প্রতি পর বিদ্যাপীঠে নিম্নলিখিত শিক্ষণীয় বিষয়নিচয়ের অধ্যাপকের আসন-সমূহ সংস্থাপিত হইয়াছে—বিদ্যার্থিগণ আবেদন করুন।

১। সাহিত্যাসন, ২। ঐতিহ্যাসন,
৩। সম্প্রদায়বৈভবাসন, ৪। ভক্তিশাস্ত্রাসন,
৫। তত্ত্বশাস্ত্রাসন, ৬। বেদান্তাসন,
৭। একায়নাসন।

শ্রীনন্দলাল রায় বি, এ, কাব্যতীর্থ, বিদ্যাসাগর,
সম্পাদক—পরবিদ্যাপীঠ, শ্রীধাম মায়াপুর।

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

শ্রীগৌড়ীয়প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৪০৲ চল্লিশ টাকা।

২৭২৪ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে,

সপ্তচত্বারিংশ খণ্ডে সূচী ছাপা হইতেছে।

৪৬শ খণ্ড গ্রাহক নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে ১৫।৴০ সাধারণ পক্ষে ২০৸৴০। প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৵০, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ।৴০।

দশম স্কন্ধ ছাপা হইতেছে। দশম স্কন্ধের ভিক্ষা ১২৲, অগ্রিম সাধারণের পক্ষে ৮৲।

৫০ অধ্যায়পর্যন্ত নবম সংখ্যা ছাপা হইয়াছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

"শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত"

সম্পূর্ণ ছাপা শেষ হইল

আদি, মধ্য, ও অন্ত্যলীলা এবং সূচী ছাপা হইয়া সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছেন। যাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ১০৲ টাকা ভিক্ষার তৃতীয় সংস্করণ ৪৲ টাকায় না পাইয়া অপূর্ব্ব সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের জন্যই উহার ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছেন। সেই ১০৲ টাকার এই বিরাট গ্রন্থ গৌড়ীয়মঠের উৎসব অর্থাৎ আগামী ২রা আশ্বিন পর্য্যন্ত ৫৲ টাকা ভিক্ষায় দেওয়া হইবে। গ্রাহকগণ সত্বর হউন পরে আর এ সুযোগ দেওয়া হইবে না।

শ্রীচৈতন্য-লীলার ব্যাস আধিকারিক

শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীচৈতন্যভাগবত

আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্রগ্রন্থ ৮৲ স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲

নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪॥০ টাকা

শ্রীচৈতন্য মঠের যাবতীয় গ্রন্থ

অধ্যক্ষ, গ্রন্থ-বিভাগ, শ্রীচৈতন্য মঠ

পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

—অথবা—

শ্রীগৌড়ীয় মঠ ১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা

ঠিকানায় পাওয়া যাইবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—ডাকে হইলে শ্রীচৈতন্য মঠের ঠিকানায় লিখিবেন।

নোটীশ

এতদ্দ্বারা জনসাধারণ বিশেষতঃ নাকাশীপাড়া এষ্টেটের সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণকে অবগত করান যাইতেছে যে বর্দ্ধমান জেলার মণিরামঘাটীনিবাসী শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন সিংহ রায় মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুক্ত গোপিনীমোহন সিংহ রায় মহাশয়ের অনুকূলে জেলা নদীয়ার নাকাশীপাড়া থানার অন্তর্গত নাকাশীপাড়া এষ্টেটের মালিক বাবু শিবেন্দ্রনাথ সিংহ রায় ও শচীন্দ্রনাথ সিংহ রায় দ্বারায় যে আম-মোক্তার-নামা সম্পাদিত হইয়াছিল তাহা গত ১লা আশ্বিন সন ১৩৩৬ সাল ইং ১৭ই সেপ্টেম্বর ১৯২৯ সাল মঙ্গলবার বাতিল অর্থাৎ রদ রহিত করা গেল, (রেফারেন্স নং ৭৮১ তারিখ ১।৬।৩৬ (বঙ্গাব্দ) এবং নং ১, তারিখ ২৮।৫।৩৬ (বঙ্গাব্দ) এবং নং ৭৮০ তারিখ ১।৬।৩৬, এবং নং ২, তারিখ ২৮।৬।৩৬,) এবং উক্ত শ্রীযুক্ত গোপিনীমোহন সিংহ রায় আমাদের ষ্টেটের যাবতীয় কার্য্য হইতে অবসর দেওয়া গেল। ভবিষ্যতে ঐ তারিখের পর হইতে তাঁহার কোন কার্য্যের জন্য আমরা কিম্বা আমাদের এষ্টেট কোনদায়ী থাকিব না বা হইব না। যদি কোন কার্য্য হয় পক্ষগণ তাহা নিজ দায়িত্বে করিবেন এবং এরূপ তাঁহার কৃতকার্য্যের জন্য কোন স্থলে আমরা বা আমাদের এষ্টেট দ্বারা গৃহীত হইবে না। এতদর্থে সাধারণের অবগতির জন্য এই নোটীশ দ্বারা সকলকে অবগত করা গেল।—ইতি।

তারিখ ১৭।৯।২৯

শ্রীশচীন্দ্রনাথ সিংহ রায়, জমিদার,
নাকাশীপাড়া ষ্টেট,
সাং নাকাশীপাড়া, নদীয়া।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিম্নলিখিত মঠসমূহে প্রাপ্তব্য:—

১। শ্রীচৈতন্য মঠ,—পোঃ, শ্রীধামমায়াপুর, (নদীয়া)।
২। শ্রীগৌরগদাধর মঠ,—চাঁপাহাটি, সমুদ্রগড় পোঃ, (বর্দ্ধমান)।
৩। শ্রীভাগবত আসন,—ভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৪। শ্রীগৌড়ীয় মঠ,—১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা।
৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ,—সোডাবুঠী, পুরী।
৬ শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ,—উড়িয়া বাজার, কটক।
৭ শ্রীভাগবত মঠ,—চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।
৮ শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ,—৪নং জগজ্জীবনপুরা, কাশী, ইউ, পি।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,—ছাপগাল, বৃন্দাবন, মথুরা, ইউ, পি।
শ্রীপরমহংস মঠ—নিমসার পোঃ, সীতাপুর, ইউ পি।
১১ শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ,—কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল, পাঞ্জাব।
১২ শ্রীমাধবগৌড়ীয় মঠ,—৯০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।
১৩ শ্রীগদাইগৌরাঙ্গ মঠ,—বালিয়াটি, ঢাকা।
১৪ শ্রীপ্রপন্নাশ্রম,—আমলাযোড়া, রাজবাঁধ পোঃ, বর্দ্ধমান।
১৫ শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ,—ডুমুরকোন্দা, চিরকুণ্ডা পোঃ, মানভূম।
১৬ শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয় মঠ,—আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী, উড়িষ্যা।

এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণের নিকটও নদীয়া প্রকাশ প্রাপ্তব্য।

১। শ্রীযুক্ত জনার্দ্দন ঘোষ—লজ লজ ক্লে রোড, খুলনা
২। শ্রীযুক্ত রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিরত্ন—দেওয়ানগঞ্জ, হলদিবাড়ী কুচবিহার।
৩। শ্রীযুক্ত রামরঞ্জন রায় ৭।১২নং শ্রীগোপাল মল্লিক লেন, কলিকাতা।
৪। শ্রীযুক্ত অমূল্যকুমার সরকার এস, ডি, ও, ফৈজাবাদ।
৫। মিঃ এন্ ডি, মুখার্জ্জি—এস, এম, ওয়ার্কস দি মল, কানপুর।
৬। শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী জ্যোতিভূষণ—স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া
৭। শ্রীরাসবিহারী দাস অধিকারী, নবদ্বীপ।
৮। শ্রীবিরাজমোহন দে—মনমোহন প্রেস, নবাবপুর, ঢাকা।
৯। শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ গড়গড়ি বেড়াচাঁপা, ২৪ পরগণা।

চৈতন্যমঠের গ্রন্থাবলী

শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুর বিরচিত

ভক্তি-গ্রন্থাবলী।

উৎকৃষ্ট কাপড়ে বিলাতী ধরণে বাঁধাই স্বর্ণালঙ্কৃত। চতুর্থ সংস্করণ। বিস্তৃতবিষয়সূচীসহ

জৈবধর্ম্ম

বাঁধাই ২৲ দুই টাকা

প্রকাশিত হইয়াছে

সনাতন ধর্মশাস্ত্র বেদ, বেদান্ত, উপনিষৎ গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত, পুরাণ, তন্ত্রাদি সকল গ্রন্থ পাঠ করিবার অবসর অতি অল্প মানবের ঘটিয়া থাকে। অনেকের যোগ্যতা না থাকায় সেই সমস্ত গ্রন্থের মর্ম্ম অবগত হইতে পারেন না। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বঙ্গবাসীর এই অসুবিধা দূরীভূত করিবার জন্য এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

বিদ্যালয়ের ছাত্র বা শিক্ষকগণের বিশেষ পাঠ্য, এই হেতু শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টার বাহাদুর ইহা সমস্ত বিদ্যালয়ের জন্য অনুমোদন করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

প্রথম খণ্ড ভিক্ষা—১৲ একটাকা

যুক্তিপূর্ণ শাস্ত্রবাক্য দ্বারা প্রত্যেক মানবের নিত্য কর্ত্তব্য ও অনিত্য সাময়িক কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। গ্রন্থের প্রতি উক্তি সনাতন শাস্ত্রবাক্য দ্বারা সমর্থিত ও প্রমাণিত হইয়াছে। দেহের, মনের ও আত্মার ধর্ম কি? স্বদেশ, সমাজ, নীতি, ধর্ম কি? ইত্যাদি বিষয় ক্রমানুসারে এমন সুন্দরভাবে যুক্তিসহকারে আলোচিত হইয়াছে যে, প্রথম পাতা হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত পাঠ না করিয়া নিরস্ত হওয়া যায় না।

শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য

ভিক্ষা ৷৵০

ঐ প্রমাণ খণ্ড ভিক্ষা ৵০

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিহার ও লীলাভূমি নয়টী দ্বীপ-সমন্বিত। এই নয় দ্বীপের প্রাচীন বিবরণ—প্রত্যেক দ্বীপে শ্রীমহাপ্রভুর লীলা—প্রত্যেক দ্বীপের পরিচয়, শ্রীধাম-মাহাত্ম্য—ধামাপরাধ কি? ইত্যাদি বিষয় বিশেষভাবে মনোহর ছন্দে বর্ণিত। পকেট সাইজ প্রায় ১৬০ পৃষ্ঠা।

শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ

উজ্জ্বল ব্রোঞ্জ-ব্লু কালীতে উত্তম কাগজে ছাপা— শ্রীনবদ্বীপধাম দর্শনে ভাবুক দর্শনকারীর কি প্রকার ভাবের উচ্ছ্বাস হয়, তাহা এই গ্রন্থে বর্ণিত। অতি চমৎকার! ভিক্ষা চারি আনা।

শ্রী... গ্রন্থ

৷৵০ দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভৃতি উপদেশচ্ছলে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিচার অতি সুন্দরভাবে বর্ণিত হইয়াছে। ইহা ছাড়া শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদিষ্ট শিক্ষা ও উদ্দেশ বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

গৌড়ীয়-বৈষ্ণব জগতে অভিনব গ্রন্থ!!, শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতি-গ্রন্থাবলী ঃ—

শরণাগতি

পকেট সাইজ অষ্টম সংস্করণ ভিক্ষা ৵০ আনা

দেহ ও মনের চেষ্টা অনিত্যবস্তু লইয়া। জীব যখন তাহা বুঝিতে পারে, তখন একমাত্র নিত্যবস্তু শ্রীভগবানের প্রতি তাঁহার কোন জাতীয় আবেগময়ী প্রার্থনা হয় এবং শ্রীভগবানে সর্ব্বান্তঃকরণে নিষ্কপটে কি প্রকারে শরণাগত হইতে হয়, ইত্যাদি বিষয়ক প্রাণস্পর্শী প্রার্থনা ও আত্মসমর্পণমূলক গান ... সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে।

ভিক্ষা প্রতি খণ্ড ৵০ এক আনা।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা— ৵০, নবদ্বীপশতক— ৵০

অর্থপঞ্চক—৵০

কল্যাণকল্পতরু

পকেট সাইজ পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা ৷১০

আমরা প্রত্যহ নূতন অভাব ও কামনার বশবর্ত্তী হইয়া পুনঃপুনঃ যে অকল্যাণকে কল্যাণ বলিয়া গ্রহণ করি এবং তাহার নিকট কল্যাণ কামনা করি, তিনি যে নিজ বা অপর কল্যাণ প্রদানে অসমর্থ এবং কোন বস্তু আমাদের নিত্য কল্যাণদাতা এবং কি ভাবে আমরা সেই কল্যাণলাভে সমর্থ হইব, এই সকল কথা এই গানে লিখিত। এই গীতিগ্রন্থ বাস্তবিক কল্যাণের কল্পতরু, যাঁহারা প্রত্যেককে নিত্যকল্যাণ প্রদানে...

শ্রীল চক্রবর্ত্তি ঠাকুরের টীকা সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠাকুর কৃত টীকা ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কৃত অনুবাদ। টীকাকারের জীবনী, শ্লোক সূচী, বর্ণানুক্রমিক প্রয়োজনীয় বিষয় সংগ্রহ প্রায় ৮২৫ পৃষ্ঠা। উৎকৃষ্ট সিল্কে বাঁধাই ২৲ দুই টাকা, কাগজে বাঁধা ১॥০

শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ কৃত ভাষ্য সহ

শ্রী গীতা

কাগজ ও ছাপা উৎকৃষ্ট। সিল্কে বাঁধাই. সোণার জলে নাম লেখা রাজসংস্করণ ১ টাকা, সাধারণ সংস্করণ ১॥০, গৌড়ীয়ের গ্রাহকপক্ষে ১।০

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি

(বৈষ্ণবাভিধান কোষ গ্রন্থ)

বিষয়:—১। অভিধানাকারে বর্ণনাক্রমে পদাবলীর অর্থ, ২। চারি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের চরিত, ৩। নিত্যসিদ্ধভক্ত ও ভগবানের ও শ্রীগুরুর বিলাস, ৪। ... ৫। সিদ্ধান্তের তাৎপর্য্য ও বিবরণ, ৬। বিষয় ... শাস্ত্রীয় ... তথ্য। চারিখণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ১ম খণ্ড ৷৵০, ২য় খণ্ড ৷৵০, ৩য় খণ্ড ৷৵০, ৪র্থ খণ্ড ৷৵০, চারিখণ্ড একত্রে ... (৫ম খণ্ড যন্ত্রস্থ)।

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ

১ম খণ্ড ১৲ এক টাকা, ২য় খণ্ড ১৲ এক টাকা—শ্রীমদ্ভাগবতের গ্রাহক ও গৌড়ীয় গ্রাহকগণ ১৲০ টাকায় দুইখণ্ড পাইবেন। ষট্‌সন্দর্ভের মধ্যে শ্রীমজ্জীব গোস্বামিপাদের রচিত গ্রন্থ। ইহাই ষট্‌সন্দর্ভের অধিক প্রয়োজনীয় অংশ। প্রতি খণ্ড ডবল ক্রাউন ৮ পেজীতে ৬৪ পৃষ্ঠা আকারে মুদ্রিত হইতেছে।

শ্রীসনাতন গোস্বামী সঙ্কলিত.

সদাচারস্মৃতিঃ

ভিক্ষা ৵০ মাত্র

রেজেষ্টারীকৃত

মদন মঞ্জরী

বটিকায় স্বপ্ন ও প্রমেহ বিকার, ইন্দ্রিয়শক্তির হ্রাস, প্রস্রাবে শুক্রপাত, বহুমূত্র, মাথাঘোরা, বুক ধড়ফড়ানি প্রভৃতি লক্ষণ দূর হইয়া আরোগ্য হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ৪০ বটী ১৲ এক টাকা।

"নপুংসকারি ঘৃত"

পুরুষত্বহানি রোগে বাহ্যপ্রয়োগে দ্বারা আরোগ্য করিয়া শক্তিসম্পন্ন করে। মূল্য তোলা ১৲ টাকা।

"রমণবিলাসিনী বটিকা"

নিঃসন্তান রমণীর সন্তানোৎপাদিকা শক্তি ও বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয়। মূল্য ১৬ বটী ১৲ এক টাকা।

রাজবৈদ্য নারায়ণজী, কেশবজী,

১৭৭নং, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

কুমার-ভোগ—রূপ ও রসপুষ্ট অতিরিক্ত শক্তিবর্দ্ধক ঔষধ। ইহা সেবনে শিশুরা শীঘ্র হৃষ্টপুষ্ট হইতে পারে, তাহাদের পুষ্টি বৃদ্ধি ও যকৃতের ক্রিয়া ভাল হয়—দন্তোদ্গমের সময় কোন কষ্ট হয় না। খাইতে মিষ্ট। মূল্য প্রতি শিশি এক টাকা, মাশুল ৷৵০ আনা।

নারোল (*Narol*) —ইনফ্লুয়েঞ্জা, ডেঙ্গু, ম্যালেরিয়া, প্রভৃতি জ্বর রোগে। আনুষঙ্গিক সর্দ্দি, কাশি, ব্রঙ্কাইটিস (*Bronchitis*), গা-ব্যথা ও বুকের ... মন্ত্রের মত ফল দেয়। ৮০ বটিকায় শিশি ১৲, মাশুল ৷৵০ আনা।

দাদ লোপ তিন শিশি ... সমেত ১৲

ডাঃ এ, রাম চাঁদ বসাক

এল. এম. এস. কৃত

দাদ-লোপ

কাপড়ে লোমকূপ দাগ লাগে না।

মূল্য ৵০ আনা

ম্যানুফ্যাকচারিং ফার্ম্মেসী

১৭, বসাক ষ্ট্রীট, বড়বাজার, কলিকাতা

৩ শিশির কম স্বতন্ত্র ভিঃ পিঃ হয় না।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (প্রাচীন নবদ্বীপ) নদীয়া।

শ্রীধাম মায়াপুর যাত্রিগণের দ্রষ্টব্য

[illegible] হইতে পূর্ববঙ্গ রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ শান্তিপুর নবদ্বীপঘাট লাইনে নিম্নলিখিতভাবে সময়ের তালিকা পরিবর্তন করিয়াছেন।

শান্তিপুর হইতে নবদ্বীপঘাট

শান্তিপুর	কৃষ্ণনগর সিটি	মহেশগঞ্জ	নবদ্বীপঘাট
	৬-৪৪		
[illegible]	৫-১৪	[illegible]	[illegible]
৭-৬	৮-[illegible]	[illegible]	[illegible]

নবদ্বীপঘাট হইতে শান্তিপুর

নবদ্বীপঘাট	মহেশগঞ্জ	কৃষ্ণনগর সিটি	শান্তিপুর
৫-৩১	[illegible]	[illegible] ৪৭	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		৮-৪	[illegible]

বেদনাঞ্জন শ্রেষ্ঠরত্ন

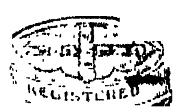

কলিকাতা [illegible] এক্‌জিবিসন হইতে বহু প্রশংসা প্রাপ্ত ও বহু গণ্যমান্য ভদ্রমহোদয়গণ কর্তৃক প্রশংসিত।

* * *

আজকাল [illegible] বিষাক্ত [illegible] সেবনে শরীরের রক্ত [illegible]

প্রাপ্তিস্থান- এ, সি, চাটার্জ্জী এণ্ড ব্রাদার্স।

[illegible]

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

[illegible] ইলেক্ট্রিক সলিউসন [illegible]

সোল এজেণ্ট—ডাঃ ডি, ডি, হাজরা।

[illegible] কলিকাতা।

ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

অধ্যক্ষ

শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম,এ, এফ,সি,এস (লণ্ডন)

ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক

(প্রফেসার)

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ বিশুদ্ধ ও শাস্ত্রমতে নিজ তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হয়। পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ক্যাটালগ পাঠান হয়। রোগের বিবরণ জানাইলে যত্নপূর্ব্বক ব্যবস্থা দেওয়া হয়। চিঠি পত্রাদি সম্পূর্ণরূপে গোপন রাখা হয়।

মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দুর)

(বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৪৲ টাকা

উৎকৃষ্ট স্বর্ণ, পারদ ও আমলাসার গন্ধক দ্বারা যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। নিত্য প্রয়োজনীয় সর্ব্বরোগনাশক মহৌষধ।

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৩৲ টাকা

উৎকৃষ্ট [illegible] আমলকী, [illegible] প্রভৃতি যাবতীয় উপাদানে পূর্ণ মাত্রায় যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। কফ, কাশি, সর্দ্দি, যক্ষ্মা, ক্ষয়রোগ, হৃদরোগ প্রভৃতি রোগের মহৌষধ। [illegible] পুষ্টিকর মহৌষধ বা খাদ্য বিশেষ।

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬৲ টাকা

ইহা সেবনে [illegible], শুক্রতারল্য, স্বপ্নদোষ, প্রমেহ ও ধ্বজভঙ্গ সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায়। ইহা অপরিসীম আনন্দদায়ক রসায়ন।

অবলাবান্ধব যোগ

প্রদর, বাধক প্রভৃতি [illegible] ও [illegible] স্ত্রীরোগের মহৌষধ

মূল্য—১৬ মাত্রা ২৲ টাকা। ৫০ মাত্রা ৫৲ টাকা মাত্র

বিশুদ্ধ জল! ভয় নাই! বিশুদ্ধ জল!!

লক্ষ্মী টিউব-ওয়েল কোং

২০৫নং নবাবপুর, ঢাকা

[illegible] প্রাইভেট সেক্রেটারী, [illegible] প্রভৃতি সন্ত্রান্ত [illegible] রাসায়নিক পরীক্ষায় জল বিশুদ্ধ [illegible] বিস্তৃত বিবরণের জন্য পত্র লিখুন

বিনামূল্যে বিনামূল্যে

বিতরিত

[illegible]

প্রাপ্তিস্থান [illegible] ঔষধালয়।

[illegible] কলিকাতা।

মনোমোহন প্রেস

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা

পূর্ব্ব বাঙ্গালায় সুলভে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত বৈদ্যুতিক কৌশলে দিবারাত্রি কাজ চলিতেছে বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস, ৯০নং নবাবপুর, ঢাকা।

শ্রীমায়াপুর নদীয়া প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীবিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

স্থানীয় সংস্করণ

Registered No. C 1544

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র।

বিজ্ঞাপনের হার

প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৷৹
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

সাধারণের হার
অগ্রিম দেয়।

বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸৹
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৵৹

৪র্থ খণ্ড] সম্পাদক—প্রত্নবিদ্যালঙ্কার শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী [১৭৭ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্য মঠ, শ্রীধাম মায়াপুর—৯ই আশ্বিন বুধবার ১৩৩৬, ২৫শে সেপ্টেম্বর ১৯২৯

শ্রীধাম মায়াপুর ডাকঘর

গত ১লা জুন হইতে শ্রীধাম মায়াপুর পোষ্ট অফিস খোলা হইয়াছে। বঙ্গদেশের পোষ্টমাষ্টার জেনারেল বাহাদুর শ্রীধাম মায়াপুর ডাকঘর হইতে নদীয়া-প্রকাশ ভারতের সর্ব্বত্র প্রেরণ করিবার আদেশ দিয়াছেন।

ম্যানেজার, 'নদীয়া-প্রকাশ'

পোঃ আঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

শ্রীধাম মায়াপুরের যাবতীয় পত্র বুকপোষ্ট রেজিষ্টারী মণি-অর্ডার প্রভৃতি ডাকে পাঠাইতে হইলে, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া ঠিকানায় লিখিবেন।

লোহার বরগা কড়ি
করগেটটীন, জানালারগরাদে
দালানের ফুলদার রেলিংওথাম
বেড়াঘেরা কাঁটাতার ইত্যাদি
সুলভে বিক্রয় কার
এগুসন্স
ইং১৮৩৬সাল কলিকাতা

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল
দুইখণ্ডে সমগ্র গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছেন। সূচী প্রভৃতি ছাপা হইতেছে
মূল্য ১৲, নদীয়াপ্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ৸৹

রোগী দেখিবার সময়ঃ—
প্রাতেঃ— ৬টা হইতে ৯টা,
বৈকালে—৩টা হইতে ৫টা পর্য্যন্ত

মূল্যে কেন্দ্রাৎ ! মূল্য কেন্দ্রাৎ !!

সর্ব্বত্র এজেণ্ট আবশ্যক।
পত্র লিখুন।
কঠিন কঠিন রোগের চিকিৎসা করা হয়
দিবা-রাত্রি ঔষধ পাওয়া যায়।

ডাক্তার বি, ডি, কুণ্ডুর—
আবিষ্কৃত ও গভর্ণমেণ্ট রেজেষ্টারীকৃত

১। ভূপেন্দ্র সোডা স্পেসিফিক্—পেটের যাবতীয় রোগের, অম্ল, ডিস্পেপ্সিয়ার মহৌষধ। প্রত্যেক গৃহে রাখা প্রয়োজনীয়। মূল্য—প্রতি শিশি ১৲ এক টাকা মাত্র।

২। চণ্ডী ফিবার মিক্‌চার—ম্যালেরিয়া জ্বর এক শিশিতে নিশ্চয় আরোগ্য। কম্পজ্বর এবং পালা ও নবজ্বরের মহৌষধ। প্রতি ছোট শিশি ৸৹ বার আনা, বড় শিশি ১ এক টাকা মাত্র।

৩। গণোরিয়া স্পেসিফিক্—যে রকম গণোরিয়া রোক না কেন, এক শিশিতে আরোগ্য। এক শিশি ১৲ এক টাকা মাত্র।

হোমিওপ্যাথি বিভাগ

১। ওয়ারম কিওর—যাবতীয় কৃমির, ২। ফিমেল সুধা— শ্বেত-প্রদর, রক্ত-কষ্ট ও বাধকের, ৩। জিহ্বা স্পেসিফিক্— জিহ্বার ক্ষতের, ৪। ঋতু রেগুলেটার—সময় নিয়মিত ঋতুস্রাব হয় না, ইহা সেবনে নিয়মিত ঋতুস্রাবের। ৫। পাইলস্ রেমিডি—যাবতীয় অর্শের মহৌষধ। মূল্য প্রতি শিশি ৸৹ বার আনা ডাকমাশুল স্বতন্ত্র।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :— আরোগ্য না হইলে মূল্য ফেরৎ। রোগের অবস্থাদি জানাইলে, ঔষধ ও ব্যবস্থাদি পাঠান হয়। ভিঃ পিঃতে ঔষধ পাঠান হয়। এক কালিন দশ টাকার ঔষধের অর্ডার পাইলে, স্বতন্ত্র কমিশন দেওয়া হয়। সংবাদ বিশেষ প্রার্থনীয়।

সোল এজেণ্ট :—
দি এলোপ্যাথিক ড্রাগ ষ্টোরস্

ডাক্তার বি, ডি, কুণ্ডু
৩১ নং গরানহাটা ষ্ট্রীট, পোঃ বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
টেলিফোন নং বড়বাজার ২৪১১।

কর্ম্মাধ্যক্ষ, কাঃ শ্রীনিকেচিৎ ভাগবতভক্ত। বন্ধু হরিদাস কাং প্রাচ্যবাণী প্রেস

মায়াপুর সমস্যা

(বঙ্গবাসী শনিবার ৫ই আশ্বিন, ৩৬)

'বঙ্গবাসী' সম্পাদক মহোদয় সমীপেষু—

শ্রীজীবানন্দ গোস্বামী ৮নং বিডনষ্ট্রীট হইতে যে 'প্রতিবাদ' পত্রখানি পাঠাইয়াছেন, তাহাতে 'সত্যের মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ হইয়াছে' বলিয়া আমাদের দু'একটী কথা বলিতে হইল।

পত্রলেখকের নবদ্বীপের প্রাচীন অংশের নাম 'মায়াপুর—একথা জানা নাই' বলিয়া, তিনি যে প্রকারে বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা হইতে তাঁহাকে উদ্ধার করিতে কয়েকটী কথা বলা আবশ্যক।

শ্রীচৈতন্যদেবের জন্মস্থান 'শ্রীমায়াপুর'। উহাই নবদ্বীপের প্রাচীন অংশ, যদি একথা লেখক মহাশয় বুঝিতে না পারেন, তাহা হইলে ৮নং বিডনষ্ট্রীটে বসিয়াই [illegible] উক্ত অংশ হইতে বাদ দিতে হয়। স্বর্গগত এডনার [illegible] মহাশয়ের উদ্ধৃত উক্তিটার অর্থ এবং [illegible] প্রভৃতি বোঝা গেলে সময়ের [illegible] উক্ত নবদ্বীপের নামান্তর মায়াপুর তাঁহার জানা না থাকার অর্থাৎ তুমি [illegible] হইতে উহা [illegible] পথের পথিক হওয়ার [illegible] এই ভ্রান্তি ঘটিয়াছে। বঙ্গদেশে চৈতন্যদেব জন্মগ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া উহাকে প্রাচীন যাহা যদি কোন লব্ধ জীব চৈতন্যদেবের জন্মগ্রহণে [illegible] উত্থাপন করেন, তাহা হইলে তাহার আনন্দ [illegible] নহে। [illegible] ও অন্ধবিশ্বাসে [illegible] প্রকাশ করিয়া [illegible] বিস্তার করা পাণ্ডিত্যের পরিচয় নহে। শ্রীচৈতন্যভাগবতের প্রমাণ দ্বারাই [illegible] পারি যে, নবদ্বীপনগরে চারি পল্লীর [illegible] উল্লেখ আছে। বর্ত্তমান [illegible] 'গাদিগাছা' অবস্থান গঙ্গানগর ও [illegible] শ্রীধাম মায়াপুর— যেখানে শ্রীগৌরাঙ্গদেব জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। বর্ত্তমানে উহাকে 'মিয়াঁর মাঠ', বলে— বাহির দ্বীপের 'কোলদ্বীপ মাঠ' বলে না। দ্বীপের মাঠের নামান্তর 'শ্রীধাম মায়াপুর'। শ্রীচৈতন্যভাগবতের প্রমাণ [illegible] হইলে সকলেই গঙ্গার পূর্ব্বতীরস্থ অবস্থান গঙ্গানগর শিমুলিয়া এবং বর্ত্তমান মায়াপুর, গাদিগাছা, [illegible], [illegible] প্রভৃতি পল্লীগুলি মহাপ্রভুর সমকালের নবদ্বীপনগর আর উপকণ্ঠ গঙ্গার পশ্চিম পারে বর্ত্তমান [illegible], [illegible] কোল-[illegible], কুলেরদহ, কোলেরগঞ্জ প্রভৃতি [illegible] ঐ [illegible] অর্থাৎ মহাপ্রভু-[illegible] শ্রীধাম মায়াপুর, আর [illegible] ও বিদ্যানগর গ্রাম। '[illegible]'—এই চৈতন্যভাগবতের উক্তি পাঠ করিলেই প্রভুর সময়ের নবদ্বীপ নগরের সহিত ১৮শ শতাব্দী হইতে বর্ত্তমান কালের নবদ্বীপ-নগরের ঐক্য হবে না। ভক্তিবিনোদ মহাশয়ের কোন বাড়ী মায়াপুর গ্রামে কোনওদিন ছিল না এবং এখনও নাই। ত্রিপুরার মহারাজ মাণিক্য-বাহাদুর আজ চার পুরুষ ধরিয়া শ্রীনবদ্বীপধাম প্রচারিণী সভার সভাপতি, তাঁহার [illegible] কোন গ্রন্থ পত্রলেখকের বিচারে কিরূপে প্রবিষ্ট হইল, তাহার তাৎপর্য বিজ্ঞানের অগম্য বুঝিতে পারিলাম না। শ্রীকুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ, বিশ্ব-বৈষ্ণব রাজসভার সম্পাদক।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

নিমন্ত্রণ পত্র

শ্রীপ্রপন্নাশ্রম
আমলাযোড়া (বর্দ্ধমান)
২রা আশ্বিন, ১৩৩৬ সাল

বিপুলসম্মানপুরঃসর নিবেদন—

আগামী ১২ই আশ্বিন ২৮শে সেপ্টেম্বর শনিবার ও তৎপরদিবস রবিবার প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্য-মঠের শাখামঠ আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রমে দ্বিতীয় বার্ষিক মহোৎসব হইবে। এতদুপলক্ষে **ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য অষ্টোত্তর-শতশ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ** শুভাগমন করিবেন। উভয় দিবসেই শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ বক্তৃতা এবং হরিকীর্ত্তন হইবে। শনিবার সাধারণ মহামহোৎসব হইবে। সবান্ধবে উক্ত ভক্তানুষ্ঠানে যোগদান করিলে পরমানন্দিত হইব।

শ্রীহরিজনকিঙ্কর—
শ্রীকুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ
শ্রীঅতুলচন্দ্র দেবশর্ম্মা
(ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী)
শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার সম্পাদক

শ্রীধাম মায়াপুর যাত্রিগণের দ্রষ্টব্য

গত ১লা সেপ্টেম্বর হইতে পূর্ববঙ্গ রেলওয়ে কর্ত্তৃপক্ষ শান্তিপুর-নবদ্বীপঘাট লাইনে নিম্নলিখিতভাবে সময়ের তালিকা পরিবর্ত্তন করিয়াছেন।

শান্তিপুর হইতে নবদ্বীপঘাট

শান্তিপুর	কৃষ্ণনগরসিটি	মহেশগঞ্জ	নবদ্বীপঘাট
৫-৩৯	৬-৪৪	৭-২৪	৭-৩৩
৯-২৫	১০-১০	১১-১০	১১-১৯
১২-২৫	১-১০	২-১০	২-১৯
৪-৪	৫-১৪	৬-৫৪	[illegible]
৭-৬	৮-১১	৮-৫১	৯-০

নবদ্বীপঘাট হইতে শান্তিপুর

নবদ্বীপঘাট	মহেশগঞ্জ	কৃষ্ণনগরসিটি	শান্তিপুর
৫-৩৭	৫-৪৮	৬-৪৭	৭-৫২
৯-২৫	৯-৩৬	১০-৩৫	১১-২০
১২-১০	১২-২১	১-২০	২-৫
৩-১১	৩-২৩	৪-২০	৬-৬
৬-৩৪	৭-৬	৮-৪	৮-৫০

নানা কথা

আবহাওয়া

কবিগণ শরৎকালের যে চিত্র অঙ্কিত করেন তাহাতে আমরা দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলে দেখিতে পাই—এই কালে আকাশ মেঘনির্ম্মুক্ত থাকে। দিবাভাগে সুনির্ম্মল আকাশে সূর্য্যদেব সমুদিত হইয়া ধরণীবক্ষে তাঁহার সুবর্ণবর্ণ রশ্মিমালা বিস্তার করিয়া থাকেন—এই রবিকর স্পর্শে বৃক্ষলতাদি অতিশয় আনন্দিত হইয়া হাস্যপূর্ণ আস্যে সকলকে অভিনন্দিত করে, নিশাভাগে সুনীলগগন-চন্দ্রাতপে তারকারাজি ঝিকিমিকি করিতে থাকে এবং সময় মত সুধাংশু তাহাদের মধ্যে সমুদিত হইয়া স্বয়ং শোভা পাইতে থাকেন এবং ধরিত্রীদেবীকে রজত-বসনে বিভূষিত করেন।

কিন্তু বর্ত্তমানে কাল-বিপর্য্যয়ে সকলই উল্টে হইয়া দাঁড়াইয়াছে। শরৎ প্রথম মাস আশ্বিন করিয়া দ্বিতীয় মাসে পদার্পণ করিয়াছেন—এই দংসরের মত তাহার আর নিস্তার হইতে চলিল। তথাপি কিন্তু আকাশ প্রায় সমস্তক্ষণই মেঘভারাক্রান্ত হইয়া আছে এবং বর্ষাকালের ন্যায় যখন তখন বৃষ্টি হইতেছে। পথঘাট একটু শুষ্ক হইতে না হইতে পুনরায় এক পশলা বৃষ্টি হইয়া উহা ভীষণ কর্দ্দমাক্ত হইয়া উঠিতেছে।

গত ১৬ই আশ্বিন রবিবার আন্দামান-দ্বীপপুঞ্জের অবসরপ্রাপ্ত সিভিলসার্জ্জেন রায় শ্রীযুক্ত দীননাথ সন্যাল বাহাদুর, কৃষ্ণনগর কলেজের ফিজিক্সের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ, ইকনমিক্সের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রসাদচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, লজিকের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ সেনগুপ্ত, ইংরাজীর অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বসন্ত বাবু, সংস্কৃতের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নীরেশ্বর বসু, কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজের ডিমনষ্ট্রেটর শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র গুপ্ত, কৃষ্ণনগর কোর্টের মোক্তার শ্রীযুক্ত চন্দ্র বাবু, উকীল শ্রীযুক্ত অন্নদাপ্রসাদ দত্ত প্রভৃতি বহু পণ্ডিত সজ্জন শ্রীধাম মায়াপুর দর্শনার্থ আগমন করিয়া শ্রীবিষ্ণুপাদ শ্রীল পরমহংস ঠাকুরের শ্রীমুখে অনেকক্ষণ যাবৎ হরিকথা শ্রবণে পরম পরিতৃপ্তি লাভ করিয়াছেন।

পুরস্কার-বিতরণী সভা

আগামী ১লা অক্টোবর, ১৫ই আশ্বিন মঙ্গলবার নদীয়া জেলাবোর্ড অফিসের প্রাঙ্গনে সদর মহকুমা ইউনিয়নবোর্ড সমূহের প্রেসিডেন্টগণের একটী পুরস্কার-বিতরণী সভা হইবে। সদর মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট রায় সাহেব শ্রীযুক্ত অক্ষয়চরণ সামন্ত মহাশয়ের উদ্যোগে এই সভা অনুষ্ঠিত হইতেছে। এই সভায় ইউনিয়নবোর্ড সমূহের কার্য্য প্রণালীর বিষয় আলোচিত হইবে এবং যাহাতে ভবিষ্যতে ইউনিয়ন-বোর্ড সমূহের কার্য্যাবলী সুষ্ঠুরূপে পরিচালিত হইতে পারে তদ্বিষয় উপস্থিত সভ্যগণ নানাবিধ উপায় উদ্ভাবন করিবেন। নদীয়া জেলার সদাশয় ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ টি, এস, রায় মহোদয় সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিয়া ইউনিয়নবোর্ডের বিশেষ প্রেসিডেন্টগণকে তাঁহাদের কার্য্য-দক্ষতার জন্য পুরস্কার বিতরণ করিবেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জার্ম্মাণী যাত্রা

ঢাকার ১৬ই সেপ্টেম্বরের সংবাদে প্রকাশ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন শাস্ত্রের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত কালিপদ বসু রসায়ন শাস্ত্রে অধিকতর জ্ঞান লাভের জন্য বিদেশিক বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতে কিছু দিন পূর্ব্বে জার্ম্মাণী রওয়ানা হইয়া গিয়াছেন। শ্রীযুত কালিপদ বসু ঢাকা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের একজন কৃতী ছাত্র ছিলেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

৯ই আশ্বিন বুধবার—১৩৩৬

সাময়িক প্রসঙ্গ

পারমার্থিক কথার নাম শুনিলে আধুনিক শিক্ষতাভিমানী আমরা নাসিকা কুঞ্চন করিয়া থাকি। ঐ কথাগুলির মূল্য শিশ্নোদরপ্রিয় লোলচর্ম্ম পলিতমুণ্ড স্থবির শ্রেণীকেই নিদ্ধারণ করিবার ভার দিয়া থাকি। এমন আত্মিক ভারতের অবস্থা কেন যে এমন নাস্তিকতায় পরিণত হইতে চলিল, তাহা একবার ভাবিয়া দেখিবার লোক কোথায়?

যেখানে যাই, যেদিকে তাকাই ভগবৎসম্বন্ধীয় কোন ব্যাপারই দেখিতে পাই না, যদিও দেখি, তাহাতে প্রাণ নাই। মৃত দেহে অলঙ্কার পরাইলে যেমন দেখায়, তাহাও যেন সেইরূপই [illegible] পাঠক [illegible] করিতেছেন, [illegible] [illegible] আত্মপ্রতিষ্ঠালাভের [illegible] ভগবান্নামের কীর্ত্তন করিতেছেন, [illegible] মধুর [illegible] সবই [illegible] কনক, কামিনী ও প্রতিষ্ঠা—[illegible] তোমাদের [illegible] [illegible] কীর্ত্তন করিতেছেন, [illegible] নাম, [illegible] কিছুই নাই, কিন্তু লক্ষ্য ঐ [illegible] দিকে। যিনি কিছুই চাহিতেছেন না, [illegible] বৈরাগ্য প্রদর্শন করিয়া প্রতিষ্ঠা সংগ্রহের জন্য ব্যস্ত, লোকে তাঁহাকে কবে 'ভক্ত' বলে, কিরূপ সম্মান করে কি না করে—ইত্যাদি চিন্তাই তাঁহার প্রবল। ভগবৎসেবা হইতেছে কি না, তদ্বিষয়ে তাহারও লক্ষ্য নাই।

হায় কলি! এমন করিয়াই কি তুমি আমাদের সর্ব্বনাশ করিতে বসিয়াছ? আমাদের উচ্চ উদ্দেশ্যের কথা বলিবার উপায় নাই। আমাদের উদ্ধারের জন্য যদি কোন সাধু মহাত্মার প্রাণ কাঁদিয়া উঠে, যদি তিনি আমাদিগকে তোমার কবল হইতে উদ্ধার করিবার জন্য আমাদিগকে সত্য কথা শুনাইতে আসেন, অমনিই তোমার অনুচরেরা আমাদিগকে ভীত প্রদর্শন করে, সাধুর কথা শুনিতে দেয় না। তোমার পীড়নের ভয়ে আমরাও শেষে সাধুর ভয়ঙ্কর বিরোধী হইয়া পড়ি। আমরা কিছুতেই আমাদের ভাব চাপিতে পারি না, বরং সত্যেরই বিরোধী হইলাম, সৎসঙ্গ ছাড়িয়া অসৎবিলাস করিতেই দৃঢ়সঙ্কল্প হইলাম দেখিয়া সাধুও "কলিযুগ শিষ্যেরাও কষ্ট নিবারিতে। উঠিয়া আরো কষ্ট বাড়িল দেখিতে।" বলিয়া আমাদিগকে তোমারই নিকটে [illegible] করিবার জন্য ছাড়িয়া দিলেন। তুমি কি এমন করিয়াই আমাদিগকে পীড়ন করিবে?

কলিকাতা [illegible] শুদ্ধ ভক্তগণের [illegible] পড়িয়াছে। শব্দ আমাদের [illegible] বস্তু-বিজ্ঞান-লাভের সহায়ক হইয়া থাকে, নতুবা তাহা ঘোর [illegible] বিবাদকেই আবাহন করে মাত্র। শব্দপ্রমাণের আনুগত্য অর্থাৎ শ্রৌতপন্থা—[illegible]। শ্রীভগবানের শ্রীমুখ নিঃসৃত যে শব্দব্রহ্ম শ্রুতপরম্পরায় আমাদের সেবোন্মুখ কর্ণে আসিয়া প্রবিষ্ট হইতেছে, তাহাই শব্দপ্রমাণ, তাহাই আমাদিগকে [illegible] শব্দ ভগবানকে মিলাইয়া দেয়। সেই অপ্রাকৃত শব্দব্রহ্মের প্রতি আমাদের প্রীতি কোথায়? আমরা [illegible] শব্দের [illegible] বাধ্য হইতেছি, [illegible] আমাদের প্রীতি। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] প্রমাণ [illegible] [illegible] হইতে পারে না, [illegible] বিজ্ঞান [illegible] স্বীকার না করিয়া [illegible] বিবাদ করিয়া থাকে, তাহা [illegible] বুঝিতে [illegible] কেন, ইহাই আলোচ্য বিষয়। মহাজন [illegible] [illegible] বিপ্রলিপ্সা করণাপাটব—এই চারিটি দোষ [illegible] পারেন, তাহা যতদিন না আমরা বিশ্বাস করিতে পারিব, ততদিন আমরা পদে পদে অপরাধ হইবে—ইহাও এখনও আমাদের চিন্তার বিষয় হউক।

জগতের সংবাদ জানিবার জন্য আমরা সকলেই বড় ব্যস্ত হই, কিন্তু নিজের সংবাদটী জানিবার জন্য আমাদের কতটা আগ্রহ? [illegible] আমরা, কোথা হইতে আমাদের এ [illegible] কেন আমাদিগকে আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক—এই ত্রিতাপে জর্জ্জরিত হইতে হইতেছে, কেন আমরা শুধু স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য অহর্নিশ পরস্পর বাদ বিসম্বাদে রত, কোনটী আমার স্বদেশ, কোনটী বা বিদেশ, কেন আমরা একের দুঃখ অন্যে দূর করিতে পারি না, কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, সাহিত্য, বিজ্ঞান আদি উন্নতির জন্য কেন আমাদের প্রাণপাত পরিশ্রম—এরূপ প্রশ্নের সমাধানের জন্য আমাদের মধ্যে কয়জনের মস্তিষ্ক আলোড়িত হইতেছে? এ সকল প্রশ্নের সদুত্তর পাইবার জন্য আমরা কয়জন ব্যস্ত হইতেছি? তবেই নাকি আমাদের [illegible] প্রশ্নের উত্তর কি? বিভিন্ন স্বার্থসংঘর্ষের মধ্যে বাদ-বিসম্বাদ ত' স্বাভাবিক? [illegible] কাটাকাটির কথা শুনিয়াই কি আমাদের সংবাদপত্র-পাঠ [illegible] হইবে? আর কিছু জানিবার জন্য উৎসুক থাকিবে না? [illegible] স্থির চিত্তে [illegible] প্রণিধান করুন।

সংবাদ-পত্রে কেবল মারামারি কাটাকাটির সংবাদ বাহির—[illegible] পরস্পরে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] আছে [illegible] উদ্যান একটী সম্পূর্ণ পৃথক এবং প্রধান [illegible] আছে—[illegible] তত্ত্ববোধের জন্য গণের সংবাদ নহে, পরন্তু পরতত্ত্ববোধের কথা [illegible] সংবাদ—যে সংবাদ তত্ত্ববোধের সমস্ত বাদ বিসম্বাদের মীমাংসা করিয়া দিতে পারে, যে সংবাদে স্বার্থবোধের নাশ, স্বার্থের গতি বিভিন্ন মুখী নহে—এক [illegible] [illegible] তাহার স্বার্থ। সকল পাইতে [illegible] সেই সংবাদ জানিবার জন্য আপনাদের কি কৌতূহল হইবে না? যে সংবাদে আমাদের মানবজীবনের সমস্ত সমস্যার মীমাংসা, সে সংবাদ শুনিতে কি আমরা অনাদর প্রকাশ করিব?

বর্ত্তমান যুগে যে আন্দোলন চলিতেছে, তাহার মূল [illegible] কি এক মহা [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] অবস্থা [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হইতেছে? নাস্তিকতাই যদি সে আন্দোলনের মূল মন্ত্র না হয়, আস্তিকতার শক্তি নিহিত যদি তাহাতে থাকে, তাহা হইলেও [illegible] তাহার জন্য আমাদের কি কোন কর্ত্তব্য থাকিবে না? আস্তিক বলিয়া পরিচয় দিবার কি আমাদের কিছুই থাকিবে না? যাঁহা হইতে এই স্থাবর জঙ্গম সমস্ত প্রকাশিত হয়, যাঁহার কৃপায় আমাদের স্থিতি, আবার প্রলয়কালে যাহাতে সমস্তই প্রবিষ্ট হইয়া আশ্রয় লাভ করে, সেই ভগবানের প্রতি কি তাহাদের কোন কর্ত্তব্য থাকিবে না? তাঁহার সুখ কিসে হয় ন হয়, তাহা বিচার করিবার কি কোন প্রয়োজন থাকিবে না? এক দেশের সহিত আর এক দেশের বিবাদ, কায়-মন-বাক্যে অন্যের উন্নতি-চেষ্টা কি কেবল তাঁহার প্রসন্নতা লাভ হইতে পৃথক থাকিবে? সম্বন্ধের বিচার কি ভগবান করিতে পারেন না? [illegible] আমার [illegible] [illegible] দেশের, দশের এবং আমার নিজের [illegible] [illegible] [illegible] কি আমাদের [illegible] না কি আস্তিক? যে বিশেষ [illegible] জন্য, এ সকল [illegible] আপনাদের একটু আলোচনার বিষয় হউক।

আমরা নাস্তিক নহি—আমরা আস্তিক। ভগবানের সেবাই আমাদের নিত্য স্বভাব। [illegible] দেশের ও দশের পারমার্থিক উন্নতি-চিন্তা একমাত্র কৃষ্ণানুশীলনের জন্য, পরস্পর স্বার্থপরতা লইয়া একে অন্যের সহিত বাদ বিসম্বাদে রত হইবার জন্য নহে—এই সকল কথা আলোচনার জন্যই শুদ্ধপ্রকাশ 'নদীয়া-প্রকাশের' আবির্ভাব। নদীয়া-প্রকাশ লোকের সহিত বিবাদ-বাদানুবাদের জন্য, জীবের নিত্য প্রভু ভগবৎসেবার ব্যাঘাত দেখাইবার জন্য, সত্যকে অসত্য বলিয়া চালাইবার উদ্দেশ্যে আবির্ভূত হন নাই, পরন্তু তিনি এবং তাঁহার প্রিয়পরিকর 'গৌড়ীয়' [illegible] সর্ব্বজীবের অতি নিশ্চিত কল্যাণ প্রদর্শনের প্রয়াস করে, [illegible] কেবল [illegible] বিশ্ব-গৌড়ীয়ালোকে উদ্ভাসিত করিবার জন্য শ্রীধাম-মায়াপুরে প্রকাশিত হইয়াছেন। মহাপ্রভুর কৃপা স্বাভাবিক সেবোন্মুখ চিত্তে অহৈতুকী কৃপা-ময় [illegible] ও নদীয়া-প্রকাশের সেবাতেই এই জগতের মঙ্গল হইবে—ইহাই ধ্রুব সত্য।

ব্রহ্মণ্যদেব

'ব্রহ্মণ্য' শব্দের অর্থ 'ব্রাহ্মণ-সম্বন্ধীয়'। তিনি ব্রাহ্মণের একমাত্র সম্বন্ধ বা বিষয় বস্তু তাই ব্রহ্মণ্যদেব। আমরা শাস্ত্রগণে [illegible] প্রণাম শ্লোকে দেখিতে পাই—

"নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণহিতায় চ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ॥"

[illegible] প্রভৃতি।

ব্রহ্মণ্য [illegible] ব্রহ্ম। [illegible] ব্রহ্মণ্যদেব। অথর্ব [illegible] [illegible] ব্রহ্মণ্য [illegible] ব্রহ্মণ্য দেখিতে পাই।

[illegible] [illegible]
'ব্রহ্মণ্যে দেবকীপুত্রো' [illegible]
মধুসূদনঃ।

[illegible]

বিষ্ণুমুচ্যতে।

[illegible] মধুসূদন, পদ্মপলাশলোচন, দুষ্টদমনের বিষ্ণুই ব্রহ্মণ্যদেব।

ঋগ্বেদে বলেন যে এই বিষ্ণুর পরমপদ

প্রিবাহী পদ সমূহ দর্শন করিতেছেন।

ওঁ তদ্ বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ।
দিবীব চক্ষুরাততম্। তদ্ বিষ্ণোঃ পরমং পদং॥"

এই স্থলে ... দৃষ্টা, বিষয় বা শক্তিমত্তত্ত্ব ...; দ্রষ্টা, আশ্রয় বা শক্তি ...; দর্শন-ক্রিয়ার নিত্য সম্বন্ধ।

ব্রহ্মণ্যদেব কখনও অব্রাহ্মণ কর্তৃক পূজিত হন না। শাস্ত্র বলেন "দেবো ভূত্বা দেবং যজেৎ"—পূজক এবং পূজ্য বস্তু সমজাতীয় না হইলে পূজা সিদ্ধ হয় না। পূজা করিতে হইলে পূজককে পূজ্যের সম্মুখে উপবিষ্ট হইতে হইবে এবং ক্রিয়া-দ্বারা সম্মান প্রদান পূর্ব্বক নিযুক্ত হইতে হয়।

পূজ্য বস্তু দোতলায় এবং পূজক নিম্ন-তলায় থাকিলে সম্যক্ পরিচর্য্যা হইতে পারে না। পূজ্য বস্তু দিবা বা অপ্রাকৃত থাকিলে পূজক যদি প্রাকৃত-জাতীয় হয়, তবে পূজক পূজ্যকে প্রাকৃতরূপেই দর্শন করে এবং তদ্দ্বারা প্রাকৃত ... এই পূজা সিদ্ধ হয়, দিব্য বস্তুর পূজা হয় না। পূজ্যের পূজককে সম্মান দিবার ভেদ থাকিলে ইহা স্বাভাবিক; কিন্তু জাতিতে কোন ভেদ নাই। পূজ্য ও পূজকের পরিচয়ে ভেদ না থাকিলে পূজার কোনও সার্থকতা থাকিতে পারে না। আবার জাতিতে সম না হইলে পূজার অধিকার লাভ অসম্ভব। সুতরাং বেদাদির সিদ্ধান্ত এই যে পূজক ও পূজ্য সমজাতীয় অর্থাৎ উভয়েই দিব্য বা অপ্রাকৃত বস্তু। পূজ্য ... পূজকের বিষয়; পূজক ... বিষয়ের আশ্রয় বা আশ্রিত, পূজারূপ ক্রিয়া নিত্য এবং পূজ্য, পূজক ও পূজা ক্রিয়ার দিব্য সম্বন্ধে এক বস্তু জ্ঞান।

শূদ্র অর্থাৎ যিনি শোকে অভিভূত, তাঁহার বিষয় ... বা অদ্বিতীয় ভগবান; ব্রাহ্মণ অর্থাৎ যিনি ব্রহ্মজিজ্ঞাসু, ভগবান বা সেবোন্মুখ, তাঁহাদের বিষয় ... বা নারায়ণ ভগবান।

জীব মাত্রেই ব্রাহ্মণ। "সর্ব্বে ব্রহ্মা ব্রাহ্মণাশ্চ"। সকলেই ব্রহ্ম হইতে জাত। সমস্ত জীবেরই ব্রহ্মণ্য দেবের সেবায় অধিকার বলিয়া ব্রাহ্মণ। আবার ... ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন বলিয়া ব্রাহ্মণ। ... ব্রাহ্মণোহভবৎ। সুতরাং ... সকলেই স্বরূপে ভগবদ্দাস অর্থাৎ ... আত্মায় সকলেই ব্রহ্মণ্যদেবের নিত্য সেবক ব্রাহ্মণ। নিত্যস্বরূপ বিস্মৃত হইয়া জীবের দ্বিতীয় অভিনিবেশ উপস্থিত হইলে জীব শোকে অভিভূত হয়, তখনই তাঁহার শূদ্রাভিমান। কিন্তু শূদ্রাভিমানেও যেমন প্রাণমাত্রের ... হইয়া যায় না, তদ্রূপ শোক-কালেও ... আত্মা লাভ করিলেও তাঁহার নিত্যস্বরূপগত ব্রাহ্মণ্য তিরোহিত হয় না। যে কালে জীব পুনরায় ব্রহ্মণ্যদেবের সেবোন্মুখতা বিশিষ্ট হইয়া ব্রহ্মবিদ্ আচার্য্যের নিকট ব্রহ্মজিজ্ঞাসার অনুষ্ঠান করেন, তখন তিনি 'ব্রাহ্মণ' বলিয়া বিবেচিত হন।

বিষ্ণুপুরাণ ১।১৯।৬৫ শ্লোকে আমাদিগকে ব্রহ্মণ্যদেবে প্রণতি শিক্ষা দিয়াছেন:—

"নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণহিতায় চ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ॥"

এই শ্লোকে প্রথমেই 'নমঃ' শব্দের প্রয়োগ দেখা যায় এবং শেষেও দুইবার 'নমঃ' শব্দের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। শাস্ত্রকারগণ 'ন' এই পদকে নিষেধ-সূচক 'ম' এই পদ অহঙ্কার-বাচক এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন অর্থাৎ 'নমঃ' শব্দ দ্বারা জীব যাবতীয় অহঙ্কার পরিত্যাগপূর্ব্বক ভগবানের শরণাগত হন। শ্রীমদ্ভাগবত বদ্ধজীবের চতুর্বিধ অহঙ্কারের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। ঐ চতুর্ব্বিধ অহঙ্কারে অভিভূত হইলে জীব ব্রহ্মণ্যদেবের কৃপা গ্রহণে অসমর্থ হন।

"জন্মৈশ্বর্য্যশ্রুতশ্রীভিরেধমানমদঃ পুমান্।
নৈবার্হত্যভিধাতুং বৈ ত্বামকিঞ্চনগোচরম্॥"

বদ্ধজীবের সর্বপ্রথম অহঙ্কারই জন্মের অভিমান। জীব নিত্যস্বরূপ ভুলিয়া যখন দ্বিতীয় অভিনিবেশবশতঃ নিজকে রক্ত-মাংসের দেহ বলিয়া ধারণা করে, তখনই তাহার জন্মের অভিমান উপস্থিত হয়। এইরূপ অভিমানদুষ্ট জীবসকলকে বেদ 'শূদ্র' ও ভাগবত 'গোখর' আখ্যা প্রদান করেন। দ্বিতীয় অভিমান ঐশ্বর্য্যগত। ... একমাত্র ভোক্তা, সমস্ত জীব ... ভোগ্য—এই সম্বন্ধজ্ঞান আচ্ছাদিত হইলেই ঐশ্বর্য্যগত অভিমানের উৎপত্তি। তৃতীয় অভিমান পাণ্ডিত্যের অভিমান। চতুর্থ সৌন্দর্য্যের অভিমান। এই চতুর্ব্বিধ অহঙ্কারেই শূদ্র বা শোককারীর ধর্ম্ম। ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম একমাত্র ব্রহ্মণ্যদেবের নিত্য সেবা বা আত্ম-ধর্ম্ম ভক্তি। যথা কূর্ম্মপুরাণে—

"যো ধর্ম্মো ব্রাহ্মণানাং হি সা ভক্তির্মম পুষ্কলা।"

অতএব ব্রাহ্মণ এই চতুর্ব্বিধ অহঙ্কার সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগপূর্ব্বক ব্রহ্মণ্যদেবে প্রণত।

ব্রহ্মণ্যদেব পরম কৃপালু, উদার বিগ্রহ, নিত্যসত্যস্বরূপ বস্তু ... । তিনি সাধুজনের পালনকর্ত্তা দুষ্ট জনের বিনাশকারী। দুষ্ট জনের প্রতি দণ্ড ... তাঁহার ... তিনি একরূপে ... করিয়া থাকেন। তিনিই শ্রীব্রহ্ম পরমেশ্বর সর্ব্বকারণের কারণ। তিনি সর্বেন্দ্রিয়পালক হৃষীকেশ বা গোবিন্দ। তিনিই জীবের পুনঃ পুনঃ প্রণম্য।

অভিন্ন শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দন গৌরসুন্দর লোক-শিক্ষার্থে শ্রীজগন্নাথ দেবের রথাগ্রে শ্রীজগন্নাথদেবকে এই শ্লোক উচ্চারণপূর্ব্বক দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া জীবকুলকে প্রণিপাত শিক্ষা দিয়াছেন। আবার তৎপরে জীবের শুদ্ধস্বরূপ ও ভগবানের সহিত সম্বন্ধজ্ঞাপক শ্লোক উচ্চারণ পূর্ব্বক বলিয়াছেন

"নাহং বিপ্রো ন চ নরপতির্নাপি বৈশ্যো ন শূদ্রো।
নাহং বর্ণী ন চ গৃহপতির্নো বনস্থো যতির্ব্বা
কিন্তু প্রোদ্যন্নিখিলপরমানন্দপূর্ণামৃতাব্ধে-
র্গোপীভর্ত্তুঃ পদকমলয়োর্দাসদাসানুদাসঃ॥"

অর্থাৎ আমি শমদমাদি গুণসম্পন্ন সত্ত্বগুণ ব্রাহ্মণ নহি, আমি প্রজাপালক নরপতি বা ক্ষত্রিয় নহি, আমি গোপালাদি কৃষি-বাণিজ্য-সম্পন্ন বৈশ্য নহি, অথবা আমি দ্বিজসেবক শূদ্রও নহি। কিংবা আমি ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বনচারী বা সন্ন্যাসীও নহি। আমি একমাত্র সর্বেশ্বর গোপীজন-বল্লভ শ্রীকৃষ্ণের দাসানুদাস।

ভগবদ্ভক্ত কৃষ্ণদাস শুদ্ধজীবাত্মা। তিনি প্রাকৃত বর্ণ বা আশ্রমের অন্তর্গত নহেন। যাঁহার আত্মা প্রবুদ্ধ, যিনি সেবোন্মুখ বা সেবারত, তিনি নিগুর্ণ ব্রাহ্মণ অথবা তাঁহার নিগুর্ণ ব্রাহ্মণ্যের চরম পরিপক্কাবস্থা। ভক্তে যাঁহারা ব্রাহ্মণতার অভাব দর্শন করেন, যাঁহারা লক্ষ মুদ্রার মধ্যে মুদ্রার অভাব দেখিতে প্রয়াসী, তাঁহারা মাৎসর্য্যপরায়ণ নাস্তিক।

"হমেব ধীরো বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাং কুর্ব্বীত ব্রাহ্মণঃ।"

চিদচিদীশ্বরের পরস্পর সম্বন্ধজ্ঞান লাভ করিয়া ব্রাহ্মণ প্রজ্ঞা অর্থাৎ প্রেমভক্তির যাজন করিবেন। অন্যরূপে আত্মবুদ্ধি উদিত হয় না। শূদ্র বা শোকাচ্ছন্ন জীবের চাঞ্চল্য দূর হয়, তাহা মায়িক ... বস্তুর পরিচয় মাত্র, অধোক্ষজ অক্ষর বস্তুর সেবার্থ নহে। এইজন্য বেদ পুনরায় বলেন—

"এতদক্ষরং গার্গি বিদিত্বাস্মাল্লোকাৎ
প্রৈতি স কৃপণঃ।"

হে গার্গি, যেই অক্ষর বস্তুর সহিত সম্বন্ধজ্ঞান-বিশিষ্ট না হইয়া যে ইহলোক হতে প্রয়াণ করে, সে কৃপণ অর্থাৎ শূদ্র।

"অথ য এতদক্ষরং গার্গি বিদিত্বাস্মাল্লো-
কাৎ প্রৈতি স ব্রাহ্মণঃ।"

আর যিনি অক্ষর বস্তুতে সম্বন্ধজ্ঞানযুক্ত তিনিই ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণত্ব লাভ করত উদিত শুদ্ধ হইলেই জীব ভক্তপদবীতে অভিষিক্ত হন। ॥

প্রকৃত মহাজন

(পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন অধিকারী সাহিত্য ভূষণ, পুরাণরত্ন)

সর্ব্ববিষয়ে স্বতন্ত্রতাকামী আমরা, আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতি-ভিক্ষাবশে নিজ নিজ ব্যক্তিগত অপরিমিত রুচির বহুমানন করিতে গিয়া ভ্রম প্রমাদ বিপ্রলিপ্সা করণাপাটব-সঞ্জাত স্বকীয় অভিজ্ঞতাটিরই 'বিবেক' নাম দিয়া থাকি এবং তদনুসরণে জীবন-পথে অগ্রসর হইতে গিয়া যখন পথ হারাইবার উপক্রম দেখি, তখন পথ নির্দ্দেশের জন্য একজন অধিকতর অভিজ্ঞ মহাজনের অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হই।

এমতাবস্থায় মহাজন নির্ণয়েও আপনাপন রুচির প্রাধান্য বিস্তার করে। যিনি যে পথে অভিগমন করিতে কৃতসঙ্কল্প, তিনি সেই পথেরই যাবতীয় অন্তরায়, বাধা বিপত্তি, দুঃখ পরিণতি প্রভৃতি যাবতীয় তত্ত্ববিষয়ে পারদর্শী অভিজ্ঞ ব্যক্তিরই পরামর্শ আবাহন করেন এবং তাঁহাকেই মহাজন বলিয়া সাব্যস্ত করিয়া লন। এইরূপে বিভিন্ন রুচি ও মতানুযায়ী বহু মহাজনের অস্তিত্বের কথা ব্যবহারিক জগতে দৃষ্টিপথে পতিত হয়।

নিখিল শ্রুতি স্মৃতি-পুরাণোপনিষদের চরম উপদেশ কৃষ্ণসেবা হইতে ন্যূনাধিক বিচ্যুত হইয়া পৃথিবীতে যত পথ ও মতের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহাদিগের মধ্যে ভোগপর কর্ম্মীর নিকট জৈমিনাদি ঋষি বা বিভিন্ন মতপোষক ধর্ম্মধ্বজ প্রচারকগণ, চিত্তবৃত্তি-নিরোধাকাঙ্ক্ষিগণের অগ্রণীরূপে পতঞ্জলি প্রভৃতি ঋষি, শুষ্ক জ্ঞানাবলম্বিগণের নিকট নিরীশ্বর কপিল, শঙ্কর, দুর্ব্বাসা, দত্তাত্রেয় প্রভৃতি কেবলাদ্বৈতবাদিগণ, পাষণ্ডদুষ্ট অসুরকুলের নিয়ামক রূপে দৈত্যকুলগুরু শুক্রাচার্য্য, ভগবদ্‌তত্ত্ব অস্বীকারকারী নাস্তিকগণের প্রধান রূপে চার্ব্বাক নামক ঋষি, আশু বিনাশকারী বিষ্ণুবিরোধিদলের আচার্য্যরূপে হিরণ্যাক্ষ, হিরণ্যকশিপু রাবণ, কুম্ভকর্ণ, কংস, জরাসন্ধ প্রভৃতি রাক্ষসগণ, সোহংবাদিগণের আদর্শরূপে বেণ, পৌণ্ড্রক, বাসুদেব প্রভৃতি মদমত্ত নরপতিগণ, অথবা নবীন যুগের স্বাধীনতাকামীগণের নিকট রাণা প্রতাপসিংহ, ছত্রপতি শিবাজী, বঙ্গবীর প্রতাপাদিত্য, পদার্থ-বিদ্‌গণের নিকট স্যার আইজাক নিউটন, এডিসন, আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু, রসায়ন-তত্ত্ব-বিদ্‌গণের নিকট স্যার প্রফুল্ল চন্দ্র রায়, সাহিত্যিকগণের নিকট সেক্স-পীয়ার, মিল্টন, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, নাট্যকলাবিদ্‌গণের নিকট রাজা ভরত, গ্যারিক, গিরীশচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রলাল প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিগণ মহাজনরূপে পূজিত হইয়া থাকেন।

ভোগপর মনোধর্ম্মিগণের বিচারে এই প্রকার অসংখ্য ব্যক্তি মহাজন রূপে স্বীকৃত

হইলেও পরমহংস-সংহিতা, মুক্তকুলের পরম আদরের বস্তু, প্রমাণরত্ন-শিরোমণি গ্রন্থ ভাগবত শ্রীমদ্ভাগবত বলেন, (৬।৩।২৫)

প্রায়েণ বেদ তদিদং ন মহাজনোঽয়ং
দেব্যা বিমোহিতমতির্বত মায়য়ালম্।
ত্রয্যাং জড়ীকৃতমতির্মধুপুষ্পিতায়াং
বৈতানিকে মহতি কর্ম্মণি যুজ্যমানঃ॥

অর্থাৎ জগতে যে সকল কর্ম্মী 'মহাজন' বলিয়া প্রসিদ্ধ, সেই সকল উপদেশকগণ ভগবদ্ভক্তির মাহাত্ম্য জানেন না। তাঁহাদের বুদ্ধি ত্রিগুণময়ী বৈষ্ণবীমায়া দ্বারা বিমোহিত, তাই তাঁহারা বৈকুণ্ঠ বস্তু ভগবদ্ভক্তিকে অনাদর করিয়া প্রকৃতির উপাসনামূলক কর্ম্মকাণ্ডে নিযুক্ত এবং মায়াজালে আবদ্ধ। ঐ সকল 'মহাজনের' মতি ঋক-সাম-যজুর্বেদের আপাতরমণীয় মধুর অর্থবাদ-বাক্যে জড়ীকৃত, সেই সকল ব্যক্তি প্রাকৃত লোকের ধারণায় 'মহাজন' বলিয়া কথিত হইলেও ইঁহারা পুরুষোত্তম শ্রীভগবানের নিত্য সেবা বুদ্ধিযুক্ত নহেন।

কলিযুগ-পাবনাবতারী শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপাপ্রাপ্ত কাশীবাসী মহাপণ্ডিত শ্রীল প্রকাশানন্দ সরস্বতীর উক্তি-মুখে শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতকার মহাজন-স্বরূপ নির্ণয়-প্রসঙ্গে জানাইয়াছেন।

'মীমাংসক' কহে,—'ঈশ্বর হয় কর্ম্মের অঙ্গ'।
'সাংখ্য' কহে, 'জগতের প্রকৃতি কারণ'।
'ন্যায়' কহে,—'পরমাণু হৈতে বিশ্ব হয়'।
'মায়াবাদী' নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মে 'হেতু' কয়॥
'পাতঞ্জল' কহে,—ঈশ্বর হয় স্বরূপ

বেদমতে কহে তাঁরে স্বয়ং ভগবান॥
পরম কারণ ঈশ্বরে কেহ নাহি মানে।
স্ব স্ব মত স্থাপে পরমতের খণ্ডনে॥
তাতে ছয় দর্শন হৈতে 'তত্ত্ব' নাহি জানি।
'মহাজন' যেই কহে, সেই সত্য মানি॥

অর্থাৎ সাংখ্য-পাতঞ্জলাদি দর্শন কেহই প্রকৃত পক্ষে বিষ্ণুকে ঈশ্বর বা পরতত্ত্ব বলিয়া স্থাপন করেন না। তাঁহারা সকলেই ব্যক্ত বা প্রচ্ছন্ন নাস্তিক। তাঁহারা কেবল নিজ নিজ মতবাদের বাহাদুরী প্রদর্শন করিবার জন্য তর্ক দ্বারা অপর দার্শনিক-গণের মত খণ্ডন ও স্ব স্ব মতবাদ স্থাপনের চেষ্টা করিয়াছেন মাত্র। সুতরাং ঐ সকল শাস্ত্রের উপদেশকগণ জগতে যত বড় 'মহাজন' বলিয়াই প্রচারিত হউন না কেন তাঁহাদের কেহই 'প্রকৃত মহাজন' নহেন।

জগতের লোক দৈহিক বা মানসিক বৃত্তির সম্যক পরিচালন-ফলে 'কর্ম্মবীর', 'ধর্ম্মবীর' বা 'জ্ঞানবীর' বলিয়া লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠা পাইতে পারেন; বৈরাগ্য ও ত্যাগের মূর্ত্তিমান্ বিগ্রহ বলিয়া উচ্চ প্রশংসাভাজন হইতে পারেন কিন্তু অমল-প্রমাণ শ্রীমদ্ভাগবত (৩।২৩।৫৬) বলেন।

'নেহ যৎকর্ম্ম ধর্ম্মায় ন বিরাগায় কল্পতে।
ন তীর্থপাদসেবায়ৈ জীবন্নপি মৃতো হি সঃ॥'

অর্থাৎ, এই জগতে যে কর্ম্মবীর ধর্ম্মের জন্য কর্ম্ম না করেন, যে ধর্ম্মবীর বিরাগের জন্য ধর্ম্ম না করেন, যে ত্যাগবীর 'শ্রীবিষ্ণু-প্রীত্যর্থে ভোগত্যাগ' না করেন, সে ব্যক্তি জীবিত হইলেও মৃততুল্য।

সুতরাং কৃষ্ণেন্দ্রিয়তোষণ বাদ দিয়া জ্ঞানকর্ম্মাদি অন্যাভিলাষ-পরিপূরণ উদ্দেশ্যে যাঁহারা জগতে উপদেশ প্রদান করিয়া থাকেন তাঁহাদিগকে 'মহাজন' বলিতে সাধু শাস্ত্রের যথেষ্ট আপত্তি আছে।

সর্ব্ব অবতারের একমাত্র কারণ, স্বয়ং ভগবান শ্রীগৌরসুন্দর জীবজগতে আদর্শ শিক্ষা প্রচারের জন্য ভক্তভাব অঙ্গীকার করিয়া যে আচার্য্য-লীলাভিনয় করিয়া গিয়াছেন, আমরা প্রকৃত মহাজন-গত পন্থা নির্ণয়কামী হইলে তৎসমস্ত আলোচনায় যথার্থ সুফল লাভ করিতে পারি।

শ্রীমন্মহাপ্রভু কৃষ্ণলীলাস্থলী মথুরায় গমন করিয়া শ্রীমন্মাধবেন্দ্রপুরীপাদের কৃপাপাত্র জানিয়া পশ্চিমদেশীয় অস্পৃশ্যজাতীয় সুবর্ণ-বণিককুলবাসী সনোড়িয়া-ব্রাহ্মণ-গৃহে ভিক্ষাগ্রহণ-চ্ছলে মহাজন-পন্থানুসরণের আদর্শ শিক্ষা দিয়াছেন। সেই সনোড়িয়া গৃহে ভোজনাদি-লীলায় জ্ঞাপন করিলে বিপ্র প্রকৃত দৈন্য প্রকাশ করিয়া বলিয়াছিলেন,—

"তোমারে ভিক্ষা দিব বড় ভাগ্য সে আমার
তুমি ঈশ্বর, নাহি তোমার বিধি ব্যবহার॥
মূর্খ লোক করিবেক তোমার নিন্দন।
সহিতে না পারিমু সেই দুষ্টের বচন॥
প্রভু কহে, শ্রুতি স্মৃতি যত ঋষিগণ।
সবে একমত নহে, ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম॥
ধর্ম্মস্থাপন-হেতু সাধুর ব্যবহার।
পুরী গোসাঞির যে আচরণ, সেই ধর্ম্ম সার॥'

শ্রীমদ্ভাগবত মহাজন-নির্ণয় প্রসঙ্গে স্বয়ম্ভু, নারদ, শম্ভু-প্রমুখ দ্বাদশজন মহাজনের নাম নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কলিকালে শুদ্ধভক্তি-প্রচারক বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের চারিজন আচার্য্যই মহাজন। গৌড়ীয়েশ্বর গৌড়ীয়-গৌরব শ্রীল স্বরূপ দামোদরই গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের মূল 'মহাজন'। শ্রীরূপ-সনাতনাদি ষড় গোস্বামী ও তদনুগ সাধুজনগণ সকলেই মহাজন। শ্রীবিষ্ণুস্বামীর অনুগত শুদ্ধাদ্বৈতবাদী শ্রীধর স্বামিপাদও মহাজন। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন, স্বামীরে যে না মানে তারে বেশ্যা মধ্যে গণি। চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, জয়দেব ইঁহারা সকলেই মহাজন। এইরূপে প্রকৃত সত্যানুসন্ধান-পর হইলে আমরা জানিতে পারি, কৃষ্ণৈকাভিজ্ঞ শ্রীগুরুদেবই প্রকৃত মহাজন। সর্ব্বেশ্বরেশ্বর সর্ব্বপরতত্ত্ব কৃষ্ণপাদারবিন্দসৌগন্ধের সন্ধান-প্রদাতা শ্রীগুরুদেবের চরণে প্রপত্তি স্বীকার করিলেই আমরা প্রকৃত মহাজনগত পন্থা অবিষ্কার করিতে সমর্থ হইব।

"নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।"
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যবাণী অমৃতের ধার।
তিঁহো যে কহয়ে 'বস্তু', সেই তত্ত্বসার॥
চৈতন্য গোসাঞির যেই কহে সেই মত সার
আর যত মত, সেই সব ছারখার॥'

কলিতে হরিনামই—একমাত্র গতি !!

—*×*—

শ্রীপাদ রাধামোহন দাস ব্রহ্মচারী

পৃথিবীর ভ্রাম্যমাণ জীব—মানব মাত্রেই শান্তি চায়। যে যাহাই করুক না কেন, সকলের চরম ও পরম লক্ষ্য শান্তি। শান্তির জন্যই জাগতিক পদার্থের আকুল আকাঙ্ক্ষায় ছুটাছুটী। শান্তি ছাড়া জীবের অবস্থিতি কোথায়? ঐ দেখুন, ধনী—ধনের পিপাসায়, জ্ঞানী—জ্ঞান-লাভের আশায়, ধার্ম্মিক—ধর্ম্ম-সঞ্চয়ের আকাঙ্ক্ষায়, কর্ম্মী—কর্ম্মের প্রবল বাসনা হৃদয়ে জাগায়ে কর্ম্মক্ষেত্রে ছুটেছে কেন,—এও শান্তি লাভের জন্য কি নয়? কিন্তু শান্তি কোথায়? শান্তির নাম-মাত্রেই শুনতে পাই, কিন্তু প্রকৃত শান্তির দর্শন কয়জনের ভাগ্যে ঘটেছে জানি না। অনেকেই আশা-মরীচিকায় বিভ্রান্ত হ'য়ে চির জীবন বঞ্চিত হচ্ছেন। জীব এই আশার কুহকে পড়ে—"কৃষ্ণদাস্য লাভ করতে পারলেই যে প্রকৃত শান্তি লাভ করা যায় এবং সর্ব্বশান্তির মূলকারণই হচ্ছে—জীবের কৃষ্ণদাস্য ও কৃষ্ণসেবা, এই কৃষ্ণনাম-সেবাতেই জীবাত্মার একমাত্র সুপ্রসন্নতা বা শান্তি লাভ"—ইহা বিস্মৃত হ'য়ে—কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তোষণ সেবাকাঙ্ক্ষা পরিবর্ত্তে জীব স্বীয় স্বেচ্ছাচারিতা-বশতঃ আত্মেন্দ্রিয়-তোষণ-হেতু ভোগ-পিপাসা মিটাইবার জন্য মায়ার দাসত্ব-নিগড়ে বদ্ধ হ'য়ে যখন ঘোর সংসারী হ'য়ে পড়ল, তখন মায়াদেবীও সুবিধা পেয়ে এই সংসারাসক্ত মোহান্ধ জীবদেরকে পার্থিব সুখাশার প্রলোভনে প্রলোভিত করে 'বিষয়-বিষের' পিছনে পিছনে চতুর্দ্দিকে ঘুরে নিয়ে বেড়াতে লাগল। হায়, ভোগান্ধ জীব ভোগ-বাসনার কবলে কবলিত হ'য়ে প্রকৃত-শান্তি লাভের অন্তরায় গুলিকেই সহায়ক মনে করে বিভ্রান্তে জড়িত হ'য়ে আত্মবঞ্চিত হচ্ছে। কামনা বাসনা,—আশার নিত্য-সহচরী। হৃদয়ে—আশার কণিকা-মাত্র থাকতে নিরাময় শান্তিলাভ একেবারেই অসম্ভব। স্বয়ং শ্রীভগবানের শ্রীমুখের উপদেশ,—

"বিহায় কামান্ যঃ সর্ব্বান্
পুমাংশ্চরতি নিস্পৃহঃ।
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ স
শান্তিমধিগচ্ছতি॥"
(গীতা—২।৭১)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি সর্ব্ববিধ ভোগ্য পদার্থে উপেক্ষা করে (অপ্রাপ্ত পদার্থে) নিস্পৃহ ও অহঙ্কার পরিশূন্য এবং মমত্বহীন হ'য়ে (প্রারব্ধবশে বিষয়-ভোগ করেন বা যেখানে সেখানে) পরিভ্রমণ করেন, তিনি শান্তি লাভ করেন।

যতদিন মানুষ আশার—দাস, কামনা বাসনার—কিঙ্কর, প্রবৃত্তির ক্রীড়া-পুত্তলিকা হ'য়ে থাকবে, ততদিন তাকে তীব্র অশান্তির ভীষণ অনলে জ্বলে পুড়ে মরতে হ'বে। একথা কাউকেও বিশেষ করে বলতে হ'বে না, যেহেতু সকলেই এক আধটুকু ক'রে এই অংশের অংশীদার। কৃষ্ণবহির্ম্মুখ ভবরোগগ্রস্ত মানবের সম্মুখে প্রতিনিয়ত কত শত শত দুঃখকর ব্যাপার উপস্থিত হচ্ছে, ক্ষুদ্র মানুষ তাহা নিবারণে অক্ষম। আধি-ব্যাধি, শোক-তাপ, ভয়-ভাবনা, আশা-নিরাশা, অভাব-অনটন, জ্বালা-যন্ত্রণা, সুখ-দুঃখ এ সব ত সংসারীর নিত্য সহচর। সংসারাসক্ত ভোগান্ধ মানব, জগতের অনিত্যতা বুঝতে না পেরে একমাত্র আশার কুহকিনী শক্তি-প্রভাবে অনিত্য ক্ষণিক সুখের চির-যন্ত্রণাকেই ভোগ ক'রে থাকতে ভালবাসে। হায়! কলিহত কাণ্ডাকাণ্ডজ্ঞান-বিবর্জ্জিত কৃষ্ণবহির্ম্মুখ ভোগিকুলের দুরবস্থা কি এইরূপ? কেহ যদি যন্ত্রণাকেই সান্ত্বনা মনে ক'রে প্রতারিত হ'তে চান, তবে আর কি বলি! এরূপ অবস্থায় কখনও মঙ্গলের আকাঙ্ক্ষা করা যায় না, তদ্রূপ অশান্তিকে শান্তিভ্রমে আলিঙ্গন করলে পরিণামে যে প্রতারিত হ'তে হ'বে ইহা সুনিশ্চিত। হায়, বর্ত্তমানে বিপথে চলেছে চলেছি বলে অভিমান করছে। এই সং প্রসঙ্গে সর্ব্বতোভাবে নিষ্কাসনের চেষ্টা করাই স্বাস্থ্যপরায়ণ বিবেকীর প্রধান ও প্রথম কর্ত্তব্য।

পর-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

[illegible] পর-বিদ্যাপীঠে নিম্নলিখিত বিভাগীয় বিষয়গুলির অধ্যাপকের আসনসমূহ সংস্থাপিত হইয়াছে—বিদ্যার্থিগণ আবেদন করুন।

১। সাহিত্যাসন, ২। ঐতিহ্যাসন,
৩। সম্প্রদায়বৈভবাসন, ৪। ভক্তিশাস্ত্রাসন,
৫। তত্ত্বশাস্ত্রাসন, ৬। বেদান্তাসন,
৭। একায়নাসন।

শ্রী[illegible] রায় বি, এ, কাব্যতীর্থ, বিদ্যাসাগর,
সম্পাদক পরবিদ্যাপীঠ, শ্রীধাম মায়াপুর।

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

শ্রী[illegible] খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৪০, চল্লিশ টাকা।

১৭২৪ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে,
সপ্তচত্বারিংশ খণ্ডে সূচী ছাপা হইতেছে।

[illegible] খণ্ড গ্রন্থ নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে ১৭।৶০ সাধারণ পক্ষে ১০৷[illegible]। প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ৸৶০, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে [illegible]।

দশম স্কন্ধ ছাপা হইতেছে। দশম স্কন্ধের অগ্রিম ভিক্ষা ১২, অন্যান্য আবেদনের পক্ষে ৮,।

[illegible] নবম সংখ্যা ছাপা হইতেছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

"শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত"

সম্পূর্ণ ছাপা শেষ হইল

আদি, মধ্য, ও অন্ত্যলীলা এক সঙ্গে ছাপা হইয়া সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছেন। যাঁহারা [illegible] ১০, টাকা ভিক্ষার তৃতীয় সংস্করণ ৪, টাকায় না পাইয়া [illegible] সংস্করণ [illegible] তাঁহাদের [illegible] সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছেন। সেই ১০, টাকার এই বিরাট গ্রন্থ গৌড়ীয়মঠের [illegible] আগামী [illegible] আশ্বিন পর্য্যন্ত ৫, টাকা ভিক্ষায় দেওয়া হইবে। [illegible] পরে আর এ সুযোগ দেওয়া হইবে না।

শ্রী[illegible]

শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত

[illegible] সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র গ্রন্থ ৮, স্থলেন অগ্রিম ভিক্ষা ৫,
নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪৷৷০ টাকা

শ্রীচৈতন্য মঠের যাবতীয় গ্রন্থ

[illegible], শ্রীচৈতন্য মঠ
পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া।

— অথবা —

শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা
[illegible] পাওয়া যাইবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য [illegible] শ্রীচৈতন্য মঠের ঠিকানায় লিখিবেন।

নোটীশ

এতদ্দ্বারা জনসাধারণ বিশেষতঃ নাকাশীপাড়া এষ্টেটের সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণকে অবগত করান যাইতেছে যে বর্দ্ধমান জেলার মনিরামঘাটীনিবাসী শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন সিংহ রায় মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুক্ত গোপীনীমোহন সিংহ রায় মহাশয়ের অনুকূলে জেলা নদীয়ার নাকাশীপাড়া থানার অন্তর্গত নাকাশীপাড়া এষ্টেটের মালিক বাবু শিবেন্দ্রনাথ সিংহ রায় ও শচীন্দ্রনাথ সিংহ রায় দ্বারায় যে আম-মোক্তার-নামা সম্পাদিত হইয়াছিল তাহা গত ১লা আশ্বিন সন ১৩৩৬ সাল ইং ১৭ই সেপ্টেম্বর ১৯২৯ সাল মঙ্গলবার বাতিল অর্থাৎ রদ রহিত করা গেল, (রেজিষ্টারি নং ৭৮১ তারিখ ১৬।৩৬ (বঙ্গাব্দ) এবং নং ১, তারিখ ২৮।৪।৩৬ (বঙ্গাব্দ) এবং নং ৭৮০ তারিখ ১৬।৩৬ এবং নং ২, তারিখ ২৮.৬.৩৬,) এবং উক্ত শ্রীযুক্ত গোপীনীমোহন সিংহ রায় আমাদের ষ্টেটের যাবতীয় কার্য্য হইতে অবসর দেওয়া গেল। অতঃপরে ঐ তারিখের পর হইতে তাহার কোন কার্য্যের জন্য আমরা কিম্বা আমাদের এষ্টেট কোন দায়ী থাকিব না বা হইব না। যদি কোন কার্য্য তিনি করেন তাহা নিজ দায়িত্বে করিবেন এবং সেরূপ তাঁহার কৃতকার্য্যের জন্য কোন স্থলে আমরা বা আমাদের এষ্টেট দ্বারা গৃহীত হইবে না। এতদ্দেশে সাধারণের অবগতির জন্য এই নোটীশ দ্বারা সকলকে অবগত করা গেল—ইতি।

তারিখ
[illegible]

শ্রীশচীন্দ্রনাথ সিংহ রায়, জমিদার,
নাকাশীপাড়া ষ্টেট,
সাং নাকাশীপাড়া, নদীয়া।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিম্নলিখিত মঠসমূহে প্রাপ্তব্য:—

১। শ্রীচৈতন্য মঠ,—পোঃ, শ্রীমায়াপুর, (নদীয়া)।
২। শ্রী[illegible] মঠ,—[illegible], [illegible] পোঃ, (বর্দ্ধমান)।
৩। শ্রী[illegible],—[illegible], কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৪। শ্রীগৌড়ীয় মঠ,—১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা।
৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ,—[illegible], পুরী।
৬। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ,—উড়িয়া বাজার, কটক।
৭। শ্রী[illegible] মঠ,—[illegible], মেদিনীপুর।
৮। শ্রী[illegible] গৌড়ীয় মঠ,—[illegible], কাশী, ইউ, পি।
৯। শ্রী[illegible] মঠ,—[illegible], বৃন্দাবন, মথুরা, ইউ, পি।
[illegible]
১১। শ্রী[illegible] গৌড়ীয় মঠ,—[illegible], কর্ণাল, পাঞ্জাব।
১২। শ্রীমাধ্ব গৌড়ীয় মঠ,—[illegible] রোড, ঢাকা।
১৩। শ্রী[illegible] মঠ,—[illegible], ঢাকা।
১৪। শ্রী[illegible],—[illegible], বাজনাথ পোঃ, বর্দ্ধমান।
১৫। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ,—দুমুরকোন্দা, চিরকুণ্ডা পোঃ, মানভূম।
১৬। শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয় মঠ,—আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী, উড়িষ্যা।

এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণের নিকটও নদীয়া-প্রকাশ প্রাপ্তব্য।

১। শ্রীযুক্ত [illegible] ঘোষ—[illegible] রোড, খুলনা।
২। শ্রীযুক্ত রাধাচরণ গোস্বামী [illegible], কলাবাড়ী কুচবিহার।
৩। শ্রীযুক্ত [illegible] রায় [illegible] গোপাল মল্লিক লেন, কলিকাতা।
৪। শ্রীযুক্ত [illegible] সরকার এম, ডি, ও, ফৈজাবাদ।
৫। মিঃ [illegible] ডি. [illegible] এম, এস, [illegible], কানপুর।
৬। শ্রীযুক্ত [illegible]—[illegible], নদীয়া।
৭। শ্রী[illegible] দাস অধিকারী, নবদ্বীপ।
৮। শ্রী[illegible] মোহন দে—মনমোহন প্রেস, নবাবপুর, ঢাকা।
৯। শ্রী[illegible]নাথ [illegible], ২৪ পরগণা।

অন্যথা না ভজে কৃষ্ণ, দুষ্ট সঙ্গ করে। পুন সেইমত মায়া পাপে ডুবি মরে!

চৈতন্যমঠের গ্রন্থাবলী

শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুর বিরচিত

ভক্তি-গ্রন্থাবলী।

উৎকৃষ্ট কাপড়ে বিলাতী ধরণে বাঁধাই স্বর্ণাঙ্কিত। চতুর্থ সংস্করণ। বিস্তৃতবিষয় সূচীসহ

জৈবধর্ম্ম

বাঁধাই ২৲ দুই টাকা

প্রকাশিত হইয়াছে

সনাতন ধর্ম্মশাস্ত্র বেদ, বেদান্ত, উপনিষৎ গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত, পুরাণ, তন্ত্রাদি সকল গ্রন্থ পাঠ করিবার অবসর অতি অল্প মানবের ঘটিয়া থাকে। অনেকের যোগ্যতা না থাকায় সেই সমস্ত গ্রন্থের মর্ম্ম অবগত হইতে পারেন না। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বাঙ্গালীর এই অসুবিধা দূরীভূত করিবার জন্য এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

বিদ্যালয়ের ছাত্র বা শিক্ষকগণের বিশেষ পাঠ্য, এই হেতু শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টার বাহাদুর ইহা সমস্ত বিদ্যালয়ের জন্য অনুমোদন করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

প্রথম খণ্ড ভিক্ষা ১৲ একটাকা

যুক্তিপূর্ণ শাস্ত্রবাক্য দ্বারা প্রত্যেক মানবের নিত্য কর্ত্তব্য ও অনিত্য সাময়িক কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। গ্রন্থের প্রতি উক্তি সনাতন শাস্ত্রবাক্য দ্বারা সমর্থিত ও প্রমাণিত হইয়াছে। দেহের, মনের ও আত্মার ধর্ম্ম কি? স্বরূপ, বন্ধন, মুক্তি, ধর্ম্ম কি? ইত্যাদি বিষয় ক্রমানুসারে এমন সুন্দরভাবে যুক্তিসহকারে আলোচিত হইয়াছে যে, প্রথম পংক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত পাঠ না করিয়া নিবৃত্ত হওয়া যায় না।

শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ভিক্ষা ৵০

ঐ প্রমাণ খণ্ড ভিক্ষা ৵০

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিহার ও লীলাভূমি নয়টী দ্বীপ-সমন্বিত। এই নয় দ্বীপের প্রাচীন বিবরণ— প্রত্যেক দ্বীপে শ্রীমহাপ্রভুর লীলা—প্রত্যেক দ্বীপের পরিচয়, শ্রীধাম-মাহাত্ম্য—ধামাপরাধ কি? ইত্যাদি বিষয় বিশেষভাবে মনোহর ছন্দে বর্ণিত। পকেট সাইজ প্রায় ১৬০ পৃষ্ঠা।

শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ

উজ্জ্বল ব্রোঞ্জ-ব্লু কালীতে উত্তম কাগজে ছাপা— শ্রীনবদ্বীপধাম দর্শনে ভাবুক দর্শনকারীর কি প্রকার ভাবের উচ্ছ্বাস হয়, তাহা এই গ্রন্থে বর্ণিত। অতি চমৎকার। ভিক্ষা চারি আনা।

শ্রীমনঃশিক্ষা

৷৵০ দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীরূপ গোস্বামী, প্রভু শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভুকে উপদেশচ্ছলে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিচার অতি সুন্দরভাবে বর্ণিত হইয়াছে। ইহা ছাড়া শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদিষ্ট শিক্ষা ও উপদেশ বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-জগতে অভিনব গ্রন্থ !!

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতি-গ্রন্থাবলী :—

শরণাগতি

পকেট সাইজ অষ্টম সংস্করণ ভিক্ষা /০ আনা

দেহ ও মনের চেষ্টা অনিত্যবস্তু লইয়া। ইহা যখন জীব বুঝিতে পারে, তখন একমাত্র নিত্যবস্তু শ্রীভগবানের প্রতি তাঁহার কোন আত্মীয় আবেগময়ী প্রার্থনা হয় এবং শ্রীভগবানে সর্ব্বান্তঃকরণে নিষ্কপটে কি প্রকারে শরণাপন্ন হইতে হয়, ইত্যাদি বিষয়ক প্রাণস্পর্শী প্রার্থনা ও আত্মসমর্পণমূলক গান। দশম সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে

ভিক্ষা প্রতি খণ্ড /০ এক আনা।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা—/০, নবদ্বীপশতক—/০

অর্থপঞ্চক—/০

কল্যাণকল্পতরু

পকেট সাইজ পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা ৴১০

আমরা প্রত্যহ নূতন অভাব ও কামনার বশবর্ত্তী হইয়া পুনঃপুনঃ যে অকল্যাণকে কল্যাণ বলিয়া গ্রহণ করি এবং যাহাকে নিকট কল্যাণ কামনা করি, তিনি যে নিত্য বা যথার্থ কল্যাণ প্রদানে অসমর্থ এবং কোন বস্তু আমাদের নিত্য কল্যাণপ্রদ এবং কি ভাবে আমরা সেই কল্যাণলাভে সমর্থ হইব, এই সকল কথা সরল গানে লিখিত। এই গীতিগ্রন্থ বাস্তবিকই কল্যাণের কল্পতরু; ইনি প্রত্যেককে নিত্যকল্যাণ প্রদানে

শ্রীল চক্রবর্ত্তি ঠাকুরের টীকা সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর কৃত টীকা ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কৃত রসিকরঞ্জন অনুবাদ। টীকাকারের জীবনী, শ্লোক-সূচি, বিষয়সূচি প্রভৃতি বহু প্রয়োজনীয় বিষয় সংবলিত প্রায় ৪২৫ পৃষ্ঠা। উৎকৃষ্ট সিল্কে বাঁধাই ২৲ দুই টাকা, কাগজে বাঁধা ১৷০

শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ-কৃত ভাষ্য সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

কাগজ ও ছাপা উৎকৃষ্ট। সিল্কে বাঁধাই, সোণার জলে নাম লেখা রাজসংস্করণ ২৲ টাকা, সাধারণ সংস্করণ ১৷০, গৌড়ীয়ের গ্রাহকপক্ষে ১৷০

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি (সাম্প্রদায়িক কোষগ্রন্থ)

বিষয়:—১। ভক্তিশাস্ত্রে ব্যবহৃত শব্দাবলীর অর্থ, ২ চারি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের চরিত্র, ৩। বিষ্ণুবৈষ্ণবসম্পর্কিত শ্রীমন্দির ও শ্রীবিগ্রহের বিবরণ, ৪। বৈষ্ণবগ্রন্থ ও গ্রন্থকার সমূহের তাৎপর্য্য ও বিবরণ, ৫। বিষয় বিশেষ লৌকিক ও শাস্ত্রীয় আকরমূলে যাবতীয় তথ্য। চারিখণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ১ম খণ্ড ৮৷০, ২য় খণ্ড ৸০, ৩য় খণ্ড ৸০, ৪র্থ খণ্ড ৷৵০, চারিখণ্ড একত্রে ৩৲ (৫ম খণ্ড যন্ত্রস্থ)।

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ—১ম খণ্ড ১৲ এক টাকা। ২য় খণ্ড ১৲ এক টাকা—শ্রীমদ্ভাগবতের গ্রাহক ও গৌড়ীয় গ্রাহকগণ ১৷০ টাকায় দুইখণ্ড পাইবেন। বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীজীব গোস্বামিপাদের রচিত গ্রন্থ। ইহাই ষট্‌সন্দর্ভের অধিক প্রয়োজনীয় অংশ। প্রায় ৩ খণ্ড ডবল ক্রাউন ৮ পেজী ৬৪ পৃষ্ঠা আকারে মুদ্রিত হইতেছে।

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য সঙ্কলিত

সদাচারস্মৃতিঃ

ভিক্ষা /০ মাত্র

গৌড়ীয়

মদন মঞ্জরী

রেজেষ্টারীকৃত

বটিকায় স্বপ্ন ও ধাতুবিকার, ইন্দ্রিয়শক্তির হ্রাস, প্রস্রাবে শুক্রপাত, সহজমেহ, মাথা ঘোরা, বুক ধড়ফড়ানি, অনিদ্রা প্রভৃতি লক্ষণ সত্বর নির্দ্দোষ আরোগ্য হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ৩০ বটী ১৲ এক টাকা।

"নপুংসকারি ঘৃত"

পুরুষত্বহানি যে কোন কারণেই হউক আরোগ্য করিয়া শক্তিসম্পন্ন করে। মূল্য ২ তোলা ১৲ টাকা।

"রমণীবিলাসিনী বটিকা"

বীর্য্যধারণ করত সম্ভোগশক্তি স্থায়ী ও বৃদ্ধি করিতে অত্যাশ্চর্য্য। মূল্য ১৬ বটী ১৲ এক টাকা।

রাজবৈদ্য নারায়ণজী, কেশবজী

১৭৭নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

কুমার-ভোগ—বর্ণ ও রূপলাবণ্য অচিরেই স্বল্প রোগমুক্ত হইয়া মোটা হয়। ইহা সেবনে শিশুরা শীঘ্র হৃষ্টপুষ্ট হইবে, তাহাদের স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধি ও যকৃতের ক্রিয়া ভাল হয়—দন্তোদ্গমের সময় কোন কষ্ট হয় না। খাইতে মিষ্ট। মূল্য প্রতি শিশি এক টাকা, মাশুল ।৵০ আনা।

নারোল (Narhol)—ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা, ডেঙ্গু, বাতজ্বর, প্রভৃতির শ্রেষ্ঠ ঔষধ। আনুষঙ্গিক, সর্দ্দি, কাশি, ব্রঙ্কাইটিস্ (Bronchitis), গা-গাথা ও বুকের ব্যথা প্রভৃতি (অদ্বিতীয়) মন্ত্রের মত ভাল হয়। ৮০ বটিকার শিশি ৷০, মাঃ ।৵০ আনা।

দাদ সোপ তিন শিশি মাশুল সমেত ১৲

ডাঃ ৺নন্দলাল বসাক

দাদ-সোপ

কাপড়ে কোনরূপ দাগ লাগে না।

ক্যালকাটা ফার্ম্মেসী

৩ শিশির কম মূল্যে ভিঃ পিঃ হয় না।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (প্রাচীন নবদ্বীপ) নদীয়া।

পর-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

এখানে আহার এবং বাসস্থান দিয়া বিদ্যার্থিগণকে বিভিন্ন শিক্ষণীয় বিষয় শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। অনেক ছাত্র ইতোমধ্যেই আসিয়া পাঠ আরম্ভ করিয়াছেন। বর্ত্তমান বর্ষে সকল ছাত্রই গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন!

প্রধান অধ্যাপক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রচন্দ্র কাব্য-ব্যাকরণ-সাংখ্য-বেদান্ত-ষড়দর্শন-তীর্থ, সাংখ্যভূষণ, বেদান্তরত্ন, সাহিত্যশাস্ত্রী, সুদর্শনবাচস্পতি।

অধ্যাপক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গৌরদাস ব্রহ্মচারী ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীধাম মায়াপুর পরবিদ্যাপীঠ, (নদীয়া)

বেদনাঞ্জন শ্রেষ্ঠরত্ন

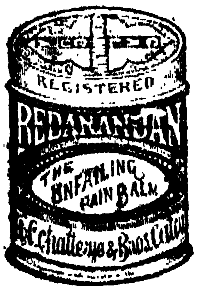

কলিকাতা কংগ্রেস একজিবিসন হইতে বহু প্রশংসা প্রাপ্ত ও বহু গণ্যমান্য ভদ্রমহোদয়গণ কর্ত্তৃক প্রশংসিত।

আজকাল বাজার-চলন মিশ্রিত ও বিষাক্ত আহার্য্য সেবনে শরীরের রক্ত স্বতঃই দোষিত হইয়া পড়িতেছে। রক্তই মানব-দেহের শ্রেষ্ঠ উপাদান, এই রক্ত দোষিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মানব বাত, বেদনা, মাথাধরা, মাথা-ঘোরা, দৃষ্টিশক্তির হ্রাস, দাঁতের গোড়া ফুলা, দাঁত কনকনানি, দাঁতে পোকা এবং খোস, চুলকানি প্রভৃতি কষ্টদায়ক চর্ম্মরোগে আক্রান্ত হইতেছে। যদি আপনি একান্তই ব্যাধিমুক্ত হইতে চান, তাহা হইলে অযথা টাকার অপব্যয় না করিয়া অল্প ব্যয়ে এক শিশি বেদনাঞ্জন ক্রয় করিয়া ইহার কার্য্যকারী-শক্তি উপলব্ধি করুন। গুণের তুলনায় মূল্য অতি সামান্য, এক শিশি ।৶০ আনা মাত্র মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান—এ, সি, চাটার্জ্জী এণ্ড ব্রাদার্স।

৪৫নং চালকাটি লেন, মালাকা কলিকাতা।

সকল মণিহারী দোকানে ও বড় বড় ডাক্তার খানায় পাওয়া যায়।

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

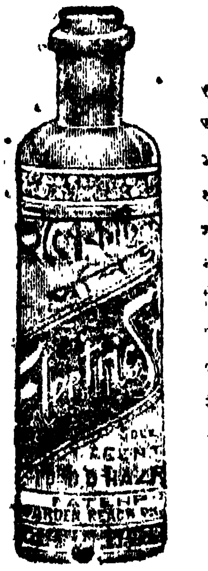

যদিও অদ্যাপি প্রকৃত মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য, তথাপি যাঁহারা নানাবিধ অনিয়মিত উপায়ে অপরিমিত শক্তি নষ্ট করিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন এবং নানা প্রকার মেহ, প্রমেহ ধাতুদৌর্ব্বল্য, স্নায়বিক দুর্ব্বলতা, বহুমূত্র, দুঃস্বপ্ন, পারদ-সংক্রান্ত পীড়া, অর্শ এবং স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে যাহারা বাধক, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, কাকবন্ধ্যা, শ্বেত ও রক্তপ্রদর, হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি রোগে ভুগিয়া জীবনে নিরাশ হইয়াছেন, তাঁহারা আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটাল সাহেবের আবিষ্কৃত ইলেক্‌ট্রিক সলিউসন ব্যবহার করিয়া বাঁচিতে পারেন, তাহার শত সহস্র প্রমাণ প্রতি বৎসরেই পাওয়া যাইতেছে। যাঁহারা অন্যান্য বহুবিধ ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরোগ্য হইতে পারেন নাই, তাঁহারা একবার এই ঔষধটী ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক মাসের ব্যবহারোপযোগী এক শিশি ঔষধ ডাকমাশুল সহ ১॥০ টাকা মাত্র।

সোল এজেণ্ট—ডাঃ ডি, ডি, হাজরা।

ফতেপুর, গার্ডেনরিচ পোষ্ট, কলিকাতা।

ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

অধ্যক্ষ,
শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম, এ, এফ, সি, এস (লণ্ডন)
ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক

(প্রফেসার)

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ বিশুদ্ধ ও শাস্ত্রমতে নিজ তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হয়। পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ক্যাটালগ পাঠান হয়। রোগের বিবরণ জানাইলে যত্নপূর্ব্বক ব্যবস্থা দেওয়া হয়। চিঠি পত্রাদি সম্পূর্ণরূপে গোপন রাখা হয়।

মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দুর)

(বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৪৲ টাকা

উৎকৃষ্ট স্বর্ণ, পারদ ও আমলাসার গন্ধক দ্বারা যথাশাস্ত্র প্রস্তুত।
নিত্য প্রয়োজনীয় সর্ব্বরোগনাশক মহৌষধ।

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৩৲ টাকা

উৎকৃষ্ট কাশীর আমলকী, বংশলোচন প্রভৃতি যাবতীয় উপাদানে পূর্ণ মাত্রায় যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। কফ, কাসি, সর্দ্দি, যক্ষ্মা, ক্ষয়রোগ, হৃদরোগ প্রভৃতি রোগের মহৌষধ। সর্ব্বপ্রকার দুর্ব্বলতা নাশক অতিশয় পুষ্টিকর মহৌষধ বা খাদ্য বিশেষ।

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬৲ টাকা

ইহা সেবনে ধাতুদৌর্ব্বল্য, শুক্রহীনতা, স্বপ্নদোষ, প্রমেহ ও ধ্বজভঙ্গ সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায়। ইহা অপরিসীম আনন্দদায়ক রসায়ন।

অবলাবান্ধব যোগ

প্রদর, বাধক প্রভৃতি জরায়ুদোষ ও যোনিগত দুরারোগ্য রোগের মহৌষধ

মূল্য—১৬ মাত্রা ২৲ টাকা। ৫০ মাত্রা ৫৲ টাকা মাত্র

বিশুদ্ধ জল! ভয় নাই! বিশুদ্ধ জল!!

লক্ষ্মী টিউব-ওয়েল কোং

২০৫নং নবাবপুর, ঢাকা

বর্ত্তমান-যুগের নব-আবিষ্কৃত যন্ত্রপাতিদ্বারা উন্নত বৈজ্ঞানিক-খনন-প্রণালীতে নলকূপ (*Tube well*) নির্ম্মাণ করা হয়। বঙ্গের লাট বাহাদুর, প্রাইভেট সেক্রেটারী, জিলা-ম্যাজিষ্ট্রেট, জিলা-বোর্ডের চেয়ারম্যান, ইঞ্জিনিয়ার, জমিদার, তালুকদার, প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত ভদ্রমহোদয়গণ এই কোম্পানীর কার্য্য দেখিয়া প্রশংসা করিয়াছেন। রাসায়নিক পরীক্ষায় জল বিশুদ্ধ না হইলে মূল্য গৃহীত হয় না। বিস্তৃত বিবরণের জন্য পত্র লিখুন।

বিনামূল্যে বিনামূল্যে

বিতরিত

সাড়ে তিন হাজার "কামশাস্ত্র" গ্রন্থখানি চৌদ্দ লক্ষের উপরে বিতরিত হইয়াছে। উহা পাঠে মানবের পরিণাম ফলাফল জানা যায়।

এই পুস্তক যিনি লিখিয়াছেন, তিনিই "আতঙ্কনিগ্রহ বটিকা"র আবিষ্কর্ত্তা। এই বটিকা দুর্ব্বলকে সবল করে এবং সবল ব্যক্তিকে অটুট ও অক্ষয় রাখে। বত্রিশ বটিকা পূর্ণ প্রতি কৌটার মূল্য ১৲ টাকা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান:—আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়।

২১৪নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মনোমোহন প্রেস

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা

পূর্ব্ব বাঙ্গালায় সুলভে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত
বৈদ্যুতিক মেশিনে দিবারাত্র কাজ চলিতেছে
বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,
৯০নং নবাবপুর, ঢাকা।

শ্রীমায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—শ্রীবিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

স্থানীয় সংস্করণ

Registered No. C 1544

বিজ্ঞাপনের হার

প্রতিবারে
প্রতি লাইন ১
প্রতি কলম ৬
অর্দ্ধ কলম ৩।০
সিকি কলম ২
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

[illegible]

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার। নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র।

৪র্থ খণ্ড] সম্পাদক—প্রত্নবিদ্যালঙ্কার শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী [১৭৮ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্য মঠ, শ্রীধাম মায়াপুর—১০ই আশ্বিন বৃহস্পতিবার ১৩৩৬, ২৬শে সেপ্টেম্বর ১৯২৯

শ্রীধাম মায়াপুর ডাকঘর

গত ১লা জুন হইতে শ্রীধাম মায়াপুর পোষ্ট অফিস খোলা হইয়াছে। বঙ্গদেশের পোষ্টমাষ্টার জেনারেল বাহাদুর শ্রীধাম মায়াপুর ডাকঘর হইতে নদীয়া-প্রকাশ ভারতের সর্ব্বত্র প্রেরণ করিবার আদেশ দিয়াছেন।

ম্যানেজার, "নদীয়া-প্রকাশ"

পোঃ আঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

শ্রীধাম মায়াপুরের যাবতীয় পত্র বুকপোষ্ট রেজিষ্টারী মণি-অর্ডার প্রভৃতি ডাকে পাঠাইতে হইলে, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া ঠিকানায় লিখিবেন।

কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত

সাপ্তাহিক

গৌড়ীয় পত্র।

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রতি শনিবারে প্রকাশিত হয়।

অগ্রিম বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩ দিলে বৎসরে ৫০ সংখ্যা প্রাপ্ত [illegible]
ষাণ্মাসিক ১৷০ ; সাপ্তাহিক /০

সর্ব্বদা গ্রাহক হওয়া যায়।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

দুইখণ্ডে সমগ্র গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছে। ক্রটী প্রভৃতি ছাপা হইতেছে।
[illegible] ভিক্ষা ১৷০

রোগী দেখিবার সময়ঃ—
প্রাতেঃ—৬টা হইতে ৯টা,
বৈকালে—৩টা হইতে ৬টা পর্য্যন্ত

বিনামূল্যে ! ! বিনামূল্যে ! !

ডাক্তার-বি, ডি, কুণ্ডুর

সর্ব্বত্র এজেন্ট আবশ্যক। পত্র লিখুন।

কলিকাতা [illegible] দিবা রাত্রি ঔষধ পাওয়া যায়।

আবিষ্কৃত ও গভর্ণমেণ্ট রেজেষ্টারীকৃত

১। কুণ্ডুর সোডা স্পেসিফিক—[illegible] অজীর্ণ, [illegible] প্রত্যেক গৃহে রাখা প্রয়োজনীয় ঔষধ—প্রতি শিশি ১ এক টাকা মাত্র।

২। চর্ম্ম-কিনার মিক্‌চার—ম্যালেরিয়া জ্বরে এক শিশিতে সম্পূর্ণ আরোগ্য। [illegible] বড় শিশি ১ এক টাকা মাত্র।

৩। গণোরিয়া স্পেসিফিক—[illegible] কেন, এক শিশিতে আরোগ্য। এক শিশি ১ এক টাকা মাত্র।

[illegible]

১। [illegible] ২। [illegible] ৩। জিহ্বা স্পেসিফিক—[illegible] ৪। [illegible] ৫। [illegible] রেমিডি [illegible] ডাকমাশুল স্বতন্ত্র।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :— আরোগ্য না হইলে মূল্য ফেরত। [illegible] ঔষধ পাঠান হয়। এক কালীন দশ টাকার ঔষধের অর্ডার পাইলে, স্বতন্ত্র কমিশন দেওয়া হয়। [illegible]

সোল এজেণ্ট :—

দি এলোপ্যাথিক ড্রাগ ষ্টোরস্

ডাক্তার বি, ডি, কুণ্ডু

[illegible] কলিকাতা।
টেলিফোন নং [illegible]

কর্ণানন্দকারঃ কেচিৎ, কেচিৎ জগদানন্দকাঃ। বয়ন্তু হরিদাসানাং পাদত্রাণ ক্ষমাঃ॥

নানা কথা

কুষ্টিয়ায় খানাতল্লাস

২১শে সেপ্টেম্বর পুলিশ কুষ্টিয়ার [illegible] পত্রের আফিসে, ঐ পত্রের ছাপা খানায় এবং কংগ্রেসের ভূতপূর্ব সেক্রেটারী শ্রীযুত [illegible] গৃহে খানাতল্লাস করিয়াছেন। এই সকল স্থান হইতে পুলিশ কতক কাগজ পত্র লইয়া গিয়াছেন। এ যাবৎ কাহাকেও গ্রেপ্তার করা হয় নাই।

কুলিয়ার কলেরা ও বেরি বেরি

কুলিয়া সহর নবদ্বীপে কলেরা ও বেরি বেরি নামক ভীষণ রোগের বিশেষ প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। সহরবাসী অনেকেই সহর ছাড়িয়া অন্যত্র গমন করিতেছেন। সকলেরই এসময়ের আহার বিষয়ে খুব সাবধানতা অবলম্বন করা আবশ্যক, রাস্তা ঘাটের অবস্থা বড়ই খারাপ। উভয় পার্শ্বে ড্রেনের গন্ধে প্রাণ ওষ্ঠাগত হইয়া উঠে। [illegible] বিভাগের কর্তৃপক্ষগণের [illegible] মনোযোগ আরও হওয়া আবশ্যক।

বিবাহ আইন পাশ
বিলের পক্ষে ৬৮ ও বিপক্ষে ১৪ ভোট

গত ৭ই আশ্বিন সোমবার শিমলা ব্যবস্থা-পরিষদে সর্দা বিবাহ-বিল পাশ হইয়া গিয়াছে। ঐ বিলের পক্ষে ৬৮ এবং বিপক্ষে মাত্র ১৪টী ভোট [illegible] পরিষদের অন্যতম সদস্য শ্রীযুত [illegible] বিল সমর্থন করিয়া [illegible] বক্তৃতা করিয়াছিলেন।

কৌতূহল-নিবৃত্তি কিসে হয়

[illegible] কাগজওয়ালা মহাশয় [illegible] আমদানী [illegible] করিতে [illegible] উৎকট কৌতূহল প্রকাশ করিয়াছেন [illegible] আদর [illegible] চাতুর্য্যশালী মঠবাসী [illegible] উপলব্ধি [illegible] কটাক্ষ করিয়া [illegible] করিতে হইত না। [illegible] গভীর উৎকট রূপে প্রকাশ [illegible]। কাগজওয়ালা মহাশয়ের [illegible] দিকে [illegible], কে আছে? [illegible] আদর [illegible] হইবে।

শ্রীধাম মায়াপুর যাত্রিগণের দ্রষ্টব্য

গত ১লা সেপ্টেম্বর হইতে পূর্ববঙ্গ রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ শান্তিপুর-নবদ্বীপঘাট লাইনে নিম্নলিখিতভাবে সময়ের তালিকা পরিবর্ত্তন করিয়াছেন।

শান্তিপুর হইতে নবদ্বীপঘাট

শান্তিপুর	কৃষ্ণনগর ঘাট	মহেশগঞ্জ	নবদ্বীপঘাট
৫-৩৯	৬-৪৪	৭-০৬	৭-৩৭
৯-২৫	১০-৩০	১১-১০	১১-১৯
১২-২৫	১-৩০	২-১০	২-১৯
৪-৪	৫-১৪	৫-৫৫	৬-২
৭-৬	৮-১১	৮-৫১	৯-০

নবদ্বীপঘাট হইতে শান্তিপুর

নবদ্বীপঘাট	মহেশগঞ্জ	কৃষ্ণনগর ঘাট	শান্তিপুর
৫-৩৭	৫-৪৮	৬-৪৭	৭-৩২
৯-২৫	৯-৩৬	১০-৩৫	১১-২০
১২-১০	১২-২১	১-২০	২-৫
৩-২২	৩-৩৩	৫-২০	৬-৬
৬-৫৫	৭-৬	৮-৮	৮-৫০

আসামে মহাপ্রভুর কথা

[illegible] মাষ্টার [illegible] শ্রীযুক্ত নিমানন্দ [illegible] বি, এ, বি, টি মহোদয় শ্রীভগবান্ গৌরসুন্দরের [illegible] প্রেমধর্ম্মের কথা আসাম প্রদেশে [illegible] প্রচার করিতেছেন জানিয়া আমরা বড়ই সুখী হইলাম। তাঁহারই বিশেষ [illegible] শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণব রাজ সভার [illegible] গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়িক সংরক্ষক আচার্য্য [illegible] শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ গত [illegible] আসাম প্রদেশে শুভবিজয় করিয়া গোয়ালপাড়া, ধুবড়ী, গৌহাটি প্রভৃতি অঞ্চলে শ্রীভগবান্ গৌরসুন্দরের শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত বাণী প্রচার করিয়াছিলেন। শ্রীল প্রভুপাদের শুভাগমনের পর হইতে বহু আসামবাসী গৌরকথা শুনিবার জন্য উৎসাহান্বিত হইয়াছেন। গত গৌড়ীয়মঠের [illegible] বহু আসামবাসী উৎসবে যোগদান করিয়া [illegible] হরিকথা শ্রবণ করিয়াছেন এবং [illegible] আত্মোৎসর্গও করিয়াছেন। আমরা আসামবাসীর গৌরকথায় প্রীতি লক্ষ্য করিয়া বড়ই আনন্দ লাভ করিতেছি।

বোম্বাইয়ে কাকের মোড়ক

বোম্বাই সহরের [illegible] কাকের [illegible] আক্রান্ত হইয়াছে। আবার ঐ [illegible] প্রাঙ্গণে আক্রান্ত কাক- [illegible] কাকদের ঐ রোগের বিশেষজ্ঞ [illegible] পারা [illegible]। পরে [illegible] হইয়া তাহার [illegible]।

নারী নিগ্রহ

আজকাল এমন সংবাদ-পত্র দেখা যায় না, যাহাতে নারী-নির্য্যাতনের কথা নাই। এই দুর্নীতিপর কামাচার দমন করিবার জন্য দেশবাসিগণের কোন আন্তরিক চেষ্টাই দেখা যায় না। নারী-নিগ্রহ বিষয়ে যে কেবলমাত্র পুরুষগণই দোষী, তাহাও সম্পূর্ণরূপে বলা চলে না। নারীগণও তাঁহাদের মাতৃত্বের দাবী অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিতেছেন না বলিয়াই পুরুষেরা তাঁহাদের প্রতি পাশবিক অত্যাচারে প্রবৃত্ত হয়। ধর্ম্মক্ষেত্র ভারতবর্ষে বহু বিদেশীয় ফ্যাসান প্রবেশ করিতেছে, তাহাতে অধর্ম্মের তাণ্ডব পরিলক্ষিত হইতেছে। আমরা একদল আধুনিকতার পক্ষপাতী হইয়া প্রাচীনতাকে একেবারেই বাতিল করিতে চাই। প্রাচীনতার সহিত আধুনিকতার সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া চলিতে চাহি না বলিয়াই আমাদের আত্মসম্মানকে দিন দিন ধ্বংসের পথে অগ্রগামী করাইয়া দিতেছি। নারীগণও প্রাচীনতা ছাড়িয়া নব্য ফ্যাসানের পক্ষপাতী হইতেছেন, আমরা তাহাতে তাঁহাদের মাতৃত্ব ক্ষুণ্ণ হইতে লক্ষ্য করিতেছি। কুলটার ন্যায় হাব ভাব পুরুষের চিত্তে স্বভাবতঃই কাম-ভাবের সৃষ্টি করে, কিন্তু সতী-সাধ্বীর উচিত আচার ব্যবহার পুরুষের তাদৃশ ভাবোদয়ের পরিপন্থী হয়, তাহার নিকট হইতে মাতৃত্বের সম্মান দাবী করে।

ধর্ম্মালোচনার অভাব মানুষকে যে ক্রমশঃ পশু অপেক্ষাও অধম করিতেছে, তাহা আজও দেশবাসীর আলোচনার বিষয় হইতেছে না, ইহাই দুঃখের বিষয়। মানুষ হৃষীকেশের সেবায় রত না হইলে আত্মেন্দ্রিয়তর্পণপর হইয়া কামাদিরিপুর বশীভূত হইবে ইহাতো খুবই স্বাভাবিক। হৃষীক শব্দের অর্থ ইন্দ্রিয়, যেহেতু হৃষীক বা ইন্দ্রিয়ের অধিপতিই হৃষীকেশ। সর্ব্বেন্দ্রিয়-দ্বারে হৃষীকেশের অনুশীলন না হইলেই ব্যভিচার-রত হইতে হইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? উৎকৃষ্ট বস্তুর আলোচনা না করিলে নিকৃষ্ট বস্তুর আলোচনা কিরূপে পরিত্যক্ত হইবে? অথচ তাহার কোন বিশেষ ব্যবস্থাই আমাদের দেশে নাই।

মানুষ ভূমিষ্ঠ হওয়া পর্য্যন্ত তাহার আত্মীয় স্বজন—কাহারও নিকট কৃষ্ণানুশীলনই যে তাহার জীবনের একমাত্র কৃত্য, একথাটী শুনিতে পায় না বা কোন আদর্শও দেখিতে পায় না। অতি শৈশব হইতেই নাস্তিকতা তাহাকে গ্রাস করিতে থাকে, ক্রমে বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহা আরও বীভৎস আকার ধারণ করিয়া মানুষকে অত্যন্ত ঘৃণিত কর্ম্ম করাইতেও পশ্চাৎপদ হয় না। আস্তিকতার আবরণে নাস্তিকতা আরও ভীষণ, তাহা মানুষকে স্বয়ং ভগবান্‌কে পর্য্যন্ত ভোগ করিবারও কুবুদ্ধি প্রদান করে। "তোমার কনক, ভোগের জনক, কনকের দ্বারে সেবহ মাধব; কামিনীর কাম, নহে তব ধাম, তাহার মালিক কেবল যাদব"—এশিক্ষা কোথায়?

সুতরাং পুরুষকে রাজদ্বারে দণ্ডিত করিলেই তাহার কামবাসনা দূর হইবে না—নারী-নির্য্যাতন কমিবে না। দেশহিতৈষিগণ এসকল স্থির ভাবে করিয়া চিন্তা করুন। ধর্ম্মক্ষেত্র ভারতের—শ্রীভগবান ও [illegible] ভক্তভাগবত ও গ্রন্থ-ভাগবতের প্রকট-ক্ষেত্র ভারতের প্রতি ঘরে ঘরে ভগবৎকথার আলোচনা হউক—প্রতিগৃহ ভগবদ্গৃহ হউক—জীবের প্রতি কর্ম্ম স্বেন্দ্রিয়তর্পণপর ভগবৎকর্ম্ম হউক—জ্ঞান ভগবদ্‌জ্ঞান হউক—যোগ ভক্তিযোগ হউক, প্রত্যেক মানব সদ্গুরুর চরণাশ্রয়প্রার্থী হউন, গুরুপাদাশ্রয়ে কৃষ্ণানুশীলনই জীবের জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য হউক, তবেই ভারতের অশান্তি ঘুচিবে—ভারত শান্তিময় হইবে—কাম কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণে রত হইবে—কামবাসনার বীজ-স্বরূপ অবিদ্যা সমূলে উৎপাটিত হইবে। কি স্ত্রী কি পুরুষ সকলেই যাদবকে মালিক জানিলে আর ঘৃণিত কার্য্যে রুচি-বিশিষ্ট হইবেন না। জীব শক্তির একমাত্র পাত্র শক্তিমত্তত্ত্ব শ্রীভগবান্ জানিলে আর ব্যভিচার-স্পৃহা থাকিবে না, নতুবা স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে বিজাতীয় ভাব কখনও ঘুচিবে না—জগৎ ঘৃণিত কামের ক্রীড়াভূমিমাত্র হইবে।

মৌলমেনে প্লেগ

মৌলমেনে প্লেগের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে। বাঙ্গালার গবর্ণর বাহাদুরও উক্ত বন্দরকে প্লেগ-দূষিত বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১০ই আশ্বিন বৃহস্পতিবার—১৩৩৭

ভক্তিপথে বিচার

ভজ্‌ ধাতুর অর্থ সেবা। অতএব ভজন শব্দ দ্বারা সেবাত্মক ক্রিয়াকেই লক্ষ্য করিতেছে। পিতামাতা, ধন-জনাদির সেবা হইতে আমরা অনিত্য কল্যাণকে আবাহন করিতে পারি; কিন্তু নিত্য কল্যাণ সাধন করিতে হইলে শ্রীভগবানের সেবা আবশ্যক। সেই শ্রীভগবান্ তত্ত্বতঃ কি বস্তু, কেমন করিয়া তাঁহার সেবা করিতে হয় এবং সেবকের সহিত তাঁহার কি সম্বন্ধ এই বিষয়ের সম্যক্ জ্ঞান অগ্রেই লাভ করা উচিত। পূর্ব্বে সেব্য-সেবক-সেবা সম্বন্ধীয় সুষ্ঠুজ্ঞান লাভ না করিয়া যদি কেহ ভগবদ্ভজনে প্রবৃত্ত হইতে ইচ্ছা করেন, তিনি যে অজ্ঞাতসারে পরতত্ত্বের সেবা লাভ না করিবেন এ বিষয়ে নিশ্চয়তা কোথায়?

শাস্ত্রেই সেব্য-সেবক-সেবা সম্বন্ধে প্রকৃতজ্ঞান নিহিত আছে; কিন্তু স্বাধীনভাবে শাস্ত্রালোচনায় নিযুক্ত না হইলে আমরা ঐ আলোক লাভ করিতে পারি না। বদ্ধজীবের বুদ্ধিতে ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা ও করণাপাটবরূপ দোষচতুষ্টয় অবস্থিত এবং সেই জন্য মানববুদ্ধির দ্বারা শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে গেলে রজ্জুতে সর্পবোধের ন্যায় প্রকৃত অর্থের স্থানে বিপরীতার্থ গৃহীত হইয়া যায়। শাস্ত্রও অনন্ত বিধায় এক জীবনে অধীত হইবার নহে এবং জীবের অধিকার ভেদে নানারূপ উপদেশে পরিপূর্ণ থাকা হেতু মানববুদ্ধির দ্বারা সমন্বয়ের অযোগ্য। দেখিতে পাওয়া যায় যে সমন্বয়ে অসমর্থ হইয়া অনেকে নাস্তিক ও কুতার্কিক হইয়া গিয়াছেন এবং অন্যান্য সরল-মতি জীবগণকে তাঁহারা কুটবুদ্ধির দ্বারা আকৃষ্ট করত কল্যাণের পথে যাইতে দেন না। সংস্কৃত ভাষায় পূর্ণাধিকার না থাকার জন্য উক্ত ভাষায় লিখিত শাস্ত্রগুলির বাক্যার্থও যখন সাধারণের বিশেষভাবে গ্রহণযোগ্য নহে, তখন লক্ষ্যার্থ যে আদৌ বুঝিতে পারিবেন না ইহা বলা বাহুল্য মাত্র।

নিজ চেষ্টায় শাস্ত্রোজ্জ্বলা বুদ্ধি লাভ করা যায় না বলিয়া শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে লক্ষ্য করত মানবগণকে শিক্ষা দিয়াছেন, 'তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া। উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ॥' এই উপদেশ হইতে আমরা দেখিতেছি যে, শাস্ত্রজ্ঞতা ও তত্ত্বদর্শিতা এই উভয় গুণ যাহাতে বর্ত্তমান, তাঁহারই নিকট হইতে শাস্ত্র কথা শুনিতে হইবে। যিনি শাস্ত্রজ্ঞ কিন্তু আচরণ-শূন্য অতএব অতত্ত্বদর্শী, তিনি আচার্য্য হইবার অযোগ্য। যেহেতু যিনি তত্ত্বদর্শন-হীন, অন্ধ অন্ধকে [illegible] তত্ত্বকথা কি বলিবেন? যিনি লণ্ডন সহরে যান নাই তাঁহার নিকট উক্ত সহরের কথা শ্রবণ করিলে যেমন সম্যক্ জ্ঞান লাভ হয় না, তদ্রূপ অতত্ত্বদর্শীর নিকট তত্ত্বকথা শুনিলেও বিশেষ কোন লাভ হইবার নহে, বরং বিপরীত ধারণা বদ্ধমূল হইবার সম্ভাবনা, যাহা পরিত্যাগ করিতে বিশেষ কষ্ট পাইতে হয়।

[illegible] তদ্রূপ শাস্ত্রজ্ঞ ও তত্ত্বদর্শী আচার্য্যের সংখ্যাও পৃথিবীতে বিরল ও কল্যাণ-প্রদ। আবর্জ্জনা রাশির ন্যায় প্রচুর পরিমাণে অতত্ত্বদর্শী গুরুর সংখ্যা জগতে পরিদৃষ্ট হয়। অধিকাংশ মানববৃন্দই এই শ্রেণীর গুরুগণের অধীন। বদ্ধজীবের বুদ্ধিতে যে বিপ্রলিপ্সা দোষ আছে তাহার স্বভাব এই যে অন্যান্য জীবকে বঞ্চিত করা এবং সেই জীবের অজ্ঞতা কারণে তাহাকেও বঞ্চিত করা। কাজেই দেখা যাইতেছে যে অতত্ত্বদর্শী গুরুগণকে উক্ত বিপ্রলিপ্সা দোষ আক্রমণ করা হেতু তাঁহারা যে তত্ত্ব জানেন না তাহা বলিতে পারিতেছেন না এবং তত্ত্বজিজ্ঞাসু হইয়া তত্ত্বদর্শী সাধুর নিকট আত্মনিবেদন অসমর্থ হওয়ায় নিজেরা ও উঁহাদের শিষ্যগণ বঞ্চিত হইতেছেন। কূপমণ্ডুক যেমন কূপের বাহিরে জগতের অস্তিত্ব স্বীকার করে না তদ্রূপ অতত্ত্বদর্শী গুরুবৃন্দ ও তাঁহাদিগের শিষ্যসমূহ অন্য কথা শুনিতে চাহে না এবং কাহাকেও শুনিতে দিতে চাহে না। [illegible] অসার তত্ত্বজ্ঞানহীন কথাগুলিকে, সাধুবেশধারী বকের ন্যায় এক সম্প্রদায় [illegible], জগতে প্রচার করিবার অভিপ্রায়ে উত্তেজিত থাকেন। যিনি ইহাদের ছলনায় অভিভূত হইয়া যাইবেন, তাঁহার উন্নতির আশা চিরদিনের জন্য অস্তমিত হইয়া যাইবে। অতএব দুঃসঙ্গজ্ঞানে যত্ন সহকারে উঁহাদের সঙ্গত্যাগ, প্রত্যেক মঙ্গলার্থী ব্যক্তিরই কর্ত্তব্য।

শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় বলিয়াছেন যে সাধু, শাস্ত্র ও গুরুবাক্য এই তিনটিতে ঐক্য করিয়া চলিতে হইবে। তাহার অভিপ্রায় যে তত্ত্বদর্শী গুরু কখনও অশাস্ত্রীয় কথা বলিবেন না এবং শাস্ত্র বহির্ভূত সাধুজন অনাদৃত আচরণও করিবেন না। যেখানে গুরু অতত্ত্বদর্শী, সেই স্থলেই আচরণ ও উপদেশ অশাস্ত্রীয় হইতে পারে। অতএব অতত্ত্বদর্শী গুরুর অধীনস্থ শিষ্যবৃন্দকে সতর্ক করাই ঠাকুর মহাশয়ের উদ্দেশ্য। ঠাকুর মহাশয়ের কথায় তাহারা যদি সাধুসঙ্গ ও শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে থাকে, ক্রমশঃ তত্ত্বদর্শী মহাপুরুষের সঙ্গলাভ করিতে পারিবে। নতুবা বিপ্রলিপ্সার দাস হইয়া কূপমণ্ডুকবৎ জীবন অতিবাহিত করা ব্যতীত তাহাদিগের আর গত্যন্তর নাই।

অনেকের ধারণা যে "বিশ্বাসে মিলয়ে বস্তু" এই নীতিটী কিন্তু অন্ধবিশ্বাসকে লক্ষ্য করিয়া প্রযুক্ত হয় নাই। বিচারের পারদর্শিতা অবস্থায় যখন জ্ঞাতব্য আর কিছু বাকি না থাকে, তখন যে চিত্তের স্থিরতা হয় তাহাই উক্ত বিশ্বাস শব্দের লক্ষ্যার্থ। সংশয়যুক্ত অবস্থায় যে মনের সঙ্কল্পাত্মক ভাব বিশেষ, তাহা অন্ধবিশ্বাস [illegible]। সে বিশ্বাস উচ্চ বিচারের পরমুহূর্ত্তে আর স্থির থাকিতে পারে না, কারণ মনের বিকল্প তাহাকে তাড়াইয়া দেয়। অতত্ত্বদর্শী গুরু ঐ অন্ধবিশ্বাসকে যথার্থ বিশ্বাস মনে করে এবং শিষ্যবর্গকে বলিয়া থাকে "[illegible]" [illegible] যে, যাহা তাহারও অন্ধবিশ্বাস মাত্রকে স্বীকার করিতে বাধ্য হয়। যদি কেহ সমদর্শী বাক্য উচ্চ মীমাংসার কথা বলিতে থাকে, তাহা হইলে অন্ধবিশ্বাস লোপ করত উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতে পারে এবং বুঝিতে পারে যে অন্ধবিশ্বাসে বস্তু মিলাইতে পারে না, বরং উহা যথার্থ বিশ্বাসের পথের কণ্টক-স্বরূপ।

বিচারশক্তি মানবেই আছে। পশ্বাদি ইতর জীবনে ঐ বিচার শক্তি না থাকায় উক্ত দেহে ভগবদ্ ভজন হইবার যোগ্যতা নাই। বিচারের দ্বারা অসৎ নিরাস এবং তৎকালে সত্যের প্রকাশ সাধিত হইয়া থাকে অতএব বিচারের আবশ্যক নাই যাঁহারা বলেন, তাঁহারাও বিপ্রলিপ্সা দোষে দুষ্ট এবং অসত্যকে সত্য বলিয়া মনে করিয়া থাকে। বিচার করিলে তাঁহাদের ধারণা পরিবর্ত্তিত হইয়া যায় এবং [illegible] হইয়া পড়ে, তাই তাহারা বিচার করিতে চাহে না ও শিষ্যগণকে করিতে দেয় না। অনাবশ্যক হইলে শাস্ত্রকারগণ কেনই বা তত্ত্ববিচারকে স্থান দিয়াছেন। একটু মাত্র বিচারশীল ব্যক্তি ইহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। অবশ্য শুষ্ক তর্ক পরিত্যাজ্য কিন্তু [illegible] যে বিচার যাহা শাস্ত্রানুমোদিত তাহা ভাল। কবিরাজ গোস্বামী মহাশয় স্পষ্ট বলিয়াছেন, "সিদ্ধান্ত বলিয়া চিত্তে না কর অলস। ইহা হইতে কৃষ্ণে লাগে সুদৃঢ় মানস॥" যেখানে সিদ্ধান্ত উচ্চসীমায় উপনীত সেই স্থানেই পরতত্ত্বের ধারণা সুনিশ্চয় ও অপসিদ্ধান্ত দোষশূন্য। সেই ব্যক্তিই সেব্য, সেবক ও সেবা বিষয়ক যথার্থ জ্ঞান লাভ করিয়াছেন। তাঁহার আর ইতর তত্ত্বের সেবায় লোভ নাই এবং প্রবৃত্তও হইতে হইবে না।

শ্রীমদ্ভাগবতের শ্লোকেও বিচারণপর না হইলে অবিদ্যাবন্ধন মুক্ত হইয়া নিত্য ভক্তি লভ্য হয় না—এই সিদ্ধান্তই দৃঢ় হয়:

শ্রীমদ্ভাগবতং পুরাণমমলং যদ্বৈষ্ণবানাং
প্রিয়ং,
যস্মিন্ পারমহংস্যমেকমমলং জ্ঞানং পরং
গীয়তে
যত্র জ্ঞানবিরাগভক্তিসহিতং নৈষ্কর্ম্যমা-
বিষ্কৃতং
তচ্ছৃণ্বন্ সুপঠন্ বিচারণপরো ভক্ত্যা
বিমুচ্যেন্নরঃ॥

সর্ব্বনাশ

এজগতে কেহই চিরদিন থাকিতে না পারিলেও প্রেয়ঃ-কামী কেহই এই ক্ষণভঙ্গুর সংসার ছাড়িতে চাহে না। অঘটন-ঘটন-পটীয়সী মায়াদেবীর কৃপাপ্রাপ্ত জনগণ এমন ভাবে মোহগ্রস্ত যে তাহারা আপনার বলে এবং অপরকে সংযুক্ত করিয়া আলেয়ার ন্যায় বস্তুর পশ্চাতে ছুটিতেছে। সুতরাং 'সর্ব্বনাশ' কথাটী তাহাদিগের পক্ষে অমঙ্গলজনক।

যে বস্তু আমরা যে বস্তু করিলেও রক্ষিত হয় না আর যাহা নিত্য, তাহা কখনও নাশ হয় না—এ জ্ঞান যতদিন জীবের লাভ না হয় ততদিন সর্ব্বনাশ কথাটী ভীতিপ্রদ হলেও উক্ত জ্ঞানে জ্ঞানিগণের পক্ষে বড়ই আনন্দের। কেননা অনিত্য বস্তুর নাশ যখন অনিবার্য্য তখন সে বিষয় ভাবিবার কিছুই নাই আর সেই বস্তু নিত্য বস্তুর সন্ধানের সাহায্য করে। তাই বুদ্ধিমান জনগণ সর্ব্বক্ষণ নাশরূপ সর্ব্বনাশকে আদরে বরণ করেন।

জাগতিক বিষয়-নাশ জীবের পাপের ফল এবং বিষয়লাভ পুণ্যের ফল। কর্ম্মফলবাধ্য জীব পাপপুণ্যভাক্। সুতরাং কেহ পুণ্যে কেহ পাপে বিষয় ভোগ করিয়া সুখদুঃখ লাভ করিয়া থাকে। কর্ম্মক্ষেত্রে আগত জীবের পুণ্যফলে বহু আয়াস দ্বারা অনিত্য সম্পদ লাভ হইলেও নরকের অতিক্রম-হেতু যে তাহাকে সেই চির অতৃপ্তিকর দুঃখে এবং জীবনেই কারারুদ্ধ হয়।

মহতেরা সাধু সাধারণ জীব নহেন। সাধারণ জীবগণ জগতের সেবা [illegible] নিজভোগ-কামনা [illegible] আগার এই সংসারে [illegible] উচ্চনীচ যোনিতে [illegible] আর সাধুগণ নিত্য-বৈকুণ্ঠে [illegible] নিত্যপ্রভুর-সেবায় নিযুক্ত আছেন। প্রভুর আদেশে পতিত জীবগণকে বহির্ম্মুখতা দোষ হইতে মুক্ত করিয়া নিজ প্রভু-সেবায় নিযুক্ত করেন। সুতরাং সাধারণ জীব পতিত আর আত-

মহান্ সাধু বা ভগবজ্জন পতিতপাবন।

ভ্রান্ত জীবকুল শৃগাল কুকুরভক্ষ্য দেহে 'আমি' বুদ্ধি করিয়া জন্ম, ঐশ্বর্য্য, বিদ্যা ও রূপমদে মত্ত হইয়া ধরণী বক্ষে বিচরণ করে। আবার এই মত্ততা মাত্রায় বৃদ্ধি পাইলে সাধারণ জীবজ্ঞানে অপ্রাকৃতশক্তি পরদুঃখ-দুঃখী পতিতপাবন বৈষ্ণব ঠাকুরকেও নিজের প্রতিদ্বন্দ্বী জ্ঞান করে। কেবল তাহাই নহে জড়-বিষয়ে উদাসীন পুরুষবরকে তুচ্ছ বিষয়লোভে লুব্ধ করিবার চেষ্টা করিতে থাকে। সেই চেষ্টা বিফল হইলে পুনরায় চক্র বিস্তার করিয়া নিজে সাধু সাজিয়া এবং নিজ-মঙ্গলনাশকারী স্তাবকগণের দ্বারা সাধু বলিয়া স্তুত হইয়া রাগদ্বেষ-বিমুক্ত অলৌকিক পুরুষ নিজের সংকত কথা করে। তাহাতে অনেক সময় সেই বৈকুণ্ঠ দূতের ক্রিয়ার প্রতি লক্ষ্য না হইলে ঐ সাধুদ্রোহীর আত্মপক্ষীয় জন্য উচ্চে বিরাজিত বিরাট আকাশের গায়ে নিষ্ঠীবন নিক্ষেপকারী যেমন নিজের নিষ্ঠীবনে নিজেই ভূষিত হন, পর্ব্বত গাত্রে বায়ুপূরিত বল নিক্ষেপকারী যেমন নিজেই আঘাত প্রাপ্ত হয় সাধুগণের ক্ষমাকারী সেইরূপে নিজকৃত কুকার্য্যের নিজেই প্রাপ্ত হন।

আমরা আজ এ প্রসঙ্গে একটী প্রত্যক্ষ ঘটনা নদীয়া-প্রকাশ পাঠক, অনুগ্রাহকগণের নিকট জানাইব। কেন না নদীয়া-প্রকাশ পাঠকগণ স্বভাবতঃই নদীয়া প্রকাশ গৌরহরি ও গৌর-জন-চরণ গৌর-ভক্তগণের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাবান। সাধু চরণে শ্রদ্ধা যেমন জীবের সর্ব্ব অমঙ্গল বিনাশ করিয়া পরম মঙ্গল শ্রীকৃষ্ণ চরণে অপূর্ব্ব রতি প্রদান করে আবার সেই সাধুর চরণে অপরাধ করিলে শ্রদ্ধাবানের শ্রদ্ধা সমূলে বিনাশ করিয়া কেবলমাত্র ভক্তিপথ হইতে চ্যুত করে না—অপরাধ-কলুষ অপরাধীর বাক্ত হইতে জীবিতকালেই বঞ্চিত করিয়া জীবিতাবস্থা কালে অনন্ত যন্ত্রণাময় নরকে চির বসতি নির্দেশ করিয়া দেয়।

কিছুদিন পূর্ব্বে এই বাঙ্গালা দেশের কোন গ্রামে 'ভাগ্যহীন' নামে একজন দরিদ্র জন্ম গ্রহণ করেন। কাঙ্গালের ঠাকুর ভক্ত জাহার নাম জপ ক্রিয়া জীবের ভাগ্য লক্ষ্মীর কৃপায় তিনি সামান্য কিছু ভূসম্পত্তির মালিক হইয়াছিলেন। শৈশব হইতে অতি কষ্টে এক সংসার মধ্য দিয়া জীবন অতি বাহিত করিয়া 'বড় বাবু' হইয়া পূর্ব্ব জন্মের পুণ্য কর্ম্মফলে প্রায় ... নিজ স্বভাবের অসারতা ... তাঁহার জনগণের দুঃখমোচনে দয়া দৃষ্টি ছাড়িতে পারেন নাই।

... সুতরাং ভাগ্যহীন সেই ... বন্ধুবর্গের নিকট হইতে এড়াইতে পারেন নাই। ... লোকে তত্ত্ব ... তাহার প্রশংসাকারী বলিয়া স্তবকার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। 'ভাগ্যহীন' নামে ভাগ্যহীন হইলেও আর এক ভাগ্যবানের ভাগ্যেও অবাধ্য ভাগ্য পাইয়া নিজেকে আর ঠিক রাখিতে পারিলেন না। তখন যদিও তিনি সাধারণ কার্য্যাদিতে প্রত্যহ মনোযোগ করিতেন—সেই সব স্তাবকগণের পরামর্শে সাধারণ জনগণের দ্বারা স্তুত হইবার জন্য, এই ভাবে 'ভাগ্যহীন' ভাগ্যবান হইয়া পরিণাম চিন্তা ভুলিলেন।

সহর নবদ্বীপের নূতন চড়াতে তখন বৈরাগ্যের মূর্ত্ত-বিগ্রহ বৈষ্ণব-সার্ব্বভৌম শ্রীল গৌর কিশোর দাস গোস্বামী মহারাজ ... সেবায় ভৌম লীলা প্রদর্শন করিতেছিলেন। ভাগ্যহীন দেখিলেন—সংসারে মুখে ভাগ্যহীন, হৃদয়ে ভক্ত জনগণ সকলেই যখন তাহার অনুগ্রহ প্রার্থনা করেন তখন নিশ্চয়ই এই বৈরাগী ঠাকুরও আমার আশা করেন। এই ভাবিয়া 'ভাগ্যহীন' একদিন সেই ভাগ্যদাতা ঠাকুরের নিকটে উপস্থিত হইয়া স্বীয় প্রাসাদতুল্য ভবনে যাইবার প্রার্থনা জানাইলেন। সকল বৈরাগীকুল 'চলো ভাই' পাইলেই ... হয়! কিন্তু নিরপেক্ষ সেই মহাজন ভাগ্যহীনের কথায় একমত হইতে পারিলেন না। বরং অপমান স্বীকার ভাগ্যহীনকে সেই 'পাপের পাওয়া' বিষয় ছাড়িয়া একমাত্র নিষ্ঠা নিয়া ভগবানের সেবায় নিযুক্ত হইতে বলিলেন। ভাগ্যহীন মনে করিয়াছিলেন যে যদি আমি বাবাজী মহাশয়কে আমার গৃহে আনিতে পারি তাহা হইলে গৌরসমাজে পূজা ছাড়া ভক্ত সমাজেও আমার পূজার অভাব হইবে না। কিন্তু অপ্রাকৃত প্রাকৃত প্রতিষ্ঠাকে শূকরী-বিষ্ঠা জ্ঞানে পরিত্যাগকারী বৈষ্ণব প্রতিষ্ঠার ... সেই জগদ্গুরু ভাগ্যহীনকে ... হইবার সুযোগ দিলেন না।

সাধুর কৃপা উপলব্ধি করার তাঁহার ... পাপের পরামর্শে নিজের মঙ্গল চিন্তা করিবার অবসর না পাইয়া নিজে অভক্ত থাকিয়া এক ভক্ত সমিতি খুলিলেন। নিষ্কিঞ্চন ভক্তকুল-শেখরের আনুগত্যে উজ্জ্বল সাধুগণ ভগবানের সেবা করেন আর ভজন-বিরোধী কপট লোকগুলি নদীর অন্তরে ভগবদ্ভজনের অভিনয় করিয়া লোককে তুষ্টির জন্য চন্দ্র-চর্চিত দেহে সোনাদি দান গ্রহণ করিয়া উদর-পরায়ণদের দাস হইয়া গেছে।

ভাগ্যহীন ক্রমে ক্রমে সকল সাধু মহতের প্রতিকূল হইলেন। কিন্তু মহাজনের আদেশ—হৃদয়ে ধারণ করিতে পারিলেন না। আবার বন্ধুদের বিশেষ আগ্রহ করিলেন না বলিয়া উঁহাদিগকে দিবসেও সহস্রাধিক দ্বারা নিজ অপমান করিতে দ্বিধা বোধ করিতেন না।

শ্রীচৈতন্য-মনোঽভীষ্ট প্রচারকারী শ্রীচৈতন্য শক্তিধর মহাজন ঠাকুর ভক্তিবিনোদ প্রভু জগতে আবির্ভূত হইয়া প্রভুর কার্য্য লুপ্ততীর্থ উদ্ধার, শ্রীবিগ্রহের সেবা-প্রতিষ্ঠা, শাস্ত্র-প্রচার ও নামপ্রেম প্রচার আরম্ভ করিলেন। ভাগ্যহীন তখন সেই সেবাকার্য্যে প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্য নিযুক্ত করিবার সুযোগ পাইলেন না। বরং শ্রীচৈতন্যপার্ষদের বিরুদ্ধে নিজ অচৈতন্য শক্তির হাওই বাজীর বড়াই দেখাইতে আরম্ভ করিলেন।

বিদ্বেষ

সর্ব্বদা পবিত্র-চরিত্র পতিতপাবন বৈষ্ণবঠাকুর বিদ্বেষীর প্রতি উপেক্ষারূপ কৃপা প্রদর্শন করিলেও ভক্তপ্রাণ ভগবান মহতের অতিক্রম দর্শন করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিলেন না। ভাগ্যহীনকে দেওয়া সম্পত্তি তিনি গুটাইয়া লইয়াছেন। ভাগ্যহীন আজ সর্ব্বস্ব হারাইয়া পরাবস্থায় আসিলেও দূরে দূরে অবস্থানকারী স্তাবকগণের স্তুতিমন্ত্রে সজীব হইয়া এখনও নিজের দুর্দশার কথা না ভাবিয়া নিজেকে পূর্ব্বের ন্যায় ধনী ও সম্মানী মনে করিতেছেন। স্তাবকগণ ও তাহার স্বজনগণ নিজেরা ধনী হইলেও ভাগ্যহীনের শেষ সংকিঞ্চিতেরও লোভ ছাড়িতে পারিতেছেন না।

ধাম, নাম, বিগ্রহ, শাস্ত্র ও সাধু-বিদ্বেষিগণের মধ্যে ভাগ্যহীন জড়িত হইয়া পড়িয়াছেন। সুতরাং মায়াবাদী স্মার্ত্তগণ, নামাপরাধী নামবিক্রয়ী জনগণ, বিগ্রহ-ব্যবসায়িগণ, শাস্ত্র-ব্যাখ্যা-ব্যবসায়ী ও ধর্ম্মধ্বজী সাধু বেশধারী অসাধুগণসহ ভাগ্যহীন সত্য বস্তুর বিরুদ্ধে প্রাণপণে কার্য্য করিতেছেন।

অপরাধের সীমা অতিক্রম করিয়া চলিয়াছে দেখিয়া যে দিন শ্রীভগবান এক মুহূর্ত্তের মধ্যে ... নিজেকে বাঁচাইতে প্রাণ বাঁচাইবার সুযোগ দিয়াছেন। প্রাণ বাঁচাইবার উদ্দেশ্য—আরও অনেক লাঞ্ছনা গঞ্জনা পাইবার জন্য।

এই সব দেখিয়া আমাদের প্রাণে বড়ই ভয় হইয়াছে। আবার একদিকে শ্রীভগবান কৃপা করিয়া এই আদর্শ দেখাইয়া আমাদিগকে মহতের পাদপদ্মে অপরাধী না হইবার সুযোগ দিতেছেন, কেননা ভাগবত বলেন—

আয়ুঃ শ্রিয়ং যশো ধর্ম্মং লোকানাশিষ

এব চ।

হন্তি শ্রেয়াংসি সর্ব্বাণি পুংসো

॥ মহদতিক্রমঃ॥

কলিতে হরিনামই— একমাত্র গতি !!

(১)

—*×*—

সংসার কর্ম্মক্ষেত্রে কর্ত্তব্য সম্পাদন, আত্মোন্নতি, ঐহিক পারত্রিক শান্তি লাভেই মানবজীবনের সার্থকতা! এই শান্তি লাভ করতে হ'লে একমাত্র শ্রীভগবানে নির্ভর করে অনাসক্ত চিত্তে কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পাদন এবং ধর্ম্মপথে বিচরণপূর্ব্বক সেই প্রেমময়ের প্রেমলাভ ব্যতীত কস্মিন কালেও প্রকৃত শান্তিসুখলাভ ঘটতে পারে না। সংসারের কামনা বাসনাকে পরিত্যাগ না করলে, মায়ামোহের বন্ধন উন্মোচন করতে না পারলে, দুর্ল্লভ মানব জন্ম লাভ করে জীবনের প্রধান লক্ষ্য চিৎতত্ত্বের স্ব-স্বরূপে স্থিতি বা আত্মস্বরূপ লাভের জন্য আত্মোন্নতির পথে প্রধাবিত না হ'লে ধর্ম্মপথে থেকে শ্রীভগবদ্ভজনে রত না হ'লে—ভারতে জন্ম প্রাপ্ত এ জীবনের মূল্য কি?

"কৃষ্ণের কৃপায় জন্ম করিয়া গ্রহণ।

সেই জন নাহি ভজে গোবিন্দ চরণ॥

অশেষ বিড়ম্বিত হইয়াছে সেই।

ভারতে কৃষ্ণের পদ ভজে নাক যেই।"

স্থিরচিত্তে চিন্তা করলে আমরা বুঝতে পারি যে সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর এই ত্রিযুগের সাধনপন্থা অতীব কঠোর ছিল। সত্যযুগে ধ্যানাদি কৃচ্ছ্রসাধনের দ্বারা শ্রীভগবানকে প্রাপ্তির পন্থা হ'য়েছিল; ত্রেতাযুগে যজ্ঞাদি ক্রিয়া প্রভৃতি দান দ্বারা জীব ভগবানকে জানবার উপায় পেয়েছিল; দ্বাপরে অর্চ্চনাদি সেবা ও ব্রতের দ্বারা জীব ভগবানকে লাভ করবার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু এই কলিতে শ্রীশ্রীহরিনাম সংকীর্ত্তন ব্যতিরেকে কলিহত অশক্ত জীবের নিস্তারের আর উপায় নেই! শাস্ত্র বলেন,—

"হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্;

কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব

গতিরন্যথা॥"

(বৃহন্নারদীয় পুরাণ)

কলিযুগের দুঃখদারিদ্র্য ও পাপভারবাহী অল্পায়ু মানবের জন্য সর্ব্বকারণ কারণ পরমকারুণিক শ্রীভগবান্ সাধন পথ অতি সহজ সরল করে দিয়েছেন। একমাত্র অদ্বয়জ্ঞান ব্রজেন্দ্রনন্দন ভগবান শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের মধুর শ্রীনাম গান-কীর্ত্তনই প্রধান সাধন বা ভজন। একমাত্র নামেই সর্ব্বশক্তি নিহিত।

তথাহি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে যথা,—

"ধ্যান, যজ্ঞ, যোগ, জ্ঞানে যত শক্তি ছিল।

সব হরিনামে কৃষ্ণ স্বয়ং সমর্পিল॥"

যখন সংসারে পাপাসক্ত জীব কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখ হ'য়ে ধরাকে 'সরা' জ্ঞান করে ঘোর নাস্তিক হ'য়ে উঠেছিল, যখন ধর্ম্ম-জগতে শাস্ত্রতাৎপর্য্য-অনভিজ্ঞ সাধকেরা বিষম বিভ্রাটের সৃষ্টি করে তুলেছিল; যখন অসুরগণ কর্ত্তৃক ধার্ম্মিক ভক্তগণ নিপীড়িত, যখন উহাদের অত্যাচারে জগৎ কম্পিত হয়ে উঠেছিল, যখন আসুরিক-ধর্ম্মাশ্রয়কারী মনোধর্ম্মীদিগের প্রবল বাত্যায় 'ভক্তি ধর্ম্ম' বিপদাপন্ন হয়ে পড়েছিল, যখন জীব চেতন-ধর্ম্ম পরিত্যাগ করে জড়-ধর্ম্মে আকৃষ্ট হয়ে উঠেছিল,—তখনই জীবের দুঃখে দুঃখিত বিশ্বের একমাত্র গৌরব-রবি জগতের সর্ব্ব-কোলাহল-নিরাসক বিশ্বপাবন ভক্তাবতার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তন হেতু ভক্তরূপে প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হয়ে গোলোকের তারক-ব্রহ্ম নাম—হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে, হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে" ভক্তসমাজে প্রচার করে সমস্ত জগৎকে সেই নাম প্রেম-বন্যাতে ভাসাইয়াছিলেন, যুগ ধর্ম্ম প্রবর্ত্তক গৌর সুন্দর—জড়ধর্ম্মী, মনোধর্ম্মী, মায়াবাদী, চিজ্জড়-সমন্বয়বাদী ভোগী, ত্যাগী, যোগী, জ্ঞানী, ব্রহ্মচারী, গৃহী, বনচারী, সন্ন্যাসী, ভক্ত, অভক্ত, ধর্ম্মী অধর্ম্মী কর্ম্মী, অকর্ম্মী, দাবক, কানা, খোঁড়া, অন্ধ, আতুর, হিন্দু, মুসলমান জাতি, নিজাতী প্রভৃতির বাদ-বিসম্বাদ নিরসনক্রমে সকলকেই কি এক অপূর্ব্ব নাম প্রেমে মাতোয়ারা করে তুলেছিলেন, সেই শ্রীনামের গুণে বন্য পশু পক্ষী জীব জন্তু পর্য্যন্তও উন্মত্ত হয়ে উদ্দণ্ড নৃত্য করতে করতে হরিনাম করেছিল, এমন কি স্থাবর জঙ্গম প্রভৃতিও নামের গুণে গলে গিয়েছিল, তখন সম্প্রদায় বিদ্বেষা-নলে প্রজ্জলিত দ্বন্দ্ব সঙ্কুল জগৎ এই অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখে স্তম্ভিত হয়ে প্রশান্ত মূর্ত্তি ধারণ করেছিল। শ্রীমহাপ্রভু কর্ত্তৃক প্রচারিত ও প্রতিষ্ঠিত এই যুগধর্ম্ম-শ্রীনাম-সংকীর্ত্তনই সমগ্র জগতে, বিশেষতঃ ভারতবর্ষের কল্যাণের নিদান। তিনি অপার দয়া প্রকাশ করে জগজ্জীবের দ্বারে অদ্ভুত অনির্ব্বচনীয় মহাদান বিতরণ করে গিয়েছেন এমন দান কোন যুগে কেহ কখন করেন নি; তজ্জন্য জগদ্বাসী আজ তাঁহার চরণে কৃতজ্ঞতা পাশে চির-আবদ্ধ: মহাপ্রভু অন্তর্দ্ধান করলে পরে—সম্প্রতি তাঁহার প্রবর্ত্তিত চৈতন্যধর্ম্ম (চৈতন্য অর্থাৎ চেতন এই চেতন ধর্ম্মই-বৈষ্ণবধর্ম্ম অর্থাৎ সনাতন ধর্ম্ম বা ভাগবত ধর্ম্ম) কলির কালগ্রাসে পতিত হ'য়ে যখন ক্রমে ক্রমে লোপ পা'চ্ছিল,—"তখনই সেই মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ প্রিয়-পার্ষদ সনাতনধর্ম্ম-রক্ষক আচার্য্যবর শ্রীল প্রভুপাদ জগতে অবতীর্ণ হ'য়ে উহা পুনঃ সংস্কৃত করেছেন। হে চক্ষুষ্মান্ মানব! ইহা বিশ্বাস কর ও ধারণা কর, না হয় একবার দর্শন করে চক্ষু-কর্ণের বিবাদ-ভঞ্জন কর।

সুতরাং এই নাম-সাধন ভিন্ন কলিযুগে আর অন্য কোন পন্থা নেই। যাহার ব্যাখ্যা কলিযুগপাবনাবতারী ভক্ত-বৎসল ভগবান্ শ্রীগৌর-সুন্দর উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন করে জগজ্জীবকে শুনিয়ে বলেছেন,—

"আর তিনযুগে ধ্যানাদিতে যেই ফল হয়।
কলি-যুগে কৃষ্ণনামে সেই ফল পায়॥
কলিকালে নামরূপে কৃষ্ণ-অবতার।
নাম হৈতে হয় সর্ব্ব জগৎ নিস্তার॥
দার্ঢ্য লাগি 'হরেনাম' উক্তি তিনবার।
জড়লোক বুঝাইতে পুনঃ 'এব' কার॥
'কেবল' শব্দে পুনরপি নিশ্চয় কারণ।
জ্ঞান-যোগ-তপ-আদি কর্ম্ম-নিবারণ॥
অন্যথা যে মানে তা'র নাহিক নিস্তার।
'নাহি' 'নাহি' 'নাহি' তিন উক্তি
'এব'কার॥"
(চৈতন্য-চরিতামৃত)।

—এই সব শাস্ত্র-বাক্য আলোচনা করে আমরা সম্যক্ উপলব্ধি করতে পারি যে, কলিযুগে শ্রীভগবানের নাম জপ ও কীর্ত্তনই শ্রেষ্ঠ সাধন। নবধা ভক্তির যাজন দ্বারাই কৃষ্ণবস্তু সেবিত হন, তন্মধ্যে নাম সংকীর্ত্তনরূপ কৃষ্ণসেবাই ভক্তির সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ অঙ্গ। নিরহঙ্কারী হ'য়ে অপরাধশূন্য ভাবে নাম কীর্ত্তন করতে পারলেই শুদ্ধ ভজনে অধিকারী হওয়া যায়,—এই শুদ্ধ-ভজনের যাজন দ্বারাই জীবের পঞ্চম পুরুষার্থ যে "অপ্রাকৃত প্রেম", তাহা লাভ করা যায়। শাস্ত্র বলেন,—

"ভজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নববিধা-ভক্তি।
কৃষ্ণপ্রেম, কৃষ্ণ দিতে ধরে মহাশক্তি॥
তার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নাম সংকীর্ত্তন।
নিরপরাধে নাম লৈলে পায় প্রেম-ধন॥
* * * * * *
এই ত পরম ফল পরম পুরুষার্থ।
যার আগে তৃণতুল্য চারি পুরুষার্থ॥"
(চৈঃ চরিতামৃত)

আবার কলিহত জীবের কল্যাণ-কামুক কলিযুগপাবনাবতার শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু চৈতন্য দেব স্বমুখে তারস্বরে জীবকে উপদেশ দিচ্ছেন,—

"অতএব কলিযুগে নাম-যজ্ঞসার।
আর কোন ধর্ম্ম কৈলে নাহি হয় পার॥
রাত্রি দিন নাম লয় খাইতে শুইতে।
তাহার মহিমা বেদে নাহি পারে দিতে॥
শুন মিশ্র কলিযুগে নাহি-তপ যজ্ঞ।
যেই জন ভজে কৃষ্ণ, তার মহাভাগ্য॥
অতএব গৃহে তুমি কৃষ্ণ ভজ গিয়া।
কুটি-নাটি পরিহরি একান্ত হইয়া॥
সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব যে কিছু সকল।
হরিনাম সংকীর্ত্তনে মিলিবে সকল॥"
(চৈতন্য ভাগবত)

বৈষ্ণবতা

(পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ শাস্ত্রী বেদান্ত-ভূষণ ভক্তিরঞ্জন)

বৈষ্ণব হইলেই দৈন্য বা অভিমান শূন্যতা থাকা আবশ্যক। শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদেশ যে বৈষ্ণব তৃণ হইতেও নীচ হইবেন—

'তৃণাদপি সুনীচেন'

তৃণকেই ত যত লোক পদদলন করিয়া যায়, তাহা হইলে তৃণ হইতে নীচ কি প্রকার হইবে? এক এক তৃণকে এক দিক দিয়া পা দিলে অন্যদিকে উঠিয়া থাকে, তাহা হইলে না, মস্তক নিম্ন করিয়া থাকিতে হইবে। এক এক বৈষ্ণব এরূপ দেখিয়াছি যে তিনি অভিমানে পূর্ণ, দাম্ভিক! পূজ্যপাদ শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয়কে সকলেই জানেন। তিনি শ্রীমদ্ভাগবতের টীকা করিয়াছেন, শেষে কত দৈন্য দেখুন—

হে ভক্তা দ্বারি বশ্চক্ষদ্বাগনী বৌত্যাং
জনঃ।
নাথাবিশিষ্ঠঃ শ্বেবাতঃ প্রসাদং লব্ধ্যাং
মনাক॥

অর্থাৎ, হে ভক্তগণ! আপনাদের দ্বারে বালবুদ্ধি এক ব্যক্তি কুকুরের ন্যায় অনেকক্ষণ চীৎকার করিল, আপনারা প্রভু হইয়া তাহাকে কিঞ্চিৎ প্রসাদ দেন।

শ্রীভাগবতের টীকা আমার নিকট দশখানি আছেন; কিন্তু তাঁহার ব্যাখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম লাগে। রাসাধ্যায়ে—(১০।২৯।২)

"উদোড়ুরাজঃ ককুভঃ করৈর্মুখং"

শ্লোকের ব্যাখ্যা কত সুন্দর!

পরে ২৯।১৭ শ্লোকে—

"বাচঃ পেশৈর্বিমোহয়ন।"

মনোহর বাক্য দ্বারা গোপাঙ্গনাগণকে মোহন করিলেন; মনোহর শব্দ পেশৈঃ। পদ্য বশতঃ সমুদায় শ্লোকটীকে দুই প্রকার অর্থ করিয়াছেন—এক পক্ষে গোপাঙ্গনাগণকে কহিতেছেন, "এখানে থাক" অন্যপক্ষে বলিতেছেন যে "তোমরা গৃহে যাও"। এরূপ অর্থ কেহ করেন নাই। তিনি টীকার প্রথমে পূজ্যপাদ শ্রীধর স্বামীকে বন্দনা করিয়াছেন—

"টীকাং স্বামিকৃতাং [illegible]"

কারণ সকল টীকাকার অপেক্ষা স্বামীর টীকাই প্রধান; তজ্জন্য মহাপ্রভুও ঐ টীকার মান্য দান করিয়াছেন—

প্রভু হাসি কহে স্বামী না মানে যেইজন।
বেশ্যার ভিতরে তারে করিয়ে গণন॥
শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্য

কিন্তু তিনি বৈষ্ণবচূড়ামণি ছিলেন বলিয়া স্থানে স্থানে রসিকরঞ্জন ব্যাখ্যা করিয়াছেন—

অন্যাস্ম্যিস্বরা গোপ্যা এবং কৃষ্ণেন
[illegible]।
তদস্ত্যপ্রণয়স্ত-জীবকোশাক্ষসমাদধন॥
শ্রীভাগবতে ১০.৮২.৭৪।

শ্রীমতী গোপাঙ্গনাগণ শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক এই রূপে অধ্যাত্ম বিষয়ে শিক্ষিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে চিন্তা করিয়া তাঁহাদের লিঙ্গদেহ ধ্বংস করিয়াছিল। এই শ্লোকে স্বামিপাদ অর্থ করিয়াছেন—

"জহুস্তো জীব-কোশং লিঙ্গ-শরীরং তাঃ"

গোপাঙ্গনাগণ নিত্যসিদ্ধা ছিলেন, সুতরাং তাঁহাদিগের লিঙ্গদেহ হইতে পারে না। তজ্জন্য তিনি অর্থ করিয়াছেন—

"তদনুস্মরণেন তদ্বিয়োগে জীব নিরন্তর স্থানং যেন তদ্ জীব কুসুমস্য কোশো-[illegible] তাঃ [illegible] আত্মারামাঃ [illegible]। জীবকোশঃ লিঙ্গদেহ ইতি ব্যাখ্যা [illegible] নিত্য সিদ্ধানাং সম্ভাব্য লিঙ্গদেহাভাবাৎ।"

অর্থাৎ, [illegible] শ্রবণ করাতে তাঁহাদের বিরহ হইতে উৎপন্ন [illegible] দ্বারা জীব-কুসুমের কোশ অর্থাৎ অগ্রভাগ ধ্বস্ত হইয়া গিয়াছিল; অর্থাৎ তাঁহাকে প্রাপ্তির আশায় জীবন কিঞ্চিন্মাত্র রক্ষিত হইয়াছিল।

লিঙ্গ দেহেই জীব কর্ম্মফল ভোগ করিয়া থাকেন; যাঁহাদের লিঙ্গ দেহ নাই, অর্থাৎ চিন্ময় দেহ, তাঁহাদের আর কর্ম্ম-ভোগ কে করিবে? তবে যে শ্রীকৃষ্ণের বিরহ-যন্ত্রণা ভোগ করিতেন, তাহা লীলা-বিকাশমাত্র। সে যন্ত্রণাতেও তাঁহাদের আনন্দ হইত। তাঁহারা পরকীয়া থাকেন নাই, লীলা-বিকাশ-জন্য পরকীয়ারূপে প্রতিভাত হইতেন; তাঁহারা স্বকীয়াই ছিলেন। অতএব শ্রীনন্দ গোপাঙ্গনারূপে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন—

বসুদেব গৃহে [illegible] প্রকটঃ পরঃ।
[illegible] প্রেমাণ্য মহবগুনর [illegible]॥
[illegible] ১০।১।২৭।

এ লীলা বুঝা সাধারণ লোকের সাধ্য নহে। তজ্জন্য করিয়াছেন যে সম্মুখে এই লীলা করিবে না—

ইদং বৃন্দাবনং নাম-রহস্যং সর্ব্বতো গুহম্।
ন প্রকাশ্যং কদাকুত্র ন বক্তব্যং
পশ্চাৎ কচিৎ॥
পদ্মপুরাণে পাতাল খণ্ড ৭২।৪৮

(পুনর্মুদ্রিত)

যাহা হউক বৈষ্ণব মাত্র অভিমান থাকিলেই বৈষ্ণব হয় না, দৈন্য ও অভিমানশূন্য না হইলে বৈষ্ণব হয় না। এ বিষয়ে আমাদের প্রভুপাদের দৃষ্টান্ত জাজ্বল্যমান। তিনি শিষ্যগণের নিকটও দৈন্য প্রকাশ করেন। অনেকক্ষণ নিস্তব্ধ দিয়া শিষ্যগণকে বলেন "আপনাদের ভজন সাধনের অনেক সহায় হয় নাই"। কে গুরুকে 'লাভ' বুঝাইবে তাঁহাকে নাই। তাঁহার ন্যায় [illegible] নিরল। তাঁহার গুণ বর্ণন আমার ন্যায় জীবাধমের অসাধ্য। শরীর ত নরক, যে শরীরের অহঙ্কার কি করিব?

[illegible] নরক-প্রদেশ।
মণিরত্নমালায়াং।

[illegible]
[illegible] [illegible] পুরাতনোঃ॥
অনাদিনোক সমাবিষ্টঃ [illegible] মাতৃকম্
[illegible] বিষং [illegible]॥
মহাভারতে শান্তিপর্ব্বণি [illegible]—৮৩।
[illegible] ৭৭।
সাংখ্যদর্শনে [illegible]।

অন্যত্র—
মাংসাসৃক্ পূয়বিণ্মূত্র স্নায়ু মজ্জাস্থি
সংহতৌ।
দেহে চেৎ প্রীতিমান্ মূঢ়ো ভবিতা নরকে
[illegible]॥
বিষ্ণুপুরাণে [illegible]।

অন্যত্র
মেদোঽস্থি মাংস মজ্জাসৃক্ [illegible]
[illegible]।
[illegible] দর্শনে
[illegible] ৫ অঙ্কে।

অন্যত্র—
ইদং চর্ম্মমাত্রং [illegible] পুরুষকুক্ত!
আত্ম [illegible] [illegible]।
[illegible] মজ্জন্মকুক্তঃ।
[illegible] [illegible] বিচারয়॥
বোধিচর্য্যাবতার পঞ্জিকায়াং
৫ পরিচ্ছেদে ৬২।৬৩।

পর-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

সম্প্রতি পর বিদ্যাপীঠে নিম্নলিখিত দার্শনিক, বিষয়নিচয়ের অধ্যাপকের আসন-সমূহ সংস্থাপিত হইয়াছে—বিদ্যার্থিগণ আবেদন করুন।

১। সাহিত্যাসন, ২। ঐতিহ্যাসন,
৩। সম্প্রদায়বৈভবাসন, ৪। ভক্তিশাস্ত্রাসন,
৫। তত্ত্বশাস্ত্রাসন, ৬। বেদান্তাসন,
৭। একায়নাসন।

শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি, এ, কাব্যতীর্থ, বিদ্যাসাগর,
সম্পাদক পরবিদ্যাপীঠ, শ্রীধাম মায়াপুর।

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

শ্রীগৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয় হইতে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৪০, চল্লিশ টাকা।

২৭২৪ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে,

সপ্তচত্বারিংশ খণ্ডে সূচী ছাপা হইতেছে।

৪৬শ খণ্ড গ্রন্থ নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে ১০।৴০ সাধারণ পক্ষে ২০৸৴০। প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ৷৶০, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ৷০।

দশম স্কন্ধ ছাপা হইতেছে। দশম স্কন্ধের ভিক্ষা ১২, অগ্রিম দাতাদের পক্ষে ৮,।

৫০ অধ্যায়ান্ত দশম স্কন্ধ ছাপা হইয়াছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

"শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত"

সম্পূর্ণ ছাপা শেষ হইল

আদি, মধ্য, ও অন্ত্যলীলা এবং সূচী ছাপা হইয়া সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে। যাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ১০, টাকা ভিক্ষায় তৃতীয় সংস্করণ ৪, টাকায় বা পাইয়া অপূর্ব্ব সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের জন্যই উহার ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। সেই ১০, টাকার এই বিরাট গ্রন্থ গৌড়ীয়মঠের উৎসব অর্থাৎ আগামী ২রা আশ্বিন পর্য্যন্ত ৫, টাকা ভিক্ষায় দেওয়া হইবে। গ্রাহকগণ সত্বর হউন পরে আর এ সুযোগ দেওয়া হইবে না।

শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে প্রকাশিত

শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র গ্রন্থ ৮, স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫,

নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪৷৷০ টাকা

শ্রীচৈতন্য মঠের যাবতীয় গ্রন্থ

অধ্যক্ষ, গ্রন্থ-বিভাগ, শ্রীচৈতন্য মঠ
পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া
—অথবা—
শ্রীগৌড়ীয় মঠ ১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা
ঠিকানায় পাওয়া যাইবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য— [illegible] শ্রীচৈতন্য মঠের ঠিকানায় লিখিবেন।

নোটীশ

এতদ্দ্বারা জনসাধারণ বিশেষতঃ নাকাশীপাড়া এষ্টেটের সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণকে অবগত করান যাইতেছে যে বর্দ্ধমান জেলার মণিরামবাটীনিবাসী শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন সিংহ রায় মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুক্ত গোপিনীমোহন সিংহ রায় মহাশয়ের অনুকূলে জেলা নদীয়ার নাকাশীপাড়া থানার অন্তর্গত নাকাশীপাড়া এষ্টেটের মালিক বাবু শিবেন্দ্রনাথ সিংহ রায় ও শচীন্দ্রনাথ সিংহ রায় দ্বারার যে আম-মোক্তার-নামা সম্পাদিত হইয়াছিল তাহা গত ১লা আশ্বিন সন ১৩৩৬ সাল ইং ১৭ই সেপ্টেম্বর ১৯২৯ সাল মঙ্গলবার বাতিল অর্থাৎ রদ রহিত করা গেল, (রেজেষ্ট্রী নং ৭৮১ তারিখ ১৬।৩৬ (বঙ্গাব্দ) এবং নং ১, তারিখ ২৮।৪।৩৬ (বঙ্গাব্দ) এবং নং ৭৮০ তারিখ ১।৩।৩৬ এবং নং ২, তারিখ ২৮।৬।৩৬,) এবং উক্ত শ্রীযুক্ত গোপিনীমোহন সিংহ রায় আমাদের ষ্টেটের যাবতীয় কার্য্য হইতে অবসর দেওয়া গেল। ভবিষ্যতে ঐ তারিখের পর হইতে তাঁহার কোন কার্য্যের জন্য আমরা কিম্বা আমাদের এষ্টেট কোন দায়ী থাকিব না বা হইব না। যদি কোন কার্য্য তিনি করেন তাহা নিজ দায়িত্বে করিবেন এবং এরূপ তাঁহার কৃতকার্য্যের জন্য কোন স্থলে আমরা বা আমাদের এষ্টেট দ্বারা গৃহীত হইবে না। এতদর্থে সাধারণের অবগতির জন্য এই নোটীশ দ্বারা সকলকে অবগত করা গেল।—ইতি।

তারিখ } শ্রীশচীন্দ্রনাথ সিংহ রায়, জমিদার,
১৭।৯।২৯. নাকাশীপাড়া ষ্টেট,
পোঃ নাকাশীপাড়া, নদীয়া।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিম্নলিখিত মঠসমূহে প্রাপ্তব্য:—

১। শ্রীচৈতন্য মঠ,—পোঃ, শ্রীমায়াপুর, (নদীয়া)।
২। শ্রীগোপীনাথের মঠ,—চাঁপাহাটি, সমুদ্রগড় পোঃ, (বর্দ্ধমান)।
৩। শ্রীভাগবত আসন,—ভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৪। শ্রীগৌড়ীয় মঠ,—১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা।
৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ,—সাতাসন, পুরী,
৬। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ,—উড়িয়া বাজার, কটক।
৭। শ্রীভাগবত মঠ,—চিরাকুণ্ডা, বালিঘাই, মেদিনীপুর।
৮। শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ,—৮নং অগস্ত্যকুণ্ড, কাশী, ইউ, পি।
৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,—কৃষ্ণবিহার, বৃন্দাবন, মথুরা, ইউ, পি।
১০। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম মঠ,—নিমসার পোঃ, সীতাপুর, ইউ পি।
১১। শ্রীকুরুক্ষেত্র গৌড়ীয় মঠ,—কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল, পাঞ্জাব।
১২। শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠ,—৯নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।
১৩। শ্রীগদাইগৌরাঙ্গ মঠ,—বালিয়াটি, ঢাকা।
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম,—আমলাজোড়া, রাজবাঁধ পোঃ, বর্দ্ধমান।
১৫। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ,—ভবরকোলা, চিরকুণ্ডা পোঃ, মানভূম।
১৬। শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয় মঠ,—আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী, উড়িষ্যা।

এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণের নিকটও

নদীয়া-প্রকাশ প্রাপ্তব্য।

১। শ্রীযুক্ত জনার্দ্দন ঘোষ—বড়বাজার ক্লে রোড, খুলনা
২। শ্রীযুক্ত রাধাচরণ গোস্বামী ডাক্তার—দেওয়ানগঞ্জ,
হলদিবাড়ী কুচবিহার।
৩। শ্রীযুক্ত রামরঞ্জন রায় ৭৯নং শ্রীগোপাল মল্লিক লেন, কলিকাতা।
৪। শ্রীযুক্ত অমূল্যকুমার সরকার এস, ডি, ও, ফৈজাবাদ।
৫। মিঃ এন ডি, মুখার্জ্জী—এম, এম, ওয়ার্কস দি মল, কানপুর।
৬। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণানন্দ জ্যোতিভূষণ—স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া
৭ শ্রীনারায়ণ দাস আবকারী, নবদ্বীপ।
৮। শ্রীবিনোদমোহন দে—মনমোহন প্রেস, নবাবপুর, ঢাকা।
৯। শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় বেড়ু চাপা, ২৪ পরগণা।

কাঞ্চন না ভজে সে ভুলে, তুচ্ছ লক্ষ করে। পুন সেইমত মায়া পাতে শুনহ রে।

শ্রীচৈতন্যমঠের গ্রন্থাবলী

শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুর বিরচিত

ঠাকুর-গ্রন্থাবলী।

উৎকৃষ্ট কাপড়ে বিলাতী ধরণে বাঁধাই স্বর্ণালঙ্কৃত। চতুর্থ সংস্করণ। বিস্তৃতবিষয়-সূচীসহ

জৈবধর্ম্ম

বাঁধাই ২৲ দুই টাকা

প্রকাশিত হইয়াছে

সনাতন ধর্ম্মশাস্ত্র বেদ, বেদাঙ্গ, উপনিষৎ গীতা, শ্রীমদ্ দর্শন, পুরাণ, তন্ত্রাদি সকল গ্রন্থ পাঠ করিবার অবসর অতি অল্প মানবের ঘটিয়া থাকে। অনেকের যোগ্যতা না থাকায় সেই সমস্ত গ্রন্থের মর্ম্ম অবগত হইতে পারেন না। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বাঙ্গালীর এই অসুবিধা দূরীভূত করিবার জন্য এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

বিদ্যালয়ের ছাত্র বা শিক্ষকগণের বিশেষ পাঠ্য, এই হেতু শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টার বাহাদুর ইহা সমস্ত বিদ্যালয়ের জন্য অনুমোদন করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

প্রথম খণ্ড ভিক্ষা ১৲ একটাকা

যুক্তিপূর্ণ শাস্ত্রবাক্য দ্বারা প্রত্যেক মানবের নিত্য কর্ত্তব্য ও অনিত্য নৈমিত্তিক কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। গ্রন্থের প্রত্যেক উক্তি সনাতন শাস্ত্রবাক্য দ্বারা সমর্থিত ও প্রমাণিত হইয়াছে। দেহের, মনের ও আত্মার ধর্ম্ম কি? স্বদেশ, সমাজ, নীতি, ধর্ম্ম কি? ইত্যাদি বিষয় ক্রমানুসারে এমন সুন্দরভাবে যুক্তিসহকারে আলোচিত হইয়াছে যে, প্রথম পংক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত পাঠ না করিয়া নিবৃত্ত হওয়া যায় না।

শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ভিক্ষা ৵০

ঐ প্রমাণ খণ্ড ভিক্ষা ৵০

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিহার ও লীলাভূমি নয়টী দ্বীপ-সমন্বিত। এই নয় দ্বীপের প্রাচীন বিবরণ—প্রত্যেক দ্বীপে শ্রীমহাপ্রভুর লীলা—প্রত্যেক দ্বীপের পরিচয়, শ্রীধাম-মাহাত্ম্য—ধামাপরাধ কি? ইত্যাদি বিষয় বিশেষভাবে মনোহর ছন্দে বর্ণিত। পকেট সাইজ প্রায় ১৬০ পৃষ্ঠা।

শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ

উজ্জ্বল রোজ-র কালীতে উত্তম কাগজে ছাপা—শ্রীনবদ্বীপধাম দর্শনে ভাবুক দর্শনকারীর কি প্রকার ভাবের উচ্ছ্বাস হয়, তাহা এই গ্রন্থে বর্ণিত। অতি চমৎকার! ভিক্ষা চারি আনা।

শ্রীভজনপথ

৷৵০ দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভুর উপদেশচ্ছলে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে ভক্তগণের অনুকূল ও প্রতিকূল বিচার অতি সুন্দরভাবে ব্যক্ত হইয়াছে। ইহা ছাড়া শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর উপদিষ্ট শিক্ষা ও উপদেশ বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব-জগতে অভিনব গ্রন্থ !!

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীত-গ্রন্থাবলী :—

শরণাগতি

পকেট সাইজ অষ্টম সংস্করণ ভিক্ষা ৵০ আনা

দেহ ও মনের চেষ্টা অনিত্যবস্তু লইয়া—ইহা যখন জীব বুঝিতে পারে, তখন একমাত্র নিত্যবস্তু শ্রীভগবানের প্রতি তাঁহার কোন জাতীয় আবেগময়ী প্রার্থনা হয় এবং শ্রীভগবানে ঐকান্তিকরূপে নিষ্ঠা হেতু কি প্রকারে শরণাগত হইতে হয়, ইত্যাদি বিষয়ক প্রাণস্পর্শী প্রার্থনা ও আত্ম-সমর্পণমূলক গান। বাঙ্গালা সংস্করণও প্রকাশিত হইয়াছে।

ভিক্ষা প্রতি খণ্ড /০ এক আনা।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা— /০, নবদ্বীপশতক— /০ অধ্যপঞ্চক /০

কল্যাণকল্পতরু

পকেট সাইজ পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা /১০

আমরা প্রত্যহ নূতন অভাব ও কামনার বশবর্ত্তী হইয়া পুনঃপুনঃ যে অকল্যাণকে কল্যাণ বলিয়া গ্রহণ করি এবং তাহার নিকট কল্যাণ কামনা করি, তিনি যে নিত্য বা প্রকৃত কল্যাণ প্রদানে অসমর্থ এবং কোন বস্তু আমাদের নিত্য কল্যাণদাতা প্রবাহক ভাবে আমরা সেই কল্যাণদাতাকে স্মরণ করিব, এই সকল কথা সরল গানে লিখিত। এই গীতগ্রন্থ বাস্তবিক কল্যাণের কল্পতরু; তাহা প্রত্যেককে নিত্যকল্যাণ প্রদান

শ্রীল চক্রবর্ত্তি-ঠাকুরের টীকা সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠাকুর কৃত টীকা ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কৃত বঙ্গানুবাদ। টীকাকারের জীবনী, শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি বহু প্রয়োজনীয় বিষয় সম্বলিত প্রায় ৮০০ পৃষ্ঠা। উৎকৃষ্ট সিল্কে বাঁধাই ২৲ দুই টাকা, কাগজে বাঁধা ১৷৷০

শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ কৃত ভাষ্য সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

কাগজ ও ছাপা উৎকৃষ্ট! সিল্কে বাঁধাই, সোণার জলে নাম লেখা রাজসংস্করণ ১৲ টাকা, সাধারণ সংস্করণ ১৷৷০, গৌড়ীয়ের গ্রাহকপক্ষে ১।০

বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (বৈষ্ণবাভিধানকোষগ্রন্থ)

বিষয়: ১। ...[illegible] ২। চারি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের চরিত্র, ৩। বিশুদ্ধ বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের শ্রীমন্দির ও শ্রীবিগ্রহের বিবরণ, ৪। বৈষ্ণবগ্রন্থ ও গ্রন্থকারগণের পরিচয় ও বিবরণ, ৫। বিষয় বিশেষের লৌকিক ও শাস্ত্রীয় অকারাদিক্রমে ব্যবহৃত তথ্য। ...বিভক্ত প্রকাশিত হইয়াছে। ১ম খণ্ড ৸০, ২য় খণ্ড ৸০, ৩য় খণ্ড ৸০, ৪র্থ খণ্ড ৷৷৵০, চারিখণ্ড একত্রে ...

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ—১ম খণ্ড ১৲ এক টাকা

২য় খণ্ড ১৲ এক টাকা—শ্রীমদ্ভাগবতের গ্রাহক ও গৌড়ীয় গ্রাহকগণ ১০ টাকায় দুইখণ্ড পাইবেন। শ্রীমজ্জীব গোস্বামীপাদের ষট্‌সন্দর্ভ গ্রন্থ ইহার মূলসন্দর্ভের অতি প্রয়োজনীয় অংশ। প্রতি খণ্ড ডবল ক্রাউন ৮ পেজী ৯৬ পৃষ্ঠা আকারে মুদ্রিত হইতেছে।

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য সঙ্কলিত

সদাচারস্মৃতিঃ

ভিক্ষা /০ মাত্র

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (প্রাচীন নবদ্বীপ) নদীয়া।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠ ভরদ্বাজের

বেঙ্গলোর পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ৬ আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ছোট বোতলের সঙ্গে ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ৷৷০ আনা, পাইট ৸০ আনা, বোতল ১৷৷০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা।

রেজেষ্টীকৃত

মদন মঞ্জরী

বটিকার গুণ ও ধাতুদৌর্ব্বল্য, ইন্দ্রিয়শক্তির হ্রাস, প্রস্রাবে শুক্রপাত, নবযৌবন, স্বপ্নদোষ, বুক ধড়ফড়ানি, অনিদ্রা প্রভৃতি লক্ষণ সত্বর নির্দ্দোষ আরোগ্য হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ৩০ বটী ১৲ এক টাকা।

"নপুংসকারি ঘৃত"

পুরুষত্বহীন রোগে ব্যবহারে আরোগ্য করিয়া শক্তিসম্পন্ন করে। মূল্য ১ তোলা ১৲ টাকা।

"রমণীবিলাসিনী বটিকা"

রতিধারণ করত শক্তি স্থায়ী ও বৃদ্ধি করিতে অত্যাশ্চর্য্য। মূল্য ১৬ বটী ১৲ এক টাকা।

প্রাপ্তিস্থান নারায়ণজী কেশবজী

১৭৭নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

কুমার-ভোগ—রস ও রক্তশক্ত অচিরে সবল ... করায় মোটা হয়। ইহা সেবনে শিশুরা শীঘ্র ... তাহাদের ক্ষুধা বৃদ্ধি ও যকৃতের ক্রিয়া ভাল হয়—দন্তোদ্গমের সময় কোন কষ্ট হয় না। ... মূল্য প্রতি শিশি এক টাকা, মাশুল ৷০ আনা।

নারোল (Narol)—ইনফ্লুয়েঞ্জা, ডেঙ্গু, ... জ্বরের উৎকৃষ্ট ঔষধ। আনুষঙ্গিক, সর্দ্দি, কাশি, ব্রঙ্কাইটিস (Bronchitis), ... ও বুকের ... ৮০ বটিকার শিশি ৷৷০, ...

দাদ-সোপ ... ১৲

ডাঃ ... দাদ-সোপ ... কাপড়ে কোনরূপ দাগ লাগে না ... মূল্য ৷০ আনা ... ১৭, নন্দ ... বড়বাজার, কলিকাতা।

৩ শিশির কম মফঃস্বলে ভিঃ পিঃ হয় না।

পর-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

এখানে আহার ও বাসস্থান দিয়া বিদ্যার্থিগণকে বিভিন্ন শিক্ষণীয় বিষয় শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। অনেক ছাত্র ইতোমধ্যেই আসিয়া পাঠ আরম্ভ করিয়াছেন। বর্তমান বর্ষে সকল ছাত্রই গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

প্রধান অধ্যাপক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত [illegible] কাব্য-ব্যাকরণ সাংখ্য-বেদান্ত [illegible]তীর্থ, সাংখ্যভূষণ, বেদান্তরত্ন, সাহিত্যশাস্ত্রী, [illegible]।

অধ্যাপক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গৌরদাস ব্রহ্মচারী ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীধাম মায়াপুর পরবিদ্যাপীঠ, (নদীয়া)

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

অধ্যক্ষ

শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম,এ, এফ,সি,এস (লণ্ডন)

ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক

(প্রফেসার)

আয়ুর্বেদীয় ঔষধ বিশুদ্ধ ও শাস্ত্রমতে নিজ তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হয়। পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ক্যাটালগ পাঠান হয়। রোগের বিবরণ জানাইলে যত্নপূর্ব্বক ব্যবস্থা দেওয়া হয়। চিঠি পত্রাদি সম্পূর্ণরূপে গোপন রাখা হয়।

মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দুর)

(বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৪৲ টাকা

উৎকৃষ্ট স্বর্ণ, পারদ ও আমলাসার গন্ধক দ্বারা যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। নিত্য প্রয়োজনীয় সর্ব্বরোগনাশক মহৌষধ।

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৩৲ টাকা

উৎকৃষ্ট [illegible] আমলকী, বংশলোচন প্রভৃতি যাবতীয় উপাদানে পূর্ণ মাত্রায় যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। কাশ, [illegible], সর্দ্দি, যক্ষ্মা, ক্ষয়রোগ, হৃদরোগ প্রভৃতি রোগের মহৌষধ। সর্বপ্রকার দুর্বলতা নাশক আশ্চর্য্য পুষ্টিকর মহৌষধ বা খাদ্য বিশেষ।

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬৲ টাকা

ইহা সেবনে [illegible], [illegible], স্বপ্নদোষ, প্রমেহ ও ধ্বজভঙ্গ সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায়। ইহা অদ্বিতীয় [illegible] রসায়ন।

অবলাবান্ধব যোগ

প্রদর, বাধক [illegible] সূতিকা প্রভৃতি স্ত্রীরোগের মহৌষধ

মূল্য—১৬ মাত্রা ২৲ টাকা।। ৫০ মাত্রা ৫৲ টাকা মাত্র

বেদনাঞ্জন শ্রেষ্ঠরত্ন।

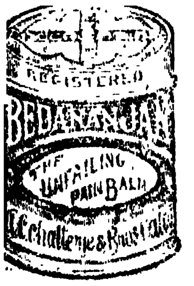

কলিকাতা কংগ্রেস এক্‌জিবিসন হইতে [illegible] প্রশংসা প্রাপ্ত ও বহু গণ্যমান্য ভদ্রমহোদয়গণ কর্তৃক প্রশংসিত।

* * *

আজকাল [illegible] [illegible] বেদনাঞ্জন [illegible]

প্রস্তুতকারক—এ, ডি, চৌধুরী এণ্ড ব্রাদার্স।

[illegible]

সকল [illegible] দোকানে [illegible] পাওয়া যায়।

বিশুদ্ধ জল! ভয় নাই! বিশুদ্ধ জল!!

লক্ষ্মী টিউব-ওয়েল কোং

২০৫নং নবাবপুর, ঢাকা

[illegible]

বিনামূল্যে বিনামূল্যে

বিতরিত

[illegible] "কামরত্ন" [illegible] বিতরিত হইতেছে। [illegible]

[illegible] "আনন্দনিগ্রহ বটিকা"র [illegible] ২৲ টাকা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান :—[illegible] ঔষধালয়।

[illegible] ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

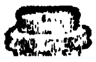

[illegible] এক মাসের [illegible] টাকা মাত্র।

সোল এজেণ্ট—ডাঃ ভি, ভি, হাজরা।

[illegible], গার্ডেনরীচ পোষ্ট, কলিকাতা।

ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন

মনোমোহন প্রেস

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা

পূর্ববঙ্গে সুলভে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত
বৈদ্যুতিক মেশিনে দিনরাত্র কাজ চলিতেছে
বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা।

শ্রীমায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে—শ্রীবিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

স্থানীয়) সংস্করণ

Registered No. C 1544

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহ

ভারতের সর্ব্বত্র মঙ্গল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র।

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৹
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

বার্ষিক [illegible]
ষাণ্মাসিক [illegible]
ত্রৈমাসিক [illegible]
মাসিক [illegible]
নগদ
প্রতি সংখ্যা [illegible]

৪র্থ খণ্ড]

সম্পাদক—প্রত্নবিদ্যালঙ্কার শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী

[১৭৯ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্য মঠ, শ্রীধাম মায়াপুর—১১ই আশ্বিন শুক্রবার ১৩৩৮, ২৭শে সেপ্টেম্বর ১৯৩১.

শ্রীধাম মায়াপুর ডাকঘর

গত ১লা জুন হইতে শ্রীধাম মায়াপুর পোষ্ট অফিস খোলা হইয়াছে। বঙ্গদেশের পোষ্টমাষ্টার জেনারেল বাহাদুর শ্রীধাম মায়াপুর ডাকঘর হইতে নদীয়া-প্রকাশ ভারতের সর্ব্বত্র প্রেরণ করিবার আদেশ দিয়াছেন।

ম্যানেজার, 'নদীয়া-প্রকাশ'

পোঃ আঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

শ্রীধাম মায়াপুরের, যাবতীয় পত্র বুকপোষ্ট রেজিষ্টারী মণি অর্ডার প্রভৃতি ডাকে পাঠাইতে হইলে, পো. শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া ঠিকানায় লিখিবেন।

কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত

পাক্ষিক

গৌড়ীয় সাপ্তাহিক পত্র

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রতি শনিবার প্রকাশিত হয়।

অগ্রিম বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩ [illegible] বৎসরে ৫০ সংখ্যা প্রাপ্য; ষাণ্মাসিক ১৷৹; সাপ্তাহিক ৴৹

সত্বর গ্রাহক হউন।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

তিনখণ্ডে সমগ্র গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছেন। সূচী প্রভৃতি ছাপা হইতেছে

[illegible]

রোগী দেখিবার সময়ঃ—
প্রাতেঃ— ৮টা হইতে ৯টা,
বৈকালে—৩টা হইতে ৫টা পর্য্যন্ত।

ভারতে [illegible]

ডাক্তার বি, ডি, কুণ্ডুর—

[illegible] !!

সর্ব্বত্র এজেণ্ট আবশ্যক। পত্র লিখুন।
[illegible]
দিবা-রাত্রি ঔষধ পাওয়া যায়।

অ্যাসিদ্ধ ও গভর্ণমেণ্ট রেজেষ্টারীকৃত

১। ভূপেন্দ্র শোভা স্পেসিফিক—[illegible] যাবতীয় [illegible], অজীর্ণ, [illegible]। প্রত্যেক গৃহে রাখা প্রয়োজনীয়। ঔষধ—প্রতি শিশি ১, এক টাকা মাত্র।

২। চণ্ডি ফিবার মিকচার—ম্যালেরিয়া জ্বর এক শিশিতে সম্পূর্ণ আরোগ্য। [illegible] প্রতি ছোট শিশি ৸৹ বার আনা, বড় শিশি ১ এক টাকা মাত্র

৩। গনোরিয়া স্পেসিফিক—[illegible] আরোগ্য। এক শিশি ১, এক টাকা মাত্র।

হোমিওপ্যাথিক বিভাগ

১। ওয়ারম কিওর—[illegible] ২। ফিমেল সুধা—শ্বেত-প্রদর, [illegible] ৩। জিহ্বা স্পেসিফিক—[illegible] ৪। বাথ রেগুলেটার—[illegible] ৫। পাইলস, রোমাণ্ড—যাবতীয় অর্শের মহৌষধ। [illegible] ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—ভারতীয় হইতেছে [illegible]। রোগের অবস্থাদি জানাইলে, ঔষধ ও ব্যবস্থাদি [illegible] দিতে ঔষধ পাঠান হয়। এক কালিন দশ টাকার ঔষধের অর্ডার পাইলে, স্বতন্ত্র কমিশন দেওয়া হয়। [illegible]

সোল এজেন্ট :—

দি এলোপ্যাথিক ড্রাগ ষ্টোরস্

ডাক্তার বি, ডি, কুণ্ডুর
৩১ নং [illegible] ষ্ট্রীট, [illegible], কলিকাতা।
টেলিফোন নং [illegible]

বলাহর্দ্দুতার্থেবো রচিত কেচিৎ তাপনবল্লভকাঃ। বরস্তু হরিদাসানাং পাদত্রাণাবলম্বিকাঃ॥

নানা কথা

খানা তল্লাসীর ধুম

[illegible]

বাড়ীতে [illegible]

[illegible]

শ্রীধাম মায়াপুর যাত্রিগণের দ্রষ্টব্য

[illegible] সেপ্টেম্বর হইতে পূর্ববঙ্গ রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ শান্তিপুর নবদ্বীপঘাট লাইনে নিম্নলিখিতভাবে সময়ের তালিকা [illegible] করিয়াছেন

শান্তিপুর হইতে নবদ্বীপঘাট

শান্তিপুর — [illegible] — [illegible] — নবদ্বীপঘাট

[illegible]

নবদ্বীপঘাট হইতে শান্তিপুর

[illegible] — শান্তিপুর

[illegible]

জাগরণী পত্রের সম্পাদক অভিযুক্ত

[illegible]

কুষ্টিয়ার 'আজাদ' সম্পাদক রাজদ্রোহে অভিযুক্ত

[illegible]

হার্টফেলে মৃত্যু

[illegible] শান্তিপুর [illegible]

[illegible] শোকাপনোদন করুন।

[illegible], [illegible]

[illegible] গিয়াছে।

আগরতলায় লাইট রেলওয়ে

[illegible]

পরলোকে ত্রিপুরার রাজমাতা

[illegible] বহুলা হইয়াছেন।

তাজ্জব ব্যাপার !

প্রতিবাদ

[illegible] নদীয়া প্রকাশের [illegible] সংখ্যায় শ্রীযুক্ত [illegible] অধিকারী মহাশয়ের [illegible] আত্ম-প্রবাদ [illegible] একটি ঘটনা বোধ হয় [illegible] করিয়াছেন। ঘটনা [illegible] হইলে বড় [illegible] কথা। [illegible] গোস্বামীগণ [illegible] পালক [illegible] স্মার্ত-সমাজের [illegible] করিতে না পারায় আশঙ্কায় বৈষ্ণব স্মৃতি-রাজ হরিভক্তিবিলাসের বিধিনিষেধ অগ্রাহ্য করিয়া, সুতরাং গোস্বামিমত অগ্রাহ্য করিয়াও কিপ্রকারে আপনা-দিগকে 'গৌড়ীয় বৈষ্ণব' আখ্যায় অভিহিত করিতে চাহেন? শুনিতেছি, তথাকথিত গোস্বামী পুত্রগণের ঘরের বিধবারা স্মার্ত মতেই একাদশ্যাদি ব্রতোপবাস করিয়া থাকেন। স্মার্তমতে না চলিলে স্মার্তের সহিত আদান প্রদান বন্ধ হয়—এই ভয়েই যদি হরিভক্তিবিলাস অগ্রাহ্য করিতে হয়, [illegible] তাহারা কোন্ সাহসে আপনা-দিগকে 'বৈষ্ণব' বলিয়া পরিচয় দিতে চাহেন? তাহাদের শিষ্যদিগকে তাহারা কোন্ মতে ব্রতোপবাসাদি করিতে বলেন? আমরা সমস্ত [illegible] গোস্বামী সমাজের পক্ষ হইতে এবিষয়ের প্রকৃত মীমাংসা জানিতে চাই। [illegible] হরিভক্তি-বিলাসের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া আপনাদিগকে 'বৈষ্ণব' বলিয়া পরিচয় দিবেন—এরূপ ব্যভিচার আমরা কোন মতেই অনুমোদন করিতে পারি না। সমস্ত গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সমাজের পক্ষ হইতে আমরা ইহার প্রতিবাদ ঘোষণা করিতেছি।

ফুজা উইজায়ার প্রায়োপবেশনে দেহত্যাগ

সম্প্রতি [illegible] ফুজা উইজায়া নামক [illegible] অধিকারের জন্য সংগ্রাম করিয়া প্রায়োপবেশনে দেহত্যাগ করিয়াছেন। [illegible] অনশনে প্রাণত্যাগ করিতে [illegible] প্রথম। [illegible] হইবার পর হইতেই [illegible] সংগ্রাম করিয়া আসিতেছেন। [illegible] তাঁহাদিগকে তাঁহাদের [illegible] পরিবারের [illegible] হউক। প্রকাশ [illegible] তিনি প্রায়োপবেশন করেন। প্রায়োপবেশনের জন্য আদালতে উপস্থিত হইতে না পারায় জেলের মধ্যেই আদালত বসে, তাঁহার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য গৃহীত হয় এবং তাঁহাকে [illegible] দণ্ডিত করা হয়। উইজায়া তাঁহার জীবনের অধিকাংশ সময় কারাগারে কাটাইয়াছেন এবং শেষ নিশ্বাসও সেই কারাগারে ফেলিয়া গিয়াছেন।

শাস্ত্রী কলেজ

আগামী জানুয়ারী মাস হইতে আলিপুরের দাবানে শাস্ত্রী কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইবে। [illegible] অক্টোবর তথাকার গভর্ণর বাহাদুর কলেজের গৃহের ভিত্তি স্থাপিত করিবেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২১ই আশ্বিন শুক্রবার—১৩৩৬

সাময়িক প্রসঙ্গ

খুলনা জেলার রাড়ুলী কাটিপাড়া গ্রামে অনেকগুলি ভদ্রলোকের বাস। তথায় কয়েকদিন হইল এক যোগী নির্জ্জন ভজন চালাইবার জন্য নামকীর্ত্তনের বিরুদ্ধে যত্ন করিয়াছিলেন।

তাই ভারতী মহারাজ তথায় গিয়া নামকীর্ত্তন ও হরিমহিমা প্রচার করিতেছেন। শ্রোতৃপন্থা বা শ্রবণ পুচাইয়া দিয়া বসিয়া বসিয়া ধ্যান করার যুক্তি আলস্য-জ্ঞাপক। পারমার্থিকগণ সেই প্রকার আলস্যের প্রশ্রয় দেন না।

কেহ কেহ বলেন, প্রচার বা কীর্ত্তন উঠাইয়া দিয়া ধ্যানের পঙ্ক্তির যোগান দেওয়া ভাল। তখন মনে মনে বেশ বিষয়চিন্তা করিয়া ইন্দ্রিয়তৃপ্তি লাভ করিতে পারা যায় এবং জগৎকেও বোকা বানাইতে পারা যায়। পাঠকগণ কি এই প্রকার আলস্যের প্রশ্রয় দিতে চান, না হরিভজন করিবেন?

গোঁফের বাহার দিয়া আপনাকে 'বৈষ্ণব' বলা আজকালকার একটা ফ্যাসান হইয়াছে। তাঁহারা বলেন যে, ভগবান্ মানুষের কুক্কুর-দন্ত সৃষ্টি করিয়াছেন মাংস খাইবার জন্য, গোঁফ দিয়াছেন পুরুষত্ব দেখাইবার জন্য, সুতরাং গোপনে ব্যভিচার করিবার জন্যই যখন অন্তরঙ্গ ভজন, তাহা হইতে আমরা কেন বিরত হইব?

রঘুপতি উপাধ্যায় কিশোর বয়সকে আদর করিতেছেন। বৃদ্ধ বিষ্ণুর উপাসনায় পাকা গোঁফের আদর করেন নাই। তবে কি আধুনিক 'বৈষ্ণব' বলিয়া ডিণ্ডিম বাজাইবার ধুয়া তুলিলে লোকে সন্তুষ্ট হইবে? চালতা বাগানের গোষ্ঠীয় দল বাবুভায়ারা গোঁফ রাখিতে পারেন, কিন্তু কুলিয়ার বাবাজীরা ত' সকলেই গোঁফ কামাইয়া বাঁকরের ভজনের ঠাট বজায় রাখিতেছেন।

ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের কাচ কাচিতে গিয়া কালনার কাগজওয়ালারা গোঁফ কামাইয়া বোষ্টম সাজিতে দৌড়িয়াছিলেন। বালকবেশী নবদ্বীপও একটা তীর্থ জুড়িয়া গোঁফের আদর ছাড়িয়াছেন বটে, কিন্তু দাড়ী গোঁফের [illegible] মোহভোগের কোদা বাবু মুক্তকচ্ছ বিক্রমের পরিবর্ত্তে বিতণ্ডা করিতেছেন।

কোদা বাবুর পূর্ব্বপুরুষের বাউলিয়া মতটা বাবা ঠাকুরের কান্নাবাসের সঙ্গে সঙ্গে দাড়ীতে জড়াইতে পারে নাই। তিনি তিব্বত-দেশীয় অজের ন্যায় গুম্ফ ও শ্মশ্রু-মণ্ডিত হইবার পরিবর্ত্তে কাঁকড়ার মাঠের বাবাজীর সেবাদাসী হওয়ায় দাড়ী ধরিয়া চলিতে পারেন নাই। ফলে গোঁফের মায়া রাখিতে গিয়া তাঁহার স্বার্থের অনুসরণেরও ব্যাঘাত হইয়াছে।

মাছ না খাইলে পেটের অসুখ হয় আর চোখের দৃষ্টি কমে—এই চিন্তায় মগ্ন হওয়ায় কৃষ্ণ-বিগ্রহের আকাঙ্ক্ষার বদলে "রূপ দেখি আঁখি ঝরে গুণে মন ভোর প্রতি অঙ্গ লাগি কাঁদে প্রতি অঙ্গ মোর॥" বিচার-ধারাটা মৎস্য ছাগাদি সেবনেই আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে। স্মার্ত্ত মহাশয় পঞ্চনখী বিচারে প্রবৃত্ত হওয়ায় কোদা বাবুর হিতবাদ শিয়ালদহের টাটি-গিরির সম্মান রাখিতেছে। দ্বীপের বদলে কাঁকড়ার মাঠের সেবায় বিচরণের লালসা বৃদ্ধি পাইতেছে।

চাল্‌তে বাগান আমবাগানকে হারাইতে পারিবে না। টোকো চালতা আমের চেয়েও মিষ্টি নয়। কাঁকড়ার মায়া যোগমায়ার কাছে [illegible] দিতে পারে না। পাঁচ সিকের নামযজ্ঞ বড় বাঁকির সহিত মিলিত হইয়া কীর্ত্তনের সহিত ফোঁকা দিতে গেলে অশেষ কীর্ত্তি বাহির হইয়া পড়ে।

শান্তিপুরের মদনগোপাল গোস্বামী পণ্ডিত ছিলেন বলিয়া ব্যাং ব্যাং চ্যাং গোঁফ কামাইলেই যে ন'দের পাঠক বলিয়া সেইস্থান অধিকার করিবেন, তাহা আমরা মনে করিতে পারি না। গোসাইজীর আচার ব্যবহারের এক ছিদাম পাইয়া থাকিলে টাটানগরে পয়সা রোজগার করিতে যাইতে হইত না।

কাল্‌না পরশুনা, শান্তিপুর না ন'দে না, পাওনা না দেনা না, হা পয়সা যো-পয়সা করিয়া, প্রেম দোনা ছাড়িয়া টাটানগরে পয়সার পিপাসায় টা টা করা ও জনরঞ্জন করিবার জন্য ইটের খোলার কম্মায় তারিফ করিতে যাওয়া অধিক বুদ্ধির পরিচয় নহে।

মুর্শিদাবাদের কেন্নি সাহেবের কথা, বেশী দিনের নয়। তৈতুল ভাদুড়ীর বন্যাও কাল্‌না পালাম' জনগণের মধ্যে কানাকানি হওয়ায় রসিক সমাজে তাহার ব্যাখ্যা-পাদ-বিসর্জ্জন-নীতি লাহিড়ী মহাশয়ের মনঃপূত হয় নাই।

টাউনহলে যে সকল লোক আহূত হইয়াছিলেন, তাহার মধ্যে তেঁতুল ভাদুড়ী ছিলেন না। শ্যামসুন্দর বাবু প্রভৃতি অনেকেই ব্রাহ্মণ যে আহূত হন নাই, ইহাই সুখের বিষয়। যুবকগণ গুরুদ্রোহ বশবর্ত্তী হইয়া সবই করিতে পারেন। কিন্তু শ্যামবাবুর গোঁফ দাড়ী স্বল্পবাহিনীয়ার প্রেসিডেন্ট সভার *dextrinised food* এর আবিষ্কারকের স্বীয় মতের পোষণ করে না।

গ্রাম্য কথা-প্রচারক স্বল্পবাহিনীয়ার নন্দীর ওয়ারিশ কোদা বাবু এখন রাজারাজড়ার ভাবে ওকালতি করিতেছেন। ছেঁড়া কাঁথায় শুয়ে লাখ টাকার স্বপন দেখার মত কৌপীন ঝাঁপিয়া বর পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়িলে রাজামহারাজার বৈঠকে বসিতে পাওয়া যায় সত্য, কিন্তু একাল [illegible] সেবাদাসীগণও কপালধারীদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়িতেছিল। সেবাদাসগণ উহাদের ঐ বাবাটা অনুসরণ করিলে ব্যবহার-জীবি-সম্প্রদায়ের কলঙ্ক হয়।

সিঁদুরে মেঘ দেখ্‌লে ঘর পোড়া গরু যেরূপ চঞ্চল হয়, সেইরূপ নিমর নিপাতে টাপাহাটীর দাঁতকপাটি লাগা মেহের মহাশয় একদিন যে অভিনয় করিয়াছিলেন, তাহা তিনি বোধ হয় ভুলিয়া গিয়াছেন। কাঁকড়া-মেঠো কৌপিন পরিয়া সেবাদাসীগণ লিষ্টিতে নাম লেখান বেশী গৌরবের কথা নয়। তবে অগ্নি-সঞ্চারিণী ক্ষুধা বাড়াইয়া দেয়।

টাপাহাটীর দাঁত-কপাটি টাউনহলে দৌড়াদৌড়ি করিয়া যে কপটতা করিতে গিয়াছিলেন, তাহাতে সহজ-নিন্দার পক্ষের লোকেরা এ প্রকার কপটতার পশ্চাতে পশ্চাতে দৌড়াইছিল। ধর্ম্মের আচরণে যে সকল পাপকার্য্য সমর্থিত হয়, পারমার্থিকগণ ঐ গুলিকে মঙ্গলময় বলিয়া বলেন না। ছলনা-রহিত হইয়া হরিনাম শুনিতে শুনিতে সাত্ত্বিক বিকার হয়। ধন্য উদর!

ভগবানের কথায় হৃদয় আর্দ্র হওয়া এক কথা, আর কপটতা করিয়া লোক-দেখান' আঙ্গিক বিকার অন্য কথা। পুতনা ভগবান্‌কে দুধ খাওয়াইতে আসিয়াছিল বলিয়া প্রকাশ। কিন্তু তাহার উদ্দেশ্য কৃষ্ণের পোষণ নহে, কিন্তু কৃষ্ণের হনন। সুতরাং কপটকে কেহই বিশ্বাস করে না।

কীর্ত্তনে বিজ্ঞান

ভগবান্ কি এবং কিরূপেই বা তাঁহাকে পাওয়া যায় তাহা জানিবার জন্য স্বভাবতঃই মনুষ্য-হৃদয় সমুৎসুক। শাস্ত্রকারগণ ধ্যান, ধারণা, নামসঙ্কীর্ত্তনাদি ভিন্ন ভিন্ন পন্থা প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। কোন্ পন্থায় মুমুক্ষু হৃদয়ের সহজ বোধগম্য, তাহা বিশ্লেষণ করিয়া দেখা যাউক। ভগবান্ অসীম। অসীমের পূর্ণ ধারণা করা সসীম মনুষ্যের সীমাবদ্ধ চিন্তাশক্তির দ্বারা সম্ভবপর নহে। উক্ত চিন্তাশক্তি দ্বারা অনন্তের চিন্তা করিতে গিয়া আমরা কি সিদ্ধান্তে উপনীত হই তাহা দেখা যাউক।

দেখা যায় কোনও বিষয় চিন্তা করিতে হইলে মনের একাগ্রতা বিশেষ আবশ্যক, কারণ মন সর্ব্বদা বিক্ষিপ্ত; এক বস্তুর চিন্তায় মনকে অধিকক্ষণ স্থির রাখা সাধারণতঃ অসম্ভব। নির্জ্জনে আহ্নিক করিতে বসিলাম কিন্তু কোথায় আহ্নিক! সাংসারিক যাবতীয় বিষয় ক্ষণে ক্ষণে মনে উদিত হইয়া ক্ষণে লয় হইতে লাগিল। অলী যেমন পুষ্প হইতে পুষ্পান্তরে মধু আশে ধাবিত হয়, মনও তদ্রূপ বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে যাইতে লাগিল। কিছুতেই বশে আনিতে পারিলাম না। আমার আহ্নিক হইল না। বিক্ষিপ্ত মন বশে না আসিলে, একাগ্র না হইলে চিন্তিত বিষয় কিরূপে ধারণা যোগ্য হইতে পারে? বিক্ষিপ্ত মন সংযত করিয়া চিন্তনীয় বিষয়ে একাগ্র ভাবে নিয়োজিত করিলে চিন্তিত বিষয় বোধগম্য হওয়া সম্ভবপর। পাঠাভ্যাসরত বালক পাঠাভ্যাস-কালীন যদি ক্রীড়া কৌতুকাদি চিন্তা করিতে থাকে তবে কি তাহার পাঠাভ্যাস হয়? ভগবদ বিষয়ক বিরাট ব্যাপার চিন্তা করিতে হইলে কিরূপ একাগ্রচিত্ত হওয়া প্রয়োজন তাহা অনুমেয়। শব্দময় সংকীর্ত্তনাদির শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিবার পূর্ব্বে চিন্তাময়, জ্ঞানময় যোগের বিষয় আলোচনা করা যাউক। যোগ বা চিত্তবৃত্তি নিরোধ দ্বারা, মনঃসংযোগ করিয়া ভগবানকে চিন্তা করিবার প্রথা আছে। মন কেবল বা সদা বিক্ষিপ্ত ও যোগাভ্যাস দ্বারা মনস্থির কিরূপ সম্ভবপর, তাহার বিজ্ঞান-সম্মত কি কারণ থাকিতে পারে তাহা অগ্রে দেখা যাউক, পরে নামসংকীর্ত্তনাদি দ্বারা মনস্থির অপেক্ষাকৃত সহজ-সাধ্য কি না বিচারভার সুধী পাঠকবর্গের উপর ন্যস্ত করা যাইবে। অন্ধকার যেমন আলোকের সৌন্দর্য্যবৃদ্ধি করে, কৃষ্ণবস্ত্র যেমন শ্বেতবস্ত্রের উৎকর্ষসাধক, নিকৃষ্ট যেমন উৎকৃষ্ট বস্তুর ধারণোদ্দীপক, শব্দময় নামকীর্ত্তনের শ্রেষ্ঠত্ব উপলব্ধি করিতে হইলে যোগ বা প্রাণায়াম কি তাহা অগ্রে জ্ঞাত হওয়া আবশ্যক।

জাগতিক সমস্ত সৃষ্ট দ্রব্য অণুপরমাণু দ্বারা গঠিত। এই অণুপরমাণু সর্ব্বদা পরস্পর পরস্পরকে আকর্ষণ করিতেছে। এই কারণে স্বল্পপরমাণুগঠিত জগৎ বহু পরম গু-গঠিত সূর্য্যদ্বারা আকৃষ্ট হইয়া তাহারই চতুর্দ্দিকে ভ্রাম্যমাণ আছে। আমাদের এই অণুপরমাণু গঠিত দেহও পৃথিবী দ্বারা সদা আকৃষ্ট হইয়া তাহাতে সংলগ্ন আছে। তাহাকেই দেহের গুরুত্ব কহে। স্বল্প-পরমাণুগঠিত ক্ষীণকায় ব্যক্তি অধিক পরমাণুগঠিত স্থূলকায় ব্যক্তি অপেক্ষা যে কারণ স্থূলকায় ব্যক্তির অধিক পরমাণু পৃথিবী কর্ত্তৃক অধিক আকৃষ্ট হইতেছে, বিজ্ঞানবিৎ মাত্রেই অবগত আছেন।

পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ একটী আনুমানিক সরলরেখার উপর উপস্থিত। মনে করুন একটী দণ্ডের ঠিক মধ্যস্থলে উপরিভাগ হইতে নিম্ন পর্য্যন্ত, আনুমানিক সরলরেখাবিশিষ্ট একটী ছিদ্র করা যায় ও সেই দণ্ডটী পৃথিবীর উপর এরূপভাবে রাখা যায় যে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষক রেখা দণ্ডের মধ্যবর্ত্তী আনুমানিক ছিদ্রপথের ভিতর পড়ে তবে উক্ত দণ্ডটী পৃথিবীর উপর দণ্ডায়মান থাকিতে সমর্থ হয়। দণ্ডের বক্রতা ঘটিলে উক্ত দণ্ড আর যথাস্থানে থাকিতে পারে না। পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ দণ্ডের একবিন্দু হইতে বিন্দ্বন্তরে গমন বিধায় দণ্ডের চঞ্চলতা উহু পতন অবশ্যম্ভাবী। বাজীকরগণ এই প্রক্রিয়ার নিজদেহ শূন্যস্থিত তারের উপর ঠিক রাখিয়া তদুপরি চলিয়া ফিরিয়া বেড়াইতে সমর্থ হয়। আমাদের দেহে যে মেরুদণ্ড আছে, তাহা শরীরের ঠিক মধ্যস্থলে অবস্থিতি-হেতু উক্ত মেরুদণ্ড সরলভাবে রাখিলে উৎসর্গদ্বার হইতে মস্তক পর্য্যন্ত মেরুদণ্ডের মধ্যবর্ত্তিস্থানের ছিদ্রপথে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষক রেখা পতিত হয়। যোগাভ্যাস-প্রক্রিয়ায় মেরুদণ্ড এইরূপ সরল রাখিবার কথা আছে? এখন অণু কি তাহা দেখা যাউক। বৈজ্ঞানিকেরা বলেন একটী অণু একটী মন ও আটটী গুণ তড়িৎ দ্বারা গঠিত। প্রত্যেক অণুকে আটটী গুণ ও একটী মন তড়িৎকণ প্রকৃতি-পুরুষের ন্যায় বাস করে। দেখা গিয়াছে যে, একটী সজাতীয় তড়িৎ পরস্পর পরস্পরকে বিকর্ষণ ও একটী বিজাতীয় তড়িৎ পরস্পর পরস্পরকে আকর্ষণ করে। এই বিজাতীয় তড়িৎ উভয়ের আকর্ষণের ফলে পরস্পর সংযুক্ত হইয়া যে দানার বা অণুর সৃষ্টি হয় তাহাতে কিঞ্চিৎ আকর্ষণ শক্তি থাকিয়া যায়। ইহা হইতে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণী শক্তির উদ্ভব। কিন্তু প্রত্যেক সজাতীয় তড়িৎকণ যখন অণু হইতে বিভক্ত হইয়া আলাহিদা অবস্থায় থাকে, তখন তাহার প্রত্যেকের শক্তি একটী অণুর মাধ্যাকর্ষণ শক্তি অপেক্ষা বহুগুণ অধিক। মনে করুন আপনি একখণ্ড প্রস্তর লইয়া আর একখণ্ড প্রস্তরে আঘাত করিতে লাগিলেন। আঘাতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইয়া শূন্যে মিলাইয়া যাইতে লাগিল। এইরূপ করিতে সমস্ত প্রস্তর নিঃশেষ হইয়া গেল। আপনি কি বুঝিলেন? বুঝিলেন ঐ অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ, সংঘর্ষে উত্তেজিত প্রস্তরের প্রত্যেক অণুর ভিন্ন জাতীয় এবং তড়িৎকণ সুপ্তাবস্থা হইতে বিভক্ত হইয়া পুনরায় শূন্যে নিজ নিজ স্বভাব দ্বারা সংযুক্ত হইয়া অণুরূপ ধারণ করিয়া শূন্যে বিলীন হইতেছে। ঐ সমস্ত বিক্ষিপ্ত অণু যদি পুনঃসংযুক্ত হয় তবে যে প্রস্তর সংঘর্ষের ফলে ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহাই পুনর্গঠিত হইবে।

আনন্দময়াধিকরণে
শঙ্কর ভাষ্যের সমালোচনা

(২)

(পণ্ডিত শ্রীপাদ অতীন্দ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়)

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ১৭৫ সংখ্যার পর)

মায়াবাদী আরও বলিয়াছেন, 'ময়-টের 'প্রচুর' অর্থ অঙ্গীকার করিলে ব্রহ্মে কিঞ্চিৎ দুঃখ থাকারও প্রতীতি হয় বলিয়া আনন্দময়কে ব্রহ্ম মানা উচিত নহে। এই অদ্ভুত কথাটি মায়াবাদী কি প্রকারে বলিলেন তাহা একেবারেই মানব-বুদ্ধির অগম্য।

প্রাচুর্য্য আধিক্যের অর্থেই ব্যবহৃত হয়। সুতরাং আনন্দের প্রাচুর্য্য আনন্দের আধিক্যই অবরোধ করাইয়া দেয়। কিন্তু আনন্দের প্রাচুর্য্য হইতে বিপরীত পক্ষ দুঃখের সত্তা যে মায়াবাদাচার্য্যের কল্পনায় প্রতিভাত হইয়াছে, ইহা বাস্তবিকই সংশয়োদ্দীপ্ত বিস্ময়কর কল্পনা।

"তেজোময়ঃ দিবাকরঃ", "প্রচুর সন্তাপো নিদাঘদিবসঃ" ইত্যাদি বাক্য-গুলির অর্থ কি সূর্য্যে অন্ধকার, নিদাঘ দিবসে শৈত্য এইরূপ বুঝিতে হইবে?

সূর্য্য তেজোময় বলাতে তাহাতে কিঞ্চিৎ অন্ধকারের প্রতীতি হয়, নিদাঘ দিবসের তীক্ষ্ণ রৌদ্র বলাতে তাহাতে কিঞ্চিৎ শৈত্যের প্রতীতি হয় ইত্যাদি বিস্ময়কর কথা বলিলে যেমন উন্মত্তের অসঙ্গতি হয়, আনন্দময় বলাতে তাহাতে কিঞ্চিৎ দুঃখের প্রতীতি হয়, এই কথা বলিলে তদ্রূপই অসঙ্গত হইয়া পড়ে।

আরও এক কথা এই যে, কোন কথা লইয়া যদি সন্দেহ উৎপত্তি হয়, তাহা হইলে অন্য কোন কথা দ্বারা সেই সন্দেহের পরিহার হয় কি না, বিচার করিয়া দেখিতে হইবে, ইহাই মীমাংসার নিয়ম। বস্তুতে গুণ বা দোষ আছে কিনা তৎ-সম্বন্ধে কোন প্রমাণ না পাইলেই সন্দেহ থাকিয়া যায়। আনন্দময় কথাটি ব্যতীত প্রমাণান্তর দ্বারা যদি ব্রহ্মবস্তু দুঃখলেশ রহিত বলিয়া প্রতিপন্ন না হইতেন, তাহা ও না হয় বলিতে পারিতেন যে, ময়টের অর্থ প্রচুর মানিলে ব্রহ্মে কিঞ্চিৎ দুঃখ আ[illegible] প্রতীত হয়। কিন্তু যাবতীয় বেদ, শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণাদি অসন্দিগ্ধরূপে সাক্ষ্য দিতেছেন যে, পরব্রহ্ম দুঃখলেশ-রহিত। সুতরাং প্রতিবাদী যে আনন্দময়ের 'ময়'টী লইয়া অযথা রূপে তাঁহাতে কিঞ্চিৎ দুঃখের কল্পনা করিয়াছেন, তাহা যদি স্বীকারও করা যায় তাহা হইলেও, সে আনন্দময় ব্রহ্মবোধক, যে আনন্দময় কেবল নিরবচ্ছিন্ন আনন্দের পরিচায়ক; তাহাতে লেশ-মাত্র দুঃখ থাকার কোনই সম্ভাবনা নাই। অতএব আনন্দময়েরই অভ্যাস থাকায়, সেই আনন্দময়কেই পরব্রহ্ম বুঝিতে হইবে। প্রকৃতি বা জীব আনন্দময় নহেন।

যোগপীঠ ও ভক্ত

ভগবানের অসংখ্য শক্তির কথা বেদে উল্লিখিত আছে। 'পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে।' ইহাদিগের মধ্যে শ্রী-ভূ-লীলা শক্তিত্রয়ের অন্তিম লীলা শক্তি হইতে ধামাদি প্রকটিত হয়। শ্রীধাম গোলোক বৃন্দাবন নবদ্বীপ অভিন্ন ও এই লীলাশক্তির প্রকাশ বিশেষ। শ্রী-ভূ-লীলাশক্তি স্বরূপ-শক্তির অন্তর্গত, সুতরাং তাহার প্রকাশ চিজ্জগৎ। শ্রীনবদ্বীপধাম অপ্রাকৃত, প্রাকৃত গোচর নহে। অতএব প্রাকৃত অক্ষজজ্ঞানের বলে দৃপ্ত হইয়া শ্রীধাম সম্বন্ধে আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হওয়া, আর শ্রীধামকে অপ্রাকৃত অধোক্ষজত্ব জ্ঞানে সেবা করা—এ দুইটী সম্পূর্ণ পৃথক্। অক্ষজ জ্ঞানে ভোগতৎপরতাই পরিদৃষ্ট হয়। ভোগতাৎপর্য্যমূলে শ্রীধামদর্শন হয় না।

দেখিতে পাওয়া যায় যে আধুনিক-কালে তথাকথিত প্রত্নতত্ত্ববিদের চেষ্টাফলে অনেক নূতন নূতন বৃত্তান্ত জীবের জ্ঞান-গোচর হইতেছে। তবে স্থান-বিশেষে দেখা যায় ভিন্ন ভিন্ন প্রত্নতত্ত্ববিদভিমানীর গবেষণার ফল একই বিষয়ে পরস্পর স্বতন্ত্র হইয়া পড়ে। অক্ষজ বিচারের ফল এক-রূপ হইবারই সম্ভাবনা অধিক। ভিন্ন ভিন্ন মনীষীর দর্শন বিভিন্ন। দেহ ও মন ভেদে জীবনিচয় পরস্পর হইতে পৃথক্। নির্ম্মল আত্মবৃত্তিতে সকলেই স্বরূপতঃ এক হইলেও ভোগবৃত্তিতে অধিষ্ঠিত থাকিয়া ভ্রম প্রমাদ-করণাপাটব (ইন্দ্রিয়ের অপটুতা) বিপ্রলিপ্সা (আত্মপরবঞ্চনেচ্ছা) দোষচতুষ্টয়যুক্ত বিচার-প্রণালী অবলম্বন করিয়া বদ্ধজীব পরস্পর হইতে বিভিন্ন সুতরাং তাহাদের মনীষা অনেক স্থলে উজ্জ্বল প্রদীপ্ত বলিয়া বোধ হইলেও তাহা ঐ দোষচতুষ্টয়বিমুক্ত নহে। অতএব একই বিষয়ে বিভিন্ন মনীষা বিভিন্ন মত পোষণ করিবেন ইহাতে আর বিস্ময় কি থাকিতে পারে? প্রত্ন-তত্ত্ববিদ্‌গণ কিছু এ নিয়মের ব্যতিক্রম নহেন, তাই একই স্থানের সম্বন্ধে মীমাং-সায় উপনীত হইতে গিয়া প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ বিভিন্নমুখী হ'ন। অন্ধকূপ সম্বন্ধে লব্ধ-প্রতিষ্ঠ ঐতিহাসিকগণের বিভিন্ন মত, কুতবমিনার সম্বন্ধে সকলে একমত হইতে পারিতেছেন না। শিলালিপির পাঠোদ্ধারে প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণকে পরস্পরের দোষ উল্লেখ করিতে দেখা গিয়াছে। সামান্য প্রাকৃত বস্তু সম্বন্ধে তাঁহাদের একাধিকের বিচার সমীচীন হইতে পারে না। হয়ত কাহারও বিচার অপ্রান্ত নাও হইতে পারে, তখন অপ্রাকৃত ধামতত্ত্ব নিরূপণে তাঁহাদের যোগ্যতা কতদূর নির্ভরযোগ্য তাহা বুদ্ধি-মান মাত্রেই বুঝিতে পারেন।

শ্রীধাম বৃন্দাবনের বিভিন্ন লীলাস্থলী গুলির পরিচয় কোন্ প্রত্নতত্ত্ববিদ্ কোন্ বিচারমূলে দিতে সমর্থ? স্বয়ং শ্রীভগবান্ অভিন্নব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর যেরূপ অভ্রান্ত ও নিঃসংশয়ভাবে ঐগুলি নির্দ্দেশ করিয়া জীবের বৃন্দাবন-সেবার সম্ভাবনা করিয়া দিয়াছেন, কোন্ অক্ষজবাদী তাহার ধারণা করিতে যোগ্য? কোন্ স্থপতিবিদ্ তাহার কোণপরিমাপকযন্ত্র (সেক্সট্যান্ট), সমতলমাপকযন্ত্র (লেভেল) প্রভৃতির সাহায্যে রাধাকুণ্ড আবিষ্কারে সমর্থ? কোন্ প্রাকৃত ভাষার অভিজ্ঞতাভিমানী কেশীঘাটের তত্ত্বানুসন্ধানের দুরাকাঙ্ক্ষা হৃদয়ে পোষণ করিবার ধৃষ্টতা প্রকাশ করিতে পারেন? কোন ব্যবহারাজীব যাবটের রহস্যোদ্ঘাটনে ক্ষম? "অপ্রাকৃত বস্তু কভু নহে প্রাকৃতগোচর।"

বৃন্দাবনাভিন্ন শ্রীনবদ্বীপধাম, অপ্রাকৃত তত্ত্ব। ইহা প্রাকৃত ভোগ্য নহে যে, আমাদের বাহ্যভোগ্যবিষয়সংগ্রহতৎপর ইন্দ্রিয়নিচয়ের গম্য হইবেন। প্রাকৃতবিচারবিতণ্ডাসম্বল অক্ষজজ্ঞানদৃপ্ত ব্যক্তিগণ সাধারণ অন্যান্য ভোগ্য স্থলের ন্যায় শ্রীনবদ্বীপধাম আপনা-দের জড়বিচারাধীন করিতে প্রয়াস পাইলেও তাহা তাহাদের কখনও অধিগম্য নহে। চিৎপরিকরের ন্যায় চিন্ময়ধামও আত্ম-তত্ত্বের অন্তর্ভুক্ত, উহা অক্ষজজ্ঞানের অধীন নহেন—"নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন। যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বৃণুতে তনুং স্বাং" (কঠোপনিষদ)। সেবাবুদ্ধির পরিণতি-ক্রমে যিনি ভক্ত, ভগবান্ ও তদ্রূপবৈভব চিন্ময়ধামের কৃপা প্রাপ্ত হ'ন তিনি তত্ত্বসত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হ'ন, তিনি ধাম-মাহাত্ম্য উপলব্ধি করিতে সমর্থ, অন্যে কি তা'র মর্ম্ম বুঝিবে? কোকিল চূতমুকুল

আস্বাদন করে, আর কাক নিষ্ফল আস্বাদন করে। যাহার যেরূপ অধিকার, তাহার সেইরূপ প্রাপ্তি। দলিল দস্তাবেজ শ্রীধাম-তত্ত্বনির্ণয়ে সম্পূর্ণ অনুপযোগী, ইহা প্রত্যেক ভক্তই জানেন। তদ্দ্বারা ধাম নিরূপিত হইতে পারে এ বিশ্বাস যাঁহাদের হৃদয়ে বর্ত্তমান, ভোগবুদ্ধি হৃদয়ে লইয়া শ্রীবিগ্রহ দর্শন হয় ইহা যাঁহাদের ধারণা, প্রাকৃতজীবসঙ্ঘের সহায়তায় তদ্রূপবৈভবের উপলব্ধি সম্ভবপর ইহা যাঁহাদের আশা, তাঁহারা বৈষ্ণবাভিমানী ইহা বড়ই সন্তাপের বিষয়, অথবা ইহাই স্বাভাবিক। বৈষ্ণব ত' আর বৈষ্ণবাভিমানী হ'ন না, যেখানে বৈষ্ণবাভিমান সেখানে অবৈষ্ণবতাই প্রবল, "আমি ত' বৈষ্ণব এ বুদ্ধি হইলে অমানী না হ'ব আমি। প্রতিষ্ঠাশা আসি হৃদয় দূষিবে হইব নিরয়গামী॥"

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয়—অক্ষজ জ্ঞানমার্গকে অবলম্বন করিয়া শ্রীধামতত্ত্ব নিরূপণে উদ্যোগ করেন নাই, তিনি অপ্রাকৃত সেবামূলে শ্রীধামের অনুশীলন করিয়াছিলেন। তাহার ফলে তিনি সাক্ষাৎ অপ্রাকৃত ধাম দর্শন করিয়া কলিহতজীবকে কৃপাপূর্ব্বক সেই ধামে লইয়া যাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছিলেন। তিনি সিদ্ধ শ্রীল ভগবান্ দাস বাবাজী, সিদ্ধ শ্রীল জগন্নাথ দাস বাবাজী, সিদ্ধ শ্রীল চৈতন্য দাস বাবাজী প্রমুখ প্রভুগণকে সম্মুখে রাখিয়া তাঁহাদের অপ্রাকৃত অপ্রাপ্ত অনুভূতির অনুমোদিত শ্রীমায়াপুর যোগপীঠে শ্রীশ্রীগৌরজন্মভিটায় শ্রীশ্রীগৌরবিষ্ণুপ্রিয়া লক্ষ্মীপ্রিয়া মূর্ত্তির প্রকট করিয়া ভক্তজনের আনন্দবর্দ্ধন করিয়াছিলেন। রাজনীতিক্ষেত্রে প্রসিদ্ধনামা মহাত্মা শিশিরকুমারের গবেষণা শ্রীধামের অবস্থিতি বিষয়ে যাঁহার অনুগমনে প্রকৃত সত্যে উপনীত হইয়াছিলেন, শ্রীধাম নবদ্বীপ বিবুধমণ্ডলীর সভাপতি কুলিয়া সহর নবদ্বীপবাস্তব্য পরলোকগত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যারত্ন ভট্টাচার্য্য এম, এ বি, এল, মহোদয়ের প্রবন্ধ অনুসন্ধিৎসা যাঁহার অভ্রান্ত মীমাংসায় নিঃসংশয় হইয়া অনুবর্ত্তনে আনন্দ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, আরও বহু সুধীমণ্ডলী স্ব স্ব অক্ষজ দর্শনের ফল যাঁহার অপ্রাকৃত দর্শনের অনুকূল দেখিয়া বিস্মিত হইয়া যাঁহার অনুবর্ত্তন করিয়াছিলেন, যিনি তাঁহার অপ্রাকৃত দর্শনের ফল অক্ষজজ্ঞান-দৃপ্তগণের বোধগম্য করিয়া অক্ষজ বিচার প্রণালী সহযোগে তাহাদিগকে দিয়া স্বীকার করাইয়াছিলেন, অক্ষজ বিচারের উপযোগী উপাদানসমূহ, যথা—"সরকারী কাগজ পত্র, দলিল দস্তাবেজ" সকলাপেক্ষা যাঁহার অধিক করতলগত ছিল ও যিনি সেগুলির যথোচিত ব্যবহার করিয়া প্রাকৃত বিচারপূর্ণ ব্যক্তিবর্গের হৃদয় হইতে সন্দেহ নিরাস করিয়াছিলেন, যাঁহার পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য পাণ্ডিত্য প্রত্নতত্ত্বগবেষণার সম্পূর্ণ উপযোগী থাকায় পরলোকগত মহামহোপাধ্যায় শ্রীসতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, বিচারপতি শ্রীগুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি কোবিদগণ বহুচেষ্টা ও বিচার করিয়াও যাঁহার ধাম নিদর্শনকে অভ্রান্ত বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, সেই ঠাকুর ভক্তিবিনোদ লোকজগতে যথেষ্ট আভিজাত্য, পদবী, ঐশ্বর্য্য, পাণ্ডিত্য, প্রতিষ্ঠা থাকা সত্ত্বেও সেগুলিকে পদদলিত করিয়া নিষ্কিঞ্চনভাবে গৌরসুন্দরভজনে মগ্ন থাকিয়া পার্ষদবৈষ্ণবোচিত জীবেদয়াগুণে নিজ অপ্রাকৃত অনুভূতি জীবকুলকে দান করিয়াছেন। ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানপরগণকে ধর্ম্ম নামে প্রচারনিপুণ কতিপয় জীবগণ এরূপ হরিবিমুখ যে তাঁহার সে দানের গৌরব না করিয়া তাহার অগৌরবকরণ জন্য ব্যস্ত হইয়া প্রাণপাত করিতেও প্রস্তুত। কতকগুলি বিগ্রহব্যবসায়ী, কতিপয় ইন্দ্রিয়পর ব্যক্তি স্বীয় প্রতারণামূলক ব্যবসায় বর্দ্ধনমানসে যেখানে সেখানে শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর লীলাস্থলী বলিয়া নির্দ্দেশপূর্ব্বক অসতর্ক মানবগণের নিকট অজস্র অর্থ দোহন করিয়া ইন্দ্রিয়-চরিতার্থতা সম্পাদন করিতেছেন। আবার কোন কোন ভ্রষ্টসঙ্গী পরস্ত্রীপালক অভব্যক্তি বাবাজী উদাসীন সজ্জায় পবিত্র বেষের অমর্য্যাদাপূর্ব্বক তাহার অনুকরণ করিয়া অথবা গৃহস্থের বেশে সমালোচনোপলক্ষে শুদ্ধ ভাগবতবর শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের চরণে ঘোরতর অপরাধ করিতেছে মস্ত্রজীবী বিগ্রহব্যবসায়িগণ যতদূর করিতে স্পর্দ্ধা করেন নাই, তদপেক্ষা অধিক দাম্ভিকতা সহযোগে বৈষ্ণবাপরাধকেই জীবনের ব্রত করিয়া তাহারা শ্রীশ্রীগৌরজন্মভিটা সম্বন্ধে দুর্ভাগা লোকগণের হৃদয়ে সন্দেহ জন্মাইয়া নিজ নিজ স্বকপোলকল্পিত ভেল্‌ জঞ্জাল টা খাড়া করিয়া স্বকীয় লোভের চূড়ান্ত করিবার মানস করিয়াছেন, শ্রীধামকে ভোগ্য দর্শনে দেখিতে গিয়া তাঁহাদের এই দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে ও তাঁহাদের নিজের ন্যায় বিষয়ী অনুগত লোকগুলিকেও দুর্দ্দশায় পাতিত করিবার যত্ন প্রস্তুত করিয়াছেন।

হরের্নামৈব কেবলম্

(শ্রীপাদ রাধামোহন দাস ব্রহ্মচারী)

যদি একমাত্র শ্রীভগবানের পাদপদ্মসেবার দ্বারাই চিরসুখ বা নিত্য শান্তি লাভ করা যায় এবং তাহাই যদি জীবের একমাত্র চরম ও পরম উদ্দেশ্য হ'য়ে থাকে, তবে এই কলিকালে যোগ-জ্ঞান-তপ-আদি কৃষ্ণবহির্ম্মুখ কর্ম্মানুষ্ঠানের দ্বারা কখনও শ্রীভগবান্‌কে পাওয়া যাবে না। কেন না, কলির জীব অল্পায়ু দুর্ব্বল ও আধ্যাত্মিকাদি ত্রিতাপ জ্বালায় সদা সর্ব্বদা দারুণ যন্ত্রণা ভোগ ক'রছে; এমতাবস্থায় উহার ঐ সকল কঠিন কর্ম্মাদি করবার শক্তি নাই। যে সমস্ত কর্ম্মানুষ্ঠানের দ্বারা কৃষ্ণভক্তি লাভের সম্ভাবনা নাই, উহাকেই কৃষ্ণবহির্ম্মুখ কর্ম্ম বলে, সুতরাং ঐরূপ কর্ম্মানুষ্ঠান দূরে পরিহার পূর্ব্বক সাধু-শাস্ত্র-মহাজন-নির্দ্দিষ্ট যে কলিযুগধর্ম্ম "শ্রীহরিনাম-সঙ্কীর্ত্তন" উহাকেই কলির জীব-নিস্তারের একমাত্র সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপায় বলিয়া স্বীকার করা কর্ত্তব্য।

"পূর্ব্ব মহাজন-পথে চলে অনায়াসে!
নবপথে উৎপাত আনিয়া জীবে নাশে!!"

এক্ষণে আমরা নিশ্চিত বুঝতে পেরেছি যে, এই কলিযুগে একমাত্র নাম সাধন ভিন্ন জীবের শান্তি সুখ লাভের কোন উপায়ান্তর নাই। এই নাম সাধনে জাতি-বর্ণ, স্থান-অস্থান, পাত্র অপাত্র, সময় অসময়, শুচি-অশুচি, দেশ-বিদেশ কিছুরই বিচার নাই। শাস্ত্রকার বল্‌ছেন,—

"নীচ জাতি নহে কৃষ্ণ-ভজনে অযোগ্য।
সৎকুল বিপ্র নহে ভজনের যোগ্য॥
যেই ভজে সেই বড় অভক্ত হীন ছার।
কৃষ্ণ-ভজনে নাহি জাতি-কুলাদি বিচার॥"
(চৈঃ চরিতামৃত)।

"ন দেশ-কাল-নিয়মো ন শৌচাশৌচ-নির্ণয়ঃ।
পরং সঙ্কীর্ত্তনাদেব রামরামেতি মুচ্যতে॥"
(বৈশ্বানর সংহিতা)।

অর্থাৎ দেশকালের নিয়ম নাই, বা শৌচাশৌচের অপেক্ষা নাই; জীব কেবলমাত্র 'রাম রাম' এই নাম কীর্ত্তন করতে থাক্‌লেই মুক্ত হ'তে পার্‌বেন।

আজ এই ত্রিতাপক্লিষ্ট কলির জীবগণের কি দুর্দ্দশা! কালের প্রবলস্রোতে জীব যে কতই যন্ত্রণা ভোগ ক'রছে তা' মনে কর্‌লেও শরীর শিহরিয়া উঠে। আমিও ঘোর অপরাধী তমসাচ্ছন্ন একটী কলির জীব। কালের প্রবলস্রোতে পতিত হ'য়ে আজ আমার কি অবস্থা! আজ কিনা আমি সদা সর্ব্বদা বিষয়-মদে মত্ত হ'য়ে 'আমার' 'আমার' চিন্তাতেই বিভোর। ক্ষণার্দ্ধের জন্যও সেই জীবন-সর্ব্বস্ব প্রাণারামের শ্রীপাদপদ্ম চিন্তা, কি তাঁর মধুমাখা নাম কর্‌বার এমন অবসর নাই এবং শক্তিও নাই। স্বীয় কর্ম্মদোষে সবই হারা হয়েছি। এবার এমন দুর্লভ মানব-জন্ম পেয়ে জীবনটাকে বৃথা অতিবাহিত ক'রলাম। শুধু জীবন অতিবাহিত কেন, সঙ্গে সঙ্গে নরকে যাবার পথও পরিষ্কার করে ফেলছি! ইহা হ'তে পরিতাপের বিষয় আর কি হ'তে পারে? কেন না আমি যে 'কৃষ্ণদাস'—সে কথা একেবারেই ভুলে গিয়েছি। ভুলে ঘোর মায়াজালে আবদ্ধ হ'য়ে পড়েছি। মায়ার বশীভূত হ'য়ে কতই যে কি ক'রছি তার সীমা নাই। সে আমাকে যে ভাবে নাচাচ্ছে, আমিও সেই ভাবেই নাচ্‌ছি। কিন্তু তা'তে যে কতই যন্ত্রণা ভোগ কর্‌ছি, তা' একটুও ভাব্‌ছি না। আধ্যাত্মিকাদি তাপত্রয়ে যে আমাকে সদা সর্ব্বদা জ্বালিয়ে পুড়িয়ে মারছে, তা' বিন্দুমাত্রও বোধ নাই। সে যন্ত্রণাকে যন্ত্রণা বলে মনে কর্‌ছি না। কিন্তু যদি একটু বিচার করবার শক্তি থাক্‌ত, অথবা বিচার কর্‌তে পার্‌তাম, তা' হ'লে তখনই যন্ত্রণায় ছটফটী উঠে যেত এবং সঙ্গে সঙ্গে জ্বালা নিবারণের চেষ্টাও কর্‌তাম। কিন্তু হায়, দুর্দ্দৈববশতঃ উহা বুঝেও বুঝ্‌ছি না। যদি একটু সূক্ষ্মভাবে বিচার করে দেখা যায় তা' হলে জানা যায় যে, এই মায়া কর্ত্তৃক যে যন্ত্রণা সেও আমাদের মঙ্গলের জন্যই, কেন না, দয়ার সাগর করুণানিদান ভগবান্ বল্‌ছেন যে,—"জীব আমাকে একেবারেই বিস্মৃত হ'য়ে পড়েছে। কিন্তু নানাপ্রকার যন্ত্রণাদিতে অসহ্য হ'য়ে যদি একবার নিষ্কপটে বলে যে,—হা' প্রভু দয়াময়! আমাকে রক্ষা করুন তা' হলে আমি তখন তাকে সেই মায়াজাল হ'তে উদ্ধার করব। যথা,—

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে, মায়ামেতাং তরন্তি তে॥

অর্থাৎ আমার এই ত্রিগুণময়ী দৈবী মায়া নিশ্চয়ই দুস্তরা; যাঁরা (অচলা ভক্তি দ্বারা) আমাকে ভজনা করেন, তাঁরা এই সুদুস্তরা মায়া অতিক্রম কর্‌তে পারেন।

তাই বলি, ভাই তোমরা বুদ্ধিমান—বুদ্ধিমান হ'য়ে কেন, আমার মত নরপিশাচের ন্যায় হরিভজন ছাড়িয়া বৃথা কাল ক্ষয় করবে। মনুষ্যের জীবন পদ্মপত্রের জলের মত সর্ব্বদা টল্‌মল্ কর্‌ছে কোন্ দিন কোন্ মুহূর্ত্তে খসে পড়বে কে জানে! ...কো হি জানাতি কস্যাদ্য মৃত্যুকালো ভবিষ্যতি।" সুতরাং সকলেই কাল মাত্র বিলম্ব না করিয়া গুরু-পাদাশ্রয়ে হরিনামাশ্রয় করুন। "নামাশ্রয় করি যতনে তুমি থাকহ আপন কাজে।"

"হরের্নামৈব কেবলম্"

পর-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

সম্প্রতি পরবিদ্যাপীঠে নিম্নলিখিত শিক্ষণীয় বিষয়নিচয়ের অধ্যাপকের আসন-সমূহ সংস্থাপিত হইয়াছে—বিদ্যার্থিগণ আবেদন করুন।

১। সাংখ্যাসন, ২। ঐতিহ্যাসন,
৩। সদ্বৈয়াকরণাসন, ৪। ভক্তিশাস্ত্রাসন,
৫। তন্ত্রশাস্ত্রাসন, ৬। বেদান্তাসন,
৭। একায়নাসন।

শ্রীনন্দলাল রায় বি, এ, কাব্যতীর্থ, বিদ্যাসাগর,
সম্পাদক—পরবিদ্যাপীঠ, শ্রীধাম মায়াপুর।

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

শ্রীগৌড়ীয়-প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৪০্ চল্লিশ টাকা।

২৭২৪ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে,

সপ্তচত্বারিংশ খণ্ডে সূচী ছাপা হইতেছে।

৪৬শ খণ্ড গ্রাহক নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে ১৫।৵০ সাধারণ পক্ষে ২০৸৵০। প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৵০, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ।৴০।

দশম স্কন্ধ ছাপা হইতেছে। দশম স্কন্ধের ভিক্ষা ১২্, অগ্রিম সাধারণের পক্ষে ৮্।

৫০ অধ্যায়পর্যন্ত নবম সংখ্যা ছাপা হইয়াছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত"

সম্পূর্ণ ছাপা শেষ হইল

আদি, মধ্য, ও অন্ত্যলীলা এবং সূচী ছাপা হইয়া সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছেন। যাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ১০্ টাকা ভিক্ষার তৃতীয় সংস্করণ ৪্ টাকায় না পাইয়া অপূর্ব্ব সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছেলেন, তাঁহাদের জন্যই উহার ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছেন। সেই ১০্ টাকার এই বিরাট গ্রন্থ গৌড়ীয়মঠের উৎসব অর্থাৎ আগামী ২রা আশ্বিন পর্য্যন্ত ৫্ টাকা ভিক্ষায় দেওয়া হইবে। গ্রাহকগণ সত্বর হউন পরে আর ঐ সুযোগ দেওয়া হইবে না।

শ্রীচৈতন্য লীলার ব্যাস আখ্যাত

শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত

নিত্যাই দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র গ্রন্থ ৮্ স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫্

নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪৷৷০ টাকা

শ্রীচৈতন্য মঠের যাবতীয় গ্রন্থ

কার্য্যাধ্যক্ষ, গ্রন্থ-বিভাগ, শ্রীচৈতন্য মঠ
পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

—অথবা—

শ্রীগৌড়ীয় মঠ ১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা
ঠিকানায় পাওয়া যাইবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :— ডাকে মহাশয় শ্রীচৈতন্য মঠের ঠিকানায় লিখিবেন।

নোটীশ

এতদ্দ্বারা জনসাধারণ বিশেষতঃ নাকাশীপাড়া এষ্টেটের সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণকে অবগত করান যাইতেছে যে বর্দ্ধমান জেলার মণিরামবাটীনিবাসী শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন সিংহ রায় মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুক্ত গোপিনীমোহন সিংহ রায় মহাশয়ের অনুকূলে জেলা নদীয়ার নাকাশীপাড়া থানার অন্তর্গত নাকাশীপাড়া এষ্টেটের মালিক বাবু শিবেন্দ্রনাথ সিংহ রায় ও শচীন্দ্রনাথ সিংহ রায় দ্বারায় যে আম-মোক্তার-নামা সম্পাদিত হইয়াছিল তাহা গত ১লা আশ্বিন সন ১৩৩৬ সাল ইং ১৭ই সেপ্টেম্বর ১৯২৯ সাল মঙ্গলবার বাতিল অর্থাৎ রদ রহিত করা গেল, (রেজিষ্টারী নং ৭৮১ তারিখ ১।৬।৩৬ (বঙ্গাব্দ) এবং নং ১, তারিখ ২৮।৫।৩৬ (বঙ্গাব্দ) এবং নং ৭৮০ তারিখ ১।৬।৩৬ এবং নং ২, তারিখ ২৮।৬।৩৬,) এবং উক্ত শ্রীযুক্ত গোপিনীমোহন সিংহ রায় আমাদের ষ্টেটের যাবতীয় কার্য্য হইতে অবসর দেওয়া গেল। ভবিষ্যতে ঐ তারিখের পর হইতে তাঁহার কোন কার্য্যের জন্য আমরা কিম্বা আমাদের এষ্টেট কোন দায়ী থাকিবে না বা হইব না। যদি কোন কার্য্য তিনি পক্ষগণ তাহা নিজ দায়িত্বে করিবেন এবং এরূপ তাঁহার কৃতকার্য্যের জন্য কোন স্থলে আমরা বা আমাদের এষ্টেট দ্বারা গৃহীত হইবে না। এতদর্থে সাধারণের অবগতির জন্য এই নোটীশ দ্বারা সকলকে অবগত করা গেল—ইতি।

তারিখ
১৭।৯।২৯.

শ্রীশচীন্দ্রনাথ সিংহ রায়, জমিদার,
নাকাশীপাড়া ষ্টেট,
সাং নাকাশীপাড়া, নদীয়া।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিম্নলিখিত মঠসমূহে প্রাপ্তব্য:—

১। শ্রীচৈতন্য মঠ,—পোঃ, শ্রীধামমায়াপুর, (নদীয়া)।
২। শ্রীগোদ্রুমদারে মঠ,—চাপাহাটি, সমুদ্রগড় পোঃ, (বর্দ্ধমান)।
৩। শ্রীভাগবত আসন,—ভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৪। শ্রীগৌড়ীয় মঠ,—১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা।
৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ,—চটকপর্ব্বত, পুরী,
৬। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ,— উড়িয়া বাজার, কটক।
৭। শ্রীভাগবত মঠ,—চিরকাদা, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।
৮। শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ,—৩নং অগস্ত্যকুণ্ড, কাশী, ইউ, পি।
৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,—টিলাগলি, বৃন্দাবন, মথুরা, ইউ, পি।
১০। শ্রীপরমহংস মঠ—নৈমিষারণ্য পোঃ, সীতাপুর, ইউ পি।
১১। শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ,—কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল, পাঞ্জাব।
১২। শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠ,—২০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।
১৩। শ্রীগদাইগৌরাঙ্গ মঠ,— বালিয়াটি, ঢাকা।
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম,—আমলাযোড়া, রাজবাঁধ পোঃ, বর্দ্ধমান।
১৫। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ,—চুয়ারকোন্দা, চিরুডাঙ্গা পোঃ, মানভূম।
১৬। শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয় মঠ,—আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী, উড়িষ্যা।

এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণের নিকটও

নদীয়া প্রকাশ প্রাপ্তব্য।

১। শ্রীযুক্ত জনার্দ্দন ঘোষ—বসু বাজ রোড, খুলনা
২। শ্রীযুক্ত রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিরত্ন—দেওয়ানগঞ্জ,
হলদিবাড়ী কুচবিহার।
৩। শ্রীযুক্ত রামরঞ্জন রায়, ৭৬।৩নং শ্রীগোপাল মল্লিক লেন, কলিকাতা।
৪। শ্রীযুক্ত অমূল্যকুমার সরকার এম, ডি, ও, ফৈজাবাদ।
৫। মিঃ এন ডি, মুখার্জ্জি—এম, এম, ওয়ার্কস দি মল, কানপুর।
৬। শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী জ্যোতিভূষণ—স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া
৭ শ্রীরাসবিহারী দাস অধিকারী, নবদ্বীপ।
৮। শ্রীবিরাজমোহন দে—মনমোহন প্রেস, নবাবপুর, ঢাকা।
৯। শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ গড়গড়ি, বেড়াচাঁপা, ২৪ পরগণা।

কভু স্বর্গে ওঠে কভু নরকে ডুবায়। পুন সেইমত মায়া পাপে ডুবাইয়া মারে

শ্রীচৈতন্যমঠের গ্রন্থাবলী

শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুর বিরচিত

ঠাকুর-গ্রন্থাবলী।

উৎকৃষ্ট কাপড়ে বিলাতী ধরণে বাঁধাই স্বর্ণালঙ্কৃত। চতুর্থ সংস্করণ। বিস্তৃত বিষয়সূচীসহ

জৈবধর্ম্ম

বাঁধাই ২৲ দুই টাকা

প্রকাশিত হইয়াছে

সনাতন ধর্ম্মশাস্ত্র বেদ, বেদান্ত, উপনিষৎ, গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত, দর্শন, পুরাণ, তন্ত্রাদি সকল গ্রন্থ পাঠ করিবার অবসর অতি অল্প মানবের ঘটিয়া থাকে। অনেকের যোগ্যতা না থাকায় সেই সমস্ত গ্রন্থের মর্ম্ম অবগত হইতে পারেন না। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বাঙ্গালীর ... অসুবিধা দূরীভূত করিবার জন্য এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

বিদ্যালয়ের ছাত্র বা শিক্ষকগণের বিশেষ ... এই হেতু শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টার বাহাদুর ... সমস্ত বিদ্যালয়ের জন্য অনুমোদন করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

প্রথম খণ্ড ভিক্ষা ১৲ একটাকা

যুক্তিপূর্ণ শাস্ত্রবাক্য দ্বারা পারলৌকিক ... নিত্য কর্ত্তব্য ও ... নির্দ্ধারিত হইয়াছে। ... সনাতন শাস্ত্রবাক্য ... সমর্থিত ও প্রমাণিত হইয়াছে। ... মনের ও আত্মার ... ইত্যাদি বিষয় ... এরূপ ... আলোচিত হইয়াছে যে, ... আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত পাঠ না করিয়া ... যায় না।

শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ভিক্ষা ৷৵০

ঐ প্রমাণ খণ্ড ভিক্ষা ৵০

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ... জন্মভূমি নবদ্বীপ ... এই নবদ্বীপের প্রাচীন বিবরণ ... শ্রীমহাপ্রভুর লীলা ... স্থানের পরিচয়, শ্রীধাম-মাহাত্ম্য ... ইত্যাদি বিষয় বিশেষভাবে মনোহর ছন্দে ... পকেট সাইজ প্রায় ১৬০ পৃষ্ঠা

নবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ

উজ্জ্বল বোল্ড-টাইপে ... কাগজে ছাপা— শ্রীনবদ্বীপধাম দর্শনে ভাবুক দর্শনকারীর কি প্রকার ভাবের উচ্ছ্বাস হয়, তাহা এই গ্রন্থে বর্ণিত। অতি চমৎকার। ভিক্ষা চারি আনা।

শ্রীশিক্ষা

৷৵০

দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীরূপ গোস্বামী ... শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভৃতি উপদেশচ্ছলে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে অনুকূল ও প্রতিকূল বিচার অতি সুন্দরভাবে ব্যক্ত হইয়াছে। ... ছাড়া শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদিষ্ট শিক্ষা ও উপদেশ বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-জগতে অভিনব গ্রন্থ

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতি-গ্রন্থাবলী ঃ—

শরণাগতি

পকেট সাইজ
অষ্টম সংস্করণ
ভিক্ষা ৵০ আনা

দেহ ও মনের চেষ্টা ... যখন জীব বুঝিতে পারে, তখন একমাত্র নিত্যবস্তু শ্রীভগবানের প্রতি তাঁহার কোন ... প্রার্থনা ... শ্রীভগবানে সর্ব্বান্তঃকরণে ... শরণাপন্ন হইতে হয়, ইত্যাদি বিষয়ক ... প্রার্থনা ও আত্মসমর্পণমূলক গান। ... সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে।

ভিক্ষা প্রতি খণ্ড ৵০ এক আনা।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা—৵০, নবদ্বীপশতক—৵০

অর্থপঞ্চক ৵০

কল্যাণকল্পতরু

পকেট সাইজ
পঞ্চম সংস্করণ
ভিক্ষা ৴১০

... কল্যাণ ... কল্যাণ ... কল্যাণ ...

শ্রীল চক্রবর্ত্তি ঠাকুরের টীকা সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর কৃত টীকা ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কৃত ... অনুবাদ। ... প্রায় ৮২৫ পৃষ্ঠা। উৎকৃষ্ট সিল্কে বাঁধাই ২৲ দুই টাকা। কাগজে বাঁধা ১৷৷০

শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ কৃত ভাষ্য সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

কাগজ ও ছাপা উৎকৃষ্ট। সিল্কে বাঁধাই, সোণার জলে নাম লেখা। রাজসংস্করণ ২৲ টাকা। সাধারণ সংস্করণ ১৷৷০, গৌড়ীয়ের গ্রাহকপক্ষে ১৷০

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি

... বৈষ্ণব ... শ্রীমন্দির ও শ্রীবিগ্রহের বিবরণ ... প্রকাশিত ...

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ—১ম খণ্ড ১৲ এক টাকা। ২য় খণ্ড ১৲ এক টাকা—শ্রীমদ্ভাগবতের গ্রাহক ও গৌড়ীয় গ্রাহকগণ ... টাকা। তৃতীয় খণ্ড ...

... ডবল ক্রাউন ৮ পেজি ... আকারে মুদ্রিত হইতেছে।

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য সঙ্কলিত

সদাচারস্মৃতিঃ

ভিক্ষা ৵০ মাত্র

মদন মঞ্জরী

... ইন্দ্রিয়শক্তি হ্রাস, ... বুক ধড়ফড়, ... ভিক্ষা ... একটাকা।

"অশ্বগন্ধাদি ঘৃত"

... ১৲ টাকা।

"জ্বরাতিসার বটিকা"

... একটাকা।

নারায়ণজী, কেশবজী

... কলিকাতা।

কুমার-ভোগ ... কোন কষ্ট ... একটাকা ...

নারেল (Narehol)— ... (Bronchitis) ...

দাদ-সোপ

ডাঃ ৺ ... প্রস্তুত

দাদ-সোপ

... আসল ... ফার্ম্মেসী, ... বড়বাজার, কলিকাতা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (প্রাচীন নবদ্বীপ) নদীয়া।

পরবিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

এখানে আহার এবং বাসস্থান [illegible] বিদ্যার্থিগণকে বিভিন্ন শিক্ষণীয় বিষয় শিক্ষা দিবার [illegible] করা হইয়াছে। অনেক ছাত্র ইতোমধ্যেই আসিয়া [illegible] করিয়াছেন। বর্ত্তমান বর্ষে সকল ছাত্রই গবর্ণমেণ্ট [illegible] পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

প্রধান অধ্যাপক—[illegible] শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রচন্দ্র [illegible] ব্যাকরণ-সাংখ্য-[illegible], সাংখ্যভূষণ, বেদান্তরত্ন, সাহিত্যশাস্ত্রী, [illegible]।

অধ্যাপক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গৌরদাস ব্রহ্মচারী ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীধাম মায়াপুর পরবিদ্যাপীঠ, (নদীয়া)

বেদনাঞ্জন

শ্রেষ্ঠরত্ন।

কলিকাতা কংগ্রেস একজিবিসন হইতে বহু প্রশংসা প্রাপ্ত ও বহু গণ্যমান্য ভদ্রমহোদয়গণ কর্তৃক প্রশংসিত।

* * *

আজকাল [illegible] [illegible] দোষিত হইয়া [illegible] আহার্য্য সেবনে শরীরের [illegible] মানবদেহের শ্রেষ্ঠ উপাদান,

ঘোড়া, [illegible] দাঁতের গোড়া ফুলা, দাঁত কনকনানি, দাঁতে পোকা, এবং [illegible] ইত্যাদি [illegible] আক্রান্ত হইতেছে। যদি আপনি [illegible] হইতে চান, তাহা হইলে [illegible] না করিয়া [illegible] বেদনাঞ্জন [illegible] করিয়া দেখুন [illegible]।

প্রাপ্তিস্থান—এ, সি, চাটার্জ্জী এণ্ড ব্রাদার্স।

[illegible] কলিকাতা [illegible]।

[illegible] পাওয়া যায়।

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

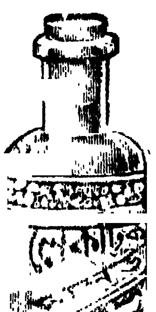

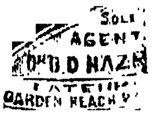

যদিও অদ্যাপি প্রকৃত মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য, তথাপি [illegible] নানাবিধ [illegible] অস্বাভাবিক শক্তি নষ্ট করিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন এবং নানা প্রকার মেহ, প্রমেহ ধাতুদৌর্ব্বল্য, স্নায়বিক দুর্ব্বলতা, [illegible], স্বপ্নদোষ, [illegible] পীড়া, এবং স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে যাহারা বাধক, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, [illegible], শ্বেত ও রক্তপ্রদর, ইত্যাদি [illegible] রোগে ভুগিয়া জীবনে নিরাশ হইয়াছেন, তাঁহারা [illegible] ডাক্তার [illegible] সাহেবের আবিষ্কৃত ইলেক্ট্রিক সলিউসন ব্যবহার করিয়া [illegible] প্রমাণ প্রাপ্ত [illegible] ঔষধ ব্যবহার [illegible] আরোগ্য হইতে [illegible], তাঁহারা একবার এর [illegible] করিয়া দেখুন। এক মাসের ব্যবহারোপযোগী [illegible] ঔষধ ডাকমাশুল সহ [illegible] টাকা মাত্র।

সোল এজেন্ট—ডাঃ ডি, ডি, হাজরা।

[illegible], গার্ডেনরীচ পোষ্ট, কলিকাতা।

ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

অধ্যক্ষ

শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম, এ, এফ, সি, এস (লণ্ডন)

ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক

(প্রফেসার)

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ বিশুদ্ধ ও শাস্ত্রমতে নিজ তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হয়। পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ক্যাটালগ পাঠান হয়। রোগের বিবরণ জানাইলে যত্নপূর্ব্বক ব্যবস্থা দেওয়া হয়। চিঠি পত্রাদি সম্পূর্ণরূপে গোপন রাখা হয়।

মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দুর)

(বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৪৲ টাকা

উৎকৃষ্ট স্বর্ণ, পারদ ও আমলাসার গন্ধক দ্বারা যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। নিত্য সেবনীয় সর্ব্বরোগনাশক মহৌষধ।

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৩৲ টাকা

উৎকৃষ্ট কাশীর আমলকী, বংশলোচন প্রভৃতি যাবতীয় উপাদানে পূর্ণ মাত্রায় যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। কফ, কাশি, সর্দ্দি, যক্ষ্মা, ক্ষয়রোগ, হৃদরোগ প্রভৃতি রোগের মহৌষধ। সর্ব্বপ্রকার দুর্ব্বলতা নাশক অত্যাশ্চর্য্য পুষ্টিকর মহৌষধ বা খাদ্য বিশেষ।

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬৲ টাকা

ইহা সেবনে ধাতুদৌর্ব্বল্য, শুক্রহীনতা, স্বপ্নদোষ, প্রমেহ ও ধ্বজভঙ্গ সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায়। ইহা অত্যাশ্চর্য্য আনন্দদায়ক রসায়ন।

অবলাবান্ধব যোগ

প্রদর, বাধক প্রভৃতি জরায়ুদোষ ও যোনিগত দুরারোগ্য রোগের মহৌষধ

মূল্য—১৬ মাত্রা ২৲ টাকা। ৫০ মাত্রা ৫৲ টাকা মাত্র

বিশুদ্ধ জল! ভয় নাই! বিশুদ্ধ জল!!

লক্ষ্মী টিউব ওয়েল কোং

২০৫নং নবাবপুর, ঢাকা

বর্ত্তমান-যুগের নব-আবিষ্কৃত [illegible] উন্নত বৈজ্ঞানিক-খনন-প্রণালীতে নলকূপ (Tube well) নির্ম্মাণ করা হয়। [illegible] বাহাদুর, প্রাইভেট সেক্রেটারী, ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট, ডিপুটি [illegible], জমিদার, তালুকদার, প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত ভদ্রমহোদয়গণ এই কোম্পানীর কার্য্যের প্রশংসা করিয়াছেন। রাসায়নিক পরীক্ষায় জল বিশুদ্ধ না হইলে মূল্য গৃহীত হয় না। বিস্তৃত বিবরণের জন্য পত্র লিখুন।

বিনামূল্যে বিনামূল্যে

বিতরিত

[illegible] সার "কামশাস্ত্র" [illegible] চৌদ্দ লক্ষের উপরে বিতরিত হইয়াছে। উহা পাঠে মানবের [illegible] জানা যায়।

পুস্তক যিনি লিখিয়াছেন, তিনিই [illegible] বটিকা"র আবিষ্কর্ত্তা। এই বটিকা দুর্ব্বলকে সবল করে এবং সবল ব্যক্তিকে অটুট ও অক্ষয় রাখে। [illegible] পূর্ণ [illegible] কৌটার মূল্য ২৲ টাকা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান:—আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়।

[illegible] বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মনোমোহন প্রেস

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা

পূর্ব্ব বাঙ্গালায় সুলভে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত

বৈদ্যুতিক মেশিনে দিবারাত্র কাজ চলিতেছে

বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা।

নদীয়াপ্রকাশ [illegible] হইতে—শ্রীবিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

স্থানীয় ; সংস্করণ

Registered No. C 1544

বিজ্ঞাপনের হার

প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৹
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

[illegible] হার
অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক ৯
ষাণ্মাসিক ৫
ত্রৈমাসিক ২৸৹
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৴৫

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র।

৪র্থ খণ্ড]. সম্পাদক—প্রত্নবিদ্যালঙ্কার শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী ১৮০ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্য মঠ, শ্রীধাম মায়াপুর—১১ই আশ্বিন শনিবার ১৩৩৬, ২৮শে সেপ্টেম্বর ১৯২৯

শ্রীধাম মায়াপুর ডাকঘর

গত ১লা জুন হইতে শ্রীধাম মায়াপুর পোষ্ট অফিস খোলা হইয়াছে। বঙ্গদেশের পোষ্টমাষ্টার জেনারেল বাহাদুর শ্রীধাম মায়াপুর ডাকঘর হইতে নদীয়া-প্রকাশ ভারতের সর্ব্বত্র প্রেরণ করিবার আদেশ দিয়াছেন।

ম্যানেজার, 'নদীয়া-প্রকাশ'

পোঃ আঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

শ্রীধাম মায়াপুরের যাবতীয় পত্র বুকপোষ্ট রেজিষ্টারী মণি-অর্ডার প্রভৃতি ডাকে পাঠাইতে হইলে, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া ঠিকানায় লিখিবেন।

কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত

পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র

গৌড়ীয়

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রতি শনিবারে প্রকাশিত হয়।

অগ্রিম বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩ দিলে বৎসরে ৫০ সংখ্যা প্রাপ্য; ষাণ্মাসিক ১৸৹; সাপ্তাহিক ৴৹

সর্ব্বদা গ্রাহক হওয়া যায়।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

তিনখণ্ডে সমগ্র গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছে। সূচী প্রভৃতি ছাপা হইতেছে

ভিক্ষা [illegible], নদীয়াপ্রকাশের গ্রাহক

রোগী দেখিবার সময়ঃ—
প্রাতেঃ—৮টা হইতে ১০টা,
বৈকালে—৩টা হইতে ৫টা পর্য্যন্ত

মূল্যফেরৎ ! মূল্য ফেরৎ !!

ডাক্তার বি, ডি, কুণ্ডুর

সর্ব্বত্র এজেন্ট আবশ্যক। পত্র লিখুন।
কঠিন কঠিন রোগের চিকিৎসা করা হয়।
দিবারাত্রি ঔষধ পাওয়া যায়।

[illegible] ও গভর্ণমেন্ট রেজেষ্টারীকৃত

১। ভূপেন্দ্র শোভা স্পেসিফিক্—[illegible] যাবতীয় রোগের, [illegible] মহৌষধ। প্রত্যেক গৃহে রাখা প্রয়োজনীয়। মূল্য—প্রতি শিশি ১৲ এক টাকা মাত্র।

২। চণ্ডি ফিবার মিকচার—ম্যালেরিয়া জ্বর এক শিশিতে [illegible] আরোগ্য। কম্পজ্বর একদোষা ও একল জ্বরের মহৌষধ। প্রতি ছোট শিশি ৸৹ বার আনা, বড় শিশি ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। গণোরিয়া স্পেসিফিক—[illegible] কেন, এক শিশিতে আরোগ্য। এক শিশি ১৲ এক টাকা মাত্র।

হোমিওপ্যাথিক বিভাগ

১। ওয়ারম্ কিওর—যাবতীয় [illegible]. ২। ফিমেল সুধা—[illegible]. ৩। জিহ্বা স্পেসিফিক—[illegible]. ৪। লাখ রেগুলেটার [illegible] করিবেন. ৫। পাইলস রেমিডি—যাবতীয় অর্শের মহৌষধ; মূল্য প্রতি শিশি [illegible] ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :— আরোগ্য না হইলে মূল্য ফেরৎ। রোগের অবস্থাদি জানাইলে, ঔষধ ও ব্যবস্থাদি পাঠান হয়। [illegible] ঔষধ পাঠান হয়। এক কালীন দশ টাকার ঔষধের অর্ডার পাইলে, স্বতন্ত্র কমিশন দেওয়া হয়। [illegible]

সোল এজেন্ট :—
দি এলোপ্যাথিক ড্রাগ ষ্টোরস্

ডাক্তার বি, ডি, কুণ্ডু
[illegible] ষ্ট্রীট, [illegible] কলিকাতা।
টেলিফোন নং [illegible]

কর্ম্মাবলম্বকাঃ কেচিৎ কেচিৎ জ্ঞানাবলম্বকাঃ। বয়ন্তু হরিদাসানাং পাদত্রাণাবলম্বকাঃ॥

গভর্ণমেণ্ট হইতে রেজিষ্টারী করা—

সর্ব্বপ্রকার প্লীহা লিভার সংযুক্ত ম্যালেরিয়া

জ্বরের সাক্ষাৎ যম

সারফলিন

টনিক ও সালসা। পথ্যের বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই। এক দাগেই প্লীহা, লিভার ধ্বংস হয়। 'ফলেন পরিচীয়তে'

এক দাগে জ্বর পালায়, ফিরে জ্বর আর হয় না

এক দাগে জ্বর পালায়, [illegible] দাগে সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়। এমন উপকারী ঔষধ আর নাই। [illegible] দাগ ঔষধ সেবনে যদি আপনার জ্বর একেবারে আরাম হয়, সেই ঔষধ ব্যবহার করা উচিত নয় কি? এক্ষণে সাবধান হউন এবং জানিয়া রাখুন, আর মিছামিছি বাজে বোতল ২ বিষের জল খেয়ে শয্যাগত হওয়া পড়ে পরে হয়রান হয়েন কেন? সুতরাং আমার সারফলিনই একটি জ্বর রোগীর পক্ষে যথেষ্ট, এমন প্রত্যক্ষ উপকারী জ্বরের ঔষধ আর নাই। সকালে জ্বর হইলে বৈকালে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবেন, ডাক্তার ডাকিতে হয় না। মূল্য প্রতি শিশি ৷৶০ আনা, ডজন ৫৷০ আনা।

এজেণ্ট—মেসারস্ এম, ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং, ১০ নং বনফিল্ডস্ লেন, কলিকাতা।

আয়ুর্ব্বেদ সম্মত বায়ু পিত্ত বাত নাশক

যুগল-মূর্ত্তি মার্কা

সর্ব্বত্র পাওয়া যায়।

ত্রিগুণ তৈল

যুগল-মূর্ত্তি মার্কা এঃ বটকৃষ্ণ পাল দেখিয়া লইবেন।

এমন মহোপকারী তৈল আর নাই

গবর্ণমেণ্ট হইতে রেজিষ্টারী করা—

মহর্ষি [illegible] শাস্ত্রোক্ত ভৈষজ্য উপাদানে খাটী কাঁচা কৃষ্ণতিল তৈলে মৃগনাভি, কর্পূর, গোলাপ, চামেলী, হেনা, চন্দন, খস্‌খস্, বেলা, প্রভৃতি [illegible] প্রস্তুত বিধায় ছয় ঋতুতেই সমভাবে [illegible] উপকার হইয়া থাকে। ফলতঃ এই [illegible] তৈল নিত্য ব্যবহারে সাধারণতঃ দৈহিক ও মানসিক অবসাদ [illegible] থাকে।

[illegible] সর্ব্বপ্রকার স্ত্রী বা পুরুষের [illegible] ধাতুস্থ দূষিত গুপ্ত, জটিল [illegible], মেহ, প্রমেহ, প্রদর, কুষ্ঠরোগ, বাধক, অর্শোবিকার, মূর্চ্ছা, মাথাধরা, মাথাঘোরা, আধকপালী, নিদ্রাহীনতা এবং সর্ব্বপ্রকার বাতরোগ ও নানা প্রকার ব্যাধির কীটাণু ধ্বংসকারী অব্যর্থ মহৌষধ।

বলা বাহুল্য, ইহা একরূপ মস্তিষ্ক স্নিগ্ধকারী ঠাণ্ডা তৈল যে, পাগল ভাল হয়। যে কোন স্থানে তৈল ক্রয়কালীন শিশির [illegible] লেবেলের উপর বড় ২ অক্ষরে আসল যুগল মূর্ত্তি মার্কা এজেণ্ট বটকৃষ্ণ পাল দেখিয়া লইবেন, অন্যথায় শঠকারী দোকানদার জাল বা নকল তৈল বিক্রয় করিয়া আপনাকে ঠকাইবে। স্মরণ রাখিবেন বাজে জিনিষ বিক্রয় করিয়া ঠকাইতে পারিলেই খুব লাভ হয়।

এজেণ্ট—বটকৃষ্ণ পাল এণ্ড কোং ২৩নং বনফিল্ড লেন, কলিকাতা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১২ই আশ্বিন শনিবার—১৩৩৬

সাময়িক প্রসঙ্গ

রাইচরণ বাবু প্রাচীন হইয়াছেন, সুতরাং কাঁকড়ার মাঠের হাঙ্গামী কথার মধ্যে যাইবার তাঁহার ইচ্ছা নাই। তবে সত্যকথাটা জানিবার জন্য তাঁহার যে প্রবল ইচ্ছা, তাহাও তিনি জানাইয়াছেন। সুতরাং আমরা তাঁহার এই সাধুবুদ্ধিকে প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিলাম না।

রাইচরণ বাবু বলেন যে, সারটিয়ার সিংহজী চৈতন্য-ভাগবত অবলম্বন করিয়া কাজী-উদ্ধার-দিবসে যে যে পথে গিয়াছিলেন, তাহার কিছু মূল্য আছে কিনা! উত্তরে আমরা অল্পকথায় বলিতে পারি যে, তাহার মূল্য কাণা কড়ি অর্থাৎ অচল কড়ি মাত্র।

মহাপ্রভু নিজঘাটে নৃত্য করিয়াছিলেন, পরে মাধাইয়ের ঘাটে, তৎপরে বারকোণা ঘাটে, পরে নাগরিয়া ঘাটে ও গঙ্গানগরে কীর্ত্তন করেন। কাঁকড়ার মাঠের ঘাট হইতে আরম্ভ করিয়া গঙ্গানগর দিয়া শিমুলিয়া গ্রাম হইতে কাজীর বাড়ীর পথ ধরিলে কাজী বাড়ীতে আসিতে হইলে ৩।৪ মাইল হয়। কিন্তু যোগপীঠ হইতে গঙ্গার ঘাটে গিয়া মাধাইয়ের ঘাট এবং গৌরঘাট-পশ্চিম বারকোণাঘাট, তাহার উত্তর পশ্চিম গঙ্গানগর হইয়া শিমুলিয়া গ্রাম দিয়া কাজীর বাড়ীতে গেলে ৩।৪ মাইলের বেশী হয় না।

কাজীবাড়ী হইতে শ্রীধরের অঙ্গন ও তাঁতী পাড়া হইতে কয়েকটী স্থান অতিক্রম করিয়া খারিগাছা ও মাজদে হইয়া ফিরিবার কালে পারডাঙ্গা হইয়া মহাপ্রভুর বাড়ীতে ফিরিয়া আসিলে সর্ব্বসমেত ৮ হইতে ১০ মাইল হয়। আর কাঁকড়ার মাঠ হইতে এই সকল স্থান ভ্রমণ করিয়া পুনরায় কাঁকড়ার মাঠে আসিতে হইলে উহা ১৫ হইতে ১৮ মাইল হয়। এজন্য কাঁকড়া-মেটেরবিচারে দোষ প্রবেশ করিয়াছে দেখা যায়।

চৈতন্য-ভাগবতের বিচারের প্রণালী সর্ব্বতোভাবে চাপা দিয়া শ্রীব্রজমোহন দাস যে লোক-প্রতারণা করিয়াছেন এবং লোকদিগকে স্বরভিসন্ধি মূলে ভ্রমপথে লইয়া গিয়াছেন, তাহার একটী নির্দ্দোষ সমালোচনা আমরা শীঘ্রই প্রকাশ করিয়া উঁহার যাবতীয় দুরভিসন্ধি দেখাইয়া দিব। সরল অন্তঃকরণে সত্যের পথে তিনি কোন দিনই চলেন নাই। ঈর্ষা-প্রণোদিত হইয়া নিজের মনিবদিগের কুবুদ্ধি চরিতার্থতার জন্য তাঁহার যাবতীয় প্রয়াস।

ব্রজমোহন দাস 'ভ্রমক্রমে' শব্দটী বেমালুম গোপন করিয়া যে ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয়ের দ্বারা, দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দের মন্দিরের প্রমাণ বাহির করিয়াছেন, তাহাতেই তিনি যেরূপ অপকার্য্য করিয়াছেন, তাহাতে আবাল-বৃদ্ধ বনিতা সকলেই তাঁহার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়াছেন। এরূপ সত্যের অপলাপ নিতান্ত ঘৃণিত জীবনেও সম্ভবপর হয় না।

এই ব্যক্তি কেন এই সকল কথার মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছে, তাহার অনুসন্ধান করিলেও বহু গূঢ় রহস্য উদ্ঘাটিত হইবে। এই সকল কার্য্যের অন্তরালে যে কাহার কাহার কাড়া-খুন্তির হইয়া সত্য বিনাশে তৎপর হইয়াছে, তাহার অনুসন্ধান করা আবশ্যক। শ্রীমতী নবনলিনী দেবী নাম্নী এক জমিদার-মহিলার হইতে উহার অন্য আছে কিনা—ইহাও অনুসন্ধান করা আবশ্যক। অন্যান্য দিনের প্রবীণতম মহামহোপাধ্যায়ের প্ররোচনা ইহার মধ্যে আছে কিনা?

'মেদের চট' করিয়া দিবার ও নদী পড়ার জমিজমা প্রভৃতির মধ্যে বাড়াইবার অন্তর্নিহিত চেষ্টা আছে কিনা? মহেশগঞ্জের রণজিৎ পাল চৌধুরীর বিশেষ কোন সুবিধা করিয়া দিবার উদ্দেশ্য আছে কিনা? কেনই বা রণজিৎ বাবু ব্রাহ্মণ পাণ্ডাদিগের বৃত্তিনাশের প্রস্তাব লইয়া ভুক্তকাণ্ডক ও ভুক্তকার্য্যাদি বিচার প্রবণ করিতে উদ্যত হন? কেনই বা জামালপুরের বর্ত্তমান মহাশয় কাশিমবাজারের মহারাজের সাহায্যপ্রার্থে উঁহাকে পুষ্ট করেন? কেনই বা কোন বাবু, গাঙ্গুলী মেহের, সত্যানন্দ গোস্বামী, অতুল কৃষ্ণ গোস্বামী, অমূল্য বিদ্যাভূষণ প্রভৃতি উঁহার সাহায্যার্থ নবদ্বীপে ধাবিত হন এবং কোথায়ই বা দাঁড়াইয়াছিলেন? কেনই বা কাশিমবাজারের নন্দীবাহাদুর অজস্র অর্থব্যয়ে সত্যের বিকৃত বিচারকেই উগ্র-বিচারে পরিণত করিবার চেষ্টা করিয়া থাকেন?

ইটখোলার নন্দী ও ভট্টাচার্য্য ফার্মের স্বত্বাধিকারিগণ ইঁহাকে আজ দশ বারো বৎসর হইতে কোন্ কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছেন? কেনইবা সহর নবদ্বীপবাসিগণ একদিন ইঁহাকে নবদ্বীপ হইতে তাড়াইবার জন্য ব্যস্ত ছিলেন? কি কারণের জন্য এই সারটিয়ার সিংহজী বেশ ধারণ করিয়াছেন? রাধাকুণ্ড হইতে তাঁহার এদেশে আগমনের কি কারণ ছিল? সামান্য মাসে তিনি কি কর্ম্ম করিতেন? গোস্বামীর প্রকৃত উদ্ঘাটনে কিরূপ ভাবে পারদর্শিতা হয়—ইহাও একটী রহস্যউদ্ঘাটনের বিষয়।

কেনই বা ঢাকার সুন্দরী মোহন দাস তাহার অভিভাবক সাজিয়া শ্রীউ গোস্বামী চরণের মহাশয়ের দ্বারে দ্বারে ও শ্রীউ গোস্বামিগণকে সত্যের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইতে করেন? কেনই বা ব্রজমোহন দাস সত্য বিনাশ করিবার জন্য এরূপ উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া নানা প্রকার অনাচার আরম্ভ করেন? কেনই বা সহর নবদ্বীপের সর্ব্বনাম গোস্বামী উঁহাকে অপভাষায় গালাগালাজ দিয়াছিলেন? কেনই বা উক্ত গোস্বামীর পুত্র সিংহজীর কাগজের তাড়া বক্ষে লইয়া কোন উকিলের ন্যায় নানাস্থান ঘুরিয়া বেড়াইয়াছেন?

উড়ামের জমিদারগণের গুরু পরলোকগত শ্রীমৎকানাথ গোস্বামী জামালপুরের বংশের দ্বারা শ্রীধাম মায়াপুরের বিরুদ্ধে কি কি কার্য্য করিয়াছেন? কেনই বা কাশীচন্দ্র রায় মোক্তার এই অতীব বিবাদের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন? কেনই বা বাংলার পরলোকগত শশীভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাহার সমস্ত চেষ্টা সত্যের অপলাপে অভিনিয়োগ করিয়াছিলেন? কেনই বা ইঁহার পুত্র বাংলা হইতে নবদ্বীপে আসিয়া কাগজ বাহির করিয়াছেন? এই সকল কথার সহিত অসাধারণ মায়াপুরের স্থান-বিরোধ ওতঃপ্রোতভাবে সংশ্লিষ্ট আছে কিনা?

কেনই বা অধ্যাপক রাধাগোবিন্দ নাথ ও ব্রজমোহন দাস চতুর্থ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে মানহানির জন্য আসামী হন এবং পরিশেষে কিরূপ ভাবে আত্মসম্মান রক্ষা করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন? কাশিমবাজার-অধিপতিকে নানা প্রকার দলাদলির মধ্যে প্রবেশ করাইবার কিরূপ ষড়যন্ত্র হইয়াছিল এবং কাহারা সেই ষড়যন্ত্রের কার্য্যকারক ছিলেন, তাহার আলোচনা করা বিশেষ আবশ্যক। কেনই বা অধ্যাপক নাথ মহাশয় বর্ত্তমান কালে গৌড়ীয় মঠের প্রচার-প্রণালীর পক্ষপাতী হইয়াছেন? কেনই বা তিনি অনুতাপ করেন?

সনাতন ধর্ম্ম

অভিধেয় বিচার

(পণ্ডিত শ্রীপাদ নরোত্তম দাসাধিকারী)

নবধা প্রকার ভক্ত্যঙ্গের মধ্যে, নবধা ভক্ত্যঙ্গের শ্রেষ্ঠত্ব শাস্ত্রে কীর্ত্তিত হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতে প্রহ্লাদমহারাজের উক্তি হইতে আমরা জ্ঞাত হই—

শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং
পাদসেবনম্।
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্ম-
নিবেদনম্॥
ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ ভক্তি-
শ্চেন্নবলক্ষণা।
ক্রিয়েত ভগবত্যদ্ধা তন্মন্যে-
ঽধীতমুত্তমম্॥

অর্থাৎ শ্রীবিষ্ণুর কথা শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, তাঁহার পাদসেবন, অর্চ্চন, বন্দনা, দাস্য, সখ্য ও তাঁহাতে আত্মনিবেদন—এই নবধা ভক্ত্যঙ্গের যিনি অনুষ্ঠান করেন, তিনিই উত্তমরূপে শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছেন বলিয়া মনে করি অর্থাৎ তাঁহারই শাস্ত্রাধ্যয়ন সার্থক হইয়াছে। এই নবধা ভক্ত্যঙ্গের মধ্যে আবার শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণের শ্রেষ্ঠতা শ্রীমদ্ভাগবতের অন্যত্র

তস্মাৎ সর্ব্বাত্মনা রাজন্ হরিঃ সর্ব্বত্র সর্ব্বদা।
শ্রোতব্যঃ কীর্ত্তিতব্যশ্চ স্মর্ত্তব্যো
ভগবান্ নৃণাম্॥

অর্থাৎ শ্রীল শুকদেব গোস্বামী রাজা পরীক্ষিতের নিকট শ্রীভগবৎ প্রাপ্তির উপায় বর্ণন করিতেছেন—হে রাজন্, শ্রীহরিবিষয়ক কথা শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণাদি ভক্ত্যঙ্গ সর্ব্বদা সর্ব্বাবস্থায় এবং সর্ব্বদা অনুষ্ঠান করা মনুষ্যমাত্রেরই কর্ত্তব্য।

শ্রীনামসংকীর্ত্তন দ্বারা শ্রবণ ও স্মরণ আপনা হইতেই সম্পাদিত হইয়া থাকে। এজন্য শাস্ত্র শ্রীনামসংকীর্ত্তনকে সর্ব্বপ্রকার ভক্ত্যঙ্গের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। বৃহৎ ভাগবতামৃত বলেন:—

ততঃ শ্রীমৎপদাম্ভোজ সদা সঙ্গাপেক্ষয়া।
নামসংকীর্ত্তনপ্রায়াং বিশুদ্ধাং
ভক্তিমাচর॥

অর্থাৎ হে মন, যদি তুমি ভগবানের সদা সঙ্গলাভ করিতে চাও, তবে তাঁর নামসংকীর্ত্তন-প্রধান বিশুদ্ধা ভক্তির আচরণ কর। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে দৃঢ় হয়

তার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নামসংকীর্ত্তন।

অর্থাৎ সাধনভক্তির অঙ্গসমূহের মধ্যে শ্রীনামের সম্যকরূপ কীর্ত্তনই সর্ব্বপ্রধান। শ্রীমন্মহাপ্রভু-কৃত শিক্ষাষ্টকপাঠে আমরা অবগত হই—

চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি-
নির্ব্বাপণম্।
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং
বিদ্যাবধূজীবনম্॥
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং
পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে
শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্॥

অর্থাৎ চিত্তরূপ দর্পণের মার্জ্জনকারী, ভবমহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণকারী, পরমমঙ্গলরূপ কুমুদের জ্যোৎস্নাপ্রকাশক কল্যাণবিতরণকারী, বিদ্যাবধূর জীবনস্বরূপ, আনন্দসমুদ্রবৃদ্ধিকারী, প্রতিপদে পূর্ণামৃতের আস্বাদনকারী, সর্ব্বাত্মার স্নিগ্ধতা সম্পাদনকারী শ্রীকৃষ্ণ-নামসংকীর্ত্তন জয়যুক্ত হউন।

পুরাণাদি শাস্ত্রসমূহ, কলিযুগের নিমিত্ত এই শ্রীনামসংকীর্ত্তনকেই [illegible] ধর্ম্মরূপে নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, কারণ এই যুগে লোকসমূহ অল্পায়ু, [illegible] আলস্যপরায়ণ ও [illegible] উদ্যোগী নহেন। [illegible] আমরা জানিতে পারি—

কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ।
দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্ত্তনাৎ॥

অর্থাৎ সত্যযুগে ধ্যানদ্বারা, ত্রেতাযুগে যজ্ঞদ্বারা এবং দ্বাপরে অর্চ্চনাদ্বারা শ্রীবিষ্ণুর আরাধনা দ্বারা যে ফল লাভ হইত, কলিতে কেবলমাত্র শ্রীহরিকীর্ত্তন দ্বারা সে ফল লাভ হইয়া থাকে। বৃহন্নারদীয়পুরাণ হইতে আমরা জানিতে পাই—

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥

পরমকরুণাময় শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী মহাশয় ইহার শ্রীচৈতন্যদেবের মুখ হইতে এই শ্লোকের ব্যাখ্যা লিখিয়াছেন—

কলিকালে নামরূপে কৃষ্ণ-অবতার।
নাম হৈতে হয় সর্ব্ব জগৎ নিস্তার॥
দার্ঢ্য লাগি হরের্নাম উক্তি তিনবার।
জড়লোক বুঝাইতে পুনঃ এবকার॥
কেবল শব্দ পুনরপি নিশ্চয় করণ।
জ্ঞান-যোগ-তপ আদি কর্ম্ম নিবারণ॥
অন্যথা যে মানে তার নাহিক নিস্তার।
নাহি নাহি নাহি—তিন উক্তে এবকার॥

কলিযুগে একমাত্র শ্রীহরিনাম সংকীর্ত্তনরূপ ভক্ত্যঙ্গ যাজন শ্রীভগবৎপ্রাপ্তির প্রশস্ত উপায় হইলেও, অন্যান্য ভক্ত্যঙ্গ-যাজন শাস্ত্র নিষেধ করেন নাই। শ্রীমদ্ভাগবতের ক্রমসন্দর্ভ-টীকায় শ্রীজীব গোস্বামীপাদ এতদ্বিষয়ে বলিয়াছেন:—

যদ্যপ্যন্যা ভক্তিঃ কলৌ কর্ত্তব্যা তদা কীর্ত্তনাখ্যভক্তিসংযোগেনৈব ইত্যুক্তম্। যজ্ঞৈঃ সংকীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধস ইতি। তত্র চ স্বতন্ত্রমেব নামকীর্ত্তনমত্যন্ত-প্রশস্তম্।

অর্থাৎ যদিও কলিকালে অন্যান্য ভক্ত্যঙ্গের অনুষ্ঠান কর্ত্তব্য, তথাপি সে সকল কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তির সংযোগেই যাজন করিতে হইবে। শ্রীমদ্ভাগবতে কথিত হইয়াছে যে, সুধীগণ সংকীর্ত্তন-প্রধান যজ্ঞের দ্বারা শ্রীভগবানের পূজা করিয়া থাকেন। তাহাতে স্বতন্ত্রভাবে নামসংকীর্ত্তনের শ্রেষ্ঠতাও বর্ণিত হইয়াছে।

শাস্ত্রে কর্ম্মমিশ্রা ও জ্ঞানমিশ্রা ভক্তির কথাও উল্লেখ আছে। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় দৃষ্ট হয়:—

যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি
দদাসি যৎ।
যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব
মদর্পণম্॥
যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং
কর্ম্মবন্ধনঃ।
তদর্থং কর্ম্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর॥
ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন
কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে [illegible]

অর্থাৎ শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—হে অর্জ্জুন, তুমি যাহা কর, যাহা খাও, যাহা হবন কর, যাহা দান কর, যে তপস্যা কর—সে সমুদয়ই আমাকে অর্পণ করিয়া করিবে। আমার তোষণার্থে যে কর্ম্ম, তাহাকে নিষ্কাম কর্ম্ম বা যজ্ঞ বলে। সেই যজ্ঞের নিমিত্ত কর্ম্ম ব্যতীত অন্যান্য সমুদয় কর্ম্মই বন্ধনের কারণ হইয়া থাকে। সুতরাং হে কৌন্তেয়, তুমি কর্ম্মফল লাভের আকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ করত আমার তোষণার্থ সমুদয় কর্ম্ম করিবে। যে ব্যক্তি দেহাভিমানশূন্য হইয়া আমাতে অবস্থিত, তিনি প্রশান্তচিত্ত। তিনি কখনও নষ্ট দ্রব্যের নিমিত্ত শোক ও অপ্রাপ্ত বস্তুর জন্য আকাঙ্ক্ষা করেন না। তিনিই সর্ব্বভূতে সমদৃষ্টিসম্পন্ন হইয়া আমাতে পরাভক্তি লাভ করিয়া থাকেন।

কিন্তু, কর্ম্ম ও জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি হইতে অবিমিশ্রা ভক্তিকেই শাস্ত্র উত্তমা ভক্তি বলিয়া বুঝাইয়াছেন। ভক্তিরসামৃত-সিন্ধু বলেন:—

অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতম্।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা॥

অর্থাৎ অন্যাভিলাষশূন্যা, জ্ঞান, কর্ম্ম ও যোগাদির দ্বারা অনাবৃত এবং অনুকূলভাবে কৃষ্ণের অনুশীলনকেই উত্তমা বা শুদ্ধা ভক্তি বলে। এই উত্তমা ভক্তিদ্বারাই সনাতন বস্তু অর্থাৎ শ্রীভগবৎপ্রেমার উদয় হইয়া থাকে, যাহা অন্যাভিলাষযুক্ত, কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগাদি দ্বারা বিদ্ধা ভক্তিতে লভ্য নহে।

কলিযুগে একমাত্র নামসংকীর্ত্তনের দ্বারা প্রয়োজন বস্তু লাভ করা যাইতে পারে। কিন্তু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে উক্ত হইয়াছে:-

কোটি জন্ম করে যদি নামসংকীর্ত্তন।
তথাপি না পায় ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন।

একটু অনুধাবন করিলে আমরা ঐ উক্তিটির যথার্থ উপলব্ধি করিতে সমর্থ হই। আমাদের কতকগুলি অনর্থ আছে। সেই অনর্থগুলি নামসংকীর্ত্তন সত্ত্বেও প্রেমা লাভে ব্যাঘাত ঘটায়। সুতরাং শ্রীনামসংকীর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে ঐ গুলি হইতে নিস্তার লাভের জন্য যত্নবান্ হওয়া আবশ্যক। এই অনর্থ চতুর্ব্বিধ,— যথাঃ— (১) স্বরূপ-বিভ্রম, (২) অসত্তৃষ্ণা, (৩) হৃদয়-দৌর্ব্বল্য, ও (৪) অপরাধ।

(ক্রমশঃ)

গুরুব্রুব

"গুরু মিলে লাখ লাখ শিষ্য নাহি মেলে এক" এই উক্তি গুরুব্রুবদিগের পক্ষেই প্রযোজ্য করা হয়। নচেৎ যথার্থ গুরু লাখ লাখ মিলে না। গুরুব্রুব বলিতে যাহাদিগের প্রকৃত গুরুর লক্ষণ নাই, অথচ নিজেকে গুরু পরিচয়ে পারিবারিক কিংবা শিষ্য-সংগ্রহ ব্যবসায়েই লিপ্ত হয়, তাহাদিগকেই বুঝায়। অনেক সময় [illegible] ব্যক্তি শ্রীচৈতন্যদেবের সম্প্রদায়ের [illegible] ধারণ করিয়া গুরুসাজে লোকসমাজে বিচরণ পূর্ব্বক শিষ্যের অর্থ [illegible] নিয়োগ করিয়া নিজেকে ও অন্যান্য শিষ্যগণকে বিপথে চালিত করিতেছেন। গুরুতত্ত্ব অতি উচ্চ তত্ত্ব, [illegible] নাই। কিন্তু গুরুব্রুবগণ অত্যন্ত [illegible] তাঁহাদিগের কোন দায়িত্ব বুদ্ধি নাই। সাধারণ লৌকিক জগতে যাঁহারা নেতৃত্বভার গ্রহণ করেন, তাঁহারাই ক্ষুদ্র দায়িত্ব, অধীন ব্যক্তিগণকে পরিচালিত করিতে কত যোগ্যতার প্রয়োজন; নচেৎ সমস্ত কিছুই পণ্ড হইয়া যাইবে। আর যে বিষয়ের সহিত আমাদের নিত্যমঙ্গলের এত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, সেই পরমার্থ দ্বারা গুরুপদাশ্রয় ও দীক্ষায় আমরা অত্যন্ত উদাসীন হই। আজ এ বড় বিস্ময়ের বিষয়। যদি উত্তালতরঙ্গমালাসঙ্কুল বিশাল নদী বা সমুদ্র পার হইতে গিয়া অনুপযুক্ত (আনাড়ী) কর্ণধারের হস্তে নৌকা পরিচালনের ভার সমর্পণ করি, তাহা হইলে আমাদের বুদ্ধিমত্তার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যাইবে বলিয়া কেহ স্বীকার করিবেন না। আর নানা বিষয়-প্রয়োজন-প্রাপ্ত-সংসারসিন্ধু পারের ব্যবস্থার ভার আমরা গুরুব্রুবের হস্তে ন্যস্ত করিয়া আপনাদিগকে বুদ্ধিমান বলিয়া মনে করি, ইহা অপেক্ষা বিস্ময়ের বিষয় আর কি হইতে পারে?

নৌকা যেমন সুদক্ষ কর্ণধারের তত্ত্বাবধানে রাখিতে হয়, সেইরূপ স্বীয় নিত্য মঙ্গল জন্য সাধুগুরুর চরণাশ্রয়ই একান্ত আবশ্যক, অসাধু গুরুব্রুবকে গুরুত্বে বরণ করিয়া কোন লাভ নাই, বরং ক্ষতি। সাধুগুরু তিনি, যিনি স্বয়ং তত্ত্ববস্তু পাইয়াছেন ও আশ্রিতজনকে তাহার সন্ধান দিয়া তৎপ্রাপ্তির সহায়তা করিতে যোগ্য। তিনি নিষ্কপট ভাবে ভগবচ্চরণ আশ্রয় করিয়া ইন্দ্রিয়গণের বিক্রম ও মানসিক চাঞ্চল্য হইতে মুক্ত হইয়া শান্তিলাভ করিয়াছেন, তিনি শাস্ত্রসিদ্ধান্তে পারদর্শী ও শিষ্যের সংশয়-চ্ছেদন দক্ষ। তাঁহাতে নিজ ভোগতাৎপর্য্যময় কোন ইচ্ছা বা চেষ্টা নাই, তিনি সর্ব্বদা ভগবৎ-সেবারত। অনাসক্ত ভাবে শ্রীভগবৎ সেবোপকরণ দ্বারা শ্রীভগবৎ সেবা করেন, সেগুলিকে ভোগবুদ্ধি করিয়া ভোগ করিতে ব্যস্ত হন না, অথচ প্রাপঞ্চিক বলিয়া সেগুলির ত্যাগেও ব্যস্ত হন না, জাগতিক সমস্ত বস্তুকে ভগবৎ সেবার যোগ্য জানিয়া তদ্দ্বারা নিরন্তর শ্রীহরিসেবারত থাকেন। গুরুব্রুবগণ অপর পক্ষে তাহাদিগকে ভোগ করিতেই ব্যস্ত থাকেন, অথবা সেগুলি ত্যাগ করিয়া ভগবৎসেবা [illegible] করিতে পরাঙ্মুখ হন। তাঁহাদের আশ্রয়ে আমাদের নিত্য মঙ্গল অর্থাৎ স্বরূপে অবস্থান পূর্ব্বক নিত্য ভগবৎসেবা লাভ বিষয়ে বিশেষ ব্যাঘাত হয়। সুতরাং তাঁহাদের আশ্রয় [illegible] যাঁহারা সমূহ অমঙ্গল আবাহন করিতেছেন, গুরুব্রুবগণ তাঁহাদের সদ্গুরুর [illegible] না, তাঁহাদের বুদ্ধি অসৎ।

যিনি সদ্গুরু, তিনি নিজে আম্নায়-পারম্পর্য্যক্রমে সদ্গুরুর নিকট সম্বন্ধ-বিজ্ঞান, [illegible] সদ্গুরুর পাদাশ্রয় করিয়া তাহার একান্ত উপযোগিতা প্রদর্শন করিয়াছেন। স্বয়ং ব্রজেন্দ্রনন্দন ভগবান্ শ্রীশ্রীগৌরচন্দ্র শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী হইতে শ্রীমধ্বসম্প্রদায় স্বীকারপূর্ব্বক আম্নায় পারম্পর্য্যের একান্ত প্রয়োজনীয়তা বোধের আদর্শ জগতের সমক্ষে জাজ্বল্যমান রাখিয়া গিয়াছেন। যেখানে সেই আম্নায়-পারম্পর্য্য বা গুরু-প্রণালী উল্লঙ্ঘিত হইয়াছে, অর্থাৎ যে স্থলে আম্নায়-পারম্পর্য্যক্রমে শ্রীভগবান্ নারায়ণ হইতে যে নিরবচ্ছিন্ন সত্য অবরোহ-প্রণালীতে অবতরণ করিয়া আসিতেছেন, সেই নিত্য-সত্যকে পরিবর্ত্তিত, পরিবর্দ্ধিত বা পরিমার্জ্জিত করিবার ছলনায় কেহ নূতন প্রণালী উদ্ভাবিত করিয়াছেন, সেস্থলে সত্যবস্তুকে বিকৃত করা হইয়াছে। এরূপ গুরুব্রুবের আশ্রয়ে বাস্তব বস্তুর সন্ধান পাওয়া যায় না, অবাস্তব বস্তুলাভই ভাগ্যের ফল হইয়া দাঁড়ায়। নূতন ছড়া নাম, নূতন গৌরাঙ্গনাগরীবাদ, নূতন জীবেশ-দুষ্ট ভজনপ্রণালী, উদারতার ছলে সদাচারের প্রতি অনাদর, শিষ্যার্থে [illegible]

প্রভৃতির প্রবর্ত্তনকারী ও তদনুগগণ গুরু-ব্রুব, তাঁহাদিগকে পারমার্থিক দুঃসঙ্গ জ্ঞানে বর্জ্জন করিতে হইবে, নচেৎ আমরা নিত্য-মঙ্গলের পথ খুঁজিয়া পাইব না। কোন কোন গুরুব্রুব ঔদারমতের ভাণ করিয়া শিখা-ধারণ, তিলক সেবা, কণ্ঠে শ্রীমালিকা পরিধান প্রভৃতি বৈষ্ণবদাসোচিত বেষকে অনাবশ্যক বোধে তাহা গ্রহণ করাইবার প্রযত্ন করেন না। অথবা শিষ্যকে জীব হিংসা হইতে নিবৃত্ত করিয়া ভগবৎপ্রসাদ সেবা করিবার আবশ্যকতা বুঝাইয়া দেওয়া আবশ্যক মনে করেন না। অনাচার-প্রশ্রয়দাতা এইসকল গুরুব্রুব শিষ্যের মনোরঞ্জনে ব্যস্ত ও তাঁহাদের মুখাপেক্ষী। সুতরাং শিষ্যকে সৎপথে প্রতিষ্ঠিত রাখিবার উপযোগী নিরপেক্ষতা তাঁহাদের নাই। তাঁহারা নিরপেক্ষতা রূপ সাধু-ভক্তের প্রাচীন লক্ষণ শূন্য, আবার তাঁহার উপর ঐরূপ অসচ্ছিষ্যকে নিজের শিষ্য করিয়া তাঁহাদের সঙ্গফলে আরও অধঃপতিত হন।

কতকগুলি গুরুব্রুবকে লোকে সামাজিক মর্য্যাদা রক্ষা [illegible] দেখিয়া [illegible] নিগকে [illegible] করেন না, [illegible] আছে যাহারা [illegible] নানাবিধ পাপাচারে লিপ্ত হয়, [illegible] [illegible] [illegible] সমাজের কোন কোন স্থলে সমাদর, [illegible] না হইলেও [illegible] [illegible] হয়। সামাজিক [illegible] [illegible] নিয়ম! সমাজের [illegible] এই সকল পাপাচারকে কোন মতে [illegible] [illegible] না হইতে দেন।

পরমার্থপ্রার্থিগণ সর্ব্বপ্রযত্নে সমাজে-ভাবে সর্ব্বপ্রকার গুরুব্রুবের সঙ্গবর্জ্জিত হইয়া সাধুগুরুপাদাশ্রয়ে জীবন ধন্য করুন—ইহাই আমাদের সহৃদয় পাঠক-পাঠিকাগণের নিকট সানুনয় প্রস্তাব। তদ্দ্বারা আমরাও ধন্য হইব, আমাদের শ্রীনদীয়া-প্রকাশের সেবা সার্থক হইবে।

গুরোরপ্যবলিপ্তস্য কার্য্যাকার্য্যমজানতঃ।
উৎপথপ্রতিপন্নস্য ত্যাগ এব বিধীয়তে॥
অবৈষ্ণবোপদিষ্টেন মন্ত্রেণ নিরয়ং ব্রজেৎ।
পুনশ্চ বিধিনা সম্যগ্ গ্রাহয়েদ্বৈষ্ণবাদ্-
গুরোঃ॥
যো ব্যক্তি ন্যায়রহিতমন্যায়েন শৃণোতি যঃ।
তাবুভৌ নরকং ঘোরং ব্রজতঃ
কালমক্ষয়ম্॥

কলিতে হরিনামই—একমাত্র গতি !!

(শ্রীপাদ রাধামোহন দাস ব্রহ্মচারী)

—•১•—

যখন নিরন্তর শ্রীহরির মধুর নাম গ্রহণ ভিন্ন জীবের আর কোন উপায় নাই, তখন হে দেহারামী জনবৃন্দ! কুবুদ্ধি পরিত্যাগ করে সাধু-গুরু-বৈষ্ণবের চরণ আশ্রয় করত অনন্য মনে শ্রবণ কীর্ত্তন কর এবং অনাসক্ত চিত্তে কর্ত্তব্য কার্য্য করতে থাক, আর মনে মুখে শ্রীনাম যাহাতে অনুক্ষণ উচ্চারিত হয় সেই ব্যবস্থা কর। দেখবে, এই মহামন্ত্র জপে হৃদয়ের অন্ধকার আর রবে না, দূরে যাবে; চিত্ত স্থির হ'বে, মন সৎপথে সতত বিচরণ করবে। অন্তঃকরণে পরমানন্দ পাবে, এবং সর্ব্ব অভীষ্ট পূর্ণ হ'বে। সংসার-নরক-যন্ত্রণা ভোগের অবসান হ'বে এবং চির অনাময় শান্তি প্রাপ্ত করতে পারবে। মানব-জন্ম সার্থক হবে। তা' না হ'লে—স্বকৃত কর্ম্মফল ভোগ্নি-জন্য মহারৌরবের পথে চলে যেতে হবে। শাস্ত্র বলেছেন—

"কুবুদ্ধি ছাড়িয়া কর শ্রবণ

চারি বর্ণাশ্রমী যদি কৃষ্ণ নাহি ভজে।
স্বকর্ম্ম করিতে সেহ রৌরবে পড়ি মজে॥
নীচ জাতি নহে কৃষ্ণ ভজনে অযোগ্য।
সৎকুল বিপ্র নহে ভজনের যোগ্য॥
কুলীন, পণ্ডিত, ধনীর বড় অভিমান॥"
(চৈঃ চরিতামৃত)।

কুলমদ, বিদ্যামদ, ধনমদ এবং রূপমদ থাকতে জীবের শ্রীভগবানের চরণপদ্মে পৌঁছিবার অধিকার থাকে না। সুতরাং হে জনগণ, উহা দূরে পরিহার পূর্ব্বক গোবিন্দের সদ্‌গুরু বৈষ্ণবের সান্নিধ্যে অগ্রসর হও এবং তাঁহাদের সাক্ষাৎ তাঁহাদের আনুগত্য স্বীকার ক'রে নাম-সাধনার মাধ্যমে নিজে জীবন সার্থক কর। সাধু-গুরু-শাস্ত্র-নির্দিষ্ট "শ্রীনাম-সাধনই" যে কলিযুগে একমাত্র সাধনার প্রশস্ত পথ নাম-সাধক! সেই সাধ্যবস্তু কৃপাসাধ্যের জন্য নিরন্তর শ্রীগুরুদেবের নির্দেশানুসারী সেই সাধনপথে, রত হও। সেইটাই ভবরোগের ভবরোগ নিবারণের 'একমাত্র পথ', আর পথ নাই। তাই বলি ভাই, একবার উচ্চৈঃস্বরে—

"গাও হরিনাম, জপ হরিনাম,
ডাক "হরি হরি" বলে।
নামে যাবে দুঃখ পাবে চির-সুখ,
ডুব নাম-সিন্ধু জলে॥
নামে আছে সুধা, যাবে ভব-ক্ষুধা,
পান কর অবিরাম
এই কলিকালে যোগ-যাগ-বলে,
নাহি পাবে শান্তিধাম॥
একমাত্র নাম নাহি অন্য কাম,
জপ ভাই ভক্তি-ভরে
পাপ-তাপ-আদি যত ভব-ব্যাধি,
নামে সব নাশ করে॥
নামে চিত্তশুদ্ধি নামে সর্ব্বসিদ্ধি
রিপুগণ হবে বশ।
নাহি কালাকাল জপ সর্ব্বকাল,
ছাড়ি বৃথা রঙ্গ-রস॥
একমাত্র নামে কৃষ্ণানন্দ ধামে,
চলে যাবে অবহেলে।
না রবে বিকার হবে নির্ব্বিকার,
নাম-রস-পান-ফলে॥
নামে সর্ব্বশক্তি নামে গতি মুক্তি,
প্রেম-ভক্তি আছে নামে।
নামে হলে রতি পাইবে শ্রীরতি,
ঘুচে যাবে সব ধোকা
মাতি প্রেম-ভরে রসের সরোবরে,
যাবে ডুবে ভাবে মিশি।
প্রাণধন পাবে ভাবময় হবে,
মজে রবে দিবানিশি॥
আর কেন ভবে মায়ামগ্ন হবে,
কর বৃথা কাল ক্ষয়
বল "হরি হরি" দিবা বিভাবরী
পাবে সেই রসময়॥
এই নাম বিনে গতি নাই দীনে,
দেখহ মনে বিচারি।
একমাত্র পথ নাহি অন্য পথ
বল ভাই "হরি হরি !!"

[মন্তব্য—প্রায় লোক উক্ত প্রবন্ধে ত্রিতাপ শোক পাপ তাপ আদি-ব্যাধি প্রভৃতি সংসার ক্লেশ নাশ মাত্রকেই উদ্দেশ্য করিয়া নাম-গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা নির্দ্দেশ করেন নাই বলিয়াই আমরা আশা করি। চিত্তশুদ্ধি, সংসার-ক্ষয় প্রভৃতি নামাভাসেই হইয়া থাকে। নামের ফল সাক্ষাৎ কৃষ্ণপ্রেমা। ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের হরিনামচিন্তামণি নামক গ্রন্থে শ্রীনাম, নামাভাস ও নামাপরাধের বিচার বিস্তৃতভাবে বিবৃত হইয়াছে। সদ্‌গুরুপাদাশ্রয়ে শ্রীনাম, নামাভাস ও নামাপরাধের বিচার অবগত হইয়া শুদ্ধ নাম-সাধন-তৎপর হইলেই জীব শুদ্ধ নামোচ্চারণ-সৌভাগ্য লাভ করেন। শ্রীকৃষ্ণনাম জীবের প্রাকৃত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু নহেন, পরন্তু তাহা সেবোন্মুখ জিহ্বাগ্রে স্বতঃ স্ফূর্ত্তি লাভ করেন। যাঁহারা সদ্‌গুরুপাদাশ্রয়ে নাম, নামাভাস ও নামাপরাধের বিচার শ্রবণাপেক্ষা না রাখিয়া স্বতন্ত্র বুদ্ধিতে নাম গ্রহণ করেন, তাঁহারা বহুজন্ম নাম-গ্রহণ করিয়া নামের অবান্তর ফল ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধ্যাদি লাভ করিলেও নামের মুখ্য ফল কৃষ্ণপ্রেমা লাভ করিতে পারেন না। সুতরাং শ্রীনামভজনই কলির একমাত্র সাধ্য ও সাধন হইলেও গুরূপদিষ্ট বিধানানুসারে দশাপরাধ-শূন্য হইয়া শ্রীনাম-গ্রহণের প্রতিই সাধকের লক্ষ্য রাখা আবশ্যক। নঃ প্রঃ সঃ]

নবপ্রকাশিত গ্রন্থত্রয়

যুক্তিমল্লিকা

শ্রীগৌড়ীয়মঠের উৎসবোপলক্ষে ৩ খানি নূতন গ্রন্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। তন্মধ্যে ত্রিদণ্ডি স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত শ্রীবাদিরাজতীর্থস্বামীকৃত যুক্তিমল্লিকার গুণ-গৌরব নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। [illegible] এক নূতন প্রকার পারমার্থিক-সাহিত্য-জগতে এই গ্রন্থ [illegible] [illegible] হইতে [illegible] [illegible] নামে খ্যাত [illegible] 'যুক্তি-মল্লিকা' গ্রন্থে [illegible] ও লৌকিক-ন্যায়ানুসারে কিরূপ অদ্ভুতভাবে [illegible] [illegible] করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে [illegible] আশ্চর্যান্বিত হইতে হয়। [illegible] [illegible] যুক্তিগুলি [illegible] [illegible] [illegible] অনুপ্রাণিত হইয়া পড়েন। 'যুক্তি-মল্লিকা' [illegible] [illegible] [illegible] প্রকাশিত হইয়াছে [illegible] একমাত্র যুক্তি [illegible], জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও [illegible] সুন্দর খণ্ডন [illegible]। বৈদিক ও লৌকিক-যুক্তিপূর্ণ [illegible] [illegible] [illegible] ও তার্কিক উভয়েরই প্রিয়।

'গৌড়ীয়-গৌরব'
ও
'গৌড়ীয়-সাহিত্য'

নামক দুইখানি পুস্তকও শ্রীমঠের উৎসবোপলক্ষে প্রকাশিত হইয়াছে। পুস্তক ২ টী ডবল ক্রাউন [illegible] [illegible] আকারে সুন্দর [illegible] মুদ্রিত এবং [illegible] হইয়া বিতরণের [illegible] হওয়ায় সৎসাহিত্য-[illegible] হইয়াছে। এই দুই পুস্তকে [illegible] গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায় ও গৌড়ীয়-সাহিত্য [illegible] হইয়াছে [illegible] পুস্তকদ্বয়পাঠে অল্পকথায় গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের সকল বিষয়ই জানিতে পারা যাইবে।

পর বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

সম্প্রতি পর বিদ্যাপীঠে নিম্নলিখিত [illegible] বিষয়নিচয়ের অধ্যাপকের আসন সমূহ সংস্থাপিত হইয়াছে—বিদ্যার্থিগণ আবেদন করুন।

১। সাহিত্যাসন,	২। ঐতিহ্যাসন,
৩। সম্প্রদায়বৈভবাসন,	৪। ভক্তিশাস্ত্রাসন,
৫। তন্ত্রশাস্ত্রাসন,	৬। বেদান্তাসন,
৭। একায়নাসন।	

শ্রীসুন্দরানন্দ রায় [illegible] এ, কাব্যতীর্থ, বিদ্যাসাগর,
সম্পাদক—পরবিদ্যাপীঠ, শ্রীধাম মায়াপুর।

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

শ্রীগৌড়ীয়মঠ [illegible] হইতে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৮০্ টাকা [illegible]

২৭২৪ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে,
সঙ্গে দ্বাদশ খণ্ডে সূচী ছাপা হইতেছে।

৪৬শ খণ্ড প্রত্যেক নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে ১॥৵০ সাধারণ পক্ষে ২৸০। শ্রীভাগবত সাধারণ পক্ষে ৮০্, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে [illegible]।

দশম স্কন্ধ ছাপা হইতেছে। দশম স্কন্ধের ভিক্ষা ১২্, অগ্রিম গ্রাহকের পক্ষে ৮্

[illegible] নবম খণ্ড ছাপা হইয়াছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

"শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত"

সম্পূর্ণ ছাপা শেষ হইল

আদি, মধ্য, ও অন্ত্যলীলা এবং সূচী ছাপা হইয়া সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছেন। যাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্বে ১০্ টাকা ভিক্ষার তৃতীয় সংস্করণ ৪্ টাকায় না পাইয়া অপূর্ব সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের জন্যই উহার ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছেন। সেই ১০্ টাকার এই বিরাট গ্রন্থ গৌড়ীয়মঠের উৎসব অর্থাৎ আগামী [illegible] আশ্বিন পর্য্যন্ত ৫্ টাকা ভিক্ষায় দেওয়া হইবে। গ্রাহকগণ সত্বর হউন পরে আর এ সুযোগ দেওয়া হইবে না।

শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত

[illegible] দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র গ্রন্থ ৮্ স্থলেন অগ্রিম ভিক্ষা ৫্
নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪॥০ টাকা

চৈতন্য মঠের যাবতীয় গ্রন্থ

কার্য্যাধ্যক্ষ, গ্রন্থবিভাগ, শ্রীচৈতন্য মঠ
পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

—অথবা—

শ্রীগৌড়ীয় মঠ ১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা
ঠিকানায় পাওয়া যাইবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :— [illegible] চৈতন্য মঠের ঠিকানায় লিখিবেন।

নোটীশ

এতদ্দ্বারা জনসাধারণ বিশেষতঃ নাকাশীপাড়া এষ্টেটের সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণকে অবগত করান যাইতেছে যে বর্দ্ধমান জেলার মণিরামবাটীনিবাসী শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন সিংহ রায় মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুক্ত গোপিনীমোহন সিংহ রায় মহাশয়ের অনুকূলে জেলা নদীয়ার নাকাশীপাড়া থানার অন্তর্গত নাকাশীপাড়া এষ্টেটের মালিক বাবু শিবেন্দ্রনাথ সিংহ রায় ও শচীন্দ্রনাথ সিংহ রায় দ্বারায় যে আম-মোক্তার-নামা সম্পাদিত হইয়াছিল তাহা গত ১লা আশ্বিন সন ১৩৩৬ সাল ইং ১৮ই সেপ্টেম্বর ১৯২৯ সাল মঙ্গলবার বাতিল অর্থাৎ রদ রহিত করা গেল, (রেজেষ্টারী নং ৭৮১ তারিখ ১৬।৩৬ (বঙ্গাব্দ) এবং নং ১, তারিখ ২৮।৫।৩৬ (বঙ্গাব্দ) এবং নং ৭৮০ তারিখ ১৬।৩৬ এবং নং ২, তারিখ ২৮।৬।৩৬,) এবং উক্ত শ্রীযুক্ত গোপিনীমোহন সিংহ রায় আমাদের এষ্টেটের যাবতীয় কার্য্য হইতে অবসর দেওয়া গেল। অদ্যবধি ঐ তারিখের পর হইতে তাঁহার কোন কার্য্যের জন্য আমরা কিম্বা আমাদের এষ্টেট কোন দায়ী থাকিব না বা হইব না। যদি কোন কার্য্য তিনি করেন তাহা নিজ দায়িত্বে করিবেন এবং এরূপ তাঁহার কৃতকার্য্যের জন্য কোন রূপে আমরা বা আমাদের এষ্টেট দায়ী গৃহীত হইবে না। এতদ্বারা সাধারণের অবগতির জন্য এই নোটীশ দ্বারা সকলকে অবগত করা গেল—ইতি।

তারিখ) শ্রীশচীন্দ্রনাথ সিংহ রায়, জমিদার,
১৯।৯।২৯ নাকাশীপাড়া এষ্টেট,
সাং নাকাশীপাড়া, নদীয়া।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিম্নলিখিত মঠসমূহে প্রাপ্তব্যঃ—

১। শ্রীচৈতন্য মঠ,—শ্রীধাম মায়াপুর, (নদীয়া)।
২। শ্রীগোপীনাথ? মঠ,—[illegible], (বর্দ্ধমান)।
৩। শ্রী[illegible],—[illegible], কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৪। শ্রীগৌড়ীয় মঠ,—১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা।
৫। শ্রী[illegible] মঠ,—[illegible]।
৬। শ্রী[illegible] মঠ,—[illegible] বাজার, কটক।
৭। শ্রী[illegible] মঠ,—[illegible], মেদিনীপুর।
৮। শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ,—[illegible], কাশী, ইউ, পি।
৯। শ্রী[illegible] মঠ,—[illegible], বৃন্দাবন, মথুরা, ইউ, পি।
১০। শ্রী[illegible] মঠ,—[illegible], ইউ, পি।
১১। শ্রী[illegible] মঠ,—[illegible], গাঞ্জাম।
১২। শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠ,—[illegible] নবাবপুর রোড, ঢাকা।
১৩। শ্রী[illegible] মঠ,—[illegible], ঢাকা।
১৪। শ্রী[illegible],—[illegible], বর্দ্ধমান।
১৫। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ,—[illegible], মানভূম।
১৬। শ্রীপুরুষোত্তম গৌড়ীয় মঠ,—[illegible], পুরী, উড়িষ্যা।

এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণের নিকটও নদীয়া-প্রকাশ প্রাপ্তব্য।

১। শ্রীযুক্ত [illegible] ঘোষ—[illegible] রোড, খুলনা
২। শ্রীযুক্ত রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিরত্ন—[illegible], হলদিবাড়ী কুচবিহার।
৩। শ্রীযুক্ত রামরঞ্জন রায় ৭নং শ্রীগোপাল মল্লিক লেন, কলিকাতা।
৪। শ্রীযুক্ত অমূল্যকুমার সরকার এম, ডি, ও, ফৈজাবাদ।
৫। মিঃ এস ডি, মুখার্জ্জি—এম, এম, [illegible], কানপুর।
৬। শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী জ্যোতিভূষণ—স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া।
৭ শ্রীরাসবিহারী দাস অধিকারী, নবদ্বীপ।
৮। শ্রীবিরাজমোহন দে—মনমোহন প্রেস, নবাবপুর, ঢাকা।
৯। শ্রী[illegible]নাথ [illegible] চাঁপা, ২৪ পরগণা।

শ্রীচৈতন্যমঠের গ্রন্থাবলী

ভক্তিবিনোদঠাকুর বিরচিত

ভক্তি-গ্রন্থাবলী।

উৎকৃষ্ট কাপড়ে বিলাতী ধরণে বাঁধাই স্বর্ণালঙ্কৃত। চতুর্থ সংস্করণ। বিস্তৃতবিষয় সূচীসহ

জৈবধর্ম্ম

বাঁধাই ২৲ দুই টাকা।

প্রকাশিত হইয়াছে

সনাতন ধর্ম্মশাস্ত্র বেদ, বেদান্ত, উপনিষৎ গীতা, শ্রীমদ্ দর্শন, পুরাণ, তন্ত্রাদি সকল গ্রন্থ পাঠ করিবার অবসর অতি অল্প মানবের ঘটিয়া থাকে। অনেকের যোগ্যতা না থাকায় সেই সমস্ত গ্রন্থের মর্ম্ম অবগত হইতে পারেন না। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বাঙ্গালীর এই অসুবিধা দূরীভূত করিবার জন্য এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

বিদ্যালয়ের ছাত্র বা শিক্ষকগণের বিশেষ পাঠ্য, এই হেতু শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টার বাহাদুর ইহা সমস্ত বিদ্যালয়ের জন্য অনুমোদন করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

প্রথম খণ্ড। ভিক্ষা—১৲ একটাকা

যুক্তিপূর্ণ শাস্ত্রবাক্য দ্বারা প্রত্যেক মানবের নিত্য কর্ত্তব্য ও অনিত্য সাময়িক কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। গ্রন্থের প্রতি উক্তি সনাতন শাস্ত্রবাক্য দ্বারা সমর্থিত ও প্রমাণিত হইয়াছে। দেহের, মনের ও আত্মার ধর্ম্ম কি? সাধন, মোক্ষ, নীতি, ধর্ম্ম কি? ইত্যাদি বিষয় ক্রমানুসারে এমন সুন্দরভাবে যুক্তিসহকারে আলোচিত হইয়াছে যে, প্রথম পংক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত পাঠ না করিয়া বিরত হওয়া যায় না।

শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ভিক্ষা ৵০

ঐ প্রমাণ খণ্ড ভিক্ষা ৶০

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিহার ও লীলাভূমি নয়টী দ্বীপ-সমন্বিত। এই নয় দ্বীপের প্রাচীন বিবরণ—প্রত্যেক দ্বীপে শ্রীমহাপ্রভুর লীলা, প্রত্যেক দ্বীপের পরিচয়, শ্রীধাম-মাহাত্ম্য—ধামাপরাধ কি? ইত্যাদি বিষয় বিশেষভাবে মনোহর ছন্দে বর্ণিত। পকেট সাইজ প্রায় ১৬০ পৃষ্ঠা।

শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ

উজ্জ্বল বোল্ড-এর কালীতে উত্তম কাগজে ছাপা—শ্রীনবদ্বীপধাম দর্শনে ভাবুক দর্শনকারীর কি প্রকার ভাবের উচ্ছ্বাস হয়, তাহা এই গ্রন্থে বর্ণিত। অতি চমৎকার। ভিক্ষা চারি আনা।

সাধনপথ

৷৵০ দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু, শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভৃতি উপদেশচ্ছলে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিচার অতি সুন্দরভাবে বর্ণিত হইয়াছে। ইহা ছাড়া শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদিষ্ট শিক্ষা ও উপদেশ বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-জগতে অভিনব গ্রন্থ !!

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতি-গ্রন্থাবলী :—

শরণাগতি

পকেট সাইজ
অষ্টম সংস্করণ
ভিক্ষা /০ আনা

দেহ ও মনের চেষ্টা অনিত্যবস্তু লইয়া—ইহা যখন জীব বুঝিতে পারে, তখন একমাত্র নিত্যবস্তু শ্রীভগবানের প্রতি তাঁহার কোন জাতীয় আবেগময়ী প্রার্থনা হয় এবং শ্রীভগবানে সর্ব্বান্তঃকরণে নিষ্কপটে কি প্রকারে শরণাপন্ন হইতে হয়, ইত্যাদি বিষয়ক প্রাণস্পর্শী প্রার্থনা ও আত্মসমর্পণমূলক গান, উচ্চয়া সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে

ভিক্ষা প্রতি খণ্ড /০ এক আনা।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা— /০, নবদ্বীপশতক— /০

অর্থপঞ্চক— /০

কল্যাণকল্পতরু

পকেট সাইজ
পঞ্চম সংস্করণ
ভিক্ষা /১০

আমরা প্রত্যহ নূতন অভাব ও কামনার বশবর্ত্তী হইয়া পুনঃপুনঃ যে অকল্যাণকে কল্যাণ বলিয়া গ্রহণ করি এবং যাহার নিকট কল্যাণ কামনা করি, তিনি যে নিত্য বা যথার্থ কল্যাণ প্রদানে অসমর্থ এবং কোন বস্তু আমাদের নিত্য কল্যাণদাতা এবং কি ভাবে আমরা সেই কল্যাণলাভে সমর্থ হইব, এই সকল কথা সরল গানে লিখিত। এই গীতিগ্রন্থ বাস্তবিক কল্যাণের কল্পতরু, যিনি প্রত্যেককে নিত্যকল্যাণ প্রদানে

শ্রীল চক্রবর্ত্তি ঠাকুরের টীকা সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর কৃত টীকা ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কৃত বঙ্গানুবাদ। টীকাকারের জীবনী, শ্লোক-সূচি, বিষয়সূচি প্রভৃতি বহু প্রয়োজনীয় বিষয় সংবলিত প্রায় ৮২৫ পৃষ্ঠা। উৎকৃষ্ট সিল্কে বাঁধাই ২৲ দুই টাকা, কাগজে বাঁধা ১৷৷০

শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ কৃত ভাষ্য সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

কাগজ ও ছাপা উৎকৃষ্ট। সিল্কে বাঁধাই, সোণার জলে নাম লেখা রাজসংস্করণ ২ টাকা, সাধারণ সংস্করণ ১৷৷০, গৌড়ীয়ের গ্রাহকপক্ষে ১৷০

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি (সার্ব্বভৌমকোষগ্রন্থ)

বিষয়:—১। ভক্তিশাস্ত্রে ব্যবহৃত শব্দাবলীর অর্থ, ২। চারি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের চরিত্র, ৩। বিষ্ণুবৈষ্ণবসম্পর্কিত শ্রীমন্দির ও শ্রীবিগ্রহের বিবরণ, ৪। বৈষ্ণবগ্রন্থ ও গ্রন্থকারগণের ইতিহাস, ৫। ... সমূহের ব্যাখ্যা ও বিবরণ, ৬। বিষয় বিশেষের লৌকিক ও শাস্ত্রীয় আকরমূলে যাবতীয় তথ্য। চারিখণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ১ম খণ্ড ৸৵০, ২য় খণ্ড ৸৵০, ৩য় খণ্ড ৸০, ৪র্থ খণ্ড ৷৷৵০, চারিখণ্ড একত্রে ৩৲ (৫ম খণ্ড যন্ত্রস্থ)।

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ

১ম খণ্ড ১৲ এক টাকা
২য় খণ্ড ১৲ এক টাকা—শ্রীমদ্ভাগবতের গ্রাহক ও গৌড়ীয় গ্রাহকগণ ১৷০ টাকায় দুইখণ্ড পাইবেন। বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমজ্জীব গোস্বামিপাদের রচিত গ্রন্থ। ইহাই ষট্সন্দর্ভের অধিক প্রয়োজনীয় অংশ। প্রতি খণ্ড ডবল ক্রাউন ৮ ফর্ম্মায় ৬৪ পৃষ্ঠা আকারে মুদ্রিত হইতেছে।

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য সঙ্কলিত

সদাচারস্মৃতিঃ

ভিক্ষা /০ মাত্র

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (প্রাচীন নবদ্বীপ) নদীয়া।

রেজেষ্টারীকৃত

মদন মঞ্জরী

বটিকা স্বল্প ও সাময়িক ইন্দ্রিয়শক্তির হ্রাস, প্রমেহ, শুক্রপাত, স্বপ্নদোষ, মাথা ঘোরা, বুক ধড়্‌ফড়ানি, কলিকা বেদনা প্রভৃতি লক্ষণ সত্বর নিঃশেষ আরোগ্য হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ৪০ বটী ১৲ এক টাকা।

"নপুংসকারি ঘৃত"

পুরুষত্বহানি রোগে বাহ্যপ্রয়োগে দ্বারা আরোগ্য করিয়া শক্তিশালী করে। মূল্য ২ তোলা ১ টাকা।

"রমণবিলাসিনী বটিকা"

বীর্য্যধারণ করত সম্ভোগশক্তি স্থায়ী ও বৃদ্ধি করিতে অত্যাশ্চর্য্য। মূল্য ৩০ বটী ১৲ এক টাকা।

রাজবৈদ্য নারায়ণজী কেশবজী

১৭৭নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

"কুমার-ভোগ"—বলহীন শিশুদিগের অতিরেচন রোগমুক্ত হইয়া মোটা হয়। ইহা সেবনে শিশুরা শীঘ্র হাটিতে পারে, তাহাদের ক্ষুধা বৃদ্ধি ও শরীরের শিরা ভাল হয়—দন্তোদ্গমের সময় কোন কষ্ট হয় না। খাইতে মিষ্ট। মূল্য প্রতি শিশি এক টাকা, মাশুল ৷৵০ আনা।

নারোল (Narrhol)—হুপিংকফ, নিউমোনিয়া, ব্রঙ্কাইটিস প্রভৃতির শ্রেষ্ঠ ঔষধ। আনুষঙ্গিক, সর্দ্দি, কাশি, ব্রঙ্কাইটিস (Bronchitis), গলা ফোলা ও বুকের ঘড়্‌ঘড়ানি প্রভৃতি নিবারণ করে। ৮০ বটিকার শিশি ৷৷০, মাশুল [illegible] আনা।

দাদ-সোপ বিনা জ্বালায় দাদ আরাম করে

ডাঃ ৺রাম লাল বসাক

দাদ-সোপ

কাপড়ে কোনরূপ দাগ লাগে না

মূল্য। আনা

স্ট্যান্ডার্ড টিন ফ্যাক্টরী,

১৭, নন্দন ষ্ট্রীট, বড়বাজার, কলিকাতা

দাদ কম স্থায়ী হয় না

পর-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

এখানে আহার এবং বাসস্থান দিয়া ছাত্রগণকে বিভিন্ন শিক্ষণীয় বিষয় শিক্ষা দিবার বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। অনেক ছাত্র হরেকৃষ্ণ আসিয়া পাঠ আরম্ভ করিয়াছেন। বর্ত্তমান বর্ষে সকল ছাত্রই গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

প্রধান অধ্যাপক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শশিভূষণ কাব্য ব্যাকরণ-সাংখ্য-বেদান্ত-ষড়্দর্শন-তীর্থ, সাংখ্যভূষণ, বেদান্তরত্ন, সাহিত্যশাস্ত্রী, সুদর্শনবাচস্পতি।

অধ্যাপক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গৌরদাস ব্রহ্মচারী ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীধাম মায়াপুর পরবিদ্যাপীঠ, (নদীয়া)

বেদনাঞ্জন

শ্রেষ্ঠরত্ন

কলিকাতা কংগ্রেস একজিবিসন হইতে বহু প্রশংসা প্রাপ্ত ও বহু গণ্যমান্য ভদ্রমহোদয়গণ কর্ত্তৃক প্রশংসিত।

আজকাল বাজারে চলন মিশ্রিত বিলাতি আহার্য্য সেবনে শরীরের রক্ত স্বভাবতঃই দোষযুক্ত হইয়া পড়িতেছে। এজন্য মানবদেহের দোষ ও দুর্ব্বলতা দেখা দেয়, এই রক্ত দোষের প্রভাবে সঙ্গে সঙ্গে মানব বাত, বেদনা, মাথাধরা, মাথাঘোরা, দৃষ্টিশক্তির হ্রাস, দাঁতের গোড়া ফুলা, দাঁত কনকনানি, দাঁতে পোকা এবং নানা চুলকানি পাঁচড়া প্রভৃতি চর্ম্মরোগে আক্রান্ত হইতেছে। যদি আপনি একান্তই ব্যাধিমুক্ত হইতে চান, তাহা হইলে অনর্থক পয়সার অপব্যয় না করিয়া অল্প ব্যয়ে এক শিশি বেদনাঞ্জন ক্রয় করিয়া ইহার কার্য্যকারী শক্তি উপলব্ধি করুন। অপরের তুলনায় মূল্য অতি সামান্য, এক শিশি ।৵০ আনা মাত্র...

প্রাপ্তিস্থান—এ, সি, চাটার্জ্জী এণ্ড ব্রাদার্স।

...নং হরকালী লেন, হাটখোলা হাওড়া।

সকল মণিহারী দোকানে ও বড় বড় ডাক্তারখানায় পাওয়া যায়।

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

যদিও অদ্যাপি প্রকৃত মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য, তথাপি যাঁহারা নানাবিধ অনিয়মিত উপায়ে অপরিমিত শক্তি নষ্ট করিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন এবং নানা প্রকার মেহ, প্রমেহ, ধাতুদৌর্ব্বল্য, স্নায়বিক দুর্ব্বলতা, বহুমূত্র, স্বপ্নদোষ, পারদসংক্রান্ত পীড়া, অর্শ এবং স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে যাহারা বাধক, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, প্রদর, শ্বেত ও রক্তপ্রদর, হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি রোগে ভুগিয়া জীবনে নিরাশ হইয়াছেন, তাঁহারা আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটার সাহেবের আবিষ্কৃত **ইলেক্ট্রিক সলিউসন** ব্যবহার করিয়া বাঁচিতে পারেন, তাহার শত শত প্রমাণ প্রতি বৎসরেই পাওয়া যাইতেছে। যাঁহারা অন্যান্য নানাবিধ ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরোগ্য হইতে পারেন নাই, তাঁহারা একবার এই ঔষধটী ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক মাসের ব্যবহারোপযোগী এক শিশি ঔষধ ডাকমাশুল সহ ... টাকা মাত্র।

সোল এজেণ্ট—ডাঃ ডি, ডি, হাজরা।

ফতেপুর, গার্ডেনরিচ পোষ্ট, কলিকাতা।

ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

অধ্যক্ষ

শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম.এ. এফ.সি.এস (লণ্ডন)

ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক

(প্রফেসার)

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ বিশুদ্ধ ও শাস্ত্রমতে নিজ তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হয়। পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ক্যাটালগ পাঠান হয়। রোগের বিবরণ জানাইলে যত্নপূর্ব্বক ব্যবস্থা দেওয়া হয়। চিঠি পত্রাদি সম্পূর্ণরূপে গোপন রাখা হয়।

মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দুর)

(বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৪৲ টাকা

উৎকৃষ্ট স্বর্ণ, পারদ ও আমলাসার গন্ধক দ্বারা যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। নিত্য প্রয়োজনীয় সর্ব্বরোগনাশক মহৌষধ।

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৩৲ টাকা

উৎকৃষ্ট কাশীর আমলকী, বংশলোচন প্রভৃতি যাবতীয় উপাদানে পূর্ণ মাত্রায় যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। কফ, কাসি, সর্দ্দি, যক্ষ্মা, ক্ষয়রোগ, হৃদরোগ প্রভৃতি রোগের মহৌষধ। সর্ব্বপ্রকার দুর্ব্বলতা নাশক অতিশয় পুষ্টিকর মহৌষধ বা খাদ্য বিশেষ।

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬৲ টাকা

ইহা সেবনে ধাতুদৌর্ব্বল্য, শুক্রহীনতা, স্বপ্নদোষ, প্রমেহ ও ধ্বজভঙ্গ সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায়। ইহা অপরিসীম আনন্দদায়ক রসায়ন।

অবলাবান্ধব যোগ

প্রদর, বাধক প্রভৃতি জরায়ুদোষ ও যোনিগত স্ত্রীরোগ রোগের মহৌষধ

মূল্য—১৬ মাত্রা ২৲ টাকা। ৫০ মাত্রা ৫৲ টাকা মাত্র

বিশুদ্ধ জল! ভয় নাই! বিশুদ্ধ জল!!

লক্ষ্মী টিউব-ওয়েল কোং

২০৫নং নবাবপুর, ঢাকা

বর্ত্তমান-যুগের নব আবিষ্কৃত প্রণালী দ্বারা উন্নত বৈজ্ঞানিক-খনন-প্রণালীতে নলকূপ (*Tube well*) নির্ম্মাণ করা হয়। ঢাকার নবাব বাহাদুর, গভর্ণমেণ্ট সেক্রেটারী, ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট, ডিষ্ট্রিক্ট-বোর্ডের চেয়ারম্যান, জমিদার, তালুকদার, প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত ভদ্রমহোদয়গণ এই কোম্পানীর কার্য্য দেখিয়া প্রশংসা করিয়াছেন। রাসায়নিক পরীক্ষায় জল বিশুদ্ধ না হইলে মূল্য গ্রহণ করা হয় না। বিস্তৃত বিবরণের জন্য পত্র লিখুন।

বিনামূল্যে বিনামূল্যে

বিতরিত

স্বাস্থ্যের সার "কামশাস্ত্র" পুস্তকখানি চৌদ্দ লক্ষের উপরে বিতরিত হইয়াছে। উহা পাঠে মানবের গার্হস্থ্য কর্ম্মফল জানা যায়।

এই পুস্তক যিনি লিখিয়াছেন, তিনিই "আতঙ্কনিগ্রহ বটিকা"র আবিষ্কর্ত্তা। এই বটিকা দুর্ব্বলকে সবল করে এবং সবল ব্যক্তিকে অটুট ও অক্ষয় রাখে। বত্রিশ বটিকা পূর্ণ এক কৌটার মূল্য ১৲ টাকা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান :— আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়।

...নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মনোমোহন প্রেস

১০নং নবাবপুর, ঢাকা

পূর্ব্ববাঙ্গালায় সুলভে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত

বৈদ্যুতিক মেশিনে দিবারাত্র কাজ চলিতেছে

বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,

১০নং নবাবপুর, ঢাকা।

শ্রীমায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে— শ্রীবিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

স্থানীয় সংস্করণ

Registered No. C 1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩।০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র।

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৵৫

৪র্থ খণ্ড] সম্পাদক—প্রত্নবিদ্যালঙ্কার শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী [১৮১ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্য মঠ, শ্রীধাম মায়াপুর—১২ই আশ্বিন সোমবার ১৩৩৬, ৩০শে সেপ্টেম্বর ১৯২৯

শ্রীধাম মায়াপুর ডাকঘর

গত ১লা জুন হইতে শ্রীধাম মায়াপুর পোষ্ট অফিস খোলা হইয়াছে। বঙ্গদেশের পোষ্টমাষ্টার জেনারেল্ বাহাদুর শ্রীধাম মায়াপুর ডাকঘর হইতে নদীয়া-প্রকাশ ভারতের সর্ব্বত্র প্রেরণ করিবার আদেশ দিয়াছেন।

ম্যানেজার, 'নদীয়া-প্রকাশ'
পোঃ আঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

শ্রীধাম মায়াপুরের, যাবতীয় পত্র বুকপোষ্ট রেজিষ্টারী মণি-অর্ডার প্রভৃতি ডাকে পাঠাইতে হইলে, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া ঠিকানায় লিখিবেন।

কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ
হইতে প্রকাশিত
পারমার্থিক
গৌড়ীয় সাপ্তাহিক পত্র।
শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রতি শনিবারে প্রকাশিত হয়।
অগ্রিম বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲ দিলে বৎসরে ৫০ সংখ্যা প্রাপ্য; ষাণ্মাসিক ১৷০; সাপ্তাহিক /০
সর্ব্বদা গ্রাহক হওয়া যায়।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল
দুইখণ্ডে সমগ্র গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছেন। সূচী প্রভৃতি ছাপা হইতেছে
ভিক্ষা ১৷০, নদীয়াপ্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ১৷০

রোগী দেখিবার সময়ঃ—
প্রাতেঃ—৬টা হইতে ৯টা,
বৈকালে—৩টা হইতে ৫টা পর্য্যন্ত।

মূল্য ফেরৎ ! মূল্য ফেরৎ !!

ডাক্তার বি, ডি, কুণ্ডুর—

সর্ব্বত্র এজেণ্ট আবশ্যক। পত্র লিখুন। কঠিন কঠিন রোগের চিকিৎসা করা হয়। দিবা-রাত্রি ঔষধ পাওয়া যায়।

সার্টিফিকেট ও গভর্ণমেণ্ট রেজেষ্টারীকৃত

১। ভূপেন্দ্র শোভা স্পেসিফিক্—পেটের যাবতীয় রোগের, অজীর্ণ, [illegible] মহৌষধ। প্রত্যেক গৃহে রাখা প্রয়োজনীয়। মূল্য—প্রতি শিশি ১৲ এক টাকা মাত্র।

২। চণ্ডি ফিবার মিকচার—ম্যালেরিয়া জ্বর এক শিশিতে সম্পূর্ণ আরোগ্য। কম্পজ্বর এবং পালা ও সকল জ্বরের মহৌষধ। প্রতি ছোট শিশি ৸০ বার আনা, বড় শিশি ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। গণোরিয়া স্পেসিফিক—যে রকম গণোরিয়া হোক না কেন, এক শিশিতে আরোগ্য। এক শিশি ১৲ এক টাকা মাত্র।

হোমিওপ্যাথিক বিভাগ

১। ওয়ারম্ কিওর—যাবতীয় ক্রিমির, ২। ফিমেল সুধা—শ্বেত-প্রদর, বক্ষঃ-কষ্ট ও বাধকের, ৩। জিহ্বা স্পেসিফিক্—ভিজার ক্ষতের, ৪। বাথ রেগুলেটার—যাহাদের নিয়মিত ঋতুস্রাব হয় না, ইহা সেবনে নিয়মিত ঋতুস্রাব হয়, ৫। পাইলস্ রেমিডি—যাবতীয় অর্শের মহৌষধ। মূল্য প্রতি শিশি ৸০ বার আনা ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :— আরোগ্য না হইলে মূল্য ফেরৎ। রোগের অবস্থাদি জানাইলে, ঔষধ ও ব্যবস্থাদি পাঠান হয়। ভিঃ পিতে ঔষধ পাঠান হয়। এক কালিন দশ টাকার ঔষধের অর্ডার পাইলে, স্বতন্ত্র কমিশন দেওয়া হয়। পত্রাদি বিশেষ গোপনে রাখা হয়।

সোল এজেণ্ট :—
দি এলোপ্যাথিক ড্রাগ ষ্টোরস্,

ডাক্তার বি, ডি, কুণ্ডু
৩১ নং গরানহাটা ষ্ট্রীট, পোঃ বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
টেলিফোন নং বড়বাজার ২৪১১।

কর্ম্মাবলম্বকাঃ কেচিৎ কেচিৎ জ্ঞানাবলম্বকাঃ। বয়ন্তু হরিদাসানাং পাদত্রাণাবলম্বকাঃ॥

নানা কথা

নদীয়া ডিষ্ট্রিক্টবোর্ড

সদস্য-নির্বাচন

কৃষ্ণনগর [illegible]

[illegible] বেলা [illegible] ঘটিকার সময় কৃষ্ণনগর [illegible] অফিসে ডিষ্ট্রিক্টবোর্ড মেম্বর নির্বাচনকল্পে এক সভা [illegible] হয়। [illegible] ভোটাধিক্যে ডিষ্ট্রিক্টবোর্ডের সদস্য নির্বাচিত হইয়াছেন—

নাম	ভোট সংখ্যা
১। মিঃ ইব্রাহিম [illegible]	১০
২। শ্রীযুক্ত [illegible] সেন	৯
৩। " [illegible] চক্রবর্ত্তী	১০
৪। " [illegible] সিংহ	৯
৫। " [illegible]	৮

শ্রীযুক্ত [illegible] মুন্সী [illegible] চৌধুরী, শ্রীযুক্ত [illegible] শ্রীযুক্ত [illegible] [illegible] উমেদোয়ার [illegible] ছিলেন, তাঁহারা [illegible] ভোট পাইয়া সদস্য নির্বাচিত হইতে পারেন নাই।

কৃষ্ণনগর কংগ্রেস কর্ম্মীদের বিরুদ্ধে মামলা

কৃষ্ণনগর, [illegible] সেপ্টেম্বর [illegible] প্রকাশ আরও [illegible] কংগ্রেসকর্ম্মীকে গ্রেপ্তার করা হয়, পরে [illegible] জামিনে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে। স্থানীয় ম্যাজিষ্ট্রেটের কোর্টে ইহাদের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করা হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র সরকার [illegible] [illegible] বিরুদ্ধে [illegible] [illegible] করেন। [illegible]

[illegible] শ্রীযুক্ত [illegible] স্মরণ [illegible] [illegible] স্থাপিত হইয়াছে। [illegible] ম্যাজিষ্ট্রেট [illegible]

বিগত [illegible] অনুসন্ধান [illegible] স্থানীয় খ্যাতনামা [illegible] অনুসন্ধান কার্য্য গ্রহণ করিয়াছেন।

শোচনীয় মৃত্যু

[illegible] ২৩শে সেপ্টেম্বর [illegible] হইয়া গিয়াছে। [illegible] [illegible] পাশে [illegible] [illegible] [illegible] যে, তাহাতেই তাহার মৃত্যু হইয়াছে।

গার্দ্দেজে ভীষণ যুদ্ধ

সংবাদ [illegible] যে, [illegible] বাচ্চার পক্ষ পরিত্যাগ করিয়া [illegible] নাদির খাঁর পক্ষ অবলম্বন করিয়াছে।

[illegible] ৩০০ রাইফেলসহ নাদির খাঁকে [illegible] করিয়াছে বলিয়া যে সংবাদ [illegible] ছিল তাহা ভিত্তিহীন। নাদির খাঁ [illegible] অধিকার করিয়াছেন। গার্দ্দেজের চতুর্দ্দিকে ভীষণ যুদ্ধ চলিতেছে এবং এই যুদ্ধে বাচ্চার প্রায় ৪০০ লোক হত হইয়াছে।

শেষ খবর এই যে নাদির খাঁর সৈন্যগণ গার্দ্দেজে প্রবেশ করিয়াছেন।

সভ্য দেশে অসভ্য কাণ্ড

"[illegible] সমাচার" নামক পত্রিকা [illegible] ব্যক্তি [illegible] [illegible] বাদশার [illegible] [illegible] মাসের জন্য কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে।

আরও ২০৩ জন ঐ অপরাধে বিচারাধীন রহিয়াছে। [illegible] অভিযুক্ত [illegible]

সর্ব্বপ্রথম মুসলমান ডি, এস্, সি

[illegible] বঙ্গদেশে কোন মুসলমান [illegible] উপাধি লাভ নাই। [illegible] মুসলমান সমাজে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] সেপ্টেম্বর [illegible] কলিকাতা [illegible] একটী অভ্যর্থনা সভার আয়োজন করা হইয়াছিল।

সোনার তাগা চুরির জন্য ৬ মাস

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] পুলিশ ম্যাজিষ্ট্রেট আসামীকে ৬ মাস সশ্রম কারাদণ্ডের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

যোধপুর রাজ্যে দণ্ডনীতি

যোধপুর রাজ্যের সংবাদে প্রকাশ, যোধপুর দরবার সেই রাজ্যের প্রজা সম্মেলনের অধিবেশন নিষিদ্ধ করিয়াছেন। গত [illegible] সেপ্টেম্বর উক্ত সম্মিলনের অভ্যর্থনা সমিতির সম্পাদক শেঠ আনন্দরাজ ও 'তরুণ রাজস্থান' সম্পাদক জয়নারায়ণ ব্যাসকে গ্রেপ্তার করিয়া অজ্ঞাতস্থানে প্রেরণ করা হইয়াছে।

ডাক্তারের বিপদ

[illegible] চক্রবর্ত্তী নামক এক জন ডাক্তার অতিরিক্ত চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে প্রতারণা ও অর্থ আদায় করিবার অভিযোগে অভিযুক্ত হইয়াছিলেন। বিচারে তাঁহার প্রতি [illegible] বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডের ব্যবস্থা হওয়ায় এডভোকেট শ্রীযুত মৃত্যুঞ্জয় চট্টোপাধ্যায় তাঁহার পক্ষ হইতে হাইকোর্টে আপীল দায়ের করিয়াছিলেন। গত [illegible] সেপ্টেম্বর হাইকোর্টের বিচারপতি মন্মথ [illegible] মিত্র ও [illegible] এজলাসে এই আপীল সম্পর্কীয় এক দরখাস্ত [illegible] হইয়া গিয়াছে। বিচারপতিদ্বয় [illegible] করিয়া আসামীকে জামিনে [illegible] প্রদান করিবার হুকুম দিয়াছেন। প্রকাশ যে, চক্রবর্ত্তী [illegible] কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক জন [illegible] এম, এম, ডাক্তার [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] এম, এম, ডাক্তার [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হাজার টাকা গ্রহণ করিয়াছেন। আসামীর পক্ষ হইতে বলা হইয়াছে, তিনি ১৯০ [illegible] কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম, এম, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন, আর অফ মিডিসিন মত লোক তাঁহার বাড়ীর প্রশংসা করিয়াছেন। তিনি প্রতারণা পূর্ব্বক কাহারও নিকট হইতে অর্থগ্রহণ করেন নাই।

চাঁদপুরে রেলী ব্রাদার্সের ম্যানেজার অভিযুক্ত

চাঁদপুরের মহকুমা হাকিমের এজলাসে স্থানীয় রেলী ব্রাদার্স পাটের অফিসের ম্যানেজার এবং অন্যান্য কয়েকজন কর্ম্মচারী অভিযুক্ত হইয়াছেন।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, আসামীগণ বন্দুক ও লাঠি ইত্যাদি দ্বারা সুসজ্জিত হইয়া ষ্টীমারে করিয়া চাঁদপুর হইতে নবাবপুর গমন করে। তথায় শ্রীযুত ননীগোপাল নাগ রায়ের পাট গুদামে প্রবেশ করিয়া জোরপূর্ব্বক সমস্ত পাট নিয়া আসে সমগ্র পাটের মূল্য প্রায় ১০,০০০ টাকা হইবে ম্যাজিষ্ট্রেট পুলিশ ইন্সপেক্টারের উপর তদন্তের ভার দিয়াছেন।

---

৮০ হাজার টাকা আত্মসাৎ

এজরা ষ্ট্রীটের এম, এম, হস্প হাসান ৮০ হাজার টাকা বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া আত্মসাৎ করার অভিযোগে মহানীর মিষ্টার [illegible] চতুর্থ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ওয়াজিদ আলির এজলাসে অভিযুক্ত হইয়াছে।

অভিযোগে প্রকাশ—বিগত ৮ই জুলাই তারিখে [illegible] ঐ টাকা এক গুদামে দিয়া আসিবার জন্য দেওয়া হইয়াছিল কিন্তু আসামী নাকি ঐ টাকা গুদামে না দিয়া আত্মসাৎ করিয়াছে। আসামীকে ২ হাজার টাকা জামিনে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে। মামলা মুলতুবী হইয়াছে। আগামী [illegible] অক্টোবর তারিখে শুনানী হইবে।

প্রবঞ্চনার অভিযোগ

[illegible] [illegible] ম্যানেজার [illegible] [illegible] নাথ ঘোষ [illegible] নামে [illegible] ভূপেন্দ্রনাথ বসুর নিকট গত [illegible] অক্টোবর [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ভূপেন্দ্র বাবুকে নাকি বুঝাইয়াছিল। ভূপেন্দ্রবাবু ও তাঁহার টাকা অগ্রিম দিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে কথা হয় যে, বাড়ী বিক্রীর দলিল [illegible] দিনের মধ্যে যথারীতি নগেন্দ্রবালার পক্ষ হইতে পাঠাইয়া দেওয়া হইবে।

ভূপেন্দ্রবাবু পরে জানিতে পারেন যে, ঐ বাড়ীর মালিক আরও কয়েকজন আছে। টাকা দেওয়ার তিন চারি দিন আগে নাকি ভাগ বাটোয়ারার মামলায় ইহা স্থির হইয়া গিয়াছিল যে, নগেন্দ্রবালার ঐ বাড়ীতে কোন স্বত্ব নাই।

[illegible] ম্যাজিষ্ট্রেট নগেন্দ্রবালা এবং তাহার ম্যানেজার উভয়ের বিরুদ্ধে ৪২০ ধারার অভিযোগ গঠন করিয়াছেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১৪ই আশ্বিন সোমবার—১৩৩৬

শুদ্ধভক্তিপ্রচারে ময়ূরভঞ্জ মহারাজ

উড়িষ্যার অন্তর্গত দেশীয় সামন্ত রাজ্যসমূহের শীর্ষস্থানে ময়ূরভঞ্জ রাজ্য অবস্থিত। ময়ূরভঞ্জরাজবংশ সূর্য্যবংশের অন্যতম বলিয়া চির-গৌরবান্বিত। এই বংশেরই গৌরব পঞ্চশ্রী বৈদ্যনাথ ভঞ্জদেব এবং তাঁহার অগ্রজদ্বয় শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের নিজজন আচার্য্যবর্য শ্রীল রসিকানন্দ প্রভুর শিষ্যত্ব স্বীকার পূর্ব্বক উড়িষ্যাপ্রদেশে শ্রীচৈতন্য-কথা প্রচারের বিশেষ সহায়ক হইয়াছিলেন। তদবধি এই রাজবংশ গৌরভক্ত বলিয়া চির-প্রসিদ্ধ। শ্রীল রসিকানন্দ প্রভু তাঁহার প্রিয়শিষ্য ময়ূরভঞ্জরাজের আদর্শ সেবা-প্রসঙ্গে উড়িষ্যাপ্রদেশের সর্ব্বত্র শ্রীভগবান্ গৌরসুন্দরের মনোভীষ্ট সার্ব্বজনীন প্রেমধর্ম্মের কথা প্রচার করিয়াছিলেন। যখন সেই সেবাদর্শ ক্রমে শুষ্ক হইয়া পড়িতে লাগিল, তখন কি উৎকল, কি বঙ্গদেশ—সর্ব্বত্রই হরিকথার মহাদুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইল। জীবের ভুক্তি, মুক্তি, সিদ্ধি-বাঞ্ছা প্রবল হওয়ায় শ্রীচৈতন্যদেব-প্রচারিত শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবাণীর আলোচনা ক্রমেই লুপ্ত হইয়া পড়িল। আচারবান্ প্রচারকের অদর্শনাভাবে মহাপ্রভুর সুনির্ম্মল প্রেমধর্ম্মের কথা ব্যবসায়ের পণ্যরূপে পরিণত হইল। জগতের এমনই এক ভীষণ দুর্দ্দিনে আসিলেন তাঁহারই এক নিজজন বর্ত্তমান যুগের গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের একমাত্র সংরক্ষক আচার্য্যবর্য্য শ্রীবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ, প্রভুপাদ শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিপ্রলম্ভলীলাক্ষেত্র পুরুষোত্তমে আবির্ভূত হইয়া সমগ্র জগতে আবার সেই গৌরসুন্দরের প্রচারিত প্রেমধর্ম্মের কথা কীর্ত্তন করিতেছেন। আজ বৈষ্ণবরাজ বৈদ্যনাথ ভঞ্জ বাহাদুরেরই বংশ-প্রদীপ, সমগ্র উৎকল-গৌরব, বিজ্ঞ, বিনয়-সম্পন্ন সত্য-নিষ্ঠ লোকপ্রিয় উদারচেতা প্রজাবন্ধু—বৈষ্ণবরাজবংশোচিত যাবতীয় গুণোপেত বর্ত্তমান মহারাজাধিরাজ শ্রীপ্রতাপ চন্দ্র ভঞ্জ দেও বাহাদুর স্বীয় বংশ-গৌরব গৌর সেবাদর্শ সংস্থাপন-মানসে সেই গৌরজনের মনোভীষ্ট প্রচারের আনুকূল্য করিতেছেন। বৈষ্ণবরাজ শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিপ্রলম্ভক্ষেত্র শ্রীপুরুষোত্তমে শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম শাখামঠ শ্রীপুরুষোত্তমমঠের একটী সুরম্য মন্দির, নাট্যমন্দির ও সেবকগৃহ প্রভৃতি নির্ম্মাণ করিবার আনুকূল্য করিয়াছেন ও করিতেছেন।

মহাপ্রভু নিজ অন্তরঙ্গপার্ষদ রায় রামানন্দের শ্রীমুখ দিয়া নিজ মনোভীষ্ট প্রচারোদ্দেশ্যে প্রশ্ন করিলেন—"কীর্ত্তিগণ মধ্যে জীবের কোন্ বড় কীর্ত্তি?" উত্তরে রায় বলিলেন—"কৃষ্ণভক্ত বলিয়া যাঁহার হয় খ্যাতি।" আজ মহারাজাধিরাজ বাহাদুর শুদ্ধ কৃষ্ণকথার দুর্ভিক্ষ-মহামারী-প্রপীড়িত জগতে কৃষ্ণেতর বিষয়াভিলাষ-শূন্যা, কৃষ্ণভক্তিবাধক জ্ঞান-কর্ম্মাদি-দ্বারা অনাবৃতা নিত্য শুদ্ধ সত্য ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী প্রচারের সহায়তা করিয়া যে 'কৃষ্ণভক্ত বলিয়া খ্যাতি' লাভ করিলেন, তদপেক্ষা 'বড় কীর্ত্তি' আর কাহার ভাগ্যে লাভ হয়? বুভুক্ষু কর্ম্মিগণ পরলোকে অনিত্য স্বর্গাদি সুখভোগ বা ইহলোকে লাভ পূজা প্রতিষ্ঠাকাঙ্ক্ষার জন্য অনেক সৎকর্ম্ম করিয়া থাকেন। কিন্তু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত তাদৃশ সৎকর্ম্ম জগদ্বিধ্বংসক হইলেও তাহা কৃষ্ণের নিত্য সেবা লাভের বাধক জানিয়া তাহাকে জীবের অজ্ঞান তমোধর্ম্ম বলিয়া অত্যন্ত নিন্দা করিয়াছেন। আজ সত্যের নামে—ধর্ম্মের নামে যে সকল অসত্য—অধর্ম্ম জগতের বক্ষে উন্নত মস্তকে বিচরণ করিয়া [illegible] সর্ব্বোত্তম গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্মে কলঙ্ক-কালিমা আরোপ করিতেছে, পরম-সত্যনিষ্ঠ মহারাজ যে সেই সকল অপসত্য অপসম্প্রদায়ের প্রতি বিন্দুমাত্র আদর প্রদর্শন না করিয়া একমাত্র সত্যের মর্য্যাদা সংরক্ষণে যত্নবান হইয়াছেন, গৌরনিজজন শ্যামানন্দ রসিকানন্দ প্রভুর গৌর-সেবাদর্শানুসরণে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন, বর্ত্তমান যুগের গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ৈক সংরক্ষকের অনুমোদনক্রমে যে বৈষ্ণব-কীর্ত্তির বিজয়স্তম্ভ পোষণ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন, তাহা বিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার পক্ষে আজ পরম উৎসাহের—পরম আনন্দের বিষয় হইয়াছে। উৎকলে শুদ্ধ গৌরকথা প্রচারিত হইবার পক্ষে তাঁহারা আজ বড় আশান্বিত হইয়াছেন।

পরলোকগত ধর্ম্মপ্রাণ মহারাজ পূর্ণচন্দ্র ভঞ্জ দেব বাহাদুরের শ্রীপুরুষোত্তম ক্ষেত্রে শ্রীচৈতন্যমঠের একটী স্থায়ী প্রতিষ্ঠান সম্পাদন করিবার বড় ইচ্ছা ছিল। মহারাজ প্রতাপচন্দ্র মহারাজ পূর্ণচন্দ্রের সেই মহতী ইচ্ছা পূর্ণ করিয়া যথার্থ বৈষ্ণবরাজবংশোচিত সদ্গুণের পরিচয় প্রদান করিতেছেন।

শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ প্রেমভক্তি জীবের একমাত্র প্রাপ্য পরম-ধন। রাধাগোবিন্দ-মিলিত-তনু মহাপ্রভু এবার কলিজীবের প্রতি বড় কৃপা করিয়া সেই প্রেম-মহাধন স্বভক্তিসম্পৎ বিতরণের জন্যই সপার্ষদ অবতীর্ণ।

মহাভাগ্যবান্ মহারাজ প্রতাপচন্দ্র শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের অকৃত্রিম সেবা-ফলে সেই পরমসম্পৎ লাভ করিয়া যথার্থ ধনী হউন—ধন্য হউন—তাঁহার হরিগুরুবৈষ্ণব-সেবাদর্শময় সুদীর্ঘ জীবন লাভ হউক, ইহাই শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীচরণাব্জে আমাদের ঐকান্তিকী প্রার্থনা।

গৃহস্থভক্ত ও বৈরাগী

'গৃহে বা বনেতে থাকে
হা গৌরাঙ্গ ব'লে ডাকে,
নরোত্তম মাগে তার সঙ্গ।'

শ্রীশ্রীঠাকুর নরোত্তমের এই উপদেশ হইতে জানিতে পারা যায় যে, শুদ্ধভক্ত সকল আশ্রমেই বিরাজ করিতে পারেন। তিনি ব্রহ্মচারী হইতে পারেন, তিনি গৃহস্থ হইতে পারেন; তিনি বানপ্রস্থ হইতে পারেন, তিনি সন্ন্যাসী হইতে পারেন; অথচ তিনি ইহার কোন।

কারুণিক স্বয়ং অবতারী ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর শুদ্ধভক্তের স্বরূপ বলিয়াছেন—

'নাহং বিপ্রো ন চ নরপতির্নাপি বৈশ্যো ন শূদ্রো
নাহং বর্ণী ন চ গৃহপতির্নো বনস্থো যতির্বা।
কিন্তু প্রোদ্যন্নিখিলপরমানন্দপূর্ণামৃতাব্ধে-
র্গোপীভর্ত্তুঃ পদকমলয়োর্দাসদাসানুদাসঃ।'

আমি স্বরূপে বিপ্র, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বা শূদ্র নহি, ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বনস্থ বা যতি নহি, এসকল অভিমান দেহে আত্মবুদ্ধিজাত। নিত্যপ্রভু আমি স্বরূপে [illegible] পদ্মের দাসের দাসানুদাস। সুতরাং শুদ্ধভক্ত স্বরূপনিষ্ঠিত পরমহংস হইয়া বর্ণাশ্রমাতীত। তবে দেহ ধারণ-কালে বর্ণ সকলের ও আশ্রম সকলের একটী বা একটিতে [illegible] হন মাত্র।

[illegible] ও সন্ন্যাসীর ভর, তিনি গৃহস্থ হইতে পারেন না, সন্ন্যাসী হইতে অবর—এরূপ যুক্তি যাঁহারা করেন, তাঁহারা বৈষ্ণবাপরাধী ও প্রাকৃত সহজিয়া মাত্র সুতরাং [illegible]; [illegible] ব্যক্তি ইঁহাদের সঙ্গ করেন না।

নিজ মুখে স্বীয় হৃদয়োদ্গত যে কোন দৈন্যোক্তি করুন না কেন, নিজের যে কোন পরিচয় দিউন না কেন, তিনিই ব্রাহ্মণ চূড়ামণি, সন্ন্যাসিকুলতিলক। তিনি লৌকিক ব্রাহ্মণের কুলজাত হইয়াও ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ, তিনি গৃহস্থাশ্রমে পারদৃষ্ট হইয়াও যতিবর। যে সকল লোক অভিজাত্যদর্পে স্ফীত হইয়া শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর পার্ষদবর ষড়গোস্বামীর অন্যতম দাস গোস্বামীকে ব্রাহ্মণেতর বুদ্ধি করিয়া তাঁহার মূর্ত্তিতে দণ্ডবৎ প্রণাম করিতে বিমুখ অথবা ত্যাগিশিরোমণি শ্রীরামানন্দরায়ের আচারের মর্ম্ম না বুঝিয়া তাঁহার আদর্শে নিজ জীবন গঠিত করিবার ব্যপদেশে যে ভক্তাভিমানী ব্যভিচারপরায়ণ হন, তাহার সঙ্গ উপসঙ্গ-জ্ঞানে আত্মবিদ্ বৈষ্ণবের সম্পূর্ণভাবে পরিত্যাজ্য। এই সকল কথা বাধ্য হইয়া আমাদিগকে পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করিতে হইতেছে তথাপি ইহার আশানুরূপ ফল হইতেছে বলিয়া মনে হয় না। আচার্য্য-বংশ-পরিচয়-গর্ব্বিত ব্যক্তিকে শ্রীদাস গোস্বামীর নিবেদিত শ্রীমহামহাপ্রসাদকে অবমাননা করিতে দেখিয়াছি, এ সকল প্রাকৃত সহজিয়া-ব্যবহার কখনই শাস্ত্রসঙ্গত নহে।

অনেকে মনে করেন গৃহস্থ ভক্ত হওয়া খুব সহজ, অতএব অভক্ত গৃহব্রত থাকিয়া বাহ্য ভেকধারিগণ একাধারে গৃহস্থকে গৃহস্থ ভক্তকে ভক্ত [illegible] চান। কিন্তু তাঁহারা বুঝিতেছেন না যে শ্রীমন্মহাপ্রভুর পার্ষদগণ কেহই গৃহমেধী নহেন, গৃহমেধীই অথবা প্রাকৃত মনোরঞ্জন তাঁহাদের ব্রত নহে, তাঁহারা গৃহস্থ হইয়াও বৈরাগ্য-প্রধান। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভু আদেশ করিয়াছেন—

'মহাপ্রভুর ভক্তগণের বৈরাগ্য প্রধান।
যাহা দেখি প্রীত হন গৌর ভগবান্॥'

তিনি যে আশ্রম পরিচয়েই থাকুন না কেন, তিনি বৈরাগ্য-প্রধান। গৃহিণীর অঞ্চলাবৃত হৈয়া তামসী কখনও গৃহী ভক্ত হইতে পারেন না। গৃহী ভক্ত যথার্থ বৈরাগী। সুতরাং গৃহী ভক্ত হওয়া কি চতুরাশ্রমীভক্ত হওয়া অপেক্ষা কঠিন নহে? গৃহী ভক্তরাজ শ্রীবাসপণ্ডিত যে আদর্শ দেখাইয়াছিলেন, তাহা কি বিরক্ত সন্ন্যাসীর আদর্শ নহে? শ্রীবাসঅঙ্গনে শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর কীর্ত্তনানন্দের সময়ে শ্রীবাসের পুত্রের পরলোকপ্রাপ্তি হইলে কীর্ত্তনের রসভঙ্গ ভয়ে শ্রীবাস গৃহের সকলকে শোক প্রকাশ করিতে দিলেন না, রাত্রি অনেক বাকি পর্য্যন্ত কীর্ত্তনানন্দে নিমগ্ন ছিলেন। দেখুন দেখি, গৃহী ভক্তের আদর্শ কিরূপ?

কেহ কেহ মনে করেন, বৈরাগীর ধর্ম্ম-আদর্শ গৃহী বৈষ্ণবের পক্ষে নহে।

"গ্রাম্যকথা না শুনিবে, গ্রাম্যবার্ত্তা না
কহিবে।
ভাল না খাইবে আর ভাল না পরিবে॥
অমানী মানদ কৃষ্ণ নাম সদা লবে।
ব্রজে রাধাকৃষ্ণ-সেবা মানসে করিবে॥"

শ্রীল দাসগোস্বামীর প্রতি শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর এই উপদেশ গৃহী, সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী, বনচারী সকলের পক্ষে প্রযোজ্য। ইহা কেবল বিরক্তগণের প্রতি [illegible] নহে। যেখানে ভগবান্ শ্রীশ্রীমহাপ্রভু বলিয়াছেন,—

'বৈরাগী হইয়া করে জিহ্বার লালস।
পরমার্থ যায় আর হয় রসের বশ॥
বৈরাগীর কৃত্য সদা নাম-সংকীর্ত্তন।
শাক পত্র ফল মূলে উদর ভরণ॥
জিহ্বার লালসে যেই ইতি উতি ধায়।
শিশ্নোদর-পরায়ণ কৃষ্ণ নাহি পায়॥'
(চৈতন্যচরিতামৃত, অন্ত্য, ৬ষ্ঠ)

'গৃহী বৈরাগী দুঁহে কহে গোরা রায়।
দেখো ভাই নাম বিনা যেন দিন নাহি
যায়॥'
(প্রেমবিবর্ত্ত)

এসকল উপদেশ ভক্ত মাত্রেরই পালনীয় (কেবল বেষাশ্রিত না হইলেও ভক্তদের বৈরাগ্য-প্রধান)।

সুধী ভক্তাভিমানিগণ এইসকল দেখিয়া শুনিয়া বুঝিয়া নিজ নিজ আচরণ গঠিত করিবেন ও আপন দেখাইয়া আমাদের বরণীয় হইবেন—এই প্রার্থনা।

বংশ ও পরিবার

গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ পরস্পর পরিচয় জিজ্ঞাসু হইয়া প্রশ্ন করেন "আপনি কোন্ পরিবার?" সাধারণতঃ "আপনার পিতার নাম কি? পিতামহের নাম কি? প্রপিতামহের নাম কি? মাতুল কে?" প্রভৃতি জড়দেহসম্বন্ধীয় কোন বার্ত্তা তাঁহাদের জ্ঞাতব্য বিষয় নহে। "কোন্ পরিবার?" এটী পারমার্থিক পরিচয়। বৈষ্ণবগণ বংশের পরিচয়কে অনাবশ্যক মনে করেন। তাঁহারা জানেন, "এসব দেহের পরিচয়, দেহ গেলে কেউ কারো নয়," বংশের পরিচয় জীবের নিত্যপরিচয় নহে, কিন্তু পারমার্থিক পরিচয় নিত্য; জীবের যখন কৃষ্ণোন্মুখী সুকৃতিপুঞ্জের আবির্ভাব হয়, তখন নিত্যসিদ্ধ দেহে যাহার কৈঙ্কর্য্যে তাঁহার শ্রীহরিভজনযোগ্যতা, তাঁহার চরণাশ্রয় সুলভ হয়। এইরূপে গুরুপারম্পর্য্য নিত্য জানিতে হবে। ইহাতে নশ্বরদেহগত বংশপারম্পর্য্য কোনও বিক্রম প্রকাশ করিতে পারে না। সুতরাং আমরা বেশ বুঝিতেছি, শৌক্র বংশ বৈষ্ণবের পরিচয় নহে।

বৈষ্ণবের পরিচয়ে 'পরিবার' বলিতে নিত্য গুরুপারম্পর্য্যকেই নির্দ্দেশ করে। 'শ্রীনিত্যানন্দ-পরিবার' বলিলে শিষ্যপারম্পর্য্যে তাঁহার শাখা, উপশাখা উপশাখার বিস্তারই লক্ষিতব্য বিষয়, তাঁহার গণকেই বুঝিতে হবে। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর সমসাময়িক নিত্যানন্দগণ, শাখা, বা পরিবারের উল্লেখ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত আদি খণ্ডে একাদশ পরিচ্ছেদে দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাতে শ্রীবীরভদ্র গোস্বামীর ও তাঁহার অসংখ্য উপশাখার উল্লেখ আছে। কিন্তু এই শাখা বা পরিবার মধ্যে শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর কোনও উল্লেখ নাই, যেহেতু বিষ্ণু বা বৈষ্ণবের শৌক্র বংশ-পরিচয় গৌরবের নিয়ামক বলিয়া স্বীকৃত নহে। "যে যে কুলে ... জন্ম কেনে নয়। তথাপি ... সর্ব্বশাস্ত্রে কয়॥" যাঁহারা বংশ... দেখিতে চা'ন, তাঁহাদের ... নিতান্তই অল্প। ... নাই, আধুনিক কালে প্রাচীন পরিচয়ে অনেক জাল পুস্তক বাহির হইতে আরম্ভ হইয়াছে, তাহাতে শ্রীনিত্যানন্দবংশের শৌক্রাধস্তনের গৌরব করা হইয়াছে। কোন প্রাচীন প্রামাণিক গ্রন্থে শৌক্র বংশের কোন আদর নাই। যিনি ভক্ত, তিনিই আমাদের প্রণম্য, যে কুলেই তিনি উদ্ভূত হইয়া থাকুন। শ্রীনিত্যানন্দের রক্ত গায়ে আছে বলিয়া শৌক্র সন্তান অভিমান বৈষ্ণবগণ কখনও করেন না, ইহা অবৈষ্ণবেরই গৌরবের বস্তু। কখনও বৈষ্ণবাচার্য্যগণ শৌক্র বংশের অভিমান করেন না। বরাহদেবের পরিচয়ে বরাহকুল পবিত্র হয় নাই, নরকাসুর ভগবৎপুত্র পরিচয়েও অসুর বলিয়া পূজ্য নহে, যাদবকুল শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধ হইয়াও ভূভারবর্দ্ধন করিয়া সকলের সম্মানার্হ হন নাই, শ্রীরামচন্দ্রের অনুজন রাক্ষসগণ রাজসম্মান ব্যতীত অন্য সম্মান পা'ন নাই। এরূপ আরও বহু উদাহরণের অবতারণা করা যাইতে পারে।

শ্রীঅদ্বৈতশাখা-বর্ণনমুখে শ্রীকৃষ্ণদাস-কবিরাজ গোস্বামীঠাকুর শ্রীচরিতামৃত দ্বাদশ পরিচ্ছেদের মঙ্গলাচরণে বলিয়াছেন,—

"অদ্বৈতাঙ্ঘ্র্যব্জভৃঙ্গাংস্তান্ সারাসার-
ভৃতোঽখিলান্।
হিত্বাসারান্ সারভৃতো নৌমি চৈতন্য-
জীবনান্॥"

শ্রীল অদ্বৈতপ্রভুর অনুগত সারগ্রাহী ও অসারগ্রাহীর মধ্যে অসারগ্রাহী পরিত্যাগ করিয়া সারগ্রাহী চৈতন্যদাসগণকেই তিনি প্রণাম করিয়াছেন। ইহার বিবৃতিকালে তিনি দেখাইয়াছেন,—

"পাছে গণ মধ্যে দুই মতের কারণ।
কেহ ত আচার্য্যের আজ্ঞায়, কেহ ত স্বতন্ত্র॥
স্বমত কল্পনা করে দৈব পরতন্ত্র।
আচার্য্যের মত যেই সেইমত সার॥
তাঁর আজ্ঞা লঙ্ঘি চলে সেইত অসার।

* * * *

মালীদত্ত জল অদ্বৈত স্কন্ধ যোগায়।
সেই জলে জীয়ে শাখা ফুল ফল হয়॥
ইহার মধ্যে মালী পাছে কোন শাখাগণ।
না মানে চৈতন্য মালী দুর্দ্দৈব কারণ॥
ক্রুদ্ধ হঞা স্কন্ধ তারে জল না সঞ্চারে।
জলাভাবে কৃশ শাখা, শুখাইয়া মরে॥"

যাঁহারা এই রূপ শুষ্ক শাখার আশ্রয় গ্রহণ করে, তাহাদের ভাগ্যে প্রেমফল প্রাপ্তি কিরূপে সম্ভবপর হবে? অদ্বৈতশাখা বর্ণনে যে যে পুরুষের নাম উল্লিখিত হইয়াছে, তাঁহারাই চৈতন্যদেবচূড়ামণি, তাঁহারা ও তাঁহাদের অনুগতজনগণের শ্রীচরণরেণুই আমাদের মস্তকের ভূষণ,—

"যে যে লৈল শ্রীঅচ্যুতানন্দের মত।
সেই আচার্য্যের গণ মহাভাগবত॥
সেই সেই আচার্য্যের কৃপার ভাজন।
অনায়াসে পাইল সেই চৈতন্যচরণ॥"

অতএব স্মার্ত্ত রঘুনন্দনের শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়া রাধারমণ প্রভৃতি অদ্বৈতপ্রভুর যে যে প্রপৌত্র-পৌত্রাদি প্রভুর কুশপুত্তলিকা দাহ করিয়া তাঁহার প্রেতশ্রাদ্ধ করিয়াছিলেন, তাঁহারা বিষ্ণুবৈষ্ণব-বিদ্বেষী, তাঁহার ভক্তসন্তান জানা যায় নাই। বংশের অমর্য্যাদা প্রভু করিতে শিক্ষা দেন নাই। শাস্ত্রীয় পাংক্তেয় ব্রাহ্মণের অভাবে নিরপেক্ষ প্রভু আমার, ব্রাহ্মণের গুরু যবনকুলোদ্ভূত ব্রহ্মহরিদাসকেই উৎকৃষ্ট পাংক্তেয় ব্রাহ্মণ জানিয়া পিতৃশ্রাদ্ধের শ্রাদ্ধপাত্র অর্পণ করিয়াছিলেন।

সুতরাং প্রভুগণের বংশপরিচয়ে পরিচিত ব্যক্তিগণের মধ্যে যদি কাহারও আনুগত্য কেহ স্বীকার করিয়া থাকেন ও পরে যদি তাঁহার পারমার্থিক অযোগ্যতা দর্শন করিয়া থাকেন, তবে—

"গুরোরপ্যবলিপ্তস্য কার্য্যাকার্য্যমজানতঃ।
উৎপথপ্রতিপন্নস্য ত্যাগ এব বিধীয়তে॥"

উন্মার্গগামী, পরমার্থতত্ত্বানভিজ্ঞ, বংশমদদৃপ্ত বৈষ্ণব-মর্য্যাদাশূন্য গুরুব্রুবের ত্যাগই একমাত্র বিধান, নচেৎ মঙ্গল নাই। তাহার সঙ্গ ত্যাগ করিয়া শুদ্ধবৈষ্ণবের চরণাশ্রয় করিলে তবে জীবের নিত্যমঙ্গলের আশা হইতে পারে, নচেৎ নহে। অনুরূপ বিচার ভক্তের প্রতি অসূয়ামাত্র, তাহার ফল অনন্ত নিরয়।

কাম

কাম, ষড়্‌রিপুর অন্যতম। রিপু অর্থাৎ শত্রু, বিরোধী ইত্যাদি। কাম শব্দে বাসনা বা ইচ্ছা। ইহা রজোগুণ-সমুদ্ভূত। কামের ন্যায় দুরাসদ বৈরি মানুষের আর নাই। ইহা দ্বারা চালিত হইলে এমন কোন অন্যায় কর্ম্ম নাই যে মানুষে না করিতে পারে। মোহ বা সম্বন্ধজ্ঞানের অভাবেই আমাদের সর্ব্বপ্রকার বাসনার উদ্ভব। কামদ্বারা আক্রান্ত হইয়া জীবের সংসার গতি উপস্থিত হয় এবং অবিদ্যার দ্বারা আবৃত হইয়া জীব বহু ভোগের বিষয় কল্পনা করে। ভোগের বিষয়গুলি সত্য না হইলেও বর্ত্তমানে আমাদের অবস্থা অনুসারে অর্থাৎ সম্বন্ধজ্ঞান অভাবে সত্য বলিয়া প্রতীত হইতেছে। আমাদের বর্ত্তমান যে উপাধিক 'আমি' তাহাও এত বদ্ধমূল হইয়াছে যে, কেহ বলিতেছেন—আমি ব্রাহ্মণ, কেহ বলিতেছেন আমি ক্ষত্রিয়, আবার কেহ কেহ আমি বৈশ্য, শূদ্র, ইংরাজ, মুসলমান, বৌদ্ধ, জৈন, অন্ধ, খঞ্জ ইত্যাদি নানা প্রকার অভিমানে ব্যস্ত আছেন। ইহারা ন্যূনাধিক পরিমাণে সকলেই কামকে গ্রহণ করিয়া নীতিকে সমাদর করেন, কারণ নীতি ছাড়া কোন মনুষ্যত্ব নাই। পশুজীবন হইতে নীতি দ্বারাই মানুষকে পৃথক্ করিয়া থাকে। এই নীতিশাস্ত্র হইতে পবিত্র ভারতবর্ষে বর্ণাশ্রম বলিয়া একটী ধর্ম্ম সৃষ্টি হইয়াছে। উহাতে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ ভেদে চারিটী প্রয়োজন স্থির করিয়া অসংখ্য বিধি বিধানও সৃষ্ট হইয়াছে। তাহাতে ন্যূনাধিক পরিমাণে কামকে পরিত্যাগের যে চেষ্টা আছে, তাহা আবার অন্যান্য বাসনার দ্বারা আবৃত। সর্ব্বপ্রকার কাম, কামদেব শ্রীকৃষ্ণে নিয়োজিত না হওয়া পর্য্যন্ত কাম দূর হয় না। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে কামের স্বরূপ ও তাহা পরিত্যাগের যে বৈজ্ঞানিক উপায় উদ্ভাবিত হইয়াছে, তাহা এই।

কামপ্রেম দোঁহাকার বিভিন্ন লক্ষণ।
লৌহ আর হেম যৈছে স্বরূপে বিলক্ষণ॥
আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছা তারে বলি কাম।
কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি-বাঞ্ছা ধরে প্রেমনাম॥
কামের তাৎপর্য্য নিজ সম্ভোগ কেবল।
কৃষ্ণসুখতাৎপর্য্য প্রেমত প্রবল॥
লোকধর্ম্ম বেদধর্ম্ম দেহধর্ম্ম কর্ম্ম।
লজ্জা ধৈর্য্য দেহসুখ আত্মসুখ-মর্ম্ম॥
দুস্ত্যাজ্য আর্য্যপথ নিজ পরিজন।
স্বজনে করয়ে যত তাড়ন ভর্ৎসন॥
সর্ব্বত্যাগ করি করে কৃষ্ণের ভজন।
কৃষ্ণসুখ-হেতু করে প্রেম-সেবন॥
ইহাকে কহিয়ে কৃষ্ণে দৃঢ় অনুরাগ।
স্বচ্ছ ধৌতবস্ত্রে যেন নাহি কোন দাগ॥
অতএব কাম প্রেম বহুত অন্তর।
কাম অন্ধতম প্রেম নির্ম্মল ভাস্কর॥
অতএব গোপীগণে নাহি কামগন্ধ॥
কৃষ্ণসুখ লাগি মাত্র কৃষ্ণ সে সম্বন্ধ॥

ইহা হইতে জানা যাইতেছে কাম অন্ধতম একটী অবস্থা, আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতিই উহার প্রবর্ত্তক। কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতিরূপ প্রেম-ভাস্করের উদয়েই তাহার অপগম হয়। একমাত্র গোপীগণের বাঞ্ছাই কামগন্ধহীন, কারণ তাঁহাদের সর্ব্বপ্রকার কৃত্য কৃষ্ণসুখের জন্য। তাঁহারাই যথার্থ নিষ্কাম।

হিন্দুশাস্ত্রে প্রবৃত্তি-মার্গে স্ত্রীগ্রহণ, সুরাপান, পশুবধাদি যে সমস্ত ব্যবস্থা, তাহা নৈসর্গিক প্রকৃতিকে ক্রমান্বয়ে বিধির বশীভূত করিয়া নিবৃত্তিমার্গে প্রবেশ করাইবার চেষ্টা থাকিলেও তাহা হইতে সত্য-প্রাপ্তির সম্ভাবনা কত, তাহা শাস্ত্র অন্যস্থানে বলিয়াছেন।—ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি। কাম উপভোগের দ্বারা দূরীভূত হয় না বরং আগুনে ঘৃত আহুতির ন্যায় বাসনার বৃদ্ধি হয়। বিচারদ্বারা স্থির হইয়াছে কাম মানুষের স্বরূপগত ধর্ম্ম নহে। বিরূপ ধারণ করিলে কাম আমাদের প্রতিপালকের স্থান অধিকার করে। আমরাও কামের উপাসনা আরম্ভ করি। কিছুকাল উপাসনা করিলে বুঝিতে পারি, কাম আমাদিগকে প্রতিপালন করিতে পারে না। তখন বিচার আসিয়া দেশ, কাল, কারণের কঠিন

নিগড় আমাদের বন্ধতা অনুভব করাইয়া দেয়। তাহা হইতে অতিক্রান্ত হইতে গিয়া শ্রীগীতা-শাস্ত্রের "দৈবী হ্যেষা গুণময়ী" শ্লোকের প্রতি অমনোযোগী হইয়া মুক্তির জন্য যে চেষ্টা করা হয় তাহাও কামের প্রকার-ভেদ। যাঁহারা নিজ চেষ্টার প্রতি হতশ্রদ্ধ হইয়া ভগবানের শরণাপন্ন হইলেন, তাঁহাদের সম্বন্ধে—

কামাদীনাং কতি ন কতিধা পালিতা দুর্নিদেশা
স্তেষাং জাতা ময়ি ন করুণা ন ত্রপা নোপশান্তিঃ।
উৎসৃজ্যৈতানথ যদুপতে সাম্প্রতং লব্ধবুদ্ধি-
স্ত্বামায়াতঃ শরণমভয়ং মাং নিযুঙ্ক্ষ্বাত্মদাস্যে ॥

দুঃখের বিষয় এইরূপ শরণাপন্ন হইতে গিয়াও আমরা নানাপ্রকার গুপ্ত কামের সেবা করিয়া বসি। আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে পারা বলিয়া একটী দ্রব্য আছে, তাহা সংশোধন ও উত্তমরূপে জারণ করিয়া সেবন করাইলে অনেক দৈহিক ব্যাধি ভাল হয়। অসংশোধিত অবস্থায় থাকিলে কেহ পরিপাক করিতে সমর্থ হয় না; বরং ব্যাধি প্রশমনের চেষ্টায় অঙ্গবৈকল্যাদি সংসাধিত হয়, তদ্রূপ কামকে কৃষ্ণ-সেবায় অর্পণ অর্থাৎ স্বীয় ইচ্ছাকে কৃষ্ণেচ্ছানুগত করিয়া না দিয়া ও শ্রীতি নিরানন্দে তদাশ্রয়ানন্দ পন্থাগুলির অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া স্ব স্ব ভাবে বিভোর হইয়া অনেকে শুদ্ধানুগত্য ছাড়িয়া যে নানাবিধ সম্প্রদায় সৃষ্টি করেন, তাহার নিদর্শন-স্বরূপ আউল, বাউল, কর্ত্তাভজা, নেড়া, দরবেশ, সাঁই, সহজিয়া, সখীভেকী, স্মার্ত্ত, জাত গোসাঁই, অতিবাড়ী, চূড়াধারী, গৌরাঙ্গনাগরী এই তেরটী সম্প্রদায় বর্ত্তমানে গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সমাজের প্রান্তদেশে থাকিয়া স্ব স্ব বিকল অঙ্গের পরিচয় দিতেছে। ইহাদের ভিতর অনুসন্ধান করিলে দেখা যায়, বেশ একটী কামের চিত্র তাঁহাদের হৃদয়পটে অঙ্কিত রহিয়াছে।

শ্রীসচ্চিদানন্দমঠে

শ্রীমদ্ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রকটোৎসব

(কটক-প্রবাসিনী শ্রীমতী উমাশশীদেবী লিখিত)

গত ৩১শে ভাদ্র সোমবার শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের আবির্ভাব-উৎসব কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠে খুব উৎসাহের সহিত সুসম্পন্ন হইয়াছে। বহু ভদ্রলোক এবং ভদ্রমহিলা উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। শ্রীপাদ যাদবানন্দপ্রভু ও শ্রীপাদ নারায়ণ দাস ভক্তিসুধাকর শ্রীমদ্ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রচারিত ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী প্রায় ৩। ঘণ্টাকাল বক্তৃতা করেন। স্ত্রী পুরুষ সকলেই খুব মনোযোগ সহকারে সেই শুদ্ধাভক্তির কথা শ্রবণ করিয়াছিলেন। বক্তৃতার আগে ও পরে অতি সুন্দর সুমধুর হরিকীর্ত্তন হইয়াছিল।

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের রচিত জৈবধর্ম্ম ও হরিনাম চিন্তামণি যিনি একবার পাঠ করিয়াছেন, তিনিই তাঁহার শুদ্ধ ভগবৎ সেবার আদর্শ কিঞ্চিৎ উপলব্ধি করিতে পারিবেন। তিনি গৃহস্থ বৈষ্ণবের যে আদর্শ দেখাইয়াছেন, তাহা আমরা বদ্ধজীব কিছুতেই সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করিতে পারি না। তিনি আচার এবং প্রচার দ্বারা শুদ্ধ সনাতন বৈষ্ণব-ধর্ম্ম জগতের লোককে যেরূপভাবে শিক্ষা দিয়াছেন, তাহা বর্ত্তমান যুগে অতুলনীয়। তিনি আমাদের চক্ষে মানুষ বলিয়া বোধ হইলেও মর্ত্ত্যজীব নহেন। তিনি ভগবানের নিত্য পার্ষদ। তাঁহার কৃপা না হইলে তাঁহার আচার প্রচার আমরা কিছুই বুঝিতে পারিব না। তাঁহার আনুগত্যে যদি বুঝিবার চেষ্টা করি, তবে তাঁহার অনুগত জনের কৃপায় কিছু বুঝিতে পারা যায়। তাঁহার আদর্শ জীবনের কথা আমরা এমনি দুর্ভাগা যে সর্ব্বদা আলোচনা করি না। আমরা যদি তাঁহার শিক্ষা গ্রহণ করি তাহা হইলে আমাদের নিত্য মঙ্গল লাভ হইতে পারে।

রাত্রি ১২টা পর্য্যন্ত অনেক স্ত্রী পুরুষ সকলেই মহাপ্রসাদ সেবা করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন। শ্রীপাদ যাদবানন্দ প্রভুর এমনি সেবা-সৌষ্ঠব যে, তিনি একা এত বৃহৎ ব্যাপার সুন্দররূপে কাহারও কোনরূপ অসুবিধা না হয় এরূপ সব দিকে দৃষ্টি রাখিয়া সুচারুরূপে সুসম্পন্ন করিয়াছেন। তাঁহার এরূপ শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবা প্রবৃত্তি দেখিয়া আমাদের সকলেরই তাঁহার আদর্শে অনুপ্রাণিত হওয়া উচিত।

ঠাকুরের সম্বন্ধে সামান্য দুটী কথা

(শ্রীপাদ বিলাসবিগ্রহ ব্রহ্মচারী-প্রোক্ত)

কটক সচ্চিদানন্দ মঠে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রকট মহোৎসব উপলক্ষে কটক র‍্যাভেন্‌স কলেজের প্রবীণ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বাবু নিশিকান্ত সান্যাল এম, এ মহোদয় সভাস্থ ভদ্রমণ্ডলীকে সম্বোধন করিয়া বলেন যে, আমি আপনাদের সামান্য দুটী কথা বলিব, তন্মধ্যে একটি—যেখানে ভগবৎ কথা আলোচিত হয়, সেখানে বক্তা এবং শ্রোতা উভয়েই একস্বরে অবস্থিত। আমরা স্বরূপে সকলেই বৈষ্ণব এবং সেই স্বরূপের নিকটেই ভগবৎ কথা কীর্ত্তিত হয়। এখানে বক্তার উদ্দেশ্য নহে শ্রোতাদের উপর প্রভুত্ব করা বা তাহাদের ভ্রম প্রদর্শন করান।

দ্বিতীয়টী—প্রেম—শুদ্ধ আত্মার সনাতনী বৃত্তির নাম প্রেম। অবশ্য প্রেম কথাটী খুব বড় এবং আমার মত অজ্ঞ ব্যক্তির আলোচ্য বিষয় নহে, তথাপি ২।১টী কথা যাহা সাধারণেরও জ্ঞাতব্য বিষয়, অদ্যকার সভাতে তাহা বলিতে প্রয়াস পাইব।

উক্ত বৃত্তিটী শুদ্ধ আত্মার সনাতনী বৃত্তি হইলেও বেশ এক রকমের বটে, উহা মোক্ষেও থাকে অন্যেও থাকে এবং যখন যেরূপ বস্তুর সহিত প্রযুক্ত হয়, তখন সেইরূপ গুণ-বিশিষ্ট হয় এবং আমাদে সেইরূপ ফল উৎপাদন করে।

ঐ বস্তুটীর সাহায্যে যখন আমরা জড়ে আসক্ত হই, তখন উহা যে আকার ধারণ করে, তাহাকে বৈরস্য বা বিরস বলা হয়, যাহার ফল ভব-বন্ধন এবং উহা যখন চেতনে প্রযুক্ত হয়, তখন উহা রস নামে অভিহিত হয়—যাহার ফল ভব-বন্ধন-মুক্তি। শুদ্ধ-প্রেম-রসের বিকৃত প্রতিফলন যে বিরস, তাহার দ্বারায় আমাদের পরস্পর জড় সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। পিতা পুত্রে সম্বন্ধ, স্বামী স্ত্রীতে সম্বন্ধ, বন্ধুতে বন্ধুতে সম্বন্ধ—ইত্যাকার ইহ জগতে বদ্ধ জীবের মধ্যে যত প্রকার সম্বন্ধ আছে, সকলই ঐ বৈরস্যের অন্তর্ভুক্ত। অনেকে হয়ত অধীর হইয়া আপত্তি উঠাইবেন—যে প্রেমের টানে হাবুডুবু খাইয়া আমরা কত জন কতভাবে প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করিতেছি, তাহা কিনা রস না হইয়া বৈরস্যে পরিণত হইল—এ আবার কি সিদ্ধান্ত? আচ্ছা তা হবার প্রমাণ শুদ্ধপ্রেমের স্বরূপ ওরূপ ভোঁকার টাটির ন্যায় নহে, উহা মায়া-মরীচিকা নহে, খণ্ডিত ব্যাপার নহে, অপরপক্ষে অখণ্ড, হ্রাস-বৃদ্ধি শূন্য-বর্জ্জিত। আর সেই প্রেমটী যেখানে উভয়পক্ষে ভোক্তৃ অভিমান-গ্রস্ত, সেখান হইতে অন্তর্হিত হয়, কারণ এমতাবস্থায় যখনই একে অন্যের ভোগ উৎপাদনে প্রতিবন্ধক হয় তখনই প্রেমবিপর্য্যয় ঘটে, যাহার কোপে আমরা পরস্পর পরস্পরের অকল্যাণ সাধন করিতেছি আমাদের মধ্যে যখনই কাহাকেও আমরা ভগবন্মুখী দেখিতে পাই, তখনই আমরা তাহাকে নানারূপে বাধা দিতে প্রবৃত্ত হই—কেননা পাছে আমাদের হাত ছাড়া হইয়া যায়, পাছে আমাদের ভোগের কিছু ত্রুটী ঘটে। তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, আমরা যেটিকে প্রেম বলিতেছি সেটী প্রেম নহে, সেটী উহার বিকৃত প্রতিফলন—কাম।

প্রেম বস্তুটী নিত্য। উহা লইয়া কখন খাঁটাখাঁটি আবার কখন ছাটাছাটি এরূপ ব্যাপার ঘটে না, কারণ সেখানে আত্মেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছা কিছুমাত্র নাই, সকলই কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছা-সম্পাকিত; সুতরাং কোনরূপ গরমিলের সম্ভাবনা নাই। "এই আত্মেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছা কাম হইতে উদ্ভূত হয়, অতএব যতক্ষণ আমরা বদ্ধ ততক্ষণ আমরা প্রেমের সন্ধান কিছুমাত্র জানি না। বদ্ধাবস্থায় আমরা যেগুলিকে আমাদের সদ্বৃত্তি অর্থাৎ স্নেহ, ভালবাসা, ভাব, ভক্তি, সেবা, দয়া, দাক্ষিণ্য বলিয়া ঘোষণা করি, সেগুলি সকলই ঐ কামের অন্তর্গত।

মুক্ত অবস্থায় কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছা উদয় হওয়ায় আমাদের সদ্বৃত্তিগুলি কাম-গন্ধ শূন্য হইয়া একায়নপন্থী হওয়ায় প্রেমের বিকাশ হয় এবং একমাত্র তখনই আমাদের সহিত শ্রীভগবানের এবং আমাদের পরস্পর পরস্পরের মধ্যে যে বৃত্তিটীর অনুশীলন দ্বারা সম্বন্ধ স্থাপিত হয়, তাহার নাম প্রেম।

কাম যেমন বদ্ধজীবের হৃদয়ে অবস্থান করিয়া স্নেহ ভালবাসা প্রভৃতি বৃত্তিনিচয়ের পরিপোষক, প্রেম তেমন মুক্ত জীবহৃদয়ে প্রেম, মৈত্রী, দয়া বৃত্তিগুলির সংস্থাপক-রূপে অধিষ্ঠান করে। যে বৃত্তির দ্বারা ভক্ত ভগবানে সম্বন্ধ স্থাপন করে, তাহার নাম প্রেম, সেই বৃত্তিই ভক্তে ভক্তে সংযোগ হইলে, মৈত্রী নাম ধারণ করে, ভক্তে ও সাধারণ অজ্ঞ জীবে সংযোগ হইলে দয়া নামে অভিহিত হয় এবং ভক্ত ও অভক্তে প্রয়োগ হইলে উপেক্ষা বলিয়া বর্ণিত হয়।

ক্রম-পন্থা স্বীকার করিয়া এজগতে কি করিয়া আমরা প্রেমের পরাকাষ্ঠা যে রাধা-প্রেম যাহা আমাদের ন্যায় অন্ধতম দিগকে বিতরণ করিবার জন্য গৌরহরি স্বয়ং এই ধরাধামে আগমন করিয়াছেন এবং যাহা কাল-প্রভাবে প্রায় অন্তর্হিত হইতেছিল, পুনরায় সেই গৌরহরির ইচ্ছায় সেই রাধা-প্রেম আমরা কিরূপে লাভ করিতে পারি তাহার অনুসন্ধান দেখাইবার জন্য সেই পরম দয়াল গৌরহরির তাঁহার নিজজন শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরকে পাঠাইয়াছিলেন যিনি আগমন করিয়া বজ্র-নিনাদে বৈষ্ণব আচার যে অসৎসঙ্গ-ত্যাগ এবং স্ত্রীসঙ্গী ও কৃষ্ণের অভক্ত যে অসাধু তাহা ঘোষণা করিলেন এবং সমর্থে—যথন 'দম্ভজগৎ ছল-ধর্ম্ম, মিথ্যা-ধর্ম্ম পাপধর্ম্মে সমাচ্ছন্ন। যাঁহার প্রত্যেক বাণী ও লিখন পঠন যা কিছু সকলই আমাদিগকে অসৎসঙ্গ ত্যাগ করাইয়া সহজে কৃষ্ণানুশীলনে সমর্থ যে রাধাপ্রেম তাহা কিরূপে উপলব্ধ হইতে পারে [illegible] প্রেরণায় অনুপ্রাণিত করিতেছে। [illegible]

এ হেন আমাদের নিত্যমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী যে শ্রীল ঠাকুর, এস ভাই আজ তাঁহার প্রকট বাসরে আমরা সকলে [illegible] তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গ [illegible] করিয়া তাঁহার কৃপা ও তাঁহার নিজজনগণের কৃপা [illegible] দ্বারা [illegible] লাভ [illegible] হই ও একতানে উচ্চৈঃস্বরে গাই—

নমো ভক্তিবিনোদায় সচ্চিদানন্দ-নামিনে
গৌরশক্তি-স্বরূপায় রূপানুগবরায়

পর-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

সম্প্রতি পরবিদ্যাপীঠে নিম্নলিখিত সংখ্যায় বিষয়াদিচয়ের অধ্যাপনার্থ আসন-সমূহ সংস্থাপিত হইয়াছে—বিদ্যার্থিগণ আবেদন করুন।

১। সাহিত্যাসন, ২। ঐতিহ্যাসন,
৩। সম্প্রদায়বৈভবাসন, ৪। ভক্তিশাস্ত্রাসন,
৫। ভক্তশাস্ত্রাসন, ৬। বেদান্তাসন,
৭। একায়নাসন।

শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ, বি, এ, কাব্যতীর্থ, বিদ্যাসাগর,
সম্পাদক পরবিদ্যাপীঠ, শ্রীধাম মায়াপুর।

নোটীশ

এতদ্দ্বারা জনসাধারণ বিশেষতঃ নাকাশীপাড়া এষ্টেটের সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণকে অবগত করান যাইতেছে যে বর্দ্ধমান জেলার মণিরামবাটীনিবাসী শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন সিংহ রায় মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুক্ত গোপীনামোহন সিংহ রায় মহাশয়ের অনুকূলে জেলা নদীয়ার নাকাশীপাড়া থানার অন্তর্গত নাকাশীপাড়া এষ্টেটের মালিক বাবু শিবেন্দ্রনাথ সিংহ রায় ও শচীন্দ্রনাথ সিংহ রায় মহাশয় যে আম-মোক্তার-নামা সম্পাদিত করিয়াছিলেন তাহা গত ১লা আশ্বিন সন ১৩৩৬ সাল ইং ১৭ই সেপ্টেম্বর ১৯২৯ সাল মঙ্গলবার হইতে অর্থাৎ রদ রহিত করা গেল, (রেজেষ্টারী নং ৭৮১ তারিখ ১৮।৩।৩৬ (বহি নং ৪ এবং নং ১, তারিখ ২৯।১২।৩৬) রেজেষ্টারী নং ৭৮০ তারিখ ১৬।১ এবং নং ২, তারিখ ২৮।৬।৩৬,) এবং উক্ত শ্রীযুক্ত গোপীনামোহন সিংহ রায় আমাদের এষ্টেটের ম্যানেজারী কার্য্য হইতে অবসর দেওয়া গেল। অতঃপর উক্ত শ্রীযুক্তের দ্বারা কোন কার্য্যের সঙ্গে আমরা কিম্বা আমাদের এষ্টেট কোন দায়ী থাকিবে না বা হইবে না। যদি কোন কার্য্য তিনি করেন তাহা নিজ দায়িত্বে করিবেন এবং সেইরূপ তাঁহার কৃতকার্য্যের জন্য কোন অংশে আমরা বা আমাদের এষ্টেট দ্বারা গৃহীত হইবে না। এতদর্থে সাধারণের অবগতির জন্য এই নোটীশ দ্বারা সকলকে অবগত করা গেল—ইতি।

তারিখ) শ্রীশিবেন্দ্রনাথ সিংহ রায়, জমিদার,
১৯।১২।২৯) নাকাশীপাড়া এষ্টেট,
সাং নাকাশীপাড়া, নদীয়া।

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

শ্রীমদ্ভাগবতের টীকা অবলম্বনে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৪০ চল্লিশ টাকা।

২৭২৮ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে, সপ্তচত্বারিংশ খণ্ডে সূচী ছাপা হইতেছে।

৪৬শ খণ্ড গ্রন্থ নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে ১৭।৶০ সাধারণ পক্ষে ২০৸৶০। প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৶০, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ।৶০।

দশম স্কন্ধ ছাপা হইতেছে। দশম স্কন্ধের ভিক্ষা ১২্, অগ্রিম সাধারণের পক্ষে ৮্।

৫০ অধ্যায়ান্ত দশম সংখ্যা ছাপা হইয়াছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

“শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত”

সম্পূর্ণ ছাপা শেষ হইল

আদি, মধ্য, ও অন্ত্যলীলা এবং সূচী ছাপা হইয়া সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছেন। যাঁহারা বহুক বৎসর পূর্ব্বের ১০্ টাকা ভিক্ষার তৃতীয় সংস্করণ ৪্ টাকায় ও পাইয়া অপর সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের জন্যই উহার ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছেন। সেই ১০্ টাকার এই বিরাট গ্রন্থ গৌড়ীয়মঠের উৎসব অর্থাৎ আগামী ২রা আশ্বিন পর্য্যন্ত ৫্ টাকা ভিক্ষায় দেওয়া হইবে। গ্রাহকগণ সত্বর হউন পরে আর এ সুযোগ দেওয়া হইবে না।

শ্রীচৈতন্য লীলার ব্যাস অবতার

শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র গ্রন্থ ৮্ স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫্

নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪॥০ টাকা

শ্রীচৈতন্য মঠের যাবতীয় গ্রন্থ

কার্য্যাধ্যক্ষ, গ্রন্থ-বিভাগ, শ্রীচৈতন্য মঠ

পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

—অথবা—

শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা

ঠিকানায় পাওয়া যাইবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।—পত্রাদি সর্ব্বত্র শ্রীচৈতন্য মঠের ঠিকানায় লিখিবেন।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিম্নলিখিত মঠসমূহে প্রাপ্তব্য:—

১। শ্রীচৈতন্য মঠ,—পোঃ, শ্রীধাম মায়াপুর, (নদীয়া)।
২। শ্রীগোপালজীউর মঠ,—চাঁপাহাটি, সমুদ্রগড় পোঃ, (বর্দ্ধমান)।
৩। শ্রীস্বানন্দসুখদকুঞ্জ,—স্বানন্দপুর গ্রাম, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৪। শ্রীগৌড়ীয় মঠ,—১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা।
৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ,—চটকপর্ব্বত, পুরী,
৬। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ,—উড়িয়া বাজার, কটক।
৭। শ্রীমেদিনীপুর মঠ,—মিঞাবাজার, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।
৮। শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ,—৬নং অগস্ত্যকুণ্ড, কাশী, ইউ, পি।
৯। শ্রীগোপীনাথ মঠ,—দেওয়ানজী, বৃন্দাবন, মথুরা, ইউ, পি।
১০। শ্রীপরমহংস মঠ নিমসার পোঃ, সীতাপুর, ইউ পি।
১১। শ্রীনারায়ণ গৌড়ীয় মঠ,—কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল, পাঞ্জাব।
১২। শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠ,—১নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।
১৩। শ্রীগদাইগৌরাঙ্গ মঠ, বালিয়াটি, ঢাকা।
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম,—আমলাজোড়া, রাজবাঁধ পোঃ, বর্দ্ধমান।
১৫। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ,—ভুবনেশ্বর, চিরকুণ্ড পোঃ, মানভূম।
১৬। শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয় মঠ,—আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী, উড়িষ্যা।

এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণের নিকটও নদীয়া-প্রকাশ প্রাপ্তব্য।

১। শ্রীযুক্ত জনার্দ্দন ঘোষ—বড় বাজার রোড, খুলনা।
২। শ্রীযুক্ত রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিরত্ন দেওয়ানগঞ্জ,
ইসলামবাড়ী বুড়বিহার।
৩। শ্রীযুক্ত রামরঞ্জন রায় ৭নং শ্রীগোপাল মল্লিক লেন, কলিকাতা।
৪। শ্রীযুক্ত অনুপকুমার সরকার এম, ডি, ও, ফৈজাবাদ।
৫। মিঃ এন ডি, মুখার্জ্জি—এম, এম, ওয়ার্কস দি মল, কানপুর।
৬। শ্রীযুক্ত প্রভাবতী জ্যোতিভূষণ—বরপাড়া, নদীয়া
৭ শ্রীরাধাবিহারী দাস অধিকারী, নবদ্বীপ।
৮। শ্রীবিনোদমোহন দে—মনমোহন প্রেস, নবাবপুর, ঢাকা।
৯। শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় বেড়াচাঁপা, ২৪ পরগণা।

চৈতন্যমঠের গ্রন্থাবলী

শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুর বিরচিত

ভক্তি-গ্রন্থাবলী।

উৎকৃষ্ট কাপড়ে বিলাতী ধরণে বাঁধাই স্বর্ণালঙ্কৃত। চতুর্থ সংস্করণ। বিস্তৃতবিষয়সূচীসহ

জৈবধর্ম্ম

বাঁধাই ২৲ দুই টাকা

প্রকাশিত হইয়াছে

সনাতন ধর্মশাস্ত্র বেদ, বেদান্ত, উপনিষৎ গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত, পুরাণ, তন্ত্রাদি সকল গ্রন্থ পাঠ করিবার অবসর অতি অল্প মানবের ঘটিয়া থাকে। অনেকের যোগ্যতা না থাকায় সেই সমস্ত গ্রন্থের মর্ম্ম অবগত হইতে পারেন না। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বাঙ্গালীর এই অসুবিধা দূরীভূত করিবার জন্য এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

বিদ্যালয়ের ছাত্র বা শিক্ষকগণের বিশেষ পাঠ্য, এই হেতু শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টার বাহাদুর ইহা সমস্ত বিদ্যালয়ের জন্য অনুমোদন করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

প্রথম খণ্ড ভিক্ষা—১৲ একটাকা

যুক্তিপূর্ণ শাস্ত্রবাক্য দ্বারা প্রত্যেক মানবের নিত্য কর্ত্তব্য ও অনিত্য সাময়িক কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। গ্রন্থের প্রত্যেকটি সনাতন শাস্ত্রবাক্য দ্বারা সমর্থিত ও প্রমাণিত হইয়াছে। দেহের, মনের ও আত্মার ধর্ম্ম কি? স্বদেশ, সমাজ, নীতি, ধর্ম্ম কি? ইত্যাদি বিষয় ক্রমানুসারে এরূপ সুন্দরভাবে যুক্তিসংকারে আলোচিত হইয়াছে যে, প্রথম পৃষ্ঠা হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত পাঠ না করিয়া নিবৃত্ত হওয়া যায় না।

শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ভিক্ষা ৵০

ঐ, প্রমাণ খণ্ড ভিক্ষা ৵০

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিহার ও লীলাভূমি নয়টী দ্বীপসমন্বিত। এই নয় দ্বীপের প্রাচীন বিবরণ—প্রত্যেক দ্বীপে শ্রীমহাপ্রভুর লীলা—প্রত্যেক দ্বীপের পরিচয়, শ্রীধাম মাহাত্ম্য—বামাপবাদ কি? ইত্যাদি বিষয় বিশেষভাবে মনোহর ছন্দে বর্ণিত। পকেট সাইজ প্রায় ১৬০ পৃষ্ঠা।

শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ

উজ্জ্বল বোম্বাই কালীতে উত্তম কাগজে ছাপা—শ্রীনবদ্বীপধাম দর্শনে ভাবুক দর্শনকারীর কি প্রকার ভাবের উচ্ছ্বাস হয়, তাহা এই গ্রন্থে বর্ণিত। অতি চমৎকার। ভিক্ষা চারি আনা।

শ্রীভজনরহস্য

I৵০ দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভৃতি পদে পদে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিচার অতি সুন্দরভাবে সঙ্কলিত হইয়াছে। ইহা ছাড়া শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদিষ্ট শিক্ষা ও উপদেশ বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-জগতে অভিনব গ্রন্থ !!

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতি-গ্রন্থাবলী :—

শরণাগতি

পকেট সাইজ অষ্টম সংস্করণ ভিক্ষা ৴০ আনা

দেহ ও মনের চেষ্টা অনাত্মবস্তু লইয়া—ইহা যখন জীব বুঝিতে পারে, তখন একমাত্র নিত্যবস্তু শ্রীভগবানের প্রতি তাঁহার কোন জাতীয় আবেগময়ী প্রার্থনা হয় এবং শ্রীভগবানে সর্ব্বান্তঃকরণে নিষ্কপটে কি প্রকারে শরণাপন্ন হইতে হয়, ইত্যাদি বিষয়ক প্রাণস্পর্শী প্রার্থনা ও আত্মসমর্পণমূলক গান। ছাড়িয়া সংস্করণও প্রকাশিত হইয়াছে।

ভিক্ষা প্রতি খণ্ড ৵০ এক আনা।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা—৵০, নবদ্বীপশতক—৴০

অর্থপঞ্চক—৴০

কল্যাণকল্পতরু

পকেট সাইজ পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা ১০

আমরা প্রত্যহ নূতন অভাব ও কামনার বশে, বস্তুতঃ পুনঃপুনঃ যে অকল্যাণকে কল্যাণ বলিয়া গ্রহণ করি এবং যাহা নিত্য কল্যাণ কামনা করি, তিনি যে কেবল বা যথার্থ কল্যাণ প্রদানে অসমর্থ এবং কোন বস্তু আমাদের নিত্য কল্যাণদাতা, এবং কি ভাবে আমরা সেই কল্যাণলাভে সমর্থ হইব, এই সকল কথা সরল গানে লিখিত। এই গীতিগ্রন্থ বাস্তবিকই কল্যাণের কল্পতরু; যদি প্রত্যেককে নিত্যকল্যাণ প্রদানে

শ্রীল চক্রবর্ত্তি-ঠাকুরের টীকা সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর কৃত টীকা ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদকৃত বঙ্গানুবাদ। টীকাকারের জীবনী, শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি ও প্রয়োজনীয় বিষয় সম্বলিত প্রায় ৮০০ পৃষ্ঠা। উৎকৃষ্ট সিল্কে বাঁধাই ২৲ দুই টাকা, কাগজে বাঁধা ১৷০

শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ কৃত ভাষ্য সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

কাগজ ও ছাপা উৎকৃষ্ট। সিল্কে বাঁধাই, সোনার জলে নাম লেখা রাজসংস্করণ ২৲ টাকা, সাধারণ সংস্করণ ১৷০, গৌড়ীয়ের গ্রাহকপক্ষে ১০

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি (বৈষ্ণব অভিধান)

বিষয়:—১। ভক্তিশাস্ত্রে ব্যবহৃত শব্দাবলীর অর্থ, ২। চারি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের চরিত, ৩। বৈকুণ্ঠ বিবরণ শ্রীমন্দির ও শ্রীবিগ্রহের বিবরণ, ৪। বৈষ্ণব গ্রন্থ ও গ্রন্থকারগণের বিবরণ, ৫। বিষয় বিশেষের লৌকিক ও শাস্ত্রীয় আকরমূলক বৃত্তান্ত। চারিখণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ১ম খণ্ড ৷০, ২য় খণ্ড ৷০, ৩য় খণ্ড ৷০, ৪র্থ খণ্ড ৷০, চারিখণ্ড একত্রে ৩৲ (৫ম খণ্ড যন্ত্রস্থ)।

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ—১ম খণ্ড ১৲ এক টাকা

২য় খণ্ড ১৲ এক টাকা—শ্রীমদ্ভাগবতের গ্রাহক ও গৌড়ীয় গ্রাহকগণ ৷০ টাকায় দুইখণ্ড পাইবেন। বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমজ্জীব গোস্বামিপাদের রচিত ষট্সন্দর্ভের অধিক প্রয়োজনীয় অংশ। গ্রন্থ ডবল ক্রাউন ৮ পেজীয় ৮৪ পৃষ্ঠা আকারে মুদ্রিত হইতেছে।

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য সঙ্কলিত

সদাচারস্মৃতিঃ

ভিক্ষা ৴০ মাত্র

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (প্রাচীন নবদ্বীপ) নদীয়া

রেজেষ্টার্ড

মদন মঞ্জরী

[illegible]

"নপুংসকত্বহারি ঘৃত"

[illegible]

"[illegible]"

[illegible]

কুমার-ভোগ [illegible]

নারোল (Narol) [illegible]

[illegible]

পর বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

[illegible] আহার এবং বাসস্থান দিয়া বিদ্যার্থিগণকে বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা দিবার বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। অনেক ছাত্র ইতোমধ্যেই আসিয়া পাঠ আরম্ভ করিয়াছেন। [illegible] গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

প্রধান অধ্যাপক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত [illegible] ব্যাকরণ-সাংখ্য-[illegible], সাংখ্যভূষণ, বেদান্তরত্ন, [illegible]।

অধ্যাপক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত [illegible] ব্রহ্মচারী ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীধাম মায়াপুর পরবিদ্যাপীঠ, (নদীয়া)

বেদনাঞ্জন

শ্রেষ্ঠরত্ন।

[illegible]

* * *

[illegible] বেদনাঞ্জন [illegible]

প্রাপ্তিস্থান—এ, সি, চাটার্জ্জী এণ্ড ব্রাদার্স।

[illegible]

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

[illegible] মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন [illegible] নানাবিধ [illegible] নানা প্রকার মেহ, প্রমেহ [illegible] ইলেক্ট্রিক সলিউসন [illegible] একবার [illegible]।

সোল এজেণ্ট—ডাঃ ডি, ডি, হাজরা।

[illegible], কলিকাতা।

ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

অধ্যক্ষ

শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম,এ, এফ,সি,এস (লণ্ডন)

ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক

(প্রফেসার)

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ বিশুদ্ধ ও শাস্ত্রমতে নিজ তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হয়। পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ক্যাটালগ পাঠান হয়। রোগের বিবরণ জানাইলে যত্নপূর্ব্বক ব্যবস্থা দেওয়া হয়। চিঠি পত্রাদি সম্পূর্ণরূপে গোপন রাখা হয়।

মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দুর)

(বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৪৲ টাকা

উৎকৃষ্ট স্বর্ণ, [illegible] গন্ধক দ্বারা শাস্ত্রমতে প্রস্তুত।

[illegible] সর্ব্বরোগনাশক মহৌষধ।

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৩৲ টাকা

উৎকৃষ্ট [illegible] আমলকী, [illegible] প্রভৃতি [illegible] উপাদানে পূর্ণ মাত্রায় যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। [illegible] কাস, সর্দ্দি, [illegible] প্রভৃতি রোগের মহৌষধ। [illegible] বিশেষ।

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬৲ টাকা

ইহা সেবনে [illegible], স্বপ্নদোষ, প্রমেহ ও ধ্বজভঙ্গ সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায়। [illegible] রসায়ন।

অবলাবান্ধব যোগ

প্রদর, বাধক প্রভৃতি [illegible] রোগের মহৌষধ

মূল্য—১৬ মাত্রা ২৲ টাকা। ৫০ মাত্রা ৫৲ টাকা মাত্র

বিশুদ্ধ জল! ভয় নাই! বিশুদ্ধ জল!!

লক্ষ্মী টিউব-ওয়েল কোং

২০৫নং নবাবপুর, ঢাকা

[illegible] (*Tubewell*) [illegible] প্রভৃতি [illegible] প্রশংসা করিয়াছেন। [illegible] বিস্তৃত বিবরণের জন্য পত্র লিখুন

বিনামূল্যে বিনামূল্যে

বিতরিত

[illegible] বিতরিত হইয়াছে। [illegible] জানা যায়।

[illegible] "আতঙ্কনিগ্রহ বটিকা"র আবিষ্কর্তা। [illegible] মাত্র

প্রাপ্তিস্থান—আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়।

[illegible] ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মনোমোহন প্রেস

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা

পূর্ব্ব বাঙ্গালায় সুলভে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত

বৈদ্যুতিক মেশিনে দিবারাত্র কাজ চলিতেছে

বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা।

নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—শ্রীবিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

স্থানীয় সংস্করণ

Registered No. C 1544

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র।

৪র্থ খণ্ড] সম্পাদক—প্রত্নবিদ্যালঙ্কার শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী [১৮২ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্য মঠ, শ্রীধাম মায়াপুর—১৫ই আশ্বিন মঙ্গলবার ১৩৩৬, ১লা অক্টোবর ১৯২৯

বিজ্ঞাপনের হার

প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অৰ্দ্ধ কলম ৩৷৹
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়।

বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸৹
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৫

শ্রীধাম মায়াপুর ডাকঘর

গত ১লা জুন হইতে শ্রীধাম মায়াপুর পোষ্ট অফিস খোলা হইয়াছে। বঙ্গদেশের পোষ্টমাষ্টার জেনারেল বাহাদুর শ্রীধাম মায়াপুর ডাকঘর হইতে নদীয়া-প্রকাশ ভারতের সর্ব্বত্র প্রেরণ করিবার আদেশ দিয়াছেন।

ম্যানেজার, 'নদীয়া-প্রকাশ'

পোঃ আঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

শ্রীধাম মায়াপুরের, যাবতীয় পত্র বুকপোষ্ট রেজিষ্টারী মণি-অর্ডার প্রভৃতি ডাকে পাঠাইতে হইলে, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া ঠিকানায় লিখিবেন।

কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত

পারমার্থিক **গৌড়ীয়** সাপ্তাহিক পত্র।

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রতি শনিবারে প্রকাশিত হয়।

অগ্রিম বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲ দিলে বৎসরে ৫০ সংখ্যা প্রাপ্তী; ষাণ্মাসিক ১৷৹ ; সাপ্তাহিক ／৹

সর্ব্বদা গ্রাহক হওয়া যায়।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

দুইখণ্ডে সমগ্র গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছেন। সূচী প্রভৃতি ছাপা হইতেছে

ভিক্ষা ২৲, নদীয়াপ্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ১৷৹

রোগী দেখিবার সময়ঃ—

প্রাতেঃ—৬টা হইতে ৯টা,
বৈকালে—৩টা হইতে ৫টা পর্য্যন্ত।

মূল্যফেরৎ ! মূল্য ফেরৎ !!

ডাক্তার বি, ডি, কুণ্ডুর—

আবিষ্কৃত ও গভর্ণমেণ্ট রেজেষ্টারীকৃত

সর্ব্বত্র এজেণ্ট আবশ্যক। পত্র লিখুন।
কঠিন কঠিন রোগের চিকিৎসা করা হয়।
দিবা-রাত্রি ঔষধ পাওয়া যায়।

১। ভূপেন্দ্র শোভা স্পেসিফিক্—পেটের যাবতীয় রোগের, অজীর্ণ, ডিস্পেপ্সিয়ার মহৌষধ। প্রত্যেক গৃহে রাখা প্রয়োজনীয়। ঔষধ—প্রতি শিশি ১৲ এক টাকা মাত্র।

২। চণ্ডি ফিবার মিক্চার—ম্যালেরিয়া জ্বর এক শিশিতে সম্পূর্ণ আরোগ্য। কম্পজ্বর এবং পালা ও সকল জ্বরের মহৌষধ। প্রতি ছোট শিশি ৸৹ বার আনা, বড় শিশি ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। গণোরিয়া স্পেসিফিক্—যে রকম গণোরিয়া হোক্ না কেন, এক শিশিতে আরোগ্য। এক শিশি ১৲ এক টাকা মাত্র।

হোমিওপ্যাথিক বিভাগ

১। ওয়ারম্ কিওর—যাবতীয় কৃমির, ২। ফিমেল সুধা—শ্বেত-প্রদর, রজঃ-কষ্ট ও বাধকের, ৩। জিহ্বা স্পেসিফিক্—জিহ্বার ক্ষতের, ৪। ব্লাথ রেগুলেটার—যাহাদের নিয়মিত ঋতুস্রাব হয় না, ইহা সেবনে নিয়মিত ঋতুস্রাবের, ৫। পাইলস্ রেমিডি—যাবতীয় অর্শের মহৌষধ, মূল্য প্রতি শিশি ৸৹ বার আনা ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—আরোগ্য না হইলে মূল্য ফেরৎ। রোগের অবস্থাদি জানাইলে, ঔষধ ও ব্যবস্থাদি পাঠান হয়। ... দিতে ঔষধ পাঠান হয়। এক কালিন দশ টাকার ঔষধের অর্ডার পাইলে, স্বতন্ত্র কমিশন দেওয়া হয়। পত্রাদি বিশেষ গোপনে রাখা হয়।

সোল এজেণ্ট :—
দি এলোপ্যাথিক ড্রাগ ষ্টোরস্

ডাক্তার বি, ডি, কুণ্ডু
৩১ নং গরানহাটা ষ্ট্রীট, পোঃ বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
টেলিফোন নং বড়বাজার ২৪১১।

বর্ত্তাদেহৎ কাঃ ক্বচিৎ ক্বচিৎ জনাবলম্বকাঃ। বহুস্ত হরিদাসানাং পাদত্রাণাবলম্বকাঃ

নানা কথা

'রাজভাষার' অনুকরণ

বঙ্গবাণীর স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র [illegible] শ্রীযুক্ত [illegible] বিরুদ্ধে নিষেধ আজ্ঞা-[illegible] প্রার্থনা করিয়া হাইকোর্টে [illegible] একটি আবেদন করিয়াছেন যে, আবেদনকারী "রাজভাষা" পুস্তকের লেখক [illegible] স্বত্বাধিকারী। [illegible] কলিকাতায় প্রথম প্রকাশিত হয়। পুস্তকখানির বিক্রয় অত্যন্ত অধিক। বর্তমানে [illegible] সংস্করণ চলিতেছে। [illegible]

[illegible] "রাজভাষা" নামে [illegible] একখানি পুস্তক প্রকাশ করিয়া [illegible] বিক্রয় করিতেছেন।

উক্ত পুস্তক প্রকাশ করিয়া বিবাদী [illegible] করিয়াছেন। উক্ত পুস্তকে [illegible] আবেদনকারীর পুস্তকের অনুকরণ [illegible]।

বিবাদীর বিরুদ্ধে আবেদনকারী [illegible] হাইকোর্টের বিচারপতি [illegible] আদেশ প্রদান করিয়াছেন।

[illegible]

অনশনব্রতে ভদ্রমহিলা

রাজনৈতিক বন্দীদের প্রতি আচরণের প্রতিবাদ

[illegible] রাজনৈতিক বন্দীদের [illegible] শ্রীযুক্তা [illegible] দেবী [illegible] অনশনব্রত [illegible] রাজবন্দীদের [illegible] বিরুদ্ধে অবিলম্বে [illegible]

একেবারে চোখে ধুলা

প্রবঞ্চনার অভিনব উপায়

৫ হাজার টাকা আত্মসাৎ

[illegible] সেপ্টেম্বরের শেষ কি অক্টোবরের প্রথমে একদিন নিবারন নামক [illegible] মালতীর কাছে নিয়া [illegible] মালতীর কাছে [illegible] জানিতে [illegible] প্রায় ১০ হাজার টাকার নোট আছে [illegible] নোট [illegible] টাকার। [illegible] ঐ নোট [illegible] কম টাকায় [illegible] দিতে পারে, [illegible] নোটগুলি [illegible] ঠিক হইলে সে [illegible] হাজার টাকা [illegible] দিবে [illegible] হইবে।

[illegible]

সাইকেলে ৩১০ মাইল ভ্রমণ

[illegible] শ্রীযুক্ত [illegible] সেপ্টেম্বর [illegible] সাফল্য কামনা করি।

সতীন সেনের জামীন মঞ্জুর

শ্রীযুক্ত সতীন সেন এবং অন্যান্য ১৩ জনের বিরুদ্ধে ১১০ ধারার মামলা শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাঁহাদিগকে জামীনে মুক্তি দিবার জন্য যে আবেদন করা হইয়াছিল, গত মঙ্গলবার দিবস কলিকাতা হাইকোর্টে বিচারপতি মিত্র এবং এম, কে, ঘোষের এজলাসে তাহার শুনানী হয়। বিচারপতিদ্বয় শ্রীযুক্ত সতীন সেনকে ৫০০ শত টাকার এবং অন্যান্য আসামীগণের প্রত্যেককে ১১০০ টাকার জামীনে মুক্ত হইবার আদেশ প্রদান করেন।

শ্রীযুক্ত সেনের শারীরিক অবস্থা বড়ই খারাপ। তাঁহার বুকে ও তলপেটে বেদনার দরুণ অত্যন্ত কষ্ট পাইতেছেন।

পিতামহী খুনের অভিযোগ

[illegible] হত্যা করিবার অভিযোগে [illegible] দায়রা জজের আদালতে [illegible] একবাক্যে আসামীকে নিরপরাধ [illegible] মামলার কাগজপত্র হাইকোর্টে প্রেরণ করিয়াছেন। [illegible] না হওয়া পর্যন্ত জামীনে [illegible] হাইকোর্টে [illegible] আদালতে আবেদন করায় হাইকোর্টের বিচারপতি [illegible] না হওয়া পর্যন্ত আসামীকে জামীনে মুক্তি-দানের আদেশ প্রদান করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত মৃত্যুঞ্জয় চট্টোপাধ্যায় ও [illegible] আসামীর পক্ষ সমর্থন করেন। মামলার বিবরণে প্রকাশ [illegible] মনোমালিন্যের ফলে আসামী একখণ্ড প্রস্তরের আঘাতে তাহার পিতামহীকে নিহত করিয়াছে। বৃদ্ধা [illegible] জমাদারের ডাক্তারী প্রকাশ, প্রস্তরখণ্ডটি একটা [illegible] উপরে রাখা [illegible] বৃদ্ধার মস্তক পতিত হওয়ায় তাহার মৃত্যু হইয়াছে।

বন্যা-সাহায্যে লক্ষ টাকা

[illegible] টাইম্‌স [illegible] আসামের বন্যা-বিপন্নদের সাহায্যার্থ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করিয়াছেন।

ভুতপূর্ব মন্ত্রীর নামে অভিযোগ

জাপানের জনৈক ভুতপূর্ব্ব মন্ত্রীর নামে ঘুষ লওয়ার অভিযোগ আনীত হইবে। এই সম্পর্কে টোকিয়ো নগরীতে বিষম চাঞ্চল্য দেখা দিয়াছে, রাজনৈতিক মহলে জল্পনা কল্পনা চলিতেছে।

মিঃ [illegible] পূর্বে একবার রেলওয়ে বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ছিলেন। তিনি বর্তমান গবর্ণমেন্টের বিরোধী দলের প্রধান উদ্যোগী। এই দলের নাম [illegible]। ভুতপূর্ব প্রধান মন্ত্রী [illegible] তথাকার চীফ [illegible] বলিয়াও [illegible] আছে।

বাড়ী নির্মাণের অনুমতি মঞ্জুর করা সম্পর্কে তিনি ৬০০ [illegible] ঘুষ লইয়াছেন বলিয়া তাহার নামে অভিযোগ উঠিয়াছে [illegible] মামলা [illegible] হইবে।

[illegible] সালের প্রথম ভাগেই জাপানের সাধারণ নির্বাচন হইবে। এই মামলার [illegible] সাধারণ নির্বাচনের উপর প্রভাব বিস্তার করিবে বলিয়া মনে হয়।

পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠার আয়োজন

[illegible] সংবাদে প্রকাশ শান্তি স্থাপন সম্পর্কে আলোচনা করিবার নিমিত্ত মিঃ ম্যাকডোনাল্ড আমেরিকা যাত্রা করিয়াছেন। [illegible] "ডেলী [illegible]" পত্রের প্রতিনিধির নিকট তিনি বলেন,—

"[illegible] পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠা করিবার উদ্দেশ্য লইয়া আমেরিকা যাত্রা করিতেছি। [illegible] এবং আমেরিকা এই উভয়েরই উদ্দেশ্য এক, [illegible] আমাদের পক্ষে কর্তব্য। [illegible] আন্তরিক [illegible] স্থাপিত হইলে পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠার [illegible] আশাপ্রদ হইয়া উঠিবে। এখনও যাহারা শান্তিপ্রতিষ্ঠার প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হইবে না বলিয়া সন্দেহ করেন তাঁহাদের মনে একটা দৃঢ় বিশ্বাস আসিবে। তখন আর কে সাহস করিয়া বলিবে—এই প্রস্তাবের সাফল্য অসম্ভব?"

আগা খাঁয়ের বিবাহ

গত কয়েক মাস ধরিয়া আগা খাঁর বিবাহের প্রস্তাব উঠিয়াছে। এই বিষয়ে নানা কল্পনা জল্পনা হইতেছে।

সম্প্রতি জানা গেল যে, [illegible] নাম্নী এক লাবণ্যময়ী ফরাসী যুবতীর সহিত বিবাহের প্রস্তাব অনেকটা স্থিরীকৃত হইয়াছে তবে এ পর্যন্ত কোন দলিলপত্র রেজিষ্ট্রারের অফিসে পেশ করা হয় নাই।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১৫ই আশ্বিন মঙ্গলবার—১৩৩৬

রাজোচিত আচরণ

(১)

উৎকলসম্রাট্ মহাপ্রতাপবান্ রাজা প্রতাপরুদ্র গজপতি লোকমুখে গৌড়দেশাগত এক নবীন সন্ন্যাসীর নিকট, তৎকালীন ভারতের সর্ব্বপ্রধান নৈয়ায়িক ও বৈদান্তিক পণ্ডিত ক্ষেত্রবাসী বাসুদেব সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের কৃপা-প্রাপ্তির বিষয় অবগত হইয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের ন্যায় সর্ব্বজনমান্য প্রবীণ পণ্ডিত যাঁহার চরণে মস্তক অবনত করিয়া আত্ম-বিক্রয় করিতে প্রস্তুত হন, না জানি তিনি কেমন সন্ন্যাসী—না জানি তিনি কত বড় মহাপুরুষ। রাজা সেই মহাপুরুষের দর্শনাকাঙ্ক্ষায় অতিমাত্র উদগ্রীব হইয়া সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যকে স্ব-সমীপে আহ্বান করিলেন। ভট্টাচার্য্য আগমন করিলে রাজা তাঁহাকে নমস্কার করিয়া সসম্মানে বসিতে আসন দিলেন। রাজা বলিলেন, ভট্টাচার্য্য, শুনিলাম গৌড় হইতে এক পরম দয়ালু মহাপুরুষ আপনার গৃহে আগমন করিয়া আপনাকে যথেষ্ট কৃপা করিয়াছেন। আপনি আমাকে তাঁহার দর্শন করাইয়া দিন। ভট্টাচার্য্য বলিলেন, 'আপনি যাহা শ্রবণ করিয়াছেন তাহা সব সত্য, কিন্তু তাঁহার সাক্ষাৎ লাভ আপনার পক্ষে দুর্ঘট। কারণ তিনি মহাবিরক্ত সন্ন্যাসী, নির্জ্জনেই অবস্থান করেন, স্বপ্নেও রাজদর্শন করিতে ইচ্ছা করেন না। তথাপি কোন কৌশলে তাঁহার দর্শন করাইয়া দিতে পারিতাম কিন্তু বর্ত্তমানে তিনি নীলাচল হইতে দাক্ষিণাত্য ভ্রমণে গমন করিয়াছেন।' রাজা প্রশ্ন করিলেন, 'জগন্নাথ ছাড়িয়া দাক্ষিণাত্য গমনের কারণ কি?' ভট্টাচার্য্য বুঝাইয়া দিলেন, তীর্থ পবিত্র করিবার জন্য সাধু মহান্ত তীর্থ ভ্রমণ করিয়া থাকেন। সেই ছলে জগতের পাপী তাপী জীবগণকে উদ্ধার করা তাঁহাদের অভিপ্রায়। তিনি কিন্তু জীব নহেন, স্বতন্ত্র স্বরাট্ স্বয়ং ভগবান্ পরমেশ্বর! শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা শ্রবণ করিয়া রাজার অন্তরে পরম শ্রদ্ধার উদয় হইয়াছে. রাজা স্নেহভরে বলিয়া উঠিলেন, 'আপনি তাঁহাকে যাইতে দিলেন কেন?' হাতে পায়ে ধরিয়া রাখিলেন না কেন? ভট্টাচার্য্য রাজার ভাব দেখিয়া পরমানন্দ অনুভব করিলেন। বলিলেন, 'তিনি সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ, স্বেচ্ছাময় স্বতন্ত্র পুরুষ। আমি বহু যত্ন করিয়াছি তাঁহাকে বাধা দিতে পারি নাই।' রাজা বলিলেন, 'ভট্টাচার্য্য! আপনি বিজ্ঞ শিরোমণি। আপনি যখন তাঁহাকে সাক্ষাৎ কৃষ্ণ বলিয়া ধারণা করিয়াছেন তখন তাহাতে আর সন্দেহের বিষয় কি আছে? যাহা হউক তিনি নীলাচলে ফিরিয়া আসিলে যেরূপে হউক আমাকে একবার তাঁহার চরণ দর্শন করাইয়া দিন। 'ভট্টাচার্য্য কহিলেন, 'তিনি অল্পকাল মধ্যেই ফিরিয়া আসিবেন। এবার তাঁহার থাকিবার জন্য শ্রীমন্দিরের নিকটবর্ত্তী কোনও নির্জ্জন স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিতে হইবে।' রাজা পুলকিত হইয়া জানাইলেন, কাশীমিশ্রের ভবন বোধ হয় তাঁহার অবস্থানের উপযোগী হইতে পারে। এই বলিয়া রাজা ভট্টাচার্য্যকে বিদায় দিলেন এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রত্যাবর্ত্তনকাল প্রতীক্ষায় উৎকণ্ঠিত হইয়া রহিলেন।

(২)

মহাপ্রভু দাক্ষিণাত্য হইতে নীলাচলে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন সুযোগ বুঝিয়া সার্ব্বভৌম একদিন প্রভুস্থানে নিবেদন করিলেন, 'প্রভো! এক নিবেদন আছে যদি অভয়দান করেন তাহা হইলে জ্ঞাপন করি।' প্রভু সম্মতি বুঝিয়া সার্ব্বভৌম নিবেদন করিলেন, 'উৎকলসম্রাট্ প্রতাপরুদ্র আপনার চরণ দর্শন করিবার জন্য একান্ত উদগ্রীব হইয়া আছেন।' প্রভু এই পর্য্যন্ত শুনিয়াই কর্ণে হস্ত দিয়া 'নারায়ণ' নামোচ্চারণ করিলেন। তারপর বলিলেন সার্ব্বভৌম, তোমার মুখে এরূপ অযোগ্য কথা শুনিতে হইবে এরূপ জানি নাই! আমি বিরক্ত সন্ন্যাসী, আমার পক্ষে রাজদরশন স্ত্রী-দরশন বিষ ও বিষভক্ষণ সদৃশ যাঁহারা ভব-সাগর সম্পূর্ণরূপে পার হইতে ইচ্ছা করেন তাঁহাদের পক্ষে বিষয়ী ও স্ত্রী সন্দর্শন বিষবৎ পরিত্যাজ্য। সার্ব্বভৌম বিনীতভাবে নিবেদন করিলেন, 'প্রভো, আপনি যাহা বলিলেন, তাহা সত্য বটে, কিন্তু রাজা প্রতাপরুদ্রদেব জগন্নাথসেবক এবং ভক্তোত্তম।' প্রভু কহিলেন, 'তাহা হইলেও রাজা কালসর্পাকার। কাষ্ঠনির্ম্মিতা নারীকে স্পর্শ করিলে যেরূপ বিকার জন্মিবার সম্ভাবনা, সেইরূপ ভক্তোত্তম হইলেও রাজ-সন্দর্শনে বিরক্ত ব্যক্তির বিকার জন্মান বিচিত্র নহে। সর্প বা তাহার চিত্রদর্শনে যেরূপ মনে ক্ষোভ জন্মে, স্ত্রীলোক ও বিষয়ীর আকার দেখিলেও তদ্রূপ ভয় হইয়া থাকে। সার্ব্বভৌম, এরূপ কথা আর কখনও মুখে আনিও না। এই প্রকার অযোগ্য অনুরোধ করিলে আমাকে বাধ্য হইয়া এস্থান ত্যাগ করিতে হইবে।' সার্ব্বভৌম প্রভুর বাক্যে ভয় পাইয়া চিন্তিতভাবে গৃহে ফিরিয়া গেলেন।

(৩)

রাজা প্রভুর নীলাচল-প্রত্যাবর্ত্তন সংবাদ পাইয়া পাত্রমিত্র সহ শ্রীক্ষেত্রে আসিলেন। রাজার প্রধান মন্ত্রী পাত্ররাজ রামানন্দ রায়ও সঙ্গে আসিলেন রায় নীলাচলে পৌঁছিয়াই প্রভুর চরণপ্রান্তে আসিয়া পতিত হইলেন। প্রভু রামানন্দকে আলিঙ্গন দান করিলেন। প্রেমাশ্রু বর্ষণ করিতে করিতে রায় কহিলেন, 'আপনার আদেশ রাজাকে জানাইলাম, আমার দ্বারা আর বিষয়-কার্য্য হয় না। অনুমতি পাইলে শ্রীচৈতন্যচরণে পতিত হইয়া তাহার সেবায় অবশিষ্ট জীবন অতিবাহিত করি। রাজা এই প্রস্তাব শুনিয়া বড়ই আনন্দিত হইলেন। আসন হইতে উঠিয়া আমাকে আলিঙ্গন করিলেন। আপনার নাম শ্রবণে তাঁহার মহাপ্রেমাবেশ হইল। আমার হস্ত ধারণ করিয়া প্রীতিভরে কহিলেন, ভাই তোমার জন্ম সার্থক। তুমি প্রভুর কৃপা লাভ করিয়াছ। আমি ছার, তাঁহাকে দর্শন করিব এরূপ যোগ্যতা আমার নাই। তুমি ভাগ্যবান, তোমার চিন্তার কোন কারণ নাই। তুমি রাজকার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া যে বেতন প্রাপ্ত হইতে, যাবজ্জীবন তাহাই পাইবে তোমার আর বিষয়-কার্য্যে আবশ্যক নাই। তুমি নিশ্চিন্ত হইয়া চৈতন্যচরণ ভজনা কর শুনিয়াছি তিনি পরম দয়ালু, কোন জন্মে অবশ্যই আমাকে দর্শনদান করিয়া উদ্ধার করিবেন প্রভো, আপনার প্রতি রাজার অকপট প্রেমভাব দর্শন করিলাম, তাহার লেশমাত্রও আমাতে বর্ত্তমান নাই, প্রভু কহিলেন, 'রায় তুমি প্রধান কৃষ্ণভক্ত' কৃষ্ণভক্তের প্রতি যাঁর প্রীতি বর্ত্তমান তিনিই ভাগ্যবান। তোমার প্রতি রাজা এই যে প্রীতি প্রদর্শন করিলেন, এই গুণেই কৃষ্ণ তাঁহাকে অঙ্গীকার করিবেন। শাস্ত্র বলেন, ভক্তের ভক্তই ভগবদ্ভক্ত, বিষ্ণুর আরাধনা অপেক্ষা ভক্তের অর্চ্চন শ্রেষ্ঠ।'

রাজা সার্ব্বভৌমকে ডাকিয়া আনিয়া নমস্কারান্তে তাঁহার কথা সার্ব্বভৌম প্রভুপদে নিবেদন করিয়াছেন কিনা জিজ্ঞাসা করিলেন। সার্ব্বভৌম বলিলেন, তিনি এবিষয়ে অনেক চেষ্টা করিয়াছেন প্রভু কিছুতেই রাজ-দরশনে সম্মত হন নাই। পুনরায় এই প্রকার অনুরোধ করিলে তিনি ক্ষেত্র ছাড়িয়া চলিয়া যাইবেন বলিয়াছেন! ইহা শুনিয়া রাজার দুঃখের সীমা রহিল না। তিনি বলিতে লাগিলেন, 'পাপী তাপী অস্পৃশ্য চণ্ডাল উদ্ধার করিবার জন্য তিনি ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়াছেন, তিনি কৃপা করিয়া জগাই মাধাই উদ্ধার করিয়াছেন। জগতের মধ্যে প্রতাপরুদ্রকেই কি, উদ্ধার করিবেন না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়া আসিয়াছেন? আমাকে দর্শন দিবেন না ইহাই যদি তাঁহার প্রতিজ্ঞা হয় তাহা হইলে আমার প্রতিজ্ঞা তাঁহার কৃপা না পাইলে আমি জীবন ত্যাগ করিব। মহাপ্রভুর কৃপা যদি না পাইলাম তাহাহইলে আমার ধন, জন, রাজ্য, সম্পদ এ দেহেই বা প্রয়োজন কি? এই বলিয়া রাজা বহুবিধ মর্ম্মান্তিক বিলাপ করিতে লাগিলেন। সার্ব্বভৌম সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন, 'দেব, মহাপ্রভু কৃপাসিন্ধু. তিনি প্রেমাধীন, তাঁহার প্রতি আপনার যে প্রকার গাঢ়তর প্রেম জন্মিয়াছে, তাহাতে অবশ্যই তিনি আপনার প্রতি কৃপা প্রদর্শন করিবেন: তথাপি আমি এক উপায় স্থির করিয়াছি। রথযাত্রা দিবসে প্রভু ভক্তগণ সহ প্রেমাবিষ্ট হইয়া রথাগ্রে নৃত্য কীর্ত্তন করিবেন। তারপর যখন প্রেমাবেশে পুষ্পোদ্যানে প্রবেশ করিবেন তখন আপনি রাজবেশ পরিত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ-রাস-পঞ্চাধ্যায় পাঠ করিতে করিতে একাকী গিয়া তাঁহার চরণ ধারণ করিবেন। তৎকালে প্রভুর বাহ্য জ্ঞান থাকিবে না, কৃষ্ণনাম শ্রবণ করিয়া আপনাকে বৈষ্ণব জ্ঞান করিয়া নিশ্চয়ই আলিঙ্গন করিবেন। আরও একটি আশার কথা এই, আজ আপনার প্রধান কর্ম্মচারী রামানন্দ রায় আপনার গভীর প্রেম-ভাবের কথা প্রভুর নিকট বলিয়া আপনার প্রতি তাঁহার মন অনেকখানি দ্রব করিতে পারিয়াছেন।' ইহা শুনিয়া রাজা আনন্দিত হইলেন এবং সার্ব্বভৌমের পরামর্শ মত প্রভুর চরণে পতিত হইতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন।

কর কি রাজা? তুমিও পাগল হইলে নাকি?, তুমি না উৎকল সাম্রাজ্যের একচ্ছত্র অধীশ্বর? সহস্র সহস্র কৃপাপ্রার্থী তোমার দ্বারে সর্ব্বদা করযোড়ে দণ্ডায়মান থাকে না? আর, তুমি কি না এক ভিখারী নিঃস্ব সন্ন্যাসীর চরণদর্শন লাভের জন্য তোমার রাজ্য, ঐশ্বর্য্য, জীবন পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিতে প্রস্তুত হইয়াছ? লোকে শুনিলে বলিবে কি? গৌড় ও উৎকলের কয়েকজন নির্ব্বোধ ব্যক্তি এক সহায় সম্পত্তিহীন করঙ্গ-কৌপীনধারী উন্মত্ত ভিখারীকে

বলিয়া নাচাইতেছে বই ত নয়? তুমি একটা বিশাল প্রদেশের রাজা; তোমার কি একটা মর্য্যাদা আছে? তোমার আবার এসব কি আচরণ! রাজবেশ পরিত্যাগ করিয়া চোরের মত চলিয়াছ —সন্ন্যাসী সহসা তোমাকে রাজা বলিয়া না বুঝিতে পারেন এমন ভাবে একাকী গিয়া তাঁহার পদ-প্রান্তে তোমার অভ্রভেদ উচ্চশির লুটাইয়া দিবার বুদ্ধি কোথা হইতে আসিল?

(ক্রমশঃ)

নদীয়া নাগরীর কাম

তেরটা তোলা-কথিত তেরটী সম্প্রদা-য়ের মধ্যে 'নদীয়া-নাগরী' বলিয়া সম্প্রদায়টি নিতান্ত আধুনিক। ইহারা নবীন ভজনপন্থা উদ্ভাবন করিয়াছেন তাহাতে কৃষ্ণকে আর চিনি না, কারণ তাঁহাদের রস অতি স্থূ প্রবল। রসের আকর ব্রজে ব্রজেন্দ্র-নন্দনের নিকট তাঁহাদের গতি হয় না, অত্যন্ত প্রাকৃত কামবিদ্ধ হইয়া নবদ্বীপের মাঝেই শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গকে নাগর ভাবে পাইতে চান। ছি, ছি, গৌরনাগরী তুমি অত্যন্ত প্রাকৃত কাম মত্ত হইয়া যে অন্যায় কার্য্যে ব্রতী হইয়াছ, স্বয়ং প্রভু তাহাকে বড়ই অনাদর করেন। যে কৃষ্ণ সেই গৌর ইত্যাদি বলিয়া গৌরাঙ্গকে মাধুর্য্য বা উদ্দেশ্য নষ্ট করা তোমার গুরুদ্রোহ অর্থাৎ গুরু-ইচ্ছার উপর স্বীয় ইচ্ছা প্রতিষ্ঠা, প্রকারান্তরে অত্যন্ত প্রাকৃত কামাক্রান্তার পরিচয় নয় কি? আচ্ছা ব্যবহারিক জগতে যে একটী প্রমাণ আছে যাহাতে প্রাদেশিকভাবের কতকটা বুঝা যায়। যদিও স্ত্রী জানেন যে আমার স্বামী যথার্থ অন্তঃপ্রকোষ্ঠগত ব্যবহারানুকূলে বহিঃপ্রকোষ্ঠে জনসমক্ষে প্রকাশ করিলে লোক-সমাজে হাস্যাস্পদ ও তাহার উদ্ভ্রান্ত চিত্তের পরিচয় নয় কি? বস্তুটী যদিও অদ্বয়-জ্ঞানাত্মক, দেশ ও কালের দ্বারা তাহা পরিচ্ছিন্ন হয় না, তথাপি শুদ্ধ জীবস্বরূপে দেশ ও কালের অবস্থান তথায় আছে। তাহা না বুঝিয়া আমাদের সর্ব্বনাশ হয়, অন্তঃপ্রকোষ্ঠগত মাধুর্য্যলীলা বহিঃ-প্রকোষ্ঠে ঔদার্য্যময় বিগ্রহে পাইবার প্রয়াসে নাগরীকে কোথায় লইয়া যাইতেছে তাহা নাগরী একবার ভাবিবেন? গৌর-সুন্দরকে অত্যন্ত প্রিয় পরিচয় দিতে গিয়া চিরকালের জন্য গৌরকে ভুলিয়া যাওয়া তাঁহাদের প্রাকৃত অনুশীলনের ফল। সাধন ও সিদ্ধভক্তের অবস্থাদ্বয় ভেদে ভগবানের ভাবলীলা-সাধন অবস্থায় তিনি শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গরূপে আমাদের সহায়। রস-শুদ্ধ, সিদ্ধিতে তাঁহার নন্দনন্দন-রূপে সেবা করিতে হয় নচেৎ কৃষ্ণস্বরূপ ভজন-বিঘ্নের নিকট প্রকাশিত হইয়া পড়ে। উভয় সাধনের সামঞ্জস্য বুঝিতে না পারিয়া আমরা কখন গৌর কখন কৃষ্ণকে লইয়া যে টানাটানি করি, তাহাতে উভয় লীলারসের যে প্রচুর মধুরিমা তাহা অনুভব করিতে পারি না। তাই কবিরাজ গোস্বামী প্রভু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থের আদিলীলার চতুর্থ পরিচ্ছেদের শেষে বলিয়াছেন—

এত শুনি মহাপ্রভু কৃষ্ণলীলা সুকর্পূর,
তাহে মিলে গৌর সুমাধুর্য্য।
সাধুগুরু-প্রসাদে তাহা যেই আস্বাদে
সেই জানে মাধুর্য্য-প্রাচুর্য্য॥

দুর্ভাগ্যবশতঃ উভয়লীলার ওতপ্রোতভাবে অবস্থান বুঝিতে না পারিয়া যে অনভিজ্ঞতা সঞ্চার করেন, তাহার ফলে নদীয়া-নাগরী উদ্ভব। আমাদের মনে রাখা উচিত রসমার্গেও দেশ বিচার আছে, নতুবা অনেক রসাভাসকেও রস বলিয়া প্রতিপন্ন করে। অনেক সময় বিরুদ্ধ সিদ্ধান্তের দ্বারা নানাবিধ কাল্পনিক উপাসনা সৃষ্টি হয়। এইরূপ প্রকার দোষ-দুষ্ট ব্যক্তিকে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজের মালিক শ্রীপাদ স্বরূপ গোস্বামী বিশেষ অনাদর করেন ও তাঁহাদের শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট যাইতে দেন না।

জীব বহু বহু চেষ্টা করিয়াও কামনার হাত হইতে নিষ্কৃতি পায় না। বদ্ধজীবে বিপ্রলিপ্সা বলিয়া এক প্রকার দোষ আছে, তাহা মায়াদেবী পুনঃ পুনঃ বঞ্চনা করেন। ভগবানে ও সাধুগুরু চরণে নিষ্কপট শরণাগতি অর্থাৎ নিক্ষামী না হওয়া পর্য্যন্ত কামনার হাত হইতে পরিত্রাণ লাভের উপায় নাই। অনেকে সাধুগুরু-চরণে আসিয়াও কামের উদ্দীপ্ত-ময় অবস্থাকে ক্ষণ চাপা দিয়া যেরূপ রক্ষা করিবার চেষ্টা করে, কালে তাহা ছাড়াইয়া পড়ে, অবশেষে তাহাদের শেষ গতি হয়। অনেকে আবার শ্রীগুরুদেবের উপদেশাবলী ও মানসিক চিত্তবৃত্তির বিপরীত কার্য্য করেন।

তাহাতে তাঁহার মনের ধারণা—গুরুদেব আমাদের মত একজন অন্ধ বৈ ত নন? সেই সব অনভিজ্ঞ লোক জানে যে শ্রীগুরুদেব আমাদের হৃদয়ের সমস্ত খবর দর্শক। তিনি সত্যজীব নহেন, দেশ, কাল, কালের নিগড়ে তিনি বদ্ধ নহেন। আমরা এমন কোন স্থান জানি না যে হৃদয়ের কপাটরুদ্ধ ভাল চাপা দিয়া অন্যকে ফাঁকি দিব। ফাঁকি দিতে গেলে নিজেই ফাঁকির ভিতর পড়িয়া যাইতে হয়। যদি আমাদের বিশ্বাস থাকে তাহা হইলে শ্রীগোপালদেবই সাক্ষী প্রদান করিয়া আমাদের সকল সন্দেহ ভঞ্জন করেন। তিনি আমাদের হৃদয়ের দ্রষ্টা সর্ব্বসাক্ষী পুরুষ।

যিনি নানাবিধ মতবাদীর মত খণ্ডন করিয়া ভক্তিসিদ্ধান্তের উৎকর্ষ দেখাইয়া দেন, ভক্তিকল্পাগণ গোস্বামীর অভাবে অসৎসম্প্রদায়ের কুসিদ্ধান্তের তমসাচ্ছন্ন পথহারা হইয়া গেলে সৎসিদ্ধান্তালোক পথ প্রদর্শন করেন ও মনের বাসনা (জীবা বা রস) কঠোর তর্কদ্বারা ছেদন করেন তিনিই সদ্গুরু। তাঁহারই দীক্ষা প্রভাবে আমি ঐকান্তিক সর্ব্বপ্রকার হৃদ্গত কাম শ্রীকৃষ্ণ সেবায় নিয়োজিত করিয়া ভক্তি পথের পথিকগণের পদ লীলারসকার্য্যে বাস্ত।

ক্রোধ

ক্রোধ ষড়্‌রিপুর মধ্যে আর একটী। কাম বাধা প্রাপ্ত হইল যে সমস্ত দৈহিক তাড়নাদি ও মানসিক আক্রোশাদি আসে তাহাই ক্রোধ নামে কথিত হয়। ইহা রজোগুণ সম্ভূত কামনা হইতে জাত। সেইজন্য কামী লোকেই ইহার প্রকটা দেখা যায়। ক্রোধদ্বারা আক্রান্ত হইলে মানুষ পরমার্থবিচ্যুত হয়। পরমার্থ কেন, ধর্ম্ম, অর্থ, কামাদি লাভেও বঞ্চিত হয়; সেইজন্য নীতিশাস্ত্রে কামের ন্যায় ক্রোধও নিন্দিত হইয়াছে। ইহার রূপ অত্যন্ত ভয়ঙ্কর, এমন কি লোকে ক্রোধের বশীভূত হইয়া আত্মহত্যা পর্য্যন্ত করিয়া থাকে। শ্রীরূপগোস্বামীপ্রভু উপদেশামৃতের প্রথম শ্লোকে হরিভজনপ্রয়াসীকে বলিয়াছেন,—

বাচো বেগং মনসঃ ক্রোধবেগং
জিহ্বাবেগমুদরোপস্থবেগং।
এতান্ বেগান্ যো বিষহেত ধীরঃ
সর্ব্বামপীমাং পৃথিবীং স শিষ্যাৎ॥

এতান বেগান অর্থাৎ বাক্য, মন, ক্রোধ, জিহ্বা, উদর ও উপস্থের বেগ যে ধীর বা ব্যক্তি নিয়মিত করিতে পারেন তিনিই পৃথিবীকে শাসন করিতে সমর্থ। ধীর অর্থাৎ শান্ত। শান্ত সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে—

কৃষ্ণভক্ত নিষ্কাম অতএব শান্ত।
ভুক্তিমুক্তিসিদ্ধিকামী সকলি অশান্ত॥

বাস্তবিক একমাত্র কৃষ্ণভক্তই শান্ত, তদ্ব্যতীত অন্যান্য সকলে স্ব স্ব কামকর্তৃক চালিত হইয়া ও কামের বাধা প্রাপ্তিতে ক্রোধান্ধ হইয়া অশান্ত। এসম্বন্ধে পৌরা-ণিক গ্রন্থ হইতে আমরা জানিতে পারি—সত্যযুগে হিরণ্যকশিপু নামক প্রবল পরা-ক্রমশালী একজন দৈত্যপতি ছিলেন। তাঁহার কতিপয় তনয়ের মধ্যে প্রহ্লাদ নামক পুত্র সৎসঙ্গ লাভ করিয়া শৈশ-বেই হরিভজনে প্রবৃত্ত হন। রাজা কুমারের এতাদৃশ ব্যবহার দর্শনে তাঁহাকে বলিলেন বাবা—তুমি একি করিতেছ? আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ সকলেই ভোগের অর্চ্চন করিয়া আসিয়াছেন, সেই ভোগই আমাদের আরাধ্য। তুমি তাহারই উপাসনা কর বলিয়া ষণ্ডামর্ক গুরু মহাশয়ের পাঠশালায় তাঁহাকে প্রেরণ করি-লেন। যদিও প্রহ্লাদ পঞ্চম বর্ষীয় বালক তথাপি ভগবান তাহাকে কৃপা করিয়া দর্শন দিয়াছেন, তাই তিনি সর্ব্বত্র বাসুদেব মূর্ত্তি দর্শন করেন এমন কি 'ক' এর শব্দটী দেখিলে কৃষ্ণস্মৃতি হয়। তিনি যণ্ডামর্কের বশীভূত হওয়া দূরে থাকুক, বরং দ্বিগুণ উৎসাহে সেই পাঠশালাকে কৃষ্ণ সংকীর্ত্তনে মুখরিত করিয়া তুলিলেন। তাহাতে ষণ্ডা-মর্ক হিরণ্যকশিপুকে ঐ শিশুর শাসনে স্বীয় অক্ষমতা জানাইলেন। হিরণ্যকশিপু তখন প্রহ্লাদকে কপটস্নেহে ক্রোড়ে নিয়া পুত্র বাৎসল্যাদি প্রদর্শন করিয়া তাঁহাকে হরি-ভজন হইতে নিবৃত্ত হইতে অনুরোধ করি-লেন। প্রহ্লাদ ত' সামান্য বিষয়ে প্রলুব্ধ বালক নহেন, তিনি কিছুতেই ঐ কপট-স্নেহের বাধ্য হইলেন না কারণ তিনি সত্যকে জানিয়াছেন। আবার যখন পুত্রের অবাধ্যতা জানিতে পারিয়া ক্রোড় হইতে দূরে নিক্ষেপ করিলেন তখন প্রহ্লাদ ভীত হইয়া স্বীয় ভজন পরিত্যাগ না করিয়া, 'গুরুর্ন স স্যাৎ স্বজনো ন স স্যাৎ' এই ভাগবতশ্লোকের অনুগমনে পিতাকে সর্ব্বতোভাবে উপেক্ষা করিলেন। তাহাতে হিরণ্যকশিপু ক্রোধে অধীর হইয়া প্রহ্লাদকে হস্তিপদতলে দলিত, অগ্নিতে দগ্ধ, সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত, উচ্চ পর্ব্বতাদি হইতে পাতিত করিয়া নানাপ্রকার ধ্বংসের কৌশল উদ্ভাবন করিতে লাগিলেন। পরে কিছুতেই যখন প্রহ্লাদকে ধ্বংস করিতে সমর্থ হইলেন না, তখন লজ্জায় ক্ষোভে বাতিরেকভাবে উপাস্য বস্তুকে দেখিবার জন্য প্রহ্লাদকে বলিলেন, তোমার হরি কোথায় আমাকে দেখাও। প্রহ্লাদ অনলে অনিলে সর্ব্বত্রই হরির অবস্থান জানাইলে দৈত্য সম্মুখস্থ স্তম্ভ নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন, ইহাতে কি তোমার হরি আছে? তিনি তাহাতে সম্মতি প্রদান করিলে, 'নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ' বেদবাক্যকে উপেক্ষা করিয়া পুরুষকার চালাইবার ভাব লইয়া স্বচেষ্টা-ধীনে বস্তু দেখিতে গিয়া অত্যন্ত অনাদরের সহিত স্তম্ভ বিদীর্ণ করিলেন। তখন তাহা হইতে করালবদন কালস্বরূপ ভগবান নৃসিংহমূর্ত্তি প্রাদুর্ভূত হইয়া দেখিতে দেখিতে হিরণ্যকশিপুর বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া ফেলিলেন ও স্বভক্ত প্রহ্লাদকে অভয় প্রদান করিলেন। ইহাই ক্রোধের শেষ পরিণতি।

ভোগী ও ত্যাগী উভয় সম্প্রদায়ের কাম বাধাপ্রাপ্ত হইলে ক্রোধ উদ্ভাস্ত হয়। ভক্তে তাদৃশ ক্রোধের সম্ভাবনা নাই, কারণ তিনি সর্ব্বপ্রকার হৃদ্গত কাম কৃষ্ণসেবায় নিয়োজিত করিয়া নিত্যকালের জন্য কর্ম্মবন্ধন হইতে নির্মুক্ত হইয়াছেন ও স্বীয় স্বরূপের নিত্যবৃত্তিতে আশ্রিত আছেন। খুব দৃঢ় বিশ্বাসরূপ ভিত্তির উপর এই বৃত্ত প্রতিষ্ঠিত। মৎসরতা-বশে ভোগী ও ত্যাগী উভয় সম্প্রদায় ভক্তের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করেন। তাই ভক্ত, ভক্তদ্বেষীকে নানা-প্রকার তাড়নাদিদ্বারা স্বীয় স্বরূপ উপলব্ধি করাইবার জন্য চেষ্টা করেন, তৎফলে অনেক সুকৃতি-সম্পন্ন জীব সুদর্শন চক্রের আঘাতে বৈষ্ণব হৃদয়ের নির্দ্বন্দ্বতা উপলব্ধি করেন ও তাঁহাদের প্রেমমুদ্রা চেষ্টাকে বাঞ্ছা

বিষয়চেষ্টার সহিত ভেদ দর্শন করিয়া অপরাধী হন। অনভিজ্ঞ লোকে দ্বৈতজ্ঞানে কখন আচার্য্য প্রভুকে ও কখন শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে যে অবহেলা করেন তাহাতে ভক্তিচ্যুত হন। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় গাহিয়াছেন, 'ক্রোধ ভক্তদ্বেষিজনে', তাই ভক্তের বিদ্বেষীর প্রতি ক্রোধ। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু শ্রীমন্মহাপ্রভুর দ্বারা অনুরুদ্ধ হইয়া শ্রীনামপ্রচারের জন্য যখন জীবের দ্বারে দ্বারে বেড়ান, সেই সময় জগাই মাধাই নামক মদ্যপায়ী দস্যুদ্বয় তাঁহাকে ভোগের প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করিয়া অবৈধভাবে আক্রমণ করেন। তাহা শুনিয়া শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভু অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হইয়া তাহাদিগকে দণ্ড দিবার জন্য গমন করেন। পরিশেষে এই দণ্ড করিয়াছিলেন যে, সেই দয়াল নিত্যানন্দ অসীম প্রেমার্দ্র হৃদয়ে তাহাদিগকে ক্ষমা করিয়া বলিলেন, —একবার হরি বল ভাইরে; সেই করুণ স্বর পাপিদ্বয়ের হৃদয় স্পর্শ করায় তাঁহাদের ও ভোগের পঙ্কিল কুহক হইতে উদ্ধার হইয়াছিল। বৈষ্ণব জানেন, যে কোন প্রকারেই হউক, জীবকে একবার কৃষ্ণোন্মুখ করিয়া দিতে পারিলে সকল শ্রম সফল হইবে। তাই তাঁহারা সকল আঘাত সহ্য করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া শ্রীনাম প্রচারে ব্যস্ত থাকেন। তাঁহারা আপাতমধুর ভোগকে অনুমোদন না করিলেও জীবের পরম বন্ধু। অনেক দুর্ভাগা ব্যক্তি অপ্রাকৃত প্রণালীতে বৈষ্ণবের দয়া উদ্দেশ্য বুঝিতে না পারিয়া নিজ ইন্দ্রিয়তর্পণের ব্যাঘাতে তাঁহাদের প্রতি আক্রোশ পোষণ করিয়া জন্ম জন্মান্তরের জন্য ভক্তিমার্গ হইতে বিদায় লাভ করেন। অনেকে সাধুগুরুচরণে নিষ্কপট আশ্রয় না আসা হেতু নানাপ্রকার কামনার দ্বারা বিক্ষিপ্ত হন। কখন বা তাঁহাকে কাম পরিপূরণের যন্ত্রবিশেষ মনে করেন, আবার কখন বা কামের অতৃপ্তিতে ক্রোধাগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া আত্মবিনাশের নিমিত্ত ভক্ত ও ভগবানকে মারিবার চেষ্টা করেন। সেই মূর্খ লোকগুলি জানে না যে তাহাদের সেই চেষ্টা কতটুকু ফল উৎপন্ন করিতে পারে।

বৈষ্ণব এরূপ কোন সদোষ পরিমিত কুণ্ঠময় স্থানে বাস করেন না যে তাহাদের অস্ত্রশস্ত্র, ষড়যন্ত্র তথায় পতিত হইতে পারে। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতপাঠে আমরা জানিতে পারি, কালাকৃষ্ণদাসকে ভট্টথারী-ঘর হইতে শ্রীমন্মহাপ্রভু উদ্ধার করিলে ভট্টথারীগণ মহাপ্রভুর প্রতি যে সমস্ত অস্ত্র নিক্ষেপ করিয়াছিলেন তাহা তাহাদের নিজ অঙ্গেই পতিত হইয়াছিল। বৈষ্ণব নিত্যকালই বৈকুণ্ঠবাসী—তথায় কোন প্রকার শোক ও ভয় নাই, অমৃতই তথাকার আস্বাদনীয় বস্তু। আর যিনি সেই অমৃত আস্বাদন করিয়াছেন, তিনি অমর ও অমর বিষয়ভোগে প্রমত্ত থাকিয়া যাঁহারা ভক্তগণের বৈষ্ণব চিনেন না তাঁহাদের ভোগোপাদান শত্রু ষড়যন্ত্রাদি দ্বৈতজ্ঞানেই রহিয়া গেল। দুষ্পারা মায়ার ক্রীড়াপুত্তলী হইয়া কংস-জরাসন্ধগণ যে চেষ্টা করেন তাহা দেখিয়া শুদ্ধভক্তের হাস্যরস উদ্দীপ্ত হয়। কারণ, বেদ বলিয়াছেন—যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ। বদ্ধ জীবের সম্বল যে মন তাহার ও তথায় গতি নাই। বদ্ধাভিমানের এ বাতুল চেষ্টা পরমার্থের কি কাজে লাগিবে? জীব কখনও ভোগে প্রমত্ত থাকিয়া তত্ত্ববাদস্বরূপে ভক্তকে আক্রমণ করেন, আবার কখনও বা মনুষ্যত্যাগে বিমোহিত হইয়া ভগবানকে আক্রমণ করেন, ফলে তাহাদের আত্মবিনাশই সাধিত হয়। যিনি জীবগণকে, কামরূপ শরবিদ্ধ হইয়া ছট্ফট্ করিতে দেখিয়া উহা হইতে উদ্ধার করিয়া আপাতক্ষণিক কষ্ট দিতে শঙ্কিত হন না, নানাপ্রকার বিরুদ্ধবাদীর প্রতিদ্বন্দ্বী হইলে তাহাদের ক্রোধ উৎপত্তি হইবে জানিয়া শ্রীনাম সত্য প্রচারে কুণ্ঠিত হন না, তাঁহার ভগবানে আত্মনিবেদন ও জীবে দয়া আদর্শ স্থানীয়। তিনিই সদ্গুরু। বদ্ধজীবের জড়ভোগকামনার ব্যাঘাত হইলে যে ক্রোধের উদয় হয় তাহা আদরণীয় নহে, কিন্তু গুরুবিদ্বেষীর দণ্ডবিধানার্থ যে ক্রোধ, তাহা অভীষ্ট। যিনি সত্য ধ্বংস করিতে উদ্যতজনে অবাধে মৌনভাবে অনুমতি প্রদান করেন তাঁহার ভক্তিপথ রুদ্ধ জানিতে হইবে।

কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠে

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রকটোৎসবোপলক্ষে

ব্রহ্মচারী যাদবানন্দ প্রভুর বক্তৃতার চুম্বক

(প্রাপ্ত)

১৮শে ভাদ্র, ১৩৩৬, সোমবার ব্রহ্মচারী প্রভু তাঁহার বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন, ভগবদ্বিষয়ে শ্রদ্ধাবান শাস্ত্র সিদ্ধান্তে বিশ্বাসপরায়ণ ব্যক্তিগণ জানেন যে পরম কারুণিক শ্রীভগবান্ সাধুদিগের পরিত্রাণের জন্য এবং দুষ্কৃতগণের দমনের জন্য প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হন।

সেই নিত্য সেবা বিগ্রহ শ্রীভগবান তাঁহার অচিন্ত্য ও অবিতর্ক্য শক্তিবলে কখন কখন সপারিকরে জগতে অবতীর্ণ হইয়া পাষণ্ডদলন পূর্ব্বক ধর্ম্ম সংস্থাপন করেন। আবার কখন কখন তাঁহার প্রিয়তম পারিষদবর্গকে প্রপঞ্চে প্রেরণ করিয়া স্বয়ং ভক্তহৃদয়ে অবস্থান পূর্ব্বক নানাবিধ প্রেরণা বলে স্বীয় লীলা-বৈচিত্র্য প্রকটিত করেন।

এই মহাপুরুষ—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর সেই শ্রীভগবানের প্রেরিত তদীয় নিজ জন। তিনি এ মায়িক জগতের বদ্ধজীব নহেন। তাঁহার পরিচয় তাঁহার লীলা—প্রাকৃত ব্যাপার নহে। সুতরাং প্রাকৃত বিদ্যা-বুদ্ধি-জ্ঞান সাহায্যে আমরা তাঁহার প্রকৃত পরিচয় উপলব্ধি করিতে পারিব না। তাঁহার পরিচয় লাভ তাঁহারই কৃপা সাপেক্ষ। সুতরাং আজ আমাদিগকে জড়ীয় জ্ঞান-বুদ্ধি পরিহার পূর্ব্বক তাঁহারই শরণাগত হইতে হইবে। তবেই আমরা তাঁহার বিষয় উপলব্ধি করিতে পারিব।

কিঞ্চিদূন সার্দ্ধ চারি শতাব্দী পূর্ব্বে শ্রীভগবান ভক্তরূপে জীবের নিত্যধর্ম্ম বা শুদ্ধভক্তিধর্ম্ম জগতে প্রচার করিয়াছিলেন। শ্রীধাম নবদ্বীপ হইতে সুদূর নীলাচল-সুন্দরাচল তথা সমগ্র আর্য্যভূমি প্রেমভক্তি-বন্যায় প্লাবিত হইয়া উঠিয়াছিল কিন্তু কাল প্রভাবে গৌড় গগনে অজ্ঞানমেঘের সঞ্চার হইয়া সত্য সূর্য্যের দর্শন-সৌভাগ্য হইতে জীবকে বঞ্চিত করিল। ব্যভিচারে দেশ ভরিয়া উঠিল। ধর্ম্মের নামে ব্যবসাদারী চলিতে লাগিল। কনক-কামিনী প্রতিষ্ঠাশা শুদ্ধ ভক্তিধর্ম্মকে সমাচ্ছাদিত করিয়া বিদ্ধভক্তিধর্ম্ম সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করিয়া তুলিল। শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত নিত্য ধর্ম্ম— অনিত্য দেহ ও মনোধর্ম্মে পর্য্যবসিত হইল। ধর্ম্মজগতের এই দারুণ সঙ্কট সময়ে প্রায় পঞ্চবর্ষাধিক ত্রিশতবর্ষান্তে শ্রীগৌর নিজজন গৌড়ীয়-বিনোদ ঠাকুর ভক্তিবিনোদ প্রপঞ্চে লীলা প্রকাশ করিলেন। নিবিড় অন্ধকারের ঘনঘটা ধীরে ধীরে অপসারিত হইতে লাগিল। স্বেচ্ছাচারী স্বার্থান্বেষী সমগ্র বিদ্ধভক্ত সম্প্রদায় সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িল। শ্রীল ঠাকুরের অমর বীণার অমিয় ঝঙ্কারে শুদ্ধভক্তগণ পুলকিত হইলেন। গৌড় গগন-পবন আবার ভক্তি প্রেম সুরভি সৌরভে ভরিয়া উঠিল। তাঁহার লীলা প্রকটের প্রথম-করুণ-ঝঙ্কার ব্যভিচারী বিদ্ধভক্তহৃদয়কে উদ্বেলিত করিয়া মন্দ্রস্বরে বাজিতে লাগিল :—

অসৎসঙ্গ ত্যাগ এই বৈষ্ণব-আচার।
স্ত্রীসঙ্গী এক অসাধু কৃষ্ণ ভক্ত আর

ধর্ম্ম অর্থ কাম নামক পুণ্যময় ত্রিবর্গ স্ত্রীসঙ্গ রূপ অবৈষ্ণবাচারে আবদ্ধ আর মোক্ষকামনা ও হরি বিমুখতা নিবন্ধন অনুপাদেয় অতএব অবৈষ্ণবতা। মুমুক্ষু মায়াবাদ বা বুভুক্ষু মায়াবিলাসী উভয়েই অবৈষ্ণব সুতরাং নিত্যধর্ম্ম বা শুদ্ধভক্তিধর্ম্মের আশ্রয়গ্রহণে সম্পূর্ণ অনধিকারী। লৌকিকবর্ণাশ্রমস্থিত ভুক্তিকামী জীবগণ যজ্ঞাদি ধর্ম্মসংস্থাপনাবিধিতে, সকাম ধর্ম্ম সাধন দ্বারা পারলৌকিক সুখভোগের চেষ্টা করে—শুদ্ধভক্তিতত্ত্ব তাঁহাদের হৃদয়ে স্থান লাভ করে না তাই পরম করুণাকর ঠাকুর মহাশয় তাহাদের উদ্দেশ্যে গাহিলেন

ওরে মন কর্ম্মের কুহরে গেল কাল।
স্বর্গাদি সুখের আশে পড়িলাম কর্ম্মফাঁসে
উর্ণনাভি সম কর্ম্ম জাল॥
উপবাস ব্রত ধরি নানা কায় ক্লেশ করি
ভস্মে ঘৃত ঢালিয়া অপার।
মরিলাম নিজ দোষে জরা মরণের ফাঁসে
হইবারে নারিনু উদ্ধার।
বর্ণাশ্রম ধর্ম্মে মজি নানা দেব দেবী ভজি
মদগর্ব্বে কাটানু জীবন।
স্থির না হইল মন নানাবিধ শাস্ত্রগণ
না ভজিনু শ্রীকৃষ্ণ চরণ॥

অতঃপর মুক্তিকামী সম্প্রদায় যাঁহারা ত্যাগমার্গ অবলম্বন পূর্ব্বক শঙ্করীয় অভেদ ব্রহ্মবাদ পরিকল্পনায় ঈশ্বর সাযুজ্যরূপ কৈবল্যবাদকে ধর্ম্মজীবনের চরমগতি কল্পনা করিয়া নিত্যানন্দময় প্রকৃত পরমতত্ত্বের আনুগত্য লাভে বঞ্চিত হন তাঁহাদের লক্ষ্য করিয়া বলিলেন :—

ওরে মন কি বিপদ হইল আমার।
মায়ার দৌরাত্ম্য জরে
বিকার জীবেরে ধরে
তাহা হৈতে পাইতে নিস্তার॥
সাধিনু অদ্বৈত মত
যাহে মায়া হয় হত
বিষ যেন বিকার কাটিল।
কিন্তু এ দুর্ভাগা মোর
বিকার কাটিল ঘোর
বিষের জ্বালায় প্রাণ গেল।
আমি ব্রহ্ম একমাত্র
এ জ্বালায় দহে গাত্র
ইহার উপায় কিবা ভাই।
বিকার যে ছিল ভাল
ঔষধ জঞ্জাল হ'ল
ঔষধ-ঔষধ কোথা পাই॥
মায়াবাদ কুবিকার
মায়াবাদ বিষভার
এ দুই আপদ নিবারণ।
হরিনামামৃত পান
সাধু বৈদ্য বিধান
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শ্রীচরণ॥

এইরূপে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর সর্ব্বদিন ব্যভিচারের মুখে কুঠারাঘাত করিয়া ভুক্তি মুক্তিকামিগণের যুক্তির অসারতা প্রতিপন্ন করিয়া জগতের শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর আচরিত প্রচারিত শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তের পুনঃ স্থাপনা করেন। তাঁহার অমর বীণার অমিয় ঝঙ্কার ভক্তহৃদয়ে নিরন্তর ঝঙ্কৃত হইতেছে তাই আজ ভক্তবৃন্দ ভক্তি গদ্গদ অন্তরে তাঁহার চরণে প্রণত হইতেছেন।

নবোদ্ভাবি বিনোদায় সচ্চিদানন্দ নামিনে।
গৌরশক্তিস্বরূপায় রূপানুগবরায় তে॥

পর-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

সম্প্রতি পর-বিদ্যাপীঠে নিম্নলিখিত শিক্ষণীয় বিষয়নিচয়ের অধ্যাপকের আসন-সমূহ সংস্থাপিত হইয়াছে—বিদ্যার্থিগণ আবেদন করুন।

১। সাহিত্যাসন, ২। ঐতিহ্যাসন,
৩। সম্প্রদায়বৈভবাসন, ৪। ভক্তিশাস্ত্রাসন,
৫। তন্ত্রশাস্ত্রাসন, ৬। বেদান্তাসন,
৭। একায়নাসন।

শ্রীসুন্দরানন্দ রায় বি, এ, কাব্যতীর্থ, বিদ্যাসাগর,
সম্পাদক পরবিদ্যাপীঠ, শ্রীধাম মায়াপুর।

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

শ্রীগৌড়ীয়ভাষ্য-ব্যাখ্যা সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৪০৲ চল্লিশ টাকা।

২৭২৪ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে,
সপ্তচত্বারিংশ খণ্ডে সূচী ছাপা হইতেছে।

৪৬শ খণ্ড গ্রাহক নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে ১৩।৵০ সাধারণ পক্ষে ২০৸৵০। প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৵০, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ।৴০।

দশম স্কন্ধ ছাপা হইতেছে। দশম স্কন্ধের ভিক্ষা ১২৲, অগ্রিম সাহায্যদাতার পক্ষে ৮৲।

৫০ অধ্যায়পর্য্যন্ত দশম স্কন্ধ ছাপা হইয়াছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

"শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত"

সম্পূর্ণ ছাপা শেষ হইল

আদি, মধ্য, ও অন্ত্যলীলা এবং সূচী ছাপা হইয়া সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছেন। যাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ১০৲ টাকা ভিক্ষার তৃতীয় সংস্করণ ৪৲ টাকায় না পাইয়া অপূর্ব্ব সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের জন্যই উহার ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছেন। সেই ১০৲ টাকার এই বিরাট গ্রন্থ গৌড়ীয়মঠের উৎসব অর্থাৎ আগামী ২রা আশ্বিন পর্য্যন্ত ৫৲ টাকা ভিক্ষায় দেওয়া হইবে। গ্রাহকগণ সত্বর হউন পরে আর এ সুযোগ দেওয়া হইবে না।

শ্রীচৈতন্য লীলার ব্যাস অভিধেয়

শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র গ্রন্থ ৮৲ স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲

নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪৷৷০ টাকা

শ্রীচৈতন্য মঠের যাবতীয় গ্রন্থ

কার্য্যাধ্যক্ষ, গ্রন্থ-বিভাগ, শ্রীচৈতন্য মঠ
পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

—অথবা—

শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা
ঠিকানায় পাওয়া যাইবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—ডাকে লইলে শ্রীচৈতন্য মঠের ঠিকানায় লিখিবেন।

বৃত্তিসহ সমগ্র

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

ভিক্ষা ২৲ টাকা। শিক্ষার্থি-ছাত্রের পক্ষে ১৷৷০ দেড়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীপরবিদ্যাপীঠ, শ্রীগৌড়পুর

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

দ্বীপ-দিগ্‌দর্শন

গঙ্গার পূর্ব্বপারস্থ অন্তর্দ্বীপ, সীমন্তদ্বীপ, মধ্যদ্বীপ ও গোদ্রুমদ্বীপ, এবং পশ্চিমপারস্থ কোলদ্বীপ, ঋতুদ্বীপ, জহ্নুদ্বীপ, মোদদ্রুমদ্বীপ ও রুদ্রদ্বীপ—এই নয়টি দ্বীপের অন্তর্গত স্থানসমূহ নবদ্বীপ-মণ্ডল নামে খ্যাত। 'দ্বীপ-দিগ্‌দর্শন' নামক গ্রন্থে ইহাদের বিবরণ অতি প্রাঞ্জল ভাষায় লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এই অমূল্য রত্নের ভিক্ষা মাত্র ৵০। ৵১০ ডাক টিকেট পাঠাইলে বুক পোষ্টে পাঠান হয়।

প্রাপ্তিস্থান—নদীয়া প্রকাশ কার্য্যালয়
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

এবং

গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস,
১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিম্নলিখিত মঠসমূহে প্রাপ্তব্য:—

১। শ্রীচৈতন্য মঠ,—পোঃ, শ্রীধামমায়াপুর, (নদীয়া)।
২। শ্রীগদাধরদাসের মঠ,—চাঁপাহাটি, সমুদ্রগড় পোঃ, (বর্দ্ধমান)।
৩। শ্রীভাগবত আসন,—ভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৪। শ্রীগৌড়ীয় মঠ,—১নং উল্টাডাঙ্গা জংসন রোড, কলিকাতা।
৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ,—চটকপর্ব্বত, পুরী,
৬। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ,—উড়িয়া বাজার, কটক।
শ্রীভাগবত মঠ,—চিকাশিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।
শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ,—৮নং অগস্ত্যকুণ্ড, কাশী, ইউ, পি।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,—ছীপগালি, বৃন্দাবন, মথুরা, ইউ, পি।
শ্রীপরমহংস মঠ—নৈমিষারণ্য পোঃ, সীতাপুর, ইউ পি।
শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ,—কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল, পাঞ্জাব।
শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠ,—৯নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।
শ্রীগদাইগৌরাঙ্গ মঠ,—বালিয়াটি, ঢাকা।
শ্রীপ্রপন্নাশ্রম,—আমলাযোড়া, রাজবাঁধ পোঃ, বর্দ্ধমান।
১৫ শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ,—ডুমরকোন্দা, চিরকুণ্ডা পোঃ, মানভূম।
১৬ শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয় মঠ,—আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী, উড়িষ্যা।

এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণের নিকটও নদীয়া-প্রকাশ প্রাপ্তব্য।

। শ্রীযুক্ত জনার্দ্দন ঘোষ—বসু বাগ ক্রস রোড, খুলনা
। শ্রীযুক্ত রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিরত্ন—দেওয়ানগঞ্জ, হলদিবাড়ী কুচবিহার।
। শ্রীযুক্ত রামরঞ্জন রায় ৭৮নং শ্রীগোপাল মল্লিক লেন, কলিকাতা।
। শ্রীযুক্ত অমূল্যকুমার সরকার এস, ডি, ও, ফৈজাবাদ।
। মিঃ এন্ ডি, মুখার্জ্জি—এম, এম, ওয়ার্কস দি মল, কানপুর।
। শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী জ্যোতির্ভূষণ—স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া
শ্রীরাসবিহারী দাস অধিকারী, নবদ্বীপ।
। শ্রীবিরাজমোহন দে—মনমোহন প্রেস, নবাবপুর, ঢাকা।
। শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ গড়গড়ি বেড়াচাঁপা, ২৪ পরগণা।

শ্রীচৈতন্যমঠের গ্রন্থাবলী

শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুর বিরচিত
ভক্তি-গ্রন্থাবলী।
উৎকৃষ্ট কাপড়ে বিলাতী ধরণে বাঁধাই
স্বর্ণালঙ্কৃত। চতুর্থ সংস্করণ। বিস্তৃতবিষয় সূচীসহ

জৈবধর্ম্ম

বাঁধাই ২৲ দুই টাকা

প্রকাশিত হইয়াছে

সনাতন ধর্ম্মশাস্ত্র বেদ, বেদান্ত, উপনিষৎ গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত, দর্শন, পুরাণ, তন্ত্রাদি সকল গ্রন্থ পাঠ করিবার অবসর অতি অল্প মানবের ঘটিয়া থাকে। অনেকের যোগ্যতা না থাকায় সেই সমস্ত গ্রন্থের মর্ম্ম অবগত হইতে পারেন না। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বাঙ্গালীর এই অসুবিধা দূরীভূত করিবার জন্য এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

বিদ্যালয়ের ছাত্র বা শিক্ষকগণের বিশেষ পাঠ্য, এই হেতু শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টার বাহাদুর ইহা সমস্ত বিদ্যালয়ের জন্য অনুমোদন করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

প্রথম খণ্ড ভিক্ষা—১৲ একটাকা

যুক্তিপূর্ণ শাস্ত্রবাক্য দ্বারা প্রত্যেক মানবের নিত্য কর্ত্তব্য ও অনিত্য সাময়িক কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। গ্রন্থের প্রতি উক্তি সনাতন শাস্ত্রবাক্য দ্বারা সমর্থিত ও প্রমাণিত হইয়াছে। দেহের, মনের ও আত্মার ধর্ম্ম কি? সদাচার, সমাজ, নীতি, ধর্ম্ম কি? ইত্যাদি বিষয় ক্রমানুসারে এমন সুন্দরভাবে যুক্তিসহকারে আলোচিত হইয়াছে যে, প্রথম পংক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত পাঠ না করিয়া নিবৃত্ত হওয়া যায় না।

শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ভিক্ষা ৷৵০

ঐ প্রমাণ খণ্ড ভিক্ষা ৷৵০

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিহার ও লীলাভূমি নয়টী দ্বীপ-সমন্বিত। এই নয় দ্বীপের প্রাচীন বিবরণ—প্রত্যেক দ্বীপে শ্রীমহাপ্রভুর লীলা—প্রত্যেক দ্বীপের পরিচয়, শ্রীধাম-মাহাত্ম্য—মায়াবাদ কি? ইত্যাদি বিষয় বিশেষভাবে মনোহর ছন্দে বর্ণিত। পকেট সাইজ প্রায় ১৬০ পৃষ্ঠা।

শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ

উজ্জ্বল রোম্যান কালীতে উত্তম কাগজে ছাপা—শ্রীল শ্রীধাম দর্শনে ভাবুক দর্শনকারীর কি প্রকার ভাবের উচ্ছ্বাস হয়, তাহা এই গ্রন্থে বর্ণিত। অতি চমৎকার। ভিক্ষা চারি আনা।

ঠ

৷৵০
দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভুকে উপদেশচ্ছলে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিচার অতি সুন্দরভাবে ব্যক্ত হইয়াছে। ইহা ছাড়া শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদিষ্ট শিক্ষা ও উপদেশ বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-জগতে অভিনব গ্রন্থ !!
শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতি-গ্রন্থাবলী :—

শরণাগতি

পকেট সাইজ
অষ্টম সংস্করণ
ভিক্ষা ৵০ আনা

দেহ ও মনের চেষ্টা অনিত্যবস্তু লইয়া—ইহা যখন জীব বুঝিতে পারে, তখন একমাত্র নিত্যবস্তু শ্রীভগবানের প্রতি তাঁহার কোন জাতীয় আবেগময়ী প্রার্থনা হয় এবং শ্রীভগবানে সর্ব্বান্তঃকরণে নিষ্কপটে কি প্রকারে শরণাপন্ন হইতে হয়, ইত্যাদি বিষয়ক প্রাণস্পর্শী প্রার্থনা ও আত্মসমর্পণমূলক গান। চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে।

ভিক্ষা প্রতি খণ্ড ৵০ এক আনা।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা— ৵০, নবদ্বীপশতক— ৵০

অর্থপঞ্চক —৵০

কল্যাণকল্পতরু

পকেট সাইজ
পঞ্চম সংস্করণ
ভিক্ষা ৵১০

আমরা প্রত্যহ নূতন নূতন অভাব ও কামনার বশবর্ত্তী হইয়া পুনঃপুনঃ যে অকল্যাণকে কল্যাণ বলিয়া গ্রহণ করি এবং তাহার নিকট কল্যাণ কামনা করি, তিনি যে নিত্য বা যথার্থ কল্যাণ প্রদানে অক্ষম, এবং কোন বস্তু আমাদের নিত্য কল্যাণপ্রদ এবং কি ভাবে আমরা সেই কল্যাণলাভে সমর্থ হইব, এই সকল কথা সরল গানে লিখিত। এই গীতিগ্রন্থ বাস্তবিক কল্যাণের কল্পতরু, যাহা প্রত্যেককে নিত্যকল্যাণ প্রদান করে।

শ্রীল চক্রবর্ত্তি ঠাকুরের টীকা সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠাকুর কৃত টীকা ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কৃত বঙ্গানুবাদ। টীকাকারের জীবনী, শ্লোক-সূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি ১৩ প্রয়োজনীয় বিষয় সহ প্রায় ৪২৫ পৃষ্ঠা। উৎকৃষ্ট সিল্কে বাঁধাই ২৲ দুই টাকা। কাগজে বাঁধা ১৷৷০

শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ কৃত ভাষ্য সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

কাগজ ও ছাপা উৎকৃষ্ট। সিল্কে বাঁধাই, সোণার জলে নাম লেখা রাজসংস্করণ ১ টাকা, সাধারণ সংস্করণ ১৷৷০, গৌড়ীয়ের গ্রাহকপক্ষে ১৷০

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি (সাম্প্রদায়িক কোষগ্রন্থ)

বিষয়ঃ—১। ভক্তিশাস্ত্রে ব্যবহৃত শব্দাবলীর অর্থ, ২। চারি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের চরিত্র, ৩। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের শ্রীমন্দির ও শ্রীবিগ্রহের বিবরণ, ৪। বৈষ্ণবশাস্ত্র ও গ্রন্থসমূহের তাৎপর্য্য ও বিবরণ, ৫। বিষয় বিশেষের লৌকিক ও শাস্ত্রীয় অকরমূলে যাবতীয় তথ্য। চারিখণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ১ম খণ্ড ৷৷৵০, ২য় খণ্ড ৷৷৵০, ৩য় খণ্ড ৷৷০, ৪র্থ খণ্ড ৷৷৵০, চারিখণ্ড একত্রে ৩৲। ৫ম খণ্ড যন্ত্রস্থ।

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ—১ম খণ্ড ১৲ এক টাকা

২য় খণ্ড ১৲ এক টাকা—শ্রীমদ্ভাগবতের গ্রাহক ও গৌড়ীয় গ্রাহকগণ ১৷০ টাকায় দুইখণ্ড পাইবেন। বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমজ্জীব গোস্বামীপাদের রচিত গ্রন্থ। ইহাই ষট্সন্দর্ভের অধিক প্রয়োজনীয় অংশ। প্রতি খণ্ড ডবলক্রাউন ৮ পেজীয় ৬৪ পৃষ্ঠা আকারে মুদ্রিত হইতেছে।

শ্রীমদ্ভাগবতাচার্য্য সঙ্কলিত

সদাচারস্মৃতিঃ

ভিক্ষা ৵০ মাত্র

রেজেষ্টার্ড

মদন মঞ্জরী

বটিকা সেবনে ... ইন্দ্রিয়শক্তির হ্রাস, প্রস্রাবে শুক্রপাত, মেহ, স্বপ্নদোষ, বুক ধড়্‌ফড়ানি, ... লক্ষণ সত্বর ... ১ এক টাকা।

"নপুংসকারি ঘৃত"

... টাকা।

"স্বপ্নদোষবিনাশিনী বটিকা"

... মূল্য ১২ বটী ১ এক টাকা।

নারায়ণজী, কেশবজী
... কলিকাতা।

কুমার-ভোগ— ...

নারোল (Narrol) — ...

পর-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

এখানে আহার এবং বাসস্থান দিয়া ছাত্রদিগকে বিভিন্ন শিক্ষণীয় বিষয় শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। অনেক ছাত্র ইতোমধ্যেই আসিয়া পাঠ আরম্ভ করিয়াছেন। বর্ত্তমান বর্ষে সকল ছাত্রই গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

প্রধান অধ্যাপক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত চন্দ্রচন্দ্র কাব্য-ব্যাকরণ-সাংখ্য-বেদান্ত-সুদর্শন-তীর্থ, ন্যায়ভূষণ, বেদান্তরত্ন, সাহিত্যশাস্ত্রী, সুদর্শনবাচস্পতি।

অধ্যাপক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গৌরদাস ব্রহ্মচারী ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীধাম মায়াপুর পরাবিদ্যাপীঠ, (নদীয়া)

বেদনাঞ্জন

শ্রেষ্ঠরত্ন

কলিকাতা কংগ্রেস এক্জিবিসন হইতে বহু প্রশংসা প্রাপ্ত ও বহু গণ্যমান্য চিকিৎসকদিগ কর্ত্তৃক প্রশংসিত।

✱ ✱ ✱

আজকাল আহার-বিহার মিশ্রিত অনিয়ম আহার সেবনে শরীরের রক্ত দূষিত হইয়া পড়িতেছে। নানা রোগ দেখা দিতেছে, সঙ্গে সঙ্গে মানব নানা বেদনা, মাথাধরা, মাথা-ঘোরা, দৃষ্টিশক্তির হ্রাস, দাঁতের গোড়া ফুলা, দাঁত কনকনানি, দাঁতে পোকা এবং নানা চর্ম্মরোগে আক্রান্ত হইতেছে। যদি আপনি একান্তই ব্যাধিমুক্ত হইতে চান, তাহা হইলে অযথা অর্থব্যয় না করিয়া অল্প ব্যয়ে এক শিশি বেদনাঞ্জন ক্রয় করিয়া ইহার কার্য্যকারিতা পরীক্ষা করুন। ... মূল্য ... এক শিশি ৮০ আনা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—এ, সি, চাটার্জ্জী এণ্ড ব্রাদার্স।

... কলিকাতা।

সকল ঔষধালয়ে ও ... পাওয়া যায়।

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

যদিও অদ্যাপি প্রকৃত মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য, তথাপি যাহারা নানাবিধ অনিয়মিত উপায়ে আপনার শক্তি নষ্ট করিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া পড়িয়াছেন এবং নানা প্রকার মেহ, প্রমেহ ধাতুদৌর্ব্বল্য, স্নায়বিক দুর্ব্বলতা, বহুমূত্র, দুঃস্বপ্ন, পাকস্থলীর পীড়া, এবং স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে যাহারা বাধক, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, প্রদর, শ্বেত ও রক্তপ্রদর, ইত্যাদি রোগে ভুগিয়া জীবনে নিরাশ হইয়াছেন, তাঁহারা ... ডাক্তার পেটাল সাহেবের আবিষ্কৃত ইলেক্ট্রিক সলিউসন ব্যবহার করিয়া দেখিবেন, ... প্রমাণ প্রাপ্ত হইবেন। যাঁহারা অন্যান্য বহুবিধ ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরোগ্য হইতে পারেন নাই, তাঁহারা একবার এই ঔষধটী ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক মাসের ব্যবহারোপযোগী এক শিশি ঔষধ ডাকমাশুল সহ ২॥০ টাকা মাত্র।

সোল এজেণ্ট—ডাঃ ডি, ডি, হাজরা।

ফতেপুর, গার্ডেনরিচপোষ্ট, কলিকাতা।

ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

অধ্যক্ষ

শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম. এ. এফ. সি. এস. (লণ্ডন)

ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক

(প্রফেসার)

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ বিশুদ্ধ ও শাস্ত্রমতে নিজ তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হয়। পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ক্যাটালগ পাঠান হয়। রোগের বিবরণ জানাইলে যত্নপূর্ব্বক ব্যবস্থা দেওয়া হয়। চিঠি পত্রাদি সম্পূর্ণরূপে গোপন রাখা হয়।

মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দুর)

(বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৪৲ টাকা

উৎকৃষ্ট স্বর্ণ, পারদ ও আমলাসার গন্ধক দ্বারা যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। নিত্য প্রয়োজনীয় সর্ব্বরোগনাশক মহৌষধ।

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৩৲ টাকা

উৎকৃষ্ট কাশীর আমলকী, বংশলোচন প্রভৃতি যাবতীয় উপাদানে পূর্ণ মাত্রায় যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। কাশ, কাসি, সর্দ্দি, যক্ষ্মা, ক্ষয়রোগ, হৃদরোগ প্রভৃতি রোগের মহৌষধ। সর্ব্বপ্রকার দুর্ব্বলতা নাশক অত্যাশ্চর্য্য পুষ্টিকর মহৌষধ বা খাদ্য বিশেষ।

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬৲ টাকা

ইহা সেবনে ধাতুদৌর্ব্বল্য, শুক্রতারল্য, স্বপ্নদোষ, প্রমেহ ও ধ্বজভঙ্গ সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায়। ইহা অপরিসীম আনন্দদায়ক রসায়ন।

অবলাবান্ধব যোগ

প্রদর, বাধক প্রভৃতি জরায়ুদোষ ও যোনিগত দুরারোগ্য রোগের মহৌষধ

মূল্য—১৬ মাত্রা ২৲ টাকা। ৫০ মাত্রা ৫৲ টাকা মাত্র

বিশুদ্ধ জল! ভয় নাই! বিশুদ্ধ জল!!

লক্ষ্মী টিউব-ওয়েল কোং

২০৫নং নবাবপুর, ঢাকা

বর্ত্তমান যুগের নবআবিষ্কৃত যন্ত্রাদিদ্বারা উন্নত বৈজ্ঞানিক-খনন-প্রণালীতে নলকূপ (Tube-well) নির্ম্মাণ করা হয়। অনেক রায় বাহাদুর, প্রাইভেট সেক্রেটারী, ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট, জিলা-বোর্ডের চেয়ারম্যান, ইঞ্জিনিয়ার, জমিদার, তালুকদার, প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত ভদ্রমহোদয়গণ এই কোম্পানীর কার্য্যের প্রশংসা করিয়াছেন। রাসায়নিক পরীক্ষায় জল বিশুদ্ধ না হইলে মূল্য গৃহীত হয় না। বিস্তৃত বিবরণের জন্য পত্র লিখুন।

বিনামূল্যে বিনামূল্যে

বিতরিত

শাস্ত্রের সার "কামশাস্ত্র" প্রকাশিত ... উপরে বিতরিত হইয়াছে। উহা পাঠে মানবের পরিণাম ফলাফল জানা যায়।

এই পুস্তক যিনি লিখিয়াছেন, তিনিই "আতঙ্কনিগ্রহ বটিকা"র আবিষ্কর্ত্তা। এই বটিকা দুর্ব্বলকে সবল করে এবং সবল ব্যক্তিকে অটুট ... রাখে। বত্রিশ বটিকা পূর্ণ প্রতি কৌটার মূল্য ১৲ টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান:—আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়।

২১৮নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মনোমোহন প্রেস

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা

পূর্ব্ব বাঙ্গালায় সুলভে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত

বৈদ্যুতিক মেশিনে দিবারাত্র কাজ চলিতেছে

বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা।

... নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে—ব্রঃ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

রবীন্দ্র সংস্করণ · Registered No. C 1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চ ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অৰ্দ্ধ কলম ৩৷৹
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠ-বাৰ্ত্তাবহ

ভারতের সৰ্ব্বত্র মঙ্গল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র।

অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা /৫

৪র্থ খণ্ড] সম্পাদক—প্রত্নবিদ্যালঙ্কার শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী [১৮৩ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্য মঠ, শ্রীধাম মায়াপুর—১৬ই আশ্বিন বুধবার ১৩৩৬, ২রা অক্টোবর ১৯২৯

শ্রীধাম মায়াপুর ডাকঘর

গত ১লা জুন হইতে শ্রীধাম মায়াপুর পোষ্ট অফিস খোলা হইয়াছে। বঙ্গদেশের পোষ্টমাষ্টার জেনারেল বাহাদুর শ্রীধাম মায়াপুর ডাকঘর হইতে নদীয়া-প্রকাশ ভারতের সৰ্ব্বত্র প্রেরণ করিবার আদেশ দিয়াছেন।

ম্যানেজার, 'নদীয়া-প্রকাশ'

পোঃ আঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

শ্রীধাম মায়াপুরের, যাবতীয় পত্র বুকপোষ্ট রেজিষ্টারী মণি-অর্ডার প্রভৃতি ডাকে পাঠাইতে হইলে, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া ঠিকানায় লিখিবেন।

কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ
হইতে প্রকাশিত
পারমার্থিক
গৌড়ীয় সাপ্তাহিক পত্র!
শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রতি শনিবারে প্রকাশিত হয়।
অগ্রিম বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲ দিলে বৎসরে ৫০ সংখ্যা প্রাপ্য;
ষাণ্মাসিক ১৷৹; সাপ্তাহিক /৹
সৰ্ব্বদা গ্রাহক হওয়া যায়।

চৈতন্যমঙ্গল
দুইখণ্ডে সমগ্র গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছেন। পুঁথী প্রভৃতি ছাপা হইতেছে
ভিক্ষা ১৷৹, নদীয়া প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ১৷৹

রোগী দেখিবার সময়:—
প্রাতে:—৬টা হইতে ৯টা,
বৈকালে—৩টা হইতে ৫টা পর্য্যন্ত

মূল্য ফেরৎ! মূল্য ফেরৎ!!

ডাক্তার বি, ডি, কুণ্ডুর—
আবিষ্কৃত ও গভর্ণমেণ্ট রেজেষ্টারীকৃত

সৰ্ব্বত্র এজেণ্ট আবশ্যক।
পত্র লিখুন।
কঠিন কঠিন রোগের চিকিৎসা করা হয়।
দিবা-রাত্রি ঔষধ পাওয়া যায়।

১। ভূপেন্দ্র শোভা স্পেসিফিক—পেটের যাবতীয় রোগের, অজীর্ণ, ডিস্পেপ্‌সিয়ার মহৌষধ। প্রত্যেক গৃহে রাখা প্রয়োজনীয়। ঔষধ—প্রতি শিশি ১৲ এক টাকা মাত্র।
২। চণ্ডি ফিবার মিক্‌চার—ম্যালেরিয়া জ্বর এক শিশিতে সম্পূর্ণ আরোগ্য। কম্পজ্বর এবং পালা ও সকল জ্বরের মহৌষধ। প্রতি ছোট শিশি ৸৹ বার আনা, বড় শিশি ১৲ এক টাকা মাত্র।
৩। গণোরিয়া স্পেসিফিক—যে রকম গণোরিয়া হোক না কেন, এক শিশিতে আরোগ্য। এক শিশি ১৲ এক টাকা মাত্র।

হোমিওপ্যাথিক বিভাগ
১। ওয়ারম্ কিওর—যাবতীয় ক্রিমির, ২। ফিমেল সুধা—শ্বেত-প্রদর, রজঃ-কষ্ট ও বাধকের, ৩। জিহ্বা স্পেসিফিক—জিহ্বার ক্ষতের, ৪। বাথ রেগুলেটার—যাহাদের নিয়মিত ঋতুস্রাব হয় না, ইহা সেবনে নিয়মিত ঋতুস্রাবের, ৫। পাইলস্ রেমিডি—যাবতীয় অর্শের মহৌষধ; মূল্য প্রতি শিশি ৸৹ বার আনা ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

বিশেষ দ্রষ্টব্য:— আরোগ্য না হইলে মূল্য ফেরৎ। রোগের অবস্থাদি জানাইলে, ঔষধ ও ব্যবস্থাদি পাঠান হয়। ভিঃ পিতে ঔষধ পাঠান হয়। এক কালিন দশ টাকার ঔষধের অর্ডার পাইলে, স্বতন্ত্র কমিশন দেওয়া হয়। পত্রাদি বিশেষ গোপনে রাখা হয়।

সোল এজেণ্ট:—
দি এলোপ্যাথিক ড্রাগ ষ্টোরস্

ডাক্তার বি, ডি, কুণ্ডু
৩১ নং গরানহাটা ষ্ট্রীট, পোঃ বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
টেলিফোন নং বড়বাজার ২৪১১।

কর্ণাবতংসকাঃ কেচিৎ কেচিজ্জ্যাবলম্বকাঃ। বয়ন্তু হরিদাসানাং পাদত্রাণাবলম্বকাঃ

নানা কথা

কৃষ্ণনগর সংবাদ

ম্যালেরিয়ার প্রকোপ

কৃষ্ণনগর [illegible]

প্রায় একমাস যাবৎ কৃষ্ণনগরে [illegible] ম্যালেরিয়ার প্রকোপ [illegible] হইয়াছে। প্রায় প্রত্যেক পরিবারে [illegible] জন এই রোগে শয্যাশায়ী আছে।

বর্ষাকাল [illegible] হইতে না হইতেই এই [illegible] আরম্ভ [illegible] কারণ অনুসন্ধান করিলে [illegible] দেখিতে পাই, [illegible] বিশেষতঃ [illegible] অনেক স্থানে ড্রেণের [illegible] জল [illegible] আসিয়া রাস্তার উপর [illegible] কোথাও কোথাও [illegible] থাকায় [illegible] আবর্জনাপূর্ণ [illegible] রাস্তার দিকে [illegible] হয়। [illegible] সমস্ত [illegible] থাকেন। [illegible] এক প্রকার [illegible] কাজেই [illegible] আমরা এ বিষয়ে এন্টি-ম্যালেরিয়াল সোসাইটীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

শান্তিপুর সংবাদ

আবহাওয়া

[illegible] বৃষ্টি [illegible]

বৃষ্টির আবশ্যক। ম্যালেরিয়ার প্রকোপ [illegible] হইয়াছে।

স্বাস্থ্যোন্নতি

শান্তিপুরের [illegible] [illegible] অবস্থা [illegible] ছিল তাহার [illegible] হয় না। [illegible] রাস্তা দিয়া [illegible] কি যে কষ্ট [illegible] [illegible] সময় [illegible] কি? [illegible] হয়। [illegible] কি প্রকার [illegible]

ফিরিঙ্গী বালিকার শোচনীয় মৃত্যু

মিঃ এম, কনওয়েল কুমারী, বয়স ১৮ বৎসর [illegible] মিশন রোডে বালিকাদের হোটেলে থাকিত। গত ২২শে সেপ্টেম্বর [illegible] হোটেলের আর একটি মেয়ে [illegible] এবং সে তিনটি যুবকের সঙ্গে এক রেস্তোরাঁতে যাইয়া উঠে; সেখান হইতে তাহারা তারপর সিনেমাতে যায়। বায়স্কোপ দেখা শেষ হইলে মেয়ে দুইটি তাহাদের হোটেলে ফিরে। অনেক রাত্রি হইয়া যাওয়ায় সদর দরজা তখন বন্ধ হইয়া গিয়াছে। দুই বন্ধু যুক্তি করিয়া ভিতরে যাওয়া ঠিক করিল। প্রথমে পাওয়েল একটা মই দিয়া উঠিয়া "স্কাই লাইট" এর [illegible] ভিতরে [illegible] পড়ে। কনওয়েল ঘরে ঢুকিবার সময় পাওয়েল বলিয়া দিল—"[illegible]" [illegible] ঠিক আছে, [illegible] কিন্তু [illegible] শুনা গেল। "স্কাই লাইট" এর কাচ ভাঙ্গিয়া কনওয়েলের [illegible] বিদ্ধ হইয়া গিয়াছে। [illegible] হাসপাতালে পাঠান হইল কিন্তু সেখানে তাহার প্রাণ বাহির হইয়া গিয়াছে।

পুলিশ [illegible] বলিয়াছে, গলা কাটিয়া [illegible] মেয়েটি মারা গিয়াছে।

করোনারের আদালতে [illegible] একবাক্যে [illegible] দুর্ঘটনাক্রমে মেয়েটি মারা গিয়াছে।

লাহোর কংগ্রেস সভাপতি

বাঙ্গালার মহাত্মাজীকে সমর্থন

শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসুর বিবৃতি

লাহোর কংগ্রেসের সভাপতি পদ সম্বন্ধে শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসু [illegible] প্রতিনিধির নিকট [illegible]

"মহাত্মা গান্ধী লাহোর কংগ্রেসের সভাপতির পদ গ্রহণ করিবেন,—ইহাই বাঙ্গালার অভিপ্রায়। ১৯২০ সালে তিনিই প্রথম অসহযোগ আন্দোলন প্রবর্তন করেন এবং আন্দোলনের [illegible] তাঁহার [illegible] কলিকাতা কংগ্রেসের [illegible] এবং উহার কয়েক মাস পরও মহাত্মাজী [illegible] রাজনৈতিক ক্ষেত্রে [illegible] [illegible] ১৯২৪ সালের [illegible] [illegible] কোন পথ অবলম্বন [illegible] তাহাতে [illegible] সন্দেহ ছিল। বর্তমানে [illegible] এক প্রকার নিশ্চিত যে, [illegible] তাহাতে [illegible] এবং যদি বৃটিশ [illegible] [illegible] জাতীয় দাবী পূরণ না করেন, তাহা হইলে মহাত্মাজী ১৯৩০ সালের [illegible] জানুয়ারী হইতে "স্বাধীনতা-ওয়ালা" (ইনডিপেণ্ডেন্স-ওয়ালা) হইবেন।

মহাত্মা গান্ধীর সভাপতি পদ গ্রহণে কেন যে তরুণ সম্প্রদায় এবং কংগ্রেসের স্বাধীনতাবাদিগণ সমর্থন করিবেন না—তাহার কোনই কারণ দেখা যায় না। আমি আশা করি লক্ষ্ণৌতে এ বিষয়ের একটা শেষ চেষ্টা করিতে হইবে, যাহাতে তিনি তাঁহার মতের পুনর্বিবেচনা করেন। যদি এই চেষ্টা ফলবতী না হয় তাহা হইলে এই প্রদেশের মতে পণ্ডিত জহরলাল নেহেরুর সভাপতি হওয়া উচিত। আমি ইতঃপূর্বেও পণ্ডিত জহরলাল নেহেরুকে অনুরোধ করিয়াছিলাম যে, যদি মহাত্মাজী অসম্মত হন তাহা হইলে সভাপতিপদ গ্রহণ করিবার জন্য তিনি যেন প্রস্তুত থাকেন।

নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটীর লক্ষ্ণৌ অধিবেশনে আমি উপস্থিত হইতে পারিব না বলিয়া যারপর নাই দুঃখিত। নানা প্রকার রাজনৈতিক জটিল ঘটনার জন্য বর্তমানে কলিকাতা ত্যাগ করা এক প্রকার অসম্ভব। উপরে যাহা বর্ণনা করিয়াছি তাহাই এই প্রদেশের সকলের মত এবং লক্ষ্ণৌর অধিবেশনে বাঙ্গালার সদস্যগণ উপস্থিত থাকিলে তাহাই মন্তব্য প্রকাশ করিবেন।

রাজদ্রোহের অভিযোগে

শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসু প্রভৃতি

[illegible] বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতি শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসু, [illegible] শ্রীযুত [illegible] বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর সম্পাদক [illegible] কংগ্রেস কর্মীর বিরুদ্ধে রাজদ্রোহ ও [illegible] অভিযোগ উপস্থাপিত করিয়াছিলেন। [illegible] অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে মামলা বিচারাধীন আছে। গত ২৪শে সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার শুনানীর দিন ছিল। ম্যাজিষ্ট্রেট অসুস্থতার জন্য অনুপস্থিত থাকায় শুনানী [illegible] অক্টোবর পর্যন্ত মুলতবী আছে।

লোহার শিকলে সর্প ভ্রম

ট্রেণ-ধ্বংসের অদ্ভুত ফিকির

[illegible] কাটোয়া রেল লাইনে [illegible] ষ্টেশনের নিকটবর্তী স্থানে একটি যাত্রীবাহী গাড়ীকে লাইনচ্যুত করিবার চেষ্টার সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

প্রকাশ, গত শনিবার দিবস রাত্রিতে ষ্টেশন হইতে [illegible] মাইল দূরে শেষ যাত্রীবাহী গাড়ীর চালক লাইনের উপর আড়া-আড়িভাবে একটা উজ্জ্বল কিছু পড়িয়া থাকিতে দেখে। চালক মনে মনে উহাকে সর্প বিবেচনা করিয়া গাড়ী চালাইতে থাকে কিছুক্ষণ পরেই একটা ঘর্ঘর শব্দের [illegible] গাড়ীখানা খুব দুলিতে থাকে সৌভাগ্য বশতঃ তৎক্ষণাৎ প্রাণপণে ব্রেক কষিয়া গাড়ী থামাইতে সমর্থ হয়।

পরে দেখা গেল যে, উহা সর্প নয়; একগাছা মোটা লোহার শিকল মাটিতে প্রোথিত করিয়া লাইনের উপর আড়-আড়ি ভাবে রাখা হইয়াছে।

নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি

লক্ষ্ণৌ অধিবেশন

গত ২৮শে আগষ্ট লক্ষ্ণৌস্থিত গঙ্গাপ্রসাদ মেমোরিয়াল হলে বেলা ৪টায় নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির এক অধিবেশন হয়। এই অধিবেশনে সকল প্রদেশের প্রতিনিধিই যোগদান করিয়াছিলেন। নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির ৩৫০ জন সদস্যের মধ্যে প্রায় ১০০ সদস্য সভায় যোগদান করেন। মহাত্মা গান্ধী, শ্রীযুক্তা কস্তুরীবাই গান্ধী, শ্রীযুক্ত বিধানচন্দ্র রায়, শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডু, পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু, সর্দার শার্দ্দুল সিং, মিঃ ঈশ্বর দাস, মিঃ রানাডে, প্রভৃতি মঞ্চের উপর উপবিষ্ট ছিলেন। কি ভাবে সভার কাজ চালানো হইবে পণ্ডিত মতিলাল তৎসম্বন্ধে এক বর্ণনা দান করেন। তৎপর সভার পূর্ব বারের কার্য বিবরণী গৃহীত হয়।

অতঃপর সভার সকলেই দণ্ডায়মান হইয়া শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র দাস ও ভিক্ষু বিজয়কে উচ্চ প্রশংসা করিয়া একটী প্রস্তাব গ্রহণ

সভাপতি পদে জহরলাল

অতঃপর লাহোর কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচনের প্রস্তাব উত্থাপিত হয়—এই নির্বাচনই এই সভার মুখ্য উদ্দেশ্য।

সকলেই অবগত আছেন, মহাত্মা গান্ধী অধিকাংশ ভোটে সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছিলেন কিন্তু তিনি তাঁহার 'ইয়ং ইণ্ডিয়া' কাগজের মারফতে উক্ত পদ গ্রহণে অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়া পণ্ডিত জহরলাল নেহেরুকে উক্ত পদ গ্রহণের নিমিত্ত অনুরোধ করিয়াছেন।

সভায় পুনরায় মহাত্মাজীকে লাহোর কংগ্রেসের সভাপতির পদ গ্রহণের নিমিত্ত অনুরোধ করেন কিন্তু তিনি কিছুতেই স্বীকৃত না হওয়ায় অনেক বাদ বিতণ্ডার পর নিখিল-ভারত-কংগ্রেস-কমিটী পণ্ডিত জহরলাল নেহেরুকে আগামী লাহোর কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত করিয়াছেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১৬ই আশ্বিন বুধবার—১৩৩৬

খল স্বভাব

আমরা ছেলেবেলায় ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের 'খলতা' কবিতায় পড়িয়াছিলাম—ধরাতলে নরাধম খল আছে যত। ঠিক তারা ছুঁচ আর ইঁদুরের মত॥ কোনরূপে আপনার হইলাভ নাই। পিছে কার মন্দ হ'বে খোঁজে শুধু তাই॥" সংসারাশ্রমে থাকিতে এরূপ খল-প্রকৃতির লোক ত' যথেষ্ট প্রত্যক্ষ করিয়াছি, আজ সংসার ছাড়িয়া নিশ্চিন্তে নিভৃতে একটু ধর্ম্মালোচনা করিতে আসিয়াও এরূপ লোকের অশুভদর্শন হইতে পরিত্রাণ পাইতেছি না, ইহাই বড় দুঃখের বিষয় হইয়াছে।

মানুষ ধার্ম্মিকের ভাণ লইয়া এত খলতা করিতে পারে, পূর্ব্বাশ্রমে থাকিতে কখনও তাহা স্বপ্নেও ভাবি নাই। হা হতভাগ্য মানব! ফাঁকি কাহাকে দিতেছ? দুই দশটী জগতের লোকের চোখে ধূলি নিক্ষেপ করিতে পারিলেই কি তুমি নিস্তার পাইয়া যাইবে? দুষ্টের দমনকারী, দর্পীর দর্পহারী মধুসূদন কি তোমার অসাধু চেষ্টা দেখিতে পাইতেছেন না? তুমি যে আজ আশ্রমী ভীত বৈরাগী বেশ ধারণ করিয়া গৌরভক্ত বলিয়া পরিচয় দিতেছ, অথচ গৌর-নিন্দক অসৎসঙ্গই তোমার জীবাতু হইয়াছে—এ ভণ্ডামি কি ভগবানের সুদর্শন এড়াইতে পারে না? মহাপ্রভু শুদ্ধ-ত্যাগী বৈরাগীর পক্ষে যে সম্ভাষণ অত্যন্ত গর্হিত বলিয়া প্রচার করিয়াছেন, যে জন্য সামান্য অপরাধ মাত্রকে হেতু করিয়া পাছে আদর্শ খারাপ হয় এজন্য ছোট হরিদাসকে পর্য্যন্ত চিরতরে বর্জ্জন করিলেন—জীবনে তাঁর মুখদর্শন পর্য্যন্ত চাহিলেন না, তাহে সংক্ষিপ্ত, সংযোগি পরিচয়ে সেই স্ত্রীসম্ভাষণ করিয়া তুমি কোন্ সাহসে আজ জগদ্গুরু মহাজনকে উল্লঙ্ঘনের স্পর্দ্ধা করিতেছ, তাহা কি এখনও একবার ভাবিয়া দেখিবে না?

তুমি আজ কোন্ মহা নরকের পথের যাত্রী হইতে চলিয়াছ, আর কোথায় সেই আশ্রয়ের ভাবে বিভাবিত ভক্তবৎসল ভগবান্ গৌরহরি ভক্তরূপবৈভব শ্রীধামসহ অবতীর্ণ হইয়া তাঁহার ভক্তগণ-সহ শ্রীনাম-সংকীর্ত্তনানন্দে প্রমত্ত, তাহা কি একবার বুঝিবার চেষ্টা কর? হা হতভাগ্য! ভজনের মূল নরতনু লাভ করিবার এমন সৌভাগ্য পাইয়াও এমন করিয়াই বঞ্চিত হইতেছ? শ্রীধাম নিরূপণের নাম করিয়া আজ এমন অসৎকর্ম্ম নাই, যাহা তোমা-দ্বারা সাধিত না হইতেছে! ভাই অধর্ম্মের ব্যবসাদার, এ খলতা করিয়া পরকালে তুমি কতটুকু লাভবান্ হইবে? ছি ছি বৈরাগ্য-প্রধান মহাপ্রভুর ভক্ত বলিয়া পরিচিত হইবার স্পর্দ্ধা লইয়া শ্রীধাম নিরূপণের বড় অপকৃষ্ট পন্থাই তুমি আবিষ্কার করিতেছ! দলেও তোমার প্রকৃতির লোক অনেক পাইয়াছ। মনে করিয়াছিলে "কেল্লা মার দেগা"। কিন্তু তাও কি হয়? নিত্য সত্য সনাতন স্বয়ংপ্রকাশ বস্তুর কি আর বিনাশ আছে? সার্ব্বভৌম জগন্নাথ দাস, শ্রীচৈতন্যদাস, বৈরাগ্যের মূর্ত্তবিগ্রহ গৌরকিশোর, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ প্রভৃতি গৌরজনগণ যাহা সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, কতকগুলি বাতুল জনবলের সাধ্য কি তাহাকে নাকচ করিয়া দেয়। ভয় নাই, তোমার সমস্ত দুষ্টামি শীঘ্রই প্রকাশিত হইয়া পড়িবে; লোকের চক্ষুতে ধূলা আর বেশীদিন দিতে পারিবে না। তোমার গুপ্ত অভিসন্ধি সমস্তই বাহির হইয়া পড়িয়াছে।

মহাপ্রভুর পার্ষদ শ্রীরূপ সনাতন ধাম প্রচার করিয়াছিলেন। কি তোমার মত জীলোকের অঞ্চল ধরিয়া? সংযোগী পরিচয় দিতে লজ্জাও করে না? তোমার দশা হইয়াছে এমন মাছ না পাইয়া ছিপে কামড় দেওয়ার মত। অনেক চেষ্টা করিয়াও সত্যাবলম্বন করিতে পারিয়া উঠিলে না, এখন আশ্রয় করিয়াছ মুসলমান-ভ্রাতৃগণকে উত্তেজিত করিতে। আমাদের সহৃদয় মুসলমান ভ্রাতৃগণের অনেকেই কিন্তু তোমার চাতুরী বুঝিয়াছেন। তাঁহারা খোদার বান্দা বা ভগবানের দাস হইয়া তাঁহাদের অন্যান্য ভগবদ্দাস ভ্রাতৃগণকে অযথা হিংসা করিবার আদৌ পক্ষপাতী নন। তবে আর কেন? এখনও সাধ মিটিল না কি?

রাজোচিত আচরণ

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

(৪)

স্নানযাত্রার পর অনবসরকালে শ্রীজগন্নাথ দেবের দর্শন না পাইয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃষ্ণবিরহানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল, তিনি একাকী আলালনাথে চলিয়া গেলেন। ইত্যবসরে গৌড় হইতে বহু ভক্ত রথ-যাত্রা সন্দর্শন মানসে নীলাচলে আসিতেছেন এই সংবাদ সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের নিকট পৌঁছিলে সার্ব্বভৌম স্বয়ং আলালনাথে গিয়া মহাপ্রভুকে নীলাচলে লইয়া আসিলেন এবং প্রভুর প্রত্যাবর্ত্তন বার্ত্তা রাজাকে জানাইবার জন্য রাজবাটীতে আসিলেন। এমন সময় সেখানে গোপীনাথ আচার্য্য আসিয়া রাজাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া ভট্টাচার্য্যকে বলিলেন, 'গৌড় হইতে দুইশত বৈষ্ণব আসিতেছেন, সকলেই মহাপ্রভুর ভক্ত—মহাভাগবত। ইঁহারা নরেন্দ্র সরোবরতীরে সমবেত হইয়াছেন। ইঁহাদের সকলের জন্য থাকিবার উপযুক্ত বাসা এবং প্রসাদের বন্দোবস্ত করিয়া দিতে হইবে।' রাজা এই কথা শুনিয়া বড়ই আনন্দিত হইলেন। বলিলেন, আমি পড়িছাকে দিয়া বাসা ও প্রসাদের সব বন্দোবস্ত করিয়া দিতেছি তজ্জন্য আপনাদিগকে কিছুমাত্র ব্যস্ত হইতে হবে না। ভট্টাচার্য্য আপনি কৃপা পূর্ব্বক এই স্থানে কিঞ্চিৎ অপেক্ষা করিয়া গৌড় হইতে যে সব ভক্ত আগমন করিয়াছেন তাঁহাদিগকে একে একে পরিচয় করাইয়া দিলে আমি অত্যন্ত আনন্দিত হইব। সার্ব্বভৌম বলিলেন, আমি ত' কাহাকেও চিনি না, গোপীনাথ সকলকে চিনেন। আপনি অট্টালিকার উপরে আরোহণ করুন, গোপীনাথ একে একে সকলের দর্শন করাইয়া দিবেন; আমিও এই সুযোগে সকলকে চিনিয়া লইতে পারি।

রাজা সার্ব্বভৌম ও গোপীনাথ আচার্য্য তিনজনে অট্টালিকায় আরোহণ করিলেন। এদিকে বৈষ্ণবগণও ক্রমশঃ নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিলেন। অপরদিক হইতে প্রভুর প্রেরিত দামোদর স্বরূপ ও গোবিন্দ প্রসাদী মালা লইয়া বৈষ্ণবগণকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য আসিতেছেন। রাজা প্রশ্ন করিলেন, 'ইঁহারা দু'জন কে মালা লইয়া আসিতেছেন?' ভট্টাচার্য্য বলিলেন, 'উনি মহাপ্রভুর দ্বিতীয় কলেবর-স্বরূপ পণ্ডিত দামোদর-স্বরূপ ব্রহ্মচারী আর অপরটি মহাপ্রভুর প্রিয় ভৃত্য গোবিন্দ, মহাপ্রভু ইঁহাদের দুইজনকে দিয়া বৈষ্ণবগণের নিকট সম্মান করিয়া মালা পাঠাইয়া দিয়াছেন।'

দামোদর-স্বরূপ অগ্রসর হইয়া অদ্বৈত আচার্য্যের গলদেশে একটি মালা পরাইয়া দিলেন। পরে গোবিন্দ আর একটি মালা পরাইয়া দিয়া দণ্ডবৎ হইয়া, প্রণাম করিলেন। আচার্য্য গোবিন্দকে চিনিতেন না, স্বরূপ দামোদরের নিকট গোবিন্দের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। দামোদর কহিলেন, 'ইঁহার নাম গোবিন্দ, ইনি ঈশ্বরপুরীর কৃপা পাত্র। পুরীর আদেশে প্রভুর পরিচর্য্যার জন্য প্রভুর নিকটে আসিয়াছেন, প্রভুও পুরীর সন্তোষের জন্য কোনও আপত্তি করেন নাই। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ইঁহারা দুজন সর্ব্বপ্রথমেই যাঁহাকে মালা দিলেন, ইনি কে? দেখিতেছি, ইঁহার অদ্ভুত তেজঃপুঞ্জ কলেবর, সম্ভবতঃ ইনি কোন বড় মহাত্মা হইবেন। গোপীনাথ আচার্য্য উত্তর করিলেন, ইঁহার নাম শ্রীমদ্ অদ্বৈত আচার্য্য। মহাপ্রভু ইঁহাকে মান্য করেন। ইনি সর্ব্ববৈষ্ণবের শিরোভূষণ।' এইরূপে শ্রীবাস আচার্য্য, বক্রেশ্বর পণ্ডিত, বিদ্যানিধি, পণ্ডিত গদাধর, আচার্য্য চন্দ্রশেখর, গঙ্গাদাস পণ্ডিত, মুরারি গুপ্ত, ঠাকুর হরিদাস, বাসুদেব দত্ত, বাসুদেব ঘোষ, সেন শিবানন্দ, নন্দন আচার্য্য, শ্রীমান্ পণ্ডিত, কুলীন-গ্রামবাসী সত্যরাজ খান, খণ্ডবাসী নরহরি, রঘুনন্দন, চিরঞ্জীব প্রভৃতি বৈষ্ণবগণের প্রত্যেককে চিনাইয়া দিলেন। রাজা এই সব বৈষ্ণবদের তেজোদর্শনে এবং অদ্ভুত নৃত্য কীর্ত্তন শ্রবণে পরম পুলকিত ও বিস্মিত হইলেন। রাজা বলিতে লাগিলেন, 'এমন প্রেম, এমন মধুর হরিধ্বনি, এমন নৃত্য, এমন মধুর সঙ্কীর্ত্তন কোথাও দেখি নাই, কখনও শুনি নাই।' ভট্টাচার্য্য বলিলেন, 'এই প্রেম সঙ্কীর্ত্তন মহাপ্রভুর প্রবর্ত্তিত। মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য কলিকালের একমাত্র ধর্ম্ম নাম-সংকীর্ত্তন প্রচার জন্য অবতীর্ণ হইয়াছেন। যাঁহারা সুমেধা অর্থাৎ সুবুদ্ধিমান তাঁহারা এই কলিকালে সংকীর্ত্তন যজ্ঞে কৃষ্ণচৈতন্যের আরাধনা করিবেন, আর যাঁহারা কুমেধা অর্থাৎ কলিকবলিত দুর্ব্বুদ্ধি তাঁহাদের এরূপ ভজনে প্রবৃত্তি হয় না। রাজা বলিলেন, 'শাস্ত্র-প্রমাণে শ্রীচৈতন্যদেব সাক্ষাৎ কৃষ্ণ বলিয়া প্রমাণিত হন কিন্তু পণ্ডিতগণ তাহা বুঝিতেছেন না কেন?' সার্ব্বভৌম বলিলেন, 'যাঁর প্রতি প্রভুর কৃপা কণা লেশ মাত্র হয় তিনিই তাঁহার তত্ত্ব উপলব্ধি করিতে পারেন অপরে তাহা কিরূপে বুঝিতে পারিবেন? ভগবত্তত্ত্ব আত্মজ্ঞানগম্য নহেন।'

রাজা এবার দেখিলেন যে বৈষ্ণবগণ সিংহদ্বারের দিকে চলিয়া আসেন, কিন্তু কিছুই বুঝিতে পারিতেছেন না! দেখিলেন, বৈষ্ণবগণ কেহই জগন্নাথ মন্দিরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন না, শ্রীমন্দির দক্ষিণে রাখিয়া মহাপ্রভুর বাসা-বাটী কাশীমিশ্রের ভবনাভিমুখে অগ্রসর হইতেছেন। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, এ কিরূপ হইল? বৈষ্ণবগণ জগন্নাথ দর্শন না করিয়াই মহাপ্রভুর বাসাভিমুখে যাইতেছেন কেন? সার্ব্বভৌম বলিলেন, ইহাই স্বাভাবিক প্রেমের লক্ষণ। মহাপ্রভুর সহিত মিলিত হইবার জন্য ইঁহাদের সকলের চিত্তই উৎকণ্ঠিত হইয়া রহিয়াছে। অগ্রে তাঁহার চরণ দর্শন করিয়া তাঁহার সঙ্গেই জগন্নাথ দর্শন করিতে আসিবেন। বৈষ্ণবগণের এই প্রকার আচরণের মধ্যে গভীর শিক্ষা নিহিত রহিয়াছে। সাধারণ মানুষ আপন চেষ্টায় অর্থ লৌকিক দান করিয়া নিজ চর্ম্ম-চক্ষু সাহায্যে ভগবদ্দর্শন করিতে পারে না। কৃষ্ণভক্ত বৈষ্ণব সদ্গুরু যদি জ্ঞানাঞ্জন শলাকা দ্বারা অজ্ঞান তিমিরান্ধ চক্ষু উন্মীলন করিয়া দেন, তাঁহার চরণে প্রপন্ন হইয়া যদি সেবোন্মুখ মানব সদ্গুরুর কৃপালাভ করিতে পারে তবেই সাক্ষাৎ ভগবান জগন্নাথদেবের দর্শনলাভ করিয়া মানবজীবন সার্থক করিতে পারে। নতুবা জড় চক্ষু দ্বারা মায়ারই দর্শনলাভ করিয়া বঞ্চিত হয় মাত্র।

হায়! ... এক একটী সংশয় উপস্থিত ...ছেন এবং বৈষ্ণব-প্রধান ...ভট্টাচার্য্যের কৃপায় তাঁহার এক ...আনন্দিত হইয়াছে। বাস্তব ... জগদানন্দ ... —আমাদের ...লীলা-বর্ণনায় ... পাঁচসাত জন ...লোকের জন্য প্রচুর মহাপ্রসাদ লইয়া মহাপ্রভুর ... দিকে যাইতেছেন। ... জিজ্ঞাসা করিলেন, 'এত মহাপ্রসাদ লইয়া যাইবার কারণ কি?' ভট্টাচার্য্য বলিলেন, ... ভক্তগণের আগমন ... প্রভুর ইঙ্গিতে বাণীনাথ এবং ... মধ্যে প্রসাদ লইয়া যাইতেছেন।" ... বলিলেন,—"তীর্থে ... সেই দিন উপবাস করিতে হয় ও ... ক্ষৌর করিতে হয় শাস্ত্রে এরূপ বিধান আছে। এই বৈষ্ণবগণ ... না করিয়া কি অন্যায় ... করিবেন?" ভট্টাচার্য্য কহিলেন—"আপনি যাহা বলিলেন তাহা বৈধধর্ম, রাগে যখন করিয়া পাণীবান্দের জন্য পুণ্যবিধানে ... ... প্রসাদ আস্বাদন করিবার এবং ... পাপ-খণ্ডনের জন্য মস্তকাদি মুণ্ডন করিবার বিধান আছে, কিন্তু এই সব বিধিমার্গে কর্ম-কাণ্ডেরই ... অন্তর্গত। ... ভক্ত-গণের জন্য। যাঁহারা কৃষ্ণসেবাতে মগ্ন, কৃষ্ণ-অনুরাগী ... তাঁহাদের বৈধিক বা লৌকিক বন্ধনের ... বিশেষতঃ রাগমার্গীয় ধর্মের আর একটি সূক্ষ্ম বিচার আছে। ভগবান্ আমাদের দ্বারাই পারত্রিকদের শাস্ত্র ...লোকাচারের আজ্ঞা দিয়াছেন, কিন্তু যেখানে স্বয়ং প্রসাদ ...সেবনের আজ্ঞা করিতেছেন সেইস্থলে প্রভুর আজ্ঞা প্রসাদ ত্যাগ করিলে অপরাধ হইবে। তদুপরি মহাপ্রভু স্বয়ং যেখানে পরিবেশক সেখানে ...উপবাস করিবার ... কি আছে?"

...অট্টালিকা হইতে নামিয়া আমরা বাণীনাথ এবং গাঙ্গুলী-দাস (অধিকারি-...) এই দুই জনকে ডাকাইয়া ... গৌড় হইতে যত সব ... মহাপ্রভুর ভক্ত আসিয়াছেন তাঁহাদের জন্য উত্তম ... উত্তম প্রসাদ এবং ... স্থানের বন্দোবস্ত করিয়া দিতে ... ... আরও বলিয়া দিলেন, ... সংকারে ... মহাপ্রভুর আদেশ ... করা হয় ... আদেশ না থাকে ... ... বুঝিয়া ভক্তগণের যখন ... হইবে তাহা সমাধান করিয়া ... করিবে। ইহাই আমার ...।

আমরা ... ভাগ্যবান্ রাজার সাধনক্রম পর্য্যালোচনা করিলে একটি সুন্দর ধারাবাহিক ক্রমপন্থায় অগ্রগতি লক্ষ্য করিতে পারি। রাজা এতাবৎ মহাপ্রভুর দর্শন-সৌভাগ্য লাভ করেন নাই। লোকমুখে মহাপ্রভুর কথা শ্রবণ করিয়া এবং বাহ্মিদেব সার্ব্বভৌম এবং রামানন্দ রায় প্রভৃতি একান্তভাবে আকৃষ্ট হইয়াছেন জানিয়া মহাপ্রভুর প্রতি 'শ্রদ্ধান্বিত' হইয়াছেন। তার পর বৈষ্ণবচূড়ামণি সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য ও রায় রামানন্দের সাহচর্য্যে তাঁহার 'সাধুসঙ্গ' হওয়ায় কৃষ্ণ ও কৃষ্ণভক্তের সেবা-সৌকর্য্যবিধান জন্য তিনি চিত্ত ও বিত্ত নিয়োগ করিতে ব্যাকুল হইয়াছেন। তার পর যখন শুনিলেন তাঁহার উপাস্য প্রভু তাঁহাকে বিষয়ী জানিয়া দর্শন দিতে স্বীকৃত হন নাই অথচ উৎকল প্রদেশের এক ব্যক্তিকে দর্শন ও আলিঙ্গন দান করিয়া কৃতার্থ করিয়াছেন তখনই তাঁহার শ্রদ্ধা অনিবার্য্য রহিয়াছে বরং আরও অধিকতর উদ্দীপিত হইয়াছে। ইহাতে তাঁহার আত্মসম্মান ক্ষুণ্ণ হইয়াছে বলিয়া একবারও চিন্তা হয় নাই বরং তৃণাদপি সুনীচ ভাব, তরোরিব সহিষ্ণুতা, মানদ ধর্ম অধিকতর প্রকাশ হইয়াছে। আমরা দেখিতেছি তিনি তাঁহার প্রধান কর্মচারীগণকে ডাকিয়া মহাপ্রভু ও তদীয় ভক্তগণের সেবার জন্য সর্ব্বপ্রকার সুব্যবস্থা করিতেছেন। গৌড়দেশ সমাগত মহাভাগবত চৈতন্য ভক্তগণের দর্শন পাইয়া তাঁহাদের মুখে শুদ্ধ হরি নাম-সংকীর্ত্তন শ্রবণ করিয়া তাঁহার চিত্ত দর্পণ পরিমার্জ্জিত হইয়াছে। তিনি সর্ব্বক্ষণ শ্রীচৈতন্যের নাম ও তত্ত্বের কথা পরম শ্রদ্ধা সহকারে শ্রবণ ও আলোচনা করিতেছেন। আগামীবারে আমরা তাঁহার অধিকতর ভগবদ্দর্শনোৎকণ্ঠার বিষয় আলোচনা করিব।

(ক্রমশঃ)

সাধু সাবধান

(শ্রীপাদ বিলাসবিগ্রহ দাসাধিকারী)

শ্রীভগবান্ ভক্তির বশ এ কথাটা সত্য কিন্তু কিরূপ ভক্তির বশ সে কথাটা কি কোন দিন আমরা আলোচনা করিয়া দেখিয়াছি—বোধ হয় নয়—যদি দেখিতাম তা হলে বুঝিতাম আমরা যেটাকে ভক্তি বলিতেছি সেটা ভক্তি নহে, সেটা আমাদের আত্মকল্পনাময়ী বৃত্তি—কর্ম্মবিদ্ধা ভক্তি বা জ্ঞানবিদ্ধা ভক্তি নামে পরিচিত।

সেই অপার করুণাময় ভগবান্ আমাদের মত হতভাগ্য জীবের মোহ নিদ্রা ভাঙ্গাইবার জন্য তাঁহার সৃষ্টি চাতুর্য্যের মধ্য দিয়া কত না কৌশল কত না উপায় উদ্ভাবন করিয়া আমাদিগকে শিক্ষা দেওয়ার চেষ্টা করিতেছেন, তাহা যদি বারেক ভরেও আমরা বুঝিবার অবসর খুঁজিতাম তা'হলে বোধ হয় আজ দুনিয়াটা অন্য একটা আকার ধারণ করিত এবং অসরাও আমাদিগের কৃতকার্য্যতা সম্বন্ধে একটা নিশ্চয় বোধ করিতাম না।

সেই পরম দয়াল পরমেশ্বর আমাদের শিক্ষার জন্য আমাদিগের খেলা ধূলা আমোদ প্রমোদের মধ্যেও তাঁহার মহান্ শিক্ষা ওতপ্রোত ভাবে নিহিত রাখিয়াছেন কিন্তু আমরা বিষয় রসে এত মোহিত হইয়াছি যে তাঁহার শত সহস্র চেষ্টা সত্ত্বেও আমাদের জ্ঞান চক্ষু উন্মীলিত হইতেছে না।

আমরা যখন বন্ধু বান্ধব সমভিব্যাহারে মহা উল্লাসে প্রিয় গ্রে-হাউণ্ড কুকুরটীকে সঙ্গে করিয়া খরগোস শিকারে ব্যাপৃত হইয়া খরগোস ধরিবার জন্য হাউণ্ডটীকে ইঙ্গিত করি সেই তখন খরগোসটি তাহার আসন্ন মৃত্যু হইতে রক্ষা পাইবার জন্য প্রাণপণে ছুটিতে থাকে, তৎপরে কিছুদূর যাইয়া নিজের দুই কর্ণের দ্বারা নিজের চক্ষু দুটি আবৃত করিয়া নিজেকে নিরাপদ জ্ঞানে নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকে, কিন্তু নিরাপদ স্থানে না পৌঁছাইয়া যদি বিপদসঙ্কুল স্থানেই নিজেকে নিরাপদ ভাবা যায় তাহা হইলে কি প্রকৃত বিপদ হইতে রক্ষা পাওয়া যায়? নির্ব্বোধ খরগোস তাহা না বুঝিয়া কাল কবলে ... প্রাণ বিসর্জ্জন করে। তদ্দর্শনে আমরা নিজেকে কত না বুদ্ধিমান জ্ঞান করিয়া খরগোসের নির্ব্বুদ্ধিতার সমালোচনা করিতে করিতে বাটী ফিরি। তখন মঙ্গলময় ভগবান্ আমাদের অবস্থার ব্যথিত হইয়া আমাদিগকে ডাকিয়া বলেন ওরে শ্রেষ্ঠাভিমানী মোহান্ধ মনুষ্য জাতি, এইটীই কি তোমার বুদ্ধিমত্তার প্রকৃষ্ট পরিচয় যে একটা নিরীহ প্রাণীর অকারণ প্রাণসংহার করিয়া নির্ব্বিকার হৃদয়ে ঘরে ফিরিতেছ ও তাহা লইয়া সমালোচনা করিতেছ? কিন্তু যাহা করিয়া তুমি শ্লাঘা বোধ করিতেছ তাহাতে তোমারই জ্ঞান উৎপাদনের জন্য আমি কি যে একটা মহান্ শিক্ষা এই ব্যাপারের সহিত সংশ্লিষ্ট রাখিয়াছি তাহা কি তুমি একবার শুনিবে?—ঐ খরগোস তোমার অপেক্ষা নির্ব্বোধ নহে—তোমাকে বাধ্য করিবার জন্য ঐরূপভাবে প্রাণ দিয়া অট্ট অট্ট হেসে বলিয়া গেল 'নির্ব্বোধ মনুষ্যজাতি তোমরা সুদুর্লভ নরতনু যাহা ভজনের মূল তাহা পাইয়াও ভগবানের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত না হইয়া ইতর হিংস্র জন্তুর মত বনে বনে কোন্ বস্তুর পশ্চাদ্ধাবন করিয়া কালাতিপাত করিতেছ? ঐ যে তোমার পশ্চাতে ভীষণ কাল তাহার করাল বদন ব্যাদান করিয়া তোমাকে গ্রাস করিবার জন্য ধাইয়া আসিতেছে তাহা কি তুমি আমার ন্যায় দুর্ব্বুদ্ধিবিশিষ্ট হইয়া দেখিয়াও দেখিতেছ না? আমি যেরূপ আমার দুই কর্ণের দ্বারা নিজের চক্ষু আবৃত করিয়া বিপৎসঙ্কুল স্থানেই নিজেকে নিরাপদ ভাবিয়া প্রাণ হারাইলাম তুমিও কি সেইরূপ জ্ঞানবিদ্ধা ভক্তি ও কর্ম্মবিদ্ধা ভক্তি নামীয় দ্বারা তোমার কর্ণদ্বয় পরিপ্লুত করিয়া তোমার জ্ঞাননেত্রোন্মেষে বাধাদান করিয়া নিজেকে এই বিপৎসঙ্কুল মরজগতে রক্ষা পাইবার চেষ্টা করিয়া নিজের বিনাশ সাধনে তৎপর হইতেছ না? যদি প্রকৃত রক্ষা পাইতে চাহ তাহা হইলে ঐ বিদ্ধভক্তিদ্বয়কে ত্যাগ করিয়া প্রকৃত বস্তু যে শুদ্ধ ভক্তি তাহার আশ্রয় গ্রহণ কর কারণ কর্ম্মবিদ্ধা ভক্তির ফল ভুক্তি অর্থাৎ ভোগ এবং জ্ঞানবিদ্ধা ভক্তির ফল মুক্তি অর্থাৎ মরণ ধর্ম্ম হইতে রক্ষা মাত্র, কৃষ্ণপ্রেম নহে অতএব জ্ঞান কর্ম্ম শূন্য কৃষ্ণভক্তিই জীবের প্রয়োজন। যাহা অর্জ্জন করিতে হইলে ভুক্তি মুক্তি স্পৃহা শূন্য হইতে হইবে আর তাহার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়ে আমার মত একটু দৌড়াইয়া হাঁপাইয়া যে সে স্থানে আশ্রয় লইয়া নিজেকে নিরাপদ ভাবিলে চলিবে না। প্রকৃত সদ্গুরুনিষ্ঠ হইতে হইবে এবং যতক্ষণ সত্যের সন্ধান না পাওয়া যাইবে ততক্ষণ খুঁজিতে হইবে। ভগবান অন্তর্যামী তোমার হৃদয়ের ব্যাকুলতা পরিদর্শন করিয়া তিনি তোমাকে প্রকৃত সদ্গুরুর চরণ মিলাইয়া দিবেন নচেৎ আমার ন্যায় স্বকপোলকল্পিত সিদ্ধান্তে প্রতিষ্ঠিত হইয়া নিশ্চেষ্ট থাকিলে বা সিদ্ধান্তে অলসতা প্রকাশ করিলে, অকালে প্রাণ হারাইবে। সুদুর্লভ মনুষ্য জীবনের কোন কার্য্য হইবে না অতএব সাধু সাবধান—

সিদ্ধান্ত বলিয়া চিত্তে না কর অলস।
যাহা হইতে কৃষ্ণে লাগে সুদৃঢ় মানস॥

শ্রীমদ্ভাগবত পাঠে অধিকারী

(পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিরত্ন)

শ্রীমদ্ভাগবত পাঠে অধিকারী অনধিকারী নির্ব্বাচন হওয়া একান্ত প্রয়োজন। ইহা ত আর রং-তামাসা খেলা বা দোকানের পণ্য নহে, যে অন্যান্য পুস্তকের ন্যায় একটু হাতে লইয়া কয়েকটা লাইন আওড়াইলাম, লোকে বাহবা দিল, কিছু মজুরীও আদায় হইল, তাহাতে সাংসারিক খরচটাও চলিয়া যাইবে। অন্য কোনও উপায়ে পয়সা রোজগার করা বড়ই কঠিন; কারণ অন্যান্য পন্থায় সকলেই সজাগ চক্ষুষ্মান; কিন্তু ধর্ম্ম পন্থার প্রায় সকলেই নিদ্রিত ও অন্ধ। এর ভিতরে এই ... সুযোগের ত্যাগ করিয়া ভাগবতের

পাতা উল্টাইলেই একটু আধা উহু ভাব ভঙ্গি দেখাইতে পারিলেই, যথেষ্ট পয়সা মিলে। আর দেহখানা নাদুস নুদুস থাকিলে ত কথাই নাই, তাহার পয়সা জুটে যোগায়। এমন ধরণের ব্যক্তিগণ কখনও ভাগবত পাঠে অধিকারী নহেন, তাহারাই ভাগবতের সমধিক বিরোধী।

যাঁহারা কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ মাৎসর্য্যাদি রিপুর বশীভূত; যাঁহারা ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ ফল লাভে ব্যস্ত; যাঁহারা অনিত্য বস্তুর উপাসনায় দেহ ও মনকে নিযুক্ত করিয়া আছেন; যাঁহারা অজ্ঞানতা ক্রমে স্বীয় কল্যাণ অনুসন্ধান করিতে অসমর্থ ও যাঁহারা বিদ্যাপদদৃপ্ত নিরীশ্বরবাদী, তাঁহারা কখনই শ্রীমদ্ভাগবত পাঠে অধিকারী নহেন।

শ্রীমদ্ভাগবত বৈষ্ণবগণের প্রাণোপম প্রিয়তম। বৈষ্ণবগণ শ্রীমদ্ভাগবতের সিদ্ধান্ত বিরুদ্ধ একটী বর্ণও স্বীকার করেন না। শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থে পরমহংসগণের এক মাত্র অমল জ্ঞান গীত হইয়াছেন। ইহাতে জ্ঞান বৈরাগ্য ও ভক্তির পরাকাষ্ঠা আবিষ্কৃত হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতে কর্ম্মফল-ভোগবাদ নিরস্ত হইয়াছে। যিনি শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রবণ সুপঠন ও বিচার করেন তিনি ভক্তি বলে কর্ম্মফলভোগ হইতে অবসর লাভ করেন।

শ্রীমদ্ভাগবতসেবীর ইহ ও পর কালে কর্ম্মজনিত ফল বা ক্লেশ ভোগ করিতে হয় না। যদিও বৈষ্ণবগণ কর্ম্মফল আকাঙ্ক্ষাও করেন না অথবা নিরাস করিবার প্রয়াসও করেন না, তথাপি শ্রীমদ্ভাগবত সেবা-বৈভব লাভে জাগতিক যাবতীয় দুঃখ ও সুখ নিরাস হইয়া যায়। তাঁহাকে আর কর্ম্মফল ভোগার্থে জন্ম-মরণমালা গ্রহণ করিতে হয় না। আশ্রয় অভীষ্ট প্রভুর আদেশে তাঁহারই কার্য্য সম্পাদন নিমিত্ত ইহ জগতে বৈষ্ণবের গতায়াত দৃষ্ট হইলেও তাঁহারা কর্ম্মফল ভোগ করেন না।

তাঁহারাই শ্রীমদ্ভাগবত পাঠে অধিকারী যাঁহারা শ্রীমদ্ভাগবতকে নিত্য শ্রীকৃষ্ণাভিন্ন বিগ্রহ জানিয়া ভক্ত-ভাগবতের শ্রীচরণানুগত্যে তাঁহার সেবায় রত হন।

আমি চটি কেন ?

(পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিরত্ন)

আমাকে যদি কেহ গাধা বলে, শূকর বলে, এমন কি চণ্ডাল বলে, তবে সেগুলিকে গাল মনে করিয়া আমি চটি। অপরের বলা ত ভদ্রজনোচিত নীতি বিরুদ্ধই এমন কি স্বীয় অভিভাবক, পিতা, মাতা, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ও শ্রীগুরুদেবও যদি দয়া করিয়া আমার কল্যাণের নিমিত্ত তেমন কোন শাসনবাণী দ্বারা দণ্ডপ্রসাদ দান করেন তাহাও পর্য্যন্ত তৎক্ষণাৎ উপযুক্ত জবাব দিয়া ফেরৎ দানের ব্যবস্থা করি; অর্থাৎ আমি বাস্তব পক্ষে যাহা, তাহা যদি কেহ বলেন তবেই সর্ব্বনাশ, আর কোথায় যায়? যেরূপে পারি তাহাকে নির্য্যাতন করিবই করিব। দশ জনের নিকট ভাল বলিয়া প্রতিপন্ন হইতে চাই অথচ আমি বাস্তব পক্ষে ভাল ত নহেই বরং মন্দের সেরা। ভিতরে বাহিরে ভাল হইলে যাঁহারা ভাল তাঁহারা আমাকে অযাচিত ভাবেও ভাল না বলিয়া পারেন না। যিনি ভাল তিনি সর্ব্বত্রই সকল সময়েই ভাল। তিনি "ভাল" বুলি দ্বারা সম্বোধন পাওয়ার ভিখারী নহেন।

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, "গুণী গুণং বেত্তি ন বেত্তি নির্গুণঃ" নীতি অনুসারে সকলের নিকট ভাল বলিবার জোট কুড়াইয়া লওয়ার কোনই প্রয়োজনীয়তা নাই। আমি যদি গুণী হইতে পারি তবে গুণিগণ নিশ্চয়ই ভাল বলিবেন। যে পর্য্যন্ত গুণিগণ 'আমাকে' ভাল বলেন না, সে পর্য্যন্ত আমাতে ভালর কোন ক্রিয়া উপস্থিত হয় নাই জানিতে হইবে। বিষকুম্ভ পয়োমুখ হইয়া বিষ্ঠাকুম্ভ চন্দন লিপ্ত করিয়া শুধু গলাবাজি দ্বারা স্বীয় সহস্র সহস্র দোষাবলী ঢাকিবার চেষ্টা করিলে কি হইবে? ভাললোক যাঁহারা তাঁহারা এতঅন্ধ বা বধির নহেন, ও ইন্দ্রিয়চ্ছিদ্রের ছায় নাসা ধারণ করেন না যাহাতে আমার দোষগুলি তাঁহাদিগের প্রত্যক্ষানুভবের বিষয় হইতে পারে না।

আমি আমার বর্ত্তমান অহংগ্রহোপাসনার অবস্থা লইয়া যদি শ্রীমদ্ভাগবতের নিকট যাই তাহা হইলেও—

"যস্যাত্মবুদ্ধিঃ কুণপে ত্রিধাতুকে স্বধীঃ
কলত্রাদিষু ভৌমইজ্যধীঃ।
যত্তীর্থবুদ্ধিঃ সলিলে ন কর্হিচিজ্জনেষ্ব-
ভিজ্ঞেষু স এব গোখরঃ॥"
(ভাঃ ১০।৮৪।১৩)

অর্থাৎ যিনি এই স্থূল শরীরে আত্মবুদ্ধি, স্ত্রী ও পরিবারাদিতে মমত্ব বুদ্ধি, মৃন্ময়াদি জড়বস্তুতে ঈশ্বর বুদ্ধি এবং জলাদিতে তীর্থ বুদ্ধি করেন, কিন্তু ভগবদ্ভক্তে আত্মবুদ্ধি, মমতা পূজ্যবুদ্ধি ও তীর্থবুদ্ধির মধ্যে কোনটি করেন না, তিনি গরুদিগের মধ্যে "গাধা" অর্থাৎ অতিশয় নির্ব্বোধ। সুহিতাবতার ভাগবত এই সকল শাসন বাক্য না বলিয়া গায়ে হাত বুলাইয়া শত্রুতা সাধন করেন না, যেহেতু তিনি জীবের নিত্য মঙ্গল-প্রদাতা।

আমি আমার সাধু-নিন্দাজনিত অবস্থা লইয়া যদি শ্রীমদ্ভাগবতের নিকট যাই তাহা হইলেও—স্ববিড়্ বরাহ প্রভৃতি শব্দাভিধান হইতে মুক্ত নহি।

তারপর মাৎসর্য্য আমার উপর প্রতি শিরায় শিরায় যেভাবে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে তাহাতে আমি চণ্ডাল বিনা আর কিছুই নহি। স্বয়ং মহাপ্রভুর উক্তি "সহজে নির্ম্মল এই ব্রাহ্মণ হৃদয়। কৃষ্ণের বসিতে এই যোগ্য স্থান হয়॥ মাৎসর্য্য চণ্ডাল কেনে ইহা বসাইলে। পরম পবিত্র স্থান অপবিত্র কৈলে॥" (চৈ চঃ মধ্য ১৫। ২৭৪-৭৫)

তাহা হইলে আমি বাস্তবিকই গাধা, শূকর, চণ্ডাল নামে অভিহিত হওয়ার যোগ্য। শুধু গায়ের জোরে চটি কেন? এ জন্মে বিপদ থাকিলেও পরজন্মে ভিতরের স্বরূপ বাহিরে প্রকাশিত হইবে সন্দেহ নাই।

বিদ্যা ভাগবতাবধি

(পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিরত্ন)

বিদ্বৎ সমাজে বিদ্যা ভাগবতাবধি বলিয়া কথিত হইয়া আসিতেছে। তাহাতে জানা যায় যে, বেদ শাস্ত্রের নিগূঢ় অন্তর্নিহিত সার শ্রীমদ্ভাগবত। এই গ্রন্থের সেবা ফলে অর্থাৎ অধ্যয়ন কীর্ত্তনাদি দ্বারা জীবের পরম পুরুষার্থলাভরূপিণী প্রেম-মহা-বিদ্যা করতলগতা হন।

শ্রীমদ্ভাগবত-সেবা অপেক্ষা আর উচ্চ কোন বিদ্যা নাই। ইহাতেই সর্ব্ব শ্রেষ্ঠতা পরতমতা মূর্ত্তিমতী।

মুণ্ডক শ্রুতিতে কথিত হইয়াছে যে, ঋক্, সাম, অথর্ব ও যজুঃ, শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ, জ্যোতিষ, ইতিহাস ও পুরাণাদি অপরা বিদ্যার অন্তর্ভুক্ত এবং যদ্দ্বারা অচ্যুত বিষয়ের অনুশীলন হয়, তাহাই পরা বিদ্যা। ভগবানের স্বরূপ শক্তিরূপা ভক্তিই শব্দব্রহ্ম নামেশ্বরের ঈশ্বরী।

স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু দিগ্বিজয়ী কেশব কাশ্মীরীকে শিক্ষা দিয়াছিলেন—"সেই সে বিদ্যার ফল জানিহ নিশ্চয়। কৃষ্ণপাদপদ্মে যদি চিত্ত বিত্ত রয়, ইহাতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, হে বিপ্র! তুমি ভাগবতের সেবা কর তবেই অচিন্ত্য বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম-সেবা-সুযোগ পাইয়া মনুষ্য জন্ম সার্থক করিতে পারিবে।

শ্রীমদ্ভাগবত সর্ব্ব বেদশাস্ত্রের চূড়ামণি। বেদ শাস্ত্রের তিনটী শাখা; একটী হেয়, সসীম ও ক্ষণ ভঙ্গুর-কর্ম্মফল-শাখা। দ্বিতীয়টি হেয় সসীম ও ক্ষণভঙ্গুর-কর্ম্ম-ভোগ প্রতিকূল অহেয় অসীম ও অনিত্য ফল-ত্যাগরূপ নির্ভেদ ব্রহ্মানুসন্ধানপর জ্ঞান শাখা এবং তৃতীয়টী উপাদেয় বৈকুণ্ঠ ও নিত্য সেবাময় ভোগ ও ত্যাগের প্রতি-যোগী, ভক্তি শাখা বিশেষ। এইটীতেই যুক্ত বৈরাগ্যের সমাধান রহিয়াছে।

বেদের প্রাগুক্ত শাখাত্রয় অবলম্বনে কর্ম্ম-জ্ঞান-প্রাধান্য সংস্থাপনার্থ বহু শাস্ত্রাদি দ্বারা জগতে কৈতব-বঞ্চনরূপে শ্রীভগবান্ বেদের তৃতীয় শাখার নির্য্যাস স্বরূপে স্বয়ং শ্রীমদ্ভাগবত রূপে অবতীর্ণ হইয়া স্বধর্ম্ম প্রকাশ দ্বারা কর্ম্ম জ্ঞানাদিরূপ গ্লানি দূরীভূত করেন।

শ্রীমদ্ভাগবত বেদের পুষ্প নহে, মুকুল নহে, কলিকাও নহে, অথবা বেদের অপক্ক ফলের কথাও ইহাতে আলোচিত হয় নাই, শ্রীমদ্ভাগবত নিগমকল্পতরুর গলিত ফল। কর্ম্ম-জ্ঞানাবরণ-রহিত উত্তমা ভক্তি অনুকূল ভাবে শ্রীকৃষ্ণানুশীলনপর অন্যাভিলাষিতাশূন্য আশ্রয়।

যে বিদ্যা দ্বারা বিদ্যাবধূ-জীবন শ্রীকৃষ্ণানুশীলন হয় না, অর্থাৎ শ্রীমদ্ভাগবতের সেবা হয় না, সে বিদ্যা অবিদ্যা অপরাবিদ্যা নামে কথিতা। কেবল জাগতিক ভাষা অনুস্বার বিসর্গ অভ্যাস থাকিলেই ভাগবতের সেবা হয় না। বর্ত্তমান সহর নবদ্বীপ কুলিয়া নিবাসী দেবানন্দ পণ্ডিত মহাশয়ই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

ভক্ত ভাগবতের শ্রীচরণাশ্রয়ে, গ্রন্থ ভাগবতের সেবা-প্রবৃত্তি লাভ হয়। তাহাতে অনুস্বার বিসর্গ জ্ঞানের অভাব থাকিলেও ভাগবত সেবায় বাধা পড়ে না।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসের দান

(পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিরত্ন)

বেদমন্ত্রসমূহে অধিকার লাভ করিতে অসমর্থ হওয়ায় শক্ত্যাবেশাবতার শ্রীকৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন বেদব্যাস জীবগণকে যথার্থ বুঝাইবার জন্য যে সূত্রাকারে মীমাংসা গ্রন্থ লিখিয়াছেন তাহার যথার্থ অর্থ প্রকাশ বাসনায় স্বয়ং এক গ্রন্থ (শ্রীমদ্ভাগবত) রচনা করিয়াছেন। বেদান্ত সূত্রের সত্য অর্থ গোপন করিয়া বিভিন্ন মতবাদিগণ কেহ বা বিবর্ত্তবাদ, কেহ বা আরম্ভবাদ, স্থাপন করিতে যত্ন করিয়াছেন, উক্ত ঐ বাদদ্বয় নিরাকরণাভিপ্রায়ে সূত্ররচয়িতা শক্তিপরিণাম বাদই যে বেদের একমাত্র তাৎপর্য্য তাহা সরল ভাবে জানাইতে গিয়া এই শাস্ত্রের প্রবর্ত্তন করিয়াছেন।

এই মন্ত্র বা গায়ত্র্যার্থ যাহা 'জন্মাদ্যস্য' আদি চতুঃশ্লোকে ব্যক্ত হইয়া শ্রীমদ্ভাগবত জ্ঞান-প্রদীপ, পুরাণার্ক, রসময় ফল ও হরিকথাময়ী মোহিনী স্বরূপে জীবের জন্ম মরণাদি কর্ম্ম বন্ধন ছুটি করাইয়া, নিত্য হরি সেবাময়ী ভক্তিতে প্রতিষ্ঠিত করিতেছেন, যাহা ব্যতীত বেদের কোনও তাৎপর্য্য কেহ অবগত হইতে পারিতেন না সেই অকৃত্রিম ভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবত দান করিয়াছেন যিনি, তিনিই শ্রীকৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন বেদব্যাস। তাঁহার এ দানের তুলনা কোথায়?

পর-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

সম্প্রতি পর বিদ্যাপীঠে নিম্নলিখিত শিক্ষণীয় বিষয়নিচয়ের অধ্যাপকের আসনসমূহ সংস্থাপিত হইয়াছে—বিদ্যার্থিগণ আবেদন করুন।

১। সাহিত্যাসন, ২। ঐতিহ্যাসন,
৩। সম্প্রদায়বৈভবাসন, ৪। ভক্তিশাস্ত্রাসন,
৫। তত্ত্বশাস্ত্রাসন, ৬। বেদান্তাসন,
৭। একায়নাসন।

শ্রীনন্দলাল রায় বি, এ, কাব্যতীর্থ, বিদ্যাসাগর,
সম্পাদক—পরবিদ্যাপীঠ, শ্রীধাম মায়াপুর।

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৪০৲ চল্লিশ টাকা।

২৭২৪ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে,
সপ্তচত্বারিংশ খণ্ডে সূচী ছাপা হইতেছে।

৪৬শ খণ্ড গ্রন্থ নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে ১৩।৴০ সাধারণ পক্ষে ২০৸৶০। প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৶০, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ।৵০।

দশম স্কন্ধ ছাপা হইতেছে। দশম স্কন্ধের ভিক্ষা ১২৲, অগ্রিম দাতাগণের পক্ষে ৮৲।

৫০ অধ্যায়ান্তে নবম সংখ্যা ছাপা হইয়াছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

"শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত:"

সম্পূর্ণ ছাপা শেষ হইল

আদি, মধ্য, ও অন্ত্যলীলা এবং সূচী ছাপা হইয়া সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছেন। যাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্বে ১০৲ টাকা ভিক্ষার তৃতীয় সংস্করণ ৪৲ টাকায় না পাইয়া অপূর্ব সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের জন্যই উহার ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছেন। সেই ১০৲ টাকার এত বিরাট গ্রন্থ গৌড়ীয়মঠের উৎসব অর্থাৎ আগামী ৩রা আশ্বিন পর্যন্ত ৫৲ টাকা ভিক্ষায় দেওয়া হইবে। গ্রাহকগণ সত্বর হউন পরে আর এ সুযোগ দেওয়া হইবে না।

শ্রীচৈতন্য লীলার ব্যাস আদিকবি

শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র গ্রন্থ ৮৲ স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲

নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪৷৷০ টাকা

শ্রীচৈতন্য মঠের যাবতীয় গ্রন্থ

অধ্যক্ষ, গ্রন্থ-বিভাগ, শ্রীচৈতন্য মঠ
পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

—অথবা—

শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা
ঠিকানায় পাওয়া যাইবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—টাকা পাঠাইলে শ্রীচৈতন্য মঠের ঠিকানায় লিখিবেন।

বৃত্তিসহ সমগ্র

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

ভিক্ষা ২৲ টাকা। শিক্ষার্থি-ছাত্রের পক্ষে ১৷৷০ দেড়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীপরবিদ্যাপীঠ, শ্রীগৌড়পুর
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

দ্বীপ-দিগ্‌দর্শন

গঙ্গার পূর্বপারস্থ অন্তর্দ্বীপ, সীমন্তদ্বীপ, মধ্যদ্বীপ ও গোদ্রুমদ্বীপ এবং পশ্চিমপারস্থ কোলদ্বীপ, ঋতুদ্বীপ, জহ্নুদ্বীপ, মোদদ্রুমদ্বীপ ও রুদ্রদ্বীপ—এই নয়টি দ্বীপের অন্তর্গত স্থানসমূহ নবদ্বীপ-মণ্ডল নামে খ্যাত। দ্বীপ-দিগ্‌দর্শন' নামক গ্রন্থে ইহাদের বিবরণ অতি প্রাঞ্জল ভাষায় লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এই অমূল্য রত্নের ভিক্ষা মাত্র ৶০। ৵১০ ডাক টিকেট পাঠাইলে বুক পোষ্টে পাঠান হয়।

প্রাপ্তিস্থান—নদীয়া প্রকাশ কার্যালয়
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

এবং

গৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস,
১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিম্নলিখিত মঠসমূহে প্রাপ্তব্য:—

১। শ্রীচৈতন্য মঠ,—পোঃ, শ্রীধামমায়াপুর, (নদীয়া)।
২। শ্রীগোপালদাসের মঠ,—চাঁপাহাটি, সমুদ্রগড় পোঃ, (বর্দ্ধমান)।
৩। শ্রীভাগবত আসন,—ভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৪। শ্রীগৌড়ীয় মঠ,—১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা।
৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ,—চটকপর্বত, পুরী,
৬। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ,—উড়িয়া বাজার, কটক,
৭। শ্রীভাগবত মঠ,—চিকাদিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।
৮। শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ,—৪নং অগস্ত্যকুণ্ড বাঙ্গালীটোলা, কাশী, ইউ, পি।
৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,—ছাপাখানা, বৃন্দাবন, মথুরা, ইউ, পি।
১০। শ্রীপরমহংস মঠ,—নিমসার পোঃ, সীতাপুর, ইউ পি।
১১। শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ,—কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল, পাঞ্জাব।
১২। শ্রীমাধবগৌড়ীয় মঠ,— ৯০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।
১৩। শ্রীগদাইগৌরাঙ্গ মঠ,—বালিয়াটি, ঢাকা।
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম,—আমলাযোড়া, রাজবাঁধ পোঃ, বর্দ্ধমান।
১৫। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ,—ডুমুরকোন্দা, চিরকুণ্ডা পোঃ, মানভূম।
১৬। শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয় মঠ,—আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী, উড়িষ্যা।

এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণের নিকটও
নদীয়া প্রকাশ প্রাপ্তব্য।

১। শ্রীযুক্ত জনার্দ্দন ঘোষ—বঙ্গ গার্ড হ্রে রোড, খুলনা
২। শ্রীযুক্ত রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিরত্ন—দেওয়ানগঞ্জ,
হলদিবাড়ী কুচবিহার।
৩। শ্রীযুক্ত রামরঞ্জন রায় ৭৬।২নং শ্রীগোপাল মল্লিক লেন, কলিকাতা।
৪। শ্রীযুক্ত অমূল্যকুমার সরকার এম, ডি, ও, ফৈজাবাদ।
৫। মিঃ এন ডি, মুখার্জ্জি—এম, এম, ওয়ার্কস দি মল, কানপুর।
৬। শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী জ্যোতির্ভূষণ—স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া
৭ শ্রীরাসবিহারী দাস অধিকারী, নবদ্বীপ।
৮। শ্রীবিরাজমোহন দে—মনমোহন প্রেস, নবাবপুর, ঢাকা।
৯। শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ গড়গড়ি বেড়ু চাঁপা, ২৪ পরগণা।

অন্যথা না ভজে কৃষ্ণ, দুষ্ট সঙ্গ করে। পুন সেইমত মায়া পাশে ডুবি মরে

তন্ময়মঠের গ্রন্থাবলী

শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুর বিরচিত

ভক্তি-গ্রন্থাবলী।

উৎকৃষ্ট কাপড়ে বিলাতী ধরণে বাঁধাই

স্বর্ণালঙ্কৃত। চতুর্থ সংস্করণ। বিস্তৃতবিষয় সূচীসহ

জৈবধর্ম্ম

বাঁধাই ২৲ দুই টাকা

প্রকাশিত হইয়াছে

সনাতন ধর্মশাস্ত্র বেদ, বেদান্ত, উপনিষৎ গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত, পুরাণ, তন্ত্রাদি সকল গ্রন্থ পাঠ করিবার অবসর অতি অল্প মানবের ঘটিয়া থাকে। অনেকের যোগ্যতা না থাকায় সেই সমস্ত গ্রন্থের মর্ম্ম অবগত হইতে পারেন না। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বাঙ্গালীর এত অসুবিধা দূরীভূত করিবার জন্য এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

বিদ্যালয়ের ছাত্র বা শিক্ষকগণের বিশেষ পাঠ্য, এই হেতু শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টার বাহাদুর হইা সমস্ত বিদ্যালয়ের জন্য অনুমোদন করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

প্রথম খণ্ড ভিক্ষা—১৲ একটাকা

যুক্তিপূর্ণ শাস্ত্রবাক্য দ্বারা প্রত্যেক মানবের নিত্য কর্ত্তব্য ও আবশ্যক সাময়িক কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। গ্রন্থের প্রতি উক্তি সনাতন শাস্ত্রবাক্য দ্বারা সমর্থিত ও প্রমাণিত হইয়াছে। দেহের, মনের ও আত্মার ধর্ম্ম কি? স্বদেশ, সমাজ, নীতি, ধর্ম্ম কি? ইত্যাদি বিষয় ক্রমানুসারে এমন সুন্দরভাবে সুক্রমসংকারে আলোচিত হইয়াছে যে, প্রথম হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত পাঠ না করিয়া নিবৃত্ত থাকা যায় না।

শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ভিক্ষা ৵০

ঐ প্রমাণ খণ্ড ভিক্ষা ৵০

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিহারভূমি নবদ্বীপ-সমন্বিত। এই নবদ্বীপের প্রাচীন বিবরণ—প্রত্যেক দ্বীপে শ্রীমহাপ্রভুর লীলা—প্রত্যেক দ্বীপের পরিচয়, শ্রীধাম-মাহাত্ম্য বাদানুবাদ কি? ইত্যাদি বিষয় বিশেষভাবে মনোহর ছন্দে বর্ণিত। পকেট সাইজ প্রায় ১৬০ পৃষ্ঠা।

নবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ

উজ্জ্বল বোম্বাই কালীতে উত্তম কাগজে ছাপা—শ্রীনবদ্বীপধাম দর্শনে ভাবুক দর্শনকারীর কি প্রকার ভাবের উচ্ছ্বাস হয়, তাহা এই গ্রন্থে বর্ণিত। অতি চমৎকার। ভিক্ষা চারি আনা।

শ্রীমনঃশিক্ষা

৵০ দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভুকে উপদেশচ্ছলে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে ভক্তগণের অনুকূল ও প্রতিকূল বিচার অতি সুন্দরভাবে বিবৃত হইয়াছে। তদ্ভিন্ন শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদিষ্ট শিক্ষা ও উপদেশ বিশদভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-জগতে অভিনব গ্রন্থ!!

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতি-গ্রন্থাবলী :—

শরণাগতি

পকেট সাইজ অষ্টম সংস্করণ ভিক্ষা ৵০ আনা

দেহ ও মনের চেষ্টা আনুকূল্যে লইয়া জীব যখন ভাব বুঝিতে পারে, তখন একমাত্র নিষ্কপট শ্রীভগবানের পাদে তাঁহার কোন জাতীয় আবেগময়ী প্রার্থনা হয় এবং শ্রীভগবানে সর্বাঙ্গকরণে নিষ্কপটে কি প্রকারে শরণাপন্ন হইতে হয়, ইত্যাদি বিষয়ক প্রাণস্পর্শী প্রার্থনা ও আত্মসমর্পণমূলক গান। অষ্টম সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে।

ভিক্ষা প্রতি খণ্ড ৵০ এক আনা।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা— ৵০, নবদ্বীপশতক— ৴০

অর্থপঞ্চক—৴০

কল্যাণকল্পতরু

পকেট সাইজ পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা ৵১০

আমরা প্রত্যহ নূতন নূতন অভাব ও কামনার বশবর্ত্তী হইয়া পুনঃপুনঃ যে অকল্যাণকে কল্যাণ বলিয়া গ্রহণ করি এবং নিত্য কল্যাণ কামনা করি, তাহা যে কিরূপ কল্যাণ প্রদান করে এবং কোন বস্তু আমাদের নিত্য কল্যাণদাতা, তাহাকে লাভ করিলে সেই কল্যাণ সমস্ত হইবে, এই সকল কথা সরল গানে লিখিত। এই গীতিগ্রন্থ বাস্তবিক কল্যাণের কল্পতরু, ইহা প্রত্যেককে নিত্যকল্যাণ প্রদানে।

শ্রীল চক্রবর্ত্তি ঠাকুরের টীকা সহ

শ্রীমদ্‌ভগবদ্গীতা

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠাকুর কৃত টীকা ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কৃত রসিকরঞ্জন। টীকা, বাংলা অনুবাদ, শ্লোক সূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সম্বলিত। প্রায় ৮০০ পৃষ্ঠা। উৎকৃষ্ট বিলাতী বাঁধাই ২৲ দুই টাকা। কাগজে বাঁধা ১॥০

শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ কৃত ভাষ্য সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

কাগজ ও ছাপা উৎকৃষ্ট। বিলেতি বাঁধাই, সোনার জলে নাম লেখা রাজসংস্করণ ২৲ টাকা, সাধারণ সংস্করণ ১॥০, গৌড়ীয়ের গ্রাহকপক্ষে ১।০

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি

বিষয়:— ... (বৈষ্ণব অভিধান গ্রন্থ) ... ১

শ্রীমন্দিরে ... প্রকাশিত ... লোকিক ... প্রকাশিত হইয়াছে। ... (প্রথম খণ্ড) ... ৩য় খণ্ড ... ৪র্থ খণ্ড ৷৵০ ...

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ—১ম খণ্ড ১ এক টাকা। ২য় খণ্ড ১৲ এক টাকা—শ্রীমদ্ভাগবতের গ্রাহক ও গৌড়ীয় গ্রাহকগণ ... টাকায় দুইখণ্ড পাইবেন। বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীজীব গোস্বামীপাদের রচিত ২য় খণ্ড ষটসন্দর্ভের অধিক প্রয়োজনীয় অংশ। প্রতি খণ্ড ডবল ক্রাউন ... ৭৪ পৃষ্ঠা আকারে মুদ্রিত হইতেছে।

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য সঙ্কলিত

সদাচারস্মৃতিঃ

ভিক্ষা ৴০ মাত্র

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (প্রাচীন নবদ্বীপ) নদীয়া

গৌড়ীয়

সর্ব্বোত্তম সাপ্তাহিক পত্রিকা

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ... তোড়া, কলিকাতা

রেজেষ্টার্ড

মদন মঞ্জরী

বটিকায় ধ্বজভঙ্গ, ধাতুদৌর্ব্বল্য, ইন্দ্রিয়শক্তির হ্রাস, প্রস্রাবের সহিত শুক্রপাত, ... বুক ধড় ফড়ানি, অনিদ্রা প্রভৃতি লক্ষণ সত্বর নির্দ্দোষ আরোগ্য হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয়। মূল্য ৩০ বটী ১৲ এক টাকা।

"সর্ব্বপুষ্পসন্তানাধারি ঘৃত"

... মূল্য ... টাকা।

"প্রমেহবিনাশিনী বটিকা"

... মূল্য ... ১৲ এক টাকা।

পণ্ডিত নারায়ণজী, কেশবজী

... হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

কুমার-ভোগ—... নিশ্চয় ... বল্য ... বলিয়া ... একটাকা।

নারেল (Narel)—... (Brahmanda) ... পান ... টাকা।

দাদ ছোলি ... সোপ

ডাঃ এ লাল মল বসাক

... এম, বি, ক্রেড

দাদ-সোপ

কাপড়ে কোনরূপ দাগ লাগে না।

মূল্য ... আনা

... ফার্ম্মেসী,

১৭, বসাক স্ট্রীট, বড়বাজার, কলিকাতা

... দেশের এ ... হইতে হয় না।

পর বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

[illegible] বিভিন্ন

[illegible] হইয়াছে। অনেক

[illegible]

[illegible] হইয়াছেন।

প্রধান অধ্যাপক [illegible]

[illegible]

[illegible]

অধ্যক্ষ [illegible]

শ্রীধাম মায়াপুর পর বিদ্যাপীঠ, (নদীয়া)

বেদনাঞ্জন

শ্রেষ্ঠরত্ন।

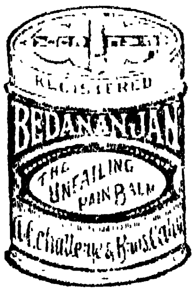

[illegible]

প্রাপ্তিস্থান- এ, সি, চাটার্জ্জী এণ্ড ব্রাদার্স।

[illegible]

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

[illegible] প্রকৃত মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন [illegible] নানাবিধ [illegible] প্রকার মেহ, প্রমেহ ধাতুদৌর্ব্বল্য, স্নায়বিক দুর্ব্বলতা, [illegible] স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে যাহারা বাধক, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, [illegible] রক্তপ্রদর, [illegible] ইলেক্ট্রিক সলিউসন ব্যবহার করিয়া [illegible] ঔষধটি ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক মাসের ব্যবহারোপযোগী এক শিশি ঔষধ [illegible] টাকা মাত্র।

সোল এজেণ্ট—ডাঃ ডি, ডি, হাজরা।

কতেপুর, গার্ডেনরিচ পোষ্ট, কলিকাতা।

ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

অধ্যক্ষ

শ্রীযোগেশ [illegible] এফসিএস (লণ্ডন)

ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক

(প্রফেসার)

[illegible] স্বয়ং তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হয়। পত্র [illegible] রোগের বিবরণ জানাইলে যত্নপূর্ব্বক ব্যবস্থা [illegible] সম্পূর্ণরূপে গোপন রাখা হয়।

মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দুর)

(বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৪৲ টাকা

[illegible] প্রস্তুত।

[illegible]

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৩৲ টাকা

[illegible] পূর্ণ মাত্রায় [illegible] প্রভৃতি রোগের [illegible]

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬৲ টাকা

[illegible] সম্পূর্ণরূপে [illegible]

অবলাবান্ধব যোগ

[illegible] রোগের মহৌষধ

মূল্য—১৬ মাত্রা ১৲ টাকা। ৫০ মাত্রা ৫৲ টাকা মাত্র

বিশুদ্ধ জল! ভয় নাই! বিশুদ্ধ জল!!

লক্ষ্মী টিউব-ওয়েল কোং

২০৫নং নবাবপুর, ঢাকা

[illegible] বৈজ্ঞানিক [illegible] *Tube well* [illegible] বিস্তৃত বিবরণের জন্য পত্র লিখুন।

বিনামূল্যে বিনামূল্যে

বিতরিত

[illegible] “কামশাস্ত্র” [illegible] চৌদ্দ লক্ষের উপরে বিতরিত হইয়াছে। [illegible]

এই পুস্তক [illegible] তিনিই “আতঙ্কনিগ্রহ বটিকা”র আবিষ্কর্তা। [illegible] টাকা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান:—আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়।

[illegible] বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মনোমোহন প্রেস

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা

পূর্ব্ব বাঙ্গালায় সুলভে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত

বৈদ্যুতিক মেশিনে দিবারাত্র কাজ চলিতেছে

বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা।

শ্রীমায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—শ্রীবিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

স্থানীয় সংস্করণ

Registered No. C 1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩॥০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র।

গ্রাহকের হার
অগ্রিম দেয়:
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ০

৪র্থ খণ্ড] সম্পাদক—প্রত্নবিদ্যালঙ্কার শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী [১৮৪ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্য মঠ, শ্রীধাম মায়াপুর—১৭ই আশ্বিন বৃহস্পতিবার ১৩৩৬, ৩রা অক্টোবর ১৯২৯

শ্রীধাম মায়াপুর ডাকঘর

গত ১লা জুন হইতে শ্রীধাম মায়াপুর পোষ্ট অফিস খোলা হইয়াছে। বঙ্গদেশের পোষ্টমাষ্টার জেনারেল বাহাদুর শ্রীধাম মায়াপুর ডাকঘর হইতে নদীয়া-প্রকাশ ভারতের সর্ব্বত্র প্রেরণ করিবার আদেশ দিয়াছেন।

ম্যানেজার, 'নদীয়া-প্রকাশ'

পোঃ আঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

শ্রীধাম মায়াপুরের, যাবতীয় পত্র বুকপোষ্ট রেজিষ্টারী মণি-অর্ডার প্রভৃতি ডাকে পাঠাইতে হইলে, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া ঠিকানায় লিখিবেন।

লোহার কড়ি বরগা
করগেট টীন, জানালার গরাদে
রেলানের ফুলদার রেলিং ও থাম
বেড়া ঘেরা কাটাতার ইত্যাদি
সুলভে বিক্রয় করি
শুনন্
২৭, ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট। ফোন ৪৪৯
দিং ইং ১৮৩৬ সাল, কলিকাতা

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

দুইখণ্ডে সমগ্র গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছে। সূচী প্রভৃতি ছাপা হইতেছে

ভিক্ষা ২৲, নদীয়াপ্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ১৷০

রোগী দেখিবার সময়ঃ—
প্রাতেঃ—৬টা হইতে ৯টা,
বৈকালে—৩টা হইতে ৫টা পর্য্যন্ত।

মূল্য ফেরৎ ! মূল্য ফেরৎ !!

ডাক্তার বি, ডি, কুণ্ডুর—

সর্ব্বত্র এজেণ্ট আবশ্যক।
পত্র লিখুন।
কঠিন কঠিন রোগের চিকিৎসা করা হয়।
দিবা-রাত্রি ঔষধ পাওয়া যায়।

আবিষ্কৃত ও গভর্ণমেণ্ট রেজেষ্টারীকৃত

১। ভূপেন্দ্র শোভা স্পেসিফিক্—পেটের যাবতীয় রোগের, অজীর্ণ, ডিস্পেপ্সিয়ার মহৌষধ। প্রত্যেক গৃহে রাখা প্রয়োজনীয় ঔষধ—প্রতি শিশি ১৲ এক টাকা মাত্র।

২। চণ্ডি ফিবার মিক্চার— ম্যালেরিয়া জ্বর এক শিশিতে সম্পূর্ণ আরোগ্য। কম্পজ্বর এবং পালা ও সকল জ্বরের মহৌষধ। প্রতি ছোট শিশি ৸০ বার আনা, বড় শিশি ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। গণোরিয়া স্পেসিফিক্— যে রকম গণোরিয়া হোক্ না কেন, এক শিশিতে আরোগ্য। এক শিশি ১৲ এক টাকা মাত্র।

হোমিওপ্যাথিক বিভাগ

১। ওয়ারম কিওর— যাবতীয় ক্রিমর, ২। ফিমেল সুধা— শ্বেত-প্রদর, রক্ত-প্রদর ও বাধকের, ৩। জিহ্বা স্পেসিফিক্— জিহ্বার ক্ষতের, ৪। বাথ রেগুলেটার— যাহাদের নিয়মিত ঋতুস্রাব হয় না, তাহা সেবনে নিয়মিত ঋতুস্রাবের, ৫। পাইলস্ রেমিডি— যাবতীয় অর্শের মহৌষধ। মূল্য প্রতি শিশি ৸০ বার আনা ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :— আরোগ্য না হইলে মূল্য ফেরৎ। রোগের অবস্থাদি জানাইলে, ঔষধ ও ব্যবস্থাদি পাঠান হয়। ভিঃ পিঃতে ঔষধ পাঠান হয়। এক কালিন দশ টাকার ঔষধের অর্ডার পাইলে, স্বতন্ত্র কমিশন দেওয়া হয়। পত্রাদি বিশেষ গোপনে রাখা হয়।

সোল এজেণ্ট :—
দি এলোপ্যাথিক ড্রাগ ষ্টোরস্

ডাক্তার বি, ডি, কুণ্ডু
৩১ নং গরানহাটা ষ্ট্রীট, পোঃ বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
টেলিফোন নং বড়বাজার ২৪১১।

কর্ণাবতংসকাঃ কেচিৎ কেচিৎ জ্ঞানাবতংসকাঃ। বয়ন্তু হরিদাসানাং পাদত্রাণাবতংসকাঃ॥

নানা কথা

আফগান বিপ্লব

নাদির খাঁর ভাগ্যের স্বপ্ন

সিমলার [illegible] সেপ্টেম্বরের সংবাদে প্রকাশ,—নাদির খাঁর [illegible] প্রায় [illegible] হাজার [illegible] আছে। [illegible] দেশীয় ও বুনাগণের [illegible] উক্ত স্থান [illegible] কাবিঙ্গালী সৈন্যদলের অধিকারে [illegible] উক্ত যুদ্ধে [illegible] করিবে। [illegible] নাদির কাবুলের [illegible] হইবেন এবং [illegible] সমর্থ হইবেন [illegible] প্রাচীন [illegible] ও [illegible] স্থানের [illegible] করিয়াছে। উক্ত যুদ্ধে [illegible] লোকেরা সাহস অবলম্বন [illegible] হইলে তিনি কাবাডাদের [illegible] হইতে পারিবেন।

[illegible] নাদিরকে [illegible] নিকট [illegible] হইবে।

আমানুল্লার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা

[illegible] সেপ্টেম্বরের সংবাদে প্রকাশ,—[illegible] রাজা আমানুল্লা খাঁর বৈমাত্রেয় ভ্রাতা মহম্মদ আমীন [illegible] বিছুকাল পূর্বেও তিনি [illegible] ছিলেন, কিন্তু [illegible] কারের মাথার্ত্ত [illegible] পূর্বে তিনি আমানেশ [illegible] খাঁয়ের ছাউনীতে উপস্থিত হন। তিনি [illegible] যুদ্ধিবার [illegible] উহা মঞ্জুর হইয়াছে।

খানাতল্লাসে রিভলভার প্রাপ্তি

প্রকাশ, গত [illegible] কালে পুলিশ [illegible] একটা বাড়ীতে খানাতল্লাস করিয়া [illegible] রিভলভার ও [illegible] করিয়াছে। এই বাড়ীতে [illegible] বাস করিত, পুলিশ তাহাদিগকে [illegible] খানাতল্লাস হইয়াছে। [illegible] একটা রিভলভার [illegible] গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

কাঁদিতে ভীষণ ডাকাতী

প্রকাশ, গত [illegible] সেপ্টেম্বর রাত্রি [illegible] জন ডাকাইত সাংঘাতিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া কাঁদির অন্তর্গত [illegible]পুর গ্রামের কানাই কর্মকার নামক জনৈক লোকের বাড়ী প্রবেশ করে। ডাকাইতেরা বারান্দায় শায়িত উক্ত ব্যক্তির পুত্রের হাত পা বাঁধিয়া ফেলে। উহার চীৎকারে কানাই কর্মকার [illegible] স্ত্রী দ্বার খুলিয়া বাহির হইলে ডাকাইতেরা তাঁহাদিগকে নির্দয়ভাবে প্রহার করে এবং তাঁহাদের গায়ে জ্বলন্ত মশালের ছেঁকা দেয়। [illegible] সম্পত্তি লুণ্ঠনপূর্বক [illegible] সরিয়া পড়ে।

ডাকাতী ও নরহত্যা

৬ জনের দণ্ড

কুমিল্লার দায়রা জজ মিঃ [illegible] একটি ডাকাতী ও নরহত্যার মামলার বিচার শেষ হইয়া গিয়াছে, জুরী ৮ জনকে [illegible] দোষী সাব্যস্ত করায় [illegible] আসামীদিগকে [illegible] দণ্ডিত [illegible]।

সরকার পক্ষের বিবরণে প্রকাশ, [illegible] অভয় [illegible] মজুমদারের [illegible] সম্পত্তি [illegible] অনেক দিন ধরিয়া মামলা [illegible] অভয় বাবুর [illegible] ভবেশ [illegible] মজুমদার উক্ত [illegible] অভয় বাবুর বাড়ীতে ডাকাতী করিতে পাঠায়। [illegible] এপ্রিল তারিখে ঐ ডাকাতী হয়। একজন ডাকাত অভয় বাবুকে কাটিয়া রাখিয়া যায়, আর ডাকাতেরা যাইবার সময় বাড়ীতে আগুন লাগাইয়া দিয়া যায়। [illegible] শশী, কামিনী, [illegible] প্রভৃতি [illegible] জনকে চালান দেয়; উহাদের [illegible] এক[illegible]ভার হয়। শশী, কামিনী ও [illegible] জন মুক্তি পাইয়াছে।

দ্বারভাঙ্গা রাজের ২ লক্ষ টাকা দান

দ্বারভাঙ্গা [illegible] সেপ্টেম্বরের সংবাদে প্রকাশ, [illegible] মহারাজা [illegible] এবং উড়িষ্যার [illegible] কলেজ স্থাপনের [illegible] জন্য এক লক্ষ এবং কলেজ স্থাপনের [illegible] আর এক লক্ষ টাকা দান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন।

মানহানির মামলা

খুলনার ২৯শে সেপ্টেম্বরের সংবাদে প্রকাশ, শ্রীযুক্ত [illegible] মুখার্জী সদর ডাক্তার মৌলবী আবদুল আজিজের বিরুদ্ধে এক মানহানির মামলা রুজু করিয়াছিলেন। সম্প্রতি এই মামলার বিচার হইয়া গিয়াছে। ম্যাজিষ্ট্রেট আসামীর প্রতি এক বৎসর বিনাশ্রম কারাদণ্ড ও ৫০০ টাকা জরিমানার আজ্ঞা দিয়াছেন। জরিমানার টাকা অনাদায়ে তাঁহাকে আরও ৪ মাস কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইবে। জরিমানার টাকা আদায় হইলে তাহা হইতে ৪০০ টাকা বাদীকে প্রদান করিবার হুকুম হইয়াছে।

সতীন সেনের মামলা

[illegible] চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে শ্রীযুক্ত বি, সি, চট্টোপাধ্যায় [illegible] এই মর্মে একটি আবেদন করেন যে, বরিশালের জিলা ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ দত্ত ও অপর কয়েক জন ব্যক্তির বিরুদ্ধে ফৌজদারী কার্যবিধি আইনের ১১০ ধারা অনুসারে একটী মামলা চলিতেছে, শ্রীযুক্ত [illegible] দত্ত বরিশালে শ্রীযুক্ত [illegible] সেনকে [illegible] করিয়াছেন। বরিশালের [illegible] আদালতে উপস্থিত হইবার দায় হইতে তাঁহাকে অব্যাহতি প্রদান জন্য উক্ত ব্যক্তি প্রার্থনা করেন। ম্যাজিষ্ট্রেট উক্ত প্রার্থনা মঞ্জুর করিয়াছেন।

মঙ্গলবার [illegible] সময় উক্ত মামলার শুনানী হইবার কথা।

কলেজ হোষ্টেলে চাঞ্চল্য

প্রকাশ, ঢাকার [illegible] ইন্টার মিডিয়েট কলেজের দুই জন শিক্ষককে সম্প্রতি কলেজ হইতে সরাইয়া দেওয়া হইয়াছে। তাঁহাদিগের মধ্যে এক জন—তাঁহার বাকী বেতন ও অসময়ে কলেজ হইতে সরাইয়া দেওয়ার অভিযোগ করিয়া কলেজ কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে এক দেওয়ানী মামলা রুজু করিয়াছেন। অপর শিক্ষকটি কলেজ হোষ্টেলে আশ্রয় লইয়াছেন। তাঁহার প্রাপ্য বাকী বেতন মিটাইয়া দিলেই তিনি চলিয়া যাইবেন, এই প্রকার স্থির ছিল, কিন্তু বাকী বেতন না দিয়াই সম্প্রতি তাঁহাকে হোষ্টেল হইতে তাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। ফলে এই সম্পর্কে হোষ্টেলে একটু চাঞ্চল্যের আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।

হিন্দু মহাসভা

[illegible] বি, এম, [illegible] সভাপতিত্বে সিমলাতে গত কয় দিন ধরিয়া হিন্দু মহাসভার কার্য্যকরী সমিতির অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য, ভাই পরমানন্দ, রায় বাহাদুর রামশরণ দাস, মিঃ এন, সি, কেলকার, এম, এস, আনে, পদমরাজ জৈন, গৌরীশঙ্কর মিশ্র, দেবরতন শর্ম্মা ও পণ্ডিত জগৎনারায়ণ লাল প্রভৃতি নেতারা সমিতির অধিবেশনে যোগদান করেন। মহাসভার অর্থ-ভাণ্ডার, প্রচার কার্য্য, সভাগুলির পুনর্গঠন ও মহাসভার পরবর্ত্তী অধিবেশন-স্থান সম্বন্ধে সভায় আলোচনা হয়। মহাসভার পরবর্ত্তী অধিবেশন যুক্তপ্রদেশে হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছে। পণ্ডিত জগৎনারায়ণ লাল ও গৌরীশঙ্কর মিশ্র সম্পাদক নির্বাচিত হইয়াছেন। অং[illegible] সংগঠন ও মালব্যজীর স্মৃতিভাণ্ডার পূর্ণ করিবার জন্য প্রচার কার্য্য করা হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছে। ডাঃ মুঞ্জে ও পণ্ডিত জগৎনারায়ণের নেতৃত্বে মহাসভার এক দল প্রতিনিধি বাঙ্গালা, বিহার ও যুক্তপ্রদেশে আগামী [illegible] অক্টোবর হইতে ভ্রমণে বাহির হইবেন।

মুন্সীগঞ্জ সত্যাগ্রহ

মুন্সীগঞ্জের ২৮শে সেপ্টেম্বরের সংবাদে প্রকাশ, তালা বন্ধ করা কালীমন্দিরের বারান্দায় গত [illegible] সেপ্টেম্বর হইতে দুইজন সত্যাগ্রহী পূজোপকরণাদি লইয়া বসিয়া আছে। থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী তাহাদের ঐ স্থান ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে বলেন, কিন্তু সত্যাগ্রহীরা তাহার কথা শোনে নাই। ফলে তাহাদের আইন মত গ্রেপ্তার করা হয়। কিন্তু কর্মচারিটি এখানে [illegible] একটু চালাকী করে। তাহাদের গ্রেপ্তার করা হইল বলিয়া সঙ্গে লইয়া [illegible] বাহিরে গিয়া ছাড়িয়া দেয়। মন্দিরের পুরোহিত থানায় এজাহার দিয়াছে যে, ঐ দুইজন সত্যাগ্রহী কালী মন্দিরের বারান্দায় গিয়া এবং ঘরের ভিতর হইতে কালীর চরণ মুক্ত নিয়া মন্দির এবং বিগ্রহ অপবিত্র করিয়াছে। সত্যাগ্রহীদের বিরুদ্ধে এই অভিযোগে পুলিশ এখনও কোন হস্তক্ষেপ করে নাই।

মুন্সীগঞ্জের মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এস, বসুর নিকট ডঃ মোহিনীমোহন দাস এম, এল, সি প্রভৃতির বিরুদ্ধে ১৮৪ ধারার মামলার আর একদফা শুনানী উঠিয়াছিল। এই মামলা আবার ২৬শে অক্টোবর পর্য্যন্ত মুলতবী রহিল। এ পর্য্যন্ত আর কেহ গ্রেপ্তার হন নাই।

সম্রাটের রোগ-মুক্তি ভাণ্ডারে ৭ লক্ষ টাকা

সম্রাটের রোগ মুক্তি-সংক্রান্ত বড়লাটের নিখিল-ভারত-ভাণ্ডারে গত ২৮শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত প্রায় ৭ লক্ষ টাকা উঠিয়াছে। তন্মধ্যে অর্দ্ধেক টাকা দেশীয় রাজ্যের রাজন্যগণ ও প্রজাদের নিকট হইতে পাওয়া গিয়াছে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১৭ই আশ্বিন বৃহস্পতিবার—১৩৩৬

সংস্কার তাৎপর্য্য

নাম-সংস্কার

মহামন্ত্র জপ্য ও কীর্ত্তনীয়

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ১৭৫ সংখ্যার পর)

পাঞ্চরাত্রিক মন্ত্রসমূহ 'মন্ত্র' নামে খ্যাত, ভগবন্নাম 'মহামন্ত্র' বলিয়া প্রসিদ্ধ। শ্রীভগবন্নামই মন্ত্রের জীবন। মন্ত্রের বিশেষত্ব এই যে, মন্ত্র ভগবন্নামের সহিত 'নমঃ' শব্দাদি-ভূষিত অর্থাৎ নামাত্মক[illegible]-যুক্ত। মন্ত্রসমূহে ভগবদিচ্ছা-ক্রমে শ্রীনারদাদি ঋষিগণ-কর্ত্তৃক শক্তি-বিশেষ নিহিত আছে। মন্ত্রসমূহ শ্রীভগবানের সহিত মন্ত্রোচ্চারণকারীর সম্বন্ধবিশেষ প্রতিপন্ন করে। মহামন্ত্র শ্রীনামই নিরপেক্ষ-তত্ত্ব, যদিও নামগ্রহণকারীর দীক্ষাদির অপেক্ষা স্বরূপতঃ নাই, তথাপি প্রায় স্বাভাবিক ভোগপর দেহাদি-সম্বন্ধবশতঃ জীব কদর্য্য-বিষয়ে বিক্ষিপ্তচিত্ত হয় বলিয়া সেই চিত্ত জড় বিষয় হইতে সঙ্কোচকরণাভিপ্রায়ে শ্রীনারদাদি ঋষিগণ মর্য্যাদামার্গে স-মন্ত্রাঙ্কন-বিধি নিরূপণ করিয়াছেন। বদ্ধজীবের জড়বিষয়াভিনিবেশ দূর করিবার জন্য মন্ত্রনির্দ্দিষ্ট অত্যাবশ্যকতা। 'নমঃ' শব্দের 'ম'কারের অর্থ—অহঙ্কার এবং 'ন'কারের অর্থ—তন্নিবৃত্তি। সদ্গুরু-সকাশে এই নমঃ শব্দালঙ্কৃত ভগবন্নামাত্মক মন্ত্র দীক্ষিত হইয়া মন্ত্র জপ করিতে করিতে জীব সঙ্কল্পবিকল্পাত্মক মনন-ধর্ম্ম হইতে ত্রাণ লাভ পূর্ব্বক অপ্রাকৃতাত্মবৃত্তি-ক্রমে পঞ্চবিধা রতির কোন এক প্রকার রতির আশ্রয়ে সামগ্রীর সংযোগে রস-সেবা-প্রভাবে বিশুদ্ধ সমুজ্জ্বল অদ্বয় ভজনীয়ের আস্বাদন করেন। তাদৃশ অনুষ্ঠান স্থূল এবং সূক্ষ্ম উপাধিদ্বয়ের ভোগমাত্র নহে। জীব তখন নাম-নামী অভিন্ন এই দিব্যজ্ঞান লাভ পূর্ব্বক "অয়ি মুক্তকুলৈরুপাস্যমানং পরিতস্ত্বাং হরিনাম সংশ্রয়ামি" বলিয়া শুদ্ধনামাশ্রয় লাভ করেন। তৎকালে তাঁহার চতুর্থ্যন্তপদ বা বৈয়াকরণের সম্বন্ধ-নির্ণায়িকা ভাষা শিথিল হইয়া পড়ে। সম্বোধনের পদোদ্দিষ্ট বাস্তব বস্তু সম্বোধন হৃদয়ে সদা অবরুদ্ধ হইয়া পড়েন। তখন তিনি "হে হরে, হে কৃষ্ণ, হে রাম" প্রভৃতি সম্বোধন পদ-দ্বারা অবাধে নিরন্তর প্রাণপ্রভুর সুমধুর নামকীর্ত্তনে রত হন। তাই মহাপ্রভু প্রকাশানন্দকে উচ্চৈঃস্বরে 'হরে কৃষ্ণ' নাম কীর্ত্তনের কারণ বলিয়াছিলেন,—"প্রভু কহে, শুন, শ্রীপাদ ইহার কারণ। গুরু মোরে মূর্খ দেখি' করিল শাসন॥ মূর্খ তুমি তোমার নাহি বেদান্তাধিকার। কৃষ্ণমন্ত্র জপ সদা—এই মন্ত্র সার॥ কৃষ্ণমন্ত্র হইতে হবে সংসার-মোচন। কৃষ্ণনাম হইতে পাবে কৃষ্ণের চরণ॥ নাম বিনা কলিকালে নাহি আর ধর্ম্ম। সর্ব্বমন্ত্রসার নাম—এই শাস্ত্র মর্ম্ম॥ * * * * এই আজ্ঞা পাঞা নাম লই অনুক্ষণ। নাম লৈতে লৈতে মোর ভ্রান্ত হৈল মন॥ * * পাগল হইলাঙ আমি ধৈর্য্য নাহি মনে। এত চিন্তি নিবেদিলাম গুরুর চরণে॥ কিবা মন্ত্র দিলা গোসাঞি কিবা তার বল। জপিতে জপিতে মন্ত্র করিল পাগল॥ হাসায়, নাচায়, মোরে করায় ক্রন্দন। এত বলি' গুরু মোরে বলিলা বচন॥ কৃষ্ণনাম মহামন্ত্রের এই ত' স্বভাব। যেই জপে, তাঁর কৃষ্ণে উপজয়ে ভাব॥ [illegible] ভাল হৈল পাইলে তুমি পরম-পুরুষার্থ। তোমার প্রেমেতে আমি হৈলাঙ কৃতার্থ॥ নাচ, গাও, ভক্ত সঙ্গে কর সংকীর্ত্তন। কৃষ্ণনাম উপদেশি' তার' সর্ব্বজন॥ * * এই তাঁর বাক্যে আমি দৃঢ় বিশ্বাস ধরি'। নিরন্তর কৃষ্ণনাম সংকীর্ত্তন করি॥"

মহাপ্রভু ইহা দ্বারা জীবকে এই শিক্ষা প্রদান করিলেন যে, নিরন্তর অর্থাৎ দেহ-দ্রবিণ-লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাদি অন্তর বা ব্যবধান-শূন্য হইয়া প্রেমভরে কৃষ্ণনাম-সংকীর্ত্তন করিতে হইবে, মূর্খ অর্থাৎ সম্বন্ধজ্ঞান বা অপ্রাকৃতানুভূতি-শূন্য জীবকে সদ্গুরুপাদাশ্রয়ে পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে। দীক্ষিত ব্যক্তিই গুরুকৃপায় নিরপরাধে শুদ্ধনামকীর্ত্তনে অধিকার লাভ করেন।

গুরুদেব শরণাগত শিষ্যকে যে প্রণব-পুটিত নমঃশব্দ সংযোগে চতুর্থ্যন্ত ভগবন্নামাত্মক মন্ত্র প্রদান করেন, শিষ্য তাহা কেবল জপ্য জানিয়া জপ করিবেন। কিন্তু সম্বোধন-বাচী 'হরেকৃষ্ণ' প্রভৃতি নাম জপ ও কীর্ত্তন উভয়ই করিবেন। মুক্তাবস্থায় যাহা সাধ্য, অনর্থযুক্তাবস্থায় তাহাই সাধন। 'মুক্ত হইয়া তবে মহামন্ত্র সংকীর্ত্তন করিব, এখন কেবল জপ করি'—এরূপ বিচারে সাধ্য ও সাধনে ভেদ প্রদর্শন করে। মহাপ্রভু উপরিউক্ত "নিরন্তর কৃষ্ণনাম-সংকীর্ত্তন করি"—এই বাক্যে নিরন্তর কৃষ্ণনাম সংকীর্ত্তনকেই সাধ্য বলিয়াছেন। 'নিরন্তর' শব্দ ব্যবহার দ্বারা জীবের অন্তর বা ব্যবধান-যুক্ত অবস্থায়ও কৃষ্ণনাম-সংকীর্ত্তন করিবার কথা সূচিত হইতেছে। গুরুপাদপদ্ম-মত দশাপরাধ বিচারপূর্ব্বক নাম-সংকীর্ত্তন করিলেই অন্তর-শূন্য হওয়া যায়।

মন্ত্র ও মহামন্ত্রের নিত্যলীলা-বৈশিষ্ট্য না জানিয়া যাঁহারা মহামন্ত্রকেও পাঞ্চরাত্রিক মন্ত্রসাম্যে কেবল জপ্য বিচারে কীর্ত্তন-বিরোধী হন, তাঁহারা সঙ্কীর্ত্তন পিতা গৌরসুন্দরের সঙ্কীর্ত্তন-প্রচার-বিরোধী বলিয়া নামাপরাধী। যেহেতু তাঁহারা নামকীর্ত্তন-মাহাত্ম্য জানিয়াও তাহাতে অবিশ্বাস পোষণ করিতেছেন। আবার যাঁহারা 'গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন' প্রভৃতি নামের সহিত তারকব্রহ্ম মহামন্ত্রকে ভেদবুদ্ধি করেন, তাঁহারাও নরকপথের যাত্রী হন। কতিপয় নামবিক্রয়ী ব্যবসাদার প্রাকৃত সহজিয়া মহামন্ত্র উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তিত হইলে লোকে তাঁহাদের ন্যায় অনির্দ্দিষ্টের নিকট হইতে মহামন্ত্রকে গুহ্যাস্পষ্টজ্ঞানে অর্থ বিনিময়ে আর লইতে আসিবে না—তাঁহাদের লোকপ্রতারণামূলক ব্যবসায়টীও নষ্ট হইবে—এই আশঙ্কায় তারকব্রহ্ম নামকেও মন্ত্রের ন্যায় কেবল জপ্য বলিয়া ঘোষণা করিতে চান। মহামন্ত্র কীর্ত্তনীয় নহে, পরন্তু কেবল মাত্র জপ্য ইহা এক প্রকার পাষণ্ড মতবাদ। কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু তাহা স্পষ্টই উল্লেখ করিয়াছেন,—

"এক কালে গায়ত্রী হিন্দু পাঁচ সাত আইল। আসি কহে—'হিন্দুর ধর্ম্ম ভাঙ্গিল নিমাঞি। যে কীর্ত্তন প্রবর্ত্তাইল কভু শুনি নাই॥ উচ্চ করি গায় [illegible] দেয় করতালি। মৃদঙ্গ-করতাল-শব্দে কর্ণে লাগে তালি॥ কৃষ্ণের কীর্ত্তন করে নীচ বাড় বাড়। এই পাপে নবদ্বীপ হইবে উজাড়॥ হিন্দু-শাস্ত্রে ঈশ্বর নাম—মহামন্ত্র জানি। সর্ব্বলোক শুনিলে মন্ত্রের বীর্য্য হয় হানি॥" (চৈঃ চঃ আদি ১৭শ)

সঙ্কীর্ত্তন-পিতা গৌর-নিত্যানন্দের আবির্ভাবের পূর্ব্বেও কতক ব্রাহ্মণ কীর্ত্তন-বিরোধী ছিলেন। শ্রীচৈতন্যভাগবতে ইহা বিশেষরূপে বর্ণিত আছে। হরিনদী গ্রামের দুর্জ্জন ব্রাহ্মণ উচ্চকীর্ত্তনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিলে নামাচার্য্য ঠাকুর হরিদাস তাহার কি উত্তর দিয়াছিলেন, তাহা আমরা শ্রীচৈতন্যভাগবতে দেখিতে পাই,—

"হরিনদী গ্রামে এক দুর্জ্জন ব্রাহ্মণ। হরিদাসে দেখি ক্রোধে বলয়ে বচন॥ 'ওহে হরিদাস একি ব্যভার তোমার। ডাকিয়া যে নাম লহ কি হেতু ইহার? মনে মনে জপিবা এই সে ধর্ম্ম হয়। ডাকিয়া লইতে নাম কোন শাস্ত্রে কয়? কার শিক্ষা হরিনাম ডাকিয়া লইতে। এই ত' পণ্ডিত-সভা বলহ ইহাতে॥"

উত্তরে ঠাকুর হরিদাস বলিলেন—

"উচ্চ করি লইলে শতগুণ পুণ্য হয়। দোষ ত' না কহে শাস্ত্রে গুণ সে বর্ণয়॥

'জপতো হরিনামানি স্থানে শতগুণাধিকঃ। আত্মানঞ্চ পুনাত্যুচ্চৈর্জপন্ শ্রোতৄন্ পুনাতি চ॥' জপ-কর্ত্তা হৈতে উচ্চ-সংকীর্ত্তনকারী। শত গুণাধিক ফল পুরাণেতে ধরি॥ শুন বিপ্র মন দিয়া ইহার কারণ। জপি আপনারে সবে করয়ে পোষণ॥ উচ্চ করি' করিলে গোবিন্দ সংকীর্ত্তন। জন্তু মাত্র শুনিয়াই পায় বিমোচন॥ [illegible] পাইলাও নর বিনা সব প্রাণী। না পারে বলিতে কৃষ্ণনাম হেন ধনি॥ ব্যর্থ জন্ম ইহারা নিস্তারে যাহা হৈতে। বল দেখি কোন দোষ সে কর্ম্ম করিতে॥ কেহ আপনারে মাত্র করয়ে পোষণ। কেহ বা পোষণ করে সহস্রেক জন॥ দুইতে কে বড় ভাবি বুঝহ আপনে। এই অভিপ্রায় গুণ উচ্চ সংকীর্ত্তনে॥ "নামোচ্চারণ-মাহাত্ম্যং হরেঃ পশ্যন্ত্বদ্ভুতম্। যদুচ্চারণমাত্রেণ নরো যায়াৎ পরং পদম্॥" সেই বিপ্র শুনি হরিদাসের কথন। বলিতে লাগিল ক্রোধে মহা দুর্ব্বচন॥ * * সে বিপ্রাধমের কত দিবস থাকিয়া। বসন্তে নাসিকা তা'র পড়িল খসিয়া॥"

ঠাকুর হরিদাস বাল্যদিনে অপতিতভাবে তিন লক্ষ নাম-সংকীর্ত্তন করিতেন। তন্মধ্যে তিনি এক লক্ষ নাম অতি উচ্চৈঃস্বরে, একলক্ষ নাম নিকটস্থ ব্যক্তি শুনিতে পায় এরূপে এবং এক লক্ষ নাম মানসে জপ করিতেন। যথা প্রেঃ বিঃ ২৪ বিঃ

"লক্ষ হরিনাম মনে, লক্ষ কানে কানে।
লক্ষ নাম উচ্চ করি করেন সংকীর্ত্তনে॥"

(ক্রমশঃ)

রাজোচিত আচরণ

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

(৫)

প্রভুর শ্রীচরণ দর্শনাকাঙ্ক্ষায় রাজা গজপতি প্রতাপরুদ্রের উৎকণ্ঠার অবধি নাই। তাঁহার আন্তরিক কাতর প্রার্থনা প্রভুপাদে নিবেদন করিবার জন্য সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যকে বহু অনুনয় বিনয় করিয়া অনুরোধ করিয়াছেন। প্রভুর পরম প্রিয় পার্ষদ-ভক্ত রায় রামানন্দকে প্রভুর অভিপ্রায় বুঝিয়া তাঁহার অধীনস্থ বিষয়কার্য্য (রাজমন্ত্রীর পদ) হইতে অবসর প্রদান করিয়া পূর্ণ বেতনে পেন্সন মঞ্জুর করিয়া দিয়াছেন। রায় রামানন্দ প্রভুর পরম স্নেহ ভাজন; প্রভু যেন বিষয়ী রাজাদের কীর্ত্তি প্রতাপরুদ্রের প্রতি কৃপাবর্ষণ করেন তজ্জন্য প্রভুর নিকট আবেদন করিতে রাজা রামানন্দকে যথাসম্ভব অনুরোধ করিতে ত্রুটি করেন নাই। ভট্টাচার্য্য বিফল হইয়াছেন বলিয়া পত্র দিয়াছেন। রাজা তাঁহাকে পুনরায় বিনয় করিয়া লিখিলেন,—

"প্রভুর নিকটে আছে যত ভক্তগণ।
মোর লাগি' তাঁ-সবারে করিহ নিবেদন॥
সেই সব দয়ালু মোরে হঞা সদয়।
মোর লাগি' প্রভুপদে করিবে বিনয়॥

[illegible] মিলে শ্রীপ্রভুর পায়।
[illegible] বিনা মোর রাজ্য নাহি ভায়॥
[illegible] মোরে রণ না করিবে গৌরহরি।
রাজ্য ছাড়ি' যোগী হ'য়ে হইব ভিখারী॥"

রাজ্য-মোহোন্মত্ত ভক্তের এবম্প্রকার উৎকণ্ঠার ভাবটি ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তাঁহার রচিত 'কল্যাণ-কল্পতরু' গ্রন্থে নিম্নোদ্ধৃত কবিতায় সুন্দররূপে ব্যক্ত করিয়াছেন। পাঠকগণের প্রীতিপ্রদ হইবে আশা করিয়া আমরা তাহা সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

কবে শ্রীচৈতন্য মোরে করিবেন দয়া।
কবে আমি পাইব বৈষ্ণব পদ ছায়া॥
কবে আমি ছাড়িব এ বিষয়াভিমান।
কবে বিষ্ণুজনে আমি করিব সম্মান॥
গলবস্ত্র কৃতাঞ্জলি বৈষ্ণব নিকটে।
দন্তে তৃণ করি দাঁড়াইব নিষ্কপটে॥
কাঁদিয়া কাঁদিয়া জানাইব দুঃখগ্রাম।
সংসার-অনল হইতে মাগিব বিশ্রাম॥
শুনিয়া আমার দুঃখ বৈষ্ণব ঠাকুর।
আমা লাগি' কৃষ্ণে আবেদিবেন প্রচুর॥
বৈষ্ণবের আবেদনে কৃষ্ণ দয়াময়।
এহেন পামর প্রতি হ'বেন সদয়॥

উৎকল-সম্রাট্ গজপতি প্রতাপরুদ্র অতীব দীন ভাবে তাঁহার আবেদন বৈষ্ণবগণের নিকট জানাইবার জন্য বৈষ্ণব-চূড়ামণি সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের শরণাপন্ন হইয়া-

ভট্টাচার্য্য রাজার পত্র পাঠ করিয়া চিন্তিত হইলেন। একদিন সকল ভক্তকে একত্র করিয়া রাজার মনোভাব জ্ঞাত করাইলেন। শেষে রাজার লিখিত পত্রটিও তাঁহাদিগকে দেখাইলেন। ভক্তগণ প্রভুর প্রতি রাজার অত্যদ্ভুত প্রীতির পরিচয় পাইয়া হৃষ্ট ও বিস্ময়ে অভিভূত হইলেন। ভক্তগণ রাজদরশনে প্রভুর অবাঞ্ছা আকাঙ্খার কথা প্রবণ কারণ প্রভুকে এ বিষয়ে অনুরোধ করিতে সাহসী হইলেন না, অথচ রাজাকে প্রভুর দুঃসঙ্কল্পের বিষয় জানাইতেও সঙ্কোচ বোধ করিতে লাগিলেন। ভক্তপ্রবর রাজাকে দুঃখ দিতেও মন চাহিতেছে না। এমতাবস্থায় তাঁহারা কি করিবেন স্থির করিতে পারিতেছেন না। পণ্ডিত সার্ব্বভৌম এক উপায় স্থির করিলেন, বলিলেন, চলুন আমরা গিয়া প্রভুর নিকট রাজার সুবৈষ্ণব আচরণের কথা-করিব, কিন্তু রাজাকে দর্শন দিবার জন্য অনুরোধ করিব না। একরূপ পরামর্শ করিয়া সকলে মহাপ্রভুর নিকটে গেলেন। বলিবার বলিয়াও কেহ বলিতে পারিতেছেন না। ভক্তগণের এবম্প্রকার ভাব দেখিয়া [illegible] বলিলেন, 'তোমরা যেন আমাকে কি [illegible] অথচ বলিতেছ না কেন?' এই কথা [illegible] নিত্যানন্দ-প্রভু সাড়া দিলেন। বলিলেন, 'তোমাকে একটি কথা বলিতে চাই, না বলিয়াও থাকিতে পারি না অথচ বলিতেও ভয় হয়। যোগ্য হউক অযোগ্য হউক তোমাকে না বলিয়া আর যাই কোথায়? কথাটি এই, রাজা প্রতাপরুদ্র তোমার দর্শন না পাইয়া যোগী ভিখারী হইতে চাহিতেছেন। রাজ্যভোগ আর তাঁহার ভাল লাগিতেছে না। রাজা তোমার মুখপদ্ম নয়ন ভরিয়া দেখিতে চাহেন, তোমার পদপদ্ম হৃদয়ে ধারণ করিবার আশা রাখেন। তুমি তাঁহাকে নিরাশ করিতেছ কেন?

রাজার বৈষ্ণবোচিত আচরণে প্রভুর মন যদিও আর্দ্র হইয়াছে, তথাপি বাহিরে আচার্য্যোচিত কঠোর সন্ন্যাস ধর্ম্মপর বাক্য বলিতেছেন। প্রভু বলিলেন, 'দেখিতেছি তোমাদের সকলেরই ইচ্ছা আমাকে কটকে লইয়া গিয়া রাজার সহিত মিলন করাইয়া দিতে পারিলেই যেন ভাল হয়। পরমার্থ বিচারে সন্ন্যাসীর পক্ষে রাজসন্দর্শন—দোষাবহ। সে দোষের ত' কথাই নাই, লোকনিন্দারও ত' আশঙ্কা আছে। জগতে ধর্ম্মপ্রচারই সন্ন্যাসীর কার্য্য, জগতে যদি সন্ন্যাসীর নিন্দাই প্রচারিত হইল, তাহা হইলে ধর্ম্মপ্রচার কিরূপে হইবে? এতন্নিবন্ধন লোকরক্ষা করাও প্রয়োজন। লোকনিন্দা ত' দূরের কথা, এই দামোদর পণ্ডিতই বা কি বলিবেন? ইনি এজন্য আমাকে নিশ্চয়ই ভর্ৎসনা না করিয়া পারেন না। শুধু তোমাদের আজ্ঞায় রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারি না, যদি দামোদর মিলিত হইতে বলেন, তাহা হইলেও পারি।' প্রভুর এই মর্ম্মান্তিক বাক্যের তাৎপর্য্য বুঝিয়া দামোদর অভিমানের স্বরে বলিলেন, 'ঠাকুর, তুমি এ কিরূপ কথা বলিতেছ? তুমি স্বতন্ত্র ঈশ্বর, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য তোমার অবিদিত নাই। আমি তুচ্ছাতিতুচ্ছ ক্ষুদ্র জীব, তোমাকে বিধি দিয়া আমার ধৃষ্টতা প্রকাশ করা হইবে মাত্র। দুদিন আগেই হউক আর পরেই হউক তুমি নিজেই তাঁহার সহিত মিলিত হইবে, বাঁচিয়া থাকিলে তাহাও দেখিতে পাইব। রাজা তোমাকে স্নেহ করে, তুমি স্নেহাধীন, তাঁর প্রেমই তোমাকে তার নিকট আকর্ষণ করিবে। তুমি পরম স্বতন্ত্র ঈশ্বর হইলেও স্বভাবে তুমি প্রেমাধীন, একথা ত' আর অস্বীকার করিতে পার না।' নিত্যানন্দ বলিলেন, 'তুমি রাজদর্শন কর' এমন কথা তোমাকে কে বলিবে? কিন্তু প্রেমানুরাগীর স্বভাব এই—ইষ্টবস্তুর অপ্রাপ্তিতে নিজপ্রাণ পরিত্যাগ করিতেও পশ্চাৎপদ হয় না। দ্বাপরে শ্রীবৃন্দাবনলীলায় যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণপত্নীগণ শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁহার সখাগণকে পতিগণের নিষেধ সত্ত্বেও অন্নপ্রদান করিয়া অবশেষে নিজ প্রাণ পরিত্যাগ করিতেও কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হন নাই।' এখন তুমি ত' তাঁহাকে দর্শন দিবে না, আর তাঁহারও জীবন রক্ষা হয় এমন একটা যুক্তি আছে যদি তুমি তাহাতে সম্মত হও। রাজাকে দয়া করিয়া যদি তোমার একখানা বহির্ব্বাস দাও, তাহা হইলেও রাজা তোমার আশা ধরিয়া প্রাণ রাখিতে পারে।' প্রভু কিঞ্চিৎ উদাসীন-ভাবে বলিলেন 'তোমরা সকলেই পরম পণ্ডিত যাহা ভাল হয় তাহাই কর।' এই বাক্যে উল্লসিত হইয়া নিত্যানন্দপ্রভু গোবিন্দের নিকট গিয়া প্রভুর একখানি বহির্ব্বাস চাহিয়া লইলেন এবং তাহা সার্ব্বভৌমের হস্তে দিলেন। সার্ব্বভৌম সেই বস্ত্র রাজার নিকট পাঠাইয়া দিলেন।

রাজা প্রতাপরুদ্র প্রভুর বস্ত্রখানি পাইয়া পরম আনন্দিত হইলেন। তাহাই প্রভুর অঙ্গরূপে পূজা করিতে লাগিলেন।

(ক্রমশঃ)

বাড়ীর পথে ঃ—

আশ্বিন মাস। স্কুল বন্ধ হইয়াছে। প্রায় একমাস কার্য্য হইতে অবকাশ পাইয়া হৃদয়ে কত ভোগের আশা ভরসা লইয়া বাড়ী যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলাম। বেলা ৯ টা ৪০ চল্লিশ মিনিটে শিয়ালদহ ষ্টেশনে বরিশাল এক্সপ্রেসের একটা গাড়ীতে উঠিয়া বসিয়াছি, ট্রেন ছাড়িবার ঘণ্টা বাজিল, হঠাৎ দেখিলাম কয়েকজন গেরুয়া বস্ত্রধারী সাধু তাড়াতাড়ি করিয়া আমার গাড়ীতেই উঠিয়া পড়িলেন।

গাড়ী ছাড়িল। নিজের মনে নিজের বুলি বলিতে বলিতে আমাদিগকে আমাদের কথা ভাবিবার অবকাশ দিয়া গাড়ী চলিল। অনেক দিন পরে বাড়ী যাইতেছি, কেননা গত গ্রীষ্মের বন্ধে বাড়ী যাইতে পারি নাই। যে বাড়ীতে টিউসান করিতাম, সেই বাড়ীর বাবু সপরিবারে দার্জ্জিলিং গিয়াছিলেন, আমিও সেই সুযোগ না ছাড়িয়া তাঁহারই সহযাত্রী হইয়াছিলাম। সুতরাং আমার জন্মস্থানে আমার আরাধ্য পিতামাতা, আমার সুখে সুখী দুঃখে দুঃখী আত্মীয় স্বজন, আমার সহধর্ম্মিণী, আমার আত্মজ বালক পুত্রের কথা এবং কতনা কত কথা আসিয়া হৃদয়-আসন জুড়িয়া বসিল।

মন বড়ই চঞ্চল। চিন্তাই তার স্বভাব, কিন্তু তাহার একটা দোষ এই যে, সে অধিকক্ষণ ধরিয়া এক বিষয়ে চিন্তা করিতে পারে না। পতঙ্গকুল যেমন স্বীয় পক্ষদ্বয়কে অবলম্বন করিয়া সর্ব্বদা বায়ুর উপর উড়িয়া বেড়ায় মনও তেমনি অনন্ত বাসনাকে অবলম্বন করিয়া অজানা রাজ্যে ঘুরিয়া বেড়ায়। কখনও বা জাগ্রদবস্থায় আকাশ কুসুমের স্বপ্ন দেখায়, আবার কখনও বা স্বপ্নযোগে অপ্রকৃত অপূর্ব্ব বিষয়ের মালিক করিয়া দেয়! মনের এই অদ্ভুত ক্ষমতা না থাকিলে দেহারামী, মনোবিলাসী আমরা আমাদের গন্তব্যস্থল চিনি না।

হঠাৎ সেই সাধুদিগের প্রতি নজর পড়িল, দেখিলাম কেহ বা গ্রন্থপাঠ কেহবা মালিকায় শ্রীহরিনাম জপ করিতেছেন। সঙ্গে সঙ্গে নজরটী গাড়ীর সর্ব্বত্রই ঘুরিয়া আসিল। দেখিলাম কেহ বিড়ি, কেহ সিগারেট, কেহ পান খাইতেছেন, কেহ বা খবরের কাগজ পড়িতেছেন, কেহ বা তাস খেলিতেছেন, আবার কেহ বা গল্প করিতেছেন। মনে মনে অনুমান করিয়া লইলাম যে, কেহ বা গৃহে, কেহ বা কর্ম্মক্ষেত্রে আর কেহ বা গৃহকার্য্য-ব্যপদেশে অন্যত্র গমন করিতেছেন। তখন মনে এক কৌতূহল জন্মিল।

একটু সরিয়া বসিলাম। একজন ব্রহ্মচারীকে জিজ্ঞাসা করিলাম—আপনাদের বাড়ী কোথায়? কোথায় যাইতেছেন?

ব্রহ্মচারী গৌড়ীয় নামক একখানি পারমার্থিক সংবাদ পত্র পাঠ করিতেছিলেন, আমার প্রশ্নে পড়াবন্ধ করিয়া একটু হাসিলেন। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া পরে বলিলেন—আমাদের বাড়ী নাই, আমরা মঠবাসী, শ্রীগুরুদেবের পাদ-পদ্মে বাস করি।

"আমাদের বাড়ী নাই"—কথাটী আমাকে অবাক্ করিয়া ফেলিল, কেননা একরূপ ধরণের কথা আমি এই নূতন শুনিলাম। কিছুক্ষণ ধরিয়া অনেক চিন্তা করিলাম—কূল পাইলাম না। পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলাম না হয় মঠে বাস করেন বুঝিলাম, কিন্তু একটা বাড়ী ত' ছিল।

ব্রহ্মচারী বলিলেন, আপনি কতদূর যাইবেন? আমি বলিলাম বহুদূর। ব্রহ্মচারী এই কথা শুনিয়া বলিলেন তা'হ'লে দেখছি আপনাকে কিছু কথা বলা যাবে। আপনি যখন উদ্যোগ করিয়া আমার কাছে কিছু জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, তখন আমি আপনাকে কয়েকটী কথা বলিব কৃপা করিয়া শুনিবেন—.

এ সংসারে আমরা দেহ-প্রাপ্তিকে জন্ম বলিয়া থাকি এবং সেই দেহ যখন ত্যাগ করি, তখন সেই ত্যাগকে মৃত্যু বলি। এই দেহ-প্রাপ্তি যে দেশে, যে গ্রামে, বা যে কুলে হইয়া থাকে, আমরা সেই দেশকে আমার দেশ, সেই গ্রামকে আমার গ্রাম এবং সেই কুলকে আমার কুল বলিয়া থাকি। বাস্তবিক যে বস্তু এই অচেতন জড়পিণ্ডকে আশ্রয় করিয়া অন্য জড়দেহধারীর নিকট তাহাদেরই একজন বলিয়া পরিচিত হয়, সেইবস্তু সকলের সম্মুখে থাকিয়াও অজ্ঞাত। এমনকি সেবস্তু বর্ত্তমানে নিজেই নিজের নিকট অপরিচিত। সেই বস্তুটী কি এবং তাহার অবস্থিতি কোথায় তাহা কেহই জানে না। অথচ সেই বস্তুর অভাবে এই সুন্দর দেহটী ইন্দ্রিয়যুক্ত হইয়াও ক্রিয়াশক্তিহীন। সুতরাং যে চেতনের

আগমনে এই অচেতন শরীরটাই চেতন বলিয়া দৃঢ় প্রতীতি হয় এবং যে চলিয়া গেলে অচেতন দেহ তাহার অচেতন স্বরূপ দেখায়, সমগ্র জগৎ কি এক নেশায় মত্ত হইয়াছে যে সেই নিত্য বস্তুটীর পরিচয় জানিবার জন্য কোনও চেষ্টা না করিয়া শৃগাল কুক্কুর-ভক্ষ্য দেহকে 'আমি' অভিমান করিয়া বিচরণ করিতেছে। আমরা আজকালকার নহি, আমরা অনেকদিনকার। আমরা যে কতদিনের তাহা এই খণ্ডকালময় জগতের ইতিহাসে পাওয়া যায় না। গীতায় শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন যে, হে অর্জ্জুন আমার এবং তোমার অনেক জন্ম অতীত হইয়াছে। আমি পরমেশ্বর, তাই সে সমুদয় আমার স্মরণ আছে, আর তুমি অণুচৈতন্য, আমারই অংশ জীব, সে সমুদয় স্মরণ করিতে পার না। আমি সর্ব্বজ্ঞ আর তুমি অল্পজ্ঞ।

এখন দেখুন আমি কে? আর আমার বাড়ী কোথায়। আপনি আমাকে আমার বাড়ীর কথা জিজ্ঞাসা করিয়া বড় দয়া করিয়াছেন। কেন না আমি বর্ত্তমানে এতদূর ভ্রান্ত যে আমাকেই আমি ভুলিয়াছি, আমার বাড়ীর কথা ত দূরে। যেমন কোন ধনীর সন্তান অসৎসঙ্গে বিচিত্র বেশভূষায় বিভূষিতা বারবনিতার মোহে মোহান্ধ হইয়া নিজের গৃহ স্বজনাদি পরিত্যাগ পূর্ব্বক সেই সর্ব্বস্ব-হরণী বেশ্যার সন্তোষ বিধানের জন্য আত্মহারা হয়, তাহার সঙ্গে চলিয়া যায়, পরে বহুভাবে লাঞ্ছিত হইয়া নিজের নিজত্বের দিকে তাকায় আর হা হুতাশ করিতে থাকে, আমরাও তেমন আমাদের নিত্য প্রভু ভগবানের সেবা ভুলিয়া বহুরূপিণী মায়া দেবীর মোহে মত্ত হইয়া আমার জনক শ্রীভগবান্, আমার আত্মীয় ভগবদ্ভক্ত পার্ষদ সেবকমণ্ডলী, আমার দেশ ভগবল্লোক ছাড়িয়া এই অজানা অচেনা আত্মীয়-বন্ধু-বান্ধব-বিহীন বিদেশে পথহারা পথিকের ন্যায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছি। আপনি আমার বাড়ীর কথা জিজ্ঞাসা করায় এত কথা আমার মনে হইতেছে। সুতরাং আপনি আমাকে আমার নিজের কথা ভাবিবার অবকাশ দিয়াছেন।

আপনার দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর এই যে—আমার ন্যায় জগতে সকলেই আত্মহারা পথভ্রান্ত পথক্লেশ-ক্লিষ্ট পথিক। আমার গুরুদেব আমার ন্যায় জীবকে সুপথ দেখাইয়া স্বলোকে লইবার জন্য এই ধরাধামে অবতীর্ণ। তিনি আমার কর্ণে আমার স্বরূপের কথা ও আমার নিত্য বসতিস্থলের কথা বলিয়া তাঁহার সহযাত্রী করিয়াছেন এবং ভ্রান্তজীবকুলকে সেই কথা জানাইবার জন্য তাহাদের নিকট পাঠাইয়াছেন। আমরা প্রভু-বাক্য শিরোধার্য্য করিয়া ভারতের সর্ব্বত্রই প্রভু-বাক্য প্রচার করিতেছি। সুতরাং আমরা সকলকে লইয়া **বাড়ীর পথে** চলিতেছি।

ব্রহ্মচারী নীরব। আমিও নীরব। হঠাৎ তাকাইয়া দেখি ব্রহ্মচারীর চক্ষে অশ্রুবিন্দু। হঠাৎ চীৎকার করিয়া বলিলেন, হে পতিতপাবন শ্রীগুরুদেব, আমি আপনার সেবা ভুলিয়া ভোগে প্রমত্ত। সুখের আশায় দুঃখ-ক্লিষ্ট, আমাকে কৃপা পূর্ব্বক কেশাকর্ষণ করিয়া স্বচরণান্তিকে স্থান দান করুন, আমি যে আপনার সেবাভ্রান্ত সেবক।

হৃদয় কাঁদিল। পাষাণ তুল্য কঠিন হৃদয়—ইতর চিন্তায় ভরপুর হৃদয়, হৃদয়নাথের কথায় কাঁদিল। গৃহমুখে ধাবিত—গৃহ চিন্তায় চিন্তিত, এই গৃহীর হৃদয়েও তখন প্রকৃত গৃহ-চিন্তা আসিয়া পড়িল মনে ভাবিলাম—কবে যাইব বাড়ীর পথে।

আচার্য্য

আ+চর্ ধাতুর উত্তর ণ্যৎ প্রত্যয় দ্বারা 'আচার্য্য' শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। চর্ ধাতুর অর্থ গমন করা। অর্থাৎ যিনি সম্যগ্ভাবে গমন করিয়া থাকেন এবং যাঁহাকে অনুগমন করিয়া অপর ব্যক্তি-সকল শিক্ষা লাভ করিতে পারে, তিনিই আচার্য্যপদ-বাচ্য। সুতরাং আচার্য্যের গমন অসম্যক্ হইলে অনুগমনকারিগণেরও গমন অসৎ হইবে এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। কারণ শ্রীগীতায় ভগবান্ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন—

যদ্যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে॥

শ্রেষ্ঠব্যক্তি যাহা আচরণ করেন, ইতর লোকগণ তাহাই করিয়া থাকে। শ্রেষ্ঠব্যক্তি যাহা প্রমাণ করেন, লোকসকল তাহারই অনুবর্ত্তন করেন।

আচার্য্যলক্ষণ বায়ুপুরাণে দেখিতে পাওয়া যায় যথা:—

আচিনোতি শাস্ত্রার্থমাচারে স্থাপয়ত্যপি যঃ।
স্বয়মাচরতে যস্মাদাচার্য্যস্তেন কীর্ত্তিতঃ॥

যিনি সদ্গুরুর নিকট উপগত হইয়া যথারীতি শাস্ত্র-সিদ্ধান্ত সংগ্রহ করেন, অপরকে আচারে স্থাপিত করেন স্বয়ং আচারের অনুষ্ঠান করেন, তিনি 'আচার্য্য' বলিয়া কথিত। মনুসংহিতা দ্বিতীয় অধ্যায়ে ১৪০ শ্লোকে আচার্য্যলক্ষণ বর্ণিত হইয়াছে—

উপনীয় তু যঃ শিষ্যং বেদমধ্যাপয়েদ্দ্বিজঃ।
সকল্পং সরহস্যঞ্চ তমাচার্য্যং প্রচক্ষতে॥

যে ব্রাহ্মণ উপনয়ন দান পূর্ব্বক শিষ্যকে যজ্ঞবিদ্যা ও উপনিষৎ সহ বেদ অধ্যয়ন করান, তাঁহাকে "আচার্য্য" বলে।

অতএব বায়ুপুরাণ ও মনুবাক্য হইতে এই সিদ্ধান্ত সংগৃহীত হইল যে, যিনি আচার্য্য হইবেন তিনি সদ্গুরুর নিকটে অভিগমন করিয়া প্রথমতঃ শাস্ত্রসিদ্ধান্তবিৎ হইবেন। যিনি সদ্গুরুর নিকট অভিগমন করেন নাই তিনি শাস্ত্রসিদ্ধান্তবিৎ হইতে পারেন না। সুতরাং যাহারা কৌলিক বা লৌকিক প্রথানুসারে নিজবংশে অযোগ্য[illegible] স্বীকার পূর্ব্বক আচার্য্যের কার্য্যকারী হয়, তাহারা প্রকৃতপক্ষে "আচার্য্য" পদবী লাভ না করিয়া শাস্ত্র ও যুক্তি অনুসারে 'বণিক' বলিয়া খ্যাতিলাভ করিতে পারেন। বেদ বলিয়াছেন—আচার্য্যবান্ পুরুষো বেদ—আচার্য্যবান্ পুরুষই ব্রহ্মকে জানিতে পারেন, অপরে নহে; সুতরাং আচার্য্যবান্ পুরুষই একমাত্র 'আচার্য্য' হইতে পারেন। তাই সৃষ্টির প্রথম হইতেই দেখা যায় আদি আচার্য্য শ্রীব্রহ্মা শ্রীভগবানের নিকট ব্রহ্মবিদ্যালাভ করিয়াছিলেন। মুণ্ডকোপনিষদে দেখা যায় ব্রহ্মা অথর্ব্বাকে সেই ব্রহ্মবিদ্যা দান করেন। অথর্ব্বা অঙ্গিরাকে তাহা উপদেশ করেন। "শৌনকো হ বৈ মহাশালোঽঙ্গিরসং বিধিবদুপসন্নঃ পপ্রচ্ছ।" শৌনক শাস্ত্রবিধি অনুসারে আচার্য্য অঙ্গিরার নিকট উপস্থিত হইয়া ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করেন। আচার্য্য শঙ্কর রামানুজ মধ্বাচার্য্য প্রভৃতি সকল আচার্য্যগণই সদ্গুরুর নিকট উপসন্ন হইয়াছিলেন। সাক্ষাৎ মহাবিষ্ণুর অবতার শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু, বলদেব-স্বরূপ শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু ও স্বয়ং ভগবান শ্রীগৌরসুন্দর পর্য্যন্ত আচার্য্যবান হইয়া আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছিলেন। শ্বেতাশ্বতরের শেষে দেখিতে পাই—

যস্য দেবে পরাভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥

যাঁহার শ্রীভগবানে ও গুরুদেবে পরাভক্তি আছে তাঁহারই নিকট শ্বেতাশ্বতর উপদিষ্ট উপদেশ সমূহ প্রকাশিত হয়।

দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত এই—আচার্য্য স্বয়ং আচারবান্ হইয়া অপরকে আচারে সংস্থাপিত করিবেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু—

"আপনি আচরি ধর্ম্ম জীবেরে শিখায়।
আপনি না কৈলে ধর্ম্ম শিখান না যায়॥"

শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু আচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরকে বলিয়াছেন—

আচার করয়ে কেহ না করে প্রচার।
প্রচার করয়ে কেহ না করে আচার॥
আচার প্রচার নামের কর দুই কার্য্য।
তুমি সর্ব্বগুরু তুমি জগতের আর্য্য॥'

অতএব আচার্য্যগণ যুগপৎ আচার ও প্রচার করিয়া থাকেন। আচারবিহীন প্রচার নিষ্ফল। আচার বাদ দিয়া আচার্য্য কথার কোনই সার্থকতা থাকিতে পারে না। পূর্ব্ব পূর্ব্ব আচার্য্যগণের জীবন আলোচনা করিলে দেখা যায় তাঁহারা সকলেই যুগপৎ আচারবান্ ও প্রচারক ছিলেন।

তৃতীয় সিদ্ধান্ত এই যে, আচার্য্য শাস্ত্রের সৎ সিদ্ধান্ত স্থাপন করেন। যুগে যুগে সত্যধর্ম্ম লোক-লোচনের নিকট আচ্ছাদিত হইতে পারে। ভগবান্ ধর্ম্ম-গ্লানি দূর করিবার জন্য কখনও স্বয়ং, কখনও শক্তি আবিষ্ট করিয়া আচার্য্যগণকে প্রেরণ করিয়া থাকেন। আচার্য্যগণ যুগ-প্রয়োজনানুসারে শাস্ত্রীয় বিধি ঠিক রাখিয়া কোনও একটি বিশেষ বিধি প্রচলন করিয়া ধর্ম্মের গ্লানি দূর করিতে পারেন। এই স্বাধীনতা আচার্য্যগণ ভগবানের আদেশেই প্রাপ্ত হন। যেমন আচার্য্য শঙ্কর [illegible]ের জন্য নির্বিশেষবাদ প্রচার করিয়াছিলেন। আচার্য্য রামানুজ বৈদিক একদণ্ড সন্ন্যাস না নিয়া বৈদিক ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং দৈববর্ণাশ্রমধর্ম্মের ভিত্তির উপর বিষ্ণু উপাসনা সংস্থাপন-জন্য পূর্ব্বপ্রথামত [illegible] শূদ্র-কুলে জাত বালকগণকে পঞ্চসংস্কার ধারণ করাইয়া দ্বিজত্ব উৎপন্ন করতঃ বাজসনেয় [illegible] পদ্ধতি মতানুসারে উপনয়ন সংস্কারে সংস্কৃত করাইয়া বেদমাতা সাবিত্রী দীক্ষা দান করিয়া বৈষ্ণবে ব্রাহ্মণতার অভাব নাই প্রদর্শন করিয়াছিলেন। যামুনাচার্য্যও এ বিষয়ে প্রচার করিয়াছিলেন দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর অনুচর শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামী সংস্কার-দীপিকা গ্রন্থে উহাই প্রচার করিয়াছেন। শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু শ্যামানন্দ প্রভুর দীক্ষা দানে তাহাই অনুমোদন করিয়াছেন। অতএব আচার্য্যগণের লোকহিতকর বিধানকে যাহারা অমান্য করে, তাহারা নিজের পায়ে নিজেই কুঠার নিক্ষেপ করে। আচার্য্যগণের লোকহিতকর চেষ্টা দ্বারা কতিপয় স্বার্থপর ব্যবসায়ী ব্যক্তিদিগের ক্ষতি হয় বলিয়া তাহারা সেই সকল কার্য্যে বাধা প্রদান করিলেও সময়ান্তরে আচার্য্যগণের মহত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলে আচার্য্য উপদিষ্ট বিধান গৃহীত হইয়া জনসমাজের কল্যাণকর হয়।

চতুর্থ সিদ্ধান্ত এই যে আচার্য্য শিষ্যকে [illegible] বরণ করিয়া তৎপরে তাহাকে দীক্ষাশিক্ষাদি দিবেন। শাস্ত্রে শিষ্যকে পুত্র বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। অতএব যেখানে গুরু শিষ্যে পিতা-পুত্র সম্বন্ধ সেখানে যদি শিষ্যকে অস্পৃশ্য রাখা হয় তাহা হইলে পরস্পর প্রীতি সম্পাদিত হইতে পারে না। উভয়েই সমজাতীয় কিন্তু গুরুদেব শিষ্যের পূজ্য, শিষ্য গুরুদেবের স্নেহভাজন। যেমন জীব ও ভগবানে পরস্পর সম্বন্ধ তদ্রূপ। শাস্ত্র বলেন নাদেবো দেবমর্চ্চয়েৎ—অদেব কখনও দেবতাকে অর্চ্চনা করিতে পারে না। নারদপঞ্চরাত্রে (ভরদ্বাজসংহিতা ২য় শ্লোকে) দৃষ্ট হয়—

স্বয়ং ব্রহ্মণি নিক্ষিপ্তান্ জাতানেব হি মন্ত্রতঃ।
বিনীতানথ পুত্রাদীন্ সংস্কৃত্য প্রতিবোধয়েৎ॥

এতদ্দ্বারা আচার্য্যের মন্ত্রপ্রভাবে শিষ্যগণ পুনর্জ্জন্ম লাভ করে সুতরাং শিষ্য আচার্য্যের পুত্র স্বরূপ। অতএব আচার্য্য শিষ্যকে বৈদিক সংস্কারে সংস্কৃত করিয়া যথার্থ উপদেশ করিবেন ইহাই আচার্য্যের প্রতি শাস্ত্রের বিধি। মহাভারতও এই কথা বলেন,—

শূদ্রোঽপ্যাগমসম্পন্নো দ্বিজো ভবতি সংস্কৃতঃ।

শূদ্রকুলোদ্ভূত বালকও আগমসম্পন্ন হইলে সংস্কার লাভ করিয়া দ্বিজ হয়। ছান্দোগ্য সত্যকাম ও হারিদ্রুমত গৌতমের আখ্যায়িকা দ্বারা তাহাই সমর্থন করেন। অন্যথা আচার্য্যের পাতিত্য ঘটে। শূদ্রকে শূদ্র বলিয়া উপদেশ দান করিলে ব্রাহ্মণ অপাংক্তেয় বলিয়া পরিগণিত হয়। [illegible] শ্রাদ্ধপাত্র নিরূপণ নামক ৩৫ অধ্যায়ে দেখা যায়।

এতান্ বিদ্ধি মহাবাহো অপাংক্তেয়ান্ [illegible]।
শূদ্রাণামুপদেশঞ্চ যে কুর্ব্বন্ত্যল্পবুদ্ধয়ঃ॥

যে সকল অল্পবুদ্ধি দ্বিজাধম শূদ্রদিগকে উপদেশ করেন তাহাদিগকে অপাংক্তেয় বলিয়া জানিবে অতএব আচার্য্য নিশ্চয়ই সুবিবেচক হইবেন। যাহাতে নিজের ও শিষ্যের পাতিত্য না ঘটে ও শিষ্যের সহিত কপটতা না করিয়া তাহাকে ব্রহ্মবিদ্যালাভের অধিকারী করা যায় তাহাই আচার্য্যের কর্ত্তব্য।

পর-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

সম্প্রতি পর-বিদ্যাপীঠে নিম্নলিখিত শিক্ষণীয় বিষয়নিচয়ের অধ্যাপকের আসন-সমূহ সংস্থাপিত হইয়াছে—বিদ্যার্থিগণ আবেদন করুন।

১। সাহিত্যাসন, ২। ঐতিহ্যাসন,
৩। সম্প্রদায়বৈভবাসন, ৪। ভক্তিশাস্ত্রাসন,
৫। তত্ত্বশাস্ত্রাসন, ৬। বেদান্তাসন,
৭। একায়নাসন।

শ্রীনন্দলাল রায় বি, এ, কাব্যতীর্থ, বিদ্যাসাগর,
সম্পাদক—পরবিদ্যাপীঠ, শ্রীধাম মায়াপুর।

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৪০৲ চল্লিশ টাকা।

২৭২৪ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে,
সপ্তচত্বারিংশ খণ্ডে সূচী ছাপা হইতেছে।

৪৬শ খণ্ড গ্রন্থ নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে ১৫।৴০ সাধারণ পক্ষে ২০৸৵০। প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৶০, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ।৴০।

দশম স্কন্ধ ছাপা হইতেছে। দশম স্কন্ধের ভিক্ষা ১২৲, অগ্রিম সাধারণের পক্ষে ৮৲।
৫০ অধ্যায়পর্য্যন্ত নবম সংখ্যা ছাপা হইয়াছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

"শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত"

সম্পূর্ণ ছাপা শেষ হইল

আদি, মধ্য, ও অন্ত্যলীলা এবং সূচী ছাপা হইয়া সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে। যাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ১০৲ টাকা ভিক্ষার তৃতীয় সংস্করণ ৪ টাকায় না পাইয়া অপূর্ব্ব সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের জন্যই উহার ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছেন। সেই ১০৲ টাকার এই বিরাট গ্রন্থ গৌড়ীয়মঠের উৎসব অর্থাৎ আগামী ২রা আশ্বিন পর্য্যন্ত ৫৲ টাকা ভিক্ষায় দেওয়া হইবে। গ্রাহকগণ সত্বর হউন পরে আর ঐ সুযোগ দেওয়া হইবে না।

শ্রীচৈতন্য ভাগবত গ্রন্থ অধিকার

শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত

সুবিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র গ্রন্থ ৮৲ স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲
নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪॥০ টাকা

শ্রীচৈতন্য মঠের যাবতীয় গ্রন্থ

কার্য্যাধ্যক্ষ, গ্রন্থ-বিভাগ, শ্রীচৈতন্য মঠ
পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া
—অথবা—
শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা
ঠিকানায় পাওয়া যাইবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—টাকা পাঠাইলে শ্রীচৈতন্য মঠের ঠিকানায় লিখিবেন।

বৃত্তিসহ সমগ্র

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

ভিক্ষা ২৲ টাকা। শিক্ষার্থি-ছাত্রের পক্ষে ১॥০ দেড়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীপরবিদ্যাপীঠ, শ্রীগৌড়পুর
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

দ্বীপ দিগ্‌দর্শন

গঙ্গার পূর্ব্বপারস্থ অন্তর্দ্বীপ, সীমন্তদ্বীপ, মধ্যদ্বীপ ও গোদ্রুমদ্বীপ এবং পশ্চিমপারস্থ কোলদ্বীপ, ঋতুদ্বীপ, জহ্নুদ্বীপ, মোদদ্রুমদ্বীপ ও রুদ্রদ্বীপ—এই নয়টি দ্বীপের অন্তর্গত স্থানসমূহ নবদ্বীপ-মণ্ডল নামে খ্যাত। দ্বীপ-দিগ্‌দর্শন' নামক গ্রন্থে ইহাদের বিবরণ অতি প্রাঞ্জল ভাষায় লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এই অমূল্য রত্নের ভিক্ষা মাত্র ৵০। ৵১০ ডাক টিকেট পাঠাইলে বুক পোষ্টে পাঠান হয়।

প্রাপ্তিস্থান—নদীয়া প্রকাশ কার্য্যালয়
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

এবং

গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস,
১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিম্নলিখিত মঠসমূহে প্রাপ্তব্য:—

১। শ্রীচৈতন্য মঠ,—পোঃ, শ্রীধামমায়াপুর, (নদীয়া)।
২। শ্রীগোপীনাথের মঠ,—চাঁপাহাটি, সমুদ্রগড় পোঃ, (বর্দ্ধমান)।
৩। শ্রীভাগবত আসন,—ভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৪। শ্রীগৌড়ীয় মঠ,—১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড্, কলিকাতা।
৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ,—পোঃ চটক, পুরী,
৬। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ,—উড়িয়া বাজার, কটক।
৭। শ্রীভাগবত মঠ,—চিরকিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।
৮। শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ,—৪নং অগস্ত্যকুণ্ড, কাশী, ইউ, পি।
৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,—ছিপিগলি, বৃন্দাবন, মথুরা, ইউ, পি।
১০। শ্রীপরমহংস মঠ,—নিমসার পোঃ, সীতাপুর, ইউ পি।
১১। শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ,—কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল, পাঞ্জাব।
১২। শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠ,—৯০নং নবাবপুর রোড্, ঢাকা।
১৩। শ্রীগদাইগৌরাঙ্গ মঠ,—বালিয়াটি, ঢাকা।
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম,—আমলাযোড়া, রাজবাঁধ পোঃ, বর্দ্ধমান।
১৫। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ,—ডুমুরকোন্দা, চিরকুণ্ডা পোঃ, মানভূম।
১৬। শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয় মঠ,—আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী, উড়িষ্যা।

এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণের নিকটও নদীয়া প্রকাশ প্রাপ্তব্য।

১। শ্রীযুক্ত জনার্দ্দন ঘোষ—নগ লজ রোড, খুলনা
২। শ্রীযুক্ত রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিরত্ন—দেওয়ানগঞ্জ, হলদিবাড়ী কুচবিহার।
৩। শ্রীযুক্ত রামরঞ্জন রায় ৭৩।২নং শ্রীগোপাল মল্লিক লেন, কলিকাতা।
৪। শ্রীযুক্ত অনুপকুমার সরকার এম, ডি, ও, সৈয়দাবাদ।
৫। মিঃ এন্ ডি, মুখার্জ্জি—এম, এস, ওয়ার্কস দি মল, কানপুর।
৬। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণবিহারী জ্যোতির্ভূষণ—স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া
৭ শ্রীরাসবিহারী দাস অধিকারী, নবদ্বীপ।
৮। শ্রীবিরাজমোহন দে—মনমোহন প্রেস, নবাবপুর, ঢাকা।
৯। শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ গড়গড়ি বেড় চাপা, ২৪ পরগণা।

অজ্ঞানা না ভজে কৃষ্ণ, দুষ্ট সঙ্গ করে। পুন সেইমত মায়া পাপে ডুবি মরে।

শ্রীচৈতন্যমঠের গ্রন্থাবলী

শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুর বিরচিত
তত্ত্ব-গ্রন্থাবলী।

উৎকৃষ্ট কাপড়ে বিলাতী ধরণে বাঁধাই
স্বর্ণালঙ্কৃত। চতুর্থ সংস্করণ। বিস্তৃতবিষয়সূচীসহ

জৈবধর্ম্ম

বাঁধাই ২৲ দুই টাকা

প্রকাশিত হইয়াছে

সনাতন ধর্ম্মশাস্ত্র বেদ, বেদান্ত, উপনিষৎ, গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত, দর্শন, পুরাণ, তন্ত্রাদি সকল গ্রন্থ পাঠ করিবার অবসর অতি অল্প মানবের ঘটিয়া থাকে। অনেকের যোগ্যতা না থাকায় সেই সমস্ত গ্রন্থের মর্ম্ম অবগত হইতে পারেন না। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বাঙ্গালীর এই অসুবিধা দূরীভূত করিবার জন্য এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

বিদ্যালয়ের ছাত্র বা শিক্ষকগণের বিশেষ পাঠ্য, এই হেতু শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টার বাহাদুর হইতে সমস্ত বিদ্যালয়ের জন্য অনুমোদন করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

প্রথম খণ্ড ভিক্ষা ১৲ একটাকা

যুক্তিপূর্ণ শাস্ত্রবাক্য দ্বারা প্রত্যেক মানবের নিত্য কর্ত্তব্য ও অনিত্য সাময়িক কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। গ্রন্থের প্রতি উক্তি সনাতন শাস্ত্রবাক্য দ্বারা সমর্থিত ও প্রমাণিত হইয়াছে। দেহের, মনের ও আত্মার ধর্ম্ম কি? স্বদেশ, সমাজ, নীতি, ধর্ম্ম কি? ইত্যাদি বিষয় ক্রমানুসারে এমন সুন্দরভাবে যুক্তিসংকারে আলোচিত হইয়াছে যে, প্রথম পংক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত পাঠ না করিয়া নিবৃত্ত হওয়া যায় না।

শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ভিক্ষা ৵০

ঐ প্রমাণ খণ্ড ভিক্ষা ৵০

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিহার ও লীলাভূমি নয়টী দ্বীপ-সমন্বিত। এই নয় দ্বীপের প্রাচীন বিবরণ— প্রত্যেক দ্বীপে শ্রীমহাপ্রভুর লীলা—প্রত্যেক দ্বীপের পরিচয়, শ্রীধাম-মাহাত্ম্য—ধামাপরাধ কি? ইত্যাদি বিষয় বিশেষভাবে মনোহর ছন্দে বর্ণিত। পকেট সাইজ প্রায় ১৬০ পৃষ্ঠা।

নবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ

উজ্জ্বল ব্রোঞ্জ-ব্লু কালীতে উত্তম কাগজে ছাপা— শ্রীনবদ্বীপধাম দর্শনে ভাবুক দর্শনকারীর কি প্রকার ভাবের উচ্ছ্বাস হয়, তাহা এই গ্রন্থে বর্ণিত। অতি চমৎকার। ভিক্ষা চারি আনা।

শ্রীভজনপথ

।৵০ দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভুকে উপদেশচ্ছলে যে সকল কথা বলিয়াছেন; তাহা এই গ্রন্থে ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিচার অতি সুন্দরভাবে বর্ণিত হইয়াছে। ইহা ছাড়া শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদিষ্ট শিক্ষা ও উপদেশ বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-জগতে অভিনব গ্রন্থ!!
শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতি গ্রন্থাবলী :—

শরণাগতি

পকেট সাইজ
অষ্টম সংস্করণ
ভিক্ষা ৵০ আনা

দেহ ও মনের চেষ্টা অনিত্যবস্তু লইয়া—যখন জীব বুঝিতে পারে, তখন একমাত্র নিত্যবস্তু শ্রীভগবানের প্রতি তাঁহার কোন জাতীয় আবেগময়ী প্রার্থনা হয়, এবং শ্রীভগবানে সর্ব্বান্তঃকরণে নিষ্কপটে কি প্রকারে শরণাপন্ন হইতে হয়, ইত্যাদি বিষয়ক প্রাণস্পর্শী প্রার্থনা ও আত্মসমর্পণমূলক গান। উড়িয়া সংস্করণও প্রকাশিত হইয়াছে।

ভিক্ষা প্রতি খণ্ড ৵০ এক আনা।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা— ৵০, নবদ্বীপশতক— ৴০
অর্থপঞ্চক— ৴০

কল্যাণকল্পতরু

পকেট সাইজ
পঞ্চম সংস্করণ
ভিক্ষা ৴১০

আমরা প্রত্যহ নূতন অভাব ও কামনার বশবর্ত্তী হইয়া পুনঃপুনঃ যে অকল্যাণকে কল্যাণ বলিয়া গ্রহণ করি এবং যাহার নিকট কল্যাণ কামনা করি, তিনি যে নিত্য বা যথার্থ কল্যাণ প্রদানে অসমর্থ এবং কোন বস্তু আমাদের নিত্য কল্যাণদাতা এবং কি ভাবে আমরা সেই কল্যাণলাভে সমর্থ হইব, এই সকল কথা সরল গানে লিখিত। এই গীতিগ্রন্থ বাস্তবিকই কল্যাণের কল্পতরু, যিনি প্রত্যেককে নিত্যকল্যাণ প্রদানে

শ্রীল চক্রবর্ত্তি ঠাকুরের টীকা সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠাকুর কৃত টীকা ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কৃত বঙ্গানুবাদ। টীকাকারের জীবনী, শ্লোক-সূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি বহু প্রয়োজনীয় বিষয় সংবলিত প্রায় ৮২৫ পৃষ্ঠা। উৎকৃষ্ট সিল্কে বাঁধাই ২৲ দুই টাকা, কাগজে বাঁধা ১৷৷০

শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ কৃত ভাষ্য সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

কাগজ ও ছাপা উৎকৃষ্ট। সিল্কে বাঁধাই, সোণার জলে নাম লেখা রাজসংস্করণ ২৲ টাকা, সাধারণ সংস্করণ ১৷৷০, গৌড়ীয়ের গ্রাহকপক্ষে ১।০

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি (গৌড়ীয়-অভিধানগ্রন্থ)

বিষয়:—১। ভক্তিশাস্ত্রে ব্যবহৃত শব্দাবলীর অর্থ, ২। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের চরিত্র, ৩। বিষ্ণুবৈষ্ণবসম্পর্কিত শ্রীমন্দির ও শ্রীবিগ্রহের বিবরণ, ৪। বৈষ্ণবগ্রন্থ ও প্রবন্ধসমূহের তাৎপর্য্য ও বিবরণ, ৫। বিষয় বিশেষের লৌকিক ও শাস্ত্রীয় আকরমূলে যাবতীয় তথ্য। চারিখণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ১ম খণ্ড ৷৵০, ২য় খণ্ড ৷৵০, ৩য় খণ্ড ৷০, ৪র্থ খণ্ড ৷৵০, চারিখণ্ড একত্রে ৩৲ (৫ম খণ্ড যন্ত্রস্থ)।

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ

—১ম খণ্ড ১৲ এক টাকা। ২য় খণ্ড ১৲ এক টাকা—শ্রীমদ্ভাগবতের গ্রাহক ও গৌড়ীয় গ্রাহকগণ ১।০ টাকায় দুইখণ্ড পাইবেন। বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমজ্জীব গোস্বামিপাদের রচিত গ্রন্থ। ছয়টি ষটসন্দর্ভের অধিক প্রয়োজনীয় অংশ। প্রতি খণ্ড ডবল ক্রাউন ৮ পেজীয় ৬৪ পৃষ্ঠা আকারে মুদ্রিত হইতেছে।

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য সঙ্কলিত

সদাচারস্মৃতিঃ

ভিক্ষা ৵০ মাত্র

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠাভরণের
মেহলারি পাচন
সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।
জনসাধারণের সুবিধার জন্য ... এই ঔষধের ... পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ... আনা, পাঁইট ৷৵০ আনা, বোতল ১৵০ আনা।
অফিস - ১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা।

বেঙ্গল
মদন মঞ্জরী
বটিকা ধ্বজভঙ্গ ও নাড়ী দোষ, ইন্দ্রিয়শিথিলতা, স্বপ্নদোষ, শুক্রতারল্য, মেহ, মাথা ঘোরা, বুক ধড়ফড়ানি, প্রভৃতি লক্ষণ সত্বর নিবারণ করে। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ৩০ বটী ১৲ এক টাকা।
"নপুংসকত্বারি ঘৃত"
পুরুষত্বহীন ব্যক্তি ... মালিশ করিয়া ... ১৲ টাকা।
"রমণীবিলাসিনী বটিকা"
... এক টাকা।
রাজবৈদ্য নারায়ণজী, কেশবজী
১৭৭নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

কুমার-ভোগ—এই ঔষধ সেবনে শিশুরা মোটা হয়। ইহা সেবনে শিশুদের হাড় শক্ত হয়, তাহাদের ক্ষুধা বৃদ্ধি ও সর্ব্বাঙ্গের বিকাশ হয়—দন্তোদ্গমের সময় কোন কষ্ট হয় না। মূল্য প্রতি শিশি এক টাকা, মাশুল ৵০ আনা।

নারোল (Narrhol)—ইনফ্লুয়েঞ্জা, ডেঙ্গু, কাশি, হাঁপানি, ব্রঙ্কাইটিস (Bronchitis), ... অব্যর্থ। ৩০ বটিকার শিশি ৷৷০, মাঃ ৵০ আনা।

দাদ সোপ ... ১৲
ডাঃ ৺শ্যাম লাল বসাক
এম, বি, কৃত
দাদ-সোপ
কাপড়ে কোনরূপ দাগ লাগে না
মূল্য ।০ আনা
ফার্ম্মাসিউটিকাল কোম্পানী,
১৭, বসাক ষ্ট্রীট, বড়বাজার, কলিকাতা।
৩ শিশির কম ... হয় না।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর, (প্রাচীন নবদ্বীপ) নদীয়া

পর-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

এখানে আহার এবং বাসস্থান দিয়া ছাত্রদিগকে বিভিন্ন শিক্ষণীয় বিষয় শিক্ষা দিবার বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। অনেক ছাত্র ভারতের নানাস্থান হইতে আসিয়া পাঠ আরম্ভ করিয়াছেন। বর্ত্তমান বর্ষে সকল ছাত্রই গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

প্রধান অধ্যাপক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শচীশচন্দ্র কাব্য-ব্যাকরণ-সাংখ্য-বেদান্ত-বৈশেষিকতীর্থ, সাংখ্যভূষণ, বেদান্তরত্ন, সাহিত্যশাস্ত্রী, সুদর্শনাচার্য্যতি।

অধ্যাপক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গৌরদাস ব্রহ্মচারী ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীধাম মায়াপুর পরাবিদ্যাপীঠ, (নদীয়া)

বেদনাঞ্জন

শ্রেষ্ঠরত্ন।

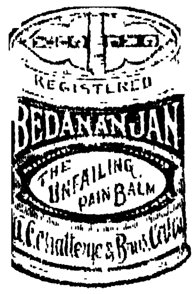

কলিকাতা কংগ্রেস এক্জিবিসন হইতে স্বর্ণপদক প্রাপ্ত ও বহু গণ্যমান্য মহোদয়-গণ কর্ত্তৃক প্রশংসিত।

* * *

আপনারা কি জানেন মাথাধরা প্রভৃতি নানা বেদনার উপশম রক্তস্রাব বন্ধ করিয়াছে। বেদনাঞ্জনের এক উপাদান, এই বেদনাঞ্জন সকল প্রকার বেদনা, মাথাধরা, সর্দ্দি, দাঁতের গোড়া ফুলা, দাঁত কনকনানি, কাণে পুঁজ এবং চুলকানি প্রভৃতি কষ্টদায়ক রোগে আশু ফল দেয়। আপনি সর্ব্বদা ব্যবহার করুন, শিশি বেদনাঞ্জন রাখুন এবং উহার ব্যথাকারী-শক্তি উপলব্ধি করুন। মূল্য এক শিশি ।০ আনা মাত্র। মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান—এ, সি, চাটার্জ্জী এণ্ড ব্রাদার্স।

কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সকল ঔষধালয়ে পাওয়া যায়।

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

যদিও অদ্যাপি প্রকৃত মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য, তথাপি যাহারা নানাবিধ অত্যাচারে জীবনীশক্তি নষ্ট করিয়া জীবন্মৃত হইয়া রহিয়াছেন এবং নানা প্রকার মেহ, প্রমেহ, স্নায়বিক দুর্ব্বলতা, অজীর্ণ, দুঃস্বপ্ন, পারদ-দোষ, প্লীহা, অর্শ এবং স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে যাহারা বাধক, প্রদর, মূর্চ্ছা, শ্বেত ও রক্তপ্রদর, হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি রোগে ভুগিয়া জীবনে নিরাশ হইয়াছেন, তাঁহারা আমাদের পেটেণ্ট সাহেবের আবিষ্কৃত **ইলেক্ট্রিক মেডিসিন** ব্যবহার করিয়া বাঁচিতে পারেন, তাহার শত শত প্রমাণ প্রতি বৎসরেই পাওয়া যাইতেছে। যাঁহারা অন্যান্য বহুবিধ ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরোগ্য হইতে পারেন নাই, তাঁহারা একবার এই ঔষধটী ব্যবহার করিয়া দেখুন, এক মাসের ব্যবহারোপযোগী এক শিশি ঔষধ ডাকমাশুল সহ ২॥০ টাকা মাত্র।

সোল এজেণ্ট—ডাঃ ডি, ডি, হাজরা।

ফতেপুর, গার্ডেনরিচ পোষ্ট, কলিকাতা।

ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

অধ্যক্ষ

শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম এ, এফ সি এস (লণ্ডন)

ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক

(প্রফেসার)

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ বিশুদ্ধ ও শাস্ত্রমতে নিজ তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হয়। পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ক্যাটালগ পাঠান হয়। রোগের বিবরণ জানাইলে যত্নপূর্ব্বক ব্যবস্থা দেওয়া হয়। চিঠি পত্রাদি সম্পূর্ণরূপে গোপন রাখা হয়।

মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দুর)

(বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৪৲ টাকা

উৎকৃষ্ট স্বর্ণ, পারদ ও আমলাসার গন্ধক দ্বারা যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। নিত্য প্রয়োজনীয় সর্ব্বরোগনাশক মহৌষধ।

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৩৲ টাকা

উৎকৃষ্ট কাশীর আমলকী, বংশলোচন প্রভৃতি যাবতীয় উপাদানে পূর্ণ মাত্রায় যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। কফ, কাসি, সর্দ্দি, যক্ষ্মা, ক্ষয়রোগ, হৃদরোগ প্রভৃতি রোগের মহৌষধ। সর্ব্বপ্রকার দুর্ব্বলতা নাশক অতিশয় পুষ্টিকর মহৌষধ বা খাদ্য বিশেষ।

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬৲ টাকা

ইহা সেবনে ধাতুদৌর্ব্বল্য, অকালবার্দ্ধক্য, স্বপ্নদোষ, প্রমেহ ও ধ্বজভঙ্গ সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায়। ইহা অপরিসীম আনন্দদায়ক রসায়ন।

অবলাবান্ধব যোগ

প্রদর, বাধক প্রভৃতি স্ত্রীরোগের ও যোনিগত দুরারোগ্য রোগের মহৌষধ

মূল্য—১৬ মাত্রা ২৲ টাকা। ৫০ মাত্রা ৫৲ টাকা মাত্র

বিশুদ্ধ জল! ভয় নাই! বিশুদ্ধ জল!!

লক্ষ্মী টিউব-ওয়েল কোং

২০৫নং নবাবপুর, ঢাকা।

বর্ত্তমানযুগের নব-আবিষ্কৃত যন্ত্রপাতিদ্বারা উন্নত বৈজ্ঞানিক-খনন-প্রণালীতে নলকূপ (*Tube well*) নির্ম্মাণ করা হয়। বঙ্গের লাট বাহাদুর, প্রাইভেট সেক্রেটারী, ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট, জিলা-বোর্ডের চেয়ারম্যান, জমিদার, তালুকদার, প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত ভদ্রমহোদয়গণ এই কোম্পানীর কার্য্য দেখিয়া প্রশংসা করিয়াছেন। রাসায়নিক পরীক্ষায় জল বিশুদ্ধ না হইলে মূল্য গ্রহণ করা হয় না। বিস্তৃত বিবরণের জন্য পত্র লিখুন।

বিনামূল্যে বিনামূল্যে

বিতরিত

স্বাস্থ্যের সার "কামশাস্ত্র" গ্রন্থখানি চৌদ্দ লক্ষের উপরে বিতরিত হইয়াছে। ইহা পাঠে মানবের পরিণাম ফলাফল জানা যায়।

এই পুস্তক যিনি লিখিয়াছেন, তিনিই "আতঙ্কনিগ্রহ বটিকা"র আবিষ্কর্ত্তা। এই বটিকা দুর্ব্বলকে সবল করে এবং সবল ব্যক্তিকে অটুট স্বাস্থ্য দান করে। বত্রিশ বটিকা পূর্ণ প্রতি কৌটার মূল্য ১৲ টাকা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান:—**আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়।**

২১৪নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মনোমোহন প্রেস

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা

পূর্ব্ব বাঙ্গালায় সুলভে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত

বৈদ্যুতিক মেশিনে দিবারাত্র কাজ চলিতেছে

বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা।

মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—শ্রীবিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

স্থানীয় সংস্করণ

Registered No. C 1544

বিজ্ঞাপনের হার

প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৹
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র।

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়।

বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸৹
মাসিক ১৲

নগদ
প্রতি সংখ্যা ৴৫

৪র্থ খণ্ড] সম্পাদক—প্রত্নবিদ্যালঙ্কার শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী [১৮৫ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্য মঠ, শ্রীধাম মায়াপুর—১৮ই আশ্বিন শুক্রবার ১৩৩৬, ৪ঠা অক্টোবর ১৯২৯

শ্রীধাম মায়াপুর ডাকঘর

গত ১লা জুন হইতে শ্রীধাম মায়াপুর পোষ্ট অফিস খোলা হইয়াছে। বঙ্গদেশের পোষ্টমাষ্টার জেনারেল বাহাদুর শ্রীধাম মায়াপুর ডাকঘর হইতে নদীয়া-প্রকাশ ভারতের সর্ব্বত্র প্রেরণ করিবার আদেশ দিয়াছেন।

ম্যানেজার, 'নদীয়া-প্রকাশ'

পোঃ আঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

শ্রীধাম মায়াপুরের, যাবতীয় পত্র বুকপোষ্ট রেজিষ্টারী মণি-অর্ডার প্রভৃতি ডাকে পাঠাইতে হইলে, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া ঠিকানায় লিখিবেন।

কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত

গৌড়ীয়

পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র।

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রতি শনিবারে প্রকাশিত হয়।

অগ্রিম বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲ দিলে বৎসরে ৫০ সংখ্যা প্রাপ্য; ষাণ্মাসিক ১৷৹; সাপ্তাহিক ৴৹

সর্ব্বদা গ্রাহক হওয়া যায়।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

দুইখণ্ডে সমগ্র গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছেন। সূচী প্রভৃতি ছাপা হইতেছে

ভিক্ষা ২৷৹, নদীয়াপ্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ১৷৹

রোগী দেখিবার সময়ঃ—
প্রাতেঃ—৬টা হইতে ৯টা,
বৈকালে—৩টা হইতে ৫টা পর্য্যন্ত।

মূল্য ফেরৎ! মূল্য ফেরৎ!!

ডাক্তার বি, ডি, কুণ্ডুর

সর্ব্বত্র এজেণ্ট আবশ্যক।
পত্র লিখুন।
কঠিন কঠিন রোগের চিকিৎসা করা হয়।
দিবা-রাত্রি ঔষধ পাওয়া যায়।

আবিষ্কৃত ও গভর্ণমেণ্ট রেজেষ্টারীকৃত

১। ভূপেন্দ্র শোভা স্পেসিফিক্—পেটের যাবতীয় রোগের, অজীর্ণ, ডিস্পেপ্‌সিয়ার মহৌষধ। প্রত্যেক গৃহে রাখা প্রয়োজনীয় ঔষধ—প্রতি শিশি ১৲ এক টাকা মাত্র।

২। চণ্ডি ফিবার মিক্‌চার—ম্যালেরিয়া জ্বর এক শিশিতে সম্পূর্ণ আরোগ্য। কম্পজ্বর এবং পালা ও সকল জ্বরের মহৌষধ। প্রতি ছোট শিশি ৷৵৹ বার আনা, বড় শিশি ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। গণোরিয়া স্পেসিফিক্—যে রকম গণোরিয়া হোক্ না কেন, এক শিশিতে আরোগ্য। এক শিশি ১৲ এক টাকা মাত্র।

হোমিওপ্যাথিক বিভাগ।

১। ওয়ারম্ কিওর—যাবতীয় কৃমির, ২। ফিমেল সুধা—শ্বেত-প্রদর, রক্তঃ-কষ্ট ও বাধকের, ৩। জিহ্বা স্পেসিফিক্—জিহ্বার ক্ষতের, ৪। বাথ রেগুলেটার—যাহাদের নিয়মিত ঋতুস্রাব হয় না, ইহা সেবনে নিয়মিত ঋতুস্রাবের, ৫। পাইলস রেমিডি—যাবতীয় অর্শের মহৌষধ। মূল্য প্রতি শিশি ৷৵৹ বার আনা ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :— আরোগ্য না হইলে মূল্য ফেরৎ। রোগের অবস্থাদি জানাইলে, ঔষধ ও ব্যবস্থাদি পাঠান হয়। ভিঃ পিঃতে ঔষধ পাঠান হয়। এক কালিন দশ টাকার ঔষধের অর্ডার পাইলে, স্বতন্ত্র কমিশন দেওয়া হয়। পত্রাদি বিশেষ গোপনে রাখা হয়।

সোল এজেণ্ট :—
দি এলোপ্যাথিক ড্রাগ ষ্টোরস্

ডাক্তার বি, ডি, কুণ্ডু
৩১ নং গ্রাণ্ডহাটা ষ্ট্রীট, পোঃ বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
টেলিফোন নং বড়বাজার ২৪১১।

কর্ম্মাবলম্বকাঃ কেচিৎ কেচিৎ জ্ঞানাবলম্বকাঃ। বয়ন্তু হরিদাসানাং পাদত্রাণাবলম্বকাঃ॥

পর বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

এখানে আহার এবং বাসস্থান দিয়া বিদ্যার্থিগণকে বিভিন্ন শিক্ষণীয় বিষয় শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। অনেক ছাত্র ইতোমধ্যেই আসিয়া পাঠ আরম্ভ করিয়াছেন। বর্তমান বর্ষে সকল ছাত্রই গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

প্রধান অধ্যাপক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রচন্দ্র কাব্য-ব্যাকরণ-সাংখ্য-বেদান্ত-দর্শন-তীর্থ, সাংখ্যভূষণ, বেদান্তরত্ন, সাহিত্যশাস্ত্রী, সুদর্শনবাচস্পতি।

অধ্যাপক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গৌরদাস ব্রহ্মচারী ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীধাম মায়াপুর পরবিদ্যাপীঠ, (নদীয়া)

বেদনাঞ্জন

শ্রেষ্ঠরত্ন

কলিকাতা কংগ্রেস একজিবিসন হইতে বহু প্রশংসা প্রাপ্ত ও বহু গণ্যমান্য ভদ্রমহোদয়গণ কর্তৃক প্রশংসিত।

আজকাল বাজারে চলিত মিশ্রিত ও বিষাক্ত আহার্য সেবনে শরীরের রক্ত স্বতঃই দোষিত হইয়া পড়িতেছে। এবং মানবদেহের শ্রেষ্ঠ উপাদান, এই রক্ত দোষিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মানব বাত, বেদনা, মাথাধরা, মাথাঘোরা, দুশ্চিকিৎস্য ব্রণ, দাঁতের গোড়া ফুলা, দাঁত কনকনানি, দাঁতে পোক এবং পোকা, চুলকানি প্রভৃতি কষ্টদায়ক চর্মরোগে আক্রান্ত হইতেছে। যদি আপনি একান্তই ব্যাধিমুক্ত হইতে চান, তাহা হইলে অযথা পয়সার অপব্যয় না করিয়া অল্প ব্যয়ে এক শিশি বেদনাঞ্জন ক্রয় করিয়া ইহার কার্য্যকারী-শক্তি উপলব্ধি করুন। গুণের তুলনায় মূল্য অতি সামান্য, এক শিশি ।০ আনা মাত্র মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান—এ, সি, চাটার্জ্জী এণ্ড ব্রাদার্স।

৬৪নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

সকল মনিহারী দোকানে ও বড় বড় ডাক্তারখানায় পাওয়া যায়।

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

যদিও অদ্যাপি প্রকৃত মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য, তথাপি যাঁহারা নানাবিধ অসংযমিত উপায়ে অপরিমিত শক্তি নষ্ট করিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন এবং নানা প্রকার মেহ, প্রমেহ ধাতুদৌর্ব্বল্য, স্নায়বিক দুর্ব্বলতা, বহুমূত্র, দুঃস্বপ্ন, পারদ-সংক্রান্ত পীড়া, অর্শ এবং স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে যাহারা বাধক, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, সূতিকা, শ্বেত ও রক্তপ্রদর, হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি রোগে ভুগিয়া জীবনে নিরাশ হইয়াছেন, তাঁহারা আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটাল সাহেবের আবিষ্কৃত ইলেক্ট্রিক সলিউসন ব্যবহার করিয়া বাঁচিতে পারেন, তাহার শত সহস্র প্রমাণ প্রত্যহ বহুদিনই পাওয়া যাইতেছে। যাঁহারা অন্যান্য বহুবিধ ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরোগ্য হইতে পারেন নাই, তাঁহারা একবার এই ঔষধটী ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক মাসের ব্যবহারোপযোগী এক শিশি ঔষধ ডাকমাশুল সহ ১।০ টাকা মাত্র

সোল এজেণ্ট—ডাঃ ডি, ডি, হাজরা।

ফতেপুর, গার্ডেনরীচ পোষ্ট, কলিকাতা।

ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম.এ., এফ.সি.এস (লণ্ডন)

ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক

(প্রফেসার)

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ বিশুদ্ধ ও শাস্ত্রমতে নিজ তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হয়। পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ক্যাটালগ পাঠান হয়। রোগের বিবরণ জানাইলে যত্নপূর্ব্বক ব্যবস্থা দেওয়া হয়। চিঠি পত্রাদি সম্পূর্ণরূপে গোপন রাখা হয়।

মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দুর)

(বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৪৲ টাকা

উৎকৃষ্ট স্বর্ণ, পারদ ও আমলাসার গন্ধক দ্বারা যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। নিত্য প্রয়োজনীয় সর্ব্বরোগনাশক মহৌষধ।

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৩৲ টাকা

উৎকৃষ্ট কাশীর আমলকী, বংশলোচন প্রভৃতি যাবতীয় উপাদানে পূর্ণ মাত্রায় যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। কফ, কাসি, সর্দ্দি, যক্ষ্মা, ক্ষয়রোগ, হৃদরোগ প্রভৃতি রোগের মহৌষধ। সর্ব্বপ্রকার দুর্ব্বলতা নাশক অতিশয় পুষ্টিকর মহৌষধ বা খাদ্য বিশেষ।

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬৲ টাকা

ইহা সেবনে ধাতুদৌর্ব্বল্য, শুক্রহীনতা, স্বপ্নদোষ, প্রমেহ ও ধ্বজভঙ্গ সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায়। ইহা অপরিসীম আনন্দদায়ক রসায়ন।

অবলাবান্ধব যোগ

প্রদর, বাধক প্রভৃতি জরায়ুদোষ ও যোনিগত দুরারোগ্য রোগের মহৌষধ।

মূল্য—১৬ মাত্রা ২৲ টাকা। ৫০ মাত্রা ৫৲ টাকা মাত্র

বিশুদ্ধ জল! ভয় নাই! বিশুদ্ধ জল!!

লক্ষ্মী টিউব-ওয়েল কোং

২০৫নং নবাবপুর, ঢাকা

বর্তমান-যুগের নব-আবিষ্কৃত যন্ত্রপাতি দ্বারা উন্নত বৈজ্ঞানিক-খনন-প্রণালীতে নলকূপ (*Tube-well*) নির্ম্মাণ করা হয়। বঙ্গের লাট বাহাদুর, প্রাইভেট সেক্রেটারী, জিলা-ম্যাজিষ্ট্রেট, জিলা-বোর্ডের চেয়ারম্যান, ইঞ্জিনিয়ার, জমিদার, তালুকদার, প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত ভদ্রমহোদয়গণ এই কোম্পানীর কার্য্য দেখিয়া প্রশংসা করিয়াছেন। রাসায়নিক পরীক্ষায় জল বিশুদ্ধ না হইলে মূল্য গৃহীত হয় না। বিস্তৃত বিবরণের জন্য পত্র লিখুন।

বিনামূল্যে বিনামূল্যে

বিতরিত

শাস্ত্রের সার "কামশাস্ত্র" প্রায় চৌদ্দ লক্ষের উপরে বিতরিত হইয়াছে। উহা পাঠে মানবের পরিণাম ফলাফল জানা যায়।

এই পুস্তক যিনি লিখিয়াছেন, তিনিই "আতঙ্কনিগ্রহ বটিকা"র আবিষ্কর্ত্তা। এই বটিকা দুর্ব্বলকে সবল করে এবং সবল ব্যক্তিকে অটুট ও অক্ষয় রাখে। বত্রিশ বটিকা পূর্ণ প্রতি কৌটার মূল্য ১৲ টাকা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান:—আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়।

২১৪নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মনোমোহন প্রেস

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা

পূর্ব্ব বাঙ্গালায় সুলভে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত

বৈদ্যুতিক মেশিনে দিবারাত্র কাজ চলিতেছে

বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১৮ই আশ্বিন শুক্রবার—১৩৩৬

সংস্কার তাৎপর্য্য

নাম-সংস্কার

মহামন্ত্র জপ্য ও কীর্ত্তনীয়

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

কর্ম্মমার্গের সাধারণ ধর্ম্মকাম ব্যক্তি-গণের জন্য যে-সকল মন্ত্রাদি, সেগুলি জপ্য। সেগুলির পক্ষে মন্ত্রাদি ধর্ম্মশাস্ত্রে উল্লিখিত আছে যে—উচ্চ জপ অপেক্ষা উপাংশু (মৃদুচ্চারিত) জপ, তদপেক্ষা মানসজপ প্রশস্ত। কিন্তু 'মহামন্ত্র' নাম সম্বন্ধে একূপ ব্যবস্থা নহে। হরিভক্তি-বিলাসোদ্ধৃত (১১ বিঃ ২৩৬ শ্লোক) বৈষ্ণব-চিন্তামণি বাক্য যথা—

জপতঃ হরিনামানি স্থানে শতগুণাধিকঃ।
আত্মানঞ্চ পুনাত্যুচ্চৈর্জপন্ শ্রোতৄন্ পুনাতি চ॥ (?)

এই শ্লোকের টীকায় শ্রীল সনাতন গোস্বামী বলিতেছেন—"এই প্রকারে নামকীর্ত্তনের পরম মাহাত্ম্য সাধারণে লিখিয়া ইদানীং শ্রবণ পরম পুরুষার্থরূপ শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণাদি ভক্তিপ্রকারসমূহের মধ্যে শ্রীনাম কীর্ত্তনেরই শ্রেষ্ঠত্ব লিখিবার কালে প্রথমতঃ শ্রীমুক্তাফলাদি গ্রন্থানুসারে স্মরণাপেক্ষা কীর্ত্তনের শ্রেষ্ঠত্ব লিখিত হইতেছে। শ্রীবিষ্ণুস্মরণ অঘ অর্থাৎ সংসার-ভয়ের মূলস্বরূপ যে পাপ, তাহা ছেদন করেন, কিন্তু মনকে নিগ্রহ করা বড় কঠিন বলিয়া স্মরণের তুচ্ছত্বহেতু তাহা বহুপ্রয়াসে সাধিত হইয়া থাকে। কিন্তু নামসংকীর্ত্তন ওষ্ঠস্পন্দন মাত্রেই সাধ্য, সুতরাং স্মরণ হইতে কীর্ত্তনই শ্রেষ্ঠ। বৃহদ্ভাগবতামৃতে এই নামসংকীর্ত্তন-মাহাত্ম্য সবিস্তারে বর্ণিত আছে।" বিষ্ণুপুরাণে উক্ত হইয়াছে—"ধ্যায়ন্ কৃতে যজন্ যজ্ঞৈস্ত্রেতায়াং দ্বাপরেঽর্চ্চয়ন্। যদাপ্নোতি তদাপ্নোতি কলৌ সঙ্কীর্ত্ত্য কেশবম্॥" অর্থাৎ সত্যযুগে ধ্যান, ত্রেতায় যজ্ঞ এবং দ্বাপরে অর্চ্চন করিয়া যাহা প্রাপ্ত হয়, কলিযুগে একমাত্র কেশবের সঙ্কীর্ত্তন করিয়া তাহাই লাভ হয়। 'সঙ্কীর্ত্ত্য' শব্দের টীকায় শ্রীল সনাতন গোস্বামিপাদ বলিতেছেন—"সম্যক্ উচ্চৈরুচ্চার্য্যেত্যর্থঃ।—(হঃ ভঃ বিঃ ১১শ বিঃ ২৩৯ টী)। শ্রীমদ্ভাগবতের "কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং" (১২।৩।৫২) "যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ (১১।৫।৩২) প্রভৃতি শ্লোকে নামসংকীর্ত্তন মাহাত্ম্য বিশেষ ভাবে সূচিত হইয়াছে।

শ্রীহরিভক্তিবিলাসে নামকীর্ত্তন-মাহাত্ম্য বর্ণনাপ্রে জপ-মাহাত্ম্য-বর্ণনের প্রারম্ভে ১১।২৪৭ শ্লোকের টীকায় শ্রীসনাতন গোস্বামিপাদ জপ সম্বন্ধে লিখিতেছেন—"জপও কীর্ত্তনের অঙ্গই বিশেষ। বাচিক, উপাংশু ও মানসিক ভেদে জপ ত্রিবিধ। ঈষদোষ্ঠ-চালন দ্বারা শনৈরুচ্চারণরূপ জপকে উপাংশু জপ বলে। বাচিক জপ কীর্ত্তনান্তর্গত, মানসিক স্মরণাত্মক, কচিৎ 'নাম স্মরণ' বলিতে অল্পে অল্পে ঈষদুচ্চারণও জ্ঞেয়।"

পূর্ব্বোক্ত ১১।২৩৬ টীকায় গোস্বামিপাদ "স্মরণাৎ কীর্ত্তনং বরং শ্রেষ্ঠং" বাক্যে কীর্ত্তনেরই শ্রেষ্ঠত্ব স্থাপন করিয়াছেন। "জপতো হরিনামানি"—এই শ্রীচৈতন্যভাগবতধৃত নারদীয় বচনেও জপ হইতে কীর্ত্তনের শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণিত হইয়াছে। সুতরাং মহামন্ত্র জপ্য ও কীর্ত্তনীয় উভয়ই—এবিষয়ে কোন আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে না। ঠাকুর হরিদাস তাঁহার প্রকৃষ্ট আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন।

শ্রীল রূপপাদ "ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে (পূর্ব্ব ২ লহরী) লিখিয়াছেন—

"মন্ত্রস্য সুলঘূচ্চারো জপ ইত্যভিধীয়তে
মন্ত্রের অতি লঘু বা নিম্ন উচ্চারণকে 'জপ' বলে

"নামলীলাগুণাদীনামুচ্চৈর্ভাষা তু কীর্ত্তনম্।"

—নাম, রূপ ও গুণাদির উচ্চরূপে উচ্চারণ করাকে কীর্ত্তন বলে।

শ্রীপাদ জীব গোস্বামিপ্রভু ভক্তিসন্দর্ভে ২৬৯ সংখ্যায় 'সংকীর্ত্তন' সম্বন্ধে লিখিতেছেন—

"**অত্র চ বহুভির্মিলিত্বা কীর্ত্তনং সঙ্কীর্ত্তনমিত্যুচ্যতে।** "কলিং সভাজয়ন্ত্যার্য্যা গুণজ্ঞাঃ সারভাগিনঃ। যত্র সঙ্কীর্ত্তনেনৈব সর্ব্বঃ স্বার্থোঽভিলভ্যতে॥" শ্রীজীবপাদ (ভক্তিসন্দর্ভ ২৭২ সংখ্যায়) এই শ্লোকের ব্যাখ্যা করিতেছেন—যাঁহারা কীর্ত্তন-প্রচারমান কলিগুণ জানেন তাঁহারাই প্রাজ্ঞ। অতএব তদাদরকরণ-হেতু সারভাগী আর্য্যগণ কলিকে প্রশংসা করিয়া থাকেন; যে কলিতে কৃত যুগাদির ন্যায় ধ্যানাদি সাধন-সংশ্রব দ্বারা সাধ্য সমস্তই সাধনান্তর অপেক্ষা না রাখিয়াই একমাত্র নামসংকীর্ত্তন দ্বারা লভ্য হইয়া থাকে।

স্কন্দ পুরাণেও উক্ত হইয়াছে—"মহাভাগবতা নিত্যং কলৌ কুর্ব্বন্তি কীর্ত্তনম্" (হঃ ভঃ বিঃ ১১।২৪২ এবং ভক্তিসন্দর্ভ ২৭৩ সংখ্যা ধৃত)—কলিতে মহাভাগবতগণ নিত্য নামসংকীর্ত্তন করেন।

আবার কেবল কলিতেই যে সংকীর্ত্তন-মাহাত্ম্য সূচিত হইতেছে, তাহাও নহে। সমস্ত যুগেই কীর্ত্তনমাহাত্ম্য আছে। ঐ 'কলিং সভাজয়ন্তি' শ্লোকের ব্যাখ্যায় ২৭৩ সংখ্যায় শ্রীজীবপাদ বলিতেছেন—"তস্মাৎ সর্ব্বত্রৈব যুগে শ্রীমৎ-কীর্ত্তনস্য সমানমেব সামর্থ্যম্। কলৌ চ শ্রীভগবতা কৃপয়া তদ্গ্রাহ্যত ইত্যপেক্ষ্যৈব তত্র তৎ-প্রশংসেতি স্থিতম্।" অর্থাৎ সমস্ত যুগেই শ্রীমন্নামসংকীর্ত্তনের সমান সামর্থ্য। ভগবান্ কলিতে কাল-দেশ-নিয়মের নিষিদ্ধত্ব হেতু কলিগ্রস্ত জীবের প্রতি অনুগ্রহবশতঃ তাঁহার নাম উদ্দিষ্ট নহে। কলিতে শ্রীভগবান স্বয়ং কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তি গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়াই তাহার প্রশংসা।

"অতএব যদ্যপ্যন্যা ভক্তিঃ কলৌ কর্ত্তব্যা তদা তৎ (কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তি) সংযোগেনৈবেত্যুক্তম্—যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্ত্তন-প্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধস ইতি। অত্র চ **স্বতন্ত্রমেব নামকীর্ত্তনমত্যন্তপ্রশস্তম্.** হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্। কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা।"

—অতএব যদি কলিতে অন্যান্য ভক্ত্যঙ্গ যাজন করিতে হয়, তাহা হইলে কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তিসংযোগেই করিতে হইবে। যেহেতু ভাগবত বলিয়াছেন—সুবুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ সঙ্কীর্ত্তনপ্রায় ভগবানের আরাধনা করিয়া থাকেন। এস্থলে স্বতন্ত্রভাবে নাম সংকীর্ত্তনই অত্যন্ত প্রশস্ত। শ্রীনারদ নিশ্চয় করিয়া বলিতেছেন—কলিতে হরিনামই একমাত্র সত্য, হরিনাম ব্যতীত আর অন্য গতি নাই।

শ্রীমদ্ভাগবত (২।১।১১) শ্লোকে সমস্ত সাধনের মধ্যে পরম সাধ্য ও পরম সাধনরূপে, নাম-সংকীর্ত্তনকে উপদেশ করিতেছেন—

এতন্নির্ব্বিদ্যমানানামিচ্ছতামকুতোভয়ম্।
যোগিনাং নৃপ নির্ণীতং হরের্নামানুকীর্ত্তনম্॥

—হে রাজন, যাঁহারা সংসারে নির্ব্বেদপ্রাপ্ত একান্ত ভক্ত, যাঁহারা স্বর্গাপবর্গাদি কামনা করেন, যাঁহারা আত্মারাম যোগিপুরুষ, তাঁহাদের সকলের পক্ষেই শ্রীহরির নামগুণ পুনঃ পুনঃ শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণ—এই তিনটী পরম সাধন ও সাধ্য পূর্ব্ব আচার্য্যগণ কর্ত্তৃক নির্ণীত হইয়াছে।

উক্ত শ্লোকের টীকায় শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ বলিতেছেন—শাস্ত্রে ভক্তির অঙ্গত্রয় অর্থাৎ জীবাত্মার অভিধা বা স্বাভাবিক বৃত্তি বলিয়া জানা যায়। সেই অঙ্গত্রয় সমূহের মধ্যে মহারাজচক্রবর্ত্তিবৎ মুখ্য বলিয়া শ্রীহরির নামানুকীর্ত্তনই নির্ণীত হইয়াছে। "অনুকীর্ত্তন" এই শ্লোকে শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণ তিনটি ভক্তির মুখ্য অঙ্গ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে, সেই তিনের মধ্যে নাম লীলা-গুণাদির অনুক্ষণরূপ-কীর্ত্তন বা নিরন্তরকীর্ত্তন পূর্ব্বাচার্য্যগণ কর্ত্তৃক শ্রেষ্ঠ বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে। উহা কেবল অধুনা আমিই নির্ণয় করিতেছি না। সুতরাং পূর্ব্ব মহাজন-বাক্যের প্রমাণ আছেবা নহে। সেই কীর্ত্তনাখ্য-ভক্তিযাজনে কাল-দেশ-পাত্রাপাত্র-করণাদির শুদ্ধাশুদ্ধিগত কোন ভয়েরই কারণ নাই

শ্রীপাদ জীব গোস্বামিপ্রভু ভক্তিসন্দর্ভে ২৬৬ সংখ্যায় বলিতেছেন—

—সাধক অথবা সিদ্ধ কাহারও পক্ষে হরিনামানুকীর্ত্তন ব্যতীত অন্য শ্রেয়ঃ নাই।

'নামকীর্ত্তনঞ্চেদমুচ্চৈরেব প্রশস্তম্'

—এই নামের উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন প্রশস্ত। শ্রীমদ্ভাগবতের "নামান্যনন্তস্য হতত্রপঃ পঠন্" (৬।২।…) ইত্যাদি শ্লোকে "আমি লজ্জা পরিত্যাগ করিয়া অনন্তদেবের নামসমূহ অনবরত উচ্চস্বরে এবং রহস্যময় গুহ্য ভগবল্লীলাচেষ্টা-সমূহ স্মরণ করিতে করিতে পৃথিবী পর্য্যটন করিতে থাকিলাম" …শ্রীনারদের এই উক্তি দেখাইয়া শ্রীনামকীর্ত্তনেরই শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে। কিন্তু এই নামকীর্ত্তনে সাধককে দশবিধ নামাপরাধ পরিত্যাগ করিতে হইবে। অপরাধসমূহ যথা—(১) সাধু-নিন্দা, (২) দেবান্তরে স্বতন্ত্র-মনন, (৩) গুরুর অবজ্ঞা, (৪) শ্রুতিশাস্ত্র নিন্দা, (৫) নামে অর্থবাদ, (৬) নামবলে পাপবুদ্ধি, (৭) শ্রদ্ধাহীনজনে নামোপদেশ, (৮) অন্য শুভকর্ম্মের সহিত নামকে সমান জ্ঞান, (৯) নামমাহাত্ম্য শুনিয়াও তাহাতে প্রীতিরহিত এবং (১০) অহং মমতা বাদ।

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের "হরিনাম চিন্তামণি" গ্রন্থে নাম, নামাভাস এবং উক্ত দশ নামাপরাধের সবিস্তার বিচার রহিয়াছে। শুদ্ধনাম গ্রহণেচ্ছু ব্যক্তিগণের উক্ত গ্রন্থ আলোচনা করা কর্ত্তব্য। অনেকে নাম-সংকীর্ত্তনে উক্ত বিধিগুলি অগ্রাহ্য করিয়া জপ বিধানের অনাবশ্যকতা স্বীকার করিয়া থাকেন, তাঁহাদের সম্বন্ধে কবিরাজ গোস্বামী প্রভু লিখিয়াছেন—

বহুজন্ম করে যদি শ্রবণ কীর্ত্তন।
তবু ত না পায় কৃষ্ণপদে প্রেমধন॥

(ক্রমশঃ)

রাজোচিত আচরণ

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

(৬)

রাজা প্রতাপরুদ্রের আচরণে বৈষ্ণবগণ প্রীত হইয়াছেন, তাঁহাদের অন্তঃকরণে সন্তোষ হইয়াছে, কিরূপে প্রভু কৃপা রাজাকে বঞ্চিত হয় রাজার উপায় উদ্ভাবনে সকলেই ব্যস্ত। প্রথমে শ্রীসার্ব্বভৌম রাজাকে দর্শন দেওয়ার জন্য অনুরোধ করিতে গিয়া তিরস্কৃত হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছেন। দ্বিতীয় বারে সকল বৈষ্ণব মিলিয়া পরামর্শ করিয়া শ্রীপাদ নিত্যানন্দ প্রভুকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া প্রভুর নিকট রাজার বহু গুণ-কীর্ত্তন করিয়া অনেক

রামানন্দরায়ের পর প্রভুর একখানি রহিস্যালাপ আনিয়া রাজাকে দিয়া রাজার দিকে কিঞ্চিৎ আশার সঞ্চার করিয়া তাঁহার জীবন রক্ষা করিয়াছেন, শেষ রায় রামানন্দ একাকী রাজার জন্য প্রভুপদে আর এক বার অনুরোধ জানাইতেছেন। প্রবীণ রাজমন্ত্রী ব্যবহার-নিপুণ রামানন্দ প্রসঙ্গ পাইয়া রাজার প্রেমভক্তির কথা প্রভুকে জানাইয়া রাখেন। এইরূপে যখনই কোন প্রসঙ্গ উপস্থিত হয়, যখনই কোন সুযোগ আসে, সুবিধা হয়, তখনই রাজার লোকাতীত আচরণের কথা প্রভুর গোচর করিয়া প্রভুর মন কোমল করিতে থাকেন।

এইরূপে একদিন সুযোগ বুঝিয়া রাজার পরম উৎকণ্ঠার কথা প্রভুর নিকট বর্ণন করিলেন এবং একটিবারের জন্য রাজাকে শ্রীচরণ-যুগল দর্শন করাইবার জন্য প্রভুপদে বিনীত নিবেদন জানাইলেন। প্রভু তখন বলিলেন, 'রামানন্দ, তুমিই বিচার করিয়া বল দেখি, সন্ন্যাসী হইয়া রাজার সহিত দেখা সাক্ষাৎ করা কি উচিত হয়? রাজার সহিত ভিক্ষুকের মিলনে ভিক্ষুকের ইহকাল পরকাল দুই নাশ হয়। পরলোকের কথা না হয় দূরে থাক, ইহকালে লোকের গঞ্জনা হইতে সাধুদের উপায় কি?' রামানন্দ বলিলেন, 'তুমি স্বয়ং ঈশ্বর তুমি সমস্ত বিধিনিষেধের অতীত তত্ত্ব, তোমার আবার কাহাকে ভয়?' প্রভু বলিলেন, 'আমি যাহা কহ, আমি আপাততঃ মনুষ্যলোকে সন্ন্যাসাশ্রমে স্থিত। সুতরাং কায়মনোবাক্যে লোক-ব্যবহারকে অবশ্যই স্বীকার করিয়া চলিতে হয়। শুভ্রবস্ত্রে মসীর একটী বিন্দু যেমন সকলকে ছাড়াইয়া উজ্জ্বল হইয়া দেখা দেয়, তদ্রূপ সন্ন্যাসীর অল্প ছিদ্র দেখিতে পাইলেই সেই কথাটি সংসারে লোক সকলে বিশেষ করিয়া চর্চ্চা করিবে।' রায় বলিলেন, 'তুমি কত শত মহাপাপী উদ্ধার করিয়াছ, জীব উদ্ধার করিতে তোমার অবতার, তোমার একান্ত ঐকান্তিক সেবক গজপতি কি প্রভু-দর্শন-অধিকার হইতে বঞ্চিত থাকিবে? প্রভু তখন তাঁহাকে প্রবোধ দিয়া বলিলেছেন, বলিলেন, 'দেখ দুগ্ধপূর্ণ কলসে একবিন্দু সুরা পতিত হইলে সমস্ত দুগ্ধ অপবিত্র হইয়া যায়, কেহ তাহাকে আর বলে না। রাজার প্রেম-নিষ্ঠ সর্বত্র খ্যাত, এক 'রাজা' নাম তাঁহাকে মলিন করিয়াছে। 'বিষয়ী' শব্দটি বড়ই দোষাবহ। তথাপি তোমার যদি একান্ত আগ্রহ হয় তাহা হইলে তুমি রাজপুত্রকে আনিয়া মিলাইয়া দিতে পার। তাহাতে আমার বিশেষ আপত্তি নাই। কারণ পুত্রে দৈহিক সাদৃশ্য আছে। শাস্ত্রে আছে 'আত্মা বৈ জায়তে পুত্রঃ' সুতরাং পুত্রের মিলনে তাঁহার মিলন-আশা আংশিক ভাবে মিটিতে পারে।

এই কথা শ্রবণে রামানন্দ রাজার নিকটে গিয়া সব কথা কহিলেন এবং প্রভুর আদেশানুসারে রাজার পুত্র পুরুষোত্তম ?.কে লইয়া প্রভুর নিকটে আসিলেন। রাজপুত্র দেখিতে সুন্দর, শ্যামবর্ণ, কিশোর বয়স, আয়ত নয়ন দুটি কমল পত্রিকাতুল্য, পরিধানে পীত-বসন, অঙ্গে রত্ন-আভরণ। রাজপুত্রকে দেখিয়া মহাপ্রভুর কৃষ্ণ-স্মৃতি উদ্দীপ্ত হইল। প্রভু এই অবতারে পরমহংস মহাভাগবত বৈষ্ণব-লীলা অভিনয় করিতেছেন। তাই তাঁহাতে মহাভাগবতের লক্ষণ প্রকাশিত দেখা যাইতেছে।

মহাভাগবত দেখে স্থাবর-জঙ্গম।
তাঁহা তাঁহা হয় তাঁর শ্রীকৃষ্ণ স্ফুরণ॥
স্থাবর-জঙ্গম দেখে, না দেখে তার মূর্ত্তি।
সর্ব্বত্র হয় তাঁর ইষ্টদেব স্ফূর্ত্তি॥

আত্ম-দর্শনে অনাত্ম দেহ ও মনোধর্ম্মগত বৈশিষ্ট্য না থাকায় প্রভুর রাজপুত্রকে 'বিষয়ীর পুত্র বিষয়ী' সুতরাং 'সংসারী বা ভোগী' এবং আপনাকে একজন 'ত্যাগী পুরুষ' বলিয়া আদৌ ধারণা নাই অথবা মায়াবাদীর ন্যায় বস্তু-দর্শনে কল্পনা পূর্বক মায়াবাদীর ন্যায় চিজ্জড়-সমন্বয় বুদ্ধি দ্বারা উভয়ই ব্রহ্ম বা কোন প্রকার মনোধর্ম্মগত কল্পনা বা ভাবের আদৌ অবকাশ নাই, বরং অন্বয়রূপে 'বিষয়-বিগ্রহ' হওয়ায় প্রভুর আপনাকে আশ্রয়জাতীয় ভোক্তার দৃশ্য 'ভোগী' বলিয়া প্রতীত এবং রাজপুত্রকে সাক্ষাৎ নন্দনন্দন বলিয়া ধারণা হইল। ইহাই শুদ্ধ বিচারের অধম জ্ঞানদর্শন যা যাহা যাহা নেত্র পড়ে তাহা কৃষ্ণ স্ফূর্ত্তি।

মহাপ্রভু কৃষ্ণ-স্মৃতিতে রাজপুত্র 'উদ্দীপন' হইলেন। প্রভু প্রেমাবেশে রাজপুত্রকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, 'এই রাজপুত্র মহাভাগবত, ইঁহার দর্শনে সকলের কৃষ্ণস্মৃতি হইতেছে। ইঁহার দর্শনে আমি কৃতার্থ হইলাম।' এই বলিয়া প্রভু রাজপুত্রকে পুনরায় আলিঙ্গন করিলেন প্রভুর স্পর্শমাত্রে রাজপুত্রের কৃষ্ণপ্রেমাবেশ হইল। স্বেদ, কম্প, অশ্রু, স্তম্ভ, পুলকাদি ভাবাবেশ দেখা যাইতে লাগিল। রাজপুত্র 'কৃষ্ণ' বলিয়া নৃত্য করিতেছেন আর রোদন করিতেছেন। তাঁহার প্রেমদর্শনে ভক্তগণের উল্লাস আনন্দ এইরূপে কিয়ৎকাল অতীত হইলে মহাপ্রভু স্বয়ং রাজপুত্রকে স্থির করাইলেন এবং প্রত্যহ তাঁহার সহিত আসিয়া মিলিবার আদেশ দিলেন।

প্রভুর নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া রামানন্দ রাজপুত্রকে সঙ্গে লইয়া রাজার নিকট আসিয়া সবকথা বলিলেন। পুত্রের সৌভাগ্য দেখিয়া রাজা বড়ই সুখ পাইলেন। আনন্দ-আবেগে পুত্রকে আলিঙ্গন করিয়া প্রেমাবিষ্ট হইয়া পড়িলেন। রাজা পুত্রকে স্পর্শ করিয়া সাক্ষাৎ মহাপ্রভুর স্পর্শ সুখানন্দে মগ্ন হইলেন।

তদবধি রাজপুত্র ও ভুব ভক্তগণ মধ্যে একজন বলিয়া গণ্য হইলেন।

(ক্রমশঃ)

প্রাপ্ত পত্র

পরমপূজনীয়-

শ্রীযুক্ত নদীয়া প্রকাশ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু—

মহাত্মন! নিম্নলিখিত সংবাদটী আপনার একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক সংবাদ পত্রে প্রকাশ করিয়া বাধিত করিবেন।

ভারত-বিশ্রুত কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠের মাসাধিক কালব্যাপী বার্ষিক মহামহোৎসবান্তে উক্ত মঠের অন্যতম প্রচারক পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ ঢাকা শ্রীমাধ্ব গৌড়ীয়মঠে যাইবার পথে ফরিদপুর জেলার কাশিরা গ্রামে পরম ভাগবত শ্রীযুত সাধুচরণ রায় ভক্তিবিজয় মহাশয়ের গৃহে শুভাগমন করিয়াছেন। গত ৬ই আশ্বিন রবিবার হইতে স্বামিজী মহারাজ শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও মহাজন পদাবলী কীর্ত্তনের দ্বারা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত ভাগবত ধর্ম্ম প্রচার করিতেছেন।

আমরা বাল্যকাল হইতে পাঠক ও কথকদিগের নিকট শ্রীমদ্ভাগবত কথা ও পাঠ শুনিয়া আসিতেছি। কিন্তু স্বামিজী মহারাজের নিকট ৩ দিন মাত্র ভাগবতের ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া আমাদের ম ধারণা পরিবর্ত্তন হইয়াছে এবং অনেক কুধারণা দূরীভূত হইয়াছে। এখন বুঝিয়াছি পাঠকগণের পাঠ ও আমাদিগের শ্রবণ অর্থ ও পুণ্যাদি লাভের জন্য হইয়া থাকে। সুতরাং অর্থভিক্ষায়ী দম্ভ, অর্থ, কামলিপ্সু পাঠক শ্রোতা আমরা, আমাদিগের ভাগ্যে ভগবৎ সেবা লাভ না হইয়, "যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী"—ন্যায়ানুসারে অর্থাদিলাভ হইয়া থাকে। হায়! হায়! বৈরী ভাগবতকুলচূড়ামণি মহারাজ পরীক্ষিৎ সাত দিন যে ভাগবত শ্রবণ করিয়া বলিয়াছিলেন—

সিদ্ধোঽস্ম্যনুগৃহীতোঽস্মি ভবতা করুণাত্মনা।
শ্রাবিতো যচ্চ মে সাক্ষাদনাদি নিধনো হরিঃ॥
অজ্ঞানঞ্চ নিরস্তং মে জ্ঞান বিজ্ঞান নিষ্ঠয়া।
ভবতা দর্শিতং ক্ষেমং পরং ভগবতঃ পদম্॥

আর আমরা বহু বহু বৎসর সেই ভাগবত শ্রবণ করিয়া কলহ-প্রধান কলিযুগে ভোগ-সাগরে ভাসিয়া যাইতেছি। এতদিন পরে শ্রীলকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর পরম সত্য কথা—

বহু জন্ম করে যদি শ্রবণ কীর্ত্তন।
তথাপি না পায় কৃষ্ণ-পদে প্রেমধন॥

—তাৎপর্য্যার্থ আমাদের হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে। এতদিন পরে বুঝিলাম, প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীধাম মায়াপুরে উদিত শ্রীচৈতন্য মঠ জগতে বিরাজিত মঠসমূহের অন্যতম নহেন। কিন্তু অসমোর্দ্ধ বিভু-চৈতন্যের সেবা-সুষমার অদ্বিতীয় প্রচার কেন্দ্র।

গতকল্য ৮ই আশ্বিন স্থানীয় এবং পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম-সমূহের প্রধান প্রধান শিক্ষিত ও সম্মানিত সজ্জনগণ স্বামিজী-মহারাজের অপূর্ব্ব ভাব ও পাণ্ডিত্য-পূর্ণ হৃদয়গ্রাহিণী ভাগবত ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া পরমানন্দিত হইয়াছেন এবং সকলেই একবাক্যে শ্রীগৌড়ীয়মঠের এবম্বিধ প্রচার ও আচার বিশ্বমঙ্গলদায়ক বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। উপস্থিত সজ্জনমণ্ডলীর বিশিষ্ট কয়েকজনের নাম প্রদত্ত হইল:—

শ্রীযুক্ত বাবু গিরিশচন্দ্র সেন গুপ্ত বি, এ, বি এল, জমিদার
শ্রীযুক্ত বাবু অক্ষয়কুমার কাঞ্জিলাল
শ্রীযুক্ত বাবু রামলাল ভট্টাচার্য্য
শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
পণ্ডিত শ্রীযুক্ত আশুতোষ ভট্টাচার্য্য স্মৃতিতীর্থ
পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ধরণীধর মুখোপাধ্যায় স্মৃতিরত্ন
শ্রীযুক্ত বাবু রাজেন্দ্রনাথ মুখার্জ্জি
শ্রীযুক্ত বাবু ভূপেন্দ্রচন্দ্র সেন বি, এস্‌সি,
শ্রীযুক্ত বাবু মনোজচন্দ্র সেন বি, এ;
শ্রীযুক্ত বাবু সুধাংশুকুমার ভট্টাচার্য্য বি, এ
শ্রীযুক্ত বাবু অন্নকুলচন্দ্র সাহা বি, এ, বি, টি
শ্রীযুক্ত বাবু তারিণীচরণ কর শিক্ষক
শ্রীযুক্ত বাবু শশধর চক্রবর্ত্তী
শ্রীযুক্ত বাবু পিয়ারীচরণ চক্রবর্ত্তী
পণ্ডিত ভুবনমোহন সেন কাব্যতীর্থ
কবিরাজ অতুলচন্দ্র সেন
শ্রীযুক্ত বাবু যতীন্দ্রমোহন সাহা
শ্রীযুক্ত বাবু হরিরঞ্জন পোদ্দার
শ্রীযুক্ত বাবু বিপিনবিহারী রায়
শ্রীযুক্ত বাবু ত্রৈলোক্যনাথ সাহা
ডাক্তার শ্যামলাল পোদ্দার এল, এম, এস
শ্রীযুক্ত বাবু যোগেন্দ্রনাথ বক্সী
শ্রীযুক্ত বাবু বসন্তকুমার বক্সী প্রভৃতি—

আজও সন্ধ্যায় স্বামিজী মহারাজ তাঁহার স্বভাব-সুলভ ওজস্বিনী ভাষায় ভাগবত কথা শুনাইবেন আর আর সংবাদ পরে জানাইব।

বৈষ্ণব দাসানুদাস—
শ্রীনগেন্দ্রনাথ দাস

শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভুর

আবির্ভাব উপলক্ষে

শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ প্রভুর বক্তৃতা

(পূর্বপ্রকাশিত ১৭৩ সংখ্যার পর)

আমরা আমাদের দেশ, সমাজ, পিতা, মাতা, স্ত্রী, পুত্র, ভাই, বন্ধু, আত্মীয়-স্বজন প্রভৃতির প্রতি কত কর্ত্তব্য রয়েছে মনে ক'রে তাঁদের ইন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্য অহর্নিশ নানা কার্য্যে ব্যস্ত থাকি, কিন্তু আমাদের প্রত্যেকের চেতনের যে একমাত্র ধর্ম্ম রাধা-দাস্য, তদ্বিষয়ে আমরা একবারও চিন্তা ক'রে দেখবার প্রয়োজনীয়তা মনে করিনা কেন? ইহার কারণ আর কিছুই নয়, আমরা শ্রীসনাতন গুরুদেবের পাদপদ্ম আশ্রয় গ্রহণ করি নাই, যে সনাতনের কথা শ্রীদাস গোস্বামী প্রভু বলেছেন,—

বৈরাগ্যযুগ্ ভক্তিরসং প্রযত্নৈরপায়য়ন্মাম-
নভীপ্সুমন্ধম্।
কৃপাম্বুধির্যঃ পরদুঃখদুঃখী সনাতনং তং
প্রভুমাশ্রয়ামি॥

অর্থাৎ যিনি সর্ব্বদা পরদুঃখে কাতর ও দয়ার সাগর, আমি অনিচ্ছুক থাকলেও যিনি যত্নসহকারে অজ্ঞানান্ধ আমাকে বৈরাগ্যযুক্ত ভক্তিরস পান করাইয়াছেন, সেই সম্বন্ধজ্ঞানদাতা সনাতন প্রভুকে আমি প্রপন্ন হইতেছি। এখন রাধা-দাস্যের কথা বল্‌লে আমরা মনে করি, ইহা সর্ব্বসাধারণের জন্য নয়, কেবল কয়েকজন মালা-তিলকধারীর জন্য। আমরা অনভীপ্সু, ইহা আমাদের প্রয়োজন নাই মনে করি। যে জিনিষ আমাদের চির আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্তি করবে, তা' আমরা যাচে দ'রে দেখতে চাই না। যিনি আমাদিগকে বৈরাগ্যযুক্ত ভক্তি লাভ করবার জন্য জোর ক'রে পুনঃ পুনঃ সেই ভক্তিরস পান করাচ্ছেন, সেই সনাতন গুরুদেবের পাদপদ্মাশ্রয় গ্রহণ না করলে আমরা রাধা-দাস্যের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে পারব না। আর কি?—উষিতপুরীং মাথুরীং, সেই মথুরা-সম্বন্ধিনী শ্রেষ্ঠ পুরীকে অর্থ ও মাথুর বিপ্রগণের কথা যিনি আমার নিকট বলেছেন, "কৃষ্ণের ভজন কর"—যাঁর সহিত তোমার একমাত্র সম্বন্ধ—যাঁর সহিত তোমার নিত্য-কালের বন্ধন, তাঁ'র সহিত সম্বন্ধ কর।" সেইকথা শুনে মনে হয়, অহো! কৃষ্ণ-পাদপদ্ম একবারও ভজি না? এইরূপ ব্যাকুলতা জাগিয়ে দেয় মাথুর বিপ্রগণ। সেই মাথুরী পুরী যিনি আমাকে দান করেছেন। আর কি?—গোষ্ঠবাটীং অর্থাৎ বৃন্দাবনের সেবা, যেখানকার সম্পাত্ত ঐশ্বর্য্য নয়, তরুলতা, কুসুম, কিসলয়, কালিন্দী—যা' শত শত ঐশ্বর্য্যকে তুচ্ছ করে দেয়, সেই বৃন্দাবন—সেই মাধুর্য্যময় ধামের কথা যিনি আমাকে জানিয়েছেন, তাঁ'কে আমি নমস্কার করি; আর কি?—রাধাকুণ্ডম্। অভিন্ন বার্ষভানবী গুরুদেবের আনুগত্যে রাধাকুণ্ডে স্নান করে রাধাকুণ্ডের একবিন্দু বারি স্পর্শ করার সৌভাগ্য যদি কারো হয়, তা'হলে তাঁ'র মত সৌভাগ্যবান আর কেহই নাই। বিরজায় স্নান করলে মনোমল বা আত্মমল বিদূরিত হ'য়ে শান্তভাব আসতে পারে, কিন্তু পরিপূর্ণ সেবা লাভ হয় না। যেখানে সেই সেবা-সৌন্দর্য্য পরিপূর্ণভাবে বিদ্যমান, সেই রাধাকুণ্ডের একটি বিন্দু স্পর্শ করলেই আমাদের নিত্যমঙ্গল সাধিত হয়। বৃন্দাবনের টিকিট কেটে রাধাকুণ্ডের তটে ঘর ভাড়া করলেই রাধাকুণ্ডতটবাস হয় না; একমাত্র গুরুকৃপা ব্যতীত রাধাকুণ্ডের জল স্পর্শ করা যায় [illegible]। সেই রাধাকুণ্ডবাসের আদর্শ দেখিয়েছেন—দাস গোস্বামী। সেই রাধাকুণ্ডের সেবা যিনি আমাকে প্রদান করেছেন তাঁকে আমি বন্দনা করি। দাস গোস্বামী প্রভু এক মুহূর্ত্তে আমাদিগকে রাধাকুণ্ডের সেবা প্রদান করিতে পারেন যদি আমরা গুরুদেবের আদেশানুসারে আত্মা'কে সর্ব্বতোভাবে গুরুপাদপদ্মে সমর্পণ করতে পারি। বাহ্য বিষয়ের ধূলি আমাদিগকে এত অন্ধ করে রেখেছে যে, দাস গোস্বামীর সে কথা বুঝবার সৌভাগ্য আমাদের হয় না। আমাদের দুর্ভাগ্যের কথা ব'লে শেষ করা যায় না। তারপরে গিরিবরং অর্থাৎ গিরিগোবর্দ্ধনের সেবা যিনি আমাকে প্রদান করিয়াছেন, সেই শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্ম আমি বন্দনা করি। রাধিকা মাধবাশাং অর্থাৎ রাধিকা মাধবের আশা যিনি আমাকে প্রদান করেছেন, তাঁকে আমি নমস্কার করি। গুরুদেব বলেছেন, তোমার আত্মাকে উন্মুক্ত কর—নিষ্কপটে গুরুপাদপদ্মে ঢেলে দাও—আত্মাকে সর্ব্বতোভাবে গুরুপাদপদ্মে সমর্পণ কর, তা' হ'লে প্রেমের স্থান হ'বে। তাই দাস গোস্বামী বলছেন,—

গুরৌ গোষ্ঠে গোষ্ঠালয়িষু সুজনে
ভূসুরগণে
স্বমন্ত্রে শ্রীনাম্নি ব্রজনবযুবদ্বন্দ্বশরণে।
সদা দম্ভং হিত্বা কুরু রতিমপূর্ব্বামতিতরা-
ময়ে স্বান্তর্ভ্রাতশ্চটুভিরভিযাচে ধৃতপদঃ॥

অর্থাৎ অহে ভাই রে মন! তুমি দম্ভ পরিত্যাগ করিয়া গুরুদেবে, গোষ্ঠে (ব্রজে) ও গোষ্ঠবাসিজনে (ব্রজবাসি সকলে) সুজনে (বৈষ্ণবগণে), ব্রাহ্মণগণে, স্বমন্ত্রে (স্ব স্ব দীক্ষিতমন্ত্রে) শ্রীভগবন্নামে এবং ব্রজের নবযুবদ্বন্দ্ব শ্রীরাধাকৃষ্ণে সর্ব্বদা অপূর্ব্ব রতি শীঘ্র বিধান কর। আমি তোমার পাদধারণ পূর্ব্বক একটী চাটুবাক্য দ্বারা প্রার্থনা করিতেছি।

এই জগতে আমরা কিশোরের উপাসনা দেখিতে পাই। 'তরুণসঙ্ঘ' এই কথাটী বড়ই মনোরম। তরুণে যে প্রকার স্ফূর্ত্তি, উদ্দীপনা আছে, বৃদ্ধে তা' নাই বৃদ্ধস্তাবচ্চিন্তানিমগ্নঃ। কিন্তু জগতে তরুণের সংখ্যা অনেক। আমরা বহু কিশোর পরস্পর নেতা হ'বার জন্য মারামারি, কাড়াকাড়ি করছি, কিন্তু দাস গোস্বামী যে তরুণের কথা বলেছেন, তিনি সেই চিন্তা-মণির একমাত্র উপাস্য। অনন্ত কিশোরী সেই একমাত্র কিশোরের উপাসনা করেছেন। সেই সমস্ত কিশোরীর মধ্যে বার্ষভানবী সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। সেই রাধামাধবের সেবা কিরূপে লাভ হ'বে, দাস গোস্বামী প্রভু তা' বলেছেন,—

ন ধর্ম্মং নাধর্ম্মং শ্রুতিগণনিরুক্তং কিল কুরু
ব্রজে রাধাকৃষ্ণপ্রচুর পরিচর্য্যামিহ তনু।
শচীসূনুং নন্দীশ্বরপতিসুতত্বে গুরুবরং
মুকুন্দপ্রেষ্ঠত্বে স্মর পরমজস্রং ননু মনঃ॥

শ্রুতিকথিত বৈদিক লৌকিক ধর্ম্মাধর্ম্মে আবদ্ধ থাকলে সে রাজ্যের কথা বুঝতে পারবে না। জগতের কর্ম্মাকর্ম্ম, জ্ঞানাজ্ঞান, অভিজ্ঞতা, অনভিজ্ঞতার বিচারে আবদ্ধ থাকলে হ'বে না। ব্রজে রাধাকৃষ্ণের প্রচুর সেবা বিস্তার কর—তা' কিরূপে লাভ হ'বে? যদি মুকুন্দের প্রিয়তম গুরুদেবের পাদপদ্ম আশ্রয় করতে পার—যে গুরুদেব নিরন্তর রাধাকৃষ্ণের সেবায় নিযুক্ত আছেন। আবার শ্রীচৈতন্যের আশ্রয় গ্রহণ না করলে রাধাদাস্য লাভ হ'বে না। চৈতন্যের একমাত্র উদ্দেশ্য—রাধা-দাস্যের প্রচার। ভিতরে এবং বাহিরে যিনি রাধাময়ত্বের লীলা প্রদর্শন করেছেন, যেখানে জীবন্ত-ভাবে রাধা-দাস্য জ্বলন্ত, সেই চৈতন্যপ্রিয়তম গুরুদেবের চরণ গ্রহণ না হ'লে রাধা-দাস্য লাভ হ'বে না। আবার বলছেন—

অসদ্বার্ত্তা বেশ্যা বিসৃজ মতিসর্ব্বস্বহরণীঃ
কথামুক্তিব্যাঘ্রী ন শৃণু কিল
সর্ব্বাত্মগিলনীঃ।
অপি ত্যক্ত্বা লক্ষ্মীপতিরতিমিতো ব্যোমনয়নী-
ব্রজে রাধাকৃষ্ণৌ স্বরতিমণিদৌ ত্বং ভজ
মনঃ॥

আর কি বল্লেন?—অসদ্বার্ত্তারূপ বার-বনিতাকে পরিত্যাগ করতে হ'বে। 'অসদ-বার্ত্তা'—যা' সৎ নহে। 'সৎ'—নিত্য সত্তাবান, নিত্যকাল স্থায়ীরূপে আছে যে বস্তু, সে বস্তু নিয়ে যে কথা, তাই সৎকথা। যে বস্তু থাকবে না, তা' বহু লোকের অনুমোদিত হ'লেও যদি তা' চিরকাল স্থায়ী না হয়, তবে তা' অসৎ। হরিকথার দিকে যাবে না, হাটবাজারে যাবে, নাটক শুনবে। অসতী স্ত্রী যেরূপ বেশের দ্বারা পরপুরুষের মন আকর্ষণ করে, সেইরূপ অসদ্বার্ত্তা আমাদের মনকে হরণ করে—ঐ অসদ্বার্ত্তা আমাদের বুদ্ধিকে হরণ ক'রে থাকে, যদি আমরা রাধা-দাস্য লাভ না ক'রে ওস্তাদের গান শুনতে গিয়ে যদি আমাদের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি হয়, কিন্তু কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি না হয়, তবে তা'ও অসদ্বার্ত্তার মধ্যে গণ্য। মুক্তির কথা শুনতে চাই না যে মুক্তি সমস্ত আত্মাকে গ্রাস করে; এমন কি, লক্ষ্মী-নারায়ণের রতি—যা' পরব্যোমে ঐশ্বর্য্যময়ধামে নিয়ে যায়, তা'ও ছেড়ে ব্রজে রাধাকৃষ্ণ সেবায় রতি আনতে হ'বে, কৃষ্ণ-বশস্তাভিমতিতে হ'তে হবে, তা' হ'লে রাধা-দাস্য লাভ হ'বে। রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভুর চরম উপদেশ যে রাধা-দাস্য, তা' লাভ করতে হ'লে শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্ম আশ্রয় করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। রঘুনাথের আদর্শ অনুসরণ করলেই আমরা রাধারাণীর জন্মোৎসবের মর্ম্ম উপলব্ধি করতে পারব।

নদীয়া ডিষ্ট্রিক্টজজকোর্ট

(এজলাস- মিঃ কে, কে, দত্ত,)

ইন্‌সলভেন্সীর নোটিশ

১১নং ইনসলভেন্সী ১৯২৮

শ্রীগোঁচু মণ্ডল পিতা মৃত দাসেন্দ্র মণ্ডল, সাং বুড়িহুদা থানা চাপড়া জেলা নদীয়া—দরখাস্তকারী

এতদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জানান যাইতেছে যে উপরি উক্ত ইনসলভেন্সী-দরখাস্ত-কারী নদীয়া জেলার মাননীয় ডিষ্ট্রিক্ট জজ বাহাদুরের নিকট [illegible] তারিখে মুক্তির (*final discharge* এর) জন্য দরখাস্ত ক'রিয়াছে। আগামী [illegible] তারিখে ইহার শুনানী হইবে। কাহারও কোন প্রকার আপত্তি থাকিলে ঐ তারিখে প্রদর্শন করিতে হইবে।

২নং ইনসলভেন্সী ১৯২৯

দরখাস্তকারী শ্রীমহম্মদ ইসহাক মিয়া পিতার নাম শ্রীমহম্মদ আবদার আলি মিয়া, জাতি মুসলমান, পেশা দরজীগিরি, সাকিন শিকারপুর, থানা করিমপুর, জেলা নদীয়া।

এতদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জানান যাইতেছে যে উপরি উক্ত ব্যক্তি [illegible] তারিখে ইনসলভেন্সীর দরখাস্ত করিয়াছে। আগামী [illegible] তারিখে ইহার শুনানী হইবে। কাহারও কোনও প্রকার আপত্তি থাকিলে ঐ তারিখে প্রদর্শন করিতে হইবে।

নীলাম ইস্তাহার

জেলা নদীয়া মোকাম কৃষ্ণনগর সবজজ আদালত

নীলামের দিন ৮ই নভেম্বর, ১৯২৯

(১)

৮৪নং দেঃ জারি ১৯২৯ দাবী ২৭৭৬/

ডিঃ শ্রীচন্দ্র কুণ্ডু সাং ও থানা কুমারখালি জেলা নদীয়া

দেঃ শ্রীহেমচন্দ্র মুস্তফী, ১০১৮ [illegible] ষ্ট্রীট কলিকাতা।

জেলা নদীয়া কালেক্টরী ৪৯১ তৌজির মধ্যে [illegible] সাবেক ৪৯১।৩ হইয়া নূতন তৌজি স্থাপিত হইয়াছে উক্ত ৬৯১। তৌজির বার্ষিক সদর রাজস্ব ২২৮২৸৵ টাকা হইতেছে। উক্ত ৪৯১।৬ নং তৌজির বন্ধক ডিক্রীর প্রাপ্য ভোগ্য ১/০ অংশ যাহার বার্ষিক সদর জমা ৫৭৩৸ টাকা হইতেছে। রেহেনাবদ্ধ সম্পত্তির বিবরণ যথা—

১। জেলা নদীয়া থানা গাংনী [illegible] কেদারের বাস্ত নতুনীশরের বার্ষিক ৩৩৪৸০ টাঃ সদর জমার জমির দিয়াড় নিবাসী যোগেন্দ্রকুমার ভৌমিক দিং দখলকার আছেন।

[illegible] ঐ ঐ [illegible] অধীন মৌজা মোল [illegible] ঐ [illegible] ৩৮০৯/০ টাকা [illegible] দখলিকার আছেন।

[illegible] ঐ ঐ এলেকার অধীন মৌজা [illegible] নিবাসী আমজাদ [illegible] দিং [illegible] বর্ত্তমানে [illegible] দাবী ২০৬/০ পত্তনি জমার দখলিকার আছেন।

৪। জেলা নদীয়া থানা [illegible] অধিন [illegible] কৃষ্ণনগর [illegible] নিবাসী ভূপতিচন্দ্র বিশ্বাস দিং বার্ষিক [illegible] পত্তনি জমার পত্তনিদার

৫। ঐ এলেকার অধীন মৌজা [illegible] নিবাসী শিবনারায়ণ দত্ত দিং [illegible] টাকা পত্তনি জমার দখলিকার আছেন।

[illegible] জেলা নদীয়া থানা [illegible] নিবাসী [illegible] মুখোপাধ্যায় [illegible] ২২২, [illegible] জমার পত্তনিদার

[illegible] ঐ ঐ এলেকার অধীন মৌজা [illegible] টাকা পত্তনি জমার দখলিকার আছেন।

৮। জেলা নদীয়া থানা [illegible] অন্তর্গত মৌজা করঞা [illegible] মুক্তা [illegible] জমা পত্তনিদার।

৯। জেলা নদীয়া থানা করিমপুর অধিন মৌজা [illegible] মজলিশপুর নিবাসী [illegible] চৌধুরী দিং বার্ষিক [illegible] ৬৯০ টাকা জমার পত্তনিদার।

১০। ঐ ঐ এলেকা মৌজা [illegible] কালিদেবী বার্ষিক [illegible] টাকা জমার পত্তনিদার।

১১। ঐ ঐ এলেকার মৌজা [illegible] নিবাসী [illegible] টাকা জমার পত্তনিদার।

[illegible] ঐ ঐ এলেকার অধিন মৌজা [illegible] বার্ষিক [illegible] পত্তনিদার।

১৩। জেলা নদীয়া থানা করিমপুর অধীন [illegible] অধীন মৌজা [illegible] নিবাসী [illegible] টাকা জমার পত্তনিদার।

মোট মূল্য আঃ

[illegible]

৪৩নং মনিজারী ২৯ দাবী [illegible]

ডিঃ রাখালদাস সিংহ সাং [illegible] জেলা নদীয়া।

দেঃ [illegible] গোপাল রায় দিং সাং দিগম্বরপুর [illegible] জেলা নদীয়া

নদীয়া কালেকটরির ৩৬১৩ [illegible] অন্তর্গত থানা চাপড়ার অধীন মৌজা মোল্লাপাড়া দেন্দার সত্য গোপালের অংশ ।/১০ এবং দেন্দার দয়াময় ও সুরময়ের অংশ ।/৩০ মালিয়ানা খাজনা ১২০।৫/১ কালেক্টরিতে দিতে হয় মূল্য আঃ ২৫০

[illegible] জেলা নদীয়া কালেক্টরি ৩৬১৩ তৌজি মহালের অন্তর্গত থানা কৃষ্ণগঞ্জের অধীন মৌজা কাউপুর, দিগম্বরপুর, প্রতাপপুর, ও [illegible] মধ্যে দেন্দার সত্য গোপাল রায় অংশ ./৬৪ এবং দেন্দার দয়াময় রায় ও সুরময় রায় নাবালক পক্ষে সার্টিফিকেট প্রাপ্ত অভিভাবক সত্য গোপাল রায় অংশ [illegible] যাহার মালিয়ানা খাজনা ১২০।/১ নদীয়া কালেক্টরিতে দিতে হয় মূল্য আঃ ২৫০

(৩)

৭৬নং মনিজারি ২৯ দাবী ৩৮৫৫/০

[illegible] বিধুভূষণ দাস দিং, সাং কোলা, থানা মেহেরপুর, জেলা নদীয়া।

দেঃ [illegible] দাস সাং কোলা থানা মেহেরপুর জেলা নদীয়া।

জেলা নদীয়া কালেক্টরি ৫১৮ তৌজি মহাল থানা করিমপুরের অন্তর্গত ডিঃ [illegible] মালিকান মত রকম ৮৫ নিজাংশ থাকাতে দেন্দার তাহার স্বামীর [illegible] স্বরূপে বার্ষিক ১২৮ ৮ টাকা সদর [illegible] মালিকান স্বত্বে দখলিকার আছেন উক্ত ৮৫ অংশের ষোল আনা রকম দরবস্ত হকুক মূল্য আঃ ১০০০

সন ১৩১৬ সালের ১২ই অগ্রহায়ণ তারিখের একরার মূলে এই সম্পত্তি অন্যান্য সম্পত্তিসহ ডিক্রীদারগণের নিকট বার্ষিক ২৫০০ টাকায় মাসহারা দায়ে আবদ্ধ আছে।

(৪)

৮০নং দেং জারি ২৯ দাবী ২২৮৭৮৬

ডিঃ চন্দ্রনাথ রায় সাং বিরহী থানা [illegible] জেলা নদীয়া।

দেঃ নালনীমোহন সান্যাল চৌধুরী দিং, সাং পালপাড়া, থানা চাকদহ।

(ক) জেলা নদীয়া চাকদহস্থিত বিরহী সবরেজেষ্টারি আফিস পং পাজনোর থানা চাকদহের এলেকা জেলা নদীয়ার কালেক্টরির ১১৫২নং সেস তৌজির অন্তর্গত নিমগ্রাম [illegible] নিষ্কর লাখরাজ জমি ২২০৫ বিঘা মায় আকর আওলাত প্রজা পুষ্করিণী ডোবা আদি স্বজল স্বস্থল দরবস্ত হকুক মূল্য আঃ ৫০০

(খ) জেলা নদীয়া চাকদহস্থিত বিরহী সবরেজেষ্টারি অধীন পং পাজনোর থানা চাকদহের এলেকা জেলা নদীয়ার কালেক্টরির [illegible]নং তৌজির মহালের অন্তর্গত [illegible] নিজাংশ ।০ রকমে ১৫/ [illegible] মালিয়ানা ৮ জমার কায়েমী মৌরসী জমা জমি মায় আকর আওলাত প্রজা পুষ্করিণী স্বজল স্বস্থল দরবস্ত হকুক দেনদারের ।০ আনা অংশ মূল্য আঃ ২৫

(গ) ঐ ঐ এলাকার অন্তর্গত ১১৪২নং সেস তৌজির অন্তর্গত মৌজা পালপাড়া গ্রামে নিজাংশ ।০ আনা রকমে লাখরাজ জমি ২৬০ বিঘা মায় ঐ জমির উপরিস্থিত পুষ্করিণী ৩টী স্বজল স্বস্থল ও পাহাড় ও পাহাড়স্থিত গাছপালা আকর আওলাত প্রজা দরবস্ত হকুক মূল্য আঃ ২৫

(ঘ) ঐ ঐ এলেকার থানা চাকদহের অধীন মৌজা কাজরপুর গ্রামে নিজাংশ ৷৷০ রকমে ৩৬ বিঘা জমির কাত মালিয়ানা ৫ টাকার কায়েমী মৌরসী জমাই জমি সমেত প্রজা পুষ্করিণী স্বজল স্বস্থল হকুক দেনাদারের ৷৷০ আনা অংশ মূল্য আঃ ৫

(৫)

৫৮ দেংজারী ২৯ দাবী ৩৭১৷৷৫/০

ডিঃ শ্রীলাল গোপাল পাল সাং ও থানা রাণাঘাট

দেঃ—শ্রীপঞ্চানন ভট্টাচার্য্য দিং সাং পালপাড়া থানা চাকদহ

জেলা নদীয়া থানা ও সবরেঃ রাণাঘাট ও চাকদহের অন্তর্গত জেলা নদীয়া কালেকটরীর অন্তর্গত ১৬৭নং তৌজিভুক্ত মহাল গণেশচন্দ্র যহার খাজনা মালিয়ানা ৮০০৮৩ টাকা নদীয়া কালেকটরীতে দিতে হয় উক্ত সম্পত্তি ১১।৪০ ৪১ নং দেন্দারগণের ষোল আনা রকম জমিদারী স্বত্ব দরবস্ত হকুক বন্ধক থাকা হেতু মূল্য ২০০ টাকা,

(৬)

৭৬ দেংজারী ২৯ দাবী ২০৭৷৷/০

ডিঃ—শ্রীসুধীর কৃষ্ণ গোস্বামী সাং ও থানা শান্তিপুর

দেঃ—শ্রীঅবিনাশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় সাং ও থানা শান্তিপুর

১। জেলা নদীয়া থানা শান্তিপুর সবরেঃ রাণাঘাটের এলাকাধীন মৌজে রঘুনাথপুর গ্রাম মধ্যে জমিদার বাবু মন্মথ পাল-চৌধুরীর সেরেস্তার দেন্দারগণের অধীনে ১৭৷৷৩/ বিঘা জমির কাত বার্ষিক ২৪।/০ টাকার এক মৌরসী মকররী জমা ও তদুপরিস্থিত বলা নামক পুষ্করিণী ১টা ও ইটের দেওয়াল ঘরাদি সমেত মূল্য আঃ ২০০

২। জেলা নদীয়া থানা শান্তিপুর সবরে রাণাঘাটের শামিল মৌজে বাগদেবীপুর গ্রামে দেন্দারগণের পরিদা লাখেরাজ জমি ৫৬৮২/ বিঘার ষোল আনা মায় আকর আওলাত ও পুষ্করিণীর অংশ ও যা কিছু আছে তৎ সমেত মূল্য আঃ ৫০০

(৭)

৩৫ মনিজারী ২৯ দাবী ২৪০১৷৷৯

ডিঃ শ্রীকিশোর ভাদুড়ী, মোকাম ও থানা রাণাঘাট

দেঃ শ্রীমথুরমোহন পাল, সাং ও থানা রাণাঘাট

১। জেলা নদীয়া রাণাঘাট মৌজা রামনগর ৬৪৫ বি, ১নং তৌজি ৩২৪নং খতিয়ানভুক্ত ৩৬ শতক জমির কাত বাগান মালিয়ানা খাজনা ৬০ আনা মৈজদ্দিন মল্লিকের অধীনে জমাই স্বত্ব। দাগ নং ৩০৭, উত্তর সীমানার দাগ নং ৩৮। উক্ত জমি ও তদুপরিস্থিত আকর আওলাত মূল্য আঃ ৫০

২। ঐ মৌজা ৬৫নং খতিয়ানভুক্ত এয়াকুব মণ্ডল দিং অধীনে ৫৪ শতক জমির কাত ১/৪ টাকা জমাই স্বত্ব। উক্ত জমি ও তদুপরিস্থিত বাগান দরবস্ত হকুক অনুমান মূল্য আঃ ৭৫ টাকা

৩। ঐ মৌজা ১২৩নং খতিয়ানভুক্ত নগেন্দ্রনাথ ঘোষের অধীনে ১৪৫ একর জমির কাত মালিয়ানা ২৷৷৯ পাই খাজনা জমাই স্বত্ব ও তদুপরিস্থিত বাগান। উক্ত জমি ও তদুপরিস্থিত বাগান মূল্য আঃ ১০০

৪। জেলা নদীয়া থানা ও সবরেঃ রাণাঘাট মিউনিসিপ্যালিটীর ২নং ওয়ার্ডে ৭৯৭নং খতিয়ানভুক্ত ৮ শতক খারিজা ব্রহ্মোত্তর জমি মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দেন্দারের ষোল আনা মূল্য আঃ ১৭৫ টাকা

(৮)

৬৫ মণিজারী ২৯ দাবী ২২৬৫।/০

ডিঃ শ্রীব্রজেন্দ্রমোহন মৈত্র দিং, সাং [illegible] থানা তাহেরপুর

দেঃ শ্রী[illegible]চন্দ্র চৌধুরী সাং মজলিসপুর থানা করিমপুর জেলা নদীয়া

১। জেলা নদীয়া থানা করিমপুর মৌজা গোপালপাড়া নং ৮২ তৌজি নং ২৬৮, সাং রাজাপুর ৭৭৬নং খতিয়ানভুক্ত ঐ গ্রামের উপরিস্থ স্বত্ব রামপ্রসাদ বাগচি দিগর। ঐ গ্রামে নিষ্কর নবদ্বীপ চৌধুরী (কং দং ভারতচন্দ্র চৌধুরী ও অবিনাশচন্দ্র চৌধুরীর স্বত্বাংশ ৷৷০ আনা। ঐ মধ্যস্বত্ব চিরস্থায়ী নিষ্কর ভূমি ঐ তদধীন ২৭৭ নং খতিয়ানভুক্ত ঐ গোপালপাড়া গ্রামে ৯৪৭, ৯৪৮, ৯৫৩, ৯৫১—৯৫৬, ৯৫৯—৯৬৪ ও ১৭৭৮ দাগে ২.২৩ শতাংশ জমি। উক্ত নিষ্কর জমিতে দেন্দারগণের ৷৷০ স্বত্বাংশ মায় দরবস্ত হকুক মূল্য আঃ ৫০০

২। জেলা নদীয়া থানা করিমপুর মৌজা মজলিসপুর নং ৮৫। তৌজি নং ৫২৩ মুঃ গোরান ৭৭৩। ২নং খতিয়ানভুক্ত ৪৬৯ দাগে ৪৯ শতাংশ জমির উপর দেন্দারগণের ওদ্রাসন বসতবাটী ৭ খানা ঘর মায় উহার জানালা কপাট চৌকাট আকর আওলাত দরবস্ত হকুক ষোল আনা এবং উক্ত দাগের ওদস্থ জমি যাহার বার্ষিক জমা ১৷০ টাকা আদায়ে দেন্দারগণ রায়তী স্থিতিবান্ পাঞ্জাই স্বত্বে স্বত্ববান্ ও দখলিকার আছেন। উক্ত জমিতে দেন্দারগণের রায়তি স্থিতিবান ষোল আনা।

৩। সবরেঃ শিকারপুর ষ্টেশন করিমপুরের এলাকাধীন জেলা নদীয়া কালেক্টরীর তৌজির ৫১৭৩ নং লাখেরাজ পরগণে রাজপুর তরফ সাবুচ্ডাঙ্গা ও রাজিতপুর মৌজে গোপালপাড়া মধ্যে লাখরাজ তাহার মালিয়ানা রোড সেস ষোল আনা রকম ১০/৬ টাকা তিন্মা ৷৷০ রকম যে লাখরাজ সম্পত্তি আছে তাহা ক্রোক ও নীলাম হইবে মূল্য আঃ ২০০। দেন্দারগণের অংশে জমির পরিমাণ ২৬৪.০

নীলাম ইস্তাহার

জেলা নদীয়া, মোকাম কৃষ্ণনগর মুন্সেফী প্রথম আদালত

নীলামের দিন ৮ই নভেম্বর, ১৯২৯

(১)

১৫২৭ দেংজারী ২৯ দাবী ১৩৯৩৮/০

ডিঃ শ্রীনিতাই দাস বৈরাগ্য দিং সাং ও থানা নবদ্বীপ, নদীয়া

দেঃ নাবালক শ্রীরাধাগোবিন্দ মণ্ডল দিং পক্ষে গার্জেন উকীল শ্রীঅনন্ত কুমার মিত্র সাং ও থানা নবদ্বীপ

জেলা নদীয়া থানা নবদ্বীপ সবরেঃ কৃষ্ণনগর পরগণে উখরা তরফ নদীয়া নিজ নবদ্বীপের ২ ডিভিসন পুরাতন রামসীতা পাড়ার উক্ত নিষ্কর ব্রহ্মোত্তর জমি আন্দাজ ৵১॥ কাঠা মায় তদুপরিস্থিত কুঠারী ৩টা, খড়ের ঘর ১খানা, সাজ সরঞ্জাম কূপ ১টী রোয়াক প্রাচীর গাছা আগাছা মূল্য আঃ ১০০৲

১০৭৭ দেংজারী ২৯ দাবী ২৩৪২ ৮/৯

ডিঃ শ্রীমতী শরৎ কুমারী দেবী সাং হাটগাছা থানা কালিগঞ্জ

দেঃ শ্রীঅহীন্দ্রবন্ধু কুণ্ড সাং রাখালগাছি থানা কালিগঞ্জ

১। জেলা নদীয়া সবরেঃ কৃষ্ণনগর থানা কালিগঞ্জের সামিল গোবিন্দপুর গ্রামস্থিত লাখরাজ জমীর নিজাংশ ॥০ রকম দখলস্থ ভকুক মূল্য আঃ ৫০০৲

২। জেলা নদীয়া থানা কালিগঞ্জ পরগণে পলাশী মৌজে জোতমাহেশ বিনাম চাপাই নদীয়া কালেক্টরীর ২৭৮০ ও ২৭৮।১নং তৌজিভুক্ত মহালের জমিদারী স্বত্ব।০ যাহার ষোল আনা রকমে শালিয়ানা সদর খাজনা ১৮২ হইতেছে, মূল্য আঃ ২০০৲ টাকা

৩। জেলা নদীয়া সবরেঃ কৃষ্ণনগর থানা কালিগঞ্জের এলাকাধীন মৌজে গোবিন্দপুর গ্রামে ৪২২১ নং লাখরাজ, যাহা ২০১নং তৌজির মহাল ডিহি তেলারপুরের অন্তর্গত। ইহার ॥০ আনা রকম অংশ বন্ধক রহিল; মূল্য আঃ ১০০৲

(৩)

১০১৮ দেংজারী ২৯ দাবী ১৩৬॥/

ডিঃ শ্রীলীলাবতী দাসী অওজে শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র মোদক সাং গোয়াড়ী, থানা কোতোয়ালী

দেঃ শ্রীপ্রমথ নাথ মুখোপাধ্যায় দিং সাং কৃষ্ণনগর থানা কোতোয়ালি

১। সবরেঃ কৃষ্ণনগর থানা কোতোয়ালির সামীল ৯০নং মৌজে পশ্চিম ভাতজাঙ্গলা গ্রামে যে সেঃ ১৮৫নং খতিয়ানে রামকালী তর্কবাগিশের দরুণ ৫০৭৭ একর ব্রহ্মোত্তর জমি যাহা ১৮৬ নং হইতে ১৮৯ নং অধীন খতিয়ানে প্রজাহারের নিকট খাজনা লিলি আছে। মূল্য মায় তদুপরিস্থিত আকর আওয়াত মূল্য আঃ ২৫৲ টাকা

২। ঐ সবরেঃ ঐ থানা ৯১নং মৌজে বারুহুদা গ্রামে ৯৭নং খতিয়ানভুক্ত ৮৩ শতক নিষ্কর লাখরাজ জমি যাহা সেঃ ৯৮ নং খতিয়ানভুক্ত প্রজার দখলে আছে উক্ত নিষ্কর জমি মায় স্বপ্রজা, প্রজার নিকট খাজনা, প্রাপ্য শস্যাদি ষোল আনা মূল্য আঃ ৫৲

৩। ঐ সবরেঃ ঐ থানা সেঃ ৯১নং মৌজে বারুহুদা গ্রামে ১০১০০১নং খতিয়ানভুক্ত রত্নেশ্বর রায়ের দরুণ ১০১৬ একর নিষ্কর ব্রহ্মোত্তর জমি মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত মূল্য আঃ ৫৲

৪। ঐ সবরেঃ ঐ থানা সেঃ ৫৮ মৌজে উমিদপুর গ্রামে ৪২৩ নং খতিয়ানভুক্ত তারিণীচরণ মুস্তৌফী দরুণ যে লাখরাজ ভূমি আছে উক্ত লাখরাজ ভূমির মৃত দেন্দারের নিজাংশ ।০ আনা রকমে উক্ত খতিয়ানের খ গ্রামের ষোল আনা দখলি সেঃ ৬২৪ খতিয়ানে রেকর্ড হইয়াছে ও এই জমিসহ দেন্দারের যে ৮৬৫ নং জমাহ খতিয়ানের জমিসহ বার্ষিক ২৸০ খাজনা পাওয়া যায়, ঐ দেন্দারের উক্ত লাখরাজ অংশের স্বপ্রজা ও প্রজার নিকট প্রাপ্য শস্যাদি মূল্য আঃ ৫৲

৫। ঐ সবরেঃ ঐ থানা ঐ মৌজে ঐ গ্রামে সেঃ ৮৬৫ নং খতিয়ানভুক্ত ৫৯ শতক জমির কাত ৭০ টাকার চিরস্থায়ী মধ্যস্বত্ত ও এই জমি সমেত ৪২৩ নং লাখরাজ স্বপ্রজা ও প্রজার নিকট প্রাপ্য শস্যাদি মূল্য আঃ ৫৲

৬। ঐ সবরেঃ ঐ থানা সেঃ ৯২নং মৌজে কৃষ্ণনগর নূতনগ্রাম গ্রামে সেঃ ৩৯১৫ খতিয়ানভুক্ত ১০০২ একর লাখরাজ ভূমি যাহা ৩৯১৬ খতিয়ানে প্রজা বিলে উক্ত ভূমি মায় স্বপ্রজা প্রজার নিকট প্রাপ্য শস্যাদি মূল্য আঃ ১০৲ টাকা।

৭। ঐ সবরেঃ ঐ থানা সেঃ ৫৮নং মৌজে উমিদপুর গ্রামে সেঃ ৬৬৮নং খতিয়ানে ৬৯ শতক নিষ্কর লাখরাজ জমি যাহার ৬৬৯ নং খতিয়ানে বার্ষিক ২৲ টাকা জমা দাখ। মূল্য স্বপ্রজা ও প্রজার নিকট প্রাপ্য শস্যাদি আঃ ৫৲

৪

১৫১৯ দেংজারী ২৯ দাবী ৪০৯৵

ডিঃ—শ্রীসবজান বিশ্বাস সাং সাহেবনগর থানা কোতোয়ালি

দেঃ—আমিমুদ্দিন মণ্ডল দিং

সাং সাহেবনগর থানা কোতোয়ালি

জেলা নদীয়া থানা কোতোয়ালি সাহেবনগর মৌজার ৩৫নং খতিয়ান ও তদধীন ৩৬—৪৫ নং ভুক্ত জমিদার জয়দুর্গা দাসী দিং সেরেস্তার দেন্দার ও তাহার সরিকগণের নামে বার্ষিক ৩১৸১০ টাকার রায়তি মকররী জমাতে দেন্দারের ৵৪ অংশ। উক্ত জমা জমি মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত মূল্য আঃ ৫০৲

৫

১১৬৭ দেংজারী ২৯ দাবী ১৬৬৫৲

ডিঃ শ্রীবৃন্দাবনদাস মোহান্ত সাং ও থানা নবদ্বীপ

দেঃ শ্রীশরচ্চন্দ্র পাল সাং ও থানা নবদ্বীপ

জেলা নদীয়া থানা নবদ্বীপ পরগণা উখরা তরফ নদীয়া নিজ নবদ্বীপের সেঃ ১৩০৬ খতিয়ানের ৮৩১ দাগভুক্ত ৩নং ডিভিসন মালোপাড়া ও বেহুলেপাড়া লেন রাস্তার দক্ষিণ কায়েমী মৌরসী জমাহ জমি ৵৩ কাঠা, খাজনা বার্ষিক কোং ।৵১০। উক্ত জমি ও তদুপরিস্থিত পাকা ইমারত, এক তালা পুবদ্বারী বৈঠকখানা, ৪ আড়ার এক কুঠারী, পুবদ্বারী ৫ আড়ার ১ কুঠারী, ৮ আড়ার ১ কুঠারী, দক্ষিণ দ্বারী ২ আড়ার ১ কুঠারী, প্রত্যেক কুঠারী ঘরের সম্মুখে রোয়াক ও উপরে দোতালা ৫ আড়ার ১ কুঠারী আড়া, বর্গা কড়ি, পায়খানা ইত্যাদি নীলাম হইবে।

৬

১৬৮১ দেংজারী ২৯ দাবী ৩৭৭॥৫

ডিঃ শ্রীজানকীনাথ পাল

সাং বামুনপুকুর থানা নবদ্বীপ

দেঃ শ্রীশিবনাথচন্দ্র দে সাং বল্লালদীঘি থানা নবদ্বীপ

১। জেলা নদীয়া থানা নবদ্বীপ মৌজে বামুনপুকুর গ্রামে বাজারের মধ্যে জমি আন্দাজ ৵।০ কাঠা মায় তদুপরিস্থিত পাকা পশ্চিমদ্বারী দোকান ঘর দালান ঘর সমেত কড়ি বর্গা দুয়ার জানালা সাজসরঞ্জাম দখলস্থ ভকুক। এই কায়েমী মৌরসী গোলাবাটী নামক জমাই জমির খাজনা ২৲ টাকা; মূল্য আঃ ৫০৲

২। শ্রীযুক্ত বিমলাপ্রসাদ সিদ্ধান্ত সরস্বতী মহাশয়দিগের খারিজা লোকসান গঞ্জের পশ্চিম, নগেন্দ্রনাথ দের পাকা বাটীর পূর্ব্বে শ্রীপঞ্চানন মোদকের পাকা দোকান ঘরের ও সরকারী লোকাল জমির দক্ষিণ কণ্ঠ স্বর্ণকার বিগরের বসত বাটীর উত্তর—এই চৌহদ্দির মধ্যে এজমালি জমি আঃ ৵।। কাঠা মায় তদুপরিস্থিত নারিকেল গাছ, পাকা প্রাচীর ও অন্যান্য আকর আওলাত ইহার মধ্যে দেন্দারের নিজাংশে ।০ আনা জমি ৵২॥০ মোট ৵৩ কাঠা। উক্ত মৌরসী গোলাবাটী নামক জমাই জমির খাজনা বার্ষিক ৩৲। মূল্য আঃ ৫৲

(৭)

১৫ ০ দেংজারী ২৯ দাবী ৪৮৯৯ পাই

ডিঃ শ্রীসাতকড়িদেবী, সাং হাটগাছা, থানা কালিগঞ্জ

দেঃ শ্রীসতীশনাথ মুখোপাধ্যায় দিং সাং হাটগাছা থানা কালীগঞ্জ

জেলা নদীয়া থানা কালীগঞ্জ সবরেঃ কৃষ্ণনগর গোসাই নগর সামালপুর ৯ ১৬৫ ৭৭৬০৵ জমি দখলস্থ ভকুক ১। আঃ

১৫২৮ দেংজারী ২৯ দাবী ১২১॥৵৩

ডিঃ—শ্রীনিতাই দাস বৈরাগ্য দিং সাং ও থানা নবদ্বীপ জেলা

দেঃ—শ্রীউপেন্দ্রনাথ কুণ্ডু দিং সাং থানা নবদ্বীপ

পরগণে উখরা জেলা নদীয়া থানা নবদ্বীপ নিজ নবদ্বীপ গ্রামের মিউনিসিপ্যালিটীর ৩নং ডিভিসন বাঙ্গালতলা পাড়ার অন্তর্গত সচ্চিদানন্দ দত্তের বাটীর পূর্ব্ব সীমানার নিকট ব্রহ্মোত্তর জমি আন্দাজ ৵৷৴ কাঠা তদুপরিস্থিত ছোট বড় পাকা কুঠারী ২টা ও টীনের বারান্দা সমেত গাছা আগাছা ইত্যাদি দখলস্থ ভকুক মূল্য আঃ ১০০৲

(৯)

১৭৫০ দেংজারী দাবী ১২৬৮ ৵৪

ডিঃ শ্রীমতী বিনোদদাসী বৈষ্ণবী সাং ও থানা নবদ্বীপ

দেঃ শ্রীকৃষ্ণদাসী বৈষ্ণবী—সাং থানা নবদ্বীপ

জেলা নদীয়া সবরেঃ কৃষ্ণনগর থানা নবদ্বীপ পরগণে উখরা তরফ নদীয়া নিজ নবদ্বীপের দক্ষিণ মোড় ৩নং ওয়ার্ড দণ্ডপাণিতলা পাড়ার নিত্যানন্দ দাস বৈরাগ্যের বসত বাটীর পূর্ব্বে ৵৩ কাঠা কায়েমী মৌরসী জমির খাজনা বার্ষিক কোং ৩৲ টাকা। উক্ত জমির উপরস্থিত দক্ষিণ দ্বারী ৪ আড়ার দোতালা ১ কুঠারী মায় সিঁড়ি কুঠারী খড়ের ঘর ১খানা ২কুঠারী মায় সাজ সরঞ্জাম মূল্য আঃ ৫০০৲

(১০)

১৮৭৪ দেংজারী ২৯

ডিঃ শ্রীনিতাই দাস বৈরাগ্য দিং সাং নবদ্বীপ শ্রীরামসীতা পাড়া, থানা নবদ্বীপ

দেঃ শ্রীআদিত্য নাথ দাস সাং ও থানা নবদ্বীপ

সবরেঃ কৃষ্ণনগর থানা নবদ্বীপ পরগণে উখরা নিজ নবদ্বীপের দণ্ডপাণিতলা পাড়া ও বনচারী বাগানের পাড়ার গোবিন্দ দিদির পূর্ব্বে কায়েমী মৌরসী জমাই জমি আন্দাজ ৵২ কাঠা খাজনা কোং ২৲ টাকা উক্ত জমিস্থিত ৩ আড়ার ১ কুঠারী মায় সাজসরঞ্জাম রোয়াক, গাছা, আগাছা মূল্য আঃ ৪০৲

(১১)

১৮২৯ দেংজারী ২৯ দাবী ১৫৫৫৸৵৮

ডিঃ—শ্রীগঙ্গাচাঁদ আগর ওয়ালা সাং ও থানা ঐ

দেঃ—শ্রীমহেন্দ্রনাথ মজুমদার—সাং হুদমর, মোং ও থানা কুষ্টিয়া

১। জেলা নদীয়া [illegible] সবরেঃ কুষ্ঠিয়া পরগণা [illegible] মোকামকে ৫৫নং মৌজে [illegible] গ্রামে ১৫৬নং খতিয়ান-ভুক্ত [illegible] একর জমির কাত বার্ষিক [illegible] ২০।০ টাকা বাদে [illegible] [illegible] জমার রকম ॥০ আনি আনা মূল্য আঃ [illegible]

২। ঐ জেলা ঐ সবরেঃ ঐ পরগণে ঐ মৌজা ঐ গ্রামে ৭৭নং খতিয়ান-ভুক্ত ২০.৯১ একর জমির কাত বার্ষিক [illegible] টাকার [illegible] স্থিতিবান জমা মূল্য আঃ ২০০,

৩। জেলা নদীয়া সবকুমা [illegible] কুষ্ঠিয়ার অধীন [illegible] কুষ্ঠিয়া [illegible] মিউনিসিপ্যালিটীর [illegible] নং খতিয়ানভুক্ত [illegible] ১৯ শতাংশ জমির কাত [illegible], মধ্যে কাংশ বাদে [illegible] [illegible] উক্ত জমি ও তদুপরিস্থিত টিনের ঘর ৪ খানা ও সম্মুখ দালান মূল্য আঃ ১০০,

(১২)

১৫০৮ দেওয়ানী ২৯ দাবী ৮৮.৮৫ [illegible]

ডিঃ শ্রীনরেন্দ্রনাথ কর—সাং কৃষ্ণনগর, থানা কোতোয়ালী।

দেঃ শ্রীগৌরকালি [illegible] দিং মোং গোয়াড়ী, থানা কোতোয়ালী।

১। জেলা নদীয়া থানা হাঁসখালির অন্তর্গত [illegible] [illegible] জৌজি অধীন [illegible] মৌজায় কুমারী [illegible] [illegible] মকররী জমায় বার্ষিক খাজনা দিতে হয়। উক্ত জমা জমি মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত মূল্য আঃ ১০০,

২। জেলা ঐ থানা ঐ সবরেঃ ঐ জৌজি ঐ খতিয়ান ৮১৫নং জমিদার ঐ জমা ৮৮০ টাকায় ৮ একর জমি ও তদুপরিস্থিত আকর আওলাত মূল্য আঃ ৫০,

৩। জেলা নদীয়া থানা হাঁসখালির অন্তর্গত পরগণে উখড়া মধ্যে ৬নং বেতনা মৌজে ৯০০নং খতিয়ানভুক্ত ২৩ শতক জমির বার্ষিক খাজনা [illegible] উক্ত জমি ও তদুপরিস্থিত আকর আওলাত মূল্য আঃ ২৫, ।

(১৩)

১৬৮১ দেঃ বন্দবীখাবী ২৯ দাবী ১০৩৬৭

ডিঃ শ্রীমতী বীণাপাণি দেবী সাং গোয়াড়ী, থানা কোতোয়ালী।

দেঃ শ্রীদার্গিড চামার দিং সাং গোয়াড়ী চাঁদসড়ক থানা কোতোয়ালী।

১ নং কৃষ্ণনগর থানা কোতোয়ালী ৯৬নং মৌজে গোয়াড়ী চাষীপাড়া মেঃ ৪২৪ [illegible] আন্দাজ ৭ শতক জমি মায় তদুপরি [illegible] ৩ খানা মায় সাজ সরঞ্জাম মূল্য আঃ [illegible] টাকা

(১৪)

১৭২৪ দেওয়ানী [illegible] দাবী [illegible]

ডিঃ শ্রীদাক্ষায়ণী [illegible] গোয়াড়ী, থানা কোতোয়ালী।

দেঃ শ্রীশ্রীকান্ত মালো [illegible] দিং [illegible] গোয়াড়ী মালোপাড়া, থানা কোতো।

নদীয়া থানা কোতোয়ালী [illegible] মৌজে গোয়াড়ী মালো-পাড়া [illegible] জমাই জমি আন্দাজ /৪ কাঠা [illegible] উক্ত জমি মৌজে ৯৩নং গোয়াড়ী মৌজায় মেঃ ৩৮৭ খতিয়ান-ভুক্ত। উক্ত জমি ও তদুপরিস্থিত ৪ আড়ার ঘর ১টী ৬ আড়ার পাকা ঘর ১টী, ৩ আড়ার পাকা ঘর ৪টি মায় জরার জানালা আড়া বরগা, কড়ি, প্রাচীর ইত্যাদি মূল্য আঃ ১০০, টাকা।

(১৫)

১২০৬ দেওয়ানী ২৯ দাবী ২০৭১৫৩

ডিঃ—শ্রীত্রৈলোক্যনাথ বিশ্বাস সাং [illegible] থানা খোকসা

দেঃ শ্রীজিবন্ত মন্ডল সাং বিত্তাড়িয়া, থানা খোকসা

জেলা নদীয়া থানা ও সবরেঃ খোকসা ৮৮নং মৌজা বিত্তাড়িয়া ২৮৯ নং খতিয়ান ভুক্ত ৮.৫৬ একর জমির কাত ১৮৮০ টাকার মোকররী জমা, মূল্য আঃ ৫০০, টাকা

(১৬)

১২০৮ দেওয়ানী ২৯ দাবী ৩৭৭,

ডিঃ শ্রীমতী নিরাজ মোহিনীদেবী সাং দেবগ্রাম থানা কালিগঞ্জ

দেঃ শ্রীকালীচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দিং সাং ঐ থানা ঐ

জেলা নদীয়া সবরেঃ কৃষ্ণনগর থানা কালিগঞ্জ মোজা দেবগ্রাম ১১৮২ নং খতিয়ানভুক্ত ২২, টাকার একটা মকররী মৌরসী জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত মূল্য আঃ ১২০,

(১৭)

১১৫৮ দেওয়ানী দাবী ১৫৬১৮০

ডিঃ কুমারখালির দীননাথ কুণ্ডু এণ্ড কোং সাং ও থানা কুমারখালি

দেঃ ১। শ্রীছলিম উদ্দীন সাং বিলকাটিয়া ২। মোসাম্মৎ বিবিজান ওরফে জমিরন্নেছা সাং নাতুরিয়া থানা কুমারখালি।

১। জেলা নদীয়া কালেক্টরীর ৩১৯২ নং তৌজির অন্তর্গত পরগণে ভরফতে জাহাঙ্গীরপুরের মোকামকে ভেরুন ও সবরেঃ কুমারখালির অধীন মালেক মালেক আলেম আলি সেখ দিং জোত সেরেস্তায় মৌজে বিলকাটিয়া গ্রামে ১০৮৫ কাঠা মৌরসী জমির কাত বার্ষিক ৮।০ টাকা জমা মায় আকর আওলাত মূল্য আঃ ২৫০,

২। ঐ মৌজে ঐ পরগণে ঐ মোকামকে ঐ সবরেঃ ঐ মৌজে ঐ গ্রামে ঐ সেরেস্তায় ১১।/০ ছটাক মৌরসী জমির কাত বার্ষিক ১৯/৪ পাই টাকা জমা, মায় আকর আওলাত মূল্য আঃ ২৫,

৩। ঐ মৌজে ঐ গ্রামে ঐ সেরেস্তায় ৬৫০ ছটাক মৌরসী জমির কাত বার্ষিক ১০০ টাকা জমা মায় আকর আওলাত মূল্য আঃ ২০,

৮। ঐ মৌজায় ঐ গ্রামে মালেক মঙ্গলী দাসী দিগর সেরেস্তায় ৭।০॥০ কাঠা মৌরসী জমীর কাত বার্ষিক ৬৫৬/৭ পাই টাকা সরকারাংশ ।০/৮ পাই বাদে ।/৮ পাই অংশে ২।৩॥০ কাঠা মৌরসী জমী মায় আকর আওলাত মূল্য আঃ ৫০, টাকা।

৫। ঐ মৌজে ঐ গ্রামে মালেক আশুতোষ রায় দিং জোত সেরেস্তায় ৮॥১৫/০ জমীর কাত বার্ষিক ৩৮০ টাকার সরকারী অংশ বাদে দেনদারগণের নিজ [illegible] পাই অংশের ১।০॥১০ ছটাক রায়তি মোকররী জমী মায় আকর আওলাত মূল্য আঃ ২০, টাকা।

৬। ঐ মৌজে ঐ গ্রামে মালেক মঙ্গলীদাস্যাদীন মেয় দেনদারগণের নিজ ।০ অংশের ।৩ কাঠা জমি মায় আকর আওলাত মূল্য আঃ ১০, টাকা।

৭। ঐ মৌজে ঐ গ্রামে মালেক গজেন্দ্রগামিনী মণ্ডলয়া দিং সেরেস্তায় দেনদারগণের ।/৮ পাই অংশের ২/১০/ জমী মায় আকর আওলাত মূল্য আঃ ৪০, টাকা।

৮। ঐ মৌজে ঐ গ্রামে ও কৃষ্ণপুর গ্রামে মালেক মঙ্গলীদাস্যাদীন জোত সেরেস্তায় দেনদারগণের নিজ ।/৪ পাই অংশে ৮১ • ৪ ছটাক জমী মায় আকর আওলাত মূল্য আঃ ৪০০, টাকা।

৯। ঐ মৌজে আইজল গ্রামে মালেক সুখময়ীদেবী ও পার্ব্বতীনাথ ঘোষ ও নটবর ঘোষ ও জগবন্ধু ঘোষ মহাশয়-দিগের সেরেস্তায় দেনদারগণের ।/৪ পাই অংশে ৮৭০/০ জমী মায় আকর আওলাত মূল্য আঃ ২১, টাকা।

১০। ঐ মৌজে আইজল গ্রামে মালিক বিভূতিভূষণ চক্রবর্ত্তী ও ভূপতিনাথ ঘোষ দিং জোত সেরেস্তায় দেনদারগণের ।/৪ পাই অংশে ১/১৬/০ জমি মায় আকর আওলাত মূল্য আঃ ২০, টাকা।

১১। ঐ মৌজে আইজল ও বিল-কাটিয়া গ্রামে মালেক কেশবাঙ্গিনী দাসী দিং জোত সেরেস্তায় দেনদারগণের ।/৪ পাই অংশে ২/১৬/০ বার্ষিক মৌরসী জমি মায় আকর আওলাত মূল্য আঃ ৫০, টাকা।

১২। ঐ মৌজে কৃষ্ণপুর ও বিল-কাটিয়া গ্রামে মালেক জ্যোতিন্দ্রমোহন মজুমদার দিং সেরেস্তায় দেনদারগণের নিজ ।/৮ পাই অংশে ৩।২।/০ রায়তি মৌরসী জমি মায় আকর আওলাত মূল্য আঃ ৭৫, টাকা।

১৩। ঐ মৌজে বিলকাটিয়া ও দেবীনগর গ্রামে মালেক বসন্তকুমার সরকার দিং সেরেস্তায় দেনদারগণের নিজ /৪ পাই অংশে ৫॥৪০ বিঘা জমি মায় আকর আওলাত মূল্য আঃ ১৫০, টাকা।

(১৮)

১১২৫ দেওয়ানী ২৯ দাবী ৬৮৯॥৫০

ডিঃ ত্রৈলোক্যনাথ বিশ্বাস সাং বিত্তাড়িয়া থানা খোকসা

দেঃ প্রহ্লাদী দাসী দিং সাং বিত্তাড়িয়া থানা খোকসা।

১। জেলা নদীয়া থানা খোকসা ৬৮ নং মৌজে বিত্তাড়িয়া ৩৪৭ নং খঃ ভুক্ত ২৬৫৭ দাগের জমী ও তদুপরিস্থিত ৩ নং দেনদারের পাকাপাড়ী করগেট টীনের দোকান ঘর ১ খানা, খড়ুয়া উত্তর দ্বারি ১খানা, দক্ষিণ দ্বারি ১ খানা বাঙ্গালা ঘর ১ খানা মায় সাজ সরঞ্জাম মূল্য আঃ ৭০, টাকা

২। জেলা ফরিদপুর সবরেঃ ও থানা পাংশা মোজা ১০৯নং ভাটচালা গ্রামে খঃ নং ১৫ ও ২৪৩ ভুক্ত ৩নং দেনদারের ১৮০ বিঘা জমার কাত ৩/০ হিসাব ৮ আনা অংশে মূল্য আঃ ৪০,

(১৯)

১৮৬০ দেওয়ানী ২৯ দাবী ১১৮৫।৫/৮

ডিঃ শ্রীগৌরচন্দ্রব্রহ্ম দিং সাং খুটিয়া, থানা চাপড়া

দেঃ রজনী কান্ত মোদক সাং গোয়াড়ি গোবিন্দ সড়ক থানা কোতোয়ালী

জেলা নদীয়া থানা কোতোয়ালীর সদর সবরেঃ কৃষ্ণনগর শামিল মৌজে ৯৪ নং গোয়াড়ী গোবিন্দ সড়ক ৮৬১০নং খঃ ভুক্ত দর মৌরসি জমাই জমী /১ কাঠা খাঃ ৬৮/০ ঐ জমী মায় পুরুবারের ২ কুঠারী সমেত রোয়াক টীনের চালা ঘর সমেত ইটের প্রাচীর কুয়া পায়খানা সাজ সরঞ্জাম সহ মূল্য আঃ ৩০০,

(২০)

১৩৩০ দেওয়ানী ২৯ দাবী ২৪৫৭৮০

ডিঃ শ্রীগোপালদাস তফাদার সাং দ্বারিয়াপুর, থানা মেহেরপুর

দেঃ শ্রীতারাপদ দাস দিং—সাং পাটুলী থানা পূর্ব্বস্থলী, জেলা বর্দ্ধমান

১। জেলা নদীয়া কালেক্টরীর ৪নং তৌজিভুক্ত পরগণে আমীরপুর সবরেঃ কৃষ্ণনগর থানা নাকাশীপাড়ার অধীনে মৌজে বীরপুরষোল আনা রকম ও কিসমত মাচপোতার ।৵০ রকম জমীদার রাজা যোগেন্দ্রচন্দ্র রায় দিং সরকারে শালিয়ানা ১৪০১/১৩ টাকার পত্তনি জমার ৮৵০ অংশে ষোল আনা ধরিয়া তাহার ৵১৩—আনা অংশ যাহা দেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের সহিত বার্ষিক ৩০২।৫ জমার দরপত্তনি মূল্য আঃ ১০০০,

২। উপর উক্ত মৌজেবীরপুর ষোল আনা রকম ও মাচপোতার ॥৵০ আনা রকমের পত্তনি জমা ১৪৩।১৩ টাকার রকম ৵০ দরপত্তনি স্বত্বকে ষোল আনা করিয়া দেনদারের নিজাংশে ৵১৩—আনা যাহা দেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের সহিত ৯৬॥৬ টাকার পত্তনি বন্দোবস্ত আছে। উক্ত দরপত্তনি জমার মূল্য আঃ ৫০০,

৩। জেলা নদীয়া কালেক্টরীর ২৩নং তৌজিভুক্ত পরগণে বাগোয়ান সবরেঃ কৃষ্ণনগর থানা কোতোয়ালী নাকাশীপাড়ার অন্তর্গত লাট ভাতলার সামিল মৌজে তেঘরি রকম ৮৵০ আনা ১০৬০, টাকা পত্তনি জমাতে দেনদারের ৵.৩—অংশ দেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের সহিত ২৫৬৵১৩॥ টাকার দরপত্তনি বন্দোবস্ত, মূল্য আঃ ২৫০,

৪। উক্ত লাট ভাতলার সামিল মৌজে তেঘরি রকম ৵০ আনা পত্তনি স্বত্বের ৵.৩—আনা দরপত্তনি স্বত্ব যাহা দেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের সহিত ৩৯.৵৬ টাকা পত্তনি বন্দোবস্ত। উক্ত দরপত্তনি মূল্য আঃ ২৫০, টাকা।

৫। জেলা নদীয়া পরগণে আমীরপুরের অন্তঃপাতী সবরেঃ কৃষ্ণনগর থানা নাকাশীপাড়া মৌজে বীরপুর ও কিসমত মাচপোতা গ্রামে ৺দেবোত্তর ভূমি ৪৫১/০ বিঘার ৪২৯.৵১৪ টাকার মৌরসী বন্দোবস্ত তাহার ৮৵০ আনাকে ষোল আনা করিয়া দেনদারের নিজাংশে ৵১৩—আনা যাহা দেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের সহিত শালিয়ানা ৯.৮/৪। টাকা দর মৌরসী বন্দোবস্ত, মূল্য আঃ ২০০,

৬। ঐ জেলা ঐ থাঃ ঐ সবরেঃ ঐ থানা ঐ গ্রামে উপরোক্ত ৪৫১/০ বিঘা দেবোত্তর ভূমির রকম ৵০ আনাকে ষোল আনা করিয়া দেনদারের তাহার ৵১৩—আনা অংশ দেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের সহিত বার্ষিক ১৩॥/৪ পাই টাকার এই মৌরসী বন্দোবস্ত মূল্য আঃ ১০০,

ইঁমায় পুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—শ্রীবিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

স্থায়ী সংস্করণ

Registered No. C 1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অৰ্দ্ধ কলম ৩।০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহ

সাহায্যের হার অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ প্রতি সংখ্যা ৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র।

৪র্থ খণ্ড]. সম্পাদক—প্রত্নবিদ্যালঙ্কার শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী [১৮৬ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্য মঠ, শ্রীধাম মায়াপুর—১৯শে আশ্বিন শনিবার ১৩৩৬, ৫ই অক্টোবর ১৯২৯

শ্রীধাম মায়াপুর ডাকঘর

গত ১লা জুন হইতে শ্রীধাম মায়াপুর পোষ্ট অফিস খোলা হইয়াছে। বঙ্গদেশের পোষ্টমাষ্টার জেনারেল বাহাদুর শ্রীধাম মায়াপুর ডাকঘর হইতে নদীয়া-প্রকাশ ভারতের সর্ব্বত্র প্রেরণ করিবার আদেশ দিয়াছেন।

ম্যানেজার, 'নদীয়া-প্রকাশ'

পোঃ আঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

শ্রীধাম মায়াপুরের, যাবতীয় পত্র বুকপোষ্ট রেজিষ্টারী মণি-অর্ডার প্রভৃতি ডাকে পাঠাইতে হইলে, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া ঠিকানায় লিখিবেন।

কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত

পারমার্থিক

গৌড়ীয় সাপ্তাহিক পত্র।

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রতি শনিবারে প্রকাশিত হয়।

অগ্রিম বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲ দিলে বৎসরে ৫০ সংখ্যা প্রাপ্য; ষাণ্মাসিক ১৷৷০; সাপ্তাহিক /০

সর্ব্বদা গ্রাহক হওয়া যায়।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

দুইখণ্ডে সমগ্র গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছেন। সূচী প্রভৃতি ছাপা হইতেছে

ভিক্ষা ২৷৷০, নদীয়াপ্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ১৷৷০

রোগী দেখিবার সময়ঃ—
প্রাতেঃ—৬টা হইতে ৯টা,
বৈকালে—৩টা হইতে ৫টা পর্য্যন্ত।

মূল্যফেরৎ। মূল্য ফেরৎ!!

ডাক্তার বি. ডি. কুণ্ডু

সর্ব্বত্র এজেণ্ট আবশ্যক। পত্র লিখুন।
কঠিন কঠিন রোগের চিকিৎসা করা হয়।
দিবা-রাত্রি ঔষধ পাওয়া যায়।

আবিষ্কৃত ও গভর্ণমেণ্ট রেজেষ্টারীকৃত

১। ভুপেন্দ্র শোভা স্পেসিফিক্—পেটের যাবতীয় রোগের, অজীর্ণ, ডিস্পেপ্‌সিয়ার মহৌষধ। প্রত্যেক গৃহে রাখা প্রয়োজনীয়। ঔষধ—প্রতি শিশি ১৲ এক টাকা মাত্র।

২। চণ্ডি ফিবার মিকচার—ম্যালেরিয়া জ্বর এক শিশিতে সম্পূর্ণ আরোগ্য। কম্পজ্বর এবং পালা ও সকল জ্বরের মহৌষধ। প্রতি ছোট শিশি ৸০ বার আনা, বড় শিশি ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। গণোরিয়া স্পেসিফিক্—যে রকম গণোরিয়া হোক না কেন, এক শিশিতে আরোগ্য। এক শিশি ১৲ এক টাকা মাত্র।

হোমিওপ্যাথিক বিভাগ

১। ওয়ারম্ কিওর—যাবতীয় ক্রিমির, ২। ফিমেল সুধা—শ্বেত-প্রদর, রজঃ-কষ্ট ও বাধকের, ৩। জিহ্বা স্পেসিফিক্—জিহ্বার ক্ষতের, ৪। ঋতু রেগুলেটার—যাহাদের নিয়মিত ঋতুস্রাব হয় না, ইহা সেবনে নিয়মিত ঋতুস্রাব হয়, ৫। পাইলস্ রেমিডি—যাবতীয় অর্শের মহৌষধ। মূল্য প্রতি শিশি ৸০ বার আনা ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—আরোগ্য না হইলে মূল্য ফেরৎ। রোগের অবস্থাদি জানাইলে, ঔষধ ও ব্যবস্থাদি পাঠান হয়। ভিঃ পিতে ঔষধ পাঠান হয়। এক কালিন দশ টাকার ঔষধের অর্ডার পাইলে, স্বতন্ত্র কমিশন দেওয়া হয়। পত্রাদি বিশেষ গোপনে রাখা হয়।

সোল এজেণ্ট :-
দি এলোপ্যাথিক ড্রাগ ষ্টোরস্

ডাক্তার বি, ডি, কুণ্ডু
৩১ নং গরানহাটা ষ্ট্রীট, পোঃ বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
টেলিফোন নং বড়বাজার ২৪১১।

কর্ম্মাবলম্বকাঃ কেচিৎ কেচিৎ জ্ঞানাবলম্বকাঃ। বয়ন্তু হরিদাসানাং পাদত্রাণাবলম্বকাঃ

নানা কথা

মায়াপুরের দাঙ্গার জের

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশের পাঠকগণ অবগত আছেন শ্রীধাম মায়াপুরের জমিদারগণের বামনপুকুর বাজারে একটী চালা [illegible] নিবাসী খোন্দকার রেজাউদ্দিন [illegible] খোন্দকার সৈয়দ [illegible] শেখ, বেনা সেখ, [illegible] শেখ, আতর আলি [illegible] প্রভৃতি বহুলোক [illegible] লাঠি আদি লইয়া [illegible] মায়াপুর জমিদারের লোকের নিকট [illegible] পূর্ব্বক কাটিয়া ফেলিয়া দেয়। এই ঘটনা লইয়া পুলিশ তদন্ত হয়। আসামীগণকে দণ্ডবিধি আইনের [illegible] ধারা অনুসারে চালান দেওয়া হয়। কৃষ্ণনগরের সুযোগ্য সবডেপুটী [illegible] শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ দে বাহাদুরের নিকট এতদিন উক্ত মোকদ্দমার বিচার চলিতেছিল। বাদিপক্ষে [illegible] জন এবং আসামীপক্ষে [illegible] জন সাক্ষীর এজাহার হইয়াছিল। সুযোগ্য সবডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুর উভয় পক্ষের সাক্ষীর জবানবন্দী বিশেষভাবে আলোচনা করিয়া এবং উভয় পক্ষের সওয়াল জবাবাদি শ্রবণ পূর্ব্বক [illegible] উক্ত মোকদ্দমার রায় দিয়াছেন। আসামীগণের প্রত্যেকের ১৪৭ ধারা মতে [illegible] ও মাস এবং ৩২৩ ধারা মতে [illegible] ও মাস সশ্রম কারাবাসের আদেশ হইয়াছে, তবে উভয় দণ্ড এক কালীন চলিবার আদেশ হইয়াছে।

আবহাওয়া

আজ কয়েক দিবস যাবত প্রায় প্রত্যহ বৃষ্টি হইয়া থাকে। সকাল হইতেই টিপ্ টিপ্ করিয়া বৃষ্টি হইতে থাকে [illegible] আশঙ্কা করিতেছে—এই প্রকারে আরও কয়েকদিন [illegible]
[illegible] ক্ষতি হইবে।

মানিকগঞ্জের শস্যের অবস্থা

প্রকাশ, [illegible] না হওয়াতে শস্যাদির অবস্থা মোটেই ভাল নহে। প্রথম অবস্থায় [illegible] পোকায় নষ্ট হইয়া গিয়াছে। [illegible] বৃষ্টির অভাবে পাট মোটেই ভাল [illegible] তদুপরি পাটের দাম [illegible] কৃষককুলে হাহাকার [illegible] ভগবানই জানেন।

আমলাজোরা প্রপন্নাশ্রম

বার্ষিক মহামহোৎসব

পরমহংস ঠাকুরের যোগদান

—:*:—

শ্রীধাম মায়াপুরস্থ শ্রীচৈতন্যমঠের বর্দ্ধমান জেলাস্থিত শাখামঠ "আমলাজোড়া প্রপন্নাশ্রমের" বার্ষিক মহোৎসব গত সেপ্টেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে মহাসমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। প্রায় কয়েক দিন ভিন্ন ভিন্ন স্থানে গিয়া শ্রীপাদ [illegible] প্রভৃতি প্রচারকগণ শুদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন। বহু সংখ্যক স্থানীয় অধিবাসী উক্ত আশ্রমে নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। অভ্যাগতগণের বিশ্রামের জন্য কয়েকটী অস্থায়ী গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছিল। ২৮শে সেপ্টেম্বর শনিবার প্রাতঃকালে পরমহংস স্বামী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ বহু সংখ্যক সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারি ও ভক্তসহ রাজবাঁধ ষ্টেশনে পৌঁছিলে তথায় বাদ্যযন্ত্র ও পতাকাদিসহ উপস্থিত বহুসংখ্যক দর্শক মণ্ডলী তাঁহার জয়গান করিতে করিতে শোভাযাত্রা করিয়া তাঁহাদিগকে মটরযানে করিয়া আশ্রমে লইয়া যান এবং পরমহংস-স্বামী মহারাজকে মাল্যাদি দ্বারা বিভূষিত করেন। ঐ দিন আশ্রমে শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দ বিগ্রহের প্রতিষ্ঠা কার্য্য মহাসমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে এবং অপরাহ্নে একটী বিরাট সভাতে গোস্বামী মহারাজ একটী সুন্দর এবং হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা দেন। ঐ সভায় উপস্থিত শিক্ষক, উকিল, জমিদার, ব্যবসায়ী, ছাত্রবৃন্দ ও বহু সংখ্যক জনসাধারণের চিত্ত আকর্ষণ করিয়াছিলেন। উৎসবে প্রায় দুই তিন হাজার লোককে বিচিত্র মহাপ্রসাদ সেবন করান হইয়াছিল। জনসাধারণের [illegible] হেডমাষ্টার শ্রীভোলানাথ [illegible] মহাশয় ইংরাজী ও সংস্কৃত ভাষায় দুইটী অভিনন্দনপত্র প্রদান করিলে শ্রীমৎ পরমহংস মহারাজ সংক্ষেপে তাহার উত্তর প্রদান করেন।

———

আখাউড়ায় ডাকের অসুবিধা

আসাম বেঙ্গলের বিপুরাস্থিত আখাউড়া স্থ জংশন [illegible] পারিতে আখাউড়ার মেলের সহিত যোগ রাখিয়া একখানা গাড়ী বন্ধ করা হইয়াছে। কিন্তু [illegible] এখন পর্য্যন্ত ডাক চলাচল [illegible] না। সুতরাং এই গাড়ীতে ডাক না [illegible] লোকের অসুবিধা হইতেছে। ইহার প্রতিকার আবশ্যক হওয়া দরকার।

মাজদিয়া সংবাদ

ট্রেণ চাপায় মৃত্যু

প্রকাশ, গত ২৮শে সেপ্টেম্বর একজন স্ত্রীলোক মাজদিয়া ষ্টেশনে ১২-৪৬ এর ডাউনট্রেণের লৌহচক্রে নিষ্পেষিত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে এবং তৎপর দিবস ষ্টেশনের কিছিং দাক্ষিণে প্রাতের ডাক গাড়ীতে চাপা পড়িয়া আর একটী স্ত্রীলোক মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিয়াছে। এই সকল মৃত্যুর কারণ রেলওয়ে কর্ত্তৃপক্ষের অনুসন্ধান করা একান্ত আবশ্যক। যদি তাহাদের কর্ম্মচারীদের অবহেলার দরুণ এই প্রকার নৃশংস কাণ্ড সংঘটিত হইয়া থাকে তাহা হইলে ইহার ক্ষতিপূরণ করা একান্ত আবশ্যক এবং ভবিষ্যতে যাহাতে এই প্রকার ঘটনা না ঘটিতে পারে তৎপ্রতি দৃষ্টি থাকা একান্ত প্রয়োজনীয়।

অতি অদ্ভুত গাভী

বিনা প্রসবে দুগ্ধ দান

চট্টগ্রাম জিলার সীতাকুণ্ড থানার অন্তর্গত বাঁশবাড়িয়া গ্রামের জনৈক মুসলমান কৃষক বহু বৎসর যাবৎ একটি গাভী পালন করিয়া আসিতেছিল। গাভীটির কখনও বাচ্চা হয় নাই। উহা দেখিতে বেশ হৃষ্টপুষ্ট ও কর্ষণকার্য্যে উপযুক্ত বলিয়া সে ঐ গাভী বিক্রয় করে নাই। হঠাৎ ইতিমধ্যে একদিন খুব জোরে ঐ গাভীটি উচ্চৈঃস্বরে হাম্বা হাম্বা রবে ডাকিতে থাকে। ঐ কৃষক যাইয়া দেখে তাহার স্তন সদ্য প্রসূতা গাভীর মত দুগ্ধে ভরিয়া গিয়াছে এবং স্তন হইতে একটু একটু দুগ্ধও ঝরিতেছে, সেই দিন হইতে ঐ কৃষক প্রতি দিন দুই বেলা উহার দুগ্ধ দোহন করে, উহার দুগ্ধ অন্যান্য গাভীর দুগ্ধ অপেক্ষা মিষ্ট, প্রত্যহ দেড়সের দুধ পাওয়া যায়, বহু লোক ঐ গাভী দেখিবার জন্য আসিতেছে।

—বঙ্গবাণী

সম্রাটের ভগিনীর পীড়া

লণ্ডনের ২রা অক্টোবরের সংবাদে প্রকাশ, সম্রাটের জ্যেষ্ঠা ভগিনী পীড়িতা হইয়াছেন। তাঁহার হৃদযন্ত্রের অবস্থা উদ্বেগজনক। তিনি এখন ব্রিমারের মারলজে অবস্থান করিতেছেন।

২রা অক্টোবর তারিখের বুলেটিনে প্রকাশ, রাত্রিতে তাঁহার নানা উপসর্গ দেখা দিয়াছিল। অবস্থার কোনই পরিবর্ত্তন হয় নাই। ইহাতে উদ্বেগের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে।

প্রচার প্রসঙ্গ

গোমো (মানভূম)

শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য্য গোমো ষ্টেশন হইতে লিখিতেছেন—বিগত ২৬শে মার্চ্চ তারিখে শ্রীগৌড়ীয় মঠের অন্যতম প্রচারক শ্রীপাদ গৌরগোবিন্দ বিদ্যাভূষণ মহোদয় কতিপয় ভক্ত সঙ্গে *E. I.* ও *B. N. Railway*র *junction* গোমো ষ্টেশন পল্লীতে এক বিশিষ্ট জনসভায় মানবসমাজের আত্যন্তিক অভাবময় দুরবস্থার কথা গভীরভাবে আলোচনা করেন। শাস্ত্র-দর্শী বক্তা-মহোদয় যুক্তিপূর্ণ বাক্যসমূহদ্বারা ঈশবৈমুখ্যকেই অভাবের মূল কারণ রূপে নির্দ্দেশ করেন এবং ঈশানুগত্যই একমাত্র স্বাভাবিক প্রতিকার বলিয়া সরলভাবে হৃদয়ঙ্গম করাইয়া দেন। তাঁহার প্রচার ফলে স্থানীয় সকলেই শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচার-কার্য্যের প্রয়োজনীয়তা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিয়া তৎপ্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন হইতেছেন।

পুরুলিয়া

পুরুলিয়া হইতে শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র সিংহ মহাশয় লিখিতেছেন—পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরগোবিন্দ বিদ্যাভূষণ মহোদয় গত ২৯শে মার্চ্চ স্থানীয় জয়নারায়ণ ধর্ম্মশালায় শ্রীমদ্ভাগবত কথা কীর্ত্তন করেন। অবস্থাকে অজ্ঞানে তৎপশ্চাৎ ছুটাছুটী করিয়া জীবগণ পরমার্থ হারাইয়া বাস্তবিক ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে—ইহা তিনি প্রাঞ্জল-ভাষায় বুঝাইয়া দেন। শ্রোতৃগণ তাঁহার কথামৃত পান করিতে সমুৎসুক হইয়া নানাস্থান হইতে পণ্ডিতজীকে আহ্বান করিতেছেন; সময় অল্প হইলেও প্রচারক মহাশয় ইঁহাদিগকে শ্রীহরিকথামৃতে সন্তুষ্ট করিয়া শীঘ্রই রাঁচি যাত্রা করিবেন। পুরুলিয়ার গভর্ণমেণ্ট প্লিডার শ্রীযুক্ত অম্বুজাক্ষ সরকার ও সম্ভ্রান্ত ব্যবসায়ী কনৌজ ব্রাহ্মণ শ্রীযুত লালমোহন তিবেদী প্রভৃতি অনেক প্রকারে শ্রীগৌড়ীয়মঠের কথা প্রচারে সহায়তা করিতেছেন।

পশ্চিম ভারত

সুদূর পশ্চিম ভারতে শ্রীচৈতন্যমঠের বৃন্দাবন-শাখা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠের অন্যতম প্রচারক পণ্ডিত শ্রীপাদ নৃসিংহদাস ব্রজবাসী ও শ্রীপাদ কুঞ্জেশ্বর ব্রহ্মচারী মহোদয়দ্বয় সুদূর গাজিয়াবাদ, খুরজা, আগ্রা, ও হরিদ্বার প্রভৃতি স্থানে শ্রীধামমায়াপুরস্থিত শ্রীচৈতন্য মঠের বিশুদ্ধ আচরণীয় ও প্রচার্য্য ভগবদ্ভক্তি-সিদ্ধান্ত-বাণী কীর্ত্তন করিতেছেন। তদুপলক্ষে তাঁহারা তত্রস্থ গণ্যমান্য ধনী, দরিদ্র নির্ব্বিশেষে সকলেরই দ্বারে দ্বারে গমন করত প্রকাশ্য স্থলে বহু জনপূর্ণ সভামণ্ডলে হিন্দি ও উর্দ্দু ভাষায় বক্তৃতা এবং কতিপয় বিশিষ্ট ব্যক্তির ভবনে পাঠ কীর্ত্তনমুখে হরিকথা প্রচার করিতেছেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১৯শে আশ্বিন শনিবার—১৩৩৬

সংস্কার তাৎপর্য্য

নাম-সংস্কার

মন্ত্র জপ্য ও কীর্ত্তনীয়

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

শ্রীমদ্ভাগবতের (৭।৫।২৩) "শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ"—শ্লোকের ক্রমসন্দর্ভটীকায় কীর্ত্তন-মাহাত্ম্য বিশেষরূপে বর্ণিত হইয়াছে। সদ্গুরু-পাদপদ্মে নিষ্কপটভাবে শরণাগত হইয়া শ্রীনামসংকীর্ত্তন মহামন্ত্র শ্রবণ পূর্ব্বক গুরুপাদপদ্ম মত কীর্ত্তন করিতে হইবে। ক্রম-বিপর্য্যয়ব্যতীত নবধা ভক্ত্যঙ্গের মধ্যে যে কোন একটী অঙ্গের ফলেই সিদ্ধিলাভ ঘটিলেও কীর্ত্তন ব্যতীত কোন ভক্ত্যঙ্গ [illegible] হইতে পারে না। সদ্গুরু-পাদাশ্রয় পূর্ব্বক "অন্তঃকরণ শুদ্ধির নিমিত্ত প্রথমতঃ নাম-শ্রবণ আবশ্যক। নাম-শ্রবণ-ফলে অন্তঃকরণ শুদ্ধ হইলে পর শ্রীরূপ-বিষয়ক কথা শ্রবণ দ্বারা শ্রীরূপের উদয়-যোগ্যতা লাভ হয়। সম্যগ্‌ভাবে শ্রীরূপের উদয় হইলে শ্রীগুণ সকলের স্ফূর্ত্তি হয়, গুণ সকলের সম্যক্ স্ফূর্ত্তি হইলে পরি-করগণের [illegible] পরিচয়-বৈশিষ্ট্য উদিত হয়। অতঃপর নাম, রূপ, গুণ ও লীলা—এই সমুদয়ের সম্যক্ স্ফূর্ত্তি হইলে [illegible] সম্যগ্‌ভাবে সম্পন্ন হইয়া থাকে. এই [illegible] সাধনক্রম নির্দ্দিষ্ট হইল। কীর্ত্তন এবং স্মরণ [illegible] জানিবে।" শ্রীভগবানের নামকীর্ত্তন ছাড়িয়া যাঁহারা তাঁহার রূপ, গুণ, পরিকর-লীলা কীর্ত্তনাদিতে প্রবৃত্ত হন, তাঁহারা [illegible] পূর্ব্বক অনাবশ্যক করিয়া নানাবিধ অনর্থের আবাহন করেন, তাহা আর বিস্তারিত বর্ণনের আবশ্যক নাই; গোস্বামি উপদিষ্ট ভজনক্রম না মানিয়া [illegible] [illegible] প্রাকৃত [illegible] হইয়াছে। [illegible] আজ শ্রীভগবদ্ধাম নিন্দের স্পর্দ্ধা করিয়া শুদ্ধ-ভক্তিরসিক মহাজনের সহিত কলহ করিতে যাইতেছে।

কেহ কেহ, আবার কীর্ত্তন ছাড়িয়া লীলা স্মরণের স্পৃহা প্রকাশ করিয়াছেন, শ্রীজীবপাদ কিন্তু বলিতেছেন—

অথ কীর্ত্তনাদিভিঃ [illegible] [illegible]……[illegible]-কীর্ত্তনাপরিত্যাগেন স্মরণং কুর্য্যাৎ। অনন্তর কীর্ত্তনাদি দ্বারা অন্তঃকরণ শুদ্ধ হইলে "হে নৃপ, বিরক্ত অকুতোভয় যোগিগণ হরিনামই অনুক্ষণ কীর্ত্তন করিয়া থাকেন" ইত্যাদি বচনানুসারে নাম-কীর্ত্তন পরিত্যাগ না করিয়াই স্মরণ কর্ত্তব্য।

শ্রীল চক্রবর্ত্তী পাদ 'শ্রবণং কীর্ত্তনং [illegible] [illegible]। নাপি [illegible] কালেন ভগবান বিশতে হৃদি॥" (ভাঃ ২।৮।৪-শ্লোকের টীকায় বলেন—"[illegible] স্মরণ-শ্রবণ-কীর্ত্তনয়োঃ [illegible] আবশ্যক [illegible]। **শ্রবণ কীর্ত্তনাধীন মেব স্মরণমিতি।**"—অর্থাৎ শ্রবণ কীর্ত্তনকারী ভক্তের স্মরণ-[illegible] আবশ্যক নাই। শ্রবণ কীর্ত্তনের অধীনই স্মরণ।

শ্রীল সনাতন গোস্বামী বৃহদ্ভাগবতামৃতে (২য় খণ্ড ৩য় অধ্যায়ে) লিখিয়াছেন—

(১৫৮) "কৃষ্ণস্য নানাবিধকীর্ত্তনেষু তন্নামসংকীর্ত্তনমেব মুখ্যম্। তৎ প্রেম সম্পজ্জননে স্বয়ং দ্রাক্ শক্তং ততঃ শ্রেষ্ঠতমং মতং তৎ॥"—

'বেদপুরাণাদি পাঠ, কথা, গান, স্তুতি প্রভৃতি ভেদে বহুপ্রকার কৃষ্ণকীর্ত্তনের মধ্যে কৃষ্ণের নাম-সংকীর্ত্তনই মুখ্য, কেননা কৃষ্ণের নাম-সংকীর্ত্তনই অনায়াসে প্রেমসম্পৎ আনিতে অর্থাৎ [illegible] করিতে সমর্থ। এই হেতু নামাদি হইতেও নাম-সংকীর্ত্তনের শ্রেষ্ঠতা। নাম সংকীর্ত্তনই [illegible] মধ্যে শ্রেষ্ঠতম; সজ্জনগণ ইহাই নিশ্চয় করিয়াছেন।

(১৬১) "মুখ্যো বাগিন্দ্রিয় [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] শ্রীনাম-সংকীর্ত্তনং বরম্॥"—

[illegible] কীর্ত্তনাদি ও [illegible] [illegible] নাম-সংকীর্ত্তন [illegible] বাগিন্দ্রিয়েই উদিত হইয়া থাকে। অতএব শ্রেষ্ঠ ধ্যান হইতেও নাম-সংকীর্ত্তনই শ্রেষ্ঠ।

(১৬৪-১৬৫) নাম সংকীর্ত্তনং প্রোক্তং কৃষ্ণস্য প্রেমসম্পদি। বলিষ্ঠং সাধনং শ্রেষ্ঠং পরমাকর্ষমন্ত্রবৎ॥ তদেব মন্যতে ভক্তেঃ ফলং তদ্রসিকৈর্জনৈঃ। ভগবৎপ্রেমসম্পত্তৌ সদৈবাব্যভিচারতঃ॥"

—শ্রীকৃষ্ণের নাম সংকীর্ত্তনই পরমাকর্ষক মন্ত্রের ন্যায় প্রেম সম্পত্তির বলিষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ সাধন বলিয়া উক্ত হইয়াছে। অতএব! শ্রীনামসংকীর্ত্তনকে শ্রেষ্ঠ সাধনই বা বলি কেন? রসিকজন শ্রীনামসংকীর্ত্তনকেই **ভক্তির ফল** বলিয়া বিচার করেন, কারণ ভগবানে প্রেম সম্পত্তির আবির্ভাব করাইতে সর্ব্বদা নামসংকীর্ত্তনই অব্যর্থ; এজন্য নামসংকীর্ত্তনকেই 'সাধ্য' বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন।

(১৬৬) "সম্ভক্তা প্রেমবৃক্ষস্য কৃষ্ণে কৈশ্চিদ্রসিকৈশ্চ, কথ্যতে তৎ। প্রেমভরেণের নিজেষ্টনাম সংকীর্ত্তনং হি স্ফুরতি স্ফুটার্থম্॥"

—কোন কোন রসজ্ঞ পুরুষগণ নাম-সংকীর্ত্তনকেই প্রেমের প্রকাশ বলিয়া বিচার করেন। নামসংকীর্ত্তনই [illegible] প্রেম-প্রচুরতার মহত্ত্বই লক্ষণ, যেহেতু নিজ হৃদয় নামসংকীর্ত্তন অন্তরে আবির্ভূত হইলে প্রেমের ভরেই স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হয়। এই নাম-সংকীর্ত্তন ও প্রেমের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হইবে।

(১৬৭) "নাম্নাম্ভু সংকীর্ত্তনমার্ত্তি [illegible] বিনা প্রাবৃষি চাতকানাম্। রাত্রৌ বিয়োগাৎ [illegible] [illegible] চাক্রোশনাদ্‌ প্রাভাতি॥"

বর্ষাকালে মেঘ বিনা চাতকগণের আর্ত্তস্বরে 'প্রিয়' 'প্রিয়'—[illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] চক্রবাকীগণের ন্যায় কৃষ্ণপদ নিবদ্ধ প্রেমবানদিগেরই নামসংকীর্ত্তন আর্ত্তি থাকে। [illegible] [illegible] তথা—"এবং ব্রতঃ স্বপ্রিয় নাম কীর্ত্ত্যা জাতানুরাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ। হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়ত্যুন্মাদবন্নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ॥" অর্থাৎ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] করে।

(১৬৮) বিচিত্র লীলারসসাগরস্য প্রভোর্বিচিত্রাৎ স্ফুরিতাৎ প্রসাদাৎ। বিচিত্র সংকীর্ত্তনমাধুরী সা ন তু স্বযত্নাদিতি সাধু সিদ্ধম্॥

—কেহ কেহ শঙ্কা করিয়া থাকেন, নামসংকীর্ত্তনে লোকশঙ্কা, লজ্জাশঙ্কা, প্রভৃতি বহু বহু বিঘ্ন ঘটিতে পারে, কিন্তু অন্তঃকরণে সেরূপ কোন বিঘ্নশঙ্কা নাই। তাহাতে বলা যায় যে—বিচিত্র লীলার সাগরস্বরূপ প্রভুর স্ফুরিত বিচিত্র প্রসাদ হইতেই সেই বিচিত্র সংকীর্ত্তন-মাধুরী স্ফুরিত হইয়া থাকে। নিজ [illegible] [illegible] [illegible] হয় না। অর্থাৎ ভগবদিচ্ছাবশেই নাম সংকীর্ত্তন-মাধুরী লাভ করা যায়।

(১৬৯) "ধ্যানং পরোক্ষে যুজ্যেত ন তু সাক্ষান্মহাপ্রভোঃ। অপরোক্ষে পরোক্ষেঽপি যুক্তং সংকীর্ত্তনং সদা॥"—

মহাপ্রভুর ধ্যান পরোক্ষেই যুক্তিযুক্ত হয়, সাক্ষাতে ধ্যান যুক্তিযুক্ত হয় না; কিন্তু সংকীর্ত্তন অপরোক্ষ ও পরোক্ষ সর্ব্বদাই যুক্তিযুক্ত হইয়া থাকে।

শ্রীল সনাতন গোস্বামিপাদ শ্রী বৃহদ্ভাগবতামৃতের শ্রীচা২ শ্লোকে বলিয়াছেন—

"জয়তি জয়তি নামানন্দরূপং মুরারেবিরমিত নিজধর্ম্মধ্যানপূজাদি যত্নম্। কথমপি সকৃদাত্তং মুক্তিদং প্রাণিনাং যৎ পরমমৃতমেকং জীবনং ভূষণং মে॥" —

অর্থাৎ যাহা হইতে [illegible] নিজধর্ম্ম, ধ্যান ও অর্চ্চনাদি যত্ন বিরত হইয়াছে, যে [illegible] আনন্দস্বরূপ [illegible] নাম, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] যাহা [illegible] [illegible] [illegible], ইহাই আমার এক [illegible] জীবন ও ভূষণ। [illegible] [illegible] নিজ [illegible] [illegible] [illegible] বলিয়া তাঁহার [illegible]—[illegible] [illegible]।

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] উপনিষদের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]—

[illegible] [illegible] নারদো ব্রহ্মা [illegible]—

"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ
কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম
রাম রাম হরে হরে॥"

অর্থাৎ দ্বাপরযুগশেষে একদা নারদ ঋষি পৃথিবী পর্য্যটন করিতে করিতে ব্রহ্মলোকে উপস্থিত হইয়া প্রার্থনা করিলেন। যে হে দেব, এই ভীষণ কলিযুগে কেমন করিয়া সংসারসাগর উত্তীর্ণ হওয়া সম্ভব—[illegible] [illegible] ব্রহ্মা বলিলেন, বৎস, তুমি উত্তম প্রশ্ন করিয়াছ, অতএব সকলেরই [illegible] গুহ্যতত্ত্ব শ্রবণ কর। কি করিলে এই কলি উত্তীর্ণ হইতে পারা যায়—[illegible]। [illegible] জীব [illegible] [illegible] আদিপুরুষ নারায়ণের **নামকীর্ত্তন মাত্রেই** সংসার-বন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারিবে। নারদ জিজ্ঞাসা করিলেন, সেই নামটি কি, তাহাতে ব্রহ্মা বলিলেন—"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥" এই ষোল নাম বত্রিশ অক্ষরাত্মক নারায়ণের নামই কলিকল্মষ-নাশন। পুনরায় উক্ত উপনিষদের ঐ প্রসঙ্গে দেখা যায়, নারদ ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন—

"[illegible]। তং [illegible] [illegible]। সর্ব্বদা শুচিরশুচির্ব্বা [illegible] সলোকতাং সমীপতাং সমীপ-[illegible] সাযুজ্যতামেতি।

অর্থাৎ উক্ত নামে স্মরণে বিধি কি? [illegible] বলিলেন, নাম-গ্রহণ সম্বন্ধে কীর্ত্তন ও জপাভেদে কোন বিধি নাই। সেই নাম যিনি শুচিই হউন, আর অশুচিই হউন সর্ব্বদা সর্ব্বাবস্থায় পাঠ করেন অর্থাৎ উচ্চৈঃস্বরে আবৃত্তি করেন, তিনি [illegible] লোকাদি-[illegible] ব্রাহ্মণ, তিনি সর্ব্বাবধ মুক্তিলাভ করেন।

অগ্নিপুরাণে—

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ
কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে

[illegible] [illegible] সংশয়ঃ ॥

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে—

হরে রাম হরে রাম
রাম রাম হরে হরে ॥
যে রটন্তি ইদং নাম
সর্ব্বপাপং তরন্তি তে ॥

তৎসংগ্রহকারকঃ
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুঃ।

কলিযুগ-পাবনাবতারী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-মহাপ্রভু উপরি উক্ত পুরাণদ্বয়-বর্ণিত শ্রীহরিনাম মহামন্ত্র সংগ্রহ ও সংগঠিত করিয়া কাহার [illegible] জীবগণকে নাম-সংকীর্ত্তনোপদেশ করিয়াছেন। উক্ত শ্লোকাংশগত "রটন্তি" শব্দের অর্থ রটনা করা, ঘোষণা করা বা কীর্ত্তন করা এবং [illegible] শব্দের দ্বারা [illegible] নিরন্তর না থাকিলেও বুঝিতে হইবে। সুতরাং হরি-নাম মহামন্ত্র ষোলনামবত্রিশ অক্ষর সমুদয় সকলে [illegible] উচ্চৈঃস্বরে অসংখ্যাত কীর্ত্তন, [illegible] বা নিরন্তর সহকারে কীর্ত্তন, [illegible] জপ ও মানসিক জপ—সকলেরই [illegible] এবিষয়ে মতদ্বৈধ থাকিতে পারে না। [illegible] ষোলনাম বত্রিশ অক্ষর [illegible] মহামন্ত্র অসংখ্যাত [illegible] [illegible] উচ্চকীর্ত্তন [illegible] বলেন, তাঁহারা তাঁহা-[illegible] "[illegible] দীপ্যমান হইবে" [illegible] একটি [illegible] [illegible] কবিরাজ গোস্বামীর [illegible] [illegible] আমরা প্রাপ্ত [illegible] [illegible] জীবের পক্ষে [illegible] কীর্ত্তনই একমাত্র [illegible] [illegible] যদি নির্জ্জনে [illegible] [illegible] দেখাইতে গিয়া [illegible] [illegible] গোপাল গোবিন্দাদি নামের [illegible] [illegible] কীর্ত্তনবিরোধী হন, [illegible] [illegible] সেই জপ-ছলনা [illegible] [illegible] জপ ব্যতীত আর কিছুই [illegible]।

(ক্রমশঃ।)

নীলাম ইস্তাহার

জেলা নদীয়া মোকাম কৃষ্ণনগর মুন্সেফী প্রথম আদালত

নীলামের দিন ৮ই নভেম্বর, ১৯২৯

(১)

১২০২ মনিজারী ২৯, দাবী ২০।

ডিঃ শ্রীরণজিৎ পাল চৌধুরী, সাং মহেশগঞ্জ, থানা নবদ্বীপ

দেঃ শ্রীকামিনী সুন্দরী দাসী—সাং [illegible], [illegible], থানা কোতোয়ালী

জেলা নদীয়া থানা কোতোয়ালী মৌজে মেকরাগাছি নহাল মধ্যে ডিক্রীদারের সর-কারে দেনদারের পূর্ব্বাধিকারী গোকুলনন্দীর মুদারিকে বর্ত্তমান [illegible] মৌজে ৯২০১ কৃষ্ণ-নগর মৌজায় ২২০৮নং খতিয়ানভুক্ত ১০ শতক জমির কাত ১০/১৮ টাকা জমা। উক্ত বাকাটাকা জমি মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত মূল্য আঃ [illegible]

(২)

১১২৬ মনিজারী ২৯ দাবী [illegible]

ডিঃ শ্রীগোপীমোহন দাস—সাং [illegible] গোপাল ডাক্তারের রোড, খিদিরপুর, কলিকাতা

দেঃ শ্রী[illegible] অধিকারী সাং ও থানা নবদ্বীপ

থানা নবদ্বীপ [illegible] মৌজে [illegible] খতিয়ানভুক্ত [illegible] শতক জমির খাজনা ২০/২ পাই উক্ত জমি ও তদু-পরিস্থিত পাকা বাড়ী মায় গাছ কৃপা ইত্যাদিতে দেনদারের ৷৷০ অংশ—মূল্য আঃ ৮০০৲

(৩)

১৩৩২ মনিজারী ২৯ দাবী [illegible]

ডিঃ শ্রীশশিভূষণ কর্ম্মকার—সাং [illegible] থানা কোতোয়ালী

দেঃ শ্রী[illegible] হালদার গং পক্ষে গার্জ্জেন উকীলবাবু যোগেশচন্দ্র ঘোষ

জেলা নদীয়া থানা কোতোয়ালী ৯২০১ মৌজে কৃষ্ণনগর গোবিন্দসড়ক মধ্যে বর্ত্তমান সেঃ [illegible]নং খতিয়ানভুক্ত ৮ শতক জমির জমা ১৬৪ পাই হইতে দেনদারের ৷৷০ অংশ। মূল্য আঃ ১০০৲

(৪)

১৩৩১ মনিজারী ২৯ দাবী [illegible]

ডিঃ শ্রীঅশ্বিনীকুমার বিশ্বাস সাং গোয়াড়ী, থানা কোতোয়ালী

দেঃ—শ্রীশ্রীশচন্দ্র ঘোষ সাং ঐ, থানা ঐ

জেলা নদীয়া থানা কোতোয়ালী মৌজে গোয়াড়ী গোবিন্দ সড়ক মধ্যে সেঃ [illegible]নং [illegible] খতিয়ানভুক্ত মোট ৫ শতক জমির কাত [illegible] টাকা। উক্ত জমি মায় আকর আওলাত মূল্য আঃ [illegible] টাকা

(৫)

১৩৯৪ মনিজারী ২৯ দাবী ৩৯৵৩

ডিঃ—শ্রীতারক নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় দিং সাং কালিঘাট, কলিকাতা

দেঃ—শ্রীআব্দুল সেখ রংমিস্ত্রী—সাং গোয়াড়ী, পুরাতন কলেজের হাতা—থানা কোতোয়ালী

সদর সবরেঃ থানা কোতোয়ালীর সামিল গোয়াড়ী পুরাতন কলেজের হাতার ১২১৮। ১২১৯ নং খতিয়ানভুক্ত মোট ১০ শতক জমি বার্ষিক খাজনা ৭৷৷০ টাকা। মূল্য আঃ ২৫৲ টাকা

(৬)

৮৭৪ মনিজারী ২৯, দাবী ৪৩৵৭

ডিঃ—শ্রীরামরঞ্জন মিস্ত্রী—সাং এড়িয়া-ডাঙ্গা থানা কালীগঞ্জ, জেলা নদীয়া

দেঃ—কৃষ্ণদাস মিস্ত্রী দিং—সাং ঐ, থানা ঐ

জেলা নদীয়া থানা কালিগঞ্জের অধীন [illegible] এড়িয়াডাঙ্গা গ্রামে ২৬৩নং তৌজি মহল সেঃ ৩৮নং খতিয়ানের ও তদধীনস্থ [illegible]নং খতিয়ানের লিখিত ২.৮৩ একর রায়তি স্থিতিবান জমি। বার্ষিক খাজনা ১১৵০। ইহাতে দেনদারের দুই তৃতীয়াংশ উক্ত জমি মায় তদুপরিস্থ আকর আওলাত মূল্য আঃ ২৫৲ টাকা

(৭)

১৩৩১ মনিজারী ২৯ দাবী [illegible]

ডিঃ শ্রীসারদা খাতুন ওরফে স্বামস্ন্-বিবি সাং গোয়াড়ী কাঁটিয়াপাড়া, নদীয়া

দেঃ শ্রীআব্দুল লতিফ সেখ—সাং দুর্গী, থানা কোতোয়ালী

১। সবরেঃ কৃষ্ণনগর থানা কোতো-য়ালীর সামিল ৯৫নং মৌজা দুর্গী গ্রামে সেঃ ১৫০নং খতিয়ানভুক্ত ৮৩ শতক নাকরাজ এবং তদ্ভিন্ন জমি ও তদুপরিস্থিত আকর আওলাদাদিতে দেনদারের নিজাংশে ৵৪ পাই, মূল্য আঃ ২০০৲

২। ঐ সবরেঃ ঐ থানা ঐ মৌজা ঐ গ্রামে সেঃ ১৭৫/১নং খতিয়ানভুক্ত ৩২শঃ জমির কাতখাজনা ৩৫০ টাকা মায় আকর আওলাত এই স্বত্তে দেনদারের ৵৪ পাই অংশ, মূল্য আঃ ১০০৲ টাকা।

৩। ঐ সবরেঃ ঐ থানা ঐ মৌজা ঐ গ্রামে সেঃ ১৭৫/১নং খতিয়ানভুক্ত ২৯ শতক জমির কাত খাঃ ১৵০। উক্ত জমি মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাতাদিতে দেনদারের ৵৪ আনা স্বত্বাংশ মূল্য আঃ ৫০৲ টাকা

(৮)

১৩৩৯ মনিজারী ২৯ দাবী ১০৫।০

ডিঃ—শ্রীবিজয় গোপাল নাথ—সাং কৃষ্ণনগর, থানা কোতোয়ালী

দেঃ—শ্রীসাতচরণ পাল দিং—সাং কৃষ্ণনগর থানা কোতোয়ালী

জেলা নদীয়া থানা কোতোয়ালী সবরেঃ কৃষ্ণনগর মিউনিসিপ্যালিটীর মধ্যে ৯২নং কৃষ্ণনগর মৌজায় ৫৮৫১নং খতিয়ান-ভুক্ত ১৫ শতক জমির কাত খাঃ ১০ টাকা। উক্ত জমি মায় আকর আওলাত মূল্য আঃ ২৫

(৯)

১৬৪০ মনিজারী ২৯ দাবী ১৩৫৩৵৩

ডিঃ—শ্রীরসময়ী দত্ত পক্ষে মোক্তার সাং ও থানা নবদ্বীপ

দেঃ—শ্রীনন্দলাল দাস দিং সাং ও থানা নবদ্বীপ

সবরেঃ কৃষ্ণনগর থানা নবদ্বীপের সামিল ২০নং মৌজে নবদ্বীপ গ্রামে রাণীর-ঘাট পট্টপল্লীস্থিত ১২ শতক জমির মকররী মৌরশী জমা ৩৲ টাকা। উক্ত জমি মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত মূল্য আঃ ১৫০০

(১০)

১৩৩৮ মনিজারী ২৯ দাবী ২১১৯৷৷৵৯

ডিঃ—শ্রীগোরচন্দ্র ব্রহ্ম দিং—সাং মুড়াগাছা থানা চাপড়া, নদীয়া।

দেঃ—শ্রীভূপতিভূষণ চক্রবর্ত্তি দিং সাং কালীবাস থানা নাকাশীপাড়া, নদীয়া।

১। জেলা নদীয়া কালেক্টরীর অধীন থানা নাকাশীপাড়া, সামিল ৩১০০নং তৌজির মহাল ৭১নং মৌজে কালীবাস মালিক মহারাজা ক্ষৌনিশচন্দ্র রায় বাহা-দুরের অধীনে পত্তনীদার কানাইলাল সিং রায় দং অধীন দরপত্তনিদার শ্রীভূপতি-ভূষণ চক্রবর্ত্তি দিং দরপত্তনি জমা বার্ষিক ৯৫০৲ টাকা পত্তনিদার কানাইলাল সিংহ রায় দিং সরকারে ষোল আনা রকম দিতে হয়। উক্ত দরপত্তনি জমার প্রাপ্তবাদে ভূপতিভূষণ চক্রবর্ত্তী ৵১০ রকম অংশ দর-বস্ত উক্ত ও প্রজার নিকট খাজনা আদায় স্বত্ব অনুমান মূল্য ১০০৲

২। জেলা ঐ থানা ঐ মৌজে কালী-বাস গ্রামে মালিক দরপত্তনিদার বৈদ্যনাথ চক্রবর্ত্তি দিং সরকারে দেনদারের ৷৷০ অংশে জমা ৷৷৵০ টাকা মায় আকর আওলাত প্রজার নিকট খাজনা আদায়ের স্বত্ব মায় খাস জমি তাহা সেঃ ৩৯০ নং খতি-য়ান মূল্য আঃ ৫০৲

৩। জেলা ঐ থানা ঐ মৌজে গ্রামে সেঃ ৩৯৭নং খতিয়ানভুক্ত দেনদারের ৷৷০ অংশে মোট ২একর ২২ শতক জমির বার্ষিক জমা ২৮৷৷ পাই টাকা। উক্ত জমি মায় আকর আওলাত প্রজার নিকট খাজনা আদায় স্বত্ব মূল্য আঃ ৫০৲ টাকা

৪। ঐ জেলা ঐ থানা ঐ মৌজে সেঃ ৩৯৩নং খতিয়ানভুক্ত দেনদারের ৷৷০ অংশে সাড়েচৌত্রিশ শতাংশ জমির জমা ১৷৵১১৷৷ পাই মূল্য মায় আকর আওলাত, প্রজার নিকট খাজনা পাওনা স্বত্ব আঃ মূল্য ২৫৲।

৫। ঐ জেলা ঐ থানা ঐ মৌজে ঐ গ্রামে দরপত্তনিদার ভূপতিভূষণ চক্রবর্তি খাসদখলি ভূমির মায় বাড়ী, বৈঠকখানা, গোলাবাড়ী, পাকা কোঠা দালান রোয়াক প্রাচীর বসতবাটী আড়াবরগা দুয়ার-জানালা কূয়া পায়খানা আকর আওলাত সাদা জমি সেঃ ১০০নং খতিয়ানভুক্ত মূল্য আঃ ২০০৲ টাকা। জমির পরিমাণ—১৭'০৪ একর

৬। ঐ জেলা ঐ থানা ঐ গ্রামে সেঃ ৩৯৯·১ খতিয়ানভুক্ত দেন্দারের অংশে ১॥৶৪॥ পাই টাকা জমার সাড়েনিরানব্বই শতক জমি মায় গাছ সরঞ্জাম আকর আওলাত মূল্য আঃ ২৫৲

৭। ঐ জেলা ঐ থানা ঐ গ্রামে হাল সেঃ ৮০০নং খতিয়ানভুক্ত দেন্দারের অংশে ১॥৶৩ পাই টাকা জমার মোট ৯৪ শতক জমি মায় আকর আওলাত মূল্য আঃ ২০৲

১১

১৬৯৬ মনিজারী দাবী ৭০০৲৩

ডিঃ ৺ শ্রীমন্মথনাথ দে ও শ্রীকৃষ্ণলাল দে ফার্ম্ম—সাং কলিকাতা ৫৮নং ক্লাইভ-ষ্ট্রীট।

দেঃ শ্রীবিসমপতি দাস সাং মাটিয়াড়া থানা কালীগঞ্জ

১। জেলা নদীয়া থানা কালীগঞ্জের অন্তর্গত সবরেঃ কৃষ্ণনগর ৮৯নং মাটিয়ারী মৌজায় সেঃ ৭২নং খতিয়ানভুক্ত ১ শতক জমির কাত বার্ষিক খাং ॥০। উক্ত জমা জমি তদুপরিস্থিত পাকা ইমারত দরদালান আড়া-বরগা জানালা ইত্যাদি দেন্দারের ৵৯॥— অংশ, মূল্য আঃ ৭৫৲ টাকা।

২। ঐ জেলা ঐ থানা ঐ মৌজা সেঃ ৭৩নং খতিয়ানভুক্ত ১৫ শতক জমির কাত বার্ষিক ২৶৩পাই টাকা। উক্ত জমা জমি মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত বরগা জানালা ইত্যাদিতে দেন্দারের ১/৩— আনা অংশ মূল্য আঃ ১২৫৲ টাকা।

(১২)

১৬৭৯ মনিজারী ২৯ দাবী ৪৩৩।৶৬

ডিঃ শ্রীজ্যোতীশচন্দ্র ভাদুড়ী—সাং গোয়াড়ী থানা কোতোয়ালী

দেঃ শ্রীপাঁচকড়ি বেহারা সাং পুরাতন কলেজের হাতা থানা কোতোয়ালী, নদীয়া

সবরেঃ কৃষ্ণনগর থানা কোতোয়ালী নিজ কৃষ্ণনগর মিউনিসিপ্যালিটির অন্তর্গত মৌজা গোয়াড়ী পুরাতন কলেজের হাতার মধ্যে কলিকাতা কালীঘাট নিবাসী ৩৫নং হালদার পাড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত তারকনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় দিং সেরেস্তায় দেন্দারের নামে /৩ কাঠা জমির কাত ৪॥০ টাকা জমা উক্ত জমি মায় আকর আওলাত গাছ সরঞ্জাম মূল্য আঃ ২০০৲

(১৩)

১৫২৪ মনিজারী ২৯ দাবী ২২০৶

ডিঃ—শ্রীকিশোরী মোহন নন্দী সাং ও থানা নবদ্বীপ জেলা নদীয়া

দেঃ—মৃত যজ্ঞেশ্বর সাহার ওয়ারেশ কন্যা শ্রীমুক্তকেশীদাসী সাং ও থানা নবদ্বীপ, নদীয়া

সবরে কৃষ্ণনগর থানা নবদ্বীপ নিজ নবদ্বীপ বাগদী পাড়ায় মৌরশী জমি আন্দাজ /৩ কাঠা জমির খাজনা নিত্যলাল দাস দিগকে দিতে হয়। উক্ত জমি ও তদুপরিস্থিত দক্ষিণদ্বারী ঘর চতুর্দ্দিকে ইটের প্রাচীর উপরে টিনের চালা ৩ আড়ার ১ কুঠারী ও ৪ আড়ার ১ কুঠারী পশ্চিম দ্বারী উপরে টিনের চাল রান্নাঘর ১টি ও গোয়ালঘর ১টি ৪ আড়ার পশ্চিমদ্বারী ১টি কোঠা ১টি কূয়া পায়খানা প্রাচীর ইত্যাদি মূল্য আঃ ১০০৲ টাকা

(১৪)

৯২৯ এ মনিজারী ২৯ দাবী ৩৪৬৶৯

ডিঃ শ্রীকুমারনাথ মুকুল সাং কৃষ্ণনগর থানা কোতোয়ালী

দেঃ শ্রীমতী ইন্দুবালা দেবী সাং কৃষ্ণনগর, থানা কোতোয়ালী

সবরেঃ কৃষ্ণনগর থানা কোতোয়ালী নিজ কৃষ্ণনগর গ্রামে দেন্দার ইন্দুবালা দেবীর নাম দিং তাজানী গং নামীয় ৮৮ শতক এক্ষে ৩৫ জমি খতিয়ান নং ৪০৮৭ উক্ত জমি মায় আকর আওলাত মূল্য আঃ ৪০

(১৫)

১৩৩৩ মনিজারী ২৯ দাবী ১৫২৯৶০

ডিঃ শ্রীগোবিন্দলাল সাহা দিং সাং কুমারী থানা আলমডাঙ্গা নদীয়া

দেঃ শ্রীনাজের বিশ্বাস মিঞা সাং কায়েত পাড়া থানা আলমডাঙ্গা

১। জেলা নদীয়া থানা আলমডাঙ্গা মৌজে কায়েতপাড়া নং ১১৩ তৌজি নং ১৭৯ পরগণে মহম্মদশাহী খতিয়ান নং ৬৫ রেঃ দাগ নম্বর ২১।২২ মোট জমি ৪-২ একর যাহা ২নং প্রতিবাদীর নামে ১০৲ টাকা খাজনা লেখা, তাহার ষোল আনা অংশ মূল্য আঃ ১২০৲ টাকা

২। ঐ জেলা ঐ থানা ঐ মৌজে ঐ গ্রামে নং ১১৩তৌজি মধ্যে খতিয়ান নং ৬৪ প্রতিবাদিগণের নামে ॥৶৪ পাই টাকা জমার মধ্যে ॥৶৮ অংশ বাদ দেনদারের ।/৪ পাই অংশ (৩৯ শতক) মূল্য আঃ ১৫৲ টাকা

৩। খতিয়ান নং ২০১ যাহা প্রতিবাদীগণের নামে মালেক মহেন্দ্রলাল মিত্র গং এর সেরেস্তায় ॥৶০ আনা জমা। ২১ শতক জমি লেখা যায় তাহাতে প্রতিবাদিগণের ষোল আনা অংশ মূল্য আঃ ১৫৲

৪। খতিয়ান নং ৬৩ যাহা ঐ নামে ঐ সেরেস্তায় ৩৭।০ টাকার জমাতে ১৪ একর ৯৮ শতক জমিতে প্রতিবাদিগণের এক তৃতীয়াংশ সম্পত্তি মধ্যে প্রতি বাদিগণের বসতি পাকা বাড়ীর ষোল আনা মূল্য আঃ ৫০০৲

৫। খতিয়ান নং ২০০ ঐ নামে ঐ সেরেস্তার মায় সেস ৪৶০ টাকার জমাতে ১০১০ একর জমি, মূল্য আঃ ৪০৲ টাকা

৬। খতিয়ান নং ১৬০ ঐ নামে ঐ সেরেস্তার ১৮৶৯ পাই টাকা জমাতে ৬·৬১ একর জমি মূল্য আঃ ২৫০৲ টাকা

৭। ২২৫ নং খতিয়ানভুক্ত ১।৶৪ পাই খাজনায় ৭৭ শতক জমিতে প্রতিবাদিগণের এক তৃতীয়াংশ অংশ মূল্য আঃ ৩০৲ টাকা

৮। ২৩৪ নং খতিয়ানভুক্ত ১/০ জমাতে ৫৫ শতক জমি, মূল্য আঃ ৪০৲ টাকা

৯। ৮৫ নং খতিয়ানভুক্ত ৬।১১ পাই টাকা জমাতে দেনদারের এক তৃতীয়াংশ ৭৯ শতক জমি মূল্য আঃ ১০০৲ টাকা

১৬২৬ মনিজারী ২৯ দাবী ১০৬৶৩পাই

ডিঃ শ্রীপ্রভাবতিনী দাসী সাং ইসলামপুর থানা কোতোয়ালী।

দেঃ শ্রীমোক্তার সেখ দিং—সাং ইসলামপুর থানা কোতোয়ালী।

১। সবরেঃ কৃষ্ণনগর থানা কোতোয়ালী মৌজে চৌগাছা হালডাঙ্গা গ্রামে সেঃ ২৫২নং খতিয়ানভুক্ত খাজনা বিঘাপ্রতি ১।৶ টাকা ৭ ।১০ টাকা জমার দখলিসত্ত্ববিশিষ্ট ৬ একর ৫৬ শতক উঠবন্দী জোত মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত মূল্য আঃ ৩০৲

২। ঐ থানা মৌজে বনগ্রাম গ্রামে ১৫৯নং খতিয়ানভুক্ত ১·৩০ একর রায়তি স্থিতিবান জমি, জমা ৫৶০ উক্ত জমি মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত মূল্য আঃ ২০৲ টাকা।

৩। ঐ থানা ঐ মৌজে ঐ গ্রামে ১৬৮নং খতিয়ানভুক্ত ২৮ শতক দখলি-স্বত্ববিশিষ্ট জোতের খাজানা বিঘাপ্রতি ১।১০ জমা। উক্ত জোত মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত মূল্য আঃ ৫৲ টাকা

(১

১৭১৫ মনিজারী ২৯ দাবী ৯১৶

ডিঃ শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সাং গোয়াড়ী, থানা কোতোয়ালী।

দেঃ শ্রীশরৎচন্দ্র কুণ্ডু সাং কৃষ্ণনগর, চাঁদসড়ক থানা কোতোয়ালী।

১। সবরেঃ কৃষ্ণনগর থানা কোতোয়ালী মৌজে কৃষ্ণনগর চাঁদসড়ক সেঃ ১৩৩নং খতিয়ানভুক্ত ১২ শতক জমির খাজনা ৩৶৩ টাকা কায়েমী জমা মায় তদুপরিস্থিত পাকা ইমারত মূল্য আঃ ২০০৲

২। ঐ মৌজে ১৭৪ নং খতিয়ানভুক্ত ৬ শতক জমির ২।১০ টাকা খাজনা। উক্ত জমি মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত মূল্য আঃ ২০৲ টাকা।

(১৮)

১২০৪ মনিজারী ২৯ দাবী ১৮০৫৶৬

ডিঃ শ্রীগোঁসাইরাম পাল সাং হরিদাসপুর থানা রাণাঘাট

দেঃ শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সাহা সাং ও থানা শান্তিপুর।

১। জেলা নদীয়া থানা শান্তিপুর নিজ শান্তিপুর মধ্যে ঠাকুরপাড়া মৌজার পাগলা গোস্বামীপাড়া রোডের পূর্ব্বে ৮৩৮৭নং দাগে ১০ বিঘা জমির খাজনা ৫॥৶০। এই জমির উপরিস্থিত দেন্দারের বসতবাটি, ছোট বড় ১০ কুঠারী যুক্ত পাকা একতালা কোঠা ঘর মায় গাছ সরঞ্জাম আকর আওলাত মূল্য আঃ ৫০০৲

২। ঐ শান্তিপুরের মধ্যে রবীন্দ্রচন্দ্র রায় দীং বাগচার পশ্চিমে ৮/০ বিঘা আন্দাজ বাগবাজ জমি। প্লট নং ৭৭৬। উত্তর প্লট ৭৭৩। এ জমির উপরিস্থিত আম্রবাগান মায় উপর জমি আকর আওলাত মূল্য আঃ ৮০৲ টাকা।

৩। ঐ শান্তিপুরের মধ্যে সুরেন্দ্রনাথ রায় দীং বাগচার উত্তরে জমাই জমি আন্দাজ ২॥০ বিঘা বার্ষিক খাজনা ২।৶২৬। ব্রহ্মত্তর জমি আন্দাজ ২॥০ বিঘা মোট ৫/ বিঘা জমি ... ষোল আনা রকম আকর আওলাত ইত্যাদি মূল্য আঃ ১০০৲ টাকা। ব্রহ্মত্তর জমির খতিয়ান নং ৮১৩, জমাই জমি খতিয়ান ৭৫৩।

৪। ঐ শান্তিপুরের মধ্যে সদর রাস্তার পূর্ব্বে বাগরাজ জমি আন্দাজ ১০ বিঘা মায় আকর আওলাত মূল্য আঃ ২৫৲। প্লট নং ৭৭৩, উত্তর প্লট ৭৭৮।

(১৯)

১০৬৯ মনিজারী ২৯ দাবী ৫২৮৶৬

ডিঃ শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সাং গোয়াড়ী থানা কোতোয়ালী

দেঃ শ্রীহরলালকুমার দে সাং কৃষ্ণনগর চাঁদসড়ক থানা কোতোয়ালী

জেলা নদীয়া থানা কোতোয়ালি মৌজে কৃষ্ণনগর চাঁদসড়ক ২০৪।২নং খতিয়ানভুক্ত ২০ শতক জমির কাত খাজনা ৬৮৶০। ইহাতে দেন্দারের ॥০ রকম অংশ। মূল্য আঃ ৪০৲ টাকা

(২০)

১১৬৭ মনিজারী ২৯ দাবী ২০৬৶ ৩

ডিঃ শ্রীমতী ভবতারিণী দেবী সাং খাপুর থানা কোতোয়ালী

দেঃ শ্রীআলি মহিদ্দিন বিশ্বাস সাং ভিঙ্গুরী থানা কোতোয়ালী

১। সবরেঃ কৃষ্ণনগর থানা কোতোয়ালি মৌজে ভিঙ্গুরী ১১নং খতিয়ানভুক্ত ৮·৯১ একর জমির কাত ২১৲৩ টাকায় রায়তি স্থিতিবান স্বত্বে দেন্দারের ৶১০ আনা অংশ মূল্য আঃ ২৫৲ টাকা।

. . . সবেং ঐ মৌজা . . . খতিয়ান-ভুক্ত ও তদধীন . . . ৪৪ খতিয়ানভুক্ত . . . ভিন্ন মৌজা কৃষ্ণনগরের অধীন ১০৪নং খতিয়ানভুক্ত মোট ২৫·৬৮ একর রায়তি . . . জমা ৩০ . টাকা। ইহাতে দেনদারের অংশ . . . আনা; মূল্য আঃ ৫০

. . . ঐ সবেং ঐ মৌজায় . . . এবং তদধীন . . . খতিয়ানভুক্ত . . . একর জমির . . . রায়তি হিবিবান . . . ইহাতে দেনদারের অংশ . . . আনা। মূল্য আঃ ১০

৪। ঐ সবেং ঐ মৌজা . . . খতিয়ান ও তদধীন ৪৪নং খতিয়ানভুক্ত . . . ভিন্ন মৌজা . . . ১০২ নং খতিয়ানভুক্ত . . . একর রায়তি হিবিবান জমির জমা . . . ইহাতে দেনদারের . . . আনা . . . মূল্য আঃ . . . টাকা

(২১)

১৮৯৮ মনিজারী ২৯ দাবী ৫.০৮০

ডিঃ কুলবিহারী দত্ত সাং পুরাণি থানা কালীগঞ্জ।

দেঃ পঞ্চানন সাহা দিং সাং ঐ থানা ঐ

জেলা নদীয়া থানা কালীগঞ্জ সবেং কৃষ্ণনগর ৮০নং তৌজি, পলাশী গ্রামে ৪১৫ খং ১ . . . নালের জমা বার্ষিক . . . টাকার জমা . . . আকর আন্দাজ মূল্য আঃ ৭০ টাকা

১০৮০ মনিজারী ২৯ দাবী . . .

ডিঃ হরিনারায়ণ সেন দিং সাং মাটিয়ারি থানা কালীগঞ্জ।

দেঃ রাধাচরণ সাহা সং ঐ থানা ঐ

জেলা নদীয়া সবেং কৃষ্ণনগর থানা কালীগঞ্জ সামিল মাটিয়ারীর গ্রামে . . . দং . . . কাত . . . টাকার জমা মায় . . . দক্ষিণদ্বারি ২ কুঠরি ঘর ১ খানা দক্ষিণদ্বারি দোকান ঘর ১ খানা পূর্ব্বদ্বারি ঘর ১ খানা, সরঞ্জামাদি মূল্য আঃ ৫০ টাকা।

(২৩)

১২৩৯ মনিজারি ২৯ দাবি ১১৪ . . .

ডিঃ লাবণ্যপ্রভা দেবী সাং টোপাদেবেশ থানা কালীগঞ্জ।

দেঃ রামরঞ্জন ঘোষ সাং ঐ থানা ঐ

১। জেলা নদীয়া থানা কালীগঞ্জের অধীন ২৫নং মৌজে জোতিষদেব ৮০নং খং ১ একর ৩৩ শতক জমির খাজনা বিঘা প্রতি . . . উক্ত জমা মায় আকর আন্দাজ মূল্য আঃ ৫০

২। উক্ত গ্রামে মৌঃ ২৬নং খং ১, একর ৮০ শতক জমির বার্ষিক খাজনা উটবন্দী বিঘা প্রতি . . . আনা, মূল্য আঃ ২৮

৩। ঐ . . . মৌজে বাধিকাপুরের মধ্যে ছিটেকে ১৮০নং খং . . . উটবন্দী জমা খাং প্রতিবিঘা . . . জমা মায় আকর আন্দাজ মূল্য আঃ . . .

(২৪)

১২২৯ মনিজারী ২৯ দাবী ১৩৩৮

ডিঃ চারদাস কুণ্ডু সাং ঐ থানা নবদ্বীপ

দেঃ কেদার নাথ বাকচি, নবদ্বীপ ব্যাদরা পাড়া থানা ঐ

জেলা নদীয়া থানা নবদ্বীপ সবেং কৃষ্ণনগর ২০০নং তৌজি . . . খতিয়ানভুক্ত দেনদারের পাকা বসত বাড়ী . . . ৪ কুঠুরি ঘর উপর নীচে . . . ও প্রাচীর আঃ . . . কাঠাজমী মূল্য আঃ ৫০

শ্রীচৈতন্যমঠের গ্রন্থাবলী

গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-জগতে অভিনব গ্রন্থ !!
শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতি-গ্রন্থাবলী :-

গীতি পকেট সাইজ অষ্টম সংস্করণ. ভিক্ষা ৵০ আনা

দেহ ও মনের চেষ্টা অনিত্যবস্তু লইয়া—ইহা যখন জীব বুঝিতে পারে, তখন একমাত্র নিত্যবস্তু শ্রীভগবানের প্রতি তাহার কোন জাতীয় আবেগময়ী প্রার্থনা হয় এবং শ্রীভগবানে সর্ব্বান্তঃকরণে নিষ্কপটে কি প্রকারে শরণাপন্ন হইতে হয়, ইত্যাদি বিষয়ক প্রাণস্পর্শী প্রার্থনা ও আত্ম-সমর্পণমূলক গান। ৮টিয়া সংস্করণও প্রকাশিত হইয়াছে

ভিক্ষা প্রতি খণ্ড ৵০ এক আনা।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা— ৵০, নবদ্বীপশতক— ৵০, অর্থপঞ্চক— ৵০

কল্যাণকল্পতরু পকেট সাইজ পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা ৵১০

আমরা প্রত্যহ নূতন অভাব ও কামনার বশবর্তী হইয়া পুনঃপুনঃ যে অকল্যাণকে কল্যাণ বলিয়া গ্রহণ করি এবং যাহার নিকট কল্যাণ কামনা করি, তিনি যে নিত্য বা যথার্থ কল্যাণ প্রদানে অসমর্থ এবং কোন বস্তু আমাদের নিত্য কল্যাণদাতা এবং কি ভাবে আমরা সেই কল্যাণলাভে সমর্থ হইব, এই সকল কথা সরল গানে লিখিত। এই গীতিগ্রন্থ বাস্তবিকই কল্যাণের কল্পতরু, ইনি প্রত্যেককে নিত্যকল্যাণ প্রদানে

শ্রীল চক্রবর্ত্তি-ঠাকুরের টীকা সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠাকুর কৃত টীকা ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কৃত . . . অনুবাদ। টীকাকারের জীবনী, শ্লোক-সূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি বহু প্রয়োজনীয় বিষয় সংবলিত প্রায় ৮০০ পৃষ্ঠা। উৎকৃষ্ট সিল্কে বাঁধাই ২, দুই টাকা, কাগজে বাঁধা ১॥০

শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ-কৃত ভাষ্য সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

কাগজ ও ছাপা উৎকৃষ্ট। সিল্কে বাঁধাই, সোণার জলে নাম লেখা রাজসংস্করণ ২, টাকা, সাধারণ সংস্করণ ১॥০, গৌড়ীয়ের গ্রাহকপক্ষে ১।০

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি (সাঙ্কেতিককোষগ্রন্থ)

বিষয়:—১। ভক্তিশাস্ত্রে ব্যবহৃত শব্দাবলীর অর্থ, ২। চারি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের চরিত্র, ৩। বিরুদ্ধবৈষ্ণবসম্প্রদায়, ৪। শ্রীমন্দির ও শ্রীবিগ্রহের বিবরণ, ৫। বৈষ্ণবগ্রন্থ ও প্রবন্ধ-সমূহের তাৎপর্য্য ও বিবরণ, ৬। বিষয় বিশেষের শ্লোকক, ৭। শাস্ত্রীয় আকরমূলে যাবতীয় তথ্য। চারিখণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ১ম খণ্ড . . . , ২য় খণ্ড . . . , ৩য় খণ্ড . . . , ৪র্থ খণ্ড . . . , চারিখণ্ড একত্রে ৩, (৫ম খণ্ড যন্ত্রস্থ)।

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ—১ম খণ্ড ১, এক টাকা ২য় খণ্ড ১, এক টাকা—শ্রীমদ্ভাগবতের গ্রাহক ও গৌড়ীয় গ্রাহকগণ ।০ টাকায় দুইখণ্ড পাইবেন। বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমজ্জীব গোস্বামিপাদের রচিত গ্রন্থ। ইহাতে ষটসন্দর্ভের অনেক প্রয়োজনীয় অংশ। প্রতি খণ্ড ডবল ক্রাউন ৮ পেজীয় ৬৬ পৃষ্ঠা আকারে মুদ্রিত হইতেছে।

শ্রীমদনন্তাচার্য্য সঙ্কলিত

সদাচারস্মৃতিঃ

ভিক্ষা ৵০ মাত্র

বর শশিভূষণ কবিকণ্ঠভরণের
. . . পাচন
সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ
মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ও আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ছোটবোতলের সমপরিমাণ ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ৷৹ আনা, পাঁইট ৷৷৵৹ আনা, বোতল ১৷৵৹ আনা।
অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

রেজেষ্টার্ড
মদন মঞ্জরী
বটিকায় ধ্বজ ও ধাতুদৌর্ব্বল্য, ইন্দ্রিয়শক্তির হ্রাস, প্রমেহ, শুক্রপাত, মাথাঘোরা, বুক ধড়ফড়ানি, অনিদ্রা প্রভৃতি লক্ষণ সত্বর নির্দোষ আরোগ্য হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ৪০ বটী ১, এক টাকা।
"নপুংসকারি ঘৃত"
পুরুষত্বহানি রোগে ব্যবহারে দ্রুত আরোগ্য করিয়া শক্তিসঞ্চার করে। মূল্য ২ তোলা ১, টাকা।
"রমণবিলাসিনী বটিকা"
বীর্য্যধারণ করত স্তম্ভনশক্তি স্থায়ী ও বৃদ্ধি করিতে অত্যাশ্চর্য্য। মূল্য ১৬ বটী ১, এক টাকা।
রাজবৈদ্য নারায়ণজী, কেশবজী
১৭৭নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

কুমার-ভোগ—রুগ্ন ও কৃশাঙ্গ শিশুরা অচিরে সবল রোগমুক্ত হইয়া মোটা হয়। ইহা সেবনে শিশুরা শীঘ্র হাঁটিতে পারে, তাহাদের ক্ষুধা বৃদ্ধি ও যকৃতের ক্রিয়া ভাল হয়—দন্তোদ্গমের সময় কোন কষ্ট হয় না। খাইতে মিষ্ট। মূল্য প্রতি শিশি এক টাকা, মাশুল ।৵০ আনা।

নারোল (*Narrhol*)—ইনফ্লুয়েঞ্জা, ডেঙ্গু, বাতজ্বর, প্রভৃতির শ্রেষ্ঠ ঔষধ। আনুষঙ্গিক, সর্দ্দি, কাশি, ব্রঙ্কাইটিস (*Bronchitis*), গা-ব্যথা ও বুকের কাতরতা (. . . বেদনা) মন্ত্রের মত ভাল হয়। ৮০ বটিকায় শিশি ॥০, মাঃ ।৵০ আনা।

দাদ সোপ তিন শিশি মাশুল সমেত ১,
ডাঃ ৺রাম লাল বসাক এম, বি, কৃত
দাদ-লোপ
কাপড়ে কোনরূপ দাগ লাগে না
. . . ফার্ম্মেসী,
১৭, . . . ষ্ট্রীট, বড়বাজার, কলিকাতা।
৩ শিশির কম অর্ডার ভিঃ পিঃ হয় না।

গভর্ণমেণ্ট হইতে রেজিষ্টারী করা—

সর্ব্বপ্রকার প্লীহা লিভার সংযুক্ত ম্যালেরিয়া

জ্বরের সাক্ষাৎ যম

সারফলিন

টনিক ও সালসা। পথ্যের বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই। এক দাগেই প্লীহা, লিভার ধ্বংস হয়। 'ফলেন পরিচীয়তে'

এক দাগে জ্বর পালায়, ফিরে জ্বর আর হয় না

একদাগে জ্বর পালায়, তিন দাগে সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়। এমন উপকারী ঔষধ আর নাই। ২।৪ দাগ ঔষধ সেবনে যদি আপনার জ্বর একেবারে ভাল হয়, সেই প্রকৃত ঔষধ খাওয়া উচিত নয় কি? এক্ষণে সাবধান হউন এবং জানিয়া রাখুন, আর মিছামিছি বাজে বোতল ২ বিষের জল খেয়ে শয্যাগত হইয়া প'ড়ে পরে হয়রান হয়েন কেন? সুতরাং ৷৷০ আনার সারফলিনই একটি জ্বর রোগীর পক্ষে যথেষ্ট; এমন প্রত্যক্ষ উপকারী জ্বরের ঔষধ আর নাই। সকালে জ্বর হইলে বৈকালে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবেন, ডাক্তার ডাকিতে হয় না। মূল্য প্রতি শিশি ৷৷৴০ আনা, ডজন ৫৷০ আনা।

এজেণ্ট—মেসারস্ এম, ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং, ১০ নং বনফিল্ডস্ লেন, কলিকাতা।

যুগল-মূর্ত্তি মার্কা
সর্ব্বত্র পাওয়া যায়।

আয়ুর্ব্বেদ সম্মত বায়ু পিত্ত বাত নাশক

ত্রিগুণ তৈল

আসল ও আদি
শিশি ৸০ আনা, ডজন ৮৲
ভিঃ পিঃ ও রেলওয়ে পার্শ্বেল স্বতন্ত্র।

যুগল-মূর্ত্তি মার্কা এঃ বটকৃষ্ণ পাল দেখিয়া লইবেন।

এমন মহোপকারী তৈল আর নাই

গবর্ণমেণ্ট হইতে রেজিষ্টারী করা—

মহর্ষি চরক শাস্ত্রোক্ত ভৈষজ্য উপাদানে খাটী কাঁচা কৃষ্ণতিল তৈলে মৃগনাভি, কস্তুরী, গোলাপ, চামেলী, হেনা, চন্দন, খসখস, বেলা, প্রভৃতি মূল্যবান্ মহাসুগন্ধি দ্রব্য সংমিশ্রণে প্রস্তুত বিধায় ছয় ঋতুতেই সমভাবে ইহার অমৃতোপম গুণ ও গন্ধ উপলব্ধি হইয়া থাকে। ফলতঃ এই সর্ব্বগুণসম্পন্ন পরম পবিত্র ত্রিগুণ তৈল নিত্য ব্যবহারে সাধারণতঃ দৈহিক ও মানসিক অবসাদ নিশ্চয় দূর হইয়া থাকে।

পরন্তু সর্ব্বপ্রকার স্ত্রী বা পুরুষের জননেন্দ্রিয় ধাতুস্থ ঘৃণিত গুপ্ত, জটিল ব্যাধি, মেহ, প্রমেহ, প্রদর, কষ্টরজঃ, বাধক, স্বপ্নবিকার, মূর্চ্ছা, মাথাধরা, মাথাঘোরা, আধকপালী, নিদ্রাহীনতা এবং সর্ব্বপ্রকার বাতরোগ ও নানা প্রকার ব্যাধির কীটাণু ধ্বংসকারী অব্যর্থ মহৌষধ।

বলা বাহুল্য, ইহা একরূপ মস্তিষ্ক স্নিগ্ধকারী ঠাণ্ডা তৈল যে, পাগল ভাল হয়। যে কোন স্থানে তৈল ক্রয়কালীন শিশির গায়ের লেবেলের উপর বড় ২ অক্ষরে আসল যুগল মূর্ত্তি মার্কা এজেণ্ট বটকৃষ্ণ পাল দেখিয়া লইবেন, অন্যথায় শঠকারী দোকানদার জাল বা নকল তৈল বিক্রয় করিয়া আপনাকে ঠকাইবে। স্মরণ রাখিবেন বাজে জিনিষ বিক্রয় করিয়া ঠকাইতে পারিলেই খুব লাভ হয়।

এজেণ্ট—বটকৃষ্ণ পাল এণ্ড কোং ২৩নং বনফিল্ড লেন, কলিকাতা।

পর-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

এখানে আহার এবং বাসস্থান দিয়া বিদ্যার্থিগণকে বিভিন্ন শিক্ষণীয় বিষয় শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। অনেক ছাত্র ইতোমধ্যেই আসিয়া পাঠ আরম্ভ করিয়াছেন। বর্ত্তমান বর্ষে সকল ছাত্রই গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন!

প্রধান অধ্যাপক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রচন্দ্র কাব্য-ব্যাকরণ-সাংখ্য-বেদান্ত-ষড়দর্শন-তীর্থ, সাংখ্যভূষণ, বেদান্তরত্ন, সাহিত্যশাস্ত্রী, সুদর্শনবাচস্পতি।

অধ্যাপক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গৌরদাস ব্রহ্মচারী ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীধাম মায়াপুর পরবিদ্যাপীঠ, (নদীয়া)

বেদনাঞ্জন শ্রেষ্ঠরত্ন

কলিকাতা কংগ্রেস একজিবিসন হইতে বহু প্রশংসা প্রাপ্ত ও বহু গণ্যমান্য ভদ্রমহোদয়গণ কর্ত্তৃক প্রশংসিত।

আজকাল বাজার-চলন মিশ্রিত ও বিষাক্ত আহার্য্য সেবনে শরীরের রক্ত স্বতঃই দোষিত হইয়া পড়িতেছে। রক্তই মানব-দেহের শ্রেষ্ঠ উপাদান, এই রক্ত দোষিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মানব বাত, বেদনা, মাথাধরা, মাথা-ঘোরা, দৃষ্টিশক্তির হ্রাস, দাঁতের গোড়া ফুলা, দাঁত কনকনানি, দাঁতে পোকা এবং খোস, চুলকানি প্রভৃতি কষ্টদায়ক চর্ম্মরোগে আক্রান্ত হইতেছে। যদি আপনি একান্তই ব্যাধিমুক্ত হইতে চান, তাহা হইলে অযথা পয়সার অপব্যয় না করিয়া অল্প ব্যয়ে এক শিশি **বেদনাঞ্জন** ক্রয় করিয়া ইহার কার্য্যকারী-শক্তি উপলব্ধি করুন। গুণের তুলনায় মূল্য অতি সামান্য. এক শিশি ॥৵০ আনা মাত্র মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান—এ, সি, চাটার্জ্জী এণ্ড ব্রাদার্স।

৪৫নং ইলকাট লেন, সালিকা হাওড়া।

সকল মণিহারী দোকানে ও বড় বড় ডাক্তার খানায় পাওয়া যায়।

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

অধ্যক্ষ

শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম.এ. এফ.সি.এস (লণ্ডন)

ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক

(প্রফেসার)

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ বিশুদ্ধ ও শাস্ত্রমতে নিজ তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হয়। পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ক্যাটালগ পাঠান হয়। রোগের বিবরণ জানাইলে যত্নপূর্ব্বক ব্যবস্থা দেওয়া হয়। চিঠি পত্রাদি সম্পূর্ণরূপে গোপন রাখা হয়।

মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দুর)

(বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৪৲ টাকা

উৎকৃষ্ট স্বর্ণ, পারদ ও আমলাসার গন্ধক দ্বারা যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। নিত্য প্রয়োজনীয় সর্ব্বরোগনাশক মহৌষধ।

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৩৲ টাকা

উৎকৃষ্ট কাশীর আমলকী, বংশলোচন প্রভৃতি যাবতীয় উপাদানে পূর্ণ মাত্রায় যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। কফ, কাসি, সর্দ্দি, যক্ষ্মা, ক্ষয়রোগ, হৃদরোগ প্রভৃতি রোগের মহৌষধ। সর্ব্বপ্রকার দুর্ব্বলতা নাশক অতিশয় পুষ্টিকর মহৌষধ বা খাদ্য বিশেষ।

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬৲ টাকা

ইহা সেবনে ধাতুদৌর্ব্বল্য, শুক্রহীনতা, স্বপ্নদোষ, প্রমেহ ও ধ্বজভঙ্গ সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায়। ইহা অপরিসীম আনন্দদায়ক রসায়ন।

অবলাবান্ধব যোগ

প্রদর, বাধক প্রভৃতি জরায়ুদোষ ও যোনিগত দুরারোগ্য রোগের মহৌষধ

মূল্য—১৬ মাত্রা ২৲ টাকা। ৫০ মাত্রা ৫৲ টাকা মাত্র

শুদ্ধ জল ভয় নাই! বিশুদ্ধ জল!!

লক্ষ্মী টিউব-ওয়েল কোং

২০৫নং নবাবপুর, ঢাকা

বর্ত্তমান-যুগের নব-আবিষ্কৃত যন্ত্রপাতিদ্বারা উন্নত বৈজ্ঞানিক-খনন-প্রণালীতে নলকূপ (*Tube-well*) নির্ম্মাণ করা হয়। বঙ্গের লাট বাহাদুর, প্রাইভেট সেক্রেটারী, জিলা-ম্যাজিষ্ট্রেট, জিলা-বোর্ডের চেয়ারম্যান, ইঞ্জিনিয়ার, জমিদার, তালুকদার, প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত ভদ্রমহোদয়গণ এই কোম্পানীর কার্য্য দেখিয়া প্রশংসা করিয়াছেন। রাসায়নিক পরীক্ষায় জল বিশুদ্ধ না হইলে মূল্য গৃহীত হয় না। বিস্তৃত বিবরণের জন্য পত্র লিখুন।

বিনামূল্যে বিনামূল্যে

বিতরিত

স্বাস্থ্যের সার "কামশাস্ত্র" গ্রন্থখানি চৌদ্দ লক্ষের উপরে বিতরিত হইয়াছে। উহা পাঠে মানবের পরিণাম ফলাফল জানা যায়।

এই পুস্তক যিনি লিখিয়াছেন, তিনিই "আতঙ্কনিগ্রহ বটিকা"র আবিষ্কর্ত্তা। এই বটিকা দুর্ব্বলকে সবল করে এবং সবল ব্যক্তিকে অটুট ও অক্ষয় রাখে। বত্রিশ বটিকা পূর্ণ প্রতি কৌটার মূল্য ১৲ টাকা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান:—**আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়।**

২১৪নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

যদিও অদ্যাপি প্রকৃত মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য, তথাপি যাঁহারা নানাবিধ অনিয়মিত উপায়ে অপরিমিত শক্তি নষ্ট করিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন এবং নানা প্রকার মেহ, প্রমেহ ধাতুদৌর্ব্বল্য, স্নায়বিক দুর্ব্বলতা, বহুমূত্র, দুঃস্বপ্ন, পারদ-সংক্রান্ত পীড়া, অর্শ এবং স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে যাহারা বাধক, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, সূতিকা, শ্বেত ও রক্তপ্রদর, হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি রোগে ভুগিয়া জীবনে নিরাশ হইয়াছেন, তাঁহারা আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটান সাহেবের আবিষ্কৃত **ইলেক্ট্রিক সলিউসন** ব্যবহার করিয়া বাঁচিতে পারেন, তাহার শত সহস্র প্রমাণ প্রতি বৎসরেই পাওয়া যাইতেছে। যাঁহারা অন্যান্য বহুবিধ ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরোগ্য হইতে পারেন নাই, তাঁহারা একবার এই ঔষধটী ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক মাসের ব্যবহারোপযোগী এক শিশি ঔষধ ডাকমাশুল সহ ১॥০ টাকা মাত্র।

সোল এজেণ্ট—ডাঃ ডি, ডি, হাজরা।

ফতেপুর, গার্ডেনরিচ পোষ্ট, কলিকাতা।

ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন.

মনোমোহন প্রেস

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা

পূর্ব্ব-বাঙ্গালায় সুলভে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত

বৈদ্যুতিক মেশিনে দিবারাত্র কাজ চলিতেছে

বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন-ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা।

শ্রীমায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—শ্রীবিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

স্থানীয় সংস্করণ

Registered No. C 1544

বিজ্ঞাপনের হার

প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অৰ্দ্ধ কলম ৩৷৹
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র।

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৷৹
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৴৫

৪র্থ খণ্ড] সম্পাদক—প্রত্নবিদ্যালঙ্কার শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী [১৮৭ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্য মঠ, শ্রীধাম মায়াপুর—২১শে আশ্বিন সোমবার ১৩৩৬, ৭ই অক্টোবর ১৯২৯

শ্রীধাম মায়াপুর ডাকঘর

গত ১লা জুন হইতে শ্রীধাম মায়াপুর পোষ্ট অফিস খোলা হইয়াছে। বঙ্গদেশের পোষ্টমাষ্টার জেনারেল বাহাদুর শ্রীধাম মায়াপুর ডাকঘর হইতে নদীয়া-প্রকাশ ভারতের সর্ব্বত্র প্রেরণ করিবার আদেশ দিয়াছেন।

ম্যানেজার, 'নদীয়া-প্রকাশ'

পোঃ আঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

শ্রীধাম মায়াপুরের, যাবতীয় পত্র বুকপোষ্ট রেজিষ্টারী মণি-অর্ডার প্রভৃতি ডাকে পাঠাইতে হইলে, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া ঠিকানায় লিখিবেন।

কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত

পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র

গৌড়ীয়

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রতি শনিবারে প্রকাশিত হয়।

অগ্রিম বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲ দিলে বৎসরে ৫০ সংখ্যা প্রাপ্য; ষাণ্মাসিক ১৷৹; সাপ্তাহিক ৴৹

সর্ব্বদা গ্রাহক হওয়া যায়।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

দুইখণ্ডে সমগ্র গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছেন। সূচী প্রভৃতি ছাপা হইতেছে

ভিক্ষা ২৷৹, নদীয়াপ্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ১৷৹

রোগী দেখিবার সময়ঃ—
প্রাতেঃ—৬টা হইতে ৯টা,
বৈকালে—৩টা হইতে ৫টা পর্য্যন্ত।

মূল্যফেরৎ! মূল্য ফেরৎ!!

ডাক্তার বি, ডি, কুণ্ডুর—

সর্ব্বত্র এজেণ্ট আবশ্যক। পত্র লিখুন।
কঠিন কঠিন রোগের চিকিৎসা করা হয়
দিবা-রাত্রি ঔষধ পাওয়া যায়।

আবিষ্কৃত ও গভর্ণমেণ্ট রেজেষ্টারীকৃত

১। ভূপেন্দ্র শোভা স্পেসিফিক্—পেটের যাবতীয় রোগের, অজীর্ণ, ডিস্পেপ্‌সিয়ার মহৌষধ। প্রত্যেক গৃহে রাখা প্রয়োজনীয়! ঔষধ—প্রতি শিশি ১৲ এক টাকা মাত্র।

২। চণ্ডি ফিবার মিক্‌চার—ম্যালেরিয়া জ্বর এক শিশিতে সম্পূর্ণ আরোগ্য। কম্পজ্বর এবং পালা ও সকল জ্বরের মহৌষধ। প্রতি ছোট শিশি ৷৷৹ বার আনা, বড় শিশি ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। গণোরিয়া স্পেসিফিক্—যে রকম গণোরিয়া হোক্ না কেন, এক শিশিতে আরোগ্য। এক শিশি ১৲ এক টাকা মাত্র।

হোমিওপ্যাথিক বিভাগ

১। ওয়ারম্ কিওর—যাবতীয় ক্রিমির, ২। ফিমেল সুধা—শ্বেত-প্রদর, রজঃ-কষ্ট ও বাধকের, ৩। জিহ্বা স্পেসিফিক্—জিহ্বার ক্ষতের, ৪। বাথ রেগুলেটার—যাহাদের নিয়মিত ঋতুস্রাব হয় না, ইহা সেবনে নিয়মিত ঋতুস্রাবের, ৫। পাইলস রেমিডি—যাবতীয় অর্শের মহৌষধ; মূল্য প্রতি শিশি ৷৷৹ বার আনা ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—আরোগ্য না হইলে মূল্য ফেরৎ। রোগের অবস্থাদি জানাইলে, ঔষধ ও ব্যবস্থাদি পাঠান হয়। ভিঃ পিতে ঔষধ পাঠান হয়। এক কালিন দশ টাকার ঔষধের অর্ডার পাইলে, স্বতন্ত্র কমিশন দেওয়া হয়। পত্রাদি বিশেষ গোপনে রাখা হয়।

সোল এজেণ্ট :—
দি এলোপ্যাথিক ড্রাগ ষ্টোরস্

ডাক্তার বি, ডি, কুণ্ডু
৩১ নং গরানহাটা ষ্ট্রীট, পোঃ বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
টেলিফোন নং বড়বাজার ২৪১১।

কর্ম্মাবলম্বকাঃ কেচিৎ কেচিৎ জ্ঞানাবলম্বকাঃ। বয়ন্তু হরিদাসানাং পাদত্রাণাবলম্বকাঃ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২৫শে আশ্বিন সোমবার ১৩৬৬

সংস্কার তাৎপর্য্য

নাম-সংস্কার

মহামন্ত্র জপ ও কীর্ত্তন

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

শ্রীমন্মহাপ্রভুর 'আপনি আচরি' ধর্ম্ম জীবেরে শিখায়' এই বাক্যানুসারে স্বয়ং ভগবান শ্রীগৌরসুন্দর নিজেই 'হরে কৃষ্ণ' প্রভৃতি ষোড়শনামাত্মক মহামন্ত্র তারক-ব্রহ্মনাম নিজেই উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন করিয়া শিখাইয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রিয়-স্বরূপ শ্রীল রূপপাদের চৈতন্যাষ্টকে আমরা দেখিতে পাই,—

"হরেকৃষ্ণেত্যুচ্চৈঃ স্ফুরিতরসনো নামগণনা কৃতগ্রন্থিশ্রেণী সুভগকটিসূত্রোজ্জ্বলকরঃ।"

অর্থাৎ উচ্চৈঃস্বরে 'হরে কৃষ্ণ' নামোচ্চারণ করিতে যাঁহার রসনা নৃত্য করিতে থাকে এবং উচ্চারিত নামের গণনার নিমিত্ত গ্রন্থীকৃত সুন্দর কটিসূত্রে যাঁহার উজ্জ্বল বামহস্ত শোভিত—এরূপ শ্রীগৌরসুন্দর।

উক্ত শ্লোকের 'স্তবমালা-বিভূষণ' নাম্নী টীকায় গৌড়ীয় বেদান্তাচার্য্য শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু লিখিয়াছেন—

"হরে কৃষ্ণেতি মন্ত্রপ্রতীক-গ্রহণম্। ষোড়শনামাত্মনা দ্বাত্রিংশদক্ষরেণ মন্ত্রেণোচ্চৈরুচ্চারিতেন স্ফুরিতা নৃত্যন্তী রসনা জিহ্বা যস্য সঃ।"

—'হরে কৃষ্ণ'—এই মন্ত্র মুক্তির গ্রহণ। ষোড়শনামাত্মক দ্বাত্রিংশৎ অক্ষরযুক্ত মন্ত্র উচ্চৈঃস্বরে উচ্চারিত হওয়ায় যাঁহার জিহ্বা নৃত্য করিতেছে।

মহামন্ত্রের উচ্চ-কীর্ত্তন-বিরোধিগণ এস্থলে কি বলিতে চাহেন? গৌড়ীয় বেদান্তাচার্য্যের বাক্য উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক মহামন্ত্রকে কেবল জপ্য বলিয়া উহার সংকীর্ত্তন-বিরোধী হওয়া কি অপরাধ জনক নহে? যে নামসংকীর্ত্তন প্রচার করিবার জন্যই মহাপ্রভুর আগমন, সেই সংকীর্ত্তনের বিরোধ? এই জন্যই শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদ বলিয়াছেন—"বালং কালো ... ইন্দ্রিয়-বৈরিবর্গাঃ শ্রীভক্তিমার্গে ... কণ্টক-কোটিরুদ্ধঃ। হা ... বিকল ... বলামি চৈতন্যচন্দ্র যদি নাদ্য কৃপাং ... কর্ত্তা অর্থাৎ বিবাদের ... অত্যন্ত বলবান্, ... বলবীর অত্যন্ত দুর্দ্দমনীয় ... দৈনিক ... জীবের সঙ্ক-বিকল্পাত্মক মনোমধ্যে নানামতবাদ রূপ কণ্টকাকীর্ণ। অতএব হে চৈতন্যচন্দ্র, তুমি যদি অদ্য কৃপা না কর, তাহা হইলে এস্থায় ... অবশ আমি—ধর্ম্মাধর্ম্মনিরূপণে সঙ্কটচিত্ত আমি কি করি, কোথায় যাই!

শাস্ত্রের কথা না বুঝিতে পারিলে মহাজনের আচরণ লক্ষ্য করিতে হয়, মহাপ্রভু সেই জন্যই স্বয়ং মহামন্ত্র সংকীর্ত্তন করিয়া আদর্শ সংস্থাপন করিলেন, কিন্তু আমাদের ভাগ্য আমরা তাঁহাতে বাদ উঠাইবা ... পালনে পরাঙ্মুখ হইতেছি। কলিহত জীব অপরাধ দ্বারা ... ক্লিষ্ট হইতে পারিবে না বলিয়াই মহাপ্রভুর উচ্চসংকীর্ত্তন-প্রচার। মহাপ্রভুর নিজজন সিদ্ধ জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজ, সিদ্ধ গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজ, বর্ত্তমানকালে শুদ্ধভক্তি-প্রচারের মূল মহাজন ঠাকুর ভক্তিবিনোদ প্রভৃতি সমস্ত মহাজনই মহাত্মা উচ্চৈঃস্বরে মহামন্ত্র সংকীর্ত্তন করিয়াছেন, আর আজ আমরা কতকগুলি মনোধর্ম্মী অজ্ঞ কিনা সেই সংকীর্ত্তনেরই বিরোধে প্রবৃত্ত! অহো কষ্ট!

যাঁহাদের অনর্থ নিবৃত্ত হয় নাই, তাঁহাদের পক্ষে "বহুভির্মিলিত্বা" সঙ্কীর্ত্তনই প্রশস্ত, অবশ্য এই 'বহু' বর্ত্তমান সময়ের নামাপরাধী যোষিৎসঙ্গী পান-তামাক-গাঁজাখোর 'বহু' হইলে চলিবে না, তাহাদের সহিত মিলিয়া কৃষ্ণকীর্ত্তন হয় না। "অসৎসঙ্গ ত্যাগ—এই বৈষ্ণব আচার। স্ত্রীসঙ্গী এক অসাধু, কৃষ্ণাভক্ত আর॥" —এই মহাজন-বাক্য শিরোধার্য্য করিয়া "সাধুসঙ্গে কৃষ্ণনাম এই মাত্র চাই। সংসার জিনিতে আর কোন বস্তু নাই॥" এই বাক্য পালন করিতে হইবে। বহির্ম্মুখ জন-সঙ্গ ত্যাগ করিয়া কৃষ্ণজন-সঙ্গই সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। নির্জ্জন বাস। ... নিবিড় অরণ্য, ... কোন স্থানই নিরাপদ নহে।' মন যতক্ষণ অসৎ বিষয়ে ধাবিত, ততক্ষণ সেই মনই অসৎ সঙ্গ, তাহার কৃষ্ণনাম অপরাধের কিছুই নিষ্কপট নহে। সেই 'অসাধুসঙ্গে ভাই নাম নাহি হয়। নামাভাস হয়, নাম কভু নয়॥' ততো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত বুদ্ধিমান্। সন্ত এবাস্য ছিন্দন্তি মনোব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ। সুতরাং দুঃসঙ্গের কোন অপেক্ষা না রাখিয়া বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি সাধুসঙ্গ করিবেন। সাধুরাই তাঁহার মনের বিষয় ব্যাসঙ্গ বা বিষয়ে বিশেষরূপ আসক্তি সমূলে উচ্ছেদ করিতে পারেন। ... ... বহির্বিষয় ছাড়িয়া কৃষ্ণপাদপদ্ম চিন্তায় আবিষ্ট হয়, জিহ্বা তখন তাহার কাম্য কৃষ্ণনাম উচ্চারণ না করিয়া থাকিতে পারে না—"যেন জন্মশতৈঃ পূর্ব্বং বাসুদেবঃ সমর্চ্চিতঃ। তন্মুখে হরিনামানি সদা তিষ্ঠন্তি ভারত॥"; চক্ষু ভক্ত ও ভগবদ্বিগ্রহ-বৈভব দর্শন, কর্ণ সাধুমুখোচ্চারিত নাম-কীর্ত্তন শ্রবণ, হস্ত নামকীর্ত্তনকারী সাধুর পাদপদ্ম সেবা, মৃদঙ্গ মন্দিরাদি বাদন দ্বারা কর্ম্মেন্দ্রিয় তোষণ, শ্রীমন্দির মার্জ্জনাদি, পদ যোগে নর্ত্তন, শ্রীধাম পরিক্রমণাদি, মস্তক শ্রীবিগ্রহ ও ভক্তপাদাভিবন্দন, নাসা কৃষ্ণ-পাদপদ্ম-সৌরভাঘ্রাণ এবং ত্বক্ কৃষ্ণভক্তের অঙ্গসেবা-জনিত স্পর্শ-সুখাদিতে প্রমত্ত না হইয়া পারে না। তাই বিদগ্ধমাধব (১।১৫) বলিতেছেন—

"তুণ্ডে তাণ্ডবিনী রতিং বিতনুতে
তুণ্ডাবলী লব্ধয়ে
কর্ণক্রোড়-কড়ম্বিনী ঘটয়তে কর্ণার্ব্বুদেভ্যঃ
স্পৃহাম্।
চেতঃ প্রাঙ্গণসঙ্গিনী বিজয়তে
সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাং কৃতিং
নো জানে জনিতা কিয়দ্ভিরমৃতৈঃ
কৃষ্ণেতি বর্ণদ্বয়ী॥"

'কৃষ্ণ' এই দুইটী বর্ণ কত অমৃতের সহিত যে উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা জানিনা, দেখ, যখন তাহা তুণ্ডে (মুখে) নৃত্য করে অর্থাৎ কীর্ত্তিত হইতে থাকে, তখন বহু তুণ্ড পাইবার জন্য রতি বিস্তার করে, যখন কর্ণকুহরে প্রবেশ করে, তখন অর্ব্বুদ কর্ণের জন্য স্পৃহা জন্মায়, যখন চিত্তপ্রাঙ্গণে সঙ্গিনীরূপে উদিত হয়, তখন সমস্ত ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়াকে বিজয় করে।

অবশ্য শ্রীকৃষ্ণ-নাম-রূপ-গুণ-লীলা কখনও প্রাকৃত চক্ষু, কর্ণাদি ইন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত হন না, শুদ্ধনামকীর্ত্তনকারী সাধুর সেবাফলে কৃষ্ণসেবোন্মুখ হইলে সেই সেবোন্মুখ জিহ্বাদি ইন্দ্রিয়ে নামাদি স্বয়ং স্ফূর্ত্তি লাভ করেন, যথা ভঃ রঃ সিঃ পূঃ ২।১০৯—

অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্
গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ।
সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব
স্ফুরত্যদঃ॥

(ক্রমশঃ)

নিরাশার কথা

নবীন ও মাধব দুইজনে মদভরে আস্ফালন করিতে করিতে সদর রাস্তা দিয়া চলিয়াছে হঠাৎ এক পঙ্গুর সঙ্গে দেখা। যুবকদ্বয় হাব-ভাবে কতপ্রকারে না তাহাকে বিদ্রূপ করিতে লাগল। মানুষের শরীরে কত সহ্য হয়? পঙ্গুটি মনের দুঃখে বলিয়া ফেলিল,—দেহের গরব কত দিন থাকিবে?

———

দুঃখী বাবু ছেলেবেলায় বড় দুঃখে কাল কাটাইয়াছেন। অতি কষ্টে কিছু ইংরাজী বিদ্যা শিখিয়া এক সাহেবের অফিসে কার্য্যে প্রবৃত্ত হন। কপাল ভাল, তাই সাহেবের সুনজরে পড়িয়া গিয়াছেন। পনর টাকার কেরাণী হইতে আড়াইশত টাকার বড়বাবু হইয়াছেন। পাটের অফিসে কাঁচা পয়সা। ফুটবলের মত হঠাৎ দুঃখীবাবু ফুলিয়া উঠিয়া কত না দুঃখীর দুঃখ দূর করিতেছেন। কিন্তু জগতের যে হাওয়া সে হাওয়ার হাত থেকে দুঃখীবাবু দূরে থাকতে পারেন নাই। সুরা পান না করিলেও দুঃখীবাবু ধন-মদ-পানে বিভোর। হঠাৎ একদিন রাত্রে এক দল সশস্ত্র দস্যু আসিয়া দুঃখী বাবুকে বান্ধিয়া ফেলিল। মস্তকের উপর রিভলভর ধরিয়া লোহার সিন্দুকের চাবিটী আদায় করিল। বহু যত্নে রক্ষিত দুঃখীবাবুর যথা সর্ব্বস্ব লুটিয়া দস্যুগণ চলিয়া গেল। দুঃখী বাবু বুঝিলেন—ধনের বড়াই কাজের নয়।

———

বাল্যকালে রামবাবুর পিতা ও মাতা মারা গিয়াছেন। দিদি মা'র যত্নে বালক রামবাবু যুবক হইয়াছেন। দিদি মা'র মৃত্যুর পর রামবাবু গৃহস্থ হইলেন। ক্রমে ক্রমে একুশটী পুত্র কন্যার পিতা হইয়া পড়িলেন। কন্যাগুলির বিবাহ হইয়া গিয়াছে, পুত্রগুলিও কৃতী হইয়াছে। পুত্রগণেরও পুত্রাদি হওয়া রাম বাবুর সংসার গুলজার করিয়াছে। একা রামবাবু আজ বহুধা বিভক্ত হইয়া পাকা দাড়ি লইয়া বেশ হাসি খুসী চিত্তে কাল কাটাইতেছেন। "আমার অনেক লোকজন" মনে মনে এই জন-মদ-পান করিয়া থাকেন। চৈত্রমাস। হঠাৎ দেশে কলেরা উপস্থিত। সমদর্শী মহামারী মহাশয় রামবাবুর গৃহে নিজ কৃপা-বিতরণ না করিয়া থাকিতে পারিলেন না। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে রামবাবু বাল্যকালের ন্যায় একাকী হইয়া পড়িলেন। রামবাবুর ঘটে বুদ্ধি আসিল, তিনি বুঝিলেন—জনমদবৃথা।

———

কার্ত্তিক বাবু উলাগর বাসী। সাধারণতঃ পিতামাতা কালাচাঁদের নামও কার্ত্তিক রাখে, কিন্তু আমাদের কার্ত্তিক বাবু রূপে ঠিক কার্ত্তিকটী। তিনি এমন সুন্দর যে বহু দূর দেশ থেকে তাঁর রূপের কথা শুনে লোকে তাকে দেখতে আসে। পিতামাতার আনন্দ সমুদ্রে বাণ ডাকিল। কার্ত্তিকের মোহে মত্ত। কার্ত্তিকও দেখিল, না জানি আর কি, ঘাটে পথে মাঠে সর্ব্বত্রই কার্ত্তিক বাবু আত্মপ্রশংসা শুনিয়া ঠিক থাকতে পারেন কি? তখন রূপের নেশায় রূপজ মোহে মত্ত লোকের কাছে কার্ত্তিক বাবু সেরা। শীতকাল প্রায় শেষ হইয়াছে। মানুষ শীতের হাত হ'তে উদ্ধার পাইল জানিয়া হাপ ছাড়িয়া বাঁচিল। হঠাৎ শীতলা দেবী কার্ত্তিক বাবুকে স্নেহময়ী জননীর ন্যায় কোলে তুলিয়া লইলেন। কার্ত্তিক বাবু শীতলা মায়ের উক্ত কৃপা সহ্য করিতে না পারিয়া মাসাধিক কাল কদলী পত্রে শুইয়া ছট্ ফট্ করিতে থাকিলেন। শীতলা দেবী ভক্তকে উদ্ধার দেখিয়া চলিয়া গেলেন। পরে দেখা গেল কার্ত্তিক বাবু অন্ধ হইয়াছেন। দেহের সে কান্তি নাই, কান্তিহীন বিশ্রী কার্ত্তিক বাবু লজ্জায় আর লোক সমাজে বাহির হন না। তখন সকলে বুঝিলেন মূর্খেরাই রূপের গরব করে।

নীলাম ইস্তাহার

জেলা নদীয়া, মোকাম কৃষ্ণনগর মুন্সেফী প্রথম আদালত

নীলামের দিন ৮ই নভেম্বর, ১৯২৯

(১)

১৬০১ নং খাংজারী ২৯, দাবী ১৫৪৩।/৩

ডিঃ শ্রীদশরথদাস পাল সাং যুগপুর থানা নাকাশীপাড়া জেলা নদীয়া

দেঃ শ্রীরাধিকা নাথ বিশ্বাস দিং সাং কোলা, থানা মেহেরপুর, জেলা

জেলা নদীয়া সবরেঃ মেহেরপুর থানা ত্রিহট্টের এলাকাধীন সেঃ মৌজে বেতাই-জিৎপুরের ৫৫৮ নং শালিয়ানা মৌজে বেতাইয়ের ৯৫০ নং শালিয়ানা মৌজে ইকাম গঞ্জের ৩নং শালিয়ানা মৌজে ভাটপাড়ার ২২৪নং খতিয়ান ও থানা মেহেরপুরের অধীন মৌজে ইছাখালির ৮৪ নং খতিয়ানের লিখিত দেন্দারগণের নামে ডিক্রিদার ও তাহার সরিক মোকাবিলা প্রতিবাদিগণের সেরেস্তায় শালিয়ানা ষোল আনা ১০৫১৲ টাকায় দরপত্তনি জমা। দেন্দারগণের ষোল আনা সত্ব, মূল্য আঃ ৫০০৲

(২)

১৭০৮ খাংজারী ২৯ দাবী ১৮৫৯

ডিঃ শ্রীরাধাগোবিন্দ সেন দিং সাং মাটীয়ারে থানা কালীগঞ্জ

দেঃ শ্রীমজুর সেখ সাং অনন্তপুর থানা কালীগঞ্জ

জেলা নদীয়া থানা কালীগঞ্জের সামিল মৌজে বাণীনাথপুরে জামদার ডিক্রিদার গণের সেরেস্তায় দেন্দারের নামীয় ২৵০ টাকার শালিয়ানা জমার সামীল ৬৭ শতক জমির মূল্য আঃ ৫৲

(৩)

১৭০৯ খাংজারী ২৯, দাবী ৩৯৷৶৯

ডিঃ শ্রীরাধাগোবিন্দ সেন দিং সাং মাটীয়াড়া থানা কালীগঞ্জ

দেঃ শ্রীরজনীকান্ত হাজরা দিং সাং হটুরিয়া থানা কালীগঞ্জ

১। থানা কালীগঞ্জ হটুরিয়া মৌজায় ডিক্রিদারগণের সেরেস্তায় দেন্দারগণের নামীয় ১৩৮নং খতিয়ানভুক্ত ২০ শতক বাকী পড়া জমির শালিয়ানা জমা ২৷০, মূল্য আঃ ৫৲

২। উক্ত থানার সামিল বাণীনাথপুর মৌজায় ডিক্রিদারগণের সেরেস্তায় দেন্দারগণের ৭৫ নং খতিয়ানভুক্ত ৯৭শতক জমির জমা ৩৷০ টাকা, মূল্য আঃ ১০৲

(৪)

১৪৫৬ খাংজারী ২৯ দাবী ২১।৶৬

ডিঃ শ্রীনৃসিংহ চন্দ্র পাল চৌধুরী দিং সাং চকহাতীশালা থানা নাকাশীপাড়া

দেঃ নজর মল্লিক—সাং সোনাতলা, থানা কোতোয়ালী

সবরেঃ কৃষ্ণনগর থানা কোতোয়ালী মৌজে সোনাতলা গ্রামে সেঃ ৪২৯নং খতিয়ানভুক্ত ১.১০ একর জমির কাত ১১।৩ টাকার রায়তি দখলি সত্বশূন্য জমি ডিক্রিদারগণের সেরেস্তায় দেন্দারের নামে প্রচলিত আছে। ঐ বাকী পড়া জমা ও তদুপরিস্থিত আকর আওলাত মূল্য আঃ ৫৲ টাকা

(৫)

১৪৫৭ খাংজারী ২৯ দাবী ১৫০৲৩

ডিঃ শ্রীনৃসিংহ পালচৌধুরী দিং সাং চকহাতীশালা, থানা নাকাশীপাড়া

দেঃ এতবার মণ্ডল চঘরে সাং কালিনগর, থানা কোতোয়ালী

সবরেঃ কৃষ্ণনগর থানা কোতোয়ালী মৌজে সোণাতলা গ্রামের ২৮৭ নং ও ১০২৭ নং খতিয়ানভুক্ত, ১০.৯৫ একর জমির কাত ৪৭৫৯ পাই টাকার রায়তি স্থিতিবান্ জমা ডিক্রিদারের সেরেস্তায় দেন্দারের নামে প্রচলিত। উক্ত বাকী-পড়া সম্পত্তি মায় তদুপরিস্থিত আকর-আওলাত মূল্য আঃ ৪০৲ টাকা

(৬)

১৪৫৫ খাংজারী ২৯, দাবী ৪৯/৯

ডিঃ শ্রীনৃসিংহ পালচৌধুরী দিং সাং চকহাতীশালা, থানা নাকাশীপাড়া

দেঃ বিনোদ মণ্ডল দিং সাং সোণাতলা থানা কোতোয়ালী

সবরেঃ কৃষ্ণনগর, থানা কোতোয়ালী মৌজে সোণাতলা গ্রামে সেঃ ২৬৮ নং খতিয়ানভুক্ত ৪.০৬ একর জমির কাত ৮৲ টাকার রায়তি স্থিতিবান জমা ডিক্রিদারগণের সেরেস্তায় দেন্দারগণের নামে প্রচলিত আছে, মূল্য আঃ ১০৲

(৭)

১৪৫৩ খাংজারী ২৯, দাবী ৪৪।৴৬

ডিঃ শ্রীনৃসিংহ পালচৌধুরী, সাং চকহাতীশালা থানা নাকাশীপাড়া

দেঃ ইব্রাহিম খাঁ সাং কালিনগর থানা কোতোয়ালী

সবরেঃ কৃষ্ণনগর থানা কোতোয়ালী মৌজে সোণাতলা গ্রামে সেঃ ৪৮ নং ও তদধীন ৪৯ নং খতিয়ানভুক্ত ১.১৯ একর জমির কাত ৬৷৶০ টাকার রায়তি স্থিতিবান জমা। এই বাকীপড়া জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত মূল্য আঃ ৫৲

(৮)

১১২৭ খাংজারী ২৯ দাবী ৯১৫৯

ডিঃ মহারাজা স্যার মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী কে. সি, আই, ই পক্ষে ওয়ার্ড ম্যানেজার এল, বি, বারুস— তাতলা, থানা কোতোয়ালী

দেঃ আ.রু.শ সেখ সাং গোনাডাঙ্গা থানা কোতয়ালী

জেলা নদীয়া সবরেঃ কৃষ্ণনগর থানা কোতয়ালী মৌজে শোনাডাঙ্গা গ্রামে ডিক্রিদারগণের সেরেস্তায় দেন্দারগণের সেঃ ৪৬৮ নং খতিয়ানে লিখিত ৭ ৭২ শতাংশ জমির কাত শালিয়ানা ১৮/৯ টাকা জমা মূল্য মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত আঃ ৫০৲

(৯)

ডিঃ শ্রীরণজিৎ পাল চৌধুরী সাং মহেশগঞ্জ, থানা নবদ্বীপ. জেলা নদীয়া

দেঃ এছমাইল সেখ সাং কৃষ্ণনগর, আমিন বাজার

জেলা নদীয়া থানা কোতয়ালী মৌজে কৃষ্ণনগর মধ্যে ডিক্রিদারের সেরেস্তায় দেন্দারের পূর্ব্বাধিকারীর নামে বর্তমান সেঃ ২১০৭ নং খতিয়ান ভুক্ত ৴২৷৶ বিঘা ওটান্দী জোত মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত মূল্য আঃ ৫৲ টাকা

(১০)

১২৬৪ খাংজারী ২৯, দাবী ৪৭।৶১

ডিঃ শ্রীরণজিৎ পাল চৌধুরী সং মহেশগঞ্জ থানা নবদ্বীপ

দেঃ—শ্রীসৌদামিনী দেবী ষ্টেটের রিসিভার রায় ইন্দুভূষণ ভাদুরী বাহাদুর সাং কৃষ্ণনগর থানা কোতয়ালী

থানা কোতয়ালী মৌজে কৃষ্ণনগর মধ্যে ডিক্রিদারের সরকারে দেন্দারের নামে সেঃ ৪৭৯৮ নং খতিয়ানভুক্ত ১২ শতক জমির কাত ৫৫ টাকা। এই বাকী পড়া জমি ও তদুপরিস্থিত আকর আওলাত মূল্য আঃ ৫৲ টাকা।

(১১)

১০৯২ খাংজারী ২৯ দাবী ৫৭।৶৯

ডিঃ শ্রীমতী নিরদবাসিনী দেবী স্বামী শ্রীল লত মোহন সান্যাল

দেঃ শ্রীমতী নলিনাবালাদেবী স্বামী ৺ নৃসিংহ-প্রসাদ লাহিড়ী সাং দেউলিয়া, থানা কোতোয়ালী জেলা নদীয়া

১। জেলা নদীয়া কালেক্টরীর ৩৯৯ নং তৌজিভুক্ত মঙ্গল খানা ও সবরেঃ কৃষ্ণনগরের অধীন ৯২নং মৌজা কৃষ্ণনগরের সেঃ ৩৮১২নং খতিয়ানভুক্ত ১ একর ৮৭ শতক চিরস্থায়ী মধ্যস্বত্ব ব্রহ্মত্তর জমা মালিক মহারাজ ক্ষৌণীশচন্দ্র রায় বাহাদুর দিং অধীনে নৃসিংহ প্রসাদ লাহিড়ী দিং এর ॥০ অংশ। মূল্য আঃ ৫৲

২। ঐ ঐ এলেকাধীন ঐ মৌজায় ঐ মালেক সেরেস্তায় বরদাকান্ত সান্যাল দিং নামে সেঃ ৩৮৫১নং খতিয়ানভুক্ত ১.৭৭ মধ্যস্বত্ব চিরস্থায়ী ব্রহ্মত্তর জায়ে নৃসিংহ প্রসাদ লাহিড়ীর ।৶০ অংশ, মূল্য আঃ ৫৲ টাকা

৩। ঐ ঐ এলাকাধীন ঐ মৌজায় ডিক্রিদারের সেরেস্তায় সেঃ ৩৭৯০।২নং খতিয়ানভুক্ত ২.৩৭ একর জমির কাত বার্ষিক ৬৶০; উক্ত রায়তি স্থিতিবান্ জমির মূল্য আঃ ৫৲

৪। ঐ ঐ এলাকায় ঐ মৌজায় ঐ মালেক সেরেস্তায় সেঃ ৩৭৯০।৮নং খতিয়ানভুক্ত ৪.৭৩একর জমির কাত ৭৶০। উক্ত মধ্যস্বত্ব চিরস্থায়ী মোকররী জমির মূল্য আঃ ১০৲

(১২)

১০৬৩ খাংজারী ২৯ দাবী ৪৬৷৶০

ডিঃ শ্রীনন্দীনারায়ণ চেংলাজিয়া সাং গোয়াড়ী থানা কোতোয়ালী।

দেঃ ১। কুমুদবালা ঘোষানী—সাং শক্তিনগর, ২। সুশীলাবালা ঘোষানী সাং পানিনালা থানা কোতোয়ালী।

সবরেঃ কৃষ্ণনগর থানা কোতোয়ালী মৌজে পানিনালা গ্রামে ডিক্রিদারের সরকারে সাগর ঘোষের মুনাফতে ৯ টাকা জমায় সেঃ ১৭৫০নং খতিয়ানভুক্ত মোট ৪ একর ৫৬ শতক বাকীপড়া জমি মায় আকর আওলাত মূল্য আঃ ২৫ টাকা।

(১৩)

৭৮৭ খাংজারী ২৯ দাবী ৩৬৫/১

ডিঃ শ্রীসরোজরঞ্জন ঘোষ দিং মোঃ কৃষ্ণনগর, কং টালপোতা, থানা কোতোয়ালী।

দেঃ শ্রীগৌরহরি ঘোষ দিং সাং শঙ্করপুর, নবদ্বীপ, নদীয়া।

থানা কোতোয়ালী সবরেঃ কৃষ্ণনগর মৌজে ৪৯নং বনগ্রাম গ্রামে ডিক্রিদারগণের এলাকাধীন দুর্গাদাসীর অধীনে সেঃ ১৩৮ ও ১৩৯নং খতিয়ানভুক্ত মোট ২ একর ৪১ শতক দখলিস্বত্ব বিশিষ্ট ও শূন্য জমির জোত মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত মূল্য আঃ ১০৲ টাকা।

(১৪)

৮২৫ খাংজারী ২৯ দাবী ২১৬৴৩

ডিঃ শ্রীদেবপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় সাং বর্দ্ধমান।

দেঃ শ্রীভজহরি মণ্ডল পক্ষে গার্জেন উকীল বাবু ব্রজেন্দ্রভূষণ মুখোপাধ্যায় সাং ঈশ্বরচন্দ্রপুর থানা কোতোয়ালী

জেলা বর্দ্ধমান থানা পূর্ব্বস্থলীর অধীন ৪১নং মৌজে গোপীপুর বর্তমানে জেলা নদীয়া থানা কোতোয়ালীর সামিল রাজাপুর গ্রামে পশ্চিম মাঠে অবস্থিত ডিক্রি-

দারের সরকারে দেন্দারের নামে ৩৫৮/১৫ টাকা জমার জমি মূল্য আঃ ১০০৲ টাকা।

(১৫)

৮২৬ খাংজারী ২৯, দাবী ১৫৷৷৵৯

ডিঃ শ্রীদেবপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় সাং বৰ্দ্ধমান

দেঃ শ্রীযোগেন্দ্র গোপ সাং বলাই নগর, ওরফে বলাডাঙ্গা থানা কোতোয়ালী

জেলা বৰ্দ্ধমান থানা পূর্ব্বস্থলীর অন্তর্গত ৪১ নং মৌজে গোপীপুর বর্দ্ধমান জেলা নদীয়া থানা কোতোয়ালীর অধীন বাজা-পুর গ্রামের পশ্চিম মাঠে ডিক্রিপ্রাপ্ত চর অবস্থিত। ডিক্রিদারের সরকারে দেন্দারের নামে শালিয়ানা ৩৮৵৫ জমার ১৬৲৷৷ বিঘা (সেঃ ১৩২৯ খতিয়ানভুক্ত) জমির মূল্য আঃ ১০৲ টাকা

(১৬)

৮২৮ খাংজারী ২৯ দাবী ১৪৮৩

ডিঃ শ্রীদেবপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় সাং বৰ্দ্ধমান

দেঃ শ্রীরাখাল গোপ সাং বলাইনগর ওরফে বলাডাঙ্গা থানা কোতোয়ালী

বৰ্দ্ধমান জেলা নদীয়া থানা কোতো-য়ালীর অধীন সেঃ ১৪১ নং খতিয়ানভুক্ত বাজাপুর গ্রামের পশ্চিম মাঠে ডিক্রিপ্রাপ্ত চর অবস্থিত। ডিক্রিদারের সরকারের দেন্দারের নামে ৩১ কাঠা জমি শালিয়ানা ১২৩০১৫ টাকার জমা) মূল্য আঃ ১০৲

(১৭)

৮২৯ খাংজারী ২৯ দাবী ১৯৷৷৵৬

ডিঃ শ্রীদেবপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় সাং বৰ্দ্ধমান

দেঃ ফকির গোপ সাং বলাইনগর ওরফে বলাডাঙ্গা থানা কোতোয়ালী

বৰ্দ্ধমানে জেলা নদীয়া থানা কোতো-য়ালীর অধীন সেঃ ৫০৫ নং খতিয়ানভুক্ত বাজাপুর গ্রামের পশ্চিম মাঠে ডিক্রিপ্রাপ্ত চর ডিক্রিদারের সরকারে দেন্দারের নামে শালিয়ানা ৭৷৷৯ টাকার জমার ১৵ বিঘা জমির মূল্য আঃ ১০৲

(১৮)

৮৩০ খাংজারী ২৯ দাবী ৪৪৮/৯

ডিঃ শ্রীদেবপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় সাং বৰ্দ্ধমান।

দেঃ শ্রীরসিক গোপ--সাং বলাই-নগর ওরফে বলাডাঙ্গা থানা কোতোয়ালী

বৰ্দ্ধমান জেলা নদীয়া থানা কোতো-য়ালীর সামিল সেঃ ১৪০নং খতিয়ানভুক্ত বাজাপুর গ্রামের পশ্চিম মাঠে শালিয়ানা বার আনা ১৩৮৵১৫ টাকা খাজনার ১।৪ জমির মূল্য আঃ ২৫৲ টাকা।

(১৯)

১২৬৮ খাংজারী ২৯ দাবী ৫২৮৵০

ডিঃ—শ্রীঅম্বরদাস পাল সাং যুগপুর থানা নাকাশীপাড়া।

দেঃ—শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায় সাং কামদেবপুর থানা কালীগঞ্জ

১। সবরেঃ কৃষ্ণনগর থানা কালীগঞ্জের এলাকার কামদেবপুর গ্রামে ১২৩-- ১২৫ খতিয়ানভুক্ত ১৭.৬৮ একর নিষ্কর লাখেরাজ জমিতে দেন্দারের ।/৬৷৷— অংশ, মুল্য মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত আঃ ২৫৲

২। উক্ত সবরেঃ উক্ত থানায় উক্ত গ্রামে ৬১৪নং খতিয়ানভুক্ত ২.২৩ একর নিষ্কর লাখেরাজ জমিতে দেন্দারের ।/৬৷৷— আনা অংশ। মূল্য আঃ ১৫৲

(২০)

১৫৬০খাংজারী ২৯ দাবী ৯০৮৵৬

ডিঃ শ্রীবঙ্কবিহারী ঘোষ সাং ও থানা কাটোয়া জেলা বৰ্দ্ধমান

দেঃ শ্রীকুদিরাম ঘোষ দিং সাং সুজাপুর থানা কেতুগ্রাম

জেলা নদীয়া চৌকী কৃষ্ণনগর থানা কালিগঞ্জের অন্তর্গত ২১০ নং তৌজি কুঠরিয়া ও বাণীনাথপুরের সীমানাস্থিত চড় ভূমির অন্তর্গত ডিক্রিদারের সেরেস্তায় দেন্দারগণের নামীয় ১৲ ষোল আনা রকম বাকী পড়া জমি মূল্য আঃ ৪০৲ টাকা। খতিয়ান নং ১৮১, মোটজমি ১.৩৬ একর খতিয়ান নং ১৩৭ মোটজমি ২.৮৪ একর

(২১)

১৫৬১ খাংজারী ২৯ দাবী ২৭৪ ।৵৬

ডিঃ শ্রীবঙ্কবিহারী ঘোষ সাং ও থানা কাটোয়া চৌকি

দেঃ শ্রীনিতাই চাঁদ ঘোষ দিং সাং সুজাপুর থানা কেতুগ্রাম

জেলা নদীয়া চৌকী কৃষ্ণনগর থানা কালীগঞ্জের এলাকাধীন ২১০ নং তৌজি কুঠরিয়া ও বাণীনাথপুরের সীমানাস্থিত ১৮৩ নং খতিয়ানভুক্ত ৮.৫২ একর এবং ১৬৮ নং খতিয়ানে ৪.৭২ একর মোট ৯.২৪ শতক জমির ৪৬৵ রায়তি স্থিতিবান জমা মূল্য আঃ ১৫০৲ টাকা

(২২)

১৫৬২ খাংজারী ২৯ দাবী ১৩৭৷৷৯

ডিঃ শ্রীবঙ্কবিহারী ঘোষ সাং ও থানা কাটোয়া জেলা বৰ্দ্ধমান

দেঃ শ্রীঅম্বিকাচরণ ঘোষ সাং সুজা-পুর থানা কেতুগ্রাম জেলা বৰ্দ্ধমান।

জেলা নদীয়া চৌকী সদর কৃষ্ণনগর থানা কালিগঞ্জের অন্তর্গত ৪১নং কুঠারিয়া সীমানাস্থিত চড়ভূমির অন্তর্গত ১৭৩ নং খতিয়ানভুক্ত ৪.৪৪ একর জমির মূল্য আঃ ৭৫৲ টাকা

(২৩)

১৫৪৯ খাংজারী ২৯ দাবী ৫১৮৵৬

ডিঃ শ্রীরামরঞ্জন মল্লিক দিং সাং অগ্রদ্বীপ থানা কাটোয়া জেলা বৰ্দ্ধমান

দেঃ শ্রীআওয়াল সেখ সাং সেওরা-তলা থানা কালিগঞ্জ জেলা নদীয়া

জেলা নদীয়া থানা কালিগঞ্জের সামিল গোকুলনগর মৌজায় সেঃ ৭ নং খতিয়ান ভুক্ত ২এঃ ১৮ শতক ওটবন্দী জমির খাজনা প্রতি বিঘা শালিয়ানা ১/০, মূল্য আঃ ২৫৲ টাকা

(২৪)

১৪৪৯ খাংজারী ২৯ দাবী ৩৫.৮/৬

ডিঃ শ্রীনৃসিংহচন্দ্র পাল চৌধুরী দিং সাং চকহাতীশালা থানা নাকাশীপাড়া

দেঃ ছমিন মণ্ডল বাগবেড়ে সাং কালিনগর থানা কোতয়ালী

জেলা নদীয়া সবরেঃ কৃষ্ণনগর থানা কোতয়ালী সামিল মৌজে সোনাতলা গ্রামে সেঃ ১২২ নং খতিয়ানভুক্ত ৩.১৪ একর জমির কাত ১০৵৬ টাকার রায়তি স্থিতিবান জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত মূল্য আঃ ১০৲ টাকা

(২৫)

১৪৪৬ খাংজারী ২৯ দাবী ১৪৯/৩

ডিঃ শ্রীনৃসিংহচন্দ্র পাল চৌধুরী সাং চকহাতীশালা থানা নাকাশীপাড়া

দেঃ এক্তার মণ্ডল চচ্চরে সাং কালিনগর থানা কোতোয়ালী

জেলা নদীয়া সবরেঃ কৃষ্ণনগর থানা কোতোয়ালীর মৌজে সোনাতলা গ্রামে সেঃ ২৮৭ নং খতিয়ানভুক্ত ১০.৮৯ একর জমির কাত ৪৭৷৷৬ টাকার রায়তি স্থিতি-বান জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আও-লাত মূল্য আঃ ২৫৲

(২৬)

১৪৪৩ খাংজারী ২৯ দাবী ৮১/৯

ডিঃ শ্রীনৃসিংহচন্দ্র পাল চৌধুরী সাং চকহাতীশালা থানা নাকাশীপাড়া

দেঃ শ্রীছমিন মণ্ডল বাগবেড়ে সাং কালিনগর থানা কোতোয়ালী

সবরেঃ কৃষ্ণনগর থানা কোতোয়ালী মৌজে সোনাতলা গ্রামে সেঃ ১২২নং ও ৯৬৯নং খতিয়ানভুক্ত ৩.৯৯ একর জমির কাত ১২৸০ টাকার রায়তি স্থিতিবান জমার জমির কতকাংশ জমি দেয়াড়াভোগ্য হইয়া ১২২নং খতিয়ানভুক্ত ৩.১৪ একর জমির কাত ১০৵৬ টাকা জমা এবং ৯৬৯নং খতিয়ানভুক্ত ৮৫ শতক জমির বাবদ ১০৪ ধারানুসারে ৩।০ টাকার জমা ধার্য্য হই-য়াছে। উক্ত উভয় জমার বাকীপড়া জমি মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত মূল্য আঃ ১০৲

(২৭)

১৪৪৪ খাংজারী ২৯ দাবী ৫২৷৷৵৬

ডিঃ শ্রীনৃসিংহচন্দ্র পাল চৌধুরী দিং সাং চকহাতীশালা থানা নাকাশীপাড়া

দেঃ শ্রীকুঞ্জর মণ্ডল সাং ঘোলাতলা থানা কোতোয়ালী

সবরেঃ কৃষ্ণনগর থানা কোতোয়ালী মৌজে সোনাতলা গ্রামে সেঃ ৪৫১নং খতিয়ানভুক্ত ২.৩৬ একর জমির কাত ৯৮৵৯ টাকার রায়তি স্থিতিবান জমা মূল্য আঃ ১০৲

(২৮)

১৬৬১ খাংজারী ২৯ দাবী ২২০৯৵৯

ডিঃ উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সাং৮৩নং অখিলমিস্ত্রির লেন, কলিকাতা

দেঃ শ্রীললিতমোহন ঘোষ মণ্ডল দিং সাং পেলেডাঙ্গা থানা শান্তিপুর

জেলা নদীয়া কালেক্টারীর ৩৯৯।৮নং তৌজি মহালের অন্তর্গত সবরেঃ রাণাঘাট ও থানা শান্তিপুরের অন্তর্গত ১৬নং মৌজা নৃসিংহপুর মৌজার ৪।৫।৬নং খতিয়ানের লিখিত ও ৭নং গয়েশপুর মৌজার ৫৬নং খতিয়ানের লিখিত ৬১০৲ টাকার এক দর মৌরশী জমা মহাল মূল্য আঃ ১০০০৲ টাকা

(২৯)

১৪৬৮ খাংজারী ২৯ দাবী ১৮৭।৵৬

ডিঃ শ্রীব্যোমকেশ সান্যাল সাং কুলগাছি থানা কাটোয়া, বৰ্দ্ধমান

দেঃ শ্রীবিরজা-বাহন কুণ্ডু—সাং,থানা ও পোঃ কালীগঞ্জ, নদীয়া

সবরেঃ কৃষ্ণনগর থানা কালীগঞ্জ পরগণে পলাসী মোকালকে মৌজে ১৮নং কালীগঞ্জ সেঃ ১১৬নং খতিয়ানভুক্ত বার্ষিক ১৪৮৩ পাই টাকার ১.০৬ একর রায়তি মোকররী জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত মূল্য আঃ ২৫৲

(৩০)

১৬২৭ খাংজারী ২৯, দাবী ১২২৮/৩

ডিঃ শ্রীবদ্রীনারায়ণ চেৎলাঙ্গিয়া সাং গোয়াড়ী থানা কোতোয়ালী

দেঃ শ্রীমতী বসন্তকুমারী দেবী, স্বামী মৃত বরদাচরণ রায় সাং ও থানা হাঁসখালি

জেলা নদীয়া কালেক্টরীর ৩৩৭নং তৌজির মহাল তরফ মামজুয়ানিয়ার অন্ত-র্গত থানা হাসখালির সামিল নিম্নলিখিত মৌজাতাদের নিম্নলিখিত খতিয়ানভুক্ত /১৫৷৷— দক্ষিণ অংশে শালিয়ানা ১৯১৵ টাকা জমার একটী দরপত্তনি মহাল সমেত জলকর মূল্য আঃ ১০০০৲

মৌজার নং	মৌজার নাম	খতিয়ান নম্বর
৫১	মস্তবঘাটী	১২
৩৮	দক্ষিণপাড়া	৬২
৫২	ডংরবুইছা	১৩
৪৮	পাড়ুরাপোতা	৭
৫০	পাড়ুয়া	১২

(৩১)

১১৬১ খাংজারী ২৯ দাবী ৭৩।৶৩

ডিঃ শ্রীমতী রাজকুমারী, প্রফুল্ল-নলিনী দাসী দিং মোঃ বেলপুকুর কাছারি, থানা কোতোয়ালী

দেঃ শ্রীকটিকচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় দিং সাং রাজাপুর থানা নবদ্বীপ, নদীয়া

১। জেলা নদীয়া কালেক্টরীর ২৩নং তৌজি পং বাগোয়ানের সামিল থানা নবদ্বীপের অন্তর্গত ৯নং মৌজে বামনপুকুর সামিল সেঃ ৬২৮নং খতিয়ানভুক্ত নিষ্কর লাখেরাজ মহাল মূল্য আঃ ৩৲

উক্ত খতিয়ানের অধীনস্থ ৬২৯নং খতিয়ানভুক্ত জমি ৪২ শতক=জমি১।০।৶ বিঘা

২। উক্ত জেলা উক্ত তৌজি উক্ত থানা উক্ত মৌজা উক্ত গ্রামে সেঃ ৬৩০নং খতিয়ানভুক্ত ২৩ শতক নিষ্কর লাখেরাজ মহাল মূল্য আঃ ৫৲

৩। ঐ জেলা ঐ তৌজি ঐ পং ঐ থানা ১০নং রাজাপুর মৌজার ১৪৫নং খতিয়ানভুক্ত ২ একর ২২ শতক নিষ্কর লাখেরাজ মহাল মূল্য আঃ ১৫৲

উক্ত খতিয়ানের অধীনস্থ ১৪৬নং খং ও ১৪৮ নং খং হইতে ১৫৩ নং খং ও ২৫৬নং খতিয়ানভুক্ত ৪.১৪ একর

৪। ঐ জেলা ঐ থানা ১০নং রাজাপুর মৌজায় ১৫৫ নং খতিয়ানভুক্ত ২.৬৬ একর নিষ্কর লাখরাজ মহাল মূল্য আঃ ১০৲

উক্ত খতিয়ানের অধীনস্থ ১৫৬ নং খং হইতে ১৬২ নং খতিয়ানভুক্ত ৭.৪৭ একর

৫। ঐ জেলা ঐ থানা ঐ মৌজে ১৬৩ নং খতিয়ানভুক্ত ৪/ ৶০ বিঘা নিষ্কর লাখরাজ মহাল মূল্য আঃ ৫৲

৬। ঐ জেলা ঐ থানা ১১নং সরডাঙ্গা মৌজায় ১৩৩ নং খতিয়ানভুক্ত ৫০ শতক নিষ্কর লাখরাজ বাকী পড়া মহাল মূল্য আঃ ৮৲

উক্ত খতিয়ানের অধীনস্থ ১৩৪নং খং হইতে ১৩৭নং খতিয়ানভুক্ত ১.৮১ একর

৭। ঐ জেলা ঐ থানা ঐ মৌজে ১৩৮ নং খতিয়ানভুক্ত ৯৮ শতক নিষ্কর লাখরাজ মহাল মূল্য আঃ ৭৲ টাকা

উক্ত খতিয়ানের অধীনস্থ ১৮৭, ১৮৮ নং ও ১৩৯ নং হইতে ১৪১নং খতিয়ানভুক্ত ১.০৪ একর

৮। ঐ জেলা ঐ থানার অন্তর্গত ৭০২ টোটা মৌজায় ১৪৫নং খতিয়ানভুক্ত নিষ্কর লাখরাজ মহাল মূল্য আঃ ২৲

উক্ত খতিয়ানের অধীনস্থ ১৪৬ নং খতিয়ানভুক্ত জমি ৪৩ শতক।

(৩২)

৮৭৬ খাংজানী ২৯ দাবী ১৮৸৵৯

ডিঃ—শ্রীব্যোমকেশ সান্যাল সাং কুল-গাছি থানা কাটোয়া বর্দ্ধমান

দেঃ—শ্রীদ্বিজপদ ঘোষ দিং সাং চাপাই থানা কালীগঞ্জ

সবরেঃ কৃষ্ণনগর থানা কালীগঞ্জ মৌজে ১৮নং কালিগঞ্জ মধ্যে সেঃ ৪৫৩ নং খতি-য়ানভুক্ত শালিয়ানা বার্ষিক ১॥/২ টাকা ৬ শতক রায়তি স্থিতিবান্ জমা সায় আকর আওলাত মূল্য আঃ ১০৲ টাকা

(৩৩)

১১০২ খাংজারী ২৯ দাবী ৭৩৶০

ডিঃ—শ্রীবঙ্কবিহারী ঘোষ—সাং ও থানা কাটোয়া জেলা বর্দ্ধমান

দেঃ শ্রীরামপদরুদ্র সাং জয়রামপুর থানা কালীগঞ্জ জেলা নদীয়া।

জেলা নদীয়া থানা কালিগঞ্জ সেঃ ৫১ নং জয়রামপুর মৌজায় ২৬৯ নং তৌজি জোতনিরিখ সিমানাস্থিত সেঃ ৫১নং খতিয়ানভুক্ত শালিয়ানা ২৯।/৯ পাই টাকার ৫.৬৩ একর ৩।৪।৫ নং দেনদারের একচতুর্থাংশ সায় তদুপরিস্থিত আকর আও-লাত গৃহাদি সাজসরঞ্জাম মূল্য আঃ ৫০৲। ইহার মধ্যে ৬৯।৭২।১৪৬।১৬৪।৯৬০। ১০১৬ দাগের ২.৪০ একর ভূমির ৸০ আনা এবং ৩৬৭।৯৭২।৯৭৬।৯৭৫।৯৮১।৯৮৭ ৯৮৯. ১০১১।১০১২ দাগের ৩.২৩ একর ভূমির ।/৬ অংশকে ষোল আনা গন্যে তাহার ৸০ আনা অংশে ৩।৪।৫ নং দেনদারের দখল।

(৩৪)

১৮২৭ নং খাংজারী ২৯ দাবী ৭০৴৬

ডিঃ শ্রীপরেশ নাথ পাল চৌধুরী দিং সাং বয়রা থানা শান্তিপুর জেলা নদীয়া

দেঃ শ্রীপচাই ঘোষ দিং সাং সেনপুর থানা কোতয়ালী জেলা নদীয়া

জেলা নদীয়া থানা কোতোয়ালী অধিন মৌজে সেনপুর গ্রামে সেটেলমেণ্ট ৫৩৩ নং খতিয়ানভুক্ত ১৪.৮৭ শতক ভূমি ডিক্রি-দারের অধিন বার্ষিক জমা ২৩/৪ টাকা বৃদ্ধি হইয়া উপস্থিত বার্ষিক জমা ৩১৸০। উক্ত জমার বাকী পড়া ও তদদিন ৫৩৪নং খতিয়ানের প্রজার স্বত্ব মূল্য আঃ ২৫৲

(৩৫)

১৬১৮ খাংজারী ২৯ দাবী ১৬৸৶৯

ডিঃ শ্রীঅমূল্য কুমার বানার্জ্জি দিং সাং কৃষ্ণনগর নেদেরপাড়া থানা কোতোয়ালী

দেঃ শ্রীইসমাইল সেখ সাং কৃষ্ণনগর চাঁদ-সড়ক থানা কোতোয়ালি জেলা নদীয়া

জেলা নদীয়া থানা কোতোয়ালী সামিল মৌজা কৃষ্ণনগর গ্রামে ডিক্রীদারের অধীন বার্ষিক ১॥০ টাকা খাজনার সেটেল-মেণ্টে ৩৩৮১ খতিয়ানভুক্ত ০৬ শতক ভূমি মূল্য আঃ ১০৲

(৩৬)

৬৫৪ খাংজারী ২৯ দাবী ৪৮।৬

ডিঃ শ্রীশিবেন্দ্রনাথ সিংহ রায় সাং ও থানা নাকাশীপাড়া জেলা নদীয়া

দেঃ শ্রীধর্ম্মদাস সেন সাং বনপলাশী থানা কালীগঞ্জ জেলা নদীয়া

জেলা নদীয়া থানা কালীগঞ্জের সামীল মৌজা বনপলাশী মধ্যে ডিক্রিদারের অধীন বার্ষিক খাজনা বিঘা প্রতি নাল ১৲, পিটা ।৶৬ টাকার উটবন্দী জমাই স্বত্বের সেটেলমেণ্ট ১০৮ খতিয়ানের ১.৫৭ একর ভূমির মূল্য আঃ ৩৪৲

(৩৭)

১৫৭৯ খাংজারি ২৯ দাবী ৩৭৸৶৯

ডিঃ শ্রীব্রজদুর্গাপ্রসাদ পালচৌধুরী সাং চকহাতীশালা থানা নাকাশীপাড়া

দেঃ শ্রীকৃষ্ণদাস বিশ্বাস সাং সেজুয়া থানা কালীগঞ্জ জেলা নদীয়া

জেলা নদীয়া থানা কালীগঞ্জের সামীল মৌজা সেজুয়া মধ্যে ২২৮ নং খতিয়ানের ৮.৮৬ একর ভূমি যাহার বার্ষিক জমা ১৬৸৶৩ টাকা নৃসিংহ প্রসাদ পালচৌধুরী দিং সেরেস্তায় দিতে হয় উক্ত জমি জমা সায় আকর আওলাতের ॥০ আনা অংশ মূল্য আঃ ১৫৲

(৩৮)

১২১০ খাংজারী ২৯ দাবী ১৯৩৯॥৶০

ডিঃ শ্রীকদার নাথ সিংহ সাং ও থানা মেহেরপুর জেলা নদীয়া

দেঃ শ্রীআশুতোষ সরকার সাং কৃষ্ণনগর থানা ত্রিহট্ট জেলা নদীয়া

জেলা নদীয়া থানা করিমপুরের অন্তর্গত ৩৯ নং মৌজা গোয়াশ পরগণে রাজপুর অন্তর্গত সেটেলমেণ্টের ৮৭ নং খতিয়ান-ভুক্ত জমিদার জীবনকৃষ্ণ মল্লিক অধীন বার্ষিক ২৪৪৲ জমার পত্তনি জমা এবং উক্ত পত্তনি স্বত্বের অন্তর্গত ৪০ নং মৌজা রহমতপুরের ১৭১৪ খতিয়ানের স্বত্ব সায় আকর আওলাৎ দরবস্ত হকুক মূল্য আঃ ৫০০৲

(৩৯)

৮২৪ খাংজারি ২৯ দাবী ৪৪।৩

ডিঃ শ্রীদেবপ্রসন্ন মুখার্জি সাং, থানা ও জেলা বর্দ্ধমান

দেঃ শ্রীপুলিনভঞ্জন কপালি সাং রাজাপুর থানা কোতোয়ালী জেলা নদীয়া

জেলা বর্দ্ধমান থানা পূর্ব্বস্থলীর অন্তর্গত মৌজা গোপীপুর বর্ত্তমান জেলা নদীয়া থানা কোতোয়ালীর অধীন রাজাপুর গ্রামের ২০১।২৮৫।৩৫১ দাগের অর্দ্ধেক এবং ১৭৫নং খতিয়ানের ৫৩৯ দাগের অর্দ্ধেক মোট ২৸৶ ভূমি যাহার বার্ষিক জমা ৫॥/১৫ খাজনা ডিক্রীদারের সেরেস্তায় দিতে হয় মূল্য আঃ ২৫৲

৪০

১৪৫০ খাংজারী ২৯ দাবী ১১২৲

ডিঃ শ্রীনৃসিংহ চন্দ্র পাল চৌধুরী দিং সাং চক হাতিশালা থানা নাকাশীপাড়া জেলা নদীয়া

দেঃ শ্রীবিনোদ মণ্ডল দিং সাং সোনাতলা থানা কোতোয়ালী জেলা নদীয়া

জেলা নদীয়া থানা কোতোয়ালীর সামীল মৌজা সোনাতলা গ্রামের ২৬৭নং খংভুক্ত ডিক্রিদারের অধিক বার্ষিক ১৭৶৯ টাকা জমার রায়তি স্থিতিবান স্বত্বের ৫.৩৩ একর ভূমি মূল্য আঃ ২০৲

(৪১)

১৪৪৮ খাংজারী ২৯ দাবী ১৭৬৶০

ডিঃ শ্রীনৃসিংহচন্দ্র পাল চৌধুরী দিং সাং চকহাতিশালা থানা নাকাশীপাড়া জেলা নদীয়া

দেঃ শ্রীহারাণ বিশ্বাস দিং সাং কালিনগর থানা কোতোয়ালী জেলা নদীয়া

জেলা নদীয়া থানা কোতোয়ালীর সামীল মৌজা সোনাতলা গ্রামের ৩৫১নং খতিয়ানভুক্ত ডিক্রীদারের অধীন বার্ষিক ২৮৶১০ টাকা জমার রায়তি স্থিতিবান্ স্বত্বের ৪.২০ একর ভূমি মূল্য আঃ ২৫৲

(৪২)

১৪৪৫ খাংজারী ২৯ দাবী ৯৶০

ডিঃ শ্রীনৃসিংহ চন্দ্র পাল চৌধুরী দিং সাং চকহাতিশালা থানা নাকাশীপাড়া জেলা নদীয়া

দেঃ শ্রীহেবুল সেখ দিং সাং কালিনগর থানা কোতোয়ালী জেলা নদীয়া

জেলা নদীয়া থানা কোতোয়ালীর সামীল মৌজে সোনাতলা গ্রামের ৩৫৭নং

খতিয়ানভুক্ত ডিক্রীদারের অধীন বার্ষিক ৫।৶৬ টাকা জমার রায়তিস্থিতিবান স্বত্বের ৯২ শতক ভূমি মূল্য আঃ ৫৲

(৪৩)

৮৭৫ থাংজারী ২৯ দাবী ৫৮।৵৬

ডিঃ ইন্দুভূষণ ভাওড়ি মোং গোয়াড়ী থানা কোতোয়ালি জেলা নদীয়া

দেঃ শ্রীতাহাৎ বিবি সাং নেরো থানা কোতোয়ালী জেলা নদীয়া

জেলা নদীয়া থানা কোতোয়ালীর সামীল ৩৯৬নং তৌজির অন্তর্গত ৯২নং কৃষ্ণনগর মৌজার ৮০৩৮নং খতিয়ানভুক্ত ডিক্রীদারের অধীন বার্ষিক ৭।৶০ জমার ৬-১৭ টাকার ভূমি মূল্য আঃ ২৫৲

(৪৪)

১৩৫০ থাংজারী ২৯ দাবী ৮৩৬৩

ডিঃ শ্রীমতী শরৎকুমারী দেবী স্বামী মৃত হাজারীলাল সরকার সাং গোয়াড়ি থানা কোতোয়ালী

দেঃ মৃত একাতি মণ্ডলের ওয়ারেশ কন্যা কালিজান বিবি সাং বালুয়া থানা চাপড়া

জেলা নদীয়া থানা ও সবরেঃ কৃষ্ণনগর ৯৯ নং নলদহ মৌজায় সেঃ ৫২২ নং খতিয়ানভুক্ত ৮.০৩ একর জমির কাত শালিয়ানা ১৬।৶০ টাকার বাকী পড়া জমা মায় তত্ত্বপরিস্থিত আকর আওলাত মূল্য আঃ ২৫৲

(৪৫)

১৪৮১ থাংজারী ২৯ দাবী ১২৫॥৶০

ডিঃ শ্রীনৃসিংহচন্দ্র পাল চৌধুরী দিং সাং চকহাতীশালা থানা নাকাশীপাড়া

দেঃ শ্রীএছমাইল বিশ্বাস সাং কালিনগর থানা কোতোয়ালী

সবরেঃ কৃষ্ণনগর থানা কোতোয়ালী মৌজে সোনাতলা গ্রামে সেঃ ৩২৭ নং খতিয়ানভুক্ত ৮.৬৮ একর জমির কাত ৪৩॥৶৮ টাকার রায়তি স্থিতিবান জমা মায় তত্ত্বপরিস্থিত আকর আওলাত মূল্য আঃ ২৫৲

(৪৬)

১৪৮২ থাংজারী ২৯ দাবী ২৯৬৩

ডিঃ শ্রীনৃসিংহচন্দ্র পাল চৌধুরী দিং সাং চকহাতীশালা থানা নাকাশীপাড়া

দেঃ শ্রীদিলমল্লিক দিং সাং সোনাতলা থানা কোতোয়ালী

সবরেঃ কৃষ্ণনগর থানা কোতোয়ালি মৌজে সোনাতলা গ্রামে সেঃ ১১৩৯ নং খতিয়ানভুক্ত একর জমির কাত ৭৮০ টাকার রায়তি স্থিতিবান্ জমা মায় তত্ত্বপরিস্থিত আকর আওলাত মূল্য আঃ ৫৲ টাকা

(৪৭)

১৪৮৫ থাংজারী ২৯ দাবী ৪৫৶৬

ডিঃ শ্রীনৃসিংহচন্দ্র পাল চৌধুরী সাং চকহাতীশালা থানা নাকাশীপাড়া

দেঃ শ্রীফরমান সেখ সাং সোনাতলা থানা কোতোয়ালি

সবরেঃ কৃষ্ণনগর থানা কোতোয়ালী মৌজে সোনাতলা গ্রামে সেঃ ৬১২ নং খতিয়ানভুক্ত ২.৪২ একর জমির কাত ১৮।৶৯ টাকার রায়তি স্থিতিবান জমা মায় তত্ত্বপরিস্থিত আকর আওলাত মূল্য আঃ ১০৲ টাকা

(৪৮)

১৮০০ থাংজারী ২৯ দাবী ১২৫৩৶৯

ডিঃ শ্রীবদ্রীনারায়ণ চেৎলাঙ্গিয়া সাং গোয়ারী থানা কোতোয়ালী

দেঃ শ্রীঅসিতরঞ্জন মুখোপাধ্যায় সাং দেবগ্রাম থানা কালীগঞ্জ

জেলা নদীয়া কালেক্টরীর ২৬৪১০নং তৌজির অন্তর্গত থানা কালীগঞ্জ নিম্নলিখিত মৌজা হায়ের /১৭।— আনা অংশে ডিক্রিদারের অধীন ১৯১।৶৯ টাকার জমা সেঃ নিম্নলিখিত খতিয়ানভুক্ত জমির মূল্য আঃ ১০০০৲

মৌজার নম্বর	মৌজার নাম	খতিয়ান নম্বর
২৭	বাথানগাছি	২৩
৪২	জুড়ানপুর	৩০৭
৪৮	ছুটিপুর	৩৮২
৮৫	কাদিহাটী	১৩০
৫২	বড় হটুলা	

(৪৯)

১৪৮৭ থাংজারি ২৯ দাবী ৬৪॥৶৯ পাই

ডিঃ নৃসিংহপ্রসাদ পালচৌধুরী দিং সাং চকহাতীশালা থানা নাকাশীপাড়া

দেঃ বিনোদ মণ্ডল দিং সাং সোণাতলী থানা কোতয়ালী

জেলা নদীয়া সবরেঃ কৃষ্ণনগর থানা কোতয়ালী সামিল মৌজে সোণাতলী গ্রামে সেঃ ৬১৬ নং খতিয়ানভুক্ত ৭.১৮ একর জমীর রায়তি খাজনা ১২।৶০ টাকা উক্ত জমি মায় তত্ত্বপরিস্থিত আকর আওলাত মূল্য আঃ ২৫৲

(৫০)

১৪৮৬ থাংজারি ২৯ দাবী ১৩৮৶৩ পাই

ডিঃ নৃসিংহপ্রসাদ পাল চৌধুরী দিং সাং চকহাতীশালা, থানা নাকাশীপাড়া

দেঃ ফরমানসেখ দিং সাং সোণাতলা থানা কোতোয়ালী

জেলা নদীয়া সাং কৃষ্ণনগর থানা কোতোয়ালীর সামিল মৌজে সোণাতলী গ্রামে ১১১৩ নং খতিয়ানভুক্ত ২৮ শতক জমীর কাত ২৶জমার দেন্দারগণের যে জমি আছে উক্ত জমি ও তত্ত্বপরিস্থিত আকর আওলাত মূল্য আঃ ২৲

(৫১)

৯৭৩।২৯ থাংজারি দাবী ৩৩৶৩পাই

ডিঃ শ্রীজগন্নাথ রায় দিং সাং কৃষ্ণনগর চাঁদসড়ক থানা কোতোয়ালী

দেঃ শ্রীফটিকসদাগর সাং মাহমুরা থানা নবদ্বীপ

১। জেলা নদীয়া থানা নবদ্বীপের সামিল ২৮ নং মৌজে গদখালী গ্রামে ১৮ নং খতিয়ানভুক্ত ৭৮৶ আনার যে দখলি স্বত্ব বিশিষ্ট জমা আছে তাহার ষোল আনা রকম চকুক জমির পরিমাণ ১.১৪ শতাংশ মূল্য আঃ ২০৲

২। ঐ মহালে সুনীতিবালা দেবীর অধীনে দেন্দারের১২৭ নং খতিয়ানে ৪।/ আনার যে জমা আছে তাহার ষোলআনা রকম দরবস্ত চকুক জমির পরিমাণ ১.১৩ শতাংশ মূল্য আঃ ১৫৲

(৫২)

১৪৮৯ থাংজারি ২৯ দাবী ২৭

ডিঃ শ্রীনৃসিংহ প্রসাদ পাল চৌধুরী দিং সাং চকহাতিশালা থানা নাকাশীপাড়া

দেঃ শ্রীচন্দার মণ্ডল দিং সাং সোনাতলা থানা কোতোয়ালী।

১। জেলা নদীয়া সবরেঃ কৃষ্ণনগর থানা কোতোয়ালী সামিল মৌজে সোনাতলা মধ্যে মৌজে চরমহৎপুর সেঃ ১০৮নং খতিয়ানভুক্ত ২.২৩ জমীর কাত ১৪৶০ রায়তী দখলি বিশিষ্ট জমা ও তত্ত্বপরিস্থিত আকর আওলাত মূল্য আঃ ৫৲

(৫৩)

১৪৯১ থাংজারি ২৯ দাবী ১৭॥৶০

ডিঃ নৃসিংহপ্রসাদ পাল চৌধুরী দিং সাং চকহাতীশালা, থানা নাকাশীপাড়া

দেঃ ছোরমান মণ্ডল নাবালক জাগালী মণ্ডল পক্ষে গার্জেন ও স্বয়ং আজরাইলা বিবি সাং সোনাতলী থানা কোতয়ালী

জেলা নদীয়া সবরেঃ কৃষ্ণনগর থানা কোতয়ালীর সামিল মৌজে সোনাতলী গ্রামে সেঃ ৩৪২ নং খঃ ভুক্ত ২.৮০ একর জমীর কাত ৩৬৩৮৫ নং ১০৫ দাগের খাজনা ৫।৶৯পাই হইয়াছেউক্ত জমি ও তত্ত্বপরিস্থ আকর আওলাত মূল্য আঃ ৫৲ টাকা।

(৫৪)

১৪৯০ থাংজারি দাবী ১৯৶০

ডিঃ শ্রীনৃসিংহপ্রসাদ পাল চৌধুরী দিং সাং চকহাতীশালা থানা নাকাশীপাড়া

দেঃ শ্রীনছর মল্লিক দিং সাং সোনাতলা, কোতয়ালী জেলা নদীয়া সবরেঃ কৃষ্ণনগর থানা কোতয়ালী সামিল মৌজে সোনাতলী গ্রামে চরমহৎপুর মধ্যে ১০০নং খতিয়ানভুক্ত ১.৩৬ একর জমীর কাত ৮৶০ জমার রায়তি দখলি স্বত্ব শুদ্ধ জমা ও তত্ত্বপরিস্থিত মায় আকর আওলাত মূল্য আঃ ৫৲ টাকা

(৫৫)

৮৬০ থাংজারী ২৯ দাবী ৪০।৶৬ পাই

ডিঃ জয়দুর্গা দাসী মোং কাঁঠালপোতা।

দেঃ পচু মণ্ডল সাং সাহেবনগর থানা কোতোয়ালী।

জেলা নদীয়া সবরেঃ কৃষ্ণনগর থানা কোতোয়ালীর এলেকাধীন মৌজে বৃত্ত-কৃষ্ণচন্দ্রপুর মধ্যে সেঃ ১২৭নং খতিয়ানভুক্ত ২.৪১ একর জমি ওটবন্দী রেকর্ড হইয়াছে উক্ত জমি মায় আকর আওলাত মূল্য আঃ ২০৲ টাকা।

বেলডাঙ্গা কংগ্রেস

বেলডাঙ্গা কংগ্রেস কমিটী হইতে শ্রীযুক্ত সুখেন্দুবিকাশ বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল ও শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র ঘোষ জমিদার ১৯২৯-৩০ সালের জন্য উক্ত কমিটীর সভ্য নির্ব্বাচনের প্রার্থী হইয়াছিলেন। পরে শ্রীযুক্ত ক্ষিতিশচন্দ্র ঘোষ তাঁহার নির্ব্বাচন-পত্র প্রত্যাহার করেন। শ্রীযুক্ত সুখেন্দু-বিকাশ বন্দ্যোপাধ্যায় সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যমঠের গ্রন্থাবলী

শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুর বিরচিত

ভক্তি-গ্রন্থাবলী।

উৎকৃষ্ট কাপড়ে বিলাতী ধরণে বাঁধাই স্বর্ণালঙ্কৃত। চতুর্থ সংস্করণ। বিস্তৃতবিষয়সূচীসহ

শ্রীচৈতন্যধর্ম্ম বাঁধাই ২৲ দুই টাকা

প্রকাশিত হইয়াছে

সনাতন ধর্মশাস্ত্র বেদ, বেদান্ত, উপনিষৎ গীতা, শ্রীমদ্ দর্শন, পুরাণ, তন্ত্রাদি সকল গ্রন্থ পাঠ করিবার অবসর অতি অল্প মানবের ঘটিয়া থাকে। অনেকের যোগ্যতা না থাকায় সেই সমস্ত গ্রন্থের মর্ম্ম অবগত হইতে পারেন না। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বাঙ্গালীর এই অসুবিধা দূরীকৃত করিবার জন্য এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

বিদ্যালয়ের ছাত্র বা শিক্ষকগণের বিশেষ পাঠ্য, এই হেতু শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টার বাহাদুর ইহা সমস্ত বিদ্যালয়ের জন্য অনুমোদন করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

প্রথম খণ্ড ভিক্ষা ১৲ একটাকা

যুক্তিপূর্ণ শাস্ত্রবাক্য দ্বারা প্রত্যেক মানবের নিত্য কর্ত্তব্য ও অনিত্য সাময়িক কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। গ্রন্থের প্রতি উক্তি সনাতন শাস্ত্রবাক্য দ্বারা সমর্থিত ও প্রমাণিত হইয়াছে। দেহের, মনের ও আত্মার ধর্ম্ম কি? স্বদেশ, সমাজ, নীতি, ধর্ম্ম কি? ইত্যাদি বিষয় ক্রমানুসারে এমন সুন্দরভাবে যুক্তিসংকারে আলোচিত হইয়াছে যে, প্রথম পংক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত পাঠ না করিয়া নিবৃত্ত হওয়া যায় না।

শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ভিক্ষা ৵০

ঐ প্রমাণ খণ্ড ভিক্ষা ৵০

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিহার ও লীলাভূমি নয়টী দ্বীপ-সমন্বিত। এই নয় দ্বীপের প্রাচীন বিবরণ—প্রত্যেক দ্বীপে শ্রীমহাপ্রভুর লীলা—প্রত্যেক দ্বীপের পরিচয়, শ্রীধাম-মাহাত্ম্য—ধামাপরাধ কি? ইত্যাদি বিষয় বিশেষভাবে মনোহর ছন্দে বর্ণিত। পকেট সাইজ প্রায় ১৬০ পৃষ্ঠা।

শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ

উজ্জ্বল গ্রেট-প্রাইমার অক্ষরে উত্তম কাগজে ছাপা—শ্রীনবদ্বীপধাম দর্শনে ভাবুক দর্শনকারীর কি প্রকার ভাবের উচ্ছ্বাস হয়, তাহা এই গ্রন্থে বর্ণিত। অতি চমৎকার। ভিক্ষা চারি আনা।

শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।৵০ দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভুকে উপদেশচ্ছলে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিচার অতি সুন্দরভাবে বর্ণিত হইয়াছে। ইহা ছাড়া শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদিষ্ট শিক্ষা ও উপদেশ বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-জগতে অভিনব গ্রন্থ !!

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতি-গ্রন্থাবলী :—

শরণাগতি

পকেট সাইজ অষ্টম সংস্করণ ভিক্ষা ৴০ আনা

দেহ ও মনের চেষ্টা অনিত্যবস্তু লইয়া—যখন জীব বুঝিতে পারে, তখন একমাত্র নিত্যবস্তু শ্রীভগবানের প্রতি তাঁহার কোন ভাষায় আবেগময়ী প্রার্থনা হয় এবং শ্রীভগবানে সর্ব্বান্তঃকরণে নিষ্কপটে কি প্রকারে শরণাপন্ন হইতে হয়, ইত্যাদি বিষয়ক প্রাণস্পর্শী প্রার্থনা ও আত্মসমর্পণমূলক গান। দ্বিতীয় সংস্করণও প্রকাশিত হইয়াছে।

ভিক্ষা প্রতি খণ্ড ৴০ এক আনা।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা—৴০, নবদ্বীপশতক—৴০

অর্থপঞ্চক—৴০

কল্যাণকল্পতরু

পকেট সাইজ পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা ৴১০

অনেক সময়েই নূতন অভাব ও কামনার বশবর্ত্তী হইয়া পুনঃপুনঃ যে অকল্যাণকে কল্যাণ বলিয়া গ্রহণ করি এবং তাহার নিকট কল্যাণ কামনা করি, তিনি যে নিত্য বা যথার্থ কল্যাণ প্রদানে অসমর্থ এবং কোন বস্তু আমাদের নিত্য কল্যাণদাতা সম্যক ভাবে আমরা সেই কল্যাণলাভে সমর্থ হইব, এই সকল কথা সরল গানে লিখিত। এই গীতিগ্রন্থ বাস্তবিকই কল্যাণের কল্পতরু, দান প্রত্যেককে নিত্যকল্যাণ প্রদানে

শ্রীল চক্রবর্ত্তি-ঠাকুরের টীকা সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর কৃত টীকা ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কৃত বঙ্গানুবাদ। টীকাকারের জীবনী, শ্লোক-সূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি বহু প্রয়োজনীয় বিষয় সম্বলিত প্রায় ৮২৫ পৃষ্ঠা। উৎকৃষ্ট সিল্কে বাঁধাই ২৲ দুই টাকা, কাগজে বাঁধা ১॥০

শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ কৃত ভাষ্য সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

কাগজ ও ছাপা উৎকৃষ্ট। সিল্কে বাঁধাই, সোনার জলে নাম লেখা রাজসংস্করণ ২ টাকা, সাধারণ সংস্করণ ১॥০, গৌড়ীয়ের গ্রাহকপক্ষে ১।০

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি (সাম্প্রদায়িক কোষগ্রন্থ)

বিষয়ঃ—১। ভক্তিশাস্ত্রে ব্যবহৃত শব্দাবলীর অর্থ, ২। চারি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের চরিত্র, ৩। বিষ্ণুবৈষ্ণবসম্পর্কিত শ্রীমন্দির ও শ্রীবিগ্রহের বিবরণ, ৪। বৈষ্ণবগ্রন্থ ও প্রবন্ধসমূহের তাৎপর্য্য ও বিবরণ, ৬। বিষয় বিশেষের লৌকিক ও শাস্ত্রীয় অকারাদিক্রমে যাবতীয় তথ্য। চারিখণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ১ম খণ্ড ৸০, ২য় খণ্ড ৸৶০, ৩য় খণ্ড ৸০, ৪র্থ খণ্ড ॥৵০, চারিখণ্ড একত্রে ৩৲ (৫ম খণ্ড যন্ত্রস্থ)।

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ—১ম খণ্ড ১৲ এক টাকা

২য় খণ্ড ১৲ এক টাকা—শ্রীমদ্ভাগবতের গ্রাহক ও গৌড়ীয় গ্রাহকগণ ১।০ টাকায় দুইখণ্ড পাইবেন। বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমজ্জীব গোস্বামিপাদের রচিত গ্রন্থ। ইহাতে ষট্‌সন্দর্ভের অধিক প্রয়োজনীয় অংশ। প্রতি খণ্ড ডবল ক্রাউন ৮ পেজি ৯৮ পৃষ্ঠা আকারে মুদ্রিত হইতেছে।

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য সঙ্কলিত

সদাচারস্মৃতিঃ

ভিক্ষা ৴০ মাত্র

গৌড়ীয়

কার্য্যালয়—১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা।

বেদজ্ঞীকৃত

মদন মঞ্জরী

বটিকা স্বপ্ন ও বাতুর্বিকার, ইন্দ্রিয়শক্তির হ্রাস, প্রস্রাবে শুক্রপাত, মেহকফ, মাথাধোরা, বুক ধড়ফড়ানি, অনিদ্রা প্রভৃতি লক্ষণ সত্বর নির্দ্দোষ আরোগ্য হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ৪০ বটী ১৲ এক টাকা।

"নপুংসকারি ঘৃত"

পুরাতন বেগে বহু প্রয়োগে দ্বারা আরোগ্য করিয়া শক্তিসঞ্চার করে। মূল্য ২ তোলা ১৲ টাকা।

"রমণীবিলাসিনী বটিকা"

স্ত্রীলোকের গর্ভস্রাব সম্বন্ধীয় দোষ ও বৃদ্ধি করিতে অত্যাশ্চর্য্য। মূল্য ১৬ বটী ১৲ এক টাকা।

রাজবৈদ্য নারায়ণজী, কেশবজী

১৭৭নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

কুমারী-ভোগ—রক্ত ও রুপালিকা অচিরে সব দোষমুক্ত হইয়া মোটা হয়। ইহা সেবনে শিশুরা বড় হইতে পারে, তাহাদের ক্ষুধা বৃদ্ধি ও যকৃতের ক্রিয়া ভাল হয়—দন্তোদগমের সময় কোন কষ্ট হয় না পাইতে দিন। মূল্য প্রতি শিশি এক টাকা, মাশুল ।৵০ আনা।

নারোল (*Narihol*)—ইনফ্লুয়েঞ্জা, ডেঙ্গু বা জ্বর, পালাজ্বর শ্রেষ্ঠ ঔষধ। আনুষঙ্গিক, সর্দ্দি, কাশি, ব্রঙ্কাইটিস (*Bronchitis*), গা-ব্যথা ও বুকের কাতরতায় (কফ-দোষিতা) মন্ত্রের মত ফল হয়। ৮০ বটিকার শিশি ॥০, মাঃ ।৵০ আনা।

দাদ-লোপ তিন শিশি মাশুল সমেত ১৲

ডাঃ ৺রাম লাল বসাক
এম, বি, কৃত
দাদ-লোপ
কাপড়ে কোনরূপ দাগ লাগে না
মূল্য ।০ আনা
ক্যাম্বিং টিন ফার্ম্মেসী,
১৭, বসাক ষ্ট্রীট, বড়বাজার, কলিকাতা

৩ শিশির কম স্বতন্ত্র ভিঃ পিঃ হয় না

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (প্রাচীন নবদ্বীপ) নদীয়া

পর-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

এখানে আহার এবং বাসস্থান দিয়া বিদ্যার্থিগণকে বিভিন্ন শিক্ষণীয় বিষয় শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। অনেক ছাত্র ইতোমধ্যেই আসিয়া পাঠ আরম্ভ করিয়াছেন। বর্তমান বর্ষে সকল ছাত্রই গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

প্রধান অধ্যাপক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রচন্দ্র কাব্য-ব্যাকরণ-সাংখ্য-বেদান্ত-ষড়দর্শন-তীর্থ, সাংখ্যভূষণ, বেদান্তরত্ন, সাহিত্যশাস্ত্রী, সুদর্শনবাচস্পতি।

অধ্যাপক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গৌরদাস ব্রহ্মচারী ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীধাম মায়াপুর পরবিদ্যাপীঠ, (নদীয়া)

বেদনাঞ্জন

শ্রেষ্ঠরত্ন।

কলিকাতা কংগ্রেস একজিবিসন হইতে বহু প্রশংসা প্রাপ্ত ও বহু গণ্যমান্য ভদ্রমহোদয়-গণ কর্তৃক প্রশংসিত।

আজকাল বাজার-চলন মিশ্রিত ও বিষাক্ত আহার্য্য সেবনে শরীরের রক্ত স্বতঃই দোষিত হইয়া পড়িতেছে। রক্তই মানব-দেহের শ্রেষ্ঠ উপাদান, এই রক্ত দোষিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মানব বাত, বেদনা, মাথাধরা, মাথা-ঘোরা, দৃষ্টিশক্তির হ্রাস, দাঁতের গোড়া ফুলা, দাঁত কনকনানি, দাঁতে পোকা এবং খোস, চুলকানি প্রভৃতি কষ্টদায়ক চর্ম্মরোগে আক্রান্ত হই-তেছে। যদি আপনি একান্তই ব্যাধিমুক্ত হইতে চান, তাহা হইলে অযথা পয়সার অপব্যয় না করিয়া অল্প ব্যয়ে এক শিশি বেদনাঞ্জন ক্রয় করিয়া ইহার কার্য্যকারী-শক্তি উপলব্ধি করুন। গুণের তুলনায় মূল্য অত্যল্প। এক শিশি ॥৵০ আনা মাত্র মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান—এ, সি, চাটার্জ্জী এণ্ড ব্রাদার্স।

৪৫নং টলকাট লেন, সালিকা হাওড়া।

সকল মণিহারী দোকানে ও বড় বড় ডাক্তার খানায় পাওয়া যায়।

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

যদিও অদ্যাপি প্রকৃত মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য, তথাপি যাঁহারা নানাবিধ অনিয়মিত উপায়ে অপরিমিত শক্তি নষ্ট করিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন এবং নানা প্রকার মেহ, প্রমেহ ধাতুদৌর্ব্বল্য, স্নায়ুবিক দুর্ব্বলতা, বহুমূত্র, দুঃস্বপ্ন, পারদ-সংক্রান্ত পীড়া, অর্শ এবং স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে যাহারা বাধক, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, সূতিকা, শ্বেত ও রক্তপ্রদর, হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি রোগে ভুগিয়া জীবনে নিরাশ হইয়াছেন, তাঁহারা আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটাল সাহেবের আবিষ্কৃত **ইলেক্ট্রিক সলিউসন** ব্যবহার করিয়া বাঁচিতে পারেন, তাহার শত সহস্র প্রমাণ প্রতি বৎসরেই পাওয়া যাইতেছে। যাঁহারা অন্যান্য বহুবিধ ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরোগ্য হইতে পারেন নাই, তাঁহারা একবার এই ঔষধটী ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক মাসের ব্যবহারোপ-যোগী এক শিশি ঔষধ ডাকমাশুল সহ ১৷৹ টাকা মাত্র।

সোল এজেণ্ট—ডাঃ ডি, ডি, হাজরা।

ফতেপুর, গার্ডেনরিচ পোষ্ট, কলিকাতা।

ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

অধ্যক্ষ

শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম এ, এফ সি এস (লণ্ডন)

ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক

(প্রফেসার)

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ বিশুদ্ধ ও শাস্ত্রমতে নিজ তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হয়। পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ক্যাটালগ পাঠান হয়। রোগের বিবরণ জানাইলে যত্নপূর্ব্বক ব্যবস্থা দেওয়া হয়। চিঠি পত্রাদি সম্পূর্ণরূপে গোপন রাখা হয়।

মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দুর)

(বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৪৲ টাকা

উৎকৃষ্ট স্বর্ণ, পারদ ও আমলাসার গন্ধক দ্বারা যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। নিত্য প্রয়োজনীয় সর্ব্বরোগনাশক মহৌষধ।

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৩৲ টাকা

উৎকৃষ্ট কাশীর আমলকী, বংশলোচন প্রভৃতি যাবতীয় উপাদানে পূর্ণ মাত্রায় যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। কফ, কাসি, সর্দ্দি, যক্ষ্মা, ক্ষয়রোগ, হৃদরোগ প্রভৃতি রোগের মহৌষধ। সর্ব্বপ্রকার দুর্ব্বলতা নাশক অতিশয় পুষ্টিকর মহৌষধ বা খাদ্য বিশেষ।

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬৲ টাকা

ইহা সেবনে ধাতুদৌর্ব্বল্য, শুক্রহীনতা, স্বপ্নদোষ, প্রমেহ ও ধ্বজভঙ্গ সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায়। ইহা অপরিসীম আনন্দদায়ক রসায়ন।

অবলাবান্ধব যোগ

প্রদর, বাধক প্রভৃতি জরায়ুদোষ ও যোনিগত দুরারোগ্য রোগের মহৌষধ

মূল্য—১৬ মাত্রা ২৲ টাকা। ৫০ মাত্রা ৫৲ টাকা মাত্র

বিশুদ্ধ জল! ভয় নাই! বিশুদ্ধ জল!!

লক্ষ্মী টিউব-ওয়েল কোং

২০৫নং নবাবপুর, ঢাকা

বর্ত্তমান-যুগের নব-আবিষ্কৃত যন্ত্রপাতিদ্বারা উন্নত বৈজ্ঞানিক-খনন-প্রণালীতে নলকূপ (*Tube-well*) নির্ম্মাণ করা হয়। বঙ্গের লাট বাহাদুর, প্রাইভেট সেক্রেটারী, জিলা-ম্যাজিষ্ট্রেট, জিলা-বোর্ডের চেয়ারম্যান, ইঞ্জিনিয়ার, জমিদার, তালুকদার, প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত ভদ্রমহোদয়গণ এই কোম্পানীর কার্য্য দেখিয়া প্রশংসা করিয়াছেন। রাসায়নিক পরীক্ষায় জল বিশুদ্ধ না হইলে মূল্য গৃহীত হয় না। বিস্তৃত বিবরণের জন্য পত্র লিখুন।

বিনামূল্যে বিনামূল্যে

বিতরিত

স্বাস্থ্যের সার "কামশাস্ত্র" গ্রন্থখানি চৌদ্দ লক্ষের উপরে বিতরিত হই-য়াছে। উহা পাঠে মানবের পরিণাম ফলাফল জানা যায়।

এই পুস্তক যিনি লিখিয়াছেন, তিনিই "আতঙ্কনিগ্রহ বটিকা"র আবিষ্কর্তা। এই বটিকা দুর্ব্বলকে সবল করে এবং সবল ব্যক্তিকে অটুট ও অক্ষয় রাখে। বত্রিশ বটিকা পূর্ণ প্রতি কৌটার মূল্য ১৲ টাকা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান :—**আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়।**

২১৪নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মনোমোহন প্রেস

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা

পূর্ব্ব-বাঙ্গালায় সুলভে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত

বৈদ্যুতিক মেশিনে দিবারাত্র কাজ চলিতেছে

বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা।

শ্রীমায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—শ্রীবিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

স্থানীয় সংস্করণ

Registered No. C 1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অৰ্দ্ধ কলম ৩৷৷০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৷৷০
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৫

৪র্থ খণ্ড]. সম্পাদক—প্রত্নবিদ্যালঙ্কার শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী [১৮৮, সংখ্যা

শ্রীচৈতন্য মঠ, শ্রীধাম মায়াপুর—২২শে আশ্বিন মঙ্গলবার ১৩৩৬, ৮ই অক্টোবর ১৯২৯

শ্রীধাম মায়াপুর ডাকঘর

গত ১লা জুন হইতে শ্রীধাম মায়াপুর পোষ্ট অফিস খোলা হইয়াছে। বঙ্গদেশের পোষ্টমাষ্টার জেনারেল বাহাদুর শ্রীধাম মায়াপুর ডাকঘর হইতে নদীয়া-প্রকাশ ভারতের সর্ব্বত্র প্রেরণ করিবার আদেশ দিয়াছেন।

ম্যানেজার, 'নদীয়া-প্রকাশ'

পোঃ আঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

শ্রীধাম মায়াপুরের, যাবতীয় পত্র বুকপোষ্ট রেজিষ্টারী মণি-অর্ডার প্রভৃতি ডাকে পাঠাইতে হইলে, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া ঠিকানায় লিখিবেন।

কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত

পারমার্থিক

গৌড়ীয় সাপ্তাহিক পত্র।

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রতি শনিবারে প্রকাশিত হয়।

অগ্রিম বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲ দিলে বৎসরে ৫০ সংখ্যা প্রাপ্য; ষাণ্মাসিক ১৷৷০; সাপ্তাহিক ⁄০

সর্ব্বদা গ্রাহক হওয়া যায়।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

দুইখণ্ডে সমগ্র গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছে, সূচী প্রভৃতি ছাপা হইতেছে

ভিক্ষা ২৷৷০, নদীয়াপ্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ১৷৷০

রোগী দেখিবার সময়ঃ—
প্রাতেঃ—৬টা হইতে ৯টা,
বৈকালে—৩টা হইতে ৫টা পর্য্যন্ত

মূল্য ফেরৎ! মূল্য ফেরৎ!!

ডাক্তার **বি, ডি, কুণ্ডুর—**

সর্ব্বত্র এজেণ্ট আবশ্যক।
পত্র লিখুন।
কঠিন কঠিন রোগের চিকিৎসা করা হয়
দিবা-রাত্রি ঔষধ পাওয়া যায়।

আবিষ্কৃত ও গভর্ণমেণ্ট রেজেষ্টারীকৃত

১। **ভূপেন্দ্র শোভা স্পেসিফিক্**—পেটের যাবতীয় রোগের, অজীর্ণ, ডিস্পেপ্‌সিয়ার মহৌষধ। প্রত্যেক গৃহে রাখা প্রয়োজনীয়! ঔষধ—প্রতি শিশি ১৲ এক টাকা মাত্র।

২। **চণ্ডি ফিবার মিক্‌চার—ম্যালেরিয়া জ্বর** এক শিশিতে সম্পূর্ণ আরোগ্য। কম্পজ্বর এবং পালা ও সকল জ্বরের মহৌষধ। প্রতি ছোট শিশি ৷৷০ বার আনা, বড় শিশি ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। **গণোরিয়া স্পেসিফিক্**—যে রকম গণোরিয়া হোক না কেন, এক শিশিতে আরোগ্য। এক শিশি ১৲ এক টাকা মাত্র।

হোমিওপ্যাথিক বিভাগ

১। **ওয়ারম্ কিওর**—যাবতীয় কৃমির, ২। **ফিমেল সুধা**—শ্বেত-প্রদর, রজঃ-কষ্ট ও বাধকের, ৩। **জিহ্বা স্পেসিফিক্**—জিহ্বার ক্ষতের, ৪। **বাথ রেগুলেটার**—যাহাদের নিয়মিত ঋতুস্রাব হয় না, ইহা সেবনে নিয়মিত ঋতুস্রাব হবে, ৫। **পাইলস্ রেমিডি**—যাবতীয় অর্শের মহৌষধ; মূল্য প্রতি শিশি ৷৷০ বার আনা ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—**আরোগ্য না হইলে মূল্য ফেরৎ।** রোগের অবস্থাদি জানাইলে, ঔষধ ও ব্যবস্থাদি পাঠান হয়। ! পিতে ঔষধ পাঠান হয়। এক কালিন দশ টাকার ঔষধের অর্ডার পাইলে, স্বতন্ত্র কমিশন দেওয়া হয়। পত্রাদি বিশেষ গোপনে রাখা হয়।

সোল এজেণ্ট :—
দি এলোপ্যাথিক ড্রাগ ষ্টোরস্

ডাক্তার বি, ডি, কুণ্ডু
৩১ নং গরানহাটা ষ্ট্রীট, পোঃ বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
টেলিফোন নং বড়বাজার ২৪১১।

কর্ম্মাবলম্বকাঃ কেচিৎ কেচিৎ জ্ঞানাবলম্বকাঃ। বয়ন্তু হরিদাসানাং পাদত্রাণাবলম্বকাঃ॥

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২২শে আশ্বিন মঙ্গলবার—১৩৭৬

সংস্কার তাৎপর্য্য

নাম-সংস্কার

মহামন্ত্র জপ্য ও কীর্ত্তনীয়

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

মহাপ্রভু মহামন্ত্র নাম সংকীর্ত্তনকেই যখন সাধ্য ও সাধন বলিয়াছেন, তখন সাধনকালে নাম-সংকীর্ত্তনে আপত্তি উত্থাপিত কেন হয়, তাহা আমরা বুঝি না। সাধন ও সাধ্য কাহাকে বলে, তাহা শ্রীশ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে (পূর্ব্ব বিঃ ২।২) উক্ত হইয়াছে—

কৃতি-সাধ্যা ভবেৎ সাধ্যভাবা সা সাধনাভিধা।
নিত্যসিদ্ধস্য ভাবস্য প্রাকট্যং হৃদি সাধ্যতা ॥

অর্থাৎ সাধ্য ভাবভক্তি যখন বদ্ধ জীবের কৃতি (ইন্দ্রিয়)-দ্বারা সাধিত হইতে থাকে, তখন তাহাকে সাধনভক্তি বলে। ভক্তিই জীবের নিত্যসিদ্ধভাব, তাহাকে হৃদয়ে প্রকটাবস্থায় আনিবার নামই সাধ্যতা।

ভক্তবর তপনমিশ্র মহাপ্রভুর নিকট সাধ্য সাধন জিজ্ঞাসা করিলে—

প্রভু তুষ্ট হঞা সাধ্য-সাধন কহিল।
নাম সংকীর্ত্তন কর—উপদেশ কৈল ॥
(চৈঃ চঃ আদি ১৬।১৫)

আবার সার্ব্বভৌমও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধন শুনিতে চাহিলে মহাপ্রভু নামসংকীর্ত্তনেরই সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব প্রচার করিলেন, যথা—

ভক্তিসাধন-শ্রেষ্ঠ শুনিতে হইল মন।
প্রভু উপদেশ কৈল নাম-সংকীর্ত্তন ॥

অন্যত্র (অন্ত্য ২০শ পঃ) স্বরূপ রামরায়কে লক্ষ্য করিয়াও উহাই বলিতেছেন, যথা—

হর্ষে প্রভু কহেন,—শুন স্বরূপ-রামরায়।
নামসংকীর্ত্তন কলৌ পরম উপায় ॥
সংকীর্ত্তন-যজ্ঞে কলৌ কৃষ্ণ-আরাধন।
সেই ত সুমেধা পায় কৃষ্ণের চরণ ॥
কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাঽকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্র-পার্ষদম্।
যজ্ঞৈঃ সংকীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ ॥
নামসংকীর্ত্তনে হয় সর্ব্বানর্থ নাশ।
সর্ব্বশুভোদয় কৃষ্ণে প্রেমের উল্লাস ॥

... শিক্ষাষ্টকের প্রথম শ্লোকেও ... সংকীর্ত্তনেরই সর্ব্বোৎকর্ষতা শ্রীমন্মহাপ্রভু ... নাম জপ ও নামের ... বলিয়াছেন— (১) শ্রীনামসংকীর্ত্তন জীবের অন্তর্দর্পণ, বস্ত্র, জলাদি মলিন-চিত্ত পরিমার্জ্জনকারী, (২) সংসার-বন্ধন-জনিত সকল জ্বালার অবসান-কারী, (৩) জীবের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মঙ্গল-বিধায়ক, (৪) অপ্রাকৃত বিদ্যাবধূর জীবনস্বরূপ অর্থাৎ জীবকে লৌকিক বিদ্যার অহঙ্কার হইতে মুক্ত করিয়া কৃষ্ণসম্বন্ধজ্ঞান প্রদানকারী, (৫) জীবের অপ্রাকৃত আনন্দসমুদ্রের বর্দ্ধনকারী, (৬) প্রতিপদেই পূর্ণামৃতাস্বাদনস্বরূপ এবং (৭) সুশীতল কৃষ্ণপাদপদ্ম-ছায়া দানে, সর্ব্বস্বরূপের শীতলকারী।

দ্বিতীয় শ্লোকে—নাম সাধনের দুর্লভত্বের কারণ বা কৃষ্ণের মহাবদান্যতা এবং তদ্বিপরীত অপরাধাবস্থায় জীবের শুদ্ধ-নামোচ্চারণাভাব জ্ঞাপন করিতেছেন।

তৃতীয় শ্লোকে সাধ্য নাম-প্রেমা লাভার্থ নামসাধনের প্রণালী বা সর্ব্বাপরাধমূলক দেহাত্মবুদ্ধির নিষেধ ও নৈরন্তর্য্যের বিধি প্রদান করিতেছেন।

"কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ"—এই উপদেশ-বাক্যে 'সদা' শব্দের প্রয়োগদ্বারা মহাপ্রভু কালের ব্যবধান নিষেধ করিয়াছেন। নিরন্তর কৃষ্ণকীর্ত্তনই মহাপ্রভুর 'সদা' শব্দ ব্যবহারের তাৎপর্য্য। অবশ্য সদ্‌গুরু মুখনিঃসৃত শ্রীনাম শ্রবণের পরই তাই কীর্ত্তনের নৈরন্তর্য্য বিধান করে। কীর্ত্তন বন্ধ করিয়া ভক্তির অন্যান্য অঙ্গ সাধন করিতে গেলে 'সদা' শব্দের অমর্য্যাদা করা হয়। 'সদা' শব্দের অর্থ 'সর্ব্ব অবস্থায়' বুঝিতে হইবে। সুতরাং মহামন্ত্র কেবল জপ্য বলিলে "কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ" বাক্যের সার্থকতা কোথায় থাকে ?

শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন—কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ; আবার তিনিই স্বয়ং শ্রীমুখে সকলকে উপদেশ করিতেছেন—

"আপনে সবারে প্রভু করে উপদেশে।
কৃষ্ণনাম মহামন্ত্র শুনহ হরিষে ॥
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥
প্রভু কহে কহিলাম এই মহামন্ত্র।
ইহা জপ গিয়া সবে করিয়া নির্ব্বন্ধ ॥
ইহা হইতে সর্ব্বসিদ্ধি হইবে সবার।
সর্ব্বক্ষণ বল ইথে বিধি নাহি আর ॥"
(চৈঃ ভাঃ মধ্য ২৩।৭৫-৭৮)

—এস্থলে মহাপ্রভুর উভয় উক্তির সামঞ্জস্য করিতে হইলে জপ ও কীর্ত্তন সমার্থবোধকই জানিতে হইবে।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে (আদি ১৬।১৫) লিখিত আছে—মহাপ্রভু তপন মিশ্রকে 'নামসংকীর্ত্তন কর'—এই উপদেশ করিলেন। শ্রীচৈতন্যভাগবতেও আদি ১৪শ অধ্যায়ে লিখিত আছে, মহাপ্রভু নাম-সংকীর্ত্তনকেই সাধ্য ও সাধন বলিয়া সেই নাম যে ষোড়শনামাত্মক দ্বাত্রিংশদক্ষরযুক্ত তাহা স্পষ্টভাবেই বলিয়া দিলেন। আমরা পূর্ব্বে 'শ্রীনামই সাধ্য ও সাধন' প্রবন্ধে এসকল কথা বিস্তারিত ভাবে বর্ণন করিলেও পাঠকগণের সুবিধার জন্য এস্থলে তাহার পুনরুক্তি করিলাম। সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব জিজ্ঞাসু মিশ্রকে মহাপ্রভু বলিতেছেন—

কলিযুগ-ধর্ম্ম হয় নামসংকীর্ত্তন।
চারিযুগে চারি ধর্ম্ম জীবের কারণ ॥
কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ।
দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ তদ্ধরি-কীর্ত্তনাৎ ॥
অতএব কলিযুগে নামযজ্ঞ সার
আর কোন ধর্ম্ম কৈলে নাহি হয় পার ॥
রাত্রিদিন নাম লয় খাইতে শুইতে।
তাহার মহিমা বেদে নাহি পারে দিতে ॥

*   *   *   *

সাধ্য-সাধনতত্ত্ব যে কিছু সকল।
হরিনাম সংকীর্ত্তনে মিলিবে সকল ॥
হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥
এই শ্লোক নাম বলি লয় মহামন্ত্র।
ষোল নাম বত্রিশ অক্ষর এই তন্ত্র ॥
সাধিতে সাধিতে যবে প্রেমাঙ্কুর হ'বে।
সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব জানিবা সে তবে ॥"

এস্থলে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে নামসংকীর্ত্তনের উপদেশ দিয়া মহাপ্রভু সেই নামটী কি, তাহা পরিষ্কারভাবে বলিয়া দিয়াছেন। ইহাতেও সংকীর্ত্তন-বিরোধিদলের চেতন হয় না, ইহাই বড় দুঃখের বিষয়। সুতরাং শ্রীনামকে জপ্য ও কীর্ত্তনীয় উভয়ই না জানিয়া যাঁহারা কেবল-জপ্য বলিয়া শাস্ত্রের অভিধা বৃত্তির উপর লক্ষণা আরোপ দ্বারা যাহা ইচ্ছা তাহা ব্যাখ্যা দ্বারা বাহাদুরী করিতেছেন, তাঁহারা গৌরপ্রীতি অর্জ্জনের পরিবর্ত্তে যে কালরই বিপ্রয়ন হইয়া পড়িতেছেন, তাহা বলাই বাহুল্য। শরণাগত ভক্তের প্রেমার্ত্তিসহকারে 'হে হরে, হে কৃষ্ণ' প্রভৃতি বলিয়া সম্বোধন স্বভাবতঃ উচ্চ রবে কীর্ত্তনকেই উদ্দেশ করিয়া থাকে, কৃষ্ণবিরহবিধুর ভক্তগণ বিরহ-বেদনায় অধীর হইয়া কখনও উচ্চ, কখনও নিম্নস্বরে 'হা কৃষ্ণ' বলিয়া ডাকিয়া প্রাণ জুড়াইবেন, তাহাতেও বাধ সাধিয়া নরক-গমনের কি প্রয়োজন আছে, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না।

কীর্ত্তন-বিরোধিদল শ্রীচৈতন্যভাগবতের ২৩শ অধ্যায় হইতে এক বাদ তুলিয়াছেন যে, মহাপ্রভু 'মহামন্ত্রকে জপ কর' বলিয়া "হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ। গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন ॥'—এই নাম সংকীর্ত্তন করিতে বলিয়াছেন। ইহা দ্বারা তাঁহারা কি প্রমাণ করিতে চাহেন যে মহাপ্রভু 'হরে কৃষ্ণ' প্রভৃতি নামকে গোপাল গোবিন্দাদি নামের সহিত পৃথক্ জ্ঞান করেন ? তাহা হইলে তিনি মহামন্ত্রকে "সর্ব্বক্ষণ বল ইথে বিধি নাহি আর" বলিয়া আবার পৃথক্ করিয়া অন্যান্য নাম সংকীর্ত্তন করিতে উপদেশ দিয়া কি 'সর্ব্বক্ষণ' শব্দের বিপর্য্যয় ঘটাইয়াছেন ? শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীচৈতন্যভাগবত, ষট্‌সন্দর্ভ, বৃহদ্ভাগবতামৃত প্রভৃতি গ্রন্থের সর্ব্বত্রই যে নামসংকীর্ত্তনের উপদেশ ও মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে, তবে কি সেই নামসকলকে 'হরে কৃষ্ণ' প্রভৃতি নাম হইতে পৃথক্ কল্পনা করিয়া বলা হইয়াছে ? অতএব "শ্রীনাম কেবল জপ্য—কীর্ত্তনীয় হইতে পারে না"—এসকল অদ্ভুত সিদ্ধান্ত কোথা হইতে আসিয়া জুটিল ? মূলকথা বিদ্যাভিমানী অজ্ঞদল মন্ত্র ও মহামন্ত্রের লীলা-বৈচিত্র্য বুঝিতে না পারিয়াই কীর্ত্তন-বিরোধী হইয়া পড়িতেছেন। সেই জন্যই বঙ্গদেশীয় বিপ্র কবিকে লক্ষ্য করিয়া অভিন্ন-শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীল স্বরূপদামোদর আধ্যক্ষিক সম্প্রদায়কে হিতোপদেশ করিয়াছেন—

যাহ ভাগবত পড় বৈষ্ণবের স্থানে।
একান্ত আশ্রয় কর বৈষ্ণব-চরণে ॥
চৈতন্যের ভক্তগণের নিত্য কর সঙ্গ।
তবে জানিবা সিদ্ধান্ত-সমুদ্র-তরঙ্গ ॥
—চৈঃ চঃ অন্ত্য ৫।১৩১-২

শ্রীচৈতন্যভাগবতেও মধ্য ২১শ অধ্যায়ে স্বয়ং মহাপ্রভু বলিয়াছেন—

"মহাচিন্ত্য ভাগবত সর্ব্ব শাস্ত্রে কয়।
ইহা না বুঝিয়ে বিদ্যা, তপ প্রতিষ্ঠায় ॥
ভাগবত বুঝি হেন যা'র আছে জ্ঞান।
সে না জানে কভু ভাগবতের প্রমাণ ॥"

সুতরাং সদ্‌গুরুচরণাশ্রয় না করিয়া বদ্ধজীব নিজের বিদ্যাভিমানবিষ্ট মন দ্বারা মহাপ্রভুর কথা বুঝিতে গেলে সংকীর্ত্তন-বিরোধ ছাড়া আর কি বুঝিতে পারেন !

ভক্তভাব অঙ্গীকারকারী মহাপ্রভু সর্ব্বক্ষণ 'হরে কৃষ্ণ'—এই মহামন্ত্র নাম কীর্ত্তন করিতেছেন, যথা শ্রীচৈতন্যভাগবত অন্ত্য ৩।১৬৪—

নিরবধি শ্রীআনন্দ-ধারা শ্রীনয়নে।
'হরে কৃষ্ণ' নাম মাত্র শুনি শ্রীবদনে ॥

লোকশিক্ষক আচার্য্যলীলাভিনয়কারী মহাপ্রভু নিজে 'হরে কৃষ্ণ' নাম উচ্চ কীর্ত্তন করিবেন, আর লোককে কীর্ত্তন করিতে নিষেধ করিবেন, ইহা কখনই আচার্য্যোচিত কার্য্য হইতে পারে না। গীতা বলেন—

যদ্যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে ॥

অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ লোক যেরূপ আচরণ করিয়া থাকেন, অশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ তদনুকরণ করেন। তিনি যাহাকে প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করেন, লোক তাহাতেই অনুবর্ত্তী হয়।

অবশ্য মহাপ্রভু রসগান কীর্ত্তন ও শ্রবণের অধিকারী অনধিকারী বিচার করিয়াছেন। মহাপ্রভু শ্রীবাসের গৃহে কপাট দিয়া অন্তরঙ্গ ভক্তসঙ্গে রসাস্বাদন করিয়াছেন, কিন্তু বহিরঙ্গ-জনকে নামসংকীর্ত্তন উপদেশ করিয়াছেন।

ঠাকুর হরিদাস বেনাপোলের ভজন-কুটিরে বসিয়া "রাত্রিদিনে তিনলক্ষ নাম-সংকীর্ত্তন" করিতেছেন। এমন সময় সেই দেশাধ্যক্ষ বিষ্ণু-বৈষ্ণববিরোধী পাষণ্ড-প্রধান রামচন্দ্র খাঁন ঠাকুর হরিদাসের প্রতিষ্ঠা আর সহ্য করিতে না পারিয়া তাহা খর্ব্ব করিবার মানসে একদিন এক বেশ্যাকে তাঁহার নিকট পাঠাইয়াছিল। বেশ্যা নানা অঙ্গভঙ্গী দেখাইয়া ঠাকুরের সঙ্গ প্রার্থনা করিলে ঠাকুর কহিলেন—

"সংখ্যা নাম কীর্ত্তন যাবৎ না
সমাপ্ত আমার॥
তাবৎ তুমি বসি' শুন নাম-সংকীর্ত্তন।"

বেশ্যা কুটিরদ্বারে বসিয়া; ঠাকুর অবিচলিত মনে নাম-সংকীর্ত্তন করিতেছেন। একদিন, দুই দিন, তিন দিন ধরিয়া মহাভাগবত-মুখনিঃসৃত সেই নামগান শ্রবণ করিয়া বেশ্যার চিত্ত শুদ্ধ হইল। বেশ্যা ঠাকুরের কৃপা প্রাপ্ত হইয়া "প্রসিদ্ধা বৈষ্ণবী হৈল পরম মহান্তী। বড় বড় বৈষ্ণব তাঁর দর্শনেতে যান্তি॥ এদিকে সংকীর্ত্তন-বিরোধী পাষণ্ড রামচন্দ্র খাঁর পরিণাম কি হইল, তাহা সকলেই জানেন। 'গোপালচক্রবর্ত্তী' নামক আরিন্দা ব্রাহ্মণেরও নামসংকীর্ত্তন-মাহাত্ম্যে অবিশ্বাসের ভয়াবহ পরিণাম পাঠকগণের অবিদিত নাই। সুতরাং নাম-সংকীর্ত্তনের বিরোধ করিয়া বৃথা অমঙ্গলকে আবাহন করায় লাভ কি?

কোন কোন পণ্ডিত বলেন, 'সঙ্কীর্ত্তন' শব্দের অর্থ ত' 'বহুভির্ম্মিলিত্বা তদ্গানসুখং' সুতরাং ঠাকুর হরিদাস বেনাপোলের বনে আর বহু লোক বা পাইবেন কোথায়, আর খোল করতালই বা পাইবেন কোথায়? সুতরাং তাঁহার কীর্ত্তন বা সঙ্কীর্ত্তনের অর্থ 'জপ' না হইয়া যায় না! আমরা এরূপ পাণ্ডিত্যের ঘটাকে বাহবা না দিয়া থাকিতে পারিলাম না। যাঁহারা হরি-ভক্তিবিলাস-ধৃত বিষ্ণুপুরাণোক্ত (৬ষ্ঠ অংশ ২য় অধ্যায়ে) 'ধ্যায়ন্ কৃতে' শ্লোকের 'সঙ্কীর্ত্ত্য' শব্দের টীকা দেখিয়াছেন, তাঁহারা জানেন—"সম্যক্ উচ্চৈরুচ্চার্য্য" অর্থাৎ উচ্চস্বরে নামোচ্চারণকেই সংকীর্ত্তন বলা হইয়াছে আবার ভক্তিসন্দর্ভের ২৬৯ সংখ্যায়ও দৃষ্ট হয়—

"বহুভির্মিলিত্বা কীর্ত্তনং সঙ্কীর্ত্তনমিত্যুচ্যতে"।

তাহা হইলে কি এই দুই অর্থের মধ্যে পরস্পরে বিরোধ ঘটিবে? হরি-দাস ঠাকুরের উচ্চস্বরে নামগ্রহণ সংকীর্ত্তনাখ্যা প্রাপ্ত হইবে না? সুতরাং সংকীর্ত্তন খোলকরতালের সহিত বহুজন মিলিয়া হউক, একাকীই হউক, সংখ্যাতঃ হউক আর অসংখ্যাতঃ হউক সর্ব্বদা সর্ব্বাবস্থায় সর্ব্বপ্রকারে সর্ব্বতোভাবে হইতে পারে, তাহাতে কোন আপত্তি। কারণ নাই। অনর্থযুক্ত ব্যক্তির পক্ষে একাকী নির্জ্জন ভজন সম্ভব নহে বলিয়া সাধুসঙ্গে নামসঙ্কীর্ত্তনই প্রশস্ত।

জৈবধর্ম্মে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ নামসাধনের পদ্ধতি লিখিয়াছেন 'যে— "তুলসীমালায় বা তদভাবে করে সংখ্যা রাখিয়া নিরন্তর নিরপরাধে হরিনাম করিবে, শুদ্ধনাম হইলে নামের ফল যে প্রেম, তাহা পাওয়া যায়। সংখ্যা রাখিবার তাৎপর্য্য এই যে, সাধকের ক্রমশঃ নামালোচনা বৃদ্ধি হইতেছে কি না, জানা যায়। তুলসী হরিপ্রিয় বস্তু, সুতরাং তৎসংস্পর্শে নামের অধিক বল অনুভব করা যায়। নাম লিবার সময় কৃষ্ণের স্বরূপ ও নামে অভেদ বুদ্ধি পূর্ব্বক নাম করিবে।" "নিরন্তর নাম কিরূপে হয়"—তৎসম্বন্ধেও ঠাকুর জৈবধর্ম্ম গ্রন্থে লিখিয়াছেন—"নিদ্রাকাল ব্যতীত দেহব্যাপারাদির নিষ্পাদকালে এবং অন্য সময়ে সর্ব্বদা নামকীর্ত্তন করার নাম নিরন্তর নামকীর্ত্তন। নামসাধনে কখনও কোনপ্রকার দেশ, কাল ও অবস্থা-জনিত নিষেধ নাই।"

সংখ্যা বা নির্ব্বন্ধ-সহকারে নাম গ্রহণ ত' করিতেই হইবে। তাহা ছাড়া খোল করতাল সহযোগেই হউক আর এমনিই হউক অসংখ্যাতঃ নামসংকীর্ত্তনে কোন দোষই থাকিতে পারে না। মনে করুন, কোন ভক্তের ঠাকুরসেবার কোন কার্য্যে দুই হস্তই বদ্ধ আছে, তিনি কি তখন মুখে মহামন্ত্র উচ্চারণ করিবেন না? "সর্ব্বক্ষণ বল ইথে বিধি নাহি আর" "কি ভোজনে কি শয়নে, কিবা জাগরণে। অহর্নিশ চিন্ত কৃষ্ণ বলহ বদনে" —এসকল কথার তাৎ-পর্য্য কি? ভোজনের সময় সংখ্যা রাখা হইবে না বলিয়া কি মহামন্ত্র উচ্চারণ করিতে হইবে না? মোট কথা, আমাদের দুর্দ্দৈবই আমাদিগের মাথায় সংকীর্ত্তনের বিরোধ করিবার নানা আজগুবি মতলব যোগাইয়া দেয়, শাস্ত্রের সহজ অর্থ বুঝিতে দেয় না। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের "যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তাম নামসঙ্কীর্ত্তন" (আ ৩।১৯), সংকীর্ত্তন-প্রবর্ত্তক শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। সংকীর্ত্তন-যজ্ঞে তাঁরে ভজে সেই ধন্য॥ সেই ত' সুমেধা আর কুবুদ্ধি সংসার। সর্ব্বযজ্ঞ হৈতে কৃষ্ণনাম যজ্ঞ সার॥" (আ ৩।৭৬ ৭৭) "অবতরি চৈতন্য কৈল ধর্ম্মপ্রচারণ। কলিকালে ধর্ম্ম—কৃষ্ণনামসংকীর্ত্তন॥ সংকীর্ত্তন-যজ্ঞে তাঁরে করে আরাধন। সেই ত' সুমেধা আর কলিহত জন॥" (ম ১১।৯৮-৯৯), "প্রভু কহে কৃষ্ণসেবা, বৈষ্ণবসেবন। নিরন্তর কর কৃষ্ণনাম-সঙ্কীর্ত্তন॥" (ম ১৫।১০৪), "প্রভু কহে, বৈষ্ণবসেবা, নাম-সংকীর্ত্তন। দুই কর শীঘ্র পাবে শ্রীকৃষ্ণচরণ॥" (ম ১৬।৭০), "ভজ-নের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নববিধা ভক্তি।…তার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নাম-সঙ্কীর্ত্তন। নিরপরাধে নাম লৈলে পায় প্রেমধন॥" (অ ৪।৭০-৭১), "বৈরাগীর কৃত্য সদা নাম-সঙ্কীর্ত্তন। শাকপত্র ফল মূলে উদর ভরণ॥" (অ ৬। ২২৬), "নাম-সঙ্কীর্ত্তন কলৌ পরম উপায়।" "নামসঙ্কীর্ত্তনে হয় সর্ব্বানর্থ নাশ।" (অ২০।৮,১১), প্রভৃতি শত শত পয়ারে যে নামসঙ্কীর্ত্তনের কথা আছে, তাহা কি মহামন্ত্র হইতে পৃথক জ্ঞানে কৃষ্ণের অন্যান্য নামকে উদ্দেশ করিয়া লিখিত, না সঙ্কীর্ত্তন বলিতে মহামন্ত্রের সুস্পষ্টোচ্চারণ বুঝিতে হইবে? তাহা হইলে মন্ত্র ও মহামন্ত্রের কি কোন লীলা-বৈচিত্র্য নাই? কীর্ত্তন-বিরোধিদল অনেক মাথা ঘামাইয়া যতই না কেন ন্যায়ের ফাঁকি বাহির করুন, তাঁহারা শব্দের অভিধা-বৃত্তিকে কখনও ফাঁকি দিতে পারিবেন না, বরং তাদৃশ ফাঁকি দ্বারা নিজেকেই জিহ্বা থাকিতেও কৃষ্ণকীর্ত্তনে বঞ্চিত হইয়া বোবা থাকিতে হইবে।

সুতরাং সিদ্ধান্ত,—মহামন্ত্র জপ্য ও কীর্ত্তনীয় উভয়ই, সংখ্যা সহকারে ত' হরিনাম করিতেই হইবে, তদ্ভিন্ন অসংখ্যাতঃ খোল-করতাল সহযোগে বহু ভক্ত মিলিয়াই হউক আর একাকীই হউক নাম কীর্ত্তন করা যাইতে পারে। নামের উচ্চ কীর্ত্তনই প্রশস্ত, অন্য লোকে শুনিলে মহামন্ত্রের বীর্য্যহানি হইবে, সুতরাং জপই বিধেয়—এরূপ পাষণ্ডতা যেন মনে আদৌ স্থান না পায়। সদ্গুরু-সকাশে প্রণিপাত, পরি-প্রশ্ন ও সেবাবৃত্তিসহ অভিগমন করিলে শ্রীগুরুদেব শরণাগত ভাগবদ্ভজনেচ্ছু শিষ্যকে ক্রমে তাপ, পুণ্ড্র ও নাম-সংস্কার প্রদান করেন, অনন্তর শিষ্যের নামভজনে আগ্রহ দেখিলে তাহার দেহাদি-সম্বন্ধ-জনিত কৃষ্ণেতর বিষয়াভিনিবেশ সঙ্কোচী-করণার্থ মন্ত্রসংস্কার প্রদান করিয়া তাঁহাকে মনন-ধর্ম্ম হইতে ত্রাণের যত্ন করেন।

আমরা পরবর্ত্তি প্রবন্ধে মন্ত্র ও যাগ সংস্কার সম্বন্ধে আলোচনা করিব। আমা-দের সহৃদয় পাঠকবর্গ বিষয়টী বুঝিবার জন্য নিরপেক্ষভাবে ধৈর্য্যসহকারে যত্ন করিবেন, ইহাই আমাদের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ।

নীলাম ইস্তাহার

জেলা নদীয়া মোকাম কৃষ্ণনগর
মুন্সেফী দ্বিতীয় আদালত

নীলামের দিন ৮ই নভেম্বর, ১৯২৯

(১)

৬৫৯ মানিজারি ২৯ দাবি ১২৮৵৬ পাই

ডিঃ শ্রীকালীপদ বিশ্বাস সাং আসান-নগর থানা হাঁসখালী

দেঃ শ্রীদেদার মণ্ডল সাং চাঁদেরপোল থানা হাঁসখালী

সবরেঃ কৃষ্ণনগর থানা হাঁসখালী ১ নং মৌজে আসাননগর গ্রামে ৫৫৭ নং খং-ভুক্ত ৮৬/৭ পাই জমার ৫-৪০ একর রায়তি মকররি জমা ও তদুপরিস্থিত আকর আওলাত মূল্য আং ৫০৲ টাকা

(২)

৬৬২ মানিজারি ২৯ দাবি ১৭৮/৩ পাই

ডিঃ শ্রীনিত্যচন্দ্র ব্রহ্ম সাং পুঁড়িয়া থানা চাপড়া

দেঃ শ্রীআহাদী সেখ সাং কুলবাড়ি থানা চাপড়া

সবরেঃ কৃষ্ণনগর থানা চাপড়া সেঃ ৮ নং মৌজা কুলবাড়ি গ্রামে ৫৩ নং ও ৫৪ নং খং ভুক্ত ২-২০ একর জমীর কাত বার্ষিক ৫/৯ পাই টাকা উক্ত রায়তি স্থিতিবান জমির মূল্য আং ৫০

(৩)

৭৪৭ মানিজারি ২৯ দাবী ১৮৯॥/০

ডিঃ শ্রীরামমোহিনী দাসী মোং কাছারি পাথারি থানা চাপড়া

দেঃ শ্রীপাঁচু বিশ্বাস সাং পাথুরি থানা চাপড়া

জেলা নদীয়া কালেক্টরীর ২৪৬২ নং তৌজীর মহাল সং বাগোয়ান ১৬নং মৌজে পাথুরির সেঃ ১৬৬ নং ও ৫দাদিস খং-ভুক্ত ১০-২১ শতক জমীর বার্ষিক রায়তি স্থিতিবান জমা মূল্য আং ৫০৲

(৪)

৭৬৭ মানিজারি ২৯ দাবি ১২৩৸৵০

ডিঃ শ্রীপঞ্চানন চট্টোপাধ্যায় সাং দাড়পুর থানা নাকাশীপাড়া

দেঃ শ্রীযতীন্দ্রনাথ ঘোষ সাং ঐ থানা ঐ

জেলা নদীয়া থানা নাকাশীপাড়া মৌজে দাড়পুর ৩৭১ নং তৌজির অধীন ৪৭৬ নং খংভুক্ত দেনদারের এক-তৃতীয়াংশে ১-০০ একর জমির খাজনা ৭৷৵১০, মূল্য আং ২

২। ঐ জেলা ঐ থানা ঐ মৌজে ঐ গ্রামে সেঃ ৩৭৫ খংভুক্ত ১০ শতক জমীর কাত ২।৵৯ পাই রায়তি স্থিতিবান জমা ও তদুপরিস্থিত খড়ুয়া ঘর ২ খানি মায় সাজসরঞ্জাম মূল্য আং ১০৲

(৫)

৮০৩ মানিজারি ২৯ দাবী ১১৬॥৯ পাই

ডিঃ শ্রীমুনসী মণ্ডল দিং সাং মাল্দিয়া-রূপচন্দ্রপুর থানা চাপড়া

শ্রীপাঁচু মণ্ডল দিং সাং পিতাম্বর-

...দের কৃষ্ণনগর থানা চাপড়া সামিল ... নং মৌজে পিতাম্বরপুর গ্রামে ১৫-১৬ শতক জমীর কাত ২৪।০ জমা,মূল্য আঃ ৪০৲

৮৩২ মনিজারী ২৯ দাবী ২২৮।১৬ পাই

ডিঃ শ্রীকমলকৃষ্ণ দাস চৌধুরী দিং সাং নবপাড়া কোতোয়ালী

দেঃ শ্রীযুগলচন্দ্র দাস দিং সাং ...পুর থানা চাপড়া

১। জেলা নদীয়া থানা চাপড়া ৩৩৪ নং তৌজি ১০০ নং মহৎপুর মৌজে ১৮১৩ নং খং ভুক্ত ওটবন্দী ৮-১০ একর জমীর মূল্য আঃ

২। ঐ জেলা ঐ থানা ১০০ নং মৌজে মহৎপুর ২১২৮ নং খং ভুক্ত ১।০ টাকা জমার ১৮ শতক রায়তি স্থিতিবান জমি মূল্য আঃ ৫৲ পাঁচ টাকা

৩। ঐ জেলা ঐ থানা ৩৩৪ তৌজী মহাল ১০০ নং মৌজে মহৎপুর ডিহির অধীন ১-৯৩ একর রায়তি দখলি ওটবন্দী জমির নিরিখ প্রোক্ত বিঘা ১।০ হিসাবে খং নং ২৮৩৩ মূল্য আঃ ১০৲

৪। ঐ জেলা ঐ থানা সামীল ১০০ নং মৌজা মহৎপুর ডিহির ৩২৪১ নং খংভুক্ত ২-৮২ একর জমি নিরীখ প্রতিবিঘা ১।০ মূল্য আঃ ১০৲

ঐ জেলা ঐ থানা ১০০ নং মৌজা মহৎপুর ডিহির ২৭২৫ নং খং-ভুক্ত ৪-৭৫ একর ওটবন্দী জমি মূল্য আঃ

(৭)

৮৮৬ মনিজারী ২৯ দাবী ২০৭॥/৩ পাই

ডিঃ শ্রীমোহিত সেখমণ্ডল সাং বড়-আন্দুলিয়া থানা চাপড়া

দেঃ শ্রীছমী সেখ মাতব্বর সাং পান-টোয়াডাঙ্গা থানা নাকাশীপাড়া

জেলা নদীয়া থানা চাপড়া ৩নং মৌজা বড়আন্দুলিয়া গ্রামে নফর পাল চৌধুরীর সেরেস্তায় ৪৩৫ নং খংভুক্ত ২-৭৮ শতক জমির কাত ৩৲ উক্ত জমি মায় আকর আওলাত মূল্য আঃ ৫০৲

মনিজারী ২৯ দাবি ২৮৩॥৶৯পাই

ডিঃ শ্রীমুকুন্দমুরারি অধিকারী সাং ঐ থানা চাপড়া

দেঃ শ্রীজাবিমোল্লা দিং সাং ঐ থানা চাপড়া

জেলা নদীয়া সবরেঃ কৃষ্ণনগর থানা চাপড়ার সামিল মৌজে ...গাছা গ্রামে ...৩১ নং খং ভুক্ত ৮০ শতক দখলি স্বত্ব ... ওটবন্দী জমি মায় আকর আওলাত মূল্য আঃ ১০৲

৯৩৫ মনিজারী ২৯ দাবী ৪৯৲৬ পাই

ডিঃ শ্রীকানন চট্টোপাধ্যায় সাং দাদুপুর থানা নাকাশীপাড়া

দেঃ শ্রীকামিনী কুমার সন্ন্যাল সাং থানা ঐ

জেলা নদীয়া থানা নাকাশীপাড়া সবরেঃ কৃষ্ণনগর ৫০ নং মৌজা গোটাপাড়ার সামিল শকরগাছি ৪৯০ নং খং ভুক্ত ৭-১৭ একর জমি ৯/১১ টাকার মোকররি মৌরশি জমার একতৃতীয়াংশ বসত বাটী ও কাঠাল বাগান খড়ুয়া দোচালা ১খানা সরঞ্জাম সহ মূল্য আঃ ২০

(১০)

১০৫৮ মনিজারী ২৯ দাবী ১৬৮৶৬

ডিঃ শ্রীসতীশচন্দ্র বিশ্বাস সাং টুঙ্গী থানা কৃষ্ণগঞ্জ

দেঃ শ্রীতারারাণী মির সাং পাচাপাড়ী থানা ঐ

জেলা নদীয়া ২৮৩২ নং তৌজি পরগণা উপরা থানা কৃষ্ণগঞ্জ সামিল ১০ নং মৌজা পাচাপাড়ী গ্রামে ১৩৯ নং খং-ভুক্ত জমা ১৬ টাকা উক্ত জমার বসত প্রজা দেন্দারের ।১৩/ আনা রকম সত্বাংশ মায় আকর আওলাত ও খড়ুয়া ঘর ১খানা মায় সরঞ্জাম মূল্য আঃ ৫৲

(১১)

৯৮৭ মণিজারী ২৯ দাবি ৪৫৩৸৩

ডিঃ শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দাস চৌধুরী সাং নবপাড়া থানা কোতোয়ালী

দেঃ শ্রীচবহুল মণ্ডল সাং পদ্মমালা থানা চাপড়া

১। জেলা নদীয়া থানা চাপড়া সবরেঃ কৃষ্ণনগর ৪২ নং মৌজে বাদলাঙ্গি পদ্মমালা গ্রামে ৬৫৪ নং খং ভুক্ত ১৬'৪৯ একর জমীর কাত জমা বার্ষিক ৩৪।৶১০ টাকা। উক্ত জমা মায় তদুপরিস্থ ও আকর আওলাত মূল্য আঃ ৫০৲

২। ঐ জেলা ঐ থানা ঐ মৌজে ৬৭৮নং খং-ভুক্ত ১৬-৯৭ একর জমিতে দেন্দারের ৷৵৬॥/০ আনা অংশ মায় আকর আওলাত মূল্য আঃ ৫০৲

৩। ঐ জেলা ঐ থানা ঐ মৌজার ৬২৯নং খং-ভুক্ত ১-১৮ একর জমির কাত বার্ষিক ১।৶০ নিরিখ, উক্ত জমায় দেন্দারের ৸৶০ আনা অংশ মায় আকর আওলাত মূল্য আঃ ৫৲

৪। ঐ জেলা ঐ থানা ঐ মৌজায় ৬৩৪ নং খং-ভুক্ত-০৮ একর জমি মায় আকর আওলাত মূল্য আঃ ১

(১২)

৭৩১ মণিজারী ২৯ দাবি ৩৩৶৯

ডিঃ শ্রীমুরারিমোহন তরফদার সাং বাগাদাঝি থানা চাপড়া

দেঃ শ্রীঅম্বরাপাল সিংহ সাং হাসাডাঙ্গা থানা কোতোয়ালী

১। জেলা নদীয়া থানা নাকাশীপাড়া পং বাগোয়ান সবরেঃ কৃষ্ণনগর ৩৭ নং মৌজে কালীবাস ৩৯০১ নং তৌজি মহল সেঃ ৪১৩ নং ও তদধিন ৪১৪।৪১৫।৪৪৩।৪৫৩।৪৪৪।৪৪৫।৪৪৬ ৪৪৭ ৪৪৮।৪৫০।৪৫১। ৪৫৭।৪৫৯।৪৬০।৪৬১।৪৬২।৪৬৩।৪৬৫ নং খং-ভুক্ত-উক্ত জমাতে দেন্দারের ॥৶১৩/ মালিক মালিকি অংশ খাজনা ৬৭/৪ পাই সেস ২১৮/০ দিতে হয় উক্ত জমী মায় আকর আওলাত মূল্য আঃ ৪০৲

(১৩)

৯৭৩ মণিজারী দাবী ১৭।৶৯

ডিঃ শ্রীকুসুম কামিনী দাসী সাং হাতি-শালা থানা হাঁসখালী

দেঃ বসন্ত সর্দার সাং ঐ থানা ঐ

জেলা নদীয়া থানা হাঁসখালী সবরেঃ কৃষ্ণনগর ৫৮ নং মৌজা হাতিশালা ১৬৪নং খং ভুক্ত ১৫-৯২ শতক জমী বার্ষিক ২০৸৫ টাকার রায়তি মোকররি জমার দেন্দারের ৶০ আনা, অংশ মায় আকর আওলাত মূল্য আঃ ১০৲

(১৪)

৯৯১ দেংজারী ২৯ দাবী ১৯৯॥/৩

ডিঃ শ্রীমতী মৃনালিনী দাসী স্বামী শ্রীশরচ্চন্দ্র বিশ্বাস উকীল সাং গোয়াড়ী থানা কোতোয়ালী

দেঃ মৃত নফর সেখের ওয়ারিশ স্ত্রী শ্রীমতি ছনমেছা বিবি দিং সাং টুঙ্গী কৃষ্ণ-ডেঙ্গা থানা কৃষ্ণগঞ্জ জেলা নদীয়া

১। জেলা নদীয়া কালেক্টরীর ৩৯৯ নং তৌজির সামিল থানা কৃষ্ণগঞ্জের অধীন ৫৫নং মৌজে টুঙ্গাগ্রামের জমিদার বাবু কেশবচন্দ্র দত্ত দিগরের সেরেস্তায় টেকা-রাদ্দি মণ্ডলের মুদাফতে সেঃ ১০৭নং খতিয়ানভুক্ত ও তদধীন ১০৮—১৩০ নং খাতিয়ান ও ৭৭০ নং খতিয়ানভুক্ত ১৮ একর ৫৫শতক জমির কাত শালিয়ানা ১৯।৶৩ পাই টাকার কায়েমী মকররী জমা। উক্ত জমির মধ্যে দেন্দারের স্বত্বাংশ ৶১০ গণ্ডা; মূল্য আঃ ৫ টাকা

(১৫)

৮০৪ দেংজারী ২৯ দাবী ৩২৪॥৯ পাই

ডিঃ শ্রীমতী ...দার সাং সিমুলিয়া থানা চাপড়া

দেঃ মৃত নাসের মল্লিকের ওয়ারিশ পুত্র শ্রীজাবের মল্লিক সাং কড়াইগাছী থানা চাপড়া

জেলা নদীয়া সবরেঃ কৃষ্ণনগর থানা চাপড়া মৌজা কড়াইগাছী গ্রামের জমিদার শ্রীমতী শিবকুমারী দেবীর সরকারে প্রতিবাদিগণের নামিত ১৬৷০ টাকা জমা জমীর মধ্যে স্বীয় অংশ ৮॥ বিঘা জমি যাহার খাজনা শালিয়ানা ৬৷ টাকা মূল্য আঃ ১০০৲

(১৬)

৬০২ দেংজারী ২৯ দাবী ২৮৪৶০

ডিঃ শ্রীতাজেরদ্দিন বিশ্বাস সাং আসানগর থানা হাঁসখালি, নদীয়া

দেঃ শ্রীযশোদা বিবি দিং সাং পাতুলা থানা হাঁসখালি, নদীয়া

১। জেলা নদীয়া সবরেঃ কৃষ্ণনগর থানা হাঁসখালি মৌজে পাতুয়া গ্রামে জমিদার বাবু গগনচন্দ্র বিশ্বাস অধীনে শালি-য়ানা ১৪৭৲ টাকা জমার মধ্যে ২৯॥/৯ জমার মধ্যে সমেত খরিদা অংশ ৪৬ বিঘা জমির রায়তি মকররী মৌ শী জমা জমি মূল্য আঃ ৫০৲ টাকা। খতিয়ান নং ৮২

২। ঐ জেলা ঐ সবরেঃ ঐ থানা ঐ মৌজে ঐ গ্রামে ৪৬নং তৌজিভুক্ত মহাল অন্তর্গত ১০৲ টাকার জমার জমির জমিদার কৃষ্ণনগর নিবাসী আব্দুল মসিল ওস্তাগার সেরেস্তায় নিজাংশে জমি ২৮ বিঘা মূল্য আঃ ২৫৲ টাকা

(১৭)

৪৩৮ দেংজারী ২৯ দাবী ৬৭।০

ডিঃ শ্রীইন্দু মণ্ডল দিং—সাং নালুপুর থানা কৃষ্ণগঞ্জ, নদীয়া

দেঃ শ্রীপ্রফুল্লকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সাং ভজনঘাট থানা কৃষ্ণগঞ্জ, নদীয়া

জেলা নদীয়া সবরেঃ কৃষ্ণনগর থানা কৃষ্ণগঞ্জ পরগণা কালেক্টরীর সামিল ৫৭ নং মৌজা নালুপুর গ্রামে ৯৮নং খতিয়ান-ভুক্ত দেন্দারগণের ও অন্যান্য বাদিগণের ষোল আনা রকমে ৩১৷৬ পাই টাকায় যে ২৭একর ১৯ শতক রায়তি মকররী জমা লেখা যায় উহাতে দেন্দারগণের ।/৬॥= অংশ। মূল্য মায় আকর আওলাত আঃ ৪০৲

(১৮)

৮৭৮ দেংজারী ২৯ দাবী ২০৯৶০

ডিঃ শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য সাং ঘূর্ণি, থানা কোতোয়ালি

দেঃ—শ্রীচৈতন্যলাল মণ্ডল সাং বহির-গাছি, থানা চাপড়া

১। জেলা নদীয়া সবরেঃ কৃষ্ণনগর থানা চাপড়া মৌজে বহিরগাছী গ্রামে জমিদার বাবু চারু চন্দ্রবসু মহাশয়ের অধীনে ২৬৭৮নং তৌজি বন্দোবস্তী মহালের অন্তর্গত দেন্দারগণের পূর্ব্বাধিকারী হজরত মণ্ডলের নিজ নামে ৮॥২৶ বিঘা জমির কাত বার্ষিক ৭৸১৫ টাকা জমা জমি মায় তদুপরাস্থত আকর আওলাত মূল্য আঃ ৪০৲ টাকা

২। ঐ জেলা ঐ সবরেঃ ঐ থানা ঐ মৌজা ঐ গ্রামে ঐ অধীনে মাল মহালের অন্তর্গত মৃত কেশব মণ্ডলের নামে ১৭॥৩॥ বিঘা জমির কাত বার্ষিক ১৩।/১৫ টাকার জমায় সরিকাংশ বাদে নিজাংশ ।০ আনা অংশে ছাম সূত্রে দখলি জমির মায় তদু-পরিস্থিত আকর আওলাত মূল্য আঃ ১০৲ টাকা

৩। ঐ জেলা ঐ সবরেঃ ঐ থানা ঐ ঐ মৌজে ঐ গ্রামে ঐ অধীনে উক্ত গ্রামের মধ্যে ৮১৩৫নং লাখেরাজ মহালের অন্তর্গত উপরোক্ত কেশব মণ্ডলের নামে ১৯৮৪ বিঘা জমির কাত বার্ষিক ১৩॥৶৩॥ টাকার জমাতে সরিকাংশ বাদে নিজাংশ ।০ আনা ছাম বাঁটোয়ারা সূত্রে দখলিজমি মায় আকর আওলাত মূল্য আঃ ৫৲ টাকা

(১৯)

৭৬৮ দেঃজারী ২৯ দাবী ১২৫।২ পাই

ডিঃ শ্রীহৃদয়নাথ মুখোপাধ্যায় সাং বাদকুল্লা, থানা হাঁসখালি

দেঃ শ্রীমণিমোহন মুখোপাধ্যায় দিং সাং বাদকুল্লা থানা হাঁসখালি

জেলা নদীয়া থানা হাঁসখালি সবরেঃ কৃষ্ণনগর সামিল ৪৪নং মৌজা বাদকুল্লা ৩১৮নং খতিয়ানভুক্ত ৪৩ শতক রায়তি স্থিতিবান জমি মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত ঘর ইত্যাদি ১৲ আনা রকমস্বত্ব খাজনা ২৲ টাক মূল্য আঃ ১১২৲ টাকা

(২০)

১০৯৯ দেঃজারী ২৯ দাবী ১৬৭৴০

ডিঃ মহেন্দ্র নাথ তালুকদার সাং মহিষপুর থানা চাপড়া

দেঃ নাবালক আকবর মণ্ডল পক্ষে সালি জ্যেষ্ঠ সহোদর ও স্বয়ং শ্রীমকছেদ মণ্ডল সাং কাদাঘাটা থানা কৃষ্ণগঞ্জ

১। জেলা নদীয়া থানা কৃষ্ণগঞ্জের সামিল মৌজে কাদাঘাটা পং মুন্সীপুর ৪২৩নং তৌজির অন্তর্গত ২৪নং খংভুক্ত রায়তি স্থিতিবান স্বত্ব ১২।৴৭ পাই জমার জমী ও তদুপরিস্থ আকর আওলাত মূল্য আঃ ২৫৲

অধীন ৪১নং খতিয়ান বাড়ীঘর ৬ খানা ডিঃ ॥০ আনা কোর্ফা জমা ॥০ আনা

২। জেলা নদীয়া থানা চাপড়া মৌজা মহেশপুর ৫৯০নং খং ও ১২৬নং অধীন খতিয়ান-৫৯ একর জমীর এক-চতুর্থাংশ বরাত খং ৭নং কাদাঘাটা মৌজায় ২৪নং খতিয়ানে

(২১)

১৩৩৩ দেঃজারী ২৯ দাবী ১০৫॥৴৩

ডিঃ শ্রীমতী শ্বেতাঙ্গিনীদাসী সাং নাটুদহ থানা দামুড়হুদা

দেঃ শ্রীদাউদচৌধুরী দিং সাং ইছাপুর থানা চাপড়া

জেলা নদীয়া থানা চাপড়ার সামিল সবরেঃ কৃষ্ণনগরের অধীন মৌজে ইছাপুর গ্রামে ৪৭নং খং ভুক্ত ১৪.১০ একর জমী ২২৴৫ টাকার জমা তাহার অর্দ্ধাংশ মায় আকর আওলাত মূল্য আঃ ৫০৲

(২২)

৬০৯ দেঃজারী ২৯ দাবী ৬৩৫৸৬

ডিঃ শ্রীগোলাপ খা দিং সাং তালুকহুদা থানা চাপড়া

দেঃ ১। কালিমল্লিক দিং সাং ঐ থানা ঐ

জেলা নদীয়া সবরেঃ কৃষ্ণনগর মৌজে তালুকহুদা শ্রীযুক্ত নফর চন্দ্র পাল চৌধুরীর সরকারে আঃ ৯৮॥১।০ জমীর কাত বার্ষিক ৬২।১৮।০ যে জমা তাহারা ।০ আনা অংশ মায় আকর আওলাত মূল্য আঃ ২০০৲

(২৩)

৫০৯ খাজারী ২৯ দাবী ২৪৯৫০

ডিঃ শ্রীরতনলাল বিশ্বাস সাং ভবানীপুর থানা মেহেরপুর, নদীয়া

দেঃ—৺উমেশচন্দ্র গাঙ্গুলী ষ্টেটের এক্জিকিউটার্স ও স্বয়ং শ্রীকৈলাসকামিনী দেবী দিং সাং বুড়ালিগাছি থানা দামুরহুদা

২। জেলা নদীয়া কালেক্টরীর ৩৯৯ নং তৌজিভুক্ত মহাল থানা চাপড়ার সামিল রাজিয়ার-পোতা গ্রামের জমিদার কালীপ্রসন্ন পাল চৌধুরী দিগের সরকারে ষোল আনা ৪৪৪৸১৬ গণ্ডা টাকার পত্তনি স্বত্বের মধ্যে হাইকোর্টের হুকুক মোতাবেক ৫৮৬ নং ১৯১৪ মোকর্দ্দমার দাবীভুক্ত আট আনা অংশ বাদে বাকী ১ হইতে ৬নং দেনদারগণের স্বত্ব দখলি উক্ত পত্তনি স্বত্বের রকম ॥০ আনা মূল্য আঃ ৫০০৲ টাকা

(২৪)

৫১৪ খাজারী ২৯ দাবী ৭৮৶০

শ্রীবিভূতি ভূষণ পাল চৌধুরী দিং সাং চককাশীশালা থানা নাকাশীপাড়া

দেঃ শ্রীতামেজ সেখ সাং মদনডাঙ্গা থানা নাকাশীপাড়া

জেলা নদীয়া কালেকটরীর ৪৩৩ নং তৌজি মহাল থানা নাকাশিপাড়া মৌজে রায়কালি ডিক্রিদারের অধীনে দেনদারের নামে সেঃ ২৮০নং খতিয়ানভুক্ত ৩.১০ একর জমির কাত বার্ষিক খাজনা ১২৶০ টাকা রায়তি স্থিতিবান্ স্বত্বে ষোল আনা মূল্য আঃ ৩০৲

(২৫)

৫৯২ খাজারী ২৯ দাবী ২৮।৶৯

ডিঃ শ্রীনফরচন্দ্র পাল চৌধুরী সাং নাটুদহ থানা দামুরহুদা

দেঃ মৃত গয়েছদ্দিন মণ্ডলের ওয়ারেশ মরালি বিবি দিং সাং ধনঞ্জয়পুর থানা নাকাশীপাড়া

সবরেঃ কৃষ্ণনগর থানা নাকাশীপাড়া ৮২ নং ধনঞ্জয়পুর মধ্যে ২৬৩ ২৫ কনভারসন মোকদ্দমায় ২৮৬ নং খতিয়ানের ১১-৭৪ একর জমির কাত জমা ১৫৸৶৩। উক্ত জমি মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত মূল্য আঃ ৪০৲

(২৬)

৬২৭ খাজারী ২৯ দাবী—১৪৲

ডিঃ শ্রীগগনচন্দ্র বিশ্বাস সাং মাধবপুর থানা চাপড়া

দেঃ শ্রীগুরুদাস পাল সাং রামনগর থানা চাপড়া হাল সাং বিরপুর থানা নাকাশীপাড়া

জেলা নদীয়া থানা চাপড়ার অধীন ৭৫নং রামনগর মৌজার বর্ত্তমান্ সেঃ ২৫৭নং খতিয়ানের ৩৬শতক রায়তি মোকররী জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত মূল্য আঃ ৫৲

(২৭)

৬৩১ খাজারী ২৯ দাবী ১৬।৴৩

ডিঃ শ্রীশিবেন্দ্রনাথ সিংহরায় দিং সাং ও থানা নাকাশীপাড়া

দেঃ শ্রীবাদী খাঁ সাং শালিগ্রাম থানা নাকাশীপাড়া

জেলা নদীয়া কালেকটরীর ২৩ নং তৌজিভুক্ত থানা নাকাশীপাড়া মৌজা শালিগ্রাম মধ্যে সেঃ ৬২৮ খতিয়ানের ২.২৮ একর জমি ১৯২৪।২৫ সালের ১০৬ নং কনভারসন মোকদ্দমা মতে বার্ষিক ৫৫০ টাকা খাজনার জমা মূল্য আঃ ২৫৲ টাকা

(২৮)

৬৩৮ খাজারী দাবী ৮৫৴০

ডিঃ শ্রীনফরচন্দ্র পাল চৌধুরী সাং নাটুদহ থানা দামুরহুদা

দেঃ শ্রীরব্বানি সেখ দিং—সাং বড় আন্দুলিয়া থানা চাপড়া

জেলা নদীয়া সবরেঃ কৃষ্ণনগর থানা চাপড়ার সামিল মৌজে বড় আন্দুলিয়া গ্রামে সেঃ ২১নং খতিয়ানের ৫.৫১ একর ওটবন্দী জোত মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত মূল্য আঃ ৩০৲ টাকা

২৯

৬৪০ খাজারী ২৯ দাবী ৩৯৸৴

ডিঃ শ্রীনফরচন্দ্র পাল চৌধুরী সাং নাটুদহ থানা দামুরহুদা

দেঃ শ্রীবিভূতিভূষণ বিশ্বাস দিং সাং বড়আন্দুলিয়া থানা চাপড়া

জেলা নদীয়া সবরেঃ কৃষ্ণনগর থানা চাপড়ার সামিল মৌজে বড়আন্দুলিয়া গ্রামে সে ৮০৫নং খতিয়ানভুক্ত ২-৭০ একর ওটবন্দী জোত মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত মূল্য আঃ ২০৲ টাকা

৩০

৬৮১ খাজারী ২৯ দাবী ২৯।০

ডিঃ শ্রীমন্মথ পাল চৌধুরী সাং আমীনবাজার থানা কোতোয়ালী

দেঃ শ্রীপুটিরাম ঘোষ সাং জামড়ে ডাঙ্গা থানা চাপড়া

জেলা নদীয়া থানা চাপড়া মৌজে মহৎপুরের সামিল বাজালাঙ্গির ভিক্তারাম মল্লিকের দরুণ কোর্ফা মৌরুশী পাট্টাই মধ্যে ডিক্রিদার সরকারে দেনদারের নামে ২৫।১৭নং খতিয়ানে ৬।০।০ বিঘা জমির কাত ১৯২৪।৬০নং কনভারসন মোং মূলে ৮৮১৫ টাকার বার্ষিক জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত মূল্য আঃ টাকা

৩১

৬৮২ খাজারী ২৯ দাবী ১০১৶০

ডিঃ শ্রীমন্মথ পাল চৌধুরী সাং আমিনবাজার থানা কোতোয়ালী

দেঃ শ্রীপাঁচু ঘোষ বাজুপুরে সাং তিলকপাড়া মোঃ আমিনবাজার থানা কোতোয়ালী

১। জেলা নদীয়া থানা চাপড়ার ৩১২১নং তৌজি মহৎপুর মধ্যে ৩৭৯৬ খতিয়ানভুক্ত ১.৪০ শতক জমির কাত ২৮১।২৬নং কনভারসন মোং মতে বার্ষিক ৮৷০ টাকার জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত মূল্য আঃ ১০৲ টাকা

২। ঐ জেলা ঐ থানা মৌজে মহৎপুর গ্রামে ১২০০।১২০৬নং খতিয়ানে ৪-২৯ একর জমির কাত বার্ষিক ২৮১।২৬নং কনভারসন মোং মূলে ১৭১৫ টাকার জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত মূল্য আঃ ২০৲ টাকা

৩২

৭০৯ খাজারী ২৯ দাবী ১৪॥০

ডিঃ শ্রীনফরচন্দ্র পাল চৌধুরী সাং নাটুদহ থানা দামুরহুদা

দেঃ শ্রীরাতুল সেখ সাং বড়আন্দুলিয়া থানা চাপড়া

জেলা নদীয়া সবরেঃ কৃষ্ণনগর থানা চাপড়ার সামিল মৌজে বড়আন্দুলিয়া গ্রামে সেঃ ৩৩০নং খতিয়ানভুক্ত ৪১ শতক ওটবন্দী জোত মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত মূল্য আঃ ৮৲

৩৩

৭১০ খাজারী ২৯ দাবী ৩৪॥০

ডিঃ শ্রীকৈলাসকামিনী দেবী সাং বেতবাড়িয়া থানা চাপড়া

দেঃ শ্রীদুবাই সাহা সাং বেতবেড়িয়া থানা চাপড়া

জেলা নদীয়া থানা চাপড়া মৌজে বেতবাড়িয়া সেঃ ১৯৩নং খতিয়ানভুক্ত ২ একর ৩৮ শতক জমির কাত বার্ষিক ৮৴৭॥০ টাকার ওটবন্দী জোত মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত মূল্য আঃ ২৫৲ টাকা

৩৪

৭১২ খাজারী ২৯ দাবী ৩২৶০

ডিঃ শ্রীজ্ঞানেন্দ্রগোপাল গাঙ্গুলী দিং সাং বেতবাড়িয়া থানা চাপরা

দেঃ চটাই সেখ সাং বেতবাড়িয়া থানা চাপড়া

জেলা নদীয়া থানা চাপরা মৌজে বেতবাড়িয়া গ্রামে সে ১৭০নং খতিয়ানস্থিত ওটবন্দী ২ একর ৭১ শতক জমি দাদ আবাদ দ্বারা দেনদার দখলীকার মূল্য আঃ ২০

৩৫

৭১৩ খাজারী দাবী ৩০৸৴

ডিঃ শ্রীকৈলাসকামিনী দেবী সাং বেতবাড়িয়া থানা চাপরা

দেঃ শ্রীঋষিপদ খৃষ্টান সাং বেতবাড়িয়া থানা চাপরা

জেলা নদীয়া থানা চাপড়া মৌজে বেতবাড়িয়া গ্রামে সেঃ ৪৭৯নং খতিয়ানভুক্ত ২ একর ১৩ শতক জমির কাত ৫৷৷/১০ টাকা জমি মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত মূল্য আঃ ১৫৲ টাকা

(৩৬)

৭১৪ খাংজারী দাবী ৫৩৮/০

ডিঃ শ্রীকৈলাসকামিনী দেবী সাং বেতবাড়িয়া থানা চাপড়া

দেঃ শ্রীআজগর বিশ্বাস সাং বেত-বাড়িয়া থানা চাপড়া

জেলা নদীয়া থানা চাপড়ার সামিল তৌজি বেতবাড়িয়া গ্রামে সেঃ ৩২১৩৩ নং খতিয়ানভুক্ত ৮ একর ৩৯ শতক জমির কাত ১১৷৷৫ পাই টাকা। উক্ত জমি মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত মূল্য আঃ

৩৭

৭১৫ খাংজারী ২৯ দাবী ২৬৷৷৶০

ডিঃ শ্রীজ্ঞানেন্দ্রগোপাল গাঙ্গুলী সাং বেতবাড়িয়া থানা চাপড়া

দেঃ শ্রীঋষিপদ খৃষ্টান সাং বেত-বাড়িয়া থানা চাপড়া

জেলা নদীয়া থানা চাপড়া মৌজা বেতবাড়িয়া গ্রামে সেঃ ৪৭৯ নং খতিয়ান-ভুক্ত ২ একর ১৩ শতক জমির কাত কনভারসনে ৫৷৷/১০ টাকা। ইহাতে দেনদারগণের যে কোন স্বত্ব ও লভ্য আছে তাহা ক্রোক নীলাম হইবে। মূল্য আঃ ১০৲ টাকা

(৩৮)

৯৩৭ খাংজারী ২৯ দাবী ৬২৷৷৶৩

ডিঃ শ্রীশিবনারায়ণ ঘোষ সাং মথুরাপুর থানা চাপড়া

দেঃ শ্রীগহরালি মণ্ডল সাং এলাঙ্গি থানা চাপড়া

সবরেঃ কৃষ্ণনগর থানা চাপড়ার সামিল ৮৮নং মৌজা এলাঙ্গি গ্রামে সেঃ ১২৮৮ নং খতিয়ানের ৬এং ৬১ শঃ জমির কাত বার্ষিক খাজনা ৮৬৶৯ টাকা। উক্ত জমি ও আকর আওলাতাদিতে দেনদারগণের ৷৷০ অংশ মূল্য আঃ ২৫৲ টাকা

(৩৯)

৬৩৯ খাংজারী ২৯ দাবী ৫৫৷৷৩

ডিঃ শ্রীনফরচন্দ্র পাল চৌধুরী সাং নাটুদহ থানা দামুড়হুদা

দেঃ শ্রীবিভূতিভূষণ বিশ্বাস দিং বড় আন্দুলিয়া থানা চাপড়া

সবরেঃ কৃষ্ণনগর থানা চাপড়া মৌজে বড় আন্দুলিয়া গ্রামে সেঃ ৮০১ নং খতিয়ানভুক্ত ১০১৭৷৷০ টাকার জমাতে ০.৫৬ একর স্থাবর সম্পত্তি মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত মূল্য আঃ ৩০৲

(৪০)

৯০১ খাংজারী ২৯ দাবী ১৭৬/০

ডিঃ শ্রীনফরচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দিং সাং মুড়াগাছা থানা নাকাশীপাড়া

দেঃ শ্রীযোগেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দিং সাং ধর্ম্মদা থানা নাকাশীপাড়া

১। জেলা নদীয়া থানা নাকাশীপাড়া মৌজে ৭৬নং দংকুলা গ্রামে খাজনা ৩৯৷৷০ টাকা জমাতে দেনদারগণের ষোল আনা অংশ মূল্য আঃ ৩০৲

খং নং ৬৯, অধীন খতিয়ান নং ১৭০। ১৭১ খতিয়ানে জমি ১.৫ একর জমি, ২৬০নং খতিয়ানে ২-৩১ একর জমি ২৬০ ক, খ অধীন খং নং ২৬১-২৬৪ জমি ৪ ৭৯ একর মৌজে কাচকুলী ২০৫ নং তৌজি ৬২৪ নং খং অধীন খং নং ৬২৭,৬৬১, ৬৩৭-৬৬৩,৬৬৭ জমি ২৩[illegible] একর

(৪১)

৯৫৯ খাংজারী ২৯ দাবী ৮৭৶৬

ডিঃ শ্রীবকাউল্লা দফাদার সাং হরিণডেঙ্গা থানা হাঁসখালি

দেঃ শ্রীসফেজান বিবি ওরফে সুপান বিবি দিং সাং পুস্করিণডাঙ্গা থানা হাঁসখালি

১। সবরেঃ কৃষ্ণনগর থানা হাঁসখালি ৬৮ নং মৌজে পশ্চিম হরিণডেঙ্গা গ্রামে ১৭ নং খতিয়ানে ৩ ৮৪ একর জমির কাত ৭৫ ২ টাকার রায়তি স্থিতিবান জমাতে দেনদারগণের অংশ মূল্য আঃ ২০৲

২। ঐ সবরেঃ ঐ থানা ঐ মৌজে ঐ গ্রামে ২১২ নং খতিয়ানে ৭-৬৭ একর জমির কাত ১৫/৫ টাকার রায়তি স্থিতিবান্ জমাতে দেনদারগণের ।০ অংশ মূল্য আঃ ৩০৲ টাকা

(৪২)

৯২৪ খাংজারী ২৯ দাবী ৩৬৶০

ডিঃ শ্রীজ্ঞানেন্দ্রমোহন ভাদুড়ী সাং ও থানা শ্রীরামপুর, জেলা হুগলী

দেঃ শ্রীরসুল মোল্লা সাং হাঁটরা থানা চাপড়া, জেলা নদীয়া

জেলা নদীয়া থানা চাপড়া ১৩ নং হাটরা মৌজা ৩ নং ১২ ক খ গ ৬৯ ক খ গ খতিয়ানের অধীন ২৭৮ ও তদধীন ২৭৮ ক খতিয়ান রায়তি জমা হিঃ /৯৷৷= খাজনা ৮.৯—।১৪ অংশে ৫৮৫ ২৮৶২ মোট ১৯৷৷৶৬ মধ্যে ১৩৮৶৩ মূল্য আঃ ২৫৲ টাকা মোট জমি ১৫ ২৭ একর।

(৪৩)

৯০৭ খাংজারী ২৯ দাবী ৫৬৲৯ পাই

ডিঃ শ্রীনফরচন্দ্র পাল চৌধুরী সাং সাং নাটুদহ থানা দামুড়হুদা

দেঃ শ্রীভোলানাথ বিশ্বাস সাং বড়-আন্দুলিয়া থানা চাপড়া

সবরেঃ কৃষ্ণনগর থানা চাপড়া মৌজে বড়আন্দুলিয়া গ্রামে সেঃ ২৮৮ খতিয়ান-ভুক্ত ৯৩ শতক স্থাবর জমী মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত মূল্য আঃ ৫৲

(৪৪)

৯০৮ খাংজারী ২৯ দাবী ২৪৸৶০

ডিঃ শ্রীনফরচন্দ্র পাল চৌধুরী সাং নাটুদহ থানা দামুড়হুদা

দেঃ শ্রীপাঁচু বিশ্বাস সাং রাজিবপুর থানা চাপড়া

সবরেঃ কৃষ্ণনগর থানা চাপড়া মৌজে ভাতগাছি সেঃ ১৮৩ নং খতিয়ানে ৯৯ শতক ওটবন্দী জমি ও তদুপরিস্থিত আকর আওলাত মূল্য আঃ ২০৲

(৪৫)

৯০৩ খাংজারী দাবী ১৭৫৶৬

ডিঃ শ্রীনফরচন্দ্র পাল চৌধুরী সাং নাটুদহ থানা দামুড়হুদা

দেঃ শ্রীনবীন মুচি সাং বড়আন্দুলিয়া নওদা পাড়া, থানা চাপরা

সবরেঃ কৃষ্ণনগর থানা চাপড়া মৌজে বড়আন্দুলিয়া গ্রামে সেঃ ৬০২ নং খতিয়ানে ১৫ শতক ওটবন্দী জোত মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত মূল্য আঃ ৫৲

(৪৬)

৯০২ খাংজারী ২৯ দাবী ৭৩৷৶০

ডিঃ শ্রীনফরচন্দ্র পাল চৌধুরী সাং নাটুদহ থানা দামুড়হুদা

দেঃ শ্রীআমিন সেখ সর্দ্দার সাং বড়-আন্দুলিয়া থানা চাপরা

সবরেঃ কৃষ্ণনগর থানা চাপরা মৌজে বড়আন্দুলিয়া সেঃ ৭০৯ খতিয়ানে ১১।/১০ জমায় ৫-৪৮ একর স্থাবর সম্পত্তি ও তদুপরিস্থিত আকর আওলাত মূল্য আঃ ১০৲

(৪৭)

৮৯৮ খাংজারী ২৯ দাবী ৫৩৸৶৬

ডিঃ শ্রীপাঁচুগোপাল দাস সাং গোয়ারি, থানা কোতোয়ালী

দেঃ শ্রীছাদেরালী মণ্ডল দিং সাং পাখীউড়া থানা হাঁসখালী

সবরেঃ কৃষ্ণনগর থানা হাঁসখালি মৌজে চমরপুর গ্রামে সেঃ ৫৪১ নং খতিয়ানের ৭৭১ শতক জমির কাত বার্ষিক ষোল আনা ৭৷৷৶০ টাকার রায়তি স্থিতিবান জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত মূল্য আঃ ২৫৲

(৪৮)

৯৯৮ খাংজারী ২৯ দাবী ১৫৶৬

ডিঃ শ্রীশিবেন্দ্রনাথ সিংহরায় সাং ও থানা নাকাশীপাড়া জেলা নদীয়া

দেঃ শ্রীজাহরুল্লা কারিকর সাং বিক্রম-পুর থানা নাকাশীপারা

জেলা নদীয়া কালেক্টরীর ৩৭১ নং তৌজিভুক্ত থানা নাকাশীপারা মৌজে বিক্রমপুর ২৭৩ নং খতিয়ানভুক্ত ৪৬ শতক জমির খাজনা ৸৶৬, মূল্য আঃ ৮৲ টাকা

(৪৯)

৭৮৯ খাংজারী ২৯ দাবী ২০৷৷৯

ডিঃ শ্রীশিবেন্দ্রনাথ সিংহরায় সাং ও থানা নাকাশীপারা

দেঃ শ্রীমকবুল কারিকর সাং বিক্রম-পুর থানা নাকাশীপারা

জেলা নদীয়া কালেক্টরীর ৩৭১ নং তৌজির মহাল থানা নাকাশীপারা মৌজে বিক্রমপুর মধ্যে ৮০৮ নং খতিয়ানভুক্ত ১।৩।৶ বিঘা জমির; বার্ষিক জমা ১৶৬ মূল্য আঃ ৫৲ টাকা

(৫০)

৭৪০ খাংজারী ২৯ দাবী ১৫৷৶৬

ডিঃ শ্রীশিবেন্দ্রনাথ সিংহরায় সাং ও থানা নাকাশীপারা

দেঃ শ্রীরাধিকানাথ গোপ সাং শালি-গ্রাম থানা নাকাশীপারা

জেলা নদীয়া কালেক্টরীর ২৩ নং তৌজিভুক্ত, থানা নাকাশীপারা মৌজে শালিগ্রাম মধ্যে বার্ষিক বিঘা প্রতি ১০ টাকা নিরিখে ৯০৫ খতিয়ানভুক্ত ৮৩ শতক ওটবন্দী জমি; মূল্য আঃ ৭৲ টাকা

(৫১)

৭৪১নং খাংজারী ২৯ দাবী ২৩৸৬

ডিঃ শ্রীশিবেন্দ্রনাথ সিংহ রায় ও সাং থানা নাকাশিপাড়া

দেঃ মৃত ছামের কারিকরের ওয়ারিশ ও স্বয়ং (২) দিনু কারিকর সাং বিক্রমপুর থানা নাকাশিপারা

জেলা নদীয়া কালেক্টরীর ৩৭১নং তৌজিভুক্ত থানা নাকাশিপারার সামিল মৌজে বিক্রমপুর মধ্যে সেঃ ৮৪২নং খংভুক্ত ০-১১ একর জমীর কাত ১৶০ খাজনার জমী মূল্য আঃ ৮৲

(৫২)

৯১০ খাংজারী ২৯ দাবী ৪০৷৶০

ডিঃ শ্রীবদরী নারায়ণ চেংলাজিয়া সাং গোয়াড়ি, কোতোয়ালী

দেঃ শ্রীভোলানাথ চক্রবর্ত্তী সাং কৃষ্ণপুর থানা কৃষ্ণগঞ্জ

জেলা নদীয়া থানা কৃষ্ণগঞ্জের সামিল মৌজে কৃষ্ণনগ্রাম গ্রামে ৩০৪নং খং ভুক্ত ৪—৯৯ একর ওটবন্দী জমি মায় আকর আওলাত মূল্য আঃ ১৫৲

(৫৩)

৭৫৩ খাংজারী ২৯। দাবী ৩৭৸/৯ পাই

ডিঃ বদরীনারায়ন চেংলাজিয়া সাং গোয়াড়ি থানা কোতোয়ালী

দেঃ শ্রীগোলাম ছামদালী মণ্ডল দিং সাং নিমিরপোতা থানা হাঁসখালী

জেলা নদীয়া থানা হাঁসখালীর অধীন মৌজে শোনঘাটার অধীন ১৪৫৫নং খং-ভুক্ত ৬.৫১ শতক জমীর কাত বার্ষিক ৬৶০ পাই জমা মায় আকর আওলাত মূল্য আঃ ২৫৲ টাক

শ্রীচৈতন্যমঠের গ্রন্থাবলী

শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুর বিরচিত
ভক্তি-গ্রন্থাবলী।

উৎকৃষ্ট কাপড়ে বিলাতী ধরণে বাঁধাই
স্বর্ণালঙ্কৃত। চতুর্থ সংস্করণ। বিস্তৃতবিষয়সূচীসহ

জৈবধর্ম্ম

বাঁধাই ২৲ দুই টাকা

প্রকাশিত হইয়াছে

সনাতন ধর্ম্মশাস্ত্র-বেদ, বেদান্ত, উপনিষৎ গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত, পুরাণ, তন্ত্রাদি সকল গ্রন্থ পাঠ করিবার অবসর অতি অল্প মানবের ঘটিয়া থাকে। অনেকের যোগ্যতা না থাকায় সেই সমস্ত গ্রন্থের মর্ম্ম অবগত হইতে পারেন না। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বাঙ্গালীর এই অসুবিধা দূরীভূত করিবার জন্য এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

বিদ্যালয়ের ছাত্র বা শিক্ষকগণের বিশেষ পাঠ্য, এই হেতু শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টার বাহাদুর ইহা সমস্ত বিদ্যালয়ের জন্য অনুমোদন করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

প্রথম খণ্ড ভিক্ষা—১৲ একটাকা

যুক্তিপূর্ণ শাস্ত্রবাক্য দ্বারা প্রত্যেক মানবের নিত্য কর্ত্তব্য ও অনিত্য সাময়িক কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। গ্রন্থের প্রতি উক্তি সনাতন শাস্ত্রবাক্য দ্বারা সমর্থিত ও প্রমাণিত হইয়াছে। দেহের, মনের ও আত্মার ধর্ম্ম কি? স্বদেশ, সমাজ, নীতি, ধর্ম্ম কি? ইত্যাদি বিষয় ক্রমানুসারে এমন সুন্দরভাবে যুক্তিসহকারে আলোচিত হইয়াছে যে, প্রথম পংক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত পাঠ না করিয়া নিবৃত্ত হওয়া যায় না।

শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য

ভিক্ষা ৵০

ঐ প্রমাণ খণ্ড ভিক্ষা ৵০

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিহার ও লীলাভূমি নয়টী দ্বীপসমন্বিত। এই নয় দ্বীপের প্রাচীন বিবরণ—প্রত্যেক দ্বীপে শ্রীমহাপ্রভুর লীলা—প্রত্যেক দ্বীপের পরিচয়, শ্রীধাম মাহাত্ম্য—ধামাপরাধ কি? ইত্যাদি বিষয় বিশেষভাবে মনোহর ছন্দে বর্ণিত। পকেট সাইজ প্রায় ১৬০ পৃষ্ঠা।

শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ

উজ্জ্বল ব্রোঞ্জ-ব্লু কালীতে উত্তম কাগজে ছাপা—শ্রীনবদ্বীপধাম দর্শনে ভাবুক দর্শনকারীর কি প্রকার ভাবের উচ্ছ্বাস হয়, তাহা এই গ্রন্থে বর্ণিত। অতি চমৎকার। ভিক্ষা চারি আনা।

সাধনপথ

।৵০ দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভুকে উপদেশচ্ছলে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিচার অতি সুন্দরভাবে ব্যক্ত হইয়াছে। ইহা ছাড়া শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদিষ্ট শিক্ষা ও উপদেশ বিশদভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-জগতে অভিনব গ্রন্থ!!
শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতি-গ্রন্থাবলী :—

শরণাগতি

পকেট সাইজ
অষ্টম সংস্করণ
ভিক্ষা ৵০ আনা

দেহ ও মনের চেষ্টা অনিত্যবস্তু লইয়া—ইহা যখন জীব বুঝিতে পারে, তখন একমাত্র নিত্যবস্তু শ্রীভগবানের প্রতি তাঁহার কোন জাতীয় আবেগময়ী প্রার্থনা হয় এবং শ্রীভগবানে সর্ব্বান্তঃকরণে নিষ্কপটে কি প্রকারে শরণাপন্ন হইতে হয়, ইত্যাদি বিষয়ক প্রাণস্পর্শী প্রার্থনা ও আত্মসমর্পণমূলক গান। ছয়টা সংস্করণও প্রকাশিত হইয়াছে।

ভিক্ষা প্রতি খণ্ড ৵০ এক আনা।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা— ৵০, নবদ্বীপশতক— ৵০
অর্থপঞ্চক—৵০

কল্যাণকল্পতরু

পকেট সাইজ
পঞ্চম সংস্করণ
ভিক্ষা ।৵০

আমরা প্রত্যহ পূরণ অভাব ও কামনার বশবর্ত্তী হইয়া পুনঃপুনঃ যে অকল্যাণকে কল্যাণ বলিয়া গ্রহণ করি এবং যাহার নিকট কল্যাণ কামনা করি, তিনি যে নিত্য বা যথার্থ কল্যাণ প্রদানে অসমর্থ এবং কোন বস্তু আমাদের নিত্য কল্যাণদাতা এবং কি ভাবে আমরা সেই কল্যাণলাভে সমর্থ হইব, এই সকল কথা সরল গানে লিখিত। এই গীতিগ্রন্থ বাস্তবিকই কল্যাণের কল্পতরু, যিনি প্রত্যেককে নিত্যকল্যাণ প্রদানে

শ্রীল চক্রবর্ত্তি ঠাকুরের টীকা সহ

শ্রীমদ্‌ভগবদ্গীতা

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠাকুর কৃত টীকা ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কৃত বঙ্গানুবাদ। টীকাকারের জীবনী, শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি বহু প্রয়োজনীয় বিষয় সম্বলিত প্রায় ৮২৫ পৃষ্ঠা। উৎকৃষ্ট সিল্কে বাঁধাই ২৲ দুই টাকা, কাগজে বাঁধা ১॥০

শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ-কৃত ভাষ্য সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

কাগজ ও ছাপা উৎকৃষ্ট। সিল্কে বাঁধাই, সোণার জলে নাম লেখা রাজসংস্করণ ১৲ টাকা, সাধারণ সংস্করণ ১॥০, গৌড়ীয়ের গ্রাহকপক্ষে ১॥০

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি

(সার্ব্বভৌমকোষগ্রন্থ)

বিষয়:—১। ভক্তিশাস্ত্রে ব্যবহৃত শব্দাবলীর অর্থ, ২। চারি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের চরিত্র, ৩। বিষ্ণুবৈষ্ণবসম্পর্কিত শ্রীমন্দির ও শ্রীবিগ্রহের বিবরণ, ৪। বৈষ্ণবগ্রন্থ ও গ্রন্থকারগণের তাৎপর্য্য ও বিবরণ, ৫। বিষয় বিশেষের শ্লোক ও শাস্ত্রীয় আকরমূলে ব্যবস্থায় তথ্য। চারিখণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ১ম খণ্ড ১৷০, ২য় খণ্ড ৸০, ৩য় খণ্ড ১০, ৪র্থ খণ্ড ॥৵০, চারিখণ্ড একত্রে ৩৲ (৫ম খণ্ড যন্ত্রস্থ)।

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ—১ম খণ্ড ১৲ এক টাকা
২য় খণ্ড ১৲ এক টাকা—শ্রীমদ্ভাগবতের গ্রাহক ও গৌড়ীয় গ্রাহকগণ ১০ টাকায় ছয়খণ্ড পাইবেন। বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমজ্জীব গোস্বামিপাদের রচিত গ্রন্থ। ইহাই ষট্‌সন্দর্ভের অধিক প্রয়োজনীয় অংশ। প্রতি খণ্ড ডবল ক্রাউন ৮ ফর্ম্মায় ৬৪ পৃষ্ঠা আকারে মুদ্রিত হইতেছে।

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য সঙ্কলিত

সদাচারস্মৃতিঃ
ভিক্ষা ৵০ মাত্র

গৌড়ীয়

সাপ্তাহিক ... সংবাদ পত্র

অফিস—১১৫নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা।

রেজেষ্টীকৃত

মদন মঞ্জরী

বটিকায় স্বপ্ন ও ধাতুবিকার, ইন্দ্রিয়শক্তির হ্রাস, প্রস্রাবে শুক্রপাত, বহুমূত্র, মাথাঘোরা, বুক ধড়্‌ফড়ানি, অনিদ্রা প্রভৃতি লক্ষণ সত্বর নির্দ্দোষ আরোগ্য হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ৪০ বটী ১৲ এক টাকা।

"নপুংসকারি ঘৃত"

পুরুষহানি রোগে বাহ্যপ্রয়োগ দ্বারা আরোগ্য করিয়া শক্তিসঞ্চার করে। মূল্য ২ তোলা ১৲ টাকা।

"রমণবিলাসিনী বটিকা"

স্ত্রীসাধারণ রতশক্তি বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয়। মূল্য ১৬ বটী ১৲ এক টাকা।

রাজবৈদ্য নারায়ণজী, কেশবজী
১৭৭নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

কুমার-ভোগ — রুগ্ন ও দুর্ব্বল শিশু অচিরে সবল নীরোগ হইয়া মোটা হয়। ইহা সেবনে শিশুরা শীঘ্র হাটিতে পারে, তাহাদের ক্ষুধা বৃদ্ধি ও যকৃতের ক্রিয়া ভাল হয়—দন্তোদ্গমের সময় কোন কষ্ট হয় না। খাইতে মিষ্ট। মূল্য প্রতি শিশি এক টাকা, মাশুল ৵০ আনা।

নারোল (*Narrhol*)—ইনফ্লুয়েঞ্জা, ডেঙ্গু, বাতজ্বর, পালাজ্বর, সর্দ্দি, কাশি, ব্রঙ্কাইটিস (*Bronchitis*), শ্বাস-বাধা ও বুকের ব্যথা ... ৮০ বটিকায় শিশি ।০, মাঃ ৵০ আনা।

দাদ সোপ তিন শিশি মাশুল সমেত ১৲

ডাঃ ৺ রাম লাল বসাক
এম, বি, কৃত
দাদ-সোপ
কাপড়ে কোনরূপ দাগ লাগে না
মূল্য ।০ আনা
ক্যারিংটন ফার্ম্মেসী,
১৭, বসাক ষ্ট্রীট, বড়বাজার, কলিকাতা।

৩ শিশির কম ডাকযোগে ভিঃ পিঃ হয় না।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (প্রাচীন নবদ্বীপ) নদীয়া

পর-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

এখানে আহার এবং বাসস্থান দিয়া ছাত্রদিগকে বিভিন্ন শিক্ষণীয় বিষয় শিক্ষা দিবার বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। অনেক ছাত্র ইতোমধ্যেই আসিয়া পাঠ আরম্ভ করিয়াছেন। বর্তমান বর্ষে সকল ছাত্রই গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

প্রধান অধ্যাপক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রচন্দ্র কাব্য ব্যাকরণ-সাংখ্য-বেদান্ত-ষড়্দর্শন-তীর্থ, সাংখ্যভূষণ, বেদান্তরত্ন, সাহিত্যশাস্ত্রী, ষড়্দর্শনবাচস্পতি।

অধ্যাপক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গৌরদাস ব্রহ্মচারী ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীধাম মায়াপুর পরাবিদ্যাপীঠ, (নদীয়া)

বেদনাঞ্জন

শ্রেষ্ঠরত্ন

কলিকাতা কংগ্রেস এক্‌জিবিসন হইতে স্বর্ণ প্রশংসা প্রাপ্ত ও বহু গণ্যমান্য ভদ্রমহোদয়-গণ কর্তৃক প্রশংসিত।

আজকাল বাজার-চলন মিশ্রিত ও বিষাক্ত আহার্য্য সেবনে শরীরের রক্ত অত্যন্ত দোষিত হইয়া পড়িতেছে। এক্ষণে মানব-দেহের শ্রীবৃদ্ধি হ্রাস পাইতেছে, এই রক্ত দোষিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মানব বাত, বেদনা, মাথাধরা, মাথা-ঘোরা, দৃষ্টিশক্তির হ্রাস, দাঁতের গোড়া ফুলা, দাঁত কনকনানি, দাঁতে পোকা এবং ঘা, চুলকানি প্রভৃতি কষ্টদায়ক চর্ম্মরোগে আক্রান্ত হইতেছে। যদি আপনি একান্তই নীরোগ হইতে চান, তাহা হইলে অযথা পয়সার অপব্যয় না করিয়া অল্প ব্যয়ে এক শিশি বেদনাঞ্জন ক্রয় করিয়া ইহার কার্য্যকারী-শক্তি উপলব্ধি করুন। গুণের তুলনায় মূল্য অত্যন্ত অল্প, এক শিশি ।৵০ আনা মাত্র মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান- এ, সি, চাটার্জ্জী এণ্ড ব্রাদার্স।

৪৫নং হলকাটি, লেন, সালিকা হাবড়া।

সকল মনিহারী দোকানে ও বড় বড় ডাক্তারখানায় পাওয়া যায়।

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

যদিও অদ্যাপি প্রকৃত মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য, তথাপি যাহারা নানাবিধ অনিয়মিত উপায়ে অস্বাভাবিক শক্তি নষ্ট করিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন এবং নানা প্রকার মেহ, প্রমেহ ধাতুদৌর্ব্বল্য, স্নায়বিক দুর্ব্বলতা, বহুমূত্র, দুঃস্বপ্ন, পারদ-সংক্রান্ত পীড়া, অর্শ এবং স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে যাহারা বাধক, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, প্রদর, শ্বেত ও রক্তপ্রদর, হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি রোগে ভুগিয়া জীবনে নিরাশ হইয়াছেন, তাঁহারা আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটান সাহেবের আবিষ্কৃত **ইলেক্ট্রিক সলিউসন** ব্যবহার করিয়া বাঁচিতে পারেন, তাহার শত সহস্র প্রমাণ প্রতি বৎসরেই পাওয়া যাইতেছে। যাঁহারা অন্যান্য বহুবিধ ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরোগ্য হইতে পারেন নাই, তাঁহারা একবার এই ঔষধটী ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক মাসের ব্যবহারোপ-যোগী এক শিশি ঔষধ ডাকমাশুল সহ ১॥০ টাকা মাত্র।

সোল এজেণ্ট—ডাঃ ডি, ডি, হাজরা।

ফতেপুর, গার্ডেনরিচ রোড, কলিকাতা।

ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

অধ্যক্ষ:

শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম্‌এ, এফসিএস (লণ্ডন)

ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক

(প্রফেসার)

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ বিশুদ্ধ ও শাস্ত্রমতে নিজ তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হয়। পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ক্যাটালগ পাঠান হয়। রোগের বিবরণ জানাইলে যত্নপূর্ব্বক ব্যবস্থা দেওয়া হয়। চিঠি পত্রাদি সম্পূর্ণরূপে গোপন রাখা হয়।

মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দুর)

(বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৪৲ টাকা

উৎকৃষ্ট স্বর্ণ, পারদ ও আমলাসার গন্ধক দ্বারা যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। নিত্য প্রয়োজনীয় সর্ব্বরোগনাশক মহৌষধ।

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৩৲ টাকা

উৎকৃষ্ট কাশীর আমলকী, বংশলোচন প্রভৃতি যাবতীয় উপাদানে পূর্ণ মাত্রায় যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। কফ, কাসি, সর্দ্দি, যক্ষ্মা, ক্ষয়রোগ, হৃদরোগ প্রভৃতি রোগের মহৌষধ। সর্ব্বপ্রকার দুর্ব্বলতা নাশক অতিশয় পুষ্টিকর মহৌষধ বা খাদ্য বিশেষ।

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬৲ টাকা

ইহা সেবনে ধাতুদৌর্ব্বল্য, শুক্রক্ষীণতা, স্বপ্নদোষ, প্রমেহ ও ধ্বজভঙ্গ সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায়। ইহা অপরিসীম আনন্দদায়ক রসায়ন।

অবলাবান্ধব যোগ

প্রদর, বাধক প্রভৃতি জরায়ুদোষ ও যোনিগত যাবতীয় রোগের মহৌষধ

মূল্য—১৬ মাত্রা ২৲ টাকা। ৫০ মাত্রা ৫৲ টাকা মাত্র

বিশুদ্ধ জল! ভয় নাই! বিশুদ্ধ জল!!

লক্ষ্মী টিউব-ওয়েল কোং

২০৫নং নবাবপুর, ঢাকা

বর্ত্তমান-যুগের নব-আবিষ্কৃত প্রণালীদ্বারা উন্নত বৈজ্ঞানিক-খনন-প্রণালীতে নলকূপ (Tube-well) নির্ম্মাণ করা হয়। বঙ্গের লাট বাহাদুর, প্রাইভেট সেক্রেটারী, জিলা-ম্যাজিষ্ট্রেট, জিলা-বোর্ডের চেয়ারম্যান, ইঞ্জিনিয়ার, জমিদার, তালুকদার প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত ভদ্রমহোদয়গণ এই কোম্পানীর কার্য্য দেখিয়া প্রশংসা করিয়াছেন। রাসায়নিক পরীক্ষায় জল বিশুদ্ধ না হইলে মূল্য গৃহীত হয় না। বিস্তৃত বিবরণের জন্য পত্র লিখুন।

বিনামূল্যে বিনামূল্যে

বিতরিত

স্বাস্থ্যের সার "কামশাস্ত্র" গ্রন্থখানি চৌদ্দ লক্ষের উপরে বিতরিত হইয়াছে। উহা পাঠে মানবের পরিণাম ফলাফল জানা যায়।

এই পুস্তক যিনি লিখিয়াছেন, তিনিই "আতঙ্কনিগ্রহ বটিকা"র আবিষ্কর্ত্তা। এই বটিকা দুর্ব্বলকে সবল করে এবং সবল ব্যক্তিকে অটুট ও অক্ষয় রাখে। বত্রিশ বটিকা পূর্ণ প্রতি কৌটার মূল্য ১৲ টাকা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান :—**আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়।**

২১৮নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মনোমোহন প্রেস

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা

পূর্ব্ব-বাঙ্গালায় সুলভে সকলপ্রকার ছাপায় জন্য বিখ্যাত

বৈদ্যুতিক মেশিনে দিবারাত্র কাজ চলিতেছে

বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা।

শ্রীমায়াপুর নদীয়া প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—শ্রীবিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

স্থায়ীয় সংস্করণ

Registered No. C 1544

বিজ্ঞাপনের হার

প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অদ্ধ কলম ৩৷৷৹
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচারিত—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র।

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়।

বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৷৷৹
মাসিক ১৲

নগদ
প্রতি সংখ্যা ৴৫

৪র্থ খণ্ড]

সম্পাদক—প্রত্নবিদ্যালঙ্কার শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী

[১৮৯ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্য মঠ, শ্রীধাম মায়াপুর—২০শে আশ্বিন বুধবার ১৩৩৬, ৯ই অক্টোবর ১৯২৯

শ্রীধাম মায়াপুর ডাকঘর

গত ১লা জুন হইতে শ্রীধাম মায়াপুর পোষ্ট অফিস খোলা হইয়াছে। বঙ্গদেশের পোষ্টমাষ্টার জেনারেল বাহাদুর শ্রীধাম মায়াপুর ডাকঘর হইতে নদীয়া-প্রকাশ ভারতের সর্ব্বত্র প্রেরণ করিবার আদেশ দিয়াছেন।

ম্যানেজার, 'নদীয়া-প্রকাশ'

পোঃ আঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

শ্রীধাম মায়াপুরের, যাবতীয় পত্র বুকপোষ্ট রেজিষ্টারী মণি-অর্ডার প্রভৃতি ডাকে পাঠাইতে হইলে, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া ঠিকানায় লিখিবেন।

বরগা

করগেটটীন, জানালারগরাদে
দালানের ফুলদাররেলিংওথাম
বেড়াঘেরা কাটাতার ইত্যাদি
সুলভে বিক্রয় করি

কান্তিচন্দ্রমুখার্জ্জিএণ্ডসন্স

ক্লাইভষ্ট্রীট১৮৩৬সাল,কলিকাতা

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

তিনখণ্ডে সমগ্র গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছেন। সূচী প্রভৃতি ছাপা হইতেছে

ভিক্ষা ২৷৷৹, নদীয়াপ্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ১৷৹

রোগী দেখিবার সময়ঃ—
প্রাতেঃ—৬টা হইতে ৯টা,
বৈকালে—৩টা হইতে ৫টা পর্য্যন্ত

মূল্যফেরৎ !

মূল্য ফেরৎ !!

সর্ব্বত্র এজেন্ট আবশ্যক।
পত্র লিখুন।
কঠিন কঠিন রোগের চিকিৎসা করা হয়।
দিবা-রাত্রি ঔষধ পাওয়া যায়।

ডাক্তার বি, ডি, কুণ্ডুর

আবিষ্কৃত ও গভর্ণমেণ্ট রেজেষ্টারীকৃত

১। জুপেন্দ্র শোভা স্পেসিফিক্—পেটের যাবতীয় রোগের, অজীর্ণ, ডিস্পেপ্সিয়ার মহৌষধ। প্রত্যেক গৃহে রাখা প্রয়োজনীয়। ঔষধ—প্রতি শিশি ১৲ এক টাকা মাত্র।

২। চণ্ডি কিনার মিক্চার—ম্যালেরিয়া জ্বর এক শিশিতে সম্পূর্ণ আরোগ্য। কম্পজ্বর এবং পালা ও সকল জ্বরের মহৌষধ। প্রতি ছোট শিশি ৷৷৹ বার আনা, বড় শিশি ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। গণোরিয়া স্পেসিফিক—যে রকম গণোরিয়া হোক না কেন, এক শিশিতে আরোগ্য। এক শিশি ১৲ এক টাকা মাত্র।

হোমিওপ্যাথিক বিভাগ

১। ওয়ারম্ কিওর—যাবতীয় ক্রিমির, ২। কিমেল সুধা—শ্বেত-প্রদর, রক্ত-বহ ও বাধকের, ৩। জিহ্বা স্পেসিফিক্—জিহ্বার ক্ষতের, ৪। নাথ রেগুলেটার যাহাদের নিয়মিত ঋতুস্রাব হয় না, [illegible] নিয়মিত ঋতুস্রাবের, ৫। পাইলস রেমিডি—যাবতীয় [illegible] মহৌষধ, মূল্য প্রতি শিশি ৷৷৹ বার আনা ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :- আরোগ্য না হইলে মূল্য ফেরৎ। রোগের অবস্থাদি জানাইলে, ঔষধ ও ব্যবস্থাদি পাঠান হয়। [illegible] দিলে ঔষধ পাঠান হয়। এক কালিন দশ টাকার ঔষধের অর্ডার পাইলে, স্বতন্ত্র কমিশন দেওয়া হয়। [illegible] বিশেষ গোপনে রাখা হয়।

সোল এজেণ্ট :-
দি এলোপ্যাথিক ড্রাগ ষ্টোরস্

ডাক্তার বি, ডি, কুণ্ডু
৩১ নং গরানহাটা ষ্ট্রীট, পোঃ বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
টেলিফোন নং বড়বাজার ২৪৫১।

বদন্তু হরে রাম হরে কৃষ্ণ [illegible]। হরেকৃষ্ণ হরিনাম [illegible] প্রাণাধনম্‌কাঃ॥

পর-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর, শ্রীচৈতন্যমঠ)

সম্প্রতি পর-বিদ্যাপীঠে নিম্নলিখিত বিষয়ের [illegible] অধ্যাপকের আসনসমূহ সংস্থাপিত হইয়াছে—বিদ্যার্থিগণ আবেদন করুন।

১। সাহিত্যাসন, ২। ঐতিহ্যাসন,
৩। সম্প্রদায়বৈভবাসন, ৪। ভক্তিশাস্ত্রাসন,
৫। তত্ত্বশাস্ত্রাসন, ৬। বেদান্তাসন.
৭। একায়নাসন।

শ্রীনন্দলাল রায় বি, এ, কাব্যতীর্থ, বিদ্যাসাগর,
সম্পাদক পরবিদ্যাপীঠ, শ্রীধাম মায়াপুর।

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ
শ্রীগৌড়ীয়প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৪০৲ চল্লিশ টাকা।

২৭২৪ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে,
সপ্তচত্বারিংশ খণ্ডে সূচী ছাপা হইতেছে।

৪৬শ খণ্ড [illegible] নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে ১৩।/০ সাধারণ পক্ষে ২০৸৶০। প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৶০, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ।/০।

দশম স্কন্ধ ছাপা হইতেছে। দশম স্কন্ধের ভিক্ষা ১২৲, অগ্রিম সাধারণের পক্ষে ৮৲।
৫০ অধ্যায়পর্যন্ত নবম সংখ্যা [illegible] হইয়াছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ"

" শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত "

সম্পূর্ণ ছাপা শেষ হইল

আদি, মধ্য, ও অন্ত্যলীলা এবং সূচী ছাপা হওয়া সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছেন। যাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্বে [illegible] টাকা ভিক্ষায় তৃতীয় সংস্করণ ৪৲ টাকায় না পাইয়া [illegible] সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের জন্যই উহার ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছেন। সেই ১০৲ টাকার এই বিরাট গ্রন্থ আরও কিছুকাল পর্যন্ত ৫৲ টাকা ভিক্ষায় দেওয়া হইবে। গ্রাহকগণ সত্বর হউন পরে আর এ সুযোগ দেওয়া হইবে না।

শ্রীচৈতন্য [illegible]

শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত
বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র গ্রন্থ ৮৲ স্থলেন অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲
নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪॥০ টাকা

শ্রীচৈতন্য মঠের [illegible] গ্রন্থ
কার্যাধ্যক্ষ, [illegible] শ্রীচৈতন্য মঠ
পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া
—অথবা—
শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা
ঠিকানায় পাওয়া যাইবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—[illegible] হইলে শ্রীচৈতন্য মঠের ঠিকানায় লিখিবেন।

বৃত্তিসহ সমগ্র

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

ভিক্ষা ২৲ টাকা। শিক্ষার্থি-ছাত্রের পক্ষে ১॥০ দেড়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীপরবিদ্যাপীঠ, শ্রীগোদ্রুমপুর(?)
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

দ্বীপ দিগ্‌দর্শন

গঙ্গার পূর্ব্বপারস্থ অন্তর্দ্বীপ, সীমন্তদ্বীপ, মধ্যদ্বীপ ও গোদ্রুমদ্বীপ এবং পশ্চিমপারস্থ কোলদ্বীপ, ঋতুদ্বীপ, জহ্নুদ্বীপ, মোদদ্রুমদ্বীপ ও রুদ্রদ্বীপ—এই নয়টি দ্বীপের অন্তর্গত স্থানসমূহ নবদ্বীপমণ্ডল নামে খ্যাত। 'দ্বীপ-দিগ্‌দর্শন' নামক গ্রন্থে ইহাদের বিবরণ অতি প্রাঞ্জল ভাষায় লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এই অমূল্য রত্নের ভিক্ষা মাত্র ৶০। ৶১০ ডাক টিকেট পাঠাইলে বুক পোষ্টে পাঠান হয়।

প্রাপ্তিস্থান—নদীয়া প্রকাশ কার্য্যালয়
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া
এবং
গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস,
১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিম্নলিখিত মঠসমূহে প্রাপ্তব্য :—

১। শ্রীচৈতন্য মঠ, [illegible] মায়াপুর, নদীয়া।
২। শ্রীগোদ্রুমানন্দ মঠ,—[illegible], (বর্দ্ধমান)।
৩। শ্রী [illegible] আসন,—[illegible], কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৪। শ্রীগৌড়ীয় মঠ,—১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা।
৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ,—[illegible], পুরী,
৬। শ্রী [illegible] মঠ,—[illegible], কটক।
৭। শ্রী [illegible] মঠ,—[illegible], মেদিনীপুর।
৮। শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ,—[illegible], কাশী, ই, বি, পি।
৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,—[illegible], মথুরা, ই, বি, পি।
১০। শ্রী [illegible] মঠ—[illegible], এলাহাবাদ(?), ই, বি, পি।
১১। শ্রী [illegible] গৌড়ীয় মঠ,—[illegible], পাঞ্জাব।
১২। শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠ,—[illegible] নবাবপুর রোড, ঢাকা।
১৩। শ্রী [illegible] গৌরাঙ্গ মঠ,—[illegible], ঢাকা।
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম,—আমলাজোড়া, রাজবাধ পোঃ, বর্দ্ধমান।
১৫। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ,—[illegible], চিনকুঠি পোঃ, মানভূম।
১৬। শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয় মঠ,—আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী, উড়িষ্যা।

এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণের নিকটও
নদীয়া-প্রকাশ প্রাপ্তব্য।

১। শ্রীযুক্ত জনার্দ্দন ঘোষ—[illegible] রোড, খুলনা।
২। শ্রীযুক্ত [illegible] গোস্বামী ডাক্তার—দেওয়ানগঞ্জ,
হলদিবাড়ী কুচবিহার।
৩। শ্রীযুক্ত রাধারঞ্জন রায় [illegible] নং শ্রীগোপাল মল্লিক লেন, কলিকাতা।
৪। শ্রীযুক্ত [illegible] সরকার [illegible]।
৫। মিঃ এন্‌ ডি, মুখার্জি [illegible]।
৬। শ্রীযুক্ত [illegible] ব্রজবাসী [illegible], নদী।
৭ শ্রীরাসবিহারী দাস অধিকারী, নবদ্বীপ।
৮। শ্রীনিরঞ্জনমোহন দে [illegible], নবাবপুর, ঢাকা।
৯। শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ গড়গড়ি [illegible], ২৪ পরগণা।

[illegible] করে। পুন সেইভাবে [illegible]

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২৩শে আশ্বিন বুধবার—১৩৩৬

শ্রীধাম মায়াপুর

"শ্রীধাম মায়াপুর" ডাকঘরের নাম হওয়ায় ১১০ ধারার অভিযোগের যোগ্য ব্যক্তিগণের চেষ্টায় নানাপ্রকার বাদ বিতণ্ডা ও মিথ্যা গল্প সৃষ্ট হইয়াছিল। গৌড়ীয় বৈষ্ণব পরিচয়াকাঙ্ক্ষি ব্যক্তিগণ আউল বাউলাদি উপসম্প্রদায়ের কথাকে শ্রীচৈতন্য বাণীর অনুগগণের সহিত সমশ্রেণীতে গণ্য করিবার দুরভিসন্ধিমূলে যে সকল চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা সুধী সমাজ সুষ্ঠুরূপেই জানিয়াছেন। ইহারা শাস্ত্রীয় যুক্তি ঐতিহাসিক প্রমাণ কিছুই মানিবেন না ও গোপন করিবার যত্ন করিবেন। মিথ্যা যুক্তি ও ঐতিহাসিক প্রমাণের অপলাপে [illegible] মুসলমান সম্প্রদায়ের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগকে অবৈধভাবে উত্তেজিত করিয়া কোন প্রকার উক্ত সম্প্রদায় হিন্দুর পবিত্র চরিত্রে কলঙ্ক আরোপ করিবার অবসর পাইয়াছিলেন। অবৈধভাবে জোর জবরদস্তি করিয়া কতিপয় অহিন্দু শ্রীধাম মায়াপুরের ভূম্যধিকারিগণের বিরুদ্ধে চেষ্টা করায় উহার প্রতিকার কল্পে আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করায় সেই সকল অহিন্দুগণের দ্বারা নাম লইয়া একটী বিবাদ উপস্থাপিত করেন। সে দিন একজন মাজিষ্ট্রেটপ্রবর কোন শ্রেণীর হিন্দুনামধারী শ্রীধাম-বিরোধী ব্যক্তিকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছিলেন যে, তোমরা কোন প্রকার তোমাদের অসত্যের দ্বারা সত্য নষ্ট করিতে অসমর্থ হইয়া অহিন্দুগণের আশ্রয়-গ্রহণ করিয়াছ, এই জন্যই হিন্দুগণ তোমাদের নীচতা ও অবৈধ চেষ্টার প্রশংসা করেন না। সত্যের বিরুদ্ধে চেষ্টাই কাপুরুষতার লক্ষণ। তাহা আমাদের জন্য তোমাদের দুর্ব্বলতাই সাক্ষ্য দিতেছে।

আদালতের বিচারে যখন কতিপয় অহিন্দুর অবৈধ কার্য্যের মীমাংসা হইয়া গিয়াছে, তখন আর সাময়িক-পত্রের সাহায্যে মিথ্যা কথা প্রচার করিয়া সত্যের অপলাপ করিবার সময় নাই। বঙ্গবাণীতে সেখ আবদুল হালিম যে ভাবের আবরণে বৈধ মিথ্যার উৎপাদক পত্র লিখিয়াছেন, তাহার প্রতিবাদে পত্রখানি বঙ্গবাণীর সম্পাদক কোন্ অভিসন্ধিমূলে প্রকাশ করিতে বিলম্ব করিতেছেন, তাহার অনুসন্ধান করিলেই জানিতে পারা যাইবে যে, স্বার্থ জনমতের প্রচার চাহে না। পক্ষবিশেষকে সাহায্য [illegible]

মায়াপুর নাম সমস্যা

(প্রতি-প্রতিবাদ)।

মহাশয়,

আমার পত্রের প্রতিবাদের আবরণে নারিকেলডাঙ্গানিবাসী মোল্লা মহম্মদের পুত্র আবদুল হালিম সেখ যে অবিচার করিয়াছেন ও অলীক কথা পত্রস্থ করিয়াছেন, তাহার প্রতিবাদ স্বরূপ এই পত্রখানি [illegible]কল্পে প্রকাশিত করিবেন।

১। ভক্তিবিনোদ মহাশয় মোল্লা মহম্মদের পিতার নিকট হইতে কোন জমিই বন্দোবস্ত গ্রহণ করেন নাই। মোল্লা খোদাদাদ খাঁ সাহেব শান্তিপুরনিবাসী শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত মৈত্র মহাশয়ের নিকট হইতে পত্তনী বন্দোবস্ত লন। তখন আবদুল হালিম বালা ছিলেন, কাজেই প্রকৃত কথা তাঁহার জানা নাই। তাঁহার পিতামহ মহাশয়কে যে কবুলিয়ৎ দিয়াছেন ঐ কবুলিয়ৎ রামসেবক চট্টোপাধ্যায় ভক্তিভৃঙ্গ মহাশয়ের শ্রীমায়াপুর আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে। তাহাতে তিনি 'মায়াপুর' নাম উল্লেখ করিয়াছেন। সুতরাং পত্রলেখকের পিতামহের নিকট ভক্তিবিনোদ মহাশয়ের বন্দোবস্ত লওয়ার কথা মিথ্যা। উক্ত পত্রলেখকের পিতামহ মৈত্র মহাশয়ের নিকট বন্দোবস্ত লইয়াছিলেন। শ্রীধাম মায়াপুরের কোন জমিই ইসলামপুর পরগণার অন্তর্গত নহে, উহা বাগুয়ান, উখড়া, [illegible] প্রভৃতি পরগণার অন্তর্গত, সরকার জাহানাবাদের অধীন। ইসলামপুর পরগণার নাম অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে হইয়াছিল। ১৫৮২ খৃষ্টাব্দে আইন-ই-আকবরীতে উহার উল্লেখ নাই। [illegible] পড়া থাকিলে তিনি জানিতে পারিতেন যে, অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভেও ইসলামপুর পরগণার কোন অস্তিত্ব ছিল না।

২। পত্রলেখক শ্রীধাম মায়াপুর গ্রামের নামের অস্তিত্ব বর্ত্তমান কালে একেবারে অস্বীকার করিয়া উহাকে যে [illegible] স্থাপক বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন তাহা সত্য নহে। 'শ্রীমায়াপুর' নামকে [illegible] পরিণত করিবার উহার যে চেষ্টার বিবরণ সমূহ, তাহা এখানে বলিতে গেলে অনেক স্থানের আবশ্যক হয়। তিনি [illegible]

করাও বঙ্গবাণীর সহৃদয়তা নহে।

উক্ত বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের প্রেরিত [illegible]খানি আমরা নিরপেক্ষ আনন্দসহকারে নদীয়া-প্রকাশের অঙ্কে স্থান দিলাম। আমরা আশা করি অত্যাচারকারীগণ নানা ছলনায় ভবিষ্যতে সত্যের বিরুদ্ধাচরণ হইতে নিবৃত্ত থাকিবেন।

সম্প্রতি বি, এল পাশ করায় অভিনব যুক্তি দ্বারা ৮০ বৎসর পূর্ব্বের মুদ্রিত ও প্রকাশিত পুস্তকের লিখিত 'মায়াপুর' নামের পরিবর্ত্তে আর অন্য নাম স্থাপন করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন মাত্র। আকারান্ত শব্দ অনেক সময় স্থানীয় অশিক্ষিত লোকের ভাষায় 'এ' কারে পরিণত হয়; সুতরাং অসংস্কৃত ব্যক্তিগণ যেরূপ উচ্চারণ করে তাহা সাধু ভাষা নহে। তবে সম্প্রতি গেজেটের সার্কেল গ্রাম হইতে যে "এ" আমদানী হইয়াছে, তাহা মোল্লা আফজল হোসেনের আমল হইতে অদ্যাবধি স্থানীয় অধিবাসী কেহ স্বীকার করেন নাই। সুতরাং মায়াপুরকে নামান্তরিত করিবার চেষ্টা বর্ত্তমান কালে আরম্ভ হইতেছে মাত্র, পূর্ব্বে ঐরূপ চেষ্টা উহার পিতামহের আমলে হইতে হয় নাই। পত্রলেখকের [illegible] নাম প্রচলিত 'মায়াপুর' নামের স্থলে বসাইবার প্রস্তাব মাত্র। পত্রলেখক কি কি কারণে এই পত্রখানি লিখিয়াছেন বা আদালতে উপস্থিত ছিলেন, তাহা প্রকাশ করিয়া দিলে তাহার আদর কাটিয়া যাইবে বলিয়া সম্প্রতি নিবৃত্ত হইলাম। মুসলমান মহোদয়গণের সাথ একটি বিবাদ বাধাইয়া দিবার জন্য সেই নবদ্বীপের কয়েকজন ব্রজমোহন দাসের অনুগতপ্রার্থী হওয়ায় এবং মাজিদাবাদের একটি ভূম্যধিকারী সহ নবদ্বীপের অনেক ভট্টাচার্য্যের সহিত বৈষয়িক ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট থাকায় হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে ভেদ জন্মাইবার নীতি অবলম্বন করিয়াছেন। কিন্তু এরূপ অবিবেচনার প্রশ্রয় দেওয়া যাইতে পারে না।

৩। পত্রলেখক আদালত গৃহে, বাহিরে [illegible] অবস্থান করিয়া এবং বাহিরের সকলকে প্রদর্শন করাইয়া ও নরহরি দাসের সাক্ষ্য প্রসঙ্গে [illegible] উঠিয়াছিলেন। উহার কর্ণে প্রবেশ না হয়, তাহা হইলেও আমার কর্ণ ও তদকালে উপস্থিত জনসঙ্ঘের সকলের কর্ণের বধিরতা স্বীকার করিতে পারি না। পত্রলেখকের "কখনই বলেন নাই" কথাটি সম্পূর্ণ মিথ্যা ও হীন। পত্রলেখক যদি আদালতে সেই সময় উপস্থিত ও মনোযোগী থাকিতেন, তাহা হইলে ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুরের প্রতি আমার উক্তি বিষয় তিনি নিশ্চয়ই জানিয়া থাকিতেন। আমি বলিয়াছিলাম,—'তাহা হইলে [illegible] 'শ্রীধাম' শব্দ প্রয়োগে ও রায় বাহাদুরের 'মায়াপুর' শব্দ ব্যবহারে আপত্তি নাই।"

৪। পত্রলেখক স্বীয় পিতামহের পক্ষে [illegible] পাইয়া তাঁহার [illegible] অনুমোদিত ও স্বীকৃত কথা কি কারণে উল্টাইয়া ফেলিবেন, একথা আমাদের বিশ্বাস হইতেছে না। বর্ত্তমান পত্রলেখকের পিতা মায়াপুর [illegible] হইবার জন্য [illegible] করিয়া প্রজা বলিয়া গৃহীত হইতে পারেন নাই; সুতরাং [illegible] কারণে পত্রলেখক পিতামহের সাহায্যে [illegible] বসাইবার যে প্রয়াস করিবেন, তাহাতে আর বৈচিত্র্য কি? [illegible] একটী [illegible] অষ্টাদশ শত [illegible] দিতে বাধ্য হইয়াছেন। [illegible] মোল্লা কয়েকখানি দলিলে [illegible] মহাশয়ের [illegible] পূর্ব্বে এই গ্রামকে 'মায়াপুর' বলিয়া সমর্থন করিয়াছেন। "[illegible] কোন 'মায়াপুর' নাম সমর্থন করেন নাই"—পত্রলেখকের এই উক্তি সত্য নহে।

৫। পত্রলেখকের মায়াপুরে জন্ম গ্রহণ করিবার [illegible] বৎসর পূর্ব্বে এই স্থানকে মায়াপুর বলা হইত। [illegible] শত বৎসর পূর্ব্বে [illegible] লেখক এই মায়াপুর গ্রামকে নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের বাসস্থান ক্ষেত্র ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্ম ভূমি বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যদেবের অনুগত জনগণ আজ চারি শত বৎসর হইতে [illegible] সমাধিতে সম্মান প্রদর্শন করিয়া আসিতেছেন, পত্রলেখক [illegible] গোপন করিবার যে প্রয়াস করিয়াছেন, তাহা বলাই বাহুল্য। সুতরাং মায়াপুর [illegible] শ্রীধাম মায়াপুর [illegible] লোকের নিকট পরিচিত ছিল। কিন্তু [illegible] নদীর ধারায় এবং গঙ্গার প্রবাহে [illegible] মায়াপুরের [illegible] অংশ [illegible] অসমর্থ হইলেও মায়াপুর গ্রামে [illegible] সাহেবের [illegible] উড়াইয়া দিতে পারেন নাই। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে মুদ্রিত পুস্তকে এবং ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে মুদ্রিত পুস্তকে মায়াপুর নাম দেখা যাইতেছে। যদি পত্রলেখক আবার প্রত্নতত্ত্বের [illegible] বাধা দিবার চেষ্টা করেন, তাহা হইলে [illegible] বলি, উহা সত্যের অপলাপ মাত্র। 'M' ও 'Y' এর পূর্ব্বে accentuation এর চিহ্ন [illegible] উহা "[illegible]" না পড়িতে চান, তাহা হইলে আমি নাচার।

৬। প্রতিবাদকারীর [illegible] আমি [illegible] ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের [illegible] জানি না [illegible] বলিয়াছিলাম [illegible] কিছু [illegible] আমি সন্দেহ করিতে পারি না।

৭। প্রতিবাদকারীর [illegible] শ্রীযুক্ত [illegible] লক্ষ্য করিবার আবশ্যক [illegible] পারিলাম না। [illegible] ব্রহ্মচারী মহাশয় [illegible] অধীন [illegible] নামান্তর কৈ? এরূপ যুক্ত প্রশ্ন

[illegible] ভাইস-প্রেসিডেন্ট দেওয়া আছেন। ঐ [illegible] করাইয়াছেন [illegible] পেশি- [illegible] ছিলেন না। সুতরাং তিনি কি প্রকারে [illegible] নাম বদল করিয়া দিলেন? বামনপুকুর [illegible] অধীন গ্রামের [illegible] ঐ গ্রামের নাম 'মায়াপুর' [illegible] পত্রলেখকের পিতামহ [illegible] বসাইবার [illegible] ছিলেন, একথা [illegible] মহাশয়ের প্রতি [illegible] আরোপ করিতে হইত না।

৮। পত্রলেখক [illegible] মুসলমান সম্প্রদায়ের পক্ষ হইতে [illegible] হইয়াছেন বলিয়া যে [illegible] করিয়াছেন তাহা সত্য নহে। তাঁহার [illegible] প্রকাশ যে, ৪০০ জন মায়াপুরের [illegible] শ্রীধাম মায়াপুরে ডাকঘরের নাম স্বাক্ষর করিয়াছেন। এই দুই প্রকার উক্তির কোনটী সত্য? যাহারা স্বাক্ষর করিয়াছে, তাহারা কি মুসলমান নহে? শ্রীযুক্ত আশুতোষ চক্রবর্ত্তী মোক্তার মহাশয় মায়াপুর গ্রামের ১৫৭ জন অধিবাসীর স্বাক্ষরিত "ডাকঘরের নাম শ্রীধাম মায়াপুর হউক"—এই আবেদন দাখিল করিয়াছেন, প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে আমি তাহা দেখিয়াছি। আরও দেখিয়াছি যে, দেশের হিন্দুমুসলমান দুই তিন হাজার ব্যক্তির স্বাক্ষরিত 'শ্রীধাম মায়াপুর' নাম-সংরক্ষণপ্রার্থী দরখাস্তও দাখিল হইয়াছে। স্বাক্ষরকারিগণের অধিকাংশই উচ্চশিক্ষিত ও পদস্থ ব্যক্তি। আর বিরোধিগণের পক্ষে স্বাক্ষরকারীর অধিকাংশই অশিক্ষিত ও ব্রজমোহন দাসের পৃষ্ঠপোষক জমীদারের প্রজামাত্র। লেখকের পিতামহ মায়াপুর ছেড়ে [illegible] না হইয়াও মায়াপুর নাম স্বীকার করিয়া আসিয়াছেন। সুতরাং মুসলমান সম্প্রদায়ের নাম লইয়া তাঁহার ব্যক্তিগত ঈর্ষামূলে প্রদত্ত প্রতিবাদের প্রত্যক্ষদর্শী অভিজ্ঞ [illegible] জগতে কেহই স্বীকার করিবেন না।

৯। পত্রলেখকের শ্রীমায়াপুরবিরোধী ব্রজমোহনদাসের একান্ত [illegible] করিবার জন্য যে সকল কথা বলিতে হইয়াছে, তাহার প্রমাণ তিনি [illegible] নামেরী, আইন-ই-আকবরী, [illegible] সালাতুন প্রভৃতি কোনও গ্রন্থ হইতে বক্তিয়ার খিলজীর মায়াপুর নবদ্বীপ আক্রমণমুখে মুসলমান [illegible] বসাইবার উল্লেখ দেখাইতে পারেন নাই। সুতরাং [illegible] নবজাগের ন্যায় সাজাইয়া [illegible] মুসলমান কীর্ত্তি" রক্ষায় স্বাধীন [illegible] ভাবিয়া জীবনে [illegible] দান করিবে, আমরা [illegible] পারিতেছি না। যদি কলেজাদির [illegible] প্রয়াসী যুবক পত্রপ্রেরকের [illegible] বৎসরের অধিক প্রশংসা করিতে পারিলাম না বলিয়া তিনি আমার প্রতি [illegible] গঙ্গান্তরে [illegible] জমির নাম মায়াপুর, ইহাই উচ্চৈঃস্বরে অস্বীকার করিয়া গেল,—একথা তিনি [illegible] পারেন নাই। উঁহাতে [illegible] সমর্থিত না হইয়া 'মায়াপুর' নামের অতি [illegible] বৎসরের প্রাচীনত্ব স্বীকার করার জন্য তাঁহার [illegible] 'কৌশল' বলা যায় না।

১০। পত্রলেখক লিখিয়াছেন যে, 'বহু মুসলমান আদালতে উপস্থিত থাকিয়া আপত্তি করেন'—ইহা সত্যের বিকৃতি। এক খাঁ বাহাদুর আজিজল হক সাহেব, উকীল হিসাবে কোন বিরোধী পক্ষের হিন্দুর পক্ষ হইতে মুসলমান সম্প্রদায়ের নাম [illegible] উচ্চারণ করিয়া আপত্তি করেন মাত্র। [illegible] যে সকল মুসলমান সমবেত ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে [illegible] দুই একজন ব্যতীত সকলেই 'শ্রীধাম মায়াপুরের নামরক্ষণ প্রয়াসী, ইংরাজের আবেদনকারী [illegible] অধিবাসী।

১১। পত্রলেখকের আর একটি যুক্তির মর্ম বুঝিতে পারিলাম না। [illegible] গ্রামবাসী, তাহারা গ্রামের নাম কি আছে বা থাকিবে, জানিবে না বা তৎসম্বন্ধে তাহাদের মত গ্রাহ্য হইবে না, আর তাহাদের গ্রামের নাম অপরে বদল করিয়া দিয়া যাইবে এবং তাহাই তাহারা বাধ্য হইয়া বরণ করিয়া লইবে, ইহা কি গ্রামবাসীর উপর অবৈধ অত্যাচার নহে?

শ্রীহরিপদ বিদ্যারত্ন এম, এ বি এল

সাময়িক প্রসঙ্গ

নাদিয়ার পূর্বাংশে কাঁকড়ার মাঠ! উহা কুলিয়ার উত্তরাংশ। কিছুদিন পূর্ব্বে তথায় ১১৯২ খৃষ্টাব্দে একটী রাম-সীতার মন্দির নির্ম্মিত হয় [illegible] নির্ম্মাণ করেন— দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ—ইহাই কিম্বদন্তী।

কাশীনাথ ৫০ বৎসর আগে কান্দি রাজবংশের প্রবন্ধে ভ্রমবশতঃ এখানে শ্রীগোবিন্দ গোপীনাথ মদনমোহনের মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয় বলিয়া লেখা আছে। তাহা নহে। ১৭৯২ খৃষ্টাব্দে দেওয়ানের মন্দিরটী গঙ্গাগর্ভসাৎ হইবার উপক্রম হইলে রামসীতা কাঁদিতে চলিয়া যান।

লোকের ভ্রান্ত হইবার জন্য ও সাধারণের অবকাশের জন্য কুলিয়া সহরের কয়েকটি লোক জনৈক মোক্তারের সাহায্যে ঐ ভ্রান্তির দুর্গন্ধ প্রচার করেন। তাঁহারা বলেন যে, কাঁকড়ার মাঠকে পুরাণ নবদ্বীপ করিতে পারিলে তাঁহাদের কুলিয়া নাম হইতে অব্যাহতি হয়। সুতরাং উড়িয়া পড়িয়া লাগিয়া একটি ভ্রান্ত মত প্রচার করার আবশ্যক

পরলোকগত কুমার শরচ্চন্দ্র সিংহ যে বিচার অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাঁহার নাতি-জামাতৃগণের কর্ম্মচারী জনৈক শ্রীধাম-বিদ্বেষী তাহা উল্টাইয়া দিয়া কুপথে চালাইতেছেন। তাঁহাদের মনে নাই যে, এই বংশের পূর্ব্বপুরুষগণ শ্রীধাম বিদ্বেষী ছিলেন না। কিন্তু অনন্তরগণ পূর্ব্বপুরুষের বিচার-প্রণালী ছাড়িয়া যে নবীন পথ অবলম্বন করিতেছেন, তাহাতে প্রাচীনের কলঙ্ক আসিয়া উপস্থিত হইতেছে।

ময়মনসিংহ-নিবাসী কৈলাস মোক্তার নূতন চড়ায় বাস করিতে [illegible]। অল্পবাহিরদিয়ার গিরীশনন্দীর পুত্রবধূ প্রমদা সুন্দরী নন্দী ক্যাকড়ার মাঠে কতকগুলি জমি সস্তায় সস্তায় গ্রহণ করেন। আর কতকগুলি জমি আলাদেবীর দলের দালালেরা বিধবাবিবাহের সভা, পাঞ্জাবে নারী-সংগ্রহ, প্রভৃতি গোশালার নানাকার্য্যের জন্য বন্দোবস্ত লইয়া তথায় গ্রাম বসাইতে থাকেন

ঐ জমিগুলি যে কোন কারণেই হউক অধুনা তাঁহাদের গলগ্রহ হইয়াছে। বেচিবার জন্য দালাল ছুটিয়াছে। [illegible] লোভী লোকসকল দেনা পাওনার হিসাব করিয়া তুলিয়াছে। পরমার্থ শিকায় উঠিয়াছে। কে কত ফাঁকিতে পড়িতে পারে, তাহার একটি সার্ভে হইতেছে। মন্দ কাল তেরি তামাসা!

মুর্শিদাবাদ লালবাগে একটী কিম্বদন্তী আছে। সেই লালবাগে কবিরাজ মহাশয়ের একটী টোল ছিল। কেহ কেহ বলেন, স্বকীয় পারকীয়বাদিগণ যে কলহ উপস্থিত করিয়াছিলেন, তাহার মীমাংসা করেন—মুর্শিদ কুলিখাঁ।

লালবাগে বনমালী বাগিচায় ছয় মাস সভা হইয়াছিল। কেহ কেহ বলেন, যেখানে কাব্য পুরাণতীর্থ মহাশয়ের বাড়ী, উহাই সভাস্থল ছিল। সেজন্য স্বকীয়-পারকীয় বিচারের পাণ্ডাগণের উহা সমর ক্ষেত্র। পাঁচথুপীর অধিকারিগণের মুখপাত্র একদিন এক বই লিখিতে গিয়া এই ঘটনার উল্লেখ করিয়া ফেলিয়াছেন।

স্বকীয় পারকীয়বাদের বিচার রজম না হওয়ায় যে সকল উদগার পঞ্চপ্রাণের অত্যুত্তমতা লাভ করিয়াছিল, সেই দুর্গন্ধ প্রাকৃত সহজিয়াগণের মধ্যে বড়ই আদরের বস্তু। তাহার ঢেউ চণ্ডীদাস বিদ্যাপতির নামীয় জাল গানের মধ্যেও দেখা দিয়াছে। প্রাকৃত সহজিয়াগণ সেই ঢেউকে গা ভাসাইয়া বনমালী বাগিচার পূজা করিয়া থাকেন, কিন্তু তাঁহারা মাত্রাইর করিয়া দেখিলে ঐ প্রকার বিবাদের অবসর থাকে না।

জড়জগতে স্বকীয়বাদ নীতি-পুষ্ট ও পারকীয় বাদে দুর্নীতি অবস্থিত। অজড়বাদে দুর্নীতি বলিয়া কোন কথার অবকাশ নাই ও হইতে পারে না। প্রাকৃত সহজিয়া অপ্রাকৃত তত্ত্বকে জড়জগতের হেয়তার সহিত সমান মনে করায় ব্যভিচার জনিত হেয়তা উৎপাত্ত লাভ করিয়াছে। সুতরাং স্বকীয়বাদ অভ্যুচ্চারপর জনগণের পরম আদরের বস্তু।

পারকীয় বিচার শ্রেষ্ঠতা লাভ করিয়া যদি জড়জগতে আদৃত হয়, তাহা হইলে জীবিতোত্তর কালে তাহারা সকলেই নরকে গমন করে। তাই বলিয়া অপ্রাকৃত জগতে পারকীয় চমৎকারিতা বিনাশ করা এবং জড়ের স্বকীয় সুনীতি-বাদের প্রতিষ্ঠা বুদ্ধিমত্তার পরিচয় নহে। বনমালী বাগিচায় যে সকল প্রাকৃত বিচার হইয়াছিল, তাহা মুর্শিদ কুলিখাঁ অনুমোদন করিতে পারেন, তদ্দ্বারা বৈষ্ণব-সমাজের কোন মঙ্গল সাধিত হয় নাই। জড়তন্ময় স্বকীয়বাদী অথবা পারকীয়বাদী উভয়েই বৈকুণ্ঠ-গমনের দ্বার রুদ্ধ করিয়াছেন। শ্রীজীব-গোস্বামি প্রভুর 'শ্রীগোপালচম্পূ-কথিত স্বকীয় বিচার' শ্রীরূপপাদের পারকীয়-বিচারের বিরোধী নহে—প্রাকৃত সহজিয়াগণ একথা বুঝিতে পারেন না।

আশ্চর্য্য মৃত্যু

মৃত্যুর্জন্মবতাং বীর-দেহেন সহ জায়তে
অদ্য বাব্দশতান্তে বা মৃত্যুর্বৈ প্রাণিনাং ধ্রুবম্॥

যে বস্তু জন্ম গ্রহণ করে তাহারই মৃত্যু হয়। যে বস্তু অজ, তাহাই অমর। জাগতিক সমস্ত বস্তুই মরণশীল। জগদতীত আত্মার মৃত্যু নাই।

জন্ম, মৃত্যু সম্বন্ধে অনেকের অনেক মত থাকিলে সর্ব্বমত নিরসন করিয়া উপনিষদ্ সার গীতা বলেন—আত্মার জড় দেহলাভই জন্ম এবং সেই দেহত্যাগই মৃত্যু। সুতরাং জন্ম মৃত্যু আত্মার পক্ষে সাজামাত্র। পরমাত্মা শ্রীভগবানের সেবা-ভ্রান্তিই সেই সাজার কারণ।

মৃত্যুকে কেহ আদর না করিলেও সে তাহার স্বরূপ না দেখাইয়া পারে না। অজ্ঞ ব্যক্তিই মৃত্যু ভয়ে ভীত। বিজ্ঞ আত্মারাম

বলিয়া মৃত্যু-চিন্তা তাঁহার নাই। তবে সাধারণ লোক মরণকে ভয় করিলেও মৃত্যু-সময়ে শ্রীভগবানের নাম স্মরণের সুযোগ প্রার্থনা করেন। কেননা তনুত্যাগকালে শ্রীভগবানের নাম-স্মরণে ম্রিয়মাণ ব্যক্তির ভবিষ্যৎ জীবনে আত্মোপলব্ধির অনুকূলে জন্ম প্রদান করে।

শ্রীগীতা বলেন যে, মৃত্যুকালে মরণোন্মুখ জীব যে চিন্তা করিয়া মরে, মরণান্তে সেইরূপ দেহ প্রাপ্ত হয়। বিষয়ী আমরা, সুতরাং মৃত্যুকালে বিষয়-চিন্তা রাশি আমাদিগকে ব্যাকুল করে। আর সেই অতি কষ্টোপার্জ্জিত বিষয়-ত্যাগকালে অত্যধিক কষ্টের কারণ হইয়া পুনরায় সেই আদি, মধ্য ও অন্ত্যে কষ্টপ্রদ বিষয়ার্জ্জনের অনুকূল জন্ম প্রদান করে। সুতরাং যিনি ভগবচ্চিন্তা লইয়া মরিতে পারেন তাঁহারই সৌভাগ্য।

গত ১৬ই আশ্বিন বুধবার যশোহর জেলার চোরখালী গ্রামে এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটিয়াছে। কিছুদিন পূর্ব্ব হইতে গ্রামের জনৈক নিঃসন্তান ব্যক্তি একটী বালককে পোষ্যরূপে গ্রহণ করেন। বালকটী বাল্যকাল হইতে হরিনাম-পরায়ণ ছিল। অনেক সময় শ্রীতুলসীর নিকটে বসিয়া নিজের ভাষায় অনেক আবেদন, নিবেদন করিত। বর্ত্তমান বয়স ৬ বৎসর। ১৪।১৫ দিন পূর্ব্ব হইতে পেটের অসুখ হয়। ঘটনার দিবস শ্রীচৈতন্যমঠের অনেক প্রচারক সদলে তথায় বিশেষ ভাবে আহূত হইয়া শুভাগমন করেন। বালক প্রাতঃকাল হইতেই প্রচারকমহোদয়ের আগমন প্রতীক্ষা করিয়া বার বার জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, ব্রহ্মচারিগণ যখন শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের ভোগ দিয়া ভোগারতি কীর্ত্তন করিতেছিলেন, সেই সময় ঐ বালক কীর্ত্তনের স্থানে আসিবার বাসনা জানায়। পরে রোগশয্যায় উচ্চৈঃস্বরে 'হরিবোল' 'হরিবোল' বলিতে বলিতে কীর্ত্তন-রোলের মধ্যেই দেহ ত্যাগ করিল। গৃহের লোক সাধুগণের সঙ্গক্রমে শোকগ্রস্ত না হইয়া ভগবানের সেবায় নিযুক্ত হইলেন।

মৃত্যুটা আশ্চর্য্য বটে।

নিরাশার কথা

জড়-বিদ্যামদ

পরেশ বাবু হরিপুরের জমিদার। ইনি শুধু ধনবান্ নহেন, প্রাচ্য পাশ্চাত্য উভয় বিদ্যায় বিশেষ বিদ্বান্। লিখিতে, পড়িতে, বলিতে, কহিতে পরেশ বাবু সর্ব্বদিকেই সেরা। যৌবন কাল, দেহে রূপও যথেষ্ট সর্ব্বদিকে সর্ব্ব বিষয়ের মালিক পরেশ বাবু বিশেষ চরিত্রবান্। অনুসন্ধানে তাঁহার কোন দোষ না থাকিলেও তিনি বেশ একটু দাম্ভিক। অন্য লোকে অনেক চেষ্টা করিয়াও যে সকল সম্পত্তি পায় না, পরেশ বাবুর তাহা অনায়াসে লাভ হওয়ায় কোন বিষয়ের গুরুত্ব তাঁহার উপলব্ধির মধ্যে ছিল না। লোকের দুঃখ কষ্ট তিনি বুঝিয়াও বুঝিতেন না। জাগতিক অপস্বার্থ সিদ্ধির জন্য তিনি লোক-পীড়ন লোক-বঞ্চনা করিতে পশ্চাৎপদ হইতেন না। বিদ্যা বিনয় দান করে, কিন্তু পরেশ বাবুর ক্ষেত্রে বিপরীত বস্তুটীরই প্রাপ্তি হইল। বিদ্যা অজ্ঞান দূর করিয়া প্রকৃত জ্ঞেয় বস্তু ভগবান্‌কে জানাইয়া দেয়, আর পরেশ বাবুর শব্দ-বিদ্যা পরেশবাবুকে পরেশের চিন্তা হইতে বিমুখ করিয়া তাঁহাকে 'প্রভু' সাজাইয়া দিল। অজ্ঞান বৃদ্ধিকারী বিদ্যায় কি লাভ।

নীলাম ইস্তাহার

জেলা নদীয়া, মোকাম কৃষ্ণনগর মুন্সেফী দ্বিতীয় আদালত

নীলামের দিন ৮ই নভেম্বর, ১৯২৯

(৫৪)

৯৯৩ খাংজারী ২৯ দাবী ২৮০॥০

ডিঃ শ্রীবদ্রীনারায়ণ চেৎলাঙ্গিয়া সাং গোয়াড়ি কোতোয়ালী

দেঃ শ্রীশশধর কুমার রায় দিং সাং চণ্ডিপুর থানা দামুড়হুদা

জেলা নদীয়া কালেক্টরীর ১৬৪নং তৌজিভুক্ত থানা কৃষ্ণগঞ্জের সামিল ২নং মৌজা কাদিপুর গ্রামে ১৩৭নং ও তদধিন ১৩৮।১৩৯।১৪১।১৪২।১৪৩নং খং ভুক্ত ১২ একর জমি ঐ তৌজিভুক্ত ঐ থানার সামিল ২নং মৌজে দিগম্বরপুর গ্রামে ১৬৫নং ও তদধিন ১৬৬।১৬৭।১৬৮। ১৬৯নং খং ভুক্ত জমা ৪৮৲ টাকা মৌরাশ মোকররী জমা মায় আকর আওলাত মূল্য আঃ ১৫০৲ টাকা

৫৫

৭০০ খাংজারী ২৯ দাবী ২৬।।০

ডিঃ শ্রীবদরি নারায়ণ চেৎলাঙ্গিয়া সাং গোয়াড়ি, থানা কোতোয়ালী

দেঃ শ্রীমতী সুশীলা বালা দাসী দিং সাং বিষ্ণুপুর থানা কৃষ্ণগঞ্জ

জেলা নদীয়া থানা কৃষ্ণগঞ্জের অধীন মৌজে বিষ্ণুপুর ১৯০নং খংভুক্ত ১.০৯ একর জমির বার্ষিক ৩৸০ জমা মায় আকর আওলাত আঃ মূল্য ১৫৲

(৫৬)

৭৬৫ খাংজারী ২৯ দাবী ১৬৲

ডিঃ শ্রীবদ্রীনারায়ণ চেৎলাঙ্গিয়া সাং গোয়াড়ী থানা কোতোয়ালি

দেঃ শ্রীতেতুল মণ্ডল হাল সাং চৌগাছা থানা কৃষ্ণগঞ্জ

জেলা নদীয়া সবরেঃ কৃষ্ণনগর থানা চাপড়ার অধীন মৌজে গাটরা গ্রামে ১৩৬ নং খংভুক্ত ৭৭ শতক উটবন্দী জমীর কাত মায় আকর আওলাত মূল্য আঃ ৫৲ টাকা

(৫৭)

৭০১ খাংজারী ২৯ দাবি ৮৯/৯

ডিঃ শ্রীবদরিনারায়ণ চেৎলাঙ্গিয়া সাং গোয়ারী থানা কোতোয়ালী

দেঃ শ্রীমতী হাজারি বালা বর্ম্মনী সাং গোবিন্দপুর থানা কৃষ্ণগঞ্জ

জেলা নদীয়া সবরেঃ কৃষ্ণনগর থানা কৃষ্ণগঞ্জ মৌজে বিষ্ণুপুর ১৭৭ খংভুক্ত ৩-৬৩ একর জমির বার্ষিক ১৪৲ টাকা জমা। উক্ত জমা মায় আকর আওলাত মূল্য ৫০৲

(৫৮)

৭০২ খাংজারী ২৯ দাবী ২৩৸/৫

ডিঃ শ্রীবদরীনারাণ চেৎলাঙ্গিয়া সাং গোয়ারী থানা কোতয়ালী

দেঃ শ্রীমতী হাজারী বালা বর্ম্মনী সাং গোবিন্দপুর থানা কৃষ্ণগঞ্জ

জেলা নদীয়া সবরেঃ কৃষ্ণনগর থানা কৃষ্ণগঞ্জের সামিল মৌজে বিষ্ণুপুর ১৭৩। ১৭৪ নং খংভুক্ত ১-৪৫ শতাংশ উটবন্দী জমী মায় আকর আওলাত মূল্য আঃ ১৫৲

(৫৯)

১১০৬ খাংজারী ২৯ দাবী ১৬৭৵৬

ডিঃ বাবু দীনেন্দ্রনাথ ঘোষ দিং কাছারি আড়ংঘটা থানা রাণাঘাট

দেঃ শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বল্লভ ২৬ নং গ্যালিফ ষ্ট্রীট কলিকাতা

জেলা নদীয়া থানা হাঁসখালী সবরেঃ কৃষ্ণনগর পং মামজোয়ানীর সামিল ৭২নং গাড়াপোতা গ্রামে ১০০ নং ও তদধিন ১০১ নং খংভুক্ত ২১-৪৮ একর জমির বার্ষিক ২৮৷/ রায়ত স্থিতিবান জমা মায় আকর আওলাত মূল্য আঃ ৫০৲

(৬০)

৭০৩ খাংজারী ২৯ দাবী ১০৩৸০

ডিঃ শ্রীমতী রাসমোহিনী দাসী দিং সাং পাথুরি থানা চাপড়া

দেঃ শ্রীমোজাহর সেখ সাং ঐ থানা ঐ

জেলা নদীয়া কালেক্টরীর ২৪৬২ নং তৌজি পং বাগোয়ানের অন্তর্গত মৌজে পাথুরি সেঃ ৮১৯ নং খংভুক্ত ৬ একর উটবন্দী জমী মায় আকর আওলাত মূল্য আঃ ১০৲

(৬১)

৭৩৯ খাংজারী ২৯ দাবী ২৩।৵৯

ডিঃ শ্রীশিবেন্দ্রনাথ সিংহরায় সাং ও থানা নাকাশীপাড়া,

দেঃ শ্রীরতন ঘোষ—সুলতানপুর, থানা নাকাশীপাড়া

জেলা নদীয়া কালেক্টরীর ৩৭১নং তৌজিভুক্ত থানা নাকাশীপাড়া মৌজা বিক্রমপুর মধ্যে ৬১৫ নং খতিয়ানভুক্ত ৭১ শতক জমির জমা বার্ষিক বিঘা প্রতি ১৶। মূল্য আঃ ৫৲

৭২০ খাংজারী দাবী ৩২॥০

ডিঃ শ্রীকৈলাস কামিনী দেবী সাং বেতবাড়িয়া, থানা চাপড়া

দেঃ শ্রীচটাই সেখ সাং বেতবাড়িয়া থানা চাপরা

জেলা নদীয়া থানা চাপরার সামিল মৌজে বেতবেরিয়া গ্রামে সেঃ ১৭০ নং খতিয়ানে ২.৫৫ ৭১ শঃ জমির কাত বার্ষিক খাজনা ৭/১১ টাকার উটবন্দী জোত, মূল্য আঃ ২০৲ টাকা

(৬৩)

৭১৯ খাংজারী ২৯ দাবী ৮০॥৬

ডিঃ শ্রীজ্ঞানেন্দ্র গোপাল গাঙ্গুলী সাং বেতবারিয়া থানা চাপরা

দেঃ শ্রীপটলি বিবি—সাং বেতবারিয়া থানা চাপরা

জেলা নদীয়া থানা চাপরা মৌজা বেতবারিয়া গ্রামে সেঃ ২০৫ ও ৩৩৬নং খতিয়ানভুক্ত ৬-৩৪ একর উটবন্দী জমি মূল্য আঃ ৬০৲ টাকা

(৬৪)

১৫৯৫ খাংজারী ২৮ দাবী ৩০॥৵

ডিঃ শ্রীরণজিৎ পাল চৌধুরী সাং মহেশগঞ্জ থানা নবদ্বীপ

দেঃ—শ্রীবসন্ত কুমার কর্ম্মকার সাং বলাগড় জেলা হুগলি—

জেলা নদীয়া থানা হাঁসখালি মৌজে গোবিন্দপুর গ্রামে সেঃ ১১২১নং খতিয়ানভুক্ত ১.০৬ একর জমির কাত জমা ২৸৵৩ ঐ বাকীপড়া জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত মূল্য আঃ ৫৲

(৬৫)

১৫৯৪ খাংজারী ২৮ দাবী ২৯।৬

ডিঃ শ্রীরণজিৎ পাল চৌধুরী সাং মহেশগঞ্জ থানা নবদ্বীপ

দেঃ শ্রীবসন্ত কুমার কর্ম্মকার সাং বলাগড় জেলা হুগলি

জেলা নদীয়া থানা হাঁসখালি মৌজে [illegible] ৮৮০ নং খতিয়ানভুক্ত [illegible] উক্ত [illegible] মায় তদুপরিস্থিত আকর [illegible] মূল্য আঃ ৫,

([illegible])

[illegible] খাং নং [illegible] দাবী ২৪।৬

ডিঃ শ্রী[illegible] পাল চৌধুরী সাং মহেশগঞ্জ থানা নবদ্বীপ

দেঃ শ্রীকালিপদ প্রামানিক — [illegible] থানা হাঁসখালি

জেলা নদীয়া থানা হাঁসখালি [illegible] মৌজে গোবিন্দপুর মেঃ ৮৪৯ নং [illegible] ৫৩।। জমির জমা [illegible] বার্ষিক খাজনা জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত মূল্য আঃ ৫,

([illegible])

৬১৬ খাংজারী ২৯ দাবী ৯৯৫০

ডিঃ শ্রীমন্মথ পাল চৌধুরী সাং অধীন বাজার, থানা কোতোয়ালী

দেঃ শ্রীপঁচুদাস দিং সাং [illegible] থানা চাপড়া

জেলা নদীয়া থানা চাপড়া মৌজে মহৎপুর গ্রামে ১২২।১২২৩নং খতিয়ানভুক্ত ৫।১৩ একর জমির কাত ২৮।১২৬ নং কবুলতিয়ত মোং মূলে ২৯০ টাকার জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত মূল্য আঃ ২০

(৬৮)

৭১৮ খাংজারী ২৯ দাবী ২১।৯০

ডিঃ শ্রীজ্ঞানেন্দ্র গোপাল গাঙ্গুলী সাং বেতবাড়িয়া থানা চাপড়া

দেঃ নাবালক শ্রীনগেন্দ্রগোপাল গাঙ্গুলী দিং পক্ষে গার্জেন উকীলবাবু যশোদা কুমার চট্টোপাধ্যায় সাং বেতবাড়িয়া থানা চাপড়া

জেলা নদীয়া থানা চাপড়া মৌজে বেতবাড়িয়া গ্রামে মেঃ ২২০ নং খতিয়ানভুক্ত ২।৬১ একর জোত জমির খাজনা [illegible] মূল্য আঃ ১৫,

([illegible])

৮১৯ খাংজারী [illegible] দাবী [illegible]

ডিঃ শ্রী[illegible]গোপাল রায় সাং ভবানীপুর থানা [illegible]

দেঃ শ্রী[illegible] রায় সাং [illegible] থানা দামুড়হুদা

১। সবরেঃ কৃষ্ণনগর থানা চাপড়া মৌজা মহদানপুর গ্রামে মেঃ [illegible] খতিয়ানভুক্ত দেলদারের নামে খাজনার যোগ্য ১৩ শতক বাস্তুভিটা ও তদুপরিস্থিত পাকা কাছারী দালান [illegible] টিনের জানালা সমেত [illegible] টাকা

২। ঐ মৌজে ঐ গ্রামে মেঃ [illegible] নং [illegible] ৩ শতক [illegible] আকর আওলাত মূল্য আঃ ৫, টাকা

৩। ঐ মৌজে ঐ গ্রামে মেঃ ৩৬নং খতিয়ানভুক্ত ৩৮শতক ও ৮২নং খতিয়ানভুক্ত ২০ শতক মোট ৫৮ শতক জমি মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত মূল্য আঃ ২৫, টাকা

(৭০)

[illegible] নং খাংজারী ২৯ দাবী ১১১৮৩/০

ডিঃ শ্রীবদ্রীনারায়ণ চেৎলাঙ্গিয়া সাং গোয়াড়ী থানা কোতোয়ালী

দেঃ শ্রী[illegible] কুমার রায় সাং [illegible] পুর থানা দামুড়হুদা

সবরেঃ কৃষ্ণনগর থানা চাপড়া মৌজে মহদানপুর গ্রামে ৩২ নং খতিয়ানভুক্ত ১৩ শতক বাস্তু ভিটা [illegible] খাজনার যোগ্য জমি মায় তদুপরি টিন পাকা কোঠাঘর সমেত [illegible] মূল্য আঃ ২০০,

[illegible] খাংজারী ২৯ দাবী ৮৯

[illegible] শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র [illegible] সাং [illegible]পুর থানা চাপড়া

দেঃ শ্রী[illegible] মন্ডল সাং [illegible]পুর থানা চাপড়া

সবরেঃ কৃষ্ণনগর থানা চাপড়া মৌজে [illegible]পুর [illegible] মেঃ [illegible] নং খতিয়ানভুক্ত [illegible] জমির [illegible] ৬৯৮ টাকার বার্ষিক মকররী জমা ও তদুপরিস্থিত আকর আওলাতাদিতে দেনাদারের ৷০ আনা অংশ, মূল্য আঃ [illegible]

৭২৬ খাংজারী ২৯ দাবী [illegible]

ডিঃ জ্ঞানেন্দ্রগোপাল গাঙ্গুলী দিং সাং [illegible] থানা চাপড়া

দেঃ [illegible] বিশ্বাস সাং ঐ থানা ঐ

জেলা নদীয়া থানা চাপড়া মৌজে বেতবাড়িয়া মেঃ [illegible] খতিয়ানভুক্ত [illegible] জমির কাত কবুলতিয়ত মতে [illegible] টাকার জমা মায় আকর আওলাত মূল্য আঃ ১০,

([illegible])

৭২৭ খাংজারী ২৯ দাবী [illegible]

ডিঃ [illegible] দেবী সাং বেতবাড়িয়া থানা চাপড়া

দেঃ নাবালক [illegible] সেখ পক্ষে গার্জেন [illegible] বিবি সাং ঐ থানা ঐ

জেলা নদীয়া থানা চাপড়ার শামিল মৌজে বেতবাড়িয়া গ্রামে মেঃ [illegible] নং খতিয়ানভুক্ত [illegible] জমির কাত [illegible] যে জমা তাহার উপর আকর আওলাত মূল্য আঃ ৫০,

(৭৪)

১৫৯৬ খাংজারী ২৮ দাবি ৩৬৮৫/৬

ডিঃ শ্রীরণজিৎ পাল চৌধুরী সাং মহেশগঞ্জ থানা নবদ্বীপ

দেঃ ১। শ্রীবসন্তকুমার কর্মকার সাং বলাগড় জেলা হুগলি, ২। কমলা বালা দাসী সাং ভানিসহর জেলা ২৪পরগণা।

জেলা নদীয়া থানা হাঁসখালীর শামিল ২৮৩১।৮৮৬ নং তৌজির অন্তর্গত ৩৩ নং গোবিন্দপুর মৌজে মধ্যে মেঃ ১১২২।৮৭৩ নং খংভুক্ত ৩৫৩ জমির কাত ১০৫ দাগ অনুসারে বার্ষিক [illegible] টাকা জমার জমি মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত মূল্য আঃ ১৫,

(৭৫)

১৫৯৭ খাংজারি ২৮ দাবি ২৫৬৮/০

ডিঃ শ্রীরণজিৎ পাল চৌধুরী সাং মহেশগঞ্জ থানা নবদ্বীপ

দেঃ ১। শ্রীবসন্তকুমার কর্মকার সাং বলাগড় জেলা হুগলি, ২। শ্রীমতী কমলা বালা দাসী সাং ভানিসহর জেলা ২৪পরগণা।

জেলা নদীয়া থানা হাঁসখালীর অধীন ৩৩ নং গোবিন্দপুর মধ্যে মেঃ ৭৩৮ নং খংভুক্ত ২৯ শতক জমির কাত [illegible] টাকা জমা উক্ত জমি মায় আকর আওলাত মূল্য আঃ ৫,

(৭৬)

১৫৯৮ খাংজারি ২৮ দাবি [illegible]

ডিঃ শ্রীরণজিৎ পাল চৌধুরী সাং মহেশগঞ্জ থানা নবদ্বীপ

দেঃ বসন্তকুমার কর্মকার সাং বলাগড় জেলা হুগলি দিং

জেলা নদীয়া থানা হাঁসখালীর অধীন ৩৩ নং গোবিন্দপুর মৌজায় মেঃ ১১২৯ নং খংভুক্ত ০৮ শতক জমীর কাত [illegible] বার্ষিক মোকররী জমা উক্ত জমি মায় আকর আওলাত মূল্য আঃ ১

(৭৭)

৭৮০ খাংজারি [illegible] দাবি [illegible]

ডিঃ শ্রীশরৎচন্দ্রনাথ সিংহরায় সাং ও থানা নাকাশীপাড়া

দেঃ শ্রী[illegible] ঘোষ সাং সুলতানপুর থানা নাকাশীপাড়া

জেলা নদীয়া কালীগঞ্জের [illegible] নং তৌজিভুক্ত মৌজে বিলসুন্দরপুর মধ্যে [illegible] নং খংভুক্ত [illegible] একর জমির কাত বার্ষিক [illegible] টাকার জমা, জমি মায় আকর আওলাত মূল্য আঃ ২২,

(৭৮)

[illegible] খাংজারী ২৯ দাবী [illegible]

ডিঃ বদ্রীনারায়ণ চেৎলাঙ্গিয়া সাং গোয়াড়ী থানা কোতোয়ালী

দেঃ [illegible] নন্দার সাং [illegible]গঞ্জ থানা কৃষ্ণগঞ্জ

জেলা নদীয়া থানা কৃষ্ণগঞ্জ শামিল মৌজে [illegible]পুর ২০২নং খংভুক্ত ১৯ শতক জমির কাত বার্ষিক ৩।/০ জমা। উক্ত জমি মায় আকর আওলাত মূল্য আঃ ১৫,

(৭৯)

৯১২ খাংজারী ২৯ দাবী ৩২।০

ডিঃ শ্রীবদ্রীনারায়ণ চেৎলাঙ্গিয়া সাং গোয়াড়ী থানা কোতোয়ালি

দেঃ [illegible] সেখ দিং, ২। সাং মাদার সেখ দিং পক্ষে গার্জেন উকীলবাবু অসীমানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় সাং মাটিয়ারী থানা কৃষ্ণগঞ্জ

জেলা নদীয়া সবরেঃ কৃষ্ণনগর থানা কৃষ্ণগঞ্জের অধীন মৌজে জলকর বোলপুরের সামিল বিজয়পুর চর ১১৯নং খং ৩৩ শতক জমীর মায় আকর আওলাত মূল্য আঃ ১০,

(৮০)

১০২০ খাংজারী ২৯ দাবী [illegible]

ডিঃ দামিনী সুন্দরী দাসী দিং সাং কলিঙ্গা থানা চাপড়া

দেঃ [illegible] সেখ দিং নাবালক পক্ষে গার্জেন উকীলবাবু [illegible] চন্দ্র মুখোপাধ্যায় সাং আমীন নগর থানা হাঁসখালী

জেলা নদীয়া থানা চাপড়ার অধীন [illegible] [illegible] গ্রামে [illegible] খংভুক্ত [illegible] শতক [illegible] কাত কবুলতিয়ত মতে [illegible] টাকার বার্ষিক [illegible] জমা মায় আকর আওলাত মূল্য আঃ ৫০,

(৮১)

৯০৮ খাংজারী ২৯ দাবী [illegible]

ডিঃ [illegible]গোবিন্দ [illegible] দিং সাং মাটিয়ারী থানা কৃষ্ণগঞ্জ

দেঃ [illegible] বিশ্বাস সাং [illegible]গাছি থানা কৃষ্ণগঞ্জ

জেলা নদীয়া থানা কৃষ্ণগঞ্জ ১০নং মৌজা [illegible] ১১৩ খংভুক্ত [illegible] শতক জমীর কাত বার্ষিক [illegible] জমার জমি মায় আকর আওলাত মূল্য আঃ ১০,

(৮২)

৯২৫ খাংজারী ২৯ দাবী [illegible]

ডিঃ জ্ঞানেন্দ্র মোহন ভাদুড়ী দিং সাং ও থানা শ্রীরামপুর জেলা হুগলি

দেঃ নৃসিংহ বিশ্বাস সাং কাটিয়া থানা চাপড়া

জেলা নদীয়া থানা চাপড়া পং বাগোয়ানের কালেক্টরী ৮২৩নং তৌজির মধ্যে ১৩নং মৌজা কাটিয়া ৩০৯নং খং ৪।২৩ একর জমীর [illegible] খাজনা মূল্য আঃ ৫০,

(৮৩)

৯২৬ খাংজারী ২৯ দাবী [illegible]

ডিঃ শ্রীজ্ঞানেন্দ্রমোহন ভাদুড়ী দিং সাং ও থানা শ্রীরামপুর জেলা হুগলী

দেঃ শ্রীনৃসিংহ বিশ্বাস সাং কাটিয়া থানা চাপড়া

জেলা নদীয়া থানা চাপড়ার অং পং বাগোয়ানের অং ৮২৩ নং তৌজিভুক্ত ১৩নং মৌজে কাটিয়া ৪৮৬ খং-ভুক্ত খং ১৮/০ বার্ষিক খাজনা, জমীর মূল্য আঃ ৮০০,

শ্রীচৈতন্যমঠের গ্রন্থাবলী

শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুর বিরচিত

ভক্তি-গ্রন্থাবলী।

উৎকৃষ্ট কাপড়ে বিলাতী ধরণে বাঁধাই স্বর্ণালঙ্কৃত। চতুর্থ সংস্করণ। বিস্তৃতবিষয়সূচীসহ

জৈবধর্ম্ম

বাঁধাই ২৲ দুই টাকা

প্রকাশিত হইয়াছে

সনাতন ধর্ম্মশাস্ত্র বেদ, বেদান্ত, উপনিষৎ গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত, দর্শন, পুরাণ, তন্ত্রাদি সকল গ্রন্থ পাঠ করিবার অবসর অতি অল্প মানবের ঘটিয়া থাকে। অনেকের যোগ্যতা না থাকায় সেই সমস্ত গ্রন্থের মর্ম্ম অবগত হইতে পারেন না। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বাঙ্গালীর এই অসুবিধা দূরীভূত করিবার জন্য এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

বিদ্যালয়ের ছাত্র বা শিক্ষকগণের বিশেষ পাঠ্য, এই হেতু শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টার বাহাদুর ইহা সমস্ত বিদ্যালয়ের জন্য অনুমোদন করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

প্রথম খণ্ড ভিক্ষা—১৲ একটাকা

যুক্তিপূর্ণ শাস্ত্রবাক্য দ্বারা প্রত্যেক মানবের নিত্য কর্ত্তব্য ও অনিত্য সাময়িক কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। গ্রন্থের প্রতি উক্তি সনাতন শাস্ত্রবাক্য দ্বারা সমর্থিত ও প্রমাণিত হইয়াছে। দেহের, মনের ও আত্মার ধর্ম্ম কি? স্বদেশ, সমাজ, নীতি, ধর্ম্ম কি? ইত্যাদি বিষয় ক্রমানুসারে এমন সুন্দরভাবে যুক্তিসহকারে আলোচিত হইয়াছে যে, প্রথম পংক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত পাঠ না করিয়া নিবৃত্ত হওয়া যায় না।

শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ভিক্ষা ৵০

ঐ প্রমাণ খণ্ড ভিক্ষা ৵০

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর [illegible] লীলাভূমি নয়টী দ্বীপ-সমাবৃত। এই নয় দ্বীপের প্রাচীন বিবরণ প্রত্যেক দ্বীপে শ্রীমহাপ্রভুর লীলা—প্রত্যেক দ্বীপের পরিচয়, শ্রীধাম-মাহাত্ম্য—ধামাপরাধ কি? ইত্যাদি বিষয় বিশেষভাবে মনোহর ছন্দে বর্ণিত। পকেটসাইজ প্রায় ১৬০ পৃষ্ঠা।

নবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ

উজ্জ্বল ব্রোঞ্জ-ব্লু কালীতে উত্তম কাগজে ছাপা— শ্রীনবদ্বীপধাম দর্শনে ভাবুক দর্শনকারীর কি প্রকার ভাবের উচ্ছ্বাস হয়, তাহা এই গ্রন্থে বর্ণিত। অতি চমৎকার। ভিক্ষা চারি আনা।

শ্রীশ্রীভজনরহস্য

।৵০ দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভৃতি উপদেশচ্ছলে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিচার অতি সুন্দরভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ইহা ছাড়া শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদিষ্ট শিক্ষা ও উপদেশ বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-জগতে অভিনব গ্রন্থ !!

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতি-গ্রন্থাবলী :—

শরণাগতি

পকেট সাইজ

অষ্টম সংস্করণ

ভিক্ষা ৴০ আনা

দেহ ও মনের চেষ্টা অনিত্যবস্তু লইয়া—ইহা যখন জীব বুঝিতে পারে, তখন একমাত্র নিত্যবস্তু শ্রীভগবানের প্রতি তাঁহার কোন জাতীয় আবেগময়ী প্রার্থনা হয় এবং শ্রীভগবানে সর্ব্বান্তঃকরণে নিষ্কপটে কি প্রকারে শরণাপন্ন হইতে হয়, ইত্যাদি বিষয়ক প্রাণস্পর্শী প্রার্থনা ও আত্ম-সমর্পণমূলক গান। [illegible] সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে

ভিক্ষা প্রতি খণ্ড ৴০ এক আনা।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা—৴০, নবদ্বীপশতক—৴০

অর্থপঞ্চক ।–৴০

কল্যাণকল্পতরু

পকেট সাইজ

পঞ্চম সংস্করণ

ভিক্ষা ৴১০

[illegible]

শ্রীল চক্রবর্ত্তি ঠাকুরের টীকা সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠাকুর কৃত টীকা ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কৃত [illegible] অনুবাদ। টীকাকারের জীবনী, শ্লোক [illegible] প্রয়োজনীয় [illegible] প্রায় [illegible] পৃষ্ঠা। উৎকৃষ্ট সিল্কে বাঁধাই ২৲ দুই টাকা, কাগজে বাঁধা ১৸০

শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ কৃত ভাষ্য সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

কাগজ ও ছাপা উৎকৃষ্ট। সিল্কে বাঁধাই, সোনার জলে নাম লেখা রাজসংস্করণ ২ টাকা, সাধারণ সংস্করণ ১৷০, গৌড়ীয়ের গ্রাহকপক্ষে ১৷০

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি

([illegible])

[illegible]

শ্রীভাগবতার্কমরীচিমালা ([illegible])—১ম খণ্ড ১৲ এক টাকা ২য় খণ্ড ১৲ এক টাকা—শ্রীমদ্ভাগবতের গ্রাহক ও গৌড়ীয় গ্রাহকগণ [illegible] টাকায় [illegible] পাইবেন। [illegible] বৈষ্ণবদের [illegible] গোস্বামিপাদের [illegible] [illegible] অধিক প্রয়োজনীয় অংশ। [illegible] উত্তম এন্টিক [illegible] পৃষ্ঠা আকারে মুদ্রিত হইতেছে।

শ্রীমদ্গোপালভট্ট গোস্বামী সঙ্কলিত

সদাচারস্মৃতিঃ

ভিক্ষা ৴০ মাত্র

রেজেষ্টারীকৃত

মদন মঞ্জরী

বটিকা [illegible] ও [illegible], [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] এক টাকা।

"নপুংসকারি ঘৃত"

[illegible] ১ টাকা।

"নবযৌবনোদ্দীপনী বটিকা"

[illegible] এক টাকা।

বাবু শ্যামাচরণ [illegible] কোম্পানী

[illegible] কলিকাতা।

কুমারী-ভোগ [illegible]

নারোলী (Naroli) [illegible]

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (প্রাচীন নবদ্বীপ) নদীয়া

পর-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

এখানে আহার এবং বাসস্থান দিয়া বিদ্যার্থিগণকে বিভিন্ন শিক্ষণীয় বিষয় শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। অনেক ছাত্র ইহোমধ্যেই ভর্ত্তি হইয়া পাঠ আরম্ভ করিয়াছেন। বর্ত্তমান বর্ষে সকল ছাত্রই গভর্ণমেণ্ট সংস্কৃত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

প্রধান অধ্যাপক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শচীন্দ্র কাব্য ব্যাকরণ সাংখ্য-বেদান্ত তর্কতীর্থ, সাহিত্যরত্ন, বেদান্তরত্ন, সাংখ্যশাস্ত্রী, সুদর্শনবাচস্পতি।

অধ্যাপক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গৌরদাস ব্রহ্মচারী ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীধাম মায়াপুর পরবিদ্যাপীঠ, (নদীয়া)

বেদনাঞ্জন

শ্রেষ্ঠরত্ন

কলিকাতা কংগ্রেস একজিবিসন হইতে বহু প্রশংসা প্রাপ্ত ও বহু গণ্যমান্য মহোদয়গণ কর্ত্তৃক প্রশংসিত।

আজকাল বাজার-চলন মিশ্রিত ও বিষাক্ত আহার্য্য সেবনে শরীরের রক্ত অত্যন্ত দোষিত হইয়া পড়িয়াছে। এই মানবদেহের শ্রেষ্ঠ উপাদান, এই রক্তদোষিত হওয়ার দরুণ সর্ব্বত্রই মানব বাত, বেদনা, মাথাধরা, পাঁচড়া, দৃষ্টিশক্তির হ্রাস, দাঁতের গোড়া ফুলা, দাঁত কনকনানি, দাঁতে পোকা এবং রোগ, চুলকানি প্রভৃতি কষ্টদায়ক রোগে আক্রান্ত হইতেছে। যদি আপনি একান্তই ব্যাধিমুক্ত হইতে চান, তাহা হইলে অযথা পয়সার অপব্যয় না করিয়া অল্প ব্যয়ে এক শিশি বেদনাঞ্জন ক্রয় করিয়া ইহার আশ্চর্য্যকারী-শক্তি উপলব্ধি করুন। অধিক জানিবার মূল্য আড়াই, এক শিশি ৮৵০ আনা মাত্র মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান—এ, সি, চাটার্জ্জী এণ্ড ব্রাদার্স।

৪৪নং হলকাটি লেন, শালিকা হাওড়া।

সকল মণিহারী দোকানে ও বড় বড় ডাক্তারখানায় পাওয়া যায়।

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

যদিও অদ্যাপি পর্য্যন্ত মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য, তথাপি যাঁহারা নানাবিধ অনাচারে উপায়ে অপরিমিত শক্তি নষ্ট করিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন এবং নানা প্রকার মেহ, প্রমেহ ধাতুদৌর্ব্বল্য, স্নায়বিক দুর্ব্বলতা, বহুমূত্র, উপদংশ, পারদ-সংক্রান্ত পীড়া, অর্শ এবং স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে যাঁহারা বাধক, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, স্বল্প ঋতু, শ্বেত ও রক্তপ্রদর, হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি রোগে ভুগিয়া জীবনে নিরাশ হইয়াছেন, তাঁহারা আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটাল সাহেবের আবিষ্কৃত ইলেক্ট্রিক সলিউসন ব্যবহার করিয়া বাঁচিতে পারেন, তাহার শত শত প্রমাণ প্রতি বৎসরেই পাওয়া যাইতেছে। যাঁহারা অন্যান্য বহুবিধ ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরোগ্য হইতে পারেন নাই, তাঁহারা একবার এই ঔষধটী ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক মাসের ব্যবহারোপযোগী এক শিশি ঔষধ ডাকমাশুল সহ ৩।০ টাকা মাত্র।

সোল এজেণ্ট—ডাঃ ডি, ডি, হাজরা।

ফতেপুর, গার্ডেনরিচ পোষ্ট, কলিকাতা।

ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

অধ্যক্ষ,

শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম এ, এফ সি এস (লণ্ডন)

ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক

(প্রফেসার)

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ বিশুদ্ধ ও শাস্ত্রমতে নিজ তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হয়। পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ক্যাটালগ পাঠান হয়। রোগের বিবরণ জানাইলে যত্নপূর্ব্বক ব্যবস্থা দেওয়া হয়। চিঠি পত্রাদি সম্পূর্ণরূপে গোপন রাখা হয়।

মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দূর)

(বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৪৲ টাকা

উৎকৃষ্ট স্বর্ণ, পারদ ও আমলাসার গন্ধক দ্বারা যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। নিত্য প্রয়োজনীয় সর্ব্বরোগনাশক মহৌষধ।

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৩৲ টাকা

উৎকৃষ্ট কাশীর আমলকী, বংশলোচন প্রভৃতি যাবতীয় উপাদানে পূর্ণ মাত্রায় যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। কফ, কাসি, সর্দ্দি, হাঁপানি, ক্ষয়রোগ, হৃদরোগ প্রভৃতি রোগের মহৌষধ। সর্ব্বপ্রকার দুর্ব্বলতা নাশক অতিশয় পুষ্টিকর মহৌষধ বা খাদ্য বিশেষ।

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬৲ টাকা

ইহা সেবনে ধাতুদৌর্ব্বল্য, শুক্রতারল্য, স্বপ্নদোষ, প্রমেহ ও ধ্বজভঙ্গ সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায়। ইহা অপরিসীম আনন্দদায়ক রসায়ন।

অবলাবান্ধব যোগ

প্রদর, বাধক প্রভৃতি জরায়ুদোষ ও যোনিগত দুরারোগ্য রোগের মহৌষধ

মূল্য—১৬ মাত্রা ২৲ টাকা। ৫০ মাত্রা ৫৲ টাকা মাত্র

বিশুদ্ধ জল! ভয় নাই! বিশুদ্ধ জল!!

লক্ষ্মী টিউব-ওয়েল কোং

২০৫নং নবাবপুর, ঢাকা।

বর্ত্তমান-যুগের নব-আবিষ্কৃত যন্ত্রাদি দ্বারা উন্নত বৈজ্ঞানিক-খনন-প্রণালীতে নলকূপ (*Tube-well*) নির্ম্মাণ করা হয়। অনেক রাজা মহারাজ, গভর্ণমেণ্ট সেক্রেটারী, ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট, জিলাবোর্ডের চেয়ারম্যান, ইঞ্জিনিয়ার, জমিদার, তালুকদার, প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত ভদ্রমহোদয়গণ এই কোম্পানীর কার্য্য দেখিয়া প্রশংসা করিয়াছেন। রাসায়নিক পরীক্ষায় জল বিশুদ্ধ না হইলে মূল্য গৃহীত হয় না। বিস্তৃত বিবরণের জন্য পত্র লিখুন।

বিনামূল্যে . বিনামূল্যে

বিতরিত

স্বাস্থ্যের সার "কামশাস্ত্র" গ্রন্থখানি চৌদ্দ লক্ষের উপরে বিতরিত হইয়াছে। উহা পাঠে মানবের পরিণাম ফলাফল জানা যায়!

এই পুস্তক যিনি লিখিয়াছেন, তিনিই "আতঙ্কনিগ্রহ বটিকা"র আবিষ্কর্ত্তা। এই বটিকা দুর্ব্বলকে সবল করে এবং সবল ব্যক্তিকে অটুট ও অক্ষয় রাখে। বত্রিশ বটিকা পূর্ণ এক কৌটার মূল্য ১৲ টাকা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান:—আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়।

২১৪নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মনোমোহন প্রেস

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা

পূর্ব্ব-বাঙ্গালায় সুলভে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত

বৈদ্যুতিক মেশিনে দিবারাত্র কাজ চলিতেছে

বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা।

শ্রীমায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে— শ্রীকুঞ্জবিহারী ব্রহ্মচারী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

স্থানীয় সংস্করণ

Registered No. C 1544

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৷০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৫

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র।

৪র্থ খণ্ড]. সম্পাদক—প্রত্নবিদ্যালঙ্কার শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী [১৯০ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্য মঠ, শ্রীধাম মায়াপুর—২৪শে আশ্বিন বৃহস্পতিবার, ১৩৩৬, ১০ই অক্টোবর ১৯২৯

শ্রীধাম মায়াপুর ডাকঘর

গত ১লা জুন হইতে শ্রীধাম মায়াপুর পোষ্ট অফিস খোলা হইয়াছে। বঙ্গদেশের পোষ্টমাষ্টার জেনারেল বাহাদুর শ্রীধাম মায়াপুর ডাকঘর হইতে নদীয়া-প্রকাশ ভারতের সর্ব্বত্র প্রেরণ করিবার আদেশ দিয়াছেন।

ম্যানেজার, 'নদীয়া-প্রকাশ'
পোঃ আঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

শ্রীধাম মায়াপুরের, যাবতীয় পত্র বুকপোষ্ট রেজিষ্টারী মণি-অর্ডার প্রভৃতি ডাকে পাঠাইতে হইলে, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া ঠিকানায় লিখিবেন।

দ্বীপ-দিগ্‌দর্শন

গঙ্গার পূর্ব্বপারস্থ অন্তর্দ্বীপ, সীমন্তদ্বীপ, মধ্যদ্বীপ ও গোদ্রুমদ্বীপ এবং পশ্চিমপারস্থ কোলদ্বীপ, ঋতুদ্বীপ, জহ্নুদ্বীপ, মোদদ্রুমদ্বীপ ও রুদ্রদ্বীপ—এই নয়টি দ্বীপের অন্তর্গত স্থানসমূহ নবদ্বীপ-মণ্ডল নামে খ্যাত। 'দ্বীপ-দিগ্‌দর্শন' নামক গ্রন্থে ইহাদের বিবরণ অতি প্রাঞ্জল ভাষায় লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এই অমূল্য রত্নের ভিক্ষা মাত্র ৵০। ৵১০ ডাক টিকেট পাঠাইলে বুক পোষ্টে পাঠান হয়।

প্রাপ্তিস্থান—নদীয়া প্রকাশ কার্য্যালয়
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া
এবং
গৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস
১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

দুইখণ্ডে সমগ্র গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছেন। সূচী প্রভৃতি ছাপা হইতেছে

ভিক্ষা ২৷৷০, নদীয়াপ্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ১৷৷০

রোগী দেখিবার সময়ঃ—
প্রাতেঃ—৬টা হইতে ৯টা,
বৈকালে—৩টা হইতে ৫টা পর্য্যন্ত।

মূল্যফেরৎ! মূল্য ফেরৎ!!

সর্ব্বত্র এজেণ্ট আবশ্যক।
পত্র লিখুন।
কঠিন কঠিন রোগের চিকিৎসা করা হয়।
দিবা-রাত্রি ঔষধ পাওয়া যায়।

ডাক্তার বি, ডি, কুণ্ডুর

আবিষ্কৃত ও গভর্ণমেণ্ট রেজেষ্টারীকৃত

১। ভূপেন্দ্র শোভা স্পেসিফিক্—পেটের যাবতীয় রোগের, অজীর্ণ, ডিস্পেপ্‌সিয়ার মহৌষধ। প্রত্যেক গৃহে রাখা প্রয়োজনীয়। ঔষধ—প্রতি শিশি ১৲ এক টাকা মাত্র।

২। চণ্ডি ফিবার মিক্‌চার—ম্যালেরিয়া জ্বর এক শিশিতে সম্পূর্ণ আরোগ্য। কম্পজ্বর এবং পালা ও নকল জ্বরের মহৌষধ। প্রতি ছোট শিশি ৸০ বার আনা, বড় শিশি ১৲ এক টাকা মাত্র

৩। গণোরিয়া স্পেসিফিক্—যে রকম গণোরিয়া হোক না কেন, এক শিশিতে আরোগ্য। এক শিশি ১৲ এক টাকা মাত্র।

হোমিওপ্যাথিক বিভাগ

১। ওয়ারম কিওর—যাবতীয় ক্রিমির, ২। ফিমেল সুধা—শ্বেত-প্রদর, রজঃ-কষ্ট ও বাধকের, ৩। জিহ্বা স্পেসিফিক্—জিহ্বার ক্ষতের, ৪। বাথ রেগুলেটার—যাহাদের নিয়মিত ঋতুস্রাব হয় না, ইহা সেবনে নিয়মিত ঋতুস্রাবের, ৫। পাইলস্ রেমিডি—যাবতীয় অর্শের মহৌষধ। মূল্য প্রতি শিশি ৸০ বার আনা ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

বিশেষ দ্রষ্টব্য:—অনারোগ্য হইলে মূল্য ফেরৎ। রোগের অবস্থাদি জানাইলে, ঔষধ ও ব্যবস্থাদি পাঠান হয়। ভিঃ পিতে ঔষধ পাঠান হয়। এক কালিন দশ টাকার ঔষধের অর্ডার পাইলে, স্বতন্ত্র কমিশন দেওয়া হয়। পত্রাদি বিশেষ গোপনে রাখা হয়।

সোল এজেণ্ট:—
দি এলোপ্যাথিক ড্রাগ ষ্টোরস্

ডাক্তার বি, ডি, কুণ্ডু
৩১ নং গরানহাটা ষ্ট্রীট, পোঃ বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
টেলিফোন নং বড়বাজার ২৪১১।

অধ্যাপকানাং দেহিং দেহিং [illegible]। বক্তৃ হরিদাসানাং পাদত্রাণাবলম্বকাঃ॥

গভর্ণমেণ্ট হইতে রেজিষ্টারী করা—

সর্ব্বপ্রকার প্লীহা লিভার সংযুক্ত ম্যালেরিয়া

জ্বরের সাক্ষাৎ যম

সারফলিন

টনিক ও সালসা। পথ্যের বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই। এক দাগেই প্লীহা, লিভার ধ্বংস হয়। 'ফলেন পরিচীয়তে'

এক দাগে জ্বর পালায়, ফিরে জ্বর আর হয় না

একদাগে জ্বর পালায়, তিন দাগে সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়। এমন উপকারী ঔষধ আর নাই। ২।৪ দাগ ঔষধ সেবনে যদি আপনার জ্বর একেবারে ভাল হয়, সেই প্রকৃত ঔষধ খাওয়া উচিত নয় কি? এক্ষণে সাবধান হউন এবং জানিয়া রাখুন, আর মিছামিছি বাজে বোতল ২ বিষের জল খেয়ে শয্যাগত হইয়া প'ড়ে পরে হয়রান হয়েন কেন? সুতরাং ॥০ আনার সারফলিনই একটি জ্বর রোগীর পক্ষে যথেষ্ট; এমন প্রত্যক্ষ উপকারী জ্বরের ঔষধ আর নাই। সকালে জ্বর হইলে বৈকালে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবেন, ডাক্তার ডাকিতে হয় না। মূল্য প্রতি শিশি ৷৵০ আনা, ডজন ৪।০ আনা।

এজেণ্ট—মেসারস্ এম,. ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং, ১০ নং বনফিল্ডস্ লেন, কলিকাতা।

যুগল-মূর্ত্তি মার্কা
সর্ব্বত্র পাওয়া যায়।

আয়ুর্ব্বেদ সম্মত বায়ু পিত্ত বাত নাশক

ত্রিগুণ তৈল

যুগল-মূর্ত্তি মার্কা এঃ বটকৃষ্ণ পাল দেখিয়া লইবেন।

আসল ও খাঁটি
শিশি ৸০ আনা, ডজন ৮৲
ভিঃ পিঃ ও রেলওয়ে পার্শ্বেল খরচ স্বতন্ত্র।

এমন মহোপকারী তৈল আর না

গবর্ণমেণ্ট হইতে রেজিষ্টারী করা—

মহর্ষি চরক শাস্ত্রোক্ত ভৈষজ্য উপাদানে খাটী কাঁচা কৃষ্ণতিল তৈলে মৃগনাভি, কস্তুরী, গোলাপ, চামেলী, হেনা, চন্দন, খসখস, বেলা, প্রভৃতি মূল্যবান্ মহাসুগন্ধি দ্রব্য সংমিশ্রণে প্রস্তুত বিধায় ছয় ঋতুতেই সমভাবে ইহার অমৃতোপম গুণ ও গন্ধ উপলব্ধি হইয়া থাকে। ফলতঃ এই সর্ব্বগুণসম্পন্ন পরম পবিত্র ত্রিগুণ তৈল নিত্য ব্যবহারে সাধারণতঃ দৈহিক ও মানসিক অবসাদ নিশ্চয় দূর হইয়া থাকে।

পরন্তু সর্ব্বপ্রকার স্ত্রী বা পুরুষের জননেন্দ্রিয় ধাতুস্থ স্খলিত গুপ্ত, জটিল ব্যাধি, মেহ, প্রমেহ, প্রদর, কষ্টরজঃ, বাধক, সপ্নবিকার, মূর্চ্ছা, মাথাধরা, মাথাঘোরা, আধকপালী, নিদ্রাহীনতা এবং সর্ব্বপ্রকার বাতরোগ ও নানা প্রকার ব্যাধির কীটাণু ধ্বংসকারী অব্যর্থ মহৌষধ।

বলা বাহুল্য, ইহা এরূপ মস্তিষ্ক স্নিগ্ধকারী ঠাণ্ডা তৈল যে, পাগল ভাল হয়। যে কোন স্থানে তৈল ক্রয়কালীন শিশির গায়ের লেবেলের উপর বড় ২ অক্ষরে আসল যুগল মূর্ত্তি মার্কা এজেণ্ট বটকৃষ্ণ পাল দেখিয়া লইবেন, অন্যথায় শঠকারী দোকানদার জাল বা নকল তৈল বিক্রয় করিয়া আপনাকে ঠকাইবে। স্মরণ রাখিবেন বাজে জিনিষ বিক্রয় করিয়া ঠকাইতে পারিলেই খুব লাভ হয়।

এজেণ্ট—বটকৃষ্ণ পাল এণ্ড কোং ২৩নং বনফিল্ড লেন, কলিকাতা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২৪শে আশ্বিন বৃহস্পতিবার—১৩৩৬

সাময়িক প্রসঙ্গ

জাতিগোস্বামীর দল যেরূপ নিন্দনীয় কর্ম্মে নিযুক্ত আছেন, ভেকধারী অবৈরাগীর দলেও আর কতকগুলি নিন্দার কথা শুনা যাইতেছে। ভূতক-পাঠক সম্প্রদায় যেরূপ অন্যায় কার্য্য করেন, তাহাও বৈষ্ণবগণ আদর করেন না।

প্রশ্ন-সপ্তক নামে প্রশ্নকর্ত্তার সজ্জায় বৈষ্ণব-সমাজ-সংস্কার নাম দিয়া কতিপয় ব্যক্তি সভ্য হইতে ইচ্ছা করিয়াছেন। আমরা বুঝিতে পারি না, বৈষ্ণব-সমাজের সংস্কার তাঁহারা কিরূপে করিবেন? অবৈষ্ণবগণেরই সংস্কারের প্রয়োজন আছে। তাদৃশ কুসংস্কার পোষণ করিয়া আরও কুসংস্কার বৃদ্ধির জন্য সংস্কারকগণ অধিক জঞ্জাল আনয়ন করিবেন।

প্রশ্নসপ্তক নামে একখানি কাগজ উড়িতে উড়িতে আমাদের হাতে আসিয়া উপস্থিত হইল। সেই প্রশ্নসপ্তকে প্রশ্নকর্ত্তৃগণের পরিচয় না পাওয়া গেলেও উত্তরদাতৃদ্বয়ের মধ্যে একজন আমাদের পূর্ব্ব-পরিচিত। তিনি বাগবাজার ষ্ট্রীটের ডাক্তার রসিকমোহন চক্রবর্ত্তী। অপরটীর সহিত আমাদের এখনও সাক্ষাৎ হয় নাই, তবে উঁহারা—'প্রভৃতি'।

—

তাঁহাদের প্রথম প্রশ্ন এই যে, শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ নাথ এম, এ মহাশয় সুযোগ্য অধ্যাপক বলিয়া মর্কটবৈরাগীর আচরণ দোষাবহ বলিয়াছেন। গণিতের সকল অধ্যাপকই যে নিরপেক্ষ উচিত বক্তা হইবেন, এরূপ নহে। গৌড়ীয়মঠের অনুকরণে তিনি যে মানিকর অনুষ্ঠানের আলোচনা করিয়াছিলেন বলিয়া উল্লেখ, তাহাও বিশেষরূপে আলোচনা করা কর্ত্তব্য। তিনি অনুতাপ করিয়াছেন সত্য, কিন্তু কেন অনুতাপ করেন, তাহাও আলোচ্য।

—

মর্কট বৈরাগিগণ বেষ লইয়াছেন, আর ভূতক-পাঠকসম্প্রদায় গৃহস্থের বেষ লইয়া অবিধিপর ক্রিয়া দ্বারা মর্কটের আচরণ করিলেও তুল্যভাবে গর্হণীয়। একথা তিনি স্বীকার করেন না কেন? বিষয়ী ও যোষিৎ উভয়কেই দেখিতে নিষেধ করিয়াছেন শ্রীগৌরসুন্দর। অবৈধ স্ত্রীসঙ্গী গৃহস্থই হউন বা বৈরাগীই হউন, উভয়কেই উচিত কথা বলাই নিরপেক্ষতা। যেখানে তাহার অভাব, তাহা সাপেক্ষ ধর্ম্মযুক্ত।

কতিপয় বর্ষ পূর্ব্বে বৃন্দাবনে যখন ডাক্তার বাবু প্রভৃতি মর্কট বৈরাগিগণের আচরণের সমালোচনা করিতেছিলেন, তখন ভূতক পাঠকের মধ্যে একটি নামজাদা জাতিগোস্বামী অবৈধ স্ত্রীসঙ্গিগণের পক্ষ অবলম্বন করিয়া ডাক্তার বলহরি বাবুকে নির্য্যাতন করেন। কাগমারীর চক্রবর্ত্তী মহাশয় এ'খবর জানিয়াও উত্তর দিতে গিয়া নিরপেক্ষতা ছাড়িলেন কেন?

ভূতক পাঠকগণ, মাসিক পত্রিকাজীবিগণ যখন যে দিকে সুবিধা পান, সেই দিকে নিন্দা, প্রশংসায় ব্যস্ত থাকেন। সুযোগ্য গণিতাধ্যাপক মহাশয় ও দাঁড়া বাড়ীর ভূতক পাঠক মহাশয় পরস্পরের প্রশংসা করিয়া বাজীমাৎ করিলেই যে নিরপেক্ষতা হইবে তাহা কে বলিল!

—

অবৈধ স্ত্রীসঙ্গী জাতিগোস্বামীই হউন বা মর্কট বৈরাগীই হউন উভয়ের নিরপেক্ষতার প্রতি দৃষ্টি থাকিলে কখনই তাদৃশ আচরণের পক্ষপাতী হইতে পারেন না। অবৈধ স্ত্রীসঙ্গিগণের মনোরঞ্জনার্থ যাঁহারা পাঠ করেন, তাঁহারাও পাপের প্রশ্রয় দিয়া থাকেন, তাঁহাদিগকে ভাগবতগণ শতযোজন দূরে রাখেন।

অবৈধ স্ত্রীসঙ্গীদিগকে প্রশ্রয় দিবার জন্যই আজকাল যেসকল লোক ব্যস্ত আছেন, তাঁহাদের পারমার্থিক প্রবৃত্তি নাই। তাঁহাদিগের নিকট হইতে উচিত কথা পাওয়ার পরিবর্ত্তে "যোষিৎসঙ্গী—এক অসাধু, কৃষ্ণাভক্ত আর।"—এই কথার বিরোধ ভাবই পাওয়া যায়।

—

বৈষ্ণবকে গুরু বলিবার পরিবর্ত্তে তাহাদিগের প্রভু সাজিয়া সেই সমাজের সংস্কার করিবার জন্যই ব্যস্ত। কেহ বা প্রশ্নকর্ত্তার সজ্জায়, অপর কেহ উত্তরদাতার সজ্জায় যে বৈষ্ণব অপমাননায় ব্যস্ত হইয়াছেন, তাঁহাদের নিকট হইতে বৈষ্ণবগণ ও বৈষ্ণবদাসগণ বহুদূরে অবস্থান করেন। আর বলিতে থাকেন—"নিন্দাং কুর্ব্বন্তি যে মূঢ়া বৈষ্ণবানাং মহাত্মনাম্। পতন্তি পিতৃভিঃ সার্দ্ধং মহা-রৌরবসংজ্ঞিতম্॥" সুতরাং বৈষ্ণব-সমাজ-সংস্কার-সমিতি পিতৃপুরুষসহ শাস্ত্র-মতে কোথায় যাত্রা করিয়াছেন, তাহাই বিবেচ্য।

যাঁহাদিগের 'বাপ' বলিতে গিয়া 'শালা' বলা অভ্যাস, তাঁহারাই যদি প্রশ্নকর্ত্তা হন এবং বাবাজীদিগকে শালাজী বলিয়া গালি গালাজ করেন, তাহা হইলে সাক্ষটিয়ার ভেকধারী উত্তরদাতৃগণের প্রতি সন্তুষ্ট হইবেন না। উত্তরদাতৃগণেরও উক্ত ভেকধারীকে এরূপভাবে অসম্মানিত করার আমরা পক্ষপাতী নই।

কাগমারীর বিদ্যাভূষণ মহাশয় সেদিন এলবার্ট হলের মিটিংএ জনৈক যোষিৎসঙ্গী বৈরাগীর স্তবে নিযুক্ত ছিলেন; সেই বিদ্যাভূষণ আবার উত্তর-দাতৃসূত্রে অবৈধ যোষিৎসঙ্গীদিগকে পাষণ্ড ও তাহাদিগের মুখদর্শন বিষপান অপেক্ষাও ঘৃণ্য বলিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন! এই প্রকার পাষণ্ডদিগের দ্বারা তিনি কি মর্ম্মাহত হইয়াছেন? তাহা হইলে তাঁহার ব্যথায় আমরা ব্যথী।

—

তবে আমরা বলি, বৈষ্ণব-সমাজের সংস্কার আবশ্যক নাই, অবৈষ্ণব সমাজের সংস্কারেরই আবশ্যকতা আছে। অবৈষ্ণবগণেরই হিতাকাঙ্ক্ষা করা কর্ত্তব্য, বৈষ্ণবগণের নিকট নিজহিতের প্রার্থনা করাই উচিত। কাল কলি, প্রশ্নকর্ত্তৃ ও উত্তরদাতৃবর্গ উভয়েই মতিচ্ছন্ন!

আশার কথা

জড়দেহটা আর কিছুই নহে,—পঞ্চমহাভূতনির্ম্মিত। পশু পক্ষী, কীট, পতঙ্গ এবং মানব সকলেরই দেহ ভৌতিক। সুতরাং বিষ্ঠামূত্রের ভাণ্ড, রক্তমাংসের থলি; এ দেহটা বহন করায় প্রশংসার কিছুই নাই। যদিও প্রাণিগণ-মধ্যে মনুষ্য সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, তথাপি দেহ-সম্বন্ধ-বিচারে দেহের উপাদান এক হইলেও মানব-দেহের বিশেষত্ব আছে। সবদেহেই রূপ, রসাদি পঞ্চ বিষয় ভোগের সুবিধা আছে। কিন্তু একমাত্র মানব-দেহেই ভগবদুপাসনা হইতে পারে। সুতরাং শৃগাল কুক্কুরের ভক্ষ্য, বিষ্ঠা ও কৃমি কীটে পরিণামী এই দেহ অনিত্য হইলেও নিত্য বস্তু ভগবৎ সেবা লাভেই সুযোগ পাওয়া যায়—ইহাই বড় আশার কথা।

—

কনকই ভোগের জনক। কনক নহিলে ধরণী-পৃষ্ঠে বিচরণ করাই কষ্ট। দেহটা ভোগায়তন এবং ভোগোদ্দেশে কর্ম্মই দেহপ্রাপ্তির কারণ। আবার স্বভাবের এমনই খেলা যে কর্ম্ম না করিয়া কেহ একক্ষণও থাকিতে পারে না। সুতরাং কর্ম্মময় মায়াক্ষেত্রে অন্ততঃ দেহটা লইয়া প্রাণী মাত্রেরই বাস করিতে হয়। স্ত্রী, পুত্র, পরিবার থাকুক আর না থাকুক, দেহটাকে পোষণ করিতেই হয়।

তাই সব, বিষয়ে উদাসীন হইলেও কর্ম্মফল-প্রাপ্ত দেহ আমাদিগকে একেবারে নিরপেক্ষ হইতে দেয় না। সেই নিরপেক্ষতা অপেক্ষা করে কনকের। কনক সংগ্রহই জগতের শ্রেষ্ঠ-সাধনা। কিন্তু এই কনকের সাধন ও বর্দ্ধনে কষ্ট, রক্ষণে চিন্তা, ব্যয়, উপভোগে ত্রাস এবং নাশে ভ্রম হইয়া থাকে। তাহা ছাড়া আকার ইকার বিহীন আদি হইতে অন্তে এবং অন্ত হইতে আদি দিক দিয়া সম উচ্চারণ বিশিষ্ট কনক শব্দটি সরলতার মূর্ত্ত বিগ্রহ হইলেও চৌর্য্য, হিংসা, মিথ্যা, দম্ভ, কাম, ক্রোধ, বিস্ময়, মত্ততা, ভেদ, বৈর, অবিশ্বাস, স্পর্দ্ধা, স্ত্রী, দ্যূত, ও মদ্য—এই পঞ্চদশ প্রকার অনর্থ নিজস্বরূপে গোপনে অবস্থান করে, সুতরাং সর্ব্বাংশে অনর্থ প্রদাতা পরম প্রয়োজন-বেশী কনক সাধন এবং সাধব-দাসগণের সেবার পরমার্থ-প্রদ বলিয়া নিরাশার আশা।

তোমার কনক, ভোগের জনক,
কনকের দ্বারে সেবহ মাধব।

—

যেবস্তু দেখিলে দর্শকের হৃদয়ে সেই বস্তু ভোগ-কামনা উপস্থিত করায়, সেই বস্তুকে যোষা বা কামিনী কহে। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বকের দ্বারা রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস, স্পর্শ, ভোগ হইয়া থাকে। এই ভোগ্য পঞ্চ বিষয়, বিরাট্ প্রকৃতি দেবী পৃথক্ পৃথক্ ভাবে প্রকৃতি-মুগ্ধজীব আমরা, আমাদিগের নিকট উপস্থিত করিলেও তাহারই ঘন ভোগ-সমাবেশ মূর্ত্তি কামিনী। সুতরাং ভোগ-লোলুপ জীবের সম্মুখে উপস্থিত বিরাট্ ভোগমূর্ত্তির সার-সমাবেশ স্ত্রীমূর্ত্তি দর্শনে কে না মুগ্ধ হয়। শাস্ত্র বলিয়াছেন সত্য। কামিনী ত দূরের কথা:—

'দারু প্রকৃতি হরে মুনেরপি মন।'

জগতে এই কামিনী-কামনার হাত হইতে কাহারও নিস্তার নাই। গৃহে কামিনী পরিত্যাগ করিয়া সুদূর গহন কাননে প্রবেশ করিলেও বিরাট্ রূপিণী প্রকৃতি কামিনী কাহাকেও ছাড়িয়া দেয় না। জনসাধারণের সাধারণ বুদ্ধিতে, সাধু বলিয়া পরিচিত কাঞ্চনত্যাগিগণ, কামিনীত্যাগকেই প্রধান বলিয়া অজ্ঞ-সমাজে প্রতিষ্ঠা পাইয়াছে। কিন্তু ভগবৎ সম্বন্ধযুক্ত আত্মভোগে উদাসীন মুক্তকুলশিরোমণি বলেন, নিজে ভোক্তৃ অভিমান এবং অপর বস্তুতে ভোগ্য বুদ্ধিই বন্ধনের হেতু। মহৎ সঙ্গে এই ভোগবুদ্ধি ছাড়িয়া স্বরূপে ভগবদ্দাস্যাভিমান এবং যাবতীয় বস্তুতে ভগবৎ সেবোপকরণ বুদ্ধিই বন্ধন-মুক্তির কারণ—

কামিনীর কাম নহে তব ধাম
তাহার মালিক কেবল যাদব।

—

এজগতে সকলেই চায় প্রতিষ্ঠা। ধর্ম্ম বলুন, কর্ম্ম বা যোগ বলুন, যজ্ঞ বলুন, সাধনা বলুন, তপস্যা বলুন, ভোগ বলুন,

ত্যাগ করুন, সকলের মূলে ঐ এক প্রতিষ্ঠা। সাধক, কনক-কামিনী-স্পৃহা। দুর্দ্দান্ত কুলটা শ্বপচরমণীরূপা প্রতিষ্ঠা -টি সাধকের হৃদয়ে নৃত্য করিতে থাকে সাধক-জীবনে প্রতিষ্ঠাই প্রধান অন্তরায়। কিন্তু প্রতিষ্ঠার প্রকৃত অর্থ অন্য সকল বিষয়ে নিষ্ঠা ছাড়িয়া নিজ অভীপ্সিত বস্তুতে প্রতিষ্ঠিত হওয়া।

জগতে প্রতিষ্ঠা-ভিক্ষু আমরা, প্রভুভাবে প্রতিষ্ঠিত হইতে চাই। কিন্তু এখানে প্রত্যেকেই প্রভু-অভিমানী সুতরাং প্রভু-পদবীর অনেক গ্রাহক বলিয়া পদ-প্রার্থিগণের মধ্যে বিবাদ প্রতিষ্ঠিত। জগৎপতিই একমাত্র 'প্রভু' শব্দ বাচ্য, আর আমরা সেই প্রভুর সেবক। একলে ঈশ্বর কৃষ্ণ আর সব ভৃত্য। দাস ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া তাঁহার দাস্যে নিযুক্ত থাকিলে চঞ্চল প্রভুত্বের প্রতিষ্ঠাশা আমাদিগের গৌরবের কারণ হয় না। আমাদের স্বভাবে প্রতিষ্ঠিত হইলে বিরূপের প্রতিষ্ঠায় বিরাগ আসিয়া পড়ে। বিরূপের প্রতিষ্ঠাশা বিমুখতার রাজ্যে চিরবাসের ব্যবস্থা করে আর স্বরূপের প্রতিষ্ঠাশা বিমুখতা ছাড়াইয়া উন্মুখতার পরমোচ্চসীমায় উঠাইয়া দেয়। তাই মহাজন বলেন:—

"জড়ের প্রতিষ্ঠা, শূকরের বিষ্ঠা,
জান না কি তাহা মায়ার বৈভব॥
আর
বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠা, তাতে কর নিষ্ঠা
তাহা না ভজিলে লভিবে রৌরব॥

সুতরাং বৈষ্ণবী 'প্রতিষ্ঠাই'—নিরাশার আশা।

রাজোচিত আচরণ

(পূর্ব্বপ্রকাশিত১৮৫সংখ্যার পর)

(৭)

জগন্নাথের রথযাত্রার দিন সমাগত। মহাপ্রভু অধিক রাত্রি থাকিতে শয্যা-ত্যাগ করিয়া সব ভক্তগণকে লইয়া প্রাতঃস্নান করিলেন। পাণ্ডু-বিজয় হইতে আরম্ভ করিয়া জগন্নাথের রথারোহণ, রথ-যাত্রা দর্শন প্রভৃতি নৃত্য কীর্ত্তন করিতে হইবে, প্রভু ও ভক্তগণের উৎসাহ-আনন্দের অবধি নাই। বিশেষতঃ গৌড় হইতে দুইশত মহাভাগবত ভক্ত আসিয়াছেন। সকলে মিলিয়া মহোৎসাহে শ্রীজগন্নাথ দেবের পাণ্ডু-বিজয় দর্শন করিবার জন্য শ্রীমন্দিরে গমন করিলেন। জগন্নাথ, বল-[illegible] ও সুভদ্রা—এই শ্রীমূর্ত্তিত্রয়কে পট্ট-[illegible] বাঁধিয়া 'দয়িতাগণ' রত্নবেদী [illegible] (নিজ-কোঠা) হইতে ধীরে [illegible] আনিয়া সিংহদ্বারের নিকট-বর্ত্তী [illegible] পাণ্ডু-বিজয়' বা 'পাহাণ্ডি' নামে অভিহিত।

পাণ্ডু-বিজয় দর্শনের জন্য শ্রীমন্দির লোকে লোকারণ্য। লোকের ভিড় ঠেলিয়া অগ্রসর হইয়া স্বচ্ছন্দে জগন্নাথের 'পাহাণ্ডি' দর্শন সুগম-সাধ্য নহে। মহাপ্রভু এবং তদীয় ভক্তগণের পাহাণ্ডি দর্শনে অসুবিধা হইতে পারে আশঙ্কা করিয়া রাজা প্রতাপরুদ্র স্বয়ং পাত্রগণের সহায়তায় মহাপ্রভুর ভক্তগণের দর্শনের সুবন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। প্রভু অদ্বৈত, নিত্যানন্দ প্রভৃতি ভক্তগণ-সহ স্বচ্ছন্দে জগন্নাথের 'পাহাণ্ডি' দর্শন করিলেন।

জগন্নাথ দেবের 'পাহাণ্ডি'—অভাবনীয় দৃশ্য, এক চমৎপ্রদব্যাপার। মত্ত হস্তী তুল্য বলিষ্ঠ বহুসংখ্যক 'দয়িতা' হাতাহাতি করিয়া প্রভুর বিজয় করাইয়া থাকেন। কতক দয়িতা প্রভুর স্কন্ধদেশ ধারণ করেন, কতক দয়িতা প্রভুর শ্রীচরণপদ্ম ধারণ করেন। কটিতটে দৃঢ়, স্থূল পট্টডোরী বাঁধা থাকে, দয়িতাগণ তাহা দুইদিকে ধরিয়া প্রভুর শ্রীমূর্ত্তি উত্তোলন করিয়া থাকেন। পথিমধ্যে উচ্চ উচ্চ তুলার গদি বিন্যাস করা থাকে, দয়িতাগণ সবলে শ্রীমূর্ত্তিকে আকর্ষণ করিয়া উত্তোলন করিয়া এক তুলার গদি হইতে তাড়াতাড়ি অপর এক গদিতে স্থাপন করেন। প্রভুর চরণাঘাতে তুলার গদি প্রচণ্ড শব্দে বিদীর্ণ হয়, তুলা চারিদিকে উড়িয়া যায়। সেই তুলা সংগ্রহ করিবার জন্য চারিদিকে লোকের মধ্যে কাড়াকাড়ি হুড়াহুড়ি পড়িয়া যায়। জগন্নাথ স্বেচ্ছাবশে রথারোহণে বিহার করিতে চলিয়াছেন, তাঁহাকে চালাইয়া লইয়া যাইবে এমন শক্তিধর কে আছে? মহাপ্রভু ভাবাবেশে মণিমা মণিমা ধ্বনি করিতেছেন। কাঁসর ঘণ্টা করতালাদি নানাবিধ বাদ্য-কোলাহলে কিছুই শোনা যাইতেছে না। রাজা প্রতাপরুদ্র স্বয়ং স্বর্ণ মার্জ্জনী লইয়া প্রভুর গমন-পথ সম্মার্জ্জন-সেবা করিতেছেন আর চন্দনজলে পথ নিষেচন করিতেছেন। মহামাননীয় উৎকল সম্রাট্ এই প্রকার তুচ্ছ দৈন্যময়ী সেবা-ভার স্বেচ্ছায় গ্রহণ করিয়াছেন। অবশ্যই তিনি জগন্নাথের কৃপা-ভাজন হইবেন। রাজার এই সেবা-সুখ দেখিয়া মহাপ্রভুও প্রভূত সুখানুভব করিলেন। ইহা হইতে রাজার প্রতি মহাপ্রভুর চিত্ত আরও অনেকখানি প্রসন্ন হইল।

প্রথমে বলরাম, পরে সুভদ্রা, সুদর্শন সর্ব্বশেষে জগন্নাথ লীলাক্রমে সুসজ্জিত হেমময় রথে আরোহণ করিলেন। মহাপ্রভু তাঁহার ভক্তগণকে সাত-সম্প্রদায়ে বিভক্ত করিয়া রথাগ্রে নৃত্য কীর্ত্তনের ব্যবস্থা করিলেন। জগন্নাথের রথের আগে চারি সম্প্রদায়, দুই পার্শ্বে দুই সম্প্রদায়, আর পশ্চাতে এক সম্প্রদায় এইরূপে কীর্ত্তনীয় দলগুলিকে বিন্যস্ত করিলেন। সাত সম্প্রদায়ে চৌদ্দ মাদল বাজিতে লাগিল। কীর্ত্তনের উচ্চধ্বনিতে ত্রিভুবন ব্যাপ্ত হইল প্রভু দুই হস্ত ঊর্দ্ধদিকে উত্তোলন করিয়া কখনও 'হরি হরি' বলিয়া কখনও বা 'জয় জগন্নাথ' বলিয়া সাত সম্প্রদায়ের মধ্যেই ঘুরিয়া ফিরিয়া প্রেমাবেশে নৃত্য করিতে লাগিলেন। রথ ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিল। (ক্রমশঃ)

একবার ভাব মনে

জন্মলাভের পর হইতে মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত দিবানিশি কি শয়নে, কি স্বপনে, কি ভোজনে, কি জাগরণে কত রাশি রাশি ভাবনাই যে ভাবিতেছি, তাহার ইয়ত্তা নাই। মনের ধর্ম্ম অতিশয় চঞ্চল, তাই আজ একরূপ ভাবনা, কাল অন্যরূপ ভাবনা, প্রাতে যে বিষয়ের ভাবনা মধ্যাহ্নে আর সে ভাবনা নাই, সন্ধ্যার ভাবনা আবার অন্যরূপ এইরূপে একটা দিনের মধ্যেই হাজার হাজার ভাবনা ভাবিতেছি, কিন্তু কই এ ভাবনার দ্বারা ত একটী নিত্য বস্তুর সন্ধান পাওয়া যায় না, যাহা পাইলে আর ক্ষণে ক্ষণে ভাবনার বিষয় পরিবর্ত্তন হইবে না—ভাবিতে ভাবিতে ভাবনার অন্ত না পাইয়া আকুল হইয়া পড়িব না—বরং ভাবনার ফলে নিত্য শান্তি নিত্য আনন্দ লাভ করিব।

ইহার কারণ

আমরা বদ্ধজীব তাই বদ্ধজীবের ধর্ম্মই হইতেছে যে তাৎকালিক সুবিধা বা অসুবিধার বিষয় চিন্তা করা। অর্থাৎ নিত্যমঙ্গল যাহাতে হয় এরূপ শ্রেয়ঃ বিষয়টী বাদ দিয়া সাময়িক অসুবিধা দূর করিবার জন্য বা ক্ষণিক সুবিধা লাভ করিবার জন্য আমরা ভাবিয়া থাকি। এরূপ চিন্তার দ্বারা প্রেয়ঃ লাভ হয় মাত্র কিন্তু শ্রেয়ঃ বা নিত্য মঙ্গল লাভ হয় না। বদ্ধজীবের ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা ও করণাপাটব এই চারি প্রকারের দোষ আছে। সেইজন্য চিন্তার বিষয়টী নিজে নিজে ঠিক করিতে পারা যায় না। নিজে নিজেই ঠিক করিয়া লইব এইরূপ ধৃষ্টতা যতক্ষণ আমাদের থাকিবে ততক্ষণ আমরা অনন্ত কাল ভাবিয়াও শ্রেয়ঃ লাভ করিতে পারিব না।

তবে উপায় কি ?

এখন বুঝিলাম যে আমাদের উক্ত চারি প্রকারের দোষ থাকার দরুণ আমরা নিজে নিজে ভাবিয়া চিন্তিয়া শ্রেয়ঃ লাভ করিতে পারি না এবং অনাদিকাল হইতে কোটী কোটী জন্ম ঐরূপ ভাবনা ভাবিয়াও শ্রেয়ঃ বিষয়ের মীমাংসা করিতে পারি নাই, আবার সম্মুখে অনন্ত কাল ধরিয়া ভাবিলেও কোন মীমাংসা হইবে না। তবে এখন উপায় কি? এমন কোন মহাপুরুষ নাই কি যিনি আমাদের মত বদ্ধ নন? যিনি নিত্যমুক্ত। যাঁহার ভ্রম প্রমাদাদি দোষ-চতুষ্টয় নাই। যিনি খাঁটী কথাটী বলিয়া দিতে পারেন? তদুত্তরে শাস্ত্র বলেন—"তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরু-মেবাভিগচ্ছেৎ। সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্॥" অর্থাৎ ভগবদ্বস্তুর বিজ্ঞান লাভ করিতে যিনি ইচ্ছা করেন, তিনি সমিৎ হস্তে বেদতাৎপর্য্যজ্ঞ ও কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ সদ্গুরুর সমীপে কায়মনোবাক্যে গমন করিবেন।

ভাবিবার বিষয়

যখন আমরা জন্মজন্মান্তরের সুকৃতিপুঞ্জীভূতবলে ঐ প্রকার সদ্গুরুর সন্ধান পাই, তখন যদি নিজের জন্ম, ঐশ্বর্য্য, শ্রুত, শ্রী প্রভৃতি দাম্ভিকতা ছাড়িয়া দিয়া তাঁহার অশোক-অভয়ামৃত-কোটীচন্দ্রসুশীতল পাদ-পদ্মে প্রণিপাত করিয়া পরিপ্রশ্ন করি তাহা হইলে তিনি বলেন—

একবার ভাব মনে, আশা-বশে ভ্রমি হেথা,
পাবে কি সুখ জীবনে॥
কে তুমি কোথায় ছিলে,
কি করিতে হেথা এলে,
কিবা কাজ করে গেলে,
যাবে কোথায় শরীর-পতনে।
কেন সুখ দুঃখ ভয়, অহংতা মমতাময়,
তুচ্ছ জয় পরাজয়
ক্রোধ হিংসা দ্বেষ অন্যজনে।
ভকতিবিনোদ কয়, করি গোরা-পদাশ্রয়,
চিদানন্দ রসময়, হও রাধাকৃষ্ণ-নাম গানে॥

প্রপঞ্চে অমিশ্র আনন্দ নাই

আমরা প্রপঞ্চে আসিয়া আনন্দ লাভের জন্য ছুটাছুটি করি; কিন্তু সে আনন্দ নিত্য নয়—তাহা অমিশ্র আনন্দ নয়, উহা দুঃখের ক্ষণিক নিবৃত্তি মাত্র, সেই ক্ষণিক সুখটীই তাহার পরক্ষণে আবার অনন্ত দুঃখ আনয়ন করে। ঐ যে পতঙ্গ দূর হইতে অগ্নিকুণ্ড দেখিয়া কতই না আনন্দ পায়, তাহাতেও তাহার আনন্দের পিপাসা মিটে না, তখন সেই পিপাসা নিবৃত্তির আশায় ঐ অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে প্রবেশ করে। কিন্তু হায়! হায়! তাহার সব আশা ভরসা এক মুহূর্ত্তেই মিটিয়া যায়। আমরা মনুষ্য হইয়াও ঠিক ঐ পতঙ্গের মত আনন্দের অনুসন্ধান করিতে যাইয়া আত্মঘাতী হই। তাই বলি উক্ত প্রকারের অমিশ্র আনন্দের পিছনে ছুটিবার পূর্ব্বে তাহার পরিণাম কি, ইহা কি ভাবিবার কথা নহে? ঐ শুন, মহাজন গাহিয়াছেন—

ভাল করে দেখ ভাই, অমিশ্র আনন্দ নাই,
যে আছে সে দুঃখের কারণ।
সে সুখের তরে তবে,
কেন মায়াদাস হবে,
হারাইবে পরমার্থ ধন॥
ইতিহাস আলোচনে,
ভেবে দেখ নিজ মনে,
কত আসুরিক দুরাশয়।
ইন্দ্রিয়-তর্পণ সার,
করি কত দুরাচার,
শেষে লভে মরণ নিশ্চয়॥
এমন বিষয়ে মন,
কেন থাক অচেতন,
ছাড় ছাড় বিষয়ের আশা।
শ্রীগুরু-চরণাশ্রয়,
কর সবে ভবজয়,
এদাসের সেই ত ভরসা॥

নীলাম ইস্তাহার

জেলা নদীয়া, মোকাম কৃষ্ণনগর মুন্সেফী দ্বিতীয় আদালত

নীলামের দিন ৮ই নভেম্বর, ১৯২৯

(৮৪)

১০২৫ থাংজারী ২৯ দাবী ১১৮৵৬ পাই

ডিঃ শ্রীশিবেন্দ্রনাথ সিংহ রায় সাং ও থানা নাকাশীপাড়া

দেঃ শ্রীনিশুবিবি সাং বিক্রমপুর থানা নাকাশীপাড়া

জেলা নদীয়া কালেক্টরীর ৩৭১ নং তৌজিভুক্ত থানা নাকাশীপাড়ার সামিল মৌজে বিক্রমপুর মধ্যে ৩৭৯ খং ভুক্ত ০৮ শতক জমি বসবাস দ্বারা ভোগ দখল করে। ষোল আনা মূল্য আঃ ৪৲

(৮৫)

৮০০ থাংজারী ২৯ দাবী ২৬৸/৬

ডিঃ শ্রীশিবেন্দ্রনাথ সিংহ রায় সাং ও থানা নাকাশীপাড়া

দেং নামাজ মণ্ডল সাং নাগাদি থানা নাকাশীপাড়া

জেলা নদীয়া কালেক্টরীর ৩৭১ নং তৌজিভুক্ত থানা নাকাশীপাড়ার সামিল মৌজে বিক্রমপুর মধ্যে ৩৫০ খংভুক্ত ৭৫ শতক উটবন্দী জমা বিঘা প্রতি টাকার নিরিখ জমী তাহার ষোল আনা মূল্য আঃ ১৬৲

(৮৬)

৭৯৫ থাংজারী ২৯ দাবী ২৮৷৴০

ডিং শ্রীশিবেন্দ্রনাথ সিংহরায় সাং ও থানা নাকাশীপাড়া

দেং রতন ঘোষ সাং সুলতানপুর থানা নাকাশীপাড়া

জেলা নদীয়া কালেক্টরীর ৩৬৯নং তৌজিভুক্ত থানা নাকাশীপাড়ার সামিল মৌজে নিশ্চিন্তপুর মধ্যে ৩২৮ খং ভুক্ত ·৮২ শতক রায়তি জমি বার্ষিক ৩৷৴০ আনা খাজনা মূল্য আঃ ৫৲ টাকা

(৮৭)

৭৯০ খাং জারি ২৯ দাবী ১৯৴০

ডিঃ শ্রীশিবেন্দ্রনাথ সিংহরায় সাং ও থানা নাকাশীপাড়া

দেঃ দিনুকারিকর সাং বিক্রমপুর থানা নাকাশীপাড়া

জেলা নদীয়া কালেক্টরীর ৩৭১ নং তৌজিভুক্ত থানা নাকাশীপাড়া সামিল মৌজে বিক্রমপুর মধ্যে ৮১৯ খং ভুক্ত ৭৭ শতক উটবন্দীজমী বার্ষিক ১৵০ টাকার নিরিখ, মূল্য আঃ ৮৲

(৮৮)

৭৮৭ খাং জারী ২৯ দাবী ২৬৴০

ডিং শিবেন্দ্রনাথ সিংহরায় দিং সাং থানা নাকাশীপাড়া

দেং মোমবারি কারিকর সাং বিক্রমপুর থানা নাকাশীপাড়া

জেলা নদীয়া কালেক্টরীর ৩৭১নং তৌজিভুক্ত থানা নাকাশীপাড়ার সামিল মৌজে বিক্রমপুর মধ্যে ৫৯৩ খং ভুক্ত ·৭৪ শতক ওটবন্দী জমী মূল্য আঃ ১৫৲

(৮৯)

৭৩৮ খাং জারী ২৯ দাবী ১৭৲

ডিঃ শ্রীশিবেন্দ্রনাথ সিংহ রায় সাং ও থানা নাকাশীপাড়া

দেং ময়জদ্দিকারিকর দিং সাং বিক্রমপুর থানা নাকাশীপাড়া

জেলা নদীয়া কালেক্টরীর ৩৭১নং তৌজি-ভুক্ত থানা নাকাশীপাড়ার সামিল মৌজে বিক্রমপুর মধ্যে ১৫৭ খং ভুক্ত-৩৫ শতক ওটবন্দী জমী মূল্য আঃ ৭৲

(৯০)

৫৫৬ খাং জারি ২৯ দাবী ৪৬৷৴০

ডিং শ্রীসতীশচন্দ্র রায় দিং সাং রামনগর থানা মেহেরপুর

দেঃ নাং খোকা বিশ্বাস পক্ষে গার্জেন মাতা কালিদাসি দাসী দিং সাং হৃদয়পুর থানা চাপড়া

জেলা নদীয়া কালেক্টরীর ৪৭২ নং তৌজিভুক্ত থানা চাপড়ার সামিল মহাল তরফ সোণাপুর অধীন ৬ নং মৌজে হৃদয়পুর মধ্যে ৬৩২ খং ভুক্ত ৭·৩৫ একর জমীর কাত সালিয়ানা ১৮৮৴১৭৷৷ টাকার রায়তি স্থিতিবান জমা মায় আকর আওলাত মূল্য আঃ ২০৲

(৯১)

৬৭৭ খাং জারি ২৯ দাবী ৪৫৷৵০

ডিঃ শ্রীমন্মথ পাল চৌধুরী সাং আমিন বাজার থানা কোতোয়ালী

দেঃ পাঁচুদাস সাং তিলকপাড়া থানা চাপড়া

জেলা নদীয়া থানা চাপড়ার সামিল ৩৭২১নং মৌজে চরমহৎপুর গ্রামে ১·৫৬ একর জমীর কাত ৩৮০৬ খংভুক্ত ২৮১।২৬ নং কনভারসনমতে ৯৷৵০ আনার যে জমা তাহার আকর আওলাত মূল্য আঃ ১০৲

(৯২)

৭৮৬খাংজারী ২৯ দাবী ৩২৮৵০

ডিঃ শ্রীশিবেন্দ্রনাথ সিংহ রায় দিং সাং ও থানা নাকাশীপাড়া

দেঃ তেতুল সেখ হাড়ি সাং নওদাপাড়া থানা নাকাশীপাড়া

জেলা নদীয়া কালেক্টরীর ২৩ নং তৌজীভুক্ত থানা নাকাশীপাড়ার সামীল মৌজে সালিগ্রাম মধ্যে ৬৩৬ খংভুক্ত-৫৫ শতক উটবন্দী জমী মূল্য আঃ ২২৲

(৯৩)

৮৭২ খাংজারি ২৯ দাবি ৮৯৷৵০

ডিঃ হিরালাল ঘোষ দিং সাং উমারপুর থানা হাসখালী

দেঃ রাধাচরণ ঘোষ দিং সাং ছুটীপুর থানা ঐ

জেলা নদীয়া থানা হাসখালীর সামিল ২৩ নং মৌজে ভাতঘাটা ২৪৬ খংভুক্ত ৮-৮৮ একর জমী রায়তি মকররি জমা ১৫৲ উক্ত জমা মায় আকর আওলাত মূল্য আঃ ৩০৲

(৯৪)

৯২৮ খাংজারি ২৯ দাবি ১২০৷৶০

ডিঃ রাখালদাস তরফদার সাং বাড়িয়াপুর থানা মেহেরপুর

দেঃ নিলমণি বিশ্বাস সাং শিবপুর থানা নাকাশীপাড়া

জেলা নদীয়া থানা নাকাশীপাড়ার সামিল ৮৫ নং মৌজে শিবপুর ২৩১ নং খংভুক্ত ২১৮/৯ পাই রায়তি স্থিতিবান জমার জমী মায় আকর আওলাত মূল্য আঃ ১০৲

(৯৫)

৮১১ খাংজারি ২৯ দাবী ১৯৪৷৴০

ডিঃ কুঞ্জকামিনী দেবী সাং গোয়াড়ী মালোপাড়া থানা কোতোয়ালী

দেঃ কৈলাসকামিনী দেবী দিং সাং কুড়ালীগাছি থানা দামুরহুদা

জেলা নদীয়া থানা চাপড়ার সামিল ৪৯ নং মৌজা রাজিয়ানপোতা গ্রামে ৩৯৯ নং তৌজিভুক্ত জমিদার ডিক্রিদারের ও হরিপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় সরকারে দেন্দারগণের নামে ৪৪৪ ৸১০ টাকার যে পত্তনীজমার ৸০ আনী ও ২ নং খং তদধীন প্রজার খং সমেত মূল্য আঃ ১০০৲

(৯৬)

৬৬৭ খাংজারি ২৯ দাবি ৮৪৵৬

ডিঃ শ্রীনফরচন্দ্র পাল চৌধুরী সাং নাটুদহ থানা দামুরহুদা

দেঃ হরিদাস সিংহ দিং সাং ঐ থানা ঐ

জেলা নদীয়া সঃ কৃষ্ণনগর থানা চাপড়ার সামিল মৌজে বড়আমুনিয়া গ্রামে ৮৫৪ খংভুক্ত-২৬ শতক জমির কাত বার্ষিক ১০৸০ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত মূল্য আঃ ৫৲

(৯৭)

৯০৬ খাংজারী ২৯ দাবি ২০৶০

ডিঃ নফরচন্দ্র পাল চৌধুরী দিং সাং নাটুদহ থানা দামুরহুদা

দেঃ নাছের মল্লিক হাং সাং আমাদবাদ থানা মেহেরপুর

জেলা নদীয়া সব কৃষ্ণনগর থানা চাপড়ার সামিল মৌজে ভাজনগাছি মধ্যে ১৫৯ নং খংভুক্ত ·৬৯ শতক জমীর কাত মায় আকর আওলাত মূল্য আঃ ১৫৲

(৯৮)

৮৩৮ খাংজারী ২৯ দাবী ১৪৷৷৯

ডিঃ হৈমবতী দেবী দিং সাং কৃষ্ণনগর চাঁদসড়ক থানা চাপড়া

দেঃ মহানন্দ পাটনী সাং রামপুর থানা ঐ

জেলা নদীয়া সব কৃষ্ণনগর থানা চাপড়ার সামিল ৯৫ নং রামপুর মৌজায় ২৩৮ খংভুক্ত-২৪ শতক জমী রায়তি স্থিতিবান জমা ১৲ মায় আকর আওলাত মূল্য আঃ ১০৲

(৯৯)

৩৯১ খাংজারি ২৯ দাবী ১০৪৻৬

ডিঃ সরোজরঞ্জন সিংহ দিং সাং কৃষ্ণনগর কাঠাল পোতা থানা কোতোয়ালী

দেঃ তারাচাঁদ কর্মকার দিং সাং মুচীফুলবেড়িয়া থানা হাসখালী

জেলা নদীয়া সঃ কৃষ্ণনগর থানা হাসখালীর সামিল মৌজে মুচীফুলবেড়িয়া গ্রামে ৪০১ খংভুক্ত, ২৬-৭৭ শতক জমী ৫৪৶৬ জমার মায় আকর আওলাত বাগান বাড়ী মূল্য আঃ ২৫৲

(১০০)

৮৩৪ খাংজারি ২৯ দাবী ১১৯৵৬

ডিঃ তারাপদ সরকার সাং পোড়াগাছা থানা কোতোয়ালী

দেঃ বাদল সেখ মালিতা সাং জুড়ীপুর থানা চাপড়া

জেলা নদীয়া থানা চাপড়ার সামিল ৭০ নং জুড়ীপুর মৌজায় ২৲ খাজনার ৮৯ খংভুক্ত-১৪ শতক কোর্ফাজমী ও তদুপরিস্থিত খড়ুয়া ঘর ২ খানা মায় সাজসরঞ্জাম চৌকাঠ কপাট মূল্য আঃ ১০৲

(১০১)

৮১৭ খাংজারী ২৯ দাবী ২৫৷৵০

ডিঃ বিজয়রাজ মুখোপাধ্যায় দিং সাং মুড়াগাছি থানা নাকাশীপাড়া

দেঃ যোগেশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় দিং সাং ধর্ম্মদা থানা ঐ

জেলা নদীয়া থানা নাকাশীপাড়ার সামিল মৌজে আদমপোতা গ্রামে ২ খংভুক্ত ১·১৪ একর জমী বার্ষিক ২৷৵০ জমা মূল্য আঃ ১০৲

(১০২)

৬৪৩ খাংজারী ২৯ দাবী ১৭৭৻৬

ডিঃ সরোজ রঞ্জন সিংহ দিং সাং কাঠালপোতা থানা কোতোয়ালী

দেঃ ফজুমণ্ডল সাং পিতাম্বরপুর থানা চাপড়া

১। জেলা নদীয়া সব কৃষ্ণনগর থানা চাপড়ার সামিল মৌজে পিতাম্বরপুর গ্রামে ১৪৪ খংভুক্ত ১·৬৬ একর স্থিতিবান জমী মায় বাগান আকর আওলাত মূল্য আঃ ২০৲

[illegible] সাং ঐ ঐ, থানা ঐ মৌজে [illegible] ১৫·৩০ একর দখলি [illegible] জমী মায় আকর আওলাত মূল্য

(১০৫)

[illegible] খাংজারী ২৯ দাবী ২৩/৯

ডিঃ অরবিন্দু প্রকাশ চট্টোপাধ্যায় সাং [illegible] থানা চাপড়া

দেঃ বিনা মালোনী সাং বীরপুর থানা নাকাশীপাড়া

জেলা নদীয়া থানা নাকাশীপাড়ার সামিল মৌজে বীরপুর গ্রামে ৭১১ খংভুক্ত ·৬৪ শতক জমী ২৬৯ টাকার রাবাক স্থিতিবান জমা মায় আকর আওলাত মূল্য আঃ ১০৲

(১০৬)

৮১৮ খাংজারী ২৯ দাবী ১৯।৶৬

ডিঃ দ্বিজরাজ মুখোপাধ্যায় দিং সাং মুড়াগাছা থানা নাকাশীপাড়া

দেঃ যোগেশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় দিং সাং দম্মদা থানা নাকাশীপাড়া

জেলা নদীয়া থানা নাকাশীপাড়ার সামিল মৌজে অ.দমপোতা গ্রামে ১৬২ খংভুক্ত ·১২ শতক বাগান বার্ষিক ১১০ জমা মূল্য আঃ ১০৲.

(১০৫)

৯৬২ খাংজারী ২৯ দাবী ৩৮।৶০

ডিঃ ক্ষেত্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় দিং সাং ঘুর্ণী থানা কোতোয়ালী

দেঃ মোক্তার সেখ মিস্ত্রী সাং ঘোষাল-ডেঙ্গা থানা হাসখালী

জেলা নদীয়া থানা হাসখালী সামিল মৌজে জয়পুর গ্রামে ১১৫৩নং খংভুক্ত ৭/৮ জমীর ১০৫ দারামতে ৫॥০ টাকার যে জমা মায় আকর আওলাত মূল্য আঃ

(১০৬)

৯৬৪ খাংজারী ২৯ দাবী ৫৯।০

ডিঃ ক্ষেত্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় দিং সাং ঘুর্ণী থানা কোতোয়ালী

দেঃ রববানি সেখ মল্লিক সাং জয়পুর থানা হাসখালী

জেলা নদীয়া কালেক্টরীর ১০৭৭ তৌজিভুক্ত থানা হাসখালীর সামিল মৌজে জয়পুর গ্রামে ১৭৫৬ খংভুক্ত ৭।৪।৬০ [illegible] কাতে ৯/৮৬০ টাকার যে জমা ষোল [illegible] মূল্য আঃ

(১০৭)

[illegible] খাংজারী ২৯ দাবী ৫৩॥/০

ডিঃ শ্রীক্ষেত্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় দিং সাং ঘুর্ণী, থানা কোতোয়ালী

দেঃ মোক্তার সেখ মিস্ত্রী সাং ঘোষাল-ডেঙ্গা থানা হাসখালী

জেলা নদীয়া থানা হাসখালী মৌজে জয়পুর গ্রামে ১১৫১ খংভুক্ত ১০৫ দারা মতে ৩॥১৶ জমীর খাজনা ৮৶৬ জমা মায় আকর আওলাত মূল্য আঃ

(১০৮)

১১১ খাংজারী ২৯ দাবী ২১/১

ডিঃ জ্ঞানেন্দ্র গোপাল গাঙ্গুলী দিং সাং বেতবাড়িয়া থানা চাপড়া

দেঃ প্রেমচাঁদ সাহা দিং সাং ঐ থানা ঐ

জেলা নদীয়া থানা চাপড়ার সামিল বেতবাড়িয়া গ্রামে ১৫৪।৩১২ খংভুক্ত ১.৩০ একর উটবন্দী জমী চাষ,আবাদ দ্বারা দংকার আছে। তাহাতে দেন্দারের স্বত্ব মূল্য আঃ ১০৲

)

৮৩৩ খাংজারী ২৯ দাবী ৬৭৶৩

ডিঃ শরৎকুমারি দাসী সাং গোয়াড়ী থানা কোতোয়ালী

দেঃ বনমালী সর্দ্দার দিং সাং মবিষ পুর থানা চাপড়া

জেলা নদীয়া থানা চাপড়া সামিল ৬৯ নং মবিষপুর মৌজে ১৯৩ খংভুক্ত ·১৭ একর জমী ২৲ জমার জমী মায় আকর আওলাত ও তদুপরিস্থিত ৬ চালা ঘর ১ খানি মায় সাজ সরঞ্জাম কপাট চৌকাঠ মূল্য আঃ ১৫৲ টাকা

(১১০)

১১৯২ খাংজারী ২৯ দাবী ৬০৸/৯

ডিঃ বাবু দীবেন্দ্রনাথ ঘোষ দিং মোঃ আড়ংঘাটা, রাণাঘাট।

দেঃ এমানাল বিশ্বাস দিং সাং বাগান-গাছ থানা হাসখালী।

জেলা নদীয়া থানা হাসখালী পং মাম-জোয়ানির মৌজে ২৫নং চুনারিগ্রামে.৬১ খংভুক্ত ১৬·১ একর জমী ১৩৶২ পাই যে রায়তি জমী ষোল আনা মূল্য আঃ ১০৲

(১১১)

১০৩৮ খাংজারী ২৯ দাবী ১৫/৯

ডিঃ শিবেন্দ্রনাথ সিংহ রায় দিং সাং ও থানা নাকাশীপাড়া।

দেঃ সাচাদালী ফকির সাং বিক্রম-পুর থানা ঐ।

জেলা নদীয়া কালেক্টরীর ৩৭১নং তৌজিভুক্ত থানা নাকাশীপাড়ার সামিল মৌজে বিক্রমপুর মধ্যে ৬৭১ খংভুক্ত ·৮ শতক উটবন্দী জমী মূল্য আঃ ৬৲।

(১১২)

৭৯৯ খাংজারী ২৯ দাবী

ডিঃ শিবেন্দ্রনাথ সিংহ রায় দিং সাং ও থানা নাকাশীপাড়া।

দেঃ মোমবারি সেখ সাং পচাচাঁদপুর থানা ঐ।

জেলা নদীয়া কালেক্টরীর ৩৭১নং তৌজিভুক্ত থানা নাকাশীপাড়ার অধীন মৌজে বিক্রমপুর মধ্যে ৫৯৪ খংভুক্ত ·৭০ শতক উটবন্দী জমী খাং বিঘাপ্রতি ১৫০ মূল্য আঃ ৫৲ .

(১১৩)

৭৭৯ খাংজারী ২৯ দাবী ২৩৭৸৶৬

ডিঃ ক্ষেত্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় দিং সাং ঘূর্ণী থানা কোতোয়ালী।

দেঃ শুকলাল মণ্ডল দিং সাং জয়পুর থানা হাসখালী

জেলা নদীয়া সবরেঃ কৃষ্ণনগর থানা হাসখালীর সামিল মৌজে জয়পুর গ্রামে ১০৯০ খংভুক্ত ১৮·২৩ একর রায়তি মোকররি জমী জমা ৩১৲ মায় আকর আওলাত মূল্য আঃ ১০০৲

(১১৪)

৫৫৫ খাংজারী ২৯ দাবী ১৫৩৶৯

ডিঃ শরৎকুমারী দাসী সাং ইছাপুর থানা চাপড়া

দেঃ নাং শ্রীবিষ্ণুপদ সর্দ্দার গার্জেন মাতুল শ্রীবিহারী মল্লিক সাং ঐ

জেলা নদীয়া থানা চাপড়ার সামিল ৬৬নং ইচ্ছাপুর মৌজার ৭ খংভুক্ত ১·৩৭ একর জমী খাজনা বিঘাপ্রতি ১০ উক্ত জমার ৫নং দেন্দারের অংশ মায় আকর আওলাত মূল্য আঃ ১৫৲

নোটীশ

জেলা নদীয়ার শ্রীযুক্ত জজসাহেব বাহাদুরের আদেশ মত এতদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জানান যাইতেছে যে, নিম্নের লিখিত মহলের ষোল আনা রকম পত্তনি, দরপত্তনি এবং কালেক্টারি জমিদারি সত্ত্ব বিক্রয় হইবে, যে কোনও গ্রাহক খরিদ করিতে ইচ্ছা করেন তিনি ১৯২৯।২রা নভেম্বর তারিখ মধ্যে নোতিপোতা ষ্টেটের কমন ম্যানেজার বাবু কেদারনাথ সিংহ'র নিকট মেহেরপুর হেড-আফিসে অনুসন্ধান লইলে কাগজপত্র দৃষ্ট করিয়া উক্ত ম্যানেজারের সহিত মূল্যাদি স্থিরতর করিয়া আপন আপন অভিপ্রায় প্রকাশ করিবেন।

তৌজির নম্বর	মহলের নাম	বাৎসরিক মোট আয় মায় সেস	দেও মালিকান খাজনা মায় সেস	স্বত্বের পরিচয়
	নদীয়া বকসীপুর			
৬২নং	ভবানীপুর			পত্তনি ॥৶০
	ফতেপুর			দরপত্তনি ।/০
	ও মোজা	৬৮০৬৸৶৯	২৬৬৪৶৯	ষোল আনা ৯৲
৩১৩০ নং	চরবকসীপুর	১৬৩৭৸/১	১৬৪৸৶৪	ষোল আনা ৯৲
৩৭৭৭ নং	চরবকসীপুর	৩৬৪।৶৭॥	২৫৭৶৬	ষোল আনা ৯৲
২৫১৩ নং	চরবকসীপুর	৬৪৮৸৶	৪৯৯৶	ষোল আনা ৯৲
১৬৪৩ নং	চরফতেপুর	১২০।৬০॥	২৬৩	কালেক্টরি ষোল আনা ২৲ কালেক্টার
		৯০৪৮।৶৬	৩৬০৫॥৬০	

শ্রী.কেদারনাথ সিংহ, কমন ম্যানেজার।

মেহেরপুর, জেলা নদীয়া।

শ্রীচৈতন্যমঠের গ্রন্থাবলী

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বিরচিত

ভক্তি-গ্রন্থাবলী।

উৎকৃষ্ট কাপড়ে বিলাতী ধরণে বাঁধাই স্বর্ণালঙ্কৃত। চতুর্থ সংস্করণ। বিস্তৃতবিষয়সূচীসহ

জৈবধর্ম্ম

বাঁধাই ২৲ দুই টাকা

প্রকাশিত হইয়াছে

সনাতন ধর্ম্মশাস্ত্র বেদ, বেদান্ত, উপনিষৎ গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত, পুরাণ, তন্ত্রাদি সকল গ্রন্থ পাঠ করিবার অবসর অতি অল্প মানবের ঘটিয়া থাকে। অনেকের যোগ্যতা না থাকায় সেই সমস্ত গ্রন্থের মর্ম্ম অবগত হইতে পারেন না। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বাঙ্গালীর এই অসুবিধা দূরীভূত করিবার জন্য এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

বিদ্যালয়ের ছাত্র বা শিক্ষকগণের বিশেষ পাঠ্য, এই হেতু শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টার বাহাদুর ইহা সমস্ত বিদ্যালয়ের জন্য অনুমোদন করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

প্রথম খণ্ড ভিক্ষা—১৲ একটাকা

যুক্তিপূর্ণ শাস্ত্রবাক্য দ্বারা প্রত্যেক মানবের নিত্য কর্ত্তব্য ও অনিত্য সাময়িক কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। গ্রন্থের প্রতি উক্তি সনাতন শাস্ত্রবাক্য দ্বারা সমর্থিত ও প্রমাণিত হইয়াছে। দেহের, মনের ও আত্মার ধর্ম্ম কি? স্বদেশ, সমাজ, নীতি, ধর্ম্ম কি? ইত্যাদি বিষয় ক্রমানুসারে এমন সুন্দরভাবে যুক্তিসহকারে আলোচিত হইয়াছে যে, প্রথম পংক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত পাঠ না করিয়া নিবৃত্ত হওয়া যায় না।

শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য

ভিক্ষা ৵০

ঐ প্রমাণ খণ্ড ভিক্ষা ৵০

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিহার ও লীলাভূমি নয়টী দ্বীপ-সমন্বিত। এই নয় দ্বীপের প্রাচীন বিবরণ - প্রত্যেক দ্বীপে শ্রীমহাপ্রভুর লীলা—প্রত্যেক দ্বীপের পরিচয়, শ্রীধাম মাহাত্ম্য—নামাপরাধ কি? ইত্যাদি বিষয় বিশেষভাবে মনোহর ছন্দে বর্ণিত। পকেট সাইজ প্রায় ১৬০ পৃষ্ঠা।

শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ

চঞ্চল ব্রোঞ্জ-ব্লু কালীতে উত্তম কাগজে ছাপা—শ্রীনবদ্বীপধাম দর্শনে ভাবুক দর্শনকারীর কি প্রকার ভাবের উচ্ছ্বাস হয়, তাহা এই গ্রন্থে বর্ণিত। অতি চমৎকার। ভিক্ষা চারি আনা।

শ্রীমন্নপ্রভু

৷৵০

দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভুকে উপদেশচ্ছলে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিচার অতি সুন্দরভাবে বর্ণিত হইয়াছে। ইহা ছাড়া শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর উপদিষ্ট শিক্ষা ও উপদেশ বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব-জগতে অভিনব গ্রন্থ!!

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতি-গ্রন্থাবলী :—

শরণাগতি

পকেট সাইজ

অষ্টম সংস্করণ

ভিক্ষা ৵০ আনা

দেহ ও মনের চেষ্টা অনিত্যবস্তু লক্ষ্য। ইহা যখন জীব বুঝিতে পারে, তখন একমাত্র নিত্যবস্তু শ্রীভগবানের প্রতি তাঁহার কোন জাতীয় আবেগময়ী প্রার্থনা হয় এবং শ্রীভগবানে সর্ব্বান্তঃকরণে নিষ্কপটে কি প্রকারে শরণাপন্ন হইতে হয়, ইত্যাদি বিষয়ক প্রাণস্পর্শী প্রার্থনা ও আত্মসমর্পণমূলক গান। ছাপিয়া সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে।

ভিক্ষা প্রতি খণ্ড ৵০ এক আনা।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা— ৵০, নবদ্বীপশতক— ৴০

অর্থপঞ্চক ৴০

কল্যাণকল্পতরু

পকেট সাইজ

পঞ্চম সংস্করণ

ভিক্ষা ৴১০

আমরা প্রত্যহ নূতন নূতন অভাব ও কামনার বশীভূত হইয়া পুনঃপুনঃ যে অকল্যাণকে কল্যাণ বলিয়া গ্রহণ করি এবং যাহার নিকট কল্যাণ কামনা করি, তিনি যে নিত্য বা যথার্থ কল্যাণ প্রদানে অসমর্থ এবং কোন বস্তু আমাদের নিত্য কল্যাণপ্রদ এবং কি ভাবে আমরা সেই কল্যাণলাভ সমর্থ হইব, এই সকল কথা সরল গানে লিখিত। এই গীতিগ্রন্থ বাস্তবিক কল্যাণের কল্পতরু, গান প্রত্যেককে নিত্যকল্যাণ প্রদানে

শ্রীল চক্রবর্ত্তি ঠাকুরের টীকা সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠাকুর কৃত টীকা ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কৃত বঙ্গানুবাদ। টীকাকারের জীবনী, শ্লোক-সূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি ও জ্ঞাতব্য বিষয় সংবলিত প্রায় ৮২৫ পৃষ্ঠা। উৎকৃষ্ট সিল্কে বাঁধাই ২৲ দুই টাকা, কাগজে বাঁধা ১৷০

শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ কৃত ভাষ্য সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

কাগজ ও ছাপা উৎকৃষ্ট। সিল্কে বাঁধাই, সোনার জলে নাম লেখা রাজসংস্করণ ২ টাকা, সাধারণ সংস্করণ ১৷০, গৌড়ীয়ের গ্রাহকপক্ষে ১৷০

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি

(সাম্প্রতিক সংকোষগ্রন্থ)

বিষয়:—১। ভক্তিশাস্ত্রে ব্যবহৃত শব্দাবলীর অর্থ, ২। চারি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের চরিত্র, ৩। বিষ্ণুবৈষ্ণবসম্বন্ধীয় শ্রীমন্দির ও শ্রীবিগ্রহের বিবরণ, ৪। বৈষ্ণবগ্রন্থ ও গ্রন্থকারগণের তালিকা ও বিবরণ, ৫। বিষয় বিশেষের লৌকিক ও শাস্ত্রীয় আকরমূলে মতবাদীয় তথ্য। চারিখণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ১ম খণ্ড ৸০, ২য় খণ্ড ৸৵০, ৩য় খণ্ড ৸০, ৪র্থ খণ্ড ৷৵০, চারিখণ্ড একত্রে ৩৲ (৫ম খণ্ড যন্ত্রস্থ)।

ভক্তিসন্দর্ভ

—১ম খণ্ড ১৲ এক টাকা

২য় খণ্ড ১৲ এক টাকা—শ্রীমদ্ভাগবতের গ্রাহক ও গৌড়ীয় গ্রাহকগণ ৸০ টাকায় দুইখণ্ড পাইবেন। বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমজ্জীব গোস্বামিপাদের রচিত গ্রন্থ। ইহাই বহুসন্দর্ভের অধিক প্রয়োজনীয় অংশ। প্রতি খণ্ড ডবল ক্রাউন ৮ পেজায় ৭৫ পৃষ্ঠা আকারে মুদ্রিত হইতেছে।

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য সঙ্কলিত

সদাচারস্মৃতিঃ

ভিক্ষা ৵০ মাত্র

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

হেলনার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

মফঃস্বলের অধিবাসীগণ ৬ আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ডাকযোগে [illegible] ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে উহার কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ৷০ আনা, পাইট ৸৵০ আনা, বোতল ১৸০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা।

রেজেষ্টার্ড

মদন মঞ্জরী

বটিকার মধ্য ও পাতুবিকার, ইন্দ্রিয়শক্তির হ্রাস, প্রস্রাবে শুক্রপাত, বহুমূত্র, মাথাঘোরা, বুক ধড়ফড়ানি, অনিদ্রা প্রভৃতি লক্ষণ সত্বর নির্দ্দোষ আরোগ্য হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ৩০ বটী ১৲ এক টাকা।

"নপুংসকতাহারি ঘৃত"

পুরুষত্বহানি রোগে বাহ্যপ্রয়োগে দ্বারা আরোগ্য করিয়া শক্তিসম্পন্ন করে। মূল্য ২ তোলা ১৲ টাকা।

"রমণবিলাসিনী বটিকা"

স্ত্রীধারণ করত সম্ভোগশক্তি স্থায়ী ও বৃদ্ধি করিতে অত্যাশ্চর্য্য। মূল্য ১৬ বটী ১৲ এক টাকা।

রাজবৈদ্য শ্রীনারায়ণজী কেশবজী।

১৭৭নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

কুমার-ভোগ শিশু ও প্রসূতির আহারে সকল দোষমুক্ত হইয়া মোটা হয়। ইহা সেবনে শিশুরা শীঘ্র হাটিতে পারে, তাহাদের স্ফূর্তি বৃদ্ধি পায় ও শরীরের ক্ষয় দূর হয়—দন্তোদ্গমের সময় কোন কষ্ট হয় না। থাকিতে দিন। মূল্য প্রতি শিশি এক টাকা, মাশুল ৵০ আনা।

নারেলী (Narikol)—ইনফ্লুয়েঞ্জা, ডেঙ্গু, বাতজ্বর, সর্দ্দিজ্বর শ্রেষ্ঠ ঔষধ। আনুষঙ্গিক, সর্দ্দি, কাশি, ব্রঙ্কাইটিস্ (Bronchitis), গলা ও বুকে ব্যথা। প্রত্যেক ১২ বটিকায় শিশি ৷০, মাঃ ৵০ আনা।

দাদ লোপ তিন শিশি মাশুল সমেত ১৲

ডাঃ ৺রাম লাল বসাক

এম, বি, কৃত

দাদ-লোপ

কাপড়ে কোনরূপ দাগ লাগে না

মূল্য ৵০ আনা

ইটিন ফার্ম্মেসী,

১৭, আর্ক ষ্ট্রীট, বড়বাজার, কলিকাতা।

৩ শিশির কম পত্র লিখিবেন না।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (প্রাচীন নবদ্বীপ) নদীয়া

পর-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

এখানে আহার এবং বাসস্থান দিয়া বিদ্যার্থিগণকে বিভিন্ন শিক্ষণীয় বিষয় শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। অনেক ছাত্র ইতোমধ্যেই আসিয়া পাঠ আরম্ভ করিয়াছেন। বর্ত্তমান বর্ষে সকল ছাত্রই গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

প্রধান অধ্যাপক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রচন্দ্র কাব্য ব্যাকরণ-সাংখ্য-বেদান্ত-ষড়্দর্শনতীর্থ, সাংখ্যভূষণ, বেদান্তরত্ন, সাহিত্যশাস্ত্রী, সুদর্শনবাচস্পতি।

অধ্যাপক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গৌরদাস ব্রহ্মচারী ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীধাম মায়াপুর পরবিদ্যাপীঠ, (নদীয়া)

বেদনাঞ্জন

শ্রেষ্ঠরত্ন।

কলিকাতা কংগ্রেস এক্‌জিবিসন হইতে বহু প্রশংসা প্রাপ্ত ও বহু গণ্যমান্য ভদ্রমহোদয়গণ কর্ত্তৃক প্রশংসিত।

আজকাল বাজার-চলিত মিশ্রিত ও বিষাক্ত আহার্য্য সেবনে শরীরের রক্ত সহজেই দোষিত হইয়া পড়িতেছে। বহু মানব-দেহের শ্রেষ্ঠ উপাদান, এই রক্ত দোষিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মানব বাত, বেদনা, মাথাধরা, মাথাঘোরা, দৃষ্টিশক্তির হ্রাস, দাঁতের গোড়া ফুলা, দাঁত কনকনানি, দাঁতে পোকা এবং খোস, চুলকানি প্রভৃতি কষ্টদায়ক চর্ম্মরোগে আক্রান্ত হইতেছে। যদি আপনি একেবারে ব্যাধিমুক্ত হইতে চান, তাহা হইলে অযথা পয়সার অপব্যয় না করিয়া অল্প ব্যয়ে এক শিশি বেদনাঞ্জন ক্রয় করিয়া ইহার যাদুকারী-শক্তি উপলব্ধি করুন। গুণের তুলনায় মূল্য অত্যল্প, এক শিশি ।৹ আনা মাত্র মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান—এ, সি, চাটার্জ্জী এণ্ড ব্রাদার্স।

৪৪নং ইলকাটি লেন, সালিকা হাওড়া।

সকল মণিহারী দোকানে ও বড় বড় ডাক্তারখানায় পাওয়া যায়।

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

যদিও অদ্যাপি প্রকৃত মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য, তথাপি যাহারা নানাবিধ অনিয়মিত উপায়ে অপরিমিত শক্তি নষ্ট করিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন এবং নানা প্রকার মেহ, প্রমেহ ধাতুদৌর্ব্বল্য, স্নায়বিক দুর্ব্বলতা, বহুমূত্র, দুঃস্বপ্ন, পারদ-সংক্রান্ত পীড়া, অর্শ এবং স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে যাহারা বাধক, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, স্তিকা, শ্বেত ও রক্তপ্রদর, হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি রোগে ভুগিয়া জীবনে নিরাশ হইয়াছেন, তাঁহারা আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটাল সাহেবের আবিষ্কৃত **ইলেক্‌ট্রিক মেডিসিন** ব্যবহার করিয়া বাঁচিতে পারেন, তাহার শত সহস্র প্রমাণ প্রতি বৎসরেই পাওয়া যাইতেছে। যাঁহারা অন্যান্য বহুবিধ ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরোগ্য হইতে পারেন নাই, তাঁহারা একবার এই ঔষধটী ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক মাসের ব্যবহারোপযোগী এক শিশি ঔষধ ডাকমাশুল সহ ২।৹ টাকা মাত্র।

সোল এজেণ্ট—ডাঃ ডি, ডি, হাজরা।

ফতেপুর, গার্ডেনরিচ পোষ্ট, কলিকাতা।

ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম.এ., এফ.সি.এস (লণ্ডন)

ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক

(প্রফেসার)

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ বিশুদ্ধ ও শাস্ত্রমতে নিজ তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হয়। পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ক্যাটালগ পাঠান হয়। রোগের বিবরণ জানাইলে যত্নপূর্ব্বক ব্যবস্থা দেওয়া হয়। চিঠি পত্রাদি সম্পূর্ণরূপে গোপন রাখা হয়।

মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দুর)

(বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৪৲ টাকা

উৎকৃষ্ট স্বর্ণ, পারদ ও আমলাসার গন্ধক দ্বারা যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। নিত্য প্রয়োজনীয় সর্ব্বরোগনাশক মহৌষধ।

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৩৲ টাকা

উৎকৃষ্ট কাশীর আমলকী, বংশলোচন প্রভৃতি যাবতীয় উপাদানে পূর্ণ মাত্রায় যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। কফ, কাসি, সর্দ্দি, যক্ষ্মা, ক্ষয়রোগ, হৃদরোগ প্রভৃতি রোগের মহৌষধ। সকলপ্রকার দুর্ব্বলতা নাশক অতিশয় পুষ্টিকর মহৌষধ বা খাদ্য বিশেষ।

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬৲ টাকা

ইহা সেবনে ধাতুদৌর্ব্বল্য, শুক্রহীনতা, স্বপ্নদোষ, প্রমেহ ও ধ্বজভঙ্গ সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায়। ইহা অপরিসীম আনন্দদায়ক রসায়ন।

অবলাবান্ধব যোগ

প্রদর, বাধক প্রভৃতি জরায়ুদোষ ও যোনিগত দুরারোগ্য রোগের মহৌষধ

মূল্য—১৬ মাত্রা ২৲ টাকা। ৫০ মাত্রা ৫৲ টাকা মাত্র

বিশুদ্ধ জল! ভয় নাই! বিশুদ্ধ জল!!

লক্ষ্মী টিউব-ওয়েল কোং

২০৫নং নবাবপুর, ঢাকা

বর্ত্তমান-যুগের নব-আবিষ্কৃত যন্ত্রপাতি দ্বারা উন্নত বৈজ্ঞানিক-খনন-প্রণালীতে নলকূপ (*Tube-well*) নির্ম্মাণ করা হয়। বঙ্গের লাট বাহাদুর, প্রাইভেট সেক্রেটারী, জিলা-ম্যাজিষ্ট্রেট, জিলা-বোর্ডের চেয়ারম্যান, চাকুরিয়ান, জমিদার, তালুকদার, প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত ভদ্রমহোদয়গণ এই কোম্পানীর কার্য্য দেখিয়া প্রশংসা করিয়াছেন। রাসায়নিক পরীক্ষায় জল বিশুদ্ধ না হইলে মূল্য গৃহীত হয় না। বিস্তৃত বিবরণের জন্য পত্র লিখুন।

বিনামূল্যে বিনামূল্যে

বিতরিত

স্বাস্থ্যের সার "কামশাস্ত্র" গ্রন্থখানি চৌদ্দ লক্ষের উপরে বিতরিত হইয়াছে। উহা পাঠে মানবের পরিণাম ফলাফল জানা যায়।

এই পুস্তক যিনি লিখিয়াছেন, তিনিই "আতঙ্কনিগ্রহ বটিকা"র আবিষ্কর্ত্তা। এই বটিকা দুর্ব্বলকে সবল করে এবং সবল ব্যক্তিকে অটুট ও অক্ষয় রাখে। বত্রিশ বটিকা পূর্ণ প্রতি কৌটার মূল্য ১৲ টাকা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান :—আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়।

২১৮নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মনোমোহন প্রেস

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা

পূর্ব্ববাঙ্গালায় সুলভে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত

বৈদ্যুতিক মেশিনে দিবারাত্র কাজ চলিতেছে

বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা।

শ্রীমায়াপুর নদীয়া প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে— শ্রীবিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

স্থানীয় সংস্করণ

Registered No. C 1544

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র।

বিজ্ঞাপনের হার

প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩।।০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়।

বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৵৫

৪র্থ খণ্ড] সম্পাদক—প্রত্নবিদ্যালঙ্কার শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী [১৯১ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্য মঠ, শ্রীধাম মায়াপুর—১লা কার্ত্তিক শুক্রবার, ১৩৩৬, ১৮ই অক্টোবর ১৯২৯

শ্রীধাম মায়াপুর ডাকঘর

গত ১লা জুন হইতে শ্রীধাম মায়াপুর পোষ্ট অফিস খোলা হইয়াছে। বঙ্গদেশের পোষ্টমাষ্টার জেনারেল বাহাদুর শ্রীধাম মায়াপুর ডাকঘর হইতে নদীয়া-প্রকাশ ভারতের সর্ব্বত্র প্রেরণ করিবার আদেশ দিয়াছেন।

ম্যানেজার, 'নদীয়া-প্রকাশ'

পোঃ আঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

শ্রীধাম মায়াপুরের, যাবতীয় পত্র বুকপোষ্ট, রেজিষ্টারী মণি-অর্ডার প্রভৃতি ডাকে পাঠাইতে হইলে, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া ঠিকানায় লিখিবেন।

কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত

পারমার্থিক

গৌড়ীয় সাপ্তাহিক পত্র।

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রতি শনিবারে প্রকাশিত হয়।

অগ্রিম বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲ দিলে বৎসরে ৫০ সংখ্যা প্রাপ্য; ষাণ্মাসিক ১।।০; সাপ্তাহিক ⁄০

সর্ব্বদা গ্রাহক হওয়া যায়।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

দুইখণ্ডে সমগ্র গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছেন। সূচী প্রভৃতি ছাপা হইতেছে

ভিক্ষা ২।।০, নদীয়াপ্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ১।।০

রোগী দেখিবার সময়ঃ-
প্রাতেঃ—৬টা হইতে ৯টা,
বৈকালে—৩টা হইতে ৫টা পর্য্যন্ত।

মূল্য ফেরৎ ! মূল্য ফেরৎ !!

ডাক্তার বি, ডি, কুণ্ডুর—

সর্ব্বত্র এজেণ্ট আবশ্যক।
পত্র লিখুন।
কঠিন কঠিন রোগের চিকিৎসা করা হয়।
দিবা-রাত্রি ঔষধ পাওয়া যায়।

আবিষ্কৃত ও গভর্ণমেণ্ট রেজেষ্টারীকৃত

১। ভূপেন্দ্র শোভা স্পেসিফিক্—পেটের যাবতীয় রোগের, অজীর্ণ, ডিস্পেপ্‌সিয়ার মহৌষধ। প্রত্যেক গৃহে রাখা প্রয়োজনীয়। ঔষধ—প্রতি শিশি ১৲ এক টাকা মাত্র।

২। চণ্ডি ফিবার মিক্‌চার—ম্যালেরিয়া জ্বর এক শিশিতে সম্পূর্ণ আরোগ্য। কম্পজ্বর এবং পালা ও সকল জ্বরের মহৌষধ। প্রতি ছোট শিশি ৸০ বার আনা, বড় শিশি ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। গণোরিয়া স্পেসিফিক্—যে রকম গণোরিয়া হোক না কেন, এক শিশিতে আরোগ্য। এক শিশি ১৲ এক টাকা মাত্র।

হোমিওপ্যাথিক বিভাগ

১। ওয়ারম্ কিওর—যাবতীয় ক্রিমির, ২। ফিমেল সুধা—শ্বেত-প্রদর, রজঃ-কষ্ট ও বাধকের, ৩। জিহ্বা স্পেসিফিক্—জিহ্বার ক্ষতের, ৪। বাথ রেগুলেটার—যাহাদের নিয়মিত ঋতুস্রাব হয় না, তাহা সেবনে নিয়মিত ঋতুস্রাবের, ৫। পাইলস্ রেমিডি—যাবতীয় অর্শের মহৌষধ, মূল্য প্রতি শিশি ৸০ বার আনা ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—আরোগ্য না হইলে মূল্য ফেরৎ। রোগের অবস্থাদি জানাইলে, ঔষধ ও ব্যবস্থাদি পাঠান হয়। ভিঃ পিতে ঔষধ পাঠান হয়। এক কালিন দশ টাকার ঔষধের অর্ডার পাইলে, স্বতন্ত্র কমিশন দেওয়া হয়। পত্রাদি বিশেষ গোপনে রাখা হয়।

সোল এজেণ্ট :—
দি এলোপ্যাথিক ড্রাগ ষ্টোরস্

ডাক্তার বি, ডি, কুণ্ডু
৩১ নং গরানহাটা ষ্ট্রীট, পোঃ বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
টেলিফোন নং বড়বাজার ২৪১১।

অর্চ্চাবহুকাঃ কেচিৎ কেচিৎ জ্ঞানাবলম্বকাঃ। বয়ন্তু হরিদাসানাং পাদত্রাণাবলম্বকাঃ॥

গভর্ণমেণ্ট হইতে রেজিষ্টারী করা—

সর্ব্বপ্রকার প্লীহা লিভার সংযুক্ত ম্যালেরিয়া

জ্বরের সাক্ষাৎ যম

সারফলিন

টনিক ও সালসা। পথ্যের বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই। এক দাগেই প্লীহা, লিভার ধ্বংস হয়। 'ফলেন পরিচীয়তে'

এক দাগে জ্বর পালায়, ফিরে জ্বর আর হয় না

একদাগে জ্বর পালায়, তিন দাগে সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়। এমন উপকারী ঔষধ আর নাই। ২।৪ দাগ ঔষধ সেবনে যদি আপনার জ্বর একেবারে ভাল হয়, সেই প্রকৃত ঔষধ খাওয়া উচিত নয় কি? এক্ষণে সাবধান হউন এবং জানিয়া রাখুন, আর মিছামিছি বাজে বোতল ২ বিষের জল খেয়ে শয্যাগত হইয়া প'ড়ে পরে হয়রান হবেন কেন? সুতরাং ৷৷০ আনার সারফলিনই একটি জ্বর রোগীর পক্ষে যথেষ্ট, এমন প্রত্যক্ষ ফলকারী জ্বরের [illegible] আর নাই। সকালে জ্বর হইলে বৈকালে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবেন, ডাক্তার ডাকিতে হবে না। মূল্য প্রতি শিশি ।৵০ আনা, ডজন ৫।০ আনা।

এজেণ্ট—মেসারস্ এম, ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং, ১০ নং বনফিল্ডস্ লেন, কলিকাতা।

আয়ুর্ব্বেদ সম্মত বায়ু পিত্ত বাত নাশক

ত্রিগুণ তৈল

যুগল-মূর্ত্তি মার্কা
সর্ব্বত্র পাওয়া যায়।

আসল ও আদি
শিশি ৸০ আনা, ডজন ৮৲
ভিঃ পিঃ ও রেলওয়ে পার্শ্বেল খরচ স্বতন্ত্র।

যুগল-মূর্ত্তি মার্কা এঃ বটকৃষ্ণ পাল দেখিয়া লইবেন।

এমন মহোপকারী তৈল আর নাই

গবর্ণমেণ্ট হইতে রেজিষ্টারী করা—

[illegible] উপাদানে খাটী কাঁচা [illegible] তৈলে মৃগনাভি, কর্পূর, [illegible], চামেলী, বেলা, চন্দন, [illegible], বেলা, প্রভৃতি মূল্যবান [illegible] প্রস্তুত [illegible] ইহার [illegible] উপলব্ধি হইয়া থাকে। [illegible] এই [illegible] পরম [illegible] ব্যবহারে [illegible] অব্যর্থ [illegible]।

[illegible] সর্ব্বপ্রকার স্ত্রী বা পুরুষের [illegible] মাথাধরা, [illegible], প্রদর, [illegible], মূর্চ্ছা, মাথাঘোরা, মাথাধোরা, আধকপালী, নিদ্রাহীনতা এবং সর্ব্বপ্রকার বাতরোগ ও নানা প্রকার ব্যাধির [illegible] ধ্বংসকারী অব্যর্থ মহৌষধ।

[illegible] একমাত্র মস্তিষ্ক স্নিগ্ধকারী ঠাণ্ডা তৈল যে, পাগল ভাল হয়। যে কোন স্থানে [illegible] শিশির গায়ের লেবেলের উপর [illegible] অক্ষরে আসল যুগল মূর্ত্তি মার্কা এজেণ্ট [illegible] পাল [illegible] দোকানদার [illegible] বিক্রয় করিয়া [illegible] নিকট [illegible] পাইবেন।

এজেণ্ট—বটকৃষ্ণ পাল এণ্ড কোং ২৩নং বনফিল্ড লেন, কলিকাতা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১লা কার্ত্তিক শুক্রবার—১৩৩৬

সাময়িক প্রসঙ্গ

মানুষের স্বার্থ ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তিতে আবদ্ধ যাঁহারা হরিভজন করেন, তাঁহারা সাধারণ মানুষের ন্যায় অপস্বার্থপর নহেন। বেরিলীতে কর্ম্ম করিতেন—শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার বসু। তাঁহার বাড়ী প্রাচীন-কুলিয়া সহর-নবদ্বীপে ছিল। আবার এখন তিনি প্রাচীন কুলিয়াতে বৃদ্ধবয়সে বাড়ী করিতেছেন।

কিছু দিন পূর্ব্বে শ্রীধাম মায়াপুরে বাস করিবার জন্য তাঁহার প্রবলা বাসনা হয়। সেই বাসনার সঙ্গে সঙ্গে ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি-স্রোতে বেগবতী ছিল। শ্রীধাম মায়াপুরে 'হরিং-অট' সেবা করিয়া থাকিতে পারিবেন না বলিয়া প্রকাশ করেন।

বসুজ মহাশয় চাকরীর ভোল বদল করিয়া প্রাচীন কুলিয়া সহরে বাড়ী করিতে আরম্ভ করায় জীবনের শেষভাগটা ক্যাকড়া-মেঠো দলে থাকিবারই ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। ঘটনা সত্য কিনা সে-বিষয়ে আমাদের সন্দেহ হয়।

সহর নদীয়ায় বাস করিলেই যে ক্যাকড়া-মেঠো হইতে হইবে, এরূপ নহে। তবে কেন বসুজ মহাশয় ভিন্ন ভিন্ন পক্ষের মোক্তারী একই মুখ দিয়া বাহির করিলেন? বুড়াশিবতলার পোষ্টমাষ্টার বাবু গৌড়ীয়-ভারতে লিখিলেন এক কথা, শেষে অপস্বার্থের ক্ষতি হওয়ায় ভোল বদলাইলেন। অশ্বিনী বাবুও মাষ্টারজীর অনুসরণ কেন করিতেছেন বুঝা যায় না।

এক মুখে দুই কথা বলা জবান দুরস্তের লক্ষণ নহে। সত্য এক, অসত্য বহু। সফরি কলা ও লাফা বেগুনের গল্প অনেকেই জানেন। যখন যাহা সুবিধা, সেই দিকে যাওয়া-নীতি মানুষকে কুটিল করিয়া ফেলে।

হরিভক্তগণ সকলেই যে কংগ্রেস-কর্ম্মী হইবেন, এরূপ নহেন। তবে কংগ্রেস-কর্ম্মের অনিত্যতা উপলব্ধি করিয়া নিত্য হরিসেবা পরিত্যাগ করাও কর্ত্তব্য নহে। কংগ্রেস প্রাপঞ্চিক চিন্তাযুক্ত। ভগবদ্ভক্তি অপ্রাকৃত। শ্রীবৃন্দাবন হরিভজনের স্থান। বিষয়ীদিগের বিষয় সংগ্রহের স্থান নহে। বিষয়ীর সঙ্গে ভক্তের অধঃপতন হয়। জীবন্মুক্ত পুরুষও সঙ্গদোষে নিজ কর্ত্তব্য বুঝিতে পারেন না।

হরিভক্তগণের কর্ত্তব্য কেহ বিপথগামী হইলে তাঁহাকে অমন্দোদয়দয়ার স্বরূপ দেখাইয়া দেন। মানস সরোবরে ইন্দ্রের শূকরযোনি লাভ ও শৌকরী প্রতিষ্ঠা লাভ হইয়াছিল। ব্রহ্মার হিতবাদ বাক্য ভাল লাগে নাই। কিন্তু ব্রহ্মা তাহার মঙ্গলেচ্ছু হইয়া তাহার স্বরূপোদ্বোধন করিয়াছিলেন। জগতের লোক স্বল্পকালের জন্য। সুতরাং সাধু সাবধান।

নিষ্কল আত্মা বৃন্দাবন বাস করেন। রাধাগোবিন্দ-সেবাই আত্মার বৃত্তি। প্রাপঞ্চিক ভোগবুদ্ধি আত্মবঞ্চকের ধর্ম্ম। আত্মবঞ্চক আত্মঘাতী। তিনি জীবে দয়ার কথা বুঝিতে না পারিয়া নিজের প্রতি নিষ্ঠুর। তাহার ফলেই তাঁহার ঈশ-বৈমুখ্য।

ভগবদ্ভক্তের শুশ্রূষা, শারীরিক চিকিৎসা ও সর্ব্বতোভাবে ইন্দ্রিয়সুখ প্রদান করাই ধর্ম্ম। অভক্তের শুশ্রূষা ও সঙ্গ-প্রভাবে তাহার বিপরীত ফল। সুতরাং চতুর হরিভক্ত বিষয়ীর সহিত একমত হইয়া নিজের অমঙ্গল সাধন করেন না।

ভাগবত বলেন, মানুষের কাম চুলকানির মত। চুলকাইয়া ঘা করিলে বেশী কষ্ট পাইতে হয়। যাঁহারা হরিকৃপা লাভে বঞ্চিত হইয়া বিষয়-মুখাম্বেষণ করেন ও তাহাকেই দয়া বলিয়া বিচার করেন, তাঁহাদিগকে কৃপণ বলা যায়। তাঁহাদের কপালে বহু দুঃখ। সুতরাং জড়ভোগ-কামনা একটু থামিয়া জ্বালেই ভাল।

ক্যাকড়া-মেঠোদল মনে করেন যে, সকল গৌরভক্তই তাঁহাদের মত বিষয়-লোলুপ—প্রতিষ্ঠা লোলুপ— অর্থ-লোলুপ, তাঁহাদের বিচার কুৎস-জননী পদ্মাবতীর ন্যায়! তাঁহারা পাল্লা দিতে গিয়া মনে করেন যে, পাঁচদিকের নামযজ্ঞ বিরাট মহোৎসবের প্রতিদ্বন্দ্বী। হরিভজন ক্ষুদ্র ইন্দ্রিয়-প্রীতির বিরোধী। সেইরূপ মুখতা লইয়া অগ্রসর হইলেই হাস্যাস্পদ হইতে হয়। চূণের গোলা দুধ নহে। যদিও দেখিতে একই রকম। প্রেম—কাম নহে। গিল্টি সোনা নহে। কপট নিষ্কপট নহে। কপট-ত্যাগীই ভোগী। হিংসা ও ঈর্ষা ভক্তের ধর্ম্ম নহে। প্রকৃত কথা গৌজামিল নহে।

কৌতূহল

আজ-না, কাল্‌-না, পরশু-না শুনিয়া কালিদাসের বৈরাগ্য হইয়াছিল। গোকেন্দু ঐ কবিতা পড়িয়াই নবদ্বীপে গোঁফ কামাইয়া টোল খুলিতে আসিয়াছিলেন কি না?

আজ-না, কাল-না, পরশু-না তারা নীনা চোদ্দপুরুষ-না বিল পাশ হইয়াছে। এক মহামহোপাধ্যায় হরবিলাসের উদ্ধ-মস্তিষ্ক বুঝিতে না পারিয়া মহামহোপাধ্যায়-গিরি হইতে অবকাশ লইয়াছেন।

তিন মহামহোপাধ্যায় গৌরীদাসের পক্ষ হইয়া বঙ্গবাণীতে যে ব্যবস্থাপত্র দিয়াছেন, তাহাতে সর্দ্দার দলের হিন্দুগণের আইন অনুসারে কার্য্য করিতে হইলে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। কথাটা বিবেচনা করিয়া হিন্দুদিগকে ছাড়িয়া দিয়া খৃষ্টান ও মুসলমানগণের জন্য ঐ আইন বজায় রাখা উচিত।

খৃষ্টান, মুসলমান, ব্রাহ্ম, বৌদ্ধ প্রভৃতির যখন প্রায়শ্চিত্ত নাই, তখন তাঁহাদের সম্বন্ধে উক্ত আপত্তির বিষয় হইতে পারে না। কিন্তু যাহাদের ধর্ম্ম শাস্ত্রের বিচারে অধর্ম্ম হইয়া পড়ে, তাহাদিগকেই কি বিলের পক্ষপাতী সম্প্রদায় রেহাই দিতে পারেন না?

ধর্ম্মশাস্ত্রের বিচারানুসারে মুসলমানদিগের গোঁফ ছাটিতে হয়। বাংলাদেশের শিষ্টাচারেও ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও পারমার্থিক সম্প্রদায় গোঁফ কামাইবার সূত্র পাইয়াছেন। আবার পশ্চিম-দেশীয় স্মার্ত্তগণ গোঁফ রাখিয়া স্মৃতির আচার পালন করেন।

'যস্মিন্ দেশে যদাচারঃ' স্মৃতি লঙ্ঘন করিয়া একদেশের স্মৃতি অন্য দেশে চালাইবার প্রস্তাব ঠিক নয় বলিয়া শাস্ত্রপ্রধান দেশের লক্ষণের চতুর্দ্দশবর্ষের উপবাস পাত্রান্তরে প্রযুক্ত হওয়া কতদূর সঙ্গত, তাহাও বিচার করা উচিত।

ফেরিস সাহেব ডাক্তার ছিলেন। জ্বর হইলে পান্তাভাত খাওয়া ও স্নান করা অনেকে বিধান দেন না। উৎকল দেশে দেখা যায় বহুদিন জ্বর হইলেও শীতল জলে স্নান করিয়া পান্তাভাত খাইয়া জ্বর আরোগ্য হয়। ফেরিস সাহেবেরও চিকিৎসা সাধারণ চিকিৎসক হইতে পৃথক ছিল।

গোঁফ-রাখা স্মৃতি অবলম্বন করিয়া যাঁহারা বঙ্গীয় স্মার্ত্তগুরুর অনুগত এরূপ বাক্তিগণ পশ্চিমদেশীয় স্মার্ত্তগণের অনুগত হইয়া সর্দ্দারবিলের প্রতিবাদ করিতে গেলেন। গোঁফ-রাখা পণ্ডিতগণের বিরুদ্ধে পাশ্চাত্যদেশের যে দল হইয়াছে, তাঁহারা সর্দ্দারবিলের পক্ষপাতী।

মানুষ মাত্রেই প্রস্তাব নির্দ্দোষ নহে; বিলের পক্ষপাতী এবং বিরোধী উভয় দলেরই বিচার পরস্পরের বিচারে দোষযুক্ত একথা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না। গোঁফ-রাখা এবং গোঁফ-কামান উভয়ই বিভিন্ন বিচারে প্রতিষ্ঠিত, সুতরাং পরস্পরের মধ্যে মতভেদ অবশ্যম্ভাবী।

শ্রুতি ও স্মৃতির মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হইলে স্মৃতি অপেক্ষা শ্রুতিই গ্রাহ্য। শ্রীরামানুজসম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণ গোঁফ রাখেন না। শ্রীজগন্নাথ মন্দিরের আদর্শ-বৈষ্ণব শ্রীমদ্ বাসুদেব রামানুজদাস মহোদয়, এমার মঠের মহান্ত মহারাজ এবং উত্তর পার্শ্ব মঠের মহান্ত মহারাজ সকলেই শ্মশ্রু-বিহীন।

শ্রীরামানুজীয় স্মৃতি গোঁফের পোষণ করেন না। কিন্তু গুরুকেন্দু আজ-না কাল্‌-না নিজে গোঁফ না রাখিলেও অব্রাহ্মণ-জাতীয় শিষ্যগণের গোঁফ রাখার পক্ষপাতী। মদনগোপাল গোস্বামী যদিও তিনি পরলোকে, তথাপি তাঁহাকে দেখিয়াছেন অনেক লোক এখনও বর্ত্তমান।

গৌরহরীর গোঁফ ছিল না। নিমলার সিংহ মহাশয়ের বাড়ীর ঐ সাত-ছেলেদেরও গোঁফ নাই। সুতরাং গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়েও গোঁফের আদর নাই। গৌড়ীয়মঠের আশ্রিতগণের কাহারও গোঁফ-রাখা নাই।

গুরুকেন্দু গোস্বামী তীর্থে যে স্বপ্ন দেখিয়াছেন, তাহাতে বোধ হয় তিনি পদ্মাবতীর ন্যায় কুমন্দবশতঃ প্রাপ্ত হইয়াছেন। মুসলমানগণ গোঁফ ও দাড়ী উভয়ই রাখে। ভাটপাড়া দলেও ঐ বেশ।

"গৌরাঙ্গ ছাড়িতে পারি নাই" একে ছাড়িতে পারি না"-সম্প্রদায় দাড়ী গোঁফ কামাইয়া নবদ্বীপে প্রবেশ করিয়াছিলেন। পরে জৈন সম্প্রদায়ের অহিংসা গ্রহণ করিতে গিয়া তাঁহাদের দাড়ী গোঁফ রাখিবার সুযোগ হয় নাই।

নবদ্বীপে ও প্রাকৃতিক সম্প্রদায়-মধ্যে [illegible] জটাজুট রাখিবার ব্যবস্থা [illegible] ইহাদিগের কোনও মধ্যে [illegible] পোষণ করা হয়। তাহা জানিয়াও [illegible] গোঁফ দাড়ী কামাইলে গৌড়ীয় বৈষ্ণব হওয়া যায় জানিয়া অনেকে গোঁফ দাড়ী পোষণ করেন না।

ব্যঙ্গ করিতে গিয়া নবদ্বীপ [illegible] গোস্বামীকে গৌড়ীয় মঠের [illegible] কেশ ধারণকে অশাস্ত্রীয় মনে [illegible] নেড়া বুদ্ধিরই অনুকরণ মাত্র। [illegible] সহজিয়াগণ যে মত পোষণ করেন, শান্তিপুরের গোস্বামীরা সেরূপ মত পোষণ করেন না।

অন্য-সম্প্রদায় [illegible] বৈষ্ণবের অনুগত জনেক যে [illegible] দেখিয়া রাখিয়াছেন, তাহাকে মাহেশপন্থী লোকের ন্যায় দেখা যায়। সুতরাং কাপড়ের সাহেবের নিকট হইতে চক্ষু [illegible] করাইয়া চশমা লওয়া আবশ্যক।

সহর নবদ্বীপের অপর পারে বামনপুকুর, [illegible] শ্রীধাম মায়াপুর প্রভৃতি গ্রাম। এই গ্রামগুলি পূর্বকালে শ্রীধাম মায়াপুরের অন্তর্গত ছিল। সেই কারণে নবদ্বীপের নাম শ্রীধাম মায়াপুর ছিল। দূরদৃষ্টির অভাবে নবদ্বীপের 'নবদ্বীপ' সে সকল কথার মধ্যে প্রবেশ করেন নাই।

নবদ্বীপের 'নবদ্বীপ' গঙ্গার পূর্বপার বলিতে মিঞাদিগের হাতে পড়িয়া যান। তাহারা শুদ্ধাশুদ্ধির বিচারে মেজ্জা দিয়া নবদ্বীপের অধিবাসিগণকে ভুলাইবার চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু সেই মিঞাগণের নাম বর্তমান কালে বামনপুকুরিয়া।

প্রাকৃত [illegible] তীর্থ স্থাপন করিতে [illegible] রাঢ়দেশের ভাষা 'নব' [illegible] 'নব' গ্রহণ করিয়া রাঢ়দেশের 'ন' [illegible] যোগ করিতে যাওয়া [illegible] উচিত নহে। [illegible] 'নব' স্থানে 'নব' করিতে হইয়াছে, [illegible] স্থানে [illegible] যোগ [illegible] হইয়াছে, সেই বামনপুকুরের দরবারি-গৃহে যে [illegible] প্রবেশ [illegible] গ্রহণ করিয়া [illegible] নবদ্বীপে [illegible] গো-প্রীতির [illegible] বটে।

কাল কাল। শ্রীধাম মায়াপুরে 'হিন্দু-[illegible] অহিন্দুগণের সংখ্যাই [illegible] সুতরাং সাধারণতীর্থের সংখ্যা-[illegible] প্রবেশ করেনাই বলিয়া যে দম্ভ, তাহা পৃথিবীর অষ্টম চমৎকারিতা আবিষ্কার করিয়াছে।

বামনপুকুরে মুসলমান-নিবাস, তথা কার অনেক ব্রাহ্মণের অহিন্দুগণের অনুকরণে দাড়ী গোঁফ রাখিয়া পাণ্ডিত্য চালান, দলপতির বাড়ীর হাঁড়ীর খবর নবদ্বীপ কাগজে দিতে যাওয়া কম কৌশলের কথা নহে।

অহিন্দুগণ এখন জানিতে পারিয়াছেন যে, বামনপুকুরের বামনের দাড়ী রাখিয়া অহিন্দুগণকে অসুবিধার মধ্যে ফেলিয়া দেওয়া, সুতরাং বামনপুকুর গ্রামখানিকে সাধারণতীর্থের মিঞাপুর আখ্যা দিতে যাওয়ায় সত্য সংবাদ প্রচারের ব্যাঘাত ঘটিয়াছে।

শ্রীধাম মায়াপুরের অহিন্দু পরিচয়ে পরিচিত সম্প্রদায় ব্যক্তিগণ হিন্দুগণের সহিত অবৈধভাবে কলহ করেন না। নবদ্বীপের আগন্তুক হিন্দু মুসলমানে বিবাদ বাধাইবার জন্য যে যত্ন করেন, তাহারও আদর করেন না।

অহিন্দুগণ যে গৃহপালিত কুক্কুট পোষণ করেন, তাহার শব্দ একদিন শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তিপাদ শ্রবণ করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গের অপ্রকাশ লীলার মধ্যে কুক্কুটধ্বনির কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর অহিন্দু পল্লির কথা গৌরাঙ্গের বাড়ীর নিকট শ্রীবাসের বাড়ীর নিকট ছিল জানাইয়াছেন। সেখানেই বেরাগাড়াঙ্গা বর্তমান। উহা কেবল অহিন্দুপল্লী নহে। বামুনপুকুর পল্লীতেও অহিন্দুর সংখ্যা অধিক। ওখানকার কয়েকটী হিন্দুরও গো-প্রীতি-বাসিত অহিন্দুগণের সহিত সংযোগ আছে।

কেহ বা সাপ হইয়া খামড়াইয়া রোজা হইয়া ঝাড়েন। তাই বলিয়া দাদ্রে অহিন্দুগণের উপর হিন্দু ও মুসলমানের উভয়েরই অত্যাচার অবিচার করা উচিত নহে। সকলেই ঈশ্বর-সৃষ্ট মানবজাতি।

মানব হিংসা-পরবশ হইয়া পশুজনন বিষয়ে ভাগাভাগি করিয়া লইলে ঈশ্বরের দৃষ্টিতে যে সমতা বর্তমান, তাহাতে অন্যের পক্ষপাতী হইয়া 'গো-প্রীতি'র কথা করা হিংসা-বিচারে উভয়ের সমত্ব আছে—একথা জৈনগণ ও রসিক সম্প্রদায় বলিবেন।

হিন্দুগণকে শ্রীধাম মায়াপুরের অহিন্দুগণের প্রতি নানাপ্রকারে উত্তেজিত করাইতে গেলে ১১০ ধারা অনুসারে যে সম্প্রদায়কে অভিযুক্ত হইবার যোগ্যতা দেয়, সেরূপ বলিয়া আগন্তুকদিগকে নবদ্বীপ হইতে বিতাড়িত করিতে হইবে না।

অহিন্দুগণকে হিন্দুগণের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করান' লৌকিক কৌশল হইতে পারে সত্য, কিন্তু শ্রীহট্টের অহিন্দু-সম্প্রদায়কে হিন্দুগণের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করা প্রভৃতি কার্য্য যাহা ৩ বৎসর হইতে জনৈক শ্রীহট্টবাসী বর্তমান নবদ্বীপ-প্রবাসী করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, তাঁহার কি ১১০ ধারা অনুসারে প্রতিকার নাই?

শ্রীগৌর রামানন্দ সংবাদ

শেষাংশ

(শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রভুর পাঠের সারমর্ম)

আজ গৌর-রামানন্দ-সংবাদের শেষাংশ আমাদের আলোচ্য বিষয়, সুতরাং মহাপ্রভু রায় রামানন্দকে যে ১৩টী প্রশ্ন করিয়াছিলেন, তদ্বিষয়েই আজ আমরা কিঞ্চিৎ আলোচনা করিবার প্রয়াস করিব। মহাপ্রভু প্রথমে রামানন্দকে বলিতেছেন—

নীলাচলে তুমি আমি থাকিব একসঙ্গে।
সুখে গোঙাইব কাল কৃষ্ণকথা-রঙ্গে॥
এত বলি দুঁহে নিজ-নিজ-কার্য্যে গেলা।
সন্ধ্যাকালে রায় পুনঃ আসিয়া মিলিলা॥
অন্যোন্যে মিলি দুঁহে নিভৃতে বসিয়া।
প্রশ্নোত্তর-গোষ্ঠী কহে আনন্দিত হঞা॥
প্রভু পুছে, রামানন্দ করেন উত্তর।
এই মত সেই রাত্রে কথা পরস্পর॥

শ্রীমন্মহাপ্রভু যখন দাক্ষিণাত্য ভ্রমণে বহির্গত হইয়াছিলেন, তার প্রাক্কালে সার্বভৌম তাঁহাকে বলিয়াছিলেন,—"আপনার নিকট আমার একটী বিশেষ অনুরোধ এই যে, দাক্ষিণাত্যে বিভিন্ন প্রকৃতির লোক আপনার দৃষ্টিগোচর হইবে, তথায় 'রামানন্দ রায়' নামক এক ব্যক্তি আছেন, [illegible] বিদ্যানগরের অধিকারী। আপনি তাঁহাকে শূদ্র বিষয়ী জ্ঞানে উপেক্ষা করিবেন না। তিনি যথার্থই আপনার সঙ্গের যোগ্য, তাঁহার সমান রসিক ভক্ত পৃথিবীতে আর নাই। পাণ্ডিত্য ও ভক্তিরসে তিনি অতুলনীয়। তাঁহার অলৌকিক বাক্য চেষ্টার বিষয় বুঝিতে না পারিয়া আমি তাঁহাকে কত উপহাস করিয়াছি। আপনি তাঁহার সহিত আলাপ করিলেই তাঁহার মাহাত্ম্য বুঝিতে পারিবেন।"

শ্রীমন্মহাপ্রভুর দাক্ষিণাত্য ভ্রমণের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল—তাঁহার হৃদয়বেত্তা, তাঁহার চিত্তের সঙ্গে সমভাবাবিষ্ট, অন্তরঙ্গ জন রামানন্দের সহিত সাক্ষাৎ। সাধারণ জীবের উদ্ধার-চেষ্টা আনুষঙ্গিক মাত্র ছিল। মহাপ্রভুর সহিত রামানন্দের সাক্ষাৎ হইলে রামানন্দ মহাপ্রভুকে নমস্কার করিলেন, তাহাতে মহাপ্রভু রামানন্দকে আলিঙ্গন করিলেন। অতঃপর দুইজনে কৃষ্ণকথা আরম্ভ হইল। মহাপ্রভু প্রথমে সাধ্য-সাধন বিষয়ে রামানন্দের সঙ্গে অনেক কথা আলোচনার পর তাঁহার সারমর্ম প্রদর্শনের জন্য অবশেষে রামানন্দকে ১৩টি প্রশ্ন করিয়াছেন। সেই ১৩টী প্রশ্নের মধ্যে মহাপ্রভুর প্রথম প্রশ্ন এই—

প্রভু কহে,—'কোন্ বিদ্যা বিদ্যা-মধ্যে সার?'
রায় কহে,—'কৃষ্ণভক্তি বিনা বিদ্যা নাহি আর॥'

আমরা দেখিতে পাই, ইহ জগতে মূর্খকে কেহই আদর করে না, বিদ্বান্ ব্যক্তিকে সকলেই পূজা করে। 'বিদ্বান্ সর্ব্বত্র পূজ্যতে' অর্থাৎ বিদ্বানের পূজা, সম্মান সর্ব্বত্র। রাজা বা ধনাঢ্যের পূজা সর্ব্বত্র হয় না, কোন দেশ, কাল বা পাত্র-বিশেষে হইয়া থাকে, কিন্তু বিদ্বান্ ব্যক্তিকে দেশ-কাল-পাত্রনির্বিশেষে সকলেই পূজা করিয়া থাকে। তাই আজ মহাপ্রভু রামানন্দকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—এমন কোন বিদ্যা আছে, যে বিদ্যা সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ যে বিদ্যা লাভ করিলে ইহ-পরকাল পরম সুখে অতিবাহিত হয়? ধরুন, ইহ জীবনে আমি মহামহোপাধ্যায় উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছি, কিন্তু পরবর্তিজীবনে যদি গাধা-জন্ম বা কীটজন্ম লাভ করি, এমন কি, মনুষ্য-জন্ম লাভ করিলেও হয় ত তখন আমাকে নানারূপ কষ্টে কাল কাটাইতে হইবে। আমরা যাহাকে সর্ব্বকাল ও সর্ব্বত্র বলিয়া থাকি, তাহা ইহকালের সর্ব্বকাল ও ইহজগতের সর্ব্বত্র, কিন্তু মহাপ্রভু আজ যে বিদ্যার কথা বলিতেছেন, তাহা চতুর্দ্দশ ব্রহ্মাণ্ড, বিরজা ব্রহ্মলোক এমন কি বৈকুণ্ঠলোক অতিক্রম করিয়াও গোলোক বৃন্দাবনে অনন্তকাল পূজিত হইতে পারে। তাই জিজ্ঞাসা করিতেছেন বিদ্যার মূল কোনটী? রায় উত্তরে বলিলেন,—কৃষ্ণভক্তি বিনা বিদ্যা নাহি আর। এইটীই সিদ্ধান্ত বাক্য অর্থাৎ আসল কথা। কিন্তু এইবাক্যে আমার সন্দেহ হইতে পারে; আমি বলিতে পারি, এই কথা আমি সম্পূর্ণভাবে স্বীকার করিতে বাধ্য নহি। তখন আমি প্রশ্ন করিতে পারি, কেন আমি কৃষ্ণভক্তিকে সর্ব্ববিদ্যার সার বলিব? এই প্রশ্নের সুমীমাংসায় দুই প্রকার যুক্তি অবলম্বন করিতে হইবে—একটী লৌকিক যুক্তি, আর একটী শাস্ত্রের প্রমাণ। এই দুই প্রকার বিচারের দ্বারা মীমাংসা হইলেই আমরা বুঝিতে পারিব, কৃষ্ণভক্তির

মত শ্রেষ্ঠ বিদ্যা আর নাই। প্রথম প্রকারের বিচার এই যে, বিদ্ধাতু হইতে 'বিদ্যা' শব্দ নিষ্পন্ন, যাহা হইতে অভিজ্ঞতা লাভ করা যায়। আমাদিগকে সম্পূর্ণ জ্ঞান প্রদান করিতে পারে কোন্ বিদ্যা? এই যে জড়জগতে অনন্ত প্রকার বিদ্যা আবিষ্কৃত হইয়াছে, হইতেছে ও আরও কত হইবে, এই সমস্ত বিদ্যা আমরা সম্পূর্ণভাবে আয়ত্ত করিতে নিতান্তই অক্ষম। এই সমস্ত অনন্ত বিদ্যার ২।৪ টীর আংশিকমাত্র জ্ঞান আমরা এই জীবনে লাভ করিতে পারি; সুতরাং আমরা দেখিতে পাই, জাগতিক বিদ্যার একটী বিভাগে সম্পূর্ণ জ্ঞান লাভ করিতে পারিলেও আরও বহু বহু বিদ্যা শত শত বৎসরেও আয়ত্ত করা আমাদের পক্ষে সুকঠিন। পাশ্চাত্যদেশীয় কোন পণ্ডিত বলিয়াছিলেন,—"আমি বিদ্যা-বারিধির কূলে বসিয়া ২।৪ টী উপলখণ্ডমাত্র সংগ্রহ করিয়াছি।" ব্রহ্মার মত পরমায়ুবিশিষ্ট পুরুষ, যাঁহার পরমায়ুর একদিনের পরিমাণ শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতকার এইরূপ বর্ণন করিয়াছেন—

সত্য, ত্রেতা দ্বাপর, কলি, চারিযুগ জানি
সেই চারিযুগে দিব্য একযুগ মানি ॥
একাত্তর চতুর্যুগে এক মন্বন্তর।
চৌদ্দ মন্বন্তর ব্রহ্মার দিবস ভিতর ॥

ব্রহ্মার একদিনে এক কল্প, এইরূপ ত্রিশকল্পে ব্রহ্মার এক মাস, দ্বাদশ মাসে বৎসর, এইরূপ শতবৎসর ব্রহ্মার পরমায়ু। এই ব্রহ্মা পর্য্যন্ত বলিয়াছেন,—"আমার কিছুই জ্ঞান লাভ হইল না।" সুতরাং অতি অল্পায়ুবিশিষ্ট মানব সামান্য শক্তি নিয়া কিরূপে সম্পূর্ণ জ্ঞানলাভে সমর্থ হইবে? আর জাগতিক বিদ্যা, যাহার বলে মানুষ প্রায়ই গর্ব্বিত হইয়া অপরকে সরাজ্ঞান করে—যাহা মানুষকে বিদ্যার প্রতিপাদ্য বিষয় যে কৃষ্ণভক্তিলাভ, তাহা হইতে বহু দূরে নিক্ষিপ্ত করিয়া জন্ম-মরণ-মালায় ভ্রমণ করাইতে করাইতে অশেষ যাতনা প্রদান করে, তাহা কিরূপে মানুষের পরম মঙ্গলের উপায় হইতে পারে? যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে আমি সমস্ত বিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করিয়াও আমার ইন্দ্রিয়গুলিকে পর্য্যন্ত বশীভূত করিতে পারি না কেন?

(ক্রমশঃ)

সংবাদ

পূজার বন্ধ হ'তে কলেজের মাত্র দুই দিন বাকী। বন্ধে বাড়ী যাইয়া পিতা-মাতা, আত্মীয় স্বজনের সহিত দেখা করিব, এই আনন্দে হৃদয় ভরপূর হইয়াছে। এমন সময় ডাকে পত্র পাইলাম যে, বর্ত্তমান জগতে শুদ্ধভক্তিপ্রচার-কেন্দ্র কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠের অন্যতম প্রচারক পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ আমাদের গ্রামে সদলে শ্রীহরিকথা প্রচারের জন্য আসিতেছেন। সংবাদটী আমার পক্ষে যুগপৎ আনন্দ ও বিস্ময়-জনক হইল। কেননা শ্রীল ভারতী-মহারাজকে পূর্ব্ব হইতেই জানি এবং তাঁহার বক্তৃতা কয়েকবার শুনিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলাম। তাঁহার ন্যায় সুবক্তা আমাদের এখানে আসিবেন আমি কখনও ভাবিতে পারি নাই। বুঝিলাম জগদ্গুরু শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ আমাদিগের প্রতি শুভদৃষ্টিপাত করিয়াছেন।

বন্ধের কয়েকদিন পূর্ব্ব হইতেই পড়া-শুনা বন্ধ হইয়াছিল। সুতরাং কর্ত্তৃপক্ষের আদেশ লইয়া সেই রাত্রেই বাড়ী রওয়ানা হইলাম; রাত্রি দুইটার ষ্টীমারে দৌলতপুর হইতে বাড়ী পৌঁছিলাম। বাড়ী আসিয়াই পিতামাতার নিকট শুনিলাম সন্ন্যাসী মহারাজের আগমনে চতুর্দ্দিকে একটা সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। মহামায়ার পূজোপলক্ষে সর্ব্বক্ষণ ব্যস্ত সকলের মধ্যে মায়াধীশ শ্রীভগবানের পূজার আয়োজনের অবকাশের অভাব হয় নাই। শুনিলাম বৃষ্টির জন্য সে রাত্রি বড় সভা না হইলেও শতাধিক শ্রোতা শ্রীপাদ ভারতী মহারাজের মুখে শ্রীমদ্ভাগবতের অপূর্ব্ব ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া মন্ত্রমুগ্ধ হইয়াছেন এবং পরদিন যাহাতে বিশেষ অধিবেশনে সকলেই বিশেষ ভাবে বিশ্বপতির কথা শুনিতে পারেন, সেইরূপ কথা হইয়াছে।

পরদিন প্রাতে গ্রামের লোক সকলেই ব্যস্ত! সকলের ভিতরই দেখিলাম এক অভাবনীয় আনন্দ। উৎকণ্ঠার সহিত দিবা শেষ হইল। সন্ধ্যায় বিরাট সভায় স্বামিজী মহারাজ তাঁহার ওজস্বিনী ভাষায় বহু সরল উদাহরণের দ্বারা ও বহু বহু সুযুক্তিপূর্ণ শাস্ত্রীয় প্রমাণে পরমাত্মার সেবাই জীবাত্মার একমাত্র সনাতন ধর্ম্ম—প্রমাণ করিলেন। সভায় শিক্ষিত অশিক্ষিত সকল রকমেরই শ্রোতা উপস্থিত ছিলেন। সকলেই নিজ নিজ স্বভাব বা ধর্ম্মের সন্ধান পাইয়া স্বধর্ম্ম যাজনাভাবে দুর্লভ মানব জন্ম যে বৃথা অতিবাহিত করিতেছেন ইহা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন। আমাদিগের পল্লীর মত স্থানে এমন ভাবে পল্লীবাসীর হৃদয় জীব হৃদয়-বাসী ভগবানের কথা বুঝাইবার মত আচারবান প্রচারক স্বামিজীই প্রথম আসিলেন। প্রার্থনা, যখন পথ দেখাইলেন তখন হাতে ধরিয়া স্বলোকে লইবেন।

আমরা আমাদের হৃদয়ের গভীরতম-স্থান হইতে আমাদিগের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইয়া সভক্তি প্রণামান্তে বিদায় লইতেছি। আপনাদের কৃপায় এবার শ্রীভগবানের বিশ্ব-রচনা-কারিণী মায়া-শক্তির পূজার পূর্ব্বেই বিশ্বপতি-মায়াপতির উপাসনার সুযোগ পাইলাম।

জনৈক কৃপাপ্রার্থী
পাটনা, যশোহর
১৬,৬,৩৬

অভিনন্দন পত্র

শ্রীবিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজ শ্রীশ্রীচরণারবিন্দেষু—

প্রভো! শ্রীপ্রপন্নাশ্রমের দ্বিতীয় বার্ষিক মহোৎসব উপলক্ষে আমলাজোড়া গ্রামে আপনার শুভবিজয়-কালে স্থানীয় দীন অধিবাসিগণ আমরা সভক্তি স্বাগত অভিবাদনে আপনাকে অভিনন্দিত করিতেছি।

আমলাজোড়া নগণ্য ক্ষুদ্র পল্লী হইলেও ইহা একটি পুণ্য বৈষ্ণবতীর্থে পরিণত হইয়াছে। পূতাত্মা পূর্ব্ব পিতৃগণের ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতি এবং ঐকান্তিক বৈষ্ণব-সেবা-পরতার ফলে বহুদিন বহুসাধুজনের সমাগম এই পল্লীতে হইয়াছে। সিদ্ধ-শিরোমণি মহাভাগবত বৈষ্ণব সার্ব্বভৌম ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল জগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজ ও শ্রীগৌরপাদপদ্মরস-মধুকর সচ্চিদানন্দ নামাচার্য্য ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীল শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পূত শ্রীপাদরেণুর পুণ্য সংস্পর্শে আমলাজোড়ার প্রতি ধূলিকণা মহাতীর্থে পরিণত হইয়া আছে। সেই পুণ্যফলে আজ অধম সন্তান আমরা সুকৃতিহীন হইয়াও কলিযুগাবতারীর অভিন্নতনু পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য সচ্চিদানন্দ সপার্ষদ ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের শ্রীচরণ দর্শনলাভে ধন্য হইতেছি।

হে কলিকলুষনাশন মোহমুগ্ধজন-তারণ গোস্বামি মহারাজ! হে বৈরাগ্য-বিগ্রহ সেবা-সিদ্ধ কৃপার্ণব, হে স্বনামধন্য উদার যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তক! আপনি পরাবিদ্যার বরীয়ান, অধোক্ষজজ্ঞানে গরীয়ান, আদর্শ সেবাময় চরিত্র-গৌরবে মহীয়ান্! মায়া-বিমোহিত দেশবাসীর নিত্যমঙ্গল-প্রচেষ্টায় শ্রীমন্মহাপ্রভু-প্রবর্ত্তিত সার্ব্বজনীন বিশুদ্ধ সনাতন ভক্তিধর্ম্মের পুনঃ প্রতিষ্ঠাকল্পে যে শ্রেষ্ঠত্যাগ, প্রতিভা এবং ঐশ্বর্য্যের পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে সমগ্র জগদ্বাসী আজ স্তম্ভিত হইয়াছে। আমাদের মত অক্ষম সংসারাসক্ত ব্যক্তির পক্ষে আপনার ন্যায় চিন্ময় মহাপুরুষের গুণ-কীর্ত্তন প্রয়াস পঙ্গুর পর্ব্বত-লঙ্ঘনের ব্যর্থ প্রচেষ্টা মাত্র।

আপনার আশীর্ব্বাদে ও কৃপায় স্থানীয় ধর্ম্মজ্ঞান-হীন মূঢ় অধিবাসিগণের হৃদয়ে শ্রীনবদ্বীপচন্দ্রের বিতরিত বিশুদ্ধ ভগবৎ প্রেমের বীজ অঙ্কুরিত হউক, ইহাই একমাত্র প্রার্থনা।

স্থানীয় অধিবাসিগণের পক্ষে ভক্ত-দাসানুদাস অধম কিঙ্কর:—

শ্রীযোগীন্দ্রলাল সরকার, বি, এল।
শ্রীভোলানাথ ঘোষ, বি, এল।
হেড মাষ্টার পল্লাসড়াঙ্গা।
শ্রীযমুনা বিহারী মজুমদার, বি, এল।
শিক্ষক, পল্লাসড়াঙ্গা।
আমলাজোড়া।
১২ আশ্বিন, ১৩৩৬ সাল।

পশ্চিম ভারতে প্রচার

(সংবাদদাতা প্রেরিত)

শ্রীধাম মায়াপুরস্থ শ্রীচৈতন্যমঠের বৃন্দাবন-শাখা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠের সেবক শ্রীপাদ নৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী ও শ্রীপাদ কৃষ্ণকেশব ব্রহ্মচারী মহোদয়দ্বয় পশ্চিম ভারতের বিভিন্ন স্থানে প্রেমাবতারী শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাণী প্রচার করিতেছেন।

অনেক ভাগ্যবান সুকৃতি-সম্পন্ন ব্যক্তি ইঁহাদের নিকট শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত ভক্তি বৈভবের বিষয় এবং বর্ত্তমানে শ্রীচৈতন্য মঠ ও তাহার ভারত-ব্যাপী-শাখাসমূহের শুদ্ধভগবদ্ভক্তি-প্রচারে অমূল্যপ্রচেষ্টা ও অসামান্য উদ্যমের বিষয় অবগত হইয়া সবিশেষ আনন্দ ও সহানুভূতি প্রকাশ করিতেছেন। বহু হৃদয়বান ব্যক্তি এই সকল মঠের প্রতিষ্ঠাতা বর্ত্তমান শুদ্ধ-ভক্তি-প্রচার-সঙ্ঘের আচার্য্যবর্য্য পরমহংস ওঁ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের শ্রীচরণোদ্দেশে পুনঃ পুনঃ তাঁহাদের ভক্তিপূর্ণ প্রণিপাত জানাইতেছেন। এতৎ প্রসঙ্গে গাজিয়াবাদের শ্রীযুক্ত শ্যামবিহারী লাল ভাটিয়া, গভর্ণমেণ্ট প্লীডার শ্রীযুক্ত রামশরণ দাস, চেয়ারম্যান, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রামনাথ শাস্ত্রী অনারারি ম্যাজিষ্ট্রেট, এবং শাহারার শেঠ শ্রীযুক্ত সুরজমল, শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র যক্ষ (আর্য্য-সমাজ-বিজেতা), শ্রীযুক্ত ঠাকুর কুমার যা টিব সিংহ মুন্সেফ, শ্রীযুক্ত কালীচরণ মিত্র আড়তদার, শ্রীযুক্ত চুণীলাল মজুমদার (প্রিন্সিপাল এন, আর, সি, আইকলেজ) আগরার শ্রীযুক্ত জে, সি, তালুকদার প্রফেসার, শ্রীযুক্ত তারানাথ চট্টোপাধ্যায় মিঃ এম, এ ইনি এসিষ্ট্যাণ্ট ইনকমট্যাক্স অফিসার, শ্রীযুক্ত রায় আম্বা প্রসাদ বাহাদুর, শ্রীযুক্ত আমরবিলাস, উকীল শ্রীযুক্ত গৌরী প্রসাদ সেসন জজ (মৈনপুরী) প্রভৃতি মহোদয়গণের সহানুভূতি, সেবা, সহায়তা এবং হরিকথা-শ্রবণে শ্রদ্ধা, ও শুদ্ধভক্তগণের প্রতি অকৃত্রিম অনুকম্পা অবগত হইয়া আমরা বিশেষ আনন্দিত হইয়াছি।

[illegible] ও [illegible] সম্প্রদায়-মধ্যে [illegible] অভ্যাস্ত [illegible] ব্যবস্থা [illegible] তাহাদিগের কেশের মধ্যে [illegible] করা হয়। তাহা জানিয়াও [illegible] গোঁফ দাড়ী কামাইলে [illegible] বৈষ্ণব হওয়া যায় জানিয়া অনেকে গোঁফ দাড়ী [illegible] করেন না।

[illegible] বলিতে [illegible] নবদ্বীপ [illegible] গোসাঁইকে গৌড়ীয় মঠের [illegible] কেশ ধারণকে [illegible] মনে [illegible] বুদ্ধিতেই অনুকরণ [illegible] সহজিয়াগণ যে মত [illegible] করেন, মায়াপুরের গোস্বামীজী সেরূপ মত পোষণ করেন না।

[illegible] সম্প্রদায় [illegible] বৈষ্ণবের [illegible] জনের যে [illegible] দেখিয়া [illegible] তাহাকে [illegible] লোকের লক্ষণ দেখা যায়। [illegible] সাহেবের নিকট হইতে [illegible] করাইয়া [illegible] আবশ্যক।

সহরা নবদ্বীপের অপর পারে বামনপুকুর, [illegible] শ্রীধাম মায়াপুর প্রভৃতি গ্রাম। এই গ্রামগুলি পূর্বকালে শ্রীধাম মায়াপুরের অন্তর্গত ছিল। সেই কালে নবদ্বীপের নাম শ্রীধাম মায়াপুর ছিল। [illegible] অভাবে নবদ্বীপের 'নবদ্বীপ' যে সকল কথার মধ্যে প্রবেশ করেন নাই।

নবদ্বীপের 'নবদ্বীপ' গঙ্গার পূর্বপার [illegible] মিয়াদিগের হাতে পাড়িয়া [illegible]। তাহারা শুদ্ধাশুদ্ধির বিচারে [illegible] নবদ্বীপের অধিবাসিগণকে [illegible] চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু সেই মিয়াগণের বাস বর্তমান কালে বামনপুকুরে [illegible]।

[illegible] তীর্থ স্থাপন করিতে [illegible] 'নব' [illegible] 'নব' গ্রহণ করিয়া [illegible] 'ন' [illegible] উচিত নহে। [illegible] 'নব' স্থানে 'নব' করিতে হইয়াছে, মায়া স্থানে [illegible] অনুসরণে [illegible] হইয়াছে, সেই বামনপুকুরের [illegible] যে [illegible] প্রবেশ [illegible] গ্রহণ করিয়া নবদ্বীপে [illegible]। গো-প্রীতির [illegible] বটে।

কাল করি। শ্রীধাম মায়াপুরে হিন্দু-[illegible] অহিন্দুগণের সংখ্যাই [illegible] মায়াপুরের সংখ্যা-[illegible] করেনাই বলিয়া যে দল, তাহা পৃথিবীর অষ্টম [illegible] আবিষ্কৃত করিয়াছে।

[illegible] মুসলমান-নিবাস, তথাকার অনেক ব্রাহ্মণের অহিন্দুগণের অন্তঃকরণে দাড়ী গোঁফ রাখিয়া পণ্ডিত চালান, [illegible] বাড়ীর হাঁড়ীর খবর নবদ্বীপ [illegible] দিতে যাওয়া কম কৌশলের কথা নহে।

অহিন্দুগণ এখন জানিতে পারিয়াছেন যে, বামনপুকুরের বামনের দাড়ী রাখা অহিন্দুগণকে অন্তঃপুরের মধ্যে ফেলিয়া দেওয়া, সুতরাং বামনপুকুর গ্রামখানিকে [illegible] মিঞাপুর আখ্যা দিতে [illegible] সত্য সংবাদ প্রচারের ব্যাঘাত ঘটিয়াছে।

শ্রীধাম মায়াপুরের অহিন্দু পরিচয়ে পরিচিত সম্প্রদায় ব্যক্তিগণ হিন্দুগণের সহিত [illegible] কলহ করেন না। নবদ্বীপের আগন্তুক হিন্দু মুসলমানে বিবাদ বাধাইবার জন্য যে যত্ন করেন, তাহারও আদর করেন না।

অহিন্দুগণ যে গৃহশালীতে কুক্কুট পোষণ করেন, তাহার শব্দই একাদিন শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদ শ্রবণ করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গের অষ্টকাল লীলার মধ্যে কুক্কুটধ্বনির কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর অহিন্দু দর্জ্জির কথা গৌরাঙ্গের [illegible] নিকট শ্রীবাসের বাড়ীর নিকট ছিল জানাইয়াছেন। সেখানেই বেলপোঁতাডাঙ্গা বর্তমান। উহা কেবল অহিন্দুপল্লী নহে। বামনপুকুর পল্লীতেও অহিন্দুর সংখ্যা অধিক। তথাকার কয়েকটী হিন্দুরও গো-প্রীতি [illegible] অহিন্দুগণের সহিত সংযোগ আছে।

কেহ বা পাপ হইয়া [illegible] বোঝা হইয়া [illegible]। তাই বলিয়া দাদ্র অহিন্দুগণের উপর হিন্দু ও মুসলমানের উভয়েরই অত্যাচার অবিচার করা উচিত নহে। সকলেই ঈশ্বর-সৃষ্ট মানবজাতি।

মানব হিংসা-পরবশ হইয়া [illegible] বিষয়ে ভাগাভাগি করিয়া থাইলে ঈশ্বরের দৃষ্টিতে যে সমস্যা বর্তমান, তাহাতে অজ্ঞের পক্ষপাতী হইয়া 'গো-প্রীতি'র কথা করা হিংসা-বিচারে উভয়ের সমস্ত আছে—একথা জৈনগণ ও রসিক সম্প্রদায় বলিবেন।

হিন্দুগণকে শ্রীধাম মায়াপুরের অহিন্দুগণের প্রতি নানাপ্রকারে উত্তেজিত করাইতে গেলে ১১০ ধারা অনুসারে যে সম্প্রদায়কে অভিযুক্ত হইবার যোগ্যতা দের, সেরূপ করিয়া আগন্তুকদিগকে নবদ্বীপ হইতে বিতাড়িত করিতে হইবে না।

অহিন্দুগণকে হিন্দুগণের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করান' লৌকিক কৌশল হইতে পারে সত্য, কিন্তু শ্রীমায়াপুর অহিন্দু-সম্প্রদায়কে হিন্দুগণের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করা প্রভৃতি কার্য্য যাহা ৩ বৎসর হইতে অনেক শ্রীমায়াপুরবাসী বর্তমান নবদ্বীপ-প্রবাসী করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, তাঁহার কি ১১০ ধারা অনুসারে প্রতিকার নাই?

শ্রীগৌর রামানন্দ সংবাদ

শেষাংশ

(শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রভুর পাঠের সারমর্ম)

আজ গৌর-রামানন্দ-সংবাদের শেষাংশ আমাদের আলোচ্য বিষয়, সুতরাং মহাপ্রভু রায় রামানন্দকে যে ১৩টী প্রশ্ন করিয়াছিলেন, তদ্বিষয়েই আজ আমরা কিঞ্চিৎ আলোচনা করিবার প্রয়াস করিব। মহাপ্রভু প্রথমে রামানন্দকে বলিতেছেন—

নীলাচলে তুমি আমি থাকিব এক-সঙ্গে।
সুখে গোঙাইব কাল কৃষ্ণকথা-রঙ্গে॥
এই বলি দুঁহে নিজ-নিজ-কার্য্যে গেলা।
সন্ধ্যাকালে রায় পুনঃ আসিয়া মিলিলা॥
অন্যোন্যে মিলি দুঁহে নিভৃতে বসিয়া।
প্রশ্নোত্তর-গোষ্ঠী কহে আনন্দিত হঞা॥
প্রভু পুছে, রামানন্দ করেন উত্তর।
এই মত সেই রাত্রে কথা পরস্পর॥

শ্রীমন্মহাপ্রভু যখন দাক্ষিণাত্য ভ্রমণে বহির্গত হয়েন, তাঁহার প্রাক্কালে সার্ব্বভৌম তাঁহাকে বলিয়াছিলেন,—[illegible]র নিকট আমার একটী বিশেষ অনুরোধ এই যে, দাক্ষিণাত্যে বিষয়ী প্রকৃতির লোক আপনার দৃষ্টিগোচর হইলেও তথায় 'রামানন্দ রায়' নামক এক ব্যক্তি আছেন, তিনি বিষয়ীগণের অধিকারী। আপনি তাঁহাকে শূদ্র বিষয়ী জ্ঞানে উপেক্ষা করিবেন না। তিনি যথার্থই আপনার সঙ্গের যোগ্য, তাঁহার সমান রসিক ভক্ত পৃথিবীতে আর নাই। পাণ্ডিত্য ও ভক্তিরসে তিনি অতুলনীয়। তাঁহার অলৌকিক বাক্য চেষ্টার বিষয় বুঝিতে না পারিয়া আমি তাঁহাকে কত উপহাস করিয়াছি। আপনি তাঁহার সহিত আলাপ করিলেই তাঁহার মাহাত্ম্য বুঝিতে পারিবেন।"

শ্রীমন্মহাপ্রভুর দাক্ষিণাত্য ভ্রমণের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল—তাঁহার অন্তরঙ্গ, তাঁহার চিত্তের সঙ্গে সমভাবাবিষ্ট, অন্তরঙ্গ জন রামানন্দের সহিত সাক্ষাৎ। সাধারণ জীবের উদ্ধার-চেষ্টা আনুষঙ্গিক মাত্র ছিল। মহাপ্রভুর সহিত রামানন্দের সাক্ষাৎ হইলে রামানন্দ মহাপ্রভুকে নমস্কার করিলেন, তাহাতে মহাপ্রভু রামানন্দকে আলিঙ্গন করিলেন। অতঃপর দুইজনে কৃষ্ণকথা আরম্ভ হইল। মহাপ্রভু প্রথমে সাধ্যসাধন বিষয়ে রামানন্দের সঙ্গে অনেক কথা আলোচনার পর তাঁহার সারমর্ম্ম প্রদর্শনের জন্য অবশেষে রামানন্দকে ১৩টী প্রশ্ন করিয়াছেন। সেই ১৩টী প্রশ্নের মধ্যে মহাপ্রভুর প্রথম প্রশ্ন এই—

প্রভু কহে,—'কোন্ বিদ্যা বিদ্যা-মধ্যে সার?'
রায় কহে,—'কৃষ্ণভক্তি বিনা বিদ্যা নাহি আর॥'

আমরা দেখিতে পাই, ইহ জগতে মূর্খকে কেহই আদর করে না, বিদ্বান্ ব্যক্তিকে সকলেই পূজা করে। বিদ্বান্ সর্ব্বত্র পূজ্যতে' অর্থাৎ বিদ্বানের পূজা, সম্মান সর্ব্বত্র। রাজা বা ধনাঢ্যের পূজা সর্ব্বত্র হয় না, কোন দেশ, কাল বা পাত্রবিশেষে হইয়া থাকে, কিন্তু বিদ্বান্ ব্যক্তিকে দেশ-কাল পাত্রানির্বিশেষে সকলেই পূজা করিয়া থাকে। তাই আজ মহাপ্রভু রামানন্দকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—এমন কোন বিদ্যা আছে, যে বিদ্যা সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ যে বিদ্যা লাভ করিলে ইহ-পরকাল পরম সুখে অতিবাহিত হয়? ধরুন, ইহ জীবনে আমি মহামহোপাধ্যায় উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছি, কিন্তু পরবর্ত্তীজীবনে যদি গাধা-জন্ম বা কাটজন্ম লাভ করি, এমন কি, মনুষ্যজন্ম লাভ করিলেও হয় ত তখন আমাকে নানারূপ কষ্টে কাল কাটাইতে হইবে। আমরা যাহাকে সর্ব্বকাল ও সর্ব্বত্র বলিয়া থাকি, তাহা ইহকালের সর্ব্বকাল ও ইহজগতের সর্ব্বত্র, কিন্তু মহাপ্রভু আজ যে বিদ্যার কথা বলিতেছেন, তাহা চতুর্দ্দশ ব্রহ্মাণ্ড, বিরজা ব্রহ্মলোক এমন কি বৈকুণ্ঠলোক অতিক্রম করিয়াও গোলোক বৃন্দাবনে অনন্তকাল পূজিত হইতে পারে। তাই জিজ্ঞাসা করিতেছেন বিদ্যার মূল কোনটী? রায় উত্তরে বলিলেন,—কৃষ্ণভক্তি বিনা বিদ্যা নাহি আর। এইটীই সিদ্ধান্ত বাক্য অর্থাৎ আসল কথা। কিন্তু এইবাক্যে আমার সন্দেহ হইতে পারে; আমি বলিতে পারি, এই কথা আমি সম্পূর্ণভাবে স্বীকার করিতে বাধ্য নহি। তখন আমি প্রশ্ন করিতে পারি, কেন আমি কৃষ্ণভক্তিকে সর্ব্ববিদ্যার সার বলিব? এই প্রশ্নের মীমাংসায় দুই প্রকার যুক্তি অবলম্বন করিতে হইবে—একটী লৌকিক যুক্তি, আর একটী শাস্ত্রের প্রমাণ। এই দুই প্রকার বিচারের দ্বারা মীমাংসা হইলেই আমরা বুঝিতে পারিব, কৃষ্ণভক্তির

মত শ্রেষ্ঠ বিদ্যা আর নাই। প্রথম প্রকারের বিচার এই যে, বিদ্ধাতু হইতে 'বিদ্যা' শব্দ নিষ্পন্ন, যাহা হইতে অভিজ্ঞতা লাভ করা যায়। আমাদিগকে সম্পূর্ণ জ্ঞান প্রদান করিতে পারে কোন বিদ্যা? এই যে ইহজগতে অনন্ত প্রকার বিদ্যা আবিষ্কৃত হইয়াছে, হইতেছে ও আরও কত হইবে, এই সমস্ত বিদ্যা আমরা সম্পূর্ণভাবে আয়ত্ত করিতে নিতান্তই অক্ষম। এই সমস্ত অনন্ত বিদ্যার ২১৪ টীর আংশিকমাত্র জ্ঞান আমরা এই জীবনে লাভ করিতে পারি; সুতরাং আমরা দেখিতে পাই, জাগতিক বিদ্যার একটী বিভাগে সম্পূর্ণ জ্ঞান লাভ করিতে পারিলেও আরও বহু বহু বিদ্যা শত শত বৎসরেও আয়ত্ত করা আমাদের পক্ষে সুকঠিন। পাশ্চাত্যদেশীয় কোন পণ্ডিত বলিয়াছিলেন,—"আমি বিদ্যা-বারিধির কূলে বসিয়া ২১৪ টী উপলখণ্ডমাত্র সংগ্রহ করিয়াছি।" ব্রহ্মার মত পরমায়ুবিশিষ্ট পুরুষ, যাঁহার পরমায়ুর এক দিনের পরিমাণ শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতকার এইরূপ বর্ণন করিয়াছেন—

সত্য, ত্রেতা দ্বাপর, কলি, চারিযুগ জানি।
সেই চারিযুগে দিব্য একযুগ মানি॥
একাত্তর চতুর্যুগে এক মন্বন্তর।
চৌদ্দ মন্বন্তর ব্রহ্মার দিবস ভিতর॥

ব্রহ্মার একদিনে এক কল্প, এইরূপ ত্রিশকল্পে ব্রহ্মার একমাস, দ্বাদশ মাসে বৎসর, এইরূপ শতবৎসর ব্রহ্মার পরমায়ু। এই ব্রহ্মা পর্য্যন্ত বলিয়াছেন,—"আমার কিছুই জ্ঞান লাভ হইল না।" সুতরাং অতি অল্পায়ুবিশিষ্ট মানব সামান্য শক্তি লইয়া কিরূপে সম্পূর্ণ জ্ঞানলাভে সমর্থ হইবে? আর জাগতিক বিদ্যা, যাহার বলে মানুষ প্রায়ই গর্ব্বিত হইয়া সত্যকে মিথ্যা জ্ঞান করে—যাহা মানুষকে বিদ্যার প্রতিপাদ্য বিষয় যে কৃষ্ণভক্তিলাভ, তাহা হইতে বহু দূরে নিক্ষিপ্ত করিয়া জন্ম-মরণ-মালায় ভ্রমণ করাইতে করাইতে অশেষ যাতনা প্রদান করে, তাহা কিরূপে মানুষের পরম মঙ্গলের উপায় হইতে পারে? যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে আমি সমস্ত বিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করিয়াও আমার ইন্দ্রিয়গুলিকে পর্য্যন্ত বশীভূত করিতে পারি না কেন?

(ক্রমশঃ)

সংবাদ

পূজার বন্ধ হ'তে কলেজের মাত্র দুই দিন বাকী। বন্ধে বাড়ী যাইয়া পিতা-মাতা, আত্মীয় স্বজনের সহিত দেখা করিব, এই আনন্দে হৃদয় ভরপুর হইয়াছে। এমন সময় ডাকে পত্র পাইলাম যে, বর্ত্তমান জগতে শুদ্ধভক্তিপ্রচার-কেন্দ্র কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠের অন্যতম প্রচারক পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ আমাদের গ্রামে সদলে শ্রীহরিকথা প্রচারের জন্য আসিবেন। সংবাদটী আমার পক্ষে যুগপৎ আনন্দ ও বিস্ময়জনক হইল। কেননা শ্রীল ভারতী-মহারাজকে পূর্ব্ব হইতেই জানি এবং তাঁহার বক্তৃতা কয়েকবার শুনিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলাম। তাঁহার ন্যায় সুবক্তা আমাদের এখানে আসিবেন আমি কখনও ভাবিতে পারি নাই। বুঝিলাম শ্রীপাদ গুরু শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ আমাদিগের প্রতি শুভদৃষ্টিপাত করিয়াছেন।

বন্ধের কয়েকদিন পূর্ব্ব হইতেই পড়া-শুনা বন্ধ হইয়াছিল। সুতরাং কর্ত্তৃপক্ষের আদেশ লইয়া সেই রাত্রেই বাড়ী রওয়ানা হইলাম। রাত্রি দুইটার ষ্টীমারে দৌলতপুর হইতে বাড়ী পৌঁছিলাম। বাড়ী আসিয়াই পিতামাতার নিকট শুনিলাম সন্ন্যাসী মহারাজের আগমনে চতুর্দ্দিকে একটা সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। মহামায়ার পূজোপলক্ষে সর্ব্বক্ষণ ব্যস্ত সকলের মধ্যে মায়াধীশ শ্রীভগবানের পূজার আয়োজনের অবকাশের অভাব হয় নাই। শুনিলাম বৃষ্টির জন্য সে রাত্রি বড় সভা না হইলেও শতাধিক শ্রোতা শ্রীপাদ ভারতী মহারাজের মুখে শ্রীমদ্ভাগবতের অপূর্ব্ব ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া মন্ত্রমুগ্ধ হইয়াছেন এবং পরদিন যাহাতে বিশেষ অধিবেশনে সকলেই বিশেষ ভাবে বিশ্বপতির কথা শুনিতে পারেন, সেইরূপ কথা হইয়াছে।

পরদিন প্রাতে গ্রামের লোক সকলেই ব্যস্ত! সকলের ভিতরই দেখিলাম এক অভাবনীয় আনন্দ। উৎকণ্ঠার সহিত দিবা শেষ হইল। সন্ধ্যার বিরাট সভায় স্বামিজী মহারাজ তাঁহার ওজস্বিনী ভাষায় বহু সরল উদাহরণের দ্বারা ও বহু বহু সুযুক্তিপূর্ণ শাস্ত্রীয় প্রমাণে পরমাত্মার সেবাই জীবাত্মার একমাত্র সনাতন ধর্ম্ম—প্রমাণ করিলেন। সভায় শিক্ষিত অশিক্ষিত সকল রকমেরই শ্রোতা উপস্থিত ছিলেন। সকলেই নিজ নিজ স্বভাব বা ধর্ম্মের সন্ধান পাইয়া স্বধর্ম্ম যাজনাভাবে দুর্ল্লভ মানব জন্ম যে বৃথা অতিবাহিত করিতেছেন ইহা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন। আমাদিগের পল্লীর মত স্থানে এমন ভাবে পল্লীবাসীর হৃদয় জীব হৃদয়বাসী ভগবানের কথা বুঝাইবার মত আচারবান্ প্রচারক স্বামিজীই প্রথম আসিলেন। প্রার্থনা, যখন পথ দেখাইলেন তখন হাতে ধরিয়া স্বলোকে লইবেন।

আমরা আমাদের হৃদয়ের গভীরতম-স্থান হইতে আমাদিগের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইয়া সভক্তি প্রণামান্তে বিদায় লইতেছি। আপনাদের কৃপায় এবার শ্রীভগবানের বিশ্ব রচনা-কারিণী মায়া-শক্তির পূজার পূর্ব্বেই বিশ্বপতি-মায়াপতির উপাসনার সুযোগ পাইলাম।

জনৈক কৃপাপ্রার্থী
পাটনা, যশোহর
১৬,৯,৩৬

অভিনন্দন পত্র

ওঁবিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজ শ্রীশ্রীচরণারবিন্দেষু—

প্রভো! শ্রীপ্রপন্নাশ্রমের দ্বিতীয় বার্ষিক মহোৎসব উপলক্ষে আমলাজোড়া গ্রামে আপনার শুভবিজয়-কালে স্থানীয় দীন অধিবাসিগণ আমরা সভক্তি স্বাগত অভিবাদনে আপনাকে অভিনন্দিত করিতেছি।

আমলাজোড়া নগণ্য ক্ষুদ্র পল্লী হইলেও ইহা একটি পুণ্য বৈষ্ণবতীর্থে পরিণত হইয়াছে। পুণ্যাত্মা পূর্ব্ব পিতৃগণের ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতি এবং ঐকান্তিক বৈষ্ণব-সেবে প্রবৃত্তার ফলে বহুদিন বহুসাধুজনের সমাগম এই পল্লীতে হইয়াছে। সিদ্ধ-শিরোমণি মহাভাগবত বৈষ্ণব সার্ব্বভৌম ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল জগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজ ও শ্রীগৌরপাদপদ্মরস-মধুকর চিদ্বিলাস নামাচার্য্য ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীল শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পূত শ্রীপাদরেণুর পুণ্য সংস্পর্শে আমলাজোড়ার প্রতি ধূলিকণা মহাতীর্থে পরিণত হইয়া আছে। সেই পুণ্যফলে আজ অধম সন্তান আমরা সুকৃতিহীন হইয়াও কলিযুগাবতারীর অভিন্নতনু পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য চিদ্বিলাস সম্পাদ ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের শ্রীচরণ দর্শনলাভে ধন্য হইতেছি।

হে কলিকলুষনাশন—মোহমুদ্গর-তারণ গোস্বামি মহারাজ! হে বৈরাগ্য-বিগ্রহ সেবা-সিদ্ধ কৃপাম্বুধর, হে স্বনামধন্য উদার যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তক! আপনি পরাবিদ্যায় বরীয়ান, অধোক্ষজজ্ঞানে গরীয়ান, আদর্শ সেবাময় চরিত্র-গৌরবে মহীয়ান মায়া-বিমোহিত দেশবাসীর নিত্যমঙ্গল-প্রচেষ্টায় শ্রীমন্মহাপ্রভু-প্রবর্ত্তিত সার্ব্বজনীন বিশুদ্ধ সনাতন ভক্তিধর্ম্মের পুনঃ প্রতিষ্ঠাকল্পে যে শ্রেষ্ঠত্যাগ, প্রতিভা এবং ঐশ্বর্য্যের পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে সমগ্র জগদ্বাসী আজ স্তম্ভিত হইয়াছে। আমাদের মত অক্ষম সংসারাসক্ত ব্যক্তির পক্ষে আপনার ন্যায় চিন্ময় মহাপুরুষের গুণ-কীর্ত্তন প্রয়াস পঙ্গুর পর্ব্বত-লঙ্ঘনের ব্যর্থ প্রচেষ্টা মাত্র।

আপনার আশীর্ব্বাদে ও কৃপায় স্থানীয় ধর্ম্মজ্ঞান-হীন মূঢ় অধিবাসিগণের হৃদয়ে শ্রীনবদ্বীপচন্দ্রের বিতরিত বিশুদ্ধ ভগবৎ প্রেমের বীজ অঙ্কুরিত হউক, ইহাই একমাত্র প্রার্থনা।

স্থানীয় অধিবাসিগণের পক্ষে ভক্ত-দাসানুদাস অধম কিঙ্কর:—

শ্রীযোগীন্দ্রলাল সরকার, বি, এল।
শ্রীভোলানাথ ঘোষ, বি, এল।
হেড মাষ্টার পলাশগাছা।
শ্রীযমুনা বিহারী মজুমদার, বি, এল।
শিক্ষক, পলাশগাছা।
আমলাজোড়া।
১২ আশ্বিন, ১৩৩৬ সাল।

পশ্চিম ভারতে প্রচার

(সংবাদদাতা প্রেরিত)

শ্রীধাম মায়াপুরস্থ শ্রীচৈতন্যমঠের বৃন্দাবন-শাখা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠের সেবক শ্রীপাদ নৃসিংহানন্দ ব্রজবাসী ও শ্রীপাদ কুঞ্জশেখর ব্রহ্মচারী মহোদয়দ্বয় পশ্চিম ভারতের বিভিন্ন স্থানে প্রেমাবতারী শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাণী প্রচার করিতেছেন।

অনেক ভাগ্যবান সুকৃতি-সম্পন্ন ব্যক্তি ইহাদের নিকট শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত ভক্তি বৈভবের বিষয় এবং বর্ত্তমানে শ্রীচৈতন্য মঠ ও তাহার ভারত-ব্যাপি-শাখামঠসমূহের শুদ্ধভাগবদ্ভক্তি প্রচারে অদম্য উৎসাহের বিষয় অবগত হইয়া সবিশেষ আনন্দ ও সহানুভূতি প্রকাশ করিতেছেন। বহু হৃদয়বান্ ব্যক্তি এই সকল মঠের প্রতিষ্ঠাতা বর্ত্তমান শুদ্ধ-ভক্তি-প্রচার-সঙ্ঘের আচার্য্যবর্য্য পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের শ্রীচরণাম্বুজে পুনঃ পুনঃ তাঁহাদের ভক্তিপূর্ণ প্রণিপাত জানাইতেছেন। এতৎ প্রসঙ্গে গাজিয়াবাদের শ্রীযুক্ত শ্যামবিহারী লাল ভাটীয়া, গভর্ণমেণ্ট প্লীডার শ্রীযুক্ত রামশরণ দাস, চেয়ারম্যান, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র শর্ম্মা অনারারি ম্যাজিষ্ট্রেট, এবং পাঞ্জাবের মোট শ্রীযুক্ত সুরজমল, শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র মুক (আর্য্য-সমাজ-বিজেতা), শ্রীযুক্ত ঠাকুর কুমার যু' ছিন সিংহ মেম্বর, শ্রীযুক্ত কালীচরণ এম আড়তীয়া, শ্রীযুক্ত চুনীলাল মজুমদার (প্রিন্সিপাল এন, আর, সি, আইকলেজ) আগরার শ্রীযুক্ত জে, সি, তালুকদার প্রফেসার, শ্রীযুক্ত তারানাথ চট্টোপাধ্যায় মি: এম, এ দিল্লী এ্যাসিস্ট্যাণ্ট ইনকম্‌ট্যাক্স অফিসার, শ্রীযুক্ত রায় আন্ধা প্রসাদ বাহাদুর, শ্রীযুক্ত আসরফিলাল, উকীল শ্রীযুক্ত গৌরী প্রসাদ সেসন জজ: মৈনপুরী প্রভৃতি মহোদয়গণের সহানুভূতি, সেবা, সহায়তা এবং হরিকথা-শ্রবণে শ্রদ্ধা, ও শুদ্ধভক্তগণের প্রতি অকৃত্রিম অনুকম্পা অবগত হইয়া আমরা বিশেষ আনন্দিত হইয়াছি।

পর-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

সম্প্রতি পর বিদ্যাপীঠে নিম্নলিখিত শিক্ষণীয় বিষয়নিচয়ের অধ্যাপকের আসন-সমূহ সংস্থাপিত হইয়াছে—বিদ্যার্থিগণ আবেদন করুন।

১। সাহিত্যাসন, ২। ঐতিহ্যাসন,
৩। সম্প্রদায়বৈভবাসন, ৪। ভক্তিশাস্ত্রাসন,
৫। তত্ত্বশাস্ত্রাসন, ৬। বেদান্তাসন,
৭। একায়নাসন।

শ্রীনন্দলাল রায় বি, এ, কাব্যতীর্থ, বিদ্যাসাগর,
সম্পাদক—পরবিদ্যাপীঠ, শ্রীধাম মায়াপুর।

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৪০৲ চল্লিশ টাকা।

২৭২৪ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে,

সপ্তচত্বারিংশ খণ্ডে সূচী ছাপা হইতেছে।

৪৬শ খণ্ড গ্রন্থ নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে ১৩।০ সাধারণ পক্ষে ২০৸৶০। প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৶০, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ।০।

দশম স্কন্ধ ছাপা হইতেছে। দশম স্কন্ধের ভিক্ষা ১২৲, অগ্রিম সাধারণের পক্ষে ৮৲।

৫০ অধ্যায়পর্যন্ত ৭ম সংখ্যা ছাপা হইয়াছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

"শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত"

সম্পূর্ণ ছাপা শেষ হইল

আদি, মধ্য, ও অন্ত্যলীলা এবং সূচী ছাপা হইয়া সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছেন। যাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ১০৲ টাকা ভিক্ষার তৃতীয় সংস্করণ ৪৲ টাকায় না পাইয়া অপূর্ব্ব সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের জন্যই উহার ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছেন। সেই ১০৲ টাকার এই বিরাট গ্রন্থ আরও কিছুকাল পর্য্যন্ত ৫৲ টাকা ভিক্ষায় দেওয়া হইবে। গ্রাহকগণ সত্বর হউন পরে আর এ সুযোগ দেওয়া হইবে না।

শ্রীচৈতন্য লীলার ব্যাস আদিকবি

শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র গ্রন্থ ৮৲ স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲

নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪৷০ টাকা

শ্রীচৈতন্য মঠের যাবতীয় গ্রন্থ

কার্য্যাধ্যক্ষ, গ্রন্থ-বিভাগ, শ্রীচৈতন্য মঠ

পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

—অথবা—

শ্রীগৌড়ীয় মঠ ১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা

ঠিকানায় পাওয়া যাইবে

বিশেষ [illegible] হইলে শ্রীচৈতন্য মঠের ঠিকানায় লিখিবেন।

নোটিশ

জেলা নদীয়ার শ্রীযুক্ত জজসাহেব বাহাদুরের আদেশ মত এতদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জানান যাইতেছে যে, নিম্নেলিখিত মহলের ষোল আনা রকম পত্তনি, দরপত্তনি এবং কালেক্টরি জমিদারি স্বত্ব বিক্রয় হইবে, যে কোনও গ্রাহক খরিদ করিতে ইচ্ছা করেন তিনি ১৯২৯।২রা নভেম্বর তারিখ মধ্যে নোতিপোতা ষ্টেটের কমন ম্যানেজার বাবু কেদারনাথ সিংহের নিকট মেহেরপুর হেড-অফিসে অনুসন্ধান লইলে কাগজপত্র দৃষ্ট করিয়া উক্ত ম্যানেজারের সহিত মূল্যাদি স্থিরতর করিয়া আপন আপন অভিপ্রায় প্রকাশ করিবেন।

তৌজির নম্বর	মহলের নাম	বাৎসরিক মোট আয় মায় সেস	দেও মালিকান খাজনা মায় সেস	স্বত্বের পরিচয়
	নদীয়া বক্সীপুর			
৬২ নং	ভবানীপুর			পত্তনি ॥৶০
	ফতেপুর			দরপত্তনি ।৶০
	৩ মৌজা	৬৮০৬৸৶৯	২৬৬৪৶৯	ষোল আনা ১৲
৩১৩০ নং	চরবক্সীপুর	১১৩৭৸৶৩	১৬৪৮৶৪	ষোল আনা ১৲
৩৭৩৭ নং	চরবক্সীপুর	৩৯৪৷৶৭॥	২৫৭৶৬	ষোল আনা ১৲
২৫৭৩ নং	চরবক্সীপুর	৬৪৮৸৶	৪৯৯৶	ষোল আনা ১৲ কালেক্টরি
১৬৪৩ নং	চরফতেপুর	১২০।১॥	২৬৩	ষোল আনা ১৲ কালেক্টরি
		১০৪।০।৶৬	৩৬ ৫॥১০	

শ্রীকেদারনাথ সিংহ, কমন ম্যানেজার।
মেহেরপুর, জেলা নদীয়া

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিম্নলিখিত মঠসমূহে প্রাপ্তব্যঃ—

১। শ্রীচৈতন্য মঠ,—পোঃ, শ্রীধামমায়াপুর, (নদীয়া)।
২। শ্রীগোরগদাধর মঠ,—চাঁপাহাটি, সমুদ্রগড় পোঃ, (বর্দ্ধমান)।
৩। শ্রীভাগবত আসন,—ভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৪। শ্রীগৌড়ীয় মঠ,—১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা।
৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, সাতাসন কুঠী, পুরী।
৬। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ,—উড়িয়া বাজার, কটক।
৭। শ্রীভাগবত মঠ,—চিরাইয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।
৮। শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ,—১নং অগস্ত্যকুণ্ড, কাশী, ইউ, পি।
৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,—ডেম্পিয়ার পার্ক, বৃন্দাবন, মথুরা, ইউ, পি।
১০। শ্রীপরমহংস মঠ—নিমসার পোঃ, সীতাপুর, ইউ পি।
১১। শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ,—কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল, পাঞ্জাব।
১২। শ্রীমাধবগৌড়ীয় মঠ,—৯ নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।
১৩। শ্রীমোদদ্রুমগৌরাঙ্গ মঠ,—বাসাবাটি, ঢাকা।
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম,—আমলাজোড়া, রাজবাঁধ পোঃ, বর্দ্ধমান।
১৫। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ,—ডুমুরকোন্দা, চিরকুণ্ডা পোঃ, মানভূম।
১৬। শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয় মঠ,—আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী, উড়িষ্যা।

এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণের নিকটও নদীয়া-প্রকাশ প্রাপ্তব্য।

১। শ্রীযুক্ত জনার্দ্দন ঘোষ—বসু লজ ক্লে রোড, খুলনা।
২। শ্রীযুক্ত রাধাচরণ গোস্বামী ডাক্তার দেওয়ানগঞ্জ, ইংরাজবাড়ী কুচবিহার।
৩। শ্রীযুক্ত রামরঞ্জন রায় ৭৬।২নং শ্রীগোপাল মল্লিক লেন, কলিকাতা।
৪। শ্রীযুক্ত অমূল্যকুমার সরকার এম, ডি, ও, ফৈজাবাদ।
৫। মিঃ এন ডি, মুখার্জ্জি—এম, এল, ওয়ার্কস দি মল, কানপুর।
৬। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণাবতারী জ্যোতিভূষণ স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া।
৭। শ্রীবাসাবতারী দাস অধিকারী, নবদ্বীপ।
৮। শ্রীবিনয়কমোহন দে—মনমোহন প্রেস, নবাবপুর, ঢাকা।
৯। শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ গড়গড়ি সেড়াচাপা, ২৪ পরগণা।

অন্যথা না [illegible] হুষ্ট সঙ্গ করে। পুন সেইমত না [illegible] পাপে ডুবি মরে

শ্রীচৈতন্যমঠের গ্রন্থাবলী

শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুর বিরচিত

ভক্তি-গ্রন্থাবলী।

উৎকৃষ্ট কাপড়ে বিলাতী ধরণে বাঁধাই স্বর্ণালঙ্কৃত। চতুর্থ সংস্করণ। বিস্তৃতবিধ সূচীসহ

জৈবধর্ম্ম

বাঁধাই ২৲ দুই টাকা

প্রকাশিত হইয়াছে

সনাতন ধর্ম্মশাস্ত্র বেদ, বেদান্ত, উপনিষৎ গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত, দর্শন, পুরাণ, তন্ত্রাদি সকল গ্রন্থ পাঠ করিবার অবসর অতি অল্প মানবের ঘটিয়া থাকে। অনেকের যোগ্যতা না থাকায় সেই সমস্ত গ্রন্থের মর্ম্ম অবগত হইতে পারেন না। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বাঙ্গালীর এই অসুবিধা দূরীভূত করিবার জন্য এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

বিদ্যালয়ের ছাত্র বা শিক্ষকগণের বিশেষ পাঠ্য, এই হেতু শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টার বাহাদুর ইহা সমস্ত বিদ্যালয়ের জন্য অনুমোদন করিয়াছেন।

নীতিশিক্ষামৃত

প্রথম খণ্ড ভিক্ষা—১৲ একটাকা

যুক্তিপূর্ণ শাস্ত্রবাক্য দ্বারা প্রত্যেক মানবের নিত্য কর্ত্তব্য ও আনন্ত সাময়িক কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। গ্রন্থের প্রতি উক্তি সনাতন শাস্ত্রবাক্য দ্বারা সমর্থিত ও প্রমাণিত হইয়াছে। দেহের, মনের ও আত্মার ধর্ম্ম কি? স্বদেশ, সমাজ, নীতি, ধর্ম্ম কি? ইত্যাদি বিষয় ক্রমানুসারে এমন সুন্দরভাবে যুক্তিসহকারে আলোচিত হইয়াছে যে, প্রথম পংক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত পাঠ না করিয়া নিবৃত্ত হওয়া যায় না।

শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ভিক্ষা ৵০

ঐ প্রমাণ খণ্ড ভিক্ষা ৵০

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিহার ও লীলাভূমি নয়টী দ্বীপ-সমন্বিত। এই নয় দ্বীপের প্রাচীন বিবরণ, প্রত্যেক দ্বীপে শ্রীমহাপ্রভুর লীলা—প্রত্যেক স্থানের পরিচয়, শ্রীধাম-মাহাত্ম্য—ধামাপরাধ কি? ইত্যাদি বিষয় বিশেষভাবে মনোহর ছন্দে বর্ণিত। পকেট সাইজ প্রায় ১৬০ পৃষ্ঠা।

শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ

উজ্জ্বল ব্রোঞ্জ-ব্লু কাগজে উত্তম কাগজে ছাপা—শ্রীনবদ্বীপধাম দর্শনে ভাবুক দর্শনকারীর কি প্রকার ভাবের উচ্ছ্বাস হয়, তাহা এই গ্রন্থে বর্ণিত। অতি চমৎকার। ভিক্ষা চারি আনা।

শ্রীমনঃশিক্ষা

৷৵০ দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভুর উপদেশচ্ছলে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিচার অতি সুন্দরভাবে দত্ত হইয়াছে। ইহা ছাড়া শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদিষ্ট শিক্ষা ও উপদেশ বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-জগতে অভিনব গ্রন্থ!!

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতি-গ্রন্থাবলী :—

শরণাগতি

পকেট সাইজ
অষ্টম সংস্করণ
ভিক্ষা /০ আনা

দেহ ও মনের চেষ্টা অনিত্যবস্তু লইয়া—ইহা যখন জীব বুঝিতে পারে, তখন একমাত্র নিত্যবস্তু শ্রীভগবানের প্রতি তাঁহার কোন জাতীয় আবেগময়ী প্রার্থনা হয় এবং শ্রীভগবানে সর্ব্বান্তঃকরণে নিষ্কপটে কি প্রকারে শরণাপন্ন হইতে হয়, ইত্যাদি বিষয়ক প্রাণস্পর্শী প্রার্থনা ও আত্ম-সমর্পণমূলক গান। ষষ্ঠ সংস্করণও প্রকাশিত হইয়াছে

ভিক্ষা প্রতি খণ্ড /০ এক আনা

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা— /০, নবদ্বীপশতক— /০

অর্থপঞ্চক -/০

কল্যাণকল্পতরু

পকেট সাইজ
পঞ্চম সংস্করণ
ভিক্ষা /১০

আমরা প্রত্যহ নূতন অভাব ও কামনার বশবর্ত্তী হইয়া পুনঃপুনঃ যে অকল্যাণকে কল্যাণ বলিয়া গ্রহণ করি এবং যাহার নিকট কল্যাণ কামনা করি, তিনি যে নিত্য বা যথার্থ কল্যাণ প্রদানে অসমর্থ এবং কোন বস্তু আমাদের নিত্য কল্যাণদাতা এবং কি ভাবে আমরা সেই কল্যাণলাভে সমর্থ হইব, এই সকল কথা সরল গানে লিখিত। এই গীতিগ্রন্থ বাস্তবিকই কল্যাণের কল্পতরু; তাহা প্রত্যেককে নিত্যকল্যাণ প্রদানে

শ্রীল চক্রবর্ত্তি ঠাকুরের টীকা সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠাকুর কৃত টীকা ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কৃত বঙ্গানুবাদ। টীকাকারের জীবনী, শ্লোক-সূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি বহু প্রয়োজনীয় বিষয় সংবলিত প্রায় ৮০০ পৃষ্ঠা। উৎকৃষ্ট সিল্কে বাঁধাই **২৲ দুই টাকা,** কাগজে বাঁধা ১৷০

শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ কৃত ভাষ্য সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

কাগজ ও ছাপা উৎকৃষ্ট। সিল্কে বাঁধাই, সোনার জলে নাম লেখা রাজসংস্করণ ১ টাকা, সাধারণ সংস্করণ ১৷০, গৌড়ীয়ের গ্রাহকপক্ষে ১৷০

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি (গৌড়ীয় মহাকোষগ্রন্থ)

বিষয়:—১। ভক্তিশাস্ত্রে ব্যবহৃত শব্দাবলীর অর্থ, ২। চারিসম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের চরিত্র, ৩। বৈকুণ্ঠবৈষ্ণবসম্প্রদায় কর্ত্তৃক শ্রীমন্দির ও শ্রীবিগ্রহের বিবরণ, ৪। বৈষ্ণবগ্রন্থ ও গ্রন্থকারগণের তালিকা ও বিবরণ, ৫। বিষয় বিশেষের লৌকিক ও শাস্ত্রীয় আকরমূলে যাবতীয় তথ্য। চারিখণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ১ম খণ্ড ৷৵০, ২য় খণ্ড ৷৵০, ৩য় খণ্ড ৷০, ৪র্থ খণ্ড ৷৵০, চারিখণ্ড একত্রে ৩৲ (এক খণ্ড যন্ত্রস্থ)।

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ—১ম খণ্ড ১ এক টাকা ২য় খণ্ড ১৲ এক টাকা। শ্রীমদ্ভাগবতের গ্রাহক ও গৌড়ীয় গ্রাহকগণ ৷৵০ টাকায় দুইখণ্ড পাইবেন। বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমজ্জীব গোস্বামিপাদের রচিত গ্রন্থ। ইহাই ষট্‌সন্দর্ভের সাধক প্রয়োজনীয় অংশ। প্রতি খণ্ড ডবল ক্রাউন ৮ পেজী আকারে ৬৪ পৃষ্ঠা আকারে মুদ্রিত হইতেছে।

শ্রীমৎপ্রদ্যুম্নাচার্য্য সঙ্কলিত

সদাচারস্মৃতিঃ

ভিক্ষা /০ মাত্র

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

[illegible] পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ৬ আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ও টেবলেটের সমন্বয়ে ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ।০ আনা, পাইট ৸০ আনা, বোতল ১৷০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা।

বেঙ্গলীকৃত

মদন মঞ্জরী

বটিকায় স্বপ্ন ও ধাতুবিকার, ইন্দ্রিয়শক্তির হ্রাস, প্রস্রাবে শুক্রপাত, অজীর্ণ, মাথাঘোরা, বুক ধড়ফড়ানি, কনিষ্ঠ অঙ্গের লক্ষণ সত্ত্বর নির্দ্দোষ আরোগ্য হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ৪০ বটী ১৲ এক টাকা।

"নপুংসকারি ঘৃত"

পুরুষত্বহানি রোগে এ ঘৃত প্রয়োগ দ্বারা আশ্চর্য্য রকম শক্তিলাভ হয়। মূল্য ২ তোলা ১ টাকা।

"রমণীবিলাসিনী বটিকা"

নীর্য্যধারণ করতে স্মরণ শক্তি স্থায়ী ও বৃদ্ধি করিতে অত্যাশ্চর্য্য। মূল্য ১৬ বটী ১৲ এক টাকা।

রাজবৈদ্য নারায়ণজী, কেশবজী,
১৭৭নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

কুমার-ভোগ—শক্ত ও রসালো অতিবেগে নিঃসৃত করিয়া মোটা হয়। ইহা সেবনে শিশুরা শীঘ্র হৃষ্টপুষ্ট হয়, তাহাদের দৃষ্টিবুদ্ধি ও শরীরের শ্রী বৃদ্ধি হয়—দন্তোদ্গমের সময় কোন কষ্ট হয় না। খাইতে মিষ্ট। মূল্য প্রতি শিশি এক টাকা, মাশুল ।০ আনা।

নারোল—কেশতৈল, ছোট বড় সকলের ব্যবহারোপযোগী, মাথা ঠাণ্ডা ও চুল বৃদ্ধি করে। মূল্য ।০ আনা।

দাদ তোপ ।০

দাদ তোপ

কাপড়ে কোন দাগ লাগে না

[illegible]

পরবিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

এখানে আহার এবং বাসস্থান দিয়া ছাত্রদিগকে বিভিন্ন শিক্ষণীয় বিষয় শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। অনেক ছাত্র এখানে আসিয়া পাঠ শেষ করিয়াছেন। বর্ত্তমান বর্ষে সকল ছাত্রই গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

প্রধান অধ্যাপক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রচন্দ্র ব্যাকরণ সাংখ্য-বেদান্ত-দর্শনতীর্থ, সাংখ্যভূষণ, বেদান্তরত্ন, সাহিত্যশাস্ত্রী, সুদর্শনাচার্য্য।

অধ্যাপক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গৌরদাস ব্রহ্মচারী ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীধাম মায়াপুর পরবিদ্যাপীঠ, (নদীয়া)

বেদনাঞ্জন

স্বরত্ন।

কলিকাতা কংগ্রেস একজিবিসন হইতে বহু প্রশংসা প্রাপ্ত ও বহু গণ্যমান্য ভদ্রমহোদয়গণ কর্ত্তৃক প্রশংসিত।

* * *

আজকাল বাহার-চলন মিশ্রিত ও বিষাক্ত আহার্য্য সেবনে শরীরের রক্ত সর্ব্বতঃই দোষিত হইয়া পড়িতেছে। রক্ত মানবদেহের প্রধান উপাদান, এই রক্ত দোষিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মানব বাত, বেদনা, মাথাধরা, মাথা-ঘোরা, দৃষ্টিশক্তির হ্রাস, দাঁতের গোড়া ফুলা, দাঁত কনকনানি, দাঁতে পোকা এবং পোস, চুলকানি প্রভৃতি কষ্টদায়ক চর্ম্মরোগে আক্রান্ত হইতেছে। যদি আপনি একান্তই ব্যাধিমুক্ত হইতে চান, তাহা হইলে অন্যথা অর্থের অপব্যয় না করিয়া অল্প ব্যয়ে এক শিশি **বেদনাঞ্জন** ক্রয় করিয়া ইহার আশ্চর্য্যকারী-শক্তি উপলব্ধি করুন। গুণের তুলনায় মূল্য অত্যন্ত সামান্য, এক শিশি ॥৵০ আনা মাত্র মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান- এ, সি, চাটার্জ্জী এণ্ড ব্রাদার্স।

৪৫নং চলকাটি লেন, সালিকা হাওড়া।

সুবর্ণ মাদ্রাজী দোকানে ও বড় বড় ডাক্তারখানায় পাওয়া যায়।

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

অধ্যক্ষ

শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম,এ, এফ,সি,এস (লণ্ডন)

ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক

(প্রফেসার)

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ বিশুদ্ধ ও শাস্ত্রমতে নিজ তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হয়। পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ক্যাটালগ পাঠান হয়। রোগের বিবরণ জানাইলে যত্নপূর্ব্বক ব্যবস্থা দেওয়া হয়। চিঠি পত্রাদি সম্পূর্ণরূপে গোপন রাখা হয়।

মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দুর)

(বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৪৲ টাকা

উৎকৃষ্ট স্বর্ণ, পারদ ও আমলাসার গন্ধক দ্বারা যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। নিত্য প্রয়োজনীয় সর্ব্বরোগনাশক মহৌষধ।

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৩৲ টাকা

উৎকৃষ্ট কাশীর আমলকী, বংশলোচন প্রভৃতি যাবতীয় উপাদানে পূর্ণ মাত্রায় যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। কফ, কাসি, সর্দ্দি, যক্ষ্মা, ক্ষয়রোগ, হৃদরোগ প্রভৃতি রোগের মহৌষধ। সর্ব্বপ্রকার দুর্ব্বলতা নাশক অতিশয় পুষ্টিকর মহৌষধ বা খাদ্য বিশেষ।

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬৲ টাকা

ইহা সেবনে ধাতুদৌর্ব্বল্য, শুক্রহীনতা, স্বপ্নদোষ, প্রমেহ ও ধ্বজভঙ্গ সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায়। ইহা অপরিসীম আনন্দদায়ক রসায়ন।

অবলাবান্ধব যোগ

প্রদর, বাধক প্রভৃতি জরায়ুদোষ ও যোনিগত দুরারোগ্য রোগের মহৌষধ

মূল্য—১৬ মাত্রা ২৲ টাকা। ৫০ মাত্রা ৫৲ টাকা মাত্র

বিশুদ্ধ জল! ভয় নাই! বিশুদ্ধ জল!!

লক্ষ্মী টিউব-ওয়েল কোং

২০৫নং নবাবপুর, ঢাকা

বর্ত্তমান-যুগের নব-আবিষ্কৃত জলপ্রাপ্তির উপায়, উন্নত বৈজ্ঞানিক-খনন-প্রণালীতে নলকূপ (*Tube-well*) নির্ম্মাণ করা হয়। বঙ্গের লাট বাহাদুর, গবর্ণমেণ্ট সেক্রেটরী, ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট, জিলা-বোর্ডের চেয়ারম্যান, ইঞ্জিনিয়ার, জমিদার, তালুকদার, প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত ভদ্রমহোদয়গণ এই কোম্পানীর কার্য্য দেখিয়া প্রশংসা করিয়াছেন। রাসায়নিক পরীক্ষায় জল বিশুদ্ধ না হইলে মূল্য গৃহীত হয় না। বিস্তৃত বিবরণের জন্য পত্র লিখুন।

বিনামূল্যে **বিনামূল্যে**

বিতরিত

স্বাস্থ্যের সার "কামশাস্ত্র" গ্রন্থখানা চৌদ্দ লক্ষের উপরে বিতরিত হইয়াছে। উহা পাঠে মানবের পরিণাম ফলাফল জানা যায়।

এই পুস্তক যিনি লিখিয়াছেন, তিনিই "আতঙ্কনিগ্রহ বটিকা"র আবিষ্কর্ত্তা। এই বটিকা দুর্ব্বলকে সবল করে এবং সবল ব্যক্তিকে অটুট ও অক্ষয় রাখে। বত্রিশ বটিকা পূর্ণ প্রতি কৌটার মূল্য ১৲ টাকা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান :—আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়।

২১৪নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

যদিও অদ্যাপি প্রকৃত মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য, তথাপি যাহারা নানাবিধ অনিয়মিত উপায়ে অপরিমিত শক্তি নষ্ট করিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন এবং নানা প্রকার মেহ, প্রমেহ ধাতুদৌর্ব্বল্য, স্নায়বিক দুর্ব্বলতা, শুক্রমেহ, স্বপ্নদোষ, পারদ-সংক্রান্ত পীড়া, অর্শ এবং স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে যাহারা বাধক, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, সূতিকা, শ্বেত ও রক্তপ্রদর, হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি রোগে ভুগিয়া জীবনে নিরাশ হইয়াছেন, তাঁহারা আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটাল সাহেবের আবিষ্কৃত **ইলেক্ট্রিক সলিউসন** ব্যবহার করিয়া বাঁচিতে পারেন, তাহার শত সহস্র প্রমাণ প্রতি বৎসরেই পাওয়া যাইতেছে। যাঁহারা অন্যান্য বহুবিধ ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরোগ্য হইতে পারেন নাই, তাঁহারা একবার এই ঔষধটী ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক মাসের ব্যবহারোপযোগী এক শিশি ঔষধ ডাকমাশুল সহ ২॥০ টাকা মাত্র।

সোল এজেণ্ট—ডাঃ ডি, ডি, হাজরা।

ফতেপুর, গার্ডেনরীচ পোষ্ট, কলিকাতা।

ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

মনোমোহন প্রেস

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা

পূর্ব্ব-বাঙ্গালায় সুলভে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত

বৈদ্যুতিক মেশিনে দিবারাত্র কাজ চলিতেছে

বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা।

শ্রীমায়াপুর নদীয়া প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে- শ্রীবিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

স্থানীয় সংস্করণ

Registered No. C 1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩।০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র।

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ।৫

৪র্থ খণ্ড] সম্পাদক—প্রত্নবিদ্যালঙ্কার শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী [১৯২ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্য মঠ, শ্রীধাম মায়াপুর —২রা কার্ত্তিক শনিবার ১৩৩৬, ১৯শে অক্টোবর ১৯২৯

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থাবলী

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্—শ্লোক সূচী, বিষয়-সূচী প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত। ভিক্ষা, প্রতি খণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৶০ গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশ গ্রাহক পক্ষে ।৴০
২। ভাষ্য-সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ) ৫৲
৩। গৌড়ীয়-গৌরব ৶০
৪। গৌড়ীয়-গীতি ।০
৫। ভজনরহস্য ॥০
৬। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
" " " আবাঁধা ৸০
৭। গীতা (শ্রীবলদেবভাষ্যসহ) বাঁধা ২৲ আবাঁধা ১॥০
৮। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি-টীকা-সহ) বাঁধা ২৲ আবাঁধা ১॥০
গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ॥০
৯। যুক্তিমল্লিকা গুণসৌরভঃ সানুবাদ ২৲
১০। বেদান্ত-স্যমন্তক সানুবাদ ॥০
১১। জৈবধর্ম্ম ২৲
১২। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৩। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৪। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ॥৶০
১৫। দীপ-দিগ্‌দর্শন ৶০
১৬। সাধনপথ (৩য় সংস্করণ) ।৶০
১৭। আচার ও আচার্য্য ৶০
১৮। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
১৯। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৶০
২০। শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ৶০
২১। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য (প্রমাণখণ্ড) ৶০
২২। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ৴০
২৩। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা দর্পণ ।০
২৪। শরণাগতি, গীতাবলী, সাধনকণ, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, নবদ্বীপশতক, অর্থপঞ্চক ও সদাচারস্মৃতিঃ মোট ।৶০
২৫। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ও অচ্চনকণ ৶০
২৬। সাধককণ্ঠমণি ।০
২৭। সংস্কার-দীপিকা ।০
২৮। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড) ৩৲
২৯। সানুবৃত্তিশিক্ষাষ্টকম ৶০
৩০। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ৸০
৩১। মণিমঞ্জরী সানুবাদ ।০
৩২। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৩৩। শ্রীচৈতন্যভাগবত (বিরাট্ দ্বিতীয় সংস্করণ) ৫৲

এতদ্ব্যতীত বৈষ্ণব-ধর্ম্মের কয়েকখানি ইংরাজি ধর্ম্ম-গ্রন্থ আছে, পত্র পাঠাইলে ডাকযোগে ক্যাটলগ পাঠান হয়।

প্রাপ্তিস্থান :—

১। শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া
২। শ্রীগৌড়ীয় মঠ—১নং উল্টাডিঙ্গি জংসনরোড কলিকাতা।
৩। শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠ—৯০নং নবাবপুররোড, ঢাকা।
৪। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ—উড়িয়াবাজার, কটক
৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ—পোড়াকুঠী, পুরী
৬। শ্রীসনাতনগৌড়ীয় মঠ—৪নং জগজ্জীবনপুরা, কাশী
৭। শ্রীগৌড়ীয় মঠ দিল্লী কার্য্যালয় ১০১ হনুমানরোড, নিউদিল্লী।
৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ—ছিপিগলি, বৃন্দাবন।
৯। শ্রীভাগবত প্রেস, গোয়াড়ী—কৃষ্ণনগর।
১০। শ্রীএকায়ন মঠ, হাইষ্ট্রীট, কৃষ্ণনগর।

নানা কথা

আবহাওয়া

তিন দিবস যাবত বেশ কনকনে হাওয়া প্রবাহিত হইতেছে। তদুপরি গত পরশ্বঃ অপরাহ্ণ হইতে মুহুর্মুহু বৃষ্টি হইতেছে। পথঘাট কর্দ্দমাক্ত হইয়া পথিকের যাতায়াতের বড়ই অসুবিধা হইয়াছে। শারদীয় ও হৈমন্তিক আকাশে জলভারাক্রান্ত মেঘমালা বিচরণ করিতেছে। কাল বাদ, তাই নৈসর্গিক অবস্থারও বৈপরীত্য দৃষ্ট হইতেছে।

নদীয়া জিলা কংগ্রেস কমিটী

গত ১লা অক্টোবর পর্যন্ত যাঁহারা নদীয়া-জিলা-কংগ্রেস-কমিটীর সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন, তাঁহারা লাহোর কংগ্রেসের প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইবার জন্য পদপ্রার্থী হইতে পারিবেন। আগামী ৫ই নবেম্বরের মধ্যে তাঁহাদিগকে মনোনয়ন পত্র পূর্ণ করিয়া নদীয়া জিলা কংগ্রেস কমিটীর সম্পাদক শ্রীযুক্ত তারক দাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট পাঠাইতে হইবে। ৬ই নভেম্বর সন্ধ্যা সাড়ে ৬টার সময় নদীয়া জিলা কংগ্রেস কমিটীর অফিসে মনোনয়নপত্রের পরীক্ষা হইবে—তৎপূর্ব্বে মনোনয়ন ফি ২টাকা জমা দিতে হইবে। উক্ত অফিসে মনোনয়ন পত্র পাওয়া যাইবে।

এলাহাবাদ হাইকোর্টের অস্থায়ী প্রধান বিচারপতি নিয়োগ

এলাহাবাদ হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি স্যার গ্রিমউড মিয়ার ছুটিতে বিলাতে গিয়াছেন। অক্টোবর মাস মধ্যে তিনি ফিরিয়া আসিবেন না, এইজন্য তাঁহার স্থলে স্যার মহম্মদ সুলেমানকে অস্থায়িভাবে প্রধান বিচারপতি নিয়োগ করা হইয়াছে।

মেছুয়া বাজারে বে আইনি কোকেন

তিনজন মুসলমান গ্রেপ্তার

প্রকাশ, আবগারী বিভাগের ইন্সপেক্টর কাজী আবদুর রজ্জাক সেদিন মেছুয়া বাজারের পল্লীতে হানা দিয়াছিলেন। তাঁহার তল্লাসীর ফলে কিছু কোকেন আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে তিনি সন্দেহ করিয়া তিনজন মুসলমানকে গ্রেপ্তার করিয়াছেন।

চিত্রগুপ্তের খতিয়ান

কলেরা খাতে

বাঙ্গলার স্বাস্থ্য বিভাগের সরকারী বিবরণীতে প্রকাশ—গত ৫ই অক্টোবর যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে সেই সপ্তাহে বাঙ্গলার এই তিনটি জিলায় কলেরায় মৃত্যু সংখ্যা বাড়িয়াছে—খুলনা ৩১—৭২, মালদহ ৩—৮ এবং নোয়াখালী ৫—৭। কলিকাতার মৃত্যু সংখ্যা পূর্ব্ব সপ্তাহ হইতে বাড়ে নাই—পূর্ব্ব সপ্তাহে কলিকাতার ১২ জন লোক কলেরায় মারা গিয়াছিল। এই কয়টি জিলায় কলেরায় মৃত্যু কমিয়াছে নদীয়া ৩০—২১, বর্দ্ধমান ২০—১৬, হাওড়া ১৪—৫, ২৪ পরগণা ৮—৫ রাজসাহী ২৮—১৩ পাবনা ৫০—৩৪

বসন্ত খাতে

নদীয়া ২, কলিকাতা ৪, বর্দ্ধমান ২, চট্টগ্রাম ২, বীরভূম ১, মেদিনীপুর ১, ঢাকা ১, এবং ত্রিপুরা ১।

ইনফ্লুয়েঞ্জার খাতে

কলিকাতা ১, এবং ঢাকা ১।

মাদ্রাজের নূতন গভর্ণর

মাদ্রাজ গভর্ণরের শাসন পরিষদের অন্যতম সদস্য স্যার নর্ম্মান মেজারী ব্যাঙ্ক একদিন অস্থায়ী গভর্ণরের কাজ করিতেছিলেন। ২৮শে অক্টোবর হইতে তিনি পুনরায় নিজের স্থায়ী কাজ আরম্ভ করিবেন। ঐ তারিখে নবনিযুক্ত গভর্ণর স্যার ষ্টেনাল আসিয়া গভর্ণরের কার্য্যভার গ্রহণ করিবেন।

চলন্ত ট্রেণ হইতে ঝম্প প্রদান

প্রকাশ, নোয়াপাড়ার অধিবাসী শ্রীপ্রমথনাথ দাস নামক এক ব্যক্তি সেদিন অভয়াপুর ও গাঙ্গনাপুর ষ্টেশনের মধ্যবর্ত্তী স্থলে চলন্ত ট্রেণ হইতে লম্ফ প্রদান করিয়া ভূতলে পতিত হয়। ফলে তাহার শরীরে যথেষ্ট জখম হইয়াছে। সে অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছিল। যাত্রীরা তখন ট্রেণে শিকল ধরিয়া টান দেয়। ট্রেণ থামিলে প্রমথনাথকে তুলিয়া আনা হয়। পরে তাহাকে খুলনা হাসপাতালে প্রেরণ করা হইয়াছে। তাহার অবস্থা শঙ্কাজনক।

পাঞ্জাব প্রাদেশিক ছাত্র সম্মিলনী

লাহোর, ১৮ই অক্টোবর

শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসুর সভাপতিত্বে আগামী ১৯শে ও ২০শে অক্টোবর পাঞ্জাব প্রাদেশিক ছাত্র সম্মেলনের এক অধিবেশন হইবে।

আফগান বিপ্লব

বাচ্চার চালাকি

পেশোয়ারের ১৬ই অক্টোবরের সংবাদে প্রকাশ,—নাদির খাঁর ভ্রাতা কাবুলে প্রবেশ করিয়াছেন শুনিয়া বাচ্চা-ই-সাকো আর্ক দুর্গে গিয়া আশ্রয় লয়। ইতঃপূর্ব্বে জেনারেল নাদির খাঁর আত্মীয় স্বজন কাবুলেই ছিলেন। বাচ্চা-ই-সাকো ইহাদিগকে আর্ক দুর্গে আবদ্ধ করিয়াছে এবং প্রচার করিয়াছে যে, ঐ দুর্গের উপর গুলী বর্ষণ করিলে সর্ব্বাগ্রে জেনারেল নাদিরের আত্মীয় স্বজনেরই জীবন বিপন্ন হইবে। এই অবস্থায় সা ওয়ালি খাঁ মহা সমস্যায় পড়িয়াছেন। দুর্গের উপর গুলী বর্ষণ করা তাঁহার পক্ষে সম্ভবপর হইতেছে না। কারণ বাচ্চা-ই-সাকো এই দুর্গের ভিতরে যথেষ্ট গোলা বারুদ সঞ্চিত করিয়াছে। বাহির হইতে গুলী বর্ষিত হইলেই এ সমস্ত বিস্ফোরিত হইতে পারে। অথচ ঐ দুর্গে গুলি বর্ষণ না করিলে বাচ্চা-ই-সাকোকে ধৃত করা যাইবে না। এইজন্য তিনি জেনারেল নাদির খাঁর নিকট পরামর্শ চাহিয়া পাঠাইয়াছেন।

কাবুলজয়ের পাকা সংবাদ

প্রকাশ, গত ১৬ই অক্টোবর বেলা আড়াইটার সময় কাবুলবেতার-ষ্টেশনে কাজ আরম্ভ হইয়াছে। তথা হইতে পেশোয়ারে প্রথম সংবাদ আসিয়াছে নাদির খাঁয়ের ভ্রাতা সা-মামুদের নিকট হইতে। তাহাতে কাবুল জয়ের সংবাদ পাকা বলিয়া জানানো হইয়াছে।

বার্লিন হইয়া মস্কো হইতে এক সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। তাহাতে প্রকাশ, বাচ্চা বিনা প্রতিরোধে কাবুল সমর্পন করিয়াছে।

ভারত গবর্ণমেন্টের পররাষ্ট্র বিভাগের সেক্রেটারীর নিকট আমানুল্লার ভ্রাতা মহম্মদ আমিন জান খাঁ যে টেলিগ্রাম করিয়াছিলেন, তাহার উত্তরে তাঁহাকে জানানো হইয়াছে যে, তিনি পেশোয়ারে থাকিতে পারেন, তবে সর্ত্ত এই যে রাজনীতির সহিত তিনি সংশ্রব রাখিতে পারিবেন না।

শ্রীযুত সুভাষচন্দ্রের লাহোর যাত্রা

গত বুধবার সন্ধ্যায় শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু পাঞ্জাব প্রাদেশিক ছাত্র সম্মেলনে সভাপতিত্ব করিবার জন্য পাঞ্জাব মেলে লাহোর যাত্রা করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দাসও সুভাষ বাবুর সহিত গিয়াছেন।

গোলমুড়ি ধর্ম্মঘট

পাঠকগণ অবগত আছেন, টীন প্লেট শ্রমিকগণের সাধারণ পিকেটিং বন্ধ করিবার জন্য গোলমুড়ীতে ফৌজদারী কার্য্যবিধির ১৪৪ ধারা জারী করা হইয়াছিল। শ্রমিকগণ গবর্ণমেন্টের আদেশ মানিয়া নিল এবং তখন হইতে দুই তিনজন একত্র হইয়া পিকেটিং-এর কার্য্য চালাইতে লাগিল। কোম্পানী এই প্রকার পিকেটিংও বন্ধ করিবার নিমিত্ত ফ্যাক্টরীর সম্মুখে কাঁটা তার দিয়া বেড়া দিয়াছে। শ্রমিকগণ কাঁটা তারের বেড়ার দিকে ব্যক্তিগতভাবে সারি বাঁধিয়া দাঁড়াইয়াই পিকেটিং করিতেছিল তখন পুলিশ সাহেব তাহাদিগকে তারের বেড়ার ধার হইতে সরিয়া যাইতে আদেশ দেন।

গত ১৪ই অক্টোবর সন্ধ্যায় গোলমুড়ী ময়দানে মিঃ হবিবুর রহমান খানের সভাপতিত্বে এক জনসভার অধিবেশন হয়। সভাপতি বাবু খাঁ, আনওয়ারুল হক প্রভৃতি বক্তৃগণ শ্রমিকদিগকে যে পর্য্যন্ত কোনরূপ ন্যায় বিচার না হয় সে পর্য্যন্ত দৃঢ় রাখিতে উপদেশ দিয়া বক্তৃতা করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ।

লাহোরে নাদিরের অভিনন্দন

কাবুল-জয়ের জন্য জেনারেল নাদির খাঁকে অভিনন্দিত করিবার উদ্দেশে গত ১৫ই অক্টোবর সন্ধ্যার সময় দিল্লি দরওয়াজার বাহিরে ডাঃ স্যার মহম্মদ ইকবালের সভাপতিত্বে লাহোরের মুসলমানগণের এক বিরাট জনসভা হইয়াছে।

কাবুল জয়ের জন্য নাদির খাঁকে সম্বর্দ্ধিত করিয়া এবং তাঁহাকে আর্থিক সাহায্য করিবার জন্য মুসলমানগণকে অর্থসংগ্রহ করিতে অনুরোধ করিয়া কয়েকটি প্রস্তাব সভায় পরিগৃহীত হইয়াছে।

কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটে বাস-দুর্ঘটনা

গত মঙ্গলবার কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটে জনৈক স্ত্রীলোক মোটর বাসের তলায় পড়িয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। ইহার নাম ধাম সমস্তই অজ্ঞাত—এ পর্য্যন্ত তাহার আত্মীয় স্বজনের সংবাদ পাওয়া যায় নাই। অপরাহ্ণ সময়ে স্ত্রীলোকটি কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটের এক দিক হইতে অপর দিকে চলিয়া যাইতেছিল। এমন সময় বাস আসিয়া তাহার উপর পড়ে। তাহাতেই স্ত্রীলোকটির মৃত্যু হয়।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২রা কার্ত্তিক শনিবার—১৩৩৬

শুভ সংবাদ

বর্ত্তমান কাল কলি। কালাধীন জীববৃন্দের কালাতীত পুরুষে রতি না হইয়া কালক্ষোভ্য বস্তু লইয়া কলহেই রুচি। সত্য যুগে ধর্ম্ম পূর্ণভাবে বিরাজ করিতেন, ত্রেতায় একপাদ হ্রাস হইয়া দ্বাপরে অর্দ্ধ অবস্থায় আসিয়া পড়িলেন। আর এই কলিকালে অধর্ম্ম ত্রিপাদ বিস্তার করিয়া নিজেরই প্রাধান্য স্থাপন করিয়াছে। সুতরাং অধর্ম্ম প্রভাব কলিকালে অধর্ম্ম কথারই প্রচার বেশী।

ধর্ম্ম বস্তুর সহজ ব্যাপার। বস্তুর সঙ্গে সঙ্গেই স্বভাব বা ধর্ম্ম অবস্থিত। আর অধর্ম্ম, সেই বস্তুর স্বরূপ জ্ঞানাভাবেই স্বীয় আধিপত্য বিস্তার করে। অধর্ম্মভাব প্রবল হইলেও সহজভাব ধর্ম্ম নিজের পরিচয়টী প্রকাশ করিতে কখনও একেবারেই উদাসীন হন না। সহজ-ধর্ম্ম-বিমুখ জীবকুলকে এই সহজ স্বভাবটীতে প্রতিষ্ঠিত করাইবার জন্য যুগে যুগে শ্রীভগবান্ অবতার গ্রহণ করেন। স্বার্থহীনগণকে স্বার্থপর দেখিয়া জগতে জীবার্থ-গতি শ্রীভগবানেরই এই আবেশ।

কলিকাল সর্ব্বদোষাকর হইলেও করুণা-বারিধি কলিপাবন-অবতারী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু কলিকল্মষনাশী কৃষ্ণনাম বিতরণ করিয়া কলিকে ধন্য,—আত্মসাৎ করিয়াছেন। এহেন অবতার এবং অবতারীর প্রেমদানলীলা ব্যাপারটী অনপিতচর। আবার শ্রীচৈতন্য-চরণ-চারণগণ শ্রীচৈতন্য-ধর্ম্ম অচৈতন্যাভিমুখী প্রাণীগণকে চৈতন্যকল্প জীবগণকে শ্রীচৈতন্য-চরণানুচর করিবার জন্য দ্বারে দ্বারে চৈতন্যবাণী আচার করিয়া প্রচার করিতেছেন।

"কৃষ্ণশক্তি বিনা নহে তার প্রবর্ত্তন।" এই শাস্ত্রবাক্যে জানা যায় যে, বদ্ধজীব কখনই প্রচারক হইতে পারেন না। নিত্য সিদ্ধ ভগবদ্ পার্ষদগণই ভগবদাদেশে ভগবদ্ধাম হইতে আবির্ভূত হইয়া ভগবৎ সদন—ভগবদ্ভক্তির কেন্দ্র-স্থাপন, ভক্তিশাস্ত্রপ্রচার, লুপ্ত ভগবত্তীর্থ উদ্ধার এবং ভগবৎ কথা প্রচার দ্বারা সর্ব্বদা ভগবদ্ সেবাধর্ম্মের এক যুগ আনয়ন করেন। বৈকুণ্ঠ দূতগণ বৈকুণ্ঠ-বিমুখ আমাদিগকে বৈকুণ্ঠে লইবার জন্য যে স্বভাবসুলভ প্রয়াস পান, তাহা বুঝিবার ক্ষমতা মানবশ্রেষ্ঠ দেবগণেরও নাই।

অধর্ম্ম-প্রচুর কলিকালে ধর্ম্মের নামে লোকবঞ্চক কলিচরগণের তাণ্ডব নৃত্যকালে, কলিবৈরী মহাভাগবতগণের আবির্ভাব হইয়াছে। এ আবির্ভাবটী কোন ব্যক্তিগত গুপ্ত উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য নহে পরন্তু বিশ্বমানবের স্বরূপের সুগুপ্ত স্বভাবটি অভিব্যক্তির জন্য। আজ অচৈতন্যবাণী পরিপূরিত বিশ্বে, শ্রীচৈতন্যবাণীর আবির্ভাব হইয়াছে। শ্রীচৈতন্যবাণী, আজ শ্রীচৈতন্যদেবের রসবিশেষ-ভাবনাচতুর-লোক চন্দ্রশেখর আচার্য্যভবনে শ্রীচৈতন্য মঠ স্থাপন করিয়া, শ্রীচৈতন্য-ধর্ম্মের প্রচার-কেন্দ্র আবির্ভূত করাইয়াছেন। সেই গৌড়পুরে গৌড়ীয়ের আরাধ্যদেবের কথা শিক্ষা-প্রচার করিবার জন্য পরবিদ্যাপীঠ-স্থাপন ও "নদীয়া-প্রকাশ" পারমার্থিক দৈনন্দিন পত্র বাহির করিয়া প্রতিদিনই জীব প্রভুর কথার আলোচনার পরম সুযোগ দিয়াছেন। তাহা ছাড়া শ্রীচৈতন্য-মঠকে কেন্দ্র করিয়া ভারতের বিভিন্ন স্থানে ভক্তিকেন্দ্র স্থাপন ও সেই সেই কেন্দ্রে সাময়িক কৃষ্ণকীর্ত্তনমহামহোৎসব প্রচলিত করিয়া ভোগপরায়ণ কর্ম্মিগণকে কর্ম্ম-সুকৌশল—শ্রীহরিতোষণপর সেবানুষ্ঠানে স্বার্থপরতা, পরার্থপরতা ও নিঃস্বার্থপরতার অপূর্ব্ব সামঞ্জস্য শিক্ষা দিতেছেন।

মহাবদান্য মহাপ্রভু জগতে মহৎ-সেবারই প্রচারক। ভক্ত-পূজা, ভগবৎ-আরাধ্য ভগবানের পূজাপেক্ষা শ্রেয়স্কর, একথা প্রভু না জানাইলে চিরগুপ্ত থাকিত। আজ সেই মহাবদান্যের মহামহাবদান্য প্রেষ্ঠজন বিশ্বমানবকে সাদরে আহ্বান করিয়া কৃষ্ণপ্রাপ্তির নিষ্কপট সঙ্গ-দানে নিজাধীনে কৃষ্ণসেবাশিক্ষা দিয়া স্বয়ং সেবা-যুক্ত হইয়া সর্ব্বসাধারণকে সেবায় নিযুক্ত করিতেছেন। চক্ষু থাকা সত্ত্বেও অন্ধ যেমন দৃষ্টিশক্তির অভাবে বাঞ্ছিত স্থানে যাইতে পারে না, তদ্রূপ শ্রুতি-স্মৃতি-নির্দ্দিষ্ট চক্ষু থাকিয়াও অন্ধ আমরা, আমাদের অন্তরে ভক্তি ধর্ম্ম থাকিলেও ভক্তিপথে চলিতে অক্ষম। কিন্তু আজ এ কৈফিয়ৎ দিয়া নিশ্চিন্ত থাকিবার সুযোগ জীবচিন্তায় চিন্তিত গৌরসুন্দরের আগমনে নাই। অন্ধের নয়ন-তারা, জীব-দেবতা, জীববান্ধব, জীবারাধ্য আজ নিজ হাতে ধরিয়া সকলকেই শ্রেয়ের পথে লইতে দৃঢ় সঙ্কল্প।

মন! অনেক জন্ম অনেক ভাবে ঘুরাইয়াছ। এবার আর বঞ্চনা করিও না। তুমি আমার শাস্ত্র ভ্রাতা, তোমার চরণে ধরি, তুমি সরলভাবে শ্রীচৈতন্য-সরস্বতীর অভয়-চরণে শরণ লও। এবার স্বর্ণ সুযোগ। এ সুযোগ ছাড়িও না। এবার সুযোগ হারাইলে আর মিলিবে না।

বিশ্ববাসী সজ্জনমণ্ডলী! আপনারা আমার পরমাত্মীয়। আত্মীয়ই আত্মীয়ের নিকট নিজের মনের কথা ব্যক্ত করিয়া সুখী হন। আর যদি কেহ কোন ভাল বস্তুর সন্ধান পায় তখনই সে অপরকে তাহা না জানাইয়া থাকিতে পারে না। তাই আপনাদের নিকট আজ দুই বাহু তুলিয়া এই শুভ সংবাদ দিতেছি। আমি জানিয়াছি—ইহা কেবল আমারই পক্ষে নহে, বিশ্ববাসী সকলের পক্ষেই শুভ-সংবাদ

ঢাকা প্রসঙ্গ

ঢাকা পূর্ব্ববঙ্গের রাজধানী ইতিহাসে ঢাকা-প্রসঙ্গ সুবিস্তৃত ভাবে উল্লিখিত হইলেও বর্ত্তমান প্রসঙ্গ সেই প্রসঙ্গ ঢাকিবার জন্য

ঐতিহাসিকগণ, সাহিত্যিকগণ, জড়-কবিগণ, এবং জড়ভাবুকগণ তাঁহাদিগের সমপ্রকৃতি বিশিষ্ট বন্ধুগণকে লইয়া বিশ্বকে এবং বিশ্বের কোন বিশেষ স্থানকে বিশ্বপতি বিমুখ হইয়া যেভাবে দর্শন করেন, বিশ্বমানবের উদ্ধার-কর্ত্তা বিশ্বনাথের বিশ্বাসভাজন বৈষ্ণবগণ বিশ্বকে বা বিশ্বের বিশেষ কোন স্থানকে সেভাবে দর্শন করেন না। বিশ্ববাসী নিজ নিজ বিশ্বাসে, যে বিশ্বকে নিজ নিজ বাসস্থলী বলিয়া বিচার করিতেছেন, এবং যে বিচারে বিচারক সাজিয়া বিশেষ ভাবে বিশ্ববাসীর সুবিধা করিয়া লইতেছেন বিশ্ব-বৈষ্ণব-রাজ সভার বৈষ্ণবগণ সেই বিচারকে অবিচার জানাইয়া বিশ্বেশ্বরের বিচারকেই একমাত্র বিচারপ্রাজ্ঞ বলিয়া বিবেচনা করিতেছেন।

ঢাকা সহরে অনেক লোকের বাস। অন্যান্য সহরবাসী যে উদ্দেশ্যে অর্থাৎ সুখের সহিত বাস করেন, এখানেও সেই প্রিয়-বিয়োগ এবং অপ্রিয়-সংযোগ-কারী সার্ব্বজনীন মরণ-ধর্ম্মকে নিজের অনাকাঙ্ক্ষ ভাবে সঙ্গ করিয়া অনর্থ-কারীতেও অমরত্ব লাভের একমাত্র পথ অমল নিত্য শ্রীভগবানের কথা আলোচনার ভাগ্যলাভে বঞ্চিত হন। এই কারণে ধর্ম্মপ্রাণ ধার্ম্মিকগণ শ্রীবিগ্রহ-সমাকুল ঢাকা সহরকে তীর্থক্ষেত্রের অন্যতম বলিয়া জ্ঞান করেন। বাস্তবিকই প্রাতঃকালে এবং রাত্রি আগমনে জীবহৃদয়ে অন্য চিন্তা ছাড়িয়া অনন্য ভগবৎ চিন্তা প্রদানকারী শঙ্খ-ঘণ্টা-ধ্বনি যখন আরাধ্যদেবের আরাত্রিকের সংবাদ জানাইয়া দেয় তখন শ্রদ্ধাবানের হৃদয়ে শ্রদ্ধাহীনতার কথা ঢাকা পড়ে।

এখন আর সেকাল নাই। এখনকার কলি। সুতরাং কলি-বল্লভ-বিলাসিনী শ্রীহরিকথা একদিকে যেমন জীবকুলকে কলিবৈরী বিষ্ণুপদ পরীক্ষিতের সেবায় নিযুক্ত করেন, অন্যদিকে সকল-বিষ্ণু-নিন্দক-কারী কলি, হরিকথা কীর্ত্তন-শ্রবণ অভিনয়ে যোগদানকারী অজ্ঞ অথবা বিজ্ঞাভিমানী অজ্ঞগণকে, নিজ চরণানুচর করিবার সুযোগ দেয়, যেমন, শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও শ্রবণ; বক্তা ও শ্রোতার ভগবদারাধনা, এই কলিকালে সকলের সম্বন্ধে না হইলেও কোটি সংখ্যা মধ্যে একজন ব্যতীত অবশিষ্টজনগণের ঐ পাঠ এবং শ্রবণ, হয় কনক পিপাসা কামিনী-পিপাসা না হয় প্রতিষ্ঠা পিপাসা নিবারণের জন্য। তাহার প্রমাণ ভাগবত পাঠক ও শ্রোতার ভাগবতের সেবায় ভগবদ্ভক্তির উদয়, অনর্থ অরতি এবং ভগবদনুভূতি না হইয়া বিষয় রতির উদয়ে ভগবদ্ বিষয়ে রতির এবং ভগবদনুভূতির অভাব প্রায় সকল ক্ষেত্রেই পরিলক্ষিত হয়। বিশেষতঃ কি, যে ভাগবত অন্ন জীবাদি—দ্যূত, ধূম্রপানাদি—পান, অবৈধ স্ত্রীসঙ্গ এবং প্রাণীহিংসায় অত্যাসক্তি—স্ত্রী-সংক্রান্ত ব্যাপার, [illegible] এবং ভগবদ্ প্রাপক [illegible] [illegible] ভগবদারাধনার উচ্চাধিকার প্রদানে বিরত রহিয়াছেন। [illegible] [illegible] নিজ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] শ্রবণকারী [illegible] [illegible] [illegible] পাঠ ও শ্রবণ করিবার [illegible] উদ্বুদ্ধ হইতেছে না।

শ্রীবিগ্রহ সাক্ষাৎ ভগবান শ্রীবিগ্রহ সেবায় সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ শ্রীভগবানেরই সেবা। শ্রীহরি-ভক্তি-বিলাসে শাস্ত্রে শ্রীমূর্ত্তির সেবাকে ভক্ত্যঙ্গানুষ্ঠানের শ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন। অন্য কথা বলিয়া কীর্ত্তন করিলেও কলিহতগণ সেই শ্রীভগবানের সেবার অভিনয় করি এবং অনুগত কোন শিষ্য সম্প্রদায় [illegible] ঠাকুর সেবার [illegible] [illegible] [illegible] ভগবানের [illegible] [illegible] করিতেছেন। শ্রীবিগ্রহসেবার সেবাইতকুলের স্বধর্ম্ম কবিরাজ গোস্বামী [illegible] [illegible] [illegible] নির্দ্দিষ্ট হয় না তাহা শ্রীকবিরাজ গোস্বামী চরিতামৃতে শ্রীগোপীনাথের [illegible] বৃন্দাবনে [illegible] বড় বিপ্রের [illegible] নিবেদন কথায় আমাদিগকে সুস্পষ্ট ভাবে জানাইয়াছেন।

শ্রীনাম ... প্রভৃতি ভগবদবতার। ... এবং শ্রীকৃষ্ণনামে ... কথা কৃষ্ণপ্রেমপ্রদাতা ... কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ জনের মুখে কীর্ত্তন ... আত্মকাল মন্ত্র ও নাম প্রদানে সংসারে পুত্র পৌত্রাদি লইয়া সংসার ... ও অচ্ছকাম-প্রাপ্তি বিশেষ সুবিধা করিয়া দিয়াছেন।

আমরা ঢাকা সহরকে লক্ষ্য করিয়া একথা বলিতেছি ... ... সহরের এই দৃশ্য! কাম-মদ-মত্ত জনসাধারণকে সুবিমল প্রেমদশ্য ... নিযুক্ত করিবার জন্য শ্রীগৌড়ীয়-সম্প্রদায় ঠৈক-সংরক্ষক শ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ, ... অন্যস্থানে ... ঢাকায় শ্রীমধ্ব গৌড়ীয় মঠ স্থাপন করিয়াছেন। শ্রীমঠে ... উপলক্ষে ... তাঁহাদের ভক্তশ্রেণী প্রভুপাদ প্রতিবৎসর মাসাধিক ব্যাপী শ্রী... অনুষ্ঠান সাধনে সর্ব্ব-সাধারণের ... সেবায় নিযুক্ত করিতেছেন। গত ২৭শে আশ্বিন রবিবার হইতে প্রত্যহ বিবিধ ভক্তাঙ্গের অনুষ্ঠান হইতেছে। প্রাতে ... সন্ধ্যায় শ্রীমদ্ভাগবত শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা হইতেছে। জীব সাধারণের আরাধ্য ভাগবত কথায় সকলেরই যে সমানে যোগ্যতা আছে আমরা সকলকেই এই সেবাকার্য্যে যোগদান করিয়া ... সেবা প্রবৃত্তির উৎসাহ বর্দ্ধনের জন্য অনুরোধ করিতেছি।

সদালাপ

(শ্রীপাদ ... দেব ...)

গত ... শ্রাবণ শুক্রবার কোন বিশেষ কার্য্যের অনুরোধে আমাকে বর্দ্ধমান জেলার ... উখরা গ্রামে যাইতে হইয়াছিল। তথায় অনেক ... বাল্যবন্ধুর সহিত দেখা হইল, তাঁহারা সকলে নিজ নিজ কার্য্য লইয়াই ব্যস্ত সুতরাং তাঁহাদের সহিত আমার অধিকক্ষণ কথা ... অবশেষে আর একটী বন্ধুর সহিত আমার সাক্ষাৎ হইল, তিনি এম্-এ,এম-বি পাশ করিয়া ডাক্তারী করেন এবং অধিকাংশ সময় শাস্ত্রালোচনায় অতিবাহিত করেন। অনেক দিন পরে সাক্ষাৎ হওয়ায় আমরা উভয়েই আনন্দ অনুভব করিলাম, পরে আমি ... শাস্ত্রানুশীলন প্রবৃত্তি জানিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—'আপনি কি শ্রীপাদ ... কৃত টীকাসহ শ্রীমদ্-ভাগবত ... আলোচনা করিয়াছেন? তদুত্তরে তিনি বলিলেন, 'হাঁ করিয়াছি, উক্ত গ্রন্থ আমার নিকট আছে।" আমি গ্রন্থ দেখিতে চাহিলে তিনি গ্রন্থখানি সহ 'বিশুদ্ধানন্দচরিত' নামক একখানি পুস্তক দিয়া আমাকে পড়িতে অনুরোধ করিলেন। আমি বলিলাম,—ডাক্তার বাবু! আমি মূলগ্রন্থ দেখিতে ভালবাসি, কোন ব্যক্তি বিশেষের রচিত পুস্তক পড়িবার রুচি আমার স্বভাবতঃ হয় না, মূল গ্রন্থ ব্যতীত অন্য গ্রন্থে আমার বিশ্বাস কম, নাই বলিলেও হয়। ডাক্তার বাবু নিজকে অসাম্প্রদায়িক অভিমান করেন সুতরাং আমার কথা শুনিয়া তিনি আমাকে সঙ্কীর্ণ, সাম্প্রদায়িক ও গোঁড়া মনে করিয়া বলিলেন, মূল গ্রন্থ আপনি কাহাকে বলেন? বলদেব বিদ্যাভূষণের রচিত টীকা বা গ্রন্থ কেন মূল গ্রন্থ হইবে না? তদুত্তরে আমি বলিলাম, মূল গ্রন্থ—

ঋগ্যজুঃ সামাথর্ব্বশ্চ ভারতং পঞ্চরাত্রকম্
মূলরামায়ণঞ্চৈব শাস্ত্রমিত্যভিধীয়তে।
যচ্চানুকূলমেতস্য তচ্চ শাস্ত্রমিতি প্রকীর্ত্তিতং
অতোঽন্য-গ্রন্থ-বিস্তারো নৈব শাস্ত্রং
কুবর্ত্ম তৎ॥

—চারিবেদ, মহাভারত, পঞ্চরাত্র, ব্যাসরচিত মূল রামায়ণ শাস্ত্র বলিয়া অভিহিত হয়, আবার এই সকল শাস্ত্রবাক্যের অনুকূল বাক্য বা গ্রন্থকে ও শাস্ত্র বলা যায়; তদ্ব্যতীত যাবতীয় বাক্য বা বাক্য-সমষ্টিকে শাস্ত্র না বলিয়া বিপথগমনের সহায়-স্বরূপ বলাই উচিত। শ্রীপাদ বলদেবের বাক্য ও সিদ্ধান্ত সাত্ত্বিক শাস্ত্রের অনুকূল সুতরাং উহাকে মূল গ্রন্থ বলিবার কোন আপত্তি নাই। কোরাণ, বাইবেল প্রভৃতি শাস্ত্রের বাক্যগুলিও সাদরে গৃহীত হইতে পারে যদি তাহা নিত্য ধর্ম্মের অনুকূল হয়।

আমার বাক্যে ডাক্তার বাবুর সংশয় মিটিল না, তিনি পুনরায় পূর্ব্বপক্ষ করিয়া বলিলেন—শাস্ত্র কামধেনু, শাস্ত্রের এক একটী শব্দের বহু অর্থ হইতে পারে, বিভিন্ন শ্রেণীর লোক শাস্ত্রের ভিন্ন ভিন্ন ... করিয়া নিজ নিজ মতের প্রাধান্য স্থাপন করিতে যত্ন করিয়াছেন; এরূপ স্থলে আমরা কাহার মতটী যথার্থ বলিয়া গ্রহণ করিব। চারি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবাচার্য্যদিগের মতেও ঐক্য দেখিতে পাই ... অতএব এরূপ সঙ্কটাপন্নাবস্থায় নিজ নিজ যুক্তিকে অবলম্বন করাই শ্রেয়ঃ বলিয়া মনে হয়, শাস্ত্রও যুক্তির প্রাধান্য স্বীকার করিয়াছেন—

কেবলং শাস্ত্রমাশ্রিত্য ন বিচার্য্যো কদাচন।
যুক্তি-হীন-বিচারে তু ধর্ম্মহানিঃ প্রজায়তে॥

ডাক্তার বাবুর কথা শুনিয়া আমি একটু ... হইলাম, মনে করিলাম, সদ্গুরুর ... আশ্রয় না করিয়া নিজ বিদ্যা-বুদ্ধিবলে শাস্ত্র অনুশীলন করিতে গেলে আমাদের সকলেরই এইরূপ দশা হইয়া থাকে, প্রকাশ্যে বলিলাম—ডাক্তার বাবু, শাস্ত্রের অর্থ প্রকৃত পক্ষে বহু নহে, এক তাৎপর্য্যপর, আমরা উপযুক্ত গুরুর নিকট শাস্ত্র আলোচনা করিলে ইহা স্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিব। শাস্ত্র শব্দময়। শব্দশক্তি দ্বিবিধা—একটা অভিধা শক্তি বা মুখ্যা শক্তি অপরটী লক্ষণা বা গৌণী শক্তি। অভিধা শক্তি আবার রূঢ়ি ও যৌগিক ভেদে দুই প্রকার; অজহদ্রূঢ়ি, অবিদ্বৎরূঢ়ি, এবং বিদ্বদ্-রূঢ়ি ভেদে রূঢ়ি বৃত্তিরও প্রকার ভেদ লক্ষিত হয়।

... ভিন্ন বৃত্তির বিদ্বদ্রূঢ়ি যোগে যে অর্থ প্রতীত হয় তাহাই শাস্ত্রের প্রকৃত অর্থ, উহা বহু নহে, সর্ব্বত্র এক-তাৎপর্য্যপর। বৈষ্ণবাচার্য্যগণের বিচার ভিন্ন ভিন্ন রূপে আলোচিত হইলেও সিদ্ধান্তস্থলে কোথাও বিরোধ নাই। যুক্তির প্রাধান্য অবশ্যই স্বীকার্য্য কিন্তু জড়গত মনের ভৌতিক অভিজ্ঞানের পরিচয় স্বরূপ কৃত্রিম যুক্তি কখনও বিদ্বৎসমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে নাই বা পারিবে না, উহা সর্ব্বদা পরিবর্ত্তনশীল, পরিবর্দ্ধনশীল ও পরিবর্জ্জনশীল। মন আজ যাহাকে ভাল বলিয়া স্বীকার করে তৎপর দিবস আবার সেই বস্তুকে মন্দ বলিয়া পরিত্যাগ করে। মানসিক যুক্তির পরিবর্ত্তনশীলতা সকলেই লক্ষ্য করিয়া থাকেন কিন্তু জাগতিক অভিজ্ঞান-লাভের পূর্ব্বে আত্ম-প্রত্যয় বিধায় স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞান বিদ্যমান হয় ... ও তদপেক্ষা ... অবস্থায় ... আত্মগত যুক্তি অবলম্বন করিয়াই শাস্ত্র সমূহ রচিত হইয়াছে, বর্ত্তমানে আমাদের স্বরূপটী উপাধিক দেহ ও মনের আচ্ছাদিত হওয়ায় স্বরূপগত যুক্তিটী অপ্রকাশিত রহিয়াছে, তথাপি আত্ম-প্রত্যয় বিভাগে আমরা তাহার আভাস লক্ষ্য করিয়া থাকি। আমরা স্বরূপে দেখিতে পাই—(১) আমি আছি, (২) অন্যবস্তু আছে, (৩) আমার চেতনতা আছে, (৪) ভগবান্ আছেন (৫) তিনি আমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এই কয়টী জাগতিক অভিজ্ঞান লাভের পূর্ব্ব হইতে স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞান রূপে অনাদি কাল হইতে বর্ত্তমান রহিয়াছে। আমি নাই, অন্য কোন বস্তু নাই, পরিদৃশ্যমান যাবতীয় বস্তুই মিথ্যা, আমি ভগবান্ প্রভৃতি বাক্যগুলি উপরি উক্ত সহজ জ্ঞানের বিরোধী ও পরবর্ত্তী কালে জাগতিক অভিজ্ঞান লাভের পর সন্দোধর্ম্মের কৃত্রিম যুক্তি দ্বারা স্থাপিত হইয়াছে। এসকল কৃত্রিম যুক্তির শ্রেষ্ঠতা কোন কালেই স্বীকার্য্য হইবে না। যাহারা কোন শাস্ত্র আলোচনা করে নাই অথবা শাস্ত্র আলোচনা করিয়াছেন এমন কোন ব্যক্তির সঙ্গ করে নাই, জাগতিক অভিজ্ঞান ও শিক্ষিতাভিমানী লোকের তুলনায় অতি সামান্য সেই সকল ব্যক্তির হৃদয়েও উপরি উক্ত স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞান বা স্বরূপগত যুক্তি বর্ত্তমান রহিয়াছে দেখা যায় কিন্তু সহজ-জ্ঞান-বিরোধি মায়াবাদ-পুষ্ট জ্ঞানগুলির অভিমান তাহাকে দেখিতে পাওয়া যায় না। আবার ঐ ব্যক্তিই যখন অসৎসঙ্গে বেদান্তাদি শাস্ত্রের নানা মতবাদ আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হয় তখন তাহার অনাদি-কালগত স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞান বিকৃত হইয়া অন্যরূপ হইয়া পড়ে। এসকল বিচার করিয়া স্বরূপগত যুক্তির আশ্রয় করাই শিক্ষিত ব্যক্তির কর্ত্তব্য।

একবার ভাব মনে

কে আমি? কোথায় ছিলাম?

আমরা কখনও দেহের সুখ কখনও বা মনের সুখের লালসায় ছুটাছুটি করি; কিন্তু একবারও ভাবিয়া দেখি না যে, দেহটাই কি আমি? না মনটাই কি আমি? না তাহা ছাড়া আমি বলিতে আরও কিছু আছে! শ্রীল সনাতন গোস্বামীর প্রশ্নের উত্তরে শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন—

জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস।
কৃষ্ণের তটস্থা শক্তি ভেদাভেদ-প্রকাশ॥
কৃষ্ণ ভুলি' সেই জীব অনাদি বহির্ম্মুখ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসার-দুঃখ॥

এই দেহ ও মন ছাড়া তাহার অভ্যন্তরে একটী চেতন বস্তু আছে। তাহার নাম জীবাত্মা। ঐ জীবাত্মা স্বরূপতঃ কৃষ্ণের নিত্যদাস, সর্ব্বেন্দ্রিয় দ্বারা নিত্যকাল কৃষ্ণের সেবা করাই তাহার ধর্ম্ম। কিন্তু জীব তটস্থ-শক্তি অর্থাৎ চিজ্জগৎ ও মায়িক জগতের মধ্যবর্ত্তী তটস্থ জগতে অবস্থিত। তটস্থ বস্তুর উভয় দিকেই যাইবার যোগ্যতা থাকে। আর এক কথা—চেতন বস্তু মাত্রেরই স্বতন্ত্রতা আছে, সুতরাং জীবাত্মারও স্বতন্ত্রতা আছে। যে সব জীব স্বতন্ত্রতার সদ্ব্যবহার করেন, তাঁহারা নিত্যধামে নিত্যকাল নিত্য সেবায় নিযুক্ত থাকেন, আর যে সব জীব স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার-ক্রমে কৃষ্ণসেবা ভুলিয়া মায়ার দিকে দৃষ্টি করে, তাহারা অনাদিকাল হইতেই এই মায়িক জগৎরূপ জেলখানায় স্থূল ও লিঙ্গদেহে আবৃত হইয়া চৌরাশীলক্ষ যোনি ভ্রমণ করিতেছে। মায়াদেবী তাহাদের সংশোধনের জন্য আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক এই ত্রিতাপ দিতেছেন। 'নরতনু ভজনের মূল' তাই এইরূপ ভাবে সংসারে ভ্রমণ করিতে করিতে যখন এই সুদুর্লভ মনুষ্য জন্ম পাইয়া সাধুসঙ্গে নিজ তত্ত্ব অবগত হইয়া সমস্ত কার্য্য ছাড়িয়া জীব হরিভজনের জন্য যত্ন করেন, তখনই তাঁহারা সাধুগুরুর কৃপায় নিত্যধামের দিকে অগ্রসর হইতে থাকেন। তাই মহাজন বলিয়াছেন—

"চিদানন্দ রসময়, ওহে রাধাকৃষ্ণ-নাম-গানে'

প্রচার প্রসঙ্গ

কোদারমা

হাজারীবাগ জেলার অন্তঃপাতী 'কোদারমা' নামক স্থানটি অভ্রখনির জন্য প্রসিদ্ধ। শ্রীদেবীর কৃপাপাত্র অনেক বিভিন্নদেশীয় ভদ্রলোক আপন আপন ব্যবসায় উপলক্ষে ঐ স্থানে বাস করিয়া থাকেন।

গত ৪ঠা অক্টোবর রাত্রিতে স্থানীয় ষ্টেশন মাষ্টার মহাশয়ের বাসায় শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম প্রচারক আচার্য্যত্রিক পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরগোবিন্দ বিদ্যাভূষণ প্রভু শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও কীর্ত্তন করিয়াছেন। বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি পণ্ডিতজীর পাঠ শ্রবণ করিয়া অতিশয় আনন্দিত হইয়াছেন।

বিদ্যাভূষণ মহোদয় প্রসঙ্গতঃ বলেন যে, শ্রীমদ্ভাগবত নিগম কল্পতরুর গলিত ফল, সুতরাং নিখিলবেদের উদ্দিষ্ট উপদেশ-রূপে একমাত্র শ্রীমদ্ভাগবতই আমাদের আশ্রয়ণীয়। উহা বিভিন্নপন্থী ঋষিগণের স্বীকৃত শ্রীমৎ পরীক্ষিৎ মহারাজের প্রায়োপবেশন সভায় গঙ্গাতীরে গৃহীত এবং পরবর্ত্তিকালে ষষ্টি সহস্র কল্যাদি অবলম্বী সমাজ-নির্ঘণ্টের অভাবাবগত-নিষ্কাপনের একমাত্র পরম উপায় সেবিত। স্বভাবস্থিত বিষ্ণুদূতগণই তাহাদের অভাব মোচনে একমাত্র সমর্থ। তাঁহারা জগতের আংশিক বা তাৎকালিক অভাব মোচনে সন্তুষ্ট নহেন পরন্তু সকলের সর্ব্বপ্রকার অভাব, চিরকালের জন্য মোচনের নিমিত্ত তৎপর।

কাশীধাম

স্থানীয় বাঙ্গালী এবং মাড়োয়ারী সমাজের দ্বারা আহূত হইয়া পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরগোবিন্দ বিদ্যাভূষণ প্রভু বাঙ্গালা ও হিন্দি ভাষায় শ্রীমদ্ভাগবত অতি প্রাঞ্জল অথচ ভাবপূর্ণ ভাষায় ব্যাখ্যা করেন। শ্রীযুক্ত পণ্ডিতজীর সর্ব্বতত্ত্ব-সামঞ্জস্যকারী অপূর্ব্ব শ্রীমদ্ভাগবত-সিদ্ধান্ত-শ্রবণে সনাতন-ধর্ম্মাবলম্বিগণের মৃতদেহে প্রাণ-সঞ্চারের সুফল বিধান করিতেছে।

গত ১০ই অক্টোবর অপরাহ্নে শ্রীমদ্ গৌরগোবিন্দ বিদ্যাভূষণ মহোদয় কাশীর দশাশ্বমেধঘাটে ভাগবত-তত্ত্ব আলোচনা মুখে শ্রীচৈতন্যদর্শন যাহা আচার্য্যবর্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর জগতে অবতীর্ণ করিতেছেন সেই অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ অতি নিপুণতার সহিত পরিবেশন করিয়াছিলেন। তাঁহার পরিবেশন নৈপুণ্যে সর্ব্বসাধারণ শ্রীগৌড়ীয়-মঠের আচার্য্যবর্য্যের বদনের মর্ম্ম কিয়ৎ পরিমাণে উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছেন। অনেক শিক্ষিতব্যক্তি সত্যাশ্রয় করিবার জন্য অবসর সময়ে পণ্ডিতজীর সহিত সাক্ষাৎ করিতেছেন।

গত ১২ই অক্টোবর অপরাহ্নে দশাশ্বমেধঘাটে শ্রীচৈতন্যের মহাদান সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম প্রচারক শ্রীপাদ গৌরগোবিন্দ বিদ্যাভূষণ ও শ্রীপাদ রামেন্দ্রসুন্দর ভট্টাচার্য্য মহোদয়দ্বয় প্রায় ৪ ঘণ্টাকাল বক্তৃতা করেন। এতদুপলক্ষে শ্রীসনাতন সংবাদ ও রায় রামানন্দ সংবাদের আলোচনা হয়। শ্রীযুক্ত পণ্ডিতজী রায় রামানন্দ সংবাদ আলোচনা মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভুর দান যে ঋষিপ্রণীত ও সমস্ত দান অতিক্রম করিয়া, অন্যান্য অবতারগণের দান অতিক্রম করিয়া এমন কি, স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের দান শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা প্রভৃতির উপদেশ অতিক্রম করিয়া বর্ত্তমান, সে কথা আবেগময়ী ভাষায় সযুক্তি ও শাস্ত্র-দ্বারা সর্ব্বসমক্ষে স্থাপন করেন।

জয় গীতি

(শ্রীযুক্ত বিজয়গোবিন্দ বিদ্যাবিনোদ)

শাস্ত্রের অগম্য-তত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণ আমার।
তাঁর লীলা অন্ত বুঝে শকতি কাহার॥
(কল্যাণ কল্পতরু)

জয় সৃষ্টি, স্থিতি আর, প্রলয়, নিলয়,
কার্য্য-কারণ, অনাদি আদি।
জয় সচ্চিদ্ আনন্দ, পরাৎপর তত্ত্ব,
সর্ব্বানন্দসাধ্য, বেদান্তবিধি॥
জয় বিভুচৈতন্য, অংশাণুচেতন,
জীব-স্বরূপ, নিত্য কৃষ্ণ দাস।
জয় 'পুরুষার্থপূর্ণং', অপাশ্রিতা মায়া,
ভুলায়ে সে কায়া, দিয়ে বিলাস॥
জয় পাপ-তাপ-হারী, জীবে অবসাদ,
হরণ কারণে, হইয়ে সদয়।
জয় 'সত্যং পরং'. ত্রিবিক্রম বাণী,
লোক নিস্তারে, করিয়ে উদয়॥
জয় অতিমন্ত্য, নিরজ্ঞান দিয়ে,
বিরূপ জন-মত, দলন করি।
জয় শ্রীনাম-কীর্ত্তন. শ্রৌত পন্থায়
অমানী মানদ, ভাবে বিতরী॥
জয় গুরু করণ, সত্য-সদাচার,
জীব-শ্রেয়ঃ-বিধি, স্বরূপ-লাভে।
জয় নিত্যানন্দ-প্রদ, সংসার সন্তাপ,
ত্রিতাপ নিবার, কীর্ত্তন-প্রভাবে॥
জয় "সত্যং পরং শ্রুতি." অমল প্রমাণ,
ভাষ্য ভাগবত, সিদ্ধান্তাবলি।
জয় "প্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো." ভক্তি বিবাদে,
সুভায় বৈমুখ, আত্মবাদী॥
জয় ভক্তিবিনোদ আচার, প্রচার,
'পুরুষার্থ সার, জীব কল্যাণ।
জয় ভুবন-মঙ্গলে, "একায়ন,"
অন্যথায় নাশ, কারণ—কারণ॥

নিমন্ত্রণ পত্র

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠ।
১০নং নবাবপুর, ঢাকা।
১৯শে আশ্বিন, ১৩৩৬ সন।

বিপুলসম্মানপুরঃসর নিবেদন

আগামী ২৭শে আশ্বিন ইং ১৩ই অক্টোবর রবিবার হইতে ১লা অগ্রহায়ণ ১৭ই নভেম্বর রবিবার পর্য্যন্ত ঢাকা-নগরীতে শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠে শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার উদ্যোগে মাসাধিকব্যাপী মহোৎসব হইবে; ২৭শে কার্ত্তিক ১৩ই নবেম্বর বুধবার কীর্ত্তন-মহোৎসব ও পরদিবস ২৮শে কার্ত্তিক ১৪ই নভেম্বর বৃহস্পতিবার সাধারণ মহামহোৎসব হইবে। ভক্তমহোদয়গণ সুহৃদসহ মহোৎসবে কৃপা করিয়া যোগদান করিলে শ্রীসভার সদস্যবর্গ পরমানন্দিত হইবেন।

দৈনন্দিন সেবা-কার্য্য-বিবরণী

উষায়—মঙ্গল নীরাজন, অরুণোদয়-কীর্ত্তন।
প্রাতে—শ্রীমঠে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা।
পূর্ব্বাহ্নে—নগরে শ্রীনাম প্রচার।
মধ্যাহ্নে—মহাপ্রসাদ সম্মান।
অপরাহ্নে—হরিকথা, সদাচার শিক্ষা ও ইষ্টগোষ্ঠী।
সন্ধ্যায়—শ্রীমঠে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ, ব্যাখ্যা ও কীর্ত্তন।

বৈষ্ণবদাসানুদাস—

শ্রীঅতুলচন্দ্র দেবশর্ম্মা (বন্দ্যোপাধ্যায়, ভক্তিসারঙ্গ, গোস্বামী)
শ্রীনিশিকান্ত দেবশর্ম্মা (সান্যাল, এম, এ, ভক্তি-সুধাকর)
শ্রীকুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ (ভাগবতরত্ন, ভক্তিশাস্ত্রী, আচার্য্যত্রিক)

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার সম্পাদকগণ

মহোৎসব তালিকা

রবিবার	২৭শে আশ্বিন	১৩ই অক্টোবর	শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের প্রকটোৎসব।
মঙ্গলবার	২৯শে	১৫ই	উজ্জাবিতামূলে। শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী, শ্রীরঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী ও শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভু-ত্রয়ের অপ্রকট মহোৎসব।
শুক্রবার	১লা কার্ত্তিক	১৮ই ,,	শ্রীমুরারি গুপ্তের অপ্রকট মহোৎসব
বুধবার	৬ই ,,	২৩শে ,,	শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের অপ্রকট মহোৎসব।
শনিবার	৯ই ,,	২৬শে ,,	শ্রীবীরচন্দ্রপ্রভুর প্রকটোৎসব।
মঙ্গলবার	১২ই ,,	২৯শে ,,	শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুরের অপ্রকট মহোৎসব।
শনিবার	১৬ই ,,	২রা নভেম্বর	শ্রীগোবর্দ্ধন পূজা, অন্নকূট মহোৎসব, শ্রীবৃন্দাবন ঠাকুরের অপ্রকট মহোৎসব।
রবিবার	১৭ই ,,	৩রা ,,	শ্রীবাসুদেব ঠাকুরের অপ্রকট মহোৎসব।
শনিবার	২৩শে ,,	৯ই ,,	গোষ্ঠাষ্টমী। গোপাষ্টমী। শ্রীশ্রীনিবাস আচার্য্য, শ্রীগদাধর দাস ও শ্রীধনঞ্জয় পণ্ডিতের অপ্রকট মহোৎসব।
বুধবার	২৭শে ,,	১৩ই	শ্রীপাদ গৌরকিশোর দাস গোস্বামী মহারাজের পঞ্চদশ বার্ষিক অপ্রকট মহোৎসব; কীর্ত্তন মহোৎসব।
বৃহস্পতি	২৮শে ,,	১৪ই ,,	সাধারণ মহামহোৎসব।
শনিবার	৩০শে ,,	১৬ই ,,	শ্রীভূগর্ভগোস্বামী ও শ্রীকাশীশ্বর পণ্ডিতের অপ্রকট মহোৎসব।
রবিবার	১লা অগ্রহায়ণ	১৭ই ,,	শ্রীপাদ নিম্বার্ক আচার্য্যের আবির্ভাব, শ্রীনন্দরানন্দ ঠাকুরের তিরোভাব, উৎসব সমাপ্তি।

(দৈবাদুরোধে ও উপবাসদিবসে এই তালিকা পরিবর্ত্তনযোগ্য)

পর-বিদ্যা পীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

সম্প্রতি পরবিদ্যাপীঠে নিম্নলিখিত শিক্ষণীয় বিষয়নিচয়ের অধ্যাপকের আসন-সমূহ সংস্থাপিত হইয়াছে—বিদ্যার্থিগণ আবেদন করুন।

১। সাহিত্যাসন, ২। ঐতিহ্যাসন,
৩। সম্প্রদায়বৈভবাসন, ৪। ভক্তিশাস্ত্রাসন,
৫। তত্ত্বশাস্ত্রাসন, ৬। বেদান্তাসন,
৭। একায়নাসন।

শ্রীনন্দলাল রায় বি, এ, কাব্যতীর্থ, বিদ্যাসাগর,
সম্পাদক—পরবিদ্যাপীঠ, শ্রীধাম মায়াপুর।

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

শ্রীগৌড়ীয়াপণিং প্রেস হইতে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৪০৲ চাল্লিশ টাকা।

২৭২৪ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে,
সপ্তচত্বারিংশ খণ্ডে সূচী ছাপা হইতেছে।

৪৬শ খণ্ড গ্রন্থ নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে ১৫৷৵০ সাধারণ পক্ষে ২০৸৶০। প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৵০, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ।৵০।

দশম স্কন্ধ ছাপা হইতেছে। দশম স্কন্ধের ভিক্ষা ১২৲, অগ্রিম সাধারণের পক্ষে ৮৲।

৫০ অধ্যায়পর্য্যন্ত নবম সংখ্যা ছাপা হইয়াছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

"শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত"

সম্পূর্ণ ছাপা শেষ হইয়াছে

আদি, মধ্য, ও অন্ত্যলীলা এবং সূচী ছাপা হইয়া সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছেন। যাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ১০৲ টাকা ভিক্ষার তৃতীয় সংস্করণ ৪৲ টাকায় না পাইয়া অপূর্ব্ব সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের জন্যই উহার ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছেন। সেই ১০৲ টাকার গ্রন্থ নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা পূর্ণ না হওয়া পর্য্যন্ত ৫৲ টাকা ভিক্ষায় দেওয়া হইবে। গ্রাহকগণ সত্বর হউন পরে আর এ সুযোগ দেওয়া হইবে না।

শ্রীচৈতন্য লীলার ব্যাস অবতার

শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র গ্রন্থ ৮৲ স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲
নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪৷০ টাকা

শ্রীচৈতন্য মঠের যাবতীয় গ্রন্থ

কার্য্যাধ্যক্ষ, গ্রন্থ-বিভাগ, শ্রীচৈতন্য মঠ
পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া
—অথবা—
শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা
ঠিকানায় পাওয়া যাইবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—টাকা পাঠাইলে শ্রীচৈতন্য মঠের ঠিকানায় লিখিবেন।

উড়িয়া ভাষায় প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

যে সব উৎকলবাসী ভক্তগণ বাংলা পড়িতে জানেন না, তাঁহাদের শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর প্রচারিত পরম উপাদেয় ভক্তি-কথা জানিবার সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে উড়িয়া-ভাষায় নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হইয়াছে। বাংলা গ্রন্থের তুলনায় উড়িয়া গ্রন্থগুলির ভিক্ষাও অপেক্ষাকৃত অল্প।

গ্রন্থের নাম	ভিক্ষা
শ্রীহরিনাম চিন্তামণি, প্রতিখণ্ড	৷০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	১৲
সাধন পথ (শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টক) প্রতিখণ্ড	।০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৷০
কল্যাণ কল্পতরু প্রতিখণ্ড	৶০
একত্রে ৩খণ্ড লইলে	।০
গীতাবলী প্রতিখণ্ড	⁄১০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৶১৫
শরণাগতি—প্রতিখণ্ড	⁄০
একত্রে ৩খণ্ড লইলে	৶৫

প্রাপ্তিস্থান : { শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ, কটক এবং শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, পুরী }

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিম্নলিখিত মঠসমূহে প্রাপ্তব্যঃ—

১। শ্রীচৈতন্য মঠ,—পোঃ, শ্রীধামমায়াপুর, (নদীয়া)।
২। শ্রীগোদ্রুমগদাধর মঠ,—চাপাহাটি, সমুদ্রগড় পোঃ, (বর্দ্ধমান)।
৩। শ্রীভাগবত আসন,—ভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৪। শ্রীগৌড়ীয় মঠ,—১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা।
৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ,—চটকপর্ব্বত, পুরী।
৬। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ,—উড়িয়া বাজার, কটক।
৭। শ্রীভাগবত মঠ,—চিরাই মা, বালিঘাই পোঃ, মেদিনীপুর।
৮। শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ,—৮নং অগস্ত্যকুণ্ড, কাশী, ইউ, পি।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,—ছিপিগালি, বৃন্দাবন, মথুরা, ইউ, পি।
শ্রীপরমহংস মঠ—নৈমিষারণ্য পোঃ, সীতাপুর, ইউ পি।
১১ শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ,—কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল, পাঞ্জাব।
১২ শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠ,—৯ নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।
১৩ শ্রীমদনগোপাল মঠ,—বালিয়াটি, ঢাকা।
১৪ শ্রীপ্রপন্নাশ্রম,—আমলাযোড়া, বাজেপ্রতাপপুর পোঃ, বর্দ্ধমান।
১৫ শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ,—তুমনকোন্দা, চিরকুণ্ডা পোঃ, মানভূম।
১৬। শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয় মঠ,—আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী, উড়িষ্যা।

এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণের নিকটও নদীয়া-প্রকাশ প্রাপ্তব্য।

১। শ্রীযুক্ত জনার্দ্দন ঘোষ—বড় বাজার রোড, খুলনা
২। শ্রীযুক্ত রাধাচরণ গোস্বামী ভাক্তার—দেওয়ানগঞ্জ, হলদিবাড়ী কুচবিহার।
৩। শ্রীযুক্ত রামরঞ্জন রায়—৭৩।২নং শ্রীগোপাল মল্লিক লেন, কলিকাতা।
৪। শ্রীযুক্ত অমূল্যকুমার সরকার এম, ডি, ও, ফৈজাবাদ।
৫। মিঃ এন্ ডি, মুখার্জ্জি এম, এস, ওয়াকস দি মল, কানপুর।
৬। শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী জ্যোতির্ভূষণ—স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া
৭ শ্রীরাসবিহারী দাস অধিকারী, নবদ্বীপ।
৮। শ্রীবিরাজমোহন দে—মনমোহন প্রেস, নবাবপুর, ঢাকা।
৯। শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ গড়গড়ি বেড়াচাপা, ২৪ পরগণা।

অন্যথা না ভজে কৃষ্ণ, তুষ্ট সঙ্গ করে। পুন সেইমত মায়া পাপে ডুবি মরে।

শ্রীচৈতন্যমঠের গ্রন্থাবলী

শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুর বিরচিত
ভক্তি-গ্রন্থাবলী।
উৎকৃষ্ট কাপড়ে বিলাতী ধরণে বাঁধাই
স্বর্ণালঙ্কৃত। চতুর্থ সংস্করণ। বিস্তৃতবিষয়সূচীসহ

জৈবধর্ম্ম

বাঁধাই ২৲ দুই টাকা

প্রকাশিত হইয়াছে

সনাতন ধর্ম্মশাস্ত্র বেদ, বেদান্ত, উপনিষৎ, গীতা, শ্রীমদ্ দর্শন, পুরাণ, তন্ত্রাদি সকল গ্রন্থ পাঠ করিবার অবসর অতি অল্প মানবের ঘটিয়া থাকে। অনেকের যোগ্যতা না থাকায় সেই সমস্ত গ্রন্থের মর্ম্ম অবগত হইতে পারেন না। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বাঙ্গালীর এই অসুবিধা দূরীভূত করিবার জন্য এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

বিদ্যালয়ের ছাত্র বা শিক্ষকগণের বিশেষ পাঠ্য, এই হেতু শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টার বাহাদুর ইহা সমস্ত বিদ্যালয়ের জন্য অনুমোদন করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

প্রথম খণ্ড ভিক্ষা—১৲ একটাকা

যুক্তিপূর্ণ শাস্ত্রবাক্য দ্বারা প্রত্যেক মানবের নিত্য কর্ত্তব্য ও আনন্দ সাময়িক কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। গ্রন্থের প্রতি উক্তি সনাতন শাস্ত্রবাক্য দ্বারা সমর্থিত ও প্রমাণিত হইয়াছে। দেহের, মনের ও আত্মার ধর্ম্ম কি? স্বদেশ, সমাজ, নীতি, ধর্ম্ম কি? ইত্যাদি বিষয় ক্রমানুসারে এমন সুন্দরভাবে যুক্তিসংকারে আলোচিত হইয়াছে যে, প্রথম পংক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত পাঠ না করিয়া নিরস্ত হওয়া যায় না।

শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ভিক্ষা ৷৵০

ঐ প্রমাণ খণ্ড ভিক্ষা ৵০

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিহার ও লীলাভূমি নয়টী দ্বীপ-সমন্বিত। এই নয় দ্বীপের প্রাচীন বিবরণ—প্রত্যেক দ্বীপে শ্রীমহাপ্রভুর লীলা—প্রত্যেক দ্বীপের পরিচয়, শ্রীধাম-মাহাত্ম্য—ধামাপরাধ কি? ইত্যাদি বিষয় বিশেষভাবে মনোহর ছন্দে বর্ণিত। পকেট সাইজ প্রায় ১৬০ পৃষ্ঠা।

নবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ

উজ্জ্বল ব্রোঞ্জ-ব্লু কালীতে উত্তম কাগজে ছাপা—শ্রীনবদ্বীপধাম দর্শনে ভাবুক দর্শনকারীর কি প্রকার ভাবের উচ্ছ্বাস হয়, তাহা এই গ্রন্থে বর্ণিত। অতি চমৎকার। ভিক্ষা চারি আনা।

শ্রীমনঃশিক্ষা

৷৵০ দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভুকে উপদেশচ্ছলে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রাতিকূল বিচার অতি সুন্দরভাবে ব্যক্ত হইয়াছে। ইহা ছাড়া শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদিষ্ট শিক্ষা ও উপদেশ বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-জগতে অভিনব গ্রন্থ !!
শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতি-গ্রন্থাবলী :—

শরণাগতি

পকেট সাইজ
অষ্টম সংস্করণ
ভিক্ষা ৵০ আনা

দেহ ও মনের চেষ্টা অনিত্যবস্তু লইয়া—ইহা যখন জীব বুঝিতে পারে, তখন একমাত্র নিত্যবস্তু শ্রীভগবানের প্রতি তাঁহার কোন জাতীয় আবেগময়ী প্রার্থনা হয় এবং শ্রীভগবানে সর্ব্বান্তঃকরণে নিষ্কপটে কি প্রকারে শরণাপন্ন হইতে হয়, ইত্যাদি বিষয়ক প্রাণস্পর্শী প্রার্থনা ও আত্ম-সমর্পণমূলক গান। তৃতীয় সংস্করণও প্রকাশিত হইয়াছে।

ভিক্ষা প্রতি খণ্ড ৵০ এক আনা।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা— ৵০, নবদ্বীপশতক— ৵০
অর্থপঞ্চক—৵০

কল্যাণকল্পতরু

পকেট সাইজ
পঞ্চম সংস্করণ
ভিক্ষা ৵১০

আমরা প্রত্যহ নূতন অভাব ও কামনার বশবর্ত্তী হইয়া পুনঃপুনঃ যে অকল্যাণকে কল্যাণ বলিয়া গ্রহণ করি এবং যাহার নিকট কল্যাণ কামনা করি, তিনি যে নিত্য বা যথার্থ কল্যাণ প্রদানে অসমর্থ এবং কোন বস্তু আমাদের নিত্য কল্যাণদাতা এবং কি ভাবে আমরা সেই কল্যাণলাভে সমর্থ হইব, এই সকল কথা সরল গানে লিপিত। এই গীতিগ্রন্থ বাস্তবিক কল্যাণের কল্পতরু; ইনি প্রত্যেককে নিত্যকল্যাণ প্রদানে

শ্রীল চক্রবর্ত্তি-ঠাকুরের টীকা সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর কৃত টীকা ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কৃত বঙ্গানুবাদ। টীকাকারের জীবনী, শ্লোক-সূচি, বিষয়সূচি প্রভৃতি বহু প্রয়োজনীয় বিষয় সংবলিত প্রায় ৪২৫ পৃষ্ঠা। উৎকৃষ্ট সিল্কে বাঁধাই ২৲ দুই টাকা, কাগজে বাঁধা ১৷০

শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ কৃত ভাষ্য সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

কাগজ ও ছাপা উৎকৃষ্ট। সিল্কে বাঁধাই, সোনার জলে নাম লেখা রাজসংস্করণ ২৲ টাকা, সাধারণ সংস্করণ ১৷০, গৌড়ীয়ের গ্রাহকপক্ষে ১৷০

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি (সার্ব্বভৌমকোষগ্রন্থ)

বিষয়:—১। ভক্তিশাস্ত্রে ব্যবহৃত শব্দাবলীর অর্থ, ২। চারি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের চরিত্র, ৩। বিষ্ণুবৈষ্ণবসম্পর্কিত শ্রীমন্দির ও শ্রীবিগ্রহের বিবরণ, ৪। বৈষ্ণবগ্রন্থ ও প্রবন্ধ-সমূহের তাৎপর্য্য ও বিবরণ, ৫। বিষয় বিশেষের লৌকিক ও শাস্ত্রীয় আকরমূলে ব্যবহার্য্য তথ্য। চারিখণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ১ খণ্ড ৮৵০, ২য় খণ্ড ৸৵০, ৩য় খণ্ড ৸০, ৪র্থ খণ্ড ৷৵০, চারখণ্ড একত্রে ৩৲ (৫ম খণ্ড যন্ত্রস্থ)।

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ—১ম খণ্ড ১৲ এক টাকা
২য় খণ্ড ১৲ এক টাকা—শ্রীমদ্ভাগবতের গ্রাহক ও গৌড়ীয় গ্রাহকগণ ১০ টাকায় দুইখণ্ড পাইবেন। বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমজ্জীব গোস্বামিপাদের রচিত গ্রন্থ। ইহাতে ষট্সন্দর্ভের অধিক প্রয়োজনীয় অংশ। প্রতি খণ্ড ডবল ক্রাউন ৮ পেজিতে ৩৫ পৃষ্ঠা আকারে মুদ্রিত হইতেছে।

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য সঙ্কলিত

সদাচারস্মৃতিঃ

ভিক্ষা ৵০ মাত্র

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ৬ আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ৩ টবোতলের সমপরিমাণ ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ৷০ আনা, পাইট ৷৵০ আনা, বোতল ১৵০ আনা।

অফিস -১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা।

রেজেষ্টারীকৃত

মদন মঞ্জরী

বটিকায় স্বপ্ন ও ধাতুবিকার, ইন্দ্রিয়শক্তির হ্রাস, প্রস্রাবে শুক্রপাত, বহুমূত্র, মাথা ঘোরা, বুক ধড়ফড়ানি, অনিদ্রা প্রভৃতি লক্ষণ সত্বর নির্দ্দোষ আরোগ্য হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ৪০ বটী ১৲ এক টাকা।

"নপুংসকারি ঘৃত"

পুরুষত্বহানি রোগে বাহ্যপ্রয়োগে দ্রুত আরোগ্য করিয়া শক্তিসম্পন্ন করে। মূল্য ২ তোলা ১৲ টাকা।

"রমণীবিলাসিনী বটিকা"

রমণীগণের স্তম্ভক ধারণশক্তি স্থায়ী ও বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয়। মূল্য ১৬ বটী ১৲ এক টাকা।

রাজবৈদ্য নারায়ণজী, কেশবজী,
১৭৮নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

বিজ্ঞাপন

সাবধান! সাবধান!! সাবধান!!!
জে, বি, দত্তের ঢোকা শিশি বাদাম তৈল

আদি ও অকৃত্রিম এবং উপকারিতায় সর্ব্বজন পরীক্ষিত ও বহু প্রশংসিত।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী *J. B. Datta & Co.* নাম লেখা দেখিয়া খরিদ করিবেন। নতুবা জুয়াচোরগণ কমদরের খারাপ তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে।

নিবেদক— জে, বি, দত্ত

ফেরাস কুইনিন্

নূতন বা পুরাতন ম্যালেরিয়ার যম

ইহাতে উৎকৃষ্ট মাত্রায় আর্সেনিক, হাইপোফস্ফেট, কুইনাইন, আয়রন প্রভৃতি উপাদান আছে।

এই ফেরাস কুইনিন দ্বারা ইনজেকসন করিলে একটী বা দুইটী ইনজেকসনেই সকলপ্রকার কঠিন ম্যালেরিয়া আরোগ্য হয় এবং জ্বর হইতে আর টী ইনজেকসনে ম্যালেরিয়ার সমস্ত উপসর্গ নষ্ট করিয়া দেয়। ৬ এম্পুলপূর্ণ প্রতি বাক্স—মূল্য ২৲, ডুঃ ৩৲ টাকা

বাই ও-কেমিক্যাল এণ্ড ক্লিনিক্যাল ল্যাবরেটরীতে প্রস্তুত। ২৯১ অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (প্রাচীন নবদ্বীপ) নদীয়া

পর-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

এখানে আহার এবং বাসস্থান দিয়া সদ্বৃত্তিগণকে বিভিন্ন শিক্ষণীয় বিষয় শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। অনেক ছাত্র ইতোমধ্যেই আসিয়া পাঠ আরম্ভ করিয়াছেন। বর্ত্তমান বর্ষে সকল ছাত্রই গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

প্রধান অধ্যাপক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রচন্দ্র কাব্য ব্যাকরণ-সাংখ্য-বেদান্ত-ষড়্দর্শন-তীর্থ; সাংখ্যভূষণ, বেদান্তরত্ন, সাহিত্যশাস্ত্রী, ষড়্দর্শনবাচস্পতি।

অধ্যাপক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গৌরদাস ব্রহ্মচারী ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীধাম মায়াপুর পরবিদ্যাপীঠ, (নদীয়া)

বেদনাঞ্জন

শ্রেষ্ঠরত্ন।

কলিকাতা কংগ্রেস এক্‌জিবিসন হইতে বহু প্রশংসা প্রাপ্ত ও বহু গণ্যমান্য ভদ্রমহোদয়-গণ কর্ত্তৃক প্রশংসিত।

আজকাল বাজার-চলতি মিশ্রিত ও বিষাক্ত আহার্য্য সেবনে শরীরের রক্ত স্বভাবতঃ দোষিত হইয়া পড়িতেছে। রক্তই মানবদেহের শ্রেষ্ঠ উপাদান, এই রক্ত দোষিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মানব বাত, বেদনা, মাথাধরা, মাথা-ঘোরা, দৃষ্টিশক্তির হ্রাস, দাঁতের গোড়া ফুলা, দাঁত কনকনানি, দাঁতে পোকা এবং পোস, চুলকানি প্রভৃতি কষ্টদায়ক চর্ম্মরোগে আক্রান্ত হইতেছে। যদি আপনি একেবারে ব্যাধিমুক্ত হইতে চান, তাহা হইলে অযথা পয়সার অপব্যয় না করিয়া অল্প ব্যয়ে এক শিশি বেদনাঞ্জন ক্রয় করিয়া ইহার আশ্চর্য্য-শক্তি উপলব্ধি করুন। গুণের তুলনায় মূল্য অত্যন্ত অল্প, এক শিশি ৷৵০ আনা মাত্র, মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

প্রোপ্রাইটার—এ, সি, চাটার্জ্জী এণ্ড ব্রাদার্স।

[illegible]

সকল মণিহারী দোকানে ও বড় বড় ডাক্তারখানায় পাওয়া যায়।

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

যদিও অদ্যাপি প্রকৃত মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য, তথাপি যাঁহারা নানাবিধ অসংযমিত উপায়ে অপরিমিত শক্তি নষ্ট করিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন এবং নানা প্রকার মেহ, প্রমেহ ধাতুদৌর্ব্বল্য, স্নায়বিক দুর্ব্বলতা, বহুমূত্র, স্বপ্নদোষ, পারদ-সংক্রান্ত পীড়া, এবং স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে যাহারা বাধক, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, সূতিকা, শ্বেত ও রক্তপ্রদর, হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি রোগে ভুগিয়া জীবনে নিরাশ হইয়াছেন, তাঁহারা আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটান সাহেবের আবিষ্কৃত ইলেক্ট্রিক সলিউসন ব্যবহার করিয়া বাঁচিতে পারেন, তাঁহার শত সহস্র প্রমাণ প্রতি বৎসরেই পাওয়া যাইতেছে। যাঁহারা অন্যান্য বহুবিধ ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরোগ্য হইতে পারেন নাই, তাঁহারা একবার এই ঔষধটী ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক মাসের ব্যবহারোপ-যোগী এক শিশি ঔষধ ডাকমাশুল সহ ২৸০ টাকা মাত্র।

সোল এজেণ্ট—ডাঃ ডি,·ডি, হাজরা।

ফতেপুর, গার্ডেনরিচ পোষ্ট, কলিকাতা।

ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

অধ্যক্ষ

শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম.এ., এফ.সি.এস. (লণ্ডন)

ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক

(প্রফেসার)

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ বিশুদ্ধ ও শাস্ত্রমতে নিজ তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হয়। পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ক্যাটালগ পাঠান হয়। রোগের বিবরণ জানাইলে যত্নপূর্ব্বক ব্যবস্থা দেওয়া হয়। চিঠি পত্রাদি সম্পূর্ণরূপে গোপন রাখা হয়।

মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দুর)

(বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৪৲ টাকা

উৎকৃষ্ট স্বর্ণ, পারদ ও আমলাসার গন্ধক দ্বারা যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। নিত্য প্রয়োজনীয় সর্ব্বরোগনাশক মহৌষধ।

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৩৲ টাকা

উৎকৃষ্ট কাশীর আমলকী, বংশলোচন প্রভৃতি যাবতীয় উপাদানে পূর্ণ মাত্রায় যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। কফ, কাসি, সর্দ্দি, যক্ষ্মা, ক্ষয়রোগ, হৃদরোগ প্রভৃতি রোগের মহৌষধ। সর্ব্বপ্রকার দুর্ব্বলতা নাশক অতিশয় পুষ্টিকর মহৌষধ বা খাদ্য বিশেষ।

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬৲ টাকা

ইহা সেবনে ধাতুদৌর্ব্বল্য, শুক্রহীনতা, স্বপ্নদোষ, প্রমেহ ও ধ্বজভঙ্গ সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায়। ইহা অপারসীম আনন্দদায়ক রসায়ন।

অবলাবান্ধব যোগ

প্রদর, বাধক প্রভৃতি জরায়ুদোষ ও যোনিগত দুরারোগ্য রোগের মহৌষধ

মূল্য—১৬ মাত্রা ২৲ টাকা। ৫০ মাত্রা ৫৲ টাকা মাত্র

বিশুদ্ধ জল! ভয় নাই! বিশুদ্ধ জল!!

লক্ষ্মী টিউব-ওয়েল কোং

২০৫নং নবাবপুর, ঢাকা

বর্ত্তমান-যুগের নব-আবিষ্কৃত যন্ত্রপাতি দ্বারা উন্নত বৈজ্ঞানিক-খনন-প্রণালীতে নলকূপ (*Tube-well*) নির্ম্মাণ করা হয়। বঙ্গের লাট বাহাদুর, গ্রাহমেণ্ট সেক্রেটারী, জিলা-ম্যাজিষ্ট্রেট, জিলা-বোর্ডের চেয়ারম্যান, তালুকদার, জমিদার, তালুকদার, প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত ভদ্রমহোদয়গণ এই কোম্পানীর কার্য্য দেখিয়া প্রশংসা করিয়াছেন। রাসায়নিক পরীক্ষায় জল বিশুদ্ধ না হইলে মূল্য গৃহীত হয় না। বিস্তৃত বিবরণের জন্য পত্র লিখুন।

বিনামূল্যে   বিনামূল্যে

বিতরিত

স্বাস্থ্যের সার "কামশাস্ত্র" গ্রন্থখানি চৌদ্দ লক্ষের উপরে বিতরিত হইয়াছে। উহা পাঠে মানবের পরিণাম সুফলাফল জানা যায়।

এই পুস্তক যিনি লিখিয়াছেন, তিনিই "আতঙ্কনিগ্রহ বটিকা"র আবিষ্কর্তা। এই বটিকা দুর্ব্বলকে সবল করে এবং সবল ব্যক্তিকে অটুট ও অক্ষয় রাখে। বত্রিশ বটিকা পূর্ণ প্রতি কৌটার মূল্য ১৲ টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান:—**আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়।**

২১৮নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মনোমোহন প্রেস

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা

পূর্ব্ব-বাঙ্গালায় সুলভে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত

বৈদ্যুতিক মেশিনে দিবারাত্র কাজ চলিতেছে

বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা।

ইয়াং গুল নদীয়া এ.বাস প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে— শ্রীবিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

স্থানীয় সংস্করণ

Registered No. C 1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩।০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র।

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ।৫

৪র্থ খণ্ড] সম্পাদক—প্রত্নবিদ্যালঙ্কার শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী [১৯৬ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্য মঠ, শ্রীধাম মায়াপুর—৪ঠা কার্ত্তিক সোমবার ১৩৩৬, ২১শে অক্টোবর ১৯২৯

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থাবলী

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্, শ্লোক সূচী, বিষয়-সূচী প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত। ভিক্ষা, প্রতি খণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৶০ গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশ গ্রাহক পক্ষে ।/০
২। ভাষ্য-সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ) ৫৲
৩। গৌড়ীয়-গৌরব
৪। গৌড়ীয়-সাহিত্য
৫। ভজনরহস্য ॥০
৬। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
„ „ „ আবাঁধা ৸০
৭। গীতা (শ্রীবলদেবভাষ্যসহ) বাঁধা ২৲ আবাঁধা ১॥০
৮। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি-টীকা-সহ) বাঁধা ২৲ আবাঁধা ১॥০
গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ॥০
৯। যুক্তিমাল্লিকা গুণসৌরভঃ সানুবাদ ২৲
১০। বেদান্তস্যমন্তক সানুবাদ ॥০
১১। জৈবধর্ম্ম ২৲
১২। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸৹
১৩। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৪। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ॥৶০
১৫। দ্বীপ-দিগ্‌দর্শন ৶১
১৬। সাধনপথ (৩য় সংস্করণ) ।৶০
১৭। আচার ও আচার্য্য ।৶০
১৮। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
১৯। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৶০
২০। শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ৵০
২১। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য (প্রমাণখণ্ড) ৵০
২২। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
২৩। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা দর্পণ ।০
২৪। শরণাগতি, গীতাবলী, সাধনকণ, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, নবদ্বীপশতক, অর্থপঞ্চক ও সদাচারস্মৃতিঃ মোট ।৶০
২৫। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ও অর্চ্চনকণ ৶০
২৬। সাধককণ্ঠমণি ।০
২৭। সংস্কার-দীপিকা ।০
২৮। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড) ৩৲
২৯। সানুবৃত্তিশিক্ষাষ্টকম্ ৶০
৩০। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ৸০
৩১। মণিমঞ্জরী সানুবাদ
৩২। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৩৩। শ্রীচৈতন্যভাগবত (বিরাট্ দ্বিতীয় সংস্করণ) ৫৲

এতদ্ব্যতীত বৈষ্ণব-ধর্ম্মের কয়েকখানি ইংরাজি ধর্ম্ম গ্রন্থ আছে, পত্র পাঠাইলে ডাকযোগে ক্যাটলগ পাঠান হয়।

প্রাপ্তিস্থান

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

শ্রীগৌড়ীয় মঠ—১নং উল্টাডিঙ্গি জংসনরোড কলিকাতা।
৩। শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠ—২০নং নবাবপুররোড, ঢাকা
শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ—উড়িয়াবাজার, কটক
৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ—গোড়াকুঠী, পুরী
৬। শ্রীসনাতনগৌড়ীয় মঠ—৪নং জগজ্জীবনপুরা, কাশী
৭। শ্রীগৌড়ীয় মঠ দিল্লী কার্য্যালয়, ১০১ হনুমানরোড, নিউদিল্লী
৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ—ছিপিগলি, বৃন্দাবন।
৯। শ্রীভাগবত প্রেস, গোয়াড়ী—কৃষ্ণনগর।
১০। শ্রীএকায়ন মঠ, হাইষ্ট্রীট, কৃষ্ণনগর।

শ্রীচৈতন্য-চরণ-চিহ্ন সংস্থাপন

কানাইনাটশালায়

কানাইনাটশালা একটী ক্ষুদ্র পাহাড়ের উপরে অবস্থিত। ইষ্ট-ইণ্ডিয়া-রেলওয়ের রাজমহাল ষ্টেশনে অবতরণ করিয়া মোটর-যোগে মঙ্গলহাট বা মোগলহাট পর্য্যন্ত যাওয়ার সুবিধা আছে। তথা হইতে পদব্রজে অথবা গো-মহিষাদি যানে কানাই নাট শালায় যাইতে হয়।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও শ্রীচৈতন্য-ভাগবত পাঠকগণ অবগত আছেন, এই স্থান জগদ্‌গুরু লীলাভিনয়কারী অবতারী শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের পদরজঃ স্পর্শে ধন্য পবিত্রতম হইয়াছেন। তাই এই স্থানের মাহাত্ম্যের প্রতি জন-সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার জন্য বর্ত্তমান যুগের গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক মুকুন্দ প্রেষ্ঠ ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ কতিপয় শ্রেষ্ঠ ভক্ত সমভিব্যাহারে গত ১২ই অক্টোবর অপরাহ্নে শ্রীধাম মায়াপুরস্থ শ্রীচৈতন্যমঠের কলিকাতা শাখা শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে যাত্রা করিয়া তৎপর দিবস অর্থাৎ ১৩ই অক্টোবর রবিবার কানাইনাটশালায় গমন পূর্ব্বক তথায় মহা-সমারোহে শ্রীচৈতন্য চরণ-চিহ্ন-সংস্থাপন করিয়াছেন। তদুপলক্ষে শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত ও শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কানাইনাটশালা গমন প্রসঙ্গ পাঠ ও সংকীর্ত্তন মহোৎসব অনুষ্ঠিত হন।

প্রত্যাগমন সময়ে গৌড়ীয়ের সুযোগ্য-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি,এ মহোদয় এবং ভক্তপ্রবর শ্রীল প্রভুপাদ রাজমহলে একটি বিদ্বন্মণ্ডলী-পরিশোভিত সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে শ্রীহরি-সংকীর্ত্তন করেন।

মন্দারে

মন্দার-পর্ব্বত সনাতন ধর্ম্মাবলম্বিগণের একটী প্রধান তীর্থস্থান। চতুর্ব্বিংশতি বিষ্ণুবিগ্রহের অন্যতম শঙ্খ-চক্র গদা-পদ্মধারী শ্রীমধুসূদনাখ্য মন্দারে নৃসিংহদেবের মন্দির, বামনদেবের মন্দির, আকাশগঙ্গা প্রভৃতি তীর্থ এবং কতিপয় পবিত্র কুণ্ড বিদ্যমান। এই সকল [illegible] স্থাপন হইয়াছিল, তাহ [illegible] ও [illegible] অদ্যাপি বিদ্যমান।

মন্দার মধুসূদনাখ্য বলিয়া প্রসিদ্ধ হইলেও শ্রীমধুসূদন-বিগ্রহ [illegible] বিরাজিত নাই, তিনি উহার নিকটবর্ত্তী [illegible] নামক গ্রামে পূজিত হইতেছেন। [illegible] প্রদেশে সমতল ভূমিতে [illegible] একদিন শ্রীমধুসূদন আসিয়া থাকেন।

গত ১৫ই অক্টোবর মঙ্গলবার ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী প্রভুপাদ হংস ঠাকুর কানাইনাটশালার ন্যায় মন্দারে ও তদীয় প্রেষ্ঠ-গণ-সহ সমুপস্থিত হইয়া মন্দারের যে প্রদেশে পৌষ মাসে শ্রীমধুসূদন আগমন করিয়া থাকেন তাঁহার সন্নিকটবর্ত্তী স্থানে মহাসমারোহের সহিত শ্রীচৈতন্য চরণ-চিহ্ন স্থাপন করিয়াছেন।

তীর্থপাদগণ তীর্থসমূহকে পবিত্র করিয়া থাকেন। মহাভাগ্যবান্ মন্দারের ভাগ্যে একদিন শিব-বিরিঞ্চি-বাঞ্ছিত তীর্থপাদ প্রভু শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর-শ্রীচরণ বক্ষে ধারণ করিবার সৌভাগ্য হইয়াছিল, তাই মুকুন্দ প্রেষ্ঠ জনের শ্রীচরণরেণু তাঁহার ভাগ্যে মিলিল, শুধু তাহাই নহে শ্রীকৃষ্ণ প্রেষ্ঠ জনদ্বারা শ্রীমন্মহাপ্রভুর পাদপীঠ সংস্থাপিত হওয়ায় মন্দারের গৌরব-রশ্মি উজ্জ্বলীকৃত হইয়া চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হইতে থাকিল।

যে সকল সৌভাগ্যশালী জনগণ উপরি উক্ত স্থানদ্বয়ে পাদ-পীঠ-স্থাপন সেবার আনুকূল্য করিয়াছেন আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। ভগবৎ-সেবকগণের গুণানুকীর্ত্তনই আমাদের কৃত্য; তাই পরবর্ত্তি সংখ্যায় তাঁহাদের গুণ কীর্ত্তনের প্রয়াস পাইব।

নানা কথা

ভেড়ামারা সংবাদ

খদ্দর প্রদর্শনী

ভেড়ামারায় এবার পূজা উপলক্ষে স্থানীয় "সেবক-সঙ্ঘের" উদ্যোগে চিত্তরঞ্জন লাইব্রেরী হলে একটী খদ্দর প্রদর্শনী খোলা হইয়াছিল। খদ্দর আশানুরূপ বিক্রয় হইয়াছে

চোরের উপদ্রব

প্রকাশ, ভেড়ামারা গ্রামে খুব চোরের উপদ্রব আরম্ভ হইয়াছে। প্রায় মাস খানেক পূর্ব্বে স্থানীয় মহাজন পরলোকগত পুলিনচন্দ্র কুণ্ডুর বাড়ীতে চোর ঢুকিয়া প্রায় পাঁচ শত টাকার জিনিষ লইয়া গিয়াছিল। গত ২০শে আশ্বিন শ্রীযুত জানকীনাথ কুণ্ডু নামক আর এক ভদ্রলোকের বাড়ীতে চোর প্রবেশ করে। বাড়ীর লোক উহা জানিতে পারিয়া উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতে থাকে। চোরগণ চীৎকার করিতে বারংবার নিষেধ করা সত্ত্বেও বাড়ীর লোক নিবৃত্ত না হওয়ায় চোরেরা তাহাদিগকে খুব মারপিট করিয়া কিছু না লইয়াই পলায়ন করে। এইরূপ আরও ২।৩ জায়গায় অল্প বিস্তর চুরি হইয়াছে

কাবুল রঙ্গমঞ্চের পটপরিবর্ত্তন

রাজসিংহাসনে নাদির খাঁ

জেনারেল নাদির খাঁ গত ১৫ই অক্টোবর কাবুলে গমন করিয়াছেন। প্রকাশ, তিনি তথায় উপস্থিত হইলে রাজা নির্ব্বাচন করিবার জন্য বিভিন্ন উপজাতির প্রতিনিধিদের এক জীর্গার অধিবেশন হয়, উহতে আমানুল্লা রাজশাসনে অনুপযুক্ত বিবেচিত হয়েন, সুতরাং সর্ব্বসম্মতিক্রমে জেনারল নাদির খাঁ রাজা নির্ব্বাচিত হইয়াছে। নাদির খাঁ আনন্দের সহিত উহাতে সম্মতি জ্ঞাপন করেন। তৎপর উপস্থিত সকলে তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করেন এবং আফগানগণকে জেনারেল নাদির খাঁয়ের বশ্যতা স্বীকার করিতে অনুরোধ করিয়া পৃথিবীর সর্ব্বত্র তার করা হয়। গত ১৮ই অক্টোবর জুম্মার নমাজে জেনারেল নাদির খাঁয়ের নামে কেতাব পাঠ হইয়াছে।

পেশোয়ারের ট্রেড এজেণ্ট সর্দ্দার আবদুল হাকিম খাঁ আমানুল্লার পক্ষ সমর্থন করিয়া আসিতেছিলেন, তিনি এখন পর্য্যন্ত কোনও সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন নাই।

বাচ্চার পলায়ন

প্রকাশ, আর্কদুর্গের দেওয়ালে গর্ত্ত করিয়া বাচ্চা-ই-সাক্কাও গত ১৩ই তারিখে তথা হইতে পলায়ন করিয়াছেন।

বাচ্চার শেষ আশ্রয়

প্রকাশ, বাচ্চাই-সাক্কো তাঁহার জন্মভূমি কোহিদামানে উপস্থিত হইয়া নূতন সৈন্যসংগ্রহ করিতেছেন। সম্ভবতঃ সুরক্ষিত জবলুসিরাজনগর তাঁহার শেষ আশ্রয়-স্থান হইবে। ঐ স্থানের বিদ্রোহ উৎপাদন সূত্র তাঁহার অধিকারে থাকায় কাবুল সহর অন্ধকারাচ্ছন্ন

কাবুলে লুটতরাজ

কাবুলে লুটতরাজ সম্পর্কে প্রকাশ, গত ১০ই ও ১৪ অক্টোবর তারিখে একদল ওয়াজির লস্কর সোরবাজার, লেবাজার, সহরারা বাজার, সোনা বাদিয়াই বারাকী ডেরাকখানান, মাটিনখানা, মিউজিয়াম, আর্ক দুর্গ, রাজপ্রাসাদ ও কোষাগার লুণ্ঠন করে। ফরাসী দূতাবাসেরও আংশিক ক্ষতি হইয়াছে। বৃটিশ দূতাবাসে হস্তক্ষেপ করা হয় নাই। জেনারল নাদির খাঁয়ের সৈন্যগণ অট্টালিকাদি পাহারা দিতেছে। হবিবিয়া কলেজ সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হইয়াছে। আর্ক দুর্গেও অগ্নিশিখা দেখা যাইতেছে।

আর্ক দুর্গে অগ্নিকাণ্ড

আর্কদুর্গের অগ্নিকাণ্ড সম্বন্ধে বিভিন্ন অভিমত প্রকাশিত হইতেছে। কেহ কেহ উহা হবিবুল্লার কার্য্য এবং অপর ব্যক্তিগণ উহা লুণ্ঠনকারীদের কার্য্য বলিয়া উল্লেখ করিতেছে। কাবুলী হিন্দুদের মধ্যে বিশেষ আতঙ্কের সৃষ্টি হইয়াছে। কয়েক জন হতাহতের সংবাদও পাওয়া গিয়াছে; কিন্তু বিস্তারিত বিবরণ জানা যায় নাই। বর্ত্তমানে কাবুলের অবস্থা শান্ত; জনসাধারণ আতঙ্কগ্রস্ত। সহরের সর্ব্বত্র হরতাল বিরাজমান।

ভারতের মিশনারী মহিলা বিদ্যালয়

সাহায্যার্থে ইংলণ্ডে অর্থ সংগ্রহ

লণ্ডনের ১৬ই অক্টোবরের সংবাদে প্রকাশ, ভারতের ৪টী মিশনারী কলেজ এবং একটী স্কুলের কর্ত্তৃপক্ষের পক্ষ হইতে ৫০ হাজার পাউণ্ড সাহায্য-প্রার্থনা করিয়া একটী আবেদন-পত্র প্রচার করা হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে ম্যান্সন হাউসে লর্ডমেয়রের সভাপতিত্বে আহূত এক সভায় এক হাজার পাউণ্ড অর্থ সংগৃহীত হইয়াছে।

মিসেস রামরাও তাঁহার বক্তৃতায় বলেন,—ভারতে মহিলা-শিক্ষার প্রসার বৃদ্ধি পাইতেছে। ক্রমেই অধিক সংখ্যক মহিলা শিক্ষা গ্রহণের জন্য অগ্রসর হইতেছেন। এই অবস্থায় সরকারী কলেজ দ্বারা সকল অভাব মিটিতেছে না। আরও মহিলা কলেজের প্রয়োজন। ব্যক্তিবিশেষের দান হইতে প্রতিষ্ঠিত কলেজ না হইলে সকল অভাব দূর হইবে না।

বিলাতের বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষয়িত্রী সঙ্ঘের প্রতিনিধিরূপে ডাঃ ব্রুক বলেন—ভারতীয় স্ত্রী-শিক্ষা আন্দোলনের সাহায্য কল্পে তাঁহারা সামান্য ১৪৮১ পাউণ্ড অর্থ সংগ্রহ করিয়াছেন।

সভাকে ধন্যবাদ দিতে উঠিয়া লর্ড সাইমন বলেন,—ভারতবর্ষ ক্রমেই উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে। আমাদের সাহায্য সহানুভূতি পাইলে তাহার উন্নতি আরও শীঘ্র সাধিত হইবে।

সভায় যে অর্থ সংগৃহীত হইয়াছে তাহার মধ্যে হডল ক্যাটো কোম্পানীর ৫০০ পাউণ্ড, লর্ড হালিসের ১৫০ পাউণ্ড এবং সস্ত্রীক স্যারজন সাইমনের প্রদত্ত পাঁচ পাউণ্ড আছে।

জেনেভায় নৌ কনফারেন্স

১০ই অক্টোবর ত্রয়োদশ আন্তর্জাতিক শ্রমিক কনফারেন্সের নৌ সংক্রান্ত অধিবেশন আরম্ভ হয়। মালিকগণের পক্ষ হইতে উক্ত অধিবেশনে যোগদানে অক্ষমতা জ্ঞাপন করিয়া এক প্রস্তাব উপস্থাপিত হইয়াছিল, কিন্তু তাহা ৬৪-২৪ ভোটে অগ্রাহ্য হয়।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

৪ঠা কার্ত্তিক সোমবার—১৩৩৬

সৎ প্রসঙ্গ

"আমরা ব্রাহ্মণ কুলে উদ্ভূত হইয়াছি, সদাচারীই হই বা কদাচারীই হই আমরা ব্রাহ্মণ। আমাদের সন্তানগণ গোপনে বা প্রকাশ্যে অত্যাচার করিলেও সমাজে উচ্চ আসন পাইবার যোগ্য। চণ্ডাল কুলোদ্ভূত ব্যক্তি ব্রাহ্মণোচিত গুণসম্পন্ন এবং সদাচারী হইলেও আমরা তাহাকে স্পর্শ করিব না, তাহার স্পৃষ্ট জল গ্রহণ করিব না, তাহাকে নীচ জানিয়া সর্ব্বপ্রকারে তাহার সঙ্গ পরিত্যাগ করিব"—ইহাই হইল প্রাচীন কুলের অভিমত।

আধুনিক নব্য শিক্ষিতাভিমানী তরুণ সম্প্রদায়ের অভিমত অন্য প্রকার। তাঁহারা বলেন—আমরা শাস্ত্রীয় আদেশ পালন করিতে গিয়া 'পেনী ওয়াইজ্ পাউণ্ড ফুলিশ' হওয়ায় ক্রান্তি কাহনে কাণা হইয়া যাইতেছি। আমরা উচ্চবংশ জাত এই অভিমানের বশবর্ত্তী হইয়া অন্য জাতির প্রতি বিদ্বেষ-ভাব পোষণ করিতেছি, ফলে তাহারা অন্য বিদেশীয় জাতির আশ্রয় লইতে বাধ্য হইতেছে, আমাদের হিন্দুদের সংখ্যা দিন দিন হ্রাস হইয়া যাইতেছে, আমরা হীনবল হইয়া যাইতেছি, আমাদের মধ্যে ভ্রাতৃভাব সংস্থাপন হইবার পরিবর্ত্তে পরস্পরের মধ্যে বিদ্বেষানল দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিতেছে। হিন্দু ব্যতীত অন্য জাতির মধ্যে এইরূপ বর্ণ বিদ্বেষ নাই বলিয়া তাহারা এত উন্নত। আমাদিগকে ঐ সকল জাতির অনুকরণে জাতিভেদ প্রথা রহিত করিয়া সমাজের ও দেশের প্রকৃত মঙ্গল বিধান করিতে হইবে।

আমাদের মধ্যে এই প্রকার বিবাদ আজ নূতন নহে, বহুকাল হইতে চলিতেছে। ব্রাহ্মণগণ বেদ অধ্যয়ন পরিত্যাগ করিয়া যখন যথেচ্ছাচারী হইয়া পড়িলেন তখন হইতেই এই বিবাদের সূত্রপাত হইয়াছে, তাহা না হইলে শাস্ত্রে ঐ সকল বিষয়ের সুষ্ঠু বিচার থাকা সত্ত্বেও মাদৃশ পাণ্ডিত্যাভিমানী ব্যক্তি পুনঃ পুনঃ মোহিত হবেন কেন? শাস্ত্রের নিরপেক্ষ বিচার—জীব মাত্রেই ব্রহ্মার সন্তান বলিয়া তাঁহারা সকলেই ব্রাহ্মণ, গুণ ও কর্ম্মের দ্বারা কেহ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র ও অন্ত্যজ বলিয়া পরিচিত হ'ন। সৃষ্টির প্রারম্ভে 'হংস' নামে একটী মাত্র জাতি ছিল। ত্রেতায় ধর্ম্মের একপাদ হ্রাস হওয়ায় অনেকের মধ্যে পাপ প্রবৃত্তি দেখা দিল। তখন গুণ, কর্ম্ম ও স্বভাবানুসারে চারিটী বর্ণ ও অবস্থানুসারে চারিটী আশ্রমের ব্যবস্থা হইল। তৎকালে নীচ-কুলোদ্ভূত ব্যক্তি ব্রাহ্মণোচিত গুণসম্পন্ন হইলে সমাজে উচ্চ সম্মান পাইতেন এবং 'ব্রাহ্মণ' সংজ্ঞা লাভ করিতেন—ইহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত মহাভারতাদি শাস্ত্রে দৃষ্ট হয়। আবার উচ্চবংশ-সম্ভূত ব্যক্তি অসদাচারী হইলে সমাজ হইতে বহিষ্কৃত হইতেন, এবং নীচ শূদ্র বলিয়া অভিহিত হইতেন শাস্ত্রে এরূপ দৃষ্টান্তের ও অভাব নাই। এই প্রকার বিশুদ্ধ বর্ণ ও আশ্রম ধর্ম্ম যতদিন সমাজে চলিতেছিল তত কাল পরস্পরের মধ্যে কোনরূপ হিংসাদ্বেষ ছিল না; পরস্পরের মধ্যে ভ্রাতৃভাব পুরই ছিল ইহাও প্রাচীন ইতিহাস আলোচনা করিলে বেশ বুঝা যায়। যখন বর্ণ ও আশ্রম ধর্ম্ম বিপর্য্যস্ত হইল, যখন এক জাতি উচ্চবংশজাত অভিমান করিয়া অন্য জাতির উপর আধিপত্য বিস্তার করিতে আরম্ভ করিল তখন হইতেই বাদ-বিসংবাদ, হিংসাদ্বেষ দেখা দিল, পরস্পরের প্রতি ভ্রাতৃভাব ক্রমশঃ দূর হইতে লাগিল। স্বদেশহিতৈষিগণ যদি বিদেশীয় ভাবে অনুপ্রাণিত না হইয়া বিশুদ্ধ বর্ণ ও আশ্রম ধর্ম্মের পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিবার চেষ্টা করেন, বর্ত্তমান বর্ণ ও আশ্রম ধর্ম্মে যে মল প্রবিষ্ট হইয়াছে তাহার দূরীকরণে বদ্ধ পরিকর হ'ন তাহা হইলেই ভারতবাসীর ভাগ্যে সৌভাগ্য সূর্য্য পুনরায় উদয় হইতে পারে; এতদ্ভিন্ন আর অন্য কোন উপায় নাই।

ভগবান্ গৌরসুন্দর আমাদের দেশে অবতীর্ণ হইয়া যে প্রেমধর্ম্ম, বিশুদ্ধ চেতনের ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন তাহাতে চির ঐক্যতান বর্ত্তমান। তিনি হিন্দু মুসলমানে ভেদ বুদ্ধি করেন নাই পরন্তু সকলকে সমভাবে আলিঙ্গন করিয়া প্রীতি ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। তাঁহার বিচারে যাবতীয় শাস্ত্র-বিবাদ প্রশমিত হইয়াছে। শাস্ত্র বিচারের পূর্ণতা একমাত্র তাঁহার প্রচারিত ধর্ম্মেই দেখা যায়। তিনি সর্ব্ব জীবের দ্বারে দ্বারে গিয়া বলিয়াছেন—

নীচ জাতি নহে কৃষ্ণ ভজনে অযোগ্য।
সৎকুল বিপ্র নহে ভজনের যোগ্য॥
যেই ভজে সেই বড় অভক্ত হীন ছার
কৃষ্ণ ভজনে নাহি জাতি কুলাদি বিচার॥

শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই বাক্যের প্রতিধ্বনি করিয়া মহাত্মা তুলসী দাস বলিয়াছেন—

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র সব কোই করত বিচার
তুলসী কহে হরি না ভজে চারো চামার॥
চারি মিলকে হরি ভজে ভগব একাদা যাই

অষ্ট ধাতু সে পরস্পরাগা ওরে এক
. . . মূল সে নিকাই

হে স্বদেশ হিতৈষী ভ্রাতৃগণ! আপনারা যদি সত্য সত্যই দেশের ও দশের হিত সাধন করিতে ব্যস্ত হইয়া থাকেন তাহা হইলে আপনারা একবার চৈতন্য-প্রচারিত ধর্ম্মের অনুশীলন করুন, দেখিবেন তাহাতেই একমাত্র স্বদেশ-প্রেম, বিশ্ব-প্রেম ও চির-ঐক্যতান বর্ত্তমান

বর্ণ ও আশ্রম ধর্ম্ম দ্বিবিধ—দৈব এবং অদৈব। এই দুইটীর মধ্যে যে পার্থক্য আছে তাহা নিম্নলিখিত শ্লোকটী বিচার করিলে বেশ বুঝা যাইবে—

অর্চ্চ্যে বিষ্ণৌ শিলাধীর্গুরুষু নরমতি-
বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি-
র্বিষ্ণোর্বা বৈষ্ণবানাং কলিমলমথনে
পাদতীর্থেঽম্বুবুদ্ধিঃ
শ্রীবিষ্ণোর্নাম্নি মন্ত্রে সকলকলুষহে শব্দ-
সামান্যবুদ্ধি-
র্বিষ্ণৌ সর্ব্বেশ্বরেশে তদিতরসমধীর্যস্য বা
নারকী সঃ॥

বিষ্ণুর শ্রীমূর্ত্তি কোন ব্যক্তি বিশেষের নির্ম্মিত সুতরাং আমার জড়েন্দ্রিয়ের দৃশ্য বস্তু, গুরুদেব মাদৃশ জন্ম মরণ-শীল কর্ম্মফলবাধ্য জীবের অন্যতম, বৈষ্ণব তেলি মালি বা কলু প্রভৃতি ব্রাহ্মণেতর জাতির বা কদ্য-ব্রাহ্মণের অন্যতম, বিষ্ণু বা বৈষ্ণবের পাদ-তীর্থে সামান্য জল বুদ্ধি করিয়া স্পর্শদোষ বিচার, বিষ্ণুর নাম বা মন্ত্রকে জড়েন্দ্রিয় গ্রাহ্য সামান্য শব্দ বিশেষ এবং সর্ব্ব ঈশ্বরগণের ও ঈশ্বর বিষ্ণুকে অন্য দেবতার সহিত সাম্য জ্ঞান যাঁহারা করিয়া থাকেন তাঁহারা নারকী। দৈববর্ণাশ্রমে নারকীর ধর্ম্ম প্রবেশ করিতে না পারায় তাহাতে অবস্থিত, জীবগণ পরমানন্দ লাভ করিবার অধিকারী—জগতে দৈববর্ণাশ্রম ধর্ম্ম পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইবার একান্ত প্রয়োজন নতুবা কৃত্রিম ভাবে ঐক্যতান বা বিশ্বপ্রেমিকতা কখনই হইবে না।

আধুনিক শিক্ষিত তরুণ-সম্প্রদায় জানেন—সাবলিমিটী হইতে হাস্য জিনিষটী অতি দূরবর্ত্তী নহে, নকলের নাকাল চিরকালই আছে। সাবলাইম কথাটির অর্থ অদ্ভুত রস। আমরা খদ্দর পরিব, স্বদেশী জিনিষ ব্যবহার করিব কিন্তু আমাদের হৃদয় বিদেশীয় ভাবে পরিপূর্ণ তাহা লইয়া তাহার অনুকরণে আমরা দেশের উন্নতি সাধন করিব। আমরা বলি—অন্তর বাহ্য স্বদেশীয় ভাবে পূর্ণ হওয়া উচিত; আমরা আমাদের পূর্ব্বপুরুষদিগকে মূর্খ অশিক্ষিত বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়া তাঁহাদের প্রতিষ্ঠিত সুনিয়মে দোষ দেখাইব এবং বিদেশীয় আধুনিক জাতির নিকট শিক্ষা লাভ করিয়া তাহাদের ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া দেশের উন্নতি করিব—ইহা কখনই স্বদেশ-হিতৈষিতার লক্ষণ নহে বরং আমাদের পক্ষে বিশেষ লজ্জা-জনক।

রুশিয়ার নাইহিলিষ্ট সম্প্রদায়ে স্ত্রীলোকের সংখ্যা ও প্রভাব খুব বেশী, তাই বলিয়া আমাদিগকে ও তাহার অনুকরণ করিতে হইবে এরূপ বিচার কখনই প্রশংসনীয় বা আদরণীয় হইতে পারে না। আমাদের দেশে কুন্তী, অহল্যা, তারা প্রভৃতি স্ত্রীলোকগণ ভগবদুপাসনা-প্রভাবে বাস্তব স্বাধীনতা লাভ করিয়া চিরস্মরণীয়া হইয়াছেন। যজ্ঞপত্নীদিগের স্বাধীনতা সর্ব্ব শাস্ত্রে কীর্ত্তিত হইয়াছে। ব্রজগোপীগণের অপ্রাকৃত বাস্তব স্বাধীনতা লক্ষ্মীরও বাঞ্ছনীয়। আমরা যদি তাঁহাদের অনুগমনে বাস্তব স্বাধীনতা লাভ করিতে পারি তাহা হইলে আমরাও কৃতার্থ হইতে পারিব।

"শ্রীমন্মহাপ্রভু যখন ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন তৎকালে দীক্ষা গ্রহণের পর সূত্র ধারণের ব্যবস্থা ছিল না বলিয়াই মনে হয়, কেননা চৈতন্যচরিতামৃত, চৈতন্যভাগবত প্রভৃতি গ্রন্থে যে সকল শূদ্র-কুলোদ্ভূত বৈষ্ণবের নামোল্লেখ দেখা যায় তাঁহারা যে শূদ্র হইয়াও সূত্র ধারণ করিয়াছিলেন এরূপ পরিচয় কোথাও পাই না, গৌড়ীয় মঠে এই নূতন প্রথা দেখা গেল।" আজকাল কতকগুলি লোকের ধারণা এই প্রকার

চৈতন্যচরিতামৃত, চৈতন্যভাগবত রচিত হইবার বহু পূর্ব্বে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রকট লীলায় চৈতন্য আদেশে বৈষ্ণবদিগের বাহ্য আচার-গ্রন্থ হরিভক্তিবিলাস গ্রথিত হন—ইহা চরিতামৃতের পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন। উক্ত গ্রন্থ-সম্মত আচরণ যে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অভিমত তদ্বিষয়ে সন্দেহের কোন কারণ দেখা যায় না। চৈতন্যচরণাশ্রিত ভক্তমাত্রেই হরিভক্তিবিলাসানুসারে দীক্ষাদি দান ও গ্রহণ করিয়া থাকেন। গৌড়ীয় মঠ কোন প্রকার কল্পিত মতের অনুসরণ করেন না বা করিবার পরামর্শ দেন না, যাঁহারা চৈতন্যচরণাশ্রিত বলিয়া পরিচয় দিয়া স্বার্থমতের বহুমানন করেন তাঁহাদের চৈতন্যানুগত্য কতটুকু সত্য ইহা সুধী সরল ব্যক্তি মাত্রেই বুঝিতে পারেন। পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষার অব্যবহিত পরেই লব্ধদীক্ষ ব্যক্তিকে উপনয়ন সংস্কারে সংস্কৃত করিবার বিধি হরিভক্তিবিলাসে সুস্পষ্ট রহিয়াছে। যাঁহারা হরিভক্তিবিলাস ছাড়িয়া অন্য বিধির আদর করিতে যাইবেন তাঁহারা অবশ্য বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি-জনিত অপরাধ বশতঃ লক্ষ নাম গ্রহণ করিয়াও চৈতন্য কৃপা লাভে বঞ্চিত হইবেন ইহাই আমাদের বিশ্বাস।

ঢাকা প্রসঙ্গ

[illegible] ধর্ম্মের গ্লানি উপস্থিত হয় এবং অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হয়, তখন তখন স্বয়ং-প্রণেতা, দায়িত্বকারী শ্রীভগবান্ ধর্ম্ম-প্রচারের জন্য ধরাতলে অবতীর্ণ হন। কখনও বা [illegible] পার্ষদগণকে পাষণ্ড-দলনের জন্য প্রেরণ করেন। শ্রীভগবানের নিত্যলীলায় নিমগ্ন লীলাময়ের বিশ্ব-মঙ্গলোদ্ধার লীলাও নিত্য।

সর্ব্বারাধ্য শ্রীভগবানের আচার্য্যলীলা চমৎকারময়ী; দয়াময়ের মহামহাবদান্যতা এই আচার্য্যলীলায় প্রকাশিত। সেব্যগ্রহ যখন সেবক-শ্রেষ্ঠ হন। সেবা-কার্য্যে নিত্য-সেবকগণকে নিজ সেবায় নিযুক্ত করিবার জন্য নিজে আচরণ করিয়া প্রচার করেন তখন সেই গুপ্তলীলাটী আচার্য্যানুগ-গণের নিকট যে কি এক অভাবনীয় অভাব মিটাইয়া ভাবনাতীত ভাবনা রাজ্যে প্রবেশের সুযোগ দেয় তাহা ভাবনার বিষয় হইয়াছে তাঁহাদের, যাঁহারা শ্রীগুরু-দাসগণের শ্রীচরণে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন।

এ জগতে আমরা যে সকল আচার-বিহীন আচার্য্যের আচরণ দর্শন করি, এবং সেই অনাচারী আচার্য্যের (?) চরণ-সেবায় নিযুক্ত হইয়াছেন চিরকাল অনাচারী থাকিবার জন্য যাহারা,—এরূপ দর্শনে তাঁহাদিগের পক্ষে আচার্য্য ও তদনুগত জন-গণের ধারণা ধারণাতীত। শ্রীভগবান অথবা তাঁহার অমিত শক্তির অভিন্ন প্রকাশ পতিতজনকে উদ্ধার করিতে পারেন। আর যে সকল পতিত জীব নিজের পাতিত্য-দোষ দূর না করিয়াই পতিতপাবন প্রভু সাজিতে যান, তাহারা পরোদ্ধার ত' দূরের কথা স্বয়ং ভারাক্রান্ত হইয়া প্রবলবেগে পতনের দিকে ধাবিত হয়।

শ্রীদামোদর ব্রত সমাগত। অজিত ভগবান কি ভাবে ভক্তের নিকট পরাজিত হইয়াছেন, নিরপেক্ষ ভগবান কি ভাবে ভক্ত-পাশে বদ্ধ হইয়াছেন তাহা দাম-নামী অভিন্ন শ্রীদামোদর শব্দে বিজ্ঞাপিত হন। সুতরাং ভগবান ভক্তি-কৃপায় সুলভ। ভক্তগণের পরিকরগণ একান্ত ভক্তানুগত্যে শ্রীদামোদর ব্রত পালন করিয়া শ্রীদামোদরের কৃপা লাভ করেন। ভক্ত-ও ত্যাগ নিত্যাবৃত্তি। তাহা কিছু সাময়িক লোক দেখানর জন্য নহে। সাময়িক [illegible]গুলি সাময়িক অনিত্য বস্তু। [illegible] সংস্কারক জীবগণের সংসারে [illegible] অনুষ্ঠেয় ব্রতগুলি বদ্ধানু-[illegible]। শ্রীদামোদর-ব্রত সেরূপ [illegible]। পরন্তু সম্যক [illegible] একান্ত যে

শ্রীদামোদর-ব্রত একমাত্র পালনীয়। কেন না শ্রীকৃষ্ণ-ব্রত-পরিপালনে কৃষ্ণদাস জীবের কৃষ্ণবিমুখতা অপসারিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ-রতি বর্দ্ধিতা হন, আর উত্তরব্রত-পরিপালনে ইতর-ভোগ পিপাসা বর্দ্ধিতা হয়।

ভক্তি-প্রাণ অধর্ম্ম-প্রভাব কলিকালে ধর্ম্মালোচনা নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আবার যদি কোথাও বা ধর্ম্মালোচনা দেখিতে পাওয়া যায় সেখানেও সেই আলোচনা কিছু নিত্য ধর্ম্ম উদ্বোধনের জন্য [illegible] তাহার প্রমাণ এই যে যাহারা আলোচনা করেন এবং যাঁহারা সেই আলোচনাকারিগণের আচার্য্যপদে বরিত হন, তাঁহাদিগের উভয় শ্রেণীর কার্য্যেই কিছুই দেখা যায় না।

আমরা বহুদিন হইতে ঢাকায় শ্রীদামোদর ব্রত পালনের বিশেষ আয়োজনের কথা লোকমুখে শুনিয়া আসিতেছিলাম। দূর হইতে যেমন অধুনা তীর্থ স্থান সমূহের মাহাত্ম্য শুনা যায় কিন্তু বুদ্ধিমান দর্শনপ্রার্থী যদি সুযোগক্রমে সেই স্থানে উপস্থিত হন, তবে দাম্ভিকতাময় অভিনয়কারী লোকগণের আচার ব্যবহার-দর্শনে তাঁহার কিছু চিত্ত বিষণ্ণ হয়। আমরা সেই রূপ ঢাকায় আসিয়া দেখিলাম শ্রীদামোদর ব্রতকালে আচার্য্য নাম-ধারী জনগণ জগদ্বিগ্রহ শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করিয়া বৎসরের অবশিষ্ট কালের সংসারযাত্রার সংস্থান করিয়া লন। অনেক পাঠক আবার স্ত্রীপুত্রাদি সহ আগমন করিয়া প্রণামীর পরিমাণটা বেশী করিয়া লন। বৎসরের অন্য সময় যাহারা আহ্নিকের অভাবে নিত্যানিত্য নিত্যসাধ্য ভগবদ্ কলেবর ভাগবতকে বাঁধিয়া রাখেন, এই সময় তাহারা অনেকেকে কেহবা প্রত্যহ ৩।৪ বাটীতে, আবার কেহ বা ৫।৬ বাটীতে কঠোর পরিশ্রম করিয়া কষ্টলব্ধ অর্থকে সঞ্চিত করিয়া লন। শ্রোতৃগণের মধ্যে ও অনেকেই দামোদর ব্রতারম্ভের পূর্ব্বে এবং ব্রতাবসানের পর প্রচার করিতে ত্রুটী করেন না। কেবল মাসব্যাপী সদাচারাদি পালনে মহাপ্রভু কথিত মর্কট বৈরাগ্যের অনুষ্ঠান করেন।

প্রকৃত আচার্য্যের প্রাণ জগজ্জীবের দুঃখে বিগলিত। জগজ্জীব স্বয়ং হইতে উদ্ধার না চাহিলেও জগদ্গুরু জোর করিয়া তাহাদিগকে জগন্মঙ্গল জনার্দ্দনের কথা জানাইয়া দেন। আচার্য্যের এই পরদুঃখদুঃখী স্বভাবটী, আচার্য্য রঘুনাথ, আচার্য্য সনাতনের বন্দনীয় জানাইয়াছেন। আচার্য্যদেব কিছু কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা-লোলুপ নহেন এবং সেই দোষ-দুষ্ট-চরিত্রদর্শী। শ্রীদামোদরব্রতের সেবাসুষমা ঢাকা দেখিয়া তদুন্মোচন কল্পে শ্রীচৈতন্য-সরস্বতী প্রভুপাদ ঢাকায় শ্রীবিজয়ার দিনে বৈকুণ্ঠ বায়ুর অবতার

শ্রীভক্তমদবতার শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের দণ্ড-বিজয় বিঘোষিত করিয়া শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠ স্থাপন করিয়াছেন। আচার্য্যের এই অভক্তকেন্দ্র স্থাপন কুণ্ঠরাজ্যে বৈকুণ্ঠ আনয়ন। ত্রিগুণময়জগতে শ্রীভগবন্নিকেতনই নির্গুণ।

অকস্মাৎ

"কি হ'য়েছে মশায়"—বলিয়া কতক-গুলি লোক তাড়াতাড়ি বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িল।

পূজার বন্ধে সকলেই বাড়ী চলিতেছেন। মাদারিপুরের লাইনের ষ্টীমারে যে যেখানে পারিয়াছেন নিজের সুবিধামত স্থান ঠিক করিয়া লইয়া বসিয়াছেন। সন্ধ্যার পরে যাহার যাহা দরকার তাহা খাইয়া নিজের নিজের বিছানা বিছাইয়া নিদ্রাদেবীর সঙ্গে সকলেই বাহ্যজ্ঞান শূন্য। সকলেই আত্মহারা,—কে কাহার সন্ধান লয়? নিদ্রাদেবীকে জীব-মোহন কার্য্যে পারদর্শিনী দেখিয়া প্রকৃতি দেবী নিজের প্রভাব না দেখাইয়া থাকিতে পারিলেন না। এক স্থানে দুই জন মোহিনী থাকিলে মোহিনীমুগ্ধ জীবকুলের দুর্গতির সীমা থাকে না। রাজায় রাজায় বিবাদ বাধিলে যেখানে প্রজারা যেমন বিপন্ন হয়, অদ্য প্রকৃতি দেবীর ও নিদ্রাদেবীর বিবাদে বিপন্ন-জনগণের অবস্থাটী চিন্তনীয়।

যুদ্ধ চলিয়াছে। উভয়েই নিজ নিজ বিক্রম বিকাশে বিমুখ না হইয়া সংগ্রামশালিনী। অবশেষে প্রকৃতি দেবীরই জয় হইল। কেন না, নিদ্রাদেবীর যে তিনী শক্তি অপেক্ষা মায়াবীদগে ও মোহনকারিণী প্রকৃতি দেবীর মোহিনী শক্তি বেশী। নিদ্রা দেবী গাঢ়শ্রান্ত জীবকুলকে দিবারাত্রির কয়েক ঘণ্টা কাল মাত্র মুগ্ধ করিয়া রাখেন; আর প্রকৃতি দেবী অনাদি কাল হইতেই আজ, নিজ যোগ্য শক্তি ভগবৎপ্রকৃতি জীবগণকে এমনভাবে ভুলাইয়াছেন যে, জীবগণ নিজের নিজের স্বরূপের স্মৃতিটুকু রাখিতে পারে নাই। আনবস্তু বিরূপকে স্বরূপ জ্ঞান করিয়া, বিরূপের সুখকেই আত্ম সুখ-জ্ঞানে পদে পদে অসহ্য-যন্ত্রণা-দায়ক দুঃখকে সুখ বলি। ছুটা ছুটী করিতেছে। জীবপ্রকৃতি আজ শ্রীভগবানকে তাঁহার নিজ পতি না জানিয়া ভগবানের বহিরঙ্গা প্রকৃতি মায়া প্রকৃতি-পতি সাজিয়া বসিয়াছে

ব্যাপারটা বেশী কিছু নয়; রাত্রিতে হঠাৎ বর্ষা নামিয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে পবন দেব ও প্রবাহিত। সুতরাং বর্ষার হাত হইতে যাত্রিগণকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত ষ্টীমার কোম্পানির কর্তৃপক্ষগণের সমস্ত ব্যবস্থাকে অব্যবস্থায় পরিণত করিয়া ষ্টীমারের ভিতরেই জল আসিতে লাগিল। ঘুমন্ত লোকের গায়ে জল লাগিয়াছে; কাহারও বা ঘুমের পরিমাণ কুম্ভকর্ণের সম্পর্কে বেশী থাকায় এমনকি সমস্ত অঙ্গই ভিজিয়া গিয়াছে। এইরূপে বারিসিক্ত কলেবরে সকলেই উঠিয়া পড়িয়াছে। তখন প্রত্যেকে তাড়াতাড়ি করিয়া সামলাইয়া লইলেন। নিদ্রিত জীবগণের নিদ্রাভঙ্গ করাইয়া, জীব-প্রভু "বিপদি মধুসূদনম্"—স্মরণ করাইবার সুযোগ প্রদান করিলেও আসুর প্রকৃতি লোক সকল উত্তমঃশ্লোকের সর্ব্বোত্তমতা দর্শনে বঞ্চিত হইল এমন সময় একজন সাধু বলিলেন—ভগবান দয়াময়। আমরা বহু অভাবগ্রস্ত জীব। যে অভাবে পীড়িত, সেই অভাব মিটিলেই তখন ভগবানকে দয়াময় বলি। কিন্তু দয়াময়ের দয়া—আমাদিগের সর্ব্বাভাববিদূরকারিণী স্বভাবে-দয়া দান। এ সংসারে বিপদ বলিয়া, অকস্মাৎ বলিয়া যাহা আছে সেগুলি আমা-দিগকে সম্পদদানে নিত্য কালেরই সন্ধান দাতা। জলে নামিলে কাপড় ভিজিবার যে প্রকার অসম্ভব নহে সেই প্রকার ত্রিতাপপূর্ণ সংসারে সুখেচ্ছু-জনগণের নিকট আকস্মিক বিপদ বিপদাগমনও অসম্ভব নহে।

ব'সে কেন ?

(শ্রীপাদ বিলাস-বিগ্রহ দাসাধিকারী)

একদিন অবসর পাইয়া চিন্তাহরণ বাবু সুমতি বাবুর বাটীতে পৌঁছিয়া সুমতি বাবুকে চিন্তান্বিত দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, সুমতি আজ এ ভাবে ব'সে কেন? সুমতিবাবু উত্তরে কহিলেন, ভাবছি। চিন্তা হরণ বাবু আদর করিয়া বলিলেন, কি ভাবছ ভাই সুমতি? সুমতি বাবু হতাশ ভাবে কহিলেন, ভাবছি আমার মাথা আর মুণ্ড। আমি যে দিকে যাই সেই দিকই শূন্য দেখি, যে জিনিষটা ধরব ব'লে মনে করি সেই জিনিষটাই কেমন যেন কখন বা হাত পিছলে পালিয়ে যায় আবার কখন বা হাতে থাকলেও গন্ধরাজ পোকা ধরার মত হাতটাকে পর্য্যন্ত বদগন্ধে নষ্ট ক'রে দেয়। তুমি ত' জান ভাই, কত কষ্ট ক'রে লেখা পড়া শিখে পয়সা উপায় ক'রে এই বিপুল ধন-সম্পত্তি ক'রেছি। একদিন যখন সুখী হ'ব মনে করছিলাম তখন হঠাৎ গৃহিণী আমার একদিনের জ্বরে সোণার কোমলকে আমার কোলে ফেলে আমাকে ত্যাগ করে স্বধামে চ'লে গেলেন, আমি হতভাগা পড়ে রলেম এই আশা মরীচিকার সংসারের জ্বালা যন্ত্রণা সহ্য কোর্ত্তে। যা' হোক অদ্য যে সব জ্বালা যন্ত্রণা তাহা ঐ

ছেলেটির মুখ তাকিয়ে সহ্য করছিলাম। জানত' ভাই পুরুষ মানুষ হ'য়ে ছ'মাসের শিশুকে কি কষ্টেই না মানুষ ক'রেছি। ছেলেটার লেখা পড়ার কৃতবিদ্যতা দেখে সে সব আমি সার্থক মনে করছিলাম। ছেলেটা যে দিন বিলাত যায় সে দিন কত না আশা ভরসা, কত না উৎসাহ, তোমরা পর্য্যন্ত কত না আনন্দিত হ'য়ে তাহাকে আশীর্ব্বাদ করে পাঠালে, কিন্তু আজ বল দেখি কি অবস্থা—ছেলেটা কি না মেম নিয়ে দেশে ফিরলো। আমার মুখে, আমার বংশের মুখে একেবারে চূণ কালি দিলো! যা, হোক ভাই, সে সব অনেক দুঃখের কথা মরুক গে যাক, যে যেমন কাজ ক'রবে সে তেমন ফল ভোগ ক'রবে কএকদিন আগে একূপ সাত পাঁচ ভেবে একদিন কলেজ স্কোয়ারে বেড়িয়ে বেড়াচ্ছি এমন সময় গৌড়ীয় মঠের একজন ব্রহ্মচারীর সহিত দেখা হ'লো এবং তাঁহার সহিত কিছু আলাপ ক'রে পরম প্রীত হ'লেম এবং বুঝলাম একমাত্র ভগবানই আমাদের আপন আর এ দুনিয়ায় কেহই কারো নয়। স্ত্রী পুত্র আত্মীয় স্বজন সকলেই আমাদের ঘাড়ে চাপিয়া নিজেদের সুখে ব্যস্ত। কার্য্যোদ্ধার হ'লে কেহ বড় একটা সম্বন্ধ রাখাতে প্রস্তুত নয়। একমাত্র ভগবান শ্রীকৃষ্ণই আমাদের আপন! এইরূপ অন্যান্য কথার মধ্যে তিনি একটা কথা বল্লেন। কথাটা এই "কৃষ্ণভক্তি-জন্মমূল হয় সাধুসঙ্গ" এই কথাটী শুনে তাঁহার অনুরোধে আজ কয় দিন ধরে গৌড়ীয় মঠে যাওয়া আসা করছিলাম কিন্তু তাতেও ত' বিশেষ কিছু সুবিধা বুঝছি না। যখন শুনি তখন মন্দ থাকি না, তারপর আবার যা' তাই। তাই ব'সে ব'সে ভাবছি, বাস্তবিকই কি এ জগতে শান্তি পাবার কোন বস্তু নাই?

চিন্তাহরণ বাবু—তুমি কি বলছ ভাই সুমতি—বাস্তবিকই কি তুমি গৌড়ীয়মঠে গিয়েছিলে এবং শান্তির উপায় কি বুঝে উঠ্‌তে পার নি? আমি উঁহাদের আশ্রিত—আমি যে আজ তোমার ছেলেটার ঐ অবস্থা শুনে তোমাকে গৌড়ীয়মঠে নিয়ে যেতে এসেছি। তুমি যে কথা ব্রহ্মচারিজীর নিকট শুনেছ সে কথা খুব সত্য, কিন্তু সাধু-সঙ্গ বল্‌তে তুমি কি বুঝছ, বল দেখি?

সুমতি বাবু—কেন, সাধুসঙ্গ মানে সাধুর নিকট যাওয়া আসা করা এবং তিনি যা' বলেন তা' কাণে শুনা।

চিন্তাহরণ বাবু—না, কেবলমাত্র সাধুর নিকট যাওয়া আসা কর্‌লে ও শুনলে সাধুসঙ্গ হয় না। যদি আমরা গ্রহণ করবার মতলবে শুনতে যাই ও যাওয়া আসা করি, তা' হলে আমাদের যাওয়া আসার ও শোনার ভাবটা অন্য ভাব ধারণ করে এবং আমাদের উপরে ঐ যাওয়া আসা ও শোনাটা স্থায়িভাবে ক্রিয়া করে নচেৎ শুধু কেবল যাওয়া আসা সার হয়। দেখ ভাই সুমতি, সাধুর নিকট যেতে হ'লে আমাদের যে সমস্ত মদমত্ততা অর্থাৎ ধনমদ, কুলমদ, বিদ্যামদ ও জ্ঞানমদ আছে সেগুলিকে অন্ততঃ কিছুক্ষণের জন্য একটু দূরে ফেলে না গেলে সুবিধা হয় না, কারণ ঐ গুলিতে আমাদের হৃদয় পরিপূর্ণ থাকায় কোন নূতন ভাল বস্তু আর স্থান পায় না, সুতরাং আমরা যখন ঐ সমস্ত মদমত্ততা সঙ্গে ল'য়ে সাধুর নিকট যাই তখন আমাদের যাওয়াটা যাওয়াই হয় না। পরন্তু আমরা সাধুর কৃপাপ্রার্থী রূপে গমন না ক'রে সাধুর কৃপা দাতৃরূপে গমন করি, অতএব যখন যাওয়াটাই উল্টা ধরণের হয় তখন যাওয়ার ফলটা যে উল্টা ধরণের হবে তাহা আর আশ্চর্য্য কি? সাধুর নিকট যেতে হ'লে একটু দীন ভাবে শ্রদ্ধার সহিত যেতে হয়, কারণ যা' হ'তে চির শান্তি লাভ হবে তাঁহার ক্রম আছে। সেই ক্রম শাস্ত্রে এইরূপ বর্ণিত আছে—

আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গোঽথ ভজনক্রিয়া।
ততোঽনর্থনিবৃত্তিঃ স্যাত্ততো নিষ্ঠা রুচিস্ততঃ
অথাসক্তিস্ততো ভাবস্ততঃ প্রেমাভ্যুদঞ্চতি।
সাধকানাময়ং প্রেমঃ প্রাদুর্ভাবে ভবেৎ ক্রমঃ॥

অর্থাৎ প্রথম শ্রদ্ধা, পরে সাধুসঙ্গ পরে ভজন হইতে অনর্থ নিবৃত্তি। তদনন্তর নিষ্ঠা, রুচি ও আসক্তি, ক্রমে ভাব হয়, ভাব হইতে প্রেমের উদয় হয়, প্রেমের উদয় হইলে আমাদের ইতর বাসনা সমস্ত চিরতরে দূরীভূত হইয়া আমরা চির-শান্তি লাভে সক্ষম হই। এই সমস্ত জ্ঞান লাভ করিবার জন্য তত্ত্বদর্শী গুরুদেবের আশ্রয় গ্রহণ ক'রতে হয় এবং তাঁহার নিকট প্রণিপাত পূর্ব্বক অকৃত্রিম সেবার দ্বারা তাঁহাকে সন্তুষ্ট ক'রে তত্ত্ব বিষয়ক-প্রশ্ন জিজ্ঞাসা ক'রতে হয়। ইহা আমার কথা নয়। শ্রীভগবানের শ্রীমুখের উপদেশ যথা গীতায়:—

তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ॥

অতএব শোন ভাই সুমতি, তুমি যদি একটু নিষ্কপট হ'তে পার তা' হলে সাধুরা যে কত কৃপালু তা' সম্যক্ উপলব্ধি কোত্তে পারবে। তাই বলি চল ভাই সুমতি—তোমার নামের সার্থক কর—আজ তোমার সমস্ত কুমতি অর্থাৎ বিষয় বাসনা হেথায় ত্যাগ করে চিন্তা হরণের সহিত মঠে চল, দেখ্‌বে তোমার সমস্ত কুচিন্তা হরণ করে সাধুরা তোমাকে পরমানন্দের সন্ধান দিয়েছেন।

নগর সংকীর্ত্তন

ভক্তরাজ প্রহ্লাদ বলিয়াছেন, জপকর্ত্তা হইতে উচ্চ-সঙ্কীর্ত্তনকারী শতগুণে শ্রেষ্ঠ। কেন না যে ব্যক্তি মনে মনে শ্রীভগবানের নাম জপ করেন তিনি কেবল মাত্র আপনাকে পোষণ করেন, আর যিনি উচ্চৈঃস্বরে গোবিন্দ-কীর্ত্তন করেন তিনি বহুজীবকে কৃষ্ণনাম শ্রবণের সুযোগ প্রদান করেন। সাধারণ জগতে দেখা যায় যে নিতান্ত ক্ষুদ্র স্বার্থ বিশিষ্ট ব্যক্তি নিজেরই সুখ-স্বচ্ছন্দ লইয়া ব্যস্ত থাকেন, আর যিনি উদারচেতা তিনি সহস্র সহস্র ব্যক্তির সুখ-স্বচ্ছন্দের প্রতি উদাসীন থাকিতে পারেন না।

ইহ জগতে শরীর-ধারণের জন্য খাদ্য দ্রব্যাদি গ্রহণ করিতে হয় কিন্তু পরমার্থে পরমার্থ শ্রীভগবানের নামই আত্মার একমাত্র ভোজ্য।

জগতে প্রাণী মাত্রেরই জিহ্বা আছে, কিন্তু মনুষ্য ব্যতীত আর প্রাণীর জিহ্বা থাকিলেও তাহারা মর জগতে অবতীর্ণ অমরনাথের বৈকুণ্ঠ-নাম গ্রহণ করিতে অসমর্থ। অতএব যাহারা জিহ্বা পাইয়াও জিহ্বা দ্বারা হৃষীকেশের নামানু-কীর্ত্তন করিতে অসমর্থ, তাহাদিগের কর্ণে যাঁহারা উচ্চ-সঙ্কীর্ত্তনের দ্বারা মুক্তি-দাতা মুকুন্দের নাম প্রদান করেন, তাঁহারা যে কত বড় দাতা তাহা বদ্ধ-ধারণায় ধারণাতীত ব্যাপার। শাস্ত্রের এই নিগূঢ় মর্ম্মশাস্ত্র-ভারবাহিগণের ভারাপনোদন কল্পে ভাবগ্রাহী জনার্দ্দন ভক্তরাজ শ্রীল ঠাকুর হরিদাস উচ্চ-হরিকীর্ত্তনের আচার্য্যরূপে এই জগতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

অবতারসার শ্রীগৌরাবতার স্বয়ং কৃষ্ণাবতার। তাঁহার অনর্পিতচর প্রেমদানলীলা অদ্ভুত অশ্রুতপূর্ব্ব বিধি-মহেন্দ্রাদি-দেবশ্রেষ্ঠগণ, ঋষি শ্রেষ্ঠগণ, সিদ্ধ-গণ এবং পঞ্চতপঃরূপ ক্লেশ স্বীকারকারী যোগিগণ শতবৎসর ব্যাপী নিজ নিজ ভজন পথাবলম্বন করিয়া যে বস্তু লাভ করিতে পারেন নাই, অধিক কি, যাহার সন্ধান সত্যত্রেতাদ্বাপর-যুগবাসী পান নাই এহেন বেদগুহ্য স্বভজন-মুদ্রা স্বভাবসুলভ দয়াপরবশে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-দেব আচণ্ডালকে বিতরণ করিয়াছেন। নিজের ভজন অপরের নিকট বিতরণ শ্রীগৌরলীলাতেই হইয়াছে। শ্রীমন্মহাপ্রভুই সর্ব্বপ্রথমে নবদ্বীপ নগরবাসীকে নিজ নিজ ঘরে বসিয়া দশ পাঁচ মিলিয়া শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের আদেশ করিয়াছিলেন। পরবর্ত্তী কালে যখন নবদ্বীপ সহরে কাজি সেই কীর্ত্তন বিরোধী হইলেন, তখন কীর্ত্তননাথ সাঙ্গোপাঙ্গ সঙ্গে লইয়া কাজিদমন উদ্দেশে, সুবিরাট নগর-সঙ্কীর্ত্তন যজ্ঞের প্রথম অনুষ্ঠান করেন। তদবধি এই কলিযুগে কলিমলমথন কৃষ্ণকীর্ত্তনের প্রচার হইয়াছে।

সঙ্কীর্ত্তন শব্দে কায়মনোবাক্যে অথবা বহুলোক একত্রিত হইয়া কৃষ্ণ ভজনোদ্দেশ্যে উচ্চৈঃস্বরে কৃষ্ণকীর্ত্তন বুঝায়। কলেরা, প্লেগ উপলক্ষে কয়েক বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতায় যে বিরাট নগর সঙ্কীর্ত্তন হইয়াছিল তাহা কিছু কৃষ্ণ কীর্ত্তন নহে। সে কীর্ত্তন কলেরা বা প্লেগ থাকা কালে উক্ত রোগভীত সাময়িক ভাবের উত্তেজনা। আর ভক্তগণের ভক্তিভাব বিভাবিত হৃদয়ে কীর্ত্তন কৃষ্ণানন্দকারী এবং জগজ্জীবোদ্ধারকারী। সাংসারিক ক্লেশাদি দূর করিবার উদ্দেশ্যে ভগবন্নাম-কীর্ত্তন কপটতা মাত্র আর সংসারিক সুখ-দুঃখাদি নিজকর্ম্ম ফলে প্রাপ্য জানিয়া সন্তুষ্টচিত্তে সেই দুঃখ সহ্য করিতে করিতে কৃষ্ণ সেবাকারী হইয়া যে কৃষ্ণকীর্ত্তন তাহা জীবন্মুক্তদিগের নিষ্কপট কীর্ত্তন।

ঢাকা শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠ হইতে গতমহাষ্টমী দিবসে মহামায়ার মোহন-মাদিনী মায়াচ্ছন্ন জীবকুলকে মায়া পিশাচীর কোল হইতে জাগ্রত করিবার জন্য প্রাতঃকালে সঙ্কীর্ত্তন নগরে বাহির হইয়াছিল। সহরের প্রধান প্রধান রাস্তা দিয়া শ্রীগুরুগৌরাঙ্গৈক প্রাণ ভক্তগণ নিম্নলিখিত কীর্ত্তনটী কীর্ত্তন করিয়াছিলেন।

জীব জাগ, জীব জাগ, গোরাচাঁদ বলে।
কত নিদ্রা যাও মায়া পিশাচীর কোলে॥
ভজিব বলিয়া এসে সংসার ভিতরে।
ভুলিয়া রহিলে তুমি অবিদ্যার ভরে॥
তোমারে লইতে আমি হইনু অবতার।
আমি বিনা বন্ধু আর কে আছে তোমার॥
এনেছি ঔষধি মায়া নাশিবার লাগি।
হরিনাম মহামন্ত্র লও তুমি মাগি॥
(ভকতি বিনোদ-সেবক প্রভুর চরণে
পড়িয়া।
সেই হরিনাম মন্ত্র লইল মাগিয়া॥

শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠ

মহোৎসব-প্রসঙ্গ

পাঠকগণ অবগত আছেন, গত ২৭শে আশ্বিন, ১৩ই অক্টোবর রবিবার হইতে পূর্ব্ববঙ্গের রাজধানী ঢাকা নগরীস্থ শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠে বার্ষিক মহামহোৎসব আরম্ভ হইয়াছে। এতদুপলক্ষে তথায় প্রত্যহ উষায় মঙ্গল-নীরাজন ও অরুণোদয় কীর্ত্তন, পূর্ব্বাহ্নে নগরে শ্রীনামপ্রচার, অপরাহ্নে হরিকথা, সদাচার শিক্ষা ও ইষ্ট-গোষ্ঠী হইয়া থাকে। তদ্ব্যতীত মহোৎসব-ভারপ্রাপ্ত ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ তাঁহার স্বভাব-সুলভ ওজস্বিনী অথচ সুমধুর ও প্রাঞ্জল ভাষায় প্রাতে প্রাতে শ্রীমদ্ভাগবত এবং সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা ও কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। প্রত্যহ বহু সুকৃতি শালী ব্যক্তি স্বামিজীর পাঠ-শ্রবণানন্দে মগ্ন হইতেছেন।

আগামী ৬ই কার্ত্তিক ২৩শে অক্টোবর তথায় শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের অপ্রকট মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইবে। সর্ব্ব সাধারণের উপস্থিতি প্রার্থনীয়।

পর-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

সম্প্রতি পর বিদ্যাপীঠে নিম্নলিখিত শিক্ষণীয় বিষয়নিচয়ের অধ্যাপকের আসন-সমূহ সংস্থাপিত হইয়াছে—বিদ্যার্থিগণ আবেদন করুন।

১। **সাহিত্যাসন,** ২। **ঐতিহ্যাসন,**
৩। **সম্প্রদায়বৈভবাসন,** ৪। **ভক্তিশাস্ত্রাসন,**
৫। **তত্ত্বশাস্ত্রাসন,** ৬। **বেদান্তাসন,**
৭। **একায়নাসন।**

নন্দলাল রায় বি, এ, কাব্যতীর্থ, বিদ্যাসাগর,
সম্পাদক—**পরবিদ্যাপীঠ, শ্রীধাম মায়াপুর।**

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

শ্রীগৌড়ীয়প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৪০৲ চল্লিশ টাকা।

২৭২৪ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে, সপ্তচত্বারিংশ খণ্ডে সূচী ছাপা হইতেছে।

৪৬শ খণ্ড গ্রন্থ নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে ১৫।৴০ সাধারণ পক্ষে ২০৸৵০। প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৵০, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ।৴০।

দশম স্কন্ধ ছাপা হইতেছে। দশম স্কন্ধের ভিক্ষা ১২৲, অগ্রিম সাধারণের পক্ষে ৮৲।

৫০ অধ্যায়পর্য্যন্ত নবম সংখ্যা ছাপা হইয়াছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

"শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত"

সম্পূর্ণ ছাপা শেষ হইয়াছে

আদি, মধ্য, ও অন্ত্যলীলা এবং সূচী ছাপা হইয়া সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছেন। যাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্ব্বের ১০৲ টাকা ভিক্ষার তৃতীয় সংস্করণ ৪৲ টাকায় না পাইয়া অপূর্ব্ব সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের কৃপাই উহার ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছেন। সেই ১০৲ টাকার এইপবিরাট্ গ্রন্থ নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা পূর্ণ না হওয়া পর্য্যন্ত ৫৲ টাকা ভিক্ষায় দেওয়া হইবে। গ্রাহকগণ সত্বর হউন পরে আর এ সুযোগ দেওয়া হইবে না।

শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাস আদিকবি

শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীচৈতন্যভাগবত

আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র গ্রন্থ ৮৲ স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲

নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪॥০ টাকা

শ্রীচৈতন্য মঠের যাবতীয় গ্রন্থ

কার্য্যাধ্যক্ষ, গ্রন্থ-বিভাগ, শ্রীচৈতন্য মঠ
পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

—অথবা—

শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা
ঠিকানায় পাওয়া যাইবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—ডাকে লইলে শ্রীচৈতন্য মঠের ঠিকানায় লিখিবেন।

উড়িয়া ভাষায় প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

যে সব উৎকলবাসী ভক্তগণ বাংলা পড়িতে জানেন না, তাঁহাদের শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর প্রচারিত পরম উপাদেয় ভক্তি-কথা জানিবার সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে উড়িয়া-ভাষায় নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হইয়াছে। বাংলা গ্রন্থের তুলনায় উড়িয়া গ্রন্থগুলির ভিক্ষাও অপেক্ষাকৃত অল্প।

গ্রন্থের নাম	ভিক্ষা
শ্রীহরিনাম চিন্তামণি, প্রতিখণ্ড	।০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	১৲
সাধন পথ (শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টক) প্রতিখণ্ড	।০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	॥০
কল্যাণ কল্পতরু প্রতিখণ্ড	৵০
একত্রে ৩খণ্ড লইলে	।০
গীতাবলী প্রতিখণ্ড	⁄১০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৵১৫
শরণাগতি—প্রতিখণ্ড	⁄০
একত্রে ৩খণ্ড লইলে	৵৫

প্রাপ্তিস্থান { **শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ, কটক** এবং **শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, পুরী**

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিম্নলিখিত মঠসমূহে প্রাপ্তব্যঃ—

১। শ্রীচৈতন্য মঠ,—পোঃ, শ্রীধামমায়াপুর, (নদীয়া)।
২। শ্রীগোরগদাধর মঠ,—চাঁপাহাটি, সমুদ্রগড় পোঃ, (বর্দ্ধমান)।
৩। শ্রীভাগবত আসন,—ভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৪। শ্রীগৌড়ীয় মঠ,—১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড্, কলিকাতা।
৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ,—গোবর্দ্ধন(?) পুরী,
৬। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ,—উড়িয়া বাজার, কটক।
৭। শ্রীভাগবত মঠ,—চিরালিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।
৮। শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ,—৮নং অগস্ত্যকুণ্ডা(?)পুরা, কাশী, ইউ, পি।
৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,—ছাপাগলি, বৃন্দাবন, মথুরা, ইউ, পি।
১০। শ্রীপরমহংস মঠ—নৈমিষার পোঃ, সীতাপুর, ইউ পি।
১১। শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ,—কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল, পাঞ্জাব।
১২। শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠ,— ৯নং নবাবপুর রোড্, ঢাকা।
১৩। শ্রীগদাইগৌরাঙ্গ মঠ,—বালিয়াটি, ঢাকা।
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম,—আমলাজোড়া, রাজবাঁধ পোঃ, বর্দ্ধমান।
১৫। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ,—ডুমুরকোন্দা, চিরকুণ্ডা পোঃ, মানভূম।
১৬। শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয় মঠ,— আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী, উড়িষ্যা।

এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণের নিকটও নদীয়া-প্রকাশ প্রাপ্তব্য।

১। শ্রীযুক্ত জনার্দ্দন ঘোষ—বসু লজ ক্লে রোড, খুলনা।
২। শ্রীযুক্ত রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিরত্ন—দেওয়ানগঞ্জ, হলদিবাড়ী কুচবিহার।
৩। শ্রীযুক্ত রামরঞ্জন রায়—৭৬।২নং শ্রীগোপাল মল্লিক লেন, কলিকাতা।
৪। শ্রীযুক্ত অমূল্যকুমার সরকার এম, ডি, ও, ফৈজাবাদ।
৫। মিঃ এন্ ডি, মুখার্জ্জি—এম, এস, ওয়াকার্স মিল, কানপুর।
৬। শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী জ্যোতির্ভূষণ—স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া।
৭ শ্রীরাসবিহারী দাস অধিকারী, নবদ্বীপ।
৮। শ্রীবিরাজমোহন দে—মনমোহন প্রেস, নবাবপুর, ঢাকা।
৯। শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ গড়গড়ি ঘোড়াচাপা, ২৪ পরগণা।

অন্যথা না ভজে কৃষ্ণ, তুষ্ট সঙ্গ করে। পুন সেইমত মায়া পাপে ডুবি মরে।

শ্রীচৈতন্যমঠের গ্রন্থাবলী

শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুর বিরচিত

ভক্তি-গ্রন্থাবলী।

উৎকৃষ্ট কাপড়ে বিলাতী ধরণে বাঁধাই

স্বর্ণালঙ্কৃত। চতুর্থ সংস্করণ। বিস্তৃতবিষয়সূচীসহ

জৈবধর্ম্ম

বাঁধাই ২৲ দুই টাকা

প্রকাশিত হইয়াছে

সনাতন ধর্মশাস্ত্র বেদ, বেদান্ত, উপনিষৎ গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত, পুরাণ, তন্ত্রাদি সকল গ্রন্থ পাঠ করিবার অবসর অতি অল্প মানবের ঘটিয়া থাকে। অনেকের যোগ্যতা না থাকায় সেই সমস্ত গ্রন্থের মর্ম্ম অবগত হইতে পারেন না। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বাঙ্গালীর এই অসুবিধা দূরীভূত করিবার জন্য এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

বিদ্যালয়ের ছাত্র বা শিক্ষকগণের বিশেষ পাঠ্য, এই হেতু শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টার বাহাদুর উহা সমস্ত বিদ্যালয়ের জন্য অনুমোদন করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

প্রথম খণ্ড ভিক্ষা—১৲ একটাকা

যুক্তিপূর্ণ শাস্ত্রবাক্য দ্বারা প্রত্যেক মানবের নিত্য কর্ত্তব্য ও অনিত্য সাময়িক কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। গ্রন্থের প্রতি উক্তি সনাতন শাস্ত্রবাক্য দ্বারা সমর্থিত ও প্রমাণিত হইয়াছে। দেহের, মনের ও আত্মার ধর্ম্ম কি? স্বদেশ, সমাজ, নীতি, ধর্ম্ম কি? ইত্যাদি বিষয় ক্রমানুসারে এমন সুন্দরভাবে যুক্তিসহকারে আলোচিত হইয়াছে যে, প্রথম পংক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত পাঠ না করিয়া নিবৃত্ত হওয়া যায় না।

নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ভিক্ষা ৶০

ঐ প্রমাণ খণ্ড ভিক্ষা ৶০

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিহার ও লীলাভূমি নয়টী দ্বীপসমষ্টি। এই নয় দ্বীপের প্রাচীন বিবরণ—প্রত্যেক দ্বীপে শ্রীমহাপ্রভুর লীলা—প্রত্যেক দ্বীপের পরিচয়, শ্রীধাম-মাহাত্ম্য, ধামাপরাধ কি? ইত্যাদি বিষয় বিশেষভাবে মনোহর ছন্দে বর্ণিত। পকেট সাইজ প্রায় ১৬০ পৃষ্ঠা।

শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ

উজ্জ্বল গ্রেটপ্রাইমার অক্ষরে উত্তম কাগজে ছাপা—শ্রীনবদ্বীপধাম দর্শনে ভাবুক দর্শনকারীর কি প্রকার ভাবের উচ্ছ্বাস হয়, তাহা এই গ্রন্থে বর্ণিত। অতি চমৎকার। ভিক্ষা চারি আনা।

শ্রীউপদেশামৃত

।৶০ দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু ও শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভুর উপদেশরূপে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিচার অতি সুন্দরভাবে বর্ণিত হইয়াছে। ইহা ছাড়া শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদিষ্ট শিক্ষা ও উপদেশ বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-জগতে অভিনব গ্রন্থ!!

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতি-গ্রন্থাবলী :—

শরণাগতি

পকেট সাইজ অষ্টম সংস্করণ ভিক্ষা ⁄০ আনা

দেহ ও মনের চেষ্টা আনুগত্য লইয়া—ইহা যখন জীব বুঝিতে পারে, তখন একমাত্র নিত্যবস্তু শ্রীভগবানের প্রতি তাঁহার কোন জাতীয় আবেগময়ী প্রার্থনা হয় এবং শ্রীভগবানে সর্ব্বান্তঃকরণে নিষ্কপটে, কি প্রকারে শরণাপন্ন হইতে হয়, ইত্যাদি বিষয়ক প্রাণস্পর্শী প্রার্থনা ও আত্ম-সমর্পণমূলক গান। উড়িয়া সংস্করণও প্রকাশিত হইয়াছে।

ভিক্ষা প্রতি খণ্ড ⁄০ এক আনা

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা—৵০, নবদ্বীপশতক—⁄০

অষ্টপদ্যক—⁄০

কল্যাণকল্পতরু

পকেট সাইজ পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা ⁄১০

আমরা প্রত্যহ নূতন অভাব ও কামনার বশবর্ত্তী হইয়া পুনঃপুনঃ যে অকল্যাণকে কল্যাণ বলিয়া গ্রহণ করি এবং যাহার নিকট কল্যাণ কামনা করি, তিনি যে নিত্য বা যথার্থ কল্যাণ প্রদানে অসমর্থ এবং কোন্ বস্তু আমাদের নিত্য কল্যাণদাতা এবং কি ভাবে আমরা সেই কল্যাণলাভে সমর্থ হইব, এই সকল কথা সরল গানে লিখিত। এই গীতিগ্রন্থ বাস্তবিকই কল্যাণের কল্পতরু; ইহা প্রত্যেককে নিত্যকল্যাণ প্রদানে

শ্রীল চক্রবর্ত্তি-ঠাকুরের টীকা সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর কৃত টীকা ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কৃত বঙ্গানুবাদ। টীকাকারের জীবনী, শ্লোক-সূচি, বিষয়সূচি প্রভৃতি বহু প্রয়োজনীয় বিষয় সংবলিত প্রায় ৮২৫ পৃষ্ঠা। উৎকৃষ্ট সিল্কে বাঁধাই ২৲ দুই টাকা, কাগজে বাঁধা ১॥০

শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ কৃত ভাষ্য সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

কাগজ ও ছাপা উৎকৃষ্ট। সিল্কে বাঁধাই, সোনার জলে নাম লেখা রাজসংস্করণ ১৲ টাকা, সাধারণ সংস্করণ ১॥০, গৌড়ীয়ের গ্রাহকপক্ষে ১।০

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি (সাধক্যে-কোষগ্রন্থ)

বিষয়:—১। ভক্তিশাস্ত্রে ব্যবহৃত শব্দাবলীর অর্থ, ২। চারি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের চরিত্র, ৩। বিষ্ণুসেবন পীঠ ও শ্রীমন্দির ও শ্রীবিগ্রহের বিবরণ, ৪। বৈষ্ণবগ্রন্থ ও গ্রন্থ-সমূহের তাৎপর্য্য ও বিবরণ, ৫। বিষয় বিশেষের লৌকিক ও শাস্ত্রীয় আকরমূলে যাবতীয় তথ্য। চারিখণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ১ম খণ্ড ৸৵০, ২য় খণ্ড ৸৵০, ৩য় খণ্ড ৸০, ৪র্থ খণ্ড ॥৵০, চারিখণ্ড একত্রে ৩৲। (৫ম খণ্ড যন্ত্রস্থ)।

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ—১ম খণ্ড ১৲ এক টাকা ২য় খণ্ড ১৲ এক টাকা—শ্রীমদ্ভাগবতের গ্রাহক ও গৌড়ীয় **গ্রাহকগণ** ১৷০ টাকায় **দুইখণ্ড** পাইবেন। বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমজ্জীব গোস্বামিপাদের রচিত গ্রন্থ। ইহাই ষট্সন্দর্ভের অধিক প্রয়োজনীয় অংশ। প্রতি খণ্ড ডবল ক্রাউন ৮ পেজীয় ৬৮ পৃষ্ঠা আকারে মুদ্রিত হইতেছে।

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য সঙ্কলিত

সদাচারস্মৃতিঃ

ভিক্ষা ⁄০ মাত্র

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (প্রাচীন নবদ্বীপ) নদীয়া।

প্রাপ্তিস্থান ১১নং ... রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা।

রেজেষ্টীকৃত

মদন মঞ্জরী

বটিকায় স্বপ্ন ও ধাতুবিকার, ইন্দ্রিয়শক্তির হ্রাস, প্রস্রাবে শুক্রপাত, অজীর্ণ, মাথা ঘোরা, বুক ধড়ফড়ানি, অনিদ্রা প্রভৃতি লক্ষণ সত্বর নির্দ্দোষে আরোগ্য হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ৪০ বটী ১৲ এক টাকা।

"নপুংসকারারি ঘৃত"

পুরুষত্বহানি রোগে বহিঃপ্রয়োগ দ্বারা আরোগ্য করিয়া শক্তিসম্পন্ন করে। মূল্য ২ তোলা ১৲ টাকা।

"রমণীবিলাসিনী বটিকা"

বীর্য্যধারণ করিতে ও শক্তি স্থায়ী ও বৃদ্ধি করিতে অদ্ভুত ঔষধ। মূল্য ১৬ বটী ১৲ এক টাকা।

রাজবৈদ্য নারায়ণজী, কেশবজী,

১৭৭নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

বিজ্ঞাপন

সাবধান! সাবধান!! সাবধান!!!

জে, বি, দত্তের চোগাপেশিক বাদাম তৈল

আদি ও অকৃত্রিম এবং উপকারিতায় সর্ব্বজন পরিচিত ও বহু প্রশংসিত।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী *J. B. Datta & Co.* নাম খোদা দেখিয়া খরিদ করিবেন। নতুবা জুয়াচোরগণ কমদরের কৃত্রিম তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে।

বিনীত—জে, বি, দত্ত

কেরার্স কুইনিন্

নূতন এবং পুরাতন ম্যালেরিয়ার যম

ইহাতে উপযুক্ত মাত্রায় আর্সেনিক, বাইহাইড্রোক্লোর কুইনিন, আর্সেনিক এবং ... আছে।

এক ফোঁটা ইন্জেকশন দ্বারা ইনজেকসন করিলে একটী বা দুইটী ইনজেকসনেই সকলপ্রকার কঠিন ম্যালেরিয়া জ্বর বন্ধ করে এবং জ্বর হইতে বারটী ইন-জেকসনে ম্যালেরিয়ার সমস্ত উপসর্গ নষ্ট করিয়া দেয়।

৬ এম্পুলপূর্ণ প্রতি বাক্স—মূল্য ২৲, ফ্রীং ৩৲ টাকা

বাইও-কেমিক্যাল এণ্ড ক্লিনিক্যাল ল্যাবরেটারীতে প্রস্তুত। ... স্ট্রীট, কলিকাতা।

পর-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

এখানে আহার এবং বাসস্থান দিয়া বিদ্যার্থিগণকে বিভিন্ন শিক্ষণীয় বিষয় শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। অনেক ছাত্র ইতোমধ্যেই আসিয়া পাঠ আরম্ভ করিয়াছেন। বর্তমান বর্ষে সকল ছাত্রই গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

প্রধান অধ্যাপক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শচীশচন্দ্র কাব্য ব্যাকরণ সাংখ্য-বেদান্ত-ষড়্দর্শন-তীর্থ, কাব্যভূষণ, বেদান্তরত্ন, সাহিত্যশাস্ত্রী, সুদর্শনবাচস্পতি।

অধ্যাপক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গৌরদাস ব্রহ্মচারী ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীধাম মায়াপুর পরবিদ্যাপীঠ, (নদীয়া)

বেদনাঞ্জন

শ্রেষ্ঠরত্ন

কলিকাতা কংগ্রেস একজিবিসন হইতে বহু প্রশংসা প্রাপ্ত ও বহু গণ্যমান্য ভদ্রমহোদয়-গণ কর্তৃক প্রশংসিত।

আজকাল নানারূপ মিশ্রিত দ্রব্যাদি আহার সেবনে শরীরের রক্ত অনেকই দোষযুক্ত হইয়া পড়িতেছে। এই মানবদেহের শ্রেষ্ঠ উপাদান, এই রক্ত দোষিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মানব বাত, বেদনা, মাথাধরা, মাথা-ঘোরা, দৃষ্টিশক্তির হ্রাস, দাঁতের গোড়া ফুলা, দাঁত কনকনানি, দাঁতে পোকা এবং খোস, চুলকানি প্রভৃতি কষ্টদায়ক চর্মরোগে আক্রান্ত হই-তেছে। যদি আপনি একান্তই ব্যাধিমুক্ত হইতে চান, তাহা হইলে অযথা পয়সার অপব্যয় না করিয়া অল্প ব্যয়ে এক শিশি বেদনাঞ্জন ক্রয় করিয়া ইহার কার্যকারী-শক্তি উপলব্ধি করুন। গুণের তুলনায় মূল্য অতি সামান্য, এক শিশি ।৵০ আনা মাত্র মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান—এ, সি, চাটার্জ্জী এণ্ড ব্রাদার্স।

৪৪নং ঠনঠনিয়া লেন, সালিকা হাওড়া।

সকল মণিহারী দোকানে ও বড় বড় ডাক্তারখানায় পাওয়া যায়।

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

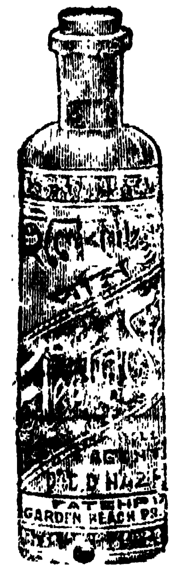

যদিও অদ্যাপি প্রকৃত মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য, তথাপি যাঁহারা নানাবিধ অনিয়মিত উপায়ে অপরিমিত শক্তি নষ্ট করিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন এবং নানা প্রকার মেহ, প্রমেহ ধাতুদৌর্ব্বল্য, স্নায়বিক দুর্ব্বলতা, বহুমূত্র, উপদংশ, পারদ-সংক্রান্ত পীড়া, অর্শ এবং স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে যাঁহারা বাধক, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, সূতিকা, শ্বেত ও রক্তপ্রদর, হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি রোগে ভুগিয়া জীবনে নিরাশ হইয়াছেন, তাঁহারা আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটাল সাহেবের আবিষ্কৃত ইলেক্ট্রিক সলিউসন ব্যবহার করিয়া বাঁচিতে পারেন, তাহার শত শত প্রমাণ প্রতি বৎসরেই পাওয়া যাইতেছে। যাঁহারা অন্যান্য বহুবিধ ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরোগ্য হইতে পারেন নাই, তাঁহারা একবার এই ঔষধটী ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক মাসের ব্যবহারোপ-যোগী এক শিশি ঔষধ ডাকমাশুল সহ ২॥০ টাকা মাত্র।

সোল এজেণ্ট—ডাঃ ডি, ডি, হাজরা।

ফতেপুর, গার্ডেনরিচ পোষ্ট, কলিকাতা।

ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

অধ্যক্ষ

শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম,এ, এফ,সি,এস (লণ্ডন)

ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক

(প্রফেসার)

আয়ুর্বেদীয় ঔষধ বিশুদ্ধ ও শাস্ত্রমতে নিজ তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হয়। পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ক্যাটালগ পাঠান হয়। রোগের বিবরণ জানাইলে যত্নপূর্ব্বক ব্যবস্থা দেওয়া হয়। চিঠি পত্রাদি সম্পূর্ণরূপে গোপন রাখা হয়।

মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দুর)

(বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৪৲ টাকা

উৎকৃষ্ট স্বর্ণ, পারদ ও আমলাসার গন্ধক দ্বারা যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। নিত্য প্রয়োজনীয় সর্ব্বরোগনাশক মহৌষধ।

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৩৲ টাকা

উৎকৃষ্ট কাশীর আমলকী, বংশলোচন প্রভৃতি যাবতীয় উপাদানে পূর্ণ মাত্রায় যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। কাস, কাশি, সর্দ্দি, যক্ষ্মা, ক্ষয়রোগ, হৃদরোগ প্রভৃতি রোগের মহৌষধ। সর্ব্বপ্রকার দুর্ব্বলতা নাশক অতিশয় পুষ্টিকর মহৌষধ বা খাদ্য বিশেষ।

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬৲ টাকা

ইহা সেবনে ধাতুদৌর্ব্বল্য, শুক্রহীনতা, স্বপ্নদোষ, প্রমেহ ও ধ্বজভঙ্গ সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায়। ইহা অপরিসীম আনন্দদায়ক রসায়ন।

অবলাবান্ধব যোগ

প্রদর, বাধক প্রভৃতি জরায়ুদোষ ও যোনিগত যাবতীয় রোগের মহৌষধ

মূল্য—১৬ মাত্রা ২৲ টাকা। ৫০ মাত্রা ৫৲ টাকা মাত্র

বিশুদ্ধ জল! ভয় নাই! বিশুদ্ধ জল!!

লক্ষ্মী টিউব-ওয়েল কোং

২০৫নং নবাবপুর, ঢাকা

বর্ত্তমান-যুগের নব আবিষ্কৃত রসায়নবিদ্যার উন্নত বৈজ্ঞানিক-খনন-প্রণালীতে নলকূপ (*Tube-well*) নির্ম্মাণ করা হয়। বঙ্গের লাট বাহাদুর, প্রাইভেট সেক্রেটারী, জিলা-ম্যাজিষ্ট্রেট, জিলা-বোর্ডের চেয়ারম্যান, ইঞ্জিনিয়ার, জমিদার, তালুকদার, প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত ভদ্রমহোদয়গণ এই কোম্পানীর কার্য্য দেখিয়া প্রশংসা করিয়াছেন। রাসায়নিক পরীক্ষায় জল বিশুদ্ধ না হইলে মূল্য গৃহীত হয় না। বিস্তৃত বিবরণের জন্য পত্র লিখুন।

বিনামূল্যে বিনামূল্যে

বিতরিত

স্বাস্থ্যের সার "কামশাস্ত্র" গ্রন্থখানি চৌদ্দ লক্ষের উপরে বিতরিত হই-য়াছে। উহা পাঠে মানবের পরিণাম ফলাফল জানা যায়।

এই পুস্তক যিনি লিখিয়াছেন, তিনিই "আতঙ্কনিগ্রহ বটিকা"র আবিষ্কর্ত্তা। এই বটিকা দুর্ব্বলকে সবল করে এবং সবল ব্যক্তিকে অটুট ও অক্ষয় রাখে। বত্রিশ বটিকা পূর্ণ প্রতি কৌটার মূল্য ১৲ টাকা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান:—আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়।

২১৪নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মনোমোহন প্রেস

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা

পূর্ব্ব-বাঙ্গালায় সুলভে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত

বৈদ্যুতিক মেশিনে দিবারাত্র কাজ চলিতেছে

বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা।

শ্রীমায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে— শ্রীবিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

স্থানীয় সংস্করণ Registered

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩॥০
মাসিক কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহ

ভারতের সর্ব্বত্র মঙ্গল-প্রচারক- নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র।

মূল্যের হার
অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৵৫

৪র্থ খণ্ড] সম্পাদক—প্রত্নবিদ্যালঙ্কার শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী [১৯৪ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্য মঠ, শ্রীধাম মায়াপুর- ৫ই কার্ত্তিক মঙ্গলবার ১৩৩৬, ২২শে অক্টোবর ১৯২৯

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থাবলী

১ শ্রীমদ্ভাগবতম্ — শ্লোক সূচী, বিষয়-সূচী প্রভৃতি সহ ২৫ খণ্ডে প্রকাশিত। ভিঃ পিঃ, প্রতি খণ্ড সাধারণ পক্ষে ৷৵০ গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশ গ্রাহক পক্ষে ।৵০
২। অনুভাষ্য-সহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ) ৫৲
৩। গৌড়ীয়-[illegible] ৷০
৪। গৌড়ীয়-[illegible] ।০
৫। ভজনরহস্য ॥০
৬। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
,, ,, ,, আবাঁধা ৸০
৭। গীতা (শ্রীবলদেবভাষ্যসহ) বাঁধা ২৲ আবাঁধা ১॥০
৮। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি টীকা সহ) বাঁধা ২৲ আবাঁধা ১॥০
গীতার কেবল মাধব-ভাষ্য ॥০
৯। ব্রহ্মসংহিতা পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ সানুবাদ ২৲
১০। বেদান্তস্যমন্তক সানুবাদ ॥০
১১। জৈবধর্ম্ম ২৲
১২। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৩। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৪। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ॥৵০
১৫। দীপ-দিগ্দর্শন ৵০
১৬। সাধনপথ (২য় সংস্করণ) ।৶০
১৭। আচার ও আচার্য্য
১৮। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা
১৯। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা)
২০। শ্রীনবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য
২১। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য (প্রমাণখণ্ড)
২২। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ
২৩। শ্রীগৌড়মণ্ডল-পরিক্রমা দর্পণ ।০
২৪। শরণাগতি, গীতাবলী, সাধনকণ, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, নবদ্বীপশতক, অর্থপঞ্চক ও সদাচারস্মৃতিঃ মোট ।৶০
২৫। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ও অর্চনকণ
২৬। সাধককণ্ঠমণি ।
২৭। সংস্কার-দীপিকা ।
২৮। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড) ১৲
২৯। সানুবৃত্তি শিক্ষাষ্টকম্ ৵০
৩০। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ৸০
৩১। মণিমঞ্জরী সানুবাদ ।০
৩২। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৩৩। শ্রীচৈতন্যভাগবত (বিরাট্ দ্বিতীয় সংস্করণ) ৫৲

এতদ্ব্যতীত বৈষ্ণব-ধর্ম্মের কয়েকখানি ইংরাজি ধর্ম্ম গ্রন্থ আছে, পত্র পাঠাইলে ডাকযোগে কাটলগ পাঠান হয়।

প্রাপ্তিস্থান ঃ—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

২। শ্রীগৌড়ীয় মঠ—১নং উল্টাডিঙ্গি জংসনরোড কলিকাতা।
৩। শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠ— ৯০নং নবাবপুররোড, ঢাকা
৪। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ—উড়িয়াবাজার, কটক
৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ—চটকপর্ব্বত? পোড়াকুঠী, পুরী
৬। শ্রীসনাতনগৌড়ীয় মঠ—৩৩নং জঙ্গমবাড়ী? জগজ্জীবনপুরা, কাশী
৭। শ্রীগৌড়ীয় মঠ দিল্লী কার্য্যালয় ১০১ হনুমানরোড, নিউদিল্লী।
৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ—ছিপিগলি, বৃন্দাবন।
৯। শ্রীভাগবত প্রেস, গোয়াড়ী— কৃষ্ণনগর।
১০। শ্রীএকায়ন মঠ, কাঁটাবাজার? হাটখোলা, কৃষ্ণনগর।

নানা কথা

মুড়াগাছা সংবাদ

য়্যান্টিম্যালেরিয়া সমিতি

গত ১৫ই অক্টোবর শ্রীযুক্ত গিরিরাজ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সভাপতিত্বে মুড়াগাছা য়্যান্টিম্যালেরিয়া সমিতির বার্ষিক অধিবেশনে, সভাপতি শ্রীযুক্ত [illegible]প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের পরিবর্তে অধিক সংখ্যক ভোটে ডাঃ অতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছেন। শ্রীপঙ্কজকুমার চট্টোপাধ্যায় সম্পাদক ও শ্রীসুধীরকুমার বসু সহঃ সম্পাদক নির্বাচিত হইয়াছেন। সমিতির বার্ষিক রিপোর্ট আশাপ্রদ বলিয়া প্রকাশ।

পল্লীমঙ্গল সমিতি

গত ১৫ই অক্টোবর সন্ধ্যা ৭ ঘটিকায় শ্রীযুক্ত ঘনশ্যাম মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে মুড়াগাছা পল্লীমঙ্গল সমিতির বার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। সকল শ্রেণীর ও জাতির লোক উপস্থিত হইয়াছিলেন। প্রথমেই সমিতির কর্মী সুধীরকুমার গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করা হয়। তাঁহার স্মৃতিরক্ষার্থ তাঁহার ভ্রাতারা সমিতির হস্তে একটী পাকা পয়ঃপ্রণালী সংস্কারের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ দান করিবেন একথা সহঃ-সম্পাদক শ্রীরামরঞ্জন বিশ্বাস ঘোষণা করেন। মুড়াগাছা বড় দেওয়ানবাটীর সুযোগ্য সন্তান হাবড়া পুলিশ অফিসের বর্তমান হেড ক্লার্ক ঘোষণা করেন, পরলোকগত [illegible] মুখোপাধ্যায় গ্রামের রাস্তার জন্য যে ৫০০২ টাকা দিতে চাহিয়াছিলেন, তাহা সমিতিকে দেওয়া হবে। সহঃ বাজিনীয়ার শ্রীসুশীলকুমার গঙ্গোপাধ্যায় লিচুবনের জন্য ১০০ টাকা দিবেন। সমিতির বার্ষিক রিপোর্ট সম্বন্ধে অনেকেই আনন্দ প্রকাশ করেন।

সম্মদঃ শিল্ড ফাইন্যাল

গত ১৬ই অক্টোবর সম্মদের শিল্ড ফাইন্যাল খেলায় রুকুনপুর নারায়ণপুরকে ২ গোলে হারাইয়াছে।

দেড়মণ আফিঙেন প্রাপ্তি

জোড়াবাগান [illegible] ইন্সপেক্টর গুপ্ত সংবাদ পাইয়া [illegible] সরকার গার্ডেন ষ্ট্রীটের [illegible] অনুসন্ধান করিয়া কোন আবদ্ধ [illegible] হইতে [illegible] টাকা মূল্যের দেড় মণ আফিঙেন [illegible], এবং ঘটনা সম্পর্কে কুলবাহাদুর [illegible] নেপালীকে গ্রেপ্তার [illegible] আফিঙেন চুরটী খানির [illegible] দিয়া ঢাকা ছিল। [illegible] ডেপুটী পুলিশ কমিশনার [illegible] আসামীদিগকে বিচারার্থে [illegible]

কুষ্ঠিয়ায় ভীষণ কলেরা

কুষ্ঠিয়ার এক সংবাদে প্রকাশ যে কুষ্ঠিয়া এবং পার্শ্ববর্তী স্থানসমূহে বিশেষতঃ কয়া, জগন্নাথপুর, বাধাগ্রাম ও পোড়াদহ প্রভৃতি স্থানে বর্তমানে ভীষণ কলেরা দেখা দিয়াছে। প্রায় ৪৫ জন প্রত্যহ গড়ে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে এবং পল্লীর মৃত্যুর সংখ্যাও কম নহে। কুষ্ঠিয়ার নিম্নস্থ গড়াই নদীর তীরস্থ স্থানগুলিতে এবং প্রধানতঃ ভাটির দিকেই ব্যাধির প্রকোপ বেশী। সহরের ড্রেনের আবর্জনা এই নদীতে পড়ে এবং স্রোতের জলে বীজাণু ছড়াইয়া পড়ে। ফলে পল্লীবাসীর বিপদ আরও ঘনীভূত হইয়া উঠিয়াছে। কুষ্ঠিয়ায় মিউনিসিপ্যালিটী ড্রেন ও রাস্তাঘাট যথাসম্ভব সংক্রামক বীজাণু হইতে মুক্ত করিতে চেষ্টা পাইতেছেন। মহকুমা হাকিম মাছের বাজারেও কড়া নজর রাখিতেছেন কিন্তু খাবারের দোকান ও দুগ্ধ বিক্রয় সমভাবেই চলিতেছে। ইহার দিকে দৃষ্টি দেওয়া আবশ্যক। নদীর জল পান না করিলে সহরবাসীর চলিতে পারে কারণ ইন্দারা, কূপ এবং টিউব ওয়েল যথেষ্ট আছে কিন্তু পল্লীবাসী নিরুপায়। নদী ভিন্ন অনেকের গতি নাই এবং স্বাস্থ্য-বিষয়ক অজ্ঞতাও সহজে দূরীভূত হইবার নহে। জেলা বোর্ড হইতে কলেরার টীকা দেওয়ার জন্য লোক আসিয়াছিলেন এবং টীকার বীজ স্থানীয় ডাক্তারদের নিকট দিয়া গিয়াছেন বটে কিন্তু লোকেরও আগ্রহ নাই এবং ডাক্তারগণও বিনা মূল্যে পরিশ্রমে বিশেষ আগ্রহশীল নহেন। ইউনিয়ন বোর্ড কেবল একটু ব্যবস্থা করিবার চেষ্টা করিতেছে। নদীর পার্শ্ববর্তী স্থানগুলি যখন আক্রান্ত হইতেছে তখন ঐ সকল স্থানে পানীয় জলের জন্য নলকূপ খনন করা দরকার। আমরা এদিকে [illegible] বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

২০ হাজার টাকার কোকেন্

গত [illegible] অক্টোবর কলিকাতার চিফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ রক্সবার্গের এজলাসে এক কোকেনের মামলার শুনানী হইয়া গিয়াছে। আবদুল মজিদ ২০ হাজার টাকার কোকেন লইয়া আগরা হইতে দিল্লীতে ফিরিয়া যখন নদী পার হইতেছিল তখন কাষ্টমস অফিসের জনৈক লোক তাহাকে ধরিতে যায়। মজিদ কোকেন সমেত [illegible] নিজে জলে পড়িয়া সাঁতার কাটে—অনেক পরে সে ধরা পড়ে। পরে সে কোকেনও বাহির করিয়া দিয়াছে। অপর সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণের পর ২৯শে অক্টোবর মামলার দিন পড়িয়াছে।

সন্তরণ-প্রতিযোগিতা

৪৫ ঘণ্টা অবিরাম সন্তরণ

গত বৃহস্পতিবার প্রাতঃ ৬টা ৩৫ মিনিটের সময় কলেজ স্কোয়ার ক্লাবের মতিলাল দাস ও বেনিয়াবসের পুকুর বাগচী সন্তরণ আরম্ভ করিয়া পৃথিবীর মধ্যে যিনি ইংলণ্ডে সব চেয়ে বেশীক্ষণ (মোট ৬৩ ঘণ্টা) সন্তরণ করিয়াছিলেন সেই মালটীজ চ্যাম্পিয়ান আর্থার রীজকে পরাভূত করিয়া তাঁহার রেকর্ড ভঙ্গ করিবার জন্য কলিকাতা গোলদীঘিতে সন্তরণ আরম্ভ করেন। ঐ সময়ে জলের তাপ ৪০ ডিগ্রি ছিল।

উক্ত দিবস রাত্রি ১২-১০ মিনিটের সময় পুকুর বাগচী ডাক্তারগণের পরীক্ষায় সন্তরণের অনুপযুক্ত বিবেচিত হইলে তাঁহাকে জল হইতে উঠাইয়া লওয়া হয়। এই ১৭ ঘণ্টা ৩৫ মিনিটের মধ্যে তিনি ১৯৫ বার পারাপার করিয়াছিলেন।

শুক্রবার শেষ রাত্রি ৩-৩৫ মিনিটের সময় একটু অসুস্থতা বোধ করায় শ্রীযুক্ত মতিলাল দাস সন্তরণ হইতে প্রত্যাবৃত্ত হন। এই ৪৫ ঘণ্টা সন্তরণের মধ্যে মতিবাবু ৪৯৬ বার যাওয়া আসা করিয়াছেন।

সন্তরণকারীদিগকে ঘণ্টায় ঘণ্টায় কমলালেবু, আঙ্গুর প্রভৃতি ফলের রস [illegible], পান ও দোক্তা [illegible] [illegible]। বৃষ্টি সত্ত্বেও বহু জনসমাগম হইয়াছিল। পুলিশ, স্কাউট, কলেজ স্কোয়ারের সভ্যবৃন্দগণ, প্রায় ১০০ জন জীবনরক্ষক এবং ৬০ জন ডাক্তার পর্যায়ক্রমে এই নবীন সন্তরণকারীকে বিশেষভাবে সাহায্য করিয়াছিলেন। দুইটি নৌকার একেটিতে জীবনরক্ষকগণ ও ডাক্তারগণ এবং অপরটিতে ঔষধপত্র লইয়া সন্তরণকারীর সহিত যাওয়া আসা করা হইতেছিল।

ইংলণ্ডে রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ৫৪॥ ঘণ্টা অনবরত সন্তরণ করিয়াছিলেন। সুতরাং ভারতে এই পর্যন্ত সন্তরণকারীদের মধ্যে শ্রীযুক্ত মতিলাল দাস দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিলেন। কিন্তু তথাপি মতিবাবুর সন্তরণও কম কৃতিত্বের পরিচয় নহে কারণ তাঁহাকে ত্রিদিন অত্যন্ত বৃষ্টিপাত, এবং প্রবল হাওয়ার মধ্যে সন্তরণ করিতে হইয়াছিল।

হার্টগ-কমিটীর-রিপোর্ট

সাইমন-সহযোগী হার্টগ কমিটির রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। সংস্কার প্রবর্তনের পর ভারতে শিক্ষা কতদূর অগ্রসর হইয়াছে তাহার বিষয় আলোচনা করিয়া কমিটি মন্তব্য করিয়াছেন,—বিভিন্ন প্রদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার সহিত ভারত সরকারের সম্পর্ক রহিত করা ভাল হয় নাই। নূতন করিয়া কেন্দ্রীয় সরকারের আধিপত্য প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করা একান্ত প্রয়োজন। শিক্ষা সম্পর্কে সকল প্রদেশকে সমস্ত সংবাদ সরবরাহ করা, যাহাদের দরকার তাহাদিগের অর্থ সাহায্য করা এবং বিভিন্ন প্রদেশের অভিজ্ঞতা সংযোজিত করা ভারত সরকারের কর্তব্য।

কমিটী মনে করেন যে, বর্তমান শিক্ষা পদ্ধতিতে ব্যর্থতা, অকর্মণ্যতা এবং গলদ নিতান্ত কম নহে।—বিশেষভাবে প্রাথমিক শিক্ষার মধ্যে যথেষ্ট অপচয় রহিয়াছে। বালিকাদের শিক্ষার জন্য এ পর্যন্ত ভাল ব্যবস্থা হয় নাই—যাহা হইয়াছে তাহা পর্যাপ্ত নহে। কমিটী মনে করেন,—বর্তমানে শিক্ষা বিস্তারের যে কোন পদ্ধতিই স্থির করা হউক না কেন তাহাতেই স্ত্রী-শিক্ষার প্রাধান্য দিতে হইবে।

বোম্বাইয়ে ৪তলা গৃহপাত

৫জন হত ও ২০জন আহত

গত ১৬ই অক্টোবর অপরাহ্ণে বোম্বাই সহরে এক ভীষণ দুর্ঘটনা সংঘটিত হইয়াছে। আনুমানিক বেলা সাড়ে বারটার সময় ঠাকুরদ্বার রোডে অবস্থিত একখানি ৪তলা গৃহ অকস্মাৎ ভূমিসাৎ হয়—ফলে পাঁচজন নিহত এবং প্রায় ২০জন আহত হইয়াছে। নিহতদিগের মধ্যে গৃহস্বামীর ৩৮বৎসর বয়স্কা কন্যাও ছিলেন। গৃহস্বামী একজন পার্শী ভদ্রলোক, নাম মেরওয়ানজী ফ্রামজী কুমানা। তিনি এবং তাঁহার পত্নী প্রাণে বাঁচিয়া গিয়াছেন। প্রকাশ বাড়ীটির সম্মুখভাগের চারিদিকই হঠাৎ তাসের বাড়ীর মত ভাঙ্গিয়া পড়ে। প্রায় অর্দ্ধ-ঘণ্টাকাল একরূপ ধূলা উড়িতে থাকে যে কেহই সাহায্য করিতে অগ্রসর হইতে পারে নাই।

আসানসোলে শান্তিস্থাপন

আসানসোলের ১৮ই অক্টোবরের সংবাদে প্রকাশ, হিন্দু ও মুসলমান নেতাদের চেষ্টায় তথায় আপোষ হইয়া গিয়াছে, তাহার ফলে লোকে এখন আশ্বস্ত হইয়াছে নেতাদের পরামর্শ সভায় আলোচনা অকপটতা ও হৃদ্যতা পরিস্ফুট ছিল। উভয় পক্ষই স্পষ্ট স্পষ্টি ভাবে নিজেদের মন্তব্য প্রকাশ করেন। সহরের ব্যবসায়-বাণিজ্য আবার পূর্ব্বের মত চলিতে আরম্ভ করিয়াছে। প্রায় সকল দোকানই খুলিয়াছে উভয় সম্প্রদায়ের নেতারা অনবরত এ দিক ও দিক ঘুরিয়া দুষ্ট লোকের প্রচারিত গুজবের প্রতিবাদ করিয়া বেড়াইতেছেন এবং আপোষের ফল যে সন্তোষজনক হইবে, সে বিষয়ে জনসাধারণকে আশ্বাস দিতেছেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

৫ই কার্ত্তিক মঙ্গলবার—১৩৩৮

সে কাল ও একাল

আমরা প্রাচীন ঋষিযুগের সহিত বর্ত্তমান যুগের তুলনা করিতে গিয়া দেখিতে পাই, সবই ওলট-পালট, কোনটীর সহিত কোনটীর মিল দেখিতে পাই না; এই ওলট পালটই আমাদের এই শোচনীয় অবস্থা আনয়ন করিয়াছে বলিয়াই মনে হয়। আমরা নিম্নে কয়েকটী দিগ্‌দর্শন করিতেছি—

(১)

প্রাচীন ঋষিগণ জীবের স্বভাবানুসারে চারিটি বর্ণ এবং চারিটী আশ্রম স্থাপন করিয়া সমাজ সংস্থান ও ঐকতান প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তৎকালে শৌক্র বিচারের মূল্য ঋষি সমাজে আদৌ ছিলনা। ঋষি প্রবর্ত্তিত বর্ণ ও আশ্রম ধর্ম্ম যতদিন বিশুদ্ধ ভাবে চলিতেছিল ততদিন হিন্দুগণ সকল বলে বলীয়ান ও সুখী ছিলেন। যখন শৌক্র বিচারের প্রাবল্য দেখা দিল তখন সব ওলট পালট হইয়া গেল, পরস্পরের মধ্যে জাতিগত বিদ্বেষ ভাব দেখা দিল, ক্রমে ২ অর্থ, বিদ্যা, বুদ্ধি, বল হ্রাস হইতে লাগিল। বর্ত্তমান বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম কিরূপে বিপর্য্যস্ত হইয়াছে তাহা কবি কর্ণপুর চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে এইরূপ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন—বিপ্রাদয়োঽধিকারিণো বর্ণ চিহ্নাদিমাত্রং ততঃ পরং নষ্টং কার্য্যং কেবলং ক্বচিৎ দৃশ্যতে। দ্বিজাঃ সংজ্ঞামাত্র বিশেষাঃ ক্ষত্রিয়বৈশ্যশ্চ নৌকা ইব। শূদ্রাঃ পণ্ডিতমানিনো গুরবশ্চ ধর্ম্মোপদেশোন্মুখাঃ বর্ণানাং গতিং দুর্গমাং কালেন চাকৃতং সম্পাদিতা।

—যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপন, দান, প্রতিগ্রহ—এই ছয়টী ব্রাহ্মণের কৃত্য কিন্তু বর্ত্তমান যুগে ব্রাহ্মণকুল অন্য পাঁচটী কার্য্যে উদাসীন থাকিয়া নানাপ্রকার ছলে অপরের নিকট হইতে দান গ্রহণ করিবার জন্য উদ্‌গ্রীব। বর্ত্তমানে সূত্র মাত্র ব্রাহ্মণের চিহ্ন আর অন্য কোন চিহ্ন নাই। ব্রাহ্মণগণ হীনবল হওয়ায়, ক্ষত্রিয়গণের বাহুবল আর নাই, তাঁহারা নামে মাত্র বর্ত্তমান আছেন। বৈশ্য অন্ত স্থ অর্থ-লোলুপ হইয়া বৌদ্ধদিগের নাস্তিক্য মতকে অবলম্বন করিয়াছে, শূদ্রগণ পাণ্ডিত্যাভিমানী হইয়া অভিমান ভরে আচার্য্যকে ধর্ম্মোপদেশ করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছে। হায়! কি দুঃখের কথা, কলির প্রভাবেই এইরূপ বিপরীত সংঘটন হইয়াছে।

দৈহিকবল বা বাহুবল অপেক্ষা মনের বল বা বুদ্ধিবল শ্রেষ্ঠ—একথা সকলেই স্বীকার করেন। আবার বুদ্ধিবল অপেক্ষা আধ্যাত্মিক বল অনন্ত গুণে শ্রেষ্ঠ। তৎকালে ব্রাহ্মণগণ আত্মবলে বলীয়ান্ ছিলেন, ক্ষত্রিয়গণ তাঁহাদের বলে বলীয়ান হইয়াই দেশ-রক্ষা করিতেন। বর্ত্তমানে ব্রাহ্মণগণ হীনবল হওয়ায় সকলেই দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছেন।

(২)

প্রাচীন ইতিহাস আলোচনা করিলে জানা যায়—পৃথিবী এক সময় বিনায়াসে বা স্বল্পায়াসে ভূরি ভূরি শস্য প্রদান করিত, বৃক্ষসমূহ সর্ব্বদা ফলভরে অবনত থাকিত এবং বাঞ্ছানুরূপ ফল দান করিত, যথা সময়ে বৃষ্টিপাত হইত, গাভী সকল স্ফীতোধ্নী হইয়া প্রচুর দুগ্ধ প্রদান করিত, কিন্তু বর্ত্তমানে ঐ সকল কথা 'কাহিনী' হইয়া দাঁড়াইয়াছে; অধিক কি নব্যশিক্ষিত সম্প্রদায় উপরি উক্ত শাস্ত্র-প্রসিদ্ধ বাক্যগুলি আদৌ বিশ্বাস করিতে পারিতেছেন না, গাঁজাখুরী গল্প বলিয়া উড়াইয়া দিতে চান। ইহার কারণ আর কিছুই নয়; সেকালে ধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব ছিল। "যতো ধর্ম্মস্ততো জয়ঃ"—এই বাণী সকলেই ঘোষিত হইত, এখন সেইরূপ অধর্ম্মের বাড়াবাড়ি হইয়াছে, অনেকেই ধর্ম্ম বলিয়া স্বীকার করিতে চান না। ধর্ম্ম যে সর্ব্বপ্রকার উন্নতির মূল ইহাও আমরা ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দু ও ঋষি সন্তান হইয়াও বিশ্বাস করিতে পারিতেছি না, আমাদের দুর্গতির কথা আর বলিতে হইবে কেন?

প্রাচীনকালে শোত্রিয় ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তি 'গুরু' বলিয়া সমাজে আদৃত হইতেন এবং শ্রেয়ঃকামী তাদৃশ গুরুর দীক্ষিত হইয়া অপ্রাকৃত জ্ঞান লাভ করিয়া কৃত-কৃতার্থ হইতেন, মানব-জন্ম সফল করিতেন; এখন আর সে গুরুর আদর নাই, যোগ্য হউক বা অযোগ্য হউক দেখা দেখি নাই, কৌলিক গুরু বা কৌলিক গুরুকেই আদর তাঁহারা উপযুক্ত হউন বা না হউন। তাহার ফলে সমাজের কি অনিষ্ট হইতেছে তাহা বুদ্ধিমান ব্যক্তি মাত্রেই লক্ষ্য করিতেছেন।

(৪)

বিগত ৪৫০ সাড়ে চারিশত বৎসর পূর্ব্বে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর আমাদের দেশে অবতীর্ণ হইয়া প্রাচীন বৈদিক-ধর্ম্মের মর্য্যাদার পুনঃ প্রতিষ্ঠা করে বলিয়াছেন—"কিবা বিপ্র কিবা ন্যাসী শূদ্র কেনে নয়। যেই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা সেই গুরু হয়॥" গুরুত্ব জাতিতে আবদ্ধ নহে পরন্তু ভগবত্তত্ত্ববেত্তা মাত্রেই গুরু হইতে পারেন কিন্তু বর্ত্তমানে তাহার কিরূপ বিপর্য্যয় হইয়াছে তাহার একটী উদাহরণ প্রদান করিতেছি।

অনেকেই জানেন 'কছুদিন পূর্ব্বে আমাদের বাংলার প্রখ্যাতনামা পণ্ডিতগণ একত্র হইয়া কালনা হইতে ব্যাখ্যার সহিত চৈতন্যচরিতামৃতের একটি বৃহৎ সংস্করণ বাহির করেন। ঐ গ্রন্থে 'কিবা বিপ্র কিবা ন্যাসী' পয়ারটির ব্যাখ্যা কিরূপ করা হইয়াছে তাহার মর্ম্ম বলিতেছি শ্রবণ করুন। 'ভক্তবিপ্র শূদ্র কুলোদ্ভুত ব্যক্তি দীক্ষা গুরুর কার্য্য করিতে অসমর্থ হবে তিনি শিক্ষা-গুরু হইতে পারেন অতএব শ্রীমন্মহাপ্রভু কথিত উক্ত পয়ারটী শিক্ষা-গুরু সম্বন্ধে উপদিষ্ট হইয়াছে বুঝিতে হইবে' এই ব্যাখ্যা পাঠ করিয়া আমরা হাস্য সংবরণ করিতে পারি নাই। দীক্ষা গুরুর, শিক্ষা গুরুর মধ্যে গুরুত্বে কি পার্থক্য আছে? শিক্ষা-গুরু কি লঘু হয়? তাঁহাকে কি দীক্ষা-গুরু অপেক্ষা হীন বিচার করিতে হইবে? চরিতামৃত কি আমাদিগকে তাহাই উপদেশ করিয়াছেন? চরিতামৃত বলিয়াছেন, শিক্ষাগুরুর আসন কিছু নিম্ন নয় "শিক্ষাগুরুকে ত জানি কৃষ্ণের স্বরূপ। অন্তর্য্যামী ভক্তশ্রেষ্ঠ এই দুইরূপ॥" ঐ পয়ারটীর অর্থ ও অভিপ্রায় যদি তাহাই হইত তাহা হইলে শ্রীসম্প্রদায়ে লোকশাস্ত মুনি, তিরুমঙ্গই, গোষ্ঠীপূর্ণ প্রভৃতি শূদ্র কুলোদ্ভূত ব্যক্তিগণ বহু বহু লোক ব্রাহ্মণের দীক্ষাগুরুর কার্য্য করিতেন না। আমাদের গৌড়ীয়-বৈষ্ণবসম্প্রদায়ে ঠাকুর নরোত্তম, শ্যামানন্দ শূদ্র-কুলে আবির্ভূত হইয়াও বহু বহু ব্রাহ্মণকে দীক্ষা দান করিয়াছেন তাহাতে কি তাঁহারা উক্ত পণ্ডিত কূলের বিচারে ভুল বুঝিতেছেন। তাহা নহে, তবে পণ্ডিত কূলের বিচার বর্ত্তমান কালোচিত হইয়াছে স্বীকার করিতে হবে। যাঁহারা গৌড়ীয় বৈষ্ণব বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর চরণাশ্রিত বলিয়া অভিমান করেন তাঁহাদের প্রাচীন সুসংস্কৃত মতে যে কালিমা প্রবেশ করিয়াছে তাহা দূর করিবার জন্য কি বদ্ধপরিকর হওয়া উচিত নহে?

হরিহর ভট্টাচার্য্য-কলকাতা-বাচিত স্মৃতি গ্রন্থ নিবদ্ধ হওয়ার বহু পূর্ব্বে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রকট কালে তাঁহার উপদেশে সনাতন গোস্বামী ও গোপাল ভট্ট গোস্বামী কৃত হরিভক্তিবিলাস রচিত হয়। বৈষ্ণবাচার্য্যগণ দীক্ষাদি যাবতীয় কার্য্য হরিভক্তিবিলাস মতেই করিয়া আসিতেছিলেন কিন্তু বর্ত্তমানে আচার্য্যের আসনে বসিয়া আমরা বংশ বলিয়া পরিচয় দিয়া হরিভক্তিবিলাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্মার্ত্ত মতে দীক্ষা দিবার ছলনা আরম্ভ করিয়াছেন কি আমাদের অপরাধের নহে?

(৬)

নাম ব্যবসায়, মন্ত্র ব্যবসায়, ভাগবত ব্যবসায়ের আদর বর্ত্তমানে খুব বেশী দেখা যাইতেছে। উনবিংশ সংহিতার অন্যতম অত্রি সংহিতায় ঐ ব্যবসায় অতীব গর্হণীয় বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। তন্ত্র-অধ্যাপক দেবলের স্থান অতি নিম্নে। কৃষ্ণের নাম মাধুর্য্যাদি অতীব গুহ্য লীলা সমূহ অতি কদাচার-সম্পন্ন ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক যাত্রার দলে অভিনীত হইতেছে। মৎস্য মাংসসেবী ব্যক্তিগণ চব্বিশ প্রহরাদিতে নামাপরাধ কীর্ত্তন করিয়া লোক ঠকাইয়া বেশ দু'পয়সা রোজগার করিতেছে আবার এ সকল অপকার্য্যগুলি হইতে সাধারণকে বিরত হইতে বলিলে তাঁহাদের ক্রোধের উদ্রেক হইতেছে।

(৭)

ভগবানের অনন্ত নামের মধ্যে একটী নাম 'সাত্বতাং পতি' 'নামার্থসুধাব্ধি' লেখক উক্ত নামের অর্থ করিয়াছেন—সাত্বতাং বৈষ্ণব ধর্ম্ম-প্রচারকানাং পালকঃ। সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতে দেখা যায় বৈষ্ণবগণ বিষ্ণু বৈষ্ণব মাহাত্ম্য প্রচার করিয়াই ভগবানের সন্তোষ বিধান করিতেন এবং তাঁহারাই সমাজে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আসন পাইতেন। বর্ত্তমানে তাহা সম্পূর্ণ বিপরীত।

ঢাকা প্রসঙ্গ

বিশ্ব বিশ্রুতির বিচার বিবিধভাবে হইতেছে বোধ হয় কিন্তু শাক্তমান স্বরাটের সেই বিচারকগণের বাক্যই হইয়াছেন তাঁহারা যাহারা শক্তিনাশের ব্যবস্থা পাইতেছে টাকা পাইয়াছেন।

বিশ্বাসী সকলের দৃষ্টিপ্রত্যক্ষ বাদ। কেহ কাহাকে বাধা দিয়া রক্ষা করিতে পারে না। কেবল কৃষ্ণলোক হইতে আগত কাঙ্গালগণই কৃষ্ণবিমুখতার বিমুখতা অপনোদন করিয়া কৃষ্ণের স্বরূপের স্বরূপতা নিবেদন করিতে পারেন এবং তাঁহারা নিত্য কল্যাণময় পথেই ভুক্তি, মুক্তিকামনা পরিত্যাগ করাইয়া থাকেন।

কোথায় সংকীর্ত্তনের দর্শন, কোথায় সাধুর দর্শন বা কোথায় সাধুর দর্শন অনায়াসসাধ্য হইতেছে সেটা দেখিতে হইবে এমন কি কোথায় সাধুর আদর্শ আছে তাহা জানিতে হইবে। অন্তর্য্যামী ভক্তের দর্শন বহু বড় মহাপুরুষের পুণ্য প্রকাশিত হয়। যোগী, জ্ঞানী, কর্ম্মী ভগবানের দেশ কাল পাত্র সমূহকে অধিকার করিয়া নিজ নিজ আধিপত্য স্থাপন করিতেছে, আর সেই ভগবদ্দাস্যবিমুখ হইয়া কোথাও ধর্ম্মের ধ্বজা বহন করিতেছে। কোথাও সদোষ, অজ্ঞ; আর কোথাও বৃদ্ধিমান হইয়া প্রকাশ আছে।

মুক্তি পিশাচীর। পিশাচীর যে কবলিত জীব যেমন নিজের নিজত্ব ভুলে পিশাচেরই কার্য্য করে; ভোগী ও ত্যাগী আজ সেইরূপ নিজ স্বরূপ ভুলিয়া দেহ ও মন—এই স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহদ্বয়কে আত্মাভিমানে স্বীয় সুখ সন্ধানে প্রবৃত্ত। ভগবদ্ভক্ত চতুর শিরোমণি। শুধু চতুর নহেন; চতুর-চতুর। শ্রীভগবান এত [illegible] অজিত হইয়াও ভক্তের অধীনতা স্বীকার করিয়াছেন।

জগতে ভক্তি কত বিরল। ভক্তির স্বরূপ উপলব্ধি করিতে না পারিয়া অনেকে ভক্তির আলোচনা করিতে যাইয়া ভক্তিসিদ্ধান্ত-সিন্ধুর তটদেশ হইতেও দূরে সরিয়া পড়েন, আবার অনেকে ভক্তির বিরুদ্ধমতগুলিকে ভক্তি বলিয়া বুঝিয়া থাকেন। এই জীব-দুর্গতি দর্শনে জগদ্গুরু শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ ঢাকায় [illegible] ঢাকা প্রকাশটি প্রেরণ করিবার জন্যই শ্রীমধ্বগৌড়ীয় মঠ প্রকাশিত করিয়াছেন। জগতের যে কোনও স্থানের অধিবাসী হইয়া এবং জাতিবিভাগে যে কোনও বর্ণ বা আশ্রমে অবস্থিত হইয়া যে কেহ জগন্নাথের আরাধনার অধিকারী—জগদ্গুরু জগদীশ্বরের এই বাণী জগতের দ্বারে দ্বারে জানাইতেছেন।

শ্রীউর্জ্জাব্রত-উপলক্ষ্য করিয়া ঢাকা শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠে মাসাধিককালব্যাপী মহামহোৎসব আরম্ভ হইয়াছে। ২৫শে আশ্বিন শুক্রবার হইতে সন্ধ্যায় শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা আরম্ভ হইয়াছে। শ্রীহরি-কথা কীর্ত্তন ও শ্রবণ শ্রীহরিসেবার জন্য অনুষ্ঠিত হইলে আত্মার নিত্য-কল্যাণ সাধিত হয়, আর তাহা না হইয়া যদি অনাত্ম দেহ ও মনের সুখ-ভোগ উদ্দেশ্য হয় তাহা হইলে ভক্তির পরিবর্ত্তে ভোগ হইয়া যায়। আচার্য্যদেব এই কথাই আচার ও প্রচার করিতেছেন। সহৃদয় সজ্জনগণ এই সদনুষ্ঠানে যোগদান করুন।

অল্পে বিস্তর

মূষিক বহু দুঃখ [illegible] মানুষ নিজের [illegible] জন্য যে ঘর তৈয়ারী করে, মূষ[illegible] মূষিক সেই ঘরেই জীবন[illegible] দেয়। শুধু তাই নহে, গৃহস্থের [illegible] কাপড়চোপড় যথেচ্ছা নষ্ট করে [illegible] পারের উপরই গোপনে [illegible] মূষিক মহা-শিরোমণি। [illegible] সব কাজেরই একটা ফল আছে,—হয় [illegible], হয় পুরস্কার। মূষিক যে কার্য্য করে তার ভাগ্যে তিরস্কারই লাভ হয় এবং শুধু তিরস্কার নহে,-প্রাণদণ্ড হয়। একদিন এক গৃহস্থের ঘরে একটি মূষিক এমনই যে অত্যাচার করেছে যে, গৃহস্বামী ঠিক থাকতে না পেরে চোরের উপযুক্ত সাজার ব্যবস্থা করেছেন। তিনি বাজার হ'তে ইঁদুর মারা' কল এনে, তাতে কিছু খাবার দিয়ে ঘরের নিকট রেখে দিয়েছেন। অন্ধকারের মাঝে মূষিক খাবার খুঁজতে বের হ'য়ে সামনেই খাবারের গন্ধ পেল। আর আর আনন্দের সীমা নাই। একটু এদিক ওদিক করে যেই খাবার থেকে দরজা দিয়ে ঢুকে খাবার টান দিয়েছে, অমনি পেছন থেকে দরজা বন্ধ হয়ে গেল। তখন খুব ক্ষুধার সময়, তাই সেদিকে লক্ষ্য না দিয়ে বেশ আরাম করে খাবারটা খেয়ে নিয়েছে। পরে পরিপূর্ণ উদর নিয়ে যেই দরজার কাছে গেছে, দেখে দরজা বন্ধ। মাথা ঘুরল, বুকের ভেতরটায় ধড়াস্ আওয়াজ! বুঝতে কিছু বাকী রইল না। 'আজ ধরা পড়েছি শুধু তা নয়—মারা পড়েছি'—এই চিন্তায় মূষিক-ঠাকুর মহাশয় তখন খুব দৌড়াদৌড়ি আরম্ভ করলো। কখনও বা সেই ঘরের চারিদিকস্থ লৌহশলাকার ভিতর দিয়ে হাত, পা, বাহির করতে লাগলো; আবার কখনও বা মুখখানা অল্প বাহির ক'রে আকুলতা ব্যাকুলতা প্রকাশ করতে থাকলো। অনেক চেষ্টা ক'রে যখন দেখলো নিরুপায় তখন খাঁচার এককোণে চুপ করে বসলো।

আজ আমাদেরও সেই দশা। আমরা এই সংসারে রসভোগে প্রমত্ত হ'য়ে খাঁচায় আটকা পড়েছি। আমরা ভগবানের সেবার জিনিষগুলি নিজের সেবায় লাগাচ্ছি ঠিক মূষিকের মত চোর। চোরের শাস্তি না হ'য়ে পারে না। সুতরাং আমরা যে কি সাজা পাচ্ছি তা সাজাভোগী সমাজে বলতে হ'বে কি?

আমরা যখন সাজা পেতে পেতে সাজার পরিমাণটা সহ্য করতে পারি না, তখনই সাজাময় সংসার থেকে ছুটী ক'রে পালাবার জন্য কত না প্রচেষ্টা করে থাকি কিন্তু সে চেষ্টা বিফল। কেননা মূষিকের ন্যায় নিজ চেষ্টায় কেহই কারাগার হ'তে ছুটী পায় না। তবে যদি ঐ মূষিককে অপর কেহ বা গৃহস্বামী নিজে খাঁচার দরজা খুলে দেন তখন সেই মূষিক খাঁচা হতে দূরে যেতে পারে। তেমনি যদি শ্রীগুরুদেব ও আপনি শ্রীভগবান এসে আমাদিগকে হাত ধ'রে বাহিরে টেনে আনেন তবে আমরা কারামুক্ত হ'তে পারি।

শুনা যায়, মানুষ সব প্রাণীর সেরা। কিন্তু বড় হ'য়ে যদি ছোটর ন্যায় ছোট কাজে ব্যস্ত থাকে তা'হ'লে তাহার বড় পদবীর দাবীটা থাকে কি?

প্রাপ্ত পত্র

পরম শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত নদীয়া-প্রকাশ সম্পাদক মহাশয় বরাবরেষু—

শ্রীশ্রীভাগবতচরণে নিবেদন এই যে নিম্নলিখিত প্রতিবাদটী আপনাদিগের পারমার্থিক দৈনিক নদীয়া-প্রকাশে একটু স্থান দিলে বাধিত হইব। প্রতিবাদটী এত দেরিতে পাঠাইবার কারণ আমি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া এটা লিখি নাই আমার অনেক বন্ধু সম্প্রতি মূল প্রবন্ধটীর প্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করায় এবং তাঁহার দ্বারা অনুরুদ্ধ হইয়া লিখিতে প্রবৃত্ত হই। এইরূপ একদেশদর্শী লেখকেরাই বৈষ্ণব ধর্ম্মে অনভিজ্ঞ জন-সাধারণের সনাতন বৈষ্ণব ধর্ম্ম সম্বন্ধে অবাস্তব ধারণা জন্মাইবার প্রধান সহায়ক। সুতরাং সম্যক্‌ভাবে ইহাদের প্রতিবাদ হওয়াই সমীচীন। ইতি। বৈষ্ণবদাসানুদাস

শ্রী[illegible]কুমার সরকার, কটক।

প্রতিবাদ

ভারতবর্ষ নামক মাসিক পত্রিকার ১৩৩৮ সালের পৌষ সংখ্যায় শ্রীযুক্ত জানকী নাথ ভট্টাচার্য্য সাংখ্যতীর্থ এম. এ মহাশয় সাংখ্য মতের প্রাধান্য স্থাপন কল্পে সচেষ্ট হওয়া তাঁহার "সাংখ্যের পুরুষ" শীর্ষক প্রবন্ধে অন্যান্য মতবাদ খণ্ডন মুখে সার্ব্বভৌম বৈষ্ণবদর্শনের ত্রুটী দর্শাইতে গিয়া বলিয়াছেন "বৈষ্ণবদার্শনিকেরা বলেন যে আত্মা নিত্য ও অণু-পরিমিত। তাঁহাদের অবলম্বন শ্রুতি। এখানে শ্রুতি প্রদর্শন নিরর্থক। সাংখ্যেরা বলেন যে আত্মার অণু পরিমাণ হ'লে চলে না। দেহের বিভিন্ন ভাগে বিভিন্ন সুখ দুঃখের অনুভব যুগপৎ হইয়া থাকে। একই সময়ে মাথার যন্ত্রণার ও পায়ের শৈত্যের অনুভব হইতে পারে। ক্ষুদ্রতম আত্মা কি ক'রে দুই বিভিন্ন জায়গায় যাতনা ও শীতলতার অনুভব করিতে সক্ষম হইবেন? বৈষ্ণবেরা বলিতে পারেন যে একটী ক্ষুদ্র প্রদীপ শিখা যেমন আপন রশ্মি বিস্তার করিয়া সমস্ত ঘরে আলো দেয়, সেইরূপ ক্ষুদ্রতম আত্মা নিজ জ্ঞান-কিরণ বিস্তৃত ক'রে সমস্ত দেহের সুখ দুঃখ অনুভব করেন।

সংসারে বড় ছোট সব রকমেরই জিনিষ আছে। সব রকমেরই কথা আছে। তবে বড় কথায় ও বড় বস্তুতে শিখ্‌বার বিষয় বড় থাকলেও অল্পে বিস্তর শিখ্‌বার নাই কি?

এরূপ উত্তরের প্রতিবাদে বলা যেতে পারে যে আত্মা অবিকারী, তাঁর স্বরূপ হচ্ছে জ্ঞান, তাঁর বিকার জ্ঞান নহে। আত্মা বিকারী হ'লে তাঁর মুক্তি হ'তে পারে না"।

শ্রুতি প্রদর্শন কেন নিরর্থক বুঝিলাম না। সাংখ্যতীর্থ মহাশয়ের মতে আত্মা যখন অবিকারী তখন উঁহার সুখ দুঃখ অনুভব হইতে পারে না, কারণ উঁহার স্বরূপ হচ্ছে জ্ঞান, বিকার জ্ঞান নহে।

এখন দেখা যাক্ প্রকৃত তত্ত্ব কি—বৈষ্ণব-দার্শনিকেরা বলেন, শুদ্ধ জীবাত্মা চিৎকণ স্বরূপ অর্থাৎ চিৎসূর্য্য ভগবানের কিরণকণ সদৃশ এবং তাঁহার সহিত নিত্য ভেদাভেদ সম্বন্ধে অবস্থিত। আত্মা চিৎকণ বলিয়া চিদ্বস্তুতে যে ধর্ম্ম আছে, তাহা আত্মা, সুতরাং লাভ করিবে। স্বতন্ত্রতা চেতনের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। তা' হ'লে স্বতন্ত্রতারূপ ধর্ম্ম আত্মাতে নিহিত আছে। আত্মা দুই শ্রেণীর—এক শ্রেণী মুক্ত ও অপর শ্রেণী বদ্ধ। যাঁহারা মুক্ত তাঁহারা নিত্যকাল ভগবানের পাদপদ্ম সেবা লাভ করেন। যাঁহারা বদ্ধ তাঁহারা সংসার সুখ ভোগ করিতে যাইয়া সঙ্গ ক্রমে নরকাদি দুঃখ বা স্বর্গাদি সুখ ভোগ করেন। আত্মা স্বরূপে কৃষ্ণের নিত্য দাস; আত্মা যে মুহূর্ত্তে কৃষ্ণবহির্ম্মুখ হইয়া নিজে ভোক্তা সাজিয়া জড় ভোগ-বাঞ্ছা করে সেই মুহূর্ত্তেই মায়ার দ্বারা আক্রান্ত হইয়া পিশাচী পাইলে যেমন মতিমান ব্যক্তির মতিচ্ছন্ন ঘটে তদ্রূপ অবস্থা প্রাপ্ত হয়। আত্মা স্বরূপে অবিকারী হইলেও স্বীয় স্বতন্ত্রতাধর্ম্মের অপব্যবহার হেতু জড়ভোগ-বাঞ্ছার নিমিত্ত মায়া কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া বিকার গ্রস্থ হ'ন। যদি আত্মা সর্ব্বসময়েই অবিকারী রহিতেন তাহা হইলে তাঁহার মুক্তি ইত্যাদির প্রয়োজন আদৌ উপলব্ধি হয় না।

এতৎ সম্বন্ধে শ্রুতি প্রতিপাদ্য শ্রীভগবানের শক্তিত্রয় কিঞ্চিৎ আলোচিত হইলে তত্ত্বটী অধিকতর পরিস্ফুট হইবে। ভগবানের শক্তি ত্রিবিধা—পরা বা চিচ্ছক্তি, তটস্থা বা জীব শক্তি, এবং মায়া বা জড়-শক্তি। তটস্থা শক্তি অর্থাৎ জীব শক্তি হইতে অনন্ত কোটি জীবের উৎপত্তি। চিজ্জগৎকে জলের সঙ্গে তুলনা করিলে এবং মায়িক জগৎকে ভূমির সহিত তুলনা করিলে তদুভয়ের বিভাগকারী সূক্ষ্ম রেখাসদৃশ স্থানকে "তট" বলা যাইতে পারে। সেই সন্ধিস্থলে জীব শক্তির অবস্থিতি বলিয়া উঁহাকে তটস্থা বলা হয়। সূর্য্যের কিরণকণ সমূহ যেরূপ সূর্য্য মণ্ডল হইতে যুগপৎ পৃথক্ ও অপৃথক ভাবে অবস্থিত, জীব সকলেও সেইরূপ। জীবের অণুত্ব এবং তটস্থ ধর্ম্মদ্বয় হেতু জীব একদিকে চিজ্জগতের সহিত ও অপর দিকে মায়িক ব্রহ্মাণ্ডের সহিত সংস্পৃষ্ট থাকিবার যোগ্য। ঈশ্বরের চিচ্ছক্তি মায়া-শক্তি অপেক্ষা

যাবস্থান। তটস্থ তত্ত্বের মধ্যস্থিত অনন্ত জীব সমূহ উভয় জগতের মধ্যবর্ত্তী স্থলে থাকায় অণুত্বপ্রযুক্ত তাহাদের উভয় শক্তির যে কোনটার বশীভূত হইবার যোগ্যতাই সর্ব্বদা বিদ্যমান আছে। সেই যোগ্যতার নামই তটস্থ-স্বভাব। 'তট' জলের জোরে কাটিয়া গিয়া নদী হয়, আবার দৃঢ়তা লাভ করিলে ভূমি হইয়া পড়ে। তদ্রূপ জীব যদি কৃষ্ণের প্রতি দৃষ্টি করেন তবে তিনি কৃষ্ণের চিৎ-শক্তির আশ্রয়ে দৃঢ় হন, আর যদি মায়ার প্রতি দৃষ্টি করেন তা'হলে কৃষ্ণ বহির্ম্মুখ হওয়ায় মায়া-শক্তির কবলে পতিত হয়েন।

জীবের স্বরূপ যদিও মায়াগন্ধহীন শুদ্ধচৈতন্যগঠিত তথাচ অণুত্ব-প্রযুক্ত জীবের শুদ্ধ চৈতন্য স্বভাব মায়ার দ্বারা আচ্ছাদিত হইবার যোগ্য। যেমন একটি মত্ত হস্তী বৃহৎ কর্দ্দমরাশিতে নিপতিত হইয়া আবদ্ধ হন তদ্রূপ। অণুচেতন জীবাত্মা স্বেচ্ছায় নিকৃষ্ট মায়ার দ্বারা বশীভূত।

জীবাত্মা স্বরূপে অবিকারী হইলেও কৃষ্ণবহির্ম্মুখ হইলেই মায়ার দ্বারা আক্রান্ত হইয়া দুইটি উপাধিক দেহের দ্বারা আবৃত হন। চেতন বস্তুঃ মায়াতীত। মায়িক উপাধি দ্বারা অণুচেতনের মায়াবদ্ধতা সম্ভব। মায়াকৃত উপাধিদ্বয়ের একটা সূক্ষ্ম বা লিঙ্গ দেহ ও অপরটি স্থূল বা জড় দেহ। মায়াবদ্ধাবস্থায় জীবের শরীরের আবরণ স্বরূপে লিঙ্গ শরীর উপাধি হইয়াছে। সেই লিঙ্গ শরীর জীবের বদ্ধ হইবার সময় হইতে মুক্ত হইবার কাল পর্য্যন্ত অপরিহার্য্য। জন্মান্তর সময়ে স্থূল দেহের ধ্বংস হয়, লিঙ্গদেহের ধ্বংস হয় না। লিঙ্গদেহ একটা স্থূল-শরীর-পরিত্যাগের সময় সেই স্থূল শরীর কৃত সমস্ত কর্ম্ম বাসনা সঙ্গে লইয়া তদনুরূপ অন্য স্থূলদেহ লাভ করেন। পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের বাসনা সংস্কার দ্বারা নূতন দেহ প্রাপ্ত জীবের আগন্তুক নৈমিত্তিক স্বভাব গঠিত হয়। সেই স্বভাব অনুসারে পুনরায় কর্ম্মের সম্ভাবনা হয় এবং মরণান্তে পুনরায় অনুষ্ঠিত দশানুযায়ী গতি হয়। বদ্ধজীব (আত্মা) বৈষ্ণবের আনুগত্যে বিশিষ্ট সাধন দ্বারা উপাধিদ্বয়ের আবরণ হইতে মুক্ত হয় বলিয়া সাধনার প্রয়োজন।

আশা করি সাংখ্যতীর্থ মহাশয় নিরপেক্ষ বিচার দ্বারা বৈষ্ণবদর্শনের যৌক্তিকতা সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। যদি বৈষ্ণবদর্শনের যৌক্তিকতা সম্বন্ধে তাঁহার কোনও প্রকার সংশয় থাকিয়া যায় নিরপেক্ষভাবে প্রকাশ করিলে উহা নিরসন প্রয়াসের বাসনা রহিল। তবে বৈষ্ণবদর্শন সম্বন্ধে নিঃসংশয় হইতে হইলে প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবার দ্বারা শুদ্ধ বৈষ্ণবের কৃপাপ্রার্থী না হইলে উহার প্রতিপাদ্য বিষয় হৃদয়ে স্ফূর্ত্তি পায় না।

বাস্তব সত্তা অপ্রাকৃত; মায়াগ্রস্ত বুদ্ধি দ্বারা বুঝিতে গেলে তাঁহার কিঞ্চিন্মাত্র উপলব্ধিও অসম্ভব।

সাংখ্যতীর্থ মহাশয় আত্মতত্ত্ব নিরূপণে ও বিবেক-জ্ঞান সম্পাদনে সাংখ্য-শাস্ত্র অসাধারণ এবং যুক্তি-তর্কের দ্বারা শাস্ত্র বাক্য মিথ্যা নহে নিরূপিত করিতে চেষ্টা পাইবেন স্বীকার করিয়া যে যুক্তিতর্কের আবাহন করিয়াছেন তৎসম্বন্ধে পাঠকবর্গের নিকট নিরপেক্ষ বিচার প্রার্থী হইয়া সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম।

১। সাংখ্যতীর্থ মহাশয় বলিয়াছেন যে সাংখ্যাচার্য্য দেখাইয়াছেন,—পুরুষ অর্থাৎ পুরুষ বা আত্মা অসংহত (অসমষ্টিভূত) যে হেতু তিনি ত্রিগুণ হইতে ভিন্ন। পুরুষ (আত্মা) ত্রিগুণের অতীত, কারণ, তাঁহাতে সুখ-দুঃখাদি ধর্ম্ম থাকিতে পারে না, সাংখ্য মতে ধর্ম্ম ও ধর্ম্মী অভিন্ন। সুখাদি ধর্ম্ম যদি আত্মাতে থাকে, তাহা হ'লে আত্মা হইবেন সুখ-দুঃখাত্মক। আত্মা যদি দুঃখাত্মক হ'ন তাঁহা হইতে তাঁহার সুখ-দুঃখাদির ভোগ কোন কালে সম্ভবপর হয় না। সুখ দুঃখাদির সুখ দুঃখাদি ভোগ হয় না এক কথায় কর্ত্তা ও কর্ম্ম এক হইতে পারে না। দাঁত আপনাকে দংশন করিতে পারে না। যাঁহার সুখ দুঃখাদি নাই তিনি ত্রিগুণ নহেন। যাহারাই ত্রিগুণ তাহারাই সংহত (সমষ্টিস্বরূপ) কেন না, তিনটী গুণ থাকিতে হইলেই সমষ্টির প্রয়োজন। যিনি ত্রিগুণ নহেন তিনি অসংহত। পুরুষ ত্রিগুণের অতীত সুতরাং তিনি অসংহত।

২। দ্বিতীয় যুক্তি—ত্রিগুণাত্মক প্রকৃতি জড়। জড় নিজে কোন কাজ করিতে পারে না। প্রকৃতির পরিণাম হইতে গেলে চেতনের সাহায্য চাই। জড় রথ প্রভৃতি আপনা আপনি চলিতে পারে না; চেতন সারথি প্রভৃতির সাহায্য আবশ্যক। প্রকৃতি জগদ্রূপে পরিণত হইয়া পরিদৃশ্যমান জগৎ পরিবর্ত্তনশীল। শক্তিকারণরূপে অব্যক্ত। কার্য্যরূপে শক্তির ব্যক্তি কিম্বা প্রকাশ। করণের পরিণাম কার্য্য। কারণ গতিশীল কিম্বা ক্রিয়াশীল না হওয়া পর্য্যন্ত পরিদৃশ্যমান হয় না। প্রকৃতির অন্তর্নিহিত শক্তি ক্রিয়াশীল কিংবা পরিণত না হইলে জগৎ দেখা যাইত না ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। সুতরাং জগতের অস্তিত্বের জন্য চেতনের সাহায্য লইতেই হইয়াছে ও ভবিষ্যতেও লইতে হইবে। যিনি এই পরিণাম ব্যাপারের প্রবর্ত্তক তিনিই পুরুষ।

৩। তৃতীয় যুক্তি—সুখ দুঃখ প্রভৃতি হইতেছে ভোগের উপকরণ অর্থাৎ ভোগ্য। তাহারা নিজেরা ভোক্তা হইতে পারে না। সুখ দুঃখ প্রভৃতি নিজেকে নিজেরা ভোগ করিতে পারে না। তাল ছড়িগাছটী নিজেকে লইয়া বেড়াইতে পারে না তাহাকে বেড়াইতে লইয়া যাইবার লোক চাই। সেই রকম সুখ দুঃখ ভোগ করার লোক চাই। যিনি ভোগ করেন তিনিই পুরুষ। বুদ্ধি প্রভৃতি যাহা কিছু পদার্থ সমস্তই দৃশ্য অর্থাৎ জ্ঞেয়। জ্ঞেয় হইতে হইলেই জ্ঞাতার আবশ্যক। জ্ঞাতা না থাকিলে জ্ঞেয়ের কোন মানেই হয় না। যিনি জ্ঞাতা তিনিই পুরুষ।

৪। চতুর্থ যুক্তি—পুরুষ মানবের শেষ কথা এই যে সাংখ্য-শাস্ত্রে কৈবল্যের অর্থাৎ মুক্তির অস্তিত্ব স্বীকার করা হয়। এই মুক্তি হইতেছে ত্রিবিধ দুঃখের সমূলে উৎপাটন (আত্যন্তিক বিচ্ছেদ)। এইরূপ মুক্তি প্রকৃতির বা তাহার বিকারের হইতে পারে না। কারণ তাহারা সুখ দুঃখ-মোহাত্মক। প্রকৃতি প্রভৃতিরা সুখ-দুঃখ-মোহ দিয়া গড়া। সুতরাং প্রকৃতির কাছ হইতে সুখ-দুঃখ-মোহ কেহই কাড়িয়া লইতে পারিবে না। আর দুঃখের নাশ না হইলে মুক্তি ও হইবে না। এবং শাস্ত্র ও যুক্তির দ্বারা যে মুক্তির সত্তা প্রমাণিত হইয়াছে, সে মুক্তিকেও একেবারে বাদ দেওয়া চলে না। কাজে কাজেই স্বীকার করিতে হয়, প্রকৃতি প্রভৃতি ছাড়া আরও কাহারও মুক্তি হয়। এই মুক্তি যাঁহার হয় তিনিই পুরুষ।

তাহা হ'লে কথা হইতেছে, পুরুষ যদি সর্ব্বাবস্থায় ত্রিগুণাতীত বিকারাতীত বস্তু হন তাহা হইলে তাঁহার আবার মুক্তির প্রয়োজন কেন?

সারথির যদি নিজের রথ হয় তাহা হইলে রথ চালন ব্যাপারটা তাহার ইচ্ছাধীন সুতরাং তিনি স্বাধীন ও মুক্ত। তাহার মুক্তির প্রয়োজন নাই।

ছড়ি হাতে করিয়া বেড়ান ব্যাপারটীও তদ্রূপ। এ স্থলেও মুক্তি নিষ্প্রয়োজন এবং পুরুষ যদি সর্ব্বাবস্থায় জ্ঞাতা হন অর্থাৎ সর্ব্বজ্ঞ হ'ন তাহা হইলে সুখ-দুঃখের আবাহনটা ও তাঁহার ইচ্ছাকৃত সুতরাং তাহাদিগের হস্ত হইতে মুক্তিও তাঁহার ইচ্ছাধীন।

সাংখ্যতীর্থ মহাশয় ন্যায় বৈশেষিক মত খণ্ডনে বলিয়াছেন "সাংখ্যমতে আত্মা ভোক্তা—কর্ত্তা নহেন।" অবিকারী আত্মা ভোক্তা হইলেন অথচ কর্ত্তা হইলেন না এটা কিরূপ সিদ্ধান্ত বুঝিতে পারিলাম না। আত্মা যদি কর্ত্তা না হইয়া শুধু ভোক্তা হ'ন তাহা হইলে বলিতে হইবে ভোক্তা কর্ত্তার অধীন। অধীন ভাব ত একটি বিকার। আত্মা যদি এইরূপের অধীন হইলেন তাহা হইলে তাঁহার অবিকৃত অবস্থা কোথায় থাকিল?

সাংখ্যতীর্থ মহাশয় প্রবন্ধের অন্যত্র বলিয়াছেন—"সুখ-দুঃখের প্রতিবিম্বপাত ছাড়া পুরুষের আর কোন প্রকার ভোগ সম্ভবপর নহে। এখন একটী আশঙ্কা হওয়া সম্ভব যে পুরুষ কর্ত্তা নহেন, অকর্ত্তার ভোগ কেন হইবে? ইহার উত্তরে সাংখ্যাচার্য্যেরা বলেন যে রাজা প্রভৃতি যেমন অন্যের দ্বারা অন্ন ব্যঞ্জনাদি ভোগ করেন সেইরূপ পুরুষও বুদ্ধির কর্ম্মের ফল ভোগ করেন। পুরুষ বুদ্ধির স্বামী। বুদ্ধিতে পুরুষের স্বত্ব আছে। সুতরাং বুদ্ধির কর্ম্মের ফল ভোগ কোন অবিচারের বা অন্যায় কল্পনার ভোগ নহে।"

ইহার উত্তরে আমরা বলিতে পারি পুরুষ যদি বুদ্ধির স্বামী হইলেন এবং যেরূপ রাজা অন্যের প্রস্তুত অন্ন ব্যঞ্জনাদি ভোগ করেন এরূপ অবস্থা হইল তাহা হইলেও আবার মুক্তির প্রয়োজন কি? কোন স্থলেই ত পুরুষের (আত্মার) কষ্টের অবস্থা দেখিতে পাইতেছি না। তাহা হইলে মুক্তি অর্থে ত্রিবিধ দুঃখের সমূলে উৎপাটন (আত্যন্তিক বিচ্ছেদ) ইত্যাদি শব্দ কেন ব্যবহৃত হইয়াছে?

শ্রীমাধব-গৌড়ীয় মঠ।

মহোৎসব তালিকা

বুধবার	৬ই ,,	২৩শে ,,	শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের অপ্রকট মহোৎসব।
শনিবার	৯ই ,,	২৬শে ,,	শ্রীবীরচন্দ্রপ্রভুর প্রকটোৎসব।
মঙ্গলবার	১২ই ,,	২৯শে ,,	শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুরের অপ্রকট মহোৎসব।
শনিবার	১৬ই ,,	২রা নভেম্বর	শ্রীগোবর্দ্ধন পূজা, অন্নকূট মহোৎসব, শ্রীবৃন্দাবন ঠাকুরের অপ্রকট মহোৎসব।
রবিবার	১৭ই ,,	৩রা ,,	শ্রীবাসুদেব ঠাকুরের অপ্রকট মহোৎসব।
শনিবার	২৩শে ,,	৯ই ,,	গোষ্ঠাষ্টমী। গোপাষ্টমী। শ্রীশ্রীনিবাস আচার্য্য, শ্রীগদাধর দাস ও শ্রীধনঞ্জয় পণ্ডিতের অপ্রকট মহোৎসব।
বুধবার	২৭শে ,,	১৩ই ,,	শ্রীপাদ গৌরকিশোর দাস গোস্বামী মহারাজের পঞ্চদশ বার্ষিক অপ্রকট মহোৎসব কীর্ত্তন মহোৎসব.
বৃহস্পতি	২৮শে ,,	১৪ই ,,	সাধারণ মহামহোৎসব।
শনিবার	৩০শে ,,	১৫ই ,,	শ্রীভূগর্ভগোস্বামী ও শ্রীকাশীশ্বর পণ্ডিতের অপ্রকট মহোৎসব।
রবিবার	১লা অগ্রহায়ণ	১৭ই ,,	শ্রীপাদ নিম্বার্ক আচার্য্যের আবির্ভাব, শ্রীসুন্দরানন্দ ঠাকুরের তিরোভাব, উৎসব সমাপ্ত।

দৈবাদুর্য্যোগে ও উপবাসদিবসে এই তালিকা পরিবর্ত্তনযোগ্য)

পর-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

সম্প্রতি পরবিদ্যাপীঠে নিম্নলিখিত শিক্ষণীয় বিষয়নিচয়ের অধ্যাপকের আসন-সমূহ সংস্থাপিত হইয়াছে—বিদ্যার্থিগণ আবেদন করুন।

১। সাহিত্যাসন, ২। ঐতিহ্যাসন,
৩। সম্প্রদায়বৈভবাসন, ৪। ভক্তিশাস্ত্রাসন,
৫। তত্ত্বশাস্ত্রাসন, ৬। বেদান্তাসন,
৭। একায়নাসন।

শ্রীনন্দলাল রায় বি, এ, কাব্যতীর্থ, বিদ্যাসাগর,
সম্পাদক—পরবিদ্যাপীঠ, শ্রীধাম মায়াপুর।

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৪০৲ চল্লিশ টাকা।

২৭২৪ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে, সপ্তচত্বারিংশ খণ্ডে সূচী ছাপা হইতেছে।

৪৬শ খণ্ড গ্রন্থ নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে ১৫।✓০ সাধারণ পক্ষে ২০৸✓০। প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৵০, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ।✓০।

দশম স্কন্ধ ছাপা হইতেছে। দশম স্কন্ধের ভিক্ষা ১২৲, অগ্রিম সাধারণের পক্ষে ৮৲।

৫০ অধ্যায়পর্যন্ত দশম সংখ্যা ছাপা হইয়াছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

"শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত"

সম্পূর্ণ ছাপা শেষ হইয়াছে

আদি, মধ্য, ও অন্ত্যলীলা এবং সূচী ছাপা হইয়া সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে। যাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্বে ১০৲ টাকা দিয়া তৃতীয় সংস্করণ ৪৲ টাকায় না পাইয়া অপূর্ব সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের জন্য [illegible] সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। সেই ১০৲ টাকার গ্রাহকেরা গ্রন্থ নির্দিষ্ট সংখ্যা পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত ৫৲ টাকা ভিক্ষায় দেওয়া হইবে। গ্রাহকগণ সত্বর হউন পরে আর এ সুযোগ দেওয়া হইবে না।

শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাস আদিকবি

শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত

সুবিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র গ্রন্থ ৮৲ স্থলেন অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲
নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪॥০ টাকা

শ্রীচৈতন্য মঠের যাবতীয় গ্রন্থ

অধ্যক্ষ, গ্রন্থ-বিভাগ, শ্রীচৈতন্য মঠ
পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া
—অথবা—
শ্রীগৌড়ীয় মঠ ১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা
ঠিকানায় পাওয়া যাইবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—[illegible] শ্রীচৈতন্য মঠের ঠিকানায় লিখিবেন,

উড়িয়া ভাষায় প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

যে সব উৎকলবাসী ভক্তগণ বাংলা পড়িতে জানেন না, তাঁহাদের শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর প্রচারিত পরম উপাদেয় ভক্তি-কথা জানিবার সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে উড়িয়া-ভাষায় নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হইয়াছে। বাংলা গ্রন্থের তুলনায় উড়িয়া গ্রন্থগুলির ভিক্ষাও অপেক্ষাকৃত অল্প।

গ্রন্থের নাম	ভিক্ষা
শ্রীহরিনাম চিন্তামণি, প্রতিখণ্ড	৷৹
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	
সাধন পথ (শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টক) প্রতিখণ্ড	
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৷৹
কল্যাণ কল্পতরু প্রতিখণ্ড	৵০
একত্রে ৩খণ্ড লইলে	।০
গীতাবলী প্রতিখণ্ড	✓১০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৵১৫
শরণাগতি প্রতিখণ্ড	✓০
একত্রে ৩খণ্ড লইলে	৵৫

প্রাপ্তিস্থান { শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ, কটক
এবং
শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, পুরী

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিম্নলিখিত মঠসমূহে প্রাপ্তব্য:—

১। শ্রীচৈতন্য মঠ,—পোঃ, শ্রীধামমায়াপুর, (নদীয়া)।
২। শ্রীগোরগদাধর মঠ,—চাঁপাহাটি, সমুদ্রগড় পোঃ, (বর্দ্ধমান)।
৩। শ্রীভাগবত আসন,—ভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৪। শ্রীগৌড়ীয় মঠ,—১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা।
৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ,—চটকপর্ব্বত (?), পুরী,
৬। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ,—উড়িয়া বাজার, কটক।
৭। শ্রীভাগবত মঠ,—চিরাকবা, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।
৮। শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ,—৪নং অগস্ত্যকুণ্ড, কাশী, ইউ, পি।
৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,—ছিপিগলি, বৃন্দাবন, মথুরা, ইউ, পি।
১০। শ্রীপরমহংস মঠ—নৈমিষার পোঃ, সীতাপুর, ইউ পি।
১১। শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ,—কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল, পাঞ্জাব।
১২। শ্রীমাধবগৌড়ীয় মঠ,—৯ নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।
১৩। শ্রীমদনগোপাল মঠ,—বালিয়াটি, ঢাকা।
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম,—আমলাজোড়া, বাজরাদ পোঃ, বর্দ্ধমান।
১৫। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ,—ভুবনকোন্দা, চিরকুণ্ডা পোঃ, মানভূম।
১৬। শ্রীনন্দগৌড়ীয় মঠ,—আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী, উড়িষ্যা।

এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণের নিকটও নদীয়া-প্রকাশ প্রাপ্তব্য।

১। শ্রীযুক্ত জনার্দ্দন দাস—বহু বাজার রোড, খুলনা।
২। শ্রীযুক্ত রাধাচরণ গোস্বামী ডাক্তার—নবাবগঞ্জ,
ফরিদপুর চৌবাড়া (?)।
৩। শ্রীযুক্ত রামরঞ্জন রায়—৭১।২নং শ্রীগোপাল মল্লিক লেন, কলিকাতা।
৪। শ্রীযুক্ত অনুপকুমার সরকার এম, ডি, এ, ফৈজাবাদ।
৫। মিঃ এন ডি, মুখার্জ্জি—এম, এম, ওয়ার্কস দি মল, কানপুর।
৬। শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী জ্যোতির্ভূষণ—স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া।
৭। শ্রীরাসবিহারী দাস অধিকারী, নবদ্বীপ।
৮। শ্রীবিরাজমোহন দে—মনমোহন প্রেস, নবাবপুর, ঢাকা।
৯। শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ গড়গড়ি বেড় চাপা, ২৪ পরগণা।

তন্ময়ঠের গ্রন্থাবলী

শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুর বিরচিত

ভাক্ত-গ্রন্থাবলী।

উৎকৃষ্ট কাপড়ে বিলাতী ধরণে বাঁধাই

স্বর্ণালঙ্কৃত। চতুর্থ সংস্করণ। বিস্তৃতবিষ য়সূচীসহ

জৈবধর্ম

বাঁধাই ২৲ দুই টাকা

প্রকাশিত হইয়াছে

সনাতন ধর্মশাস্ত্র বেদ, বেদান্ত, উপনিষৎ গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত, পুরাণ, তন্ত্রাদি সকল গ্রন্থপাঠ করিবার অবসর অতি অল্প মানবের ঘটিয়া থাকে। অনেকের যোগ্যতা না থাকায় সেই সমস্ত গ্রন্থের মর্ম অবগত হইতে পারেন না। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বাঙ্গালীর এত অসুবিধা দূরীভূত করিবার জন্য এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

বিদ্যালয়ের ছাত্র বা শিক্ষকগণের বিশেষ পাঠ্য, এই হেতু শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টার বাহাদুর ইহা সমস্ত বিদ্যালয়ের জন্য অনুমোদন করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

প্রথম খণ্ড। ভিক্ষা ১৲ একটাকা

যুক্তিপূর্ণ শাস্ত্রবাক্য দ্বারা প্রত্যেক মানবের নিত্য কর্তব্য ও অনিত্য নৈমিত্তিক কর্তব্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। গ্রন্থের প্রতি টীক সনাতন শাস্ত্রবাক্য দ্বারা সমর্থিত ও প্রমাণিত হইয়াছে। দেহের, মনের ও আত্মার ধর্ম কি? স্বদেশ, সমাজ, নীতি, ধর্ম কি? ইত্যাদি বিষয় ক্রমানুসারে এমন সুন্দরভাবে যুক্তিসহকারে আলোচিত হইয়াছে যে, প্রথম পংক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্যন্ত পাঠ না করিয়া নিবৃত্ত হওয়া যায় না।

শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ভিক্ষা ৶০

ঐ প্রমাণ খণ্ড ভিক্ষা ৶০

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিহার ও লীলাভূমি নয়টী দ্বীপ-সমষ্টি। এই নব দ্বীপের প্রাচীন বিবরণ—প্রত্যেক দ্বীপে শ্রীমহাপ্রভুর লীলা—প্রত্যেক দ্বীপের পরিচয়, শ্রীধাম-মাহাত্ম্য—সাধারণের কি? ইত্যাদি বিষয় বিশেষভাবে মনোহর ছন্দে বর্ণিত। পকেট সাইজ প্রায় ১৬০ পৃষ্ঠা।

শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ

উজ্জ্বল ব্রোঞ্জ ব্লু কালীতে উত্তম কাগজে ছাপা—শ্রীনবদ্বীপধাম দর্শনে ভাবুক দর্শনকারীর কি প্রকার ভাবের উচ্ছ্বাস হয়, তাহা এই গ্রন্থে বর্ণিত। অতি চমৎকার। ভিক্ষা চারি আনা।

শ্রীভজনপথ

৶০ দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভৃতি উপদেশচ্ছলে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিচার অতি সুন্দরভাবে ব্যক্ত হইয়াছে। ইহা ছাড়া শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর উপানিষৎ শিক্ষা ও উপদেশ বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-জগতে অভিনব গ্রন্থ!!

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতি-গ্রন্থাবলী :—

শরণাগতি

পকেট সাইজ অষ্টম সংস্করণ ভিক্ষা ৴০ আনা

দেহ ও মনের চেষ্টা অনিত্যবস্তু লইয়া—ইহা যখন জীব বুঝিতে পারে, তখন একমাত্র নিত্যবস্তু শ্রীভগবানের প্রতি তাঁহার কোন জাতীয় আবেগময়ী প্রার্থনা হয় এবং শ্রীভগবানে সর্বান্তঃকরণে নিষ্কপটে কি প্রকারে শরণাপন্ন হইতে হয়, ইত্যাদি বিষয়ক প্রাণস্পর্শী প্রার্থনা ও আত্মসমর্পণমূলক গান। উড়িয়া সংস্করণও প্রকাশিত হইয়াছে

ভিক্ষা প্রতি খণ্ড ৴০ এক আনা

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা— ৴০, নবদ্বীপশতক— ৴০

অপ্রপঞ্চক ৴০

কল্যাণকল্পতরু

পকেট সাইজ পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা ৴১০

আমরা প্রত্যহ নূতন অভাব ও কামনার বশবর্ত্তী হইয়া পুনঃপুনঃ যে অকল্যাণকে কল্যাণ বলিয়া গ্রহণ করি এবং যাহার নিকট কল্যাণ কামনা করি, তিনি যে নিত্য বা যথার্থ কল্যাণ প্রদানে অসমর্থ এবং কোন্ বস্তু আমাদের নিত্য কল্যাণদাতা এবং কি ভাবে আমরা সেই কল্যাণলাভে সমর্থ হইব, এই সকল কথা সরল গানে লিখিত। এই গীতিগ্রন্থ বাস্তবিকই কল্যাণের কল্পতরু, ইনি প্রত্যেককে নিত্যকল্যাণ প্রদানে

শ্রীল চক্রবর্ত্তি ঠাকুরের টীকা সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠাকুর কৃত টীকা ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কৃত অনুবাদ। টীকাকারের জীবনী, শ্লোক-সূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি বহু প্রয়োজনীয় বিষয় সংবলিত প্রায় ৮২৫ পৃষ্ঠা। উৎকৃষ্ট সিল্কে বাঁধাই ২৲ দুই টাকা, কাগজে বাঁধা ১৷০

শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ কৃত ভাষ্য সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

কাগজ ও ছাপা উৎকৃষ্ট। সিল্কে বাঁধাই, সোণার জলে নাম লেখা রাজসংস্করণ ১ টাকা, সাধারণ সংস্করণ ১৷০, গৌড়ীয়ের গ্রাহকপক্ষে ১৷০

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি (সাম্প্রদায়িক কোষগ্রন্থ)

[illegible] ভক্তিশাস্ত্রের পারিভাষিক শব্দাবলীর অর্থ, চারি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের চরিত্র, বিষ্ণুবৈষ্ণবগণের ও শ্রীমন্দির ও শ্রীবিগ্রহের বিবরণ, বৈষ্ণবগ্রন্থ ও গ্রন্থ-সমূহের তালিকা ও বিবরণ, বিষয় বিশেষের লৌকিক ও শাস্ত্রীয় আকরমূলে যাবতীয় তথ্য। চারিখণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ১ম খণ্ড ৸০, ২য় খণ্ড ৸০, ৩য় খণ্ড ৸০, ৪র্থ খণ্ড ৷৶০, চারিখণ্ড একত্রে ২৲ (৫ম খণ্ড যন্ত্রস্থ)।

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ—১ম খণ্ড ১ এক টাকা ২য় খণ্ড ১৲ এক টাকা—শ্রীমদ্ভাগবতের গ্রাহক ও গৌড়ীয় গ্রাহকগণ ১০ টাকায় দুইখণ্ড পাইবেন। বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীজীব গোস্বামিপাদের রচিত গ্রন্থ। ইহাতে ষট্‌সন্দর্ভের অধিক প্রয়োজনীয় অংশ। প্রায় ৫০ ডবল ক্রাউন ৮ পেজীর ৬৪ পৃষ্ঠা আকারে মুদ্রিত হইতেছে।

শ্রীমদ্গোপালভট্ট সঙ্কলিত

সদাচারস্মৃতিঃ

ভিক্ষা ৴০ মাত্র

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

প্রকাশ সংস্করণ আবিষ্কৃত

হেলার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ৬ আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ২ টবোতলের সমপরিমাণ ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ৷০ আনা, পাঁইট ৸০ আনা, বোতল ১৷০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা।

রেজেষ্টারীকৃত

মদন মঞ্জরী

বটিকায় স্বপ্ন ও ধাতুদৌর্ব্বল্য, ইন্দ্রিয়শক্তির হ্রাস, প্রস্রাবে শুক্রপাত, মস্তিষ্কের, মাথা ঘোরা, বুক ধড়ফড়ানি, অনিদ্রা প্রভৃতি লক্ষণ সত্বর নির্দ্দোষ আরোগ্য হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ৪০ বটী ১৲ এক টাকা।

“নপুংসকান্তারি ঘৃত”

পুরুষত্বহানি রোগে বাহ্যপ্রয়োগ দ্বারা আরোগ্য করিয়া শক্তিসম্পন্ন করে। মূল্য ২ তোলা ১৲ টাকা।

“রমণবিলাসিনী বটিকা”

স্ত্রীলোকের কাম উত্তেজক ও স্ফূর্ত্তি বৃদ্ধি করিতে অত্যাশ্চর্য্য। মূল্য ১০ বটী ১৲ এক টাকা।

রাজবৈদ্য নারায়ণজী, কেশবজী

১৭৭নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

বিজ্ঞাপন

সাবধান! সাবধান!! সাবধান!!!

জে, বি, দত্তের প্রকাশিত বাদাম তৈল

আদি ও অকৃত্রিম এবং উপকারিতায় সর্ব্বজন পরিচিত ও বহু প্রশংসিত।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি বাদাম তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ছাপান J. B. Datta & Co. নাম দেখিয়া খরিদ করিবেন। নতুবা জুয়াচোরগণ কর্তৃক কৃত্রিম তৈল দিয়া প্রতারিত হইবেন।

বিনীত জে, বি, দত্ত

কেরাস্ কুইনিন

নূতন এবং পুরাতন ম্যালেরিয়ার যম

ইহাতে [illegible] আছে।

[illegible] ম্যালেরিয়া [illegible] বাধা দেয় এবং জ্বর ছাড়িবার পর ম্যালেরিয়ার সমস্ত উপসর্গ নষ্ট করিয়া দেয়।

৬ এম্পুলপূর্ণ প্রতি বাক্স—মূল্য ২৲, ৪ম ৩৲ টাকা।

বাইও-কেমিক্যাল এণ্ড ক্লিনিক্যাল ল্যাবরেটারীতে প্রস্তুত। [illegible] কলিকাতা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (প্রাচীন নবদ্বীপ) নদীয়া

পর বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

এখানে আহার এবং বাসস্থান দিয়া ছাত্রদিগকে বিভিন্ন শিক্ষণীয় বিষয় শিক্ষা দিবার বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। অনেক ছাত্র উপাধি পরীক্ষা পাঠ আরম্ভ করিয়াছেন; বর্ত্তমান বর্ষে সকল ছাত্রই গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

প্রধান অধ্যাপক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রচন্দ্র কাব্য ব্যাকরণ-সাংখ্য-বেদান্ত-বেদদর্শন-তীর্থ, সাংখ্যভূষণ, বেদান্তরত্ন, সাহিত্যশাস্ত্রী, ষড়্দর্শনবাচস্পতি।

অধ্যাপক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গৌরদাস ব্রহ্মচারী ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীধাম মায়াপুর পরবিদ্যাপীঠ, (নদীয়া)

বেদনাঞ্জন

শ্রেষ্ঠরত্ন

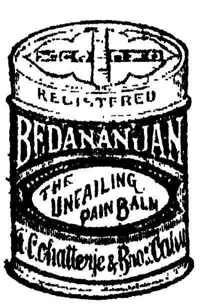

কলিকাতা কংগ্রেস এগ্‌জিবিসন হইতে বহু প্রশংসা প্রাপ্ত ও বহু গণ্যমান্য ভদ্রমহোদয়গণ কর্ত্তৃক প্রশংসিত।

আজকাল বাজার-চলিত মিশ্রিত ও বিষাক্ত আহার্য্য সেবনে শরীরের রক্ত অত্যন্ত দোষিত হইয়া পড়িতেছে। এই মানবদেহের শ্রেষ্ঠ উপাদান, এই রক্ত দোষিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মানব বাত, বেদনা, মাথাধরা, মাথাঘোরা, দৃষ্টিশক্তির হ্রাস, দাঁতের গোড়া ফুলা, দাঁত কনকনানি, দাঁতে পোকা এবং খোস, চুলকানি প্রভৃতি কষ্টদায়ক চর্ম্মরোগে আক্রান্ত হইতেছে। যদি আপনি একান্তই ব্যাধিমুক্ত হইতে চান, তাহা হইলে অযথা পয়সার অপব্যয় না করিয়া অল্প ব্যয়ে এক শিশি বেদনাঞ্জন ক্রয় করিয়া ইহার কার্য্যকারীশক্তি উপলব্ধি করুন। অন্যের তুলনায় মূল্য অত্যন্ত কম, এক শিশি ।৵০ আনা মাত্র মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান—এ, সি, চাটার্জ্জী এণ্ড ব্রাদার্স।

৮৪নং ক্লাইভ স্ট্রীট, ... হাওড়া।

সকল মনিহারী দোকানে ও বড় বড় ঔষধের দোকানে পাওয়া যায়।

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

যদিও অদ্যাপি প্রকৃত মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য, তথাপি যাঁহারা নানাবিধ অস্বাভাবিক উপায়ে অযথারূপে শক্তি নষ্ট করিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া বাঁচিয়াছেন এবং নানা প্রকার মেহ, প্রমেহ, ধাতুদৌর্ব্বল্য, স্নায়বিক দুর্ব্বলতা, বহুমূত্র, স্বপ্নদোষ, পাকস্থলীর পীড়া, অর্শ এবং স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে যাঁহারা বাধক, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, কষ্টরজঃ, শ্বেত ও রক্তপ্রদর, হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি রোগে ভুগিয়া জীবনে নিরাশ হইয়াছেন, তাঁহারা আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটার সাহেবের আবিষ্কৃত ইলেক্ট্রিক সলিউসন ব্যবহার করিয়া বাঁচিতে পারেন, তাহার শত শত প্রমাণ প্রাপ্ত হইয়াছি। যাঁহারা অন্যান্য বহুবিধ ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরোগ্য হইতে পারেন নাই, তাঁহারা একবার এই ঔষধটি ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক মাসের ব্যবহারোপযোগী এক শিশি ঔষধ ডাকমাশুল সহ ১৷০ টাকা মাত্র।

সোল এজেন্ট—ডাঃ ডি, ডি, হাজরা।

ফতেপুর, গার্ডেনরিচ পোষ্ট, কলিকাতা।

ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

অধ্যক্ষ

শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম.এ., এফ.সি.এস. (লণ্ডন)

ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক

(প্রফেসার)

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ বিশুদ্ধ ও শাস্ত্রমতে নিজ তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হয়। পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ক্যাটালগ পাঠান হয়। রোগের বিবরণ জানাইলে যত্নপূর্ব্বক ব্যবস্থা দেওয়া হয়। চিঠি পত্রাদি সম্পূর্ণরূপে গোপন রাখা হয়।

মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দুর)

(বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৪৲ টাকা

উৎকৃষ্ট স্বর্ণ, পারদ ও আমলাসার গন্ধক দ্বারা যথাশাস্ত্র প্রস্তুত নিত্য প্রয়োজনীয় সর্ব্বরোগনাশক মহৌষধ

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৩৲ টাকা

উৎকৃষ্ট কাবুলির আমলকী, বংশলোচন প্রভৃতি যাবতীয় উপাদান পূর্ণ মাত্রায় যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। কফ, কাস, সর্দ্দি, যক্ষ্মা, হৃদ্‌রোগ, অজীর্ণরোগ প্রভৃতি রোগের মহৌষধ। সর্ব্বপ্রকার দুর্ব্বলতা নাশক অতিশয় পুষ্টিকর মহৌষধ বা খাদ্য বিশেষ।

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬৲ টাকা

ইহা সেবনে ধাতুদৌর্ব্বল্য, শুক্রতারল্য, স্বপ্নদোষ, প্রমেহ ও ধ্বজভঙ্গ সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায়। ইহা অপরিসীম আনন্দদায়ক রসায়ন।

অবলাবান্ধব যোগ

প্রদর, বাধক প্রভৃতি জরায়ুদোষ ও যোনিগত উৎকট রোগের মহৌষধ

মূল্য—১৬ মাত্রা ২৲ টাকা। ৫০ মাত্রা ৫৲ টাকা মাত্র

বিশুদ্ধ জল! ভয় নাই! বিশুদ্ধ জল!!

লক্ষ্মী টিউব-ওয়েল কোং

২০৫নং নবাবপুর, ঢাকা

বর্ত্তমান-সময়ের নব আবিষ্কৃত যন্ত্রপাতিদ্বারা উন্নত বৈজ্ঞানিক-খনন-প্রণালীতে নলকূপ (*Tube-well*) নির্ম্মাণ করা হয়। বঙ্গের লাট বাহাদুর, প্রাইভেট সেক্রেটারী, ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট, ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের চেয়ারম্যান, ইঞ্জিনিয়ার, জমিদার, তালুকদার প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত ভদ্রমহোদয়গণ এই কোম্পানীর কার্য্য দেখিয়া প্রশংসা করিয়াছেন। রাসায়নিক পরীক্ষায় জল বিশুদ্ধ না হইলে মূল্য গৃহীত হয় না। বিস্তৃত বিবরণের জন্য পত্র লিখুন।

বিনামূল্যে বিনামূল্যে

বিতরিত

আক্সোর সার "কামশাস্ত্র" গ্রন্থখানি চৌদ্দ লক্ষের উপরে বিতরিত হইয়াছে। উহা পাঠে মানবের পরিণাম ফলাফল জানা যায়।

এই পুস্তক যিনি লিখিয়াছেন, তিনিই "আতঙ্কনিগ্রহ বটিকা"র আবিষ্কর্ত্তা। এই বটিকা দুর্ব্বলকে সবল করে এবং সবল ব্যক্তিকে অটুট যৌবনশালী রাখে। বত্রিশ বটিকা পূর্ণ প্রতি কৌটার মূল্য ১৲ টাকা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান:—আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়।

২১৪নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মনোমোহন প্রেস

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা

পূর্ব্ব-বাঙ্গালায় সুলভে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত

বৈদ্যুতিক মেশিনে দিবারাত্র কাজ চলিতেছে

বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা।

... নদীয়া প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে—শ্রীবিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

স্থানীয় সংস্করণ

Registered No. C 1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র।

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৫

৪র্থ খণ্ড] সম্পাদক—প্রত্নবিদ্যালঙ্কার শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী [১৯৫ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্য মঠ, শ্রীধাম মায়াপুর—৬ই কার্ত্তিক বুধবার ১৩৩৬, ২৩শে অক্টোবর ১৯২৯

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থাবলী

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্—শ্লোক সূচী, বিষয়-সূচী প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত। ভিক্ষা, প্রতি খণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৶০ গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশ গ্রাহক পক্ষে ।/০
২। ভাষ্য-সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ) ৫৲
৩। গৌড়ীয়-গৌরব ৶০
৪। গৌড়ীয়-[illegible] ।০
৫। ভজনরহস্য ॥০
৬। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
" " " আবাঁধা ৸০
৭। গীতা (শ্রীবলদেবভাষ্যসহ) বাঁধা ২৲ আবাঁধা ১৸০
৮। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি টীকা-সহ) বাঁধা ২৲ আবাঁধা ১॥০
গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ॥০
৯। [illegible] সানুবাদ ২৲
১০। বেদান্ত-স্যমন্তক সানুবাদ ॥০
১১। জৈবধর্ম্ম ২৲
১২। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৩। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৪। প্রেমবিবর্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ।৶০
১৫। দীপ-দিগ্‌দর্শন ৵০
১৬। সাধনপথ (৩য় সংস্করণ) ।৶০
১৭। আচার ও আচার্য্য ।৶০
১৮। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
১৯। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৵০
২০। শ্রীনবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
২১। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য (প্রমাণখণ্ড) ৶০
২২। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
২৩। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা পথ ।০
২৪। শরণাগতি, গীতাবলী, সাধনকণ, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, নবদ্বীপশতক, অর্থপঞ্চক ও সদাচারস্মৃতিঃ মোট ।৶০
২৫। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ও অর্চ্চনকণ ৵০
২৬। সাধককণ্ঠমণি ।০
২৭। সংস্কার-দীপিকা ।০
২৮। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড) ৩৲
২৯। [illegible] ৵০
৩০। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ৸০
৩১। মণিমঞ্জরী সানুবাদ
৩২। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ
৩৩। শ্রীচৈতন্যভাগবত (বিরাট্ দ্বিতীয় সংস্করণ) ৪৲

এতদ্ব্যতীত বৈষ্ণব-ধর্ম্মের কয়েকখানি ইংরাজি ধর্ম্মগ্রন্থ আছে, পত্র পাঠাইলে ডাকযোগে ক্যাটলগ পাঠান হয়।

প্রাপ্তিস্থান :

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

২। শ্রীগৌড়ীয় মঠ—১নং উল্টাডিঙ্গি জংসনরোড কলিকাতা।
৩। শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠ—৯০নং নবাবপুররোড, ঢাকা
৪। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ—উড়িয়াবাজার, কটক
৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ—পোড়াকুটী, পুরী
৬। শ্রীসনাতনগৌড়ীয় মঠ—৩নং জগজ্জীবনপুরা, কাশী
৭। শ্রীগৌড়ীয় মঠ দিল্লী কার্য্যালয়, ১০নং হনুমানরোড, নিউদিল্লী।
৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ—ছিপিগলি, বৃন্দাবন।
৯। শ্রীভাগবত প্রেস, গোয়াড়ী—কৃষ্ণনগর।
১০। শ্রীএকায়ন মঠ, হাইষ্ট্রীট, কৃষ্ণনগর।

নানা কথা

সংক্ষিপ্ত নবদ্বীপ পঞ্জিকা

৫ দামোদর ৬ কার্ত্তিক ২৩ অক্টোবর বুধবার অনিরুদ্ধ উ ৬.৪ অ ৫।২৫ কৃষ্ণপঞ্চমী দি ১০।০ মৃগশিরা দি ১১।০ পরিঘযোগ দি ১২।৫২ তৈতিলকরণ। **শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের তিরোভাব। ঢাকা শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠে মহোৎসব।**

৬ দামোদর ৭ কার্ত্তিক ২৪ অক্টোবর বৃহস্পতিবার কারণোদশায়ী উ ৬।৪ অ ৫।২৪ কৃষ্ণষষ্ঠী প্রাতঃ ৭।৮০ পরে সপ্তমী দামোদর রা শে ৫।২৬ আর্দ্রা দি ৯।২৪ শিবযোগ দি ৮।৪৮ পরে সিদ্ধ রা শে ৫।৪৮ বণিজকরণ।

৭ দামোদর ৮ কার্ত্তিক ২৫ অক্টোবর শুক্রবার গর্ভোদশায়ী উ ৬.৫ অ ৫।২৪ কৃষ্ণাষ্টমী রা ২।৫৪ পুনর্ব্বসু দি ৭.৪৫ সাধ্য-যোগ রা ২।০৫ বালবকরণ

৮ দামোদর ৯ কার্ত্তিক ২৬ অক্টোবর শনিবার ক্ষীরোদশায়ী উ ৬।৫ অ ৫।২৩ কৃষ্ণনবমী গোবিন্দ রা ১২ ৩৮ পুষ্যা প্রাতঃ ৬।৭ পরে অশ্লেষা ভাব রা ৪.৩৫ শুভযোগ রা ১১।৩৪ তৈতিলকরণ। **শ্রীবীরচন্দ্র-প্রভুর আবির্ভাব, শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠে মহোৎসব।**

আবহাওয়া

কয়েকদিন বৃষ্টি-বাদলাদির পর গত সোমবার অপরাহ্ণ হইতে আকাশ পরিষ্কৃত হইয়াছে। রাত্রিকালে কৃষ্ণপক্ষের তৃতীয়ার চন্দ্র উজ্জ্বল-তারকাখচিত সুনীল নভোমণ্ডলে সমুদিত হইয়া মৃদু-মধুর হাস্যের সহিত তারবর্ণা ধরিত্রীদেবীকে চন্দ্রাতপে সুশোভিত করিয়াছেন। তৎপরদিবস ব্রহ্মমুহূর্ত্ত হইতে চতুর্দ্দিক কুজ্ঝটিকাচ্ছন্ন হয়। বালসূর্য্যের হৈমকিরণ সমুদ্র জলপরে পতিত হইয়া এক অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যোৎপাদন করে। এখন হেমন্তকালোচিত শৈত্যের বেশ প্রাদুর্ভাব হইয়াছে।

আদর্শ বিশ্ববিদ্যালয়ের লক্ষ্য
অধ্যক্ষ শেষাদ্রির বক্তৃতা

দিল্লীতে নিখিল ভারত-বিশ্ববিদ্যালয়-সম্মিলনী উপলক্ষে অধ্যক্ষ শেষাদ্রি "আদর্শ বিদ্যালয়" সম্বন্ধে এক বক্তৃতা-প্রসঙ্গে বলিয়া-ছেন—"আদর্শ বিশ্ববিদ্যালয়ের লক্ষ্য পরিপূর্ণ শিক্ষা, আদর্শ বিশ্ববিদ্যালয় মানুষের বুদ্ধিবৃত্তির অনুশীলনের প্রতি যেরূপ মনোযোগ দেয় তাহার শারীরিক এবং নৈতিক উন্নতির দিকেও সেইরূপ মনোযোগ দেয়। সর্ব্বো-পরি, বিশ্ববিদ্যালয় হইল গবেষণার কেন্দ্র; সেখানে প্রত্যেক শিক্ষকের চেষ্টা হইল জ্ঞানের সীমা বিস্তৃত করা। যে শিক্ষক তাহা করেন না, তাহার অবস্থা ঠিক বদ্ধ জলের ন্যায়, পক্ষান্তরে গবেষণাকারী শিক্ষক প্রবহমান নদীর তুলনীয়।"

আফগান সংবাদ

কাবুলের বর্ত্তমান অবস্থা

পেশোয়ারের ১৯শে অক্টোবরের সংবাদে প্রকাশ যে, কাবুলে শান্তিস্থাপন হইয়াছে। সেখানে কোন গোলযোগ নাই। বৃটিশ প্রজাগণ সম্পূর্ণ নিরাপদ। কাবুলের এক জার্ম্মান ব্যবসায়ীর তারের সংবাদে জানা যায় যে শীঘ্রই জালালাবাদে রাস্তা খোলা হইবে। প্রকাশ, সাধারণ লোকের নিরাপদ ব্যবস্থার জন্যই সাওয়ালি খাঁ ইচ্ছা করিয়া লুট করিবার হুকুম দেন। কাবুলের বণিক-গণ জানাইতেছেন যে তাহারা সম্পূর্ণ নিরাপদ।

প্রকাশ যে, হবিবুল্লা যে সমস্ত কর্ম্মচারী নাদির খার যোদ্ধাদের হাতে ধরা পড়িয়াছে তাহাদের সকলকেই হত্যা করা হইয়াছে।

বাচ্চার নৃশংসতা

ষ্টেটসম্যানে প্রকাশ, আর্ক দুর্গে সাওয়ালী খাঁর সৈনিকগণ প্রবেশ করিয়া একটী তালাবদ্ধ কুঠরীতে তিনটী পচা মৃতদেহ দেখিতে পায়। বিশেষ ভাবে পরীক্ষার পর জানা যায় যে এই মৃত দেহ তিনটী ভূতপূর্ব্ব বাদশা আমানুল্লার কনিষ্ঠ ভ্রাতা আবদুল মজিদ, ভূতপূর্ব্ব কান্দাহারের শাসনকর্ত্তা সর্দ্দার মহম্মদ উসমান খাঁ এবং আমানুল্লার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা প্রিন্স হায়েতুল্লা খাঁ। বাচ্চা প্রতিহিংসা পরায়ণ হইয়া এই লোকত্রয়কে হত্যা করিয়াছে।

বাচ্চার পরিবারবর্গ বন্দী

প্রকাশ, বাচ্চা আর্ক দুর্গের দেওয়ালে গর্ত্ত করিয়া পলাইয়া যাওয়ায় খুব অল্পের জন্য রক্ষা পাইয়া গিয়াছেন। তিনি তাঁহার পরিবারবর্গকে সঙ্গে লইয়া যাইবার মত সুযোগ ও সময় পান নাই। ফলে তাঁহার পরিবারের লোকজন তাঁহার ভ্রাতা ও পিতা সহ শাওয়ালী খাঁর হস্তে বন্দী হইয়াছেন।

নাদির কি বিশ্বাস-ঘাতক ?

পেশোয়ারের ২০শে অক্টোবরের সংবাদে প্রকাশ, জেনারেল নাদির খাঁ সিংহাসনে আরোহণ করাতে আমানুল্লার পক্ষপাতী লোকগণ বিশেষভাবে ক্ষোভ প্রকাশ করিতেছে। তাহারা ইতিমধ্যেই নাদির খাঁকে সিংহাসনচ্যুত করিবার জন্য ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়াছে। নাদির খাঁর সেনাপতিত্বে হবিবুল্লা পরাজিত হইয়াছে এজন্য আমানুল্লার পক্ষপাতী লোকগণ তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিতেছিল এবং তাঁহার প্রশংসাও করিতেছিল। কিন্তু নাদির খাঁ নিজে রাজা হওয়াতে বর্ত্তমানে তাহারা মনে করিতেছে যে, নাদির খাঁ বিশ্বাস-ঘাতক।

বিচিত্র সংবাদ

(বঙ্গবাণী)

১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে সর্ব্বপ্রথমে কলিকাতায় ষ্টীমার ও কলের জাহাজ যাত্রী বহন কার্য্যে ব্যবহার হয়।

১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা হইতে রাণী-গঞ্জ পর্য্যন্ত সর্ব্বপ্রথমে রেল লাইন খোলা হয়। ইহাতে প্রায় তখনকার সময়ের এক কোটী সিক্কা টাকা ব্যয় হইয়া-ছিল।

১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ, আগ্রা, লাহোর এবং ভারতের অন্যান্য প্রসিদ্ধ স্থানে ৪০০০ মাইল লম্বা টেলিগ্রাফ লাইন প্রায় ২১ লক্ষ টাকা ব্যয়ে প্রস্তুত হইয়াছিল।

লর্ড অকল্যাণ্ডের পূর্ব্বে পুলিশের দারোগাদের মাসিক ২৫৲, থানার হেড ক্লার্ক ৪৲, জমাদার (হেড কনষ্টবল) ৮৲ এবং বরকন্দাজগণের ৪৲ মাহিনা নির্দ্দিষ্ট ছিল। কিন্তু লর্ড অকল্যাণ্ড অনেক বিবে-চনার পর মাত্র দারোগাদের মাহিনা যথা-ক্রমে ৫০৲, ৭৫৲ এবং ১০০৲ এই তিন গ্রেড স্থির করেন। চৌকীদার দিগের মাসিক মাহিনা ৩৲ ছিল।

১৭৯২-৯৩ খ্রীষ্টাব্দে সর্ব্বপ্রথম পুলিশ থানার সৃষ্টি হয় এবং প্রত্যেক থানায় ১ জন দারোগা ও ১৫ জন বরকন্দাজ থাকিত এবং বিশ মাইল স্থান ব্যাপিয়া প্রত্যেক থানার সীমানা ছিল।

১৭৯৩ খৃষ্টাব্দের ২৩নং রেগুলেশনে থানার পুলিসের খরচ তুলিবার জন্য একটা পুলিশ টেক্স আদায় হইত কিন্তু উহা শেষে ১৭৯৭ খৃষ্টাব্দে উঠাইয়া দেওয়া হয়।

পূর্ব্বে জমিদারগণের চোর, ডাকাত প্রভৃতি গ্রেপ্তার করার ক্ষমতা ছিল কিন্তু ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে থানাদারী পুলিশ নিযুক্ত হওয়ায় ঐ ক্ষমতা হরণ করা হয়।

১৮০৭ খৃষ্টাব্দে জেলার ভদ্রসন্তান-দিগকে পুলিসের দারোগা নিযুক্ত করিবার ক্ষমতা ১২নং রেগুলেশনের দ্বারা দেওয়া হয় এবং ১৮০৮ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা, ঢাকা এবং মুর্শিদাবাদ মাত্র এই তিন বিভাগে সর্ব্বপ্রথম তিন জন পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট নিযুক্ত হয়।

ফরাসী জাহাজে অগ্নিকাণ্ড

প্রায় দেড় কোটি টাকার ক্ষতি

লিভারপুলের অন্তর্গত মার্সে নামক স্থানে ফরাসী জাহাজ "ওকলাহোমা" সহসা বিস্ফোরিত হইয়া তাহাতে অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া জাহাজটীকে গ্রাস করিতে উদ্যত হয়। "ওকলাহোমা" হার্ভে নামক স্থান হইতে আসিয়াছিল। এই শোচনীয় দুর্ঘটনার ফলে কয়েকজন নাবিক আহত হইয়াছে এবং ১০০০০০০ পাউণ্ড মূল্যের দ্রব্যাদি বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। উহাতে তুলা এবং সোরা ছিল।

জোয়ার আড্ডায় ভীষণ হাঙ্গামা

গত শুক্রবার রাত্রিতে কলিকাতার সন্নিহিত টীটাগড়ে একটী জুয়ার আড্ডা ঘেরাও করিবার সময় একজন ইউরোপীয়ান পুলিশ কর্ম্মচারী ও সমাস্ত কয়েকজন পুলিশ, ২০০ শত জন দুর্দ্দান্ত কর্ত্তৃক আক্রান্ত হয়। প্রকাশ, ইউরোপীয় কর্ম্মচারী মিঃ সি, এস, বার্কনার প্রস্তর নিক্ষেপের দরুণ দুইবার ভূপতিত হ'ন এবং লাঠির আঘাতে তাঁহার একটী পায়ে গুরুতর আঘাত লাগে। তিনি প্রায় দুই ঘণ্টা অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া থাকেন। তাঁহার প্রধান ভারতীয় সহকারীকে হাসপাতালে পাঠান হইয়াছে। এই আক্রমণের ফলে ৫০ জনের উপর গ্রেপ্তার হইয়াছে। ১২ জনকে ইতিমধ্যেই হাজতে পাঠান হইয়াছে।

দারোগার মাহিনা মাসিক ২৫৲ টাকা ছিল বটে কিন্তু তখনকার কোম্পানী সর-কার তাহাদিগকে চোর ও ডাকাত ধরিতে পারিলে এবং তাহাদের শাস্তি হইলে নিম্ন-লিখিত হারে পুরস্কার দিতেন—যতজন ডাকাতের বিচারে শাস্তি হইত তাহাদের সংখ্যা প্রতি ১০৲ এবং ডাকাতি বা চুরি করা জিনিষ যাহা পুলিশ উদ্ধার করিতে পারিত তাহার মূল্যের দশ ভাগের এক ভাগ পাইত।

১৮৩৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত কোম্পানী সরকার এদেশে সদর আমীন ও মুন্সেফ দ্বারা সর-কারী কার্য্য চালাইতেন। পরে ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে সর্ব্বপ্রথম ডেপুটী কালেক্টারের এবং ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের পদ সৃষ্টি হয়।

১৮২৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত যে সকল ভারত-বাসী কোম্পানির অধীনে বিচার অথবা রাজস্ব আদায় বিভাগে চাকুরী করিত তাহাদের মাসিক মাহিনা কখনই ২৫০৲ টাকার বেশী হইতে পারিবে না এইরূপ নিয়ম ছিল।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

৬ই কার্ত্তিক বুধবার—১৩৩৬

বর্ত্তমান আবহাওয়া

"ভারতবাসীর বর্ত্তমান অবস্থা অতীব শোচনীয়, এখন আমাদের ধর্ম্মাদি অনুশীলনে চিত্ত সন্নিবেশ করিবার সময় নয়, আর ধর্ম্ম ধর্ম্ম করিয়া আমাদের চলিবে না, সেদিন চলিয়া গিয়াছে। এখন চাই দেশের উন্নতি, দশের উন্নতি। কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য প্রভৃতির উন্নতি সাধন করিয়া নিজেদের দেশকে সমৃদ্ধশালী করিবার চেষ্টা এখনকার প্রধান ধর্ম্ম। শাস্ত্র পড়িবার বা শাস্ত্রীয় আচরণ পালন করিবার যুগ চলিয়া গিয়াছে, এখন যাহাতে আমরা সুখে-স্বচ্ছন্দে খাইয়া পরিয়া দিনগুলি অতিবাহিত করিতে পারি তাহার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।"—ইহাই বর্ত্তমান সময়ের সাধারণ অভিমত।

আফ্রিকা দেশীয় পরিব্রাজক ইবন্-বতুতা সুলতান মহম্মদ তোগলকের রাজত্ব কালে অর্থাৎ দশম শতাব্দীতে ভারতবর্ষ পর্যটন করেন। তৎকালে শিল্প বিজ্ঞানের উন্নতি বর্ত্তমান কাল অপেক্ষা অনেকাংশে ন্যূন ছিল তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। তিনি লিখিয়াছেন ভারতবর্ষে [illegible] মণ দুই টাকা, [illegible] মণ এক টাকা মাত্র আনা, চিনির মণ এক টাকা মাত্র আনা, উৎকৃষ্ট ১৫ গজ কাপড়ের মূল্য [illegible] টাকা এবং উৎকৃষ্ট [illegible] মূল্য [illegible] টাকা মাত্র। [illegible], শিল্প দিন দিন উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সব দ্রব্যের মূল্য [illegible] হইয়া উঠিল, ক্রমশঃ ক্রমশঃ অভাব পূর্ণমাত্রায় দেখা দিতে লাগিল। শিল্প বিজ্ঞানাদির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে দেশের অবস্থা এমন শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছে যে আমরা দিবার [illegible] মিলিতেছে না। হিন্দু শাস্ত্রে একটী প্রাচীন কথা, অনাদিকাল হইতেই চলিয়া আসিতেছে যে লক্ষ্মী একস্থানে চিরকাল থাকেন না, তিনি নিত্যকাল চঞ্চলা। প্রত্যক্ষ [illegible] আমরা ইহার সত্যতা বিষয়ে নিঃসন্দেহ হইতে পারি। কিছুদিন পূর্ব্বে জনৈক ইউরোপীয় জ্যোতিষী যে ভবিষ্যদ্বাণী প্রচার করিয়াছেন, তাহা কালে কালে ফলিবে না এরূপ আশঙ্কার কোন কারণ নাই। যাহা নিত্যকাল থাকে না, বহু চেষ্টাতেও সংরক্ষিত হয় না তাহার জন্য সুদুর্লভ মানব জীবনের মূল্যবান দিবস ব্যয় করা অপেক্ষা বাস্তব সত্য-বস্তুর, নিত্য বস্তুর অনুশীলন করা, অনুসন্ধান করা কি বুদ্ধিমানের কার্য্য নহে? আমরা জাগতিক উন্নতির জন্য যত ব্যস্ত হইব, সেই পরিমাণে অশান্তি ভোগের যোগ্যতা লাভ করিব; যত জাগতিক উন্নতিসাধনে কৃতকার্য্য হইব সেই পরিমাণে অন্য জাতির হিংসার পাত্র হইব। ফলে আমাদের ইহকাল পরকাল নষ্ট হইবে মাত্র। এই সকল কথা কি চিন্তার বিষয় হওয়া উচিত নহে?

"তবে কি আমাদিগকে যাবতীয় জাগতিক কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া কেবল মাত্র আলস্য-পরায়ণ হইয়া শাস্ত্র অনুশীলন পূর্ব্বক দিন যাপন করিতে হইবে? স্ত্রীপুত্রাদির ভরণপোষণ না করিয়া পর্ব্বতের নির্জ্জন গুহায় আশ্রয় লইতে হইবে? সংসার পরিত্যাগ করাই কি ভগবানের অভিমত? তবে তিনি আমাদিগকে সংসার দিয়াছেন কেন? এই জড় জগৎ ভোগ করাই যদি ভগবানের অভিপ্রায় না হয় তাহা হইলে তিনি ভোগোপযোগী করিয়া এই জগৎকে সৃষ্টি করিয়াছেন কেন?"

জাগতিক উন্নতি সাধন বা তৎপরিত্যাগ, সংসারগ্রহণ বা সংসারত্যাগ—কোনটিই ভগবানের অভিপ্রায় নহে। ভোগ ও ত্যাগ দুইটীই আমাদের নিত্যমঙ্গল সাধনের পরিপন্থী, সুতরাং ঐ দুইটী হইতে উদাসীন থাকিয়া ভগবানের সেবা করাই একমাত্র সমীচীন বলিয়া মনে হয়। ভগবান স্বয়ং শ্রীমুখে কীর্ত্তন করিয়াছেন—

যুক্তাহারবিহারস্য যুক্তচেষ্টস্য কর্ম্মসু
যুক্তস্বপ্নাববোধস্য যোগো ভবতি দুঃখহা॥

—অর্থাৎ ভগবানের সেবোপযোগী [illegible] সংসারের [illegible] নির্ব্বাহ [illegible] ভগবানের [illegible] সুতরাং তাহা ভগবানের একমাত্র আদেশ জানিতে হইবে।

কেহ কেহ বলেন—"ভগবান আমাদিগকে সংসার দিয়াছেন স্ত্রী পুত্রাদির পালন করিবার নিমিত্ত; আমরা তাহাই করিতেছি, তিনি [illegible] দিয়াছেন তাহাতে [illegible] জীবন ধারণ করিতেছি। আমাদের কিছু সামর্থ্য নাই, ভগবান আমাদিগকে যখন যে কার্য্যে নিয়োগ করেন তাহাই করি, পাপ পুণ্য জানি না।" এ শ্রেণীর ব্যক্তিগণ নিম্নলিখিত মহাভারতীয় শ্লোকটী বলিয়া উহার সমর্থন করিয়া থাকেন—

জানামি ধর্ম্মং ন চ মে প্রবৃত্তি
র্জানাম্যধর্ম্মং ন চ মে নিবৃত্তিঃ।
ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন
যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি॥

উক্ত শ্লোকটীর মর্ম্ম—ভগবান শক্তিমত্তত্ত্ব, জীব সমূহ তাঁহার শক্তি; শক্তিমান্ তত্ত্ব ভোক্তা, শক্তি শক্তিমানের ভোগ্য। শক্তিমান্ শক্তিকে যে কার্য্যে নিযুক্ত করেন শক্তি তাহাই করিয়া থাকেন কিন্তু কর্ত্তৃত্বের [illegible] ভোগে শক্তির অধিকার নাই। আমরা যাবতীয় কর্ম্মফল স্বয়ং আস্বাদন বা ভোগ না করিয়া যদি ভগবানে সমর্পণ করি তাহা হইলে উক্ত শ্লোকটীর যথার্থ তাৎপর্য্য গ্রহণ করা হয়।

'নানা মুনির নানা মত, সকলেই নিজ নিজ মতের প্রাধান্য স্থাপন করিবার জন্য যত্ন করিয়াছেন, সেই সকল মতবাদ আলোচনা করিতে গিয়া আমাদের চিত্ত নানা প্রকারে বিক্ষিপ্ত হয়, প্রকৃত সত্য কোনটী নির্ণয় করিতে পারা যায় না, এরূপ সঙ্কট কালে কোন মতবাদে প্রবিষ্ট না হইয়া নাস্তিকের ন্যায় নিরপেক্ষ ভাবে অবস্থান করা ভাল' এইরূপ বিচারের আমরা প্রশংসা করিতে পারি না, কেন না তাহাতে আত্মবঞ্চনা ও পরবঞ্চনা হয় মাত্র, কোন মঙ্গলই হয় না। তবে এরূপ ক্ষেত্রে আমাদের কর্ত্তব্য কি?

ভগবান্ আছেন, এই কথায় কোন ভুল নাই তবে তাঁহার শরণাগত হই না কেন? ভগবানের কৃপা হইলে কাহার কি অভাব থাকে বা বুঝিতে বাকি থাকে? 'আমরা নানা প্রকার মতবাদ বাদ-প্রতিবাদে আবদ্ধ হইয়াছি, হে গৌরসুন্দর! কৃপা করিয়া আমাদিগকে উদ্ধার করুন' এই কথা সরল প্রাণে একবার বলিলেই ভগবানের কৃপা লাভ করিয়া আমরা অনন্ত কালের জন্য ধন্য হইতে পারি, [illegible] সেবাসুখ লাভের অধিকার পাইতে পারি। [illegible] কপটতার আশ্রয় [illegible] আত্মবঞ্চনা পরবঞ্চনা করিয়া কি লাভ হইবে। যাঁহাদের সামান্য জ্ঞান আছে তাঁহারা এ কথাটী অনায়াসে বুঝিতে পারেন।

"সদ্‌গুরুর চরণাশ্রয় না করিয়া কেহ কখন 'নাম-মঙ্গল' পরম-কল্যাণ লাভ করিতে পারিবেন না—এ কথাটী বলে বলে [illegible] অবশ্য [illegible] [illegible] কোন সন্দেহ নাই, কিন্তু বৈষ্ণবদিগের মধ্যেও পরস্পর মতের অনৈক্য দেখা যায়। কে শুদ্ধ বৈষ্ণব কে নকল বৈষ্ণব বা মিছাভক্ত [illegible] বুঝা যায় না, এরূপ স্থলেও ত আমাদের বঞ্চিত হইবার বিশেষ সম্ভাবনা।"

জড়-জগতেও বঞ্চিত হইবার সম্ভাবনা আমাদের পদে পদে, বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন না করিলেই মুস্কিল। তাই প্রতীচ্য দেশীয় পণ্ডিত বলিয়াছেন *Think before you leap*—ঝাঁপ দিবার পূর্ব্বে চিন্তা কর, ব্যস্ত হইও না। অন্যায় আপন হইয়া যা'কে তা'কে গুরু বলিয়া বরণ করিও না। ভগবান্ স্বয়ং সদ্‌গুরুরূপে মূর্ত্তিমান্ ভক্তকে কৃপা করিবার জন্য প্রেরণ [illegible] অবতীর্ণ হন [illegible] সত্যানুসন্ধিৎসু হইয়া থাক [illegible] ভগবানের নিকট নিজ অভীষ্ট লাভের নিমিত্ত প্রার্থনা কর, ভগবান কৃপা করিয়া সদ্‌গুরুকে তোমার নিকট প্রেরণ করিবেন।

"সাত্ত্বিক হইতে হইলে, হরিভজন করিতে হইলে গৌড়ীয়মঠের আশ্রয় লইতে হইবে, গৌড়ীয়মঠ ব্যতীত আর কোথাও শুদ্ধভক্ত নাই, সাধক নাই প্রকৃত সাধু নাই, এরূপ কথা নিতান্ত সাম্প্রদায়িকতা। গৌড়ীয়মঠ ঐ কথাগুলি প্রকাশ্যে না বলিলেও তাঁহাদের বক্তৃতা কথাবার্ত্তা দ্বারা তাহাই বুঝা যায়।"

পৃথিবীতে শত শত মঠ আছে, শত শত প্রতিষ্ঠান আছে, কিন্তু গৌড়ীয়মঠ তাহাদের অন্যতম নহে, বা তাহাদের ন্যায় একটি প্রাকৃত প্রতিষ্ঠান মাত্র নহেন। আপনারা জানেন শ্রীধাম বৃন্দাবনের আদিদেব গোবিন্দ, গোপীনাথ, মদনমোহন স্বীয় প্রেমাকর্ষণে [illegible] গৌড়ীয়দিগকে নিজ-জন বলিয়া আত্মসাৎ করিয়াছেন। সেই [illegible] সেবার আগ্রহে [illegible] গৌড়ীয়মঠ। অভিন্ন ব্রজেন্দ্রনন্দন ভগবান্ গৌরহরি [illegible] মূল পুরুষ। গৌরসুন্দরের নিজ জন [illegible] [illegible] [illegible] হইয়া আমাদিগকে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] আমাদিগকে গৌড়ীয় [illegible] [illegible] করিতেছেন তাঁহারা [illegible] বৈষ্ণব [illegible] শ্রীমন্মহাপ্রভু [illegible] অনর্পিতচরী প্রেমভক্তিতে তাঁহাদের অধিকার নাই।

"আমরা জানি, নিন্দা পরচর্চ্চা বৈষ্ণবের [illegible] অতীব দোষ, [illegible] সুতরাং ঐ সকল কার্য্যে প্রবৃত্ত [illegible] নাই, শ্রীচৈতন্যভাগবতে [illegible] পড়া যায়, শ্রীমন্মহাপ্রভু ঐ সকল [illegible] প্রশ্রয় দেন নাই [illegible] করিয়াছেন কিন্তু গৌড়ীয়মঠে [illegible] নিন্দা পরচর্চ্চা [illegible] তাঁহাদিগকে কপটরূপ বিশুদ্ধ বৈষ্ণব বলিয়া বিশ্বাস করি কি করিয়া?"

নিন্দা, পরচর্চ্চা অতীব জঘন্য ও পশু-প্রবৃত্তির পরিচায়ক। শ্রীমন্মহাপ্রভু কখনই তাহার প্রশ্রয় দেন নাই একথা পারমার্থিক ব্যক্তি মাত্রেই একবাক্যে স্বীকার করেন। গৌড়ীয় মঠ পরহিতকর মন্ত্রে নিত্য দীক্ষিত, তাঁহারা কখনও পরনিন্দা, পরচর্চ্চা করেন না, সত্য কথা কীর্ত্তন করাই তাঁহাদের জীবনের একমাত্র ব্রত। মনে করুন, কোন ব্যক্তি না জানিয়া ভ্রম বশতঃ বিপথে গমন করিতেছেন' গৌড়ীয় মঠ যদি তাঁহাকে ঐ পথে গমন করিতে নিষেধ করিয়া বলেন—'আপনি এইপথে গমন করিলে নিশ্চয়ই চোর বাটপাড়ের হস্তে প্রাণ হারাইবেন"—এই কথা বলায় কি গৌড়ীয় মঠ অপরাধী হইলেন না কি তদ্দ্বারা গৌড়ীয় মঠের পরহিতকর কার্য্যের সাফল্য হইল? গৌড়ীয়মঠ সমগ্র জগৎকে বিপথচারক গুরুকুলের হস্ত হইতে মুক্ত করিয়া সৎপথে চালিত করিতে ব্যস্ত। আমরা বলি এইরূপ সকলেরই গৌড়ীয় মঠের অনুগমনে পরহিতকর কার্য্যে জীবন উৎসর্গ করা উচিত।

ভারত ভূমিতে হইল মনুষ্য জন্ম যার।
জন্ম সার্থক করি' কর পর উপকার॥

ঢাকা প্রসঙ্গ

ঢাকা, শ্রীবিজয়া তিথি।

আজ ঢাকা শ্রীমাধব-গৌড়ীয় মঠে শ্রীগুরুপূজা। গুরুদাসগণের আজ আনন্দের সীমা নাই। এ আনন্দ কিছু মর জগতের নিরানন্দদায়ক আনন্দ নহে, এ যে নিত্যানন্দের দেওয়া সেবানন্দ।

শ্রীগুরুদেব শ্রীভগবানেরই প্রকাশ-বিগ্রহ। শ্রীভগবান্ যখন কোন ভাগ্যবান্ জীব-হৃদয়ে নিজের স্বরূপটি প্রকাশ করিবার ইচ্ছা করেন, তখন তিনিই শ্রীগুরু রূপে প্রকাশিত হন। এই প্রকাশ লীলা লীলাময়ের উরুকৃপা-প্রকাশ।

জগতে সকলেই আমরা জগন্নাথের সেবক। তাঁহার সেবার উপকরণ, জগতের সকল বস্তুই। কিন্তু ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডোদরী জগজ্জননী শ্রীমায়াদেবী, আমাদিগকে এমন এক মোহে মোহান্ধ করিয়াছেন যে, আমরা আজ আপন প্রভুর কথা ভুলিয়া ভবাটবিতে ভ্রমণ করিতেছি। এই ভুবন-ভ্রমণ যে কতদিন হইতে আরম্ভ হইয়াছে, এবং কতদিনে যে শেষ হইবে তাহা এখনও শেষ করিতে পারি নাই। ব্রহ্মাণ্ড আমাদিগের এই ভ্রমণলীলা শেষ করিয়া জন্য স্বয়ং লোক-পিতামহ ব্রহ্মারও জনক, ভগবানের নিত্য সেবায় নিযুক্ত করিবার জন্য, অবনীতে অবতীর্ণ হন শ্রীগুরুদেব

আজ বিজয়া তিথি। জগন্মোহিনী জগদম্বাকে জগৎবাসী কয়েক দিবস ধরিয়া শ্রদ্ধায় সেবা করিতেছিলেন। আজ সেই শ্রদ্ধার বস্তুকে কি এক বিচারে বিসর্জ্জন দিতেছেন। সুতরাং জগদম্বার সেবকগণ আজ অশ্রুজলভারাক্রান্ত। কিন্তু জীব-স্বরূপাবরণকারিণী অবিদ্যা দেবীর আবরণ অনাবরণকারী আচার্য্যদেব আজিকার এই শুভ বিজয়া তিথিতে বৈকুণ্ঠ হইতে বৈকুণ্ঠ বায়ু শ্রীমন্মাধ্ব চার্য্যরূপে শুভ বিজয় করিয়াছিলেন। সুতরাং ভববন্ধন-মোচনী নিত্য নিত্যানন্দ-সেবা-দায়িনী ভক্তিদাতা শ্রীগুরুদেবের আবির্ভাব তিথিতে আনন্দ ধরিতেছে না গুরু সেবকগণের। শ্রীগুরুদেব অনিত্যবস্তু নহেন। অথবা ধারণাতীত বিরাট্ বস্তুর কল্পিত স্বরূপ বিশিষ্ট নহেন। তিনি নিত্য সত্য; তাঁহার সেবকগণ নিত্য সত্য এবং তাঁহার সেবাও নিত্য সত্য। সুতরাং শ্রীগুরু পূজা কিছু সাময়িক ভাবোচ্ছ্বাস মাত্র নহে। ক্ষণকের নেশা মাত্র নহে। এ পূজায় পূজকের আকাঙ্ক্ষী পূজা বৃত্তিতে পূজ্য বস্তুর পূজা এবং পরবর্ত্তিকালে পূজকের পূজান্ত প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে পূজ্যের বিসর্জ্জন নাই। অথবা পূজ্যের নিকট হইতে পূজকের এষণাপরিপূরণ কামনা নাই। শ্রীগুরুপূজা বদ্ধাবস্থা হইতে মুক্তাবস্থা এবং মুক্তাবস্থা হইতে পরম মুক্তাবস্থা পর্য্যন্ত অর্থাৎ নিত্য-কালই বর্ত্তমান। এপূজায় গুরুদাসগণের এষণার পরিবর্ত্তে নিষ্কপটে আত্ম-সমর্পণ। শ্রীগুরুদেব ও জীবের অবঞ্চক উদ্ধারকর্ত্তা। তিনি নিজ ভৃত্যগণকে ভূতভৃত্য হইবার সুযোগ না দিয়া ভূতাতীত ভূতভাবন ভগবানের নিত্য সেবায় নিযুক্ত করেন।

শ্রীগুরুসেবা ব্যতীত ভগবানের সেবা লাভ হয় না। ভগবান্ ভক্তের সেবায় বাধ্য। সুতরাং শ্রীচরণ সেবায় উদাসীন অথবা শ্রীগুরুসেবা অনাবশ্যক বিচারকারীর ভগবদ্ সেবা দাম্ভিকতা মাত্র। ভগবদ্ সেবায় কেবলমাত্র ভগবানের সেবা হয়, আর গুরুসেবায় গুরু ও ভগবানের সেবা একত্রেই হয়।

শ্রীগুরুদেবই শ্রীগুরুপূজার গুরু। সুতরাং শ্রীগুরুদেবের আনুগত্যে শ্রীমাধব-গৌড়ীয় মঠের সেবকগণ আজ অরুণোদয় কাল হইতে শ্রীগুরুপূজার আয়োজন করিতেছেন। ঊষায় মঙ্গল নীরাজনান্তে মঙ্গলময় ভগবানের নাম-কীর্ত্তন আরম্ভ হয়। দিবাকরের কর-প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে সেবকগণ সহস্র হস্ত হইয়া সেবাসৌষ্ঠব সম্পাদনে তৎপর হইলেন। নিজ নিজ ভোগে বিরত হইয়া সর্ব্বভোক্তা জগন্নাথের ভোগে বিশেষ রতি প্রদর্শন করিলেন। দিননাথের অস্তাচল গমনে গাত্রোত্থিত দুর্গত জীবের জীবননাশিনীনিদ্রানেশামত্ত জীবের নিদান প্রদান কল্পে নিত্যানন্দ স্বরূপ শ্রীগুরুদেবের স্তোত্র পাঠান্তে গৌরভগবানের ভজন-গীতি গাহিলেন।

সন্ধ্যায় সন্ধ্যারাত্রিকের দৃশ্য অপূর্ব্ব। অসংখ্য নরনারী আনন্দবিহ্বল-চিত্তে চিত্তহারী চিদানন্দঘন শ্রীচৈতন্যদেব ও শ্রীশ্রীরাধা বিনোদকান্ত জীউর শ্রীমূর্ত্তি-দর্শনে মুগ্ধ না হইয়া পারেন নাই। তৎপরে সন্ন্যাসী মহারাজগণ যতিরাজ শ্রীআনন্দ-তীর্থপাদের পদগুণ-কীর্ত্তন করিয়া শ্রীগুরু-পাদপদ্ম-গ্রহণের অত্যাবশ্যকতা অবগত করাইলেন। বক্তৃতান্তে কীর্ত্তন ও কীর্ত্তনান্তে কৃষ্ণ-কার্ষ্ণফেলাভাবে সমাগত সকলকেই অভ্যর্থনা করা হইল।

আত্ম বিজ্ঞাপন

বিজ্ঞাপনের যুগে বিজ্ঞাপন না দিলে কেহ কাহারও কোন বস্তু বা মনোভাব বিশ্ববাসীর নিকট বিশেষভাবে জানাইতে পারেন না। সুতরাং বিশ্বে বিশিষ্ট হইতে হইলে নীরবে কাজ করিলে চলে না।

ব্যবসায়িমহলে ব্যবসায়ের উন্নতির জন্য বিজ্ঞাপনের আদর থাকিলেও ব্যবসায়াত্মিকা-বুদ্ধি-বিশিষ্ট ব্যক্তির পক্ষে সাধারণ্যে মনোভাব বিজ্ঞাপন বিপরীতই হইয়া থাকে। জগতে যে ব্যবসায়, ব্যবসায়ীর বদ্ধাবস্থায় বায়ু-পিত্ত-কফাত্মক বপুর্দেহের ক্ষুৎপিপাসাদি নিবারণে সমর্থ, তাহা প্রবঞ্চনাময়ী। কেন না তাহাতে জড়দেহে আত্মবুদ্ধি বিশিষ্ট ব্যক্তিকে, জড়দেহ সম্পর্কে সম্পর্কিত জনকে আপন এবং তৎসম্পর্করহিত জনকে অপর করিয়া দেয়। সুতরাং সেই ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠিত, পরচিত্তক্লেশাদি বর্ত্তমান। আর ব্যবসায়াত্মিকা-বুদ্ধি অর্থাৎ পরমেশ্বরে ভক্তি দ্বারাই সংসার তরিব ইত্যাকার নিশ্চয়-স্বভাব হওয়ায় আত্ম-মঙ্গল এবং সার্ব্বজনীন মঙ্গল বর্ত্তমানহেতু বঞ্চনাশূন্য। তাই সেই বিষয়ের বিজ্ঞাপনের কোনও আবশ্যকতা নাই।

শ্রীভগবান্ জীবের নিত্য প্রভু; জীব তাঁহার নিত্যদাস। সুতরাং জীবের নিত্য-ধর্ম্ম ভগবৎ সেবা, সেই সেবায় সেবকের নাই অন্য অভিলাষ, নাই ভুক্তি-বাঞ্ছা এবং নাই মুক্তিবাঞ্ছা। সেই সেবায় আছে কেবল সেব্যের ইন্দ্রিয়-তোষণ। কিন্তু যেখানে সেবকের নিজেন্দ্রিয় বাঞ্ছা বর্ত্তমান সেখানে সেবায় সেবার অভিনয়মাত্র। সে সেবায় সেবকের সেবা-নুরাগ সমৃদ্ধি লাভ না করিয়া সেবাপথে পদে পদে সেবাবাধা উপস্থিত হয়।

ত্রিতাপদগ্ধ কামক্রোধাদিরিপুবশ আমি, আমাকে অমন্দোদয়দয়াবিতরণ কারী অমরপ্রভুশ্রেষ্ঠ শ্রীগুরুদেব কেশাকর্ষণে কৃষ্ণকার্ষ্ণসেবায় নিযুক্ত করিয়াছেন। পতিতপাবন প্রভুপাদের এই পতিতোদ্ধারণ লীলা স্বভাব-সুলভ। আর পতিতাধম আমি, আমার স্বভাব পতিতপাবনী দয়া পাইয়াও পতনের পথে পথিক হওয়া। সুতরাং স্বভাবতঃ নীচ আমি আমাকে অতি উর্দ্ধে উত্তোলন করিলেও সংখ্যাঙ্কে ৯ কারের ন্যায় নিজভাব পরিত্যাগ করিতে অসমর্থ।

প্রভুপাদ আমার, আমার অনাদি কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখতা বিদূরিত করিয়া আমাকে নিত্য স্বভাবে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্যই কৃষ্ণ-কার্ষ্ণ মহোৎসবের সেবাভার অর্পণ করিয়াছেন। আমি প্রতিষ্ঠালোলুপ, সুতরাং নিত্য সেবায় প্রতিষ্ঠিত না হইয়া শূকরীবিষ্ঠা-তুল্য প্রতিষ্ঠা-নিষ্ঠায় প্রমত্ত হইলাম। ফলকালে সেবায় উন্নতি না হইয়া সেবাপরাধী হইলাম। আমি যখন যে সেবার অনুষ্ঠান করি তখনই সেই সেবা কার্য্যের সুষ্ঠুতার জন্য নিজের কৃতিত্বই বিজ্ঞাপন করিয়া থাকে। শ্রীনাম গ্রহণকালে উচ্চৈঃস্বরে শ্রীনাম প্রভুর নিকট নামাপরাধত্যাগের প্রার্থনা না জানাইয়া উচ্চকীর্ত্তনকারী বলিয়া আত্ম-বিজ্ঞাপিত করি। বৈকুণ্ঠবার্ত্তাবহ শ্রীপত্রিকা সমূহে বৈকুণ্ঠপ্রিয় বৈষ্ণব কৃপাপ্রার্থী না হইয়া বিবিধ প্রবন্ধাদি রচনা করিয়া লেখক নামে নিজের বিজ্ঞাপন বাহির করি। এহেন আত্ম-বিজ্ঞাপন প্রচারকারী আত্মপ্রতারকের গতি কোথায়?

আত্ম-বিজ্ঞাপনই আত্মবিজ্ঞান লাভের একমাত্র পন্থা। আমার হৃদয়ের সেবা-বিরোধী-ভাব সমূহ সেবা-বিগ্রহ প্রভুবর্গের নিকট আর্ত্তি-সহকারে নিবেদন করিলে নিবেদিতাত্মা শ্রীলমাধব-জনগণ নিরাশ্রিত জনগণকে নিত্যাশ্রয় দান করেন। এই নিবেদনে নিবেদকের নির্ব্বেদ প্রাপ্তির আশাই নিরাশ-হৃদয়ে আশার সঞ্চার করে। আর কপটতা মুখে এ বাহ্য দৈন্যোক্তিতে দয়ালু প্রভুগণের দয়া প্রাপ্তি হইতে দূরে রাখে। শাস্ত্রে এইজন্য শরণাগতির ষড়ঙ্গ প্রসঙ্গে কার্পণ্যের কথা কথিত হইয়াছে কার্পণ্যে কৃপণতা করিলে কার্পণ্য কৃষ্ণ কৃপা-কর্ষণের পরিবর্ত্তে কপটতাই বৃদ্ধি করে।

অন্তর্যামী, অদোষদরশী অভয়দাতা, বৈষ্ণব ঠাকুরগণের শ্রীচরণে অধমের আর্ত্তি এই যে, তাঁহারা আমাকে অমায়ায় কৃপা করিয়া চিরকৃতার্থ করেন। কপটতা আমার সম্ভব হইলেও নিষ্কপট প্রভুবর্গের কৃপা-কুষ্ঠিত আমার কাপট্য-নাট্যের অবসান করে, আমার মত জীবের, শুধু আমার নহে চতুর্দ্দশ ভুবনের সকলেরই পক্ষে ভক্ত-কৃপাই ভগবানের কৃপালাভের একমাত্র

রাজোচিত আচরণ

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ১৯৮ সংখ্যার পর)

(৮)

পৃথিবীর ইতিহাসে সম্পূর্ণ অভিনব—মহাপ্রভুর প্রবর্ত্তিত এবং তদীয় পার্ষদ-ভক্ত শুদ্ধ বৈষ্ণবগণের শ্রীমুখনিঃসৃত কলিযুগ-পাবন পরমাদ্ভুত হরিনাম সংকীর্ত্তন শ্রবণ করিয়া সমাগত লক্ষ লক্ষ লোক-সঙ্ঘ শ্রদ্ধা-বিস্ময়-আনন্দে অভিভূত হইয়া পড়িলেন। মহাপ্রভুও অচিন্ত্য অদ্ভুত লীলা প্রকাশ করিয়া এক কালে সাত সম্প্রদায়ে নৃত্য-বিলাস করিতে লাগিলেন। প্রতি সম্প্রদায় মনে করিতে লাগিলেন 'প্রভু আমাদের প্রতি কৃপা পরবশ হইয়া আমাদের সম্প্রদায়ের মধ্যেই থাকিয়া নৃত্য-কীর্ত্তন করিতেছেন। প্রতি সম্প্রদায়েরই উৎসাহ উল্লাসের অবধি নাই। শ্রীজগন্নাথ এই কীর্ত্তন-বিলাস-লীলা উপভোগ করিবার জন্য মধ্যে মধ্যে রথ থামাইয়া এই দৃশ্য দেখিতে লাগিলেন। মহাভাগ্যবান রাজা প্রতাপরুদ্র ভগবানের এই উভয়বিধ অপ্রাকৃত লীলা উপলব্ধি করিয়া প্রেমভরে পুলকিত ও রোমাঞ্চিত হইলেন। কাশীমিশ্রকে ডাকিয়া রাজা প্রভুর এই পরম অদ্ভুত লীলা কথা কীর্ত্তন করিলেন। কাশীমিশ্র রাজার সৌভাগ্যের প্রশংসা না করিয়া পারিলেন না। সার্ব্বভৌমকে সম্মুখে পাইয়া রাজা ইঙ্গিতে প্রভুর অদ্ভুত লীলার কথা কহিলেন। শ্রীচৈতন্যের এই রহস্য লীলার বিষয় অন্য কেহ জানিলেন না।

যারে তাঁর কৃপা সেই জানিবারে পারে।
কৃপা বিনা ব্রহ্মাদি জানিবারে নারে॥

রাজার পথ-সম্মার্জ্জন রূপ দৈন্য-সূচক সেবা দর্শন করিয়া প্রভুর সন্তোষ হইয়াছে। তাই প্রত্যক্ষভাবে 'রাজা' নামের প্রতি আচার্য্য-লীলাভিনয়কারী প্রভুর তীব্র বিতৃষ্ণা প্রদর্শিত হইলেও পরোক্ষ ভাবে তাঁহার প্রতি এত কৃপা যে, রাজা প্রভুর কৃপায় তাঁহার গূঢ়লীলা-রহস্য অনুভব করিতে সমর্থ হইলেন। শ্রীজগন্নাথ ও শ্রীচৈতন্য দ্রষ্টা ও দৃশ্য এখানে একবস্তু হইলেও লীলা-বিচিত্রতাক্রমে এই অদ্ভুত রহস্যের প্রকাশ এবং সাত সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রভুর যুগপৎ অবস্থিতি-রহস্যও রাজা প্রভুর কৃপায় উপলব্ধি করিলেন।

অতঃপর প্রভু সাত সম্প্রদায় একত্র করিয়া উদ্দণ্ড নৃত্য কীর্ত্তন করিতে ইচ্ছা করিলেন। প্রভুর অন্তরঙ্গ প্রিয় পার্ষদ পণ্ডিত স্বরূপ-দামোদর প্রভুর অভিপ্রায় বুঝিয়া শ্রীবাস, রামাই, রঘুনন্দন, গোবিন্দ, মুকুন্দ, হরিদাস, গোবিন্দানন্দ, মাধবাচার্য্য প্রভৃতি নয়জন ভক্তকে সঙ্গে লইয়া প্রভুর সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া নৃত্য ও কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন এবং সম্প্রদায়ের অবশিষ্ট সকলে চারিদিক বেষ্টন করিয়া নৃত্য-কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। প্রভু প্রথমতঃ শ্রীজগন্নাথের স্তুতিপাঠ করিলেন, পরে হুঙ্কার করিয়া উদ্দণ্ড ভাবে নৃত্য করিতে আরম্ভ করিলেন স্তম্ভ-স্বেদ-পুলকাদি মহাভাবের ক্ষণে ক্ষণে বিকাশ হইতে লাগিল। এক-একবার যখন আছাড় খাইয়া ভূমিতে পড়েন, মনে হয় যেন,সুবর্ণ পর্ব্বত ভাঙ্গিয়া পড়ে। নিত্যানন্দ-প্রভু দুই হস্ত প্রসারিত করিয়া একদিকে প্রভুকে অন্যদিকে লোক সংঘট্টকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। কাশীশ্বর মুকুন্দাদি ভক্তগণও হাত-ধরাধরি করিয়া দ্বিতীয় মণ্ডল রচনা করিলেন। রাজা প্রতাপরুদ্র তাঁহার পাত্রমিত্র লইয়া তৃতীয় মণ্ডল রচনা করিয়া লোক-নিবারণ করিতে লাগিলেন।

রাজা লোকের ঠেলাঠেলি হুড়াহুড়ি হইতে পরিত্রাণ লাভের সুবন্দোবস্ত করিয়া দিয়া হরিচন্দন নামক এক মহাপাত্র কর্ম্মচারীর স্কন্ধে হস্ত সন্নিবেশ করিয়া অনন্যমনে প্রভুর নৃত্য-দর্শন করিতেছেন। এই সময়ে শ্রীবাস পণ্ডিত প্রেমাবেশে প্রভুর নৃত্য-দর্শন করিতে করিতে রাজার সম্মুখে আসিয়া পড়িলেন। বহুক্ষণ যাবত একভাবে রাজার সম্মুখে অবস্থান জন্য হরিচন্দন ভাবিলেন, রাজার নৃত্য-দর্শনে অসুবিধা হইতেছে। এই মনে করিয়া হস্ত দ্বারা ভক্তাগ্রণী শ্রীবাসকে স্পর্শ করিয়া এক-পাশ হইতে অনুরোধ করিল। নৃত্যাবেশে বিভোর শ্রীবাস কিছুই টের পাইলেন না। হরিচন্দন পণ্ডিতের প্রেমভাব বুঝিতে না পারিয়া বারম্বার ঠেলা দিয়া তাঁহাকে সম্মুখ হইতে অপসারণ করিতে চেষ্টা করিতে লাগিল। নৃত্য-দর্শন-সেবারত শ্রীবাস পুনঃ পুনঃ বাধা প্রাপ্ত হইয়া ক্রুদ্ধ হইলেন, শেষে অধৈর্য হইয়া হরিচন্দনের গণ্ডদেশে এক চপেটাঘাত করিয়া নিবৃত্ত হইতে আদেশ করিলেন। হরিচন্দন চাপড় খাইয়া ক্রোধ-বেগে পণ্ডিতকে দু'কথা শুনাইয়া দিবার জন্য উদ্যত হইলে রাজা তাহাকে নিবারণ করিলেন। রাজা বলিলেন, মূর্খ, কাহার উপর ক্রোধ প্রকাশ করিতেছ? ইনি বৈষ্ণব শিরোমণি। তুমি ভাগ্যবান্, তাই ইঁহার হস্ত-স্পর্শ লাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছ আমি হতভাগ্য বৈষ্ণবের হস্ত-স্পর্শরূপ আমার ভাগ্যে নাই তাই আমাকে ত' ও রূপে স্পর্শ করিলেন না!

ধন্য তুমি রাজা! বিষ্ণু বৈষ্ণবের প্রতি অহৈতুকী অকৃত্রিম শ্রদ্ধায় তোমার সুনির্ম্মল চিত্ত পরিপূরিত হইয়াছে। তুমি প্রভুর কৃপা-লাভ করিবে না ত' করিবে কে?

উপায়। ভক্তবাধ্য ভগবান্ ভক্তের আবেদনে ভবদাবদগ্ধ ভ্রমণশীলের ভ্রান্ত-ধারণা বিদূরিত করিয়া স্বীয় ভুবনমোহন শ্রীবিগ্রহ ভক্তের হৃদয়ে প্রকটিত করেন। এই ভরসায় ভুবনমোহন-মোহন কার্ষ্ণগণের চরণকমলে কৃতাঞ্জলিপূর্ব্বক আত্ম-বিজ্ঞাপনান্তে আত্ম-বিজ্ঞান লাভের প্রার্থনা করি।

বিদ্যার ফল

সাধারণতঃ অধ্যয়নাদির জন্য জ্ঞানকে বিদ্যা বলে। অজ্ঞাত বিষয়ে জানাকে বিদ্যা বলিলেও,—

অঙ্গানি বেদাশ্চত্বারঃ মীমাংসা ন্যায়-বিস্তরঃ।
পুরাণং ধর্ম্মশাস্ত্রঞ্চ বিদ্যা হ্যেতাশ্চতুর্দ্দশ॥
আয়ুর্ব্বেদো ধনুর্ব্বেদো গান্ধর্ব্বশ্চার্থশাস্ত্রম্॥

এই অষ্টাদশ প্রকার বিদ্যা জগতে প্রসিদ্ধি লাভ করিলেও বিষয় বিশেষের জ্ঞান, সকল বিষয়ের জ্ঞান দিতে অসমর্থ অথবা সেই বিষয়ে জ্ঞানাভিমানী ব্যক্তি বিষয়টীর পূর্ণজ্ঞান সংগ্রহ করিতে পারে না। এ সব দিক বিচার করিয়া ভগবদভিন্ন কলেবর সর্ব্বদর্শী শাস্ত্র, "অক্ষর বস্তুর জ্ঞান"কেই বিদ্যা বলিয়াছেন কেননা পূর্ণ-বস্তুর জ্ঞানে তদন্তর্গত সকল বস্তুরই অভিজ্ঞতা লাভ হয় কিন্তু খণ্ড বস্তুর জ্ঞানলাভে পূর্ণবস্তুর জ্ঞানলাভের সম্ভাবনা নাই।

তত্ত্বজ্ঞান লাভই বিদ্যার ফল,—

"নাহং দেহশ্চিদাত্মেতি বুদ্ধির্বিদ্যেতি ভণ্যতে।" জড়দেহে আমি বুদ্ধিযুক্ত ব্যক্তি, শাস্ত্রাদি পাঠের অভিনয় করিলেও এবং তত্তুল্য শাস্ত্রাচার্য্যগণের দ্বারা বিদ্বান্ বা পণ্ডিত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইলেও পশু-বুদ্ধির প্রাবল্যে ভারবাহী বলিয়াই বিদ্বৎ সমাজে পরিচিত। আত্মজ্ঞান-লাভে বিদ্বান্, বিনয়ী হইয়া 'তৃণাদপি-সুনীচ'ধর্ম্মের যাজক হইয়া থাকেন, আর অনাত্মজ্ঞানাদিকো তথাকথিত বিদ্বানের দাম্ভিকতাই বৃদ্ধি পায়। এ বিষয়ের উদাহরণ বিদ্যান্ত সমাজে অনুসন্ধান করিলেই পাওয়া যায়।

কিন্তু কলির প্রাবল্যে অপরা বিদ্যায় বিদ্বান্ ব্যক্তিরই আদর; আর পরবিদ্যায় স্ব-পর-ভেদ-বুদ্ধি বিগত কোবিদগণের সম্মান অবিদিত।

মনু বলেন—

পাঠকাশ্চৈব যে চান্যে শাস্ত্রচিন্তকাঃ।
সর্ব্বে ব্যসনিনো মূর্খাঃ যঃ ক্রিয়াবান্
স পণ্ডিতঃ॥

যে বিদ্যায় বিদ্বানের ইন্দ্রিয়-তর্পণ পিপাসা বর্দ্ধিত হয়, সেই বিদ্যা বিদ্বান্‌কে আত্ম-বঞ্চিত করিয়া মূর্খ সাজায়। এই কথা পণ্ডিতাভিমানী সমাজে জানাইবার জন্য শ্রীমন্মহাপ্রভু পণ্ডিতাগ্রণী শ্রীবাসের মুখে প্রকাশ করিয়াছিলেন। উদ্ধত চূড়ামণি মহাপ্রভু বাল্যাভিনয়ে একদিন যখন নদীয়ার পথে ভ্রমণ করিতেছিলেন দৈবযোগে শ্রীবাসকে দর্শন করিয়া সর্ব্ব-প্রণম্যপ্রভু ভক্তশ্রেষ্ঠ প্রভুবংশকারী প্রভুকে দণ্ডবৎ করিলেন। তখন শ্রীবাস পণ্ডিত প্রভুকে বলিলেন,—

পড়ে লোক কেন কৃষ্ণভক্তি জানিবারে।
সে যদি নহিল তবে বিদ্যায় কি করে॥

আচার্য্য-লীলাভিনয়কারী মহাপ্রভু যখন বিদ্যাদানের লীলা করিতেছিলেন তখন তিনিও পড়ুয়া বেশী তাহার নিত্য ভৃত্যগণকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন:—

শাস্ত্রের না জানে মর্ম্ম অধ্যাপনা করে।
গর্দ্দভের প্রায় যেন শাস্ত্রবহি মরে॥
পড়িয়া শুনিয়া লোক গেল ছারে খারে।
কৃষ্ণ মহামহোৎসবে বঞ্চিল তাহারে॥

সাধারণ লোক সমাজে চলিত কথা আছে যে, "বিদ্যা ভাগবতাবধি।" ভগবৎ-তত্ত্ব ও তদীয় ভাগবত-তত্ত্বে শ্রদ্ধা উৎপাদনকারিণী বৈদ্যাই বিমুখ মোহন-মোহনী-অপরাবিদ্যানাশিনী। অতএব সরল বিচারে সর্ব্বশাস্ত্রের ও শাস্ত্রদর্শিগণের মতে,—

সেই সে বিদ্যার ফল জানিহ নিশ্চয়।
শ্রীকৃষ্ণ-চরণে যদি চিত্ত বৃত্তি রয়॥

শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠ।

মহোৎসব তালিকা

বুধবার	৬ই ,,	২৩শে ,,	শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের অপ্রকট মহোৎসব।
শনিবার	৯ই ,,	২৬শে ,,	শ্রীবীরচন্দ্রপ্রভুর প্রকটোৎসব।
মঙ্গলবার	১২ই ,,	২৯শে ,,	শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুরের অপ্রকট মহোৎসব।
শনিবার	১৬ই ,,	২রা নভেম্বর	শ্রীগোবর্দ্ধন পূজা, অন্নকূট মহোৎসব, শ্রীবৃন্দাবন ঠাকুরের অপ্রকট মহোৎসব।
রবিবার	১৭ই ,,	৩রা ,,	শ্রীবাসুদেব ঠাকুরের অপ্রকট মহোৎসব।
শনিবার	২৩শে ,,	৯ই ,,	গোষ্ঠাষ্টমী। গোপাষ্টমী। শ্রীশ্রীনিবাস আচার্য্য, শ্রীগদাধর দাস ও শ্রীধনঞ্জয় পণ্ডিতের অপ্রকট মহোৎসব।
বুধবার	২৭শে ,,	১৩ই ,,	শ্রীপাদ গৌরকিশোর দাস গোস্বামী মহারাজের পঞ্চদশ বার্ষিক অপ্রকট মহোৎসব। কীর্ত্তন মহোৎসব।
বৃহস্পতি	২৮শে ,,	১৪ই ,,	সাধারণ মহামহোৎসব।
শনিবার	৩০শে ,,	১৫ই ,,	শ্রীভূগর্ভগোস্বামী ও শ্রীকাশীশ্বর পণ্ডিতের অপ্রকট মহোৎসব।
রবিবার	১লা অগ্রহায়ণ	১৭ই ,,	শ্রীপাদ নিম্বার্ক আচার্য্যের আবির্ভাব শ্রীসুন্দরানন্দ ঠাকুরের তিরোভাব, উৎসব সমাপ্ত।

(দৈবাদুরোধে ও উপবাসদিবসে এই তালিকা পরিবর্ত্তনযোগ্য)

পর-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

সম্প্রতি পরবিদ্যাপীঠে নিম্নলিখিত শিক্ষণীয় বিষয়নিচয়ের অধ্যাপকের আসন-সমূহ সংস্থাপিত হইয়াছে—বিদ্যার্থিগণ আবেদন করুন।

১। সাহিত্যাসন, ২। ঐতিহ্যাসন,
৩। সম্প্রদায়বৈভবাসন, ৪। ভক্তিশাস্ত্রাসন,
৫। তন্ত্রশাস্ত্রাসন, ৬। বেদান্তাসন,
৭। একায়নাসন।

শ্রীনন্দলাল রায় বি, এ, কাব্যতীর্থ, বিদ্যাসাগর,
সম্পাদক—পরবিদ্যাপীঠ, শ্রীধাম মায়াপুর।

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

শ্রীগৌড়ীয়াপত্রিকা ধারাক্রম হইতে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৪০৲ চাল্লিশ টাকা।

২৭২৪ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে,
সপ্তচত্বারিংশ খণ্ডে সূচী ছাপা হইতেছে।

৪৬শ খণ্ড গ্রন্থ নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে ১৫।৵০ সাধারণ পক্ষে ২০৸৵০। প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৶০, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ।৵০।

দশম স্কন্ধ ছাপা হইতেছে। দশম স্কন্ধের ভিক্ষা ১২৲, অগ্রিম দাতাগণের পক্ষে ৮৲।

৫০ অধ্যায়পর্য্যন্ত নবম সংখ্যা ছাপা হইয়াছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

"শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত"

সম্পূর্ণ ছাপা শেষ হইয়াছে

আদি, মধ্য, ও অন্ত্যলীলা এবং সূচী ছাপা হইয়া সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছেন। যাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ১০৲ টাকা ভিক্ষার তৃতীয় সংস্করণ ৪ টাকায় না পাইয়া অপূর্ব্ব সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছেন, তাঁহাদের জন্যই ত্বরায় ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছেন। সেই ১০ টাকার এই বিরাট গ্রন্থ নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা পূর্ণ না হওয়া পর্য্যন্ত ৫৲ টাকা ভিক্ষায় দেওয়া হইবে। আবেদনে সত্বর হউন পরে আর এ সুযোগ দেওয়া হইবে না।

শ্রীচৈতন্য ভাগবত গ্রন্থ প্রকাশ

শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র গ্রন্থ ৮৲ স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲
নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪॥০ টাকা

শ্রীচৈতন্য মঠের যাবতীয় গ্রন্থ

কার্য্যাধ্যক্ষ, গ্রন্থ-বিভাগ, শ্রীচৈতন্য মঠ
পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া
— এবং —
শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা
ঠিকানায় পাওয়া যাইবে।
বিশেষ দ্রষ্টব্য। ... শ্রীচৈতন্য মঠের ঠিকানায় পাঠাইবেন।

উড়িয়া ভাষায় প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

যে সব উৎকলবাসী ভক্তগণ বাংলা পাড়তে জানেন না, তাঁহাদের শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর প্রচারিত পরম উপাদেয় ভক্তি-কথা জানিবার সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে উড়িয়া-ভাষায় নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হইয়াছে। বাংলা গ্রন্থের তুলনায় উড়িয়া গ্রন্থগুলির ভিক্ষাও অপেক্ষাকৃত অল্প।

গ্রন্থের নাম	ভিক্ষা
শ্রীহরিনাম চিন্তামণি, প্রতিখণ্ড	॥০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	১৲
সাধন পথ (শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টক) প্রতিখণ্ড	।০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	॥০
কল্যাণ কল্পতরু প্রতিখণ্ড	৵০
একত্রে ৩খণ্ড লইলে	।০
গীতাবলী প্রতিখণ্ড	৴১০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৶১৫
শরণাগতি — প্রতিখণ্ড	৴০
একত্রে ৩খণ্ড লইলে	৵৫

প্রাপ্তিস্থান { শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ, কটক
এবং
শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, পুরী }

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিম্নলিখিত মঠসমূহে প্রাপ্তব্যঃ—

১। শ্রীচৈতন্য মঠ,—পোঃ, শ্রীধামমায়াপুর, (নদীয়া)।
২। শ্রীগোরগদাধর মঠ,—চাঁপাহাটি, সমুদ্রগড় পোঃ, (বর্দ্ধমান)।
৩। শ্রীভাগবত আসন,—ভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৪। শ্রীগৌড়ীয় মঠ,—১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা।
৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ,— [illegible], পুরী।
৬। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ,—উড়িয়া বাজার, কটক।
৭। শ্রীভাগবত মঠ,—চিনাকুড়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।
৮। শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ,—৮নং [illegible], কাশী, ই, ডি, পি।
৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,—[illegible], বৃন্দাবন, মথুরা, ইউ, পি।
১০। শ্রীনৈমিষারণ্য মঠ,—মিশ্রিখ পোঃ, সীতাপুর, ইউ পি।
১১। শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ,—কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল, পাঞ্জাব।
১২। শ্রীমাধবগৌড়ীয় মঠ,—২নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।
১৩। শ্রীগদাইগৌরাঙ্গ মঠ,—বালিয়াটি, ঢাকা।
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম,—আমলাযোড়, রাজবাঁধ পোঃ, বর্দ্ধমান।
১৫। শ্রী[illegible] মঠ,—ভুবনকোলা, [illegible] পোঃ, মানভূম।
১৬। শ্রী[illegible] মঠ, আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী, উড়িষ্যা।

এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণের নিকটও নদীয়া-প্রকাশ প্রাপ্তব্য।

১। শ্রীযুক্ত জনার্দ্দন ঘোষ—৪৪ নং [illegible] রোড, খুলনা
২। শ্রীযুক্ত রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিরত্ন—দেওয়ানগঞ্জ, ছত্রদাবাড়ী কুচবিহার।
৩। শ্রীযুক্ত রামরঞ্জন রায়—[illegible] নং শ্রীগোপাল মল্লিক লেন, কলিকাতা।
৪। শ্রীযুক্ত অনুকূলচন্দ্র সরকার এম, ডি, ও, ফৈজাবাদ।
৫। ডাঃ এন্‌ ডি, মুখার্জ্জি—এম, এস, [illegible], কানপুর।
৬। শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী জ্যোতির্ভূষণ—স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া।
৭। শ্রীরামানন্দী দাস অধিকারী, নবদ্বীপ।
৮। শ্রীরাজমোহন দে—মনমোহন প্রেস, নবাবপুর, ঢাকা।
৯। শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ গড়গড়ি [illegible], ২৪ পরগণা।

শ্রীচৈতন্যমঠের গ্রন্থাবলী

শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুর বিরচিত

ভক্তি-গ্রন্থাবলী।

উৎকৃষ্ট কাপড়ে বিলাতী ধরণে বাঁধাই স্বর্ণালঙ্কৃত। চতুর্থ সংস্করণ। বিস্তৃতবিধ স্বসূচীসহ

জৈবধর্ম্ম

বাঁধাই ২৲ দুই টাকা

প্রকাশিত হইয়াছে

সনাতন ধর্ম্মশাস্ত্র বেদ, বেদান্ত, উপনিষৎ গীতা, শ্রীমদ্ দর্শন, পুরাণ, তন্ত্রাদি সকল গ্রন্থ পাঠ করিবার অবসর অতি অল্প মানবের ঘটিয়া থাকে। অনেকের যোগ্যতা না থাকায় সেই সমস্ত গ্রন্থের মর্ম্ম অবগত হইতে পারেন না। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বাঙ্গালীর এই অসুবিধা দূরীভূত করিবার জন্য এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

বিদ্যালয়ের ছাত্র বা শিক্ষকগণের বিশেষ পাঠ্য, এই হেতু শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টার বাহাদুর ইহা সমস্ত বিদ্যালয়ের জন্য অনুমোদন করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

প্রথম খণ্ড ভিক্ষা—১৲ একটাকা

যুক্তিপূর্ণ শাস্ত্রবাক্য দ্বারা প্রত্যেক মানবের নিত্য কর্ত্তব্য ও অনিত্য সাময়িক কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। গ্রন্থের প্রতি উক্তি সনাতন শাস্ত্রবাক্য দ্বারা সমর্থিত ও প্রমাণিত হইয়াছে। দেহের, মনের ও আত্মার ধর্ম্ম কি? স্বদেশ, সমাজ, নীতি, ধর্ম্ম কি? ইত্যাদি বিষয় ক্রমানুসারে এমন সুন্দরভাবে যুক্তিসহকারে আলোচিত হইয়াছে যে, প্রথম পংক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত পাঠ না করিয়া নিবৃত্ত হওয়া যায় না।

শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ভিক্ষা ৵০

ঐ প্রমাণ খণ্ড ভিক্ষা ৵০

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিহার ও লীলাভূমি নয়টী দ্বীপ-সমম্বিত। এই নয় দ্বীপের প্রাচীন বিবরণ—প্রত্যেক দ্বীপে শ্রীমহাপ্রভুর লীলা—প্রত্যেক দ্বীপের পরিচয়, শ্রীধাম-মাহাত্ম্য—ধামাপরাধ কি? ইত্যাদি বিষয় বিশেষভাবে মনোহর ছন্দে বর্ণিত। পকেট সাইজ প্রায় ১৬০ পৃষ্ঠা।

শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ

উজ্জ্বল ব্রোঞ্জ-ব্লু কালীতে উত্তম কাগজে ছাপা—শ্রীনবদ্বীপধাম দর্শনে ভাবুক দর্শনকারীর কি প্রকার ভাবের উচ্ছ্বাস হয়, তাহা এই গ্রন্থে বর্ণিত। অতি চমৎকার। ভিক্ষা চারি আনা।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা

শ্রীভজনপথ ।৵০

শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভুকে উপদেশচ্ছলে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিচার অতি সুন্দরভাবে ব্যক্ত হইয়াছে। ইহা ছাড়া শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদিষ্ট শিক্ষা ও উপদেশ বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-জগতে অভিনব গ্রন্থ !!

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতি-গ্রন্থাবলী :—

শরণাগতি

পকেট সাইজ
অষ্টম সংস্করণ
ভিক্ষা ৴০ আনা

দেহ ও মনের চেষ্টা অনিত্যবস্তু লইয়া—ইহা যখন জীব বুঝিতে পারে, তখন একমাত্র নিত্যবস্তু শ্রীভগবানের প্রতি তাঁহার কোন জাতীয় আবেগময়ী প্রার্থনা হয় এবং শ্রীভগবানে সর্ব্বান্তঃকরণে নিষ্কপটে কি প্রকারে শরণাপন্ন হইতে হয়, ইত্যাদি বিষয়ক প্রাণস্পর্শী প্রার্থনা ও আত্ম-সমর্পণমূলক গান। ভাড়িয়া সংস্করণও প্রকাশিত হইয়াছে

ভিক্ষা প্রতি খণ্ড ৴০ এক আনা,

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা— ৴০, নবদ্বীপশতক— ৴০

অর্থপঞ্চক—৴০

কল্যাণকল্পতরু

পকেট সাইজ
পঞ্চম সংস্করণ
ভিক্ষা ৴১০

আমরা প্রত্যহ নূতন অভাব ও কামনার বশবর্ত্তী হইয়া পুনঃপুনঃ যে অকল্যাণকে কল্যাণ বলিয়া গ্রহণ করি এবং যাহার নিকট কল্যাণ কামনা করি, তিনি যে নিত্য বা যথার্থ কল্যাণ প্রদানে অসমর্থ এবং কোন বস্তু আমাদের নিত্য কল্যাণদাতা এবং কি ভাবে আমরা সেই কল্যাণলাভে সমর্থ হইব, এই সকল কথা সরল গানে লিখিত। এই গীতগ্রন্থ বাস্তবিকই কল্যাণের কল্পতরু; যিনি প্রত্যেককে নিত্যকল্যাণ প্রদানে

শ্রীল চক্রবর্ত্তি-ঠাকুরের টীকা সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠাকুর কৃত টীকা ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কৃত বঙ্গানুবাদ। টীকাকারের জীবনী, শ্লোক সূচি, বিষয়সূচি প্রভৃতি বহু প্রয়োজনীয় বিষয় সংবলিত প্রায় ৮২৫ পৃষ্ঠা। উৎকৃষ্ট সিল্কে বাঁধাই ২৲ দুই টাকা, কাগজে বাঁধা ১॥০

শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ-কৃত ভাষ্য সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

কাগজ ও ছাপা উৎকৃষ্ট। সিল্কে বাঁধাই, সোনার জলে নাম লেখা রাজসংস্করণ ২৲ টাকা, সাধারণ সংস্করণ ১॥০, গৌড়ীয়ের গ্রাহকপক্ষে ১।০

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি (সার্ব্বভৌমকোষগ্রন্থ)

বিষয়:—১। ভক্তিশাস্ত্রে ব্যবহৃত শব্দাবলীর অর্থ, ২। চারি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের চরিত্র, ৩। বিষ্ণুবৈষ্ণবসম্পর্কিত শ্রীমন্দির ও শ্রীবিগ্রহের বিবরণ, ৪। বৈষ্ণবগ্রন্থ ও গ্রন্থকারগণের তাৎপর্য্য ও বিবরণ, ৫। বিষয় বিশেষের লৌকিক ও শাস্ত্রীয় আকরমূলে ব্যবহারিক তথ্য। চারিখণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ১ম খণ্ড ৸৵০, ২য় খণ্ড ৸৶০, ৩য় খণ্ড ৸০, ৪র্থ খণ্ড ॥৵০, চারিখণ্ড একত্রে ৩৲ (৫ম খণ্ড যন্ত্রস্থ)।

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ—১ম খণ্ড ১৲ এক টাকা

২য় খণ্ড ১৲ এক টাকা—শ্রীমদ্ভাগবতের গ্রাহক ও গৌড়ীয় গ্রাহকগণ ১॥০ টাকায় দুইখণ্ড পাইবেন। বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমজ্জীব গোস্বামিপাদের রচিত গ্রন্থ। ইহাই ষটসন্দর্ভের অধিক প্রয়োজনীয় অংশ। প্রতি খণ্ড ডবল ক্রাউন ৮ ফর্ম্মায় ৬৪ পৃষ্ঠা আকারে মুদ্রিত হইতেছে।

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য সঙ্কলিত

সদাচারস্মৃতি

ভিক্ষা ৴০ মাত্র

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

ম্যালেরিয়ার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ৬ আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ছোটবোতলের সমপরিমাণ ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ॥০ আনা, পাইট ॥৵০ আনা, বোতল ১৵০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা।

রেজেষ্টীকৃত

মদন মঞ্জরী

বটিকায় স্বপ্ন ও ধাতুবিকার, ইন্দ্রিয়শক্তির হ্রাস, প্রস্রাবে শুক্রপাত, অজীর্ণ, মাথা ঘোরা, বুক ধড় ফড়ানি, অনিদ্রা প্রভৃতি লক্ষণ সত্বর নির্দ্দোষ আরোগ্য হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ৪০ বটী ১৲ এক টাকা।

"নপুংসকারাতি ঘৃত"

পুরুষত্বহানি রোগে বাহ্যপ্রয়োগ দ্বারা আরোগ্য করিয়া শক্তিসম্পন্ন করে। মূল্য ২ তোলা ১৲ টাকা।

"রমণীবিলাসিনী বটিকা"

স্ত্রীসাধারণ করত সম্ভোগশক্তি স্থায়ী ও বৃদ্ধি করিতে অত্যাশ্চর্য্য। মূল্য ১৬ বটী ১৲ এক টাকা।

রাজবৈদ্য নারায়ণজী, কেশবজী

১৭৭নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

বিজ্ঞাপন

সাবধান! সাবধান!! সাবধান!!!

জে, বি, দত্তের চোকা শিশি বাদাম তৈল

আদি ও অকৃত্রিম এবং উপকারিতায় সর্ব্বজন পরিচিত ও বহু প্রশংসিত।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী *J. B. Datta & Co.* নাম খোদা দেখিয়া খরিদ করিবেন। নতুবা জোয়াচোরগণ কমদরের কৃত্রিম তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে।

বিনীত— জে, বি, দত্ত

ফেরাস কুইনিন

নূতন এবং পুরাতন ম্যালেরিয়ার যম

ইহাতে উপযুক্ত মাত্রায় আইরন, হাইড্রোক্লোরাইড কুইনিন, আর্সেনিক এবং ষ্ট্রিকনিন আছে।

এই ফেরাস-কুইনিন দ্বারা ইনজেকসন করিলে একটী বা দুইটী ইনজেকসনেই সকলপ্রকার কঠিন ম্যালেরিয়া জ্বর বন্ধ করে এবং ছয় হইতে বারটী ইনজেকসনে ম্যালেরিয়ার সমস্ত উপসর্গ নষ্ট করিয়া দেয়।

৬ এম্পুলপূর্ণ প্রতি বাক্স—মূল্য ২৲, ষ্ট্রং ৩৲ টাকা

বাই-কেমিক্যাল এণ্ড ক্লিনিক্যাল ল্যাবরেটারীতে প্রস্তুত। ২।১ কুণ্ডুলেন, কলিকাতা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (প্রাচীন নবদ্বীপ) নদীয়া

পর বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

এখানে আহার এবং বাসস্থান দিয়া ছাত্রদিগকে বিভিন্ন শিক্ষণীয় বিষয় শিক্ষা দিবার বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। অনেক ছাত্র ইতোমধ্যেই আসিয়া পাঠ আরম্ভ করিয়াছেন। বর্ত্তমান বর্ষে সকল ছাত্রই গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

প্রধান অধ্যাপক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রচন্দ্র কাব্য ব্যাকরণ সাংখ্য-বেদান্ত সড়্দর্শন-তীর্থ, সাংখ্যভূষণ, বেদান্তরত্ন, সাহিত্যশাস্ত্রী, দর্শনবাচস্পতি।

অধ্যাপক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গৌরদাস ব্রহ্মচারী ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীধাম মায়াপুর পরবিদ্যাপীঠ, (নদীয়া)

বেদনাঞ্জন

শ্রেষ্ঠরত্ন।

কলিকাতা কংগ্রেস একজিবিসন হইতে বহু প্রশংসা প্রাপ্ত ও বহু গণ্যমান্য ভদ্রমহোদয়-গণ কর্ত্তৃক প্রশংসিত।

* * *

আজকাল বাজারে চলন মিশ্রিত ও বিষাক্ত আহার্য্য সেবনে শরীরের রক্ত স্বভাবতঃ দোষিত হইয়া পড়িতেছে। এজন্য মানবদেহের শ্রেষ্ঠ উপাদান, এই রক্ত দোষিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মানব বাত, বেদনা, মাথাধরা, দাদ-খোরা, দক্ষিণাঙ্গের ব্রণ, দাঁতের গোড়া ফুলা, উরু বসন্ত, দাঁতে পোকা এবং ওগো, চুলকানি প্রভৃতি কদর্য্য রোগে আক্রান্ত হইতেছে। যদি আপনি একেবারে ব্যাধিমুক্ত হইতে চান, তাহা হইলে অল্প পয়সার খরচে মাত্র একটী শিশি বেদনাঞ্জন ব্যবহার করিয়া দেখুন ... মূল্য আট আনা, এক শিশি ... আনা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—এ, সি, চাটার্জ্জী এণ্ড ব্রাদার্স।

৪৫নং ... লেন, ... কলিকাতা।

... মনিহারী দোকানে ... পাওয়া যায়।

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

যদিও অদ্যাপি প্রকৃত মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য, তথাপি যাঁহারা নানাবিধ অনিয়মিত উপায়ে স্বাভাবিক শক্তি নষ্ট করিয়া আজ মরা হইয়া রহিয়াছেন এবং নানা প্রকার মেহ, প্রমেহ, ধাতুদৌর্ব্বল্য, স্নায়বিক দুর্ব্বলতা, বহুমূত্র, স্বপ্নদোষ, পারদ-সংক্রান্ত পীড়া, অর্শ এবং স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে যাঁহারা বাধক, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, প্রদর, শ্বেত ও রক্তপ্রদর, হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি রোগে ভুগিয়া জীবনে নিরাশ হইয়াছেন, তাঁহারা আমেরিকার প্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটাল সাহেবের আবিষ্কৃত **ইলেক্ট্রিক সলিউসন** ব্যবহার করিয়া বাঁচিতে পারেন, তাহার শত শত প্রমাণ প্রত্যহ আসিতেছে। যাঁহারা অন্যান্য বহুবিধ ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরোগ্য হইতে পারেন নাই, তাঁহারা একবার এই ঔষধটী ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক মাসের ব্যবহারোপ-যোগী শিশি ঔষধ ডাকমাশুল সহ ২॥০ টাকা মাত্র।

সোল এজেণ্ট—ডাঃ ডি, ডি, হাজরা।

ফতেপুর, গার্ডেনরিচ পোষ্ট, কলিকাতা।

ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

অধ্যক্ষ

শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম.এ., এফ.সি.এস (লণ্ডন)

ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক

(প্রফেসার)

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ বিশুদ্ধ ও শাস্ত্রমতে নিজ তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হয়। পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ক্যাটালগ পাঠান হয়। রোগের বিবরণ জানাইলে যত্নপূর্ব্বক ব্যবস্থা দেওয়া হয়। চিঠি পত্রাদি সম্পূর্ণরূপে গোপন রাখা হয়।

মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দুর)

(বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৪৲ টাকা

উৎকৃষ্ট স্বর্ণ, পারদ ও আমলাসার গন্ধক দ্বারা যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। নিত্য প্রয়োজনীয় সর্ব্বরোগনাশক মহৌষধ।

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৩৲ টাকা

উৎকৃষ্ট কাশীর আমলকী, বংশলোচন প্রভৃতি যাবতীয় উপাদানে পূর্ণ মাত্রায় যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। কফ, কাসি, সর্দ্দি, যক্ষ্মা, ক্ষয়রোগ, হৃদরোগ প্রভৃতি রোগের মহৌষধ। সর্ব্বপ্রকার দুর্ব্বলতা নাশক অতিশয় পুষ্টিকর মহৌষধ বা খাদ্য বিশেষ।

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬৲ টাকা

ইহা সেবনে ধাতুদৌর্ব্বল্য, শুক্রহীনতা, স্বপ্নদোষ, প্রমেহ ও ধ্বজভঙ্গ সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায়। ইহা অপার্থিব আনন্দদায়ক রসায়ন।

অবলাবান্ধব যোগ

প্রদর, বাধক প্রভৃতি জরায়ুদোষ ও যোনিগত দুরারোগ্য রোগের মহৌষধ

মূল্য—১৬ মাত্রা ২৲ টাকা। ৫০ মাত্রা ৫৲ টাকা মাত্র

বিশুদ্ধ জল! ভয় নাই! বিশুদ্ধ জল!!

লক্ষ্মী টিউব-ওয়েল কোং

২০৫নং নবাবপুর, ঢাকা

বর্ত্তমান-যুগের নব-আবিষ্কৃত নলপ্রণালীদ্বারা উন্নত বৈজ্ঞানিক-খনন-প্রণালীতে নলকূপ (*Tube-well*) নির্ম্মাণ করা হয়। বঙ্গের লাট বাহাদুর, প্রাইভেট সেক্রেটারী, ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট, ডিষ্ট্রিক্ট-বোর্ডের চেয়ারম্যান, ইঞ্জিনিয়ার, জমিদার, তালুকদার প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত ভদ্রমহোদয়গণ এই কোম্পানীর কার্য্য দেখিয়া প্রশংসা করিয়াছেন। রাসায়নিক পরীক্ষায় জল বিশুদ্ধ না হইলে মূল্য গৃহীত হয় না। বিস্তৃত বিবরণের জন্য পত্র লিখুন।

বিনামূল্যে বিনামূল্যে

বিতরিত

আজ্ঞেবাদ মাত্র "কামশাস্ত্র" গ্রন্থখানি বৌদ্ধ দলের উপরে বিতরিত হইয়াছে। ইহা পাঠে মানবের পরিণাম ফলাফল জানা যায়।

এই পুস্তক যিনি লিখিয়াছেন, তিনিই "আতঙ্কনিগ্রহ বটিকা"র আবিষ্কর্ত্তা। এই বটিকা দুর্ব্বলকে সবল করে এবং সবল ব্যক্তিকে অটুট স্বাস্থ্য রাখে। বত্রিশ বটিকা পূর্ণ প্রতি কৌটার মূল্য ১৲ টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান :—**আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়।**

২১৪নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মনোমোহন প্রেস

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা

পূর্ব্ববাঙ্গালায় সুলভে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত

বৈদ্যুতিক মেশিনে দিবারাত্র কাজ চলিতেছে

বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা।

শ্রীমায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীবিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

স্থানীয় সংস্করণ

Registered No. C 1544

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র।

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩॥০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৫

৪র্থ খণ্ড] সম্পাদক—প্রত্নবিদ্যালঙ্কার শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী [১৯৬ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্য মঠ, শ্রীধাম মায়াপুর—৭ই কার্ত্তিক বৃহস্পতিবার ১৩৩৬, ২৪শে অক্টোবর ১৯২৯

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থাবলী

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্‌—শ্লোক সূচী, বিষয়-সূচী প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত। ভিক্ষা, প্রতি খণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৶০ গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশ গ্রাহক পক্ষে /০
২। ভাষ্য-সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ) ৫৲
৩। গৌড়ীয়-গৌরব ৶০
৪। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।০
৫। ভজনরহস্য ॥০
৬। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্‌ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্‌ (বাঁধা) ১৲
" " " আবাঁধা ৸০
৭। গীতা (শ্রীবলদেবভাষ্যসহ) বাঁধা ২৲ আবাঁধা ১॥০
৮। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি-টীকা-সহ) বাঁধা ২৲ আবাঁধা ১॥০
গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ॥০
৯। মুক্তামল্লিকা গুণসৌরভঃ সানুবাদ ৫৲
১০। বেদান্তস্যমন্তক সানুবাদ ॥০
১১। জৈবধর্ম্ম ২৲
১২। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸১
১৩। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৪। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ।৶০
১৫। দীপ-দিগ্‌দর্শন ৵০
১৬। সাধনপথ (৩য় সংস্করণ) ।৶০
১৭। আচার ও আচার্য্য ।৶০
১৮। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
১৯। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৵০
২০। শ্রীনবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৫/০
২১। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য (প্রমাণখণ্ড) ৶০
২২। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
২৩। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা দর্পণ ।০
২৪। শরণাগতি, গীতাবলী, সাধনপথ, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, নবদ্বীপশতক, অর্থপঞ্চক ও সদাচারস্মৃতিঃ মোট ।৶০
২৫। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ও অর্চ্চনকণ ৵০
২৬। সাধককণ্ঠমণি ।০
২৭। সংস্কার-দীপিকা ।০
২৮। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড) ৭৲
২৯। সাত্ত্বতশিক্ষাষ্টকম্‌ ৵০
৩০। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ৸০
৩১। মণিমঞ্জরী সানুবাদ ।০
৩২। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৩৩। শ্রীচৈতন্যভাগবত (বিরাট্‌ দ্বিতীয় সংস্করণ) ৫৲

এতদ্ব্যতীত বৈষ্ণব-ধর্ম্মের কয়েকখানি ইংরাজি ধর্ম্ম-গ্রন্থ আছে, পত্র পাঠাইলে ডাকযোগে ক্যাটলগ পাঠান হয়।

প্রাপ্তিস্থান :—

১। শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া
২। শ্রীগৌড়ীয় মঠ—১নং উল্টাডিঙ্গি জংসনরোড কলিকাতা।
৩। শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠ—৯০নং নবাবপুররোড, ঢাকা
৪। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ—উড়িয়াবাজার, কটক
৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ—পোড়াকুঠী, পুরী
৬। শ্রীসনাতনগৌড়ীয় মঠ—৪নং জগজ্জীবনপুরা, কাশী
৭। শ্রীগৌড়ীয় মঠ দিল্লী কার্য্যালয় ২০১ হনুমানরোড, নিউদিল্লী।
৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ—ছিপিগলি, বৃন্দাবন।
৯। শ্রীভাগবত প্রেস, গোয়াড়ী—কৃষ্ণনগর।
১০। শ্রীএকায়ন মঠ, হাইষ্ট্রীট, কৃষ্ণনগর।

নানা কথা

সংক্ষিপ্ত নবদ্বীপ পঞ্জিকা

৬ দামোদর ৭ কার্ত্তিক ২৪ অক্টোবর বৃহস্পতিবার কামদোদশায়ী উ ৬।৪ অ ৫।২৮ কৃষ্ণষষ্ঠী প্রাতঃ ৭।৪০ পরে সপ্তমী দামোদর বা শে ৫।১৬ অদ্রা দি ১।২৪ শিবযোগ দি ৮।৪৮ পরে সিদ্ধ বা শে ৫।৪৮ বণিজকরণ।

৭ দামোদর ৮ কার্ত্তিক ২৫ অক্টোবর শুক্রবার গর্ভে দশায়ী উ ৬।৫ অ ৫।২৪ কৃষ্ণাষ্টমী রা ২।৫৪ পুনর্ব্বসু দি ৭.৪৫ সাধ্য-যোগ রা ১।১৭ বালবকরণ।

৮ দামোদর ৯ কার্ত্তিক ২৬ অক্টোবর শনিবার ক্ষীরোদশায়ী উ ৬।৫ অ ৫.২৩ কৃষ্ণনবমী গোবিন্দ রা ১২ ৩৮ পুষ্যা প্রাতঃ ৬।৭ পরে অশ্লেষা ভাব রা ৪ ১৫ শুভযোগ রা ১১।৩৪ তৈতিলকরণ। শ্রীবীরচন্দ্র-প্রভুর আবির্ভাব, শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠে মহোৎসব।

৯ দামোদর ১০ কার্ত্তিক ২৭ অক্টোবর রবিবার বাসুদেব উ ৬।৬ অ ৫ ২২ কৃষ্ণদশমী রা ১০।২৪ মঘা রা ৩।১৭ শুভযোগ রা ৮ ৪০ বণিজকরণ দি ১১।৩৬ গতে বিষ্টি রা ১০।২৪ গতে ববকরণ।

শান্তিপুর সমাচার

মিউনিসিপ্যালিটি

প্রকাশ, শান্তিপুর মিউনিসিপ্যালিটীর অফিসের মধ্যে বেশ গোলমাল চলিতেছে। মধ্যে চেয়ারম্যান কার্য্যে ইস্তফা পত্র দাখিল করিয়াছিলেন। কিন্তু পরে তাহা প্রত্যাহার করেন; ভাইস চেয়ারম্যানও নাকি কমিটী-সভ্যগণের সহিত এক মত হইয়া কার্য্য করিতে না পারিয়া ইস্তফা পত্র দাখিল করিয়াছেন।

শান্তিপুরের রাস্তাঘাট মেরামতের কাজ মোটেই ভালরূপ হইতেছে না। ষ্টেশন রোডের অবস্থা এরূপ শোচনীয় যে দিবসেই চলা দায়।

পুরাণ-পরিষদ

গত বুধবারে পুরাণ পরিষদের বার্ষিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কমলকৃষ্ণ স্মৃতিতীর্থ সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। ঐ সভাতে স্বর্ণ ও রৌপ্য পদক বিতরণ ও পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রগণকে [illegible] সার্টিফিকেট বিতরণ হয়। [illegible] সভাপতি মহাশয় সুন্দর সারগর্ভ [illegible] উৎসাহ [illegible] ছাত্রগণকে তথা [illegible] আনন্দিত করিয়াছেন। [illegible] শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার স্মৃতিরত্ন মহাশয়ের অক্লান্ত পরিশ্রমে এই পরিষদ ক্রমেই উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে।

ডাকঘর

আজকাল প্রাতের গাড়ীতে ডাক আসায় দেশের লোকে খুব সকালেই পত্রাদি পাইতেছেন। কিন্তু মনিঅর্ডার, রেজিষ্টারী পত্র বা পার্শেল ৯ টার গাড়ীতে ডাক আসার পর বিলির ব্যবস্থা আছে। প্রাতের গাড়ীতে ঐ সব আসা-মাত্র বিলির ব্যবস্থা করা হয়, তবে সর্ব্বসাধারণের বিশেষ সুবিধা হয়। কর্ত্তৃপক্ষ এই বিষয়ে দৃষ্টিপাত করিলে ভাল হয়।

চলন্ত ট্রেণে চুরি
শ্বেতাঙ্গ মহিলার বিপদ

প্রকাশ, গত শনিবার এক শ্বেতাঙ্গ মহিলা যখন ঢাকা মেলে যাইতেছিলেন, তখন রাণাঘাট হইতে পোড়াদহের মধ্যে তাঁহার যথাসর্ব্বস্ব অপহৃত হইয়াছে। রেল পুলিস কিছুদিন হইতে চলন্ত ট্রেণে চুরি ধরিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছে। তথাপি কোন চোরকে ধরিতে পারে নাই। উক্ত মহিলার হাত ব্যাগে নগদ ৬০ টাকা, একটি মূল্যবান্ হীরকাঙ্গুরী, লক্ষ্ণৌ পর্য্যন্ত রেলের টিকিট ও অনেক জিনিষ ছিল। মহিলা ঘুমাইলে ঐ ব্যাগ অপহৃত হইয়াছে। তিনি তখনই রেল পুলিসে খবর দিলে পুলিস চোর ধরিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা আরম্ভ করিয়াছে।

লটারী এজেন্ট গ্রেপ্তার

বোম্বাইয়ের গোয়েন্দা বিভাগ সহরের নানা স্থানে খানাতল্লাস করিয়া ৫৫০০ খানা "গোয়া লটারীর" টিকিট পাইয়াছে। গোয়েন্দা বিভাগ এই সম্পর্কে একটা সংবাদ পাইয়া গিরগাঁও ও কোলাবার কয়েকটা দোকানে একযোগে খানাতল্লাস করেন। বাদ্যযন্ত্র, সাধারণ বাণিজ্য দ্রব্য ও দরজীর দোকান মোট ১২ জায়গায় খানাতল্লাস করা হয়। পুলিশ লটারীর কতিপয় এজেন্টকেও ধৃত করিয়াছেন। একটা দোকানেই পুলিশ ৩ হাজার টিকিট পায়। লটারীর টিকিটে নাকি এরূপ লিখা আছে যে, যে টিকিট উঠিবে অর্থাৎ যাহা পুরস্কার পাওয়ার যোগ্য হইবে, লটারী খেলার ৮০ দিন পরে উহা পুরস্কারের জন্য উপস্থিত করিতে হইবে। কেহ উহার পরে পাইলে আর পুরস্কার পাইবে না। এই সর্ত্তটী নাকি আইন অনুসারে দুষণীয়।

আফগানিস্থানে নাদিরের অধিকার বৃদ্ধি

প্রকাশ আমির নাদির খাঁ কান্দাহার, গজনী, কাবুল এবং দক্ষিণ ও পূর্ব্ব প্রদেশ-গুলিকে সম্পূর্ণরূপে করায়ত্ত করিয়াছেন। আরও প্রকাশ, মাজারী শরিফের ও হিরাটের শাসনকর্ত্তারা নাদির খাঁর সর্ত্ত্বতা স্বীকার করিয়াছেন। বাচ্চা-ই-সাকাওকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য তোহিদামনে সৈন্যদল প্রেরিত হইয়াছে।

আবহাওয়ার বিবরণ

২০শে অক্টোবর রবিবার বেলা ৮টা হইতে সোমবার বেলা ৮টা পর্য্যন্ত নিম্নলিখিত সংবাদগুলি পাওয়া গিয়াছে—

আসাম—কয়েকটী স্থানে বৃষ্টি হইয়াছে। শিবসাগর ১'০, ধুবড়ী ১'৯ ও চেরা-পুঞ্জী ০'৩ ইঞ্চি। শ্রীমঙ্গল ছাড়া সর্ব্বত্র আকাশ গভীর মেঘাচ্ছন্ন।

বাঙ্গলা—উত্তর বাঙ্গলার অনেক স্থানে ও দক্ষিণ পশ্চিম বাঙ্গলার স্থানে স্থানে বৃষ্টি হইয়াছে। মালদহ ০'৮, দিনাজপুর ৩'০, জলপাইগুড়ী ২'৮, কুচবিহার ১'৯, কলিকাতা ০'৮, রঙ্গপুর ৩'১, বগুড়া ০'৫, যশোহর ০'৫, সিরাজগঞ্জ ০'৬, মৈমনসিংহ ১'০ ও মেদিনীপুর ২'৫ ইঞ্চি। দক্ষিণ পূর্ব্ব বাঙ্গলায় মেঘ কম—অন্যত্র আকাশ গভীর মেঘাচ্ছন্ন।

বিহার উড়িষ্যা—উড়িষ্যার সর্ব্বত্র এবং বিহার ও ছোটনাগপুরে স্থানে স্থানে বৃষ্টি হইয়াছে। কটক ১'০, বালেশ্বর ১'৭ ও পুরী ০'১ ইঞ্চি। উড়িষ্যা ও ছোটনাগপুরের পশ্চিমের জিলাগুলি ছাড়া সর্ব্বত্র আকাশ গভীর মেঘাচ্ছন্ন।

দার্জ্জিলিং—১'০ ইঞ্চি বৃষ্টি হইয়াছে। উত্তাপ ৫৫ ও ৫৮ ডিগ্রির মধ্যে ছিল।

কলিকাতা (আলিপুর)—উত্তাপ ৮৮ ও ৭৭ ডিগ্রির মধ্যে ছিল।

বিমানপথে ৬০ হাজার মাইল

প্রকাশ, সার এলেন কবহাম বিমান পথে ৬০ হাজার মাইল পরিভ্রমণ করিয়া ইংলণ্ডে ফিরিয়া আসিয়াছেন। পাঁচ মাসের মধ্যে তিনি আকাশ হইতে ২৫০টি সহরের তথ্য নির্ণয় করিয়াছেন। এ সময়ে তিনি প্রায় ১০ হাজার স্কুলের ছাত্রকে বিনা ভাড়ায় আকাশ পথে বিচরণের সুযোগ দিয়াছেন।

ইহুদী হত্যায় তিন জন আরবের প্রাণদণ্ড

জেরুজালেম, ২১শে অক্টোবরের সংবাদে প্রকাশ, গত আগষ্ট মাসের দাঙ্গার সময়ে সাফেদ নামক স্থানে কয়েকজন ইহুদীকে হত্যা করিয়াছে বলিয়া তিনজন আরব অভিযুক্ত হইয়াছিল। বিচারের ফলে উহাদের প্রতি প্রাণদণ্ডের আদেশ হইয়াছে।

নাদির খাঁর আশা কি?

প্রকাশ, "লা পেটিট পেরিসিয়ান" পত্রের কাবুলস্থিত সংবাদদাতার নিকট জেনারেল নাদির খাঁ এক সংবাদ প্রেরণ করিয়াছেন। তাহাতে তিনি বলিয়াছেন, —"আমি আফগানিস্থানে ফিরিয়া আসিয়াছি; তবে সিংহাসনে আরোহণ করিবার জন্য নয়—দেশকে রক্ষা করিবার জন্য।'

জেনারেল নাদির খাঁ আশা করেন যে, তিনি আফগানিস্থানকে উন্নতির পথে পরিচালিত করিতে পারিবেন—স্বাধীন ও সভ্য করিতে পারিবেন এবং দেশের শিল্প, বাণিজ্য, রেলপথ ইত্যাদির প্রসার বৃদ্ধি করিতে পারিবেন।

নাদির খাঁ আশা করেন যে, তিনি সকল বৈদেশিক রাজ্য—বিশেষ করিয়া ফ্রান্সের সহিত বন্ধুত্বের বন্ধন দৃঢ় করিতে পারিবেন।

ভৃত্যের নৃশংস কাণ্ড

শ্রীমতী ধান বাঈজী নাওরোজী মোডী ও তাঁহার ভগ্নী কুমারী মতি বাই একত্রে বাঁদরার বিরামজী জিজিভাই রোডে বাস করিতেছিলেন। প্রকাশ, তাঁহাদিগের ভৃত্যগণ গত বৃহস্পতিবার অপরাহ্ণে চায়ের সহিত মাদক দ্রব্য সেবন করাইয়া তাঁহাদিগকে সংজ্ঞাহীন করিয়া অলঙ্কার ও টাকা-কড়ি অপহরণ করে এবং অবশেষে উক্ত গৃহে অগ্নি প্রদান করিয়া পলায়ন করে। কয়েকজন পার্শী প্রতিবেশীর চেষ্টায় অগ্নি নির্ব্বাপিত হয়। বাঁদরা পুলিস এ যাবৎ ২ জন ভৃত্যকে ধৃত করিয়াছে।

আসাম প্রাদেশিক হিন্দু মহাসভা

আগামী ১লা, ২রা ও ৩রা নভেম্বর শিবসাগরে আসাম প্রাদেশিক হিন্দু মহাসভার দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশন হইবে। বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের মহামহোপাধ্যায় প্রমথনাথ তর্কভূষণ সভাপতির আসন গ্রহণ করিবেন। স্থানীয় শিব-মন্দিরের সন্নিকটে সভার জন্য বিস্তীর্ণ মণ্ডপ নির্ম্মিত হইয়াছে। ২রা নভেম্বর আসাম প্রাদেশিক রাষ্ট্রভাষা সম্মিলনের অধিবেশন হইবে।

নূতন দেশ আবিষ্কার উদ্দেশ্যে

গত ২০শে অক্টোবর সার ডগলাস মোসনের নেতৃত্বে "ডিস্কভারি" নামক জাহাজ কেপটাউন হইতে দক্ষিণ মেরু অভিমুখে যাত্রা করিয়াছে। ইতঃপূর্ব্বে বিগত ১লা আগষ্ট তারিখে লণ্ডন হইতে কাপ্তেন স্কটের পুরাতন জাহাজখানি মেরু অভিযানে যাত্রা করিয়াছে। সেই যাত্রী-দলকে বৃটিশ, অষ্ট্রেলিয়া এবং নিউজিল্যাণ্ডের গভর্ণমেণ্ট সাহায্য করিতেছেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

৭ই কার্ত্তিক বৃহস্পতিবার—১৩৩৬

আমাদের কৃত্য

আমরা কর্ম্মী, জ্ঞানী বা যোগী নহি, স্মার্ত্তের ধুর বহন করাও আমাদের কৃত্য নহে। আমরা যখন নিজদিগকে শ্রীশ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের দাসানুদাস অভিমান করিয়া থাকি, তখন অবশ্য শ্রীগুরু-বৈষ্ণবচরণে আত্মনিবেদন পূর্ব্বক আমাদের কৃত্য-বিষয়ে জিজ্ঞাসার উদয় হয়।

কোন সময় শিষ্যগণ বিশিষ্টাদ্বৈত-বাদাচার্য্য পরম ভাগবত শ্রীপাদ রামানুজ [illegible] হইয়া শ্রীরঙ্গমে অবস্থান করিতেছিলেন, ঐকালে তাঁহার শ্রীচরণে একান্ত প্রপন্ন শিষ্যগণ তাঁহার পাদপদ্মে নিবেদন করিয়াছিলেন—প্রভো! আমাদের কৃত্য কি? আমরা কি প্রকারে ভগবৎসেবা-পর হইয়া ইহজগতে অবস্থান করিব? শিষ্যগণ এই প্রকার নিবেদন করিলে শ্রীপাদ রামানুজ তাঁহাদিগকে যে ষড়্বিধ উপদেশ করিয়াছিলেন, তাহা প্রত্যেক গুরুদাসাভিমানীর আলোচ্য বিষয় হওয়া উচিত। সাধারণের অবগতির জন্য আমরা সেই উপদেশগুলি যথাযথ নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

(১) ভুক্তি-বাঞ্ছার জন্য ইন্দ্রিয়তর্পণের উপায়স্বরূপ জানে কোন কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে না, কর্ম্মসকল ভগবৎসেবার উদ্দেশে অর্পিত হইলে পরম ফল লাভ হয় এবং কর্ম্ম-জনিত জন্ম মরণাদি সুখ দুঃখ হইতে পরিত্রাণ হয়।

(২) শ্রীভাষ্য শ্রীগুরু-সন্নিধানে অধ্যয়ন করিয়া কীর্ত্তনমুখে জগতে প্রচার করাই ভগবানের প্রধান কৈঙ্কর্য্য।

(৩) ইহাতে অসমর্থ হইলে পরাঙ্কুশ প্রমুখ দশজন পূর্ব্বাচার্য্যের লিখিত প্রবন্ধ-সমূহ বৈষ্ণব-সঙ্গে উত্তম রূপে আলোচনা করিয়া নিজানুগত জনের মঙ্গল কামনা করিয়া তাঁহাদিগকে ঐ সকল কথা নিরন্তর উপদেশ করিবে।

(৪) ইহাতে অসমর্থ হইলে, কোন পবিত্র স্থানে থাকিয়া নিরন্তর বিষ্ণুসেবায় ব্যাপৃত থাকিবে।

(৫) তাহাতে অসমর্থ হইলে যাদব-শৈলে কুটীর নির্ম্মাণ ও মঠ স্থাপন পূর্ব্বক নিরভিমান হইয়া বৈষ্ণব-সঙ্গে বাস করিবে।

(৬) হে বৎসগণ! বৈষ্ণবের কৃত্যা-বিচারে যাহা কর্ত্তব্য, তাহা বলিলাম। কিন্তু উক্ত পঞ্চপ্রকার উপদেশ পালনে যদি তোমরা অসমর্থ হইয়া থাক, তাহা হইলে তোমাদিগকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ চরমোপায় বলিতেছি তোমরা বিশেষ মনোযোগের সহিত এই বাক্যটী শ্রবণ করিবে। তাহা এই—অপক্ক জ্ঞান ও ভক্তি-সমন্বিত, জন্ম-ঐশ্বর্য্যাদি অভিমান-চতুষ্টয়-রহিত পরম ভাগবত মহাত্মার অনুগত হইয়া অনুক্ষণ অবস্থান করিবে। ইহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ উপদেশ কিছু নাই। এখন জগতের লোকের সহিত কিরূপ ব্যবহার করিতে হইবে তাহা কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর।

জগতে সাধারণতঃ বিষ্ণু-বৈষ্ণব-অনুকূল, বৈষ্ণব-বিরোধী এবং বিষ্ণু-বৈষ্ণবের অনুকূলও নয় এবং প্রতিকূলও নয়—এই তিন প্রকারের লোক দৃষ্ট হয়। তাহাদের প্রতি বিবিধ ব্যবহার শাস্ত্রে বিহিত হইয়াছে। প্রিয় বস্তু সমাগত হইলে যেরূপ তাহার যথাযোগ্য আদর করা কর্ত্তব্য, বিষ্ণু-বৈষ্ণব সেবার অনুকূল বস্তু উপস্থিত হইলেও সেইরূপ সমাদর করা উচিত। আবার বিরোধী বস্তুর সঙ্গও সেইরূপ দৃঢ়ভাবে পরিত্যাজ্য। বৈষ্ণব-সঙ্গই জীবের একমাত্র জ্ঞান লাভের এবং পরম কল্যাণ-প্রাপ্তির উপায়-স্বরূপ—তাহাই সকলের বরণীয়। অনুকূল প্রাতিকূল্য বিচার-পরায়ণ হইয়া সর্ব্বদা অবস্থান করিতে হয়, নতুবা কোন ফলোদয় হয় না। পাষণ্ডীদিগের সঙ্গ অথবা প্রতিকূল বা অনুকূল উভয় প্রকার ব্যক্তির প্রতি আসক্তি উভয়ই অমঙ্গল-জনক।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর চরণাশ্রিতাভিমানী অনেকেই শ্রীবৈষ্ণবদিগের সিদ্ধান্ত বা গ্রন্থ আলোচনা করার প্রয়োজনীয়তা মনে করেন না, বরং উহা নিজদিগের পক্ষে প্রতিকূল বলিয়া বিবেচনা করেন। কিন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিজস্বরূপ মনোভীষ্ট প্রচারক শ্রীল রূপপাদের একান্ত অনুগত শ্রীল জীবপাদ বলিতেছেন—"আমি চারি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তসমূহ নিজ মতের অনুকূল হইলে অবশ্য গ্রহণ করিব।" শ্রীল জীবপাদ নিজ গ্রন্থে শ্রীবৈষ্ণব এবং শ্রীল মধ্বপাদের সিদ্ধান্তসমূহ প্রচুর উদ্ধার করিয়াছেন। মাদৃশ রসতত্ত্বানভিজ্ঞ, কৃত্রিমভাবে নির্জ্জন-ভজন-প্রয়াসী, শৌক্র-বর্ণাভিমানী, অনর্থযুক্ত, বৈষ্ণবে শ্রদ্ধাবিহীন কনিষ্ঠাধিকারীর পক্ষে শ্রীপাদ রামানুজের উপদেশগুলি বিশেষ প্রয়োজনীয় বলিয়াই মনে হয়। তবে তাঁহাদের মতের সহিত গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-মতে যে বৈশিষ্ট্য আছে, তাহা গুরু-সন্নিধানে আলোচনা করিয়া বুঝিয়া লওয়া উচিত।

ভক্তির সংজ্ঞাটী মুখস্থ করিয়া রাখিলেই ভক্তির স্বরূপ উপলব্ধি হয় না, ভক্তি একমাত্র অভিধেয় বলিয়া সিদ্ধান্তিত হইলে ভক্ত-সঙ্গই একমাত্র লক্ষ্য বিষয় হওয়া উচিত, এইজন্য আমরা অনেক সময় সাময়িক পত্রে 'ভক্তচরিত' নাম দিয়া অনেক প্রবন্ধ দেখিতে পাই, কিন্তু ভগবানের ন্যায় ভক্তগণ অধোক্ষজ-বস্তু, প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য বস্তু বা প্রাকৃত জ্ঞানের বিচার্য্য বস্তু নহেন। আধুনিক 'ভক্তচরিত' প্রবন্ধ-লেখক নিম্নলিখিত কয়েক প্রকার প্রাকৃত বিচার অবলম্বন করিয়া ভক্তের অপ্রাকৃত চরিত্র চিত্রিত করিতে প্রয়াস করিয়াছেন, সাধারণ লোকসকলও অবিচারে তাঁহাদের অনুগমন করিতেছেন, ফলে প্রাকৃত সহজিয়ার দল বৃদ্ধি পাইতেছে। প্রাকৃত বিচারগুলি এই—

(১) যাঁহারা বাহ্যবৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া নির্জ্জনে বাস করিতেছেন, তাঁহারা বৈষ্ণব।

(২) যাঁহারা নিরামিষ ভোজন, একাদশীতে নির্জ্জল উপবাস, কৌপীন ধারণ প্রভৃতি স্মার্ত্ত সদাচার পালনে রত, তাঁহারা বৈষ্ণব।

(৩) যাঁহারা সিদ্ধান্তে অনভিজ্ঞ, ভাবুক এবং যাঁহাদের অঙ্গে অশ্রু-কম্প পুলকাদি দৃষ্ট হয়, তাঁহারা বৈষ্ণব।

([illegible]) যাঁহারা বিভূতি দেখাইতে সমর্থ, তাঁহারা বৈষ্ণব।

([illegible]) যাঁহারা বৃন্দাবনাদি-ধামে কোন নির্জ্জন প্রদেশে থাকিয়া কৃত্রিমভাবে রূপ গুণ লীলা স্মরণের চেষ্টা লোক-সমাজে প্রচার করেন, তাঁহারা বৈষ্ণব।

প্রথম প্রকারে যাঁহারা বৈষ্ণব নির্ণয়ে প্রয়াস করিয়াছেন—তাঁহারা প্রকৃত বৈষ্ণব-সঙ্গ হইতে বঞ্চিত। বৈষ্ণবগণ বিরাগী নহেন; কিন্তু অনুরাগী, তাঁহারা ভগবানের মনোভীষ্ট সাধনের জন্য ব্যস্ত। শ্রীমন্মহাপ্রভুর মনোভীষ্ট কৃষ্ণ-সংকীর্ত্তন অর্থাৎ বহু ব্যক্তির সহিত একত্র মিলিত হইয়া গৌরসুন্দরের উপদিষ্ট বিষয় অনুশীলন, তাহা ছাড়িয়া কোন ভক্তই নিজ মনোমত কৃত্রিম ভজন বা নির্জ্জন ভজনানন্দ লাভের প্রয়াস করেন না, বস্তুতঃ উহা [illegible] প্রকার ভেদ মাত্র। পূর্ব্ব পূর্ব্ব আচার্য্যগণ ভগবানের মনোভীষ্ট প্রচার করিয়াই ভগবানের প্রসাদ লাভ করিয়া গিয়াছেন। নারদ, প্রহ্লাদ, ব্যাস, শুক এবং পরবর্ত্তিকালে রামানুজ, মধ্ব, বিষ্ণুস্বামী-প্রমুখ আচার্য্যগণ সকলেই প্রচারক। স্বয়ং আচার [illegible]। শ্রীমহাপ্রভুর চরণাশ্রিত গোস্বামী-অভিমানী বৈষ্ণবগণ সকলেই আচার-প্রচার-পরায়ণ। সংসার-ভোগ বা সংসার ত্যাগ উভয়ই ভগবদ্ভজনের প্রতিকূল। বৈষ্ণবগণ যাবতীয় বস্তুকে ভগবৎ সেবার উপাদান বলিয়া জানেন, ভোগের বা ত্যাগের দৃষ্টিতে দর্শন করেন না।

দ্বিতীয় প্রকারে যাঁহারা ভক্ত নির্ণয় প্রয়াস করিয়াছেন, তাঁহারাও মহাজনের পদবী অনুসরণ করিতে সমর্থ না হইয়া প্রাকৃত বিচারে আবদ্ধ হইতে বাধ্য হইয়াছেন। [illegible] সম্পাদন করেন না। [illegible] বলিয়াছেন—[illegible] নামগ্রাহিত্বেন [illegible] সংসার নাশ করে। মহাপ্রসাদ, শ্রীনাম, বৈষ্ণব, শ্রীগুরু, শ্রীবিগ্রহ প্রভৃতি চিন্ময় বস্তুকে প্রাকৃত বস্তুর সহিত সমান-জ্ঞানই বৈষ্ণবাপরাধ বা নামাপরাধ। হরিবাসর ভোজন প্রভৃতি কঠোরতা অপরাধের অঙ্গ হইলেও ভগবদ্ভজনে অধিকার প্রদান করে না।

তৃতীয় প্রকারে বৈষ্ণব-নির্ণয়কারীর সংখ্যা বর্ত্তমানে খুব বেশী। কিন্তু অশ্রু-পুলকাদি [illegible] নহে। স্বর্ণ উজ্জ্বল কান্তিময় বস্তু, কিন্তু চাকচিক্যশালী বস্তুমাত্রই স্বর্ণ হয় না। বৈষ্ণবের অঙ্গে অশ্রু-পুলকাদি দেখা যায়, কিন্তু যাহাতে অশ্রু-পুলকাদি দৃষ্ট হয় তাহাই বৈষ্ণব—এরূপ বিচার যুক্ত নহে, কেন না [illegible] এবং লোক ঠকাইবার [illegible] অভ্যাসের দ্বারা লোকের নিকট অশ্রু পুলকাদি প্রদর্শনকারী কখনই শুদ্ধবৈষ্ণব-মধ্যে পরিগণিত হইতে পারেন না বরং তাহাদিগকে নামাপরাধীর মধ্যে [illegible]। রসতত্ত্বাচার্য্য শ্রীল রূপপাদ বলিয়াছেন—"নিসর্গ-পিচ্ছিল-স্বান্তে তদভ্যাসপরেঽপি চ। সত্ত্বাভাসং বিনাপি স্যুঃ ক্বাপ্যশ্রুপুলকাদয়ঃ॥"

যিনি যোগীদিগের ন্যায় বিভূতি প্রদর্শন করিতে সমর্থ, তিনি [illegible] বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তানভিজ্ঞ [illegible] হইয়া থাকে। [illegible] কোন ভক্তই [illegible] [illegible] বিশেষ [illegible] লোক-[illegible] প্রয়াস করিয়া থাকেন।

[illegible] প্রকারে বৈষ্ণব-নির্ণয়ের প্রয়াসও সজ্জন-সমাজে আদৃত হইতে পারে

নাই। অনেকেই বলেন—শ্রীমন্মহাপ্রভু নিম্নাধিকারীর জন্য নাম-সংকীর্ত্তনের ব্যবস্থা করিয়াছেন; উচ্চাধিকারীর পক্ষে রূপ-গুণ-লীলা-স্মরণই বিধি। ইঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ ষট্‌সন্দর্ভাদি গৌড়ীয় বৈষ্ণব গ্রন্থে পরম পণ্ডিত খ্যাতি লাভ করিয়াও 'মহাপ্রভোর্ভক্তিঃ কলৌ কর্ত্তব্যা' প্রভৃতি বাক্য ভুলিয়া ছাড়িয়া নামভজনকে সামান্য জ্ঞানে কৃত্রিমভাবে অপ্রাকৃত-রূপ-গুণ-লীলা-স্মরণের প্রাকৃত চেষ্টা করিয়া থাকেন; কিন্তু উহা শ্রীমন্মহাপ্রভু ও তদনুগত ভক্তবৃন্দের অনুমোদিত নহে।

শাস্ত্রানুশীলন করিতে গিয়া আমরা দেখিতে পাই যে, শ্রীবলদেবের সহিত প্রতিযোগিতা করিবার উদ্দেশে বলদেব নামক অসুরের আবির্ভাব হইয়াছিল। কলিযুগেও সেইরূপ শ্রীল রূপপাদের সহিত স্পর্দ্ধা করিবার জন্য রূপ কবিরাজ নামক জনৈক ব্যক্তির জন্ম হইয়াছিল। তাঁহার প্রাকৃত সহজিয়া-মত বঙ্গদেশে জগৎ ছাইয়া ফেলিয়াছে। রূপ কবিরাজের অনুমতকেই শ্রীরূপানুগ ভজন বলিয়া অনেকেই ভ্রম করিতেছেন। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ও ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী এবং সিদ্ধ জগন্নাথ প্রমুখ মহাজনগণের আবির্ভাবে সেই ভ্রম অনেকেই বুঝিতে পারিতেছেন, ইহা আমাদের পরম সৌভাগ্যের বিষয়।

অনেকের ধারণা জন-সমাজে গিয়া নানা প্রকার মত-বাদীর পূর্ব্বপক্ষসমূহ নিরসন করিয়া সিদ্ধ পক্ষ স্থাপন করা উচিত নহে, কেননা তাহা তৃণাদপিত্বের বিঘ্ন-জনক। এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীপাদ জীব গোস্বামীর নামে একটী অপবাদপূর্ণ আখ্যায়িকার সৃষ্টিও হইয়াছে। জনৈক গোস্বামী ষট্‌সন্দর্ভের ভূমিকায় নিজ পাণ্ডিত্যের পরিচয় প্রদান-কল্পে লিখিয়াছেন— "শ্রীপাদ জীব গোস্বামী প্রভু কোন দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতকে পরাস্ত করিয়া স্বমতে আনয়ন করিয়াছিলেন বলিয়া শ্রীল রূপপাদের বিরাগভাজন ও তৎকর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াছিলেন, সুতরাং সেই আদর্শ স্মরণ করিয়া বৈষ্ণবগণ সাবধান হইবেন, কোন প্রকারে মতবাদীর মত নিরসন করিয়া অপরাধ সঞ্চয় করিবেন না!" উক্ত বাক্য আবার শিক্ষাভিমানী ব্যক্তিরও আদরের বিষয় হইতেছে! আমাদের সাধারণ জ্ঞান থাকিলে আমরা সহজেই বুঝিতে পারি যে, শ্রীমন্মহাপ্রভু নানাপ্রকার মতবাদী-দিগকে পরাজয় করিবার জন্য সেনাপতি করিয়া শ্রীল রূপ-সনাতনকে পাঠাইয়াছিলেন শ্রীধাম বৃন্দাবনে। শ্রীরূপ সেনাপতির সৈন্য হইয়াছেন তদনুগগণ, শ্রীপাদ জীব গোস্বামী তাঁহাদের প্রধান, তাঁহার কর্ত্তব্যই হইতেছে, শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভক্তি সিদ্ধান্ত বাণী কীর্ত্তন করিয়া নানা-মত-বাদীর জিহ্বা কর্ত্তন করা। তিনি যদি তাহাই করিয়া থাকেন, তাহা হইলে সেনাপতি শ্রীরূপ-পাদের বিরাগভাজন না হইয়া প্রীতি-ভাজনই হইয়াছেন। সেনাপতির সৈন্যগণ যদি জয় লাভ করে তাহা কি সেনাপতির দুঃখ বা বিরক্তির কারণ হইতে পারে? বরং উহা সুখেরই বিষয় হইয়া থাকে। লোক-শিক্ষক জগদ্গুরু শ্রীমন্মহাপ্রভুর চরিত্র আলোচনা করিলে জানিতে পারিব যে, তিনি স্বয়ং নানাপ্রকার মতবাদ-রূপ গ্রাহ-গ্রস্ত দাক্ষিণাত্য দেশ-বাসীর অসন্মত ছেদন পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে স্বমতে আনয়ন করিয়া নিজ-ভজন শিক্ষা-প্রদান করিয়া গিয়াছেন। তৎপূর্ব্বে আচার্য্য রামানুজ, মধ্ব সকলেই এই প্রকার ভগবানের কৈঙ্কর্য্য করিয়া গিয়াছেন। শ্রীরামানুজের চরিত্র আলোচনা করিতে গিয়া দেখিতে পাই—

"যিনি 'জগৎ মিথ্যা'—এই অসৎ মত-বাদ স্থাপনকারী, 'অহং ব্রহ্মাস্মি' এইরূপ বৃথা অহঙ্কার-প্রমত্ত মায়াবাদী হস্তীর বৃথা আস্ফালন রূপ কুম্ভস্থল ভেদ করিয়া মুক্তিকা আহরণ পূর্ব্বক দিকসমূহ নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, সেই সৎ-তর্ক-রূপ নখর-শোভিত উদ্দণ্ড বিলাস-পরায়ণ শ্রীরামানুজ কেশরী জয়-যুক্ত হইতেছেন (প্রপন্নামৃতম ? অঃ)। শ্রীমধ্ব-সম্প্রদায়ের এরূপ ইতিহাস বহু রহিয়াছে।

এবার উদাহরণ মিলিল

শরৎ কাল। প্রকৃতিরাণী বৃক্ষ, লতা, গুল্মাদি-সন্নিবিষ্ট নিজ বসনখানাকে জলদ জলে বিধৌত করিয়া সাজিয়াছে ভাল। যে দিকে তাকান যায় সবুজ রংএর ছড়াছড়ি। গ্রীষ্মে প্রখর তাপে ধরাতল প্রতপ্ত করিয়া তপনদেব সর্ব্বস্থান হইতে জলরাশি আকর্ষণ করিয়া জীবক্লেশের কারণ হইয়াছিলেন আর আজ সেই দিনমণি জলশূন্য খাদগুলিকে জল পরিপূর্ণ করিয়া দাতা শিরোমণি হইয়াছেন। শস্যাদের কেবল জল দিয়াই সন্তুষ্ট হন নাই, সেই জলে জীবপ্রাণ শস্যোৎপত্তির সাহায্য করিয়াছেন।

দিবাকর নিজের উদারতা, বদান্যতা এতভাবে দেখাইলেও এখন নিজেকে দিবাভাগের সর্ব্বক্ষণ প্রকাশ না করিয়া মাঝে মাঝে লুকাচুরি খেলিতেছেন। বর্ষা-বারিতে স্থান স্থল জলময় হইলেও অংশুমালী মেঘাবৃত থাকিয়া নিজের অস্তিত্ব জানাইতে ত্রুটী করিতেছেন না। সুতরাং শরৎকালেও শরীরিগণের শরীরে বেশী উত্তাপ অনুভূত হইতেছে। জীবদুঃখদুঃখী অংশুহস্ত, গোপনে নিজ উত্তপ্ত হস্ত প্রসারিত করিয়া নিশ্চিন্ত হন নাই। মধ্যে মধ্যে স্বীয় অনুচরবৃন্দ জলদরাশি দ্বারা শীতলতা বিতরণ করিতেছেন।

সন্ধ্যাকাল, আশ্বিন মাস। আজ দুই দিন হইল ক্রমাগত শ্রাবণের ধারার ন্যায় বারিপতন হইতেছে। তবে দিনমণি দিবসের মধ্যভাগে স্বীয় স্বরূপ দেখাইয়া জীবকুলের হতাশ প্রাণে আশার সঞ্চার করিতেছেন। নিরলস ব্যক্তিগণ সেই সুযোগে নিজ নিজ কার্য্য সিদ্ধি করিয়া লইতেছেন আর অলসতার দাসগণ পরমায়ুঃ অপহরণ-কারিণী নিদ্রাদেবীর আরাধনায় ব্যস্ত।

আমাদের গ্রামে আজ ধর্ম্মকথা হইবে সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। বক্তা, স্বীয় লোকজনসহ অতি প্রত্যুষেই স্থানান্তর হইতে এই গ্রামে আসিয়াছেন। পরিচয় লইয়া জানিলাম—কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠের জনৈক সন্ন্যাসী মহারাজ। শ্রীগৌড়ীয় মঠের নাম ভারতের প্রায় সর্ব্বত্রই সুবিদিত। ধর্ম্মের নাম শুনিলে এবং ধার্ম্মিকের চেহারা দর্শনে সেই সেই কৃতি পুরুষগণের কীর্ত্তি স্মরণে যেমন ধর্ম্ম ও ধার্ম্মিকের প্রতি অশ্রদ্ধা আনয়ন করে আবার সঙ্গে সঙ্গে শ্রীগৌড়ীয়মঠের আচরণকারী প্রচারকগণের কথা হৃদয়ে জাগিয়া ধার্ম্মিক হইয়া ধর্ম্ম যাজনের পিপাসা আনিয়া দেয়। যাহা হউক সভার বিশেষ আয়োজন চলিতেছে। দিনমণি প্রায় লুকাইয়া পড়িয়াছেন। এমন সময় বেশ এক পসলা বৃষ্টি হইয়া গেল।

কলিকাল। আমরা ধর্ম্মবিষয়ে বিশেষ অরুচিবিশিষ্ট। আবার যদিও কেহ অত্যন্ত কৃপা প্রকাশে ধর্ম্মকথা শ্রবণসুযোগ দেন আমরা সেই বাল্যকালের পাঠশালার দুষ্ট ছেলের ন্যায় পাঠ না পড়িবারই সুযোগ সন্ধান করি। কোনগতিকে কোন আছিলা পাইলেই 'অজ্ঞানদূরকারিণী জ্ঞানদা বিদ্যার অর্জ্জনের হাত হইতে রক্ষা পাই'। আমাদেরও আজ সেই অবিদ্যাহরণ বিদ্যাবধূজীবন শ্রীহরিকথা শ্রবণসৌভাগ্য লাভ করিয়াও শ্রেয়ঃ কার্য্যে বহু বিঘ্ন মধ্যে বর্ষারূপ একটি মাত্র বিঘ্ন দেখিয়াই বড়ই সুবিধা পাইয়া বসিলাম। কিন্তু দয়াময় তাঁহার দয়া-বিতরণে কৃপণতা করিলেন না, কিছুক্ষণ পরে বর্ষা থামিল।

সন্ন্যাসী মহারাজ সভায় উপস্থিত হইলেন। স্বীয় ইষ্টদেবের বন্দনান্তে সম্মুখে অধিক সংখ্যক বালক-দর্শনে বলিলেন—আজ বর্ষায় বর্ষীয়ান্ শ্রোতা অনেকে উপস্থিত না হইলেও বালকদিগকে পাইয়া আমি বড়ই আনন্দিত। কেননা বালকেরাই বালকগণের ভাবী পিতৃবৃন্দ। যাহা হউক, ভবিষ্যৎ পিতৃগণকে ভবিষ্যতের জন্য কিছু বলিব। বালকেরা বিদ্যাশিক্ষার জন্য বিদ্যালয়ে গমন করে; ক্রমে ক্রমে বিদ্যায় উন্নতিলাভ করিয়া পরিশেষে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ সভ্য হইয়া পড়ে। তখন আমরা মনে করি, আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদ্যা-পারদর্শী। কিন্তু বিশেষ ভাবিয়া দেখিলে দেখা যায় যে, বিরাট্ বিশ্বই একটি বিদ্যালয়। বিশ্ববিদ্যালয় সেই বিরাট্ বিদ্যালয়ের একটী ক্ষুদ্র সংস্করণ মাত্র। সুতরাং বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদ্যায় পারদর্শী হওয়াই বিশ্বমানবের বিশ্ববাসের সার্থকতা।

আমরা জানিবার জন্যই জ্ঞান-বিতরণের স্থান বিদ্যালয়ে গমন করি। কিন্তু মহাজনগণ বলেন যে, যে জানা সব জানাকে অজানা করিয়া দেয়, মানব সেই জানা বস্তুকে জানিয়া তাহাকে বিশেষ ভাবে জানিবার চেষ্টা করিতেছে না। সেই সর্ব্বজন-সুবিদিত ব্যাপারটী কি?—না "মৃত্যু"। এই সমদর্শী মৃত্যু, বিষমদর্শী আমাদিগকে এমন একটী বিষয়ের সন্ধান দিবার জন্য সর্ব্বদা আমাদিগের সম্মুখে উপস্থিত যে, যে বিষয়ে উদাসীনতাই আমাদের অন্তরায়। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—মৃত্যুরত্যন্ত-বিস্মৃতিঃ।

আমরা এখন যে যে বয়সের লোক, তাহার পূর্ব্ব সময়ের কথা অনেক স্মরণ করিতে পারি। কিন্তু জন্মের পূর্ব্বের কথা মনে পড়ে না; বা অপরের কাছে ইতিহাস পড়ার ন্যায় শুনিয়াও বলিতে পারি না। তাহা হইলে আমাদিগের কৃচ্ছ্র সাধনলব্ধ জীবনকালের জ্ঞান জীবন ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গেই আমাদিগকে ত্যাগ করে। পুনরায় নবজীবনে নবজ্ঞান নবভাবে আলোচনার বিষয় হয়। তবে বুদ্ধিমান্ সর্ব্বপ্রাণিশ্রেষ্ঠ আমরা, এমন একটী জ্ঞানালোচনা হইতে বিমুখ থাকিব কি? আমরা যদি মৃত্যুকে জয় করিয়া মৃত্যুর পরপারে যাইতে পারি, তবে আমাদের অজ্ঞানের দ্বারা আচ্ছন্ন তথা-কথিত জ্ঞানের হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিয়া অজ্ঞানধ্বংসকারী জ্ঞানলাভ হয়। শ্রুতি বলেন সেই জ্ঞান—"তমেব বিদিত্বা অতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়"

এইভাবে উদাহরণের দ্বারা বহু ভাবে স্বামিজী মহারাজ আমাদিগকে তাঁহার হৃদয়ের কথা আমাদিগের হৃদয়ে প্রবেশ করাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। আমার মনে হইল যে, বক্তব্য বিষয়ের ভাব পাষাণতুল্য হৃদয়ও ব্যাকুল করিয়াছিল। ভক্তরাজ প্রহ্লাদের উদাহরণটী বড়ই ক্ষেত্রোপযোগী হইয়াছিল। সে উদাহরণে জানা গেল যে, আত্মীয়, স্বজন ভগবৎ সেবার অনুকূল হইলে মঙ্গল, নচেৎ বিরোধী স্বজন দস্যুতুল্য। দস্যুগণ যেমন আমাদের গচ্ছিত গুপ্তধন হরণ করেন, সেই ভগবদ্বিমুখ আত্মীয়গণ আমাদিগের ভক্তিধন অপহরণ করেন।

বক্তৃতা-শেষে কীর্ত্তন হইয়া সভা-ভঙ্গ হইল। সকলেই স্বামিজী মহারাজের অমূল্য উপদেশ হৃদয়ে চিন্তা করিতে করিতে

পরমারাধ্য পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য অষ্টোত্তরশতশ্রী ওঁ বিষ্ণুপাদ
শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের শ্রীশ্রীচরণকমলে

দীনের নিবেদন

হে দীন-দয়াল পতিতপাবন
দীনের কুটীরে তব আগমন
হয়েছে, কোথায় দিব হে আসন
রাখিতে তোমার পদ-কোকনদ !

ত্রিদিব-বাঞ্ছিত যে-পদ-সরোজে
শতকোটী ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি রাজে
শুদ্ধ-ভক্ত নিত্য যে চরণ পূজে
অতি তুচ্ছ মানি ত্যজে ব্রহ্ম-পদ ॥

যে পাদপদ্মের পরাগ-পরশে
ত্রিতাপের জ্বালা পলায় তরাসে
তীর্থের কল্মষ নিমিষেতে নাশে
গঙ্গাদেবী বাঞ্ছে যার নিমজ্জন।

সেই পাদপদ্ম অতি অমায়ায়
চণ্ডাল-আলয়ে ক'রেছ উদয়
কিন্তু এ-অযোগ্য বিমূঢ় হৃদয়
কেমনে করিবে শ্রীপদ সেবন ॥

কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখ আমি দুরাচার
ভক্তি-শূন্য প্রভো ! হৃদয় আমার
তব শ্রীবিগ্রহ দয়া-অবতার
এইমাত্র মোর আশা অনুক্ষণ।

অতি দীন-হীন অধম দেখিয়া
তাই কি এসেছ করিতে গো দয়া
এলে যদি প্রভো, দাও পদ-ছায়া
ধন্য হ'য়ে যাক্ এ-ছার জনম ॥

দেখ রে জগৎ মেলিয়া নয়ন
স্বর্গ হ'তে আজি দেখ দেবগণ
সুদর্শন ল'য়ে গোলোকের ধন
এসেছে পতিত উদ্ধার কারণে।

গোলোক-ভাণ্ডার উজাড়ি আপনি
কৃষ্ণ-নাম-প্রেম-সুধাসিন্ধু আনি
করিছেন দান অবদাত-মণি
যাওরে মাগিগে লুটিয়া চরণে ॥

জয় জয় জয় শ্রীসিদ্ধান্ত-বাণী
শ্রীগৌরকিশোর বৈরাগ্যের খনি
ভকতিবিনোদ দাতা-শিরোমণি
এ-মহাবালিশে কর কৃপা দান !

আমি দীনহীন অতি অভাজন
জানি না করিতে শ্রীপদ বন্দন
নিজ গুণে দয়া করি সুদর্শন
লও পাদপদ্মে দীনের প্রণাম ॥

ভাগলপুর
১৪ই অক্টোবর, ১৯২৯।

শ্রীশ্রীপাদপদ্ম সেবা প্রার্থিনী
জনৈকা সেবিকা

গৃহে ফিরিলেন। আমি বক্তৃতা শেষেও গৃহে ফিরিতে না পারিয়া স্বামিজী মহারাজের সহিত আলাপ করিবার জন্য তাঁহার বাসায় উপস্থিত হইলাম। স্বামিজী মহারাজ বাসায় ফিরিয়া কিছুক্ষণ শ্রীনাম জপ করিয়া আমাদের সহিত আলাপ আরম্ভ করিলেন। এমন সময়ে একটী ছাত্র আসিয়া উপস্থিত হইল। ছাত্রটী উচ্চ-বিদ্যালয়ের। বক্তৃতায় যোগদান করায় তাহার মাতুল মহাশয় লগুড়াঘাতে শ্রীহরি-কথা শ্রবণের পুরস্কার দিয়াছেন। বালকটী বক্তৃতায় এত আকৃষ্ট হইয়াছিল, যে স্বজনের তাড়না ও ভৎসনা পাইয়া ভক্তোচ্ছিষ্ট পাইবার জন্য সাধুগণের সঙ্গ-বিমুখ হয় নাই। স্বামীজী মহারাজের বক্তৃতার সত্য হাতে হাতে মিলিল, শাস্ত্রে উল্লিখিত স্বজনাখ্য-দস্যুর কথার এবার উদাহরণ মিলিল।

আমার স্বরূপ

সংখ্যা-বিচারে এবং সত্ত্ব-বিচারে ক্ষুদ্র ও নগণ্য হইলেও আমি এই বিরাট বিশ্বে বিশিষ্ট হইবার বাসনা বর্জ্জন করিতে পারি না। আমার এই বাসনা বিস্ময়কর হইলেও আমার বিরূপের ধারণা আমাকে এমন ধারণা আনিয়া দিয়াছে যে, আমি দিগ্বিদিক্ জ্ঞান-হারা হইয়া জ্ঞান-শূন্যতার পরিচয় দিতে ছাড়ি না।

আমার স্বরূপটী আমার নিকট বড়ই প্রিয়। যদিও সাধু-শাস্ত্রমুখে শুনিতে পাই যে, আমার এই স্বরূপটী শৃগাল কুক্কুরের ভোগ্য পঞ্চমহাভূত-বিনির্ম্মিত বিরূপ, তথাপি স্বরূপ-ভ্রান্ত আমি, বিরূপে স্বরূপ বুদ্ধিটা আমার এতদূর প্রবল যে, আমি আমার প্রকৃত স্বরূপ-জ্ঞান-প্রদাতা শ্রীস্বরূপরূপাভিন্ন গুরুদেবের চৈতন্যবাণী শ্রবণেও এবং সেই শ্রুত কথা বাগ্মিবরাভিমানে বহুবার বলিলেও স্বরূপে স্বরূপ-জ্ঞান হইতেছে না। শুধু তাহাই নহে, ঈশ্বর, প্রকৃতি ও জীবের দেহাত্মাভিমান—এই তিনের কর্ত্তৃত্বে সমস্ত প্রাকৃত কার্য্য কৃত হইলেও অহঙ্কারে প্রমত্ত হইয়া আমি একাকীই সমস্ত কার্য্যের কর্ত্তা সাজিয়া বসিয়াছি। আমার এই কর্ত্তৃত্ব এবং কর্ত্তৃত্বাভিমান কাষ্ঠ-পুত্তলিকার নৃত্য মাত্র। কেন না কাষ্ঠপুত্তলিকার নৃত্যে সূত্রধরের কর্ত্তৃত্ব প্রধান হইলেও পুত্তল তাহা স্বীকার করিতে চায় না। সেইরূপ আমিও জগদীশ্বরের কর্ত্তৃত্ব অস্বীকার করিয়া নিজের মাংসাপিণ্ডদেহকে স্বরূপ বুদ্ধিতে নিজেই নর্ত্তকাভিমান করিতেছি। আমার এই নৃত্য আমার নিকট আনন্দের বিষয় হইলেও নিত্যানন্দ-দাসগণের নিকট নিতান্ত নির্ব্বুদ্ধিতার নিদর্শন দিয়াছে।

হৃদয়ের কথা হৃদয়ে অবরুদ্ধ রাখিবার চেষ্টা করিলেও অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলি সদয় হইয়া সুহৃদের ন্যায় সেই সমস্ত কথা বাহিরে প্রকাশ করিয়া দেয়। বাহিরের স্বরূপটা বাহিরে সর্ব্বক্ষণ প্রকাশিত থাকিলেও অন্তর-স্বরূপটী অপ্রকাশিত থাকে। আমি আমার নিজ ক্রিয়া-ক্রমে বাহ্য স্বরূপটী সংসার-রঙ্গমঞ্চে দাঁড় করাইয়া সন্তুষ্ট হই না। দর্শকবৃন্দের নিকট বেশী প্রশংসা পাইবার ভরসায় অন্তর স্বরূপটা উদ্ঘাটিত করি। গুপ্ত স্বরূপটি ব্যক্ত হইলে ব্যক্তি মাত্রেই আমার বিশেষত্বের বিশেষ জ্ঞান লাভ করেন। আমি আমার লুক্কায়িত স্বরূপটী লোকশ্রেষ্ঠ অবলোকন করিলেও লোক-সমাজ সেই স্বরূপটিকে কনক-লোভ, কামিনীলোভ এবং প্রতিষ্ঠালোভ পরিপূর্ণরূপে দর্শন করিবার সুযোগ পান।

পর-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

সম্প্রতি পর বিদ্যাপীঠে নিম্নলিখিত শিক্ষণীয় বিষয়নিচয়ের অধ্যাপনের আসন-সমূহ সংস্থাপিত হইয়াছে—বিদ্যার্থিগণ আবেদন করুন।

১। সাহিত্যাসন, ২। ঐতিহ্যাসন,
৩। সম্প্রদায়বৈভবাসন, ৪। ভক্তিশাস্ত্রাসন,
৫। তত্ত্বশাস্ত্রাসন, ৬। বেদান্তাসন,
৭। একায়নাসন।

শ্রী[illegible] রায় বি, এ, কাব্যতীর্থ, বিদ্যাসাগর,
[illegible]—পরবিদ্যাপীঠ, শ্রীধাম মায়াপুর।

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

[illegible] হইতে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৪০, চল্লিশ টাকা।

২৭২৪ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে,

সপ্তচত্বারিংশ খণ্ডে সূচী ছাপা হইতেছে।

৪৬শ খণ্ড শেষ নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে [illegible] সাধারণ পক্ষে ২০৸৶০। প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৶০, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ।৵০।

দশম স্কন্ধ ছাপা হইতেছে। দশম স্কন্ধের ভিক্ষা ১২, অগ্রিম সাধারণের পক্ষে ৮,।

৫০ অধ্যায়পর্যন্ত নবম সংখ্যা ছাপা হইয়াছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

"শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত"

সম্পূর্ণ ছাপা শেষ হইয়াছে

আদি, মধ্য, ও অন্ত্যলীলা এবং সূচী ছাপা হইয়া সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছেন। যাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্বে ১০, টাকা ভিক্ষার তৃতীয় সংস্করণ ৪, টাকায় না পাইয়া অপূর্ব সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের জন্যই উহার ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছেন। সেই ১০, টাকার এই বিরাট গ্রন্থ নির্দিষ্ট সংখ্যা পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত ৫, টাকা ভিক্ষায় দেওয়া হইবে। আবেদন সত্বর হউন পরে আর এ সুযোগ দেওয়া হইবে না।

শ্রীচৈতন্য লীলার ব্যাস অবতার

শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র গ্রন্থ ৮, স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫,

নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪॥০ টাকা

শ্রীচৈতন্য মঠের যাবতীয় গ্রন্থ

[illegible], গ্রন্থ-বিভাগ, শ্রীচৈতন্য মঠ
পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

—অথবা—

শ্রীগৌড়ীয় মঠ ১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা
ঠিকানায় পাওয়া যাইবে।

বিশেষ [illegible] শ্রীচৈতন্য মঠের ঠিকানায় লিখিবেন।

উড়িয়া ভাষায় প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

যে সব উৎকলবাসী ভক্তগণ বাংলা পড়িতে জানেন না, তাঁহাদের শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর প্রচারিত পরম উপাদেয় ভক্তি-কথা জানিবার সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে উড়িয়া-ভাষায় নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হইয়াছে। বাংলা গ্রন্থের তুলনায় উড়িয়া গ্রন্থগুলির ভিক্ষাও অপেক্ষাকৃত অল্প।

গ্রন্থের নাম	ভিক্ষা
শ্রীহরিনাম চিন্তামণি, প্রতিখণ্ড	॥০
একত্রে [illegible] লইলে	
সাধন পথ (শ্রীমহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টক) প্রতিখণ্ড	
একত্রে [illegible] লইলে	
কল্যাণ কল্পতরু প্রতিখণ্ড	৵০
একত্রে [illegible] লইলে	।০
গীতাবলী প্রতিখণ্ড	৵১০
একত্রে [illegible] লইলে	[illegible]
শরণাগতি, প্রতিখণ্ড	৵০
একত্রে [illegible] লইলে	৵৫

প্রাপ্তিস্থান { শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ, কটক
এবং
শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, পুরী

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিম্নলিখিত মঠসমূহে প্রাপ্তব্য:-

১। শ্রীচৈতন্য মঠ,—পোঃ, শ্রীধামমায়াপুর, (নদীয়া)।
২। শ্রীগোপীনাথ মঠ,—চাঁপাহাটি, সমুদ্রগড় পোঃ, (বর্দ্ধমান)।
৩। শ্রীনামহট্ট আসন,—[illegible], কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৪। শ্রীগৌড়ীয় মঠ,—১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা।
৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ,—চটকপর্বত, পুরী,
৬। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ,—উড়িয়া বাজার, কটক।
৭। শ্রী[illegible] মঠ,—চিরাকুয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।
৮। শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ,—[illegible] জঙ্গমবাড়ী, কাশী, ইউ, পি।
৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,—[illegible], বৃন্দাবন, মথুরা, ইউ, পি।
১০। শ্রীপরমহংস মঠ—নিমসার পোঃ, সীতাপুর, ইউ পি।
১১। শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ,—কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল, পাঞ্জাব।
১২। শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠ,—[illegible] নবাবপুর রোড, ঢাকা।
১৩। শ্রীগদাইগৌরাঙ্গ মঠ,—বালিয়াটি, ঢাকা।
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম,—আমলাযোড়া, রাজবাঁধ পোঃ, বর্দ্ধমান।
১৫। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ,—ভুবনকোন্দা, [illegible] পোঃ, মানভূম।
১৬। শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয় মঠ,—আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী, উড়িষ্যা।

এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণের নিকটও নদীয়া-প্রকাশ প্রাপ্তব্য।

১। শ্রীযুক্ত জনার্দ্দন ঘোষ—বসু দাস লেন রোড, খুলনা
২। শ্রীযুক্ত রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিরত্ন—দেওয়ানগঞ্জ, হলদিবাড়ী কুচবিহার।
৩। শ্রীযুক্ত রামরঞ্জন রায়—[illegible] শ্রীগোপাল মল্লিক লেন, কলিকাতা।
৪। শ্রীযুক্ত অমূল্যকুমার সরকার এস, ডি, ও, ফৈজাবাদ।
৫। মিঃ এন্ ডি, মুখার্জ্জি [illegible], এম, [illegible], কানপুর।
৬। শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী [illegible]
৭। শ্রীরাসবিহারী দাস অধিকারী, নবদ্বীপ
৮। শ্রী[illegible]মোহন দে—মনমোহন লেন, নবাবপুর, ঢাকা।
৯। শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ গড়গড়ি বেড়াচাপা, ২৪ পরগণা।

[illegible]ন্যমঠের গ্রন্থাবলী

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বিরচিত
ভক্তি-গ্রন্থাবলী।

উৎকৃষ্ট কাপড়ে বিলাতী ধরণে বাঁধাই স্বর্ণালঙ্কৃত। চতুর্থ সংস্করণ। বিস্তৃত বিষয়সূচীসহ

জৈবধর্ম্ম

বাঁধাই ২৲ দুই টাকা

প্রকাশিত হইয়াছে

সনাতন ধর্ম্মশাস্ত্র বেদ, বেদান্ত, উপনিষৎ গীতা, শ্রীমদ্ দর্শন, পুরাণ, তন্ত্রাদি সকল গ্রন্থ পাঠ করিবার অবসর অতি অল্প মানবের ঘটিয়া থাকে। অনেকের যোগ্যতা না থাকায় সেই সমস্ত গ্রন্থের মর্ম্ম অবগত হইতে পারেন না। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বাঙ্গালীর এই অসুবিধা দূরীভূত করিবার জন্য এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

বিদ্যালয়ের ছাত্র বা শিক্ষকগণের বিশেষ পাঠ্য, এই হেতু শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টার বাহাদুর ইহা সমস্ত বিদ্যালয়ের জন্য অনুমোদন করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

প্রথম খণ্ড ভিক্ষা—১৲ একটাকা

যুক্তিপূর্ণ শাস্ত্রবাক্য দ্বারা প্রত্যেক মানবের নিত্য কর্ত্তব্য ও অনিত্য সাময়িক কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। গ্রন্থের প্রতি উক্তি সনাতন শাস্ত্রবাক্য দ্বারা সমর্থিত ও প্রমাণিত হইয়াছে। দেহের, মনের ও আত্মার ধর্ম্ম কি? স্বদেশ, সমাজ, নীতি, ধর্ম্ম কি? ইত্যাদি বিষয় ক্রমানুসারে, এমন সুন্দরভাবে যুক্তিসংকারে আলোচিত হইয়াছে যে, প্রথম পংক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত পাঠ না করিয়া নিবৃত্ত হওয়া যায় না।

শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য

ভিক্ষা ৵০

ঐ প্রমাণ খণ্ড ভিক্ষা ৵০

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিহার ও লীলাভূমি নবটী দ্বীপ-ময় স্থান। এই নয় দ্বীপের প্রাচীন বিবরণ—প্রত্যেক দ্বীপে শ্রীমহাপ্রভুর লীলা—প্রত্যেক দ্বীপের পরিচয়, শ্রীধাম-মাহাত্ম্য ধামাপরাধ কি? ইত্যাদি বিষয় বিশেষভাবে মনোহর ছন্দে বর্ণিত। পকেট সাইজ প্রায় ১৬০ পৃষ্ঠা।

নবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ

উজ্জ্বল ব্রোঞ্জ-ব্লু কালীতে উত্তম কাগজে ছাপা—শ্রীনবদ্বীপধাম দর্শনে ভাবুক দর্শনকারীর কি প্রকার ভাবের উচ্ছ্বাস হয়, তাহা এই গ্রন্থে বর্ণিত। অতি চমৎকার। ভিক্ষা চারি আনা।

শ্রীজৈবধর্ম্ম [illegible]

৵০ দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভৃতি উপদেশচ্ছলে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিচার অতি সুন্দরভাবে বর্ণিত হইয়াছে। ইহা ছাড়া শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদিষ্ট শিক্ষা ও উপদেশ স্পষ্টভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে।

গৌড়ীয়-বৈষ্ণব জগতে অভিনব গ্রন্থ !!
শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতি-গ্রন্থাবলী :-

শরণাগতি

পকেট সাইজ
অষ্টম সংস্করণ
ভিক্ষা /০ আনা

দেহ ও মনের চেষ্টা আনত্যবস্তু লইয়া—ইহা যখন জীব বুঝিতে পারে, তখন একমাত্র নিত্যবস্তু শ্রীভগবানের প্রতি তাঁহার কোন জাতীয় আবেগময়ী প্রার্থনা হয় এবং শ্রীভগবানে সর্ব্বান্তঃকরণে নিষ্কপটে কি প্রকারে শরণাপন্ন হইতে হয়, ইত্যাদি বিষয়ক প্রাণস্পর্শী প্রার্থনা ও আত্ম সমর্পণমূলক গান। উড়িয়া সংস্করণও প্রকাশিত হইয়াছে

ভিক্ষা প্রতি খণ্ড /০ এক আনা

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা— /০. নবদ্বীপশতক— /০
অর্থপঞ্চক—/০

কল্যাণকল্পতরু

পকেট সাইজ
পঞ্চম সংস্করণ
ভিক্ষা /১০

আমরা প্রত্যহ নূতন অভাব ও কামনার বশবর্ত্তী হইয়া পুনঃপুনঃ যে অকল্যাণকে কল্যাণ বলিয়া গ্রহণ করি এবং যাহার নিকট কল্যাণ কামনা করি তিনি যে নিত্য বা যথার্থ কল্যাণ প্রদানে অসমর্থ এবং কোন্ বস্তু আমাদের নিত্য কল্যাণদাতা এবং কি ভাবে আমরা সেই কল্যাণলাভে সমর্থ হইব, এই সকল কথা সরল গানে লিখিত। এই গীতিগ্রন্থ বাস্তবিক কল্যাণের কল্পতরু; ইনি প্রত্যেককে নিত্যকল্যাণ প্রদানে

শ্রীল চক্রবর্ত্তি ঠাকুরের টীকা সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠাকুর কৃত টীকা ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কৃত অনুবাদ। টীকাকারের জীবনী, শ্লোক-সূচি, বিষয়সূচি প্রভৃতি বহু প্রয়োজনীয় বিষয় সংবলিত প্রায় ৪২৫ পৃষ্ঠা। উৎকৃষ্ট সিল্কে বাঁধাই ২৲ দুই টাকা, কাগজে বাঁধা ১॥০

শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ-কৃত ভাষ্য সহ

শ্রী বদ্গীত

কাগজ ও ছাপা উৎকৃষ্ট। সিল্কে বাঁধাই, সোণার জলে নাম লেখা রাজসংস্করণ ২৲ টাকা, সাধারণ সংস্করণ ১॥০, গৌড়ীয়ের গ্রাহকপক্ষে ১।০

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি

(সার্ব্বভৌম কোষগ্রন্থ

বিষয়:—১। ভক্তিশাস্ত্রে ব্যবহৃত শব্দাবলীর অর্থ, ২। চারি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের চরিত্র, ৩। বিষ্ণুবৈষ্ণবসম্পর্কীয় শ্রীমন্দির ও শ্রীবিগ্রহের বিবরণ, ৫। বৈষ্ণবগ্রন্থ ও প্রবন্ধসমূহের তাৎপর্য্য ও বিবরণ, ৬। বিষয় বিশেষের লৌকিক ও শাস্ত্রীয় আকরমূলে যাবতীয় তথ্য। চারিখণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ১ম খণ্ড ৸০, ২য় খণ্ড ৸৵০, ৩য় খণ্ড ৸০, ৪র্থ খণ্ড ৸৵০, চারিখণ্ড একত্রে ৩৲ (৫ম খণ্ড যন্ত্রস্থ)।

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ

—১ম খণ্ড ১৲ এক টাকা ২য় খণ্ড ১৲ এক টাকা—শ্রীমদ্ভাগবতের গ্রাহক ও গৌড়ীয় গ্রাহকগণ ১।০ টাকায় দুইখণ্ড পাইবেন। বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমজ্জীব গোস্বামিপাদের রচিত গ্রন্থ। ইহাই ষট্‌সন্দর্ভের অধিক প্রয়োজনীয় অংশ। প্রায় ২৩ ডবল ক্রাউন ৮ ফর্ম্মায় ৭৪ পৃষ্ঠা আকারে মুদ্রিত হইতেছে।

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য সঙ্কলিত

সদাচারস্মৃতিঃ

ভিক্ষা /০ মাত্র

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

হেলার পাচন

প্রকাশ বৎসরের আবিষ্কৃত

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ৮ আঃ শিশিতে ঘনীকৃত অবস্থায় ছোটবোতলের সমপরিমাণ ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ॥০ আনা, পাঁইট ॥৵০ আনা, বোতল ১৵০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা।

রেজেষ্টীকৃত

মদন মঞ্জরী

বটিকায় স্বপ্ন ও ধাতুবিকার, ইন্দ্রিয়শক্তির হ্রাস, প্রস্রাবে শুক্রপাত, বদহজম, মাথাঘোরা, বুক ধড়ফড়ানি, অনিদ্রা প্রভৃতি লক্ষণ সত্বর নির্দ্দোষ আরোগ্য হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ৪০ বটী ১৲ এক টাকা।

“নপুংসকতারি ঘৃত”

পুরুষত্বহানি রোগে বাহ্যপ্রয়োগ দ্বারা আরোগ্য করিয়া শক্তিসম্পন্ন করে। মূল্য ২ তোলা ১৲ টাকা।

“রমণবিলাসিনী বটিকা”

বীর্য্যধারণ করত সম্ভোগশক্তি স্থায়ী ও বৃদ্ধি করিতে অত্যাশ্চর্য্য। মূল্য ১০ বটী ১৲ এক টাকা।

রাজবৈদ্য নারায়ণজী, কেশবজী,
১৭৭নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

বিজ্ঞাপন

সাবধান! সাবধান!! সাবধান!!!

জে, বি, দত্তের চৌকা শিশি বাদাম তৈল

আদি ও অকৃত্রিম এবং উপকারিতায় সর্ব্বজন পরিচিত ও বহু প্রশংসিত।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী *J. B. Datta & Co.* নাম খোদা দেখিয়া খরিদ করিবেন। নতুবা জুয়াচোরগণ কমদরের কৃত্রিম তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে।

বিনীত—জে, বি, দত্ত

ফেরাস্ কুইনিন্

নূতন এবং পুরাতন ম্যালেরিয়ার যম

ইহাতে উপযুক্ত মাত্রায় আয়রণ, বাইহাইড্রোক্লোর কুইনিন্, আর্সেনিক এবং হর্ডিনপেন আছে।

এই ফেরাস-কুইনিন দ্বারা ইনজেকশন করিলে একটী বা দুইটী ইনজেকসনেই সকলপ্রকার কঠিন ম্যালেরিয়া জ্বর বন্ধ করে এবং ছয় হইতে বারটী ইনজেকসনে ম্যালেরিয়ার সমস্ত উপসর্গ নষ্ট করিয়া দেয়।

৬ এম্পুলপূর্ণ প্রতি বাক্স—মূল্য ২৲, ট্রিং ৩৲ টাকা বাইও-কেমিক্যাল এণ্ড ক্লিনিক্যাল ল্যাবরেটরীতে প্রস্তুত। ২২। হজুরীমল লেন, কলিকাতা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (প্রাচীন নবদ্বীপ) নদীয়া

পর-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

এখানে আহার এবং বাসস্থান দিয়া বিদ্যার্থিগণকে বিভিন্ন শিক্ষণীয় বিষয় শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। অনেক ছাত্র ইতোমধ্যেই আসিয়া পাঠ আরম্ভ করিয়াছেন। বর্ত্তমান বর্ষে সকল ছাত্রই গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

প্রধান অধ্যাপক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রচন্দ্র কাব্য ব্যাকরণ সাংখ্য-বেদান্ত-ষড়দর্শন-তীর্থ, সাংখ্যভূষণ, বেদান্তরত্ন, সাহিত্যশাস্ত্রী, সুদর্শনবাচস্পতি।

অধ্যাপক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গৌরদাস ব্রহ্মচারী ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীধাম মায়াপুর পরাবিদ্যাপীঠ, (নদীয়া)

বেদনাঞ্জন

শ্রেষ্ঠরত্ন

কলিকাতা কংগেস এক্‌জিবিসন হইতে বহু প্রশংসা প্রাপ্ত ও বহু গণ্যমান্য ভদ্রমহোদয়-গণ কর্ত্তৃক প্রশংসিত।

আজকাল বাজার চলন মিশ্রিত ও বিষাক্ত আহার্য্য সেবনে শরীরের রক্ত সহজেই দোষিত হইয়া পড়িতেছে। রক্তই মানবদেহের শ্রেষ্ঠ উপাদান, এই রক্ত দোষিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মানব বাত, বেদনা, মাথাধরা, মাথা-ঘোরা, দৃষ্টিশক্তির হ্রাস, দাঁতের গোড়া ফুলা, দাঁত কনকনানি, দাঁতে পোকা এবং খোস, চুলকানি প্রভৃতি কষ্টদায়ক চর্ম্মরোগে আক্রান্ত হইতেছে। যদি আপনি একান্তই ব্যাধিমুক্ত হইতে চান, তাহা হইলে অযথা পয়সার অপব্যয় না করিয়া অল্প ব্যয়ে এক শিশি **বেদনাঞ্জন** ক্রয় করিয়া ইহার কার্য্যকারী-শক্তি উপলব্ধি করুন। গুণের তুলনায় মূল্য অতি সামান্য, এক শিশি ।৵০ আনা মাত্র মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান—এ, সি, চাটার্জ্জী এণ্ড ব্রাদার্স।

৮৫নং ইলকাট লেন, সালিকা হাওড়া।

সকল মণিহারী দোকানে ও বড় বড় ডাক্তার খানায় পাওয়া যায়।

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

যদিও অদ্যাপি প্রকৃত মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য, তথাপি যাহারা নানাবিধ অনিয়মিত উপায়ে অপরিমিত শক্তি নষ্ট করিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন এবং নানা প্রকার মেহ, প্রমেহ ধাতুদৌর্ব্বল্য, স্নায়বিক দুর্ব্বলতা, বহুমূত্র, দুঃস্বপ্ন, পারদ-সংক্রান্ত পীড়া, অর্শ এবং স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে যাহারা বাধক, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, সূতিকা, শ্বেত ও রক্তপ্রদর, হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি রোগে ভুগিয়া জীবনে নিরাশ হইয়াছেন, তাঁহারা আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটাল সাহেবের আবিষ্কৃত **ইলেক্ট্রিক সলিউসন** ব্যবহার করিয়া বাঁচিতে পারেন, তাহার শত সহস্র প্রমাণ প্রতি বৎসরেই পাওয়া যাইতেছে। যাহারা অন্যান্য বহুবিধ ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরোগ্য হইতে পারেন নাই, তাঁহারা একবার এই ঔষধটী ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক মাসের ব্যবহারোপযোগী এক শিশি ঔষধ ডাকমাশুল সহ ২॥০ টাকা মাত্র।

সোল এজেণ্ট—**ডাঃ ডি, ডি, হাজরা।**

ফতেপুর, গার্ডেনরিচ পোষ্ট, কলিকাতা।

ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

অধ্যক্ষ

শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম,এ, এফ,সি,এস (লণ্ডন)

ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক

(প্রফেসার)

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ বিশুদ্ধ ও শাস্ত্রমতে নিজ তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হয়। পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ক্যাটালগ পাঠান হয়। রোগের বিবরণ জানাইলে যত্নপূর্ব্বক ব্যবস্থা দেওয়া হয়। চিঠি পত্রাদি সম্পূর্ণরূপে গোপন রাখা হয়।

মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দুর)

(বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৪৲ টাকা

স্বর্ণ, পারদ ও আমলাসার গন্ধক দ্বারা যথাশাস্ত্র প্রস্তুত।
নিত্য প্রয়োজনীয় সর্ব্বরোগনাশক মহৌষধ।

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৩৲ টাকা

উৎকৃষ্ট কাশ্মীর আমলকী, বংশলোচন প্রভৃতি যাবতীয় উপাদানে পূর্ণ মাত্রায় যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। কফ, কাশি, সর্দ্দি, যক্ষা, ক্ষয়রোগ, হৃদরোগ প্রভৃতি রোগের মহৌষধ। সকল প্রকার দুর্ব্বলতা নাশক অতিশয় পুষ্টিকর মহৌষধ বা খাদ্য বিশেষ।

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬৲ টাকা

ইহা সেবনে ধাতুদৌর্ব্বল্য, শুক্রহীনতা, স্বপ্নদোষ, প্রমেহ ও ধ্বজভঙ্গ সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায়। ইহা অপরিসীম আনন্দদায়ক রসায়ন।

অবলাবান্ধব যোগ

প্রদর, বাধক প্রভৃতি জরায়ুদোষ ও যোনিগত দুরারোগ্য রোগের মহৌষধ
মূল্য—১৬ মাত্রা ২৲ টাকা। ৫০ মাত্রা ৫৲ টাকা মাত্র

বিশুদ্ধ জল! ভয় নাই! বিশুদ্ধ জল!!

লক্ষ্মী টিউব-ওয়েল কোং

২০৫নং নবাবপুর, ঢাকা.

বর্ত্তমান-যুগের নব আবিষ্কৃত যন্ত্রপাতি দ্বারা উন্নত বৈজ্ঞানিক-খনন-প্রণালীতে নলকূপ (*Tube-well*) নির্ম্মাণ করা হয়। বঙ্গের লাট বাহাদুর, প্রাইভেট সেক্রেটারী, জিলা-ম্যাজিষ্ট্রেট, জিলা-বোর্ডের চেয়ারম্যান, ইঞ্জিনিয়ার, জমিদার, তালুকদার, প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত ভদ্রমহোদয়গণ এই কোম্পানীর কার্য্য দেখিয়া প্রশংসা করিয়াছেন। রাসায়নিক পরীক্ষায় জল বিশুদ্ধ না হইলে মূল্য গৃহীত হয় না। বিস্তৃত বিবরণের জন্য পত্র লিখুন।

বিনামূল্যে বিনামূল্যে

বিতরিত

শাস্ত্রের সার "কামশাস্ত্র" গ্রন্থখানি চৌদ্দ লক্ষের উপরে বিতরিত হইয়াছে। উহা পাঠে মানবের পরিণাম ফলাফল জানা যায়।

এই পুস্তক যিনি লিখিয়াছেন, তিনিই "আতঙ্কনিগ্রহ বটিকা"র আবিষ্কর্ত্তা। এই বটীকা দুর্ব্বলকে সবল করে এবং সবল ব্যক্তিকে অটুট ও অক্ষয় রাখে। বত্রিশ বটিকা পূর্ণ প্রতি কৌটার মূল্য ১৲ টাকা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান:—**আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়।**

১১৪নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মনোমোহন প্রেস

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা

পূর্ব্ব-বাঙ্গালায় সুলভে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত বৈদ্যুতিক মেশিনে দিবারাত্র কাজ চলিতেছে বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন-ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা।

শ্রীমায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—শ্রীবিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

স্থানীয় সংস্করণ

Registered No. C 1544

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চ ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩।০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৴৫

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার— নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র।

৪র্থ খণ্ড　　সম্পাদক—প্রত্নবিদ্যালঙ্কার শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী　　[১৯৭ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্য মঠ, শ্রীধাম মায়াপুর—৮ই কার্ত্তিক শুক্রবার ১৩৩৬, ২৫শে অক্টোবর ১৯২৯

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থাবলী

১। শ্রীচৈতন্যভাগবত—শ্লোক সূচী, বিষয়-সূচী প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছে। প্রতি খণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৶০ গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশ গ্রাহক পক্ষে ৴০
২। অনুভাষ্য-সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ) ৫৲
৩। গৌড়ীয়-গৌরব ৶০
৪। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।০
৫। ভজন-রহস্য ॥০
৬। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
　　„　　„　　„ আবাঁধা ৸০
৭। গীতা (শ্রীবলদেবভাষ্যসহ) বাঁধা ২৲ আবাঁধা ১॥০
৮। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি-টীকা-সহ) বাঁধা ২৲ আবাঁধা ১॥০
গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ॥০
৯। [illegible] সানুবাদ ২৲
১০। বেদান্ত[illegible] সানুবাদ ॥০
১১। জৈবধর্ম্ম ২৲
১২। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৩। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৪। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ।৶০
১৫। দীপ-দিগ্‌দর্শন ৶০
১৬। সাধনপথ (৩য় সংস্করণ)
১৭। আচার ও আচার্য্য
১৮। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা
১৯। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা)
২০। শ্রীনবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য
২১। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য (প্রমাণখণ্ড)
২২। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ
২৩। শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমা দর্পণ ।০
২৪। শরণাগতি, গীতাবলী, সাধনকণ, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, নবদ্বীপশতক, অর্থপঞ্চক ও সদাচারস্মৃতি; মোট ।৶০
২৫। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ও অর্চ্চন-কণ ৶০
২৬। সাধককণ্ঠমণি ।০
২৭। সংস্কার-দীপিকা ।০
২৮। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড) ৩৲
২৯। [illegible]শিক্ষাষ্টকম ৶০
৩০। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ৸০
৩১। মণিমঞ্জরী সানুবাদ ।০
৩২। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৩৩। শ্রীচৈতন্যভাগবত (বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ) ৫৲

এতদ্ব্যতীত বৈষ্ণব-ধর্ম্মের কয়েকখানি ইংরাজি অন্য গ্রন্থ আছে, পত্র পাঠাইলে ডাকযোগে ক্যাটলগ পাঠান হয়।

প্রাপ্তিস্থান ঃ—

১। চৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া
২। শ্রীগৌড়ীয় মঠ—১নং উল্টাডিঙ্গি জংসনরোড কলিকাতা।
৩। শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠ—২০নং নবাবপুররোড, ঢাকা
৪। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ—উড়িয়াবাজার, কটক
৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ গোড়াকুটী, পুরী
৬। শ্রীসনাতনগৌড়ীয় মঠ—৪০।১ জঙ্গমবাড়ী? কাশী
৭। শ্রীগৌড়ীয় মঠ দিল্লী কার্য্যালয় ১০।১ হনুমানরোড, নিউদিল্লী।
৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ—ছিপিগলি, বৃন্দাবন।
৯। শ্রীভাগবত প্রেস, গোয়াড়ী—কৃষ্ণনগর।
১০। শ্রীএকায়ন মঠ, কাঠালপোতা? কৃষ্ণনগর।

নানা কথা

সংক্ষিপ্ত নবদ্বীপ পঞ্জিকা

৭ দামোদর ৭ কার্ত্তিক ২৫ অক্টোবর শুক্রবার অষ্টেদশমী উ ৬৫ অ [illegible] কৃষ্ণাষ্টমী রা ২।৪৮ পুনর্ব্বসু দি ১.৬৬ [illegible] যোগ রা ২।৩২ বালবকরণ

৮ দামোদর ৯ কার্ত্তিক ২৬ অক্টোবর শনিবার ক্ষীরোদশমী উ ৬।১ অ ৫.১১ কৃষ্ণানবমী গোবিন্দ [illegible] পুষ্যা প্রাঃ ৬।৭ পরে অশ্লেষা রা ৪.৩২ [illegible] রা ১।১৬ [illegible]। শ্রীবীরচন্দ্র-প্রভুর আবির্ভাব, শ্রীমায়াপুর গৌড়ীয় মঠে মহোৎসব।

৯ দামোদর ১০ কার্ত্তিক ২৭ অক্টোবর রবিবার বাসুদেব উ ৬।৬ অ ৫।১১ কৃষ্ণদশমী রা ১০।১৪ মঘা রা ২।১৭ [illegible] ৮।৮০ বণিজকরণ দি ১১.৩৬ গতে বিষ্টি রা ১০.৩৪ গতে ববকরণ।

১০ দামোদর ১১ কার্ত্তিক ২৮ অক্টোবর সোমবার সঙ্কর্ষণ উ ৬।৬ অ ৫.২২ কৃষ্ণৈকাদশী রা ৮।৪৪ পূর্ব্বফল্গুনী রা ২।১০ ব্রহ্মযোগ সন্ধ্যা ৫।৫৫ ববকরণ শ্রীশারদা একাদশীর উপবাস।

রিষড়ায় সন্তরণ-প্রতিযোগিতা
গঙ্গা নদী উত্তরণ

গত রবিবার অপরাহ্নে হুগলি জিলার রিষড়া পণ্চন্দ্র দাঁ মেমোরিয়াল ক্লাবের ৭ম বার্ষিক সন্তরণ-প্রতিযোগিতা সভায় শ্রীরামপুরের মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ [illegible] কে, কি, মোবসেদ সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রতিযোগিতার ফল নিম্নে প্রদত্ত হইল। প্রথম—নলিনচন্দ্র মল্লিক [illegible] সেকেণ্ড, দ্বিতীয়—[illegible] ১৩ মিনিট [illegible] সেকেণ্ড, তৃতীয়—[illegible] [illegible] মিনিট, চতুর্থ—মোহিনীমোহন দে ১৩ মিনিট ১০ সেকেণ্ড।

বন্যায় মেদিনীপুরের অবস্থা

ভীষণ বৃষ্টির ফলে [illegible] গিয়াছে এবং [illegible] নদীর তীরস্থ চন্দ্রকোণা থানায় কয়েক খানি গৃহও পড়িয়া গিয়াছে। [illegible] [illegible] জেলা বোর্ড ও [illegible] রাস্তাগুলির অবস্থা। এ বৎসর [illegible] কিছু সময় লাগিবে। একেই [illegible] [illegible] এই বৃষ্টিতে লোকের [illegible] হইবে। রামজীবনপুর ও [illegible] ম্যালেরিয়া এবং অন্যান্য রোগের আবির্ভাব হইয়াছে।

নিমন্ত্রণ পত্র

শ্রীপরমহংস মঠ, নৈমিষারণ্য
১৬ই অক্টোবর, ১৯২৯

যথাবিহিত সম্মান পুরঃসর নিবেদনম্—

আগামী ৩০শে অক্টোবর ১৩ই কার্ত্তিক বুধবার কৃষ্ণত্রয়োদশী হইতে ১লা নভেম্বর ১৫ই কার্ত্তিক শুক্রবার অমাবস্যা-তিথি পর্য্যন্ত শ্রীপরমহংস মঠের তৃতীয় বার্ষিক মহামহোৎসব অনুষ্ঠিত হইবে। সপার্ষদ, ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ শুভ-বিজয় করিবেন। তদুপলক্ষে প্রত্যহ শ্রীভাগবত-ব্যাখ্যা, সংকীর্ত্তন ও মহামহোৎসব অনুষ্ঠিত হইবে। মহাশয়, এই উৎসবে সবান্ধবে যোগদান করিলে শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার সভ্যগণ পরমানন্দিত হইবেন। ইতি।

শ্রীহরিজনকিঙ্কর—
শ্রীঅতুলচন্দ্র গোস্বামী ভক্তিসারঙ্গ
শ্রীনিশিকান্ত সান্যাল (এম, এ)
শ্রীকুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ

সমস্তীপুরে ট্রেণ সঙ্ঘর্ষ

গত ২২শে অক্টোবর বি, এন ডব্লিউ রেলপথের সমস্তীপুরের ডিষ্ট্রিক্ট ট্রাফিক সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট জানাইয়াছেন—

দ্বারভাঙ্গা—সমস্তীপুরের ৪২ নং ডাউন প্যাসেঞ্জার ট্রেনখানি সমস্তীপুর ষ্টেশনে প্রবেশকালে একখানা সাণ্টিং ইঞ্জিনের সঙ্গে তাহার সঙ্ঘর্ষ ঘটে; ফলে ট্রেনের তিনখানা গাড়ী লাইনচ্যুত হয়। কয়েকজন লোক সামান্য জখম হয়; রেল হাসপাতালে শুশ্রূষার পর তাহাদিগকে ছাড়িয়া দেওয়া হয়; কাহাকেও হাসপাতালে থাকিতে হয় নাই।

বোমায় বিপদ

গত ২০শে অক্টোবর রাত্রিতে এক তুরী পুলিসকে একটি বোমা প্রদান করায় হায়দরাবাদ সহরে বিশেষ চাঞ্চল্য উপস্থিত হইয়াছে, কোন অজ্ঞাত লোক নাকি একদল তুরীকে একটী বাক্স পাঠায়। 'বাক্স খুলিয়া উহার ভিতরের বস্তুটী কি, তাহা বুঝিতে না পারিয়া উহা পুলিসের নিকট পাঠাইয়া দেয়। পুলিস বিশেষজ্ঞ দ্বারা পরীক্ষা করাইয়া বুঝিতে পারে—বস্তুটী বোমা সন্দেহক্রমে পুলিস তুরীদিগকে গ্রেপ্তার করিয়াছে।

---

৪০ হাজার টাকার গহনা চুরি

কলিকাতা ষ্ট্রীটের কোনও মাড়োয়ারী ব্যবসায়ীর বাড়ী হইতে প্রায় ৪০ হাজার টাকা মূল্যের গহনা পত্র চুরি গিয়াছে। এই সম্পর্কে তদন্ত করিয়া পুলিশ, ৬ জন পশ্চিমা লোককে সন্দেহক্রমে গ্রেপ্তার করিয়াছে।

লালমণির হাটে বন্যা
রেল লাইন নষ্ট

লালমণিরহাট হইতে ই, বি, এস জানাইয়াছেন,—বোন মানধা বেহারীগঞ্জ শাখায় ভীষণ বন্যার ফলে লাইন ভাঙ্গিয়া বহু স্থান নষ্ট হইয়া গিয়াছে। সকল প্রকার বুকিং বন্ধ আছে, ২৪শে তারিখে লাইন মেরামত কার্য্য শেষ হইবার কথা।

ঝাড়গ্রামে ডাকাতের ভয়

ঝাড়গ্রাম, ২১শে অক্টোবরের সংবাদে প্রকাশ, সহরে ডাকাতি হইবে বলিয়া ডাকাতেরা পূর্ব্ব হইতে নোটিশ দিতেছে। নোটিশে কোন্ দিন কোথায় ডাকাতি হইবে, তাহার উল্লেখ আছে। ফলে জনসাধারণ এত বেশী আতঙ্কগ্রস্ত হইয়াছে যে, তাহারা সন্ধ্যার পরে কেহ বাহির হইতে পারিতেছে না। ঝাড়গ্রামের আশে পাশে গভীর জঙ্গলের মধ্যে নাকি ডাকাতদলের আড্ডা। পুলিশে সংবাদ দেওয়া হইয়াছে। পুলিশ দলে দলে রাস্তায় পাহারা দিতেছে।

প্রকাশ, গত ১৬ই অক্টোবর রাত্রে ৬ জন পুলিশের নজরে পড়িয়াছিল, কিন্তু কাহাকেও গ্রেপ্তার করিবার পূর্ব্বেই ডাকাতগণ গভীর জঙ্গলে অদৃশ্য হইয়া যায়। জোর পুলিশ তদন্ত চলিতেছে।

বালকের শোচনীয় মৃত্যু

যশোহর, ২১শে অক্টোবরের সংবাদে প্রকাশ, গত ১৯শে অক্টোবর নিত্যরঞ্জন বিশ্বাস নামক একটি খ্রীষ্টান বালক তাহার পিতার সহিত স্থানীয় পুলিশ লাইনের নিকটবর্ত্তী একটী বিলে পক্ষী শিকার করিতে যায়। তাহার পিতা কয়েকটি পক্ষী গুলি করিয়া মারিয়া ফেলিলে বালকটি তাহা জল হইতে আনিতে গিয়া সহসা তাহার হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হওয়ায় সে অচেতন হইয়া পড়ে এবং অল্পক্ষণের মধ্যে তাহার মৃত্যু হয়। সে স্থানীয় সম্মিলনী বিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণীতে অধ্যয়ন করিত। বালক জগৎকে হিংসা ধর্ম্মের পরিণতির শিক্ষা দিয়া গেল না কি?

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় নৃশংস হত্যাকাণ্ড
স্বামী ও স্ত্রী খুন

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার ২২শে অক্টোবরের সংবাদে প্রকাশ, গত ১৭ই অক্টোবর তারিখে উক্ত মহকুমার নোয়াবাড়ী গ্রামে এক শোচনীয় হত্যা কাণ্ড ঘটিয়াছে। নবী নোয়াজ নামক অনৈক ধনী মুসলমান গভীর রাত্রিতে স্ত্রীসহ নিদ্রামগ্ন ছিল। সে সময় কতিপয় লোক তাহার গৃহে প্রবেশ করিয়া একখানি রামদা দিয়া তাহার মাথাটি কাটিয়া ফেলে। নোয়াজের স্ত্রী দৌড়িয়া বাহির হইয়া চীৎকার করিতে থাকিলে দুর্বৃত্তগণ তাহারও মাথাটি কাটিয়া ফেলে। অন্য ঘর হইতে সদাগর নামক নোয়াজের পুত্র বাহির হইলে দুর্বৃত্তগণ তাহাকেও আক্রমণ করে। সে কোনক্রমে পলায়ন করে। অতঃপর দুর্বৃত্তগণ নোয়াজের লাশটি গুম করিবার উদ্দেশ্যে বহন করিয়া দূরে লইয়া যায়। প্রভাত হইয়া পড়ায় তাহারা 'গজন ঝাড়া' নামক এক স্থানে লাশটি ফেলিয়া পলাইয়া যায়। পরদিন ঘটনাস্থলে পুলিশ আসিয়া লাশটিকে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় চালান দেয়। পুলিশ প্রবল তদন্ত করিতেছে।

বাচ্চা ই সাকোর আত্মসমর্পণ
নাদির খাঁ রাজপদে অভিষিক্ত

দিল্লী, ২২শে অক্টোবরের সংবাদে প্রকাশ, নাদির খাঁ আপনাকে রাজা বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন—একথা এখন নিশ্চয় করিয়া বলা যায়। কাবুলের পররাষ্ট্র বিভাগ হইতে বৃটিশ রাজদূত নিকট এক তার প্রেরিত হইয়াছে, তাহাতে বলা হইয়াছে—

"আফগানিস্থানের পররাষ্ট্র বিভাগ জানাইতেছেন যে, বিগত ১৫ই অক্টোবর তারিখে মার্শাল মহম্মদ নাদির খাঁ আফগানিস্তানের রাজধানীতে উপনীত হন। দেশের প্রতি তাঁহার একান্তিক অনুরাগ এবং অক্লান্ত দেশসেবার পুরস্কার স্বরূপ সর্ব্বসম্মতিক্রমে তাঁহাকে রাজা বলিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে। তিনি যথারীতি আফগান জাতির কল্যাণ কামনা করিয়া শপথ গ্রহণ করিয়াছেন।"

কাবুল হইতে যে সকল সংবাদ আসিয়াছে, তাহা হইতে বেশ বোঝা যায়,—জবুল সেরাজ নামক স্থানে বাচ্চা-ই সাকো আত্মসমর্পণ করিয়াছে এবং কোহাণের নায়ক লইয়া রাজা নাদিরের আনুগত্য স্বীকার করিয়াছে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

৮ই কার্ত্তিক শুক্রবার—১৩৩৬

সাময়িক প্রসঙ্গ

শাক্তগণ দ্বিবিধ, শুদ্ধশাক্ত এবং বিদ্ধ-শাক্ত। বেদশাস্ত্র আলোচনা করিতে গিয়া আমরা অনন্ত শক্তির শক্তিমত্তত্ত্ব ভগবানের তিনটী শক্তির পরিচয় পাই, চেতনময়ী পরা শক্তি, অণুচেতনময়ী জীব শক্তি এবং জড়া শক্তি। ভগবানের ইচ্ছা-ক্রমে পরা শক্তি হইতে বৃন্দাবন বৈকুণ্ঠাদি চিজ্জগৎ, জীবশক্তি হইতে জৈব জগৎ, জড়া শক্তি হইতে চতুর্দ্দশ ব্রহ্মাণ্ড বা জড়-জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে। সূর্য্য ও তৎ-কিরণ, অগ্নি ও তাহার দাহিকা শক্তি যেরূপ অভিন্ন, শক্তি ও শক্তিমান সেইরূপ অভিন্ন। শক্তি ও শক্তিমান অভিন্ন হইলেও শক্তি শক্তিমানের অধীন, শক্তিতে স্বতন্ত্র ইচ্ছা শক্তি বা স্বতঃ কর্তৃত্ব ধর্ম্ম নাই বা থাকিতে পারে না। শক্তিমানই একমাত্র ভোক্তা এবং যাবতীয় শক্তি শক্তিমানের ভোগ্য; অতএব যাবতীয় শক্তি বা শক্তি-পরিণত দ্রব্যকে শক্তিমানের সেবায় নিয়োগ করাই প্রকৃত শক্তির পূজা। ইহাই শুদ্ধ শাক্তগণের বিচার।

বিদ্ধ শাক্তগণ শক্তিমানের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে চান না, তাঁহাদের বিচারে শক্তিই স্বতন্ত্রা কর্ত্রী, তাঁহা হইতেই যাবতীয় বস্তু, এমন কি শক্তিমত্তত্ত্বও নিঃসৃত হইয়াছে। শক্তি শক্তিমানের অধীন না হইয়া তাঁহাদের মতে শক্তিমান শক্তির অধীন। তাঁহারা শক্তিকে একমাত্র কর্ত্রী বলিয়া স্বীকার করিলেও কার্য্যকালে শক্তির সেবা বা পূজা করিতে গিয়া স্বয়ং ভোক্তৃত্বাভিমানে শক্তিকে নিজের সেবায় নিয়োগ করিবার প্রয়াস করেন।

অনেকেই শক্তি অগ্রে, কি শক্তিমান অগ্রে—ইহা লইয়া তর্কবিতর্ক করেন; কিন্তু চন্দ্র বলিলে যেরূপ তৎকিরণ সহ কিম্বা অগ্নি বলিলে তাহার দাহিকা শক্তির সহিত বুঝিতে হয়, সেইরূপ শক্তিমান বলিলে শক্তির সহিত বুঝিতে হইবে। শক্তি ও শক্তিমানকে বৈষ্ণবী ভাষায় সেবক ও সেব্য বলা যায়। সেবক বা শক্তির আনুগত্যে সেব্য বা শক্তিমানের সেবাই প্রকৃত শক্তি-পূজা। যাঁহারা শক্তিমান ছাড়িয়া শক্তিমানের পূজা বা শক্তি-মান ছাড়িয়া শক্তির পূজা করেন, তাঁহারা উভয়েই মায়াবাদ বা প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধবাদকে আশ্রয় করিয়াছেন।

বর্ত্তমানে বিদ্ধশাক্ত মতের প্রভাব খুব বেশী। রাজসিক পুরাণের অষ্টম মার্কণ্ডেয় পুরাণের অন্তর্গত চণ্ডী বা উপপুরাণ কালিকা পুরাণের মতে যে শক্তি-পূজার আদর্শ দেখা যায়, তদ্দ্বারা তত্তদধিকারীদিগের কথঞ্চিৎ উপকার হইলেও শুদ্ধ শাক্তগণ তাহা হইতে উদাসীন থাকিয়া ব্রজগোপীদিগের আদর্শশক্তি-পূজার অনুকরণে যোগমায়ার আনুগত্যে সর্ব্বশক্তিমান ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সেবায় যথাসর্ব্বস্ব নিয়োগ করেন।

পূর্ব্বে দুর্গা পূজায় বিদ্ধশাক্তগণ বহু বহু প্রাণীর প্রাণ বিনাশ করিয়া রক্তাক্ত কলেবরে উদ্দণ্ড নৃত্য করিয়া শান্তি পাইতেন, বর্ত্তমানে অনেকেই এরূপ নৃশংস কার্য্যের অপকারিতা অনুভব করিয়াছেন ও করিতেছেন। বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত ইচাপুর গ্রামে সম্ভ্রান্ত কায়স্থ বংশীয় মজুমদারদের বাটীতে বহু কাল হইতে দুর্গাপূজা চলিয়া আসিতেছে। কৌলিক প্রথানুসারে পশু বলিও হইত। কিন্তু আজ কয়েক বৎসর হইল তাঁহারা এইরূপ অপকার্য্যের হেয়তা অনুশীলন করিয়া পশু-বলি একেবারে উঠাইয়া দিয়াছেন। তাঁহাদের এই কার্য্যে নিকটস্থ অনেকগুলি গ্রামের বহু উপকার সাধিত হইয়াছে, অনেকেই বলি উঠাইয়া দিবার প্রস্তাব করিতেছেন। আবার কোন কোন মাংসলোলুপ ব্যক্তি স্বার্থের বশবর্ত্তী হইয়া তাতস্যকূপ—এই ন্যায়াবলম্বনে কৌলিক প্রথা উঠাইয়া দিলে অনিষ্টপাতের সম্ভাবনা প্রভৃতি কত কি বলিতেছেন। যাহা হউক এই কার্য্যের জন্য পাটসাহড়া ইউ পি স্কুলের প্রধান শিক্ষক সুশিক্ষিত সেবায়েৎ শ্রীযুক্ত রাধারমণ মজুমদার মহাশয় সজ্জনের প্রশংসার্হ ইহা একবাক্যে বলিতে হইবে।

অনেকের ধারণা শাস্ত্রে যখন যজ্ঞে পশু-বলির বিধান রহিয়াছে, তখন পশু হিংসা করাই উচিত, উহা কখন পাপমধ্যে পরি-গণিত হইতে পারে না। এতদ্বিষয়ে পঞ্চম বেদ মহাভারতে একটি প্রাচীন ইতিহাস কীর্ত্তিত হইয়াছে। কোন সময় এক সন্ন্যাসী কোন যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণকে যজ্ঞে পশু বধ করিতে দেখিয়া বলিলেন—ওহে ব্রাহ্মণ! তুমি যজ্ঞ করিতেছ তাহা উত্তমই বটে; কিন্তু এই যজ্ঞে ছাগগুলির প্রাণ নষ্ট করিতেছ কেন? পশু হিংসা কখনই ব্রাহ্মণোচিত ধর্ম্ম হইতে পারে না। বিশে-ষতঃ তুমি এই ছাগ-শিশুদিগকে উহাদের মাতার অনুমতি লইয়া বধ করিতেছ না; পরন্তু বল পূর্ব্বক লইয়া আসিয়া হত্যা করিতেছ। এরূপ নৃশংস কার্য্য কি কখন ধর্ম্ম বলিয়া সাধুসমাজে আদৃত হইতে পারে? অহিংসাই পরম ধর্ম্ম—ইহাতে কোন মত-ভেদ নাই, তুমি তাহাই অবলম্বন কর। তদুত্তরে ব্রাহ্মণ কহিলেন,—হে মহাভাগ! হিংসা ভিন্ন ইহজগতে আর কি আছে, এমন কি হিংসা ব্যতীত কোন জীবই জীবন ধারণ করিতে সমর্থ হয় না। পশু পক্ষীর যেরূপ জীবন আছে, বৃক্ষ লতাদিরও সেইরূপ জীবন আছে, আপনারা নিরা-মিষ ভোজী বলিয়া অভিমান করিলেও বস্তুতঃ হিংসা-ধর্ম্ম হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারেন নাই।" তাহাতে সন্ন্যাসী কহিলেন, হে মহাত্মন্! আপনি সত্যই বলিয়াছেন কিন্তু যাঁহারা আত্মার প্রীতি-ধর্ম্মে প্রতি-ষ্ঠিত, তাঁহারা পরমাত্ম-সেবায় সর্ব্বদা নিযুক্ত থাকিয়া হরি-সেবনোপযোগী দেহ রক্ষার নিমিত্ত যথাযোগ্য বিষয় ভগবৎ-প্রসাদ বুদ্ধিতে গ্রহণ করিয়া থাকেন; তাঁহারাই প্রকৃত নিষ্মৎসর, হিংসা ধর্ম্ম তাঁহাদিগকে লিপ্ত করিতে পারে না। যজ্ঞে পশু-বধ-বিধি রহিত করিবার জন্য ভগবান্ বিষ্ণু অঞ্জন-সুত বুদ্ধরূপে অবতীর্ণ হইয়া 'অহিংসা পরমো ধর্ম্মঃ'—এই বেদ-সার বাণী প্রচার করিয়াছেন কিন্তু বর্ত্তমান বৌদ্ধগণ তাঁহার উপদেশের মর্ম্ম গ্রহণ করিতে সমর্থ হইতে-ছেন না।

বেদে যজ্ঞে পশুবধ করিবার বিধি আছে, তাহার তাৎপর্য্য পশুহিংসা-পর প্রবৃত্তি-বিশিষ্ট রাজসিক তামসিক স্বভাব-সম্পন্ন ব্যক্তিদিগের উক্ত কদর্য্য স্বভাব সঙ্কুচিত করা অতএব বর্ত্তমানে যাঁহারা পশু-হিংসা একে বারে উঠাইয়া দিতেছেন, তাঁহাদের তাদৃশ কার্য্যের ফল-প্রাপ্ত হইয়াছে বলিতে হইবে ক্রমে ক্রমে তাঁহারা উন্নতাধিকারে শিব-পার্ব্বতীর আনুগত্যে ভগবৎ সেবায় আত্ম-নিয়োগ করুন ইহাই প্রার্থনা। দেখুন শিব পার্ব্বতী কিরূপ সেবার আদর্শ প্রদর্শন করিতেছেন—

পার্ব্বতী প্রভৃতি নবার্ব্বুদ নারী লইয়া।
সঙ্কর্ষণ পূজে শিব উপাসক হৈয়া॥

শক্তিমান্‌কে ছাড়িয়া স্বতন্ত্রজ্ঞানে শক্তির পূজকদিগকে অন্যদেব-পূজক বলা হয়। অন্যদেব-পূজকের গতি বৈষ্ণবরাজ শিব স্বয়ং স্কন্দ পুরাণে ব্যক্ত করিয়াছেন। স্কন্দ পুরাণোদ্ধৃত শ্রীচৈতন্যভাগবত-বচন—শিব ভগবান্ বিষ্ণুকে বলিতেছেন,

তোমারে লঙ্ঘিয়া প্রভু শিবপূজা কৈল।
অতএব তার যজ্ঞে তাহারে মারিল॥
যেহেন সে বলিলুঁ প্রভু তোমারে লঙ্ঘিয়া
মোর সেবা করে তারে মারিমু পোড়াইয়া॥
তুমি মোর প্রাণনাথ, তুমি মোর ধন।
তুমি মোর পিতা মাতা তুমি বন্ধু জন।
যে তোমা লঙ্ঘিয়া করে মোরে নমস্কার।
সে জন কাটিয়া শির করে প্রতিকার॥
সুর্য্যোরে সাক্ষাৎ করি রাজা সত্রাজিত
ভক্তিবশে সূর্য্য তার হইলেন হিত॥
লঙ্ঘিয়া তোমার আজ্ঞা আজ্ঞাভঙ্গ-দুঃখে
ভাই ভাই মারা যায় সূর্য্য দেখে সুখে॥
বলদেব-শিষ্যত্ব পাইয়া দুর্য্যোধন।
তোমারে লঙ্ঘিয়া পায় সবংশে মরণ॥
বিবিধ কাশীপুর বর পাইয়া ব্রহ্মার।
লঙ্ঘিলা তোমারে গেল সবংশে সংহার॥
শিরশ্ছেদ শিব পূজিয়াও দশানন।
তোমা লঙ্ঘি পাইলেক সবংশে মরণ॥
সর্ব্বদেব মূল তুমি সবার ঈশ্বর।
দৃশ্যাদৃশ্য যত সব তোমার কিঙ্কর॥
প্রভুরে লঙ্ঘিয়া যে দাসেরে ভক্তি করে।
পূজা খাই সেই দাস তাহারে সংহারে॥
তোমা না মানিয়া যে শিবাদি দেব ভজে।
বৃক্ষ-মূলে কাটি' যেন পল্লবেরে পূজে

চৈঃ ভাঃ মধ্য

রাজোচিত আচরণ

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ১৯৫ সংখ্যার পর)

(৯)

রথ চলিয়াছে। লোকাচার্য্য লীলা-ভিনয়কারী শ্রীচৈতন্যদেবের পরমাদ্ভুত পরম রমণীয় অলৌকিক নৃত্য কীর্ত্তন দর্শনা-স্বাদন করিতে করিতে শ্রীজগন্নাথ সুভদ্রা-বলদেবের বিচিত্র বৈষ্ণব চলিয়াছে। কখনও ধীরে কখনও দ্রুত চলিতে চলিতে সহসা স্থির হইয়া দাঁড়াইতেছে, আবার চলিতেছে। প্রভুর শুদ্ধ হেমগিরিসদৃশ তনুখানিতে ভাব-কদম্ব প্রস্ফুটিত হইয়া ভক্ত-হৃদয়ে আনন্দ সুরভি বিতরণ করি-তেছে, দেশ-দেশান্তর হইতে আগত লক্ষ লক্ষ যাত্রী, নীলাচলবাসী আবালবৃদ্ধবনিতা-জনগণ, জগন্নাথ-সেবক রাজ-কর্ম্মচারীগণ সকলেই প্রভুর নৃত্য-প্রেম দেখিয়া চমৎকৃত হইলেন। প্রভুর কৃপায় সকলের হৃদয়ে কৃষ্ণপ্রেম উদয় হইল। প্রেমাবেশে কেহ নাচিতে লাগিল, কেহ কৃষ্ণনাম গাহিতে লাগিল, কেহ বা উচ্চৈঃস্বরে প্রভুর জয়ধ্বনি করিতে লাগিল।

এইরূপে নৃত্য করিতে করিতে প্রভু প্রেমাবেশে কয়েকবার প্রতাপরুদ্রের সম্মুখে আছাড় খাইয়া পড়িলেন। কাশীশ্বর-গোবিন্দাদি ভক্তগণ অন্য স্থানে ছিলেন, নিত্যানন্দ প্রভুও প্রেমাবেশে কিঞ্চিৎ অসাবধান হইয়া পড়িয়াছেন দেখিয়া রাজা স্থির থাকিতে পারিলেন না। সকে চ-সম্ভ্রমে প্রভুকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া সেবা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। রাজার স্পর্শে প্রভুর আবেশ ভঙ্গ হইল। রাজাকে দেখিয়া প্রভু চমকিয়া উঠিলেন। "ছি ছি আমার বিষয়ী-স্পর্শ হইল" বলিয়া আপনাকে আপনি ধিক্কার দিতে লাগিলেন।

রাজা, দুঃখ করিও না। তুমি পরম ভাগবত, তোমার কায়মনোবাক্য প্রভুর সেবায় প্রভুর ইন্দ্রিয়তর্পণ-সৌকর্য্যার্থ অনুক্ষণ নিযুক্ত হইয়াছে। অচিরে তোমার প্রতি প্রভুর প্রকৃত কৃপা বর্ষিত হইবে। আজ তোমাকে উপলক্ষ করিয়া প্রভু আমার মত বিষয় বিষ্ঠাগর্ত্তবাসী অনুক্ষণ ইন্দ্রিয়তর্পণাভিলাষী হতভাগ্য জীবগণকে তুচ্ছ বিষয়-মোহ হইতে দূরে রাখিবার জন্য শিক্ষাদান-লীলার অভিনয় করিতেছেন। সাধুগুরুকৃপায় এই সকল মহা-উপদেশ বুক্কোটর-গত আমার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইলেও দৈব বশতঃ আমার দুর্দ্দমনীয় বিষয়-তৃষ্ণার নিবৃত্তি হইতেছে না। যোষিৎসঙ্গ-সুখপিপাসা আমার অপবিত্র মলিন চিত্তে অপ্রাকৃত চৈতন্য-বাণী কোনও দাগ বসাইতে পারিতেছে না—পরম মঙ্গলময় নিত্যসুখ প্রদাতা চৈতন্যবাণীও দেখিতেছি প্রতিহত হইয়া প্রত্যাবৃত্ত হইতেছে। হায় দয়াময়! আমার মলিন ভেক-জিহ্বাগ্রে অদ্বয়পরত্ব শ্রীনাম উদিত হইয়া নৃত্য করিবেন কেন?

রাজা প্রতাপরুদ্রকে শ্রীজগন্নাথের সেবার জন্য তুচ্ছ ঝাড়ুদারের কার্য্য করিতে দেখিয়া প্রভু শ্রীচৈতন্য মনে মনে তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছেন। তাঁহাকে সাক্ষাৎ কৃপা প্রদান করিবেন বলিয়াও মনে মনে স্থির করিয়াছেন, তথাপি ভক্তি-সাধকগণের হিতার্থে তাঁহাদিগকে বিষয়ী-সঙ্গ, যোষিৎ-সঙ্গ হইতে সম্পূর্ণরূপে প্রতিনিবৃত্ত হইতে শিক্ষাদানের জন্য বাহিরে কিঞ্চিৎ রোষাভাস প্রদর্শন করিলেন।

প্রভুর বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজা ভীত হইলেন। তাঁহার চিত্তে বহুবিধ সংশয় উত্থিত হইল। কখনও ভাবিতে লাগিলেন, 'হায়! আমি প্রভুর হৃদয়ে না জানি কত ব্যথাই দিয়াছি!' কখনও ভাবিতেছেন 'প্রভুর অস্পৃশ্য এই অপবিত্র ঘৃণ্য নশ্বর দেহ-ভার বহন করিয়া আর লাভ কি? এ জীবনে যখন প্রভুর কৃপা-প্রাপ্তির কোন সম্ভাবনাই দেখা যাইতেছে না তখন যাহাতে এই দেহের অবসান ঘটে, তাহাই বাঞ্ছনীয়।' আবার ভাবিতেছেন, 'বাঁচিয়া থাকিলে ত প্রভুর নৃত্য-কীর্ত্তন দর্শন শ্রবণ সৌভাগ্যও লাভ করিতে পারিব। প্রভুর শ্রীমূর্ত্তি দূর হইতে গোপন ভাবে দর্শন করিলেও যে দেহ-প্রাণ পরম পরিতৃপ্ত হয়। তাহাই বা পরিত্যাগ করিব কোন আশায়?' এইরূপ চিন্তা-সাগরে হাবুডুবু খাইতেছেন। সার্ব্বভৌম রাজার নিকটে সান্ত্বনা-প্রদান করিতে লাগিলেন। "রাজা, আপনার সন্দেহের বা [illegible] কোন কারণ নাই। প্রভুর আপনার প্রতি নিশ্চয়ই প্রসন্ন হইয়াছে [illegible] কেবল [illegible] ভক্তগণকে বিষয়ী-সঙ্গ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইতে শিক্ষা দিবার জন্য এই বাহ্য-লীলাভিনয় করিয়াছেন। অবসরমত আমি প্রভু-পদে আপনার কথা নিবেদন করিব। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। আমার পুষ্প-প্রদত্ত পরামর্শই পুষ্পোদ্যানে সুযোগ বুঝিয়া প্রভুপদে মিলিত হইতে পারিবেন।

আমার আনুগত্য

এ জগতে কেহ কাহারও অধীন থাকিতে চাহে না। সকলেই নিজের নিজের মতলবে চলিতে চাহে। কেননা অধীনতায় আনুগত্যে অনুগত জনের স্বেচ্ছাচারিতা পদে পদে বাধা প্রাপ্ত হয়। কিন্তু জগৎপতির জগদ্রচনা কার্য্যে এমন এক কৌশল-জাল পাতা রহিয়াছে যে, ইচ্ছায় হউক, অনিচ্ছায় হউক একে অপরের অপেক্ষা না করিয়া চলিতে পারে না। সুতরাং জগতের কেহই নিরপেক্ষ নহে।

জগদ্ভোগই জগদীশ বিমুখ জগজ্জনের উদ্দেশ্য। সুতরাং ভোগিকুলের আনুগত্য বা আধিপত্য অধিপতির বা অনুগতের ভোগানুসন্ধান। তাহাতে নাই উদারতা, নাই সরলতা; আছে কেবল, সঙ্কীর্ণতা আর কপটতা।

বিশ্ববঞ্চিত ও বঞ্চকেরই বসতি। বিশ্ববাসীর এই বঞ্চনা-বাসনা দর্শনে বিশ্বপতি তাঁহার নিজজনগণকে এই বিশ্বে শুভ বিজয় করান। বঞ্চকগণ বহির্ম্মুখী বিষ্ণু ভগবানের সন্ধান-বিমুখ হইলেও জীবপ্রভু জীবদুর্গতি দর্শনে নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন না। চিন্তাশূন্যের এই চিন্তা, চিন্তামণি-চরণ-চারণগণের চঞ্চল জীবোদ্ধারের জন্য চরাচর বিশ্বে শুভাগমন। সমষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধ-জ্ঞান-প্রদাতা বৈষ্ণব-গুরুগণ দাম্ভিক আমরা, বঞ্চিত বঞ্চক আমরা, আমাদিগের দাম্ভিকতা ও বঞ্চনা-বৃত্তি সমূলে উৎপাটিত করিয়া আনুগত্য ও সরলতা শিক্ষা দিয়া থাকেন।

আচার্য্যগণ আচারে আচার্য্য, প্রচারে প্রচারক। স্বয়ং আচরণ করেন বলিয়া আচারবিহীনজনগণকে আচারে স্থাপন করিতে পারেন। তবে এই ক্ষেত্রে আচার্য্যানুগত্যই আচারহীনের একমাত্র আচার। এ আনুগত্য কিছু ভোগ-সন্ধান-সুযোগ-প্রাপ্তির বাসনামূলে নহে। আর আচার্য্যের শরণাগতের প্রতি কৃপাধিপত্যতা কিছু জীবদ্রোহরূপ অকৃপা নহে। এই আধিপত্যে শ্রীগুরুদেব শিষ্যের দ্বারা নিজ ভোগ্য বস্তু সংগ্রহ না করিয়া সর্ব্বভোক্তা ভগবানের ভোগোপকরণ সংগ্রহে অধিকারার্পণ করেন। আর এই আনুগত্যে অনুগত গুরুদাস, ভোগপ্রবৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া শ্রীগুরুদেবের চরণে আত্ম-নিবেদনান্তে আত্মার আত্মা পরমাত্মা এবং পরমাত্মার পরমপ্রিয় শ্রীগুরুসেবা লাভ করেন।

আমি স্বরূপ ভ্রান্ত বদ্ধজীব। এই সংসারে সংসার-নাথ এবং তদীয় জনগণের সেবা ভুলিয়া নিজে সেব্য সাজিয়া সংসার সাজা পাইতেছি। আমাকে এই দুঃখ কষ্ট হইতে উদ্ধার করিবার জন্য পরম প্রভু, প্রভুপাদকে পাঠাইয়াছেন। প্রভুপাদ আমার, আমার ন্যায় পতিতাদিগকে তাঁহার পরমপবিত্র পাদমূলে অবস্থান করিয়া পাদপদ্ম সেবায় অধিকারার্পণ করিয়াছেন। আমি শাস্ত্র ও তাঁহার 'আচার' ব্যবহার হইতে জানিতে পারি যে তাঁহার সেবাই শ্রীভগবানের সেবা। কিন্তু সেবানুষ্ঠানের জন্য তিনি আমাকে যে কৃপাদেশ করেন, সেগুলি সব আমার নিকট আদরণীয় হয় না। যে গুলিতে আমার প্রতিষ্ঠা সংগ্রহের বা গুপ্তভোগের সুযোগ প্রদান করে সেইগুলি অনুকূলাদেশ বলিয়া অনুমোদন করিব; আর যে গুলিতে প্রতিষ্ঠা-সংগ্রহ ও ভোগপিপাসা-বৃত্তি নিবৃত্ত করিয়া সেবানিষ্ঠালাভের উপায় হয় সে গুলিকে প্রতিকূলাদেশ বলিয়া জ্ঞান করি। তবে আনুগত্য স্বীকার করিয়াছি বলিয়া বাহিরে সরলতা দেখাইয়া অন্তরে অসরলতাই পোষণ করি। হে অন্তর্যামী ভগবানেরও অন্তর্যামী আমার অভয়প্রদাতা গুরুদেব, আমার আত্মনাশক এই আনুগত্যাভিনয় আর কতদিন থাকিবে? প্রভো! আমার অনন্ত দোষ থাকিলেও তুমি যে অদোষ-দর্শী সর্ব্বদোষহর কৃপাসাগর। আবার তুমি অদোষ-দরশী হইয়াও দোষরাশির যে আশ্রয়দাতা নহ, তাহাও আমি তোমার মুখেই শুনিয়াছি, এবং কৃপা ব্যবহারে দেখিয়াছি। কিন্তু প্রভো! আমি এ সব জানিয়াও যে তোমাকে বঞ্চনা করিতে চেষ্টা করিতেছি। এ বঞ্চনায় যে আমিই বঞ্চিত হইব; তাহা যে বুঝিয়াও বুঝিতেছি না। হে পূর্ণপ্রজ্ঞ প্রভুপাদ! তোমার এই অপূর্ণপ্রজ্ঞ প্রাজ্ঞাভিমানী অজ্ঞশ্রেষ্ঠকে এই অজ্ঞতা হইতে উদ্ধার কর।

যোগ্যতা বিচারে কিছু নাহি পাই
তোমার করুণা সার।
করুণা না হৈলে কাঁদিয়া কাঁদিয়া
প্রাণ না রাখিব আর।

শ্রবণ

(পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরগোবিন্দ বিদ্যাভূষণ)

নয় প্রকার ভক্ত্যঙ্গের প্রথমেই শ্রবণাত্মিকা ভক্তির উল্লেখ শাস্ত্র-শিরোমণি শ্রীমদ্ ভাগবতে দৃষ্ট হয়। কিন্তু কীর্ত্তন না হইলে শ্রবণের সম্ভাবনা নাই। তজ্জন্য শ্রবণের পূর্ব্বে, কারণ রূপে কীর্ত্তনের অবশ্যম্ভাবিতা লক্ষ্য হয়। কেহ কীর্ত্তন না করিলে অন্যে শ্রবণ করিতে পায় না। অতএব কীর্ত্তন যেরূপ হইবে, শ্রবণও অবশ্য ঠিক তদ্রূপ হইতে হইবে। নামাভাস কীর্ত্তিত হইলে শ্রবণও নাম না হইয়া নামাভাস, নামাপরাধ কীর্ত্তিত হইলে শ্রবণও নাম এবং নামাভাস না হইয়া নামাপরাধই হইবে। দাতা পিত্তল মুদ্রা প্রদান করিলে, গ্রহীতা কনক-মুদ্রা পাইতে পারেন না। তাঁহার বিশ্বাস মত উহা কনকমুদ্রা হইলেও বস্তুতঃ উহা কনক নহে। বিষয়াবিষ্ট চিত্ত, কামক্রোধের-উচ্ছৃঙ্খলাবৃত্তিযুক্ত ও নিত্য নব-নবায়মান ভোগাভিলাষী তথাকথিত প্রাকৃত গুরু-মুখে শ্রীনাম উচ্চারিত হইতে পারে না—তাঁহার মুখে নামাপরাধই কীর্ত্তিত হয়, অতএব তাঁহার মুখে শ্রীনাম মন্ত্র শ্রবণ করিতে নাই।

ভুবনমঙ্গলাবতার শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু "জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য নমন্ত এব জীবন্তি সন্মুখরিতাং ভবদীয় বার্ত্তাং। স্থানে স্থিতাঃ শ্রুতিগতাং তনুবাঙ্মনোভির্যে প্রায়শোঽজিত জিতোঽপ্যসি তৈস্ত্রিলোক্যাম্॥" (ভাগবত ১০।১৪।৩) শ্লোকের দ্বারা এই ভবদীয়-বার্ত্তার (অর্থাৎ হরিকথার) বিশেষণ দেখাইয়াছেন "সন্মুখরিতাং"। অতএব শাস্ত্র ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর অভিপ্রায় অনুসারে শ্রীনামাদি শ্রবণ সাধু-মুখ-নিঃসৃত হওয়া প্রয়োজন; সাধুমুখ-নিঃসৃত হরিনাম মন্ত্র শ্রবণই শ্রীমদ্ ভাগবত-তত্ত্ব-প্রচারক শ্রীগৌর-পদাশ্রিতগণের বৈশিষ্ট্য। যাহার তাহার নিকট হরিনাম মন্ত্র শ্রবণ করা হইতে নিরস্ত করিবার জন্য "ভবদীয়-বার্ত্তাং" শব্দকে "সন্মুখরিতাং" এই বিশেষণ দ্বারা বিশিষ্ট করা হইয়াছে। শাস্ত্রীয় এই বিশেষণের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া বিশিষ্ট স্থান হইতে শ্রীনাম-মন্ত্র শ্রবণ বা গ্রহণ যাহারা না করিয়াছেন, তাঁহারা শাস্ত্রাভিপ্রায় অনুসারে সাধু-মুখে নাম-মন্ত্র শ্রবণ না করায়, নামের ফল প্রেম এমন কি নামাভাসের ফল মুক্তিও লাভ করিতে পারেন না—পরন্তু নামাপরাধ শ্রবণ-ফলে উৎপাতরূপ আত্ম-বঞ্চনা ও জগৎ-বঞ্চনা-রূপ গর্হিত ফল অর্জ্জন করিয়াছেন।

তদ্রূপ অসম্মুখরিত কল্পিত শ্রীনাম-মন্ত্র শ্রবণ-ফলে কেহ বা মৃদঙ্গ-মন্দিরা টুং করিয়া বাজিবা মাত্র বন্য বাজিবৎ শিরপাক করিয়া উঠিয়া প্রেমের বিকার অশ্রুমোচন বা অশ্রুধারার আকরাশি দেখাইয়া আসর গরম করিয়া কাঁড়াদাস বাবাজি-জনোচিত যশঃ সঞ্চয় করিতে তৎপর হইয়াছেন এবং পরক্ষণেই নিজ ইন্দ্রিয়-তর্পণের ইন্ধন সংগ্রহে ব্যস্ত হইতেছেন। আর কেহ কেহ বা

নারী-সজ্জায় সজ্জিত হইয়া ব্রজগোপী হইয়াও ইন্দ্রিয়-তর্পণের চূড়ান্ত করিতেছেন। দুর্দ্দম্য কামাদি ইন্দ্রিয়ের হাত হইতে নিস্তার লাভ হইতেছে না।

কিন্তু শাস্ত্র বলেন, সদ্গুরিত হরিনাম শ্রবণের ফলে প্রেমবশ কৃষ্ণ বশীভূত হইয়া পড়েন। এবং সেই নামের আভাসেই কামাদি ইন্দ্রিয়-প্রকোপ হইতে মুক্তিলাভ হয়। মুক্তিলাভ না হওয়ায় অবশ্য বুঝিতে হইবে যে নামাভাসও হইতেছে না।

কিন্তু সদ্গুরিত শ্রীনাম-শ্রবণ-ফল আমরা প্রত্যক্ষ করিতেছি, গৌড়ীয় মঠাশ্রিত বহু শ্রেষ্ঠ আভিজাত্য-পরায়ণ, বিদ্বান্ ও ঐশ্বর্য্যশালী নিজ নিজ আভিজাত্য, ঐশ্বর্য্য ও বিদ্যা প্রভৃতি মায়ারজ্জু অনায়াসে ছেদন করিয়া আচার্য্য-চরণে একান্ত আশ্রয়গ্রহণ পূর্ব্বক সারমেয়বৎ অনুগমন করিতেছেন। চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তিকে ইহা কাহারও বাক্যে বিশ্বাস করিতে হইবে না। স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিয়া চক্ষু-কর্ণের বিবাদ মিটাইতে পারেন।

কৌতূহল

আশ্বিন মাস, সকাল বেলা। ঢাকা শ্রীমাধ্ব গৌড়ীয় মঠের সেবকগণ শ্রীমধ্ব গৌড়ীয়েশ্বরের মঙ্গলনীরাজন-সেবা সমাপন করিয়া নগরে নগরে কীর্ত্তন করিবার জন্য বাহির হইয়াছেন। মঠ রক্ষক প্রভু মঠে অবস্থান করিয়া দৈনন্দিন সেবার ব্যবস্থা করিতেছেন এমন সময় স্থানীয় জনৈক বিখ্যাত ধনী অকস্মাৎ মঠে প্রবেশ করিলেন। সঙ্গে কয়েকজন সজ্জনও ছিলেন।

আপনি কি এখনই আমাদের ঠাকুর বাড়ীতে পাঠ করিতে যাইতে পারিবেন? কোন কথা পূর্ব্বাপর জানা না থাকিলে হঠাৎ প্রশ্নে প্রশ্নোত্তরকারীর যেমন উত্তর না দিয়া প্রশ্ন করিবারই প্রবৃত্তি হয়, তেমনই মঠরক্ষক মহাশয় বলিলেন—আপনি এ কথা বলিতেছেন কেন? ব্যাপারটা কি? সব কথা খুলে বলুন। আমি উত্তর দিতেছি।

বক্তার মুখমণ্ডলের দৃশ্য ক্রোধ ভয়ে পরিপূর্ণ। হৃদয় দর্পণ খানা দেখিলে দেখা যায় যে, কত না আবেগলহরী হৃদয়ে উত্থিত হইয়া সঙ্গে সঙ্গেই লয় হইতেছে। বিশেষ ধৈর্য্যধারণ করিয়া বলিলেন—আমার স্বর্গীয়া মাতা ঠাকুরাণীর সময় হইতে নিয়ম-সেবার মাসে প্রত্যহ প্রাতে ৭ ঘটিকার সময় শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ হইয়া আসিতেছে। কিন্তু আজ সেই নিয়ম ভঙ্গ হইল। তাই আপনার নিকট ছুটিয়া আসিয়াছি।

মঠরক্ষক—

আপনাদের ঠাকুর বাড়ী পাঠ করেন কে? এবং এ নিয়ম ভঙ্গ হইল কেন?

ভদ্রমহোদয় ক্রোধব্যঞ্জকস্বরে উত্তর দিলেন—সে কথা আর কি বলিব। আজ যে পাঠক মহাশয়..............ঢাকা সহরে বিশেষ নামজাদা হইয়াছেন সেই প্রভু প্রথম এই নগরে আসিয়া আমারই শরণাপন্ন হন। আমার গৃহে প্রথম পাঠ আরম্ভ করেন। পরে আমারই পরিচিত ধনীমহলে পাঠ করিয়া এখন পাঠক অথবা 'পা' বাদ দিয়া ঠক-শিরোমণি হইয়াছেন।

মঠরক্ষক—আপনি কেন সেই ভদ্রলোকটীকে এইরূপ ভাবে আক্রমণ করিতেছেন?

ভদ্রলোক আমরা মূর্খলোক, শাস্ত্রাদির কোন সন্ধানই রাখি না, কিন্তু যাহারা শাস্ত্রাদি পড়িয়া, শুধু পড়া নহে, লোকসমাজে ব্যাখ্যা করিয়া যদি শাস্ত্রবিরুদ্ধ আচরণ করে, তবে ভদ্র ত দূরের কথা অভদ্রের চূড়ান্ত। আপনাকে আর বেশী কি বলিব আমার হৃদয়ের দুঃখ রাখিবার স্থান পাইতেছি না। আমি সর্ব্বক্ষণ আপনাদের মঠে না আসিলেও আপনাদের সম্বন্ধে অনেক কথা শুনি এবং জানি। আপনারাই ত ভাগবতের শ্লোক উদ্ধার করিয়া প্রচার করিতেছেন যে, যাহারা ভাগবতাদি-শাস্ত্রপাঠকে ভজন সাধন না জানিয়া সংসার প্রতিপালনের যন্ত্রবিশেষ মনে করেন, তাহারা আত্মঘাতী এবং পরঘাতী। সে সব কথা ত পাঠক মহাশয়দিগের ঠকামী বন্ধ হইবার ভয়ে কাণে ঢোকেই না। তারপর আবার পাঠ ও দক্ষিণার বিষয়ে একটু বলি শুনুন। প্রভুজী সারা বৎসরের সংসার খরচটা এই একমাসেই যোগাড় করিবেন। সুতরাং এক দিনেই তাঁহাকে এক, দুই বাড়ী ছাড়িয়া বহু বাড়ীতে পাঠ করিতে হয়। তার মধ্যে যে বাড়ীতে দক্ষিণার পরিমাণটা এবং দক্ষিণ হস্তের ব্যাপারটা বেশী, সেই বাড়ীতে একটু বেশী সময় পাঠ করেন। আমার বাড়ীতে প্রভু মহাশয় এতদিন আসিতেছেন। গত বৎসর হইতে আয়ের পরিমাণটা বৃদ্ধির জন্য পুত্রটীকেও পাঠ-ব্যবসা শিক্ষা দিতেছেন। এবার গ্যাণ্ডারিয়ার একজন বিশিষ্ট ব্যক্তির...... বাড়ীতে এক সপ্তাহে সহস্র মুদ্রা পাইবেন চুক্তি হওয়ায় প্রভু মহাশয় আমার বাড়ী নিজে পাঠ করিতেছেন না। তবে আমি পুরাতন গ্রাহক, হাত ছাড়া হইয়া যাই এই ভয়ে পুত্ররত্নকে আমার এখানে ৮টার সময় পাঠে লাগাইয়াছেন। দেখিতেছি এ পাঠ ঠিক পাটের ব্যবসা। অনেকে প্রথমে খরিদ্দারকে পাট দিবে বলিয়া অগ্রিম বায়না লয়, পরে যদি উচ্চহারের খরিদ্দার পায় তবে গোপনে সেই পাট তাহার নিকট বিক্রয় করিয়া পূর্ব্বোক্ত অভাবের সময় সাহায্যকারীকে নানা প্রকার অছিলা দেখাইয়া কোন প্রকারে গোঁজামিল দেয়। আমার এই প্রভু মহাশয়েরও ব্যবসা বুদ্ধিটা ঠিক সেই প্রকার।

মঠের সেবা-সৌষ্ঠব সম্পাদন করিতে হলে অন্ততঃ এক মাস কাল পাঠ করা অসম্ভব—এই কথা মঠরক্ষক-প্রভু বলিলেন, তবে প্রচারকের আচারের সঙ্গে সঙ্গে প্রচারও আবশ্যক। সুতরাং যদি আগ্রহ হয় তবে আপনার বাড়ী একজন ভাগবতসেবী বিনা পয়সায় পাইবেন। আপনি প্রথমে সেই ভদ্রলোককে সমস্ত কথা বলুন পরে আমার নিকট আসিবেন। ধনী ভদ্রলোকটী বন্ধুগণ সঙ্গে গৃহে ফিরিয়া গেলেন। পরে সেই বন্ধুগণের নিকট সংবাদ পাওয়া গেল যে, পাঠক মহাশয় ধনী মহাশয়ের তর্জ্জন গর্জ্জনে ভীত হইয়া নরম সুরে তোষামোদ করিয়া আপোষে মিট্‌মাট্ করিয়া লইয়াছেন।

ব্যাপারটা কৌতূহলেরই বটে!!

অভিনয়

অবনীর সকলেই অভিনয়-প্রিয়। জানি কি এক অজানা নেশায়, সকলে জানিয়া শুনিয়াও স্ব-স্বভাব গোপন করিয়া অস্বাভাবিক ভাবের অভিনয় করে। এই অভিনয় দেখিয়া বুঝা যায় যে, প্রকৃতি দেবীই প্রকৃতি-জনগণকে এই শিক্ষায় শিক্ষিত করিয়াছেন।

প্রকৃতি দেবীর প্রকৃতি, প্রকৃষ্টভাবে বুঝিয়া উঠা দায়। কেন না শুনিতে পাই প্রকৃতি, প্রকৃতি-পতির প্রকৃতি। কিন্তু প্রকৃতি, জীব-প্রকৃতিকে যে ভাবে মুগ্ধ করেন, তাহাতে তিনি পরমাত্মা-পুরুষের সেবিকাভাব গোপন করিয়া জীব সেবিকাভাবের অভিনয় করেন।

অভিনয়ের অপর নাম অনুকরণ। অনুকরণের কার্য্যই আত্মপ্রবঞ্চনা ও পরবঞ্চনা। মনুষ্য যে কালে মানুষ হইতে চায় না, অথবা যে কাল পর্য্যন্ত অলৌকিক লোকের দর্শন না পায়, সে পর্য্যন্ত অভিনয়কে একমাত্র কৃত্য বলিয়া জ্ঞান করে। আবার কেহ কেহ অভিনেতা পুরুষের অতি দুর্লভ অপ্রাকৃত সঙ্গ পাইয়াও নিজের নিসর্গ 'অভিনয়' করিতে ছাড়ে না।

অনেকেই পাপ-বহুল কলিকালের কুৎসা করিয়া থাকেন এবং এই কুৎসিত কালের দোহাই দিয়া অনুকরণকে অধিকতর দোষাবহ বলিয়া বিবেচনা করেন না কিন্তু যুগান্তে কলিকালের আদিযুগ হইতেও এই অভিনয়ের অভাব নাই। অমরলোক নিবাসী অমরবৃন্দ যে কালে অমৃত পান আরম্ভ করেন, সে-কালে অজানা এক অসুর অমর বেশে অমরগণের মধ্যে আত্ম-গোপন করিয়াছিল—উদ্দেশ্য অমরগণের অলক্ষ্যে অমৃত পানে অমরত্ব লাভ করা।

যে-কালে একপাদধর্ম্মের অভাব হইয়াছিল, সেকাল আর এক দিক বিচার করিলে কালত্রয়ে ত্রিপাদত্ব নিত্যই সমান। তবে সেকালে ত্রিপাদ-ধর্ম্ম আর একালে অধর্ম্ম ত্রিপাদ; সেকালেও অভিনয়ের অভাব ছিল না। সুরাসুরারাধ্য অসুর-বিজয়ী রামচন্দ্র যেকালে জগৎ-শিক্ষকরূপে জগৎপিতা হইয়াও পিতৃবাক্য পালনের জন্য প্রাণাধিক প্রজাগণকে পরিত্যাগ করিয়া জনপরিত্যক্ত প্রদেশে অবস্থান করিতেছিলেন, সেকালে এই অভিনয়টী অভিনবভাবে অভিনীত হইয়াছিল,—সে অভিনয়ের অভিনেতা ছিল অভ্যুদয়বাদী অতিকায়ের পিতা।

যুগের পর যুগ আসে। সুতরাং যুগের সঙ্গে সঙ্গে অভিনয়ও আসে। সর্ব্বলীলার একমাত্র অভিনেতা অর্জ্জুন-সখা যে কালে বাল্য-লীলার অভিনয় করিতেছিলেন, সে-কালে সেই অপ্রাকৃত শিশু-যশ-বিতরণকারিণীর কীর্ত্তি-কলাপ কীর্ত্তন-শ্রবণে সর্ব্বলোক সদানন্দ-মুগ্ধ হইয়াছিল। অজ-ভগবান্ অযোনি-সম্ভব হইয়াও ভক্তের ভক্তিতে ভক্তপালকরূপে ভূলোকে ভূভারহরণে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। সেকালে সেই ভক্তের ভক্তি-মাহাত্ম্য-দর্শনে ম্রিয়মাণ মানবতন্ত্রা মায়ামানবীর বেশে মায়ানাথের উপরও মায়া বিস্তার করিতে আসিয়াছিল। জননী জনবেশে জননিবাসের যে অভিনব-সেবার অভিনয় হইয়াছিল, তাহা অবনী লোকবাসীর অবিদিত নাই।

অভিনয়ের পূর্ণ অভিনয়-কাল—কলিকাল। সুতরাং পূর্ব্বাপর হইতে অভিনীত অভিনয়ের অভাব অভিনয়ের যুগে নাই। কলির কীর্ত্তিমান চরগণ প্রভু কলির মাহাত্ম্য কীর্ত্তনে কোটিকণ্ঠ হইয়া ক্ষিতিতলে ক্ষিতীশরূপে খ্যাত। ধর্ম্মের নামে, ধার্ম্মিকের বেশে ধর্ম্মপ্রিয় ধর্ম্মাভিনয়কারিগণের ধর্ম্মাভিনয়, ধর্ম্মরাজ্যে ধর্ম্মাধর্ম্মভেদ-শূন্য করিয়াছে। ভক্তাভিমানী বৈষ্ণবগণ যে বেশে বিশ্ববরেণ্য হইয়াছেন, অধুনা অনাত্মজ্ঞগণ সেই বেশগ্রহণের অভিনয় করিয়া অভিজ্ঞ সমাজে যে অভিজ্ঞতা আনয়ন করিয়াছে, তাহাতে অভিজ্ঞ হইতে কাহারও অনভিজ্ঞতা আছে কি? ভোগিগণ, ভোগাগার গৃহে ভোগের অভাব দর্শনে অধিক ভোগ লাভের জন্য ভোগত্যাগের অভিনয় করিতেছে। আবার সুচতুর ভোগিগণ, ভোগীর বেশে ভোগ (?) স্ত্রীপুত্রাদি ভোগ করিয়া ভোগী সমাজে ভোগত্যাগী অপদ গ্রহণ করিয়া ত্যাগীর ন্যায় গৃহস্থের গচ্ছিতধনজনাদি গ্রহণের ভক্ত সাজিয়াছেন। সুতরাং ভোগীর ত্যাগীর অভিনয় এবং ত্যাগীর ভোগ মূলে ত্যাগাভিনয়, অভিনয়দর্শকবৃন্দের দর্শনে, দৃষ্টিভ্রম আনয়ন করিয়াছে।

সর্ব্বদোষাকর কাল কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-দেবের কৃপায় কাল-রাম হইয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণভগবানের ভক্তভাবাঙ্গীকারী ভক্তবেশ, এই ভক্তহীন যুগে অভিনীত হইয়াছে। ভক্তের স্বরূপ, ভক্তি স্বরূপ এবং ভগবানের স্বরূপ স্বস্বরূপপ্রভু শ্রীকুল স্বরূপ-রূপ কৃপায় অবগত হইবার আধিক সুযোগ পাইয়াছেন। শ্রীচৈতন্যদেবের চরণ-চারণ কুলশেখর ঠাকুর হরিদাসের হরিদাসত্বের অভিনয় করিয়াছিল, চক্র-চক্র চন্দ্র-বিপ্র। বিপ্রাধমের এই নৈতিক দেখানো পূর্ণ অভিনয়, অভিনয়ের সম্যক দর্শকবৃন্দের চক্ষু উন্মীলন করিয়াছে। আবার অধুনা ভাক্তসিদ্ধান্তের মূর্ত্ত বিগ্রহ শ্রীচৈতন্য-বাণী চেতনের চেতনদায়ী বিশ্বের দ্বারে দ্বারে বিতরণ করিবার নিমিত্ত স্বরূপ বুদ্ধিহীন বিশ্ববাসীকে অভিনয়ের স্বরূপটী বিশেষভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন।

পর-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর-শ্রীচৈতন্যমঠ)

সম্প্রতি পর বিদ্যাপীঠে নিম্নলিখিত শিক্ষণীয় বিষয়নিচয়ের অধ্যাপকের আসন সমূহ সংস্থাপিত হইয়াছে—বিদ্যার্থিগণ আবেদন করুন।

১। সাহিত্যাসন, ২। ঐতিহ্যাসন,
৩। সম্প্রদায়বৈভবাসন, ৪। ভক্তিশাস্ত্রাসন,
৫। তন্ত্রশাস্ত্রাসন, ৬। বেদান্তাসন,
৭। একায়নাসন।

শ্রীনন্দলাল রায় বি, এ, কাব্যতীর্থ, বিদ্যাসাগর,
সম্পাদক—পরবিদ্যাপীঠ, শ্রীধাম মায়াপুর।

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

শ্রীগৌড়ীয়প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৪০্ চল্লিশ টাকা।

২৭২৪ পৃষ্ঠায়-নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে,

সপ্তচত্বারিংশ খণ্ডে সূচী ছাপা হইতেছে।

৪৬শ খণ্ড গ্রন্থ নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে ১৫।৵০ সাধারণ পক্ষে ২০৸৶০। প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৶০, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ।৵০।

দশম স্কন্ধ ছাপা হইতেছে। দশম স্কন্ধের ভিক্ষা ১২্, অগ্রিম দাতাগণের পক্ষে ৮্।

৫০ অধ্যায়পর্য্যন্ত নবম সংখ্যা ছাপা হইয়াছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

"শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত"

সম্পূর্ণ ছাপা শেষ হইয়াছে

আদি, মধ্য, ও অন্ত্যলীলা এবং সূচী ছাপা হইয়া সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছেন। যাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ১০্ টাকা ভিক্ষার তৃতীয় সংস্করণ ৪্ টাকায় না পাইয়া অপূর্ব্ব সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের জন্যই উহার ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছেন। সেই ১০্ টাকার এই বিরাট্ গ্রন্থ নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা পূর্ণ না হওয়া পর্য্যন্ত ৫্ টাকা ভিক্ষায় দেওয়া হইবে। গ্রাহকগণ সত্বর হউন পরে আর এ সুযোগ দেওয়া হইবে না।

শ্রীচৈতন্য-লীলার ব্যাস আদিকবি

শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র গ্রন্থ ৮্ স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫্

নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪৷৷০ টাকা

শ্রীচৈতন্য মঠের যাবতীয় গ্রন্থ

কার্য্যাধ্যক্ষ, গ্রন্থ-বিভাগ, শ্রীচৈতন্য মঠ
পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া
—অথবা—
শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা
ঠিকানায় পাওয়া যাইবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—ডাকে লইলে শ্রীচৈতন্য মঠের ঠিকানায় লিখিবেন

উড়িয়া ভাষায় প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

যে সব উৎকলবাসী ভক্তগণ বাংলা পড়িতে জানেন না, তাঁহাদের শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর প্রচারিত পরম উপাদেয় ভক্তি-কথা জানিবার সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে উড়িয়া-ভাষায় নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হইয়াছে। বাংলা গ্রন্থের তুলনায় উড়িয়া গ্রন্থগুলির ভিক্ষাও অপেক্ষাকৃত অল্প।

গ্রন্থের নাম	ভিক্ষা
শ্রীহরিনাম চিন্তামণি, প্রতিখণ্ড	৷৷০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	১্
সাধন পথ (শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টক) প্রতিখণ্ড	।০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৷৷০
কল্যাণ কল্পতরু প্রতিখণ্ড	৶০
একত্রে ৩খণ্ড লইলে	।০
গীতাবলী প্রতিখণ্ড	৵১০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৶১৫
শরণাগতি—প্রতিখণ্ড	৵০
একত্রে ৩খণ্ড লইলে	৶৫

প্রাপ্তিস্থান { শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ, কটক এবং শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, পুরী

-প্রকা

নিম্নলিখিত মঠসমূহে প্রাপ্তব্য:—

শ্রীচৈতন্য মঠ,—পোঃ, শ্রীধামমায়াপুর, (নদীয়া)।
শ্রীগৌরগদাধর মঠ,—চাঁপাহাটি, সমুদ্রগড় পোঃ, (বর্দ্ধমান)।
শ্রীভাগবত আসন,—ভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
শ্রীগৌড়ীয় মঠ,—১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড্, কলিকাতা।
শ্রীপুরুষোত্তম মঠ,—পোড়াকুঠী, পুরী,
৬ শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ,—উড়িয়া বাজার, কটক।
৭ শ্রীভাগবত মঠ,—চিরাগিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।
৮ শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ,—৪নং জগজ্জীবনপুরা, কাশী, ইউ, পি।
৯ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,—ছিপিগলি, বৃন্দাবন, মথুরা, ইউ, পি।
১০ শ্রীপরমহংস মঠ—নিমসার পোঃ, সীতাপুর, ইউ পি।
১১ শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ,—কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল, পাঞ্জাব।
১২ শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠ,—৯০নং নবাবপুর রোড্, ঢাকা।
১৩ শ্রীগদাইগৌরাঙ্গ মঠ,—বালিয়াটি, ঢাকা।
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম,—আমলাযোড়া, রাজবাঁধ পোঃ, বর্দ্ধমান।
১৫। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ,—ডুমুরকোন্দা, চিরকুণ্ডা পোঃ, মানভূম।
১৬। শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয় মঠ,—আলালনাথ, ব্রহ্মাগিরি পোঃ, পুরী, উড়িষ্যা।

এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণের নিকটও নদীয়া-প্রকাশ প্রাপ্তব্য।

১। শ্রীযুক্ত জনার্দ্দন ঘোষ—বসু লজ ক্রে রোড, খুলনা
২। শ্রীযুক্ত রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিরত্ন—দেওয়ানগঞ্জ, হলদিবাড়ী কুচবিহার।
৩। শ্রীযুক্ত রামরঞ্জন রায়—৭৬।২নং শ্রীগোপাল মল্লিক লেন, কলিকাতা।
৪। শ্রীযুক্ত অমূল্যকুমার সরকার এস, ডি, ও, ফৈজাবাদ।
৫। মিঃ এন্ ডি, মুখার্জ্জি—এম, এম, ওয়ার্কস দি মল, কানপুর।
৬। শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী জ্যোতিভূষণ—স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া
৭। শ্রীরাসবিহারী দাস অধিকারী, নবদ্বীপ।
৮। শ্রীবিরাজমোহন দে—মনমোহন প্রেস, নবাবপুর, ঢাকা।
। শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ গড়গড়ি বেজ্নাচাঁপা, ২৪ পরগণা।

অন্যথা না ভজে কৃষ্ণে, দুষ্ট সঙ্গ করে। পুন সেইমত মায়া পাপে ডুবি মরে

শ্রীচৈতন্যমঠের গ্রন্থাবলী

শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুর বিরচিত

• ভক্তি-গ্রন্থাবলী।

উৎকৃষ্ট কাপড়ে বিলাতী ধরণে বাঁধাই স্বর্ণালঙ্কৃত। চতুর্থ সংস্করণ। বিস্তৃতবিষয়সূচীসহ

জৈবধর্ম্ম

বাঁধাই ২৲ দুই টাকা

প্রকাশিত হইয়াছে।

সনাতন ধর্মশাস্ত্র বেদ, বেদাঙ্গ, উপনিষৎ গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত, পুরাণ, তন্ত্রাদি সকল গ্রন্থ পাঠ করিবার অবসর অতি অল্প লোকের ঘটিয়া থাকে। অনেকের যোগ্যতা না থাকায় সেই সমস্ত গ্রন্থের মর্ম্ম অবগত হইতে পারেন না। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বাঙ্গালীর এই অসুবিধা দূরীভূত করিবার জন্য এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

বিদ্যালয়ের ছাত্র বা শিক্ষকগণের বিশেষ পাঠ্য, এই হেতু শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টার বাহাদুর ইহা সমস্ত বিদ্যালয়ের জন্য অনুমোদন করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

প্রথম খণ্ড ভিক্ষা—১৲ এক টাকা

যুক্তিপূর্ণ শাস্ত্রবাক্য দ্বারা প্রত্যেক মানবের নিত্য কর্ত্তব্য ও অনিত্য সাময়িক কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। গ্রন্থের প্রতি উক্তি সনাতন শাস্ত্রবাক্য দ্বারা সমর্থিত ও প্রমাণিত হইয়াছে। দেহের, মনের ও আত্মার ধর্ম্ম কি? স্বদেশ, সমাজ, নীতি, ধর্ম্ম কি? ইত্যাদি বিষয় ক্রমানুসারে এমন সুন্দরভাবে যুক্তিসহকারে আলোচিত হইয়াছে যে, প্রথম পংক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত পাঠ না করিয়া নিবৃত্ত হওয়া যায় না।

শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য

ভিক্ষা ৶০

ঐ প্রমাণ খণ্ড ভিক্ষা ৶০

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিহার ও লীলাভূমি নয়টী দ্বীপ সমন্বিত। এই নয় দ্বীপের প্রাচীন বিবরণ—প্রত্যেক দ্বীপে শ্রীমহাপ্রভুর লীলা-প্রত্যেক দ্বীপের পরিচয়, শ্রীধাম-মাহাত্ম্য—ধামাপরাধ কি? ইত্যাদি বিষয় বিশেষভাবে মনোহর ছন্দে বর্ণিত। পকেট সাইজ প্রায় ১৬০ পৃষ্ঠা।

নবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ

দক্ষিণ রোজ নং কালীতে উত্তম কাগজে ছাপা—শ্রীনবদ্বীপধাম দর্শনে ভাবুক দর্শনকারীর কি প্রকার ভাবের উচ্ছ্বাস হয়, তাহা এই গ্রন্থে বর্ণিত। অতি চমৎকার। ভিক্ষা চারি আনা।

শ্রীমনঃশিক্ষা

।৵০ দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভুর উপদেশচ্ছলে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিচার অতি সুন্দরভাবে ব্যক্ত হইয়াছে। ইহা ছাড়া শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর উপদিষ্ট শিক্ষা ও উপদেশ বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব-জগতে অভিনব গ্রন্থ !!

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতি গ্রন্থাবলী :-

গীতি

পকেট সাইজ অষ্টম সংস্করণ ভিক্ষা ৵০ আনা

দেহ ও মনের চেষ্টা আনতাবস্থা লইয়া জীব যখন জীব বুঝিতে পারে, তখন একমাত্র নিত্যবস্তু শ্রীভগবানের প্রতি তাঁহার কোন জাতীয় আবেগময়ী প্রার্থনা হয় এবং শ্রীভগবানে সর্ব্বান্তঃকরণে নিষ্কপটে কি প্রকারে শরণাপন্ন হইতে হয়, ইত্যাদি বিষয়ক প্রাণস্পর্শী প্রার্থনা ও আত্মসমর্পণমূলক গান। চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে।

ভিক্ষা প্রতি খণ্ড ৵০ এক আনা।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা— ৵০, নবদ্বীপশতক— ৴০

অর্থপঞ্চক— ৴০

কল্যাণকল্পতরু

পকেট সাইজ পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা ৴১০

আমরা প্রত্যহ নূতন অভাব ও কামনার বশবর্ত্তী হইয়া পুনঃপুনঃ যে অকল্যাণকে কল্যাণ বলিয়া গ্রহণ করি এবং যাহার নিকট কল্যাণ কামনা করি, তিনি যে নিত্য বা যথার্থ কল্যাণ প্রদানে অসমর্থ এবং কোন্ বস্তু আমাদের নিত্য কল্যাণদাতা এবং কি ভাবে আমরা সেই কল্যাণলাভে সমর্থ হইব, এই সকল কথা সরল গানে লিখিত। এই গীতিগ্রন্থ বাস্তবিকই কল্যাণের কল্পতরু, ইনি প্রত্যেককে নিত্যকল্যাণ প্রদানে

শ্রীল চক্রবর্ত্তি ঠাকুরের টীকা সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠাকুর কৃত টীকা ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কৃত অনুবাদ। টীকাকারের জীবনী, শ্লোকসূচি বিষয়সূচি প্রভৃতি বহু প্রয়োজনীয় বিষয় সংবলিত প্রায় ৮০০ পৃষ্ঠা। উৎকৃষ্ট সিল্কে বাঁধাই ২৲ দুই টাকা, কাগজে বাঁধা ১৷৷০

শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ কৃত ভাষ্য সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

কাগজ ও ছাপা উৎকৃষ্ট। সিল্কে বাঁধাই, সোনার জলে নাম লেখা, রাজসংস্করণ ২ টাকা, সাধারণ সংস্করণ ১৷৷০, গৌড়ীয়ের গ্রাহকপক্ষে ১৷০

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি

(সাধকের একোষ গ্রন্থ)

বিষয়:—১। ভক্তিশাস্ত্রে ব্যবহৃত শব্দাবলীর অর্থ, ২। চারি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের চরিত্র, ৩। বিষ্ণুবৈষ্ণবসম্বন্ধ, ৪। শ্রীমন্দির ও শ্রীবিগ্রহের বিবরণ, ৫। বৈষ্ণবগ্রন্থ ও গ্রন্থকারসমূহের তালিকা ও বিবরণ, ৬। বিষয় বিশেষের লৌকিক ও শাস্ত্রীয় আকরমূলে যাবতীয় তথ্য। চারিখণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ১ম খণ্ড ৸০, ২য় খণ্ড ৸৵০, ৩য় খণ্ড ৸০, ৪র্থ খণ্ড ৷৷৵০, চারিখণ্ড একত্রে ৩৲ (৫ম খণ্ড যন্ত্রস্থ)।

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ

—১ম খণ্ড ১৲ এক টাকা ২য় খণ্ড ১৲ এক টাকা—শ্রীমদ্ভাগবতের গ্রাহক ও গৌড়ীয় গ্রাহকগণ ১০ টাকায় দুইখণ্ড পাইবেন। বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমজ্জীব গোস্বামিপাদের গ্রন্থ ইহাই ষট্সন্দর্ভের অধিক প্রয়োজনীয় অংশ। গ্রন্থ সং ডবল ক্রাউন ৮ পেজীর ৬৮ পৃষ্ঠা আকারে মুদ্রিত হইতেছে।

শ্রীঅনন্তবাসুদেব সঙ্কলিত

সদাচারস্মৃতিঃ

ভিক্ষা ৵০ মাত্র

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (প্রাচীন নবদ্বীপ) নদীয়া।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

প্রকাশ ... আবিষ্কৃত

হেমাঙ্গর পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ৬ নং শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ছোটবোতলের সমপরিমাণ ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ৷০ আনা, পাঁইট ৸০ আনা, বোতল ১৷০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা।

রেজেষ্টারীকৃত

মদন মঞ্জরী

বটিকায় স্বপ্ন ও ধাতুদৌর্ব্বল্য, ইন্দ্রিয়শক্তির হ্রাস, প্রমেহ, শুক্রপাত, অজীর্ণ, মাথাঘোরা, বুক ধড়ফড়ানি, অনিদ্রা প্রভৃতি লক্ষণ সত্বর নির্দ্দোষ আরোগ্য হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ৪০ বটী ১৲ এক টাকা।

"নপুংসকারি ঘৃত"

পুরুষত্বহানি রোগে বাহ্যপ্রয়োগ দ্বারা আশ্চর্য্য ফল পাওয়া যায়। মূল্য ১ তোলা ১ টাকা।

"রমণবিলাসিনী বটিকা"

স্ত্রীলোকের সর্ব্ববিধ রোগে অব্যর্থ ও রূপ বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয়। মূল্য ১৬ বটী ১৲ এক টাকা।

রাজবৈদ্য নারায়ণজী, কেশবজী,

১৭৭নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

বিজ্ঞাপন

সাবধান! সাবধান!! সাবধান!!!

জে, বি, দত্তের ঢাকাই বাদাম তৈল

আদি ও অকৃত্রিম এবং উৎকৃষ্ট বিধায় সর্ব্বজন পরিচিত ও বহু প্রশংসিত।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী J. B. Datta & Co. নাম দেখিয়া লইবেন। নতুবা প্রতারিত হইবেন।

বিনীত জে, বি, দত্ত

ফেরাস্ কুইন্

নূতন এবং পুরাতন ম্যালেরিয়ার যম

ইহাতে উপাদান আর্সেনিক, আয়রন, সাইট্রেট, হাইড্রোক্লোরাইড কুইনিন, আয়রন, আদি প্রধান ঔষধ আছে।

ঘন ঘন কুইনিন খাইয়া ও ইনজেকশন লইয়া একটা বা দুইটা ইনজেকশনে সকলপ্রকার কঠিন ম্যালেরিয়া জ্বর বন্ধ করে এবং একবার বন্ধ হইলে আর হয় না। আজকালের ম্যালেরিয়ার অব্যর্থ ঔষধ। ৬ আউন্সের প্রতি বোতল—মূল্য ১৲, ডজন ৩৲ টাকা।

নাইড কেমিক্যাল এণ্ড ক্লিনিক্যাল ল্যাবরেটারী প্রস্তুত। ... কলিকাতা।

পরা-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

এখানে আহার এবং বাসস্থান দিয়া বিদ্যার্থিগণকে বিভিন্ন শিক্ষণীয় বিষয় শিক্ষা দেবার বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। অনেক ছাত্র ইতোমধ্যেই অতি উচ্চ পাঠ আরম্ভ করিয়াছেন। বর্ত্তমান বর্ষে সকল ছাত্রই গবর্ণমেন্ট সংস্কৃত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

প্রধান অধ্যাপক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রচন্দ্র কাব্য ব্যাকরণ-সাংখ্য-বেদান্ত-বড়দর্শন-তীর্থ, সাংখ্যভূষণ, বেদান্তরত্ন, সাহিত্যশাস্ত্রী, দর্শনবাচস্পতি।

অধ্যাপক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গৌরদাস ব্রহ্মচারী ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীধাম মায়াপুর পরাবিদ্যাপীঠ, (নদীয়া)

বেদনাঞ্জন

শ্রেষ্ঠরত্ন।

কলিকাতা কংগ্রেস একজিবিসন হইতে বহু প্রশংসা প্রাপ্ত ও বহু গণ্যমান্য ভদ্রমহোদয়গণ কর্ত্তৃক প্রশংসিত।

* * *

আজকাল বায়োস্কোপ মিশ্রিত বৈজ্ঞানিক আবহাওয়া যেখানে শরীরের রক্ত স্বভাবতঃ দোষিত হইয়া পড়িতেছে। কিন্তু মালিশ-দ্রব্যের শ্রেষ্ঠ উপাদান, এই রক্ত দোষিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মানব মাত্র, বেদনা, মাথাধরা, মাথা-ঘোরা, দক্ষিণাদির হ্রাস, দাঁতের গোড়া ফুলা, দাঁত কনকনানি, দাঁতে পোকা এবং ঘোস, চুলকানি পাঁচড়া কষ্টদায়ক রোগে আক্রান্ত হইতেছে। যদি আপনি একান্তই ব্যাধিমুক্ত হইতে চান, তাহা হইলে অযথা সময় অপব্যয় না করিয়া অল্প ব্যয়ে এক শিশি বেদনাঞ্জন এর ব্যবহার করিয়া ইহার কার্য্যকারী-শক্তি উপলব্ধি করুন। গুণের তুলনায় মূল্য অতি সামান্য। এক শিশি ।০ আনা মাত্র মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান—এ, সি, চাটার্জ্জী এণ্ড ব্রাদার্স।

৯৩নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট লেন, বড়বাজার, কলিকাতা।

সকল মনিহারী দোকানে ও বড় বড় ডাক্তারখানায় পাওয়া যায়।

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

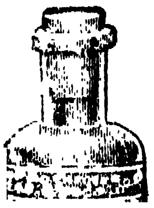

যদিও অদ্যাপি প্রকৃত মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য, তথাপি যাঁহারা নানাবিধ অনিয়মিত উপায়ে জীবনী শক্তি নষ্ট করিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন এবং নানা প্রকার মেহ, প্রমেহ ধাতুদৌর্ব্বল্য, স্নায়বিক দুর্ব্বলতা, বহুমূত্র, দুঃস্বপ্ন, শারীরিক সংক্রান্ত পীড়া, অর্শ এবং স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে যাহারা বাধক, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, সূতিকা, শ্বেত ও রক্তপ্রদর, হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি রোগে ভুগিয়া জীবনে নিরাশ হইয়াছেন, তাঁহারা আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটাল সাহেবের আবিষ্কৃত ইলেক্ট্রিক সলিউসন ব্যবহার করিয়া বাঁচিতে পারেন, তাহার শত সহস্র প্রমাণ প্রতি বৎসরেই পাওয়া যাইতেছে। যাঁহারা অন্যান্য বিবিধ ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরোগ্য হইতে পারেন নাই, তাঁহারা একবার এই ঔষধটি ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক মাসের ব্যবহারোপযোগী এক শিশি ঔষধ ডাকমাশুল সহ ১।০ টাকা মাত্র।

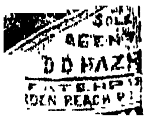

সোল এজেণ্ট—ডাঃ ডি, ডি, হাজরা।

ফতেপুর, গার্ডেনরীচ পোঃ, কলিকাতা।

ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

অধ্যক্ষ

শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম.এ., এফ.সি.এস (লণ্ডন)

ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক

(প্রফেসার)

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ বিশুদ্ধ ও শাস্ত্রমতে নিজ তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হয়। পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ক্যাটালগ পাঠান হয়। রোগের বিবরণ জানাইলে যত্নপূর্ব্বক ব্যবস্থা দেওয়া হয়। চিঠি পত্রাদি সম্পূর্ণরূপে গোপন রাখা হয়।

মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দুর)

(বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৪৲ টাকা

উৎকৃষ্ট স্বর্ণ, পারদ ও আমলাসার গন্ধক দ্বারা যথাশাস্ত্র প্রস্তুত নিত্য প্রয়োজনীয় সর্ব্বরোগনাশক মহৌষধ

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৩৲ টাকা

উৎকৃষ্ট কাশির আমলকী, বংশলোচন প্রভৃতি যাবতীয় উপাদানে পূর্ণ মাত্রায় যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। কফ, কাশি, সর্দি, যক্ষ্মা, স্বরভঙ্গ, হৃদরোগ প্রভৃতি রোগের মহৌষধ। সর্ব্বপ্রকার দুর্ব্বলতা নাশক অতিশয় পুষ্টিকর মহৌষধ বা খাদ্য বিশেষ।

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬৲ টাকা

ইহা সেবনে ধাতুদৌর্ব্বল্য, শুক্রতারল্য, স্বপ্নদোষ, প্রমেহ ও ধ্বজভঙ্গ সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায়। ইহা অপার্থিব আনন্দদায়ক রসায়ন।

অবলাবান্ধব যোগ

প্রদর, বাধক প্রভৃতি জরায়ুদোষ ও যোনিগত উৎকট রোগের মহৌষধ

মূল্য—১৬ মাত্রা ২৲ টাকা। ৫০ মাত্রা ৫৲ টাকা মাত্র

বিশুদ্ধ জল! ভয় নাই! বিশুদ্ধ জল!!

লক্ষ্মী টিউব ওয়েল কোং

২০৫নং নবাবপুর, ঢাকা

বর্ত্তমান-যুগের নব আবিষ্কৃত স্বাস্থ্যরক্ষক উন্নত বৈজ্ঞানিক-খনন-প্রণালীতে নলকূপ (*Tube-well*) নির্ম্মাণ করা হয়। বঙ্গের লাট বাহাদুর, গোহবেট সেক্রেটারী, ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট, জিলা বোর্ডের চেয়ারম্যান, ইঞ্জিনিয়ার, জমিদার, তালুকদার প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত ভদ্রমহোদয়গণ এই কোম্পানীর কার্য্য দেখিয়া প্রশংসা করিয়াছেন। রাসায়নিক পরীক্ষায় জল বিশুদ্ধ না হইলে মূল্য গৃহীত হয় না। বিস্তৃত বিবরণের জন্য পত্র লিখুন।

বিনামূল্যে বিনামূল্যে

বিতরিত

স্বাস্থ্যের সার "কামশাস্ত্র" গ্রন্থখানি চৌদ্দ লক্ষের উপরে বিতরিত হইয়াছে। উহা পাঠে নানাবিধ পরিণাম ফলাফল জানা যায়।

এই পুস্তক যিনি লিখিয়াছেন, তিনিই "আতঙ্কনিগ্রহ বটিকা"র আবিষ্কর্ত্তা। এই বটিকা দুর্ব্বলকে সবল করে এবং সবল ব্যক্তিকে অটুট ও অক্ষয় রাখে। বত্রিশ বটিকা পূর্ণ প্রতি কৌটার মূল্য ১৲ টাকা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান:—আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়।

২১৮নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মনোমোহন প্রেস

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা

পূর্ব্ব-বাঙ্গালায় সুলভে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত

বৈদ্যুতিক মেশিনে দিবারাত্র কাজ চলিতেছে

বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা।

ই.আর. এস. নদীয়া প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—শ্রীবিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

স্থায়ীয় সংস্করণ

Registered No. C 1544

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচারী—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র।

৪র্থ খণ্ড] সম্পাদক—প্রত্নবিদ্যালঙ্কার শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী [১৭৮ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্য মঠ, শ্রীধাম মায়াপুর—৯ই কার্ত্তিক শনিবার ১৩৩৬, ২৬শে অক্টোবর ১৯২৯

বিজ্ঞাপনের হার

প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩॥০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়।

বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲

নগদ
প্রতি সংখ্যা ৵৫

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থাবলী

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্—শ্লোক সূচী, বিষয়-সূচী প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত। ভিক্ষা, প্রতি খণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৶০ গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশ গ্রাহক পক্ষে ।০
২। ভাষ্য-সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ) ৫৲
৩। গৌড়ীয়-গৌরব ৶০
৪। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।০
৫। ভজনরহস্য ॥০
৬। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
" " " আবাঁধা ৸০
৭। গীতা (শ্রীবলদেবভাষ্যসহ) বাঁধা ২৲ আবাঁধা ১॥০
৮। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি-টীকা-সহ) বাঁধা ২৲ আবাঁধা ১॥০
গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ॥০
৯। যুক্তিমল্লিকা গুণসৌরভঃ সানুবাদ ২৲
১০। বেদান্ততত্ত্বসার সানুবাদ ॥০
১১। জৈবধর্ম্ম ২৲
১২। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৩। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৪। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ৸৶০
১৫। দীপ-দিগ্‌দর্শন ৵০
১৬। সাধনপথ (৩য় সংস্করণ) ।৶০
১৭। আচার ও আচার্য্য ।৶০
১৮। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
১৯। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৵০
২০। শ্রীনবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
২১। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য (প্রমাণখণ্ড) ৶০
২২। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ০
২৩। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা দর্পণ ।০
২৪। শরণাগতি, গীতাবলী, সাধনকণ, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, নবদ্বীপশতক, অর্থপঞ্চক ও সদাচারস্মৃতিঃ মোট ।৶০
২৫। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ও অর্চ্চনকণ ৵০
২৬। সাধককণ্ঠমণি ।০
২৭। সংস্কারদীপিকা ।০
২৮। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড) ৩৲
২৯। সাধুবৃত্তিশিক্ষাষ্টকম্ ৵০
৩০। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ৸০
৩১। মণিমঞ্জরী সানুবাদ ।০
৩২। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৩৩। শ্রীচৈতন্যভাগবত (বিরাট্ দ্বিতীয় সংস্করণ) ৫৲

এতদ্ব্যতীত বৈষ্ণব-ধর্ম্মের কয়েকখানি ইংরাজি ধর্ম্ম গ্রন্থ আছে, পত্র পাঠাইলে ডাকযোগে কাটলগ পাঠান হয়।

প্রাপ্তিস্থান ঃ—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

২। শ্রীগৌড়ীয় মঠ—১নং উল্টাডিঙ্গি জংশনরোড কলিকাতা।
৩। শ্রীমাধবগৌড়ীয় মঠ—৯০নং নবাবপুররোড, ঢাকা
৪। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ—উড়িয়াবাজার, কটক
৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ—পোড়াকুঠী, পুরী
৬। শ্রীসনাতনগৌড়ীয় মঠ—৪নং জগজ্জীবনপুরা, কাশী
৭। শ্রীগৌড়ীয় মঠ দিল্লী কার্য্যালয়, ১০।১ হনুমানরোড, নিউদিল্লী।
৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ—ছিপিগলি, বৃন্দাবন।
৯। শ্রীভাগবত প্রেস, গোয়াড়ী—কৃষ্ণনগর।
০। শ্রীএকায়ন মঠ, হাইষ্ট্রীট, কৃষ্ণনগর।

গভর্ণমেণ্ট হইতে রেজিষ্টারী করা—

সর্ব্বপ্রকার প্লীহা লিভার সংযুক্ত ম্যালেরিয়া

জ্বরের সাক্ষাৎ যম

সারফলিন

টনিক ও সালসা। পথ্যের বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই। এক দাগেই প্লীহা, লিভার ধ্বংস হয়। 'ফলেন পরিচীয়তে'

এক দাগে জ্বর পালায়, ফিরে জ্বর আর হয় না

একদাগে জ্বর পালায়, তিন দাগে সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়। এমন উপকারী ঔষধ আর নাই। ২।৪ দাগ ঔষধ সেবনে যদি আপনার জ্বর একেবারে ভাল হয়, সেই প্রকৃত ঔষধ খাওয়া উচিত নয় কি? এক্ষণে সাবধান হউন এবং জানিয়া রাখুন, আর মিছামিছি বাজে বোতল ২ বিষের জল খেয়ে শয্যাগত হইয়া প'ড়ে পরে হয়রান হয়েন কেন? সুতরাং ৷৷০ আনার সারফলিনই একটি জ্বর রোগীর পক্ষে যথেষ্ট; এমন প্রত্যক্ষ উপকারী জ্বরের ঔষধ আর নাই। সকালে জ্বর হইলে বৈকালে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবেন, ডাক্তার ডাকিতে হয় না। মূল্য প্রতি শিশি ৷৵০ আনা, ডজন ৫৷০ আনা।

এজেণ্ট—মেসারস্ এম, ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং, ১০ নং বনফিল্ডস্ লেন, কলিকাতা।

যুগল-মূর্ত্তি মার্কা
সর্ব্বত্র পাওয়া যায়।

আয়ুর্ব্বেদ সম্মত বায়ু পিত্ত বাত নাশক

ত্রিগুণ তৈল

আসল ও আদি
শিশি ৷৷০ আনা, ডজন ৮৲
ভিঃ পিঃ ও রেলওয়ে পার্শেল স্বতন্ত্র।

যুগল-মূর্ত্তি মার্কা এঃ বটকৃষ্ণ পাল দেখিয়া লইবেন।

এমন মহোপকারী তৈল আর নাই

গবর্ণমেণ্ট হইতে রেজিষ্টারী করা—

মহর্ষি চরক শাস্ত্রোক্ত ভৈষজ্য উপাদানে খাটী কাঁচা কৃষ্ণতিল তৈলে মৃগনাভি, কস্তুরী, গোলাপ, চামেলী, হেনা, চন্দন, খসখস, বেলা, প্রভৃতি মূল্যবান মহাসুগন্ধ দ্রব্য সংমিশ্রণে প্রস্তুত বিধায় ছয় ঋতুতেই সমভাবে ইহার অমৃতোপম গুণ ও গন্ধ উপলব্ধি হইয়া থাকে। ফলতঃ এই সর্ব্বগুণসম্পন্ন পরম পবিত্র ত্রিগুণ তৈল নিত্য ব্যবহারে সাধারণতঃ দৈহিক ও মানসিক অবসাদ নিশ্চয় দূর করিয়া থাকে।

পরন্তু সর্ব্বপ্রকার স্ত্রী বা পুরুষের জননেন্দ্রিয় ধাতুস্থ দূষিত গুপ্ত, জটিল ব্যাধি, মেহ, প্রমেহ, প্রদর, কষ্টরজঃ, বাধক, স্নায়ুবিকার, মূর্চ্ছা, মাথাধরা, মাথাঘোরা, আধকপালী, নিদ্রাহীনতা এবং সর্ব্বপ্রকার বাতরোগ ও নানা প্রকার ব্যাধির কীটাণু ধ্বংসকারী অব্যর্থ মহৌষধ।

বলা বাহুল্য, ইহা এরূপ মস্তিষ্ক স্নিগ্ধকারী ঠাণ্ডা তৈল যে, পাগল ভাল হয়। যে কোন স্থানে তৈল ক্রয়কালীন শিশির গায়ের লেবেলের উপর বড় ২ অক্ষরে আসল যুগল মূর্ত্তি মার্কা এজেণ্ট বটকৃষ্ণ পাল দেখিয়া লইবেন, অন্যথায় শঠকারী দোকানদার জাল বা নকল তৈল বিক্রয় করিয়া আপনাকে ঠকাইবে। স্মরণ রাখিবেন বাজে জিনিষ বিক্রয় করিয় ঠকাইতে পারিলেই খুব লাভ হয়।

এজেণ্ট—বটকৃষ্ণ পাল এণ্ড কোং ২৩নং বনফিল্ড লেন, কলিকাতা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

৯ই কার্ত্তিক শনিবার—১৩৩৬

বর্ত্তমান হাল চা'ল

আমরা অনেক সময় আক্ষেপ করি, আমার সময় এখন বড়ই খারাপ, যে ডাল ধরি, সেই ডাল ভাঙ্গে, হাতে একটি কপর্দ্দক নাই, আমার ন্যায় নির্ধন ব্যক্তির বাঁচিয়া থাকা বৃথা কষ্ট ভোগ মাত্র, সুতরাং আমার মৃত্যুই শ্রেয়ঃ। ইহজগতে ধনবান্ ব্যক্তিরাই প্রকৃত সুখী, তাঁহারা ইচ্ছামত যাবতীয় ভোগ্যবস্তু ভোগ করিতে সমর্থ, জাগতিক সম্মানাদি তাঁহাদেরই। তাঁহাদের উপর ভগবানের কৃপা প্রচুর।

ধন আমাদিগকে সুখী করিতে সমর্থ, এই বিচারে আমরা সকল কাজ ছাড়িয়া ধন উপার্জ্জনের জন্য ব্যস্ত হই। কৃষি শিল্প বাণিজ্য ধন উপার্জ্জনে সহায়তা করে বলিয়া আমরা বলি—ধর্ম্মের কথা এখন থাক, যাহাতে আমরা জাগতিক উন্নতি সাধন করিয়া পরস্পর পরস্পরকে সুখী করিতে পারি, তাহার চেষ্টা করা হউক। কিন্তু বিশেষ বিচার করিলে আমরা বুঝিতে পারিব—ধন আমাদিগকে প্রকৃত সুখ প্রদান করিতে পারে না বরং অনেক সময় দুঃখেরই কারণ হইয়া উঠে। তাই মহাজনগণ বলিয়াছেন, বদ্ধাবস্থায় জীবের দুইটী বিষয়ে ভ্রম উৎপন্ন হয়, একটী আনন্দ-ভ্রম, অপরটী বৈকুণ্ঠ-ভ্রম। বিষয়ভোগে আনন্দ আছে—এই ভ্রমটী জগৎকে ছাইয়া ফেলিয়াছে। আমরা কি চিরকাল এই ভ্রমেই পড়িয়া থাকিব? একবারও কি ভাবিব না যে বিষয়ে কতটুকু সুখ আছে? ধনবান্ ব্যক্তির ধনের অভাব-জনিত ক্লেশ না থাকিতে পারে; কিন্তু তাই বলিয়া কি তিনি আধ্যাত্মিকাদি যাবতীয় ক্লেশ হইতে মুক্ত হইয়াছেন?

তাই বলি—

রোগ শোক অনিবার,
চিত্ত করে ছার খার,
বান্ধব বিয়োগ দুর্ঘটন।
ভাল করে দেখ ভাই,
অমিশ্র আনন্দ নাই,
যে আছে সে দুঃখের কারণ।
সে সুখের তরে তবে,
কেন মায়া-দাস হবে,
হারাইবে পরমার্থ ধন।

আত্মপ্রসাদ লাভই সন্তোষের মূল কারণ। কোন সময় ভগবান্ গৌরহরি তাঁহার অত্যন্ত দরিদ্র ভক্ত শ্রীধরকে বলিয়াছিলেন, ওহে শ্রীধর!

লক্ষ্মীকান্ত সেবন করিয়া কেনে তুমি।
অন্ন বস্ত্রে দুঃখ পাও কহ দেখি শুনি॥

তাহার উত্তরে শ্রীধর বলিলেন, ঠাকুর!

* * * উপবাস ত না করি।
ছোট হউ, বড় হউ বস্ত্র দেখ পরি॥

তাহাতে প্রভু আবার বলিলেন—

প্রভু বলে দেখিলাম গাঁঠি দশ ঠাঞি।
ঘরে বল—এই দেখিতেছি খড় নাঞি॥

ইহার উত্তরে আবার শ্রীধর বলিলেন—

রত্ন ঘরে থাকে রাজা দিব্য খায় পরে।
পক্ষিগণ থাকে দেখ বৃক্ষের উপরে॥
কাল পুনঃ সবার সমান এক যায়।
সবে নিজ কর্ম্ম ভুঞ্জে আপন ইচ্ছায়॥

—চৈঃ ভাঃ আ ১২শ

অহো! এরূপ সন্তোষ, চৈতন্যের ভক্ত ব্যতীত আর কোথায় দেখা যাইবে? রাজা বাদশাহ সম্রাট্ এমন কি যোগী জ্ঞানী মধ্যেও এরূপ আত্মতৃপ্তি দেখা যায় না।

অর্থ প্রচুর পরিমাণে থাকিলেই আহার নিদ্রাদি ইন্দ্রিয়তর্পণ সুষ্ঠু ভাবে চলিতে পারিবে, তাহা হইলেই আর আমাদের কোন অভাব থাকিবে না, আমরা নিরবচ্ছিন্ন সুখে দিনগুলি অতিবাহিত করিতে পারিব—এইরূপ ধারণা অত্যন্ত ভ্রম মূলক। কেননা ভগবান্ বিষ্ণুই একমাত্র রক্ষা-কর্ত্তা পালন-কর্ত্তা। তিনি না দিলে কি ধনী, কি দরিদ্র কেহই কিছু ভোগ করিতে সমর্থ হয় না।

অনায়াসে মরণ জীবন দৈন্য বিনে।
কৃষ্ণ সেবিলে সে হয়, নহে বিদ্যা ধনে॥
কৃষ্ণ কৃপা বিনা নহে দুঃখের মোচন।
থাকিলে বা বিদ্যা কুল কোটী কোটী ধন
যার গৃহে আছয়ে সকল উপ-ভোগ।
তারে কৃষ্ণ দিয়াছেন কোন এক রোগ॥
কিছু বিলসিতে নারে দুঃখে পুড়ি মরে।
যার নাহি তাহা হইতে দুঃখী বলি তারে
হর্ত্তা কর্ত্তা পিতা কৃষ্ণ সবার রক্ষিতা।

ভক্তগণ সমগ্র জগৎ কৃষ্ণশক্তির পরিণতি জানিয়া যাবতীয় বস্তুকে বিষয়-জাতীয় সেব্য বা আশ্রয় জাতীয় সেবারূপে দর্শন করেন। জগৎ আমার জড়েন্দ্রিয়ের ভোগ্য এরূপ মনে করেন না। তাঁহাদের ধারণা যাবতীয় বস্তু কৃষ্ণ-সেবার উপাদান। এই প্রকার সম্বন্ধ-জ্ঞান-সম্পন্ন ভক্তগণ কৃষ্ণভজনানুকূল শরীর রক্ষার জন্য যথা-যোগ্য বিষয় কৃষ্ণপ্রসাদ রূপে গ্রহণ করিয়া অচিরেই ভগবৎ কৃপায় আত্ম প্রসন্নতা লাভ করেন। ভক্তের আনুগত্যে আমাদের সকলেরই আত্ম-প্রসাদ লাভের জন্য যত্নবান্ হওয়া উচিত।

বাটপাড়.

আমরা শুনিয়াছি যে সব পথিক পথে অগ্রসর হইবার সময় অন্যমনস্ক থাকেন, তাঁহারা নির্ব্বিঘ্নে গন্তব্য স্থানে পৌঁছিতে পারেন না। তাঁহাদিগকে ঠকাইবার জন্য, তাঁহাদের প্রাণ নষ্ট করিবার জন্য এক প্রকার শত্রু আছে, তাহারা মধ্য পথে পথিককে আক্রমণ করে। তাহাদের নাম বাটপাড়। জগতের পথে যেরূপ বাটপাড় আছে, সেই প্রকার ভক্তি-পথের পথিকের প্রাণ নষ্ট করিবার জন্য—ধর্ম্ম নষ্ট করিবার জন্যও বাটপাড় আছে। সেই বাটপাড় ছয়জন। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য্য। তাই কোন মহাজন গাহিয়াছেন—

কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ মৎসরতা সহ
জীবের জীবন-পথে আসি।
অসচ্চেষ্টা রজ্জুফাঁসে, পথিকের ধর্ম্ম নাশে
প্রাণ লয়ে করে কসাকসি॥

কাম

আত্মেন্দ্রিয়প্রীতি-বাঞ্ছার নাম কাম এবং কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতি-বাঞ্ছাকে প্রেম বলে। নিষ্কপটে অর্থাৎ অন্তরে ও বাহিরে যেখানে কৃষ্ণার্থে অখিলচেষ্টা বা কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতি তর চেষ্টা নাই, কেবল বাহিরে লোক-দেখান হরি-সেবার ঠাটবাট মাত্র আছে, তাহা কাম ব্যতীত কিছুই নহে। কাম সাধককে আসিয়া বলে তোমাকে অসৎসঙ্গ ছাড়িতে হইবে না—কামিনী-কাঞ্চন লইয়া গোপনে অত্যাচারও করিতে পারিবে। কেবল মাত্র তুমি লোকবঞ্চনা করিবার জন্য কম্প, স্বেদ, অশ্রুপাত, মূর্চ্ছা প্রভৃতি অভ্যাস কর, তাহা হইলেই তুমি সাধুসঙ্গে ভজন-ক্রিয়া না করিয়াই—বৃক্ষে না উঠিয়াই প্রেমফল পাইবে ও মূর্খ লোকের নিকট প্রেমিক ভক্ত বলিয়া পরিচিত হইবে। এই প্রকারে কাম আসিয়া পথিককে চর্ম্মমাংসময় জড়ের আকর্ষণে ফেলিয়া জড়-সুখে মাতাইয়া প্রেমিক ভক্ত সাজাইয়া দেয়। ইহার নাম ভুক্তি-কামনা। আর এক প্রকার কামনা আছে তাহাকে মুক্তি কামনা বলে। এই উভয় প্রকারের কামই ভক্তির বাধক। তাই মহাজন বলিয়াছেন—

অতএব প্রাণেশ্বর, ছাড়ি শোধ এ হৃদয়,
নাহি রাখ কামের বাসনা।
ভোগ মোক্ষ নাহি চাই, শ্রীকৃষ্ণ চরণ পাই
সেবকের এই ত সাধনা॥

ক্রোধ

যেখানে কাম আছে, সেখানে কামের অতৃপ্তি হইলেই ক্রোধের উদয় হইবে। তাই কাম, ক্রোধ জয় করিবার উদ্দেশ্যে শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় বলিয়াছেন—"কাম কৃষ্ণ কর্ম্মার্পণে, ক্রোধ ভক্তদ্বেষী জনে" আবার বলিয়াছেন—"কিবা সে করিতে পারে, কাম, ক্রোধ সাধকেরে, যদি হয় সাধু জনার সঙ্গ।" সাধুসঙ্গ হইলে সাধুগণ কৃপা পূর্ব্বক কামকে কৃষ্ণসেবায় লাগাইয়া দেন, তখন প্রাকৃত ক্রোধ থাকে না। তবে কৃষ্ণ সেবার বাধাদানকারী ভক্তি-দ্বেষীর প্রতি যে ক্রোধ হয়, তাহা কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতি-বাঞ্ছামূলে হয় বলিয়া তাহাকে প্রেম বলে। দ্যূত ক্রীড়া, ধূমপান, মদ্যপানাদি, অবৈধ স্ত্রীসঙ্গ, সূনা বা জীবহিংসা ও অসৎ উপায়ে অর্থসংগ্রহ এবং তাহা ইন্দ্রিয়তর্পণে ব্যয় করা—এই সব কার্য্যগুলি কলির প্রিয়, সেই জন্য ঐ সকল স্থানে কলি অবস্থান করে ও বিবাদ আনয়ন করে। তখন কলিবৈরী প্রভু বা বৈষ্ণব ঠাকুর আমাদের মঙ্গলের জন্য হৃদয়ের কলিভাব-নাশক, ইন্দ্রিয়তর্পণে বাধাদানকারী বলিয়া আপাত-মধুর না হইলেও পরিণামে সুখকর, নিষ্কপট হৃদয়-বিদারক সত্য কথা বলিয়া থাকেন। তখন ক্রোধরূপ বাটপাড় আসিয়া মাদৃশ দুর্ভাগ্য জীবকে অসচ্চেষ্টা-রূপ রজ্জু দ্বারা গলদেশে বাঁধিয়া চিরতরে সাধুসঙ্গ ছাড়াইয়া—গুরু-সেবা হইতে ছুটি করাইয়া পূতিগন্ধময় গৃহান্ধকূপে টানিয়া ফেলিয়া দেয়। অহো! ঐ ক্রোধরূপ বাটপাড় আসিয়া বৈষ্ণবাপরাধ নামক মত্তহস্তী আনিয়া দেয়। তাহার ফলে এক প্রকার অনন্ত পতন হয়।

লোভ

লোভরূপ বাটপাড় আসিয়া মানুষকে নীতিশূন্য পথে লইয়া গিয়া তাহার মনুষ্যত্ব কাড়িয়া লয় ও নানাবিধ পাপকার্য্যে নিযুক্ত করায়। কখনও বলে ঐ দেখ, ধনীর গৃহে রতন ও দ্রব্যাদি আছে, তুমি চৌর্য্য বা দস্যুবৃত্তি-দ্বারা তাহা অপহরণ কর তাহা হইলে তোমার অভাবজনিত ক্লেশ থাকিবে না। আবার মানুষ যখন রূপের জন্য ছুটাছুটি করে, তখন ঐ লোভ আসিয়া বলে,—তোমার রূপের আশা মিটিবে, ঐ দেখ রূপবতী রমণী, তাহার প্রতি অবৈধ আচরণ কর কিম্বা বারবনিতার গৃহে যাও। কখনও বা মানুষ মনুষ্যত্বে জলাঞ্জলি দিয়া জিহ্বা-লাম্পট্যের বশবর্ত্তী হইয়া হিংস্রজন্তুর মত নির্দ্দয়ভাবে মৎস্য, ছাগল, পক্ষী, গরু, মহিষ প্রভৃতি বিবিধ প্রকার জীবহত্যা করিবার জন্য প্রবৃত্ত হয়। লোভের বশবর্ত্তী হইয়া মনুষ্যাকারধারী ব্যক্তি পাপবুদ্ধি অবলম্বন করে এবং ইহকালে ও পরকালে ভয়ঙ্কর দণ্ড ভোগ করে। কেবল মাত্র ভাগ্যবান্ ব্যক্তিরাই লোভরূপ বাটপাড়কে সৎ বিষয়ে নিযুক্ত রাখে অর্থাৎ সাধুসঙ্গে হরিকথা শ্রবণ করিয়া তাহাতেই লোভ হয়।

মোহ

এই বাটপাড়টি অতিশয় দুর্নিবার। ইনি বিদ্বান ব্যক্তিকেও গ্রাস করিবার চেষ্টা করে। সাধক যখন হরিভজনের পথে অগ্রসর হইবার জন্য প্রস্তুত হন, হরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবায় জীবনটী উৎসর্গ করিবার ইচ্ছা করেন, তখন এই মোহরূপ বাটপাড় আসিয়া বলে—দেখ, দেখ তোমার বৃদ্ধ পিতা ও বৃদ্ধা মাতা, তুমি এখন প্রায় অবস্থায় তাহাদিগকে ফেলিয়া গেলে কে তাহাদের পরিচর্য্যা করিবে। ঐ দেখ তোমার যুবতী ভার্য্যা, তাহার ভরণ-পোষণের ভার কে লইবে, তাহাকে ফেলিয়া কোথায় যাইবে? আরও দেখ ঐ সব কচি কচি পুত্র কন্যা তোমার, তাহাদের আধ আধ বুলি শুনিয়া তোমার হৃদয় আনন্দে নাচিয়া উঠে, ইহা ভুলিয়া কি করিয়া থাকিবে? তাহাদিগকে লালন পালনই বা কে করিবে? যদিও বা কোন ব্যক্তি মহাজন-গণের আদর্শ দেখিয়া চৈতন্যবাণী শুনিয়া হৃদয়ে বল লাভ করিয়া বিশ্বম্ভর সকলকে ভরণ পোষণ করেন ইহা জানিয়া হরিভজনোদ্দেশ্যে সাধুসঙ্গে অবস্থান করেন, তথাপিও এই বাটপাড় আসিয়া দৌরাত্ম্য করিতে ছাড়ে না। সাধককে যখনই নির্জ্জনে পায়— অন্যমনস্ক দেখে, অর্থাৎ সাধক যখন সর্ব্বক্ষণ হরি-গুরু-বৈষ্ণবসেবা না করিয়া তাহাতে অনাদর প্রকাশ করেন—গুরুসেবা ছাড়া অন্য চিন্তা করেন, কিম্বা সেবা বাদ দিয়া নির্জ্জনে নামভজন করিবার ছলনায় নামাপরাধ করেন, তখনই ঐ মোহ সাধকের চিত্তে পূর্ব্ব চিত্তিভাগকে পাঠাইয়া দিয়া সঙ্গে সঙ্গে নিজেও যাইয়া সাধকের হৃদয়কে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে এবং তাহার গলদেশে অসচ্চেষ্টা-রূপ রজ্জু বাঁধিয়া পুনরায় অন্ধকূপে টানিয়া আনে। এ বিপদ হইতে বিপদুদ্ধারণ বৈষ্ণবগণই উদ্ধার করিতে সমর্থ।

মদ

চারি প্রকার মদ আছে। কুলমদ, বিদ্যামদ, ধনমদ ও রূপমদ। কুলমদে মত্ত ব্যক্তি বাস্তবিকপক্ষে জড়ধাতু-গঠিত ও রক্তমাংসময় দেহে আত্মবুদ্ধি পূর্ব্বক আত্মগৌরবে স্ফীত হইয়া দোষদ হইয়া পড়ে। শ্রীগুরু-বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি করিয়া শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের অবজ্ঞাফলে অনন্ত কালের জন্য নিরয়গামী হয়।

আবার মনুষ্য যখন বিদ্যামদে মত্ত হয়, তখন আধোক্ষজ ভগবান—যিনি অক্ষজজ্ঞানের অতীত—অক্ষজজ্ঞান তাঁহার নিকট পরাভূত হইয়াছে, তাঁহাকে অক্ষজজ্ঞানের দ্বারা জানিয়া লইবার ধৃষ্টতা প্রকাশ করে। বৈষ্ণব শাস্ত্র—যাহার মর্ম্ম একমাত্র শুদ্ধভক্তগণই বুঝিতে পারেন, সেই গ্রন্থ-শাস্ত্রকে নিজ বুদ্ধিতে বুঝিতে যাইয়া আনুগত্য স্বীকার না করিয়া তাহারা জড়বিদ্যার দ্বারা মাপিয়া লইবার চেষ্টা করে।

ধনমদে মত্ত ব্যক্তির ধনের পিপাসা মিটে না। তাহারা কৃপণ হইয়া কনকের দ্বারা হরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবা করে না। তাহাদের দুর্গতি দেখিয়া—তাহাদের আসক্তির বিষয় কিছু ভগবৎসেবায় লাগাইয়া তাহাদের নিত্যমঙ্গল করিবার জন্য সাধুগণ ভিক্ষুকের বেশে তাহাদের বাড়ীতে গেলে সেই সাধুগণকে সাধারণ ভিক্ষুক ও তাহাদের অপেক্ষাও দীন ভাবিয়া তিরস্কার পূর্ব্বক গৃহ হইতে বিতাড়িত করে এবং বৈষ্ণবাপরাধ অর্জ্জন করে।

রূপমদে মত্ত হইয়া মানুষ মনুষ্যত্ব হারাইয়া এই শৃগাল কুকুরের ভক্ষ্য দেহে আত্মবুদ্ধি করিয়া এই দেহের সেবাতেই কাল কাটাইয়া দেয়। এ দেহের পরিণাম কি, তাহা একবারও চিন্তা করে না। দেহ ধারণের আবশ্যকতা কি, তাহা একবারও ভাবিয়া দেখে না।

এই চারিপ্রকার মদে মত্ত হইলে আমরা কিছুতেই মঙ্গলের পথে অগ্রসর হইতে পারি না। তাই শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় আমাদিগকে কৃষ্ণগুণ গানে মত্ত হইতে বলিয়াছেন।

মাৎসর্য্য

পরশ্রীকাতরতার নাম মাৎসর্য্য। মৎসর স্বভাব-বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ অন্যের প্রতি বিদ্বেষ না করিয়া থাকিতে পারে না। তাহাদের এইরূপ স্বভাবটি এত পরিপক্ব হইয়া উঠে যে, অবশেষে তাহারা নিষ্কপট বৈষ্ণবগণের প্রতিও বিদ্বেষ করিতে ছাড়ে না। তাহারা বৈষ্ণবগণকে নিজের মত প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করে। তাহারা জানে না যে, ভক্তগণ না চাহিলেও ভগবৎ ইচ্ছাক্রমে বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠা তাঁহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিতে থাকে, তাহা মৎসর ব্যক্তিগণ মৎসরতাবশে নষ্ট করিবার চেষ্টা করিলেও নষ্ট হয় না বরং আরও বাড়িয়া যায়। এইরূপে তাহারা বৈষ্ণববিদ্বেষ, ভগবদ বিগ্রহে প্রাকৃত বুদ্ধি করিয়া ভগবদ বিদ্বেষ, শ্রীধামের ঐশ্বর্য্য দেখিয়া ধামের প্রতি বিদ্বেষ ও লোকবঞ্চনা করিবার জন্য মোক্ষ ধর্ম্ম প্রচার করিবার চেষ্টা এবং শাস্ত্রের বিপর্য্যয় করিয়া শ্রুতিনিন্দা প্রভৃতি বিবিধ প্রকার নামাপরাধ করিয়া অনন্ত নরকের পথের পথিক হইয়া থাকে।

বাটপাড়ের হাত হইতে আত্মরক্ষার উপায় কি?

মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী সাধকের হৃদয়ে যখন এই সব বাটপাড় আসিয়া অত্যাচার করে, তখন কৃপাময় শ্রীগুরুদেব চৈত্যগুরুরূপে তাঁহাকে সতর্ক করিয়া দেন। তখন নিজের চেষ্টায় তাহাদিগকে জয় করিবার চেষ্টা না করিয়া কেবল মাত্র ব্যাকুলহৃদয়ে শ্রীগুরুবর্গ ও বৈষ্ণবগণের নাম পুনঃ পুনঃ উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন করিতে হইবে। তাই শ্রীল দাস গোস্বামী বলিয়াছেন—

মন তুমি সব বাকা মোর।
এই সব বাটপাড়, অতিশয় দুর্নিবার
যখন ঘেরিয়া করে জোর।
আর কিছু না করিয়া, বৈষ্ণবের নাম লৈয়া
ফুকারিয়া ডাক উচ্চরায়॥
বাটপাড় ছয় জন, অসচ্চেষ্টা রজ্জুগণ
দিয়া গলে করিল বন্ধন
প্রাণবায়ু গতপ্রায়, রূপ রঘুনাথ হায়
কর অধম সেবকে রক্ষণ॥

অমর

বর্ষাকাল। গ্রীষ্মের প্রখরতাপে প্রতপ্ত ধরাতলকে সুশীতল করিয়া বারিদরাশি জীবকুলকে শান্তি প্রদান করিয়াছে। এখন চতুর্দ্দিক জলাভাব না থাকিয়া জলপূর্ণ।

ইছাপুর গ্রাম পদ্মানদীতীরে অবস্থিত। গ্রামটী খুব বড় না হইলেও যে কয়েক ঘর লোকের বসতি, সকলেরই অবস্থা মাঝামাঝি। তবে অনেক গ্রামবাসীর ন্যায় ইছাপুর-গ্রামবাসী পরস্পর হিংসামূলে বাস না করিয়া প্রীতিসূত্রে বাস করিতেছেন।

গ্রীষ্মে যে পদ্মানদী নিজের কলেবর সঙ্কোচ করিয়া মৃদুগামিনী ছিল, আজ সেই পদ্মা বারিসম্পাতে পরিপূর্ণ হইয়া কুলু কুলু ধ্বনি করিয়া প্রবলবেগে প্রবাহিতা। শান্তমূর্ত্তি পদ্মা আজ ভয়ঙ্করী। যে ইছাপুর গ্রামবাসী পদ্মার নির্ম্মল জল পান করিয়া গ্রীষ্মের প্রবল পিপাসার শান্তি করিয়াছিল, আজ সেই পদ্মা জলপরিপূর্ণ হইয়া গ্রামবাসীর গ্রাম নষ্টে আশঙ্কা আনিয়াছে।

নিত্যবাবু গ্রামের মধ্যে সকল বিষয়ে শ্রেষ্ঠ। অমর তাঁহার একমাত্র পুত্র। চারি ভ্রাতার মধ্যে নিত্যবাবুর পুত্র অমর বড়ই আদরের। সকল সময়েই পিতা, পিতৃব্যের আনন্দ বর্দ্ধন করিয়া, অমর 'আলালের ঘরের দুলাল'। সুতরাং অমর কোন সময়েই একাকী থাকে না।

আজ নিত্যবাবুর পিতৃদেবের বার্ষিক শ্রাদ্ধ বাসর। সকাল হইতেই খুব ধুমধাম পড়িয়া গিয়াছে। গ্রামের সমস্ত লোক আজ নিত্যবাবুর বাড়ীতে নিমন্ত্রিত। যথাসময়ে পুরোহিত ঠাকুর মন্ত্রাদি পাঠ করাইয়া শ্রাদ্ধকার্য্য শেষ করিলেন। সকল লোক খাইতে বসিয়াছে। মুক্তহস্ত নিত্যবাবু বিবিধ সামগ্রী আয়োজন করিয়া সকলকে মধুর-বাক্যে ভোজন করাইতেছেন। সকলের মুখে জয় জয় ধ্বনি।

এমন সময় বাড়ীর চাকর ম্লানমুখে নিত্যবাবুর নিকট আসিয়া বলিল—খোকাবাবুকে পাওয়া যাইতেছে না। মা, বড়ই ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। আনন্দের মধ্যে নিরানন্দের সংবাদে নিত্যবাবু অধীর হইয়া পড়িলেন। একমাত্র পুত্র—নয়নতারা সদৃশ। পিতার মনে পুত্রের কত না অমঙ্গলের কথা উদয় হইতেছে। বাহিরে ধৈর্য্যধারণ করিবার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিলেও হৃদয় সে বাধা মানিতেছে না।

তখনই একটা হৈ চৈ পড়িয়া গেল। ভোজনকারী সকলেই নিত্যবাবুর পুত্রের জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। অল্পক্ষণ পরে ভোজন শেষ হইল। সকলে নদীর ঘাটে হাত মুখ ধুইয়া একটা গোলযোগ করিয়া উঠাইলেন। চারিদিকে খোঁজ পড়িয়া গেল। ক্ষুদ্র গ্রাম। গ্রামবাসী সকলেই নদীর কূলে উপস্থিত।

গ্রামের প্রাচীন মধুবাবু তখন বালক অমরের সন্ধান লইতে আরম্ভ করিলেন। পাড়ার রামকবাবুর ছেলে বলিল—আমি খোকাকে নদীর ধারের ঘরের বারান্দায় দেখিয়াছিলাম। তখনই সকলের মনে হইল তবে বালক অমর নিশ্চয়ই জলে পড়িয়াছে। বর্ষাকালের নদী, তাহাতে আবার পদ্মা। যাহা হউক কয়েকজন কয়েকখানা নৌকা লইয়া পদ্মার ভিতরে গেলেন। অনেক অনুসন্ধান করিয়া কিছুই সন্ধান পাওয়া গেল না।

দিবা শেষ হইয়া আসিল। সম্মুখে অন্ধকার। একদিকে যেমন বাহিরের অন্ধকার সকলকেই আবরণ করিবে আশঙ্কা হইল, অপরদিকে অমরের অভাব গাঢ় অন্ধকাররূপে নিত্যবাবুর ও সকলেরই হৃদয় আবরণ করিল। সকলেই চিন্তাকুল ও বিমর্ষ।

নদীর ঘাটে একটী লোক সন্ধ্যাকৃত্য করিতে গিয়াছেন। এমন সময় দেখা গেল, তাঁহার সম্মুখে শবদেহের মত কি ভাসিতেছে। তিনি সেই জিনিষটা ভাল করিয়া দেখিয়া ছুটিলেন। একদমে নিত্যবাবুর নিকট সংবাদ দিলেন। তখন সকলেই সেই দিকে ছুটিল। শবদেহটী উঠাইলেন। কাহারও চিনিতে বিলম্ব হইল না। নিত্যবাবু মূর্চ্ছিত। সকলেই মুখে হা! হতোস্মি! খবর গ্রামময় হইয়া গেল।

দুঃখী লোকের। সাংসারিক লোকদিগের নিকট এ দুঃখের বিবরণ দিতে হয় না। কেননা এ সংসারে কেহই মরিতে না চাহিলেও মৃত্যু কাহারও প্রতি বিমুখ নহে। সুতরাং প্রিয় ব্যক্তির বিরহ-বিমুখ লোকসমাজে প্রিয়বিয়োগের অভাব নাই। এ সব ঘটনা বিশেষ সকলেই বিশেষভাবে জানিলেও জানি না কি এক মোহ আসিয়া শোকের সময় সব ধৈর্য্য অধৈর্য্যে পরিণত করায়। মৃত ব্যক্তির আত্মীয়-স্বজন নিজের মৃত্যু অবলোকন না করিয়া মৃতের জন্য অনর্থক শোক করে।

সকলেই শোকাকুল। কে কাহাকে সান্ত্বনা করে? এমন সময় কালের অনতিক্রম-

ভাবে তথায় এক সাধুবেষধারী ব্যক্তি উপস্থিত হইলেন। তাঁহার রূপ-দর্শনে সকলেই অবাক্ হইলেন। গুরুগম্ভীর স্বরে সাধু বলিলেন—নিত্য বাবু, আপনি কাহার জন্য শোক করিতেছেন? আপনার প্রাণাধিক পুত্র অমর ত আপনার সম্মুখে। তবে বলিতে পারেন যে, অমর আমার সম্মুখে বটে কিন্তু সে যে আজ মৃত। উত্তরে আমি বলি—অমর কি কখনও মরে? মর বস্তুই মরিয়া যায়। তবে এখন স্থির হইয়া দেখুন, যে বস্তু এই দেহে ছিল, যাহার উপস্থিতিতে এই দেহ জীবন্ত দেখাইত, তাহা আজ নাই। জীব অজ্ঞ, তাই সেই বস্তুর সন্ধান না করিয়া তাহাকে ভাল না বাসিয়া জড় পিণ্ড দেহকে জীববুদ্ধি করিয়া তাহাতেই প্রীতি করে। নিত্যবাবু! অমর ত এই দেহ নহে, দেহাতীত অমর আত্মা। অতএব আপনি অমরের মৃত্যুতে শোক করিবেন না। অমর মরে না। আর একটী কথা জানুন যে, শুধু অমর, অমর নহে, সকল জীবাত্মাই অমর, দেহকে আত্মা মনে করিলে অনাত্মা মর দেহের জন্য শোক করিতে হয়, আর অমর আত্মাকে অমর বলিয়া উপলব্ধি হইলে অমর অমরের জন্য শোক করে না।

—

রাজোচিত আচরণ

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ১২৭ সংখ্যার পর)

(১০)

মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য এইরূপে সুভদ্রা ও বলদেবের রথের সম্মুখেও প্রেমাবেশে ভক্তগণসহ নৃত্য-কীর্ত্তন করিলেন। দেখিতে দেখিতে রথ বলগণ্ডি-নামক স্থানে উপনীত হইল। বামে 'বিশ্রামাসন' নারিকেল বন, দক্ষিণে বৃন্দাবন সদৃশ মনোরম পুষ্পোদ্যান। এইখানে জগন্নাথ সর্ব্বসাধারণের প্রদত্ত ভোগাস্বাদন করিয়া থাকেন। পুরাকাল হইতে এইরূপই নিয়ম প্রচলিত আছে। বলগণ্ডিতে রথ আসিয়া দাঁড়াইল। জগন্নাথের ছোট বড় সব ভক্তগণ উত্তম উত্তম ভোগ নিবেদন করিতে লাগিলেন। রাজা, রাজমহিষীগণ, পাত্র-মিত্র, নীলাচলবাসী জনগণ, সমাগত সর্ব্ব শ্রেণীর যাত্রিগণ কেহ রথের সম্মুখে কেহ পশ্চাতে, কেহ পার্শ্ব হইতে, কেহ বা উদ্যান-মধ্য হইতে নিজ নিজ সংগৃহীত উত্তম উত্তম ভোগোপহার নিবেদন করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মাণ্ডপতি আজ উচ্চ-নীচ, ধনী-নির্ধন, ব্রাহ্মণ-শূদ্র, স্ত্রী যুবা-বৃদ্ধ সকলেরই ভক্তি-প্রদত্ত ভোজ্যোপহার গ্রহণ করিতেছেন, কোন ভেদ-বিচার নিয়ম নাই।

ভোগ দেওয়ার জন্য রথের চারিদিকে লক্ষ লক্ষ লোকের মহাভিড় হইল। প্রভু নৃত্য-কীর্ত্তন বন্ধ রাখিয়া পার্শ্বস্থ উপবনে বিশ্রাম লাভার্থ প্রবেশ করিলেন। উদ্যান মধ্যে একটি গৃহের শীতল বারান্দায় গিয়া প্রভু শয়ন করিলেন। পুষ্পোদ্যানের সুগন্ধি শীতল বায়ু প্রভুর নৃত্য-পরিশ্রান্ত দেহের ঘর্ম্মাপনোদন-সেবা করিতে লাগিলেন। কীর্ত্তনীয় ভক্তগণও উদ্যানের এক এক বৃক্ষতলে কেহ উপবেশন, কেহ বা শয়ন করিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলেন।

উত্তম সুযোগ! রাজা সার্ব্বভৌম-প্রদত্ত উপদেশ স্মরণ করিয়া সত্বর রাজবেশ পরিত্যাগ করিলেন এবং বৈষ্ণব-বেশ ধারণ করিয়া একাকী উপবনমধ্যে প্রবেশ করিলেন। যুক্ত করে বৈষ্ণবগণের অনুমতি গ্রহণ করিয়া প্রভুর সমীপবর্ত্তী হইবার জন্য সাহস সঞ্চয় করিয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইলেন। দেখিলেন, প্রভু উদ্যানে গৃহ-বারান্দায় প্রেমাবেশে চক্ষু নিমীলিত করিয়া শ্রান্ত-ভাবে ভূমিতলে শয়ান আছেন। রাজা ধীর পাদবিক্ষেপে অগ্রসর হইয়া প্রভুর পদতলে উপবেশন করিলেন এবং নৈপুণ্য সহকারে প্রভুর পাদ-সম্বাহন সেবায় নিযুক্ত হইলেন। শ্রীমদ্ভাগবতের রাস-পঞ্চাধ্যায়ের শ্লোকগুলি রাজার কণ্ঠস্থ ছিল। সার্ব্বভৌমের উপদেশে রাজা ধীরে ধীরে স্তব করিয়া আবৃত্তি করিতে লাগিলেন। শুনিতে শুনিতে প্রভু সন্তোষের সহিত বারবার 'বল, বল' বলিয়া আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। রাজা শ্লোক পড়িতে পড়িতে যখন "তব কথামৃতং তপ্তজীবনং কবিভিরীড়িতং কল্মষাপহম্। শ্রবণমঙ্গলং শ্রীমদাততং ভুবি গৃণন্তি যে ভূরিদা জনাঃ॥" শ্লোকটি আবৃত্তি করিলেন, তখন প্রভু প্রেমাবেশে উত্থিত হইয়া রাজাকে আলিঙ্গন করিলেন।

ভাবাবেশে বিভোর প্রভু বলিতে লাগিলেন, 'তুমি আমাকে অমূল্য-রত্ন দিলে, আমি কৃতার্থ হইলাম। আমি নিষ্কিঞ্চন, আমার ত' দেওয়ার মত কিছু নাই, আমি কি দিয়া তোমার ঋণ-পরিশোধ করিব? এস, আমি তোমায় আলিঙ্গন দান করি।' এই বলিয়া প্রভু সেই শ্লোক বারবার পড়িতে লাগিলেন। প্রেমাবেশে উভয়ের অঙ্গে অশ্রু কম্প-পুলকাদি মহাভাবের বিকাশ হইতে লাগিল। প্রভু পুনঃ পুনঃ 'ভূরিদা' 'ভূরিদা' বলিয়া রাজাকে আলিঙ্গন করিতে লাগিলেন। প্রভু কাহাকে আলিঙ্গন করিতেছেন, প্রেমাবেশে তাহা জানিতে পারিলেন না। অজ্ঞাতসারে রাজাকে কৃপা-বিতরণের কারণানুসন্ধান করিলে জানা যায় রাজার পূর্ব্বাচরিত সেবা-সুকৃতি-ফলে প্রভু, বিনা অনুসন্ধানেই কৃপা-প্রসাদ দান করিলেন।

প্রেমাবেশে প্রভু জিজ্ঞাসা করিতেছেন, 'কে তুমি বন্ধু, আমার হিতকামী সুহৃদ্, কোথা হইতে অতর্কিত আসিয়া আমাকে কৃষ্ণলীলামৃত পান করাইয়া আমার মহোপকার সাধন করিলে,—বল বল তুমি কে?' রাজা দীনভাবে উত্তর করিলেন, 'আমি তোমার দাসানুদাস, আমাকে তোমার ভৃত্যের ভৃত্য বলিয়া অঙ্গীকার কর—ইহাই আমার একান্ত আশা।' এই কথা শ্রবণ করিয়া প্রভু অতীব সন্তুষ্ট হইলেন এবং রাজাকে তাঁহার সুদুর্লভ ঐশ্বর্য্য প্রদর্শন করিলেন। তারপর প্রভু এই বিষয় সাধারণ্যে প্রকাশ করিতে রাজাকে নিষেধ করিয়া দিলেন। সর্ব্বান্তর্য্যামী প্রভু বহির্দশায় এই ঘটনার কথা কোন দিনই প্রকাশ করেন নাই। ভক্তগণ সকলই জানিলেন। রাজার প্রতি প্রভুর কৃপাসীমা দেখিয়া সকলে আনন্দিত হইলেন এবং রাজার ভাগ্যের ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

রাজা আপনাকে কৃতার্থ মানিয়া প্রভু ও ভক্তগণকে যথাযোগ্য বন্দনা করিয়া উদ্যানের বাহিরে আসিলেন। সার্ব্বভৌম, রামানন্দ ও বাণীনাথকে দিয়া শ্রীজগন্নাথের বলগণ্ডি ভোগের উত্তম বিচিত্র নিসকড়ি মিষ্ট প্রসাদ প্রচুর পরিমাণে পাঠাইয়া দিলেন। অসংখ্য প্রকার বিচিত্র প্রসাদে উপবনের অর্দ্ধাংশ ভরিয়া উঠিল। জগন্নাথ এত প্রকার ভোজন করেন জানিয়া মহাপ্রভুর চিত্তে পরম সন্তোষ জন্মিল। প্রভু ভক্তগণ সহ প্রচুর পরিমাণে প্রসাদ আস্বাদন করিলেন, তথাপি অনেক প্রসাদ উদ্বৃত্ত হইল। প্রভুর আদেশে তখন শ্রদ্ধাবান্ যাত্রী ও কাঙ্গালীগণকে ডাকিয়া অবশেষ প্রসাদ খাওয়াইয়া দেওয়া হইল। সহস্র সহস্র দীন দুঃখী কাঙ্গাল সাধারণ অশেষ মহাপ্রসাদ আস্বাদন করিয়া কৃষ্ণ-প্রেমে মত্ত হইয়া উঠিলেন। এইরূপে প্রভু ধনী নির্ধন বালকবৃন্দ স্ত্রী পুরুষ লক্ষ লক্ষ কলিহত মানবকে কৃপা করিয়া কৃষ্ণ-প্রেম দান করিলেন।

ঢাকা শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠে

মহামহোৎসব

(জনৈক ঢাকাবাসী প্রেরিত)

পূর্ব্ববঙ্গে শুদ্ধ-বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচারের জন্য শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার সম্পাদকগণ ঢাকাতে যে শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠ স্থাপন করিয়াছেন, তাহা এতদ্দেশবাসীর নিকট অল্প সময়ের মধ্যে সুপরিচিত হইয়া পড়িয়াছে। প্রতি বৎসরই এই সময় শ্রীমঠে মাসাধিকব্যাপী কীর্ত্তন, পাঠ ও মহোৎসব হইয়া থাকে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় এবারও একজন অশেষ গুণ-সম্পন্ন পরমশ্রেষ্ঠ বাগ্মী ও পণ্ডিত এইস্থানে আগমন করিয়াছেন। ঐ পণ্ডিতপ্রবর প্রত্যহ প্রাতে ও সন্ধ্যায় ঢাকা মঠে যথাক্রমে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করিতেছেন। প্রত্যহ অগণিত নরনারী পাঠ-কীর্ত্তন শ্রবণ ও শ্রীবিনোদ কান্ত জিউ দর্শন জন্য শ্রীমঠে সমাগত হইয়া থাকেন। পাঠক শ্রীমদ্ভারতী মহারাজ ভাগবতের যে অপূর্ব্ব ব্যাখ্যা করিতেছেন, তাহাতে ঢাকা নগরীর জনবৃন্দ আশ্চর্য্য হইয়া যাইতেছেন। ভণ্ড টীকা ভুক্ত পাঠকবর্গ সাধারণ অজ্ঞ ভক্তিপিপাসু জনগণের কি অকল্যাণ সাধন করিয়া থাকেন, তাহা ভাগবতের শ্লোক হইতে প্রত্যহ উদ্ধার করিয়া শ্রোতৃ মণ্ডলীর সম্মুখে ধরিতেছেন। ভগবৎ চরণপ্রার্থী-গণের সেবোন্মুখতা বৃদ্ধির জন্য সন্ন্যাসী মহারাজ শাস্ত্র প্রমাণদ্বারা যেভাবে সত্য-বাণী সকলের নিকট প্রচার করিতেছেন, তাহাতে আমরা আশা করি কৃষ্ণ-কৃপায় আমাদের ঢাকা বাসীর চাকরী ঘুচিয়া প্রকৃত সেবার সুযোগ আসিবে। মহারাজের অলৌকিক পাঠ ও বক্তৃতা শ্রবণে এমন কেহ নাই যে মুগ্ধ না হইয়া থাকিতে পারেন। পাঠ-গৃহ এবং চতুষ্পার্শ্বের বারান্দা সমূহ শ্রোতৃবর্গে একেবারে ভরপুর হইয়া তিল ধারণের স্থান থাকে না। শ্রোতৃমণ্ডলীর সুবিধার জন্য সন্ন্যাসী মহারাজ বৈদ্যুতিক পাখার বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছেন এবং প্রত্যহই পাঠ কীর্ত্তনান্তে সকলকে অমূল্য মহাপ্রসাদ বিতরণ করিয়া থাকেন। সন্ন্যাসী ঠাকুরের অনুগত সেবকবৃন্দ সমাগত জনমণ্ডলীর যেন কোন প্রকার অসুবিধা না হয় তৎপ্রতি সর্ব্বদাই বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া থাকেন। শ্রীমঠে প্রতিষ্ঠিত শ্রীবিনোদকান্তজীউ এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুর অপূর্ব্ব-দর্শনে দর্শকবৃন্দ অতৃপ্ত নয়নে চাহিয়াও যেন প্রাণের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করিতে পারেন না। মন্দির ও সিংহাসন বিভিন্ন আলোকমালায় সুসজ্জিত হওয়ায় কি যেন এক অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছে। সন্ন্যাসী মহারাজ মাঝে মাঝে ঢাকা সহরে এবং সহর হইতে পাঁচ ক্রোশ দূরে নানা স্থানে সহকুমায় নিজজনগণকে আর প্রত্যহে কীর্ত্তন সহ পাঠাইয়া হরিকথা ঘোষণা করিতেছেন। ভারতী মহারাজের পাঠ শুনিবার জন্য এই বৎসর দূর দেশ হইতে—নারায়ণগঞ্জ, ময়মনসিংহ বারদীর করিতা হইতেও কয়েকজন উচ্চশ্রেণীর শিক্ষিত ও ভদ্র আগমন করিয়াছেন। এই সমুদয় ভদ্রবৃন্দ প্রকাশ করিয়াছেন যে, এমন পাঠ আর কাহারা কীর্ত্তন শ্রবণ করেন নাই। যাহা [illegible] এতদূর হইতে শ্রী[illegible] আসিয়াছেন, তাঁহাদের [illegible] আমার মস্তক স্পর্শ [illegible] কি আবেগ কি প্রাণের [illegible]। একজন ঢাকাবাসী [illegible] জন্য একটি সুন্দর মূল্যবান আলোক-ঝাড় প্রদান করিয়াছেন। [illegible] শ্রীমতী বাসবাসীর অঙ্কন দিয়াছেন এবং কেহ চূড়া ইত্যাদি [illegible] করিয়াছেন। ঢাকায় এবার বিরাটভাবে উৎসব চলিতেছে

পর-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

সম্প্রতি পর বিদ্যাপীঠে নিম্নলিখিত শিক্ষণীয় বিষয়নিচয়ের অধ্যাপকের আসন-সমূহ সংস্থাপিত হইয়াছে—বিদ্যার্থিগণ আবেদন করুন।

১। সাহিত্যাসন, ২। ঐতিহ্যাসন,
৩। সম্প্রদায়বৈভবাসন, ৪। ভক্তিশাস্ত্রাসন,
৫। তত্ত্বশাস্ত্রাসন, ৬। বেদান্তাসন,
৭। একায়নাসন।

শ্রীনন্দলাল রায় বি, এ, কাব্যতীর্থ, বিদ্যাসাগর,
সম্পাদক—পরবিদ্যাপীঠ, শ্রীধাম মায়াপুর।

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

শ্রীগৌড়ীয়প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৪০৲ চল্লিশ টাকা।

২৭২৪ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে, সপ্তচত্বারিংশ খণ্ডে সূচী ছাপা হইতেছে।

৪৬শ খণ্ড গ্রন্থ নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে ১৫।৵০ সাধারণ পক্ষে ২০৸৶০। প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৵০, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ।৴০।

দশম স্কন্ধ ছাপা হইতেছে। দশম স্কন্ধের ভিক্ষা ১২৲, অগ্রিম সাধারণের পক্ষে ৮৲।

৫০ অধ্যায়পর্য্যন্ত নবম সংখ্যা ছাপা হইয়াছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

"শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত"

সম্পূর্ণ ছাপা শেষ হইয়াছে

আদি, মধ্য, ও অন্ত্যলীলা এবং সূচী ছাপা হইয়া সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছেন। যাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ১০৲ টাকা ভিক্ষার তৃতীয় সংস্করণ ৪৲ টাকায় না পাইয়া অপূর্ব্ব সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের জন্যই দ্বিতীয় ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছেন। সেই ১০৲ টাকার এই বিরাট্ গ্রন্থ নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা পূর্ণ না হওয়া পর্য্যন্ত ৫৲ টাকা ভিক্ষায় দেওয়া হইবে। গ্রাহকগণ সত্বর হউন পরে আর এ সুযোগ দেওয়া হইবে না।

শ্রীচৈতন্য-লীলার ব্যাস আদিকবি

শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র গ্রন্থ ৮৲ স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲ নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪॥০ টাকা

শ্রীচৈতন্য মঠের যাবতীয় গ্রন্থ

কার্য্যাধ্যক্ষ, গ্রন্থ বিভাগ, শ্রীচৈতন্য মঠ
পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া
—অথবা—
শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা
ঠিকানায় পাওয়া যাইবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—ডাকে লইলে শ্রীচৈতন্য মঠের ঠিকানায় লিখিবেন।

উড়িয়া ভাষায় প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

যে সব উৎকলবাসী ভক্তগণ বাংলা পড়িতে জানেন না, তাঁহাদের শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর প্রচারিত পরম উপাদেয় ভক্তি-কথা জানিবার সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে উড়িয়া-ভাষায় নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হইয়াছে। বাংলা গ্রন্থের তুলনায় উড়িয়া গ্রন্থগুলির ভিক্ষাও অপেক্ষাকৃত অল্প।

গ্রন্থের নাম	ভিক্ষা
শ্রীহরিনাম চিন্তামণি, প্রতিখণ্ড	॥০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	১৲
সাধন পথ (শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টক) প্রতিখণ্ড,	।০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	॥০
কল্যাণ কল্পতরু প্রতিখণ্ড	৵০
একত্রে ৩খণ্ড লইলে	।০
গীতাবলী প্রতিখণ্ড	⁄১০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৶১৫
শরণাগতি— প্রতিখণ্ড	⁄০
একত্রে ৩খণ্ড লইলে	৵৫

প্রাপ্তিস্থান { শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ, কটক এবং শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, পুরী

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিম্নলিখিত মঠসমূহে প্রাপ্তব্য:—

১। শ্রীচৈতন্য মঠ,— পোঃ, শ্রীধামমায়াপুর, (নদীয়া)।
২। শ্রীগৌরগদাধর মঠ,—চাঁপাহাটি, সমুদ্রগড় পোঃ, (বৰ্দ্ধমান)।
৩ শ্রীভাগবত আসন,—ভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৪ শ্রীগৌড়ীয় মঠ,—১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড্, কলিকাতা।
৫ শ্রীপুরুষোত্তম মঠ,— পোড়াকুঠী, পুরী,
৬ শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ,—উড়িয়া বাজার, কটক।
৭ শ্রীভাগবত মঠ,—চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।
৮ শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ,—৪নং অগস্ত্যকুণ্ড, কাশী, ইউ, পি।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,—ছাপগাল, বৃন্দাবন, মথুরা, ইউ, পি।
শ্রীপরমহংস মঠ—নিমসার পোঃ, সীতাপুর, ইউ পি।
১১ শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ,—কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল, পাঞ্জাব।
১২ শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠ,—৯০নং নবাবপুর রোড্, ঢাকা।
১৩ শ্রীগদাইগৌরাঙ্গ মঠ,—বালিয়াটি, ঢাকা।
১৪ শ্রীপ্রপন্নাশ্রম,—আমলাযোড়া, রাজবাঁধ পোঃ, বৰ্দ্ধমান।
১৫ শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ,—ডুমুরকোন্দা, চিরকুণ্ডা পোঃ, মানভূম।
১৬ শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয় মঠ,—আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী, উড়িষ্যা।

এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণের নিকটও নদীয়া-প্রকাশ প্রাপ্তব্য।

১। শ্রীযুক্ত জনার্দ্দন ঘোষ—বসু লজ ক্লে রোড, খুলনা
২। শ্রীযুক্ত রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিরত্ন—দেওয়ানগঞ্জ, হলদিবাড়ী কুচবিহার।
শ্রীযুক্ত রামরঞ্জন রায়—৭৬।২নং শ্রীগোপাল মল্লিক লেন, কলিকাতা।
৬। শ্রীযুক্ত অমূল্যকুমার সরকার এম, ডি, ও, ফৈজাবাদ।
৫। মিঃ এন ডি, মুখার্জ্জি—এম, এম, ওয়ার্কস দি মল, কানপুর।
শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী জ্যোতিভূষণ—স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া
৭। শ্রীরাসবিহারী দাস অধিকারী, নবদ্বীপ।
৮। শ্রীবিরাজমোহন দে—মনমোহন প্রেস, নবাবপুর, ঢাকা।
৯। শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ গড়গড়ি বেড়াচাঁপা, ২৪ পরগণা।

অন্যথা না ভজে কৃষ্ণ, দুষ্ট সঙ্গ করে। পুন সেইমত মায়া পাপে ডুবি মরে

শ্রীচৈতন্যমঠের গ্রন্থাবলী

শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুর বিরচিত ভক্তি-গ্রন্থাবলী।

উৎকৃষ্ট কাপড়ে বিলাতী ধরণে বাঁধাই স্বর্ণালঙ্কৃত। চতুর্থ সংস্করণ। বিস্তৃতবিষয়সূচীসহ

জৈবধর্ম্ম

বাঁধাই ২৲ দুই টাকা

প্রকাশিত হইয়াছে

সনাতন ধর্ম্মশাস্ত্র বেদ, বেদান্ত, উপনিষৎ গীতা, শ্রীমদ্ দর্শন, পুরাণ, তন্ত্রাদি সকল গ্রন্থ পাঠ করিবার অবসর অতি অল্প মানবের ঘটিয়া থাকে। অনেকেরই যোগ্যতা না থাকায় সেই সমস্ত গ্রন্থের মর্ম্ম অবগত হইতে পারেন না। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বাঙ্গালীর এই অসুবিধা দূরীকৃত করিবার জন্য এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

বিদ্যালয়ের ছাত্র বা শিক্ষকগণের বিশেষ পাঠ্য, এই হেতু শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টার বাহাদুর ইহা সমস্ত বিদ্যালয়ের জন্য অনুমোদন করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

প্রথম খণ্ড ভিক্ষা—১৲ একটাকা

যুক্তিপূর্ণ শাস্ত্রবাক্য দ্বারা প্রত্যেক মানবের নিত্য কর্ত্তব্য ও অনিত্য সাময়িক কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। গ্রন্থের প্রতি উক্তি সনাতন শাস্ত্রবাক্য দ্বারা সমর্থিত ও প্রমাণিত হইয়াছে। দেহের, মনের ও আত্মার ধর্ম্ম কি? স্বদেশ, সমাজ, নীতি, ধর্ম্ম কি? ইত্যাদি বিষয় ক্রমানুসারে এমন সুন্দরভাবে যুক্তিসংকারে আলোচিত হইয়াছে যে, প্রথম পংক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত পাঠ না করিয়া নিবৃত্ত হওয়া যায় না।

শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ভিক্ষা ৵০

ঐ প্রমাণ খণ্ড ভিক্ষা ৴০

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিহার ও লীলাভূমি নয়টী দ্বীপ-সমন্বিত। এই নয় দ্বীপের প্রাচীন বিবরণ—প্রত্যেক দ্বীপে শ্রীমহাপ্রভুর লীলা—প্রত্যেক দ্বীপের পরিচয়, শ্রীধাম-মাহাত্ম্য—ধামাপরাধ কি? ইত্যাদি বিষয় বিশেষভাবে মনোহর ছন্দে বর্ণিত। পকেট সাইজ প্রায় ১৬০ পৃষ্ঠা।

শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ

উজ্জ্বল ব্রোঞ্জ-রু কালীতে উত্তম কাগজে ছাপা—শ্রীনবদ্বীপধাম দর্শনে ভাবুক দর্শনকারীর কি প্রকার ভাবের উচ্ছ্বাস হয়, তাহা এই গ্রন্থে বর্ণিত। অতি চমৎকার। ভিক্ষা চারি আনা।

সাধকপথ্য

।৵০ দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভুর উপদেশচ্ছলে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিচার অতি সুন্দরভাবে বর্ণিত হইয়াছে। ইহা ছাড়া শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদিষ্ট শিক্ষা ও উপদেশ বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-জগতে অভিনব গ্রন্থ !!

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতি-গ্রন্থাবলী :—

শরণাগতি

পকেট সাইজ
অষ্টম সংস্করণ
ভিক্ষা ৴০ আনা

দেহ ও মনের চেষ্টা অনিত্যবস্তু লইয়া—ইহা যখন জীব বুঝিতে পারে, তখন একমাত্র নিত্যবস্তু শ্রীভগবানের প্রতি তাঁহার কোন জাতীয় আবেগময়ী প্রার্থনা হয় এবং শ্রীভগবানে সর্ব্বান্তঃকরণে নিষ্কপটে কি প্রকারে শরণাপন্ন হইতে হয়, ইত্যাদি বিষয়ক প্রাণস্পর্শী প্রার্থনা ও আত্ম-সমর্পণমূলক গান। তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে।

ভিক্ষা প্রতি খণ্ড ৴০ এক আনা।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা— ৴০, নবদ্বীপশতক— ৴০

অর্থপঞ্চক—৴০

কল্যাণকল্পতরু

পকেট সাইজ
পঞ্চম সংস্করণ
ভিক্ষা ৴১০

আমরা প্রত্যহ নূতন অভাব ও কামনার বশবর্ত্তী হইয়া পুনঃপুনঃ যে অকল্যাণকে কল্যাণ বলিয়া গ্রহণ করি এবং যাহার নিকট কল্যাণ কামনা করি, তিনি যে নিত্য বা যথার্থ কল্যাণ প্রদানে অসমর্থ এবং কোন্ বস্তু আমাদের নিত্য কল্যাণদাতা এবং কি ভাবে আমরা সেই কল্যাণলাভে সমর্থ হইব, এই সকল কথা সরল গানে লিখিত। এই গীতিগ্রন্থ বাস্তবিকই কল্যাণের কল্পতরু; ইনি প্রত্যেককে নিত্যকল্যাণ প্রদানে

শ্রীল চক্রবর্ত্তি-ঠাকুরের টীকা সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠাকুর কৃত টীকা ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কৃত বঙ্গানুবাদ। টীকাকারের জীবনী, শ্লোক-সূচি, বিষয়সূচি প্রভৃতি বহু প্রয়োজনীয় বিষয় সংবলিত প্রায় ৪২৫ পৃষ্ঠা। উৎকৃষ্ট সিল্কে বাঁধাই ২৲ **দুই টাকা, কাগজে বাঁধা ১॥০**

শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ-কৃত ভাষ্য সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

কাগজ ও ছাপা উৎকৃষ্ট। সিল্কে বাঁধাই, সোণার জলে নাম লেখা রাজসংস্করণ ২৲ টাকা, সাধারণ সংস্করণ ১॥০, গৌড়ীয়ের গ্রাহকপক্ষে ১।০

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি (সার্ব্বভৌমকোষগ্রন্থ

বিষয়:—১। ভক্তিশাস্ত্রে ব্যবহৃত শব্দাবলীর অর্থ, ২। চারি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের চরিত্র, ৩। বিষ্ণুবৈষ্ণবসম্পর্কিত শ্রীমন্দির ও শ্রীবিগ্রহের বিবরণ, ৪। বৈষ্ণবগ্রন্থ ও প্রবন্ধ-সমূহের তাৎপর্য্য ও বিবরণ, ৫। বিষয় বিশেষের লৌকিক ও শাস্ত্রীয় আকরমূলে যাবতীয় তথ্য। চারিখণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ১ম খণ্ড ৸১০, ২য় খণ্ড ৸৵০, ৩য় খণ্ড ৸০, ৪র্থ খণ্ড ॥৵০, চারিখণ্ড একত্রে ৩৲ (৫ম খণ্ড যন্ত্রস্থ)।

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ—১ম খণ্ড ১৲ এক টাকা ২য় খণ্ড ১৲ এক টাকা—শ্রীমদ্ভাগবতের গ্রাহক ও গৌড়ীয় গ্রাহকগণ ১।০ টাকায় **দুইখণ্ড** পাইবেন। বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমজ্জীব গোস্বামিপাদের রচিত গ্রন্থ। ইহাই ষট্সন্দর্ভের অধিক প্রয়োজনীয় অংশ। প্রতি খণ্ড ডবল ক্রাউন ৮ পেজীর ৯৬ পৃষ্ঠা আকারে মুদ্রিত হইতেছে।

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য সঙ্কলিত

সদাচারস্মৃতিঃ

ভিক্ষা ৴০ মাত্র

নীলাম ইস্তাহার

জেলা নদীয়া, মোকাম কৃষ্ণনগর

মুন্সেফী দ্বিতীয় আদালত

নীলামের দিন ৮ই নভেম্বর,

(৬০)

১৬৯ খাংজারী ২৯ দাবী ১০৩৸০

ডিঃ শ্রীমতী রাসমোহিনী দেবী দিং সাং পাথুরী, থানা চাপড়া

দেঃ শ্রীমোজাহর সেখ—সাং পাথুরী, থানা চাপড়া

জেলা নদীয়া কালেক্টরীর ২৪৬২ নং তৌজি পং বাগোয়ানের অন্তর্গত মৌজে পাথুরী সেঃ ৮১৯নং খতিয়ানভুক্ত ৬ একর ওটবন্দী জমি মধ্যে আট আনা অংশ মূল্য আঃ ৭০৲ টাকা

[এই ইস্তাহারটী ৪র্থ খণ্ড ১৮৯ সংখ্যা নদীয়া-প্রকাশে প্রকাশিত হইয়াছিল কিন্তু তাহাতে মোকদ্দমার নং ১৬৯।২৯ স্থানে ভুলক্রমে ১০৭।২৯ ছাপা হইয়াছিল]

(১১৫)

৫৭১ খাংজারী ২৯ দাবী ৯৩৮.৬ পাই

ডিঃ শ্রীমতী নাজেমা খাতুন দিং—সাং ও থানা পাণ্ডুয়া, জেলা হুগলী

দেঃ শ্রীকানাই লাল সিং—দিং সাং শোনাডাঙ্গা, থানা নাকাশীপাড়া

জেলা নদীয়া কালেক্টরীর এলেকায় তরফ মুক্তাপুরের অন্তঃপাতী ডিহি পীরপুর ৪২৩৬ নং তৌজিভুক্ত মহাল ডিহি পীরপুরের মধ্যে থানা দামুরহুদা এলেকায় মৌজে কানাইনগর হুদাপাড়া, বীরপুর, শিবচন্দ্রপুর বেড়গাছি ও থানা চাপড়া এলেকায় মৌজে ফুলবাড়ী কাদাঘাটা, মহেশপুর ও থানা গাংনীর এলেকায় মৌজে পাথরপুর ইত্যাদি চৌদ্দ মৌজার বকম ৫দ অংশের দেনদারগণের ডিক্রিদারগণের অধীনে যে ১৪৬৸৶১০ টাকার খাজনা ও ৩৯॥৴০ সেস্ পত্তনি জমা তাহার মূল্য আঃ ৫০

(১১৬)

৭৩৭ খাংজারী ২৯ দাবী ২৭৸৶৩

ডিঃ শ্রীশিবেন্দ্রনাথ সিংহ রায় সাং ও থানা নাকাশীপাড়া

দেঃ শ্রীকুড়ান সেখ—সাং বিক্রমপুর, থানা নাকাশীপাড়া

জেলা নদীয়া কলেক্টরীর ৩৭১নং তৌজি মহাল থানা নাকাশীপাড়ার সামিল মৌজে বিক্রমপুর মধ্যে ডিক্রিদার সেরেস্তার দেনদার ওটবন্দী সূত্রে যে জমি চাষ আবাদ দ্বারা দখল করে তাহার ষোল আনা রকম দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ১৫৲। খতিয়ান নং ২৯২, মোট জমি ৭৪ শতক

(১১৭)

৭৭৯ খাংজারী ২৯ দাবী ২০৭৸৶৬

ডিঃ শ্রীক্ষেত্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় দিং সাং ঘুর্ণী, থানা কুতোয়ালী

দেঃ শ্রীশুকলাল মণ্ডল দিং সাং জয়পুর থানা ইসলামী সদরে: কৃষ্ণনগর থানা হাঁসখালী মৌজে জয়পুরগ্রামে ডিক্রিদারগণের সেরেস্তার মৃত ভোলাই মণ্ডল ও শ্রীশুকলাল মণ্ডলের নামে সেঃ ১০৯০নং খতিয়ানে ৫৫/১০ জমির কাত শালিয়ানা ৩১৲ টাকার রায়তি মকররী জমা মূল্য আঃ ১০০৲

ভ্রম-সংশোধন

৪র্থ খণ্ড ১৯০ সংখ্যা নদীয়া-প্রকাশে ৬ পৃষ্ঠায় দ্বিতীয় কলমে প্রকাশিত ১১৯২ খাংজারী ২৯ ও ১০২৮ খাংজারী ২৯ ইস্তাহারদ্বয় ৯ই ডিসেম্বরে নীলাম হইবে। ভুলক্রমে এই ইস্তাহার দুইটী ৮ই নভেম্বরের নীলাম ইস্তাহারের তালিকায় প্রকাশিত হইয়াছে।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (প্রাচীন নবদ্বীপ) নদীয়া।

পর-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

এখানে আহার এবং বাসস্থান দিয়া বিদ্যার্থিগণকে বিভিন্ন শিক্ষণীয় বিষয় শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। অনেক ছাত্র ইতোমধ্যেই আসিয়া পাঠ আরম্ভ করিয়াছেন। বর্তমান বর্ষে সকল ছাত্রই গবর্ণমেন্ট সংস্কৃত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন!

প্রধান অধ্যাপক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রচন্দ্র কাব্য ব্যাকরণ-সাংখ্য-বেদান্ত-ষড়দর্শন-তীর্থ, সাংখ্যভূষণ, বেদান্তরত্ন, সাহিত্যশাস্ত্রী, সুদর্শনবাচস্পতি।

অধ্যাপক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গৌরদাস ব্রহ্মচারী ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীধাম মায়াপুর পরবিদ্যাপীঠ, (নদীয়া)

বেদনাঞ্জন

শ্রেষ্ঠরত্ন।

কলিকাতা কংগ্রেস একজিবিসন হইতে বহু প্রশংসা প্রাপ্ত ও বহু গণ্যমান্য ভদ্রমহোদয়গণ কর্তৃক প্রশংসিত।

আজকাল বাজার-চলন মিশ্রিত ও বিষাক্ত আহার্য্য সেবনে শরীরের রক্ত স্বতঃই দোষিত হইয়া পড়িতেছে। সকল মানব-দেহের শ্রেষ্ঠ উপাদান, এই রক্ত দোষিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মানব বাত, বেদনা, মাথাধরা, মাথা-ঘোরা, দৃষ্টিশক্তির হ্রাস, দাঁতের গোড়া ফুলা, দাঁত কনকনানি, দাঁতে পোকা এবং খোস, চুলকানি প্রভৃতি কষ্টদায়ক চর্ম্মরোগে আক্রান্ত হইতেছে। যদি আপনি একান্তই ব্যাধিমুক্ত হইতে চান, তাহা হইলে অযথা পয়সার অপব্যয় না করিয়া অল্প ব্যয়ে এক শিশি **বেদনাঞ্জন** ক্রয় করিয়া ইহার কার্য্যকারী-শক্তি উপলব্ধি করুন। গুণের তুলনায় মূল্য অত্যল্প। এক শিশি ।৶০ আনা মাত্র মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান- এ, সি, চাটার্জ্জী এণ্ড ব্রাদার্স।

৪৫নং হলকাট লেন, সালিকা হাওড়া।

সকল মণিহারী দোকানে ও বড় বড় ডাক্তার খানায় পাওয়া যায়।

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

যদিও অদ্যাপি প্রকৃত মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য, তথাপি যাঁহারা নানাবিধ অনিয়মিত উপায়ে অপরিমিত শক্তি নষ্ট করিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন এবং নানা প্রকার মেহ, প্রমেহ ধাতুদৌর্ব্বল্য, স্নায়বিক দুর্ব্বলতা, বহুমূত্র, দুঃস্বপ্ন, পারদ-সংক্রান্ত পীড়া, অর্শ এবং স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে যাহারা বাধক, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, সূতিকা, শ্বেত ও রক্তপ্রদর, হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি রোগে ভুগিয়া জীবনে নিরাশ হইয়াছেন, তাঁহারা আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটান সাহেবের আবিষ্কৃত **ইলেক্ট্রিক সলিউসন** ব্যবহার করিয়া বাঁচিতে পারেন, তাহার শত সহস্র প্রমাণ প্রতি বৎসরেই পাওয়া যাইতেছে। যাঁহারা অন্যান্য বহুবিধ ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরোগ্য হইতে পারেন নাই, তাঁহারা একবার এই ঔষধটী ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক মাসের ব্যবহারোপযোগী এক শিশি ঔষধ ডাকমাশুল সহ ২॥০ টাকা মাত্র।

সোল এজেণ্ট—ডাঃ ডি, ডি, হাজরা।

ফতেপুর, গার্ডেনরিচ পোষ্ট, কলিকাতা।

ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম,এ, এফ সি এস (লণ্ডন)

ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক

(প্রফেসার)

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ বিশুদ্ধ ও শাস্ত্রমতে নিজ তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হয়। পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ক্যাটালগ পাঠান হয়। রোগের বিবরণ জানাইলে যত্নপূর্ব্বক ব্যবস্থা দেওয়া হয়। চিঠি পত্রাদি সম্পূর্ণরূপে গোপন রাখা হয়।

মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দুর)

(বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৪৲ টাকা

উৎকৃষ্ট স্বর্ণ, পারদ ও আমলাসার গন্ধক দ্বারা যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। নিত্য প্রয়োজনীয় সর্ব্বরোগনাশক মহৌষধ।

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৩৲ টাকা

উৎকৃষ্ট কাশীর আমলকী, বংশলোচন প্রভৃতি যাবতীয় উপাদানে পূর্ণ মাত্রায় যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। কফ, কাসি, সর্দ্দি, যক্ষ্মা, ক্ষয়রোগ, হৃদরোগ প্রভৃতি রোগের মহৌষধ। সর্ব্বপ্রকার দুর্ব্বলতা নাশক অতিশয় পুষ্টিকর মহৌষধ বা খাদ্য বিশেষ।

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬৲ টাকা

ইহা সেবনে ধাতুদৌর্ব্বল্য, শুক্রহীনতা, স্বপ্নদোষ, প্রমেহ ও ধ্বজভঙ্গ সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায়। ইহা অপরিসীম আনন্দদায়ক রসায়ন।

অবলাবান্ধব যোগ

প্রদর, বাধক প্রভৃতি জরায়ুদোষ ও যোনিগত দুরারোগ্য রোগের মহৌষধ

মূল্য—১৬ মাত্রা ২৲ টাকা। ৫০ মাত্রা ৫৲ টাকা মাত্র

বিশুদ্ধ জল! ভয় নাই! বিশুদ্ধ জল!!

লক্ষ্মী টিউব-ওয়েল কোং

২০৫নং নবাবপুর, ঢাকা

বর্ত্তমান-যুগের নব-আবিষ্কৃত যন্ত্রপাতি দ্বারা উন্নত বৈজ্ঞানিক-খনন-প্রণালীতে নলকূপ (*Tube-well*) নির্ম্মাণ করা হয়। বঙ্গের লাট বাহাদুর, প্রাইভেট সেক্রেটারী, জিলা-ম্যাজিষ্ট্রেট, জিলা-বোর্ডের চেয়ারম্যান, ইঞ্জিনিয়ার, জমিদার, তালুকদার, প্রভৃতি সম্রান্ত ভদ্রমহোদয়গণ এই কোম্পানীর কার্য্য দেখিয়া প্রশংসা করিয়াছেন। রাসায়নিক পরীক্ষায় জল বিশুদ্ধ না হইলে মূল্য গৃহীত হয় না। বিস্তৃত বিবরণের জন্য পত্র লিখুন।

বিনামূল্যে **বিনামূল্যে**

বিতরিত

স্বাস্থ্যের সার "কামশাস্ত্র" গ্রন্থখানি চৌদ্দ লক্ষের উপরে বিতরিত হইয়াছে। উহা পাঠে মানবের পরিণাম ফলাফল জানা যায়।

এই পুস্তক যিনি লিখিয়াছেন, তিনিই "আতঙ্কনিগ্রহ বটিকা"র আবিষ্কর্ত্তা। এই বটিকা দুর্ব্বলকে সবল করে এবং সবল ব্যক্তিকে অটুট ও অক্ষয় রাখে। বত্রিশ বটিকা পূর্ণ প্রতি কৌটার মূল্য ১৲ টাকা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান :—আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়।

১১৪নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মনোমোহন প্রেস

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা

পূর্ব্ব-বাঙ্গালায় সুলভে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত

বৈদ্যুতিক মেশিনে দিবারাত্র কাজ চলিতেছে

বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা।

শ্রীমায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে- শ্রীবিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

স্থানীয় • সংস্করণ

Registered No. C 1544

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র।

৪র্থ খণ্ড] সম্পাদক—প্রত্নবিদ্যালঙ্কার শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী [১৯৯ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্য মঠ, শ্রীধাম মায়াপুর—১১ই কার্ত্তিক সোমবার ১৩৩৬, ২৮শে অক্টোবর ১৯২৯

বিজ্ঞাপনের হার

প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অৰ্দ্ধ কলম ৩॥০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়।

বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৵৫

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থাবলী

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—শ্লোক সূচী, বিষয়-সূচী প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত। ভিক্ষা, প্রতি খণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৶০ গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশ গ্রাহক পক্ষে ৵০
২। ভাষ্য-সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ) ৫৲
৩। গৌড়ীয়-গৌরব ৶০
৪। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।০
৫। ভজনরহস্য ॥০
৬। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
" " " আবাঁধা ৸০
৭। গীতা (শ্রীবলদেবভাষ্যসহ) বাঁধা ২৲ আবাঁধা ১॥০
৮। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি-টীকা সহ) বাঁধা ২৲ আবাঁধা ১॥০
গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ॥০
৯। মুক্তিমল্লিকা শুদ্ধসেবভঃ সানুবাদ ২৲
১০। বেদান্তস্যমন্তক সানুবাদ ॥০
১১। জৈবধর্ম্ম ২৲
১২। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৩। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৪। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ৷৵০
১৫। দীপ-দিগ্দর্শন ৵০
১৬। সাধনপথ (৩য় সংস্করণ) ৷৵০
১৭। আচার ও আচার্য্য ৵০
১৮। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
১৯। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৵০
২০। শ্রীনবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
২১। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য (প্রমাণখণ্ড) ৶০
২২। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ৵০
২৩। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা দর্পণ ।০
২৪। শরণাগতি, গীতাবলী, সাধনকণ, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, নবদ্বীপশতক, অর্থপঞ্চক ও সদাচারস্মৃতিঃ মোট ৷৶০
২৫। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ও অর্চ্চনকণ ৵০
২৬। সাধককণ্ঠমণি ।০
২৭। সংস্কার-দীপিকা ।০
২৮। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড) ৩৲
২৯। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্
৩০। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা
৩১। মণিমঞ্জরী সানুবাদ
৩২। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৩৩। শ্রীচৈতন্যভাগবত (বিরাট্ দ্বিতীয় সংস্করণ) ৫৲

এতদ্ব্যতীত বৈষ্ণব-ধর্ম্মের কয়েকখানি ইংরাজি ধর্ম্ম গ্রন্থ আছে, পত্র পাঠাইলে ডাকযোগে ক্যাটলগ পাঠান হয়।

প্রাপ্তিস্থান ঃ—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

২। শ্রীগৌড়ীয় মঠ—১নং উল্টাডিঙ্গি জংসনরোড কলিকাতা।
৩। শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠ—৯০নং নবাবপুররোড, ঢাকা
৪। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ—উড়িয়াবাজার, কটক
৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ—পোড়াকুঠা, পুরী
৬। শ্রীসনাতনগৌড়ীয় মঠ—৪নং জঙ্গমবাড়ী(?) জীবনপুরা, কাশী
৭। শ্রীগৌড়ীয় মঠ দিল্লী কার্য্যালয়, ১০১ হনুমানরোড, নিউদিল্লী।
৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ—ছীপিগলি, বৃন্দাবন।
৯। শ্রীভাগবত প্রেস, গোয়াড়ী—কৃষ্ণনগর।
১০। শ্রীএকায়ন মঠ, হাইষ্ট্রীট, কৃষ্ণনগর।

নানা কথা

সংক্ষিপ্ত নবদ্বীপ পঞ্জিকা

১০ দামোদর ১১ কার্ত্তিক ২৮ অক্টোবর সোমবার সপ্তমী দণ্ড ৩৬ পল ৫।২২ কৃষ্ণৈকাদশী রা ৮।৪৪ পূর্ব্বফল্গুনী বা ২।১৫ ঐন্দ্রযোগ সন্ধ্যা ৫।৫৯ ববকরণ **শ্রীশারদা একাদশীর উপবাস।**

১১ দামোদর ১২ কার্ত্তিক অক্টোবর মঙ্গল দ্বাদশী দণ্ড ৩৭ প ৫।২১ কৃষ্ণদ্বাদশী রা ৭।১৪ উত্তরফল্গুনী অবাক্তে বা ১।৫০ বৈধৃতিযোগ দি ৩৩৩ কৌলবকরণ। **শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুরের তিরোভাব।** দিবা ৯।৫১ মধ্যে একাদশীর পারণ।

নৈসর্গিক দুর্য্যোগ সংবাদ

ঢাকার জ্যোতিষ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রাধা বিনোদ জ্যোতিষার্ণব আমাদিগকে জানাইতেছেন—

"বর্ত্তমান কার্ত্তিক মাসের প্রথম সপ্তাহের পরে তুলা রাশিতে (৫টী) পাঁচটী গ্রহ—রবি, চন্দ্র, মঙ্গল, বুধ ও কেতু সম্মিলিত হইবে; মঙ্গলগ্রহটী এক সময়ে একত্র ভাবে বৃহস্পতির প্রতি পূর্ণ দৃষ্টি করিতেছে, পক্ষান্তরে মঙ্গল, কার্ত্তিক মাসের প্রায় শেষভাগে বৃশ্চিক রাশিতে গমন করিলে বৃহস্পতি ও মঙ্গলের পরস্পর দৃষ্টি সম্বন্ধ হইবে।

ফলে প্রবল ঝটিকা, জলপ্লাবন, ভূকম্প, অগ্নিদাহ প্রভৃতি দ্বারা বহু লোকক্ষয়, গৃহপালিত পশুর নাশ ইত্যাদি।

সময়—অক্টোবরের ২৪শে তাং হইতে নভেম্বরের প্রথমার্দ্ধ।

ঐ সময়ে বঙ্গোপসাগর, প্রশান্ত মহাসাগর ও ভারত মহাসাগর তীরবর্ত্তী স্থানসমূহ হইতে ঝটিকা উদ্ভব হইয়া উত্তর ও উত্তরপশ্চিমাভিমুখে ধাবিত হইবে।

২০ হাজার টাকার চোরাই কোকেন আবিষ্কার

পেশোয়ার, ২৩শে অক্টোবরের সংবাদে প্রকাশ, কলিকাতা হইতে আগত ফকির মহম্মদ নামক এক ব্যক্তির নিকট পেশোয়ার ক্যান্টনমেন্ট রেলষ্টেশনে ২ শত ৭১ তোলা কোকেন পাওয়া যায়। উহার দাম প্রায় ২০ হাজার টাকা হইবে।

সর্দ্দার বিবাহ বিল

সর্দ্দার বিবাহ বিল পাশ হইবার নাম শুনিয়া অনেক তরুণ তরুণীর খুব ফূর্ত্তি বাড়িয়া গিয়াছে সত্য, কিন্তু একটা প্রাচীন সামাজিক হিন্দুপ্রথার অন্দর মহলে রাজনীতি ঢুকান হইল, ইহাতে অনেকেই মর্ম্মাহত। ভারতবাসী ব্রাহ্ম, খৃষ্টান প্রভৃতি ধর্ম্মাবলম্বিগণ চতুর্দ্দশ বর্ষাতিক্রমে অভ্যস্ত হইলেও অসংখ্য হিন্দু জনসাধারণের উপর তাঁহাদের নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও এইরূপ একটী আইন বল-পূর্ব্বক প্রচলিত করা কত দূর সঙ্গত হইতেছে, তাহা তরুণ তরুণীর পক্ষপাতি দল বুঝিয়া উঠিতে পারিবেন না, কিন্তু ধর্ম্মভীরু বৃদ্ধ বৃদ্ধার দল প্রাচীন হিন্দু ধর্ম্মনাশ আশঙ্কা করিয়া ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছেন। তরুণগণ প্রাচীনকে 'ওল্ডফুল' বলিয়া উড়াইয়া দিলেও প্রাচীনেরা একালের চঞ্চলচিত্তের গতি ও পরিণাম অবগত আছেন। সন্তানের দৌর্ব্বল্যের কারণ বাল্যবিবাহ এ ধারণাটীই একেবারে নির্ভুল তাহা তরুণদিগের মস্তকে কে প্রবেশ করাইয়া দিল?

মন্দির-পতনে লোক জখম

২৩শে অক্টোবর অপরাহ্ণে মেদিনীপুর সহরের কর্ণেলগোলা অঞ্চলে মদনমোহনের মন্দিরটি হঠাৎ ভাঙ্গিয়া পড়িয়া গিয়াছে। বিরাট মন্দিরটি ভাঙ্গিয়া ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুত অশ্বিনীকুমার মৈত্রের রান্নাঘরের উপর পড়ে। ফলে সে ঘরটিও ভাঙ্গিয়া যায় এবং অশ্বিনী বাবুর শাশুড়ী ঘরের মধ্যে চাপা পড়েন। তাড়াতাড়ি অবস্থা কিছু মাটী ঠিকে ভগ্নস্তূপের মধ্য হইতে উদ্ধার করা সম্ভব হইয়াছে। তাঁহাকে তখনই হাসপাতালে পাঠাইয়া দেওয়া হয়। এখন তাঁহার অবস্থা আশাজনক বলিয়া বোধ হইতেছে।

ইটালী যুবরাজের প্রতি গুলী

লক্ষ্য ভ্রষ্ট

আততায়ী গ্রেপ্তার

প্রকাশ, ইটালীর যুবরাজ যখন কোনও অজ্ঞাতনামা সৈনিকের সমাধির উপর পুষ্পমাল্য অর্পণ করিতেছিলেন, তখন এক ব্যক্তি তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া গুলী ছোড়ে। সুখের বিষয় গুলী তাঁহার শরীরে লাগে নাই। আততায়ী ধৃত হইয়াছে। তাহার নাম ফার্ণান্দো ডিরোসা। সে ইটালীর অন্তর্গত মিলানের অধিবাসী এবং ২১ বৎসর বয়স্ক ছাত্র। গত ২৪শে অক্টোবর রাত্রে সে প্যারিস হইতে ক্রসেলসে উপস্থিত হইয়াছিল। সে পুলিসের নিকট বলিয়াছে যে, সে ফ্যাসিবাদস্বরূপ উক্ত দলকে বন্দুক ছুড়িতে চাহিয়াছিল।

রাজদ্রোহ মামলায় সুভাষ বসুর জন্য গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বাহির

আদালতে চাঞ্চল্য

বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর প্রেসিডেন্ট শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসু এবং সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত কিরণশঙ্কর রায়, বড়বাজার কংগ্রেস কমিটীর প্রেসিডেন্ট ডাক্তার জে, এম, দাশগুপ্ত এবং সেক্রেটারী শ্রীযুত পুরুষোত্তম রায়, শ্রীযুত পি, কে, বসু এম, এল, সি, এবং অন্য ৮ জনের বিরুদ্ধে নির্য্যাতিত রাজবন্দী দিবস উপলক্ষে ভবানীপুর শোভাযাত্রা সম্পর্কে দণ্ডবিধির ১২৪ক এবং ১২০খ ধারা অনুসারে যে মামলা রুজু করা হইয়াছে, গত ২৪শে অক্টোবর বৃহস্পতিবারে আলিপুরের অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুত কে এন, মুখোপাধ্যায়ের আদালতে সেই মামলার এক দফা শুনানী হয়। সরকারী উকীল শ্রীযুত এন, এন, বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুত এন, সি, মুখোপাধ্যায় এবং শ্রীযুত গুণেশচন্দ্র সেন এই মামলায় সরকারপক্ষ সমর্থন করেন।

ব্যারিষ্টার শ্রীযুত বি, সি চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুত কে, এন, দাসগুপ্ত, এডভোকেট শ্রীযুত পি, এন, বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুত এন, এন, বসু, শচীন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অন্য কয়েক জন উকীল আসামীদিগের পক্ষ সমর্থন করেন। শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসু গত ২৪শে অক্টোবর আদালতে অনুপস্থিত থাকায় সরকারী উকিল তাঁহার বিরুদ্ধে জামীনের অযোগ্য গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারী করিবার প্রার্থনা করিলে ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহার নামে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারির করিবার রায় প্রকাশ করেন এবং তাঁহার বা ৫০০ জামীনে মুক্ত থাকিবার অধিকার দান কেন নাকচ করা হইবে না, তাহার কারণ প্রদর্শন করিতে বলেন। ২৮শে অক্টোবর পর্য্যন্ত মামলা মুলতুবী আছে।

সম্পাদকের বিপদ

মুলতান, ২০শে অক্টোবরের সংবাদে প্রকাশ, "হাকিকত" নামক একখানি উর্দ্দু সাপ্তাহিক কাগজের সম্পাদক, মুদ্রাকর ও প্রকাশক মিঃ এন, সুখানন্দ ভারতীয় দণ্ডবিধির ২৯২ ধারা অনুসারে স্থানীয় অতিরিক্ত জিলা ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে অভিযুক্ত হইয়াছেন। এই মামলার এক দফা শুনানী হইয়া গিয়াছে। প্রকাশ, কাগজে দুইটী অশ্লীল বিজ্ঞাপন বাহির হইয়াছিল বলিয়া এই মামলা রুজু হইয়াছে।

ভারতের শিক্ষা

গত ৮ই কার্ত্তিক শুক্রবার তারিখের বসুমতী পত্রিকায় দেখা গেল—ইংলণ্ডের ফোকষ্টোন নামক স্থানে একটী বিদ্যালয়ের পুরস্কার বিতরণী সভায় লর্ড বার্ণহাম স্বয়ং বক্তৃতা-প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—"ভারতবর্ষের মত একটা বিরাট দেশে শিক্ষাদান ও শিক্ষা গ্রহণের একমাত্র উদ্দেশ্য কেরাণী গিরি—এক কথায় গোলামী। এই প্রকার শিক্ষা বিস্তারই ভারতের অর্দ্ধেক দুর্দ্দশার কারণ।"

শুধু লর্ড বার্ণহাম বলিলেন কেন, আমরা এদেশের সকলেই তাহা বলিয়া থাকি, মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিয়া থাকি যে, ধর্ম্মক্ষেত্র ধর্ম্মপ্রাণ ভারতের বিদ্যালয়গুলি হইতে যেদিন গীতা-ভাগবতাদি-ধর্ম্মশাস্ত্রালোচনা উঠিয়া গিয়াছে, সেদিন হইতে ভারত ভুলিয়াছে—ভগবদ্-ভজনই মানুষের মনুষ্যত্ব, ভজনহীন মানব পশুরও অধম, সেই দিন হইতেই ভারতের ভাগ্যাকাশ ঘোর ঘনঘটাচ্ছন্ন হইয়াছে, ভারতে আত্মধর্ম্মের পরিবর্ত্তে অনাত্মধর্ম্মের তাণ্ডবনাট্য আরম্ভ হইয়াছে। সেদিন হইতে ভারত উপনিষদুক্ত পরা ও অপরা বিদ্যা কাহাকে বলে, তাহা শ্রবণবিরত হইয়া অপরা বিদ্যার মনোমোহিনী মূর্ত্তির রূপমোহে আকৃষ্ট হইয়াছে, সেদিন হইতে ভারত ভগবানের গোলাম না হইয়া কতকগুলি ভগবদ্ বহির্ম্মুখ লোকের গোলাম হইয়া পড়িয়াছে, তাহাদের গোলামীতে হৃদ্গত হইবার জন্য লালায়িত হইয়াছে। বৈদিক আত্মধর্ম্মে শিক্ষিত ও দীক্ষিত না হইয়া ভারত অবৈদিক অনাত্ম যে শিক্ষা দীক্ষা পাইতেছে, তাই ভারতে নানা অবৈদিক ধর্ম্মই প্রবল হইয়া পড়িতেছে। ভারতের শিক্ষাদীক্ষাগার আজ অনাত্মার গোলামখানা বা গোলাম ফ্যাক্টরী হইয়া পড়িয়াছে। ভগবানের গোলাম হইতে না শিখিলে ভারতের ভগবদ্ বহির্ম্মুখ জীবগণের গোলামী করিতে করিতেই জীবন কাটিয়া যাইবে। তাই বলি, ভারত! বেদ ও উপনিষদের কথা শুন—উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।

কৃত্রিম রামদাসের পরিণাম

অমৃতসরের খবরে প্রকাশ, অমৃতসর জিলার অন্তর্গত চামিয়ারি গ্রামে বিগত দশহরা উৎসব দিবসে এক ব্যক্তি সর্ব্বশরীর তুলায় আচ্ছাদিত করিয়া হনুমান সাজিয়া কৌতুক করিতেছিল। বাঙ্গচ্ছলে লঙ্কা দগ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে উহার কৃত্রিম লেজে আগুন ধরাইয়া দেওয়া হয়। ফলে ঐ লোকটি দগ্ধ হইয়া মারা গিয়াছে। পুলিস ঘটনার অনুসন্ধান করিতেছে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১১ই কার্ত্তিক সোমবার— ১৩৩৬

ঢাকা-প্রসঙ্গ

(গত ১লা কার্ত্তিক শুক্রবার ঢাকা মাধ্বগৌড়ীয়মঠে শ্রীশ্রীমুরারিগুপ্তের অপ্রকট মহোৎসব উপলক্ষ্যে ভারতী মহারাজের প্রদত্ত বক্তৃতার সারাংশ) ।

ভগবান্ ব্রজেন্দ্রনন্দন ভক্ত-ভাবাঙ্গীকার করিয়া ভক্ত-সেবাই জীবের একমাত্র কৃত্য জানাইয়াছেন। ভক্ত, ভগবান ব্যতীত অন্য কিছুই জানেন না এবং ভগবান্ও ভক্ত ব্যতীত অন্য কিছুই জানেন না।

আরাধ্য ভগবানের আরাধকের লীলাই আচার-লীলা। আচার্য্য দেব স্বয়ং আচার করিয়া অনুগতজনগণকে ভক্ত ভগবানের সেবা-সৌভাগ্যে শিক্ষিত করেন। আচার্য্য না থাকিলে ভগবানের এই কথা না থাকিলে আচার্যলীলা হইতে ভগবানের সেবা পাওয়া নিত্য [illegible] জীবগণের পক্ষে অসম্ভব।

আজ ভক্তপ্রবর শ্রীমুরারিগুপ্তের অপ্রকট তিথি। শ্রীমুরারি ভগবানের [illegible] ও [illegible] যেমন [illegible] বৈষ্ণবের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

আজ এই তিথি [illegible] নিকট যে [illegible] আছেন। [illegible] এই তিথি আরাধনার নিযুক্ত করিয়াছেন। [illegible] নিত্য সার্ব্বকালীন নহে, [illegible]। আজ এই শুভবাসরে শ্রীমুরারিগুপ্তের অলৌকিক [illegible] এবং [illegible] ভগবান্ মুরারির আরাধনা।

ভক্তের মুখেই [illegible] ভগবানের লীলাকথা শ্রবণ করিতে হয়। আবার ভক্তসঙ্গেই ভগবদ্ভজনের কথা অনুশীলন করিতে হয়। ভক্তগণ স্বভাবতঃই নিজ গুরুবর্গের কথা আলোচনা করিয়া থাকেন। আবার ভগবান্ও ভূলোকে অবতীর্ণ হইয়া ভক্ত-চরিত্রালোচনা-মুখে ভবসিন্ধু-নিমগ্ন জনগণকে ভবসংসারের পর পারে যাইবার একমাত্র অর্ণবপোত, ভক্তপাদপদ্ম আশ্রয় নির্দ্দেশ করেন। আমরা আজ শ্রীগৌরভগবানের মুখে গৌরলীলায় শ্রীল মুরারিগুপ্তের গুণ কথা শ্রবণ করিব।

মহাপ্রভু-সার শ্রীমন্মহাপ্রভু মুরারির সেবায় মুগ্ধ হইয়া বলিতেছেন—

ডাকি বলে বিশ্বম্ভর আরে বাপ।
পাপবিলা তোরে গোড়াইল সীতা চোর॥
তুমি শ্রীল প্রভৌ পুড়ি দৈলে বংশক্ষয়।
সেই প্রভু আমি তোরে দিল পরিচয়॥
উঠ উঠ মুরারি আমার তুমি প্রাণ।
আমি সেই রাঘবেন্দ্র, তুমি হনুমান॥
সুমিত্রা-নন্দন দেখ তোমার জীবন।
যারে জীয়াইলে আনি গন্ধমাদন॥
জানকীর চরণে করহ নমস্কার।
যার দুঃখে দেখি তুমি কান্দিলা অপার॥

আজ শ্রীভগবান নিজের [illegible] গোপন করিয়া পরম প্রেষ্ঠ শ্রীসীতা-রাম [illegible] [illegible] হইয়া জগতে [illegible] রামনামের ভজন জানাইতে আসিয়াছেন। আজ সেই [illegible] গুপ্তের নিকট নিজের [illegible] [illegible] গোপন রাখিতে পারেন নাই। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] তোমার চরণে কোটি কোটি নমস্কার।

[illegible] আবার বলিলেন,—মুরারি! তোমার [illegible] বর মাগহ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] প্রভুপ্রেমে [illegible] বলিলেন—

……………[illegible] আর নাহি চাই।
[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] নহে মোর।
[illegible] [illegible] [illegible]
জন্ম জন্ম তোমার [illegible] প্রভু দাস।
[illegible] মোর বাস॥
তুমি প্রভু মুখ [illegible] নাহি মনে।
[illegible] প্রভু না ফেলিহ দূরে॥
[illegible] মুরারি। আর আরা-ধকের আর কিছুই প্রার্থনীয় নহে, ইহাই তুমি আমাদিগকে জানাইলে। গুরু বৈষ্ণব ঠাকুর প্রভুর নিকট ভুক্তোর নিষ্ক-পট-সেবা-বাঞ্ছা যে বণিক-বুদ্ধি নাই, তোমার চিত্ত চিরন্তন জগতে চেতনা আনাইল।

শ্রীমন্মহাপ্রভু গুপ্ত প্রভুকে এই প্রার্থিত বরদানে কেবলমাত্র সন্তুষ্ট হন নাই, অধিকন্তু গুপ্তের গুপ্ত ভজন-নিষ্ঠা ভজনার্থীদের ভজনোন্নতির জন্য ভজনীয় হইয়াও রাখ করিয়াছেন। যে কালে ব্রজেন্দ্রনন্দন মহাপ্রভু রাধেশ্বর কুমারের মধুর চরিত্র এবং মধুর বিলাস মুরারির নিকট বর্ণনা করিয়া মুরারিকে কৃপাশ্রয় করিতে কৃপাদেশ করিয়াছিলেন, সে কালে মুরারি রঘুনাথের চরণ ত্যাগ এবং [illegible] রঘুনাথের আদেশ ত্যাগ রূপ অপরাধ সঙ্কটে পড়িয়া বলিতেছেন,—

রঘুনাথের পায় মুই বেচিয়াছি মাথা।
কাঢ়িতে না পারি মাথা, মনে পাই ব্যথা॥
শ্রীরঘুনাথ-চরণ ছাড়ান না যায়।
তব আজ্ঞা ভঙ্গ হয় কি করি উপায়॥
তাতে মোরে এই কৃপা কর দয়াময়।
তোমার আগে মৃত্যু হউক যাউক সংশয়॥

দয়াময়ের হৃদয় গলিল, প্রভু বলিলেন,
সাধু সাধু গুপ্ত, তোমার সুদৃঢ় ভজন।
আমার বচনেও তোমার না টলিল মন॥
এই মত সেবকের প্রীতি চাহি প্রভু পায়।
প্রভু ছাড়াইলেও, পদ ছাড়ান না যায়॥

আজ গুপ্ত অপ্রকট লীলা। আর গুপ্ত [illegible] [illegible] আর [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] থাকুক বলি-তেন। তবে আমরা আজ [illegible] কথা আলোচনা মুখে [illegible] সেবায় আশ্রয় দিয়াছেন, [illegible] [illegible] মহোৎসব [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] বলিতেছি।

‘নবদ্বীপ’ নামের অপলাপহার

নবদ্বীপ [illegible] [illegible] একটি বিচার-কেন্দ্র। নবদ্বীপবাসী [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] নবদ্বীপ হইতে ‘নবদ্বীপ’ নামে একটি পাক্ষিক পত্র বাহির হইয়াছে। সম্পাদক মহাশয় [illegible]

শ্রীচৈতন্য-কথা আলোচনার পরিবর্ত্তে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] নামে কলঙ্ক আরোপ করিবার [illegible] [illegible] বসিয়াছেন। ‘নবদ্বীপ’ নাম শুনিয়াই [illegible] [illegible] কথালোচনার [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] বিষয়ের কোন [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] নবদ্বীপচন্দ্র সিদ্ধান্ত-বিরোধ [illegible] [illegible] কোন প্রবন্ধকেই [illegible] [illegible] [illegible] নবদ্বীপ [illegible] [illegible] ‘নবদ্বীপ’ নামের দোহাই দিয়া [illegible] সিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধ [illegible] আলোচনা [illegible] শ্রীগৌরাঙ্গ-শ্রীশচীনন্দন [illegible] [illegible] ভক্ত [illegible] [illegible] [illegible] আদর করিয়া [illegible] [illegible] পথ কন্টকাকীর্ণ করিতে চাহিবেন ?

[illegible] আশ্রয় গ্রহণ করিবে।

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] আশ্রয় লইল।

[illegible] [illegible]

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

অবাক্ কাণ্ড

(প্রাপ্ত)

একটা সত্য ঘটনা না বলিয়া পারিলাম না। যদিও এই ঘটনা প্রকাশে কাহার কাহারও মনঃকষ্টের কারণ হইবে কিন্তু সাধারণের মঙ্গলের দিকে তাকাইয়া কয়েকজনের [illegible] হইয়া থাকিতে পারিলাম না।

কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচারক শ্রীমদ্ ভারতী মহারাজ গত সোমবার আমাদের পাটনা গ্রামে আসিয়াছিলেন। তাঁহার মুখে শ্রীভগবানের কথা শুনিয়া আমার ন্যায় মূর্খেরও চিত্ত চঞ্চল হইয়াছে। সংসারের আত্মীয়গণের ভালবাসা আমার নিকট বন্ধন বলিয়া বোধ হইতেছে। কিসে সন্ন্যাসী মহাশয়ের সঙ্গে বাহির হইয়া পড়িতে পারি, এই চিন্তায় অস্থির হইয়াছি। ভাগ্যক্রমে তাঁহার মুখে ঢাকা শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠের মহামহোৎসবের কথা শুনিলাম। ভাবিলাম এই সুযোগ। তখন স্ত্রী ও পুত্রগণের নিকট বিদায় লইয়া মহারাজের সঙ্গ লইলাম।

১৮ই আশ্বিন শুক্রবার [illegible] বড় দয়া। গোয়ালন্দ হইতে ষ্টীমারে উঠিলাম। মাদারীপুর ও চাঁদপুরে ষ্টীমার বদলি করিয়া ১৯শে দ্বিপ্রহরে নারায়ণগঞ্জ [illegible] হইতে ট্রেণে বৈকালে ঢাকায় পৌঁছিলাম—জানিলাম। ট্রেণে খুব ভিড় থাকিলেও সন্ন্যাসী মহারাজকে দর্শন করিয়া বেঞ্চে যে ছেলেটা বসিয়াছিল একজন ছাত্র তাঁহার বিছানায় বসাইলেন। আমিও নিকটে একটু স্থান করিয়া লইলাম।

কিছুক্ষণ পরে ছেলেটার সহিত মহারাজের আলাপ আরম্ভ হইল। কথাবার্ত্তায় জানা গেল যে তিনি যখন ঢাকার হাই-কোর্টে পড়িতেন, তখন ঢাকা শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠে গিয়াছিলেন। তৎপশ্চাৎ পার্শ্বের আর একজন ভদ্রলোক বলিলেন—আপনারা কি গৌড়ীয় মঠের? স্বামিজী বলিলেন—হাঁ। ভদ্রলোক বলিলেন, কিছুদিন পূর্ব্বে শ্রীল তীর্থ স্বামী ও শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভু আমাদের মুর্শিদাবাদে বহরমপুর গিয়াছিলেন। দেখুন, আমি তাঁহাদের মুখে অনেক কথা শুনিয়াছি। আপনারা [illegible] [illegible] প্রচার করিতেছেন, [illegible] সকলেই আপনাদের কথার আদর করিবে। সন্ন্যাসী মহারাজ তাঁহার পরিচয় [illegible] জানা গেল তিনি [illegible] পেশকার।

পেশকার বাবু তখন আধুনিক [illegible] [illegible] গুরুগণকে আক্রমণ করিয়া [illegible] বলিলেন। তিনি কথা-[illegible] [illegible] কেবল ধার্ম্মিক লইবার জন্যই গুরু শিষ্য বাড়ী যান। ভুলক্রমেও মন্ত্রগণে কোন প্রকার মঙ্গল হইতেছে কিনা জিজ্ঞাসা করেন না। ভারতে যে দিন এই প্রকার কুলগুরু ও অর্থ-লওয়া গুরুর বঞ্চনা লোকে বুঝিবে, সেই দিনই [illegible] পথে অগ্রসর হইবে। তিনি একটী গল্প বলিয়া সাংসারিক গুরুর দ্বারা সংসার-যাতনায় ক্লিষ্ট ব্যক্তির শান্তি হয় না বুঝাইলেন।

নিকটে উপবীত ও তুলসী-মালাধারী এক ভদ্রলোক বসিয়াছিলেন। তিনিও মনোযোগের সহিত এ'সব কথা শুনিতেছিলেন। পেশকার বাবুর সঙ্গে আলাপ শেষ হইলে মহারাজ সেই ভদ্রমহোদয়ের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। দেখা গেল, লোকটী সরল এবং অমায়িক। তিনি বলিলেন ঢাকা বিক্রমপুরের অধীন...গ্রামে আমার বাড়ী। আমরা শ্রীগদাধর গোস্বামীর শাখা। আমার নাম......গোস্বামী।

মহারাজ—আপনি কোথায় যাইতেছেন?

গোস্বামী—সিদ্ধিরগঞ্জ।

মহারাজ—কেন যাইতেছেন জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি?

গোস্বামী—সেখানে একটা *Ice Factory* [illegible] আমি ঢাকার মুরুব্বীর চাকুরী করি।

[illegible] গোস্বামী প্রভু টেঁক্ হইতে সিগারেট বাহির করিয়া খাইতে লাগিলেন। সিগারেট খাওয়া শেষ হইলে সন্ন্যাসী মহারাজ বলিলেন—আমি ভাবিয়াছিলাম যে, আপনি শিষ্য বাড়ী যাইতেছেন।

গোস্বামী—না মহাশয়, আজ কাল আর সে সুবিধা নাই। আমরা গুরু-বংশ, কিন্তু শিষ্যেরা আজকাল লেখাপড়া শিখিয়া [illegible] হইয়াছে। তারা আমাদের মত কুলগুরু স্বীকার করিতে চায় না। আর পূর্ব্বের মত এখন আর পাওনা নাই।

[illegible] শুনিলেন—পেশকার বাবু কিরূপ বলিলেন।

মহারাজ নীরব। অনেকক্ষণ পরে হাসিতে হাসিতে গোস্বামীকে বলিলেন, আপনার গলায় তুলসী মালার সঙ্গে ওটা সোনার মটর কেন?

গোস্বামী—কেন, কোন দোষ আছে নাকি?

মহারাজ—আপনারা আচার্য্য-বংশ। আপনারাই ত ভাল জানেন। যাতে অর্থ রাখিয়াছেন যাহা হউক, কিন্তু তুলসীর সহিত স্বর্ণের সমতা জ্ঞান অপরাধ নয় কি? নদীর জল ও গঙ্গা এক, সাধারণ [illegible] ও গুরু এবং সাধারণ বৃক্ষ ও শ্রীতুলসী কি এক?

গোস্বামী—এটা ঠিক বলছেন। আচ্ছা আমি যদি নদীর জলে গঙ্গা ধারণা করি।

মহারাজ—জীবের এমন অবস্থা আসে যে তখন সর্ব্বত্র বিষ্ণু বৈভব দর্শন হয় কিন্তু আমাদের মত জীবের সে দর্শন আছে কি?

গোস্বামী হাঁ, ঠিক।

মহারাজ—দেখুন আপনার যদি সমদর্শন হইত, তবে গলায় একটি বস্তু ধারণ না করিয়া দুইটী ধারণ করিতেন না, এখন আপনিই একথা বিচার করুন।

ষ্টীমার চলিতেছে। আর কোন বিশেষ কথা হয় নাই। আমার মাথা ঘুরিল। আমরা যে গুরুদেবকে জন্মদাতা পিতা মাতা এবং এমন কি ভগবদ্বুদ্ধি করি, সেই গুরু-বংশে এই প্রকার লোক আছেন? আমি অবাক্ হইয়া অবাক কাণ্ড দেখিতেছি। আমার মনে কোন প্রকারেই শান্ত ভাব আসিতেছে না। কিন্তু জানি না কত ভাগ্য বলে আপনাদের সঙ্গ পাইয়াছি। মহারাজ আমাদের গ্রামে বক্তৃতায় কুলগুরুকে আক্রমণ করিয়াছিলেন বলিয়া আমার মনে বড়ই লাগিয়াছিল; কিন্তু আজ সাক্ষাতে সব দেখিয়া শুনিয়া বুঝিয়াছি যে, আপনারাই বর্ত্তমান কালে আমাদিগের মত সরল মূর্খ ব্যক্তিগণকে বঞ্চক গুরুর হাত হইতে উদ্ধার করিয়া সৎমার্গে লইয়া যাইতেছেন। এতদিনে আমি বুঝিলাম, সাংসারিক লোকের দীক্ষা লওয়া অভিনয় মাত্র। সাংসারিক গুরুগণ নিজ নিজ সংসার চালাইবার জন্য একটা বড় মন্ত্রের ব্যবসা খুলিয়াছেন। আর আপনারা সংসারত্যাগী কৃষ্ণভক্ত হইয়া আমাদিগকে সংসারে অনাসক্তভাবে বাস করিয়া ভক্তের সেবক হইতে উপদেশ দিতেছেন। ইহাতে আমি বুঝিলাম যে, আপনারা শুধু আমাদের উপকার নহে, তথাকথিত আত্মবঞ্চিত এবং বঞ্চকগণেরও মঙ্গল করিতেছেন।

আপনারা আরও প্রবল ভাবে জগতের সর্ব্বত্র শাস্ত্রের সুগুপ্তকথা প্রচার করিয়া মায়ামুগ্ধ জগদ্বাসীকে উদ্ধার করুন, ইহাই প্রার্থনা।

অবিশ্বাসী

"বিশ্বাসে মিলয়ে বস্তু তর্কে বহুদূর"—এই বাক্য সাধকের কণ্ঠহার। তবে বিশ্বাস শব্দে অনিত্যকে নিত্য, অসৎকে সৎ, ক্ষয়শীলকে অক্ষয় বলিয়া বুঝিতে হইবে না। নিত্যবস্তুকেই নিত্য বলিয়া জানা এবং তৎপ্রতি দৃঢ় শ্রদ্ধার নাম বিশ্বাস।

প্রাকৃত জগতে প্রত্যক্ষবাদী আমরা, আমাদের ইন্দ্রিয়বর্গের গোচরীভূত পদার্থকে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করি, কিন্তু অঘটন-ঘটন-পটিয়সী কুহকী মায়াদেবী, তাহার গুণজাত পদার্থকে আমার বঞ্চিত ইন্দ্রিয়ের সম্মুখে আনিয়া সত্য প্রতীতি করাইলেও নশ্বরধর্ম্মযুক্ত ঐ বস্তু ত' অচিরস্থায়ী। আর নিত্যবস্তু ইন্দ্রিয়ের দর্শনযোগ্য না হইলেও তাহার নিত্যতায় ব্যাঘাত নাই। তবে তাহা সেবোন্মুখী-বৃত্তিদ্বারাই লভ্য।

অধোক্ষজ বস্তুতে বিশ্বাস, অধোক্ষজ বস্তু প্রাপ্তির কারণ। এবিশ্বাস জীবের স্বরূপে সহজ হইলেও বর্ত্তমানকালে ভ্রান্তস্বরূপে স্বরূপ-বুদ্ধি বশতঃ দ্বিতীয়াভিনিবেশ-দোষই অন্তরায়। স্বরূপে অবস্থিত মহাজনগণের সঙ্গেই আমাদিগকে স্বরূপের স্বভাবটী পুনরুদয় করায়। অসৎসঙ্গে প্রীতি থাকা কাল পর্য্যন্ত এই সহজ বৃত্তিটা আমাতে থাকিয়াও আমার কাজে আসে না।

আমার প্রভু আমার দুর্গতি দেখিয়া আমাকে আমার নিত্য-কার্য্য তদীয় সেবায় নিযুক্ত করিবার জন্য, বিদেশাগত, সুখের নেশায় পদে পদে দুঃখক্লিষ্ট, আমার নিকট শ্রীনাম-প্রভুরূপে আগত। অন্ধের নিকট অয়স্কান্তমণি উপস্থিত করিলে সে যেমন তাহার অমূল্যত্ব উপলব্ধি করিতে পারে না, স্মৃতি-বিস্মৃত মোহান্ধ আমি, আমার সম্মুখে অবতীর্ণ শ্রীনাম-চিন্তামণি অবতীর্ণ হইলেও মায়াবিনী মায়ার করকবলে।

দয়াল প্রভু দুর্গতের দুর্গতি দর্শনে দয়াবারি দর দর ধারে প্লাবিত করিয়া তাঁহার দ্বিতীয় স্বরূপ পতিতপাবন প্রভুপাদকে পাঠাইলেন। কৃষ্ণ-প্রেরিত কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ, কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ প্রভুপাদ, আমার নিকট তাঁহার আত্মমত্ত্য, কৃষ্ণের মহামহোৎসব স্বরূপটি অর্পণ করাইয়া সর্ব্বক্ষণ শ্রীনাম-চিন্তামণির উপাসকরূপে আমাকে শ্রীনাম-সেবায় নিযুক্ত করিলেন। শুধু তাহাই নহে, প্রভুপাদ আমার আগে কে শ্রীনাম-সেবায় তন্ময় হইয়া যাইবার জন্য সর্ব্বক্ষণ শ্রীনাম-মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতেছেন। আবার নামৈকশরণ নিজ প্রিয়তম ভক্তগণকে আমার শিক্ষা-গুরুরূপে সর্ব্বক্ষণ আমার কাছে রাখিয়াছেন। ইহাতেও প্রভুপাদের কৃপা বিশ্রামলাভ করে নাই, সর্ব্বক্ষণ নাম-মহিমা কীর্ত্তনে কীর্ত্তনীয়া করিয়াছেন।

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম, রাম রাম হরে হরে॥
মহা-প্রভু কহেন কহিলাম এই মহামন্ত্র।
ইহা জপ গিয়া সবে করিয়া নির্ব্বন্ধ॥
নাম হইতে সর্ব্বসিদ্ধি হইবে সবার।
সর্ব্বক্ষণ বল ইথে বিধি নাহি আর॥

— —

শুন মিশ্র কলিযুগে নাহি তপ যজ্ঞ।
যেই জনে কৃষ্ণ ভজে তার মহা ভাগ্য॥
অতএব গৃহে তুমি কৃষ্ণ ভজ গিয়া।
কুটী-নাটী পরিহরি একান্ত হইয়া॥
সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব যে কিছু সকল।
হরিনাম সঙ্কীর্ত্তনে মিলিবে সকল॥

আমি, আমার প্রভুর নিকট আমার প্রভুর এই শ্রীমুখ-বাক্য প্রাপ্ত হইয়া সর্ব্বক্ষণই

জগতের নিকট কীর্ত্তন করিতেছি, কিন্তু বৈকুণ্ঠ-হৃদয় সাধুতে এবং ভগবৎ স্বরূপ শ্রীগুরুদেবে মর্ত্ত্যবুদ্ধি হওয়ায়, শ্রীনাম-চিন্তামণিকে অভিন্ন শ্রীনামী কৃষ্ণ বলিয়া উপলব্ধি করিতে পারিতেছি না। শ্রীনামাপরাধ আসিয়া শ্রীনাম-স্বরূপোপলব্ধিকে বাধা দিতেছে।

শাস্ত্র বলেন, পুণ্যহীন ব্যক্তির মহাপ্রসাদে, শ্রীবিষ্ণুতে, শ্রীনামব্রহ্মে ও শ্রীবৈষ্ণবে অপ্রাকৃত বিশ্বাস হয় না। আমি পুণ্যহীন বলিয়া অবসর গ্রহণ করিতে পারিতাম বটে, কিন্তু পুণ্যহীন হইয়াও যে ভাগ্যবান্ তাহা অস্বীকার করিতে পারিতেছি না। কেন না, শ্রীগুরুদেব বৈকুণ্ঠ হইতে মর্ত্ত্যে আমার নিকট বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তা আনয়ন করিয়াছেন। কিন্তু এখন দেখিতেছি যে, ভাগ্যবান্ পুণ্যহীন আমি, শুধু ভাগ্যহীন পুণ্যহীন না হইয়া, বিশ্বাসহীন অবিশ্বাসী হইয়া নিজের অনাদি কৃষ্ণবহির্ম্মুখতা-স্রোতে ভাসিয়া চলিলাম।

হায়! মন তুমি কেন অবিশ্বাসী।

নিমন্ত্রণ পত্র

শ্রীপরমহংস মঠ, নৈমিষারণ্য
১৬ই অক্টোবর, ১৯২৯

যথাবিহিত সম্মান পুরঃসর নিবেদনম্—

আগামী ৩০শে অক্টোবর ১৩ই কার্ত্তিক বুধবার কৃষ্ণত্রয়োদশী হইতে ১লা নভেম্বর ১৫ই কার্ত্তিক শুক্রবার অমাবস্যা-তিথি পর্য্যন্ত শ্রীপরমহংস মঠের তৃতীয় বার্ষিক মহামহোৎসব অনুষ্ঠিত হইবে। সপার্ষদ ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ শুভ-বিজয় করিবেন। তদুপলক্ষে প্রত্যহ শ্রীভাগবত-ব্যাখ্যা, সঙ্কীর্ত্তন ও মহামহোৎসব অনুষ্ঠিত হইবে। মহাশয়, এই উৎসবে সবান্ধবে যোগদান করিলে শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভা সভ্যগণ পরমানন্দিত হইবেন। ইতি।

শ্রীনিবেদনমিদং—
শ্রীঅতুলচন্দ্র গোস্বামী ভক্তিসারঙ্গ
শ্রীনিশিকান্ত সান্যাল (এম. এ)
শ্রীকুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ

বেদান্তদর্শনের

বিশিষ্টাদ্বৈতপর সিদ্ধান্ত

(পণ্ডিত শ্রীপাদ অতীন্দ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়)

আচার্য্য শ্রীরামানুজ এই বহুরূপ জগতের মধ্যে একত্বেরই অনুসন্ধান করিয়াছেন এবং ব্রহ্মতত্ত্ব মধ্যেই সে অদ্বৈত লক্ষ্য করিয়াছেন।

শ্রুতি-প্রমাণকে অবলম্বন করিয়া আচার্য্য বহুত্বে একত্ব স্থাপন করিয়াছেন কিন্তু তাহার অন্তর্গত জীব ও ব্রহ্মের মধ্যে যে জগৎরূপ ব্যবধান, তাহা অস্বীকার করেন নাই—বা তাহাকে মিথ্যা বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন নাই।

তিনি ব্রহ্মেই এই জড়-জীবময় জগৎ দর্শন করিয়াছেন। ব্রহ্ম মাত্র অখণ্ড-জ্ঞান-স্বরূপ নহেন, তিনি অচিন্ত্য শক্তি-স্বরূপও বটেন। তিনি অনন্ত কল্যাণগুণের আকর এজন্য সগুণ এবং কোনও হেয়-গুণ তাঁহাতে থাকিতে পারে না,—সুতরাং তিনি নির্গুণ।

ব্রহ্ম নির্ব্বিশেষ নহেন—তিনি সবিশেষ। তিনি স্বশক্তি দ্বারা শুদ্ধচিৎ, চিদচিৎ ও অচিদ্রূপে অভিব্যক্ত শুদ্ধচিৎ পুরুষোত্তম পরমেশ্বর, জীব অচিৎযুক্ত চিৎকণ এবং এই চিদংশে পুরুষোত্তম পরমেশ্বর হইতে অভিন্ন। আর অচিৎ এই জড় জগৎ।

জীব ও জড় এতদুভয়েই সেই চিন্ময় পুরুষোত্তমের শরীর। আচার্য্য রামানুজ শঙ্কর-প্রবর্ত্তিত নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মবাদ, জীব ব্রহ্ম-সম্বন্ধ বিষয়ে একান্তাভেদবাদ, জগতের পারমার্থিক মিথ্যাত্ববাদ এবং বিবর্ত্ত বা অধ্যাসবাদ সম্পূর্ণরূপে নিরাসপূর্ব্বক সবিশেষ ব্রহ্মবাদ, জীবব্রহ্মে ভেদাভেদবাদ, জগতের ব্রহ্ম সত্তার সত্যত্ববাদ ও পরিণামবাদ স্থাপন করিয়াছেন।

তাঁহার ভেদাভেদ মতে, প্রকৃতিনির্মুক্ত জীবাত্মা জ্ঞানাংশে পুরুষোত্তমের সহিত এক বলিয়া জীবব্রহ্মে অভেদ বলা যায়, কিন্তু সে চিৎস্বরূপেও জীবে ও ব্রহ্মে ভেদ থাকে। ভগবান চিদ্ঘন, আর জীব চিৎকণ, ভগবান অংশী, জীব তাঁহার অংশ। অচিৎ জগৎ পরব্রহ্মের শরীর।

রামানুজের এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কেহ কেহ এইরূপ পূর্ব্বপক্ষ অবলম্বন করেন যে, আচার্য্যের মতে যদি জীব ও জগৎ সত্য হইল, তবে এ উভয়ের মধ্য দিয়া ব্রহ্ম দর্শন কিরূপে সম্ভব?

ইহার উত্তরে শ্রীপাদ রামানুজ বলেন যে অন্য সকল পদার্থের বিরোধী লক্ষণ দ্বারা ব্রহ্ম প্রতিপাদিত হন। সত্য জ্ঞান ও অনন্ত এই বিশেষণ বা লক্ষণ দ্বারা,—বিকারাস্পদ অসত্য বস্তু হইতে—জড় বস্তু হইতে বা দেশকাল নিমিত্ত পরিচ্ছিন্ন বস্তু হইতে ব্রহ্মকে পৃথক্ করিয়া ধারণা করা যায় এবং সবিশেষভাবেই ব্রহ্ম আমাদের পরিচ্ছিন্ন জ্ঞানের বিষয় হন। এক বস্তু হইতে অন্য বস্তুর পার্থক্য সাধন না করিতে পারিলে, আমাদের বস্তু জ্ঞান কখনও সিদ্ধ হইতে পারে না। এইজন্য শ্রীরামানুজ ভেদ ও অভেদ বাক্যের একত্র-রূপ ভেদাভেদ সংস্থাপন করিয়াছেন। কিন্তু তিনি সাধারণভাবে ভেদাভেদবাদ গ্রহণ করেন নাই। তিনি অভেদ মধ্যেও অংশ ও অংশিভাব স্থাপন করিয়াছেন। সাধারণ ভেদাভেদবাদ সম্বন্ধে আচার্য্য বলেন, এইরূপ ভেদাভেদবাদে ব্রহ্মেরই উপাধি সংসর্গ হয়, উপাধি সংসর্গে জীবগত দোষ ব্রহ্মে প্রাদুর্ভূত হয়, ইহাতে বিরোধ উপস্থিত হয়। নিখিল দোষশূন্য অশেষ কল্যাণগুণাকর ব্রহ্মে জীবভাব স্বীকার করিলে, নির্দ্দোষ ব্রহ্মের সহিত জীবের তদ্ভাবাপন্নতার উপদেশ বিরুদ্ধ হয়। অতএব জীব ভগবানের নিত্য-সনাতন অংশ। ভগবান জীবের অন্তর্যামী ও নিয়ন্তা। অতঃপর আচার্য্য সম্বন্ধাভিধেয় প্রয়োজন সম্বন্ধে যে সিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়াছেন, তাহাই প্রদর্শিত হইতেছে।

১। ব্রহ্ম এক ও অদ্বিতীয়, তাঁহাতে সজাতীয় ও বিজাতীয় ভেদ না থাকিলেও স্বগত ভেদ আছে, জীব ও জগৎ তাঁহার স্বগত ভেদ প্রকাশ।

২। জগৎ ব্রহ্মের পরিণাম। জগৎ মায়াময় বা ঈশ্বর হইতেও বন্ধ্যাপুত্রের ন্যায় একান্ত অসৎ বা অলীক নহে।

ব্রহ্ম হইতে প্রকাশিত বলিয়া উহা ব্রহ্মের শরীর স্থানীয় সুতরাং উহা মিথ্যা হইতে পারে না। ব্রহ্মশক্তি ব্রহ্মেই আশ্রিত, তাহা মিথ্যা বা অনির্ব্বচনীয়া নহে।

৩। জীব ব্রহ্মেরই অংশ বটে—কিন্তু সমস্তভাব-বিশিষ্ট নহে। জীব অগ্নি-স্ফুলিঙ্গের ন্যায় ব্রহ্ম হইতে নির্গত। ব্রহ্ম বিভু, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিযুক্ত জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও পালন-কর্ত্তা, আর জীব অণু, অল্পজ্ঞ, অল্পশক্তিক ও মায়াবশ-যোগ্য। জীব কখনও ব্রহ্মের আভাস বা প্রতিবিম্ব নহে।

৪। জীবের অণুস্বরূপ নিত্য, মুক্তাবস্থায়ও বিভু হইতে পারে না, তবে মুক্তদশায় ব্রহ্মের সান্নিধ্য লাভ করিয়া তাঁহার সেবক রূপে সেবা-সুখ লাভ করিতে পারেন।

৫। প্রাপত্তিমূলক ভক্তিই একমাত্র সাধন। ভক্তের সেবায় ভগবান প্রীত হয়েন এবং তাঁহারই প্রসাদে জীব মুক্তি লাভ করে। কভু জীব কখন আপনাকে বিভু ভাবিতে পারে না। দাস হইয়া প্রভু মনে করা মহান্ অপরাধ—যে জীব মুক্ত হইয়া আপনাকে ব্রহ্ম মনে করে, অনন্ত রৌরবই তাহার যোগ্য বসতি স্থল রূপে নির্দ্দিষ্ট হয় … বাক্য মহাবাক্য নহে, উহা সাধকের উৎসাহ-বর্দ্ধক স্তুতিবাদ মাত্র … নহে। 'তত্ত্বমসি' বাক্যে 'ত্বং' তাঁহার দাস বা সেবক ইহাই প্রতিপাদিত হইয়াছে।

৬। জ্ঞান মুখ্য রূপে মুক্তি লাভের উপায় নহে, পরন্তু ভক্তিই মুক্তি লাভের প্রধান উপায়। ভক্তির সহকারী রূপে জ্ঞানের মুক্তিদাতৃত্ব স্বীকার্য্য। ভক্তিতে ভগবান্ তুষ্ট হয়েন।

৭। জ্ঞান স্বতঃসিদ্ধ নহে—আগন্তুক। বিষয়ের সহিত সংযোগ ব্যতীত জ্ঞান হইতে পারে না। সকল জ্ঞানই সবিশেষ,—নির্ব্বিকল্প জ্ঞানেও বিশেষ ধর্ম্ম বর্ত্তমান। জ্ঞান উৎপাদ্য মুক্তি আর্থ জ্ঞান স্বরূপে স্থিতি লাভ কখনই মুক্তিপদ-বাচ্য নহে।

৮। মায়া ও অজ্ঞান এক পদার্থ নহে, মায়া ঈশ্বরের শক্তি এবং তাঁহার আশ্রিত। জ্ঞানের অভাবের নাম অজ্ঞান, তাহা জীবাশ্রিত এবং জীবকে মোহিত করে। অজ্ঞানাশ্রয়েই জীবের বদ্ধাবস্থা এবং ভক্তি দ্বারা উপাসিত শ্রীভগবানের প্রসন্নতায়, এই অজ্ঞান দূর হয়। অনন্ত জ্ঞানাধার ব্রহ্মকে অজ্ঞান কখন স্পর্শ করিতে পারে না।

৯। ব্রহ্ম সগুণ, নির্গুণ নহেন। তিনি নিখিল কল্যাণ-গুণের আলয়; জ্ঞান, আনন্দ দয়া প্রভৃতি সদ্গুণের আকর। ব্রহ্ম নির্ব্বিশেষ নহেন—সবিশেষ, জ্ঞান, আনন্দ, প্রভৃতি তাঁহার বিশেষ ধর্ম্ম। চেতনাচেতন জগৎ তাঁহার বিশেষণ-ভূত শরীর। নির্গুণত্বাদি-বোধক শ্রুতি-সমূহ তাঁহাতে প্রাকৃত হেয় গুণসকলের নিষেধ করিয়াছেন। সুতরাং উক্ত শ্রুতি-বাক্য দ্বারা তাঁহার অপ্রাকৃত গুণাভাব প্রমাণিত হয় না।

১০। 'অথ' শব্দের অর্থ আনন্তর্য্য, কিন্তু তাহা নিত্যানিত্য বস্তু-বিবেক বা ইহামুত্র ফল-ভোগ বিরাগ প্রভৃতি সাধন চতুষ্টয়ের আনন্তর্য্য নহে, পরন্তু কর্ম্ম জ্ঞানের আনন্তর্য্য, কারণ অগ্রে কর্ম্ম ও কর্ম্মফলের অনিত্যতার জ্ঞান জন্মিলে তৎপরেই ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসার উদয় হয়।

পরবিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

[illegible] পরবিদ্যাপীঠে নিম্নলিখিত [illegible] বিষয়নিচয়ের [illegible] —বিদ্যার্থিগণ আবেদন করুন।

১। ভক্তিশাস্ত্রাসন, ২। ঐতিহ্যাসন, ৩। সম্প্রদায়বৈভবাসন, ৪। ভক্তিশাস্ত্রাসন, ৫। তত্ত্বশাস্ত্রাসন, ৬। বেদান্তাসন, ৭। এক [illegible] আসন।

[illegible] রায় বি, এ, কাব্যতীর্থ, বিদ্যাসাগর,

সম্পাদক—পরবিদ্যাপীঠ, শ্রীধাম মায়াপুর।

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

[illegible] খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৪০ চাল্লিশ টাকা।

২৭২৪ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে,

সপ্তচত্বারিংশ খণ্ডে সূচী ছাপা হইয়াছে।

[illegible] গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে ১০।০/০ [illegible] পক্ষে ২০।৯/০। প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৶০, গৌড়ীয় ও নদীয়া প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ।০

দশম স্কন্ধ ছাপা হইতেছে। দশম স্কন্ধের [illegible] ১২, গৌড়ীয় গ্রাহকের পক্ষে ৮,।

[illegible] নবম সংখ্যা ছাপা হইয়াছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবিখ্যাত চতুর্থ সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত"

[illegible] ছাপা শেষ হইয়াছে

[illegible] ছাপা হইয়া সম্পূর্ণ প্রকাশিত [illegible] টাকা ভিক্ষার তৃতীয় সংস্করণ [illegible] [illegible] ২০ [illegible] ৫ টাকা [illegible]

শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর বিরচিত

বিখ্যাত দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

[illegible] সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

[illegible] ৬, স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫,

নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪॥০ টাকা

শ্রীচৈতন্য মঠের যাবতীয় গ্রন্থ

[illegible], ঢাকা | শ্রীচৈতন্য মঠ
গৌড়ীয় [illegible] | নদীয়া

[illegible] উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা।

উড়িয়া ভাষায় প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

যে সব উৎকলবাসী ভক্তগণ বাংলা পড়িতে জানেন না, তাঁহাদের শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর প্রচারিত পরম উপাদেয় ভক্তি-কথা জানিবার সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে উড়িয়া-ভাষায় নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হইয়াছে। বাংলা গ্রন্থের তুলনায় উড়িয়া গ্রন্থগুলির ভিক্ষাও অপেক্ষাকৃত অল্প।

গ্রন্থের নাম	ভিক্ষা
শ্রীহরিনাম চিন্তামণি, প্রতিখণ্ড	॥০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	১,
সাধন পথ (শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টক) প্রতিখণ্ড	।০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	॥০
কল্যাণ কল্পতরু প্রতিখণ্ড	৵০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	।৵
গীতাবলী প্রতিখণ্ড	
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৶১৫
শরণাগতি প্রতিখণ্ড	৴০
একত্রে ৩খণ্ড লইলে	৶৫

প্রাপ্তিস্থান { শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ, কটক এবং শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, পুরী

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিম্নলিখিত মঠসমূহে প্রাপ্তব্যঃ—

১। শ্রীচৈতন্য মঠ,—[illegible], শ্রীমায়াপুর, [illegible] নদীয়া।
২। শ্রীগোপীনাথ মঠ,—[illegible], (বর্দ্ধমান)।
৩। শ্রী[illegible] মঠ,—[illegible], কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৪। শ্রীগৌড়ীয় মঠ,—[illegible] জংসন রোড, কলিকাতা।
৫। শ্রী[illegible] মঠ,—[illegible]
৬। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ,—উড়িয়া বাজার, কটক।
৭। শ্রী[illegible] মঠ,—[illegible], মেদিনীপুর।
৮। শ্রী[illegible] মঠ,—[illegible], কাশী, ইউ, পি।
৯। [illegible] মঠ,—[illegible], ইউ, পি।
১০। [illegible] মঠ,—[illegible], ইউ, পি।
১১। [illegible] মঠ,—[illegible], পাঞ্জাব।
১২। [illegible] মঠ,—[illegible], ঢাকা।
১৩। [illegible] মঠ,—[illegible], ঢাকা।
১৪। [illegible], বর্দ্ধমান।
১৫। [illegible] মঠ,—[illegible], মাদ্রাজ।
[illegible] মঠ,—[illegible], উড়িষ্যা।

এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণের নিকটও নদীয়া-প্রকাশ প্রাপ্তব্য।

১। শ্রীযুক্ত [illegible]—[illegible] রোড, [illegible]।
২। শ্রীযুক্ত [illegible] গোস্বামী [illegible]—[illegible], কুচবিহার।
৩। শ্রীযুক্ত রামরতন রায়—[illegible] শ্রীগোপাল মল্লিক লেন, কলিকাতা।
৪। শ্রীযুক্ত [illegible] এম, ডি, এ, [illegible]।
৫। মিঃ জন ডি, [illegible] এম, এস, [illegible]।
৬। শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী [illegible]—[illegible], নদীয়া।
৭। শ্রী [illegible] দাস অধিকারী, নবদ্বীপ।
৮। শ্রী [illegible]—[illegible] প্রেস, [illegible], ঢাকা।
৯। শ্রী[illegible], ২৪ পরগণা।

[illegible] মুদ্রিত ও প্রকাশিত [illegible]

শ্রীচৈতন্যমঠের গ্রন্থাবলী

শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুর বিরচিত

ভক্তি-গ্রন্থাবলী।

উৎকৃষ্ট কাপড়ে বিলাতী ধরণে বাঁধাই স্বর্ণালঙ্কৃত। চতুর্থ সংস্করণ। বিস্তৃতবিষয়সূচীসহ

জৈবধর্ম্ম

বাঁধাই ২৲ দুই টাকা

প্রকাশিত হইয়াছে

সনাতন ধর্ম্মশাস্ত্র বেদ, বেদান্ত, উপনিষৎ গীতা, শ্রীমদ্ দর্শন, পুরাণ, তন্ত্রাদি সকল গ্রন্থ পাঠ করিবার অবসর অতি অল্প মানবের ঘটিয়া থাকে। অনেকের যোগ্যতা না থাকায় সেই সমস্ত গ্রন্থের মর্ম্ম অবগত হইতে পারেন না। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বাঙ্গালীর এই অসুবিধা দূরীভূত করিবার জন্য এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

বিদ্যালয়ের ছাত্র বা শিক্ষকগণের বিশেষ পাঠ্য, এই হেতু শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টার বাহাদুর ইহা সমস্ত বিদ্যালয়ের জন্য অনুমোদন করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

প্রথম খণ্ড ভিক্ষা ১৲ একটাকা

যুক্তিপূর্ণ শাস্ত্রবাক্য দ্বারা প্রত্যেক মানবের নিত্য কর্ত্তব্য ও অনিত্য সাময়িক কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। গ্রন্থের প্রতি উক্তি সনাতন শাস্ত্রবাক্য দ্বারা সমর্থিত ও প্রমাণিত হইয়াছে। দেহের, মনের ও আত্মার ধর্ম্ম কি? স্বদেশ, সমাজ, নীতি, ধর্ম্ম কি? ইত্যাদি বিষয় ক্রমানুসারে এমন সুন্দরভাবে যুক্তিসংকারে আলোচিত হইয়াছে যে, প্রথম পংক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত পাঠ না করিয়া নিবৃত্ত হওয়া যায় না।

শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য

ভিক্ষা ৵০

ঐ প্রমাণ খণ্ড ভিক্ষা ৶০

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিহার ও লীলাভূমি নয়টী দ্বীপসমন্বিত শ্রী এই নয় দ্বীপের প্রাচীন বিবরণ—প্রত্যেক দ্বীপে শ্রীমহাপ্রভুর লীলা—প্রত্যেক দ্বীপের পরিচয়, শ্রীধাম-মাহাত্ম্য—ধামাপরাধ কি? ইত্যাদি বিষয় বিশেষভাবে মনোহর ছন্দে বর্ণিত। পকেট সাইজ প্রায় ১৬০ পৃষ্ঠা।

শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ

উজ্জ্বল ব্রেভিয়ার কালীতে উত্তম কাগজে ছাপা—শ্রীনবদ্বীপধাম দর্শনে ভাবুক দর্শনকারীর কি প্রকার ভাবের উচ্ছ্বাস হয়, তাহা এই গ্রন্থে বর্ণিত। অতি চমৎকার। ভিক্ষা চারি আনা।

শ্রীমনঃশিক্ষা

১৵০ দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভুকে উপদেশচ্ছলে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিচার অতি সুন্দরভাবে বর্ণিত হইয়াছে। ইহা ছাড়া শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদিষ্ট শিক্ষা ও উপদেশ বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-জগতে অভিনব গ্রন্থ!!

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতি-গ্রন্থাবলী:—

শরণাগতি

পকেট সাইজ
অষ্টম সংস্করণ
ভিক্ষা ৴০ আনা

দেহ ও মনের চেষ্টা অনিত্যবস্তু লইয়া—ইহা যখন জীব বুঝিতে পারে, তখন একমাত্র নিত্যবস্তু শ্রীভগবানের প্রতি তাঁহার কোন্ জাতীয় আবেগময়ী প্রার্থনা হয় এবং শ্রীভগবানে সর্ব্বান্তঃকরণে নিষ্কপটে কি প্রকারে শরণাপন্ন হইতে হয়, ইত্যাদি বিষয়ক প্রাণস্পর্শী প্রার্থনা ও আত্মসমর্পণমূলক গান। উড়িয়া সংস্করণও প্রকাশিত হইয়াছে

ভিক্ষা প্রতি খণ্ড ৴০ এক আনা।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা—৴০, নবদ্বীপশতক—৴০

অর্চ্চপঞ্চক—৴০

কল্যাণকল্পতরু

পকেট সাইজ
পঞ্চম সংস্করণ
ভিক্ষা ৴১০

আমরা প্রত্যহ নূতন অভাব ও কামনার বশবর্ত্তী হইয়া পুনঃপুনঃ যে অকল্যাণকে কল্যাণ বলিয়া গ্রহণ করি এবং যাহার নিকট কল্যাণ কামনা করি, তিনি যে নিত্য বা যথার্থ কল্যাণ প্রদানে অসমর্থ এবং কোন্ বস্তু আমাদের নিত্য কল্যাণপ্রদ এবং কি ভাবে আমরা সেই কল্যাণলাভে সমর্থ হইব, এই সকল কথা সরল গানে লিখিত। এই গীতিগ্রন্থ বাস্তবিক কল্যাণের কল্পতরু; যদি প্রত্যেককে নিত্যকল্যাণ প্রদানে

শ্রীল চক্রবর্ত্তি-ঠাকুরের টীকা সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠাকুর কৃত টীকা ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কৃত বঙ্গানুবাদ। টীকাকারের জীবনী, শ্লোকসূচি, বিষয়সূচি প্রভৃতি বহু প্রয়োজনীয় বিষয় সংবলিত প্রায় ৫২৫ পৃষ্ঠা। উৎকৃষ্ট সিল্কে বাঁধাই ২৲ দুই টাকা, কাগজে বাঁধা ১৷৷০

শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ-কৃত ভাষ্য সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

কাগজ ও ছাপা উৎকৃষ্ট। সিল্কে বাঁধাই, সোনার জলে নাম লেখা রাজসংস্করণ ২৲ টাকা, সাধারণ সংস্করণ ১৷৷০, গৌড়ীয়ের গ্রাহকপক্ষে ১৷০

বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি

(সাম্প্রদায়িক কোষগ্রন্থ)

বিষয়:—১। ভক্তিশাস্ত্রে ব্যবহৃত শব্দাবলীর অর্থ, ২। চারি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের চরিত, ৩। বিভিন্ন বৈষ্ণবসম্প্রদায় শ্রীমন্দির ও শ্রীবিগ্রহের বিবরণ, ৪। বৈষ্ণবগ্রন্থ ও প্রবন্ধসমূহের তালিকা ও বিবরণ, ৫। বিষয় বিশেষের লৌকিক ও শাস্ত্রীয় আকরমূলে যাবতীয় তথ্য। চারিখণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ১ম খণ্ড ৸০, ২য় খণ্ড ৸৵০, ৩য় খণ্ড ৸০, ৪র্থ খণ্ড ৷৵০, চারিখণ্ড একত্রে ২৲ (৫ম খণ্ড যন্ত্রস্থ)।

ভক্তিসন্দর্ভ

—১ম খণ্ড ১৲ এক টাকা, ২য় খণ্ড ১৲ এক টাকা—শ্রীমদ্ভাগবতের গ্রাহক ও গৌড়ীয় গ্রাহকগণ ৷৷০ টাকায় দুইখণ্ড পাইবেন। বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমজ্জীব গোস্বামিপাদের রচিত গ্রন্থ। ইহাই ষট্সন্দর্ভের অধিক প্রয়োজনীয় অংশ। প্রায় ৩খণ্ড ডবল ক্রাউন ৮ কর্ম্মায় ৬৪ পৃষ্ঠা আকারে মুদ্রিত হইতেছে।

শ্রীমদ্রঘুনাথ-ভট্টগোস্বামী সঙ্কলিত

সদাচারস্মৃতিঃ

ভিক্ষা ৴০ মাত্র

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

প্রকাশ ... আবিষ্কৃত

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ৬ আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ছোটবোতলের সমপরিমাণ ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ৷৷০ আনা, পাইট ৷৷৵০ আনা, বোতল ১৵০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা।

বোম্বাইকৃত

মদন মঞ্জরী

বটিকায় স্বপ্ন ও ধাতুবিকার, ইন্দ্রিয়শক্তির হ্রাস, প্রস্রাবে শুক্রপাত, বদহজম, মাথাঘোরা, বুক ধড়ফড়ানি, অনিদ্রা প্রভৃতি লক্ষণ সত্বর নির্দ্দোষ আরোগ্য হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ৪০ বটী ১৲ এক টাকা।

"নপুংসকারি ঘৃত"

পুরুষত্বহানি রোগে বাহ্যপ্রয়োগ দ্বারা আরোগ্য করিয়া শক্তিসম্পন্ন করে। মূল্য ২ তোলা ১৲ টাকা।

"রমণবিলাসিনী বটিকা"

বীর্য্যধারণ করত সম্ভোগশক্তি স্থায়ী ও বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয়। মূল্য ১৬ বটী ১৲ এক টাকা।

রাজবৈদ্য নারায়ণজী, কেশবজী

১৭৭নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

বিজ্ঞাপন

সাবধান! সাবধান!! সাবধান!!!

জে, বি, দত্তের চোকা শিশি বাদাম তৈল

আদি ও অকৃত্রিম এবং উপকারিতায় সর্ব্বজন পরিচিত ও বহু প্রশংসিত।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী J. B. Datta & Co. নাম দেখিয়া খরিদ করিবেন। নতুবা জুয়াচোরগণ বদমায়েসী কৃত্রিম তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে।

বিনীত—জে, বি, দত্ত

ফেরাস্ কুইনিন

নূতন এবং পুরাতন ম্যালেরিয়ার যম

ইহাতে উপযুক্ত মাত্রায় আয়রন, এসিড হাইড্রোব্রোম কুইনিন, আর্সেনিক এবং ইউনিয়ন আছে।

এই ফেরাস্-কুইনিন দ্বারা ইনজেকসন করিলে একটী বা দুইটী ইনজেকসনে সকলপ্রকার কঠিন ম্যালেরিয়া জ্বর বন্ধ হয় এবং তৎ হইতে শরীর দুর্ব্বলতা সমস্ত উপসর্গ নষ্ট করিয়া দেয়।

৬ এম্পুলপূর্ণ প্রতি বাক্স—মূল্য ২৲, ট্রিঃ ৩৲ টাকা

প্রাপ্তিস্থান ক্লিনিক্যাল ল্যাবরেটারী

পোষ্ট বক্স ২২ ঘড়ুরী লেন, কলিকাতা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (প্রাচীন নবদ্বীপ) ন

পর-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

এখানে আহার এবং বাসস্থান দিয়া বিদ্যার্থিগণকে বিভিন্ন শিক্ষণীয় বিষয় শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। অনেক ছাত্র ইতোমধ্যেই আসিয়া পাঠ আরম্ভ করিয়াছেন। বর্তমান বর্ষে সকল ছাত্রই গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

প্রধান অধ্যাপক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রচন্দ্র কাব্য ব্যাকরণ সাংখ্য-বেদান্ত-ষড়্দর্শন-তীর্থ, সাংখ্যভূষণ, বেদান্তরত্ন, সাহিত্যশাস্ত্রী, সুদর্শনবাচস্পতি।

অধ্যাপক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গৌরদাস ব্রহ্মচারী ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীধাম মায়াপুর পরাবিদ্যাপীঠ, (নদীয়া)

বেদনাঞ্জন

শ্রেষ্ঠরত্ন।

কলিকাতা কংগ্রেস একজিবিসন হইতে বহু প্রশংসা প্রাপ্ত ও বহু গণ্যমান্য ভদ্রমহোদয়-গণ কর্তৃক প্রশংসিত।

আজকাল বাজার-চলন মিশ্রিত ও বিষাক্ত আহার্য সেবনে শরীরের রক্ত স্বতঃই দোষিত হইয়া পড়িতেছে। রক্তই মানব-দেহের শ্রেষ্ঠ উপাদান, এই রক্ত দোষিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মানব বাত, বেদনা, মাথাধরা, মাথা-ঘোরা, দৃষ্টিশক্তির হ্রাস, দাঁতের গোড়া ফুলা, দাঁত কনকনানি, দাঁতে পোকা এবং দাদ, চুলকানি প্রভৃতি কষ্টদায়ক চর্মরোগে আক্রান্ত হই-তেছে। যদি আপনি একান্তই ব্যাধিমুক্ত হইতে চান, তাহা হইলে অযথা পয়সার অপব্যয় না করিয়া অল্প ব্যয়ে এক শিশি বেদনাঞ্জন ক্রয় করিয়া ইহার কার্যকারী-শক্তি উপলব্ধি করুন। গুণের তুলনায় মূল্য অতি সামান্য, এক শিশি আনা মাত্র, মাশুলাদি স্বতন্ত্র

প্রাপ্তিস্থান—এ, সি, চাটার্জ্জী এণ্ড ব্রাদার্স।

৪৩নং ইলকাটি লেন, মানিকতলা।

সকল মণিহারী দোকানে ও বড় বড় ডাক্তারখানায় পাওয়া যায়।

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

যদিও অদ্যাপি প্রকৃত মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য, তথাপি যাঁহারা নানাবিধ অনিয়মিত উপায়ে অপরিমিত শক্তি নষ্ট করিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন এবং নানা প্রকার মেহ, প্রমেহ ধাতুদৌর্বল্য, স্নায়বিক দুর্বলতা, বহুমূত্র, দুঃস্বপ্ন, পারদ-সংক্রান্ত পীড়া, অর্শ এবং স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে যাহারা বাধক, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, সূতিকা, শ্বেত ও রক্তপ্রদর, হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি রোগে ভুগিয়া জীবনে নিরাশ হইয়াছেন, তাঁহারা আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটাল সাহেবের আবিষ্কৃত **ইলেক্ট্রিক সলিউসন** ব্যবহার করিয়া বাঁচিতে পারেন, তাহার শত সহস্র প্রমাণ প্রতি বৎসরেই পাওয়া যাইতেছে। যাঁহারা অন্যান্য বহুবিধ ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরোগ্য হইতে পারেন নাই, তাঁহারা একবার এই ঔষধটি ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক মাসের ব্যবহারোপ-যোগী এক শিশি ঔষধ ডাকমাশুল সহ ১॥০ টাকা মাত্র।

সোল এজেণ্ট—ডাঃ ডি, ডি, হাজরা।

ফতেপুর, গার্ডেনরিচ পোষ্ট, কলিকাতা।

ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম.এ., এফ.সি.এস (লণ্ডন)

ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক

(প্রফেসার)

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ বিশুদ্ধ ও শাস্ত্রমতে নিজ তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হয়। পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ক্যাটালগ পাঠান হয়। রোগের বিবরণ জানাইলে যত্নপূর্ব্বক ব্যবস্থা দেওয়া হয়। চিঠি পত্রাদি সম্পূর্ণরূপে গোপন রাখা হয়।

মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দুর)

(বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৪৲ টাকা

উৎকৃষ্ট স্বর্ণ, পারদ ও আমলাসার গন্ধক দ্বারা যথাশাস্ত্র প্রস্তুত।
নিত্য প্রয়োজনীয় সর্ব্বরোগনাশক মহৌষধ।

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৩৲ টাকা

উৎকৃষ্ট কাশীর আমলকী, বংশলোচন প্রভৃতি যাবতীয় উপাদানে পূর্ণ মাত্রায় যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। কফ, কাসি, সর্দ্দি, যক্ষ্মা, ক্ষয়রোগ, হৃদরোগ প্রভৃতি রোগের মহৌষধ। সর্ব্বপ্রকার দুর্ব্বলতা নাশক অতিশয় পুষ্টিকর মহৌষধ বা খাদ্য বিশেষ।

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬৲ টাকা

ইহা সেবনে ধাতুদৌর্ব্বল্য, শুক্রহীনতা, স্বপ্নদোষ, প্রমেহ ও ধ্বজভঙ্গ সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায়। ইহা অপরিসীম আনন্দদায়ক রসায়ন।

অবলাবান্ধব যোগ

প্রদর, বাধক প্রভৃতি জরায়ুদোষ ও যোনিগত দুরারোগ্য রোগের মহৌষধ
মূল্য—১৬ মাত্রা ২৲ টাকা। ৫০ মাত্রা ৫৲ টাকা মাত্র

বিশুদ্ধ জল! ভয় নাই! বিশুদ্ধ জল!!

লক্ষ্মী টিউব-ওয়েল কোং

২০৫নং নবাবপুর, ঢাকা

বর্ত্তমান-যুগের নব আবিষ্কৃত যন্ত্রসাহিদ্বারা উন্নত বৈজ্ঞানিক-খনন-প্রণালীতে নলকূপ (Tube-well) নির্ম্মাণ করা হয়। বঙ্গের লাট বাহাদুর, প্রাইভেট সেক্রেটারী, জিলা-ম্যাজিষ্ট্রেট, জিলা-বোর্ডের চেয়ারম্যান, ইঞ্জিনিয়ার, জমিদার, তালুকদার, প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত ভদ্রমহোদয়গণ এই কোম্পানীর কার্য্য দেখিয়া প্রশংসা করিয়াছেন। রাসায়নিক পরীক্ষায় জল বিশুদ্ধ না হইলে মূল্য গৃহীত হয় না। বিস্তৃত বিবরণের জন্য পত্র লিখুন।

বিনামূল্যে বিনামূল্যে

বিতরিত

স্বাস্থ্যের সার "কামশাস্ত্র" গ্রন্থখানি চৌদ্দ লক্ষের উপরে বিতরিত হই-য়াছে। উহা পাঠে মানবের পরিণাম ফলাফল জানা যায়।

এই পুস্তক যিনি লিখিয়াছেন, তিনিই "আতঙ্কনিগ্রহ বটিকা"র আবিষ্কর্তা। এই বটিকা দুর্ব্বলকে সবল করে এবং সবল ব্যক্তিকে অটুট ও অক্ষয় রাখে। বত্রিশ বটিকা পূর্ণ প্রতি কৌটার মূল্য ১৲ টাকা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান :—আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়।

২১৪নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মনোমোহন প্রেস

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা

পূর্ব্ব-বাঙ্গালায় সুলভে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত

বৈদ্যুতিক মেশিনে দিবারাত্র কাজ চলিতেছে

বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা।

শ্রীমায়াপুর নদীয়া প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে—শ্রীবিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

স্থানীয় সংস্করণ

Registered No. C 1544

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহ

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১
প্রতি কলম ৬
অর্দ্ধ কলম ৩৷০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৵৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র।

৪র্থ খণ্ড] সম্পাদক—প্রত্নবিদ্যালঙ্কার শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী [২০০ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্য মঠ, শ্রীধাম মায়াপুর—১২ই কার্ত্তিক মঙ্গলবার ১৩৩৬, ২৯শে অক্টোবর ১৯২৯

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থাবলী

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—শ্লোক সূচী, বিষয়-সূচী প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত। ভিক্ষা, প্রতি খণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৶০ গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশ গ্রাহক পক্ষে ./০
২। ভাষ্য-সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ) ৫৲
৩। গৌড়ীয়-গৌরব ৶০
৪। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।০
৫। ভজনরহস্য ॥০
৬। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
,, ,, ,, আবাঁধা ৸০
৭। গীতা (শ্রীবলদেবভাষ্যসহ) বাঁধা ২৲ আবাঁধা ১॥০
৮। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি-টীকা-সহ) বাঁধা ২৲ আবাঁধা ১॥০
গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ॥০
৯। ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণব গুণাগুণভেদ সানুবাদ ২৲
১০। বেদান্তস্যমন্তক সানুবাদ ॥০
১১। জৈবধর্ম্ম ২৲
১২। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৩। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৪। প্রেমাবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ॥৵০
১৫। জীব-দিগ্দর্শন ৵০
১৬। সাধনপথ (৩য় সংস্করণ) ।৵০
১৭। আচার ও আচার্য্য ।৵০
১৮। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
১৯। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রম) ৶০
২০। শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ৶০
২১। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য (প্রমাণখণ্ড) ৶০
২২। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
২৩। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা দর্পণ ।০
২৪। শরণাগতি, গীতাবলী, সাধনকণ, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, নবদ্বীপশতক, অর্থপঞ্চক ও সদাচারস্মৃতিঃ মোট ।৶০
২৫। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ও অচ্চনকণ ৵০
২৬। সাধককণ্ঠমণি ।০
২৭। সংস্কার-দীপিকা ।০
২৮। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড) ৩৲
২৯। সাধুবৃত্তিশিক্ষাষ্টকম্ ৵০
৩০। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ৸০
৩১। মণিমঞ্জরী সানুবাদ ।০
৩২। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৩৩। শ্রীচৈতন্যভাগবত (বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ) ৫৲

এতদ্ব্যতীত বৈষ্ণব-ধর্ম্মের কয়েকখানি ইংরাজি ধর্ম্ম গ্রন্থ আছে, পত্র পাঠাইলে ডাকযোগে ক্যাটলগ পাঠান হয়।

১। প্রাপ্তিস্থানঃ—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

২। শ্রীগৌড়ীয় মঠ—১নং উল্টাডিঙ্গি জংশনরোড কলিকাতা।
৩। শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠ—৯০নং নবাবপুররোড, ঢাকা
৪। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ উড়িয়াবাজার, কটক
৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ পোড়াকুঠী, পুরী
৬। শ্রীসনাতনগৌড়ীয় মঠ—৪নং জগজ্জীবনপুরা, কাশী
৭। শ্রীগৌড়ীয় মঠ দিল্লী কার্য্যালয়, ১০।১ হনুমানরোড, নিউদিল্লী
৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ—ছিপিগলি, বৃন্দাবন
৯। শ্রীভাগবত প্রেস, গোয়াড়ী—কৃষ্ণনগর।
১০। শ্রীএকায়ন মঠ, ৪।২ স্ট্রীট, [illegible]নগর।

নানা কথা

সংক্ষিপ্ত নবদ্বীপ পঞ্জিকা

১১ দামোদর ১২ কার্ত্তিক ২৯ অক্টোবর মঙ্গল শুক্ল প্রদ্যুম্ন উ ৬।৭ অ ৫।২১ কৃষ্ণদশমী দণ্ড রা ৭।১৪ উত্তরফল্গুনী অবাক্ রা ১।৩০ ইন্দ্রযোগ দি ৩।২২ কৌলবকরণ। **শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুরের তিরোভাব।** দিবা ৯।৪৩ মধ্যে একাদশীর পারণ।

১২ দামোদর ১৩ কার্ত্তিক ৩০ অক্টোবর বুধ শুক্ল অনিরুদ্ধ উ ৬।৭ অস্ত ৫।২০ কৃষ্ণ-ত্রয়োদশী দণ্ড ৭ ৬৯ হস্তা পুণ্ডরীকাক্ষ রা ১।১১ বৈধৃতিযোগ দি ১২৬ গরকরণ। পরে বণিজকরণ রা ৬।৯ গতে বিষ্টি রা শেষ ৫।৪৯ গতে শকুনীকরণ।

১৩ দামোদর ১৪ কার্ত্তিক ৩১ অক্টোবর বৃহস্পতি আদি কারণোদশায়ী উ ৬৮ অ ৫।২০ কৃষ্ণচতুর্দ্দশী দণ্ড সন্ধ্যা ৫।৩০ চিত্রা বিশ্বকর্ম্মা রা ১।২০ বিষ্কম্ভযোগ দি ১১।৩৮ শকুনীকরণ।

কৃষ্ণনগর কর্ম্মিগণের মামলা

গত ২৫শে অক্টোবর সদর মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত অদ্বৈতচরণ মাস্ত মহোদয়ের এজলাসে নিম্নলিখিত মামলাগুলির শুনানির দিন ছিল।

(১) দণ্ডবিধির ১২৪এ এবং ১২০বি ধারা অনুযায়ী সম্রাট্ বনাম নদীয়া জেলা কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক শ্রীযুক্ত তারকদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি,

(২) দণ্ডবিধির ১৮৭ ও ৩৫৩ ধারা অনুযায়ী সম্রাট্ বনাম নদীয়া জিলা কংগ্রেস কমিটির সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র দত্ত প্রভৃতি,

(৩) দণ্ডবিধির ১৪৩,১৪৫,১৪৭ ও ৩৫৩ ধারা অনুযায়ী সম্রাট্ বনাম ছাত্র সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র সরকার প্রভৃতি।

(৪) দণ্ডবিধির ১২৪এ ও ১৫৩ ধারা অনুযায়ী সম্রাট্ বনাম 'জাগরণ' পত্রের সম্পাদক, মুদ্রাকর ও প্রকাশক শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত পাত্র।

উক্ত দিবস মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট প্রথমোক্ত মামলাটির বিচার আরম্ভ করেন। অন্য মামলাগুলি টাইম কমের, ৩য় ও ৪র্থ নম্বরের জন্য মুলতুবী রাখা হইয়াছে। নিশিকান্ত বাবুর মামলায় নদীয়ার পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিঃ এম, পি, প্রিয়র প্রভৃতি [illegible] জনের সাক্ষ্য গৃহীত হয়। মিঃ প্রিয়র মামলা রুজু করার বিষয়ে সরকারের মঞ্জুরীর কথা বলেন।

রাণাঘাটের উকীল রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সরকারপক্ষে এবং এডভোকেট শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি আসামীপক্ষ সমর্থন করেন।

ভুবনেশ্বরের বর্ত্তমান স্বাস্থ্য

(জনৈক সংবাদ-দাতা প্রেরিত)

ভুবনেশ্বরের স্বাস্থ্য এসময়ে খুব ভালই দেখা যাইতেছে। বহু ব্যক্তি এখন ছুটীতে এখানে স্বাস্থ্য লাভের জন্য আসিয়া অবস্থান করিতেছেন।

আমরা জানি ভুবনেশ্বর বেরী বেরী রোগাক্রান্ত ব্যক্তিগণের আরোগ্যলাভের জন্য উপযুক্ত স্থান। প্রায় তিন বৎসর পূর্ব্বে যখন বেরী বেরী রোগ কলিকাতা প্রভৃতি স্থানে প্রবলভাবে দেখা দিয়াছিল তখন এই রোগাক্রান্ত বহু ব্যক্তি এখানে আসিয়া সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিয়া গিয়াছিলেন। এবারেও বহু স্থানে এই বেরীবেরীরোগ সংক্রামক এবং ব্যাপক ভাবে দেখা দিয়াছে। এই রোগাক্রান্ত ব্যক্তিগণ এবারেও ভুবনেশ্বরে আসিয়া স্থানটী পরীক্ষা করিতে পারেন।

ভূগর্ভস্থ গুপ্তধনের সন্ধান

বেঙ্গলী ও ২৭শে অক্টোবরের সংবাদে প্রকাশ, এক জন দরবেশ বলিতেছেন তথা হইতে ৯ মাইল দূরবর্ত্তী সাংলী রাজ্যের মাধিকল গ্রামের পার্শ্ববর্ত্তী পাহাড়ে গুপ্তধন আছে, দরবেশ ঐ পাহাড়ে তামার একখানা পাত পাইয়াছেন; তাহাতে সংস্কৃত অক্ষরে উল্টা ভাবে পাহাড়ের কোন স্থানে মৃত্তিকা গর্ভে ঐ ধনরত্ন নিহিত আছে, তাহা লেখা আছে। এই তাম্রলিপিতে নাকি আরও বলা হইয়াছে, যিনি এই ধন উদ্ধার করিবার চেষ্টা করিবেন,তিনি যেন ৩টি নরবলী [illegible]। দরবেশ সাংলীর দরবারের নিকট বহু আবেদন করিয়াছেন এবং দরবার তাঁহাকে অর্দ্ধেক অংশ প্রদান করিতে সম্মত হইলেই তিনি নিজের দায়িত্বে মৃত্তিকাগর্ভ খনন করাইবেন। পল্লীগ্রামটিতে প্রবাদ এই যে, দুই শতাব্দী পূর্ব্বে এক জন দস্যু-সর্দ্দার ঐ পর্ব্বতে তাহার লুণ্ঠিত ধনরত্ন প্রোথিত করে। সাংলীর দেওয়ান এই সম্পর্কে সংপ্রতি ঐ গ্রাম পরিদর্শন করিতে গিয়াছিলেন বলিয়া প্রকাশ।

ট্রেণ চাপায় মৃত্যু

চুঁচুড়ার ২৫শে অক্টোবরের সংবাদে প্রকাশ, হালসা ষ্টেশনের নিকট একটী অজানা লোক ৮২ ডাউন ট্রেণে চাপা পড়িয়াছে। ঐ ট্রেণে আহত লোকটাকে চুঁচুড়ায় লইয়া আসা হয় এবং দারোগা হাসপাতালে তাহাকে ভর্ত্তি করিয়া দেওয়ায় কিছু পরেই আভ্যন্তরিক রক্তস্রাব হওয়ায় লোকটি মারা যায়। মৃতদেহের একটী ফটো লওয়া হইয়াছে।

পুরী সংবাদ

মাঝে কয়েক দিবস কাল ভীষণ ভাবে বৃষ্টিপাত হওয়ায় সকলকে বিশেষ ভাবে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিল; এখন আকাশ পরিষ্কার হইয়া শরৎ কালের শারদ শোভা বর্দ্ধিত হইয়াছে।

এবার বর্ষাকালে এখানে চোরের খুব উপদ্রব হইয়াছিল। এখন পুলিশ কর্তৃপক্ষের কড়া পাহারায় উপদ্রব কম হইয়াছে।

পুরীস্থিত শ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীমন্দিরের যে সকল মিষ্টান্ন খাজা প্রভৃতি প্রস্তুত হয় তাহা বাজারের বাজার চলতি ঘৃত দ্বারা প্রস্তুত হয় বলিয়া জানা গেল। বাজারে যে ঘৃত বিক্রয় হয় তাহার মধ্যে যত যে অমেধ্যাদি থাকে তাহা কাহারও অবিদিত নাই। দুঃখের বিষয় এই সব অমেধ্যদ্রব্য এবং বিলাতি আমদানী ভোগ হওয়া বিষয়ে কোন পাণ্ডা বা ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তিই ত কোন আপত্তি উত্থাপিত করেন না? বৈদ্যুতিক আলো হইবার সময় অনেক আপত্তির কথা হইয়াছিল কিন্তু এরূপ একটি মহা আপত্তির কথাতেও আপত্তি না হইবার কারণ কি? এ বিষয়ে আমরা পুরীর মহারাজের এবং শ্রীমন্দিরের সেবকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

শ্রীআলালনাথ শ্রীমন্দিরের সংস্কার কার্য্য রীতিমত ভাবে চলিতেছে। আলালনাথের এই সংস্কার কার্য্যের জন্য যাহারা সাহায্য দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন এবং যাঁহাদের সাহায্য দিবার জন্য ইচ্ছা আছে উঁহারা সত্বর উহা শ্রীযুক্ত পরমানন্দ ব্রহ্মচারী মহাশয়ের নিকটে শ্রীপুরুষোত্তম মঠ পুরী ঠিকানায় পাঠাইতে যত্ন করিবেন।

দস্যু রতন সিংহের গ্রেপ্তারের বিবরণ

হানিয়ারপুরের ২৮শে অক্টোবরের সংবাদে প্রকাশ, রতন সিং বিজ্ঞাসপুর রাজ্যে পরশরাম নামক একজন লোকের বাটীতে এক পক্ষ কাল লুকাইয়াছিল। উক্ত পরশরাম বাটী হইতে ২০ মাইল দূরবর্ত্তী থানায় যাইয়া পুলিসকে রতন সিংএর সংবাদ দেন এবং রতনকে ধরাইয়া দিবার জন্য কয়জন পুলিস সঙ্গে করিয়া আসে। পুলিস যে দিন বৈকালে পরশরামের গ্রামে পৌঁছে, সেদিন আর রতনকে গ্রেপ্তার করার চেষ্টা করে নাই পরদিন ভোরে তাহারা পরশরামের বাড়ী ঘেরাও করে এবং রতন যে দিকটায় ছিল, তথায় প্রবেশ করে। রতন তখন প্রাতঃকালীন নমাজ করিতেছিল। পুলিস হঠাৎ যাইয়া তাহাকে চাপিয়া ধরে। রতনের পাশেই টোটা ভরা বন্দুক থাকিলেও সে তাহা ব্যবহার করিবার সুযোগ পায় নাই।

চিত্রগুপ্তের খতিয়ান

কলেরা খাতে

প্রাদেশিক স্বাস্থ্যবিভাগের রিপোর্টে প্রকাশ, বাঙ্গালা দেশের ৮টি জিলায় ও কুচবিহার রাজ্যে কলেরার প্রকোপ বৃদ্ধি পাইয়াছে, উক্ত জেলা সমূহে কলেরায় মৃত্যুর সংখ্যা নিম্নে প্রদত্ত হইলেন—

জিলার নাম	গতসপ্তাহ	পূর্ব্বসপ্তাহ
নদীয়া	১৭৮	৬২
কলিকাতা	৩১	১৫
কুচবিহার	৩৭	৭
বর্দ্ধমান	১৮	১৬
বীরভূম	১১	৩
মেদিনীপুর	২২	৮
খুলনা	৮৮	৪০
দিনাজপুর	৪১	০
জলপাইগুড়ী	১৬	০
মালদহ	১০	৬

২৪ পরগণা,রাজসাহী, পাবনা ও ফরিদপুরে কলেরায় মৃত্যুর সংখ্যা কমিয়াছে।

বসন্ত খাতে

বসন্ত রোগে নদীয়ায় ২ জন, কলিকাতায় ৪ জন, ত্রিপুরায় ৪ জন, ২৪ পরগণায় ২ জন, বাখরগঞ্জ ২ জন, খুলনায় ১ জন ও চট্টগ্রামে ১ জন মারা গিয়াছে।

ইনফ্লুয়েঞ্জা খাতে

ইনফ্লুয়েঞ্জায় শুধু কলিকাতাতেই কয়েকজন লোক মারা গিয়াছে।

বড় লাটের প্রত্যাবর্ত্তন কার্য্যভার গ্রহণ

বড় লাট লর্ড আরউইন ও তাঁহার পত্নী লেডী আরউইন গত ২০শে অক্টোবর বোম্বাই পৌঁছেন। ইণ্ডিয়া গেজেটের এক অতিরিক্ত সংখ্যায় গত ২০শে তিনি কার্য্যভার পুনঃ গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে।

বাজীর মসলা বিনা লাইসেন্সে রাখা দণ্ডনীয়

তুবড়ী, পটকা, বোম ইত্যাদি, প্রস্তুত করিবার মাল-মসলা যথা আর্সেনিক, [illegible], পোটাসিয়াম ক্লোরেট অনেকে বিনা লাইসেন্সে রাখে। উহা রাখা যে বে-আইনী তাহা অনেকেই জানে না। ঐ সমস্ত বাজী পুড়াইবার কালে অনেক সময় অনেক দুর্ঘটনাও ঘটিয়া থাকে। বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্টের নিকট এবিষয় গোচর করা হইয়াছে! তাই বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্ট। [illegible] জানাইয়াছেন যে; যাহারা বিনা লাইসেন্সে ঐ সব দ্রব্য রাখিবে তাহারা, ১৮৮৪ অব্দের বিস্ফোরক আইন অনুযায়ী গুরুদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১২ই কার্ত্তিক মঙ্গলবার—১৩৩৬

সাময়িক প্রসঙ্গ

নিরপেক্ষ সত্যানুসন্ধিৎসু গুণগুণগ্রাহী সজ্জন-সমাজের নিকট ইহা একটী বড়ই আশাপ্রদ সু-সংবাদ যে, শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার সভারাজ রূপানুগবর ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর একদিকে যেমন ইংরাজী, বাংলা, সংস্কৃত ও হিন্দী প্রভৃতি বিভিন্ন ভাষায় মাসিক, সাপ্তাহিক ও দৈনিক পারমার্থিক সংবাদপত্র সমূহ ও শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রচার তথা স্বয়ং অথবা তাঁহারই কৃপাপ্রাপ্ত শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত-বিৎ উপযুক্ত প্রচারকগণ পাঠাইয়া শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদি ভক্তি-সিদ্ধান্তগ্রন্থ পাঠ, ব্যাখ্যা ও বক্তৃতাদি দ্বারা বিশ্বের দ্বারে দ্বারে কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীভগবান্ গৌরসুন্দরের সার্ব্বজনীন প্রেম-ধর্ম্মের বার্ত্তা ঘোষণা করিতেছেন, অপর-দিকে তেমনই গৌরপাদাঙ্কপূত তীর্থস্থানসমূহে শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীচরণচিহ্ন স্থাপন করিয়া তীর্থবাসী ও তীর্থযাত্রী-সুধীসাধারণের পক্ষে শ্রীগৌরসুন্দরের চরণ-সেবার সুব্যবস্থা করিয়া দিতেছেন।

শ্রীল প্রভুপাদ অষ্টোত্তর-শত পাদপীঠ স্থাপনের সঙ্কল্প করিয়াছেন। গত ১৩ই আগষ্ট, ১৯২৯ তারিখে দুমকা জেলার অন্তর্গত 'কানাই নাটশালা' নামক স্থানে এবং ১৫ই আগষ্ট, ১৯২৯ তারিখে ভাগলপুর জেলার অন্তর্গত মন্দার পর্ব্বতে মহা-সমারোহে শ্রীপাদপীঠ সংস্থাপিত হইয়াছেন। শ্রীপাদপীঠের সেবা পূজারও যথাবিহিত ব্যবস্থা হইয়াছে।

গৌরপাদপদ্ম সেবা-পূজা-ফলেই জীব রাধাগোবিন্দের সেবা-পূজার অধিকারী হন। সর্ব্বাবতারী স্বয়ংভগবান্ গৌর-সুন্দর কোন সম্প্রদায়বিশেষের সেব্য জানিয়া তাঁহার শ্রীপাদপদ্ম-সেবায় অনাদর প্রকাশ পূর্ব্বক শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের সেবা-লাভেচ্ছা কেবল দাম্ভিকতা মাত্র। শ্রী-ব্রহ্ম-রুদ্র-সনক সম্প্রদায়াশ্রিত সমুদয় বৈষ্ণবগণেরই ইহা বিশেষরূপে আলোচ্য বিষয় হওয়া কর্ত্তব্য।

শ্রীল প্রভুপাদ রাজমহল, কানাই নাট-শালা, ভাগলপুর, মন্দার, রাজগৃহ (জরা-সন্ধালয়), নালন্দা (বৌদ্ধবিহার), কাশী প্রভৃতি স্থানে সপার্ষদে শুভবিজয় পূর্ব্বক শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত প্রচার করিয়া গত ১৮ই আগষ্ট তারিখে ফয়জাবাদ সহরে তাঁহার প্রিয়শিষ্য শ্রীপাদ অধোক্ষজদাসাধিকারী প্রভুর ভবনে শুভবিজয় করিয়াছেন। শ্রীশ্রীরামজন্মভূমি শ্রীধাম অযোধ্যা ও ফয়জাবাদ প্রায় একই সহর। ফয়জাবাদের অনেক বিশিষ্ট লোক প্রত্যহ শ্রীল প্রভুপাদের নিকট আগমন করিয়া অনর্থ-নিবর্ত্তিনী কৃষ্ণকথা শ্রবণ করিতেছেন। প্রভুপাদ অনর্গল কৃষ্ণকথা কীর্ত্তন করিতেছেন।

গত ২০শে অক্টোবর ডাঃ মালহোত্রা ক্যাপটেন, আই, এম, এস, ২১শে অক্টোবর পণ্ডিত শ্রীরাম মিশ্র এল, এল, বি, ফয়জাবাদের প্রধান উকীল, ২২শে অক্টোবর ফয়জাবাদ ইনটারমিডিয়েট কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নাথপ্রসাদ বি, এ, শ্রীযুক্ত রামলাল গুপ্ত কন্ট্রাক্টার ও তালুক-দার, ২৩শে অক্টোবর ফয়জাবাদ ইন্টার-মিডিয়েট কলেজের প্রিন্সিপাল শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস জোশি এম, এ, শ্রীযুক্ত নাথ-প্রসাদ বি, এ, গঙ্গা সিং নিয়োগী, সাব্-ডিভিশনিয়ার শ্রীযুক্ত রামলাল বাবু, ভূত-পূর্ব্ব এস্, ডি, ও (মিলিটারী) মিঃ শুক্ল, শ্রীযুক্ত হরিহরদয়াল মনোহর লাল, শ্রীযুক্ত কাশীনাথ দাস বি, এ প্রভৃতি বহু বহু সম্ভ্রান্ত লোক শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্ম সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া শ্রীচৈতন্যদেবের কথা শ্রবণ করিতেছেন। প্রভুপাদ আর্য্য-সমাজী, জৈন, নাস্তিক, রামোপাসক বহু প্রকার ব্যক্তিকে তাঁহাদের অধিকারোচিত হরিকথা বলিয়া ক্রমে ক্রমে সর্ব্বাবতারী মহাপ্রভুর পাদপদ্মে আকর্ষণ করিতেছেন। শ্রীপাদ অধোক্ষজ প্রভু গুরু ও বৈষ্ণব-সেবা-বৃত্তি অনুশীলনী। তিনি মহাপ্রভুর কথা প্রচারের জন্য সর্ব্বদাই বিশেষ ব্যস্ত আছেন। বৈষ্ণব গৃহস্থ জীবন এইরূপ হওয়াই বাঞ্ছনীয়। রূপানুগতা অনেক বড় কথা।

যতীন্দ্রোপদিষ্ট

চতুঃসপ্ততিবাক্য

(পণ্ডিত শ্রীপাদ নন্দলাল বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ, বি, এ)

খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীর অন্তিমার্দ্ধে শ্রীদেবীর প্রিয়তম শিষ্যবর প্রধান বৈষ্ণব-সম্প্রদায় চতুষ্টয়ের অন্যতমের প্রবর্ত্তক শ্রীল রামানুজাচার্য্য দেব প্রকটলাভ করেন। তিনি ভৌমলীলাবসান-কালে করুণার্দ্র হইয়া শিষ্যগণকে সদাচার বিষয়ে কয়েকটী উপদেশ দিয়াছিলেন। সকল সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবধর্ম্মাবলম্বী জনসমূহের মধ্যে এতাদৃশ সদাচার সর্ব্বদা অবশ্য পালনীয় বলিয়া গণ্য হইয়া আসিতেছে। পাঠক-গণের কৌতূহল বিনোদনের নিমিত্ত ঐ উপদেশাবলী এস্থানে সঙ্কলিত হইল। আশা করি, প্রত্যেকেরই এইগুলি স্মরণ-পথে থাকিয়া নানাবিধ অপরাধ হইতে দূরে রাখিতে পারিবে।

১। নিজগুরু ও বৈষ্ণবগণের সেবা তুল্যজ্ঞান পূর্ব্বক সমভাবে তাহাতে নিরত থাকিবে।

২। পূর্ব্বাচার্য্যের বাক্যসমূহে দৃঢ় প্রত্যয় স্থাপন করিবে।

৩। দিবারাত্র ইন্দ্রিয়গণের দাসত্ব করিবে না।

৪। কদাপি ভগবদিতর শাস্ত্রাভ্যাসে মনোযোগ দিবে না।

৫। সতত শ্রীহরি-বিষয়ক শাস্ত্রপাঠে নিযুক্ত থাকিবে।

৬। আচার্য্য কৃপায় জ্ঞানলাভ করিয়া পুনর্ব্বার বিষয়ের কৈঙ্কর্য্যে অবস্থান করিবে না।

৭। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধাদি সমস্ত বিষয়কে সমান ভাবে জ্ঞান করিবে।

৮। পুষ্প,চন্দন, তাম্বুল ও সুগন্ধ দ্রব্যাদি ব্যবহারে কদাপি লালসা করিবে না।

৯। ভগবৎ-নাম কীর্ত্তনে ও ভক্ত-নামাদি কীর্ত্তনে তুল্য প্রীতিমান্ হইবে।

১০। 'মহাভাগবতের আশ্রয়ই ভগবৎ প্রাপ্তির একমাত্র উপায়' ইহা নিশ্চয় করিয়া নিরন্তর তাঁহার আদেশানুবর্ত্তী থাকিবে।

১১। বিষ্ণু সেবা ও বৈষ্ণবকৈঙ্কর্য্য ত্যাগ করিয়া প্রাকৃতব্যক্তি ও স্বৈরাচার হইতে নাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

১২। বৈষ্ণবের অনুষ্ঠানে প্রশস্তচরিত্র উদ্যোগের উন্নয়ন করিবে।

১৩। মহাভাগবতকে কদাপি এক বচনান্ত পদ দ্বারা আহ্বান করিবে না।

১৪। বৈষ্ণবের দর্শন মাত্রে তৎসমক্ষ অঞ্জলি বন্ধন পূর্ব্বক দণ্ডায়মান থাকিবে।

১৫। ভগবান্ বিষ্ণু বা বৈষ্ণবদিগের নিকটে কদাপি পাদ প্রসারণ পূর্ব্বক অবস্থান করিবে না।

১৬। বিষ্ণু বৈষ্ণব বা গুরুর গৃহের দিকে পাদ প্রসারণ করিয়া নিদ্রা যাইবে না।

১৭। নিদ্রা হইতে উত্থান পূর্ব্বক গুরু পরম্পরা উচ্চারণ করিবে।

১৮। বিষ্ণুসান্নিধ্যে উপবিষ্ট মহা-ভাগবতের দর্শন করিয়া সম্ভ্রান্ত স্মরণ পূর্ব্বক ভূমিতে লুণ্ঠিত হইয়া দণ্ডবৎ প্রণাম করিবে।

১৯। শ্রীবৈষ্ণববর্গ, ভগবান বা ভাগ-বতের গুণাদি কীর্ত্তনে রত থাকিলে যথা শাস্ত্র তাঁহাদিগকে বন্দনা না করিয়া মধ্যে উত্থান পূর্ব্বক গমন করিলে অতীব প্রত্য-বায়-ভাগী হইতে হয়।

২০। বৈষ্ণবের আগমন শ্রবণান্তে তদভিমুখে গিয়া অভিনন্দন করিবে এবং তাঁহার বিনির্গমনকালে কিয়দ্দূর যাবৎ সশ্রদ্ধ অনুগমন করিবে।

২১। সর্ব্বদা আত্মযাত্রার নিমিত্ত মহান বৈষ্ণবগণকে সবিনয় ভক্তি দ্বারা অনুসরণ করিবে।

২২। দেহযাত্রার নিমিত্ত প্রাকৃত ব্যক্তির গৃহে গৃহে সতত গমন পূর্ব্বক নিজ নামের পূর্ব্বে তাহাদের নামোচ্চারণ করিয়া এবং নিয়মাদি পরিত্যাগ করিয়া অবস্থান দ্বারা বৈষ্ণবের স্বরূপের হানি-জনক হইয়া থাকে।

২৩। বিষ্ণুর দিব্য বিমান (রথ, যান বা মন্দির) অথবা পুরদ্বার দর্শন মাত্রে কৃতাঞ্জলী করিবে।

২৪। অন্যান্য মন্দিরাদির দর্শনে কৌতূহলী হইবে না।

২৫। অন্য দেবতার গুণ কীর্ত্তন শ্রবণ করিয়া বিস্ময় প্রকাশ করিবে না।

২৬। বিষ্ণু ও বৈষ্ণবের নাম-সংকীর্ত্তনের পুণ্যাত্মা মহাজনের দর্শনে আনন্দ-লাভ না করিয়া আক্ষেপ-প্রকাশ নিতান্ত দুরাচার হইয়া থাকে।

২৭। শ্রীবৈষ্ণবগণের দেহ ছায়া কদাপি লঙ্ঘন করিবে না।

২৮। নিজ দেহের ছায়াও তাঁহা-দের শরীরে স্পর্শ করাইবে না।

২৯। দীন বৈষ্ণব অগ্রে বন্দনা করিলে তাহার অনাদরহেতু মহাপাতক জন্মে।

৩০। 'আমি আপনার দাস' এই বলিয়া যদি বৈষ্ণব অগ্রে বন্দনা করে, তবে তাঁহার আদরের মহান অপচার হইয়া থাকে।

৩১। বৈষ্ণবগণের জৃম্ভা, নিদ্রা ও আলস্যাদি দর্শন করিয়া জন-সমক্ষে কদাপি প্রকাশ করিবে না।

৩২। তাঁহাদের দোষ পরিহার করিয়া গুণাবলী কীর্ত্তন করিবে।

৩৩। প্রাকৃত জনগণের সমক্ষে বিষ্ণু-পাদোদক বা ভক্তচরণ-জল পান করিবে না।

৩৪। তত্ত্বত্রয় এবং রহস্যত্রয় বিষয়ে জ্ঞানহীন ব্যক্তির চরণোদক কদাপি গ্রহণ করিবে না।

৩৫। জ্ঞানানুষ্ঠানে নিরত এবং নিরন্তর সদাচারশীল বৈষ্ণবের পাদোদক সযত্নে পান করিবে।

৩৬। আপনাকে কদাপি ভাগবত-গণের সহিত সাম্যবুদ্ধি করিবে না।

৩৭। কদাচিৎ অসাবধানতা বশতঃ অভক্ত জনের সংস্পর্শ ঘটিলে বস্ত্রাদিসহ স্নান করিয়া বৈষ্ণব-চরণোদক পান করিবে।

৩৮। বৈরাগ্য, জ্ঞান ও ভক্ত্যাদি গুণ-সম্পন্ন মহাত্মগণকে মহাভাগ বৈষ্ণব শ্রেষ্ঠ

বিগ্রহ জানিয়া তাঁহাদিগের প্রতি দৃঢ় শ্রদ্ধায় স্থাপন করিবে।

৩৯। অভক্ত গৃহে বিষ্ণুতীর্থ (গঙ্গাদি) গ্রহণ করিবে না এবং তাহাদের গৃহস্থিত বিষ্ণু বিগ্রহেরও সেবা করিবে না।

৪০। অভক্ত লোকের দৃষ্টির গোচর হইলেও শ্রীহরির তীর্থস্থলে তীর্থপ্রসাদ নিঃসন্দেহে গ্রহণ করিবে।

৪১। বিষ্ণু-সমীপে বৈষ্ণব প্রদত্ত প্রসাদ প্রাপ্ত হইয়া "আমি উপবাসী" বলিয়া ত্যাগ করিবে না।

৪২। নিখিল পাপ-নাশক পবিত্রতম প্রসাদে কদাচিৎ উচ্ছিষ্ট বুদ্ধি করিবে না।

৪৩। বৈষ্ণবগণের সমীপে কখনও নিজ গুণ কীর্ত্তন করিবে না।

৪৪। শ্রীবৈষ্ণব-সন্নিধানে অন্যের পরিভব বর্জন করিবে।

৪৫। অতি বৈষ্ণব মহাপুরুষগণের গুণাবলী স্মরণ পূর্ব্বক সেবা বুদ্ধি না করিয়া কোন কার্য্য করিবে না।

৪৬। দিবসের প্রথম ঘটিকা মধ্যে শ্রীগুরুর নাম-গুণসমূহ কীর্ত্তন করিবে।

৪৭। দিনের প্রথমাংশে বিশ্বাস পূর্ব্বক শ্রীহরির স্তুতি প্রবন্ধ বা গুরুর উপদেশাবলী কীর্ত্তন করিবে।

৪৮। দেহাভিমানীর সহবাস করিবে না।

৪৯। বিষয়াসক্ত ব্যক্তিগণ শ্রীবৈষ্ণব-চিহ্নাদি ধারণ করিলেও সেই বঞ্চকগণের সহবাস পরিত্যাগ করিবে।

৫০। কদাপি পাষণ্ডদের সহিত আলাপ করিবে না।

৫১। অন্য দেবতার ভক্তগণের সঙ্গ-দোষের নিবৃত্তিহেতু সর্ব্বদা বৈষ্ণবগণের সহিত সদালাপ করিবে।

৫২। শাস্ত্রদূষক নরাধমগণকে কদাপি দর্শন করিবে না।

৫৩। কৃপণ এবং গুরুতে অসদাচার ব্যক্তির মুখাবলোকন করিবে না।

৫৪। সর্ব্বদা ভগবানে একনিষ্ঠ মহাজনের সঙ্গতি করিবে।

৫৫। অন্যোপায়-নিষ্ঠ পুরুষদিগকে পরিবর্জ্জন করিবে।

৫৬। সতত ভগবৎপ্রসঙ্গ ধার্ম্মিকগণের সঙ্গ করিবে।

৫৭। রহস্যবেত্তাগণ ও তত্ত্ববিশারদ মহাপুরুষগণের সহবাস করিবে।

৫৮। অর্থ-লোলুপ ও কাম-পরায়ণ ব্যক্তির সঙ্গ সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জনীয়।

৫৯। বৈষ্ণব তিরস্কার করিলে তদীয় অপকারেচ্ছা বিসর্জ্জন করিয়া মৌন ভাবে থাকিবে।

৬০। বৈষ্ণবের প্রতি সর্ব্বদা শ্রীবিষ্ণুর সমদর্শনে নিরত থাকিবে।

৬১। নিরন্তর শ্রীবৈষ্ণবের হিতসাধন করিবে।

৬২। শাস্ত্রবিগর্হিত কর্ম্ম মহাফলপ্রদ হইলেও বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি কদাপি তাহার সেবা করিবে না।

৬৩। শ্রীহরিতে অনর্পিত অন্ন, পুষ্প, চন্দন, তাম্বুল, বস্ত্র, উদক ও ফলাদি ভক্ষণ বা কোন বস্তু ধারণ করিবে না।

৬৪। অর্থ কামাদিহেতুক উপায়ান্তরে প্রাপ্ত অর্পিত দ্রব্যও কদাপি গ্রহণ করিবে না।

৬৫। জাত্যাদি-দুষ্ট না হইলে অন্নাদি সাদরে গ্রহণ করিবে।

৬৬। নিজদেহের প্রিয় বলিয়া কোন বস্তু বিষ্ণুকে সমর্পণ করিবে না।

৬৭। সাত্ত্বিক শাস্ত্র সম্মত সমুদয় বস্তু বিষ্ণুকে উপহৃত করিবে।

৬৮। বিষ্ণুতে সমর্পিত অন্ন, পানীয়, ভক্ষ্য ও গন্ধপুষ্পাদি প্রসাদ (অনুগ্রহ-প্রদত্ত) বুদ্ধিতে গ্রহণ করিবে।

৬৯। পরন্তু কদাপি মহাপ্রসাদে ভোগ্যবুদ্ধি করিবে না।

৭০। সেবকবুদ্ধির সহিত সমুদয় শাস্ত্র-বিহিত কর্ম্মাদির সম্পাদন করিবে।

৭১। সংক্ষেপতঃ মহাভাগবতের প্রতি অসদাচার ব্যতীত অন্য আত্মনাশহেতু নাই এবং তাঁহার আনন্দ-সম্পাদন ভিন্ন অন্য নিঃশ্রেয়সকারণ বর্ত্তমান নাই।

৭২। বিষ্ণুভক্তের পূজায় পরম পুরুষার্থ লাভ হয়, অতএব তাঁহাদিগের সেবাই জীবের মঙ্গলাদেশের কারণ।

৭৩। যে ব্যক্তির পূজ্য বিষ্ণুবিগ্রহে শিলাবুদ্ধি বৈষ্ণবগুরুতে মরণধর্ম্ম মানব-বুদ্ধি, বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি, কলিকল্মষ-নাশক বিষ্ণু ও বৈষ্ণবের পাদোদকে সামান্য জল-বুদ্ধি, কলিদোষহর বিষ্ণুর সিদ্ধ-নামমন্ত্রে শব্দসামান্যবুদ্ধি এবং সর্ব্বেশ্বর বিষ্ণুতে অপর দেবতার সহিত তুল্যবুদ্ধি থাকে, সে নিশ্চয়ই নারকী।

৭৪। ভগবানের পূজাদি হইতে শ্রীমদ্ভাগবতের অর্চ্চন উৎকৃষ্টতর, শ্রীবৈষ্ণবের উৎসর্জ্জন শ্রীবিষ্ণুর আরাধনা অপেক্ষা গুরুতর এবং অচ্যুতের পাদপদ্মজাত গঙ্গাদি-তীর্থ অপেক্ষা বৈষ্ণব-পাদোদকের মাহাত্ম্য অধিকতর, অতএব নিত্যকাল আলস্য-রহিত হইয়া সেই সাধু বৈষ্ণবগণের আরাধনে নিযুক্ত থাকিবে।

প্রকৃতি কারণবাদের অযৌক্তিকতা

(পণ্ডিত শ্রীপাদ অতীন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়)

এই পরিদৃশ্যমান বিশ্ব সংসারের উৎপত্তি, স্থিতি ও প্রলয় শাস্ত্র-প্রমাণ-সিদ্ধ। শাস্ত্র হইতে এই বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় শ্রবণ করা যায়। বিশ্বের সৃষ্ট্যাদি সম্বন্ধে অনুমান প্রমাণও অস্বীকার্য্য নহে, তবে ঐ অনুমান অসম্পূর্ণ বলিয়া সৃষ্ট্যাদির শাস্ত্রীয়ত্বই একমাত্র প্রমাণ হইতেছে।

যেখানে যদি সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় স্বীকৃত হইল, তবে ঐ সৃষ্টি প্রভৃতির কারণও অবশ্য অঙ্গীকার করিতে হইবে। যাহার জন্ম, স্থিতি ও ভঙ্গ আছে, তাহা অবশ্য কার্য্য বলিয়া স্বীকার্য্য এবং যাহা কার্য্য বলিয়া জানা যায়, তাহার কারণও অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। কার্য্য কখনই অকারণ-সম্ভূত হইতে পারে না। তবে বিশ্ব কার্য্যের উক্ত কারণ কি? পরমেশ্বরই এই বিশ্ব কার্য্যের কারণ। প্রকৃতি-কর্ত্তৃত্ববাদী সাংখ্য-সম্প্রদায় যে প্রকৃতিকেই এই বিশ্ব-কার্য্যের কারণ বলেন, তাহা শাস্ত্র-প্রমাণ-বিরুদ্ধ কল্পনা মাত্র। কারণ, বিশ্ব কার্য্যের মূলে যে জ্ঞান, ইচ্ছা ও ক্রিয়া অনুমিত হয়, তাহা প্রকৃতিতে দেখা যায় না। শাস্ত্র প্রকৃতিকে জড় বলিয়াছেন, জড় বস্তুর স্বাতন্ত্র্য কখনই স্বীকৃত হইতে পারে না—চেতনের সাহায্য ব্যতীত জড়ে ক্রিয়া শক্তির প্রবর্ত্তন হইতে পারে না, সুতরাং প্রকৃতির স্বাতন্ত্র্য-নিবন্ধন, উহার সৃষ্ট্যাদি কর্ত্তৃত্ব থাকিতে পারে না। অতএব জ্ঞান-শক্তি-সম্পন্ন, ইচ্ছা-শক্তি-বিশিষ্ট ও ক্রিয়া-শক্তি-যুক্ত পুরুষকেই উহার কারণ বলিতে হইবে। জ্ঞান, ক্রিয়া ও ইচ্ছা-শক্তি-সমন্বিত সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ শ্রীভগবানই সেই পুরুষোত্তম, অতএব শ্রীভগবানই বিশ্বের কারণ—প্রকৃতি কারণ নহে।

অবশ্য এস্থলে কেহ কেহ এইরূপ পূর্ব্বপক্ষ উত্থাপন করিতে পারেন যে, আপনারা বিশ্ব-সৃষ্ট্যাদির কারণরূপে যে শ্রীভগবানকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, তাঁহারও প্রপঞ্চে প্রকট বা জন্ম (?), লীলাদি কর্ম্ম (?) ও কাল অবসানে (?) বা ভঙ্গ যখন দেখিতে পাওয়া যায়, তখন তাঁহাকে কার্য্য বলিয়া স্বীকার করিয়া তাঁহারও কারণের অনুসন্ধান প্রয়োজন হইয়া পড়ে।

এইরূপ পূর্ব্বপক্ষের উত্তরে শব্দ প্রমাণের আনুগত্যে আমরা বলি যে, শ্রীভগবানের অন্য কোন কারণ নাই; যে-হেতু আদি কার্য্যের কারণ অনুসন্ধান ন্যায়-বিরুদ্ধ সুতরাং অলৌকিক। যাহার কার্য্যত্বই স্থির হয় না, তাহার কারণের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হওয়া বন্ধ্যা স্ত্রীর বস্ত্রাচ্ছাদিত ক্রোড়-দেশে সন্তান অনুসন্ধানের ন্যায় বৃথাই হইয়া থাকে। অতএব শ্রীভগবানকেই এই বিশ্বের অমূল-মূল বলিতে হইবে।

আমরা শাস্ত্র-প্রমাণ-দ্বারা জানিতে পারি যে, ঈশ্বর, জীব ও প্রকৃতি ইঁহারা অনাদি, তন্মধ্যে প্রকৃতি অচেতন বা জড় বলিয়া তাঁহার সৃষ্ট্যাদি কর্ত্তৃত্ব থাকিতে পারে না ইহা পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে। আর জীব চেতন হইলেও, অণুত্ব ধর্ম্ম-নিবন্ধন সর্ব্বজ্ঞ না হওয়ায় অর্থাৎ শ্রুতি-প্রতিপাদিত 'বালাগ্র শতভাগ'—ইহাই জীবের স্বরূপ হওয়ায় এবং স্বরূপের অনুপাতে তাঁহার জ্ঞানশক্তি, ইচ্ছাশক্তি, ও ক্রিয়া শক্তির অপরিপূর্ণতা-বশতঃ জীবেরও বিশ্ব-সৃষ্ট্যাদি বিষয়ে কর্ত্তৃত্ব থাকিতে পারে না। অধিকন্তু প্রলয়ে জীব ও প্রকৃতি ঈশ্বরে অব্যক্তাবস্থায় লীন থাকেন, ঈশ্বরের ইচ্ছা-ক্রমে অর্থাৎ তিনি যখন বহুরূপে প্রকাশ পাইব এইরূপ ইচ্ছা করেন, তখন তাঁহা হইতেই প্রকৃতি ও জীবের পুনঃ প্রাকট্য হয়, সুতরাং প্রকৃতি ও জীব স্বরূপতঃ নিত্য হইলেও ভগবদিচ্ছা-ক্রমেই তাঁহাদের প্রকটাপ্রকট হইয়া থাকে, অতএব স্বরূপতঃ তাঁহারা ঈশ্বর-পরতন্ত্র হওয়ায় সৃষ্ট্যাদি ব্যাপারে তাঁহাদের কারণত্ব কখন সিদ্ধ হইতে পারে না। কিন্তু প্রলয়-কালেও যে পুরুষোত্তম স্বসত্তায় পরিপূর্ণ-রূপে বর্ত্তমান থাকেন এবং যিনি ভক্ত-বাৎসল্যাদি ধর্ম্মগুণে স্বেচ্ছা-ক্রমে ভক্তগণকে কৃপা করিবার জন্য স্বীয় ধাম ও পরিকর-বৈশিষ্ট্য-সহ প্রপঞ্চে স্বীয় প্রাকট্য বিধান করেন এবং স্বেচ্ছা-ক্রমেই তদীয় ধাম ও পরিকরাদি-সহ প্রপঞ্চ পরিত্যাগের অভিনয় করেন (অর্থাৎ ভগবান্ নিত্য বস্তু, তাঁহার প্রপঞ্চ ত্যাগ বলিয়া কোন কথা হইতে পারে না, তবে বদ্ধ জীব জড় দেহে অত্যাসক্তি-বশতঃ ভোগ-বাসনার দ্বারা চালিত হইয়া দেহে আত্মবুদ্ধি করত ঈশ-বৈমুখ্য লাভ করে, তাহাদের সেই বিমুখতা দূরীকরণোদ্দেশে, স্বয়ং প্রপঞ্চত্যাগের অভিনয় করিয়া তাহাদিগকেও যে একদিন এই জড় ভোগ সাধক প্রপঞ্চত্যাগ করিতে হইবে, সুতরাং ভোগের তাড়নায় চালিত না হইয়া ঈশ্বর সেবা করাই কর্ত্তব্য—ইহা বুঝিবার সুযোগ প্রদান করেন। সুতরাং তাঁহার প্রপঞ্চত্যাগ-লীলা-অসুর-মোহন, এবং জীবে দয়ারই পরিচায়ক।) তিনি স্বরাট্, স্বতন্ত্র স্বেচ্ছাময় পুরুষোত্তম। তাঁহার প্রপঞ্চ-প্রকট-লীলা, তিরোভাব-লীলা ও অপ্রকট লীলা, মূঢ়, জড়াসক্ত, ভোগী ব্যক্তিগণের মোহ উৎপাদন করে, সুতরাং মূঢ় ব্যক্তিগণই শ্রীভগবানের প্রপঞ্চে প্রাকট্য (!) দর্শনে (!) তাঁহার জন্ম (!) ও প্রপঞ্চ পরিত্যাগ (!) দর্শনে (!) তাঁহার মৃত্যু (!) এইরূপ ধারণা করত তাঁহাকে কার্য্য শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত মনে করিয়া তাঁহারও কারণানুসন্ধানে ব্যস্ততা প্রদর্শন করে। কিন্তু শাস্ত্র বলেন, তাঁহার কেহ কারণ নাই, তিনি সর্ব্ব-কারণ-কারণ।

শ্রীব্রহ্মসংহিতা বলেন:—

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্।

সচ্চিদানন্দবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণই পরমেশ্বর, তিনি নিত্য জ্ঞান ও আনন্দ স্বরূপ। প্রকৃতি, কাল প্রভৃতিকে যে অনাদি ও কারণ বস্তু বলা হয়, কিন্তু প্রলয়ে তাহাদিগের

ঈশ্বরে অব্যক্তাবস্থায় স্থিতি ও সৃষ্টি-আরম্ভে তাঁহা হইতেই পুনঃ প্রকাশ হওয়ায়, তাহাদিগের স্বতঃকারণত্ব সিদ্ধ হয় না, তাহারা ঈশ্বরাধীন, কিন্তু কৃষ্ণ সেই সমুদয় কার্য্যরূপী কারণ বস্তুরও কারণ, তিনি অনাদি, তাঁহার প্রকাশ কাহারও দ্বারা বাধা প্রাপ্ত হয় না, তিনি স্বতঃসিদ্ধ, স্বয়ং-প্রকাশ বস্তু।

বেদান্তদর্শনের ২য় সূত্রে এই কথাই প্রতিপাদিত হইয়াছে, যথা—"জন্মাদ্যস্য যতঃ।" অর্থাৎ এই অচিন্ত্য বিচিত্র বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়
সাধিত হয়, সুতরাং তিনি চেতন বস্তু, তিনি সর্ব্বজ্ঞ ও অনন্ত সদ্গুণের আশ্রয়। যিনি ব্রহ্মা, মহেশ্বর এবং কালাদিরও নিয়ন্তা, এবম্বিধ শক্তি-বিশিষ্ট বস্তুই সৃষ্ট্যাদির কারণ। সর্ব্বপ্রমাণ-শিরোমণি শ্রুতিও এই কথাই কীর্ত্তন করিয়াছেন। আমরা কৃষ্ণযজুর্ব্বেদীয় তৈত্তিরীয়োপনিষদের তৃতীয় বল্লীতে তাহা জানিতে পারি, যথা—"যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি, যৎপ্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব, তদ্ ব্রহ্মেতি।" অর্থাৎ যাঁহা হইতে এই দৃশ্যমান বিশ্ব সৃষ্ট হইয়াছে, যাঁহা দ্বারা জন্ম-প্রাপ্ত সমস্ত জীবিতাবস্থায় রক্ষিত হইতেছে এবং যাঁহাতে এতৎ সমস্ত লয় প্রাপ্ত ও প্রবিষ্ট হয়, তাঁহাকে তুমি বিশেষ ভাবে জানিতে প্রযত্ন কর, তিনিই ব্রহ্ম।

শ্রীমদ্ভাগবতেও এই কথা কীর্ত্তিত হইয়াছে, যথা :—

"জন্মাদ্যস্য যতোঽন্বয়াদিতরতশ্চার্থেষ্বভিজ্ঞঃ স্বরাট্ * * * * * * * ধাম্না স্বেন সদা নিরস্তকুহকং সত্যং পরং ধীমহি ॥" [ভাঃ ১।১।১] অর্থাৎ এই বিশ্বের উৎপত্তি, স্থিতি ও ভঙ্গকার্য্য যে পরমেশ্বর হইতে সাধিত হয়, যিনি সর্ব্বতো ভাবে জ্ঞাতা, যাঁহাতে স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞান বিরাজমান; * * * * * * * * সেই পূর্ণ শুদ্ধ ও বস্তুত্ব ধর্ম্ম বিশিষ্ট সত্য স্বরূপ পরমেশ্বরকে আমরা ধ্যান করি।

অতঃপর আমরা শাস্ত্র প্রমাণ বলে স্পষ্ট রূপে জানিতে পারিলাম যে, 'বিশ্ব-সৃষ্ট্যাদি-বিষয়ে ভগবানই একমাত্র কারণ, জড় প্রকৃতির এ বিষয়ে কোন কর্ত্তৃত্বই নাই এবং থাকিতে পারে না। সুতরাং নাস্তিক সাংখ্য সম্প্রদায়-কল্পিত প্রকৃতি কর্তৃত্ব বাদ শ্রুতি, বেদান্ত এবং ভাগবতাদি শাস্ত্র দ্বারা সমর্থিত বা শাস্ত্রানুগত যুক্তি-পুষ্ট না হওয়া ঐ প্রকার মনঃকল্পিত নাস্তিক্য মতবাদে কোন শাস্ত্রবিশ্বাসী আস্তিক্য বুদ্ধি-সম্পন্ন ব্যক্তিই আস্থা স্থাপন করিতে পারেন না। ইন্দ্রিয়-তর্পণরত সাংখ্য "ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ প্রমাণাভাবাৎ।" বলিয়া একমাত্র অদ্বিতীয় ভোক্তা (অহমেব সর্ব্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ—গীতা) শ্রীভগবানের ভোগ্য বস্তুগুলি স্বীয় ভোগে লাগাইবার ধৃষ্টতা প্রদর্শন করে। কারণ সে জানে যে, ভগবানকে সৃষ্ট্যাদির কর্ত্তা বলিয়া স্বীকার করিলে, সৃষ্ট বস্তুসমূহ তাঁহারই ভোগের উপকরণ হইবে, সুতরাং ঈশ্বর থাকার কোন প্রমাণ নাই (!) যখন, 'তখন জড়া প্রকৃতিকেই সৃষ্ট্যাদির কারণ বলিয়া স্থাপন করিতে পারিলেই, মকরধ্বজ-বাণ পীড়ায় পীড়িত আমরা নির্ব্বিবাদে ভগবদ্ভোগ্য ভোগোপকরণসমূহ প্রচুর পরিমাণে সংগ্রহ পূর্ব্বক ইন্দ্রিয়-তর্পণ-যজ্ঞে আহুতি প্রদান করিতে পারিব। ইহাই প্রকৃতি-কর্তৃত্ব-বাদীর স্বরূপের পরিচয়।

আমরা অতঃপর শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া বর্ত্তমান প্রবন্ধ সমাপ্ত করিব—

জগৎ কারণ নহে, প্রকৃতি জড় রূপা।
শক্তি সঞ্চারিয়া তারে কৃষ্ণ করে কৃপা ॥
কৃষ্ণশক্ত্যে প্রকৃতি হয় গৌণ কারণ।
অগ্নিশক্ত্যে লৌহ যৈছে করয়ে জারণ ॥
অতএব কৃষ্ণ মূল-জগৎকারণ।
প্রকৃতি—কারণ, যৈছে অজা-গলস্তন ॥

ফরিদপুর কাশীয়ানী
প্রচার-প্রসঙ্গ

(জনৈক সজ্জন প্রেরিত)

গত ১০ই আশ্বিন বৃহস্পতিবার স্থানীয় ব্যবসায়ী শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র মোহন সাহা মহাশয়ের একান্ত অনুরোধে ও পার্শ্ববর্ত্তী অন্যান্য সজ্জন মণ্ডলীর আগ্রহে কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠের অন্যতম প্রচারক পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ "জীবের শ্রেয়ঃ" সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। অপরাহ্ন ৪ ঘটিকার সময় উক্ত যতীন বাবুর বাটীতে তাঁহার বৃহৎ আটচালায় একটী মহতীসভার অধিবেশন হয়। সুপ্র-সম্মানিত-কর্ম টিপার বন্দ নিবাসী অনাম-খ্যাত শ্রীযুক্ত অক্ষয় কুমার কাঞ্জিলাল মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণে স্বীকৃত হন। স্বামিজীকে শ্রীযুক্ত সাধচরণ রায় মহাশয়ের বাটী হইতে কীর্ত্তনাদি সহ সভায় লইয়া যাওয়া হয়। স্বামিজী আসন গ্রহণ করিলে সভাপতি মহাশয় স্বীয় অযোগ্যতা জ্ঞাপন পূর্ব্বক তাঁহার নির্দ্দিষ্ট আসনে উপবেশন না করিয়া দাঁড়াইয়া বলেন যে, হে বন্ধুগণ! ও ভগ্নীগণ! ইনি কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠের সন্ন্যাসী,—নাম শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী। অদ্য এই শুভবাসরে ইনি আমাদিগকে ভগবৎ কথা শুনাইয়া আনন্দিত করিবেন। আমরা মায়াবদ্ধ সংসারী জীব, অনাদি বহির্ম্মুখতা বশতঃ ক্ষণেকের তরেও ভগবানের চিন্তা করি না। পরম করুণাময় পরমেশ্বরের অহৈতুকী করুণাবশে তাঁহার নিজজনকে আমরা পাইয়াছি। আজ আমাদের সৌভাগ্যের সীমা নাই। কারণ যে দিনে বা যে ক্ষণে ভগবৎ কথালাপ হয়, সেই দিনই সুদিন, সেই ক্ষণই শুভক্ষণ। সেই কালে কাল আমাদের আক্রমণ করিতে পারে না। কারণ সেটা বৈকুণ্ঠ বার্ত্তা। ইনি সেই বৈকুণ্ঠ দূত। আজ আপনারা মহারাজের শ্রীমুখে বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তা শুনিয়া ধন্য হউন। চিরদিনই সেই পরম সত্য কথা গুরুপরম্পরায় আমরা জানিতে পারি। সেই পরমধনের অধিকারী আমরা সকলেই। কারণ সকলেই আমরা সেই পরম পিতার পুত্র। পুত্র অর্থে অবশ্য আমি শৌক্রধারার কথা বলিতেছি না। অর্থাৎ শিষ্য-পরম্পরায় সেই বস্তুটি পাওয়া যায়। অন্য উপায়ে তাহা লাভ করা যায় না। তাহার কুঞ্চিকাটি শ্রীগুরুদেবের হস্তে। ভগবদ্ বিনা কৃপায় তাঁহার কথা আমাদের অন্তরে স্থান পায় না। কিন্তু তিনি দয়াময়, তাই আমাদিগকে দয়া দিবার জন্য শাস্ত্র, গুরু ও সাধু রূপে জগতে আপনাকে প্রকাশ করেন। আমরা শ্রীভগবানের দিকে পশ্চাৎ করিয়া অনেক দূরে সরিয়া পড়িয়াছি এবং জাগতিক বিষয়ে এত আকৃষ্ট হইয়া পড়িয়াছি যে, তিলার্দ্ধ কালও তাঁহার কথা ভাবিবার অবসর নাই। মায়াদেবী আমাদিগকে এমন ভাবে ঢাকিয়া রাখিয়াছে। কিন্তু ইনি সেই দুর্বিজ্ঞেয়া মায়ার বন্ধনকে সম্যক্ ত্যাগ করিয়া সর্ব্বক্ষণ শ্রীভগবৎ সেবায় নিযুক্ত। শাস্ত্রের বিধান এই যে, ত্রিদণ্ডি সন্ন্যাসী সাক্ষাৎ নারায়ণ তুল্য। এমন কি নিত্যবন্দ্য নমস্য। অতএব আসুন, আজ আমরা সকলে এই ত্রিদণ্ডি সন্ন্যাসী মহারাজকে প্রণাম করি। এই বলিয়া সভাপতি (কাঞ্জিলাল) মহাশয় স্বামিজী মহারাজকে (স্বপ্নাঙ্গ) দণ্ডবৎ করিলেন। এবং সভাস্থ সকলেই তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে স্বামিজীকে নমস্কার করিলেন। সভাপতি মহাশয় তাঁহার নির্দ্দিষ্ট আসনে না বসিয়া সাধারণের সহিত একাসনে বসিলেন।

স্বামিজী সভায় দণ্ডায়মান হইয়া প্রথমে শ্রীগুরুদেবকে প্রণাম করেন। পরে বৈষ্ণববৃন্দকে প্রণাম ও শ্রীমন্মহাপ্রভুকে প্রণাম করিয়া নিম্নোক্ত শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীর ভাষায় নিজের দৈন্য জ্ঞাপন করেন।

জগাই মাধাই হৈতে মুঞি সে পাপিষ্ঠ।
পুরীষের কীট হৈতে মুঞি সে লঘিষ্ঠ ॥
মোর নাম লয় যেই তার পাপ হয়।
মোর নাম শুনে যেই তার পুণ্যক্ষয় ॥
এমন নির্ঘৃণ মোরে কেবা দয়া করে।
এক নিত্যানন্দ বিনা জগৎ সংসারে ॥

আজ আপনারা আমার মত অযোগ্য ব্যক্তিকে শ্রীভগবানের কথা কীর্ত্তন করিবার সুযোগ দান করিয়া সত্য সত্যই আমার প্রতি কৃপা করিয়াছেন। কারণ অনুক্ষণ শ্রীহরিকথা কীর্ত্তন করিবার জন্য শ্রীগুরুদেব কর্তৃক আদিষ্ট হইয়াছি। আপনারা আমাকে সেই সুযোগ দান করিয়া পরম আত্মীয়ের কার্য্য করিলেন। আমি শ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতে যে সমস্ত কথা শ্রবণ করিয়াছি, আপনাদের নিকট সেই সব কথাই কীর্ত্তন করিবার চেষ্টা করিয়াছি, ইহাতে আমার কোনও কৃতিত্ব নাই। আমি একজন পরিবেশনকারী মাত্র। পরিবেশনকারীর অযোগ্যতাহেতু দোষগুলি আপনারা নিজগুণে ক্ষমা করিবেন। স্বামিজী এই প্রকার সময়োচিত দৈন্যোক্তির দ্বারা উপস্থিত সকলের যথার্থ সকলের চিত্তাকর্ষণ করেন। অতঃপর প্রায় আড়াই ঘণ্টা কাল বক্তৃতা সহকারে উপদেশাদি দ্বারা সমস্ত শ্রোতৃবৃন্দকে আকৃষ্ট করেন। সকলেই স্বামিজীর অপূর্ব্ব পাণ্ডিত্য ও শাস্ত্র-ব্যাখ্যা শুনিয়া মন্ত্রমুগ্ধ হইয়াছিলেন। সমগ্র শাস্ত্রের মূল উদ্দেশ্য যে ভগবৎ সেবা এবং তাহাতেই যে আত্মার একমাত্র নিত্যবৃত্তি, এতদিন পরে সকলে বুঝিতে পারিলেন। এরূপ কথা জীবনে কেহ কোন দিনই শুনেন নাই।

বক্তৃতান্তে সভাপতি অক্ষয় বাবু সভার পক্ষ হইতে স্বামিজীকে ধন্যবাদ প্রদান করেন। অক্ষয় বাবু সভায় দণ্ডায়মান হইয়া বলেন—সম্প্রতি মহারাজ আমাদের মায়াবদ্ধ জীবকুলকে তাঁহার দুর্লভ সঙ্গ দান ও যে সমস্ত উপদেশাদির দ্বারা আমাদিগের অজ্ঞানান্ধ কুসংস্কার ধ্বংস করিয়া এক নবীন সত্যের উদ্দীপনা দান করিলেন, তাহাতে আমার ন্যায় জীবনিচয়কে চিরঋণে আবদ্ধ করিলেন। তাহাতে আমরা মহারাজের নিকট চির কৃতজ্ঞ ঋণপাশে বদ্ধ। অতএব আমার মনে হয় আজ আমি আমার জীবন নিরর্থক যাপন করিতেছি। আসুন, আজ সকলে মিলে স্বামিজীর কীর্ত্তনের দক্ষিণা তাঁহার আনুগত্যে হরি-কীর্ত্তন করি। এই বলিয়া সকলে উদ্দণ্ড নৃত্য সহকারে উচ্চৈঃস্বরে শ্রীহরিনাম কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন; যেরূপ দেখিয়াছে, সেই মাত্র বুঝিতে পারিয়াছে। কীর্ত্তনান্তে অক্ষয় বাবু ও অন্যান্য কয়েক ব্যক্তি শ্রীযুক্ত যতীনবাবুকে সম্বোধন করিয়া বলেন যে, আপনি সত্য সত্যই ধন্য। আপনি এই গঙ্গা ও পাপ-বর্জ্জিত দেশে ভক্তিগঙ্গা প্রবাহিত করিয়া এদেশকে পরম পবিত্র ও ভাগ্যবান করিলেন। অতঃপর সকলে সমস্বরে বলেন যে, স্বামিজী প্রভুর কথা যাহা আপনারা আচরণ করিয়া প্রচার করিতেছেন, সমস্ত বিশ্বে বিশ্ববাসীর এই বাণী প্রচার হইলে জীবের পরম মঙ্গল হইবে। আমরা দীন দুঃখী, আপনাদের সঙ্গ অপনাদের সঙ্গ পাওয়া দুর্ঘট। তবে আপনারা যদি কৃপা করিয়া আসিয়া কিম্বা উপযুক্ত প্রচারকাদি পাঠাইয়া আমাদের মত পতিত জীবকে বিনাশ হইতে মুক্ত করেন, তবে আমরা উদ্ধার পাইতে পারি। তাহা ছাড়া আমাদের উদ্ধারের আর অন্য উপায় নাই। পরে সভার পক্ষ হইতে সকলে স্বামিজীকে অন্ততঃ আরও ২।৩ দিন থাকার জন্য বিশেষ অনুরোধ করেন। কিন্তু তাঁহার অন্যান্য স্থানে বিশেষ কার্য্য থাকায় এবং তদ্রূপ নিবাসী শ্রীযুক্ত জ্যোতিষ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের আগ্রহাতিশয্যে তৎপর দিনই উক্ত তদ্রূপ গ্রামে শুভ বিজয় করেন।

পর-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

সম্প্রতি পর বিদ্যাপীঠে নিম্নলিখিত শিক্ষণীয় বিষয়নিচয়ের অধ্যাপকের আসনসমূহ সংস্থাপিত হইয়াছে—বিদ্যার্থিগণ আবেদন করুন।

১। সাহিত্যাসন, ২। ঐতিহ্যাসন,
৩। সম্প্রদায়বৈভবাসন, ৪। ভক্তিশাস্ত্রাসন,
৫। তত্ত্বশাস্ত্রাসন, ৬। বেদান্তাসন,
৭। একায়নাসন।

শ্রীনন্দলাল রায় বি, এ, কাব্যতীর্থ, বিদ্যাসাগর,
সম্পাদক—পরবিদ্যাপীঠ, শ্রীধাম মায়াপুর।

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

শ্রীগৌড়ীয়মঠ প্রকাশ হইতে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৪০৲ চল্লিশ টাকা।

২৭২৪ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে, সপ্তচত্বারিংশ খণ্ডে সূচী ছাপা হইতেছে।

৪৬শ খণ্ড গ্রন্থ নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে ১৫।/০ সাধারণ পক্ষে ২০৸৶০। প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৵০, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে।/০।

দশম স্কন্ধ ছাপা হইতেছে। দশম স্কন্ধের ভিক্ষা ১২৲, অগ্রিম সাধারণের পক্ষে ৮৲।

৫০ অধ্যায়পর্য্যন্ত দশম সংখ্যা ছাপা হইয়াছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

"শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত"

সম্পূর্ণ ছাপা শেষ হইয়াছে

আদি, মধ্য, ও অন্ত্যলীলা এবং সূচী ছাপা হইয়া সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছেন। যাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্ব্বের ১০৲ টাকা ভিক্ষার তৃতীয় সংস্করণ ৪৲ টাকায় না পাইয়া অপূর্ব্ব সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের জন্যই উহার ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছেন। সেই ১০৲ টাকার এই বিরাট্ গ্রন্থ নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা পূর্ণ না হওয়া পর্য্যন্ত ৫৲ টাকা ভিক্ষায় দেওয়া হইবে। গ্রাহকগণ সত্বর হউন পরে আর এ সুযোগ দেওয়া হইবে না।

শ্রীচৈতন্য-লীলার ব্যাস আদিকার

শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র গ্রন্থ ৮৲ স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲
নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪৷৹ টাকা

চৈতন্য মঠের যাবতীয় গ্রন্থ

কার্য্যাধ্যক্ষ, গ্রন্থ-বিভাগ, শ্রীচৈতন্য মঠ
পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া
—অথবা—
শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা
ঠিকানায় পাওয়া যাইবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—ডাকে লইলে শ্রীচৈতন্য মঠের ঠিকানায় লিখিবেন।

উড়িয়া ভাষায় প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

যে সব উৎকলবাসী ভক্তগণ বাংলা পড়িতে জানেন না, তাঁহাদের শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর প্রচারিত পরম উপাদেয় ভক্তি-কথা জানিবার সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে উড়িয়া-ভাষায় নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হইয়াছে। বাংলা গ্রন্থের তুলনায় উড়িয়া গ্রন্থগুলির ভিক্ষাও অপেক্ষাকৃত অল্প।

গ্রন্থের নাম	ভিক্ষা
শ্রীহরিনাম চিন্তামণি, প্রতিখণ্ড	
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	১৲
সাধন পথ (শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টক) প্রতিখণ্ড	।০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৷।০
কল্যাণ কল্পতরু প্রতিখণ্ড	৶০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	।০
গীতাবলী প্রতিখণ্ড	
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৶১৫
শরণাগতি প্রতিখণ্ড	/০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৶৫

প্রাপ্তিস্থান { শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ, কটক
এবং
শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, পুরী }

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিম্নলিখিত মঠসমূহে প্রাপ্তব্য:—

১। শ্রীচৈতন্য মঠ,—পোঃ, শ্রীধামমায়াপুর, (নদীয়া)।
২। শ্রীমোদদ্রুমদাসের মঠ,—ভঙ্গাহাটি, সমুদ্রগড় পোঃ, (বর্দ্ধমান)।
৩। শ্রীভাগবত আসন,—ভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৪। শ্রীগৌড়ীয় মঠ,—১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড্, কলিকাতা।
৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ,—চোটাগুড়ী, পুরী,
৬। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ,—উড়িয়া বাজার, কটক।
৭। শ্রীভাগবত মঠ,—চিরাকিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।
৮। শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ,—৮নং জগজ্জীবনপুরা, কাশী, ইউ, পি।
৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,—ভীমগ্রাম, বৃন্দাবন, মথুরা, ইউ, পি।
১০। শ্রীপরমহংস মঠ—নিমসার পোঃ, সীতাপুর, ইউ পি।
১১। শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ,—কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল, পাঞ্জাব।
১২। শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠ,—৯নং নবাবপুর রোড্, ঢাকা।
১৩। শ্রীগদাইগৌরাঙ্গ মঠ,—বালিয়াটি, ঢাকা।
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম,—আমলাযোড়া, রাজবাঁধ পোঃ, বর্দ্ধমান।
১৫। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ,—ভুমুরকোন্দা, চিরকুণ্ডা পোঃ, মানভূম।
১৬। শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয় মঠ,—আলালনাথ, ব্রহ্মাগার পোঃ, পুরী, উড়িষ্যা।

এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণের নিকটও নদীয়া-প্রকাশ প্রাপ্তব্য।

১। শ্রীযুক্ত জনার্দ্দন ঘোষ—বয়রা লজ রেল রোড, খুলনা
২। শ্রীযুক্ত রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিরত্ন—দেওয়ানগঞ্জ, হলদবাড়ী কুচবিহার।
৩। শ্রীযুক্ত রামরঞ্জন রায়—১৬।১নং শ্রীগোপাল মল্লিক লেন, কলিকাতা।
৪। শ্রীযুক্ত অমূল্যকুমার সরকার এস, ডি, ও, হৈদ্রাবাদ।
৫। মিঃ এন্ ডি, মুখার্জ্জি—এম, এস, ওয়ার্কস দি মল, কানপুর।
৬। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণবিহারী জ্যোতির্ভূষণ—সকপগঞ্জ, নদীয়া
৭। শ্রীরাসবিহারী দাস অধিকারী, নবদ্বীপ।
৮। শ্রীবিরাজমোহন দে—মদনমোহন প্রেস, নবাবপুর, ঢাকা।
৯। শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ গড়গড়ি বেড়াচাঁপা, ২৪ পরগণা।

অন্যথা না ভজে কৃষ্ণ, দুষ্ট সঙ্গ করে। পুন সেইমত মায়া পাপে ডুবি মরে।

চৈতন্যমঠের গ্রন্থাবলী

শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুর বিরচিত

ভক্তি-গ্রন্থাবলী।

উৎকৃষ্ট কাপড়ে বিলাতী ধরণে বাঁধাই স্বর্ণালঙ্কৃত। চতুর্থ সংস্করণ। বিস্তৃতবিষয়সূচীসহ।

জৈবধর্ম্ম

বাঁধাই ২৲ দুই টাকা

প্রকাশিত হইয়াছে

সনাতন ধর্ম্মশাস্ত্র বেদ, বেদান্ত, উপনিষৎ গীতা, শ্রীমদ্ দর্শন, পুরাণ, তন্ত্রাদি সকল গ্রন্থ পাঠ করিবার অবসর অতি অল্প মানবের ঘটিয়া থাকে। অনেকের যোগ্যতা না থাকায় সেই সমস্ত গ্রন্থের মর্ম্ম অবগত হইতে পারেন না। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বাঙ্গালীর এই অসুবিধা দূরীভূত করিবার জন্য এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

বিদ্যালয়ের ছাত্র বা শিক্ষকগণের বিশেষ পাঠ্য, এই হেতু শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টার বাহাদুর ইহা সমস্ত বিদ্যালয়ের জন্য অনুমোদন করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

প্রথম খণ্ড ভিক্ষা—১৲ একটাকা

যুক্তিপূর্ণ শাস্ত্রবাক্য দ্বারা প্রত্যেক মানবের নিত্য কর্ত্তব্য ও অনিত্য সাময়িক কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। গ্রন্থের প্রতি উক্তি সনাতন শাস্ত্রবাক্য দ্বারা সমর্থিত ও প্রমাণিত হইয়াছে। দেহের, মনের ও আত্মার ধর্ম্ম কি? স্বদেশ, সমাজ, নীতি, ধর্ম্ম কি? ইত্যাদি বিষয় ক্রমানুসারে এমন সুন্দরভাবে যুক্তিসংকারে আলোচিত হইয়াছে যে, প্রথম পংক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত পাঠ না করিয়া নিবৃত্ত হওয়া যায় না।

শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ভিক্ষা ৵০

ঐ প্রমাণ খণ্ড ভিক্ষা ৵০

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিহার ও লীলাভূমি নয়টী দ্বীপ-সম্বন্ধে। এই নয় দ্বীপের প্রাচীন বিবরণ – প্রত্যেক দ্বীপে শ্রীমহাপ্রভুর লীলা – প্রত্যেক দ্বীপের পরিচয়, শ্রীধাম-মাহাত্ম্য—নামাপরাধ কি? ইত্যাদি বিষয় বিশেষভাবে মনোহর ছন্দে বর্ণিত। পকেট সাইজ প্রায় ১৬০ পৃষ্ঠা।

শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ

উজ্জ্বল ব্রোঞ্জ কালীতে উত্তম কাগজে ছাপা— শ্রীনবদ্বীপধাম দর্শনে ভাবুক দর্শনকারীর কি প্রকার ভাবের উচ্ছ্বাস হয়, তাহা এই গ্রন্থে বর্ণিত। অতি চমৎকার। ভিক্ষা চারি আনা।

শ্রীসজ্জনপথ্য

৷৶০ দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভুর উপদেশচ্ছলে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে রূপণের অনুকূল ও প্রতিকূল বিচার অতি সুন্দরভাবে ... হইয়াছে। ইহা ছাড়া শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদিষ্ট ... ও উপদেশ বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব-জগতে অভিনব গ্রন্থ!!

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতি-গ্রন্থাবলী :—

শরণাগতি

পকেট সাইজ
অষ্টম সংস্করণ
ভিক্ষা /০ আনা

দেহ ও মনের চেষ্টা অনিত্যবস্তু লইয়া—ইহা যখন জীব বুঝিতে পারে, তখন একমাত্র নিত্যবস্তু শ্রীভগবানের প্রতি তাঁহার কোন জাতীয় আবেগময়ী প্রার্থনা হয় এবং শ্রীভগবানে সর্ব্বান্তঃকরণে নিষ্কপটে কি প্রকারে শরণাপন্ন হইতে হয়, ইত্যাদি বিষয়ক প্রাণস্পর্শী প্রার্থনা ও আত্মসমর্পণমূলক গান। চতুর্থ সংস্করণও প্রকাশিত হইয়াছে

ভিক্ষা প্রতি খণ্ড /০ এক আনা।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা— /০, নবদ্বীপশতক— /০

অর্থপঞ্চক—/০

কল্যাণকল্পতরু

পকেট সাইজ
পঞ্চম সংস্করণ
ভিক্ষা /১০

আমরা প্রত্যহ নূতন অভাব ও কামনার বশবর্ত্তী হইয়া পুনঃপুনঃ যে অকল্যাণকে কল্যাণ বলিয়া গ্রহণ করি এবং যাহার নিকট কল্যাণ কামনা করি, তিনি যে নিত্য বা যথার্থ কল্যাণ প্রদানে অসমর্থ এবং কোন পথ আমাদের নিত্য কল্যাণপ্রদ এবং কি ভাবে আমরা সেই কল্যাণলাভে সমর্থ হইব, এই সকল কথা সরল গানে লিখিত। এই গীতিগ্রন্থ বাস্তবিকই কল্যাণের কল্পতরু; ইনি প্রত্যেককে নিত্যকল্যাণ প্রদানে

শ্রীল চক্রবর্ত্তি-ঠাকুরের টীকা সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠাকুর কৃত টীকা ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কৃত বঙ্গানুবাদ। টীকাকারের জীবনী, শ্লোক সূচি, বিষয়সূচি প্রভৃতি বহু প্রয়োজনীয় বিষয় সংবলিত প্রায় ৮২৫ পৃষ্ঠা। উৎকৃষ্ট সিল্কে বাঁধাই ২৲ দুই টাকা, কাগজে বাঁধা ১॥০

শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ কৃত ভাষ্য সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

কাগজ ও ছাপা উৎকৃষ্ট। সিল্কে বাঁধাই, সোণার জলে নাম লেখা রাজসংস্করণ টাকা, সাধারণ সংস্করণ ১॥০, গৌড়ীয়ের গ্রাহকপক্ষে ১।০

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি (সাম্বত্তোমকোষগ্রন্থ)

বিষয়:—১। ভক্তিশাস্ত্রে ব্যবহৃত শব্দাবলীর অর্থ, ২। চারি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের চরিত্র, ৩। বিষ্ণুবৈষ্ণবসম্পর্কিত শ্রীমন্দির ও শ্রীবিগ্রহের বিবরণ, ৪। বৈষ্ণবগ্রন্থ ও গ্রন্থসমূহের তাৎপর্য্য ও বিবরণ, ৫। বিষয় বিশেষের লৌকিক ও শাস্ত্রীয় আকরমূলে যাবতীয় তথ্য। চারিখণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ১ম খণ্ড ৸০, ২য় খণ্ড ৸৵০, ৩য় খণ্ড ৸০, ৪র্থ খণ্ড ॥৵০, চারিখণ্ড একত্রে ৩৲ (৫ম খণ্ড যন্ত্রস্থ)।

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ—১ম খণ্ড ১৲ এক টাকা ২য় খণ্ড ১৲ এক টাকা। শ্রীমদ্ভাগবতের গ্রাহক ও গৌড়ীয় গ্রাহকগণ ১০ টাকায় দুইখণ্ড পাইবেন। বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীজীব গোস্বামিপাদের রচিত গ্রন্থ। ইহাই ষট্সন্দর্ভের অধিক প্রয়োজনীয় অংশ। ... ডবল ক্রাউন ৮ পেজীয় ৯৮ পৃষ্ঠা আকারে মুদ্রিত হইতেছে।

শ্রীমদ্গোপালভট্টগোস্বামী সঙ্কলিত

সদাচারস্মৃতিঃ

ভিক্ষা /০ মাত্র

রেজেষ্টারীকৃত

মদন মঞ্জরী

বটিকায় স্বপ্ন ও শুক্রতারল্য, ইন্দ্রিয়শক্তির হ্রাস, প্রস্রাবে শুক্রপাত, বদহজম, মাথাঘোরা, বুক ধড়ফড়ানি, অনিদ্রা প্রভৃতি লক্ষণ সত্বর নির্দ্দোষ আরোগ্য হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ৩০ বটী ১৲ এক টাকা।

"নপুংসকত্বারি ঘৃত"

পুরুষত্বহানি রোগে বাহ্যপ্রয়োগ দ্বারা আরোগ্য করিয়া শক্তিসম্পন্ন করে। মূল্য ২ তোলা ১ টাকা।

"রমণবিলাসিনী বটিকা"

স্ত্রীধারণ করত সন্তানশক্তি স্থায়ী ও বৃদ্ধি করিতে অতুলনীয়। মূল্য ১৬ বটী ১৲ এক টাকা।

রাজবৈদ্য নারায়ণজী, কেশবজী
১৭৭নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

বিজ্ঞাপন

সাবধান! সাবধান!! সাবধান!!!

জে, বি, দত্তের চোকাশিশি বাদাম তৈল:

অতি ও অকৃত্রিম এবং উপকারিতায় সর্ব্বজন পরিচিত ও বহু প্রশংসিত।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী *J. B. Dutta & Co.* নাম খোদা দেখিয়া খরিদ করিবেন। নতুবা জুয়াচোরগণ কমদরের কাচে তেল দিয়া প্রতারণা করিবে।

বিনীত—জে, বি, দত্ত

ফেরাস কুইনিন

নূতন এবং পুরাতন ম্যালেরিয়ার যম

ইহাতে উপযুক্ত মাত্রা আয়রণ, হাইড্রোক্লোর কুইনিন, আর্সেনিক এবং ইষ্ট্রিকনিন আছে।

এই ফেরাস-কুইনিন দ্বারা ইনজেকসন করিলে একটী বা দুইটী ইনজেকসনেই সকলপ্রকার কঠিন ম্যালেরিয়া জ্বর বন্ধ করে এবং ছয় হইতে বারটী ইনজেকসনে ম্যালেরিয়ার সমস্ত উপসর্গ নষ্ট করিয়া দেয়।

৬ এম্পুলপূর্ণ প্রতি বাক্স—মূল্য ২৲, ১২টী ৩৲ টাকা

বাই ও-কেমিক্যাল এণ্ড ক্লিনিক্যাল ল্যাবরেটারীতে প্রস্তুত। ... ক্রিক রো লেন, কলিকাতা।

প্রাপ্তিস্থান— শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (প্রাচীন নবদ্বীপ) নদীয়া

পর-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

এখানে আহার এবং বাসস্থান দিয়া বিদ্যার্থিগণকে বিভিন্ন শিক্ষণীয় বিষয় শিক্ষা দিবার বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। অনেক ছাত্র ইতোমধ্যেই আসিয়া পাঠ আরম্ভ করিয়াছেন। বর্ত্তমান বর্ষে সকল ছাত্রই গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

প্রধান অধ্যাপক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রচন্দ্র কাব্য ব্যাকরণ-সাংখ্য-বেদান্ত-ষড়দর্শন-তীর্থ, সাংখ্যভূষণ, বেদান্তরত্ন, সাহিত্যশাস্ত্রী, সুদর্শনবাচস্পতি।

অধ্যাপক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গৌরদাস ব্রহ্মচারী ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীধাম মায়াপুর পরবিদ্যাপীঠ, (নদীয়া)

বেদনাঞ্জন

শো

কলিকাতা কংগ্রেস এক্জিবিসন হইতে বহু প্রশংসা প্রাপ্ত ও বহু গণ্যমান্য ভদ্রমহোদয়গণ কর্ত্তৃক প্রশংসিত।

আজকাল বাজার-চলন মিশ্রিত ও বিষাক্ত আহার্য্য সেবনে শরীরের রক্ত স্বাস্থ্য দোষিত হইয়া দাঁড়াইতেছে। রক্তই মানব-দেহের শ্রেষ্ঠ উপাদান, এই রক্ত দোষিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মানব বাত, বেদনা, মাথাধরা, মাথাঘোরা, দৃষ্টিশক্তির হ্রাস, দাঁতের গোড়া ফুলা, দাঁত কনকনানি, দাঁতে পোকা এবং ঘোষ, চুলকানি প্রভৃতি কষ্টদায়ক চর্ম্মরোগে আক্রান্ত হইতেছে। যদি আপনি এবাস্তুই ব্যাধিমুক্ত হইতে চান, তাহা হইলে অযথা পয়সার অপব্যয় না করিয়া অল্প ব্যয়ে এক শিশি বেদনাঞ্জন ক্রয় করিয়া ইহার কার্য্যকারী-শক্তি উপলব্ধি করুন। গুণের তুলনায় মূল্য অতি সামান্য, এক শিশি ৷৶০ আনা মাত্র মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান—এ, সি, চাটার্জ্জী এণ্ড ব্রাদার্স।

৪৫নং হলকাটি লেন, সালিকা হাওড়া।

সকল মণিহারী দোকানে ও বড় বড় ডাক্তারখানায় পাওয়া যায়।

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

যদিও অদ্যাপি প্রকৃত মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য, তথাপি যাঁহারা নানাবিধ অনিয়মিত উপায়ে অপরিমিত শক্তি নষ্ট করিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন এবং নানা প্রকার মেহ, প্রমেহ ধাতুদৌর্ব্বল্য, স্নায়বিক চঞ্চলতা, বহুমূত্র, দুঃস্বপ্ন, পাকস্থলী সংক্রান্ত পীড়া, অর্শ এবং স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে যাহারা বাধক, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, সূতিকা, শ্বেত ও রক্তপ্রদর, হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি রোগে ভুগিয়া জীবনে নিরাশ হইয়াছেন, তাঁহারা আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটাল সাহেবের আবিষ্কৃত ইলেক্ট্রিক সলিউসন ব্যবহার করিয়া বাঁচিতে পারেন, তাহার শত সহস্র প্রমাণ প্রতি বৎসরেই পাওয়া যাইতেছে। যাঁহারা অন্যান্য বহুবিধ ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরোগ্য হইতে পারেন নাই, তাঁহারা একবার এই ঔষধটি ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক মাসের ব্যবহারোপযোগী এক শিশি ঔষধ ডাকমাশুল সহ ২৷০ টাকা মাত্র।

সোল এজেণ্ট—ডাঃ ডি, ডি, হাজরা।

ফতেপুর, গার্ডেনরিচ পোষ্ট, কলিকাতা।

ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

অধ্যক্ষ

শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম এ, এফ সি এস (লণ্ডন)

ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক

(প্রফেসার)

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ বিশুদ্ধ ও শাস্ত্রমতে নিজ তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হয়। পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ক্যাটালগ পাঠান হয়। রোগের বিবরণ জানাইলে যত্নপূর্ব্বক ব্যবস্থা দেওয়া হয়। চিঠি পত্রাদি সম্পূর্ণরূপে গোপন রাখা হয়।

মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দুর)

(বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৪৲ টাকা

উৎকৃষ্ট স্বর্ণ, পারদ ও আমলাসার গন্ধক দ্বারা যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। নিত্য প্রয়োজনীয় সর্ব্বরোগনাশক মহৌষধ।

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৩৲ টাকা

উৎকৃষ্ট কাশীর আমলকী, বংশলোচন প্রভৃতি যাবতীয় উপাদানে পূর্ণ মাত্রায় যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। কফ, কাসি, সর্দ্দি, যক্ষ্মা, শ্বাসরোগ, হৃদরোগ প্রভৃতি রোগের মহৌষধ। সর্ব্বপ্রকার দুর্ব্বলতা নাশক অতিশয় পুষ্টিকর মহৌষধ বা খাদ্য বিশেষ।

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬৲ টাকা

ইহা সেবনে ধাতুদৌর্ব্বল্য, শুক্রহীনতা, স্বপ্নদোষ, প্রমেহ ও ধ্বজভঙ্গ সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায়। ইহা অপারসীম আনন্দদায়ক রসায়ন।

অবলাবান্ধব যোগ

প্রদর, বাধক প্রভৃতি জরায়ুদোষ ও যোনিগত দুরারোগ্য রোগের মহৌষধ

মূল্য—১৬ মাত্রা ২৲ টাকা। ৫০ মাত্রা ৫৲ টাকা মাত্র

বিশুদ্ধ জল! ভয় নাই! বিশুদ্ধ জল!!

লক্ষ্মী টিউব-ওয়েল কোং

২০৫নং নবাবপুর, ঢাকা

বর্ত্তমান-যুগের নব-আবিষ্কৃত যন্ত্রপাতি দ্বারা উন্নত বৈজ্ঞানিক-খনন-প্রণালীতে নলকূপ (*Tube-well*) নির্ম্মাণ করা হয়। বঙ্গের লাট বাহাদুর, প্রাইভেট সেক্রেটারী, জিলা-ম্যাজিষ্ট্রেট, জিলা-বোর্ডের চেয়ারম্যান, ইঞ্জিনিয়ার, জমিদার, তালুকদার, প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত ভদ্রমহোদয়গণ এই কোম্পানীর কার্য্য দেখিয়া প্রশংসা করিয়াছেন। রাসায়নিক পরীক্ষায় জল বিশুদ্ধ না হইলে মূল্য গৃহীত হয় না। বিস্তৃত বিবরণের জন্য পত্র লিখুন।

বিনামূল্যে **বিনামূল্যে**

বিতরিত

স্বাস্থ্যের সার "কামশাস্ত্র" গ্রন্থখানি চৌদ্দ লক্ষের উপরে বিতরিত হইয়াছে। উহা পাঠে মানবের পরিণাম ফলাফল জানা যায়।

এই পুস্তক যিনি লিখিয়াছেন, তিনিই "আতঙ্কনিগ্রহ বটিকা"র আবিষ্কর্ত্তা। এই বটিকা দুর্ব্বলকে সবল করে এবং সবল ব্যক্তিকে অটুট ও অক্ষয় রাখে। বত্রিশ বটিকা পূর্ণ প্রতি কৌটার মূল্য ১৲ টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান :—**আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়।**

২১৬নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মনোমোহন প্রেস

৯১নং নবাবপুর, ঢাকা

পূর্ব্ব-বাঙ্গালায় সুলভে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত

বৈদ্যুতিক মেশিনে দিবারাত্র কাজ চলিতেছে

বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,

৯১নং নবাবপুর, ঢাকা।

নদীয়া প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে— শ্রীবিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

স্থানীয় সংস্করণ

Registered No. C 1544

বিজ্ঞাপনের হার

প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চ ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩॥০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র।

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৴৫

৪র্থ খণ্ড] সম্পাদক—প্রত্নবিদ্যালঙ্কার শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী [২০১ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্য মঠ, শ্রীধাম মায়াপুর—১৩ই কার্ত্তিক বুধবার ১৩৩৬, ৩০শে অক্টোবর ১৯২৯

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থাবলী

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—শ্লোক সূচী, বিষয়-সূচী প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত। ভিক্ষা, প্রতি খণ্ড সাধারণ পক্ষে ১৵০ গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশ গ্রাহক পক্ষে ৵০
২। ভাষ্য সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ) ৫৲
৩। গৌড়ীয়-গৌরব ৷৵০
৪। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।০
৫। ভজনরহস্য ॥০
৬। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
,, ,, ,, আবাঁধা ৸০
৭। গীতা (শ্রীবলদেবভাষ্যসহ) বাঁধা ২৲ আবাঁধা ১॥০
৮। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি-টীকা-সহ) বাঁধা ২৲ আবাঁধা ১॥০
গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ॥০
৯। মুকুন্দমালা [illegible] সানুবাদ ২৲
১০। বেদান্ততত্ত্বসার সানুবাদ ॥০
১১। জৈবধর্ম্ম ২৲
১২। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৩। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৪। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ॥৵০
১৫। দীপ-দিগ্দর্শন ৵০
১৬। সাধনপথ (৩য় সংস্করণ) ৷৵০
১৭। আচার ও আচার্য্য ৷৵০
১৮। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
১৯। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৵০
২০। শ্রীনবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৵০
২১। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য (প্রমাণখণ্ড) ৵০
২২। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
২৩। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা দর্পণ ।০
২৪। শরণাগতি, গীতাবলী, সাধনকণ, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, নবদ্বীপশতক, অর্থপঞ্চক ও সদাচারস্মৃতিঃ মোট ৷৵০
২৫। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ও অর্চনকণা ৵০
২৬। সাধককণ্ঠমণি ।০
২৭। সংস্কার-দীপিকা ।০
২৮। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড) ৩৲
২৯। সার্থশ্রীশিক্ষাষ্টকম্ ৵০
৩০। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ৸০
৩১। মণিমঞ্জরী সানুবাদ ।০
৩২। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৩৩। শ্রীচৈতন্যভাগবত (বিরাট্ দ্বিতীয় সংস্করণ) ৫৲

এতদ্ব্যতীত বৈষ্ণব-ধর্ম্মের কয়েকখানি ইংরাজি ধর্ম্ম গ্রন্থ আছে, পত্র পাঠাইলে ডাকযোগে ক্যাটলগ পাঠান হয়।

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

২। শ্রীগৌড়ীয় মঠ—১নং উল্টাডিঙ্গি জংসনরোড কলিকাতা।
৩। শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠ—৯০নং নবাবপুররোড, ঢাকা
৪। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ—উড়িয়াবাজার, কটক
৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ—গোড়াকুঠী, পুরী
৬। শ্রীসনাতনগৌড়ীয় মঠ—৪নং জঙ্গমবাড়ী, কাশী
৭। শ্রীগৌড়ীয় মঠ দিল্লী কার্য্যালয়, ১০৯ হনুমানরোড, নিউদিল্লী।
৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ—ছিপিগলি, বৃন্দাবন।
৯। শ্রীভাগবত প্রেস, গোয়াড়ী—কৃষ্ণনগর।
১০। শ্রীএকায়ন মঠ, হাইষ্ট্রীট, কৃষ্ণনগর।

নানা কথা

নদীয়ায় ম্যালেরিয়ার প্রকোপ

নদীয়া জেলার বিভিন্ন স্থানে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ সংক্রামক ভাবে দেখা দিয়াছে। প্রায় প্রতি ঘরে দুই এক জন শয্যাগত। ম্যালেরিয়া নদীয়া জেলাকে কি প্রকার ভাবে শ্মশানে পরিণত করিয়াছে তাহা যাহারা স্বচক্ষে উদিকে চাহিয়া সংক্ষেপে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে। অনেকাংশে পল্লীবাসী ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হইয়া ক্রমশঃ জীর্ণ শীর্ণ হইয়া অকালে মৃত্যু বরণ করিতে বাধ্য হইতেছে। *Splenic Index* গ্রহণ করিলে দেখা যায়, এই জেলার শতকরা প্রায় ৯০ জন লোকই ম্যালেরিয়াক্রান্ত।

অনুসন্ধান করিলে দেখা যায়, দারিদ্র্য ও শিক্ষার অভাব—এই কারণদ্বয়ই ম্যালেরিয়ার প্রকোপ বৃদ্ধি পাইবার অন্যতম কারণ। প্রথমোক্ত কারণে নিম্ন শ্রেণীর অধিবাসী মশারী ব্যবহার করিতে না পারায় মশকের দংশনে ম্যালেরিয়া-জীবাণু তাহাদের রক্তে প্রবেশ লাভ করিয়া থাকে। এই ম্যালেরিয়ার জীবাণু একবার রক্তে প্রবেশ করিলে উহাকে নির্মূল করা অতীব কষ্টকর। উপযুক্ত চিকিৎসার অভাবে ঐ জীবাণু গুলি রক্তের মধ্যে *Red Corpuscle* গুলি ভক্ষণ করিয়া সংখ্যায় বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং রোগী ক্রমশঃ রক্তশূন্য (*anaemic*) হইয়া পড়ে। দ্বিতীয় কারণে অর্থাৎ শিক্ষাভাবে সাধারণ ব্যক্তিগণ এই মারাত্মক ব্যাধির প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করে না। ম্যালেরিয়া রোগী মনে করে, কোন প্রকারে জ্বর বন্ধ হইলেই রোগ সারিয়া গেল, তাই জ্বর বন্ধ হইবার পর হইতেই তাহারা ঔষধ ব্যবহার বন্ধ করিয়া দেয়। ফলে ঐ সকল জীবাণুর ধ্বংস হয় না বরং ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতে থাকে এবং রোগী পুনঃ পুনঃ জ্বরাক্রান্ত হয়। ম্যালেরিয়া রোগাক্রান্ত ব্যক্তিকে মশকে দংশন করিয়া জীবাণু গ্রহণ করিয়া থাকে এবং পরবর্ত্তিকালে ঐ জীবাণু বর্দ্ধিত হইয়া পুনরায় অন্য সুস্থ শরীরে মশকের দংশন দ্বারা প্রবেশ লাভ করিয়া থাকে।

ম্যালেরিয়া যে এক শ্রেণীর মশকের দ্বারা বাহিত হইয়া থাকে তাহা সকলেই অবগত আছেন। সুতরাং ম্যালেরিয়া নিবারণ করিতে হইলে এক দিকে যেমন রোগীর চিকিৎসার ব্যবস্থা অপর দিকে তদ্রূপ মশকের উৎপত্তি স্থান আবর্জ্জনা পরিষ্কৃত করা এবং ডোবা প্রভৃতির বদ্ধজল নিষ্কাশিত হওয়া একান্ত আবশ্যক। দেশের স্কুল ও আশাস্থল স্কুল কলেজের ছাত্রবৃন্দ যদি পল্লীতে পল্লীতে গমন করিয়া ম্যালেরিয়া নিবারণের সাধারণ কারণ গুলি ও ঐ ম্যালেরিয়ার উপায় গুলি পল্লীবাসিগণকে শিক্ষা প্রদানে মনোযোগী হন তাহা হইলে দেশের প্রকৃত উপকার সাধিত হইতে পারে। তাই আমরা এ বিষয়ে তাঁহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

কৃষ্ণনগরে ট্রেণ দুর্ঘটনা

গত ২৮শে অক্টোবর শান্তিপুর নবদ্বীপ লাইনের ৪নং ট্রেণ খানা ৯-২৫ মিনিটের সময় শান্তিপুর হইতে ছাড়িয়া ১০-১০ মিনিটের সময় কৃষ্ণনগর সিটি ষ্টেশন হইতে প্রায় ৫০ গজ দূরে লাইন চ্যুত হয়। ইহাতে কয়েকজন আরোহী আহত হইয়াছে তন্মধ্যে একজন মহিলা অতিশয় আহত হওয়ায় হাসপাতালে প্রেরিত হইয়াছেন বলিয়া প্রকাশ। এই লাইনে এই প্রকার ট্রেণ দুর্ঘটনা মধ্যে মধ্যে সংঘটিত হইতে দেখা যায়। যাহাতে ভবিষ্যতে এই প্রকার দুর্ঘটনা ঘটিতে না পারে তজ্জন্য আমরা কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

উক্ত ট্রেণ খানা নবদ্বীপঘাট ষ্টেশনে যাইয়া থাকে কিন্তু এই দুর্ঘটনার জন্য উহা তথায় যাইতে পারে নাই। ৬০নং ট্রেণ খানা ৯-২৫ মিনিটের সময় নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন হইতে ছাড়িয়া ১০-১৫ মিনিটের সময় কৃষ্ণনগর সিটী ষ্টেশনে পৌঁছায় কিন্তু উক্ত দিবস পূর্ব্বোক্ত ট্রেণ দুর্ঘটনা দরুণ এই ট্রেণ খানাই পুনরায় ৬৭নং ট্রেণের পরিবর্ত্তে ১১-১৯ মিনিটের সময় প্রত্যাবৃত্ত হয়।

কটক ইঞ্জিনীয়ারিং স্কুলে ধর্ম্মঘট

পাঠকগণ অবগত আছেন, গত সেপ্টেম্বর মাসে কটক ইঞ্জিনীয়ারিং স্কুলের অস্থায়ী অধ্যক্ষের কোন কোন কাজের প্রতিবাদস্বরূপ এই স্কুলের ছাত্ররা ধর্ম্মঘট করিয়াছিল। সংপ্রতি স্থির হইয়াছে, পূজার পর স্কুল খুলিলে এই সকল ধর্ম্মঘটী ছাত্র ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া ভর্ত্তি হইলে তাহাদিগকে আবার ভর্ত্তি করা হইবে। কিন্তু দশজন ছাত্রকে কিছুতেই এই স্কুলে রাখা হইবে না। প্রকাশ, তাহারা এই ধর্ম্মঘটের মূল ছিল বলিয়াই তাহাদিগের প্রতি এই দণ্ডাদেশের ব্যবস্থা হইয়াছে।

কলিকাতায় সুভাষচন্দ্র
২ হাজার টাকার জামীনে মুক্ত

পাঠকগণ অবগত আছেন, বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির প্রেসিডেণ্ট শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু ও অপর কয়েকজন কংগ্রেসকর্ম্মীর বিরুদ্ধে আলীপুরের অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটর এজলাসে যে মামলা চলিতেছে, ঐ মামলা সম্পর্কে গত ২৪শে তারিখ আদালতে উপস্থিত না হওয়ায় সুভাষবাবুর বিরুদ্ধে পরোয়ানা জারী হইয়াছিল। গতকল্য সকাল বেলা সুভাষ বাবু পাঞ্জাব মেলে কলিকাতা আসিয়া পৌঁছেন। হাওড়া ষ্টেশনে শ্রীযুক্ত কিরণশঙ্কর রায়, শ্রীযুক্ত ললিতমোহন দাস, শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার, শ্রীযুক্ত বরদাপ্রসন্ন পাইন ও মহেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত প্রভৃতি শ্রীযুক্ত বসুকে সাদরে সম্বর্দ্ধনা পূর্ব্বক গ্রহণ করেন। ষ্টেশন হইতে শ্রীযুক্ত বসু সোজা আলীপুরের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের বাসায় চলিয়া যান। ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহাকে ২০০০ টাকার জামিনে মুক্তি দেন। শ্রীযুক্ত সরকার সুভাষবাবুর জন্য জামীন আছেন।

পারস্যে অভিনব দৃশ্য

পারস্যের রাজধানী তেহারাণের এক সংবাদে প্রকাশ, গত মঙ্গলবার আকাশ মণ্ডলে একপ্রকার জ্বলমান আলো দেখা দেয় এবং সেই আলোকের দ্বারা সহর উদ্ভাসিত হইয়া উঠে, উহা এক মিনিটকাল স্থায়ী ছিল। অতঃপর একটি উল্কা পতিত হয়। সমগ্র সহর এই অভিনব দৃশ্যে চমকিত হয়।

ইংলণ্ডে প্রবল বৃষ্টি

প্রকাশ, গত ২৪শে অক্টোবর গ্রেট বৃটেনের নানাস্থানে প্রবল ঝড় বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। মধ্যাহ্নের পর হইতে দৈব দুর্য্যোগ আরম্ভ হয় এবং সন্ধ্যার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তাহার বিরাম হয় নাই। ফলে উত্তর ওয়েলসের কনওয়ে ভেলীতে নানা স্থান জলপ্লাবিত হইয়াছে। ও শত একর কৃষির জমি জলে ডুবিয়া গিয়াছে। সেথার ব্রিজ নামক প্রসিদ্ধ সেতুটি জলে ভাসিয়া গিয়াছে। তাহাতে চলাচলের বিশেষ অসুবিধা ঘটিয়াছে। বহু সংখ্যক মেষ জলে ডুবিয়া মরিয়াছে। সেবক্যাষ্টি ও ল্যাঙ্কাসায়ারের মধ্যবর্ত্তী রেলপথে ভ্রমণ করা বন্ধ হইয়াছে।

বৃটেনের প্রায় সমগ্র উপকূল ভাগেই বাঁধ অতিক্রম করিয়া সাগরের জল স্থল ভাগে প্রবেশ করিয়াছিল, ইহাতে নানা কাজের অসুবিধা ঘটিয়াছে। ইউরোপের মধ্যবর্ত্তী দেশে যাতায়াতকারী বিমান পোতের কাজ বন্ধ হয় নাই বটে, তবে ঝড় বৃষ্টিতে ইহাদের যথেষ্ট ক্ষতি হইয়াছে।

লোকান্তরে সুখেন্দুবিকাশ

পাঠকগণ অবগত আছেন, চট্টগ্রামের কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবক সুখেন্দুবিকাশ দত্ত ২১শে সেপ্টেম্বর চট্টগ্রাম কংগ্রেস কমিটির নির্ব্বাচন সভার অধিবেশনের পর গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন সময়ে আততায়ীর অতর্কিত ছোরার আঘাতে গুরুতরভাবে আহত হয়। চিকিৎসার্থ তাহাকে কলিকাতা পাঠান হয়। বেলগাছিয়ার কারমাইকেল কলেজ হাসপাতালে তাহার চিকিৎসা চলিতেছিল, তথায় ২ মাস অতিশয় যন্ত্রণা সহ্য করিয়া গত ২৭শে তারিখে রাত্রি ১০-২৫ মিনিটের সময় সে পরলোকে গমন করিয়াছে। তাহার মৃত্যুকালে অনেক কংগ্রেসকর্ম্মী তাহার শয্যাপার্শ্বে উপস্থিত ছিলেন।

সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

সুখেন্দুবিকাশ দত্ত চট্টগ্রাম সহর হইতে ১০ মাইল দূরবর্ত্তী শ্রীপুর গ্রামের শ্রীযুক্ত সারদাকুমার দত্তের দ্বিতীয় পুত্র। সুখেন্দুবিকাশের পিতামহ পরলোকগত চৈতন্যচরণ দত্ত চট্টগ্রামের উকীল ছিলেন, এই পরিবার অত্যন্ত শিক্ষিত পরিবার; প্রকাশ বর্ত্তমানে ইহাদের আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত খারাপ। সুখেন্দুবিকাশ এবং তাহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা উভয়েই ম্যাট্রিকিউলেশন ক্লাসের ছাত্র ছিল। সুখেন্দু প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিত। সকলেই আশা করিত, সে পরীক্ষায় বৃত্তি পাইবে। সর্ব্বপ্রকার শরীর চর্চ্চা, ক্রীড়া প্রভৃতিতে সুখেন্দুবিকাশ বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিত।

শব-সৎকার শোভাযাত্রা

গত সোমবার ভোরে সুখেন্দুবিকাশের শবদেহ ক্যাম্বেল মেডিক্যাল স্কুলে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে তথা হইতে বেলা ১০ ঘটিকার সময় শোভাযাত্রাসহকারে শব নিমতলা ঘাটে লইয়া যাওয়া হইবার কথা।

যুদ্ধ-বিরতি-দিবসে উৎসব

গ্র্যাণ্ড হোটেলে ভোজের আয়োজন

আগামী ১১ই নবেম্বর যুদ্ধ-বিরতি-দিবস উপলক্ষে কলিকাতা গ্র্যাণ্ড হোটেলে ভোজের বিপুল আয়োজন হইতেছে। ইতঃপূর্ব্বে নাকি এইরূপ ধরণের আয়োজন আর হয় নাই। বাঙ্গলার লাট স্যার ষ্ট্যানলী জ্যাকসন এই ভোজে উপস্থিত থাকিবেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১৩ই কার্ত্তিক বুধবার—১৩৩৬

সাময়িক প্রসঙ্গ

অনেকেই বলেন, আমরা কি আর ভগবান্‌কে মানি না? আমরা তাঁহাকে খুব মানি, তাঁহার কথা দেশ বিদেশে ঘোষণা করিয়া না বেড়াইলেও নিজেরা নিজেরা অনেক আলোচনা করিয়া থাকি, ভক্তিগ্রন্থ পাঠ করি, পূজা আহ্নিক করি, আমরা লোককে দেখাইতে চাই না যে, আমরা ভগবান্‌কে ভালবাসি।

সত্য বটে, 'লোক দেখান' ভগবৎ-প্রীতিটা আত্মবঞ্চনা ব্যতীত আর কিছুই নহে, তাহা নিতান্তই দূষণীয়, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু সত্য সত্য ভগবৎপ্রীতি এমনই একটী অপূর্ব্ব বস্তু যে, তাহা মানুষকে কিছুতেই স্থির থাকিতে দেয় না—একেবারে পাগল করিয়া দেয়। ভক্ত ভগবানের কথা প্রচার না করিয়া থাকিতেই পারে না। প্রচার-বিরতি আদৌ ভক্তির লক্ষণ নহে। ভগবান্‌কে যে-জন একবার একটুও ভালবাসিতে পারিয়াছে, তাহার আর অন্য বিষয়ে প্রীতি কিছুতেই আসিতে পারে না। তাহার চক্ষু ভগবান্ এবং ভাগবতের রূপ না দেখিয়া স্থির থাকিতে পারে না, তাহার শরীর তাঁহাদিগের গাত্র স্পর্শ না করিয়া পারে না, জিহ্বা তাঁহাদের গুণকীর্ত্তন ব্যতীত মুহূর্ত্ত মাত্রও নিশ্চল থাকিতে পারে না।

ভগবানের কথা কীর্ত্তন-মুখে প্রচার তাঁহাতে অসীম প্রীতিরই লক্ষণ। যাঁহারা প্রচার বন্ধ করিয়া কেবল আচারে রত থাকিয়া 'আমরা প্রতিষ্ঠা-ভিক্ষুক নহি' বলিতে চাহেন, তাঁহারা প্রকারান্তরে সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতম জড়-প্রতিষ্ঠা-প্রয়াসী। "গোপীভর্ত্তুঃ পদকমলয়োর্দাসদাসানুদাসঃ"—এই প্রতিষ্ঠা সকলেরই লোভনীয়, ইহারই নাম বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠা। যাঁহারা এই প্রতিষ্ঠা চাহেন, তাঁহারা গোপীভর্ত্তা শ্রীকৃষ্ণের পার্ষদ "[illegible]" সুধা পানরত ভক্তবৃন্দগণের গুণকীর্ত্তন না করিয়া কিরূপে স্থির থাকিবেন? কৃষ্ণ-সেবা-ব্রত পুরুষ স্বীয় প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের নামকীর্ত্তনে রত হইলে তাঁহাকে জড়-প্রতিষ্ঠাকাঙ্ক্ষীর তুল্য জ্ঞান করা ভয়ঙ্কর বৈষ্ণবাপরাধ। একজন নিজেন্দ্রিয়-তর্পণ-পর কামুক দুর্জ্জন, অন্যজন কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণ-পর প্রেমিক সুজন; [illegible] প্রেমিককে কামুকের সহিত সাম্যজ্ঞান কি নিতান্ত অজ্ঞানান্ধতা নহে? কৃষ্ণপ্রেমিক কৃষ্ণকথা কীর্ত্তন করিয়া জীবকে কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণে নিযুক্ত করেন, আর কামুক তাহার আদর্শ দ্বারা জীবের সর্ব্বনাশ সাধনে নিযুক্ত হয়।

'লোককে দেখাইব না' বলিয়া প্রচার বাদ দিয়া কেবল আচার বা আচার বাদ দিয়া কেবল প্রচার কখনও কৃষ্ণপ্রীতির পরিচায়ক নহে। আচার প্রচার উভয়ই কৃষ্ণপ্রেমিকের কার্য্য। উত্তম ভাগবত মধ্যম ভাগবতের ন্যায় দেশে দেশে কৃষ্ণকথা প্রচার না করিলেও তিনি আচার-মুখে প্রচার-রত থাকিয়া প্রচার-বিরোধী নহেন, আবার তিনি মধ্যমভাগবতের লীলায় প্রচার-রত হইলে আচার-বিরোধী হন না। মহাপ্রভু বলিয়াছেন—আচার-প্রচার-রত পুরুষই—সর্ব্বগুরু—জগতের আর্য্য। আচার না থাকিলে প্রচার হয় না, প্রচার না থাকিলে আচার হয় না। আচারই প্রচার, প্রচারই আচার।

সাধক জীবগণ সিদ্ধ মহাভাগবতের আচরণ অনুকরণ-প্রয়াসী হইবার পরিবর্ত্তে তাঁহার শ্রীচরণাশ্রয়ে তাঁহার নির্দ্দিষ্ট অধিকারানুযায়ী তাঁহার উপদিষ্ট বিষয়ের আচরণপর হইয়া প্রচার-পর হইলে ক্রমোন্নতির আশা থাকে, নতুবা অকাল-পক্বতা-দোষে সাধন-পথ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধিকামী হইবার দুর্দ্দৈব বরণ করিতে হয়। তাহাতে শান্তির লেশমাত্র নাই।

কৃষ্ণভক্ত নিষ্কাম, অতএব শান্ত।
ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধিকামী সকলেই অশান্ত॥

যাহারা গুরুপাদাশ্রয় গ্রহণপূর্ব্বক গুরূপদিষ্ট ভজন-প্রণালী অবলম্বনের পরিবর্ত্তে আত্মসম্ভাবিত-মতি হইয়া সাধন-প্রবৃত্ত হন, তাঁহারা কখনই ভগবৎপ্রীতি অর্জ্জন করিতে পারেন না। গুরুদেব সাধুসঙ্গে কৃষ্ণকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তনকেই সাধক জীবের ভজন-নিষ্ঠার পরিচয়রূপে নির্দ্দেশ করেন। তাহা না করিয়া যিনি 'আমি খুব বুঝি, খুব ভজন-বিজ্ঞ'—এই অভিমানে নির্জ্জন-ভজনের অভিনয় করেন, তিনি মনোধর্ম্মী হইয়া পড়েন, মনের সঙ্কল্প-বিকল্পকেই 'কৃষ্ণের ইচ্ছা' বলিয়া মহাভ্রমে পতিত হন। এইরূপ তথাকথিত নির্জ্জনভজনানন্দী দলই সাধারণতঃ প্রচার-বিরোধী হইয়া পড়েন।

আচার-মুখে প্রচার করিতে গিয়াই আচার দুরস্ত হয়, নতুবা কেবল মনে মনে থাকিলে মনঃকলাই খাইতে হয়। আমরা ছেলে বেলায় চণ্ডীদাসাদি পাঠ্য পুস্তক মুখস্থ করিয়াই বলিতাম, 'পড়া হইয়াছে'; কিন্তু মাষ্টার মহাশয় আমাদের ধারণার ভ্রান্তি প্রদর্শন করিবার জন্য বলিতেন—"আমি তোমাদের নিকট পুঁথিগত মুখস্থ বিদ্যা চাহি না, তোমরা পুঁথি পড়িয়া যাহা বুঝিয়াছ, তাহা নিজেদের ভাষায়, দাঁড়াইয়া সকলের সমক্ষে বল।" তখন অনেকেরই বিদ্যাবুদ্ধির দৌড় বুঝা যাইত। আর তাহার ফলে ইহাই হইয়াছিল যে, আমরা কেবল পুঁথি মুখস্থ করিতে না গিয়া পুঁথি-কথিত বিষয়টী ভাল করিয়া বুঝিবার চেষ্টা করিতাম এবং পরীক্ষায় খুব সুখ্যাতির সহিত উত্তীর্ণ হইতাম। আচার ও প্রচার সম্বন্ধেও তদ্রূপ। শাস্ত্র পাঠ দ্বারা বা সাধুগুরু-মুখে শ্রুত বিষয়টী ভাল করিয়া বুঝিবার চেষ্টা না করিয়াই আচারবান্ বা আচার্য্য হইবার ধৃষ্টতা দেখাইলে কখনও প্রচার নির্ভুল হইবে না, পরন্তু বিষয়টি পরিপ্রশ্ন দ্বারা বুঝিয়া আচার-পর হইলে প্রচার খাঁটি হইয়া থাকে। প্রচার করিতে গেলেই প্রচারক তাঁহার আচারের অর্থাৎ সাধুশাস্ত্র-গুরু-মুখ-শ্রুত বিষয়টী উপলব্ধির গোলমাল আছে কিনা ধরিয়া ফেলেন এবং পুনরায় সংশোধিত হইবার চেষ্টা করেন। প্রচার অর্থাৎ কীর্ত্তন না করিলে শ্রবণের ত্রুটী ধরা পড়ে না।

অনর্থযুক্ত সাধক স্বতন্ত্র বুদ্ধিতে যে সকল আচার বিচার করেন, তাহা দেহ মনো-[illegible] হইয়া থাকে, সুতরাং তাদৃশ আচার, প্রচারের অন্তরায়, কেননা তাহা [illegible] দ্বারা জীবের হিত-সাধনের পরিবর্ত্তে অহিত সাধিত হইয়া থাকে। কিন্তু তিনি [illegible] সাধুর আনুগত্যে আচার-বিচার-পর হইয়া যাহা প্রচার করিবেন, তাহা তাঁহার নিজের ও অন্যের নিত্য মঙ্গলবিধায়ক হইবে। সুতরাং যাহার তাহার নিকট হরিকথা শ্রবণ করিবার পূর্ব্বে প্রচারক শুদ্ধ ভক্তি-সিদ্ধান্তবিৎ সদ্গুরুচরণাশ্রিত কিনা এবং তাঁহার আনুগত্যে ভক্তি সিদ্ধান্ত প্রচার-পর কিনা জানিতে হইবে। প্রচারকের জাতি কুলাদি কিম্বা বয়সের আধিক্য বা ন্যূনতা বিচার বুদ্ধিমত্তার পরিচয় নহে।

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার সভ্যগণ শুদ্ধভক্তি-সিদ্ধান্তবিৎ আচার্য্যের আনুগত্যে কলিযুগপাবনাবতারী সঙ্কীর্ত্তনৈক পিতা শ্রীভগবান্ গৌরসুন্দরের আচরিত ও প্রচারিত নির্ম্মৎসর ভাগবতধর্ম্ম দেশে দেশে প্রচার দ্বারা দুর্গত জীবের মঙ্গল চেষ্টা করিতেছেন দেখিয়া অনেক মাৎসর্য্যপরায়ণ ব্যক্তি তাঁহাদের প্রচার-বিরোধী হইতেছেন। শ্রীভগবানের সুদর্শনচক্র তাদৃশ মৎসরগণের যাবতীয় অসচ্চেষ্টা শত শত বার ব্যর্থ করিলেও তাহাদের চৈতন্যোদয় হইতেছে না, ইহাই দুঃখের বিষয়। ভগবান্ তাহাদিগকে সুমতি প্রদান করুন। "মাছ না পাইয়া ছিপে কামড়"—এই প্রাকৃত ন্যায়-বশী হইয়া নিতান্ত হিংস্র পশুর ন্যায় তাহারা [illegible] শুদ্ধভক্তবৃন্দের পূজিত সজ্জনের অনুকরণে শ্রীনাম আবিষ্কার, পত্রিকা প্রচার, পাঠ, বক্তৃতাদি দ্বারা লোক-সংগ্রহ প্রভৃতির ছলনায় যে সকল দুর্নীত অসাধুর আশ্রয় লইতেছে, তাহা নিতান্তই ঘৃণাই।

শ্রীচৈতন্য মঠ—শ্রীগৌড়ীয় মঠ ভক্তি-সিদ্ধান্ত-বাণীর প্রচারক, তাই প্রতিষ্ঠা তাঁহাদের কিছু কষ্টোপার্জ্জিত সম্পত্তি নহে। "প্রতিষ্ঠার স্বভাব এই জগতে বিদিত। যে না বাঞ্ছে তাঁর হয় বিধাতা-নির্ম্মিত॥" তাঁহারা জগতের নিকট সম্মান লাভের জন্য আদৌ লালায়িত না হইলেও আজ যাবতীয় সম্মান প্রতিষ্ঠা তাঁহাদের একান্ত সেবাভিলাষী হইয়া পড়িতেছে। ইহাতে মৎসর-গণের মর্ম্মান্তিক দুঃখ হইলেও নিরপেক্ষ নির্ম্মৎসর ভাগবতগণের আজ পরম আনন্দ। শুদ্ধভক্তি-সিদ্ধান্তেরই জগতে একমাত্র প্রতিষ্ঠা আছে, অসৎ সিদ্ধান্তের কোন প্রতিষ্ঠা কোন দিনই নাই—থাকিতে পারে না—ইহা মৎসরগণ এখনও বুঝিবার চেষ্টা করিয়া নিরস্ত হউন।

শ্রীশ্রীঠাকুর মহাশয়ের তিরোভাব মহোৎসব

(গত ২৩শে অক্টোবর, ১৯২৯ ঢাকা মাধ্বগৌড়ীয়মঠে শ্রীপাদ ভারতী মহারাজের বক্তৃতার সারাংশ।)

দৃশ্য জগৎ জগদীশ্বরের বহিরঙ্গা শক্তি-প্রকটিত। এখানে বদ্ধ দৃষ্টিতে কেবল ভোগেরই কথা। তবে জগতের সর্ব্বত্রই জগন্নাথ অন্তর্যামিরূপে বিরাজিত। কিন্তু সেই অন্তর্যামী ভগবান্‌কে অন্তর-দৃষ্টিতে দেখিবার যোগ্যতা খুব কমলোকেরই আছে।

দৃশ্য জগতের দর্শক জীববৃন্দ! সেই জীববৃন্দেরও জীবন-পতি জীব-হৃদয়ে অন্তর্যামী সূত্রে বিরাজিত। এহেন বহিরন্তর্যামী বিষ্ণু ভগবান্‌কে বিষ্ণুদাস সূত্রে জীব মাত্রেরই দর্শনাধিকার থাকিলেও জীব দৃষ্টিতে এমন এক ঢাকা পড়িয়াছে যে, কেহই সেই প্রভু-দর্শন-সৌভাগ্য লাভ করিতেছেন না। সুতরাং নরদেহ লাভ করিয়া যাহারা নরের অয়ন নারায়ণ দর্শনে বঞ্চিত, এ জগতে তাহারাই নরাধম।

আজ ঠাকুর নরোত্তমের অপ্রকট তিথি। নরলোকে নরাধমগণকে উত্তম করিয়া উত্তমঃশ্লোকের সেবায় নিযুক্ত করিবার জন্য এই প্রভু একদিন অতিথি-রূপে উদিত হইয়াছিলেন। তিনি নিত্য গোলোকবাসী নিত্যানন্দের নেত্রোৎসব। নিত্যানন্দ প্রভু যেমন প্রতি জীবের দ্বারে দ্বারে গমন করিয়া নিজ-সেবাবিমুখ সেবক-

গণকে মহাপ্রভুর সেবায় নিযুক্ত করিয়াছিলেন, উঁহার বাল্যলীলা সংগোপনের পর ঠাকুর নরোত্তমও নিত্যানন্দ-সেবা-প্রচার করিবার জন্যই নরলোকে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

লৌকিক জগতে লোকসমূহ লৌকিক কার্য্যেই ব্যস্ত। কিন্তু যে কালে লোকগণ লৌকিক-কার্য্যাদি লোকনাথের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠান করেন, সেকালে প্রভু লোকনাথের কৃপায় লোকে, অলৌকিক লোকের আলোক পাইয়া সেই লোকগামী হন। জগতে এই কথা, জগদ্বাসী প্রায় জনগণ জানেন না। লোকে লোকনাথ বলিলে লোকসমূহের নাথ, নরপতিকেই বুঝেন। কিন্তু নরপতিগণ অন্য নাসমূহের পালন করা দূরে থাকুক, নিজের দেহাশ্রিত ইন্দ্রিয়-বর্গেরও পতি হইতে পারেন না। এমন কি, লোকরক্ষক নরপতি, অন্য লোকসমূহকে রক্ষা করা দূরে থাকুক নিজেই নিজের ভক্ষক বা আত্মঘাতী হন। যথেচ্ছবিহারী মায়াজীবী ঠাকুর নরোত্তম, মায়াবদ্ধ মাদৃশ জীবগণের নিকট স্বেচ্ছায় আগমন করিয়া লোকপাবন প্রভু লোকনাথকেই লোকগুরু জানাইয়াছেন।

শ্রুতিতে কথিত আছে, শ্রীভগবান্ এবং তদীয় শ্রেষ্ঠ শ্রীগুরুদেবে যাঁহার ঐকান্তিকী ভক্তি বিদ্যমান, একমাত্র তাঁহারই হৃদয়ে শ্রুতির অর্থ প্রকাশিত হয়। ঠাকুর নরোত্তম সাক্ষাৎ প্রাপ্ত। তিনি জগদ্গুরু হইয়াও শ্রীগুরু-সেবার নিষ্ঠা, সুদৃঢ়তা এবং যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠাদর্শ দেখাইয়াছেন, তাহা এই নরলোকে কোন লোকেরই অবিদিত নাই। জাগতিক ঐশ্বর্য্যের তুলনায় অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হইয়াও জীবকুল যে ঐশ্বর্য্য-ভোক্তা নহে, ইহা ভোক্তাভিমানী জীব-সমাজে জানাইবার জন্য নির্ব্বিষয় প্রভু বিষয় ত্যাগের আদর্শ করিয়াছিলেন। "আপনি আচরি' ধর্ম জীবকে শিখায়" এই কথা মহাপ্রভুর নরোত্তমের অবিদিত ছিল না।

আজ আমাদের ভাগ্যের সীমা নাই। আমরাও আজ নরোত্তম-প্রভুপাদের কৃপায় ঠাকুর নরোত্তমের বিরহ-তিথির সেবা-সৌভাগ্য লাভ করিয়াছি। লৌকিক জগতের লোক জন্ম-মৃত্যুর অধীন। কিন্তু লোকনাথের লোকগণ, লৌকিক আয়ত্তাতীত। সুতরাং তাঁহারা জন্ম মৃত্যুর অধীন নন। তাঁহাদিগের আগমন এবং গমন সূর্য্য উদয়াস্তের ন্যায়। লৌকিক জগতে কোন লোক-বিশেষের তিরোভাব শোক আনয়ন করে। আর লোকাতীত লোকের অলৌকিক লোক গমন, অনুগত জনগণের নিকট শোকের পরিবর্ত্তে বিশেষ এবং গুপ্ত কথা উদ্দীপিত করে। বৈষ্ণবগণের বিরহ বিষ্ণু-বৈষ্ণব-স্মৃতি আনয়ন করিয়া সেবা-বিমুখ-জগতে সেবা-সুষমা বিস্তার করে।

আমরা বিমুখ জীব, বিমুখ-প্রধানকে পূজ্য বলিয়া জ্ঞান করি; কিন্তু যিনি আমাদিগকে এই সেবা-বিমুখতায় বিমুখতা আনয়ন করিয়া সেবোন্মুখতা প্রদানকারী বৈষ্ণব ঠাকুরের সেবায় নিযুক্ত করিয়াছেন, সেই শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ৈক সংরক্ষক আচার্য্যবর্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের পাদপদ্মে পুনঃ পুনঃ প্রণতি জ্ঞাপন করিতেছি।

মূলে ভুল

ভ্রমময় ভুবনে ভুবন-ভ্রমণশীলের ভ্রম না হইয়া পারে না। ভুবনবাসী নিজের ভুল স্বীকার না করিলেও নির্ভুল ভুবন-প্রভুগণ ভুল দেখাইতেও ভুলেন না।

সাধারণ জীব সাধারণ ভাবে সাধারণ ভুল করিয়া থাকে। তদ্ব্যতীত অসাধারণ মুনিগণও ভুল না করিয়া পারেন না। যে বস্তু যাহা নয়, তাহাকে সেই বস্তু বলিয়া জানা ভ্রম বা ভুল। এই ভ্রম দৃশ্য জগতের সমস্ত কার্য্যের মূলে বিদ্যমান।

অবনীর সকলেই অন্যাদয়বাদী। এই অভ্যুদয়বাদ বা ভোগবাদ নিজের গ্রাহকবর্গকে এরূপভাবে ভোগ দিয়াছে যে, তাঁহারা ভোগোন্মত্ততায় ভোগের স্বরূপ এবং পরিণাম বিচার করিবার অবকাশ পান না। ভোগমুখে অনন্ত অসহ্য যাতনা পাইয়াও ভোগ-বিরতি লাভ করেন না। তাহা ছাড়া যে বস্তুর ভরসায় ভোগে প্রবৃত্ত হন, সেই বস্তুর বাস্তবতা বিষয়ে কোন লক্ষ্য রাখেন না।

ভোগাবিষ্ট ভোগবাসনাই জীবের মনেই অবস্থান করে। আবার বাসনাগার মনের বাসনা সেন্দ্রিয় দেহই পরিপূরণ করে। সুতরাং দেহৈক-সর্ব্বস্বাদ, পরমার্থ-বিমুখ বর্ত্তমানে অনেক বাধা আনয়ন করিয়াছে।

দেহ যুগ ভুবন-ভোগী অভ্যুদয়বাদী হিরণ্যকশিপুর সহিত ভোগত্যাগী কাম-কামী ভুবনপতি লৌকিকী বুদ্ধির নিষ্ঠাপর সর্ব্বলোকে তন্ত্রাবল-প্রহ্লাদের "মূলে ভুল" বিষয়ের বিশেষ সমালোচনা হইয়াছিল। অসুর-সম্রাট যে কালে পুত্রাধম প্রহ্লাদকে আত্মজ্ঞানে "আত্মাত্মতে ভগবং" জ্ঞানে পাঠ্য-বিষয় মধ্যে 'কোনটী উত্তম?' প্রশ্ন করিয়াছিলেন, সেকালে আত্মবুদ্ধি ধ্বংস বিধ্বংস করিয়া ভুবন-পাবন বৈষ্ণব ঠাকুর বলিয়াছিলেন যে,—হে অসুরবর্য্য! আপনি যে বস্তুর বলে আপনাকে শক্ত বলবান্ বলিয়া বিচার করিতেছেন এবং দিগ্বিদিক্ জ্ঞানহারা হইয়া উন্মাদের ন্যায় চলিতেছেন, সে বল ও জ্ঞান যে বলহীনতা ও অজ্ঞান আনিয়া দিবে, তাহা কি আপনি বুঝিয়াও বুঝিতেছেন না? আপনি ত্রিভুবন-বিজয়ী হইয়া যে শান্তি-প্রয়াসী হইয়াছিলেন, সে শান্তি কি পদে পদে অশান্তি আনয়ন করিতেছে না? আপনি যে দেহকে অবলম্বন করিয়া ভোগ-রাজ্যে অগ্রসর হইতেছেন, সেই দেহ কি চিরস্থায়ী? অথবা সর্ব্বদা সম-সামর্থ্য বিশিষ্ট? অধিক ভুলের কথা আর কি বলিব! আপনি যে দেহে 'আমি বুদ্ধি' করিয়াছেন, সেই দেহ কুক্কুর-শৃগাল-ভক্ষ্য এবং ভস্ম কৃমি কীটে পরিণামী নহে কি? এহেন অনিত্য বস্তুতে নিত্য-বুদ্ধি আপনার সর্ব্বকার্য্যের মূলেই ভুল আনয়ন করিয়াছে। অতএব আপনি এই ভুল ছাড়িয়া বিশ্বপতির দাসত্বে আত্মনিয়োগ করুন।

সে অত্যন্ত অনেক দিনের কথা। সত্যের পর ত্রেতা, ত্রেতার পর দ্বাপর এবং দ্বাপরের পর কলিকাল আসিয়াছে। কলিকালেরও নির্দ্দিষ্ট কালের অনেক সময় অতিবাহিত হইয়াছে। পরিবর্ত্তনশীল বিশ্বে অনেক পরিবর্ত্তনেরও পরিবর্ত্তন হইতেছে। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় এই 'মূলে ভুলে'র পরিবর্ত্তন হইল না!!

প্রেয়ঃ ও শ্রেয়ঃ বিচার

(পণ্ডিত শ্রীপাদ অতীন্দ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়)

শ্রীভগবান্ গীতায় বলিয়াছেন—স্থূল এবং সূক্ষ্ম বিষয়ের সংস্পর্শ-জাত আদি এবং অন্ত-যুক্ত যে ভোগ, তাহা দুঃখেরই কারণ, সুতরাং আত্মবিদ্ ব্যক্তিগণ তাহাতে যত্ন করেন না। স্থূল বিষয়ের সহিত স্থূল সংস্পর্শ ভোগের নাম স্থূল ভোগ এবং মনঃকল্পিত বিষয়সমূহের সহিত অভিমান-গ্রস্ত জড় মনের অভিনিবেশ-জাত যে ভোগ, তাহার নাম সূক্ষ্ম ভোগ। স্থূল এবং সূক্ষ্ম বিষয়সমূহ নশ্বর এবং পরিবর্ত্তনশীল; মনও সঙ্কল্প-বিকল্পাত্মক এবং চঞ্চল, সুতরাং স্থূল বা সূক্ষ্ম বিষয়সমূহের সহিত যখন দেহ বা মনের বিলাস আরম্ভ হয়, তাহা বিষয় এবং বিষয়ীর পরিবর্ত্তনশীলতা ধর্ম্ম-নিবন্ধন সর্ব্ব দেশে সর্ব্ব কালে এবং সর্ব্বাবস্থায় স্থিতিলাভ করিতে পারে না। বিষয়ীর ভাব পরিবর্ত্তনে পূর্ব্ববিষয় আর তাহার ভোগ সাধনের সহায় হয় না অথবা বিষয়ের পরিবর্ত্তনে বিষয়ী আর তাহাতে প্রীত হয়েন না এবং তখন তিনি অন্য বিষয় সংগ্রহে যত্ন করেন। ইহাই বাহ্য বিষয়ের ধর্ম্ম এবং এইরূপ সুখ লাভ-স্পৃহা অবিদ্যা-জাত বলিয়া ইহা আধ্যাত্মিক আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক—এই ত্রিবিধ দুঃখের কারণ।

শ্রীবিষ্ণুপুরাণে কথিত হইয়াছে :

যাবতঃ কুরুতে জন্তুঃ সম্বন্ধান্ মনসঃ প্রিয়ান্।
তাবন্তোঽস্য নিখন্যন্তে হৃদয়ে শোকশঙ্কবঃ॥

সাংখ্যদর্শন-কার বলিয়াছেন যে, বিষয় সংস্পর্শজ সুখ মাত্রেই দুঃখ-সম্পৃক্ত। দৃষ্ট উপায়ে একান্ত ও অত্যন্ত সুখ লাভ হয় না (সাংখ্য-কারিকা, ২)।

মনুষ্য মাত্রেই সাধারণতঃ বিষয়-সুখ লাভের জন্য এবং দুঃখ বা ক্লেশ দূর করিবার জন্য এ সংসারে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়। বিষয়ভোগ-প্রবৃত্তিই আমাদের কর্ম্মের মূল সূত্র। বুধগণ এই বিষয়-সুখ প্রার্থনা করেন না, কেননা বিষয়-ভোগ আপাততঃ সুখের কারণ হইলেও উহা পরিণামে দুঃখপ্রদ ও ক্ষণস্থায়ী। শ্রুতি কীর্ত্তন করিয়াছেন, যাহা সীমা বিশিষ্ট, যাহা পরিবর্ত্তনশীল, যাহা 'অল্প' তাহাতে সুখ নাই—'ভূমৈব সুখম্ নাল্পে সুখমস্তি' [ছান্দোগ্য ৭।২৩।১]

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দার্শনিকগণকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। ইঁহাদিগের এক শ্রেণীর নাম *Optimist*, ইঁহারা সংসারানুরাগী এবং অপর শ্রেণীর নাম *Pessimist*, ইঁহারা সংসার-বিরাগী। তন্মধ্যে প্রথম শ্রেণী অর্থাৎ *Optimist*গণ বলেন যে,—এ জগৎ সুখময়। এখানে মনুষ্যের সুখের উপকরণ যথেষ্ট পরিমাণেই আছে। জগতের উন্নতির সহিত এই সুখের পরিমাণ ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছে এবং দুঃখের পরিমাণ হ্রাস হইতেছে। সুতরাং প্রত্যেক মনুষ্যকেই নিজের ও সমগ্র মানবজাতির দুঃখ হ্রাস ও সুখ-বৃদ্ধির জন্য চেষ্টান্বিত হইতে হইবে ইহাই কর্ত্তব্য। এই মতবাদকে অবলম্বন পূর্ব্বক পাশ্চাত্য দেশে *Hedonisim* ও *Utilitarianism* প্রভৃতি নীতি-শাস্ত্র প্রবর্ত্তিত হইয়াছে।

এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর দার্শনিক পণ্ডিত অর্থাৎ *Pessimist*গণ বলেন যে,—জগৎ দুঃখময়—সমস্ত মনুষ্য-জীবনই দুঃখ পরিপূর্ণ। মনুষ্যের এ জগতে সুখলাভ-চেষ্টা কেবল ব্যর্থ পরিশ্রম মাত্র; কেননা জগতে সুখের অপেক্ষা দুঃখের পরিমাণ অনেক অধিক। মানব জাতি বা সমাজ যতই না কেন উন্নত হউক, দুঃখের পরিমাণ চিরকালই অধিক থাকিবে। মনুষ্য সুখ লাভের জন্য ব্যস্ত হইয়া কেবল দুঃখই ভোগ করিবে। অতএব নশ্বর, পরিচ্ছিন্ন বা প্রাকৃত বস্তুতে সুখের অনুসন্ধান করা কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তির কর্ত্তব্য নহে।

প্রাচ্য দেশের প্রায় সকল দার্শনিক পণ্ডিতগণই এই শেষোক্ত মতের পক্ষপাতী। উপনিষদে এই তত্ত্ব দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই মতই আমাদের সনাতন ধর্ম্ম-সম্মত। বিষয়-সুখ-ভোগই যদি আমাদের জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য হইত, মনুষ্য যদি কেবল ইহকালের সুখ-লাভকে পুরুষার্থ মনে করিয়া কর্ম্ম করিত, তবে ধর্ম্মের আর দাঁড়াইবার স্থান থাকিত না, পরকালে

বিশ্বাস স্থাপন করিয়া এবং পর জীবনে সুখ ভোগের আশায় ধর্ম্মাচরণ করা ভাবিয়া যে কর্ম্ম করা হয়, তাহাও শুদ্ধ সনাতন-ধর্ম্ম নহে; পরন্তু তাহা কৈতবযুক্ত ধর্ম্ম শ্রীগীতায় ও বেদান্ত শাস্ত্রে উহা নিকৃষ্ট ধর্ম্ম, এবং মুমুক্ষুগণের গ্রাহ্য নহে বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। জগতের মনুষ্য মাত্রেই সাধারণতঃ "প্রেয়ঃ"কামী, অর্থাৎ তাহারা সুখই প্রিয় মনে করিয়া তাহাই চাহে। স্থূল বা সূক্ষ্ম বিষয়সমূহে অনুরাগ-যুক্ত দেহাত্মবাদী ব্যক্তিসকলের চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক এবং মনের সংস্পর্শ-জনিত ভাবরাশিকে তাঁহারা সুখ বলেন।

যাঁহারা পরলোকে বিশ্বাসবান্, তাঁহারা পরলোকে সুখ চাহেন এবং যাঁহারা ইহকাল-সর্ব্বস্ব, তাঁহারা কেবল ইহকালের সুখই চাহেন। ধন, জন, অর্থ, মান, প্রতিপত্তি ইহকালে সুখলাভের জন্য মনে করিয়া ইঁহারা ধনাদি অর্জ্জনে যত্ন করেন এবং যাঁহারা পরকালে সুখ চাহেন, তাঁহারা সকাম ভাবে শাস্ত্র-বিহিত যজ্ঞ, দান, তপস্যাদির অনুষ্ঠানে রত হয়েন। এই উভয় শ্রেণীর লোকই প্রেয়ঃকামী। ইঁহারা নিজের প্রেয়ঃ এবং অপরের প্রেয়ঃ লাভের জন্য কর্ম্ম করেন। ইঁহারা কেহই মুমুক্ষু নহেন।

যাঁহারা প্রকৃত মুমুক্ষু, তাঁহারা 'প্রেয়ের' পরিবর্ত্তে "শ্রেয়ঃ" চাহেন। এখন এই শ্রেয়ঃ লাভের উপায় কি, অতঃপর তাহা প্রদর্শিত হইবে। অভিধেয় বিচারে শ্রীমদ্ভাগবত এই শ্রেয়ঃ লাভেরই বিধি দিয়াছেন—

যথাঃ—

লব্ধ্বা সুদুর্ল্লভমিদং বহুসম্ভবান্তে
মানুষ্যমর্থদমনিত্যমপীহ ধীরঃ।
তূর্ণং যতেত ন পতেদনুমৃত্যু যাব-
ন্নিঃশ্রেয়সায় বিষয়ঃ খলু সর্ব্বতঃ স্যাৎ॥
[ভাঃ ১১।৯।২৯]

অর্থাৎ অনেক জন্মের পর এই মানব-জন্ম লাভ হইয়াছে এবং ইহা অনিত্য হইলেও অর্থদ (অর্থাৎ শ্রেয়ঃসাধক), সুতরাং দুর্ল্লভ। ধীর মনুষ্য যে পর্য্যন্ত মৃত্যু পুনরায় নিকটস্থ না হয়, ইহার মধ্যেই বিলম্ব না করিয়া কায় মন বাক্যের দ্বারা সম্যগ্‌রূপে নিঃশ্রেয়স লাভের যত্ন করিবেন।

ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর একমাত্র 'কৃষ্ণ-নাম' সংকীর্ত্তনকেই এই শ্রেয়ঃ লাভের একমাত্র উপায় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাঁহার শ্রীমুখোদ্গীর্ণ শ্লোকে তাহা স্পষ্টরূপে জানা যায়, যথাঃ—

চেতো দর্পণ-মার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি-
নির্ব্বাপণম্
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকা-বিতরণং বিদ্যা-
বধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণা-
মৃতাস্বাদনম্।
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণ-
সংকীর্ত্তনম্॥

শ্রীকৃষ্ণের সম্যক্ কীর্ত্তন হইতেই জীবের একান্ত শ্রেয়ঃ লাভ হয়। কৃষ্ণ-কীর্ত্তন-প্রভাবে ঈশবৈমুখ্যরূপ অন্যাভিলাষ, ফলভোগ ও ফল-ভোগত্যাগ এই ত্রিবিধ প্রাকৃত অনিত্য যাহা প্রেয়ঃকামী জীবকে আবৃত করিয়া তাহাকে শ্রেয়োনুসন্ধানের পথে অগ্রসর হইতে দেয় না, তাহা সম্যক্‌রূপে বিদূরিত হয়। তখন সেই মার্জ্জিত চিত্ত-মুকুরে জীব 'কৃষ্ণদাস' রূপে স্ব স্বরূপের দর্শন পান। প্রাকৃত অভিনিবেশজাত উপাধিক বা বিবর্ত্তিত স্বরূপে অনর্থ স্থিতি কালে জীব বিরূপের নৈমিত্তিক প্রয়োজন-কেই অর্থাৎ প্রেয়কেই শ্রেয়ঃ বলিয়া বরণ করেন। কিন্তু কৃষ্ণ-সংকীর্ত্তনকারী জীবের কীর্ত্তন-ফলে চিত্তদর্পণ মার্জ্জিত হওয়ায় তাঁহার কৃষ্ণদাস্যরূপ শুদ্ধস্বরূপের উপলব্ধি হয়। কৃষ্ণদাস জীবের তখন স্বরূপের ধর্ম্ম উদ্বুদ্ধ হয় এবং তখন তিনি সেব্য-বস্তুর অনুসন্ধানে ব্যাকুল হয়েন। সেই সেব্য-বস্তুর সন্ধান না পাইলে সেবা-বৃত্তির কোন সার্থকতা থাকে না। কৃষ্ণ-সংকীর্ত্তন-ফলেই জীব সেই সেব্য-বস্তুর সন্ধান পায়েন। কৃষ্ণনামই সাক্ষাৎ কৃষ্ণ-বস্তু। প্রাকৃত জগতে যেমন নাম এবং নামের উদ্দিষ্ট বস্তু পরস্পর পৃথক্, বৈকুণ্ঠে দেশ, কাল ও পাত্রের কোন পরিচ্ছিন্নতা না থাকায় সেখানে নাম এবং নামী একটিই বস্তু কোন পার্থক্য নাই। সুতরাং কৃষ্ণনাম-সংকীর্ত্তন এবং কৃষ্ণ একই বস্তু। কিন্তু ইহা বদ্ধ-জীবের অনুভূতির বিষয় নহে।

শ্রীকৃষ্ণনাম-সংকীর্ত্তন হইতেই জীবের ত্রিবিধ তাপ চিরতরে নির্ব্বাপিত হয় এবং বিরূপে অবস্থিতিকালে যে আনন্দ লাভের জন্য জীব বিবর্ত্তিত বুদ্ধি-ক্রমে গোঁয়ং সর্গে তার ভ্রম বশে ধাবন করিয়াছিলেন, কৃষ্ণকীর্ত্তন-প্রভাবে স্বরূপ-জ্ঞান লাভ হওয়ায়, তিনি জানিতে পারেন যে, সেব্যবস্তুর সেবাই সেই আনন্দ লাভের উপায় এবং সেবা স্বয়ং আনন্দস্বরূপ।

যেমন কোন ব্যক্তি তাপ-নিবারণের জন্য নদীর জলে ডুবিয়া থাকিলে বাহিরের উত্তাপ তাহার গাত্রে লাগিতে পারে না, তদ্রূপ—কৃষ্ণ-কীর্ত্তনকারী ব্যক্তি কৃষ্ণসেবানন্দে নিমজ্জিত থাকায় বহিঃ জড়ানন্দ তাঁহাকে আর প্রলুব্ধ করিতে পারে না। মায়ার ক্রিয়া তাঁহার নিকট সম্পূর্ণরূপে স্তব্ধ হইয়া যায়।

এখন কথা হইতেছে, এই যে 'কৃষ্ণনাম' ইহা পাওয়া যাইবে কোথা হইতে? ইহা কি আভিধানিক শব্দ-বিশেষ অথবা আচার্য্য বোধে জিহ্বা ও তালুর ঘাত-প্রতিঘাতো-ত্থিত শব্দ-রাশির অন্যতম একটি শব্দ?

শাস্ত্র বলেন, এই যে 'কৃষ্ণ' নাম ইহা আভিধানিক কোন শব্দ-বিশেষ বা ভূতের ব্যোমের কোন শব্দ নহে।

কৃষ্ণনাম বৈকুণ্ঠ বস্তু; স্বয়ং 'কৃষ্ণ' এবং 'কৃষ্ণ' এই নামের মধ্যে দেশ-কাল পাত্রগত কোন ব্যবধান বা পার্থক্য নাই। কৃষ্ণই 'কৃষ্ণনাম', কৃষ্ণনামই স্বয়ং কৃষ্ণ।

(ক্রমশঃ)

নিমন্ত্রণ পত্র

শ্রীপরমহংস মঠ, নৈমিষারণ্য
১৩ অক্টোবর, ১৯২৯

যথাবিহিত সম্মান পুরঃসর নিবেদনম্—

আগামী ৩০শে অক্টোবর ১৩ই কার্ত্তিক বুধবার কৃষ্ণত্রয়োদশী হইতে ১লা নভেম্বর ১৫ই কার্ত্তিক শুক্রবার অমাবস্যা তিথি পর্য্যন্ত শ্রীপরমহংস মঠের তৃতীয় বার্ষিক মহামহোৎসব অনুষ্ঠিত হইবে। সপার্ষদ ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস, পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য অষ্টোত্তরশত শ্রী **শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী** প্রভুপাদ শুভ-বিজয় করিবেন। তদুপলক্ষে প্রত্যহ শ্রীভাগবত-ব্যাখ্যা, সঙ্কীর্ত্তন ও মহামহোৎসব অনুষ্ঠিত হইবে। মহাশয়, এই উৎসবে সবান্ধবে যোগদান করিলে শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার সভ্যগণ পরমানন্দিত হইবেন। ইতি

শ্রীহরিজনকিঙ্কর
শ্রীঅতুলচন্দ্র গোস্বামী ভক্তিসারঙ্গ
শ্রীনিশিকান্ত সান্যাল (এম, এ)
শ্রীকুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ

প্রচার-প্রসঙ্গ

জোনপুর সিটি

২৯-১০-২৯

শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম প্রচারকবর পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরগোবিন্দ বিদ্যাভূষণ প্রভু শ্রীকাশী-ধামের মহোৎসব সমাপ্ত করিয়া গত পরশ্ব (২০।১০।২৯) সদলবলে নৈমিষারণ্যের পথে প্রাচীন সহর জোনপুরে আগমন করিয়াছেন। স্থানীয় ম্যাজিষ্ট্রেটের দেওয়ান যশোহর-নিবাসী শ্রীযুত শরৎকুমার রায় চৌধুরী মহাশয় আগ্রহ সহকারে শ্রীযুক্ত বিদ্যাভূষণ প্রভুর আতিথ্য করিতেছেন। কিছুদিন পূর্ব্বে গৌড়ীয় গৌরব শ্রীপাদ ভক্তিসারঙ্গ প্রভু তাঁহার পবিত্র পাদরজে এইস্থান অভিষিক্ত করিয়া গিয়াছেন জানা গেল।

এখানে অনেক দেবালয় আছেন। গত সন্ধ্যায় শ্রীজগন্নাথ-মন্দিরে শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যা মুখে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী পরমহংস গোস্বামী ঠাকুরের বর্ত্তমান জগতে মহাদানলীলা সম্বন্ধে আলোচনা হইল। বহু বহু বিশিষ্ট ও শিক্ষিত সভ্য সমবেত হইয়াছিলেন। উকিল, ব্যবসায়ী ও স্থানীয় উচ্চ রাজকর্ম্মচারীগণ উপস্থিত ছিলেন; [illegible] স্বয়ং ও তাঁহার সুযোগ্য ব্রাঞ্চ ম্যানেজার শ্রীচৈতন্যমঠের বিশ্ব-সঞ্জীবনী-বাণী শ্রবণ করিয়া পরম পরিতোষ লাভ করিয়াছেন। তাঁহারা ভারতের নষ্ট গৌরব উদ্ধার আকাঙ্ক্ষায় আবার উৎসাহান্বিত হইয়াছেন। আশা করি আমাদের এ সংবাদে নিখিল সত্যানুসন্ধিৎসু সজ্জন মাত্রেই সুখী হইবেন।

বিনীত নিবেদক
শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ভট্টাচার্য্য (বি, এ)

ফয়জাবাদে মহাপ্রভুর কথা

(সংবাদদাতার পত্র)

ফয়জাবাদ, ২৫।১০।২৯

গত কল্য জোনপুর নামক স্থানে প্রচার করিয়া শ্রীপাদ রামেন্দ্রসুন্দর ভট্টাচার্য্য, পণ্ডিত বিদ্যাভূষণ ও তৎসহ আরও ৬জন ব্রহ্মচারী ভক্ত এখানে পৌঁছিয়াছেন। শ্রীপাদ রামেন্দ্রসুন্দর ভট্টাচার্য্য বি, এ, মহোদয় জোনপুর রাজপ্রাসাদে ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যের সার্ব্বজনীন ধর্ম্ম-সম্বন্ধে যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহা শ্রবণ করিয়া জোনপুরের রাজপরিবারবর্গ ও শিক্ষিত অধিবাসিগণ বিশেষ আনন্দিত ও উপকৃত হইয়াছেন। ফয়জাবাদে এখন জল বায়ুর অবস্থা খুব ভাল। বেশ একটু শীত পড়িয়াছে। সরযূ তীরে গোপ্তার ঘাটে প্রত্যহ প্রাতঃকালে মেলা হইতেছে। গৌড়ীয় মঠের প্রচারকবৃন্দ ফয়জাবাদে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা প্রচার করিতেছেন। ফয়জাবাদের অনেক সম্ভ্রান্ত ও শিক্ষিত ব্যক্তি প্রত্যহই অপরাহ্নে এস্, ডি ও সাহেবের বাংলায় প্রভুপাদের নিকট হরিকথা শ্রবণ করিতেছেন। রামরাজ্য অযোধ্যায় এতদিন একমাত্র ঐশ্বর্য্য শ্রীরামভক্তির কথাই ছিল। কিন্তু গৌরজন প্রভুপাদের কৃপায় শ্রীচৈতন্য-প্রচারিত চেলাচোর সম্রাট্ লীলাপুরুষোত্তম কৃষ্ণের কথাও প্রচারিত হইল।

শ্রীল প্রভুপাদ আগামী রবিবারে শ্রীনৈমিষারণ্যে শুভ বিজয় করিয়া ভাগবত-কথা কীর্ত্তন করিবেন। এলাহাবাদে কুম্ভ-মেলায় যাহাতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা প্রচারিত হয়, তজ্জন্য প্রভুপাদ বিশেষ বন্দোবস্ত করিতেছেন। তন্নিমিত্ত শ্রীপাদ গিরি মহারাজ এলাহাবাদে আসিতেছেন। প্রভুপাদ অনর্গল হরিকথা কীর্ত্তন করিতেছেন।

পর-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

সম্প্রতি পর বিদ্যাপীঠে নিম্নলিখিত শিক্ষণীয় বিষয়নিচয়ের অধ্যাপকের আসন-সমূহ সংস্থাপিত হইয়াছে—বিদ্যার্থিগণ আবেদন করুন।

১। সাহিত্যাসন, ২। ঐতিহ্যাসন,
৩। সম্প্রদায়বৈভবাসন, ৪। ভক্তিশাস্ত্রাসন,
৫। তত্ত্বশাস্ত্রাসন, ৬। বেদান্তাসন,
৭। একায়নাসন।

শ্রীনন্দলাল রায় বি, এ, কাব্যতীর্থ, বিদ্যাসাগর,
সম্পাদক—পরবিদ্যাপীঠ, শ্রীধাম মায়াপুর।

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৪০৲ চল্লিশ টাকা।

২৭২৪ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে,

সপ্তচত্বারিংশ খণ্ডে সূচী ছাপা হইতেছে।

৪৬শ খণ্ড গ্রন্থ নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে ১৫।/০ সাধারণ পক্ষে ২০৸৶০। প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৵০, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ।/০।

দশম স্কন্ধ ছাপা হইতেছে। দশম স্কন্ধের ভিক্ষা ১২৲, অগ্রিম সাধারণের পক্ষে ৮৲।

৫০ অধ্যায়পর্য্যন্ত নবম সংখ্যা ছাপা হইয়াছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

"শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত"

সম্পূর্ণ ছাপা শেষ হইয়াছে

আদি, মধ্য, ও অন্ত্যলীলা এবং সূচী ছাপা হইয়া সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছেন। যাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ১০৲ টাকা ভিক্ষার তৃতীয় সংস্করণ ৪ টাকায় না পাইয়া অপূর্ব্ব সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের জন্যই উহার ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছেন। সেই ১০৲ টাকার এই বিরাট্ গ্রন্থ নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা পূর্ণ না হওয়া পর্য্যন্ত ৫৲ টাকা ভিক্ষায় দেওয়া হইবে। গ্রাহকগণ সত্বর হউন পরে আর এ সুযোগ দেওয়া হইবে না।

শ্রীচৈতন্য লীলার ব্যাস আদিকাণ্ড

শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র গ্রন্থ ৮৲ স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲

নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪॥০ টাকা

শ্রীচৈতন্য মঠের যাবতীয় গ্রন্থ

কার্য্যাধ্যক্ষ, গ্রন্থ-বিভাগ, শ্রীচৈতন্য মঠ
পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া
-অথবা
শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা
ঠিকানায় পাওয়া যাইবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য : ..... শ্রীচৈতন্য মঠের ঠিকানায় লিখিবেন,

উড়িয়া ভাষায় প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

যে সব উৎকলবাসী ভক্তগণ বাংলা পড়িতে জানেন না, তাঁহাদের শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর প্রচারিত পরম উপাদেয় ভক্তি-কথা জানিবার সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে উড়িয়া-ভাষায় নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হইয়াছে। বাংলা গ্রন্থের তুলনায় উড়িয়া গ্রন্থগুলির ভিক্ষাও অপেক্ষাকৃত অল্প।

গ্রন্থের নাম	ভিক্ষা
শ্রীহরিনাম চিন্তামণি, প্রতিখণ্ড	।০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	১৲
সাধন পথ (শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টক) প্রতিখণ্ড	
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	
কল্যাণ কল্পতরু প্রতিখণ্ড	৵০
একত্রে ৩খণ্ড লইলে	।০
গীতাবলী প্রতিখণ্ড	⁄১০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৶১৫
শরণাগতি — প্রতিখণ্ড	/০
একত্রে ৩খণ্ড লইলে	৵৫

প্রাপ্তিস্থান { শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ, কটক এবং শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, পুরী

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিম্নলিখিত মঠসমূহে প্রাপ্তব্যঃ—

১। শ্রীচৈতন্য মঠ,—পোঃ, শ্রীধামমায়াপুর, (নদীয়া)।
২। শ্রীগৌরগদাধর মঠ,—চাঁপাহাটি, সমুদ্রগড় পোঃ, (বর্দ্ধমান)।
শ্রীভাগবত আসন,—ভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
শ্রীগৌড়ীয় মঠ,—১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা।
শ্রীপুরুষোত্তম মঠ,—ভোগাকুঠী, পুরী,
৬। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ,—উড়িয়া বাজার, কটক।
৭ শ্রীভাগবত মঠ,—চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।
৮ শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ,—৪নং জগজ্জীবনপুরা, কাশী, ইউ, পি।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,—ছীপগলি, বৃন্দাবন, মথুরা, ইউ, পি।
শ্রীপরমহংস মঠ—নিমসার পোঃ, সীতাপুর, ইউ পি।
১১ শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ,—কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল, পাঞ্জাব।
১২ শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠ,—৯০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।
১৩ শ্রীনিতাইগৌরাঙ্গ মঠ,—বালিয়াটি, ঢাকা।
১৪ শ্রীপ্রপন্নাশ্রম,—আমলাযোড়া, রাজবাঁধ পোঃ, বর্দ্ধমান।
১৫ শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ,—ডুমুরকোন্দা, চিরকুণ্ডা পোঃ, মানভূম।
১৬ শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয় মঠ,—আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী, উড়িষ্যা।

এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণের নিকটও

নদীয়া-প্রকাশ প্রাপ্তব্য।

১। শ্রীযুক্ত জনার্দ্দন ঘোষ—বয়লস ক্রে রোড, খুলনা
২। শ্রীযুক্ত রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিরত্ন—দেওয়ানগঞ্জ, হলদিবাড়ী কুচবিহার।
৩। শ্রীযুক্ত রামরঞ্জন রায়—১৬।২নং শ্রীগোপাল মল্লিক লেন, কলিকাতা।
৪। শ্রীযুক্ত অমূল্যকুমার সরকার এস, ডি, ও, ফৈজাবাদ।
৫। মিঃ এন্ ডি, মুখার্জ্জি—এম, এম, ওর কস দি মল, কানপুর।
৬। শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী জ্যোতির্ভূষণ—স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া
৭। শ্রীরাসবিহারী দাস অধিকারী, নবদ্বীপ।
৮। শ্রীবিনোদমোহন দে—মনমোহন রোড, নবাবপুর, ঢাকা।
৯। শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ গড়গড়ি বেড়াচাঁপা, ২৪ পরগণা।

শ্রীচৈতন্যমঠের গ্রন্থাবলী

ভক্তিবিনোদঠাকুর বিরচিত

ভক্তি-গ্রন্থাবলী।

উৎকৃষ্ট কাপড়ে বিলাতী ধরণে বাঁধাই স্বর্ণালঙ্কৃত। চতুর্থ সংস্করণ। বিস্তারিত সূচীসহ

জৈবধর্ম্ম

বাঁধাই ২৲ দুই টাকা

প্রকাশিত হইয়াছে

সনাতন ধর্মশাস্ত্র বেদ, বেদান্ত, উপনিষৎ গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত, পুরাণ, তন্ত্রাদি সকল গ্রন্থ পাঠ করিবার অবসর অতি অল্প মানবের ঘটিয়া থাকে। অনেকের যোগ্যতা না থাকায় সেই সমস্ত গ্রন্থের মর্ম্ম অবগত হইতে পারেন না। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বাঙ্গালীর এই অসুবিধা দূরীভূত করিবার জন্য এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

বিদ্যালয়ের ছাত্র বা শিক্ষকগণের বিশেষ পাঠ্য, এই হেতু শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টার বাহাদুর ইহা সমস্ত বিদ্যালয়ের জন্য অনুমোদন করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

প্রথম খণ্ড ভিক্ষা ১৲ একটাকা

যুক্তিপূর্ণ শাস্ত্রবাক্য দ্বারা প্রত্যেক মানবের নিত্য কর্ত্তব্য ও অনিত্য সাময়িক কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। গ্রন্থের প্রতি বাক্য সনাতন শাস্ত্রবাক্য দ্বারা সমর্থিত ও প্রমাণিত হইয়াছে। দেহের, মনের ও আত্মার ধর্ম্ম কি? স্বদেশ, সমাজ, নীতি, ধর্ম্ম কি? ইত্যাদি বিষয় ক্রমানুসারে এমন সুন্দরভাবে যুক্তিসহকারে আলোচিত হইয়াছে যে, প্রথম পংক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত পাঠ না করিয়া নিবৃত্ত হওয়া যায় না।

শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ভিক্ষা ৶০

ঐ প্রমাণ খণ্ড ভিক্ষা ৶০

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিহার ও লীলাভূমি নয়টী দ্বীপ-সমষ্টি। এই নয় দ্বীপের প্রাচীন বিবরণ, প্রত্যেক দ্বীপে শ্রীমহাপ্রভুর লীলা—প্রত্যেক দ্বীপের পরিচয়, শ্রীধাম-মাহাত্ম্য—নামাপরাধ কি? ইত্যাদি বিষয় বিশেষভাবে মনোহর ছন্দে বর্ণিত। পকেট সাইজ প্রায় ১৬০ পৃষ্ঠা।

শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ

উজ্জ্বল রোজ-রু কালীতে উত্তম কাগজে ছাপা—শ্রীনবদ্বীপধাম দর্শনে ভাবুক দর্শনকারীর কি প্রকার ভাবের উচ্ছ্বাস হয়, তাহা এই গ্রন্থে বর্ণিত। অতি চমৎকার। ভিক্ষা চারি আনা।

শ্রীভজনপথ

১৶০ দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভুকে উপদেশচ্ছলে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিচার অতি সুন্দরভাবে বর্ণিত হইয়াছে। ইহা ছাড়া শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদিষ্ট শিক্ষা ও উপদেশ বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-জগতে অভিনব গ্রন্থ !!

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতি-গ্রন্থাবলী :—

শরণাগতি

পকেট সাইজ
অষ্টম সংস্করণ
ভিক্ষা ৵০ আনা

দেহ ও মনের চেষ্টা অনিত্যবস্তু লইয়া—ইহা যখন জীব বুঝিতে পারে, তখন একমাত্র নিত্যবস্তু শ্রীভগবানের প্রতি তাহার কোন্ জাতীয় আবেগময়ী প্রার্থনা হয় এবং শ্রীভগবানে সর্ব্বান্তঃকরণে নিষ্কপটে কি প্রকারে শরণাপন্ন হইতে হয়, ইত্যাদি বিষয়ক প্রাণস্পর্শী প্রার্থনা ও আত্ম-সমর্পণমূলক গান। ছাড়িয়া সংস্করণও প্রকাশিত হইয়াছে

ভিক্ষা প্রতি খণ্ড ৵০ এক আনা

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা— ৵০, নবদ্বীপশতক— ৵০

অর্থপঞ্চক— ৵০

কল্যাণকল্পতরু

পকেট সাইজ
পঞ্চম সংস্করণ
ভিক্ষা ৵১০

আমরা প্রত্যহ নূতন অভাব ও কামনার বশবর্ত্তী হইয়া পুনঃপুনঃ যে অকল্যাণকে কল্যাণ বলিয়া গ্রহণ করি এবং যাহার নিকট কল্যাণ কামনা করি, তিনি যে নিত্য বা যথার্থ কল্যাণ প্রদানে অসমর্থ এবং কোন্ বস্তু আমাদের নিত্য কল্যাণদাতা এবং কি ভাবে আমরা সেই কল্যাণলাভে সমর্থ হইব, এই সকল কথা সরল গানে লিখিত। এই গীতিগ্রন্থ বাস্তবিকই কল্যাণের কল্পতরু; যাঁনি প্রত্যেককে নিত্যকল্যাণ প্রদানে

শ্রীল চক্রবর্ত্তি ঠাকুরের টীকা সহ

শ্রীমদ্ ভগবদ্গীতা

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠাকুর কৃত টীকা ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কৃত বঙ্গানুবাদ। টীকাকারের জীবনী, শ্লোক-সূচি, বিষয়সূচি প্রভৃতি সহ প্রয়োজনীয় বিষয় সংবলিত প্রায় ৮২৫ পৃষ্ঠা। উৎকৃষ্ট সিল্কে বাঁধাই ২৲ দুই টাকা, কাগজে বাঁধা ১॥০

শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ কৃত ভাষ্য সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

কাগজ ও ছাপা উৎকৃষ্ট। সিল্কে বাঁধাই, সোণার জলে নাম লেখা রাজসংস্করণ ২৲ টাকা, সাধারণ সংস্করণ ১॥০, গৌড়ীয়ের গ্রাহকপক্ষে ১।০

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি (সার্ব্বভৌমকোষগ্রন্থ)

বিষয়:—১। ভক্তিশাস্ত্রে ব্যবহৃত শব্দাবলীর অর্থ, ২। চারি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের চরিত্র, ৩। বৈকুণ্ঠেশ্বরসম্পর্কিত শ্রীমন্দির ও শ্রীবিগ্রহের বিবরণ, ৪। বৈষ্ণবগ্রন্থ ও প্রবন্ধ-সমূহের তাৎপর্য্য ও বিবরণ, ৫। বিষয় বিশেষের লৌকিক ও শাস্ত্রীয় আকরমূলে যাবতীয় তথ্য। চারিখণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ১ম খণ্ড ৸১০, ২য় খণ্ড ৸৵০, ৩য় খণ্ড ৸০, ৪র্থ খণ্ড ॥৵০, চারিখণ্ড একত্রে ২৲ (৫ম খণ্ড যন্ত্রস্থ)।

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ—১ম খণ্ড ১৲ এক টাকা ২য় খণ্ড ১৲ এক টাকা—শ্রীমদ্ভাগবতের গ্রাহক ও গৌড়ীয় গ্রাহকগণ ৸০ টাকায় দুইখণ্ড পাইবেন। বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমজ্জীব গোস্বামিপাদের রচিত গ্রন্থ। ইহাই ষট্‌সন্দর্ভের অধিক প্রয়োজনীয় অংশ। প্রতি খণ্ড ডবল ক্রাউন ৮ পেজীর ৯৬ পৃষ্ঠা আকারে মুদ্রিত হইতেছে।

শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ্য সম্পাদিত

সদাচারস্মৃতিঃ

ভিক্ষা ৵০ মাত্র

প্রাপ্তিস্থান শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (প্রাচীন নবদ্বীপ) নদীয়া

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

হেলার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

মফঃস্বলের রোগীদের জন্য ৬ আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ১২ তোলা জলের সমপরিমাণ ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ॥০ আনা, পাঁইট ৸৵০ আনা, বোতল ১৶০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা।

রেজেষ্টারীকৃত

মদন মঞ্জরী

বটিকায় স্বপ্ন ও শুক্রমেহ, ইন্দ্রিয়শক্তির হ্রাস, প্রস্রাবে শুক্রপাত, অজীর্ণ, মাথা ঘোরা, বুক ধড়্ ফড়ানি, অনিদ্রা প্রভৃতি লক্ষণ সত্বর নির্দ্দোষ আরোগ্য হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ৪০ বটী ১৲ এক টাকা।

"নপুংসকারি প্রলেপ"

পুরুষত্বহানি রোগে বাহ্যপ্রয়োগ দ্বারা আরোগ্য করিয়া শক্তিসম্পন্ন করে। মূল্য ১ কৌটা ১৲ টাকা।

"রমণবিলাসিনী বটিকা"

রতিধারণ করত সম্ভোগশক্তি স্থায়ী ও বৃদ্ধি করিতে অত্যাশ্চর্য্য। মূল্য ১৬ বটী ১৲ এক টাকা।

বৃদ্ধবৈদ্য নারায়ণজী, কেশবজী

১৭৭নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

বিজ্ঞাপন

সাবধান! সাবধান!! সাবধান!!!

জে, বি, দত্তের ঢাকা শিশি বাদাম তৈল

আদি ও অকৃত্রিম এবং উপকারিতায় সর্ব্বজন-পরিচিত ও বহু প্রশংসিত।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী *J. B. Datta & Co.* নাম লেখা দেখিয়া খরিদ করিবেন। নতুবা জুয়াচোরগণ বহুদরের কৃত্রিম তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে।

বিনীত জে, বি, দত্ত

ফেরাস কুইনিন

নূতন এবং পুরাতন ম্যালেরিয়ার যম

ইহাতে উপযুক্ত মাত্রায় আয়রন, হাইড্রোক্লোর কুইনিন, আর্সেনিক এবং ষ্ট্রিকনিন আছে।

এই ফেরাস-কুইনিন দ্বারা ইনজেক্‌সন করিলে একটী বা দুইটী ইনজেকসনে সকলপ্রকার কঠিন ম্যালেরিয়া জ্বর বন্ধ করে এবং ছয় হইতে বারটী ইনজেকসনে ম্যালেরিয়ার সমস্ত উপসর্গ দূর করিয়া দেয়।

৬ এম্পুলপূর্ণ প্রতি বাক্স—মূল্য ২৲, ঐ ৩৲ টাকা

বায়ো-কেমিক্যাল এণ্ড ক্লিনিক্যাল ল্যাবরেটরীতে প্রস্তুত। ২২১ ওল্ড চীনাবাজার লেন, কলিকাতা।

পর-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

এখানে আহার এবং বাসস্থান দিয়া বিদ্যার্থিগণকে বিভিন্ন শিক্ষণীয় বিষয় শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। অনেক ছাত্র ইতোমধ্যেই আসিয়া পাঠ আরম্ভ করিয়াছেন। বর্ত্তমান বর্ষে সকল ছাত্রই গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

প্রধান অধ্যাপক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রচন্দ্র কাব্য ব্যাকরণ-সাংখ্য-বেদান্ত-ষড়দর্শন-তীর্থ, সাংখ্যভূষণ, বেদান্তরত্ন, সাহিত্যশাস্ত্রী, সুদর্শনবাচস্পতি।

অধ্যাপক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গৌরদাস ব্রহ্মচারী ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীধাম মায়াপুর-পরাবিদ্যাপীঠ, (নদীয়া)

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

অধ্যক্ষ

শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম.এ., এফ.সি.এস. (লণ্ডন)

ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক

(প্রফেসার)

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ বিশুদ্ধ ও শাস্ত্রমতে নিজ তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হয়। পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ক্যাটালগ পাঠান হয়। রোগের বিবরণ জানাইলে যত্নপূর্ব্বক ব্যবস্থা দেওয়া হয়। চিঠি পত্রাদি সম্পূর্ণরূপে গোপন রাখা হয়।

মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দুর)

(বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৪৲ টাকা

উৎকৃষ্ট স্বর্ণ, পারদ ও আমলাসার গন্ধক দ্বারা যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। নিত্য প্রয়োজনীয় সর্ব্বরোগনাশক মহৌষধ

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৩৲ টাকা

উৎকৃষ্ট কাশীর আমলকী, বংশলোচন প্রভৃতি যাবতীয় উপাদানে পূর্ণ মাত্রায় যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। কফ, কাসি, সর্দ্দি, যক্ষ্মা, ক্ষয়রোগ, হৃদরোগ প্রভৃতি রোগের মহৌষধ। সর্ব্বপ্রকার দুর্ব্বলতা নাশক অতিশয় পুষ্টিকর মহৌষধ বা খাদ্য বিশেষ।

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬৲ টাকা

ইহা সেবনে ধাতুদৌর্ব্বল্য, শুক্রহীনতা, স্বপ্নদোষ, প্রমেহ ও ধ্বজভঙ্গ সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায়। ইহা অপারসীম আনন্দদায়ক রসায়ন।

অবলাবান্ধব যোগ

প্রদর, বাধক প্রভৃতি জরায়ুদোষ ও যোনিগত দুরারোগ্য রোগের মহৌষধ।

মূল্য—১৬ মাত্রা ২৲ টাকা। ৫০ মাত্রা ৫৲ টাকা মাত্র

বেদনাঞ্জন

শ্রেষ্ঠরত্ন

কলিকাতা কংগ্রেস একজিবিসন হইতে বহু প্রশংসা প্রাপ্ত ও বহু গণ্যমান্য ভদ্রমহোদয়-গণ কর্ত্তৃক প্রশংসিত।

* * *

আজকাল বাজার-চলন মিশ্রিত ও বিষাক্ত আহার্য সেবনে শরীরের রক্ত স্বতঃই দোষযুক্ত হইয়া পড়িতেছে। রক্তই মানবদেহের শ্রেষ্ঠ উপাদান, এই রক্ত দোষিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মানব বাত, বেদনা, মাথাধরা, মাথা-ঘোরা, দৃষ্টিশক্তির হ্রাস, দাঁতের গোড়া ফুলা, দাঁত কনকনানি, দাঁতে পোকা এবং পোস, চুলকানি প্রভৃতি কষ্টদায়ক চর্ম্মরোগে আক্রান্ত হইতেছে। যদি আপনি একান্তই ব্যাধিমুক্ত হইতে চান, তাহা হইলে অযথা পয়সার অপব্যয় না করিয়া অল্প ব্যয়ে এক শিশি বেদনাঞ্জন ক্রয় করিয়া ইহার কার্য্যকারী-শক্তি উপলব্ধি করুন। গুণের তুলনায় মূল্য অতিসামান্য, এক শিশি ।৵০ আনা মাত্র মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান—এ, সি, চাটার্জ্জী এণ্ড ব্রাদার্স।

৪৫নং ইলকাট লেন, মানিকতলা, কলিকাতা।

সকল মণিহারী দোকানে ও বড় বড় ডাক্তারখানায় পাওয়া যায়।

বিশুদ্ধ জল! ভয় নাই! বিশুদ্ধ জল!!

লক্ষ্মী টিউব-ওয়েল কোং

২০৫নং নবাবপুর, ঢাকা

বর্ত্তমান-যুগের নব-আবিষ্কৃত যন্ত্রপাতি দ্বারা উন্নত বৈজ্ঞানিক-খনন-প্রণালীতে নলকূপ (*Tube-well*) নির্ম্মাণ করা হয়। বঙ্গের লাট বাহাদুর, প্রাইভেট সেক্রেটারী, জিলা-ম্যাজিষ্ট্রেট, জিলাবোর্ডের চেয়ারম্যান, ইঞ্জিনিয়ার, জমিদার, তালুকদার, প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত ভদ্রমহোদয়গণ এই কোম্পানীর কার্য্য দেখিয়া প্রশংসা করিয়াছেন। রাসায়নিক পরীক্ষায় জল বিশুদ্ধ না হইলে মূল্য গৃহীত হয় না। বিস্তৃত বিবরণের জন্য পত্র লিখুন।

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

যদিও অদ্যাপি প্রকৃত মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য, তথাপি যাঁহারা নানাবিধ অনিয়মিত উপায়ে অপরিমিত শক্তি নষ্ট করিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন এবং নানা প্রকার মেহ, প্রমেহ ধাতুদৌর্ব্বল্য, স্নায়বিক দুর্ব্বলতা, বহুমূত্র, দুঃস্বপ্ন, পারদ-সংক্রান্ত পীড়া, অর্শ এবং স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে যাহারা বাধক, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, সূতিকা, শ্বেত ও রক্তপ্রদর, হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি রোগে ভুগিয়া জীবনে নিরাশ হইয়াছেন, তাঁহারা আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটাল সাহেবের আবিষ্কৃত **ইলেক্ট্রিক সলিউসন** ব্যবহার করিয়া বাঁচিতে পারেন, তাহার শত সহস্র প্রমাণ প্রতি বৎসরেই পাওয়া যাইতেছে। যাঁহারা অন্যান্য বহুবিধ ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরোগ্য হইতে পারেন নাই, তাঁহারা একবার এই ঔষধটি ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক মাসের ব্যবহারোপযোগী এক শিশি ঔষধ ডাকমাশুল সহ ১॥০ টাকা মাত্র।

সোল এজেণ্ট—ডাঃ ডি, ডি, হাজরা।

ফতেপুর, গার্ডেনরীচ পোষ্ট, কলিকাতা।

ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

বিনামূল্যে বিনামূল্যে

বিতরিত

স্বাস্থ্যের সার "কামশাস্ত্র" গ্রন্থখানি চৌদ্দ লক্ষের উপরে বিতরিত হইয়াছে। উহা পাঠে মানবের পরিণাম ফলাফল জানা যায়।

এই পুস্তক যিনি লিখিয়াছেন, তিনিই "আতঙ্কনিগ্রহ বটিকা"র আবিষ্কর্ত্তা। এই বটিকা দুর্ব্বলকে সবল করে এবং সবল ব্যক্তিকে অটুট ও অক্ষয় রাখে। বত্রিশ বটিকা পূর্ণ প্রতি কৌটার মূল্য ১৲ টাকা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান :—**আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়**

২১৪নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মনোমোহন প্রেস

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা

পূর্ব্ব-বাঙ্গালায় সুলভে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত

বৈদ্যুতিক মেশিনে দিবারাত্র কাজ চলিতেছে

বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা।

স্থানীয় সংস্করণ

Registered No. C 1544

বিজ্ঞাপনের হার

প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অৰ্দ্ধ কলম ৩॥০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার- নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র।

সাধারণের হার
অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক ৯
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৫

৪র্থ খণ্ড] সম্পাদক—প্রত্নবিদ্যালঙ্কার শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী [২০২ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্য মঠ, শ্রীধাম মায়াপুর ১৪ই কার্ত্তিক বৃহস্পতিবার ১৩৩৬, ৩১শে অক্টোবর ১৯২৯

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থাবলী

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্ —শ্লোক সূচী, বিষয়-সূচী প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত। ভিক্ষা, প্রতি খণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৶০ গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশ গ্রাহক পক্ষে /০
[illegible] ভাষ্য-সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ) ৫৲
৩। গৌড়ীয়-গীতি ৶০
৪। গৌড়ীয়-সাহিত্য ০
৫। ভজনরহস্য ॥০
৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা ১৲ আবাঁধা ৸০
৭। গীতা (শ্রীবলদেবভাষ্যসহ) বাঁধা ২৲ আবাঁধা ১॥
৮। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি-টীকা-সহ) বাঁধা ২৲ আবাঁধা ১॥
গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য
৯। মুণ্ডকোপনিষৎ ভক্তিবিনোদ সানুবাদ ১৲
১০। বেদান্তসূত্র সানুবাদ ॥০
১১। জৈবধর্ম্ম ২৲
১২। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৩। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার
১৪। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ।৶০
১৫। দীপ-দিগ্দর্শন ৶০
১৬। সাধনপথ (৩য় সংস্করণ)
১৭। আচার ও আচার্য্য
১৮। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
১৯। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৶০
২০। শ্রীনবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য
২১। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য (প্রমাণ খণ্ড)
২২। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ
২৩। শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমা দর্পণ
২৪। শরণাগতি, গীতাবলী, সাধনবল, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, নবদ্বীপশতক, অর্গলাষ্টক ও সদাচারস্মৃতি মোট ।৶০
২৫। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ও [illegible] ।৶০
২৬। সাধকবল্লভমণি
২৭। সংস্কারদীপিকা
২৮। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড)
২৯। সাধুবৃত্তি শিক্ষাষ্টকম্
৩০। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ৸০
৩১। মণিমঞ্জরী সানুবাদ ।০
৩২। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৩৩। শ্রীচৈতন্যভাগবত (বিরাট্ দ্বিতীয় সংস্করণ) ৫৲

এতদ্ব্যতীত বৈষ্ণব-ধর্ম্মের কয়েকখানি ইংরাজি ধর্ম্ম গ্রন্থ আছে, পত্র পাঠাইলে ডাকযোগে ক্যাটেলগ পাঠান হয়।

প্রাপ্তিস্থানঃ-

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

২। **শ্রীগৌড়ীয় মঠ**—১নং উল্টাডিঙ্গি জংসনরোড কলিকাতা।
৩। **শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠ**—৩০নং নবাবপুররোড, ঢাকা
৪। **শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ**- উড়িয়াবাজার, কটক
৫। **শ্রীপুরুষোত্তম মঠ**- চটকপর্ব্বত, পুরী
৬। **শ্রীসনাতনগৌড়ীয় মঠ**- ৪০২ জঙ্গমবাড়ী, কাশী
৭। **শ্রীগৌড়ীয় মঠ** দিল্লী কার্য্যালয় ১০১ হনুমানরোড, নিউদিল্লী।
৮। **শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ**—ছত্তিশগলি, বৃন্দাবন।
৯। **শ্রীভাগবত প্রেস**, গোয়াড়ী—কৃষ্ণনগর।
১০। **শ্রীএকায়ন মঠ**, গোয়াড়ী, কৃষ্ণনগর।

সংক্ষিপ্ত নবদ্বীপ পঞ্জিকা

১৩ দামোদর ১৪ কার্ত্তিক ৩১ অক্টোবর বৃহস্পতিবার কামোদশায়ী উ ৬।৮ অ ৫।০০ কৃষ্ণচতুর্দ্দশী সন্ধ্যা ৫।৩০ চিত্রা রা ১২০ বিষ্কুম্ভযোগ দি ১১।৩৮ শকুনীকরণ।

১৪ দামোদর ১৫ কার্ত্তিক ১ নভেম্বর শুক্রবার গজেন্দ্রশায়ী উ ৬।৮ অ ৫।২ অমাবস্যা সন্ধ্যা ৫।২১ স্বাতী রা ১।৫৮ প্রীতিযোগ দি ১০।১৬ নাগকরণ সূর্য্যগ্রহণ (বঙ্গদেশে অদৃশ্য)

১৫ দামোদর ১৬ কার্ত্তিক ২ নভেম্বর শনিবার ক্ষীরোদশায়ী উ ৬।৯ অ ৫।১৯ গৌরপ্রতিপদ সন্ধ্যা ৫।৪২ বিশাখা সমস্ত রা ৩।৩৬ আয়ুষ্মানযোগ দি ৯।১৬ ববকরণ। **শ্রীগোবর্দ্ধন পূজা। অন্নকূট মহোৎসব। শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুরের তিরোভাব। শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠে মহোৎসব।**

১৬ দামোদর ১৭ কার্ত্তিক ৩ নভেম্বর রবিবার বসুদেব উ ৬।৯ অ ৫।১৮ গৌর-দ্বিতীয়া রাত্রি সন্ধ্যা ৬।০৫ অনুরাধা রা ৯।৩৯ সৌভাগ্যযোগ দি ৮।৪০ কৌলবকরণ। **শ্রীবাসুদেব ঠাকুরের তিরোভাব শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠে মহোৎসব।**

নানা কথা

মিঃ ম্যাক্‌ডোনাল্ডের স্বদেশ যাত্রা সঙ্গে ৭ জন বিশিষ্ট কেনেডাবাসী

ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী মিঃ ম্যাকডোনাল্ড গত ২৫শে অক্টোবর আমেরিকা ভ্রমণ সমাপ্ত করিয়া 'ডাচেস অব ইয়র্ক' নামক জাহাজে স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন। তিনি কানেডায় বিপুল অভ্যর্থনা লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া কানাডাবাসীগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন পূর্ব্বক একটী বাণী প্রদান করিয়া গিয়াছেন।

মন্ত্রীমহোদয়ের জাহাজে কানাডা অধিবাসী ৭ জন বিশিষ্ট ব্যক্তি লণ্ডনে যুবরাজের প্রদত্ত ভোজ সভায় যোগদানের নিমিত্ত তাঁহার সহিত ইংলণ্ডে যাইতেছেন, ইঁহারা সকলেই সম্মান পূর্ব্বক 'ইংল্যোরিয়া ক্লাশ' লাভ করিয়াছেন।

ইংলণ্ডে তোলিত কয়লার পরিমাণ

রাগবির ২ অক্টোবরের সংবাদে প্রকাশ, গত মাসের তৃতীয় সপ্তাহে দেশের সর্ব্ব এই তিনের খনি হইতে ২০৮৩৯০০০ টন পরিমিত কয়লা উত্তোলিত হইয়াছে। ইহাতে দেখা যায় যে, পূর্ব্ববর্তী সপ্তাহে ইহ তুলনায় এ সপ্তাহে উত্তোলিত কয়লার পরিমাণ ৩১০০০০ টন বৰ্দ্ধিত হইয়াছে।

শ্রীধাম মায়াপুর যাত্রিগণের দ্রষ্টব্য

গত ১লা সেপ্টেম্বর হইতে পূর্ব্ববঙ্গ রেলওয়ে কর্ত্তৃপক্ষ শান্তিপুর-নবদ্বীপঘাট লাইনে নিম্নলিখিতভাবে সময়ের তালিকা পরিবর্ত্তন করিয়াছেন।

শান্তিপুর হ নবদ্বীপঘাট

শান্তিপুর	কৃষ্ণনগর সিটি	মহেশগঞ্জ	নবদ্বীপঘাট
৫ ৩৯	৬-৪৪	৭-২৪	৭ ৩৩
৯ ২৫	১০ ৩০	১১ ১০	১১-১৯
১২ ২৫	১-৩০	২ ১০	২-১৯
৪ ৪	৫-১৪	৫·৫৪	৬ ৩
৭-৬	৮-১১	৮·৫১	৯ ০

নবদ্বীপঘাট হইতে শান্তিপুর

নবদ্বীপঘাট	মহেশগঞ্জ	কৃষ্ণনগর সিটি	শান্তিপুর
৫-৩৭	৫ ৪৮	৬ ৪৭	৭ ৩২
৯ ২৫	৯ ৩৬	১০-৩৫	১১-২০
১২-১০	১২-২১	১-২০	২ ৫
৩ ২২	৩-৩৩	৫-২০	৬ ৬
৬ ৫৫	৭ ৬	৮ ৪	৮-৫০

মাজদিয়া সংবাদ

মাজদিয়া ষ্টেশন

মাজদিয়া ষ্টেশনে ট্রেণের যাত্রীদের রেল লাইন পার হইয়া ডাউন প্লাটফর্ম্মে আসিয়া মটরে উঠিতে হয়। আপ প্লাটফর্ম্মে মটরে যাইতে হইলে অনেক ঘুরিয়া যাইতে হয়। সুতরাং প্লাটফর্ম্মের দক্ষিণ সীমানায় একটি লেভেল ক্রস হইলে গাড়ী ও যাত্রী যাতায়াতের সুবিধা হয়।

বিশ্রামাগার

মাজদিয়া ষ্টেশনে তৃতীয় ও ইণ্টার শ্রেণীর যাত্রীদের বসিবার ঘরে পূর্ব্বে যে জানালা ও দরজা ছিল তাহা উঠাইয়া লইয়া যাওয়া হইয়াছে। ইহাতে বর্ষায় ও শীতে যাত্রীদের বিশেষ অসুবিধা হয়। যাত্রীদের বসিবার ঘরে থাকা বিশেষ প্রয়োজন।

কলেরার প্রাদুর্ভাব

পারামাল প্রভৃতি গ্রামে কলেরা দেখা দিয়াছে। মাজদিয়া বাজারের খাবারের দোকানদারগণের অবস্থা অতি শোচনীয়। খাবারগুলি অরক্ষিতভাবে থাকে এবং ভেজাল তৈল ও ঘৃত অবাধে বিক্রয় হইতেছে। আমরা এদিকে নদীয়া স্বাস্থ্য বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

মাজদিয়া হাঁসাদহ রাস্তার দুর্দ্দশা

মাজদিয়ার হাঁসাদহ রাস্তাটীর অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। স্থানে স্থানে হাঁটু সমান খাদ ও গর্ত্ত হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ কিছুকাল হইতে এই রাস্তাটীর এইরূপ দুরবস্থা হইয়াছে কিন্তু জেলাবোর্ড আদৌ ইহার প্রতীকারের চেষ্টা করিতেছেন না, রাস্তার পার্শ্বে বনে পরিপূর্ণ হইতেছে। রাস্তার গাছের নীচের ডালগুলি কখন কাটা হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না, ডালগুলি মটর গাড়ীর মাথায় আটকায়। আমরা এ বিষয়ে জেলা বোর্ডের কর্ত্তারাসমূহের ও কণ্ট্রাক্টারেদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

নাদির খাঁর বক্তৃতা

আমানুল্লার ভুল

লাহোর ২৬শে অক্টোবরের সংবাদে প্রকাশ, নাদির খাঁ কাবুল পৌঁছিয়া আফগানিস্থানের বিশিষ্ট ব্যক্তিবৃন্দের নিকট একটি বক্তৃতা করেন। তাহাতে তিনি বলেন যে, ভগ্ন স্বাস্থ্য সত্ত্বেও তাঁহার কর্ত্তব্যজ্ঞান তাঁহাকে কাবুলে আসিয়া ধ্বংস হইতে তাঁহার দেশকে রক্ষা করিতে বাধ্য করিয়াছে। তিনি "জির্গা" আহ্বান করিয়া ভাবী রাজা নির্ব্বাচনের জন্য অপেক্ষা করিতে জনসাধারণকে বহুবার অনুরোধ করিয়াছিলেন। গত এক বৎসর আফগানিস্থানে যে সব ঘটনা হইয়াছে তাহা হইতে বুঝা যায় ভূতপূর্ব্ব রাজা আমানুল্লার দেশ প্রীতি ও দেশসেবা সত্ত্বেও তিনি তাঁহার শাসন কালের শেষভাগে এমন কতক গুলি জাতীয় রাজনৈতিক ও ধর্ম্মসংক্রান্ত ভুল করিয়াছিলেন যে, জনসাধারণের আস্থা সম্পূর্ণরূপে হারাইয়াছেন এবং তিনি যে আবার জাতীর আস্থা ভাজন হইবেন এমন কোন সম্ভাবনা নাই।

বাচ্চা মুক্ত না শৃঙ্খলাবদ্ধ

আফগানিস্থান সম্বন্ধে প্রকাশিত সংবাদে অনৈক্য দৃষ্ট হয় একটি সংবাদে প্রকাশ আমীর নাদির খাঁ একদল সৈন্য পাঠাইয়া বাচ্চা-ই-সাকো এবং তাহার ভ্রাতাকে গ্রেপ্তার করিয়াছে। তাহারা শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় কাবুলে বন্দী আছে; আবার অন্য একটি খবরে প্রকাশ যে, বাচ্চাকে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে এবং সন্ধি স্থাপিত হইয়াছে।

ভূতপূর্ব্ব স্বরাষ্ট্র সচিবের নামে অভিযোগ

ঘুষ লওয়ার অপরাধ প্রমাণিত

ওয়াশিংটন, ২৫শে অক্টোবর

ভূতপূর্ব্ব স্বরাষ্ট্র সচিব,আমেরিকান সিনেটের ভূতপূর্ব্ব সদস্য এবং বিজ্ঞ বিচক্ষণ বলিয়া বিখ্যাত মিঃ আলবার্ট ফল ঘুষ লওয়ার জন্য অভিযুক্ত হইয়াছিলেন। দীর্ঘ দিন ধরিয়া তাহার মামলার বিচার চলে। মিঃ আলবার্ট ফল বৃদ্ধ হইয়াছেন। তাঁহার শরীর ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। তিনি রোগীর চেয়ারে শয়ন করিয়া আদালতে উপস্থিত হইয়াছিলেন।

বিচারক রায়ে বলেন যে, এলখিল নামক স্থানের কোন তৈলের খনির বন্দোবস্ত দেওয়ার সময় আসামী ১০০০০০ ডলার ঘুষ লইয়াছিলেন। বিচারের ফলে তাহার অপরাধ প্রমাণিত হইয়াছে। তবে বিচারক মন্তব্য করিয়াছেন যে, বৃদ্ধ বয়সে আসামীর এই অপরাধ মার্জ্জনা করা যাইতে পারে।

-বঙ্গবাণী

ছাত্রের হস্তে অধ্যাপক নিহত

গত ২৫শে অক্টোবর প্রাতে জনৈক রুশ ছাত্রের হস্তে নীস বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক বাট্রেণ্ড নিহত হইয়াছেন। আততায়ী ছাত্রটি ধৃত হইয়াছে। সে ওডেসার অধিবাসী। ইহার নাম গোবিন। সে অপরাধ স্বীকার করিয়াছে। হত্যার কারণ সম্পর্কে সে বলিয়াছে যে, অধ্যাপক বাট্রেণ্ড এক সমিতির সভাপতি ছিলেন। সেই সমিতির উপর রুশ ছাত্রদের মধ্যে সাহায্য বিতরণের ভার। অধ্যাপক বাট্রেণ্ড তাহাকে সাহায্য দেন নাই বলিয়াই শেষ পর্য্যন্ত সে তাহাকে খুন করিয়াছে।

যশোহরে ১৪৪ ধারা জারী

যশোহরের ২৬শে অক্টোবরের সংবাদে প্রকাশ, ইউনিয়ন বোর্ড সমূহের বিরুদ্ধে প্রচার কার্য্য নিষিদ্ধ হইয়াছে। ফৌজদারী কার্য্যবিধির ১৪৪ ধারা অনুসারে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, কোতোয়ালী, বাগেরপাড়া, কালীগঞ্জ ও সালিখা এই চারিটী থানায় সাধারণ সভাসমিতি এবং আপত্তিজনক পতাকা ও আপত্তিজনক ধ্বনি সহ শোভাযাত্রা হইতে পারিবে না। বন্দবিলা ইউনিয়ন বোর্ডের বিরুদ্ধে প্রচার-কার্য্যের জন্য গোবরাম্‌পুর জনসভা হইতেছিল, তখন উক্ত হুকুম জারী করা হয়। উহার ফলে সভা ও শোভাযাত্রা পরিত্যক্ত হইয়াছে।

কাগজ বন্ধ

আগামী ১৬ই কার্ত্তিক ২রা নভেম্বর শ্রীশ্রীগোবর্দ্ধন পূজোপলক্ষে নদীয়া-প্রকাশ বন্ধ থাকিবেন।

শ্রীগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১৬ই কার্ত্তিক বৃহস্পতিবার—১৩৩৬

সাময়িক প্রসঙ্গ

গত কল্য ৩০শে অক্টোবর বুধবার হইতে শ্রীনৈমিষারণ্য পরমহংসমঠের তৃতীয় বার্ষিক মহোৎসব আরম্ভ হইয়াছে। সপার্ষদ শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীপরমহংসমঠে শুভ বিজয় করিয়া নৈমিষবাসীকে পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবত-কথা কীর্ত্তন করিতেছেন। কলিযুগ-প্রারম্ভে যে নৈমিষারণ্যে এক সময়ে শৌনকাদি ষষ্টি সহস্র ঋষির পরিপ্রশ্নে লোমহর্ষণ-সুত মহাভাগবত উগ্রশ্রবা সূত গঙ্গাতটে অনশনোপবিষ্ট মুমুক্ষু মহারাজ পরীক্ষিৎ সমীপে পরমহংসকুল-মুকুটমণি শ্রীশুকদেব গোস্বামী কীর্ত্তিত শ্রীমদ্ভাগবত-গাথা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, সেই নৈমিষারণ্যের লুপ্ত গৌরব পুনরুদ্দীপন করিবার জন্য শ্রীচৈতন্য-মনোঽভীষ্ট প্রচারক শ্রীস্বরূপরূপানুগবর প্রভুপাদ তথায় পরমহংসমঠ স্থাপন করিয়া শ্রীভগবান ব্রজেন্দ্রনন্দনের পরম মঙ্গলময় শাব্দিক অবতার শ্রীমদ্ভাগবত-মাহাত্ম্য কীর্ত্তন-দ্বারা জগজ্জীবের মহোপকার সাধন করিতেছেন

শ্রীভগবান গৌরসুন্দর শ্রীমদ্ভাগবতকেই একমাত্র প্রমাণশিরোমণি বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। একমাত্র ভাগবত এবং তদনুগত শাস্ত্রের শ্রবণ প্রচার দ্বারাই জগতে শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তের প্রচার অক্ষুণ্ণ থাকিবে, নতুবা ভক্তিবিরুদ্ধ সিদ্ধান্তেরই ভয়ঙ্কর প্রাদুর্ভাব হইয়া জগতে কৃষ্ণবহির্মুখ অসুর-সংখ্যারই আধিক্য পরিলক্ষিত হইবে। শ্রীমদ্ভাগবত ভগবানের অভিন্ন বিগ্রহ। একান্ত ভক্তিসহকারে আদি-ভাগবত শুদ্ধভক্তগণের শ্রীমুখ নিঃসৃত ভাগবত-কথা শ্রবণ, কীর্ত্তন ও বিচারণপর হইলেই জীবের সর্ব্ববিধ অনর্থ বিধ্বস্ত হইয়া কৃষ্ণপাদপদ্ম-সেবা-সৌভাগ্য লাভ হয়।

অধুনা ভারতের ভৃতক পাঠক-সম্প্রদায়-কর্ত্তৃক শ্রীমদ্ভাগবতের যে প্রকার আদর দৃষ্ট হয়, তাহাকে 'ভাগবতের আদর' না বলিয়া বরং কনক, কামিনী ও প্রতিষ্ঠারই আদর বলা যাইতে পারে। ইহা অপেক্ষা ভাগবতের অমর্য্যাদা আর কিছু হইতে পারে না। যাঁহাকে সেবাবুদ্ধি করিতে হইবে, তাঁহার দ্বারা আমার বুভুক্ষু কিম্বা মুমুক্ষু ইন্দ্রিয়বর্গের তর্পণ-সাধন যে কি ভীষণ অপরাধজনক কার্য্য, তাহা আধুনিক পাঠক ও শ্রোতৃবর্গের কাহারও একবার চিন্তার বিষয় হইতেছে না, ইহা অপেক্ষা পরিতাপের বিষয় আর কি হইতে পারে। যে ভাগবত স্বয়ং "ন ব্যাখ্যামুপযুঞ্জীত" বলিয়া তাঁহাকে মানুষের জীবিকার্জ্জনের পণ্যদ্রব্যরূপে পরিণত করিতে নিষেধ করিতেছেন, সেই ভাগবতের এতাদৃশ অনাদর আজ বড়ই অসহনীয়-মর্ম্মন্তুদ হইয়া উঠিয়াছে। অহো, ভৃতক পাঠকগণের কি বিন্দুমাত্রও অপরাধের ভয় নাই? তাঁহারা স্ব স্ব উদরের পূর্ত্তির জন্য কি এতই প্রমত্ত হইয়া উঠিয়াছেন যে সাক্ষাৎ ভগবদ্বিগ্রহকে দিয়াও নিজেদের গোলামী করাইয়া লইতে একটুও পশ্চাৎপদ হইবেন না? ধন্য কলিপ্রভাব!

ভৃতক পাঠকের দল তাঁহাদের ভাগবত-ব্যবসায় চালাইবার পথে বিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার ভাগবত-সেবক শুদ্ধভক্তগণকে একটী প্রবল প্রতিবন্ধকরূপে দেখিয়া তাঁহাদের চরণে নানা প্রকারে অপরাধ সঞ্চয় করিতেছেন। ভক্ত-ভাগ অঙ্গীকারকারী উদরম্ভরিদলের ভাগবত-ব্যবসায়, বিগ্রহ-ব্যবসায় ও সেই ব্যবসায়ের ফল-স্বরূপ কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা-লোলুপতার প্রতিকূলে বলিতে গেলেই আজ ব্যবসায়িদলের পক্ষ হইতে ভাগবত ও শ্রীবিগ্রহ-ব্যবসায় সমর্থন-কল্পে ভক্তিসিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধ গ্রাম্যালাপবহ 'নবদ্বীপ' নামক পত্রিকের আবির্ভাব। উক্ত পত্রিকের আবার অন্যতম কার্য্য পড়িয়াছে নাকি কাঁকড়ার মাঠ *excavation*। নালন্দা, তক্ষশীলা, সারনাথ প্রভৃতি ও বুঝি এবার হার মানিল! মোটকথা, শ্রীধাম-বিরোধ, শুদ্ধভক্তি-সিদ্ধান্ত প্রচারক পারমার্থিক পত্র নদীয়াপ্রকাশ-গৌড়ীয়-বিরোধ, বৈষ্ণব-বিরোধ প্রভৃতি কুমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াই ভাগ্যহীন জীবগণ স্ব স্ব সর্ব্বনাশ আবাহন করিতেছেন। আমরা ভগবচ্চরণে তাঁহাদের সুমতির জন্য প্রার্থনা জানাইতেছি।

ভাগবতপাঠাদির একমাত্র উদ্দেশ্য অদ্বয়জ্ঞান তত্ত্ব ব্রজেন্দ্রনন্দনের সেবা না হইলে অবাস্তব কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা-লোলুপতাই উদ্দিষ্ট বিষয় হইয়া জীবকে অনন্ত নরক-পথের যাত্রী করে। শ্রীনৈমিষ-সাহিত্য-প্রচারক শ্রীগৌড়ীয়, নদীয়া-প্রকাশ ও সজ্জনতোষণী আজ সেই কথাই জীবের দ্বারে দ্বারে ঘোষণা করিবার জন্য প্রপঞ্চে অবতীর্ণ। ইঁহারাই গৌড়ীয়-গৌরব। ইঁহাদিগকে আদর করিতে পারিলে জীবগণ শ্রীমদ্ভাগবত-চরণে কৃতাপরাধ হইতে কোনকালেই মুক্ত হইতে পারিবেন না। ইহা কেবল বাক্যাড়ম্বর মাত্র নহে, পরম সত্য বাক্য। নিরপেক্ষ সত্য সুনিশ্চয়

ঢাকা প্রসঙ্গ

আবরণই বস্তুর স্বরূপ আবৃত করে। আবৃত বস্তুটী তখন আবৃত থাকায় নিজের পরিচয় দিতে অসমর্থ হয়। এই সুযোগে আবরণটী বস্তুর আসন অধিকার করিতে থাকে. বিক্ষেপের প্রকাশাতিশয্য এবং বস্তুর স্বরূপ অনুভূতির অভাব জৈব জগতে এক বিপর্য্যয় আনিয়া দিয়াছে।

শ্রীগীতা বলেন,—অজ্ঞান জৈব জ্ঞানকে আবরণ করিয়াছে। শুধু আবরণ করে নাই, অজ্ঞানই জ্ঞানের ন্যায় অবস্থিত হইয়া জীবের পঞ্চভূতাত্মক দেহে "আমি" এবং দেহ সম্পর্কিত বস্তুতে 'আমার' বুদ্ধি আনয়ন করিয়াছে।

এ জগতে রাজা যেমন গুরু, অমাত্য, রাজ্য, দুর্গ, কোষ, দণ্ড এবং মিত্র এই সপ্ত আবরণে আবৃত থাকেন, তেমনি জীবও প্রকৃতির রাজ্যে বাস করায় ক্ষিত্যপ্‌-তেজো মরুদ্ব্যোম, অহঙ্কার এবং মহত্তত্ত্ব, এই সপ্ত প্রকৃতিতে আবৃত বা ঢাকা আছেন

এ জগতে কেহই ঢাকা থাকিতে চাহেন না,—প্রকাশিত হইবা প্রকাশ-চন্দ্র সাজিতে চাহেন। কিন্তু প্রকাশ চন্দ্র নিজের সে জ্যোতিঃ লোক-সমাজে প্রকাশ করেন, সে সমাজের আলোকেই প্রকাশ-চন্দ্রের সম-ব্যবসায়ী, সুতরাং পরস্পরের ভিতর আসিয়া প্রকাশ বিরোধ আনয়ন করে। দ্বন্দ্ব জগতে এত দ্বন্দ্বই দাঁড়া বাধাইয়াছে।

এক অন্ধ অপর অন্ধের পথপ্রদর্শক হইতে চাহিলেও হইতে পারেন না। সুদৃঢ় বন্ধনে বদ্ধহস্ত-পদ ব্যক্তির হৃদয়ে অপর বদ্ধ ব্যক্তির মুক্তি-পিপাসা বলবতী হইলেও দরিদ্রের মনোরথের ন্যায় হৃদয়ে উদিত হইয়া হৃদয়েই লোপ পায়। জল নিমগ্ন ব্যক্তি কিয়দ্দূরে অপরকে জলমগ্ন হইতে দেখিয়া তাহাকে জল হইতে উত্তোলন করিবার সহানুভূতি জানাইলেও উভয়েই একসঙ্গেই জলমগ্ন হয়

জগতের সর্ব্বত্রই এই দৃশ্য। সুতরাং জগজ্জীবের জগজ্জঞ্জাল মুক্ত হইবার বাসনা তাঁহাদেরও জড়ানুভূতি জড়ভোগের মনে ভারী দুঃখ আনয়ন করিয়া সেই বাসনাকে ঢাকিয়া দেয়। এই ঢাকা খুলিবার লোক এ ঢাকা জগতে নাই। তবে যদি অনাবৃত জগৎ হইতে কোন অলৌকিক পুরুষ এই আবৃত জগতে লোকোদ্ধারের জন্য অবতীর্ণ হন, তবেই ঢাকা বাসীর ঢাকা বাসের অবসান হয়।

নিষ্কপট রসজ্ঞ ভক্ত কোকিলগণই ইহার মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া থাকেন।

অরসজ্ঞ কাক চুষে জ্ঞান-নিম্ব ফলে।
রসজ্ঞ কোকিল খায় প্রেমাম্র মুকুলে॥

(চৈঃ চঃ ম ৮।২৫৮)

সকলেই নিজের দেশকে অত্যধিক প্রীতি করেন। এই ন্যায়ে ঢাকা-বাসীও ঢাকা বাস বড়ই ভালবাসেন। অন্যত্র স্বাস্থ্যকর, সর্ব্ব বিষয়ে সুন্দর স্থান থাকিলেও, সেখানে যাইবার অভিলাষী হন না। এ বিষয়ে মানস সরোবরতীরে অবস্থিত আবৃত-স্বরূপ হংসের এবং অনাবৃত স্বরূপ ব্রহ্মার কথোপকথন হইতে সুস্পষ্ট ভাবে জানা যায়।

অনাবৃত লোকবাসীর স্বভাবই ঢাকা-বাসীর ঢাকনি খুলিয়া দেওয়া। তাই ঢাকা সহরে আসিয়া সেই অনাবৃত লোকে সকলকে লইবার জন্য এক ঢাকা-খোলা কেন্দ্র করিয়াছেন। ঢাকা জগতে প্রতি সহরে মঠাদি বা বাস-কেন্দ্র থাকিলেও সে গুলি ঢাকা বাসেরই চির বন্দোবস্ত করিয়া দেয়। আর ঢাকা-খোলা কেন্দ্রগুলি ঢাকা বাস ছাড়াইয়া দেয়।

জগদ্গুরু, গৌরাঙ্গ প্রতিনিধি, শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদ, ঢাকা জগতে স্থানে স্থানে ঢাকা-খোলা কেন্দ্র স্থাপন করিতেছেন। তন্মধ্যে ঢাকার শ্রীমাধ্ব গৌড়ীয় মঠ অন্যতম। মঠবাসী সকলেই ঢাকা-বাস-ত্যাগী। তাঁহারা শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের সেবা জীবন-সর্ব্বস্ব করিয়া জগদ্বাসীকে এই সেবায় আহ্বান করিয়াছেন। শ্রীদামোদর-ব্রতোপলক্ষে এই মঠে মাসাধিক কালব্যাপী নিত্য সেবা সেবকগণের সেবার আয়োজন করিয়াছেন। সকলেই এই সেবা পূজায় জগদ্গুরুর আনুগত্যে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করুন।

প্রশ্ন সপ্তক

(প্রাপ্ত)

কয়েক দিবস পূর্ব্বে, এক মালা-তিলক-ধারী ব্যক্তি এক খণ্ড মুদ্রিত কাগজ আমার হস্তে দিয়াছিলেন। সেই ক্ষুদ্র পত্রিকা খানি পাঠে জানিতে পারিলাম, তাহাতে 'বৈষ্ণব-সংরক্ষণী সমিতি' (!) নাম দিয়া কয়েক ব্যক্তি 'প্রশ্ন-সপ্তক' নামে ৭টী প্রশ্ন করিয়াছেন, এবং শ্রীযুক্ত রসিক মোহন চক্রবর্ত্তী ও অপর এক গোস্বামী উপাধিধারী ব্যক্তি তাহার উত্তর প্রদান করিয়াছেন

প্রশ্নকর্ত্তা এবং উত্তরদাতাদিগের প্রশ্ন ও উত্তরের ভাব দেখিয়া মনে হইল, কিছু দিন পূর্ব্বে কুলিয়ার ভেকধারী ও অপ-চাপালীগণ, প্রসিদ্ধ ভাগবত-ব্যাখ্যাতা শ্রীযুক্ত প্রাণ গোপাল গোস্বামীর প্রতি যে কারণে বিরোধাচরণ করেন, বর্ত্তমান 'প্রশ্ন-সপ্তক' এবং তাহার উত্তর-সপ্তক, তাহারই প্রতিবাদ স্বরূপে লিখিত।

অবশ্য ভেকধারীগণের মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রতি আক্রোশের কারণ এবং মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের অনুগত ব্যক্তিগণের প্রতিবাদের হেতু সম্বন্ধে আমরা সবিশেষ

অবগত নহি। যাহা হউক এক্ষণে প্রশ্ন-কর্তা এবং উত্তর দাতৃগণের নিকট আমার কতকগুলি প্রশ্ন জিজ্ঞাস্য আছে, আশা করি নবদ্বীপবাসী সংরক্ষণী সমিতির পৃষ্ঠ-পোষক উত্তর-দাতা মহাশয়গণ ইহার যথাযথ উত্তর দিয়া, আমার সন্দেহ নিরাস করিবেন।

১। শুনিতে পাওয়া যায়, কোন গোস্বামী উপাধিধারী ব্যক্তি পদ্ম পুরাণের অষ্টতম অধ্যায় বাম্য সেবন ও এবং শ্রীতুলসী বৃক্ষ (!) সঙ্গে লইয়া শ্রীধাম বৃন্দাবনে বাসনা পাইয়া শ্রীনন্দগ্রাম পাঠে ব্রতী হয়েন এবং বাসস্থান আচার-প্রাবল্যে শ্রীভাগবতের প্রতিষ্ঠা ফল বীজাকারে প্রকাশ পায়। প্রকাশ যে, এক্ষণে খুঁজে আশ্রমে ফলটি দিনে দিনে বাড়িতে হইতে-ছেন। ইহা কোন্ বৃক্ষের ফল আমরা জানিতে পারিব কি?

২। শুনিতে পাওয়া যায়, শ্রীজগন্নাথ ক্ষেত্রের কোন মঠাধীশের সহিত কোন আচার্য্যাদিক্তনের পারিবারিক ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ঘটায় ফলে, তাঁহার কলিকাতার পাকা শ্রীপাট বাড়ী হয় এবং তাম্বুলিয়াম, প্রায়ো কোন প্রভুর আসবাব সম্ভারে শ্রীপাট পরিপূর্ণ হয়। মঠাধীশ মহাশয় পূর্ব্বে প্রায়ই *recreation* এর জন্য শ্রীপাট বাড়ীতে আসিতেন। উক্ত মঠাধীশ মহাশয়ের এবং আচার্য্যাদিক্তনের সঠিক পরিচয় কি, আমরা উত্তর-দাতা মহাশয়গণের নিকট জানিতে পারিব কি?

৩। শুনিতে পাওয়া যায়, লগু-ত্রিপদী গোস্বামী নামক কোন প্রভু-সন্তান ঠাকুর উপাধি-ধারী কোন ধনী ব্যক্তির মোসাহেবি করিতেন, এবং তাঁহার সহিত তাঁহার অবিদ্যালয়ে যাইয়া 'ডি সাপে' জুতা বাঁধিয়া চাটী মারিতেন। আমরা সেই প্রভু-সন্তানের প্রকৃত নাম, ধাম জানিতে পারিব কি?

৪। শুনিতে পাওয়া যায়, কোন প্রভু সন্তানকে (!) অনেকে মল্লিক গোস্বামী বলিয়া সম্মান করিয়া থাকেন, তিনি কবে বা মল্লিক গোস্বামী নামে খ্যাতি লাভ করেন? গোস্বামী মহাশয়ের বংশ-পরিচয় এবং তাঁহার প্রকৃত স্বরূপ কি আমরা জানিতে পারিব?

৫। শুনিতে পাওয়া যায় 'রাধা-দাস' নামে কোন ব্যক্তি স্বীয় নাম গোপন পূর্ব্বক দশরথনন্দনের আনুগত্যের আবরণে 'নিতাই' 'গৌর' প্রভৃতি নামাক্ষর উচ্চারণ করত গা ঝাঁকি মারেন এবং চীৎকারের ও নৃত্যের পরিশ্রম অপনোদন কল্পে * * * গণের দ্বারা শ্রী অঙ্গে তৈল মর্দ্দন করাইয়া লন এবং সেই অপ্রাকৃত অঙ্গে কোমল হস্তের স্পর্শে অষ্টসাত্ত্বিক বিকারের অন্যতম 'রোমাঞ্চ' ও 'পুলক' আবির্ভূত হইয়া থাকে। আমরা 'রাধা-দাস' নামক সেই ব্যক্তির প্রকৃত পরিচয় জানিতে পারিব কি?

৬। কলিকাতায় ধনবান্ ব্যক্তিদিগের প্রায় সকলেরই 'বাগান বাড়ী' আছে। বাগান বাড়ী তাঁহাদিগের বিলাসের

শুনিতে পাওয়া যায়, কৌপীনধারী ভূমি সংলগ্ন কোন স্থানে একটী 'বাগান বাড়ী' আছে এবং তথায় বহুবিধ অর্দ্ধ প্রস্ফুটিত, প্রস্ফুটিত পুষ্পে সর্ব্বদা পরিপূর্ণ। আমরা কি জানিতে পারি, সেই সমুদয় পুষ্পরাশি কাহার চন্দন-অর্পণ বিধান করে? তাহা কি প্রাকৃত মদনের বিলাস-ভূমিকা? সেখানে মদন কি রাজার বেশে স্বরূপ গোপন করিয়া সম্ভোগের উপকরণ সংগ্রহে ব্যস্ত আছেন? আমরা সেই 'বাগানের' পরিচয় এবং তাহার মালিকের পরিচয় কি সঠিক ভাবে জানিতে পারিব?

৭। শুনিতে পাওয়া যায় কাঁকুড়ার মাঠে এক তপস্বিনী ব্রহ্মচারিণী (!) 'সংকাজ পুরুষ' নামক এক ব্রহ্মচারীর (!) আশ্রয়ে আসিয়া, আরও প্রকাশ যে, তাঁহারা জগতে ব্রহ্মচর্য্যের প্রকৃত আদর্শ (!) স্থাপন-কল্পে 'তৈল মর্দ্দন পূর্ব্বক পনস অঙ্গের' ছায়াবলম্বনে সাধন নিরত হইয়া নিভৃত প্রদেশে প্রচারে আছেন। আমরা কি সেই ব্রহ্মচারিণী ও ব্রহ্মচারী মহাশয়ের আনুপূর্ব্বিক সমস্ত ঘটনা জানিতে পারিব?

অবশেষে জিজ্ঞাস্য, ইহাঁদিগের যথাযথ নাম, ধাম ও পরিচয় পাইবার পর শ্রীমন্মহাপ্রভুর পাদপদ্মাশ্রিত কোন ব্যক্তি ইহাঁদিগের সঙ্গ করিতে পারেন কি? না, ইহাঁদিগকে মল মূত্র জ্ঞানে সুদূরে পরিত্যাগ করিবেন?

সংরক্ষণী সমিতির প্রশ্নকর্ত্তা এবং উত্তর-দাতৃগণ আমাদিগকে কৃপাপূর্ব্বক জানাইবেন কি?

শ্রীরামসেবক চট্টোপাধ্যায়
১৮।০ আপুলি লেন কলিকাতা

প্রেয়ঃ ও শ্রেয়ঃ বিচার

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ২০২ সংখ্যার পর)

(পণ্ডিত শ্রীপাদ অতীন্দ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়)

শ্রীমদ্ভাগবত বলেন, বিশুদ্ধ সত্ত্ব-স্বরূপ বসুদেবের হৃদয়ে কৃষ্ণের প্রাকট্য হয়; ত্রিগুণান্তর্গত মিশ্র সত্ত্ব অথবা কেবল প্রাকৃত সত্ত্বে কৃষ্ণ প্রাকট্যের সম্ভাবনা নাই। মায়িক ভূমিকায় কৃষ্ণ অবতরণ করেন না। কৃষ্ণ বিভু বস্তু। 'মীয়তে অনয়া ইতি মায়া' ইহা হইতে আমরা জানিতে পারি যে, প্রাকৃতেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বস্তু মাত্রেই মায়া, এক কথায় যাহা পরিচ্ছিন্ন, যাহা সীমা-বিশিষ্ট, তাহাই মায়া। সুতরাং বিভুবস্তু যে কৃষ্ণ বা কৃষ্ণনাম, তাহা কখন সীমা-বিশিষ্ট অচিৎ ব্যোমে বা দেবীধামে প্রকটিত হইতে পারেন না। বিশুদ্ধসত্ত্ব কৃষ্ণের ধাম, চিদ্ব্যোমেই অনাহত কৃষ্ণাভিন্ন কৃষ্ণনাম নিরন্তর ধ্বনিত হইতেছেন।

শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে উক্ত হইয়াছে, "যাঁহা কৃষ্ণ তাঁহা নাহি মায়ার অধিকার।" কৃষ্ণনাম কৃষ্ণ ও ত্রিধাতুক আত্মবুদ্ধি-বিশিষ্ট মায়াবদ্ধ জীবের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য শব্দ-বিশেষ নহেন। শাস্ত্র বলেন "অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্ গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ। সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ॥" (ভঃ রঃ সিঃ পূঃ ২য় লঃ)

কৃষ্ণনাম স্বয়ংপ্রকাশ বস্তু, বদ্ধজীব ইচ্ছা করিলেই যে তাঁহাদের প্রাকৃতেন্দ্রিয় দ্বারা "কৃষ্ণনাম" উচ্চারণ করিতে পারেন তাহা নহে—উহা কৃষ্ণনাম নহে উহা কৃষ্ণনামাপরাধমাত্র। নামাপরাধ-কীর্ত্তন দ্বারা আমাদের কখন নিঃশ্রেয়স লাভ হইতে পারে না—নামাপরাধ ফলে শ্রেয়ের পরিবর্ত্তে প্রেয়ঃ লাভই থাকে। শ্রীজগদানন্দ পণ্ডিত গোস্বামী 'প্রেমবিবর্ত্ত' গ্রন্থে বলিয়াছেন "নামাক্ষর বাহিরায় বটে নাম কভু নয়।" "যদি করিবে কৃষ্ণনাম, সাধুসঙ্গ কর।" কৃষ্ণনাম একমাত্র মুক্তকুলের সেবোন্মুখ জিহ্বার দ্বারাই সুষ্ঠুরূপে উপাসিত হয়েন।

পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে মায়িক ভূমিকা অতিক্রম পূর্ব্বক বিশুদ্ধ সত্ত্বে স্থিতি লাভ না করিতে পারিলে কৃষ্ণনাম সে হৃদয়ে অবতরণ করেন না। দিব্যজ্ঞান লাভ না হওয়া পর্য্যন্ত জীব মনোধর্ম্ম বা ভক্তিপথ হইতে উদ্ধার লাভ করিতে পারেন না। সুতরাং শ্রেয়ঃকামী ব্যক্তি আদৌ সদ্গুরু-পাদপদ্ম আশ্রয় করিবেন। যখন কোন ব্যক্তি নিষ্কপটে নিজ শ্রেয়ঃ-কামনা করেন, তখনই কৃপাময় কৃষ্ণ স্বয়ং শ্রীগুরু রূপে তাঁহার নিকট আবির্ভূত হয়েন। শ্রীগুরুদেব স্বয়ং কৃষ্ণবস্তু হইয়াও নিজেকে কৃষ্ণের বিশ্রম্ভ-সেবিকাভিমান করত শরণাগত জীবকে কৃষ্ণনাম এবং মন্ত্রে দীক্ষাদান করেন। শ্রীগুরুর নিকট কৃষ্ণমন্ত্র-প্রাপ্তি-ফলে জীবের সংসার-নাশ হয়। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রাদি জড়বর্ণাভিমান হইতে তিনি চিরতরে মুক্তি লাভ করত অপ্রাকৃত ব্রহ্মণ্য পদে প্রতিষ্ঠিত হয়েন। ইহাই তাঁহার স্বরূপ-জ্ঞানলাভের ভূমিকা। শ্রীচরিতামৃতকার বলিয়াছেন :—

দীক্ষাকালে শিষ্য করে আত্মসমর্পণ।
সেইকালে কৃষ্ণ তারে করে আত্মসম॥
সেই দেহ করে তার চিদানন্দময়।
অপ্রাকৃত দেহে তাঁর—চরণ ভজয়॥

দীক্ষা বা অপ্রাকৃত দিব্যজ্ঞান লাভ হইতেই, জীব কৃষ্ণেতর মায়ার আশ্রয় চ্যুত হয়েন, তখন তাঁহার ভোগময় অভিমান দূর হয় এবং নিজাশ্রিতায় নিত্যকৃষ্ণ-দাস্য স্ফূর্ত্তি-প্রাপ্তি ঘটে অর্থাৎ তিনি নিজের সচ্চিদানন্দময় নিত্য-সেবকবিগ্রহের উপলব্ধি করিতে সমর্থ হন। ইহারই নাম শুদ্ধসত্ত্বে প্রতিষ্ঠা লাভ।

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, নিষ্কপট শ্রেয়ঃকামী জীব, কায়মনোবাক্যে সদ্গুরুপাদপদ্মে শরণাগত হইলে, শ্রীগুরুদেব কৃপাপূর্ব্বক তাঁহাকে কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষিত এবং কৃষ্ণনামোপদেশ করেন।

শ্রীগুরু-প্রদত্ত কৃষ্ণ-দীক্ষা লাভ-ফলে, শুদ্ধসত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত স্বরূপ-লব্ধ জীবের অপ্রাকৃত সেবোন্মুখ জিহ্বা-প্রাঙ্গণে বৈকুণ্ঠ হইতে শ্রীগুরু-পারম্পর্য্য লব্ধ শ্রীকৃষ্ণনাম স্বয়ং নৃত্য করিতে থাকেন। ভক্ত নিজ সেবাবৃত্তি দ্বারা স্বীয় জিহ্বা-প্রাঙ্গণে আবির্ভূত কৃষ্ণনাম প্রভুকে যখন উচ্চকণ্ঠে নৃত্য করাইতে থাকেন, অর্থাৎ নামাপরাধ ও নামাভাস শূন্য হইয়া সেবোন্মুখ-সহকারে নাম প্রভুর সেবা করিতে থাকেন, তখন ভক্তসেবায় প্রীত হইয়া শ্রীনামপ্রভু তাঁহার স্বীয় নামাভিন্ন বিগ্রহ, (দ্বিভুজমুরলীধর-শ্যামসুন্দর), পরিকরবৈশিষ্ট্য এবং লীলা-বিলাসসহ ভক্তের অপ্রাকৃত প্রেমাঞ্জন-চ্ছুরিত ভক্তিলোচনের বিষয়ীভূত হন।

শ্রেয়ঃ বিচারে শ্রীগৌরসুন্দর ইহাই চরম শ্রেয়ঃ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন এবং নিজে ভক্তভাব অঙ্গীকার করত এই চরমশ্রেয়ঃ লাভের সাধন-প্রণালী স্বীয় আচরণ-দ্বারা প্রচার করিয়াছেন।

ছয় গোস্বামী এবং শ্রীগৌরসুন্দরের অন্যান্য পার্ষদবর্গ সকলেই শ্রেয়ঃকামী জীবের নিকট এই শ্রেয়ের কথা কীর্ত্তন করিয়াছেন। তৎপরে শ্রীল আচার্য্যপ্রভু, শ্রীশ্যামানন্দপ্রভু ও ঠাকুর নরোত্তম ইঁহারাও ভোগাসক্ত বদ্ধজীবের কর্ণে এই শ্রেয়ের কথা প্রচুর পরিমাণে কীর্ত্তন করিয়াছেন। ইঁহাদিগের পর বহুদিবস-ব্যাপী গৌড়ীয়-গগনে এক গাঢ়তমসাচ্ছন্ন অমানিশার আবির্ভাব হইয়াছিল, প্রেয়ঃকামী ব্যক্তি সকল শ্রেয়ঃ বিতরণকারীর বেশে, প্রেয়ঃপন্থীদিগকে অধিকতর প্রেয়ের পথে অগ্রসর করিতে সাহায্য করিতেছিল, সাত্বত প্রতিজ্ঞা রক্ষা-কল্পে ভগবান্ গৌরসুন্দর, জগতের এবম্বিধ দুরবস্থা দর্শনে তদীয় একান্ত নিজজন ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদপ্রভুকে জগতে প্রেরণ করেন। ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদ নিজের আচরণ ও প্রচার দ্বারা বহু প্রেয়ঃপন্থী জীবকে একান্ত শ্রেয়ঃলাভের সহায়তা করেন; আজ তাঁহারই অনুগমনে বর্ত্তমান গৌড়ীয়-বৈষ্ণব জগতের একমাত্র আচার্য্য পরমহংস-পরিব্রাজকাচার্য্য ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামীপ্রভু স্বয়ং এবং তদনুগত বহু প্রচারকবৃন্দের অনন্ত আচার-ময় জীবন দ্বারা আমাদের ন্যায় জড়ভোগা-সক্ত প্রেয়ঃকামী সুপ্তচেতন জীবের কর্ণে

ধ্যান ও কীর্ত্তন

(পণ্ডিত শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ দাসাধিকারী বি, এ)

কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং
যজতো মখৈঃ।
দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ তদ্ধরি-
কীর্ত্তনাৎ॥

সত্যযুগে বিষ্ণুর ধ্যান দ্বারা, ত্রেতা যুগে যজ্ঞ দ্বারা এবং দ্বাপরে পরিচর্য্যা দ্বারা যাহা লাভ হইত, কলিতে একমাত্র হরিকীর্ত্তন দ্বারাই তাহা লাভ হয়।

আমরা অনেক সময় ভাবিয়া থাকি, হরিকথা শ্রবণ কীর্ত্তনাদিতে বৃথা সময় নষ্ট হয়, কারণ হরিকথা শ্রবণ কীর্ত্তন দ্বারা কেবলমাত্র আমাদের করণীয় ব্যাপারের আলোচনা হয়, প্রকৃত কৃত্য সাধিত হয় না, ধ্যান ও জপাদির দ্বারা প্রকৃত কৃত্য সাধিত হয়। এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া অনেকে জপ, মন্ত্রজপ, প্রাণায়ামাদি ও ধ্যানাদি কার্য্যের আশ্রয় গ্রহণ করেন ও বলেন 'হরি' 'হরি' বলিলে কি হইবে? তাহাতে ত' আর চিত্ত স্থির হইবে না? প্রাণায়ামাদি ধ্যান ধারণা না করিলে চিত্ত স্থির হইবার নয়। তবে সকল সময় ধ্যান করা যায় না, আর ধ্যান করিতে করিতে একটা এক ঘেয়ে ভাব আসিয়া পড়ে, তাহা দূর করিবার জন্য অবকাশ মত কীর্ত্তন, গান ও হরিকথা বা অন্যান্য ধার্ম্মিক কথাবার্ত্তা আলোচনা করা যাইতে পারে।

মনোবৃত্তি-চালিত ব্যক্তিগণ ধ্যান ও কীর্ত্তন সম্বন্ধে এইরূপ বিদৃশ ধারণা পোষণ করেন। তাঁহাদের ধ্যান ইন্দ্রিয়-তর্পণ মাত্র। তাঁহারা জগতের নানা প্রকার কর্ম্মে লিপ্ত পরিশ্রান্ত মনকে সাময়িক বিরাম প্রদান করিবার চেষ্টাকে ধ্যান নামে অভিহিত করিবার প্রয়াস পান। তাঁহারা 'ধ্যান' 'ধ্যেয়' ও ধ্যাতার অস্তিত্ব সর্ব্বতোভাবে বিনাশই ধ্যানের চরম ফল বলিয়া বিচার করেন। তাঁহাদের নিকট 'ধ্যাতা' ও ধ্যানের নিত্যত্ব নাই। সুতরাং তাঁহাদের ধ্যানও একটী অনিত্য উপায়। যে ধ্যানের ফল চেতনতার বিনাশ সাধন, সে ধ্যান দ্বারা কি লাভ হয়? উহা দ্বারা আত্মবিনাশই সাধিত হয়। ইন্দ্রিয়বর্গের অধিপতি মন, পরম চঞ্চল ও অশেষ প্রকার অনর্থ উৎপাদনে সমর্থ। প্রাণায়ামাদি অষ্টাঙ্গ যোগ কখনও এরূপ মনকে বশীভূত করিতে পারে না। বালির বাঁধ যেরূপ নদীর প্রবল বন্যাকে ক্ষণিকের জন্য রোধ করে, তদ্রূপ ধ্যান ধারণাদির দ্বারা চিত্তের চঞ্চলতা ক্ষণিকের জন্য রোধিত হয় মাত্র। প্রবল স্রোত দুর্ব্বল বাঁধকে যেরূপ বিধ্বস্ত ও চূরমার করিয়া লইয়া যায়, চঞ্চল মনও তদ্রূপ ধ্যানীকে নানাপ্রকার বিষয় ভোগে মত্ত করায়। ধ্যানী নিজের মনের উপর তখন আধিপত্য করিতে না পারিয়া বিষয় ধ্যানকেই ধ্যান বলিয়া ধারণা করে। ধ্যানী তখন বঞ্চক মনের নিকট অজ্ঞাতসারে বঞ্চিত হইয়া পড়ে। সুতরাং ধ্যানের দ্বারা চিত্ত বিষয়-মল শূন্য না হওয়ায় পুনরায় বিষয়াভিমুখী হইয়া পড়ে।

শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—

যমাদিভির্যোগপথৈঃ কামলোভহতো মুহুঃ।
মুকুন্দসেবয়া যদ্বৎ তথাদ্ধাত্মা ন শাম্যতি॥

অর্থাৎ মুকুন্দ-সেবা দ্বারা কাম লোভাদি রিপু-হত অশান্ত মন যেরূপ নিগৃহীত হয়, যম-নিয়মাদি যোগপথের দ্বারা তদ্রূপ নিরুদ্ধ হয় না।

সুতরাং ধ্যান-ধারণাদি-চেষ্টা মনুষ্য-জীবনের অমূল্য সময় নষ্ট করিয়া থাকে। যাঁহারা দুর্ব্বুদ্ধিবশতঃ হরিকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তন-বিরত হইয়া প্রাণায়ামাদি কার্য্যে বৃথা সময়-ক্ষেপ করেন, তাঁহারা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভক্তিযোগে চিত্ত-নিবিষ্ট করিতে পারেন না। প্রাণায়ামাদির দ্বারা চিত্ত নিরোধ করিয়া থাকিলেও তাহা দ্বারা চিত্ত বিষয়-মল শূন্য হয় না বলিয়া চিত্ত আবার বিষয়াভিমুখী হইয়া পড়ে। মনুষ্যগণের কা কথা, মুনি-ঋষি ও তপস্বিগণ যদি হরিকথা-শ্রবণ কীর্ত্তন-বিমুখ হন, তাহা হইলে তাঁহাদেরও সংসার ক্লেশ ভোগ করিতে হয়। কারণ, ভগবানের সেবা, তাঁহার রূপ-গুণ-লীলা-কীর্ত্তন ব্যতিরেকে নিত্যমঙ্গল লাভের দ্বিতীয় পন্থা নাই।

বৈষ্ণবগণ যেখানে স্মরণকে শ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন, সেখানে তাঁহারা 'ধ্যান' অর্থে ফলভোগকামীর বা ফল-ত্যাগ-কামীর ধ্যানকে লক্ষ্য করেন নাই, তাঁহারা সর্ব্বতোভাবে নিত্য আরাধ্য ব্রজেন্দ্র-নন্দনের স্মরণকেই লক্ষ্য করিয়াছেন, তাঁহারা সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ ভগবানের সহিত জীবের নিত্যদাস্যরূপ স্মৃতিকেই লক্ষ্য করিয়াছেন। সে ধ্যানে 'ধ্যাতা' ও 'ধ্যেয়ের' নিত্যত্ব নাই সেরূপ, শুষ্ক-চিত্তবৃত্তির রুদ্ধীভূত ভাবের আদর করা যায় না।

শ্রবণ-কীর্ত্তন-রত ভক্তগণ ভক্তিকে নিত্যারত্ত বলিয়া মনে করেন না। তাঁহারা সর্ব্বদা ভক্তিকে ভগবানের মহদনুগ্রহ বলিয়া অনুভব করেন। কিন্তু আরোহবাদী ধ্যানী নিজের শক্তি-বলে অজিত ভগবানকে জয় করিবার চেষ্টা করেন এবং ফলে ভগবচ্চরণে অশেষ অপরাধ সঞ্চয় করেন।

ধ্যানের দ্বারা বাক্য ও মনের বেগ রুদ্ধ হয় না।

তাহাতে বাক্ ও অবাক্ বাক্য বেগ রুদ্ধ হইলেও মানসিক চাঞ্চল্য বর্ত্তমান থাকে। কিন্তু কীর্ত্তন-প্রভাবে শ্রবণ-কীর্ত্তন ও স্মরণ রূপ ত্রিবিধ ভক্ত্যঙ্গ যাজন এক সঙ্গে হয় বলিয়া চিত্ত সহজে এবং শীঘ্র ভগবচ্চরণে লীন হয়।

ধ্যান, জপ, প্রাণায়ামাদি কখনও নাম কীর্ত্তনের সঙ্গে সমান নহে। ধ্যান ইত্যাদি সাধনের উপায় মাত্র, উপেয় নহে। হরি-কীর্ত্তন উপায় ও উপেয়। হরিকথা ও হরি একই বস্তু।

ধ্যানে সিদ্ধিলাভ করিতে হইলে ধ্যাতার নির্জ্জন প্রদেশ একাকী অবস্থানের প্রয়োজন। কিন্তু কীর্ত্তন বহুলোক-সমক্ষে সর্ব্বস্থানে ও সর্ব্ব অবস্থায় সম্ভব। কীর্ত্তন শুচি-অশুচি, স্নাত অস্নাত কোন কিছুরই অপেক্ষা রাখে না। ধ্যান অধিকারী অনধিকারী বিচার রাখে, কিন্তু নাম-কীর্ত্তনে তাদৃশ কোন প্রকার অপেক্ষা নাই। ধ্যানের ফল চিত্ত-নিরোধ; তাহা চরম ফল নহে, কীর্ত্তনের ফল জীবের চরম প্রয়োজন কৃষ্ণপ্রেম লাভ। এক নাম কীর্ত্তনের দ্বারাই নবধা-ভক্তি সাধিত হইয়া পরম নিত্যমঙ্গল লাভ হয়। কলিযুগে অল্পায়ু জীবসকল সর্ব্বদা নানা বাধা বিঘ্নে মগ্ন। এইরূপ ক্ষেত্রে অধোক্ষজ-বস্তুর ধ্যান সহজ নয়। তাই কলিযুগ-পাবনাবতারী শ্রীমন্মহাপ্রভু জীবের দুঃখে দুঃখিত হইয়া জগতকে কীর্ত্তন করিয়াছেন, 'কলিতে একমাত্র হরিসংকীর্ত্তন দ্বারাই পঞ্চম পুরুষার্থ কৃষ্ণপ্রেম লাভ হয়। শ্রীনাম-সংকীর্ত্তনই সকল প্রকার ভক্ত্যঙ্গের শ্রেষ্ঠতম অনুষ্ঠান।" "কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা।"

নিরন্তর সেই বৈকুণ্ঠ নাম কীর্ত্তন করিতেছেন। যাঁহারা নিষ্কপটে সেই শ্রেয়ঃপ্রদ কথা শ্রবণ করিতেছেন, তাঁহাদের চিদ্বৃত্তি উন্মেষিত হওয়ায়—"ভূমৈব সুখম্ নাল্পে সুখমস্তি।" বলিয়া সেই জগদ্গুরুর পাদপদ্মে প্রণত হইয়া নিঃশ্রেয়স লাভের একমাত্র উপায় ও উপেয় স্বরূপ কৃষ্ণ-নামগ্রহণে জীবন ধন্য করিতেছেন।

প্রচার-প্রসঙ্গ

আচার ও প্রচার আচার্য্যের ধর্ম্ম। আচার্য্য এই ধর্ম্মে উদাসীন থাকিতে পারেন না। অধিকন্তু তিনি আচার-হীনকে আচারে স্থাপন করিয়া ভগবৎকথা বিমুখকেও বাচাল করেন।

আচার্য্যের আচরণ এবং বিচরণ বিমুখমোহিনী মায়া-কবলিত কৃষ্ণ-বিমুখ জীবের পরম শ্রেয়ঃ প্রদানের জন্য। কখনও বা স্বয়ং আবার কখনও বা স্বাশ্রিত জনগণকে জন-নিবাসে প্রেরণ করিয়া ধন নিবাসের সেবা-বার্ত্তা প্রচার করেন। আচার্য্য, অযোগ্য-জনগণের অযোগ্যতা দূর করিয়া নিজ শক্তিসঞ্চারের দ্বারা যোগ্যতা অর্পণ করেন। আবার আচার্য্যানুচরগণ আচার্য্য-পাদপদ্ম হইতে ভজন-বিজ্ঞান বিজ্ঞাভিমানী অজ্ঞ-সমাজে বিজ্ঞাপন করিয়া সকলকে আচার্য্য-চরণাশ্রিত করেন।

অচৈতন্য বিশ্বে বিশ্বম্ভরের [illegible] আচ্ছাদিত-স্বরূপ জীবকুলকে চৈতন্য-চরণে আকর্ষণ করিবার জন্য শ্রীচৈতন্য-প্রাণ নিত্য জগদ্গুরু শ্রীচৈতন্য মঠ স্থাপিত হইয়াছেন। প্রতি জীব-হৃদয়ে শ্রীচৈতন্য [illegible] প্রকট করিবার জন্য চৈতন্য-প্রকাশ প্রভুপাদ চৈতন্য লীলা-ক্ষেত্রে শ্রীচৈতন্য মঠ স্থাপন করিয়াছেন। আবার শ্রীচৈতন্য-চরণপূত স্থানসমূহে চৈতন্য-চরণ-চিহ্ন স্থাপন করিয়া অচৈতন্যাভিমুখে প্রধাবিত জীবকুলের চৈতন্য-স্মৃতি উদয় করাইয়া দিতেছেন। ভারতের স্থানে স্থানে প্রচার-কেন্দ্র স্থাপন করিয়া বিশ্বম্ভরের বাণী বিতরণ করিতেছেন।

পূর্ব্ব বঙ্গের রাজধানী ঢাকা সহরে শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠ প্রচারকেন্দ্রের অন্যতম। গত বিজয়া-তিথি হইতে আরম্ভ করিয়া মাসাধিক কাল দামোদর-ব্রত-মহামহোৎসব সেবানুষ্ঠান চলিতেছে। আচার্য্যানুগত ত্রিদণ্ডিপাদগণ ঢাকা কেন্দ্রে এবং চতুর্দ্দিকে প্রভুর আদেশ-বাণী—"বল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, কর কৃষ্ণ-শিক্ষা॥" দ্বারে দ্বারে প্রচার করিতেছেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-প্রকাশ অরণ্য মহারাজ গফরগাঁও, কাপাসিয়া প্রভৃতি স্থানে বক্তৃতা ও শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত পাঠ করিতেছেন। শ্রদ্ধাবান্ জমীদার শ্রীযুক্ত শশধর[illegible] চাকলাদার মহাশয় এবং শ্রীযুক্ত [illegible] দাস মহাশয় এই প্রচারে বিশেষ সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া গৌরভক্তগণের প্রীতি আকর্ষণ করিয়াছেন।

শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ এবং শ্রীমদ্ভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত মহারাজ নারায়ণগঞ্জে নগর-কীর্ত্তন করিয়া গৌর-নারায়ণের সঙ্কীর্ত্তনলীলার স্মৃতি আনিয়াছেন। বন্দ-মোহন স্বামীজিদ্বয় তথায় অবস্থান করিয়া গৃহে গৃহে হরিকথা আলোচনা করিতেছেন।

বিশ্বম্ভরের বাণী বিশেষ বিশেষভাবে বিতরণ করাই বিশ্বগুরুর নিশিতো।

পর-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

সম্প্রতি পর বিদ্যাপীঠে নিম্নলিখিত শিক্ষণীয় বিষয়নিচয়ের অধ্যাপকের আসন-সমূহ সংস্থাপিত হইয়াছে—বিদ্যার্থিগণ আবেদন করুন।

১। সাহিত্যাসন, ২। ঐতিহ্যাসন,
৩। সম্প্রদায়বৈভবাসন, ৪। ভক্তিশাস্ত্রাসন,
৫। তন্ত্রশাস্ত্রাসন, ৬। বেদান্তাসন,
৭। একায়নাসন।

শ্রীসুন্দরলাল রায় বি, এ, কাব্যতীর্থ, বিদ্যাসাগর,
সম্পাদক—পরবিদ্যাপীঠ, শ্রীধাম মায়াপুর।

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৪০৲ চল্লিশ টাকা।

২৭২৪ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে,

সপ্তচত্বারিংশ খণ্ডে সূচী ছাপা হইতেছে।

৪৬শ খণ্ড গ্রন্থ নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে ২০।৵০ সাধারণ পক্ষে ২০৸৶০। প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৶০, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ।৵০।

দশম স্কন্ধ ছাপা হইতেছে। দশম স্কন্ধের ভিক্ষা ১২৲, অগ্রিম সাধারণের পক্ষে ৮৲।

৫০ অধ্যায়পর্যন্ত দশম সংখ্যা ছাপা হইয়াছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

"শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত"

সম্পূর্ণ ছাপা শেষ হইয়াছে

আদি, মধ্য, ও অন্ত্যলীলা এবং সূচী ছাপা হইয়া সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছেন। যাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ১০৲ টাকা ভিক্ষার তৃতীয় সংস্করণ ৪৲ টাকায় না পাইয়া অপূর্ব্ব সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের জন্যই উহার ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছেন। সেই ১০৲ টাকার এই বিরাট্ গ্রন্থ নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত ৫৲ টাকা ভিক্ষায় দেওয়া হইবে। গ্রাহকগণ সত্বর হউন পরে আর এ সুযোগ দেওয়া হইবে না।

শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাস আদিকবি

শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র গ্রন্থ ৮৲ স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲

নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪॥০ টাকা

শ্রীচৈতন্য মঠের যাবতীয় গ্রন্থ

কার্য্যাধ্যক্ষ, গ্রন্থ-বিভাগ, শ্রীচৈতন্য মঠ
পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া
—অথবা—
শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা
ঠিকানায় পাওয়া যাইবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—ডাকে লইলে শ্রীচৈতন্য মঠের ঠিকানায় লিখিবেন।

উড়িয়া ভাষায় প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

যে সব উৎকলবাসী ভক্তগণ বাংলা পড়িতে জানেন না, তাঁহাদের শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর প্রচারিত পরম উপাদেয় ভক্তি-কথা জানিবার সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে উড়িয়া-ভাষায় নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হইয়াছে। বাংলা গ্রন্থের তুলনায় উড়িয়া গ্রন্থগুলির ভিক্ষাও অপেক্ষাকৃত অল্প।

গ্রন্থের নাম	ভিক্ষা
শ্রীহরিনাম চিন্তামণি, প্রতিখণ্ড	॥০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	১৲
সাধন পথ (শ্রীমহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টক) প্রতিখণ্ড	।০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	॥০
কল্যাণ কল্পতরু প্রতিখণ্ড	৶০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	।০
গীতাবলী প্রতিখণ্ড	৴১০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৶১৫
শরণাগতি—প্রতিখণ্ড	৴০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৶৫

প্রাপ্তিস্থান { শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ, কটক
এবং
শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, পুরী }

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিম্নলিখিত মঠসমূহে প্রাপ্তব্য:—

১। শ্রীচৈতন্য মঠ,—পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, (নদীয়া)।
২। শ্রীগোরগদাধর মঠ,—চাঁপাহাটি, সমুদ্রগড় পোঃ, (বর্দ্ধমান)।
৩। শ্রীভাগবত আসন,—ভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৪। শ্রীগৌড়ীয় মঠ,—১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা।
৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ,—সাতাসন, পুরী,
৬। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ,—উড়িয়া বাজার, কটক।
৭। শ্রীভাগবত মঠ,—চিরিমিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।
৮। শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ, ৮নং জগজ্জীবনপুরা, কাশী, ইউ, পি।
৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,—ছিপিগলি, বৃন্দাবন, মথুরা, ইউ, পি।
১০। শ্রীপরমহংস মঠ—নৈমিষার পোঃ, সীতাপুর, ইউ পি।
১১। শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ,—কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল, পাঞ্জাব।
১২। শ্রীমাধবগৌড়ীয় মঠ,—৯০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।
১৩। শ্রীমদনগোপাল মঠ,—বালিয়াটি, ঢাকা।
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম,—আমলাযোড়া, বাজবাঁধ পোঃ, বর্দ্ধমান।
১৫। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ,—চুয়রকোন্দা, চিরকুণ্ডা পোঃ, মানভূম।
১৬। শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয় মঠ,—আলালনাথ, ব্রহ্মাগিরি পোঃ, পুরী, উড়িষ্যা।

এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণের নিকটও নদীয়া-প্রকাশ প্রাপ্তব্য।

১। শ্রীযুক্ত জনার্দ্দন ঘোষ—বড় বাজার রোড, খুলনা।
২। শ্রীযুক্ত রাধাচরণ গোস্বামী ডাক্তার—দেওয়ানগঞ্জ, হলদিবাড়ী কুচবিহার।
৩। শ্রীযুক্ত রামরঞ্জন রায়—১৭২নং শ্রীগোপাল মল্লিক লেন, কলিকাতা।
৪। শ্রীযুক্ত অমূল্যকুমার সরকার এম, ডি, ও, ফৈজাবাদ।
৫। মিঃ এন্ ডি, মুখার্জ্জি—এম, এম, ওয়ার্কস দি মল কানপুর।
৬। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণনগরী প্রাণভূষণ—স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া
৭। শ্রীরাসবিহারী দাস অধিকারী, নবদ্বীপ।
৮। শ্রীবিরাজমোহন দে—মনমোহন প্রেস, নবাবপুর, ঢাকা।
৯। শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ গড়গড়ি বেড়াচাঁপা, ২৪ পরগণা।

চৈতন্যমঠের গ্রন্থাবলী

শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুর বিরচিত

ভক্তি গ্রন্থাবলী।

উৎকৃষ্ট কাপড়ে বিলাতী ধরণে বাঁধাই স্বর্ণালঙ্কৃত। চতুর্থ সংস্করণ। বিস্তৃতবিষয়সূচীসহ

জৈবধর্ম

বাঁধাই ২৲ দুই টাকা

প্রকাশিত হইয়াছে

সনাতন ধর্ম্মশাস্ত্র বেদ, বেদাঙ্গ, উপনিষৎ গীতা, শ্রীমদ্ দর্শন, পুরাণ, তন্ত্রাদি সকল গ্রন্থ পাঠ করিবার অবসর অতি অল্প মানবের ঘটিয়া থাকে। অনেকের যোগ্যতা না থাকায় সেই সমস্ত গ্রন্থের মর্ম্ম অবগত হইতে পারেন না। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বাঙ্গালীর এই অসুবিধা দূরীভূত করিবার জন্য এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

বিদ্যালয়ের ছাত্র বা শিক্ষকগণের বিশেষ পাঠ্য, এই হেতু শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টার বাহাদুর ইহা সমস্ত বিদ্যালয়ের জন্য অনুমোদন করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

প্রথম খণ্ড ভিক্ষা—১৲ একটাকা

যুক্তিপূর্ণ শাস্ত্রবাক্য দ্বারা প্রত্যেক মানবের নিত্য কর্ত্তব্য ও অনিত্য সাময়িক কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। গ্রন্থের প্রতি উক্তি সনাতন শাস্ত্রবাক্য দ্বারা সমর্থিত ও প্রমাণিত হইয়াছে। দেহের, মনের ও আত্মার ধর্ম্ম কি? স্বধর্ম, সমাজ, নীতি, সম্বন্ধ কি? ইত্যাদি বিষয় ক্রমানুসারে এমন সুন্দরভাবে যুক্তিসহকারে আলোচিত হইয়াছে যে, প্রথম হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত পাঠ না করিয়া নিরস্ত হওয়া যায় না।

শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ভিক্ষা ৵০

ঐ প্রমাণ খণ্ড ভিক্ষা ৵০

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিহার ও লীলাভূমি নয়টী দ্বীপসমষ্টি। এই নয় দ্বীপের প্রাচীন বিবরণ—প্রত্যেক দ্বীপে শ্রীমহাপ্রভুর লীলা—প্রত্যেক দ্বীপের পরিচয়, শ্রীধাম-মাহাত্ম্য—ধামীবাসীর কি? ইত্যাদি বিষয় বিশেষভাবে মনোহর ছন্দে বর্ণিত। পকেট সাইজ প্রায় ১৬০ পৃষ্ঠা।

শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ

উজ্জ্বল ব্রোঞ্জ্র কালীতে উত্তম কাগজে ছাপা—শ্রীনবদ্বীপধাম দর্শনে ভাবুক দর্শনকারীর কি প্রকার ভাবের উচ্ছ্বাস হয়, তাহা এই গ্রন্থে বর্ণিত। অতি চমৎকার। ভিক্ষা চারি আনা।

শ্রীভজনপথ

।৵০ দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভুকে উপদেশচ্ছলে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিচার অতি সুন্দরভাবে ব্যক্ত হইয়াছে। ইহা ছাড়া শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদিষ্ট শিক্ষা ও উপদেশ বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব জগতে অভিনব গ্রন্থ!!

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতি-গ্রন্থাবলী:—

শরণাগতি

পকেট সাইজ অষ্টম সংস্করণ ভিক্ষা ৵০ আনা

দেহ ও মনের চেষ্টা অনিত্যবস্তু লইয়া—ইহা যখন জীব বুঝিতে পারে, তখন একমাত্র নিত্যবস্তু শ্রীভগবানের প্রতি তাঁহার কোন জাতীয় আবেগময়ী প্রার্থনা হয় এবং শ্রীভগবানে সর্ব্বান্তঃকরণে নিষ্কপটে কি প্রকারে শরণাপন্ন হইতে হয়, ইত্যাদি বিষয়ক প্রাণস্পর্শী প্রার্থনা ও আত্মসমর্পণমূলক গান। অষ্টম সংস্করণও প্রকাশিত হইয়াছে

ভিক্ষা প্রতি খণ্ড ৵০ এক আনা

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা— ৵০, নবদ্বীপশতক— ৵০

অর্থপঞ্চক—৵০

কল্যাণকল্পতরু

পকেট সাইজ পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা ৵১০

আমরা প্রত্যহ নূতন অভাব ও কামনার বশবর্ত্তী হইয়া পুনঃপুনঃ যে অকল্যাণকে কল্যাণ বলিয়া গ্রহণ করি এবং যাহার নিকট কল্যাণ কামনা করি, তিনি যে নিত্য বা যথার্থ কল্যাণ প্রদানে অসমর্থ এবং কোন বস্তু আমাদের নিত্য কল্যাণপ্রদ এবং কি ভাবে আমরা সেই কল্যাণলাভে সমর্থ হইব, এই সকল কথা সরল গানে লিখিত। এই গীতিগ্রন্থ বাস্তবিক কল্যাণের কল্পতরু, যাহা প্রত্যেককে নিত্যকল্যাণ প্রদানে

শ্রীল চক্রবর্ত্তি ঠাকুরের টীকা সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠাকুর কৃত টীকা ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কৃত অনুবাদ। টীকাকারের জীবনী, শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি বহু প্রয়োজনীয় বিষয় সংবলিত প্রায় ৮০০ পৃষ্ঠা। উৎকৃষ্ট সিল্কে বাঁধাই ২৲ দুই টাকা, কাগজে বাঁধা ১॥০

শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ কৃত ভাষ্য সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

কাগজ ও ছাপা উৎকৃষ্ট। সিল্কে বাঁধাই, সোণার জলে নাম লেখা রাজসংস্করণ ১৲ টাকা, সাধারণ সংস্করণ ১৷০, গৌড়ীয়ের গ্রাহকপক্ষে ১৷০

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি

(পারিভাষিকোষগ্রন্থ)

বিষয়:— ১। ভক্তিশাস্ত্রে ব্যবহৃত শব্দাবলীর অর্থ, ২। চারি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের চরিত্র, ৩। বৈষ্ণবসম্পর্কিত শ্রীমন্দির ও শ্রীবিগ্রহের বিবরণ, ৪। বৈষ্ণবগ্রন্থ ও গ্রন্থকারগণের তাৎপর্য্য ও বিবরণ, ৫। বিষয় নির্দ্দেশের লৌকিক ও শাস্ত্রীয় আকরমূলে যাবতীয় কথা। চারিখণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ১ম খণ্ড ৷০, ২য় খণ্ড ৸০, ৩য় খণ্ড ৷০, ৪র্থ খণ্ড ॥৵০। ৫ম খণ্ড যন্ত্রস্থ (ক্রমশঃ বড় হইবে)।

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ—১ম খণ্ড ১৲ এক টাকা ২য় খণ্ড ১৲ এক টাকা—শ্রীমদ্ভাগবতের গ্রাহক ও গৌড়ীয় গ্রাহকগণ ৷০ টাকায় প্রত্যেক খণ্ড পাইবেন। বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমজ্জীব গোস্বামিপাদের রচিত গ্রন্থ, ইহাই ষট্সন্দর্ভের অধিক প্রয়োজনীয় অংশ। প্রতি খণ্ড ডবল ক্রাউন ৮ পেজী ৬৪ পৃষ্ঠা আকারে মুদ্রিত হইতেছে।

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য সঙ্কলিত

সদাচারস্মৃতিঃ

ভিক্ষা ৵০ মাত্র

প্রাপ্তিস্থান শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (প্রাচীন নবদ্বীপ) নদীয়া

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

হেলার পাঁচন

পঞ্চাশ বৎসরের আবিষ্কৃত

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ৮ আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ৫ ছটাকের সমপরিমাণ ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ॥০ আনা, পাঁইট ।৵০ আনা, বোতল ১৵০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা।

রেজেষ্টীকৃত

মদন মঞ্জরী

বটিকায় স্বপ্ন ও ধাতুবিকার, ইন্দ্রিয়শৈথিল্য হ্রাস, প্রস্রাবে শুক্রপাত, বদহজম, মাথাঘোরা, বুক ধড়ফড়ানি, অনিদ্রা প্রভৃতি লক্ষণ সত্বর নির্দ্দোষ আরোগ্য হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ৩০ বটী ১৲ এক টাকা।

"নপুংসকারি ঘৃত"

পুরুষত্বহানি রোগে বাহ্যপ্রয়োগ দ্বারা আরোগ্য করিয়া শক্তিসম্পন্ন করে। মূল্য ১ তোলা ১ টাকা।

"রমণবিলাসিনী বটিকা"

বীর্য্য ধারণ করত সঙ্গমশক্তি স্থায়ী ও বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয়। মূল্য ১৬ বটী ১৲ এক টাকা।

রাজবৈদ্য নারায়ণজী, কেশবজী

১৭৭নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

বিজ্ঞাপন

সাবধান! সাবধান!! সাবধান!!!

জে, বি, দত্তের চোকা শিশি বাদাম তৈল

আদ্র ও অকৃত্রিমতায় এবং উপকারিতায় সর্ব্বজন পরিচিত ও বহু প্রশংসিত।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী *J. B. Datta & Co.* নাম দেখিয়া খরিদ করিবেন। নতুবা জুয়াচোরগণ কমদরের কৃত্রিম তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে।

বিনীত—জে, বি, দত্ত

ফেরাস কুইনিন

নূতন এবং পুরাতন ম্যালেরিয়ার যম

ইহাতে উৎকৃষ্ট আর্সেনিক, আইরন, ও হাইড্রোক্লোর কুইনিন আছে এবং ও উপাদেয় আছে।

এই ঔষধ কুইনিন দ্বারা ইনজেকসন করিলে একটী বা দুইটী ইনজেকসনেই সকলপ্রকার কঠিন ম্যালেরিয়া জ্বর আরোগ্য করে এবং জ্বর হইতে ব্যবহারে ফল। ইনজেকসনে অতি সামান্য উপসর্গ নষ্ট করিয়া দেয়।

ও অ্যাম্পুল প্রতি বাক্স—মূল্য ২৲, ইং ৩৲ টাকা

বাইওকেমিক্যাল এণ্ড ক্লিনিক্যাল ল্যাবরেটারীজ লেন, কলিকাতা।

পরা বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

এখানে আহার এবং বাসস্থান দিয়া বিদ্যার্থিগণকে বিভিন্ন শিক্ষণীয় বিষয় শিক্ষা দিবার বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। অনেক ছাত্র ইতোমধ্যেই আসিয়া পাঠ আরম্ভ করিয়াছেন। বর্ত্তমান বর্ষে সকল ছাত্রই গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

প্রধান অধ্যাপক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রচন্দ্র কাব্য ব্যাকরণ-সাংখ্য-বেদান্ত-ষড়দর্শন-তীর্থ, সাংখ্যভূষণ, বেদান্তরত্ন, সাহিত্যশাস্ত্রী, সুদর্শনবাচস্পতি।

অধ্যাপক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গৌরদাস ব্রহ্মচারী ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীধাম মায়াপুর পরাবিদ্যাপীঠ, (নদীয়া)।

বেদনাঞ্জন

শ্রেষ্ঠরত্ন

কলিকাতা কংগ্রেস একজিবিসন হইতে বহু প্রশংসা প্রাপ্ত ও বহু গণ্যমান্য ভদ্রমহোদয়গণ কর্ত্তৃক প্রশংসিত।

আজকাল বাজার চলন মিশ্রিত ও বিষাক্ত আহার্য্য সেবনে শরীরের রক্ত সহজেই দোষিত হইয়া পড়িতেছে। রক্তই মানব-দেহের শ্রেষ্ঠ উপাদান, এই রক্ত দোষিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মানব বাত, বেদনা, মাথাধরা, মাথাঘোরা, দৃষ্টিশক্তির হ্রাস, দাঁতের গোড়া ফুলা, দাঁত কনকনানি, দাঁতে পোকা এবং ঘাম, চুলকানি প্রভৃতি কষ্টদায়ক চর্ম্মরোগে আক্রান্ত হইতেছে। যদি আপনি একান্তই ব্যাধিমুক্ত হইতে চান, তাহা হইলে অযথা পয়সার অপব্যয় না করিয়া অল্প ব্যয়ে এক শিশি বেদনাঞ্জন এর কারখানা হইতে কার্য্যকারী-শক্তি উপলব্ধি করুন। গুণের তুলনায় মূল্য অতি সামান্য, এক শিশি ।৵০ আনা মাত্র মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান—এ, সি, চাটার্জ্জী এণ্ড ব্রাদার্স।

৪৫নং হুলকাটি লেন, সালিকা হাওড়া।

সকল মণিহারী দোকানে ও বড় বড় ডাক্তারখানায় পাওয়া যায়।

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

যদিও অদ্যাপি প্রকৃত মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য, তথাপি যাঁহারা নানাবিধ অনিয়মিত উপায়ে অপরিমিত শক্তি নষ্ট করিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন এবং নানা প্রকার মেহ, প্রমেহ ধাতুদৌর্ব্বল্য, স্নায়বিক দুর্ব্বলতা, বহুমূত্র, দুঃস্বপ্ন, পারদ-সংক্রান্ত পীড়া, অশ্ব এবং স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে যাহারা বাধক, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, সূতিকা, শ্বেত ও রক্তপ্রদর, হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি রোগে ভুগিয়া জীবনে নিরাশ হইয়াছেন, তাঁহারা আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটান সাহেবের আবিষ্কৃত **ইলেক্ট্রিক সলিউসন** ব্যবহার করিয়া বাঁচিতে পারেন, তাহার শত সহস্র প্রমাণ প্রতি বৎসরেই পাওয়া যাইতেছে। যাঁহারা অন্যান্য বহুবিধ ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরোগ্য হইতে পারেন নাই, তাঁহারা একবার এই ঔষধটী ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক মাসের ব্যবহারোপযোগী এক শিশি ঔষধ ডাকমাশুল সহ ২৸০ টাকা মাত্র।

সোল এজেণ্ট—ডাঃ ডি, ডি, হাজরা।

ফতেপুর, গার্ডেনরিচ পোষ্ট, কলিকাতা।

ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

অধ্যক্ষ

শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম.এ. এফ.সি.এস (লণ্ডন)

ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক

(প্রফেসার)

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ বিশুদ্ধ ও শাস্ত্রমতে নিজ তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হয়। পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ক্যাটালগ পাঠান হয়। রোগের বিবরণ জানাইলে যত্নপূর্ব্বক ব্যবস্থা দেওয়া হয়। চিঠি পত্রাদি সম্পূর্ণরূপে গোপন রাখা হয়।

মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দুর)

(বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৪৲ টাকা

উৎকৃষ্ট স্বর্ণ, পারদ ও আমলাসার গন্ধক দ্বারা যথাশাস্ত্র প্রস্তুত।

নিত্য প্রয়োজনীয় সর্ব্বরোগনাশক মহৌষধ।

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৩৲ টাকা

উৎকৃষ্ট কাশীর আমলকী, বংশলোচন প্রভৃতি যাবতীয় উপাদানে পূর্ণ মাত্রায় যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। কফ, কাসি, সর্দ্দি, যক্ষ্মা, ক্ষয়রোগ, হৃদরোগ প্রভৃতি রোগের মহৌষধ। সর্ব্বপ্রকার দুর্ব্বলতা নাশক অতিশয় পুষ্টিকর মহৌষধ বা খাদ্য বিশেষ।

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬৲ টাকা

ইহা সেবনে ধাতুদৌর্ব্বল্য, শুক্রহীনতা, স্বপ্নদোষ, প্রমেহ ও ধ্বজভঙ্গ সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায়। ইহা অপরিসীম আনন্দদায়ক রসায়ন।

অবলাবান্ধব যোগ

প্রদর, বাধক প্রভৃতি জরায়ুদোষ ও যোনিগত দুরারোগ্য রোগের মহৌষধ

মূল্য—১৬ মাত্রা ২৲ টাকা। ৫০ মাত্রা ৫৲ টাকা মাত্র

বিশুদ্ধ জল! ভয় নাই! বিশুদ্ধ জল!!

লক্ষ্মী টিউব-ওয়েল কোং

২০৫নং নবাবপুর, ঢাকা

বর্ত্তমান-যুগের নব আবিষ্কার এমপাইপদ্বারা উন্নত বৈজ্ঞানিক-খনন-প্রণালীতে নলকূপ (*Tube-well*) নির্ম্মাণ করা হয়। বঙ্গের লাট বাহাদুর, প্রাইভেট সেক্রেটারী, জিলা-ম্যাজিষ্ট্রেট, জিলা-বোর্ডের চেয়ারম্যান, ইঞ্জিনিয়ার, জমিদার, তালুকদার, প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত ভদ্রমহোদয়গণ এই কোম্পানীর কার্য্য দেখিয়া প্রশংসা করিয়াছেন। রাসায়নিক পরীক্ষায় জল বিশুদ্ধ না হইলে মূল্য গৃহীত হয় না। বিস্তৃত বিবরণের জন্য পত্র লিখুন।

বিনামূল্যে বিনামূল্যে

বিতরিত

শাস্ত্রের সার "কামশাস্ত্র" গ্রন্থখানি চৌদ্দ লক্ষের উপরে বিতরিত হইয়াছে। উহা পাঠে মানবের পরিণাম ফলাফল জানা যায়।

এই পুস্তক যিনি লিখিয়াছেন, তিনিই "আতঙ্কনিগ্রহ বটিকা"র আবিষ্কর্ত্তা। এই বটিকা দুর্ব্বলকে সবল করে এবং সবল ব্যক্তিকে অটুট ও অক্ষয় রাখে। বত্রিশ বটিকা পূর্ণ প্রতি কৌটার মূল্য ১৲ টাকা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান :—আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়।

২১৪নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মনোমোহন প্রেস

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা

পূর্ব্ববাঙ্গালায় সুলভে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত

বৈদ্যুতিক মেশিনে দিবারাত্র কাজ চলিতেছে

বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন।

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা।

শ্রীমায়াপুর নদীয়া প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে—বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

স্থানীয় সংস্করণ

Registered No. C 1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রাতবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩॥০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র।

মূল্যের হার
অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৴৫

৪র্থ খণ্ড] সম্পাদক—প্রত্নবিদ্যালঙ্কার শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী [২০৩ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্য মঠ, শ্রীধাম মায়াপুর ১৫ই কার্ত্তিক শুক্রবার ১৩৩৬, ১লা নভেম্বর ১৯২৯

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থাবলী

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্—শ্লোক সূচী, বিষয়-সূচী প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত। ভিক্ষা, প্রতি খণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৵০ গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশ গ্রাহক পক্ষে ৵০
২। অনুভাষ্য-সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ) ৫৲
৩। গৌড়ীয়-গীতি ৶০
৪। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।০
৫। ভজন-রহস্য ॥০
৬। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
,, ,, ,, আবাঁধা ৸০
৭। গীতা (শ্রীবলদেব-ভাষ্যসহ) বাঁধা ২৲ আবাঁধা ১॥০
৮। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি-টীকা সহ) বাঁধা ২৲ আবাঁধা ১॥০
গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ॥০
৯। মুণ্ডকোপনিষৎ সানুবাদ ২৲
১০। বেদান্ত-তত্ত্বসার সানুবাদ ॥০
১১। জৈবধর্ম্ম ২৲
১২। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৩। গৌড়ীয় কণ্ঠহার ২৲
১৪। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ।৵০
১৫। দীপ-নিদর্শন ৵০
১৬। সাধনপথ (৩য় সংস্করণ) ।৵০
১৭। আচার ও আচার্য্য ।৵০
১৮। নবদ্বীপ-ধাম-গ্রন্থমালা ৸০
১৯। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৵০
২০। শ্রীনবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৵০
২১। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য (প্রমাণখণ্ড) ৵০
২২। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
২৩। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা দর্পণ ।০
২৪। শরণাগতি, গীতাবলী, সাধনকণ, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, নবদ্বীপশতক, অর্থপঞ্চক ও সদাচারস্মৃতি মোট ।৵০
২৫। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ও অর্চ্চনকণ ৵০
২৬। সাধককণ্ঠমণি ।০
২৭। সংস্কার-দীপিকা ।০
২৮। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড) ৩৲
২৯। সাকুর্ত্তি শিক্ষাষ্টকম ৶০
৩০। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ১৲
৩১। মণিমঞ্জরী সানুবাদ ।০
৩২। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৩৩। চৈতন্যভাগবত (বিরাট্ দ্বিতীয় সংস্করণ) ৫

এতদ্ব্যতীত বৈষ্ণব-ধর্ম্মের কয়েকখানি ইংরাজি গ্রন্থও আছে, পত্র পাঠাইলে ডাকযোগে ক্যাটলগ পাঠান হয়।

প্রাপ্তিস্থান ঃ—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

২। শ্রীগৌড়ীয় মঠ—১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা।
৩। শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠ—৯০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।
৪। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ—উড়িয়াবাজার, কটক।
৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ—গোড়াকুঠী, পুরী।
৬। শ্রীসনাতনগৌড়ীয় মঠ—৪নং কুণ্ডজীবনপুরা, কাশী।
৭। শ্রীগৌড়ীয় মঠ দিল্লী কার্য্যালয়—১০নং হনুমানরোড, নিউদিল্লী।
৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ—ছিপীগলি, বৃন্দাবন।
৯। শ্রীভাগবত প্রেস, গোয়াড়ী-কৃষ্ণনগর।
১০। শ্রীএকায়ন মঠ, হাইষ্ট্রীট, কৃষ্ণনগর।

গভর্ণমেণ্ট হইতে রেজিষ্টারী করা —

সর্ব্বপ্রকার প্লীহা লিভার সংযুক্ত ম্যালেরিয়া

জ্বরের সাক্ষাৎ যম

সারফিলিন

টনিক ও সালসা। পথ্যের বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই। এক দাগেই প্লীহা, লিভার ধ্বংস হয়। 'ফলেন পরিচীয়তে'

এক দাগে জ্বর পালায়, ফিরে জ্বর আর হয় না

একদাগে জ্বর পালায়, তিন দাগে সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়। এমন উপকারী ঔষধ আর নাই। ১৪ দাগ ঔষধ সেবনে যদি আপনার জ্বর একেবারে ভাল হয়, সেই প্রকার ঔষধ খাওয়া উচিত নয় কি? এক্ষণে সাবধান হউন এবং জানিয়া রাখুন, আর [illegible] বাজে [illegible] জল খেয়ে শয্যাগত হইয়া প'ড়ে পরে হয়রান হয়েন কেন? সুতরাং ॥০ আনার সারফিলিনই একটি জ্বর রোগীর পক্ষে যথেষ্ট, এমন প্রত্যক্ষ উপকারী জ্বরের ঔষধ আর নাই। সকালে জ্বর হইলে বৈকালে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবেন, [illegible] না। মূল্য প্রতি শিশি ।৵০ আনা, ডজন ৫।০ আনা।

এজেণ্ট—মেসার্স্ এম, ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং, ১০ নং [illegible] লেন, কলিকাতা।

যুগল-মূর্ত্তি মার্কা
সর্ব্বত্র পাওয়া যায়।

আয়ুর্ব্বেদ সম্মত বায়ু পিত্ত বাত নাশক

ত্রিগুণ তৈল

যুগল-মূর্ত্তি মার্কা এবং বটকৃষ্ণ পাল দেখিয়া লইবেন।

এমন মহোপকারী তৈল আর নাই

গভর্ণমেণ্ট হইতে রেজিষ্টারী করা।

মহর্ষি চরক শাস্ত্রোক্ত ভৈষজ্য উপাদানে খাঁটী কাঁচা [illegible] তৈলে মৃগনাভি, কস্তুরী, গোলাপ, চামেলী, হেনা, চন্দন, খসখস, বেলা, প্রভৃতি মূল্যবান [illegible] দ্রব্য সংমিশ্রণে প্রস্তুত বিধায় [illegible] ইহার [illegible] গন্ধ উপলব্ধি হইয়া থাকে। ফলতঃ এত সর্ব্বগুণসম্পন্ন [illegible] ত্রিগুণ তৈল নিত্য ব্যবহারে সাধারণতঃ [illegible] ও মানসিক [illegible] দূর হইয়া থাকে।

পরন্তু সর্ব্বপ্রকার [illegible] ব্যাধি, মেহ, প্রমেহ, প্রদর, [illegible], [illegible], [illegible], মূর্চ্ছা, [illegible], মাথাঘোরা, আধকপালী, নিদ্রাহীনতা এবং সর্ব্বপ্রকার বাতরোগ ও নানা প্রকার ব্যাধির কীটাণু ধ্বংসকারী অব্যর্থ মহৌষধ।

বলা বাহুল্য, ইহা এরূপ মস্তিষ্ক স্নিগ্ধকারী ঠাণ্ডা তৈল যে, পাগল ভাল হয়। যে কোন স্থানে তৈল ক্রয়কালীন শিশির গায়ের লেবেলের উপর বড় বড় অক্ষরে আসল যুগল মূর্ত্তি মার্কা এজেণ্ট বটকৃষ্ণ পাল দেখিয়া লইবেন. অন্যথায় [illegible] দোকানদার জাল বা নকল তৈল বিক্রয় করিয়া আপনাকে ঠকাইবে। স্মরণ রাখিবেন বাজে জিনিষ বিক্রয় করিয়া ঠকাইতে পারিলেই খুব লাভ হয়।

এজেণ্ট—বটকৃষ্ণ পাল এণ্ড কোং ২৩নং বনফিল্ড লেন, কলিকাতা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১৫ই কার্ত্তিক শুক্রবার—১৩৩৬

শ্রীশ্রীগোবর্দ্ধন পূজা

দ্বাপর যুগ হইতে প্রচলিত এই গোবর্দ্ধন-পূজা-ব্যাপারটি দ্বারা শ্রীমদ্ভাগবত কর্ম্মজড়-স্মার্ত্তানুগদলের দেবতান্তরে স্বতন্ত্র ঈশ্বর-বুদ্ধি যে মহদপরাধ-মূলক, তাহাই শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন। দশম স্কন্ধের ২৪শ এবং ২৫শ অধ্যায় পাঠে জানা যায়—শ্রীভগবান ব্রজেন্দ্রনন্দন স্বয়ং তাঁহার নিত্য পরিকর শ্রীনন্দাদি ব্রজবাসী গোপগণকে লক্ষ্য করিয়া ঈশ্বর-ভ্রমে ইন্দ্রাদি নানা দেবদেবীর উপাসনার নিরর্থকতা প্রদর্শন করিয়া একমাত্র তাঁহার আরাধনারই শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন। কর্ম্মজড় স্মার্ত্তগণ ঈশ্বর স্বীকার করিলেও তাঁহাকে কর্ম্মাধীন বলিয়া জানেন। কর্ম্ম করণ ব্যতীত স্বতন্ত্র ভাবে ঈশ্বরের ফলদাতৃত্ব তাঁহাদের মতে স্বীকার্য্য নহে। তাই ভাগবত বলিতেছেন, যে ঈশ্বরের স্বতন্ত্র ভাবে নিগ্রহ কিম্বা অনুগ্রহ করিবার সামর্থ্য নাই, তাদৃশ কর্ম্মাধীন ইন্দ্রাদি দেবতার ঈশত্ব স্বীকার করিবার প্রয়োজন কি? কর্ম্মই যখন ফলভোগ করায়, তখন ইন্দ্রাদি দেবতার শ্রেষ্ঠত্ব কোথায়? কর্ম্মই ত' শ্রেষ্ঠ হইল! জীব প্রাক্তন কর্ম্ম-বদ্ধ হইয়া যে যেরূপ কর্ম্ম করিবে, সেই কর্ম্মই ভাবী কালে তাহাকে সেইরূপ ফল দান করিবে এবং জন্ম, মৃত্যু, সুখ, দুঃখ, ভয় এবং শুভ প্রাপ্তির হেতু হইবে। সুতরাং ইন্দ্রাদি দেবতার কর্ম্মাধীনত্বকে কখনও স্বতন্ত্র ঈশ্বরত্ব বলা যায় না। যিনি কর্ম্ম-পরতন্ত্র নহেন, পরন্তু নিগ্রহ ও অনুগ্রহে সম্পূর্ণ সমর্থ, স্বরাট্ পুরুষোত্তম, ইন্দ্রাদি দেবগণের কারণেরও যিনি কারণ, সেই সর্ব্বেশ্বরেশ্বর ভগবান্ ব্রজেন্দ্রনন্দনের আরাধনাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ইহাই গোবর্দ্ধন-পূজার তাৎপর্য্য।

শ্রীগোবর্দ্ধন-পূজা সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবত-বর্ণিত আখ্যায়িকা এইরূপ—এক সময়ে গোপগণ ইন্দ্রযজ্ঞের আয়োজন করিতে থাকিলে সর্ব্বান্তর্যামী সর্ব্বসাক্ষী ভগবান্ তাহা জানিয়াও নন্দাদি বৃদ্ধ গোপগণের নিকট সেই আয়োজনের হেতু কি, যদি যজ্ঞ-নিমিত্ত হয়, তবে সে যজ্ঞের ফল কি, দেবতা কে এবং কোন্ অধিকারী কোন্ দ্রব্য দ্বারা সে যজ্ঞ করেন, উহা শাস্ত্রানুমোদিত কিনা ইত্যাদি বিষয় জিজ্ঞাসু হইলেন। তাহাতে শ্রীনন্দ মহারাজ বলিলেন,—'ভগবান্ ইন্দ্রদেব পর্জ্জন্যরূপী, মেঘ সমূহ তাঁহার অঙ্গমূর্ত্তি। মেঘ সমূহ হইতে বারিবর্ষণ ফলে শস্যাদি দ্রব্য সঞ্জাত হয়। আমরা সেই দ্রব্য-সম্পাদিত যজ্ঞসমূহ দ্বারা মেঘাধিপতি ঈশ্বর ইন্দ্রের তুষ্টির নিমিত্ত তাঁহার আরাধনা করিয়া থাকি। তদীয় যজ্ঞাবশিষ্ট অন্ন দ্বারাই লোকসকল জীবন ধারণ করিয়া ত্রিবর্গ সম্পাদনে সমর্থ হয়। যদি বল, কৃষি প্রভৃতি কর্ম্মে লোকের জীবনোপায়, তাহাতে বলা যায়, মেঘই ঐ কৃষি প্রভৃতি কর্ম্মের ফল-সম্পাদক, সুতরাং এই ইন্দ্রযজ্ঞ পরিত্যাগকারীর কোন মঙ্গল লাভ হয় না।' তচ্ছ্রবণে ভগবান কৃষ্ণচন্দ্র বলিতে লাগিলেন—"হে পিতঃ কর্ম্ম-বশতঃই জীবগণ জন্ম-মৃত্যু, সুখ-দুঃখ, শুভাশুভ ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যদি বল, জড় কর্ম্ম হইতে কিরূপে ফল-সিদ্ধি হয়, তাহাতে বলা যাইতেছে, যদিও কর্ম্মফল-দাতা একজন ঈশ্বর আছেন, তথাপি তিনিও কর্ম্মকে অবলম্বন করিয়াই ফল দান করেন, কর্ম্মশূন্য ব্যক্তিকে কখনও ফল দান করেন না। ইহলোকে জীবমাত্রই কর্ম্মানুবর্ত্তী, তাহাদের সেই প্রাক্তন-সংস্কার-জন্য কর্ম্মের অন্যথা করিতে ইন্দ্রও সমর্থ নহে, সুতরাং ইন্দ্র দ্বারা প্রয়োজন

ইন্দ্রাদি দেবগণ জীব-কোটির অন্তর্গত। দেবাসুর-মানব-সহিত নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের জীব মাত্রেই সর্ব্বদা স্বভাবাধীন এবং স্বভাবের অনুবর্ত্তী। জীব কর্ম্মবশেই উচ্চাবচ যোনি অর্থাৎ দেবতাপশ্বাদি জন্ম প্রাপ্ত হইয়া আবার কর্ম্ম-বশেই তাহা ত্যাগ করিতে বাধ্য হয়। সুতরাং কর্ম্মই শ্রেষ্ঠ, আধিকারিক দেবতাগণ কর্ম্মাধীন হইয়া ফলদান করেন বলিয়া কর্ম্মই বস্তুতঃ ঈশ্বর। অতএব ব্রাহ্মণাদি বর্ণ আশ্রম পূর্ব্বক স্ব স্ব বর্ণবিহিত কর্ম্ম করাই শুভ। যাহার আশ্রয়ে থাকিয়া সুখে জীবিকা নির্ব্বাহ হয়, তাহাই মানবগণের দেবতা। আমরা বৈশ্য; কৃষি, গোরক্ষা, বাণিজ্য ও কুসীদ এই বৈশ্যোচিত জীবিকা চতুষ্টয়ের মধ্যে গোরক্ষাকেই আমরা জীবিকারূপে অবলম্বন করিয়াছি। সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণ হইতেই স্থিতি, সৃষ্টি ও প্রলয় হইয়া থাকে। রজোগুণচালিত হইয়াই সকল বারিবর্ষণ করিয়া থাকে, ঐ জল-দ্বারা উৎপন্ন শস্য হইতেই প্রজাগণ জীবন ধারণ করিয়া থাকে। প্রজারক্ষণ বিষয়ে ইন্দ্রের কিছু মাত্র কার্য্য নাই। আমরা বনবাসী, সর্ব্বদা বন ও পর্ব্বতাদিতেই বাস করি, নগর, জনপদ, গ্রাম কিম্বা গৃহ আমাদের মঙ্গলজনক নহে। অতএব ইন্দ্র যজ্ঞার্থ আহৃত অন্নব্যঞ্জনাদি যাবতীয় উপকরণ-রাশি দ্বারা গো, ব্রাহ্মণ এবং পর্ব্বতের উদ্দেশ্যে যজ্ঞ আরম্ভ করুন। পর্ব্বত তৃণাদি-দ্বারা আমাদের গোধন পালন করেন, আর ব্রাহ্মণগণের আশীর্ব্বাদ আমাদের প্রত্যক্ষফল—এজন্য তাঁহারা পূজ্য।

ভগবান্ এই কথা বলিয়া তাঁহাকে মর্ত্ত্যবুদ্ধিকারী ঈশ্বরাভিমানী ইন্দ্রের গর্ব্ব খর্ব্ব করিবার জন্য ইন্দ্রযাগার্থ সংগৃহীত দ্রব্যসমূহ দ্বারা গোপগণকে দিয়া গিরিরাজ গোবর্দ্ধন ও ব্রাহ্মণগণের পূজা করাইলেন এবং গোসমূহকে তৃণ প্রদানপূর্ব্বক অগ্রবর্ত্তী করিয়া গোবর্দ্ধন প্রদক্ষিণ করিলেন। তৎকালে শ্রীকৃষ্ণ গোপগণের বিশ্বাসজনক বৃহৎশরীর-বিশিষ্ট অন্যপ্রকার রূপ ধারণপূর্ব্বক 'আমিই শৈল' এই বলিতে বলিতে গোপ-গোপীগণ-প্রদত্ত নৈবেদ্য-সম্ভার ভক্ষণ করিতে লাগিলেন এবং গোপদিগকে জানাইলেন যে, এতকাল তাঁহারা ইন্দ্র পূজা করিয়া আসিতেছেন, কিন্তু ইন্দ্র কখনও তাঁহাদের প্রত্যক্ষ হয় নাই। আর গোবর্দ্ধন স্বয়ং প্রত্যক্ষ হইয়া তাঁহাদের প্রদত্ত নৈবেদ্য ভক্ষণ করিয়াছেন। অতঃপর শ্রীকৃষ্ণ গোপ-গোপীগণ-সহ নিজেকেই নিজে প্রণাম করিয়া সকলকে গোবর্দ্ধনের শরণাপত্তি শিক্ষা দিলেন।

শ্রীকৃষ্ণের লীলার পর কৃষ্ণ কার্য্যে মর্ত্ত্যবুদ্ধিকারী ঈশ্বরাভিমানী ইন্দ্র তাঁহার পূজা নষ্ট হইল জানিয়া কৃষ্ণপরায়ণ গোপগণের প্রতি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন এবং অবিশ্রান্ত বারিবর্ষণ-দ্বারা নন্দগোকুল প্লাবিত করিতে লাগিলেন। ব্রজবাসিগণ তখন নিরুপায় হইয়া শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ দেখিলেন, "ইন্দ্র মূঢ়তা-বশতঃ ঐশ্বর্য্যরূপ তমোগুণান্বিত হইয়াছে। সত্ত্বগুণশালী দেবগণের পক্ষে এরূপ ঈশ্বরাভিমান সঙ্গত নহে। ইহাদের অহঙ্কার চূর্ণ করিতে হইবে।" এখন তিনি গোকুলবাসিগণকে নির্ভয় দিয়া একহস্তে গোবর্দ্ধন পর্ব্বতকে ঊর্দ্ধে ধারণ পূর্ব্বক সমস্ত ব্রজবাসিগণকে গোধনাদি-সহিত তন্নিম্নে নিশ্চিন্ত মনে আশ্রয় গ্রহণ করিতে বলিলেন। শ্রীনন্দনন্দন সপ্তাহকাল বিন্দুমাত্রও বিচলিত না হইয়া এইরূপে 'গিরিধারণ' করিয়া রহিলেন। ইন্দ্র কৃষ্ণের সেই স্বাভাবিক শক্তি-দর্শনে স্তম্ভিত ও লজ্জিত হইয়া বর্ষণ-বিরত হইলেন। অতঃপর আকাশ মেঘনির্ম্মুক্ত দেখিয়া ব্রজবাসিগণ পর্ব্বত-নিম্ন হইতে বাহির্গত হইলে কৃষ্ণ গিরিরাজকে পুনরায় যথাস্থানে রক্ষা করিলেন।

দ্বাপরযুগের এই গিরিরাজ গোবর্দ্ধন-পূজা অদ্যাপি কর্ম্মকাণ্ড নিরাস করিয়া বৈষ্ণবসমাজে প্রচলিত হইয়া আসিতেছেন। সর্ব্বযজ্ঞেশ্বরেশ্বর কৃষ্ণপূজা হইলেই দেব ঋষি-ভূত আপ্ত-নৃ-পিতৃ—সকলেরই পূজা হইয়া থাকে। কৃষ্ণ হইতে স্বতন্ত্রভাবে দেব পিতৃ পূজা করিতে গেলেই কর্ম্মবাদী হইয়া পুনঃ পুনঃ সংসারে গতাগতি লাভ করিতে হয়। গিরিরাজ গোবর্দ্ধন আশ্রয়-কৃষ্ণচন্দ্র কার্ষ্ণ বস্তু; কার্ষ্ণ বস্তুর সম্যগারাধনা হইতে কৃষ্ণবস্তু সুলভ হন বলিয়া কৃষ্ণারাধনা হইতেও কার্ষ্ণের আরাধনা আরও শ্রেষ্ঠ বলিয়া শাস্ত্রে স্বয়ং কৃষ্ণই বলিয়াছেন—"মদ্ভক্তপূজাভ্যধিকা।" গিরিরাজ গোবর্দ্ধন রামকৃষ্ণের বিহারস্থলী, তাঁহাদের ইন্দ্রিয়তর্পণ বিধানকারী বলিয়া তাঁহাদের পরম প্রীতির বস্তু। গোবর্দ্ধনের কৃপা ব্যতীত শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের সাক্ষাৎ সেবালাভের কোন উপায়ই নাই। তাই গোবর্দ্ধন সর্ব্বস্ব রাধাকুণ্ডতটবাসী [illegible]। বৈরাগ্যের মূর্ত্তিমান্ বিগ্রহ শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভু তাঁহার মনঃশিক্ষোপদেশকে বলিয়াছেন—

"সমং শ্রীরূপেণ স্মর-বিবশ-রাধাগিরিভৃতো-
র্ব্রজে সাক্ষাৎ সেবালভন-বিধয়ে
তদ্গণযুজোঃ।
তদিজ্যাখ্যাধ্যানশ্রবণনতি পঞ্চামৃতমিদং
ধয়ন্নীত্যা গোবর্দ্ধনমনুদিনং ত্বং ভজ মনঃ॥"

অর্থাৎ হে মন, তুমি নিজ প্রভু শ্রীরূপের সহিত গোষ্ঠে ললিতাদি ও সুবলাদি নিজ গণযুক্ত কন্দর্পবিবশ শ্রীরাধাকৃষ্ণের সাক্ষাৎ সেবাপ্রাপ্তি বিধানের জন্য প্রতিদিন নীতি অর্থাৎ ভজনপারিপাটী সহকারে শ্রীগোবর্দ্ধনের পূজা, নাম, ধ্যান, শ্রবণ ও নমস্কাররূপ পঞ্চামৃত পান করিয়া সর্ব্বদা গোবর্দ্ধনকে ভজনা কর।

গৌর-নিজজন রূপানুগবর শ্রীবিষ্ণুপাদ ঠাকুর ভক্তিবিনোদও গাহিয়াছেন—

রাধাকুণ্ডতট কুঞ্জকুটীর।
গোবর্দ্ধন পর্ব্বত, যামুনতীর
কুসুমসরোবর, মানসগঙ্গা।
কলিন্দনন্দিনী বিপুল-তরঙ্গ॥
বংশীবট গোকুল ধীরসমীর।
বৃন্দাবন তরু লতিকা বানীর॥
খগমৃগকুল, মলয় বাতাস।
ময়ূর, ভ্রমর, মুরলী বিলাস॥
বেণু, শৃঙ্গ, পদচিহ্ন, মেঘমালা।
বসন্ত, শশাঙ্ক, শঙ্খ, করতালা॥
যুগলবিলাসে অনুকূল জানি
লীলা-বিলাস উদ্দীপক মানি॥
এ সব ছোড়ত কাঁহি নাহি যাঁউ।
এ সব ছোড়ত পরাণ হারাঁউ॥
ভকতিবিনোদ কহে শুন কান
তুয়া উদ্দীপক হামারা পরাণ॥

সুতরাং গিরিরাজ গোবর্দ্ধন শ্রীশ্রীগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর লীলা বিলাস উদ্দীপক বলিয়া ভক্তগণের প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম সেবা-বস্তু। শ্রীমন্মহাপ্রভু নিখিল ব্রজভজন-গুরু রঘুনাথদাস গোস্বামী প্রভুকে পরম প্রেমভরে স্বকীয় গিরিধারী-বিগ্রহ ও গান্ধর্ব্বিকারূপিণী গুঞ্জামালা দিয়াছিলেন—

এত বলি' তাঁ'রে পুনঃ প্রসাদ করিলা।
'গোবর্দ্ধনের শিলা', গুঞ্জামালা, তাঁ'রে দিলা॥
—চৈঃ চঃ অ ।২৮৭

শ্রীশঙ্করানন্দ সরস্বতীপাদ বৃন্দাবন হইতে আনিয়া ঐ শিলা মালা মহাপ্রভুকে দেন। শ্রীমহাপ্রভু সাক্ষাৎ গান্ধর্ব্বা গিরি-ধর-জ্ঞানে তিন বৎসর যাবৎ সেই শিলা

[illegible] শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভুকে তাহা দিয়া তাঁহার [illegible] ও [illegible] বলিয়া দিলেন—

"প্রভু কহে, এই শিলা কৃষ্ণের বিগ্রহ
ইঁহার সেবা কর তুমি করিয়া আগ্রহ ॥
এই শিলার কর তুমি সাত্ত্বিক পূজন।
অচিরাৎ পাবে তুমি কৃষ্ণপ্রেমধন ॥
এক কুঁজা জল আর তুলসীমঞ্জরী।
সাত্ত্বিক সেবা এই শুদ্ধভাবে করি ॥
দুই দিকে দুই পত্র মধ্যে কোমল মঞ্জরী।
এই মত অষ্ট মঞ্জরী দিবে শ্রদ্ধা করি॥"

মহাপ্রভুর স্বহস্তদত্ত শিলা মালা পাইয়া রঘুনাথ কি করিলেন?

আনন্দে রঘুনাথ সেবা করিতে লাগিলা।
এক বিতস্তি দুই বস্ত্র পিঁড়া এক খানি।
স্বরূপ দিলেন কুঁজা আনিবারে পানি॥
এই মত রঘুনাথ করেন পূজন।
**পূজা-কালে দেখে শিলায়
'ব্রজেন্দ্রনন্দন।'**
প্রভুর স্বহস্ত দত্ত গোবর্দ্ধন শিলা।
এত চিন্তি রঘুনাথ প্রেমে ভাসি গেলা॥

কোন কোন কল্পিত আত্মীয় ব্রাহ্মণ-ব্রুব ও গোস্বামী নামধারী ব্রাহ্মণ-সন্তান শ্রীশ্রীদাস গোস্বামী প্রভুতে জাতি-সামান্য বুদ্ধি এবং গোবর্দ্ধন শিলায় প্রাকৃত শিলাদি বুদ্ধি করিয়া বলেন যে, দাসগোস্বামী প্রভু কায়স্থ-কুলোদ্ভূত, তিনি শৌক্র ব্রাহ্মণ না হওয়ায় বা সাবিত্র সংস্কার গ্রহণ না করিয়া তাঁহার দৈক্ষ ব্রাহ্মণতা লাভ হয় নাই, অতএব তাঁহার শালগ্রাম শিলা স্পর্শাধিকার না থাকায় মহাপ্রভু তাঁহাকে শালগ্রাম শিলা হইতে নিম্নস্তর গোবর্দ্ধন শিলা-স্পর্শাধিকার দিয়াছিলেন। অহো! কি ভয়ঙ্কর পাষণ্ডতা! ইহা অপেক্ষা ভয়ঙ্কর বৈষ্ণবাপরাধ আর কি হইতে পারে! অনন্ত নরক-পুরের যাত্রী হইবার সহজ সুগম পথ ইহা অপেক্ষা আর কি আবিষ্কৃত হইতে পারিয়াছে?

গিরিরাজ গোবর্দ্ধন এবং দাসগোস্বামি-প্রভু-প্রমুখ তাঁহার নিজজনগণ আমাদিগকে এরূপ কৃপা করুন, যেন আমরা শ্রীকৃষ্ণ বৈষ্ণবে জাতি-বুদ্ধি এবং সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন-স্বরূপ গোবর্দ্ধন শিলায় শিলাবুদ্ধি রূপ নারকীগণের দৃষ্টিপথ হইতে বহু দূরে অবস্থান পূর্ব্বক গোবর্দ্ধন গিরিরাজ ও তাঁহার প্রিয় সেবকগণের কৃপা-কটাক্ষ লাভ করিয়া গোবর্দ্ধন পূজার যথার্থ তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি।

শ্রীশ্রীঅন্নকূট মহোৎসব

দ্বাপরযুগে ব্রজবাসী গোপগোপীগণ শ্রীগোবর্দ্ধন-গিরিবরের সম্মুখে [illegible] অন্নব্যঞ্জনাদি নৈবেদ্য [illegible] করিয়াছিলেন, কলিযুগে শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীপাদ সেই গোবর্দ্ধন-পর্ব্বতোপরি শ্রীগোবর্দ্ধনধারী গোপাল বিগ্রহ প্রকট উপলক্ষে অন্নকূট-মহোৎসবের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, তদবধি শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়-বৈষ্ণবসমাজে অন্নকূট মহোৎসব প্রচলিত। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্য ৪র্থ অধ্যায়ে শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীপাদের অনুষ্ঠিত এই মহোৎসবের বিষয় বর্ণিত আছে। তাহার সংক্ষেপ বিবরণ এই—

শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীপাদ পূর্ব্বে বৃন্দাবনে গিয়া রাত্রিকালে গোবর্দ্ধন পর্ব্বতোপরি 'বনমধ্যে গোপাল আছেন' এই স্বপ্ন দর্শন করেন। সেই স্বপ্ন দেখিয়া পরদিন প্রাতে গোবর্দ্ধনবাসী গ্রামবাসিগণকে লইয়া বন হইতে শ্রীগোপালদেবকে বাহির করত পর্ব্বতোপরি স্থাপন করেন এবং মহাসমারোহে গোপালদেবের পূজা ও অন্নকূট মহোৎসব করেন। গোপাল নিজেই পুরীপাদকে তাঁহার [illegible] পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন—

শ্রীগোপাল নাম মোর, গোবর্দ্ধনধারী
বজ্রের স্থাপিত, আমি ইঁহা অধিকারী॥

[* শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র অনিরুদ্ধের পুত্র বজ্র মহারাজকে [illegible] দ্বারকা হইতে আনিয়া মথুরার রাজা করিয়াছিলেন।]

অবতার-প্রসঙ্গ

ও মহাশয়! আপনি যার [illegible] নাম জপ করিতেছেন? কাহাকে [illegible] এক মহাপুরুষ একমাত্র জপ্য এবং কীর্ত্তনীয়, তাহা কি শাস্ত্রে? এ নূতন নাম কোথা হইতে পেলেন? আমরা ত চিরকাল দেখে আসছি, বৈষ্ণবগণ 'হরে-কৃষ্ণ' মহামন্ত্র মাল্যে জপ করেন এবং তাহার অনেক উপদেশ করেন, আর যাঁহারা আপনাদিগকে বৈষ্ণব বলে অভিমান করেন না, তাঁহারা নিজ নিজ অধিকারানুসারে রাজসিক ও তামসিক শ্লোক নাম ও মন্ত্রাদি জপ করিয়া থাকেন। আপনি এ শাস্ত্র ছাড়া নাম কোথা থেকে সংগ্রহ করলেন? যাহা বেদে নাই, উপনিষদে নাই, শাস্ত্রে নাই, স্মৃতিতে নাই তাহা আপনি বিশ্বাস ক'রলেন কেমন ক'রে? ধন্য আপনার বিশ্বাস!

একটি নির্জ্জন গৃহে বসিয়া দুইটি যুবক এইরূপ কথাবার্ত্তা বলিতেছেন, এমন সময় আর একটী যুবক সেই গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তিনি বাহিরে থাকিয়া প্রথম যুবকের পূর্ব্বোক্ত সকলই শুনিয়াছিলেন, সুতরাং তিনি কোন কথা না বলিয়া প্রথম যুবকের কথার যথাযথ উত্তর দিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। তিনি প্রথমেই বলিয়া উঠিলেন— আপনি জানেন, কিছুদিন পূর্ব্বে আমাদের দেশে এক মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহার অনুগত শিষ্যগণ তাঁহাকে স্বয়ং ভগবান বলিয়া জানিয়াছিলেন এবং সেই অনুসারে তাঁহারা তাঁহার (মহাপুরুষের) নাম মন্ত্র জপ করিয়া থাকেন। সেইরূপ অল্পদিন পূর্ব্বে বাঁকুড়া জেলায় এক মহাপুরুষের আবির্ভাব হইয়াছিল, তিনিও তাঁহার শিষ্যগণের নিকট ভগবান্ বলিয়া পূজিত হইয়া আসিতেছেন। চৈতন্যের শিষ্যগণের ন্যায় ইহার শিষ্যগণ উক্ত মহাপুরুষের নাম মন্ত্র জপ করিয়া থাকেন।

শাস্ত্র আলোচনা করিলে জানা যায়, সত্যযুগে মৎস্য, বরাহ, হংস ও নৃসিংহদেব অবতীর্ণ হইয়া জীবগণকে রক্ষা করিয়াছিলেন, ত্রেতায় রাম, পরশুরাম এবং কলি [illegible] শ্রীবামনরূপ প্রকটিত করিয়া জীবের অশেষ কল্যাণ বিধান করিয়াছিলেন। দ্বাপরে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র বলদেবের সহিত অবতীর্ণ হইয়া বেদের নিগূঢ়তত্ত্ব নিজ ভক্তগণের গোচরীভূত করাইয়াছিলেন। কলিতে প্রচ্ছন্নাবতার ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেব প্রচ্ছন্ন হইলেও তাঁহার কথা শ্রীমদ্ভাগবত, মহাভারত, শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্, জৈমিনীভারত, উর্দ্ধ্বাম্নায়-তন্ত্র, অনন্ত সংহিতা প্রভৃতি গ্রন্থে সুস্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে; শ্রীচৈতন্যদেবের উপদেশ এবং বিচার সকলশাস্ত্র-সম্মত। শাস্ত্রের সহিত তাঁহার উপদেশ বাক্যাদির অনুশীলন করিলে প্রত্যেক ব্যক্তি তাঁহাকে স্বয়ং ভগবান বলিতে বাধ্য হইবেন। শাস্ত্রের এরূপ বিচার ইহার পূর্ব্বে আর কোনও মনীষিবৃন্দই প্রদর্শন করিতে সমর্থ হন নাই।

আপনারা যে ভণ্ড-প্রবর্ত্তী বিশ্বাস দেখিয়া যাকে তাকে 'অবতার' 'অবতার' বলিয়া মানিয়া লইতেছেন, তাহাতে জগতের কিরূপ অনিষ্টসাধিত হইতেছে, তাহা কি একবার ভাবিয়া দেখিয়াছেন? আচ্ছা, বলুন দেখি, আপনারা যাঁহাকে ভগবানের অবতার বলিয়া মানিয়া লইতেছেন তাঁহার উপদেশগুলি কি শাস্ত্র-সম্মত? চৈতন্যদেবের উপদেশ ও তাঁহার উপদেশ কি এক?

শ্রীমন্মহাপ্রভু যেরূপ নাম-প্রেম জগতে প্রচার করিয়াছেন, আমাদের প্রভুও সেইরূপ নাম-সংকীর্ত্তনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব স্থাপন করিয়াছেন, তাঁহার উপদেশ— সদাই হরিনামে মত্ত থাক, শয়নে স্বপনে সদাই নামে ডুবিয়া থাক, ইষ্টমন্ত্র যাহাই হউক, নাম লইবার সময় সমুদায় রাধা-কৃষ্ণনাম লইবে, সবই এক, নামমাত্র প্রভেদ। আবার নাম গ্রহণের প্রক্রিয়াও তিনি উপদেশ করিয়াছেন, টাকা থাকলে যেমন ইচ্ছামাত্রেই অভিলষিত দ্রব্য কিনতে পাওয়া যায়, সেইরূপ নাম সংগ্রহ ক'রে রাখতে রাখতে যখনই কৃষ্ণ কিনিবার লোভ হবে, তখনই কিনতে পারা যায়। তবে ধন সংগ্রহ ক'রতে হ'লে যেমন প্রথমতঃ কষ্ট করতে হয়, কৃপণ হ'তে হয়, তেমনি নাম সংগ্রহ করতে হ'লে প্রথমতঃ সংযম এবং গোপন করতে হয়। এই জন্য নাম সাবধানে ও গোপনে করতে শাস্ত্র বার বার ব'লে গেছে। তাঁহার আর কয়েকটী প্রধান ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপদেশ আছে, যাহা শ্রীমন্মহাপ্রভুও প্রচার করিয়া যান নাই, তাহা বলিতেছি শ্রবণ করুন। মাতাকে রক্তমাংসের শরীর-ধারী ব্রহ্ম মনে করা সকলেরই কর্ত্তব্য। যে মা এই শরীর ধারণ, প্রসব, পালন ও পুষ্টি করিয়াছেন, তাঁহাকে সাক্ষাৎ ঈশ্বর মনে করবে না ত আর ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব কিসের? স্ত্রীকে ভোগের সামগ্রী মনে করিয়া কিম্বা সংসারের সাহায্যকারিণী মনে করিয়া প্রতারিত হইবে না। তিনি কৃষ্ণ-প্রেম-প্রদাত্রী। কন্যাকে কন্যা মনে করিয়া ক্ষুদ্র জ্ঞান করিও না, সকলেই এক জানিবে। এখন বিচার করিয়া দেখুন দেখি, আমাদের প্রভুর উপদেশ কত উচ্চ, কত মধুর।

আমি আপনার প্রভুর উপদেশ শুনিয়া আর হাস্য সংবরণ করিতে পারিতেছি না, কোন মনুষ্যই এরূপ পাগলামী করিতে পারে না, ইহাতেই কি আপনারা তাঁহাকে অবতার বলিয়া মানিয়া লইতে বাধ্য হইয়াছেন? যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে ঠিকই করিয়াছেন। শাস্ত্রসমূহ যে স্ত্রীসঙ্গকে নরকের দ্বারস্বরূপ বলিয়া গর্হণ করিয়াছেন, স্বয়ং ভগবান গৌরসুন্দর দৃষ্টির কোণেও যে স্ত্রী দর্শন করেন নাই, আপনাদের প্রভুর মতে সেই স্ত্রী হচ্ছেন কৃষ্ণ-প্রেম-দাত্রী, মাতা রক্ত মাংসের শরীর ধারণকারী ব্রহ্ম, এরূপ কথা কি কোন শাস্ত্রে আছে, না [illegible] ধর্ম্মপ্রচারক এরূপ অশাস্ত্র প্রচার করিয়া গিয়াছেন? কন্যা, স্ত্রী— সবই এক— এ সকল কথা কামোদ্দীপক নয় ত আর কি? নাম গোপনে সাধন করতে হয়, ইহা কোন্ শাস্ত্রের অভিমত?

স্বয়ং ভগবান্ হংসরূপে ব্রহ্মাকে যে তত্ত্বোপদেশ করিয়াছিলেন, তাহাই অবিসংবাদিত সত্য। ব্রহ্মার কৃপায় দেবর্ষি নারদ তাহা লাভ করেন এবং নারদের কৃপায় ব্যাসদেব তাহা প্রাপ্ত হইয়া শাস্ত্রাকারে লিপিবদ্ধ করেন। ব্যাসদেব হইতেই গুরুপরম্পরাক্রমে অবিসংবাদিত সত্য জগতে ব্যাপ্ত হইয়াছে, ব্যাসদেব হচ্ছেন মূল আচার্য্য। তাঁহার মর্য্যাদা স্থাপন-জন্য স্বয়ং ভগবান্ গৌরহরি ব্যাসপূজা প্রবর্ত্তন করিয়া ব্যাসগুরুর সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব শিক্ষা

দিয়া গিয়াছেন। ব্যাসদেবই সকল সৎ-সম্প্রদায়ের মূলগুরু, ব্যাসানুগত আচার্য্যগণ আমাদের একমাত্র আশ্রয়ণীয় হওয়া উচিত, নতুবা ঠকিতে হইবে। ব্যাসের বাক্য এবং সদ্গুরুরবাক্যে কখনও ভেদ লক্ষিত হয় না। সাধুবাক্য, শাস্ত্রবাক্য এবং গুরুবাক্য এই তিনে ঐক্য করিয়া না লইলে, যে কোন ব্যক্তির মনগড়া যা তা মতে মত দিলে কোন কালেই মঙ্গলোদয় হয় না। আজকাল যেরূপ অবতারবাদের ছড়াছড়ি, তাহাতে ব্যাসদেব ও বেদানুগত আচার্য্যগণের শ্রীচরণ একান্তভাবে আশ্রয় না করিলেই বিপদ। ব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবন আধুনিক অবতারদিগের সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, একটু মন দিয়া শুনুন—

"উদর ভরণ লাগি পাপিষ্ঠ সকলে।
রঘুনাথ করি আপনারে কেহো বলে॥
কোন পাপী সব ছাড়ি কৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তন।
আপনারে গাওয়ায় কত বা ভুক্তগণ॥
রাঢ়ে আর এক মহাব্রহ্মদৈত্য আছে।
অন্তরে রাক্ষস, বিপ্রকাচ মাত্র কাছে॥
সে পাপিষ্ঠ আপনারে বোলায়ে গোপাল।
অতএব তারে সবে বোলেন শিয়াল॥
শ্রীচৈতন্য চন্দ্র বিনে অন্যেরে ঈশ্বর।
যে অধমে বোলে সেই ছার শোচ্যতর॥"

(চৈঃ ভাঃ মঃ ১৪শ

শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনের জয়

"পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তনম্।"

(শ্রীপাদ ভববন্ধচ্ছিদ্ দাসাধিকারী বি, এ)

যশোহর জেলায় বেনাপোল নামক গ্রাম-প্রান্তস্থ নির্জ্জনকুটীরে পরম বিরক্ত বৈষ্ণব ঠাকুর নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুর বাস করিয়া সমস্ত দিনব্যাপী শ্রীহরিনাম কীর্ত্তন করিতেন। প্রতি মাসে কোটী সংখ্যক শ্রীনাম গ্রহণ তাঁহার নিয়মিত ছিল। শ্রীল ঠাকুরের দেবোপম আকৃতি ও অত্যুজ্জ্বল চরিত্র দর্শনে তত্রত্য অধিবাসিবৃন্দ স্বতঃই ঠাকুরের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া ঠাকুরকে শ্রদ্ধাভক্তি করিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু সেই স্থানের শাসক রামচন্দ্রখান অত্যন্ত বৈষ্ণব-বিরোধী ছিলেন। তিনি ঠাকুরের প্রতি স্থানীয় লোকসমূহের শ্রদ্ধা-ভক্তির কথা অবগত হইয়া শ্রীল ঠাকুর হরিদাসের প্রতি অমানুষিক অত্যাচারের ব্যবস্থা করেন। কোন এক পরমাসুন্দরী কামিনীকে তাঁহার নিকট প্রেরণ করিয়া ঠাকুরের সমাধি ভঙ্গ করিতে ও লোকচক্ষে তাঁহাকে হেয় প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টিত হইলেন। অর্থলোভে বশীভূতা হইয়া একটী অপ্সরা তুল্যা রমণী ঐ কার্য্যে স্বীকৃত হইল ও তিন দিবস মধ্যে ঠাকুরকে পাতিত করিবে বলিয়া রামচন্দ্রখানের নিকট প্রতিশ্রুত হইল। রামচন্দ্রখান ঠাকুরকে ধরিয়া লইয়া আসিবার জন্য যুবতীর সঙ্গে প্রহরী দিতে চাহিলে যুবতী বলিল আগে গিয়া ঠাকুরকে বশীভূত করিব, পরে আগামী কল্য প্রহরী লইয়া গিয়া ধরিয়া আনিব। রামচন্দ্রখান যুবতীর এই বাক্যে অত্যন্ত আনন্দ অনুভব করিলেন।

যুবতী রূপের ডালি লইয়া হৃষ্ট মনে ঠাকুরের নির্জ্জন কুটীর দ্বারে উপস্থিত হইয়া শ্রীতুলসীদেবীকে ও ঠাকুরকে দণ্ডবৎ করিয়া স্বীয় কোমল কণ্ঠে নানাপ্রকার হাবভাবসহ ঠাকুরের নিকট স্বীয় কুৎসিত অভিলাষ জ্ঞাপন করিল। তখন ঠাকুর আশ্বাসিত স্বীয় কণ্ঠে যুবতীকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলেন "আমার সংখ্যা-নাম পূর্ণ না হওয়া পর্য্যন্ত তুমি বসিয়া শ্রীনাম শ্রবণ কর, আমার নাম কীর্ত্তন সমাপ্ত হইলে তোমার অভিলাষ পূর্ণ করিব।" ঠাকুরের এরূপ বাক্যে যুবতী আশ্বস্ত হইয়া বসিল। শ্রীল ঠাকুর নাম-কীর্ত্তন করিতে করিতে রাত্রি কাটাইয়া দিলেন। প্রাতঃকালে যুবতী ভাবিল অদ্য রাত্রিতে ঠাকুর আমাকে নিশ্চয় অঙ্গীকার করিবেন। ইহাতে আমার সংশয় নাই। রামচন্দ্রখানকেও এইরূপ অবগত করাইল। দ্বিতীয় রাত্রিতে যুবতী রামচন্দ্রখানের নিকট হইতে প্রচুর পুরস্কার লাভ করিব এই আশায় আনন্দিত চিত্তে ঠাকুরের নির্জ্জন কুটীর-প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইল। ঠাকুর যুবতীকে দেখিয়া অতি বিনীত-কণ্ঠে বলিলেন "গত কল্য তোমার অভিলাষ পূর্ণ করিতে পারি নাই, দুঃখিত হইও না ও অপরাধ লইও না। অদ্য তোমার অভিলাষ পূর্ণ করিব। এখন আমার শ্রীনাম-সংখ্যা পূর্ণ না হওয়া পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়া শ্রবণ কর।" তুলসী-দেবীকে প্রণাম করতঃ যুবতী দ্বারদেশে উপবেশন করিয়া শ্রীনাম শ্রবণ করিতে লাগিল। শ্রীনাম শ্রবণ করিতে করিতে একবার হরি-হরি বলিয়া উঠিল এবং রাত্রি শেষ হয় দেখিয়া যুবতী চঞ্চল হইয়া উঠিল। শ্রীল ঠাকুর যুবতীর চাঞ্চল্য লক্ষ্য করিয়া কহিলেন "কোটী সংখ্যক শ্রীহরিনাম-গ্রহণ-দীক্ষা প্রতি মাসে সমাপ্ত করি; এ মাস-যজ্ঞ প্রায় শেষ আসিল, অদ্য সম্পূর্ণ হইবে এরূপ ধারণা ছিল; কিন্তু সমস্ত রাত্রি কীর্ত্তন করিয়াও শেষ হইল না। আগামী কল্য নাম-যজ্ঞ নিশ্চয়ই শেষ হইবে, সুতরাং তোমার বাসনা স্বচ্ছন্দে পূর্ণ করিব।" যুবতী প্রস্থান করিয়া রামচন্দ্রখানকে যথাযথ ঘটনা জানাইল। তৃতীয় রাত্রে যুবতী ঠাকুরের কুটীর দ্বারে উপস্থিত হইয়া শ্রীতুলসী দেবীকে ও ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া দ্বারে উপবেশন পূর্ব্বক ঠাকুরের সংখ্যা নাম শ্রবণে হরি হরি বলিতে লাগিল। ঠাকুর বলিলেন অদ্য সংখ্যা নাম পূর্ণ হইলে তোমার অভিলাষ পূর্ণ হইবে। ঠাকুর শ্রীনাম সঙ্কীর্ত্তনে সমস্ত রাত্রি অতিবাহিত করিয়া দিলেন। তাহা যুবতীর এই চেষ্টা, এত কৃতকার্য্য, এত বাগ্জাল, অঙ্গভঙ্গী সমস্তই ব্যর্থ হইল। কেবল সাধু-সঙ্গ-প্রভাবে যুবতীর অসৎ প্রবৃত্তি সমূলে নষ্ট হইয়া চিত্ত সংশোধিত হইল। তখন বৈষ্ণব ঠাকুরের চরণ-প্রান্তে লুটাইয়া পড়িয়া সমস্ত ঘটনা আনুপূর্ব্বিক বিবৃত করিল ও কাতর কণ্ঠে বলিল—প্রভো! রূপ ও ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত হইয়া অনেক পাপসঞ্চয় করিয়াছি। রামচন্দ্র খানের অর্থাশায় প্রলুব্ধ হইয়া আপনাকে বিপথগামী করিবার জন্য প্রয়াস করিয়া সাধুর চরণে অপরাধ সঞ্চয় করিয়াছি। এক্ষণে আমার দুষ্ট-প্রবৃত্তি পাপ-পথে পুনঃ জীবন যাপন করিবার বাসনা নাই; আপনি কৃপাপূর্ব্বক আমাকে উদ্ধার করুন।

আমাদের পরম দয়াল নামাচার্য্য হরিদাস ঠাকুর সেই অনুতপ্ত-চিত্তা যুবতীকে কৃপা করিয়া বলিলেন "রামচন্দ্র খানের বিষয় সমস্তই জানি, সে অজ্ঞ মূর্খ, তাহার ব্যবহারে আমার দুঃখ নাই। তিন দিবস পূর্ব্বেই এ স্থান ত্যাগ করিতাম, কিন্তু তোমার মঙ্গলের জন্য তিন দিবস এখানে রহিলাম। এক্ষণে তোমার সমস্ত বিষয়-বিত্ত ব্রাহ্মণকে দান করিয়া এই কুটীরে আসিয়া বাস কর ও সর্ব্বক্ষণ শ্রীহরিনাম গ্রহণ কর এবং শ্রীতুলসী দেবীর সেবা কর, তাহা হইলে কৃষ্ণ তোমার মঙ্গল করিবেন।"

এরূপ উপদেশ করিয়া ঠাকুর হরিদাস হরি হরি বলিতে বলিতে দিঙ্মণ্ডল পূর্ণ করিয়া অন্যত্র প্রস্থান করিলেন। যুবতী তাহার সঞ্চিত সমুদায় ধন-সম্পত্তি ব্রাহ্মণকে বিতরণ করিয়া অঙ্গে মাত্র একখানি বস্ত্র পরিধান করিয়া মুণ্ডিত মস্তক হইয়া কোন দিন উপবাসে, কোন দিন শাকান্ন ভোজনে দিবা-রাত্র তিন লক্ষ শ্রীহরিনাম কীর্ত্তন করিয়া দীন যাপন আরম্ভ করিলেন। এইরূপ ভাবে শ্রীহরিনাম কীর্ত্তন-প্রভাবে যুবতীর চিত্তবৃত্তি বিশুদ্ধ হইল; তিনি পরম বৈষ্ণবী হইলেন। যুবতীর এতাদৃশ পরিবর্ত্তনে লোকেরা বিস্মিত হইল। শ্রীল ঠাকুরের অতুলনীয় চরিত্রের গুণকীর্ত্তন করিতে করিতে ঠাকুরের প্রতি সকলের পূর্ব্বাপেক্ষা শ্রদ্ধার শতগুণ বৃদ্ধি হইল। সাধু-সঙ্গের কি মহাপ্রভাব! শ্রীনাম সংকীর্ত্তনের কি শ্রেষ্ঠতা! কোথায় রামচন্দ্র খানের ধনলোভে লুব্ধা বারাঙ্গনা স্ত্রী বাসনানলে আহুতি দিবার বাসনায় ঠাকুরের নিকট গিয়াছিল, কিন্তু সাধুসঙ্গফলে যুবতীর চিত্তবৃত্তি পরিবর্ত্তিত হইয়া চিরমঙ্গলের সন্ধান পাইয়া গেল। সাধু সঙ্গের কি অনির্ব্বচনীয় শক্তি! শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনের জয় হউক।

মানবের আকাঙ্ক্ষা

(পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধামোহন দাস ব্রহ্মচারী)

মানব মাত্রেরই হৃদয়ে কোন না কোন আকাঙ্ক্ষা বিদ্যমান আছে। আকাঙ্ক্ষা-বিহীন মানব জগতে নাই। যদি কেহ আপন হৃদয়ের অন্তস্তলে প্রবেশ করেন, তিনি দেখতে পাবেন, তাঁর প্রাণের আকাঙ্ক্ষাগুলো সকল সুর ভেদ করে কেঁদে উঠছে। মানব নানা কাজ ও চিন্তার মধ্যে ভুলে থাকতে চায়, কিন্তু যে মুহূর্ত্তে সে নিশ্চিন্ত হ'য়ে বসতে চেষ্টা করে, তখনি প্রাণ আকুল হ'য়ে ক্রন্দন উত্থিত হয়, কিছু ভাল লাগে না, কিছু চায় না, কিছুই পোষায় না—জীবন যেন অসার বোধ হয়। সাধুগণ ও সব সময়ে আকাঙ্ক্ষাকে দমন করে রাখতে উপদেশ দিচ্ছেন, কিন্তু মানবের এ আকাঙ্ক্ষা মানুষ কতদিনই ভুলে থাকতে চেষ্টা করবে, কিন্তু ভুলে থাকতে পারে কই? ভুলে থাকতে পারছে না বলেই ত জীবনের অশান্তি কোন দিন ঘুচ্ছে না। মানব হৃদয়ে কেন এ অতৃপ্তি—সন্ধানে অনেক সময়ে অসময়ে কত হতাশ জীবনের অন্তস্তল ভেদ করে উঠে। যিনি মানব প্রাণের মাঝে এ অতৃপ্তির আগুন জ্বেলে দিয়েছেন, তিনিই শুধু এ রহস্য মীমাংসা করতে পারেন। তিনি আমাদের এই অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষাগুলো দিয়ে আমাদিগকে সত্য বস্তুর পশ্চাতে ধাবিত করেছেন এবং ইহার তৃপ্তির জন্য অনন্ত জীবনের পথ আমাদের সম্মুখে প্রকাশিত করিয়ে দিচ্ছেন।

মানব-প্রাণের বহুবিধ আকাঙ্ক্ষা একটি নহে, ইহা অনন্ত মূর্ত্তিতে অনন্ত ভাব ধারণ করে নদীর অবিরত স্রোতের ন্যায় মানব হৃদয়ে প্রবাহিত হচ্ছে এবং ইহার কোনটিকেই অগ্রাহ্য করা যায় না। কিন্তু সমস্ত গুলোর মধ্যেই আমরা একটা দিক দেখতে পাই—ইহা কোন বস্তুকে প্রাপ্ত না হ'লে তৃপ্ত হয় না এবং প্রত্যেকে অনন্ত-আশ্রয়-প্রয়াসী। শুধু মানব-জীবনে অনন্ত, সীমা এবং সাধনে তৃপ্তির শেষ নাই, সেই খানেই তৃপ্ত;—মানবজীবনের রহস্যই এই। এ রহস্য ক্ষুদ্র মনুষ্যের অনুধাবন করবার ক্ষমতা নেই। মানব নিজ নূতন নানা ক্ষুদ্র বস্তু দ্বারা আকাঙ্ক্ষাকে নিবৃত্ত ও শান্ত করতে চায়, কিন্তু ইহা যে, কখনও শান্ত ও নিবৃত্ত হ'বার নহে, সকল তৃপ্তির চেষ্টা ব্যর্থ করে দিয়ে প্রাণ শূন্যই থেকে যায়। আমাদের আলোচ্য প্রবন্ধে আমরা আজ সংক্ষেপে এরূপ কয়েকটী আকাঙ্ক্ষার বিষয় আলোচনা করিব।

পর-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

সম্প্রতি পর-বিদ্যাপীঠে নিম্নলিখিত শিক্ষণীয় বিষয়নিচয়ের অধ্যাপকের আসন-সমূহ সংস্থাপিত হইয়াছে—বিদ্যার্থিগণ আবেদন করুন।

১। সাহিত্যাসন, ২। ঐতিহ্যাসন,
৩। সম্প্রদায়বৈভবাসন, ৪। ভক্তিশাস্ত্রাসন,
৫। তত্ত্বশাস্ত্রাসন, ৬। বেদান্তাসন,
৭। [illegible]

শ্রী[illegible] রায় বি, এ, কাব্যতীর্থ, বিদ্যাসাগর,
[illegible]—পরবিদ্যাপীঠ, শ্রীধাম মায়াপুর।

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

শ্রী[illegible] খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবত

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৪০, চল্লিশ টাকা।

২৭২৪ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে,

সপ্তচত্বারিংশ খণ্ডে সূচী ছাপা হইতেছে।

[illegible] খণ্ড গ্রন্থ নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে [illegible] সাধারণ পক্ষে [illegible]। প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে [illegible], গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে [illegible]

দশম স্কন্ধ ছাপা হইতেছে। দশম স্কন্ধের ভিক্ষা ১২, অগ্রিম সাহায্যদাতা পক্ষে ৮৲।

[illegible] ছাপা হইয়াছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

"শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত"

সম্পূর্ণ ছাপা শেষ হইয়াছে

আদি, মধ্য, ও অন্ত্যলীলা [illegible] ছাপা হইয়া সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে। যাঁহারা [illegible] ১০৲ টাকা ভিক্ষায় তৃতীয় সংস্করণ ৮৲ টাকায় না পাইয়া [illegible] সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের [illegible] সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। সেই ১০৲ টাকার এই [illegible] সংখ্যা পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত ৫৲ টাকা ভিক্ষায় দেওয়া হইবে। [illegible] পরে আর এ সুযোগ দেওয়া হইবে না।

[illegible]

শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত

[illegible] সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র গ্রন্থ ৮৲ স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲

নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪৷৹ টাকা

চৈতন্য মঠের যাবতীয় গ্রন্থ

কার্য্যাধ্যক্ষ, গ্রন্থ-বিভাগ, শ্রীচৈতন্য মঠ
পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া
-অথবা-
শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা
ঠিকানায় পাওয়া যাইবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য — [illegible] শ্রীচৈতন্য মঠের ঠিকানায় লিখিবেন।

উড়িয়া ভাষায় প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

যে সব উৎকলবাসী ভক্তগণ বাংলা পড়িতে জানেন না, তাঁহাদের শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর প্রচারিত পরম উপাদেয় ভক্তি-কথা জানিবার স্বর্ণ সুযোগ উপস্থিত। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে উড়িয়া-ভাষায় নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হইয়াছে। বাংলা গ্রন্থের তুলনায় উড়িয়া গ্রন্থগুলির ভিক্ষাও অপেক্ষাকৃত অল্প।

গ্রন্থের নাম	ভিক্ষা
শ্রীহরিনাম চিন্তামণি, প্রতিখণ্ড	৷৹
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	১৲
সাধন পথ (শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টক) প্রতিখণ্ড	।৹
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৷৹
কল্যাণ কল্পতরু প্রতিখণ্ড	৵৹
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	।৹
গীতাবলী প্রতিখণ্ড	৴১০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৶১৫
শরণাগতি প্রতিখণ্ড	[illegible]
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৵৫

প্রাপ্তিস্থান — শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ, কটক
এবং
শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, পুরী

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিম্নলিখিত মঠসমূহে প্রাপ্তব্য:—

১। শ্রীচৈতন্য মঠ,—পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, (নদীয়া)।
২। শ্রীমোদদ্রুমের মঠ,—[illegible], সমুদ্রগড় পোঃ, (বর্দ্ধমান)।
৩। শ্রীভাগবত আসন,—[illegible], কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৪। শ্রীগৌড়ীয় মঠ,—১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা।
৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ,—[illegible], পুরী,
৬। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ,—উড়িয়া বাজার, কটক।
৭। শ্রী[illegible] মঠ,—[illegible], বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।
৮। শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ,—[illegible] জগজ্জীবনপুরা, কাশী, ইউ, পি।
৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,—[illegible], বৃন্দাবন, মথুরা, ইউ, পি।
১০। শ্রী[illegible] মঠ—[illegible] পোঃ সীতাপুর, ইউ পি।
১১। শ্রী[illegible] গৌড়ীয় মঠ,—কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল, পাঞ্জাব।
১২। শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠ,—৯ নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।
১৩। শ্রী[illegible] মঠ,—[illegible], ঢাকা।
১৪। শ্রী[illegible],—[illegible], বাজবাঁধ পোঃ, বর্দ্ধমান।
১৫। শ্রীচৈতন্য[illegible] মঠ,—[illegible] চিরকুণ্ডা পোঃ, মানভূম।
১৬। শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয় মঠ,—আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী, উড়িষ্যা।

এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণের নিকটও নদীয়া-প্রকাশ প্রাপ্তব্য।

১। শ্রীযুক্ত জনার্দ্দন ঘোষ—[illegible] রোড, খুলনা।
২। শ্রীযুক্ত রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিরত্ন—দেওয়ানগঞ্জ, হলদিবাড়ী কুচবিহার।
৩। শ্রীযুক্ত রামরঞ্জন রায়—[illegible] নং শ্রীগোপাল মল্লিক লেন, কলিকাতা।
৪। শ্রীযুক্ত অমূল্যকুমার সরকার এস, ডি, ও, ফৈজাবাদ।
৫। মিঃ এন, ডি, মুখার্জ্জি—এম, এস, ওয়ার্কস দি মল, কানপুর।
৬। শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী জ্যোতিভূষণ—স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া।
৭। শ্রী[illegible] দাস অধিকারী, নবদ্বীপ।
৮। শ্রীবিরাজমোহন দে—মনমোহন প্রেস, নবাবপুর, ঢাকা।
৯। শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ গড়গড়ি বেড়াচাঁপা, ২৪ পরগণা।

অন্যথা না ভজে কৃষ্ণ, দুষ্ট সঙ্গ করে। পুন সেইমত মায়া পাশে ডুবি মরে।

চৈতন্যমঠের গ্রন্থাবলি

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বিরচিত

ভক্তি-গ্রন্থাবলী।

উৎকৃষ্ট, কাপড়ে বিলাতী ধরণে বাঁধাই স্বর্ণালঙ্কৃত। চতুর্থ সংস্করণ। বিস্তারিত সূচীসহ

জৈবধর্ম্ম

বাঁধাই ২৲ দুই টাকা

প্রকাশিত হইয়াছে

সনাতন ধর্ম্মশাস্ত্র বেদ, বেদান্ত, উপনিষৎ গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত, পুরাণ, তন্ত্রাদি সকল গ্রন্থ পাঠ করিবার অবসর অতি অল্প মানবের ঘটিয়া থাকে। অনেকের যোগ্যতা না থাকায় সেই সমস্ত গ্রন্থের মর্ম্ম অবগত হইতে পারেন না। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বাঙ্গালীর এই অসুবিধা দূরীভূত করিবার জন্য এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

বিদ্যালয়ের ছাত্র বা শিক্ষকগণের বিশেষ পাঠ্য, এই গ্রন্থ শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টার বাহাদুর উহা সমস্ত বিদ্যালয়ের জন্য অনুমোদন করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

প্রথম খণ্ড ভিক্ষা ১৲ একটাকা

যুক্তিপূর্ণ শাস্ত্রবাক্য দ্বারা প্রত্যেক মানবের নিত্য কর্ত্তব্য ও অনিত্য সাময়িক কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। গ্রন্থের প্রতি উক্তি সনাতন শাস্ত্রবাক্য দ্বারা সমর্থিত ও প্রমাণিত হইয়াছে। দেহের, মনের ও আত্মার ধর্ম্ম কি? স্বদেশ, সমাজ, নীতি, ধর্ম্ম কি? ইত্যাদি বিষয় কল্যাণের এরূপ সুন্দরভাবে যুক্তিসহকারে আলোচিত হইয়াছে যে, প্রথম হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত পাঠ না করিয়া নিবৃত্ত হওয়া যায় না।

শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য

ভিক্ষা ৷৵০

ঐ প্রমাণ খণ্ড ভিক্ষা ৵০

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিহার ও লীলাভূমি নয়টী দ্বীপ সমন্বিত। এই নয় দ্বীপের প্রাচীন বিবরণ প্রত্যেক দ্বীপে শ্রীমহাপ্রভুর লীলা প্রত্যেক দ্বীপের পরিচয়, শ্রীধাম-মাহাত্ম্য—ধামাপরাধ কি? ইত্যাদি বিষয় বিশেষভাবে মনোহর ছন্দে বর্ণিত। পকেট সাইজ প্রায় ১৫০ পৃষ্ঠা।

শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ

উজ্জ্বল ব্রোঞ্জ কালিতে উত্তম কাগজে ছাপা—শ্রীনবদ্বীপধাম দর্শনে ভাবুক দর্শনকারীর কি প্রকার ভাবের উচ্ছ্বাস হয়, তাহা এই গ্রন্থে বর্ণিত। অতি চমৎকার। ভিক্ষা চারি আনা।

শ্রীহরিনামচিন্তামণি

৷৵০ দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভুর উপদেশচ্ছলে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিচার অতি সুন্দরভাবে বর্ণিত হইয়াছে। ইহা ছাড়া শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদিষ্ট শিক্ষা ও উপদেশ বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব জগতে অভিনব গ্রন্থ!!

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতি-গ্রন্থাবলী :—

শরণাগতি

পকেট সাইজ অষ্টম সংস্করণ ভিক্ষা ৵০ আনা

দেহ ও মনের চেষ্টা অনিত্যাবস্থ লওয়া—ইহা যখন জীব বুঝিতে পারে, তখন একমাত্র নিত্যাবস্থ শ্রীভগবানের প্রতি তাঁহার কোন জাতীয় আবেগময়ী প্রার্থনা হয় এবং শ্রীভগবানে সর্ব্বান্তঃকরণে নিষ্ঠা কি প্রকারে শরণাগত হইতে হয়, তৎসম্বন্ধে নিষ্কপট প্রাণস্পর্শী প্রার্থনা ও আত্মসমর্পণমূলক গান। দ্বাদশ সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে।

ভিক্ষা প্রতি খণ্ড ৵০ এক আনা।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা—৴০, নবদ্বীপশতক—৴০

অর্থপঞ্চক—৴০

কল্যাণকল্পতরু

পকেট সাইজ পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা ৴১০

আমরা প্রত্যহ নূতন অভাব ও কামনার বশবর্ত্তী হইয়া পুনঃপুনঃ যে অকল্যাণকে কল্যাণ বলিয়া গ্রহণ করি এবং যাহাতে নিত্য কল্যাণ কামনা করি, তাহা যে নিত্য বা যথার্থ কল্যাণ সাধনে অসমর্থ এবং কোন বস্তু আমাদের নিত্য কল্যাণদাতা এবং কি ভাবে আমরা সেই কল্যাণলাভে সমর্থ হইব, এই সকল কথা সরল গানে লিখিত। এই গীতগ্রন্থ বাস্তবিক কল্যাণের কল্পতরু, ইহা প্রত্যেককে নিত্যকল্যাণ প্রদানে [illegible]

শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের টীকা সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর কৃত টীকা ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কৃত অনুবাদ। টীকাকারের জীবনী, শ্লোক-সূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি [illegible] প্রায় ৮০০ পৃষ্ঠা। উৎকৃষ্ট সিল্কে বাঁধাই ২৲ দুই টাকা, কাগজে বাঁধা ১৷০

শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ কৃত ভাষ্য সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

কাগজ ও ছাপা উৎকৃষ্ট। সিল্কে বাঁধাই, সোণার জলে নাম, লেখা রাজসংস্করণ ২ টাকা, সাধারণ সংস্করণ ১৷০, গৌড়ীয়ের গ্রাহকপক্ষে ১৷০

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি

(বৈষ্ণবকোষগ্রন্থ)

[illegible]

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ

১ম খণ্ড ১ এক টাকা। ২য় খণ্ড ১৲ এক টাকা। শ্রীমদ্ভাগবতের গ্রাহক ও গৌড়ীয় গ্রাহকগণ [illegible] টাকায় দুই খণ্ড পাইবেন। বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমজ্জীব গোস্বামিপাদের [illegible] ইহার মূলসন্দর্ভের অনেক প্রয়োজনীয় অংশ [illegible] উপর ক্রাউন ৮ পেজি ৬৪ পৃষ্ঠা আকারে মুদ্রিত হইতেছে।

শ্রীমদ্বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত

সদাচারস্মৃতিঃ

ভিক্ষা ৴০ মাত্র

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (প্রাচীন নবদ্বীপ) নদীয়া

রেজেষ্টারীকৃত

মদন মঞ্জরী

বটিকায় স্বপ্ন ও ধাতুবিকার, ইন্দ্রিয়শক্তির হ্রাস, প্রস্রাবে শুক্রপাত, বদহজম, মাথা ঘোরা, বুক ধড়ফড়ানি, অনিদ্রা প্রভৃতি লক্ষণ সহর নির্দ্দোষ আরোগ্য হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ৪০ বটী ১৲ এক টাকা।

"নপুংসকারি ঘৃত"

পুরুষত্বহানি রোগে ব্যবহারে আরোগ্য করিয়া শক্তিশালী করে। মূল্য ২ তোলা ১৲ টাকা।

"রমণবিলাসিনী বটিকা"

স্ত্রীগণের রমণশক্তি স্থায়ী ও বৃদ্ধি করিতে অত্যাশ্চর্য্য। মূল্য ১৬ বটী ১৲ এক টাকা।

রাজবৈদ্য নারায়ণজী, কেশবজী

১৭৭নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

বিজ্ঞাপন

সাবধান! সাবধান!! সাবধান!!!

জে, বি, দত্তের ঢাকাশিল্প বাদাম তৈল

আদি ও অকৃত্রিম এবং উপকারিতায় সর্ব্বজন পরিচিত ও বহুপ্রশংসিত।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী *J. B. Datta & Co.* নাম লেখা দেখিয়া খরিদ করিবেন। নতুবা জুয়াচোরগণ কমদরের কৃত্রিম তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে।

বিনীত— জে, বি, দত্ত

ফেরাস্ কুইনিন্

নূতন এবং পুরাতন ম্যালেরিয়ার যম

[illegible]

[illegible] পাঠ [illegible] বোতল ২৲, ৩৲ টাকা

[illegible] কেমিক্যাল এণ্ড ক্লিনিক্যাল ল্যাবরেটরীতে প্রাপ্তব্য। [illegible] কলিকাতা।

পর-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

এখানে আহার এবং বাসস্থান দিয়া ছাত্রদিগকে বিভিন্ন শিক্ষণীয় বিষয় শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। অনেক ছাত্র ইতোমধ্যেই আসিয়া পাঠ আরম্ভ করিয়াছেন। বর্তমান বর্ষে সকল ছাত্রই গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

প্রধান অধ্যাপক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শচীন চন্দ্র কাব্য ব্যাকরণ-সাংখ্য-বেদান্ত-দর্শন তীর্থ, সাংখ্যভূষণ, বেদান্তরত্ন, সাহিত্যশাস্ত্রী, দর্শনাচার্য্য।

অধ্যাপক - পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গৌরদাস ব্রহ্মচারী ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীধাম মায়াপুর পরাবিদ্যাপীঠ, (নদীয়া)

বেদনাঞ্জন শ্রেষ্ঠতম।

কলিকাতা কংগ্রেস একজিবিসন হইতে বহু প্রশংসা প্রাপ্ত ও বহু গণ্যমান্য ভদ্রমহোদয়গণ কর্ত্তৃক প্রশংসিত।

আজকাল বাজারে চর্ব্বি মিশ্রিত ও বিষাক্ত আহার্য খাইয়া শরীরের রক্ত অত্যন্ত দোষিত হইয়া পড়িয়াছে। ...... উপাদান, এই রক্ত দোষিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মানব বাত, বেদনা, মাথাধরা, মাথাঘোরা, দৃষ্টিশক্তির হ্রাস, দাঁতের গোড়া ফুলা, দাঁত কনকনানি, দাঁতে পোকা এবং খোস, চুলকানি প্রভৃতি কষ্টদায়ক চর্ম্মরোগে আক্রান্ত হইতেছে। যদি আপনি একান্তই ব্যাধিমুক্ত হইতে চান, তাহা হইলে অযথা পয়সার অপব্যয় না করিয়া অল্প দামে এক শিশি বেদনাঞ্জন ক্রয় করিয়া ইহার কার্যকারী-শক্তি উপলব্ধি করুন। ...... মূল্য ...... এক শিশি ।৴০ আনা মাত্র মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান- এ, সি, চাটার্জ্জী এণ্ড ব্রাদার্স।

৪৪নং হরকুমার ঠাকুর লেন, মানিকতলা, কলিকাতা।

সকল মনিহারী দোকানে ও বড় বড় ডাক্তারখানায় পাওয়া যায়।

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

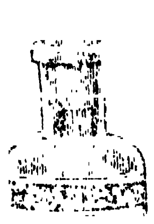

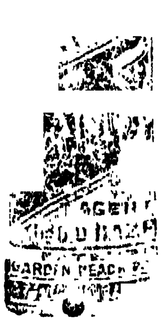

যদিও অদ্যাপি প্রকৃত মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই বটে, তথাপি যাঁহারা নানাবিধ অত্যাচারে অস্বাভাবিক শক্তি নষ্ট করিয়া প্রায় মরা হইয়া বাঁচিয়াছেন এবং নানা প্রকার মেহ, প্রমেহ, ধাতুদৌর্ব্বল্য, স্নায়বিক দুর্ব্বলতা, বহুমূত্র, স্বপ্নদোষ, পারদ সংক্রান্ত পীড়া, অর্শ এবং স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে যাহারা বাধক, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, স্বপ্নিকা, শ্বেত ও রক্তপ্রদর, হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি রোগে ভুগিয়া জীবনে নিরাশ হইয়াছেন, তাঁহারা আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটাল সাহেবের আবিষ্কৃত **ইলেক্ট্রিক সলিউসন** ব্যবহার করিয়া বাঁচিতে পারেন, তাহার শত সহস্র প্রমাণ পত্র বৎসরেই পাওয়া যাইতেছে। যাঁহারা অন্যান্য বহুবিধ ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরোগ্য হইতে পারেন নাই, তাঁহারা একবার এই ঔষধটি ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক মাসের ব্যবহারোপযোগী এক শিশি ঔষধ ডাকমাশুল সহ ৩।০ টাকা মাত্র।

সোল এজেণ্ট—ডাঃ ডি, ডি, হাজরা।

ফতেপুর, গার্ডেনরীচ পোঃ, কলিকাতা।

ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

অধ্যক্ষ

শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম,এ, এফ,সি,এস (লণ্ডন)

ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক

(প্রফেসার)

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ বিশুদ্ধ ও শাস্ত্রমতে নিজ তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হয়। পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ক্যাটালগ পাঠান হয়। রোগের বিবরণ জানাইলে যত্নপূর্ব্বক ব্যবস্থা দেওয়া হয়। চিঠি পত্রাদি সম্পূর্ণরূপে গোপন রাখা হয়।

মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দুর)

(বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৪৲ টাকা

উৎকৃষ্ট স্বর্ণ, পারদ ও আমলাসার গন্ধক দ্বারা যথাশাস্ত্র প্রস্তুত।

নিত্য প্রয়োজনীয় সর্ব্বরোগনাশক মহৌষধ

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৩৲ টাকা

উৎকৃষ্ট কাশীর আমলকী, বংশলোচন প্রভৃতি যাবতীয় উপাদানে পূর্ণ মাত্রায় যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। কফ, কাসি, সর্দ্দি, যক্ষ্মা, ক্ষয়রোগ, হৃদরোগ প্রভৃতি রোগের মহৌষধ। সর্ব্বপ্রকার দুর্ব্বলতা নাশক অতিশয় পুষ্টিকর মহৌষধ বা খাদ্য বিশেষ।

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬৲ টাকা

ইহা সেবনে ধাতুদৌর্ব্বল্য, শুক্রহীনতা, স্বপ্নদোষ, প্রমেহ ও ধ্বজভঙ্গ সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায়। ইহা অপারসীম আনন্দদায়ক রসায়ন।

অবলাবান্ধব যোগ

প্রদর, বাধক প্রভৃতি জরায়ুদোষ ও যৌনগত দুরারোগ্য রোগের মহৌষধ

মূল্য—১৬ মাত্রা ২৲ টাকা। ৫০ মাত্রা ৫৲ টাকা মাত্র

বিশুদ্ধ জল! ভয় নাই! বিশুদ্ধ জল!!

লক্ষ্মী টিউব-ওয়েল কোং

২০৫নং নবাবপুর, ঢাকা

সর্ব্বাধুনিক নব আবিষ্কৃত প্রণালীতে উন্নত বৈজ্ঞানিক-খনন-প্রণালীতে নলকূপ (Tube well) নির্ম্মাণ করা হয়। বঙ্গের লাট বাহাদুর, লোকাল সেক্রেটরী, ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট, জিলা বোর্ডের চেয়ারম্যান, ইঞ্জিনিয়ার, জমিদার, তালুকদার প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত ভদ্রমহোদয়গণ এই কোম্পানীর কার্য্য দেখিয়া প্রশংসা করিয়াছেন। রাসায়নিক পরীক্ষায় জল বিশুদ্ধ না হইলে মূল্য গৃহীত হয় না। বিস্তৃত বিবরণের জন্য পত্র লিখুন।

বিনামূল্যে **বিনামূল্যে**

বিতরণ

আমাদের নাম "...." গ্রন্থখানি চৌদ্দ লক্ষের উপরে বিতরিত হইয়াছে। ইহা পাঠে মানবের ...... জানা যায়।

এই পুস্তক যিনি লিখিয়াছেন, তিনিই "......বটিকা"র আবিষ্কর্তা। এই বটিকা দুর্ব্বলকে সবল করে এবং সবল ব্যক্তিকে অটুট স্বাস্থ্য রাখে। ...... বটিকা ...... কৌটার মূল্য ...৲ টাকা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান:- ...... ঔষধালয়।

...নং ...... ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মনোমোহন প্রেস

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা

পূর্ব্ববাঙ্গালায় সুলভে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত

বৈদ্যুতিক মেশিনে দিবারাত্র কাজ চলিতেছে

বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা।

...... নদীয়া ...... হইতে— শ্রীবিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

স্থানীয় সংস্করণ

Registered No. C 1544

বিজ্ঞাপনের হার

প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অৰ্দ্ধ কলম ৩৷৹
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহ

ভারতের সর্ব্বত্র মঙ্গল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র।

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸৹
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৴৫

৪র্থ খণ্ড] সম্পাদক—প্রত্নবিদ্যালঙ্কার শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী [২০৪ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্য মঠ, শ্রীধাম মায়াপুর ১৮ই কার্ত্তিক সোমবার ১৩৩৬, ৪ঠা নভেম্বর ১৯২৯

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থাবলী

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—শ্লোক সূচী, বিষয়-সূচী প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত। ভিক্ষা, প্রতি খণ্ড সাধারণ পক্ষে ৷৵৹ গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশ গ্রাহক পক্ষে ৶৹
২। ভাষ্য-সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ) ৫৲
৩। গৌড়ীয়-গৌরব ৶৹
৪। গৌড়ীয়-সাহিত্য ৷৹
৫। ভজনরহস্য ৷৷৹
৬। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
,, ,, ,, আবাঁধা ৸৹
৭। গীতা (শ্রীবলদেবভাষ্যসহ) বাঁধা ২৲ আবাঁধা ১৷৷৹
৮। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি-টীকা-সহ) বাঁধা ২৲ আবাঁধা ১৷৷৹
গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ৷৷৹
৯। মুক্তাফলটীকা গুণাবলীসহ সানুবাদ ২৲
১০। বেদান্তস্যমন্তক সানুবাদ ৷৷৹
১১। জৈবধর্ম্ম ২৲
১২। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸৹
১৩। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৪। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ৷৷৵৹
১৫। দ্বীপ-দিগ্দর্শন ৵৹
১৬। সাধনপথ (৩য় সংস্করণ) ৷৵৹
১৭। আচার ও আচার্য্য ৷৶৹
১৮। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸৹
১৯। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৶৹
২০। শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ৶৹
২১। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য (প্রমাণখণ্ড) ৶৹
২২। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ৷৹
২৩। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা দর্পণ ৷৹
২৪। শরণাগতি, গীতাবলী, সাধনকণ, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, নবদ্বীপশতক, অর্থপঞ্চক ও সদাচারস্মৃতিঃ মোট ৷৶৹
২৫। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ও অর্চ্চনকণ ৵৹
২৬। সাধককণ্ঠমণি ৷৹
২৭। সংস্কার-দীপিকা ৷৹
২৮। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড) ৬৲
২৯। সার্থশ্রীশিক্ষাষ্টকম্ ৶৹
৩০। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ৸৹
৩১। মণিমঞ্জরী সানুবাদ ৷৹
৩২। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸৹
৩৩। শ্রীচৈতন্যভাগবত (বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ) ৫৲

এতদ্ব্যতীত বৈষ্ণব-ধর্ম্মের কয়েকখানি ইংরাজি ধর্ম্ম-গ্রন্থ আছে, পত্র পাঠাইলে ডাকযোগে ক্যাটলগ পাঠান হয়।

প্রাপ্তিস্থান ঃ—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ. শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

২। শ্রীগৌড়ীয় মঠ—১নং উল্টাডিঙ্গি জংসনরোড কলিকাতা।
৩। শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠ—৯০নং নবাবপুররোড, ঢাকা
৪। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ—উড়িয়াবাজার, কটক
৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ—পোড়াকুঠী, পুরী
৬। শ্রীসনাতনগৌড়ীয় মঠ—৪নং জগজ্জীবনপুরা, কাশী
৭। শ্রীগৌড়ীয় মঠ দিল্লী কার্য্যালয়.১০১ হনুমানরোড, নিউদিল্লী।
৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ—ছিপিগলি, বৃন্দাবন।
৯। শ্রীভাগবত প্রেস, গোয়াড়ী—কৃষ্ণনগর।
১০। শ্রীএকায়ন মঠ, হাইষ্ট্রীট, কৃষ্ণনগর।

নানা কথা

লণ্ডনে সম্রাট-দম্পতি

সম্রাট-দম্পতির ৮ই নভেম্বর সোমবারে স্যাণ্ড্রিংহাম হইতে লণ্ডনে আগমন করিবার কথা। তিনি দশদিন মাত্র বাকিংহাম প্রাসাদে অবস্থান করিবেন এবং মঙ্গলবার রাজপ্রাসাদে প্রিভি কাউন্সিলের দরবার বসিবেন। যুদ্ধ বিরতির স্মৃতি উৎসবের দিনে লণ্ডনে থাকিলেও সম্রাট দম্পতী এ বৎসর তৎসংক্রান্ত অনুষ্ঠানে যোগ দিবেন না। নভেম্বর মাসের মাঝামাঝি তিনি স্যাণ্ড্রিংহামে প্রত্যাবর্তন করিবেন।

মুন্সীগঞ্জে সত্যাগ্রহ

মুন্সীগঞ্জ। ১৩ই নভেম্বরের সংবাদে প্রকাশ, শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসু ও শ্রীযুত কিরণশঙ্কর রায়ের নিকট স্বামী সচ্চিদানন্দ জরুরী তার দিয়া তাঁহাদিগকে অবিলম্বে মুন্সীগঞ্জে গমন করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। স্বামীজি মনে করেন, নিরাপদে হিন্দুগণ দুর্গা ভাসান করিবার পক্ষে ... প্রত্যক্ষ পরিবর্তন করা আবশ্যক।

পার্লামেণ্টের অধিবেশন

শ্রীমাবকাশের পর গত ২৯শে অক্টোবর পার্লামেণ্টের প্রথম অধিবেশন হইয়াছে, সভা লোকে লোকারণ্য হইয়াছে। মিঃ রামজে ম্যাকডোনাল্ডের অনুপস্থিতিতে মিঃ ক্লিনস ... মন্ত্রীর নেতার স্থান অধিকার করিয়াছিলেন।

সভার প্রশ্ন জিজ্ঞাসার কালে বেকার লোক সম্বন্ধে কতকগুলি প্রশ্ন উত্থাপিত হইয়াছিল। মিঃ টমাস উত্তরে বলেন, আগামী সপ্তাহে ... বিতর্কে তিনি উহার আলোচনা করিবেন ... বিতর্কের উদ্দেশ্যে ... করিবেন।

রাজপাল হত্যাকাণ্ডের ফাঁসি

... লাহোর ... রাজপালকে হত্যা করিবার অভিযোগে ... ইলমুদ্দীনের ফাঁসির হুকুম হইয়াছিল ... হাইকোর্টে ... প্রিভি কাউন্সিলে ... আপীল ... নামঞ্জুর ... ফাঁসির হুকুম বহাল রহিয়াছে।

গত ৩১শে অক্টোবর ... ইলমুদ্দীনের ফাঁসি হইয়াছে ... মুসলমানেরা ... শব ... এই সম্পর্কে ... করিতে ... দেওয়া হয় নাই।

ভারত-শাসন-তন্ত্র সম্বন্ধে

বড়লাটের ঘোষণা

গত বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় দিল্লীতে "ইণ্ডিয়া গেজেটের" এক অতিরিক্ত সংখ্যায় বড়লাট লর্ড আরউইন তাঁহার ঘোষণা বাণী প্রকাশ করিয়াছেন। উক্ত ঘোষণাবাণীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই—

(১) সাইমন কমিশন এখনও তাঁহাদের রিপোর্ট শেষ করেন নাই; কাজেই অদূর ভবিষ্যতে ভারতের রাষ্ট্র রূপের কিরূপ পরিবর্তন সাধিত হইবে তৎসম্বন্ধে এখন কিছু বলা সম্ভব হইবে না।

(২) সাইমন কমিশন এবং ভারতীয় কেন্দ্রীয় কমিটি তাঁহাদের নিজ নিজ রিপোর্ট পেশ করিবার পর এবং বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক উক্ত রিপোর্টদ্বয় বিবেচিত হইবার পর—কিন্তু যুক্ত পার্লামেণ্টারী কমিটি কর্ত্তৃক উহা আলোচিত হইবার পূর্ব্বে বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট বৃটিশ ভারতের সকল দলের ও সকল মতের প্রতিনিধিবর্গকে এবং দেশীয় রাজ্যসমূহের প্রতিনিধিগণকে পৃথক ভাবে কিম্বা সম্মিলিত ভাবে এক বৈঠকে আহ্বান করিবেন। উদ্দেশ্য—এমন একটা রাষ্ট্ররূপ নির্দ্ধারণের চেষ্টা করা যাহা সকল দলের ও সকল মতের লোকই মানিয়া লয়। এই বৈঠকে যে প্রস্তাব গৃহীত হইবে তাহা চূড়ান্ত মীমাংসার জন্য পার্লামেণ্টে পেশ করা হইবে।

(৩) বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট বড়লাটকে এ কথা স্পষ্টভাবে ঘোষণা করিবার ক্ষমতা দিয়াছেন যে, তাঁহাদের বিবেচনায় ১৯১৭ সালের ঘোষণার মর্ম্ম এই যে, ভারতের শাসনতন্ত্রের ক্রমবিকাশের স্বাভাবিক পরিণতি ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসনাধিকার।

পেটেলের বাসায়

নেতৃবৃন্দের বৈঠক

গত ১লা নভেম্বর অপরাহ্ণ ২টা ৩০ মিনিটের সময় প্রেসিডেণ্ট পেটেলের বাসায় ভারতীয় নেতৃবৃন্দের এক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। মহাত্মা গান্ধী, পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু, ডাক্তার এম. এ. আনসারি, মালব্যদের মহারাজ, স্যার তেজবাহাদুর সাপ্রু, স্যার পি, সি, রায়, রামস্বামী আয়ার, পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু, মিষ্টার শেরবানি, মিঃ ... শ্রীযুত বল্লভ ভাই পেটেল, শ্রীযুত লালা দুনীচাঁদ, শ্রীযুত ... মিষ্টার মহম্মদ আলী ... এম, সেনগুপ্ত প্রমুখ নেতৃবৃন্দ উক্ত কনফারেন্সে যোগদান করিয়াছিলেন।

প্রকাশ, প্রেসিডেণ্ট পেটেল বর্ত্তমান অবস্থা সম্বন্ধে উক্ত কনফারেন্সকে জানাইয়াছেন, তিনি ইতঃপূর্ব্বে মহাত্মা গান্ধী ও তাঁহার মীমাংসিত প্রস্তাব নিকটে অবস্থা বিবৃত করিয়াছেন। ভারতের বড়লাটের ঘোষণার কিরূপে প্রত্যুত্তর প্রদান করিতে হইবে সভার প্রথমে সে বিষয় মতভেদ হয়। প্রকাশ, পেটেল ভ্রাতৃদ্বয় উক্ত প্রস্তাব গ্রহণের অনুকূলে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। কনফারেন্সের কার্য্য চলিতেছে।

প্রকাশ, বে-সরকারী নেতৃবৃন্দ উক্ত কনফারেন্সে যোগদান করেন নাই। আরও প্রকাশ, বড়লাটের ঘোষণা গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিয়া মিষ্টার এম, এ, জিন্না তারযোগে সংবাদ প্রেরণ করিয়াছেন।

কংগ্রেস দলভুক্ত সদস্যগণ মনে করিতেছেন, উহা দ্বারা তাঁহাদের দলে বিরোধ উপস্থিত হইতে পারে। বিশেষতঃ অন্যান্য রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, কংগ্রেস দলের সকলে ইহা গ্রহণ না করিতে পারেন। যাহা হউক, ভারতের বড়লাটের ঘোষণা গ্রহণ বিষয়ে সকলে সম্মত হইয়াছে।

মহাত্মা গান্ধীর ৪টী সর্ত্ত

ছই ঘণ্টা কাল আলোচনার পরে সভা ভঙ্গ হয়। সভায় মহাত্মা গান্ধী নিম্নলিখিত ৪টি সর্ত্ত নির্দ্দেশ করেন—(১) সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীদিগকে মুক্তি প্রদান করিতে হইবে। (২) ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত শাসন নূতন শাসন পদ্ধতির ভিত্তি হইবে; (৩) গোল টেবিল বৈঠকে কংগ্রেস মতাবলম্বী দেশভক্তদের সংখ্যাধিক্য থাকিবে; (৪) সরকারের মনোভাবের পরিবর্ত্তন প্রদর্শন করিতে হইবে।

এই দিবসের অধিবেশনে কোনও সিদ্ধান্ত না হওয়ায় পরদিবস পুনরায় অধিবেশন হইবার কথা।

আফগান সংবাদ

হবিবুল্লা সুশিক্ষিত

কাবুলের এক সংবাদে প্রকাশ, হবিবুল্লা, সৈয়দ হোসেন, ... প্রভৃতিকে সুরক্ষিত রাখিবার জন্য তাঁহারা যে বাটীতে অবস্থান করিতেছেন, আমীর নাদির খাঁর ... পাহারার জন্য বিশেষ প্রহরীদল নিযুক্ত করিয়াছেন।

নাদিরের ঘোষণা

পেশোয়ারের ৩০শে অক্টোবরের সংবাদে প্রকাশ, নাদির খাঁ এক ঘোষণা জারি করিয়া চারিকর ও কোহিদামানের প্রজাদের উদ্দেশ করিয়া বলিয়াছেন তোমরা যে আফগান সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহীর মত ব্যবহার করিতেছিলে, তাহা হবিবুল্লার অত্যাচারের জন্য। তোমাদের সময়ে অবস্থার বিষয় বুঝিয়া আমি এ যাবৎ তোমাদের শাস্তির জন্য কোন আদেশ দিই নাই। অধিকন্তু আমি তোমাদিগকে অত্যাচারীর অত্যাচার হইতে রক্ষা করিবার চেষ্টাই করিয়াছি, আফগান সৈন্যরা কোহিদামানে ও চারিকরে প্রবেশ করিয়া তোমাদের ধন-প্রাণ হানি করে, ইহা আমার ইচ্ছা নয়। হবিবুল্লা তোমাদের উন্নতির কোন ব্যবস্থা করেন নাই, তাঁহারা অনিষ্ট করিবার জন্যই এ স্বার্থ সিদ্ধির নিমিত্ত সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। সেই জন্য তাঁহাদিগকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য আমি কোহিদামান ও চারিকরে সরকারী সৈন্য পাঠাইতে বাধ্য হই। যদি সে জন্য তোমাদের কোন ক্ষতি হইয়া থাকে, তবে তাহার জন্য দায়ী হবিবুল্লা। এখন উহারা তোমাদের নেতৃত্ব হইতে অপসারিত ও বন্দী হইয়াছে তোমাদের ক্ষতি করা আমার উদ্দেশ্য নয়। তোমরা সরকারের বিরুদ্ধে যদি কোন কার্য্য করিয়া থাক, তাহা আমি ক্ষমা করিলাম। তোমরা অন্যান্য আফগান প্রজার মত সকল অধিকারে অধিকারী।

প্রাথমিক শিক্ষা বিল

সিলেক্ট কমিটী কর্ত্তৃক সংশোধিত

বঙ্গীয় প্রাথমিক শিক্ষা বিলের সিলেক্ট কমিটীর শেষ অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। প্রকাশ সিলেক্ট কমিটী কর্ত্তৃক সংশোধিত পাণ্ডুলিপি এখন ব্যবস্থাপক সভা কর্ত্তৃক আইনে পরিণত হইবার জন্য অপেক্ষা করিতেছে; প্রকাশ, উক্ত পাণ্ডুলিপি সিলেক্ট কমিটী পরিবর্ত্তন করিয়া তাহাকে একটা নূতনাকার দান করিয়াছেন।

সেসের হারের পরিবর্ত্তন

বাঙ্গালার প্রাথমিক শিক্ষা প্রচলিত করিবার জন্য উক্ত পাণ্ডুলিপির যে স্থানে কর ধার্য্যের নিয়ম সন্নিবেশিত ছিল, সিলেক্ট কমিটি তাহা পরিবর্ত্তিত করিয়াছেন। মূল পাণ্ডুলিপিতে বাঙ্গালার টাকাদাতাদের উপর ৫ পয়সা কর ধার্য্য হইয়াছিল। তন্মধ্যে ১ পয়সা জমিদার ও ৪ পয়সা প্রজার পর ন্যস্ত হয়। কিন্তু কমিটি তাহা পরিবর্ত্তনের দ্বারা মোট ৪ পয়সা কর ধার্য্য করিয়া জমিদার ও প্রজার মধ্যে তুল্যাংশে ভাগ করিয়াছেন। ... প্রদেশে যাহাদের ব্যবসা ও বাণিজ্য-পেশা তাহাদের উপর যে কর ধার্য্য হইয়াছে, তাহা ১ শত টাকার অধিক নহে।

প্রাতিনিধিমূলক বোর্ড

মূল পাণ্ডুলিপিতে প্রাথমিক শিক্ষা পরিচালনের দায়িত্ব গবর্ণমেণ্টের উপর ন্যস্ত ছিল। সিলেক্ট কমিটি তাহা পরিবর্ত্তন করিয়া একটি প্রাতিনিধিমূলক বোর্ডের হস্তে সে দায়িত্ব অর্পণ করিয়াছেন। শিক্ষকদের বেতন সম্বন্ধে একটি প্রস্তাব করিয়াছেন যে, যেখানে শিক্ষা কর ধার্য্য করা হইবে, সেখানকার তাহাদের বেতন দিতে হইবে না।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১৮ই কার্ত্তিক সোমবার—১৩৩৬

সাময়িক প্রসঙ্গ

গত ১৬ই কার্ত্তিক, ১৩৩৬ শনিবার দিবস শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার আকর মঠরাজ শ্রীধামমায়াপুর শ্রীচৈতন্য মঠ ও তদনুগত যাবতীয় মঠে শ্রীশ্রীগিরিধারীর গোবর্দ্ধন-পূজোপলক্ষে, অন্নকূট মহোৎসব এবং ব্যাসাবতার ঠাকুর শ্রীবৃন্দাবনদাসের তিরোভাব মহোৎসব তাঁহার গুণ-কীর্ত্তন-মুখে বিশেষ সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে।

আমাদের দেশের ভগিনী ও ভ্রাতৃবৃন্দ এখন যত উচ্চশিক্ষাভিমানী হইতেছেন, ততই দেশে সাত্ত্বতী চালচলনের পরিবর্ত্তে কৃষ্ণ লীলা-বিলাসের স্মৃতি-উদ্দীপক ব্রত-মহোৎসবাদির অনুষ্ঠান একরূপ উঠিয়াই যাইতেছে। যে দু'একটী উৎসবের অনুষ্ঠান হইতে দেখা যায়, তাহা শাস্ত্রোক্ত পদ্ধতিগুলির একটী প্রাণহীন অনুকরণ মাত্র, তাহার উদ্দেশ্য কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণ না হইয়া আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণোদ্দেশ্যেই হইতে দেখা যায়। কৃষ্ণ-মহোৎসবের নাম করিয়া নিজেদের আনন্দের জন্যই নাচ গান তামাসা ও ভূরিভোজনের আয়োজন হয়। কেহই কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতিসম্পাদন নিমিত্ত কৃষ্ণপ্রিয় ভক্তগণের সেবা করিবার আবশ্যক বুঝেন না। মোট কথা নাস্তিকতা-দোষ হইয়াছে বর্ত্তমান জগতের একটী প্রধান গৌরব। কোন প্রকারে শাস্ত্র-বাক্যগুলিকে সেকেলে বুড়োদের লেখা বলিয়া উড়াইয়া দিতে পারিলেই বা শাস্ত্রোক্ত বিধিগুলির অমর্য্যাদা করিয়া স্বেচ্ছাচারী হইতে পারিলেই যেন বর্ত্তমান শিক্ষার গৌরব রক্ষা হয়! ধন্য শিক্ষা!—ধন্য সভ্যতা!

অন্নকূট-মহোৎসবটী ভোগিগণের নিকট তাঁহাদের ভূরিভোজনের আয়োজন বলিয়া স্বীকার্য্য হইলেও উহা ভক্ত-ভগবানের এক অপূর্ব্ব মিলনোৎসব। ভক্তবৎসল ভগবান্ তাঁহার শ্রীচরণাশ্রিত ভক্তের প্রতি কত করুণ—কত স্নেহপ্রবণ, তাহাই উপলব্ধির উৎসব ইহা। কৃষ্ণের ব্রজবাসীর স্বাভাবিক প্রীতি, কৃষ্ণকে লইয়াই তাঁহাদের সংসার, তাই সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল কৃষ্ণের মঙ্গলামঙ্গলের চিন্তায় তাঁহারা সর্ব্বক্ষণ ব্যাকুল! কখনও রক্ষা-মন্ত্র পড়িতেছেন, কখনও শান্তি স্বস্ত্যয়ন করিতেছেন, কখনও বা ইন্দ্রযজ্ঞের আয়োজন করিতেছেন—উদ্দেশ্য ঐ এক কৃষ্ণেরই ইন্দ্রিয়-তর্পণ-চেষ্টা। ব্রজবাসীর এই প্রগাঢ় প্রেম চেষ্টা যে ভাগ্যবান্ ব্যক্তির উপলব্ধির বিষয় হইয়াছে, তিনিই আজ সত্য সত্য গোবর্দ্ধন-পূজা-মহামহোৎসবে উন্মত্ত হইতে পারিয়াছেন।

কৃষ্ণ অপেক্ষা করিয়া আছেন, কবে তাঁহার মাধবপুরী আসিয়া তাঁহাকে সেবা করিবে। তাই বলিতেছেন—

"বহুদিন তোমার পথ করি নিরীক্ষণ।
কবে আসি মাধব আমা করিবে সেবন
তোমার প্রেমবশে ক'র সেবা অঙ্গীকার।
দর্শন দিয়া নিস্তারিব সকল সংসার॥"

নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বর পরাৎপর পরমেশ্বর কৃষ্ণের যেন লোকাভাব হইয়াছে, তাই তিনি গোবর্দ্ধন পর্ব্বতোপরি কুঞ্জের মধ্যে মৃত্তিকা আচ্ছাদিত হইয়া আছেন, শ্রীঅঙ্গে ময়লা জমিয়া গিয়াছে মাধব তাঁহাকে কুঞ্জের মধ্য হইতে বাহির করিবেন, স্নান করাইবেন, খাইতে দিবেন, তবে হইবে, নতুবা তাঁহার আর উপায় নাই! আহা ঠাকুর! ভক্তের প্রতি তোমার কত দয়া! তোমার লোমকূপে কোটী কোটী ব্রহ্মাণ্ড বিদ্যমান থাকিতে তুমি কিনা বল—

"পুরী, আমার তাপ নাহি যায়।
মলয়জ চন্দন লেপ, তবে সে জুড়ায়॥
সেই চন্দন আবার এখানে পাওয়া যাইবে না।
চন্দন মাখাও অঙ্গে আমার তাপ মিটিবে না!
মলয়জ আন, যাঞা নীলাচল হৈতে।
অন্যে হৈতে নহে, তুমি চলহ ত্বরিতে॥"

ঠাকুর! এত বড় বড় ধনী থাকিতে তুমি কিনা নিঃসম্বল নিষ্কিঞ্চন দরিদ্র মাধবপুরীকেই পাইয়া বসিয়াছ! ধন্য তোমার ভক্তবাৎসল্য! আর ধন্য মাধবেন্দ্রপুরীর ভাগ্য প্রীতি! তোমার মাধবেন্দ্রের জন্য তুমি রেমুণায় গোপীনাথরূপে ক্ষীর চুরি করিয়াছ, ভক্তের জন্য ক্ষীর চুরি করিয়া 'ক্ষীরচোরা' নামে খ্যাত হইয়াছ। আজ নিতান্ত দগ্ধহৃদয় আমাদের, তাই তোমার এমন লীলার মাধুর্য্য আস্বাদন করিতে চাই না।

কাষ্ঠ ও মাটীর দ্বারা একটা নকল পর্ব্বত তৈয়ার করিয়া, ধূপধুনা জ্বালাইয়া, শঙ্খঘণ্টা করতাল মৃদঙ্গাদি বাজাইয়া এবং পরিশেষে আমাদের জিহ্বা ও উদর-লাম্পট্যের জন্য ভূরিভোজনের আয়োজন করিয়াই তোমার পূজা করিলাম বলিয়া আমরা পরিতৃপ্ত হই, কিছুক্ষণ পরে আবার বিষয়কার্য্যে মত্ত হইয়া যাই, হঠাৎ তোমাকে আমাদের প্রীতির পাত্র হয়! কোথায় মাধবেন্দ্র পুরীপাদের প্রগাঢ় সেবা আর কোথায় আমাদের অচেতন্য ভজন লালসা! আমরা যে তোমার লীলা নামে একেকজন নিজ নিজ শিক্ষায় এই সকল বিষয় একটু আগ্রহের সহিত বিচার করিব সে ইচ্ছাও আমাদের নাই। তাই ভাবি, আমাদের গতি কি হইবে প্রভো!

বৈষ্ণব জগতের দু'একটী কথা

আমরা 'অবতার-প্রসঙ্গ' শীর্ষক প্রবন্ধে কলিকালোচিত নব্য অবতার ও তাঁহার উপদেশের কথঞ্চিৎ পরিচয় দিয়াছি। এই সকল নূতন ধরণের অবতারের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা ও উচ্চশিক্ষাভিমানী ব্যক্তিদিগের শ্রদ্ধা ও ভক্তি কি প্রকারে? অনুসন্ধানে জানা যায় বর্ত্তমান অবতারদিগের উপদেশে কিছু নূতনত্ব আছে, তাঁহারা শিষ্যগণকে কথায় কথায় উপদেশ করিতেছেন,—"স্ত্রীর প্রতি, সহধর্ম্মিণীর প্রতি নজর রাখিবেন, তাঁহাদিগকে অবজ্ঞা করিবেন না, স্ত্রী ব্যতীত কোন কার্য্য হইবার নয়, দেখুন, রামচন্দ্র সীতার অভাবে সোণার সীতা করিয়া যজ্ঞ সম্পাদন করিয়াছিলেন।" এ'কথাটী মাদৃশ স্ত্রৈণ ব্যক্তির নিকট সাধু বলিয়া মনে হইতে পারে, কিন্তু পূর্ব্বাচার্য্যাদিগের নিজ স্ত্রীর প্রতি যথাযোগ্য ব্যবহার অনুশীলন করিলে আমাদের ভ্রান্ত ধারণা দূর হইয়া অনুকূল প্রতিকূল বিচার পরায়ণ বৈষ্ণবদিগের অপ্রাকৃত দর্শন ও ঐ সব ব্যক্তির উপদেশের বিচারের বৈশিষ্ট্য নিরূপণ করিবার ক্ষমতা হইতে পারে।

আচার-প্রচার-নিরত অনন্তাচার্য্য শ্রীপাদ রামানুজ গুরুতত্ত্বলীলায় নিজ স্ত্রীর প্রতি যে শাস্ত্রসঙ্গত ব্যবহার দেখাইয়াছেন, তাহা প্রত্যেক গৃহস্থ ভক্তের অনুসরণীয়।

একদিন শ্রীপাদ যথা সময়ে স্নান করিবার জন্য বাহির হইয়াছেন, এমন সময় ক্ষুধায় পীড়িত হইয়া একজন বৈষ্ণব অতিথি [illegible] দেন এবং কিছু খাদ্যদ্রব্য যাচ্ঞা করিলেন। গৃহস্থ মাত্রেই অতিথি সেবা—বৈষ্ণব-সেবা প্রধান কর্ত্তব্য বলিয়া শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে সুতরাং শ্রীপাদ রামানুজ ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া নিজ পত্নীকে অত্যন্ত মধুর উক্ত বৈষ্ণবটীকে পূর্ব্বদিবসের পর্য্যুষিত অন্ন দিয়া তাঁহার যথাযোগ্য সৎকার করিতে আদেশ করিলেন, কিন্তু রামানুজ-পত্নী তৎক্ষণাৎ সেই লোককে বলিয়া উঠিলেন, "এ বিষয়ের অন্ন সেই নাই, আমি কি প্রকারে অতিথি-সেবা করিব, তোমার কিছু থাকে, তুমি করিতে পার"—এই বলিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া অন্য কার্য্যে মনোনিবেশ করিলেন। পত্নীর এই প্রকার ব্যবহারে রামানুজদেব মনে মনে উদ্বিগ্ন হওয়ায় তিনি গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন এবং রন্ধনগৃহে পর্য্যুষিত অন্ন দেখিতে পাইলেন। শ্রীপাদ পত্নীর এতাদৃশ অন্ধ ব্যবহারে অতীব দুঃখিত হইয়া তৎপ্রতিকারের উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। এদিকে রামানুজপত্নী [illegible] কূপে জল আনয়নার্থ বহির্গত হইয়াছেন, সেই সময় আবার পরম ভাগবত মহাপূর্ণের পত্নী সেই কূপে জল লইতেছিলেন, রামানুজের পত্নীর জল কলসীতে তাঁহার জল স্পৃষ্ট হওয়ায় রামানুজপত্নী তাঁহাকে অপমানে অত্যন্ত অপমান নানাপ্রকার দুর্ব্বাক্যে গালাগালি করিতে লাগিলেন, এ সকল কথাও শ্রীপাদের কর্ণগোচর হইল, বৈষ্ণবকে শূদ্র বুদ্ধি করা অত্যন্ত অপরাধজনক বলিয়া বৈষ্ণবাপরাধীর সঙ্গ সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাজ্য—ইহা শাস্ত্রের বিশেষ আজ্ঞা। বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত-নিপুণ আচার্য্যবর্য্য বৈষ্ণবাপরাধিনী স্ত্রীর সঙ্গ, পরিত্যাগ করিবার জন্য দৃঢ়-সঙ্কল্প হইলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ নিজ সন্নিধানে উপস্থিত বৈষ্ণব অতিথিকে ছদ্মবেশে নিজ পত্নীর নিকট প্রেরণ করিলেন, বৈষ্ণব অতিথিকে বলিয়া দিলেন—আপনি আমার স্ত্রীর নিকট গিয়া বলুন—আমি আপনার পিত্রালয় হইতে আসিয়াছি, আপনার ভ্রাতার বিবাহ, আপনাকে এখনই যাইতে হইবে। বৈষ্ণব অতিথি রামানুজের পরামর্শমত তৎপত্নীর নিকট উক্ত বাক্য বলিলে তিনি অতি আনন্দিত হইয়া উক্ত ছদ্মবেশী বৈষ্ণবকে উত্তমরূপে আহার করাইলেন এবং রামানুজের আদেশ লইয়া পিত্রালয়ে গমন করিলেন। এদিকে রামানুজও অসৎসঙ্গ পরিহার করিয়া দণ্ড গ্রহণ পূর্ব্বক তুর্য্যাশ্রম অঙ্গীকার করিলেন। "মহাপুরুষের চিত্তের স্বভাব এক হয়। পুষ্প সম কোমল, কঠিন বজ্রময়॥" মহাপুরুষ বৈষ্ণবগণ স্ত্রীর উপাসক নহেন, তাঁহারা গ্রহণ ও ত্যাগ কোনটীর ধার ধারেন না, অথচ অনুকূল হইলে কোন বস্তুই ত্যাগ করেন না, আর ভক্তি-প্রতিকূল কোন বস্তু গ্রহণও করেন না। শ্রীশ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবা-পরায়ণা স্ত্রীর প্রতি কেরূপ ব্যবহার করা উচিত তাহার নিদর্শন শ্রীপাদ রামানুজ-শিষ্য কাঞ্চীপূর্ণ দাসের চরিত্রে দেখিতে পাওয়া যায়।

অষ্টসহস্র গ্রামে শ্রীপাদ রামানুজের কাঞ্চীপূর্ণ ও বরদার্য্য ও যজ্ঞেশ নামক দুই জন শিষ্য বাস করেন। একদিন আচার্য্যপ্রবর শিষ্যগণ সমভিব্যাহারে অতিথি হইয়া তাঁহাদের নিকট যাইবেন এবং তাঁহাদের গৃহে কোন শিষ্য দ্বারা যজ্ঞেশের নিকট স্বীয় আগমন সংবাদ প্রেরণ করিলেন। শিষ্যদ্বয় যজ্ঞেশের গৃহে গমন করিয়া স্বীয় গুরুর আগমন সংবাদ প্রদান করিলে যজ্ঞেশ আনন্দে অধীর হইয়া সংবাদদাতা শিষ্যদ্বয়কে কোন প্রকার আতিথ্য না করিয়াই শ্রীপাদ রামানুজকে অভ্যর্থনা করিয়া আনয়ন করিবার জন্য গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন। শ্রীপাদ রামানুজ

বাসুদেবের গৃহে [illegible] শ্রীপাদ্দ্ব হইবা-মাত্র তাঁহার [illegible] বেশের ব্যবহার [illegible] হিলেন। শ্রীপাদ রামানুজ [illegible] হৃষ্টচিত্ত হইয়া সজ্জনকে [illegible] বিদায় দানের সজ্জনের গৃহে না [illegible] তাঁহার দরিদ্র শিষ্য কাপীসরামের গৃহে গমন করিলেন। আমরা গুরুদেবকে মানি, কিন্তু তাঁহার অন্তরঙ্গ ভক্তদিগকে মানি না—এরূপ বিচার গুরুভক্তির পরিচায়ক নহে। সজ্জনকে তাহাই শিক্ষা দিবার জন্য শ্রীপাদের এই আচরণ। কাপীসরামের গৃহে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, তিনি গৃহে নাই, তাঁহার পত্নী স্নান করিয়া কাপড়খানি রৌদ্রে শুকাইতে দিয়া গৃহ-মধ্যে দরজা বন্ধ করিয়া অবস্থান করিতেছেন। তিনি গুরুদেবের কণ্ঠস্বর বুঝিতে পারিয়া গৃহ হইতে হাত তালি দিয়া সঙ্কেত করিলে, রামানুজ তাঁহার অবস্থা বুঝিয়া একখানি কাপড় গৃহমধ্যে নিক্ষেপ করিলেন। কাপীসরামের পত্নী সেই কাপড় পরিধান পূর্ব্বক বাহিরে আসিয়া সশিষ্য শ্রীগুরুদেবকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিলেন। কিন্তু গৃহে কিছু নাই, কি করিয়া তিনি সশিষ্য গুরুদেবের সেবা করিবেন, তজ্জন্য চিন্তান্বিত হইলেন। তিনি বিচার করিলেন—

শরীরং বসু বিজ্ঞানং বাসঃ-কর্ম্ম-গুণান্ অসূন্
গুর্ব্বর্থং ধারয়েদ্ যস্তু স শিষ্যো নেতরঃ স্মৃতঃ।

—শরীর, ধন, জ্ঞান, প্রাণ যিনি গুরু-সেবার্থে ধারণ করেন, তিনিই প্রকৃত শিষ্য। এমন কি যিনি নীতি-বিগর্হিত অপকর্ম্মের দ্বারাও হরি গুরু বৈষ্ণবের সেবা করিয়া থাকেন, তিনি প্রাকৃত বিচারে অসাধু বলিয়া মনে হইলেও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধু—ইহা সর্ব্বশাস্ত্রের নিগূঢ় সিদ্ধান্ত।

কাপীসরামের পত্নী এইরূপ বিচার করিয়া নিজ শরীর দ্বারা গুরুদেবের সেবা করিবার সংকল্প করিলেন। তিনি জনৈক লম্পট বণিকের নিকট যাইয়া তাহার অসদভিপ্রায় চরিতার্থ করিবার অঙ্গীকারে বহু দ্রব্য-সম্ভার সংগ্রহ করিয়া সশিষ্য গুরুদেবের সেবা করিলেন, পরে শ্রীগুরুবৈষ্ণবের প্রসাদ উক্ত লম্পট বণিককে দান করিলেন, তাহাতে তাহার [illegible] হয় এবং রামানুজের শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়া পরম বৈষ্ণব হয়। কাপীসরাম গৃহে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক নিজ পত্নীর নিকট সব বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া অতীব সন্তুষ্ট হইলেন, এবং এরূপ সেবা-পরায়ণা পত্নী লাভ করিয়াছেন বলিয়া আপনাকে পরম সৌভাগ্যবান্ বলিয়া মনে করিলেন।

[illegible] ধন-প্রাণ-মনাদি যাবতীয় বস্তু [illegible] একমাত্র গ্রহণ ও ধারণ [illegible] হইতে কোন সন্দেহ নাই; [illegible] যে কোন ব্যক্তিকেই গুরু বলিয়া মানিয়া লইতে পারি, তিনি যাহাই হউন আমার দেখিবার প্রয়োজন কি? আমরা দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত তাঁহার উপদেশ পালন করিব তাহা শাস্ত্রসম্মত হউক বা না হউক, অন্যদের দেখিবার প্রয়োজন নাই। গৌড়ীয়মঠ আমাদের গুরুকে [illegible] বলিতে পারেন, নিজ প্রতিষ্ঠা প্রমাণ [illegible]। গৌড়ীয়মঠ যে সৎ, [illegible] বা কেমন করিয়া বিশ্বাস করি' হঠাৎ হইয়াছে, আধুনিক নামধারী-গুরুর শিষ্যদিগের অভিমত। ব্যবসাদার কপট-গুরু তাঁহাদের অনুগত জনকে উক্ত বাক্য শিক্ষা দিয়া নিজেদের প্রতিষ্ঠা এখনও কিয়ৎ পরিমাণে বজায় রাখিয়াছেন। কিন্তু গৌড়ীয়মঠ পারমার্থিক-মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া যে কার্য্য সম্পন্ন করিতেছেন, তাহাতে আশা হয় অতি শীঘ্র বাণিজ্যের জননীত সমূলে বিনষ্ট হইয়া শাস্ত্রসম্মত সদাচারের প্রবর্ত্তন হইবে।

ভারতবাসী হইয়া আমাদের ধর্ম্মতত্ত্বে অজ্ঞান ভুল হওয়া কখনই ভাল বলিয়া মনে হয় না। দেখুন, পাশ্চাত্য-দেশীয় আধুনিক [illegible] সাধারণ জ্ঞানের অভাব অপলাপ করেন নাই; তাঁহারা বলিয়াছেন—"যদি তুমি নিজের দলে কোন যুবককে ধার্ম্মিক বলিয়া মনে কর, তাহা হইলে তুমি নিশ্চয়ই বঞ্চিত হইবে।" আর আমরা ভারতবাসী হইয়াও ঐ সাধারণ জ্ঞানটুকুও হারাইয়াছি, ইহা কি আমাদের চরম দুর্গতির পরিচয় নহে? শাস্ত্রকারগণ কি এতই মূর্খ ছিলেন যে, আমাদিগকে যাকে তাকে গুরুপদে বরণ করিবার উপদেশ করিয়াছেন। শাস্ত্র আমাদিগকে বেদজ্ঞ ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুর আশ্রয় লইতে বলিয়াছেন। শাস্ত্র আমাদিগকে আমার গুরু, তার গুরু প্রভৃতি ভেদ করিতে বলেন নাই। শাস্ত্র [illegible] গুরু, জাতি গুরু, বংশগুরু অগুরুর পরিত্যাগ করিয়া ভগবদ্দর্শন সিদ্ধান্ত-নিপুণ ভক্ত গুরুর আশ্রয় করিবার জন্য বারংবার উপদেশ করিয়াছেন। শাস্ত্র আরও বলিয়াছেন—শিষ্য গুরুগৃহে বৎসরাধিক কাল অবস্থান করিয়া দেখিবেন তিনি উপযুক্ত গুরু কিনা, পরে তাঁহার শিষ্যত্ব অঙ্গীকার করিবেন। শাস্ত্রের এরূপ সুসিদ্ধান্ত-বাণী উপেক্ষা করিয়াই, দেশের অবসাদ [illegible] ভারতবাসীর সর্ব্বপ্রকারে এ দুর্দ্দশা। এখনও কি আমাদের চক্ষু ফুটিবে না?

যে ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করিয়া কয়েক দিন বাঁচিয়া থাকিয়া মারা যায় সেই জন্ম-মরণশীল ব্যক্তির শিষ্যত্ব স্বীকার করা গৌড়ীয় মঠের বা শাস্ত্রের উপদেশ নয়। তাঁহারা বলেন নিত্যলীলা-পরায়ণ স্বয়ং ভগবান্ গৌরসুন্দরই সর্ব্বগুরুগণের গুরু। তাঁহার পার্ষদগণ গৌরসুন্দরের শিক্ষা সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করিয়া জগৎকে দান করিয়াছেন। সেই শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিলাসমূর্ত্তিরূপ নিজরূপ শ্রীরূপানুগ প্রধান আচার্য্যগণ ব্যতীত আর কেহ গুরুপদবাচ্য হইতে পারেন না। জীব, রঘুনাথ প্রভৃতি আচার্য্যবর্গের ভক্তি-সিদ্ধান্তবাণীর সেবা ছাড়িয়া, অভক্তি-সিদ্ধান্তকে ভক্তিসিদ্ধান্ত বলিয়া মনে করিলে অহঙ্কারে মত্ত হ'য়ে, নিত্যতপদ পামরেরে অসত্যেরে সত্যভ্রম করি' এই বাক্যের সার্থকতা সম্পাদন করা হয় মাত্র।

সৌভাগ্য

ভোগায়ার বিশ্বে সকলেই ভোগের কাঙ্গাল। যদিও ভারতীয় বিচারে ধনী ও কাঙ্গাল এই দুই শ্রেণীর লোক ভূলোকে বাস করেন, তবুও দেখা যায়, ভোগ-পিপাসা উভয়েরই সমান। বরং কাঙ্গালের ধনী হওয়া পিপাসা অপেক্ষা ধনীর অতি-ধনী হইবার পিপাসা, পিপাসারাজ্যে পিপাসা আনবৃত্তির কথাই জানাইয়া দেয়।

পিপাসা আশা-বৈতরণী। যত পাওয়া যায়, পাইবার প্রবৃত্তি ততই প্রবল হয়। প্রচুর পাওয়া লাভে পিপাসার শ্রীবৃদ্ধি নষ্ট হয়। অগ্নিকুণ্ডে ঘৃতাহুতি যেমন অগ্নির নির্ব্বাপণের সাহায্য না করিয়া দাহ্য বস্তু স্বরূপে অগ্নি-বৃদ্ধির কারণ হয়, পিপাসিত বস্তুর প্রাপ্তি, পিপাসা বৃত্তিকে তেমনই প্রবল করে। জগতের সমস্ত রত্ন-ভাণ্ডার, ধান্য-ভাণ্ডার এবং [illegible] কাহারও করতলগত হইলেও পিপাসা-পিশাচী সেই ভাগ্যবানের সৌভাগ্যকে দুর্ভাগ্যে পরিণত করে। কেননা, আমার যথেষ্ট হইয়াছে আর প্রয়োজন নাই,—সে ব্যক্তি একথা বলিতে পারে না।

জাগতিক লোক জাগতিক বস্তু প্রাপ্তিকেই সৌভাগ্য বলিয়া মনে করে। কিন্তু সে সৌভাগ্যকে ভাগ্যহীনতা জানাইবারও বস্তু এ জগতে আছে। পরিবর্ত্তনশীল জগতে পদার্থ মাত্রেই পরিণামী। এখানে ভোগের উদ্দেশ্যে যে বস্তুই কেন পাওয়া যাক, সে বস্তুর প্রাপ্তির পূর্ব্বে দুঃখ, প্রাপ্তি-কাল হইতে অবস্থিতি-কাল পর্য্যন্ত ভয় এবং বিদায় গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে মালিককে শোক-সাগরে ভাসাইয়া দেয়। অধিকন্তু মালিক মহাশয় কিছু দিন পরে মনের দুঃখে মরণের দেশে চলিয়া যান। সুতরাং জাগতিক সৌভাগ্য লাভ অবাঞ্ছিত বটে।

পিপাসাপিশাচী জীবকে জগতে যাওয়া আসার সুবিধা করিয়া দেয়। যাহারা এই সুবিধার গ্রাহক, তাহারা সৌভাগ্যবান্ সন্দেহ নাই। কিন্তু জাগতিক দুঃখদ সুখকে সুখ বলিয়া যাঁহারা বিবেচনা করেন না, কোন এক অজানা রাজ্যের অজানা বস্তু সুখ ও সৌভাগ্য বলিয়া মনে করেন, তাঁহারা এই পিশাচীর হস্তে পড়িতে অনিচ্ছুক। এহেন নিত্যানন্দ-প্রার্থি-জনগণের সৌভাগ্যের কথা আলোচনা করাই আলোচ্য প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

এ সংসারে জন্ম-লাভ বড়ই সুলভ ব্যাপার। কিন্তু জন্ম-শ্রেষ্ঠ মানবজন্ম লাভ বড়ই দুর্লভ। যদিও সব জন্মেই ভোগের কথা আছে, তথাপি মানব-জন্মে ভোগাতীত ব্যাপার লাভের সুযোগ থাকায় ইহা এতই আদরের ও সম্মানের। মহতের সঙ্গেই এই মানব-জীবনের সার্থকতা নির্ভর করিতেছে। যোষিৎসঙ্গী এবং তৎসঙ্গ-সঙ্গীর সঙ্গ যেমন যে বিৎশক্তি-বুদ্ধিবিশিষ্ট বদ্ধজীবকে সুদৃঢ় বন্ধনে বদ্ধ করে, মহতের সঙ্গও সেইরূপ বদ্ধজীবকে বন্ধন হইতে বিমুক্ত করিয়া সর্ব্ব যোষিতের একমাত্র পতি বৃন্দাবনচন্দ্রের নখচন্দ্রের শোভায় চিরাকৃষ্ট রাখে।

চতুর্দ্দশ ভুবন কুণ্ঠা-ধর্ম্ম-বিশিষ্ট। ভুবনবাসীও ভুবন-ভাবে বিভাবিত হইয়া ধর্ম্মেরই সেবক। সুতরাং এ জগতে কুণ্ঠা-ধর্ম্ম বৃদ্ধিকারী কুণ্ঠিত বস্তু প্রাপককে সৌভাগ্য বলা যায় না। কিন্তু কুণ্ঠলোক হইতে বৈকুণ্ঠে যাইবার একমাত্র পথ প্রদর্শক বৈকুণ্ঠ প্রিয় মহতের সঙ্গ-লাভই সুসৌভাগ্য। মহতের সঙ্গ শুধু বৈকুণ্ঠ ধাম লাভের পর বৈকুণ্ঠে ভগবানের সেবা-প্রাপ্তি নহে, অকুণ্ঠ লোকে থাকিয়াও বৈকুণ্ঠ-প্রাপ্তি। মহতের হৃদয়ে মহৎ বা ভগবান সর্ব্বদা-বিরাজিত এ' কথার দৃষ্টান্তে দেখা যায়,—

ভক্তচিত্তে, ভক্ত-গৃহে, সদা অবস্থান।
কভু গুপ্ত, কভু ব্যক্ত, স্বতন্ত্র ভগবান্॥

সর্ব্বেশ্বর সর্ব্বেশ্বরের সেবকের সঙ্গ সর্ব্বস্ব-তারা সর্ব্ব-সাধারণের সম্বন্ধে সৌভাগ্য-সংপ্রাপ্তি।

মানবের আকাঙ্ক্ষা

(পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধামোহন দাস ব্রহ্মচারী)

মানব-হৃদয় সার, সত্য, স্থির পদার্থ আশ্রয় করতে চায়। ক্ষুদ্র, সীমাবদ্ধ মানব অবস্থার পরিবর্ত্তনে ভীত, প্রকৃতির নিয়ম আন্দোলনে শঙ্কিত; তাই এই ভব-ভীত অস্থির, চঞ্চল জীবনে একটি স্থির অচঞ্চল উদ্দেশ্যের উপর জীবন গড়িয়ে তুলে শান্তিতে থাকতে চায়। কেহ সুখ, কেহ যশ, কেহ পদ-গৌরব আশ্রয় ক'রে ভাবে, অশীতি-বর্ষ-ব্যাপী জীবনের একটি স্থির অবলম্বন পেলাম। কিন্তু হায়, বিধাতার কি ইচ্ছা! তাঁদের সেই শান্তি সুখের স্থির অবলম্বন মুহূর্ত্তের মধ্যে 'কষ্ট-দুঃখ' 'দুঃখের' ভগ্না-ঘাতে চূর্ণ বিচূর্ণ হ'য়ে যায়, যশ লোক-নিন্দার নিত্য সঙ্গী হ'য়ে উঠে, এবং পদ-

গৌরবের উত্থান পতনে মানবকে চূর্ণ করে দেয়। যদিও বহু যত্ন চেষ্টার ফলে মানব আকাঙ্ক্ষিত বস্তু লাভ করে, কিন্তু সেখানে গিয়ে দেখে বৃথা তার সকল যত্ন চেষ্টা, প্রাণের অভাব ঘুচল না, ক্ষুদ্র পদার্থে মানবের অন্তরের পিপাসা মিট্‌ল না! মানব অর্থকে জীবনের সার মনে ক'রে ভাবে, জগতে এই বুঝি, স্থির ভূমি ও চির-আশ্রয় স্থলের একমাত্র চিব সম্পত্তি। এই অর্থ-সম্পত্তি প্রচুর পরিমাণে লাভ কর্‌তে পার্‌লেই মানব মনে করে যে, আমার সকল অতৃপ্ত ঘুচে যাবে কিন্তু অর্থ কা'র প্রাণকে পরিতৃপ্ত কর্‌তে পেরেছে, কা'কে চির-আশ্রয় দিতে পেরেছে, এবং কেউ বা উহা চির-সম্পত্তিরূপে মনে গ্রহণ ক'রে নিরাময় শান্তি-লাভের অধিকারী হ'য়েছে? মানব মানবকে আশ্রয় ক'রে ভাবে, প্রিয়তম ব্যক্তিই তার একমাত্র আশ্রয় স্থল, কিন্তু প্রাণের নিয়ত বর্দ্ধিত পিপাসা যখন প্রিয় বস্তুতেও তৃপ্ত হয় না, অথবা যখন মৃত্যুর কঠোর আঘাতে সে আশ্রয়-স্থল ভেঙ্গে দেয়, তখন সে বুঝে যে, ইহাও সার, সত্য, স্থির ভূমি নহে। তা' হ'লে কোথায় সে আশ্রয় পাবে? তবে কি তার আশ্রয়-স্থল নেই? তার হৃদয় যা চায়, তা' এ সংসারে নেই। তার আত্মা আত্মাকে আশ্রয় কর্‌তে চায়—এ আত্মা ক্ষণ-ভঙ্গুর পরিবর্ত্তনশীল পার্থিব পদার্থ নয়,—ইহা অপ্রাকৃত, ইন্দ্রিয়াতীত চিদ্বস্তু; তার আত্মা এমন একটি বিষয় লাভ কর্‌তে চায়, যা তা'র অনন্ত আকাঙ্ক্ষাকে তৃপ্ত কর্‌তে পারে এবং যা অনন্তকাল ধরে স্থির আশ্রয় হ'য়ে থাকবে। ইহা এক বিশ্বের অতীত অনন্ত ঈশ্বরেই অর্থাৎ অপ্রাকৃত রাজ্যের চিদানন্দঘন স্বপ্রকাশ কৃষ্ণবস্তুতেই সম্ভবপর, তিনি কোন প্রাপঞ্চিক জগতের প্রাকৃতেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বস্তু নহেন। যখন তাঁকে আশ্রয় রূপে পায়, তখনই তা'র হৃদয় শান্ত হয়। অবস্থার পরিবর্ত্তনে ও প্রকৃতির আন্দোলনে আর তাকে ভীত কর্‌তে পারে না, এবং এ জীবন যে দু'দিনের জীবন নয়, ইহা তখন সে বুঝতে পেরে, সেই অনন্ত জীবনের জীবন-স্বরূপ যে শ্রীভগবান্‌, তাঁকে স্থির আশ্রয়-রূপে লাভ কর্‌বার জন্যে জীবন-গঠন-কার্য্য-প্রয়াসে নিযুক্ত থাকে।

মানবের আর একটি আকাঙ্ক্ষা—প্রেমের। মানব প্রেম পাবার জন্যে যত আকাঙ্ক্ষা করুক বা না করুক, সে প্রেম দিতে চায়—সে প্রেমিক হ'তে চায়। শুদ্ধ-অমল-প্রেম লাভের অধিকারী একমাত্র নির্দ্দোষ প্রেমিক জীবন ছাড়া হয় না। যা'র ভাল-বাস্‌বার কেউ নেই, তা'র জীবন শূন্য, সংসার তার কাছে শুষ্ক মরু-মরীচিকা সদৃশ কঠোর কর্কশ। কিন্তু কা'র প্রতি ভালবাসা জন্মে? যে প্রেম বুঝ্‌তে পারে; এবং সম্ভবপর হ'লে তার প্রতিদান দিতে পারে। এ বিশ্ব জগৎ ভালবাসার উপরই প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং মানুষ যে বৃক্ষ, প্রস্তর বা মূর্ত্তিকে ভালবাসে, তাতে কল্পনায় ব্যক্তিত্ব আরোপ ক'রে। কিন্তু মানব সত্য বস্তু চায়, কল্পনায় তা'কে চিরদিন তৃপ্তি দিতে পারে না। এই জন্য মানবের জ্ঞানোন্মেষের সময় পদার্থান্তর বস্তুতে অথবা কল্পিত দেব দেবতায় মানব ভক্তি ক'রেও ভক্তি-সিদ্ধ হ'য়ে উঠ্‌তে পারে না। বহু-দিনের সঙ্গের ফলে একটি আসক্তি জন্মিতে পারে, কিন্তু সে আসক্তিই প্রেম নহে। আত্মা কেবল আত্মাকেই প্রেম কর্‌তে পারে। প্রেমের দ্বিতীয় লক্ষণ এই যে, ইহা গভীরতায় অনন্ত। মানব যা'কে ভাল-বাসে, তা'কে সমস্ত হৃদয় দিয়ে ভালবাস্‌তে চায়। এ ভালবাসা একমাত্র অপ্রাকৃত অখণ্ড স্বসম্ভোগকারী পূর্ণানন্দময় কৃষ্ণ বস্তুতেই পূর্ণরূপে অর্পিত হ'তে পারে। ভালবাসার অপর নাম রতি, সেই রতি গাঢ় হ'লে তাকে প্রেম বলে। বৈষ্ণব-ধর্ম্মশাস্ত্রে প্রেমের যে লক্ষণ দেওয়া আছে,—ক্রন্দন, হাস্য, স্বেদ, রোমাঞ্চ, মূর্চ্ছা—ইহা প্রেমের গভীর উচ্ছ্বাস! প্রেম গভীর হ'লে, মনের সকল বাসনা ও বৃত্তি কৃষ্ণ-সুখ-তাৎপর্য্য হ'য়ে দাঁড়ায়। তখন যে মানব চলে, ফিরে, চিন্তা করে, বাসনা করে—সব প্রেমময়ের প্রেমাস্পদের জন্য। গঙ্গা যেমন সমগ্র প্রাণ লয়ে স্বেচ্ছায় সাগরোদ্দেশে ধাবিত হয়, প্রেমিক হৃদয়ের বৃত্তিগুলো সেইরূপ প্রেমাস্পদের দিকে ধাবিত হয়। কিন্তু মানব-প্রকৃতির সীমা কে নির্দ্দেশ কর্‌তে পেরেছে? ঘটনার উপর ঘটনা জীবনের সম্মুখে আস্‌ছে এবং নিত্যই মানবাত্মার বিকাশ হচ্ছে। এই নূতন বাসনা, নূতন চিন্তা এখন আবার প্রেমাস্পদের চরণে উৎসর্গীকৃত হয়। এইরূপে সমস্ত জীবন চ'লে যায়, তবুও এ' উৎসর্গ শেষ হয় না—অনন্ত জীবনেও শেষ হ'বে না। এই উৎসর্গ—যার অপর নাম প্রেম—তা'কি কখন কোন সসীম মানবের প্রতি হ'তে পারে? কে এমন আছে যে, আমাদের সমস্ত প্রাণ—শুধু আজ যা আছে তা' নয় যা, ভবিষ্যতেও হ'বে তাও—গ্রহণ কর্‌তে পারে! মানবে মানবে প্রেম যতই গভীর হউক না কেন,—প্রেমের এ পূর্ণতা সেখানে সম্ভবপর নয়। যাকে চিরকাল হৃদয় দিচ্ছি, অথচ হৃদয় দেওয়া আর ফুরায় না, এরূপ সম্বন্ধ মানবে মানবে সম্ভবে না।

এ অচ্ছেদ্য অবিচ্ছিন্ন যোগ কেবল এক অনন্ত প্রেমাস্পদ ঈশ্বরের সহিতই সম্ভবপর। "প্রেমের তৃপ্তি সম্ভবপর হ'তে পারে সেখানে, যেখানে কেবল সেই একমাত্র অনন্ত পুরুষকে জান্‌বার জন্যে হৃদয় ব্যাকুল হ'য়ে উঠ্‌ছে।

এইরূপে মানবের পূর্ণের আকাঙ্ক্ষা অনন্ত, তা'র গতি পূর্ণ আদর্শের দিকে; এবং সেই আদর্শের মধ্যে এক পূর্ণ পুরুষের আভাস পাওয়া যায়, যিনি আমাদিগের নিকট পূর্ণ চাচ্ছেন। তখন জীবনের সকল কাজ আর কেবল শূন্যগর্ভ পুণ্যের বিধিতে নিয়মিত হয় না, সেই পূর্ণ পুরুষের তৃপ্তির জন্য নিয়োজিত হয়। অনন্ত জ্ঞানের আকাঙ্ক্ষা অনন্ত প্রেমের তৃপ্তি তখনই স্থির ভূমি পায়, যখন তা' বিশ্বের অন্তরালে এক মহান্ পুরুষের জ্ঞান উপলব্ধি ক'রতে পারে। বিশ্বের সৌন্দর্য্যের মধ্যেও সেই পরম পুরুষের প্রেমের ছটা যখন দেখ্‌তে পায়, প্রাণ তখনই সেই অনন্ত সৌন্দর্য্যের আধারকে জীবনের একমাত্র অবলম্বন মনে ক'রে ধর্‌বার জন্যে তাঁর কাছে ছুটে যায়। এইরূপে মানবাত্মার যেদিকে দেখা যায়, সেই দিকেই দে'খ তৃপ্তির হেতু তিনিই, এবং তাঁহাতেই মানব জীবনের চিরোন্নতি। যারা তাঁকে বুঝ্‌তে চায় না, তাঁকে অবলম্বন কর্‌তে ইচ্ছা করে না, তাঁকে শ্রেষ্ঠ বস্তু বলে স্বীকার কর্‌তে চায় না, অথবা তিনি যে আমাদের প্রাণের সহিত গভীর ভাবে যুক্ত তা' জানে না, তারা প্রাণের সান্ত্বনা গ্রহণ কর্‌বে কিরূপে? তারা তাদের দুর্ব্বুদ্ধি বশতঃ সেই চিরবন্ধু পরম বস্তু হ'তে বঞ্চিত থেকে নিয়ত দুর্ব্বাসনারই দাসত্ব ক'রে থাকে। তাঁকে সরল প্রাণে নিষ্কপট ভাবে আশ্রয় কর্‌তে পার্‌লেই মানবের সকল আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি, নতুবা আকাঙ্ক্ষার তৃপ্তি নেই, তৃপ্তি নেই, ইহা স্থির নিশ্চিত।

বর্ত্তমান জগৎ

বর্ত্তমান সময়ে মনোধর্ম্মি সম্প্রদায় মায়াবাদদূষিত সর্ব্বদেব-সমন্বয়-বাদরূপ সংক্রামক ব্যাধি দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছে। তাঁহারা শুদ্ধভক্ত নামে পরিচিত হইবার আকাঙ্ক্ষা করিয়াও অজ্ঞানতাবশে সকল দেবতার ঐক্যবাদ স্বীকার করিতে বাধ্য হইতেছেন। এই দেবতার ঐক্যবাদের মূলে মায়াবাদ। মায়াবাদ শুদ্ধ ভক্তির বিরোধী, সুতরাং মায়াবাদপ্রসূত চিদ্বিলাস বিরোধবাদ, চিদবৈচিত্র্যবাদ প্রভৃতি মতবাদও ভগবদারাধনার পক্ষে সম্পূর্ণ অন্তরায়। বৈষ্ণবাচার্য্যগণ কেহই এই সকল মতবাদ স্বীকার করেন নাই।

বেদ কল্পতরু! কল্পবৃক্ষের নিকট যে যাহা প্রার্থনা করেন, কল্পতরু তাহাই পূর্ণ করিয়া থাকেন। শরণাগত জনগণ যখন প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবা দ্বারা হইয়া বেদকল্পতরুর নিকট উপস্থিত হন, তখন বেদ কল্পবৃক্ষ তাঁহাদিগকে শুদ্ধাভক্তি রূপ অমৃত ফল প্রদান করেন। আবার যখন ইন্দ্রিয়জ্ঞ জ্ঞানে মত্ত জনগণ বেদকল্পবৃক্ষের নিকট উপস্থিত হ'ন, তিনিও তখন "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহং" এই শাস্ত্র বাক্যাবলম্বনে প্রার্থনানুসারী ফল প্রদান করেন।

সর্ব্বধর্ম্ম সমন্বয়বাদিগণের মতে সকল দেবতাই সমান! বিষ্ণুই একা দেবতা হইতে পারেন না। তাঁহাদের মতে ভগবানের নিত্য সচ্চিদানন্দ স্বরূপ বিগ্রহের নিত্য অবস্থান নাই। সর্ব্বশক্তিমান ভগবানের অচিন্ত্য শক্তি নাই। তাঁহারা অক্ষজ-জ্ঞানাদৃত বিচার অবলম্বন পূর্ব্বক অধোক্ষজ ভগবান সম্বন্ধে বলেন, যখন জড় জগতের নানত্বাদি যুক্ত বস্তু হেয় দোষযুক্ত তখন ভগবান নাম-রূপ-গুণাবিশিষ্ট হইলেও জড় বস্তুর ন্যায় সমান দোষ। সুতরাং চিদ্‌বিলাস বা চিদ্‌বৈচিত্র্য চরমতত্ত্ব বলিয়া স্বীকার করা হইতে পারে না। যেখানে চিদ্বৈচিত্র্য স্বীকৃত হয় নাই সেখানে সর্ব্ব-দেবতার সমন্বয়বাদ অবশ্যম্ভাবী। যে মতবাদে উপাসক, উপাস্য ও উপাসনার নিত্যত্ব নাই; গুরু শিষ্যের নিত্যত্ব নাই, শ্রীবিগ্রহের নিত্যত্ব নাই, দেবতার নিত্যত্ব নাই, সাধনের নিত্যত্ব নাই সেখানে সর্ব্ব-সমন্বয়-বাদরূপ অপসিদ্ধান্ত যে উপস্থিত হইবে তাহার আশ্চর্য্য কি? সর্ব্বসমন্বয়বাদী ব্রহ্মসংহিতার চরম সিদ্ধান্ত—

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহঃ।
অনাদিরাদি গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্‌॥

এই বাক্যকে সাম্প্রদায়িকতা দুষ্ট বলিতে কুণ্ঠিত হ'ন না। প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবাবৃত্তির অভাব বশতঃ ভগবদ্ভক্তি বিরহিত, ভগবানে সতত যুক্ততার অভাব হেতু তাঁহাদের বুদ্ধির অভাব নাই।

সর্ব্বদেবসমন্বয়বাদিগণ নিজ নিজ মত পোষণকল্পে বলেন, এক একটি শাস্ত্র এক একটী দেবতার প্রাধান্য কীর্ত্তন করিয়াছেন যেমন শৈবপুরাণে শিবকে প্রধান, ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণকে প্রধান, দেবী পুরাণে দেবীকে প্রধান রূপে কীর্ত্তন করা হইয়াছে এইরূপ স্থলে তাঁহাদের চাঞ্চল্য ভোগোন্মুখ বুদ্ধিতে ইহাই অনুমিত হয় সকল দেবতাই এক। বর্ত্তমানে জড় জগতের জীবের এই ভ্রম মূলক সিদ্ধান্ত কোনও শাস্ত্র যুক্তি মূলক নহে। পূর্ণরূপে দেহ ও মনোধর্ম্মে আসক্ত জনগণ ব্যতীত কেহই এরূপ সর্ব্বদেবসমন্বয়বাদী নহেন। ভগবান অধিকারী ভেদের জন্য অধিকারোচিত শাস্ত্রাদি রচনা করিয়াছেন।

পর-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

সম্প্রতি পর বিদ্যাপীঠে নিম্নলিখিত শিক্ষণীয় বিষয়-নিচয়ের অধ্যাপকের আসন-সমূহ সংস্থাপিত হইয়াছে—বিদ্যার্থিগণ আবেদন করুন।

১। সাহিত্যাসন, ২। ঐতিহ্যাসন,
৩। সম্প্রদায়বৈভবাসন, ৪। ভক্তিশাস্ত্রাসন,
৫। তত্ত্বশাস্ত্রাসন, ৬। বেদান্তাসন,
৭। একায়নাসন।

শ্রীসুন্দরলাল রায় বি, এ, কাব্যতীর্থ, বিদ্যাসাগর,
সম্পাদক—পরবিদ্যাপীঠ, শ্রীধাম মায়াপুর।

শ্লোক-সূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৪০৲ চল্লিশ টাকা।

২৭২৪ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে,

সপ্তচত্বারিংশ খণ্ডে সূচী ছাপা হইতেছে।

৪৬শ খণ্ড গ্রন্থ নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে ১৩।৵০ সাধারণ পক্ষে ২০৸৵০। প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ৷৶০, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ।৵০।

দশম স্কন্ধ ছাপা হইতেছে। দশম স্কন্ধের ভিক্ষা ১১৲, অগ্রিম সাহায্যকের পক্ষে ৮৲।

৫০ অধ্যায়পর্যন্ত নবম সংখ্যা ছাপা হইয়াছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

"শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত"

সম্পূর্ণ ছাপা শেষ হইয়াছে

আদি, মধ্য, ও অন্ত্যলীলা এবং সূচী ছাপা হইয়া সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে। যাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ১০৲ টাকা ভিক্ষায় তৃতীয় সংস্করণ ৯৲ টাকায় না পাইয়া অপূর্ব্ব সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের জন্যই এবার ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছেন। সেই ১০৲ টাকার এই বিরাট্ গ্রন্থ নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা পূর্ণ না হওয়া পর্য্যন্ত ৫৲ টাকা ভিক্ষায় দেওয়া হইবে। গ্রাহকগণ সত্বর হউন পরে আর এ সুযোগ দেওয়া হইবে না।

শ্রীচৈতন্য লীলার ব্যাস অবতার

শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র গ্রন্থ ৮৲ স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲

নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪৷৹ টাকা

শ্রীচৈতন্য মঠের যাবতীয় গ্রন্থ

কার্য্যাধ্যক্ষ, গ্রন্থ-বিভাগ, শ্রীচৈতন্য মঠ
পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

—অথবা—

শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা
ঠিকানায় পাওয়া যাইবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—ডাকে লইলে শ্রীচৈতন্য মঠের ঠিকানায় লিখিবেন।

উড়িয়া ভাষায় প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

যে সব উৎকলবাসী ভক্তগণ বাংলা পড়িতে জানেন না, তাঁহাদের শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর প্রচারিত পরম উপাদেয় ভক্তি-কথা জানিবার সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে উড়িয়া-ভাষায় নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হইয়াছে। বাংলা গ্রন্থের তুলনায় উড়িয়া গ্রন্থগুলির ভিক্ষাও অপেক্ষাকৃত অল্প।

গ্রন্থের নাম	ভিক্ষা
শ্রীহরিনাম চিন্তামণি, প্রতিখণ্ড	॥০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	১৲
সাধন পথ (শ্রীমহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টক) প্রতিখণ্ড	।০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	॥০
কল্যাণ কল্পতরু প্রতিখণ্ড	৶০
একত্রে ৩খণ্ড লইলে	।০
গীতাবলী প্রতিখণ্ড	৵১০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৶১৫
শরণাগতি—প্রতিখণ্ড	৵০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৶৫

প্রাপ্তিস্থান { শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ, কটক
এবং
শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, পুরী }

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিম্নলিখিত মঠসমূহে প্রাপ্তব্য:—

১। শ্রীচৈতন্য মঠ,—পোঃ, শ্রীধামমায়াপুর, (নদীয়া)।
২। শ্রীমোদদ্রুমদ্বীপ মঠ,—চম্পাহাটি, সমুদ্রগড় পোঃ, (বর্দ্ধমান)।
৩। শ্রীভাগবত আসন,—ভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৪। শ্রীগৌড়ীয় মঠ,—১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড্, কলিকাতা।
৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ,—চটকপর্বত, পুরী,
৬। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ,—উড়িয়া বাজার, কটক।
৭। শ্রীভাগবত মঠ,—চিরাকিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।
৮। শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ,—৬নং অগস্ত্যকুণ্ড, কাশী, ইউ, পি।
৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,—প্রিয়াঘাট, বৃন্দাবন, মথুরা, ইউ, পি।
১০। শ্রীপ্রয়াগ মঠ—এলাহাবাদ পোঃ, ... ইউ পি।
১১। শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ,—কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল, পাঞ্জাব।
১২। শ্রীমাধবগৌড়ীয় মঠ,—৯ নং নবাবপুর রোড্, ঢাকা।
১৩। শ্রীগদাইগৌরাঙ্গ মঠ,—বালিয়াটি, ঢাকা।
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম,—আমলাযোড়া, পাঞ্চবীর পোঃ, বর্দ্ধমান।
১৫। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ,—ডুমুরকোন্দা, চিরকুণ্ডা পোঃ, মানভূম।
১৬। শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয় মঠ,—আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী, উড়িষ্যা।

এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণের নিকটও নদীয়া-প্রকাশ প্রাপ্তব্য।

১। শ্রীযুক্ত জনার্দ্দন ঘোষ—৭৬ নং ক্লে রোড, খুলনা।
২। শ্রীযুক্ত রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিরত্ন—দেওয়ানগঞ্জ, ফলাদবাড়ী কুচবিহার।
৩। শ্রীযুক্ত রামরঞ্জন রায়—৭৬।২নং শ্রীগোপাল মল্লিক লেন, কলিকাতা।
৪। শ্রীযুক্ত অমূল্যকুমার সরকার এম, ডি, ও, ফৈজাবাদ।
৫। মিঃ এন্ ডি, মুখার্জ্জি—এম, এম, ওয়ার্কস দি মল, কানপুর।
৬। শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী জ্যোতির্ভূষণ—স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া।
৭। শ্রীরাসবিহারী দাস অধিকারী, নবদ্বীপ।
৮। শ্রীবিরাজমোহন দে—মনমোহন প্রেস, নবাবপুর, ঢাকা।
৯। শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ গড়গড়ি বেড়াচাপা, ২৪ পরগণা।

অন্যথা না ভজে কৃষ্ণ, দুষ্ট সঙ্গ করে। পুন সেইনষ্ট মায়া পাশে ডুবি মরে।

চৈতন্যমঠের গ্রন্থাবলী

শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুর বিরচিত

ভক্তি গ্রন্থাবলী।

উৎকৃষ্ট কাপড়ে বিলাতী ধরণে বাঁধাই স্বর্ণালঙ্কৃত। চতুর্থ সংস্করণ। বিস্তৃত বিষয়সূচীসহ

বাঁধাই ২৲ দুই টাকা

প্রকাশিত হইয়াছে

[illegible] বেদ, বেদান্ত, উপনিষৎ, গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত, পুরাণ, তন্ত্রাদি সকল গ্রন্থ পাঠ করিবার অবসর [illegible] ঘটিয়া থাকে। অনেকের যোগ্যতা না থাকায় সেই সকল গ্রন্থের [illegible] অবগত হইতে পারেন না। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বাঙ্গালীর এই অসুবিধা দূরীভূত করিবার জন্য এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

বিদ্যালয়ের ছাত্র বা শিক্ষকগণের বিশেষ পাঠ্য, এই হেতু শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টার বাহাদুর উক্ত সমস্ত বিদ্যালয়ের জন্য অনুমোদন করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

প্রথম খণ্ড ভিক্ষা ১৲ একটাকা

[illegible]

শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ভিক্ষা ৵০

ঐ প্রমাণ খণ্ড ভিক্ষা ৵০

[illegible]

শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ

[illegible] ভিক্ষা চারি আনা।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টক ৷৵০ দ্বিতীয় সংস্করণ

[illegible]

গৌড়ীয়-বৈষ্ণব জগতে অভিনব গ্রন্থ !!

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতি গ্রন্থাবলী :--

শরণাগতি

পকেট সাইজ অষ্টম সংস্করণ ভিক্ষা ৵০ আনা

দেহ ও মনের চেষ্টা [illegible] তখন একমাত্র [illegible] শ্রীভগবানের প্রতি তাঁহার কোন [illegible] প্রার্থনা হয় এবং [illegible] কি প্রকারে শরণাপন্ন হইতে হয়, ইত্যাদি [illegible] প্রার্থনা ও আত্মনিবেদনমূলক গান [illegible] প্রকাশিত হইয়াছে

ভিক্ষা প্রতি খণ্ড ৵০ এক আনা

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা -- ৵০, নবদ্বীপশতক -- ৵০

অর্থপঞ্চক -- ৵০

কল্যাণকল্পতরু

পকেট সাইজ পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা ৵১০

[illegible]

শ্রীল চক্রবর্ত্তি ঠাকুরের টীকা সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

শ্রীল [illegible] টীকা ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ [illegible] প্রায় [illegible] পৃষ্ঠা। [illegible] ২৲ দুই টাকা, কাপড়ে বাঁধা ১৷০

শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ কৃত ভাষ্য সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

কাগজ ও ছাপা উৎকৃষ্ট। [illegible] বাঁধাই, সোনার জলে নাম [illegible] রাজসংস্করণ ১ টাকা, সাধারণ সংস্করণ ১৷০, গৌড়ীয়ের গ্রাহকপক্ষে ১৷০

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি [illegible]

[illegible]

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ -- ১ম খণ্ড ১ এক টাকা ২য় খণ্ড ১৲ এক টাকা -- [illegible]

[illegible]

নবদ্বীপ [illegible]

ভিক্ষা ৵০ মাত্র

প্রাপ্তিস্থান শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (প্রাচীন নবদ্বীপ) নদীয়া।

রেজেষ্টারীকৃত

মদন মঞ্জরী

ধাতুদৌর্ব্বল্য, স্বপ্ন ও ধাতুবিকার, ইন্দ্রিয়শক্তির হ্রাস, প্রস্রাবে শুক্রপাত, অজীর্ণ, মাথাঘোরা, বুক ধড়ফড়ানি, অনিদ্রা প্রভৃতি লক্ষণ সত্বর নির্দ্দোষ আরোগ্য হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ৪০ বটী ১৲ এক টাকা।

"নপুংসকারি ঘৃত"

পুরুষত্বহানি রোগে বহুপ্রয়োগে ইহা আরোগ্য করিয়া শক্তিসঞ্চার করে। মূল্য ২ তোলা ১৲ টাকা।

"রমণবিলাসিনী বটিকা"

[illegible] মূল্য ১৬ বটী ১৲ এক টাকা।

বাজারের নারায়ণজী, কেশবজী

১৭৭নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা

লোহার বরগা কড়ি

করগেট টীন, জানালার গরাদে

দালানের ফুলদার রেলিং ও থাম

বেড়া ঘেরা কাঁটাতার ইত্যাদি

সুলভে বিক্রয় করি

কান্তিচন্দ্র মুখার্জ্জি এণ্ড সন্স

২৭, ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট ফোন ৪৪১

স্থাপিত ইং ১৮৩৬ সাল, কলিকাতা

[illegible]

পর-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

এখানে আহার এবং বাসস্থান দিয়া বিদ্যার্থিগণকে বিভিন্ন শিক্ষণীয় বিষয় শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। অনেক ছাত্র ইতোমধ্যেই আসিয়া পাঠ আরম্ভ করিয়াছেন। বর্ত্তমান বর্ষে সকল ছাত্রই গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

প্রধান অধ্যাপক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রচন্দ্র কাব্য ব্যাকরণ-সাংখ্য-বেদান্ত-ষড়দর্শন-তীর্থ, সাংখ্যভূষণ, বেদান্তরত্ন, সাহিত্যশাস্ত্রী, সুদর্শনবাচস্পতি।

অধ্যাপক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গৌরদাস ব্রহ্মচারী ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীধাম মায়াপুর পরবিদ্যাপীঠ, (নদীয়া)

বেদনাঞ্জন

শ্রেষ্ঠরত্ন।

কলিকাতা কংগ্রেস একজিবিসন হইতে বহু প্রশংসা প্রাপ্ত ও বহু গণ্যমান্য ভদ্রমহোদয়গণ কর্ত্তৃক প্রশংসিত।

* * *

আজকাল বাজার-চলন মিশ্রিত ও বিষাক্ত আহার্য্য সেবনে শরীরের রক্ত স্বতঃই দোষিত হইয়া পড়িতেছে। রক্ত মানব-দেহের শ্রেষ্ঠ উপাদান, এই রক্ত দোষিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মানব বাত, বেদনা, মাথাধরা, মাথা-ঘোরা, দৃষ্টিশক্তির হ্রাস, দাঁতের গোড়া ফুলা, দাঁত কনকনানি, দাঁতে পোকা এবং খোস, চুলকানি প্রভৃতি কষ্টদায়ক চর্ম্মরোগে আক্রান্ত হইতেছে। যদি আপনি একান্তই ব্যাধিমুক্ত হইতে চান, তাহা হইলে অযথা পয়সার অপব্যয় না করিয়া অল্প ব্যয়ে এক শিশি **বেদনাঞ্জন** ক্রয় করিয়া উহার কার্য্যকারী-শক্তি উপলব্ধি করুন। গুণের তুলনায় মূল্য অতিসামান্য, এক শিশি ৷৵০ আনা মাত্র মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান—এ, সি, চাটার্জ্জী এণ্ড ব্রাদার্স।

৪৫নং ফ্লুলকাটা লেন, সালিকা হাওড়া।

সকল মণিহারী দোকানে ও বড় বড় ডাক্তারখানায় পাওয়া যায়।

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

যদিও অদ্যাপি প্রকৃত মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য, তথাপি যাঁহারা নানাবিধ অনিয়মিত উপায়ে অপরিমিত শক্তি নষ্ট করিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন এবং নানা প্রকার মেহ, প্রমেহ ধাতুদৌর্ব্বল্য, স্নায়বিক দুর্ব্বলতা, বহুমূত্র, দুঃস্বপ্ন, পারদ-সংক্রান্ত পীড়া, অর্শ এবং স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে যাহারা বাধক, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, সূতিকা, শ্বেত ও রক্তপ্রদর, হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি রোগে ভুগিয়া জীবনে নিরাশ হইয়াছেন, তাঁহারা আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটাল সাহেবের আবিষ্কৃত **ইলেক্ট্রিক সলিউসন** ব্যবহার করিয়া বাঁচিতে পারেন, তাহার শত সহস্র প্রমাণ প্রতি বৎসরেই পাওয়া যাইতেছে। যাঁহারা অন্যান্য বহুবিধ ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরোগ্য হইতে পারেন নাই, তাঁহারা একবার এই ঔষধটী ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক মাসের ব্যবহারোপযোগী এক শিশি ঔষধ ডাকমাশুল সহ ২৸০ টাকা মাত্র।

সোল এজেণ্ট—ডাঃ ডি, ডি, হাজরা।

ফতেপুর, গার্ডেনরিচ পোষ্ট, কলিকাতা।

ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

অধ্যক্ষ

শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম. এ. এফ. সি. এস. (লণ্ডন)

ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক

(প্রফেসার)

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ বিশুদ্ধ ও শাস্ত্রমতে নিজ তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হয়। পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ক্যাটালগ পাঠান হয়। রোগের বিবরণ জানাইলে যত্নপূর্ব্বক ব্যবস্থা দেওয়া হয়। চিঠি পত্রাদি সম্পূর্ণরূপে গোপন রাখা হয়।

মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দুর)

(বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৪৲ টাকা

উৎকৃষ্ট স্বর্ণ, পারদ ও আমলাসার গন্ধক দ্বারা যথাশাস্ত্র প্রস্তুত।

নিত্য প্রয়োজনীয় সর্ব্বরোগনাশক মহৌষধ

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৩৲ টাকা

উৎকৃষ্ট কাশীর আমলকী, বংশলোচন প্রভৃতি যাবতীয় উপাদানে পূর্ণ মাত্রায় যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। কফ, কাসি, সর্দ্দি, যক্ষ্মা, ক্ষয়রোগ, হৃদরোগ প্রভৃতি রোগের মহৌষধ। সকলপ্রকার দুর্ব্বলতা নাশক অতিশয় পুষ্টিকর মহৌষধ বা খাদ্য বিশেষ।

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬৲ টাকা

ইহা সেবনে ধাতুদৌর্ব্বল্য, শুক্রহীনতা, স্বপ্নদোষ, প্রমেহ ও ধ্বজভঙ্গ সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায়। ইহা অপরিসীম আনন্দদায়ক রসায়ন।

অবলাবান্ধব যোগ

প্রদর, বাধক প্রভৃতি জরায়ুদোষ ও যোনিগত দুরারোগ্য রোগের মহৌষধ

মূল্য—১৬ মাত্রা ২৲ টাকা। ৫০ মাত্রা ৫৲ টাকা মাত্র

বিশুদ্ধ জল! ভয় নাই! বিশুদ্ধ জল!!

লক্ষ্মী টিউব-ওয়েল কোং

২০৫নং নবাবপুর, ঢাকা

বর্ত্তমান-যুগের নব-আবিষ্কৃত যন্ত্রপাতিদ্বারা উন্নত বৈজ্ঞানিক-খনন-প্রণালীতে নলকূপ (*Tube-well*) নির্ম্মাণ করা হয়। বঙ্গের লাট বাহাদুর, প্রাইভেট সেক্রেটরী, জিলা-ম্যাজিষ্ট্রেট, জিলা-বোর্ডের চেয়ারম্যান, ইঞ্জিনিয়ার, জমিদার, তালুকদার, প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত ভদ্রমহোদয়গণ এই কোম্পানীর কার্য্য দেখিয়া প্রশংসা করিয়াছেন। রাসায়নিক পরীক্ষায় জল বিশুদ্ধ না হইলে মূল্য গৃহীত হয় না। বিস্তৃত বিবরণের জন্য পত্র লিখুন।

বিনামূল্যে **বিনামূল্যে**

বিতরিত

স্বাস্থ্যের সার "কামশাস্ত্র" গ্রন্থখানি চৌদ্দ লক্ষের উপরে বিতরিত হইয়াছে। উহা পাঠে মানবের পরিণাম ফলাফল জানা যায়।

এই পুস্তক যিনি লিখিয়াছেন, তিনিই "আতঙ্কনিগ্রহ বটিকা"র আবিষ্কর্ত্তা। এই বটিকা দুর্ব্বলকে সবল করে এবং সবল ব্যক্তিকে অটুট ও অক্ষয় রাখে। বত্রিশ বটিকা পূর্ণ প্রতি কৌটার মূল্য ১৲ টাকা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান:—**আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়।**

২১৪নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মনোমোহন প্রেস

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা

পূর্ব্ব-বাঙ্গালায় সুলভে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত

বৈদ্যুতিক মেশিনে দিবারাত্র কাজ চলিতেছে

বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা।

শ্রীমায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে— শ্রীবিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

ছানার সংস্করণ

Registered No. C 1511

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩॥০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র।

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৴৫

৪র্থ খণ্ড] সম্পাদক—প্রত্নবিদ্যালঙ্কার শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী [২০৫ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্য মঠ, শ্রীধাম মায়াপুর ১৯শে কার্ত্তিক মঙ্গলবার ১৩৩৬, ৫ই নভেম্বর ১৯২৯

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থাবলী

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্।—শ্লোক সূচী, বিষয়-সূচী প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত। ভিক্ষা, প্রতি খণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৵০ গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশ গ্রাহক পক্ষে ৵০
২। ভাষ্যসহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ) ৫৲
৩। গৌড়ীয়-গৌরব ৶০
৪। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।০
৫। ভজনরহস্য ॥০
৬। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
,, ,, ,, আবাঁধা ৸০
৭। গীতা (শ্রীবলদেবভাষ্যসহ) বাঁধা ২৲ আবাঁধা ১॥০
৮। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি টীকা-সহ) বাঁধা ২৲ আবাঁধা ১॥০
গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ॥০
৯। বৃ[illegible] মাধ্বভাষ্য ২৲
১০। বেদান্ত[illegible] সানুবাদ ॥০
১১। জৈবধর্ম্ম ২৲
১২। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৩। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৪। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ।৶০
১৫। দীপ-দিগ্দর্শন ৵০
১৬। সাধনপথ (৩য় সংস্করণ) ।৵০
১৭। আচার ও আচার্য্য ।৵০
১৮। নবদ্বীপধাম-[illegible] ৸০
১৯। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৶০
২০। শ্রীনবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
২১। নবদ্বীপধামমাহাত্ম্য (প্রমাণ খণ্ড) ৶০
২২। শ্রীনবদ্বীপ-ভাবতরঙ্গ [illegible]
২৩। শ্রীগৌড়মণ্ডল-পরিক্রমা-দর্পণ ।০
২৪। শরণাগতি, গীতাবলী, [illegible], [illegible], নবদ্বীপশতক, অর্থপঞ্চক ও সদাচারস্মৃতি একত্রে ।৶০
২৫। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ ও [illegible]) ৵০
২৬। সাধককণ্ঠমণি ।০
২৭। সংস্কারদীপিকা ।০
২৮। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড) ৫৲
২৯। [illegible]শিক্ষাষ্টকম্ ৵০
৩০। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ৸০
৩১। মণিমঞ্জরী সানুবাদ ।০
৩২। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৩৩। শ্রীচৈতন্যভাগবত (বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ) ৫৲

এতদ্ব্যতীত বৈষ্ণব-ধর্ম্মের কয়েকখানি ইংরাজি গ্রন্থ প্রস্তুত আছে, পত্র পাঠাইলে ডাকযোগে ক্যাটলগ পাঠান হয়।

প্রাপ্তিস্থান ঃ—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

২। শ্রীগৌড়ীয় মঠ—১নং উল্টাডিঙ্গি জংসনরোড কলিকাতা।
৩। শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠ—৯০নং নবাবপুররোড, ঢাকা
৪। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ—উড়িয়াবাজার, কটক
৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ—পোড়াকুঠী, পুরী
৬। শ্রীসনাতনগৌড়ীয় মঠ—৪০নং অগস্তকুণ্ড, কাশী
৭। শ্রীগৌড়ীয় মঠ দিল্লী কার্য্যালয়, ১০১ হনুমানরোড, নিউদিল্লী
৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ—ছিপিগলি, বৃন্দাবন।
৯। শ্রীভাগবত প্রেস, গোয়াড়ী—কৃষ্ণনগর।
১০। শ্রীএকায়ন মঠ, হাইষ্ট্রীট, কৃষ্ণনগর।

নানা কথা

ভারতের শাসন-তন্ত্র

অতিরিক্ত গেজেটে বড় লাটের উক্তি

বিগত ৩১শে অক্টোবর মহামান্য রাজপ্রতিনিধি 'আভারক্ত গেজেটে' নিম্নলিখিত ঘোষণা করিয়াছেন,—"আমি কয়েক দিন হইল ইংলণ্ড হইতে ফিরিয়াছি। সেখানে বৃটিশ সরকারের সহিত দীর্ঘ আলোচনা করার সুযোগ আমি পাইয়াছিলাম। ভারতবর্ষ হইতে যাত্রা করিবার পূর্ব্বে আমি সাধারণ্যে প্রকাশ করিয়াছিলাম যে, সম্রাটের ভারতস্থিত প্রতিনিধিরূপে আমি আমার স্বদেশবাসীকে ভারতবাসীর মনোভাব, আশঙ্কা, উদ্বেগ ও আশা-আকাঙ্ক্ষার বিষয় যতদূর সম্ভব অকপট ভাবে জানাইতে পারা বলিয়া মনে করি। আমি আমার প্রতিশ্রুতি অনুসারে বৃটিশ সরকার এবং গ্রেটবৃটেনের সকল লোক ও সকল দলের মধ্যে ভাবের জন্য সাহায্য প্রার্থী হইয়াছি।

ভারত কি চাহে

যে সব বিষয়ের জন্য লোকে বিশেষ চঞ্চল হয়, সেরূপ বিষয় নাই; ঐ এখন সমস্যা উপস্থিত; সেই জন্য সমস্যাটা এখন সঙ্গীন। সেই কারণেই রাজনৈতিক ব্যাপারে লোকের মনোভাব উত্তেজিত হইয়া আছে। যে সময় রাজনীতিক্ষেত্রে শান্তি বিরাজিত থাকে, সে সময় খুব আলোচনা হয় না; কিন্তু এখন অবস্থা অন্যরূপ দাঁড়াইয়াছে। লোকের মনে ভুল ধারণা বদ্ধমূল হওয়া খুব স্বাভাবিক। কিন্তু এই সকল অশান্তির মনোভাবের অন্তরালে ভারতের বিরাট জনসমাজের মতামত রহিয়াছে, তাহা মূলতঃ সম্রাটের অনুগামিতার ভাব এবং তাহা ভারতীয় সমাজের সকল বিভাগের লোক, সকল সম্প্রদায়ী ও সকল রাজনীতিকদের মধ্যেই যথেষ্ট পরিমাণে বিদ্যমান। ভারতের জনসাধারণ কেবল চাহে, কর্ত্তৃপক্ষের মনোভাব বুঝিতে ও কর্ত্তৃপক্ষকে তাহাদের মনোভাব বুঝাইতে। বর্ত্তমানের নানা গোলযোগের মধ্যেও আমি ঠিক আমার ঐ বিশ্বাসমতই কাজ করিয়াছি।

বৃটেনের প্রতিশ্রুতি রক্ষা

ভারতের স্বাধীনতার সঙ্গ এবং যে সকলের প্রকৃত অথবা আংশিকভাবে অবস্থা থাকায় গ্রেটবৃটেনে লোকের কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়তার আশঙ্কা হইলেও আমি সে সম্বন্ধে কখনও কোন সন্দেহ মনে স্থান দিই নাই। আমি দেখিয়াও আসিয়াছি, সে দেশের ভাবধারা সম্বন্ধে যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন, তাহা পূর্ণমাত্রায় কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য তথাকার অধিবাসীরা সম্পূর্ণ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ রহিয়াছেন।

প্রধান মন্ত্রী ও ভারত-সচিবের সহিত আমার আলোচনার সময় ভারতের ঘটনাবলীর গতিই আপনা-আপনি প্রধান আলোচ্য বিষয় হইয়া পড়ে। ২ বৎসর পূর্ব্বে নিযুক্ত পার্লামেণ্ট কমিশনের জন্য ভারতের চিন্তাধারা ও কার্য্যপদ্ধতি কি পরিমাণে প্রভাবিত হইয়াছে এবং সে পক্ষে কারণই বা কি ছিল, এ বিষয়ের আলোচনায় কোনও পক্ষেরই লাভের সম্ভাবনা নাই; অবস্থা ও তথ্য বর্ত্তমানে যেরূপ দেখা যাইতেছে, কাজেই লোকেরা তাহা সেই ভাবেই গ্রহণ করে, যেরূপ হওয়া বাঞ্ছনীয় ছিল, সে দিকে আর লক্ষ্য করে না।

বর্ত্তমানে সংস্কার-প্রস্তাব অসঙ্গত

ভারতীয় কেন্দ্রীয় কমিটির সাহায্যপ্রাপ্তি হইবার পর স্যার জন সাইমনের কমিশন এখন রিপোর্ট প্রস্তুত করিতেছেন। কমিটির রিপোর্ট পার্লামেণ্টের সমক্ষে উপস্থিত না হওয়া পর্য্যন্ত ভারতের শাসনসংস্কার উদ্দেশ্যে পরে কিরূপ প্রস্তাব করা যাইবে, তাহা এখন বলা অসম্ভব, যদি তাহা সম্ভবও হইত, তাহা হইলেও তাহা বৃটিশ সরকারের মতে সুস্পষ্টভাবে অসঙ্গত হইত।

উভয় দেশের কর্ত্তব্য

৮ মাস পূর্ব্বে তদানীন্তন রাজনৈতিক অবস্থা আমি ভারতীয় ব্যবস্থা-পরিষদে বক্তৃতাপ্রসঙ্গে যাহা বলিয়াছিলাম, আমি তাহার কতক এস্থলে পুনরুল্লেখ করিতেছি। আমি বলিয়াছিলাম, এক পক্ষে ভারতের রাজনীতিক্ষেত্রে যাহা সম্পূর্ণ লাভ করিতে পারে এমন সমাধান চেষ্টার গুরুত্ব যদি পার্লামেণ্ট স্বীকার করে, তাহা হইলে তাহা যেমন তাহার সদস্যদের অদূরদর্শিতার পরিচায়ক হইবে, তেমনি অন্য পক্ষে পার্লামেণ্টকে স্বাধীনভাবে ও তাহার বিবেচনা পূর্ব্বক মতামত প্রকাশ করিবার অধিকার না দিলে তাহাও মঙ্গলজনক হইবে না। রাজনীতিক্ষেত্রের কার্য্যপদ্ধতির এই প্রধান ও অনুসরণীয় নীতির যে কোন একটি যদি আমরা ছাড়িয়া দিই, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমরা আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির পথ হইতে মধ্যপথে দূরে চলিয়া যাইব। এ বিষয়ে বৃটিশ সরকারের অভিপ্রায়, যাহা আমি এইমাত্র বলিলাম তাহার সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ আর একপ্রকার যুক্তিতর্ক সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এক দিক হইতে উপস্থাপিত হইয়াছে।

সাইমন রিপোর্ট পেশের পূর্ব্বে ভারতের প্রতিনিধি লইয়া সম্মেলন

সাইমন কমিশন ও ভারতীয় কেন্দ্রীয় কমিটির রিপোর্ট প্রদত্ত, বিবেচিত ও প্রকাশিত হইবার পর ও সে সম্বন্ধে জয়েণ্ট পার্লামেণ্টারি কমিটির কার্য্যকালের পূর্ব্বে বৃটিশ সরকার পার্লামেণ্টের নিকট যে শেষ প্রস্তাব পেশ করিবেন, তাহাতে যাহাতে যতদূর সম্ভব অধিক পরিমাণ ঐক্য সম্ভব হয়, সে জন্য এক সম্মেলন বসাইয়া বৃটিশ সরকার বৃটিশ ভারত তথা ভারতের সামন্ত রাজ্যসমূহের প্রতিনিধিদের সহিত পরামর্শ করিতে পারেন।

ব্যবস্থাপক সদস্য ও পারলামেণ্ট কমিটি

ভারতীয় ব্যবস্থাপক প্রতিষ্ঠানসমূহের ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের সহিত জয়েণ্ট পারলামেণ্ট কমিটীর সদস্যদের পরামর্শ করার যে ব্যবস্থা ইতঃপূর্ব্বে সঙ্কল্পিত হইয়াছিল এবং স্যার জন সাইমন ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই ফেব্রুয়ারী আমার নিকট লিখিত পত্রে যাহার বিষয় উল্লেখ করেন, পাণ্ডুলিপিখানি যখন পারলামেণ্ট উপস্থিত করা হইবে, তখন তাহার পরীক্ষার জন্য ঐ ব্যবস্থা এখনও উপযুক্ত বিবেচিত হইবে। কিন্তু পারলামেণ্ট কমিটীর পরামর্শের পূর্ব্বেই কমিশনের মতে তাঁহাদের প্রস্তাবিত সম্মেলনের মত কিছু বসান উচিত।

দুইটি সমস্যা

আমি জানি, বৃটিশ সরকার সাইমন কমিশনের এই মতের সহিত সম্পূর্ণ একমত। কারণ বৃটিশ ভারতের রাজনীতিক্ষেত্রে উন্নতিবিধানের বিশেষ অনুকূল অবস্থা ও যথাসময়ে তাঁহারা ঐ বিষয়ের আলোচনার জন্য কোন বিশেষ [illegible]। কোনরূপ তাঁহারা কমিশনের মত বৃটিশ ভারত ও সামন্ত রাজ্যগুলির সম্পর্ক সংক্রান্ত সমগ্র সমস্যাটির আলোচনার গুরুত্ব বিশেষভাবে অনুভব করিয়া থাকেন। বৃটিশ নীতি কার্য্যে পরিণত করার সম্পর্কে পারলামেণ্ট পরে যে পদ্ধতিই স্থির করুক, উহার পূর্ণতা বিধানের জন্য এই সকল বিষয় বুঝা পড়া তাঁহাদের মতে বিশেষ প্রয়োজনীয়।

স্বায়ত্ত-শাসনে উন্নতি

১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের আগষ্ট মাসের ঘোষণার বৃটিশ নীতির যে শেষ উদ্দেশ্যের কথা বলা হইয়াছে, তাহাতে ভারত যাহাতে বৃটিশ সাম্রাজ্যের অংশরূপে ক্রমশঃ উন্নতিলাভ করিতে করিতে দায়িত্বপূর্ণ গভর্ণমেণ্ট পাইতে পারে, এই উদ্দেশ্যে স্বায়ত্ত-শাসনশীল প্রতিষ্ঠানগুলির ক্রমশঃ উন্নতির ব্যবস্থা করার কথা বলা হইয়াছে।

সম্রাটের ইচ্ছা

আমি সম্প্রতি বলিয়াছি, সম্রাটের আদেশ আমি যাহার নিকট প্রাপ্ত হই, তিনি সুস্পষ্টভাবেই বলিয়াছেন, ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে পারলামেণ্ট যে পরিকল্পনা প্রদান করিয়াছেন, তাহা দ্বারাই বৃটিশ ভারত তাঁহার উপনিবেশসমূহের মধ্যে যোগ্য স্থান অর্জ্জন করিতে পারে, ইহাই তাঁহার ইচ্ছা ও অভিপ্রায়। বৃটিশ সরকারের মন্ত্রীরাও একাধিকবার সাধারণ্যে ঘোষণা করিয়াছেন যে, বৃটিশ সরকারের ইচ্ছা, কাল পূর্ণ হইলে ভারতবর্ষ উপনিবেশসমূহের সমান অংশীদাররূপে সাম্রাজ্য মধ্যে তাহার স্থান গ্রহণ করিবে। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের শাসনবিধি রচনায় বৃটিশ সংকারের অভিপ্রায় সম্বন্ধে যে সকল ব্যাখ্যা হইতে পারে, সে সম্বন্ধে গ্রেটবৃটেন তথা ভারতে সন্দেহ উপস্থিত হওয়ায় বৃটিশ সরকারের পক্ষ হইতে আমি স্পষ্ট করিয়া এইরূপ জানাইতে আদিষ্ট হইয়াছি যে, তাঁহাদের মতে ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের ঘোষণায় ভারতের শাসনবিধির যে স্বাভাবিক উন্নতির চরমাবস্থার কথা বলা হইয়াছে, তাহা ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসন বলিয়াই বুঝা যায়।

দেশীয় রাজ্যের কথা কেন

এই নীতি পূর্ণমাত্রায় কার্য্যে পরিণত করিতে হইলে ভারতের সামন্ত রাজ্যগুলিকেও তাঁহাদের যোগ্য স্থান লাভের সুযোগ দিতে হইবে, এ কথা স্বতঃসিদ্ধভাবে বিশেষ প্রয়োজনীয়। কিরূপে এই উন্নতি বিধান করা হইবে, বর্ত্তমানে আমরা তাহা স্থির করিতে না পারিলেও সকল দিক হইতে ইহাই বাঞ্ছনীয় যে বর্ত্তমানে যাহা করা হইবে শেষ উদ্দেশ্যের সহিত তাহার যেন সামঞ্জস্য থাকে। শেষ উদ্দেশ্য অর্থে বৃটিশ ভারত অথবা সামন্ত রাজ্যগুলি সমগ্র ভারতের কোন প্রকার একতাবিধানের জন্য যাহা আশা করিতেছেন, তাহাই বুঝিতে হইবে। বৃটিশ সরকার মনে করেন, ভারতের শাসন-সংস্কার-সমস্যা সমাধানের শ্রেষ্ঠ উপায় নির্দ্দেশ ও ঐ উপায় নির্দ্দেশ করিতে যাইয়া, যাহাতে বৃহত্তর ভারতের দুইটী অংশের পরস্পর অধিক ঘনিষ্ঠতা স্থাপনের সমস্যা উপেক্ষিত না হয়, এই দুইটী সমস্যারই সুসমাধান হইতে পারে কমিশননির্দ্দিষ্ট কার্য্য-পদ্ধতি অবলম্বন দ্বারা।

রাজপ্রতিনিধির অনুরোধ

অতএব, সাইমন কমিশন ও ভারতীয় কেন্দ্রীয় কমিটী তাঁহাদের রিপোর্ট প্রদান করার, সেগুলি প্রকাশিত হওয়ার এবং বৃটিশ সরকার ভারত সরকারের সহিত পরামর্শ-পূর্ব্বক তখন যত কিছু বিবেচনাযোগ্য বিষয় পাওয়া যাইবে, সে সকলের সহিত ঐ রিপোর্ট সম্বন্ধে বিবেচনা করিবার পর তাঁহারা বৃটিশ ভারতের বিভিন্ন দল ও সম্প্রদায় এবং ভারতের সামন্ত রাজ্যগুলির প্রতিনিধিদিগকে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র অথবা একত্র—যেমন ভাবে তখন অবস্থা অনুসারে দরকার মনে হইবে, সেই ভাবে তাঁহাদের সহিত পরামর্শের জন্য নিমন্ত্রণের প্রস্তাব করিবেন। ইঁহাদের লইয়া যে সম্মিলন হইবে, তাহাতে বৃটিশ-ভারতের তথা নিখিল ভারতের সমস্যাসমূহের বিষয় আলোচিত হইবে। বৃটিশ সরকারের বিশেষ আশা এই যে, এই উপায় দ্বারা তাঁহারা পরে এই গুরুতর সমস্যার পার্লামেণ্টের নিকট তাঁহাদের প্রস্তাব উপস্থিত করিতে পারিবেন। বৃটিশ সরকার ঐ ভাবে যে প্রস্তাব করিবেন, তাহাতে অধিক লোকের সম্মতি পাওয়া যাইতে পারে।

—দৈনিক বসুমতী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১৯শে কার্ত্তিক মঙ্গলবার—১৩৩৬

শ্রীঠাকুর বৃন্দাবন

গত শনিবার শ্রীচৈতন্য-লীলার ব্যাস ঠাকুর বৃন্দাবন দাসের তিরোভাব-বাসর ছিল। ঠাকুরের অনর্থবিধ্বংসিনী শুদ্ধ ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী-কীর্ত্তন-মুখেই তাঁহার বিরহ-স্মৃতি উদ্দীপিত হইয়া থাকে।

গৌর-নিত্যানন্দৈক-প্রাণ শ্রীল ঠাকুরের আনুগত্যে যাঁহারা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত আস্বাদনে পরাঙ্মুখ, তাঁহারা নিশ্চয়ই যে রাধাকৃষ্ণের অপ্রাকৃত মধুর লীলারসাস্বাদনে বঞ্চিত হইয়াছেন, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। সাক্ষাৎ ব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবন-দাস আশ্রয়ের ভাব-বিভাবিত গৌর-সুন্দরের যে কৃষ্ণানুসন্ধানপরা বিপ্রলম্ভলীলা কথা বর্ণন করিয়াছেন, তাহা তাঁহার আনুগত্যে বুঝিবার চেষ্টা না করিয়া যাঁহারা দশমের সম্ভোগলীলারসাস্বাদনে ব্যস্ত, তাঁহারা অনধিকার-চর্চ্চা পূর্ব্বক প্রাকৃত সহজিয়াবাদের শ্রষ্টা হইয়া কেবলমাত্র অপরাধ-জঞ্জালই আনয়ন করিতেছেন। এ দলের কেহ কেহ আবার চতুঃসম্প্রদায়ান্তর্গত নিম্বার্কানুগত্যে মধুর-মার্গে রাধাকৃষ্ণোপাসক রূপে পরিচয় দিতে গিয়া কাল-স্থান অবস্থা চতুষ্টয়ের অন্যান্য গণিকা-পান-দোষ-দুষ্ট হইয়া পড়িতেছেন; ফলে তাঁহাদের অবৈধ আদর্শানুসরণে গণিকা-সেবীর দল অনেক বাড়িয়া যাইতেছে।

শ্রীল ঠাকুরের রচিত শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ করিলে দেখা যায়, তৎকালে গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সমাজের প্রতি লোক-মর্য্যাদা স্থাপন-লোভী কর্ম্মজড় স্মার্ত্তগণ খুব বেশী রকম অত্যাচার করিতেছিল। তাই ঠাকুর গৌর-নিত্যানন্দানুগত বৈষ্ণব ও গৌর-নিত্যানন্দ-মহিমা এবং বৈষ্ণবাপরাধের বিষয় কীর্ত্তনে শত-মুখ হইয়াছেন। সাক্ষাৎ মূল-সঙ্কর্ষণ বলদেব-তত্ত্ব নিত্যানন্দের আপামোচিত বিধি-উল্লঙ্ঘন-লীলা স্বীকারে অনেকে কটাক্ষ করায় ঠাকুর 'যদিবা যবনী যদি ধরে নিত্যানন্দ। তথাপি ব্রহ্মার বন্দ্য, বলে গৌরচন্দ্র॥" প্রভৃতি পয়ার দ্বারা নিত্যানন্দের স্বরাট্ পুরুষোত্তমাভিন্নত্বকীর্ত্তন করিয়াছেন। ঠাকুর নিত্যানন্দ-নিন্দকের শিরে পদাঘাত করিয়া তাহাদিগের প্রতি কৃপা প্রদর্শন করিয়াছেন,—"এত পরিহারেও যে পাপী নিন্দা করে। তবে লাথি মারোঁ তার শিরের উপরে॥" ইহা নিত্যানন্দের শেষ ভৃত্য শ্রীনারায়ণী-নন্দনের নিত্যানন্দ প্রীতির এক অপূর্ব্ব নিদর্শন। শ্রীল ঠাকুরের এই নিত্যানন্দ-প্রীতিতাৎপর্য্যময়ী বাণীতে অনেক জড় সাহিত্যিক সাহিত্য-সৌন্দর্য্যের অভাব দর্শন করিবার দুর্দ্দৈব পোষণ করিয়া থাকেন। জড় সাহিত্যে যাঁহাদের প্রাণ-মন অভিনিবিষ্ট, তাঁহারা চিৎসাহিত্যের চিদ্বিলাস-সৌন্দর্য্য কিরূপে আস্বাদন করিবেন! তাই ভক্ত-ভগবচ্চরণে অপরাধ-ফলে নরক-প্রাপ্তি তাঁহাদের পক্ষে অনিবার্য্য।

ঠাকুর শ্রীচৈতন্যভাগবতের অন্ত্য ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে নিত্যানন্দ-মাহাত্ম্য-বর্ণন-প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন, "শ্রীমন্মহাপ্রভুর সভাসদায়ী জনৈক বিপ্রের মহাপ্রভুর প্রতি দৃঢ় ভক্তি থাকিলেও শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর সন্ন্যাস আশ্রমের অননুরূপ বেশভূষা আচরণাদি দর্শনে সন্দেহ উপস্থিত হয়। তাহাতে মহাপ্রভু সেই বিপ্রকে উপদেশ দেন যে,—"মহাত্মের আচরণ প্রাকৃত ইন্দ্রিয়জজ্ঞান গম্য নহে, অধিকারী ব্যক্তিকে কোন দোষ স্পর্শ করিতে পারে না। রুদ্রই বিষপানে সমর্থ অরুদ্রের বিষপান প্রাণনাশকর। মহাত্মের আচরণ বদ্ধজীবের অনুসরণীয় বটে, কিন্তু অনুকরণীয় নহে। ভক্ত-পূজা ব্যতীত ভগবান তুষ্ট হন না। নিত্যানন্দে প্রীতিকারী ব্যক্তিই আমাকে প্রীত করিতে পারেন।"

ঠাকুর এইরূপে "গৌর মানি, নিত্যানন্দ মানি না" এইরূপ আরোহবাদী আধ্যক্ষিক সম্প্রদায়ের তত্ত্ব-ভ্রান্তি প্রদর্শন করিয়া জগজ্জীবকে উৎকট গৌর-প্রীতি-মূলে নিত্যানন্দ-চরণে কৃত অপরাধরাশি হইতে সাবধান করিয়াছেন।

ঠাকুর তাঁহার ভাগবতের সর্ব্বত্রই বলিয়াছেন যে, ভগবান্ ভক্ত-মর্য্যাদা বাড়াইতেই এবার ভক্তভাবাঙ্গীকার পূর্ব্বক অবতীর্ণ, তাঁহাকে প্রীতি করিতে হইলে তাঁহার প্রিয় বিগ্রহকে প্রীতি করিতে হইবে।

চিৎসাহিত্যামোদী শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভু ঠাকুর বৃন্দাবনের চিৎসাহিত্য-সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার শ্রীচরিতামৃতগ্রন্থের প্রায় সর্ব্বত্রই ঠাকুরের গুণবর্ণনমুখে তাঁহার আনুগত্য প্রদর্শন করিয়াছেন। (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত আদি ৮ম, ১১শ ও ১৩শ; মধ্য ১ম ও ৪র্থ এবং অন্ত্য ২০শ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।)

শ্রীচৈতন্যভাগবত নৈমিষ-সাহিত্য-কাননের একটী অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যশালী নিত্য প্রস্ফুটিত প্রসূন। ভক্ত-ভৃঙ্গগণই ঐ প্রসূন-ক্ষরিত মধুপানের সৌভাগ্য লাভ করিয়া থাকেন।

বর্দ্ধমান জেলার পূর্ব্বাংশে পূর্ব্বস্থলী থানার অন্তর্গত মামগাছী নামে একটী প্রাচীন পল্লী অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। এই মামগাছী গ্রামকে প্রাচীনগণ এবং ভক্তিরত্নাকর-লেখক নবদ্বীপের অন্তর্গত মোদদ্রুম দ্বীপ বলিয়া থাকেন। (রাম-লীলায় ভগবান্ বনবাসীরূপে এইস্থানে একটী মহাবটবৃক্ষতলে কুটীরবাসী হইয়াছিলেন। এই স্থান দর্শনে ভক্তগণের সেবা-মোদ বৃদ্ধি হয়, তজ্জন্য বিজ্ঞগণ ইহাকে 'মোদদ্রুম' আখ্যা দিয়াছেন।) মামগাছী গ্রামের প্রান্তদেশেই ভাগীরথী প্রবহমানা। এই স্থানই ঠাকুর বৃন্দাবনের ক্রীড়াক্ষেত্র ও বাসস্থলী। অদ্যাপি সেই বাসপীঠ বৃক্ষরাজিতে আকীর্ণ থাকিয়া ভক্ত হৃদয়ে শ্রীনৈমিষারণ্যের পুণ্য স্মৃতি জাগাইয়া দিতেছে। এই স্থান—শ্রীগৌড়ের নৈমিষ। এই খানেই শ্রীবাসগৃহিণী শ্রীমালিনী দেবীর পিত্রালয় ছিল। এইস্থানে ঠাকুর বৃন্দাবনের শ্রীগৌর নিত্যানন্দ মূর্ত্তির সেবা শ্রীধাম মায়াপুরের শ্রীচৈতন্য মঠের সেবকগণের দ্বারা পরিচালিত হইতেছে। শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব রাজসভা প্রতিবৎসর নবদ্বীপ পরিক্রমা-কালে এই স্থান পরিক্রমা করেন এবং এই স্থানে একদিন মহাসমারোহে মহোৎসব হইয়া থাকে। বর্ত্তমানে ঠাকুর বৃন্দাবনের জন্মভিটায় শ্রীবিশ্ব-বৈষ্ণবরাজসভা একটী বৃহৎ মন্দির নির্ম্মাণ করিতেছেন। মন্দিরের কার্য্য কিছু অগ্রসরও হইয়াছে। শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাস ঠাকুর বৃন্দাবনের আবির্ভাব স্থানের সেবা-সৌষ্ঠব সংরক্ষণের জন্য সজ্জন মাত্রেরই আন্তরিক আগ্রহ থাকা বিশেষ আবশ্যক।

মহামহোৎসব

আনন্দই অনন্তবাসীর আকাঙ্ক্ষিত বস্তু। সর্ব্বোচ্চ হইতে সর্ব্বাধম, বৃহৎ হইতে ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র সকল প্রাণীই আনন্দের গ্রাহক।

জড়জগতে জগজ্জন জড়ানন্দেই আসক্ত। সুতরাং আনন্দের গ্রাহক-সূত্রে জগজ্জীবের আনন্দের পরিবর্ত্তে আনন্দাভাব বা নিরানন্দই লাভ হইয়া থাকে। জীব যে দেহে অবস্থিত আছেন, সে দেহ অনিত্য এবং যে বস্তু লাভে আনন্দিত হন, সে বস্তুও অনিত্য, সুতরাং জড় জগতে নিত্যানন্দ কোথায়?

ভোগময় ভূবনে মহোৎসব বলিতে ভোগিগণ ভোগেরই বিশেষ আয়োজন বুঝিয়া থাকেন। কিন্তু এ মহোৎসব কিছু ভোগবাঞ্ছাবৃদ্ধির ইন্ধনায়োজন নহে। এ মহোৎসব সর্ব্বভোক্তা ভগবানের এবং তদীয়গণের আবির্ভাব তিরোভাব উপলক্ষে। এ আয়োজনের মূল-মহাজন মহান্ত-শিরোমণি মুকুন্দপ্রেষ্ঠ শ্রীগুরুদেব। আর সেই গুরু-অনুগত গুরুদাসগণ এবং গুরুবৈষ্ণবে শ্রদ্ধাবিশিষ্ট জনগণই এই মহোৎসবের সহায়কারী। ভোগরাজ্য হইতে ভোগাতীত ভগবল্লোকে লইবার জন্য লোকশিক্ষক ভগবানই প্রথম এই মহোৎসবের অনুষ্ঠাতা। সুতরাং গুণময় বিশ্বে গুণাতীত নির্গুণ অনুষ্ঠানই এই মহামহোৎসব।

বিষয়িগণ ভোক্তাভিমানেই বিষয়-সংগ্রহ করে। সুতরাং ভোক্তার বিষয়-সংগ্রহ ভোগনিবৃত্তি করে না। কিন্তু শ্রীভগবানের ভক্তগণ, ভক্ত-ভগবানের সেবা-মহামহোৎসবে সর্ব্বস্বই ভগবানের ভোগ্যবিচারে যে বিষয় আহরণ করেন, তাহাতে তাঁহাদিগের বিষয়ভোগ-পিপাসা বৃদ্ধির পরিবর্ত্তে উত্তরোত্তর সেবাবৃদ্ধিই বর্দ্ধিত হয়।

ঢাকা শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠে মাসাধিক-কাল-ব্যাপী মহামহোৎসব চলিতেছে। প্রত্যহ অরুণোদয়কাল হইতে প্রদোষকাল পর্য্যন্ত শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ ও বিনোদকান্ত জীউর বিভিন্ন সেবা অনুষ্ঠিত হইতেছে। তাহা ছাড়া সাধারণকে এই সেবাকার্য্যে ব্রতী করিবার জন্য প্রাতে ও সন্ধ্যায় হরি-কথা রসায়ন শ্রীহরিকথা শ্রবণের সুযোগ দেওয়া হইতেছে। সমাগত সজ্জনগণকে মহেশ্বরের প্রসাদ বিতরণ করা হইতেছে।

সন্ধ্যায় শ্রীমঠের দৃশ্যটী কুণ্ঠনাশাতীত বৈকুণ্ঠভাবময়। আরাত্রিকের সময় কত না দর্শক আসিতেছে শ্রীশ্রীভগবানের শ্রীপাদ পদ্মে শ্রীগুরুপাদপদ্ম স্বীয় স্বীয় পদ্ম সংযোগ করিয়া হৃদয়-দেবতার নিকট হৃদয়ারতি স্থাপন করেন। শঙ্খ, ঘণ্টা, মৃদঙ্গ, করতাল, ঝাঁঝর ও কাঁসরাদির যখন একতানে একযোগে ত্রিলোকীময় ভগবানের আরাত্রিক-সংবাদ জানাইতে থাকে তখন ঐকান্তিকগণের হৃদয়ে আনন্দ সমুদ্র উথলিয়া উঠে।

আরাত্রিকের পর কীর্ত্তন এবং কীর্ত্তনের পর শ্রীমদ্ভাগবতপাঠ ও ব্যাখ্যা [illegible] সংখ্যা এত বেশী যে অনেকে হৃদয়ের প্রবল ইচ্ছা লইয়া পাঠ শ্রবণ করিতে আসিয়া স্থানাভাবে দুঃখিত চিত্তে ফিরে যাইতে বাধ্য হন। এই সময় মঠসেবকগণের সেবা-বৈভব দেখিবার জিনিষ। সর্ব্বস্ব-ত্যাগ করিয়াও মঠবাসিগণ সমাগত সজ্জনদের ন্যায় গৃহমেধিগণের যে প্রকার সেবা করেন, তাহা ভাষায় ব্যক্ত করা দুষ্কর। গৃহস্থ-ভক্ত পরমভাগবত শ্রীযুক্ত নিবারণমোহন [illegible] মহাশয়েরও সেবাবৃত্তি অতুলনীয়। তিনি স্বহস্তে শ্রোতৃবৃন্দের গায়ে [illegible] করেন। সজ্জনমণ্ডলীকে আহ্বান করিয়া [illegible] যত্নে বসাইয়া শ্রবণের সুযোগ [illegible] করেন। গৃহস্থগণ তাঁহার [illegible] অনেক শিখিয়া গৃহে ফেরেন। [illegible] একটী বিশেষ সেবানুষ্ঠানের কথা [illegible] মহামহোৎসবের প্রধান অঙ্গ বলিয়া উল্লেখ না করিয়া পারিলাম না। শ্রীমন্মহাপ্রভু দাক্ষিণাত্য হইতে বহুযত্নে যে ব্রহ্ম-সংহিতা গ্রন্থখানা লিখিয়া আনিয়াছিলেন, বিশেষ ভাবে এই গ্রন্থখানা শ্রীমন্মহাপ্রভুর মনোভীষ্ট-প্রচারক ত্রিদণ্ডিপাদ পরমহংস শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত

বর্ত্তমান জগৎ

(পূর্ব্বপ্রকাশিত [illegible] সংখ্যার পর)

(শ্রীপাদ [illegible] দাসাধিকারী বি, এ)

প্রত্যেক শাস্ত্রে যে চরম সিদ্ধান্তের কথা বলিয়াছেন, এরূপ কথা নহে। বালক [illegible] পাঠশালায় আগমন করে, তখন সে [illegible] পাঠশালার গণ্ডী মধ্যে যেটী সর্ব্ব প্রথম শ্রেণী, তাহাকেই সর্ব্বোচ্চ বলিয়া মনে করে। আবার যখন সেই বালক মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয়ে প্রবেশ করেন, সেখানকার প্রথম শ্রেণীকেই সর্ব্বোচ্চ শ্রেণী জ্ঞান করে আবার [illegible] উত্তীর্ণ হই। সেই বালক যখন কলেজে অধ্যয়ন করে, তখন আরও উচ্চ উচ্চ অধিকারের সন্ধান পায়। [illegible] বালকের নিকট পাঠশালা, মধ্য ইংরাজীর সর্ব্বোচ্চ শ্রেণী বিদ্যালয়ের [illegible] এক [illegible] হইলেও তাহাদের [illegible] এইরূপ তামসিক শাস্ত্র, রাজস [illegible] শাস্ত্র এবং পরমহংসদিগের [illegible] নির্গুণ শাস্ত্রে উদ্দিষ্ট [illegible] ভেদ বর্ত্তমান। তামসিক [illegible] উচ্চ, রাজসিক লোকের [illegible] প্রকৃতির লোকের নিকট [illegible] পরমহংসকুলের উপাস্য [illegible] কোন বস্তুর সাম্য হইতে পারে না। শ্রীমদ্ভাগবতের অপর নাম [illegible]। ইহা নারদ শুক প্রভৃতি পরমহংসকুলের সেবিত বস্তু। সুতরাং ভাগবতের উদ্দিষ্ট বস্তু ও তামসিক পুরাণাদির উদ্দিষ্ট বস্তু কখনও এক হইতে পারে না। এই উভয়ের এক করিতে গেলে খাড় মিছরী একদর করা হইবে।

বঙ্গদেশে স্মার্ত্ত সম্প্রদায়ে পঞ্চোপাসনা-মূলে যে বিষ্ণুর পূজা করেন, তাহাতে দীক্ষা, পূজাদি বিষ্ণুবিষয়ক, কোথাও বা রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক হইলেও তাহা শুদ্ধবৈষ্ণব ধর্ম্ম নয়। সুতরাং বর্ত্তমান সময়ে যাঁহারা নিখিল দেবতার ঐক্যবাদ স্বীকার করেন, তাঁহারা কখনও শুদ্ধ ভক্ত বা শুদ্ধ বৈষ্ণব পরিগণিত হইতে পারেন না।

বর্ত্তমান সময়ে সর্ব্বদেবসমন্বয়বাদিগণ বলিয়া থাকেন, শ্রীমন্মহাপ্রভু শিব ও শক্তি প্রভৃতি দেবতাকে সমান জ্ঞান করিয়াছিলেন, শ্রীকৃষ্ণ কাত্যায়নী পূজন করিয়াছিলেন, শ্রীরামচন্দ্র মহামায়ার আরাধনা করিয়াছিলেন সুতরাং বৈষ্ণব-ধর্ম্মে সর্ব্ব দেবতার ঐক্যবাদ স্বীকৃত হইয়াছে।"

এইরূপ কল্পনা কেবলমাত্র কৃষ্ণাতত্ত্বজ্ঞ রূপ অসৎ সঙ্গে আসক্ত ব্যক্তিগণেরই পক্ষে সম্ভব! লোকশিক্ষক মহাপ্রভু কখনও শিব ও শক্তি প্রভৃতি দেবতাকে স্বতন্ত্র ভগবান্ জ্ঞান করেন নাই। একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া বিচার করিলে ইহা বুঝিতে পারা যায়। তিনি ব্রহ্মসংহিতার চরম সিদ্ধান্তকে কখনও অনাদর করিতে পারেন না। ব্রহ্মসংহিতার প্রথম শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণকে "অনাদিরাদি সর্ব্বকারণ কারণ ও সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ বলা হইয়াছে; এবং দুর্গা ও শিবাদি দেবতাকে আদি পুরুষ গোবিন্দের অধীন তত্ত্ব বলিয়া সিদ্ধান্ত স্থির হইয়াছে। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণকে পরমতত্ত্ব ও অন্যান্য দেবতাকে শ্রীকৃষ্ণের অধীন তত্ত্ব রূপে আর দ্বারা বিচারে কৃষ্ণ-সেবা [illegible] হইয়াছে। ভগবান্, ভগবৎপার্ষদ ও আচার্য্যগণ যে অন্য দেবতার প্রতি সম্মান প্রদর্শন-লীলা করেন, তাহা সেই সেই দেবতার তদীয়ত্ব প্রচারের জন্য অর্থাৎ [illegible] অন্যান্য দেবতাবৃন্দ তাঁহার অংশ। সুতরাং অংশীর অংশ বলিয়া তদীয় বস্তু জ্ঞানে প্রণাম।

লোকশিক্ষক ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর [illegible] শিবাদি দেবতার প্রতি সম্মানের আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহা এই ভাবেই। সুতরাং শ্রীগৌরসুন্দর সর্ব্ব দেবতার ঐক্যবাদ স্বীকার করেন নাই। তিনি শিবাদি দেবতাকে ভগবৎ প্রিয়তম বস্তু বলিয়া প্রচার করিয়াছেন।

কিন্তু বর্ত্তমান কালে অনেকেই শ্রীগুরুদেবের শুদ্ধশিক্ষা ভুলিয়া অসৎসঙ্গে পড়িয়া, কর্ম্মজড় স্মার্ত্তগণের সঙ্গে [illegible] অন্ধবিশ্বের সর্ব্বদেবসমন্বয়বাদ স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন। কৃষ্ণ স্বয়ংরূপ। অচিন্ত্য শক্তি-বলে ভগবান্ যে কোনও [illegible] ধারণ করিতে পারেন; কিন্তু যে কোনও রূপ তাঁহার স্বয়ংরূপ নহেন। তিনি অন্তর্যামি রূপে সর্ব্ব জীবের হৃদয়ে অবস্থান করেন, কিন্তু জড় মায়ারূপ পরিগ্রহ করেন না, তিনি মায়াধীশ। সুতরাং তাহা তাঁহার ভগবত্তার সহিত এক নহে। কালী প্রভৃতি শক্তির কৃষ্ণরূপ ধারণের নাই। সুতরাং যাঁহারা দেবতাগণকে ভগবানের বিভিন্নাংশ জানিয়া একমাত্র মূল বস্তুর আরাধনা করেন, তাঁহারাই স্বয়ং ভগবানকে প্রীত করিতে সমর্থ এবং তাহা দ্বারা ভগবানের অধীনতত্ত্বসমুদায়কে পরিতৃপ্ত করিয়া কৃতার্থ হন। যথা শ্রীমদ্ভাগবতে বলেন—

"যথা তরোর্ম্মূল নিষেচনেন
তৃপ্যন্তি তৎস্কন্ধ-ভুজোপশাখাঃ।
প্রাণোপহারাচ্চ যথেন্দ্রিয়াণাং
তথৈব সর্ব্বার্হণমচ্যুতেজ্যা॥"

সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের আদেশে নিজ [illegible] ছাপাইয়া শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সমাজে এক মহতী সেবানুষ্ঠান করিলেন। শ্রীকৃষ্ণকার্ষ্ণ-কথা কীর্ত্তনই মহামহোৎসব।

নিঃ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দে

ঢাকা, ২৯।১০।২৯

পিতা মাতা ও সাধু

(শ্রীপাদ বিলাসবিগ্রহ দাসাধিকারী)

আমরা বোধ হয় সকলেই এক বাক্যে স্বীকার করিব—পিতা মাতা অপেক্ষা সন্তানের হিতাকাঙ্ক্ষী এ জগতে আর কেহ নাই। লোকে চলিত কথায় বলে, "মার চেয়ে যে ভাল বাসে, তাকে বলি ডাইনী" অর্থাৎ মাতা অপেক্ষা অধিক ভালবাসা অসম্ভব এবং যদি কেহ তদপেক্ষা অধিক স্নেহ প্রদর্শনের অভিনয় করেন, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে তাঁহার স্নেহের অভিনয়টী কপটতা মাত্র, নিশ্চয়ই মূলে কোন দুরভিসন্ধি আছে।

কিন্তু আজ আমি আপনাদের সমীপে একটী নূতন প্রস্তাব লইয়া উপস্থিত। আপনারা যদি এ অধমের প্রতি কৃপাবিষ্ট হইয়া একটু ধৈর্য্য ধারণ করেন, তাহা হইলে আমার বক্তব্যটী বলিতে পারি। বক্তব্যটী এই—পিতামাতা অপেক্ষা আর একজন আমাদের অধিকতর ভালবাসেন এবং তাঁর ভালবাসাটাই প্রকৃত ভালবাসা নামে অভিহিত হইবার যোগ্য, আর তদভিন্ন অন্যের যত কিছু ভালবাসা, তাহা খণ্ড, অখণ্ড নহে, তিনি কে—সাধু বৈষ্ণব।

পিতা মাতাকে আমরা কেন এত উচ্চাধিকার দিয়া থাকি, তাহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলে আমরা দেখিতে পাই, পিতা আমাদের জন্মদাতা এবং মাতা আমাদের গর্ভধারিণী। শাস্ত্রেও উঁহাদের [illegible] মাহাত্ম্য বর্ণিত আছে। মাতাকে শাস্ত্র কেন স্বর্গাদপি গরীয়সী বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন, না, তিনি দশ মাস দশ দিন জঠরে ধরিয়া কত না কষ্ট পাইয়াছেন এবং আমি ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরেও নিজ দেহ-সুখে জলাঞ্জলি দিয়া কত না কষ্টে আমাকে মানুষ করিয়াছেন। তিনি যদি একটু দৃষ্টির অন্তরাল করিতেন, তাহা হইলে হয়ত আমার কত না বিপদ ঘটিত, তিনি যদি তাঁহার স্তন্য পান করাইতে কিঞ্চিৎমাত্র বিলম্ব করিতেন, তাহা হইলে হয়ত আমার প্রাণ-বায়ু বাহির হইয়া যাইত ইত্যাদি ইত্যাদি কত প্রকারে তিনি যে আমাদের হিত করিয়াছেন, তাহা বর্ণনাতীত। যাঁহারা বারাণসী ধাম দর্শন করিয়াছেন, তাঁহারা অবশ্য দেখিয়া থাকিবেন মাতৃ ঋণ পরিশোধ-মন্দিরটী বাঁকা হইয়া রহিয়াছে। কথিত আছে ঐ মন্দিরটি কোন মাতৃভক্ত ব্যক্তি মাতৃঋণ পরিশোধনার্থে নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, কিন্তু ঐটি সম্পূর্ণ নির্ম্মিত হইবার পরেই হেলিয়া যায় এবং সেইরূপ অবস্থায় আগাঁতক কোন ব্যাপার দ্বারা যে মাতৃঋণ অপরিশোধনীয় তাহার জাজ্জ্বল্য প্রমাণ স্বরূপ হেলান অবস্থায় দণ্ডায়মান আছে।

জন্মদাতা পিতাও নিজে না খাইয়া পরিয়া কত কষ্ট স্বীকার করিয়া নিজ প্রাণ অপেক্ষা অধিক প্রিয় করিয়া আমাদের মানুষ করেন। এই জন্যই শাস্ত্রকারেরা তাঁহাকে দেবতা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ স্থান দিয়াছেন। পুরাণাদিতেও দেখিতে পাই শ্রীরামচন্দ্র পিতৃসত্য পালনার্থ বনে গমন করিয়াছিলেন, পরশুরাম পিতৃ আজ্ঞা-পালনার্থে মাতৃহত্যা করিয়াছিলেন, এইরূপ নানা দৃষ্টান্ত আদর্শরূপে আমাদের হৃদয়ে পিতৃভক্তির প্রেরণা দিতেছে। আমরা যে দিক দিয়াই দেখি না কেন, পিতা মাতা অপেক্ষা উচ্চ স্থানীয় কাহাকেও এ জগতে দেখিতে পাই না। কেন? না, পিতা আমাদের মঙ্গলার্থে যেরূপ অবস্থায় যেরূপ ব্যবস্থার দরকার, ঠিক তদনুরূপই আমাদের সহিত ব্যবহার করিয়া আমাদের অজ্ঞান-অন্ধকার দূরীকরণ করাইয়া আমাদের মঙ্গলের দিকে অগ্রসর করান এবং এ জীবনে যাহাতে আমরা দুঃখ কষ্ট না পাই, তজ্জন্য সদা তৎপর এবং যাহা কিছু শিক্ষাদি দিয়া থাকেন, তাহা সকলই উহার প্রতিপাদক। পণ্ডিতপ্রবর চাণক্য পুত্রের সহিত পিতার ব্যবহার কিরূপ হইবে, তাহা নির্দ্দেশ করণার্থে শিক্ষা দিয়াছেন:—

লালয়েৎ পঞ্চ বর্ষাণি দশ বর্ষাণি তাড়য়েৎ।
প্রাপ্তে তু ষোড়শে বর্ষে পুত্রমিত্রবদাচরেৎ॥

বর্ত্তমান কালে পিতা মাতা আমাদের মঙ্গলের জন্য যে নানা উপায় উদ্ভাবন করেন, তাহার সীমা কতদূর তাহা অনুসন্ধান করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, তাঁহাদের সকল চেষ্টা যাহাতে আমরা এ জীবনে দুঃখ কষ্ট না পাই তৎ সম্পর্কীয়। তাহা হইলে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, পিতা মাতা আমাদের ঐহিক জীবন সুখ স্বচ্ছন্দে নির্ব্বাহের পক্ষে সম্পূর্ণ সহায়ক বলিয়া আমরা তাঁহাদিগের প্রতি এত অধিক অনুরক্ত। কিন্তু যখন এ জীবনই অনিত্য, তখন সেই অনিত্য দয়া দানকারী ব্যক্তিদিগকে আমরা কেন এত বহুমানন করি সেটী কি একটু বিচার্য্য নহে? অবশ্য আমার পাঠকবর্গ যেন মনে না করেন যে পিতা মাতাকে ভক্তি বা সম্মান করা অন্যায় কার্য্য বলিতেছি, এখানে তুলনার্থে যুক্তির অবতারণা করা যাইতেছে মাত্র।"

এখন আমরা বয়ঃ প্রাপ্ত হইয়া অনেক শাস্ত্র বাক্য আওড়াইতে শিখিয়া দর্শনেন্দ্রিয়ের দ্বারা জীবন-স্রোতের অনেক অনুকূল প্রতিকূল ঘটনার দ্বারা অনেক জ্ঞান অর্জ্জন করিয়া পিতা মাতার অপার করুণার কথা হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইয়াছি কিন্তু মনে করে দেখুন, পিতা যখন আমার ছোট ভাইটিকে কোলে করিয়া, আমার কোন ত্রুটীর জন্য আমায় প্রহার করিতেন ও আমার ছোট ভাইটী; তাহাই

কোলে চাপিয়া তাঁহার গোঁফ জোড়াটী ধরিয়া সবলে আকর্ষণ করিত আর তিনি যন্ত্রণায় গোলাম গোলাম করিয়া অতি সাবধানে তাহার হস্তস্থিত গুম্ফগুলি ছাড়াইয়া লইয়া তাহার মুখ-চুম্বন করিতেন তখন আমার মনে কি হইত? আপনাদের কি হইত বলিতে পারি না কিন্তু আমাকে যদি কেহ জিজ্ঞাসা করিতেন "তোর বাপ কাকে বেশি ভাল বাসেন" আমি অমনি বলিতাম তোকাকে। এইরূপ যখন বাল্যকালে অজ্ঞতা বশতঃ আমরা পিতামাতার করুণার কথা সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি না এবং পরোক্ষে তাঁহাদিগকে নানারূপ দোষে দোষী সাব্যস্ত করি, সেইরূপ যখন আমরা আমাদিগকে পূর্ণপ্রজ্ঞ বলিয়া অভিমান করি, তখনও একটা বস্তু আমাদের অক্ষজজ্ঞানের বস্তু নহে বলিয়া আমরা বুঝিতে পারি না। সেটীর নাম সাধুদিগের অহৈতুকী কৃপা।

আমাদের অক্ষজজ্ঞান অর্থাৎ ইন্দ্রিয়জ জ্ঞান দ্বারা আমরা সাধুদিগের দয়া কিছুমাত্র উপলব্ধি করিতে পারি না বরং তাঁহাদিগের ক্রিয়াকলাপে অনেক দোষ দর্শিয়া থাকি। আমাদের মঙ্গল শাস্ত্র, শাস্ত্রে তাঁহাদিগের দয়াকে অমন্দোদয়-দয়া বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। অমন্দোদয় দয়া অর্থে যে দয়াতে কোনরূপ মন্দের লেশমাত্র নাই তাহাই নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। মনে করুন শাস্ত্রে আমরা অনভিজ্ঞ, সাধারণ যুক্তির দ্বারা আমরা সেটা কতটা স্থাপন করিতে পারি, তাহার চেষ্টা দেখা যাউক — সাধুগণ আমাদের কি বলেন? না, তাঁহারা বলেন আমাদের হরিভজন করিতে এবং এতদর্থে তাঁহারা আমাদের পাছে পাছে ঘুরে ও তাহাতে প্রবৃত্ত করাইবার জন্য কখন বা আমাদের তোষামোদ, কখন বা আমাদের প্রতি ক্রোধ করেন, কখন বা আমাদের দুঃখে দুঃখী, কখন বা আমাদের হইয়া দুঃখ ব্যক্ত করিয়া থাকেন। আমরা কিন্তু তাঁহাদের এই সমস্ত প্রক্রিয়ার প্রকৃত অর্থ উপলব্ধি করিতে না পারিয়া কখন বা তাঁহাদিগকে আমাদেরই মত একটা অভাবগ্রস্ত জীব মনে করি, আবার কখন বা আমরা তাঁহাদিগের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ প্রতিপন্ন করিবার জন্য নানারূপ যুক্তিতর্কের অবতারণা করি যেমন দুষ্ট ছেলে তাহার হিতাকাঙ্ক্ষী পিতাকে মনে করিয়া থাকে এবং পিতার দোষ দর্শাইবার প্রয়াস পায় তাহারই মত অন্য দুষ্ট ছেলেদিগের নিকটে। আমরা যখন সাধুদিগের আমার প্রতি একরূপ, অন্য একজনের প্রতি অন্যরূপ ব্যবহার করিতে দেখি, তখন তিনি যে নির্দ্দোষ, তাহা না ভাবিয়া, ভাবিয়া থাকি তিনিও পক্ষপাতিত্ব দোষে দোষী। ভাবিনা তিনি কৃপাময়, আমার যেরূপ অবস্থা সেইরূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন। যেমন আমরা বাল্যকালে পিতামাতার কৃপার কথা বুঝিতে পারি না।

পিতা যেরূপ আমাদের প্রথম পঞ্চমবর্ষ আমাদের শত দোষ উপেক্ষা করিয়া সন্তর্পণ আদর যত্ন করিয়া শিক্ষাপ্রাপ্ত হইবার উপযোগী বয়সে উপনীত করান এবং তৎপরবর্ত্তী দশ বৎসর লেখাপড়া শিক্ষাই যে আমাদের একমাত্র কর্ত্তব্য, তাহা উপলব্ধি করাইবার জন্য নানারূপ তাড়না ও কৌশল করেন এবং তৎপরে ষোল বৎসর বয়স হইতে অর্থাৎ যখন আমাদের নিজ মঙ্গল নিজে বুঝিবার শক্তি হয়, তখন আমাদের সহিত মিত্রভাব ধারণ করেন, তদ্রূপ সাধুগণ আমাদিগকে প্রথমে হরি ভজনে প্রবৃত্ত করাইবার জন্য অর্থাৎ যে রূপে প্রকৃতিসকল পুঞ্জীভূত হইলে জীব হরি ভজনে প্রবৃত্ত হয়, তৎসমস্তে আমাদের অধিকারী করাইবার জন্য কত যে আবদার সহ্য করেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। তৎপরে যখন আমরা সাধুর আনুগত্য স্বীকার করি, তখন পিতা যেরূপ দশবৎসর কাল সন্তানের শিক্ষার জন্য তাড়নাদি নানারূপ কৌশলের উদ্ভাবন করেন, সাধুগণও তদ্রূপ আমাদের সদা হরি-কীর্ত্তনোপযোগী যে যে গুণের প্রয়োজন, তৎ সমস্তে অধিকারী করিবার জন্য নানারূপ তাড়নাদি করেন এবং যখন আমরা কীর্ত্তনোপযোগী হই অর্থাৎ ইতর অভিলাষ শূন্য হইয়া উন্নতি মনুষ্য জীবনের একমাত্র কৃত্য যে হরিভজন তাহার সম্যক উপলব্ধি করিতে সম্পূর্ণ সমর্থ হই, তখন আমাদের সহিত তাঁহারা বন্ধু ব্যবহার করেন।

তাহা হইলে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, পিতা মাতা আমাদের হিতকামী হইয়া যেরূপ নীতি অবলম্বন করেন, সাধুরাও আমাদের হিতকামী হইয়া সেই সেই নীতি অবলম্বন করেন, কিন্তু উভয়ের কার্য্যে যে ফল ফলে, তাহাতে আকাশ পাতাল প্রভেদ। পিতা মাতার চেষ্টার ফলে আমরা কিছু জড় সুখ অর্জ্জন করিয়া যে বন্ধনে বদ্ধ হইয়া ভব-ব্যাধিতে জর্জ্জরিত হইতেছি, তাহাতে নব নব গ্রন্থি সংযোগ হয় মাত্র এবং লক্ষ লক্ষ জন্ম ত্রিতাপ দ্বারা দগ্ধ হইয়া ঘুরিতে থাকি আর সাধুর চেষ্টার ফলে আমরা ত্রিতাপ মুক্ত হইয়া নিত্যানন্দের অধিকারী হই। অতএব পিতা মাতা আমাদের অনিত্য মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী এবং সাধুগণ আমাদের নিত্য মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী। একের চেষ্টার ফলে ভব-বন্ধন এবং অপরের চেষ্টার ফলে ভব-বন্ধন চিরতরে ছিন্ন। এই জন্য সাধুর স্থান যে কত উচ্চে তাহা বর্ণনাতীত। শাস্ত্রাদিতে দেখিতে পাই, যখন আমরা সাধুর কৃপা লাভ করিয়া ভগবানের প্রতি আকৃষ্ট হই, তখন জাগতিক কোন বন্ধনই আমাদের আর ধরিয়া রাখিতে পারে না। ভক্তপ্রবর প্রহ্লাদ মহারাজের ও অন্যান্য ভক্তের জীবন-চরিত তাহার জাজ্বল্য প্রমাণ।

তাই বলি, হে আমার সহৃদয় পাঠকগণ, পিতা মাতার সেবা করা উচিত সন্তানাদির লালন পালন করা উচিৎ, দেশের দশের সেবা করা উচিত এ শিক্ষা আমাদের সকলেই দেন, কিন্তু নিত্য মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী যে সাধুগণ তাঁহাদিগের সেবা করা যে আমাদের সর্ব্বোপরি উচিত এ শিক্ষা কে দেয় ভাই? আমার পাণ্ডিত্য নাই, ভাষা নাই, জ্ঞান নাই, বুদ্ধি নাই যে আমি তদ্ দ্বারা আপনাদের মোহিত করিব, তবে শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-কৃপা-বলে যেটুকু উপলব্ধি করিয়াছি, তাহার সামান্য আভাস দেওয়ার প্রয়াস পাইতেছি মাত্র। আপনাদের চরণে এ অধমের সানুনয় নিবেদন এই যে অস্ফুট ভাষায় যেটি আপনাদের সমীপে নিবেদন করিবার প্রয়াস পাইলাম সেটি কি একবার আপনারা অনুগ্রহ করিয়া অন্তরে চিন্তা করিবেন?

গৃহস্থ

(শ্রীপাদ ভববন্ধচ্ছেদদাসাধিকারী বি,এ)

'গৃহস্থ' বলিতে আমাদের প্রথমে ধারণা হয়, যাঁহারা গৃহে বাস করেন, তাঁহারাই গৃহস্থ। এই সংজ্ঞা ক্রমে মানব, পশু, পক্ষী সরীসৃপ প্রভৃতি যাবতীয় জীবকে গৃহস্থ পর্য্যায়-ভুক্ত করিতে হয়। কারণ মানব ও মানবেতর অধিকাংশ জীবই বাসা, গহ্বর, বিল প্রভৃতিতে বাস করিয়া থাকে, সুতরাং তাহারা 'গৃহস্থ'। আবার মানব সমাজে প্রচলিত চারিটী আশ্রমের মধ্যে 'গৃহস্থ' নামে অভিহিত অবস্থা বা প্রকার ভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। এক্ষণে এ 'গৃহস্থ' পূর্ব্বে সংজ্ঞিত গৃহস্থের সহিত সমান অর্থ যুক্ত কিনা দেখা যাউক। চারিটী আশ্রমের মধ্যে গৃহস্থ ব্যতীত আর তিনটী আশ্রমের নাম, ব্রহ্মচর্য্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস। ব্রহ্মচারী গুরুকুলে বাস করিয়া বেদাধ্যয়ন-নিরত হইয়া ব্রহ্মে বিচরণ করেন। গুরুকুলে অবস্থান-কালে তিনি গুরু-গৃহে বাস করেন সুতরাং তিনিও গৃহস্থ এই সংজ্ঞায় পরিচিত হইতে পারেন। কিন্তু তাহা নহে, ব্রহ্মচারীর গুরু-গৃহে বাসের নামও যদি গৃহস্থ হইত তাহা হইলে গৃহস্থ বলিয়া আর একটী স্বতন্ত্র আশ্রম থাকিত না। অতএব এই স্থানে দেখা যাইতেছে, গৃহে বাস করিলেই গৃহস্থ আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে না। বানপ্রস্থ দম্পতিও কুটীর বাঁধিয়া বাস করে সন্ন্যাসীও গুহা ও মঠাদিতে বাস করেন। গৃহবাসী হইলেই গৃহস্থ বুঝায় না। তাহা হইলে প্রশ্ন হইতেছে 'গৃহস্থ' কে? মানব-সমাজে অধিষ্ঠিত চারিটি আশ্রমের মধ্যে ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমের পরেই গার্হস্থ্যাশ্রম। গুরুকুলে অবস্থান করিয়া সংযম সহকারে বেদাদি পাঠ ও ভগবত্তত্ত্বালোচনা করা ব্রহ্মচারীর ধর্ম্ম। সাধু আদর্শ সম্মুখে ধরিয়া ভগবদ্বিষয়ক আলোচনায় নিমগ্ন থাকায় অসাধু চিন্তা সরল প্রাণ ব্রহ্মচারীর চিত্তে প্রবেশের অধিকার পায় না। ব্রহ্মচারী ভোগবাসনার নিকট হইতে দূরে অবস্থানের অভ্যাস ও শক্তি সঞ্চয় করেন। এইরূপ ব্রহ্মচারিগণের মধ্যে যাঁহারা ভগবদারাধনায় বিভোর হন, তাঁহারা নৈষ্ঠিক আখ্যা প্রাপ্ত হইয়া চির-জীবন ব্রহ্মচর্য্যাবস্থায় যাপন করেন। নচেৎ ব্রহ্মচারী উপযুক্ত সময়ে বেদাধ্যয়ন সমাপ্ত করিয়া সমাবর্ত্তন করেন ও উপযুক্ত কন্যার পাণি গ্রহণ করিয়া সংসারে প্রবেশ করেন। তাঁহার তখন গার্হস্থ্যাশ্রম। সুতরাং গৃহস্থ কে?—এই প্রশ্নের উত্তরে দেখা যায় গৃহস্থ যথারীতি বিবাহ করিয়া সৎ-শাস্ত্রানুসারে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারেন। তখন তিনি সস্ত্রীক গৃহে বাস করেন বলিয়া গৃহস্থ আখ্যায় অভিহিত হন।

শাস্ত্র বলেন,—

'ন গৃহং গৃহমিত্যাহুর্গৃহিণী গৃহমুচ্যতে।
তয়া হি সহিতা সর্ব্বান্ পুরুষার্থান্
সমশ্নুতে॥'

গৃহিণী না থাকিলে গৃহ হয় না সুতরাং গৃহস্থও হয় না। আবার গৃহিণী লইয়া বাস করিলেই গৃহস্থ হওয়া যায় না। গৃহিণীর সহিত পুরুষার্থ সাধন করিতে হইবে। গৃহিণী সহধর্ম্মিণী। ধর্ম্ম বিধানে মূলে শাস্ত্রবিধি পালন বর্ত্তমান। আবার শাস্ত্রবিধি পালনের মূলে ভগবদ্ভজন অবস্থিত। ভগবদ্ভজন ব্যতীত শাস্ত্র-বিধি পালনের কোনও সার্থকতা নাই। ভগবদ্ভজন ব্যতীত কোনও আশ্রমের সার্থকতা ও অস্তিত্ব নাই। যে কোনও আশ্রমী ভগবদ্ভজন না করিলে স্থান-ভ্রষ্ট হন। যিনি যে পরিমাণে ভগবদ্ভজন-পরায়ণ তাঁহার সেই পরিমাণে ইন্দ্রিয় সংযত। যেখানে ইন্দ্রিয়-সংযমের অভাব, সেখানে ভগবদ্ভজনেরও অভাব।

বর্ত্তমান সময়ে শুদ্ধ গৃহস্থের সম্পূর্ণ অভাব। গার্হস্থ্যাশ্রম নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। গৃহগুলি যেন জেল আগার। কোনও শাস্ত্রবিধি প্রতিপালিত হয় না। ইহার মূল কারণ গুরুকুলে বাস করিয়া ব্রহ্মচর্য্য সম্বন্ধে সুসংযম শিক্ষার অভাব। একমাত্র ব্রহ্মচর্য্যের অভাবেই গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস আশ্রমের মূল ভিত্তি নষ্ট হইয়া গিয়াছে। দৈব বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের লুপ্ত প্রায় অবস্থা। বর্ত্তমানের গার্হস্থ্য ধর্ম্মটি গৃহমেধীর অবস্থা। যেখানে ভগবদনুশীলন নাই, সেখানে গার্হস্থ্য ধর্ম্ম থাকিতে পারে না, সুতরাং সৎ গৃহস্থ হইবার যাহাদের ইচ্ছা আছে, তাঁহাদের সদ্গুরুর চরণে আশ্রয় গ্রহণপূর্ব্বক সরলতার সহিত ভগবদ্ভজনে প্রবৃত্ত হওয়া কর্ত্তব্য ও সংযত ভাবে অশাস্ত্রীয় বিধি-নিষেধ প্রতিপালন করা কর্ত্তব্য। গৃহস্থধর্ম্ম পালনরত ব্যক্তির সর্ব্বদা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, ব্রহ্মচর্য্যই গৃহস্থাশ্রমের ভিত্তি। ভিত্তি সুদৃঢ় না হইলে তাহার উপর প্রতিষ্ঠিত অট্টালিকা যেরূপ অচিরে কালগর্ভে ভূমিসাৎ হয় সেইরূপ দৈবাশ্রম ধর্ম্ম প্রতিপালনের ভিত্তি ব্রহ্মচর্য্য সম্যক শুদ্ধভাবে প্রতিপালিত না হওয়ায় ধর্ম্ম একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে বলিলে ও অত্যুক্তি দোষ হয় না। প্রত্যেক গার্হস্থ্যধর্ম্মে প্রবৃত্ত ব্যক্তির গুরুকুলে বাসপূর্ব্বক ব্রহ্মচর্য্য পালন করা কর্ত্তব্য এবং ভবিষ্যৎ জীবনে পাল্য সকলকে সে সুযোগ দেওয়া আবশ্যক। এইরূপে ক্রমে ব্রহ্মচর্য্য পুনঃ প্রবর্ত্তিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে শুদ্ধ গৃহস্থাশ্রমের প্রতিষ্ঠা সম্ভব হইবে।

পর-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

সম্প্রতি পর বিদ্যাপীঠে নিম্নলিখিত শিক্ষণীয় বিষয়নিচয়ের অধ্যাপকের আসন-সমূহ সংস্থাপিত হইয়াছে—বিদ্যার্থিগণ আবেদন করুন।

১। সাহিত্যাসন, ২। ঐতিহ্যাসন,
৩। সম্প্রদায়বৈভবাসন, ৪। ভক্তিশাস্ত্রাসন,
৫। তত্ত্বশাস্ত্রাসন, ৬। বেদান্তাসন,
৭। একায়নাসন।

শ্রীনন্দলাল রায় বি, এ, কাব্যতীর্থ, বিদ্যাসাগর,
সম্পাদক—পরবিদ্যাপীঠ, শ্রীধাম মায়াপুর।

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৪০৲ চল্লিশ টাকা।

২৭২৪ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে,
সপ্তচত্বারিংশ খণ্ডে সূচী ছাপা হইতেছে।

৪৬খণ্ড গ্রন্থ নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে ১৫।৶০ সাধারণ পক্ষে ২০৸৶০। প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৶০, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ।৵০।

দশম স্কন্ধ ছাপা হইতেছে। দশম স্কন্ধের ভিক্ষা ১২৲, অগ্রিম সাহায্যের পক্ষে ৮৲। ৫০ অধ্যায়পর্যন্ত নবম সংখ্যা ছাপা হইয়াছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

সম্পূর্ণ ছাপা শেষ হইয়াছে

আদি, মধ্য, ও অন্ত্যলীলা এবং সূচী ছাপা হইয়া সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছেন। যাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ১০৲ টাকা ভিক্ষার তৃতীয় সংস্করণ ৮ টাকায় না পাইয়া অপূর্ব্ব সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের জন্যই উহার ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছেন। সেই ১০৲ অধ্যায় এই বিরাট্ গ্রন্থ নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা পূর্ণ না হওয়া পর্য্যন্ত ৫৲ টাকা ভিক্ষায় দেওয়া হইবে। গ্রাহকগণ সত্বর হউন পরে আর এ সুযোগ দেওয়া হইবে না।

শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাস আদিকবি

শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র গ্রন্থ ৮৲ স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲
নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪।।০ টাকা

শ্রীচৈতন্য মঠের যাবতীয় গ্রন্থ

অধ্যক্ষ, গ্রন্থ-বিভাগ, শ্রীচৈতন্য মঠ
পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া
-অথবা-
শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা
ঠিকানায় পাওয়া যাইবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—টাকে হইলে শ্রীচৈতন্য মঠের ঠিকানায় লিখিবেন।

উড়িয়া ভাষায় প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

যে সব উৎকলবাসী ভক্তগণ বাংলা পড়িতে জানেন না, তাঁহাদের শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর প্রচারিত পরম উপাদেয় ভক্তি-কথা জানিবার সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে উড়িয়া-ভাষায় নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হইয়াছে। বাংলা গ্রন্থের তুলনায় উড়িয়া গ্রন্থগুলির ভিক্ষাও অপেক্ষাকৃত অল্প।

গ্রন্থের নাম	ভিক্ষা
শ্রীহরিনাম চিন্তামণি, প্রতিখণ্ড	৷৷০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	১৲
সাধন পথ (শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টক) প্রতিখণ্ড	।০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	।০
কল্যাণ কল্পতরু প্রতিখণ্ড	৵০
একত্রে ৩খণ্ড লইলে	।০
গীতাবলী প্রতিখণ্ড	৴১০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৶১৫
শরণাগতি প্রতিখণ্ড	৴০
একত্রে ৩খণ্ড লইলে	৶৫

প্রাপ্তিস্থান { শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ, কটক
এবং
শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, পুরী }

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিম্নলিখিত মঠসমূহে প্রাপ্তব্য:—

১। শ্রীচৈতন্য মঠ,—পোঃ, শ্রীধামমায়াপুর, (নদীয়া)।
২। শ্রীগোরগদাধর মঠ,—চাঁপাহাটি, সমুদ্রগড় পোঃ, (বৰ্দ্ধমান)।
৩। শ্রীভাগবত আসন,—ভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৪। শ্রীগৌড়ীয় মঠ,—১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা।
৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ,—চটকপুরী, পুরী,
৬ শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ,—উড়িয়া বাজার, কটক।
৭ শ্রীভাগবত মঠ,—চিরাপাড়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।
৮ শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ,—৮নং জগজ্জীবনপুরা, কাশী, ইউ, পি।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,—ছাপগালি, বৃন্দাবন, মথুরা, ইউ, পি।
শ্রীপরমহংস মঠ—নিমসার পোঃ, সীতাপুর, ইউ পি।
১১ শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ,—কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল, পাঞ্জাব।
১২ শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠ,—৯০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।
১৩ শ্রীগদাইগৌরাঙ্গ মঠ,—বালিয়াটি, ঢাকা।
১৪ শ্রীপ্রপন্নাশ্রম,—আমলাজোড়া, রাজবাঁধ পোঃ, বৰ্দ্ধমান।
১৫ শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ,—ডুমুরকোন্দা, চিরকুণ্ডা পোঃ, মানভূম।
১৬ শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয় মঠ,—আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী, উড়িষ্যা।

এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণের নিকটও নদীয়া-প্রকাশ প্রাপ্তব্য।

১। শ্রীযুক্ত জনার্দ্দন ঘোষ—৭৯ লজ কে রোড, খুলনা
২। শ্রীযুক্ত রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিরত্ন—দেওয়ানগঞ্জ, হলদিবাড়ী কুচবিহার।
৩। শ্রীযুক্ত রামরঞ্জন রায়—১৬।২নং শ্রীগোপাল মল্লিক লেন, কলিকাতা
৪। শ্রীযুক্ত অমূল্যকুমার সরকার এস, ডি, ও, ফৈজাবাদ।
৫। মিঃ এন্ ডি, মুখার্জ্জি—এম, এস, ওয়ার্কস দি মল, কানপুর।
৬। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণবিহারী জ্যোতিভূষণ—স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া
৭। শ্রীরাসবিহারী দাস অধিকারী, নবদ্বীপ।
৮। শ্রীবিরাজমোহন দে—মনমোহন প্রেস, নবাবপুর, ঢাকা।
৯। শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ গড়গড়ি বেড়াচাঁপা, ২৪ পরগণা।

শ্রীচৈতন্যমঠের গ্রন্থাবলী

শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুর বিরচিত

ভক্তি-গ্রন্থাবলী।

উৎকৃষ্ট কাপড়ে বিলাতী ধরণে বাঁধাই স্বর্ণালঙ্কৃত। চতুর্থ সংস্করণ। বিস্তৃতবিষয়সূচীসহ

জৈবধর্ম্ম

বাঁধাই ২৲ দুই টাকা

প্রকাশিত হইয়াছে

সনাতন ধর্ম্মশাস্ত্র বেদ, বেদান্ত, উপনিষৎ গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত, পুরাণ, তন্ত্রাদি সকল গ্রন্থ পাঠ করিবার অবসর অতি অল্প লোকের ঘটিয়া থাকে। অনেকের যোগ্যতা না থাকায় সেই সমস্ত গ্রন্থের মর্ম্ম অবগত হইতে পারেন না। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বাঙ্গালীর এই অসুবিধা দূরীভূত করিবার জন্য এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

বিদ্যালয়ের ছাত্র বা শিক্ষকগণের বিশেষ পাঠ্য, যুক্ত প্রদেশের শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টার বাহাদুর উহা সমস্ত বিদ্যালয়ের জন্য অনুমোদন করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

প্রথম খণ্ড ভিক্ষা ১৲ একটাকা

যুক্তিপূর্ণ শাস্ত্রবাক্য দ্বারা প্রত্যেক মানবের নিত্য কর্ত্তব্য ও অনিত্য সাময়িক কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। গ্রন্থের প্রতি উক্তি সনাতন শাস্ত্রবাক্য দ্বারা সমর্থিত ও প্রমাণিত হইয়াছে। দেহের, মনের ও আত্মার ধর্ম্ম কি? বর্ণ, আশ্রম, নীতি, ধর্ম্ম কি? ইত্যাদি বিষয় ক্রমানুসারে এমন সুন্দরভাবে সুশৃঙ্খলাকারে আলোচিত হইয়াছে যে, প্রথম হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত পাঠ না করিয়া নিরস্ত হওয়া যায় না।

শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ভিক্ষা ৵০

ঐ প্রমাণ খণ্ড ভিক্ষা ৵০

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর নিত্য ও লীলাভূমি নয়টী দ্বীপসমষ্টি। এই নবদ্বীপের প্রাচীন বিবরণ—প্রত্যেক দ্বীপে শ্রীমহাপ্রভুর লীলা, প্রত্যেক দ্বীপের পরিচয়, শ্রীধাম-মাহাত্ম্য—ধামাপরাধ কি? ইত্যাদি বিষয় বিশেষভাবে মনোহর ছন্দে বর্ণিত। পকেট সাইজ প্রায় ৮৬ পৃষ্ঠা।

শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ

উজ্জ্বল রোমান কালীতে উত্তম কাগজে ছাপা—শ্রীনবদ্বীপধাম দর্শনে ভাবুক দর্শনকারীর কি প্রকার ভাবের উচ্ছ্বাস হয়, তাহা এই গ্রন্থে বর্ণিত। অতি চমৎকার। ভিক্ষা চারি আনা।

শ্রীশিক্ষাষ্টক (?)

৷৵০ দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভুর উপদেশচ্ছলে যে সকল কথা বলিয়াছিলেন, তাহা এই গ্রন্থে ভক্তগণের অনুকূল ও প্রতিকূল বিচার অতি সুন্দরভাবে বর্ণিত হইয়াছে। উহা ছাড়া শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদিষ্ট শিক্ষা ও উপদেশ বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

গৌড়ীয়-বৈষ্ণব জগতে অভিনব গ্রন্থ!!

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতি গ্রন্থাবলী :—

শরণাগতি

পকেট সাইজ অষ্টম সংস্করণ ভিক্ষা ৴০ আনা

দেহ ও মনের চেষ্টা অনিত্যবস্তু লইয়া—উহা যখন জীব বুঝিতে পারে, তখন একমাত্র নিত্যবস্তু শ্রীভগবানের প্রতি তাঁহার কোন আত্মীয় আবেগময়ী প্রার্থনা হয় এবং শ্রীভগবানে সর্ব্বান্তঃকরণে নিষ্কপটে কি প্রকারে শরণাপন্ন হইতে হয়, ইত্যাদি বিষয়ক প্রাণস্পর্শী প্রার্থনা ও আত্মসমর্পণমূলক গান। ছাবিশ সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে

ভিক্ষা প্রতি খণ্ড ৴০ এক আনা।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা—৴০, নবদ্বীপশতক—৴০

অর্থপঞ্চক—৴০

কল্যাণকল্পতরু

পকেট সাইজ পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা ৴১০

আমরা প্রত্যহ নূতন অভাব ও কামনার বশবর্ত্তী হইয়া পুনঃপুনঃ যে অকল্যাণকে কল্যাণ বলিয়া গ্রহণ করি এবং যাহার নিকট কল্যাণ কামনা করি, তিনি যে নিত্য বা যথার্থ কল্যাণ প্রদানে অসমর্থ এবং কোন বস্তু আমাদের নিত্য কল্যাণদাতা এবং কি ভাবে আমরা সেই কল্যাণদাতার সমীপ হইব, এই সকল কথা সরল গানে লিখিত। এই গীতিগ্রন্থ বাস্তবিকই কল্যাণের কল্পতরু, যিনি প্রত্যেককে নিত্যকল্যাণ প্রদানে

শ্রীল চক্রবর্ত্তি ঠাকুরের টীকা সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠাকুর কৃত টীকা ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কৃত অনুবাদ। টীকাকারের জীবনী, শ্লোকসূচী, নির্ঘণ্ট ও প্রয়োজনীয় বিষয় সংবলিত প্রায় ৮২৫ পৃষ্ঠা। উৎকৃষ্ট সস্তা বাঁধাই ২৲ দুই টাকা, কাগজে বাঁধা ১৷৷০

শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ কৃত ভাষ্য সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

কাগজ ও ছাপা উৎকৃষ্ট। রেক্সিনে বাঁধাই, সোনার জলে নাম লেখা রাজসংস্করণ ১৲ টাকা, সাধারণ সংস্করণ ১৷৷০, গৌড়ীয়ের গ্রাহকপক্ষে ১৷০

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি (গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-কোষগ্রন্থ)

বিষয়—১। গৌড়ীয়মঠের বাঙ্গলা পত্রাবলীর অংশ, ২। চারি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের চরিত্র, ৩। বিষ্ণুবৈষ্ণবসম্পর্কিত শ্রীমন্দির ও শ্রীবিগ্রহের বিবরণ, ৪। বৈষ্ণবগ্রন্থ ও গ্রন্থকারগণের বিবরণ ও বিবরণ, ৫। বিষয় বিশেষের লৌকিক ও শাস্ত্রীয় আকরসূচী ব্যবস্থা। চারিখণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ১ম খণ্ড ৸০, ২য় খণ্ড ৸৵০, ৩য় খণ্ড ৸০, ৪র্থ খণ্ড ৸৵০, চারিখণ্ড একত্রে ৩৲ (৫ম খণ্ড যন্ত্রস্থ)।

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ—১ম খণ্ড ১৲ এক টাকা

২য় খণ্ড ১৲ এক টাকা—শ্রীমদ্ভাগবতের গ্রাহক ও গৌড়ীয় গ্রাহকগণ ১৷০ টাকায় দুইখণ্ড পাইবেন। বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীজীব গোস্বামিপাদের রচিত ইহা ষট্‌সন্দর্ভের অধিক প্রয়োজনীয় অংশ। প্রতি খণ্ড ডবল ক্রাউন ৮ কর্ম্মায় ৯৮ পৃষ্ঠা আকারে মুদ্রিত হইতেছে।

শ্রীগোপালভট্ট-গোস্বামি সঙ্কলিত

সদাচারস্মৃতিঃ

ভিক্ষা ৴০ মাত্র

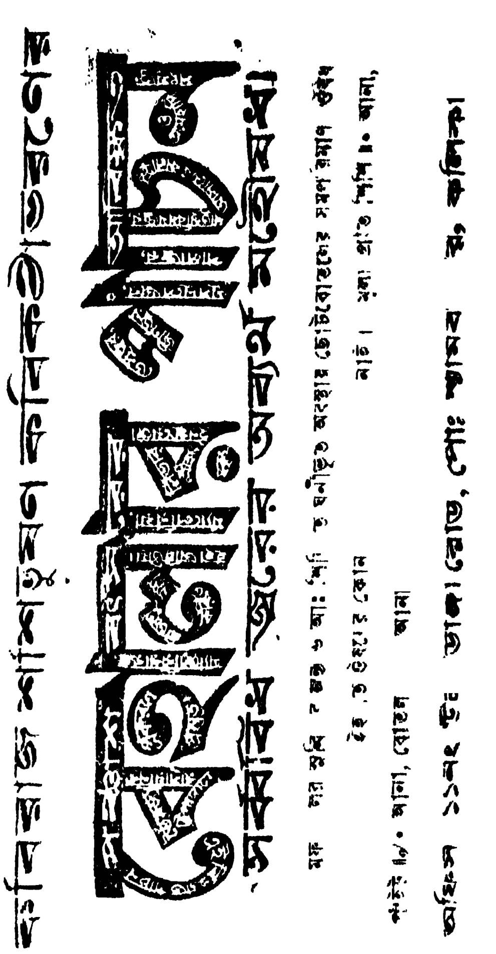

রেজেষ্টরীকৃত

মদন মঞ্জরী

ধাতুক্ষয় স্বপ্ন ও ধাতুবিকার, ইন্দ্রিয়শক্তির হ্রাস, প্রস্রাবে শুক্রপাত, অজীর্ণ, মাথাঘোরা, বুক ধড়ফড়ানি, অনিদ্রা প্রভৃতি লক্ষণ সত্বর নির্দ্দোষ আরোগ্য হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ৪০ বটী ১৲ এক টাকা।

"নপুংসকারি ঘৃত"

পুরুষত্বহানি বেগে ব্যবহারে সত্বর আরোগ্য করিয়া শক্তিসঞ্চার করে। মূল্য ২ তোলা ১৲ টাকা।

"রমণবিলাসিনী বটিকা"

বীর্য্যধারণ করত সম্ভোগ শক্তি স্থায়ী ও বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয়। মূল্য ১৬ বটী ১৲ এক টাকা।

রাজবৈদ্য নারায়ণজী, কেশবজী

১৭৭নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

লোহার কড়ি বরগা

করগেট টীন, জানালার গরাদে

দালানের ফুলদার রেলিং ও থাম

বেড়াঘেরা কাঁটাতার ইত্যাদি

সুলভে বিক্রয় কার

কান্তিচন্দ্র মুখার্জ্জি এণ্ড সন্স

স্থাপিত ইং ১৮৩৬ সাল, কলিকাতা

কেরাস কুইনিন

নূতন এবং পুরাতন ম্যালেরিয়ার যম

ইহাতে উপযুক্ত মাত্রায় আয়রণ, হাইড্রোক্লোর কুইনিন, আর্সেনিক এবং স্ট্রিকনিন আছে।

এই কেরাস-কুইনিন দ্বারা ইনজেক্সন করিলে একটী বা দুইটী ইনজেকসনে সকলপ্রকার কঠিন ম্যালেরিয়া জ্বর বন্ধ করে এবং ছয় হইতে বারটী ইন্‌জেকসনে ম্যালেরিয়ার সমস্ত উপসর্গ নষ্ট করিয়া দেয়।

৬ এম্পুলপূর্ণ প্রতি বাক্স—মূল্য ২৲, দ্রুং ৩৲ টাকা

নাইভ-কেমিক্যাল এণ্ড ক্লিনিক্যাল ল্যাবরেটারীতে প্রস্তুত। ২৯২ হজুরীমল লেন, কলিকাতা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (প্রাচীন নবদ্বীপ) নদীয়া।

পর-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

এখানে আহার এবং বাসস্থান দিয়া বিদ্যার্থিগণকে বিভিন্ন শিক্ষণীয় বিষয় শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। অনেক ছাত্র ইতোমধ্যেই অধ্যয়ন পাঠ আরম্ভ করিয়াছেন। বর্তমান বর্ষে সকল ছাত্রই গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন!

প্রধান অধ্যাপক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রচন্দ্র কাব্য ব্যাকরণ সাংখ্য-
বেদান্ত-ষড়দর্শন-তীর্থ, সাংখ্যভূষণ, বেদান্তরত্ন,
সাহিত্যশাস্ত্রী, সুদর্শনাচার্য্যপতি।

অধ্যাপক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গৌরদাস ব্রহ্মচারী ব্যাকরণতীর্থ
শ্রীধাম মায়াপুর পরবিদ্যাপীঠ, (নদীয়া)

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

অধ্যক্ষ

শ্রীযোগেশচন্দ্রঘোষ এম,এ, এফ,সি,এস (লণ্ডন)

ভাগলপুর কলেজের, রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক

(প্রফেসার)

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ বিশুদ্ধ ও শাস্ত্রমতে নিজ তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হয়। পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ক্যাটালগ পাঠান হয়। রোগের বিবরণ জানাইলে যত্নপূর্ব্বক ব্যবস্থা দেওয়া হয়। চিঠি পত্রাদি সম্পূর্ণরূপে গোপন রাখা হয়।

মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দুর)

(বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৪৲ টাকা

উৎকৃষ্ট স্বর্ণ, পারদ ও আমলাসার গন্ধক দ্বারা যথাশাস্ত্র প্রস্তুত।
নিত্য প্রয়োজনীয় সর্ব্বরোগনাশক মহৌষধ।

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৩৲ টাকা

উৎকৃষ্ট কাশীর আমলকী, বংশলোচন প্রভৃতি যাবতীয় উপাদানে পূর্ণ মাত্রায় যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। কফ, কাসি, সর্দ্দি, যক্ষ্মা, ক্ষয়রোগ, হৃদরোগ প্রভৃতি রোগের মহৌষধ। সকলপ্রকার দুর্ব্বলতা নাশক অতিশয় পুষ্টিকর মহৌষধ বা খাদ্য বিশেষ।

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬৲ টাকা

ইহা সেবনে ধাতুদৌর্ব্বল্য, শুক্রহীনতা, স্বপ্নদোষ, প্রমেহ ও ধ্বজভঙ্গ সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায়। ইহা অপারসীম আনন্দদায়ক রসায়ন।

অবলাবান্ধব যোগ

প্রদর, বাধক প্রভৃতি জরায়ুদোষ ও যোনিগত ঊরারোগ্য রোগের মহৌষধ
মূল্য—১৬ মাত্রা ২৲ টাকা। ৫০ মাত্রা ৫৲ টাকা মাত্র

বেদনাঞ্জন

শ্রেষ্ঠরত্ন

কলিকাতা কংগ্রেস একজিবিসন হইতে বহু প্রশংসা প্রাপ্ত ও বহু গণ্যমান্য ভদ্রমহোদয়গণ কর্ত্তৃক প্রশংসিত।

আজকাল বাজার-চলন মিশ্রিত ও বিষাক্ত আহার্য্য সেবনে শরীরের রক্ত স্বতঃই দোষিত হইয়া পড়িতেছে। রক্তই মানবদেহের শ্রেষ্ঠ উপাদান, এই রক্ত দোষিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মানব বাত, বেদনা, মাথাধরা, মাথাঘোরা, দৃষ্টিশক্তির হ্রাস, দাঁতের গোড়া ফুলা, দাঁত কনকনানি, দাঁতে পোকা এবং খোস, চুলকানি প্রভৃতি কষ্টদায়ক চর্ম্মরোগে আক্রান্ত হইতেছে। যদি আপনি একান্তই ব্যাধিমুক্ত হইতে চান, তাহা হইলে অযথা পয়সার অপব্যয় না করিয়া অল্প ব্যয়ে এক শিশি বেদনাঞ্জন ক্রয় করিয়া ইহার কার্য্যকারী-শক্তি উপলব্ধি করুন। গুণের তুলনায় মূল্য অতিসামান্য, এক শিশি ।৵০ আনা মাত্র, মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান—এ, সি, চাটার্জ্জী এণ্ড ব্রাদার্স।
৮৩নং হলকাটি লেন, মাণিকতলা, কলিকাতা।
সকল মণিহারী দোকানে ও বড় বড় ঔষধালয়ে পাওয়া যায়।

বিশুদ্ধ জল! ভয় নাই বিশুদ্ধ জল!!

লক্ষ্মী টিউব-ওয়েল কোং

২০৫নং নবাবপুর, ঢাকা

বর্ত্তমান-যুগের নব আবিষ্কৃত যন্ত্রপাতি দ্বারা উন্নত বৈজ্ঞানিক-খনন-প্রণালীতে নলকূপ (*Tube-well*) নির্ম্মাণ করা হয়। বঙ্গের লাট বাহাদুর, প্রাইভেট সেক্রেটারী, জিলা-ম্যাজিষ্ট্রেট, জিলা-বোর্ডের চেয়ারম্যান, ইঞ্জিনিয়ার, জমিদার, তালুকদার, প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত ভদ্রমহোদয়গণ এই কোম্পানীর কার্য্য দেখিয়া প্রশংসা করিয়াছেন। রাসায়নিক পরীক্ষায় জল বিশুদ্ধ না হইলে মূল্য গৃহীত হয় না। বিস্তৃত বিবরণের জন্য পত্র লিখুন।

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

যদিও অদ্যাপি প্রকৃত মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য, তথাপি যাঁহারা নানাবিধ অনিয়মিত উপায়ে অপরিমিত শক্তি নষ্ট করিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন এবং নানা প্রকার মেহ, প্রমেহ ধাতুদৌর্ব্বল্য, স্নায়বিক দুর্ব্বলতা, বহুমূত্র, দুঃস্বপ্ন, পারদ সংক্রান্ত পীড়া, অর্শ এবং স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে যাঁহারা বাধক, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, সূতিকা, শ্বেত ও রক্তপ্রদর, হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি রোগে ভুগিয়া জীবনে নিরাশ হইয়াছেন, ... ডাক্তার পেটাল সাহেবের ... তাঁহারা আমেরিকার ... আবিষ্কৃত ইলেক্ট্রিক সলিউসন ব্যবহার ... বাঁচিতে পারেন, তাহার শত শত প্রমাণ প্রতি বৎসরেই পাওয়া যাইতেছে। যাঁহারা অন্যান্য বহুবিধ ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরোগ্য হইতে পারেন নাই, তাঁহারা একবার এই ঔষধটী ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক মাসের ব্যবহারোপযোগী এক শিশি ঔষধ ডাকমাশুল সহ ২॥০ টাকা মাত্র।

সোল এজেন্ট—ডাঃ ডি, ডি, হাজরা।
ফতেপুর, গার্ডেনরিচ পোষ্ট, কলিকাতা।
ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন

বিনামূল্যে বিনামূল্যে

বিতরিত

স্বাস্থ্যের সার "কামশাস্ত্র" গ্রন্থখানি চৌদ্দ লক্ষের উপরে বিতরিত হইয়াছে। উহা পাঠে মানবের পরিণাম ফলাফল জানা যায়।

এই পুস্তক যিনি লিখিয়াছেন, তিনিই "আতঙ্কনিগ্রহ বটিকা"র আবিষ্কর্তা। এই বটিকা দুর্ব্বলকে সবল করে এবং সবল ব্যক্তিকে অটুট ও অক্ষয় রাখে। বত্রিশ বটিকা পূর্ণ প্রতি কৌটার মূল্য ১৲ টাকা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান:— আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়।
২১৬নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মনোমোহন প্রেস

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা।

পূর্ব্ব-বাঙ্গালায় সুলভে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত
বৈদ্যুতিক মেশিনে দিবারাত্র কাজ চলিতেছে
বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,
৯০নং নবাবপুর, ঢাকা।

শ্রীমায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—শ্রীবিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

ডাকের সংস্করণ

Registered No. C 544

বিজ্ঞাপনের হার

প্রতিবারে

প্রতি ইঞ্চি ১৲

প্রতি কলম ৬৲

অর্দ্ধ কলম ৩৷৹

সিকি কলম ২৲

চুক্তির হার

স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

সাধারণের হার

অগ্রিম দেয়।

বার্ষিক ...

ষাণ্মাসিক ৫৲

ত্রৈমাসিক ২৸০

মাসিক ১৲

নগদ

প্রতি সংখ্যা ৫

৪র্থ খণ্ড] সম্পাদক—প্রত্নবিদ্যালঙ্কার শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী [২০৬ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্য মঠ, শ্রীধাম মায়াপুর ২০শে কার্ত্তিক বুধবার ১৩৩৬, ৬ই নভেম্বর ১৯২৯

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থাবলী

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—শ্লোক সূচী, বিষয়-সূচী প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত। ভিক্ষা, প্রতি খণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৶০ গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশ গ্রাহক পক্ষে ।০

২। ভাষ্য-সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ) ৫৲

৩। গৌড়ীয়-গৌরব ৶০

৪। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।০

৫। ভজনরহস্য ॥০

৬। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲

,, ,, ,, আবাঁধা ৸০

৭। গীতা (শ্রীবলদেবভাষ্যসহ) বাঁধা ২৲ আবাঁধা ১॥০

৮। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি-টীকা-সহ) বাঁধা ২৲ আবাঁধা ১॥০

গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ॥০

৯। যুক্তিমল্লিকা গুণসৌরভঃ সানুবাদ ২৲

১০। বেদান্ততত্ত্বসার সানুবাদ ॥০

১১। জৈবধর্ম্ম ১৲

১২। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০

১৩। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲

১৪। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ॥৶০

১৫। দ্বীপ-দিগ্দর্শন ৶০

১৬। সাধনপথ (৩য় সংস্করণ) ।৶০

১৭। আচার ও আচার্য্য ।৶০

১৮। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০

১৯। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৶০

২০। শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ৶০

২১। নবদ্বীপধামমাহাত্ম্য (প্রমাণখণ্ড) ৶০

২২। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০

২৩। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা দর্পণ ।০

২৪। শরণাগতি, গীতাবলী, সাধনকণ, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, নবদ্বীপশতক, অর্থপঞ্চক ও সদাচারস্মৃতিঃ মোট ।৶০

২৫। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ও অর্চ্চনকণ ৶০

২৬। সাধককণ্ঠমণি ।০

২৭। সংস্কার-দীপিকা ।০

২৮। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড) ৩৲

২৯। সানুবৃত্তিশিক্ষাষ্টকম্ ৶০

৩০। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ৸০

৩১। মণিমঞ্জরী সানুবাদ ।০

৩২। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০

৩৩। শ্রীচৈতন্যভাগবত (বিরাট্ দ্বিতীয় সংস্করণ) ৲

এতদ্ব্যতীত বৈষ্ণব-ধর্ম্মের কয়েকখানি ইংরাজি ধর্ম্ম গ্রন্থ আছে, পত্র পাঠাইলে ডাকযোগে ক্যাটলগ পাঠান হয়।

প্রাপ্তিস্থান ঃ—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

২। শ্রীগৌড়ীয় মঠ—১নং উল্টাডিঙ্গি জংসনরোড কলিকাতা।

৩। শ্রীমাধবগৌড়ীয় মঠ—৯০নং নবাবপুররোড, ঢাকা

৪। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ—উড়িয়াবাজার, কটক

৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ—পোড়াকুঠী, পুরী

৬। শ্রীসনাতনগৌড়ীয় মঠ—৪নং অগস্ত্যজীবনপুরা, কাশী

৭। শ্রীগৌড়ীয় মঠ দিল্লী কার্য্যালয় ১০১ হনুমানরোড, নিউদিল্লী।

৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ—ছিপিগলি, বৃন্দাবন।

৯। শ্রীভাগবত প্রেস, গোয়াড়ী—কৃষ্ণনগর।

১০। শ্রীএকায়ন মঠ, হাইষ্ট্রীট, কৃষ্ণনগর।

নানা কথা

আণ্টিম্যালেরিয়াল কমিশন

কৃষ্ণনগর পরিদর্শন

গত ৪ঠা নভেম্বর প্রাতে আণ্টি-ম্যালেরিয়াল কমিশনের ডাঃ সুকুমার স্বগণ সমভিব্যাহারে কৃষ্ণনগর পরিদর্শন করিতে আগমন করেন। তাঁহারা গত ২রা নভেম্বর বীরনগর গমন করিয়াছিলেন; তথা হইতে গত ৩রা বহরমপুর গমন করেন। বহরমপুর হইতে কৃষ্ণনগর উপস্থিত হন। সহরের বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি ষ্টেশনে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদিগকে সম্বর্দ্ধনা করেন।

নদীয়া ডিষ্ট্রিক্টবোর্ড হইতে ডাঃ সুকুমার ও তাঁহার বন্ধুবর্গকে একটি অভিনন্দনপত্র প্রদান করা হইয়াছে। অভিনন্দন পত্রে ম্যালেরিয়া রাক্ষসীর কবলে পতিত হইয়া নদীয়া, যশোহর ও মুর্শিদাবাদ—বঙ্গের এই জিলাত্রয় কি প্রকারে জনমানবশূন্য শ্মশানে পরিণত হইয়াছে তাহা সুস্পষ্টভাবে বর্ণন করা হইয়াছে।

এক সময় এই নদীয়া জেলা অতিশয় জনাকীর্ণ ছিল। বীরনগর নামক পল্লীখানটি এক সময় বীরগণেরই আবাসভূমি ছিল; এক সময় উৎসাহশীল যুবকগণের চেষ্টায় শ্রীনগর নামক গ্রামটীর অত্যন্ত শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল কিন্তু শ্রীনগর আজ সম্পূর্ণরূপে শ্রীহীন—উৎসাহশীল যুবকবৃন্দের স্থানে শ্বাপদ হিংস্র জন্তু এখন তথায় বিচরণ করিতেছে।

ইষ্টবেঙ্গল রেলওয়ে কোম্পানীর রেল লাইনগুলি এই দিক সমূহে প্রতিষ্ঠিত হইবার পর হইতেই আবর্জ্জনাদি ভালরূপ নিষ্কাশিত হইতে না পারায় এই সকল স্থানে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ অত্যন্ত হইয়াছে। নদীসমূহ বিনষ্টপ্রায় হইয়াছে। পূর্ব্বে নদীসমূহের জল প্রবাহিত হইয়া সকল স্থানের আবর্জ্জনাদি নিষ্কাশিত করিত; সুতরাং ম্যালেরিয়ার প্রকোপ আদৌ ছিল না। কিন্তু এখন আর সে প্রকার জল-নিষ্কাশন হইতেছে না।

আমরা আশা করি, সদাশয় এ্যাণ্টি-ম্যালেরিয়াল কমিশন বঙ্গদেশের ম্যালেরিয়া-পীড়িত এই প্রদেশসমূহকে ম্যালেরিয়ার কবল হইতে উদ্ধার করিতে আপ্রাণ চেষ্টা করিয়া দেশবাসীর প্রভূত উপকার সাধন করিতে যত্নশীল হইবেন।

নদীয়ার জেলাজজ

গত ৪ঠা নবেম্বর, ১৯২৯ মাননীয় মিঃ সত্যেন্দ্র নাথ মোদক আই, সি, এস, মহোদয় নদীয়ার ডিষ্ট্রিক্ট জজ হইয়া কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন। জজ বাহাদুর ইতঃপূর্ব্বে হাওড়ার ডিষ্ট্রিক্ট জজ ছিলেন। আমরা তাঁহার নিরপেক্ষতা, সত্যানুরাগিতা, ন্যায়প্রিয়তা ও জন সাধারণের অভাব অভিযোগের যথাসম্ভব প্রতিকার-তৎপরতা এবং বিচার-পরায়ণতা প্রভৃতি সদ্‌গুণাবলীর যথেষ্ট প্রশংসা শ্রবণ করিয়াছি। আমরা আশা করি, নদীয়ার বিচারাসনে উপবিষ্ট হইয়া জজ বাহাদুর তাঁহার স্বাভাবিক সদ্‌গুণাবলীর দ্বারা নদীয়াবাসীরও অশেষ প্রীতিভাজন হইবেন।

তিনি গত ৪ঠা নভেম্বর তারিখে কৃষ্ণনগর 'বার' লাইব্রেরীর অভিনন্দনের উত্তরে যে অভিভাষণ প্রদান করিয়াছেন তাহাতে তাঁহার নির্ম্মল চরিত্রের অমায়িকতা বেশ প্রস্ফুটিত হইয়াছে। আমরা শ্রীশ্রীগোবিন্দের শ্রীচরণে নদীয়ার এই নব-নযুক্ত জজ সাহেবের দীর্ঘজীবন প্রার্থনা করিতেছি।

ঠাকুরবাড়ীর প্রাঙ্গণে জুয়াখেলা

২০ জন গ্রেপ্তার

চুচুঁড়ার ৪ঠা নভেম্বরের সংবাদে প্রকাশ, চুচুঁড়ার পুলিস সিদ্ধেশ্বরী ঠাকুরবাড়ীর প্রাঙ্গণ হইতে জুয়াখেলার অভিযোগে ২০ জন লোককে ধৃত করিয়াছে। প্রকাশ, ধৃত ব্যক্তিগণের মধ্যে উক্ত ঠাকুরবাড়ীর ভারপ্রাপ্তা জানকী আছে। সে নাকি সর্ব্বদা পুরুষের ন্যায় বস্ত্র পরিধান করে।

আসাম হিন্দু-সম্মেলন

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত প্রমথনাথ তর্কভূষণের সভাপতিত্বে আসাম প্রাদেশিক হিন্দু সম্মেলন গত ১লা নভেম্বর তারিখে আরম্ভ হয় অভিভাষণ দানকালে তিনি বলেন যে, প্রমথবার আসাম ও ঐতিহাসিক নগর শিবসাগর দর্শনে তিনি অত্যন্ত আনন্দানুভব করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন শারীরিক বল, বংশমর্য্যাদা, বা বিদ্যা ব্রাহ্মণত্বের পরিচায়ক নহে, ব্রহ্মাত্মাকে উপলব্ধি এবং উচ্চাঙ্গের আধ্যাত্মিকতাই ব্রাহ্মণত্বের লক্ষণ। তিনি আরও বলেন, বেদের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া মনুও ন্যায় পুঁথির পক্ষ সমর্থন করিয়াছেন। তিনি বলেন, বর্ত্তমান হিন্দুসমাজের সমস্যা সমাধানের জন্য ইহা নিতান্ত আবশ্যক।

সভার গৃহীত প্রস্তাবসমূহ

আসাম হিন্দু সম্মেলন ১৮টি প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন, তন্মধ্যে প্রধান প্রস্তাবগুলি এই:—পরলোকগত লাজপৎ রায়, রাজপাল পরাঞ্জপে, যতীন্দ্র দাস, ওয়াজির ফুঙ্গীর মৃত্যুতে শোক প্রকাশ; মুন্সীগঞ্জ সভাগ্রস্ত বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ সভার প্রতি সহানুভূতি জ্ঞাপন; আগামী আদমসুমারীতে নাগা, গারো এবং অন্যান্য পার্ব্বত্য জাতিগুলিকে হিন্দুরূপে গ্রহণ করিবার জন্য কর্ত্তৃপক্ষকে অনুরোধ জ্ঞাপন, বাল্যবিবাহ নিরোধ বিল আইনে পরিণত হওয়ায় মিঃ হরবিলাস সর্দ্দা ও ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন, বাধ্যতামূলক প্রাথমিক স্ত্রীশিক্ষা বিস্তার জন্য আগ্রহপ্রকাশ, ধর্ষিতা ও নিপীড়িতা হিন্দু নারীদিগের অনুগ্রহণ সম্বন্ধে সম্মতিদান, অস্পৃশ্যতা পরিবর্জ্জন সমর্থন, পূজার স্থানে অবাধ-প্রবেশের অধিকার সমর্থন, ডাঃ মুঞ্জের প্রতি অন্যায় আক্রমণের প্রতিবাদ ইত্যাদি। আসাম-হিন্দু-সম্মেলন রাজনীতির আলোচনা করিবেন না বলিয়া সভাপতি মত প্রকাশ করেন।

কানপুরেঅগ্নিকাণ্ড

সংপ্রতি কানপুরের মেসার্স মুন্নিলাল এণ্ড সন্সের তুলার গুদামে এক ভীষণ অগ্নিকাণ্ড হইয়া গিয়াছে। আগুন ক্রমে ক্রমে এমনভাবে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল যে, বর্ম্মা অয়েল কোম্পানীর তৈলের গুদাম পর্য্যন্ত অগ্নিসাৎ হইবার উপক্রম হইয়াছিল, কিন্তু সংবাদপ্রাপ্তিমাত্র দমকল আসিয়া আগুন নিবাইবার ব্যবস্থা করায় আগুন আর ততদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃতিলাভ করিতে পারে নাই। ক্ষতির পরিমাণ ৫০ হাজার টাকা

দিল্লীতে ভীষণ অগ্নিকাণ্ড

গত ৪ঠা নভেম্বর রাত্রে দিল্লীতে এক ভীষণ অগ্নিকাণ্ড হইয়াছে। এক সপ্তাহের মধ্যে এই দ্বিতীয়বার অগ্নিকাণ্ড হইল। একটী প্রকাণ্ড বাড়ীতে আগুন লাগিয়াছিল, ঐ বাড়ীর মধ্যে ঘাড় মেরামত-জুতা ও গেঞ্জী মোজার বহু দোকান বাটীর দ্বিতলে একটি ছোট গেঞ্জীর কারখানা এবং তাহাতে রেশম ও তুলার সূতা বহু পরিমাণে সঞ্চিত ছিল, ঐ জন্যই আগুন ধরাতেই আগুনের তেজ বর্দ্ধিত হয় এবং উহা চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে। কয়েক খানা দমকলের অবিশ্রান্ত চেষ্টার ফলে বহু কষ্টে উহা নির্ব্বাপিত হয়। পার্শ্ববর্ত্তী সকল বাড়ী হইতে মূল্যবান জিনিসপত্র সংরক্ষণ ও বালক বালিকাদিগকে স্থানান্তরিত করা হইয়াছিল, প্রথমে একটি ঘড়ির দোকানে আগুন লাগে, তাহার পর উহা ছড়াইয়া পড়িয়া এইরূপ ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি করিয়াছে। কাহারও প্রাণহানি হইয়াছে বলিয়া এখন পর্য্যন্ত জানা যায় নাই

সেনাপতি-পদে সম্রাট্‌ তনয়

লণ্ডনের ৩রা নভেম্বরের সংবাদে প্রকাশ, আগামী ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে ডিউক অব য়র্কের তাঁহার দশম হাসার পল্টনে পুনরায় যোগ দিবার জন্য ভারতবর্ষে যাত্রা করিবেন। পূর্ব্বে যে স্থির হইয়াছিল, তিনি কোন উপনিবেশে বা বৃটিশ রাজ্যে গভর্ণর জেনারেলরূপে গমন করিবার পূর্ব্বে কিছুদিন সমর দপ্তরের কার্য্যে অভিজ্ঞতা লাভ করিবেন, সে ব্যবস্থা পরিত্যক্ত হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ

কনষ্টেবলের কীর্ত্তি

নসিরাপুর ৩রা নভেম্বরের সংবাদে প্রকাশ, বলদেব সিং নামক জনৈক কনষ্টেবল ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৮২ ধারা অনুসারে অভিযুক্ত হইয়াছিল। সংপ্রতি এই মামলার বিচার হইয়া গিয়াছে। বিচারে তাহার প্রতি ১০০৲ টাকা জরিমানা, অনাদায়ে তিন মাস সশ্রম কারাদণ্ডের ব্যবস্থা হইয়াছে। প্রকাশ, কনেষ্টবলের সহিত স্থানীয় এক শিখ হোটেলের স্বত্বাধিকারীর শত্রুতা ছিল, তাই সে ১০ তোলা আফিং তাহার হোটেলে রাখিয়া পুলিসকে মিথ্যা সংবাদ দিয়াছিল। এই মিথ্যা সংবাদ দেওয়ার অপরাধে তাহার প্রতি উপার উক্ত দণ্ডের ব্যবস্থা হইয়াছে।

জোয়া খেলায়

প্রায় ৩০০জন গ্রেপ্তার

এলাহাবাদের ৪ঠা নভেম্বরের সংবাদে প্রকাশ, একমাত্র দেওয়ালী সপ্তাহেই তথায় প্রায় ৩০০শত লোককে জুয়াখেলার অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। স্থানীয় সাধারণ লোকের মনে এই প্রকার একটা ভ্রান্ত ধারণা আছে যে, দেওয়ালী সপ্তাহে জুয়াখেলা আইনে দণ্ডার্হ নহে। এই ধারণা অপসারিত করিবার জন্যই তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। ধৃত লোকদিগকে জামীনে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে।

রুশ চীন-যুদ্ধে

চীনদিগের পরাজয়

টোকিওর ২রা নভেম্বরের সংবাদে প্রকাশ, ফুচানসিয়েন নামক স্থানে রুশীয়দিগের সহিত চীনাদিগের যে যুদ্ধ হইয়াছিল, তাহাতে চীনগণ পরাস্ত হইয়াছে এবং রুশ্‌গণ হারবিনের দিকে ৫০ কি ৬০ মাইল দূরে সুঙ্গারী নদীপথে হটিয়া গিয়াছে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২০শে কার্ত্তিক বুধবার—১৩৩৬

বাস্তব সত্য সংবাদ

শাস্ত্র অনন্ত, কলিজীবের পরমায়ু অতি অল্প; তাহাতে আবার তর্কপঞ্চানন ন্যায়রত্ন মহাশয়েরা হইয়াছেন কলির বেদব্যাস, শাস্ত্র তাঁহাদের নিকট সামান্য শব্দ-সমষ্টি মাত্র, তাঁহারা যাহা মনে করিতেছেন শাস্ত্রের সেই রূপ মনগড়া অর্থ করিতেছেন, বলিবার যো নাই যে ঐ অর্থ ভুল, তাহা হইলে তর্কপঞ্চানন মহাশয় পঞ্চ মুখ বাহির করিয়া যে কোন প্রকারে হউক নিজ-মত জাহির করিবেনই। আবার তর্কপঞ্চানন মহাশয়ের মতের বিরুদ্ধে যদি কেহ কোন শাস্ত্র-বাক্য বলেন, তাহা হইলে অমনি তিনি বলিয়া উঠিবেন, 'উহা প্রক্ষিপ্ত'। তখন আর কে কি বলিবে? অমনি চুপ দিতে হয়, এরূপ সঙ্কটাপন্নাবস্থায় শাস্ত্র ছাড়িয়া নিজ নিজ বিবেকের উপর নির্ভর করাই ভাল। এ বিষয়ে আর এক যুক্তি এই যে, হিন্দুদের শাস্ত্র সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, তাহা না মানিলে ধর্ম্ম হইবে না, তাহার কোন যুক্তিপূর্ণ প্রমাণ নাই।

শাস্ত্র অনন্ত হইলেও শাস্ত্রের সহিত জীব মাত্রেরই খুব নিকট সম্বন্ধ আছে। এই জন্য যাঁহারা শাস্ত্র মানেন না, তাঁহাদিগকে পূর্ব্ব ঋষিগণ বেদ-নিন্দক ও নাস্তিক বলিয়া গর্হণ করিয়াছেন। মনু বলিয়াছেন—

অব্রতানামমন্ত্রাণাং জাতি-মাত্রোপ-
জীবিনাম্।
সহস্রশঃ সমেতানাং পরিষত্ত্বং ন বিদ্যতে॥

—যাঁহারা ব্রহ্মে বিচরণ করিবার পরিবর্ত্তে মহামায়ার উপাসক-সূত্রে মায়িক ব্রত পালন করিতেছেন, যাঁহারা গুরু সন্নিধানে মন্ত্র লাভ করিয়াও মনোধর্ম্মের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পান নাই, অথচ আমি ব্রাহ্মণের পুত্র ব্রাহ্মণ, আমার আশীর্ব্বাদে তোমার ধন বংশ বৃদ্ধি হইবে—এরূপ বলিয়া নিরীহ ব্যক্তির নিকট হইতে অর্থ লইয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করেন, সেই সকল ন্যায়রত্ন তর্কপঞ্চাননের কোন মূল্য নাই, তাঁহারা স্থানে স্থানে ব্রাহ্মণ-সম্মেলনী প্রভৃতি সভায় শত সহস্র ব্যক্তি একত্র হইলেও তাঁহাদের কথা গ্রহণীয় হইবে না।

শাস্ত্র মানিব কেন? শাস্ত্রের সহিত আমাদের কি নিকট সম্বন্ধ আছে? জীব চেতনময় বস্তু, তিনি স্বরূপে নিত্যজ্ঞানময়। মায়াবদ্ধ হওয়ায় তাঁহার জ্ঞানময় স্বরূপটী জড়ীয় আবরণে আবৃত হইয়া পড়িয়াছে, তাহাতেই তাঁহার এত কষ্ট, আবার সেই স্বরূপটী উন্মেষিত হইলেই জীবের আত্যন্তিক ক্লেশ-নিবৃত্তি আনুষঙ্গিক ভাবেই হইয়া থাকে। শাস্ত্র আমাদের সেই স্বরূপগত স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞান উন্মেষিত করাইবার সহায়ক। এই জন্য পূর্ব্বমহাজনগণ শাস্ত্রকে স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞান-সূর্য্যের রশ্মি বলিয়াছেন, শাস্ত্র অনন্ত হইলেও তাহার মূলে জীবের স্বরূপগত স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞান। বদ্ধাবস্থায় আমাদের স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞান আবৃত হইলেও তাহার পরিচয় যে একেবারেই নাই, তাহাও নহে, বদ্ধাবস্থাতেও তাহার যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় পাওয়া যায়, সেই পরিচয়—

১। আমি স্থূল ও লিঙ্গ জগৎ হইতে একটী পৃথক্ তত্ত্ব।

২। আমার সম্বন্ধ, আশা, স্বাস্থ্য ও স্বচ্ছন্দতা এই স্থূল ও লিঙ্গ জগতের অতীত কোন অবস্থায় আছে।

৩। আমি স্বতন্ত্র সত্তা হইয়াও কোন বৃহৎ স্বতন্ত্র সত্তার অধীন।

৪। আমি স্বভাবতঃ সেই বৃহৎ স্বতন্ত্র সত্তা কর্ত্তৃক আকৃষ্ট

৫। আমি কোন বিশেষ অপরাধে এইরূপ দুরবস্থায় পতিত।

৬। সেই অপরাধ ক্ষয় করিয়া আমার বিশুদ্ধ অবস্থা লাভ করা আবশ্যক।

৭। একমাত্র বিশুদ্ধ প্রীতিসূত্র সেই অবস্থার পরিচয়।

৮। আমি স্বয়ং ক্ষুদ্র, সুতরাং শক্তিহীন।

৯। আমি বৃহৎ স্বতন্ত্র সত্তা হইতে দূরে পড়িয়াছি। কিন্তু বৃহৎ সত্তা অচিন্ত্য শক্তিক্রমে আমার নিকট অবস্থিত।

এই স্বভাবজ জ্ঞানই শাস্ত্রের মূল, সুতরাং যাহারা শাস্ত্র মানেন না বা শাস্ত্র মানিয়াও কল্পনা-বৃত্তির সাহায্যে শাস্ত্রের কদর্থ করিয়া উক্ত স্বভাবজ জ্ঞানের নাশ করিতে চান, তাঁহারা নিশ্চয়ই স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞান-সূর্য্যের অবমাননা করিয়া অজ্ঞানান্ধকারের বহুমানন করেন সন্দেহ নাই।

তর্ক দ্বিবিধ—সৎতর্ক ও অসৎতর্ক। অসৎতর্ক অতীব হেয়, শাস্ত্রে অসৎতর্কের ফলে শৃগাল যোনিতে জন্মলাভ হয় বর্ণিত হইয়াছে। ইহা তার্কিকগণ প্রক্ষিপ্ত বলিয়া উড়াইয়া দিলেও যাঁহাদের সাধারণ জ্ঞান আছে, তাঁহারা যদি তন্দ্বারা একটু স্থির হইয়া বিচার করেন, তাহা হইলে বুঝিতে পারিবেন যে, উহা কখনই প্রক্ষিপ্ত নহে বা হইতে পারে না। সৎতর্ক শাস্ত্রানুকূল, উহা স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানের উদ্বোধক। সৎতর্কের মূলে বিশুদ্ধজ্ঞান বা বাসুদেব অবস্থিত। বাসুদেব কথাটীর অর্থ বিচার করিলেও তাহাই প্রতীত হয়। বাসেবু বেদ্যতয়া নিবাসাদ্বাসুদেবঃ—বসনাদেব বাদে' চ বাসুদেবেতি গদিত ইতি শিববচনাৎ। যিনি সৎতর্ক বিচার মূলে বাস করেন, তিনি বাসুদেব। অসত্তার্কিকগণ তর্কে পঞ্চানন হইলেও সৎতর্ক-নখর-শোভিত উদ্দণ্ড নৃত্যশীল অনন্তবদন ভগবান্ বলদেবের দাসানুদাসদিগের নিকট অতীব তুচ্ছ। অসৎতর্কের ফলে যেরূপ শৃগাল যোনি লাভ হয়, সৎতর্কের ফলে সেইরূপ ভগবৎ প্রসাদ লাভ হয়। তর্করত্ন, ন্যায়রত্ন প্রভৃতির জন্য আমরা দুঃখিত! তাঁহারা বলদেবের আনুগত্যে গৌড়ীয়ের অনুগমনে সৎতর্ক অবলম্বন করুন, ইহাই শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট প্রার্থনা।

বর্ত্তমান যুগে অবতার অনেক, কাহার কথা বলিব, কিছুদিন পূর্ব্বে একৈক অবতারের আবির্ভাব হইয়াছিল, তাঁর উপদেশ হইতেছে—জলকে বিভিন্ন দেশের লোক যেরূপ বিভিন্ন ভাষায় ব্যক্ত করে, ভগবানকেও সেইরূপ কেহ আল্লা, কেহ গড্, কেহ বা কালী, দুর্গা, শিব ইত্যাদি নামে অভিহিত করে, বস্তুতঃ সবই এক। এইরূপ বলিয়া তিনি সমন্বয় স্থাপনের চেষ্টা করিয়াছিলেন; উক্ত উপদেশটি আমাদের দেশের বহু শিক্ষিতাভিমানী ব্যক্তির আদরের বস্তু হইয়াছিল, কিন্তু শাস্ত্রে উহা অপেক্ষা অনন্তগুণে শ্রেষ্ঠ বিচার রহিয়াছে, তাহা কি আমাদের দেখিবার অবকাশ হইবে না?

মুসলমানদের আল্লা, উপনিষদুক্ত বৃহদ্ বস্তু ব্রহ্মের ভাব জ্ঞাপন করে এবং ইংরাজের গড পরমাত্মার ভাব জ্ঞাপক। হিন্দুদিগের ভগবান্ তদপেক্ষা অনেক উচ্চে অবস্থিত। ঘনানন্দময়, নিরবচ্ছিন্ন পূর্ণানন্দের পূর্ণ অভিব্যক্তিই ভগবান্, সেই ঘনানন্দের অস্ফুট বিকাশই ব্রহ্ম বা আল্লা সুতরাং ব্রহ্মানন্দ তরল, আবার সেই নিরবচ্ছিন্ন পূর্ণানন্দের আংশিক প্রভাব পরমাত্মায় বা গড্ এ লক্ষিত হয়। কালী শিব দুর্গা প্রভৃতি দেবতাগুলি ভগবানের মায়িক অবতার।

জীব মাত্রেই পূর্ণানন্দময় বিগ্রহ চিদ্বিলাস শ্রীকৃষ্ণের উপাসক। কৃষ্ণের উপাসনা দ্বিবিধ—সাক্ষাৎ উপাসনা এবং অসাক্ষাৎ উপাসনা। গীতার ভাষায় তাহাই বৈধ ও অবৈধ উপাসনা। ব্রহ্ম বা পরমাত্মার উপাসনা বা অন্য দেবদেবীর উপাসনা কৃষ্ণের অসাক্ষাদ্ উপাসনা। তাহাতে জীবের কথঞ্চিৎ জাগতিক উপকার হইতে পারে, কিন্তু চরম কল্যাণ লাভ হইতে পারে না।

শাস্ত্র না মানিবার অনেকগুলি কারণ হইয়া উঠিয়াছে। আমরা ইংরাজদের সংস্রবে থাকিয়া ইংরাজী শিক্ষা দীক্ষায় পারদর্শী হইয়া এখন পূর্ব্বপুরুষ ঋষিগণ অপেক্ষা নিজদিগকে বুদ্ধিমান মনে করি এবং ঋষিগণের বিচারসেকেলে বিচার মনে করিয়া শাস্ত্র-বাক্যে সন্দেহযুক্ত হই। আজ কাল নব্যশিক্ষিত সমাজ গঙ্গার মাহাত্ম্য স্বীকার করে, কিন্তু আরেকটী ধারণা লইয়া। আমরা গঙ্গার মাহাত্ম্য পবিত্রতা স্বীকার করি এই জন্য, "যেহেতু গঙ্গার রোগ-বীজাণু বিনাশ করিবার অসীম শক্তি আছে, দেখা গিয়াছে শত শত সংক্রামক রোগে মৃত ব্যক্তি গঙ্গায় পতিত হইয়াও গঙ্গাকে দূষিত করিতে পারে নাই। এমন অনেক রোগ আছে, যাহা কেবল গঙ্গার জল খাইলেই আরোগ্য হইয়া যায়—এই কারণে পূর্ব্ব ঋষিগণ গঙ্গার পবিত্রতা কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন।" হিন্দু-শাস্ত্রে পাপের কঠোর শাস্তির বিধান দেখা যায়, কেবল ইহকালে শাস্তিভোগ করিতে হয় এমন নয়, পরকালেও নরক ভোগ করিতে হয়, নরকের ভীষণ চিত্রও শাস্ত্রে চিত্রিত হইয়াছে, তাহা শুনিলে কোন ব্যক্তিই পাপ-প্রবৃত্তি-বিশিষ্ট হইতে পারিত না। কিন্তু যেমন বজ্র আঁটন, তেমনি ফস্কা গিরো। যত পার পাপ কর, ব্রহ্ম-হত্যা, স্ত্রীহত্যা যাহাই কর না কেন, শেষে গঙ্গায় স্নান করিলেই খালাস, তাহাতেই শাস্ত্রের প্রতি আমাদের বিশ্বাস একবারে হয়, আবার হয়ও না, নানা সন্দেহ আমাদের মনকে তোলপাড় করিয়া তুলে।

দর্শকদিগের প্রতীতি একরূপ নহে। প্রাকৃত দৃষ্টি-সম্পন্ন ব্যক্তির দর্শন হইতে অপ্রাকৃত দৃষ্টি-সম্পন্ন ব্যক্তির দর্শন পৃথক্। প্রাকৃত ব্যক্তির দৃষ্টি যেরূপ তৃতীয় মানে আবদ্ধ, অপ্রাকৃত ঋষিগণের দৃষ্টি সেরূপ তৃতীয় মানে আবদ্ধ নহে, তাঁহারা অপ্রাকৃত দৃষ্টির সাহায্যে দিব্যজ্ঞানের বলে যে গঙ্গার মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন, তাহা ধারণা করিতে আমাদের কোটী কোটী যুগ অতিবাহিত হইতে পারে। গঙ্গা বিশুদ্ধ চেতনময় বস্তু, তাঁহার অনুগ্রহ নিগ্রহ করিবার সামর্থ্য আছে। জ্ঞাতসারেই হউক, কি অজ্ঞাতসারেই হউক, অগ্নিতে হাত দিলে অগ্নি যেরূপ তাহাকে অবিচারে দগ্ধ করিয়া থাকে, গঙ্গা সেরূপ করেন না। তাঁহার বিচার-শক্তি আছে। যাহারা সংকল্প করিয়া পাপাচরণপূর্ব্বক গঙ্গায় ডুব দেয়, গঙ্গা তাহাদিগকে ক্ষমা করিয়া পাপপ্রবৃত্তির প্রশ্রয় দেন না। পাশ্চাত্য বুদ্ধি কোন দিন চতুর্থ মানের বস্তুর স্বরূপ নির্ণয়ে সমর্থ নহে।

হিন্দু শাস্ত্রে সমুদ্রে যাত্রা করিলে প্রায়শ্চিত্তার্হ হইতে হয় এরূপ বিধি আছে। এরূপ বিধি কেন প্রবর্ত্তিত হইয়াছে তাহা প্রত্যক্ষ জ্ঞানের সাহায্যে বিচার করা যাইতে পারে। আজ কাল সমাজ সমুদ্র-যাত্রী

না করিয়াও বিদেশীয় ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়াছে। সমাজের শত শত লোক অখাদ্য ও যবন স্পৃষ্ট অন্ন খাইয়া মানুষ হইয়া উঠিল, কোথাও যবনের প্রস্তুত মদ্য পান করিতেছে সেদিকে সমাজ একবারও তাকাইতেছে না। সেদিন অগুাল থানার অন্তর্গত কোন গ্রামের অনেক ভদ্র সন্তান শারদীয় পূজার আসরে নিজ কন্যাকে নাচাইয়া বাহাবা পাইয়াছেন, সমাজ তাঁহাদের গৃহে নিজ মেয়ে ছেলের বিবাহ দিবার জন্য লালায়িত; কিন্তু গৌড়ীয় মঠ যে স্বদেশীয় ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া সমাজ-সংস্কার-বিধান-কল্পে ভারতবাসীদিগকে সুসংস্কারে সংস্কৃত করিতে চাহিতেছেন, তাহাই সামাজিকগণের চক্ষে বড়ই দোষাবহ বলিয়া মনে হইতেছে, অহো! দুঃখ রাখিবার কি জায়গা আছে? স্বদেশ হিতৈষিগণ কি এসকলের প্রতি একটু দৃষ্টিপাত করিবেন?

ঢাকা প্রসঙ্গ

(ঢাকা মাধ্বগৌড়ীয় মঠে শ্রীপাদ ভারতী মহারাজের বক্তৃতার সারাংশ)

বদ্ধজীব বদ্ধবুদ্ধিতে বিষয়-সুখকেই বহুমানন করে। বাস্তবিক বিষয়ে বিষয়ী, সুখের পরিবর্ত্তে পদে পদে দুঃখ পাইলেও বিষয়-পিপাসা ছাড়িতে পারে না।

বিষয়ের স্বভাবই বিষয়ীকে বিষয়াসক্ত করা। শুধু আসক্ত করা নয়,—জন্ম জন্ম, বিষয়মুগ্ধ রাখা। বিষয়াসক্ত জীব জন্ম-মৃত্যুমালা গলে ধারণ করিয়া অনন্তকাল বিষয়েই আবদ্ধ থাকে।

কর্ম্মক্ষেত্রে কর্ম্মত্যাগ করিয়া কেহই কালযাপন করিতে পারে না। তাই জীবের পরমাশ্রয় ভগবদভিন্ন-তনু শাস্ত্র কর্ম্মের ফলশ্রুতি শ্রবণ করাইয়া কর্ম্মকৃৎ নরগণকে কুকর্ম্ম ও বিকর্ম্ম হইতে দূরে রাখিয়া সৎ-কর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত করান। এইরূপে কর্ম্মানুষ্ঠানকারী কর্ম্মসমূহের বিজ্ঞান লাভ করিয়া ভে গৈশ্বর্য্য-ফলপ্রদ কর্ম্মানুষ্ঠান সুকৌশলেই করিতে থাকেন। কর্ত্তৃত্বাভি-মানে ফলাকাঙ্ক্ষী হইয়া কর্ম্মাচরণে কর্ম্ম, কর্ম্মকর্ত্তাকে কর্ম্ম-পাশেই দৃঢ় বদ্ধ করে। আর শ্রীভগবানের উদ্দেশ্যে তাঁহার সু-সন্ধানতৎপর হইয়া কর্ম্মানুষ্ঠানে কর্ম্ম-বিপাকের সমস্ত ক্ষয় নষ্ট হইয়া কর্ম্ম-কারীকে নিত্যানন্দ দান করে।

কর্ম্মানুষ্ঠানের ফল জ্ঞান এবং জ্ঞান লাভের ফল সর্ব্বজ্ঞ ভগবানের সেবাপ্রাপ্তি, ভগবৎসেবানন্দই জীবকুলের নিত্য স্বভাব প্রতিপাদনের জন্য শাস্ত্রের ফলশ্রুতি লিখিত আছে কিন্তু লোভ কর্ম্ম ও ভগবৎ-সেবাপর ভক্তানুষ্ঠান এক নহে। নিত্য ও অনিত্য, উপাদেয় ও হেয়, বৈকুণ্ঠ ও কুণ্ঠা-ধর্ম্মাদি ভেদ-বিশিষ্ট।

কর্ম্মিগণকে ভক্তিবুদ্ধিকর সেবানুষ্ঠানাদিতে প্রণোদিত করিবার জন্য শাস্ত্রে অনেক ফল-নির্দ্দেশ আছে। সে গুলি অসত্য না হইলেও ভক্তি-পথের পথিকগণ সেই ফলগুলিকে বহুমানন করেন না। তবে সে কার্য্যগুলি কৃষ্ণপ্রীতিপর বলিয়া তাঁহারাও সেগুলির সমাদর করেন। অনেকে মুক্তি-প্রাপ্তির আশায় ঐ কার্য্যগুলি পালন করেন, কিন্তু ভক্তগণ মুক্ত বলিয়া তাঁহারা সে অপেক্ষা রাখেন না।

আজ দেওয়ালী। দীপাবলীর অপভ্রংশই দেওয়ালী। উর্জ্জা, কার্ত্তিক বা দামোদর মাসে অন্যান্য কৃত্যের মধ্যে শ্রীহরিমন্দিরে, শ্রীতুলসীর নিকট ভক্তিলাভেচ্ছু ব্যক্তি প্রদোষে দীপদান করেন। কর্ম্মী ও মুক্তিকামীর দীপদানের সহিত ভক্তের দীপদানে অনেক পার্থক্য আছে। তবে পাপক্ষয়াদির জন্য দীপদান করিতে করিতে অজ্ঞাত সেবা-ফলে কৃষ্ণকার্ষ্ণসেবায় রতি উৎপাদিত হইতে পারে।

আজ দীপালী। আজ অযোধ্যানগরীর সর্ব্বত্র দীপাবলী জ্বলিয়া সর্ব্বদিক্ উদ্ভাসিত করিয়াছে। শ্রীরাম, লক্ষ্মণ ও শ্রীসীতা-দেবীর বিরহিত অযোধ্যা চতুর্দ্দশ বৎসর পর আরাধ্য-বস্তু ফিরিয়া পাইয়াছে। আজ তাঁহাদের অযোধ্যায় পুনঃপ্রত্যাবর্ত্তন-তিথি। সুতরাং অযোধ্যাবাসী নরনারী, ধনী-দরিদ্র আনন্দে বিভোর হইয়া অমা-নিশার গাঢ় অন্ধকার ঘুচাইয়া আপন প্রভুকে বরণ করিতেছে।

শ্রীভগবানের ন্যায় তাঁহার লীলাভূমিও নিত্য। সুতরাং নাস্তিকগণের ন্যায় আস্তিকগণ অযোধ্যাকে প্রাকৃত্তপর জন-গণের ভোগবিলাসের স্থান জানেন না; মন্থরার মন্ত্রণায় কৈকেয়ীর ন্যায় বিষয়লিপ্সু জনগণ শ্রীরামসীতাকে অরণ্যে প্রেরণ করিয়া প্রভু-ভোগ্য সম্পত্তি নিজেই প্রভু সাজিয়া ভোগ করিতে উদ্যত হয়। আবার রাবণের ন্যায় জড়েন্দ্রিয়-তর্পণ-পরায়ণ আসুরিক বৃত্তিবিশিষ্ট জনগণ জগন্মাতা শ্রীসীতাদেবীকে জড়পিণ্ড সামান্য নর-ভোগ্যা নারীজ্ঞানে সেবার পরিবর্ত্তে হরণের জন্য প্রধাবিত হয়। ফলে মায়াসীতা গ্রহণে আত্মবঞ্চিত ও সবংশে নিহত হয়।

লীলাময় ভগবান্ লীলামোদী। তাঁহার প্রত্যেক লীলায় উন্মুখতোষণ ও বিমুখমোহন ভাব বর্ত্তমান। সুতরাং আজ সকলের পক্ষে জড়াভিমান জড়বুদ্ধি বিসর্জ্জনান্তে ভোগবুদ্ধি বিহীন হইয়া রাবণত্বকে পদা-ঘাত করিয়া শ্রীঅযোধ্যাপুরীতে প্রবেশের দিন। আজ জীবের পতি বা ভোক্তা-ভিমান ছাড়িয়া শ্রীঅযোধ্যাপতিকে সানন্দে সর্ব্বান্তঃকরণে বরণ করিবার দিন। আবার কেবল নিজের কৃত্য নহে, স্বজন সহ বরণের দিন। আজ অনাদিকালের হৃদগত অন্ধ-কার বিদূরিত করিবার সুযোগ। সর-জগতে শোকতাপেরই খেলা। সুতরাং আজ অশোক অতাপ লোকের শ্রীঅযোধ্যা-প্রবেশ দিবস।

বন্ধুগণ! আজ যে যেখানে আছ, দীপালী কর। আজ সেবাবুদ্ধির উদয়ে আমাদের জড়বুদ্ধি দূরে যাক্। এমন দীপ জ্বাল, যে দীপ নিভিয়া না যায়। হায়! হায়! নিভিয়া গেলে যে পুনরায় অন্ধকার আসিয়া সব ঢাকিয়া ফেলিবে!

প্রচার ও দলাদলি

(প্রাপ্ত)

শ্রীচৈতন্যমঠের শুদ্ধভক্তবৃন্দের অহৈতুকী কৃপায় সুদূর কটকে শ্রীমন্মহাপ্রভুর চিরনূতন সর্ব্বভূতানন্দজনক নিরাসক্তবাণী পুনরায় শ্রবণ করিবার দুর্ল্লভ সুযোগ লাভ করিয়া সর্ব্বান্তঃকরণে শ্রীনদীয়া-প্রকাশ পত্রিকার পরিচালকমণ্ডলীর শ্রীচরণে বারংবার আমা-দের গভীর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। সমগ্র ওড়িষ্যাবাসী শ্রীমন্মহাপ্রভুর একান্ত অনুগত। ইহা আমাদের পরম সৌভাগ্য এবং সাক্ষাৎ শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের কৃপা সন্দেহ নাই। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত এবং প্রচারিত একমাত্র শুদ্ধ সনাতন, সর্ব্বজীবের নিত্যধর্ম্ম কালক্রমে লুপ্তপ্রায় হইয়া পড়িয়াছে। শ্রীনদীয়া-প্রকাশ-পত্রি-কার স্তম্ভে পুনরায় সেই লুপ্তবাণী ধ্বনিত হইয়া আমাদের মোহনিদ্রাভঙ্গের শুভ উদ্যোগের সূচনা করিয়াছে। ইহা উড়ি-ষ্যার এবং জগতের পক্ষে একমাত্র আশা-প্রদ অনুষ্ঠান বলিয়া আমরা গভীরভাবে অনুভব করিতে সমর্থ হইয়াছি। শ্রীমন্মহা-প্রভুর বিমল, সত্য, উদার ধর্ম্মের প্রচার দ্বারা সমগ্র জগতের নিত্যমঙ্গল সাধিত হইবে। শ্রীনদীয়া-প্রকাশ-পত্রিকার নির-পেক্ষ পাঠক মাত্রই ইহা বুঝিতে সমর্থ হইয়াছেন। সত্য চিরদিনই সত্য। সত্য নিজেই নিজেকে প্রচার করে। সত্যবাণী কর্ণে প্রবিষ্ট হইলেই জীবের চরম মঙ্গল লাভ হয়। এই সত্যবাণী শ্রীনদীয়া-প্রকাশ পত্রিকার স্তম্ভে বিরাজমান। নিরপেক্ষ সত্যবাণী জগতের সর্ব্বত্র ঘোষিত হওয়া একান্ত আবশ্যক। শ্রীচৈতন্যমঠের প্রচারক-গণ ওড়িষ্যায়, বঙ্গের, ভারতবর্ষের তথা সমগ্রজগতের সম্বন্ধে যে কল্যাণ আবাহন করিতেছেন, তাহা তাঁহাদের কৃপায় জগদ্বাসী যদি কোন দিন নিষ্কপটভাবে হৃদয়ঙ্গম করিবার অবসর পায়, সেদিন জগতের সমস্ত দৈন্য ও অভাব দূরীভূত হইয়া মহাসম্পদের স্থায়ী প্রতিষ্ঠা হইবে। হায়, সে শুভদিন কি কখনও আসিবে, যেদিন সমগ্র বিশ্ব ভক্তি নম্র-চিত্তে শ্রীমন্মহা-প্রভুর পাদপদ্মে একান্ত প্রণত হইয়া তাঁহার আচার এবং বিচার গ্রহণ করিবে? কবে শ্রীনদীয়া-প্রকাশ ওড়িষ্যার প্রতি গৃহে বিরাজিত হইয়া পরমার্থপ্রদ বাণীর গৌরব পুনরায় এদেশে স্থাপন করিবেন?

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষাকে যাঁহারা সঙ্কী-র্ণতা-দুষ্টবিবেচনা করেন, তাঁহারা অত্যন্ত দুর্ভাগা সন্দেহ নাই। তাঁহারা যদ নিরপেক্ষভাবে শ্রীনদীয়া-প্রকাশের কথা কিছুদিন শ্রবণ করেন, তাহা হইলে তাঁহা-দের ভ্রান্ত ধারণা নিশ্চয়ই তিরোহিত হইবে। যাহারা নিজে কপট এবং অহঙ্কার তাহারাই সত্য প্রচারের বিরোধী। সত্যবাণীর বহুল প্রচার দ্বারা সমুদয় সঙ্কীর্ণতা ও দলাদলি অন্তর্হিত হইবে। শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাণী যাঁহার কর্ণে প্রবিষ্ট হইবে, তিনি পরমার্থের সন্ধান লাভ করিয়া তুচ্ছ অর্থের লিপ্সা হইতে মুক্ত হইবেন। বিষয়-লিপ্সুগণ সঙ্কীর্ণ মত ও দলাদলির স্রষ্টা, যেহেতু তাহারা তুচ্ছ অর্থের কাঙ্গাল। যাঁহারা পরমার্থ-পথের পথিক তাঁহাদের পরস্পরের মধ্যে দলাদলি অসম্ভব। কাম ও প্রেম কদাপি এক বস্তু নহে, যাহারা বিষয়কে পরমার্থ বলিয়া মনে করে, তাহারা কামের দাস। যাঁহারা বিষয়-লিপ্সা পরমার্থ-পথের কণ্টক-স্বরূপ বিচার করিয়া নিরপেক্ষ হইয়া সত্যকথা শুনিবার সুযোগ পান, তাঁহারাই ধন্য।

সত্যকে সত্য বলিয়া প্রমাণ করিবার আবশ্যক হয় না। উহা নিরপেক্ষভাবে শ্রবণ করিলেই উহার সত্যতা স্বতঃই উপলব্ধ হয়। যাহারা সত্য প্রচারের বিরোধী, তাহারা অত্যন্ত বিষয়াসক্ত এবং ক্ষুদ্র স্বার্থের পৃষ্ঠপোষক। ক্ষুদ্রস্বার্থ পরমার্থের অত্যন্ত বিরোধী। সত্যবাণী শ্রবণ করিতে হইলে হৃদয়ের প্রসারতা চাই। শ্রীমন্মহা-প্রভুর বাণী খাঁটি সত্য কথা। তাই, জগদ্বাসি, উহাকে সঙ্কীর্ণতাদুষ্ট কিংবা অমঙ্গলজনক বিবেচনা করিয়া পরমার্থ-লাভের সুযোগ হেলায় হারাইও না।

শ্রীচৈতন্যমঠের প্রচারকবৃন্দের শ্রীমুখে শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাণী নিষ্কপটচিত্তে শ্রবণ কর। শ্রীনদীয়া-প্রকাশের বিচারে প্রবিষ্ট হও। শ্রীচৈতন্যমঠের আশ্রিত শুদ্ধভক্ত-গণের আচরণ নিরপেক্ষভাবে অনুধাবন কর। সত্যের সন্ধান পাইবে। বিষয়ী-ব্যক্তি কখনও সত্যের সন্ধান দিতে পারে না। কারণ তাহারা নিজে অজ্ঞ। যাহারা ফল্গু ত্যাগী, তাহারাও সত্যের সন্ধান জানে না, কারণ তাহারা মিথ্যাচারী। যাঁহারা প্রকৃত সদাচার-সম্পন্ন অর্থাৎ যাঁহারা শাস্ত্রের বিচারে প্রবিষ্ট হইয়া শাস্ত্রীয় বিধি-শ্রদ্ধার সহিত পালন করেন, কেবল

তাঁহা হাট সত্যের সন্ধান দিতে পারেন। ইহ দলাদলি নহে। ইহা সঙ্কীর্ণতার ভাব নহে। ইহাই একমাত্র আসল উদারতা। মেকির উদারতারমূলে প্রাণের আদর নাই। মেকি উদারতা অনাচারের পক্ষপাতিত্ব মাত্র।

ক্ষুদ্রস্বার্থ দলাদলির জনক। বিষয়ী মাত্রেই ক্ষুদ্রস্বার্থের উপাসক। ক্ষুদ্রস্বার্থের সমন্বয় অসম্ভব। ক্ষুদ্রস্বার্থের সমন্বয়ের চেষ্টা সত্যকে বর্জ্জন করিয়া উদার বলিয়া পরিচিত হইবার প্রয়াস মাত্র। উহাই মেকি উদারতা। বরের ঘরের পিসী, কনে ঘরের মাসী হইবার ছলনা। বেশ্যা দালাল আর বিবাহের ঘটক একশ্রেণী ব্যক্তি নহে। সত্যের প্রচার ও অসত্যের ওকালতি এক নহে। জীবকে অনন্ত নরকের পথে অনায়াসে অগ্রসর হইতে সাহায্য করা উদারতা শব্দবাচ্য নহে। শ্রীনদীয়া-প্রকাশ পত্রিকা এইরূপ কপট তার পক্ষ সমর্থন করেন না। তজ্জন্য শ্রীপত্রিকাকে ঘোর বিষয়ী ও সত্যবিমুখ ব্যক্তিগণ নিজ নিজ ক্ষুদ্র স্বার্থের বশবর্ত্তী হইয়া অনুদার এবং পরনিন্দাকারী বলিয়া বিচার করেন। কিন্তু সত্য দেশ-কাল-পাত্রে সীমাবদ্ধ নহে। উহা সার্ব্বজনীন। উহা আমাদের সকলের যে একমাত্র স্বার্থ, যেখানে দলাদলির সম্ভাবনা নাই, সেই পরমার্থের সংবাদদাতা। ক্ষুদ্র অপ-স্বার্থান্ধ ব্যক্তিগণের ভ্রান্ত চীৎকারে কর্ণপাত না করিয়া সাধুগণ চিরকাল তাঁহাদেরই পরম কল্যাণ বিধানের চেষ্টা করিয়া থাকেন। অতএব জগদ্বাসি! অপ-স্বার্থান্ধ,মৎসর, অসত্যের পৃষ্ঠপোষকগণের বৃথা আন্দোলনে বিচলিত হইও না। স্থিরচিত্তে নিরপেক্ষ হইয়া বিচার করিলে সত্যবাদীকে সত্যের সংবাদদাতা বলিয়া নিজেই চিনিতে পারিবে। এ দা[illegible] ব্যক্তিগত। ইহা অপারিহার্য্য। শত শত দৃষ্টান্ত কিংবা নজীর দেখাইয়া সত্যের অপলাপ করিয়া নরক হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায় না। যাহা নিজে চেষ্টা করিলেই বুঝিতে পারা যায়, তাহা না বুঝিতে চেষ্টা করিয়া অপরের ঘাড়ে নির্ভর করিয়া চাপাইতে যাওয়া যে নিতান্ত অসঙ্গত, ইহা মূর্খেও বুঝিতে পারে। তাহা আদৌ দুর্ব্বোধ নহে। কেবল কপট ব্যক্তিদিগের নিকট হইতে সত্য চির দিন আত্মগোপন করিয়া থাকে। সরল বা [illegible] হৃদয়ে সত্য চিরবিরাজমান। দেশ কাল পাত্রের অন্তরালে দাঁড়াইয়া কপট [illegible] আশ্রয় পূর্ব্বক সত্য অপলাপের ভীষণ ফল হইতে কখনও নিস্তার পাওয়া যায় না। সার্ব্বজনীন সত্যই একমাত্র সত্য এবং উহা সর্ব্বথা অবলম্বনীয়। যাঁহারা সত্যকে সর্ব্বতোভাবে আশ্রয় করেন,কেবল তাঁহা-

হইবার যোগ্য। ইহাতে [illegible] নাস্তি, তাহারা কেবলমাত্র মৎসর এবং বিষয়ী এবং সত্য নির্দ্ধারণের সম্পূর্ণ বিরোধী এই সমস্ত ব্যক্তি উদারতার ভাণ করিয়া সত্যের আচার এবং প্রচারকে দলাদলি বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেও দ্বিধা বোধ করে না। ইহাদের উদারতা যে নারকীয় তাহাতে কোন নিরপেক্ষ নির্ম্মৎসর ব্যক্তির বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকিতে পারে না। এই প্রকার মেষচর্ম্মধারী নেকড়ে বাঘদিগের মিথ্যা বাগ্‌জাল দ্বারা প্রতারিত না হওয়া প্রত্যেক সত্যানুসন্ধিৎসুর একান্ত কর্ত্তব্য।

কটকবাসী
শ্রীনদীয়াপ্রকাশের জনৈক অযোগ্য

কীর্ত্তন-মহোৎসব

সঙ্কীর্ত্তন-পিতা শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ। কীর্ত্তন-প্রাণ [illegible] শ্রীগুরুদেব। শ্রীগুরুদেব সর্ব্বক্ষণ সঙ্কীর্ত্তনে-মত্ত থাকিয়া অনুগতজন গণকে সঙ্কীর্ত্তন-মহাযজ্ঞে নিযুক্ত করেন। ইহাই শ্রীগুরুদেবের গৌরব।

শ্রীমাধ্ব গৌড়ীয় [illegible] সেবকগণ শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ৈক সংরক্ষক শ্রীগুরুদেবের আনুগত্যে প্রায় তিন সপ্তাহ কাল মহা-মহোৎসব সেবানুষ্ঠান করিতেছেন। প্রত্যহ প্রাতে ও সন্ধ্যায় শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত ও শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা হইতেছে। তাহা ছাড়া ভক্তগণ পূর্ব্বাহ্ণে এবং অপরাহ্ণে গৃহে গৃহে গমন করিয়া [illegible] সকলকে কীর্ত্তনীয় এবং [illegible] উপদেশ পালন করিতেছেন।

আজ অমাবস্যা তিথি। অন্ধকার রাত্রি ও অন্ধকারের গাঢ়তা। তাহা ছাড়া আজ [illegible] ভাগেও অন্ধকার। কেন না,—আজ সূর্য্য-গ্রহণ। যদিও বঙ্গদেশে এই সূর্য্য-গ্রহণ অদৃশ্য, তথাপি অন্যদেশে দৃশ্য। দিবাভাগে দিবাকরের উপর অন্ধকারের আধিপত্য স্থাপন, বড়ই অমঙ্গল-সূচক। স্মার্ত্তগণ এই দিবসকে বড় অপবিত্র জ্ঞান করেন। কিন্তু অপ্রাকৃত স্মার্ত্তগণ বলেন যে, যখন অজ্ঞ লোক [illegible] গ্রহণের সময় পুণ্যাদি সংগ্রহের নিমিত্ত স্নানাদি কার্য্যে ব্যস্ত থাকেন, তখন তাঁহারা সর্ব্বমঙ্গল [illegible] শ্রীহরিনাম কীর্ত্তনেই ব্যস্ত থাকেন।

অদ্য উষায় মঙ্গল আরাত্রিকের পর ভক্তগণ [illegible] পতাকাকাণ্ডে মৃদঙ্গ-কর তাল-ধ্বনিতে নিদ্রিত ব্যক্তিগণের নিদ্রা ভঙ্গ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে শ্রীহরিকীর্ত্তন করিতে করিতে সহরের বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করেন।

প্রচার প্রসঙ্গ

সুপ্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠের প্রচারকগণ শ্রীচৈতন্য-প্রতিনিধির প্রেরণাক্রমে সর্ব্বত্র শ্রীচৈতন্য কথা প্রচার করিতেছেন। প্রচারকগণের আজ ভারতের সর্ব্বত্রই শ্রীচৈতন্যমঠের বিশেষত্ব বিশেষজ্ঞ-জনগণের নিকট বিশেষ উপলব্ধির বিষয় হইয়াছে।

শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ ত্রিপুরা জেলার নৈয়াইর গ্রামে পরম ভাগবত শ্রীযুক্ত কালীনাথ দাসগুপ্ত মহাশয়ের দ্বারা বিশেষভাবে অনুরুদ্ধ হইয়া তত্রস্থ শ্রীহরিসভার সাপ্তাহিক অধিবেশনে শ্রীহরিকথা আলোচনার জন্য শুভ বিজয় করেন। গত ৭ই কার্ত্তিক ২৪শে অক্টোবর হইতে ১২ই কার্ত্তিক ২৯শে অক্টোবর মঙ্গলবার পর্য্যন্ত তথায় নিয়মিতভাবে নগর কীর্ত্তন, প্রাতে শ্রীচৈতন্য ভাগবত এবং সন্ধ্যায় শ্রীচরিতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সুকণ্ঠ শ্রীপাদ জগদানন্দ দাসাধিকারী মহোদয় গৌরবিহিত কীর্ত্তন করিয়া 'মুখে গৌরনাম' গৌরবিরোধি-কীর্ত্তনীয়াগণের কীর্ত্তন-ভ্রম জানাইয়াছেন।

নৈয়াইর গ্রামে পূর্ব্বে একটীমাত্র হরি-সভা ছিল। গ্রামস্থ সজ্জনগণ সমবেত [illegible] করিতেন। কিন্তু অধুনা কয়েকজন প্রাকৃত [illegible] দেশে প্রতারক আসিয়া সরল [illegible] নিকট [illegible] গ্রহণ ও মৎস্য মাংসাদি ভোজনের অ[illegible] দেখাইয়া অনেককেই স্বদলভুক্ত করিয়াছেন। তাই আজ এই ক্ষুদ্র গ্রামে অদ্বিতীয় ভগবানের বিভিন্ন উপাসনার কেন্দ্র হইয়াছে। অ[illegible] সহ-[illegible] অনাচারের আচার্য্য স্বরূপে একজন আচারহীন ভাগবত-পাঠক ভাগবত পাঠের নামে উদরভরণের উপায়, অর্থ সংগ্রহ করিতেছেন। আর একজন রস-কীর্ত্তনীয়া রসকীর্ত্তন করিয়া জড়রসে মত্ত জনসমূহের জড়রস দূর করার পরিবর্ত্তে বৃদ্ধি করিয়া নিজেও সেই সংসার সাগরে ভাসিয়া চলিতেছেন।

[illegible] অনুরাগ। সুতরাং সেই অনুরাগাগ্নিতে ইন্ধন যোগাইবার লোক এই লোকে [illegible]।

করোনেশন পার্কে কীর্ত্তন ও [illegible] শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ এবং শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ [illegible] করিয়াছেন।

সর্ব্বারাধ্য শ্রীভগবানের কীর্ত্তন মহামহোৎসবে মাতিয়া ভক্তগণ আজ এক [illegible]

আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম, আচার্য্যের দেশে অনাচারী পাওয়া আচারহীন লোককে আচারবান করা দূরে থাকুক বরং বিশেষ ভাবে অনাচারী করিতেছেন। আচারবান্ প্রচারক স্বামীজী মহারাজের সহিত আচারহীন প্রচারকদ্বয়ের বহু আলোচনা হইয়াছিল। আলোচনা-ফলে সকলেই আচার্য্যবর্য্য পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের আচার ও প্রচারকে আচার-প্রচার-সার জানিতে পারিয়াছেন; তবে অনাচার ছাড়িবার ভয়ে সকলেই দূরে দূরে থাকিতে [illegible]।

অদ্ভুত ডাকাত

(সংবাদদাতার পত্র)

গত ৫ই আষাঢ় (১৩৩৬) রাত্রে ১০॥ টার সময় পাগলা ঘাট রোড ষ্টেশনে চাপিয়া বীরগাঁও ষ্টেশনে যাইবার মানসে প্রথমতঃ গঙ্গাটিকুরী ষ্টেশন পর্য্যন্ত টিকিট ক্রয় করিলাম। উক্ত ষ্টেশন হইতে হাঁটিয়া ১ ক্রোশ পথ পাঁচুন্দি পর্য্যন্ত যাইলে ।৵০ ছয় আনা পয়সা বাঁচে বলিয়া কাটোয়া দিয়া ঘুরিয়া যাওয়া হল না। গঙ্গাটিকুরী ষ্টেশনে নামিয়া পাঁচুন্দি হাঁটিয়া যাইতেছি। রাত্র আন্দাজ ১টা। জ্যোৎস্নাবতী শুক্লা ত্রয়োদশী রজনী মেঘাদি কোন প্রকার প্রাকৃতিক প্রতিবন্ধক নাই। সে দিবস কাহাকেও সঙ্গী পাইলাম না। একাকী পথে যোড়শ নামাত্মক মহামন্ত্র মালকাবলম্বনে উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন করিতে করিতে যাইতেছি। মধ্যে মুকুন্দীগ্রাম পার হই যাইবার সময় আমার পথ ভুল হইয়াছিল মাঠ মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতেছি। ইতোমধ্যে একজন দস্যু লাঠি হাতে উচ্চৈঃস্বরে বলিল "এ রে, কে যেচ্ছিস্ দাঁড়া"। আমি না দাঁড়াইয়া শ্রীনাম কীর্ত্তন করিতে করিতে তাহার নিকটস্থ হইলাম। অমনি সে যষ্টি উত্তোলন পূর্ব্বক আমার মস্তকে আঘাত করিবার চেষ্টা করিল। আমি বিস্মিত হ মস্তকোপরি মালার ঝোলা ধারণ করি উচ্চৈঃস্বরে নাম কীর্ত্তন করিতে করি নৃত্য করিতে আরম্ভ করিলাম। অমনি দস্যু লাঠি নামাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "বা কোথা?" আমি বলিলাম, "শক্তিপুর"। দস্যু জিজ্ঞাসা করিল, "যাবা কোথা?" আমি বলিলাম, "বীরগাঁও। ভাই, আমি ভুলিয়াছি আমাকে পথ দেখাইয়া দাও। তখন সঙ্গে সঙ্গে গিয়া আমাকে দেখাইয়া দিল। আমি তাহা জিজ্ঞাসা করিলাম, এ কোন্ গ্রামের মাঠ সে বলিল 'জলসই' ইত্যাদি। যাহা হউক, দস্যুর ব্যবহারে আমি অবাক হইলাম, ভাবিলাম— যাঁহার নামাভাসে যাবতীয় ভবভীতি দূর হয়, তাঁহার না জানি কি অত্যদ্ভুত মাহাত্ম্য! ভগবান্ এই কৃপা আমাকে করুন, কেবল দস্যু তস্করাদির ভীতি দূর করি জন্যই আমার ভয়াগমনকালে পড়িত না নামাপরাধ শূন্য হইয়া তাঁহার নামকে পূর্ব্বক ফলস্বরূপ কৃষ্ণপ্রীতিই যেন আমার একমাত্র লক্ষীভূত বিষয় হয়। শুদ্ধভক্ত আমার প্রতি এই কৃপাই বিধান কর

নিঃ শ্রীরামচাঁদ দত্ত
শক্তিপুর, মুর্শিদাবা

পর-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

সম্প্রতি পর বিদ্যাপীঠে নিম্নলিখিত শিক্ষণীয় বিষয়নিচয়ের অধ্যাপকের আসন-সমূহ সংস্থাপিত হইয়াছে—বিদ্যার্থিগণ আবেদন করুন।

১। সাহিত্যাসন, ২। ঐতিহ্যাসন,
৩। সম্প্রদায়বৈভবাসন, ৪। ভক্তিশাস্ত্রাসন,
৫। তত্ত্বশাস্ত্রাসন, ৬। বেদান্তাসন,
৭। একায়নাসন।

শ্রীনন্দলাল রায় বি, এ, কাব্যতীর্থ, বিদ্যাসাগর,
সম্পাদক—পরবিদ্যাপীঠ, শ্রীধাম মায়াপুর।

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

শ্রীগৌড়ীয়প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৪০৲ চল্লিশ টাকা।

২৭২৪ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে,

সপ্তচত্বারিংশ খণ্ডে সূচী ছাপা হইতেছে।

৪৬শ খণ্ড প্রান্ত নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে ১৫।৵০ সাধারণ পক্ষে ২০৸৵০। প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৶০, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ।৵০।

দশম স্কন্ধ ছাপা হইতেছে। দশম স্কন্ধের ভিক্ষা ১২৲, অগ্রিম সাধারণের পক্ষে ৮৲।

৫০ অধ্যায়পর্য্যন্ত নবম সংখ্যা ছাপা হইয়াছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

"শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত"

সম্পূর্ণ ছাপা শেষ হইয়াছে

আদি, মধ্য, ও অন্ত্যলীলা এবং সূচী ছাপা হইয়া সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছেন। যাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ১০৲ টাকা ভিক্ষার তৃতীয় সংস্করণ ৪৲ টাকায় না পাইয়া অপূর্ব্ব সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের জন্যই উহার ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছেন। সেই ১০৲ টাকার এই বিরাট্ গ্রন্থ নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা পূর্ণ না হওয়া পর্য্যন্ত ৫৲ টাকা ভিক্ষায় দেওয়া হইবে। গ্রাহকগণ সত্বর হউন পরে আর এ সুযোগ দেওয়া হইবে না।

শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাস আদিকবি

শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীচৈতন্যভাগবত

আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র গ্রন্থ ৮৲ স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲

নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪৷৷০ টাকা

শ্রীচৈতন্য মঠের যাবতীয় গ্রন্থ

কার্য্যাধ্যক্ষ, গ্রন্থ-বিভাগ, শ্রীচৈতন্য মঠ
পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

—অথবা—

শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা
ঠিকানায় পাওয়া যাইবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—ডাকে লইলে শ্রীচৈতন্য মঠের ঠিকানায় লিখিবেন।

উড়িয়া ভাষায় প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

যে সব উৎকলবাসী ভক্তগণ বাংলা পড়িতে জানেন না, তাঁহাদের শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর প্রচারিত পরম উপাদেয় ভক্তি-কথা জানিবার সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে উড়িয়া-ভাষায় নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হইয়াছে। বাংলা গ্রন্থের তুলনায় উড়িয়া গ্রন্থগুলির ভিক্ষাও অপেক্ষাকৃত অল্প।

গ্রন্থের নাম	ভিক্ষা
শ্রীহরিনাম চিন্তামণি, প্রতিখণ্ড	৷৷০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	১৲
সাধন পথ (শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টক) প্রতিখণ্ড	।০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৷৷০
কল্যাণ কল্পতরু প্রতিখণ্ড	৶০
একত্রে ৩খণ্ড লইলে	।০
গীতাবলী প্রতিখণ্ড	৵১০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৶১৫
শরণাগতি—প্রতিখণ্ড	৵০
একত্রে ৩খণ্ড লইলে	৶৫

প্রাপ্তিস্থান { শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ, কটক
এবং
শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, পুরী

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিম্নলিখিত মঠসমূহে প্রাপ্তব্যঃ—

১। শ্রীচৈতন্য মঠ,—পোঃ, শ্রীধামমায়াপুর, (নদীয়া)।
২। শ্রীগৌরগদাধর মঠ,—চাঁপাহাটি, সমুদ্রগড় পোঃ, (বর্দ্ধমান)।
৩। শ্রীভাগবত আসন,—ভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৪ শ্রীগৌড়ীয় মঠ,—১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা।
৫ শ্রীপুরুষোত্তম মঠ,—পোড়াকুঠী, পুরী,
৬ শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ,—উড়িয়া বাজার, কটক।
৭ শ্রীভাগবত মঠ,—চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।
৮ শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ,—৪নং জগজ্জীবনপুরা, কাশী, ইউ, পি।
৯ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,—ছিপিগলি, বৃন্দাবন, মথুরা, ইউ, পি।
১০ শ্রীপরমহংস মঠ—নিমসার পোঃ, সীতাপুর, ইউ পি।
১১ শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ,—কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল, পাঞ্জাব।
১২ শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠ,—৯০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।
১৩ শ্রীগদাইগৌরাঙ্গ মঠ,—বালিয়াটি, ঢাকা।
১৪ শ্রীপ্রপন্নাশ্রম,—আমলাযোড়া, রাজবাঁধ পোঃ, বর্দ্ধমান।
১৫ শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ,—ডুমুরকোন্দা, চিরকুণ্ডা পোঃ, মানভূম।
১৬ শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয় মঠ,—আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী, উড়িষ্যা।

এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণের নিকটও নদীয়া-প্রকাশ প্রাপ্তব্য।

১। শ্রীযুক্ত জনার্দ্দন ঘোষ—৭নং লঙ্গ ক্রে রোড, খুলনা
২। শ্রীযুক্ত রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিরত্ন—দেওয়ানগঞ্জ, হলদিবাড়ী কুচবিহার।
৩। শ্রীযুক্ত রামরঞ্জন রায়—৭৬।২নং শ্রীগোপাল মল্লিক লেন, কলিকাতা
৪। শ্রীযুক্ত অমূল্যকুমার সরকার এস, ডি, ও, ফৈজাবাদ।
৫। মিঃ এন্ ডি, মুখার্জ্জি—এম, এম, ওয়ার্কস দি মল, কানপুর।
৬। শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী জ্যোতির্ভূষণ—স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া
৭। শ্রীরাসবিহারী দাস অধিকারী, নবদ্বীপ।
৮। শ্রীবিরাজমোহন দে—মনমোহন প্রেস, নবাবপুর, ঢাকা।
৯। শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ গড়গড়ি বেড়াচাঁপা, ২৪ পরগণা।

অন্যথা না ভজে কৃষ্ণ, দুষ্ট সঙ্গ করে। পুন সেইমত মায়া পাপে ডুবি মরে,

চৈতন্যমঠের গ্রন্থাবলী

শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুর বিরচিত
ভক্তি-গ্রন্থাবলী।
উৎকৃষ্ট কাপড়ে বিলাতী ধরণে বাঁধাই
স্বর্ণালঙ্কৃত চতুর্থ সংস্করণ। বিস্তৃতবিষয়সূচীসহ

জৈবধর্ম্ম

বাঁধাই ২৲ দুই টাকা

প্রকাশিত হইয়াছে

সনাতন ধর্মশাস্ত্র বেদ, বেদান্ত, উপনিষৎ, গীতা, শ্রীমদ্ দর্শন, পুরাণ, তন্ত্রাদি সকল গ্রন্থ পাঠ করিবার অবসর অতি অল্প মানবের ঘটিয়া থাকে। অনেকের যোগ্যতা না থাকায় সেই সমস্ত গ্রন্থের মর্ম্ম অবগত হইতে পারেন না। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বাঙ্গালীর এই অসুবিধা দূরীভূত করিবার জন্য এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

বিদ্যালয়ের ছাত্র বা শিক্ষকগণের বিশেষ পাঠ্য, এই হেতু শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টার বাহাদুর ইহা সমস্ত বিদ্যালয়ের জন্য অনুমোদন করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

প্রথম খণ্ড ভিক্ষা ১৲ একটাকা

যুক্তিপূর্ণ শাস্ত্রবাক্য দ্বারা প্রত্যেক মানবের নিত্য কর্ত্তব্য ও অনিত্য সাময়িক কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। গ্রন্থের প্রতি উক্তি সনাতন শাস্ত্রবাক্য দ্বারা সমর্থিত ও প্রমাণিত হইয়াছে। দেহের, মনের ও আত্মার ধর্ম্ম কি? স্বদেশ, সমাজ, নীতি, ধর্ম্ম কি? ইত্যাদি বিষয় ক্রমানুসারে এমন সুন্দরভাবে যুক্তিসহকারে আলোচিত হইয়াছে যে, প্রথম পংক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত পাঠ না করিয়া নিবৃত্ত হওয়া যায় না।

শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য

ভিক্ষা ৵০

ঐ প্রমাণ খণ্ড ভিক্ষা ৵০

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিহার ও লীলাভূমি নয়টী দ্বীপ-সমষ্টি। এই নয় দ্বীপের প্রাচীন বিবরণ—প্রত্যেক দ্বীপে শ্রীমহাপ্রভুর লীলা—প্রত্যেক দ্বীপের পরিচয়, শ্রীধাম মাহাত্ম্য—ধামাপরাধ কি? ইত্যাদি বিষয় বিশেষভাবে মনোহর ছন্দে বর্ণিত। পকেট সাইজ প্রায় ১৬০ পৃষ্ঠা।

শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ

উজ্জ্বল রোজ ব্লু কালিতে উত্তম কাগজে ছাপা—শ্রীনবদ্বীপধাম দর্শনে ভাবুক দর্শনকারীর কি প্রকার ভাবের উচ্ছ্বাস হয়, তাহা এই গ্রন্থে বর্ণিত। অতি চমৎকার! ভিক্ষা চারি আনা।

শ্রীমনঃশিক্ষা

।৵০ দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভৃতি উপদেশচ্ছলে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রাতিকূল বিচার অতি সুন্দরভাবে বিবৃত হইয়াছে। ইহা ছাড়া শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদিষ্ট শিক্ষা ও উপদেশ বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব জগতে অভিনব গ্রন্থ !!
শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতি গ্রন্থাবলী :—

শরণাগতি

পকেট সাইজ
অষ্টম সংস্করণ
ভিক্ষা /০ আনা

দেহ ও মনের চেষ্টা অনিত্যবস্তু সমূহ। ইহা যখন জীব বুঝিতে পারে, তখন একমাত্র নিত্যবস্তু শ্রীভগবানের পাদ তাঁহার কোন অংশীয় আবেগময়ী প্রার্থনা হয় এবং শ্রীভগবানে সর্ব্বান্তঃকরণে নিষ্কপটে কি প্রকারে শরণাপন্ন হইতে হয়, ইত্যাদি বিষয়ক প্রাণস্পর্শী প্রার্থনা ও আত্মসমর্পণমূলক গান। ছয়টী সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে।

ভিক্ষা প্রতি খণ্ড /০ এক আনা

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা /০. নবদ্বীপশতক—/০
অর্থপঞ্চক—/০

কল্যাণকল্পতরু

পকেট সাইজ
পঞ্চম সংস্করণ।
ভিক্ষা /১০

আমরা সতত নূতন অভাব ও কামনার বশবর্ত্তী হইয়া পুনঃপুনঃ যে এক প্রাকৃত কল্যাণ বাসিয়া গ্রহণ করি এবং যাহার নিকট কল্যাণ কামনা করি, তিনি যে নিত্য বা যথার্থ কল্যাণ প্রদানে অসমর্থ এবং কোন বস্তু আমাদের নিত্য কল্যাণদাতা এবং কি ভাবে আমরা সেই কল্যাণলাভে সমর্থ হইব এই সকল কথা সরল গানে লিখিত। এই গীতিগ্রন্থ বাস্তবিকই কল্যাণের কল্পতরু; ইনি প্রত্যেককে নিত্যকল্যাণ প্রদানে

শ্রীল চক্রবর্ত্তি-ঠাকুরের টীকা সহ

শ্রীমদ্ ভগবদ্গীতা

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠাকুরের কৃত টীকা ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কৃত অনুবাদ। টীকাকারের জীবনী, শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি বহু প্রয়োজনীয় বিষয় সংবলিত প্রায় ৮০০ পৃষ্ঠা। উৎকৃষ্ট সিল্কে বাঁধাই ২৲ দুই টাকা, কাগজে বাঁধা ১৷০

শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ কৃত ভাষ্য সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

কাগজ ও ছাপা উৎকৃষ্ট। সিল্কে বাঁধাই, সোণার জলে নাম লেখা রাজসংস্করণ ২৲ টাকা, সাধারণ সংস্করণ ১৷০. গৌড়ীয়ের গ্রাহকপক্ষে ১৷০

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি

(সাম্প্রদায়িক কোষগ্রন্থ)

বিষয়—১। ভক্তিগ্রন্থে ব্যবহৃত শব্দাবলীর অর্থ, ২। চারিসম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের চরিত্র, ৩। বিশুদ্ধ বৈষ্ণবসম্প্রদায় ও শ্রীমন্দির ও তীর্থ গ্রন্থের বিবরণ, ৪। বৈষ্ণবগ্রন্থ ও গ্রন্থকারগণের তালিকা ও বিবরণ, ৫। বিষয় বিশেষের লৌকিক ও শাস্ত্রীয় আকরমূলে ব্যবহার তথ্য। চারিখণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ১ম খণ্ড ॥০, ২য় খণ্ড ৬০, ৩য় খণ্ড ৷০, ৪র্থ খণ্ড ৷৵০, চারিখণ্ড একত্রে ৩৲ (৫ম খণ্ড যন্ত্রস্থ)।

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ—১ম খণ্ড ১৲ এক টাকা ২য় খণ্ড ১৲ এক টাকা—শ্রীমদ্ভাগবতের গ্রাহক ও গৌড়ীয় গ্রাহকগণ ৷০ টাকায় দুইখণ্ড পাইবেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত গ্রন্থ। উৎকৃষ্ট কাগজে প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইল। দ্বিতীয় খণ্ড উত্তম কাগজে ও স্পষ্ট অক্ষরে মুদ্রিত হইতেছে।

শ্রীমদ্‌গোপালভট্ট গোস্বামী সংকলিত

সদাচার স্মৃতিঃ

ভিক্ষা /০ মাত্র

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (প্রাচীন নবদ্বীপ) নদীয়া।

স্বর্গীয় কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের
প্রকাশানন্দ বসু ... আবিষ্কৃত
হোলার পাচন
সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।
মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ৬ আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ছোটবোতলের সমপরিমাণ ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ৷০ আনা, পাইট ৸০ আনা, বোতল ১৸০ আনা।
অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা।

রেজেষ্টারীকৃত
মদন মঞ্জরী
বটিকায় স্বপ্ন ও ধাতুবিকার, ইন্দ্রিয়শক্তির হ্রাস, প্রস্রাবে শুক্রপাত, বহুমূত্র, মাথা ঘোরা, বুক ধড়ফড়ানি, অনিদ্রা প্রভৃতি লক্ষণ সত্বর নির্দ্দোষ আরোগ্য হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ৩০ বটী ১৲ এক টাকা।
"নপুংসকারি ঘৃত"
পুরুষত্বহানি রোগে বাহ্যপ্রয়োগ দ্বারা আশ্চর্য্য শক্তি সঞ্চার করে। মূল্য ২ তোলা ১৲ টাকা।
"রমণীবিলাসিনী বটিকা"
স্ত্রীলোকের রতিশক্তি ও সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিতে অব্যর্থ। মূল্য ১৬ বটী ১৲ এক টাকা।
রাজবৈদ্য নারায়ণজী, কেশবজী
১৭৭নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

লোহার কড়ি বরগা
করগেট টীন, জানালার গরাদে
দালানের ফুলদার রেলিং ও থাম
বৈড়া ঘেরা কাঁটাতার ইত্যাদি
সুলভে বিক্রয় করি
স্থাপিত ইং ১৮৩৬ সাল, কলিকাতা

ফেরাস্ কুইনিন
নূতন এবং পুরাতন ম্যালেরিয়ার যম
ইহাতে উপযুক্ত মাত্রায় আর্সেনিক, আয়রন ও কুইনিন, অন্যান্য ভেষজ একত্রে আছে।
এই ঔষধ সেবনে কুইনিন জনিত কোন উপসর্গ হয় না। একটী বা দুইটী শিশি সেবন করিলে ম্যালেরিয়া জ্বর বন্ধ হয় এবং শরীর হইতে বাহির করিয়া দিয়া শরীর সুস্থ ও সবল করিয়া দেয়।
৬ আউন্স শিশি এক বাক্স—মূল্য ২৲, ডাঃ মাঃ ৷৵০ টাকা
বাইওকেমিক্যাল এণ্ড ক্লিনিক্যাল ল্যাবরেটরীতে পাওয়া যায় ... কলিকাতা।

পর-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

এখানে আহার এবং বাসস্থান দিয়া বিদ্যার্থিগণকে বিভিন্ন শিক্ষণীয় বিষয় শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। অনেক ছাত্র ইতোমধ্যেই আসিয়া পাঠ আরম্ভ করিয়াছেন। বর্তমান বর্ষে সকল ছাত্রই গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

প্রধান অধ্যাপক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রচন্দ্র কাব্য-ব্যাকরণ-সাংখ্য-বেদান্ত-ষড়দর্শন-তীর্থ, সাংখ্যভূষণ, বেদান্তরত্ন, সাহিত্যশাস্ত্রী, সুদর্শনবাচস্পতি।

অধ্যাপক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গৌরদাস ব্রহ্মচারী ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীধাম মায়াপুর পরবিদ্যাপীঠ, (নদীয়া)

বেদনাঞ্জন

শ্রেষ্ঠরত্ন

কলিকাতা কংগ্রেস এক্‌জিবিসন হইতে বহু প্রশংসা প্রাপ্ত ও বহু গণ্যমান্য ভদ্রমহোদয়গণ কর্তৃক প্রশংসিত।

আজকাল বাজার-চলন মিশ্রিত ও বিষাক্ত আহার্য সেবনে শরীরের রক্ত স্বতঃই দোষিত হইয়া পড়িতেছে। রক্তই মানব-দেহের শ্রেষ্ঠ উপাদান, এই রক্ত দোষিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মানব বাত, বেদনা, মাথাধরা, মাথা-ঘোরা, দৃষ্টিশক্তির হ্রাস, দাঁতের গোড়া ফুলা, দাঁত কনকনানি, দাঁতে পোকা এবং খোস, চুলকানি প্রভৃতি কষ্টদায়ক চর্মরোগে আক্রান্ত হইতেছে। যদি আপনি একান্তই ব্যাধিমুক্ত হইতে চান, তাহা হইলে অযথা পয়সার অপব্যয় না করিয়া অল্প ব্যয়ে এক শিশি **বেদনাঞ্জন** ক্রয় করিয়া ইহার কার্য্যকারী-শক্তি উপলব্ধি করুন। গুণের তুলনায় মূল্য অতি সামান্য, এক শিশি ।৵০ আনা মাত্র মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান—এ, সি, চাটার্জ্জী এণ্ড ব্রাদার্স।

৪৫নং হলকাট লেন, সালিকা হাওড়া।

সকল মণিহারী দোকানে ও বড় বড় ডাক্তারখানায় পাওয়া যায়।

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

যদিও অদ্যাপি প্রকৃত মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য, তথাপি যাহারা নানাবিধ অনিয়মিত উপায়ে অপরিমিত শক্তি নষ্ট করিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন এবং নানা প্রকার মেহ, প্রমেহ ধাতুদৌর্বল্য, স্নায়বিক দুর্বলতা, বহুমূত্র, দুঃস্বপ্ন, পারদ-সংক্রান্ত পীড়া, অর্শ এবং স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে যাহারা বাধক, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, সূতিকা, শ্বেত ও রক্তপ্রদর, হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি রোগে ভুগিয়া জীবনে নিরাশ হইয়াছেন, তাঁহারা আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটাল সাহেবের আবিষ্কৃত **ইলেক্ট্রিক সলিউসন** ব্যবহার করিয়া বাঁচিতে পারেন, তাহার শত সহস্র প্রমাণ প্রতি বৎসরেই পাওয়া যাইতেছে। যাঁহারা অন্যান্য বহুবিধ ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরোগ্য হইতে পারেন নাই, তাঁহারা একবার এই ঔষধটী ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক মাসের ব্যবহারোপযোগী এক শিশি ঔষধ ডাকমাশুল সহ ১॥০ টাকা মাত্র।

সোল এজেণ্ট—ডাঃ ডি, ডি, হাজরা।

ফতেপুর, গার্ডেনরিচ পোষ্ট, কলিকাতা।

ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

অধ্যক্ষ

শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম. এ., এফ. সি. এস. (লণ্ডন)

ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক

(প্রফেসার)

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ বিশুদ্ধ ও শাস্ত্রমতে নিজ তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হয়। পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ক্যাটালগ পাঠান হয়। রোগের বিবরণ জানাইলে যত্নপূর্ব্বক ব্যবস্থা দেওয়া হয়। চিঠি পত্রাদি সম্পূর্ণরূপে গোপন রাখা হয়।

মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দুর)

(বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৪৲ টাকা

উৎকৃষ্ট স্বর্ণ, পারদ ও আমলাসার গন্ধক দ্বারা যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। নিত্য প্রয়োজনীয় সর্ব্বরোগনাশক মহৌষধ।

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৩৲ টাকা

উৎকৃষ্ট কাশীর আমলকী, বংশলোচন প্রভৃতি যাবতীয় উপাদানে পূর্ণ মাত্রায় যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। কফ, কাসি, সর্দ্দি, যক্ষ্মা, স্বররোগ, হৃদরোগ প্রভৃতি রোগের মহৌষধ। সর্ব্বপ্রকার দুর্ব্বলতা নাশক অতিশয় পুষ্টিকর মহৌষধ বা খাদ্য বিশেষ।

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬৲ টাকা

ইহা সেবনে ধাতুদৌর্ব্বল্য, শুক্রহীনতা, স্বপ্নদোষ, প্রমেহ ও ধ্বজভঙ্গ সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায়। ইহা অপরিসীম আনন্দদায়ক রসায়ন।

অবলাবান্ধব যোগ

প্রদর, বাধক প্রভৃতি জরায়ুদোষ ও যোনিগত দুরারোগ্য রোগের মহৌষধ।

মূল্য—১৬ মাত্রা ২৲ টাকা। ৫০ মাত্রা ৫৲ টাকা মাত্র

বিশুদ্ধ জল! ভয় নাই! বিশুদ্ধ জল!!

লক্ষ্মী টিউব-ওয়েল কোং

২০৫নং নবাবপুর, ঢাকা

বর্ত্তমান-যুগের নব-আবিষ্কৃত যন্ত্রপাতিদ্বারা উন্নত বৈজ্ঞানিক-খনন-প্রণালীতে নলকূপ (*Tube-well*) নির্ম্মাণ করা হয়। বঙ্গের লাট বাহাদুর, প্রাইভেট সেক্রেটারী, জিলা-ম্যাজিষ্ট্রেট, জিলা-বোর্ডের চেয়ারম্যান, ইঞ্জিনিয়ার, জমিদার, তালুকদার, প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত ভদ্রমহোদয়গণ এই কোম্পানীর কার্য্য দেখিয়া প্রশংসা করিয়াছেন। রাসায়নিক পরীক্ষায় জল বিশুদ্ধ না হইলে মূল্য গৃহীত হয় না। বিস্তৃত বিবরণের জন্য পত্র লিখুন।

বিনামূল্যে **বিনামূল্যে**

বিতরিত

স্বাস্থ্যের সার "কামশাস্ত্র" গ্রন্থখানি চৌদ্দ লক্ষের উপরে বিতরিত হইয়াছে। উহা পাঠে মানবের পরিণাম ফলাফল জানা যায়।

এই পুস্তক যিনি লিখিয়াছেন, তিনিই "আতঙ্কনিগ্রহ বটিকা"র আবিষ্কর্ত্তা। এই বটিকা দুর্ব্বলকে সবল করে এবং সবল ব্যক্তিকে অটুট ও অক্ষয় রাখে। বত্রিশ বটিকা পূর্ণ প্রতি কৌটার মূল্য ১৲ টাকা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান:—**আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়।**

২১৪নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মনোমোহন প্রেস

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা

পূর্ব্ব-বাঙ্গালায় সুলভে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত

বৈদ্যুতিক মেশিনে দিবারাত্র কাজ চলিতেছে

বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন-ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা।

শ্রীমায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—শ্রীবিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

স্থানীয় সংস্করণ — Registered No. C 1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অৰ্দ্ধ কলম ৩৷৹
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র।

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৴৫

৪র্থ খণ্ড] সম্পাদক—প্রত্নবিদ্যালঙ্কার শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী [২০৭ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্য মঠ, শ্রীধাম মায়াপুর—২১শে কার্ত্তিক বৃহস্পতিবার ১৩৩৬, ৭ই নভেম্বর ১৯২৯

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থাবলী

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—শ্লোক সূচী, বিষয়-সূচী প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত। ভিক্ষা, প্রতি খণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৶৹ গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশ গ্রাহক পক্ষে ।৴৹
২। ভাষ্য-সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ) ৫৲
৩। গৌড়ীয়-গৌরব ৶৹
৪। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।৹
৫। ভজনরহস্য ॥৹
৬। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
,, ,, ,, আবাঁধা ৸৹
৭। গীতা (শ্রীবলদেবভাষ্যসহ) বাঁধা ২৲ আবাঁধা ১॥৹
৮। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি-টীকা-সহ) বাঁধা ২৲ আবাঁধা ১॥৹
গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ॥৹
৯। ধর্ম্মমল্লিকা গুণসৌরভঃ সানুবাদ ২৲
১০। বেদান্তস্যমন্তক সানুবাদ ॥৹
১১। জৈবধর্ম্ম ২৲
১২। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸৹
১৩। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৪। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ৷৶৹
১৫। দ্বীপ-দিগ্দর্শন ৵৬
১৬। সাধনপথ (৩য় সংস্করণ) ।৵৹
১৭। আচার ও আচার্য্য ।৵৹
১৮। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸৹
১৯। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৵৹
২০। শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ৶৹
২১। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য (প্রমাণখণ্ড) ৶৹
২২। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।৹
২৩। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা দর্পণ ।৹
২৪। শরণাগতি, গীতাবলী, সাধনকণ, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, নবদ্বীপশতক, অর্থপঞ্চক ও সদাচারস্মৃতিঃ মোট ।৶৹
২৫। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ও অর্চ্চনকণ ৵৹
২৬। সাধককণ্ঠমণি ।৹
২৭। সংস্কার-দীপিকা ।৹
২৮। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড) ৩৲
২৯। সাধুবৃত্তিশিক্ষাষ্টকম্ ৵৹
৩০। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ৸৹
৩১। মণিমঞ্জরী সানুবাদ ।৹
৩২। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸৹
৩৩। শ্রীচৈতন্যভাগবত (বিরাট্ দ্বিতীয় সংস্করণ) ৫৲

এতদ্ব্যতীত বৈষ্ণব-ধর্ম্মের কয়েকখানি ইংরাজি ধর্ম্ম-গ্রন্থ আছে, পত্র পাঠাইলে ডাকযোগে ক্যাটলগ পাঠান হয়।

প্রাপ্তিস্থান ঃ—

চৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

২। শ্রীগৌড়ীয় মঠ—১নং উল্টাডিঙ্গি জংসনরোড কলিকাতা।
৩। শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠ—৯০নং নবাবপুররোড, ঢাকা
৪। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ—উড়িয়াবাজার, কটক
৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ—পোড়াকুঠী, পুরী
৬। শ্রীসনাতনগৌড়ীয় মঠ—৪নং জগজ্জীবনপুরা, কাশী
৭। শ্রীগৌড়ীয় মঠ দিল্লী কার্য্যালয়, ১০।১ হনুমান্‌রোড, নিউদিল্লী।
৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ—চিপিগলি, বৃন্দাবন।
৯। শ্রীভাগবত প্রেস, গোয়াড়ী—কৃষ্ণনগর।
১০। শ্রীএকায়ন মঠ, হাইষ্ট্রীট, কৃষ্ণনগর।

সংক্ষিপ্ত নবদ্বীপ পঞ্জিকা

২০ দামোদর ২১ কার্ত্তিক ৭ নভেম্বর বৃহস্পতিবার কামদোদশয়ী উ ৬।১২ অ ৫।১৬ গৌরষষ্ঠী রা ১।৫১ পূর্ব্বাষাঢ়া দি ১১।৩৯ ধৃতিযোগ দি ৯।২৪ কৌলবকরণ।

২১ দামোদর ২২ কার্ত্তিক ৮ নভেম্বর শুক্রবার গভোদশায়ী উ ৬।১২ অ ৫।১৫ গৌরসপ্তমী রা ২।৫৬ উত্তরাষাঢ়া দি ২।১৬ শূলযোগ দি ৯।৫৭ গরকরণ পরে বণিজ রা ১৬ গতে বিষ্টিকরণ।

২২ দামোদর ২৩ কার্ত্তিক ৯ নভেম্বর শনিবার ক্ষীরোদশায়ী উ ৬।১৩ অ ৫।১৫ গৌরাষ্টমী রা শে ৫।৪৮ শ্রবণা দি ৪।৪৪ গণ্ডযোগ দি ১০।২৫ বিষ্টিকরণ দি ৮।৫২ গতে ববকরণ। **গোষ্ঠাষ্টমী, গোপাষ্টমী। শ্রীনিবাস আচার্য্য, শ্রীগদাধর দাস ও শ্রীধনঞ্জয় পণ্ডিতের তিরোভাব। শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠে মহোৎসব।**

২৩ দামোদর ২৪ কার্ত্তিক ১০ নভেম্বর রবিবার বাসুদেব উ ৬.১৩ অ ৫।১৪ গৌর-নবমী দিবারাত্র ধনিষ্ঠা হৃষীকেশ সন্ধ্যা ৬.৫৬ বৃদ্ধিযোগ দি ১০.৪২ বালবকরণ।

২৪ দামোদর ২৫ কার্ত্তিক ১১ নভেম্বর সোমবার সঙ্কর্ষণ উ ৬।১৪ অ ৫।১৪ গৌর-নবমী প্রাতঃ ৭।১৯ শতভিষা রা ৮।৪৬ ধ্রুবযোগ রা ১১।৫২ কৌলবকরণ।

২৫ দামোদর ২৬ কার্ত্তিক ১২ নভেম্বর মঙ্গলবার প্রদ্যুম্ন উ ৬।১৫ অ ৫।১৪ গৌরদশমী দি ৮.২৪ পূর্ব্বভাদ্রপদ রা ১০।৬ ব্যাঘাতযোগ দি ১০।২২ গরকরণ পরে বণিজ রা ৮।৪০ গতে বিষ্টিকরণ।

শ্রীচৈতন্যের অপূর্ব্ব দান ব্রহ্মসংহিতা

কলিযুগপাবনাবতারী কৃপাসিন্ধু শ্রীভগবান গৌরসুন্দর নানামতবাদ রূপ গ্রাহগ্রস্ত কালহত জীবের প্রতি অত্যন্ত কারুণ্য-প্রযুক্ত দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ-চ্ছলে 'ব্রহ্মসংহিতা' নামক অপূর্ব্ব সিদ্ধান্ত গ্রন্থ আনয়ন পূর্ব্বক তাঁহার অন্তরঙ্গ গৌড়ীয় ভক্তগণের হস্তে সমর্পণ করায় আজ যে শুদ্ধভক্তি-সিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধ যাবতীয় অসম্মত-বাদ রূপ জগজ্জঞ্জাল অনায়াসে অপসৃত হইয়া জগতে শুদ্ধ ভক্তিসিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, সেই ব্রহ্মসংহিতার শ্রীশ্রীজীব গোস্বামিপ্রভু-কৃত টীকা এবং শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর কৃত 'প্রকাশিনী' বৃত্তি-সহিত দ্বিতীয় সংস্করণ বহু দিবস পরে আবার প্রকাশিত হইয়াছেন। মহাপ্রভুর সেই মহাদান গ্রহণে সকলেই তৎপর হউন।

শ্রীমায়াপুর চৈতন্য মঠ, কলিকাতা গৌড়ীয় মঠ ও কলিকাতা বাগবাজার গৌড়ীয় মঠে উক্ত গ্রন্থ প্রাপ্তব্য।

নানা কথা

প্রধান মন্ত্রীর অভ্যর্থনা

লণ্ডনের ৩রা নভেম্বরের সংবাদে প্রকাশ, মিঃ ম্যাকডোনাল্ড ইংলণ্ডে পৌঁছিবার একঘণ্টা পূর্ব্ব হইতে ষ্টেশনের প্লাটফরম ও তথায় যাইবার পথ জনতায় পরিপূর্ণ হইয়াছিল। প্রধান মন্ত্রীমহাশয়কে দেখিবামাত্র সকলে আনন্দধ্বনিপূর্ব্বক সোৎসাহে তাঁহার অভ্যর্থনা করেন। সে সময়ে পার্লামেণ্টের অধিবেশন হইলেও মন্ত্রিসভার অনেক সভ্য ষ্টেশনে উপস্থিত ছিলেন। মিঃ ম্যাকডোনাল্ড তাঁহাদিগের প্রত্যেকের করমর্দ্দন করিয়া প্রীতি প্রদর্শন করেন। যখন তাঁহারা শকটারোহণে মন্ত্রীর অনুগমন করেন, তখন পথিপার্শ্বস্থ জনমণ্ডলী ডাউনিং ষ্ট্রীট পর্য্যন্ত আনন্দধ্বনি দ্বারা তাঁহাদিগকে সম্বর্দ্ধিত করিয়াছিল।

নূতন ফরাসী মন্ত্রিসভা

ফরাসী মন্ত্রিসভা নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে লইয়া গঠিত হইয়াছে:—প্রধান মন্ত্রী এম টার্ডিও, বৈদেশিক মন্ত্রী—এম ব্রায়াণ্ড, রাজস্ব-সচিব—চেরোন, সমর-সচিব—ম্যাজিনেট, নৌবিভাগের মন্ত্রী—লেগুয়েস, বিমান বিভাগের মন্ত্রী—লরেণ্টেনাক, ঔপনিবেশিক মন্ত্রী—পিয়েট্রি বিভাগের মন্ত্রী—লুশের।

দাক্ষিণাত্যের দেশীয় রাজ্য বড়লাটের নিকট নিবেদন

বাঙ্গালোর, ৪ঠা নভেম্বরের সংবাদে প্রকাশ, দক্ষিণ ভারতীয় দেশীয় রাজ্যসমূহের প্রজা সম্মেলন হইতে উহার সম্পাদক মিঃ ডি. ভি. গুন্দপ্পা বড়লাটের নিকট এই সংবাদ পাঠাইয়াছেন যে, নিখিল ভারতীয় শাসনপদ্ধতি আলোচনাকালে দেশীয় রাজ্য-সমূহ হইতে প্রতিনিধি গ্রহণ করা হইবে, এ জন্য আমাদের কৃতজ্ঞতাপূর্ণ ধন্যবাদ গ্রহণ করুন, দেশীয় রাজ্যসমূহের প্রজাবৃন্দ বিশ্বাস করিতেছে যে, দেশীয় নৃপতিগণ ছাড়াও প্রজাদের প্রতিনিধি গ্রহণ করা হইবে। ভারতের জন্য যে নূতন শাসন পদ্ধতি রচিত হইবে, তাহাতে দেশীয় রাজ্যগুলির প্রজাদের জন্য স্বায়ত্তশাসনের ব্যবস্থা থাকা উচিত। দেশীয় রাজ্যগুলির প্রজারা বহুদিন যাবৎ দুঃখ ভোগ করিয়া আসিতেছে। প্রকাশ্যভাবে তাহারা আপনাদের অভিযোগ ও নিবেদন করিতে পারে না। আমরা ঐকান্তিকতা সহিত প্রার্থনা করিতেছি যে, আপনি আমাদের আবেদন ভবিষ্যতের জন্য ফেলিয়া রাখিবেন না এবং সম্মেলনে এই অভিমত দিতেছি যে, স্যার বিশ্বেশ্বর রায়ের মত লোকদিগকে দেশীয় রাজ্যগুলির প্রজাপুঞ্জের পক্ষ হইতে প্রতিনিধিরূপে গ্রহণ করা হউক।

লাহোর ষড়যন্ত্র মামলা

পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের সাক্ষ্য

লাহোর, ৪ঠা নভেম্বর

অদ্য প্রথমে লাহোরের জিলা পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিঃ মরিসের সাক্ষ্যগ্রহণ করা হয়। তিনি সাক্ষ্য দিয়া বলেন যে, গত ১৭ই ডিসেম্বর তারিখে বেলা সাড়ে ৪টার সময় যখন তিনি তাঁহার আফিসে বসিয়াছিলেন তখন দামোদরদাস নামক জনৈক কনষ্টেবল তথায় এক গ্লাস জল লইতে আইসে। তাহাকে দেখিয়া হতবুদ্ধির মত বোধ হইয়াছিল। সে সাক্ষীকে বলে যে, মিঃ সাণ্ডার্স নিহত হইয়াছেন এবং চমন সিংহ নামক এক জন কনষ্টেবল আহত হইয়া পড়িয়া আছে। ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া তাঁহারা বারুদের গন্ধ পাইয়াছিলেন। ট্রাফিক ইনস্পেক্টার মিঃ ফার্ণ সাক্ষীকে বলেন যে, তিনি ২ জন দেশীয়কে মিঃ সাণ্ডার্সের উপর গুলী চালাইতে দেখিয়াছিলেন। তাহারা ডি. এ. ভি কলেজের অধ্যক্ষের বাসার ভিতর দিয়া পলায়ন করিয়াছে। মিঃ ফার্ণ তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিলে উহারা তাঁহার উপরও গুলী চালায়। কিন্তু তাঁহার গায়ে গুলী লাগে নাই। সাক্ষী কলেজের অধ্যক্ষের বাসার সম্মুখে কয়েক ফোঁটা রক্ত দেখিতে পাইয়াছিলেন। তিনি কলেজের সকল প্রবেশপথ রুদ্ধ করিবার আদেশ প্রদান এবং পুলিস পাহারার ব্যবস্থা করেন। অতঃপর সাক্ষী টেলিফোনযোগে ঘটনার কথা লাহোরের সকল পুলিস কর্ম্মচারীকে বিদিত করেন। ইহার পর সাক্ষী ডি, এ, ভি, কলেজের ছাত্রদিগকে জিজ্ঞাসা করেন যে, তাহারা কিভাবে হাতে ২টা লোককে দৌড়িয়া যাইতে দেখিয়াছে কি না? তাহারা স্বীকার করে যে, তাহারা দেখিয়াছিল। মিঃ ফার্ণও তাঁহাকে বলেন যে, আততায়ীরা কলেজের ছাত্রদের বাসার পশ্চাদ্দিকস্থ কলেজের প্রাঙ্গণের ভিতর দিয়া পলায়ন করিয়াছে। সাক্ষী ল্যাংলে রোডে একটা পাগড়ী কুড়াইয়া পাইয়াছিলেন। সাক্ষী এক জন সাইকেল-বিক্রেতার নিকট জানিতে পারিয়াছিলেন যে, একটা লোক পিস্তলের ভয় দেখাইয়া তাহার দোকান হইতে একখানি সাইকেল লইয়া গিয়াছিল তাহার পর তিনি অনুসরণ করিয়া দেখিতে পায়েন যে, কলেজের কাঁটাতারের বেড়ার ধারে একখানা সাইকেল পড়িয়া আছে।

জেরায়, সাক্ষী বলেন যে, তিনি এবং মিঃ সাণ্ডার্স এক সঙ্গেই কাজ করিতেন। মিঃ সাণ্ডার্স যে লালা লাজপৎ রায়কে মারিয়াছিলেন, সাক্ষী এ কথা অস্বীকার করে।

—দৈনিক বসুমতী

বাচ্চার জীবন লীলার অবসান

দিল্লীর ৩রা নভেম্বরের সংবাদে প্রকাশ, বাচ্চা-ই-সাকাও তাঁহার ভ্রাতা হামিদুল্লা, সৈয়দ হোসেন, শেরজান ও তাঁহার ভ্রাতা মহম্মদ সাদিক, কাবুলের ভূতপূর্ব্ব গভর্ণর মালিক হোসেন ও তাঁহার ভ্রাতা যাওয়ার সৈয়দ আমেদ, গোলাম-কাদের ও মহাফেজ জানকে আর্ক দুর্গের মধ্যে গুলী করিয়া হত্যা করা হইয়াছে। নাদির খাঁ উহাদিগকে ক্ষমা করিলেও দক্ষিণ অঞ্চলের আফগানরা ও হাজ্রবাদের প্রতিনিধিরা বাচ্চা-সাকাওকে হত্যা করিবার জন্য বিশেষ জেদ করিতেছিল। তাহাদেরই জেদ শেষে কার্য্যে পরিণত হইয়াছে।

বিনা লাইসেন্সে আফিং আসামীর কারাদণ্ড

প্রকাশ, বিনা লাইসেন্সে ২৯ সের আফিং ও এক সের ভাং রাখিবার অভিযোগে ডি, হোপ নামক জনৈক শ্বেতাঙ্গ হাওড়া ষ্টেশনে ধৃত ও অভিযুক্ত হইয়াছিল। সোমবার হাওড়ার ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহার প্রতি আফিং আইন অনুযায়ী ৬ মাস কারাদণ্ড ও এক হাজার টাকা অর্থদণ্ড, অনাদায়ে আরও ৩ মাস কারাদণ্ড এবং আবগারী আইন অনুযায়ী ৩০ টাকা অর্থদণ্ড অন্যথায় ১৫ দিবস সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ প্রদান করিয়াছেন।

জাল ইনস্পেক্টরের দণ্ড

কলিকাতা কর্পোরেশনের ইনস্পেক্টর-রূপে আত্মপরিচয় প্রদানপূর্ব্বক ৭নং গ্যাস ষ্ট্রীটের মিষ্টার অবদুল রহমানের ময়দার কল পরীক্ষা করিবার চেষ্টা করিবার অভিযোগে শ্রীশচন্দ্র দে শিয়ালদহের পুলিস ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুত এস, কে, দাসগুপ্তের আদালতে অভিযুক্ত হইয়াছিল। ম্যাজিষ্ট্রেট গত সোমবারে আসামীকে একশত টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন। ম্যাজিষ্ট্রেট আদেশ দিয়াছেন, জরিমানার টাকা অনাদায়ে আসামীকে ৩ মাস কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইবে।

প্রায়োপবেশনের নিবৃত্তি

মিল অঞ্চলের ধর্ম্মঘটের সময় বক্তৃতায় উত্তেজনাপূর্ণ বক্তৃতা করিবার অভিযোগে শ্রীযুত জগন্নাথপ্রসাদকে ফৌজদারী আইনের ১০৮ ধারা অনুসারে অভিযুক্ত করা হইয়াছে। তিনি প্রায় দশদিন যাবৎ প্রায়োপবেশন করিয়াছেন। তাঁহাকে জামীনে অব্যাহতি প্রদান না করিলে তিনি আদালতেও কিছু গ্রহণ করিতে সম্মত হয়েন নাই। ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহাকে ২ হাজার টাকার জামীনে ছাড়িয়া দেওয়ার হুকুম করিয়াছেন। আগামী ১৪ই নভেম্বর পর্য্যন্ত মামলা মুলতুবী রহিয়াছে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২১শে কার্ত্তিক বৃহস্পতিবার—১৩৩৬

সাময়িক-প্রসঙ্গ

নিরপেক্ষভাবে বিচার-পরায়ণ না হইয়া নিজ নিজ মতের সমর্থন-কল্পে অনেক মহাত্মা বলিয়া বসেন,—'বৈষ্ণবধর্ম্ম আধুনিক।' কিন্তু এই কথাটী সম্পূর্ণ ইতিহাস-বিরুদ্ধ। জম্বু, প্লক্ষ, শাল্মলী, কুশ, ক্রৌঞ্চ, শাক ও পুষ্কর—এই সপ্তদ্বীপবতী বসুন্ধরার মধ্যে জম্বুদ্বীপই অগ্রদ্বীপ ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। সেই জম্বুদ্বীপের মধ্যে নয়টী বর্ষ আছে, তন্মধ্যে ভারতবর্ষই সর্ব্বপ্রধান। এই ভারতবর্ষ অপেক্ষা পুরাতন দেশ আর নাই,—ইহা সর্ব্ববাদি-সম্মত। সেই ভারতবর্ষের আদিম অধিবাসী আর্য্যজাতি অপেক্ষা পুরাতন সভ্যজাতি আর নাই, ইহা আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষা-গর্ব্বিত পুরুষেরা স্বীকার না করিলেও পণ্ডিতমণ্ডলী একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন এবং ইহাই সর্ব্বকালে সর্ব্বজন-কর্ত্তৃক সত্য বলিয়া গণিত হইবে। সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মার পুত্র প্রজাপতিদিগের সময়ে ইহাই প্রমাণিত হইয়াছে যে, আর্য্যজাতিরই প্রথম ভারতবাস।

ব্রহ্মতনয় প্রজাপতিদিগের মধ্যে কশ্যপ একজন প্রজাপতি। এই কশ্যপ ঋষির দৌহিত্রের পুত্র প্রহ্লাদ। তাঁহাকে সর্ব্বশাস্ত্রে বৈষ্ণবচূড়ামণি বলা হইয়াছে। মনুপুত্র উত্তানপাদ-নন্দন ধ্রুবকেও বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ বলা হইয়াছে। ব্রহ্মার প্রথম সন্তানগণের মধ্যে দেবর্ষি নারদও পরম বৈষ্ণব। সুতরাং বৈষ্ণব-ধর্ম্মটী আধুনিক কি করিয়া বলা যায়? সেই বৈষ্ণবধর্ম্ম ক্রমশঃ স্ফূর্ত্তি-লাভ করিতে করিতে কলিযুগপাবনাবতারী স্বয়ংভগবান্ মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের সময় সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ও পূর্ণকলেবর হইয়াছেন।

'বৈষ্ণব' বলিতে বিষ্ণু-সম্বন্ধীয়। বিষ্ণু-সম্বন্ধ ছাড়িয়া যাঁহারা আপনাদিগকে 'ভুঁইফোঁড়' বলিয়া পরিচয় দিতে চাহেন, তাঁহারাই বৈষ্ণব-ধর্ম্মকে 'আধুনিক' বলিয়া বিষ্ণূপাসনা হইতে ছুটী লওয়ার বন্দোবস্ত করেন। বুদ্ধিমান জনগণ তাঁহাদের মতানুবর্ত্তী হইয়া আপনাদিগকে অবৈষ্ণব-আখ্যায় ঘোষিত করিতে চাহেন না। বিষ্ণুর উপাসনা করিতে গেলে রাজস ও তামস-প্রকৃতি লোকগণের অবৈধ ভাবে জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহের পক্ষে কতকগুলি প্রতিবন্ধক আসিয়া পড়ে, তাই তাঁহারা বৈষ্ণবধর্ম্মকে আধুনিক বলিয়াই হউক, কিম্বা 'বৈষ্ণব' নামধারী কতকগুলি ব্যভিচার-পরায়ণ অসৎলোকের দুষ্ট দৃষ্টান্ত দেখাইয়াই হউক, কোন না কোন গতিকে আত্মপক্ষ সমর্থনে যত্নবান্ হন। তাদৃশ একদেশ-দর্শিতাকে কখনও নিরপেক্ষ সত্যানুসন্ধিৎসা বলিয়া আমরা ভ্রান্ত হইতে চাহি না। আমরা বোধ হয় ঠাকুর বৃন্দাবন দাসের ভাষায় বলিতে পারি—

"কেহ মানে, কেহ না মানে স'ব তাঁর দাস
যে না মানে, তা'র হয়, সেই পাপে নাশ॥

৭ম অধ্যায়ে শ্রীভগবান্ স্বয়ং বলিতেছেন, "তাঁহার অপাশ্রিতা সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই ত্রিগুণময়ী দুষ্পারা মায়াসমুদ্র উত্তীর্ণ হইতে একমাত্র তাঁহারই শরণাগতি ব্যতীত উপায়ান্তর নাই। যাহারা দুষ্কৃতি অর্থাৎ কুপণ্ডিত, তাহারা পণ্ডিতম্মন্যমান হইলেও ভগবৎস্বরূপের প্রতি প্রপত্তি স্বীকার করে না। তাহারা মূঢ়, নরাধম, মায়া দ্বারা অপহৃত জ্ঞান ও আসুর ভাবাশ্রিত ভেদে চারি প্রকার। (১) 'মূঢ়' অর্থ নিতান্ত বিষয়াসক্ত, কর্ম্মজড়মতি ব্যক্তিগণ; ইহারা ইন্দ্রাদি দেবতার ন্যায় বিষ্ণুকেও কর্ম্মাধীন বলিয়া জ্ঞান করে। (২) 'নরাধম' অর্থে বিপ্রাদি উচ্চ-কুল-জাত হইয়া নরোত্তমতা পাইলেও অসৎ কার্য্যার্থাসক্ত হইয়া পামরতাভাক্; তাহারা অচ্যুত-কথা-সুধাপানে বিমুখ হইয়া অসৎ কথা রূপ বিষ্ঠা-ভোজী গ্রাম্য শূকর সদৃশ। (৩) মায়া দ্বারা অপহৃতজ্ঞান ব্যক্তিরা কেবলাদ্বৈতবাদ, শূন্যবাদ, প্রকৃতিবাদ প্রভৃতি মায়াভ্রম দ্বারা দুষ্টমতাশ্রয়পূর্ব্বক শুদ্ধ ভক্তিতত্ত্বের নিত্যত্ব স্বীকার করে না। (৪) উক্ত নির্ব্বিশেষ চিন্মাত্রবাদিগণই আসুর ভাবাশ্রিত। অসুরগণ যেমন নিখিলানন্দকর ভগবদ্বিগ্রহকে শর দ্বারা বিদ্ধ করিতে যায়, উহারাও সেইরূপ উহাদের প্রাকৃত দৃষ্টি দ্বারা ভগবান্‌কে দেখিতে না পাইয়া শ্রীভগবানের শ্রুতি-প্রসিদ্ধ নিত্য চৈতন্যাত্মক বিগ্রহকে নিরাকার নির্ব্বিশেষ প্রভৃতি উক্তিরূপ অস্ত্র দ্বারা খণ্ড বিখণ্ড করিতে চায়। এইজন্য মহাপ্রভু মায়াবাদী প্রকাশানন্দ সরস্বতীকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন—

"কাশীতে পড়ায় বেটা প্রকাশ-আনন্দ।
সেই বেটা মোর অঙ্গ করে খণ্ড খণ্ড॥"

কৃষ্ণবহির্ম্মুখ দুষ্কৃতি ব্যক্তিগণ কাম অর্থাৎ আত্মেন্দ্রিয়-তৃপ্তিকর ভোগ-লালসা দ্বারা হৃতজ্ঞান হইয়া শীঘ্র ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফল লাভের জন্য তত্তৎ কাম্যফলদাতা দেবতাবৃন্দের উপাসনা করে, তাহারা বিশুদ্ধ সত্ত্ব-স্বরূপ কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণ রূপ বৈষ্ণবতাকে 'আধুনিক' প্রভৃতি বলিয়া অনাদর করে। ঐরূপ কামকামী হইয়া যাহারা দেবতান্তরকে স্বতন্ত্র ঈশ্বর বুদ্ধিতে পূজা করে, তাহাদিগের সম্বন্ধে ভগবান্ বলিতেছেন যে—তাহারা তাঁহারই বিভিন্নাংশ দেবগণকে পূজা করিয়া ব্যতিরেক ভাবে তাঁহারই পূজা করিতে চাহিলেও তাহা ভগবৎপ্রাপিকা বিধির উল্লঙ্ঘন মাত্র। সুতরাং তাহা আদৌ কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণপরতা বা বৈষ্ণবতা নহে।

কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণই কাহারও চরম উদ্দেশ্য হইলে শ্রীভগবানের গীতোক্ত "মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু। মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে॥ সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥"—এই সর্ব্ব গুহ্যতম উপদেশ তাঁহার প্রয়োজনের আনুগত্যে উত্তমরূপে আলোচনা করিতে হইবে। গীতোক্ত এই শ্লোকদ্বয়ই বৈষ্ণবতা লাভের মূল সোপান, তৎপরে ভাগবতালোচনায় অধিকার লাভ হইতেই বৈষ্ণবতার ক্রমোৎকর্ষতা সাধিত হয়।

শ্রীমন্মহাপ্রভু কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণ বিধানের জন্য জগজ্জীবকে শ্রীমদ্ভাগবত-কথিত সিদ্ধান্তকেই একমাত্র অবলম্বনীয় বলিয়া স্বীকার করিবার উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। মহাপ্রভু স্বয়ং ভগবান্, তিনি ব্রহ্মসূত্রের অকৃত্রিম ভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবত এবং তদনুগত শাস্ত্র ব্যতীত অন্য কোন শাস্ত্রকেই স্বতঃপ্রমাণ-শিরোমণি বলিয়া স্বীকার করেন নাই। সেই ভাগবতানুগত্যকে যাঁহারা আধুনিক বলিতে চাহেন, তাঁহারাই নিতান্ত আধুনিক সদ্য-প্রসূত শিশু ব্যতীত আর কিছুই নহেন। বৈষ্ণব নিত্য নবনবায়মান সেবা-সৌন্দর্য্যের অধিকারী বলিয়া তিনি নিত্য নবীন আবার নিত্য পুরাতন—পুরাণ—প্রাচীন—সনাতন। বৈষ্ণবই বিষ্ণু-সুখতাৎপর্য্যবেত্তা বলিয়া তাঁহার অধীনতা স্বীকার ব্যতীত জীবের বিষ্ণূপাসনা হইতেই পারে না। বৈষ্ণবানুগত্যহীন মানব বিষ্ণু-বিরোধী নাস্তিক। সুতরাং বিধেয়তর কামকামিত্ব ছাড়িয়া বিষ্ণুপ্রীতিকামী হইতে হইলেই প্রত্যেককে তদীয় বৈষ্ণবানুগত্য স্বীকার করিতেই হইবে। বৈষ্ণবকে আধুনিক বলিয়া উড়াইয়া দিতে গেলে বিষ্ণুকেই 'আধুনিক' বলিয়া উড়াইয়া দিতে হয়।

বর্ত্তমান জগ

(শ্রীপাদ ভববন্ধচ্ছিদ্ দাসাধিকারী বি, এ)

বর্ত্তমান কর্ম্মজড় ব্যক্তিগণের ধারণা হরিকথার দ্বারা জীবের উপকার হওয়া কেবল মাত্র কথার কথা। সুতরাং হরিকথা প্রচার-চেষ্টা বন্ধ করিয়া দরিদ্রের সেবা, দেশের সেবা, দশের সেবা, সমাজের সেবা, পীড়িতের সেবা, ক্ষুধার্ত্তকে অন্নদান, চরকা কাটা, বস্ত্র বয়ন প্রভৃতি শিল্পের উন্নতি বিধান করাই বিশেষ কর্ত্তব্য। আগে জীবন ধারণ না করিলে হরিকথা কে শুনিবে, এইরূপ যুক্তি ও ধারণা এই সকল কথা আত্মারণার সুযোগ প্রদান করে। রোগ শোক দুঃখে জর্জ্জরিত ব্যক্তির হরিকথা শ্রবণের সময় কোথায়? বর্ত্তমান সময় সমগ্র জগদ্ব্যাপী এইরূপ নাস্তিক্যবাদ প্রচারের ধ্বনি উত্থিত হইতেছে এবং বেশীর ভাগ লোকই এই কথার আদর করিতেছে। কিন্তু সূক্ষ্মভাবে বিচার করিলে দেখা যায়, এই বিচারের মূলে বিচারকগণের অতৃপ্ত ভোগবাসনা বর্ত্তমান। সেই অতৃপ্ত ভোগ-বাসনাই ইহার সৃষ্টি-কর্ত্তা। এই প্রকার দেশ সেবা, সমাজ সেবা প্রভৃতির মূলে নিজ নিজ সুবিধার চেষ্টা প্রচ্ছন্নভাবে প্রভাব বিস্তার করিয়া রহিয়াছে। ঐ সকল কার্য্যে নিজের বিন্দুমাত্র সুবিধার আকাঙ্ক্ষা যদি বর্ত্তমান না থাকিত, তাহা হইলে স্বেচ্ছা-প্রণোদিত হইয়া কেহই উক্ত নিয়মসমূহ সাধনের জন্য যত্নবান্ হইতেন না।

এই সকল কর্ম্মজড়বাদিগণের অনুরূপ আবার কতকগুলি লোক আগে খাওয়া দাওয়ার সংস্থান করিয়া দেশের উন্নতি করিয়া পরে হরিকথা শ্রবণ করিব ও ভগবৎ সেবা করিব—এইরূপ বিচার-পরায়ণ হন। তাঁহাদের খাওয়া দাওয়ার সংস্থান করার ও দেশের উন্নতি করার পিপাসার কোন দিনই শেষ হইবে না। সুতরাং ফলে হরি-সেবা-বৃত্তিও আসিবে না। কারণ আগে নদীর জল শুষ্ক হউক, পরে নদী পার হইব—এই রকমের বুদ্ধি লইয়া যে সকল লোক জীবন যাপন করেন, তাঁহাদের নদী পার হইবার আশা বিফল! নদীও শুকাইবে না, তাঁহাদের পার হওয়াও হইবে না। খাওয়া দাওয়ার যোগাড় থাকিলেই যে, লোকে হরিভজন করে, তাহা নহে; তাহা হইলে জগতে হরি-সেবারত লোকের প্রাচুর্য্য দেখা যাইত। বাতুলেরাই আগে উপসর্গ কমাইয়া পরে মূল রোগ চিকিৎসার বন্দোবস্তে প্রবৃত্ত হয়। কিন্তু সুবিজ্ঞ চিকিৎসক প্রথমেই মূল রোগ ধরিয়া চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হন। সুবিজ্ঞ মালী পাতায়-পাতায় জল না দিয়া গোড়ায় জল দেন যাহাতে বৃক্ষ সঞ্জীবিত হইয়া মনোহর মূর্ত্তি ধারণ করে ও ফল পুষ্প সুশোভিত হয়। প্রাণে আহার্য্য প্রদান করিলেই সমস্ত শরীর সবল হয়, প্রতি অঙ্গ প্রত্যঙ্গে আলাদা করিয়া আহার্য্য বস্তু প্রদানের আবশ্যক নাই।

এই জগৎটা যেন একটা জেলখানা, বদ্ধজীবের আবাসভূমি। সর্ব্বপ্রকার অভাব অসুবিধায় পরিপূর্ণ। জেলখানায় এসে আরাম খোঁজা, সুবিধা খোঁজা, সুখভোগ খোঁজা পাগলামি ব্যতীত আর কি হইতে পারে? হাজার হাজার বৎসর ধরিয়া চেষ্টা করিলেও এখানে সুবিধা হইবে না। যতদিন ভগবান্‌কে ভুলিয়া থাকা যাইবে, ততদিন অসুবিধা থাকিবেই। তবে কখনও সোনার খাঁচা,

কখনও লোহার খাঁচা এইরূপ পরিবর্ত্তন সম্ভব, শৃঙ্খল কিন্তু কোন সময়েই দূর হবে না। ভগবদ্বিমুখ অবস্থায় দেশের উন্নতি, সমাজের উন্নতি, পাণ্ডিত্যের সেবা প্রভৃতি চেষ্টা বৃথা পরিশ্রম মাত্র। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ কখনও এইরূপ ভাবে অসার কার্য্যে ব্রত হইয়া দুর্ল্লভ মনুষ্যজীবন অতিবাহিত করেন না। তাঁহারা [illegible] কার্য্যের ফলে সুখ দুঃখ যাহা আসে, তৎপ্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া সর্ব্বদা ভগবৎপাদপদ্মে একান্ত নিষ্ঠা ও রতি প্রার্থনা করেন।

হরিসেবা বিমুখ হইয়া বাঁচিয়া কোনও লাভ নাই। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন, অশ্বত্থ বৃক্ষ কি বাঁচিয়া থাকে না? কামারের ভাঁপর কি শ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণ করে না? গ্রাম্য শূকর কি মানুষের চেয়েও অধিকতর খাদ্যাদি গ্রহণ ও স্ত্রীসঙ্গ করে না? সুদুর্ল্লভ মানব-জন্ম কি শুধু খাওয়া দাওয়া থাকা ও নরকে যাবার জন্য। একটু ধীর চিত্তে বিচার করিলে ইহার সুষ্ঠু উত্তর পাওয়া যায়। ভগবদ্ভজন বাদ দিয়া শুদ্ধ খাওয়া দাওয়া থাকা পশু-জীবনেই সম্ভব, মানবজীবনে নহে। হরিভজনকারীর সামান্য খাওয়া দাওয়া থাকার অভাব ত নাই; এমন কি ব্রহ্মাধিপত্য, অষ্টসিদ্ধি, ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, ও মুক্তি ভক্তের শ্রীচরণে বিলুণ্ঠিত হইবার জন্য ভক্তের সেবার জন্য সময় প্রতীক্ষা করিয়া থাকেন। শ্রীভগবান্ নিজে বলিয়াছেন, ভক্তের যাবতীয় বোঝা আমি স্বয়ং বহন করি। যথা—

অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো যে জনাঃ মাং পর্য্যু-
পাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং
বহাম্যহম্॥

কিন্তু আমরা এতদূর বিমুখ ও নাস্তিক যে, বেদবাণীতে পর্য্যন্ত বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারি না। যে পর্য্যন্ত আমাদের হরিকথা শ্রবণে শ্রদ্ধা না হইবে, সে পর্য্যন্ত আমাদের ধর্ম্ম, কর্ম্ম, সমাজ সেবা, দেশের উন্নতি সমস্তই বৃথা পরিশ্রম মাত্র।

সৎ পুঞ্জীকৃত সুকৃতিফলে জীবের হরি-সেবা-প্রবৃত্তিতে আসক্তি হয়। হরি-সেবায় প্রীতি হইলে জীবের যাবতীয় অনর্থ নিবৃত্ত হইয়া যায়; পাপ, পাপবীজ ও অবিদ্যা সমূলে বিনষ্ট হয়; অন্যান্য কনক কামিনী প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন-পিপাসা দূর হয় ও নিত্য মঙ্গল লাভের সূচনা হয়। দান ধ্যান, যোগ যাগ প্রভৃতির দ্বারা জীবের নিত্য কল্যাণ হইতে পারে না। কারণ উহা আত্মার স্বরূপ ধর্ম্ম নহে। মহারাজ পরীক্ষিৎ মৃত্যু কালে দান, ধ্যান, তপস্যা পরিত্যাগ করিয়া শ্রীশুকদেব গোস্বামীর শ্রীমুখে হরিকথা শ্রবণ করিয়া নিত্য মঙ্গল লাভ করিয়াছিলেন। সুতরাং ঐরূপ স্থলে হরিকথা শ্রবণে নিষ্ঠ থাকা ব্যতীত অন্যাভিলাষিগণের জীবন ব্যসনে আয়ু বৃথা নষ্ট হইতেছে।

হরিকথা কীর্ত্তনই একমাত্র শ্রেষ্ঠ দান

যিনি জীবের নিত্য মঙ্গলের জন্য সর্ব্বদা হরিকথা কীর্ত্তন করেন, তিনি মহা বদান্য-বর। কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীগৌরসুন্দর, শ্রীল প্রভু ও গৌরপার্ষদগণ সকলেই মহাবদান্য। হরিকথা যাবতীয় কামাদি বাসনা বিনষ্টকারী ও সর্ব্বশক্তি-সমন্বিত। যাঁহারা এই সংসারে বীর্য্যবতী হরি-কথা প্রচার করেন, তাঁহাদের মত মহাদানবীর আর নাই। অন্ন দান, বস্ত্র দান, ঔষধ দান, বিদ্যা দান প্রভৃতি যত প্রকার দানই হউক না কেন, তাহা তাৎকালিক অভাব মোচন করে, কিন্তু হরিকথা দানই শ্রেষ্ঠ দান, তাহা দ্বারাই জীবের নিত্য মঙ্গল হয়। সাধুগণ অনিত্য দানের পক্ষপাতী নহেন, তাঁহারা জীবের স্থায়ী নিত্য মঙ্গলের বিধান-রত। তাঁহারা জাগতিক অভ্যুদয় ধর্ম্ম, অর্থ কাম প্রভৃতির আদর করেন না। একমাত্র হরিকথা দানেই পূর্ণানন্দ লাভ করেন। সুতরাং হরিকথা প্রচারই জীবে প্রকৃত দয়া, জীবের নিত্য মঙ্গলই শ্রীভগবানের সেবা ও হরিসেবারত জনগণের সঙ্গ।

হে সাধব, সকলমেব বিহায় দূরাৎ।
চৈতন্যচন্দ্র-চরণে কুরুতানুরাগম্॥

ঢাকা প্রসঙ্গ

বিশ্বব্যাপী বিষ্ণু বিশ্বের অধিপতি হইয়াও বিশেষভাবে আত্ম-গোপন করিয়াছেন। সর্ব্বান্তর্যামী সর্ব্বজীবের অন্তরে থাকিয়া সর্ব্বকার্য্যের প্রেরণা করেন। সেই প্রেরণা, অজ্ঞ লোকে অজ্ঞতাক্রমে বুঝিতে পারে না, কিন্তু ভাগ্যবান্ বিজ্ঞগণ সর্ব্বজ্ঞের এই ব্যাপার বুঝিতে অজ্ঞ থাকেন না।

শ্রীভগবানের বহিরঙ্গা শক্তি মায়াদেবী বহির্ম্মুখ জীব-স্বরূপের উপর এমন এক ঢাকনা দিয়াছেন যে, সেই ঢাকনা খুলিবার সুযোগ ঢাকাবাসীর ভাগ্যে হইতেছে না। এহেন অপ্রাকৃত দর্শনে সর্ব্বজ্ঞেরও সর্ব্বজ্ঞ, অজ্ঞের অজ্ঞতা দূর করিতে মুক্তলোক হইতে ঢাকা-রাজ্যে আগমন করেন। এই সুযোগ জগজ্জনের পক্ষে জগৎ ছাড়িয়া জগদতীত জগন্মোহনের জন-সঙ্গে নিত্য-বাস করিবার সুবিধা করিয়া দেয়।

জগদ্গুরু শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর জগতে অবতীর্ণ হইয়া সর্ব্বত্র জগন্নাথের সেবা-কেন্দ্র স্থাপন করিতেছেন। এই কেন্দ্রবাসী এবং এই কেন্দ্রকে কেন্দ্র করিয়া জগদ্বাসী জননিবাসের যে সেবা-সুযোগ পাইয়াছে, তাহা ভাবিলে জগদ্গুরুর চরণে প্রপন্ন হইবার ব্যাকুলতা বিশেষভাবে ব্যক্ত করে।

গতকল্য ১৬ই কার্ত্তিক শনিবার শ্রীশ্রীগোবর্দ্ধন-পূজা, অন্নকূট-মহোৎসব ও শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের অপ্রকট উপলক্ষে ঢাকা শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠে এক মহা-মহোৎসব সেবা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। এই সেবা-ভাবে বিভাবিত হইয়া সেবক ভগবানের আশ্রিত সেবকবৃন্দ, প্রাতঃকাল হইতেই বিবিধ সেবা-সম্ভার সংগ্রহ করিতেছিলেন। চারিদিকে সোরগোল পড়িয়া গিয়াছে, সকলেরই মুখে সচ্চিদানন্দ ভগবানের শ্রীনাম এবং হস্তদ্বয়ে হরিসেবার আয়োজন।

ক্রমে ক্রমে দিনমণি, সুদীনজনের হৃদয়ে স্বনাথের সেবা-প্রবৃত্তি জাগাইয়া অস্তাচলে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে সজ্জনগণ স্বলোক হইতে শ্রীবিগ্রহরূপে অবতীর্ণ ভগবানের সন্ধ্যারাত্রিকের সংবাদ শঙ্খ-ঘণ্টা-মৃদঙ্গ-করতাল-সংযোগে সর্ব্বত্র সংঘোষিত করিলেন। অমনি অনেক লোক অনঙ্গ-মোহনের অপ্রাকৃত অপূর্ব্ব অঙ্গ-শোভা অবলোকনের জন্য অত্যন্ত আকুলতার সহিত আসিয়া পড়িলেন।

শ্রীমন্দিরের দ্বার উদ্ঘাটিত হইল। দ্বার দেশে দণ্ডায়মান দর্শকবৃন্দের হৃদয় দ্বার-উদ্ঘাটিত করিয়া দয়াময় হরি [illegible]-সঙ্গে ভক্তি-ক্রমে প্রবিষ্ট হইলেন। জয় গৌরসুন্দর! জয় জগমোহন-মোহিনী রাধে! বলিয়া সকলে আরাধ্যদেবের আরাত্রিক সেবায় নিযুক্ত হইলেন।

বহুকোটী চন্দ্র জিনি বদন উজ্জ্বল!
গলদেশে বনমালা করে ঝলমল॥

—গানের সঙ্গে সঙ্গে সকলের হৃদয়-তন্ত্রী বাজিয়া উঠিল।

সংকীর্ত্তন-পিতা শ্রীগৌর-নিত্যানন্দের, গৌর-আনা শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর, গৌরগৌরব শ্রীগুরুদেবের, গৌর-হৃদয় গৌরভক্তবৃন্দের এবং গৌরশক্তি গদাধরের—এই ছয় তত্ত্বের বন্দনান্তে বৈষ্ণবগণ, বিশ্বম্ভরের স্বভক্তি-প্রদানরূপ বিশ্বভরণ কার্য্যের মহিমা কীর্ত্তন করিলেন।

কীর্ত্তনান্তে কৃষ্ণকথা আরম্ভ হইল। পুরাণরাজ শ্রীমদ্ ভাগবত অভাব-রাজ্যের অভাব পূরণ করিয়া স্বভাবের পথে চলিবার কথা বলিতে লাগিলেন।

নন্দপ্রমুখ গোপবৃন্দকে ইন্দ্র-যজ্ঞের উপকরণসমূহ সংগ্রহ করিতে দেখিয়া সর্ব্বজ্ঞ ভগবান্ অজ্ঞের ন্যায় জিজ্ঞাসা করিলেন, পিতঃ! আপনারা কাহার উদ্দেশ্যে কোন্ যজ্ঞের আয়োজন করিতেছেন। এ যজ্ঞের ফল কি? ইত্যাদি বিষয় প্রশ্ন করিলে বৎসলরসের মূলাশ্রয় গোপরাজ নন্দ বলিলেন,—দেবরাজ ইন্দ্রই ভগবান, তাঁহার কৃপায় আমরা শস্যাদি লাভ করিয়া জীবন ধারণ করি। সুতরাং আজ আমরা তৎপ্রদত্ত বস্তু দ্বারা তাঁহারই পূজা করিব। তচ্ছ্রবণে তৎপুরুষ ভগবান্ ঈশ্বরাভিমানী ইন্দ্রের অভিমান বৃদ্ধি করিয়া তাঁহার শক্তি হীনত্ব প্রমাণ করিয়া কর্ম্মেরই প্রাধান্য দেখাইলেন। বৃন্দাবন-বাসীর শ্রীগোবর্দ্ধন পূজাই একমাত্র কৃত্য প্রমাণ করিয়া ইন্দ্র-যজ্ঞার্থে সংগৃহীত দ্রব্যাদির দ্বারা গিরিরাজের পূজা করাইলেন। সর্ব্ব-যজ্ঞেশ্বর শ্রীভগবান্ দেবতার পূজা নিষেধ করিয়া নিজেই যজ্ঞভাগ গ্রহণ করিলেন এবং নিজেই নিজের শৈলরূপকে প্রণাম করিলেন।

স্ব-যজ্ঞ-ভঙ্গে দেবরাজ নিজ প্রভু তত্ত্ব ভুলিয়া গিয়া নিজেই প্রভু সাজিয়া বসিলেন। স্ববিক্রম দেখাইবার জন্য ত্রিবিক্রমের উপর বিবিধবিক্রম প্রকাশ করিয়াও অবশেষে নিজের বিক্রমবিহীনতা বিশেষভাবে উপলব্ধি করিলেন। শ্রীগোবর্দ্ধন-গিরিধারীর ভোগবর্দ্ধনই জীবের একমাত্র জীবাতু জানিয়া প্রভুপদে লুটাইয়া পড়িলেন।

শ্রীমদ্ভাগবত পাঠের সঙ্গে সঙ্গে শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরী পাদের আরাধ্য শ্রীগোপাল দেবের অন্নকূট মহামহোৎসব-প্রসঙ্গও আলোচিত হইল। পরে ব্যাসাবতার শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের যশঃ কীর্ত্তন করিয়া বক্তা সমবেত সজ্জন-মণ্ডলীর হৃদয়ে আরও শ্রবণ-পিপাসা রাখিয়া পাঠ শেষ করিলেন।

শ্রীমঠগৃহ লোকে লোকারণ্য। তিল ধারণেরও স্থান ছিল না। এ' দিকে যেমন শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ ভাগবত পাঠ, অপর দিকে শ্রীল ভক্তিবৈভব-সাগর মহারাজ ও শ্রীল ভক্তি-প্রকাশ অরণ্য মহারাজ নিভৃত প্রকোষ্ঠে বিবি বিদগ্ধীনাবিহারীর কথা কীর্ত্তন করিতেছিলেন। সে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য। সমগ্র মঠগৃহ গোবর্দ্ধন-গিরিধারীর গুণ-গানে মুখরিত হইয়াছিল।

'যে দিন গৃহে ভজন দেখি
গৃহেতে গোলোক ভায়।'

ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদের এই ভজন গীতি ভজনাগার শ্রীমাধ্ব গৌড়ীয় মঠে ভজনানন্দী ভক্তগণের হৃদয়ে স্ফূর্ত্তিলাভ করিয়াছিল।

অবশেষে সমাগত সকলকেই বিচিত্রতা-পূর্ণ মহাপ্রসাদ প্রদান করা হইয়াছিল। সকলেই শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-বিনোদকান্ত জীউর অপূর্ব্ব শৃঙ্গার দর্শনে ও মহাপ্রসাদ সেবনে পরম পরিতৃপ্ত হইয়াছিলেন।

আসল ও নকল

সন্ধ্যাকাল। সূর্য্যদেব সমস্তদিন কিরণ বিতরণে শ্রান্ত ক্লান্ত হইয়া পশ্চিমগগনে লুকাইলেন। চতুর্দ্দিকের দৃশ্যটি দর্শকের দর্শনেন্দ্রিয়ের বড়ই প্রীতিকর। এখন আর বর্ষাকালের ন্যায় বারিদরাশি গগনমণ্ডলে বিচরণ করে না। এখন নভোমণ্ডল স্বীয় নীলবর্ণ স্বরূপটি প্রকাশিত করিয়াছেন। দিবসব্যাপী পরিশ্রমের পর কর্ম্মশ্রান্ত কর্ম্মি-

গণ কর্ম্মত্যাগ করিয়া শ্রান্তি অপনোদন মানসে মুক্তবায়ু সেবন-আশায় উন্মুক্ত স্থানে ভ্রমণ করিতেছে।

ঢাকা সহরের বুড়িগঙ্গাতীরে করোনেশন পার্ক। স্থানটি বৃহৎ না হইলেও নদীতীরে অবস্থিত বলিয়া বড়ই মনোরম। বহুলোক সন্ধ্যাকালে সান্ধ্যসমীরণ সেবনের জন্য এইস্থানে ভ্রমণ করেন। আজও অনেক লোক আসিয়াছে, তন্মধ্যে দুইটি ভদ্রলোক পার্কের একদিকে ইষ্টক-নির্ম্মিত আসনে উপবিষ্ট প্রকৃতিদেবীর প্রকৃতিজন-মুগ্ধকারী মনোহারী দৃশ্যের কথা আলাপ করিতেছেন। হঠাৎ একজন বলিলেন—ভাই ধীরেন, আমি আর বেশীক্ষণ বসিতে পারিব না। আমাকে এখনই যাইতে হইবে।

ধীরেন—ভাই সুশীল তুমি কোথায় যাবে? তোমার মামার বাড়ী নাকি? বন্ধে বাড়ী আসিয়াছ, একটু সঙ্গেরও সুযোগ দেও না।

সুশীল—ভাই ধীরেন, মামার বাড়ী যাব না—মাধ্বগৌড়ীয় মঠে যাব।

ধীরেন—পাঠ শুন্তে নাকি? আচ্ছা ভাই, অতদূর না গিয়ে নিকটে......বাবুদের বাড়ী চল না। সেখানে নবদ্বীপের বড় পাঠক পাঠ করিতেছেন।

সুশীল—না ভাই, পাঠকের পাঠ শুনব না। আর বিশেষতঃ তুমি যে পাঠকের কথা বলছ, তার পাঠত শুনবই না।

ধীরেন—কেন কি হয়েছ, পাঠকেরা কি পাঠ করিতে জানেন না? যিনি পাঠ করেন, তিনিই ত পাঠক। আর...... তার উপর তোমার অত আক্রোশ কেন?

সুশীল—ভাই ধীরেন, তুমি এককালে অনেক কথা বলে ফেল্‌লে। এখন বল্‌বার পালা আমার। তবে বলবার আগে বলি যে, তুমি তোমার নামের সার্থকতা রাখ্‌বে। আচ্ছা তুমি কি কখনও মাধ্বগৌড়ীয় মঠে গিয়াছ?

ধীরেন—মাঝে মাঝে গিয়াছি বৈ কি। তবে ঠিক যাওয়ার মত যাইনি, শুনেছি মঠের সকলেই শিক্ষিত, ত্যাগও যথেষ্ট আছে। তবে নাকি তাঁরা অন্যের কুৎসা করে থাকেন।

সুশীল—ঠিক বলেছ। মঠবাসী সকলেই ত্যাগী ও শিক্ষিত। তবে অপরের কুৎসা সম্বন্ধে যাহা ব'ল্‌ছ, সে সম্বন্ধে আমি যতদূর জেনেছি বল্‌ছি যে তাঁরা কাহারও নিন্দা করেন না। তবে যাদের আচার ব্যবহার কুৎসিত, তারাই নিজেদের কুৎসার কথা লোকসমাজে প্রচার হচ্ছে জেনে মঠবাসিগণকে বৃথা দোষারোপ করে। মাধ্বগৌড়ীয়মঠবাসীর বিশেষত্ব এই যে—তাঁহারা দোষিব্যক্তির দোষগুলি বলিয়া দেন এবং নিজেরা নির্দ্দোষভাবে চলিয়া অপরকে দোষশূন্য হইতে বলেন।

ধীরেন—তবে দেখ্‌ছি যে মাধ্বগৌড়ীয় মঠ খুব ভাল।

সুশীল—শুধু ভাল বল্‌লে বেশী বলা হয় না। ভাই ধীরেন, তুমি জান ভারতে সনাতনধর্ম্ম আজ বিপন্ন। ধর্ম্ম বলিয়া কোন কথা আছে কি না, অনেকের ধারণার মধ্যেই নাই। আবার যাহারা ধার্ম্মিক বলিয়া খ্যাত, তাহাদের ধর্ম্ম-জীবনটা দেখ্‌লে ধার্ম্মিক হ'বার পিপাসা শুকিয়ে যায়। আজ শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর এই সনাতন-ধর্ম্ম সর্ব্বত্র প্রচারের জন্য একাকী নিজে আচরণ করিয়া প্রচার করিতেছেন। তাঁহার অলৌকিক চরিত্র, অমিত তেজ, সুদৃঢ়তা এবং সর্ব্বোপরি সাক্ষাৎ সরস্বতীর ন্যায় সর্ব্ববিদ্যায় পারদর্শিতা সুধী ও বিদ্বৎ সমাজে যুগান্তর আনয়ন করিয়াছে। বহু বহু ভাগ্যবান্ ব্যক্তি এই মহাপুরুষের শ্রীচরণাশ্রয় করিয়া নিজেদের জীবন ধন্য করিয়াছেন।

ভাই ধীরেন, যাঁহারা পাঠ করেন, তাঁহারা পাঠক সত্য বটে. কিন্তু শাস্ত্র-পাঠক যদি শাস্ত্র পাঠ করিয়া নিজের চরিত্র গঠন করিতে চেষ্টা না করেন, তবে তাঁহাদের পাঠ বা ব্যাখ্যা কি গ্রামোফোনের চীৎকার নহে? ভাই, শাস্ত্র-পাঠ পাঠক ও শ্রোতাকে শিষ্ট করিয়া শাস্ত্রোদ্দিষ্ট সুপথে পাঠিয়ে দেয়। তাহাই আমাদের হইয়েছে কি? ঢাকা সহর অনেক পাঠকের আয়ের স্থান। এখানে একখানা শাস্ত্র-গ্রন্থ খুলিয়া পড়িতে পারিলেই পাঠক হওয়া যায় এবং লেখাপড়া শিখিয়া প্রতিদ্বন্দ্বিতার বাজারে চাকুরী করিয়া যে অর্থোপার্জ্জন কষ্ট-সাধ্য, তাহা অনায়াস-লভ্য হয়। এই কার্ত্তিক মাসে নিয়ম সেবার সুযোগ পাইয়া অনেক পাঠক এখানে আসিয়াছেন। সকলেই আমাদের ন্যায় গৃহী। আজকালকার যে হাওয়া, তাহাতে তাঁহাদিগেরও স্ত্রী পুত্রাদির অনেক সখের আব্দার মিটাতে হয়। সুতরাং আমাদের এত কষ্টোপার্জ্জিত অর্থগুলি পাঠকদিগের শাস্ত্র পাঠের দক্ষিণা দিতে অযথা ব্যয়িত হয়। অনেক পাঠকের নিজের এবং পাল্যবর্গের কাহার কাহারও চরিত্র বর্ণনা করিতে ঘৃণার উদ্রেক হয়। মোট কথা তাহারা আমাদিগের ন্যায় বুদ্ধিহীন গৃহস্থকুলের অন্নে প্রতিপালিত সুচতুর ভোগী। আর দেখ, মঠবাসী সেবকগণ সমস্ত ভোগ ছাড়িয়া শাস্ত্রানুযায়ী আচারে আচারবান্। গৃহস্থের দ্বারে দ্বারে গিয়া বক্তৃতা পাঠ কীর্ত্তন করিতেছেন: তাঁহারা এই সকলের বিনিময়ে অর্থাদি কিছুই গ্রহণ করেন না। তবে মাঝে মাঝে উৎসবের নামে আমাদিগের নিকট হইতে ভিক্ষা বলিয়া যাহা গ্রহণ করেন, তাহা এই সংসারে শাস্তি-ভিক্ষুক আমরা আমাদিগকে শান্তি দিবার জন্য। আমরা যে পরিমাণে অর্থ তাঁহাদিগকে দেই, তাহার পরিবর্ত্তে তাঁহারা আমাদিগকে ক্রমাগত প্রদান করেন। ভাই ধীরেন! ভিখারীর বেশে আমাদিগের ন্যায় চির ভিখারীকে নিত্যধনে ধনী করিতেছে ইঁহাদিগের মত আর করিতেছে কে?

তাই বলি, আসল আর নকল।

প্রাপ্ত পত্র

মাননীয়—

শ্রীল নদীয়া-প্রকাশ পত্রিকার সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু—

মহাত্মন! আমরা বিষয়ী। বিষয়ে কোন প্রকার সুখ না থাকিলেও বিষ্ঠা-গর্ত্তের কৃমির ন্যায় সেই বিষয়কে ত্যাগ করিতে পারি না। আপনারা অহৈতুকী দয়াময়, তাই আমাদিগকে কত না কত প্রকারে বিষয় ছাড়াইবার ব্যবস্থা করিতেছেন।

গৃহে বেশ সুখেই ছিলাম সর্ব্বক্ষণ এ অভাব, সে অভাব আসিয়া সুখের নেশা ভাঙ্গিবার চেষ্টা করিতেছিল। কিন্তু আশারাণী তাহার রংবেরংএর মনোহারী বসনখানা মাঝে মাঝে সামনে আনিয়া সে অভাবগুলিকে অভাব ভাবিবার সুযোগ দেন নাই। এমন সময় ঢাকা শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠ হইতে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেকভারতী মহারাজের এক আহ্বান-পত্র পাইলাম। পত্রে লেখা ছিল,—

"সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত!!! আমরা আমাদের নিত্য-প্রভুকে ভুলিয়া এই বিশ্বে আসিয়া পড়িয়াছি। কারাকর্ত্রী দুর্গাদেবী এই চতুর্দ্দশ ভুবনরূপ দুর্গে আবদ্ধ করিয়া আমাদিগকে অধনকে ধন-বুদ্ধি করা রূপ অপরাধের সাজা—ত্রিতাপ দিতেছেন। এ হেন সময় না জানি কোন্ অজানা ভাগ্যে ভুবন-পতির হৃদয়-সর্ব্বস্ব প্রভুপাদ, সগণে অবতীর্ণ হইয়া পতিত আমরা, আমাদিগকে প্রভুর প্রভুর চরণ-প্রান্তে লইবার জন্য আসিয়াছেন। এ সুযোগ, যে সে সুযোগ নয়। এ সুযোগ কোটী কল্পেও আসে না; আবার আসিলেও বেশীক্ষণ থাকে না। শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠে মাসাধিক-কালব্যাপী বৈষ্ণবের সেবা-মহোৎসব হইবে। আপনি পত্র-পাঠ এখানে আসিয়া প্রভুদত্ত এই সেবা-সুযোগ গ্রহণ করুন।"

শীতকালে প্রভাত হইয়া গেলেও দুষ্ট ছেলে পড়ার ভয়ে শয্যা ছাড়ে না। লেপ গায়ে করিয়া শুইয়া থাকে। জননী উঠিবার জন্য বারম্বার ডাকাডাকি করিলেও 'এই উঠিতেছি' বলিয়া শুইয়া থাকে। শেষে বিরক্ত হইয়া জননী যখন বালকের গায়ের লেপটী কাড়িয়া লয়, তখন বালকের যেমন শয়নের ইচ্ছা থাকিলেও শয়ন-সুযোগ হয় না, শ্রীল ভারতী মহারাজের পত্র খানা এ দরিদ্র প্রজার উপর ঠিক তেমনই কার্য্য করিল। শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠে যাইবার ইচ্ছা বলবতী হইয়া উঠিল। তবে গৃহের বন্দোবস্ত করিয়া যাইতে হইবে বলিয়া দুই এক দিন দেরী হইয়া গেল।

৮ই কার্ত্তিক বৈকালে শ্রীমাধ্ব গৌড়ীয় মঠে পৌঁছিলাম। মঠসেবকগণ সেবা-কার্য্যে কেহ বা অন্যত্র গিয়াছেন, আর কেহ বা মঠেই সেবায় নিযুক্ত আছেন। সন্ন্যাসী মহারাজ কতিপয় ভদ্র লোকের সহিত শ্রীহরি-কথা বলিতেছেন। আমাকে দেখিবা মাত্রই পরমাত্মীয় যেমন বহু দিন পরে পরমাত্মীয়ের দর্শনে পরমানন্দিত হন, সেইরূপ এমন এক ভাব ও ভাষা প্রকাশ করিলেন যে, আমার ন্যায় ভাব ও ভাষাহীন ব্যক্তির হৃদয়েও ভাবোদয় করিল। আমার বাক্ রোধ হইল, কিছুক্ষণ নীরব না হইয়া পারিলাম না। বাহিরে নীরব হইলেও মন নীরবে তাহার রব ছাড়িল না। ভাবিলাম এ কোন্ জগতের ভালবাসা এবং এর পরিমাণ কত!

সন্ধ্যা আরতি বাজিল। শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ ও বিনোদকান্ত জীউর আরাত্রিক দেখিবার জন্য. দেখিলাম আমার ন্যায় বহু লোক তথায় উপস্থিত। ভুবন-ভোগে ভ্রান্ত আমরা আমাদিগের ভোগবৃত্তি ছাড়াইয়া সেবাবৃত্তি বৃদ্ধি করিবার জন্য পাবনাবতারী শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর ভুবন-মোহন কৃষ্ণচন্দ্র এবং ভুবন-মোহন-মোহিনী শ্রীমতী রাধারাণী যে ভাবে অবতীর্ণ হইয়াছেন, তাহা দর্শনে আকৃষ্ট না হইয়া কেহই থাকিতে পারে না। ভোগাগার গৃহে ভোগ-দৃশ্য দেখা বন্ধ করিয়া যিনি সব ভোক্তা জগন্নাথের রূপ-মাধুরী দর্শন করাইতে আকর্ষণ করেন, তিনি আমাদের কে?

আরতির পর মানসর্তি বাড়াইয়া কীর্ত্তন আরম্ভ হইল। গুরুদাসগণ গৌর-বিহিত কীর্ত্তন যেভাবে গান করিলেন, তাহা মাদৃশ বিষয়-কথা কীর্ত্তনরত ব্যক্তির হৃদয়ে ক্ষণকালের জন্য স্পন্দন না করিয়া ছাড়িল না।

কীর্ত্তনের পর পাঠ আরম্ভ হইল। পাঠক শ্রীল ভারতী মহারাজ স্বয়ংই। পাঠের বিষয় ছিল শ্রীপ্রহ্লাদ-চরিত্র। তার মধ্যে সেদিন অর্চ্চন সম্বন্ধে ব্যাখ্যা হইয়াছিল। এরূপ ব্যাখ্যা আমি কেন, কেহই কখনও শুনিয়াছেন কিনা জানি না। কেন না আমরা বোধ হয় কেহই ভগবদ্ভজন করিব বলিয়া পাঠ শুনি না এবং পাঠক মহাশয়ও ভজনের উদ্দেশ্যে পাঠ করেন না। স্বামিজী মহারাজ শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্ম স্মরণ করিয়া শ্রীল জীবগোস্বামী-কৃত ক্রমসন্দর্ভ টীকা আলোচনা আরম্ভ করিলেন; শ্রোতার সংখ্যা এত অধিক যে স্থানাভাবে অনেকে এমন আলোচনা ছাড়িয়া অনিচ্ছাসত্ত্বেও চলিয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। আমার মত বিষয়ী বিষয়ের অর্চ্চনে সর্ব্বক্ষণ নিযুক্ত। কিন্তু সপার্ষদ প্রভুপাদ আমাদিগকে অর্চ্চন বিজ্ঞান দান করিয়া অর্চ্চনীয় নিত্যপ্রভুর অর্চ্চনে নিযুক্ত করিবার জন্যই নির্গুণ ভগবদ্বিগ্রহকেও প্রকট করিয়াছেন। এমন অমন্দোদয়-দয়া বিতরণকারী বিষ্ণুপাদ আমার ন্যায় অধমের প্রতি এত কৃপালু, একি প্রভুপাদের কৃপায় ভাবিবার অবকাশ পাইব না?

শ্রীমদ্ভাগবত পাঠের বিষয় সময়ান্তরে প্রকাশ করিবার আশা রহিল। উপরি-উক্ত বিষয়টী আপনার সুবহুল প্রচারিত শ্রীপত্রিকায় প্রকাশ করিলে চিরবাধিত হইব।

আপনাদের অযোগ্য ভৃত্য
শ্রীধীরেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

পর-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

সম্প্রতি পর বিদ্যাপীঠে নিম্নলিখিত শিক্ষণীয় বিষয়নিচয়ের অধ্যাপকের আসনসমূহ সংস্থাপিত হইয়াছে—বিদ্যার্থিগণ আবেদন করুন।

১। সাহিত্যাসন, ২। ঐতিহ্যাসন,
৩। সম্প্রদায়বৈভবাসন, ৪। ভক্তিশাস্ত্রাসন,
৫। তত্ত্বশাস্ত্রাসন, ৬। বেদান্তাসন,
৭। একায়নাসন।

শ্রীনন্দলাল রায় বি, এ, কাব্যতীর্থ, বিদ্যাসাগর,
সম্পাদক—পরবিদ্যাপীঠ, শ্রীধাম মায়াপুর।

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৪০্ চাল্লিশ টাকা।

২৭২৪ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে, সপ্তচত্বারিংশ খণ্ডে সূচী ছাপা হইতেছে।

৪৬শ খণ্ড গ্রন্থ নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে ১৫।৵০ সাধারণ পক্ষে ২০৸৵০। প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৵০, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ।৴০।

দশম স্কন্ধ ছাপা হইতেছে। দশম স্কন্ধের ভিক্ষা ১২্, অগ্রিম সাধারণের পক্ষে ৮্।

৫০ অধ্যায়পর্য্যন্ত নবম সংখ্যা ছাপা হইয়াছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

"শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত"

সম্পূর্ণ ছাপা শেষ হইয়াছে

আদি, মধ্য, ও অন্ত্যলীলা এবং সূচী ছাপা হইয়া সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছেন। যাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ১০্ টাকা ভিক্ষার তৃতীয় সংস্করণ ৪্ টাকায় না পাইয়া অপূর্ব্ব সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের জন্যই উহার ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছেন। সেই ১০্ টাকার এক বিরাট্ গ্রন্থ নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা পূর্ণ না হওয়া পর্য্যন্ত ৫্ টাকা ভিক্ষায় দেওয়া হইবে। গ্রাহকগণ সত্বর হউন পরে আর এ সুযোগ দেওয়া হইবে না।

শ্রীচৈতন্য লীলার ব্যাস আদিকবি

শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র গ্রন্থ ৮্ স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫্

নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪৷৷০ টাকা

শ্রীচৈতন্য মঠের যাবতীয় গ্রন্থ

কার্য্যাধ্যক্ষ, গ্রন্থ-বিভাগ, শ্রীচৈতন্য মঠ
পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া
—অথবা—
শ্রীগৌড়ীয় মঠ ১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা
ঠিকানায় পাওয়া যাইবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—...ক ...ল শ্রীচৈতন্য মঠের ঠিকানায় লিখিবেন।

উড়িয়া ভাষায় প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

যে সব উৎকলবাসী ভক্তগণ বাংলা পড়িতে জানেন না, তাঁহাদের শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর প্রচারিত পরম উপাদেয় ভক্তি-কথা জানিবার স্বর্ণ সুযোগ উপস্থিত। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে উড়িয়া-ভাষায় নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হইয়াছে। বাংলা গ্রন্থের তুলনায় উড়িয়া গ্রন্থগুলির ভিক্ষাও অপেক্ষাকৃত অল্প।

গ্রন্থের নাম	ভিক্ষা
শ্রীহরিনাম চিন্তামণি, প্রতিখণ্ড,	৷৷০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	১্
সাধন পথ (শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টক) প্রতিখণ্ড	।০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৷৷০
কল্যাণ কল্পতরু প্রতিখণ্ড	৵০
একত্রে ৩খণ্ড লইলে	।০
গীতাবলী প্রতিখণ্ড	৴১০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৵১৫
শরণাগতি—প্রতিখণ্ড	৴০
একত্রে ৩খণ্ড লইলে	৵৫

প্রাপ্তিস্থান { শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ, কটক এবং শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, পুরী

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিম্নলিখিত মঠসমূহে প্রাপ্তব্যঃ—

১। শ্রীচৈতন্য মঠ,—পোঃ, শ্রীধামমায়াপুর, (নদীয়া)।
২। শ্রীগোদ্রুমদানের মঠ,—চাঁপাহাটি, সমুদ্রগড় পোঃ, (বর্দ্ধমান)।
৩। শ্রীভাগবত আসন,—ভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৪। শ্রীগৌড়ীয় মঠ,—১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড্, কলিকাতা।
৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ,—গোবর্দ্ধকুটী, পুরী,
৬। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ,—উড়িয়া বাজার, কটক।
শ্রীভাগবত মঠ,—চিরাকাঁদা, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।
শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ,—৯নং অগস্ত্যকুণ্ডপুরা, কাশী, ইউ, পি।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,—ছিপিগলি, বৃন্দাবন, মথুরা, ইউ, পি।
শ্রীপরমহংস মঠ—নিমসার পোঃ, সীতাপুর, ইউ পি।
১১ শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ,—কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল, পাঞ্জাব।
১২ শ্রীমাধবগৌড়ীয় মঠ,—৯০নং নবাবপুর রোড্, ঢাকা।
১৩ শ্রীগদাইগৌরাঙ্গ মঠ,—বালিয়াটি, ঢাকা।
১৪ শ্রীপ্রপন্নাশ্রম,—আমলাযোড়া, রাজবাঁধ পোঃ, বর্দ্ধমান।
১৫ শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ,—ডুমরকোন্দা, চিরকুণ্ডা পোঃ, মানভূম।
১৬ শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয় মঠ,—আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী, উড়িষ্যা।

এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণের নিকটও নদীয়া-প্রকাশ প্রাপ্তব্য।

১। শ্রীযুক্ত জনার্দ্দন ঘোষ—৭ম লঞ্জ ক্রে রোড, খুলনা
২। শ্রীযুক্ত রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিরত্ন—দেওয়ানগঞ্জ, হলদিবাড়ী কুচবিহার।
৩। শ্রীযুক্ত রামরঞ্জন রায়—৭৮৷২নং শ্রীগোপাল মল্লিক লেন, কলিকাতা
৪। শ্রীযুক্ত অমূল্যকুমার সরকার এম, ডি, ও, ফৈজাবাদ।
৫। মিঃ এন্ ডি, মুখার্জ্জি—এম, এস, ওয়ার্কস দি মল, কানপুর।
৬। শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী জ্যোতিভূষণ—স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া
৭। শ্রীরাসবিহারী দাস অধিকারী, নবদ্বীপ।
৮। শ্রীবিরাজমোহন দে—মনমোহন প্রেস, নবাবপুর, ঢাকা।
৯। শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ গড়গড়ি বেড়াচাঁপা, ২৪ পরগণা।

চৈতন্যমঠের গ্রন্থাবলী

শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুর বিরচিত

ভক্তি-গ্রন্থাবলী।

উৎকৃষ্ট কাপড়ে বিলাতী ধরণে বাঁধাই স্বর্ণালঙ্কৃত। চতুর্থ সংস্করণ। বিস্তৃতবিষয়সূচীসহ

জৈবধর্ম্ম

বাঁধাই ২৲ দুই টাকা

প্রকাশিত হইয়াছে

সনাতন ধর্ম্মশাস্ত্র বেদ, বেদান্ত, উপনিষৎ গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত, পুরাণ, তন্ত্রাদি সকল গ্রন্থ পাঠ করিবার অবসর অতি অল্প মানবের ঘটিয়া থাকে। অনেকের যোগ্যতা না থাকায় সেই সমস্ত গ্রন্থের মর্ম্ম অবগত হইতে পারেন না। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বাঙ্গালীর এই অসুবিধা দূরীভূত করিবার জন্য এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

বিদ্যালয়ের ছাত্র ও শিক্ষকগণের বিশেষ পাঠ্য, এই হেতু শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টার বাহাদুর ইহা সমস্ত বিদ্যালয়ের জন্য অনুমোদন করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

প্রথম খণ্ড ভিক্ষা ১৲ একটাকা

যুক্তিপূর্ণ শাস্ত্রবাক্য দ্বারা প্রত্যেক মানবের নিত্য কর্ত্তব্য ও অনিত্য সাময়িক কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। গ্রন্থের প্রতি উক্তি সনাতন শাস্ত্রবাক্য দ্বারা সমর্থিত ও প্রমাণিত হইয়াছে। দেহের, মনের ও আত্মার ধর্ম্ম কি? স্বদেশ, সমাজ, নীতি, ধর্ম্ম কি? ইত্যাদি বিষয় ক্রমানুসারে এমন সুন্দরভাবে যুক্তিসহকারে আলোচিত হইয়াছে যে, প্রথম পংক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত পাঠ না করিয়া নিবৃত্ত হওয়া যায় না।

শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ভিক্ষা ৵০

ঐ প্রমাণ খণ্ড ভিক্ষা ৵০

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিহার ও লীলাভূমি নয়টী দ্বীপসম্বন্ধে। এই নয় দ্বীপের প্রাচীন বিবরণ— প্রত্যেক দ্বীপে শ্রীমহাপ্রভুর লীলা— প্রত্যেক দ্বীপের পরিচয়, শ্রীধাম-মাহাত্ম্য—ধামাপরাধ কি? ইত্যাদি বিষয় বিশেষভাবে মনোহর ছন্দে বর্ণিত। পকেট সাইজ প্রায় ১৫০ পৃষ্ঠা।

শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ

উজ্জ্বল রোয়েল ৪ কাগজে উত্তম কাগজে ছাপা— শ্রীনবদ্বীপধাম দর্শনে ভাবুক দর্শনকারীর কি প্রকার ভাবের উচ্ছ্বাস হয়, তাহা এই গ্রন্থে বর্ণিত। অতি চমৎকার ভিক্ষা চারি আনা।

শ্রীকৃষ্ণসংহিতা

৷৵০ দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভৃতি উপদেশচ্ছলে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিচার অতি সুন্দরভাবে বর্ণিত হইয়াছে। তথা স্বয়ং শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদিষ্ট শিক্ষা ও উপদেশ নিষ্কপটভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব জগতে অভিনব গ্রন্থ !!

ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতি-গ্রন্থাবলী :—

শরণাগতি

পকেট সাইজ
অষ্টম সংস্করণ
ভিক্ষা ৵০ আনা

দেহ ও মনের চেষ্টা আনুগত্য লইয়া জীব যখন জীব বুঝিতে পারে, তখন একমাত্র নিত্যানন্দ শ্রীভগবানের প্রতি তাঁহার কোন জাতীয় আবেগময়ী প্রার্থনা হয় এবং শ্রীভগবানে সর্ব্বান্তঃকরণে নিষ্কপটে কি প্রকারে শরণাপন্ন হইতে হয়, ইত্যাদি বিষয়ক প্রাণস্পর্শী প্রার্থনা ও আত্মসমর্পণমূলক গান। তাড়াতাড়ি সংস্করণও প্রকাশিত হইয়াছে।

ভিক্ষা প্রতি খণ্ড ৵০ এক আনা।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা — ৵০, নবদ্বীপশতক — ৵০

অষ্টপঞ্চক — ৵০

কল্যাণকল্পতরু

পকেট সাইজ
পঞ্চম সংস্করণ
ভিক্ষা ৵১০

আমরা প্রত্যহ নূতন নূতন অভাব ও কামনার বশবর্ত্তী হইয়া পুনঃপুনঃ যে অকল্যাণকে কল্যাণ বলিয়া গ্রহণ করি এবং তাহার নিকট কল্যাণ কামনা করি, তিনি যে নিত্য কল্যাণ করেন না, তাহা ... এবং কোন বস্তু আমাদের নিত্য কল্যাণদাতা এবং কিভাবে আমরা সেই কল্যাণদাতাকে লাভ করিব, এই সকল কথা সরল গানে লিখিত। এই গ্রন্থ বাস্তবিকই কল্যাণের কল্পতরু; ইহা প্রত্যেকেরই নিত্যকল্যাণ প্রদান করে।

শ্রীল চক্রবর্ত্তি ঠাকুরের টীকা সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের কৃত টীকা ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কৃত বঙ্গানুবাদ। শ্রীধরস্বামীর অন্বয়, শ্লোকসূচি, বিষয়সূচি প্রভৃতি ... প্রায় ৮২৫ পৃষ্ঠা। উৎকৃষ্ট বাঁধাই ২৲ দুই টাকা। কাগজে বাঁধা ১॥০

শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ কৃত ভাষ্য সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

কাগজ ও ছাপা উৎকৃষ্ট। বিশেষ বাঁধাই, সোনার জলে নাম লেখা রাজসংস্করণ ৩৲ টাকা। সাধারণ সংস্করণ ১॥০, গৌড়ীয়ের গ্রাহকপক্ষে ১।০

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি

(বৈষ্ণবএন্সাইক্লোপিডিয়া)

বিষয়:— ... ভাগবতের শব্দাবলীর অর্থ, ... শ্রীমন্দির ও শ্রীবিগ্রহের বিবরণ ... বৈষ্ণবগ্রন্থ ... সমূহের তালিকা ... বিষয় বিশেষ ... শাস্ত্রীয় আকর ... প্রকাশিত হইয়াছে। ... (২য় খণ্ড যন্ত্রস্থ)।

শ্রীভাগবতসন্দর্ভ

—১ম খণ্ড ১৲ এক টাকা

২য় খণ্ড ১৲ এক টাকা—শ্রীমদ্ভাগবতের গ্রাহক ও গৌড়ীয় গ্রাহকগণ ... টাকায় ... পাইবেন। ... শ্রীজীব গোস্বামিপাদের ... ভাগবতের অর্থ ... হইতেছে।

শ্রীমদ্গোপালভট্ট গোস্বামী সংকলিত

সদাচারস্মৃতিঃ

ভিক্ষা ৵০ মাত্র

প্রাপ্তিস্থান শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (প্রাচীন নবদ্বীপ) নদীয়া।

... জ্যোতিষ ...

... মূল্য ... আনা, ... আনা। ... আনা।

প্রকাশক—১১৭নং ... লোয়ার চিৎপুর রোড, পোঃ ..., কলিকাতা।

রেজেষ্টার্ড

মদন মঞ্জরী

বটিকায় স্বপ্ন ও প্রস্রাবের সহিত, ইন্দ্রিয়শক্তির হ্রাস, প্রস্রাবে শুক্রপাত, বহুমূত্র, মাথা ঘোরা, বুক ধড়ফড়ানি, অনিদ্রা প্রভৃতি লক্ষণ সত্বর নির্দ্দোষ আরোগ্য হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ৪০ বটী ১৲ এক টাকা।

"নপুংসকত্বারি ঘৃত"

পুরুষত্বহানি রোগে ব্যবহারে ধ্বজভঙ্গ আরোগ্য করিয়া শক্তিসম্পন্ন করে। মূল্য ২ তোলা ১৲ টাকা।

"শ্রীমদনবিলাসিনী বটিকা"

বীর্য্য ধারণ করত স্তম্ভনশক্তি স্থায়ী ও বৃদ্ধি করিতে অতুলনীয়। মূল্য ১৬ বটী ১৲ এক টাকা।

রাজবৈদ্য নারায়ণজী কেশবজী

১৭৩নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

বরগা

করগেট টীন, জানালার গরাদে

দালানের ফুলদার রেলিং ও

বেড়াঘেরা কাঁটাতার ইত্যাদি

সুলভে বিক্রয় করি

চন্দ্র মুখার্জ্জি এণ্ড সন্স

৩৮নং ক্যানিং স্ট্রীট কলিকাতা

কেরার্স কুইনিন

নূতন এবং পুরাতন ম্যালেরিয়ার যম

ইহাতে উপযুক্ত মাত্রায় আর্সেনিক, ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড ও কুইনিন, আমোনিয়া প্রভৃতি মিশ্রিত আছে।

এই কেয়ার্স কুইনিন দ্বারা ইনজেকশন করিলে একটী বা দুইটী ইনজেকশনেই সকলপ্রকার কঠিন ম্যালেরিয়া জ্বর বন্ধ করে এবং ছয় হইতে বারটী ইনজেকশনে ম্যালেরিয়ার সমস্ত উপসর্গ নষ্ট করিয়া দেয়।

৬ এম্পুলপূর্ণ প্রতি বাক্স—মূল্য ২৲, ডজন ৩৲ টাকা

বাংলা কেমিক্যাল এণ্ড ক্লিনিক্যাল ল্যাবরেটারিতে প্রস্তুত। ... ফ্রি স্কুল ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

পর-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

এখানে আহার এবং বাসস্থান দিয়া বিদ্যার্থিগণকে বিভিন্ন শিক্ষণীয় বিষয় শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। অনেক ছাত্র ইতোমধ্যেই আসিয়া পাঠ আরম্ভ করিয়াছেন। বর্ত্তমান বর্ষে সকল ছাত্রই গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন!

প্রধান অধ্যাপক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রচন্দ্র কাব্য ব্যাকরণ-সাংখ্য-বেদান্ত ষড়্‌দর্শনতীর্থ, সাংখ্যভূষণ, বেদান্তরত্ন, সাহিত্যশাস্ত্রী, ষড়্‌দর্শনবাচস্পতি।

অধ্যাপক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গৌরদাস ব্রহ্মচারী ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীধাম মায়াপুর পরবিদ্যাপীঠ, (নদীয়া)

বেদনাঞ্জন

শ্রেষ্ঠরত্ন

কলিকাতা কংগ্রেস একজিবিসন হইতে বহু প্রশংসা প্রাপ্ত ও বহু গণ্যমান্য ভদ্রমহোদয়গণ কর্ত্তৃক প্রশংসিত।

আজকাল বাজার-চলন মিশ্রিত ও বিষাক্ত আহার্য্য সেবনে শরীরের রক্ত স্বতঃই দোষিত হইয়া পড়িতেছে। রক্তই মানব-দেহের শ্রেষ্ঠ উপাদান, এই রক্ত দোষিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মানব বাত, বেদনা, মাথাধরা, মাথাঘোরা, দৃষ্টিশক্তির হ্রাস, দাঁতের গোড়া ফুলা, দাঁত কনকনানি, দাঁতে পোকা এবং খোস, চুলকানি প্রভৃতি কষ্টদায়ক চর্ম্মরোগে আক্রান্ত হইতেছে। যদি আপনি একান্তই ব্যাধিমুক্ত হইতে চান, তাহা হইলে অযথা পয়সার অপব্যয় না করিয়া অল্প ব্যয়ে এক শিশি বেদনাঞ্জন ক্রয় করিয়া ইহার কার্য্যকারী-শক্তি উপলব্ধি করুন। গুণের তুলনায় মূল্য অত্যল্পমাত্র, এক শিশি ।৵০ আনা মাত্র মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান- এ, সি, চাটার্জ্জী এণ্ড ব্রাদার্স।

৪৫নং হলকাটি লেন, সালিকা হাওড়া।

সকল মণিহারী দোকানে ও বড় বড় ডাক্তারখানায় পাওয়া যায়।

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

যদিও অদ্যাপি প্রকৃত মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য, তথাপি যাঁহারা নানাবিধ অনিয়মিত উপায়ে অপরিমিত শক্তি নষ্ট করিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন এবং নানা প্রকার মেহ, প্রমেহ ধাতুদৌর্ব্বল্য, স্নায়বিক দুর্ব্বলতা, বহুমূত্র, দুঃস্বপ্ন, পারদ-সংক্রান্ত পীড়া, অর্শ এবং স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে যাহারা বাধক, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, সূতিকা, শ্বেত ও রক্তপ্রদর, হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি রোগে ভুগিয়া জীবনে নিরাশ হইয়াছেন, তাঁহারা আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটাল সাহেবের আবিষ্কৃত **ইলেক্ট্রিক সলিউসন** ব্যবহার করিয়া বাঁচিতে পারেন, তাহার শত সহস্র প্রমাণ প্রতি বৎসরেই পাওয়া যাইতেছে যাঁহারা অন্যান্য বহুবিধ ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরোগ্য হইতে পারেন নাই, তাঁহারা একবার এই ঔষধটী ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক মাসের ব্যবহারোপযোগী এক শিশি ঔষধ ডাকমাশুল সহ ১৸০ টাকা মাত্র।

সোল এজেণ্ট—ডাঃ ডি, ডি, হাজরা।

ফতেপুর, গার্ডেনরীচ পোষ্ট, কলিকাতা।

ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

অধ্যক্ষ

শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম.এ. এফ.সি.এস. (লণ্ডন)

ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক

(প্রফেসার)

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ বিশুদ্ধ ও শাস্ত্রমতে নিজ তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হয়। পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ক্যাটালগ পাঠান হয়। রোগের বিবরণ জানাইলে যত্নপূর্ব্বক ব্যবস্থা দেওয়া হয়। চিঠি পত্রাদি সম্পূর্ণরূপে গোপন রাখা হয়।

মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দুর)

(বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৪৲ টাকা

উৎকৃষ্ট স্বর্ণ, পারদ ও আমলাসার গন্ধক দ্বারা যথাশাস্ত্র প্রস্তুত।
নিত্য প্রয়োজনীয় সর্ব্বরোগনাশক মহৌষধ।

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৩৲ টাকা

উৎকৃষ্ট কাশীর আমলকী, বংশলোচন প্রভৃতি যাবতীয় উপাদানে পূর্ণ মাত্রায় যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। কফ, কাসি, সর্দ্দি, যক্ষ্মা, ক্ষয়রোগ, হৃদরোগ প্রভৃতি রোগের মহৌষধ। সর্ব্বপ্রকার দুর্ব্বলতা নাশক অতিশয় পুষ্টিকর মহৌষধ বা খাদ্য বিশেষ।

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬৲ টাকা

ইহা সেবনে ধাতুদৌর্ব্বল্য, শুক্রহীনতা, স্বপ্নদোষ, প্রমেহ ও ধ্বজভঙ্গ সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায়। ইহা অপারসীম আনন্দদায়ক রসায়ন।

অবলাবান্ধব যোগ

প্রদর, বাধক প্রভৃতি জরায়ুদোষ ও যোনিগত দুরারোগ্য রোগের মহৌষধ
মূল্য—১৬ মাত্রা ২৲ টাকা। ৫০ মাত্রা ৫৲ টাকা মাত্র

বিশুদ্ধ জল! ভয় নাই! বিশুদ্ধ জল!!

লক্ষ্মী টিউব-ওয়েল কোং

২০৫নং নবাবপুর, ঢাকা

বর্ত্তমান-যুগের নব-আবিষ্কৃত যন্ত্রপাতি দ্বারা উন্নত বৈজ্ঞানিক-খনন-প্রণালীতে নলকূপ (*Tube-well*) নির্ম্মাণ করা হয়। বঙ্গের লাট বাহাদুর, প্রাইভেট সেক্রেটারী, জিলা-ম্যাজিষ্ট্রেট, জিলা-বোর্ডের চেয়ারম্যান, ইঞ্জিনিয়ার, জমিদার, তালুকদার, প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত ভদ্রমহোদয়গণ এই কোম্পানীর কার্য্য দেখিয়া প্রশংসা করিয়াছেন। রাসায়নিক পরীক্ষায় জল বিশুদ্ধ না হইলে মূল্য গৃহীত হয় না। বিস্তৃত বিবরণের জন্য পত্র লিখুন।

বিনামূল্যে বিনামূল্যে

বিতরিত

স্বাস্থ্যের সার "কামশাস্ত্র" গ্রন্থখানি চৌদ্দ লক্ষের উপরে বিতরিত হইয়াছে। উহা পাঠে মানবের পরিণাম ফলাফল জানা যায়।

এই পুস্তক যিনি লিখিয়াছেন, তিনিই "আতঙ্কনিগ্রহ বটিকা"র আবিষ্কর্ত্তা। এই বটিকা দুর্ব্বলকে সবল করে এবং সবল ব্যক্তিকে অটুট ও অক্ষয় রাখে। বত্রিশ বটিকা পূর্ণ প্রতি কৌটার মূল্য ১৲ টাকা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান :—আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়।

১১৪নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মনোমোহন প্রেস

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা

পূর্ব্ব-বাঙ্গালায় সুলভে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত
বৈদ্যুতিক মেশিনে দিবারাত্র কাজ চলিতেছে
বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন-ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা।

শ্রীমায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—শ্রীবিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

সংস্করণ

Registered No. C 1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩।০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহ

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২॥০
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ১৫

সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র।

খণ্ড] সম্পাদক—প্রত্নবিদ্যালঙ্কার শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী [২০৮ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্য মঠ, শ্রীধাম মায়াপুর—২২শে কার্ত্তিক শুক্রবার ১৩৩৬, ৮ই নভেম্বর ১৯২৯

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থাবলী

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—শ্লোক সূচী, বিষয়-সূচী প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত। ভিক্ষা, প্রতি খণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৶০ গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশ গ্রাহক পক্ষে ।০
২। ভাষ্য-সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ) ৫৲
৩। গৌড়ীয়-গৌরব ।৶০
৪। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।০
৫। ভজনরহস্য ॥০
৬। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
" " " আবাঁধা ৸০
৭। গীতা (শ্রীবলদেবভাষ্যসহ) বাঁধা ২৲ আবাঁধা ১॥০
৮। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি-টীকা-সহ) বাঁধা ২৲ আবাঁধা ১॥০
গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ॥০
৯। বৃহদ্ভাগবতামৃত সারোদ্ধৃত ও প্রমেয়রত্নাবলী সানুবাদ ২৲
১০। বেদান্তসূত্রসার সানুবাদ ॥০
১১। জৈবধর্ম্ম ২৲
১২। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৩। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৪। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ॥৶০
১৫। দীপ-নিদর্শন ৵০
১৬। সাধনপথ (৩য় সংস্করণ) ।৶০
১৭। আচার ও আচার্য্য ।৶০
১৮। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
১৯। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৵০
২০। শ্রীনবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ।৶০
২১। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য (প্রমাণখণ্ড) ।৶০
২২। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
২৩। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা দর্পণ ।০
২৪। শরণাগতি, গীতাবলী, সাধনকথা, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, নবদ্বীপশতক, অর্থপঞ্চক ও সদাচারস্মৃতি মোট ।৶০
২৫। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ও উপদেশ ৵০
২৬। সাধককণ্ঠমণি ।০
২৭। সংস্কার-দীপিকা ।০
২৮। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড) ৩৲
২৯। সার্ব্বভৌম শিক্ষাষ্টকম্ ৵০
৩০। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ৸০
৩১। মণিমঞ্জরী সানুবাদ ।০
৩২। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৩৩। শ্রীচৈতন্যভাগবত (বিরাট, দ্বিতীয় সংস্করণ) ৫৲

এতদ্ব্যতীত বৈষ্ণব-ধর্ম্মের কয়েকখানি ইংরাজি ধর্ম্ম-গ্রন্থ আছে, পত্র পাঠাইলে ডাকযোগে ক্যাটলগ পাঠান হয়।

প্রাপ্তিস্থান ঃ—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

২। শ্রীগৌড়ীয় মঠ—১নং উল্টাডিঙ্গি জংসনরোড কলিকাতা।
৩। শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠ—৯০নং নবাবপুররোড, ঢাকা
৪। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ—উড়িয়াবাজার, কটক
৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ—পোড়াকুঠী, পুরী
৬। শ্রীসনাতনগৌড়ীয় মঠ—৪নং জগজ্জীবনপুরা, কাশী
৭। শ্রীগৌড়ীয় মঠ দিল্লী কার্য্যালয়, ১০১১ হনুমান্‌রোড, নিউদিল্লী।
৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ—ছিপিগলি, বৃন্দাবন।
৯। শ্রীভাগবত প্রেস, গোয়াড়ী—কৃষ্ণনগর।
১০। শ্রীএকায়ন মঠ, হাইষ্ট্রীট, কৃষ্ণনগর।

সংক্ষিপ্ত নবদ্বীপ পঞ্জিকা

২১ দামোদর ২২ কার্ত্তিক ৮ নভেম্বর শুক্রবার গর্ভোদশায়ী উ ৬।১২ অ ৫।১৫ গৌরসপ্তমী রা ২।৫৬ উত্তরাষাঢ়া দি ২।১৬ শূলযোগ দি ১।৫৭ গরকরণ পরে বণিজ রা ৩।৫৬ গতে বিষ্টিকরণ।

২২ দামোদর ২৩ কার্ত্তিক ৯ নভেম্বর শনিবার ক্ষীরোদশায়ী উ ৬।১৩ অ ৫।১৫ গৌরাষ্টমী রা শে ৫।৪৮ শ্রবণা দি ৪।৪৪ গণ্ডযোগ দি ১০।২৫ বিষ্টিকরণ দি ৪।৫২ গতে ববকরণ। **গোষ্ঠাষ্টমী, গোপাষ্টমী। শ্রীনিবাস আচার্য্য, শ্রীগদাধর দাস ও শ্রীধনঞ্জয় পণ্ডিতের তিরোভাব। শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠে মহোৎসব।**

২৩ দামোদর ২৪ কার্ত্তিক ১০ নভেম্বর রবিবার বাসুদেব উ ৬।১৩ অ ৫।১৪ গৌর-নবমী দিবারাত্র ধনিষ্ঠা হৃষীকেশ সন্ধ্যা ৬।৫৬ বৃদ্ধিযোগ দি ১০।৪২ বালবকরণ।

২৪ দামোদর ২৫ কার্ত্তিক ১১ নভেম্বর সোমবার সঙ্কর্ষণ উ ৬।১৪ অ ৫।১৪ গৌর-নবমী প্রাতঃ ৭।১৯ শতভিষা রা ৮।৪৬ ধ্রুবযোগ রা ১১।২২ কৌলবকরণ।

২৫ দামোদর ২৬ কার্ত্তিক ১২ নভেম্বর মঙ্গলবার প্রদ্যুম্ন উ ৬।১৫ অ ৫।১৪ গৌরদশমী দি ৮।২৪ পূর্ব্বভাদ্রপদ রা ১০।৬ ব্যাঘাতযোগ দি ১০।২২ গরকরণ পরে বণিজ রা ৮।৪০ গতে বিষ্টিকরণ।

২৬ দামোদর ২৭ কার্ত্তিক ১৩ নভেম্বর বুধবার অনিরুদ্ধ উ ৬।১৫ অ ৫।১৩ গৌরৈকাদশী দি ৮।৫৮ উত্তরভাদ্রপদ রা ১১।৫৮ হর্ষণযোগ দি ৯।৩৮ বিষ্টিকরণ দি ৮।৫৮ গতে ববকরণ। **শ্রীউত্থানৈকাদশীর উপবাস। ভীষ্মপঞ্চক। ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীগৌরকিশোর দাস গোস্বামী মহারাজের তিরোভাব। শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠে ও কোলদ্বীপ (কুলিয়া) সমাধি মন্দিরে কীর্ত্তন মহোৎসব।**

নানা কথা

নবদ্বীপে ভেট সমস্যা

নবদ্বীপবাসীর ভবে একটি সমস্যা আসিয়াছে—এই সমস্যা হইতেছে ঠাকুর দর্শনী অর্থ অর্থাৎ "ভেট"; এই ভেটের জ্বালায় নবদ্বীপের উপর বিদেশী যাত্রীর অশ্রদ্ধা ঈর্ষা জন্মাইতেছে এবং নবদ্বীপের দুর্নাম করিতেছে।

—বঙ্গবাণী

দস্যুনেতার কাণ্ড

প্রধান মন্ত্রীকে আক্রমণ

... ৩১ নভেম্বরের সংবাদে প্রকাশ ... উহরক এবং তাহার কতিপয় সহকর্মী প্রধান মন্ত্রী লায়েপ্ট-চেপকে আক্রমণ করিবার অভিযোগে আদালতে অভিযুক্ত হইয়াছিল। ফলে দস্যুনেতার প্রতি আজীবন কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছে। অন্যান্য দস্যুদের প্রতি ১০ হইতে ১৫ বৎসর কারাদণ্ডের ব্যবস্থা হইয়াছে।

আবহাওয়ার বিবরণ

গত ৩রা নভেম্বর রবিবার বেলা ৮টা হইতে ৪ঠা সোমবার বেলা ৮টা পর্য্যন্ত আবহাওয়ার নিম্নলিখিত সংবাদগুলি পাওয়া গিয়াছে।

বাঙ্গলা—আকাশ প্রায় সর্ব্বত্র পরিষ্কার। চট্টগ্রাম উপকূল ছাড়া সর্ব্বত্র নাতিশীতোষ্ণ অবস্থা বিদ্যমান।

আসাম—তেজপুরে ৫০ ইঞ্চি এবং ডিব্রুগড়ে এক পসলা বৃষ্টি হইয়াছে। উত্তর পূর্ব্ব আসামের চেরাপুঞ্জীতে আকাশ গভীর মেঘাচ্ছন্ন—অন্য সর্ব্বত্র আকাশ পরিষ্কার। দাক্ষিণ আসামে রাত্রিতে বেশ শীত পড়ে।

বিহার উড়িষ্যা—উড়িষ্যা আকাশে সামান্য মেঘ দেখা যায়—অন্য সর্ব্বত্র পরিষ্কার। দক্ষিণ বিহার ও ছোটনাগপুরের অনেক স্থানে গরম কমিয়া গিয়াছে।

দার্জ্জিলিং—উত্তাপ ৫৪ ও ৪৩ ডিগ্রীর মধ্যে ছিল। কলিকাতা (আলিপুর) উত্তাপ ৮৬ ও ৫৭ ডিগ্রীর মধ্যে ছিল

হুইটলী কমিশনের কার্য্য তালিকা

হুইটলী কমিশন গত ৪ঠা নভেম্বর দিল্লীতে স্বাস্থ্যবিভাগের সহকারী ডাইরেক্টার মেজর ওয়েব প্রিন্টিং ও ষ্টেশনারী বিভাগের কনট্রোলার মিঃ কুমের সাক্ষ্য গ্রহণ করিয়াছেন, আগামী ১০ই নভেম্বর কমিশন আজমীরে গমন করিবেন। পরদিন তাঁহারা বি, বি, ও সি, আই, রেলের কারখানা এবং নিউ উভলিং ও ট্রেডিং কোম্পানীর কারখানা পরিদর্শন করিয়া রেলওয়ে কর্মচারী সঙ্ঘের জেনারল সেক্রেটারী এবং রেলওয়েদর্মুরের ২জন প্রতিনিধির সাক্ষ্য গ্রহণ করিবেন।

"যৌবনের ডাক" বাজেয়াপ্ত

গত ৫ই নভেম্বর প্রাতঃকালে ৩১নং রসা রোডস্থিত আর্য্য পাবলিশিং কোম্পানীতে পুলিশ খানা তল্লাস দেয় এবং ৯৫ খানা যৌবনের ডাক নামক পুস্তক লইয়া যায়। রাজদ্রোহাত্মক বলিয়া উক্ত বহিখানাকে গত রবিবার দিবস কলিকাতা গেজেটের এক অতিরিক্ত সংখ্যায় বাজেয়াপ্ত করা হয়।

গত এক মাসে আরও দুইবার আর্য্য পাবলিশিং কোম্পানীতে খানাতল্লাস হইয়াছে।

বাসের পেট্রোল ট্যাঙ্কে অগ্নি

বাস ভস্মীভূত

গত ২রা নভেম্বর সন্ধ্যায় কাদিবাজারে শ্রীযুক্ত পারলচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর একখানি বাসের পেট্রোল ট্যাঙ্কে হঠাৎ আগুন ধরিয়া যায় তৎক্ষণাৎ সমস্ত বাসখানিতে আগুন জ্বলিতে থাকে। কয়েক মিনিটের মধ্যে বাসখানি ভস্মীভূত হয়। একটী দোকান খড়ের বারান্দাও আগুনে পুড়িয়া যায়। সৌভাগ্য বশতঃ কেহ আহত হয় নাই। বাসের চালক এবং আরোহিগণ সময় মত বাহিরে আসিয়া পড়িয়াছিল।

জাল নোট ও টাকা

পাঁচজন গ্রেপ্তার

হাবড়ার এক সংবাদে প্রকাশ, বঙ্গীয় সি, আই, ডি পুলিশের ডেপুটী সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট রায় সাহেব ফণিকুমার গুপ্ত হাওড়া গোয়েন্দা পুলিশের রায় সাহেব অনাথ বন্ধু চক্রবর্ত্তী ও তাঁহার দলবলসহ হাওড়া জেলার অন্তর্গত শ্যামপুর গ্রামের দুইটী বাড়ীতে খানাতল্লাস করিয়া ৫ ও ১০ টাকার বহু সংখ্যক জাল নোট, বহু জাল টাকা এবং মুদ্রা ও নোট জাল করার কয়েকটী ছাঁচ ও অন্যান্য সরঞ্জাম পাইয়াছেন। এই সম্পর্কে পরীক্ষিত মহাপাত্র ও আর ৪ জন বাঙ্গালী গ্রেপ্তার হইয়াছে। ধৃত ব্যক্তিদিগকে উলুবেড়িয়ায় প্রেরণ করা হইয়াছে এবং আরও তদন্তের জন্য তাহাদিগকে হাজতে রাখা হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

কমন্স সভায় ভারত সম্বন্ধে প্রশ্নোত্তর

লণ্ডনের ৪ঠা নভেম্বরের সংবাদে প্রকাশ, কমন্স সভায় কোনও সদস্যের প্রশ্নের উত্তরে মিঃ ওয়েজউড বেন বলেন—ভারত-সচিব হিসাবে ভারত পরিদর্শনের অভিপ্রায় আপাততঃ তাহার নাই।

ভারতবর্ষ-সম্পর্কিত প্রশ্নাবলীর উত্তরে তিনি বলেন—বড়লাটের ঘোষণার প্রতি আপনারা লক্ষ্য করিবেন; ইহার বেশী আর কিছুই আমার বক্তব্য নাই।

মিঃ হাউয়ার্ড বারি জিজ্ঞাসা করেন,—সাইমন কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশিত না হওয়া পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিলে হইত না কি? সভাপতি মহাশয় তাঁহাকে এস্থলে বাধা দেন।

জেল হইতে কয়েদীর পলায়ন

প্রকাশ, গত সোমবার রাত্রে আলিপুর সেণ্ট্রাল জেল হইতে ৪ জন কয়েদী পলায়ন করিয়াছে। আলিপুর পুলিশ তদন্ত করিতেছে।

চিত্রগুপ্তের খতিয়ান

কলেরা

প্রাদেশিক স্বাস্থ্য-বিভাগের রিপোর্টে প্রকাশ, গত ২৬শে অক্টোবর যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, উক্ত সপ্তাহে আসানসোল মাইনিং সেটেলমেণ্ট, কলিকাতা এবং বাঙ্গালার ৯টি জেলাতে কলেরায় মৃত্যুসংখ্যা বাড়িয়াছে।

নদীয়া ২৮৯-৩৪৭, আসানসোল মাইনিং সেটেলমেণ্ট ৪-১৫ হইয়াছে। কলিকাতা ৩১-৪১, বীরভূম ১১-১৫, মেদিনীপুর ৩৭-৬০, হুগলি ৬-২২, হাওড়া ১২-৩৬, ২৪ পরগণা ২৭-৪৫, যশোহর ৫-৮৩, ঢাকা ৪-২২, ফরিদপুর ২-৩৫,

নিম্নলিখিত জেলাসমূহে মৃত্যু সংখ্যা কমিয়াছে।

বর্দ্ধমান ১৮-১৪ খুলনা ৮৮-৩৬, রাজসাহী ৩২-৫৭, দিনাজপুর ৪১-৩০, জলপাইগুড়ী, ১৬-১৩; পাবনা ১৫-৮, মালদহ ১০-৮, কুচবিহার ৩৭-৩৩;

বসন্ত

বসন্তে মৃত্যু নদীয়া ১, বীরভূম ১,—কলিকাতা ১, মৈমনসিং, ত্রিপুরা, নোয়াখালী প্রভৃতি স্থানেও একজন করিয়া মারা গিয়াছে।

ইনফ্লুয়েঞ্জা

ইনফ্লুয়েঞ্জায় কলিকাতায় মারা গিয়াছে ১১, হুগলীতে ১।

দেশলাইয়ের কারখানায় অগ্নি

গত ৫ই নভেম্বর প্রাতে ৮টার একটু পরে গার্ডেনরীচস্থ ক্যালকাটা ম্যাচ ফ্যাক্টরীতে আগুন লাগিয়া যায়। তৎক্ষণাৎ ফায়ার ব্রীগেড ৪ খানা এঞ্জিন লইয়া ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়।

একটী গুদামে দেশলাইয়ের কাঠি বোঝাই ছিল। সেই গুদামটীতে সর্ব্বপ্রথম আগুন ধরিয়া যায়, তাহার সন্নিহিত দেশলাইয়ের খালি বাক্স পূর্ণ গুদামেও আগুন ধরিয়া যায়। ফায়ার ব্রীগেডের বিশেষ চেষ্টায় আগুন নির্ব্বাপিত হয়। এই অগ্নিকাণ্ডে প্রায় ৩০০০৲ টাকা ক্ষতি হইয়াছে।

সারদার বিবাহ বিলের প্রতিবাদ

কানপুরের ৪ঠা নভেম্বরের সংবাদে প্রকাশ, মুসলমানগণ বাল্য-বিবাহ বিলের হাত হইতে মুক্ত পাওয়ার জন্য এবং এই বিপদ্ হইতে তাঁহাদের সরিয়তকে উদ্ধার করিবার জন্য ৯ই নবেম্বর বড়লাট সকাশে এক ডেপুটেশন পাঠাইবেন। উক্ত ডেপুটেশনে কানপুরের খাঁন বাহাদুর হাফিজ হেদায়েৎ হোসেন এম, এল, সিকে সভ্য হওয়ার জন্য আমন্ত্রণ করা হইয়াছে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২২শে কার্ত্তিক শুক্রবার—১৩৩৬

সাময়িক-প্রসঙ্গ

বৈষ্ণব ধর্ম্মই একমাত্র সনাতন ধর্ম্ম। অদ্বয়জ্ঞান তত্ত্ববস্তু বিভুচিৎ ভগবানের বিভিন্নাংশ জীব অণুচিৎ হইলেও শ্রীভগবানের নিত্যত্ব-হেতু তাঁহারও নিত্যত্ব স্বতঃ-প্রমাণিত। বিভুচিৎ কর্ত্তৃক অণুচিৎএর আকৃষ্ট হওয়াও স্বাভাবিক। এই আকর্ষণের উপলব্ধিই জীবস্বরূপের বৈষ্ণবতা এবং অনুপলব্ধিই অবৈষ্ণবতা। জীবস্বরূপের অণুত্ব-প্রযুক্ত তাঁহার মায়াবশযোগ্যতা থাকায় দৈবক্রমে যে মায়িক-বৈচিত্র্যে আকৃষ্ট হইয়া অবৈষ্ণবতা বরণ করিয়া বসে। তখনই তাঁহার স্বরূপগত ধর্ম্মের সনাতনত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ উপস্থিত হয় এবং মায়ামুগ্ধচিত্তে ভুক্তি বা মুক্তি-বাসনা সেই স্বরূপ-ভ্রান্ত জীবকে হতোদ্যম করিয়া ফেলে। নতুবা 'বৈষ্ণব-ধর্ম্ম—আধুনিক'—এরূপ কোন ধারণার উদ্ভবই হইতে পারে না। 'আমার' পরিচয় কেবল দেহ-সম্বন্ধ মাত্রে পর্য্যবসিত হইলে আমি সনাতনের পরিবর্ত্তে অধুনাতনই হইয়া পড়ি। "মমৈবাংশো জীবঃ", 'মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ' প্রভৃতি সনাতনী বাণী আমার সেবোন্মুখ কর্ণের গোচরীভূত না হওয়া পর্য্যন্ত আমার স্বরূপ-জ্ঞানাভাব নিবন্ধন স্বরূপ-গত ধর্ম্মের সনাতনত্ব বিচারে আমি পরাঙ্মুখ থাকি।

ব্রহ্মসূত্রের 'জন্মাদ্যস্য যতঃ' সূত্র তাঁহার অকৃত্রিম ভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবতের উপক্রম প্রারম্ভানুসারে যাঁহারা বিচার করিয়াছেন এবং 'যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি' প্রভৃতি শ্রুতি-বচনও যাঁহাদের আলোচনা আছে, তাঁহারাই ভক্তিতত্ত্ব বা বৈষ্ণবত্বের সনাতনত্ব উপলব্ধি করিতে সমর্থ। কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবতবিধি ভাষ্যানুসারে বেদান্ত-বিচার না করিয়া বেদান্ত-পাঠ-দ্বারা অনেকেই মায়াবাদী হইয়া পড়িতেছে। হর সাক্ষাৎ শঙ্কর হইলেও তিনি ভগবানের আদেশে অসুরকুলকে বঞ্চনার জন্য মায়াবাদ নামক অসচ্ছাস্ত্রের প্রবক্তা হইয়াছিলেন। পাদ্মোত্তরখণ্ডে "মায়াবাদমসচ্ছাস্ত্রং প্রচ্ছন্নং বৌদ্ধমেব চ। ময়ৈব বিহিতং দেবি কলৌ ব্রাহ্মণমূর্ত্তিনা॥" এই শঙ্করোক্ত শ্লোকে শঙ্করের গূঢ় উদ্দেশ্য ব্যক্ত হইয়াছে। বঞ্চিতগণ পাদ্মোক্ত সেই শ্লোকের প্রামাণ্যে সন্দিগ্ধচেতা হইয়া ব্রহ্মসাযুজ্যরূপ আত্মবিনাশকেই তাঁহাদের প্রয়োজনরূপে বরণ করিতেছেন এবং বিষ্ণুদাস্য বা বৈষ্ণবতাকে আধুনিক প্রভৃতি বলিয়া গর্হণের প্রয়াস পাইতেছেন। এই জন্যই যক্ষ-প্রশ্নোত্তরে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির বলিয়াছিলেন—'ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ॥' (মহাভারত বনপর্ব্বান্তর্গত আরণেয়পর্ব্ব ৩১৩অঃ ১১৭শ্লোক দ্রষ্টব্য) অর্থাৎ 'ধর্ম্মতত্ত্ব গূঢ়রূপে আচ্ছাদিত আছে। শাস্ত্রাদি পাঠ করিয়াও ধর্ম্মতত্ত্ব পাওয়া সুকঠিন। সুতরাং সাধুগণ যাঁহাকে মহাজন বলিয়া স্থির করিয়াছেন, তিনি যে পন্থাকে শাস্ত্রপন্থা বলিয়াছেন, সেই পথেই অপর সকল ব্যক্তির গমন করা উচিত।'—(অমৃতপ্রবাহভাষ্য মধ্য ১৭।১৮৬)।

মহাজনানুগত্যে ধর্ম্মতত্ত্ব বিচারপর না হইলে শ্লোকের মুখ্য তাৎপর্য্য কৃষ্ণভক্তিকে না বুঝিয়া অন্যপ্রকার বুঝিয়া বসিতে হয় তাই শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে উক্ত হইয়াছে—

'যাহ ভাগবত পড় বৈষ্ণবের স্থানে
একান্ত আশ্রয় কর বৈষ্ণব-চরণে
চৈতন্যের ভক্তগণের নিত্য কর সঙ্গ
তবে ত' জানিবা সিদ্ধান্ত-সমুদ্র-তরঙ্গ॥'

শ্রীমদ্ভাগবত (৬।৩।১৯) বলিতেছেন—

"ধর্ম্মং তু সাক্ষাদ্ভগবৎপ্রণীতং
ন বৈ বিদুর্ঋষয়ো নাপি দেবাঃ।
ন সিদ্ধমুখ্যা অসুরা মনুষ্যাঃ
কুতো নু বিদ্যাধরচারণাদয়ঃ॥

(যমরাজ তাঁহার দূতগণকে বলিতেছেন,—) সত্যধর্ম্ম সাক্ষাৎ ভগবৎপ্রণীত, ভৃগু প্রভৃতি সত্ত্বগুণ প্রধান ঋষিগণ তথা দেবতা, প্রধান প্রধান সিদ্ধ, অসুর, মনুষ্যগণ—কেহই তাহা জানেন না; বিদ্যাধর ও চারণাদির ত' কথাই নাই।

সুতরাং এই ধর্ম্মতত্ত্ব যাহার তাহার জ্ঞাতব্য বিষয় হইতে পারে না। মহামতি বিদ্বান্ মুনি ঋষিও যাহা জানিতে পারেন নাই, তাহা দুই চারিখানি পুঁথি পড়িয়াই বুঝিয়া লইব—এইরূপ ধারণাপর ব্যক্তিগণই হয় বৈষ্ণবতাকে 'আধুনিক' বলেন, না হয় 'সনাতন' মুখে বলিয়াও কার্য্যে নিতান্ত আধুনিক হন। "তবে ধর্ম্মের এই গূঢ় রহস্য কাহারা জ্ঞাত আছেন?"—এরূপ প্রশ্নের সম্ভাবনা লক্ষ্য করিয়া যমরাজ আবার বলিতেছেন (৬।৩।২০-২১)—

"স্বয়ম্ভূর্নারদঃ শম্ভুঃ কুমারঃ কপিলো মনুঃ
প্রহ্লাদো জনকো ভীষ্মো
বলির্বৈয়াসকির্বয়ম্॥
দ্বাদশৈতে বিজানীমো ধর্ম্মং ভাগবতং ভটাঃ
গুহ্যং বিশুদ্ধং দুর্ব্বোধং যং জ্ঞাত্বামৃতমশ্নুতে॥"

হে দূতগণ, স্বয়ম্ভু, নারদ, শম্ভু, চতুঃসন, দেবহূতি-নন্দন কপিল, স্বায়ম্ভুব মনু, প্রহ্লাদ, জনক, ভীষ্ম, বলি, শুকদেব এবং আমি (যম)—আমরা এই দ্বাদশজনমাত্র ভাগবত-ধর্ম্মতত্ত্ব অবগত আছি। এই ধর্ম্ম অতিশয় নির্ম্মল, গুহ্য ও দুর্ব্বোধ; ইহা জ্ঞাত হইলে জীবের ভগবৎ-পাদপদ্মসেবা-প্রাপ্তিরূপ মুক্তিলাভ হইয়া থাকে।

উক্ত দ্বাদশজন মহাজন শ্রীমদ্ভাগবত-কথিত কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ পরমভাগবত বৈষ্ণব। ইঁহাদিগকে যাঁহারা আধুনিক বলিয়া নিজেরা পৌরাণিক সাজিতে চাহেন, তাঁহারা তাঁহাদের সঙ্কীর্ণ মতবাদ লইয়া সন্তুষ্ট থাকুন, আমরা তাঁহাদের বুদ্ধিমত্তার প্রশংসা করিতে পারি না।

জীবমাত্রেই বিষ্ণুর অংশ, সুতরাং বিষ্ণুদাস্য তাঁহাদের স্বরূপ-গতধর্ম্ম। সেই সার্ব্বজনীন পরমোদার ধর্ম্মকে একটী সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতার মধ্যে ফেলিয়া "আমরা বৈষ্ণব নহি" বলিতে যাওয়া বড়ই দুঃখের বিষয়। শ্রীভগবান্ ব্রজেন্দ্রনন্দন দ্বাপরান্তে বৃন্দাবনে আদি কবি ব্রহ্মার হৃদয়ে যে পরমসত্য বাস্তব তত্ত্ববিজ্ঞান স্ফূর্ত্তি করাইয়াছিলেন, সেই তত্ত্ববিবেকই কলিহত জীবহৃদয়ে স্ফূর্ত্তিলাভ করাইবার জন্য তিনিই স্বয়ং আবার অভিন্ন-বৃন্দাবন শ্রীধাম-নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। সুতরাং তাঁহার প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম আধুনিক নহে। কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীভগবান্ গৌরসুন্দরের পাদপদ্মে আত্মসমর্পণ পূর্ব্বক তাঁহার নিজজনের আনুগত্যে শ্রীমদ্ভাগবত-কথিত নিত্য-সত্য-সনাতন শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবাণীর শ্রবণ কীর্ত্তনই জীবের প্রকৃত মঙ্গললাভের পন্থা। মহাপ্রভুর আচার প্রচারকে যতই আধুনিক বলার চেষ্টা হইবে, ততই নিত্য মঙ্গলের একমাত্র পথ বৈষ্ণবতা হইতে চ্যুত হইয়া অবৈষ্ণবতারূপ আত্মবিনাশকে বরণ করিতে হইবে।

শ্রীভগবানের পরম মঙ্গলময় শাব্দিক অবতার শ্রীমদ্ভাগবত-বর্ণিত শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত স্বয়ং আচরণ করিয়া প্রচার করিবার জন্যই স্বয়ং ভগবানের ভক্তভাবাঙ্গীকার পূর্ব্বক নবদ্বীপ-লীলা প্রকটন। মহাত্মা তোতারাম দাস বাবাজী-কথিত আউল, বাউল, কর্ত্তাভজা, নেড়া, দরবেশ, সাঁই, প্রাকৃত সহজিয়া, সখিভেকী, স্মার্ত্ত, জাতগোঁসাই, অতিবাড়ী, চূড়াধারী, গৌরনাগরী—এই ত্রয়োদশ অপসম্প্রদায় গৌরাঙ্গ পরিচয়ে কতকগুলি ভাগবত-বিগর্হিত ব্যভিচারকে 'বৈষ্ণব ধর্ম্ম' বলিয়া চালাইতেছে বলিয়া তাহাই বৈষ্ণব-ধর্ম্মের আধুনিকত্ব প্রমাণের কারণ স্বরূপ না হয়, ইহাই সুধীজনের নিকট আমাদের কাতর প্রার্থনা। শ্রীশ্রীবিশ্ব-বৈষ্ণবরাজসভার পক্ষ হইতে উক্ত ত্রয়োদশ অপ এবং ঊন সম্প্রদায়ের আচারিত এবং প্রচারিত তথাকথিত বৈষ্ণবতা যে সর্ব্বৈব ভক্তিসিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধ ও রসাভাসদোষদুষ্ট অবৈষ্ণবতা এবং উহাদের আচরণ কোন মতেই যে বৈষ্ণবধর্ম্মের অঙ্গ বলিয়া স্বীকৃত হইতে পারে না, তাহা উপযুক্ত সাত্বত-শাস্ত্র প্রমাণদ্বারা স্পষ্টরূপে লোকলোচনের গোচরীভূত করা হইতেছে। সত্যানুসন্ধিৎসুগণ নিরপেক্ষভাবে তাঁহাদের প্রকাশিত গ্রন্থ ও সাময়িক পত্র আলোচনা করিলে তাহা প্রকৃষ্টরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়া সত্য নিরূপণের সুযোগ লাভ করিবেন এবং বৈষ্ণবধর্ম্মকে আধুনিক বলারূপ বৈষ্ণবাপরাধ হইতে মুক্ত হইয়া প্রকৃত বৈষ্ণবানুগত্য স্বীকারপূর্ব্বক কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণবিধানের যোগ্যতা অর্জ্জন করিবেন।

সংশয় নিরসন

সংসারে সংশয়ই সর্ব্বনাশের হেতু। শাস্ত্র বলেন,—"সংশয়াত্মা বিনাশপ্রাপ্ত হন।" ক্ষুদ্র হইতে আরম্ভ করিয়া বৃহত্তের দিকে অগ্রসর হইলে দেখা যায়,—ইহলোক হউক আর পরলোক হউক, সবলোকেই সংশয় প্রধান অন্তরায়।

বিশ্ব কুটিলতার আগার। এখানে সকলেই আত্মগোপন করিয়া আত্মরক্ষিত হন। পরবঞ্চনা আত্মরক্ষকেরই স্বভাব। জাগতিক বিষয়-ভোগে জীবকুল পরস্পর পরস্পরকে ত বঞ্চনা করিয়াই থাকে, অধিকন্তু পরজগতের আলোচনা করিতে যাইয়াও স্ব-স্বভাব ত্যাগ করিতে পারে না।

জগতে 'ধর্ম্ম' নামে যত কথাই না চলুক, সবই ছলনা-পরিপূর্ণ। এখানে ধর্ম্মবক্তা কপট, শ্রোতা কপট এবং ধর্ম্মযাজনা কপটতা-পরিপূর্ণ।

অভাবপরিপূর্ণ অবনীতে অভাব-নিপীড়িত হইয়াও কেহই অভাবপ্রার্থনা-বিমুখ হইতে পারেন না, অপরাধী জনগণের অপরাধ-মোচক অবনীতে মায়াদেবীর এমনই এক কুহক। সুতরাং ধরণীতে ধর্ম্মযাজনে যে অনুষ্ঠানগুলি অনুষ্ঠিত হয়, তাহাও সেই অভাববৃদ্ধিকারী অভাব-প্রাপ্তিকে উদ্দেশ্য করিয়া।

বিশ্বে বক্তৃমোহের বচনেই বদ্ধ। ক্রিয়াকলাপে কোন প্রকার কার্য্যত না থাকিলেও আপনাকে আপনি অসাধারণ না ভাবিয়া পারেন না। বিপ্রলিপ্সা বা বঞ্চনাবৃত্তিই বক্তৃতা-বিজ্ঞান। সরল, ভক্ত ব্যক্তিগণকে যে যতদূর এবং যতভাবে বঞ্চনা করিতে পারেন, সেই পরিমাণে বক্তার বাহাদুরী।

শ্রবণই শ্রোতার একমাত্র অবলম্বন। শ্রবণ, অনভিজ্ঞকে অভিজ্ঞ করে এবং অবশেষে শ্রোতাকে কীর্ত্তনের অধিকার

দেহ ও ইন্দ্রিয় শ্রোতা যদি শাস্ত্রীয় বিষয়কে শ্রবণমাত্র জ্ঞান না করেন এবং শ্রুত-বিষয়টী অন্তরে বাহিরে ধারণ ও আচরণ না করেন, তবে শ্রোতার শ্রবণ শ্রবণেন্দ্রিয়ের আনন্দমাত্র প্রয়োজনসিদ্ধির পায় না। তদ্ব্যতীত শ্রোতার শ্রবণে আর একটী দোষ আছে যে, শ্রবণে যদি অনুসন্ধান আসে, তবে শ্রবণই শ্রমলাভ মাত্র সার করে।

শ্রোতা ও বক্তার উদ্দেশ্য এক হওয়া আবশ্যক। আলোচ্য বিষয় যদি ভোগ-সম্বন্ধীয় হয়, তবে ভোগী দেখিয়া শান্ত থাকিবেন থাকিবেন। আর যদি ভোগীর নিকট ভগবৎকথা না হয় অথবা সেই আলোচনার অন্তরালে বক্তার ভোগের জন্য কনকাদি লাভ এবং শ্রোতার পুণ্যাদি ভোগলাভ উদ্দেশ্য থাকে, তবে সেখানেও সম্বন্ধশূন্য বিষয়ে সংশয় নিরসন না হইয়া সংশয়বৃদ্ধি করে।

শ্রীমদ্ভাগবতে প্রহ্লাদ চরিত্রে জানা যায় যে, যেকালে দৈত্য-সম্রাট্ হিরণ্যকশিপু তনয়কে 'অধীত বিষয়ের মধ্যে উত্তম কি?'—প্রশ্ন করেন, সেকালে বালক প্রহ্লাদ অনুভবকারী এবং শাস্ত্রতাৎপর্য্যদর্শী হরিভক্তির সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন,—

শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং
পাদসেবনম্।
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্ম-
নিবেদনম্॥
ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ
ভক্তিশ্চেন্নবলক্ষণা।
ক্রিয়েত ভগবত্যদ্ধা তন্মন্যেঽধীতমুত্তমম্॥

বিষ্ণু-বিদ্বেষী অসুর এ কথায় সন্তুষ্ট না হইয়া, গুরুপুত্র ষণ্ডকে পুরস্কারের পরিবর্ত্তে তিরস্কার করিল এবং তাহাকে পুত্রের বিষ্ণু বিরোধিনী মতির উৎপত্তির মূল কোথায়, এই প্রশ্ন করিল। তাঁহাদের এত আবেদন করিয়া অসুরেন্দ্রকে পৌরোহিত্যে যথাবিধি স্তব করিয়া জানাইলেন যে, প্রহ্লাদের বিষ্ণুভক্তি নৈসর্গিকী।

ক্রুদ্ধ হিরণ্যকশিপু তখন গুরুপুত্রকে ত্যাগ করিয়া স্বপুত্রের প্রতি তর্জ্জন-গর্জ্জন করিয়া বলিলেন,—রে অধম! যদি এই মতি 'গুরুমুখী' না হইল, তবে এই অসতী মতি তুই কোথা হইতে লাভ করিয়াছিস্?

পিতার ক্রোড়ে উপবিষ্ট প্রহ্লাদ নির্ভীকভাবে বলিলেন,—"আমাদিগের ন্যায় গৃহব্রতগণের মতি স্বতঃ, অন্য অথবা পরস্পর হইতে কৃষ্ণে আকৃষ্ট হয় না। কেন না আমরা ইন্দ্রিয়ের দাস, সুতরাং ইন্দ্রিয়ভোগ এবং পুনঃ পুনঃ বিষয়-ভোগ বিষয়গুলিকে সুখপ্রাপ্তির আশায় অবলম্বন করিয়া থাকি।

'গৃহব্রত' শব্দে বক্তা ও শ্রোতা, গৃহে অবস্থিত লোকগণকেই বুঝিয়া থাকেন। বাস্তবিক বিষয় তাহা নহে;—অনিত্য শরীরই গৃহ; সেই অনিত্য শরীরের সুখ-সংগ্রহ করাই যাঁহারা ব্রত বা সঙ্কল্প করিয়াছেন, তাঁহারাই গৃহব্রত। এই দেহের প্রার্থনীয় বিষয় আহার, নিদ্রা এবং মৈথুন। এই তিনটি বিষয়কে বেশীভাবে ভোগ করিবার জন্যই বাসস্থলী গৃহ এবং ভোগ্যাদেহ সৃষ্টিকে গ্রহণ করা হয়; বিরাট্ বিশ্ব, বিশ্বধারীর বিরাট্ গৃহ এবং বিরাট্ প্রকাণ্ড, প্রেরাভোগ্য অভিমানী জীবের ভোগ্য হইলেও বিরাট্ পরিবার ধন,রত্নাদির স্বল্প অথচ ঘনসমাবেশ সংস্করণ পরিচ্ছেদ, সেইরূপ গৃহে অবস্থিত, দেহে আত্মবুদ্ধিযুক্ত আত্ম জীবের ভোগ্য বন্ধন। সুতরাং নিরপেক্ষ হইয়া বক্তা ও শ্রোতা যদি বক্তৃতার্থ পরিহার করিয়া বিচার করেন, তাহা হইলে বুঝিতে পারিবেন যে, দেহধারী জীব মাত্রেই গৃহব্রত।

গৃহব্রত কৃষ্ণবহির্মুখ বিরোধী। গৃহব্রত পাষণ্ড কোটি কোটি জন্ম কৃষ্ণসেবার অভিনয় করিলেও কৃষ্ণকামনাসেবা-প্রবৃত্তির উদয় হয় না। কার্য্যতঃ বহির্মুখ। সুতরাং গৃহব্রতজন-সঙ্গ ত্যাগ করিয়া ঐকান্তিকভাবে তাঁহাদিগের শরণাগত না হওয়া পর্য্যন্ত গৃহব্রতগণের গৃহব্রতধর্ম্ম স্বভাবই পরধর্ম্ম বলিয়া বিবেচিত হয়।

বর্ত্তমান জগৎ

(শ্রীপাদ অবধূতানন্দ দাসাধিকারী বি, এ)

আজকাল যে যুগ চলিতেছে, তাহাকে কলিযুগ বলে। কলি শব্দে বিবাদ অর্থাৎ প্রীতি বা প্রেমের অভাব। কলিযুগের লোক সাধ কলহ-প্রিয়। এই কলহ কলিযুগের কলহপ্রিয়তা জন-সাধারণের মধ্য হইতে দূর করিবার জন্য শ্রীমন্মহাপ্রভু অনুপম প্রেমধর্ম্মের প্রচার করিয়াছেন।

জনসাধারণের মধ্যে যে বাদ-বিসম্বাদ প্রবলবেগে চলিতেছে, তাহা শ্রীচৈতন্যের প্রেমে সম্পূর্ণ অবলম্ব হইলে প্রশমিত হইতে পারে। এই কারণেই প্রেম সঙ্কীর্ত্তন। শ্রীচৈতন্যদেব প্রেমের ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যদেবের ভক্তগণ তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণে চেতনের সঙ্গে যে প্রেম—অন্তরায় অন্তরায় প্রীতি—তাহা প্রচার করিয়া সাধারণের মধ্যে প্রীতি ও প্রেমের স্রোত প্রবাহিত করিতে প্রয়াস পাইতেছেন। কিন্তু বিরোধী সম্প্রদায়ের অভাব নাই। উঁহারা এই বিবদমান যুগোপযোগী প্রীতিকে ধর্ম্ম নাম দিয়া প্রচার করিয়া অচৈতন্যবস্তুর প্রতি ধাবমান হইতেছেন। ইহার ফলে বিবাদ প্রশমিত হওয়া দূরে থাক, উত্তরোত্তর দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হইতেছে। কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীগৌরসুন্দর এই বিবাদ-বিসম্বাদের মূলে কুঠারাঘাত করিবার জন্যই সকলকে প্রেমমন্ত্রে দীক্ষিত করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। তাঁহার ফলে বিশ্বে পূর্ণানন্দের স্রোত প্রবাহিত করিয়াছেন।

জীবের স্বরূপ গোলোকের কৃষ্ণচন্দ্রের নিত্য দাস। বিবদমান জীবসমূহ নিজদিগকে কর্ম্মফলের ভোক্তা বলিয়া অভিমান করেন। নিত্য স্বরূপ বিস্মৃতির ফলেই এই ধারণা পোষণ করেন। তাঁহাদের এই প্রকার স্বতন্ত্রতার জন্য নিত্য প্রেমধর্ম্মকে আশ্রয় করিতে পারেন না, বরং উহার সহিত বিরোধাচরণে প্রবৃত্ত হন, বিশ্বজনীন ভাবের নামে বিষ্ণুবৈষ্ণব বিরোধ-সূচক কর্ম্মের আশ্রয় দিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফলকামী কপটীর নামে প্রতিষ্ঠা সংগ্রহে ব্যস্ত হন। দেহ ও মনের দ্বারা পরিচালিত হইয়া অন্য লোকগণের সহিত পার্থক্য স্থাপনে অভিলাষী হন। ভগবৎপ্রেমের পরিবর্ত্তে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষরূপ চতুর্ব্বর্গ ফল-লাভ-প্রার্থনায় অস্থির হইয়া পড়েন। দেহ মনে আসক্ত জীবের ভোগ প্রবৃত্তি প্রবল। যেখানে ভোগ-পিপাসা প্রবল, সেখানে ভোগের অনলে ইন্ধন আহুত না পড়িলেই বিবাদের সৃষ্টি। এই ভোগ পিপাসা-প্রসূত বিবাদ, নিবৃত্তি-পর ধর্ম্মাচরণ ব্যতীত শান্তি লাভ করিতে পারে না। জীবদুঃখে দুঃখী শ্রীমন্ মহাপ্রভু ভোগমগ্ন জীবের ক্লেশ দর্শনে ব্যথিত হইয়া তাহাদের উদ্ধার নিমিত্ত ভক্তভাব অঙ্গীকার করিয়া অবতীর্ণ হইয়া কিরূপ আচরণে প্রবৃত্ত হইলে পরম শান্তি লাভ করা যায়, তাহা নিজে আচরণ ও প্রচার করিয়া শিক্ষা দিয়াছেন। সম্বন্ধজ্ঞান-বিশিষ্ট হইয়া দুঃসঙ্গ বর্জ্জন করতঃ ভক্তিপথাবলম্বনেই বিবদমান যুগের বিবাদ বিসম্বাদ উপশমিত হইতে পারে। ইহা ব্যতীত দ্বিতীয় পন্থা নাই।

আজ কাল আবার বৈষ্ণব সম্বন্ধে লোকের বড়ই বিকৃত ধারণা। বৈষ্ণব বলিলেই তাঁহারা আশিক্ষিত শাস্ত্র-যুক্তিহীন, অন্ধবিশ্বাসী, গলায় মালা নাকে তিলক, হাতে ঝোলা, কৌপীন আঁটা, সাদা কাপড় পরিহিত, সঙ্গে সেবা-দাসী, গাঁজা ও তাম্রকূট পানে পটু, গানে গান,দীনতার অভিনয়যুক্ত ভাবাবিষ্ট লোকই বুঝিয়া থাকেন। মহাপ্রভু বৈষ্ণব-লক্ষণ নির্দ্দেশ-ক্ষেত্রে বলিয়াছেন—বৈষ্ণব সর্ব্বদা 'নাম পরায়ণ'।

যাঁহার দর্শনে মুখে আইসে 'কৃষ্ণনাম'।
তাঁহারে জানিও তুমি বৈষ্ণব প্রধান॥
কৃষ্ণনাম নিরন্তর যাঁহার বদনে।
সে বৈষ্ণব-শ্রেষ্ঠ, ভজ তাঁহার চরণে॥

শ্রীমন্মহাপ্রভুর নির্দ্দেশমত বৈষ্ণব না হইয়া গাঁজা পানে ব্যস্ত, স্ত্রীসঙ্গী ব্যক্তি-বিশেষ হাতে শ্রীনামের মালিকা লইয়া নামপরায়ণতার অভিনয় দেখাইলেও তাঁহারা বৈষ্ণব নহেন। 'অসৎসঙ্গ ত্যাগ—এই বৈষ্ণব আচার। স্ত্রীসঙ্গী এক অসাধু কৃষ্ণাভক্ত আর॥' ঐ সকল ব্যক্তির মুখে উচ্চারিত নামাক্ষরগুলি নাম নহে। নামাপরাধ মাত্র। ধান্য হইলে ভিতরে শস্য থাকিবে। খাইলে পুষ্টিতুষ্টি হইবে। শ্যামা গাছের বীজ ধান্যের মত দেখিতে হইলেও তাহার দ্বারা ধান্যের উপকার পাওয়া যাইবে না। বৈষ্ণব হইতে হইলে শুধু যাত্রা দলের নারদ সাজার মত সাজিয়া অভিনয় করিলে মঙ্গল হইবে না। শুদ্ধ বৈষ্ণবগণের প্রদর্শিত বর্ত্মানুবর্ত্তন করিলেই মঙ্গল হইবে। সর্ব্বদা কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা লোলুপ হইয়া কালক্ষয় করিলে এই দুর্লভ মনুষ্য-জন্ম বৃথায় ব্যয়িত হইবে। তাই বলি "লব্ধ্বা সুদুর্লভমিদং বহুসম্ভবান্তে মানুষ্যমর্থদমনিত্যমপীহ ধীরঃ। তূর্ণং যতেত ন পতেদনুমৃত্যু যাবন্নিঃশ্রেয়সায় বিষয়ঃ খলু সর্ব্বতঃ স্যাৎ॥" (ভাঃ ১১।৯।২৯)—

সুতরাং চরমকল্যাণকামী ব্যক্তিগণ পরমার্থপ্রদ দুর্লভ জন্ম লাভ করিয়া যুগধর্ম্মের বিবাদ বিসম্বাদে মত্ত না থাকিয়া নিঃশ্রেয়স লাভের জন্য যুগধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক, সংকীর্ত্তনপিতা শ্রীভগবান গৌরসুন্দরের শ্রীচরণে আত্মসমর্পণ করিয়া শ্রীনামকে আশ্রয় করিলেই প্রেমের বন্যায় অবগাহন করিয়া হৃদয়ে পরাশান্তি লাভ করিবেন।

ফিকিরে ফকির

(পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিরত্ন)

এই জগৎটার স্থানে স্থানে ঘুরিলে ফিরিলে দেখা শোনা যায়, যিনি যত ফিকির জানেন, তিনি তত বড় ফকির। ফিকিরের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার ফাকার জাহির হইতে থাকে। ফকির বা সাধু নামে বিখ্যাত হইতে পারিলে, উদরোপস্থ তোষণের জন্য আর পৃথক করিয়া কোন ভাবনা ভাবিতে হয় না। বসিয়া বসিয়া পরের মাথায় কাঁটাল ভাঙ্গিয়া খাওয়া চলে; কোন উত্তমর্ণের উপদ্রব নাই, গুরু, পুরে দ্বিগুণ ভাগ-বখরা পাইয়া নীরব থাকেন; কাজেই কোন চিন্তা ভাবনার দায় থাকিতে পারে না। এমন যে মজাদার ফকিরী তাহার ফিকির করিতে কে ছাড়ে?

কিছুদিন পূর্ব্বে বিধর্ম্মীদিগের অন্যায় অত্যাচারে ও নানাপ্রকার নৈসর্গিক কারণে এবং জনমণ্ডলীর উদাসীনতা ও অনবধানতা-বশতঃ বহু বহু প্রাচীন কীর্ত্তি ধ্বংসোন্মুখ ও বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছে। তন্মধ্যে তীর্থাদির চিহ্ন-বিলোপই উল্লেখযোগ্য।

আজ প্রায় চারিশত বৎসর পরে নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পরিচৈষণা-ফলে বহু বহু লুপ্ততীর্থাদি উদ্ধারের আয়োজন চলিতেছে। বলা বাহুল্য, এসমস্ত কার্য্যে অর্থাদির অপেক্ষা যথেষ্ট রহিয়াছে। ইহা জানিতে পারিয়া বহু সুকৃতিশালী ধনাঢ্য, মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র সকলেই স্বীয় স্বীয় শক্তি-অনুসারে দান-প্রচার-কার্য্যে আনুকূল্য বিধান করিয়া আসিতেছেন। ইহা দেখিয়া কতিপয় অসারপর, পরচ্ছিদ্রান্বেষী, মুষিক-দন্তবিশিষ্ট মৎসর ব্যক্তি তথাকথিত ছুঁচ-জ্বালা নির্ব্বাপন-প্রত্যাশী ব্যক্তির ফিকিরের সাহায্য করিয়া তাহাকে ঠেলিয়া তুলিয়া দিয়া নামজাদা ফকির বলিয়া দেশময় বিজ্ঞাপন জারি করিতেছেন।

এই ফকিরের কেরামত দেখিয়া বাউল, সাঁইবাউল, প্রাকৃত সহজিয়া প্রভৃতি শ্রীল তোতারাম দাস বাবাজীর নির্দিষ্ট অপ-সম্প্রদায়ী সমাজ একেবারে বিমোহিত; তাহাদের গভীরমির দাপটে ডিগবাজি খাইয়া পড়িতে ইচ্ছা করে। গোটা দুনিয়াটা যেন তাহাদেরই ইন্দ্রিয়যজ্ঞের আহুতি-সংগ্রহে বাহির হইয়াছে!

কিছুদিন পূর্ব্বে বঙ্গদেশ-নিবাসী কতিপয় পাঠার্থী গুরুমহাশয়ের কাণ মলায় অসন্তুষ্ট হইয়া, বিদ্যালয় পরিত্যাগ করেন। শুধু বিদ্যালয় পরিত্যাগ নহে, বিদ্যালয় যাহাতে চিরতরে লয়প্রাপ্ত হয় তাহার জন্যও খানিকটা কোমর বাঁধাবাঁধি করিয়া ছুটাছুটি করিতে ছাড়েন নাই; কিন্তু পরিশ্রম পণ্ড হইয়া ক্লেশই লাভ হইল। যাহা হউক ইঁহাদের ছোট বেলা হইতে বিদ্যালয়ে যাতায়াতের ফলে সাংসারিক কোন কাজকর্ম্মেই পারদর্শিতা লাভ করিতে পারেন নাই, সুতরাং তাঁহাদের টৈক্রবকুল ছটফট করায় অনন্যোপায় হইলেন। এইরূপে সমশ্রেণীর কয়েকজন ধুরন্ধর জুটিয়া একদিন রজনীতে গৃহ হইতে চম্পট দেন। যাহাতে যাহাতে একেবারে ডাকিনী যোগিনীর মুলুক যাইয়া উপস্থিত হইলেন। কিছুসময় এদেশ ঘুরিয়া ফিরিয়া কিছু মন্ত্রতন্ত্র শিখিয়া একটা রোজগারের ফিকির বাহির করিয়া ফেলিলেন।

একজন সাজিলেন মস্ত বড় বাবাজী, আর সকলে যেন তাঁহার চেলা। পরিচয় দিলেন, আমি বিন্ধ্যগিরির গদিয়ানের শিষ্য, জগৎমণি পরিবার, তারপর ফকিরও কিছু শিক্ষা করিয়াছি। মূল সবই ঝুটা কথা, কিছুই জানেন না, একটা ফিকির মাত্র।

চেলাদিগের বিজ্ঞাপন প্রচারের ফিকিরে ফকির মহাশয়ের নামে আতপ চাউল, দুধ, কলা, কাপড় চোপড়, রজত কাঞ্চন মুদ্রা যথেষ্ট আমদানী হইতে থাকিল। তাহার ফলে অচিরাৎ সকলেরই পুনরাশ্রমের খড়ের চাল পাকা হইল, রাবতি পাট্টা মৌরসী হইল, চাষা নাম ঘুচিয়া সাধু বাবা, মহান্ত বাবা, সন্ন্যাসী বাবা, গোসাই প্রভু, কর্ত্তা বাবা প্রভৃতি আখ্যা জুটিল। এখন তাহারাই কতকত দুর্ভাগার কাণ মলিয়া দেন, সুতরাং বিদ্যালয়ের গুরু মহাশয়ের কাণ মলাকে, তেমন ব্যক্তিগণ ও তাঁহাদের অনুসরণকারীরা কেন বরণ করিয়া বৃথা ক্লেশ ভোগ করিবেন? যেহেতু এহেন ফিকির থাকিতে ফকিরের দুঃখ কি?

ছোট বেলায় অনেক আজব কথা শুনিয়াছি, এখন দেখি শ্রীগুরুদেবের কৃপায় সেই সকল আজব কথা মূর্ত্তিমান হইয়া কল-কৌশল সহযোগে বিশিষ্ট নয়নের কৌতূহল বর্দ্ধন করিতে বসিয়াছে।

শ্রৌত মার্গগামী শ্রীরূপানুগ মহাজনের কাণ মলাকে উপেক্ষা করিয়া ঔদ্ধত্যবশতঃ তাঁহার বিদ্যালয় হইতে বহির্গত হইয়া কতকগুলি উন্মার্গগামী ব্যক্তি স্বীয় স্বীয় মতবাদকে এক একটা আধুনিক ফিকির বাহির করিয়া ২।১ জনকে ফকির সাজাইয়াছে। ইহারা নিজেরাও অশ্রৌত, অসাত্বত, এমন কি গোটা জগৎ যাহাতে তাহাদিগের অনুগামী থাকিয়া শ্রৌতবাণী শ্রবণের সুযোগ না পায় ও কোন সত্য পথাবলম্বনের আলো না পায়, তদুদ্দেশ্যে বিপুল অভিযানের আয়োজন করিয়াছে। যাহাতে শ্রীরূপানুগ মহাজনগণ-প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়টি সমূলে লয় প্রাপ্ত হইয়া অবিদ্যা-প্রণোদিত জনে জগৎ ছাইয়া পড়ে তাহারই প্রবল চেষ্টা অবিরত সমাজ করিতেছে।

সাধু সাবধান! ফকিরের ফক্কিড়িতে ভুলিবেন না! ফকিরের ফিকিরি মোহন মন্ত্রে মুগ্ধ হইবেন না। ইহারা কিন্তু ডাকিনী যোগিনীর অনুচর। মন্ত্র-রাজ্যে কঠিন সমস্যা উপস্থিত। নকল ও সাজা সাধুদিগের শুধুই ফক্কিড়ি। ইহারা শুধু ধূর্ত্তামি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে। ধূর্ত্তদিগের সহায়তা করিলে দুই দিন আগে হউক, দুই দিন পরে হউক নিজেরা ধূর্ত্ত নাম গ্রহণ করিতে বাধ্য হইতে হইবে। ধূর্ত্তের নিকট ফকিরের ফক্কিড়ি। বাস্তব গুরুদাসগণ ফকিরের ফক্কিড়িতে ভুলেন না।

উপবাস

ভোগই ভোগায়তন দেহের জীবাতু। ভোগাভাবে ভোগায়তন শুকাইয়া যায়। তাই ভোগ্য বা আহার্য্য বস্তু গ্রহণ না করাকেই লোকে উপবাস বলে।

বিশ্ব ভোগাগার। ভোগেপ্সু ভোগিগণই এই বিশ্ববাসী। সুতরাং ভোগই বিশ্ব ও বিশ্ববাসীকে এক সুদৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ করিয়াছে। এখানে ভোগের বিষয় পাঁচটী; ভোগের গ্রাহক ভোগায়তন দেহের ভোগ-গ্রহণ-দ্বারও পাঁচটী। সুতরাং ভোগত্যাগ বা উপবাস ভোগরাজ্যের রাজ্যবাসীর পক্ষে অসম্ভব হইলেও অসম্ভব।

একোপক্ষে অন্নত্যাগী অথবা অন্ন গ্রহণে অসমর্থ-স্বরূপ রোগাক্রান্ত ব্যক্তির অন্নত্যাগ ঐ ব্যক্তিদ্বয়ের উপবাস বলিয়া আখ্যাত হইলেও প্রকৃত পক্ষে উপবাস। কেন না, উভয়ে অন্ন হইতে দূরে অবস্থান করিলেও অন্ন-গ্রহণ-পিপাসা, পিপাসাগার মনেই বাস করে, বিষয়ের সহিত বিষয়ীর বড়ই প্রীতি। বিষয়ী, বিষয়ের বিষম পীড়নে বিষয় ত্যাগের অভিলাষ করিলেও বিষয় বিষয়ী-বিমুখ হইতে পারে না।

মনের স্বভাবই বিষয়-চিন্তা। বিষয়-চিন্তা ছাড়িয়া মনের অবস্থিতি আকাশ-কুসুমবৎ। নির্বিষয় জীবের বিষয়-পিপাসাই বিষয়-চিন্তার মনঃপ্রাপ্তি এবং মনের বাসনানুসারেই ভোগাগার বিশ্বে ভোগায়তন দেহ-প্রাপ্তি। সুতরাং বিষয়-ত্যাগের উপায়, বিষয়-পরিপূর্ণ বিশ্বে অসম্ভব হইলেও বিষয়াতীত বিশ্বনাথের এবং বিশ্বনাথ-জনগণের বিষয়-চিন্তা বিষয় ত্যাগের একমাত্র উপায়।

শ্রীভগবান্ রস স্বরূপ; জগতে যে রস দেখা যায়, তাহা সেই অপ্রাকৃত রসের বিকৃত, অরস বা বিরস। এই বিরস পান, বিরূপে স্বরূপ-বুদ্ধি বিশিষ্ট বদ্ধজীবের ধর্ম্ম। বিরস পানে প্রমত্ত জনগণ রস-স্বরূপ রসময়ের সেবা-চ্যুত। এই সেবা-চ্যুতিই জীবগণকে বিষ্ণু-সমীপে স্বলোক ছাড়াইয়া অবর লোকে বিষয়-সমীপে বাস করাইয়াছে। এই বিরস ত্যাগের একমাত্র উপায়,—অপ্রাকৃত রস-রসিক ভাগবতগণ সঙ্গে রসময়-ভগবানের সেবারসাস্বাদন।

আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতি-বাঞ্ছারূপ কাম বা ভোগবাসনারূপ পাপকে পরিত্যাগ করিয়া সাধু সঙ্গে অপ্রাকৃত কামদেবের উপাসনাই প্রকৃত উপবাস।

শাস্ত্র

শাসনই অশিষ্টকে শিষ্ট, অভদ্রকে ভদ্র এবং অশিষ্টকে শিষ্ট করে। শাস্ত্র, ভদ্র এবং শিষ্টের জন্য শাসনের আবশ্যকতা নাই। শাসন দুই প্রকার—আর্থিক ও পারমার্থিক। ভোগময় জগতে ভদ্রভাবে ভোগী হইবার যে শাসন, তাহা আর্থিক এবং ভোগরূপ আবরণ হইতে চিরতরে মুক্ত হইয়া নিত্যলোকে স্বভাবে বর্ত্তমান থাকিবার শাসনই পারমার্থিক শাসন।

জগৎ ত্রিগুণময়। জাগতিক সম্পর্কে সম্পর্কিত জনগণও ত্রিগুণে বিজড়িত। সুতরাং প্রত্যেকে নিজ নিজ গুণজাত স্বভাবানুসারে সেই সেই গুণের পক্ষপাতী। নিজের রুচিবিশিষ্ট বিশ্বে তাই সাত্ত্বিক, রাজসিক এবং তামসিক ভেদে শাস্ত্রও বিভিন্ন।

শ্রীভগবান্ সকল জীবেরই প্রিয়, আত্মা, ঈশ্বর ও সুহৃৎ। মূঢ়তাবশতঃ কেহ তাঁহাকে নিজ প্রভু না ভাবিলেও তিনি সকলের সেব্য। সেব্যের স্বভাবই সেবকের প্রতি কৃপা বিতরণ করা। তবে অনুগত সেবক সেই কৃপা উপলব্ধি করিতে পারেন; আর সেবা-বিমুখগণ তাহা দেখিয়াও দেখেন না। বিমুখের বিমুখতায় সেব্যবস্তু বিমুখ থাকিতে পারেন কি?

মায়ামুগ্ধজীবের কৃষ্ণস্মৃতি না থাকিলেও সর্ব্বভূতান্তর্যামী কৃপাবশে বেদশাস্ত্র প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন। এই শাস্ত্র লোক-নির্ম্মিত নহে—লোকাতীত স্বয়ং ভগবানের শ্রীমুখপদ্ম হইতে প্রকটিত-হেতু স্বতঃসিদ্ধ। ইহাতে ভ্রম প্রমাদ বিপ্রলিপ্সা ও করণাপাটবরূপ দোষচতুষ্টয়ের অবকাশ নাই। বেদশাস্ত্রকে উপনিষদ্ পুরাণাদি কীর্ত্তন করিয়াছেন। সুতরাং শ্রুতি অনুগত সেবকগণকে সেবা ছাড়িয়া থাকিবার কোন কথাই বলেন না—কেবল সম্বন্ধ, অভিধেয় এবং প্রয়োজনতত্ত্বের কথাই বলিয়াছেন।

লৌকিক জগতে লোকে কর্ম্ম না করিয়া একক্ষণও থাকিতে পারে না। আবার কর্ম্ম-সমূহ স্বীয় স্বভাবে কর্ম্ম-কর্ত্তাকে কর্ম্ম-ফল প্রদান করিতে কুণ্ঠিত হয় না। ভোগপর ও সেবাপর ভেদে কর্ম্ম দ্বিবিধ। ভোগপর কর্ম্ম কর্ম্মীকে কর্ম্মবন্ধনের পাশে বদ্ধ করে, যে পথে অনন্ত যাতনা, দুঃখ, কষ্ট এবং যে পথ অন্তহীন; সাধারণতঃ লোকের ভোগপর কর্ম্মেই রুচি। কেননা ভোগানুসন্ধান জীবকে ভগবানের রাজ্য হইতে এই স্থানে আনয়ন করিয়াছে। সেবাপর কর্ম্মে কর্ম্মানুষ্ঠাতার সেবকাভিমান এবং সেব্যের সেবা-উদ্দেশ্যেই যত কিছু আয়োজন।

রোগ হইলেই চিকিৎসার আবশ্যক হয়। আবার যে স্থানে রোগ-বৃদ্ধিকর বস্তু গ্রহণে রুচি স্বাভাবিকী, এহেন রোগীকে রোগ মুক্ত করিবার জন্য পিতা অথবা সদ্বৈদ্য যেমন লাড্ডুর লোভ দেখাইয়া রোগ-নিবারক তিক্ত-ঔষধ সেবন করান, সর্ব্বলোক-জনক, সদ্বৈদ্যরাজ শ্রীভগবানও নিজ সেবায় রুচিহীন ভবরোগাক্রান্ত জনগণকে প্রলোভনমুখে অসৎ কর্ম্ম হইতে রক্ষা করিয়া সৎকর্ম্মানুষ্ঠানে বুদ্ধির জন্য স্বর্গাদিলোকে বিবিধ ভোগের কথা ফলশ্রুতিরূপে বেদশাস্ত্রের কর্ম্মকাণ্ডে আলোচনা করিয়াছেন।

কর্ম্ম করিতে করিতে লোকে কর্ম্ম-বিজ্ঞান-লাভ করিয়া থাকে। এই হেতু কর্ম্মপ্রিয়ব্যক্তির ক্রমোন্নতির জন্য উরুক্রম ভগবান্ পরবর্ত্তিকালে জ্ঞানকাণ্ডের আলোচনা করিয়াছেন। জ্ঞানালোচনায় জ্ঞানী জ্ঞেয় বস্তু জ্ঞান লাভ করেন। তখন জ্ঞানী অজ্ঞান হইতে দূরে থাকায় নিত্যারাধ্য দেবের সেবায় নিযুক্ত না হইয়া পারেন না। যে সেবা ছাড়িয়া তাঁহার সহজজ্ঞানের উপর অজ্ঞানের আবরণ পড়িয়াছিল এবং যে অজ্ঞানে তিনি আপনাকে ভোগী জ্ঞান করিয়া জগৎকে ভোগ্য বুদ্ধিতে ভোগ করিতেছিলেন, আজ সেই সহজ জ্ঞানের সম্প্রাপ্তিতে অজ্ঞান বিদূরিত হওয়ায় তিনি প্রভু-সমীপে বাস না করিয়া থাকিতে পারেন না। এইজন্য বেদ শাস্ত্রের চরমে উপাসনা বা সেবাধর্ম্মের কথাই উল্লিখিত হইয়াছে।

বেদ শাস্ত্রই শাসন-গ্রন্থ। অবোধ-লোকগণের বোধোদয় করাইতে বেদই শিক্ষক-শ্রেষ্ঠ। সমস্ত বিরহিত সম্বন্ধ ভগবানের সন্ধান-প্রদাতা ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক-গুরুই বেদশাস্ত্র। শ্রীভগবান আত্মবিস্মৃত জীবের শাস্ত্ররূপে নিজের সন্ধান প্রদান করিয়া সাধুগুরুরূপে ভজন-বিজ্ঞান প্রদানান্তে ভজনীয়রূপে ভক্তি-বিভাবিত অন্তরে উদিত হন। সুতরাং শাস্ত্র শ্রীভগবানেরই অভিন্ন-কলেবর।

শাস্ত্রই মায়া-পাশ ছেদনের একমাত্র শস্ত্র

পর-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

সম্প্রতি পরবিদ্যাপীঠে নিম্নলিখিত শিক্ষণীয় বিষয়নিচয়ের অধ্যাপকের আসনসমূহ সংস্থাপিত হইয়াছে—বিদ্যার্থিগণ আবেদন করুন।

১। সাহিত্যাসন, ২। ঐতিহ্যাসন,
৩। সম্প্রদায়বৈভবাসন, ৪। ভক্তিশাস্ত্রাসন,
৫। তত্ত্বশাস্ত্রাসন, ৬। বেদান্তাসন,
৭। একায়নাসন।

শ্রীনন্দলাল রায় বি, এ, কাব্যতীর্থ, বিদ্যাসাগর,
সম্পাদক—পরবিদ্যাপীঠ, শ্রীধাম মায়াপুর।

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

শ্রীগৌড়ীয়মঠ প্রকাশ হইতে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৪০৲ চল্লিশ টাকা।

২৭২৪ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে,
সপ্তচত্বারিংশ খণ্ডে সূচী ছাপা হইতেছে।

৪৬শ খণ্ড গ্রন্থ নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে ১৫।৵০ সাধারণ পক্ষে ২০৸৵০। প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৶০, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ।৵০।

দশম স্কন্ধ ছাপা হইতেছে। দশম স্কন্ধের ভিক্ষা ১২৲, অগ্রিম দাতাগণের পক্ষে ৮৲।

৫০ অধ্যায়পর্যন্ত দশম সংখ্যা ছাপা হইয়াছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

“শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত”

সম্পূর্ণ ছাপা শেষ হইয়াছে

আদি, মধ্য, ও অন্ত্যলীলা এবং সূচী ছাপা হইয়া সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছেন। যাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্বে ১০৲ টাকা ভিক্ষার তৃতীয় সংস্করণ ৪৲ টাকায় না পাইয়া অপূর্ব সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের জন্যই উহার ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছেন। সেই ১০৲ টাকার এই বিরাট্ গ্রন্থ নির্দিষ্ট সংখ্যা পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত ৫৲ টাকা ভিক্ষায় দেওয়া হইবে। গ্রাহকগণ সত্বর হউন পরে আর এ সুযোগ দেওয়া হইবে না।

শ্রীচৈতন্য লীলার ব্যাস আদিকার

শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীচৈতন্যভাগবত

আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।
সমগ্র গ্রন্থ ৮৲ স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲
নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪৷৷০ টাকা

শ্রীচৈতন্য মঠের যাবতীয় গ্রন্থ

কার্যাধ্যক্ষ, গ্রন্থ-বিভাগ, শ্রীচৈতন্য মঠ
পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

—অথবা—

শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা
ঠিকানায় পাওয়া যাইবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য:—টাকা পাঠাইলে শ্রীচৈতন্য মঠের ঠিকানায় লিখিবেন।

উড়িয়া ভাষায় প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

যে সব উৎকলবাসী ভক্তগণ বাংলা পড়িতে জানেন না, তাঁহাদের শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর প্রচারিত পরম উপাদেয় ভক্তি-কথা জানিবার সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে উড়িয়া-ভাষায় নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হইয়াছে। বাংলা গ্রন্থের তুলনায় উড়িয়া গ্রন্থগুলির ভিক্ষাও অপেক্ষাকৃত অল্প।

গ্রন্থের নাম	ভিক্ষা
শ্রীহরিনাম চিন্তামণি, প্রতিখণ্ড	॥০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	১৲
সাধন পথ (শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টক) প্রতিখণ্ড	।০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	॥০
কল্যাণ কল্পতরু প্রতিখণ্ড	৵০
একত্রে ৩খণ্ড লইলে	।০
গীতাবলী প্রতিখণ্ড	৴১০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৶৴৫
শরণাগতি— প্রতিখণ্ড	৴০
একত্রে ৩খণ্ড লইলে	৵৫

প্রাপ্তিস্থান { শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ, কটক এবং শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, পুরী

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিম্নলিখিত মঠসমূহে প্রাপ্তব্যঃ—

১। শ্রীচৈতন্য মঠ,—পোঃ, শ্রীধামমায়াপুর, (নদীয়া)।
২। শ্রীগৌরগদাধর মঠ,—চাঁপাহাটি, সমুদ্রগড় পোঃ, (বর্দ্ধমান)।
৩। শ্রীভাগবত আসন,—ভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৪। শ্রীগৌড়ীয় মঠ,—১নং উল্টাডাঙ্গা জংসন রোড্, কলিকাতা।
৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ,— পোঃ চটক পর্বত, পুরী,
৬। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ,— উড়িয়া বাজার, কটক।
৭। শ্রীভাগবত মঠ,—চিরাখোলা, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।
৮। শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ,—৪নং অগস্ত্যকুণ্ড, কাশী, ইউ, পি।
৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,—ছিপিগলি, বৃন্দাবন, মথুরা, ইউ, পি।
১০। শ্রীপরমহংস মঠ—নিমসার পোঃ, সীতাপুর, ইউ পি।
১১। শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ,—কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল, পাঞ্জাব।
১২। শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠ,—৯০নং নবাবপুর রোড্, ঢাকা।
১৩। শ্রীগদাইগৌরাঙ্গ মঠ,—বালিয়াটি, ঢাকা।
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম,—আমলাজোড়া, রাজবাঁধ পোঃ, বর্দ্ধমান।
১৫। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ,—ডুমুরকোন্দা, চিরকুণ্ডা পোঃ, মানভূম।
১৬। শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয় মঠ,—আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী, উড়িষ্যা।

এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণের নিকটও নদীয়া-প্রকাশ প্রাপ্তব্য।

১। শ্রীযুক্ত জনার্দ্দন ঘোষ—নসু লজ ক্লে রোড, খুলনা
২। শ্রীযুক্ত রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিরত্ন—দেওয়ানগঞ্জ, হলদিবাড়ী কুচবিহার।
৩। শ্রীযুক্ত রামরঞ্জন রায়—৭৬।২নং শ্রীগোপাল মল্লিক লেন, কলিকাতা
৪। শ্রীযুক্ত অমূল্যকুমার সরকার এস, ডি, ও, ফৈজাবাদ।
৫। মিঃ এন্ ডি, মুখার্জ্জি—এম, এম, ওয়ার্কস দি মল, কানপুর।
৬। শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী জ্যোতিভূষণ—স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া
৭। শ্রীরাসবিহারী দাস অধিকারী, নবদ্বীপ।
৮। শ্রীবিরাজমোহন দে—মনমোহন প্রেস, নবাবপুর, ঢাকা।
৯। শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ গড়গড়ি বেড়াচাঁপা, ২৪ পরগণা।

অন্যথা না ভজে কৃষ্ণ, দুষ্ট সঙ্গ করে। পুন সেইমত মায়া পাশে ডুবি মরে

শ্রীচৈতন্যমঠের গ্রন্থাবলী

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বিরচিত
ভক্তি-গ্রন্থাবলী।

উৎকৃষ্ট কাগজে বিলাতী ধরণে বাঁধাই স্বর্ণালঙ্কৃত। চতুর্থ সংস্করণ। বিস্তৃত বিষয়সূচীসহ

জৈবধর্ম্ম

বাঁধাই ২৲ দুই টাকা

প্রকাশিত হইয়াছে

সনাতন ধর্ম্মশাস্ত্র বেদ, বেদান্ত, উপনিষৎ গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত, পুরাণ, তন্ত্রাদি সকল গ্রন্থ পাঠ করিবার অবসর অতি অল্প মানবের ঘটিয়া থাকে। অনেকের যোগ্যতা না থাকায় সেই সমস্ত গ্রন্থের মর্ম্ম অবগত হইতে পারেন না। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বাঙ্গালীর এই অসুবিধা দূরীভূত করিবার জন্য এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

বিদ্যালয়ের ছাত্র বা শিক্ষকগণের বিশেষ পাঠ্য, এই হেতু শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টার বাহাদুর উহা সমস্ত বিদ্যালয়ের জন্য অনুমোদন করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

প্রথম খণ্ড ভিক্ষা ১৲ একটাকা

যুক্তিপূর্ণ শাস্ত্রবাক্য দ্বারা প্রত্যেক মানবের নিত্য কর্ত্তব্য ও অনিত্য সাময়িক কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। গ্রন্থের প্রতি উক্তি সনাতন শাস্ত্রবাক্য দ্বারা সমর্থিত ও প্রমাণিত হইয়াছে। দেহের, মনের ও আত্মার ধর্ম্ম কি? স্বদেশ, সমাজ, নীতি, ধর্ম্ম কি? ইত্যাদি বিষয় ক্রমানুসারে এমন সুন্দরভাবে যুক্তিসংকারে আলোচিত হইয়াছে যে, প্রথম পংক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত পাঠ না করিয়া নিবৃত্ত হওয়া যায় না।

শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য

ভিক্ষা ৵০

ঐ প্রমাণ খণ্ড ভিক্ষা ৵০

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিহার ও লীলাভূমি নয়টী দ্বীপ-সমন্বিত। এই নয় দ্বীপের প্রাচীন বিবরণ—প্রত্যেক দ্বীপে শ্রীমহাপ্রভুর লীলা-প্রত্যেক দ্বীপের পরিচয়, শ্রীধাম-মাহাত্ম্য—ধামাপরাধ কি? ইত্যাদি বিষয় বিশেষভাবে মনোহর ছন্দে বর্ণিত। পকেট সাইজ প্রায় ১৬০ পৃষ্ঠা।

শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ

উজ্জ্বল ব্রোঞ্জ ব্লু কালীতে উত্তম কাগজে ছাপা— শ্রীনবদ্বীপধাম দর্শনে ভাবুক দর্শনকারীর কি প্রকার ভাবের উচ্ছ্বাস হয়, তাহা এই গ্রন্থে বর্ণিত। অতি চমৎকার; ভিক্ষা চারি আনা।

শ্রীমন্মঃশিক্ষা

৷৵০ দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভুকে উপদেশচ্ছলে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিচার অতি সুন্দরভাবে বিবৃত হইয়াছে। ইহা ছাড়া শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদিষ্ট শিক্ষা ও উপদেশ বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে।

গৌড়ীয়-বৈষ্ণব জগতে অভিনব গ্রন্থ !!
শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতি-গ্রন্থাবলী :—

শরণাগতি

পকেট সাইজ
অষ্টম সংস্করণ
ভিক্ষা ৵০ আনা

দেহ ও মনের চেষ্টা অনিত্যবস্তু লইয়া—ইহা যখন জীব বুঝিতে পারে, তখন একমাত্র নিত্যবস্তু শ্রীভগবানের প্রতি তাঁহার কোন অভাবনীয় আবেগময়ী প্রার্থনা হয় এবং শ্রীভগবানে সর্ব্বান্তঃকরণে নিষ্কপটে কি প্রকারে শরণাপন্ন হইতে হয়, ইত্যাদি বিষয়ক প্রাণস্পর্শী প্রার্থনা ও আত্ম-সমর্পণমূলক গান। ছড়িয়া সংস্করণও প্রকাশিত হইয়াছে

ভিক্ষা প্রতি খণ্ড ৵০ এক আনা

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা— ৵০, নবদ্বীপশতক— ৵০

অষ্টপদক— ৵০

কল্যাণকল্পতরু

পকেট সাইজ,
পঞ্চম সংস্করণ
ভিক্ষা ৶১০

"আমরা প্রত্যহ নূতন অভাব ও কামনার বশবর্ত্তী হইয়া পুনঃপুনঃ যে অকল্যাণকে কল্যাণ বলিয়া গ্রহণ করি এবং যাহার নিকট কল্যাণ কামনা করি, তিনি যে নিত্য বা যথার্থ কল্যাণ প্রদানে অসমর্থ এবং কোন বস্তু আমাদের নিত্য কল্যাণদাতা এবং কি ভাবে আমরা সেই কল্যাণলাভে সমর্থ হইব, এই সকল কথা সরল গানে লিখিত। এই গীতিগ্রন্থ বাস্তবিক কল্যাণের কল্পতরু, যিনি প্রত্যেককে নিত্যকল্যাণ প্রদান

শ্রীল চক্রবর্ত্তি ঠাকুরের টীকা সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠাকুর কৃত টীকা ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কৃত বঙ্গানুবাদ। টীকাকারের জীবনী, শ্লোক সূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি বহু প্রয়োজনীয় বিষয় সংবলিত প্রায় ৩২৫ পৃষ্ঠা। উৎকৃষ্ট সিল্কে বাঁধাই ২৲ দুই টাকা, কাগজে বাঁধা ১৷৷০

শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ কৃত ভাষ্য সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

কাগজ ও ছাপা উৎকৃষ্ট। সিল্কে বাঁধাই, সোণার জলে নাম লেখা রাজসংস্করণ ১৲ টাকা, সাধারণ সংস্করণ ১৷৷০, গৌড়ীয়ের গ্রাহকপক্ষে ১।০

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি

(সাম্প্রদায়িক কোষগ্রন্থ)

বিষয়:— ১। শ্রীকৃষ্ণভক্তি ব্যবহৃত শব্দাবলীর অর্থ, ২। চারি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের চরিত্র, ৩। বিষ্ণুবৈষ্ণবসম্পর্কিত শ্রীমন্দির ও শ্রীমূর্ত্তির বিবরণ, ৪। বৈষ্ণবগ্রন্থ ও গ্রন্থসমূহের তালিকা ও বিবরণ, ৫। বিষয় বিশেষের লৌকিক ও শাস্ত্রীয় আকর মূলে বিবৃত তথ্য। চারিখণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ১ম খণ্ড ৸০, ২য় খণ্ড ৸৶০, ৩য় খণ্ড ৸০, ৪র্থ খণ্ড ৷৵০, চারিখণ্ড একত্রে ৩৲ (৫ম খণ্ড যন্ত্রস্থ)।

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ

—১ম খণ্ড ১৲ এক টাকা, ২য় খণ্ড ১৲ এক টাকা—শ্রীমদ্ভাগবতের গ্রাহক ও গৌড়ীয় গ্রাহকগণ ১০ টাকায় ছয়খণ্ড পাইবেন বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীজীব গোস্বামিপাদের রচিত গ্রন্থ। ইহাতে ষটসন্দর্ভের অনেক প্রয়োজনীয় অংশ। প্রায় ৭৫০ ডবল ক্রাউন ৮ পেজী ৬০ পৃষ্ঠা আকারে মুদ্রিত হইতেছে।

শ্রীমদ্গোপালভট্ট গোস্বামী সঙ্কলিত

সদাচারস্মৃতিঃ

ভিক্ষা ৵০ মাত্র

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের
প্রথম ... আবিষ্কৃত

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

মহেশ্বরের প্রবিধার ... ৬ আঃ শাশনে ঘনীভূত অবস্থায় জ্বরবিরোহকের সমাবিশে ঔষধ ভাবে পাচন হয়, ইহাতে উহাদের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ॥০ আনা, প্রতি ৷৷০ আনা, বোতল ১৷০ আনা।

আফিস ১২নং উলটাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা।

রেজেষ্টারীকৃত

মদন মঞ্জরী

বটিকার গুণ ও মাত্রা কার্য, ইন্দ্রিয়শক্তির হ্রাস, প্রমেহ শুক্রপাত, বহুমূত্র, মাথাঘোরা, বুক ধড়ফড়ানি, অনিদ্রা প্রভৃতি লক্ষণ সত্বর নির্দ্দোষ আরোগ্য হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ৩০ বটী ১৲ এক টাকা।

"নপুংসকারি ঘৃত"

পুরুষত্বহানি রোগে বাহ্যপ্রয়োগ দ্বারা আশাপ্রদ করিয়া শক্তিসঞ্চার করে। মূল্য ১ তোলা ১ টাকা।

"রমণবিলাসিনী বটিকা"

স্ত্রীগণের ঋতু সংশোধন শক্তি স্থায়ী ও বৃদ্ধি করিতে অত্যাশ্চর্য্য। মূল্য ১৬ বটী ১৲ এক টাকা।

রাজবৈদ্য নারায়ণজী, কেশবজী
১৭৭নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

লোহার কড়ি বরগা
করগেট টীন, জানালার গরাদে
দালানের ফুলদার রেলিং এবং
বেড়াঘেরা কাটাতার ইত্যাদি
সুলভে বিক্রয় করি
চন্দ্র মুখার্জ্জি এণ্ড সন
স্থাপিত ইং ১৮৩৬ সাল, কলিকাতা

ফেরাস কুইনিন

নূতন এবং পুরাতন ম্যালেরিয়ার যম

ইহাতে উপযুক্ত মাত্রায় ... আর্সেনিক এবং ... আছে।

... দ্বারা ... করিলে একটী বা দুইটী ইনজেকসনেই সকলপ্রকার কঠিন ম্যালেরিয়া জ্বর নষ্ট করে এবং জ্বর হইতে বারটী ইনজেকসনে ম্যালেরিয়ার সমস্ত উপসর্গ নষ্ট করিয়া দেয়।

৬ এম্পুলপূর্ণ প্রতি বাক্স—মূল্য ২৲, ইং ৩৲ টাকা
বাই উনকেমিক্যাল এণ্ড ক্লিনিক্যাল ল্যাবরেটারীতে প্রস্তুত ... হুজুরীমল লেন, কলিকাতা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (প্রাচীন নবদ্বীপ) নদীয়া

পর-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

এখানে আহার এবং বাসস্থান দিয়া বিদ্যার্থিগণকে বিভিন্ন শিক্ষণীয় বিষয় শিক্ষা দিবার বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। অনেক ছাত্র ইহোমধ্যেই আসিয়া পাঠ আরম্ভ করিয়াছেন। বর্তমান বর্ষে সকল ছাত্রই গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

প্রধান অধ্যাপক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রচন্দ্র কাব্য ব্যাকরণ-সাংখ্য-বেদান্ত-ষড়দর্শনতীর্থ, সাংখ্যভূষণ, বেদান্তরত্ন, সাহিত্যশাস্ত্রী, ষড়দর্শনবাচস্পতি।

অধ্যাপক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গৌরদাস ব্রহ্মচারী ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীধাম মায়াপুর পরবিদ্যাপীঠ, (নদীয়া)

বেদনাঞ্জন

শ্রেষ্ঠরত্ন

কলিকাতা কংগ্রেস এক্সিবিসন হইতে বহু প্রশংসা প্রাপ্ত ও বহু গণ্যমান্য ভদ্রমহোদয়-গণ কর্তৃক প্রশংসিত।

আজকাল বাজার-চলন মিশ্রিত ও বিষাক্ত অঞ্জনা সেবনে শরীরের রক্ত স্বতঃই দোষিত হইয়া পড়িতেছে। একই মানব-দেহের শ্রেষ্ঠ উপাদান, এই রক্ত দোষিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মানব বাত, বেদনা, মাথাধরা, মাথাঘোরা, দৃষ্টিশক্তির হ্রাস, দাঁতের গোড়া ফুলা, দাঁত কনকনানি, দাঁতে পোকা এবং খোস, চুলকানি প্রভৃতি কষ্টদায়ক চর্ম্মরোগে আক্রান্ত হইতেছে। যদি আপনি একান্তই ব্যাধিমুক্ত হইতে চান, তাহা হইলে অযথা অর্থের অপব্যয় না করিয়া অল্প ব্যয়ে এক শিশি বেদনাঞ্জন ক্রয় করিয়া ইহার কার্য্যকারী-শক্তি উপলব্ধি করুন। গুণের তুলনায় মূল্য অতিসামান্য, এক শিশি ।৵০ আনা মাত্র, মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান—এ, সি, চাট্টার্জ্জী এণ্ড ব্রাদার্স।

৪৪নং হলবাট লেন, মানিকতলা (কলিকাতা)।

সকল মুদিখানী দোকানে ও বহু বহু ঔষধের দোকানে পাওয়া যায়।

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

যদিও অদ্যাপি প্রকৃত মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য, তথাপি যাঁহারা নানাবিধ অনিয়মিত উপায়ে অপরিমিত শক্তি নষ্ট করিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন এবং নানা প্রকার মেহ, প্রমেহ ধাতুদৌর্ব্বল্য, স্নায়বিক দুর্ব্বলতা, বহুমূত্র, দুঃস্বপ্ন, পারদ-সংক্রান্ত পীড়া, অর্শ এবং স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে যাঁহারা বাধক, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, সূতিকা, শ্বেত ও রক্তপ্রদর, হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি রোগে ভুগিয়া জীবনে নিরাশ হইয়াছেন, তাঁহারা আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটাল সাহেবের আবিষ্কৃত ইলেক্ট্রিক সলিউসন ব্যবহার করিয়া বাঁচিতে পারেন, তাহার শত সহস্র প্রমাণ প্রতি বৎসরেই পাওয়া যাইতেছে। যাঁহারা অন্যান্য বহুবিধ ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরোগ্য হইতে পারেন নাই, তাঁহারা একবার এই ঔষধটী ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক মাসের ব্যবহারোপযোগী এক শিশি ঔষধ ডাকমাশুল সহ ২।০ টাকা মাত্র।

সোল এজেন্ট—ডাঃ ডি, ডি, হাজরা।

ফতেপুর, গার্ডেনরিচ পোষ্ট, কলিকাতা।

ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

অধ্যক্ষ

শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম.এ., এফ.সি.এস (লণ্ডন)

ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক

(প্রফেসার)

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ বিশুদ্ধ ও শাস্ত্রমতে নিজ তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হয়। পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ক্যাটালগ পাঠান হয়। রোগের বিবরণ জানাইলে যত্নপূর্ব্বক ব্যবস্থা দেওয়া হয় ও চিঠি পত্রাদি সম্পূর্ণরূপে গোপন রাখা হয়।

মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দুর)

(বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৮৲ টাকা

উৎকৃষ্ট স্বর্ণ, পারদ ও আমলাসার গন্ধক দ্বারা যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। নিত্য প্রয়োজনীয় সর্ব্বরোগনাশক মহৌষধ

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৩৲ টাকা

উৎকৃষ্ট কাশীর আমলকী, বংশলোচন প্রভৃতি যাবতীয় উপাদানে পূর্ণ মাত্রায় যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। কাশ, কাসি, সর্দ্দি, যক্ষ্মা, ক্ষয়রোগ, হৃদরোগ প্রভৃতি রোগের মহৌষধ। সকল প্রকার দুর্ব্বলতা নাশক অতিশয় পুষ্টিকর মহৌষধ বা খাদ্য বিশেষ।

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬৲ টাকা

ইহা সেবনে ধাতুদৌর্ব্বল্য, শুক্রহীনতা, স্বপ্নদোষ, প্রমেহ ও ধ্বজভঙ্গ সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায়। ইহা অপরিসীম আনন্দদায়ক রসায়ন।

অবলাবান্ধব যোগ

প্রদর, বাধক প্রভৃতি জরায়ুদোষ ও যোনিগত চিররোগী রোগের মহৌষধ

মূল্য—১৬ মাত্রা ২৲ টাকা। ৫০ মাত্রা ৫৲ টাকা মাত্র

বিশুদ্ধ জল! ভয় নাই! বিশুদ্ধ জল!!

লক্ষ্মী টিউব-ওয়েল কোং

২০৫নং নবাবপুর, ঢাকা

বর্ত্তমান-যুগের নব আবিষ্কৃত যন্ত্রপাতি দ্বারা উন্নত বৈজ্ঞানিক-খনন-প্রণালীতে নলকূপ (*Tube-well*) নির্ম্মাণ করা হয়। বঙ্গের লাট বাহাদুর, প্রাইভেট সেক্রেটারী, জিলা-ম্যাজিষ্ট্রেট, জিলা-বোর্ডের চেয়ারম্যান, ইঞ্জিনিয়ার, জমিদার, তালুকদার, প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত ভদ্রমহোদয়গণ এই কোম্পানীর কার্য্য দেখিয়া প্রশংসা করিয়াছেন। রাসায়নিক পরীক্ষায় জল বিশুদ্ধ না হইলে মূল্য গৃহীত হয় না। বিস্তৃত বিবরণের জন্য পত্র লিখুন।

বিনামূল্যে বিতরিত বিনামূল্যে

স্বাস্থ্যের সার "কামশাস্ত্র" গ্রন্থখানি চৌদ্দ লক্ষের উপরে বিতরিত হইয়াছে। উহা পাঠে মানবের পরিণাম ফলাফল জানা যায়।

এই পুস্তক যিনি লিখিয়াছেন, তিনিই "আতঙ্কনিগ্রহ বটিকা"র আবিষ্কর্ত্তা! এই বটিকা দুর্ব্বলকে সবল করে এবং সবল ব্যক্তিকে অটুট ও অক্ষয় রাখে! বত্রিশ বটিকা পূর্ণ প্রতি কৌটার মূল্য ১৲ টাকা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান :—**আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়।**

২১৪নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মনোমোহন প্রেস

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা

পূর্ব্ব-বাঙ্গালায় সুলভে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত

বৈদ্যুতিক মেশিনে দিবারাত্র কাজ চলিতেছে

বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা।

শ্রীমায়াপুর নদীয়া প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—শ্রীবিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

স্থানীয় সংস্করণ

Registered No. C 1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩।০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র।

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৫

৪র্থ খণ্ড] সম্পাদক—প্রত্নবিদ্যালঙ্কার শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী [২০৯ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্য মঠ, শ্রীধাম মায়াপুর ২৩শে কার্ত্তিক শনিবার ১৩৩৬, ৯ই নভেম্বর ১৯২৯

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থাবলী

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,- শ্লোক সূচী, বিষয়-সূচী প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ড প্রকাশিত। ভিক্ষা, প্রতি খণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৶০ গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশ গ্রাহক পক্ষে ৷৵০
২। ভাষ্য-সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ) ৫৲
৩। গৌড়ীয়-গৌরব ৶০
৪। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।০
৫। ভজনরহস্য ॥০
৬। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
" " " আবাঁধা ৸০
৭। গীতা (শ্রীবলদেবভাষ্য-সহ) বাঁধা ২৲ আবাঁধা ১॥০
৮। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি-টীকা-সহ) বাঁধা ২৲ আবাঁধা ১॥০
গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ॥০
৯। মুক্তিমল্লিকা শুনঃশেপঃ সানুবাদ ২৲
১০। বেদান্তস্যমন্তক সানুবাদ ॥০
১১। জৈবধর্ম্ম ২৲
১২। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৩। গৌড়ীয়কণ্ঠহার ২৲
১৪। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ॥৵০
১৫। দ্বীপ-দিগ্দর্শন ৵০
১৬। সাধনপথ (৩য় সংস্করণ) ।৵০
১৭। আচার ও আচার্য্য ।৵০
১৮। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
১৯। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৵০
২০। শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ৶০
২১। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য (প্রমাণখণ্ড) ৶০
২২। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ০
২৩। শ্রীগৌড়মণ্ডল-পরিক্রমা দর্পণ ।০
২৪। শরণাগতি, গীতাবলী, সাধনকণ, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, নবদ্বীপশতক, অথপঞ্চক ও সদাচারস্মৃতিঃ মোট ।৶০
২৫। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ও অর্চ্চনকণ ৵০
২৬। সাধককণ্ঠমণি ।০
২৭। সংস্কার-দীপিকা ।০
২৮। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড) ৩৲
২৯। সাত্বত্যভিধান ৵৮
৩০। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ৸০
৩১। মণিমঞ্জরী সানুবাদ ।০
৩২। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৩৩। শ্রীচৈতন্যভাগবত (বিরাট্ দ্বিতীয় সংস্করণ) ৫৲

এতদ্ব্যতীত বৈষ্ণব-ধর্ম্মের কয়েকখানি ইংরাজি ধর্ম্ম গ্রন্থ আছে, পত্র পাঠাইলে ডাকযোগে ক্যাটলগ পাঠান হয়।

প্রাপ্তিস্থান ঃ—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

২। শ্রীগৌড়ীয় মঠ—১নং উল্টাডিঙ্গি জংসনরোড কলিকাতা।
৩। শ্রীমাধবগৌড়ীয় মঠ—৯০নং নবাবপুররোড, ঢাকা
৪। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ—উড়িয়াবাজার, কটক
৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ—পোড়াকুঠী, পুরী
৬। শ্রীসনাতনগৌড়ীয় মঠ—৪৩নং জঙ্গমবাড়ী, কাশী
৭। শ্রীগৌড়ীয় মঠ দিল্লী কার্য্যালয়, ১০১ হনুমানরোড, নিউদিল্লী।
৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ—ছাপগলি, বৃন্দাবন।
৯। শ্রীভাগবত প্রেস, গোয়াড়ী—কৃষ্ণনগর।
১০। শ্রীপ্রকাশনমঠ, হাইষ্ট্রীট, কৃষ্ণনগর।

গভর্ণমেণ্ট হইতে রেজিষ্টারী করা—

সর্ব্বপ্রকার প্লীহা লিভার সংযুক্ত ম্যালেরিয়া

জ্বরের সাক্ষাৎ যম

সারফলিন

টনিক ও সালসা। পথ্যের বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই। এক দাগেই প্লীহা, লিভার ধ্বংস হয়। 'ফলেন পরিচীয়তে'

এক দাগে জ্বর পালায়, ফিরে জ্বর আর হয় না

একদাগে জ্বর পালায়, তিন দাগে সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়। এমন উপকারী ঔষধ আর নাই। ২।৪ দাগ ঔষধ সেবনে যদি আপনার জ্বর একেবারে ভাল হয়, সেই প্রকৃত ঔষধ খাওয়া উচিত নয় কি? এক্ষণে সাবধান হউন এবং জানিয়া রাখুন, আর মিছামিছি বাজে বোতল ২ বিষের জল খেয়ে শয্যাগত হইয়া প'ড়ে পরে হয়রান হয়েন কেন? সুতরাং ॥০ আনার সারফলিনই একটি জ্বর রোগীর পক্ষে যথেষ্ট; এমন প্রত্যক্ষ উপকারী জ্বরের ঔষধ আর নাই। সকালে জ্বর হইলে বৈকালে সম্পূর্ণ আরোগ্য হবেন, ডাক্তার ডাকিতে হয় না। মূল্য প্রতি শিশি ॥৴০ আনা, ডজন ৫।০ আনা।

এজেণ্ট—মেসারস্ এম, ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং, ১০ নং বনফিল্ডস্ লেন, কলিকাতা

আয়ুর্ব্বেদ সম্মত বায়ু পিত্ত বাত নাশক

যুগল-মূর্ত্তি ☞ পাওয়া যায়

ত্রিগুণ তৈল

যুগল-মূর্ত্তি মার্কা এঃ বটকৃষ্ণ পাল দেখিয়া লইবেন।

এমন মহোপকারী তৈল আর নাই

গবর্ণমেণ্ট হইতে রেজিষ্টারী করা-

মহর্ষি চরক শাস্ত্রোক্ত ভৈষজ্য উপাদানে খাটী কাঁচা কৃষ্ণতিল তৈলে মৃগনাভি, কস্তুরী, গোলাপ, চামেলী, হেনা, চন্দন, খসখস, বেলা, প্রভৃতি মূল্যবান্ মহাসুগন্ধ দ্রব্য সংমিশ্রণে প্রস্তুত বিধায় ছয় ঋতুতেই সমভাবে ইহার অমৃতোপম গুণ ও গন্ধ উপলব্ধি হইয়া থাকে। ফলতঃ এই সর্ব্বগুণসম্পন্ন পরম পবিত্র ত্রিগুণ তৈল নিত্য ব্যবহারে সাধারণতঃ দৈহিক ও মানসিক অবসাদ নিশ্চয় দূর হইয়া থাকে।

পরন্তু সর্ব্বপ্রকার স্ত্রী বা পুরুষের জননেন্দ্রিয় ধাতুস্থ স্খলিত গুপ্ত, জটিল ব্যাধি, মেহ, প্রমেহ, প্রদর, কষ্টরজঃ, বাধক, স্নায়ুবিকার, মূর্চ্ছা, মাথাধরা, মাথাঘোরা, আধকপালী, নিদ্রাহীনতা এবং সর্ব্বপ্রকার বাতরোগ ও নানা প্রকার ব্যাধির কীটাণু ধ্বংসকারী অব্যর্থ মহৌষধ।

বলা বাহুল্য, ইহা এরূপ মস্তিষ্ক স্নিগ্ধকারী ঠাণ্ডা তৈল যে, পাগল ভাল হয়। যে কোন স্থানে তৈল ক্রয়কালীন শিশির গায়ের লেবেলের উপর বড় ২ অক্ষরে আসল যুগল মূর্ত্তি মার্কা এজেণ্ট বটকৃষ্ণ পাল দেখিয়া লইবেন, অন্যথায় শঠকারী দোকানদার জাল বা নকল তৈল বিক্রয় করিয়া আপনাকে ঠকাইবে। স্মরণ রাখিবেন বাজে জিনিষ বিক্রয় করিয়া ঠকাইতে পারিলেই খুব লাভ হয়।

এজেণ্ট—বটকৃষ্ণ পাল এণ্ড কোং ২৩নং বনফিল্ড লেন, কলিকাতা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২৩শে কার্ত্তিক শনিবার—১৩৩৬

সাময়িক-প্রসঙ্গ

সত্য বস্তু সম্বন্ধে অজ্ঞতামূলে অসত্যকে সত্য ভ্রমে গ্রহণ একরূপ, আর মাৎসর্য্যমূলে সত্যকে বিগর্হণ করিবার জন্য অসত্যকে সত্য বলিয়া প্রচার-চেষ্টা অন্যরূপ। প্রথম প্রকার ব্যক্তির ভ্রান্তি সাধুগুরু-কৃপায় কোন না কোন সময়ে অপনোদিত হওয়া সম্ভব হইলেও দ্বিতীয়প্রকার ব্যক্তি মূলেই সাধুগুরু-কৃপা-লাভে পরাঙ্মুখ বলিয়া তিনি সত্য বিগর্হণাপরাধে অপরাধী হন এবং অতি ভীষণ যন্ত্রণাময় নরকগতি লাভ করেন।

আমার দোষগুলি ঢাকিয়া লোকের নিকট সাধুসাজা বড় বেশী একটা কঠিন কথা হয় না। কিন্তু বিশ্বচক্ষু ভগবানের অন্তর্দৃষ্টির অন্তরালে থাকা কখনই সম্ভবপর নহে। যেহেতু—

“গোপনেতে অত্যাচার গোরা ধরে চুরি।”

সুতরাং লোককে ফাঁকি দিতে গিয়া নিজে ফাঁকিতে পড়া অপেক্ষা সদ্গুরুপাদাশ্রয়ে থাকিয়া সরলভাবে আত্মদোষ ক্ষালন-চেষ্টা ভাল। অনেকে প্রতিষ্ঠা নাশের ভয়ে বা চক্ষুলজ্জার খাতিরে আত্মদোষ গোপনের চেষ্টা করিয়া আরও বেশী অসুবিধার মধ্যে পড়েন। আত্মমঙ্গলেচ্ছু ব্যক্তির তাদৃশ আচরণ হইতে নিবর্ত্তিত হওয়া আবশ্যক। রোগ যতই গোপন করিয়া রাখা যাইবে, ততই বৃদ্ধি পাইবে। সাধুবৈদ্যের ব্যবস্থানুসারে চলা প্রথম প্রথম একটু কষ্টকর হইলেও অচিরেই তাহা সুখের হয়।

পরসুখাসহিষ্ণুতা বা মাৎসর্য্য ভগবদ্ভজনের পক্ষে একটী বিশেষ অন্তরায়। তাহা দূর করিবার জন্য সর্ব্বাগ্রে সচেষ্ট হওয়া কর্ত্তব্য। অবশ্য কৃষ্ণবিমুখ লোকসকল আত্মেন্দ্রিয়তর্পণকাম হইয়া যে সকল ভক্তিসিদ্ধান্তবিরুদ্ধ আচরণ করে, তাহার প্রতিবাদ করার নাম মাৎসর্য্য বা পরচর্চ্চা নহে। কৃষ্ণাভক্ত যোষিৎসঙ্গী অসাধুগণ ধর্ম্মজগতে যে-সকল ব্যভিচার আনয়ন করিতেছে, তাহার প্রশ্রয় দেওয়া কখনই বৈষ্ণব-সদাচার নহে। অসৎসঙ্গ ত্যাগই বৈষ্ণব বা বিষ্ণুভক্তের সদাচার। অসৎসঙ্গরূপ অনাচারের প্রশ্রয় দেওয়ায় অসদ্গণের নিকট ‘সাধু’ বলিয়া বাহাদুরী পাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু ভগবান্ তাহাতে তাঁহার প্রতি প্রীতির কোন নিদর্শন পান না।

ধর্ম্মজগতে যে সকল সাধুবেশী ভণ্ড-তপস্বী দাম্ভিকের গদী অধিকার করিয়া বসিয়া আছে, তাহাদিগকে সে আসন কলঙ্কিত করিতে না দেওয়াই ভগবৎ-প্রীতিকর কার্য্য। অবশ্য সেই কার্য্য ভগবৎপ্রিয়জনই করিতে সমর্থ। নিজে ভগবদ্-বিমুখ ভোগী থাকিয়া অন্য ভগবদ-বিমুখ ভোগীকে তদপেক্ষা অধিক ভোগ করিতে দেখিলে যে ঈর্ষার উদয় হয়, তাহা কখনও ভগবৎপ্রীতির কার্য্য নহে। এক ভোগী অন্য ভোগীর ভোগৈশ্বর্য্য দেখিয়া হিংসা করিবে—ইহা স্বাভাবিক। সুতরাং অসাধুগণ অসচ্চেষ্টা নির্ম্মৎসর সাধুই গর্হণ করিতে পারেন। এক মর্কটের আর এক মর্কটকে ‘মর্কট’ বলিয়া গালাগালি সজ্জনগণের নিকট হাস্যাস্পদই হইয়া থাকে। অতএব নিজের আচরণের প্রতি সর্ব্বক্ষণ লক্ষ্য রাখিয়া অন্যের আচরণের প্রতি কটাক্ষ করা ভাল।

বঙ্গীয় ব্রাহ্মণসভা তারকেশ্বরের মহান্ত সতীশচন্দ্র গিরির বিরুদ্ধে দেবোত্তর সম্পত্তি আত্মসাৎ করিবার অভিযোগ উত্থাপিত করিয়া যে দেওয়ানী মোকদ্দমা রুজু করিয়াছিলেন, গত ৬ই নবেম্বর হুগলীর জেলাজজ মিঃ কে, সি, নাগ মহোদয় সেই মামলার রায় প্রদান করিয়াছেন। মহান্ত যে সমস্ত দেবোত্তর সম্পত্তি তাঁহার নিজের বলিয়া দাবী করিয়াছিলেন, জজ সাহেব উহা দেবোত্তর বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন এবং মহান্তকে আদালতকর্ত্তৃক নিযুক্ত রিসিভারের হস্তে সমস্ত সম্পত্তির দখল ছাড়িয়া দিয়া তাঁহার মহান্তগিরিতে এস্তফা দিতে আদেশ করিয়াছেন। মাননীয় জজ বাহাদুরের বিচার উত্তমই হইয়াছে। দেবোত্তর সম্পত্তিকে নিজস্ব বলিয়া ভোগ করিবার শাস্তি গুরুতরই হওয়া আবশ্যক।

তবে জগতে ঐরূপ ভগবদ্ ভোগ্য বস্তুকে আত্মসাৎ করিবার মহান্ত আজকাল একা সতীশ বাবু নহেন, আমরা অনেকেই তাঁহার দলের। সর্ব্বযজ্ঞেশ্বরেশ্বর শ্রীভগবানের সেবা না করিয়া যাঁহারা জলবিন্দু মাত্র স্পর্শ করেন, তাঁহারাই তাঁহার ন্যায় ধর্ম্মাধিকরণে দণ্ডিত হইবার যোগ্য। ভগবানের সেবা-পূজা বাদ দিয়া আমরা আজ প্রত্যেকেই এক একটী গদী অধিকার পূর্ব্বক মহান্ত সাজিয়া বসিয়াছি। আমরা ভুলিয়া গিয়াছি যে—

“তোমার কনক ভোগের জনক
কনকের দ্বারে সেবহ মাধব।
কামিনীর কাম, নহে তব ধাম,
তাহার মালিক কেবল যাদব॥
জড়ের প্রতিষ্ঠা, শূকরের বিষ্ঠা,
জান না কি তাহা মায়ার বৈভব।
বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠা তাতে কর নিষ্ঠা
তাহা না ভজিলে লভিবে রৌরব॥”

তারকেশ্বরের সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের নিমিত্ত যেমন রিসিভার নিযুক্ত হইয়াছেন গভর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে, আমাদেরও সমুদয় সম্পত্তি ভগবৎসেবা-পূজায় নিয়োজিত হইবার পূর্ব্বেই আমরা ‘ভোগের আগে প্রসাদ’ করিতেছি কিনা দেখিবার জন্য নিখিলব্রহ্মাণ্ডাধিপতি সর্ব্বেশ্বরেশ্বর শ্রীভগবান্ তাঁহার নিজজন নির্ম্মৎসর সাধুগণকে নিযুক্ত করিয়াছেন। আমাদের কর্ত্তব্য সেই সাধুচরণে আত্মসমর্পণ করিয়া তাঁহার নির্দ্দিষ্ট বিধানমতে ভগবৎসেবা করা ও তাঁহারই নির্দ্দিষ্ট মহাপ্রসাদ সেবা বুদ্ধিতে গ্রহণ করা। সুতরাং ভূতপূর্ব্ব মহান্ত সতীশ বাবুর পদচ্যুতি দেখিয়া আমাদের হাস্য করিবার কিছুই নাই, বরং শিক্ষা করিবারই যথেষ্ট শিক্ষণীয় বিষয় আছে। সমগ্র বিশ্বকে ভগবন্মন্দির জানিয়া সমগ্র বিশ্ববাসীর সেই বিশ্বের সমগ্র উপকরণ দ্বারা বিশ্বেশ্বরেশ্বর ভগবদারাধনা করাই উপযুক্ত বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক।

অধুনা ভারতের তীর্থস্থানসমূহে তীর্থ-গৌরব প্রাচীন-কীর্ত্তি সংরক্ষণের জন্য যে সকল মঠ-মন্দিরাদি স্থাপিত হইয়াছে, যাহাতে তথাকথিত অনুপযুক্ত বিষয়-মোহান্ধ মহান্তের দল সেই সকল মঠ-মন্দিরাদির ভগবদ্ভোগ্য সম্পত্তিকে আত্মসাৎ না করিতে পারে, শুদ্ধ ভক্তিসিদ্ধান্তবিৎ ভগবদ্ভজন-পরায়ণ উপযুক্ত সাধু-মহাজনগণই যাহাতে সেই সকল সম্পত্তি কেবল ভগবদুদ্দেশ্যে রক্ষণাবেক্ষণ করেন, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিবার পরিবর্ত্তে ভোগীতে ভোগীতে মিলিয়া পরস্পর বাদ-বিসম্বাদের সৃষ্টি দুঃখেরই কারণ হইয়া থাকে। ভগবদ্ ভোগ্য বস্তুর প্রতি যাহাতে ভোগীর ভোগ-লোলুপ দৃষ্টি আদৌ না পতিত হয়, তাহার সমীচীন ব্যবস্থা হওয়া আবশ্যক। তবে কতকগুলি পাশ্চাত্যশিক্ষিতাভিমানী ব্যক্তি যে মঠ মন্দিরাদি ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠানগুলিকে ধ্বংসেরই পক্ষপাতী হন, ইহা কিন্তু আদৌ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় নহে।

বর্ত্তমানে আমরা শুনিতেছি, একজন এম, এল, সি লাগিয়া পড়িয়া নবদ্বীপের প্রাচীন-গৌরব সংস্কৃত টোলগুলি উঠাইয়া দিয়া তাঁহার মন-মত একটী সংস্কৃত কলেজ বসাইতে চাহিতেছেন। ঐরূপ পন্থাবলম্বনে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণকে তাঁহারই অনুগ্রহোপজীবি বেতন রূপে পরিণত করিতে যাওয়া তাঁহার ন্যায় বুদ্ধিমানের পক্ষে কর্ত্তব্য হইতেছে না। ব্রাহ্মণ পণ্ডিত চিরকালই ‘ভিক্ষা’ করিয়া ছাত্র পড়াইয়া থাকেন। বিদ্যাদানের বিনিময়ে তাঁহারা কিছু লইলে ধর্ম্মশাস্ত্রকার মনুর মতে পতিত হন। যথা, মনুসংহিতা (৩।১৫৬)—

ভৃতকাধ্যাপকো যশ্চ ভৃতকাধ্যাপিতস্তথা।
শূদ্রশিষ্যো গুরুশ্চৈব বাগ্দুষ্টঃ
কুণ্ডগোলকৌ॥

অর্থাৎ যিনি বেতন লইয়া বেদ অধ্যাপনা করেন, যে শিষ্য সেইরূপ গুরুর নিকট হইতে বেদ অধ্যয়ন করেন, যিনি শূদ্র-শিষ্য স্বীকার ও শূদ্রকে অধ্যয়ন করান, যে সর্ব্বদা নিষ্ঠুর-ভাষী, যে পিতৃবর্ত্তমানে জারজ সন্তান, যে পিতার মরণের পর পরোৎপন্ন সন্তান, তাহাদিগকে হব্য কব্যে নিযুক্ত করিবে না।

সুতরাং প্রাচীন প্রতিষ্ঠানগুলি উঠাইবার চেষ্টা না করিয়া বরং তাহার অসুবিধাগুলি দূরীকরণের চেষ্টাই যুক্তি-সঙ্গত।

শ্রীযামুনাচার্য্যকৃত আগম-প্রামাণ্য গ্রন্থ যাঁহাদের আলোচনা আছে, তাঁহারা জানেন—

‘দেবকোশোপজীবী যঃ স দেবলক
উচ্যতে।
বৃত্ত্যর্থং পূজয়েদ্দেবং ত্রীণি বর্ষাণি
যো দ্বিজঃ।
স বৈ দেবলকো নাম সর্ব্বকর্ম্মসু গর্হিতঃ॥”

অর্থাৎ যে ব্যক্তি দেব-সেবার প্রদত্ত সম্পত্তির দ্বারা নিজ জীবিকা নির্ব্বাহ করে, সে ‘দেবল’ নামে কথিত হয়। যে দ্বিজ বৃত্তির নিমিত্ত তিন বৎসর যাবৎ দেব-পূজা করেন, সেই দেবলক সর্ব্বকর্ম্মে অত্যন্ত গর্হিত।

ঐ আগম-প্রামাণ্যে আরও উক্ত হইয়াছে—

“এষাং বংশক্রমাদেব দেবার্চ্চাবৃত্তিতো
ভবেৎ।
তেষামধ্যয়নে যজ্ঞে যাজনে নাস্তি
যোগ্যতা॥”

অর্থাৎ যাঁহারা বৃত্তি লইয়া বংশানুক্রমে দেব-পূজা করেন, তাঁহাদের বেদাধ্যয়ন, যজ্ঞ ও যাজন—এই সকল ব্রাহ্মণোচিত কর্ম্মে আদৌ যোগ্যতা নাই।

ব্রাহ্মণ-সভা সতীশ গিরি মহাশয়কে দেবোত্তর-সম্পত্তি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে নিষেধ করিয়া ভালই করিয়াছেন, কিন্তু যে সকল ব্রাহ্মণব্রুব ভাগবত পাঠ করিয়া, শ্রীবিগ্রহ দেখাইয়া, নাম মন্ত্র বিক্রয় করিয়া, চরণতুলসী, চরণামৃত ও প্রসাদান্ন বিক্রয় করিয়া এবং মন্দিরের যাবতীয় সম্পত্তি-দ্বারা ভগবৎ সেবার নাম করিয়া নিজেদের ও পরিবারবর্গের ভরণ পোষণ করিতেছেন, কিম্বা যাঁহারা বৃত্তি লইয়া দেব-পূজা করিতেছেন, তাঁহাদিগের সম্বন্ধে উক্ত সভা কি ব্যবস্থা করিতেছেন, জানিতে

পারিলে সুখী হইব। আমরা আজকাল অধিকাংশ ব্রাহ্মণকেই আগমপ্রামাণ্য ও মনু-কথিত দেবল বা ভৃতক-শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত দেখিতে পাই। উঁহাদের সম্বন্ধে কি কোন শাস্ত্রসম্মত ব্যবস্থা হইবে? না, কেবল শুক্রের জোরেই তাঁহারা 'ব্রাহ্মণ' বলিয়া টিকিয়া যাইবেন?

আমরা ব্রাহ্মণদেবের আরাধনা-মূলক ব্রাহ্মণতার একটুও বিরোধী নহি, বরং তাঁহাদিগকে 'ভূসুর' বলিয়া নমস্কার প্রদান করি। কিন্তু ব্রাহ্মণকায়স্থের পক্ষপাতী হওয়াকে ব্রাহ্মণদেবেরই বিরোধ বলিয়া অত্যন্ত ঘৃণা করি। যাঁহারা ব্রাহ্মণসেবা-বিমুখতাকে আদর করিয়া কেবল শৌক্র-মর্য্যাদা স্থাপন-প্রয়াসী, ব্রাহ্মণদেবের দাসানুদাস-সূত্রে আমরা তাঁহাদের তথাকথিত উদারতাকে আদৌ বহুমানন করিতে পারি না। যাহা হউক, আমরা ব্রহ্মণ্য-সভার ব্রাহ্মণ-সমাজের সংস্কার-প্রণালী জানিতে পারিলেই সুখী হইব।

আমার দশা

আমার দশার কথা শুনিতে অনেকে উদাসীন হইলেও আমি আমার দশা চিন্তায় উদাসীন থাকিতে পারিতেছি না। তবে আমার দশার কথা ভোগে উদাসীন, সেবোন্মুখী সম্প্রদায়ের নিকট অতি দীনতার সহিত দশা-মোচনের জন্য নিবেদন করিতেছি।

আমি সংসারাসক্ত জীব! জ্বালাযন্ত্রণাময় সংসারেই আমার আসক্তি! আসক্তি যে আমার সুদৃঢ়বন্ধন ইহা জানিয়াও বন্ধন-মোচক বস্তুতে আসক্ত হইতে পারিতেছি না। কিন্তু জানি না, জনার্দ্দনের কোন অজানা কৃপায় তাঁহার নিজজন আমাকে আমার দুর্দ্দশা হইতে উদ্ধার করিবার জন্য উত্তমশ্লোকের কথা শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিতে নিযুক্ত করিয়াছেন। কিন্তু করিলে কি হয়! কপালের ফেরে আমাকে উঠিতে দিতেছে না।

ভোগপুর, মেদিনীপুর জেলার একটী গ্রাম। গ্রামে গ্রামবাসীদিগের সহিত ভোলানাথ বাবুও বাস করিতেন। ভোলানাথ বাবু নামার্থে এবং ক্রিয়া-কলাপে এক ছিলেন না। লোকে সাধারণতঃ বিষয়ে উদাসীন অথবা বুদ্ধিহীনের নাম ভোলানাথ রাখে! কিন্তু ভোগপুরের ভোলানাথ বাবু ভোগে ভুলিয়া ভোগে উদাসীন বিষ্ণুভক্তরাজ ভোলানাথকেও ভুলিয়াছেন! এক কথায় ভোলানাথ বাবু পাকা বিষয়ী। তিনি এতদূর চতুর যে, সংসারের কোন কার্য্যই সংসার ছাড়িবার উদ্দেশ্যে করেন না। চিরকাল সংসারবান্ থাকিয়া বিষয় ভোগ করিবার বাসনা হৃদয়ে পোষণ করেন।

ভোলানাথ বাবু ভবিষ্যতের পিণ্ডদানের জন্য অনেক সাধ্য-সাধনার পর ভবনাথকে পুত্ররূপে পাইয়াছেন। ভবনাথও পিতার ন্যায় বিষ্ণু বৈষ্ণবের দাস না হইয়া ভবের নাথ হইয়া বসিয়াছেন। একদিন ভোলানাথ বাবু ভবনাথের হস্তে একখণ্ড ইস্পাত দিয়া বলিলেন,—বাবা ভব, এই ইস্পাত ও এই লৌহ-খণ্ড লইয়া যোগী কর্ম্মকারের বাড়ী যাও। যোগীকে আমার কথা বলিয়া বেশ ভাল এক খানা কাটারী গড়িয়া আন। তবে জান কি?—যোগী বড় চতুর, সে অধর্ম্মে যোগী, সে সকলেরই ইস্পাত চুরি করিয়া থাকে। অতএব কাটারী গড়িবার সময় বিশেষ নজর রাখিও যেন যোগী ইস্পাত চুরি না করে।

বুদ্ধিমান্ পিতার ওয়ারীশসূত্রে প্রাপ্ত-বুদ্ধি বুদ্ধিমান্ ভবনাথ প্রগল্ভ হইয়া বলিল—বাবা, আমায় এত বোকা ভাবেন কেন? আপনার নিকট সংসারে চলিবার আদর্শ সর্ব্বক্ষণ দেখিয়াও কি চতুর হইতে পারি নাই? যাক, কাজে দেখান ভাল। এই বলিয়া ভবনাথ লৌহ ও ইস্পাত লইয়া যোগীর গৃহাভিমুখে রওনা হইল।

ভোগপুর হইতে এক মাইল দূরে আক্কেলপুরে যোগী কর্ম্মকারের দোকান, মাঝে একটী মাঠ মাত্র ব্যবধান। ভবনাথ একমনে চলিতেছে। আর ভাবিতেছে যে, এইবার যোগীর চতুরতা ধরিয়া তাহার আক্কেল আনিয়া দিব। বাবাকে এবার বুদ্ধির প্রখরতা না দেখাইয়া ছাড়িব না। ক্রমে ক্রমে কর্ম্মকার-গৃহ নিকটবর্ত্তী হইল। ভবনাথকে দর্শন করিবামাত্র যোগী খুব আগ্রহের সহিত ডাকিয়া আসন দিল এবং উদ্দেশ্য অবগত হইয়া অন্য সব কার্য্য বন্ধ করিয়া ভোলানাথ বাবুর কাটারী গড়িতে আরম্ভ করিল।

ভবনাথ একদৃষ্টিতে কাটারী গড়া দেখিতেছে, আর মনে মনে ভাবিতেছে—দেখা যাক কেমন করিয়া ইস্পাত ফাঁকি দেয়। মাঝে মাঝে আবার বস্ত্রমধ্যে সুরক্ষিত ইস্পাতখণ্ডে হাত দিয়া তাহা ঠিক আছে কিনা দেখিতেছে। যোগী কর্ম্মকার বলিল—বাবু ইস্পাত কৈ? ভবনাথ একটু গম্ভীর হইয়া ভাবিল—এই সুযোগ, একবার ইস্পাত পাইলেই চুরি করিবে। সুতরাং বলিল, হাঁ, উহাই গড়াইলে চলিবে। ইস্পাতের পৃথক আবশ্যকতা আছে কি? যোগী কিছু সময়ের মধ্যে কাটারীখানা শেষ করিয়া যথাযথ পারিশ্রমিক লইয়া ভবনাথের হস্তে অর্পণ করিল।

ভবনাথের আনন্দের সীমা নাই। অতি দ্রুতগতিতে গৃহে ফিরিতেছে আর মনে ভাবিতেছে, কি কৌশলটা না করিলাম! যোগীকে ইস্পাত না দিয়াই কেমন সুন্দর কাটারী তৈয়ারী করাইয়াছি। যাহা হউক দেখিতে দেখিতে ভবনাথ ভবনে পৌছিল। ভোলানাথ বাবু তৎক্ষণাৎ কাটারীখানা লইয়া কাঠ কাটিয়া পরীক্ষা করিলেন। দেখিলেন, কাটারীর কাটিবার ক্ষমতাই নাই অর্থাৎ তাহাতে আদৌ ইস্পাত দেওয়া হয় নাই। ভবনাথকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ভব, যোগী ইস্পাত ফাঁকি দেয় নাই ত? ভবনাথ খুব বুদ্ধির পরিচয় দিবার জন্য বস্ত্র-মধ্য হইতে লুকান ইস্পাতখানা বাহির করিয়া বলিল—বাবা, ভব যে আপনার ছেলে, সে কি কোথাও ঠকে? এই লউন আপনার ইস্পাত। দেখুন, কেমন ভাবে যোগীকে ফাঁকি দিয়াছি। ভোলানাথ বাবু ক্রোধে অগ্নি-শর্ম্মা হইয়া বলিলেন—আরে বোকা যোগীকে ত' ইস্পাত ফাঁকি দিতে পারিস নাই, নিজেই ফাঁকিতে পড়িয়াছিস্।

ভবনাথের যে দশা আমারও সেই দশা। ভজন-মার্গে আত্মনিবেদনই ভজনকারীর ভজনের প্রধান অঙ্গ। আত্ম-নিবেদন ব্যতীত আত্মার আত্মা শ্রীভগবান্ সাধককে আত্মসাৎ করেন না। সাধকের সকল ভজন ভেল হইয়া যায়, এই আত্মনিবেদন ব্যতীত। প্রভুপাদ আমার, আমাকে বলিলেন যে, আপনি আত্মনিবেদনান্তে নিরলস এবং সতর্ক হইয়া সর্ব্বদা আপন কার্য্যে নিযুক্ত থাকুন। আমি ঠিক ভবনাথের মত ভব বা সংসার ভোগ করিতে পারিব না বুঝিয়া বাহিরে বৈষ্ণব-বেশে সর্ব্বক্ষণ বিষ্ণু-বৈষ্ণব-সেবায় নিমগ্ন থাকিবার অভিনয় করিলাম বটে, কিন্তু নিজের নিজত্ব ভগবানের নিজজনের চরণে অর্পণ করিলাম না! হায়! হায়! আমার দশা দুর্দ্দশায় পরিণত হইল। যে প্রভুপাদের কৃপায় তীর্থপাদের নিত্য সেবায় নিযুক্ত হইতে পারিতাম, আজ সেই প্রভুপাদপদ্মেও কপটাচরণ করিলাম। মনুষ্য অজ্ঞ থাকিয়া অন্যায় করে, আর আমি সকল জানিয়া শুনিয়াও এবং এমনকি জগতে সকলের নিকট জানাইয়াও নিজেই বঞ্চিত হইলাম। এ কার্য্যে কাহাকেও দোষারোপ করিতে পারি না। আমিই আমার কার্য্যের জন্য দায়ী।

প্রভো, তুমি আমার একমাত্র আশ্রয়। নিরাশ্রিত আমি, নির্ব্বোধ আমি, নিখিল দোষানুষ্ঠানকারী আমি, পর-সুখে দুঃখী, পর-দুঃখে সুখী আমি, দুর্জ্জন-শ্রেষ্ঠ আমি, আমার সব দোষ ক্ষমা করিয়া তোমার অভয়পাদপদ্মে টানিয়া লও।

প্রচার প্রসঙ্গ

দ্বারভাঙ্গায়

শ্রীচৈতন্যমঠের প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী গোস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-প্রদীপ তীর্থমহারাজ, বাগ্মিপ্রবর শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ এবং গৌড়ীয়ের সঙ্ঘপতি শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু দ্বারভাঙ্গায় শ্রীচৈতন্যদেবের সার্ব্বজনীন প্রেমধর্ম্মের কথা প্রচার করিতেছেন। গত ২০শে অক্টোবর ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-প্রদীপ তীর্থ মহারাজ স্থানীয় সিনিয়র ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট মাননীয় সজ্জনবর শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন সিংহ মহাশয়ের আরামাবাসে শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যা করিয়াছেন। গত ২৫শে অক্টোবর জনৈক সংবাদদাতা তড়িদ্‌বার্ত্তা-যোগে জানাইয়াছেন যে, গত ২২শে অক্টোবর স্থানীয় লাহেরিয়াসরাই ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়েল হলে একটী বিরাট্ সভায় ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট মাননীয় মিঃ ডিক্‌সন বাহাদুরের সভাপতিত্বে এবং গত ২৩শে অক্টোবর দ্বারভাঙ্গা আনন্দবাগ রাজপ্রাসাদে দ্বারভাঙ্গার মহারাজাধিরাজের সভাপতিত্বে একটী বিরাট্ সভায় ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন ও শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজদ্বয় ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের প্রেমধর্ম্ম সম্বন্ধে অত্যন্ত 'চিত্তাকর্ষক' বক্তৃতা করিয়াছেন। সভাপতি মাননীয় ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুর ও উপস্থিত শিক্ষিত জনসাধারণ ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের প্রচার-প্রণালীর বিশেষ প্রশংসা করেন এবং চৈতন্যদেবের প্রচারিত প্রেমধর্ম্মের সার্ব্বজনীনতা উপলব্ধি করেন। দ্বারভাঙ্গার মহারাজাধিরাজ বাহাদুর কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠের বিবিধ প্রচার-কার্য্যের আনুকূল্যকল্পে সম্প্রতি এক সহস্র মুদ্রা দান করিয়াছেন। প্রচারকগণ মজঃফরপুরে প্রচার করিতেছেন।

ফয়জাবাদে

সুপ্রাচীন রামরাজ্যের অন্তর্গত ফয়জাবাদে আদর্শ গুরুসেবাপর বৈষ্ণব-গৃহস্থ শ্রীযুক্ত অধোক্ষজ দাসাধিকারী মহোদয়ের ভবনে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল পরমহংস ঠাকুর শুভ বিজয় করিয়া রামোপাসকগণের মধ্যে অধিকতর সুকৃতিশালী ব্যক্তিগণের কর্ণে শ্রীচৈতন্যদেবের প্রচারিত শ্রীকৃষ্ণভজনের কথা কীর্ত্তন করিয়াছেন। এতদ্দেশবাসী বহু বহু পণ্ডিত, শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি প্রভুপাদের শ্রীমুখে হরিকথা শ্রবণ করিয়া বিশেষ উপকৃত হইয়াছেন। গৌড়ীয়-গৌরব গৌড়ীয় সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদপ্রভুর গুরুগৌরাঙ্গ-মনোভীষ্ট—গৌড়ীয় সাহিত্যপ্রচারে উৎসাহ, আচার্য্যপ্রবর শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভুর ভক্তিসিদ্ধান্ত-নিপুণতা ও সুললিত সঙ্কীর্ত্তন এবং শ্রীপাদ অধোক্ষজ প্রভুর সেবাবৃত্তি ত্রিবেণীধারার ন্যায় গুরুদেবের পাদপদ্মের পাদ্যস্বরূপ হইয়া উত্তরপশ্চিম দেশবাসীর মহা-সৌভাগ্যের উদয় করাইয়াছেন।

নানা কথা

কৃষ্ণনগরে রাজদ্রোহ মামলা

পাঠকগণ অবগত আছেন, শ্রীযুত তারকদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, গোবিন্দপদ দত্ত, মহাদেব সরকার ও তারাদাস মুখোপাধ্যায় দণ্ডবিধির ১২৪ এ ও ১২০ বি ধারা অনুযায়ী মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে অভিযুক্ত হইয়াছিলেন। তারাদাস মুখোপাধ্যায় এতদিন অনুপস্থিত ছিলেন। ময়ূরভঞ্জ হইতে তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিয়া আনা হইয়াছে। গত ৫ই নভেম্বর তাঁহাকে আদালতে উপস্থিত করা হইয়াছে। তিনি জামীনে মুক্তি পাইয়াছেন। মামলা ২০শে তারিখ পর্য্যন্ত মুলতুবী রাখা হইয়াছে।

গত ৫ই নভেম্বর দণ্ডবিধির ১২৪ এ ও ১৫৩ ধারা অনুসারে শ্রীযুত নিশিকান্ত পাত্রের বিরুদ্ধে যে মামলা আনা হইয়াছে, তাহারও একদফা শুনানী হইয়া গিয়াছে। দারোগা শ্রীযুত গিরিজা দাসগুপ্ত ও খানাতল্লাসের সাক্ষী কুষ্টিয়ার উকীল শ্রীযুক্ত গৌরচন্দ্র সরকার সরকার-পক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করেন। তাহার মামলা আগামী ১৯শে তারিখ পর্য্যন্ত মুলতুবী রাখা হইয়াছে।

ট্রেণে কৃষি শিল্পাদির শিক্ষার ব্যবস্থা

প্রকাশ, সরকারের কৃষি, সমবায়, পশু-চিকিৎসা, শ্রম-শিল্প ও স্বাস্থ্য বিভাগের প্রচারকার্য্যের জন্য আগামী জানুয়ারী মাসের শেষে ই, বি রেলের কর্ত্তৃপক্ষ পার্ব্বতীপুর হইতে একখানি ট্রেণ বাহির করিবেন। ট্রেণ খানি দিনাজপুর, রংপুর ও বগুড়া জিলার প্রায় ১৬টি ষ্টেশনে থামিবে ও তথায় ঐ কয় বিভাগের প্রচারকার্য্য করা হইবে। ট্রেণে বহুসংখ্যক চার্ট ও মডেল থাকিবে, চলচ্চিত্র সাহায্যে ফাঁকা জায়গায় বক্তৃতা দ্বারা লোক জনকে ঐ সকল বিভাগের বিষয় উপদেশ দেওয়া হইবে।

বিজ্ঞাপন

নদীয়া-প্রকাশের পাঠকগণ কলিকাতার ২১৪নং বহুবাজার ষ্ট্রীটস্থ "বৈদ্যশাস্ত্রী" মহোদয়ের রচিত মানবের দুঃখ না হইতে পারে তাহার পন্থা ইত্যাদি সম্বলিত "কামশাস্ত্র" গ্রন্থখানি এখনও যিনি পাঠ করেন নাই, তিনি অচিরে ঐ ঠিকানায় আবেদন করত বিনামূল্যে প্রাপ্ত হউন। উহা পাঠে উপকৃত হইয়া ৭৫০০০ হাজার লোক কৃতজ্ঞ হইয়াছেন। পড়িলেই সত্যতা উপলব্ধি হইবে।

দি ইউনিভারসেল কলেজ অফ হোমিওপ্যাথি

৩৫৬।৩ অপারচিৎপুর রোড কলিকাতা

ডাঃ বরদাপ্রসাদ দত্ত (প্রিন্সিপ্যাল)

নিম্নলিখিত ছাত্রগণ ১৯২৮ ২৯ সালে এই কলেজ হইতে শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে।

এইচ, এম, ডি

১। পুলিনবিহারী মুখার্জ্জী
২। শ্রীনারায়ণ দেবতাচরণ মিশ্র
৩। উমাপতি ব্যানার্জ্জী

এইচ, এম, বি

৪। অবিনাশচন্দ্র দাস
৫। অনন্তদেব দাস প্রামাণিক
৬। দশরথপ্রসাদ সিং
৭। গিরীন্দ্রনাথ ব্যানার্জ্জী
৮। গোবৰ্দ্ধন দত্ত
৯। হৃষীকেশ শীল বি, এ
১০। হেরম্বনাথ রায় বি, এ
১১। কাশীনাথ চাটার্জ্জী
। খগেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী
১৩। মন্মথনাথ চাটার্জ্জী—(নং১)
৪। মন্মথনাথ চাটার্জ্জী—(নং২)
৫। নরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জ্জী
৬। নিবারণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী
১৭। নরেন্দ্রনাথ মুখার্জ্জী
৮। পঞ্চানন সরকার
১৯। রমণী কুমার শেঠ
২০। শান্তিরঞ্জন ঘোষ
২১। সুরেন্দ্রনাথ দাস
২২। সুরেন্দ্রনাথ চাটার্জ্জী
২৩। সেবকরাম ত্রিবেদী (স্বর্ণপদক প্রাপ্ত)

এইচ, এল, এম, এস

২৪। কৃত্তিবাসচন্দ্র মাঝি
২৫। পশুপতি গোপাল নন্দন

রাজপাল হত্যাকারীর শব প্রত্যর্পণ

লাহোর, ৬ই নভেম্বরের সংবাদে প্রকাশ, পঞ্জাবের গভর্ণর রাজপাল হত্যাকারী ইলামদিগের মৃতদেহ লাহোর ষ্টেশনে মৃতের আত্মীয়দিগকে প্রত্যর্পণ করিতে সম্মত হইয়াছেন। মিয়ানওয়ালী জেল হইতে মৃতদেহ গভর্ণমেণ্টের খরচায় লাহোরে আনীত হইবে।

সম্রাটের অনারারী চিকিৎসক পদে কর্ণেল হগসন্

বিগত ২রা সেপ্টেম্বর হইতে লেপ্টেন্যাণ্ট কর্ণেল ই, সি, হগসন, ডি, এস, ও, আই, এম, এস, সম্রাটের অনারারী চিকিৎসক পদে নিযুক্ত হইয়াছেন।

লর্ড সভায় বাদানুবাদ

ভারতে ঔপনিবেশিক

লর্ড সভায় লর্ড রেডিং

লণ্ডন ৬ই নভেম্বর।

অদ্য রাত্রিতে লর্ড সভা লোকারণ্যে পরিণত হইয়াছিল এবং সমাগত লোকদিগের মধ্যে একটা কৌতূহলের ভাব পরিলক্ষিত হইয়াছিল। গভর্ণমেণ্ট কি জন্য সাইমন কমিশনের সহিত পরামর্শ না করিয়া এবং কমিশন রিপোর্ট দিবার পূর্ব্বেই ভারতের শাসনতন্ত্রের কথা ঘোষণা করিবার অসাধারণ উপায় অবলম্বন করিলেন, লর্ড রেডিং এই প্রশ্ন করিয়া তাঁহার প্রস্তাব উপস্থাপিত করেন।

লর্ড রেডিং বলেন, 'আমি বা আমার দলস্থ ব্যক্তিরা ঔপনিবেশিক শাসনতন্ত্র একটা আদর্শ বলিয়া বিবেচনা করিতে আপত্তি করি না ও করেন না। ভারতের শাসন সম্বন্ধে পরিণামে যে এই আদর্শ অনুসৃত হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু উল্লিখিত শব্দটী প্রয়োগে আমাদের আপত্তি আছে, যেহেতু এ পর্য্যন্ত সরকারী দলীলপত্রে উক্ত শব্দ ব্যবহৃত হয় নাই, সুতরাং ইহা চিরন্তন প্রথার বিপরীত একটী নূতন ব্যাপার, সুতরাং ইহাতে বিপদের আশঙ্কা আছে।

লর্ড রেডিং বলেন, গত সেপ্টেম্বর মাসে রাষ্ট্রসঙ্ঘ ও বৃটিশ ভারতের মধ্যে একটী বৈঠক বসিবার কথা হইয়া প্রধান মন্ত্রী ও স্যার জন সাইমনের মধ্যে যে পত্র ব্যবহার হইয়াছিল, তাহা প্রকাশ করিবার প্রস্তাব উদারনৈতিক সম্প্রদায় অনুমোদন করিয়াছিলেন, ব্যাপারটা যদি ঐখানেই শেষ হইত তাহা হইলে আর এতটা গোলমাল হইত না এবং কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশ না হওয়া পর্য্যন্ত ভারতবর্ষ রাজনৈতিক সম্প্রদায়ের বাদানুবাদের বহির্ভূত থাকিত।

লর্ড রেডিং পরিশেষে বলেন, অবস্থাটা যেরূপ অস্পষ্ট ও রহস্যাবৃত হইয়াছে তাহাতে উহাকে পরিষ্কার ও সুস্পষ্ট করাই তাঁহার প্রস্তাবের উদ্দেশ্য।

উপসংহারে তিনি বলেন, তিনি আশা করেন, কেহই এরূপ বিবেচনা করিবেন না যে নীতির কোনরূপ পরিবর্ত্তন করা তাঁহার উদ্দেশ্য।

লর্ড পারমুরের উত্তর

লর্ড সভায় ভারতের ভাবী শাসনপ্রণালী সম্বন্ধে বড়লাট লর্ড আরউইনের ঘোষণা সম্বন্ধে লর্ড রেডিংএর উপস্থাপিত প্রস্তাবের উত্তরে গভর্ণমেণ্টের পক্ষে লর্ড পারমুরের ঘোষণা সম্পর্কে বড়লাটের অভিমত বিবৃত করেন। তিনি বলেন যে, ভারতে বর্ত্তমান রাজনীতিক আবহাওয়ার অবস্থা যে প্রকার দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে বৃটীশ নীতি সম্বন্ধে ভারতবাসীদিগের অবিশ্বাসের ভাব দূরীভূত করিবার জন্যই বড়লাট লর্ড আরউইনের পক্ষে উক্তবিধ ঘোষণা প্রচার করা একান্ত আবশ্যক হইয়াছিল। বড়লাটের ঘোষণায় ১৯১৭ সালের ঘোষণা এবং ১৯১৯ সালের ভারত শাসন-সংস্কার আইনের বিষয় সম্পূর্ণভাবে বজায় রাখা হইয়াছে। স্বয়ং পার্লিয়ামেণ্ট ভিন্ন অন্য কেহই উহাদের পরিবর্ত্তন করিতে পারেন না। কিছুমাত্র রদ বদল না করিয়া সেই সকল পুরাতন সর্ত্ত বলবৎ রাখাই যে বড়লাটের সঙ্কল্প তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ করা যাইতে পারে না।

কত দিনে ঔপনিবেশিক শাসন দেওয়া হইবে

ভারতকে কত দিনে ঔপনিবেশিক শাসনাধিকার প্রদান করা হইবে, এই সমস্যাটি সাইমন কমিশনের তথা ভারতীয় সেণ্ট্রাল কমিটির রিপোর্ট না পাওয়া পর্য্যন্ত মীমাংসিত হইতে পারে না, ভারতের সকল অবস্থা সম্বন্ধে বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট ভারত গভর্ণমেণ্টের সহিত পরামর্শ না করিয়া এবং প্রস্তাবিত গোল টেবিল বৈঠকের সিদ্ধান্ত প্রকাশ না হওয়া পর্য্যন্ত উক্ত সমস্যার সমাধান হইতে পারে না। তাহার পর স্বয়ং পার্লিয়ামেণ্ট সমস্যার সমাধান করিবেন বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট আশা করেন যে, যথাসময়ে ভারত অন্যান্য উপনিবেশসমূহের সহিত সমান মর্য্যাদাবিশিষ্টভাবে বৃটিশ সাম্রাজ্যের একতম অঙ্গরূপে পরিণত হইবে। গভর্ণমেণ্ট তাহাদের সংকল্পের কথা সাইমন কমিশনকে জানাইয়াছেন যে, গভর্ণমেণ্টের সংকল্পে হস্তক্ষেপ করিবার ইচ্ছা তাঁহাদের নাই।

বার্কেনহেডের আস্ফালন

লর্ড বার্কেনহেড বলেন যে, ভারতবাসীরা ১৯২৯ সাল শেষ হইলে আইন অমান্য প্রবর্ত্তন করিবে বলিয়া ভয় দেখাইয়াছিল বলিয়াই লর্ড আরউইন ব্যস্ত হইয়া এই ঘোষণা প্রচার করিয়াছেন। অতীত অভিজ্ঞতার ফলে জানিতে পারা গিয়াছে যে, ভয় প্রদর্শনে দমিত না হওয়াই ভারতশাসনের সর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ত উপায়।

গভর্ণমেণ্টের পক্ষে মিঃ পার্সফিল্ড বলেন যে, গোল টেবিল বৈঠক বসাইবার সংকল্পের কথা প্রকাশ করাই লর্ড আরউইনের ঘোষণার উদ্দেশ্য। লোকে আন্দোলন করিলেও তাহাদিগকে শান্ত করিবার চেষ্টা করা কখনই অসময়োপযোগী বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ যে, বড়লাটের ঘোষণায় নূতন নীতি প্রবর্ত্তনের কোন কথাই নাই, পরন্তু উহাতে লোককে গভর্ণমেণ্টের পুরাতন নীতি ব্যাখ্যা করিবার কথাই আছে।

লর্ড রেডিং তাঁহার প্রস্তাবের প্রত্যাহার করেন। —দৈঃ বসুমতী

পর-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

সম্প্রতি পর বিদ্যাপীঠে নিম্নলিখিত শিক্ষণীয় বিষয়নিচয়ের অধ্যাপকের আসনসমূহ সংস্থাপিত হইয়াছে—বিদ্যার্থিগণ আবেদন করুন।

১। সাহিত্যাসন, ২। ঐতিহ্যাসন,
৩। সম্প্রদায়বৈভবাসন, ৪। ভক্তিশাস্ত্রাসন,
৫। তত্ত্বশাস্ত্রাসন, ৬। বেদান্তাসন,
৭। একায়নাসন।

নন্দলাল রায় বি, এ, কাব্যতীর্থ, বিদ্যাসাগর,
সম্পাদক—পরবিদ্যাপীঠ, শ্রীধাম মায়াপুর।

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

ভাগবত

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৪০৲ চল্লিশ টাকা।

২৭২৪ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে,
সপ্তচত্বারিংশ খণ্ডে সূচী ছাপা হইতেছে।

৪৬শ খণ্ড প্রাপ্ত নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে ১৫।৴০ সাধারণ পক্ষে ২০৸৴০। প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৶০, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ।৴০।

দশম স্কন্ধ ছাপা হইতেছে। দশম স্কন্ধের ভিক্ষা ১২৲, অগ্রিম সাধারণের পক্ষে ৮৲।

৫০ অধ্যায়পর্য্যন্ত নবম সংখ্যা ছাপা হইয়াছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

সম্পূর্ণ ছাপা শেষ হইয়াছে

আদি, মধ্য ও অন্ত্যলীলা এবং সূচী ছাপা হইয়া সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছেন। যাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ১০৲ টাকা ভিক্ষার তৃতীয় সংস্করণ ৪৲ টাকায় না পাইয়া অপূর্ব্ব সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের জন্যই উহার ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছেন। সেই ১০৲ টাকার এই বিরাট গ্রন্থ নির্দিষ্ট সংখ্যা পূর্ণ না হওয়া পর্য্যন্ত ৫৲ টাকা ভিক্ষায় দেওয়া হইবে। গ্রাহকগণ সত্বর হউন পরে আর এ সুযোগ দেওয়া হইবে না।

শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাস আদিকবি

শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র গ্রন্থ ৮৲ স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲
নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪৷০ টাকা

শ্রীচৈতন্য মঠের যাবতীয় গ্রন্থ

কার্য্যাধ্যক্ষ, গ্রন্থ-বিভাগ, শ্রীচৈতন্য মঠ
পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

—অথবা—

শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা
ঠিকানায় পাওয়া যাইবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—ডাকে লইলে শ্রীচৈতন্য মঠের ঠিকানায় লিখিবেন।

উড়িয়া ভাষায় প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

যে সব উৎকলবাসী ভক্তগণ বাংলা পড়িতে জানেন না, তাঁহাদের শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর প্রচারিত পরম উপাদেয় ভক্তি-কথা জানিবার সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে উড়িয়া-ভাষায় নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হইয়াছে। বাংলা গ্রন্থের তুলনায় উড়িয়া গ্রন্থগুলির ভিক্ষাও অপেক্ষাকৃত অল্প।

গ্রন্থের নাম	ভিক্ষা
শ্রীহরিনাম চিন্তামণি, প্রতিখণ্ড	৷০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	
সাধন পথ (শ্রীমহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টক) প্রতিখণ্ড	।০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৷০
কল্যাণ কল্পতরু প্রতিখণ্ড	৵০
একত্রে ৩খণ্ড লইলে	।০
গীতাবলী প্রতিখণ্ড	⁄১০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৶১৫
শরণাগতি—প্রতিখণ্ড	⁄০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৶৫

প্রাপ্তিস্থান { শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ, কটক
এবং
শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, পুরী

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিম্নলিখিত মঠসমূহে প্রাপ্তব্য:—

১। শ্রীচৈতন্য মঠ,—পোঃ, শ্রীধামমায়াপুর, (নদীয়া)।
২। শ্রীগোরগদাধর মঠ,—চাঁপাহাটি, সমুদ্রগড় পোঃ, (বর্দ্ধমান)।
৩। শ্রীভাগবত আসন,—ভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৪। শ্রীগৌড়ীয় মঠ,—১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা।
৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ,—চটকপর্ব্বত, পুরী,
৬। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ,—উড়িয়া বাজার, কটক।
৭। শ্রীভাগবত মঠ,—চিরাকিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।
৮। শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ,—৪নং জগজ্জীবনপুরা, কাশী, ইউ, পি।
৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,—ছাপগালি, বৃন্দাবন, মথুরা, ইউ, পি।
১০। শ্রীপরমহংস মঠ—নিমসার পোঃ, সীতাপুর, ইউ পি।
১১। শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ,—কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল, পাঞ্জাব।
১২। শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠ,—৯০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।
১৩। শ্রীগদাইগৌরাঙ্গ মঠ,—বালিয়াটি, ঢাকা।
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম,—আমলাযোড়া, রাজবাঁধ পোঃ, বর্দ্ধমান।
১৫। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ,—ডুমুরকোন্দা, চিরকুণ্ডা পোঃ, মানভূম।
১৬। শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয় মঠ,—আলালনাথ, ব্রহ্মাগার পোঃ, পুরী, উড়িষ্যা।

এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণের নিকটও নদীয়া-প্রকাশ প্রাপ্তব্য।

১। শ্রীযুক্ত জনার্দ্দন ঘোষ—বসু লজ ক্লে রোড, খুলনা
২। শ্রীযুক্ত রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিরত্ন—দেওয়ানগঞ্জ, হলদিবাড়ী কুচবিহার।
৩। শ্রীযুক্ত রামরঞ্জন রায়—১৬।২নং শ্রীগোপাল মল্লিক লেন, কলিকাতা।
৪। শ্রীযুক্ত অমূল্যকুমার সরকার এস, ডি, ও, ফৈজাবাদ।
৫। মিঃ এন্ ডি, মুখার্জ্জি—এম, এম, ওয়ার্কস দি মল, কানপুর।
৬। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণবিহারী জ্যোতির্ভূষণ—স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া
৭। শ্রীরাসবিহারী দাস অধিকারী, নবদ্বীপ।
৮। শ্রীবিরাজমোহন দে—মনমোহন প্রেস, নবাবপুর, ঢাকা।
৯। শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ গড়গড়ি বেড়াচাঁপা, ২৪ পরগণা।

অন্যথা না ভজে কৃষ্ণ, দুষ্ট সঙ্গ করে। পুন সেইমত মায়া পাশে ডুবি মরে

শ্রীচৈতন্যমঠের গ্রন্থাবলী

শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুর বিরচিত
ভক্তি-গ্রন্থাবলী।
উৎকৃষ্ট কাপড়ে বিলাতী ধরণে বাঁধাই
বর্ণালঙ্কৃত। চতুর্থ সংস্করণ। বিস্তৃতবিষয়সূচীসহ

জৈবধর্ম্ম

বাঁধাই ২৲ দুই টাকা

প্রকাশিত হইয়াছে

মনাতন ধর্ম্মশাস্ত্র বেদ, বেদান্ত, উপনিষৎ গীতা, শ্রীমদ্ দর্শন, পুরাণ, তন্ত্রাদি সকল গ্রন্থ পাঠ করিবার অবসর অতি অল্প মানবের ঘটিয়া থাকে। অনেকের যোগ্যতা না থাকায় সেই সমস্ত গ্রন্থের মর্ম্ম অবগত হইতে পারেন না। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বাঙ্গালীর এই অসুবিধা দূরীভূত করিবার জন্য এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

বিদ্যালয়ের ছাত্র বা শিক্ষকগণের বিশেষ পাঠ্য, এই হেতু শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টার বাহাদুর ইহা সমস্ত বিদ্যালয়ের জন্য অনুমোদন করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

প্রথম খণ্ড ভিক্ষা—১৲ একটাকা

যুক্তিপূর্ণ শাস্ত্রবাক্য দ্বারা প্রত্যেক মানবের নিত্য কর্ত্তব্য ও অনিত্য সাময়িক কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। গ্রন্থের প্রতি উক্তি সনাতন শাস্ত্রবাক্য দ্বারা সমর্থিত ও প্রমাণিত হইয়াছে। দেহের, মনের ও আত্মার ধর্ম্ম কি? স্বদেশ, সমাজ, নীতি, ধর্ম্ম কি? ইত্যাদি বিষয় ক্রমানুসারে এমন সুন্দরভাবে যুক্তিসংকারে আলোচিত হইয়াছে যে, প্রথম পংক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত পাঠ না করিয়া নিবৃত্ত হওয়া যায় না।

শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ভিক্ষা ৵০

ঐ প্রমাণ খণ্ড ভিক্ষা ৵০

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিহার ও লীলাভূমি নয়টী দ্বীপ-সমন্বিত। এই নয় দ্বীপের প্রাচীন বিবরণ—প্রত্যেক দ্বীপে শ্রীমহাপ্রভুর লীলা—প্রত্যেক দ্বীপের পরিচয়, শ্রীধাম মাহাত্ম্য—ধামাপরাধ কি? ইত্যাদি বিষয় বিশেষভাবে মনোহর ছন্দে বর্ণিত। পকেট সাইজ প্রায় ১৮০ পৃষ্ঠা।

নবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ

উজ্জ্বল শ্লোক-রূপ কবিতে উত্তম কাগজে ছাপা—শ্রীনবদ্বীপধাম দর্শনে ভাবুক দর্শনকারীর কি প্রকার ভাবের উচ্ছ্বাস হয়, তাহা এই গ্রন্থে বর্ণিত। অতি চমৎকার। ভিক্ষা চারি আনা।

শ্রীমনঃশিক্ষা

৵০ দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভুকে উপদেশচ্ছলে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিচার অতি সুন্দরভাবে ব্যক্ত হইয়াছে। ইহা ছাড়া শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদিষ্ট শিক্ষা ও উপদেশ বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে।

গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-জগতে অভিনব গ্রন্থ !!
শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতি-গ্রন্থাবলী

শরণাগতি

পকেট সাইজ
অষ্টম সংস্করণ
ভিক্ষা ৴০ আনা

দেহ ও মনের চেষ্টা অনিত্যবস্তু লইয়া—ইহা যখন জীব বুঝিতে পারে, তখন একমাত্র নিত্যবস্তু শ্রীভগবানের প্রতি তাঁহার কোন জাতীয় আবেগময়ী প্রার্থনা হয় এবং শ্রীভগবানে সর্ব্বান্তঃকরণে নিষ্কপটে কি প্রকারে শরণাপন্ন হইতে হয়, ইত্যাদি বিষয়ক প্রাণস্পর্শী প্রার্থনা ও আত্মসমর্পণমূলক গান। উড়িয়া সংস্করণও প্রকাশিত হইয়াছে।

ভিক্ষা প্রতি খণ্ড ৴০ এক আনা

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা—৴০, নবদ্বীপশতক—৴০
অর্থপঞ্চক—৴০

কল্যাণকল্পতরু

পকেট সাইজ
পঞ্চম সংস্করণ
ভিক্ষা ৴১০

আমরা অত্যন্ত নূতন অভাব ও কামনার বশবর্ত্তী হইয়া পুনঃপুনঃ যে অকল্যাণকে কল্যাণ বলিয়া গ্রহণ করি এবং যাহার নিকট কল্যাণ কামনা করি, তিনি যে নিত্য বা যথার্থ কল্যাণ প্রদানে অসমর্থ এবং কোন বস্তু আমাদের নিত্য কল্যাণদাতা এবং কি ভাবে আমরা সেই কল্যাণলাভে সমর্থ হইব, এই সকল কথা সরল গানে লিখিত। এই গীতিগ্রন্থ বাস্তবিকই কল্যাণের কল্পতরু, ইনি প্রত্যেককে নিত্যকল্যাণ প্রদানে

শ্রীল চক্রবর্ত্তিঠাকুরের টীকা সহ

শ্রীমদ্‌ভগবদ্গীতা

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর কৃত টীকা ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কৃত বঙ্গানুবাদ। টীকাকারের জীবনী, শ্লোক-সূচি, বিষয়সূচি প্রভৃতি বহু প্রয়োজনীয় বিষয় সংবলিত প্রায় ৩২৫ পৃষ্ঠা। উৎকৃষ্ট সিল্কে বাঁধাই ২৲ দুই টাকা, কাগজে বাঁধা ১৷৷০

শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ-কৃত ভাষ্য সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

কাগজ ও ছাপা উৎকৃষ্ট। সিল্কে বাঁধাই, সোণার জলে নাম লেখা রাজসংস্করণ ২৲ টাকা, সাধারণ সংস্করণ ১৷৷০, গৌড়ীয়ের গ্রাহকপক্ষে ১৷০

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি (সার্ব্বভৌমকোষগ্রন্থ)

বিষয়:—১। ভক্তিশাস্ত্রে ব্যবহৃত শব্দাবলীর অর্থ, ২। চারি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের চরিত্র, ৩। বিষ্ণুবৈষ্ণবসম্পর্কে শ্রীমন্দির ও শ্রীগ্রন্থের বিবরণ, ৪। বৈষ্ণবগ্রন্থ ও গ্রন্থকারসমূহের তাৎপর্য্য ও বিবরণ, ৫। বিষয় বিশেষের লোকিক ও শাস্ত্রীয় অভিধানমূলে যাবতীয় তথ্য। চারিখণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ১ম খণ্ড ৷৷০, ২য় খণ্ড ৷৷০, ৩য় খণ্ড ৷০, ৪র্থ খণ্ড ৷৵০, চারিখণ্ড একত্রে ৩৲ (৫ম খণ্ড যন্ত্রস্থ)।

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ—১ম খণ্ড ১৲ এক টাকা
২য় খণ্ড ১৲ এক টাকা—শ্রীমদ্ভাগবতের গ্রাহক ও গৌড়ীয় গ্রাহকগণ ১৷০ টাকায় দুইখণ্ড পাইবেন। বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমজ্জীব গোস্বামিপাদের রচিত গ্রন্থ। ইহাই ষট্‌সন্দর্ভের অধিক প্রয়োজনীয় অংশ। প্রায় ৮ খণ্ড ডবল ক্রাউন ৮ কর্ম্মায় ৭৪ পৃষ্ঠা আকারে মুদ্রিত হইতেছে।

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য সঙ্কলিত

সদাচারস্মৃতিঃ

ভিক্ষা ৴০ মাত্র

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (প্রাচীন নবদ্বীপ) নদীয়া

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ৬ আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় বোতলের সমপরিমাণ ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ৷৷০ আনা, পাঁইট ৬৷০ আনা, বোতল ১৷০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা।

রেজেষ্টার্ড

মদন মঞ্জরী

বটিকায় স্বপ্ন ও ধাতুবিকার, ইন্দ্রিয়শক্তির হ্রাস, প্রস্রাবে শুক্রপাত, বহুমূত্র, মাথা ঘোরা, বুক ধড়ফড়ানি, অনিদ্রা প্রভৃতি লক্ষণ সত্বর নির্দ্দোষ আরোগ্য হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ৪০ বটী ১৲ এক টাকা।

"নপুংসকারি ঘৃত"
পুরুষত্বহীন রোগে বাহ্যপ্রয়োগ দ্বারা আরোগ্য করিয়া শক্তিসম্পন্ন করে। মূল্য ২ তোলা ১৲ টাকা।

"রমণবিলাসিনী বটিকা"
বীর্য্যধারণ করত সঙ্গমশক্তি স্থায়ী ও বৃদ্ধি করিতে অত্যাশ্চর্য্য। মূল্য ১৬ বটী ১৲ এক টাকা।

রাজবৈদ্য নারায়ণজী, কেশবজী
১৭৭নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

বরগা

করগেট টীন, জানালার গরাদ দালানের ফুলদার রেলিং ও থাম বেড়াঘেরা কাঁটাতার ইত্যাদি সুলভে বিক্রয় করি

ডি. এন্ড সন্স
২৭, ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট। ফোন ৪৪৯১
স্থাপিত ইং ১৮৩৬ সাল, কলিকাতা

ফেরাস কুইনিন

নূতন এবং পুরাতন ম্যালেরিয়ার যম

ইহাতে উপযুক্ত মাত্রায় আর্সেনিক, হাইড্রোক্লোর কুইনিন, আর্সেনিক প্রভৃতি আছে।

এই ফেরাস কুইনিন ইনজেকসন করিলে একটী বা দুইটী ইনজেকসনেই সকলপ্রকার কঠিন ম্যালেরিয়া জ্বর বন্ধ হয় এবং ছয় হইতে বারটী ইনজেকসনে ম্যালেরিয়ার সমস্ত উপসর্গ নষ্ট করিয়া দেয়।

৬ এম্পুলপূর্ণ প্রতি বাক্স—মূল্য ২৲, ইং ৩৲ টাকা

বাই-ও-কেমিক্যাল এণ্ড ক্লিনিক্যাল ল্যাবরেটারীতে প্রস্তুত। ২৯১ হরিতকীবাগান লেন, কলিকাতা।

পর-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

এখানে আহার এবং বাসস্থান দিয়া বিদ্যার্থিগণকে বিভিন্ন শিক্ষণীয় বিষয় শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। অনেক ছাত্র ইতোমধ্যেই আসিয়া পাঠ আরম্ভ করিয়াছেন। বর্ত্তমান বর্ষে সকল ছাত্রই গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

প্রধান অধ্যাপক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রচন্দ্র কাব্য-ব্যাকরণ-সাংখ্য-বেদান্ত-ষড়দর্শন-তীর্থ, সাংখ্যভূষণ, বেদান্তরত্ন, সাহিত্যশাস্ত্রী, সুদর্শনবাচস্পতি।

অধ্যাপক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গৌরদাস ব্রহ্মচারী ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীধাম মায়াপুর পরবিদ্যাপীঠ, (নদীয়া)

বেদনাঞ্জন

শ্রেষ্ঠরত্ন।

কলিকাতা কংগ্রেস এক্জিবিসন হইতে বহু প্রশংসা প্রাপ্ত ও বহু গণ্যমান্য ভদ্রমহোদয়-গণ কর্ত্তৃক প্রশংসিত।

আজকাল বাজার-চলন মিশ্রিত ও বিষাক্ত আহার্য্য সেবনে শরীরের রক্ত স্বতঃই দোষিত হইয়া পড়িতেছে। রক্তই মানব-দেহের শ্রেষ্ঠ উপাদান, এই রক্ত দোষিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মানব বাত, বেদনা, মাথাধরা, মাথা-ঘোরা, দৃষ্টিশক্তির হ্রাস, দাঁতের গোড়া ফুলা, দাঁত কনকনানি, দাঁতে পোকা এবং খোস, চুলকানি প্রভৃতি কষ্টদায়ক চর্ম্মরোগে আক্রান্ত হইতেছে। যদি আপনি এক্ষণেই ব্যাধিমুক্ত হইতে চান, তাহা হইলে অযথা পয়সার অপব্যয় না করিয়া অল্প ব্যয়ে এক শিশি **বেদনাঞ্জন** ক্রয় করিয়া ইহার কার্য্যকারী-শক্তি উপলব্ধি করুন। গুণের তুলনায় মূল্য অতি সামান্য, এক শিশি ।৵০ আনা মাত্র মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

প্রোপ্রাইটার—এ, সি, চাটার্জ্জী এণ্ড ব্রাদার্স।

৪৫নং ইলকাটি লেন, সালিকা হাওড়া।

সকল মণিহারী দোকানে ও বড় বড় ডাক্তার খানায় পাওয়া যায়।

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

যদিও অদ্যাপি প্রকৃত মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য, তথাপি যাঁহারা নানাবিধ অনিয়মিত উপায়ে অপরিমিত শক্তি নষ্ট করিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন এবং নানা প্রকার মেহ, প্রমেহ ধাতুদৌর্ব্বল্য, স্নায়বিক দুর্ব্বলতা, বহুমূত্র, দুঃস্বপ্ন, পাকস্থলী-সংক্রান্ত পীড়া, অর্শ এবং স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে যাহারা বাধক, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, স্বাতকা, শ্বেত ও রক্তপ্রদর, হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি রোগে ভুগিয়া জীবনে নিরাশ হইয়াছেন, তাঁহারা আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটাল সাহেবের আবিষ্কৃত **ইলেক্ট্রিক সলিউসন** ব্যবহার করিয়া বাঁচিতে পারেন, তাহার শত সহস্র প্রমাণ প্রতি বৎসরেই পাওয়া যাইতেছে। যাঁহারা অন্যান্য বহুবিধ ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরোগ্য হইতে পারেন নাই, তাঁহারা একবার এই ঔষধটী ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক মাসের ব্যবহারোপযোগী এক শিশি ঔষধ ডাকমাশুল সহ ১৷০ টাকা মাত্র।

সোল এজেণ্ট—ডাঃ ডি, ডি, হাজরা।

ফতেপুর, গার্ডেনরিচ পোষ্ট, কলিকাতা।

ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

অধ্যক্ষ

শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম.এ. এফ.সি.এস. (লণ্ডন)

ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব্ব

(প্রফেসার)

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ বিশুদ্ধ ও শাস্ত্রমতে নিজ তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হয়। পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ক্যাটালগ পাঠান হয়। রোগের বিবরণ জানাইলে যত্নপূর্ব্বক ব্যবস্থা দেওয়া হয়। চিঠি পত্রাদি সম্পূর্ণরূপে গোপন রাখা হয়।

মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দুর)

(বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৪৲ টাকা

উৎকৃষ্ট স্বর্ণ, পারদ ও আমলাসার গন্ধক দ্বারা যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। নিত্য প্রয়োজনীয় সর্ব্বরোগনাশক মহৌষধ।

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৩৲ টাকা

উৎকৃষ্ট কাশীর আমলকী, বংশলোচন প্রভৃতি যাবতীয় উপাদানে পূর্ণ মাত্রায় যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। কফ, কাসি, সর্দ্দি, যক্ষ্মা, ক্ষয়রোগ, হৃদরোগ প্রভৃতি রোগের মহৌষধ। সর্ব্বপ্রকার দুর্ব্বলতা নাশক অতিশয় পুষ্টিকর মহৌষধ বা খাদ্য বিশেষ।

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬৲ টাকা

ইহা সেবনে ধাতুদৌর্ব্বল্য, শুক্রহীনতা, স্বপ্নদোষ, প্রমেহ ও ধ্বজভঙ্গ সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায়। ইহা অপরিসীম আনন্দদায়ক রসায়ন।

অবলাবান্ধব যোগ

প্রদর, বাধক প্রভৃতি জরায়ুদোষ ও যোনিগত দুরারোগ্য রোগের মহৌষধ

মূল্য—১৬ মাত্রা ২৲ টাকা। ৫০ মাত্রা ৫৲ টাকা মাত্র

বিশুদ্ধ জল! ভয় নাই! বিশুদ্ধ জল!!

লক্ষ্মী টিউব-ওয়েল কোং

২০৫নং নবাবপুর, ঢাকা

বর্ত্তমান-যুগের নব-আবিষ্কৃত যন্ত্রপাতিদ্বারা উন্নত বৈজ্ঞানিক-খনন-প্রণালীতে-নলকূপ (*Tube-well*) নির্ম্মাণ করা হয়। বঙ্গের লাট বাহাদুর, প্রাইভেট সেক্রেটারী, জিলা-ম্যাজিষ্ট্রেট, জিলা-বোর্ডের চেয়ারম্যান, ইঞ্জিনিয়ার, জমিদার, তালুকদার, প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত ভদ্রমহোদয়গণ এই কোম্পানীর কার্য্য দেখিয়া প্রশংসা করিয়াছেন। রাসায়নিক পরীক্ষায় জল বিশুদ্ধ না হইলে মূল্য গৃহীত হয় না। বিস্তৃত বিবরণের জন্য পত্র লিখুন।

বৃত্তিসহ সমগ্র

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

ভিক্ষা ২৲ টাকা। শিক্ষার্থি-ছাত্রের পক্ষে ১৷৹ দেড়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীপরবিদ্যাপীঠ, শ্রীগৌড়পুর

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

মনোমোহন প্রেস

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা

পূর্ব্ব-বাঙ্গালায় সুলভে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত

বৈদ্যুতিক মেশিনে দিবারাত্র কাজ চলিতেছে

বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা

শ্রীবিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

স্থানীয় সংস্করণ

Registered No. C 1544

বিজ্ঞাপনের হার

প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৷০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র।

মূল্যের হার
অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক ৬৲
ষাণ্মাসিক ৩৲
ত্রৈমাসিক ১৸০
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ১০

খণ্ড] সম্পাদক—প্রত্নবিদ্যালঙ্কার শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী [২১০ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্য মঠ, শ্রীধাম মায়াপুর—২৫শে কার্ত্তিক সোমবার, ১৩৩৬, ১১ই নভেম্বর ১৯২৯

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থাবলী

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্—শ্লোক সূচী, বিষয়-সূচী প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত। ভিক্ষা, প্রতি খণ্ড সাধারণ পক্ষে ৷৶০ গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশ গ্রাহক পক্ষে ./০
২। অনুভাষ্য-সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (২য় সংস্করণ) ৫৲
৩। গৌড়ীয়-গৌরব ৶০
৪। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।০
৫। ভজনরহস্য ॥০
৬। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
" " " আবাঁধা ৸০
৭। গীতা (শ্রীবলদেবভাষ্যসহ) বাঁধা ২৲ আবাঁধা ১৷৷০
৮। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি টীকা-সহ) বাঁধা ২৲ আবাঁধা ১৷৷০
গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ॥০
৯। [illegible] সানুবাদ ২৲
১০। বেদান্তস্যমন্তক সানুবাদ ॥০
১১। জৈবধর্ম্ম ২৲
১২। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৩। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৪। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ৷৶০
১৫। দীপ-দিগ্দর্শন ৵০
১৬। সাধনপথ (৩য় সংস্করণ) ৷৶০
১৭। আচার ও আচার্য্য ৷৶০
১৮। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
১৯। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা)
২০। শ্রীনবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য
২১। নবদ্বীপধামমাহাত্ম্য (প্রমাণখণ্ড)
২২। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ
২৩। শ্রীগৌড়মণ্ডল-পরিক্রমা-দর্পণ ।০
২৪। শরণাগতি, গীতাবলী, গীতমালা, [illegible], নবদ্বীপশতক, অর্থপঞ্চক ও সদাচারস্মৃতি মোট ৷৶০
২৫। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ও অর্চ্চনকণ ৵০
২৬। সাধককণ্ঠমণি ।০
২৭। সংস্কার-দীপিকা ।০
২৮। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড) ৫৲
২৯। মুকুন্দমালাস্তোত্রম্ ৵০
৩০। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ৸০
৩১। মণিমঞ্জরী সানুবাদ ।০
৩২। গৌরকৃষ্ণোদয় ৸০
৩৩। শ্রীচৈতন্যভাগবত (বিরাট্ দ্বিতীয় সংস্করণ) ৫৲

এতদ্ব্যতীত বৈষ্ণব-ধর্ম্মের কয়েকখানি ইংরাজি গ্রন্থ আছে, পত্র পাঠাইলে ডাকযোগে ক্যাটলগ পাঠান হয়।

১। প্রাপ্তিস্থান :—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

২। শ্রীগৌড়ীয় মঠ—১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা।
৩। শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠ—৯০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা
৪। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ—উড়িয়াবাজার, কটক
৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ—চটক পর্ব্বত? পোড়াকুণ্ডী, পুরী
৬। শ্রীসনাতনগৌড়ীয় মঠ—৪০নং জগজ্জীবনপুরা, কাশী
৭। শ্রীগৌড়ীয় মঠ দিল্লী কার্য্যালয়, ১০১ হনুমানরোড, নিউদিল্লী।
৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ—ছিপাগলি, বৃন্দাবন।
৯। শ্রীভাগবত প্রেস, গোয়াড়ী—কৃষ্ণনগর।
১০। শ্রীএকায়ন মঠ, হাইষ্ট্রীট, কৃষ্ণনগর।

নানা কথা

কলিকাতা গেজেট

সাধারণ

নিয়োগ ও বদলী

বিদায়প্রাপ্ত ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট মৌলবী আমাদ [illegible] রংপুর [illegible] হইলেন। ফরিদপুর জিলার [illegible]পুরের ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট [illegible] বিনোদচন্দ্র সেন অস্থায়িভাবে উক্ত মহকুমার, বীরভূম জিলার [illegible] এসিষ্ট্যাণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট মিষ্টার ই. বি. [illegible] আই, সি, এস, ফরিদপুর জিলার মাদারিপুর মহকুমার ও চট্টগ্রামের ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট রায় সাহেব [illegible]কুমার ভট্টাচার্য্য বীরভূম জিলার রামপুরহাট মহকুমার ভারপ্রাপ্ত হইলেন। ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুত সুরেশচন্দ্র ঘটক [illegible] জিলা সদরে স্থাপিত হইলেন। মেদিনীপুরের ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুত [illegible]নাথ সরকার চট্টগ্রাম পার্ব্বত্য অঞ্চল জিলার সদর মহকুমার, নোয়াখালী জিলার ফেণীর ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুত চিত্তরঞ্জন মুখোপাধ্যায় জলপাইগুড়ী জিলার সদর মহকুমার ও বিদায়প্রাপ্ত ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুত অনাদি [illegible] বসু নোয়াখালী জিলার সদর মহকুমার ভারপ্রাপ্ত হইলেন। বিদায়প্রাপ্ত ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুত অমরেন্দ্রনাথ পাল চৌধুরী হুগলী জিলার সদরে স্থাপিত হইলেন। পাবনা সিরাজগঞ্জ মহকুমার ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুত অনীলচন্দ্র বসু ত্রিপুরা জিলার সদরে, ২৪ পরগণার ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুত নরেন্দ্রনাথ বসু পাবনা জিলার কিশোরগঞ্জ মহকুমার ও বাখরগঞ্জের ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট [illegible] মিঞা খুলনা জিলার সদরে স্থানান্তরিত হইলেন। বাখরগঞ্জের ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুত গোবিন্দচন্দ্র ঘোষাল অস্থায়িভাবে উক্ত জিলার সদর মহকুমার ভারপ্রাপ্ত হইলেন। [illegible] ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুত বিনোদ-[illegible] [illegible] জিলার সদরে স্থানান্তরিত হইলেন। বিদায়প্রাপ্ত সাব [illegible] মৌলবী মহম্মদ [illegible] [illegible] স্থাপিত হইলেন।

বিদায়

[illegible] ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট [illegible] আই, এস, [illegible] [illegible] ২৫ [illegible] [illegible] আই, সি, এস, [illegible] ২৪ পরগণার [illegible] ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুত [illegible] [illegible] ডেপুটি কালেক্টর [illegible] ৪ মাসের বিদায় [illegible]

বিচার বিভাগ

নিয়োগ ও বদলী

মৌলবী মহম্মদ সাদের হোসেন নোয়াখালি জিলার সন্দ্বীপের মুন্সেফ, মুর্শিদাবাদ জিলার কান্দী, লালবাগ ও জঙ্গীপুরের অতিরিক্ত মুন্সেফ শ্রীযুত প্রিয়ব্রত সেন উক্ত জিলার বহরমপুর মহকুমার মুন্সেফ, পাবনা ও বগুড়া জিলার বগুড়ার অস্থায়ী সাব জজ শ্রীযুত ত্রৈলোক্যনাথ রায় উক্ত জিলার বগুড়ার মুন্সেফ, নোয়াখালীর অস্থায়ী দ্বিতীয় অতিরিক্ত সাব জজ শ্রীযুত নলিনীনাথ দাসগুপ্ত বাখরগঞ্জ জিলার বরিশালের [illegible] সেটেলমেণ্ট বিভাগের কার্য্যে নিযুক্ত মুন্সেফ মৌলবী মকবুলার রহমান নোয়াখালী জিলার ফেণীর মুন্সেফ, নোয়াখালী জেলার সন্দ্বীপের মুন্সেফ শ্রীযুত মণীন্দ্রপ্রসাদ সিংহ হুগলী জিলার সদরের মুন্সেফ, হুগলী জেলার সদরের মুন্সেফ মৌলবী কফিরুদ্দীন আমাদ নোয়াখালী জিলার সন্দ্বীপের মুন্সেফ, হুগলী জিলার উলুবেড়িয়ার অস্থায়ী মুন্সেফ শ্রীযুত নরেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী নম্বর ২ অস্থায়িভাবে বাখরগঞ্জ জিলার বরিশালের মুন্সেফ নিযুক্ত হইলেন। বর্দ্ধমান জিলার সদরের অস্থায়ী অতিরিক্ত মুন্সেফ মৌলবী শামসুদ্দীন আমাদ পুনরায় অস্থায়িভাবে ত্রিপুরা জিলার কুমিল্লার মুন্সেফ নিযুক্ত হইলেন, কিন্তু তিনি বর্ত্তমানে বর্দ্ধমান সদরে কার্য্য করিবেন। বাখরগঞ্জ জিলার বরিশালের মুন্সেফ শ্রীযুত নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় হুগলী জিলার উলুবেড়িয়ার মুন্সেফ নিযুক্ত হইলেন। চট্টগ্রাম জিলার সাতকানিয়ার অস্থায়ী অতিরিক্ত মুন্সেফ মৌলবী মহম্মদ [illegible] অস্থায়িভাবে উক্ত জিলার [illegible] মুন্সেফ নিযুক্ত হইলেন। তিনি বর্ত্তমানে সাতকানিয়াতে কার্য্য করিবেন, [illegible] অস্থায়ী মুন্সেফ শ্রীযুত [illegible] চক্রবর্ত্তী অস্থায়িভাবে উক্ত জিলার [illegible] মুন্সেফ, পাবনা ও বগুড়া জিলার বগুড়ার অস্থায়ী মুন্সেফ শ্রীযুত [illegible]মোহন রায় চৌধুরী অস্থায়িভাবে ঢাকা জিলার মুন্সীগঞ্জের মুন্সেফ, ত্রিপুরা জিলার ব্রাহ্মণবাড়িয়ার অস্থায়ী মুন্সেফ শ্রীযুত [illegible] দাস পুনরায় উক্ত স্থানের মুন্সেফ, ফরিদপুর জিলার [illegible] অস্থায়ী মুন্সেফ শ্রীযুত গোবিন্দপ্রসাদ [illegible] পুনরায় উক্ত জিলার [illegible] মুন্সেফ, যশোহর জিলার [illegible] অস্থায়ী মুন্সেফ শ্রীযুত অমূল্যচন্দ্র [illegible] পুনরায় উক্ত স্থানের মুন্সেফ, ঢাকা জিলার মুন্সীগঞ্জের অস্থায়ী মুন্সেফ মৌলবী আবদুল [illegible] অস্থায়িভাবে ফরিদপুর জিলার মাদারীপুরের মুন্সেফ নিযুক্ত হইলেন। পাবনা ও বগুড়া জিলার পাবনার অস্থায়ী মুন্সেফ শ্রীযুত অবনীভূষণ গঙ্গোপাধ্যায় পুনরায় অস্থায়িভাবে উক্ত স্থানের মুন্সেফ, দিনাজপুর জিলার জলপাইগুড়ির অস্থায়ী মুন্সেফ শ্রীযুত কালীনারায়ণ ভট্টাচার্য্য পুনরায় অস্থায়িভাবে উক্ত স্থানের মুন্সেফ, দিনাজপুর জিলার বালুরঘাট মহকুমার অস্থায়ী মুন্সেফ মৌলবী নিয়ামত আলি অস্থায়িভাবে উক্ত স্থানের মুন্সেফ, চট্টগ্রাম জিলার উত্তর রাউজানের অস্থায়ী মুন্সেফ মৌলবী হেদায়েত উল্লা পুনরায় অস্থায়িভাবে উক্ত স্থানের মুন্সেফ, বর্দ্ধমান জিলার কাটোয়ার অস্থায়ী মুন্সেফ শ্রীযুত সুবোধচন্দ্র মুখোপাধ্যায় পুনরায় অস্থায়িভাবে উক্ত স্থানের মুন্সেফ, ত্রিপুরা জিলার কুমিল্লার অস্থায়ী অতিরিক্ত মুন্সেফ শ্রীযুত মণীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য পুনরায় অস্থায়ী ভাবে উক্ত জিলার কসবার মুন্সেফ নিযুক্ত হইলেন; তিনি বর্ত্তমানে কুমিল্লায় অবস্থিতি করিবেন। মেদিনীপুর জিলার তমলুকের অস্থায়ী মুন্সেফ শ্রীযুত গোবিন্দ মুখোপাধ্যায় পুনরায় অস্থায়িভাবে উক্ত স্থানের মুন্সেফ, যশোহর সদরের অস্থায়ী মুন্সেফ মৌলবী মহম্মদ আবদুল ওয়াহেদ পুনরায় অস্থায়িভাবে উক্ত স্থানের মুন্সেফ, বাখরগঞ্জ জিলার বরিশালের অস্থায়ী মুন্সেফ শ্রীযুত মতিলাল দাস অস্থায়িভাবে বাখরগঞ্জ সদরের মুন্সেফ, ময়মনসিংহ জিলার কিশোরগঞ্জ মহকুমার অস্থায়ী মুন্সেফ শ্রীযুত উমাপদ গুপ্ত পুনরায় অস্থায়িভাবে উক্ত স্থানের মুন্সেফ নিযুক্ত হইলেন। শ্রীহট্টের অস্থায়ী মুন্সেফ মৌলবী ফজলল করিম অস্থায়িভাবে ত্রিপুরা জিলার চাঁদপুরের মুন্সেফ, নোয়াখালী জিলার ফেণীর অস্থায়ী মুন্সেফ শ্রীযুত রাজকুমার দত্ত অস্থায়িভাবে পাবনা ও বগুড়া জিলার পাবনার মুন্সেফ, [illegible] জিলার [illegible] অস্থায়ী মুন্সেফ শ্রীযুত রবীন্দ্রকুমার দাস গুপ্ত অস্থায়িভাবে উক্ত স্থানের মুন্সেফ, ২৪ পরগণা জিলার বসিরহাটের অস্থায়ী মুন্সেফ শ্রীযুত রবীন্দ্রনাথ রায় অস্থায়িভাবে নদীয়া জিলার কুষ্টিয়া ও রাণাঘাটের অতিরিক্ত মুন্সেফ নিযুক্ত হইলেন; তিনি বর্ত্তমানে চুয়াডাঙ্গাতে অবস্থিতি করিবেন। ময়মনসিংহ জিলার কিশোরগঞ্জের অস্থায়ী অতিরিক্ত মুন্সেফ শ্রীযুত নরেন্দ্রনাথ সোম অস্থায়িভাবে উক্ত স্থানের অতিরিক্ত মুন্সেফ, দিনাজপুরের সদরের অস্থায়ী মুন্সেফ মৌলবী মহম্মদ আক্রাম আলী খাঁ অস্থায়িভাবে উক্ত স্থানের মুন্সেফ, ময়মনসিংহ জিলার নেত্রকোণার অস্থায়ী অতিরিক্ত মুন্সেফ শ্রীযুত বিমলকুমার ভট্টাচার্য্য পুনঃ অস্থায়িভাবে উক্তস্থানের অতিরিক্ত মুন্সেফ, চট্টগ্রামের অস্থায়ী অতিরিক্ত সাবজজ শ্রীযুত অশ্বয়কুমার চক্রবর্ত্তী ঢাকা জিলার মুন্সীগঞ্জের মুন্সেফ নিযুক্ত হইলেন।

মোহান্তের মোহান্ধতার ফল

সতীশগিরি গদীচ্যুত

বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ-সভা ও [illegible] তারকেশ্বরের মোহান্ত সতীশচন্দ্র গিরির বিরুদ্ধে যে দেওয়ানী মামলা চলিতেছিল, দীর্ঘকাল শুনানীর পর গত ৬ই নভেম্বর হুগলীর জিলা জজ মিঃ কে, সি, নাগ উহার রায় প্রদান করিয়াছেন। জজ সাহেব বাদীর অনুকূলে ডিক্রী প্রদান করিয়াছেন, এবং মোহান্তকে দেবোত্তর সম্পত্তি আত্মসাৎ করিবার অভিযোগে অপরাধী সাব্যস্ত করিয়া তাঁহার পদচ্যুতির আদেশ করিয়াছেন। মোহান্ত যে সমস্ত সম্পত্তি তাঁহার নিজের বলিয়া দাবী করিয়াছিলেন জজ উহা দেবোত্তর বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। তদনুসারে মোহান্তকে আদালত কর্তৃক নিযুক্ত রিসিভারের হস্তে উহার দখল ছাড়িয়া দিবার আদেশ দেওয়া হইয়াছে।

কুমিল্লা কলেজে ধর্ম্মঘট

অধ্যক্ষের কার্য্যের প্রতিবাদ

কুমিল্লার ৬ই নভেম্বরের সংবাদে প্রকাশ, গত যতীন্দ্র দাস দিবসোপলক্ষে স্থানীয় কলেজের প্রথম ও তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীর যে সকল ছাত্র কলেজে অনুপস্থিত ছিল, অধ্যক্ষ তাহাদিগের প্রত্যেকের দুই টাকা করিয়া জরিমানা করিয়াছেন। তিনি এই জরিমানার হুকুম জারী করার পরেও নাকি ছাত্ররা স্থানীয় মহেশাঙ্গনে জড় হইয়া উহার তীব্র প্রতিবাদ করেন। এই সম্পর্কে উকীল শ্রীযুত প্রকাশচন্দ্র দাসের সভাপতিত্বে এক বিরাট সভা হইয়াছিল। কয়েক জন ছাত্রও এই সভায় বক্তৃতা করিয়াছেন। তাঁহারা বক্তৃতাপ্রসঙ্গে বলেন, অধ্যক্ষের এই হুকুম অতিশয় অন্যায় হইয়াছে।

সভায় গৃহীত প্রস্তাব

অধ্যক্ষের এরূপ ব্যবস্থার প্রতি বিশেষ অসন্তোষ প্রকাশ করিয়া সভায় সর্ব্বসম্মতিক্রমে এই মর্ম্মে এক প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে যে, যত দিন পর্য্যন্ত অধ্যক্ষের এই ব্যবস্থা প্রত্যাহৃত না হয় তত দিন পর্য্যন্ত কলেজের কোন ছাত্রই কলেজে আসিবে না। প্রকাশ, উক্ত দিবস হইতেই ছাত্ররা ধর্ম্মঘট করিয়াছে।

বিজ্ঞাপন

নদীয়া-প্রকাশের পাঠকগণ কলিকাতার ২১৮নং বহুবাজার ষ্ট্রীটস্থ "বৈদ্য শাস্ত্রী" মহোদয়ের বাটিক মানবের তুল্য না হইতে পারে তাহার পথ্য ঔষধাদি সম্বলিত "কামশাস্ত্র" গ্রন্থখানি এখনও যদি পাঠ করেন নাই, তিনি অচিরে ঐ ঠিকানায় আবেদন করত বিনামূল্যে প্রাপ্ত হউন। উহা পাঠে উপকৃত হইয়া ৫০০০ হাজার লোক কৃতজ্ঞ হইয়াছেন। পড়িলেই সত্যতা উপলব্ধি হইবে।

পরমায়ু বিচার

জীব বলিলে ভগবানের তটস্থা শক্তিকে বুঝায়। চিৎ ও মায়িক, উভয় জগতেই জীবের যাইবার যোগ্যতা আছে বলিয়া উহাকে তটস্থা শক্তি বলা হইয়াছে। জীব যখনই স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার করেন তখনই ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তি মায়া তাঁহাকে এই দুঃখময় সংসারে আনয়ন পূর্ব্বক চৌরাশী লক্ষ যোনিতে ভ্রমণ করাইয়া ত্রিতাপ জ্বালায় দগ্ধীভূত করেন। চৌরাশী লক্ষ যোনি ভ্রমণ সময়ে জীব নানাবিধ পাঞ্চভৌতিক দেহ আশ্রয় করিয়া থাকেন। এইরূপে জীবের কোনও একটী দেহ অবস্থিতি কালের পরিমাণকে তাঁহার পরমায়ু কহে, আবার যখন সেই জীবটী সেই পাঞ্চভৌতিক দেহ পরিত্যাগ করিয়া অন্য একটী দেহ আশ্রয় করে, তখনই লোকে বলিয়া থাকে যে সেই জীবটীর পরমায়ু শেষ হইয়াছে অর্থাৎ মৃত্যু হইয়াছে। কিন্তু বস্তুতঃ পক্ষে জীব কোনও কালের অধীন নহে, জীবে পরমায়ু-বিচার চলে না। কেবল পাঞ্চভৌতিক দেহেরই বিনাশ হয়। জীব নিত্য কৃষ্ণদাস, তাহার জন্ম, জরা বা মৃত্যু কিছুই নাই। তবে কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখতারূপ কর্ম্ম বশতঃ এই দুঃখময় সংসারে আগমন পূর্ব্বক কখন স্থাবর, কখন জলচর, কখন বা কীটযোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া অবশেষে বহু পুণ্যফলে এই দুর্লভ মনুষ্য দেহ আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকেন। যথা পদ্মপুরাণে,—

জলজা নব লক্ষাণি স্থাবরা লক্ষবিংশতিঃ।
ক্রিময়ো রুদ্রসংখ্যকাঃ পক্ষিণাং দশলক্ষকং॥
ত্রিংশল্লক্ষাণি পশবশ্চতুর্লক্ষাণি মানবাঃ॥

যাহার দেহে আত্মবুদ্ধি সেই ব্যক্তিই নিজের ও অন্যের পরমায়ু গণনা করিয়া থাকেন। জগতে অনেকেই দেহাত্মবুদ্ধিবিশিষ্ট, সুতরাং প্রায় সকলেই নিজেদের ও আত্মীয়স্বজনাদির পরমায়ু বৃদ্ধি হউক ইহাই ইচ্ছা করিয়া থাকেন। তাঁহারা কোনও ব্যক্তির মৃত্যু দেখিলে বড়ই শোকাতুর হ'ন এবং বলিয়া থাকেন যে তাহার আর পরমায়ু নাই, তাই মরিয়া গেল। কিন্তু একবারও ভাবেন না যে জীবাত্মা দেহাতিরিক্ত চিৎকণ বস্তু। তাঁহার জরা বা মৃত্যু নাই; কেবল দেহেরই পতন হয়। তাহারা মনে করে যে এই সংসারে অনেক দিন জীবিত থাকিলেই জীবন সার্থক হয়। স্ত্রী পুত্রাদি লইয়া সংসার করা এবং টাকা উপার্জ্জন করিয়া তাহাদের সেবা করিতে করিতে আমোদ প্রমোদে জীবনযাপন করিয়া অধিক দিন বাঁচিয়া থাকিলেই মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য সাধিত হয়। "আমি কে? কোথা হইতে এই সংসারে আসিলাম? মাতৃগর্ভে দারুণ যন্ত্রণায় কে আমাকে রক্ষা করিয়াছিল? কেনই বা এই ত্রিতাপ যন্ত্রণায় জ্বলিয়া মরিতেছি? জীব মরিয়া কোথায় যায়? ইত্যাদি চিন্তাসকল একবারও কাহারও হৃদয়ে উদিত হয় না। যদি কেহ কোনও সুকৃতির ফলে নিজের স্বরূপ জানিতে অনুসন্ধিৎসু হন, তবে সাধু, শাস্ত্র ও সদ্গুরুর দ্বারা জানিতে পারেন যে জীবমাত্রই কৃষ্ণের নিত্যদাস এবং তাঁহার (শ্রীকৃষ্ণের) সেবাই জীবের নিত্যধর্ম্ম। স্ত্রী-পুত্রাদির সেবা জীবের স্বধর্ম্ম নহে। যাঁহারা স্ত্রী-পুত্রাদি লইয়া কৃষ্ণের সংসার পাতিয়াছেন, তাঁহারা কখনই স্ত্রী-পুত্রাদিকে স্ত্রী পুত্র জ্ঞান করেন না, কৃষ্ণের দাসদাসী জ্ঞানে তাঁহাদের সেবা করিয়া থাকেন। কৃষ্ণসেবা পরিত্যাগ করিয়াই জীবের সংসার ভ্রমণরূপ অধোগতি হইয়াছে। তাই সেই চৌরাশী লক্ষ যোনিতে ভ্রমণ করিয়া কভু স্বর্গে, কভু নরকে পতিত হইয়া ত্রিতাপ জ্বালায় দগ্ধীভূত হইতেছেন, যথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্য ২০শ পরিচ্ছেদে—

"কৃষ্ণ ভুলি' সেই জীব অনাদি বহির্ম্মুখ।
অতএব মায়া তা'রে দেয় সংসার দুঃখ॥
কভু স্বর্গে উঠায়, কভু নরকে ডুবায়।
দণ্ড্যজনে রাজা যেন নদীতে চুবায়॥"

সাধু, শাস্ত্র ও সদ্গুরুর কৃপায় কোন ভাগ্যবান্ জীব যখন নিজের স্বরূপ জানিতে পারেন এবং হরিসেবায় রত হন, সেই মুহূর্ত্তেই মায়াপিশাচী তাঁহাকে পরিত্যাগ করেন। সেই জীবও তখন ভগবানের নিকট প্রার্থনা করেন, যথা ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ—

কামাদীনাং কতি ন কতিধা পালিতা দুর্নিদেশা-
স্তেষাং জাতা ময়ি ন করুণা ন ত্রপা নোপশান্তিঃ॥
উৎসৃজ্যৈতানথ যদুপতে সাম্প্রতং লব্ধবুদ্ধি-
স্ত্বামায়াতঃ শরণমভয়ং মাং নিযুঙ্ক্ষ্বাত্মদাস্যে॥

হে ভগবন্, কামাদির কত প্রকার দুষ্ট আদেশ আমি পালন করিয়াছি, তথাপি আমার প্রতি তাহাদের করুণা এবং আমার লজ্জা বা উপশান্তি হইল না। হে যদুপতে! আপাততঃ তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া, বুদ্ধি লাভ করিয়া তোমার অভয় চরণে শরণাগত হইয়াছি। তুমি এখন আমাকে আত্মদাস্যে নিযুক্ত কর।

এইরূপে জীব যখন মায়ার সেবা পরিত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হন, তখন তিনি দীর্ঘায়ু লাভের প্রয়াসী হ'ন না। কারণ তিনি ভাবেন সকলই ভগবানের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। তাঁর ইচ্ছায় যতদিন দেহটি থাকে তাঁহার সেবা করিয়া চলিয়া যাওয়াই জীবের কর্ত্তব্য। তাঁর ইচ্ছায় কেহ দীর্ঘায়ু, আবার কেহ অল্পায়ু লাভ করিতেছেন। মায়ার সেবা করিয়া দীর্ঘায়ু লাভ করিয়া, বৃথা দেহের ভারবহন করা অপেক্ষা কৃষ্ণভজন করিয়া মুহূর্ত্তকাল বাঁচাও জীবের পক্ষে পরম সৌভাগ্য।

তাই বলি, বৃথা পরমায়ু বৃদ্ধির চেষ্টা না করিয়া হরিভজনে প্রবৃত্ত হওয়াই আমাদের প্রত্যেকেরই কর্ত্তব্য। মৃত্যু যখন অবশ্যম্ভাবী, তখন দীর্ঘায়ু লাভ করিয়া মরিলেও শেষের দিনে এই কত সাধের দেহখানি ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে হইবে; এবং দেহটীও শিয়াল কুকুরের ভক্ষ্য হইবে কিংবা পচিয়া গিয়া কৃমির ভক্ষ্য হইবে। দেহের এই ত পরিণাম! সকলকেই একদিন না একদিন শ্মশানে যাইতে হইবে, সকলেরই দেহ শ্মশানে গড়াগড়ি যাইবে।

লক্ষ পতি কোটী পতি, সকলের এই গতি—
আসিতে হইবে আগে পিছে।
সবার বিশ্রাম স্থান, একমাত্র শ্মশান,
এ'তে আর সন্দেহ কি আছে॥ ১॥
সত্যে লক্ষবর্ষ যারা, এবে কেহ নহে তারা,
এ যে কাল পরমায়ু ক্ষীণ।
শত বর্ষ পর্য্যন্ত, জীবের জীবন অন্ত,
কতদিন জীয়ে কোন জন॥ ২॥
যদি বাঁচে তত কাল, তাতে কিবা হয় ফল,
দুই চারি শত বা হাজার।
বরষ যে সব মিছে, অনন্ত কালের কাছে,
শেষ এই গতি যে সবার॥ ৩॥

যাহারা অভক্ত, নিজের স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারে না, অর্থাৎ "কৃষ্ণই একমাত্র সেব্য বস্তু আমরা তাঁহার দাস, তাঁহার সেবা করাই আমাদের নিত্যধর্ম্ম" ইহা বুঝিতে অক্ষম, তাঁহারাই বলিয়া থাকেন যে—

লোকঃ পৃচ্ছতি সদ্বার্ত্তাং শরীরে কুশলং তব।
কুতঃ কুশলমস্মাকং আয়ুর্যাতি দিনে দিনে॥

লোক জিজ্ঞাসা করে—"তোমার শারীরিক মঙ্গল ত?" কিন্তু আমাদের আয়ুক্ষয় হইয়া যাইতেছে।

আয়ু বৃদ্ধি ও হ্রাসে ভক্তগণ ক্ষুব্ধ হন না; তাঁহারা কেবল হরিসেবাই চাহেন। বরং ভগবানের নিকট প্রার্থনা করেন যথা,—

নাথ! যোনিসহস্রেষু যেষু যেষু ব্রজাম্যহং।
তেষু তেষ্বচলা ভক্তিরচ্যুতাস্তু সদা ত্বয়ি॥

হে নাথ! আমি যে যোনিতেই জন্মগ্রহণ করি না কেন, যেন তোমায় আমার অবিচলিতা ভক্তি বর্ত্তমান থাকে। যদি আমাকে কীটাদি কোনও যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া অতি অল্প দিন জীবিত থাকিতেও হয়, তাহাতে যে আমি অসুখী হইব তাহা নহে; আবার বৃক্ষ, পশু, মনুষ্য প্রভৃতি যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া দীর্ঘায়ু লাভ করিয়া যে অতিশয় সুখী হইব, তাহাও নহে। তবে আমার এই প্রার্থনা, যেন তোমার শ্রীচরণযুগলে নিরন্তর অচলা ভক্তি বিরাজ করে। যে সকল ব্যক্তি সর্ব্বদাই মৃত্যুভয়ে ভীত, তাহারাই পরমায়ুর প্রতি লক্ষ্য করিয়া থাকে, কিন্তু ভক্তগণ মৃত্যুভয়ে কখনই ভীত হন না, এবং অন্যের মৃত্যুতেও শোক প্রকাশ করেন না; কারণ তাঁহারা জানেন—"জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুর্ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ।" তাঁহারা বলিয়া থাকেন,

"ওহে মৃত্যু, তুমি মোরে কি দেখাও ভয়?
ও-ভয়ে কম্পিত নয় আমার হৃদয়॥"

প্রচার-প্রসঙ্গ

নৈমিষারণ্য মহোৎসব

গত ৩০শে অক্টোবর, ১৩ই কার্ত্তিক বুধবার কৃষ্ণ-ত্রয়োদশী হইতে ১লা নভেম্বর ১৫ই কার্ত্তিক শুক্রবার অমাবস্যা তিথি পর্য্যন্ত নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংস মঠের তৃতীয় বার্ষিক মহামহোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এতদুপলক্ষে সপার্ষদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ শ্রীনৈমিষারণ্যে শুভবিজয় করিয়া অনর্গল শ্রীভাগবতকথা কীর্ত্তন করিয়াছেন। মহাসমারোহের সহিত সাধারণ মহামহোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। গত ২রা নভেম্বর তারিখেও শ্রীগোবর্দ্ধন-পূজা, অন্নকূট মহোৎসব ও শ্রীচৈতন্যলীলার গৌড়-নৈমিষের ব্যাস শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবনের তিরোভাব-তিথি উপলক্ষে শ্রীনৈমিষারণ্যে বিপুল ভাগবত-মহামহোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

নৈমিষারণ্যের পত্র

তাঃ ৫-১১-২৯

আকরমঠরাজ শ্রীধাম মায়াপুর চৈতন্য মঠের অন্যতম শাখা মঠ শ্রীনৈমিষারণ্য পরমহংস মঠের মহোৎসব খুব সমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। হস্তী-পৃষ্ঠে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ জীউকে লইয়া শ্রীল প্রভুপাদ-সমভিব্যাহারে নৈমিষারণ্য পরিক্রমা হইয়াছে। প্রায় ২৫ হাজার লোক পরিক্রমায় যোগদান করিয়াছিলেন। প্রভুপাদ অনর্গল ভাগবত-কথা কীর্ত্তন করিয়াছেন। নৈমিষারণ্যের পাণ্ডা, চারি সম্প্রদায়ের সাধু বৈষ্ণব ও অন্যান্য বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সাধু ও উদাসীন ব্যক্তিকে প্রচুর পরিমাণে পুরি, লাড্ডু, পেঁড়া, সন্দেশ, শাক, তরকারী মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছে। পরিক্রমা-শোভাযাত্রায় ৫টী হাতী, উট, ঘোড়া, ঐকতান বাদ্য, খোল, করতাল, শঙ্খ, ঘণ্টা প্রভৃতি ছিল। নৈমিষারণ্যের উৎসবের পর প্রভুপাদের শিষ্য পরীক্ষিৎ মহারাজের সুযোগ্য বংশধর কনৌজের রাজা রঘুনন্দন প্রসাদ সিং সপার্ষদ প্রভুপাদকে বিরাট শোভাযাত্রা করিয়া তাঁহার বাড়ীতে লইয়া যান। তথা হইতে সপার্ষদ প্রভুপাদ গত ৮ঠা নভেম্বর তারিখে লক্ষ্ণৌ নগরে শুভ বিজয় করিয়াছেন।

পর-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

সম্প্রতি পর বিদ্যাপীঠে নিম্নলিখিত শিক্ষণীয় বিষয়নিচয়ের অধ্যাপকের আসনসমূহ সংস্থাপিত হইয়াছে—বিদ্যার্থিগণ আবেদন করুন।

১। সাহিত্যাসন, ২। ঐতিহ্যাসন,
৩। সম্প্রদায়বৈভবাসন, ৪। ভক্তিশাস্ত্রাসন,
৫। তত্ত্বশাস্ত্রাসন, ৬। বেদান্তাসন,
৭। একায়নাসন।

শ্রীনন্দলাল রায় বি, এ, কাব্যতীর্থ, বিদ্যাসাগর,
সম্পাদক—পরবিদ্যাপীঠ, শ্রীধাম মায়াপুর।

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

শ্রীগৌড়ীয়মঠ প্রকাশ হইতে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৪০, চল্লিশ টাকা।

২৭২৪ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে,

সপ্তচত্বারিংশ খণ্ডে সূচী ছাপা হইতেছে।

৪৬শ খণ্ড গ্রাহক নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে ১৫।৶০ সাধারণ পক্ষে ২০৷৵০ প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৵০, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ।৴০।

দশম স্কন্ধ ছাপা হইতেছে। দশম স্কন্ধের ভিক্ষা ১২, অগ্রিম সাধারণের পক্ষে ৮,।

৫০ অধ্যায়পর্যন্ত নবম সংখ্যা ছাপা হইয়াছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

"শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত"

সম্পূর্ণ ছাপা শেষ হইয়াছে

আদি, মধ্য, অন্ত্যলীলা এবং সূচী ছাপা হইয়া সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছেন। যাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্বে ১০, টাকা ভিক্ষার তৃতীয় সংস্করণ ৮, টাকায় না পাইয়া অপার্থিব সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহাদেরই জন্য উহার ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছেন। সেই ১০, টাকার এই বিরাট গ্রন্থ নির্দিষ্ট সংখ্যা পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত ৫, টাকা ভিক্ষায় দেওয়া হইবে। গ্রাহকগণ সত্বর হউন পরে আর এ সুযোগ দেওয়া হইবে না।

শ্রীচৈতন্য লীলার ব্যাসাবতার

শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত

সুবিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীচৈতন্যভাগবত

আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র গ্রন্থ ৮, স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫,

নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪॥০ টাকা

শ্রীচৈতন্য মঠের যাবতীয় গ্রন্থ

কার্য্যাধ্যক্ষ, গ্রন্থ-বিভাগ, শ্রীচৈতন্য মঠ
পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া
—অথবা—
শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা
ঠিকানায় পাওয়া যাইবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—চেক করিলে শ্রীচৈতন্য মঠের ঠিকানায় লিখিবেন।

উড়িয়া ভাষায় প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

যে সব উৎকলবাসী ভক্তগণ বাংলা পড়িতে জানেন না, তাঁহাদের শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর প্রচারিত পরম উপাদেয় ভক্তি-কথা জানিবার সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত। কটকে শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে উড়িয়া-ভাষায় নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হইয়াছে। বাংলা গ্রন্থের তুলনায় উড়িয়া গ্রন্থগুলির ভিক্ষাও অপেক্ষাকৃত অল্প।

গ্রন্থের নাম	ভিক্ষা
শ্রীহরিনাম চিন্তামণি, প্রতিখণ্ড	।০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	।৵
সাধন পথ (শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টক) প্রতিখণ্ড	।৵
একত্রে ২ খণ্ড লইলে	।০
কল্যাণ কল্পতরু প্রতিখণ্ড	৵০
একত্রে ৩খণ্ড লইলে	।০
গীতাবলী প্রতিখণ্ড	৶১০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৶১৫
শরণাগতি—প্রতিখণ্ড	৴০
একত্রে ৩খণ্ড লইলে	৶৫

প্রাপ্তিস্থান { শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ, কটক
এবং
শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, পুরী

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিম্নলিখিত মঠসমূহে প্রাপ্তব্য:—

১। শ্রীচৈতন্য মঠ,—পোঃ, শ্রীধামমায়াপুর, (নদীয়া)।
২। শ্রীগোরগদাধর মঠ,—চাঁপাহাটি, সমুদ্রগড় পোঃ, (বর্দ্ধমান)।
৩। শ্রীভাগবত আসন,—ভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৪। শ্রীগৌড়ীয় মঠ,—১নং উল্টাডাঙ্গা জংসন রোড্, কলিকাতা।
৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ,—পোড়াকুঠী, পুরী,
৬ শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ,—উড়িয়া বাজার, কটক।
৭ শ্রীভাগবত মঠ,—চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।
৮ শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ,—৪নং জগজ্জীবনপুরা, কাশী, ইউ, পি।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,—ছীপিগলি, বৃন্দাবন, মথুরা, ইউ, পি।
শ্রীপরমহংস মঠ—নৈমিষার পোঃ, সীতাপুর, ইউ পি।
১১ শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ,—কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল, পাঞ্জাব।
১২ শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠ,—৯০নং নবাবপুর রোড্, ঢাকা।
১৩ শ্রীগদাইগৌরাঙ্গ মঠ,—বালিয়াটি, ঢাকা।
১৪ শ্রীপ্রপন্নাশ্রম,—আমলাযোড়া, রাজবাঁধ পোঃ, বর্দ্ধমান।
১৫ শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ,—ডুমুরকোন্দা, চিরকুণ্ডা পোঃ, মানভূম।
১৬ শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয় মঠ,—আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী, উড়িষ্যা।

এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণের নিকটও নদীয়া-প্রকাশ প্রাপ্তব্য।

১। শ্রীযুক্ত জনার্দ্দন ঘোষ—বঙ্কু লাল ক্রে রোড, খুলনা
২। শ্রীযুক্ত রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিরত্ন—দেওয়ানগঞ্জ,
ক্ষণদিবাড়ী কুচবিহার।
৩। শ্রীযুক্ত রামরঞ্জন রায়—৭৬।২নং শ্রীগোপাল মল্লিক লেন, কলিকাতা
৪। শ্রীযুক্ত অমূল্যকুমার সরকার এস, ডি, ও, ফৈজাবাদ।
৫। মিঃ এন ডি, মুখার্জ্জি—এম, এম, ওয়ার্কস দি মল, কানপুর।
৬। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণবিহারী জ্যোতিভূষণ—স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া
৭। শ্রীরাসবিহারী দাস অধিকারী, নবদ্বীপ।
৮। শ্রীবিরাজমোহন দে—মনমোহন প্রেস, নবাবপুর, ঢাকা।
৯। শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ গড়গড়ি বেড়াচাঁপা, ২৪ পরগণা।

অন্যথা না ভজে কৃষ্ণ, দুষ্ট সঙ্গ করে। পুনঃ সেইমত মায়া পাপে ডুবি মরে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২৫শে কার্ত্তিক সোমবার—১৩৩৬

লক্ষ্ণৌ সহরে

সপার্ষদ শ্রীল পরমহংস ঠাকুর

সপার্ষদ শ্রীল প্রভুপাদ ডুমকা জেলার অন্তর্গত কানাই নাটশালার এবং ভাগলপুর জেলার অন্তর্গত মন্দারে শ্রীচৈতন্যপাদপীঠ সংস্থাপন ও তথায় হরিকথা কীর্ত্তন ও মহামহোৎসবের অনুষ্ঠান করিয়া বিহার-প্রদেশের অন্তর্গত নালন্দা, রাজগৃহ প্রভৃতি হইয়া কাশী সচ্চিদানন্দ মঠে শুভবিজয় পূর্ব্বক তথাকার ভাগ্যবান্ জনগণের নিকট হরিকথা কীর্ত্তন করেন। পরে তথা হইতে রামরাজ্য অযোধ্যার ফয়জাবাদ সহরে পরম ভাগবত শ্রীপাদ অধোক্ষজ দাসাধিকারী প্রভুর ভবনে শুভবিজয় পূর্ব্বক ফয়জাবাদ ও অযোধ্যা নগরবাসী বহু সৌভাগ্যবান্ সজ্জনের নিকট গৌরকৃষ্ণের কথা কীর্ত্তন করিয়া তথা হইতে শ্রীপাদ অধোক্ষজ প্রভুর মোটরযোগে নৈমিষারণ্য পরমহংস মঠে গমন করেন। তথায় গত ৩০শে অক্টোবর হইতে ১লা নভেম্বর পর্য্যন্ত দিনত্রয়ব্যাপী মহামহোৎসব উপলক্ষে অবিশ্রান্ত ভাগবত-কথা কীর্ত্তন করিয়া তাঁহারা মহারাজপরীক্ষিৎ-বংশধর কয়েরৌনার রাজা রঘুনন্দন প্রসাদ সিং মহোদয়ের অত্যাগ্রহাতিশয্যে তাঁহার ভবনে শুভবিজয় করেন। তথায় বহু ভাগ্যবান্ জনগণকে ধন্য করিয়া তথা হইতে গত ৪ঠা নভেম্বর উক্ত মোটরযানারোহণে লক্ষ্ণৌ যাত্রা করেন। করৌনা হইতে সিধৌলি পর্য্যন্ত ১৬ মাইল রাস্তার মধ্যে ৩ মাইল পাকা রাস্তা, অবশেষে ১৩ মাইল কাঁচা রাস্তা, সিধৌলি হইতে লক্ষ্ণৌ পর্য্যন্ত ২৯ মাইল পাকা রাস্তা ছিল প্রাতে ৬টায় করৌনা হইতে যাত্রা করিয়া বেলা ৮টার সময় লক্ষ্ণৌ পৌঁছেন। শ্রীপাদ নৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী প্রভু বহু সম্ভ্রান্ত ও শিক্ষিত ভদ্রলোকসহ তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া জজ মিঃ জোয়ালাপ্রসাদ বাহাদুরের বাড়ীতে লইয়া যান, তথায় সমস্ত দিন বহু শিক্ষিত সজ্জনগণের নিকট হরিকথা কীর্ত্তন করেন। পরে সন্ধ্যায় গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ প্রভুর ইচ্ছায় ষ্টেসনরোডের একটী প্রসাদোপম বাড়ীতে অবস্থান পূর্ব্বক কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীভগবান্ গৌরসুন্দরের সার্ব্বজনীন প্রেমধর্ম্মের কথা সমাগত সজ্জনগণের নিকট বহুক্ষণ যাবৎ কীর্ত্তন করেন। শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখ-নিঃসৃত অনর্থ-ধ্বংসিনী ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী শ্রবণ করিয়া লক্ষ্ণৌয়ের বহু সম্ভ্রান্ত ও শিক্ষিত ভদ্রলোক মুগ্ধ হইতেছেন এবং প্রভুপাদ যাহাতে আরও কিছুদিন তথায় অবস্থান করিয়া তাঁহাদিগকে হরিকথামৃত পানের সৌভাগ্য দান করেন, তজ্জন্য প্রভুপাদের চরণান্তিকে কাতর প্রার্থনা জ্ঞাপন করিতেছেন। শ্রীল প্রভুপাদ হরিকথা-শ্রবণেচ্ছু স্থানীয় অধিবাসীবৃন্দের আগ্রহাতিশয্যে তথায় কয়েকদিন অবস্থান করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন। সহরে বিশেষ বিশেষ কয়েকটী স্থানে বক্তৃতা ও ও কীর্ত্তনাদি হইতেছে।

"সর্ব্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম"—শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই মনোঽভীষ্টপ্রচারকবর প্রভুপাদ স্বয়ং এবং তাঁহার নিজজনগণের দ্বারা সমস্ত জগদ্ব্যাপী মহাপ্রভু শ্রীগৌরসুন্দরের প্রেমময়ী-ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী প্রচারের যেরূপ বিরাট্ আয়োজন বোধ হয় করিয়াছেন এরূপ বিরাট্ আয়োজন আর কখনও কাহারও দ্বারা হয় নাই। জগদ্বাসীকে কৃষ্ণকথা শুনাইবার জন্য প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি, বাক্য—সর্ব্বস্ব নিয়োজিত করিয়াও প্রভুপাদের আজ তৃপ্তি নাই। কৃষ্ণপ্রেষ্ঠের স্বভাবই এইরূপ, প্রাণপ্রভুর কথা কীর্ত্তনে তাঁহার অনন্ত বদন, অদম্য উৎসাহ, অপূর্ব্ব সহিষ্ণুতা। শুধু বক্তৃতা দ্বারা নহে—"আপনি আচরি' ভক্তি জীবেরে শিখায়।" কেন না,—"আপনে না কৈলে ধর্ম্ম শিখান' না যায়।" "আপনে আচরে কেহ, না করে প্রচার। প্রচার করেন কেহ, না করেন আচার॥ আচার প্রচার নামের করহ দুই কার্য্য। তুমি সর্ব্বগুরু তুমি জগতের আর্য্য।" (চৈঃ চঃ অন্ত্য ৪র্থ) অর্থাৎ জগদ্গুরুর কার্য্যই হইতেছে ভগবদ্বাণীর যুগপৎ আচার ও প্রচার, উহাই জীবের প্রতি তাঁহার অহৈতুকী কৃপার পরিচয়। যাঁহারা হরিগুণ-কীর্ত্তন বা প্রচার ছাড়িয়া স্মরণমননাদির প্রযত্ন করিয়া নির্জ্জন-ভজনানন্দী সাজিতে চাহেন, বলেন—"প্রচার দ্বারা প্রতিষ্ঠাশা বর্দ্ধিত হইবে, সুতরাং আমরা মাধবেন্দ্রপুরী সাজিব", করুণাবারিধি প্রভুপাদ তখন সেই ভ্রান্ত জীবকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য নিজ মনকে সম্বোধন করিয়া বলেন—

দুষ্ট মন! তুমি কিসের বৈষ্ণব?
প্রতিষ্ঠার তরে নির্জ্জনের ঘরে
তব হরিনাম কেবল কৈতব।
জড়ের প্রতিষ্ঠা শূকরের বিষ্ঠা
জান না কি তাহা মায়ার বৈভব।
বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠা, তা'তে কর নিষ্ঠা,
তাহা না ভজিলে লভিবে রৌরব॥
বৈষ্ণবের পাছে প্রতিষ্ঠাশা আছে
তা'ত কভু নহে অনিত্য-বৈভব
সে হরি-সম্বন্ধ শূন্য মায়া-গন্ধ
তাহা কভু নয় জড়ের কৈতব॥
'কীর্ত্তন ছাড়িব, প্রতিষ্ঠা মাগিব'
কি কাজ ঢুঁড়িয়া তাদৃশ গৌরব।
মাধবেন্দ্রপুরী ভাব-ঘরে চুরি
না করিল কভু সদাই জানব॥
মৎসরতা-বশে তুমি জড় রসে
মজেছ ছাড়িয়া কীর্ত্তন-সৌষ্ঠব।
তাই দুষ্ট মন, 'নির্জ্জন ভজন',
প্রচারিছ ছলে 'কুযোগী বৈভব'॥
কনক-কামিনী প্রতিষ্ঠা-বাঘিনী
ছাড়িয়াছে যারে সেই ত' বৈষ্ণব।
কীর্ত্তনে যাহার প্রতিষ্ঠা-সম্ভার
তাহার সম্পত্তি কেবল কৈতব॥
ব্রজবাসিগণ প্রচারক-ধন,
প্রতিষ্ঠা-ভিক্ষুক তা'রা নহে 'শব'।
প্রাণ আছে তাঁর সে' হেতু প্রচার
প্রতিষ্ঠাশা-হীন 'কৃষ্ণগাথা' সব॥
শ্রীদয়িত দাস, কীর্ত্তনেতে আশ,
কর উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম রব।
কীর্ত্তন প্রভাবে, স্মরণ হইবে,
সেকালে ভজন নির্জ্জন সম্ভব॥

ভক্ত্যুন্মুখসুকৃতিসম্পন্ন জনগণই আজ নির্ম্মৎসর গোস্বামী প্রভুপাদের কৃপায় মৎসরতাশূন্য হইয়া নিরপেক্ষভাবে তাঁহার শ্রীমুখ-নিঃসৃত ঐ সকল ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী বিচার ও উপলব্ধি করিবার সৌভাগ্য লাভ করিতেছেন।

আমাদের ভুল

আমাদের দেশে একটী প্রাচীন কথা প্রচলিত আছে—"ইষ্টি (গুরুদেব) আর পুরোহিত, যা হ'তে সর্ব্বহিত।" এ কথাটী সর্ব্বপ্রকারে সত্য যে, গুরু পুরোহিত প্রত্যেক ব্যক্তির উপাস্য বস্তু, তাঁহাদের সেবায় আমাদের চরম কল্যাণ লাভ হয়। কিন্তু যে গুরুদেবের গুরুত্ব নাই, যে পুরোহিতের পবিত্রতা নাই তাঁহাদিগকে কৌলিক প্রথানুসারে ভক্তি করিলে, সেবা করিলে আমাদের মঙ্গল হইবে, 'বিশ্বাসে মিলয়ে কৃষ্ণ তর্কে বহুদূর' সুতরাং যা'কে তা'কে বিশ্বাস করিলেই অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে—এরূপ বিচার সমাজে বদ্ধমূল থাকায় সদ্গুরু এবং পবিত্র-স্বভাব পুরোহিত লাভ আমাদের পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে। অনেক খ্যাত-নামা লেখক সমাজের কুসংস্কারের কথা বলিতে গিয়া যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা বর্ণে বর্ণে সত্য বলিয়াই মনে হয়। তিনি লিখিয়াছেন—"আমাদের দেশে আশ্চর্য্যের বিষয় এই, আমরা ভুল বুঝিয়াও ভক্তি করি। আমরা যাহাকে হীন বলিয়া জানি, তাহার পদধূলি অকৃত্রিম ভক্তিভরে মস্তকে ধারণ করিতে বাধ্য হই। আমাদের দেশে মহান্তের মহত্ত্ব, পুরোহিতের পবিত্রত্ব থাকার প্রয়োজন হয় না, যে মহান্ত জেলে যাইবার যোগ্য, তাঁহার চরণামৃত পান করিয়া আমরা আপনাকে অপমানিত জ্ঞান করি না। যে পুরোহিতের চরিত্র বিশুদ্ধ নহে এবং যে লোক পূজানুষ্ঠানের মন্ত্রগুলির অর্থ পর্য্যন্ত জানে না, তাহাকে ইষ্টগুরুদেব বলিয়া স্বীকার করিতে কুণ্ঠা বোধ হয় না। গুরুদেবের শিষ্য আচরণ যাহা হউক, তাঁহারা আমাদের পারমার্থিক মঙ্গলের প্রধান কারণ, তাঁহাদের প্রতি ভক্তিতে লাভ, অভক্তিতে লোকসান। ব্রাহ্মণ সম্বন্ধেও তাহাই। ব্রাহ্মণ দুশ্চরিত্র, নরাধম হইলেও ব্রাহ্মণ বলিয়াই পূজ্য, তাহাতেই আমাদের মঙ্গল।" স্বদেশহিতৈষি ভ্রাতৃগণ যতই চেষ্টা করুন, যতদিন না সমাজের এই কুসংস্কার দূরীভূত হইবে, যতদিন না ভারতবাসী নিজ ভুল বুঝিয়া উহার সংশোধন করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইবে, ততদিন পর্য্যন্ত তাঁহারা কোন মঙ্গল লাভ করিতে সমর্থ হইবেন না। আজকাল আবার হিতকামনা করিয়া সদুপদেশ প্রদান করিতে যাওয়াও অত্যন্ত বিপজ্জনক, এমন কি প্রাণনাশের আশঙ্কা; কিন্তু যাঁহারা পরহিত-ব্রতে দীক্ষিত হইয়াছেন, তাঁহারা কোন দিকেই দৃকপাত না করিয়া-বাস্তব সত্য কথা প্রচার করিতেছেন।

কিছুদিন হইল গৌড়ীয়মঠ হইতে 'ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব-তারতম্য-সিদ্ধান্ত বিষয়ক' নামক একখানি গ্রন্থ বাহির হইয়াছে, গ্রন্থখানি অখিল শাস্ত্র-মন্থন করিয়া লিপিবদ্ধ হইয়াছে, বর্ত্তমান কালে উক্ত গ্রন্থখানির বহুল প্রচার অত্যাবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। যাঁহারা কায়মনোবাক্যে সমাজ-সংস্কারের জন্য চেষ্টা-বিশিষ্ট, তাঁহাদের পক্ষে উহাই একমাত্র অবলম্বনীয় হওয়া উচিত।

যাঁহারা নিজ মতের প্রাধান্য স্থাপন করিয়া জগতে একটা কীর্ত্তি রাখিয়া যাইবেন, তাঁহাদিগকে আমরা নিষ্কপট বলিতে পারি না, তাঁহারা কখনও শাস্ত্রের প্রকৃত অর্থ গ্রহণ করিতে সমর্থ নহেন।

বিশিষ্টাদ্বৈতবাদাচার্য্য শ্রীপাদ লক্ষ্মণদেশিক এক সময় মায়াবাদী যাদব প্রকাশের নিকট বেদান্ত অধ্যয়নের অভিনয় করিয়াছিলেন। একদিন শ্রীপাদ, যাদব প্রকাশের অঙ্গে তৈল মর্দ্দন করিতেছেন, আর যাদব প্রকাশ শিষ্যগণের নিকট ছান্দোগ্য উপনিষদের 'কপ্যাসং পুণ্ডরীকাক্ষম্' মন্ত্রটী ব্যাখ্যা করিতেছেন। যাদব প্রকাশের মুখে উক্ত শ্রুতির কদর্থ শুনিয়া শ্রীপাদের অতীব দুঃখ ও ক্রোধের উদয় হইল, তিনি দুঃখ ও ক্রোধ-জনিত অশ্রু সংবরণ করিতে পারিলেন না, শ্রীপাদের চক্ষু হইতে দুই বিন্দু উষ্ণ অশ্রু-বারি যাদব প্রকাশের অঙ্গে পতিত হইল। যাদব প্রকাশ বুঝিতে পারিলেন, অধ্যাপকের উৎকৃষ্ট অর্থ মনোমত না হওয়ায় তিনি ক্রন্দন করিতেছেন। যাদব প্রকাশ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—ওহে

রামানুজ! তুমি ক্রন্দন করিতেছ কেন? তদুত্তরে রামানুজ বলিলেন—হে অধ্যাপকপ্রবর! এই ভগবৎপর শ্রুতির অতি উৎকৃষ্ট অর্থ থাকিতে আপনি যে মায়াবাদ-সম্মত ভগবদ্বিদ্বেষপর কদর্থ করিলেন, যাহাতে সমগ্র লোক নাশ হইবে, তাহাই চিন্তা করিয়া আমি ক্রন্দন করিতেছি। শ্রীপাদের কথা শুনিয়া যাদব প্রকাশ কহিলেন, তুমি এই শ্রুতির সদর্থ কর দেখি শুনি। আচার্য্যপাদ যাদব প্রকাশের কথামত উক্ত শ্রুতির সদর্থ করিলেন, তাহার ফলে যাদবপ্রকাশ দেখিলেন, রামানুজ থাকিতে আমার প্রতিষ্ঠা লাভের আশা সুদূর-পরাহত; অতএব কোন প্রকারে রামানুজকে বধ করিতে হইবে। যাদব প্রকাশ রামানুজকে বধ করিবার জন্য বহু চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু ভগবান্ যাঁহার রক্ষা-কর্ত্তা তাঁহার কেশাগ্র স্পর্শ করিতে কে সমর্থ হইবে? এই ইতিহাসটী আলোচনা করিয়া আমরা জড়বিদ্যার হেয়ত্ব ও পরবিদ্যার উৎকর্ষত্ব অনুভব করি। জড়-বিদ্যার স্বভাব জীবকে অজ্ঞানান্ধকার-গর্ত্তে ডুবাইয়া কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিচার করিতে দেয় না, শাস্ত্রের প্রকৃত অর্থ জড় বিদ্যার সাহায্যে অধিগত হইবার নহে তাই মহাজনগণ কীর্ত্তন করিয়াছেন,—"জড় বিদ্যা যত, মায়ার বৈভব, তোমার ভজনে বাধা। মোহ জনমিয়া, অনিত্য সংসারে, জীবকে করয়ে গাধা॥"

নিম্নলিখিত কতিপয় অসৎ সমাজ জড় বিদ্যা সম্বল করিয়া সৎসম্প্রদায়ের অনিষ্ট সাধন-কল্পে কায়-মনোবাক্যে চেষ্টাপর হইয়াও সফলকাম হইতে পারিতেছেন না।

১। নামাপরাধী স্বার্থপর কপট সমাজ
২। পণ্ডিতাভিমানী স্মার্ত্ত সমাজ
৩। শৌক্র পরম্পরায় আচার্য্য সন্তানাভিমানী সমাজ
৪। শৌক্র বর্ণাভিমানী ব্রাহ্মণ-সমাজ
৫। প্রাকৃত সহজিয়া সমাজ
৬। মন্ত্র-ব্যবসায়ী, ভাগবত-ব্যবসায়ী

আমরা ইতিহাস আলোচনা করিয়া জানিয়াছি যে, সপ্তম শতাব্দীতে বৌদ্ধ-ধর্ম্মের প্রাবল্যে সমগ্র দেশ সদ্ধর্ম্মচ্যুত হইয়া পড়িয়াছিল, বৌদ্ধগণ হিন্দুদিগের বিষ্ণু-সেবাপর বহু শাস্ত্র নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছিল, হিন্দুদিগের প্রসিদ্ধ স্থানগুলিও বৌদ্ধগণের দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছিল, তথাপি স্বতঃপ্রকাশ বাস্তব সত্য বস্তুকে কেহ বিনষ্ট করিতে পারেন নাই বা পারিবেন না; [illegible] চিন্ময় ভগবান্ কালে নিজ প্রভাব [illegible] থাকেন। বিরুদ্ধ সমাজ স্বতঃ-[illegible] কোন কালে কোন প্রকারে [illegible] পারিবেন না বা পুরা-কালে [illegible] কার্য্য হন নাই, বর্ত্তমানেও হইতেছেন না। হর্ষবর্দ্ধন শিলাদিত্য হিন্দুধর্ম্ম বিষ্ণুসেবা বিদ্বেষ করিয়া গয়ার নিকট নালন্দা নামক স্থানে এক বৌদ্ধমঠ স্থাপন করিয়াছিলেন। কথিত আছে, সেই মঠে ১০০০০ হাজার বৌদ্ধ বাস করিত, তিনি সশিষ্যে বহু চেষ্টা করিয়াও গয়ার বিষ্ণুপাদপীঠের কোন অনিষ্ট করিতে পারেন নাই, ইহা হইতেও জানা যায়, ভগবানের ইচ্ছাক্রমেই বিষ্ণু বিরোধিদল সময় সময় আবির্ভূত হয় এবং তাহারা ব্যতিরেকভাবে ভক্ত ভগবানের লীলার পুষ্টি সাধনই করিয়া থাকে, ইহা ভক্ত-সমাজই একমাত্র বুঝিতে সমর্থ।

বিশুদ্ধ ভক্ত ব্যতীত আমরা জগতে আরও পাঁচ শ্রেণীর লোক দেখিতে পাই, (১) নাস্তিক, (২) ঈশ্বরকে কর্ম্মফলের অধীন জ্ঞানকারী কর্ম্মজড় স্মার্ত্ত, (৩) ভগবানের শ্রীমূর্ত্তি কল্পিত ধারণাকারী নিরাকার নির্ব্বিশেষবাদী, (৪) ঈশ্বর-সম্বন্ধ চাতুর্য্যযুক্ত নাস্তিক্যবাদী যোগিসম্প্রদায়, (৪) জীবে দয়া শূন্য প্রচার-বিরোধী কৃত্রিম ভজনানন্দী। ইহাদের মধ্যে নাস্তিক ব্যতীত অন্য ৪টি সম্প্রদায় ভক্তিসিদ্ধান্তের আনুগত্যে উদাসীন অথচ বিষ্ণু মন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণের অভিনয় করিয়া বৈষ্ণব-বেশ ধারণ পূর্ব্বক যে বিষ্ণু বৈষ্ণব-চরণে অপরাধ সঞ্চয় করিয়া থাকেন, তাহাতে ভক্ত-ভগবানের প্রীতি নাই। শঙ্কর-মতাবলম্বী নির্ব্বিশেষবাদী "ভজ গোবিন্দং ভজ গোবিন্দং" প্রভৃতি স্তোত্র দ্বারা যে ভগবানের স্তুতি করিয়া থাকেন, তাহা ভগবানের বক্ষে শেল বিদ্ধ করে, আর শুদ্ধ ভক্ত বা নিরপরাধে নামোচ্চারণকারী কৃষ্ণকে ভৎর্সনা করিলেও কৃষ্ণের নিকট তাহা অমৃত-তুল্য বোধ হয়। 'তানহং দ্বিষতঃ ক্রূরান্ সংসারে নরাধমান্' গীতার এই শ্লোকটী উক্ত পঞ্চশ্রেণীর ব্যক্তিগণকে সাবধান করিবার জন্যই লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

কে ভগবানের প্রকৃত ভজন করিতে সমর্থ, তাহা সামান্যতঃ জানিতে হইলে ভগবদ্ গীতার নিম্ন-লিখিত শ্লোকটী বিচার করা উচিত।

চতুর্ব্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ
সুকৃতিনোঽর্জ্জুন।
আর্ত্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ

ভগবান্ অর্জ্জুনকে লক্ষ্য করিয়া সর্ব্বজীবকে উপদেশ করিতেছেন—হে ভরত-বংশাবতংস! চারি শ্রেণীর লোক আমার ভজনে প্রবৃত্ত হয়,—ক্লেশ-প্রপীড়িত আর্ত্ত, অর্থ-পিপাসু, তত্ত্বজ্ঞান-লাভেচ্ছু এবং জ্ঞানী। গজেন্দ্র কুম্ভীর-গ্রস্ত হইয়া 'আর উপায় নাই' দেখিয়া কাতরভাবে ভগবান্‌কে ডাকিয়াছিলেন ও অচিরে ভগবানকে পাইয়াছিলেন। ধ্রুব রাজ্য-লোভে ভগবান্‌কে ডাকিয়া তাঁহার কৃপা পাইয়াছিলেন, শৌনকাদি ঋষিগণ তত্ত্ব-জিজ্ঞাসু ও সনকাদি ঋষিগণ জ্ঞানী হইয়া ভগবদ্ভজন করিয়া ভগবানের কৃপা পাইয়াছিলেন। কিন্তু উক্ত পঞ্চ শ্রেণীর অন্তর্গত চারি শ্রেণীর অনেকেই নিষ্কাম ভাবে হরিভজন করিয়াও হরির কৃপা পাওয়া দূরে থাকুক, ভক্ত ভগবানের ক্রোধানলে দগ্ধ হইবার যোগ্যতা লাভ করিতেছেন। কেন তাহা হইতেছে? তাহার সূক্ষ্ম কারণ কি? বিচার করিলে দেখা যায়, উঁহারা কেহই ভক্তিসিদ্ধান্তবাণীর কৃপা লাভ করিতে পারেন নাই, তাই তাঁহারা ভক্ত-সমাজে নিন্দনীয় গর্হণীয় হইয়াছেন।

কৌতূহল

মায়ার রাজ্যে সকলেই মায়ার দাস। মায়া এমনই এক মোহ আনিয়াছে যে, সকলে জানিয়া শুনিয়াও মায়ার সেবা না করিয়া থাকিতে পারে না।

মায়াধীশের এই অঘটন-ঘটন-পটীয়সী মায়ার হাত হইতে জীবের একমাত্র উদ্ধার-কর্ত্তা শ্রীগুরুদেব। শ্রীগুরুদেব অবঞ্চক জীব সুহৃদ্। তাঁহার কোনও অপস্বার্থানুসন্ধান নাই বরং অপথে, বিপথের পথিকগণকে সুপথে আনাই তাঁহার স্বার্থগতির সেবা-স্বার্থানুসন্ধান। এই জন্য তিনি অকুণ্ঠ লোকে বৈকুণ্ঠাবতার।

ভগবানের প্রতিনিধি শ্রীগুরুদেব জীবকুলকে ভগবানের সেবায় নিযুক্ত করাই তাঁহার নিত্য স্বভাব। বঞ্চিত বিশ্ববাসীকে অধিকতর ভাবে বঞ্চনা করা গুরুব্রুবের ধর্ম্ম হইলেও শ্রীগুরুদেবের স্বভাবে সে বৃত্তি নাই। এই জন্য শাস্ত্র বলেন, কাম-ক্রোধাদি-রিপু-তাড়িত মর্ত্ত্যজীব, সমজাতীয় অপর জীবের-উদ্ধার কর্ত্তা হইতে পারে না।

এ'জগতে গুরু হইবার পিপাসা লঘুগণের স্বাভাবিকী বৃত্তি। তাই তাহারা অনধিকারচর্চ্চা করিতে যাইয়া চরমে মরণ-পথের পথিক হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গিগণকেও সহযাত্রী করে।

সহর নবদ্বীপের এক ব্যবসায়ী পাঠক ঢাকা সহরে মেঘে-ঢুপান' পাঠে নাকি খুব নাম কিনিয়াছেন। তার দেখা-দেখি আর কয়েকজন ব্যবসায়ী, নবদ্বীপ, কলিকাতা প্রভৃতি স্থান হইতে ঢাকার ব্যবসায়ী-মহলে ব্যবসা করিতে আসিয়াছেন। উক্ত পাঠক মহাশয় প্রথমে একাকী আসিয়াছিলেন আর এখন পাঠ ব্যবসায় সুবিধা দেখিয়া স্বীয় পুত্রদ্বয়কে সঙ্গে আনিয়া গত বৎসর স্বব্যবসায়ে নিযুক্ত করিয়াছেন। শুধু তাই নয়, সহধর্ম্মিণী প্রভৃতি সঙ্গে আনিয়া এক মাসের জন্য ঢাকা সহরে সংসার পাতিয়াছেন। ব্যবসা খুব জোরেই চলিতেছে।

শোনা যায়, উক্ত পাঠক মহাশয় নিজে নিত্যানন্দ-বংশধর (?) বলিয়া পরিচয় দিলেও সহর নবদ্বীপের গোস্বামিগণ (?) তাহা স্বীকার করেন না। তাহা ছাড়া পাঠক মহাশয় নিত্যানন্দারাধ্য শ্রীগৌরাঙ্গদেবের নিত্যত্ব স্বীকার না করায় শ্রীগৌর-মন্ত্রও স্বীকার করেন না। অথচ শোনা যায় তিনি শ্রীচরিতামৃতও পাঠ করেন। বড়ই কৌতূহলের বিষয়। পাঠক মহাশয় গ্রন্থাদি পাঠ করেন বটে কিন্তু পঠিত বিষয়ের উপলব্ধি না হওয়ায় সারগ্রাহীর পরিবর্ত্তে কেবল ভারবাহী হইয়াছেন।

শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামী প্রভু শ্রীহরি-ভক্তিবিলাসে হরিভক্তদিগের কৃত্য বিশেষ-ভাবে বর্ণন করিয়াছেন। আবার শুদ্ধ-ভক্তি-সিদ্ধান্তের আচার্য্য শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু সেই বিষ্ণু-স্মৃতিগ্রন্থখানির দিগ্‌দর্শনী টীকা লিখিয়া একদিকেরই কথা লিখিয়াছেন। সেই গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত শূদ্রের রমণীগণও শ্রীশালগ্রামশিলার্চ্চনে অধিকার আছে।

পাঠক মহাশয় নিজে বিষ্ণুমন্ত্রদীক্ষা-দাতা হইলেও শিষ্যগণকে শ্রীবিগ্রহের অর্চ্চনাধিকার প্রদান করেন না। ইহাতে বোধ হয় গুরুর অভিনয়কারী গুরুব্রুব পাঠক মহাশয় নিজে সদ্গুরুর নিকট দীক্ষিত হ'ন নাই। হয়ত গোপনে গোপনে স্বীয় বংশের মা গোঁসাইর কাছে 'চিলিং, বিলিং চিলিং' শুনিয়া লইয়াছেন। বিষয়টা বড়ই কৌতূহলের।

পাঠক মহাশয় শ্রীগোবর্দ্ধন শিলাকে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু-কথিত কৃষ্ণকলেবর না বলিয়া প্রাকৃত শিলাখণ্ড জ্ঞান করেন। এমন কি সেদিন একটি ভদ্রলোক আসিয়া বলিলেন, যে উক্ত ঠক মহাশয় ভদ্রতা ছাড়িয়া অভদ্রতার চরম সীমায় উপনীত হইয়াছেন। কেননা তিনি বলিয়াছেন শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভুকে গোবর্দ্ধন-শিলা দিয়া বঞ্চনা করিয়াছেন। শুধু তাই নয়, রসিক-ভক্ত-কুলশেখর শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভুরও প্রভু শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুকে প্রাকৃত শৌক্র-বিচারভুক্ত করিয়াছেন।

পক্ষিগণ পক্ষের সাহায্যে আকাশে উড়িয়া বেড়ায়। পিপীলিকার পক্ষদ্বয় পিপীলিকাকে কিয়ৎক্ষণ আকাশে উড়াইলেও পরমুহূর্ত্তে মৃত্যুই আনিয়া দেয়। আমাদের আলোচ্য লঘু বা ক্ষুদ্র ঠক্ মহাশয় যেভাবে বড় হইবার আশা করিয়াছেন, তাহাতে বড় হওয়া দূরে থাকুক, বড় বা ভগবৎপার্ষদের চরণে অপরাধ হওয়ায় বড় নরকই লাভ হইবে।

'পূজাকালে দেখে শিলায় ব্রজেন্দ্র-নন্দন।' এই বাক্য শ্রীচরিতামৃত পাঠ-কালে বক্তা মহাশয় দেখিয়াছেন কি?

নিজের অসুবিধা হয় ক্ষতি নাই, পরের অসুবিধা করা কি উচিত?

চেত

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বিরচিত

তাত্ত্বিক গ্রন্থাবলী।

উৎকৃষ্ট কাপড়ে বিলাতী ধরণে বাঁধাই

স্বর্ণালঙ্কৃত। চতুর্থ সংস্করণ। বিস্তৃত বিষয়সূচীসহ

জৈবধর্ম্ম

বাঁধাই ২, দুই টাকা।

প্রকাশিত হইয়াছে

সনাতন ধর্মশাস্ত্র বেদ, বেদান্ত, উপনিষৎ, গীতা, শ্রীমদ্ দর্শন, পুরাণ, তন্ত্রাদি সকল গ্রন্থ পাঠ করিবার অবসর অতি অল্প মানবের ঘটিয়া থাকে। অনেকের যোগ্যতা না থাকায় সেই সমস্ত গ্রন্থের মর্ম্ম অবগত হইতে পারেন না। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বাঙ্গালীর এই অসুবিধা দূরীভূত করিবার জন্য এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

বিদ্যালয়ের ছাত্র বা শিক্ষকগণের বিশেষ পাঠ্য, এই হেতু শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টার বাহাদুর ইহা সমস্ত বিদ্যালয়ের জন্য অনুমোদন করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

প্রথম খণ্ড ভিক্ষা ১, একটাকা

যুক্তিপূর্ণ শাস্ত্রবাক্য দ্বারা প্রত্যেক মানবের নিত্য কর্ত্তব্য ও অনিত্য সাময়িক কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। গ্রন্থের প্রতি উক্তি সনাতন শাস্ত্রবাক্য দ্বারা সমর্থিত ও প্রমাণিত হইয়াছে। দেহের, মনের ও আত্মার ধর্ম্ম কি? স্বদেশ, সমাজ, নীতি, ধর্ম্ম কি? ইত্যাদি বিষয় ক্রমানুসারে এমন সুন্দরভাবে যুক্তিসহকারে আলোচিত হইয়াছে যে, প্রথম পংক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত পাঠ না করিয়া নিরস্ত হওয়া যায় না।

শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ভিক্ষা ৵০

ঐ প্রমাণ খণ্ড ভিক্ষা ৵০

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিহার ও লীলাভূমি নবদ্বীপ সমস্ত। এই নয় দ্বীপের প্রাচীন বিবরণ—প্রত্যেক দ্বীপে শ্রীমহাপ্রভুর লীলা—প্রত্যেক দ্বীপের পরিচয়, শ্রীধাম মাহাত্ম্য ধামাপরাধ কি? ইত্যাদি বিষয় বিশেষভাবে মনোহর ছন্দে বর্ণিত। পকেট সাইজ প্রায় ১৬৫ পৃষ্ঠা।

শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ

উজ্জ্বল গ্রেট ব্রিটেন কালীতে উত্তম কাগজে ছাপা—শ্রীধাম দর্শন করিবার কি প্রকার ভাবের উচ্ছ্বাস হয়, তাহা এই গ্রন্থে বর্ণিত। অতি চমৎকার ভিক্ষা চারি আনা।

শ্রীমনঃশিক্ষা

৶০ দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভুকে উপলক্ষ করিয়া যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিচার অতি সুন্দরভাবে বর্ণিত হইয়াছে। ইহা ছাড়া শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদিষ্ট শিক্ষা ও উপদেশ বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

গ্রন্থাবলী

গৌড়ীয় বৈষ্ণব জগতে অভিনব গ্রন্থ !!

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতি-গ্রন্থাবলী :—

শরণাগতি

পকেট সাইজ
অষ্টম সংস্করণ
ভিক্ষা ৵০ আনা

দেহ ও মনের চেষ্টা অনিত্যবস্তু লইয়া। যখন জীব বুঝিতে পারে, তখন একমাত্র নিত্যবস্তু শ্রীভগবানের প্রতি তাঁহার কোন অবাধ অনুরাগময়ী প্রার্থনা হয় এবং শ্রীভগবানে আত্মসমর্পণ করিতে হয় কি প্রকারে শরণাপন্ন হইতে হয়, ইত্যাদি বিষয়ক প্রাণস্পর্শী প্রার্থনা ও আত্মসমর্পণমূলক গান, অষ্টম সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে।

ভিক্ষা প্রতি খণ্ড ৵০ এক আনা।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা— ৵০, নবদ্বীপশতক— ৵০

অথপঞ্চক ৵০

কল্যাণকল্পতরু

পকেট সাইজ
পঞ্চম সংস্করণ
ভিক্ষা ১০

আমরা সতত নূতন অভাব ও কামনার বশবর্তী হইয়া পুনঃপুনঃ যে অকল্যাণকে কল্যাণ বলিয়া গ্রহণ করি এবং যাহার নিকট কল্যাণ কামনা করি, তাঁহা যে নিত্য ও যথার্থ কল্যাণ পদার্থ নহে এবং কোন বস্তু আমাদের নিত্য কল্যাণদাতা এবং কি ভাবে আমরা সেই কল্যাণলাভ লাভ করিব, এই সকল কথা সরল গানে লিখিত। এই গীতিগ্রন্থ যথার্থই কল্যাণের কল্পতরু, ইহা প্রত্যেককে নিত্যকল্যাণ প্রদানে

শ্রীল চক্রবর্ত্তি ঠাকুরের টীকা সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠাকুর কৃত টীকা ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কৃত অনুবাদ। টীকাকারের জীবনী, শ্লোক-সূচি, বিষয়সূচি প্রভৃতি বহু প্রয়োজনীয় বিষয় সংবলিত প্রায় ৮২৫ পৃষ্ঠা। উৎকৃষ্ট বস্ত্রে বাঁধাই ২, দুই টাকা, কাগজে বাঁধা ১৷০

শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ কৃত ভাষ্য সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

কাগজ ও ছাপা উৎকৃষ্ট। সিল্কে বাঁধাই, সোনার জলে নাম লেখা রাজসংস্করণ ২ টাকা, সাধারণ সংস্করণ ১৷০, গৌড়ীয়ের গ্রাহকপক্ষে ১৷০

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি (বৈষ্ণবে নকোষগ্রন্থ)

সম্বন্ধে ... ভক্তিশাস্ত্রের প্রয়োজনীয় শব্দাবলীর অর্থ, চারি সম্প্রদায়ের আচার্য্যগণের চরিত, বৈষ্ণবধর্ম্মসম্পর্কীয় গ্রন্থাদির ও গ্রন্থকারের বিবরণ, ভক্তিশাস্ত্রীয় ও শাস্ত্র-সমূহের আলোচনা ও বিবরণ, ও বৈষ্ণব দিগের ভৌগোলিক ও শাস্ত্রীয় অভিধানরূপে ব্যবহার হইবে। চারিখণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ১ম খণ্ড ৸০, ২য় খণ্ড ৸০, ৩য় খণ্ড ৸০, ৪র্থ খণ্ড ৸০, চারিখণ্ড একত্রে ৩, (৫ম খণ্ড যন্ত্রস্থ)।

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ—১ম খণ্ড ১, এক টাকা

২য় খণ্ড ১, এক টাকা—শ্রীমদ্ভাগবতের গ্রাহক ও গৌড়ীয় গ্রাহকগণ ১৷০ টাকায় দুইখণ্ড পাইবেন। বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমজ্জীব গোস্বামিপাদের রচিত গ্রন্থ। ইহাই ষট্সন্দর্ভের অধিক প্রয়োজনীয় অংশ। প্রতি খণ্ড উবল ক্রাউন ৮ পেজীয় ৭৪ পৃষ্ঠা আকারে মুদ্রিত হইতেছে।

শ্রীঅনুভাষ্য সম্বলিত

সদাচারস্মৃতিঃ

ভিক্ষা ৵০ আনা

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (প্রাচীন নবদ্বীপ) নদীয়া

মদন মঞ্জরী

বটিকা সেবনে ধ্বজভঙ্গ, ইন্দ্রিয়শৈথিল্য, শুক্রতারল্য, স্বপ্নদোষ, বুক ধড়ফড়ানি, ... শারীরিক দুর্বলতা নিবারিত হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ৩০ বটী ১, এক টাকা।

"নপুংসকারি ঘৃত"

পুরুষত্ব হীনতায় ইহা অব্যর্থ। মূল্য ১, টাকা।

"রমণবিলাসিনী বটিকা"

... মূল্য ১, এক টাকা।

রাজবৈদ্য নারায়ণজী, কেশবজী

১৭৩নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

লোহার কড়ি বরগা

করগেট টীন, জানালার গরাদে

দালানের ফুলদার রেলিং ও থাম

ঘোড়ার কাটা তার ইত্যাদি

সুলভে বিক্রয় করি

কান্তিচন্দ্র মুখার্জি এণ্ড সন্স

২৭৩ নং ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট ফোন ৪৪৯

স্থাপিত ইং ১৮৬৮ সাল, কলিকাতা

কেরাস কুইনিন

নূতন এবং পুরাতন ম্যালেরিয়ার যম

ইহাতে উপকার না হইলে ... কুইনাইন ...

এই কেরাস কুইনিন ইনজেকসন করিলে একটী বা দুইটী ইনজেকসনেই সকলপ্রকার কঠিন ম্যালেরিয়া আরোগ্য হয় ...

পর বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

এখানে আহার এবং বাসস্থান দিয়া বিদ্যার্থিগণকে বিভিন্ন শিক্ষণীয় বিষয় শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। অনেক ছাত্র ইতোমধ্যেই আসিয়া পাঠ আরম্ভ করিয়াছেন। বর্ত্তমান বর্ষে সকল ছাত্রই গবর্নমেণ্ট সংস্কৃত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

প্রধান অধ্যাপক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রচন্দ্র কাব্য ব্যাকরণ সাংখ্য-বেদান্ত-ষড়দর্শন-তীর্থ, সাংখ্যভূষণ, বেদান্তরত্ন, সাহিত্যশাস্ত্রী, ষড়দর্শনবাচস্পতি।

অধ্যাপক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গৌরদাস ব্রহ্মচারী ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীধাম মায়াপুর পরবিদ্যাপীঠ, (নদীয়া)

বেদনাঞ্জন

শ্রেষ্ঠরত্ন

কলিকাতা কংগ্রেস একজিবিসন হইতে বহু প্রশংসা প্রাপ্ত ও বহু গণ্যমান্য ভদ্রমহোদয়গণ কর্ত্তৃক প্রশংসিত।

আজকাল বাজার-চলন মিশ্রিত ও বিষাক্ত আহার্য্য সেবনে শরীরের রক্ত ক্রমেই দোষিত হইয়া পড়িতেছে। রক্তই মানব-দেহের শ্রেষ্ঠ উপাদান, এই রক্ত দোষিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মানব বাত, বেদনা, মাথাধরা, মাথা-ঘোরা, দৃষ্টিশক্তির হ্রাস, দাঁতের গোড়া ফুলা, দাঁত কনকনানি, দাঁতে পোকা এবং দাদ, চুলকানি প্রভৃতি কষ্টদায়ক চর্ম্মরোগে আক্রান্ত হইতেছে। যদি আপনি একান্তই ব্যাধিমুক্ত হইতে চান, তাহা হইলে অযথা পয়সার অপব্যয় না করিয়া অল্প ব্যয়ে এক শিশি **বেদনাঞ্জন** ক্রয় করিয়া ইহার কার্য্যকারী-শক্তি উপলব্ধি করুন। গুণের তুলনায় মূল্য অত্যন্ত কম, এক শিশি ।৵০ আনা মাত্র মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান—এ, সি, চাটার্জ্জী এণ্ড ব্রাদার্স।

৪৩নং গুলকাটি লেন, সালিকা হাওড়া।

সকল মণিহারী দোকানে ও বড় বড় ডাক্তারখানায় পাওয়া যায়।

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

যদিও অদ্যাপি প্রকৃত মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য, তথাপি যাঁহারা নানাবিধ অনিয়মিত উপায়ে অপরিমিত শক্তি নষ্ট করিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন এবং নানা প্রকার মেহ, প্রমেহ ধাতুদৌর্ব্বল্য, স্নায়বিক দুর্ব্বলতা, বহুমূত্র, দুঃস্বপ্ন, পারদ-সংক্রান্ত পীড়া, অর্শ এবং স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে যাহারা বাধক, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, কাকবন্ধ্যা, শ্বেত ও রক্তপ্রদর, হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি রোগে ভুগিয়া জীবনে নিরাশ হইয়াছেন, তাঁহারা আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটাল সাহেবের আবিষ্কৃত **ইলেক্ট্রিক সলিউসন** ব্যবহার করিয়া বাঁচিতে পারেন, তাহার শত সহস্র প্রমাণ প্রতি বৎসরেই পাওয়া যাইতেছে। যাঁহারা অন্যান্য বহুবিধ ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরোগ্য হইতে পারেন নাই, তাঁহারা একবার এই ঔষধটী ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক মাসের ব্যবহারোপযোগী এক শিশি ঔষধ ডাকমাশুল সহ ১।০ টাকা মাত্র।

সোল এজেণ্ট—ডাঃ ডি, ডি, হাজরা।

ফতেপুর, গার্ডেনরিচ পোষ্ট, কলিকাতা।

ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

অধ্যক্ষ

শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম,এ, এফ সি এস (লণ্ডন)

ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক

(প্রফেসার)

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ বিশুদ্ধ ও শাস্ত্রমতে নিজ তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হয়। পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ক্যাটালগ পাঠান হয়। রোগের বিবরণ জানাইলে যত্নপূর্ব্বক ব্যবস্থা দেওয়া হয়। চিঠি পত্রাদি সম্পূর্ণরূপে গোপন রাখা হয়।

মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দুর)

(বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৪৲ টাকা

উৎকৃষ্ট স্বর্ণ, পারদ ও আমলাসার গন্ধক দ্বারা যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। নিত্য প্রয়োজনীয় সর্ব্বরোগনাশক মহৌষধ।

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৩৲ টাকা

উৎকৃষ্ট কাশীর আমলকী, বংশলোচন প্রভৃতি যাবতীয় উপাদানে পূর্ণ মাত্রায় যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। কফ, কাসি, সর্দ্দি, যক্ষ্মা, ক্ষয়রোগ, হৃদরোগ প্রভৃতি রোগের মহৌষধ। সর্ব্বপ্রকার দুর্ব্বলতা নাশক অতিশয় পুষ্টিকর মহৌষধ বা খাদ্য বিশেষ।

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬৲ টাকা

ইহা সেবনে ধাতুদৌর্ব্বল্য, শুক্রহীনতা, স্বপ্নদোষ, প্রমেহ ও ধ্বজভঙ্গ সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায়। ইহা অপারসীম আনন্দদায়ক রসায়ন।

অবলাবান্ধব যোগ

প্রদর, বাধক প্রভৃতি জরায়ুদোষ ও যোনিগত দুরারোগ্য রোগের মহৌষধ

মূল্য—১৬ মাত্রা ২৲ টাকা। ৫০ মাত্রা ৫৲ টাকা মাত্র

বিশুদ্ধ জল! ভয় নাই! বিশুদ্ধ জল!!

লক্ষ্মী টিউব-ওয়েল কোং

২০৫নং নবাবপুর, ঢাকা

বর্ত্তমান-যুগের নব আবিষ্কৃত যন্ত্রসাহায্যে উন্নত বৈজ্ঞানিক-খনন-প্রণালীতে নলকূপ (*Tube-well*) নির্ম্মাণ করা হয়। বঙ্গের লাট বাহাদুর, প্রাইভেট সেক্রেটারী, জিলা-ম্যাজিষ্ট্রেট, জিলা-বোর্ডের চেয়ারম্যান, ইঞ্জিনিয়ার, জমিদার, তালুকদার, প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত ভদ্রমহোদয়গণ এই কোম্পানীর কার্য্য দেখিয়া প্রশংসা করিয়াছেন। রাসায়নিক পরীক্ষায় জল বিশুদ্ধ না হইলে মূল্য গৃহীত হয় না। বিস্তৃত বিবরণের জন্য পত্র লিখুন।

বৃত্তিসহ সমগ্র

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

ভিক্ষা ২৲ টাকা। শিক্ষার্থি-ছাত্রের পক্ষে ১৷০ দেড়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীপরবিদ্যাপীঠ, শ্রীগৌড়পুর

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

মনোমোহন প্রেস

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা

বাঙ্গালায় সুলভে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত

বৈদ্যুতিক মেশিনে দিবারাত্র কাজ চলিতেছে

বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা।

শ্রীমায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—শ্রীবিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

স্থানীয় সংস্করণ   Registered No. C 1544

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহ

ভারতের সর্ব্বত্র মঙ্গল-প্রচার- নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র।

৪র্থ খণ্ড]   সম্পাদক—প্রত্নবিদ্যালঙ্কার শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী   [২১১ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্য মঠ শ্রীধাম মায়াপুর—২৬শে কার্ত্তিক মঙ্গলবার ১৩৩৬, ১২ই নভেম্বর ১৯২৯

বিজ্ঞাপনের হার

প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩।০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থাবলী

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্, শ্লোক সূচী, বিষয়-সূচী প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছে, প্রতি খণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৶০ গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশ গ্রাহক পক্ষে ৵০
২। ভাষ্য-সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ) ৫৲
৩। গৌড়ীয়-গৌরব ৷০
৪। গৌড়ীয়-সাহিত্য ৷০
৫। ভজনরহস্য ।০
৬। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
,, ,, ,, আবাঁধা ৸০
৭। গীতা (শ্রীবলদেবভাষ্যসহ) বাঁধা ২৲ আবাঁধা ১৷০
৮। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি টীকা সহ) বাঁধা ২৲ আবাঁধা ১৷০
গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ৷০
৯। যুক্তিমল্লিকা গুণসৌরভং সানুবাদ ২৲
১০। বেদান্তস্যমন্তক সানুবাদ ৷০
১১। জৈবধর্ম্ম ২৲
১২। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৩। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৪। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ৷৵০
১৫। দীন-দিগ্দর্শন ৵০
১৬। সাধনপথ (৩য় সংস্করণ) ৶০
১৭। আচার ও আচার্য্য ৶০
১৮। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ৸০
১৯। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৶০
২০। শ্রীনামাপরাধ মাহাত্ম্য ৵০
২১। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য (প্রমাণখণ্ড) ৵০
২২। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ০
২৩। শ্রীগৌড়ীয় পারিক্রম দর্পণ। ।০
২৪। শরণাগতি, গীতাবলী, গীতমালা, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, নবদ্বীপশতক, অর্থপঞ্চক ও সদাচারস্মৃতি একত্রে ৷০
২৫। কল্যাণকল্পতরু (সম্পূর্ণ সংস্করণ) ও অষ্টকগণ ৶০
২৬। সাধককণ্ঠমণি ০
২৭। সংস্কারদীপিকা ।০
২৮। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড) ৩৲
২৯। সংস্কৃত চতুঃশ্লোকাষ্টকম্ ৶০
৩০। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ৸০
৩১। মণিমঞ্জরী সানুবাদ ০
৩২। গৌরকৃষ্ণোদয় ৸০
৩৩। শ্রীচৈতন্যভাগবত (নিতাই, দ্বিতীয় সংস্করণ) ৫৲

এতদ্ব্যতীত বৈষ্ণব-ধর্ম্মের কয়েকখানি ইংরাজি গ্রন্থ মজুত আছে, পত্র পাঠাইলে ডাকযোগে ক্যাটলগ পাঠান হয়।

প্রাপ্তিস্থান:-

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

২। শ্রীগৌড়ীয় মঠ—১নং উল্টাডিঙ্গি জংশনরোড কলিকাতা।
৩। শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠ- ৯০০ নবাবপুররোড, ঢাকা
৪। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ—উড়িয়াবাজার, কটক
৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ - পোড়াকুঠী, পুরী
৬। শ্রীসনাতনগৌড়ীয় মঠ- ৪২০ জঙ্গমবাড়ী, কাশী
৭। শ্রীগৌড়ীয় মঠ দিল্লী কার্য্যালয় ১০২ হনুমানরোড, নিউদিল্লী।
৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ—ছ'গাড়ি, বৃন্দাবন।
৯। শ্রীভাগবত প্রেস, গোয়াড়ী— কৃষ্ণনগর।
১০। শ্রীএকায়ন মঠ, বাইম্বারি, কৃষ্ণনগর।

সংক্ষিপ্ত নবদ্বীপ পঞ্জিকা

২২ দামোদর ২৬ কার্ত্তিক ১২ নভেম্বর মঙ্গলবার প্রত্যুষ উ ৬।১৫ অ ৫ । ৮ গোদেশমী দি ৮ । ২৪ পূর্ব্বাষাঢ়া নক্ষত্র রা ১০।৬ ধ্রুবযোগ দি ১০।২২ গরকরণ পরে বণিজ রা ৮।৪০ গতে বিষ্টিকরণ।

২৬ দামোদর ২৭ কার্ত্তিক ১৩ নভেম্বর বুধবার অরুণোদয় উ ৬।১৫ অ ৫।০৭ গৌবেকাদশী দি ৮।৫৮ উত্তরভাদ্রপদ রা ১২।৫৮ ব্যাঘাতযোগ দি ১।৩৮ বিষ্টিকরণ দি ৮।৫৮ গতে ববকরণ। **শ্রীউত্থানৈকাদশীর উপবাস। ভীষ্মপঞ্চক। ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীগৌরকিশোর দাস গোস্বামী মহারাজের তিরোভাব। শ্রীমাধবগৌড়ীয় মঠে ও কোলদ্বীপ (কুলিয়া) সমাধি মন্দিরে কীর্ত্তন মহোৎসব।**

২৭ দামোদর ২৮ কার্ত্তিক ১৪ নভেম্বর বৃহস্পতিবার কারণোদশায়ী উ ৬।১৬ অ ৫।১৩ গৌরদ্বাদশী দি ৯।৩২ রেবতী রা ১১।২২ বজ্রযোগ দি ৮।৩২ বালবকরণ। দ্বাদশীপক্ষে উত্থানৈকাদশী ও চাতুর্ম্মাস্যব্রত সমাপ্তি। দি ৯।৩২ মধ্যে একাদশীর পারণ। **শ্রীমাধবগৌড়ীয় মঠে ও কুলিয়া সমাধি মন্দিরে মহোৎসব।**

২৮ দামোদর ২৯ কার্ত্তিক ১৫ নভেম্বর শুক্রবার গর্ভোদশায়ী উ ৬।১৭ অ ৫।১২ গৌরত্রয়োদশী দি ৮।৩৫ অশ্বিনী রা ১১।১৪ সিদ্ধিযোগ প্রাতঃ ৭।১ পরে ব্যতীপাত যোগ রা শেষ ৫।৭ তৈতলকরণ। গব

নানা কথা

আবহাওয়া

আকাশ প্রায়শঃই পরিষ্কার থাকে; দুই এক সময় দুই এক খণ্ড মেঘ ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে থাকে। রাত্রিকালে শিশিরপাতে দুর্ব্বাদল বেশ সিক্ত হইয়া থাকে। শৈত্যের আমেজ শীত অনুভূত হইতেছে।

কলাই, মুগ প্রভৃতি রবিশস্যের অবস্থা ভালই দেখা যাইতেছে। এবার আমন ধান্যও বেশ ফলিয়াছে।

কৃষ্ণনগরে জেলারের বাটীতে চুরি

কৃষ্ণনগরের জেলারের বাটীতে একটা ভীষণ চুরি হইয়া গিয়াছে। নগদ ও গহনাপত্রে প্রায় ৩ হাজার টাকা অপহৃত হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

মাজদিয়া-সংবাদ

জলাভাব

নদীয়া জেলাবোর্ড স্থানীয় অধিবাসিগণের জন্য টুঙ্গিগ্রামে যে একটী পুষ্করিণী কাটাইয়া দিয়াছেন তাহা কয়েক স্থানে ফাটিয়া গিয়াছে এবং একস্থানে বসিয়া গিয়াছে। ইহার জলও অপরিষ্কার ও অব্যবহার্য্য হইয়াছে। এই জল পান করিলে লোকের উপকারের পরিবর্ত্তে অপকারই অধিক পরিমাণে সাধিত হইবে। কারণ অচিরাৎই কলেরা, উদরাময়, আমাশয় প্রভৃতি মারাত্মক ব্যাধিসমূহের প্রভাব বিস্তৃত হইয়া পড়ে। তাই আমরা উক্ত স্থানের জলের সুব্যবস্থার জন্য জেলাবোর্ডের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

কৃষ্ণনগরে কলেরার প্রকোপ

কৃষ্ণনগরের কাবরাজ শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র সেন মহাশয়ের বাড়ীতে কলেরাক্রান্ত হইয়া পাঁচটী পুত্র-কন্যার মৃত্যু হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

আলোকচিত্রে প্রচার

খানাতল্লাস

কৃষ্ণনগরের ৯ই নভেম্বরের সংবাদে প্রকাশ, নদীয়া কংগ্রেস কমিটির উদ্যোগে আলোকচিত্রের সাহায্যে যে প্রচারকার্য্য চলিতেছে তাহার সংস্রবে কয়েকস্থানে খানাতল্লাস হইয়াছে। শ্রীযুক্ত গোপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ১২৪ক ধারায় গ্রেপ্তার হইয়াছেন। পুলিশ মুরাগাছা জাতীয় বিদ্যালয়, মুরাগাছা কংগ্রেস কার্য্যালয়, পল্লীসংস্কার সমিতি কার্য্যালয় এবং আরও কয়েক স্থানে খানাতল্লাস করিয়াছে।

কুমিল্লা কলেজের ধর্ম্মঘটের অবসান

কুমিল্লার ৯ই নভেম্বরের সংবাদে প্রকাশ, ধর্ম্মঘট মীমাংসা সম্বন্ধে কুমিল্লা কলেজের ছাত্রগণ যে সর্ত্ত দিয়াছিলেন, কলেজের অধ্যক্ষ তাহাতে স্বীকৃত হওয়াতে ৮ই নভেম্বর উক্ত ধর্ম্মঘটের অবসান হইয়াছে। স্থির হইয়াছে যে, ছাত্রদিগের যে অর্থদণ্ড করা হইয়াছিল এবং বেতন দিতে বিলম্ব হইবার জন্য তাহাদিগকে যে অর্থদণ্ড দিবার কথা, তাহা আর তাহাদিগকে দিতে হইবে না। ধর্ম্মঘটের জন্য কাহাকেও কোন প্রকার শাস্তি দেওয়া হইবে না।

সরকারের সতর্কবাণী

বাজীর মসলা বিনা লাইসেন্সে রাখা দণ্ডনীয়

তুবড়ী, পটকা, বোম ইত্যাদি প্রস্তুত করিবার মাল-মসলা যথা আর্সেনিক, সালফাইড, পোটাসিয়াম ক্লোরেট অনেকে বিনা লাইসেন্সে রাখে। উহা রাখা যে বে-আইনী তাহা অনেকেই জানে না। ঐ সমস্ত বাজী পুড়াইবার কালে অনেক সময় অনেক দুর্ঘটনাও ঘটিয়া থাকে। বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের নিকট এ বিষয় গোচর করা হইয়াছে। তাই বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের নিকট সেক্রেটারী জানাইয়াছেন যে, যাহারা বিনা লাইসেন্সে ঐ সব দ্রব্য রাখিবে তাহারা ১৯১৪ অব্দের বিস্ফোরক আইন অনুযায়ী গুরুদণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

রাজদ্রোহের দায়ে

অধ্যাপক নৃপেন্দ্রচন্দ্র

এক বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড

পাঠকগণ অবগত আছেন, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের মৃত্যুতিথি উপলক্ষে হাজরা পার্কে এক বক্তৃতায় রাজদ্রোহ প্রচার করিবার অভিযোগে বঙ্গবাসী কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুত নৃপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২৪ক ধারা অনুযায়ী অভিযুক্ত হইয়াছিলেন। গত শনিবার আলিপুরের অতিরিক্ত জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ কে, এল, মুখার্জ্জির এজলাসে ঐ মামলার বিচার শেষ হইয়াছে।

ম্যাজিষ্ট্রেটের রায়ের সারমর্ম্ম এই— ফরিয়াদীপক্ষের সাক্ষ্যে প্রমাণিত হইয়াছে যে আসামী দেশবন্ধুর মৃত্যুতিথি উপলক্ষে হাজরা পার্কে রাজদ্রোহজনক বক্তৃতা করিয়াছেন তাঁহার বক্তৃতা হইতে স্পষ্ট বুঝা গিয়াছে যে সরকারের প্রতি লোকের ঘৃণা উৎপাদনই বক্তার উদ্দেশ্য ছিল। অতএব প্রমাণিত হইতেছে যে, আসামী ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২৪ক ধারা অনুযায়ী অপরাধী। উপসংহারে ম্যাজিষ্ট্রেট বলিয়াছেন, আমি বর্ত্তমান মামলা বিশেষভাবে বিবেচনা করিয়া দেখিয়াছি। আসামী তরলমতি যুবক নহেন, তিনি একজন শিক্ষিত অধ্যাপক; সুতরাং রাজনৈতিক উত্তেজনার যুগে যুবকদের নিকট তাঁহার বক্তৃতার ফল কিরূপ হইবে, তিনি তাহা উপলব্ধি করিতে সমর্থ। এই সমস্ত বিষয় এবং তিনি বক্তৃতায় যে উগ্র ভাষা ব্যবহার করিয়াছেন, উহা বিবেচনা করিয়া আমি তাঁহার প্রতি এক বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ প্রদান করিতেছি।

ম্যালেরিয়ার প্রকোপে

গ্রামকে গ্রাম

সিরাজগঞ্জের ৯ই নভেম্বরের সংবাদে প্রকাশ, সিরাজগঞ্জ সহরের নিকটবর্ত্তী গ্রামগুলিতে ব্যাপকভাবে ম্যালেরিয়া আরম্ভ হইয়াছে। কল্যাণী, মালাড়ুও, শিয়ালকোল, শিবনাথপুর, সাড়াবলি, শাহজাদপুর, লাহিড়ীমোহনপুর প্রভৃতির অধিবাসিগণ ভীষণভাবে আক্রান্ত হইয়াছে। বিনা মূল্যে কুইনিন বিতরণের জন্য পাবনা জেলা বোর্ডের সাহায্য প্রার্থনা করা হইয়াছে। প্রকাশ, কলেরা রোগেও ২১ জনকে ধরিয়াছে।

মীরাট ষড়যন্ত্র মামলা

জুরীদ্বারা বিচারের আবেদন অগ্রাহ্য

৪৪৩ ধারা ও ফৌজদারী দণ্ডবিধির ৩৩শ অধ্যায় অনুযায়ী জুরী দ্বারা বিচার দাবী করিয়া ১৪ জন আসামী ২টী আবেদন করিয়াছিলেন। গত ৯ই নভেম্বর অপরাহ্ণে ঐ সম্বন্ধে আদেশ প্রদত্ত হয়। ম্যাজিষ্ট্রেট বলেন, ৩৩ অধ্যায় বর্ত্তমান মামলায় প্রযোজ্য নহে। দায়রা জজ ম্যাজিষ্ট্রেটের সিদ্ধান্ত বহাল রাখিয়াছেন এবং উহার বিরুদ্ধে কোনও কারণ প্রদর্শিত হয় নাই; সুতরাং তিনি তাঁহার মত পরিবর্ত্তন করিবেন না। ম্যাজিষ্ট্রেট উভয় আবেদন অগ্রাহ্য করিয়া বলেন, আবেদন না-মঞ্জুর করিবার আরও কারণ এই যে, সমস্ত আসামী আবেদন করেন নাই; ৩২ জনের মধ্যে মাত্র ১৪ জনে এই আবেদন করিয়াছেন।

রঙ্গালয়ে রাজদম্পতি

সম্রাট পীড়িত হইবার পর গত ৭ই নভেম্বর রাত্রিতে ড্রুরিলেন থিয়েটারে প্রথম অভিনয় দর্শনে গিয়াছিলেন। তথায় 'রোজ মেরী' নামে নাটক অভিনীত হইয়াছিল। সম্রাজ্ঞী, ডিউক অব ইয়র্ক ও তাঁহার পত্নী সম্রাটের সঙ্গে গিয়াছিলেন।

রঙ্গালয়ের বাহিরে বিরাট জনতা হইয়াছিল, সম্রাট-দম্পতীকে দেখিবামাত্র তাহারা আনন্দধ্বনি পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে অভিনন্দিত করিয়াছিল। রঙ্গালয়-মধ্যে তাঁহারা প্রবেশ করিলে দর্শকমণ্ডলী দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহাদিগের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিয়াছিল।

বিজ্ঞাপন

নদীয়া-প্রকাশের পাঠকগণ কলিকাতার ২১৪নং বহুবাজার ষ্ট্রীটস্থ "বৈদ্যশাস্ত্রী" মহোদয়ের রচিত মানবের দুঃখ না হইতে পারে-তাহার পন্থা ইত্যাদি সম্বলিত "কামশাস্ত্র" গ্রন্থখানি এখনও যিনি পাঠ করেন নাই, তিনি অচিরে ঐ ঠিকানায় আবেদন করত বিনামূল্যে প্রাপ্ত হউন। উহা পাঠে উপকৃত হইয়া ৭৫০০০ হাজার লোক কৃতজ্ঞ হইয়াছেন। পড়িলেই সত্যতা উপলব্ধি হইবে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২৬শে কার্ত্তিক মঙ্গলবার—১৩৩৮

হরিতে সকল বেদের সমন্বয়

শ্রুতি-স্মৃতি সর্ব্বত্রই বিভিন্ন দেবতার নামোল্লেখ ও তত্তদ্দেবতাকেই 'আদি', 'সর্ব্বকারণ-কারণ' প্রভৃতি সংজ্ঞায় অভিহিত করা হইয়াছে। তৎসমন্বয়কল্পে সূত্রকার বলিয়াছেন,—বিশ্বের কারণ ও সকলের ঈশ্বর শ্রীহরিতেই বেদ সকলের সমন্বয় বর্ণিত হইয়াছে। শ্বেতাশ্বতর প্রভৃতিতে বর্ণিত আছে,—'প্রকৃতি—ক্ষর এবং হর—অক্ষর ও অমৃত স্বরূপ। এক রুদ্রই আছেন, তাঁহার দ্বিতীয় নাই। তিনিই দেবগণের প্রভব ও উদ্ভব। তিনি সকলের প্রধান। যখন দিন ছিল না, রাত্রি ছিল না, সৎ বা অসৎ কিছুই ছিল না, তখন সেই শিবই কেবল ছিলেন। পুনশ্চ বলিতেছেন—প্রধান হইতে ইহা উৎপন্ন হইয়াছে, প্রধানেই প্রতিষ্ঠিত আছে এবং প্রধানেই লয় পাইয়া থাকে। প্রধান ভিন্ন অন্য কারণ নাই। আবার বলিয়াছেন—জীব হইতেই ভূতগণের উদ্ভব হইয়াছে। জীবেই তাহারা প্রতিষ্ঠিত আছে এবং জীবেই তাহাদের লয় হইয়া থাকে। জীব ব্যতীত অন্য কারণ নাই।

এস্থলে সংশয় হইতে পারে, এই হরাদি শব্দসকল সিদ্ধিকর্ত্তৃর বাচক, কি ব্রহ্মের দ্যোতক? প্রসিদ্ধিবশতঃ সিদ্ধিকর্ত্তৃবাচক হইয়া থাকে—ইত্যাদি পূর্ব্বপক্ষীয় সঙ্গতির আক্ষেপার্থ বলিতেছেন—উক্ত প্রকার সমন্বয়-চিন্তা-দ্বারা হর প্রভৃতি উল্লিখিত শব্দসকল যে একমাত্র ব্রহ্মবাচক তাহা প্রতিপাদিত হইয়াছে; কেননা ব্রহ্ম—সর্ব্বনামস্বরূপ অর্থাৎ তাঁহাতে সর্ব্বপ্রকার নামই বর্ত্তিয়া থাকে। এই জন্য তাঁহাকে সকল নামেই আহ্বান করা যায়।

শ্রুতিতে বলিয়াছেন, এমন নাম নাই, যাহা পুরুষরূপী শ্রীহরিতে যুক্ত হইতে না পারে। সমস্ত নামই তাঁহাতে আবিষ্ট হইয়া থাকে। সেই জন্য বিষ্ণুকেই 'পরম' বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

ঋগ্বেদে শ্রুতিতে বৈশম্পায়ন ও স্বয়ং এই সকল নামকে শ্রীকৃষ্ণের নাম বলিয়া স্মরণ করিয়াছেন। বাস্তবপক্ষে হরাদি শব্দের অর্থ এই—যিনি হরণ অর্থাৎ ভক্তগণকে লয়াভিমুখে লইয়া যান, তাঁহার নাম হর—অর্থাৎ সাক্ষাৎ অমৃত ও অক্ষরস্বরূপ পরমাত্মা শ্রীহরি। এইরূপ রুদ্র অর্থাৎ সংসারপীড়ার দ্রবণ অর্থাৎ অপনয়ন করেন বলিয়া তিনি—রুদ্র। শিব অর্থে মঙ্গলস্বরূপ শ্রীহরি। প্রধান শব্দে সকলের প্রধান অর্থাৎ মুখ্য পরমাত্মা। জীব শব্দে যিনি সকলের জীবন দান করেন। এই প্রকার ব্যুৎপত্তি অনুসারে পরমাত্মা শ্রীহরিকেই বুঝাইয়া থাকে।

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণেও বলিয়াছেন—

রুদ্রং দ্রাবয়তে যস্মাৎ রুদ্রস্তস্মাজ্জনার্দ্দনঃ।
ঈশানাদেব চেশানো মহাদেবো মহত্ত্বতঃ॥
পিবন্তি যে নরা নাকং মুক্তাঃ সংসারসাগরাৎ।
তদাধারো যতো বিষ্ণুঃ পিনাকীতি ততঃ স্মৃতঃ॥
শিবঃ সুখাত্মকত্বেন সর্ব্বসংরোধনাদ্ধরঃ।
কৃত্ত্যাত্মকমিমং বিশ্বং যতো বাস্তে প্রবর্ত্তয়ন্।
কৃত্তিবাসাস্ততো দেবো বিরিঞ্চিশ্চ বিরেচনাৎ।
বৃংহণাদ্ব্রহ্মনামাসাবৈশ্বর্য্যাদিন্দ্র উচ্যতে॥
এবং নানাবিধৈঃ শব্দৈরেক এব ত্রিবিক্রমঃ।
বেদেষু সপুরাণেষু গীয়তে পুরুষোত্তমঃ॥

রুদ্র—দ্রবণ করেন, এইজন্য তাঁহার নাম—'রুদ্র'। সকলের ঈশ বলিয়া তিনি—'ঈশান'। সকলের অপেক্ষা মহান বলিয়া তিনি—'মহাদেব'। যেহেতু তিনি গদাধর, তজ্জন্য তাঁহার নাম—'পিনাকী'। সদা সুখময় বলিয়া তাঁহার নাম—'শিব'। সকলের সংরোধন করেন, এই জন্য তিনি—'হর'। এই বিশ্বকে সৃষ্টি করিয়া তাহাতে বাস করেন, এই জন্য তিনি—'কৃত্তিবাস'। বিরেচন বশতঃ—'বিরিঞ্চি' বৃংহণবশতঃ—'ব্রহ্মা', ঐশ্বর্য্যবশতঃ তিনি—'ইন্দ্র'। এইরূপ নানাবিধ শব্দে সেই একমাত্র ত্রিবিক্রম সমুদয় বেদে ও সমুদয় পুরাণাদিতে পরিগণিত হইয়াছেন।

ভাগবত-পাঠকের দুর্দ্দশা

গত ৭ই নবেম্বর বৃহস্পতিবারের 'ভোটরঙ্গ' কাগজে **"উৎকট প্রেমের বিকট চিকিৎসা"** শীর্ষক একটী সংবাদ দেখিলাম। সংবাদটি নদীয়া-প্রকাশ-পাঠকগণের অবগতির জন্য নিম্নে অবিকল উঠাইয়া দিতেছি।

"ভাগবত-পাঠকের যোগ্য-পুরস্কার"

পত্রান্তরে প্রকাশ,—বিগত দুর্গা পূজার পূর্ব্বে বগুড়া জেলার কোন এক পল্লীগ্রামে একজন সম্ভ্রান্ত হিন্দুর বাটীতে একজন তরুণ যুবক ভাগবত পাঠ করিতে করিতে ঐ বাটীর যুবতী বিধবাকন্যার প্রেমে পড়েন এবং পাঠ-সমাপ্তে বিধবাটিকে লইয়া উধাও হন। গৃহস্বামী এই ঘটনার পর দশদিন সম্ভ্রম হানির ভয়ে পুলিশে খবর না দিয়া স্বয়ং অনুসন্ধান করিয়া দূরস্থ কোন গ্রামে ভাগবত পাঠকের সহিত বিধবা কন্যাকে দেখিতে পান এবং উভয়দিগকে সরিয়া পড়ার অবকাশ না দিয়া কন্যাকে বুঝাইয়া গৃহে আনার কৌশলে উভয়কে ক্ষমা করিয়া মধুর আলাপ করিতে করিতে ভাগবত-পাঠকের আমূল কর্ণ ছেদন করিয়া কন্যাসহ নিজ বাটীতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।"

এরূপ ঘটনা অনেক নামজাদা ভণ্ডক-পাঠকগণেরও সম্বন্ধেও ঘটিতে শুনা গিয়াছে। তবে তাঁহারা সাজোয়া-সমাজে পাকা গোস্বামি-সন্তান রূপে পরিচিত বলিয়া কানটী কাটা পড়ে নাই সত্য, কিন্তু ফল তাহারও চরম হইয়াছে। বৃন্দাবনে কোন ভদ্রলোকের বাড়ীতে নবদ্বীপের কোন নামজাদা পাঠক শ্রীল জীবগোস্বামিপ্রভুর ষট্সন্দর্ভান্তর্গত শ্রীভক্তিসন্দর্ভ গ্রন্থ পাঠ করিতে গিয়া যাদবের ভোগ্যা কামিনীকামকে তাহারই ভোগ্যা করিয়া ফেলিয়াছিলেন এবং তৎফলস্বরূপ একটী সন্তান আজও শুনা যায় খুদাৎ-আশ্রমে প্রতিপালিত হইতেছে। একথা বৃন্দাবনের অনেকেরই জানা থাকা সত্ত্বেও তাঁহারা পুনরায় তাঁহাকে 'গোস্বামি-সন্তান' বলিয়া সম্মান দিতেছেন ও তাঁহার মুখ-নিঃসৃত ভাগবত পাঠ শ্রবণে দ্বিধা বোধ করিতেছেন না। ধন্য তাঁহাদের গোস্বামি-সন্মান! এই সকল দেখিয়া শুনিয়া আমরা অবাক হইয়া যাইতেছি। ভগবদ্ভোগ্যা লক্ষ্মীকে ভোগ করিবার জন্য যে সকল রাবণের দল আজ যোগী-তপস্বী সাজিতেছে সেই সকল যোষিৎ-লম্পট ভণ্ডযোগী-তপস্বীদের মুখে যাঁহারা হরিকথা শ্রবণ করিতে যান, প্রকৃতপক্ষে অসৎকর্ম্মের প্রশ্রয়দাতা তাঁহারাই নহেন কি? বেশ্যার মুখে কীর্ত্তন শুনিয়া ভাবকালি দেখাইতে গিয়া তাঁহারাই আজ জগতে এ ব্যভিচার আনয়ন করিতেছেন। সুতরাং আমরা মুক্ত কণ্ঠে বলি:—লম্পট ভাগবত-ব্যবসায়ীদের অপেক্ষা সেই ব্যবসায়ীদের মুখে যাঁহারা ভাগবত শ্রবণ করিতে যান, তাঁহারাই অধিক দোষী। "শালুক চিনেছেন গোপাল ঠাকুর।" যে ভাগবতের বক্তা পরমহংসকুলমুকুটমণি শ্রীশুকদেব গোস্বামী স্বয়ং, আর শ্রোতা প্রায়োপবেশনোপবিষ্ট অক্ষুণ্ণ-চিত্ত পরমভাগবত মহারাজ পরীক্ষিৎ, সেই ভাগবতের বক্তা ও শ্রোতা কি হাটে ঘাটে মাঠে যেখানে সেখানে পড়িয়া থাকিবে? ভাগবত-পাঠকের বা শ্রোতার কি কোন যোগ্যতাই থাকিবে না?

যে ভাগবত সাক্ষাৎ ভগবদ্বক্তৃ-বিনির্গত, যাহাতে নিষ্কপট পরমহংসগণ-প্রাপ্য ফলাভিসন্ধান রূপ ধর্ম্ম-অর্থ-কাম এবং মোক্ষাভিসন্ধিরহিত শুদ্ধভক্তিযোগ রূপ পরমধর্ম্ম নিরূপিত হইয়াছে, যাহার অনুশীলন-ফলে তাপত্রয়ের মূলীভূত কারণ অবিদ্যাবিনাশ-কারী পরমমঙ্গলপ্রদ বাস্তব বস্তু-তত্ত্বের জ্ঞানলাভ হয়, অপর কোন শাস্ত্র বা পন্থানুগমনের অপেক্ষা না রাখিয়া একমাত্র যে ভাগবতের শ্রবণ কীর্ত্তনাদি অনুশীলন-ফলে নিষ্কপট সুকৃতিসম্পন্ন শ্রোতৃগণের হৃদয়ে তৎশ্রবণ-মুহূর্ত্ত হইতে আরম্ভ করিয়া অবিলম্বেই স্বয়ং ভগবান্ শ্রীহরি অবরুদ্ধ হন অর্থাৎ সত্য সত্য ভগবৎকৃপা লাভ করা যায়, সেই ভাগবত শ্রোতা বা প্রবক্তা কি কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা লোভী? এমন বিষয় কি বর্ত্তমান পাঠক ও শ্রোতার দলের একটুও চিন্তার বিষয় হইবে না?

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রিয় পার্ষদ শ্রীল স্বরূপ দামোদর বঙ্গদেশীয় বিপ্র কবিকে লক্ষ্য করিয়া আমাদিগকে কি শিক্ষা দিলেন? গৌড়ীয় গৌরব প্রভু স্বরূপ কহিলেন—

যাহ ভাগবত পড় বৈষ্ণবের স্থানে।
একান্ত আশ্রয় কর চৈতন্য চরণে॥
চৈতন্যের ভক্তগণের 'নিত্য' কর সঙ্গ।
তবে ত' জানিবা সিদ্ধান্ত-সমুদ্র-তরঙ্গ॥'
(চৈঃ চঃ অ ৫।১৩১)

যে ভাগবতের দ্বিতীয় শ্লোকেই ফলাভিসন্ধান রূপ কর্ম্ম এবং মোক্ষাভিসন্ধান রূপ জ্ঞানের কথা নিরাকৃত হইয়াছে, সেই ভাগবত পাঠ করিয়া নিতান্ত দুর্গন্ধ কুকর্ম্ম ও অজ্ঞান মাত্র ফল লাভ কি ভাগবতের আত্যন্তিক অনাদর এবং অনধিকারচর্চ্চার ধরণী শোচনীয় কুফল মাত্র নহে? শুদ্ধ ভক্তভাগবতের নিত্য সঙ্গপ্রার্থী না হইয়া 'আমি ভাগবত বুঝি' এই অভিমানের পরিণাম 'উৎকট-প্রেম' ব্যতীত আর কি হইতে পারে? তাই শ্রীচৈতন্যভাগবতকার বলিতেছেন—

"যে বা ভট্টাচার্য্য, চক্রবর্ত্তী, মিশ্র সব।
তাহারাও না জানে গ্রন্থ-অনুভব॥
শাস্ত্র পড়াইয়া সবে এই কর্ম্ম করে।
শ্রোতার সহিত যমপাশে ডুবি মরে॥"
(চৈঃ ভাঃ ১।২।৬৭-৬৮)

"ভাগবত বুঝি'—হেন যার আছে জ্ঞান।
সে না জানে কভু ভাগবতের প্রমাণ॥
ভাগবতে অচিন্ত্য ঈশ্বরবুদ্ধি যাঁর।
সে জানয়ে ভাগবত-অর্থ—ভক্তিসার॥"
(চৈঃ ভাঃ ২।২১)

শ্রীমদ্ভাগবতের ১০।১।৪ শ্লোকের সারার্থদর্শিনী টীকায় শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুর ধনাদিকামনা-পর বক্তা বা শ্রোতাকে পশুঘাতী ব্যাধসদৃশ বলিয়াছেন, যথা—

"ধনজনাদিককামনয়া যদি কশ্চিদ্বক্তা শ্রোতা বা স্যাৎ, তদা স বিরজ্যেত্যপ্রত্যাহ পশুঘ্নাদ্বিনা।"

অর্থাৎ ফলভোগাভিলাষীকে কর্ম্মী বলে। সেই কর্ম্মী যদি ধন জন কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাদির লোভবশতঃ ভাগবতের বক্তা বা শ্রোতা হন, তাহা হইলেই সে শ্রবণ-কীর্ত্তন হইতে বিরত হইবে অর্থাৎ তাহার আর ভাগবত-পাঠক বা শ্রোতা হওয়া চলিবে

সংক্ষিপ্ত নবদ্বীপ পঞ্জিকা

২৫ দামোদর ২৬ কার্ত্তিক ১২ নভেম্বর মঙ্গলবার প্রত্যুষ উ ৬।১৫ অ ৫।১৪ [illegible] দশমী দি ৮।২৪ পূর্ব্বফল্গুনী [illegible] ১০।২২ [illegible] গরকরণ পরে [illegible] বা ৮।৪০ গতে বিষ্টিকরণ।

২৬ দামোদর ২৭ কার্ত্তিক ১৩ নভেম্বর বুধবার অহোরাত্র উ ৬।১৫ অ ৫।১৩ গোবিন্দদশী দি ৮।৫৮ উত্তরফাল্গুনী রা ১০।৫৮ বজ্রযোগ দি ৯।৩৮ [illegible] দি ৮।৫৮ গতে ববকরণ। শ্রীউত্থানৈকাদশীর উপবাস। ভীষ্মপঞ্চক। ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীগৌরকিশোর দাস গোস্বামী মহারাজের তিরোভাব। শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠে ও কোলদ্বীপ (কুলিয়া) সমাধি মন্দিরে কীর্ত্তন মহোৎসব।

২৭ দামোদর ২৮ কার্ত্তিক ১৪ নভেম্বর বৃহস্পতিবার কার্ত্তিক [illegible] উ ৬।১৬ অ ৫।১৩ গোবিন্দদশী দি ৯।[illegible] রেবতী রা ১০।২২ বজ্রযোগ দি ৮।৩২ বালবকরণ। দ্বাদশীপক্ষে উৎক্রান্ত ও চাতুর্ম্মাস্যব্রত সমাপ্তি। দি ৯।[illegible] মধ্যে একাদশীর পারণ।

শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠে ও কুলিয়া সমাধি মন্দিরে মহোৎসব।

২৮ দামোদর ২৯ কার্ত্তিক ১৫ নভেম্বর শুক্রবার [illegible] উ ৬।১৭ অ ৫।১২ পৌর্ণমাসী দি ৮।৩৫ অশ্বিনী রা ১১।১৪ [illegible] প্রাতঃ [illegible] পরে [illegible] [illegible]

নানা কথা

আবহাওয়া

আকাশ প্রায়সময়েই নির্ম্মল থাকে; দুই এক সময় দুই এক খণ্ড [illegible] বিচরণ করিতে থাকে। রাত্রিকালে শিশিরপাতে শুষ্ক দ [illegible] [illegible] হইয়া থাকে। [illegible] কাপোচ [illegible] অনু[illegible] ইইতেছে।

কলাই, মুগ [illegible] প্রভৃতি রবিশস্যের অবস্থা ভালই দেখা যাইতেছে। এবার আমন ধান্যও বেশ ফলিয়াছে।

কৃষ্ণনগরে জেলারের বাটীতে চুরি

কৃষ্ণনগরের জেলারের বাটীতে একটা [illegible] চুরি হইয়া গিয়াছে। নগদ ও [illegible] প্রায় ৩ হাজার টাকা অপহৃত [illegible] [illegible] প্রকাশ।

মাজদিয়া-সংবাদ

জলাভাব

নদীয়া জেলাবোর্ড রাণীর অধিবাসিগণের জন্য টুঙ্গিগ্রামে যে একটা [illegible] কাটাইয়া দিয়াছেন তাহা কয়েক স্থানে ফাটিয়া গিয়াছে এবং একস্থানে বসিয়া গিয়াছে। ইহার জলও অপরিষ্কার ও অব্যবহার্য হইয়াছে। এই জল পান করিতে লোকের উপকারের পরিবর্ত্তে অপকারই অধিক পরিমাণে সাধিত হইবে। কারণ [illegible] কলেরা, উদরাময়, আমাশয় প্রভৃতি মারাত্মক ব্যাধিসমূহের প্রাদুর্ভাব [illegible] হইয়া পড়ে। তাই আমরা উক্ত স্থানের জলের সুব্যবস্থার জন্য জেলাবোর্ডের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

কৃষ্ণনগরে কলেরার প্রকোপ

কৃষ্ণনগরের [illegible] শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র সেন মহাশয়ের বাড়ীতে কলেরাক্রান্ত হইয়া পাঁচটী পুত্রকন্যার মৃত্যু হইয়াছে [illegible] প্রকাশ।

আলোকচিত্রে প্রচার খানাতল্লাস

কৃষ্ণনগরের ৯ই নভেম্বরের সংবাদে প্রকাশ, নদীয়া কংগ্রেস কমিটির উদ্যোগে আলোকচিত্রের সাহায্যে যে প্রচারকার্য্য [illegible] সম্পর্কে কয়েকস্থানে খানাতল্লাস হইয়াছে। শ্রীযুক্ত গোপেন্দ্রনাথ [illegible] ১২৪ক ধারায় গ্রেপ্তার [illegible] [illegible] জাতীয় বিদ্যা[illegible] কার্য্যালয়, [illegible] কার্য্যালয় এবং আরও [illegible] স্থানে খানাতল্লাস করিয়াছে।

কুমিল্লা কলেজের ধর্ম্মঘটের অবসান

কুমিল্লার ৯ই নভেম্বরের সংবাদে প্রকাশ, ধর্ম্মঘট মীমাংসা সম্বন্ধে কুমিল্লা কলেজের ছাত্রগণ যে সর্ত্ত দিয়াছিলেন, কলেজের অধ্যক্ষ তাহাতে স্বীকৃত হওয়াতে ৮ই নভেম্বর উক্ত ধর্ম্মঘটের অবসান হইয়াছে। স্থির হইয়াছে যে, ছাত্রদিগের যে অর্থদণ্ড করা হইয়াছিল এবং বেতন দিতে [illegible] হইবার জন্য তাহাদিগকে যে অর্থদণ্ড দিবার কথা, তাহা আর তাহাদিগকে দিতে হইবে না। ধর্ম্মঘটের জন্য কাহাকে কোন প্রকার শাস্তি দেওয়া হইবে না।

সরকারের ভাণ্ডারখানার বাজীর মসলা বিনা লাইসেন্সে রাখা দণ্ডনীয়

তুবড়ী, পটকা, বোম ইত্যাদি প্রস্তুত [illegible] বিনা লাইসেন্সে রাখে। উহা রাখা যে বেআইনী তাহা অনেকেই জানে না। ঐ সমস্ত বাজী পুড়াইবার কালে অনেক সময় অনেক দুর্ঘটনাও ঘটিয়া থাকে বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের নিকট এ [illegible] গোচর করা হইয়াছে। তাই বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের নিকট সেক্রেটারী জানাইয়াছেন যে, যাহারা বিনা লাইসেন্সে ঐ সব দ্রব্য রাখিবে তাহারা ১৯১৪ অব্দের বিস্ফোরক আইন অনুযায়ী গুরুদণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

রাজদ্রোহের দায়ে অধ্যাপক নৃপেন্দ্রচন্দ্র

এক বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড

পাঠকগণ অবগত আছেন, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের মৃত্যুতিথি [illegible] হাজরা পার্কে এক বক্তৃতায় রাজদ্রোহ প্রচার করিবার অভিযোগে বঙ্গবাসী কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুত নৃপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২৪ক ধারা অনুযায়ী অভিযুক্ত হইয়াছিলেন। [illegible] শনিবার আলিপুরের অতিরিক্ত [illegible] ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ কে, এন, মুখার্জ্জির এজলাসে ঐ মামলার বিচার শেষ হইয়াছে।

ম্যাজিষ্ট্রেটের রায়ের সারমর্ম্ম এই— ফরিয়াদীপক্ষের সাক্ষ্যে প্রমাণিত হইয়াছে যে আসামী দেশবন্ধুর মৃত্যুতিথি উপলক্ষে হাজরা পার্কে রাজদ্রোহজনক বক্তৃতা করিয়াছেন। তাঁহার বক্তৃতাদ্বারা স্পষ্ট বুঝা গিয়াছে যে সরকারের প্রতি লোকের ঘৃণা উৎপাদনই বক্তার উদ্দেশ্য ছিল। অতএব প্রমাণিত হইতেছে যে, আসামী ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২৪ক ধারা অনুযায়ী অপরাধী।

[illegible] ম্যাজিষ্ট্রেট বলিয়াছেন, আমি বর্ত্তমান মামলা বিশেষভাবে বিবেচনা করিয়া দেখিয়াছি। আসামী অরবয়স্ক যুবক নহেন, তিনি একজন শিক্ষিত অধ্যাপক, সুতরাং রাজনৈতিক উত্তেজনার যুগে যুবকদের নিকট তাঁহার বক্তৃতার ফল কিরূপ হইবে, তিনি তাহা উপলব্ধি করিতে সমর্থ [illegible] এই সমস্ত বিষয় [illegible] তিনি বক্তৃতায় যে উগ্রভাষা ব্যবহার করিয়াছেন, উহা বিবেচনা করিয়া আমি তাহার প্রতি এক বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ প্রদান করিতেছি।

ম্যালেরিয়ার প্রকোপে শ্মশানে গ্রাম

সিরাজগঞ্জের ৯ই নভেম্বরের সংবাদে প্রকাশ, সিরাজগঞ্জ সহরের নিকটবর্ত্তী গ্রাম গুলিতে ব্যাপকভাবে ম্যালেরিয়া আরম্ভ হইয়াছে। কেওয়ানী, ধামাড়ুয়া, [illegible] [illegible] [illegible] পৌছানিবাস [illegible] অনেকে [illegible] পুর, বাহিরগোলামপুর প্রভৃতির অধিবাসিগণ ভীষণভাবে আক্রান্ত হইয়াছে। বিনা মূল্যে কুইনিন বিতরণের জন্য পাবনা জেলা বোর্ডের সাহায্য প্রার্থনা করা হইয়াছে। প্রকাশ, কালাজ্বর রোগেও [illegible] জনকে ধরিয়াছে।

সীরাট * ডুমাজ্জ মামলা

জুরীদ্বারা বিচারের আবেদন অগ্রাহ্য

৭৪৩ ধারা [illegible] [illegible] দণ্ডবিধান [illegible] অন্যায় [illegible] [illegible] দ্বারা বিচার দাবী করিয়া [illegible] আসামী ২টী [illegible] দিন [illegible] করিয়াছিলেন। [illegible] ৯ই নভেম্বর অপরাহ্ণে ঐ সম্বন্ধে আদেশ দিয়াছেন। ম্যাজিষ্ট্রেট বলেন, ৩৩ [illegible] [illegible] বর্ত্তমান মামলায় প্রযোজ্য নহে। দণ্ডবিধি অনুযায়ী ম্যাজিষ্ট্রেটের [illegible] বহাল [illegible] এবং উহার বিরুদ্ধে কোন [illegible] [illegible] নাই; সুতরাং তিনি [illegible] [illegible] পরিবর্ত্তন করিবেন না। ম্যাজিষ্ট্রেট [illegible] আবেদন অগ্রাহ্য করিয়া বলেন, [illegible] মঞ্জুর করিবার আরও কারণ এই যে, সমস্ত আসামী আবেদন [illegible]; ৩২ জনের মধ্যে মাত্র ১৪ [illegible] এই আবেদন করিয়াছেন।

রঙ্গালয়ে রাজদম্পতি

সম্রাট পীড়িত হইবার পর গত ৭ই নভেম্বর রাত্রিতে [illegible] থিয়েটারে প্রথম অভিনয় দর্শনে গিয়াছিলেন। তথায় 'রোজ মেরী' নামে নাটক অভিনীত হইতেছিল। সম্রাজ্ঞী, ডিউক অব ইয়র্ক ও তাঁহার পত্নী সম্রাটের সঙ্গে গিয়াছিলেন। রঙ্গালয়ের বাহিরে বিরাট জনতা হইয়াছিল, সম্রাট দম্পতীকে দেখিবামাত্র তাহারা আনন্দধ্বনি পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে অভিনন্দিত করিয়াছিল। রঙ্গালয়-মধ্যে তাঁহারা প্রবেশ করিলে দর্শকমণ্ডলী দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহাদিগের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিয়াছিল।

বিজ্ঞাপন

নদীয়া-প্রকাশের পাঠকগণ কলিকাতার ১২৪নং বহুবাজার ষ্ট্রীট "বৈদ্যশাস্ত্রী" মহোদয়ের রচিত মানবের তুচ্ছ না হইতে সাবধানতার পন্থা ইত্যাদি সম্বলিত "কামশাস্ত্র" গ্রন্থখানি এখনও যিনি পাঠ করেন নাই, তিনি অচিরে ঐ ঠিকানায় আবেদন করুন বিনামূল্যে প্রাপ্ত হউন। পাঠে উপকৃত হইয়া ৭৫০০০ হাজার লোক কৃতজ্ঞ হইয়াছেন। পড়িলেই সত্যতা [illegible]

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২৯শে কার্ত্তিক মঙ্গলবার—১৩৩৬

শ্রীহরিতে সকল বেদের সমন্বয়

শ্রুতি-স্মৃতি সর্ব্বত্রই বিভিন্ন দেবতার আলোচনা ও তত্তদ্দেবতাকেই 'আদি', 'সর্ব্বকারণ-কারণ' প্রভৃতি সংজ্ঞায় অভিহিত করা হইয়াছে। তৎসম্বন্ধে সূত্রকার বলিতেছেন,—বিশ্বের কারণ ও সকলের ঈশ্বর শ্রীহরিতে বেদ সকলের সমন্বয় বর্ণিত হইয়াছে। শ্বেতাশ্বতর শ্রুতিতে বর্ণিত আছে,—'প্রকৃতি—ক্ষর এবং হর—অমৃত ও অক্ষর স্বরূপ। এক রুদ্রই আছেন, তাঁহার দ্বিতীয় নাই। তিনিই জগতের প্রভব ও উদ্ভব। তিনি সকলের প্রধান। যখন দিন ছিল না, রাত্রি ছিল না, সৎ বা অসৎ কি কিছুই ছিল না, তখন সেই শিবই কেবল ছিলেন। পুনশ্চ বলিতেছেন—প্রধান হইতে ইহা উৎপন্ন হইয়াছে, প্রধানেই প্রতিষ্ঠিত আছে এবং প্রধানেই লয় পাইয়া থাকে। প্রধান ভিন্ন অন্য কারণ নাই। আবার বলিয়াছেন—জীব হইতেই ভুবন সব উদ্ভূত হইয়াছে। জীবেই আবার প্রতিষ্ঠিত আছে এবং জীবেই তাহাদের লয় হইয়া থাকে। জীব ব্যতীত অন্য কারণ নাই।

এস্থলে সংশয় হইতে পারে, এই হরাদি শব্দসকল নিরুক্তের বাচক, কি ব্রহ্মের বোধক? প্রসিদ্ধবশতঃ নিরুক্তেরই বাচক হইয়া থাকে—হরাদি পূর্ব্বপক্ষীয় সিদ্ধান্তের আক্ষেপার্থ বলিতেছেন—উক্ত প্রকার সমন্বয়-চিন্তা-দ্বারা হর প্রভৃতি উল্লিখিত শব্দসকল যে একমাত্র ব্রহ্মেরই বাচক তাহা প্রতিপাদিত হইয়াছে; কেননা 'ব্রহ্ম'—সর্ব্বনামস্বরূপ অর্থাৎ তাঁহাতে সর্ব্বপ্রকার নামই বর্ত্তিয়া থাকে। এই জন্য তাঁহাকে সকল নামেই আহ্বান করা যায়।

শ্রুতিতে বলিয়াছেন, এমন নাম নাই, যাহা পুরুষরূপী শ্রীহরিতে যুক্ত হইতে না পারে। সমস্ত নামই তাঁহাতে আবিষ্ট হইয়া থাকে। সেই জন্য বিষ্ণুকেই 'পরম' বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

ভগবানে শ্রুতিতে বৈশম্পায়ন ও স্বয়ং এই সকল নামকে শ্রীকৃষ্ণের নাম বলিয়া স্মরণ করিয়াছেন। বাস্তবপক্ষে হরাদি শব্দের অর্থ এই—যিনি হরণ অর্থাৎ ভক্তনকলকে লয়াভিমুখে লইয়া যান, অনন্তস্বরূপ পরমাত্মা শ্রীহরি। এইরূপ রুদ্র অর্থাৎ সংসারপীড়ার দ্রবণ অর্থাৎ অপনয়ন করেন বলিয়া তিনি—রুদ্র। শিব অর্থে মঙ্গলস্বরূপ শ্রীহরি। প্রধান শব্দে সকলের প্রধান অর্থাৎ মুখ্য পরমাত্মা। জীব শব্দে যিনি সকলের জীবন দান করেন। এই প্রকার ব্যুৎপত্তি অনুসারে পরমাত্মা শ্রীহরিকেই বুঝাইয়া থাকে।

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণেও বলিয়াছেন—

রুদ্রং দ্রাবয়তে যস্মাৎ রুদ্রস্তস্মাজ্জনার্দ্দনঃ।
ঈশানাদেব চেশানো মহাদেবো মহত্ত্বতঃ॥
পিবন্তি যে নরা নাকং মুক্তাঃ সংসার-
সাগরাৎ।
গদাধরো যতো বিষ্ণুঃ পিনাকীতি ততঃ
স্মৃতঃ॥
শিবঃ সুখাত্মকত্বেন সর্ব্বসংরোধনাদ্ধরঃ।
কৃত্যাত্মকামদং বিশ্বং যতোবাস্য প্রবর্ত্তয়ন্।
কৃত্তিবাসাস্ততো দেবো বিরিঞ্চিশ্চ বিরেচনাৎ।
বৃংহণাদ্‌ব্রহ্মনামাসাবৈশ্বর্য্যাদিন্দ্র উচ্যতে॥
এবং নানাবিধৈঃ শব্দৈরেক এব ত্রিবিক্রমঃ।
বেদেষু সপুরাণেষু গীয়তে পুরুষোত্তমঃ॥

রুদ্র—দ্রবণ করেন, এইজন্য তাঁহার নাম—'রুদ্র'। সকলের ঈশ বলিয়া তিনি—'ঈশান'। সকলের অপেক্ষা মহান বলিয়া তিনি—'মহাদেব'। যেহেতু তিনি গদাধর, তজ্জন্য তাঁহার নাম—'পিনাকী'। সদা সুখময় বলিয়া তাঁহার নাম—'শিব'। সকলের সংরোধন করেন, এই জন্য তিনি—'হর'। এই বিশ্বকে সৃষ্টি করিয়া তাহাতে বাস করেন, এই জন্য তিনি—'কৃত্তিবাস'। বিরেচন বশতঃ—'বিরিঞ্চি' বৃংহণবশতঃ—'ব্রহ্মা', ঐশ্বর্য্যবশতঃ তিনি—ইন্দ্র। এইরূপ নানাবিধ শব্দে সেই একমাত্র ত্রিবিক্রম সমুদয় বেদে ও সমুদয় পুরাণাদিতে পরিগণিত হইয়াছেন।

ভাগবত-পাঠকের দুর্দ্দশা

গত ৭ই নবেম্বর বৃহস্পতিবারের 'ভোট-রঙ্গ' কাগজে **"উৎকট প্রেমের বিকট চিকিৎসা"** শীর্ষক একটী সংবাদ দেখিলাম। সংবাদটি নদীয়া-প্রকাশ-পাঠকগণের অবগতির জন্য নিম্নে অবিকল উঠাইয়া দিতেছি।

"ভাগবত-পাঠকের যোগ্য-পুরস্কার"

পত্রান্তরে প্রকাশ,—বিগত দুর্গা পূজার পূর্ব্বে বগুড়া জেলার কোন এক পল্লীগ্রামে একজন সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকের বাটীতে একজন তরুণ যুবক ভাগবত পাঠ করিতে করিতে ঐ বাটীর যুবতী বিধবা কন্যার প্রেমে পড়েন এবং পাঠ-সমাপ্তে বিধবাটিকে লইয়া উধাও হন। গৃহস্বামী এই ঘটনার পর দায় সম্ভ্রম হানির ভয়ে পুলিশে খবর না দিয়া নিজেই অনুসন্ধান করিতে করিতে কোন গ্রামে ভাগবত পাঠকের সহিত বিধবা কন্যাকে দেখিতে পান এবং উভয়দিগকে সরিয়া পড়ার অবকাশ না দিয়া কন্যাকে বুঝাইয়া গৃহে আনার কৌশলে উভয়কে ক্ষমা করিয়া মধুর আলাপ করিতে করিতে ভাগবত-পাঠকের আমূল কর্ণ ছেদন করিয়া কন্যাসহ নিজ বাটীতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।"

এরূপ ঘটনা অনেক নামজাদা ভুতক-পাঠকগণেরও সম্বন্ধেও ঘটিতে শুনা গিয়াছে। তবে তাঁহারা সহাজিয়া-সমাজে পাকা গোস্বামি-সন্তান রূপে পরিচিত বলিয়া কানটী কাটা পড়ে নাই সত্য, কিন্তু ফল তাহারও চরম হইয়াছে। বৃন্দাবনে কোন ভদ্রলোকের বাড়ীতে নবদ্বীপের কোন নামজাদা পাঠক শ্রীল জীবগোস্বামিপ্রভুর ষট্‌সন্দর্ভান্তর্গত প্রীতিসন্দর্ভ গ্রন্থ পাঠ করিতে গিয়া যাদবের ভোগ্য কামিনী-কামকে তাঁহারই ভোগ্য করিয়া ফেলিয়াছিলেন এবং তৎফলস্বরূপ একটী সন্তান আজও শুনা যায় বৃদ্ধাশ্রম-আশ্রমে প্রতিপালিত হইতেছে। একথা বৃন্দাবনের অনেকেরই জানা থাকা সত্ত্বেও তাঁহারা পুনরায় তাঁহাকে 'গোস্বামী-সন্তান' বলিয়া সম্মান দিতেছেন ও তাঁহার মুখ-নিঃসৃত ভাগবত পাঠ শ্রবণে দ্বিধা বোধ করিতেছেন না! ধন্য তাঁহ... সাধ্য সৎ-জ্ঞান! এই সকল দে... ...বা অবাক্ হইয়া যাইতেছি। লক্ষ্মীকে ভোগ করিবার জন্য ... রাবণের দল আজ যোগী-তপস্বী সাজিতেছে সেই সকল যোষিৎলম্পট ভণ্ডযোগী-তপস্বীদের মুখে যাঁহারা হরিকথা শ্রবণ করিতে যান, ... অসৎকর্ম্মের প্রশ্রয়দাতা তাঁহারাই নহেন কি? বেশ্যার মুখে কীর্ত্তন শুনিয়া ভাবকালি দেখাইতে গিয়া তাঁহারাই আজ জগতে এ ব্যভিচার আনয়ন করিতেছেন। সুতরাং আমরা মুক্তকণ্ঠে বলি,—লম্পট ভাগবত-ব্যবসায়িদলের অপেক্ষা সেই ব্যবসায়ীদের মুখে যাঁহারা ভাগবত শ্রবণ করিতে যান, তাঁহারাই অধিক দোষী। "শালুক চিনেছেন গোপাল ঠাকুর।" যে ভাগবতের বক্তা পরমহংসকুলমুকুটমণি শ্রীশুকদেব গোস্বামী স্বয়ং, আর শ্রোতা প্রায়োপবেশনোপবিষ্ট অক্ষুণ্ণ-চিত্ত পরমভাগবত মহারাজ পরীক্ষিৎ, সেই ভাগবতের বক্তা ও শ্রোতা কি হাটে ঘাটে মাঠে যেখানে সেখানেই পাওয়া যাইবে? ভাগবত-পাঠকের বা শ্রোতার কি কোন যোগ্যতাই থাকিবে না?

যে ভাগবত সাক্ষাৎ ভগবদ্বক্ত্র-বিনির্গত, যাহাতে নিষ্মৎসর পরমহংসগণ-প্রাপ্য ফলাভিসন্ধান রূপ ধর্ম্ম-অর্থ-কাম এবং মোক্ষাভিসন্ধিরহিত শুদ্ধভক্তিযোগ রূপ পরমধর্ম্ম নিরূপিত হইয়াছে, যাহার আধ্যাত্মিক-বিনাশ-কারী পরমমঙ্গলপ্রদ বাস্তব বস্তু-তত্ত্বের জ্ঞানলাভ হয়, অপর কোন শাস্ত্র বা পন্থানুগমনের অপেক্ষা না রাখিয়া একমাত্র যে ভাগবতের শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি অনুশীলন-ফলে নির্ম্মৎসর সুকৃতিমান শ্রোতৃগণের হৃদয়ে তৎশ্রবণ-মুহূর্ত্ত আরম্ভ করিয়া অবিলম্বেই স্বয়ং শ্রীহরি অবরুদ্ধ হন অর্থাৎ সদ্য সদ্য ভগবৎকৃপা লাভ করা যায়, সেই ভাগবত পাঠের ... প্রয়োজন কি কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা লোভ? এসকল বিষয় কি বর্ত্তমান পাঠক ও শ্রোতার দলের একটুও চিন্তার বিষয় হইবে না?

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রিয় পার্ষদ শ্রীল স্বরূপ দামোদর বঙ্গদেশীয় বিপ্র কবিকে লক্ষ্য করিয়া আমাদিগকে কি শিক্ষা দিলেন? গৌড়ীয় গৌরব প্রভু স্বরূপ কহিলেন—

যাহ ভাগবত পড় বৈষ্ণবের স্থানে।
একান্ত আশ্রয় কর চৈতন্য চরণে॥
চৈতন্যের ভক্তগণের 'নিত্য' কর সঙ্গ।
তবে ত' জানিবা সিদ্ধান্ত-সমুদ্র-তরঙ্গ॥'
(চৈঃ চঃ অ ৫।১৩১)

যে ভাগবতের দ্বিতীয় শ্লোকেই ফলাভিসন্ধান রূপ কর্ম্ম এবং মোক্ষাভিসন্ধান রূপ জ্ঞানের কথা নিরাকৃত হইয়াছে, সেই ভাগবত পাঠ করিয়া নিতান্ত দুর্গত কুকর্ম্ম ও অজ্ঞান মাত্র ফল লাভ কি ভাগবতের আত্যন্তিক অনাদর এবং অনাদিকারচর্চ্চার শোচনীয় কুফল মাত্র নহে? শুদ্ধ ভাগবতের 'নিত্য' সঙ্গপ্রার্থী না হইয়া 'আমি ভাগবত বুঝি' এই অভিমানের পরিণাম 'উৎকট-প্রেম' ব্যতীত আর কি হইতে পারে? তাই শ্রীচৈতন্য-ভাগবতকার বলিতেছেন—

"যে বা ভট্ট চাযা, চক্রবর্ত্তী, মিশ্র সব।
তারাও না জানে গ্রন্থ-অনুভব॥
শাস্ত্র পড়াইয়া সবে এই কর্ম্ম করে।
শ্রোতার সহিত যমপাশে ডুবি মরে॥"
(চৈঃ ভাঃ ১।২।৬৭-৬৮)

"ভাগবত বুঝি'—হেন যার আছে জ্ঞান।
সে না জানে কভু ভাগবতের প্রমাণ॥
ভাগবতে অচিন্ত্য ঈশ্বরবুদ্ধি যাঁর।
সে জানয়ে ভাগবত-অর্থ—ভক্তিসার॥"
(চৈঃ ভাঃ ২।২১)

শ্রীমদ্ভাগবতের ১০।১।৪ শ্লোকের সারার্থদর্শিনী টীকায় শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুর ... বক্তা বা শ্রোতা পক্ষপাতী বাদমাত্র বলিয়াছেন,—

"কথ তত্ত্বাদিকামনয়া
বক্তা শ্রোতা বা ...
তাহ পশুঘাতিনা।"

অর্থাৎ ফলভোগাভিলাষীকে কর্ম্মী বলে। সেই কর্ম্মী যদি ... কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাদির লোভবশতঃ ভাগবতের কথা-কীর্ত্তন হইতে বিরত হইবে আর ভাগবত-পাঠক বা শ্রোতা হওয়া চলিবে

না। তাই ভাগবত 'বিনা পশুঘ্নাৎ' বাক্য প্রয়োগ-দ্বারা বলিতেছেন, পশুঘাতী অর্থাৎ জীবহিংসাকারী ব্যাধ ব্যতীত হরিকথা শ্রবণে আর কে বিরত হয়? 'নৃদেহমাদ্যং' (ভাঃ ১১।২০।১৭) শ্লোকেও হরিভজনরহিত ব্যক্তিকে ভাগবত 'আত্মঘাতী' বলিয়াছেন। 'ন ব্যাখ্যামুপযুঞ্জীত' বাক্যে ভাগবত-পাঠ-দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহের নিষেধ করিয়াছেন। এই সকল নিষেধ অমান্য করিয়া 'হামখোদাই' বুদ্ধি লইয়া ভাগবত-পাঠ-দ্বারা দু'পয়সা উপার্জ্জন করিবার দুর্ব্বুদ্ধির পরিণাম সামাজিক: কর্ণ-মর্দ্দন, কর্ণ-কর্ত্তন, অর্দ্ধচন্দ্র প্রদর্শন, কুকথা-ভাষায় গালিবর্ষণ প্রভৃতি ত' আছেই, কিন্তু সর্ব্বশেষ পরিণাম যে কত ভীষণ, তাহা কি পাঠক-মহোদয়গণের একবারও চিন্তার বিষয় হয়? মহারৌরবেও যে তাঁহাদের স্থান সঙ্কুলান হইবে না!

শ্রোতাদের পরিণামও একই প্রকারের। কেন না, তাঁহারাই ঐ সকল মহাপাপের প্রশ্রয়-দাতা। আপাতঃ শ্রুতি-মধুর হইলেও পরিণামে নরক ছাড়া আর কিছু নয়। যথা হরিভক্তিবিলাসে উক্ত হইয়াছে—

"অবৈষ্ণবোপদিষ্টেন মন্ত্রেণ নিরয়ং ব্রজেৎ।"

পদ্মপুরাণেও উক্ত হইয়াছে —

"অবৈষ্ণবমুখোদ্গীর্ণং পূতং হরিকথামৃতং।
শ্রবণং নৈব কর্ত্তব্যং সর্পোচ্ছিষ্টং যথা পয়ঃ।

শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবিৎ সদ্গুরুর চরণাশ্রয় ব্যতীত ভাগবতের মর্ম্মার্থ কেহই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না। সৎকুলে জন্ম, ঐশ্বর্য্য, পাণ্ডিত্য বা সৌন্দর্য্যাদি প্রতিষ্ঠা-সম্পন্ন হইলেই ভাগবত বুঝা যায় না।

ভক্ত্যা ভাগবতং গ্রাহ্যং ন বুদ্ধ্যা ন
চ টীকয়া।"

অর্থাৎ একমাত্র ভক্তিদ্বারাই ভাগবতার্থ বোধগম্য হয়, জড়বুদ্ধি বা টীকাটিপ্পনী পাঠে ভাগবত বুঝা যায় না।

ভক্তিহীন ব্যক্তি "আমি বৈষ্ণব, ভাগবত-পাঠের অধিকারী"—এইরূপ দাম্ভিকতা লইয়া অথবা প্রতিষ্ঠাদির লোভে ভাগবত পাঠ করিতে গেলেই সিদ্ধান্তবিরুদ্ধ কথা কীর্ত্তন করিবেন ও করিবে, সেই সকল কথা শুনিয়া শ্রোতার কোন মঙ্গলই হইতে পারে না। তাদৃশ বক্তা ও শ্রোতার গতি সম্বন্ধে বৈষ্ণব-স্মৃতিরাজ হরিভক্তিবিলাস (১।৬২) বলিতেছেন—

যো বক্তি ন্যায়রহিতমন্যায়েন শৃণোতি যঃ
তাবুভৌ নরকং ঘোরং ব্রজতঃ কালমক্ষয়ম্॥

অর্থাৎ যিনি (আচার্য্যবেশে) অন্যায় অর্থাৎ সিদ্ধান্তবিরুদ্ধ ও রসাভাসদোষদুষ্ট কথা কীর্ত্তন করেন এবং যিনি (শ্রোতারূপে) অন্যায়ভাবে তাহা শ্রবণ করেন, তাঁহারা উভয়েই অনন্তকাল ঘোর নরকে

যদি এসকল কথা নিত্য সম্ভোগাই না হয়, তবে আস্তিক পরিচয়ে শাস্ত্রালোচনার কি আবশ্যক! শাস্ত্রকে যেরূপে আলোচনা করিবার বিধি শাস্ত্রেই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, সেই বিধি উল্লঙ্ঘন করিয়া লোকদেখান শাস্ত্রালোচনায় কি ফল? সাধারণতঃ বক্তা বা শ্রোতৃবর্গকে যে সকল দোষে দুষ্ট দেখা যায়, তাহা শাস্ত্রীয় বিধি উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক অনধিকারচর্চ্চার কুফল ব্যতীত আর কিছুই নহে।

আচারহীন প্রচারক কখনই আদর্শস্থানীয় হইতে পারে না। তাই তথাকথিত ভাগবত-পাঠক-নামধারী ব্যবসায়ি দলের মুখে ভাগবত শুনিয়া সদা সদা কৃষ্ণকে হৃদয়ে অবরুদ্ধ করা দূরে থাকুক, সদা সদা কৃষ্ণকে হৃদয় হইতে তাড়াইয়া সেখানে কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাকাঙ্ক্ষারূপ বিষয়-বাসনাকেই অবরুদ্ধ করা হয়। ভাগবতকে পণ্যদ্রব্য করিয়া জুয়াচোর পাঠকের দল জগতে যে সর্ব্বনাশকর কুসংস্কার আনয়ন করিয়াছে, তাহা যে জগৎ হইতে কতদিনে বিদূরিত হইবে, তাহা ভাবিয়া উঠিতে পারিতেছি না।

শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও শ্রবণের নাম করিয়া ক্রমে ক্রমে যে সকল বীভৎস কাণ্ড সংঘটিত হইতেছে, তাহা লইয়া আর এখন রঙ্গ রহস্য করিবার সময় নাই। শ্রীভগবানের অভিন্ন বিগ্রহ ভাগবত—যাঁহাকে শ্রীপদ্মপুরাণ "তমাদিদেবং করুণানিধানং তমাল-বর্ণং সুহিতাবতারম্। অপার সংসার-সমুদ্র সেতুং ভজামহে ভাগবত-স্বরূপম্॥" বলিয়া প্রণাম করিতেছেন, গরুড় পুরাণ যাঁহাকে —"অর্থোঽয়ং ব্রহ্মসূত্রাণাং ভারতার্থ বিনির্ণয়ঃ। গায়ত্রী-ভাষ্যরূপোঽসৌ বেদার্থ-পরিবৃংহিতঃ॥" বলিয়া স্তব করিতেছেন, কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীভগবান্ গৌরসুন্দর যে ভাগবত গ্রন্থকে অমল প্রমাণ রূপে গ্রহণ করিয়াছেন, যে ভাগবত ভক্তগণের জীবন-সর্ব্বস্ব, তাঁহাকে কতকগুলি ব্যবসায়ীর দ্বারা অনাদৃত হইতে দেখিয়া আমরা হাস্য তামাসা করিয়াই উড়াইয়া দিব, ইহা কখনও আমাদের ভগবৎপ্রীতির নিদর্শন নহে। তথাকথিত 'তৃণাদপি সুনীচে'র দল নামাপরাধী ভাগবত-ব্যবসায়ীদিগের বিরুদ্ধে কোন কথা বলা তাঁহাদের তৃণাদপি-সুনীচত্বের হানিকারক বলিয়া মনে করেন। কিন্তু শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভা তাদৃশ কাপট্যপূর্ণ দৈন্যের পক্ষপাতী না হইয়া ভাগবতব্যবসায়কে জগৎ হইতে সম্পূর্ণরূপে উন্মূল করিয়া দিবার বড় একটা অপ্রীতিকর কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন। অবশ্য তাঁহাদের এই মহদুদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত ভ্রাতৃমণ্ডলীর সহানুভূতিই বিশেষ প্রয়োজন। কেননা, তাঁহারা ভণ্ডপাঠকগণের শ্রোতা হওয়াকে 'ধর্ম্ম' বলিয়া ভ্রান্ত ধারণা পোষণ না করিলেই আজ সত্য সত্যই জগতের সর্ব্বত্র ভাগবতাসন প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ভাগবতের অনাদর কমিয়া গিয়া আদর পরিলক্ষিত হয়। আশা করি, এ সকল কথা সাধু-সমাজে অনাদৃত হইবে না।

পরমায়ু বিচার

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

যেখানে কালের বিক্রম বর্ত্তমান, সেইখানেই সুখ দুঃখ, আলো অন্ধকার, দিবা রাত্রি, দীর্ঘায়ু অল্পায়ু প্রভৃতির গণনা হইয়া থাকে, এই দেবীধামেই কালের প্রভাব সম্পূর্ণরূপে বিস্তারিত; সুতরাং এই দেবীধাম (জগৎ) বাসী জীবের নিকটই মায়াশক্তি আলো অন্ধকার, দিবা রাত্রি, অল্পায়ু ও দীর্ঘায়ু প্রভৃতি নানারূপ বৈষম্য দর্শন করায়; কিন্তু ভগবদ্ধামে কালের বিক্রম খাটে না; সেখানে চন্দ্র সূর্য্য এক সময়ে বিরাজিত, সেখানে দুঃখ অন্ধকার, দীর্ঘায়ু অল্পায়ু প্রভৃতির কিছুই নাই। তথায় চিরসুখ, চিরশান্তি কোটী সূর্য্যবৎ প্রভা, জরা-শোকাদিবর্জ্জিত অমরতা নিত্যকাল বিরাজিত।

আবার সূর্য্যের উদয়াস্তগমন অনুসারে দিন, মাস, বৎসর ইত্যাদি ক্রমে লোকের আয়ু ক্ষয় পায়; তাহারা ক্রমশঃ মৃত্যুমুখে অগ্রসর হয়, কিন্তু যাহারা হরিকথায় রত থাকেন, তাঁহাদের আয়ু ক্ষয় পায় না, তাঁহারা মৃত্যুমুখে অগ্রসর হন না। তাঁহারা অমৃতত্ব লাভ করেন। এই জন্য সূর্য্য তাঁহাদের আয়ু ক্ষয় করিতে সমর্থ হন না, তাই শৌনকঋষি সূত-গোস্বামীকে বলিয়াছিলেন—

"আয়ুর্হরতি বৈ পুংসাং উদ্যন্নস্তঞ্চ
যন্নসৌ।
তস্যর্তে যৎ ক্ষণো নীত
উত্তমশ্লোকবার্ত্তয়া॥"

সাধুগণ বলেন—'নরতনু ভজনের মূল' অর্থাৎ মনুষ্য জন্মেই হরিভজন হইয়া থাকে, অন্য যোনিতে জন্ম গ্রহণ করিলে হরিভজন হয় না। তাই কোন স্থানে হরিভজনের জন্যই অধিক পরমায়ুর আবশ্যক হয়। যদি কেহ শৈশবাবস্থা হইতে যৌবনকাল পর্য্যন্ত হরিভজন না করিয়া কেবল বৃথা সময় নষ্ট করিয়া থাকেন, কিন্তু বৃদ্ধাবস্থায় হরিভজন করিতে আরম্ভ করেন, তখন তিনি বলিয়া থাকেন—হায়, আমার জীবন বিফলে গিয়াছে। এখন আমি বৃদ্ধাবস্থায় উপনীত, শরীর দিন দিন ক্ষীণ হইতেছে। যদি ভগবান্ কৃপা করিয়া আরও কিছুদিন জীবিত করিয়া রাখেন তবেই আমি কিছুদিন হরিভজন করিতে পারিব নতুবা আর হরিভজন হইবেনা, আবার পুনরায় চৌরাশী যোনিতে ঘুরিতে হইবে। এইরূপ স্থানেই পরমায়ুবৃদ্ধি আবশ্যক; নতুবা হরিভজন ব্যতিরেকে দীর্ঘায়ু লাভের কোনই প্রয়োজন নাই। নরদেহেই হরিভজন হয় বলিয়া কোন কোন ব্যক্তি অধিকদিন বাঁচিয়া থাকিতে ইচ্ছা করেন, কারণ তাঁহারা ভাবেন, পাছে ইতর যোনিতে জন্ম লাভ করিয়া ভগবান্‌কে ভুলিয়া যা'ন এবং তাঁহার সেবা হইতে বঞ্চিত হ'ন। শাস্ত্রমুকুটমণি অভিন্ন-ভগবত্তনু শ্রীমদ্ভাগবত আমাদিগকে সাবধান করিয়া উপদেশ দিতেছেন যথা—

লব্ধ্বা সুদুর্লভমিদং বহুসম্ভবান্তে।
মানুষ্যমর্থদমনিত্যমপীহ ধীরঃ।
তূর্ণং যতেত ন পতেদনুমৃত্যু যাবন্নিঃ-
শ্রেয়সায় বিষয়ঃ খলু সর্ব্বতঃ স্যাৎ॥
(ভাঃ ১১।৯।২৯)

এই মনুষ্যদেহ অতিশয় দুর্লভ, যেহেতু ইহা বহুজন্মের পর চৌরাশি লক্ষ যোনি ভ্রমণের পর পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু চিরস্থায়ী নহে—ইহার মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী, সুতরাং ইহা অনিত্য। কিন্তু তাহা হইলেও ইহা পরম পুরুষার্থ লাভের প্রধান সাধন। অতএব এই দেহের পতন হইতে না হইতে শ্রীভগবানের শ্রীচরণারবিন্দ লাভের চেষ্টা করাই বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির কর্ত্তব্য, যেহেতু বিষয়ভোগ পশু পক্ষী, কীট প্রভৃতি সর্ব্ববিধ যোনিতেই সম্ভব; কিন্তু মনুষ্যদেহ ভিন্ন অন্য কোন দেহে ভগবচ্চরণারবিন্দ লাভের সাধন সম্ভবে না।

দীর্ঘ আয়ু লাভে বল কিবা ফলোদয়।
স্ত্রীপুত্রধনে যাতে মতি সদা রয়॥
চৌরাশী ভ্রমণ তার কভু না ঘুচিবে।
গলে ফাঁস দিয়া মায়া তারে দুঃখ দিবে॥
ফেলিবে নরকে কভু স্বর্গে উঠাইবে।
ত্রিতাপ যাতনা তার কভু না যাইবে॥
দুই চারি দিন বাঁচি যদি কৃষ্ণ ভজে।
তথাপিত কৃষ্ণ তারে কভু নাহি ত্যজে॥
মরিলে আবার তারে জন্মিতে না হয়।
চিন্ধামে গিয়া চির শান্তি সে লভয়॥
অতএব হরি ভজ হরি ভজ ভাই।
হরি বিনা সেব্য বস্তু আর কেহ নাই॥

সবজান্তার আত্মকাহিনী

(প্রাপ্ত)

আমার নাম সবজান্তা ভবঘুরে। আধ্যাত্মিক জ্ঞান আমার অত্যন্ত প্রবল ব'লে জগতের কোন খবর জানতে আমার বাকী নাই। আমার আত্মকাহিনী পাঠ করলে—এই অচৈতন্য বিশ্বে, অধিকাংশ মানবেরই, চৈতন্য উদয় হ'বে ব'লে বিখ্যাত বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহ নদীয়া-প্রকাশে প্রকাশ করতে বাধ্য হ'লেম। জীবনে অনেক অসৎ কার্য্য করেছি—এখন বার্দ্ধক্য সবে মাত্র দেখা দিয়েছে, বৃন্তচ্যুত ফলের ন্যায় এ পাপদেহ কখন কালের কবলে পতিত হ'বে, তা'র ঠিক নেই, সুতরাং জীবনে অন্ততঃ একটা সৎকার্য্য করে যাই—যাই বলে পরিণামে একটা জবাব দিহী করতে পারব।

আমি কলির একজন প্রধান চেলা,

ধর্ম্মের মুখোস প'রে আমি আত্মগোপন ক'রে থাকি বলে, সহসা আমার 'প্রকৃত স্বরূপ" কাহারও নয়ন-গোচর হ'বার সাধ্য নাই। কলিপঞ্চক স্থানে যথা, দ্যূত, পান স্ত্রী, সূনা, কাঞ্চন স্থানে আমার নিত্য অধিষ্ঠান। বিশেষতঃ গণিকালয়েই আমার পূর্ণ প্রভাব দৃষ্ট হয়। আমি অন্তঃশাক্তঃ, বহিঃশৈবঃ, আবার সভায়াং বৈষ্ণবোমতঃ'; সদ্‌গুরু এবং সচ্ছাস্ত্র অবজ্ঞাকারী, মনোধর্ম্মাবলম্বনকারী আমি, আমার মতের অবধি নাই। যখন যে দিকে সুবিধা বাতাস বুঝি, সেই দিকেই পাল দেই। কথায় বলে 'সেক্‌রার ঠুক্‌ঠাক্‌—ঠুকুর, কামারের এক ঘা।' আমার প্রতাপ, 'অদ্ভুত! আমার সমধর্ম্মী সঙ্গী ছাড়া তারস্বরে আমার মহিমা অন্য কেহই কীর্ত্তন করবে না—তা—জুতা সেলাই হ'তে আরম্ভ ক'রে নাগাদ চণ্ডী পাঠ পর্য্যন্ত! সব শাস্ত্র-সিদ্ধান্তই আমি অবগত আছি !!

বাইবেল, কোরাণ, পুরাণ, বেদান্ত, ন্যায়, সাংখ্য, পাতঞ্জলাদি ষড়্‌দর্শন প্রভৃতি ধর্ম্ম-গ্রন্থসমূহ শুকপাখীর ন্যায় আমার কণ্ঠস্থ। একমুখে আমার গুণ আর কত বলব? বল্‌তে নেই, আত্মপ্রশংসা মহাপাপ, আত্মহত্যাসদৃশ। নতুবা সকলেই সহস্রমুখে আমার গুণের অন্ত পান না। আমি স্বকার্য্য সিদ্ধির জন্য বহুরূপে, নানাভাবে ভ্রমণ ক'রে থাকি; আমার যাদুবিদ্যায় কে না মুগ্ধ হয়, আমার ছলছল আঁখি হাপুস নয়নে কান্না, তৃণাদপি সুনীচ ভাবভঙ্গী প্রভৃতি দর্শনে সামান্য মনুষ্যের কথা কি দেবদানব পর্য্যন্তও মোহিত হয়!!! জানি না কোন্ 'অজ্ঞাত'-পৈশাচিক শক্তি আমার অন্তরে প্রেরণা দ্বারা আমাকে মায়িক ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমণ করায়, তাই আমি ভবঘুরে আখ্যা পাইয়াছি।

ভানুমতীর ভোজবাজী, আর রাম সরকারের খেলা আমার কাছে অতি তুচ্ছ! নিমেষ মাত্র আমি আলোকে আঁধার এবং আঁধারকে আলো করিতে পারি। অসিদ্ধকে সিদ্ধ এবং সিদ্ধকে অসিদ্ধ ব'লে প্রচার ক'রে সরল নিরীহ লোক সমূহকে প্রবঞ্চনা করতে আমি কেমন সুপটু; কেন না ঐন্দ্রজালিক বিদ্যায় আমি সিদ্ধহস্ত, তাই বল্‌ছি, সাধু এখনও সাবধান! আমার কুহকে কেহ একবার পড়্‌লে আর নিস্তার নাই, সহজে উদ্ধার হওয়া সুকঠিন, গোরার গুণে গোরার প্রেমে আমি টল্‌মল্‌, আমার আঁখি ছলছল, আমার প্রেমের বন্যা একবার উছলিয়া উঠিলে, আমি অত্যন্ত আত্মবিস্মৃত হই, তখন আমার অনন্ত রাগময় ভাব উদ্দীপিত হয়, সুতরাং স্ত্রী পুরুষ ভেদ জ্ঞান থাকে না !!

"গোরার আমি, গোরার আমি
মুখে বলিলে নাহি চলে।
গোরার আচার, গোরার বিচার,
লইলে ফল ফলে॥
লোক দেখান গোরাভজা, তিলক মাত্র ধরি,
গোপনেতে অত্যাচার গোরা ধরে চুরি॥"

গৌর-পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ ঠাকুরের প্রেমবিবর্ত্ত-নামক গ্রন্থে এই ভণিতাটি পাঠ করিলে, আমার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলে যায়! কেননা গোপনেতে অত্যাচার বুলিটি আমার "মজ্জাগত ধর্ম্ম", সদ্‌গুরু প্রপত্তি স্বীকার না করায় এবং তন্নিমিত্ত অধোক্ষজ জ্ঞানের নিকট পৌঁছিতে না পারায়, আমি অপ্রাকৃত ধামের কোন সন্ধান না রাখিলেও মায়িক জ্ঞানে—অক্ষজ জ্ঞানে "সবজান্ত" নাম ধারণ ক'রে, একটি অপূর্ব্ব ভোগের-ভূমি আবিষ্কার ক'রে, শ্রীধামের নামে একটা প্রকৃষ্ট ব্যবসার পন্থা বাহির ক'রে সর্ব্ব সাধারণকে ধোঁকা দিয়েছি। আমি অচেতন গ্রামোফোনের ন্যায়—শুকপক্ষীর ন্যায়, বহুবার শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীচৈতন্য-ভাগবত আলোচনা করিয়াছি। কিন্তু ছিপিআঁটা মধুপূর্ণ শিশির উপরিভাগে উপবিষ্ট মক্ষিকা যেমন তাহার মধুর রসে চিরবঞ্চিত, তদ্রূপ আমি রাশি রাশি অমূল্য বৈষ্ণব গ্রন্থাবলী অধ্যয়ন করিয়াও, সেই পরম উপাদেয় চিদ্‌বিলাস অপ্রাকৃত রসের কোন সন্ধান না পেয়ে, জড় রসে প্রমত্ত। আমি ঐ সমস্ত অপ্রাকৃত গুণাবলীর বিন্দুমাত্র উপলব্ধি করতে না পারলেও, গন্ধভেক হয়েও নিজেকে নিজে রসিকেন্দ্র-শেখর-শিরোমণি বলিয়া জগতে প্রচার করেছি। সুতরাং সমগ্র জগতে আমা-অপেক্ষা বাহাদুর আর কে আছে?

বৈষ্ণব-গ্রন্থরাজ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আছে 'আপনি আচরি ধর্ম্ম জীবেরে শিখায়। আপনি না কৈলে ধর্ম্ম শিখান না যায়॥' নিজের জীবনে ধর্ম্ম আচরণ ক'রে, প্রচার করাই আচার্য্যের বিশেষত্ব, আমার আচার্য্য গিরি (গুরু গিরি) করবার একান্ত বাসনা, থাকিলেও আমি সমগ্র জীবনে যে আচরণ করিয়াছি, তাহা জগতের সমক্ষে প্রচার করিবার কথা, মনোমধ্যে বিদ্যুতের ন্যায় ঈষৎ উদিত হইলেও ভয়ে আমার সর্ব্ব শরীর কম্পিত হয় এবং বাক্য স্তম্ভিত হয়

আমি সর্ব্বদা মনোরথে ভ্রমণ করি ব'লে এরোপ্লেন, বাষ্পীয় শকটের গতি, আমার মনোগতির নিকট অতি তুচ্ছ; আমি কখন চুরুট মুখে, চসমা চোখে, ছড়ি হাতে, হেডেন্ উদ্যানে মনের সাধে হাওয়া খাই, কখন বা হ্যাট কোট এঁটে বুট পায়ে, কেল্‌নার হোটেলে খানা খাই। আমার গতি অতি বিচিত্র, কখন বা ফোঁটা প'রে, নামাবলী গায়ে দীর্ঘ শিখাটি বের ক'রে যজমান বাড়ী যেয়ে, পিতৃশ্রাদ্ধে পিণ্ড মধ্যে 'মূত্রং দদ্যাৎ' বলে মন্ত্র পড়াই।

আমার মুখ গহ্বর হ'তে অসংখ্য শাস্ত্র-শ্লোক সমুদ্র পর্ব্বত-গহ্বরস্থ ঝরণার ন্যায় কিম্বা গণ্ডুষ জলে সফরী মৎস্যের ন্যায় ফর ফর ক'রে বাহির হয় বটে, কিন্তু আমার গুপ্ত আচরণটি লক্ষ্য করিলে মনুষ্য ত দূরের কথা সামান্য বন্য পশু পক্ষী সমূহ লজ্জা গহ্বরমধ্যে প্রবিষ্ট হয়। অর্থাৎ অনর্থমুক্ত স্বামী, গজপতি বিদ্যা-দিগ্‌গজের ন্যায় আমার মহা-মহা উপাধি থাকা সত্ত্বেও যখন অনর্থমুক্ত সাধুগণের সঙ্গে মেটে কলসী এবং সোণার কলসীর ন্যায় টক্কর দিতে যাই, তখন আমার অবিদ্যারূপ মেটেটি বড়ই বিপন্ন হইয়া পড়ে, ইহা আমার পক্ষে অত্যন্ত লজ্জা এবং ক্ষোভের বিষয় সন্দেহ নাই। তবে আমার একটু বিশেষ ভয় এখনও বর্ত্তমান আছে, তাহা স্মরণ মাত্রে আমার সর্ব্ব শরীর কদম্বের ন্যায় ভয়ে কণ্টকিত হইয়া উঠে। তাহা এই ভীষণ কলিকালে কালবৈরী-পরীক্ষিতের ন্যায় ব্রহ্মমাধ্ব গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ। তাঁরা যখন বেঙ্গাচীর লেজের ন্যায় আমার অবিদ্যারূপ লেজটী ছেদনে উদ্যত হ'ন তখন আমি স্বরূপ-প্রকাশ-ভয়ে, লজ্জায় সূর্য্য দর্শনে উলুকের ন্যায় আমার চির অন্ধকারাবৃত কোটরে লুকাইয়া আত্মগোপন করিতে বাধ্য হই। এরূপ আমার উপন্যাসের ন্যায় শত সহস্র অপূর্ব্ব কাহিনী থাকিলেও বাহুল্য ভয়ে সংক্ষেপে এই স্থানেই সমাপ্ত করিলাম। তাই পুনরায় বল্‌ছি সাধু সাবধান!

শ্রীধাম মায়াপুর যাত্রিগণের দ্রষ্টব্য

শান্তিপুর হইতে নবদ্বীপঘাট

শান্তিপুর	কৃষ্ণনগর সিটি	মহেশগঞ্জ	নবদ্বীপঘাট
৫-৩৯	৬-৪৪	৭-২৪	৭-৩৩
৯-২৫	১০-৩০	১১-১০	১১-১৯
১২-২৫	১-৩০	২-১০	২-১৯
৪-৪	৫-১৪	৫-৫৪	৬-৩
৭-৬	৮-১১	৮-৫১	৯-০

নবদ্বীপঘাট হইতে শান্তিপুর

নবদ্বীপঘাট	মহেশগঞ্জ	কৃষ্ণনগর সিটি	শান্তিপুর
৫-৩৭	৫-৪৮	৬-৪৭	৭-৩২
৯-২৫	৯-৩৬	১০-৩৫	
১২-১০	১২-২১	১-২০	২-৫
৩-২২	৩-৩৩	৫-২০	৬-৬
৬-৫৫	৭-৬	৮-৪	৮-৫০

শিখ্‌লেই শিখা যায়

শিখবার জন্য সকল-লোক-শিক্ষক ভগবান অনেক শিক্ষা দিয়ে রাখিয়াছেন। বিশ্ব-গুরুর এই শিক্ষায় যাহারা উদাসীন, তাহারা বাস্তবিকই উন্মাদ বা উদাসীন।

জাগতিক শিক্ষকগণ জগতের শিক্ষাই দান করেন; যে শিক্ষা শিক্ষক এবং ছাত্রকে পরস্পরের স্বার্থানুসন্ধানের সন্ধান দেয়, আর শিক্ষক-শ্রেষ্ঠ ভগবান বা শিক্ষক জগদ্‌গুরুরূপ ভগবান জীবকে যে শিক্ষা প্রদান করেন, তাহাতে জাগতিক সকল শিক্ষাকে অবজ্ঞা। অনাহত্যা সকল স্বার্থ ভুলিয়া সর্ব্বস্বার্থের স্বার্থরূপী শ্রীবিষ্ণু সেবায় নিযুক্ত করে।

প্রকৃতির রাজত্বে প্রকৃতির ত্রিগুণে আবদ্ধ হইয়া আমরা সকলেই প্রকৃতি-পতি সাজিয়া বসিয়াছি। প্রকৃতি দেবী আমার দুষ্টতা বিদূরিত করিবার জন্য, বিবিধভাবে নিজপতির দাসত্বে নিযুক্ত করিবার সুযোগ, প্রদানের জন্য প্রাকৃত দুঃখাদি প্রদান করিতেছেন। আমরা জীবপ্রকৃতি, প্রকৃতিদেবীও প্রকৃতি—আমরা এই উভয় প্রকৃতি সেই একমাত্র পুরুষের প্রকৃতি। এই কথা ভুলিয়াই আমাদের যত দুর্গতি।

শ্রীভগবানই সর্ব্বকারণের কারণ। এ কথা আমরা অস্বীকার করিলেও তিনি তাহাই। আমার জন্য তিনি অনেক করেন। সংসারে নিরাশ্রিত আমি, অপর নিরাশ্রিতকে আশ্রয় বলিয়া ধরিলেও তিনি তাহা কাড়িয়া লন। এই ব্যাপার বুঝিতে বিশ্ববাসী তাঁহার প্রতি উদাসীন হইলেও তিনি বারবার এই ব্যাপার দ্বারাই বুঝাইয়া দেন। কেননা তিনি বড়ই দয়াপর।

জগৎপতির দেওয়া জাগতিক দুঃখকে জগজ্জন যেদিন তাঁহার উপকৃপা বলিয়া বুঝিতে পারিবেন, সেই দিন জগদ্বাসী জগৎ ছাড়িবার সুযোগ পাইবেন। তাঁহাকে ভুলিয়া থাকিতে দেন না—ইহাই তাঁহার শিক্ষা।

শ্রীভগবানের এই শিক্ষা প্রকৃত শিক্ষা জানাইবার জন্যই তদীয় প্রিয়তম শ্রীগুরুদেব এই সংসারে আগমন করেন। আবার শ্রীগুরুদেব যে তাঁহারই জন, ইহা জানাইতে। অন্য তদীয় পার্ষদবৃন্দ সঙ্গে আগমন করেন! ভুবন-পতি, ভ্রান্ত আমাদিগকে ভবনদী পার পারে লইবার যত্ন করেন!

যে জগৎ ভোগ করিতে চায়, সে মাক্ষিকার ন্যায় মধুপান করিতে যাইয়া মধুতে আটকাইবার ন্যায় আটকাইয়া পড়ে। আর যিনি বিশ্বকে শিক্ষা-কেন্দ্র জানেন, তিনি অনেক শিখিতে পারেন।

পর-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

সম্প্রতি পর বিদ্যাপীঠে নিম্নলিখিত শিক্ষণীয় বিষয়নিচয়ের অধ্যাপকের আসন-সমূহ সংস্থাপিত হইয়াছে—বিদ্যার্থিগণ আবেদন করুন।

১। সাহিত্যাসন, ২। ঐতিহ্যাসন,
৩। সম্প্রদায়বৈভবাসন, ৪। ভক্তিশাস্ত্রাসন,
৫। তত্ত্বশাস্ত্রাসন, ৬। বেদান্তাসন,
৭। একায়নাসন।

শ্রীনন্দলাল রায় বি, এ, কাব্যতীর্থ, বিদ্যাসাগর,
সম্পাদক—পরবিদ্যাপীঠ, শ্রীধাম মায়াপুর।

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৪০৲ চাল্লিশ টাকা।

২৭২৪ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে, সপ্তচত্বারিংশ খণ্ডে সূচী ছাপা হইতেছে।

৪৬শ খণ্ড মোট নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে ১৫।/০ সাধারণ পক্ষে ২০৸৴০। প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৶০, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ।/০।

দশম স্কন্ধ ছাপা হইতেছে। দশম স্কন্ধের ভিক্ষা ১২৲, অগ্রিম সাধারণের পক্ষে ৮৲।

৫০ অধ্যায়পর্যন্ত নবম সংখ্যা ছাপা হইয়াছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

"শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত"

সম্পূর্ণ ছাপা শেষ হইয়াছে

আদি, মধ্য, ও অন্ত্যলীলা এবং সূচী ছাপা হইয়া সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছেন। যাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ১০৲ টাকা ভিক্ষার তৃতীয় সংস্করণ ৪৲ টাকায় না পাইয়া অপূর্ব্ব সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের জন্যই এবার ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছেন। সেই ১০৲ টাকার এক বিরাট্ গ্রন্থ নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা পূর্ণ না হওয়া পর্য্যন্ত ৫৲ টাকা ভিক্ষায় দেওয়া হইবে। গ্রাহকগণ সত্বর হউন পরে আর এ সুযোগ দেওয়া হইবে না।

শ্রীচৈতন্য লীলার ব্যাস আখ্যাধারী

শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে

সমগ্র গ্রন্থ ৮৲ স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲

নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪৷৷০ টাকা

শ্রীচৈতন্য মঠের যাবতীয় গ্রন্থ

কার্য্যাধ্যক্ষ, গ্রন্থ-বিভাগ, শ্রীচৈতন্য মঠ
পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া
—অথবা—
শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা
ঠিকানায় পাওয়া যাইবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—[illegible] হইলে শ্রীচৈতন্য মঠের ঠিকানায় লিখিবেন।

উড়িয়া ভাষায় প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

যে সব উৎকলবাসী ভক্তগণ বাংলা পড়িতে জানেন না, তাঁহাদের শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর প্রচারিত পরম উপাদেয় ভক্তি-কথা জানিবার সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে উড়িয়া-ভাষায় নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হইয়াছে। বাংলা গ্রন্থের তুলনায় উড়িয়া গ্রন্থগুলির ভিক্ষাও অপেক্ষাকৃত অল্প।

গ্রন্থের নাম	ভিক্ষা
শ্রীহরিনাম চিন্তামণি, প্রতিখণ্ড	৷৷০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	১৲
সাধন পথ (শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টক) প্রতিখণ্ড	।০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৸০
কল্যাণ কল্পতরু প্রতিখণ্ড	৵০
একত্রে ৩খণ্ড লইলে	।০
গীতাবলী প্রতিখণ্ড	৴১০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৵১৫
শরণাগতি—প্রতিখণ্ড	৴০
একত্রে ৩খণ্ড লইলে	৵৫

প্রাপ্তিস্থান { শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ, কটক এবং শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, পুরী

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিম্নলিখিত মঠসমূহে প্রাপ্তব্য:—

১। শ্রীচৈতন্য মঠ,—পোঃ, শ্রীধামমায়াপুর, (নদীয়া)।
২। শ্রীগোরগদাধর মঠ,—চাঁপাহাটি, সমুদ্রগড় পোঃ, (বৰ্দ্ধমান)।
৩। শ্রীভাগবত আসন,—ভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৪। শ্রীগৌড়ীয় মঠ,—১নং উল্টাডাঙ্গা জংসন রোড্, কলিকাতা।
৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ,—চটকপর্ব্বত, পুরী।
৬। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ,—উড়িয়া বাজার, কটক।
৭। শ্রীভাগবত মঠ,—চিরাশিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।
৮। শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ,—৪নং জগজ্জীবনপুরা, কাশী, ইউ, পি।
৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,—ছিপিগলি, বৃন্দাবন, মথুরা, ইউ, পি।
১০। শ্রীপরমহংস মঠ—নিমসার পোঃ, সীতাপুর, ইউ পি।
১১। শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ,—কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল, পাঞ্জাব।
১২। শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠ,—৯০নং নবাবপুর রোড্, ঢাকা।
১৩। শ্রীগদাইগৌরাঙ্গ মঠ,—বালিয়াটি, ঢাকা।
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম,—আমলাযোড়া, রাজবাঁধ পোঃ, বৰ্দ্ধমান।
১৫। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ,—ভুমুরকোন্দা, চিরকুণ্ডা পোঃ, মানভূম।
১৬। শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয় মঠ,—আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী, উড়িষ্যা।

এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণের নিকটও নদীয়া-প্রকাশ প্রাপ্তব্য।

১। শ্রীযুক্ত জনার্দ্দন ঘোষ—বঙ্গ লক্ষ্মী রোড, খুলনা
২। শ্রীযুক্ত রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিরত্ন—দেওয়ানগঞ্জ, হলদিবাড়ী কুচবিহার।
৩। শ্রীযুক্ত রামরঞ্জন রায়—৬৬।২নং শ্রীগোপাল মল্লিক লেন, কলিকাতা।
৪। শ্রীযুক্ত অমূল্যকুমার সরকার এম, ডি, ও, ফৈজাবাদ।
৫। মিঃ এন্ ডি, মুখার্জ্জি—এম, এস, ওয়ার্কস দি মল, কানপুর।
৬। শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী জ্যোতির্ভূষণ—স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া
৭। শ্রীরাসবিহারী দাস অধিকারী, নবদ্বীপ।
৮। শ্রীবিরাজমোহন দে—মনমোহন প্রেস, নবাবপুর, ঢাকা।
৯। শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ গড়গড়ি বেড়াচাঁপা, ২৪ পরগণা।

চৈতন্যমঠের গ্রন্থাবলী

শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুর বিরচিত

ভক্তি গ্রন্থাবলী।

উৎকৃষ্ট কাপড়ে বিলাতী ধরণে বাঁধাই

স্বর্ণাক্ষরিত। চতুর্থ সংস্করণ। বিস্তৃত বিষয়সূচীসহ

জৈবধর্ম্ম

বাঁধাই ২৲ দুই টাকা

প্রকাশিত হইয়াছে

সনাতন সর্ব্বশাস্ত্র বেদ, বেদান্ত, উপনিষৎ গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত, পুরাণ, তন্ত্রাদি সকল গ্রন্থ পাঠ করিবার অবসর অতি অল্প মানবের ঘটিয়া থাকে। অনেকের যোগ্যতা না থাকায় সেই সমস্ত গ্রন্থের মর্ম্ম অবগত হইতে পারেন না। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বাঙ্গালীর এই অসুবিধা দূরীভূত করিবার জন্য এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

বিদ্যালয়ের ছাত্র বা শিক্ষকগণের বিশেষ পাঠ্য, এই হেতু শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টার বাহাদুর ইহা সমস্ত বিদ্যালয়ের জন্য অনুমোদন করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

প্রথম খণ্ড ভিক্ষা ১৲ একটাকা

যুক্তিপূর্ণ শাস্ত্রবাক্য দ্বারা প্রত্যেক মানবের নিত্য কর্ত্তব্য ও অনিত্য সাময়িক কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। গ্রন্থের প্রতি উক্তি সনাতন শাস্ত্রবাক্য দ্বারা সমর্থিত ও প্রমাণিত হইয়াছে। দেহের, মনের ও আত্মার ধর্ম্ম কি? স্বদেশ, সমাজ, নীতি, ধর্ম্ম কি? ইত্যাদি বিষয় ক্রমানুসারে এমন সুন্দরভাবে যুক্তিসহকারে আলোচিত হইয়াছে যে, প্রথম পাঠ হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত পাঠ না করিয়া নিবৃত্ত হওয়া যায় না।

শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ভিক্ষা ৶০

ঐ প্রমাণ খণ্ড ভিক্ষা ৶০

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিহার ও লীলাভূমি নয়টী দ্বীপ-সমষ্টি। এই নয় দ্বীপের প্রাচীন বিবরণ, প্রত্যেক দ্বীপে শ্রীমহাপ্রভুর লীলা, প্রত্যেক দ্বীপের পরিচয়, শ্রীধাম-মাহাত্ম্য—বাসাধিকার কি? ইত্যাদি বিষয় বিশেষভাবে মনোহর ছন্দে বর্ণিত। পকেট সাইজ প্রায় ১৬০ পৃষ্ঠা।

নবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ

উজ্জ্বল রোজ্বর কালীতে উত্তম কাগজে ছাপা—শ্রীনবদ্বীপধাম দর্শনে ভাবুক দর্শনকারীর কি প্রকার ভাবের উচ্ছ্বাস হয়, তাহা এই গ্রন্থে বর্ণিত। অতি চমৎকার। ভিক্ষা চারি আনা।

শ্রীমনঃশিক্ষা

৶০ দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভৃতি উপদেশচ্ছলে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রাতিকূল্য বিচার অতি সুন্দরভাবে বর্ণিত হইয়াছে। ইহা ছাড়া শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদিষ্ট শিক্ষা ও উপদেশ বিস্তৃত ভাবে সন্নিবদ্ধ হইয়াছে।

গৌড়ীয়-বৈষ্ণব জগতে অভিনব গ্রন্থ!!

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতি-গ্রন্থাবলী:—

শরণাগতি

পকেট সাইজ
অষ্টম সংস্করণ
ভিক্ষা /০ আনা

দেহ ও মনের চেষ্টা অনিত্যাবস্থ হওয়া হইতে যখন জীব বুঝিতে পারে, তখন একমাত্র নিত্যাবস্থ শ্রীভগবানের প্রতি তাঁহার কোন জাতীয় আবেগময়ী প্রার্থনা হয় এবং শ্রীভগবানে সর্ব্বান্তঃকরণে নিষ্কপটে কি প্রকারে শরণাপন্ন হইতে হয়, ইত্যাদি বিষয়ক প্রাণস্পর্শী প্রার্থনা ও আত্ম-সমর্পণমূলক গান। দশটী সংস্করণে প্রকাশিত হইয়াছে।

ভিক্ষা প্রতি খণ্ড /০ এক আনা।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা—/০, নবদ্বীপশতক—/০

অষ্টপদ্মক—/০

কল্যাণকল্পতরু

পকেট সাইজ
পঞ্চম সংস্করণ
ভিক্ষা /১০

আমরা প্রত্যহ নূতন অভাব ও কামনার বশবর্ত্তী হইয়া পুনঃপুনঃ যে অকল্যাণকে কল্যাণ বলিয়া গ্রহণ করি এবং তাহার নিকট কল্যাণ কামনা করি, তিনি যে নিত্য বা যথার্থ কল্যাণ প্রদানে অসমর্থ এবং কোন বস্তু আমাদের নিত্য কল্যাণদাতা এবং কি ভাবে আমরা সেই কল্যাণদাতাকে লাভ করিব এই সকল কথা সরল গানে লিখিত। এই গীতিগ্রন্থ বাস্তবিক কল্যাণের কল্পতরু; ইনি প্রত্যেককে নিত্যকল্যাণ প্রদানে

শ্রীল চক্রবর্ত্তি ঠাকুরের টীকা সহ

শ্রীমদ্ ভগবদ্গীতা

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠাকুর কৃত টীকা ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কৃত অনুবাদ। টীকাকারের জীবনী, শ্লোক সূচি, বিষয়সূচি প্রভৃতি নানা প্রয়োজনীয় বিষয় সম্বলিত প্রায় ৫২৫ পৃষ্ঠা। উৎকৃষ্ট সিল্কে বাঁধাই ২৲ দুই টাকা, কাগজে বাঁধা ১॥০

শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ কৃত ভাষ্য সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

কাগজ ও ছাপা উৎকৃষ্ট। সিল্কে বাঁধাই, সোনার জলে নাম লেখা রাজসংস্করণ ২ টাকা, সাধারণ সংস্করণ ১॥০, গৌড়ীয়ের গ্রাহকপক্ষে ১।০

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি (সাম্প্রদায়িক কোষগ্রন্থ)

বিষয়:—১। ভক্তিশাস্ত্রে ব্যবহৃত শব্দাবলীর অর্থ, ২। চারি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের চরিত্র, ৩। বিষ্ণু-বৈষ্ণব-সম্পর্কিত শ্রীমন্দির ও শ্রীবিগ্রহের বিবরণ, ৪। বৈষ্ণবগ্রন্থ ও গ্রন্থকারসমূহের তালিকা ও বিবরণ, ৬। বিষয় বিশেষে শ্লোক ও শাস্ত্রীয় আকরমূলে যাবতীয় তথ্য। ১ম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ১ম খণ্ড ৸০, ২য় খণ্ড ৸০, ৩য় খণ্ড ৸০, ৪র্থ খণ্ড ৸৵০, চারি খণ্ড একত্রে ৩৲। (৫ম খণ্ড যন্ত্রস্থ)।

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ—১ম খণ্ড ১৲ এক টাকা

২য় খণ্ড ১৲ এক টাকা—শ্রীমদ্ভাগবতের গ্রাহক ও গৌড়ীয় গ্রাহকগণ ১০ টাকায় সমগ্র খণ্ড পাইবেন। বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীজীবপাদের ... সন্দর্ভের অধিক প্রয়োজনীয় অংশ। প্রতি খণ্ড ডবল ক্রাউন ৮ পেজীর ৯৪ পৃষ্ঠা আকারে মুদ্রিত হইতেছে।

শ্রীসম্প্রদায়াচার্য্য সঙ্কলিত

সদাচারস্মৃতিঃ

ভিক্ষা /০ মাত্র

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (প্রাচীন নবদ্বীপ) নদীয়া

রেজেষ্টারী

মদন মঞ্জরী

বটিকায় স্বপ্ন ও ধাতুবিকার, ইন্দ্রিয়শক্তির হ্রাস, প্রস্রাবে শুক্রপাত, অজীর্ণ, মাথা ঘোরা, বুক ধড়ফড়ানি, ক্ষুধামান্দ্য প্রভৃতি লক্ষণ সত্বর নির্দ্দোষ আরোগ্য হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ৪০ বটী ১৲ এক টাকা।

"নপুংসকারি ঘৃত"

পুরুষত্বহীন রোগে ব্যবহারে ধ্বজভঙ্গ আরোগ্য করিয়া শক্তিসম্পন্ন করে। মূল্য ২ তোলা ১৲ টাকা।

"রমণীবিলাসিনী বটিকা"

বীর্য্যধারণ করত স্তম্ভনশক্তি স্থায়ী ও বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয়। মূল্য ১৬ বটী ১৲ এক টাকা।

রাজবৈদ্য নারায়ণজী, কেশবজী

১৭৭নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

বরগা

করগেট টীন, জানালার গরাদে
দালানের ফুলদার রেলিং ও থাম
বেড়াঘেরা কাটাতার ইত্যাদি
সুলভে বিক্রয় করি

... এণ্ড সন্স

২৭, ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট। ফোন ৪৪১

স্থাপিত ইং ১৮৩৬ সাল, কলিকাতা

ফেরাস কুইনিন

নূতন এবং পুরাতন ম্যালেরিয়ার যম

... কুইনিন, আর্সেনিক প্রভৃতি ...

... সেবন করিলে একটী ... কঠিন ম্যালেরিয়া জ্বর ... এবং জ্বর হইতে বারটী ইন-জেকসনে ম্যালেরিয়ার সমস্ত উপসর্গ দূর করিয়া দেয়।

৮ এম্পুলপূর্ণ প্রতি বাক্স—মূল্য ২৲, ... ডাক ব্যয় ... সকল ডাক্তারখানায় পাওয়া যায়।

প্রস্তুত ...

পর-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

এখানে আহার এবং বাসস্থান দিয়া বিদ্যার্থিগণকে বিভিন্ন শিক্ষণীয় বিষয় শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। অনেক ছাত্র ইতোমধ্যেই আসিয়া পাঠ আরম্ভ করিয়াছেন। বর্ত্তমান বর্ষে সকল ছাত্রই গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন!

প্রধান অধ্যাপক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রচন্দ্র কাব্য ব্যাকরণ-সাংখ্য-বেদান্ত-ষড়দর্শন-তীর্থ, সাংখ্যভূষণ, বেদান্তরত্ন, সাহিত্যশাস্ত্রী, ষড়দর্শনবাচস্পতি।

অধ্যাপক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গৌরদাস ব্রহ্মচারী ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীধাম মায়াপুর পরবিদ্যাপীঠ, (নদীয়া)

বেদনাঞ্জন

শ্রেষ্ঠরত্ন

কলিকাতা কংগ্রেস একজিবিসন হইতে বহু প্রশংসা প্রাপ্ত ও বহু গণ্যমান্য ভদ্রমহোদয়-গণ কর্ত্তৃক প্রশংসিত।

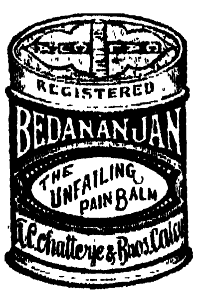

আজকাল বাজার-চলন মিশ্রিত ও বিষাক্ত আহার্য্য সেবনে শরীরের রক্ত স্বতঃই দোষযুক্ত হইয়া পড়িতেছে। রক্তই মানব-দেহের শ্রেষ্ঠ উপাদান, এই রক্ত দোষিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মানব বাত, বেদনা, মাথাধরা, মাথা-ঘোরা, দৃষ্টিশক্তির হ্রাস, দাঁতের গোড়া ফুলা, দাঁত কনকনানি, দাঁতে পোকা এবং ঘা, চুলকানি প্রভৃতি কষ্টদায়ক চর্ম্মরোগে আক্রান্ত হইতেছে। যদি আপনি একান্তই ব্যাধিমুক্ত হইতে চান, তাহা হইলে অযথা পয়সার অপব্যয় না করিয়া অল্প ব্যয়ে এক শিশি বেদনাঞ্জন ক্রয় করিয়া উহার কার্য্যকারী-শক্তি উপলব্ধি করুন। গুণের তুলনায় মূল্য অতি সামান্য, এক শিশি ।৵০ আনা মাত্র মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান—এ, সি, চাটার্জ্জী এণ্ড ব্রাদার্স।

৪৫নং হলকাট লেন, সালিকা হাওড়া।

সকল মণিহারী দোকানে ও বড় বড় ডাক্তার খানায় পাওয়া যায়।

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

যদিও অদ্যাপি প্রকৃত মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য, তথাপি যাঁহারা নানাবিধ অনিয়মিত উপায়ে অপরিমিত শক্তি নষ্ট করিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন এবং নানা প্রকার মেহ, প্রমেহ ধাতুদৌর্ব্বল্য, স্নায়বিক দুর্ব্বলতা, বহুমূত্র, দুঃস্বপ্ন, পারদ-সংক্রান্ত পীড়া, অর্শ এবং স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে যাহারা বাধক, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, সূতিকা, শ্বেত ও রক্তপ্রদর, হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি রোগে ভুগিয়া জীবনে নিরাশ হইয়াছেন, তাঁহারা আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটাল সাহেবের আবিষ্কৃত **ইলেক্ট্রিক সলিউসন** ব্যবহার করিয়া বাঁচিতে পারেন, তাহার শত সহস্র প্রমাণ প্রতি বৎসরেই পাওয়া যাইতেছে। যাঁহারা অন্যান্য বহুবিধ ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরোগ্য হইতে পারেন নাই, তাঁহারা একবার এই ঔষধটী ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক মাসের ব্যবহারোপযোগী এক শিশি ঔষধ ডাকমাশুল সহ ১৷০ টাকা মাত্র।

সোল এজেণ্ট—ডাঃ ডি, ডি, হাজরা।

ফতেপুর, গার্ডেনরিচ পোষ্ট, কলিকাতা।

ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

অধ্যক্ষ

শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম এ, এফ সি এস (লণ্ডন)

ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক

(প্রফেসার)

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ বিশুদ্ধ ও শাস্ত্রমতে নিজ তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হয়। পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ক্যাটালগ পাঠান হয়। রোগের বিবরণ জানাইলে যত্নপূর্ব্বক ব্যবস্থা দেওয়া হয়। চিঠি পত্রাদি সম্পূর্ণরূপে গোপন রাখা হয়।

মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দুর)

(বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৪৲ টাকা

উৎকৃষ্ট স্বর্ণ, পারদ ও আমলাসার গন্ধক দ্বারা যথাশাস্ত্র প্রস্তুত।
নিত্য প্রয়োজনীয় সর্ব্বরোগনাশক মহৌষধ

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৩৲ টাকা

উৎকৃষ্ট কাশীর আমলকী, বংশলোচন প্রভৃতি যাবতীয় উপাদানে পূর্ণ মাত্রায় যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। কফ, কাসি, সর্দ্দি, যক্ষ্মা, ক্ষয়রোগ, হৃদরোগ প্রভৃতি রোগের মহৌষধ। সকলপ্রকার দুর্ব্বলতা নাশক অতিশয় পুষ্টিকর মহৌষধ বা খাদ্য বিশেষ।

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬৲ টাকা

ইহা সেবনে ধাতুদৌর্ব্বল্য, শুক্রহীনতা, স্বপ্নদোষ, প্রমেহ ও ধ্বজভঙ্গ সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায়। ইহা অপরিসীম আনন্দদায়ক রসায়ন।

অবলাবান্ধব যোগ

প্রদর, বাধক প্রভৃতি জরায়ুদোষ ও যোনিগত দুরারোগ্য রোগের মহৌষধ।

মূল্য—১৬ মাত্রা ২৲ টাকা। ৫০ মাত্রা ৫৲ টাকা মাত্র

বিশুদ্ধ জল! ভয় নাই! বিশুদ্ধ জল!!

লক্ষ্মী টিউব-ওয়েল কোং

২০৫নং নবাবপুর, ঢাকা

বর্ত্তমান-যুগের নব আবিষ্কৃত যন্ত্রপাতি দ্বারা উন্নত বৈজ্ঞানিক-খনন-প্রণালীতে নলকূপ (Tube-well) নির্ম্মাণ করা হয়। বঙ্গের লাট বাহাদুর, প্রাইভেট সেক্রেটারী, জিলা-ম্যাজিষ্ট্রেট, জিলা-বোর্ডের চেয়ারম্যান, ইঞ্জিনিয়ার, জমিদার, তালুকদার, প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত ভদ্রমহোদয়গণ এই কোম্পানীর কার্য্য দেখিয়া প্রশংসা করিয়াছেন। রাসায়নিক পরীক্ষায় জল বিশুদ্ধ না হইলে মূল্য গৃহীত হয় না। বিস্তৃত বিবরণের জন্য পত্র লিখুন।

বৃত্তিসহ সমগ্র

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

ভিক্ষা ২৲ টাকা। শিক্ষার্থি-ছাত্রের পক্ষে ১৷০ দেড়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীপরবিদ্যাপীঠ, শ্রীগৌড়পুর

চৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

মনোমোহন প্রেস

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা

পূর্ব্ব-বাঙ্গালায় সুলভে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত

বৈদ্যুতিক মেশিনে দিবারাত্র কাজ চলিতেছে

বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা।

শ্রীমায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে— শ্রীবিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

স্থানীয় . সংস্করণ

Registered No. C 1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র।

সাধারণ মূল্য
অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৴৫

৪র্থ খণ্ড] সম্পাদক—প্রত্নবিদ্যালঙ্কার শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী [২১২ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্য মঠ শ্রীধাম মায়াপুর ২৭শে কার্ত্তিক বুধবার ১৩৩৬, ১৩ই নভেম্বর ১৯২৯

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থাবলী

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্, শ্লোক সূচী, বিষয়-সূচী প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত। ভিক্ষা, প্রতি খণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৶০ গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশ গ্রাহক পক্ষে ৴০
২। ভাষ্য-সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ) ৫৲
৩। গৌড়ীয়-গৌরব ৶০
৪। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।০
৫। ভজনরহস্য ৷০
৬। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
,, ,, ,, আবাঁধা ৸০
৭। গীতা (শ্রীবলদেবভাষ্যসহ) বাঁধা ২৲ আবাঁধা ১৷০
৮। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি-টীকা-সহ) বাঁধা ২৲ আবাঁধা ১৸০
গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ৷০
৯। যুক্তিমল্লিকা গুণসৌরভঃ সানুবাদ ২৲
১০। বেদান্ততত্ত্বসার সানুবাদ ৷০
১১। জৈবধর্ম্ম ২৲
১২। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৩। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৪। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ৶০
১৫। দ্বীপ-দিগ্‌দর্শন ৵০
১৬। সাধনপথ (২য় সংস্করণ) ৵
১৭। আচার ও আচার্য্য
১৮। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৷৵
১৯। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৶০
২০। শ্রীনবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৵০
২১। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য (প্রমাণখণ্ড) ৵০
২২। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ০
২৩। শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমা দর্পণ ।০
২৪। শরণাগতি, গীতাবলী, গীতমালা, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, নবদ্বীপশতক, কল্যাণকল্পতরু ও সদাচারস্মৃতি: মোট ১৷০
২৫। কল্যাণকল্পতরু (সম্পূর্ণ সংস্করণ) ও অর্চ্চনকণ
২৬। [illegible] ।০
২৭। সংস্কার দীপিকা ।০
২৮। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড) ৩৲
২৯। [illegible]শিক্ষাষ্টকম্ ৶০
৩০। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ৸০
৩১। মণিমঞ্জরী সানুবাদ ।০
৩২। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ।০
৩৩। শ্রীচৈতন্যভাগবত (বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ) ৫৲

এতদ্ব্যতীত বৈষ্ণব-ধর্ম্মের কয়েকখানি ইংরাজি ধর্ম্ম গ্রন্থ আছে, পত্র পাঠাইলে ডাকযোগে ক্যাটালগ পাঠান হয়।

প্রাপ্তিস্থান ঃ—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

২। শ্রীগৌড়ীয় মঠ—১নং উল্টাডিঙ্গি জংসনরোড কলিকাতা।
৩। শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠ—৯০নং নবাবপুররোড, ঢাকা
৪। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ উড়িয়াবাজার, কটক
৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ—চটকপর্ব্বত? পোড়াবুড়ী, পুরী
৬। শ্রীসনাতনগৌড়ীয় মঠ—৪৩ জঙ্গমবাড়ী? জগজ্জীবনপুরা, কাশী
৭। শ্রীগৌড়ীয় মঠ দিল্লী কার্য্যালয় ১০১ হনুমানরোড, নিউদিল্লী।
৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ— ছিপিগলি, বৃন্দাবন।
৯। শ্রীভাগবত প্রেস, গোয়াড়ী— কৃষ্ণনগর।
১০। শ্রীএকায়ন মঠ, হাইষ্ট্রীট, কৃষ্ণনগর।

নানা কথা

এম্‌-এস্‌সি পরীক্ষার ফল

নিম্নলিখিত ছাত্রগণ বর্ত্তমান ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম-এস-সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন :—

পিওর ম্যাথমেটিকস্‌

(গুণানুসারে)

প্রথম শ্রেণী। [illegible] সান্ত্বনাকুমার পোষ্ট গ্রাজুয়েট, ভট্টা কালীপদ ঐ, বন্দ্যো উমাশঙ্কর ঐ, মুখো শিবপ্রসাদ ঐ, চট্টো ফণিগোপাল ঐ, গঙ্গো সত্যপ্রসাদ ঐ, [illegible] শান্তিরঞ্জন ঐ।

দ্বিতীয় শ্রেণী। গুপ্ত অনিলকুমার স্কটিশ চার্চ্চ, সিংহ নীরেন্দ্রনাথ পোষ্ট গ্রাজুয়েট, বন্দ্যো অজিতকুমার ঐ, চট্টো গোপালচন্দ্র ঐ, চক্রবর্ত্তী প্রফুল্লকুমার ঐ, চট্টো দেবেন্দ্রনাথ ঐ, ঘটক শৈলেন্দ্রচন্দ্র ঐ, চট্টো [illegible]বিহারী ননকলি।

তৃতীয় শ্রেণী। বসু বিপদভঞ্জন পোষ্ট গ্রাজুয়েট, দত্ত অনন্তকুমার ঐ, মুখো [illegible] ঐ, মিত্র সমরেন্দ্রকুমার ননকলি, মিত্র গৌরচন্দ্র স্কটিশ চার্চ্চ।

এপ্লায়েড ম্যাথমেটিকস্‌

(গুণানুসারে)

প্রথম শ্রেণী। চট্টো ব্রজমোহন পোষ্ট গ্রাজুয়েট, এন্‌ এস ভেঙ্কটরাম ননকলি, দাস রাধাকান্ত ননকলি, চট্টো নীহারকুমার পোষ্ট গ্রাজুয়েট, সরকার বৈদ্যনাথ ঐ।

দ্বিতীয় শ্রেণী। ঘোষ সুশীলরঞ্জন পোষ্ট গ্রাজুয়েট।

তৃতীয় শ্রেণী। এম্‌ অনন্তরাম রাও ননকলি, বসু [illegible] ননকলি।

এগ্রিকালচার

প্রথম শ্রেণী। চট্টো সুধানাথ পোষ্ট গ্রাজুয়েট।

(গুণানুসারে)

দ্বিতীয় শ্রেণী। মজুমদার ফণীন্দ্রচন্দ্র পোষ্ট গ্রাজুয়েট, মুখো [illegible]কুমার ঐ, মুখো রাজনারায়ণ ঐ।

এগ্রিকালচার। মাইকোলজি

প্রথম শ্রেণী। চট্টোরাজ কালীপদ পোষ্ট গ্রাজুয়েট।

(গুণানুসারে)

দ্বিতীয় শ্রেণী। বসু [illegible] পোষ্ট গ্রাজুয়েট, চৌধুরী [illegible] ঐ

(গুণানুসারে)

[illegible] শ্রেণী। চক্রবর্ত্তী রবীন্দ্র- [illegible], রায় চিত্তরঞ্জন ঐ।

ফিজিকস্‌

জেনারেল গ্রূপ

(গুণানুসারে)

প্রথম শ্রেণী। দেব রামনারায়ণ পোষ্ট গ্রাজুয়েট, ভূঁইয়া গৌরচন্দ্র প্রেসিডেন্সী, দত্ত জগন্নাথ পোষ্ট গ্রাজুয়েট, মজুমদার ক্ষীরোদগোপাল ঐ।

(গুণানুসারে)

দ্বিতীয় শ্রেণী। ঘোষ মোহিনীমোহন পোষ্ট গ্রাজুয়েট, ভট্টা তারকেন্দ্রচরণ ঐ, নিয়োগী ব্রজেন্দ্রপ্রসাদ প্রেসিডেন্সী, ঘোষাল নগেন্দ্রনাথ ঐ।

তৃতীয় শ্রেণী। কয়কার নিকুঞ্জবিহারী পোষ্ট গ্রাজুয়েট।

ফিজিকস্‌

থিসিস্‌ গ্রূপ

দ্বিতীয় শ্রেণী। পি, ভি কৃষ্ণমূর্ত্তি পোষ্ট গ্রাজুয়েট, মৈত্র হিমাংশুশোভন প্রেসিডেন্সী।

এপ্লায়েড ফিজিকস্‌

(গুণানুসারে)

দ্বিতীয় শ্রেণী। সরকার শ্যামাপদ পোষ্ট গ্রাজুয়েট, ঘোষ হৃদয়নাথ ঐ, রায় প্রফুল্লকুমার ঐ।

পিওর কেমিষ্ট্রি।

(গুণানুসারে)

দ্বিতীয় শ্রেণী। কে, ভেঙ্কট গিরি প্রেসিডেন্সী, রায়চৌধুরী রবীন্দ্রনাথ (২) ঐ, ভি সম্পৎ গরার ননকলি, বণিক ইন্দুভূষণকুমার প্রেসিডেন্সী।

(গুণানুসারে)

তৃতীয় শ্রেণী। সেন প্রীতিভূষণ প্রেসিডেন্সী, বসু শ্যামচাঁদ ঐ, ভট্টা সুরথনাথ ঐ।

থিসিস্‌ গ্রূপ

গ্রূপ 'এ'।

ফিজিক্যাল কেমিষ্ট্রি।

(গুণানুসারে)

প্রথম শ্রেণী। এম্‌, আর, এস্‌ রাও পোষ্ট গ্রাজুয়েট, বাগচী যোগজীবন ঐ।

দ্বিতীয় শ্রেণী। গঙ্গো সন্তোষচন্দ্র পোষ্ট গ্রাজুয়েট।

গ্রূপ 'বি'।

ইনঅরগ্যানিক কেমিষ্ট্রি।

প্রথম শ্রেণী। বরাট হরপ্রসাদ পোষ্ট গ্রাজুয়েট।

(গুণানুসারে)

দ্বিতীয় শ্রেণী। দত্তরায় বিনয়কৃষ্ণ পোষ্ট গ্রাজুয়েট, ভৌমিক শৈলেন্দ্রনাথ ঐ, সেন দীনেশচন্দ্র ঐ, ভট্টা শৈলেন্দ্রচন্দ্র ঐ

গ্রূপ 'সি'।

অরগ্যানিক কেমিষ্ট্রি।

(গুণানুসারে)

প্রথম শ্রেণী। পাল সুশীলচন্দ্র পোষ্ট গ্রাজুয়েট, নন্দী নীরেন্দ্রকুমার ঐ, সরকার অশোককুমার ঐ, মিত্র সুশীলকুমার ঐ।

(গুণানুসারে)

দ্বিতীয় শ্রেণী। বসু সুশীলকুমার পোষ্ট গ্রাজুয়েট, সেনগুপ্ত শৈলেশচন্দ্র ঐ, দত্ত সরোজেন্দু ঐ।

এপ্লায়েড কেমিষ্ট্রি।

(গুণানুসারে)

প্রথম শ্রেণী। ঘোষ নীরেন্দ্রনাথ পোষ্ট গ্রাজুয়েট, সরকার ফণিভূষণ ঐ, বন্দ্যো শোভনলাল ঐ, চট্টো শরৎকুমার ঐ

(গুণানুসারে)

দ্বিতীয় শ্রেণী। মজুমদার মণীন্দ্র নাথ পোষ্ট গ্রাজুয়েট, বসুমল্লিক নীরেন্দ্রনাথ ঐ, মজুমদার ভূপেন্দ্রনাথ ঐ, সিংহঠাকুর নারায়ণচন্দ্র ঐ, সিংহ প্রদ্যোৎকুমার ঐ, সেন পরেশচন্দ্র ঐ, সান্যাল শৈলেন্দ্রকুমার ঐ।

বোটানি।

দ্বিতীয় শ্রেণী। বন্দ্যো শচীন্দ্রনাথ প্রেসিডেন্সী।

(গুণানুসারে)

তৃতীয় শ্রেণী মিত্র যতীন্দ্রনাথ ননকলি চক্রবর্ত্তী নীরেন্দ্রনাথ পোষ্ট গ্রাজুয়েট, নন্দী তারাচাঁদ প্রেসিডেন্সী, দেবী সুহাসিনী পোষ্ট গ্রাজুয়েট।

ফিজিওলজি।

(গুণানুসারে)

প্রথম শ্রেণী। ভট্টা সুকুমার ননকলি, মুখো সন্তোষকুমার ঐ।

(গুণানুসারে)

দ্বিতীয় শ্রেণী। চট্টো বারীন্দ্রনাথ ননকলি, দত্ত বিজয়প্রসাদ প্রেসিডেন্সী; বাগচী দ্বিজেন্দ্রনাথ ননকলি, পুরী সন্তোষলাল প্রেসিডেন্সী, দে জগৎচন্দ্র ননকলি।

জুলজি।

(গুণানুসারে)

দ্বিতীয় শ্রেণী। রায় হরিশচন্দ্র পোষ্ট গ্রাজুয়েট, দাস গোপীমোহন ঐ

(গুণানুসারে)

তৃতীয় শ্রেণী। বন্দ্যো সুধীরকুমার পোষ্ট গ্রাজুয়েট, মল্লিক শচীন্দ্রনাথ ঐ, প্রামাণিক লালমোহন ঐ।

১২৪ 'এ' ধারার অভিযোগে প্রধান শিক্ষক দণ্ড

বাঁকুড়ার ৮ই নভেম্বরের সংবাদে প্রকাশ, খাতড়া, অম্বিকানগরের জিলা বোর্ডের এম, ই, স্কুলের হেড্‌মাষ্টার শ্রীযুক্ত রামকৃষ্ণ দাস গত ৭ই অক্টোবর বেলা ২টার সময় উক্ত স্কুলের মধ্যেই জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট প্রদত্ত দণ্ডবিধির ১২৪এ ধারার আদেশ অনুসারে গ্রেপ্তার হইয়াছেন। ৮ই প্রাতে তাঁহাকে বাঁকুড়ায় আনা হয়। তাঁহাকে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত চুনিলাল মুখোপাধ্যায়ের এজলাসে উপস্থিত করা হইয়াছিল। তিনি হাজার টাকার জামীনে মুক্তিলাভ করিয়াছেন।

আগামী ২৮শে নভেম্বর তাঁহার শুনানী পড়িয়াছে।

অমরকানন জাতীয় বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শিবরাম মণ্ডলের বিরুদ্ধেও ১২৪এ ধারা অনুযায়ী অভিযোগ উপস্থিত করিবার অনুমতি প্রদত্ত হইয়াছে। তিনি ম্যাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে হাজির হইয়াছেন। তাঁহাকে এক হাজার টাকার জামীনে খালাস দেওয়া হইয়াছে।

চিত্রগুপ্তের খতিয়ান

কলেরা-খাতে

২রা নভেম্বর যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, সেই সপ্তাহে বাঙ্গালার ৭টি জিলায় কলেরা রোগে মৃত্যু-সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে হাওড়ায় ৩৬ হইতে ৪২, খুলনায় ৩৬ হইতে ৭০, রাজসাহীতে ১১-১২, দিনাজপুরে ৩০-৪৭, বগুড়ায় ৫-১৩, ঢাকায় ২২-২৯ ও ত্রিপুরায় ১৩-১৯ হইয়াছে। নদীয়ায় ১২৫, মেদিনীপুরে ৬০, কুচবিহারে ৩৩, হুগলীতে ১১, ২৪ পরগণায় ৪১, কলিকাতায় ২৯, মুর্শিদাবাদে ১৩, যশোহরে ১৭ ও ফরিদপুরে ২৪। মৃত্যুসংখ্যা মেদিনীপুরে ও কুচবিহারের অবস্থা গত সপ্তাহের মতই আছে; অন্যান্য স্থানগুলিতে পূর্ব্বের তুলনায় কমিয়াছে।

বসন্ত খাতে

বসন্তে কলিকাতায় ২ জন, চট্টগ্রামে ২ জন, মেদিনীপুরে ৩ জন ও নোয়াখালীতে ১ জন মারা গিয়াছে।

ইনফ্লুয়েঞ্জা খাতে

ইনফ্লুয়েঞ্জায় কলিকাতায় ৯ জন মারা গিয়াছে।

সন্তানলাভের প্রলোভনে হত্যাকাণ্ড।

পঞ্জাব-জলন্ধরের সেসন জজের এজলাসে ২৫ বৎসর বয়স্কা এক স্ত্রীলোক ৪ বৎসরের এক বালিকাকে হত্যা করায় অভিযোগে অভিযুক্ত হইয়াছিল। বিচারে স্ত্রীলোকটীর প্রাণদণ্ডের আদেশ হয়। সেই দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে লাহোর হাইকোর্টে আপীল করা হইয়াছিল। গত ২৯শে অক্টোবর হাইকোর্টের জজেরা আপীলের রায় বাহির করিয়াছেন। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ,—স্ত্রীলোকটীর ৯ বৎসর হইল বিবাহ হইয়াছে। স্ত্রীলোকটি একবার সন্তান প্রসব করিয়াছিল, সন্তানটি মারা গিয়াছিল। তাহার পর আর কোন সন্তান হইল না দেখিয়া সেই স্ত্রীলোকটি এক ওঝার পরামর্শ গ্রহণ করে। ওঝা উপদেশ দেয় যে, একটি বালিকাকে হত্যা করিয়া তাহার শবের উপর দাঁড়াইয়া স্নান করিলে মঙ্গলচণ্ডী প্রসন্না হইবেন এবং বন্ধ্যাত্ব ঘুচিয়া যাইবে। কোন প্রতিবেশীর ৪ বৎসর বয়স্ক এক বালিকা তাহাদের গৃহে খেলা করিতে আসিত। স্ত্রীলোকটী তাহাকে হত্যা করিয়া ওঝার কথা মত কাজ করে। স্ত্রীলোকটীর স্বামী সরকারী সাক্ষী হইয়া উক্ত সমস্ত ঘটনা প্রকাশ করিয়া দেয়। লাহোর হাইকোর্টের জজেরা ফাঁসীর আদেশ মকুব করিয়া আসামী স্ত্রীলোকটীর যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের আদেশ দিয়াছেন। —বঙ্গবাসী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২৭শে কার্ত্তিক বুধবার—১৩৩৬

লক্ষ্ণৌ সহরে সপার্ষদ শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী

পাঠকগণ অবগত আছেন, শ্রীগৌড়ীয়সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক, বিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পাত্ররাজ ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর নিত্যধর্ম্মের অমৃতবর্ষিণী-বাণী শ্রবণেচ্ছু কতিপয় সুকৃতিশালী সজ্জনের বিশেষ অনুরোধে গত ৪ঠা নভেম্বর নৈমিষারণ্য শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ হইতে লক্ষ্ণৌ সহরে শুভ-বিজয় করিয়া নিত্যধর্ম্ম সম্বন্ধে কয়েকস্থানে বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। তাঁহার বক্তৃতার সারমর্ম্ম সুপ্রসিদ্ধ পারমার্থিক সাপ্তাহিক-পত্র শ্রীগৌড়ীয়ে প্রকাশিত হইবে। এই বক্তৃতা-সম্বন্ধে লক্ষ্ণৌয়ের সুপ্রসিদ্ধ দৈনিক সংবাদপত্র 'ইণ্ডিয়ান-টেলিগ্রাফ' গত ৬ই, ও ৭ই নভেম্বর যাহা লিখিয়াছেন, আমরা নদীয়া প্রকাশ পাঠকবর্গের উৎকণ্ঠা নিবারণের জন্য নিম্নে তাহার বঙ্গানুবাদ প্রদান করিতেছি। উক্ত পত্রিকায় ৮ই ও ৯ই তারিখে যাহা প্রকাশিত হইয়াছে আমরা আগামী কল্য তাহার সারমর্ম্ম শ্রীনদীয়া-প্রকাশে প্রকাশ করিব।

— —

"শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী"

(ইণ্ডিয়ান টেলিগ্রাফ, ৬ই নভেম্বর)

আমরা আনন্দের সহিত সর্ব্বসাধারণের নিকট জ্ঞাপন করিতেছি যে, বঙ্গদেশস্থ প্রাচীন-নবদ্বীপ শ্রীধাম মায়াপুর বিশ্ব-বৈষ্ণবরাজসভার পরিচালক পূজ্যপাদ পরমহংস-পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ লক্ষ্ণৌ নগরে শুভাগমন করিয়াছেন। আমরা এই মহা-পুরুষকে সর্ব্বান্তঃকরণে অভিবাদন করিতেছি। তিনি প্রাচ্য এবং প্রতীচ্যের তুলনা-মূলক দর্শন এবং ধর্ম্ম-বিজ্ঞানের বিজ্ঞতম শিক্ষক এবং বর্ত্তমান অজ্ঞানান্ধকারাবৃত যুগে সনাতন অর্থাৎ বিশ্বজনীন একমাত্র পরম সত্য-ধর্ম্মের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রচারক। নিখিল ভারতে শুদ্ধা ভক্তির প্রচারকল্পে এবং আপামর সাধারণের নিকট ভক্তি সহজ-প্রাপ্য করিবার উদ্দেশ্যে তিনি এই পুণ্যভূমির বিভিন্ন প্রদেশে এ পর্য্যন্ত ৩৬টি মঠ স্থাপিত করিয়াছেন। এই মঠসমূহের মধ্যে কলিকাতা মহানগরীস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ সর্ব্ব-প্রধান এবং পৃথিবী-বিখ্যাত। জনপদ সকল পবিত্র করিবার উদ্দেশ্যে তিনি গত ১২ই অক্টোবর তারিখে কলিকাতার শ্রী সুপ্রসিদ্ধ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে যাত্রা করিয়া মন্দার, কানাইর নাটশালা, রাজগৃহ (রাজগিরি), নালন্দা, ফৈজাবাদ, নৈমিষারণ্য এবং করৌণা (সীতাপুর) প্রভৃতি তীর্থসমূহ তীর্থীভূত করিয়া গত ৪ঠা নবেম্বর সোমবার তারিখে প্রাতঃকালে এখানে পৌঁছিয়াছেন। মন্দার এবং কানাইর-নাটশালায় তিনি শ্রীশ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর পবিত্র পদাঙ্ক স্থাপিত করিয়াছেন।

নিমসার পরমহংসমঠ

শ্রীল প্রভুপাদ উপরিউক্ত মঠে চারি দিন অবস্থান করিয়াছেন। এই জেলার অনেক শিক্ষিত ভদ্রলোক প্রভুপাদের পাদমূলে উপবেশনপূর্ব্বক তাঁহার শ্রীমুখ-নিঃসৃত ভাগবত-ধর্ম্ম ও দর্শন সম্বন্ধীয় বাণীসমূহ শ্রবণ করিয়াছেন।

গত ১লা নভেম্বর তথায় বিরাট্ মহোৎসবের অনুষ্ঠান হয়; এতদুপলক্ষে এক প্রকাণ্ড এবং জাঁকজমকপূর্ণ মিছিল বাহির হয়। পাঁচটী সুসজ্জিত হস্তী, উষ্ট্র এবং সঙ্কীর্ত্তনদল এই মিছিলের প্রধান অঙ্গ-স্বরূপে ছিল। অপরাহ্ণে শত শত আগন্তুককে আকণ্ঠ পূরিয়া বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছিল।

—

করৌণা

তৎপর গোস্বামী মহারাজ করৌণা নামক গ্রামকে তাঁহার পদধূলি-দ্বারা পবিত্র করেন। তথায় স্থানীয় তালুকদার ঠাকুর সাহেব রঘুনন্দন সিং প্রমুখ তালুকদারগণ ও ভদ্রমণ্ডলী অতিশয় উৎফুল্ল মহ-সমারোহের সহিত সপার্ষদ শ্রীল প্রভুপাদকে সাদর আহ্বান ও অভিবাদন করেন। ঠাকুর সাহেব তাঁহার সুযোগ্য পুত্র ও আত্মীয়বর্গসহ প্রভুপাদের শুভাগমন উপলক্ষে,—দিবস-ব্যাপী মহামহোৎসবের অনুষ্ঠান করেন। এতদুপলক্ষে অপরাহ্ণে হিন্দী, উর্দ্দু এবং ইংরাজী ভাষায় বক্তৃতা হয়। এতদ্ব্যতীত সর্ব্বসময়েই হরিকথা-শ্রবণেচ্ছু সুকৃতিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ প্রভুপাদের পাদমূলে উপবেশনপূর্ব্বক ঔৎসুক্য সহকারে তাঁহার শ্রীমুখবাণী শ্রবণ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছে।

লক্ষ্ণৌ

পরমহংস ঠাকুর বর্ত্তমানে ১৯নং ষ্টেসন রোডস্থ বাংলোয় অবস্থান করিতেছেন। সুদূর ইউরোপ এবং আমেরিকা হইতেও সুবিজ্ঞ অধ্যাপকমণ্ডলী ভারতীয় ধর্ম্ম ও দর্শন-শাস্ত্র এবং এতৎসম্পর্কীয় ইতিহাস-সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিবার জন্য প্রভুপাদের নিকট সময় সময় আগমন করিয়া থাকেন। সুতরাং লক্ষ্ণৌ-বাসিগণ যে শ্রীল গোস্বামী মহারাজের শ্রীমুখ-নিঃসৃত অমৃতবর্ষিণী-বাণী শ্রবণের এই অচিন্ত্যপূর্ব্ব সুযোগ গ্রহণ করিয়া ধন্য হইবেন, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। এই নগরে তাঁহার প্রচার-প্রসঙ্গ শীঘ্রই বাহির হইবে। সর্ব্বসাধারণ বাংলো গৃহে প্রভুপাদের দর্শন লাভ এবং তাঁহার প্রচারিত বাণী কর্ণগোচর করিয়া চরিতার্থ হউন।

পরমহংস ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী

দি ইণ্ডিয়ান ডেলি টেলিগ্রাফ,
৭ই নবেম্বর

পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ লক্ষ্ণৌনিবাসী শ্রীযুক্ত সনৎকুমার বসু মহাশয়ের বাটীতে গত কল্য সন্ধ্যাকালে শ্রীমদ্ভাগবত সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়া সমবেত ভদ্রমণ্ডলীকে কৃতার্থ করিয়াছিলেন। ছোট আদালতের জজ মিঃ জে, এন, রায়, বহু ব্যবহারাজীবী এবং অন্যান্য বহু শিক্ষিত ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন। পরমহংস মহারাজ প্রথমতঃ গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্য এবং বিশেষত্ব সম্বন্ধে সংক্ষেপে এবং পরিষ্কারভাবে বুঝাইয়া বলেন যে, বুভুক্ষু কর্ম্মপন্থিগণ 'পুণ্য কার্য্যের উপর আত্মোৎকর্ষ নির্ভর করে'—এই মত পরিপোষণ করেন, মুমুক্ষু জ্ঞানপন্থিগণ ঈশ্বরের নির্ব্বিশেষত্ব প্রচার করেন। কিন্তু গৌড়ীয়-গণ তাদৃশ কোন পন্থাই স্বীকার করেন না; তাঁহারা অপ্রাকৃত বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন পরমপুরুষ শ্রীহরির কিঙ্কর অর্থাৎ পাঞ্চ-রাত্রিক ভৃত্য মাত্র। তাঁহারা শ্রীমদ্ভাগবত তদনুগত শুদ্ধভক্তিশাস্ত্র-প্রদর্শিত পথানুসারী। তাঁহাদের চিন্তার ধারা এইরূপ—"ধর্ম্ম যে স্ব অনুষ্ঠিত কর্ম্ম কখনই নহে, যে ধর্ম্ম পারিবেশ্যোপাসনার নাশ অর্থাৎ কৃষ্ণেতর বিষয়-বিরক্তি এবং অপ্রাকৃত বস্তুর প্রতি রুচি রূপ বৈরাগ্যের সৃষ্টি না করে, তাহা 'ধর্ম্ম' শব্দ বাচ্য নহে। আবার যে বৈরাগ্য সর্ব্বেশ্বরেশ্বর শ্রীভগবানের সর্ব্বতোমুখী সেবায় পর্য্যবসিত না হয়, তাহা বৈরাগ্য-পদ-বাচ্য নহে। (ভাঃ ১।২।৬) মানবের বিচার ধারা এইরূপ হইলেই মানবজীবনের সার্থকতা।

পরমহংস মহারাজের সংক্ষিপ্ত অথচ সারগর্ভ বক্তৃতায় শ্রোতৃগণ শ্রীচৈতন্যদেব এবং তাঁহার একান্ত অনুগত গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের শিক্ষার বিষয় সম্বন্ধে একটী নূতন আলোকে উদ্ভাসিত হইলেন। পরমহংস মহারাজই এই সম্প্রদায়ের একমাত্র সংরক্ষক এবং প্রধান পরিচালক। অতঃপর ত্রিদণ্ডি-স্বামী বন মহারাজ শ্রীনাম-সংকীর্ত্তনদ্বারাই যে জীবাত্মার শ্রীকৃষ্ণপদ প্রাপ্তি রূপ নিঃশ্রেয়স লাভ হয়, তাহা বলেন। স্বামীজী বুঝাইয়া দেন যে জীবাত্মা অণুচৈতন্য, পরমাত্মা বিভু চৈতন্য, জীব নিত্য কৃষ্ণদাস এবং নাম-নামী অভেদ তত্ত্ব। অতএব ইতর বাঞ্ছা পরিত্যাগ পূর্ব্বক অবিরত একমাত্র-শুদ্ধ নাম-

---

গানেই জীবের নিঃশ্রেয়স লাভ হয়। শ্রীনামেই শ্রীভগবানের সর্ব্বশক্তি নিহিত আছে।

শ্রীলপ্রভুপাদ পরমহংস শ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজের

অপ্রকট মহোৎসব

শ্রীচৈতন্য-মনোহভীষ্টস্থাপক, রূপানুগবর, বৈরাগ্য ও পারমহংস্য চারের মূর্ত্তিমান্ আদর্শ, স্বভজনবিজ্ঞ-প্রয়োজনাবতারী শ্রীভগবান্ গৌরকিশোরের কারুণ্য শক্তি শ্রীল গৌরকিশোরের অপ্রকট তিথি আজ। প্রাপঞ্চিক কালগণনার পঞ্চদশ বর্ষ পূর্ব্বে অর্থাৎ ১৩২২ বঙ্গাব্দ বা ৪২৯ গৌরাব্দে কার্ত্তিক মাসে শ্রীশ্রীদামোদরোত্থানৈকাদশী তিথির ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে শ্রীল বাবাজী মহারাজ তদীয় ঈশ্বরী কার্ত্তিকা দেবীর নিত্য সেবার জন্য গৌরলীলানিকেতন শ্রীনবদ্বীপান্তর্গত কুলিয়াখ্য কোলদ্বীপে প্রাকৃতলীলা সম্বরণ করিয়াছেন। শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার আকর মঠরাজ শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্য মঠ ও তাঁহার যাবতীয় শাখামঠে সুমেধাগণ আজ কীর্ত্তনমুখে তাঁহার সেই সুপবিত্র অপ্রকট-তিথির আরাধনা করিতেছেন। কোলদ্বীপে নূতন চড়ায় তাঁহার সমাধি-মন্দিরেও কীর্ত্তন-মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইতেছে।

বিপ্রলম্ভরস-রসিক বৈরাগ্যের মূর্ত্তবিগ্রহ পরমহংসকুলচূড়ামণি কৃপাবারিধি গৌরজনগণ শ্রীভগবানের নিরঙ্কুশ ইচ্ছায় জগজ্জীবের কল্যাণবিধানার্থ জগতে উদিত হন। আবার তাঁহারই ইচ্ছায় লোক-লোচনের নিকট প্রাকৃতলীলা গোপন করিয়া থাকেন। তাই সাধারণ বদ্ধজীবের ন্যায় তাঁহাদের সম্বন্ধে 'জন্ম' 'মৃত্যু' বলিয়া কোন শব্দ ব্যবহৃত হইবার পরিবর্ত্তে আবির্ভাব তিরোভাব বা প্রকট অপ্রকট শব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

শ্রীভগবান্ ভক্তগণের প্রতি কৃপা করিবার জন্য আশ্রয়গণের অবতারণ করাইয়া কোন কোন সময় বিষয় রূপে স্বয়ং অবতীর্ণ হন। এক-জগদ্গুরু-লীলাভিনয়কারী অদ্বয়-জ্ঞান শ্রীভগবানের প্রকাশ-বিশেষ করুণাবতার আশ্রয়গণই মহান্ত গুরুরূপে জগদ্গুর্ব্বণ-কার্য্য করেন। কেবল এক-জগদ্গুরুবাদের পক্ষপাতী হইয়া যাঁহারা এই মহান্ত গুরু স্বীকার করেন না, তাঁহারা মুখে সবিশেষবাদী বলিয়া পরিচিত হইতে চাহিলেও কার্য্যতঃ নির্ব্বিশেষবাদী হইয়া অদ্বয়জ্ঞানবিলাস বা বৈচিত্র্যের বিরোধী হন। মহান্ত গুরুও জগদ্গুরু। কেননা তাঁহারা "ব্রহ্মাণ্ড তারিতে শক্তি ধরে জনে জনে।" সকল মানুষ্যের চিত্ত আকা-

জ্ঞানময় বলিয়া সর্ব্বতোই অভিন্ন। অন্বয়জ্ঞান বিষ্ণু-বৈষ্ণবতত্ত্বই শ্রীভগবানের অসংখ্য নিত্য পার্ষদ, তাঁহাদের স্বার্থ একমাত্র কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তোষণ। যেখানে স্বার্থ এক এবং সেই স্বার্থের ভোক্তা মাত্র একজন, সেখানে দ্বন্দ্ব আসিতে পারে না। তাই 'আমার গুরু' 'তোমার গুরু' প্রভৃতি বাক্য-সমূহ দ্বন্দ্বময়-ছল প্রাপঞ্চিক ভূমিকা হইতে উদ্ভূত। বস্তুতঃ গুরুতত্ত্বে কোন ভেদ লক্ষিত হয় না। বাহ্যে ভক্তবেশ থাকিলেও অন্তরে বুভুক্ষু ও মুমুক্ষু গুরুব্রুবগণই নিজ নিজ অপস্বার্থের বশবর্ত্তী হইয়া ঐরূপ ভেদ প্রচার পূর্ব্বক জগতে এক মহা অশান্তির অনল প্রজ্বালিত করিয়াছে। উঁহারা আবার আমাদিগকে সত্য সত্য কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণপর মহান্ত গুরুগণের সহিত সমকক্ষ করিতে গিয়া নিজ-জড়-সমস্বরূপী হয়। আমরা তাদৃশ গুরুব্রুবগণকে আমাদের পরমগুরুদেব গৌরকিশোরৈক-প্রাণ বৈরাগ্যের মূর্ত্ত বিগ্রহ শ্রীল গৌরকিশোরের সমান আসনে বসাইতে গুরুবজ্ঞা বলিয়া জানিলে যাঁহারা তাঁহার অত্যদ্ভুত রাধাগোবিন্দ-সেবা-প্রবৃত্তি ও অতুলনীয় বৈরাগ্যের আদর্শানুসরণের প্রয়োজনকে বহুমানন করেন না, আমরা তাঁহাদের সঙ্গ নিতান্ত অপ্রয়োজনীয় বোধে পরিহার পূর্ব্বক গৌরকিশোরৈক-সর্ব্বস্বগণের সহিত সম্বন্ধ-যুক্ত হইয়া গৌরকিশোরের ভক্তিসিদ্ধান্তবাণীর সম্যক্ কীর্ত্তন-সেবা-দ্বারা সচ্চিদানন্দ-ভক্তিবিনোদন রূপ পরম প্রয়োজন-লাভের নিমিত্ত গৌরকিশোরের শ্রীচরণে প্রার্থনা জ্ঞাপনই আমাদের অধিকার এক-মাত্র উৎসব জ্ঞান করিতেছি। গৌর-বিহিত শ্রীনাম-সংকীর্ত্তন-বহুল যজ্ঞদ্বারাই এই অপ্রকট তিথির আরাধনা হইয়া থাকে।

স্বয়ংকৃষ্ণই গুরু-রূপে অবতীর্ণ হইয়া প্রপঞ্চাগত জীবগণকে তৎপ্রাপ্তির উপায় বলিয়া দেন। সেই গুরুদেবের অন্তর্যামী ও ভক্তশ্রেষ্ঠ—এই দুই রূপ। তিনি ভক্ত্যুন্মুখিসুকৃতি-সম্পন্ন জীবের অন্তরে অন্তর্যামী বা চৈত্ত্যগুরুরূপে অবস্থান করিয়া জীবকে কৃষ্ণসেবা-প্রাপ্তির উপায় স্বরূপ ভক্তশ্রেষ্ঠ বা মহান্ত গুরু-পাদাশ্রয়ের বুদ্ধিযোগ প্রদান করেন। চৈত্ত্যগুরু রূপে তাঁহার সম্মুখ-সাক্ষাৎকার লাভ হয় না বলিয়া তিনিই বাহিরে মহান্ত-গুরুরূপে আবির্ভূত হন। শ্রীভগবান্ গৌরকিশোরের আশ্রয়-বিগ্রহ-স্বরূপ সেই মহান্ত গুরু-রূপে অবতীর্ণ হইয়া যিনি আমাদিগকে "নিরন্তর হরিভজন কর, জীবের নিরন্তর হরিভজন ব্যতীত অন্য কোন কর্ত্তব্য নাই, থাকিতে পারে না বা হইতে পারে না; হরিভজন ব্যতীত অপর কোন কর্ত্তব্য আছে—এইরূপ জ্ঞান বা ধারণা মায়া।" এই কৃষ্ণেতর বিষয়-বৈরাগ্য ও কৃষ্ণবিষয়ানুরক্তি রূপ বৈরাগ্যের মহামন্ত্র প্রদান করিয়াছেন, সেই গৌর-জন গৌরকিশোরের কোন দিনই প্রাকট্যের অবসান নাই। কিন্তু ভক্ত্যুন্মুখি-সুকৃতি-পুঞ্জের অভাবে প্রপঞ্চাভিমান-হেতু প্রাপঞ্চিক ধারণা-মূলে প্রকটাপ্রকট-ভেদ-বিচার বর্ত্তমান কালে আমাদের হৃদয়ে প্রবল। অপ্রকটে বিপ্রলম্ভ ও প্রাকট্যের অবিচ্ছিন্ন স্মৃতি বর্ত্তমান বলিয়া মহান্ত গুরুর অপ্রকট লীলা-স্মৃতি-দিবস তাঁহারই প্রকট লীলার ঔজ্জ্বল্য বিধান করে। পরম পুরুষের জন্য জীবাত্মার সংজ্ঞা বিরহগত যে স্বাভাবিক ভাব, তাহারই নাম বিপ্রলম্ভ বা বিরহ। এই বিরহে প্রাপঞ্চিক অভাবজনিত শোকাদিরূপ কোন হেয়তা নাই। সাধারণ বদ্ধজীবের যে প্রাকৃত বিরহ, তাহা দেহ মনের সুখাভাব লইয়া। কিন্তু এই অপ্রাকৃত বিরহে পরম পুরুষের সহিত একটি সাক্ষাৎ সংযোগ বর্ত্তমান। ইহা বুঝিতে না পারায় জীব হয় ভোগী, না হয় ফল্গু ত্যাগী হইয়া আত্মবিনাশ লাভ করে। সুতরাং যুক্তবৈরাগ্যের মূর্ত্ত আদর্শ গৌর-জন শ্রীল গৌরকিশোরের বিরহ-তিথির আরাধনায় শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীচরণে আমাদের সাক্ষাৎসংযোগের আশা আছে। আমরা সাধারণতঃ জাগতিক বস্তুর বিরহেই যখন দেখিতে পাই,—মানুষ, বিদ্যা-ধন কুলগৌরবাদিতে যতই না কেন মত্ত হউক, যতই না অহঙ্কারী হউক, যতই না কেন ভোগ-লিপ্সায় হউক, ঐ বস্তুর বিরহ তাহার ভোগ-সুখ, অহঙ্কার প্রভৃতিকে অন্ততঃ কিছুকালের জন্যও অন্তর্হিত করে এবং সেই বস্তুর নাম, রূপ, গুণাদি কীর্ত্তনে রত করে; তখন যে "শ্রীভগবান্ ও তদীয় নিজজনের সঙ্গচ্যুত হইয়া—তাঁহাদের সেবানন্দ বঞ্চিত হইয়া আমরা কতদিন স্বদেশ হইতে অতি দূরে মায়ার রাজত্বে কাম-ক্রোধাদি-শত্রু-কবলে পড়িয়া অতি নিষ্করুণ ভাবে নির্য্যাতিত হইতেছি, আমাদের দুঃখ দৈন্য দর্শনে মায়া-রাক্ষসীর হৃদয় বিন্দুমাত্রও আর্দ্র হয় না"—এই সমস্ত কথা ভাবিয়া জীবের শ্রীভগবান্ ও তদীয় নিজজনের সঙ্গলাভ নিমিত্ত অপ্রাকৃত বিরহ উপস্থিত হইলে জীব তৃণাপেক্ষা সুনীচ, তরুর ন্যায় সহিষ্ণু অমানী, মানদ হইয়া সর্ব্বদা শ্রীভগবান্ ও তাঁহার নিজ-জনের নাম রূপ-গুণলীলাদি কীর্ত্তনে নিযুক্ত হইবেন, তাহাতে আর সন্দেহ কি আছে? তবে জড় বিরহ-শূন্য হইয়া তাদৃশ অপ্রাকৃত বিরহানুভূতিলাভ জীবের মহাসৌভাগ্য-ফলেই হইয়া থাকে। বিরহতিথির আরাধনা ব্যতীত জীবের প্রাপঞ্চিক ভোগ স্পৃহা কখনই দূরীভূত হইতে পারে না, জীব বিপ্রলম্ভরসাবতার ঔদার্য্য-প্রধান মাধুর্য্য বিগ্রহ শ্রীভগবান্ গৌরসুন্দরের বিপ্রলম্ভলীলা-বৈশিষ্ট্য উপলব্ধি করিতে না পারিয়া গৌরনাগরী বা গৌরভোগী হইবার দুর্ভাগ্য বরণ করেন। বিপ্রলম্ভ-রসাবতার গৌরসুন্দরের ভক্তগণ সকলেই বিপ্রলম্ভরসিক, তাঁহারা সর্ব্বক্ষণ গৌর এবং গৌরজন-বিরহে কাতর হইয়া তাঁহাদের শ্রীচরণে অশেষ বিলাপ-কুসুমাঞ্জলি প্রদান করেন। তাই শ্রীল ঠাকুর মহাশয় গাহিয়াছেন—

যে আনিল প্রেমধন করুণা প্রচুর।
হেন প্রভু কোথা গেলা আচার্য্য ঠাকুর॥
কাঁহা মোর স্বরূপ রূপ কাঁহা সনাতন।
কাঁহা দাস রঘুনাথ পতিতপাবন॥
কাঁহা মোর ভট্টযুগ, কাঁহা কবিরাজ।
এক কালে কোথা গেলা গোরা নটরাজ॥
পাষাণে কুটিব মাথা অনলে পশিব।
গৌরাঙ্গ-গুণের নিধি কোথা গেলে পাব॥
সে সব সঙ্গীর সঙ্গে যে কৈল বিলাস।
সে সঙ্গ না পাঞা কাঁদে নরোত্তম দাস॥

আমরাও যেন আজ ঠাকুর মহাশয়ের আনুগত্যে ঐরূপ শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের বিরহতিথির আরাধনা করিয়া তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে বিলাপ-কুসুমাঞ্জলি অর্পণ করিবার যোগ্যতা লাভ করি। বিপ্রলম্ভ-রসের পরিপোষ্টা শ্রীল বাবাজী মহারাজের অতুলনীয় কৃষ্ণসেবানন্দময়ী চেষ্টা তাঁহারই ভক্তিসিদ্ধান্তবাণীর একান্ত আনুগত্য ব্যতীত কখনই উপলব্ধির বিষয় হইতে পারে না। শ্রীশ্রীবাবাজী মহাশয়ের অভিন্ন-বিগ্রহ মদীয় আচার্য্যদেব ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজই বাবাজী মহাশয়ের অতিগূঢ় অলৌকিকী কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণচেষ্টা ধরিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহার কৃপা ব্যতীত অবধূতাগ্রগণ্য বাবাজী মহাশয়ের বৈরাগ্য কাহারও বুঝিবার সাধ্য [নাই।] প্রভুপাদ বাবাজী মহাশয়ের সম্বন্ধে আমাদিগকে কৃপা করিয়া জানাইয়াছেন—

"তাঁহার গলদেশে তুলসীমালা, হস্তে নির্ব্বন্ধ নামসংখ্যার জন্য তুলসীমালা এবং কতিপয় বঙ্গভাষায় লিখিত শ্রীগ্রন্থ আমি দেখিয়াছি। কোন কোন সময়ে গলদেশে মালা নাই, হস্তে সংখ্যা রাখিবার তুলসী-মালার পরিবর্ত্তে ছিন্ন বস্ত্রগ্রন্থি-মালা, উন্মুক্ত কৌপীন, নগ্নভাব, কারণ-রহিত বিতৃষ্ণা ও পারুষ্য প্রভৃতি অনেকানেক দৃশ্য আমার নয়নগোচর হইয়াছে। তাঁহাকে দেখিয়াও অনেক অর্ব্বাচীন, অনেক চতুর সমীচীন, বালক বৃদ্ধ, পণ্ডিত মূর্খ, ভক্তাভিমানী ব্যক্তিগণ তাঁহার দর্শন লাভ করিতে পারেন নাই। এইটী কৃষ্ণভক্তের বৈশিষ্ট্য। কত শত অন্যাকাঙ্ক্ষী তাঁহার নিকট নিজ নিজ ক্ষুদ্র অভিলাষের পরামর্শ পাইয়াছেন সত্য, কিন্তু সেই উপদেশগুলিই তাঁহাদের বঞ্চনাকারক। * * নিষ্কপটী হওয়াই যে সত্য, তাহা তাঁহার অনুষ্ঠানে অভিব্যক্ত হইয়াছে। তিনি শাস্ত্রে শিক্ষিত ব্যক্তিগণের ন্যায় 'অনিরূঢ়' না থাকিলেও শাস্ত্রের মূল লক্ষীকৃত বিষয়ে পারদর্শী ছিলেন। তাঁহার অকৃত্রিম সেবা-ফলে তিনি সর্ব্বজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন।

* * * *

এই পরমহংসদেব নিরন্তর কৃষ্ণভক্তিতেই প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি নিষ্কিঞ্চন সুতরাং প্রতিষ্ঠার আশা তাঁহাকে স্পর্শ করিতে কোন দিনই সমর্থ হয় নাই। তাঁহার প্রতিপক্ষী বিরোধী ব্যক্তির প্রতি কোন বিতৃষ্ণা ছিল না। কৃপা-পাত্রের প্রতিও কোন বাহ্য অনুগ্রহ-প্রদর্শন ছিল না। তিনি বলিতেন, আমার বিরাগ-ভাজন বা প্রীতিভাজন জগতে কেহই নাই। সকলেই আমার সম্মানের পাত্র। আরও এক অলৌকিক কথা এই যে, শুদ্ধভক্তি-ধর্ম্ম-বিরোধী ছলধর্ম্মপরায়ণ অনেকগুলি প্রাকৃত লোক কিছু না বুঝিয়া সর্ব্বদা তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া থাকিত এবং আপনাদিগকে তাদৃশ সাধুর স্নেহপাত্র জ্ঞান করিয়া কুবিষয়ে প্রমত্ত ছিল। কিন্তু তিনি তাহাদিগকে প্রকাশ্যভাবে দূরে ত্যাগ করেন নাই। আবার তাহাদিগকে কোন প্রকারে গ্রহণও করেন নাই।"—(সজ্জনতোষণী ১৯শ বর্ষ ৫ম সংখ্যা)।

বাবাজী মহাশয় নির্বিকারী অবধূতের ন্যায় জগতে বিচরণ করিলেও তাঁহার আদর্শ বৈষ্ণব জীবনই গোষ্ঠানন্দীর ন্যায় প্রচার-কার্য্য করিয়াছে। তিনি কপট, স্ত্রীসঙ্গী ও প্রাকৃত সহজিয়াগণের অসাধু আচরণের কখনও প্রশ্রয় দেন নাই। তিনি দেব-সেবার প্রদত্ত সম্পত্তি আত্মসুখার্থ ভোগদখলকারী দাম্ভিক দেবলগণের নিবেদিত অন্ন কোন দিনই গ্রহণ করেন নাই অথচ ব্রাহ্মণগণের অতি অস্পৃশ্য নীচকুলোদ্ভূত ব্যক্তিকে অপ্রাকৃত নামনামী জ্ঞানে তাঁহার 'জুতা' গ্রহণ করিয়া আদর্শ নামনামী ভক্ত-ভাগবতের লীলা প্রদর্শন করিয়াছেন। কোন ভাগবত-ব্যবসায়ী, অর্থ ও প্রতিষ্ঠা-লোভী পাঠকের মুখে তিনি ভাগবত শ্রবণ করেন নাই, বলিতেন, উঁহারা ভাগবত পাঠের পরিবর্ত্তে 'টাকা' 'টাকা' পাঠ করে। গৌরভক্তের বেষ গ্রহণপূর্ব্বক ধামাপরাধী, নামাপরাধী, নাম-মন্ত্র বিগ্রহ-ব্যবসায়ী, কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা-লোলুপ ব্যক্তিদিগের বিষয় চেষ্টা বিষ্ঠার সহ তুলনা করা হইয়াছে, দেখাইবার জন্য তিনি বাহ্যদর্শনে কুলিয়ার ধর্ম্মশালার সাধারণ বিষ্ঠা বিসর্জ্জনের স্থানে ছয়মাস কাল বাস করিয়াছিলেন। ইহাতে বৈষ্ণব-সজ্জায় বঞ্চক ও বঞ্চিত সমাজ তাঁহার দুর্ল্লভ সঙ্গ হইতে বঞ্চিত হইয়া বিষয়-বিষ্ঠাগর্ত্তের কীটত্ব লাভের সুযোগকেই বহুমানন করিল আর ভাগ্যবান্ জনগণ তাঁহার অত্যদ্ভুত কৃষ্ণবিরহ-বিধুরতা উপলব্ধি করিয়া তাদৃশ জড় বিষয়-ভোগে ধিক্কার প্রদান পূর্ব্বক বাবাজী মহাশয়ের ভক্তি-সিদ্ধান্তবাণীর আনুগত্য স্বীকার দ্বারা জীবন ধন্য করিলেন। বাবাজী মহাশয়কে অনেকে টাকা ও মূল্যবান্ শাল, বস্ত্র প্রভৃতি দিতে আসিতেন, কিন্তু কৃপাপূর্ণময়

বাবাজী মহারাজ শ্রীল-রূপগোস্বামি-চরণ-সুত, শ্রীহরির বৈরাগ্যানুক্রোক্ত—

"অশ্নীমহি বয়ং ভিক্ষামাশাবাসো বসীমহি।
শয়ীমহি মহীপৃষ্ঠে কুর্বীমহি কিমীশ্বরৈঃ॥"

(ভঃ রঃ সিঃ দঃ ৪।১৭)

[ভগবৎসম্বন্ধজ্ঞান লাভ করিতে পারিলে, যদি ভিক্ষায় ভোজন করিতে হয়, দিগ্বসনে থাকিতে হয় এবং ভূমিতলে শয়ন করিতে হয়, তাহাও শ্রেয়ঃ, তথাপি রাজাদিগের সেবার কোন প্রয়োজন নাই] — এই শ্লোকের উদ্দিষ্ট বৈরাগ্য স্বীয় আচরণদ্বারাই পরিস্ফুট করিতেন। শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের কৃষ্ণবিরহোদ্দ অপ্রাকৃত বৈরাগ্যচেষ্টা অনুসরণের পরিবর্ত্তে অনুকরণ-প্রয়াস করিতে গিয়া অনেক অর্ব্বাচীন জড় প্রতিষ্ঠাকাঙ্ক্ষী-মুখে নরকগতি লাভ করিয়াছে।

বাবাজী মহাশয় ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অভিন্ন-সুহৃদ্ ছিলেন, তিনি মধ্যে মধ্যে কুলিয়া হইতে আসিয়া ঠাকুরের ভজনস্থলী শ্রীগোদ্রুমে স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জে অবস্থান পূর্ব্বক ঠাকুরের সঙ্গলাভ করিতেন। লৌকিক ভাগবত-পরম্পরা যাঁহাদের আলোচ্য, তাঁহাদের জন্য লিপিবদ্ধ করা যায় যে, তিনি শ্রীমাথুরমণ্ডলের শ্রীসূর্য্যকুণ্ড-বাসী শ্রীভাগবত দাস বাবাজী মহাশয়ের নিকট কৌপীন গ্রহণ করেন; শ্রীভাগবত দাস শ্রীল জগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজের বেষের শিষ্য বলিয়া পরিচিত। বাবাজী মহাশয় ফরিদপুরের অন্তর্গত পদ্মাবতী নদী-তীরবর্ত্তী চাপাগোলা নামক স্থানের অন্তর্গত বাগ্‌যান নামক একটি গণ্ডগ্রামে বর্ত্তমান সময় হইতে ন্যূনাধিক ৯৫ বৎসর পূর্ব্বে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তিনি ২৯ বৎসর যাবৎ গৃহাবস্থান লীলা করেন, তৎপর নানাতীর্থ পাদভ্রমণপূর্ব্বক বেষাশ্রয় করিয়া ৩০ বৎসর কাল ব্রজমণ্ডলে অবস্থান করেন। অতঃপর সিদ্ধ মহাত্মা শ্রীল জগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজের ইচ্ছায় বাংলা ১৩০০ সালে গৌড়মণ্ডলে আগমন করেন এবং মহাপ্রস্থান-কাল পর্য্যন্ত শ্রীধাম নবদ্বীপের ভিন্ন ভিন্ন পল্লীতে বাস করেন। শ্রীক্ষেত্রে শ্রীল স্বরূপদাস বাবাজী, কালনার শ্রীল ভগবানদাস বাবাজী এবং কুলিয়ার শ্রীচৈতন্যদাস বাবাজী মহারাজগণের সহিত তাঁহার বিশেষ পরিচয় ছিল। এতদ্ব্যতীত ব্রজমণ্ডলের সকল মহাত্মাই বাবাজী মহাশয়কে জানিতেন। বাবাজী মহাশয় শ্রীধাম মায়াপুরে অনেক সময় আসিয়া ভজন করিয়াছেন।

শ্রীল বাবাজী মহারাজের অত্যদ্ভুত কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণচেষ্টা ও তাঁহার অমিয়মাখা চরিত-কথা বর্ণনে আমাদের লেখনী সম্পূর্ণ অসমর্থা বলিয়া আমরা বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে তাঁহারই অভিন্ন-বিগ্রহ মদীয় আচার্য্যদেবের ও তাঁহার একান্ত অনুগতজনের শ্রীমুখ-নিঃসৃত ও লেখনী-প্রসূত শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবাণীর আশ্রয়প্রার্থী হইয়াছি। অপার সংসার-সাগর-বক্ষে, কাম-ক্রোধাদি নক্র-মকর-কবলিত অস্মদ্দৃশ অভাজনগণের পক্ষে শ্রীশ্রীগৌরকিশোরের সর্ব্বানর্থ-বিধ্বংসিনী ভক্তিসিদ্ধান্তবাণীর কীর্ত্তন-সেবাদ্বারাই হে শ্রীচৈতন্যমনোঽভীষ্ট প্রচারক মহাভাগবতবর শ্রীগৌরকিশোর প্রভো, তোমার অপ্রাকৃত ভজন-গাম্ভীর্য্য উপলব্ধির বিষয় হইতে পারে। আমরা যেন সর্ব্বক্ষণ নিষ্কপটে আমাদের পতিতপাবন গুরুদেবের ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী কীর্ত্তন-প্রভাবেই তোমার বিরহস্মৃতি হৃদয়ে জাগরূক রাখিতে পারি। হে প্রভো, নানা অনর্থপ্রপীড়িত আমাদিগের প্রতি আজ এই কৃপাই বিধান কর। হে শুদ্ধভক্তিসাম্রাজ্যের সম্রাট্, অসংখ্য তোমার শ্রীপাদপদ্মে পুনঃ পুনঃ প্রণতি জ্ঞাপন করিতেছি।

শ্রীগৌড়ধামাশ্রিত-শুদ্ধভক্তং
কৃপাম্বুধাম্বং নিরবদ্যরূপম্।
বৈরাগ্যধর্ম্মোজ্জ্বলবিগ্রহং তং
বন্দে প্রভুং গৌরকিশোর-সংজ্ঞম্॥

অদৃষ্ট মন্দ

আমি আমার মনের খেয়াল অনুসারে চলিতে চাহিলেও আমার অদৃষ্ট সেভাবে চলিতে দেয় না। আমার স্বকৃত কর্ম্মই আমার বর্ত্তমান জন্মের এবং স্বভাবও সংস্কারের কারণ।

প্রকৃতির ত্রিগুণই প্রাকৃত রাজ্যে সমস্ত কার্য্যই করিতেছে। অবশ্য ইহাতে ঈশ্বরের অধ্যক্ষতা আছে। মধ্যস্থলে আমি একাকী সেই কর্ম্মের কর্ত্তা, এই অভিমানে মত্ত হইয়াছি। আমার এই দুরন্ত-মোহ ভুবনে ভবানী-ভর্ত্তা হইবার ভাবনা বৃদ্ধি করিলেও সকল-মঙ্গলাকর শ্রীভব ত্রিতাপ যন্ত্রণারূপ ত্রিশূলধারী দ্বারা আমার সে অভিমানরাশি ভস্মে পরিণত করিবার জন্য সর্ব্বক্ষণ সচেষ্ট আছেন। আমি ভগবদ্‌বিমুখ হইলেও শ্রীভগবান্ আমার প্রতি উদাসীন নহেন। সর্ব্বত্র সর্ব্বক্ষণ সর্ব্বদা অবস্থিত থাকিয়া আমাকে উন্মুখ করিবার জন্য উদ্‌গ্রীব আছেন।

শ্রীভগবান্ শাস্ত্ররূপে আমার নিকট উপস্থিত হইয়া তদীয় স্মৃতি উদয় করাইতেছেন। বিশ্বম্ভরের প্রজাপালনের শাসন-বাণী বা আজ্ঞা,—অশিষ্ট আমরা আমাদিগকে শিষ্ট হইবার জন্যই বলিতেছেন। অজ্ঞানমুগ্ধ আমরা, আমাদের সৎজ্ঞান সুপ্ত থাকিলেও শুদ্ধ ভগবান্ আমাদের সেই জ্ঞান সুপ্ত অবস্থায় থাকিতে না দিয়া সুব্যক্ত করিয়া দিয়াছেন। দয়াময়ের এত দয়ায়ও আমার মায়া-ভোগবাসনা হৃদয়ে জাগিল না! হায়! হায়! আমার অদৃষ্ট বড়ই মন্দ।

আমি বড়ই অসৎ। সচ্চিদানন্দ ভগবানের অংশ হইয়াও স্বস্বরূপের অপ্রাপ্তিতে আমার অসত্যেরই প্রবলতা। নিত্য উপাদেয় বস্তু ত্যাগ করিয়া আজ অনিত্য অনুপাদেয় বস্তুর পশ্চাতে প্রধাবিত হইতেছি। এহেন পামরের প্রতি প্রভু আমার কৃপালু হইয়া আত্মসম ভক্তবৃন্দকে আমার উদ্ধারের জন্য অবনীতে পাঠাইয়াছেন। প্রভু প্রেরিত বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহ বৈষ্ণবগণ আমাকে বিষয় বিষ্ঠাগর্ত্ত হইতে উদ্ধার করিয়া আলোকে লইবার জন্য আমার সম্মুখে লোকাতীত চরিত্রের আদর্শ দেখাইলেও হতভাগ্য আমি, সে আদর্শ গ্রহণে বিমুখ হইলাম। মনুষ্য বিশেষ আদর্শ না দেখা পর্য্যন্ত কোন বিশিষ্ট কার্য্যে ব্রতী হইতে পারে না সত্য, কিন্তু আমি আমার সম্মুখে আদর্শ থাকিতেও কিছুই করিতে পারিলাম না। আমার অদৃষ্ট মন্দ তাই প্রাপ্তরত্ন হারাইলাম।

বৈষ্ণব বাঞ্ছাকল্পতরু

(শ্রীপাদ রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিরত্ন)

কল্পতরু বলিলে আমরা বুঝিয়া থাকি, যে যাহা চায়, সে তাহাই পায়। আমরা ভবরোগে বিকারগ্রস্ত রোগী, কুপথ্যগুলির আমরা শয়নে স্বপনে আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকি। কোনগুলি কুপথ্য ও কোনগুলি যে সুপথ্য, তাহাও আমাদিগের জানা নাই। অর্থাৎ যাহা আপাত আরামপ্রদ তাহাই ভালবাসি, তাহাই চাই। ইহাতে যে আমাদের রোগ উত্তরোত্তর পরিবর্দ্ধিত হইয়া আমরা আসন্ন মৃত্যুর কবলে কবলিত হইতে বসিয়াছি, তাহা বুঝিবার মত সংজ্ঞাও আমাদিগের নাই।

তাই সময় সময় বাঞ্ছা অর্থাৎ অভিলাষ পূর্ত্তির সুবিধা অন্যত্র না পাইয়া বৈষ্ণবঠাকুরের বাঞ্ছাকল্পতরু নামের পরীক্ষক সাজিয়া তাঁহাদিগের চরণে শরণাগতের ভাণ করিয়া থাকি। হঠাৎবশতঃ যদি দৈবাৎ কোনও অজ্ঞাত সুকৃতি-দ্বারা কিছু স্বাস্থ্য পরিবর্ত্তন ঘটে, তাহা হইলে বাস্তবিকই বৈষ্ণবঠাকুর যে বাঞ্ছাকল্পতরু, এ কথাটি বুঝিবার সৌভাগ্য উপস্থিত হয়। নতুবা চিজ্জড় সমন্বয়বাদে প্রাকৃত সহজিয়া থাকিয়া, বৈষ্ণবকে পরীক্ষা করিতে যাইয়া, বৈষ্ণবচরণে অপরাধ করিয়া আরও সুদূরে নিক্ষিপ্ত হই ও যথাস্থানে প্রত্যাগত হইবার [illegible] না হই।

বৈষ্ণবঠাকুর বাঞ্ছাকল্পতরু অথবা কল্যাণকল্পতরু নামে অভিহিত। আমি যে বাঞ্ছাময়ীর অঞ্চল ধরিয়া পুনঃপুনঃ অগম্য গর্ত্তে পতিত হইয়া স্বীয় কল্যাণ-ফললাভে বঞ্চিত থাকিতেছি; সেই বাঞ্ছা বা অভিলাষরূপ অমঙ্গল-বিষবৃক্ষ ছেদন করতঃ নিত্যকল্যাণ প্রদান করাই বৈষ্ণবঠাকুরের বাঞ্ছাকল্পতরু ও কল্যাণ-কল্পতরু নামের সার্থকতা। যাবতীয় বাঞ্ছা শুদ্ধ হইয়া একমাত্র বৈষ্ণব-সেবাভিলাষই প্রবল হয়; তাই বৈষ্ণবঠাকুর বাঞ্ছাকল্পতরু নামে অভিহিত।

বৈষ্ণব কৃপাসিন্ধু

আমরা কোন একটী বৃহদ্বস্তুর উপমা সংগ্রহ করিতে যাইয়া পর্ব্বত ও সমুদ্রকেই তুলাদণ্ডে আনিয়া স্থাপন করিয়া থাকি। পর্ব্বত অপেক্ষা উচ্চ, সমুদ্র অপেক্ষা গভীর আর কোনও বস্তু এই পরিদৃশ্যমান জগতে পাওয়া যায় না। তাই বৈষ্ণব ঠাকুরদিগকে খুব বড় বুঝাইতে যাইয়া সিন্ধু বা সমুদ্রের সহিত তুলনায় ভাষাবদ্ধ স্বয়ং বৈষ্ণব ঠাকুরগণই করিয়াছেন। সেই জন্য বুঝিতে হইবে না জাগতিক সমুদ্রের ন্যায় বৈষ্ণব ঠাকুরের কৃপার একটা অবধি আছে, মাপিয়া লওয়া যাইতে পারে, অথবা সমুদ্রের জোয়ার ভাটার ন্যায় বৈষ্ণব ঠাকুরের কৃপার হ্রাস বৃদ্ধি ঘটে। বৈষ্ণব ঠাকুরের এমন অনন্যোদয় কৃপার তুলনা বৈকুণ্ঠেও মিলে না বলিয়া বৈষ্ণব মাহাত্ম্য অবগত হওয়া যায়। বৈষ্ণবের মহিমা বৈষ্ণবই জানেন; অবৈষ্ণবগণ বৈষ্ণবের মহিমা বা কৃপা-সমুদ্রের একটী বিন্দুও স্পর্শ করিতে সমর্থ নহেন।

জগতের কোটী কোটী সমুদ্র যাঁহার কৃপা-সমুদ্রের একটী মাত্র কণা ধারণে অক্ষম, সেই বৈষ্ণব ঠাকুর কত বড় কৃপাসিন্ধু! যাঁহার এক বিন্দুতে ব্রহ্মাণ্ড ভাসাইয়া দিতে পারে।

হায়! আমি অতি মন্দমতি দুরদৃষ্ট; তাই এহেন বৈষ্ণবে প্রাকৃত বুদ্ধি [illegible] সিন্ধুর তীরে বাস করিয়াও পিপাসায় ছট্‌ফট্ করিতেছি। [illegible] সিন্ধুর এক-বিন্দু কৃপাও [illegible] করিবার শক্তি [illegible] যোগাড় আমার হইতেছে না।

পর-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

সম্প্রতি পর বিদ্যাপীঠে নিম্নলিখিত শিক্ষণীয় বিষয়নিচয়ের অধ্যাপকের আসন সমূহ সংস্থাপিত হইয়াছে—বিদ্যার্থিগণ আবেদন করুন।

১। সাহিত্যাসন, ২। ঐতিহ্যাসন,
৩। সম্প্রদায়বৈভবাসন, ৪। ভক্তিশাস্ত্রাসন,
৫। তত্ত্বশাস্ত্রাসন, ৬। বেদান্তাসন,
৭। একায়নাসন।

শ্রীনন্দলাল রায় বি, এ, কাব্যতীর্থ, বিদ্যাসাগর,
সম্পাদক—পরবিদ্যাপীঠ, শ্রীধাম মায়াপুর।

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

শ্রীগৌড়ীয় পত্রিকা কার্য্যালয় হইতে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৪০৲ চল্লিশ টাকা।

২৭২৪ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে,
সপ্তচত্বারিংশ খণ্ডে সূচী ছাপা হইতেছে।

৪৬শ খণ্ড গ্রাহক নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে ১৫৷৶০ সাধারণ পক্ষে ২০৸৶০। প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ৷৵০, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ৷৴০।

দশম স্কন্ধ ছাপা হইতেছে। দশম স্কন্ধের সংখ্যা ১২, অগ্রিম সাধারণের পক্ষে ৮৲।

৫০ অধ্যায়পর্য্যন্ত নবম সংখ্যা ছাপা হইয়াছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

"শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত"

সম্পূর্ণ ছাপা শেষ হইয়াছে

আদি, মধ্য, ও অন্ত্যলীলা এবং সূচী ছাপা হইয়া সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছেন। যাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ১০৲ টাকা ভিক্ষার তৃতীয় সংস্করণ ৪৲ টাকায় না পাইয়া অপূর্ব্ব সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের জন্যই উহার ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছেন। সেই ১০৲ টাকার এই বিরাট গ্রন্থ নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা পূর্ণ না হওয়া পর্য্যন্ত ৫৲ টাকা ভিক্ষায় দেওয়া হইবে। গ্রাহকগণ সত্বর হউন পরে আর এ সুযোগ দেওয়া হইবে না।

শ্রীচৈতন্য লীলার ব্যাস আদিকবি

শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র গ্রন্থ ৮৲ স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲
নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪৷০ টাকা

শ্রীচৈতন্য মঠের যাবতীয় গ্রন্থ

কার্য্যাধ্যক্ষ, গ্রন্থ-বিভাগ, শ্রীচৈতন্য মঠ
পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া
—অথবা—
শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা
ঠিকানায় পাওয়া যাইবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য —ডাকে লইলে শ্রীচৈতন্য মঠের ঠিকানায় লিখিবেন।

উড়িয়া ভাষায় প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

যে সব উৎকলবাসী ভক্তগণ বাংলা পড়িতে জানেন না, তাঁহাদের শ্রীশ্রীমহা[illegible] প্রচারিত পরম উপাদেয় ভক্তি-কথা জানিবার সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত [illegible] শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে উড়িয়া-ভাষায় নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হইয়াছে। বাংলা গ্রন্থের তুলনায় উড়িয়া গ্রন্থগুলির ভিক্ষাও অপেক্ষাকৃত অল্প।

গ্রন্থের নাম	ভিক্ষা
শ্রীহরিনাম চিন্তামণি, প্রতিখণ্ড	৷০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	১৲
সাধন পথ (শ্রীমহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টক), প্রতিখণ্ড	৷০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৷০
কল্যাণ কল্পতরু প্রতিখণ্ড	৵০
একত্রে ৩খণ্ড লইলে	৷০
গীতাবলী প্রতিখণ্ড	৴১০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৶১৫
শরণাগতি—প্রতিখণ্ড	৴০
একত্রে ৩খণ্ড লইলে	৵৫

প্রাপ্তিস্থান { শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ, কটক এবং শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, পুরী

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিম্নলিখিত মঠসমূহে প্রাপ্তব্যঃ—

১। শ্রীচৈতন্য মঠ,—পোঃ, শ্রীধামমায়াপুর, (নদীয়া)।
২। শ্রীগোরগদাধর মঠ,—চাঁপাহাটি, সমুদ্রগড় পোঃ, (বর্দ্ধমান)।
৩। শ্রীভাগবত আসন,—ভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৪। শ্রীগৌড়ীয় মঠ,—১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড্, কলিকাতা।
৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ,—সাতাসন, পুরী।
৬। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ,—উড়িয়া বাজার, কটক।
৭। শ্রীভাগবত মঠ,—চিরাকায়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।
৮। শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ,—৪নং জগজ্জীবনপুরা, কাশী, ইউ, পি।
৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,—ছিপিগলি, বৃন্দাবন, মথুরা, ইউ, পি।
১০। শ্রীপরমহংস মঠ—নৈমিষার পোঃ, সীতাপুর, ইউ পি।
১১। শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ,—কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল, পাঞ্জাব।
১২। শ্রীমাধবগৌড়ীয় মঠ,—৯নং নবাবপুর রোড্, ঢাকা।
১৩। শ্রীগদাইগৌরাঙ্গ মঠ,—বালিয়াটি, ঢাকা।
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম,—আমলাযোড়া, রাজবাঁধ পোঃ, বর্দ্ধমান।
১৫। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ,—ডুমুরকোন্দা, চিরকুণ্ডা পোঃ, মানভূম।
১৬। শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয় মঠ,—আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী, উড়িষ্যা।

এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণের নিকটও নদীয়া-প্রকাশ প্রাপ্তব্য।

১। শ্রীযুক্ত জনার্দ্দন ঘোষ—বসু লাল ক্রে রোড, খুলনা
২। শ্রীযুক্ত রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিরত্ন—দেওয়ানগঞ্জ, ছলাদিবাড়ী কুচবিহার।
৩। শ্রীযুক্ত রামরঞ্জন রায়—১৭।২নং শ্রীগোপাল মল্লিক লেন, কলিকাতা
৪। শ্রীযুক্ত অমূল্যকুমার সরকার এম, ডি, ও, ফৈজাবাদ।
৫। মিঃ এন্ ডি, মুখার্জ্জি—এম, এম, ওয়ার্কস দি মল, কানপুর।
৬। শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী জ্যোতিভূষণ—স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া
৭। শ্রীরাসবিহারী দাস অধিকারী, নবদ্বীপ।
৮। শ্রীবিরাজমোহন দে—মনমোহন প্রেস, নবাবপুর, ঢাকা।
৯। শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ গড়গড়ি বেড়াচাঁপা, ২৪ পরগণা।

অন্যথা না ভজে কৃষ্ণ, তুষ্ট সঙ্গ করে। পুন সেইমত মায়া পাশে তুমি মরে॥

শ্রীচৈতন্যমঠের গ্রন্থাবলী

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বিরচিত

ভক্তি-গ্রন্থাবলী।

উৎকৃষ্ট কাগজে বিলাতী ধরণে বাঁধাই স্বর্ণালঙ্কৃত। চতুর্থ সংস্করণ। বিস্তৃতবিধ সূচীসহ

জৈবধর্ম্ম

বাঁধাই ২৲ দুই টাকা

প্রকাশিত হইয়াছে

সনাতন ধর্ম্মশাস্ত্র বেদ, বেদান্ত, উপনিষৎ গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত, পুরাণ, তন্ত্রাদি সকল গ্রন্থ পাঠ করিবার অবসর অতি অল্প মানবের ঘটিয়া থাকে। অনেকের যোগ্যতা না থাকায় সেই সমস্ত গ্রন্থের মর্ম্ম অবগত হইতে পারেন না। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বাঙ্গালীর এই অসুবিধা দূরীভূত করিবার জন্য এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

বিদ্যালয়ের ছাত্র বা শিক্ষকগণের বিশেষ পাঠ্য, এই হেতু শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টার বাহাদুর ইহা সমস্ত বিদ্যালয়ের জন্য অনুমোদন করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

প্রথম খণ্ড ভিক্ষা ১৲ একটাকা

যুক্তিপূর্ণ শাস্ত্রবাক্য দ্বারা প্রত্যেক মানবের নিত্য কর্ত্তব্য ও অনিত্য সাময়িক কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। গ্রন্থের প্রতি উক্তি সনাতন শাস্ত্রবাক্য দ্বারা সমর্থিত ও প্রমাণিত হইয়াছে। দেহের, মনের ও আত্মার ধর্ম্ম কি? স্বদেশ, সমাজ, নীতি, ধর্ম্ম কি? ইত্যাদি বিষয় ক্রমানুসারে এমন সুন্দরভাবে যুক্তিসংকারে আলোচিত হইয়াছে যে, প্রথম পৃষ্ঠা হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত পাঠ না করিয়া নিবৃত্ত হওয়া যায় না।

শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ভিক্ষা ৵০

ঐ প্রমাণ খণ্ড ভিক্ষা ৵০

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিহার ও লীলাভূমি নয়টী দ্বীপসমষ্টি। এই নয় দ্বীপের প্রাচীন বিবরণ, প্রত্যেক দ্বীপে শ্রীমহাপ্রভুর লীলা—প্রত্যেক স্থানের পরিচয়, শ্রীধাম-মাহাত্ম্য—মায়াপুর কি? ইত্যাদি বিষয় বিশেষভাবে মনোহর ছন্দে বর্ণিত। পকেট সাইজ প্রায় ৮০ পৃষ্ঠা।

দ্বীপ ভাবতরঙ্গ

উজ্জ্বল ব্রোঞ্জ ব্লকে উত্তম কাগজে ছাপা—শ্রীনবদ্বীপধাম দর্শনে ভাবুক দর্শনকারীর কি প্রকার ভাবের উচ্ছ্বাস হয়, তাহা এই গ্রন্থে বর্ণিত। অতি চমৎকার। ভিক্ষা চারি আনা।

শ্রীমনঃশিক্ষা

৶০ দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভুকে উপলক্ষ করে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রাতিকূল্য বিচার অতি সুন্দরভাবে ব্যক্ত হইয়াছে। ইহা ছাড়া শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদিষ্ট শিক্ষা ও উপদেশ বিস্তৃত ভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব জগতে অভিনব গ্রন্থ!!

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতি-গ্রন্থাবলী :—

শরণাগতি

পকেট সাইজ
অষ্টম সংস্করণ
ভিক্ষা ৴০ আনা

দেহ ও মনের চেষ্টা অনিত্য বস্তু লইয়া—ইহা যখন জীব বুঝিতে পারে, তখন একমাত্র নিত্যবস্তু শ্রীভগবানের প্রতি তাঁহার কোন জাতীয় আবেগময়ী প্রার্থনা হয় এবং শ্রীভগবানে সর্ব্বান্তঃকরণে নিষ্কপটে কি প্রকারে শরণাপন্ন হইতে হয়, ইত্যাদি বিষয়ক প্রাণস্পর্শী প্রার্থনা ও আত্মসমর্পণমূলক গান। অষ্টম সংস্করণও প্রকাশিত হইয়াছে।

ভিক্ষা প্রতি খণ্ড ৴০ এক আনা

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা— ৴০, নবদ্বীপশতক— ৴০

অর্থপঞ্চক— ৴০

কল্যাণকল্পতরু

পকেট সাইজ
পঞ্চম সংস্করণ
ভিক্ষা ৵১০

আমরা প্রত্যহ নূতন অভাব ও কামনার বশবর্ত্তী হইয়া পুনঃপুনঃ যে অকল্যাণকে কল্যাণ বলিয়া গ্রহণ করি এবং যাহার নিকট কল্যাণ কামনা করি, তিনি যে নিত্য বা যথার্থ কল্যাণ প্রদানে অসমর্থ এবং কোন্ বস্তু আমাদের নিত্য কল্যাণপ্রদ এবং কি ভাবে আমরা সেই কল্যাণলাভে সমর্থ হইব, এই সকল কথা সরল গানে লিখিত। এই গীতিগ্রন্থ বাস্তবিকই কল্যাণের কল্পতরু; ইনি প্রত্যেককে নিত্যকল্যাণ প্রদানে

শ্রীল চক্রবর্ত্তি ঠাকুরের টীকা সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠাকুর কৃত টীকা ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কৃত বঙ্গানুবাদ। টীকাকারের জীবনী, শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি বহু প্রয়োজনীয় বিষয় সংবলিত প্রায় ৮২৫ পৃষ্ঠা। উৎকৃষ্ট সিল্কে বাঁধাই ২৲ দুই টাকা, কাগজে বাঁধা ১৷৷০

শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ কৃত ভাষ্য সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

কাগজ ও ছাপা উৎকৃষ্ট। সিল্কে বাঁধাই, সোনার জলে নাম লেখা রাজসংস্করণ ২ টাকা, সাধারণ সংস্করণ ১৷৷০, গৌড়ীয়ের গ্রাহকপক্ষে ১৷০

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি (সার্ব্বভৌমকোষগ্রন্থ)

বিষয়:—১। ভক্তিশাস্ত্রে ব্যবহৃত শব্দাবলীর অর্থ, ২। চারি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের চরিত্র, ৩। বিষ্ণুবৈষ্ণবসম্পর্কিত শ্রীমন্দির ও শ্রীবিগ্রহের বিবরণ, ৪। বৈষ্ণবগ্রন্থ ও গ্রন্থকারগণের তাৎপর্য্য ও বিবরণ, ৫। বিষয় বিশেষের লৌকিক ও শাস্ত্রীয় আকরমূলে যাবতীয় কথা। চারিখণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ১ম খণ্ড ৷০, ২য় খণ্ড ৷৵০, ৩য় খণ্ড ৷০, ৪র্থ খণ্ড ৷৵০, ১। ২য় খণ্ড একত্রে ৩৲। (৫ম খণ্ড যন্ত্রস্থ)।

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ—১ম খণ্ড ১৲ এক টাকা

২য় খণ্ড ১৲ এক টাকা—শ্রীমদ্ভাগবতের গ্রাহক ও গৌড়ীয় গ্রাহকগণ ১৷০ টাকায় দুইখণ্ড পাইবেন। বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমজ্জীব গোস্বামিপাদের রচিত গ্রন্থ। ইহাই ষট্‌সন্দর্ভের অধিক প্রয়োজনীয় অংশ। প্রতি খণ্ড ডবল ক্রাউন ৮ পেজায় ৬৪ পৃষ্ঠা আকারে মুদ্রিত হইতেছে।

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য সঙ্কলিত

সদাচারস্মৃতিঃ

ভিক্ষা ৴০ মাত্র

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (প্রাচীন নবদ্বীপ) নদীয়া

কবিরাজ শশিভুষণ কবিকণ্ঠভরণের
হেলার পাচন
সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।
সংবৎসরের স্থবির জ্বর ও আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থ চৌটবোতলের সমপরিমাণ ঔষধ
হাতে ঔষধ জ্বর কর হয়। মূল্য প্রতি শিশি ৷৷০ আনা
আন হল আন
৯৬নং ১১নং ডি ডাক্তার রোড, পোঃ মুবাজার, কলিকাতা

বোকেন্দ্রিত
মদন মঞ্জরী
বটিকায় স্বপ্ন ও ধাতুদৌর্ব্বল্য, ইন্দ্রিয়শৈথিল্য দূর হয়, অগ্নি বৃদ্ধি হয়, বলবীর্য্য, মাথা ঘোরা, বুক ধড়ফড়ানি, কোষ্ঠকাঠিন্য প্রভৃতি লক্ষণ সত্বর নির্দ্দোষ আরোগ্য হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ৩০ বটী ১৲ এক টাকা।
"নপুংসকারি ঘৃত"
পুরুষত্ব দিতে ও বন্ধ্যত্ব দূর করিয়া আরোগ্য করিয়া থাকে ... মূল্য ১ তোলা ১৲ টাকা।
"রমণবিলাসিনী বটিকা"
স্ত্রীধারণ শক্তি বর্দ্ধিত ও তাহা স্থায়ী ও বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয়। মূল্য ১৬ বটী ১৲ এক টাকা।
রাজবৈদ্য নারায়ণজী কেশবজী,
১৭৭নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

লোহার কড়ি বরগা
করগেট টীন, জানালার গরাদে দালানের ফুলদার রেলিং ও থাম বেড়াঘেরা কাটাতার ইত্যাদি সুলভে বিক্রয় করি
কান্তিচন্দ্র মুখার্জ্জি এণ্ড সন্স
স্থাপিত ইং ১৮৩৬ সাল, কলিকাতা

ফেরাস কুইনিন
নূতন এবং পুরাতন ম্যালেরিয়ার মহৌষধ
ইহাকে উপযুক্ত মাত্রায় আর্সেনিক ও ষ্ট্রোকোর কুইনিন, আয়রণ এবং অন্যান্য উপাদানে প্রস্তুত।
প্রত্যহ ফেরাস কুইনিন সেবন করিলে একটী ব্যক্তি সম্পূর্ণ ম্যালেরিয়া মুক্ত হইয়া থাকে ... কঠিন ম্যালেরিয়া ... নষ্ট করিয়া দেয়।
৬ আউন্স প্রতি বোতল—মূল্য ২৲, ডাঃ মাঃ স্বতন্ত্র
বাইওকেমিক্যাল এণ্ড ক্লিনিক্যাল ল্যাবরেটরীতে প্রস্তুত ... চৌরঙ্গী লেন, কলিকাতা।

পর বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

এখানে আহার এবং বাসস্থান দিয়া বিদ্যার্থিগণকে বিভিন্ন শিক্ষণীয় বিষয় শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। অনেক ছাত্র ইতোমধ্যেই আসিয়া পাঠ আরম্ভ করিয়াছেন। বর্ত্তমান বর্ষে সকল ছাত্রই গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

প্রধান অধ্যাপক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রচন্দ্র কাব্য ব্যাকরণ-সাংখ্য-বেদান্ত-ষড়দর্শন-তীর্থ, সাংখ্যভূষণ, বেদান্তরত্ন, সাহিত্যশাস্ত্রী, সুদর্শনবাচস্পতি।

অধ্যাপক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গৌরদাস ব্রহ্মচারী ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীধাম মায়াপুর পরবিদ্যাপীঠ, (নদীয়া)

বেদনাঞ্জন শ্রেষ্ঠরত্ন

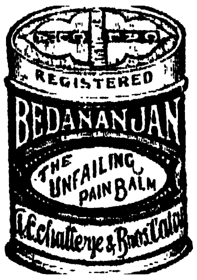

কলিকাতা কংগ্রেস একজিবিসন হইতে বহু প্রশংসা প্রাপ্ত ও বহু গণ্যমান্য ভদ্রমহোদয়গণ কর্ত্তৃক প্রশংসিত।

আজকাল বাজারে যেমন মিশ্রিত ও বিষাক্ত আহার্য্য সেবনে শরীরের রক্ত স্বতঃই দোষিত হইয়া পড়িতেছে। রক্তই মানব-দেহের শ্রেষ্ঠ উপাদান, এই রক্ত দোষিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মানব বাত, বেদনা, মাথাধরা, মাথাঘোরা, দৃষ্টিশক্তির হ্রাস, দাঁতের গোড়া ফুলা, দাঁত কনকনানি, দাঁতে পোকা এবং খোস, চুলকানি প্রভৃতি কষ্টদায়ক চর্ম্মরোগে আক্রান্ত হইতেছে। যদি আপনি একান্তই ব্যাধিমুক্ত হইতে চান, তাহা হইলে অযথা পয়সার অপব্যয় না করিয়া অল্প ব্যয়ে এক শিশি বেদনাঞ্জন ক্রয় করিয়া উহার কার্য্যকারী-শক্তি উপলব্ধি করুন। গুণের তুলনায় মূল্য অত্যল্প। এক শিশি ৵০ আনা মাত্র মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান—এ, সি, চাটার্জ্জী এণ্ড ব্রাদার্স।

৮৪নং ক্লাইভ লেন, সালিকা হাওড়া।

অবশ্য মণিহারী দোকানে ও বড় বড় ডাক্তারখানায় পাওয়া যায়।

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

যদিও অদ্যাপি প্রকৃত মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য, তথাপি যাঁহারা নানাবিধ অনিয়মিত উপায়ে অপরিমিত শক্তি নষ্ট করিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন এবং নানা প্রকার মেহ, প্রমেহ ধাতুদৌর্ব্বল্য, স্নায়বিক দুর্ব্বলতা, বহুমূত্র, দুঃস্বপ্ন, পারদ-সংক্রান্ত পীড়া, অর্শ এবং স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে যাঁহারা বাধক, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, সূতিকা, শ্বেত ও রক্তপ্রদর, হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি রোগে ভুগিয়া জীবনে নিরাশ হইয়াছেন, তাঁহারা আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটার সাহেবের আবিষ্কৃত **ইলেক্ট্রিক সলিউসন** ব্যবহার করিয়া বাঁচিতে পারেন, তাহার শত সহস্র প্রমাণ প্রতি বৎসরেই পাওয়া যাইতেছে। যাঁহারা অন্যান্য বহুবিধ ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরোগ্য হইতে পারেন নাই, তাঁহারা একবার এই ঔষধটী ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক মাসের ব্যবহারোপযোগী এক শিশি ঔষধ ডাকমাশুল সহ ২৸০ টাকা মাত্র।

সোল এজেণ্ট—ডাঃ ডি, ডি, হাজরা।

ফতেপুর, গার্ডেনরিচ পোষ্ট, কলিকাতা।

ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম.এ., এফ.সি.এস (লণ্ডন)

ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক

(প্রফেসার)

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ বিশুদ্ধ ও শাস্ত্রমতে নিজ তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হয়। পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ক্যাটালগ পাঠান হয়। রোগের বিবরণ জানাইলে যত্নপূর্ব্বক ব্যবস্থা দেওয়া হয়। চিঠি পত্রাদি সম্পূর্ণরূপে গোপন রাখা হয়।

মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দুর)

(বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৪৲ টাকা

উৎকৃষ্ট স্বর্ণ, পারদ ও আমলাসার গন্ধক দ্বারা যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। নিত্য প্রয়োজনীয় সর্ব্বরোগনাশক মহৌষধ।

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৩৲ টাকা

উৎকৃষ্ট কাশীর আমলকী, বংশলোচন প্রভৃতি যাবতীয় উপাদানে পূর্ণ মাত্রায় যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। কফ, কাসি, সর্দ্দি, যক্ষ্মা, ক্ষয়রোগ, হৃদরোগ প্রভৃতি রোগের মহৌষধ। সকলের কাম দুর্ব্বলতা নাশক অতিশয় পুষ্টিকর মহৌষধ বা খাদ্য বিশেষ।

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬৲ টাকা

ইহা সেবনে ধাতুদৌর্ব্বল্য, শুক্রহীনতা, স্বপ্নদোষ, প্রমেহ ও ধ্বজভঙ্গ সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায়। ইহা অপারসীম আনন্দদায়ক রসায়ন।

অবলাবান্ধব যোগ

প্রদর, বাধক প্রভৃতি জরায়ুদোষ ও যোনিগত দুরারোগ্য রোগের মহৌষধ

মূল্য—১৬ মাত্রা ২৲ টাকা। ৫০ মাত্রা ৫৲ টাকা মাত্র

বিশুদ্ধ জল! ভয় নাই! বিশুদ্ধ জল!!

লক্ষ্মী টিউব-ওয়েল কোং

২০৫নং নবাবপুর, ঢাকা

বর্ত্তমান-যুগের নব আবিষ্কৃত যন্ত্রপাতি দ্বারা উন্নত বৈজ্ঞানিক-খনন-প্রণালীতে নলকূপ (*Tube-well*) নির্ম্মাণ করা হয়। বঙ্গের লাট বাহাদুর, প্রাইভেট সেক্রেটরী, জিলা-ম্যাজিষ্ট্রেট, জিলাবোর্ডের চেয়ারম্যান, ইঞ্জিনিয়ার, জমিদার, তালুকদার, প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত ভদ্রমহোদয়গণ এই কোম্পানীর কার্য্য দেখিয়া প্রশংসা করিয়াছেন। রাসায়নিক পরীক্ষায় জল বিশুদ্ধ না হইলে মূল্য গৃহীত হয় না। বিস্তৃত বিবরণের জন্য পত্র লিখুন।

বৃত্তিসহ সমগ্র

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

ভিক্ষা ২৲ টাকা। শিক্ষার্থি-ছাত্রের পক্ষে ১৷৹ দেড়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীপরবিদ্যাপীঠ, শ্রীগৌড়পুর

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

মনোমোহন প্রেস

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা

পূর্ব্ব-বাঙ্গালায় সুলভে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত

বৈদ্যুতিক মেশিনে দিবারাত্র কাজ চলিতেছে

বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা।

শ্রীমায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—শ্রীবিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

স্থানীয় সংস্করণ

Registered No. C 1544

বিজ্ঞাপনের হার

প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চ ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩।০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার- নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র।

সডাক মূল্যের হার
অগ্রিম দেয়।

বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৫

৪র্থ খণ্ড]　　সম্পাদক—প্রত্নবিদ্যালঙ্কার শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী　　[২১৩ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্য মঠ শ্রীধাম মায়াপুর—২৮শে কার্ত্তিক বৃহস্পতিবার ১৩৩৬, ১৪ই নভেম্বর ১৯২৯

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থাবলী

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্ (শ্লোক সূচী, বিষয়-সূচী প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত) ভিক্ষা, প্রতি খণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৵০ গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশ গ্রাহক পক্ষে ৷০
২। ভাষ্য সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ) ৫৲
৩। গৌড়ীয়-গৌরব ৶০
৪। গৌড়ীয়-সাহিত্য ৷০
৫। ভজনরহস্য ।০
৬। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
" " " আবাঁধা ৸০
৭। গীতা (শ্রীবলদেবভাষ্যসহ) বাঁধা ২৲ আবাঁধা ১॥০
৮। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি-টীকা-সহ) বাঁধা ২৲ আবাঁধা ১॥০
গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ॥০
৯। মুকুন্দমালা স্তুতিগুণসৌন্দর্য্য সানুবাদ ২৲
১০। বেদান্তস্যমন্তক সানুবাদ ॥০
১১। প্রেমবিবর্ত্ত ২৲
১২। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৩। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৪। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ।৵০
১৫। দীপ-দিগ্‌দর্শন ৶০
১৬। সাধনপথ (৩য় সংস্করণ) ।৵০
১৭। আচার ও আচার্য্য ।৵০
১৮। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
১৯। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৶০
২০। শ্রীনবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
২১। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য (প্রমাণখণ্ড) ৶০
২২। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ৷০
২৩। শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমা দর্পণ ।০
২৪। শরণাগতি, গীতাবলী, গীতমালা, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, নবদ্বীপশতক, অষ্টকাদি ও সদাচারস্মৃতি মোট ।৶০
২৫। কল্যাণকল্পতরু (নূতন সংস্করণ) ও গুণ্ঠিকা ৷০
২৬। সাধককণ্ঠমণি ।০
২৭। সংস্কারদীপিকা
২৮। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড)
২৯। মাধুর্য্যকাদম্বিনী
৩০। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা
৩১। মণিমঞ্জরী সানুবাদ
৩২। গৌরকৃষ্ণোদয় ৸০
৩৩। শ্রীচৈতন্যভাগবত (বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ) ৫৲

এতদ্ব্যতীত বৈষ্ণব-ধর্ম্মের কয়েকখানি ইংরাজি ধর্ম্মগ্রন্থ আছে, পত্র পাঠাইলে ডাকযোগে ক্যাটলগ পাঠান হয়।

প্রাপ্তিস্থান ঃ—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

২। শ্রীগৌড়ীয় মঠ—১নং উল্টাডিঙ্গি জংশনরোড কলিকাতা।
৩। শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠ—৯০।৩ নবাবপুররোড, ঢাকা
৪। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ—উড়িয়াবাজার, কটক
৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ—গোড়াবুঠী, পুরী
৬। শ্রীসনাতনগৌড়ীয় মঠ—৪।২ ভগবানপুরা, কাশী
৭। শ্রীগৌড়ীয় মঠ দিল্লী কার্য্যালয় ১০১ হনুমানরোড, নিউদিল্লী।
৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ—ছিপিগলি, বৃন্দাবন।
৯। শ্রীভাগবত প্রেস, গোয়াড়ী—কৃষ্ণনগর।
১০। শ্রীএকায়ন মঠ, হাইস্ট্রীট, কৃষ্ণনগর।

পর-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

সম্প্রতি পর বিদ্যাপীঠে নিম্নলিখিত শিক্ষণীয় বিষয়নিচয়ের অধ্যাপকের আসনসমূহ সংস্থাপিত হইয়াছে—বিদ্যার্থিগণ আবেদন করুন।

১। সাহিত্যাসন, ২। ঐতিহ্যাসন,
৩। সম্প্রদায়বৈভবাসন, ৪। ভক্তিশাস্ত্রাসন,
৫। তন্ত্রশাস্ত্রাসন, ৬। বেদাস্ত্রাসন,
৭। একায়নাসন।

শ্রীনন্দলাল রায় বি, এ, কাব্যতীর্থ, বিদ্যাসাগর,
সম্পাদক—পরবিদ্যাপীঠ, শ্রীধাম মায়াপুর।

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ
শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৪০, চাল্লিশ টাকা।

২৭২৪ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে,
সপ্তচত্বারিংশ খণ্ডে সূচী ছাপা হইতেছে।

৪৬শ খণ্ড পর্য্যন্ত নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে ১৩॥০ সাধারণ পক্ষে ১৩৸০। প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৵০, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ।০।

দশম স্কন্দ ছাপা হইতেছে। দশম স্কন্ধের ভিক্ষা ১২, অগ্রিম দাতাদের পক্ষে ৮,।
৭০ অধ্যায় পর্য্যন্ত দশম সংখ্যা ছাপা হইয়াছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

"শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত"

সম্পূর্ণ ছাপা শেষ হইয়াছে

আদি, মধ্য, ও অন্ত্যলীলা এবং সূচী ছাপা হইয়া সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছেন। যাঁহারা গ্রাহক, বৎসর পূর্ব্বে ১৩, টাকা ভিক্ষার তৃতীয় সংস্করণ ৪, টাকায় না পাইয়া অপূর্ব্ব সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের জন্যই এবার ৮০ সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছেন। সেই ১০ টাকার এই বিরাট গ্রন্থ নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা পূর্ণ না হওয়া পর্য্যন্ত ৫, টাকা ভিক্ষায় দেওয়া হইবে। আবেদন মঞ্জুর হইবার পরে আর এ সুযোগ দেওয়া হইবে না।

শ্রীচৈতন্য লীলার ব্যাস অবতার
শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত
বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র গ্রন্থ ৮, স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫,
নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪॥০ টাকা

শ্রীচৈতন্য মঠের যাবতীয় গ্রন্থ
কার্য্যাধ্যক্ষ, গ্রন্থবিভাগ, শ্রীচৈতন্য মঠ
পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া
বা—
শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা
ঠিকানায় পাওয়া যাইবে।
বিশেষ দ্রষ্টব্য :—ডাকে লইতে শ্রীচৈতন্য মঠের ঠিকানায় লিখিবেন।

উড়িয়া ভাষায় প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

যে সব উৎকলবাসী ভক্তগণ বাংলা পড়িতে জানেন না, তাঁহাদের শ্রীশ্রীমদ্ ঠাকুর ভক্তিবিনোদ প্রণীত পরম উপাদেয় ভক্তি-কথা জানিবার স্বর্ণ সুযোগ উপস্থিত। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে উড়িয়া-ভাষায় নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হইয়াছে। বাংলা গ্রন্থের তুলনায় উড়িয়া গ্রন্থগুলির ভিক্ষাও অপেক্ষাকৃত অল্প।

গ্রন্থের নাম	ভিক্ষা
শ্রীহরিনাম চিন্তামণি, প্রতিখণ্ড	॥০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	
সাধন পথ (শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টক) প্রতিখণ্ড	
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৷৹
কল্যাণ কল্পতরু প্রতিখণ্ড	৵০
একত্রে ৩খণ্ড লইলে	।০
গীতাবলী প্রতিখণ্ড	⁄১০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৶১৫
শরণাগতি—প্রতিখণ্ড	⁄০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৵৫

প্রাপ্তিস্থান { শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ, কটক এবং শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, পুরী

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিম্নলিখিত মঠসমূহে প্রাপ্তব্য।—

১। শ্রীচৈতন্য মঠ,—পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, (নদীয়া)।
২। শ্রীগোবিন্দধাম মঠ,—ই, আই, আর, সমুদ্রগড় পোঃ, (বর্দ্ধমান)।
৩। শ্রীভাগবত জনান্দ মঠ,—ভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৪। শ্রীগৌড়ীয় মঠ,—১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা।
৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ,—চটকপর্ব্বত, পুরী,
৬। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ,—উড়িয়া বাজার, কটক।
৭। শ্রীভাগবত মঠ,—চিনাপাড়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।
৮। শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ,—৪নং অগস্ত্যকুণ্ড, কাশী, ইউ, পি।
৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,—ছিপিগলি, বৃন্দাবন, মথুরা, ইউ, পি।
১০। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম মঠ—নিমদাদ পোঃ, পাঁচলপুর, ইউ পি।
১১। শ্রীব্যাস গৌড়ীয় মঠ,—কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল, পাঞ্জাব।
১২। শ্রীমাধ্ব গৌড়ীয় মঠ,—৫নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।
১৩। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ,—বালিয়াটি, ঢাকা।
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম,—আমলাজোড়া, বাগবাদ পোঃ, বর্দ্ধমান।
১৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ,—ভুবনকোন্দা, চিরকুন্দা পোঃ, মানভূম।
১৬। শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয় মঠ,—আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী, উড়িষ্যা।

এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণের নিকটও নদীয়া-প্রকাশ প্রাপ্তব্য।

১। শ্রীযুক্ত জনার্দ্দন ঘোষ—বসু লজ ফ্রে রোড, খুলনা
২। শ্রীযুক্ত রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিসুধাকর—মদনমোহনবাড়ী, হংসাদিবাড়ী কুচবিহার।
৩। শ্রীযুক্ত রামরঞ্জন রায়—৭৬নং শ্রীগোপাল মল্লিক লেন, কলিকাতা
৪। শ্রীযুক্ত অমূল্যকুমার সরকার এম, ডি, এ, ফৈজাবাদ।
৫। মিঃ এন্ ডি, মুখার্জ্জি—এম, এম, ওয়ার্কস দি মল, কানপুর।
৬। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণবিহারী জ্যোতিভূষণ—স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া
৭। শ্রীরাসবিহারী দাস অধিকারী, নবদ্বীপ।
৮। শ্রীবিরাজমোহন দে—মনমোহন প্রেস, নবাবপুর, ঢাকা।
৯। শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ গড়গড়ি বেড়াচাঁপা, ২৪ পরগণা।

অসদাশ্রয়ে ত্যজে কৃষ্ণে, দুষ্ট সঙ্গ করে। পুনঃ সেইমত মায়া পাশে বন্ধ হয়।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২৮শে কার্ত্তিক বৃহস্পতিবার—১৩৩৬

পরমহংস

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী

[ইণ্ডিয়ান ডেলি টেলিগ্রাফ

৮ই নভেম্বর, ১৯২৯]

পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ লক্ষ্ণৌ ১৯নং ষ্টেশন রোডস্থ বাংলায় অবস্থান করিতেছেন। গত [illegible] অপরাহ্ণে তথায় পরমহংস মহারাজের দর্শন এবং তাঁহার শ্রীমুখ-নিঃসৃত ভক্তি দর্শনের দার্শনিক বাণী শ্রবণের নিমিত্ত বিশিষ্ট ভদ্রমহোদয় ও ভদ্রমহোদয়াগণের সমাবেশ হইয়াছিল। তাঁহাদের মধ্যে নেপালের রাণা পি, এস, জঙ্গ বাহাদুর, লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক ডাঃ রাধাকুমুদ এবং অর্থনীতির অধ্যাপক ডাঃ রাধাকমল মুখার্জ্জি, লক্ষ্ণৌ সি. [illegible] কলেজের প্রিন্সিপ্যাল মিঃ এম্. সি. সেন এম্ এ, বি এ, সি. সেন ব্যারিষ্টার, [illegible] আলোচনা করেন [illegible]

[illegible]

পরমহংসজী শ্রীকৃষ্ণ[illegible] শিক্ষা ও মতের বিশেষত্ব [illegible] শ্রীমদ্ভাগবতের বৈশিষ্ট্য [illegible] বাঙ্গালী-সাহিত্যের মধ্যে [illegible] সাহিত্য হইতে বৈষ্ণব-সাহিত্যের অধিক তর সৌন্দর্য্য ও উপাদেয়ত্ব, বাস্তব সত্য-বস্তু ও তৎপ্রাপ্তির একমাত্র উপায় ভক্তি-যোগ প্রভৃতি বিষয়ে প্রায় তিন ঘণ্টা যাবৎ ওজস্বিনী ভাষায় অনর্গল হরিকথা কীর্ত্তন করেন। শ্রোতৃমণ্ডলী অবাক হইয়া উদ্গ্রীব চিত্তে তাঁহার শ্রীমুখনিঃসৃত হরিকথা শ্রবণ করিয়াছেন। পরমহংসজীর চিন্তাস্রোত, যুক্তি এবং বিচার-নৈপুণ্য দর্শনে তাঁহারা বিস্মিত হইয়াছেন। এরূপ প্রকার উচ্চ দার্শনিক-কথা তাঁহারা জীবনে কখনও শুনেন নাই; তাই কথাগুলি হৃদয়ঙ্গম করিতে তাঁহাদের কিছু কষ্ট হইয়াছিল। অতঃপর ডাঃ রাধাকুমুদজী এবং ডাঃ রাধাকমলজীর বৈষ্ণবধর্ম্ম ও বৈষ্ণবসাহিত্য সম্বন্ধে পরমহংস ঠাকুরের সহিত দীর্ঘকাল আলোচনা হইয়াছিল; এই আলোচনার ফলে তাঁহারা সিদ্ধান্তসম্বাদের অনেক সন্ধান ও সংবাদ প্রাপ্ত হইয়াছেন। পরমহংস মহারাজ "শ্রীরাধিকায়াঃ প্রণয়মহিমা কীদৃশো বানয়ৈবা-স্বাদ্যো যেনাদ্ভুতমধুরিমা কীদৃশো বা মদীয়ঃ। সৌখ্যঞ্চাস্যা মদনুভবতঃ কীদৃশং বেতি লোভা-ত্তদ্ভাবাঢ্যঃ সমজনি শচীগর্ভসিন্ধৌ হরীন্দুঃ॥"

—স্বরূপগোস্বামীর উক্ত এই "শ্লোকটী" উচ্চারণ পূর্ব্বক উহার ব্যাখ্যা করিয়া শ্রীচৈতন্যদেব-প্রচারিত ধর্ম্মের মূলতত্ত্বের বিশেষত্ব প্রদর্শন করেন। তিনি আরও বলেন যে, এই শ্লোকোক্ত বিষয়ই তাঁহার অন্যান্য অবতার গণের শিক্ষা হইতে শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষার পার্থক্য ও বিশেষত্ব প্রদর্শন করিয়াছে।

'সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।'

গীতার এই শ্লোকটী পাঠ করিলে আমরা জানিতে পারি যে, পূর্ণব্রহ্ম স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার নিজের ভজনের বিষয় শিক্ষা দিয়াছেন। অত্মবঞ্চিত দুর্ভাগ্য ব্যক্তিগণ সকেশ্বরের শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের শ্রীমুখো-চ্চারিত এই অমৃত বাণী শ্রীকৃষ্ণের অহঙ্কার পূর্ণ বাণী মনে করিয়া বঞ্চিত হইতেছে। তাই দয়ার সাগর মহাপ্রভু পতিত জীবো-দ্ধারের নিমিত্ত পুনরায় বঙ্গদেশের নদীয়া [illegible] মায়াপুরে [illegible]

[illegible]

পরমহংস শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী

[ইণ্ডিয়ান ডেলি টেলিগ্রাফ

৯ই নভেম্বর, ১৯২৯]

কলিকাতা গৌড়ীয় মঠের আচার্য্য পরমহংস গোস্বামী ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী মহারাজ গত ৭ই তারিখে অপরাহ্ণে ১৯নং ষ্টেশন রোডস্থ তাঁহার বাংলায় স্থানীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডাক্তার শ্রীরাধা-কমল মুখোপাধ্যায় ও অবসরপ্রাপ্ত ডিষ্ট্রিক্ট ও সেশন্স জজ মিঃ জে,এন, বসু মহোদয়কে দর্শন প্রদান করিয়াছিলেন। প্রায় পাঁচ ঘণ্টাকাল অনেক কথাবার্ত্তা হয়। ডাক্তার মুখার্জ্জি সাধন এবং বাস্তবগন্তোপলব্ধি বা সাধ্যের প্রাপ্তির উপায় অবগত হইবার মানসে অকপট প্রণিপাতসহ পরিপ্রশ্নের উদ্দেশ্যে আগমন করেন। প্রভুপাদ অদ্বয় জ্ঞানতত্ত্ব স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নাম-সঙ্কীর্ত্তনের সাধন নয় এবং সে মহা প্রবল বিষয়ের মূলতত্ত্ব উপদেশ প্রদান পূর্ব্বক তাঁহার অজ্ঞানান্ধকার দূরীভূত করেন। তিনি বলেন যে, বর্ত্তমান তার্কিকের যুগে ইহাই একমাত্র উপায়। মহাপ্রভু অমন্দোদয়-দয়াপরবশ হইয়া এই সাধন বা উপায় শিক্ষা দিবার নিমিত্ত এবং জীবগণকে মায়াপাশ হইতে মুক্ত করিতে [illegible] অঙ্গীকার পূর্ব্বক স্বয়ং আচার [illegible] এই সাধনের প্রবর্ত্তন করেন [illegible]

[illegible]

[illegible] প্রকাশ [illegible] শ্রীকৃষ্ণের [illegible] পূর্ণানন্দ [illegible] বিশেষত্ব [illegible] সাধ্য কৃষ্ণপ্রেম [illegible] কৃষ্ণপ্রেম। [illegible] ভক্তির অবাধ [illegible] হন, তখন তাহার নাম সাধন। নিত্য সিদ্ধ ভাবের প্রাকট্যের নামই সাধ্য।

কৃষ্ণভক্তি অর্থাৎ কৃষ্ণসেবা আত্মার বৃত্তি এবং অপ্রাকৃত রাজ্যের ব্যাপার। ইহা মায়িক জগতের আধ্যাত্মিক জ্ঞানগম্য বিষয় নহে এবং আরোহ-পন্থায় লাভ করা যায় না। মনিষ-বুদ্ধি যতই প্রখর হউক না কেন, তাঁহাতে তাহার কোনই প্রতিপত্তি নাই। যে মানব শ্রীচৈতন্য-দাসানুদাসের পাদমূলে উপবেশন পূর্ব্বক শ্রবণ করে নাই, তাহার পক্ষে এই সাধন ও সাধ্যের অসমোর্দ্ধ সৌন্দর্য, মাধুর্য্য এবং উৎকর্ষ্য হৃদয়ঙ্গম করা সুদূর-পরাহত [illegible] তাঁহার কৃপা কটাক্ষ লাভ করিয়াছেন, তাঁহার নিকট সমস্ত জ্ঞানিগণের বাঞ্ছিত সাধন ও সিদ্ধি অত্যন্ত অকিঞ্চিৎকর বলিয়াই প্রতীয়মান হয়।

প্রভুপাদ আরও বলেন যে, লোকে ভাবে, যদি ঈশ্বর তাহাদিগকে পার্থিব ও বিপদের মধ্যে না ফেলেন, তাহা হইলে তাহারা অনায়াসে তাঁহার কৃপা উপলব্ধি করিতে পারে এবং তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হয়, কিন্তু এই ভাব ভক্তি-পদবাচ্য নহে; ভক্তির অর্থ কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণ এবং [illegible] পরমপুরুষের মনোভীষ্টপূরণ। যাহারা ইচ্ছা করেন যে, জগৎ তাঁহাদের ইচ্ছানুরূপ হউক, তাঁহারা আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি বাঞ্ছা করেন এবং নিজে সেব্য হইয়া ঈশ্বরকে সেবক-স্থলাভিষিক্ত করেন। ইহাতে, ঈশ্বরের উপর ঈশ্বরত্ব করার প্রবৃত্তি আছে, ঈশ্বরের উপর জীবের আদেশ প্রদানের ভাব আছে—ইহা কৃষ্ণসেবা-প্রবৃত্তির পরি-চায়ক নহে, কৃষ্ণেচ্ছা-পরিবর্ত্তনের [illegible] নহে। সম্পূর্ণরূপে কৃষ্ণাধীন হইয়া কৃষ্ণের সমাকাঙ্ক্ষা-সম্পাদন বা সেবাই ভক্তির প্রকৃত অর্থ।

রাসোৎসবোপলক্ষে

ধার্ম্মিকসমাগম

[illegible]

[illegible] আজ্ঞাতেছেন, [illegible] অর্থাৎ [illegible] মাত্রই [illegible] করিবার

[illegible]

[illegible] শ্রীনাম ও শ্রীধাম [illegible] দর্শনের উদ্দেশে [illegible] নিকটে কোন সময়ে [illegible] কথা কিছুই জানিতে

পারেন না, অথচ তাঁহারা "যেখানে পয়সার আমদানী বেশী,—সেখানেই ঠাকুরের মাহাত্ম্য বেশী" এই ভ্রমে পতিত হইয়া মহা অনর্থ সাগরে নিমজ্জিত হন। পাপ-পুণ্যের অতীত বিষয়টী কেবল কাম্যকু পুণ্য-লভ্য—এই জ্ঞান লইয়া গৃহে প্রত্যাগমন ধামদর্শনের ফল নহে, তাহা অসৎসঙ্গে ধামাপরাধ অর্জ্জনেরই বিষময় ফল মাত্র। যাত্রিগণ এসকল কথা নিরপেক্ষ হইয়া বিচার করুন। ব্যবসায়ীর কবলে পড়িয়া পরমার্থ হারাইবেন না।

ধামদর্শন করায় কে?

অনেকে মনে করেন, নিজের চেষ্টায়ই বুঝি ধাম দর্শন হইয়া যায়, পয়সা খরচ করিলেই বিগ্রহ-দর্শন ও তাঁহার সেবা-পূজা হইয়া যায়। তাঁহারা নিতান্ত ভ্রান্ত। একমাত্র কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণ-পরায়ণ শুদ্ধভক্তের কৃপা ব্যতীত কখনই শ্রীভগবান্ ও তাঁহার অভিন্ন শ্রীধাম কৃপা লাভ হইতে পারে না। সুতরাং ধামে আসিয়া শুদ্ধভক্ত-সঙ্গ লাভের জন্যই ধামযাত্রিগণের তৎপর হওয়া কর্ত্তব্য। অংগৃধ্নু 'ভক্ত' নাম ধারিগণ আমাদের প্রাকৃত অনুভূতি দূর করিতে কখনই সমর্থ নহেন।

মহৎকৃপা বিনা কোন কর্ম্মে ভক্তি নয়।
কৃষ্ণভক্তি দূরে রহু, সংসার নহে ক্ষয়॥
(চৈঃ চঃ ম ২২।৫১)

রাসোৎসব

অনেকেই আজ সহর নবদ্বীপে, বৃন্দাবনে রাস দর্শনে ছুটিয়াছেন। সকলের হৃদয়েই এক নূতন উদ্যম—নূতন উৎসাহ। ঠাকুর-বাড়ীগুলি অতি সুন্দররূপে সাজান হইয়াছে। শ্রীবিগ্রহের শৃঙ্গারও অতি উত্তম হইয়াছে। চারিদিকে রাঙ-কাপুর মধুর রস গানের ছড়াছড়ি, প্রায় বাড়ীতেই রাস-পঞ্চাধ্যায় পাঠ হইতেছে। স্ত্রী শ্রোতার সংখ্যা পুরুষের দ্বিগুণ। সকলেই আজ উৎসবে মাতোয়ারা।

কিন্তু হায়! এই আনন্দের বাহ্যাবরণটী উন্মুক্ত করিয়া একটু অন্তঃপ্রবিষ্ট হইলেই যে হৃদয় শুকাইয়া যায়! যাহার উৎসবের নাম করিয়া আমরা আজ আনন্দে মাতোয়ারা, তাঁহার আনন্দ বিধানের জন্য আমাদের যে কোন চেষ্টাই নাই! 'রাসোৎসব' অর্থে—কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণোৎসব— সর্ব্বেন্দ্রিয় দ্বারে কৃষ্ণসুখ-চেষ্টা। শ্রীকৃষ্ণের হ্লাদিনী [illegible] শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনীই কৃষ্ণের [illegible] প্রকারে আনন্দ বিধান করেন [illegible] তাঁহারই আনুগত্যে কৃষ্ণসুখ [illegible] সর্ব্বতোভাবে চেষ্টা-পরায়ণা। [illegible] বশবর্ত্তী হইয়া কৃষ্ণ

প্রত্যেককেই তাঁহার সেবা সৌভাগ্য দান করিতেছেন। পাঞ্চভৌতিক দেহে আত্মাভিমান বর্ত্তমান থাকায় যাঁহারা এই জড়দেহকেই স্ত্রী বা পুরুষ—এইরূপ ভেদ বুদ্ধি করিয়া নিজেরাই ভোক্তৃত্বে সাজিতেছেন, নিজ নিজ সুখানুসন্ধানই যাঁহাদের লভ্য বিষয়, তাঁহারা যে আজ সহসা কি প্রকারে রাসরসরসিকা ব্রজবালাগণের সৌভাগ্যের অংশীদার হইতে চাহেন, তাহা আমরা ভাবিয়াই পাই না। মহাপ্রভু যে রাসপ্রসঙ্গ তাঁহার নিতান্ত অন্তরঙ্গ পার্ষদগণের সহিতই আলোচনা করিয়াছেন, বহির্ম্মুখজনের সম্মুখে নামসংকীর্ত্তন করিয়া তাহাদিগকে অর্থমুক্ত হইবার উপদেশ করিয়াছেন, সেই রাস-প্রসঙ্গ আজ ভোগিগণের নিকট এত সুলভ হইবার কারণ কি? রাস ব্যাপারটি কি একটি কল্পনা মাত্র, যে কতকগুলি প্রক্রিয়া কারণেই চলিবে? উহা কর্ম্ম দূরে থাকুক, বৈধভক্তিরও গম্য নহে। প্রাকৃত ভাবনা-বর্ত্ম অতিক্রম করিয়া, এক পরমচমৎকারিতা পরিপূর্ণ অপ্রাকৃত ভূমিকায় যাহার অবস্থান, শুদ্ধসত্ত্বোজ্জ্বল হৃদয়ে আত্মার স্বতন্ত্রবৃত্তি নির্ম্মল সেবা-দ্বারা যাহা আস্বাদ্য, সেই রাস-রসের আস্বাদন কি এতই সহজ-সাধ্য? সদ্গুরুচরণাশ্রয় পূর্ব্বক ভজন-ক্রম অবলম্বনের প্রয়োজন না বুঝিয়াই একেবারে রসের রাজা শৃঙ্গার-রসাস্বাদন? হায়, হায়, এই অনধিকারচর্চ্চার ফলে প্রাকৃত স্ত্রী-পুরুষ ঘটিত কামই লোভনীয় ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। শ্রীরাধাগোবিন্দের অপ্রাকৃত রহঃকেলিবার্ত্তা প্রাকৃত ইন্দ্রিয়তর্পণরত ভোগীদিগের আলোচ্য বিষয় হইয়া, গিয়া তাহা প্রাকৃত জীবভোগ্য কাম ক্রীড়া-কথাতেই পরিণত হইতেছে। তাই বড় দুঃখে বলিতে ইচ্ছা হয়—আজ রাসোৎসবের নামে কাহার ইন্দ্রিয়োৎসব? কৃষ্ণের না বদ্ধ জীবের? এসকল বিষয় কি অভ্রান্তক-গণের একটু চিন্তার বিষয় হইবে না?

মহারাজা সার মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী

গত সোমবার রাত্রি ১টা ২৩মিনিটের সময় কাশীমবাজারের মহারাজা সার মণীন্দ্র-চন্দ্র নন্দী তাঁহার কলিকাতাস্থ বাসভবনে পরলোকগমন করিয়াছেন। আমরা তাঁহার পরলোকগত আত্মার নিত্য কল্যাণার্থ ভগবচ্চরণে প্রার্থনা জানাইতেছি

মহারাজা জাগতিক নানা সৎকর্ম্মে ব্যস্ত থাকিয়া শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবাণীর কীর্ত্তন-সেবায় অধিক মনোযোগ দিতে না পারিলেও তিনি সরল বৈষ্ণব-প্রকৃতির লোক ছিলেন। তাঁহার সেই সরলতার সুবিধা লইয়া ধর্ম্ম-ধ্বজী বৈষ্ণব-নামধারীর দল তাঁহার নিকট হইতে বহু অর্থ ও প্রতিষ্ঠা-সম্মার শোষণ করিয়া লইয়াছে এবং তাঁহাকে কোন শুদ্ধ বৈষ্ণবের সেবা-সুযোগ প্রদান করে নাই, তথাপি শুদ্ধ বৈষ্ণবগণ মহারাজের সরলতা-গুণে মুগ্ধ হইয়া চিরদিন তাঁহার মঙ্গল চিন্তাই করিয়া আসিয়াছেন এবং এখনও করিতেছেন। গত ১২ই এবং ১৯শে শ্রাবণ ১৩৩৬ দিবসদ্বয়ে কলিকাতা এলবার্টহলে গৌড়ীয়সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরা-নন্দবিদ্যাবিনোদ প্রভুর গৌড়ীয়-গৌরব ও গৌড়ীয়-সাহিত্য বক্তৃতাকালে মহারাজা প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত উপস্থিত ছিলেন এবং 'গৌড়ীয়-গৌরব' বক্তৃতা শ্রবণে মহারাজা এত প্রীত হইয়াছিলেন যে, মাননীয় সভাপতি সার দেব-প্রসাদ সর্ব্বাধিকারী মহোদয়ের অভিভাষণ প্রদত্ত হইবার পর মহারাজা সভাপতি মহাশয় ও সমবেত ভদ্রমণ্ডলীকে সম্বোধন করিয়া অতি আবেগপূর্ণ ভাষায় বলিতে থাকেন—

"আজ এই সভায় এসে গৌড়ীয়মঠের বক্তার নিকট হতে যে মধুরবর্ষী বক্তৃতা শ্রবণ করা গেল, তা' অতি অপূর্ব্ব। সমস্ত বৈষ্ণবজগতের ইতিবৃত্ত এবং সাহিত্য, ব্যাকরণ, দর্শন ইত্যাদি ভক্তিশাস্ত্রের কিরূপ প্রচার হয়েছে, তার সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত এমন গবেষণাপূর্ণ বাগ্মিতায় শ্রবণ করে পরম পরিতৃপ্ত লাভ করেছি। বক্তাকে হৃদয়ের সহিত ধন্যবাদ প্রদান করি, মহাপ্রভু তাঁর দীর্ঘজীবন প্রদান করুন। তিনি যেন তাঁর যোগ্যতম গুরুর আজ্ঞাবাহী হয়ে মহাপ্রভুর কথা এইরূপ মধুর ভাবে সকল দেশে প্রচার ক'রতে পারেন। আমাদের দেশে যাতে মধ্যে মধ্যে এরূপভাবে বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রচার হয়, তার জন্য যত্ন করা উচিত। **গৌড়ীয় মঠের বক্তৃগণ যদি এরূপভাবে স্থানে স্থানে বক্তৃতা দিয়ে মহাপ্রভুর ধর্ম্ম প্রচার করেন, তবে দেশের পরম উপকার হ'তে পারে এবং একার্য্য তাঁদের দ্বারাই সুসম্পন্ন হ'বে।**

বৈষ্ণবধর্ম্ম সম্বন্ধে আমার বেশী কিছু বল্বার নাই। আপনারা গৌড়ীয় মঠের বক্তার মুখেই জানতে পেরেছেন যে, বৈষ্ণব-ধর্ম্ম একটা স্থান-কাল-পাত্রগত সঙ্কীর্ণ ধর্ম্ম নয়, ইহা সার্ব্বজনীন ধর্ম্ম। আমরা ব'লতে সাহসী হই, বৈষ্ণব ধর্ম্মের মত ধর্ম্ম পৃথিবীতে আর নাই। দেশ বিদেশে যত ধর্ম্মের নীতি ও উপদেশ আছে, আমার মনে হয়, সমস্তই এই বৈষ্ণব ধর্ম্ম হতে গৃহীত হয়েছে (করতালি)! বৈষ্ণবধর্ম্মে এমন একটা জিনিষ আছে, যা' আর অন্য কোন ধর্ম্মে নেই, সে, সব কথা বলতে গেলে অনেক রাত্রি হয়ে যাবে। **আজ গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য মহোদয়ের (শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভু-পাদের) নিকট আমরা বিশেষ কৃতজ্ঞ। কেননা আমরা আজ তাঁরই অনুগ্রহে গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-মঠের বক্তার নিকট হতে গৌড়ীয়সাহিত্য, দর্শন ও ইতিবৃত্তের মধুর মীমাংসা শুনতে পেয়েছি। আমরা গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্য সরস্বতী ঠাকুরকে আমাদের হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি**"—"গৌড়ীয়-গৌরব"

মহারাজের উক্ত বক্তৃতা তাঁহার হৃদয়ের অন্তরতম প্রদেশের নিষ্কপট অভিমতই ব্যক্ত করিয়াছে। গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায় বৈষ্ণব-সংরক্ষক শ্রীল প্রভুপাদ এবং তদনুগগণের প্রতি তাঁহার যে আন্তরিক শ্রদ্ধা ছিল, তাহা উহা হইতে স্পষ্টই পরিলক্ষিত হইতেছে। ইতঃপূর্ব্বে রথযাত্রার সময় নীলাচলে তিনি কয়েকবার শ্রীল প্রভুপাদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে তাঁহার ঐরূপ আন্তরিক আনুগত্যভাব জ্ঞাপন করিয়াছিলেন এবং প্রভুপাদও তাঁহার প্রতি যথেষ্ট কৃপা বর্ষণ করিয়াছেন। শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি গ্রন্থ প্রকাশকালে আমরা মহারাজের আন্তরিক উৎসাহ ও সহানুভূতি লক্ষ্য করিয়াছি। শ্রীশ্রীধামপ্রচারিণীসভার স্থায়ী সভ্যরূপে এবং শ্রীধাম-প্রচার-কার্য্যের সহায়-স্বরূপে আমরা তাঁহাকে না পাইলেও তাঁহার সরলতার প্রতি আমরা কোন কটাক্ষ বা দোষারোপ করি না। কেনন, তাহা তাঁহার আন্তরিক ইচ্ছা ছিল না। মহারাজের প্রয়াণে আমরা আজ দুঃখিত হইলেও তাঁহার পরলোকগত আত্মা যে বৈষ্ণবনামধারিদলের সঙ্গ প্রভাব-মুক্ত হইয়া পরবর্ত্তিকালে শুদ্ধ বৈষ্ণব-সঙ্গ-ক্রমে গৌরকৃষ্ণপাদপদ্ম সেবালাভের সুযোগ পাইয়াছেন, এজন্য আমরা আজ শ্রীভগবৎ-চরণে আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। মহারাজের অন্নে প্রতিপালিত হইয়া যাহারা তাঁহার জীবদ্দশায় তাঁহার আত্মকল্যাণ-চেষ্টার পরিবর্ত্তে কেবল স্ব-স্ব স্বার্থসিদ্ধির যত্ন পাইয়াছেন, তাঁহারা এখনও পরিণাম চিন্তা করুন এবং শুদ্ধভক্তিপ্রচারের প্রাতিকূল্যাচরণ হইতে বিরত হউন।

মহাপ্রভু জীবশিক্ষার নিমিত্ত তাঁহার প্রিয় পার্ষদ রায় রামানন্দকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন—কীর্ত্তি মধ্যে জীবের কোন্ বড় কীর্ত্তি? তদুত্তরে রায় বলিয়াছিলেন— 'কৃষ্ণভক্ত বলিয়া যাঁহার হয় খ্যাতি॥' সুতরাং কৃষ্ণভক্তখ্যাতিই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক কীর্ত্তি। তাহা লাভ না করিয়া বদ্ধজীবের ইন্দ্রিয়তোষণের নিমিত্ত যাহা কিছু করা যায়, তাহাই অকীর্ত্তিকর হয়। শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্মে শুদ্ধভক্তি লাভের জন্য জীবের সর্ব্বতোভাবে যত্নশীল হওয়া কর্ত্তব্য এবং তদ্বিষয়ে তাঁহাদের অসৎসঙ্গ সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগপূর্ব্বক সাধুসঙ্গে আনুকূল্যে কৃষ্ণানুশীলন একান্ত আবশ্যক।

কর্ম্মমূলা স্বার্থপর ধারণা হইতে আজ যেভাবে তাঁহার কীর্ত্তির বিচারপরায়ণ হইয়াছেন, এবং কল্যাণকামনা করিতেছেন, শুদ্ধভক্তগণের বিচার তাহা হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। তাঁহারা আত্মার নিত্যত্ব লক্ষ্য করিয়া তাঁহার নিত্যপ্রভু কৃষ্ণ-কার্ষ্ণ-সেবা-সৌভাগ্যলাভরূপ নিত্যকীর্ত্তি কৃষ্ণদাস্যই প্রার্থনা করেন।

ঢাকা-প্রসঙ্গ

অদ্য ১৬ দামোদর, ১৭ই কার্ত্তিক, ৩রা নভেম্বর, রবি বা বাসুদেব বার। এই বাসুদেব বারে সর্ব্বজীব হৃদয়ে বসবাসকারী বাসুদেব ভগবানের আত্মসম শ্রীবাসুদেব ঠাকুরের তিরোভাব-বাসরে শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠের শুরুদাসগণ আজ গুর্ব্বানুগত্যে সেবা-মহোৎসবে মাতোয়ারা।

শ্রীবাসুদেব দত্ত ঠাকুর, শ্রীবাসুদেব ভগবান্‌কে এরূপভাবে সেবা করিয়াছিলেন যে, সর্ব্বাকর্ষক ভগবান্ ভক্ত-সেবায় আকৃষ্ট হইয়া ভক্ত বাসুদেবের নিকট আত্মপ্রদান করিয়াছিলেন। ভক্ত ভগবানের এই অপ্রাকৃত ভাব-মহিমা, ভাবুকের কৃপা ব্যতীত ভাবনার বিষয়ই হয় না।

নিত্যলীলা-বিহারী ভগবান্, যে কালে জগতে জীবোদ্ধার-লীলার প্রকট করেন, সেকালে অঙ্গোপাঙ্গ সঙ্গেই আগমন করেন। কেননা ভক্তগণই লীলাময়ের লীলার সহায়ক। গোলোকবিহারী, গোলোকপতি, গোপেন্দ্রসুত, যেকালে আত্মগোপন করিয়া ভক্তভাবে বিভাবিত ও ভক্ত-দ্যুতি-সুবলিত হইয়া ভক্ত-সেবা শিখাইবার জন্য ভক্তিহীন জগতে আগমন করিয়াছিলেন, সেকালে ভক্তশ্রেষ্ঠ বাসুদেবকে তিনি রাখিয়া আসিতে পারেন নাই।

শ্রীগৌরসুন্দর নিজে গঙ্গাতীরে আগমন করিয়া গুপ্ত-হরিনাম-বিবর্জ্জিত চট্টগ্রামে জাতি-কুল-গরিমার নিরর্থকতা বুঝাইবার জন্য ব্রাহ্মণেতর কুলে ব্রাহ্মণারাধ্য ব্রহ্মণ্যদেব হৃদয় শ্রীবাসুদেব প্রভুকে আবির্ভূত করাইয়াছিলেন। "এক কার্য্যে করে প্রভু কার্য্য পাঁচ সাত"—লীলা বিহারীর লীলা না বুঝিয়া অনেকে প্রাকৃত-বুদ্ধিতে শ্রীভক্ত-ভগবানের আবির্ভাব তিরোভাবকে কর্ম্মফলবাধ্য জীবের জন্মমৃত্যুর ন্যায় এবং তাঁহাদের অপ্রাকৃত তনুকে প্রাকৃত বুদ্ধি করে।

সাগর-সঙ্গমের ন্যায় শ্রীবাসুদেব ঠাকুর নবদ্বীপে শ্রীপ্রভুর চরণে উপস্থিত হইলেন। প্রভু, স্বরূপের নিকট হইতে ব্রহ্মসংহিতা ও কর্ণামৃতগ্রন্থদ্বয় নকল করিবার জন্য বাসুদেবকে আদেশ দিলেন। আবার রথাগ্রে নর্ত্তন-কালে কীর্ত্তনীয়া চারি সম্প্রদায়ের তৃতীয় দলে শ্রীবাসুদেব ঠাকুর পাঁচজন দোহারের অন্যতম থাকিয়া প্রভুর কীর্ত্তন-পুষ্টি করিয়াছিলেন। সঙ্কীর্ত্তন-পিতা শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীবাসুদেব ঠাকুরের কীর্ত্তনেই নর্ত্তন করিতেন।

শ্রীভগবান্ ভক্তেরই ভক্ত। শ্রীভক্ত-হৃদয় বা ভক্তদেহই যে ভগবানের প্রিয়, তাহা নহে,—ভক্তের সম্পর্কে যত কিছু আছে, সবদিকেই ভগবানের শুভদৃষ্টি দৃষ্টি। পরম উদার বাসুদেব ঠাকুর সঞ্চয়ী ছিলেন না। যেদিন যাহা পাইতেন, কৃষ্ণ-সেবায় সেই দিনই তাহা ব্যয় করিতেন। সন্ন্যাস-লীলাভিনয়কারী সর্ব্বভোক্তা জগন্নাথ সর্ব্বত্র উদাসীন শ্রীবাসুদেবের ঘরের আয় ব্যয় সমাধান করিবার জন্য শ্রীশিবানন্দসেনকে 'সরখেল' পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। লোকশিক্ষক শ্রীগৌরহরি এই ব্যবস্থায় গৃহস্থবৈষ্ণবের প্রতি লৌকিক কর্ত্তব্যের উপদেশ করিয়াছিলেন।

ভক্ত, ভগবানের গুণ-মহিমা কীর্ত্তনে ব্রতী। শ্রীভগবান্ ভক্তের গুণবর্ণনে সহস্র বদন। তবে ভক্ত আত্ম-প্রতিষ্ঠা-ভয়ে অভক্তের ন্যায় আত্মপ্রশংসা শ্রবণে উৎসুক নহেন। যে বাসুদেব ঠাকুরের নিকট কৃষ্ণ আপনি বিক্রীত হইয়াছিলেন, কৃষ্ণধনে ধনী সেই কার্ষ্ণপ্রভু কত বড় দাতা তাহা না বলিয়া পারা যায় না। পর-দুঃখ-দুঃখী গৌরদাস বাসুদেব দত্ত ঠাকুর জগজ্জীবকে শীঘ্র প্রভু প্রদানের জন্য প্রভুর নিকট প্রার্থনা করিলেন,—

জীবের দুঃখ দেখি মোর হৃদয় বিদরে।
সর্ব্বজীবের পাপ প্রভু দেহ মোর শিরে॥
জীবের পাপ লঞা মুঞি করি নরক-ভোগ।
সকল জীবের, প্রভু ঘুচাও ভব-রোগ॥

অচল প্রভু, প্রিয়তম সেবকের প্রার্থনায় বিচলিত হইলেন। প্রভুর চিত্ত দ্রবীভূত হইল। অশ্রু, কম্প প্রভৃতি ভাব প্রকাশিত হইল। গদ্‌গদস্বরে বলিলেন—

তোমার বিচিত্র নহে,—তুমি সাক্ষাৎ
প্রহ্লাদ।
তোমার উপরে কৃষ্ণের সম্পূর্ণ প্রসাদ॥

ভক্তের প্রার্থনা পূরণ করাই ভগবানের কৃত্য। এমন কি নিজ সত্য ছাড়িয়াও ভৃত্য-সত্য রক্ষণ করেন। প্রভু বলিলেন,—

ব্রহ্মাণ্ড জীবের তুমি বাঞ্ছিলে নিস্তার।
বিনা পাপ-ভোগে হবে সবার উদ্ধার॥

সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবান্ ভক্তবাঞ্ছা পূর্ণ করিতে যাইয়া নিজেই নিজের সর্ব্বশক্তিমত্তার পরিচয় দিতেছেন—

অসমর্থ নহে কৃষ্ণ ধরে সর্ব্ব বল।
তোমাকে বা কেনে ভুঞ্জাইবে পাপ-ফল॥
তুমি যাঁর হিত বাঞ্ছ, সে হৈল 'বৈষ্ণব'।
বৈষ্ণবের পাপ কৃষ্ণ দূর করেন সব॥

ভক্তের ইচ্ছাই ভগবানের ইচ্ছা। স্বতন্ত্র ভগবান্ নিজের ইচ্ছানুসারে সকল কার্য্য করিলেও ভক্তের ইচ্ছায় নিজের ইচ্ছা মিশাইয়া অনায়াসে অসম্ভবও সম্ভব করেন—

তোমার ইচ্ছা মাত্রে হবে ব্রহ্মাণ্ড-মোচন।
সর্ব্ব মুক্ত করিতে কৃষ্ণের নাহি পরিশ্রম॥

ভক্তকুলচূড়ামণি শ্রীল বাসুদেব ঠাকুর শ্রীভগবানের কত প্রিয়, তাহা তাঁহার কৃপায় বুঝা যায়। সর্ব্বস্বাপহারক কৃষ্ণ কি করিয়া নিজের সর্ব্বস্ব ভক্তের নিকট অর্পণ করিতে পারেন, তাহা আমরা নিম্নলিখিত প্রভু-বাক্যেই জানিতে পারিব।

* * আমি বাসুদেবের নিশ্চয়॥
* * * *
এ শরীর বাসুদেব দত্তের আমার॥
দত্ত আমা যথা বেচে, তথাই বিকাই,
সত্য সত্য, ইহাতে অন্যথা কিছু নাই॥
সত্য আমি কহি শুন, বৈষ্ণব-মণ্ডল।
এ দেহ আমার বাসুদেবের কেবল॥

ধন্য বাসুদেব প্রভো, আজ তুমি তোমার অহৈতুকী অহৈতুকী কৃষ্ণাকর্ষণী ভক্তিবলে অজিত ভগবানকে পরাজয় করিয়াছ। প্রভো! যে ভগবান্ দেব-মুনীন্দ্র গুহ্য, যে ভগবান্ সাধককে ভুক্তি মুক্তি দিয়া আত্মগোপন করেন, আজ তুমি সেই প্রভুকে কেবল যে তুমি পাইয়াছ তাহা নহে, জগতের সকলের নিকটেই ভগবৎপ্রাপ্তি সুলভ করিয়া মহাবদান্যতার পরিচয় দিয়াছ। শ্রীভগবান যেমন তোমার নিকট তাঁহার স্বরূপটী লুকাইতে পারেন নাই, তুমিও সেইরূপ ভগবানের নিকট তোমার স্বরূপটী লুকাইতে পার নাই। শ্রীভগবান্ সাধারণে তোমার মহতীর হৃদয়টী প্রকাশ করিয়া তোমারই আশ্রয়ে যে তিনি সহজপ্রাপ্য একথাও জানাইয়াছেন।

কৃষ্ণ সে তোমার   কৃষ্ণ দিতে পার
তোমার শকতি আছে।
মোরা ত কাঙ্গাল,   কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি
ধাই তব পাছে পাছে॥

নানা কথা

এম-এ পরীক্ষার ফল

নিম্নলিখিত ছাত্রগণ বর্ত্তমান ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দের কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন :—

ইংরাজী—গ্রুপ এ
(গুণানুসারে)

প্রথম শ্রেণী। দত্ত বঙ্কিম, পোষ্ট গ্রাজুয়েট, মুখোপাধ্যায় হেমচন্দ্র বঙ্গবাসী, রায় ভবানীচরণ প্রেসিডেন্সী, বন্দ্যোপাধ্যায় অমিয়া পোষ্ট-গ্রাজুয়েট।

দ্বিতীয় শ্রেণী। চট্টোপাধ্যায় চারুচন্দ্র পোষ্ট-গ্রাজুয়েট, কীর্ত্তি বিভূপদ প্রেসিডেন্সী, ঘোষ শচীন্দ্রলাল বঙ্গবাসী, সরকার পরিতোষ পোষ্ট-গ্রাজুয়েট, শর্ম্মা যজ্ঞেশ্বর প্রেসিডেন্সী, মিস্ত্রী শম্ভুচরণ পোষ্ট-গ্রাজুয়েট, মৃগেন্দ্র সমশের জঙ্গী বাহাদুর রাণা বঙ্গবাসী, রায় সুলেখা পোষ্ট গ্রাজুয়েট, বন্দ্যোপাধ্যায় পূর্ণচন্দ্র পোষ্ট গ্রাজুয়েট, দাস কমলাচরণ পোষ্ট গ্রাজুয়েট, সামন্ত হীরেন্দ্রমোহন পোষ্ট গ্রাজুয়েট, চট্টোপাধ্যায় সাধনকুমার প্রেসিডেন্সী, কে, সূর্য্যনারায়ণ পোষ্ট গ্রাজুয়েট, চন্দন ই, এস, সেণ্ট-কলিজিয়েট, চৌধুরী শৈলেন্দ্রনাথ পোষ্ট-গ্রাজুয়েট, সিংহ শচীন্দ্রসুন্দর কলিজিয়েট, মুখোপাধ্যায় সত্যচরণ পোষ্ট-গ্রাজুয়েট, চট্টোপাধ্যায় সত্যনারায়ণ বঙ্গবাসী, মুখোপাধ্যায় বসন্তকুমার পোষ্ট গ্রাজুয়েট, মিত্র সুনীলচন্দ্র স্কটিশ চার্চ্চ, আবুল হোসেন মিঞা পোষ্ট গ্রাজুয়েট, সেখ আমীমুদ্দিন পোষ্ট গ্রাজুয়েট, নাগ কমলকৃষ্ণ পোষ্ট গ্রাজুয়েট, দত্ত প্রণময় পোষ্ট গ্রাজুয়েট, সেনগুপ্ত শিশিরকুমার পোষ্ট গ্রাজুয়েট, ইগনেশিয়াস আবসালন স্কটিশ চার্চ্চ, সেন হিমাংশুভূষণ পোষ্ট গ্রাজুয়েট, আঢ্য বিনয়কৃষ্ণ স্কটিশ চার্চ্চ।

তৃতীয় শ্রেণী। এন, কামেশ্বর শর্ম্মা বঙ্গবাসী, নাথ ভূষণচন্দ্র বঙ্গবাসী, মণ্ডল গোপালচন্দ্র স্কটিশ চার্চ্চ, কেশব বাহাদুর কে, সি, প্রেসিডেন্সী, ঘোষ নীহারবালা পোষ্ট গ্রাজুয়েট, বন্দ্যোপাধ্যায় রাজেন্দ্রনাথ পোষ্ট গ্রাজুয়েট, সরকার দীরেন্দ্রনাথ পোষ্ট গ্রাজুয়েট, গোস্বামী গোবিন্দলাল পোষ্ট গ্রাজুয়েট, পণ্ডিত নলিনীরঞ্জন স্কটিশ চার্চ্চ, সরকার কমলাপ্রসাদ বঙ্গবাসী, চট্টোপাধ্যায় রঘুনাথ পোষ্ট গ্রাজুয়েট, চৌধুরী সত্যভূষণ বঙ্গবাসী, মহেন্দ্র বিক্রম শা প্রেসিডেন্সী, সেনগুপ্ত প্রেমাংশুকুমার বঙ্গবাসী, ভট্টাচার্য্য লালগোপাল পোষ্ট গ্রাজুয়েট, দত্ত পুরুষোত্তম পোষ্ট গ্রাজুয়েট, মুখো সরোজকুমার পোঃ গ্রাজুয়েট, বন্দ্যো অতুলানন্দ স্কটিশ চার্চ্চ, রায়চৌধুরী রামদাস স্কটিশ চার্চ্চ, মল্লিক সতীনাথ স্কটিশ চার্চ্চ, হারদামোদর টোলকর পোষ্ট গ্রাজুয়েট, ভট্টাচার্য্য কৃষ্ণগোপাল বঙ্গবাসী, চট্টো সনৎকুমার পোষ্ট গ্রাজুয়েট, ভট্টাচার্য্য দুর্গাচরণ পোষ্ট গ্রাজুয়েট, সেনগুপ্ত সুশীলকুমার পোষ্ট গ্রাজুয়েট, মুখো বঙ্কিমশ্যাম স্কটিশ চার্চ্চ, ডি, সুবারাও বঙ্গবাসী, চক্রবর্ত্তি জননীমোহন পোষ্ট গ্রাজুয়েট, পাল প্রসাদচন্দ্র পোষ্ট গ্রাজুয়েট, গোস্বামী রোহিণীকুমার পোঃ গ্রাজুয়েট, চট্টো প্রভাকর বঙ্গবাসী।

ইংরাজী—গ্রুপ বি

দ্বিতীয় শ্রেণী। গুপ্ত নৃপেন্দ্র পোষ্ট গ্রাজুয়েট, দে শচীন্দ্র পোষ্ট গ্রাজুয়েট, মুখো হরিহর পোষ্ট গ্রাজুয়েট।

সংস্কৃত—গ্রুপ এ

প্রথম শ্রেণী। দাস মহেশ্বর প্রেসিডেন্সী।

দ্বিতীয় শ্রেণী। সান্যাল পাঁচুগোপাল বঙ্গবাসী, ঘোষ রাজেন্দ্রলাল পোষ্ট গ্রাজুয়েট, বিশ্বাস যতীন্দ্রনাথ বঙ্গবাসী।

শ্রীচৈতন্যমঠের গ্রন্থাবলী

বিনোদঠাকুর বিরচিত
ভক্তি-গ্রন্থাবলী।
উৎকৃষ্ট কাপড়ে বিলাতী ধরণে বাঁধাই
স্বর্ণালঙ্কৃত। চতুর্থ সংস্করণ। বিস্তৃতবিষয় সূচীসহ

জৈবধর্ম

বাঁধাই ২৲ দুই টাকা

প্রকাশিত হইয়াছে

সনাতন সদশাস্ত্র বেদ, বেদান্ত, উপনিষৎ গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত, দর্শন, পুরাণ, তন্ত্রাদি সকল গ্রন্থ পাঠ করিবার অবসর অতি অল্প মানবের ঘটিয়া থাকে। অনেকের যোগ্যতা না থাকায় সেই সমস্ত গ্রন্থের মর্ম অবগত হইতে পারেন না। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বাঙ্গালীর এই অসুবিধা দূরীভূত করিবার জন্য এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

বিদ্যালয়ের ছাত্র বা শিক্ষকগণের বিশেষ পাঠ্য, এই জন্য শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টার বাহাদুর ইহা সমস্ত বিদ্যালয়ের জন্য অনুমোদন করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

প্রথম খণ্ড ভিক্ষা—১৲ একটাকা

যুক্তিপূর্ণ শাস্ত্রবাক্য দ্বারা প্রত্যেক মানবের নিত্য কর্তব্য ও অনিত্য সাময়িক কর্তব্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। গ্রন্থের প্রতি উক্তি সনাতন শাস্ত্রবাক্য দ্বারা সমর্থিত ও প্রমাণিত হইয়াছে। দেহের, মনের ও আত্মার ধর্ম কি? উপদেশ, সমাজ, নীতি, ধর্ম কি? ইত্যাদি বিষয় ক্রমানুসারে এমন সুন্দরভাবে যুক্তিসংকারে আলোচিত হইয়াছে যে, প্রথম পংক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত পাঠ না করিয়া নিবৃত্ত হওয়া যায় না।

শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ভিক্ষা ৵০

ঐ প্রমাণ খণ্ড ভিক্ষা ৵০

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিহার ও লীলাভূমি নয়টী দ্বীপ-সমষ্টি; এই নয় দ্বীপের প্রাচীন বিবরণ—প্রত্যেক দ্বীপে শ্রীমহাপ্রভুর লীলা—প্রত্যেক দ্বীপের পরিচয়, শ্রীধাম-মাহাত্ম্য—ধামাপরাধ কি? ইত্যাদি বিষয় বিশেষভাবে মনোহর ছন্দে বর্ণিত। পকেট সাইজ প্রায় ১৬০ পৃষ্ঠা।

শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ

উজ্জ্বল ব্রোঞ্জ ব্লু কালীতে উত্তম কাগজে ছাপা— শ্রীনবদ্বীপধাম দর্শনে ভাবুক দর্শনকারীর কি প্রকার ভাবের উচ্ছ্বাস হয়, তাহা এই গ্রন্থে বর্ণিত। অতি চমৎকার। ভিক্ষা চারি আনা।

শরণাগতি ৵০ দ্বিতীয় সংস্করণ

[illegible title: শ্রীমনঃশিক্ষা?]

শ্রীরূপ গোস্বামী ও শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভুর উপদেশচ্ছলে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিচার অতি সুন্দরভাবে স্বকৃত হইয়াছে। ইহা ছাড়া শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদিষ্ট শিক্ষা ও উপদেশ বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

গৌড়ীয়-বৈষ্ণব জগতে অভিনব গ্রন্থ!!

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতি-গ্রন্থাবলী:—

শরণাগতি

পকেট সাইজ
অষ্টম সংস্করণ
ভিক্ষা /০ আনা

দেহ ও মনের চেষ্টা অনিত্যবস্তু লইয়া—ইহা যখন জীব বুঝিতে পারে, তখন একমাত্র নিত্যবস্তু শ্রীভগবানের প্রতি তাঁহার কোন জাতীয় আবেগময়ী প্রার্থনা হয় এবং শ্রীভগবানে সর্ব্বান্তঃকরণে নিষ্কপটে কি প্রকারে শরণাপন্ন হইতে হয়, ইত্যাদি বিষয়ক প্রাণস্পর্শী প্রার্থনা ও আত্ম-সমর্পণমূলক গান। চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে।

ভিক্ষা প্রতি খণ্ড /০ এক আনা।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা— /০, নবদ্বীপশতক— /০, অর্থপঞ্চক—/০।

কল্যাণকল্পতরু

পকেট সাইজ
পঞ্চম সংস্করণ,
ভিক্ষা /১০

আমরা প্রত্যহ নূতন অভাব ও কামনার বশবর্ত্তী হইয়া পুনঃপুনঃ যে ভগবানকে কল্যাণ বলিয়া গ্রহণ করি এবং তাঁহার নিকট কল্যাণ কামনা করি, তিনি যে নিত্য বা যথার্থ কল্যাণ প্রদানে অসমর্থ এবং কোন্‌ বস্তু আমাদের নিত্য কল্যাণদাতা এবং কি ভাবে আমরা সেই কল্যাণলাভে সমর্থ হইব, এই সকল কথা সরল গানে বিবৃত। এই গীতিগ্রন্থ বাস্তবিকই কল্যাণের কল্পতরু; ইনি প্রত্যেককে নিত্যকল্যাণ প্রদানে

শ্রীল চক্রবর্ত্তি ঠাকুরের টীকা সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠাকুর কৃত টীকা ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কৃত বঙ্গানুবাদ। টীকাকারের জীবনী, শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি বহু প্রয়োজনীয় বিষয় সংবলিত প্রায় ৪২৫ পৃষ্ঠা। উৎকৃষ্ট সেক্সে বাঁধাই ২৲ দুই টাকা, কাগজে বাঁধা ১৷৷০

শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ-কৃত ভাষ্য সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

কাগজ ও ছাপা উৎকৃষ্ট। সেক্সে বাঁধাই, সোনার জলে নাম লেখা রাজসংস্করণ ১৲ টাকা, সাধারণ সংস্করণ ১৷৷০, গৌড়ীয়ের গ্রাহকপক্ষে ১৷০

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি (সম্বন্ধকোষগ্রন্থ)

বিষয়:—১। ভক্তিশাস্ত্রে ব্যবহৃত শব্দাবলীর অর্থ, ২। চারি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের চরিত্র, ৩। বিষ্ণুবৈষ্ণবস্থানাদি, শ্রীমন্দির ও শ্রীবিগ্রহের বিবরণ, ৪। বৈষ্ণবগ্রন্থ ও গ্রন্থকারগণের তাৎপর্য্য ও বিবরণ, ৫। বিষয় বিশেষে শ্লোক ও শাস্ত্রীয় আকরমূলে যাবতীয় তথ্য। চারিখণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ১ম খণ্ড ৷৷০, ২য় খণ্ড ৷৷৵০, ৩য় খণ্ড ৷৷০, ৪র্থ খণ্ড ৷৷৵০, চারিখণ্ড একত্রে ৩৲ (৫ম খণ্ড যন্ত্রস্থ)।

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ—১ম খণ্ড ১৲ এক টাকা। ২য় খণ্ড ১৲ এক টাকা—শ্রীমদ্ভাগবতের গ্রাহক ও গৌড়ীয় গ্রাহকগণ ৷৷০ টাকায় প্রত্যেক খণ্ড পাইবেন। বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমজ্জীব গোস্বামিপাদের রচিত ১ম, ২য় ষট্‌সন্দর্ভের অধিক প্রয়োজনীয় অংশ। প্রতি খণ্ড ডবল ক্রাউন ৮ কর্মায় ৬৪ পৃষ্ঠা আকারে মুদ্রিত হইতেছে।

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য সঙ্কলিত

সদাচারস্মৃতিঃ

ভিক্ষা ৵০ মাত্র

প্রাপ্তিস্থান শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (প্রাচীন নবদ্বীপ) নদীয়া।

[illegible]

রেজেষ্টার্ড
মদন মঞ্জরী

বটিকায় স্বপ্ন ও শুক্রতারল্য, ইন্দ্রিয়শক্তির হ্রাস, প্রস্রাবে শুক্রপাত, অজীর্ণ, মাথাধরা, বুক ধড়-ফড়ানি, ক্লান্তি প্রভৃতি লক্ষণ সত্বর নিবারণ করে। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ৩০ বটী ১৲ এক টাকা।

"নপুংসকারি ঘৃত"
পুরুষত্বহানি রোগে বাহ্যপ্রয়োগ দ্বারা আরোগ্য করিয়া শক্তিশালী করে। মূল্য ২ তোলা ১৲ টাকা।

"রমণবিলাসিনী বটিকা"
বীর্য্যধারণ করত স্ত্রীসংসর্গে স্থায়ী ও বৃদ্ধি করিতে অত্যাশ্চর্য্য। মূল্য ১৬ বটী ১৲ এক টাকা।

রাজবৈদ্য নারায়ণজী, কেশবজী
১৭৭নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

লোহার বরগা কড়ি
করগেট টীন, জানালার গরাদে
দালানের ফুলদার রেলিং ও থাম
বেড়াঘেরা কাটাতার ইত্যাদি
সুলভে বিক্রয় করি

২৭ ওয়েলিংটন স্ট্রীট ফোন ৪৪৯
স্থাপিত ইং ১৮৩৬ সাল, কলিকাতা

ফেরাস্‌ কুইনিন্‌
নূতন এবং পুরাতন ম্যালেরিয়ার যম
ইহাতে উপযুক্ত মাত্রায় আইরন, বাইহাইড্রোক্লোর কুইনিন, আর্সেনিক এবং ষ্ট্রিক্‌নিন আছে।
এই ফেরাস্‌ কুইনিন দ্বারা ইনজেকশন করিলে একটী বা দুইটী ইনজেকশনেই সকলপ্রকার কঠিন ম্যালেরিয়া জ্বর বন্ধ করে এবং ছয় হইতে বারটী ইনজেকশনে ম্যালেরিয়ার সমস্ত উপসর্গ নষ্ট করিয়া দেয়।
৬ এম্পুলপূর্ণ প্রতি বাক্স—মূল্য ২৲, ডাক ব্যয় ৷০।
বাইও-কেমিক্যাল এণ্ড ক্লিনিক্যাল ল্যাবরেটরীজ
প্রাপ্তিস্থান [illegible] কলিকাতা।

তন্মঠের গ্রন্থাবলী

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বিরচিত
ভক্তি-গ্রন্থাবলী।
উৎকৃষ্ট কাপড়ে বিলাতী ধরণে বাঁধাই স্বর্ণালঙ্কৃত। চতুর্থ সংস্করণ। বিস্তৃত বিষয়সূচীসহ

জৈবধর্ম্ম

বাঁধাই ২৲ দুই টাকা

প্রকাশিত হইয়াছে

সনাতন ধর্ম্মশাস্ত্র বেদ, বেদান্ত, উপনিষৎ গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত, দর্শন, পুরাণ, তন্ত্রাদি সকল গ্রন্থ পাঠ করিবার অবসর অতি অল্প মানবের ঘটিয়া থাকে। অনেকের যোগ্যতা না থাকায় সেই সমস্ত গ্রন্থের মর্ম্ম অবগত হইতে পারেন না। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বাঙ্গালীর এই অসুবিধা দূরীভূত করিবার জন্য এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

বিদ্যালয়ের ছাত্র বা শিক্ষকগণের বিশেষ পাঠ্য, এই জন্য শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টার বাহাদুর ইহা সমস্ত বিদ্যালয়ের জন্য অনুমোদন করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

প্রথম খণ্ড ভিক্ষা—১৲ একটাকা

ভক্তিপূর্ণ শাস্ত্রবাক্য দ্বারা প্রত্যেক মানবের নিত্য করণীয় ও অনিত্য সাময়িক কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। গ্রন্থের প্রতি উক্তি সনাতন শাস্ত্রবাক্য দ্বারা সমর্থিত ও প্রমাণিত হইয়াছে। দেহের, মনের ও আত্মার ধর্ম্ম কি? দেশ, সমাজ, নীতি, ধর্ম্ম কি? ইত্যাদি বিষয় ক্রমানুসারে এমন সুন্দরভাবে সুশৃঙ্খলাকারে আলোচিত হইয়াছে যে, প্রথম পংক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত পাঠ না করিয়া নিবৃত্ত হওয়া যায় না।

শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ভিক্ষা ৵০

ঐ প্রমাণ খণ্ড ভিক্ষা ৵০

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিহার ও লীলাভূমি নয়টী দ্বীপসমন্বিত। এই নয় দ্বীপের প্রাচীন বিবরণ—প্রত্যেক দ্বীপে শ্রীমহাপ্রভুর লীলা—প্রত্যেক দ্বীপের পরিচয়, শ্রীধামমাহাত্ম্য—ধামাপরাধ কি? ইত্যাদি বিষয় বিশেষভাবে মনোহর ছন্দে বর্ণিত। পকেট সাইজ প্রায় ১৬০ পৃষ্ঠা।

শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ

উজ্জ্বল ব্রোঞ্জ ব্লু কালীতে উত্তম কাগজে ছাপা—শ্রীনবদ্বীপধাম দর্শনে ভাবুক দর্শনকারীর কি প্রকার ভাবের উচ্ছ্বাস হয়, তাহা এই গ্রন্থে বর্ণিত। অতি চমৎকার। ভিক্ষা চারি আনা।

সাধনপথ

৷৵০ দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভুর উপদেশচ্ছলে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিচার অতি সুন্দরভাবে ব্যক্ত হইয়াছে। ইহা ছাড়া শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদিষ্ট শিক্ষা ও উপদেশ বিস্তৃতভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

গৌড়ীয়-বৈষ্ণব জগতে অভিনব গ্রন্থ!!
শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতি-গ্রন্থাবলী :—

শরণাগতি

পকেট সাইজ
অষ্টম সংস্করণ
ভিক্ষা ৵০ আনা

দেহ ও মনের চেষ্টা অনিত্যবস্তু লইয়া—ইহা যখন জীব বুঝিতে পারে, তখন একমাত্র নিত্যবস্তু শ্রীভগবানের প্রতি তাঁহার কোন জাতীয় আবেগময়ী প্রার্থনা হয় এবং শ্রীভগবানে সর্ব্বান্তঃকরণে নিষ্কপটে কি প্রকারে শরণাপন্ন হইতে হয়, ইত্যাদি বিষয়ক প্রাণস্পর্শী প্রার্থনা ও আত্মসমর্পণমূলক গান। চতুর্থ সংস্করণও প্রকাশিত হইয়াছে।

ভিক্ষা প্রতি খণ্ড ৵০ এক আনা।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা—৵০, নবদ্বীপশতক—৵০
অর্থপঞ্চক—৵০

কল্যাণকল্পতরু

পকেট সাইজ
পঞ্চম সংস্করণ।
ভিক্ষা ৵১০

আমরা প্রত্যহ নূতন অভাব ও কামনার বশবর্ত্তী হইয়া পুনঃপুনঃ যে অকল্যাণকে কল্যাণ বলিয়া গ্রহণ করি এবং অপরের নিকট কল্যাণ কামনা করি তাহা যে নিত্য বা পরম কল্যাণ প্রদানে অসমর্থ এবং কোন বস্তু আমাদের নিত্য কল্যাণকর তাহা কি ভাবে আমরা সেই কল্যাণলাভে সমর্থ হইব এই সকল কথা সরল গানে লিখিত। এই গীতিগ্রন্থ বাস্তবিক কল্যাণের কল্পতরু, যাহা প্রত্যেককে নিত্যকল্যাণ প্রদান...

শ্রীল চক্রবর্ত্তি ঠাকুরের টীকা সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠাকুর কৃত টীকা ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কৃত অনুবাদ। টীকাকার গ্রন্থকারের জীবনী, শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি বহু প্রয়োজনীয় বিষয় সম্বলিত প্রায় ৪২৫ পৃষ্ঠা। উৎকৃষ্ট সেল্কে বাঁধাই ২৲ দুই টাকা, কাগজে বাঁধা ১৷০

শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ কৃত ভাষ্য সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

কাগজ ও ছাপা উৎকৃষ্ট। সেল্কে বাঁধাই, সোনার জলে নাম লেখা রাজসংস্করণ ২৲ টাকা, সাধারণ সংস্করণ ১৷০, গৌড়ীয়ের গ্রাহকপক্ষে ১৷০

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি (অভিধান-কোষগ্রন্থ)

বিষয়—১। ভক্তিশাস্ত্রে ব্যবহৃত শব্দাবলীর অর্থ, ২। চারি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের চরিত্র, ৩। বিষ্ণুক্ষেত্রসমূহ ও শ্রীমন্দিরের ও গ্রন্থের বিবরণ, ৪। বৈষ্ণব ও প্রাকৃত দর্শনের ব্যাখ্যা ও বিবরণ, ৫। বিষয় নির্দ্দেশক শ্লোক ও শাস্ত্রীয় অকারাদিক্রমে ব্যবস্থিত তথ্য। চারিখণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ১ম খণ্ড ৷৵০, ২য় খণ্ড ৷৵০, ৩য় খণ্ড ৷৵০, ৪র্থ খণ্ড ৷৵০। চারিখণ্ড একত্রে ৩৲ (৫ম খণ্ড যন্ত্রস্থ)।

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ—১ম খণ্ড ১৲ এক টাকা। ২য় খণ্ড ১৲ এক টাকা—শ্রীমদ্ভাগবতের গ্রাহক ও গৌড়ীয় গ্রাহকগণ ৷০ টাকায় দুইখণ্ড পাইবেন। বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমজ্জীব গোস্বামিপাদের রচিত ছয় ষট্‌সন্দর্ভের অধিক প্রয়োজনীয় অংশ প্রায় ডবল ক্রাউন ৮ কর্ম্মায় ৬৪ পৃষ্ঠা আকারে মুদ্রিত হইতেছে।

শ্রীমধ্বাচার্য্য সঙ্কলিত

সদাচারস্মৃতিঃ

ভিক্ষা ৵০ মাত্র

গৌড়ীয়

পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

রেজেষ্টারীকৃত

মদন মঞ্জরী

বটিকায় স্বপ্ন ও ধাতুদৌর্ব্বল্য, ইন্দ্রিয়শক্তির হ্রাস, দেহ ও মন দুর্ব্বল, অজীর্ণ, বাত রোগ, বুক ধড়ফড়ানি, শিরঃপীড়া প্রভৃতি লক্ষণ সত্বর নিদোষ আরোগ্য হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ৪০ বটী ১৲ এক টাকা।

"অপুংসকাসারি ঘৃত"

পুরুষত্ব নিবারণে বাহ্যপ্রয়োগে ব্যবহারে আরোগ্য করিয়া পুরুষত্ব প্রদান করে। মূল্য ১৲ এক টাকা।

"প্রমদাবিলাসিনী বটিকা"

স্ত্রীলোকের জরায়ু দোষ ও শক্তি বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয়। মূল্য ১৬ বটী ১৲ এক টাকা।

রাজবৈদ্য নারায়ণজী, কেশবজী
১৭৭নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

লোহার কড়ি বরগা

করগেট টীন, জানালার গরাদে দালানের ফুলদার রেলিং ও থাম বেড়াঘেরা কাঁটাতার ইত্যাদি সুলভে বিক্রয় করি

স্থাপিত ইং ১৮৩৬ সাল, কলিকাতা

ফেরাস কুইনিন

নূতন এবং পুরাতন ম্যালেরিয়ার জন্য ইহাতে উপযুক্ত মাত্রায় আর্সেনিক, লৌহ এবং কুইনিন, আর্সেনিক এবং কুইনিন আছে।

এই ফেরাস কুইনিন ব্যবহার করিলে একটী বা দুইটী শিশিতেই সকলপ্রকার কঠিন ম্যালেরিয়া জ্বর ও পালা এবং জ্বর হইতে যাবতীয় উপসর্গ নষ্ট করিয়া দেয়।

৬ আউন্স শিশি—মূল্য ১৲, ডাকমাশুল স্বতন্ত্র। বটকৃষ্ণ পাল এণ্ড কোম্পানী, কেমিষ্টস্ ...

পর-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

এখানে আহার এবং বাসস্থান দিয়া বিদ্যার্থিগণকে বিভিন্ন শিক্ষণীয় বিষয় শিক্ষা দিবার বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। অনেক ছাত্র ইতোমধ্যেই আসিয়া পাঠ আরম্ভ করিয়াছেন। বর্ত্তমান বর্ষে সকল ছাত্রই গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

প্রধান অধ্যাপক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র কাব্য ব্যাকরণ-সাংখ্য-বেদান্ত-ষড়্দর্শন-তীর্থ, সাংখ্যভূষণ, বেদান্তরত্ন, সাহিত্যশাস্ত্রী, দর্শনবাচস্পতি।

অধ্যাপক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গৌরদাস ব্রহ্মচারী ব্যাকরণতীর্থ
শ্রীধাম মায়াপুর পরাবিদ্যাপীঠ, (নদীয়া)

বেদনাঞ্জন

শ্রেষ্ঠরত্ন।

কলিকাতা কংগ্রেস একজিবিসন হইতে বহু প্রশংসা প্রাপ্ত ও বহু গণ্যমান্য ভদ্রমহোদয়-গণ কর্ত্তৃক প্রশংসিত।

আজকাল বাজারে চলন মিশ্রিত ও ভেজাল আহার্য সেবনে শরীরের রক্ত স্বভাবতঃ দোষিত হইয়া পড়িতেছে। এবং মানবদেহের শ্রেষ্ঠ উপাদান, এই রক্ত দোষিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই নানাবিধ বাত, বেদনা, মাথাধরা, মাথাঘোরা, দৃষ্টিশক্তির হ্রাস, দাঁতের গোড়া ফুলা, দাঁত কন্‌কনানি, দাঁতে পোকা এবং বাত, চুলকানি প্রভৃতি কষ্টদায়ক চর্ম্মরোগে আক্রান্ত হইতেছে। যদি আপনি এই সমস্ত ব্যাধিমুক্ত হইতে চান, তাহা হইলে অযথা পয়সার অপব্যয় না করিয়া অল্প ব্যয়ে এক শিশি বেদনাঞ্জন ক্রয় করিয়া ইহার কার্যকারীশক্তি উপলব্ধি করুন। গুণের তুলনায় মূল্য, অত্যন্ত অল্প, এক শিশি ।০ আনা মাত্র মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান—এ, সি, চাটার্জ্জী এণ্ড ব্রাদার্স।
৪৪নং ইছাপুর রোড, সালকিয়া হাবড়া।
সকল মনিহারী দোকানে ও বড় বড় ঔষধের দোকানে পাওয়া যায়।

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

যদিও অদ্যাপি প্রকৃত মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য, তথাপি যাহারা নানাবিধ অনিয়মিত উপায়ে শারীরিক শক্তি নষ্ট করিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন এবং নানা প্রকার মেহ, প্রমেহ ধাতুদৌর্ব্বল্য, স্নায়বিক দুর্ব্বলতা, বহুমূত্র, দুঃস্বপ্ন, পারদ-সংক্রান্ত পীড়া, অর্শ এবং স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে যাহারা বাধক, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, স্বল্পরক্ত, শ্বেত ও রক্তপ্রদর, হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি রোগে ভুগিয়া জীবনে নিরাশ হইয়াছেন, তাঁহারা আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেচাল সাহেবের আবিষ্কৃত **ইলেক্ট্রিক সলিউসন** ব্যবহার করিয়া বাঁচিতে পারেন, তাহার শত সহস্র প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। যাঁহারা অন্যান্য বহুবিধ ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরোগ্য হইতে পারেন নাই, তাঁহারা একবার এই ঔষধটী ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক মাসের ব্যবহারোপযোগী এক শিশি ঔষধ ডাকমাশুল সহ ২।০ টাকা মাত্র।

সোল এজেণ্ট—ডাঃ ডি, ডি, হাজরা।
ফতেপুর, গার্ডেনরিচ পোঃ, কলিকাতা।
ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

অধ্যক্ষ

শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম এ, এফ সি এস (লণ্ডন)

ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক

(প্রফেসার)

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ বিশুদ্ধ ও শাস্ত্রমতে নিজ তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হয়। পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ক্যাটালগ পাঠান হয়। রোগের বিবরণ জানাইলে যত্নপূর্ব্বক ব্যবস্থা দেওয়া হয়। চিঠি পত্রাদি সম্পূর্ণরূপে গোপন রাখা হয়।

মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দুর)

(বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৪৲ টাকা

উৎকৃষ্ট স্বর্ণ, পারদ ও আমলাসার গন্ধক দ্বারা যথাশাস্ত্র প্রস্তুত।
নিত্য প্রয়োজনীয় সর্ব্বরোগনাশক মহৌষধ।

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৩৲ টাকা

উৎকৃষ্ট কাশীর আমলকী, বংশলোচন প্রভৃতি যাবতীয় উপাদানে পূর্ণ মাত্রায় যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। কফ, কাসি, সর্দ্দি, যক্ষ্মা, স্বরভঙ্গ, উদররোগ প্রভৃতি রোগের মহৌষধ। সর্ব্বপ্রকার দুর্ব্বলতা নাশক অতিশয় পুষ্টিকর মহৌষধ বা খাদ্য বিশেষ।

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬৲ টাকা

ইহা সেবনে ধাতুদৌর্ব্বল্য, শুক্রহীনতা, স্বপ্নদোষ, প্রমেহ ও ধ্বজভঙ্গ সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায়। ইহা অপরিসীম আনন্দদায়ক রসায়ন।

অবলাবান্ধব যোগ

প্রদর, বাধক প্রভৃতি জরায়ুদোষ ও স্ত্রীলোকগত যাবতীয় রোগের মহৌষধ।
মূল্য—১৬ মাত্রা ২৲ টাকা। ৫০ মাত্রা ৫৲ টাকা মাত্র

বিশুদ্ধ জল! ভয় নাই! বিশুদ্ধ জল!!

লক্ষ্মী টিউব-ওয়েল কোং

২০৫নং নবাবপুর, ঢাকা

বর্ত্তমান-যুগের নব আবিষ্কৃত যন্ত্রাদি দ্বারা উন্নত বৈজ্ঞানিক-খনন-প্রণালীতে নলকূপ (*Tube-well*) নির্ম্মাণ করা হয়। অনেক লাট বাহাদুর, গবর্ণমেণ্ট সেক্রেটারী, জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট, জিলা-বোর্ডের চেয়ারম্যান, ইঞ্জিনিয়ার, জমিদার, তালুকদার, প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত ভদ্রমহোদয়গণ এই কোম্পানীর কার্য্য দেখিয়া প্রশংসা করিয়াছেন। রাসায়নিক পরীক্ষায় জল বিশুদ্ধ না হইলে মূল্য গৃহীত হয় না। বিস্তৃত বিবরণের জন্য পত্র লিখুন।

বৃত্তিসহ সমগ্র

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণং

ভিক্ষা ২৲ টাকা। শিক্ষার্থি ছাত্রের পক্ষে ১।০ দেড়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীপরাবিদ্যাপীঠ, শ্রীগৌড়পুর
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

মনোমোহন প্রেস

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা

পূর্ব্ব-বাঙ্গালায় সুলভে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত
বৈদ্যুতিক মেশিনে দিবারাত্র কাজ চলিতেছে
বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,
৯০নং নবাবপুর, ঢাকা।

শ্রীমায়াপুর নদীয়া প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—শ্রীবিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

স্থানীয় সংস্করণ

Registered No. C 1544

বিজ্ঞাপনের হার

প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩॥০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার- নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র।

সাপ্তাহিকের হার
অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৵০

৪র্থ খণ্ড] সম্পাদক—প্রত্নবিদ্যালঙ্কার শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী [২১৪ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্য মঠ শ্রীধাম মায়াপুর—২৯শে কার্ত্তিক শুক্রবার ১৩৩৬, ১৫ই নভেম্বর ১৯২৯

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থাবলী

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্—শ্লোক সূচী, বিষয়-সূচী প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত। ভিঃ পিঃ, প্রতি খণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৵০ গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশ গ্রাহক পক্ষে ৵০
২। ভাষ্য-সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ) ৫৲
৩। গৌড়ীয়-গৌরব ১৵০
৪। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।০
৫। ভজনরহস্য ॥০
৬। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
 „ „ „ আবাঁধা ৸০
৭। গীতা (শ্রীবলদেবভাষ্যসহ) বাঁধা ২৲ আবাঁধা ১॥০
৮। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি-টীকা-সহ) বাঁধা ২৲ আবাঁধা ১॥০
গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ॥০
৯। সৎক্রিয়াসারদীপিকা সংস্কারদীপিকা সানুবাদ ২৲
১০। বেদান্তস্যমন্তক সানুবাদ ॥০
১১। জৈবধর্ম্ম ২৲
১২। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৩। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৪। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ১৵০
১৫। দ্বীপ-দিগ্‌দর্শন ৵০
১৬। সাধনপথ (৩য় সংস্করণ) ।৵০
১৭। আচার ও আচার্য্য
১৮। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
১৯। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৵০
২০। শ্রীনবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৵০
২১। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য (প্রমাণখণ্ড) ৵০
২২। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ৵০
২৩। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা দর্পণ ।০
২৪। শরণাগতি, গীতাবলী, গীতমালা, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, নবদ্বীপশতক, অর্থপঞ্চক ও সদাচারস্মৃতি মোট ।৵০
২৫। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ও অর্চ্চনকণ ৵০
২৬। সাধককণ্ঠমণি ৵০
২৭। সংস্কার-দীপিকা ।০
২৮। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড) ৩৲
২৯। সাধুবৃত্তিশিক্ষাষ্টকম ৵০
৩০। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ৸০
৩১। মণিমঞ্জরী সানুবাদ ৵০
৩২। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৩৩। শ্রীচৈতন্যভাগবত (বিরাট্ দ্বিতীয় সংস্করণ) ৫৲

এতদ্ব্যতীত বৈষ্ণব-ধর্ম্মের কয়েকখানি ইংরাজি ধর্ম্ম গ্রন্থ আছে, পত্র পাঠাইলে ডাকযোগে ক্যাটলগ পাঠান হয়।

প্রাপ্তিস্থান ঃ—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

২। শ্রীগৌড়ীয় মঠ—১নং উল্টাডিঙ্গি জংসনরোড কলিকাতা।
৩। শ্রীমাধবগৌড়ীয় মঠ—১০নং নবাবপুররোড, ঢাকা
৪। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ—উড়িয়াবাজার, কটক
৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ—পোড়াকুঠী, পুরী
৬। শ্রীসনাতনগৌড়ীয় মঠ—৪নং জঙ্গমবাড়ী, কাশী
৭। শ্রীগৌড়ীয় মঠ দিল্লী কার্য্যালয় ১০১ হনুমান্‌রোড, নিউদিল্লী
৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ—ছাপাগলি, বৃন্দাবন।
৯। শ্রীভাগবত প্রেস, গোয়াড়ী—কৃষ্ণনগর।
১০। শ্রীএকায়ন মঠ, চাষাপাড়া, কৃষ্ণনগর।

নানা কথা

স্থানীয় সমাচার

এবার এদিকে কলেরার প্রকোপ তেমন নাই, কিন্তু ম্যালেরিয়া জ্বরে বহু লোক আক্রান্ত হইতেছে। এক একটী রোগীর উত্তাপ ১০৬ ডিগ্রী পর্য্যন্ত উঠিতেছে। এমন বাড়ী নাই, যেখানে ২।১ জন না জ্বরে পীড়িত। কৃষকগণ জ্বরে পীড়িত থাকায় কৃষিকর্ম্মের অনেক অসুবিধা হইতেছে। সহর নবদ্বীপে মশার দংশন অত্যন্ত বাড়িয়াছে। অনেক পল্লীগ্রামে দুঃস্থ পল্লীবাসিগণের জন্য দাতব্য-চিকিৎসালয় এবং রোগীর পথ্য উপযুক্ত মূল্যে বিক্রয়ের ব্যবস্থা থাকিলে ভাল হয়।

রাসোৎসবের সময় সহর নবদ্বীপে দেশদেশান্তর হইতে বহু যাত্রী আসিতেছে। এই সময় সহরের স্বাস্থ্য সংরক্ষণ সম্বন্ধে স্বাস্থ্যবিভাগের কর্ত্তৃপক্ষগণের বিশেষ দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। ভেজাল ঘি ও তেলে ভাজা খাদ্যাদি গ্রহণ বিষয়ে সকলেরই সতর্ক হওয়া আবশ্যক। লোভের পরিণাম বড়ই দুঃখপ্রদ হইয়া থাকে। পচা পায়খানা ও পচা নর্দ্দমার দুর্গন্ধে রাস্তায় চলা অসম্ভব হইয়া উঠে। অবশ্য দু-একটী সদর রাস্তার দিকে মিউনিসিপ্যালিটীর দৃষ্টি থাকিলেও গলি রাস্তাগুলির প্রতি তাঁহাদের দৃষ্টি আমরা আকর্ষণ করিতেছি।

নবদ্বীপঘাট-কৃষ্ণনগর লাইট রেলওয়ে

নবদ্বীপঘাট হইতে কৃষ্ণনগর যাতায়াতের সুবিধার জন্য ই, বি, রেলওয়ে কোম্পানি যে ছোট লাইন খুলিয়াছেন, তাহাতে কৃষ্ণনগর ও নবদ্বীপ যাতায়াতের পক্ষে লোকের অনেক সুবিধা হইয়াছে বটে, তবে লাইনটীর আরও উন্নতি বিধান সম্বন্ধে রেলওয়ে কর্ত্তৃপক্ষগণের দৃষ্টি আমরা বিশেষ ভাবেই আকর্ষণ করিতেছি। আমঘাটা ও কৃষ্ণনগর রোড্ ষ্টেসনের মধ্যবর্ত্তী চামটার বিল নামক স্থানে ট্রেণখানি যেরূপ হেলিয়া পড়ে, তাহাতে অনেক যাত্রিগণ ভয়ে অস্থির হন। যাহাতে অচিরেই ঐ স্থানের [illegible] দিকে কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি পড়ে, তজ্জন্য আমরা বিশেষ ভাবে অনুরোধ করিতেছি। এতদ্ব্যতীত ট্রেণে উজ্জ্বল আলোকের ব্যবস্থা হওয়াও আবশ্যক। যে আলোগুলি দেওয়া হয়, তাহা অতি ক্ষীণপ্রভ। আমাদের মনে হয় উক্ত রেলওয়ের হেনকাল পুরাতন [illegible] হইয়াছে এবং [illegible] হইতেছে। সুতরাং কর্ত্তৃপক্ষ [illegible] প্রতিবিধানকল্পে অনায়াসে

পরলোকে

মহারাজা সার মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী

কাশিমবাজারের মহারাজা সার মণীন্দ্র চন্দ্র নন্দী কে, সি, আই, ই, গত ১১ই নবেম্বর সোমবার রাত্রি ১টা ২০ মিনিটের সময় তাঁহার কলিকাতাস্থ বাসভবনে মহারাণী, কুমার শ্রীশচন্দ্র নন্দী ও ৪ কন্যাকে শোক-সাগরে ভাসাইয়া পরলোকগমন করিয়াছেন। প্রথমে মহারাজের সামান্যরকম জ্বরের ন্যায় জ্বর হয়। ক্রমে তাহা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলে গত ৮ই তারিখে তাঁহাকে কলিকাতায় আনিয়া ডাঃ নীলরতন সরকারের চিকিৎসাধীনে রাখা হয়। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৭০ বৎসর হইয়াছিল। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে তাঁহার জন্ম হয়। দানশীলতার জন্য তাঁহার মাতুলানী মহারাণী স্বর্ণময়ীর নাম প্রসিদ্ধ ছিল। মহারাজও সেই গুণে গুণান্বিত হইয়া শিক্ষাবিভাগের উন্নতি-কল্পে কোটীধিক টাকা দান করিয়াছেন। তাঁহার মাতুল কৃষ্ণনাথের নামে বহরমপুর কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। সেই কলেজ ও তৎসংলগ্ন ছাত্র বাস এবং একটী উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের জন্য তাঁহার প্রায় ২ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়। তাহা ছাড়া বৎসরে ১৫০০০৲ করিয়া স্কুল ও বোর্ডিংয়ের জন্য ব্যয়ের ব্যবস্থা আছে। তিনি কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে ২ লক্ষ, বসু বিজ্ঞান মন্দিরে ২ লক্ষ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ও রংপুর এবং দৌলতপুর কলেজেও অনেক টাকা দান করিয়াছেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের গৃহ তাঁহার প্রদত্ত জমীর উপরই প্রতিষ্ঠিত। বেঙ্গল পটারীস্ লিমিটেড্, রাজগঞ্জ ও ষ্টোন ওয়ার্কস, চক্রবাসার চীনা মাটির কারখানার প্রধান পৃষ্ঠপোষক তিনি। বহরমপুরে মেডিকেল স্কুলের জন্য তাঁহার দান ৪০ হাজার টাকা। বেঙ্গল টেকনিক্যাল স্কুল, মূক বধির বিদ্যালয় এবং অন্ধদের বিদ্যালয়েও তাঁহার যথেষ্ট দান আছে। এতদ্ব্যতীত প্রায় দেড়শতের অধিক ছাত্র তাঁহার অন্নে ও আশ্রয়ে প্রতিপালিত হইত।

দক্ষিণ মেরুতে অভিযান

স্যার ডগলাসের অগ্রসর

কানবেরার ১০ই নবেম্বরের সংবাদে প্রকাশ, স্যার ডগলাস মসন অষ্ট্রেলিয়ার প্রধান মন্ত্রী মিঃ জে, স্ক্যালনের নিকট এই মর্ম্মে তার প্রেরণ করিয়াছেন যে, তিনি দলবল সহ "ডিস্কভারি" জাহাজযোগে গত ৭ই নবেম্বর "কারগুলেন" দ্বীপে উপস্থিত হইয়াছেন।

অষ্ট্রেলিয়া এবং নিউজিল্যাণ্ডের সমুদয় এই অভিযানে স্যার ডগলাসকে সাহায্য করিতেছেন।

মধ্য প্রদেশের গভর্ণর

সার এম, বাটলারের পদত্যাগ

মধ্য প্রদেশের গভর্ণর সার মণ্টেগু বাটলারের পদত্যাগ ভারতসম্রাট্ কর্ত্তৃক মঞ্জুর হইয়াছিল। অল্পদিনের মধ্যেই সার বাটলার পুনরায় পূর্ব্বপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। কার্য্য-নির্ব্বাহক-সভার সদস্য অনারেবল মিঃ এস, বি, টাম্বে কিছুদিন সার বাটলারের পদে কার্য্য করিয়াছেন।

পুরী জিলায় বন্যা

৫ বৎসর অজন্মা

কটক ৯ই নভেম্বরের সংবাদে প্রকাশ, পণ্ডিত গোদাবরী মিশ্র এম, এল, সি, পণ্ডিত নিলকণ্ঠ মিশ্র এম, এল, সি ও শ্রীযুত সুদর্শন পাণিগ্রাহী পুরী জিলায় সেরাই ও বলভদ্রপুরে বন্যাপীড়িত স্থান পরিদর্শন করিতে গিয়াছিলেন। বন্যাপীড়িত স্থানের পরিমাণ প্রায় ১০ বর্গ মাইল; ৩৪টী গ্রাম তথায় অবস্থিত। পণ্ডিত গোদাবরী মিশ্র বলিতেছেন, বন্যার জলের জন্য গত ৫ বৎসর তথায় ধান হয় নাই। ধান্যক্ষেত্রগুলি জলজ আগাছায় পূর্ণ হইয়া আছে। দয়ানদীর বাম দিকে বাঁধ থাকায় ঐ অঞ্চলে এইরূপ অজন্মা হইতেছে। উড়িষ্যা বন্যা-কমিটী ক্রমশঃ এ অবস্থার পরিবর্ত্তন করিতে চান। বর্ত্তমানে এই বন্যাপীড়িত স্থানে গ্রামগুলি একরূপ পরিত্যক্ত। অধিবাসীরা দূরবর্ত্তী অঞ্চলে মজুরী খাটিবার জন্য চলিয়া গিয়াছে। আরও আশ্চর্য্যের বিষয় গত ২ বৎসর হইতে এ অঞ্চলে জমীর খাজনা টাকায় এক আনা হইতে চারি আনা পর্য্যন্ত বাড়ান হইয়াছে।

রামগঙ্গায় বৈদ্যুতিক জল-উত্তোলন-যন্ত্র

বেরিলি, ৯ই নভেম্বরের সংবাদে প্রকাশ রামগঙ্গা নদীর বৈদ্যুতিক উত্তোলন যন্ত্র প্রতিষ্ঠার কার্য্য সমাপ্ত হইলে উহা দ্বারা মোরাদাবাদ জেলার ১ লক্ষ একর ভূমি জলসিক্ত হইতে পারিবে। সার এস, হেলী এই যন্ত্রাগার পরিদর্শন করিয়াছেন।

শ্রীযুত রবীন চট্টোপাধ্যায়

বন্ধনদশায় ইংলিশ চ্যানেলে সাঁতার

এলাহাবাদ, ১০ই নভেম্বরের সংবাদে প্রকাশ- এলাহাবাদের সন্তরণ-নিপুণ শ্রীযুত রবীন চট্টোপাধ্যায় হাত পা বাঁধা অবস্থায় ইংলিশ চ্যানেলে সাঁতার দিবার ইচ্ছা করিয়াছেন। আগামী জুলাই মাসে তিনি এই কার্য্যে অগ্রসর হইবেন, এইরূপ বন্দোবস্ত হইয়েছে।

বৃটেনের নানাস্থলে ঝড়

প্রকাশ, গত ১১ই নবেম্বর অকস্মাৎ বৃটেনের উপর দিয়া ভীষণ ঝড় বহিয়া গিয়াছে। এরূপ ঝড় আর এবার হয় নাই। ঝড় না থামিতেই বৃষ্টি আরম্ভ হয়, দেখিতে দেখিতে নানা স্থান জলপ্লাবিত হইয়া উঠে। টেলিফোনের তার ছিঁড়িয়া গিয়াছে। অনেক বাড়ীর ছাদ ঝড়ে উড়িয়া গিয়াছে। বিশেষ ভাবে চেসিয়ারের হ্রদ-বহুল অঞ্চলে জল জমিয়া বিশেষ ক্ষতি জন্মাইয়াছে।

এই দৈব দুর্য্যোগে বিপন্নদিগকে উদ্ধার করিবার জন্য জীবনতরীসমূহ ইংলণ্ডের উপকূলে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল 'আর ১০১' নামক বিশাল বিমানপোতখানি এই ঝড়ের সময় প্রায় দুই ঘণ্টা কাল আকাশে উড়িতেছিল। সেই সময় ঝড়ের গতিবেগ ঘণ্টায় প্রায় ২৪ মাইল ছিল। কোন কোন সময় তাহা আবার ৮৩ মাইল পর্য্যন্ত হইয়াছিল। তাহাতেও 'আর ১০১' নামক বিমানপোতখানির বিশেষ কোন অসুবিধা ঘটে নাই।

ইন্দোরের মহারাজা বিদেশ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন

৪ বৎসর পর গত ১১ই নভেম্বর প্রাতে কালিফোর্ণিয়া জাহাজে ইন্দোরের মহারাজা দ্বিতীয় যশোবন্ত রাও হোলকার ও তাঁহার ভগ্নী রাজকুমারী মনোরমা বোম্বায়ে উপনীত হইয়াছেন। তাঁহাদের মাতা মহারাণী চন্দ্রাবতী, রাজ্যের প্রধান মন্ত্রী, সার হুকুমচাঁদ স্বরূপচাঁদ এবং কর্ম্মচারী ও প্রজাগণ তাঁহাদিগকে সাদরে অভ্যর্থনা করেন। অল্পক্ষণ পরেই তাঁহারা স্পেশাল ট্রেণে ইন্দোর যাত্রা করিয়াছেন। আগামী ফেব্রুয়ারী মাসে মহারাজার অভিষেক হইবে বলিয়া জানা গিয়াছে।

ভারতে ইংরাজ-ছাত্র-মণ্ডলী

সরকারী বিদ্যালয়ের যে সকল ছাত্র ভারত-ভ্রমণে ইচ্ছুক, তাহারা রওনা হইয়াছে।

যুবরাজ প্রিন্স অব ওয়েলস তাহাদিগকে যাত্রাকালে শুভ ইচ্ছা জ্ঞাপন করিয়াছেন এবং সেই সঙ্গে বলিয়াছেন যে, তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস যাহারা ঐ ছাত্রমণ্ডলীর সংস্রবে আসিবেন, তাঁহারা সকলেই তাহাদিগের সম্বন্ধে ও তাহাদিগের বিদ্যালয় সম্বন্ধে ভাল মত পোষণ করিবেন।

ভারত-সচিব মিঃ ওয়েজউড বেন একখানি পত্রে লিখিয়াছেন, এই ছাত্রদিগের ভ্রমণ সাফল্যে মণ্ডিত হইবে এবং তাহাদিগের সকলের সহিত সদ্ভাব হইবে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২৯শে কার্ত্তিক শুক্রবার—১৩৩৬

আমরা কি ছিলাম কি হ'লাম

(বৌদ্ধযুগ)

(১)

খ্রীঃ পূঃ ৫৫৭ অব্দে শাক্যসিংহ বুদ্ধের আবির্ভাব। তিনি বারাণসীর ১০০ মাইল উত্তর পশ্চিমে কপিলাবস্তুতে রাজা শুদ্ধোদনের গৃহে জন্ম গ্রহণ পূর্ব্বক অতি অল্প বয়সে গয়ার নিকটবর্ত্তী উরুবিল নামক একটী স্থানে তপস্যায় সিদ্ধিলাভ করিয়া জনসমাজে বুদ্ধদেব নামে পরিচিত হন এবং ঈশ্বর-সম্বন্ধ-শূন্য 'অহিংসা পরমো ধর্ম্মঃ'—এই মত প্রচার করেন। শাক্যসিংহের সময় বাঙ্গলার রাজা ছিলেন সিংহবাহু এবং দক্ষিণ বিহার মহাভারতোক্ত সুপ্রাচীন শিশুনাগ-বংশের অধীন ছিল। এই বংশের পঞ্চম অধস্তন, চন্দ্রগুপ্তের পিতামহ বিম্বিসারের গৃহে থাকিয়া শাক্যসিংহ অনেক সময় নিজ ধর্ম্ম প্রচার করিতেন। ইহার পর মৌর্য্য বংশের প্রতিষ্ঠাতা চন্দ্রগুপ্তের রাজত্ব কাল। এই সময় গ্রীকদূত মেগাস্থিনিস্ চন্দ্রগুপ্তের সভায় থাকিয়া ভারতের তৎকালীন অবস্থা সম্বন্ধে যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা হইতে আমরা অনেক কথা জানিতে পারিব। ধর্ম্ম সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন—'হিন্দুগণ ভগবান্ বিষ্ণুর উপাসনা করিয়া থাকেন, ব্রাহ্মণেতর জাতির মধ্যে অনেকের অন্য দেব দেবীর উপাসনায় প্রবৃত্তি দেখা যায়। গঙ্গা যমুনা ব্রহ্মপুত্র প্রভৃতি নদনদীগুলি বিশেষভাবে সম্মানিত ও পূজিত হয়।' সমাজ সম্বন্ধে বলিয়াছেন, 'হিন্দুগণ সমাজে সাত শ্রেণীতে বিভক্ত,—পণ্ডিত (ব্রাহ্মণ), রাজমন্ত্রী (ক্ষত্রিয়), রাজকর্ম্মচারী (কায়স্থ), সৈন্য, শিল্পী, কৃষক ও রাখাল। ভারতীয় হিন্দুগণ সরল, উদার, সত্যপ্রিয়, সাধু ও সাধ্বী। মদ্যপান, উৎকোচ গ্রহণ, মৎস্যাদি অখাদ্য ভক্ষণ সমাজে প্রচলিত নাই।'

(২)

শাক্যসিংহ ৮০ বৎসর ধরিয়া নিজ ধর্ম্ম প্রচার করিয়া অবশেষে কুশী নগরে দেহত্যাগ করেন। তবে তাঁহার জীবিতাবস্থায় তাঁহার ধর্ম্ম ততদূর বিস্তার লাভ করিতে পারে নাই। চন্দ্রগুপ্তের সময়ও বৌদ্ধ-ধর্ম্মের তরুণাবস্থা। ইহার কিছুদিন পরে খৃঃ পূঃ ২৭৩ অব্দে অশোক মগধের সিংহাসন অধিকার করেন। তিনি কিছুদিন রাজ্য বিস্তারাদি কার্য্যে ব্যস্ত থাকিয়া শেষে উপগুপ্ত নামক জনৈক বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর নিকট বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার সময়ে বৌদ্ধধর্ম্ম সমগ্র দেশ ছাইয়া ফেলিয়াছিল। চীন জাপান প্রভৃতি কয়েকটী দেশও বৌদ্ধধর্ম্মে বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট হইয়াছিল। ব্রাহ্মণগণ শিখা সূত্র পরিত্যাগ করিয়া বৌদ্ধধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিলেন। এই সময় বৌদ্ধগণ হিন্দুদিগের প্রাচীন গ্রন্থ অনেক নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছিল। অশোকের পরে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব ভারতে অনেক দিন পর্য্যন্ত দেখা গিয়াছিল। অশোকের পুত্র মহেন্দ্রও বৌদ্ধধর্ম্ম-প্রচারে বিশেষ যত্ন করিয়াছিলেন। অশোকের মৃত্যুর পর মৌর্য্যবংশের আর ছয় জন রাজা মগধের (দক্ষিণ বিহার) সিংহাসন অধিকার করেন। তাঁহারা সকলেই বৌদ্ধ ছিলেন এবং বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রচারের জন্য সকলেই অল্প বিস্তর চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন

(৩)

মৌর্য্যবংশের পরে শুঙ্গ, কণ্ব ও অন্ধ্র বংশের কথা শুনা যায়। কালিদাসের মালবিকাগ্নিমিত্র নামক গ্রন্থে অগ্নিমিত্র ও পুষ্যমিত্র নামক দুইজন মিত্রবংশীয় রাজাদের বিবরণ পাওয়া যায়, এই মিত্র বংশের পরেই বর্দ্ধনবংশের উৎপত্তি। এই সময় দাক্ষিণাত্যে অন্ধ্র বংশের প্রাধান্য ছিল। অন্ধ্র বংশ অতি প্রাচীন। মহাভারতে অন্ধ্র বংশের উল্লেখ আছে, ইঁহাদের রাজত্বকালে যিশুখৃষ্টের দ্বাদশ শিষ্যের অন্যতম সেণ্টটমাস খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারার্থ ভারতে আসেন।

(৪)

এই অন্ধ্রবংশীয় রাজাদিগের রাজত্বকালেই কনিষ্ক নামক এক ব্যক্তি মগধের সিংহাসন অধিকার করেন। ইনি খৃষ্টীয় ৭৮ অব্দে সিংহাসনে অধিরূঢ় হন। ইঁহার সময় হইতে শকাব্দার প্রচলন হইয়াছে। চরক ও সুশ্রুত নামক দুইখানি কবিরাজি গ্রন্থ এই সময় রচিত হয়। ইনি নিজে বৌদ্ধ ছিলেন এবং বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারের জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন।

ইহার পর গুপ্ত-সাম্রাজ্য। গুপ্ত-বংশীয় রাজাদিগের মধ্যে বিক্রমাদিত্য প্রসিদ্ধ। বিক্রমাদিত্যের কথা ভারতবর্ষের আবালবৃদ্ধ-বনিতার কাহারও অবিদিত নাই। ভারতে বিক্রমাদিত্য নামে অনেকগুলি রাজার আবির্ভাব হইয়াছিল। তন্মধ্যে শকারি দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের কথাই ভারতবাসীর নিকট সুপরিচিত। কবি কালিদাস, বরাহমিহির প্রভৃতি নয় জন পণ্ডিত বিক্রমাদিত্যের সভা অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। কুমারসম্ভব, রঘুবংশ, শকুন্তলা নাটক প্রভৃতি বহু সংস্কৃত সাহিত্য এই সময় রচিত হইয়াছিল। ফাহিয়ান নামক জনৈক চীন পরিব্রাজক এই কালে ভারতে আগমন করিয়াছিলেন। তিনি তৎকালীন ভারতবাসীর অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া এইরূপ লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন—"ভারতবাসিগণ পরম সুখে স্বাধীনভাবে জীবন যাপন করিতেছেন। মদ্যপান, জীব-হিংসা প্রভৃতি কার্য্যগুলি অত্যন্ত পাপকার্য্য বলিয়া সমাজে নিন্দিত হয়। রাজা সুশাসক ছিলেন, কখনও কর-ভারে প্রজাকে পীড়ন করিতেন না। অপরাধীর প্রাণদণ্ডের বিধি নাই, অপরাধের গুরুত্বানুসারে অর্থদণ্ড হয়। দরিদ্র প্রজার জন্য স্কুল হাসপাতাল আছে। ব্যবসা-বাণিজ্য খুব প্রসার লাভ করিয়াছে। দেশের অবস্থা খুব সচ্ছল। কোন ব্যক্তিই নিজ ব্যক্তিগত কোন অভাব অনুভব করে না। ধার্ম্মিকগণের মধ্যে কোন বিবাদ বিসংবাদ নাই।" ইনি খৃষ্টীয় ৪র্থ শতাব্দীতে প্রকটিত ছিলেন। খৃষ্টীয় ৩৯৯ অব্দে ফাহিয়ান ভারতে আগমন করেন।

(৫)

ইহার পর যশোধর্ম্মদেব বিক্রমাদিত্য মালব দেশে রাজত্ব করেন। ইনি শক ও হূণ নামক দুইটী বিদেশীয় জাতিকে বিতাড়িত করিয়া নিজ রাজ্যে শান্তি স্থাপন করেন। এই যশোধর্ম্মদেবের পর প্রভাকরবর্দ্ধনের কনিষ্ঠ পুত্র ও রাজ্যবর্দ্ধনের কনিষ্ঠ ভ্রাতা হর্ষবর্দ্ধন শিলাদিত্যের শাসন কাল। হর্ষবর্দ্ধনের সময় বাঙ্গলার রাজধানী গৌড়ে শশাঙ্ক নামে জনৈক প্রবল পরাক্রান্ত রাজা ছিলেন, এবং দাক্ষিণাত্যে পুলকেশী নামক একজন রাজা রাজত্ব করিতেন। হর্ষবর্দ্ধন এই দুই জন রাজার নিকট পরাজিত হওয়ায় বাঙ্গালায় নিজ আধিপত্য বিস্তার করিতে পারেন নাই। হর্ষবর্দ্ধন বৌদ্ধ ছিলেন এবং অশোকের ন্যায় বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারের জন্য প্রভূত প্রয়াস করিয়াছিলেন। ইনি বিহার প্রদেশের নালন্দা নামক স্থানে এক বৌদ্ধমহাবিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন। শুনা যায় এইস্থানে দশহাজার বৌদ্ধ শিষ্য বিনাব্যয়ে বৌদ্ধধর্ম্মের অনুশীলন ও সংস্কৃত বিদ্যার চর্চ্চা করিতেন। অশোকের পর এরূপ বৌদ্ধধর্ম্ম-প্রচারক আর কেহ ছিলেন না। ইনি নিজে রত্নাবলী নামক এক নাটক রচনা করেন। এই সময় বাণভট্ট নামক জনৈক পণ্ডিত হর্ষচরিত ও কাদম্বরী নামক দুইখানি পুস্তক রচনা করিয়া বিখ্যাত হইয়াছেন। কথিত আছে, হুয়েনসাং নামক চীনদেশীয় পরিব্রাজক আমাদের দেশে আসিয়া হর্ষবর্দ্ধন-স্থাপিত নালন্দা বিদ্যালয়ে ৫ বৎসর ধরিয়া সংস্কৃত অধ্যয়ন করেন, তিনিও ভারতবাসীর অবস্থার বিবরণ সংক্ষেপে লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। তিনি বলেন—'ভারতবাসিগণ সৎ, ধার্ম্মিক, উদার, সহিষ্ণু, সত্যপ্রিয় ও ন্যায়পরায়ণ। রাজারা রাজ্যের কর প্রজার হিতসাধনে ব্যয় করিয়া থাকেন। রাজকর অতি সামান্য, সুতরাং কর দিতে প্রজার কোন কষ্ট নাই। সকলেই নিজ নিজ স্বাধীনভাবে কর্ম্ম করেন, জোর-জবরদস্তি করিয়া কাহাকেও কোন কর্ম্ম করাইবার কাহারও অধিকার নাই। রাজদ্রোহীদিগের উপরও কোন প্রকার কঠোর শাস্তির বিধান ছিল না। রাজকর্ম্মচারীরা বেতনের পরিবর্ত্তে জায়গীর ভোগ করিতেন। শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতদিগের পরিপোষণ জন্য ভূমিদানের ব্যবস্থা আছে। হিন্দু ও বৌদ্ধদিগের মধ্যে কোন প্রকার বিবাদ নাই। সকলেই নিজ ইচ্ছামত আপন আপন ধর্ম্মের উন্নতিসাধন করিতেন। হর্ষবর্দ্ধন খৃষ্টীয় ৬০৬ হইতে ৬১৯ অব্দ পর্য্যন্ত কান্যকুব্জে রাজত্ব করেন। এইত গেল বৌদ্ধযুগের কথা, ইহার পর প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধযুগারম্ভ। আমরা পরবর্ত্তি প্রবন্ধে ইহার আলোচনা করিব।

সনাতন ধর্ম্ম

অভিধেয় বিচার

(শ্রীপাদ নরোত্তমদাসাধিকারী)

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

(১) স্বরূপ-বিভ্রম :—আমার (জীবের) স্বরূপ কি, তাহার বিস্মৃতিকেই স্বরূপ-বিভ্রম কহে। স্বরূপ ভুলিয়া আমরা বিবর্ত্তবাদের আশ্রয় গ্রহণ করত জড় স্থূল বা সূক্ষ্মদেহে আমি বুদ্ধি করিয়া থাকি। পঞ্চভূতাত্মক স্থূলদেহ এবং মন-বুদ্ধি-অহঙ্কারাত্মক সূক্ষ্মদেহ—এই উভয় দেহই অনিত্য। কলিযুগে স্থূলদেহের স্থায়িকাল বড় জোর শতবর্ষ। অধিকাংশ জীবের ইহার পূর্ব্বেই দেহের পতন ঘটিয়া থাকে। আবার আমাদের সূক্ষ্ম-দেহও অনবরত পরিবর্ত্তনশীল; বাল্য, যুবা, প্রৌঢ়, বার্দ্ধক্যাদি অবস্থায় আমাদের মানসিক অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে। এমন কি প্রাতে, দ্বিপ্রহরে, সন্ধ্যায় ও রাত্রে মানসিক অবস্থার চাঞ্চল্য পরিলক্ষিত হয়। এই মাত্র যেটি কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচিত হয়, পরমুহূর্ত্তে সেটি অকর্ত্তব্য বোধ করি। পুনশ্চ এই কর্ত্তব্য আমি [illegible] হইতে পারি না। [illegible] আমার [illegible] [illegible] [illegible] আর আমি [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] বুদ্ধি [illegible] আনিত্য দেহদ্বয়ে [illegible] বুদ্ধি [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হইতে [illegible] [illegible] আবশ্যক। জীব-স্বরূপ-বিচারে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বলেন—

জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস।

কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীমন্মহাপ্রভু জীবের স্বরূপ-বিচারে বলিয়াছেন :—

নাহং বিপ্রো ন চ নরপতির্নাপি বৈশ্যো ন শূদ্রো
নাহং বর্ণী ন চ গৃহপতির্নো বনস্থো যতির্বা।
কিন্তু প্রোদ্যন্নিখিলপরমানন্দপূর্ণামৃতাব্ধে-
র্গোপীভর্ত্তুঃ পদকমলয়োর্দাসদাসানুদাসঃ॥

অর্থাৎ আমি ব্রাহ্মণ নহি, ক্ষত্রিয় রাজা নহি, বৈশ্য বা শূদ্র নহি, অথবা ব্রহ্মচারী নহি, গৃহস্থ নহি, বানপ্রস্থ নহি, সন্ন্যাসীও নহি, কিন্তু উদ্দীপিত (অর্থাৎ নিত্য স্বতঃপ্রকাশমান) নিখিল পরমানন্দপূর্ণ অমৃত-সমুদ্রস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের পদকমলের দাসের দাসানুদাস।

(২) অসত্তৃষ্ণা :—যাহা অনিত্য, তাহাই অসৎ। সেই অনিত্য বস্তু-প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষাকেই অসত্তৃষ্ণা বলে। অসত্তৃষ্ণা বহু প্রকার। তন্মধ্যে কনক, কামিনী ও প্রতিষ্ঠার তৃষ্ণাই জীবগণকে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী অভিভূত করে। কনক অর্জ্জনে কষ্ট, রক্ষণে কষ্ট এবং ব্যয়ে কষ্ট। দিবারাত্র পরিশ্রম করিয়া আমরা কনক অর্জ্জন করি। অর্জ্জনের পর দস্যুতস্করাদি যাহাতে অপহরণ করে, তজ্জন্য বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করি। কখনও রাত্রিকাল নিদ্রাহীন অবস্থায় অত্যন্ত আশঙ্কা ও উৎকণ্ঠার সহিত যাপন করিতে বাধ্য হই। দস্যুগণ ছুরিকাঘাতে ধনীর প্রাণসংহার করত সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করে—এরূপ সংবাদ আজকাল প্রায় প্রত্যেক সংবাদ-পত্রে পাঠ করিয়া থাকি। কামিনী প্রাপ্তি, কামিনী রক্ষণ ও কামিনীনাশে অথবা প্রতিষ্ঠালাভে, প্রতিষ্ঠারক্ষণে ও প্রতিষ্ঠার ক্ষয়ে আমরা যে কত দুঃখ পাইতে পারি, তদ্বিষয়ে প্রত্যেকেরই অল্পবিস্তর অভিজ্ঞতা আছে। এত কষ্ট স্বীকার করিয়াও আমরা ঐ সকল অনিত্য বিষয়—জীবনাবধি যাহার ভোগকাল, জীবন বিগতে যাহার সহিত সম্বন্ধ বিযুক্ত হইয়া যায়, তাহার জন্য তৃষ্ণাযুক্ত হইয়া অমূল্য জীবন বৃথা ব্যয় করি। ঐ সকল অনিত্য বিষয়ে তৃষ্ণান্বিত থাকিলে শ্রীভগবদ্ভক্তি লাভের নিমিত্ত যত্ন করিবার অবসরই ঘটে না। সুতরাং সাধনার অন্তরায়ী ঐ সব অসত্তৃষ্ণা হইতে পরিত্রাণ লাভের জন্য কায়মনোবাক্যে শ্রীভগবৎ সাধনায় প্রবৃত্ত না হইলে তাহাতে সিদ্ধ হওয়া অসম্ভব।

(৩) হৃদয়দৌর্ব্বল্য :—অসৎ সঙ্গের ফলেই হৃদয়-দৌর্ব্বল্যের কারণ। অসৎ [illegible] অসদ্বস্তুর প্রতি আসক্তি [illegible] সেই সমস্ত আসক্তির [illegible] শ্রীভগবানের [illegible] উজ্জ্বলতা অন্তর্হিত হয় [illegible] একটী মহানর্থ

অসৎসঙ্গ আমাদিগের বাক্যবেগ, মনোবেগ, ক্রোধবেগ, জিহ্বাবেগ, উদর ও উপস্থবেগ বৃদ্ধি করে এবং অধিক সংগ্রহ চেষ্টা, বিষয়োদ্যম, অনাবশ্যক গ্রাম্যকথা, ভক্তিপোষক নিয়ম ব্যতীত অন্য নিয়মে আদর, অভক্ত জনসঙ্গ এবং নানামতবাদীর সহিত অস্থির সিদ্ধান্তে আগ্রহান্বিত করে। তৎফলে আমাদিগের হৃদয়ে ঐ সকল বস্তুর প্রতি যে আসক্তির প্রবলতা জন্মায়, সেই আসক্তিই হৃদয়-দৌর্ব্বল্যের জনক। নিরন্তর সাধুসঙ্গে থাকিয়া ঐ ষড়্‌বেগ ও ষড়্‌দোষের কবল হইতে পরিত্রাণ পাইতে যত্ন করা আবশ্যক।

(৪) অপরাধ,—অপরাধ দুই প্রকার, যথা :—সেবাপরাধ ও নামাপরাধ।

সেবাপরাধ :—সেবাপরাধ পঞ্চপ্রকার, যথা :—(ক) সাধ্যমত যত্নাভাব, (খ) অবজ্ঞা, (গ) অপবিত্রতা, (ঘ) নিষ্ঠাভাব ও (ঙ) গর্ব্ব।

(ক) সাধ্যমত যত্নাভাব :—বিষয়-চেষ্টার বশবর্ত্তী হইয়া অথবা আলস্যের প্রশ্রয় দিয়া শ্রীভগবৎ সেবার নিমিত্ত সাধ্যমত যত্ন না হওয়া, স্তবাদি পাঠ না করা ইত্যাদি।

(খ) অবজ্ঞা :—যানারোহণে বা পাদুকা ব্যবহার পূর্ব্বক শ্রীভগবন্মন্দিরে গমন, শ্রীমূর্ত্তির সম্মুখে প্রণতি না করা, একহস্ত দ্বারা প্রণাম, অঙ্গুলি দ্বারা শ্রীভগবন্মূর্ত্তি নির্দ্দেশ, শ্রীমূর্ত্তির সম্মুখে পাদচারণ, শ্রীমূর্ত্তির সম্মুখে পাদপ্রসারণ পূর্ব্বক উপবেশন, পর্য্যঙ্ক বন্ধনে বসিয়া স্তবপাঠ, শ্রীমূর্ত্তির সম্মুখে শয়ন, ভোজন প্রভৃতি শারীর কর্ম্ম, উচ্চৈঃস্বরে কথা কহা, পরস্পর কথোপকথন, বিষয়ান্তর চিন্তায় ক্রন্দন, কলহ, কোন ব্যক্তি-বিশেষের আলোচনা, অধোবায়ু পরিত্যাগ, কোন দ্রব্যের অগ্রভাগ অন্যকে দিয়া অবশেষাংশ শ্রীভগবানকে নিবেদন, শ্রীমূর্ত্তির দিকে পৃষ্ঠ করিয়া উপবেশন, শ্রীমূর্ত্তির সম্মুখে অন্যকে অভিনন্দন, অকালে শ্রীমূর্ত্তি দর্শন ইত্যাদি।

(গ) অপবিত্রতা :—অশুচি দেহে শ্রীভগবদ্‌গৃহে প্রবেশ, পশুলোমনির্ম্মিত বস্ত্র পরিধান করত শ্রীমূর্ত্তির সেবা করণ, পূজাকালে নিষ্ঠীবন ত্যাগ, সেবা-কালে বিষয়ান্তর চিন্তা প্রভৃতি।

(ঘ) নিষ্ঠাভাব :—শ্রীভগবৎ পূজার পূর্ব্বে জলগ্রহণ, অনিবেদিত অন্নজলাদি গ্রহণ, শ্রীমূর্ত্তি ও উৎসবাদি দর্শন না করা, নিজ শ্রেয়বস্তু ও কালোচিত সুস্বাদু ফলাদি অর্পণ না করা, হরিবাসর সম্মান না করা ইত্যাদি।

(ঙ) গর্ব্ব :—সেবাকালে আপনাকে শ্রেষ্ঠ পূজক বলিয়া অভিমান বা আপনার প্রশংসা কীর্ত্তন।

নামাপরাধ :—শ্রীভগবানের নাম কখনও বৃথা যায় না। যে কোন ভাবে গৃহীত হউক না কেন, তাহা কিছু না কিছু ফলপ্রদান করিবেই করিবে। নামাপরাধ-গ্রহণ-কালে কর্ম্মীদিগের সাধ্যবস্তু যে ত্রিবর্গ অর্থাৎ ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম, তাহা প্রাপ্ত হওয়া যায়, কিন্তু প্রেমধন লাভে ব্যাঘাত ঘটায়। এই জন্যই নিরপরাধে শ্রীনাম গ্রহণের জন্য শাস্ত্রের অনুজ্ঞা। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলেন—

নিরপরাধে নাম লৈলে মিলে প্রেমধন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীধাম মায়াপুরে শ্রীশ্রীগৌরকিশোর দাস গোস্বামী মহারাজের

অপ্রকট মহোৎসব

গত ২৭শে কার্ত্তিক উত্থানৈকাদশী দিবসে শ্রীধাম মায়াপুর চৈতন্যমঠে গৌড়-ব্রজমণ্ডলে প্রসিদ্ধ সিদ্ধ মহাত্মা ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল গৌরকিশোরদাস গোস্বামী মহারাজের অপ্রকট-মহোৎসব তাঁহারই শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবাণীর কীর্ত্তন-মুখে সুসম্পন্ন হইয়াছে। গুরুপরম্পরা ও গুর্ব্বষ্টক গান হওয়ার পর শ্রীপাদ পূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী মহোদয় বাবাজী মহাশয়ের অতি প্রিয় "দুষ্ট মন তুমি কিসের বৈষ্ণব? প্রতিষ্ঠার তরে, নির্জ্জনের ঘরে তোমার ভজন কেবল কৈতব।"—এই গীতিটী গান করেন। অতঃপর অপর একজন ব্রহ্মচারী সজ্জনতোষণী (১৯শ বর্ষ ৫ম ও ৬ষ্ঠ খণ্ড) এবং গৌড়ীয় (৪র্থ বর্ষ ২।১১) হইতে শ্রীশ্রীবাবাজী মহারাজের আশ্রিতপ্রবর শ্রীল প্রভুপাদ-লিখিত 'আমার প্রভুর কথা' ও নদীয়া প্রকাশে লিখিত প্রবন্ধ পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। তৎপর শ্রীশ্রীঠাকুর মহাশয়ের "যে আনিল প্রেমধন করুণা প্রচুর। হেন প্রভু কোথা গেলা আচার্য্য ঠাকুর।"—এই বিপ্রলম্ভ গীতিটি গান ও মহামন্ত্র নামসংকীর্ত্তন করা হয়। শ্রীধাম মায়াপুর দর্শনার্থী কয়েকজন অভ্যাগতও এই শুদ্ধ কীর্ত্তন-মহোৎসবে যোগদানের সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন। পরম ভাগবত শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ দাস বি,এ ও শ্রীযুক্ত সত্যাঞ্জন সেন এম,এ মহোদয়ের নাম বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য।

মহামহোৎসব

(সংবাদদাতার পত্র)

ঢাকা, ১২-১১-২৯

ঢাকা শ্রীমাধ্ব গৌড়ীয় মঠে মাসাধিক কালব্যাপী উর্জ্জাব্রতোপলক্ষে মহামহোৎসব চলিতেছে। প্রত্যহ ঊষায় মঙ্গল-নীরাজন, অরুণোদয় কীর্ত্তন, নগর-সংকীর্ত্তন, ভোগরাগ, মহাপ্রসাদবিতরণ, ইষ্টগোষ্ঠী, প্রাতে ও সন্ধ্যায় শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা হইতেছে। বহু সজ্জন এই সুযোগে সচ্চিদানন্দ ভগবানের স্বং-কর্ণ-রসায়ন কথা শ্রবণ করিয়া দুর্ল্লভ মানব-জন্মের সার্থকতা সম্পাদন করিতেছেন। মঠবাসিগণও শ্রীগুরুদেবগণের শ্রীচৈতন্য-মনোঽভীষ্টদেবের বাণী সর্ব্বত্রই প্রচার করিতেছেন। পরমভাগবত শ্রীযুক্ত বিরাজ মোহন দে মহাশয় ঐকান্তিকভাবে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের ও শ্রীশ্রীরাধাবিনোদ রায় জীউর সেবা-কার্য্যে সহায়তা করিয়া সজ্জনবৃন্দের কৃপাদৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছেন।

আগামী ২৬ দামোদর ২৭ কার্ত্তিক ১৩ নবেম্বর বুধ অনিরুদ্ধ বার শ্রীউত্থানৈকাদশীর দিবস ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীগৌরকিশোর দাস গোস্বামী মহারাজের তিরোভাব মহোৎসব। শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠবাসী উক্ত দিবস সংকীর্ত্তন-বিগ্রহের শ্রেষ্ঠ-বিগ্রহ সংকীর্ত্তনকারী শ্রীশ্রীপরমগুরু মহারাজের সেবা, অহোরাত্র কীর্ত্তন-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবেন। 'কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ'—এই প্রভুবাণী-প্রচারকের আদর্শ-জীবনের স্মৃতি-সংরক্ষণ সর্ব্বদা শ্রীহরিকীর্ত্তনেই হইয়া থাকে। তাহাই অনুগতজনের গুর্ব্বানুগত্য।

---

২৭ দামোদর ২৮ কার্ত্তিক, ১৪ নবেম্বর বৃহস্পতি বার গোদ্রুমপার্ষদশ্রীলার সাধারণ মহামহোৎসব। উক্ত দিবস মুক্ত হস্তে চতুর্ব্বিধ মহাপ্রসাদ বিতরণের অলৌকিক দৃশ্য। "কীর্ত্তনের পরিশ্রম জানেন গৌর রায়"—এই বাক্যে মাসাধিক কালব্যাপী শ্রবণ কীর্ত্তনীয়ার সৌভাগ্য চিরদৃঢ় রাখিবার জন্য নিষ্কিঞ্চন ভগবদ্ভক্ত ভগবৎ প্রসাদের দ্বারাই গুরুদাসগণ সমাগত ধনী দরিদ্র, পণ্ডিত মূর্খ, উচ্চ নীচ, পুরুষ স্ত্রী,—সকলকেই সম্মান প্রদর্শন করিবেন।

"কেহ মানে কেহ না মানে সব তাঁর দাস।" এই বাক্যে মঠবাসিগণ সকলকেই বৈষ্ণব জানেন। বৈষ্ণবের মহাপ্রসাদ ব্যতীত অন্য কোনও বস্তু গ্রহণে পিপাসা নাই। অনেকে যাঁহারা স্বরূপভ্রান্তি-ক্রমে আপনাকে বৈষ্ণবদাস অভিমান করিতে কুণ্ঠ বোধ করেন, তাঁহারা অজ্ঞানক্রমে প্রসাদ ব্যতীত অন্য বস্তু গ্রহণ করিলেও শ্রীগুরুপ্রসাদ-লব্ধ গুরুদাসগণ তাঁহাদিগকে সাদরে আহ্বান করিয়া নিত্য প্রভুর প্রসাদ-প্রাপ্তি-সুযোগদানের সঙ্গে সঙ্গে প্রভুর কথা চিন্তা করিবার অবসর দিয়া বৈষ্ণব-সেবা-সৌভাগ্য লাভ করেন। উত্তম বৈষ্ণবের শুশ্রূষা, মধ্যের সহিত মিত্রতা, কনিষ্ঠে আদর, বালিশকে কৃষ্ণোপদেশ প্রদান এবং দ্বেষীকে উপেক্ষাই মধ্যমাধিকারীর অধিকারোচিত সেবা। আমরা বিশ্বের সকলকেই এই মহোৎসবে যোগদান করিবার জন্য সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিতেছি। বিশ্বম্ভর শ্রীগৌরসুন্দরের দাস-

সেবারতা

(শ্রীপাদ ভববন্ধচ্ছিদ্ দাসাধিকারী বি, এ)

জনম-মরণাদি-সংসারানল-সন্তপ্তোদ্দীপ্ত-
শিরাজলরাশিমিব।
উপহারপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠং
গুরুমুপসৃত্য তমনুসরতি॥

যেমন লোকে মস্তক জ্বলিয়া উঠিলে জলের নিকটে গমন করে, সেইরূপ জন্ম-মরণরূপ সংসার-অনলে সন্তপ্ত জীব উপহার হস্তে সর্ব্ববেদ-বেদান্ত-পারগ গুরুর সমীপে উপস্থিত হন ও তাঁহার অনুসরণ করেন। সর্ব্ব-শাস্ত্রেই গুরু-সেবার কথা কীর্ত্তিত আছে। বদ্ধজীবের সদ্গুরুর সেবা ব্যতীত অনর্থ-মুক্ত হইয়া ভগবৎ-সেবালাভের অন্য পন্থা নাই। গুরুদেব ভগবান্ হইতে অভিন্ন। শ্রীভগবান্ নিজ শ্রীমুখে উদ্ধবকে বলিয়াছেন—

আচার্য্যং মাং বিজানীয়ান্নাবমন্যেত
কর্হিচিৎ।
ন মর্ত্ত্যবুদ্ধ্যাসূয়েত সর্ব্বদেবময়ো গুরুঃ॥

ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধি-কামনায় অতৃপ্ত জীবসমূহ তৃপ্তিলাভেচ্ছু হইলে ভগবৎ-সেবা-পরায়ণ—সদ্গুরুর চরণে সর্ব্বতোভাবে আত্মসমর্পণ করিয়া প্রপন্ন হইবেন।

যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে
মহাত্মনঃ॥

সদ্গুরুতে ঐকান্তিকী নিষ্ঠাযুক্ত মহাত্মার নিকটই পরতত্ত্ব-বিষয়ক উপদেশ-সমূহ প্রকাশ পাইয়া থাকেন। সদ্গুরু সর্ব্ব সময়ে ভগবৎসেবারত, সেই জন্য তিনি প্রপন্ন ও শরণাগত জনগণকে ভগবৎ-সেবাতেই নিযুক্ত করেন। সুতরাং একমাত্র গুরু সেবা করিলেই গুরু-সেবা ও ভগবৎ সেবা এক সঙ্গে সিদ্ধ হইয়া থাকে। কারণ ভগবান্ বলিয়াছেন,—

'নাহং তিষ্ঠামি বৈকুণ্ঠে যোগিনাং হৃদয়ে
ন চ।
মদ্ভক্তা যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ॥'

সুধী পাঠকবর্গ সমীপে সেবা-পরাকাষ্ঠার একটী জ্বলন্ত উজ্জ্বল চিত্র উপস্থিত করিতেছি। শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্যের নাম পরমার্থ-পথের পথিক মাত্রেই শ্রবণ করিয়াছেন। তিনি মায়াবাদের কবল হইতে জীবকুলকে উদ্ধার করিয়া জগতে ভক্ত ও ভগবানের সেবামাধুর্য্যের কথা প্রচার করিয়াছেন। একদা তিনি শিষ্যগণ-সমভিব্যাহারে শ্রীশৈলাভিমুখে যাত্রা করেন, দুই তিন দিবস পরে তাঁহারা একটী গ্রামে আসিয়া উপস্থিত হন। সেখানে রামানুজাচার্য্যের দুই জন শিষ্য ছিলেন। একজন ধনশালী আর একজন নিঃস্ব। ধনশালী শিষ্যের নাম যজ্ঞেশ, নির্ধনের নাম বরদাচার্য্য। রামানুজ ধনী শিষ্যের নিকট নিজ আগমন-বার্ত্তা জ্ঞাপন করিবার জন্য দুইজন শিষ্যকে পাঠাইয়া দিলেন। যজ্ঞেশ শ্রীগুরুদেবের আগমন-বার্ত্তা শ্রবণ মাত্র অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন ও তাঁহার সম্বর্দ্ধনার আয়োজন করিবার জন্য অন্তঃপুরে চলিয়া গেলেন। এদিকে তাঁহার গুরু-ভ্রাতৃদ্বয় কিছুকাল দ্বার-দেশে অবস্থান করার পর গুরুদেবের নিকট প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া সকল বিষয় নিবেদন করিলেন। রামানুজ ধনাঢ্য শিষ্যের ব্যবহারে দুঃখিত হইলেন ও অবশেষে নিঃস্ব বরদাচার্য্যের গৃহে আতিথ্য স্বীকার করিবার জন্য শিষ্যগণসহ তথায় উপস্থিত হইলেন। বরদাচার্য্য প্রত্যহ প্রাতে ভিক্ষায় বহির্গত হন ও সারা দিবসের ভিক্ষালব্ধ সামগ্রী শ্রীগুরুগৌরাঙ্গে নিবেদন পূর্ব্বক গ্রহণ করেন। তাঁহার লক্ষ্মীদেবী নাম্নী পরমা রূপলাবণ্যবতী পুণ্যশীলা, সাধ্বী সহধর্ম্মিণী ছিলেন। যখন রামানুজ শিষ্যগণ-সহ তাঁহাদের ভগ্ন কুটির-দ্বারে উপস্থিত হইলেন, তখন বরদাচার্য্য ভিক্ষায় বহির্গত হইয়াছিলেন। লক্ষ্মীদেবী স্নান সমাপন করিয়া একটি শত গ্রন্থিযুক্ত বস্ত্রখণ্ড পরিধান করিয়া অপর একটি জীর্ণ বসন শুকাইতে ছিলেন। তিনি গুরুদেবের আগমন-বার্ত্তা অবগত হইয়া পরিধেয় অভাবে তাঁহার সম্মুখীন হইয়া শ্রীচরণ বন্দনাদি করিতে পারিতেছেন না, তাহা ইঙ্গিতে জানাইলেন। শ্রীরামানুজ অবিলম্বে স্বীয় উত্তরীয় বহির্দ্দেশ হইতে গৃহাভ্যন্তরে নিক্ষেপ করিলেন; লক্ষ্মীদেবী তদ্দ্বারা গাত্রাবরণ করিয়া গুরুদেব-সমীপে উপস্থিত হইলেন ও সাষ্টাঙ্গে প্রণাম পূর্ব্বক তাঁহাকে সপার্ষদ আসন পরিগ্রহ করিবার জন্য প্রার্থনা জানাইলেন, ও তাঁহার স্বামীর ভিক্ষায় বহির্গত হইয়া যাওয়ার সংবাদও জ্ঞাপন করিলেন। শ্রীগুরুদেবের শ্রীচরণে আরও নিবেদন করিলেন, "প্রভো আমি, সত্বরই বিষ্ণুনৈবেদ্য প্রস্তুত করিয়া দিতেছি।" এদিকে কিন্তু গৃহে একটি তণ্ডুল-কণাও নাই। কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। প্রাণ দিয়াও যদি গুরুবৈষ্ণবের সেবা করিতে পারেন, তদ্বিষয়ে কৃতসংকল্প হইয়া ভগবান্‌কে স্মরণ করিতে লাগিলেন। অবশেষে অমানিশার অন্ধকারে ধ্রুবতারার আলোক দেখিতে পাইলেন। একটি মাত্র উপায় তাঁহার মানস পটে ফুটিয়া উঠিল ঐ গ্রামের কোনও বণিক যুবক লক্ষ্মীদেবীর রূপলাবণ্যে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে তাহার বিলাসিনী হইবার অনুরোধ করিয়াছিলেন ও তাঁহার স্বামীর দারিদ্র্য দূর করিয়া দিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন। সাধ্বী সে কথায় কর্ণপাতও করেন নাই। আজ কিন্তু লক্ষ্মীদেবী শ্রীগুরুদেব ও বৈষ্ণব-বৃন্দের সেবার জন্য নশ্বর দেহ, লৌকিক ও নৈতিক ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া শ্রীগুরুদেবের সেবার জন্য দেহ উৎসর্গে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। "হরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবার জন্য এইরূপ বিগর্হিত কার্য্যে নরকপাত হয় হউক তাহাতে বিন্দুমাত্র ক্ষতি নাই। আত্মেন্দ্রিয় প্রীতিবাঞ্ছাই কাম। কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছাই প্রেম। নরক গমন করিতে হইলেও আমি হরিগুরুবৈষ্ণব-সেবা ছাড়িব না"—এইরূপ সঙ্কল্পারূঢ় হইয়া লক্ষ্মীদেবী ঐ ধনাঢ্য বণিকের নিকট গমন করিলেন এবং সেই দিবস রাত্রিতে তাহার মনোবাসনা পূর্ণ করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। অভিলষিত বস্তু অপ্রত্যাশিতভাবে সমাগত দেখিয়া বণিক আনন্দে অধীর হইল। লক্ষ্মীদেবী স্বীয় গুরুদেবের সেবোপযোগী দ্রব্যসম্ভার প্রয়োজন জ্ঞাপন করিলে বিবিধ দ্রব্যাদি বরদাচার্য্যের বাটীতে বণিক কর্ত্তৃক প্রেরিত হইল। লক্ষ্মীদেবী ক্ষিপ্রতার সহিত রন্ধন-কার্য্য সমাধা করিয়া নৈবেদ্য বিষ্ণুকে নিবেদন করিলেন এবং তদ্দ্বারা গুরু ও বৈষ্ণবগণের সেবা করিলেন। সকলেই পরিতোষের সহিত প্রসাদ সম্মান করিলেন ও দরিদ্রের গৃহে এই প্রকার বিপুল আয়োজন দর্শন করিয়া বিস্মিত হইলেন।

ইতিমধ্যে বরদাচার্য্য ভিক্ষা হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া নিজ গুরুদেব ও গুরু-ভ্রাতৃগণকে স্বীয় ভগ্নকুটিরে দেখিয়া পরম আনন্দিত হইলেন ও তাঁহাদের সেবা করিবার জন্য বিশেষ ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। বৈষ্ণবগণ বলিলেন তাঁহারা পরম পরিতোষ সহকারে প্রসাদ সম্মান করিয়াছেন। ইহাতে বরদাচার্য্য অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া গৃহাভ্যন্তরে গমন করিয়া লক্ষ্মীদেবীর নিকট জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বিনীতভাবে ও অকপটচিত্তে আনুপূর্ব্বিক সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিলেন। বরদাচার্য্য শুনিয়া আহ্লাদে নৃত্য করিয়া উঠিলেন ও বলিলেন "লক্ষ্মী, তুমিই প্রকৃত সহধর্ম্মিণী। আজ আমি ধন্য হইলাম। শ্রীগুরুদেবের পূর্ণ কৃপা তোমার উপর বর্ষিত হইয়াছে। তোমার শুদ্ধ সম্বন্ধজ্ঞানের উদয় হইয়াছে। তুমি বুঝিয়াছ শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র পতি এবং যাবতীয় জীবই প্রকৃতি। আজ তুমি কুক্কুর-শৃগাল-ভক্ষ্যদেহের বিনিময়ে যে পরমপতির সেবা করিয়াছ, ইহা স্মরণে আমার হৃদয় আনন্দে আপ্লুত হইতেছে।

ক্রমে শ্রীরামানুজ ও বৈষ্ণবগণ লক্ষ্মীদেবীর এই সেবাবৃত্তির বিষয় অবগত হইয়া বিস্মিত হইলেন। শ্রীরামানুজ বলিলেন তোমরা উভয়ে গিয়া ঐ বণিককে কিছু মহাপ্রসাদ দিয়া আইস। শ্রীগুরুদেবের আদেশানুসারে ঐ দম্পতি বণিকের নিকট মহাপ্রসাদ লইয়া গেলেন। বরদাচার্য্য বহির্দ্দেশে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন, লক্ষ্মীদেবী বণিকের নিকট গিয়া মহাপ্রসাদ অর্পণ করিলেন।

বৈষ্ণব-উচ্ছিষ্টের কি মাহাত্ম্য! লক্ষ্মীদেবীর অনুরোধে প্রসাদ গ্রহণ করিবামাত্র ঐ লম্পট বণিকের চিত্তবৃত্তি পরিবর্ত্তিত হইল ও অনুতাপে তাহার হৃদয় ভরিয়া গেল। তিনি অনুতপ্ত হৃদয়ে কাতর ভাবে লক্ষ্মীদেবীর নিকট মার্জ্জনা ভিক্ষা করিতে লাগিলেন ও স্বীয় উদ্ধারের নিমিত্ত শ্রীগুরুদেবের কৃপা-প্রার্থী হইলেন।

সাধ্বী পতির নিকট প্রত্যাগমন করিয়া সমুদয় নিবেদন করিলেন। পরে বরদাচার্য্য শ্রীগুরুদেবের চরণে বণিকের বিষয়ে সব ঘটনা বিবৃত করিলেন। পতিতপাবন শ্রীরামানুজাচার্য্য অতিশয় অনুতপ্ত বণিককে কৃপা করিলেন। এই বণিক ঐ বৈষ্ণব-দম্পতির দারিদ্র্য দূর করিবার জন্য শ্রীগুরুদেবের নিকট স্বীয় ইচ্ছা জ্ঞাপন করিলে বরদাচার্য্য শ্রীগুরু মহারাজের নিকট হরি-গুরু-বৈষ্ণব-চরণে অচলা ভক্তি-সহ সেবাধিকার ব্যতীত অন্য কিছুই প্রার্থনা তাঁহার নাই নিবেদন করিলেন।

ভুক্তি-মুক্তিকামী জীব লক্ষ্মীদেবীর এই সেবা-পরায়ণতার এক কণা গ্রহণ করিলেই চরম মঙ্গল লাভ করিতে সমর্থ হয়। এই আদর্শ বৈষ্ণব-সহধর্ম্মিণী পতির কৃষ্ণভজনের বাধা স্বরূপ না হইয়া সর্ব্বতোভাবে পতির কৃষ্ণ-সেবার সহায়তা করা—শুদ্ধবৈষ্ণব-সেবা-নিষ্ঠারূপ আতিথ্য-ধর্ম্ম পালন করাকেই জীবের চরম লক্ষ্য জানাইয়াছিলেন। বৈষ্ণবী শক্তিগণের অলৌকিক জীবন যাপন-প্রণালী পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায়—তাঁহারা স্বামীকে অর্জ্জন-দুষ্ট গৃহব্রত না করাইয়া তাঁহার প্রকৃত হরিভজনে সহায়তা করিয়া সহধর্ম্মিণী নামের সার্থকতা সম্পাদন করিয়াছেন। স্বরূপে সকলেই নিত্য কৃষ্ণদাস; সেবা করা ব্যতীত অন্য কৃত্য নাই। তবে স্বরূপ-বিস্মৃতির জন্য কৃষ্ণ-সেবার পরিবর্ত্তে মায়ার সেবায় ব্যস্ত হইতে হয়। ইহার ফলে সংসার-বন্ধন। বর্ত্তমান সময়ে শিক্ষার অভাবে স্ত্রীগণের "অহং মম বুদ্ধি" অতীব প্রবল। তাঁহাদের শিক্ষার জন্যই শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবী আদর্শ ভক্তিমতী ললনার চরিত্র কিরূপ হওয়া উচিত তাহা স্বয়ং আচরণ পূর্ব্বক শিক্ষা দিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-পাঠক-মাত্রেই শ্রীমাধবী দেবীর নাম শুনিয়াছেন। তাঁহার ন্যায় পরম পবিত্রা শুদ্ধা বৃদ্ধা বৈষ্ণবী অতিশয় বিরল। ইহাদের জীবনের আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া কৃপায় মায়া-সমুদ্র উত্তীর্ণ হইবার যত্ন করিলে সফল-মনোরথ হওয়া অবশ্যম্ভাবী।

অতো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত বুদ্ধিমান্
সন্ত এবাস্য ছিন্দন্তি মনোব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ॥

ক্রমে বিশ্ববাসী সকলেই অভিমান ছাড়িয়া জগদ্গুরু শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের আনুগত্যে উৎসব সমাধান করিবার সুযোগ গ্রহণ করুন।

পর-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

সম্প্রতি পর বিদ্যাপীঠে নিম্নলিখিত শিক্ষণীয় বিষয়নিচয়ের অধ্যাপকের আসন-সমূহ সংস্থাপিত হইয়াছে—বিদ্যার্থিগণ আবেদন করুন।

১। সাহিত্যাসন, ২। ঐতিহ্যাসন,
৩। সম্প্রদায়বৈভবাসন, ৪। ভক্তিশাস্ত্রাসন,
৫। তন্ত্রশাস্ত্রাসন, ৬। বেদান্তাসন,
৭। একায়নাসন।

শ্রীনন্দলাল রায় বি, এ, কাব্যতীর্থ, বিদ্যাসাগর,
সম্পাদক—পরবিদ্যাপীঠ, শ্রীধাম মায়াপুর।

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

শ্রীগৌড়ীয়মঠের সম্পাদকত্ব হইতে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৪০৲ চল্লিশ টাকা।

২৭২৪ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে,
সপ্তচত্বারিংশ খণ্ডে সূচী ছাপা হইতেছে।

৪৬শ খণ্ড গ্রন্থ নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে ১৫৷৵০ সাধারণ পক্ষে ১০৸৵০। প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৵০, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ।৵০।

দশম স্কন্ধ ছাপা হইতেছে। দশম স্কন্ধের ভিক্ষা ১২৲, অগ্রিম সাধারণের পক্ষে ৮৲।

৫০ অধ্যায়পর্য্যন্ত নবম সংখ্যা ছাপা হইয়াছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

"শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত"

সম্পূর্ণ ছাপা শেষ হইয়াছে

আদি, মধ্য, ও অন্ত্যলীলা এবং সূচী ছাপা হইয়া সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছেন। যাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ১০৲ টাকা ভিক্ষার তৃতীয় সংস্করণ ৪, টাকায় না পাইয়া অপূর্ব্ব সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের জন্যই উহার ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছেন। সেই ১০৲ টাকার এই বিরাট গ্রন্থ নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা পূর্ণ না হওয়া পর্য্যন্ত ৫৲ টাকা ভিক্ষায় দেওয়া হইবে। গ্রাহকগণ সত্বর হউন পরে আর এ সুযোগ দেওয়া হইবে না।

শ্রীচৈতন্য-লীলার ব্যাস আধিকারিক

শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র গ্রন্থ ৮৲ স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲
নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪৷৷০ টাকা

শ্রীচৈতন্য মঠের যাবতীয় গ্রন্থ

কার্য্যাধ্যক্ষ, গ্রন্থ-বিভাগ, শ্রীচৈতন্য মঠ
পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া
—অথবা
শ্রীগৌড়ীয় মঠ ১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা
ঠিকানায় পাওয়া যাইবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—ভিঃ পিঃতে লইলে শ্রীচৈতন্য মঠের ঠিকানায় লিখিবেন।

উড়িয়া ভাষায় প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

যে সব উৎকলবাসী ভক্তগণ বাংলা পাড়তে জানেন না, তাঁহাদের শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর প্রচারিত পরম উপাদেয় ভক্তি-কথা জানিবার সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে উড়িয়া-ভাষায় নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হইয়াছে। বাংলা গ্রন্থের তুলনায় উড়িয়া গ্রন্থগুলির ভিক্ষাও অপেক্ষাকৃত অল্প।

গ্রন্থের নাম	ভিক্ষা
শ্রীহরিনাম চিন্তামণি, প্রতিখণ্ড	৷৷০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	১৲
সাধন পথ (শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টক) প্রতিখণ্ড	।০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৷০
কল্যাণ কল্পতরু প্রতিখণ্ড	৵০
একত্রে ৩খণ্ড লইলে	।০
গীতাবলী প্রতিখণ্ড	৴১০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৶১৫
শরণাগতি—প্রতিখণ্ড	৴০
একত্রে ৩খণ্ড লইলে	৵৫

প্রাপ্তিস্থান { শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ, কটক
এবং
শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, পুরী

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিম্নলিখিত মঠসমূহে প্রাপ্তব্য:—

১। শ্রীচৈতন্য মঠ,—পোঃ, শ্রীধামমায়াপুর, (নদীয়া)।
২। শ্রীগোরগদাধর মঠ,—চাঁপাহাটি, সমুদ্রগড় পোঃ, (বর্দ্ধমান)।
৩। শ্রীভাগবত আসন,—ভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৪। শ্রীগৌড়ীয় মঠ,—১নং উল্টাডাঙ্গা জংসন রোড, কলিকাতা।
৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ,—পোড়াকুঠী, পুরী,
৬। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ,—উড়িয়া বাজার, কটক।
৭ শ্রীভাগবত মঠ,—চিরাকায়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।
৮ শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ,—৪নং জগজ্জীবনপুরা, কাশী, ইউ, পি।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,—গোপীগাল, বৃন্দাবন, মথুরা, ইউ, পি।
শ্রীপরমহংস মঠ—নিমসার পোঃ, সীতাপুর, ইউ পি।
শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ,—কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল, পাঞ্জাব।
১২ শ্রীমাধবগৌড়ীয় মঠ,—৯০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।
১৩ শ্রীগদাইগৌরাঙ্গ মঠ,—বালিয়াটি, ঢাকা।
১৪ শ্রীপ্রপন্নাশ্রম,—আমলাযোড়া, রাজবাঁধ পোঃ, বর্দ্ধমান।
১৫ শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ,—চুয়ারকোন্দা, চিরকুণ্ডা পোঃ, মানভূম।
১৬ শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয় মঠ,—আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী, উড়িষ্যা।

এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণের নিকটও

নদীয়া-প্রকাশ প্রাপ্তব্য।

১। শ্রীযুক্ত জনার্দ্দন ঘোষ—বসু পাল লেক রোড, খুলনা
২। শ্রীযুক্ত রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিরত্ন—দেওয়ানগঞ্জ, হলদিবাড়ী কুচবিহার।
৩। শ্রীযুক্ত রামরঞ্জন রায়—৭৬২নং শ্রীগোপাল মল্লিক লেন, কলিকাতা
৪। শ্রীযুক্ত অমূল্যকুমার সরকার এস, ডি, ও, ফৈজাবাদ।
৫। মিঃ এস ডি, মুখার্জ্জি—এস, এম, ওয়ার্কস দি মল, কানপুর।
৬। শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী জ্যোতির্ভূষণ—স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া
৭। শ্রীবাসবিহারী দাস অধিকারী, নবদ্বীপ।
৮। শ্রীবিরাজমোহন দে মনমোহন প্রেস, নবাবপুর, ঢাকা।
৯। শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় বেড়াচাঁপা, ২৪ পরগণা।

অন্যথা না ভজে কৃষ্ণ, দুষ্ট সঙ্গ করে। পুন সেইমত মায়া পাশে ডুবি মরে

শ্রীচৈতন্যমঠের গ্রন্থাবলী

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বিরচিত

ভক্তি-গ্রন্থাবলী।

উৎকৃষ্ট কাগজে বিলাতী ধরণে বাঁধাই স্বর্ণালঙ্কৃত। চতুর্থ সংস্করণ। বিস্তৃত বিষয় সূচীসহ

জৈবধর্ম্ম

বাঁধাই ২৲ দুই টাকা

প্রকাশিত হইয়াছে

সনাতন ধর্ম্মশাস্ত্র বেদ, বেদান্ত, উপনিষৎ গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত, পুরাণ, তন্ত্রাদি সকল গ্রন্থ পাঠ করিবার অবসর অতি অল্প মানবের ঘটিয়া থাকে। অনেকের যোগ্যতা না থাকায় সেই সমস্ত গ্রন্থের মর্ম্ম অবগত হইতে পারেন না। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বাঙ্গালীর এই অসুবিধা দূরীভূত করিবার জন্য এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

বিদ্যালয়ের ছাত্র বা শিক্ষকগণের বিশেষ পাঠ্য, এই হেতু শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টার বাহাদুর ইহা সমস্ত বিদ্যালয়ের জন্য অনুমোদন করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

প্রথম খণ্ড ভিক্ষা ১৲ একটাকা

যুক্তিপূর্ণ শাস্ত্রবাক্য দ্বারা প্রত্যেক মানবের নিত্য কর্ত্তব্য ও অনিত্য সাময়িক কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। গ্রন্থের প্রতি উক্তি সনাতন শাস্ত্রবাক্য দ্বারা সমর্থিত ও প্রমাণিত হইয়াছে। দেহের, মনের ও আত্মার ধর্ম্ম কি? স্বদেশ, বর্ণাশ্রম, নীতি, ধর্ম্ম কি? ইত্যাদি বিষয় ক্রমানুসারে এমন সুন্দরভাবে যুক্তিসহকারে আলোচিত হইয়াছে যে, প্রথম শ্লোক হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত পাঠ না করিয়া নিবৃত্ত হওয়া যায় না।

শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ভিক্ষা ৷৵

ঐ প্রমাণ খণ্ড ভিক্ষা ৷৵

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিহার ও লীলাভূমি নয়টী দ্বীপ-সমষ্টি। এই নয় দ্বীপের প্রাচীন বিবরণ—প্রত্যেক দ্বীপে শ্রীমহাপ্রভুর লীলা—প্রত্যেক স্থানের পরিচয়, শ্রীধাম-মাহাত্ম্য—ধামাপরাধ কি? ইত্যাদি বিষয় বিশেষভাবে মনোহর ছন্দে বর্ণিত। পকেট সাইজ প্রায় ৮০ পৃষ্ঠা।

নবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ

উজ্জ্বল ব্রোঞ্জ কালীতে উত্তম কাগজে ছাপা—শ্রীনবদ্বীপধাম দর্শনে ভাবুক দর্শনকারীর কি প্রকার ভাবের উচ্ছ্বাস হয়, তাহা এই গ্রন্থে বর্ণিত। অতি চমৎকার। ভিক্ষা চারি আনা।

শ্রীহরিনামচিন্তামণি

৷৵ দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভৃতি যেকালে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে কথোপকথনচ্ছলে ও প্রাঞ্জল ভাষায় অতি সুন্দরভাবে বর্ণিত হইয়াছে। ইহা ছাড়া শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদিষ্ট শিক্ষা ও উপদেশ বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

গৌড়ীয়-বৈষ্ণব জগতে অভিনব গ্রন্থ !!

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতি-গ্রন্থাবলী :—

শরণাগতি

পকেট সাইজ
অষ্টম সংস্করণ
ভিক্ষা ৵০ আনা

দেহ ও মনের চেষ্টা অনিত্য হইয়া—যখন জীব বুঝিতে পারে, তখন একমাত্র নিত্যবস্তু শ্রীভগবানের প্রতি তাঁহার কোন জাতীয় আবেগময়ী প্রার্থনা হয় এবং শ্রীভগবানে সম্যক্ শরণে নিষ্কপটে কি প্রকারে শরণাগত হইতে হয়, ইত্যাদি বিষয়ক প্রাণস্পর্শী প্রার্থনা ও আত্মনিবেদনমূলক গান সহিত সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে।

ভিক্ষা প্রতি খণ্ড ৵০ এক আনা।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা— ৵০, নবদ্বীপশতক— ৵০

অর্থপঞ্চক ৵০

কল্যাণকল্পতরু

পকেট সাইজ
পঞ্চম সংস্করণ
ভিক্ষা ৵১০

আমরা প্রত্যহ নূতন নূতন অভাব ও কামনার বশবর্ত্তী হইয়া পুনঃপুনঃ যে অকল্যাণকে কল্যাণ বলিয়া গ্রহণ করি এবং যাহা নিকট কল্যাণ বলে মনে করি, তাহা যে নিত্য বা প্রকৃত কল্যাণ প্রদানে অসমর্থ এবং কোন বস্তু আমাদের নিত্য কল্যাণ কিভাবে আমরা সেই কল্যাণের সন্ধান পাইব, এই সকল কথা সরল গানে লিখিত। এই গীতিগ্রন্থ বাস্তবিক কল্যাণের কল্পতরু, যাহা প্রত্যেককে নিত্যকল্যাণ প্রদানে

শ্রীল চক্রবর্ত্তি ঠাকুরের টীকা সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর কৃত টীকা ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কৃত অনুবাদ। টীকাকারের জীবনী, শ্লোক সূচি, বিষয়সূচী প্রভৃতি বহু প্রয়োজনীয় বিষয় সম্বলিত প্রায় ৮০০ পৃষ্ঠা। উৎকৃষ্ট বিলাতি বাঁধাই ২৲ দুই টাকা, কাগজে বাঁধা ১৷০

শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ কৃত ভাষ্য সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

কাগজ ও ছাপা উৎকৃষ্ট। সিল্কে বাঁধাই, সোণার জলে নাম লেখা রাজসংস্করণ ২ টাকা, সাধারণ সংস্করণ ১৷০, গৌড়ীয়ের গ্রাহকপক্ষে ১৷০

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি (সম্প্রদায়কোষ গ্রন্থ)

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ—১ম খণ্ড ১৲ এক টাকা
২য় খণ্ড ১ এক টাকা—শ্রীমদ্ভাগবতের গ্রাহক ও গৌড়ীয় গ্রাহকগণ ... টাকায় দুইখণ্ড পাইবেন।

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য সঙ্কলিত

সদাচারস্মৃতিঃ

ভিক্ষা ৵০ মাত্র

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (প্রাচীন নবদ্বীপ) নদীয়া।

রেজেষ্টারীকৃত

মদন মঞ্জরী

ধ্বজভঙ্গ ও বাজীকরণ, ইন্দ্রিয়শক্তির হ্রাস, ... নির্দ্দোষ আরোগ্য হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ... এক টাকা।

"অপুংসকারি ঘৃত"

"প্রমেহবিনাশিনী বটিকা"

মূল্য ... এক টাকা।

রাজবৈদ্য নারায়ণজী, কেশবজী

... হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

লোহার কড়ি বরগা

করগেট টীন, জানালার গরাদে
দালানের ফুলদার রেলিং ও থাম
বেড়াঘেরা কাটাতার ইত্যাদি
সুলভে বিক্রয় করি
কান্তিচন্দ্র মুখার্জ্জি এণ্ড সন্স
২৭৩ ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট। ফোন ৪৪৯
ইং ১৮৩৬ সাল, কলিকাতা

কেরাসিন

নূতন এবং পুরাতন ম্যালেরিয়ার যম

... প্রতি বাক্স—মূল্য ২৲, ...

পর-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

এখানে আহার এবং বাসস্থান দিয়া বিদ্যার্থিগণকে বিভিন্ন শিক্ষণীয় বিষয় শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। অনেক ছাত্র ইতোমধ্যেই আসিয়া পাঠ আরম্ভ করিয়াছেন। বর্তমান বর্ষে সকল ছাত্রই গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

প্রধান অধ্যাপক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রচন্দ্র কাব্য ব্যাকরণ-সাংখ্য-বেদান্ত-ষড়দর্শন-তীর্থ, সাংখ্যভূষণ, বেদান্তরত্ন, সাহিত্যশাস্ত্রী, সুদর্শনবাচস্পতি।

অধ্যাপক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গৌরদাস ব্রহ্মচারী ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীধাম মায়াপুর পরবিদ্যাপীঠ, (নদীয়া)

বেদনাঞ্জন

শ্রেষ্ঠরত্ন

কলিকাতা কংগ্রেস একজিবিসন হইতে বহু প্রশংসা প্রাপ্ত ও বহু গণ্যমান্য ভদ্রমহোদয়-গণ কর্ত্তৃক প্রশংসিত।

* * *

আজকাল বাজার-চলন মিশ্রিত ও বিষাক্ত আহার্য্য সেবনে শরীরের রক্ত সহজেই দোষিত হইয়া পড়িতেছে। রক্ত মানব-দেহের শ্রেষ্ঠ উপাদান, এই রক্ত দোষিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মানব বাত, বেদনা, মাথাধরা, মাথা-ঘোরা, দৃষ্টিশক্তির হ্রাস, দাঁতের গোড়া ফুলা, দাঁতে রক্তপড়ান, দাঁতে পোকা এবং খোস, চুলকানি প্রভৃতি কষ্টদায়ক চর্ম্মরোগে আক্রান্ত হইতেছে। যদি আপনি একান্তই ব্যাধিমুক্ত হইতে চান, তাহা হইলে অযথা পয়সার অপব্যয় না করিয়া অল্প ব্যয়ে এক শিশি বেদনাঞ্জন ক্রয় করিয়া ইহার কার্য্যকারী-শক্তি উপলব্ধি করুন। গুণের তুলনায় মূল্য অতি সামান্য, এক শিশি ৷৵০ আনা মাত্র মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান—এ, সি, চাটার্জ্জী এণ্ড ব্রাদার্স।

৪৫নং ক্লাইভ লেন, শালকিয়া হাওড়া।

সকল মণিহারী দোকানে ও বড় বড় ডাক্তার খানায় পাওয়া যায়।

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

যদিও অদ্যাপি প্রকৃত মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য, তথাপি যাঁহারা নানাবিধ অনিয়মিত উপায়ে অপরিমিত শক্তি নষ্ট করিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন এবং নানা প্রকার মেহ, প্রমেহ ধাতুদৌর্ব্বল্য, স্নায়বিক দুর্ব্বলতা, বহুমূত্র, স্বপ্নদোষ, পারদ-সংক্রান্ত পীড়া, অর্শ এবং স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে যাঁহারা বাধক, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, সূতিকা, শ্বেত ও রক্তপ্রদর, হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি রোগে ভুগিয়া জীবনে নিরাশ হইয়াছেন, তাঁহারা আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটিল সাহেবের আবিষ্কৃত **ইলেক্ট্রিক সলিউসন** ব্যবহার করিয়া বাঁচিতে পারেন, তাহার শত সহস্র প্রমাণ প্রতি বৎসরেই পাওয়া যাইতেছে। যাঁহারা অন্যান্য বহুবিধ ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরোগ্য হইতে পারেন নাই, তাঁহারা একবার এই ঔষধটি ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক মাসের ব্যবহারোপ-যোগী এক শিশি ঔষধ ডাকমাশুল সহ ২৷০ টাকা মাত্র।

সোল এজেণ্ট—ডাঃ ডি, ডি, হাজরা।

ফতেপুর, গার্ডেনরিচ পোঃ, কলিকাতা।

ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

অধ্যক্ষ

শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম, এ, এফ, সি, এস (লণ্ডন)

ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক

(প্রফেসার)

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ বিশুদ্ধ ও শাস্ত্রমতে নিজ তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হয়। পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ক্যাটালগ পাঠান হয়। রোগের বিবরণ জানাইলে যত্নপূর্ব্বক ব্যবস্থা দেওয়া হয়। চিঠি পত্রাদি সম্পূর্ণরূপে গোপন রাখা হয়।

মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দুর)

(বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৪৲ টাকা

উৎকৃষ্ট স্বর্ণ, পারদ ও আমলাসার গন্ধক দ্বারা যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। নিত্য প্রয়োজনীয় সর্ব্বরোগনাশক মহৌষধ।

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৩৲ টাকা

উৎকৃষ্ট কাশ্মীর আমলকী, বংশলোচন প্রভৃতি যাবতীয় উপাদানে পূর্ণ মাত্রায় যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। কফ, কাসি, সর্দ্দি, যক্ষ্মা, শ্বাসরোগ, হৃদরোগ প্রভৃতি রোগের মহৌষধ। সর্ব্বপ্রকার দুর্ব্বলতা নাশক অতিশয় পুষ্টিকর মহৌষধ বা খাদ্য বিশেষ।

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬৲ টাকা

ইহা সেবনে ধাতুদৌর্ব্বল্য, শুক্রহীনতা, স্বপ্নদোষ, প্রমেহ ও ধ্বজভঙ্গ সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায়। ইহা অপরিসীম আনন্দদায়ক রসায়ন।

অবলাবান্ধব যোগ

প্রদর, বাধক প্রভৃতি জরায়ুদোষ ও যোনিগত দুরারোগ্য রোগের মহৌষধ

মূল্য—১৬ মাত্রা ২৲ টাকা। ৫০ মাত্রা ৫৲ টাকা মাত্র

বিশুদ্ধ জল! ভয় নাই! বিশুদ্ধ জল!!

লক্ষ্মী টিউব-ওয়েল কোং

২০৫নং নবাবপুর, ঢাকা

বর্ত্তমান-যুগের নব-আবিষ্কৃত যন্ত্রপাতি দ্বারা উন্নত বৈজ্ঞানিক-খনন-প্রণালীতে নলকূপ (*Tube-well*) নির্ম্মাণ করা হয়। বঙ্গের লাট বাহাদুর, প্রাদেশিক সেক্রেটরী, জিলা-ম্যাজিষ্ট্রেট, জিলা-বোর্ডের চেয়ারম্যান, ইঞ্জিনিয়ার, জমিদার, তালুকদার, প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত ভদ্রমহোদয়গণ এই কোম্পানীর কার্য্য দেখিয়া প্রশংসা করিয়াছেন। রাসায়নিক পরীক্ষায় জল বিশুদ্ধ না হইলে মূল্য গৃহীত হয় না। বিস্তৃত বিবরণের জন্য পত্র লিখুন।

বৃত্তিসহ সমগ্র

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

ভিক্ষা ২৲ টাকা। শিক্ষার্থি-ছাত্রের পক্ষে ১৷০ দেড়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীপরবিদ্যাপীঠ, শ্রীগৌড়পুর,

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

মনোমোহন প্রেস

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা

পূর্ব্ব-বাঙ্গালায় সুলভে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত

বৈদ্যুতিক মেশিনে দিবারাত্র কাজ চলিতেছে

বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন-ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা।

শ্রীমায়াপুর নদীয়া প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে—শ্রীবিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

স্থানীয় সংস্করণ

Registered No. C 1544

বিজ্ঞাপনের হার

প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৹
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র।

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়।

বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸৹
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৴৫

৪র্থ খণ্ড] সম্পাদক—প্রত্নবিদ্যালঙ্কার শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী [২১৫ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্য মঠ শ্রীধাম মায়াপুর—৩০শে কার্ত্তিক শনিবার ১৩৩৬, ১৬ই নভেম্বর ১৯২৯

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থাবলী

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্—শ্লোক সূচী, বিষয়-সূচী প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত। ভিক্ষা, প্রতি খণ্ড সাধারণ পক্ষে ৷৵৹ গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশ গ্রাহক পক্ষে ৷৹
২। ভাষ্য-সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ) ৫৲
৩। গৌড়ীয়-গৌরব ৶৹
৪। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।৹
৫। ভজনরহস্য ৷৹
৬। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁ) ১৲ আবাঁধা ৸৹
৭। গীতা (শ্রীবলদেবভাষ্যসহ) বাঁধা ২৲ আবাঁধা ১৷৹
৮। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি-টীকা-সহ) বাঁধা ২৲ আবাঁধা ১৷৹
গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ৷৹
৯। দুর্জ্জেয়মল্লিকা গুণসৌরভঃ সানুবাদ ২৲
১০। বেদান্তস্যমন্তক সানুবাদ ৷৹
১১। জৈবধর্ম্ম ২৲
১২। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸৹
১৩। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৪। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ৷৵৹
১৫। দ্বীপ-দিগ্‌দর্শন ৵৹
১৬। সাধনপথ (৩য় সংস্করণ) ।৵৹
১৭। আচার ও আচার্য্য ।৵৹
১৮। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸৹
১৯। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৵৹
২০। শ্রীনবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶৹
২১। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য (প্রমাণখণ্ড) ৵৹
২২। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ৹
২৩। শ্রীগৌড়মণ্ডল-পরিক্রমা দর্পণ ।৹
২৪। শরণাগতি, গীতাবলী, সাধনকণ, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, নবদ্বীপশতক, অর্থপঞ্চক ও সদাচারস্মৃতিঃ মোট ।৶৹
২৫। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ও অর্চ্চনকণ ৵৹
২৬। সাধককণ্ঠমণি ।৹
২৭। সংস্কার-দীপিকা ।৹
২৮। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড) ৩৲
২৯। সাধুবৃত্তিশিক্ষাষ্টকম্ ৶৹
৩০। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা
৩১। মণিমঞ্জরী সানুবাদ
৩২। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸৹
৩৩। শ্রীচৈতন্যভাগবত (বিরাট্ দ্বিতীয় সংস্করণ) ৫৲

এতদ্ব্যতীত বৈষ্ণব-ধর্ম্মের কয়েকখানি ইংরাজি ধর্ম্ম-গ্রন্থ আছে, পত্র পাঠাইলে ডাকযোগে ক্যাটলগ পাঠান হয়।

প্রাপ্তিস্থান ঃ—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ. শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

২। শ্রীগৌড়ীয় মঠ—১নং উল্টাডিঙ্গি জংসনরোড কলিকাতা।
৩। শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠ—৯০নং নবাবপুররোড, ঢাকা
৪। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ—উড়িয়াবাজার, কটক
৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ—পোড়াকুঠী, পুরী
৬। শ্রীসনাতনগৌড়ীয় মঠ—৪নং জগজ্জীবনপুরা, কাশী
৭। শ্রীগৌড়ীয় মঠ দিল্লী কার্য্যালয়, ১০১ হনুমানরোড, নিউদিল্লী
৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ—ছিপিগলি, বৃন্দাবন।
৯। শ্রীভাগবত প্রেস, গোয়াড়ী—কৃষ্ণনগর।
১০। শ্রীএকায়ন মঠ, হাইষ্ট্রীট, কৃষ্ণনগর।

গভর্ণমেণ্ট হইতে রেজিষ্টারী করা—

সর্ব্বপ্রকার প্লীহা লিভার সংযুক্ত ম্যালেরিয়া

জ্বরের সাক্ষাৎ যম

সারফলিন

টনিক ও সালসা। পথ্যের বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই। এক দাগেই প্লীহা, লিভার ধ্বংস হয়। 'ফলেন পরিচীয়তে'

এক দাগে জ্বর পালায়, ফিরে জ্বর আর হয় না

একদাগে জ্বর পালায়, তিন দাগে সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়। এমন উপকারী ঔষধ আর নাই। ২।৪ দাগ ঔষধ সেবনে যদি আপনার জ্বর একেবারে ভাল হয়, সেই প্রকৃত ঔষধ খাওয়া উচিত নয় কি? এক্ষণে সাবধান হউন এবং জানিয়া রাখুন, আর মিছামিছি বাজে বোতল ২ বিষের জল খেয়ে শয্যাগত হইয়া প'ড়ে পরে হয়রান হয়েন কেন? সুতরাং ॥০ আনার সারফলিনই একটি জ্বর রোগীর পক্ষে যথেষ্ট; এমন প্রত্যক্ষ উপকারী জ্বরের ঔষধ আর নাই। সকালে জ্বর হইলে বৈকালে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবেন, ডাক্তার ডাকিতে হয় না। মূল্য প্রতি শিশি ।৵০ আনা, ডজন ৫।০ আনা।

এজেণ্ট—মেসারস্ এম, ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং, ১০ নং বনফিল্ডস্ লেন, কলিকাতা

আয়ুর্ব্বেদ সম্মত বায়ু পিত্ত বাত নাশক

যুগল-মূর্ত্তি মার্কা
সর্ব্বত্র পাওয়া যায়।

ত্রিগুণ তৈল

আসল ও খাঁটি
শিশি ৸০ আনা, ডজন ৮,
ভিঃ পিঃ ও রেলওয়ে পার্শেল স্বতন্ত্র।

যুগল-মূর্ত্তি মার্কা এঃ বটকৃষ্ণ পাল দেখিয়া লইবেন।

এমন মহোপকারী তৈল আর নাই

গবর্ণমেণ্ট হইতে রেজিষ্টারী করা—

মহর্ষি চরক শাস্ত্রোক্ত ভৈষজ্য উপাদানে খাটী কাঁচা কৃষ্ণতিল তৈলে মৃগনাভি, কস্তুরী, গোলাপ, চামেলী, হেনা, চন্দন, খসখস, বেলা, প্রভৃতি মূল্যবান মহাসুগন্ধি দ্রব্য সংমিশ্রণে প্রস্তুত বিধায় ছয় ঋতুতেই সমভাবে ইহার অমূল্য গুণ ও গন্ধ উপলব্ধি হইয়া থাকে। ফলতঃ এই সর্ব্বগুণসম্পন্ন পরম ত্রিগুণ তৈল নিত্য ব্যবহারে সাধারণতঃ দৈহিক ও মানসিক অবসাদ নিশ্চয় দূর হইয়া থাকে।

পরন্তু সর্ব্বপ্রকার বায়ু পিত্তের জনোদ্ভব ধাতুস্থ দূষিত গুপ্ত, জটিল ব্যাধি, মেহ, প্রমেহ, প্রদর, কণ্ঠরুক্ষ, বাধক, অগ্নিবিকার, মূর্চ্ছা, মাথাধরা, মাথাঘোরা, আধকপালী, নিদ্রাহীনতা এবং সর্ব্বপ্রকার বাতরোগ ও নানা প্রকার ব্যাধির কীটাণু ধ্বংসকারী অব্যর্থ মহৌষধ।

বলা বাহুল্য, ইহা এরূপ মস্তিষ্ক স্নিগ্ধকারী ঠাণ্ডা তৈল যে, পাগল ভাল হয়। যে কোন স্থানে তৈল ক্রয়কালীন শিশির গায়ের লেবেলের উপর বড় ২ অক্ষরে আসল যুগল মূর্ত্তি মার্কা এজেণ্ট বটকৃষ্ণ পাল দেখিয়া লইবেন, অন্যথায় শঠকারী দোকানদার জাল বা নকল তৈল বিক্রয় করিয়া আপনাকে ঠকাইবে। স্মরণ রাখিবেন বাজে জিনিষ বিক্রয় করিয়া ঠকাইতে পারিলেই খুব লাভ হয়।

এজেণ্ট—বটকৃষ্ণ পাল এণ্ড কোং ২৩নং বনফিল্ড লেন, কলিকাতা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

৩০শে কার্ত্তিক শনিবার—১৩৩৬

সাময়িক প্রসঙ্গ

মুম্বাইর ধনকুবের মহাত্মা নরোত্তম গোকুলদাস শ্রীবল্লভাচার্য্য-সম্প্রদায়ের জনৈক ভক্তিমান মনীষী ছিলেন। তিনি পাশ্চাত্য দেশে গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-ধর্ম্ম-প্রচারক প্যারিস-নামা মঠ শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজকে নানারূপে বৈষ্ণব-ধর্ম্ম প্রচারের জন্য সাহায্য করিতে প্রস্তুত ছিলেন। লোনা-ভালায় তাঁহার আকস্মিক পরলোকযাত্রার সংবাদে আমরা দুঃখিত হইয়াছি। আবার কতদিনে প্রকৃত ধর্ম্মোৎসাহী পাশ্চাত্য দেশে বাস্তবধর্ম্মের প্রচারের সহায়তা করিবেন, আমরা জানি না।

এই অমঙ্গল সংবাদ পাঠ করিতে না করিতেই স্বদেশের ধর্ম্মপ্রচারোৎসাহী ধনকুবের মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী মহাপ্রস্থান করিলেন। তিনিও অনেক সময় বঙ্গদেশে ভক্তিধর্ম্ম প্রচারের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতেন। উভয়েই একই সময় পুণ্যময় ভূমিতে যাত্রা করিলেন।

চীনদেশে লাউৎসী, কনফুচো ও শাক্যসিংহের প্রচারিত ধর্ম্মত্রয়ের প্রসার দেখা যায়। চীন-পরিব্রাজকগণ শাক্যসিংহের প্রচারিত ধর্ম্মের অনুসন্ধান-মুখে আগমন করিয়াছিলেন। ৩৯৯ খ্রীষ্টাব্দে ফা হিয়ান, খ্রীষ্টিয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীর দ্বিতীয় বর্ষে শুংয়ুন এবং ৭ম শতাব্দীর তৃতীয় দশকে হয়েন সং এবং ১০ম শতাব্দীর ৭ম দশকে ওয়াং ভারতে আগমন করিয়াছিলেন।

১৭৯৬, ৯৭ খৃষ্টাব্দে ভাগলপুর কলগং হইতে গঙ্গা নদী দিয়া মেজর, আর, এইচ, কোলব্রুক সাহেব তাৎকালিক গঙ্গা পরিদর্শন করিয়া একখানি মানচিত্র রাখিয়া গিয়াছেন। ১৮০৭ খৃষ্টাব্দে "এসিয়াটিক রিসার্চ্চ" নামক প্রত্ন-সমালোচনী পত্রিকার সপ্তমখণ্ডে ঐ চিত্রখানি সংযুক্ত আছে; কিন্তু ঐ চিত্র দেখিয়া নবদ্বীপের সন্নিহিত প্রদেশের কোন সঠিক সংবাদ পাওয়া যায় না। উক্ত মেজর সাহেব পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন যে, গঙ্গার এতাদৃশ পরিবর্ত্তন বড়ই বিস্ময়প্রদ। অষ্টাদশ শতাব্দীর ৭ম ও ৮ম দশকে মেজর রেণল যে গঙ্গার পরিচয় দিয়াছেন, তাহা হইতে ১০।১৫ বৎসর পরেই তিনি যে গঙ্গার গতিতে বৈষম্য লক্ষ্য করিলেন, তাহা নিতান্ত বিস্ময়াবহ। গঙ্গার বিভিন্ন ধারায় বহু নূতন দ্বীপ উৎপত্তি লাভ করিয়াছে। বহু প্রাচীন গ্রামের চিহ্ন পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইয়াছে। অধিবাসীসকল গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে গিয়াছে। সুতরাং গঙ্গাতট নিবাসী জনগণ স্ব স্ব গ্রাম পরিত্যাগ করিয়া নিকটবর্ত্তী স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। যাঁহারা একথার বিরোধ করেন, তাঁহাদের সত্য আবরণেরই অধিক স্পৃহা।

খ্রীষ্টীয় ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ও অষ্টাবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে লিখিত 'ময়' শব্দ '*Meya*'র দ্বারা লিপিবদ্ধ হইত। তাহার প্রমাণ "এশিয়াটিক্ রিসার্চ্চ" নামক সাময়িক পত্রের কয়েক খণ্ডে বিশেষতঃ দ্বাদশখণ্ডে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। সুতরাং কিছুদিন পূর্ব্বের মানচিত্রে উর্দ্দ-নবিশগণ 'মায়া' শব্দ লিখিতে গিয়াও ঐ প্রকার ইংরাজী যোজনা করিয়াছেন, ইহাতে আর বিচিত্রতা কি?

পরলোকে স্যার মণীন্দ্রচন্দ্র

আত্মা অবিনাশী। স্থূল দেহ ও মানস দেহ আত্মা-দেহীকে আবরণ করিয়া ভগবদ্-বিমুখ করায়। ইহলোকে বৈষ্ণবগণ নানাপ্রকার পরিচয়ে আবদ্ধ থাকিলেও লোকান্তরিত হইলে ঐহিক অভিজ্ঞান আত্মার অনুসরণ করে না। আত্মার হরিভজনই একমাত্র আত্মধর্ম্ম বলিয়া জানেন।

কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাশা-পরায়ণ-সম্প্রদায় যে ভাবে কৃষ্ণভক্তবিৎকে তাঁহাদেরই ন্যায় কর্ম্মফল-বাধ্য জীব-বিশেষ জ্ঞান করেন, আত্মবিত্তের দর্শনে সেইরূপ ভাবে বৈষ্ণবগণের অনুভূতি হয় না।

মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর গত ২৫শে কার্ত্তিক এই প্রপঞ্চ পরিহার করিয়া মহাপ্রস্থান করিয়াছেন। তিনি বহু পুণ্য করিয়াছেন, বহু সৎকার্য্যের অনুষ্ঠাতা, সুতরাং উঁহার সদগতি অবশ্যম্ভাবী। কর্ম্মফলজীবিগণের বিচারে ফলভোগ-সম্প্রদায় স্বর্গসুখাদি লাভ করেন। জ্ঞানি-সম্প্রদায় স্বগত-স্বজাতীয়-ভেদ-রহিত নষ্ট-ত্রিপুটী ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন হইয়া পড়া বিশ্বাস করেন। ভগবদ্ভক্ত সম্প্রদায় ভগবানের অনুক্ষণ সেবায় নিযুক্ত থাকেন।

কাশীমবাজারাধিপতি মহারাজ বহুজনপ্রিয় ছিলেন। ভগবদ্ভক্তগণও আদর করিতেন। আমরা তাঁহার মঙ্গল প্রার্থনা করি।

প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধযুগ

(১)

৬০৮ শকাব্দায় বা ৬৮৬ খ্রীষ্টাব্দে শিবগুরুতনয় দাক্ষিণাত্যে কেরল দেশে কালাডি নামক স্থানে আবির্ভূত হইয়া পদ্মপাদ, সুরেশ্বর, হস্তামলক ও ত্রোটক এই চারি জন শিষ্যের সাহায্যে দাক্ষিণাত্যে শৃঙ্গেরিমঠ, পুরুষোত্তমে ভোগবর্দ্ধন বা গোবর্দ্ধন মঠ, দ্বারকায় সারদা মঠ এবং বদরিকায় জ্যোতি-র্মঠ স্থাপন পূর্ব্বক বেদের 'তত্ত্বমসি', 'অহং ব্রহ্মাস্মি', 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম', 'নেহ নানাস্তি কিঞ্চন'—এই চারিটি প্রাদেশিক বাক্যকে মহাবাক্যরূপে গ্রহণ করিয়া জীব ব্রহ্মের ঐক্য স্থাপনে যত্ন করেন। ইনিই পরবর্ত্তী কালে শঙ্করাচার্য্য নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। শঙ্করাচার্য্যের ধর্ম্ম-প্রচারকালে, যে সকল হিন্দু শিখা, সূত্র ও বৈদিক ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়াছিলেন, তাঁহারা পুনরায় শিখা সূত্র গ্রহণ করিয়া বৈদিক স্বধর্ম্ম পালন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। বৌদ্ধযুগে অনেকেই বেদে বিশ্বাস হারাইয়াছিলেন, তাঁহারাও এই সময় বেদ সত্য ও ভগবানের মুখনিঃসৃত বাক্য স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এই অসাধারণ কার্য্যের জন্য ভারতবাসী তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতে বাধ্য। শঙ্করের সময় যদিও হিন্দুগণ নিজ নিজ ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, তথাপি বৈদিক যুগ হইতে শঙ্করাচার্য্যের সময়ের ধর্ম্ম কিছু পার্থক্য লাভ করিয়াছে দেখা যায়। বৈদিক যুগে শৌক্র বিচারের প্রাবল্য ছিল না, কিন্তু বৌদ্ধযুগের পর শৌক্র বিচারের প্রাধান্য দেখা যায়। বৈদিক যুগে বিষ্ণু সর্ব্বেশ্বরেশ্বররূপে পূজিত হইতেন, কিন্তু শঙ্করাচার্য্যের সময় উহা এক অভিনব আশ্চর্য্যরূপে পরিবর্ত্তিত হয়। শঙ্কর বলেন,—

ভগবান্ নিরাকার নির্ব্বিশেষ ও নির্গুণ। কিন্তু নিরাকার বস্তু উপলব্ধির বিষয় না হওয়ায় উহার পঞ্চ প্রকার মূর্ত্তি কল্পনার আবশ্যক হইয়া পড়ে। অতএব শিব, শক্তি, গণেশ, সূর্য্য ও বিষ্ণু এই পঞ্চ মূর্ত্তি কল্পনা করিয়া পূজা করিতে করিতে ক্রমে নির্ব্বিশেষ অবস্থা উপলব্ধি হইবে, তখন আর ঐ রূপ পূজার প্রয়োজন হইবে না। বৈদিক মতে এইরূপ সিদ্ধান্ত বৌদ্ধ সিদ্ধান্তেরই প্রকার-ভেদ। বৌদ্ধরা জড়নির্ব্বিশেষবাদী, আর শঙ্করকগণ চিৎ নির্ব্বিশেষবাদী—এই মাত্র ভেদ, বস্তুতঃ উভয়েই নির্ব্বিশেষবাদী বৌদ্ধ ও প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধদিগের গহণ সূচক একটি প্রাচীন শ্লোক হিন্দুদিগের মধ্যে প্রচলিত আছে। "মুক্তোয়ঃ প্রস্তরত্বায় শাস্ত্রমূচে মহামুনিঃ। গোতমং তং বিজানীথ যথাবিথ তথৈব সঃ॥"

(২)

হর্ষবর্দ্ধনের মৃত্যুর পর উত্তর ও পশ্চিম ভারত কতকগুলি খণ্ডরাজ্যে পরিণত হয়। মালবে প্রমার-বংশীয়, আজমীরে চৌহান, মিবারে গিহ্লোট বংশীয়, গুজরাটে চালুক্যবংশীয় রাজারা রাজত্ব করিতেন। শঙ্করের সময় দাক্ষিণাত্যে চালুক্য ও চোলবংশের আধিপত্য ছিল। বাঙ্গালার কিয়দংশ চোল রাজারা অধিকার করিয়াছিল। অবশিষ্টাংশ পালবংশীয় রাজাদের অধীন ছিল। শঙ্করের প্রচারিত ধর্ম্ম ভারতের নানাস্থানে ব্যাপ্ত হইয়া বহুদিন স্বীয় প্রভাব অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিল। শঙ্করের সময় বেদবেদান্তের আলোচনা যথেষ্ট হইয়াছিল তিনি নিজে বেদান্তের শারীরক ভাষ্য, দশোপনিষদ্ভাষ্য, গীতা-ভাষ্য প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন। শঙ্কর বেশীদিন নিজধর্ম্ম প্রচার করিতে পারেন নাই, ৩২বৎসর বয়সে তিনি দেহত্যাগ করেন।

(৩)

শঙ্করের পর অষ্টম শতাব্দীর মধ্য ভাগে কাব্য, সাহিত্য ও বিজ্ঞানের যুগ। এই সময় ভবভূতি, ভারবী, মাঘ প্রভৃতি কবিগণ জন্ম গ্রহণ করিয়া বহু সংস্কৃত কাব্য গ্রন্থ রচনা করিয়া যান। বিষ্ণুশর্ম্মার পঞ্চতন্ত্রও এই সময় রচিত হয় বলিয়া অনেকে অনুমান করেন। এই সময় হিন্দুগণ বিজ্ঞান ও গণিত-বিষয়ক অনেক নূতন নূতন তত্ত্ব আবিষ্কার করেন।

---

(৪)

ইহার পর অবতার-যুগ বা নিত্য ধর্ম্মের পুনরভ্যুদয়। শঙ্করের অপ্রকটের কিছুদিন পরে ১০১৭ খৃষ্টাব্দে দাক্ষিণাত্যে মহাভূতপুরীতে কেশব যজ্বার পুত্র আচার্য্য রামানুজের আবির্ভাব হয়। ইনি শঙ্করের বিচার বেদের একদেশীয় সুতরাং উক্ত বিচারের সাহায্যে বেদের যথার্থ তাৎপর্য্য অবগত হওয়া যায় না,—এই প্রকারে শঙ্করের ঔপাধিক ভেদ বাদ, পরিচ্ছিন্ন বাদ, প্রতিবিম্ব বাদ, ব্যষ্টি সমষ্টি বাদ, অধ্যারোপ অপবাদ প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকার মায়াবাদ দৃঢ় যুক্তি দ্বারা খণ্ডন করিয়া বিশিষ্টাদ্বৈত বাদ প্রচার করেন। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ মতে জীব ব্রহ্মে এক অংশে অভেদ হইলেও উপাস্য, উপাসনা ও উপাসক-গত নিত্য পার্থক্য আছে। এই মত বেদের যথার্থ মত বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। কেননা অভিধা বৃত্তির সাহায্যে বেদের অর্থ করিতে গেলে উপাস্য ও উপাসকের মধ্যে নিত্য পার্থক্য আছে জানা যাইবে। এই মতকে আধুনিক বলিতে পারা যায় না, কেননা শঙ্করের বহু পূর্ব্বে তিরুমঙ্গই নামক জনৈক ঋষি ত্রিচনপল্লীতে শ্রীরঙ্গমের মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ প্রচার করেন। [illegible] নিদর্শন অদ্যাবধি বর্ত্তমান। রামানুজের সময় দাক্ষিণাত্যে চোল রাজাদিগের প্রাধান্য ছিল। তখন বাঙ্গালার রাজা ছিলেন সেন-বংশীয় রাজগণ। ইঁহার সময়েই বোধ হয় আদিশূর মিথিলা হইতে ৫ জন ব্রাহ্মণ ও ৫ জন কায়স্থ আনিয়া বৈদিক কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন। সেন-বংশীয় রাজ

লক্ষ্মণ সেনের সময় বৈষ্ণব কবি জয়দেবের আবির্ভাব হয়। ইনি গীত-গোবিন্দের রচয়িতা। এই গ্রন্থের "মেঘৈর্মেদুরমম্বরং" শ্লোকে চৈতন্যাবতারের সূচনা আছে। লক্ষ্মণ সেন ১২০৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বাঙ্গলার সিংহাসনে অধিরূঢ় ছিলেন। রামানুজের সময় বৈষ্ণব দর্শন বিপুল প্রসার লাভ করে। রামানুজের বেদার্থ-সংগ্রহ, বেদান্ত-তত্ত্বসার, বেদান্ত-সার বেদান্তদীপ, গদ্যত্রয়, শ্রীভাষ্য, বৈষ্ণব সমাজে খুব আদরের সহিত গৃহীত হয়।

---

(৫)

ভারতের অবস্থা

৯৯৭ খ্রীষ্টাব্দে সুবক্তগীনের মৃত্যুর পর সুলতান মামুদ সতের (১৭) বার ভারত আক্রমণ করেন। ইনি ১০২৪ খৃষ্টাব্দে সোমনাথের মন্দির লুণ্ঠন করেন। তৎপূর্বে মহম্মদ বিন্ কাশিম ভারতে আসিয়া হিন্দুদিগের দেব-মন্দির লুণ্ঠন করেন। হিন্দুরা চিরকালই ধর্ম্মপরায়ণ, তাঁহারা যাহা কিছু করিতেন, সমস্তই দেবতার উদ্দেশে। মহম্মদ বিন কাশিম যখন ভারতীয় হিন্দু মন্দির লুণ্ঠন করিতে আরম্ভ করেন, তখন একটী মন্দিরেই ১৩২০০ মণ স্বর্ণ প্রাপ্ত হন এবং তাহা লইয়াই স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। পরে যখন ১০২৪ খৃষ্টাব্দে সুলতান মামুদ লুণ্ঠন আরম্ভ করেন, তখন তিনি এত ধন রত্ন পাইয়াছিলেন যে, তাহা বহন করিয়া লইয়া যাওয়া তাঁহার পক্ষে একান্ত অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছিল। সোনা রূপায় ৭০০ ৪০০ মণ ধন তিনি ভারতবর্ষ হইতে গজনিতে লইয়া যান। এই সুলতান মামুদ মথুরার সুপ্রাচীন মন্দির ভাঙ্গিয়া ফেলেন। তিনি স্বয়ং ঐ মন্দিরের কথা বলিয়া গিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—কেহ যদি এই মন্দিরের ন্যায় একটী মন্দির নির্ম্মাণ করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে হাজার হাজার স্বর্ণ মুদ্রা ব্যয় করিতে হইবে এবং মন্দির সম্পূর্ণ হইতে প্রায় ২০০ শত বৎসর লাগিবে।

(৬)

হিন্দুদিগের পতনের কারণ

সুলতান মামুদের সময় ফাহিয়েন ও আল বেরুণী নামক দুই জন পণ্ডিত ভারত পর্য্যটন করেন। তাঁহারা ভারতের অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া সংক্ষেপে কয়েকটী কথা লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা বলিয়াছেন—"বৈদিক যুগে হিন্দুদিগের মধ্যে শৌক্র বিচার প্রবল ছিল না। যে কোন ব্যক্তি উচ্চ স্বভাবের পরিচয় দিয়া সমাজে ব্রাহ্মণ বলিয়া সম্মানিত হইতেন এবং উচ্চ আসন পাইতেন। এক্ষণে শৌক্র বিচারের প্রাবল্য হওয়ায় ভারতের যথেষ্ট ক্ষতি হইয়াছে। তাঁহারা বর্ণাভিমানে এত দূর স্ফীত যে, শূদ্রকুলোদ্ভূত কোন সাধু ব্যক্তিকে

শ্রীশ্রীমহাপ্রসাদ

(শ্রীপাদ রাধারমণ গোস্বামী ভক্তিরত্ন)

আমরা অনেকেই বৈষ্ণব বা ভক্তাভিমানী থাকিয়া সময় সময় মহাপ্রসাদ সেবন করি বলিয়া প্রাণে একটু শান্তিবারি সিঞ্চনের ব্যবস্থা করি। মহাপ্রসাদ মাহাত্ম্যে মহাজনগণ কীর্ত্তন করেন—মহাপ্রসাদ সেবনে সকল প্রপঞ্চ জয় হয়, জিহ্বাইন্দ্রিয় লাম্পট্য পরিহার করিয়া সংযত হয়, অপর রস রূপ আস্বাদনে বিরত থাকিয়া সদা শ্রীহরি কীর্ত্তনের জন্য তাণ্ডব নৃত্য করিবার অধিকার লাভ হয়, ইহাই মহাপ্রসাদ সেবনের বাস্তব ফল এখন বলা যাইতে পারে, আমাদিগের ভাগ্যে উহা না ঘটিবার কারণ কি? আমরা কি তাহার কোন কারণ অনুসন্ধান করি? কখনই নহে।

মহাপ্রসাদ সেবনে ভজন-যোগ্যতা লাভ না হওয়ার প্রধানতঃ দুইটী কারণ আমরা অনুসন্ধানে পাই। একটী মহাপ্রসাদে প্রাকৃত বুদ্ধি, ডাল ভাত বুদ্ধি, স্পর্শ দোষে দুষ্ট হওয়ার যোগ্যতা মহাপ্রসাদেও রহিয়াছে, স্থান বিশেষে মহাপ্রসাদ-মাহাত্ম্য অধিক হয়, একমাত্র শ্রীক্ষেত্রেই 'চণ্ডালে আনিলে অন্ন ব্রাহ্মণে সে খায়' অন্যত্র মহাপ্রসাদে স্পর্শ দোষ হওয়ার সম্ভাবনা প্রভৃতি নারকী বুদ্ধি থাকার দরুণ মহাপ্রসাদ আমাদিগের অপরাধ বিচার দ্বারা স্বতঃপ্রকাশিত হইয়া কৃপা বিস্তার করেন না।

মহাপ্রসাদ অপ্রাকৃত চিন্ময় বস্তু, প্রাকৃত রসনায় মহাপ্রসাদ আস্বাদ্য বা সেবনীয় নহে, একমাত্র ভজনযোগ্য রসনায়ই মহাপ্রসাদ স্বীয় শক্তি বিস্তার করিয়া থাকেন। ভজন-বিমুখ ব্যক্তির মহাপ্রসাদে অপ্রয়োজন বুদ্ধি প্রবল থাকায় মহাপ্রসাদ গ্রহণের বা সেবনের ভিন্ন কারণেও মহাপ্রসাদের নিকট তাহার অমার্জ্জনীয় অসংখ্য অপরাধ বিদ্যমান, কারণ ভজন যাঁহার প্রয়োজন, তিনি প্রাণ গেলেও মহাপ্রসাদ ত্যাগ করিয়া কোন ইতর বস্তু গ্রহণ করেন না। একমাত্র মহাপ্রসাদ সেবন দ্বারা ভজনার্থে দেহযাত্রা নির্ব্বাহ করাই ভজন-প্রয়াসী ভক্তের কৃত্য।

স্পর্শ করিতে ঘৃণা বোধ করেন না। অন্যান্য জাতিকে তাঁহারা অত্যন্ত ঘৃণার চক্ষে দেখিয়া থাকেন, ইহাই একমাত্র হিন্দুদিগের পতনের মূল কারণ বলিয়া অনুমিত হয়"। শুদ্ধ বর্ণ ও আশ্রম-ধর্ম্ম পুনঃ প্রতিষ্ঠিত না হইলে আর কল্যাণ নাই—ইহা সুধী-সমাজ বেশ বুঝিতে পারিয়াছেন।

দ্বিতীয় কারণ,—চতুরানন, পঞ্চানন-দিগের দুর্লভ বস্তু মহাপ্রসাদ যত্রতত্র রাম শ্যামের নিকট মিলে না। যে কোনও ব্যক্তি ডাল ভাত রন্ধন করিয়া বা মিষ্টান্নাদি প্রস্তুত করিয়া ঠাকুরের সম্মুখ হইতে ঘুরাইয়া আনিলেই মহাপ্রসাদ হইয়া যায় না।

সর্ব্বেশ্বরেশ্বর শ্রীবিষ্ণু-সেবার অনুকূলে স্বয়ং ভগবৎপ্রণীত কতকগুলি বিধি রহিয়াছে; সেই বিধিগুলি প্রতিপালন না করিলে কোন ব্যক্তি কখনও শ্রীবিষ্ণু-সেবোপকরণ স্পর্শ করিতে পারেন না।

অসৎসঙ্গী, স্ত্রীসঙ্গী সাধুগণ ও কর্ম্মজড়-স্মার্ত্তাদুগ পঞ্চোপাসকগণ এবং চিজ্জড়-সমন্বয়বাদী প্রাকৃত সহজিয়াগণ কখনও অপ্রাকৃত সেবা সৌষ্ঠব অবগত নহেন। তাই তাঁহারা কোন কালেই শ্রীবিষ্ণুসেবাধিকার পাওয়ার অধিকারী নহেন। বিশেষতঃ ইহারা সর্ব্বেশ্বরেশ্বর সর্ব্বারাধ্য শ্রীবিষ্ণুকে অপর অধিকারিক দেবতাসাম্যে আসন দিতে কুণ্ঠাবোধ করেন না। এই সমস্ত কারণে শ্রীবিষ্ণুচরণে ইহারা অমার্জ্জনীয় অপরাধ করিতে বসিয়াছেন।

তাম্বূল চর্ব্বণে লালসা থাকিলে, ধূমপানে মুখরুচি বর্দ্ধনের ইচ্ছা থাকিলে, মৎস্য, মাংস ডিম্বাদি আহারে দেহ পুষ্ট করিবার বলবতী বাসনা থাকিলে, নানা প্রকার ক্রীড়া কৌতুকে মন মজিলে, এবং অবৈধ স্ত্রীতে শ্রবণ মনন প্রভৃতি রসাস্বাদনে বিভোর থাকিলে, কোনও ব্যক্তি ধৃষ্টতা বশতঃ যদি ঠাকুর ঘরে প্রবেশ করেন বা ঠাকুরের ভোগোপকরণ প্রস্তুত করিয়া ঠাকুরের সম্মুখে দেওয়ার জন্য প্রগল্ভতা প্রকাশ করেন, তাহা কখনই ঠাকুর-সেবা নহে। উহা বরং ঠাকুরকে ব্যঙ্গ করা মাত্র, নিরয়-গমনানুকূল অপরাধ।

পক্ষান্তরে শুধু আতপ চাউল, নিরামিষ ভক্ষণাদিও বৈষ্ণবতার পরিচায়ক নহে, তাহাতেও বিষ্ণু-সেবা-যোগ্যতা আসে না।

"গৃহীত বিষ্ণুদীক্ষাকো বিষ্ণুপূজা-পরো নরঃ।
বৈষ্ণবোঽভিহিতোঽভিজ্ঞৈরিতরোঽস্মাদবৈষ্ণবঃ॥"

হঃ ভঃ বিঃ ১ম বিলাস-ধৃত পাদ্ম-বচন)

অর্থাৎ—বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত ও বিষ্ণু-পূজা-পরায়ণ ব্যক্তি অভিজ্ঞগণ-কর্ত্তৃক বৈষ্ণব বলিয়া কথিত হন, তদ্ব্যতীত অপরে অবৈষ্ণব।

এখানে স্পষ্টই দেখা যায়, বিষ্ণু মন্ত্রে দীক্ষিত অর্থে দিব্যজ্ঞান-প্রাপ্ত। শুধু কয়েকটা মন্ত্র কাণে শুনাকে দীক্ষা বলে না। জীব-পূজাপরায়ণ বা মন্ত্র-পূজা-পরায়ণ বা যোষিৎপূজাপরায়ণদিগকে প্রাচীন ঋষিগণ বৈষ্ণব বলেন নাই। এরূপ অনাচারীর স্পৃষ্ট দ্রব্য ভগবান্ ত দূরের কথা, সাধারণ নীতি ধর্ম্ম-পালনকারী কোন মানুষও গ্রহণ করেন না। সুতরাং তথাকথিত ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক আনীত দ্রব্য ঠাকুরের সম্মুখে আসিলেও মহাপ্রসাদ নহে। অনেকেই গোঁজামিল দিয়া স্বীয় দেহ মনোবৃত্তির উচ্ছৃঙ্খলতা বর্দ্ধন-প্রয়াসী হইয়া, বলিয়া থাকেন—"ভক্তের হৃদয় যদি পবিত্র থাকে, তাঁহার সেবাকাঙ্ক্ষা যদি রাগানুগ-মার্গে থাকিয়া কোন বিধিনিষেধের অপেক্ষা না করে, তাহা হইলে বাহিরে তথাকথিত অনাচারে থাকিলেও ঠাকুর সেবা করিতে পারিবেন না কেন? উহার যথেষ্ট প্রমাণ রহিয়াছে কবীরোক্ত বাইরের লেচরাম শ্রীজগন্নাথ প্রসাদ পাইতেন প্রভৃতি।" এই রকম ধরণের কথাগুলি নিরপেক্ষ বিচারক মাত্রেই জানেন যে, কে ভক্ত আর কে অভক্ত— সেই প্রশংসা-পত্র দাখিল করিবার ক্ষমতা-প্রাপ্ত কর্ম্মচারী অভক্ত সমাজ নহেন।

স্বীয় স্বীয় ইন্দ্রিয়-যজ্ঞের আহুতি সংগ্রহের জন্য প্রাকৃত সহজিয়া বাউলিয়াগণ মহতের দায় দিয়া চিরকালই স্বীয় অধিকার-বিচার-বিমুখ থাকিয়া "গাছে না চড়িতেই এক কাঁদি" বা 'ঘোড়া ডিঙ্গাইয়া ঘাস খাওয়া' ন্যায় অবলম্বনে আপনাদিগের অনাচারকে প্রতিষ্ঠিত করণ-মানসে নানাপ্রকার ছল খুঁজিয়া শাস্ত্র-বাণী-কুব্যাখ্যা ও কুমত স্থাপন প্রয়াস পাইয়া থাকেন। ইহাদিগের জানিয়া রাখা উচিত—দীন বিষ্ণু-সেবা-পরায়ণ, তিনি ইতর বিষয়ে লিপ্ত থাকিয়া নিষিদ্ধ আচরণ করেন না। ইহা স্বাভাবিক ও স্বতঃসিদ্ধ কথা।

এই সকল কারণে প্রাকৃত সহজিয়া-বিচারে যতই মহাপ্রসাদ প্রাপ্তির ছল দেখান না কেন, বাস্তব মহাপ্রসাদ স্পর্শ ভাগ্যে ঘটে না। সেবাপরাধী ও নামাপরাধীর অর্চ্চন বিড়ম্বনা মাত্র। অবশ্য সেবা-যোগ্যতা-লাভেচ্ছু থাকিয়া ক্রমশঃ অপরাধ বর্জ্জনেচ্ছা থাকিলে নিশ্চয়ই সেবাধিকার লাভ হইয়া থাকে, তাহাতে বিন্দুমাত্র সংশয় নাই, কিন্তু অপরাধও করিব, সেবাও করিব এরূপ অসদ্বুদ্ধি ভীষণ অপরাধ।

এখন আমরা জানিতে পারিলাম, বাস্তব মহাপ্রসাদে জড়বুদ্ধি এবং সেবাপরাধী-দ্বারা স্পৃষ্ট দ্রব্য ঠাকুর সেবার অযোগ্য থাকায় আমাদিগের মহাপ্রসাদ সেবায় বাধা জন্মায়। শুদ্ধ বৈষ্ণব-মুখে মহাপ্রসাদ-মাহাত্ম্য কীর্ত্তন-মুখে মহাপ্রসাদ সেবাই কর্ত্তব্য।

কৃষ্ণের উচ্ছিষ্ট হয় মহাপ্রসাদ নাম।
ভক্তশেষ হৈলে মহা-মহাপ্রসাদাখ্যান॥
ভক্তপদধূলি আর ভক্তপদ-জল।
ভক্তভুক্তশেষ তিন সাধনের বল॥
এই তিন সেবা হৈতে কৃষ্ণপ্রেমা হয়।
পুনঃ পুনঃ সর্ব্বশাস্ত্রে ফুকারিয়া কয়॥

সমালোচনা

(পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সত্যাঞ্জন সেন এম, এ)

চিনসুরা হইতে প্রকাশিত 'কল্লোল' নামক ইংরাজী মাসিকে 'ব্যাখ্যা' শীর্ষক প্রবন্ধে দেখিলাম লেখা আছে যে,—"আমরা যদি কিছু সত্য বলিয়া ধারণা করি, তবেই তাহা সত্য। নিত্য সত্য বলিয়া কোন বস্তু নাই। আমরা ভ্রমসৃষ্ট জগতে বাস করি। ইংরাজ মনীষী কারলাইলও বলেন যে, নভোমণ্ডলে পরিদৃশ্যমান চন্দ্র-তারকারও বাস্তব অস্তিত্ব নাই। প্রবন্ধকার আরও বলেন—'শান্ত হও, জানিও যে তুমিই ঈশ্বর।'

আমরা সত্য বলিয়া ধারণা করিলে তবে ঘটনা সত্য বলিয়া গণ্য হইবে—এ কথার বিশেষ মূল্য নাই। আমাদের ধারণাশক্তি কতটুকু? পূর্ব্বে ধারণা ছিল যে পৃথিবী বিশ্বের কেন্দ্র-স্বরূপ। সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহ নক্ষত্রাদি তাহার চতুর্দ্দিকে ঘুরিতেছে। এখন ধারণা যে, সূর্য্যের চারিদিকে পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহ ঘুরিতেছে। কোন্ ধারণাটী সত্য? সত্য—নিত্য। যাহা নিত্য নয়, তাহা সত্য নয়। সত্যের সন্ধান পাইবার একমাত্র পন্থা—যাঁহারা সত্যের উপলব্ধি করিয়াছেন, তাঁহাদের পাদমূলে উপবেশন পূর্ব্বক তাঁহাদের নিকট প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন এবং সেবার দ্বারা তাঁহাকে জানা।

শেলি লিখিয়াছেন যে,—"জগতের স্রষ্টা ঈশ্বর বলিয়া কোন কিছু থাকিতে পারে না। এই পরিদৃশ্যমান জগৎই এরূপ জটিল হয় যে, মানববুদ্ধি তাহার উদ্ধার করিতে পারে না। অবাঙ্মনসোগোচর ঈশ্বর আরও জটিল তত্ত্ব। তর্কশাস্ত্র-মতে কার্য্য-কারণের সম্পর্ক এই যে, কারণের উল্লেখ করিলেই কার্য্যের সম্বন্ধে জ্ঞানের জটিলতা দূর হইবে। কিন্তু জটিল জগতের সমস্যার সমাধান জটিলতর ঈশ্বর-তত্ত্বের দ্বারা হইতে পারে না। অতএব জগতের স্রষ্টা ঈশ্বর হইতে পারে না।"

এ সম্বন্ধেও আমাদের বক্তব্য এই যে, শেলি যে প্রমাণ দেখাইয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ সত্য; কিন্তু তাঁহার সিদ্ধান্ত ভুল। বাস্তবিকই সৃষ্টি-সমস্যার সমাধান মানব-বুদ্ধির দ্বারা হয় না। সৃষ্টিকর্ত্তা ও গুরু-পাদাশ্রয়াবলম্বীই জানিতে পারেন যে, জগৎ ভ্রমসৃষ্ট নয়, ঈশ্বর আছেন। প্রবন্ধকার বোধ হয় শেলির শিষ্য সেই জন্যই এরূপ কথা বলেন। দুঃখের বিষয় প্রবন্ধে শেলির নাম গন্ধ নাই, থাকিলে আরও বিস্তৃত সমালোচনা সম্ভব হইত।

প্রবন্ধকারের মতে আপনাকে ঈশ্বর বলিয়া জানিলেই শান্ত হওয়া যায়। তিনি জানেন না যে—

ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধিকামী সকলি অশান্ত।
কৃষ্ণভক্ত নিষ্কাম অতএব শান্ত॥

শমো মন্নিষ্ঠতা বুদ্ধেঃ —(ভাঃ ১১।১৯।৩৬)

কৃষ্ণনিষ্ঠা না হইলে শম হয় না, শম না থাকিলে তাহাকে শান্ত বলা যায় না।

মায়াধীশ মায়াবশ ঈশ্বরে জীবে ভেদ।
হেন জীব ঈশ্বর সহ কহত অভেদ॥
গীতাশাস্ত্রে জীবরূপ শক্তি করি মানে।
হেন জীব অভেদ কর ঈশ্বরের সনে॥

ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং
মনো বুদ্ধিরেব চ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা॥
অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং
বিদ্ধি মে পরাং।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং
ধার্য্যতে জগৎ॥
বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন
স্থিতো জগৎ॥

আত্মজ্ঞান হিসাবে দরিদের প্রবন্ধকার যাহা বলেন, তাহার বিশেষ মূল্য নাই।

কৃষ্ণদাস অভিমানে যে আনন্দ সিন্ধু
কোটি ব্রহ্মসুখ নহে তার এক বিন্দু॥

[এস্থলে ব্রহ্মসুখ শব্দের অর্থ 'আমি ব্রহ্ম' এইরূপ জ্ঞানে যে সুখ হয়।]

পরম পুরুষার্থ প্রেমানন্দামৃত-সিন্ধু।
ব্রহ্মাদি আনন্দ যার নহে এক বিন্দু।
কৃষ্ণনামে যে আনন্দ সিন্ধু-আস্বাদন।
ব্রহ্মজ্ঞান তার আগে খাতে দক সম॥
ব্রহ্মানন্দ হৈতে পূর্ণানন্দ-লীলারস।
ব্রহ্মজ্ঞানী আস্বাদিয়া করে আত্মবশ।

তবে ব্রহ্ম-স্বরূপ-সংপ্রাপ্তির এক হিসাবে মূল্য আছে।

ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্॥

এই শ্লোকের অর্থ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর এইরূপ করিয়াছেন:—জড়োপাধি বিগত হইলে জীব অষ্টগুণিত স্ব-স্বরূপে ব্রহ্মতা লাভ করেন। এইরূপ ব্রহ্মস্বরূপ-সংপ্রাপ্ত, প্রসন্নাত্মা, সর্ব্বভূতে সমবুদ্ধি পুরুষ শোক বা আকাঙ্ক্ষা করেন না। ক্রমশঃ ব্রহ্মভাবে স্থির হইয়া আমাতে পরা অর্থাৎ নির্গুণা ভক্তি লাভ করেন। কিন্তু যতক্ষণ না সেই ভক্তি অর্থাৎ কৃষ্ণসেবা লাভ না করেন, ততক্ষণ জীব অশান্ত অবস্থায় থাকেন।

জাগতিক প্রসঙ্গ

সংবাদ-সংগ্রহ

গত ১০ই মার্চ্চ তারিখে রাজদ্রোহ-মূলক বক্তৃতা দেওয়ার জন্য পাঞ্জাবের নেতা সত্যপাল অভিযুক্ত ও দণ্ডিত হন। ১১ই নভেম্বর তারিখে তিনি মুক্তিলাভ করেন।

মীরাট মামলায় আদালতের সাক্ষী-রূপে জহরলালকে এজাহার দিতে হইবে না।

বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থ-সংগ্রহ-কমিটীর সম্পাদক মিঃ ভি, এ সুন্দরম্ কোচিন, তামিল নাইড় এবং অন্ধ্র দেশ ঘুরিয়া বর্ত্তমানে কলিকাতায় আসিয়াছেন।

ঐতিহাসিক রেকর্ড কমিশনের গোয়ালিয়রে ২১।২২ ডিসেম্বরে অধিবেশন হইবে।

বেজোয়াদা হইতে সংবাদ যে, অন্ধ্র সনাতনী মহিলাদের সভায় স্থির হয় যে বিবাহ-আইন কার্য্যকরী হইলে তাহা অমান্য করা হইবে। পালঘাটে ১৫০০০ গোঁড়া ব্রাহ্মণ মহারুদ্রজপম্ সম্পন্ন করেন। কারণ সর্দ্দার বিবাহ আইন প্রচলিত হইলে মহা দুর্দ্দশা প্রায় উপস্থিত হইবে। পুরাকালে যখন দুর্দ্দিবপ্লব উপস্থিত হইত, তখন নাকি এইরূপ উৎসবের আয়োজন হইত।

লাহোর-ষড়যন্ত্র-মামলার সরকারী সাক্ষী ভুল সনাক্ত করায় আদালতে তুমুল হাস্যধ্বনি হয়।

হিন্দুস্থানী হইতে সংবাদ—স্কীনার ষ্টেটের জমিদার ও প্রজার মধ্যে অসন্তোষের উৎপত্তি হেতু যে অবস্থা দেখা দিয়াছে, তাহার আলোচনা করিবার নিমিত্ত ১০০ গ্রামের লোকদিগকে লইয়া গারহাতে এক সম্মিলনীর অধিবেশন হয়। পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য এখানে আসিয়াছেন।

আগামী ৭ই ডিসেম্বর তারিখে পূর্ব্ব আফ্রিকা কংগ্রেসের অধিবেশন হইবে। শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু সভানেত্রী হইবেন।

আড়িয়াদহে মিলনী সমিতির উদ্যোগে বৈশাখিক উৎসবের আয়োজন হয়। শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু-প্রমুখ নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। মুষ্টিযুদ্ধ, পেশী ক্রীড়া, লাঠিখেলা ইত্যাদি ব্যায়াম-কৌশল প্রদর্শিত হয়।

খুলনা জেলায় মহেশ্বরপাশা নামক গ্রামে এক বিরাট সভায় একটি স্থায়ী যুবক-সমিতি গঠিত হইয়াছে।

ত্রিপুরায় বন্যায় সকল ফসল নষ্ট হইয়া গিয়াছে। যে সকল স্থানের জল কমিয়াছে, সেখানে চাষ করিবার মত টাকা কৃষকদের নাই।

নোয়াখালি জেলার বাঞ্ছা-নগর নামক স্থানে পুলিস ও ডাকাতে ভীষণ সংঘর্ষ হয়। ২ জন ডাকাত মৃত হইয়াছে।

বেজওয়াদায় এনি বেশান্ত বক্তৃতায় বলেন যে, তিনি সকলের নিকট ভারতের দুই বিরাট জাতি—হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে বিবাদ-বিসম্বাদ দূর করিবার জন্য আবেদন করেন।

নবেম্বরের শেষভাগে মধ্যপ্রদেশ ও বেরার ছাত্র-সম্মেলন বসিবে। শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসু সভাপতি হইবেন।

হুগলি জেলার মাহেশ গ্রামের মিঃ পশুপতি চাটার্জ্জি শ্রীরামপুরের ওয়ালস হাসপাতালে ৬৮১৮৮ টাকা দান করিয়াছেন।

বন্দবিলা গ্রামের অধিবাসিগণ ইউনিয়ন বোর্ডকে ট্যাক্স দিতে অস্বীকার করায় সত্যাগ্রহ চলিতেছে।

দানবীর মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী পরলোক গমন করিয়াছেন। গান্ধী বলেন যে তিনি প্রায় এক কোটি টাকা দান করিয়াছেন। এত টাকা বোধ হয় কোন পার্শীও এ পর্য্যন্ত দান করেন নাই।

কটকে বিবাহ-আইনের প্রতিবাদ উপলক্ষে এক সভা বসে; কিন্তু হট্ট-গোলে সভা ভঙ্গ হয়।

বিলাতে লণ্ডন-কংগ্রেস-শাখার সিদ্ধান্ত এই যে, যেসকল নেতা বড়লাটের ঘোষণা সমর্থন করিয়াছেন, কংগ্রেস তাহাদিগের মত সমর্থন করেন না।

দেওঘরে সুপ্রসিদ্ধ সুরেন্দ্রনাথ রায় পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি সংস্কার-আইনের বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় প্রথম নির্ব্বাচিত ডেপুটী প্রেসিডেণ্ট ছিলেন। তিনি ঐ পদের পারিশ্রমিক গ্রহণ করেন নাই।

আগামী জুলাই মাসে আলাহাবাদের শ্রীমান্ রবীন্দ্রনাথ চ্যাটার্জ্জি হস্তপদ বদ্ধ অবস্থায় ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম করিবেন বলিতেছেন।

উইস্কন্সিন সহরে এংলো-ইণ্ডিয়ান সাহেবদিগের একটী পান-নিবারণী সভা আছে। সভা হইতে আবকারি নামক একখানি পত্রিকা বাহির হয়। আমরা তাহার অক্টোবর মাসের সংখ্যা পাইয়াছি। তাহাতে নিম্নলিখিত সংবাদটী আছে:—

পেরুমল নাইডু মাদ্রাজের সিঙ্গার গেটের গ্রাম্য মুনসিফ। তাঁহাকে নিম্নলিখিত কারণে এক বৎসর কালের জন্য সসপেণ্ড করা হয়।

১। তিনি ঢোল পিটাইয়া গ্রামে প্রচার করেন যে, গ্রামবাসিগণ মদ্য পান করিতে পারিবে না।

২। তিনি আদি দ্রাবিড়দিগকে প্রতিজ্ঞা করান যে, তাহারা পান ত্যাগ করিবে।

৩। তিনি সামাজিক শাসনের দ্বারা মদ্য পান নিবারণ করেন এবং যাহারা মদ্য পান করিয়াছিল, তাহাদিগকে অর্থদণ্ড করেন।

৪। মলায়ান নামক একজন মদ্য পান করিয়াছিল বলিয়া তাহাকে প্রহার করেন।

তাঁহার উপর আরও আদেশ হয় যে, যদি তিনি মদ্যপান নিবারণ করিবার চেষ্টা করেন, তবে তাঁহাকে চাকুরি হইতে বরখাস্ত করা হইবে।

স্থানীয় মদ্য-বিক্রেতা ৩০০্ টাকা দাবি দিয়া তাঁহার বিরুদ্ধে মোকদ্দমা আনিয়াছে। সে বলে যে, তাঁহার প্রচারের জন্য ৩ মাস তাহার দোকানে মদ্য বিক্রয় হয় নাই।

মদ্যপান কলির স্থান [illegible] উল্লেখ আছে আমরা পেরুমল নাইডু মহাশয়কে তাঁহার সচ্চেষ্টার জন্য ধন্যবাদ দিই। তিনি যদি সরকারী আইন ভঙ্গ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহার শাস্তি প্রাপ্তির সম্বন্ধে আমাদের বলিবার বিশেষ কিছু নাই; কিন্তু আমাদের চক্ষে অপরাধী হইলেও তিনি শাস্ত্রজ্ঞ ধার্ম্মিক লোকের নিকট আদরণীয়।

পর-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

সম্প্রতি পরবিদ্যাপীঠে নিম্নলিখিত শিক্ষণীয় বিষয়নিচয়ের অধ্যাপকের আসন-সমূহ সংস্থাপিত হইয়াছে—বিদ্যার্থিগণ আবেদন করুন।

১। সাহিত্যাসন, ২। ঐতিহ্যাসন,
৩। সম্প্রদায়বৈভবাসন, ৪। ভক্তিশাস্ত্রাসন,
৫। তন্ত্রশাস্ত্রাসন, ৬। বেদান্তাসন,
৭। একায়নাসন।

শ্রীনন্দলাল রায় বি, এ, কাব্যতীর্থ, বিদ্যাসাগর,
সম্পাদক—পরবিদ্যাপীঠ, শ্রীধাম মায়াপুর।

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

শ্রীগৌড়ীয়প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৪০৲ চল্লিশ টাকা।

২৭২৪ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে,
সপ্তচত্বারিংশ খণ্ডে সূচী ছাপা হইতেছে।

৪৬শ খণ্ড গ্রন্থ নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে ১৫।৵০ সাধারণ পক্ষে ২০৸৵০। প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ৷৶০, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ।৵০।

দশম স্কন্ধ ছাপা হইতেছে। দশম স্কন্ধের ভিক্ষা ১২৲, অগ্রিম সাধারণের পক্ষে ৮৲।

৫০ অধ্যায়পর্যন্ত নবম সংখ্যা ছাপা হইয়াছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

"শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত"

সম্পূর্ণ ছাপা শেষ হইয়াছে

আদি, মধ্য, ও অন্ত্যলীলা এবং সূচী ছাপা হইয়া সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছেন। যাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ১০৲ টাকা ভিক্ষার তৃতীয় সংস্করণ ৪ টাকায় না পাইয়া অপূর্ব্ব সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন, তাহাদের জন্যই উহার ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছেন। সেই ১০৲ টাকার এই বিরাট্ গ্রন্থ নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা পূর্ণ না হওয়া পর্য্যন্ত ৫৲ টাকা ভিক্ষায় দেওয়া হইবে। গ্রাহকগণ সত্বর হউন পরে আর এ সুযোগ দেওয়া হইবে না।

শ্রীচৈতন্য লীলার ব্যাস আদিকবি

শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র গ্রন্থ ৮৲ স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲
নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪৷৷০ টাকা

শ্রীচৈতন্য মঠের যাবতীয় গ্রন্থ

কার্য্যাধ্যক্ষ, গ্রন্থ-বিভাগ, শ্রীচৈতন্য মঠ
পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া
—অথবা—
শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা
ঠিকানায় পাওয়া যাইবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—ডাকে লইলে শ্রীচৈতন্য মঠের ঠিকানায় লিখিবেন।

উড়িয়া ভাষায় প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

যে সব উৎকলবাসী ভক্তগণ বাংলা পড়িতে জানেন না, তাঁহাদের শ্রীশ্রীমহাপ্রভু প্রচারিত পরম উপাদেয় ভক্তি-কথা জানিবার সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে উড়িয়া-ভাষায় নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হই। বাংলা গ্রন্থের তুলনায় উড়িয়া গ্রন্থগুলির ভিক্ষাও অপেক্ষাকৃত অল্প।

গ্রন্থের নাম	ভিক্ষা
শ্রীহরিনাম চিন্তামণি, প্রতিখণ্ড	৷০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	
সাধন পথ (শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টক) প্রতিখণ্ড	।০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৷০
কল্যাণ কল্পতরু প্রতিখণ্ড	৵০
একত্রে ৩খণ্ড লইলে	।০
গীতাবলী প্রতিখণ্ড	⁄১০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৶১৫
শরণাগতি—প্রতিখণ্ড	⁄০
একত্রে ৩খণ্ড লইলে	৵৫

প্রাপ্তিস্থান
শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ, কটক
এবং
শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, পুরী

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিম্নলিখিত মঠসমূহে প্রাপ্তব্য:—

১ শ্রীচৈতন্য মঠ,—পোঃ, শ্রীধামমায়াপুর, (নদীয়া)।
২ শ্রীগোরগদাধর মঠ,—চাঁপাহাটি, সমুদ্রগড় পোঃ, (বর্দ্ধমান)।
৩ শ্রীভাগবত আসন,—ভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৪ শ্রীগৌড়ীয় মঠ,—১নং উল্টাডাঙ্গা জংসন রোড্, কলিকাতা।
৫ শ্রীপুরুষোত্তম মঠ,—চটকপর্ব্বত, পোড়াবুঠা, পুরী।
৬ শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ,—উড়িয়া বাজার, কটক।
৭ শ্রীভাগবত মঠ,—চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।
৮ শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ,—৪নং জগজ্জীবনপুরা, কাশী, ইউ, পি।
৯ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,—ছিপিগলি, বৃন্দাবন, মথুরা, ইউ, পি।
১০ শ্রীপরমহংস মঠ—নিমসার পোঃ, সীতাপুর, ইউ পি।
১১ শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ,—কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল, পাঞ্জাব।
১২ শ্রীমাধবগৌড়ীয় মঠ,—৯০নং নবাবপুর রোড্, ঢাকা।
১৩ শ্রীগদাইগৌরাঙ্গ মঠ,—বালিয়াটি, ঢাকা।
১৪ শ্রীপ্রপন্নাশ্রম,—আমলাযোড়া, রাজবাঁধ পোঃ, বর্দ্ধমান।
১৫ শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ,—ডুমুরকোন্দা, চিরকুণ্ডা পোঃ, মানভূম;
১৬ শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয় মঠ,—আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী, উড়িষ্যা।

এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণের নিকটও নদীয়া-প্রকাশ প্রাপ্তব্য।

১। শ্রীযুক্ত জনার্দ্দন ঘোষ—বসু লজ ক্রে রোড, খুলনা
২। শ্রীযুক্ত রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিরত্ন—দেওয়ানগঞ্জ, হলদিবাড়ী কুচবিহার।
৩। শ্রীযুক্ত রামরঞ্জন রায়—১৬।২নং শ্রীগোপাল মল্লিক লেন, কলিকাতা
৪। শ্রীযুক্ত অমূল্যকুমার সরকার এস, ডি, ও, ফৈজাবাদ।
৫। মিঃ এন্ ডি, মুখার্জ্জি—এম, এম, ওয়ার্কস দি মল, কানপুর।
৬। শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী জ্যোতির্ভূষণ—স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া
৭। শ্রীরাসবিহারী দাস অধিকারী, নবদ্বীপ।
৮। শ্রীবিরাজমোহন দে—মনমোহন প্রেস, নবাবপুর, ঢাকা।
৯। শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ গড়গড়ি বেড়াচাঁপা, ২৪ পরগণা।

অন্যথা না ভজে কৃষ্ণ, দুঃখ সহ করে। পুন সেইমত মায়া পাপে ডুবি মরে।

শ্রীচৈতন্যমঠের গ্রন্থাবলী

শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুর বিরচিত
ভক্তি-গ্রন্থমালা।
উৎকৃষ্ট কাপড়ে বিলাতী ধরণে বাঁধাই
স্বর্ণালঙ্কৃত। চতুর্থ সংস্করণ। বিস্তৃতবিষয়সূচীসহ

জৈবধর্ম্ম

বাঁধাই ২৲ দুই টাকা

প্রকাশিত হইয়াছে

সনাতন ধর্ম্মশাস্ত্র বেদ, বেদান্ত, উপনিষৎ গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত, পুরাণ, তন্ত্রাদি সকল গ্রন্থ পাঠ করিবার অবসর অতি অল্প মানবের ঘটিয়া থাকে। অনেকের যোগ্যতা না থাকায় সেই সমস্ত গ্রন্থের মর্ম্ম অবগত হইতে পারেন না। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বাঙ্গালীর এই অসুবিধা দূরীভূত করিবার জন্য এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

বিদ্যালয়ের ছাত্র বা শিক্ষকগণের বিশেষ পাঠ্য, এই হেতু শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টার বাহাদুর ইহা সমস্ত বিদ্যালয়ের জন্য অনুমোদন করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

প্রথম খণ্ড ভিক্ষা—১৲ একটাকা

যুক্তিপূর্ণ শাস্ত্রবাক্য দ্বারা প্রত্যেক মানবের নিত্য কর্ত্তব্য ও আনন্ত্য সাময়িক কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। গ্রন্থের প্রতি উক্তি সনাতন শাস্ত্রবাক্য দ্বারা সমর্থিত ও প্রমাণিত হইয়াছে। দেহের, মনের ও আত্মার ধর্ম্ম কি? স্বদেশ, সমাজ, নীতি, ধর্ম্ম কি? ইত্যাদি বিষয় ক্রমানুসারে এমন সুন্দরভাবে যুক্তিসংকারে আলোচিত হইয়াছে যে, প্রথম পংক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত পাঠ না করিয়া নিবৃত্ত হওয়া যায় না।

শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ভিক্ষা ৵০

ঐ প্রমাণ খণ্ড ভিক্ষা ৵০

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিহার ও লীলাভূমি নয়টী দ্বীপসমষ্টি। এই নয় দ্বীপের প্রাচীন বিবরণ—প্রত্যেক দ্বীপে শ্রীমহাপ্রভুর লীলা—প্রত্যেক দ্বীপের পরিচয়, শ্রীধাম-মাহাত্ম্য—ধামাপরাধ কি? ইত্যাদি বিষয় বিশেষভাবে মনোহর ছন্দে বর্ণিত। পকেট সাইজ প্রায় ১৬০ পৃঃ।

শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ

উজ্জ্বল রোজ-রু কালীতে উত্তম কাগজে ছাপা—শ্রীনবদ্বীপধাম দর্শনে ভাবুক দর্শনকারীর কি প্রকার ভাবের উচ্ছ্বাস হয়, তাহা এই গ্রন্থে বর্ণিত। অতি চমৎকার। ভিক্ষা চারি আনা।

সাধনপথ

I৵০ দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভৃতি উপদেশচ্ছলে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে ভক্তগণের অনুকূল ও প্রতিকূল বিচার অতি সুন্দরভাবে বর্ণিত হইয়াছে। ইহা ছাড়া শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদিষ্ট শিক্ষা ও উপদেশ বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-জগতে অভিনব গ্রন্থ !!
শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতি-গ্রন্থাবলী :—

শরণাগতি

পকেট সাইজ
অষ্টম সংস্করণ
ভিক্ষা /০ আনা

দেহ ও মনের চেষ্টা অনিত্যবস্তু লইয়া—ইহা যখন জীব বুঝিতে পারে, তখন একমাত্র নিত্যবস্তু শ্রীভগবানের প্রতি তাহার কোন জাতীয় আবেগময়ী প্রার্থনা হয় এবং শ্রীভগবানে সর্ব্বান্তঃকরণে নিষ্কপটে কি প্রকারে শরণাপন্ন হইতে হয়, ইত্যাদি বিষয়ক প্রাণস্পর্শী প্রার্থনা ও আত্মসমর্পণমূলক গান। উড়িয়া সংস্করণও প্রকাশিত হইয়াছে।

ভিক্ষা প্রতি খণ্ড /০ এক আনা।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা— /০. নবদ্বীপশতক— /০
অর্থপঞ্চক— /০

কল্যাণকল্পতরু

পকেট সাইজ
পঞ্চম সংস্করণ
ভিক্ষা /১০

আমরা প্রত্যহ নূতন অভাব ও কামনার বশবর্ত্তী হইয়া পুনঃপুনঃ যে অকল্যাণকে কল্যাণ বলিয়া গ্রহণ করি এবং যাহার নিকট কল্যাণ কামনা করি, তিনি যে নিত্য বা যথার্থ কল্যাণ প্রদানে অসমর্থ এবং কোন বস্তু আমাদের নিত্য কল্যাণদাতা এবং কি ভাবে আমরা সেই কল্যাণলাভে সমর্থ হইব, এই সকল কথা সরল গানে লিখিত। এই গীতগ্রন্থ বাস্তবিক কল্যাণের কল্পতরু; ইনি প্রত্যেককে নিত্যকল্যাণ প্রদানে

শ্রীল চক্রবর্ত্তি ঠাকুরের টীকা সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠাকুর কৃত টীকা ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কৃত বঙ্গানুবাদ। টীকাকারের জীবনী, শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি বহু প্রয়োজনীয় বিষয় সংবলিত প্রায় ৮২৫ পৃঃ। উৎকৃষ্ট সিল্কে বাঁধাই ২৲ দুই টাকা. কাগজে বাঁধা ১৷৷০

শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ কৃত ভাষ্য সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

কাগজ ও ছাপা উৎকৃষ্ট। সিল্কে বাঁধাই, সোনার জলে নাম লেখা রাজসংস্করণ ১৲ টাকা, সাধারণ সংস্করণ ১৷৷০, গৌড়ীয়ের গ্রাহকপক্ষে ১৷০

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি (সাধকভক্তকোষগ্রন্থ)

বিষয়:—১। ভক্তিশাস্ত্রে ব্যবহৃত শব্দাবলীর অর্থ, ২। চারি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের চরিত্র, ৩। বিষ্ণুবৈষ্ণবসম্পর্কিত শ্রীমন্দির ও শ্রীবিগ্রহের বিবরণ, ৪। বৈষ্ণবগ্রন্থ ও গ্রন্থকর্ত্তাগণের তালিকা ও বিবরণ, ৬। বিষয় বিশেষের লৌকিক ও শাস্ত্রীয় আকরমূলে বহুতথ্য। চারিখণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ১ম খণ্ড ৸০, ২য় খণ্ড ৸৵০, ৩য় খণ্ড ৸০, ৪র্থ খণ্ড ৸৵০, চারিখণ্ড একত্রে ৩৲ (৫ম খণ্ড যন্ত্রস্থ)।

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ—১ম খণ্ড ১৲ এক টাকা, ২য় খণ্ড ১৲ এক টাকা—শ্রীমদ্ভাগবতের গ্রাহক ও গৌড়ীয় গ্রাহকগণ ৷০ টাকায় দুইখণ্ড পাইবেন। বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমজ্জীব গোস্বামিপাদের রচিত ইহা শ্রীমদ্ভাগবতের ষট্‌সন্দর্ভের অধিক প্রয়োজনীয় অংশ। প্রতি খণ্ড ডবল ক্রাউন ৮ পেজীর ৩৬ পৃষ্ঠা আকারে মুদ্রিত হইতেছে।

শ্রীমদ্গোপালভট্টাচার্য্য সঙ্কলিত

সদাচারস্মৃতিঃ

ভিক্ষা /০ মাত্র

প্রাপ্তিস্থান শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (প্রাচীন নবদ্বীপ) নদীয়া

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহলার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ৬ আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ৮ ডবোজের সমপরিমাণ ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন হয় না। মূল্য প্রতি শিশি ৸০ আনা, পাঁইট ৷৷৵০ আনা, বোতল ১৵০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা।

রেজেষ্টার্ড
মদন মঞ্জরী

বটিকায় স্বপ্ন ও ধাতুবিকার, ইন্দ্রিয়শৈথিল্য রোগ, প্রস্রাবে শুক্রপাত, বদহজম, মাথাঘোরা, বুক ধড়ফড়ানি, অনিদ্রা প্রভৃতি লক্ষণ সত্বর নির্দ্দোষ আরোগ্য হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ৪০ বটী ১৲ এক টাকা।

"নপুংসকতাহারি ঘৃত"

পুরুষত্বহানি রোগে বাহ্যপ্রয়োগ দ্বারা আরোগ্য করিয়া শক্তিসম্পন্ন করে। মূল্য ২ তোলা ১৲ টাকা।

"রমণীবিলাসিনী বটিকা"

স্ত্রীলোকের কবক্ষ সৌন্দর্য্য স্থায়ী ও বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয়। মূল্য ১২ বটী ১৲ এক টাকা।

রাজবৈদ্য নারায়ণজী, কেশবজী
১৭৭নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

লোহার কড়ি বরগা

করগেট টীন, জানালারগরাদে
দালানের ফুলদার রেলিং ওথাম
বেড়াঘেরা কাঁটাতার ইত্যাদি
সুলভে বিক্রয় করি

কান্তিচন্দ্র মুখার্জ্জি এণ্ড সন্স
২৭ ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট, ফোন ৪৪১
স্থাপিত ইং ১৮৩৬ সাল, কলিকাতা।

কেরাসর্ কুইনিন্

নূতন এবং পুরাতন ম্যালেরিয়ার যম

ইহাতে উপযুক্ত মাত্রায় ... কুইনিন, আর্সেনিক ... আছে।

এই কেরাসর্ কুইনিন ... একটী বা দুটী ... সকলপ্রকার কঠিন ম্যালেরিয়া দূর করে এবং ... অল্পদিনে ম্যালেরিয়ার সমস্ত উপসর্গ নষ্ট করিয়া দেয়।

৬ এম্পুলপূর্ণ প্রতি বাক্স—মূল্য ২৲, ডাঃ মাঃ ৩৲ টাকা।

বাথ গ্রেকোমিক্যাল এণ্ড ক্লিনিক্যাল ল্যাবরেটারীতে প্রস্তুত। ২৯২ ... লেন, কলিকাতা।

পর-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

এখানে আহার এবং বাসস্থান দিয়া বিদ্যার্থিগণকে বিভিন্ন শিক্ষণীয় বিষয় শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। অনেক ছাত্র ইতোমধ্যেই আসিয়া পাঠ আরম্ভ করিয়াছেন। বর্তমান বর্ষে সকল ছাত্রই গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন!

প্রধান অধ্যাপক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রচন্দ্র কাব্য-ব্যাকরণ-সাংখ্য-বেদান্ত-ষড়দর্শন-তীর্থ, সাংখ্যভূষণ, বেদান্তরত্ন, সাহিত্যশাস্ত্রী, সুদর্শনবাচস্পতি।

অধ্যাপক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গৌরদাস ব্রহ্মচারী ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীধাম মায়াপুর পরবিদ্যাপীঠ, (নদীয়া)

বেদনাঞ্জন

শ্রেষ্ঠরত্ন।

কলিকাতা কংগ্রেস একজিবিসন হইতে বহু প্রশংসা প্রাপ্ত ও বহু গণ্যমান্য ভদ্রমহোদয়গণ কর্তৃক প্রশংসিত।

আজকাল বাজার-চলন মিশ্রিত ও বিষাক্ত আহার্য্য সেবনে শরীরের রক্ত স্বতঃই দোষিত হইয়া পড়িতেছে। রক্তই মানব-দেহের শ্রেষ্ঠ উপাদান, এই রক্ত দোষিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মানব বাত, বেদনা, মাথাধরা, মাথাঘোরা, দৃষ্টিশক্তির হ্রাস, দাঁতের গোড়া ফুলা, দাঁত কনকনানি, দাঁতে পোকা এবং লোম, চুলকানি প্রভৃতি কষ্টদায়ক চর্ম্মরোগে আক্রান্ত হইতেছে। যদি আপনি একান্তই ব্যাধিমুক্ত হইতে চান, তাহা হইলে অযথা পয়সার অপব্যয় না করিয়া অল্প ব্যয়ে এক শিশি বেদনাঞ্জন ক্রয় করিয়া ইহার কার্য্যকারী-শক্তি উপলব্ধি করুন। গুণের তুলনায় মূল্য অতি সামান্য, এক শিশি ।৵০ আনা মাত্র মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান—এ, সি, চাটার্জ্জী এণ্ড ব্রাদার্স।

৬০নং ছলকাট লেন, সালকিয়া হাওড়া।

সকল মণিহারী দোকানে ও বড় বড় ডাক্তারখানায় পাওয়া যায়।

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

যদিও অদ্যাপি প্রকৃত মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য, তথাপি যাঁহারা নানাবিধ অনিয়মিত উপায়ে অপরিমিত শক্তি নষ্ট করিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন এবং নানা প্রকার মেহ, প্রমেহ ধাতুদৌর্ব্বল্য, স্নায়বিক চঞ্চলতা, বহুমূত্র, দুঃস্বপ্ন, পারদসংক্রান্ত পীড়া, অর্শ এবং স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে যাহারা বাধক, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, সূতিকা, শ্বেত ও রক্তপ্রদর, হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি রোগে ভুগিয়া জীবনে নিরাশ হইয়াছেন, তাঁহারা আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটাল সাহেবের আবিষ্কৃত **ইলেক্ট্রিক সলিউসন** ব্যবহার করিয়া বাঁচিতে পারেন, তাহার শত সহস্র প্রমাণ প্রতি বৎসরেই পাওয়া যাইতেছে। যাঁহারা অন্যান্য বহুবিধ ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরোগ্য হইতে পারেন নাই, তাঁহারা একবার এই ঔষধটী ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক মাসের ব্যবহারোপযোগী এক শিশি ঔষধ ডাকমাশুল সহ ১।০ টাকা মাত্র।

সোল এজেণ্ট—ডাঃ ডি, ডি, হাজরা।

ফতেপুর, গার্ডেনরিচ পোষ্ট, কলিকাতা।

ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

অধ্যক্ষ

শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম.এ. এফ.সি.এস (লণ্ডন)

ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক

(প্রফেসার)

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ বিশুদ্ধ ও শাস্ত্রমতে নিজ তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হয়। পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ক্যাটালগ পাঠান হয়। রোগের বিবরণ জানাইলে যত্নপূর্ব্বক ব্যবস্থা দেওয়া হয়। চিঠি পত্রাদি সম্পূর্ণরূপে গোপন রাখা হয়।

মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দুর)

(বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৪৲ টাকা

উৎকৃষ্ট স্বর্ণ, পারদ ও আমলাসার গন্ধক দ্বারা যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। নিত্য প্রয়োজনীয় সর্ব্বরোগনাশক মহৌষধ।

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৩৲ টাকা

উৎকৃষ্ট কাশীর আমলকী, বংশলোচন প্রভৃতি যাবতীয় উপাদানে পূর্ণ মাত্রায় যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। কফ, কাসি, সর্দ্দি, যক্ষ্মা, ক্ষয়রোগ, হৃদরোগ প্রভৃতি রোগের মহৌষধ। সর্ব্বপ্রকার দুর্ব্বলতা নাশক অতিশয় পুষ্টিকর মহৌষধ বা খাদ্য বিশেষ।

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬৲ টাকা

ইহা সেবনে ধাতুদৌর্ব্বল্য, শুক্রহীনতা, স্বপ্নদোষ, প্রমেহ ও ধ্বজভঙ্গ সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায়। ইহা অপরিসীম আনন্দদায়ক রসায়ন।

অবলাবান্ধব যোগ

প্রদর, বাধক প্রভৃতি জরায়ুদোষ ও যোনিগত দুরারোগ্য রোগের মহৌষধ

মূল্য—১৬ মাত্রা ২৲ টাকা। ৫০ মাত্রা ৫৲ টাকা মাত্র

বিশুদ্ধ জল! ভয় নাই! বিশুদ্ধ জল!!

লক্ষ্মী টিউব-ওয়েল কোং

২০৫নং নবাবপুর, ঢাকা

বর্ত্তমান-যুগের নব-আবিষ্কৃত যন্ত্রপাতি দ্বারা উন্নত বৈজ্ঞানিক-খনন-প্রণালীতে নলকূপ (*Tube-well*) নির্ম্মাণ করা হয়। বঙ্গের লাট বাহাদুর, প্রাইভেট সেক্রেটারী, জিলা-ম্যাজিষ্ট্রেট, জিলা-বোর্ডের চেয়ারম্যান, ইঞ্জিনিয়ার, জমিদার, তালুকদার, প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত ভদ্রমহোদয়গণ এই কোম্পানীর কার্য্য দেখিয়া প্রশংসা করিয়াছেন। রাসায়নিক পরীক্ষায় জল বিশুদ্ধ না হইলে মূল্য গৃহীত হয় না। বিস্তৃত বিবরণের জন্য পত্র লিখুন।

বৃত্তিসহ সমগ্র

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

ভিক্ষা ২৲ টাকা। শিক্ষার্থি-ছাত্রের পক্ষে ১।০ দেড়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীপরবিদ্যাপীঠ, শ্রীগৌড়পুর

চৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

মনোমোহন প্রেস

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা

পূর্ব্ব-বাঙ্গালায় সুলভে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত
বৈদ্যুতিক মেশিনে দিবারাত্র কাজ চলিতেছে
বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা।

শ্রীমায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—শ্রীবিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

স্থানীয় সংস্করণ

Registered No. C 1544

বিজ্ঞাপনের হার

প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩॥০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহ

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়।

বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৫

ভারতের সর্ব্বত্র মঙ্গল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র।

৪র্থ খণ্ড] সম্পাদক—প্রত্নবিদ্যালঙ্কার শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী [২১৬ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্য মঠ শ্রীধাম মায়াপুর—৩রা অগ্রহায়ণ মঙ্গলবার ১৩৩৬, ১৯শে নভেম্বর ১৯২৯

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থাবলী

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্—শ্লোক সূচী, বিষয়-সূচী প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত। ভিক্ষা, প্রতি খণ্ড সাধারণ পক্ষে ১৶০ গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশ গ্রাহক পক্ষে ৷৶০
২। ভাষ্য-সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ) ৪৲
৩। গৌড়ীয়-গৌরব ৶০
৪। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।০
৫। ভজনরহস্য ॥০
৬। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
,, ,, ,, আবাঁধা ৸০
৭। গীতা (শ্রীবলদেবভাষ্যসহ) বাঁধা ২৲ আবাঁধা ১॥০
৮। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি-টীকা-সহ) বাঁধা ২৲ আবাঁধা ১॥০
গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ॥০
৯। [illegible] সানুবাদ ২৲
১০। বেদান্তস্যমন্তক সানুবাদ ॥০
১১। জৈবধর্ম্ম ২৲
১২। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৩। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ৫৲
১৪। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ৷৶০
১৫। দীপ-দিগ্দর্শন ৵০
১৬। সাধনপথ (৩য় সংস্করণ) ৷৵০
১৭। আচার ও আচার্য্য ৷৵০
১৮। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
১৯। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৵০
২০। শ্রীনবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
২১। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য (প্রমাণখণ্ড) ৶০
২২। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
২৩। শ্রীগৌড়মণ্ডল-পরিক্রমা দর্পণ ।০
২৪। শরণাগতি, গীতাবলী, সাধনকণ, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, নবদ্বীপশতক, অর্থপঞ্চক ও সদাচারস্মৃতি: মোট ৷৶০
২৫। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ; ও অর্চ্চনকণ ৵০
২৬। সাধককণ্ঠমণি ।০
২৭। সংস্কার-দীপিকা ।০
২৮। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড) ৩৲
২৯। সাধুবৃত্তিশিক্ষাষ্টকম্ ৵
৩০। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ৸
৩১। মণিমঞ্জরী সানুবাদ ।৷
৩২। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৩৩। শ্রীচৈতন্যভাগবত (বিরাট্ দ্বিতীয় সংস্করণ) ৫৲

এতদ্ব্যতীত বৈষ্ণব-ধর্ম্মের কয়েকখানি ইংরাজি ধর্ম্ম-গ্রন্থ আছে, পত্র পাঠাইলে ডাকযোগে ক্যাটালগ পাঠান হয়।

প্রাপ্তিস্থান ঃ—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

২। **শ্রীগৌড়ীয় মঠ**—১নং উল্টাডিঙ্গি জংসনরোড কলিকাতা।
৩। **শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠ**—৯০নং নবাবপুররোড, ঢাকা
৪। **শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ**—উড়িয়াবাজার, কটক
৫। **শ্রীপুরুষোত্তম মঠ** গোড়াকুঠী, পুরী
৬। **শ্রীসনাতনগৌড়ীয় মঠ**—৪নং জগজ্জীবনপুরা, কাশী
৭। **শ্রীগৌড়ীয় মঠ** দিল্লী কার্য্যালয়, ১০১২ হনুমানরোড, নিউদিল্লী।
৮। **শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ**—ছিপিগলি, বৃন্দাবন।
৯। **শ্রীভাগবত প্রেস**, গোয়াড়ী—কৃষ্ণনগর।
১০। **শ্রীএকায়ন মঠ**, চাইষ্ট্রীট, কৃষ্ণনগর।

জাগতিক প্রসঙ্গ

সংবাদ সংগ্রহ

সহর নবদ্বীপে কলেরা এপিডেমিক বন্ধ করার জন্য কলেরা ভ্যাক্সিন ইনজেকশন করা হইতেছে। স্বাস্থ্য-বিভাগের কর্মচারিগণ-কর্তৃক ভেজাল দুগ্ধ [illegible] বিক্রয় এবং উন্মুক্ত স্থানে রক্ষিত [illegible] খাদ্যাদি গ্রহণ সম্বন্ধে যাত্রিগণকে বিশেষ সাবধান করা হইতেছে। নবদ্বীপের ড্রেনেজ সিষ্টেম বড়ই খারাপ। [illegible] শুধু মিউনিসিপ্যালিটীকে অযথা দোষারোপ করিতে চাহি না। স্থানীয় লোকগণেরও একটু চেষ্টা দরকার।

নদীয়া জেলার চুয়াডাঙ্গা মহকুমার অধীন হাটখোলা, নারায়ণপুর, সুবলপুর, [illegible]পুর, কৃষ্ণনগর, [illegible]পুর, কালিদাসপুর, [illegible]পুর, [illegible] প্রভৃতি স্থানে কলেরা আরম্ভ হইয়াছে। [illegible] বৃষ্টি না থাকায় নদীতে [illegible] জল আরও দূষিত হইয়াছে।

বর্তমান বৎসরের নোবেল-প্রাইজ-প্রাপ্ত ব্যক্তিগণ:—সাহিত্য—জার্মাণীর টমাস ম্যান। পদার্থ-বিদ্যা—প্যারিসের ডাক্ দি ব্রোগলি। রসায়ন—ইংলণ্ডের আর্থার হার্ডেন এবং ষ্টকহমের ফন ইউলার।

সুইডেন দেশের আল্ফ্রেড বার্নার্ড নোবেল নামক রসায়নবিদ উইলের দ্বারা পৃথিবীর শিক্ষা, সভ্যতা ও শান্তির সাহায্যকল্পে নোবেল প্রাইজ নামক মূল্যবান পুরস্কারের ব্যবস্থা করিয়া যান। পদার্থবিদ্যা, রসায়নতত্ত্ব, শরীরতত্ত্ব অথবা ঔষধ, সাহিত্য এবং শান্তিপ্রচার—এই সমস্ত বিষয়ের কোন একটিতে যিনি পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শন করিতে পারিবেন, তিনি সেই বিষয়ে এই পুরস্কার পাইবেন।

[illegible] মিঃ গোলামজী টিন প্লেট ধর্মঘটের মীমাংসার জন্য ভারত-সরকারের সহিত আলোচনা করিবার মানসে দিল্লী গিয়াছিলেন। এখন জামসেদপুরে ফিরিয়াছেন।

লাহোর-ষড়যন্ত্র মামলার শুনানীর সময় কোর্ট ইন্স্পেক্টর অভিযোগ করেন পুলিশ ইন্স্পেক্টর একজন দর্শককে [illegible] উক্ত দর্শক তাঁহাকে অপমান করিয়াছে। ম্যাজিষ্ট্রেট [illegible] আদালতের [illegible] দর্শক[illegible] দর্শক [illegible] পক্ষের কৌঁসুলি প্রতিবাদ করিলে ম্যাজিষ্ট্রেট সকল দর্শককে বিদায় লইতে বলেন।

স্যর মহম্মদ উস্মানি মাদ্রাজের লাট-পদের কার্যভার গ্রহণ করিয়াছেন।

আমেরিকার ভারতীয় পরিষদ নামক প্রতিষ্ঠান ভারতীয় পল্লীস্থাপনের জন্য আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছেন। হিন্দু-মন্দির স্থাপনের চেষ্টা চলিতেছে

দক্ষিণ আমেরিকার অরজেন্টাইন প্রজাতান্ত্রিক দেশে মেণ্ডোজা সহরে এক সভায় প্রায় পাঁচ হাজার শ্রোতার সম্মুখে বক্তৃতা-কারী [illegible] লেন্টিনাস্ গুলি দ্বারা আহত হন। হাসপাতালে তাঁহার মৃত্যু হয়।

গত ২৯ ও ৩০শে নবেম্বর শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র মোহন সেনগুপ্ত মহাশয়ের সভাপতিত্বে আদমদীঘিতে বগুড়া জেলা যুবক সম্মিলনের প্রথম অধিবেশন হয়। তাহাতে ব্যায়ামচর্চা, আত্মরক্ষা, বিদেশী দ্রব্য বর্জন, বাজনদার দলের প্রতি সহানুভূতি, অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ, মাদক দ্রব্য ব্যবহার নিবারণ সম্বন্ধীয় প্রস্তাব গৃহীত হয়

প্রকাশ যে, সরকার বাহাদুর স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া মিঃ বি, এস, কামৎকে মধ্য প্রদেশের গবর্ণর (অস্থায়ী) নিযুক্ত করিয়াছেন।

ব্রাহ্মণবেড়িয়ায় ভীষণ দুর্ভিক্ষ। অভয়-আশ্রম হইতে সাহায্য ভাণ্ডার খোলা হইয়াছে। স্থানীয় ম্যাজিষ্ট্রেট, উকিল ও জমিদারগণ সাহায্য সমিতি খুলিয়াছেন। ত্রিপুরা জমিদার ২০০ [illegible] দিয়াছেন।

ত্রিপুরায় নবীনগর থানার অন্তর্গত গ্রামসমূহে প্রায় ১৫০০০ লোক অন্নাভাবে বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছে।

আলিপুরে স্পেশাল ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ কে, এন, মুখার্জির আদালতে শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসু-প্রমুখ ১১ জন কংগ্রেস-কর্মীর বিরুদ্ধে হরিশ পার্কে রাজদ্রোহ-মূলক বক্তৃতা দেওয়ার জন্য অভিযোগের মামলার শুনানি চলিতেছে।

নোয়াখালীতে ডাকাত ও পুলিশে লড়াই এর কথা ইতঃপূর্ব্বে জ্ঞাত করা [illegible] চারিজন গ্রেপ্তার হইয়াছে।

[illegible] ভাবেই আফগানিস্থানের আমীর হইলেন এখন তিনি সৈন্য-বাহিনী পুনর্গঠনে নিযুক্ত আছেন। দক্ষিণ ও পূর্বাঞ্চলে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া আসিয়াছে। এখন প্রায় সর্বত্রই শান্তি বিরাজিত। দুই এক জায়গায় বিদ্রোহভাব আছে। তাহা দমনের ব্যবস্থা চলিতেছে

পান-দোষ

বিলাতের 'অবজারভার' নামক কাগজে বেঙ্গলের জে. এফ্. এড্ওয়ার্ডস্ নামক পাদরি সাহেব লিখিতেছেন:—

আমি কুড়ি বৎসর যাবৎ সকল শ্রেণীর শিক্ষিত ভারতবাসীর সহিত মেলা মেশা করিয়া আসিতেছি। আমার বিশেষ অভিজ্ঞতা আছে যে, মোটের উপর ভারতবাসী পান-দোষ-নিবারণেচ্ছু। হিন্দু এবং মুসলমান এই দুই বিরাট সম্প্রদায়ের কাছেই পান-দোষ পাপ বলিয়া গণ্য। যেখানেই কলকারখানা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, সেখানেই মদ্যপান যে কি সর্বনাশ করে, তাহা উপলব্ধ হয়।

খ্রীষ্টানেরা যে মদ্যের আমদানি করিয়াছেন, মদ্যের আমদানি প্রভাবে সেই দেশের নৈতিকতা নষ্ট করিতেছেন। ভারতের সমস্ত রাজনৈতিক দলই এক বিষয়ে একমত—সকলের মতেই মদ্যপান-নিবারণ আবশ্যক। ভারতবাসী সাইমন কমিশন বর্জ্জন না করিলে ইহা প্রমাণিত হইত।

সমালোচনা

(শ্রীযুক্ত সত্যরঞ্জন সেন এম, এ)

অকাল্ট ডাইজেষ্টে ডব্লিউ [illegible] লিখিতেছেন—"নষ্ট যৌবন ফিরিয়া পাইবার জন্য কি ভীষণ চেষ্টাই না হইতেছে! সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতেই এরূপ চেষ্টা চলিতেছে বলা যায়। বিদূষক শ্রেণীর লোক এই চেষ্টাকে আক্রমণ করিতে ছাড়েন না এবং যৌবন পুনরুদ্ধার-চেষ্টাকারীদল বানরজাতিকে আক্রমণ করিতে ছাড়েন না। এই কারণেই বৃন্দাবনে বানর দলের ঝাঁক।

এযাবৎ যৌবন-রক্ষার যত প্রকার উপায় উদ্ভাবিত হইয়াছে, তাহার ফল অস্থায়ী। বার্দ্ধক্যে বয়সে চর্ম্ম লোল হওয়া এবং পরিপাক-শক্তির হ্রাস হওয়া নিবারণীয় নহে। কিন্তু মানব ইচ্ছা করিলে তাহার কর্ম্ম-শক্তি অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারে এবং রাখিলে এত বেশী উপকার হয় যে, তাহা বলিলে সহজে বিশ্বাস করা যায় না।"

পরে লেখক শ্বাস-প্রশ্বাস প্রক্রিয়া সম্বন্ধে কিছু লিখিয়া বলিয়াছেন যে, "এই প্রক্রিয়া অভ্যাস করিলে মনের বল বৃদ্ধি হয়, অপরের উপর ক্ষমতা চালান যায় এবং আরও অনেক জাগতিক লাভ হয়।"

আমাদের মতে বানর মারা অথবা নিশ্বাসের কসরৎ করার ফলে যে লাভ হয় সে লাভ হওয়া অপেক্ষা বোধ হয় না হওয়াই মঙ্গলকর। আমরা সে উপায়কে উপায় বলি না, যদি তাহা সমূলে মৃত্যু হইতে রক্ষা না করে। যিনি চির কিশোর, তিনিই কৈশোর দিতে পারেন, বানর মারারা পারেন না। যিনি অমৃত স্বরূপ তিনিই অমরত্ব দান করিতে পারেন। যিনি সকল বলের আধার, তিনিই বল দিতে পারেন।—যদি সে কৈশোর, সে অমরত্ব, সে বল-লাভ তাঁহারই সেবোদ্দেশে হয়। এ সকলের সন্ধান মহান্ত গুরুই দিতে পারেন—নাক টেপা চোক টেপা গুরুর কর্ম্ম নয়। যৌবন-লাভের উদ্দেশ্য কেবল হৃষীকেশের ইন্দ্রিয়-তর্পণ না হইলে এবং বল-লাভের উদ্দেশ্য মায়াকে জয় করিবার উপযোগী চিদ্বল না হইলে তাহার কোনই সার্থকতা নাই। কেবল এই জগতের প্রতি ভোগলোলুপ দৃষ্টি না রাখিয়া পরজগতের পরবস্তুর প্রতি একটু সেবা-বুদ্ধি থাকাই মানুষের প্রকৃত মানুষত্ব।

ইষ্টার্ন হেরল্ড্ নামক মাসিকে দেখিলাম—"ঠাকুর হরনাথ" নামক কোন ব্যক্তিকে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অবতার-স্বরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। বৈষ্ণবেরা এই সিদ্ধান্ত কখনই গ্রহণ করিবেন না। বৈষ্ণবেরা শ্রীভগবান্ চৈতন্যদেবকে সর্ব্বাবতার-শিরোমণি সাক্ষাৎ অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব ব্রজেন্দ্রনন্দন বলিয়া জানেন। তাঁহার অবতার অর্থে বিষ্ণুতত্ত্ব। সুখ-দুঃখাদি দ্বন্দ্ব-ধর্ম্মাক্রান্ত জীবোপাধিগ্রস্ত মায়াবশযোগ্য অণুচৈতন্য জীবকে বিভুচৈতন্যের সহিত সমান জ্ঞান ভয়ঙ্কর মায়াবাদ বা প্রচ্ছন্ন নাস্তিকবাদ। শ্রীগীতা "মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ"—এই বাক্যে জীবকে তাঁহার অংশ বলিতেছেন। সেই অংশ ও অবতার এক কথা নহে। সুতরাং এরূপ ভ্রান্ত সিদ্ধান্তের প্রচার দ্বারা লোকের চিত্তকে সংশয়ান্বিত করা উচিত নহে। অবতার ত' দূরের কথা, মহাপ্রভুর দাসানুদাস জনগণও কোন সিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধ কথা বলিতে পারেন না। মহাপ্রভু ও তাঁহার পার্ষদ গোস্বামিগণের কোন সিদ্ধান্তের সহিত 'তথাকথিত' অবতারগণের সিদ্ধান্ত অমিল হইতে দেখিলে আমরা অবতার স্বীকার করা ত' দূরের কথা, 'সাধারণ ভক্ত' বলিয়াও স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহি। ইহাতে কাহারও পৃষ্ঠপোষক থাকিলে জানাইতে পারেন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—গতকল্য রাস উপলক্ষে নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ বন্ধ থাকায় নদীয়া-প্রকাশ বন্ধ ছিলেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

৩রা অগ্রহায়ণ মঙ্গলবার—১৩৩৬

সাময়িক-প্রসঙ্গ

কোন দুঃসাহসিক কর্ম্মের উদ্যমের নাম ইংরাজী ভাষায় 'য়্যাড্‌ভেন্‌চার' বলিয়া কথিত হয়। যাঁহাদের জীবনকে বিপন্ন করিবার অদম্যসাহসিকতা নাই, তাঁহারা কখনও বীরপুরুষ বলিয়াই পরিচিত হন না। লাভ, পূজা, প্রতিষ্ঠার লোভে অথবা নাম কিনিবার জন্য প্রাকৃত জগতের অনেককেই এরূপ বীরত্ব দেখাইতে শুনা যায় ও দেখা যায়। অবশ্য তাঁহাদের সকল উদ্যমের পরিণামই যে সাফল্য-মণ্ডিত হয়, তাহা নহে; অনেক সময় জীবনী নাশও ঘটিয়া থাকে। নিজের ইন্দ্রিয়জ বল বুদ্ধি মাত্রকে সম্বল করিয়া এইরূপ উদ্যমকে দার্শনিকগণ 'আরোহ-পন্থা' বলিয়া থাকেন। ইহা প্রাকৃত জগতেই সম্ভব হইতে পারে। কিন্তু অপ্রাকৃত জগতে উহার কোন কৃতিত্ব নাই। এই পন্থাবলম্বনে কোন প্রাকৃত উদ্দেশ্য সাধিত হইলেও অপ্রাকৃত উদ্দেশ্য সাধন-বিষয়ে উহার সম্পূর্ণ নিরর্থকত্ব প্রমাণিত হইয়াছে। অপ্রাকৃত জগতে যাইবার একমাত্র পন্থা সেই অপ্রাকৃত জগৎ হইতেই আবিষ্কৃত হইয়াছে। তাহার নাম জ্ঞান-বিরাগ-ভক্তি-সহিত নৈষ্কর্ম্ম্য। অচ্যুত-ভক্তি রহিত নৈষ্কর্ম্ম্যের গতি আত্মবিনাশেই পরিসমাপ্ত। সেই ভক্তিসহিত নৈষ্কর্ম্ম্যের নামই দার্শনিকগণ অবরোহ-পন্থা বলিয়া থাকেন। অর্থাৎ যাহা প্রপঞ্চাগত জীবকে প্রপঞ্চাতীত রাজ্যে লইবার জন্য সেই রাজ্য হইতে ভগবদিচ্ছায় অবতীর্ণ হইয়াছেন, তাহার নামই অবরোহ-পন্থা। কোন প্রাকৃত হেতুর অবতারণা দ্বারা তাহা লভ্য নহে বলিয়া তাহার নাম অহৈতুকী ভক্তি; মানবের ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানাতীত বিষয় বলিয়া তাহা অধোক্ষজ—অতীন্দ্রিয়। সেই ভক্তিদেবীর একান্ত শরণাগতি ব্যতীত মানব ভগবদ্রাজ্যে প্রবেশের সহস্র না য়্যাড্‌ভেন্‌চার করুন, তাহা কখনও সাফল্য-মণ্ডিত হইবে না। রাত্রিতে শত চেষ্টা করিয়া সূর্য্য দর্শন যেমন অসম্ভব, প্রভাতে সূর্য্যদেব স্বয়ং উদিত হইয়া দর্শন দিলেই যেমন তাঁহার দর্শন সম্ভব, সেইরূপ স্বরাট্ পুরুষোত্তম শ্রীভগবানের স্বেচ্ছায় অবতীর্ণ কৃপালোকে উদ্ভাসিত হইয়াই তদ্দর্শন লাভ সম্ভব হইয়া থাকে। শ্রীভগবান্ সাধু শাস্ত্র গুরুরূপে জগজ্জীবকে সেই কৃপা বিতরণ করেন। সুতরাং ভগবৎকৃপা-লাভ প্রয়োজন হইলে জাগতিক বীরত্ব সূচক বলবুদ্ধি ছাড়িয়া দিয়া সাধুগুরুর কৃপাপেক্ষাই তাহার একমাত্র প্রকৃষ্ট পন্থা। শ্রীগুরুদেব কৃপা করিয়া শরণাগত জীবকে যে চিন্ময় বল বুদ্ধি ভরসা প্রদান করেন, তাহা অবলম্বন করিয়াই চিদ্রাজ্যাভিমুখে যাত্রা করা মঙ্গল।

বৈষ্ণবরাজ রুদ্র বিষপান করিয়া নীলকণ্ঠ হইয়াছেন। অরুদ্রের বীরত্ব প্রদর্শন-কল্পে তৎকার্য্যে 'য়্যাড্‌ভেন্‌চার' করা সাক্ষাৎ মৃত্যুকে বরণ করা মাত্র। সেইরূপ বৈষ্ণবের যাহা আচরণীয় বিষয়, অবৈষ্ণবও যদি 'আমিও বৈষ্ণব' বুদ্ধিতে বল পূর্ব্বক তাহা আচরণ করিতে যান, তাহা হইলে বৈষ্ণবের পক্ষে যাহা অমৃতের কার্য্য করে, অবৈষ্ণবের পক্ষে তাহা বিষম হলাহলের ক্রিয়াই করিয়া থাকে। বৈষ্ণবের আনুগত্যে আমাদের অধিকারানুযায়ী তৎ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত ভজন-ক্রম অবলম্বন করিলেই ক্রমোন্নতি লাভের আশা থাকে। নতুবা অনধিকারচর্চ্চা-ফলে নরক-গতিই প্রাপ্য বিষয় হইয়া থাকে।

দেহে আত্মবুদ্ধি-শূন্য ষড়্‌বেগজয়ী সংযতেন্দ্রিয় মুক্তানর্থ শুকদেব গোস্বামী ভক্ত অভিন্ন-বলদেব শ্রীগুরুদেবের চিদ্বলে বলীয়ান হইয়া রাসপঞ্চাধ্যায় আলোচনার সৌভাগ্য লাভ করেন। নানানর্থ-প্রপীড়িত অসংযতেন্দ্রিয় জীব তাহা কোন্ স্পর্দ্ধা-মূলে শ্রবণ-পিপাসু হন, আমরা তাহা চিন্তা করিয়াই উঠিতে পারি না। দ্বিতীয়াভিনিবেশ বর্ত্তমান থাকা কালে রাস-কেলি-বার্ত্তা শ্রবণের লালসা জড় ইন্দ্রিয়-তর্পণ ব্যতীত আর কিছুই নহে। প্রাকৃত ভূমিকায় অস্মিতা বর্ত্তমান থাকা অবস্থায় গোলোক বৃন্দাবনের রহঃকেলিবার্ত্তা শ্রবণের আকাঙ্ক্ষা কেমন করিয়া হইতে পারে? নিকৃষ্ট রস না ছাড়িয়া শ্রেষ্ঠরসের আস্বাদন কিরূপে সুলভ হইবে? জোর করিয়া সুলভ করিতে গিয়াই আজ জগতে এত উৎপাত আরম্ভ হইয়াছে। অপ্রাকৃত সকল স্বভাব প্রাপ্তির পূর্ব্বেই তদুচিত আচরণের অনুকরণের নামই প্রাকৃত সহজিয়াবাদ। উহাই হইয়াছে সর্ব্বনাশের মূল। সদ্‌গুরু-পাদাশ্রয় পূর্ব্বক সাধন-ক্রম অবলম্বনের কষ্ট স্বীকার না করিয়াই হঠাৎ মধুর রসের আস্বাদন যে একটী কত বড় পক্বামির কার্য্য, তাহা ভাবিতে গেলেও গাত্র শিহরিয়া উঠে। অথচ এই অকালপক্বতা নিবারণের কোন চেষ্টাই দেখা যায় না। শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভা জগৎকে ধ্বংসের পথ হইতে রক্ষা করিবার জন্য এই সকল সত্য কথা বলিতে গিয়া প্রাকৃত সহজিয়া-সমাজের নিকট যে কত অপরাধী হইয়াছেন, তাহা বলিবার নহে! "চোরা না শুনে ধর্ম্মের কাহিনী।" তথাকথিত ভাগবত-পাঠকগণ কেবল পয়সার লোভে অধিকার অনধিকার বিচার না করিয়া যেখানে সেখানে রাস পঞ্চাধ্যায় প্রভৃতি শৃঙ্গার-রস-কথা আলোচনা জুড়িয়া দেন। নিজেদেরই বা তাহা আলোচনার কি অধিকার, আর তাঁহার শ্রোতা বা কে, তাহার বিচার কে করিবে? ফলে—"শ্রোতার সহিত যমপাশে ডুবি মরে।"

সহজিয়া ভাগবতপাঠক বাবাজী গোঁসাই প্রভৃতি আমাদের উপর যতই অসন্তুষ্ট হউন না কেন, আমরা তাঁহাদিগকে অনধিকার-চর্চ্চা-মূলে এরূপ দুঃসাহসের কার্য্য হইতে নিবৃত্ত হইবার জন্য অনুরোধ করিতেছি। কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠার লোভ বর্ত্তমান থাকা কালে রাসরসাস্বাদন হইতে পারে না। দুঃসঙ্গ সম্যক্ প্রকারে পরিত্যাগ পূর্ব্বক সাধু সঙ্গ-ক্রমে ভাগবত-নিষেবণ অনর্থ-বিধ্বংসিনী বাণী-শ্রবণ-ফলে মুক্তানর্থ জীব গুরুদেব-কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া অপ্রাকৃত রাসক্রীড়া-কথা শ্রবণে অধিকারী হন। এসম্বন্ধে কাহারও পূর্ব্বপক্ষ থাকিলে অনুগ্রহ করিয়া জানাইলে বাধিত হইব।

একদিন শ্রীমন্মহাপ্রভু ব্রজপত্তন শ্রীচন্দ্রশেখরাচার্য্য-ভবনে লক্ষ্মীবেশে নৃত্য করিতে ইচ্ছা করিয়া তাঁহার পার্ষদগণকে বলিলেন

> "প্রকৃতি স্বরূপা নৃত্য হইবে আমার।
> দেখিতে যে জিতেন্দ্রিয় তার অধিকার॥
> সেই সে যাইব আজি বাড়ীর ভিতরে।
> যে যে জন ইন্দ্রিয় ধরিতে শক্তি ধরে॥"
> (চৈঃ ভাঃ মধ্য ১৮শ)

মহাপ্রভুর পার্ষদ ভক্তগণ সকলেই মহামহাজিতেন্দ্রিয় পুরুষ। তথাপি আমাদের ন্যায় অসংযতেন্দ্রিয়গণকে শিক্ষা দিবার জন্য মহাপ্রভু নিজগণকে ঐ কথা বলিলেন। প্রভুর নৃত্যদর্শন করিবেন জানিয়া বৈষ্ণবগণ আনন্দে অধীর হইলেন বটে, কিন্তু লোকশিক্ষার নিমিত্ত সকলেই দৈন্যভারাক্রান্ত হইয়া বিষণ্ণ হইবার লীলাভিনয় করিলেন। শ্রীগৌরসুন্দরের অভিন্ন-বিগ্রহ সাক্ষাৎ মহাবিষ্ণুর অবতার ভক্তিশিক্ষক আচার্য্যলীলাভিনয়কারী ভক্তাবতার অদ্বৈতাচার্য্য প্রভুও জীবশিক্ষার জন্য দৈন্যভরে কহিলেন, 'আমি অজিতেন্দ্রিয়, প্রভুর নৃত্যদর্শনের অধিকার আমার নাই।' আচার্য্য শ্রীবাসও তাহাই বলিলেন। যথা—

> "সকথা ভূমিতে অঙ্ক দিলেন আচার্য্য।
> আজি নৃত্যদরশনে মোর নাহি কার্য্য॥
> আমি সে অজিতেন্দ্রিয় না যাইব তথা।
> শ্রীবাস পণ্ডিত কহে মোর ওই কথা॥"

শ্রীভগবান্ গৌরহরি শ্রীবাস ও শ্রীঅদ্বৈতের এই কথা শ্রবণে ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন—"তোমরা না গেলে নৃত্য কাহাকে লইয়া?" অর্থাৎ তোমরা আমার নৃত্য দর্শনের একমাত্র অধিকারী, অনধিকারীর প্রবেশ নিষেধ। অতঃপর—

> "সর্ব্বমঙ্গ চূড়ামণি চৈতন্য গোসাঞি।
> পুনঃ আজ্ঞা করিলেন, কার চিন্তা নাই॥
> মহাযোগেশ্বর আজি তোমরা হইবা।
> দেখিয়া আমারে কেহ মোহ না পাইবা॥"

সকলেই মহাপ্রভুর এই আশীর্ব্বচন পাইয়া আশ্বস্ত এবং উল্লসিত হইলেন।

আমরা সাধারণ শ্রীমন্মহাপ্রভুর উক্ত লীলা হইতে কি শিক্ষা পাই? মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিগণের তাঁহার 'প্রকৃতি স্বরূপা নৃত্য' দর্শনের কোন অধিকার নাই। তাঁহার কৃপা-লব্ধ মহাযোগেশ্বর জিতেন্দ্রিয় গোস্বামিগণই কেবল তদ্দর্শনের অধিকারী। সুতরাং মুক্তানর্থ গোস্বামিগণের আস্বাদ্য রাসাদিলীলা-রস অনর্থযুক্ত বদ্ধজীবের পক্ষে কি প্রকারে আলোচ্য বিষয় হইতে পারে? তাঁহাদের অধিকারানুযায়ী মহাজনগণ যেরূপ সাধন-পন্থা নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা অবলম্বন-পূর্ব্বক নিষ্কপট ভজনপ্রয়াসী হইলেই ভগবৎকৃপা বলে ক্রমে ক্রমে মধুর রসাস্বাদনের যোগ্যতা লাভ হয়।

আমরা কি ছিলাম কি হ'লাম

উপসংহার

সামন্তসেন নামক জনৈক কর্ণাটবাসী যুবক বাঙ্গালায় আসিয়া প্রাচীন নবদ্বীপ, (যথায় এখনও বল্লালদীঘি বল্লালঢিপি রহিয়াছে) মায়াপুরে আসিয়া বাস করেন। তখন বাংলায় পাল-বংশীয় রাজাদিগের আধিপত্য ছিল। সামন্ত সেন পাল-বংশীয় রাজাদিগকে নিজ বাহুবলে বিতাড়িত করিয়া নিজ প্রভুত্ব বিস্তার করেন। ইহার প্রপৌত্র কৌলিন্য প্রথা স্থাপন-কর্ত্তা বল্লালসেন নবদ্বীপ মায়াপুরে ৫০ বৎসর রাজত্ব করিয়া ইহলোক ত্যাগ করেন। পরে বল্লালের পুত্র লক্ষ্মণসেনের রাজত্ব-কাল। লক্ষ্মণসেন পরম ধার্ম্মিক ছিলেন। বৈষ্ণব কবি জয়দেব গোস্বামী ইঁহার সভা-পণ্ডিত ছিলেন। জয়দেব ব্যতীত উমাপতিধর, শরণ, গোবর্দ্ধন ও কবিশ্রেষ্ঠ ধোয়ী—এই কয়জন পণ্ডিতও লক্ষ্মণসেনের সভা উজ্জ্বল করিয়াছিলেন। বীরভূম জেলার অন্তর্গত কেন্দুবিল্বগ্রাম জয়দেব গোস্বামীর আবির্ভাব-ভূমি। সেখানে এখনও পৌষ সংক্রান্তিতে উৎসব ও মহামেলা হইয়া থাকে, বহুদেশ হইতে আউল, বাউল, কর্ত্তাভজা, ও কিশোরীভজা প্রভৃতি নামধারী বৈষ্ণবের সমাগম হইয়া থাকে। লক্ষ্মণসেন দীর্ঘকাল শান্তির সহিত রাজত্ব করিয়াছিলেন, পরে ১১৯৯ খৃষ্টাব্দে মহম্মদ-ই-বখ্তিয়ার বাঙ্গলা জয় করিয়া লন। ইঁনিই বাঙ্গলার শেষ হিন্দুরাজা।

এই সময় দাক্ষিণাত্যে মাদ্রাজের জেলার অন্তর্গত পাজকাক্ষেত্রে মধুমঠ গ্রামে শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের আবির্ভাব হয়। মধ্বাচার্য্যের পিতৃদত্ত নাম বাসুদেব। ১১৪০ শকাব্দায় বা ১১১৮ খ্রীষ্টাব্দে মতান্তরে ১১৬০ শকাব্দায় বা ১২৩৮ খ্রীষ্টাব্দে মধ্যগেহ ভট্টের ঔরসে শিবাল্লী ব্রাহ্মণকুলে উদ্ভূত হন। ইনি অল্প বয়সে সর্ববিদ্যার পারদর্শী হইয়া অচ্যুতপ্রেক্ষের নিকট সন্ন্যাসগ্রহণ পূর্ব্বক শুদ্ধদ্বৈতবাদ প্রচার করেন এবং বৌদ্ধ ও শঙ্করীয় বৌদ্ধদিগকে বিচারে পরাস্ত করিয়া শুদ্ধবৈষ্ণবমত স্থাপন করেন। স্বয়ং ভগবান অভিন্নব্রজেন্দ্রনন্দন গৌরহরি এই মতকে বিশেষ আদরের সহিত গ্রহণ করিয়াছেন। মধ্বমতে ঈশ্বরে জীবে ভেদ, জীবে জীবে ভেদ, জীবে জড়ে ভেদ, জড়ে জড়ে ভেদ ও ঈশ্বর জড়ে ভেদ এই পঞ্চপ্রকার নিত্যভেদ শাস্ত্রবিচারে স্বীকৃত হইয়াছে। শঙ্করাচার্য্য শব্দের লক্ষণাবৃত্তি সাহায্যে বেদের যে কদর্থ করিয়াছেন, তাহা মধ্ব নিজগ্রন্থে দৃঢ় যুক্তিদ্বারা নিরসন করিয়া গিয়াছেন। মধ্ব বেদান্তের ভাষ্য, গীতা-তাৎপর্য্যনির্ণয়, গীতাভাষ্য, ভাগবত-তাৎপর্য্য, মহাভারত-তাৎপর্য্য, ঋগ্‌ভাষ্য, দশোপনিষদ্ভাষ্য, মায়াবাদ-শতদূষণী, উপাধি-মিথ্যাত্বানুমান-খণ্ডন, তত্ত্ববিবেক, তত্ত্বোদ্যোত, সদাচারস্মৃতি প্রভৃতি বহু বৈষ্ণব-গ্রন্থ লিখিয়া বৈষ্ণব-জগতের মহোপকার সাধন করিয়া গিয়াছেন। ইনি উড়ুপীগ্রামে আটটী মঠ স্থাপন করিয়া আটজন প্রধান শিষ্যকে উহার অধিপতি করিয়া যান। শ্রীমন্মধ্বমুনির অষ্ট শিষ্যের অন্যতম অক্ষোভ্য মুনি শঙ্কর-মতাবলম্বী, পঞ্চদশী-লেখক, খ্যাতনামা পণ্ডিত বিদ্যারণ্য ভারতীকে বিচারে পরাস্ত করিয়া 'তত্ত্বমসি' মন্ত্রের সদর্থ করিয়াছিলেন। সেই সময় হইতে সজ্জন-সমাজে একটী সংস্কৃত শ্লোক প্রচলিত হইয়া আসিতেছে—"অসিনা তত্ত্বমসিনা পরজীব-প্রভেদিনা। বিদ্যারণ্যমহারণ্যমক্ষোভ্যমুনিরচ্ছিনৎ ॥"

বিদ্যারণ্যভারতী তৎকাল পর্য্যন্ত ভারতে যেসকল মতবাদ উত্থিত হইয়া সময় সময় নিজ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, তাহার একটী তালিকা নিজগ্রন্থ সর্ব্বদর্শনসংগ্রহে লিখিয়া গিয়াছেন।

১। চার্ব্বাকের নাস্তিক্যবাদ, ২। বৌদ্ধদিগের শূন্যবাদ, ৩। জৈনসম্প্রদায়ের স্যাদ্বাদ, ৪। শঙ্করের কেবলাদ্বৈতবাদ, ৫। জৈমিনীর অদৃষ্টবাদ, ৬। সাংখ্যের প্রকৃতিবাদ, ৭। পতঞ্জলির ঈশ্বর-সংশ্লিষ্ট-চার্ব্বাকীয় নাস্তিক্যবাদ, ৮। বৈশেষিকের পরমাণুবাদ, ৯। আনুমানিক ন্যায়ের জড়ভেদবাদ, ১০। শ্রীরামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, ১১। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের শুদ্ধদ্বৈতবাদ, ১২। বৈয়াকরণের স্ফোটবাদ, ১৩। নকুলের পাশুপত-দর্শন, ১৪। উলূক্য-দর্শন, ১৫। রসেশ্বর দর্শন, ১৬। ব্যাসের বেদান্ত দর্শন।

বহু প্রাচীনকাল হইতে এই সকল মতবাদ চলিয়া আসিতেছে। ব্যাসদেবের বেদান্তদর্শন ও তদন্তর্গত বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ ও শুদ্ধদ্বৈতবাদ ব্যতীত অপর কয়েকটি আধ্যাত্মিক বা আধ্যাত্মিক বিচারাবলম্বনে রচিত হইয়াছে।

এখন আর বাংলার সে দিন নাই, লক্ষ্মণ সেনের সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুদিগের সৌভাগ্যসূর্য্য একপ্রকার চিরকালের জন্য অস্তমিত হইয়াছে। মুসলমানেরা দেশের বহু ধনরত্ন লুণ্ঠন করিয়া দেশে চলিয়া গিয়াছে, তৎপূর্ব্ব হইতে হিন্দুদিগের মধ্যে গৃহবিবাদ আরম্ভ হইয়াছে। হিন্দুরা পরস্পর শত্রুতা করিয়া নিজের পায় নিজে কুঠারাঘাত করিয়াছে। তাহারা এখন সম্পূর্ণ হীনবল ও পরাধীন। মুসলমানেরা দ্বাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতে দেশে আধিপত্য বিস্তার করিয়া বসিয়াছে, তাহাদের উৎপীড়নে অনেক কোমল-শ্রদ্ধ হিন্দু স্বেচ্ছাপূর্ব্বক ইসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন। এই সময় বাংলার রাজধানী নবদ্বীপ মায়াপুরের অবস্থা কিরূপ হইয়াছিল, তাহা ঠাকুর বৃন্দাবনের লেখনী হইতে জানা যায়—

"নবদ্বীপের সম্পত্তি কে বর্ণিবারে পারে। একোগঙ্গাঘাটে লক্ষ লোক স্নান করে॥ ত্রিবিধ বয়সে একো জাতি লক্ষ লক্ষ। সরস্বতী দৃষ্টিপাতে সভে মহাদক্ষ॥ সভে মহা অধ্যাপক করি গর্ব্ব ধরে। বালকেহো ভট্টাচার্য্য-সনে কক্ষা করে॥ নানাদেশ হইতে লোক নবদ্বীপে যায়। নবদ্বীপে পড়িলে সে বিদ্যারস পায়॥ রমাদৃষ্টিপাতে সর্ব্ব লোক সুখে বসে। ব্যর্থকাল যায় মাত্র ব্যবহার-রসে॥ কৃষ্ণনাম ভক্তিশূন্য সকল সংসার। প্রথম কলিতে হৈল ভবিষ্য-আচার॥ ধর্ম্ম কর্ম্ম লোক সভে এই মাত্র জানে। মঙ্গলচণ্ডীর গীতে করে জাগরণে॥ দম্ভ করি বিষহরি পূজে কোন জনে। পুত্তলি করয়ে কেহো দিয়া বহু ধনে॥ ধন নষ্ট করে পুত্র কন্যার বিভায়। এই মত জগতের ব্যর্থ কাল যায়॥ যেবা ভট্টাচার্য্য চক্রবর্ত্তী মিশ্র সব। তাহারাহো না জানয়ে গ্রন্থ অনুভব॥ শাস্ত্র পড়াইয়া সভে এই কর্ম্ম করে। শ্রোতার সহিত যমপাশে ডুবি মরে॥"

মুসলমানরাজাদিগের ক্রমে ক্রমে দাস-বংশ, খিলজি বংশ, তোগলক বংশ প্রভৃতি রাজত্ব কাল অতি অল্পকাল মধ্যেই শেষ হইয়া গিয়াছে। পাঠান-শাসনকালও দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় নাই। এখন মোগলদিগের আধিপত্য। দিল্লীর সিংহাসন বাবর অধিকার করিয়াছেন। গৌড়ের রাজা ছিলেন হোসেন সা। সাকর মল্লিক ও দবির খাস নামক দুইজন কর্ণাট ব্রাহ্মণ হোসেন সাহার দক্ষিণ হস্ত ছিলেন। ইহারাই পরবর্ত্তিকালে বৈষ্ণব সমাজে শ্রীরূপ সনাতন নামে পরিচিত হন। ধর্ম্মের গ্লানি উপস্থিত হইলেই ভগবান্ স্বয়ং অবতীর্ণ হন, ইহা আস্তিক হিন্দুমাত্রেই জানেন ও বিশ্বাস করেন। ১৪৮৫ খ্রীষ্টাব্দে স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্র সপার্ষদ নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইলেন। তিনি জীবের দুঃখে দুঃখিত হইয়া সংসার পরিত্যাগ পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম ধারণ করত প্রত্যেক জীবের দ্বারে দ্বারে নাম প্রেম বিলাইলেন। তাঁহার ধর্ম্ম প্রচারের ফলে লোকের সর্ব্বপ্রকার অভাব মিটিয়া গেল, সকলে পরমানন্দ লাভ করিয়া বৈষয়িক সুখকে অতি তুচ্ছ মনে করিতে লাগিলেন—

স্ত্রীপুত্রাদি-কথা জহুর্বিষয়িণঃ শাস্ত্র-
প্রবাদং বুধাঃ
যোগীন্দ্রা বিজহুর্ম্মরুন্নিয়মজং ক্লেশং
তপস্তাপসাঃ
জ্ঞানাভ্যাসবিধিং জহুশ্চ যতয়শ্চৈতন্যচন্দ্রে
পরা-
মাবিষ্কুর্ব্বতি ভক্তিযোগ-পদবীং নৈবান্য
আসীদ্রসঃ॥

—চৈতন্যচন্দ্র যে কালে ভক্তি-যোগ-পদবী আবিষ্কার করিলেন, তৎকালে কাহারও কোন প্রকার লক্ষ্য থাকিতে পারিল না। বিষয়ীসকল স্ত্রীপুত্রাদির কথার রতি ত্যাগ করিলেন। পণ্ডিতসকল শাস্ত্র-তর্ক ছাড়িলেন, যোগীরা প্রাণায়ামাদি কার্য্যের ক্লেশ ত্যাগ করিলেন। তপস্বিগণ তপস্যা এবং জ্ঞানিগণ জ্ঞানাভ্যাস ছাড়িয়া দিলেন।

চৈতন্যদেবের শিক্ষা এই যে, দেহ বা মন হইতে জীব-চৈতন্য স্বতন্ত্র, জীব অণু-চৈতন্য ও ক্ষুদ্র সুতরাং কোন একটী অখণ্ড বৃহৎ চৈতন্যের অধীন। অখণ্ড বৃহৎ চেতনময় বস্তুই ভগবান্। অণু-চৈতন্যের বৃহৎ চেতনময় বস্তুর সহিত যে স্বাভাবিক আকৃষ্টি বা টান, তাহাই ভক্তি। জীব ও ভগবান্ চেতনাংশে অভিন্ন হইলেও অণুত্ব প্রযুক্ত বৃহদ্বস্তু ভগবান্ হইতে নিত্য ভিন্ন। 'রসো বৈ সঃ, কো হ্যেবান্যাৎ, কঃ প্রাণ্যাৎ যদেষ আনন্দো ন স্যাৎ'—প্রভৃতি বেদবাক্যের লক্ষ্যবস্তু একমাত্র ভগবান্। উপাসকদিগের প্রতীতিভেদে এক অদ্বয়জ্ঞান ভগবান্ ব্রহ্ম বা পরমাত্মারূপে প্রতীত হইয়া কর্ম্মী, জ্ঞানী ও যোগীর উপাস্য বস্তু হন, বস্তুতঃ ব্রহ্ম ও পরমাত্মা ভগবানের আংশিক ও অসম্যক্ প্রকাশ মাত্র। জীবে দয়া এই ভগবদ্ভক্তির অন্তর্গত; ভক্তি হইতে জীবে দয়া একটী পৃথক্ কার্য্য নয়। বৃক্ষের মূলে জল দিলে যেরূপ শাখা-পল্লবের তুষ্টি-পুষ্টি হয়, সেইরূপ একমাত্র ভগবানের সেবা করিলেই সর্ব্বজীবের সেবা করা হয় ও আনুষঙ্গিকভাবে জীবে দয়া করা হইয়া থাকে। বৌদ্ধ, জৈনগণ যে ভগবৎ-সংস্রবশূন্য জীবে-দয়া কার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন, তাহা বৃক্ষের মূল ছাড়িয়া শাখায় জল দেওয়ার ন্যায় নিরর্থক। অণুচৈতন্য জীব যখন নিজকে স্বাধীন ভোক্তা মনে করিয়া বৃহৎ চেতন ভগবানের সেবা ছাড়িয়া দেন, তখনই সে জড়জগতে আসিয়া সুখদুঃখের অধীন হইয়া পড়ে। শ্রীমন্মহাপ্রভু এই শিক্ষা মূল করিয়া আমাদিগকে দশমূলতত্ত্ব দিয়া গিয়াছেন। (১) আম্নায়-বাক্যই মূল প্রমাণ, (২) কৃষ্ণই একমাত্র ভগবান্ ও অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ববস্তু, (৩) কৃষ্ণ অখিল রসামৃত সমুদ্র, (৪) তিনি সর্ব্বশক্তিমান, (৫) জীব কৃষ্ণের বিভিন্নাংশতত্ত্ব, (৬) তটস্থ-ধর্ম্মবশতঃ জীব মায়াবশ-যোগ্য, (৭) মুক্তজীব, (৮) জীব ও জগৎ কৃষ্ণের অচিন্ত্যভেদাভেদতত্ত্ব, (৯) ভক্তিই সাধ্য ও সাধন, (১০) কৃষ্ণপ্রেমই প্রয়োজন।

চৈতন্যচন্দ্রের ধর্ম্ম জগতের কি উপকার সাধন করিতেছে?

১। চৈতন্য চন্দ্রের ধর্ম্ম একমাত্র প্রীতির উদ্দেশক বলিয়া উহাতে কোন প্রকার সাম্প্রদায়িকতা নাই।

২। চৈতন্যচন্দ্র সমন্বয়-বাদের প্রচারক বলিয়া তাঁহার ধর্ম্মে যাবতীয় শাস্ত্র-বিবাদ প্রশমিত হইয়াছে।

৩। সুলতান মামুদের সময়ও আমাদের দেশে আগত আলবেরুণী লোক বিচারকেই ভারতবাসীর পতনের কারণ রূপে লক্ষ্য করিয়াছিলেন, চৈতন্য চন্দ্র ভারতবাসী সে সংকীর্ণতা দূর করিয়া হিন্দু মুসলমান সকলকে সমভাবে আলিঙ্গন পূর্ব্বক শাস্ত্রের 'যস্য যল্লক্ষণং প্রোক্তং' প্রভৃতি বাক্যের যথার্থ তাৎপর্য্য স্বয়ং আচরণ পূর্ব্বক শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন।

৪। বিশ্বপ্রেমিকতা, স্বদেশ-হিতৈষিতা, স্বাধীনতা লাভের উপায় একমাত্র চৈতন্যের শিক্ষাতেই আছে।

৫। সাম্প্রদায়িক আচার্য্যগণের বিচারে যে অসম্পূর্ণতা ছিল, চৈতন্য চন্দ্র তাহা পূর্ণ করিয়া দিয়াছেন।

৬। নদীসকল যেমন বহু দেশ বিদেশ প্লাবিত করিয়া সমুদ্রে আসিয়া মিলিত হয়, সেইরূপ 'জীবে দয়া', 'অহিংসা পরমোধর্ম্ম' প্রভৃতি ক্ষুদ্র ধর্ম্মগুলি চৈতন্যচন্দ্রের প্রচারিত ধর্ম্মে মিলিত হইয়া এক অপূর্ব্ব আকার ধারণ করিয়াছে।

স্বদেশহিতৈষি ভ্রাতৃগণ! এখন একবার স্থির হইয়া বিচার করুন,—আমাদের বর্ত্তমান অবস্থা একবার আলোচনা করুন। আর নিদ্রিত না থাকিয়া চৈতন্যের আশ্রয় গ্রহণ করুন। আমরা চেতনময় বস্তু হইয়া অচৈতন্যের ধর্ম্মে প্রমত্ত থাকিলেও কি সুবিধা হইবে, একবার ভাবিয়া দেখুন। আমাদের অবস্থা অতি হীন হইয়াছে বলিয়া দুঃখের কোনও কারণ নাই, পার্থিব সম্পত্তি

কখনও নিত্যকাল স্থায়ী হয় না, কিন্তু দুঃখের বিষয় পার্থিব সম্পত্তির সঙ্গে সঙ্গেই আমরা সাধারণ জ্ঞানটুকু পর্য্যন্ত হারাইয়াছি। একবার আমাদের বর্ত্তমান সমাজের অবস্থা বিচার করুন দেখি, যাঁহারা চেতনের পন্থা অবলম্বন করিয়া পরাৎপরতত্ত্বমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে হীনজ্ঞানে আমরা সমাজ হইতে তাড়াইয়া দিতেছি, আর ব্রাহ্মণ-কুলোদ্ভূত ব্যক্তি গোপনে গোশুকা লয়ে মদ্য পানে রত হইতেছে, তাহাকেও আদর করিয়া সমাজে উচ্চ আসন দিতেছি। ফলে কি হইতেছে, ভাল ভাল লোক সাধু ধার্ম্মিক ব্যক্তি সমাজ হইতে চলিয়া যাইতেছে; দিন দিন অসতের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে, জাতীয় বিদ্বেষ অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠিতেছে, ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি আমাদের হৃদয় হইতে চিরকালের জন্য অপসারিত হইতেছে। এখন বুঝুন, আমাদের কি করা কর্ত্তব্য!

ধর্ম্মগ্রহণে জনমত

(শ্রীপাদ রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিরত্ন)

জগতে আমরা যত কার্য্য করিয়া থাকি তাহার অধিকাংশেই জনমত সংগ্রহের জন্য বড় একটা অপেক্ষা রাখি না। নিজ মতলব অনুসারে ভাল মন্দ যাহা হয় একটা করিয়া বসি। এমন কি অনেক সময় মাতা পিতা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাদিগের পরামর্শ অপেক্ষা করি না। বরং অধিকাংশ ব্যক্তির, এমন কি সকলের চক্ষের আড়ালে তাহাদিগের চক্ষুতে ধূলি নিক্ষেপ করিয়াও বহু প্রকার কার্য্য সমাধা করিবার প্রয়াস পাইয়া থাকি।

এই প্রকার কার্য্যগুলি অনেক প্রকার অপ বা মন্দকার্য্য নামেই অভিহিত হইয়া যায়। আবার ২।১টা ভাল কার্য্য করিবার যখন সুযোগ উপস্থিত হয়, তখনই জনমত সংগ্রহে ব্যস্ত হই। তাহার মধ্যে ধর্ম্ম কার্য্যটাই সবিশেষ উল্লেখ-যোগ্য।

অনেক স্থলে দেখা যায়, যে দলে বেশী সংখ্যক লোক নাই, বড় বড় নামজাদা ব্যক্তিগণ যে দলের ধর্ম্মটা স্বীকার করেন নাই, এবং যে দলের ধর্ম্মাচার্য্যের এমন বেশী আয় নাই, যাহাতে চেলাগণের বসিয়া বসিয়া রাজভোগ গ্রহণ ও বাজারের বাজার দর জ্ঞানে অনভিজ্ঞতা অর্জ্জন হইতে পারে এবং যিনি দেখিতে তত সুশ্রী বড় লোকের ন্যায় চেহারা-বিশিষ্ট নহেন, অনুস্বার বিসর্গের বা পাশ্চাত্য বিদ্যার পাণ্ডিত্যেও কিছু ন্যূনতা লক্ষিত হয়, তিনি যদি মহামহাপুরুষও হন, তাহা হইলেও আমরা তেমন ব্যক্তির কোন কথা শ্রবণে মনোনিবেশ করি না।

পক্ষান্তরে যে দলে বেশী সংখ্যক লোক দেখা যায়, বড় বড় নামজাদাগণ যে দলে আছেন, আচার বিচারাদি সম্বন্ধে যে দলে তত বেশী বাড়াবাড়ি নিষেধ নাই, ধর্ম্ম-গুরুটী জনমত সংগ্রহে সিদ্ধহস্ত হইয়া হোমরা চোমরা হইয়া উঠিয়াছেন, তিনি পৌষ মাসের কুমড়াই হউন বা ভূমিকুষ্মাণ্ড-লতার ফলই হউন, অসৎসঙ্গী, অসৎ সেবী, স্ত্রীসঙ্গী অসাধুই হউন, তাহা বিচার করিবার অবকাশ অন্ধ বিশ্বাস করিতে দেয় না। একেবারে মেষ-লক্ষের ন্যায় দেহ মন সঁপিয়া দলে মিশিতে পারিলেই হইল, লোকে সাধু বলিবে ত?

এইরূপভাবে জনমত সংগ্রহের দলে কোটী কোটী জন্ম চালিয়া গেলেও বাস্তব সাধুসঙ্গ-লাভ জীবনে ঘটিবে না বরং সাধু সঙ্গ লাভ হইলেও স্বীয় প্রাক্তন কর্ম্মবিপাকে বহু বহু জন্মের সংগৃহীত অপরাধের ফলে, সাধু দর্শনে নিজের দম্ভ উপস্থিত হইয়া সাধুর উপর নানাবিধ আক্রমণ-প্রবৃত্তি জাগিয়া চিরতরে কুম্ভীপাক নরকে পাক হইবার ব্যবস্থাই হইয়া থাকে। এহেন দাম্ভিক ধর্ম্মধ্বজীকুলের কোন কালেও নিস্তার নাই। ইহাদিগের মুখদর্শন ভীষণ দুর্ভাগ্যের পরিচয়।

প্রত্যেক আত্মকল্যাণেচ্ছু, নিরন্তর আত্মকল্যাণপ্রয়াসী হইয়া, জনমতের কোনও অপেক্ষা না করিয়া যে সাধু হৃদয়ের অনাদি কালের গ্রন্থিগুলি একটা একটী করিয়া ছিন্ন করিয়া দিতে ক্ষম, তাঁহার দর্শনে আমার কোন কোটী জন্মার্জ্জিত অপরাধে অপরাধীর রসনায়ও শ্রীকৃষ্ণনাম স্ফূর্ত্তিলাভ করেন, অনুক্ষণ মাত্র কাল বিলম্ব না করিয়া তেমন স্নিগ্ধ সজ্জন সাধুর চরণে প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবা-বুদ্ধি লইয়া উপস্থিত হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়। তাঁহার একটী মাত্র শিষ্যও না থাকুক, তিনি কুরূপ কুশ্রী থাকুন, তাঁহার কথায় অন্য কেহই আদর না করুন, তাহাতে কিছুই আসিয়া যায় না। আমার কর্ত্তব্য তাঁহারই শ্রীচরণে শরণাগত হওয়া। বহির্ম্মুখ অসম্ভাব্য।

বৈষ্ণব পতিতপাবন

পরশ পাথরের পরিচয় পাই সেই দিন, যেদিন মরিচা-বিহীন পরিষ্কার লৌহ খণ্ডের সহিত সংস্পর্শ করাই। লৌহ খণ্ডে যত দিন পর্য্যন্ত মরিচারূপ আবরণ থাকে, ততদিন পরশ পাথর খাঁটি কিনা সে সম্বন্ধে বহু সন্দেহ উপস্থিত হওয়ার অবকাশ ঘটে। অনেক সময় কেহ বিনা-মূল্য দিতে চাহিলেও তেমন অবস্থায় পরশ পাথরের অনাদর করিয়া থাকি।

এই প্রকারে বৈষ্ণব ঠাকুর যে পতিতপাবন, তাহার পরিচয় পাইব সেই দিন, যে দিন শুদ্ধ প্রাকৃত্য বা দৈন্য লইয়া বৈষ্ণবচরণে শরণাগত হইব ও বৈষ্ণবচরণ স্পর্শ করিবার যোগ্যতানুসারে আদেশ পাইব। নতুবা যতদিন পর্য্যন্ত অহংগ্রহোপাসক থাকিয়া কর্ম্মৈশ্বর্য্য-রূপ-শ্রী মরিচারূপ আবরণদ্বারা স্বীয় পাণ্ডিত্য বা দৈন্য আচ্ছাদিত থাকিবে, ততদিন বৈষ্ণব ঠাকুর যে পতিতপাবন, তাহা মুখে আওড়াইলেও, কাগজে কলমে ভাষায় ব্যক্ত করিলেও সন্দেহ ঘুচিবে না— বৈষ্ণব ঠাকুর পতিতপাবন কি না?

তথাকথিত অবস্থায় অনেক সময় বৈষ্ণবঠাকুরগণ আমাকে কৃপা পূর্ব্বক স্পর্শ করিতে আসিলেও স্বীয় দৈন্য বা পাণ্ডিত্যোপলব্ধির অস্তরাল হেতু দূরে সরিয়া থাকিতে চেষ্টা করি, তাঁহাদিগের প্রতি অবধানতার সহিত মনোনিবেশ করি না।

পতিতোদ্ধারের নিমিত্তই বৈষ্ণব ঠাকুরগণ, বাঞ্ছাকল্পতরু, কল্যাণ কল্পতরু, কৃপাসিন্ধু ও পতিতপাবনরূপে জগতে অবতীর্ণ। শুধু বৈষ্ণবের কৃপায় বৈষ্ণব জানা যায়।

পরমহংস বাবাজী মহারাজের
অপ্রকট মহোৎসব

—

শ্রীমাধব গৌড়ীয় মঠ

ঢাকা ১৫।১১।২৯

পরমহংস শ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের শুভেচ্ছায় ঢাকায় শ্রীমাধবগৌড়ীয়মঠে পরমহংস **শ্রীমদ্ গৌরকিশোর দাস গোস্বামী বাবাজী মহারাজের** অপ্রকট মহামহোৎসব অতি সমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে এতদুপলক্ষে অসংখ্য ভদ্রমহোদয় ও ভদ্রমহোদয়াগণকে আকণ্ঠ পুরিয়া মহাপ্রসাদ বিতরিত হইয়াছেন। এ বৎসরের দরিদ্রগণের মহাপ্রসাদ-প্রাপ্তি একটী দেখিবার বিষয় ছিল—বিভিন্ন বেলা হইতে জনমণ্ডলী সমুপস্থিত ছিলেন। শত শত গৃহস্থ ভক্ত এবং কলেজের ছাত্র স্বেচ্ছা-প্রণোদিত হইয়া কঠোর পরিশ্রমে সহিত এই বিরাট মহোৎসবের কার্য্যাদি সম্পন্ন করিয়াছেন। ত্রিদণ্ডি স্বামী শ্রীমদ্ ভারতীমহারাজের সেবা কার্য্য-নিপুণতায় ও মঠস্থ ভক্তবৃন্দের অনলস উদ্যমে এই মহোৎসব সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে।

—

শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

পুরী ১৫।১১।২৯

বিগত ২৮শে কার্ত্তিক পূর্ণিমা শ্রীপুরুষোত্তম মঠে পরমহংসবাবাজী ও বিষ্ণুপাদ শ্রীল গৌরকিশোর দাস গোস্বামী মহারাজের অপ্রকট মহোৎসব মহা সমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে। এতদুপলক্ষে একটি সভায় বাবাজী মহারাজের পূত জীবন-চরিত সম্বন্ধে আলোচনা হয়। বাবাজী মহারাজ বিবিক্তানন্দী মহাপুরুষ হইলেও তাঁহার আদর্শ হরিসেবা ভাগ্যবান্ জনগণের দৃষ্টি সর্ব্বদা আকর্ষণ করিত। কৃপালু, অকৃতদ্রোহ, সত্যসার, সম, নির্দ্দোষ, বদান্য, মৃদু, শুচি, অকিঞ্চন, সর্ব্বোপকারক, শান্ত, কৃষ্ণৈকশরণ, অকাম, নিরীহ, স্থির, বিজিত-ষড়্-গুণ, মিতভুক্, অপ্রমত্ত, মানদ, অমানী, গম্ভীর, করুণ, মৈত্র, কবি, দক্ষ, মৌনী—মহাভাগবতের এই ২৬টী গুণ তাঁর মধ্যে পূর্ণ মাত্রায় বিরাজিত ছিল। তিনি তৃণাদপি সুনীচ, তরু অপেক্ষাও সহিষ্ণু হইয়া সর্ব্বদা হরিনাম-রস-সুধাপানে প্রমত্ত থাকিতেন।

এই অপ্রকট মহোৎসব উপলক্ষে সমবেত ভক্তমণ্ডলীকে চতুর্ব্বিধ বিচিত্র মহাপ্রসাদ প্রদান করা হইয়াছে। মহাপ্রসাদ প্রাপ্তির সময় ভক্তগণের মুহুর্মুহুঃ হরিধ্বনিতে দিগ্‌দিগন্ত মুখরিত হইয়াছিল। পবনদেব এই হরিধ্বনি চতুর্দ্দিকে বহন করিয়া স্থাবর-জঙ্গম লোকে প্রাণীতে প্রকৃতি উৎপাদন করিয়াছেন। এই সুমধুর হরিধ্বনিতে উৎফুল্ল হইয়া বিশাল নীলাম্বুধির বক্ষঃস্থিত বীচিমালা আবেগভরে অতিশয় উৎসাহের সহিত নৃত্য করিতেছিল।

পরমহংস শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী

(দি ইণ্ডিয়ান ডেলি টেলিগ্রাফ, ১০ই নভেম্বর)

লক্ষ্ণৌএ পরমহংসজীর বাংলায় গত ৮ই নভেম্বর অপরাহ্নে অনেক ভদ্র লোক তাঁহাকে দর্শন করিবার অভিপ্রায়ে আগমন করিয়া অতিশয় ঔৎসুক্যের সহিত তাঁহার উপদেশবাণী শ্রবণ করেন। জজ মিঃ জে, এন, রায়, অবসর-প্রাপ্ত জজ মিঃ জে, এন, বসু, অধ্যক্ষ মিঃ এস, সি সেন, এম, এ প্রমুখ লক্ষ্ণৌ সহরের সুধী মণ্ডলী উপস্থিত ছিলেন। শ্রীদাস গোস্বামীর মনঃ-শিক্ষা সম্বন্ধে ৩ ঘণ্টারও অধিক সময় আলোচনা হয়। পরমহংসজী শাস্ত্র-বচন উদ্ধৃত করিয়া প্রমাণ সহকারে সমস্ত বিষয় আবেগময়ী ভাষায় বিশদভাবে বুঝাইয়া দেন। মনঃশিক্ষার শ্লোকাবলী এবং তাহার ব্যাখ্যা শ্রবণে নিস্তব্ধ শ্রোতৃবর্গের মনের ভিতরকার লুক্কায়িত অজ্ঞানান্ধকার ও ভ্রম দূরীভূত হইয়াছিল। পরমহংসজী যাহাতে ভক্তির উন্নতি বৃদ্ধি এবং ভক্তির বাধক বিষয়সমূহ দূরীভূত হইতে পারে, তাহা সুন্দররূপে বুঝাইয়া দেন। প্রকৃত বৈষ্ণব ও গোস্বামীর লক্ষণ সম্বন্ধেও বিশদরূপে আলোচনা হয়।

বিজ্ঞাপন

নদীয়া-প্রকাশের পাঠকগণ কলিকাতা ২১৪নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটস্থ [illegible] মহোদয়গণ রচিত মানবের [illegible] হইতে পারে তাহার পন্থা [illegible] "কামশাস্ত্র" গ্রন্থখানি এখনও যাঁহারা পাঠ করেন নাই, তিনি অচিরে ঐ ঠিকানায় আবেদন করুন। বিনামূল্যে প্রেরিত হউন! উক্ত পাঠে উপকৃত হইয়া ৭৫০০০ হাজার লোক কৃতজ্ঞ হইয়াছেন। পড়িলেই সত্যতা উপলব্ধি হইবে।

পর-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

সম্প্রতি পর বিদ্যাপীঠে নিম্নলিখিত শিক্ষণীয় বিষয়নিচয়ের অধ্যাপকের আসন-সমূহ সংস্থাপিত হইয়াছে—বিদ্যার্থিগণ আবেদন করুন।

১। সাহিত্যাসন, ২। ঐতিহ্যাসন,
৩। সম্প্রদায়বৈভবাসন, ৪। ভক্তিশাস্ত্রাসন,
৫। তত্ত্বশাস্ত্রাসন, ৬। বেদান্তাসন,
৭। একায়নাসন।

শ্রীনন্দলাল রায় বি, এ, কাব্যতীর্থ, বিদ্যাসাগর,
সম্পাদক—পরবিদ্যাপীঠ, শ্রীধাম মায়াপুর।

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

শ্রীগৌড়ীয়প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৪০, চল্লিশ টাকা।

২৭২৪ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে,
সপ্তচত্বারিংশ খণ্ডে সূচী ছাপা হইতেছে।

৪৬শ খণ্ড প্রাপ্ত নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে ১৫।৵০ সাধারণ পক্ষে ২০৸৵০। প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৶০, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ।/০।

দশম স্কন্ধ ছাপা হইতেছে। দশম স্কন্ধের ভিক্ষা ১২, অগ্রিম সাধারণের পক্ষে ৮, ৭
৫০ অধ্যায়পর্য্যন্ত নবম সংখ্যা ছাপা হইয়াছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

"শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত"

সম্পূর্ণ ছাপা শেষ হইয়াছে

আদি, মধ্য, ও অন্ত্যলীলা এবং সূচী ছাপা হইয়া সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছেন। যাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ১০, টাকা ভিক্ষার তৃতীয় সংস্করণ ৪, টাকায় না পাইয়া অপূর্ব্ব সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের জন্যই উহার ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছেন। সেই ১০, টাকার এই বিরাট্ গ্রন্থ নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা পূর্ণ না হওয়া পর্য্যন্ত ৫, টাকা ভিক্ষায় দেওয়া হইবে। গ্রাহকগণ সত্বর হউন পরে আর এ সুযোগ দেওয়া হইবে না।

শ্রীচৈতন্য-লীলার ব্যাস আদিকবি

শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীচৈতন্যভাগবত

আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র গ্রন্থ ৮, স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫,
নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪॥০ টাকা

শ্রীচৈতন্য মঠের যাবতীয় গ্রন্থ

কার্য্যাধ্যক্ষ, গ্রন্থ-বিভাগ, শ্রীচৈতন্য মঠ
পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া
—অথবা—
শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা
ঠিকানায় পাওয়া যাইবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—ডাকে লইলে শ্রীচৈতন্য মঠের ঠিকানায় লিখিবেন।

উড়িয়া ভাষায় প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

যে সব উৎকলবাসী ভক্তগণ বাংলা পড়িতে জানেন না, তাঁহাদের শ্রীশ্রীমঠ ভক্ত প্রচারিত পরম উপাদেয় ভক্তি-কথা জানিবার সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে উড়িয়া-ভাষায় নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হইঃ বাংলা গ্রন্থের তুলনায় উড়িয়া গ্রন্থগুলির ভিক্ষাও অপেক্ষাকৃত অল্প।

গ্রন্থের নাম	ভিক্ষা
শ্রীহরিনাম চিন্তামণি, প্রতিখণ্ড	॥০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	১,
সাধন পথ (শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টক) প্রতিখণ্ড	।০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	॥০
কল্যাণ কল্পতরু প্রতিখণ্ড	৶০
একত্রে ৩খণ্ড লইলে	।০
গীতাবলী প্রতিখণ্ড	৴১০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৶১৫
শরণাগতি—প্রতিখণ্ড	/০
একত্রে ৩খণ্ড লইলে	৶৫

প্রাপ্তিস্থান { শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ, কটক
এবং
শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, পুরী

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিম্নলিখিত মঠসমূহে প্রাপ্তব্য:—

১। শ্রীচৈতন্য মঠ,— পোঃ, শ্রীধামমায়াপুর, নদীয়া)।
২। শ্রীগোরগদাধর মঠ,—চাঁপাহাটি, সমুদ্রগড় পোঃ, (বৰ্দ্ধমান)।
৩। শ্রীভাগবত আসন,—ভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৪। শ্রীগৌড়ীয় মঠ,—১নং উল্টাডাঙ্গা জংসন রোড, কলিকাতা।
৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ,—পোড়াকুঠী, পুরী,
৬। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ,—উড়িয়া বাজার, কটক।
৭। শ্রীভাগবত মঠ,—চিরাকিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।
৮। শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ,—৪নং জগজ্জীবনপুরা, কাশী, ইউ, পি।
৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,—ছিপিগলি, বৃন্দাবন, মথুরা, ইউ, পি।
০। শ্রীপরমহংস মঠ—নিমসার পোঃ, সীতাপুর, ইউ পি।
১। শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ,—কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল, পাঞ্জাব।
২। শ্রীমাধবগৌড়ীয় মঠ,—৯-নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।
১৩। শ্রীগদাইগৌরাঙ্গ মঠ,—বালিয়াটি, ঢাকা।
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম,—আমলাযোড়া, রাজবাঁধ পোঃ, বৰ্দ্ধমান।
১৫। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ,—ডুমুরকোন্দা, চিরকুণ্ডা পোঃ, মানভূম।
১৬। শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয় মঠ,—আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী, উড়িষ্যা।

এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণের নিকটও নদীয়া-প্রকাশ প্রাপ্তব্য।

১। শ্রীযুক্ত জনার্দ্দন ঘোষ—বসু লজ ক্লে রোড, খুলনা
২। শ্রীযুক্ত রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিরত্ন—দেওয়ানগঞ্জ, হলদিবাড়ী কুচবিহার।
৩। শ্রীযুক্ত রামরঞ্জন রায়—৭৬।২নং শ্রীগোপাল মল্লিক লেন, কলিকাতা
৪। শ্রীযুক্ত অমূল্যকুমার সরকার এস, ডি, ও, ফৈজাবাদ।
৫। মিঃ এন্ ডি, মুখার্জ্জি—এন, এম, ওয়ার্কস দি মল, কানপুর।
৬। শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী জ্যোতির্ভূষণ—স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া
৭। শ্রীরাসবিহারী দাস অধিকারী, নবদ্বীপ।
৮। শ্রীবিরাজমোহন দে—মনমোহন প্রেস, নবাবপুর, ঢাকা।
৯। শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ গড়গড়ি বেড়াচাঁপা, ২৪ পরগণা।

শ্রীচৈতন্যমঠের গ্রন্থাবলী

শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুর বিরচিত
ভাক্তি-গ্রন্থাবলী।

উৎকৃষ্ট কাপড়ে বিলাতী ধরণে বাঁধাই স্বর্ণালঙ্কৃত। চতুর্থ সংস্করণ। বিস্তৃত বিষয়সূচীসহ

জৈবধর্ম্ম

বাঁধাই ২৲ দুই টাকা

প্রকাশিত হইয়াছে

সনাতন ধর্মশাস্ত্র বেদ, বেদান্ত, উপনিষৎ গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত, পুরাণ, তন্ত্রাদি সকল গ্রন্থ পাঠ করিবার অবসর অতি অল্প মানবের ঘটিয়া থাকে। অনেকের যোগ্যতা না থাকায় সেই সমস্ত গ্রন্থের মর্ম্ম অবগত হইতে পারেন না। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বাঙ্গালীর এই অসুবিধা দূরীভূত করিবার জন্য এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

বিদ্যালয়ের ছাত্র বা শিক্ষকগণের বিশেষ পাঠ্য, এই হেতু শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টার বাহাদুর ইহা সমস্ত বিদ্যালয়ের জন্য অনুমোদন করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

প্রথম খণ্ড ভিক্ষা ১৲ একটাকা

যুক্তিপূর্ণ শাস্ত্রবাক্য দ্বারা প্রত্যেক মানবের নিত্য কর্ত্তব্য ও অনিত্য সাময়িক কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। গ্রন্থের প্রতি উক্তি সনাতন শাস্ত্রবাক্য দ্বারা সমর্থিত ও প্রমাণিত হইয়াছে। দেহের, মনের ও আত্মার ধর্ম্ম কি? স্বদেশ, সমাজ, নীতি, ধর্ম্ম কি? ইত্যাদি বিষয় ক্রমানুসারে এমন সুন্দরভাবে যুক্তিসংকারে আলোচিত হইয়াছে যে, প্রথম পংক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত পাঠ না করিয়া নিবৃত্ত হওয়া যায় না।

শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ভিক্ষা ৵০

ঐ প্রমাণ খণ্ড ভিক্ষা ৵০

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিহার ও লীলাভূমি নয়টী দ্বীপ-সমন্বিত। এই নয় দ্বীপের প্রাচীন বিবরণ—প্রত্যেক দ্বীপে শ্রীমহাপ্রভুর লীলা—প্রত্যেক দ্বীপের পরিচয়, শ্রীধাম-মাহাত্ম্য—ধামাপরাধ কি? ইত্যাদি বিষয় বিশেষভাবে মনোহর ছন্দে বর্ণিত। পকেট সাইজ প্রায় ১৬০ পৃষ্ঠা।

শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ

উজ্জ্বল ব্রোঞ্জ-ব্লু কালীতে উত্তম কাগজে ছাপা—শ্রীনবদ্বীপধাম দর্শনে ভাবুক দর্শনকারীর কি প্রকার ভাবের উচ্ছ্বাস হয়, তাহা এই গ্রন্থে বর্ণিত। অতি চমৎকার। ভিক্ষা চারি আনা।

শ্রীউপদেশামৃত

।৵০ দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভুকে উপদেশচ্ছলে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে অনুকূলের অনুকূল ও প্রতিকূল বিচার অতি সুন্দরভাবে ব্যক্ত হইয়াছে। ইহা ছাড়া শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদিষ্ট শিক্ষা ও উপদেশ বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-জগতে অভিনব গ্রন্থ !!
শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতি-গ্রন্থাবলী :—

শরণাগতি

পকেট সাইজ
অষ্টম সংস্করণ
ভিক্ষা /০ আনা

দেহ ও মনের চেষ্টা অনিত্যবস্তু লইয়া—ইহা যখন জীব বুঝিতে পারে, তখন একমাত্র নিত্যবস্তু শ্রীভগবানের প্রতি তাঁহার কোন জাতীয় আবেগময়ী প্রার্থনা হয় এবং শ্রীভগবানে সর্ব্বান্তঃকরণে নিষ্কপটে কি প্রকারে শরণাপন্ন হইতে হয়, ইত্যাদি বিষয়ক প্রাণস্পর্শী প্রার্থনা ও আত্ম-সমর্পণমূলক গান। ভাড়য়া সংস্করণও প্রকাশিত হইয়াছে।

ভিক্ষা প্রতি খণ্ড /০ এক আনা।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা— /০, নবদ্বীপশতক— /০
অর্থপঞ্চক—/০

কল্যাণকল্পতরু

পকেট সাইজ
পঞ্চম সংস্করণ
ভিক্ষা /১০

আমরা প্রত্যহ নূতন অভাব ও কামনার বশবর্ত্তী হইয়া পুনঃপুনঃ যে অকল্যাণকে কল্যাণ বলিয়া গ্রহণ করি এবং যাহার নিকট কল্যাণ কামনা করি, তিনি যে নিত্য বা যথার্থ কল্যাণ প্রদানে অসমর্থ এবং কোন্ বস্তু আমাদের নিত্য কল্যাণদাতা এবং কি ভাবে আমরা সেই কল্যাণলাভে সমর্থ হইব এই সকল কথা সরল গানে লিখিত। এই গীতিগ্রন্থ বাস্তবিকই কল্যাণের কল্পতরু ; ইনি প্রত্যেককে নিত্যকল্যাণ প্রদানে

শ্রীল চক্রবর্ত্তি-ঠাকুরের টীকা সহ

শ্রীমদ্ ভগবদ্গীতা

চক্রবর্ত্তি ঠাকুর কৃত টীকা ও শ্রীল ঠাকুর বঙ্গানুবাদ। টীকাকারের জীবনী, শ্লোক-সূচী ও বহু প্রয়োজনীয় বিষয় সংবলিত উৎকৃষ্ট সিল্কে বাঁধাই ২৲ দুই টাকা, কাগজে বাঁধা ১৷৷০

শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ কৃত ভাষ্য সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

কাগজ ও ছাপা উৎকৃষ্ট। সিল্কে বাঁধাই, সোণার জলে নাম লেখা রাজসংস্করণ ২৲ টাকা, সাধারণ সংস্করণ ১৷৷০, গৌড়ীয়ের গ্রাহকপক্ষে ১।০

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি (সাম্প্রদায়িক কোষগ্রন্থ)

বিষয়:—১। ভক্তিশাস্ত্রে ব্যবহৃত শব্দাবলীর অর্থ, ২। চারি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের চরিত্র, ৩। বিস্তৃত বৈষ্ণবসম্পর্কিত শ্রীমন্দির ও শ্রীবিগ্রহের বিবরণ, ৪। বৈষ্ণবগ্রন্থ ও গ্রন্থকারসমূহের তালিকা ও বিবরণ, ৫। বিষয় বিশেষের লৌকিক ও শাস্ত্রীয় আকরমূলে যাবতীয় তথ্য। চারিখণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ১ম খণ্ড ৸৵০, ২য় খণ্ড ৸৶০, ৩য় খণ্ড ৸০, ৪র্থ খণ্ড ৷৷৵০, চারিখণ্ড একত্রে ৩৲ (৫ম খণ্ড যন্ত্রস্থ)।

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ—১ম খণ্ড ১৲ এক টাকা

২য় খণ্ড ১৲ এক টাকা—শ্রীমদ্ভাগবতের গ্রাহক ও গৌড়ীয় গ্রাহকগণ ১৷০ টাকায় দুইখণ্ড পাইবেন। বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীজীব গোস্বামিপাদের রচিত গ্রন্থ। ইহাই ষট্‌সন্দর্ভের অধিক প্রয়োজনীয় অংশ। প্রতি খণ্ড ডবল ক্রাউন ৮ পেজীর ৯৪ পৃষ্ঠা আকারে মুদ্রিত হইতেছে।

শ্রীমধ্বাচার্য্য সঙ্কলিত

সদাচারস্মৃতিঃ

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের
প্রকাশ রেজেষ্টারী আবিষ্কৃত
হেমলার পাচন
সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।
মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ৬ আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ছোট বোতলের সমপরিমাণ ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ৷৷০ আনা, পাঁইট ৷৷৵০ আনা, বোতল ১৷৵০ আনা।
অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা।

রেজেষ্টার্ড
মদন মঞ্জরী
ধটিকায় স্বপ্ন ও ধাতুবিকার, ইন্দ্রিয়শক্তির হ্রাস, প্রস্রাবে শুক্রপাত, অজীর্ণ, মাথাঘোরা, বুক ধড়ফড়ানি, অনিদ্রা প্রভৃতি লক্ষণ সত্বর নির্দ্দোষ আরোগ্য হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ৪০ বটী ১৲ এক টাকা।
"নপুংসকারি ঘৃত"
পুরুষত্বহানি রোগে বাহ্যপ্রয়োগ দ্বারা আরোগ্য করিতে অদ্বিতীয় ঔষধ। মূল্য ২ তোলা ১৲ টাকা।
"রমণীবিলাসিনী বটিকা"
স্ত্রীধারণ করত শক্তি স্থায়ী ও বৃদ্ধি করিতে অত্যাশ্চর্য্য। মূল্য ১৬ বটী ১৲ এক টাকা।
বৈদ্য নারায়ণজী কেশবজী
১৭৭নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

লোহার বরগা কড়ি
করগেট টীন, জানালার গরাদে
দালানের ফুলদার রেলিং ও থাম
বেড়া ঘেরা কাঁটাতার ইত্যাদি
সুলভে বিক্রয় করি
২৭, ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট ফোন ৪৪৯
স্থাপিত ইং ১৮৩৬ সাল, কলিকাতা

পর-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

এখানে আহার এবং বাসস্থান দিয়া বিদ্যার্থিগণকে বিভিন্ন শিক্ষণীয় বিষয় শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। অনেক ছাত্র ইতোমধ্যেই আসিয়া পাঠ আরম্ভ করিয়াছেন। বর্ত্তমান বর্ষে সকল ছাত্রই গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

প্রধান অধ্যাপক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রচন্দ্র কাব্য-ব্যাকরণ-সাংখ্য-বেদান্ত-ষড়দর্শন-তীর্থ, সাংখ্যভূষণ, বেদান্তরত্ন, সাহিত্যশাস্ত্রী, সুদর্শনবাচস্পতি।

অধ্যাপক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গৌরদাস ব্রহ্মচারী ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীধাম মায়াপুর পরবিদ্যাপীঠ, (নদীয়া)

বেদনাঞ্জন শ্রেষ্ঠরত্ন

কলিকাতা কংগ্রেস একজিবিসন হইতে বহু প্রশংসা প্রাপ্ত ও বহু গণ্যমান্য ভদ্রমহোদয়গণ কর্তৃক প্রশংসিত।

আজকাল বাজার চলন মিশ্রিত ও বিষাক্ত আহার্য্য সেবনে শরীরের রক্ত স্বতঃই দোষিত হইয়া পড়িতেছে। রক্তই মানবদেহের শ্রেষ্ঠ উপাদান, এই রক্ত দোষিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মানব বাত, বেদনা, মাথাধরা, মাথা-ঘোরা, দৃষ্টিশক্তির হ্রাস, দাঁতের গোড়া ফুলা, দাঁত কনকনানি, দাঁতে পোকা এবং খোস, চুলকানি প্রভৃতি কষ্টদায়ক চর্ম্মরোগে আক্রান্ত হইতেছে। যদি আপনি একান্তই ব্যাধিমুক্ত হইতে চান, তাহা হইলে অযথা পয়সার অপব্যয় না করিয়া অল্প ব্যয়ে এক শিশি বেদনাঞ্জন ক্রয় করিয়া ইহার কার্য্যকারী-শক্তি উপলব্ধি করুন। গুণের তুলনায় মূল্য অতি সামান্য, এক শিশি ।৵০ আনা মাত্র মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান—এ, সি, চাটার্জ্জী এণ্ড ব্রাদার্স।

৮৫নং হলকাট লেন, সালিকা হাওড়া।

সকল মণিহারী দোকানে ও বড় বড় ডাক্তারখানায় পাওয়া যায়।

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

যদিও অদ্যাপি প্রকৃত মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য, তথাপি যাঁহারা নানাবিধ অনিয়মিত উপায়ে অপরিমিত শক্তি নষ্ট করিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন এবং নানা প্রকার মেহ, প্রমেহ ধাতুদৌর্ব্বল্য, স্নায়বিক দুর্ব্বলতা, বহুমূত্র, দুঃস্বপ্ন, পারদ-সংক্রান্ত পীড়া, অর্শ এবং স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে যাহারা বাধক, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, স্বাতকা, শ্বেত ও রক্তপ্রদর, হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি রোগে ভুগিয়া জীবনে নিরাশ হইয়াছেন, তাঁহারা আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটাল সাহেবের আবিষ্কৃত **ইলেক্ট্রিক সলিউসন** ব্যবহার করিয়া বাঁচিতে পারেন, তাহার শত শত প্রমাণ প্রতি বৎসরেই পাওয়া যাইতেছে। যাঁহারা অন্যান্য বহুবিধ ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরোগ্য হইতে পারেন নাই, তাঁহারা একবার এই ঔষধটী ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক মাসের ব্যবহারোপযোগী এক শিশি ঔষধ ডাকমাশুল সহ ২।০ টাকা মাত্র।

সোল এজেণ্ট—ডাঃ ডি, ডি, হাজরা।

ফতেপুর, গার্ডেনরিচ পোঃ, কলিকাতা।

ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

অধ্যক্ষ

শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম, এ, এফ, সি, এস (লণ্ডন)

ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক

(প্রফেসার)

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ বিশুদ্ধ ও শাস্ত্রমতে নিজ তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হয়। পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ক্যাটালগ পাঠান হয়। রোগের বিবরণ জানাইলে যত্নপূর্ব্বক ব্যবস্থা দেওয়া হয়। চিঠি পত্রাদি সম্পূর্ণরূপে গোপন রাখা হয়।

মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দুর)

(বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৪৲ টাকা

উৎকৃষ্ট স্বর্ণ, পারদ ও আমলাসার গন্ধক দ্বারা যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। নিত্য প্রয়োজনীয় সর্ব্বরোগনাশক মহৌষধ।

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৩৲ টাকা

উৎকৃষ্ট কাশীর আমলকী, বংশলোচন প্রভৃতি যাবতীয় উপাদানে পূর্ণ মাত্রায় যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। কফ, কাসি, সর্দ্দি, যক্ষ্মা, ক্ষয়রোগ, হৃদরোগ প্রভৃতি রোগের মহৌষধ। সর্ব্বপ্রকার দুর্ব্বলতা নাশক অতিশয় পুষ্টিকর মহৌষধ বা খাদ্য বিশেষ।

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬৲ টাকা

ইহা সেবনে ধাতুদৌর্ব্বল্য, শুক্রহীনতা, স্বপ্নদোষ, প্রমেহ ও ধ্বজভঙ্গ সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায়। ইহা অপরিসীম আনন্দদায়ক রসায়ন।

অবলাবান্ধব যোগ

প্রদর, বাধক প্রভৃতি জরায়ুদোষ ও যোনিগত দুরারোগ্য রোগের মহৌষধ

মূল্য—১৬ মাত্রা ২৲ টাকা। ৫০ মাত্রা ৫৲ টাকা মাত্র

বিশুদ্ধ জল! ভয় নাই! বিশুদ্ধ জল!!

লক্ষ্মী টিউব-ওয়েল কোং

২০৫নং নবাবপুর, ঢাকা

বর্ত্তমান-যুগের নব-আবিষ্কৃত যন্ত্রপাতিদ্বারা উন্নত বৈজ্ঞানিক-খনন-প্রণালীতে নলকূপ (*Tube-well*) নির্ম্মাণ করা হয়। বঙ্গের লাট বাহাদুর, প্রাইভেট সেক্রেটারী, জিলা-ম্যাজিষ্ট্রেট, জিলা-বোর্ডের চেয়ারম্যান, ইঞ্জিনিয়ার, জমিদার, তালুকদার, প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত ভদ্রমহোদয়গণ এই কোম্পানীর কার্য্য দেখিয়া প্রশংসা করিয়াছেন। রাসায়নিক পরীক্ষায় জল বিশুদ্ধ না হইলে মূল্য গৃহীত হয় না। বিস্তৃত বিবরণের জন্য পত্র লিখুন।

বৃত্তিসহ সমগ্র

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

ভিক্ষা ২৲ টাকা। শিক্ষার্থি-ছাত্রের পক্ষে ১।০ দেড়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীপরবিদ্যাপীঠ, শ্রীগৌড়পুর

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

মনোমোহন প্রেস

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা

পূর্ব্ব-বাঙ্গালায় সুলভে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত

বৈদ্যুতিক মেশিনে দিবারাত্র কাজ চলিতেছে

বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা।

স্থানীয়, সংস্করণ

Registered No. C 1544

বিজ্ঞাপনের হার

প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৹
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহ

ভারতের সর্ব্বত্র মঙ্গল-প্রচার- নদীয়া জেলার এক মুখপত্র।

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸৹
মাসিক ১৷৹
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৵৫

৪র্থ খণ্ড] সম্পাদক—প্রত্নবিদ্যালঙ্কার শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী [২১৭ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্য মঠ শ্রীধাম মায়াপুর ৪ঠা অগ্রহায়ণ বুধবার ১৩৩৬, ২০শে নভেম্বর ১৯২৯

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থাবলী

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—শ্লোক সূচী, বিষয়-সূচী প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত। ভিক্ষা, প্রতি খণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৶৹ গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশ গ্রাহক পক্ষে ৷৹
২। ভাষ্য-সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ) ৫৲
৩। গৌড়ীয়-গৌরব ৶৹
৪। গৌড়ীয়-[illegible]
৫। ভজনরহস্য ৷৷৹
৬। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
" " " আবাঁধা ৸৹
৭। গীতা (শ্রীবলদেবভাষ্যসহ) বাঁধা ২৲ আবাঁধা ১৷৷৹
৮। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি-টীকা-সহ) বাঁধা ২৲ আবাঁধা ১৷৷৹
গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ৷৷৹
৯। সৎক্রিয়াসারদীপিকা ও সংস্কারদীপিকা সানুবাদ ২৲
১০। বেদান্তস্যমন্তক সানুবাদ ৷৷৹
১১। জৈবধর্ম্ম ৩৲
১২। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸৹
১৩। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ৩৲
১৪। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ৷৷৶৹
১৫। দীপ-প্রদর্শন ৵৹
১৬। সাধনপথ (৩য় সংস্করণ) ।৶৹
১৭। আচার ও আচার্য্য ৷৷৶৹
১৮। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸৹
১৯। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৵৹
২০। শ্রীনবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶৹
২১। [illegible] (প্রমাণখণ্ড) ৶৹
২২। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ
২৩। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা দর্পণ ।৹
২৪। শরণাগতি, গীতাবলী, গীতমালা, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, নবদ্বীপশতক, অর্থপঞ্চক ও সদাচারস্মৃতিঃ মোট ।৶৹
২৫। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ও অর্চ্চনকণ ৵৹
২৬। সাধককণ্ঠমণি ।৹
২৭। সংস্কার-দীপিকা ।৹
২৮। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড) ৩৲
২৯। সংক্ষিপ্ত শিক্ষাষ্টকম্ ৵৹
৩০। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ৸৹
৩১। মণিমঞ্জরী সানুবাদ ।৹
৩২। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸৹
৩৩। শ্রীচৈতন্যভাগবত (বিরাট, দ্বিতীয় সংস্করণ)

এতদ্ব্যতীত বৈষ্ণব-ধর্ম্মের কয়েকখানি ইংরাজি ধর্ম্ম গ্রন্থ আছে, পত্র পাঠাইলে ডাকযোগে ক্যাটলগ পাঠান হয়।

প্রাপ্তিস্থান :—

চৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

২। শ্রীগৌড়ীয় মঠ—১নং উল্টাডিঙ্গি জংসনরোড কলিকাতা।
৩। শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠ—১০নং নবাবপুররোড, ঢাকা
৪। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ—উড়িয়াবাজার, কটক
৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ—গোড়াকুটী, পুরী
৬। শ্রীসনাতনগৌড়ীয় মঠ—৬০ জঙ্গমবাড়ী, কাশী
৭। শ্রীগৌড়ীয় মঠ দিল্লী কার্য্যালয়—১০১ হনুমানরোড, নিউদিল্লী
৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ—ছিপিগলি, বৃন্দাবন।
৯। শ্রীভাগবত প্রেস, গোয়াড়ী—কৃষ্ণনগর।
১০। শ্রীএকায়ন মঠ, হাইষ্ট্রীট, কৃষ্ণনগর।

সমালোচনা

([illegible])

আমেরিকার দক্ষিণ (ক্যালিফর্ণিয়া) হইতে প্রকাশিত "[illegible] মিররের" নামক কাগজ আমরা পাইয়াছি। ঐ পত্রিকা ত্রিমাসিক। ইহার উদ্দেশ্য ঈশ্বর এবং মানুষের অর্থ এবং পৃথিবীর বিজ্ঞান এবং ধর্ম্মের পুনর্মিলন এবং সমস্ত [illegible] পুস্তক [illegible] একত্রভাবে করা। [illegible] প্রমাণিত হয় যে, সমস্ত সম্প্রদায়ের [illegible] ভিতরে মাত্র একটি বিশ্বজনীন ধর্ম আছে। অর্থাৎ পত্রিকা-চালকেরা [illegible] করিতে চান যে, ঈশ্বর ও [illegible] এক সময় মিলিত ছিল, এখন [illegible] হইয়াছে এবং এই পত্রিকার উদ্দেশ্যানুযায়ী জীবনের দ্বারা [illegible] করিলে পুনর্মিলন হইবে। ইহারা আরও প্রমাণ করিতে চাহেন যে সমস্ত ধর্ম্মমত এক, অর্থাৎ নিরীশ্বরবাদ ও ঈশ্বরবাদে, বহ্বীশ্বরবাদ ও একেশ্বরবাদে, দ্বৈতবাদ ও অদ্বৈতবাদে কোনও ভেদ নাই। ইহারা [illegible] নামক একখানি লিখিয়াছেন যে, ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই সেপ্টেম্বর সোমবারে বিশ্বজনীন ধর্ম্মসভার অধিবেশন হয়। এতদুপলক্ষে চিকাগো সহরে প্রাচ্য জগতের হিন্দু, জৈন, বৌদ্ধ, [illegible] কনফুসিয়ান, পার্শী এবং মুসলমানগণ, পাশ্চাত্য জগতের গ্রীক ও রোমান ক্যাথলিক, [illegible] এবং প্রোটেষ্টান্ট প্রভৃতি সকল সম্প্রদায়ের [illegible] ভ্রাতৃভাবে মিলিত হইয়াছিলেন।

শীঘ্রই দক্ষিণ ক্যালিফর্ণিয়া প্রদেশে শারীরিক-ব্যায়াম [illegible] হইবে। এতদুপলক্ষে সমস্ত [illegible] উপস্থিত হইবেন। সাহিত্য বিজ্ঞানাদি [illegible] আলোচনা হইবে। [illegible] আশা করেন যে, ঐ সময়ে [illegible] এক দেবাত্মা, ধর্ম্মসভার নূতন [illegible], নূতন [illegible], নূতন কাগজ এবং নূতন আন্দোলনকারী [illegible] হইয়া আচার্য্যদিগের নিকট ধর্ম্মোপদেশ লাভ করিবেন।

আমেরিকার বিশ্বজনীন ধর্ম্ম, [illegible] প্রভৃতি [illegible] কথা [illegible] বলেন এবং অনেকে বিশ্বজনীন ধর্ম্মের নামে [illegible] সঙ্কীর্ণ সম্প্রদায়-বিশেষের সৃষ্টি করেন। কিন্তু ধর্ম্ম কি, সে সম্বন্ধে [illegible] পারেন না। শ্রীল ভক্তিবিনোদ [illegible] যাহা লিখিয়াছেন, তাহা [illegible] বলিতে পারে।

তিনি বলেন, যে বস্তুর যাহা নিত্য স্বভাব, তাহাই তাহার নিত্য ধর্ম্ম। [illegible] হইতে [illegible] উদয় হয়। [illegible] কোন বস্তু গঠিত হয়, [illegible] সহচররূপ একটি স্বভাব [illegible] সেই বস্তুর নিত্য-

জাগতিক সংবাদ-সংগ্রহ

মোহান্তের অদ্ভুত কাণ্ড

৭বৎসর জেল

[illegible] বালিকা [illegible] আশ্রমে [illegible] একটি আশ্রম আছে। [illegible] তাহাকে উপলক্ষ্য করিয়া লইয়া গিয়া তাহার উপর পাশবিক অত্যাচার করে। বালিকা চীৎকার করায় মোহান্ত মহারাজ তাহার মুখ বন্ধ করে। অত্যাচারের ফলে বালিকাটীর মৃত্যু হয়। দায়রার বিচারে অপরাধীর এক বৎসর কারাদণ্ড হয়, হাইকোর্টের মতে এক বৎসর কারাদণ্ড [illegible] হাইকোর্ট দণ্ডবৃদ্ধি করিয়া সাত বৎসর সশ্রম [illegible] আদেশ হইয়াছে। [illegible] পক্ষ হইতে হাই-কোর্টে আপীল হয়। তাহা অগ্রাহ্য হইয়াছে।

[illegible] নিকট ৬৫টি আদায় [illegible] ধর্ম্মপত্নীর [illegible] সমর্থন করিবার জন্য আদালতে [illegible] করে। [illegible] ৬৫টি [illegible] দেন। [illegible] গোস্বামিদিগের দেহ সেবার এবং [illegible] মোকদ্দমার ও [illegible] ব্যয়িত হইবে [illegible] কি যুক্তি হয়?

মন্দির প্রবেশাধিকার

[illegible] হইতে সংবাদ—[illegible] অস্পৃশ্যগণের মন্দির-প্রবেশাধিকার বিষয়ে আলোচনার জন্য [illegible] নামক [illegible] এক সভার অধিবেশন হয়। সভায় স্থির হয় যে, যাহারা [illegible] পূজা করিবার জন্য মন্দিরে প্রবেশ করিতে চান, তাহাদিগকে মন্দিরে প্রবেশের অনুমতি দিবার জন্য অনুরোধ করা হউক।

কংগ্রেস-সংবাদ

লাহোর-কংগ্রেসের অভ্যর্থনা-সমিতির পক্ষ হইতে ৪ দল প্রতিনিধির [illegible] প্রচারকার্য্য করিয়া বেড়াইতেছেন।

বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসকমিটির সভাপতি শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু, বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসকমিটির সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত

ধর্ম্ম। পরে যখন কোন ঘটনাবশতঃ বা অন্য বস্তুর সঙ্গে সেই বস্তুর কোন বিকার হয়, তখন তাহার স্বভাব বিকৃত বা পরিবর্ত্তিত হয় এবং সেইরূপ স্বভাব কিছু দিনে দৃঢ় হইলে নিত্য স্বভাবের ন্যায় সঙ্গী হইয়া পড়ে। এই পরিবর্ত্তিত স্বভাব, স্বভাব নয়। [illegible] নিসর্গ। নিসর্গ স্বভাবের স্থলে [illegible] আপনাকে স্বভাব বলিয়া পরিচয় [illegible] বস্তুর স্বভাবই বস্তুর নিত্যধর্ম্ম, বস্তুর [illegible] বস্তুর নৈমিত্তিক ধর্ম্ম।

কিরণশঙ্কর রায়, বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ বসু প্রভৃতি ১৩ জন কংগ্রেস কর্ম্মী রাজবন্দী দিবসোপলক্ষে ভবানীপুরে যে সভা ও শোভা-যাত্রা হইয়াছিল, সেই সম্পর্কে আলিপুরের স্পেশাল ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ কে, এন, মুখার্জ্জীর এজলাসে রাজদ্রোহ ষড়যন্ত্রের অভিযোগে অভিযুক্ত হইয়াছেন।

শুনানীর সময় ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত কিরণশঙ্কর রায়কে বলেন, মিঃ রায়, আপনাকে আজ আদালতে টানিয়া আনিবার জন্য আমি দুঃখিত, কিন্তু উপায় নাই। বিজয় বাবু অসুস্থতার জন্য হাজির হইতে পারেন নাই।

বোম্বাই প্রাদেশিক কংগ্রেসকমিটির মুসলমান সভ্যগণ রাত্রি সাড়ে আট ঘটিকার সময় উপাসনার জন্য সভা অর্দ্ধঘণ্টা মুলতুবি রাখার প্রস্তাব করেন, কিন্তু প্রস্তাব পরিত্যক্ত হওয়ায় উহারা সভা ত্যাগ করিয়া চলিয়া যান।

এবার শিখ-সম্প্রদায় লাহোর-কংগ্রেস ত্যাগ করিবেন বলিয়া একটা কথা উঠিয়াছে কারণ এই নেহেরু রিপোর্টে মুসলমানদিগের জন্য বিশেষ বন্দোবস্ত আছে, কিন্তু শিখদিগের জন্য কোন বন্দোবস্ত নাই।

মন্দিরে সত্যাগ্রহ

[illegible] পুনার দিন [illegible] পার্ব্বতীর কালী মন্দিরে পূজা করেন। যখন মোহান্তদিগকে মন্দির প্রাঙ্গণে লইয়া যাওয়া হইতেছিল, সেই সময় একজন [illegible] সত্যাগ্রহী প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করে। ফটকের প্রহরী তাহাকে বাধা দেয়। সত্যাগ্রহী তাহার গণ্ডে চপেটাঘাত করে। অতঃপর সত্যাগ্রহীকে জোর করিয়া মন্দির প্রাঙ্গণে লইয়া গিয়া বেদম প্রহার করা হয়। পরদিন আর একজন মন্দির-প্রবেশী বাজারে যাইলে অপরিচিত লোকে তাহাকে প্রহার করে। ঘটনা [illegible] বড়ই দুঃখের বিষয়।

বন্দবিলা সত্যাগ্রহ

বন্দবিলার লোক ইউনিয়নবোর্ড চান না, কিন্তু উপরওয়ালারা তাঁহাদিগের প্রতি দয়া প্রকাশ করিবেন। কারণ তাঁহাদের ধারণা এই যে, ইউনিয়নবোর্ড না হইলে বন্দবিলার উদ্ধার নাই। লোকে ট্যাক্স দেওয়া বন্ধ করিয়াছে। খরিদ্দারের অভাবে ক্রোক করা গরু বিক্রয় হইতেছে না, নীলামের সময় লোক হয় নাই বলিয়া নীলাম স্থগিত আছে।

কংগ্রেস বঃ মিউনিসিপ্যালিটী

আগামী কংগ্রেস লাহোরে বসিবে। এইজন্য অভ্যর্থনা সমিতির সম্পাদক গোপীচাঁদ লাহোর মিউনিসিপ্যালিটীর কর্ত্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করেন, যেন কংগ্রেসের কয়েকদিন ২ লক্ষ লোকের জল সরবরাহ-খরচা বাবদ ৫০০০ টাকা সাহায্য দেওয়া হয়, মিউনিসিপ্যালিটির গুদাম হইতে চাউল-সরবরাহ করা হয়, স্বাস্থ্যরক্ষার উপযুক্ত ব্যবস্থা করা হয়, শিশুমঙ্গল ও স্বাস্থ্যমঙ্গলমূলক প্রদর্শনী খোলা হয়। লাহোরে কংগ্রেসের সময় যে বিপুল লোক-সমাগম হইবে, তাহাকে একটা বড় মেলা ছাড়া আর কিছু বলা যায় না—এই ধারণায় মিউনিসিপ্যালিটী গোপীচাঁদের প্রার্থনা মঞ্জুর করেন নাই।

আফ্রিকায় চণ্ডনীতি

দক্ষিণ আফ্রিকার ডার্বাণ সহরের আদিম অধিবাসীদের ঘর খানাতল্লাস, মদ্যকর (নির্দ্দিষ্ট) ও রসিদ পরীক্ষা প্রভৃতি করিবার জন্য একদল ইউরোপীয় ও দেশীয় পুলিশ আসিয়াছে। মার্চ্চ মাসে দেয় কর এখনও আদায় হয় নাই। সেইজন্য অনেক আদিম অধিবাসীকে সশস্ত্র পুলিশ গ্রেপ্তার করিয়াছে।

ম্যাজিষ্ট্রেট ও সরকারী উকিল

লাহোর ষড়যন্ত্র-মামলা চলিতেছে। জেলের মধ্যে শুনানি হয়। জেলের ফটকে সকলের দেহ খানাতল্লাস হয়। ডাক পিয়নের দেহ খানাতল্লাস করার জন্য তাহাকে আটক করা হয়। এজন্য চিঠী পাইতে দেরী হয়। সরকারী উকীল নিজেই প্রতিবাদ করেন। ম্যাজিষ্ট্রেট প্রথমে তাঁহার কথা শুনেন, কিন্তু পুলিশের কথার মত পরিবর্ত্তন করেন। সরকারী উকিল তাঁহাকে বলেন যে, ইন্সপেক্টর কর্তৃক চিঠী দিয়ন খানাতল্লাসী বা পরীক্ষা করিবার জন্য পুলিশের হাতে দিতে পারে না। কিন্তু ম্যাজিষ্ট্রেট উত্তর দেন নাই।

বাস ও ট্রেনে ধাক্কা

সিকেন্দ্রাবাদ ষ্টেশনের নিকট, ট্রেণ ও বাসে সংঘর্ষ হওয়ায় বাসের ৪ জন লোক হত ও ৭জন আহত হয়।

বিজ্ঞাপন

নদীয়া-প্রকাশের পাঠকগণ কলিকাতার ২১৪নং বহুবাজার ষ্ট্রীটস্থ "বৈদ্যশাস্ত্রী" মহোদয়ের রচিত মানবের তথ্য না হইতে পারে তাহার পন্থা ইত্যাদি সম্বলিত "কামশাস্ত্র" গ্রন্থখানি এখনও যিনি পাঠ করেন নাই, তিনি অচিরে ঐ ঠিকানায় আবেদন করত বিনামূল্যে প্রাপ্ত হউন। উহা পাঠে উপকৃত হওয়া ৭০০০০ হাজার লোক কৃতজ্ঞ হইয়াছেন। পড়িলেই সত্যতা উপলব্ধি হইবে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

৪ঠা অগ্রহায়ণ বুধবার—১৩৩৬

ভক্তিবিজ্ঞান

(দি ইণ্ডিয়ান ডেলি টেলিগ্রাফ, ১২ই নভেম্বর ১৯২৯)

লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা

লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্‌চ্যান্সেলার ডাঃ এম্, বি, ক্যামেরণ এবং ক্যানিং কলেজের প্রিন্সিপ্যাল মিঃ বি, ডি, স্মিথ সাহেব ভক্তিবিজ্ঞান সম্বন্ধে একটী বক্তৃতার বন্দোবস্ত করার জন্য লক্ষ্ণৌয়ের জনসাধারণ তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞ। ঐ বক্তৃতা ৮ই নভেম্বর তারিখে বেলা ৩টার সময় ইউনিভার্সিটি হলে হইয়াছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রবৃন্দ ও শিক্ষাবিভাগের মনীষিবৃন্দ বক্তৃতা-শ্রবণে বিশেষ উপকৃত বোধ করিয়াছিলেন। বক্তার নাম ত্রিদণ্ডী স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ। তিনি কলিকাতা গৌড়ীয় মঠের আচার্য্য পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের অনুগত শিষ্য। বন মহারাজ এ অঞ্চলের লোকের নিকট নিতান্ত অপরিচিত নহেন। সকলেই বিদিত আছেন যে, তিনি গৌড়ীয়মঠের একজন অপ্রাকৃত প্রতিভাশালী প্রচারক এবং কয়েক বৎসর যাবৎ উত্তর এবং পশ্চিম ভারতে দ্বারে দ্বারে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বাণী—কৃষ্ণনাম ও প্রেম বিলাইতেছেন—বলিতেছেন, অধোক্ষজ পরম পুরুষের শুদ্ধ নাম গান কর এবং তাঁহার সেবায় আত্মনিয়োগ কর। সর্ব্বসাধারণে গৌড়ীয়দিগকে আদর করিতেছেন। মাননীয় মিঃ ল্যাম্বার্ট আই, সি, এস, কপূরথলার মাননীয় কুমার মহারাজ সিং, যুক্তপ্রদেশের কৃষিবিভাগের মন্ত্রী, হাইকোর্টের ভূতপূর্ব জজ মাননীয় শ্রীগোকর্ণনাথ মিশ্র, হাইকোর্টের ভূতপূর্ব জজ বংশেশ্বর নাথ প্রভৃতি অনেক গণ্যমান্য ভদ্রলোক গৌড়ীয় মঠকে সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ মনে অত্যন্ত সম্মান করেন।

আমেরিকার হারভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের এম, এ পরীক্ষোত্তীর্ণ এবং লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন-শাস্ত্রের অধ্যাপক ডাঃ এন্ সেন গুপ্ত সভাপতির আসন ভূষিত করেন। উপস্থিত ভদ্রমহোদয়গণের মধ্যে বঙ্গদেশ হইতে সমাগত, আনন্দমোহন কলেজের অধ্যাপক জে, এম, ঘোষ, এম, এ, বি এল, গৌড়ীয়-সম্পাদক পণ্ডিত শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ, বি, এ, ব্রহ্মচারী কীর্ত্তনানন্দ, এবং কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী শ্রীযুক্ত সতীচরণ রায় মহাশয়ের নাম উল্লেখ-যোগ্য। ডাঃ সেন দুই চারি কথায় শ্রোতৃবর্গের নিকট বক্তার পরিচয় দেন। তখন স্বামীজী স্বভাবসিদ্ধ ওজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতা আরম্ভ করেন। এ প্রদেশের সাধারণ লোক 'ভক্তি' শব্দের অর্থ বুঝে না। সেই জন্য স্বামীজী প্রথমেই 'ভক্তি' শব্দের ব্যাখ্যা করেন। তিনি বলেন যে, সাধারণতঃ লোকে মনে করেন যে, ভাব-প্রবণতাই ভক্তি, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নয়। শুদ্ধভক্তির স্থান অনেক উপরে। ভক্তিই আত্মার সহজ বৃত্তি, শারীরিক বা মানসিক বৃত্তি তাহা নহে। জীবাত্মা ও পরমাত্মার পরস্পর আকর্ষণই ভক্তি। ভক্তিই অধোক্ষজ পরমপুরুষ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এবং তাঁহার দাস জীবের মধ্যে একটী স্বাভাবিকী প্রীতির বন্ধন স্বরূপ। একমাত্র প্রভু তিনি, সকলেই তাঁহার দাস। তিনি সকলকেই নিজের পাদপদ্মে আকর্ষণ করিতেছেন। কিন্তু যত দিন জীব জাগতিক অভিজ্ঞতা হইতে আপনাকে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন করিয়া অপ্রাকৃত রাজ্যের অপ্রাকৃত অভিজ্ঞতাশালী আচার্য্যের শরণাগত হইয়া সেই রাজ্যের জ্ঞানলাভ না করে, ততদিন তাহার নিকট এই আকর্ষণের অনুভূতি হয় না। কারণ, ভক্তি অন্যাভিলাষ-কর্ম্মজ্ঞানাদ্যনাবৃত শুদ্ধসত্ত্ব জীব-স্বরূপেরই নিত্য বাঞ্ছনীয় বস্তু। অপ্রাকৃত ভূমিকাতেই ইহার অবস্থান। সেই ভক্তি-পথে জড়বুদ্ধিসম্পন্ন-বিষয়ে আধ্যাত্মিক জ্ঞানের কোনই সার্থকতা নাই। গুরু-পারম্পর্য্যে সেই অতিমর্ত্ত্য জগতের সংবাদ লাভ হয়। বিষয়-বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের মনোহভীষ্ট-সংস্থাপক, তদভিন্ন বিগ্রহ নিত্যপার্ষদবৃন্দ অহৈতুক দয়া-পরবশ হইয়া আমাদিগকে এই জ্ঞান দান করেন। এই শ্রৌতপারম্পর্য্য-প্রাপ্ত জ্ঞানই পরম ও চরম সত্য উপলব্ধির একমাত্র উপায়।

অপ্রাকৃত রাজ্যের বস্তু চতুর্থ বা অসংখ্যের পুরুষের মানের। কিন্তু প্রাকৃত বস্তু তৃতীয় মানের মধ্যেই অবস্থিত। অর্থাৎ জাগতিক বস্তুবিষয়ক জ্ঞান দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, ও বেধ এই তিন মানের কারাগারে বদ্ধ বা সীমাবদ্ধ। কিন্তু অপ্রাকৃত বস্তুর বিজ্ঞান তাদৃশ সীমাবিশিষ্ট ধারণার বিষয়ীভূত নহে, উহা তুরীয় বস্তু। তৃতীয়মানের বস্তু পর্য্যন্ত মানুষের বুদ্ধির গোচর। পরমপুরুষ পরমেশ্বরের বিশেষত্ব এই যে, মানুষ যতই প্রাকৃত জগতে বিদ্বান্ এবং বুদ্ধিমান্ বলিয়া পরিচিত হউন না কেন, শ্রীভগবান্ এবং তাঁহার পরিকরবৈশিষ্ট্য তাঁহার ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানের অধিগম্য হন না। মানুষ প্রাকৃত জ্ঞানবুদ্ধির দ্বারা ভগবানকে বশীভূত করিতে পারেন না—শ্রীভগবানের এই স্বাধীনতা ও ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ আছে। এইজন্যই শ্রীমদ্ভাগবত শ্রীকৃষ্ণকে অধোক্ষজ আখ্যা দান করিয়াছেন। সেই পরম পুরুষকে পাইবার একমাত্র উপায় তাঁহার অপ্রাকৃত শ্রীনাম। শ্রীনাম পরব্যোমের অনাদি অনন্ত নিত্য শব্দ।

নাম ও পরম সত্যের সহিত এক ও অভিন্ন। আবার এই সত্যই স্বয়ং ভগবান্। প্রাকৃত জগতে বস্তু এবং তাহাদের নাম এক নহে। এইজন্য উহার ব্যোমজাত শব্দ অনিত্য। নিত্য শব্দব্রহ্ম শ্রীনাম স্বেচ্ছায় অহৈতুকী কৃপা পরবশ হইয়া শুদ্ধ ভক্তের অপ্রাকৃত রসনায় আবির্ভূত হইয়া নৃত্য করেন। শুদ্ধভক্তই বৈষ্ণব। যিনি নিষ্কপটে আত্মনিবেদন পূর্ব্বক নিত্য সত্যের অনুসন্ধিৎসু হন, তাঁহাকেই বৈষ্ণবাখ্যা দেওয়া হয়। ঐ শব্দব্রহ্ম অর্থাৎ শ্রীনাম আকর্ষণ, সেবোন্মুখ ভক্তের কর্ণরন্ধ্র দিয়া হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক জীবের আত্মার উপর ক্রিয়া করে।

কর্ম্মজ্ঞানাদি প্রতিবন্ধক-শূন্য হইয়া এই শ্রীনামের নিরন্তর নিঃস্বার্থ সেবার ফলে সাধকের যাবতীয় অনর্থ (লাভ, পূজা, প্রতিষ্ঠাদি) বিধৌত হইয়া যায় এবং স্বতঃপ্রকাশিত নিত্য সত্য শ্রীভগবান্ এবং বদ্ধজীবের মধ্যে যে মায়া বা অজ্ঞান রূপ ব্যবধান থাকে, তাহা ক্রমে ক্রমে সম্পূর্ণরূপে অপসারিত হয়। তখনই ইহার সৌন্দর্য্য এবং মাধুর্য্য ভক্তের অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়-গোচর হয়, সচ্চিদানন্দ ধাম বৈকুণ্ঠের দ্বার উন্মুক্ত হয় এবং জীব তাঁহার নিত্য সিদ্ধ সহজ অবস্থা পুনঃ প্রাপ্ত হন। কৃষ্ণদাস্যই সেই অবস্থা। এই দাস্য শুদ্ধ প্রেমময়। ইহাতেই জীবের পরম মঙ্গল। অহঙ্কার-বিমূঢ় মায়া পতিত জীব স্বীয় স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার-ফলেই কৃষ্ণস্মৃতিজ্ঞান হারাইয়াছে। কৃষ্ণবহির্ম্মুখ পরতন্ত্রসেবী পতিতপাবন আচার্য্যদেব তাহাকে স্মরণ করাইয়া দিলেও সহজে তাহার প্রতীতি হয় না।

এই বাণীর প্রচার জন্যই ৪৪৩ বৎসর পূর্ব্বে স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্র নবদ্বীপের অন্তর্গত শ্রীধামমায়াপুরে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুরূপে আবির্ভূত হন। তিনি স্বয়ং বিষয়বিগ্রহ হইয়াও আশ্রয়ের ভাব অঙ্গীকার পূর্ব্বক আদর্শ ভক্ত-জীবন কিরূপ হওয়া উচিত, তাহা স্বীয় আচরণের দ্বারা শিক্ষা-প্রদান-কল্পে জাতি-ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে সকলের দ্বারে দ্বারে কৃষ্ণভক্তি প্রচার করেন। তিনি উচ্চৈঃস্বরে সর্ব্বজীবকে এই জ্ঞান প্রদান করেন যে, সেবা-সুখে সকলেরই জন্মগত অধিকার, কৃষ্ণসেবাই স্বাধীনতা, কৃষ্ণসেবাই স্বরাজ।

পুরশ্চরণ

পুরশ্চরণ কথাটী বৈষ্ণবের সমাজেও প্রচলিত আছে। মন্ত্রসিদ্ধির জন্য পুরশ্চরণের আবশ্যক। হরিনাম মহামন্ত্রের পুরশ্চরণাপেক্ষা নাই, শুদ্ধনাম নিরপরাধে একবার উচ্চারিত হইলেই পুরশ্চর্য্যার যাবতীয় ফল অনায়াসে লাভ হয়; কিন্তু শুদ্ধ নাম আমাদের অনর্থযুক্ত জড় জিহ্বায় উচ্চারিত হন না, এই জন্য মনোধর্ম্ম হইতে মুক্ত হইয়া শুদ্ধ নাম-সেবার যোগ্যতা লাভের উদ্দেশে শ্রোত্রিয় ব্রহ্মনিষ্ঠ মন্ত্র-সিদ্ধ গুরুদেবের নিকট মন্ত্র-গ্রহণ ও মন্ত্র পুরশ্চরণাদির ব্যবস্থা। শ্রীল জীবগোস্বামীপাদ ভক্তিসন্দর্ভ ২৮৩ সংখ্যায় বলিয়াছেন, 'দেহাদি সম্বন্ধে কদর্য্যশীল বিক্ষিপ্ত-চিত্ত ব্যক্তির দেহাভিনিবেশ সঙ্কোচকরণার্থ নারদাদি ঋষিবৃন্দ পাঞ্চরাত্রিকমার্গে মন্ত্র-দীক্ষাদির ব্যবস্থা করিয়াছেন।' শ্রীল রূপ-সনাতন নিত্যসিদ্ধ বৈষ্ণবাচার্য্য হইয়াও জীব-শিক্ষার্থ কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণের অভিনয় করিয়া বিধিমত মন্ত্র-পুরশ্চরণাদি কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন। যাঁহারা মন্ত্র-সিদ্ধির ফলে সংকল্প-বিকল্পাত্মক মনোধর্ম্ম কিংবা আত্মার নিত্য ইন্দ্রিয়তর্পণাদি দেহ-ধর্ম্ম হইতে মুক্ত হইতে পারেন নাই, সেই সকল ব্যক্তির জড় জিহ্বায় উচ্চারিত নামাক্ষরগুলি কখনই শ্রৌত নির্দ্দিষ্ট শুদ্ধ কৃষ্ণনাম নহে, শুদ্ধ কৃষ্ণনামাশ্রিত মন্ত্র-সিদ্ধ পরম ভাগবতই গুরু হইবার যোগ্য। অনেকে বলিয়া থাকেন, আমার গুরুদেব যদি মন্ত্রসিদ্ধি লাভ করিয়া শুদ্ধ নাম গ্রহণে সমর্থ না হইবেন, তাহা হইলে নাম-গ্রহণ-কালে তাঁহার চক্ষু হইতে অবিরলধারায় অশ্রুপাত হয় কেন? অঙ্গে পুলকাদিই বা কেন দৃষ্ট হয়? ইহার উত্তর, প্রেমিক ভক্তের চক্ষে অশ্রু অঙ্গে পুলকাদি দেখা যায়, কিন্তু যেখানে অশ্রুপুলকাদি দৃষ্ট হয়, সেই স্থলেই প্রেমের অনুমান করিতে হইবে, এরূপ নহে। কারণ বাহ্য অশ্রুপুলকাদি প্রেমের চিহ্ন নহে।

পুরশ্চরণের প্রকার বহুবিধ। প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন, সায়াহ্ন—এই ত্রিকালে নিত্য পূজা, জপ, হোম, তর্পণ ও ব্রাহ্মণাদি ভোজন—এই পঞ্চাঙ্গকে পুরশ্চরণ বলে। হরিভক্তিবিলাস ১৭।১৩০ শ্লোকে পুরশ্চরণের প্রকারভেদ বর্ণিত হইয়াছে। [illegible] গুরু হইতে অভিন্ন জানিয়া [illegible] উৎপাদনে যত্নবান্ হইবে এবং অনুগত হইয়া ছায়ার ন্যায় তাঁহার অনুগমন করিবে। পুরশ্চরণাদি সকলই কেবল শ্রীগুরু-মূলক, সুতরাং নিরন্তর শ্রীগুরুদেবের সেবা করিবে। পুরশ্চরণাদিহীন হইলেও গুরু-সেবা-তৎপর হইয়া মন্ত্রসিদ্ধি লাভ

করিবে, ইহাতে কোন সংশয় নাই। যেরূপ সিদ্ধ-রস-সম্পর্কে তাম্র স্বর্ণত্ব প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ শিষ্যও গুরুসমীপে থাকিয়া বিষ্ণুময় হইয়া থাকেন।

গুরুদেবের শিষ্য পরিচয়ে পরিচিত দুই শ্রেণীর লোক আমরা দেখিতে পাই। প্রথম শ্রেণীর ব্যক্তিগণ খুব কমই, কিন্তু হরি ভজন কীর্ত্তনে সেরূপ আগ্রহ নাই, আর দ্বিতীয় শ্রেণীর ব্যক্তিগণ একটী আনুষ্ঠান প্রধান মাত্র। তাঁহারা গুরুসান্নিধ্যে থাকিয়া তত্ত্বকথায় পারদর্শী হইয়া জগতে নিজ পাণ্ডিত্য-প্রতিষ্ঠা বিস্তার করিবার জন্য ব্যস্ত। এই উভয় শ্রেণীর শিষ্যদিগের মধ্যে আমিও একজন। আমরা একবারও ভাবিয়া দেখিনা, আজ সারা দিনে কতটুকু সময় শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-সেবায় অতিবাহিত করিয়াছি। আমরা গুরুদেবের মুখে তত্ত্ব-কথা শুনিয়া যদি সত্য সত্যই সিদ্ধান্তবিৎ হইয়া থাকি, তাহা হইলে গুরুদেবের প্রতি আমার টান বা মমতা কই? শ্রীগুরুদেবের আদেশ পালনে যত্ন কই? শ্রীগুরুদেবের কার্য্যে কৃষ্ণ বা কার্য্য বলিয়া জ্ঞান হয় না কেন? ইহার কাহাকে আমার ইহ-পরকালের কর্ত্তা বলিয়া মনে করি না কেন? তত্ত্ব-কথা শ্রবণফলে আমার সম্বন্ধজ্ঞানোদয় হয় নাই বলিয়াই ত? সেবার মূলে টান বা প্রীতি, তাহাই যখন নাই, তখন আমার বাহ্য সেবা-চেষ্টা প্রাণহীন দেহের চেষ্টা নয় ত কি?

শ্রীগুরুদেব জন্ম-মরণ-শীল জীব মাত্র নহেন, তিনি আশ্রয়-জাতীয় ভগবান্, তাঁহার সেবা সৌন্দর্য্যে স্বয়ং রাধা-গোবিন্দ আকৃষ্ট। তিনি আমাদিগকে দুঃখের আকরস্বরূপ ভোগময় সংসার হইতে উদ্ধার করিয়া কৃষ্ণ-সেবানন্দ প্রদান করিবার জন্য প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইয়াছেন। সেবা শিক্ষা দিবার জন্য তাঁহার আবির্ভাব। শ্রীগুরুদেবই ভগবানের আদর্শ সেবক। ভগবানের সেবায় শুদ্ধ অধিকার একমাত্র মুকুন্দ-প্রেষ্ঠ গুরুদেবেরই আছে। তিনি কৃপা করিয়া যদি আমাদিগকে সেবার অধিকার দেন, তাহা হইলেই আমাদের ন্যায় অযোগ্য জীবও কিছু পরিমাণে সেবা করিতে সমর্থ হয়, নতুবা নিজেকে আশ্রয়-বিগ্রহ মনে করিয়া গুরুদেবকে উল্লঙ্ঘন করিয়া স্বতন্ত্র ভাবে জীব-কল্যাণের চেষ্টা দেখাইতে গেলে আমাদের অনর্থই বাড়িয়া যাইবে, এসকল কথা আমরা সকলেই জানি, তথাপি নির্জ্জন-ভজন চেষ্টা, ... রূপ-গুণ-লীলা-স্মরণ-চেষ্টা আমাদের চিত্ত আকৃষ্ট করে ... গুরুদেবের শ্রীচরণে আত্মসমর্পণ ... তাঁহার অনুগমন

কর নাই বলিয়াই ত' মন্ত্রসিদ্ধি লাভ করিয়া মনোধর্ম্ম হইতে পরিত্রাণ ও প্রকৃত ভজনে অধিকার লাভ করিতে পারিতেছি না? আদর্শ গুরুসেবকের আচরণ কিপ্রকার তাহা এই মহাজন-বাক্যটীতে বিবৃত হইয়াছে—

গুরোঃ সেবায়াং প্রবৃত্তঃ শিষ্যঃ শ্রবণ-কীর্ত্তনাদীন্যপি ত্যাগান্ তত্ত্বান্ প্রেমা নন্দানপি গুরূন্ তত্ত্বনিষ্ঠ বিবিক্তস্থলমপি নৈবাপেক্ষতে; শ্রীগুরু-সেবায়ৈব স্বখেন সকলাধ্য-সিদ্ধার্থমিত্যুপদেশো ব্যঞ্জিতঃ:—শ্রীগুরুসেবায় প্রবৃত্ত শিষ্য গুরুসেবার জন্য নিজের ব্যক্তিগত শ্রবণ কীর্ত্তনাদি রূপ আত্মপ্রসাদ বা অদ্ভুত প্রেমানন্দ বা নিজ্জন-ভজনানন্দ, নির্জ্জন বাসাদিকে অপেক্ষা করেন না। শ্রীগুরুসেবারূপ সুখের দ্বারা সকলসাধ্য অনায়াসে লভ্য হয়।

যিনি চক্ষে অশ্রু, অঙ্গে পুলকাদি প্রদর্শন পূর্ব্বক শিষ্যের নিকট 'আমি পূর্ণ রসে ডগ-মগ' এইভাব প্রকাশ করেন, তিনিই কি প্রকৃত গুরু? না যিনি শাস্ত্র বিচারে সদাচার-নিপুণ হরিনাম স্ফোটী বহুনাম-গ্রহণকারী আত্মাভিমানী ব্যক্তি তিনিই প্রকৃত গুরু? না কি যিনি কঠোর বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া কোন নির্জ্জন প্রদেশে কৃত্রিম রূপ গুণ-লীলা-স্মরণে প্রমত্ত আছেন, তিনিই গুরু? শাস্ত্র বিচার করিলে, শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিজজন শ্রীরূপ-প্রমুখ গোস্বামীদিগের বিচার ভাল করিয়া আলোচনা করিলে আমরা অনায়াসে জানিতে পারিব যে, ইহাদের মধ্যে কেহই প্রকৃত গুরু নহেন। শ্রীগুরুদেব শ্রীগৌরসুন্দরের সেনাপতি শ্রীরূপের আশ্রয় বিগ্রহ। তিনি লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠা বা কনক-কামিনী সংগ্রহের চেষ্টায় উদাসীন থাকিয়া শ্রীচৈতন্যের মনোভীষ্ট ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী প্রচার ও আচার যুগপৎ করিয়া থাকেন। ভক্তি-প্রতিকূল কর্ম্মজড় স্মার্ত্তবাদ, ঈশ্বর-সংশয়-চতুরতা-যুক্ত নিরীশ্বরবাদ, মায়াবাদ, প্রাকৃত সহজিয়াবাদ, ভাগবত-পাঠক বা শ্রীকীর্ত্তনকারী পাঠকের ছলে কনক কামিনী-প্রতিষ্ঠা-সংগ্রহ, শৌক্র-বিচারাবলম্বনপূর্ব্বক বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি, তৃণাদপি সুনীচতার নামে কপট দৈন্য, মন্ত্র-ব্যবসা, শ্রীবিগ্রহ ব্যবসা, কৃত্রিম রসভজন, নামাপরাধকে নাম বলিয়া প্রচারণ বিবর্ত্তবাদ, জাতি-গোস্বামিবাদ প্রভৃতি অপসিদ্ধান্ত-বিরোধি মত নিরসন করিয়া শুদ্ধভক্তি-সিদ্ধান্ত স্থাপন শ্রীরূপানুগ শ্রীগুরুদেবের আচরণ বা শ্রীচৈতন্যের মনোভীষ্ট-প্রচার। নবদ্বীপে ধাম-নির্ণয়-কারী কতিপয় মনোধর্ম্মী স্বার্থান্ধ কপটের ন্যায় যদি আমরা বাস্তব সত্য বিচার না করি, বাস্তব সত্য দেখিয়াও না দেখি, তাহা হইলে

উহা আমাদের প্রাক্তন ও আধুনিক পুঞ্জ পুঞ্জ দুষ্কৃতির পরিচয় জ্ঞাপক মাত্র।

মন ও আত্মা—এই দুইটীর মধ্যে যে সূক্ষ্ম পার্থক্য আছে, তাহা পাশ্চাত্য দার্শনিকগণও স্পষ্ট বুঝিতে পারেন নাই। হিন্দুশাস্ত্রে চিরকালই মনকে সূক্ষ্ম জড় এবং আত্মা হইতে পৃথক তত্ত্ব বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে। সাধারণ বিচারবুদ্ধি দ্বারা বিচার করিলে তাহাই প্রতীত হয়, কারণ মন সর্ব্বদা জড় বিষয়েরই অ... করিয়া থাকে, জড়াতীত কোন বস্তু আছে, চতুর্থ বা পঞ্চম মানের কোন বস্তু থাকিতে পারে, মন তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারে না। মনের বিশুদ্ধ জ্ঞানাকারতা নাই সে সর্ব্বদাই পরিবর্ত্তনশীল, আজ যাহাকে ভাল বলিয়া গ্রহণ করে, তৎপরদিনই আবার তাহাকেই মন্দ বলিয়া পরিত্যাগ করে! মন আজ যাহাকে সদ্গুরু বা সাধু বলিয়া স্থির করিল, কিছুদিন পরে আবার সেই সদ্গুরু বা সাধুকে অসদ্গুরু বা অসাধু বলিয়া ধারণা করিয়া বসে। ভগবান্ বা বৈষ্ণব গুরু অথবা ভগবৎসম্বন্ধি বস্তু জড়মনের বিচার্য্য বা অতীন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য তৃতীয় মানের অন্তর্গত জড়বস্তুর অন্তর্গত নহে। মন যখন প্রত্যক্ষ অনুমানের অন্তর্গত বস্তু সম্বন্ধে বিচার করিতে গিয়া ভ্রমে পতিত হয়, তখন অতীন্দ্রিয় বস্তুর সম্বন্ধে সে যে প্রম করিবে, তাহাতে বিচিত্রতা কি? তজ্জন্য আমরা সাধারণের নিকট জিজ্ঞাসা করি—যাঁহারা সাধু-গুরু-বৈষ্ণব, ভগবান্, ভগবদ্ধাম সম্বন্ধে বিচার করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাঁহারা কি সদ্গুরু-চরণাশ্রয়পূর্ব্বক পুরশ্চরণবলে মন্ত্রসিদ্ধ ও তৎফলে মনোধর্ম্ম হইতে পরিত্রাণ পাইয়া দিব্যদৃষ্টি লাভ করিয়াছেন, না কি স্বার্থের বশীভূত হইয়া মাৎসর্য্যান্বিত হইয়া বিষ্ণুবৈষ্ণব-বিদ্বেষ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন? বিষ্ণু ও তৎসম্বন্ধি বস্তুর বিচার করিতে হইলে দিব্যজ্ঞানসম্পন্ন হওয়া চাই।

মায়াবাদী-কল্পিত অবিদ্যার অবগুণ্ঠন
উন্মোচন

(পণ্ডিত শ্রীপাদ অতীন্দ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়)

আচার্য্য শঙ্কর 'অবিদ্যা' নাম্নী একটী অশ্বডিম্ব আবিষ্কার করিয়াছেন এবং তাহারই দ্বারা ব্যাপক ব্রহ্মকে আবৃত করিয়া জীবে পরিণত করিয়াছেন এবং সেই জীব অবিদ্যাবশতঃ জগৎ না থাকা সত্ত্বেও রজ্জুতে সর্প-দর্শনবৎ বিবর্ত্তগ্রস্ত হইয়া জগৎ-দর্শন করিতেছেন, কিন্তু বস্তুতঃ জগৎ নাই। জীব "অহংব্রহ্মাস্মি" প্রভৃতি মহাবাক্যানুশীলন-ফলে অবিদ্যামুক্ত হইলেই জগতের নাস্তিত্ব এবং নিজের ব্রহ্মস্বরূপত্ব উপলব্ধি করিতে পারেন। মুক্তাবস্থায় তিনি যে অবিদ্যা-গ্রস্ত হইয়া নিজেকে জীবরূপে কল্পনা করিয়াছিলেন এবং স্বপ্ন বস্তু দর্শনের ন্যায় অবিদ্যা-কর্ত্তৃক নির্ম্মিত জগৎ দর্শন করিয়াছিলেন এই প্রকার অনুভূতি-বৈচিত্র্য তাঁহার থাকে না। তিনি তখন কেবল শুদ্ধ ব্রহ্ম-স্বরূপ হয়েন। দ্রষ্টা, দৃশ্য ও দর্শন বা জ্ঞান, জ্ঞেয় ও জ্ঞাতা রূপ যে ভেদানুভূতি, তাহা অবিদ্যাবৃত কল্পিত জীবেরই হইয়া থাকে, অবিদ্যামুক্ত শুদ্ধব্রহ্মের হয় না।

আচ্ছা, মায়াবাদী যে এই অবিদ্যা নাম্নী অশ্বডিম্বটী আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহার সম্বন্ধে আমাদের কিছু বক্তব্য আছে। প্রথমতঃ মায়াবাদী-কল্পিত অবিদ্যার 'আশ্রয়ানুপপত্তি' হইতেছে, অর্থাৎ অবিদ্যার কোন আশ্রয় নির্ণয় হয় না। কারণ, অবিদ্যা-বশেই যদি জীবের উৎপত্তি হয়, তাহা হইলে সেই অবিদ্যা কখন জীবে থাকিতে পারে না, তাহাকে অন্যত্রই থাকিতে হইবে। জীবাশ্রিত অবিদ্যা জীবের উৎপাদক হইতে পারে না, হইলে 'অন্যোন্যাশ্রয়' দোষ উপস্থিত হয়। দ্বিতীয়তঃ ব্রহ্মও এই অবিদ্যার আশ্রয় হইতে পারেন না। কারণ, ব্রহ্ম স্বপ্রকাশ বস্তু ও জ্ঞান-স্বরূপ, তাঁহাতে অজ্ঞান রূপ অবিদ্যা থাকিবে কি প্রকারে? সূর্য্যালোকে অন্ধকারের অস্তিত্ব থাকা যেরূপ অসম্ভব, তদ্রূপ স্বপ্রকাশ জ্ঞান-স্বরূপ ব্রহ্মেও অবিদ্যার অবস্থিতি কখনও সম্ভবপর নহে। সুতরাং অবিদ্যার কোন আশ্রয়ই নির্ণয় হইতেছে না, অতএব মায়াবাদী-কল্পিত 'অবিদ্যা' আশ্রয়হীন বলিতে হইবে।

অদ্বৈতবাদী-কল্পিত অবিদ্যার 'তিরোধানানুপপত্তি' হইতেছে অর্থাৎ অবিদ্যা ব্রহ্মকে কখনই তিরোধান করিতে বা আবরণ করিতে পারে না। যিনি জ্ঞান-স্বরূপ তাঁহাকে অজ্ঞান স্বরূপ অবিদ্যা আবৃত করিবে কি প্রকারে? অবিদ্যা ব্রহ্মকে আবৃত করিতে পারে স্বীকার করিলে ব্রহ্মেরই স্বরূপ-হানি স্বীকার করিতে হয়। সুতরাং ব্রহ্মের তিরোধান অবিদ্যা কর্ত্তৃক সাধিত হয় অর্থাৎ অবিদ্যা ব্রহ্মকে আবৃত করে ইহা সিদ্ধ হইতেছে না, অতএব অদ্বৈতবাদের মূলই উচ্ছিন্ন হইতেছে।

শাঙ্কর অবিদ্যার 'স্বরূপানুপপত্তি' হইতেছে অর্থাৎ অবিদ্যাকে যখন একটা কিছু বলিতে হইবে, তখন উহাকে হয় সৎস্বরূপ, না হয় অসৎ স্বরূপ বলা প্রয়োজন। কিন্তু শঙ্করের মতে ইহাকে সৎ স্বরূপ বলা হয় না এবং অসৎ-স্বরূপও বলা হয় না। প্রকৃত পক্ষে যৎক্ষণ এই

অবিদ্যাকে যথার্থ অনর্থকারক ভ্রম এবং ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র না বলা যায়, ততক্ষণ ইহার মায়িকত্বই প্রমাণিত হয় না।

সুতরাং শঙ্কর-কল্পিত অবিদ্যা যে সদসদ্ভিন্ন-স্বরূপ, তাহা উপপন্ন হয় না, অতএব শাঙ্কর অবিদ্যার স্বরূপই অসিদ্ধ বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে।

কেবল দ্বৈতবাদী-কল্পিত 'বন্ধ্যাপুত্রী' রূপী অবিদ্যার 'অনির্ব্বচনীয়ত্বানুপপত্তি' হইতেছে অর্থাৎ কেবলাদ্বৈত মতে যে অঘটনঘটনপটীয়সী মায়া বা অবিদ্যা স্বীকৃত হয়, তাহা ভাব-স্বরূপ কিম্বা অভাব-স্বরূপ নহে বলিয়া তাহার কোনরূপ লক্ষণই সম্ভবপর নহে।

জ্ঞান মাত্রেই ভাব বা অভাব বস্তুকেই বিষয় করে। কিন্তু যদি বলা হয়, জ্ঞানের যে বিষয়, তাহা ভাবরূপও নহে, অভাবরূপও নহে, তাহা হইলে যে কোন বস্তুই যে কোন জ্ঞানের বিষয় হইতে পারে। সুতরাং বন্ধ্যাপুত্রী অবিদ্যাকে যে অনির্ব্বচনীয়স্বরূপ বলিয়া তাহার লক্ষণ সম্ভব বলিবে, তাহাও বলা যায় না। অনির্ব্বচনীয় বলিলেই তাহা ভাব বা অভাবের অন্তর্ভুক্ত হইবে। অতএব কেবলাদ্বৈত বাদী যে লক্ষণান্বিত অবিদ্যা প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছেন, অবিদ্যার সেই লক্ষণই অসিদ্ধ বলিয়া প্রমাণিত হইল।

প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধমতবাদী-কল্পিত অবিদ্যার 'প্রমাণানুপপত্তি' হইতেছে। অর্থাৎ এই অবিদ্যা থাকায় প্রত্যক্ষ, অনুমান কিম্বা শব্দ এই প্রমাণত্রয়ের কোন একটী প্রমাণও পাওয়া যায় না। সুতরাং এবম্বিধ অবিদ্যা অঙ্গীকারে প্রমাণেরও অনুপপত্তি হয়।

লৌকিক যুক্তি-সর্ব্বস্ব 'চামগোদাই মতবাদী'র উপর, মস্তিষ্কের আবিষ্কৃত অবিদ্যার 'নিবর্ত্তকানুপপত্তি' হইতেছে। অর্থাৎ নির্ব্বিশেষ নির্গুণ ব্রহ্মজ্ঞানে এই অবিদ্যার নিবৃত্তিও হইতে পারে না। কারণ, নির্গুণ ও নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের জ্ঞানই অসম্ভব। যে বস্তুর জ্ঞান লাভ হয়, তাহাও কখন নির্ব্বিশেষ নির্গুণ হইতে পারে না, জ্ঞানের বিষয়ীভূত বস্তু মাত্রেই সগুণ ও সবিশেষ। সুতরাং নির্গুণ, নির্ব্বিশেষ, নিরঞ্জন, চিন্মাত্র ব্রহ্মবাদী-কল্পিত ব্রহ্মের জ্ঞানলাভ সম্ভবপর না হওয়ায়, তাঁহাদের অবিদ্যার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভের কোন উপায়ই দেখা যায় না এবং অবিদ্যা নিবৃত্তি না হওয়ায় তাঁহার মুক্তির সম্ভাবনা নাই।

মায়াবাদী-কল্পিত অবিদ্যার 'নিবৃত্ত্যনুপপত্তি' হইতেছে। মায়াবাদের যে অবিদ্যা তাহার নিবৃত্তি কখনই সম্ভবপর নহে। কারণ, তাঁহাদের মতে অবিদ্যা অনাদি ভাবরূপ। ইহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে সেই অনাদিভাব রূপ বস্তুর আত্যন্তিক বিনাশ অসম্ভব।

সুতরাং অদ্বৈতবাদের মূলভিত্তি স্বরূপে যে অবিদ্যা সেই অবিদ্যাই যখন উল্লিখিত যুক্তি সমূহের দ্বারা খণ্ডিত হইয়াছে, তখন অদ্বৈতবাদের সিদ্ধান্ত সৎসিদ্ধান্ত বলিয়া অঙ্গীকার করা যাইতে পারে না।

নিয়ম সেবা

(শ্রীপাদ রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিরত্ন)

দামোদর মাস বা কার্ত্তিক মাস, চাতুর্ম্মাস্যের মধ্যে শেষ নিয়ম-সেবার মাস। এই মাসে বঙ্গদেশ ভরিয়া নিয়ম সেবার খুব ছড়াছড়ি পড়িয়া যায়। সাধারণ অনভিজ্ঞ সমাজে নিয়ম সেবার অর্থ—নিজেরা নিয়ম মত খাওয়া দাওয়া প্রভৃতি; অর্থাৎ কার্ত্তিক মাসে মৎস্য, মাংস, ডিম্ব ইত্যাদি আমিষ দ্রব্য গ্রহণ করিতে নাই। নিরামিষ—শাকতরকারি, দুগ্ধ ঘৃত, দধি ছানা-মাখন, আতপ তণ্ডুল প্রভৃতি খাওয়া, তিন বেলা স্নান ও ভাগবত পাঠ শ্রবণ, ঠাকুর দেখা ও দণ্ডবৎ করা, সন্ধ্যারাত্রিকাদি দর্শন করা।

কেহ বা সংক্ষেপে নিয়ম সেবা করিতে যাইয়া, অন্যান্য বারগুলি বাদ দিয়া শুধু রবিবারে নিরামিষাদি খাওয়াকেই নিয়ম-সেবা বলেন।

তদপেক্ষা অভিজ্ঞাভিমানী সম্প্রদায় নিয়ম-সেবা কথাটা নিজের জন্য ব্যবহার না করিয়া ঠাকুর-সেবার পর্য্যায় আনিয়াও অনাচারী ভ্রষ্টাচারী বেতন ব্রাহ্মণব্রুবদিগের দ্বারা অর্চ্চন, মঙ্গলারাত্রিক, মধ্যাহ্নারাত্রিক সন্ধ্যারাত্রিক, ভোগারাত্রিক প্রভৃতি করাইয়া থাকেন। তাঁহারা স্মার্ত্তানুগ প্রাকৃত বিচারাবদ্ধতা-হেতু আপনাদিগকে দীক্ষিতাভিমান সত্ত্বেও শূদ্র, তাঁতী, বসাক, মালাকার, বণিক প্রভৃতি বলিয়া অভিমান করায় ঠাকুর-ঘরে প্রবেশ ও ঠাকুর সেবার অযোগ্য মনে করেন। ইহা মনে করিবার একটি প্রধান কারণ পতিত-পাবন শ্রীগুরুদেবে শরণাপত্ত্যভাব। যে সকল কুল-গুরু পতিত-পাবনাভিমানে মন্ত্রাদি দান করেন, তাহা একটা অভিনয় মাত্র। গুরুাভিমানীরা নিজেই পতিত থাকেন, সুতরাং তাঁহাদিগের অনুগতাভিমানী শিষ্যগণ তাঁতী জোলাই থাকিয়া যান, আর নিজের প্রাণের আরাধ্য ঠাকুর শ্রীরাধা-গোবিন্দের সেবা যার তার দ্বারা করাইবার ফতোয়া দিয়া স্মার্ত্ত-বিচারের গণ্ডী বজায় রাখেন। শুধু তাহাই নহে, তথা-কথিত ব্যবসাদার ভণ্ড পাঠকদিগের দ্বারা ভাগবতাদি পাঠ করাইয়া তাঁহাদিগের পারিশ্রমিক স্বরূপে কিঞ্চিৎ রজত কাঞ্চনাদি বিনিময় করিয়া নিয়ম-সেবা প্রতিপালিত হইতেছে মনে করিয়া নিজেকে অত্যন্ত কৃত-কৃতার্থ জ্ঞান করেন। এইগুলি নিয়ম-সেবা তো নহেই, এবং ঠাকুরের কোন সেবাই হয় না। ভাগবত পাঠ দূরের কথা, গ্রাম্য কথাই প্রসঙ্গ-ক্রমে উপস্থিত হইয়া যায়। ঠাকুর সেবা ও ভাগবত-পাঠ উভয়েরই উদ্দিষ্ট বস্তু ঠাকুর ও ভাগবতের পরিবর্ত্তে কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠারই তাণ্ডব-নৃত্য আরম্ভ হয়। এই সমস্ত মামুলি কার্য্যে গৃহ-কর্ত্তারও লোক দেখানো প্রতিষ্ঠার্জ্জন অর্থাৎ "আমার গৃহে খুব বড় নামজাদা পাঠক দ্বারা ভাগবত পাঠ দিয়াছি" প্রভৃতি প্রতিষ্ঠার্জ্জনেচ্ছাই দৃষ্ট হইয়া থাকে। তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ-স্বরূপ চোখে আঙ্গুল দিয়া বলা যাইতে পারে, বঙ্গদেশে সুপ্রসিদ্ধ ঢাকা সহরে ঠাকুরবাড়ী-বহুল স্থানে তথা-কথিত অর্চ্চন ও পাঠের অমাননীয় অভাব নাই। এই নিয়ম-সেবার মাসে দেবল ও ভৃত্যগণ যে যেখানেই থাকুন, ঢাকা সহরে না আসিলে উপায় নাই, যেহেতু সারাটী বৎসরের খাদ্য-সংগ্রহের রোজগারটা করিয়া লওয়া চাই।

ইহাতে ভোক্তাদিগের উদর পূর্ণ হয় বটে, কিন্তু দাতাদিগের—ইহকালে ধনক্ষয় ও পরকালে অসৎসঙ্গ-জনিত কর্ম্ম-বিপাকে পড়িয়া অধম যোনীতে জন্ম লাভ এবং ইহকালে, 'কাপরব-বিষানলে দিবানিশি হিয়া জ্বলে' তাহা জুড়াইবার নিমিত্ত কোন উপায় খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। কেবল অর্থ-ব্যয়ে অনর্থই বৃদ্ধি পায় এবং উপবাসাদি দ্বারা চিত্তবৃত্তি ইহাই দেখা যায়।

উভয়বিধ উভয় প্রকার নিয়ম-সেবিগণই আবহপ্রণালীদ্বারা শুধু বঞ্চিতই হইতেছেন। যেমন ইহকালে সাংসারিক কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবার পূর্ব্বে প্রবীণ সংসারী কোন ব্যক্তির পরামর্শ গ্রহণ করা প্রয়োজন হইয়া থাকে, সেই প্রকার পারমার্থিক কোন কার্য্যে নিজে কিছু লাভবান হওয়ার অভিলাষ লইয়া অগ্রসর হইতে হইলে পরমার্থ-তত্ত্বাভিজ্ঞ কোন শাস্ত্রনিপুণ প্রাজ্ঞ পারমার্থিকের উপদেশ গ্রহণ করিতে হয়।

অবশ্য বর্ত্তমান কাল কলিতে শাস্ত্রজ্ঞ আচারবান সদ্ধর্ম্মনিষ্ঠ পারমার্থিকের খুবই অভাব। কোন নামজাদা পাঠকের চেলাগিরি করিয়া দুই চার পাতা অনুস্বার বিসর্গ মুখস্থ করিয়া দলে দলে নব্য নব্য সভ্যাভিমানী ছেলে-ছোকরার দল শাস্ত্রজ্ঞ আচার্য্যাভিমানে এলবার্ট ফেলিয়া মাথা নেড়া করিয়া, অন্ততঃ কার্ত্তিক মাসটার জন্য, পরে কুন্তল-কৌমুদীর সৌরভে যথেষ্ট কুন্তল গজাইয়া উঠিবে—আবার দেশে দেশে গলা বাজি করিয়া ফিরিলেও উঁহাদিগের নিকট পারমার্থিক কোন সংবাদই পাওয়া যাইবে না। কারণ উঁহারা বিদ্যারম্ভ হইতে বিদ্যালয় ত্যাগ পর্য্যন্ত উদরান্ন ও তৎসংশ্লিষ্ট অন্য কিছুর প্রার্থী হইয়াই সংসারে বিচরণ করেন।

নিয়ম-সেবা অর্থে চাতুর্ম্মাস্য ব্রতারম্ভ হইতে অর্থাৎ শয়নৈকাদশী হইতে উত্থানৈকাদশী পর্য্যন্ত চারি মাস কাল নিজে ভোগ-ত্যাগী হইয়া শ্রীহরির বিশেষ বিশেষ অর্চ্চন করিতে হইবে। শ্রীহরি-ভজনার্থে চাতুর্ম্মাস্য-কাল নিয়ত শুদ্ধ-বৈষ্ণবের সঙ্গে তাঁহাদিগের সেবা ও শ্রীমুখ বিগলিত শ্রীহরিকথা শ্রবণ এবং তাঁহাদের আনুগত্যে কীর্ত্তন করিতে হইবে।

এই কার্ত্তিক মাসে শ্রীরাধা-দামোদর-সেবার বিশেষ বন্দোবস্ত করিয়া সেবা-সৌষ্ঠব বর্দ্ধন ও স্বয়ং ভোগাদি ত্যাগ দ্বারা আচার্য্যগণ নির্দ্দিষ্ট শাস্ত্র-বিহিত বিধান পালন করা এবং সেবাধিকার সংরক্ষণার্থে বাস্তব শ্রীরাধা-দামোদরের সেবকগণের সেবা করাই একমাত্র কৃত্য।

যাঁহারা শ্রীরাধা-দামোদরের সেবক থাকিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদিগের পক্ষে তথা-কথিত নিয়ম-সেবিগণের ন্যায় ক্ষণিক নিয়ম পালনার্থে মৎস্য, মাংস, ডিম্ব প্রভৃতি আমিষ ভোগ বা ত্যাগের কোন প্রশ্নই উপস্থিত হইতে পারে না। তাঁহারা শ্রীরাধা-দামোদরে নিবেদিত মহাপ্রসাদ ভিন্ন যাবতীয় বস্তুকেই নিতান্ত অপবিত্র বস্তু জানিয়া নিত্য কাল সুদূরে নিক্ষেপ করিয়া থাকেন।

জিহ্বোপস্থের লাম্পট্য বৃদ্ধি কখনও শ্রীরাধা-দামোদর-সেবকের লক্ষণ নহে। যদি কাহারও এরূপ দুর্দ্দৈব অসৎ সাহচর্য্য-ফলে অপরিহার্য্য হইয়া উঠে, তবে তাঁহাদিগের নিয়ম-সেবা বাতুলতা মাত্র। শুধু বঞ্চনার আয়োজন ব্যতীত আর কিছুই নহে।

যাঁহারা শ্রীরাধা দামোদরের সেবা করিয়া নিয়ম-সেবারূপ ব্রত পালনের কিছু সামর্থ্য লাভ করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা শ্রীরাধা-দামোদরের শুদ্ধ ভক্তিসিদ্ধান্ত-বাণী-প্রচারক গৌড়ীয়, নদীয়া-প্রকাশ—পুনঃ পুনঃ অনুশীলন করুন। আমি [illegible] বারম্বার বলিতেছি, সমস্ত [illegible] পাঠ করুন, শ্রবণ করুন, [illegible] হইবে—অনাদি [illegible] হইবে।

পর-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

সম্প্রতি পর বিদ্যাপীঠে নিম্নলিখিত শিক্ষণীয় বিষয়নিচয়ের অধ্যাপকের আসন সমূহ সংস্থাপিত হইয়াছে—বিদ্যার্থিগণ আবেদন করুন।

১। সাহিত্যাসন, ২। ঐতিহ্যাসন,
৩। সম্প্রদায়বৈভবাসন, ৪। ভক্তিশাস্ত্রাসন,
৫। তত্ত্বশাস্ত্রাসন, ৬। বেদান্তাসন,
৭। একায়নাসন।

শ্রীনন্দলাল রায় বি, এ, কাব্যতীর্থ, বিদ্যাসাগর,
সম্পাদক—পরবিদ্যাপীঠ, শ্রীধাম মায়াপুর।

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

শ্রীগৌড়ীয়প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৪০৲ চল্লিশ টাকা।

২৭২৪ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে,
সপ্তচত্বারিংশ খণ্ডে সূচী ছাপা হইতেছে।

৪৬শ খণ্ড গ্রাহক নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে ১৫৷৵০ সাধারণ পক্ষে ২০৸৶০। প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৶০, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ।৵০।

দশম স্কন্ধ ছাপা হইতেছে। দশম স্কন্ধের ভিক্ষা ১২৲, অগ্রিম সাধারণের পক্ষে ৮৲।
৫০ অধ্যায়পর্যন্ত নবম সংখ্যা ছাপা হইয়াছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

"শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত"

সম্পূর্ণ ছাপা শেষ হইয়াছে

আদি, মধ্য, ও অন্ত্যলীলা এবং সূচী ছাপা হইয়া সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছেন। যাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ১০৲ টাকা ভিক্ষার তৃতীয় সংস্করণ ৪৲ টাকায় না পাইয়া অপূর্ব্ব সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের জন্যই উহার ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছেন। সেই ১০৲ টাকার এই বিরাট্ গ্রন্থ নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত ৫৲ টাকা ভিক্ষায় দেওয়া হইবে। গ্রাহকগণ সত্বর হউন পরে আর এ সুযোগ দেওয়া হইবে না।

শ্রীচৈতন্য-লীলার ব্যাস আদিকাব

শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র গ্রন্থ ৮৲ স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲
নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪॥০ টাকা

শ্রীচৈতন্য মঠের যাবতীয় গ্রন্থ
কার্য্যাধ্যক্ষ, গ্রন্থ-বিভাগ, শ্রীচৈতন্য মঠ
পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া
—অথবা—
শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা
ঠিকানায় পাওয়া যাইবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—ডাকে লইলে শ্রীচৈতন্য মঠের ঠিকানায় লিখিবেন।

উড়িয়া ভাষায় প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

যে সব উৎকলবাসী ভক্তগণ বাংলা পড়িতে জানেন না, তাঁহাদের শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর প্রচারিত পরম উপাদেয় ভক্তি-কথা জানিবার সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে উড়িয়া-ভাষায় নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হইঃ বাংলা গ্রন্থের তুলনায় উড়িয়া গ্রন্থগুলির ভিক্ষাও অপেক্ষাকৃত অল্প।

গ্রন্থের নাম	ভিক্ষা
শ্রীহরিনাম চিন্তামণি, প্রতিখণ্ড	॥০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	১৲
সাধন পথ (শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টক) প্রতিখণ্ড	।০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	॥০
কল্যাণ কল্পতরু প্রতিখণ্ড	৵০
একত্রে ৩খণ্ড লইলে	।০
গীতাবলী প্রতিখণ্ড	⁄১০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৶১৫
শরণাগতি প্রতিখণ্ড	⁄০
একত্রে ৩খণ্ড লইলে	৵৫

প্রাপ্তিস্থান { শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ, কটক
এবং
শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, পুরী

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিম্নলিখিত মঠসমূহে প্রাপ্তব্যঃ—

১। শ্রীচৈতন্য মঠ,— পোঃ, শ্রীধামমায়াপুর, (নদীয়া)।
২। শ্রীগোরগদাধর মঠ,—চাঁপাহাটি, সমুদ্রগড় পোঃ, (বৰ্দ্ধমান)।
৩। শ্রীভাগবত আসন,—ভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৪। শ্রীগৌড়ীয় মঠ,—১নং উল্টাডাঙ্গা জংসন রোড্, কলিকাতা।
৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ,—চটকপর্ব্বত, পুরী,
৬। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ,— উড়িয়া বাজার, কটক।
৭ শ্রীভাগবত মঠ,—চিরাদিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।
শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ,—৪নং জগজ্জীবনপুরা, কাশী, ইউ, পি।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,—ছিপিগলি, বৃন্দাবন, মথুরা, ইউ, পি।
শ্রীপরমহংস মঠ—নিমসার পোঃ, সীতাপুর, ইউ পি।
শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ,—কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল, পাঞ্জাব।
১২ শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠ,— ২নং নবাবপুর রোড্, ঢাকা।
১৩ শ্রীগদাইগৌরাঙ্গ মঠ,—বালিয়াটি, ঢাকা।
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম,—আমলাযোড়া, রাজবাঁধ পোঃ, বৰ্দ্ধমান।
১৫। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ,—ভুমুরকোন্দা, চিরকুণ্ডা পোঃ, মানভূম।
১৬। শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয় মঠ,— আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী, উড়িষ্যা।

এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণের নিকটও নদীয়া-প্রকাশ প্রাপ্তব্য।

১। শ্রীযুক্ত জনার্দ্দন ঘোষ—নং লঞ্চ রোড, খুলনা
২। শ্রীযুক্ত রাধাচরণ গোস্বামী ঠাকুরজ —দেওয়ানগঞ্জ,
হলদিবাড়ী কুচবিহার।
৩। শ্রীযুক্ত রামরঞ্জন রায়—১৩।২নং শ্রীগোপাল মল্লিক লেন, কলিকাতা
৪। শ্রীযুক্ত অমূল্যকুমার সরকার এম, ডি, ও, ফৈজাবাদ।
৫। মিঃ এন ডি, মুখার্জ্জি—এম, এম, ওয়ার্কস দি মল, কানপুর।
৬। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণবিহারী জ্যোতিভূষণ—স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া
৭। শ্রীরাসবিহারী দাস অধিকারী, নবদ্বীপ।
৮। শ্রীবিরাজমোহন দে—মনমোহন প্রেস, নবাবপুর, ঢাকা।
৯। শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ গড়গড়ি বেড়াচাঁপা, ২৪ পরগণা।

অন্যথা না ভজে কৃষ্ণ, দুষ্ট সঙ্গ করে। পুন সেইমত মায়া পাপে ডুবি মরে

শ্রীচৈতন্যমঠের গ্রন্থাবলী

শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুর বিরচিত
ভক্তি-গ্রন্থাবলী।

উৎকৃষ্ট কাপড়ে বিলাতী ধরণে বাঁধাই
স্বর্ণালঙ্কৃত। চতুর্থ সংস্করণ। বিস্তৃতবিষয় সূচীসহ

জৈবধর্ম্ম

বাঁধাই ২৲ দুই টাকা

প্রকাশিত হইয়াছে

সনাতন ধর্মশাস্ত্র বেদ, বেদান্ত, উপনিষৎ, গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত, পুরাণ, তন্ত্রাদি সকল গ্রন্থ পাঠ করিবার অবসর অতি অল্প মানবেরই ঘটিয়া থাকে। অনেকের যোগ্যতা না থাকায় সেই সমস্ত গ্রন্থের মর্ম্ম অবগত হইতে পারেন না। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বাঙ্গালীর এই অসুবিধা দূরীভূত করিবার জন্য এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

বিদ্যালয়ের ছাত্র বা শিক্ষকগণের বিশেষ পাঠ্য, এই হেতু শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টার বাহাদুর তাঁহার সমস্ত বিদ্যালয়ের জন্য অনুমোদন করিয়াছেন।

শ্রী নদীশিক্ষামৃত

প্রথম খণ্ড ভিক্ষা—১৲ একটাকা

শ্রীরূপ শাস্ত্রবাক্য দ্বারা প্রত্যেক মানবের নিত্য কর্ত্তব্য ও অনিত্য সাময়িক কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। গ্রন্থের প্রতি উক্তি সনাতন শাস্ত্রবাক্য দ্বারা সমর্থিত ও প্রমাণিত হইয়াছে। দেহের, মনের ও আত্মার ধর্ম্ম কি? স্বদেশ, সমাজ, নীতি, ধর্ম্ম কি? ইত্যাদি বিষয় রুচ্যনুসারে এমন সুন্দরভাবে যুক্তিসহকারে আলোচিত হইয়াছে যে, প্রথম পংক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত পাঠ না করিয়া নিবৃত্ত হওয়া যায় না।

শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য

ভিক্ষা ৶০

ঐ প্রমাণ খণ্ড ভিক্ষা ৶০

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিহার ও লীলাভূমি নয়টী দ্বীপ-সমন্বিত। এই নয় দ্বীপের প্রাচীন বিবরণ—প্রত্যেক দ্বীপে শ্রীমহাপ্রভুর লীলা—প্রত্যেক দ্বীপের পরিচয়, শ্রীধাম-মাহাত্ম্য—ধামাপরাধ কি? ইত্যাদি বিষয় বিশেষভাবে মনোহর ছন্দে বর্ণিত। পকেট সাইজ প্রায় ১৫০ পৃষ্ঠা।

শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ

উজ্জ্বল ব্রোঞ্জ-ব্লু কালীতে উত্তম কাগজে ছাপা—শ্রীনবদ্বীপধাম দর্শনে ভাবুক দর্শনকারীর কি প্রকার ভাবের উচ্ছ্বাস হয়, তাহা এই গ্রন্থে বর্ণিত। অতি চমৎকার। ভিক্ষা চারি আনা।

শ্রীমনঃশিক্ষা

৶০ দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভুকে উপদেশচ্ছলে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে পণ্ডিতগণের অনুকূল ও প্রাতিকূল বিচার অতি সুন্দরভাবে ব্যক্ত হইয়াছে। তদ্ব্যতীত শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদিষ্ট শিক্ষা ও উপদেশ বিশেষভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

গৌড়ীয়-বৈষ্ণব জগতে অভিনব গ্রন্থ !!
শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতি-গ্রন্থাবলী :—

শরণাগতি

পকেট সাইজ
অষ্টম সংস্করণ
ভিক্ষা ৴০ আনা

দেহ ও মনের চেষ্টা অনিত্যবস্তু লইয়া—ইহা যখন জীব বুঝিতে পারে, তখন একমাত্র নিত্যবস্তু শ্রীভগবানের প্রতি তাহার কোন অভাব আবেগময়ী প্রার্থনা হয় এবং শ্রীভগবানে সর্ব্বান্তঃকরণে সঙ্কটে কি প্রকারে শরণাপন্ন হইতে হয়, ইত্যাদি বিষয়ক প্রাণস্পর্শী প্রার্থনা ও আত্মসমর্পণমূলক গান। উড়িয়া সংস্করণও প্রকাশিত হইয়াছে

ভিক্ষা প্রতি খণ্ড ৴০ এক আনা

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা—৴০, নবদ্বীপশতক—৴০
অর্থপঞ্চক—৴০

কল্যাণকল্পতরু

পকেট সাইজ
পঞ্চম সংস্করণ
ভিক্ষা ৴১০

আমরা প্রতিনিয়ত নূতন অভাব ও কামনার বশবর্ত্তী হইয়া পুনঃপুনঃ যে অকল্যাণকে কল্যাণ বলিয়া গ্রহণ করি এবং তাহার নিকট কল্যাণ কামনা করি, দিন দিন তাহা যথার্থ কল্যাণ প্রদানে অসমর্থ এবং কোন বস্তু আমাদের নিত্য কল্যাণদাতা যাহাকে ভাবে আমরা সেই কল্যাণলাভে সমর্থ হইব এই সকল কথা সরল গানে নিবদ্ধ। এই গীতিগ্রন্থ বাস্তবিক কল্যাণের কল্পতরু, তাহা প্রত্যেককে নিত্যকল্যাণ প্রদানে

শ্রীল চক্রবর্ত্তি ঠাকুরের টীকা সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠাকুর কৃত টীকা ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কৃত অনুবাদ। টীকাকারের জীবনী, শ্লোক সূচী, বিষয়সূচি প্রভৃতি বহু প্রয়োজনীয় বিষয় সম্বলিত প্রায় ৮২৫ পৃষ্ঠা। উৎকৃষ্ট সিল্কে বাঁধাই ২৲ দুই টাকা। কাগজে বাঁধা ১॥০

শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ কৃত ভাষ্য সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

কাগজ ও ছাপা উৎকৃষ্ট। সিল্কে বাঁধাই, সোনার জলে নাম লেখা রাজসংস্করণ ২৲ টাকা। সাধারণ সংস্করণ ১॥০, গৌড়ীয়ের গ্রাহকপক্ষে ১।০

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি

(বৈষ্ণবকোষগ্রন্থ)

বিষয়—১। ভক্তিশাস্ত্রে ব্যবহৃত শব্দাবলীর অর্থ, ২। চারি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের তালিকা, ৩। বিষ্ণুবৈষ্ণবসম্পর্কিত শ্রীমন্দির ও শ্রীগ্রন্থের বিবরণ, ৪। বৈষ্ণবধর্ম ও প্রাকৃত বস্তুসমূহের বিবরণ, ৫। বিষয় বিশেষের লৌকিক ও শাস্ত্রীয় আনুকূল্যে যাবতীয় তথ্য। চারিখণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ১ম খণ্ড ৸০, ২য় খণ্ড ৸০, ৩য় খণ্ড ৸০, ৪র্থ খণ্ড ৷৵০, চারিখণ্ড একত্রে ৩৲ (৫ম খণ্ড যন্ত্রস্থ)।

শ্রীভাগবতসন্দর্ভ

—১ম খণ্ড ১৲ এক টাকা
২য় খণ্ড ১৲ এক টাকা-শ্রীমদ্ভাগবতের গ্রাহক ও গৌড়ীয় গ্রাহকগণ ৸০ টাকায় দুইখণ্ড পাইবেন। বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমজ্জীব গোস্বামিপাদের রচিত গ্রন্থ। ইহাতে ষট্‌সন্দর্ভের সাধক প্রয়োজনীয় অংশ। প্রতি খণ্ড ডবল ক্রাউন ৮ পেজীর ৯৬ পৃষ্ঠা আকারে মুদ্রিত হইতেছে।

শ্রীমদ্গোপালভট্ট গোস্বামী সঙ্কলিত

সদাচারস্মৃতিঃ

ভিক্ষা ৴০ মাত্র

রেজেষ্টার্ড

মদন মঞ্জরী

বটিকা স্বপ্ন ও ধাতুদৌর্ব্বল্য, ইন্দ্রিয়শৈথিল্য প্রভৃতি, অম্ল, অজীর্ণ, বুক জ্বালা, মাথা ঘোরা, বুক ধড়ফড়ানি, শরীর ভাঙ্গা প্রভৃতি লক্ষণ সত্বর নির্দ্দোষ আরোগ্য হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ৩২ বটী ১৲ এক টাকা।

"নপুংসকারি ঘৃত"
পুরুষহানি রোগে বাহ্যপ্রয়োগ দ্বারা আরোগ্য করিতে অব্যর্থ। মূল্য ১৲ টাকা।

"রমণবিলাসিনী বটিকা"
বীর্য্য ধারণ করিতে ও স্ত্রীশক্তি বৃদ্ধি করিতে অতুলনীয়। মূল্য ১৬ বটী ১৲ এক টাকা।

রাজবৈদ্য নারায়ণজী, কেশবজী
১৭৭নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

লোহার বরগা কড়ি

করগেট টীন, জানালার গরাদে
দালানের ফুলদার রেলিং ও থাম
বেড়াঘেরা কাঁটাতার ইত্যাদি
সুলভে বিক্রয় করি

এণ্ড সন্স
ফোন ৪৪৯
স্থাপিত ইং ১৮৩৬ সাল, কলিকাতা

ফেরাস্ কুইনিন

নূতন এবং পুরাতন ম্যালেরিয়ার যম
ইহাতে উপযুক্ত মাত্রায় আর্সেনিক, ক্লোরোফর্ম কুইনাইন, আর্সেনিক প্রভৃতি আছে।
এই ঔষধ সেবনে লিভার ও প্লীহা কারণে একটী বা চারিটী কম্প জ্বরে সকলপ্রকার কঠিন ম্যালেরিয়া জ্বর উপশম হয় এবং পুনরাক্রমণ হইতে বাঁচিতে পারেন। ম্যালেরিয়ার সমস্ত উপসর্গ নষ্ট করিয়া দেয়।
৩ এপ্রিলপূর্ণ শিশি বাক্স—মূল্য ১৲, ডাঃ মাঃ স্বতন্ত্র।
বাই-কেমিক্যাল এণ্ড ক্লিনিকাল ল্যাবরেটরিতে প্রস্তুত। ২২৫ হরিতকীবাগান লেন, কলিকাতা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (প্রাচীন নবদ্বীপ) নদীয়া

পর-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

এখানে আহার এবং বাসস্থান দিয়া বিদ্যার্থিগণকে বিভিন্ন শিক্ষণীয় বিষয় শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। অনেক ছাত্র ইতোমধ্যেই আসিয়া পাঠ আরম্ভ করিয়াছেন। বর্ত্তমান বর্ষে সকল ছাত্রই গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন!

প্রধান অধ্যাপক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রচন্দ্র কাব্য-ব্যাকরণ-সাংখ্য-বেদান্ত-ষড়দর্শন-তীর্থ, সাংখ্যভূষণ, বেদান্তরত্ন, সাহিত্যশাস্ত্রী, সুদর্শনবাচস্পতি।

অধ্যাপক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গৌরদাস ব্রহ্মচারী ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীধাম মায়াপুর পরাবিদ্যাপীঠ, (নদীয়া)

বেদনাঞ্জন

শ্রেষ্ঠরত্ন

কলিকাতা কংগ্রেস একজিবিসন হইতে বহু প্রশংসা প্রাপ্ত ও বহু গণ্যমান্য ভদ্রমহোদয়-গণ কর্ত্তৃক প্রশংসিত।

THE UNFAILING PAIN BALM
A. C. Chatterje & Bros. Cal.

আজকাল বাজার চলন মিশ্রিত ও বিষাক্ত আহার্য্য সেবনে শরীরের রক্ত স্বতঃই দোষিত হইয়া পড়িতেছে। রক্তই মানবদেহের শ্রেষ্ঠ উপাদান, এই রক্ত দোষিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মানব বাত, বেদনা, মাথাধরা, মাথা-ঘোরা, দৃষ্টিশক্তির হ্রাস, দাঁতের গোড়া ফুলা, দাঁত কনকনানি, দাঁতে পোকা এবং খোস, চুলকানি প্রভৃতি কষ্টদায়ক চর্ম্মরোগে আক্রান্ত হইতেছে। যদি আপনি একান্তই ব্যাধিমুক্ত হইতে চান, তাহা হইলে বৃথা পয়সার অপব্যয় না করিয়া অল্প ব্যয়ে এক শিশি বেদনাঞ্জন ক্রয় করিয়া ইহার আশ্চর্য্যকারী-শক্তি উপলব্ধি করুন। গুণের তুলনায় মূল্য অতিসামান্য, এক শিশি ।৵০ আনা মাত্র মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

প্রোপ্রাইটার—এ, সি, চাটার্জ্জী এণ্ড ব্রাদার্স।

৮৩নং হুলকাটি লেন, সালিকা হাওড়া।

সকল মণিহারী দোকানে ও বড় বড় ডাক্তার খানায় পাওয়া যায়।

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

যদিও অদ্যাপি প্রকৃত মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য, তথাপি যাঁহারা নানাবিধ অনিয়মিত উপায়ে অপরিমিত শক্তি নষ্ট করিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন এবং নানা প্রকার মেহ, প্রমেহ ধাতুদৌর্ব্বল্য, স্নায়বিক দুর্ব্বলতা, বহুমূত্র, দুঃস্বপ্ন, পাকস্থলী সংক্রান্ত পীড়া, অর্শ এবং স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে যাঁহারা বাধক, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, সূতিকা, শ্বেত ও রক্তপ্রদর, হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি রোগে ভুগিয়া জীবনে নিরাশ হইয়াছেন, তাঁহারা আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটার্স সাহেবের আবিষ্কৃত **ইলেক্ট্রিক সলিউসন** ব্যবহার করিয়া বাঁচিতে পারেন, তাহার শত সহস্র প্রমাণ প্রতি বৎসরেই পাওয়া যাইতেছে। যাঁহারা অন্যান্য বহুবিধ ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরোগ্য হইতে পারেন নাই, তাঁহারা একবার এই ঔষধটী ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক মাসের ব্যবহারোপযোগী এক শিশি ঔষধ ডাকমাশুল সহ ১।৵০ টাকা মাত্র।

সোল এজেণ্ট—ডাঃ ডি, ডি, হাজরা।

ফতেপুর, গার্ডেনরিচ পোষ্ট, কলিকাতা।

ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

অধ্যক্ষ

শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম.এ., এফ.সি.এস (লণ্ডন)

ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক

(প্রফেসার)

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ বিশুদ্ধ ও শাস্ত্রমতে নিজ তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হয়। পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ক্যাটালগ পাঠান হয়। রোগের বিবরণ জানাইলে যত্নপূর্ব্বক ব্যবস্থা দেওয়া হয়। চিঠি পত্রাদি সম্পূর্ণরূপে গোপন রাখা হয়।

মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দুর)

(বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৪৲ টাকা

উৎকৃষ্ট স্বর্ণ, পারদ ও আমলাসার গন্ধক দ্বারা যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। নিত্য প্রয়োজনীয় সর্ব্বরোগনাশক মহৌষধ।

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৩৲ টাকা

উৎকৃষ্ট কাশীর আমলকী, বংশলোচন প্রভৃতি যাবতীয় উপাদানে পূর্ণ মাত্রায় যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। কফ, কাসি, সর্দ্দি, যক্ষ্মা, ক্ষয়রোগ, হৃদরোগ প্রভৃতি রোগের মহৌষধ। সর্ব্বপ্রকার দুর্ব্বলতা নাশক অতিশয় পুষ্টিকর মহৌষধ বা খাদ্য বিশেষ।

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬৲ টাকা

ইহা সেবনে ধাতুদৌর্ব্বল্য, শুক্রহীনতা, স্বপ্নদোষ, প্রমেহ ও ধ্বজভঙ্গ সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায়। ইহা অপরিসীম আনন্দদায়ক রসায়ন।

অবলাবান্ধব যোগ

প্রদর, বাধক প্রভৃতি জরায়ুদোষ ও যোনিগত দুরারোগ্য রোগের মহৌষধ

মূল্য—১৬ মাত্রা ২৲ টাকা। ৫০ মাত্রা ৫৲ টাকা মাত্র

বিশুদ্ধ জল! ভয় নাই! বিশুদ্ধ জল!!

লক্ষ্মী টিউব-ওয়েল কোং

২০৫নং নবাবপুর, ঢাকা

বর্ত্তমান-যুগের নব-আবিষ্কৃত যন্ত্রপাতি দ্বারা উন্নত বৈজ্ঞানিক-খনন-প্রণালীতে নলকূপ (*Tube-well*) নির্ম্মাণ করা হয়। বঙ্গের লাট বাহাদুর, প্রাইভেট সেক্রেটারী, জিলা-ম্যাজিষ্ট্রেট, জিলা-বোর্ডের চেয়ারম্যান, ইঞ্জিনিয়ার, জমিদার, তালুকদার, প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত ভদ্রমহোদয়গণ এই কোম্পানীর কার্য্য দেখিয়া প্রশংসা করিয়াছেন। রাসায়নিক পরীক্ষায় জল বিশুদ্ধ না হইলে মূল্য গৃহীত হয় না। বিস্তৃত বিবরণের জন্য পত্র লিখুন।

বৃত্তিসহ সমগ্র

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

ভিক্ষা ২৲ টাকা। শিক্ষার্থি-ছাত্রের পক্ষে ১।০ দেড়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীপরাবিদ্যাপীঠ, শ্রীগৌড়পুর

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

মনোমোহন প্রেস

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা

পূর্ব্ব-বাঙ্গালায় সুলভে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত

বৈদ্যুতিক মেশিনে দিবারাত্র কাজ চলিতেছে

বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা।

শ্রীমায়াপুর নদীয়া প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—শ্রীবিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

স্থানীয় সংস্করণ

[R]egistered No. C [illegible]

বিজ্ঞাপনের হার

প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চ ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩॥০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

[illegible]
[illegible] দেয়।
[illegible]
বার্ষিক ৫৲
ষাণ্মাসিক ২৸০
মাসিক [illegible]
[illegible]
প্রতি সংখ্যা [illegible]

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৪র্থ খণ্ড] সম্পাদক—প্রত্নবিদ্যালঙ্কার শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী [২১৮ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্য মঠ শ্রীধাম মায়াপুর ৮ই অগ্রহায়ণ, বৃহস্পতিবার ১৩৩৬, ২১শে নভেম্বর ১৯২৯

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থাবলী

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্—শ্লোক সূচী, বিষয়-সূচী প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত। ভিক্ষা, প্রতি খণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৶০ গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশ গ্রাহক পক্ষে ।০
২। ভাষ্য-সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ) ৫৲
৩। গৌড়ীয়-গৌরব ৶০
৪। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।০
৫। ভজনরহস্য ॥০
৬। শ্রীচৈতন্যপ্রেমামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
,, ,, ,, আবাঁধা ৸০
৭। গীতা (শ্রীবলদেবভাষ্যসহ) বাঁধা ২৲ আবাঁধা ১॥০
৮। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি-টীকা-সহ) বাঁধা ২৲ আবাঁধা ১॥০
গীতার কেবল মাত্র-শ্লোক ॥০
৯। [illegible] উপনিষদ্ সানুবাদ ২৲
১০। বেদান্ত-সূত্রের সানুবাদ ॥০
১১। জৈবধর্ম ২৲
১২। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৩। গৌড়ীয় কণ্ঠহার ২৲
১৪। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ।৶০
১৫। দীপ-দিগ্দর্শন ৵০
১৬। সাধনপথ (৩য় সংস্করণ) ৷৵০
১৭। আচার ও আচার্য্য ৶০
১৮। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
১৯। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৶০
২০। শ্রীনবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৵০
২১। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য (প্রমাণখণ্ড) ৶০
২২। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ০
২৩। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা দর্পণ ।০
২৪। শরণাগতি, গীতাবলী, গীতমালা, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, নবদ্বীপশতক, অর্থপঞ্চক ও সদাচারস্মৃতি মোট ।৶০
২৫। কল্যাণকল্পতরু (প্রথম সংস্করণ) ও অর্চ্চনকণ ৵০
২৬। সাধককণ্ঠমণি ।০
২৭। সংস্কার দীপিকা ।০
২৮। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড) ৩৲
২৯। সা[illegible]কম ৶০
৩০। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ৸০
৩১। [illegible] সানুবাদ [illegible]
৩২। শ্রীগৌরকৃষ্ণোদয় ৸০
৩৩। শ্রীচৈতন্যভাগবত (বিলাত, দ্বিতীয় সংস্করণ) ৩

এতদ্ব্যতীত বৈষ্ণব-ধর্ম্মের কয়েকখানি ইংরাজি ধর্ম্ম গ্রন্থ আছে। পত্র পাঠাইলে ডাকযোগে কাটালগ পাঠান হয়।

প্রাপ্তিস্থান :-

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

২। শ্রীগৌড়ীয় মঠ—১নং উল্টাডিঙ্গি জংশন রোড, কলিকাতা।
৩। শ্রীমাধবগৌড়ীয় মঠ ১০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা
৪। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ—[illegible], কটক
৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ [illegible], পুরী
৬। শ্রীসনাতনগৌড়ীয় মঠ—[illegible] গঙ্গাজীবনপুরা, কাশী
৭। শ্রীগৌড়ীয় মঠ [illegible] চন্দ্রাবনরোড, দিল্লী।
৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ [illegible], বৃন্দাবন।
৯। শ্রীভাগবত প্রেস, গোয়াড়ী—কৃষ্ণনগর।
১০। শ্রীএকায়ন মঠ, [illegible], কৃষ্ণনগর।

সমালোচনা

(শ্রীযুক্ত [illegible] সেন এম, এ)

পৃথিবীতে শান্তিস্থাপন এবং মানুষের দুঃখনিবারণ-জন্য কয়েকটী সঙ্ঘ সংগঠিত হইয়াছে। তাহার মধ্যে "দি ইন্টারনেশনাল [illegible] সর্বপ্রাচীন। "দি [illegible] অব্ দি ওয়ার্ল্ড [illegible] পার্টি" নামক আর একটী সভা আছে। ভারতবর্ষে [illegible] রাজা জয় পৃথ্বী বাহাদুর [illegible] 'হিউম্যানিষ্টিক [illegible]' নাম দিয়া এই প্রকার সঙ্ঘ গঠিত করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন যে, [illegible] শান্তি ও মৈত্রীর বাণী প্রচার [illegible] আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে, এরূপ কখনই হয় নাই। এখন সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় হইয়া উঠিয়াছে বিশ্বজনীন ভ্রাতৃভাবের উদ্বোধন। আজ রাজনৈতিক এবং আর্থিক [illegible] জন্য সারা জগতে একটা বিরাট [illegible] যোগিতা সকলের লোকসকলকে পূর্ণবেগে [illegible]। এখন এমন এক কঠিন ভিত্তির উপর বিশ্বব্যাপী শান্তি ও মঙ্গলের প্রাসাদ নির্মাণ করিতে হইবে যে, [illegible] ঝড়েও যেন তাহাকে চূর্ণ করিতে না পারে। ঠিক এই সাঙ্কেতে এই সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

এই সভার সভ্যদের [illegible]—'মানুষ দেহ রক্ষা ও দৈহিক এবং মানসিক সুখস্বাচ্ছন্দ্যের অধিকার [illegible]। [illegible] জন্য মানবদিগের মৌলিক [illegible] এবং [illegible] মানবের স্বাধীন চিন্তা ও কর্ম [illegible] অধিকার আবশ্যক। [illegible] স্রোতে বাধা দেওয়া [illegible]। [illegible] অনুভূতি ও [illegible]। [illegible] উপায় শান্তি, [illegible] এবং পরস্পর [illegible]। এই সভা [illegible] নাই, [illegible] লোকসমূহের [illegible] এই সভার উদ্দেশ্য।

শ্রীকৃষ্ণের [illegible] অনুসরণ করা [illegible]। [illegible] বাঞ্ছা কখনই [illegible] হয় না। [illegible] [illegible] এমন [illegible] অন্য কোন [illegible] নাই।

'[illegible]' [illegible]

কাল এই সকল ক্রমশক্তি [illegible] নিঃস্ব হইয়া [illegible] উঠি। [illegible] ঐ জাতীয় সভা[illegible] আর অকর্মণ্য হইয়া থাকিবে।

পরম পুরুষের ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্য মানব যখন [illegible], তাঁহার সেবাসুখ [illegible] অনুভব করিবে, তখনই জাগতিক সুখস্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি তাহার ঔদাসীন্য আসিয়া তাহাকে নিঃশ্রেয়ঃ দান করিবে। কৃত্রিম উপায়ে আত্মরক্ষা, সুখ, শান্তি তৈয়ারী না।

আমরা আমাদের মনগড়া যে সকল উপায়কে শান্তিলাভের উপায় বলিয়া মনে করি, বস্তুতঃ তাহা অশান্তিই আনয়ন করিয়া থাকে। যেখানে আনন্দের ভোক্তা, আনন্দ ও আনন্দদাতার নিত্যত্ব নাই, সেখানে নিত্যানন্দ বা নিরানন্দের আত্যন্তিক অভাব' আদৌ থাকিতে পারে না। এ সকল কথা শ্রীশ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদের জৈবধর্ম্ম নামক গ্রন্থে বিশেষভাবে বিবৃত হইয়াছে। যেখানে শ্রীমদ্ভাগবত ও রূপানুগ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেরই অকৃত্রিম ভাষ্যস্বরূপ। সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতা ছাড়িয়া দিয়া আত্মমঙ্গলেচ্ছু [illegible] ঠাকুরের ভাবাকাঙ্ক্ষাবাণীর কীর্ত্তন-সেবায় নিযুক্ত হউন। আচরেই আনন্দলাভ করিবেন। আধ্যাত্মিক জ্ঞানপ্রবণতায় আনন্দে নৈরাশ্য আছে, কিন্তু শ্রোতপারম্পর্য্য-সংপ্রাপ্ত আত্মার নিত্যবৃত্তি রূপ-দাস্যে নৈরাশ্য নাই, আত্মার পরমানন্দ আছে।

জাগতিক সংবাদ-সংগ্রহ

ভারত ও আমেরিকা

ভারতে একজন রাজকর্মচারী মদ্যপান নিবারণ করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার শাস্তি হয়, আর আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে এক বৎসরের মধ্যে ৫৭০০০ লোক মদ্যপান [illegible] বলিয়া শাস্তি পায়। [illegible] প্রায় দুই কোটি টাকা জরিমানা দিতে হইয়াছে। সেখানে গবর্ণমেণ্ট মদ্যপান নিবারণের বিশেষ চেষ্টা করা সত্ত্বেও গত বৎসর মদ্যপান হেতু মৃত্যুর সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে। কেবলমাত্র ভগবদাসক্তিই নেশাসক্তি দূর করিতে পারে। আইনের বাঁধ বাঁধিতে পারে না।

গুলিতে মৃত্যু

সেকেন্দ্রাবাদ হইতে সংবাদ—[illegible] গাড়ীর মেরামত কারখানার এক কোম্পানীর ২২ বৎসর বয়স্ক পরিচালক [illegible] এক সৈনিকের গুলিতে সাংঘাতিক [illegible] আহত হইয়াছে। [illegible] ভেদ করিয়া বাহির হইয়াছিল। সৈনিককে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। তদন্ত চলিতেছে।

কংগ্রেস সংবাদ

ত্রিপুরা কংগ্রেস-কমিটি নিম্নলিখিত প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন:—

শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু দিল্লীর সম্মেলনে [illegible], 'স্বাধীনতাই আমাদের একমাত্র লক্ষ্য' এই কথা ঘোষণা করিয়া যে সাহসিকতার পরিচয় দিয়াছেন, তাহার জন্য ত্রিপুরা জেলা কংগ্রেসকমিটি তাঁহাকে ধন্যবাদ দিতেছে।

বোম্বাই প্রাদেশিক কংগ্রেসকমিটীর মন্ত্রণাসভায় নিম্নলিখিত প্রস্তাবটী সুপারিশ করিয়াছেন:—

প্রস্তাব করা যাইতেছে যে, ম্যাক্‌ডোনাল্ড ও মন্ত্রিমণ্ডলের অন্যান্য ব্যক্তির বক্তৃতায় বুঝা যায় যে, বড় লাটের ঘোষণা-সম্পর্কে দিল্লী ইস্তাহারের সর্ত্তানুযায়ী বৃটীশ-মন্ত্রিমণ্ডল গ্রহণ করিতেছেন না। সুতরাং গোল টেবিলের বৈঠকে কংগ্রেসের যোগদানের কোনই সম্ভাবনা থাকিতে পারে না।

[পাঠকের স্মরণ থাকিতে পারে যে, বড়লাটসাহেবের বক্তৃতা হইতে অনেকে অনুমান করিয়াছিলেন যে, ভারতকে শীঘ্রই কিছু স্বাধীনতা দেওয়া হইবে। সকল দলের নেতৃবৃন্দকে লইয়া একটী বৈঠকের কথা হয়। একটী সর্ত্তে ভারতীয় নেতৃবর্গ যোগ দিতে সম্মত হন। পরে বিলাতের মন্ত্রিবর্গের বক্তৃতায় যে ভাব প্রকাশ পায়, তাহাতে ভারতীয় নেতাদের অনেকে হতাশ হন।]

দিল্লী নারী-সঙ্ঘ

বর্ত্তমান মাসের শেষ সপ্তাহে দিল্লীতে ভারতীয় নারী সঙ্ঘের বাৎসরিক অধিবেশন হইবে। মিসেস্ [illegible] সভা-নেত্রী হইবেন।

একেশ্বর বাদী সম্মেলন

লাহোরে একেশ্বরবাদিগণের সম্মেলন হইবে। শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সভাপতি হইবেন।

কংগ্রেসের আয়োজন

লাহোর কংগ্রেসের জন্য সমগ্র পঞ্জাব প্রদেশে স্বেচ্ছাসেবক সংগঠন চলিতেছে। নানাস্থানে যুবকেরা শিক্ষা গ্রহণ করিতেছে। কুমারী [illegible] জলন্ধরে মহিলা স্বেচ্ছাসেবিকাদিগকে শিক্ষা প্রদান আরম্ভ করিয়াছেন। ৫০ জন মহিলা তথায় স্বেচ্ছাসেবিকার কাজ শিখিতেছেন। পেশাদার ও সখের চিত্রকর এবং ছাত্রদের নিকট প্রদর্শনীতে প্রদর্শন অথবা বিক্রয়ের জন্য চিত্র চাওয়া হইয়াছে। ডিসেম্বরের মধ্যভাগে সমগ্র প্রদর্শনী বসিবে।

মানহানি ও ক্ষমাপ্রার্থনা

আলাহাবাদের [illegible] কাগজে লাহোর মামলার সাক্ষী পুলিশ ইন্‌স্‌পেকটারকে লাঞ্ছিত করিবার উদ্দেশ্যে ৩টী প্রবন্ধ বাহির হয়। এই জন্য ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক উইলসন সাহেব অভিযুক্ত হন। তিনি ক্ষমা প্রার্থনা করায় সরকার-পক্ষ মামলা তুলিয়া লন, তবে খরচা স্বরূপ ৬০০ টাকা আদায় করেন।

সত্যাগ্রহে মারপিট

মুন্সীগঞ্জের কালীবাড়ীতে ৮ জন সত্যাগ্রহী পূজার জিনিষ লইয়া প্রবেশ করে। সেপাহী প্রহরী সঙ্গে সঙ্গে দরজা বন্ধ করিবার প্রায় ১৫ মিনিট পরে সনাতনী সম্প্রদায়ের কয়েকজন লোক আসিয়া নাকি সত্যাগ্রহীদিগকে ভীষণ প্রহার করে। থানার ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী ঘটনাস্থলে যান এবং আহতদিগকে থানায় লইয়া যাইয়া তাহাদের প্রাথমিক চিকিৎসা করেন ও হাঁসপাতালে পাঠাইয়া দেন। মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এস বসুও সংবাদ পাইয়া তাড়াতাড়ি ঘটনাস্থলে যান এবং থানায় আহত বালক ৩টির অবস্থা দেখেন। স্বামী সত্যানন্দ মারপিটের সময় রাস্তায় ছিলেন। তাহাকেও সনাতনীরা গালাগালি দেয় ও একজন ধাক্কা দেয়।

সন্ন্যাসী রাজকুমার

ঢাকায় কালেক্টার নোটিশ দিয়াছেন যে [illegible] সাধু [illegible] ওয়ালের কুমার বলিয়া [illegible], তাহার জন্য প্রজাদের নিকট হইতে খাজনা আদায়ের চেষ্টা চলিতেছে। [illegible] এখন কোর্ট অব্ ওয়ার্ডসের অধীন। কোর্ট অব্ ওয়ার্ডস ভিন্ন অন্য কাহাকেও যেন খাজনা দেওয়া না হয়।

আরব ও ইহুদী

দুইমাস পূর্ব্বে সাফেদ নামক স্থানে আরব ও ইহুদীতে সংঘর্ষ হইয়াছিল। ঐ সম্পর্কে কয়েকজন আরবের প্রাণদণ্ড হইয়াছে। গত ১০ই নবেম্বর কয়েকজন অজ্ঞাত লোক সাফেদে গুলিবর্ষণ করিয়াছে।

বিজ্ঞাপন

নদীয়া-প্রকাশের পাঠকগণ কলিকাতার ২১৪নং বহুবাজার ষ্ট্রীটস্থ "বৈদ্যশাস্ত্রী" মহোদয়ের রচিত মানবের জন্ম না হইতে পারে তাহার পথ্য ঔষধাদি সম্বলিত "কামশাস্ত্র" গ্রন্থখানি এখনও যিনি পাঠ করেন নাই, তিনি অচিরে ঐ ঠিকানায় আবেদন করতঃ বিনামূল্যে প্রাপ্ত হউন। উক্ত পাঠে উপকৃত হইয়া ১৫০০০ হাজার লোক কৃতজ্ঞ হইয়াছেন। পাড়লেই সত্যতা উপলব্ধি হইবে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

৫ই অগ্রহায়ণ বৃহস্পতিবার—১৩৩৬

সদ্‌গুরু-সঙ্গ
বা
আচার্য্য-প্রসঙ্গ

আচার্য্য-প্রসঙ্গ নামে একখানি বই বাজারে দেখিতে পাওয়া যায়। ইঁহার লেখক একজন নৈষ্ঠিকনিষ্ঠ আচার্য্য বলিয়া জনসমাজে পরিচিত। উক্ত পুস্তকের সমালোচনা বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। আমরা এই প্রবন্ধে সদ্‌গুরু ও সঙ্গ শব্দের যথার্থ অর্থ তাৎপর্য্য যাহা মহাজনগণের অনুমোদিত, তাহাই আলোচনা করিব। শাস্ত্র আলোচনা করিলে জানা যায়, বহুপূর্ব্বে বৈষ্ণবগণ কেশব, বালিশিলা, বৈখানস, নিষ্কামী, ভাগবত, পঞ্চরাত্র, ভক্ত, বৈষ্ণব, নিশ্চয়ান, কর্ম্মহীন, সৎ প্রভৃতি নামে আহূত হইতেন, সুতরাং 'সৎ'শব্দ বৈষ্ণব-পর্য্যায়। বৈষ্ণবই প্রকৃত গুরু হইবার যোগ্য। শাস্ত্রও বলিয়াছেন—অবৈষ্ণব গুরুর কার্য্য অনুকরণ করিলেও তিনি গুরুব্রুব, প্রকৃত গুরু নহেন, তাঁহার নিকট হইতে প্রাপ্ত মন্ত্র জপ করিতে করিতে অনন্তকাল নরক লাভ হয়। গুরুশব্দের অর্থও এস্থলে বিচার্য্য। স্কন্দপুরাণে গুরুশব্দের অর্থ এইরূপ লিপিবদ্ধ আছে—গু-শব্দে অন্ধকার, রু-কার তন্নিরোধক। অন্ধকার নিরোধিত্বাদ্ গুরুরিত্যভিধীয়তে॥—যিনি জীবের অজ্ঞানান্ধকার দূর করিয়া দিব্য ও অপ্রাকৃত জ্ঞান, সেবাপর বুদ্ধি প্রদান করেন, আমাদিগকে দেহমনোধর্ম্ম হইতে উদ্ধার করিয়া আত্মার ধর্ম্মে—চেতনের ধর্ম্মে বা নিত্যধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত করেন, অথবা যিনি আমাদের নিকৃষ্টচিন্তার চরম জড়পাণ্ডিত্যাভিমান দূর করিয়া ব্রহ্মনিষ্ঠা, আত্মনিষ্ঠা বা পরনিষ্ঠা দান করেন, তিনিই প্রকৃত শ্রীগুরুদেব।

'আচার্য্য' শব্দের অর্থও একটু তাৎপর্য্যপর। আঙ্‌পূর্ব্বক চর-ধাতু ণ্যৎ প্রত্যয় করিয়া 'আচার্য্য' শব্দটি নিষ্পন্ন হইয়াছে। চর-ধাতুর অর্থ গমন করা, যিনি পূর্ব্ব মহাজনপথে সম্যগ্‌রূপে অভিগমন করেন, তিনি আচার্য্য। শাস্ত্র বলেন—"আচিনোতি যঃ শাস্ত্রার্থং আচারে স্থাপয়ত্যপি। স্বয়মাচরতে যস্তু স আচার্য্যঃ প্রচক্ষ্যতে।" যিনি সর্ব্বশাস্ত্র-তাৎপর্য্য অবগত আছেন এবং স্বয়ং আচরণ করিয়া অপরকে আচারবান্ করিতে ব্যগ্র তিনিই আচার্য্য। আচার্য্য বা গুরু ভিন্ন নহেন। বৈষ্ণব ব্যতীত কেহই গুরু বা আচার্য্য হইবার যোগ্য নহে, এরূপ সিদ্ধান্তিত হইলে 'বৈষ্ণব কে?' ইহা বিচার্য্য হইয়া উঠে। আজকাল কলির প্রভাব অনেকটা বিস্তৃত হইয়াছে, ভক্তিমার্গও কোটিকণ্টক-রুদ্ধ, আউল, বাউল, দরবেশ, স্মার্ত্ত জাতগোঁসাই, জাতিবৈষ্ণব, প্রাকৃত সহজিয়া, মন্ত্রব্যবসায়ী, ভাগবত-ব্যবসায়ী, বিগ্রহ-ব্যবসায়ী, শ্রীধামের বাড়ী স্থান ভাড়া দিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করিবার উদ্দেশ্যে দর বাড়াইবার জন্য যে সকল স্বার্থপর সমাজ লোকচক্ষে ধূলি নিক্ষেপের প্রয়াস করিতেছেন, সেই সকল ভাঁড়াটিয়া সকলেই নিজদিগকে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অনুগত বৈষ্ণবগুরু বা বৈষ্ণবগুরুর শিষ্য প্রমাণ করিবার জন্য ব্যস্ত। এরূপস্থলে সদ্‌গুরু চিনিয়া লওয়া বড়ই কঠিন। সদ্‌গুরু অভাবে অসদ্‌গুরুর আশ্রয় লইতে হয় এবং তাহাকেই সদ্‌গুরু বলিয়া বিশ্বাস করিতে হইবে, ক্ষমতা থাকিলে জনসমাজে তাহাকেই সদ্‌গুরু প্রমাণ করিয়া নিজের দল বৃদ্ধি করিতে হইবে। এরূপ বিচার সমীচীন নহে। অনেকেই আপন আপন ঘড়ি ঠিক আছে মনে করিতে পারেন, কিন্তু সন্ধ্যা সময়ে সূর্য্যের সহিত যাহার ঘড়ির মিল আছে, নিরপেক্ষ বিচারে তাহার ঘড়িই ঠিক জানিতে হইবে। কিন্তু যাহারা বলিবেন আমার ঘড়ি যখন অধিক মূল্যবান, আমার গুরু যখন অল্প টাকায় শিষ্য করিতে রাজী নহেন, তখন আমার ঘড়ি আমার গুরু ঠিক—এরূপ বিচার নিশ্চয়ই হাস্যাস্পদ।

সদ্‌গুরু সম্বন্ধে মহাজনদিগের বিচার—'চৈতন্যস্য মহাচার্য্যাবির্ভাবেন গুরুত্বতঃ' সকল সাৎবত পুরুষদিগের আদি প্রবর্ত্তক শ্রীচৈতন্যদেবের যখন ব্রহ্মাণ্ডে আবির্ভাব হইয়াছে, তখন অন্য গুরুর প্রয়োজন কি? যদি কেহ বলেন—শ্রীচৈতন্যদেব কেবল গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক, তিনি কি প্রকারে সর্ব্বাচার্য্য হইতে পারেন, তাহার উত্তর শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদেশ ও সিদ্ধান্ত ভাল করিয়া আলোচনা করিলে তাঁহাকে সর্ব্বাচার্য্য বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য হইতে হইবে। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের শিক্ষা ও মনোভীষ্ট শ্রীরূপ-সনাতন আচার্য্যগণ সম্যগ্‌রূপে অবগত হইয়া নিজানুগতজনের জন্য নিজ নিজ গ্রন্থে লিখিয়া গিয়াছেন। যিনি গোস্বামিগণের শিক্ষাদীক্ষায় উদ্ভাসিত হইয়া স্বয়ং আচরণপূর্ব্বক শ্রীচৈতন্যের মনোভীষ্ট প্রচার করেন, তিনি চৈতন্যাভিন্ন চৈতন্য-প্রকাশবিগ্রহ শ্রীগুরুদেব, ইহাই সারগ্রাহী মহাজনদিগের বিচার।

'সঙ্গ'শব্দের অর্থ সম্যগ্‌রূপে অনুগমন। অনুকরণ ও অনুগমন দুই পৃথক্ পর্য্যায়। স্বাভাবের নারদ সাজা—অনুকরণ আর নারদ-প্রদর্শিত ভক্তিপথে গমন—অনুসরণ। কৃত্রিমভাবে নকল করার নাম অনুকরণ। আমরা অনেক সময় মনে করি, অনুসরণ করিতেছি, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে অনুকরণ করিয়াই বসি। কেবল অনুকরণদ্বারা কোন ফল হয় না। অনুকরণদ্বারা যদি অনুসরণ না হয় তবে অনুকরণ বৃথা হয়। অনুকরণ হউক বা না হউক অনুসরণ করিতেই হইবে। বৈষ্ণবের চিত্তবৃত্তি—"নাস্থা ধর্ম্মে ন বসু-নিচয়ে নৈব কামোপভোগে। যদ্‌ভব্যং তদ্ভবতু ভগবন্ পূর্ব্বকর্ম্মানুরূপং॥ এতৎপ্রার্থ্যং মম বহুমতং জন্মজন্মান্তরেঽপি। ত্বৎপাদাম্ভোরুহযুগগতা নিশ্চলা ভক্তিরস্তু।" ইহার অনুগমনই অনুসরণ।

ঢাকা প্রসঙ্গ

মহা-মহা-বদান্য শ্রীগৌর-প্রতিনিধি শ্রীল প্রভুপাদের অপার করুণায় ঢাকার শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠের মাসাধিক-কাল-ব্যাপী-বার্ষিক মহামহোৎসব-সেবা নিয়মিত ভাবে অনুষ্ঠিত হইয়া আসিতেছে। শ্রীগুরুদাসগণ শ্রীগুর্ব্বানুগত্যে শ্রীগুরু নির্দ্দিষ্ট শ্রীগৌরাঙ্গ-সেবায় আত্মার্পণ করিয়া শ্রীগুরুসেবা নিষ্ঠারই পরিচয় দিয়াছে।

সাধারণ লোক, 'লৌকিক জগতে লৌকিক প্রথানুসারে গুরুকরণ করিয়া থাকে। এই লৌকিক কার্য্যে কল্পিত গুরুগণও সাধারণ লোক। কিন্তু শাস্ত্রে মৃত্যু-সংসার-সাগরের পরপারে যাইবার জন্য শ্রীগুরুদেবের যে অলৌকিক মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়াছেন, তাহা হইতে জানা যায় যে, শ্রীগুরুদেব লোকাতীত লোক। সংসার চক্র-নিষ্পেষিত সুভাগ্যবান্ ব্যক্তিই শ্রীভগবদ্‌ভিন্ন শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট [illegible] লাভ করেন। জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতি-ফলে সংসার-ক্ষয়োন্মুখ জীবেরই এই সৌভাগ্য লাভ হয়।

মাসাধিক-কাল-ব্যাপী-মহোৎসব অনুষ্ঠানের ভিতর শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের আবির্ভাব; ঠাকুর শ্রীল নরোত্তম প্রভুর অপ্রকট, শ্রীল মুরারিগুপ্ত এবং বাসুদেব-অনুজ বাসুদেব দত্ত ঠাকুরের অপ্রকট-বাসরে শ্রীগুরুবর্গের গৌরব কীর্ত্তন-মুখে শ্রীগুরু-কীর্ত্তন এবং বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছিল।

গত ২৭শে কার্ত্তিক বুধবার অবধূতকুল চূড়ামণি শ্রীশ্রীল গৌর-কিশোর দাস গোস্বামী পরমহংস মহারাজের অন্তর্দ্ধানদিবসে অহোরাত্র কীর্ত্তন-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করা হইয়াছে।

২৮শে কার্ত্তিক বৃহস্পতিবার সাধারণ মহামহোৎসবের দিন ছিল। অরুণোদয়ের পূর্ব্ব হইতেই বহু নরনারী দলে দলে শ্রীমঠে শ্রীবিগ্রহ-দর্শনের জন্য আসিতেছিলেন। অনেক বীতশ্রদ্ধ বিশেষ পক্ষোপলক্ষে এইরূপ লোক-সমাগম হয় কি না সন্দেহ। মঠবাসিগণ পূর্ব্ব শৃঙ্খলার সহিত যাত্রিগণের দর্শনাদির বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন।

বেলা ১১টার সময় শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ ও শ্রীশ্রীরাধা-বিনোদকান্ত জীউর ভোগ-আরাত্রিকের পর সমাগত সজ্জনগণকে মহাপ্রসাদের দ্বারা পারণ করিবার সুযোগ দেওয়া হয়। ক্রমে ক্রমে সহরের বিভিন্ন স্থান এবং নিকটবর্ত্তী গ্রামসমূহ হইতে বহু আবাল বৃদ্ধ-বনিতা, ধনী, নির্ধন প্রভৃতি মহাপ্রসাদ প্রাপ্তি-আশায় আগমন করেন। মঠসেবকগণ মুক্তহস্তে মহাপ্রসাদ বিতরণ করেন। অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকার সময় কাঙ্গালী-ভোজন হয়। সহস্র দিক কাঙ্গালী উদর ভরিয়া বিবিধ মহাপ্রসাদ সম্মান করিয়া দুই হাত তুলিয়া 'জয় গুরুমহারাজজী কি জয়' বলিয়া জয় দিতে লাগিল।

সে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য। সে দৃশ্য ভাষায় বর্ণনাতীত। যিনি দেখিয়াছেন, তিনিই বুঝিয়াছেন। বাদকগণ বিভিন্ন প্রকার বাদ্যের সাহায্যে বিষ্ণু-বৈষ্ণব-সেবা-সংবাদ সহর ঘোষণা করিতেছিল। ঢাকাবাসী মুক্তকণ্ঠে এ অপূর্ব্ব মহামহোৎসবের মহিমা কীর্ত্তন না করিয়া পারেন নাই। রাত্রি ১১টা পর্য্যন্ত সমভাবেই মহোৎসব চলিয়াছিল।

শ্রীভগবান্ কৃপা করিয়া তাঁহার নিজজনকে ভূতলে প্রেরণ করেন, আর সাধু জন বা প্রভুপাদ ভূতলে কৃষ্ণকার্ষ্ণ-মহামহোৎসব আয়োজন করিয়া জগদ্‌ বিস্মৃত জীবের স্বরূপের নিত্যধর্ম্মের উদ্বোধন করেন।

আমরা শ্রীগুরুদেবের এবং গুরুদাসবর্গের নিকট নিত্যকাল নিষ্কপট গুরুসেবার প্রার্থনা করি।

৩০শে কার্ত্তিক শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের রাসযাত্রা মহামহোৎসব ছিল। প্রাতে শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠ হইতে নগর-কীর্ত্তন-সজ্জ বাহির হইয়া সহরের প্রধান প্রধান পথ দিয়া পুনরায় মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

সন্ধ্যার আরাত্রিকের পর শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা হয়। উর্জ্জব্রত সমাপ্তির সাথে সঙ্গে ভাড়াটিয়া পাঠকগণ পাঠ [illegible] পূর্ণ করায় শ্রোতৃবৃন্দ শ্রবণ বন্ধ [illegible] এগার মাসের জন্য [illegible] বন্ধ হইলেও মঠবাসী গুরুসেবকগণের নিত্য সেবা বস্তুর নিত্য সেবা [illegible]। এখনও মঠে বহু লোক উপস্থিত হইয়া শ্রীবিগ্রহদর্শন এবং হরিকথামৃত পান করিতেছেন।

ব্রহ্মের দ্বিধর্ম্মতা

(পণ্ডিত শ্রীপাদ অতীন্দ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়)

কেবলাদ্বৈতবাদিগণের দ্বারা ব্রহ্মের লক্ষণ বিচারে ভেদবুদ্ধির অপরিহার্য্যত্ব দেখা যাইতেছে। কারণ বৃহদারণ্যক শ্রুতির 'বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম' এই বাক্যে 'বিজ্ঞান' ও 'আনন্দ' এই দুইটি পদ আছে। এখন কথা হইতেছে, এই যে বিজ্ঞান ও আনন্দ পদ দুইটী ইহারা কি এক অর্থবাচক অথবা বিভিন্নার্থ বাচক? ইহাদিগকে একার্থক বলা যাইতে পারে না, যেহেতু পৌনরুক্ত্য-দোষ ঘটে। আর যদি বিভিন্নার্থক বলা যায়, তাহা হইলে এক-বস্তুতে ভেদ স্বগত ভেদ অবশ্যই স্বীকার্য্য। শ্রুতি-বাক্যে কোন দোষ থাকিতে পারে না। সুতরাং পৌনরুক্ত্য-দোষের আশঙ্কা করা যাইতে পারে না। অতএব শ্রুতি-কথিত বিজ্ঞান ও আনন্দ পদ দুইটী নিশ্চয় বিভিন্নার্থ-বাচক বলিয়া অঙ্গীকার করিতে হইবে এবং তাহা হইলেই ব্রহ্ম সবিশেষ হইতেছেন।

কিন্তু এই উভয় বাক্য উপেক্ষা করিয়া মায়াবাদী স্থাপন করেন যে, বিজ্ঞান জড়ের প্রতিযোগী এবং দুঃখ আনন্দের প্রতিযোগী;—এই উভয়কেই পরিহারপূর্ব্বক উভয়ের প্রতিযোগী যে এক ব্রহ্ম বস্তু, সেই নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মই বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম—এই শ্রুতিবাক্যের প্রতিপাদ্য। অর্থাৎ উক্ত শ্রুতি বিজ্ঞান ও আনন্দ পদ দ্বারা ব্রহ্মের কোন গুণ বর্ণনা করেন নাই, কেবল জড়ত্বের এবং দুঃখের অস্তিত্বের পরিহার করিয়াছেন মাত্র অর্থাৎ জড়তা বা দুঃখ তাঁহাতে নাই ইহাই বলিয়াছেন, কিন্তু তিনি জ্ঞান বা আনন্দ ধর্ম্মযুক্ত, ইহা নির্দ্দেশ করেন নাই—এরূপ পূর্ব্বপক্ষও শোভন হয় না। কারণ, ব্রহ্মের এই দুই স্বরূপ বিশেষণের ব্যাবৃত্তি-দ্বারা যদ্যপি কোন বস্তু নির্দ্দিষ্ট হয়, সে বস্তু উভয়কেই উপস্থাপিত করে। অন্যথায় আত্মাদি নিখিল বস্তুর অভাবাভাব বলিয়া যে নাস্তিক বৌদ্ধ সিদ্ধান্ত আছে, সেই শূন্যবাদের প্রসঙ্গই অনিবার্য্য হইয়া পড়ে, কিন্তু মায়াবাদী নিজেকে আস্তিক বলিয়া প্রচার করিয়া থাকেন।

আর যদি শূন্যবাদের প্রসঙ্গ পরিহার-নিমিত্ত অন্য কিছু উপস্থাপিত করিতে হয়, তবে তাহার স্বরূপ বলাও প্রয়োজন। আচ্ছা এখন জিজ্ঞাসা করা যাইতেছে, সেই যে 'অন্য কিছু', উহা কি বলিতে পার? উহা কি বিজ্ঞান বা আনন্দের মধ্যে অথবা এতদুভয় হইতে ভিন্ন অপর কোন পদার্থ? এবং যদি বিজ্ঞান বা আনন্দের মধ্যে একটিকে অঙ্গীকার করিয়া লইতে হয়, তাহা হইলে অপরটি ত্যাগের হেতুও জিজ্ঞাস্য হইয়া পড়ে। আনন্দ একটির দুই প্রতিযোগিতাই বা কিরূপে সম্ভবপর হয়? যদি বলা যায় যে, কেবল আনন্দমাত্রেই উভয়ের প্রতিযোগিতা উপলব্ধ হয়, তাহা হইলে আনন্দে বিজ্ঞানত্ব বর্ত্তমান, ইহাও অঙ্গীকার করিতে হয়। অতএব আনন্দের প্রতিযোগিত্বেই বিজ্ঞানের প্রতীতি হেতু, সুতরাং 'বিজ্ঞান' পদটি পুনরুক্ত হইয়া পড়িতেছে। বেদবাক্যে কোন দোষ থাকা সম্ভব নহে—ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

পূর্ব্বপক্ষকারী যদি বলেন যে, বিজ্ঞানে ও আনন্দে অনুগত্যানুসারে বিজ্ঞানই স্পষ্টরূপে বর্ত্তমান, তাহা হইলে আনন্দাঙ্গীকারে মোক্ষেরই কোন প্রয়োজন দেখা যায় না।

ইহাতেও যদি বলা হয় যে, অনুকূল বিজ্ঞানই আনন্দ এবং তাহা হইতে আনন্দাকারে যে বিজ্ঞানের প্রতীতি হয়, তাহাই ব্রহ্ম; আচ্ছা বেশ, উত্তম যুক্তি দিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহা হইলে আপনাদের বিজ্ঞানমাত্র ব্রহ্মের আনুকূল্যরূপ ধর্ম্ম অবশ্য স্বীকার্য্য এবং আনুকূল্যধর্ম্ম স্বীকার করিলেই স্বগত ভেদবাদীদের প্রতিযোগী হইয়া পড়ে।

পূর্ব্বপক্ষবাদী পুনরায় বলিতেছেন যে, ব্রহ্ম বিজ্ঞান ও আনন্দ ধর্ম্ম নাই, তবে তাঁহার সান্নিধ্যে এতদুভয়ের স্ফূর্ত্তি হয়—প্রতিবাদী: এর মধ্য কল্পিত কুযুক্তি মানিয়া লইলেও দেখা যায় যে, তাঁহার অভিমতেও দর্পণ-সন্নিধি স্বচ্ছতা ও জ্যোৎস্ন প্রকারী চন্দ্রের ন্যায় ব্রহ্মে বিদ্যমানতার অস্তিত্ব স্বীকৃত হয়। চন্দ্রদীপ্তি ও স্বচ্ছতা ধর্ম্ম থাকা নিবন্ধনই দর্পণাদিতে উজ্জ্বল সঞ্চারিত দীপ্তি ও শুভ্রতা উপলব্ধ হয়, দোপাংশুতে কিন্তু এই শুভ্রতা দৃষ্ট হয় না।

যদি জড় প্রতিযোগিত্ব ও দুঃখ প্রতিযোগিত্বে ভেদ না থাকিত, তবে কেবল জড়-প্রতিযোগিত্বের দ্বারা সুখ উপলব্ধ হইত।

"আনন্দময়ঃ প্রাণানন্দ" [৩।৩।১২ সূত্র]—এই ব্রহ্ম-সূত্রের ব্যাখ্যায়—শ্রীভাষ্যকার শ্রীপাদ রামানুজ বলিয়াছেন যে, আনন্দ, সত্য, জ্ঞান ও অমলত্ব প্রভৃতি যে সমস্ত গুণ ব্রহ্মের স্বরূপ-নিরূপক, সর্ব্ববিদ্যাতেই সে সমস্ত গুণের উপসংহার করিতে হইবে। আচার্য্য নিম্বার্কও বলিয়াছেন যে, বিশেষ্য বা গুণী-ব্রহ্মের সত্যাত্মকত্ব ও আনন্দময়ত্বাদি বিশেষণ বা গুণ সকলই পরব্রহ্মোপাসনায় সংযোজিত করিতে হইবে। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যপাদ বলেন, পরব্রহ্ম নিত্যানন্দময় ও সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ—এই জ্ঞানে উপাসনা কর্ত্তব্য।

ব্রহ্মসূত্রকার ভগবান্ ব্যাসদেব উক্ত সূত্রে ব্রহ্মধর্ম্মসমূহ গুণী ও গুণ, বিশেষ ও বিশেষণ ইত্যাদি ভেদরূপেই নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

যদি এরূপ বলা যায় যে,—ব্রহ্ম জ্ঞানানন্দ-স্বরূপ নহেন বা তিনি জড়-দুঃখ প্রতিযোগীও নহেন এবং তিনি জড় ও দুঃখের প্রতিযোগিত্ব দ্বারা অনুভবনীয়ও নহেন, তাহা হইলে তাঁহার স্বরূপ নির্দ্দেশের কোন উপায় না থাকায় বৌদ্ধ-কল্পিত শূন্যবাদেরই প্রসক্তি ঘটে। সুতরাং 'বিজ্ঞান' ও 'আনন্দ' এই দুইটি পদই ব্রহ্মের স্বরূপ-লক্ষণ উদ্দিষ্ট। 'বিজ্ঞান' পদটী সাক্ষাৎ সম্বন্ধে অভিধাবৃত্তিতেই পর্য্যবসিত হওয়ায় লক্ষণাবৃত্তির কোন সার্থকতা দেখা যায় না। আর যে "যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ" ইত্যাদি শ্রুতি-বাক্যের দোহাই দিয়া জাত্যাদি গুণ-হীন ব্রহ্ম শব্দের প্রবৃত্তি হইতে পারে না—বলিয়া তর্ক উত্থাপন করেন, তাহাও সমীচীন নহে। যেহেতু যে বাক্য স্বরূপলক্ষণবান্, স্বরূপাপেক্ষী সাক্ষাৎ বাচ্যই উহাতে শব্দের প্রবৃত্তি সম্ভবপর হয়। উক্ত শ্রুতির ব্রহ্ম শব্দের বাচ্য নহেন এরূপ অর্থ নহে, পরন্তু "ব্রহ্ম এইরূপ বা এই পরিমাণ" ইত্যাদি নির্দ্দেশ করা অসমীচীন—ইহাই উক্ত শ্রুতির তাৎপর্য্য। সুতরাং 'বিজ্ঞান' পদে ব্রহ্মের জড়-প্রতিযোগিত্ব গুণ বা ধর্ম্ম স্বীকৃত হইল।

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, ব্রহ্ম আনন্দ-স্বরূপ কি না? যদি তিনি আনন্দ স্বরূপই হয়েন, তাহা হইলে তাঁহার শ্রুতি-কথিত আনন্দ-সংজ্ঞা সিদ্ধ হইতেছে এবং তাঁহার দুঃখ-প্রতিযোগিত্বও প্রতিপন্ন হইতেছে।

আর যদি বলা হয়, ব্রহ্ম আনন্দ স্বরূপ নহেন, তাহা হইলে তাঁহাতে অপুরুষার্থ দোষ উপস্থাপিত হয়, কারণ দুঃখ-নিবৃত্তি ও আনন্দ-প্রাপ্তিই মুমুক্ষুর কাম্য। ব্রহ্ম যদি আনন্দ-স্বরূপই না হন, তাহা হইলে তদ্রূপ ব্রহ্মের উপাসনায় ক্লেশ-নিবৃত্তি ও আনন্দ-প্রাপ্তির সম্ভাবনা না থাকায় মোক্ষের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করা যায় না, অতএব ব্রহ্ম যে আনন্দ-স্বরূপ ইহাও প্রমাণিত হইল। তবে কোন লোকপ্রসিদ্ধ আনন্দ-স্বরূপ অর্থাৎ লৌকিক অনুভূতিতে আমরা যে আনন্দের কল্পনা করি, তিনি সে প্রকার আনন্দরূপ নহেন ইহা আমরাও স্বীকার করি। এইরূপ শ্রুতি যে তাঁহাকে "সত্য, জ্ঞান, অনন্ত" বলিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে সত্যাদির পরস্পর ভেদ অস্বীকার্য্য, কারণ এস্থলেও ব্যাবৃত্তি-প্রণালী-অনুসারে অসত্য, জড় ও পরিচ্ছিন্ন ব্যাবর্ত্তনে ব্রহ্মেরই ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম সূচিত হইতেছে। সুতরাং নির্গুণ নির্ব্বিশেষ নিষ্কল ব্রহ্ম মায়াবাদীর কল্পনা মাত্রেই পর্য্যবসিত হইল।

কেন্দ্রাপাড়ায় প্রচার

আকর-মঠরাজ শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্য মঠের অন্যতম শাখামঠ কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠের প্রচারক পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ কয়েকজন ব্রহ্মচারী-সমভিব্যাহারে উড়িষ্যা-প্রদেশের নানাস্থানে শ্রীভগবান্ গৌরসুন্দরের ভক্তিসিদ্ধান্ত-বাণী কীর্ত্তন-সেবায় নিযুক্ত আছেন। স্বামীজীর সত্য প্রচারের অদম্য উৎসাহ দর্শনে এবং তাঁহার শ্রীমুখ-নিঃসৃত সুমধুর কৃষ্ণকথা শ্রবণে উড়িষ্যা-বাসী পরম প্রীতিলাভ করিতেছেন। স্বামীজী শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীহরিনাম চিন্তামণি, শরণাগতি, গীতাবলী প্রভৃতি কয়েকখানি গ্রন্থ উড়িয়া-ভাষায় মুদ্রিত করিয়া উড়িষ্যা-বাসিগণকে শুদ্ধ ভজন-রহস্য জ্ঞাত হইবার পরম সুযোগ প্রদান করিয়াছেন। উড়িষ্যা-বাসিগণের ঘরে ঘরে যাহাতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সার্ব্বজনীন সুনির্ম্মল প্রেমধর্ম্মবার্ত্তা বহুলভাবে প্রচারিত হয়, তজ্জন্য স্বামীজী মহারাজ অক্লান্ত পরিশ্রম করিতেছেন।

গত ৬ই নভেম্বর তারিখে কেন্দ্রাপাড়ার গোবিন্দজীর মন্দিরে, ৭ই পাব্লিক লাইব্রেরী হলে, ৮ই গোপালপুরে এবং ১০ই পোদ্দার রতন ষ্টেট কাছারীতে স্বামীজী মহারাজ বক্তৃতা করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত আশুতোষ গুপ্ত রতন-ষ্টেটের ম্যানেজার, শ্রীযুক্ত জগন্নাথদাস মহান্তি উকিল, শ্রীযুক্ত মদনমোহন দাস উকিল এবং শ্রীযুক্ত মদনমোহন চৌধুরী জমীদার মহোদয়গণের হরিকথা প্রচারে আগ্রহ ও উৎসাহ উল্লেখ-যোগ্য।

উড়িষ্যাবাসিগণ স্বভাবতঃ ধর্ম্মশীল এবং সরল-প্রাণ। পূর্ণব্রহ্ম শ্রীজগন্নাথদেব ও তদভিন্নবিগ্রহ কলিযুগপাবনাবতারী মহাপ্রভু শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীপাদপদ্মে তাঁহাদের যথেষ্ট ভক্তি আছে। তবে বঙ্গদেশের কতকগুলি নবকল্পিত ছড়া নাম-গানকারী প্রাকৃতসহজিয়ার দল তাঁহাদের সেই সরলতার অবৈধ সুযোগ লইয়া নিজেদের লাভ, পূজা, প্রতিষ্ঠার অনেক সুবিধা করিয়া লইতেছে এবং তাঁহাদিগকে ভক্তিপথের নাম করিয়া ভ্রান্ত পথে চালিত করিবার চেষ্টা করিতেছে। শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পাত্ররাজ ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ তাই উড়িষ্যাপ্রদেশের স্থানে স্থানে শুদ্ধভক্তি-প্রচার-কেন্দ্র স্থাপন করিয়া উপযুক্ত প্রচারকগণের দ্বারা উড়িষ্যাবাসিগণের নিকট শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত কীর্ত্তনের সুব্যবস্থা করিয়াছেন। তদুদ্দেশ্যে পরিচালিত পুরীতে পুরুষোত্তম মঠ, আলালনাথে ব্রহ্মগৌড়ীয় মঠ এবং কটকে সচ্চিদানন্দ মঠের কথা বোধ হয় উড়িষ্যা-বাসিগণের কাহারও অবিদিত নাই। তাঁহারা উক্ত মঠসমূহের প্রচারকগণের নিকট বিশুদ্ধ-ভজনোপদেশ লাভ করিয়া ধন্য হউন, ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

কটক সচ্চিদানন্দ মঠে

বিরহ-মহোৎসব

গত বৃহস্পতিবার ১৪ই নবেম্বর শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠে শ্রীল গৌরকিশোর দাস গোস্বামী মহারাজের বিরহ-তিথিতে বিশেষ উৎসবের অনুষ্ঠান হয়। সেই দিবস কটক সহরের বহু গণ্যমান্য ভদ্রলোক আসিয়া হরিকথা শ্রবণ এবং মহাপ্রসাদ সেবনে পরম প্রীতি-লাভ করিয়াছেন। কটকবাসীর শুদ্ধভক্তি-প্রচার কার্য্যে উৎসাহ ও সহানুভূতি বিশেষ প্রশংসার্হ।

শ্রীধাম বৃন্দাবনে

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠে মহোৎসব

বৃন্দাবন, ১৭-১১-২৯

প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্য মঠের অন্যতম শাখা-মঠ শ্রীধাম বৃন্দাবনের শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠে গত ১৪ই নবেম্বর হইতে ১৬ই নবেম্বর পর্য্যন্ত দিবস-ত্রয়ব্যাপী বার্ষিক মহোৎসব মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে। পরম ভাগবত পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌর-গোবিন্দ বিদ্যাভূষণ মহোদয় তাঁহার স্বাভাবিক সরল ও ওজস্বিনী ভাষায় মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টকবাণী পাঠ, কীর্ত্তন ও বক্তৃতা করিয়া বহু সত্যানুরাগী সজ্জনের আনন্দ বর্দ্ধন করিয়াছেন। নগর-সংকীর্ত্তনও হইয়াছিল। প্রত্যেক দিনই সমাগত জন-সাধারণকে প্রচুর বিচিত্রতা-পূর্ণ মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছে।

জাগতিক সংবাদ-সংগ্রহ

এলাহাবাদে বৈঠক

বড়লাটের ঘোষণায় পার্লামেণ্টে বাদানুবাদের পর ভারতের কর্ত্তব্যসম্পর্কে আলোচনা করিবার জন্য বিভিন্ন দলের নেতৃবৃন্দ এলাহাবাদে সম্মিলিত হন। মতিলাল নেহরু সভাপতি হন। স্থির হইয়াছে যে, কংগ্রেস কার্য্যকরী সভা বড়লাটের ঘোষণা সম্বন্ধে কোনরূপ উপদেশ করিবেন না। সভার সংবাদ-পত্রের প্রতিনিধিগণকে স্থান দেওয়া হয় নাই।

ট্রেণ ও বিমান-ষ্টেশন ধ্বংস

রুস বিমানপোত চীনাদিগের একটী বিমান ষ্টেশন ও একটী ট্রেণ ধ্বংস করিয়াছে।

নির্ব্বাচনে হত

মেক্সিকোতে প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচন হইয়া গিয়াছে। উহাতে ১৯জন হত এবং ৫০ জন আহত হয়। তন্মধ্যে ৮ ব্যক্তি মেক্সিকো সহরের প্রেসিডেণ্টের প্রাসাদের নিকট যুদ্ধে হত হয়। ঐ স্থানে উভয় দলের মধ্যে গুলিবর্ষণ হয়। পুলিশের ৪জন লোক এক লরিতে তাহাদের স্থান অভিমুখে যাইতেছিল। লরি উল্টাইয়া যাওয়ায় তাহারা মারা যায়।

একদৌড়ে ১৪০০ মাইল

ফরাসী-বিমানপোত-চালক কষ্টস ও বেল্ কোন স্থানে না থামিয়া ফরাসী ইণ্ডোচীনার হানয় নামক স্থান হইতে পাশ্চাদিকে ছাড়িয়া ভারতবর্ষের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পার হন একেবারে ১৪০০ মাইল পার হন।

ডারবানে সৈন্য প্রেরণ

আফ্রিকার ডারবান সহরে পুনরায় সৈন্য প্রেরণ করা হইয়াছে। ৭০০ লোক গ্রেপ্তার হইয়াছে। আদিম-অধিবাসিগণ ট্যাক্স দিবে না বলিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। প্রকাশ, তাহারা কজেলা পাওয়ার ষ্টেশন আক্রমণ এবং ব্লাফের পেট্রোল ষ্টেশন ধ্বংস করিবে।

জগতের নৌবল

জেনারেল ডস আমেরিকার যুক্ত সাম্রাজ্য হইতে লণ্ডনে প্রেরিত রাজ দূত। আমেরিকাবাসী সংবাদপত্র-সেবীরা সম্প্রতি তাঁহাকে একটি ভোজ দেন। বিলাতের বৈদেশিক মন্ত্রী সেখানে উপস্থিত ছিলেন। ইংরাজ ও আমেরিকার মধ্যে নৌবল সম্বন্ধে যে কথাবার্ত্তা হয়, তাহার উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন যে, জগতের প্রধান নৌশক্তিসমূহ কেলগ সন্ধি-কৃত চুক্তিতে কর্ম্ম করিলে সকলেরই মঙ্গল। গ্রেট ব্রিটেন ও যুক্ত সাম্রাজ্যের মধ্যে যে কথা-বার্ত্তা চলিতেছে, তাহা শেষ কথা নয়। কারণ, অন্যান্য শক্তিবর্গের সহিত পরামর্শ মতে তাহার পরিবর্ত্তন হইতে পারে। সমুদ্রের উপর শক্তিবর্গের স্বাধীনতা কিরূপ থাকিবে, সে সম্বন্ধে আলোচনা পরে করাই যুক্তি সঙ্গত।

রাজদ্রোহ-মামলা

জলপাইগুড়ি রাজদ্রোহ মামলায় এপর্য্যন্ত ছয়জন রাজদ্রোহ-অপরাধে অভিযুক্ত হইয়াছেন। আরও ৪জন গ্রেপ্তার হইয়াছেন।

৩ মামলার আসামী

নৃপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে এক-সঙ্গে এক দফা রাজদ্রোহের অভিযোগে অভিযুক্ত, কলিকাতা চিফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে আর এক মামলা রুজু হইয়াছে। সত্যাগ্রহ সম্পর্কে তিনি মুন্সীগঞ্জে অভিযুক্ত। পুলিশ কড়া পাহারায় তাঁহাকে ক্রমাগত স্থান স্থানান্তরিত করিতেছে।

ডাক-কর্ম্মচারী সম্মেলন

এ বৎসর ভারত-পোষ্টম্যান ও নিম্ন-কর্ম্মচারীদের সম্মেলন বেঙ্গলে বসিবে।

হুইটলি কমিশন

ভারতীয় শ্রমিকদিগের অবস্থার অনুসন্ধানের জন্য হুইটলি কমিশন বসিয়াছে যুক্তপ্রদেশের ট্রেড ইউনিয়ন কমিশন বর্জ্জন করিয়াছেন এবং শ্রমিকদিগের আর্থিক, সামাজিক ইত্যাদি বিষয়ের অনুসন্ধান-জন্য ও উন্নতির জন্য একটী কমিটি গঠন করিয়াছেন।

সিঙ্গাপুরে নৌবহর

পাঁচটি শক্তিশালী দেশের সমবায়ে নিরস্ত্রীকরণ সমস্যার সমাধানে যে বৈঠক বসিয়াছে, তাহার সিদ্ধান্ত প্রকাশ না হইলে গবর্ণমেণ্ট সিঙ্গাপুরে নৌবহর থাকিবার স্থান নির্মাণে কিছুই খরচ করিবেন না।

ইরাকের মন্ত্রীর আত্মহত্যা

দেশ আমার সেবা চাহে। কিন্তু বৃটীশ-কর্ত্তৃপক্ষ উহাতে সম্মত নহেন। আমি কি করিব! ইরাকবাসিগণ দুর্ব্বল। তাহারা আমাকে দেশদ্রোহী ও বৃটিশের ভৃত্য বলিয়া মনে করে।' এই মর্ম্মে পুত্রকে এক পত্র দিয়া ইরাকের প্রধান মন্ত্রী সার আবদুল মহসিন আত্মহত্যা করিয়াছেন!

অধ্যাপক জে. এল. ব্যানার্জ্জী গ্রেপ্তার

রাজদ্রোহের অভিযোগ

গত ১৭ই নভেম্বর রবিবার গোয়েন্দা পুলিশ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়কে ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২৪ক ধারা অনুসারে গ্রেপ্তার করিয়াছেন। প্রকাশ, ১লা আগষ্ট যতীন সেন দিবসোপলক্ষে অ্যালবার্ট হলে তিনি যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, সেই বক্তৃতা রাজদ্রোহমূলক হইয়াছে বলিয়া তাঁহাকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। পরে তাঁহাকে ১০০ টাকার ব্যক্তিগত জামীনে অব্যাহতি প্রদান করা হইয়াছে।

লাহোর কংগ্রেস

২৯শে ডিসেম্বর আরম্ভ

এলাহাবাদ, ১৮ই নভেম্বরের সংবাদে প্রকাশ, নিখিল-ভারত কংগ্রেসের কার্য্যকরী সমিতি স্থির করিয়াছেন, আগামী ২৪শে ডিসেম্বর লাহোরে উক্ত সমিতির অধিবেশন হইবে। ২৭শে, ২৮শে ও ৩০শে ডিসেম্বর তথায় কংগ্রেসের বিষয়-নির্ব্বাচনী সমিতির অধিবেশন বসিবে। কংগ্রেসের মহাসভার অধিবেশন বসিবে ২৯শে তারিখে; ৩১শে ডিসেম্বর ও ১লা জানুয়ারী উক্ত মহাসভার কার্য্য চলিবে।

ভারতে ব্যোমডাক

লণ্ডন ১৩ই নভেম্বরের সংবাদে প্রকাশ, আবহাওয়ার দুর্য্যোগ-হেতু অদ্য ব্যোমডাকে ভারতে যাইবার ৭৮টী পত্র জাহাজ ও রেল-যোগে বৃডাপেষ্টে (হাঙ্গেরী) প্রেরিত হইয়াছে। এইরূপ অভাবনীয় ঘটনার সম্ভাবনায় তথায় একখানি হাঙ্গেরী দেশ ব্যোমপোত মোতায়েন রাখা হইয়াছে। ঐ ব্যোমপোত এদেশ পর্য্যন্ত ডাক বহিয়া লইয়া যাইবে। বৃষ্টি ও মেঘের জন্য ক্রয়ডনের এক পথে কেবল বিমান গিয়াছে।

মেয়ে স্কুলের গাড়ী আক্রমণ

পুলিশের জোর তদন্ত

ঢাকা, নবদ্বীপ বসাক লেন হইতে শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র দাস লিখিয়াছেন,—সংপ্রতি এই লেনের মধ্য দিয়া স্থানীয় এক বালিকা বিদ্যালয়ের একখানি গাড়ী কয়েকজন বালিকাকে লইয়া যাইতেছিল, সেই সময় কতিপয় গুণ্ডা এই গাড়ী আক্রমণ করে। প্রকাশ, তাহারা গাড়ীর মধ্যস্থিত কয়েকটা বালিকাকে পর্য্যন্ত অপমানিত করিয়াছে। এই সম্পর্কে এই অঞ্চলে খুবই চাঞ্চল্যভাব আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। ব্যাপারটা ঐ স্কুলের অধ্যক্ষের গোচরীভূত করা হইয়াছে। তিনি পুলিশের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছেন। এই সম্পর্কে জোর তদন্ত হইতেছে।

পরের সংবাদ

এলাহাবাদ-বৈঠক

রাত্রি ১টা ১৫ মিনিট পর্য্যন্ত তর্ক-বিতর্ক হইয়া নেতৃবৃন্দ এই মীমাংসা করেন যে, 'ভারতীয় রাজপ্রতিনিধির যে বক্তৃতা [illegible] সে সম্বন্ধে বিলাতে পার্লামেণ্টে [illegible] কথা-বার্ত্তা হয়, তাহাতে [illegible] ও অসন্তোষের সৃষ্টি হইয়া [illegible] দিল্লীতে যে ফতোয়া দেওয়া হইয়াছে, সেই অনুসারে কার্য্য করা হইবে—ইহাই নির্দ্ধারিত করা গেল আশা করা যায় যে সরকার-পক্ষ হইতে সম্মত হইবেন।

পর-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

সম্প্রতি পর বিদ্যাপীঠে নিম্নলিখিত শিক্ষণীয় বিষয়নিচয়ের অধ্যাপকের আসন-সমূহ সংস্থাপিত হইয়াছে—বিদ্যার্থিগণ আবেদন করুন।

১। সাহিত্যাসন, ২। ঐতিহ্যাসন,
৩। সম্প্রদায়বৈভবাসন, ৪। ভক্তিশাস্ত্রাসন,
৫। তন্ত্রশাস্ত্রাসন, ৬। বেদান্তাসন,
৭। একায়নাসন।

শ্রীনন্দলাল রায় বি, এ, কাব্যতীর্থ, বিদ্যাসাগর,
সম্পাদক—পরবিদ্যাপীঠ, শ্রীধাম মায়াপুর।

উড়িয়া ভাষায় প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

যে সব উৎকলবাসী ভক্তগণ বাংলা পড়িতে জানেন না, তাঁহাদের শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর প্রচারিত পরম উপাদেয় ভক্তি-কথা জানিবার সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত। ৭৮৫ শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে উড়িয়া-ভাষায় নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হইং বাংলা গ্রন্থের তুলনায় উড়িয়া গ্রন্থগুলির ভিক্ষাও অপেক্ষাকৃত অল্প।

গ্রন্থের নাম	ভিক্ষা
শ্রীহরিনাম চিন্তামণি, প্রতিখণ্ড	
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	
সাধন পথ (শ্রীমহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টক) প্রতিখণ্ড	।০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	।০
কল্যাণ কল্পতরু প্রতিখণ্ড	৵০
একত্রে ৩খণ্ড লইলে	।০
গীতাবলী প্রতিখণ্ড	৴১০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৶১৫
শরণাগতি—প্রতিখণ্ড	৴০
একত্রে ৩খণ্ড লইলে	৵৫

প্রাপ্তিস্থান { শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ, কটক এবং শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, পুরী

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

শ্রীগৌড়ীয়া প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৪০৲ চল্লিশ টাকা।

২৭২৪ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে,

সপ্তচত্বারিংশ খণ্ডে সূচী ছাপা হইতেছে।

৪৬শ খণ্ড গ্রন্থ নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে ১৫৷৵০ সাধারণ পক্ষে ২০৸৶০। প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৶০, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ।৴০।

দশম স্কন্ধ ছাপা হইতেছে দশম স্কন্ধের ভিক্ষা ১২৲, অগ্রিম সাধারণের পক্ষে ৮৲।

৫০ অধ্যায়পর্য্যন্ত নবম সংখ্যা ছাপা হইয়াছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত"

সম্পূর্ণ ছাপা শেষ হইয়াছে

আদি, মধ্য, ও অন্ত্যলীলা এবং সূচী ছাপা হইয়া সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছেন। যাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ১০৲ টাকা ভিক্ষার তৃতীয় সংস্করণ ৪৲ টাকায় না পাইয়া অপূর্ব্ব সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের জন্যই উক্ত ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছেন। সেই ১০৲ টাকার এক বিরাট গ্রন্থ নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা পূর্ণ না হওয়া পর্য্যন্ত ৫৲ টাকা ভিক্ষায় দেওয়া হইবে। গ্রাহকগণ সত্বর হউন পরে আর এ সুযোগ দেওয়া হইবে না।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিম্নলিখিত মঠসমূহে প্রাপ্তব্যঃ—

১। শ্রীচৈতন্য মঠ,—পোঃ, শ্রীধাম মায়াপুর, (নদীয়া)।
২। শ্রীগৌরগদাধর মঠ,—চাঁপাহাটি, সমুদ্রগড় পোঃ, (বর্দ্ধমান)।
৩। শ্রীভাগবত আসন,—ভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৪। শ্রীগৌড়ীয় মঠ,—১নং উল্টাডাঙ্গা জংসন রোড, কলিকাতা।
৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ,—পোঃ চটক পুরী।
৬। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ,—উড়িয়া বাজার, কটক।
৭। শ্রীভাগবত মঠ,—চিরকাবাদা, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।
৮। শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ,—৮নং অগস্ত্যকুণ্ড, কাশী, ইউ, পি।
৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,—ছীপগলি, বৃন্দাবন, মথুরা, ইউ, পি।
১০। শ্রীপরমহংস মঠ—নিমসার পোঃ, সীতাপুর, ইউ পি।
১১। শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ,—কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল, পাঞ্জাব।
১২। শ্রীমাধবগৌড়ীয় মঠ,—২০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।
১৩। শ্রীগদাইগৌরাঙ্গ মঠ,—বালিয়াটি, ঢাকা।
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম,—আমলাযোড়া, রাজবাঁধ পোঃ, বর্দ্ধমান।
১৫। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ,—ডুমুরকোন্দা, চিরকুণ্ডা পোঃ, মানভূম।
১৬। শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয় মঠ,—আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী, উড়িষ্যা।

শ্রীচৈতন্য লীলার ব্যাস আদিকবি

শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র গ্রন্থ ৮৲ স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲

নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪৷০ টাকা

শ্রীচৈতন্য মঠের যাবতীয় গ্রন্থ

কার্য্যাধ্যক্ষ, গ্রন্থ-বিভাগ, শ্রীচৈতন্য মঠ
পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া
অথবা—
শ্রীগৌড়ীয় মঠ ১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা
ঠিকানায় পাওয়া যাইবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—ডাকে লইলে শ্রীচৈতন্য মঠের ঠিকানায় লিখিবেন।

এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণের নিকটও নদীয়া-প্রকাশ প্রাপ্তব্য।

১। শ্রীযুক্ত জনার্দ্দন ঘোষ—বসু লজ ক্লে রোড, খুলনা
২। শ্রীযুক্ত রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিরত্ন—দেওয়ানগঞ্জ, হলদিবাড়ী কুচবিহার।
৩। শ্রীযুক্ত রামরঞ্জন রায়—১৩।২নং শ্রীগোপাল মল্লিক লেন, কলিকাতা।
৪। শ্রীযুক্ত অমূল্যকুমার সরকার এস, ডি, ও, ফৈজাবাদ।
৫। মিঃ এন্ ডি, মুখার্জ্জি—এম, এস, ওয়ার্কস দি মল, কানপুর।
৬। শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী জ্যোতির্ভূষণ—স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া
৭। শ্রীরাসবিহারী দাস অধিকারী, নবদ্বীপ।
৮। শ্রীনিরাজমোহন দে—মনমোহন প্রেস, নবাবপুর, ঢাকা।
৯। শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ গড়গড়ি বেড়াচাঁপা, ২৪ পরগণা।

অন্যথা না ভজে কৃষ্ণ, দুষ্ট সঙ্গ করে। পুন সেইমত মায়া পাশে ডুবে মরে।

শ্রীচৈতন্যমঠের গ্রন্থাবলী

শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুর বিরচিত

তাত্ত্বিক-গ্রন্থাবলী।

উৎকৃষ্ট কাগজে। বিলাতী ধরণে বাঁধাই

স্বর্ণালঙ্কৃত। চতুর্থ সংস্করণ। বিস্তৃতবিষয় সূচীসহ

জৈবধর্ম্ম বাঁধাই ২৲ দুই টাকা

প্রকাশিত হইয়াছে

সনাতন ধর্ম্মশাস্ত্র বেদ, বেদান্ত, উপনিষৎ গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত, পুরাণ, তন্ত্রাদি সকল গ্রন্থ পাঠ করিবার অবসর অতি অল্প মানবের ঘটিয়া থাকে। অনেকের সুযোগাভাব না থাকায় সেই সমস্ত গ্রন্থের মর্ম্ম অবগত হইতে পারেন না। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বাঙ্গালীর এই অসুবিধা দুরীভূত করিবার জন্য এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

বিদ্যালয়ের ছাত্র বা শিক্ষকগণের বিশেষ পাঠ্য, এই হেতু শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টার বাহাদুর ইহা সমস্ত বিদ্যালয়ের জন্য অনুমোদন করিয়াছেন

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

প্রথম খণ্ড ভিক্ষা—১৲ একটাকা

যুক্তিপূর্ণ শাস্ত্রবাক্য দ্বারা প্রত্যেক মানবের নিত্য কর্ত্তব্য ও অনিত্য সাময়িক কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। গ্রন্থের প্রতি উক্তি সনাতন শাস্ত্রবাক্য দ্বারা সমর্থিত ও প্রমাণিত হইয়াছে। দেহের, মনের ও আত্মার ধর্ম্ম কি? স্বদেশ, সমাজ, নীতি, ধর্ম্ম কি? ইত্যাদি বিষয় ক্রমানুসারে এমন সুন্দরভাবে যুক্তিসহকারে আলোচিত হইয়াছে যে, প্রথম পংক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত পাঠ না করিয়া নিবৃত্ত হওয়া যায় না।

শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ভিক্ষা ৵০

ঐ প্রমাণ খণ্ড ভিক্ষা ৵০

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিহার ও লীলাভূমি নবদ্বীপ-সমস্তের। এই নয় দ্বীপের প্রাচীন বিবরণ—প্রত্যেক দ্বীপে শ্রীমহাপ্রভুর লীলা—প্রত্যেক দ্বীপের পরিচয়, শ্রীধাম-মাহাত্ম্য—ধামাপরাধ কি? ইত্যাদি বিষয় বিশেষভাবে মনোহর ছন্দে বর্ণিত। পকেট সাইজ প্রায় ১৬০ পৃষ্ঠা।

নবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ

উজ্জ্বল ব্রোঞ্জ ব্লু কালীতে উত্তম কাগজে ছাপা—শ্রীনবদ্বীপধাম দর্শনে ভাবুক দর্শনকারীর কি প্রকার ভাবের উচ্ছ্বাস হয়, তাহা এই গ্রন্থে বর্ণিত। অতি চমৎকার। ভিক্ষা চারি আনা।

হরিনামচিন্তামণি ।৵০ দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভৃতি [illegible] যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে [illegible] অনুকূল ও প্রতিকূল বিচার অতি সুন্দরভাবে বর্ণিত হইয়াছে। ইহা ছাড়া শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদিষ্ট শিক্ষা ও উপদেশ বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব জগতে অভিনব গ্রন্থ!!

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতি-গ্রন্থাবলী :—

শরণাগতি

পকেট সাইজ
অষ্টম সংস্করণ
ভিক্ষা ৵০ আনা

দেহ ও মনের চেষ্টা অনিত্যবস্তু লইয়া—ইহা যখন জীব বুঝিতে পারে, তখন একমাত্র নিত্যবস্তু শ্রীভগবানের প্রতি তাঁহার কোন ভাবের আবেগময়ী প্রার্থনা হয় এবং শ্রীভগবানে সর্ব্বান্তঃকরণে নিষ্কপটে কি প্রকারে শরণাগত হইতে হয়, ইত্যাদি বিষয়ক প্রাণস্পর্শী প্রার্থনা ও আত্মসমর্পণমূলক গান। অষ্টম সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে।

ভিক্ষা প্রতি খণ্ড ৵০ এক আনা।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা—৵০, নবদ্বীপশতক—৵০

অর্থপঞ্চক—৵০

কল্যাণকল্পতরু

পকেট সাইজ
পঞ্চম সংস্করণ
ভিক্ষা ⁄১০

আমরা শ্রীভগবানের অপার ও কামনার বশবর্ত্তী হইয়া পুনঃপুনঃ যে [illegible] কল্যাণ বলিয়া গ্রহণ করি এবং তাঁহার নিকট কল্যাণ কামনা করি, [illegible] কল্যাণ প্রদানে অসমর্থ এবং কোন পথ [illegible] কল্যাণদাতা [illegible] ভাবে আমরা সেই কল্যাণলাভে সমর্থ হইব, এই সকল কথা সরল গানে লিখিত। এই গীতিগ্রন্থ বাস্তবিক কল্যাণের কল্পতরু, ইহা প্রত্যেককে নিত্যকল্যাণ প্রদানে

শ্রীল চক্রবর্ত্তি-ঠাকুরের টীকা সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর কৃত টীকা ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কৃত অনুবাদ। টীকাকারের জীবনী, শ্লোক-সূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি বহু প্রয়োজনীয় বিষয় সংবলিত প্রায় ৮২৫ পৃষ্ঠা। উৎকৃষ্ট সিল্কে বাঁধাই ২৲ দুই টাকা। কাগজে বাঁধা ১৷৷০

শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ কৃত ভাষ্য সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

কাগজ ও ছাপা উৎকৃষ্ট। সিল্কে বাঁধাই, সোনার জলে নাম লেখা রাজসংস্করণ ২৲ টাকা, সাধারণ সংস্করণ ১৷৷০, গৌড়ীয়ের গ্রাহকপক্ষে ১৷০

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি (সাম্প্রদায়িকোষগ্রন্থ)

[illegible] ১। [illegible] ব্যবহৃত শব্দাবলীর অর্থ, ২। [illegible] সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের চরিত্র, ৩। বিষ্ণু-বৈষ্ণবসম্পর্কিত শ্রীমন্দির ও শ্রীমূর্ত্তির বিবরণ, ৪। বৈষ্ণবগ্রন্থ ও গ্রন্থসমূহের তাৎপর্য্য ও বিবরণ, ৫। বিষয় বিশেষের লৌকিক ও শাস্ত্রীয় আকরমূলে যাবতীয় তথ্য। চারিখণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ১ম খণ্ড ৷৷০, ২য় খণ্ড ৷৷৵০, ৩য় খণ্ড ৷৷০, ৪র্থ খণ্ড ৷৷০, চারিখণ্ড একত্রে ৩৲ (৫ম খণ্ড যন্ত্রস্থ)।

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ—১ম খণ্ড ১৲ এক টাকা

২য় খণ্ড ১৲ এক টাকা—শ্রীমদ্ভাগবতের গ্রাহক ও গৌড়ীয় গ্রাহকগণ ১০ টাকায় দুইখণ্ড পাইবেন। [illegible] গোস্বামিপাদের [illegible] প্রয়োজনীয় অংশ। [illegible] পৃষ্ঠা আকারে মুদ্রিত হইতেছে।

শ্রীমদ্গোপালভট্টগোস্বামী সঙ্কলিত

সদাচারস্মৃতিঃ

ভিক্ষা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (প্রাচীন নবদ্বীপ) নদীয়া

কবিরাজ শ্রীসত্যচরণ সেনগুপ্ত কবিরত্ন প্রণীত

[illegible]

[illegible]

মূল্য ৮/০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—১১৩নং [illegible] কলিকাতা।

বোজমারক

মদন মঞ্জরী

বটিকা ও স্বপ্ন ও ধাতু দৌর্ব্বল্য, ইন্দ্রিয়শক্তির হ্রাস, [illegible] অজীর্ণ, মাথাঘোরা, বুক ধড় ফড় করা, [illegible] লক্ষণ সত্বর নির্দ্দোষ আরোগ্য হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ৪০ বটী ১৲ এক টাকা।

"নপুংসকত্বারি ঘৃত"

পুরুষত্ব নিবেশে [illegible] ও অপরা [illegible] প্রবল করে। মূল্য ২ তোলা ১৲ টাকা।

"রমণবিলাসিনী বটিকা"

বীর্য্য ধারণ [illegible] ও স্থায়ী ও বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয়। মূল্য ১৬ বটী ১৲ এক টাকা।

বাজিকরণ নারায়ণজী কেশবজী

১৭৭নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

বিজ্ঞাপন

সাবধান! সাবধান!! সাবধান!!!

জে, বি, দত্তের চোকাশিশি বাদাম তৈল

আদ ও অকৃত্রিম এবং উপকারিতায় সর্ব্বজন পরীক্ষিত ও বহু প্রশংসিত।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী *J. B. Datta & Co.* নাম দেখিয়া খরিদ করিবেন। নতুবা জুয়াচোরগণ কমদরের কৃত্রিম তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে।

বিনীত জে, বি, দত্ত

ফেরাস কুইনিন

নূতন ও পুরাতন ম্যালেরিয়ার যম

[illegible]

[illegible] সেবন করিলে [illegible] সর্ব্বপ্রকার [illegible]

[illegible] পারবেন। [illegible] সমস্ত উপসর্গ নষ্ট করিয়া দেয়।

৬ আউন্স শিশি প্রতি বোতল—মূল্য ২৲, ডাঃ মাঃ ৷৵০ টাকা

বাই ফার্ম্মাসিউটিক্যাল এণ্ড কেমিক্যাল লেবরেটরীতে [illegible] কলিকাতা।

পরা-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

এখানে আহার এবং বাসস্থান দিয়া বিদ্যার্থিগণকে বিভিন্ন শিক্ষণীয় বিষয় শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। অনেক ছাত্র উচ্চ শ্রেণী পর্য্যন্ত আসিয়া পাঠ আরম্ভ করিয়াছেন। বর্ত্তমান বর্ষে সকল ছাত্রই গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

প্রধান অধ্যাপক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রচন্দ্র বাবা ব্যাকরণ-সাংখ্য-বেদান্ত-ষড়দর্শন-তীর্থ, সাংখ্যভূষণ, বেদান্তরত্ন, সাহিত্যশাস্ত্রী, দর্শনবাচস্পতি।

অধ্যাপক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গৌরদাস ব্রহ্মচারী ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীধাম মায়াপুর পরাবিদ্যাপীঠ, (নদীয়া)।

বেদনাঞ্জন

শ্রেষ্ঠরত্ন

কলিকাতা কংগ্রেস একজিবিসন হইতে বহু প্রশংসা প্রাপ্ত ও বহু গণ্যমান্য ভদ্রমহোদয়গণ কর্ত্তৃক প্রশংসিত।

* * *

আজকাল বাজারে চলন মিশ্রিত ও বিষাক্ত আহার্য্য সেবনে শরীরের রক্ত অত্যন্ত দোষিত হইয়া পড়িতেছে। রক্তই মানবদেহের শ্রেষ্ঠ উপাদান, এই রক্ত দোষিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মানব গাত্র, বেদনা, মাথাধরা, মাথা-ঘোরা, দৃষ্টিশক্তি হ্রাস, দাঁতের গোড়া ফুলা, দাঁত নড়নড়ান, দাঁতে পোকা এবং ঘা, চুলকানি প্রভৃতি কষ্টদায়ক রোগে আক্রান্ত হইতেছে। যদি আপনি এবম্বিধ ব্যাধিমুক্ত হইতে চান, তাহা হইলে অযথা পয়সার অপব্যয় না করিয়া অল্প ব্যয়ে এক শিশি বেদনাঞ্জন ক্রয় করিয়া ইহার কার্য্যকারী-শক্তি উপলব্ধি করুন। অপর বিবরণের জন্য ক্যাটালগ দেখুন। মূল্য এক শিশি ।৶০ আনা মাত্র মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান—এ, সি, চাটার্জ্জী এণ্ড ব্রাদার্স।

৮৫নং হলকাটি লেন, সাঁকারিপাড়া

সকল মণিহারী দোকানে ও বড় বড় ঔষধের দোকানে পাওয়া যায়।

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

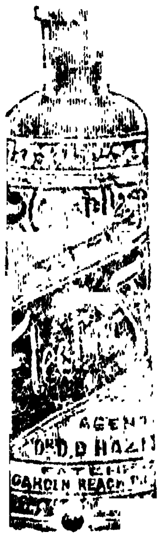

যদিও অদ্যাপি প্রকৃত মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য, তথাপি যাহারা নানাবিধ অনিয়মিত উপায়ে আয়ুশক্তি নষ্ট করিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন এবং নানা প্রকার মেহ, প্রমেহ ধাতুদৌর্ব্বল্য, স্নায়বিক দুর্ব্বলতা, ধ্বজভঙ্গ, স্বপ্নদোষ, পাকস্থলীর পীড়া, অর্শ এবং স্ত্রীলোকদের মধ্যে যাহারা বাধক, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, সূতিকা, শ্বেত ও রক্তপ্রদর, হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি রোগে ভুগিয়া জীবনে নিরাশ হইয়াছেন, তাঁহারা আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার সেভাস সাহেবের আবিষ্কৃত **ইলেক্ট্রিক সলিউসন** ব্যবহার করিয়া বাঁচিতে পারেন, তাহার শত শত প্রমাণ প্রত্যহ বহুলরূপে পাওয়া যাইতেছে। যাঁহারা অন্যান্য বহুবিধ ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরোগ্য হইতে পারেন নাই, তাঁহারা একবার এই ঔষধটি ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক মাসের ব্যবহারোপযোগী এক শিশি ঔষধের মূল্য ডাকমাশুল সহ ১।০ টাকা মাত্র।

সোল এজেণ্ট—ডাঃ ডি, ডি, হাজরা।

মহেশপুর, গার্ডেনরিচ পোষ্ট, কলিকাতা।

ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

অধ্যক্ষ

শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম.এ. এফ.সি.এস (লণ্ডন)

ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক

(প্রফেসার)

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ বিশুদ্ধ ও শাস্ত্রমতে নিজ তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হয়। পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ক্যাটালগ পাঠান হয়। রোগের বিবরণ জানাইলে যত্নপূর্ব্বক ব্যবস্থা দেওয়া হয়। চিঠি পত্রাদি সম্পূর্ণরূপে গোপন রাখা হয়।

মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দুর)

(বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৪৲ টাকা

উৎকৃষ্ট স্বর্ণ, পারদ ও আমলাসার গন্ধক দ্বারা যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। নিত্য প্রয়োজনীয় সকলরোগনাশক মহৌষধ

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৩৲ টাকা

উৎকৃষ্ট কাশীর আমলকী, বংশলোচন প্রভৃতি যাবতীয় উপাদানে পূর্ণ মাত্রায় যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। কফ, কাশি, সর্দ্দি, যক্ষ্মা, ক্ষয়রোগ, হৃদরোগ প্রভৃতি রোগের মহৌষধ। সকল প্রকার দুর্ব্বলতা নাশক অত্যন্ত পুষ্টিকর মহৌষধ বা খাদ্য বিশেষ।

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬৲ টাকা

ইহা সেবনে ধাতুদৌর্ব্বল্য, শুক্রহীনতা, স্বপ্নদোষ, প্রমেহ ও ধ্বজভঙ্গ সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায়। ইহা অদ্বিতীয় আনন্দদায়ক রসায়ন।

অবলাবান্ধব যোগ

প্রদর, বাধক প্রভৃতি জরায়ুদোষ ও যোনিগত দুরারোগ্য রোগের মহৌষধ।

মূল্য—১৬ মাত্রা ২৲ টাকা। ৫০ মাত্রা ৫৲ টাকা মাত্র।

বিশুদ্ধ জল! ভয় নাই! বিশুদ্ধ জল!!

লক্ষ্মী টিউব-ওয়েল কোং

২০৫নং নবাবপুর, ঢাকা

বর্ত্তমান-যুগের নব আবিষ্কৃত বিশুদ্ধ জলধারা উন্নত বৈজ্ঞানিক-খনন-প্রণালীতে নলকূপ (*Tube-well*) নির্ম্মাণ করা হয়। বঙ্গের লাট বাহাদুর, পোষ্টমাষ্টার জেনারেল, ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট, জিলা বোর্ডের চেয়ারম্যান, ইঞ্জিনিয়ার, জমিদার, তালুকদার, প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত ভদ্রমহোদয়গণ এই কোম্পানীর কার্য্য দেখিয়া প্রশংসা করিয়াছেন। রাসায়নিক পরীক্ষায় জল বিশুদ্ধ না হইলে মূল্য গ্রহণ হয় না। বিস্তৃত বিবরণের জন্য পত্র লিখুন।

বৃত্তিসহ সমগ্র

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

ভিক্ষা ২৲ টাকা। শিক্ষার্থি-ছাত্রের পক্ষে ১৷০ দেড়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীপরাবিদ্যাপীঠ, শ্রীগৌড়পুর

তন্ত্রমঠ, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

মনোমোহন প্রেস

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা

পূর্ব্ব-বাঙ্গালায় সুলভে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত

বৈদ্যুতিক মেশিনে দিবারাত্র কাজ চলিতেছে

বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা।

শ্রীমায়াপুর নদীয়া প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে— শ্রীবিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

স্থানীয় সংস্করণ

Registered No. C 1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩॥০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহ

ভারতের সর্ব্বত্র মঙ্গল-প্রচারে—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র।

সাধারণের হার
অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৵৫

৪র্থ খণ্ড] সম্পাদক—প্রত্নবিদ্যালঙ্কার শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী [২১৯ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্য মঠ শ্রীধাম মায়াপুর ৬ই অগ্রহায়ণ শুক্রবার ১৩৩৬, ২২শে নভেম্বর ১৯২৯

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থাবলী

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্—শ্লোক সূচী, বিষয়-সূচী প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত। ভিক্ষা, প্রতি খণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৶০ গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশ গ্রাহক পক্ষে ./০
২। ভাষ্য-সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (২য় সংস্করণ) ৫৲
৩। গৌড়ীয়-গৌরব ৵০
৪। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।০
৫। ভজন-রহস্য ॥০
৬। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
,, ,, ,, আবাঁধা ৸০
৭। গীতা (শ্রীবলদেবভাষ্যসহ) বাঁধা ২৲ আবাঁধা ১॥০
৮। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি-টীকা সহ) বাঁধা ২৲ আবাঁধা ১॥০
গীতার কোন সাধন-ভাষ্য ॥০
৯। [illegible] সানুবাদ ২৲
১০। বেদান্তস্যমন্তক সানুবাদ ॥০
১১। জৈবধর্ম্ম ২৲
১২। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৩। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৪। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ।৶০
১৫। দীপ-দিগ্দর্শন ৵০
১৬। সাধনপথ (৩য় সংস্করণ) ।৶০
১৭। আচার ও আচার্য্য ।৶০
১৮। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
১৯। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৶০
২০। শ্রীনবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৵০
২১। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য (প্রমাণখণ্ড) ৵০
২২। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ৴০
২৩। শ্রীগোদ্রুমখণ্ডপরিক্রমা দর্পণ ।০
২৪। শরণাগতি, গীতাবলী, সাধনকণ, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, নবদ্বীপশতক, অষ্টপদক ও সদাচারস্মৃতিঃ মোট ।৶০
২৫। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ও অষ্টকম্ ৵০
২৬। সাধককণ্ঠমণি ।০
২৭। সংস্কার দীপিকা ।০
২৮। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড) ৩৲
২৯। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম ৶০
৩০। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ৸০
৩১। মণিমঞ্জরী সানুবাদ ।০
৩২। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৩৩। শ্রীচৈতন্যভাগবত (বিবৃতি দ্বিতীয় সংস্করণ) ৫৲

এতদ্ব্যতীত বৈষ্ণব-ধর্ম্মের কয়েকখানি ইংরাজি ধর্ম্ম গ্রন্থ আছে, পত্র পাঠাইলে ডাকযোগে ক্যাটলগ পাঠান হয়।

প্রাপ্তিস্থান :—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

২। শ্রীগৌড়ীয় মঠ—১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড কলিকাতা।
৩। শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠ—২০নং নবাবপুর রোড ঢাকা।
৪। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ—উড়িয়াবাজার, কটক
৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ—পোড়াকুটী, পুরী
৬। শ্রীসনাতনগৌড়ীয় মঠ—[illegible], কাশী
৭। শ্রীগৌড়ীয় মঠ দিল্লী কার্য্যালয়, ১০২ হনুমানরোড, নিউদিল্লী।
৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ—[illegible], বৃন্দাবন।
৯। শ্রীভাগবত প্রেস, গোয়াড়ী—কৃষ্ণনগর।
১০। শ্রীএকায়ন মঠ, হাইস্ট্রীট, কৃষ্ণনগর।

জাগতিক সংবাদ-সংগ্রহ

শাসক ও বিচারক

বিলাতের প্রধান বিচারপতি লর্ড হিউয়ার্ট 'নিউ ডেসপটিজম' নামক একখানি পুস্তক লিখিয়াছেন। তাহাতে তিনি অভিযোগ করিয়াছেন যে, শাসক প্রবর বিচার-ব্যাপারে অত্যধিক হস্তক্ষেপ করেন, তিনি স্পষ্ট বলিয়াছেন যে, এরূপ অনাবশ্যক হস্তক্ষেপ অনধিকারচর্চা মাত্র। পুস্তক প্রকাশের ফলে হইয়াছে। লর্ড চান্সেলার লর্ড স্যাঙ্কে একটী কমিটী নিযুক্ত করিয়াছেন। তাহাতে শাসন বিভাগ ও বিচার বিভাগের সম্পর্ক সম্বন্ধে আলোচনা হইবে।

আন্তর্জ্জাতিক সভা

আগামী ডিসেম্বর মাসে বার্লিনে একটি আন্তর্জ্জাতিক বিচার-সম্বন্ধীয় সভা বসিবে। কলিকাতার ব্যারিষ্টার মিঃ আই, বি, সেন নিমন্ত্রিত হইয়াছেন।

নূতন অবতার

লণ্ডনের বিশপ প্রোধান ধর্ম্মযাজককে 'অর্ডার অব দি-হার্ট অব দি-হর্স' নামক সম্প্রদায়ে যোগদান করিবার জন্য আহ্বান করা হয়। তিনি বলেন যে, 'কথাটা শুনতে মন্দ নয়, বেশ গাল ভরা নাম; তবে দোষের মধ্যে তারা একজন নূতন দেবতার প্রাণ-কর্ত্তা চায়, ঘোড়েরও এক জন। আমি তাকে দেখেছি—সেরকম লোক রাস্তা ঘাটে দেখা যায়—বিশেষ ক্ষমতা কিছুই নাই। ওরা বড় ভুল করেছে। এখন অবতারের সম্ভাবনা নাই!" টিপ্পনী অনাবশ্যক।

শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম

ভারতীয় কারাগারে বক্তৃতা কালে ইয়াকের আর্চবিশপ বলেন, সর্ব্বজাতির সর্ব্বপ্রধান দরকার আজ এই দাঁড়াইয়াছে যে, সকলের গ্রহণীয় একটা আচারের আদর্শ চাই। সভ্যতার অনুকম্পায়িত্ব এমন দাঁড়াইয়াছে, যে ইহা যেন নিজেকেই নিজে ধ্বংস করবে।' তিনি এ কথা বলিতে চান না যে একটি ধর্ম্মের দাবী অন্য ধর্ম্মের চেয়ে বেশী। জীবাত্মা এবং পরমাত্মার সম্বন্ধ যদি কোন ধর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট করিতে পারে, তবে সেই ধর্ম্মই জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। প্রত্যেক ধর্ম্ম বলিতেছে যে বর্ত্তমান যে ধর্ম্মের সন্ধান, এই দলই সেই ধর্ম্ম-সন্ধান করিতে চান।

লর্ড সিংহের প্রতিকৃতি

স্বর্গীয় লর্ড সিংহের প্রতিকৃতি কলিকাতা হাইকোর্টে স্থাপিত হইয়াছে। হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি আবরণ উন্মোচন-কালে বলেন যে প্রতিমূর্ত্তি লর্ড সিংহের প্রথম স্থাপিত হইল। লর্ড সিংহ বাংলার আডভোকেট জেনারেল, ইম্পিরিয়াল কৌন্সিলের সদস্য, ভারতের সহকারী সেক্রেটারী অব ষ্টেট, সাম্রাজ্যের মন্ত্রী এবং বিহার প্রদেশের লাট সাহেব ছিলেন। তিনি এমন কতকগুলি রাজপদ পাইয়াছিলেন, যাহা তাঁহার পূর্ব্বে কোন ভারতবাসী পান নাই।

বন্দবিলার সত্যাগ্রহ

ইউনিয়ন বোর্ডের ট্যাক্স না দিবার জন্য সত্যাগ্রহ হয়। ২ জন স্বেচ্ছাসেবক মুক্ত হইয়াছিলেন। তাঁহারা বে-কসুর খালাস হইয়াছেন। ১০।২ জন লাঠীধারী কনেষ্টবল আসিয়াছে। দারোগাকে রিভলবার দেওয়া হইয়াছে। কেহ কোন গরু গুলি বাহিরে পায় না। একটি মারা গিয়াছে।

শ্রমিক সভা

নিখিল ভারত-রেল-শ্রমিক সংঘ নামক একটী সভা আছে। ভারত গবর্ণমেণ্ট সম্প্রতি শ্রমিক-দিগের অভাব-অভিযোগ সম্বন্ধে উক্ত সংঘের সহিত পরামর্শ করিয়া কোন কার্য্য করিবেন না বলিয়া অভিমত প্রকাশ করেন। তবে গবর্ণমেণ্ট স্বীকার করিয়াছেন যে, রেলকর্ম্মচারী দিগের বেতন ও ছুটি ভিন্ন অন্য বিষয় সম্পর্কে সংঘের সহিত পরামর্শ করিতে প্রস্তুত আছেন।

বিহার রাজনৈতিক-সম্মেলন

মুঙ্গের, ১৭ই নভেম্বরের সংবাদে প্রকাশ যে, আগামী ৭ই ৮ই ডিসেম্বরে মুঙ্গেরে বিহার প্রাদেশিক রাজনৈতিক সম্মেলনের যে ১৮শ অধিবেশন হইবে, শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রপ্রসাদ তাহার সভাপতির পদ গ্রহণ করিতে সম্মত হইয়াছেন। এই উপলক্ষে সর্দ্দার প্যাটেল একটী প্রদর্শনীর উদ্বোধন করিতে পারেন

৪ জন খুন ১জন আত্মহত্যা

ফেরোজাবাদের সংবাদে প্রকাশ যে, এক মুসলমান ছোকরার মাথায় খুন চাপে। বিকৃতমস্তিষ্ক হইয়া তাহার পিতামহী, বিমাতা বৈমাত্রেয়ী ভগিনী এবং সহধর্ম্মিণীকে খুন করে, পরে নিজেকে গুলি করিয়া আত্মহত্যা করে।

সম্পত্তি বিবাদই এই ব্যাপারের কারণ

আফ্রিকার ভবিষ্যৎ

দক্ষিণ আফ্রিকার রাজনৈতিক ব্যাপারে জেনারেল স্মাটসের স্থান সর্ব্বজন-বিদিত। শ্বেতাঙ্গগণ বলিতেছেন, শ্বেতাঙ্গগণ তাঁহাকে বিশ্বাসঘাতক বলিতেছেন এবং তিনি আদিম অধিবাসীদিগের নিকট আত্ম-সমর্পণ করিয়াছেন বলিয়া তাঁহাদের ধারণা। নিগ্রো এবং কাফ্রিরা তাঁহাকে একজন পীর বা পয়গম্বর বলিয়া ধারণা করিয়াছে। তাহাদের ধারণা এই যে, স্মাটস তাহাদিগকে ইউরোপীয় ধনী সম্প্রদায়ের হাত হইতে রক্ষা করিতেছেন। তাঁহার রাজনীতি জেনারেল হার্টজগের রাজনীতি হইতে ভিন্ন নহে, তবে তিনি বলেন যে, ইউরোপীয়গণ আর আফ্রিকাকে অবজ্ঞার চক্ষে দেখিতে পারিবেন না। এখানে ইউরোপীয় সভ্যতা বিস্তার পাইতেছে। সুতরাং এখন আফ্রিকার লোককে নগণ্য বিবেচনা করা মূর্খতার পরিচায়ক। আফ্রিকার লোক এতদিন উদাসীন ছিল, কিন্তু আজ আর তা নাই। বিংশ শতাব্দীর মধ্যে তাহাদের অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে এবং আরও হইবে। বৎসর পূর্ব্বে লিভিংষ্টোন তাহাদিগকে যে অবস্থায় দেখিয়াছিলেন, আজ আর সে অবস্থা নাই। তিনি বলিয়াছিলেন, আমি আফ্রিকার প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করি।'

স্মাটস এদিন সেই কথার পুনরুক্তি করিয়াছেন। তাঁহার মতে শীঘ্রই 'কালা আদমীরা' ইউরোপীয়ের অধীনতায় স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসন দাবী করিবে এবং এইরূপে আরও অধিক ক্ষমতা চালাইবার শিক্ষা লাভ করিবে।

চীনের বিশেষত্ব

জগতে চীনের ন্যায় জাতিভেদ-বর্জ্জিত দেশ আর কোথাও নাই। গত তিন সহস্র বৎসর একদেশে অস্পৃশ্যতা বলিয়া কিছু নাই। এখানে ৪৫ কোটি লোক একজাতি—এক সম্প্রদায়ভুক্ত। তাহাদের মধ্যে কোন প্রকার ভেদাভেদ নাই।

মৌলানা হজরত মোহানী

নিখিল ভারত-মুসলেম-লীগ ও নিখিল ভারত-মুসলেম-কনফারেন্স বড়লাটের ঘোষণার প্রশংসা করিয়াছেন বলিয়া মৌলানা হজরত মোহানী উভয়ের সদস্যপদ পরিত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার মতে বড়লাটের ঘোষণায় ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী অস্বীকৃত হইয়াছে। বিদেশের সম্পর্কশূন্য পূর্ণ স্বাধীনতা ব্যতীত অপর কিছুতে তিনি সন্তুষ্ট নহেন।

আইন অমান্য আলোচনা

আগামী ১১ই ডিসেম্বর লক্ষ্মৌ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উপাধি-বিতরণ উৎসব হইবে। বিশ্ববিদ্যালয়-সংঘের উদ্যোগে আগামী ৮ই ডিসেম্বর একটী নিখিল ভারত-আলোচনা সভার অধিবেশন হইবে। উক্ত সভায় এইরূপ আলোচনা হইবে যে, সভার অভিমত এই যে, ভারতের বড়লাটের ঘোষণা সত্ত্বেও ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে বিস্তৃতভাবে আইন অমান্য দ্বারা পূর্ণ স্বাধীনতা লাভের জন্য চেষ্টায় বাধা হওয়া উচিত নহে। আগামী ২রা ডিসেম্বর পর্য্যন্ত প্রত্যেক প্রতিষ্ঠান হইতে ২জন হিসাবে প্রতিনিধির নাম গৃহীত হইবে।

অতিবৃদ্ধের শিশুহত্যা

মহাবীর নামে ৭৫ বৎসর বয়স্ক এক ব্যক্তি নেপাল হইতে বাড়ী ফিরিয়া আসিবার সময় একটী স্ত্রী লোক সঙ্গে করিয়া আনে। স্ত্রীলোকটী তাহার নিকট হইতে পলাইয়া যাওয়ায় মহাবীর তাহার ভ্রাতুষ্পুত্রকে সন্দেহ করে। পরে সে তাহার ভ্রাতুষ্পুত্রের স্ত্রীর নিকট বলিয়া তাহার ১টী শিশু পুত্র এবং একটী শিশু কন্যাকে আনে। তাহার পর শিশু দুইটীর মৃত দেহ তাহার বাটীতে পাওয়া যায়। বিচারে দোষী সাব্যস্ত হওয়ায় দায়রা বিচারে তাহার ফাঁসির আজ্ঞা হয়। আলাহাবাদের হাইকোর্টে আপীল হয়। হাইকোর্টের জজেরা বলেন যে, যদি হত্যা-কাণ্ডটী এতটা পৈশাচিক না হইত, তাহা হইলে এই অতিবৃদ্ধের বয়স দেখিয়া আমরা শাস্তি কিছু লঘু করিয়া দিতাম, কিন্তু এ অবস্থায় সেরূপ করা যায় না।

সামরিক শিক্ষা

সাণ্ডহার্ষ্টে একটী সামরিক বিদ্যালয় আছে। সেখানে প্রবেশের পূর্ব্বে পরীক্ষা দিতে হয়। এ বৎসরে ১১ জন ভর্ত্তি হইয়াছে। তাহার মধ্যে ৬ জন ডেরাডুনের সামরিক কলেজ হইতে উত্তীর্ণ।

বিজ্ঞাপন

সাধারণের হিতার্থে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, কলিকাতার ২১৪নং বহুবাজার ষ্ট্রীটস্থ "বৈদ্যশাস্ত্রী" মহোদয়ের রচিত মানবের দুঃখ না হইতে পারে তাহার পন্থা ইত্যাদি সম্বলিত "কাম-শাস্ত্র" গ্রন্থখানি এখনও যিনি পাঠ করেন নাই, তিনি অচিরে ঐ ঠিকানায় আবেদন করত বিনামূল্যে প্রাপ্ত হউন। উহা পাঠে উপকৃত হইয়া ৭৫০০০ হাজার লোক কৃতজ্ঞ হইয়াছেন। পড়িলেই সত্যতা উপলব্ধি হইবে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

৬ই অগ্রহায়ণ শুক্রবার—১৩৩৬

সত্যানুসন্ধান

"আমি বড় হইব, আমার মতটিই প্রাধান্য লাভ করুক"—এই বুদ্ধিটী বিসর্জ্জনপূর্ব্বক সত্য বিষয়ে অভিজ্ঞান-লাভার্থ শ্রীভগবৎকৃপা অপেক্ষা করিলে স্বতঃপ্রকাশ সত্যসূর্য্য আসিবেই আমাদের হৃদয়গুহার অন্তঃস্থিত অজ্ঞান-তমোরাশি দূর করিয়া তথায় বস্তুতত্ত্ব প্রকাশ করেন। নিত্য প্রতিষ্ঠিত সত্যের প্রাধান্য স্থাপনের পরিবর্ত্তে নিজের মনগড়া সত্যের প্রাধান্য স্থাপন করার আবশ্যক হইলে কখনও 'তুমিও ভাল, আমিও ভাল'—নীতি-অবলম্বনে সর্ব্বধর্ম্ম-সমন্বয়ের পক্ষপাতী হইতে হয় আবার কখনও বা দলে পুষ্ট থাকিলে 'আমিই বড়' বলিয়া ঘোষণা করিতে হয়। এইরূপে প্রাকৃত ধন-বল, জন-বল, শারীর বল বা বুদ্ধিবলের উপরই যদি সত্য নির্দ্ধারণের ভার থাকে, তবে তাহা কখনই নিরবদ্য সত্যানুসন্ধান দিতে পারে না। সত্য শ্রৌত-পারম্পর্য্য লভ্য এবং স্বতঃপ্রকাশমান। আমাদের বহু বহু জন্মের পুঞ্জীভূত সুকৃতি-ফলেই শ্রীভগবান্ কখনও স্বয়ং অবতীর্ণ হইয়, কখনও বা তাঁহার লীলা-সহচরগণকে পাঠাইয়া জগজ্জীবকে সত্যানুসন্ধান প্রদান করেন। সেই সত্য ভগবৎ-প্রণীত শাস্ত্রসিদ্ধান্ত-সম্মত ছাড়া একটা মনঃকল্পিত কিছু হইতে পারে না। যাহা ভ্রম-প্রমাদ-বিপ্রলিপ্সা-করণাপাটব দোষ-চতুষ্টয়-যুক্ত মানব-মনঃকল্পিত, তাহা সার্ব্বজনীন সত্য নহে। সুতরাং সত্যানুসন্ধান লাভ করিতে হইলে শ্রোত্রিয় পরব্রহ্মনিষ্ঠ সদ্গুরুর অনুসন্ধান কর্ত্তব্য।

—

ধর্ম্ম সাক্ষাৎ ভগবৎপ্রণীত বলিয়া ভগবৎকৃপা ব্যতীত তাহা অবগত হইবার কোন উপায় নাই। ধর্ম্মতত্ত্ব লইয়া অধুনা দেহ-মনোধর্ম্মীর দল নানা বিবাদ আরম্ভ করিয়া দিয়াছে বলিয়া বিরক্ত হইয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না! মূলে ভগবদ্বিশ্বাসই যাঁহার নাই, তাঁহার সম্বন্ধে আমাদের কোন কথা নাই; কিন্তু যিনি ভগবান্ আছেন বিশ্বাস করেন, জীবগণ তাঁহার অংশ, তাহা বিশ্বাস করেন, তাঁহার পক্ষে বৈষ্ণবধর্ম্ম একান্ত আলোচ্য। শ্রীভগবান্ যখন চৈতন্য-বস্তু, তখন তাঁহার অংশ ও আর অচৈতন্য [illegible] হইবে [illegible] হউক না কেন যতই সে ক্ষুদ্র। সুতরাং তাহার ধর্ম্মও চৈতন্য-ধর্ম্ম ব্যতীত আর কিছুই নহে। নিত্যবস্তুর ধর্ম্ম অনিত্য বা নৈমিত্তিক নহে, তাহা তাহাকে নিত্যকাল ধারণ করিয়া থাকে অর্থাৎ তাহাই তাহার নিত্য স্বভাব। পঞ্চভূতাত্মক স্থূল দেহ ও মন-বুদ্ধ্যহঙ্কারাত্মক সূক্ষ্ম দেহ গীতা-শাস্ত্রে অনিত্য বলিয়াই কথিত হইয়াছে। জীবাত্মা-দেহই নিত্য, বিভুচৈতন্যের প্রতি আকৃষ্টই তাহার ধর্ম্ম। এই আকর্ষণ উপলব্ধির নাম ভক্তি। তাহাতেই জীবাত্মার পরাশান্তি। যতদিন পর্য্যন্ত আত্মার এই উপলব্ধির অভাব বর্ত্তমান, ততদিন পর্য্যন্ত তাহার শান্তি নাই। সে নানা মতবাদী হইয়া নানানর্থ বরণ পূর্ব্বক অশান্তির অনলে জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিবে। আজ এক মত, কাল এক মত—এইরূপ করিয়া তাহার বহু জন্ম অতিবাহিত হইবে। অতএব আর কাল বিলম্ব না করিয়া আমাদিগকে আত্মার নিত্য ধর্ম্ম ভক্তি-তত্ত্বানুশীলন করা কর্ত্তব্য।

শ্রীভগবানের অনুগ্রহ লাভের একমাত্র উপায় ভক্তি। কর্ম্ম জ্ঞানাদি পন্থায় বহু জন্ম ঘুরিয়া মরিলেও শ্রীভগবানের কৃপা-লেশ পাইবার উপায় নাই। কর্ম্মীর ভোগ-পিপাসা উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতে থাকে, জ্ঞানী 'নেতি, নেতি' করিতে করিতে শেষে আত্মবিনাশই লাভ করিয়া বসে। 'ভুক্তি মুক্তি-সিদ্ধিকামী সকলেই অশান্ত; কৃষ্ণভক্ত নিষ্কাম অতএব শান্ত॥' 'কৃষ্ণ যদি ছুটে ভক্তে ভুক্তি মুক্তি দিয়া। কভু প্রেমভক্তি না দেন রাখেন লুকাইয়া॥' ভক্তি-ধনটী কৃষ্ণভগবানের একেবারে ব্যক্তিগত সম্পত্তি—অত্যন্ত গুপ্তনিধি। একান্ত লৌল্যই তাহা প্রাপ্তির একমাত্র উপায়। সর্ব্বশাস্ত্রসার শ্রীভগবদ্গীতায় স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ উপদেশ করিয়াছেন—

মচ্চিত্তা মদ্গত-প্রাণা বোধয়ন্তঃ

পরস্পরম্

কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ॥

তেষাং সতত-যুক্তানাং ভজতাং

প্রীতিপূর্ব্বকং।

দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন

মামুপযান্তি তে॥

"যাহারা মদগতচিত্ত, মদ্গতপ্রাণ, পরস্পরকে আমার কথা বুঝাইয়া দেয়, সর্ব্বদা আমারই কথা কহে এবং তাহাতেই সন্তুষ্ট ও আনন্দিত থাকে, সেই সকল নিত্য মদ্গতপ্রাণ ও প্রীতি পূর্ব্বক ভজনকারী দিগকে আমি আমাকে প্রাপ্ত হইবার উপায়-স্বরূপ বুদ্ধিযোগ আমিই দান করি।"

——

ভগবান্ স্বয়ং তাঁহাকে পাইবার উপায় বলিয়া না দিলে তাঁহাকে পাইবার আর উপায় কি? তবে মূল কথা হইতেছে তাঁহাকে পাইবার একান্ত ইচ্ছা থাকা চাই। খামখেয়ালী না হইয়া সত্যের জন্য প্রাণে আগ্রহ থাকিলে সত্য নিশ্চয় স্বীয়হৃদয়ে অবতরণ করেন। এই অবতার-বাদ স্বীকার না করিয়া আমরা যতই আরোহবাদী হইতে থাকিব অর্থাৎ আমাদের আধ্যক্ষিক বলবুদ্ধির ভরসা করিব, সত্য ততই আত্ম-গোপন করিয়া আমার নিকট হইতে দূরে সরিয়া যাইবেন। ভক্তি ব্যতীত অন্য উপায়াবলম্বনে ভগবান্কে অন্বেষণ করা বৃথা শ্রম মাত্র। নিজের ভ্রমাদি সঙ্কুল বলবুদ্ধির আদৌ ভরসা না রাখিয়া শ্রীভগবানে আত্মনির্ভর করিতে পারিলে ভগবান্ চৈত্ত্যগুরুরূপে পথ দেখাইয়া তাঁহারই দ্বিতীয়-স্বরূপ মহান্তগুরুর নিকট আমাদিগকে লইয়া যান। সেই মহান্তগুরুর একান্ত আনুগত্য-ফলেই সত্য যে একমাত্র ভগবৎপাদপদ্ম, তাহা জ্ঞাত হওয়া যায়। শ্রেয়োলাভের একমাত্র পথ যে ভক্তি, তাহাকে ত্যাগ করিয়া যাহারা আরোহবাদী হয় অর্থাৎ ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানাবলম্বনে যেই ইন্দ্রিয়াতীত বস্তুলাভের চেষ্টা করে, তাহাদের সে সকল চেষ্টার পরিণাম কেবল পরিশ্রম-মাত্রেই পর্য্যবসিত হয়। শস্যবিহীন খড়ে আঘাত করিলে কি তণ্ডুল পাওয়া যায়? পরিশ্রমমাত্রই সার হয়। শ্রীভগবান্ গৌর-সুন্দর স্বয়ং সত্য বস্তু হইয়াও সত্যানুসন্ধানের লীলা করিয়া কলিজীবকে সত্য-প্রাপ্তির উপায় বলিয়া দিয়াছেন। তাঁহার সেই আদর্শটী নিরপেক্ষভাবে অনুশীলনের চেষ্টা না করিয়া যাঁহারা সত্যানুসন্ধানের বড়াই করিয়া বেড়ান, আমরা তাঁহাদের সে চেষ্টাকে আদৌ প্রশংসা করিতে পারি না। সত্য জানিবার ইচ্ছা হইলে শ্রীচৈতন্যানুগত্য ব্যতীত আর দ্বিতীয় পন্থা নাই।

বিশ্ব-প্রেমিকতা

নদীয়াপ্রকাশের পাঠক পাঠিকা মহোদয় ও মহোদয়াগণ! আপনারা নদীয়া-প্রকাশের আবরণী পৃষ্ঠার প্রতি একবারও দৃষ্টিপাত করিয়াছেন কি? যদি না করিয়া থাকেন, তবে একবার দৃষ্টিপাত করুন। ভাল করিয়া দেখুন, কেন না নদীয়াপ্রকাশে প্রাকৃত বস্তুর কোন কথা কিছুই বা অনুপাদেয় নাই, উহা সাক্ষাৎ ভাগবত, সুতরাং উহার প্রতি বর্ণ অপ্রাকৃত বা অপ্রাকৃত জ্ঞানলাভের উপযোগী। নদীয়া-প্রকাশের আবরণী পৃষ্ঠায় দেখিতে পাইবেন, যুদ্ধ-বিগ্রহ, হিন্দু মুসলমানে কলহ-মারামারি, দাঙ্গা-হাঙ্গামা, অতি-বৃষ্টি-অনাবৃষ্টি ও তজ্জনিত দুর্ভিক্ষ প্রভৃতি বিবরণ, [illegible] বা স্বামীর স্ত্রীহত্যা, [illegible] পীড়ন বা প্রভৃতি রাজদ্রোহাত্মক প্রভৃতি ঘটনা-গুলি জগতের দৈনন্দিন ব্যাপাররূপে বিশেষরূপে রহিয়াছে, ঐ ঘটনাগুলি প্রত্যহ দিন নূতন নূতন ব্যক্তির সম্বন্ধে সংঘটিত হইতেছে বলিয়া আমরা ঐ গুলিকে নিত্য-নূতন ভাবে গ্রহণ করিতেছি, আবার আমাদের মধ্যে অনেকে ঐ ঘটনাগুলি পড়িতে—অনুশীলন করিতে ভালবাসি।

আপনারা হয়ত অনেকেই বলিবেন, নদীয়া-প্রকাশ পারমার্থিক ধর্ম্মের প্রচারক, উহাতে প্রাকৃত জগতের তুচ্ছ ব্যাপারের আলোচনা কেন? এই প্রশ্নের উত্তর অতি সামান্য, একটু স্থির হইয়া অনুধাবন করিলে আপনারা স্বয়ং ইহার উত্তর পাইতে পারেন। কেন না আপনারা জানেন যে, পরিদৃশ্যমান জগতের হেয়ত্ব উপলব্ধি না হওয়া পর্য্যন্ত চিজ্জগতের উপাদেয়তা আমাদের উপলব্ধির বিষয় হয় না। কোন বস্তুর উৎকর্ষ দেখাইতে হইলে একটী নিকৃষ্ট বস্তুর প্রতিচ্ছবি তাহার সামনে ধরিতে হয়, নতুবা বস্তুর উৎকর্ষ সুন্দর ভাবে দেখান যায় না। শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্রসকলও এই প্রণালীতে তত্ত্ব আলোচনা করিয়াছেন।

জড় জগতের হিংসা-দ্বেষ আমাদিগকে নিত্য অশান্তির রাজ্যে লইয়া যাইতেছে, ইহা যাঁহারা কিয়ৎপরিমাণেও বুঝিতে পারিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যেই বিশ্বপ্রেমিকতা কথাটি পাওয়া যায়। বিশ্বপ্রেমিক হইতে হইলে তাঁহার মূল প্রতিবন্ধকগুলি আগে নষ্ট করা চাই, তাহা না হইলে বিশ্ব-প্রেমিক হওয়া যায় না। এখন বিচার করুন, জগতে এইরূপ কলহ, হিংসা, মারামারি প্রভৃতি অশান্তিগুলি দিন দিন সংঘটিত হইতেছে কেন? ইহার মূল কারণ কি? মূল অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাইবেন,—ইহার মূল ভোগ বা ইন্দ্রিয়-সুখ-লালসা। এই ভোগ-প্রবৃত্তি হইতেই যাবতীয় অশান্তির কারণ নিত্য নূতন নূতন ভাবে উদ্ভূত হইতেছে, আবার জড় জগৎ হইতে উহাকে চির নির্ব্বাসিত করিবার কোন উপায়ও দেখিতে পাওয়া যায় না। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—

অহস্তানি সহস্তানাম্ অপদানি চতুষ্পদাম্

ফল্গূনি তত্র মহতাং জীবো জীবস্য জীবনম্॥

—জড় জগতে প্রীতি-ধর্ম্মের কথা নাই, সকলই বিরোধ সংঘর্ষময়। হিংসা বা বিরোধ ছাড়িয়া জগতে কেহ বাঁচিয়া থাকিতে পারে না। হস্ত-বিশিষ্ট মানবগণ হস্তহীন ছাগ মেষ গরু কে হিংসা করিয়া জীবন ধারণ করেন, আবার চতুষ্পদ পশুগণ পদহীন তৃণ গুল্মাদি আহার [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] পরি- [illegible] শূন্য-বাদী [illegible] মুখ বলিয়া, [illegible] তিনি নিক্ষেপ করিয়া, কম্পখড় [illegible] পঙ্কভূমা [illegible]

করিতে [illegible] হইতে পারেন নাই, 'বিশ্ব-প্রেম' স্থাপন করিতে পারেন নাই। তবে উপায় কি? বিশ্ব-প্রেম লাভের কি কোন উপায়ই নাই?

জড় জগতের কথা আলোচনা করিয়া আপনারা জানিবেন যে, 'ইন্দ্রিয়াতীত জগতের আর কোন কথা নাই বা থাকিতে পারে না, কিন্তু জড় জগৎ ব্যতীত আর একটী জগৎ আছে, সে জগতের নাম চেতনময় জগৎ, সেই জগতেরই আমরা নিত্য অধিবাসী। চেতনময় জগৎই বাস্তব সত্য জগৎ আর জড় জগৎটী উহার বিকৃত প্রতিফলন ও তাৎকালিক। শাস্ত্রের উপাসনাপর বাক্যগুলি যদি একত্র করিয়া আলোচনা করা যায়, তাহা হইলে দেখা যাইবে যে, শাস্ত্র আমাদিগকে বারংবার বাস্তব সত্য বস্তুর অনুশীলন করিতে বলিতেছেন। 'সত্যং পরং ধীমহি'—ইহাই সর্বশাস্ত্রসার বাক্য। উহার মধ্যেই একমাত্র বিশ্বপ্রেমিকতা আছে। এই পরিদৃশ্যমান জগতে কোন্‌টী বাস্তব সত্য? আমরা জড় জগতে দুইটী বস্তু লক্ষ্য করি,—একটী চেতন, অপরটী জড়। এই দুইটীর মধ্যে চেতনই বাস্তব সত্য বস্তু। চেতন হইতেই জড়ের উৎপত্তি হইয়াছে। চেতন হইতেই জড়ের সত্তা উপলব্ধি হইতেছে, চেতন না থাকিলে জড় জগৎ থাকিয়াও না থাকা, কেন না চেতন ব্যতীত উহার সত্তা উপলব্ধি করে কে? চেতন দ্বিবিধ,ক্ষুদ্র চেতন ও বৃহচ্চেতন। ক্ষুদ্র চেতনময় বস্তু জীব এবং বৃহৎ চেতনময় বস্তুই ভগবান্‌। এই দুইটী চেতনের মধ্যে যে স্বাভাবিক আকৃষ্টি বা টান, তাহার নাম প্রেম। এই প্রেমই চেতনের নিত্যধর্ম। প্রেম-ধর্ম্মে ইন্দ্রিয়তর্পণ বা ভোগ-বিলাস না থাকায় উহাতে চির ঐকতান বর্তমান। চেতনময় জগতে ভোক্তা মাত্র একজন এবং যাবতীয় বস্তু তাঁহার ভোগ্য। সেখানে বৃহদ্বস্তু ভগবানই একমাত্র সেব্য, আর সকলেই তাঁহার সেবক। আমরা সকলেই সেই এক বৃহদ্বস্তুর সেবক—ইহা জানিতে পারিলে সাম্প্রদায়-বিশিষ্ট আমাদের মধ্যে প্রীতি স্বাভাবিক।

চেতনের ধর্ম্মে যাঁহারা প্রতিষ্ঠিত আছেন,তাঁহারাই প্রকৃত পণ্ডিত। পণ্ডিতদিগের বৈষম্যদৃষ্টি নাই, তাঁহারা বিদ্যা-বিনয়-সম্পন্ন ব্রাহ্মণ ও চণ্ডালে, কুক্কুরে, হস্তী ও কুকুরে, পবিত্র গাভী ও অস্পৃশ্য মাংসাশীতে সমদর্শন করেন। যে ধর্ম্মে যে পরিমাণে বিশুদ্ধ চেতনের অনুশীলন আছে, সেই ধর্ম্ম সেই পরিমাণে বিশুদ্ধ ও সাম্প্রদায়িক ভাব-মুক্ত। যাঁহারা সাম্প্রদায়িক [illegible] ধর্ম্ম সম্বন্ধে বাদ-বিসংবাদে রত, [illegible] আমরা সাম্প্রদায়িক মহাজন বলিতে [illegible] না। যাঁহারা চৈতন্যের ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত না থাকিয়া বিশ্ব-প্রেমিকতা বা ঐকতান স্থাপনের চেষ্টা করিতেছেন, তাঁহাদের কর্ম্মে চেষ্টাও সজ্জন-সমাজে আদরণীয় নহে। চৈতন্যের ভক্তিসদ্ধর্ম-বাণী যে দিন বিশ্বের প্রতি ঘরে ঘরে আদৃত ও পূজিত হইবে,সেই দিন আমাদের সুদিন হইবে—সেই দিনই বিশ্বপ্রেম ও ঐকতান জগতে অনায়াসে প্রতিষ্ঠিত হইবে—

"বিশ্বং পূর্ণং সুখায়তে বিষমদেন্দ্রাদিশ্চ
কীটায়তে।
যৎকারুণ্য-কটাক্ষবৈভববতাং তং
গৌরমেব স্তুমঃ॥"

নিত্য সিদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম সাধ্য কভু নয়।
শ্রবণাদি শুদ্ধ চিত্তে করয়ে উদয়॥

—চেতনের প্রীতি-ধর্ম্ম স্বতঃসিদ্ধ। বদ্ধাবস্থায় তাহা বিকৃত হইয়া কৃষ্ণেতর বস্তুতে প্রযুক্ত হয়। দুগ্ধে নবনীত ঘৃত স্বতঃ বর্তমান থাকিলেও মন্থনাদি দ্বারা উহা লভ্য হইয়া থাকে। সেইরূপ স্বাভাবিক প্রীতি জীবে বর্তমান থাকিলেও শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি সাধন-সাহায্যে হৃদয়ে প্রকটিত হইয়া থাকে। বদ্ধাবস্থায় সাধকের প্রতীতি-অনুসারে সাধনের তারতম্য আছে। স্বয়ং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু রামানন্দ-মুখে যে সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব বিবৃত করিয়াছেন, তাহা অনুশীলন করিলে আমরা অধিকারানুসারে প্রীতি বা বিশুদ্ধ চেতনের ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত থাকিতে পারি।

শ্রীমন্মহাপ্রভু রায় রামানন্দকে সাধ্য তত্ত্ব নির্ণয় করিতে বলিলে রায় রামানন্দ বলিলেন "মানবগণ স্বভাবানুসারে নিজবর্ণ এবং অবস্থানুসারে আশ্রম স্বীকার করিয়া সুন্দরভাবে জীবন-যাত্রা নির্বাহ ও পরানুশীলন করিবেন, ইহাই কর্ম্মানুগৃহীত ভক্তিযোগ বা গৌড়ীয় ভাষায় কর্ম্ম-মিশ্র ভক্তিযোগ। টঙ্ক, দ্রমিড়, ভারুচি, কপর্দি প্রমুখ মনীষিবৃন্দ এই মতকে বহুমানন করিয়াছেন।" কিন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভু এই মতকে বিশুদ্ধ বলিয়া গ্রহণ করিলেন না এবং রায়কে ইহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সাধ্যতত্ত্ব নির্ণয় করিতে বলিলেন, তাহাতে শ্রীপাদ রামানন্দ বলিলেন—স্বধর্ম্ম-ত্যাগ—এই সাধ্যসার, অর্থাৎ নিজ নিজ বর্ণ ও আশ্রমধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ পূর্ব্বক ভগবানের শরণাগত হইলে ভগবান্‌ সন্তুষ্ট হন,সুতরাং এই মতই সর্ব্বসাধ্যসার, কিন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভু এই মতকেও বহুমানন করিলেন না, এই বিচারকে বাহ্য বলিয়া আরও শ্রেষ্ঠত্ব নির্ণয় করিতে বলিলেন। তাৎপর্য্য এই যে—বিশুদ্ধ চেতনানুভূতি ব্যতীত কোন ধর্ম্মই নির্মল নহে। জাগতিক বদ্ধানুভূতি হইতে ভোগ-মূলক কর্ম্ম ও ত্যাগ-মূলক জ্ঞানকাণ্ডের উৎপত্তি। সুতরাং বৈকুণ্ঠ প্রতীতি বা চেতনানুভূতিতে ঐ দুই প্রকার ভোগ-ত্যাগ বা কর্ম্মজ্ঞানের ব্যবধান নাই। সেই কর্ম্ম বা জ্ঞানকে, যখন মুখ্য সাধন রূপে সিদ্ধান্ত করা যায়, তখন সাধকের সম্বন্ধোপলব্ধি জড় জগতের অন্তর্গত বুঝিতে হইবে।

অতএব শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীপাদ রায় রামানন্দকে আরও অগ্রসর হইতে বলিলে রায় কহিলেন—"জ্ঞান শূন্য ভক্তি সর্ব্বসাধ্যসার।"—এইবার শ্রীমন্মহাপ্রভু এই মতকে সমীচীন বলিয়া স্বীকার করিলেন। তাৎপর্য্য—ইন্দ্রিয়জ জ্ঞান ও তজ্জন্য কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগাদির প্রয়াস পরিত্যাগ পূর্ব্বক সাধুমুখ-বিগলিত ভক্তিসিদ্ধান্ত বাণী শ্রবণ ও কীর্ত্তন করিতে করিতে যিনি অনায়াসলব্ধ দ্রব্য ভগবৎপ্রসাদ-বুদ্ধিতে গ্রহণ করিয়া জীবন ধারণ করেন, তিনিই বিশুদ্ধ চৈতন্য ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত হইবার যোগ্য। এস্থলে সাধকের জড়গত ভোগ বা ত্যাগের বিচার নাই, তিনি সমগ্র জগৎ কৃষ্ণ-সেবার উপাদান বলিয়া জানিতে পারেন। জগতে হরি-সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় জাগতিক অনুভূতি শুদ্ধ হইয়া যায়। অপ্রাকৃতানুভূতি না হওয়া পর্য্যন্ত বিশ্বপ্রেম,ঐকতান—কথাগুলি নিরর্থক। সাধু-সঙ্গই সকলের মূল।

তবে ভজন করিবে কে?

(পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিরত্ন)

ইহজগতে বিমুখ-মোহিনী মায়ার আশ্রয়ে আমরা যতগুলি ব্যক্তি বাস করি, স্বীয় স্বীয় জীবিকা নির্ব্বাহের নিমিত্ত সকলেই একটা কিছু করি। কেহই বসিয়া নাই। এমন কি রাজা মহারাজা হইলেও আপাত দৃষ্টিতে জীবিকা নির্ব্বাহার্থে তাঁহার কিছু করিতে হয় না দেখা গেলেও সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে ঐ রাজ্য রক্ষা সম্বন্ধে যাহা করেন তাহাই তাঁহার জীবিকা বলিতে হয়। সুতরাং সংসারের কেহই বসিয়া নাই। কোনও না কোন কার্য্য করিতেছি। সে সকল কার্য্য সম্বন্ধে বিশেষ কোন কৈফিয়ত নাই, অবাধে নির্ব্বাহিত হইতেছে। কিছুতেই কাহারও বড় একটা আটকায় না। কিন্তু শ্রীগুরুদেব যখন বলেন, "হে জীব তোমরা দুর্লভ মনুষ্য জন্ম লাভ করিয়াছ,'নরতনু ভজনের মূল', অতএব সকলেই হরিভজন কর, কৃষ্ণ কার্ষ্ণ সেবা কর", তখনই আমরা বহু প্রকার কৈফিয়তের আবাহন করিয়া থাকি অর্থাৎ আমরা সকল কার্য্য করিতে রাজি আছি, সর্ব্বদার জন্য প্রস্তুত, বদ্ধপরিকর হইয়া রহিয়াছি; শুধু এই হরিভজন নামক কার্য্যটীর বেলায় অসহযোগ-নীতি অবলম্বন করি।

যাহার ধন আছে তিনি বলেন, "মহাশয়! আমার এতবড় সংসার, আমি চতুর্দ্দিকে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া অবসর পাইনা, কোন্ সময় হরিকে ডাকিব?" যিনি মধ্যবিত্ত, তিনি বলেন, 'আমার আরও কিছু সঞ্চয় হউক, যখন জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহের জন্য আমার মোটেই চিন্তা করিতে হইবে না, তখন যদি পারি হরিভজনের চেষ্টা করিব।' অবশ্য সংসারে দ্বিতীয় আয়োজন করিবার পূর্ব্বে কাহারও জীবিকার্জ্জনের ভাবনা নিবৃত্তি হয় না, ইহা সকলেই জানেন, সুতরাং "মরিয়া যদি-পারি হরি-ভজন করিব" এই শ্রেণীর ব্যক্তির বাক্যের তাৎপর্য্যই ইহা। যিনি নির্ধন অর্থাৎ দুই বেলা যাঁহার উদরান্ন সংস্থান হয় না, তিনি বলেন, 'আমার পেটের অন্ন, পরিধানের বস্ত্র সংগ্রহ করিবার চিন্তাতেই ২৪ ঘণ্টা অতিবাহিত হইতেছে, আমার অন্ন চিন্তাই চমৎকারা, তার ভজন কখন?' যিনি স্বাস্থ্যবান তিনিতো স্ফূর্ত্তি উড়াইয়া, অর্থাৎ নানা প্রকার ক্রীড়াসক্ত থাকিয়া, পানাসক্ত থাকিয়া, ভোগবিলাসে বিভোর থাকিয়া, ধরাকে সরা জ্ঞান করত নানাপ্রকারে জীবের উপর দৌরাত্ম্য করিয়া, ভজন যে একটা প্রয়োজনীয় ব্যাপার, তাহাতে অন্যমনস্ক থাকিয়া, অথবা অসুস্থ দরিদ্রগণের জন্য হরিভজন প্রয়োজন, যেহেতু তাহাদের গায়ে জোর নাই, গৃহে ধন নাই, এমতাবস্থায় হরির সাহায্য প্রার্থনা দরকার মনে করিয়া কিছু দিবস লম্ফ ঝম্প ও ভেক-কোলাহলের ন্যায় কোলাহল করিয়া কাটাইয়া দেন। যিনি রুগ্ন,তিনি কহে "ব্যাধির শরীর না হয় কৃষ্ণের ভজন, যথায় ব্যাধি তথায় থাকে মন।" কৈফিয়ৎ দিয়াই খালাস। বালক বলেন, 'আমার সময় হয় নাই, এখনও কিছু খাই দাই, খেলাধূলা করি' যুবক বলেন, 'এই মাত্র আমার ভোগ বিলাসের উপকরণ নবপরিণীতা ভার্য্যা গৃহে আসিয়াছে,এই নব দাম্পত্য রসের আস্বাদনের সময় কি আর হরিভজন হয়? আগে ভোগ করিয়া লই, শেষে যোগী সাজিব।' প্রৌঢ় বলেন, "আমার ছেলে, মেয়ে, নাতি, নাতনীর বিদ্যাভ্যাস ও বিবাহাদি কার্য্য উপস্থিত, এই সকল ঝঞ্ঝাট না যাওয়া পর্য্যন্ত হরিভজনের অবসর কোথায়? বৃদ্ধেরা তো শেষ জবাব এই যে, 'জরা-গ্রস্ত আমি, রোগে শোকে জর্জ্জর,দেহমন ঠিক নাই, হাঁটিতে অঙ্গ দোলে, কথা বলিতে রসনা অবশ, কাণে কর্ণ্ঠ-দোষ-প্রায়, নয়নের তারা প্রায় বুজিয়া গিয়াছে, কর্ণে আর শব্দ প্রবেশ করে না, সুতরাং এখন আর ভজনের সময় নাই, এখন ত যাওয়ার পথে; এ সংবাদ ছেলে বেলায় পাইলে কত ভজন করিতে পারিতাম" ইত্যাদি। এই সকল অবস্থা দেখিয়া শুনিয়া ইহাই জানা যায় যে, যাঁহারা সুযোগ পান,তাঁহারা তাহা অবহেলা করিয়া কাটাইয়া দেন। আর যাঁহাদিগের সুযোগ চলিয়া গিয়াছে,তাঁহারা অনুশোচনা করেন, সুতরাং আমরা বুদ্ধিমান্ কোন কালেই নাই।

একপ ভাবের জবাব হাজার করা ৯৯৯.৯ জনেরই নিকটই পাওয়া যায়। তবে হরিভজন করিবে কে? ধনী, মধ্যবিত্ত, দরিদ্র, বালক, যুবা, প্রৌঢ়, বৃদ্ধ, রোগী, সুস্থ কেহই পারেন না, তবে ভজন কাহার জন্য? একথার জবাবে শ্রীগুরুদেব বলিয়াছেন যে, 'যিনি জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে ভক্তোন্মুখী সুকৃতি শালী হইয়া সাধুসঙ্গ লাভ করিয়া নিত্য ভগবদ্‌ভক্তি অনুসন্ধান করিবেন তিনিই ভজন-যোগ্য বুদ্ধি প্রাপ্ত হইবেন। তদ্ব্যতীত অন্য পন্থা নাই। এই জ্ঞাত বা অজ্ঞাত সুকৃতি দান করিবার জন্যই মহাজনগণ দীনচেতা গৃহস্থের গৃহে গমন করিয়া থাকেন। "মহতের স্বভাব এই তারিতে পামর। নিজ কার্য্য নাহি তবু যান তার ঘর॥"

জাগতিক সংবাদ-সংগ্রহ

।।

গত ৬ঠা অগ্রহায়ণ ২০শে নভেম্বর তারিখে ই, বি, আর লাইনে যে গাড়ী খানি শান্তিপুর হইতে ৪-৪ ঘটিকার ছাড়িয়া ৪-৫৯ ঘটিকায় কৃষ্ণনগর সিটিতে পৌঁছায় সেই গাড়ী খানি দিকনগর পর্য্যন্ত আসিয়া লাইনচ্যুত হইয়া যায়। তাহাতে যে গাড়ী খানি নবদ্বীপ হইতে শান্তিপুর যায় সেই গাড়ীখানি কৃষ্ণনগর হইতে পুনরায় নবদ্বীপে ফিরিয়া যাইতে বাধ্য হয়। এই ছোট লাইনে প্রায়ই এইরূপ ঘটনা ঘটিতেছে। আমঘাটা ষ্টেশনের কিছু দূরে চাম্টার বিলের নিকটও গাড়ী এরূপ হেলিয়া পড়ে, তাহাতে যাত্রীদের অনেকেই ভয়ে কম্পিত হন। রেলওয়ে কর্তৃপক্ষগণের এ বিষয়ে একটু বিশেষ দৃষ্টি রাখা আবশ্যক।

মোটর ডাকাতি

চট্টগ্রাম হইতে সংবাদ যে বাঁশবেড়িয়া গ্রামে, ২০।২৫ জন ডাকাত গভীর রাত্রিতে মোটর যোগে আসিয়া উক্ত গ্রামের ধনী ব্যবসায়ী শ্রীযামিনী কুমার দত্তের বাড়ীতে উপস্থিত হয় এবং সদর দরজা খুলিতে চেষ্টা করে। কিন্তু না পারিয়া দরজা ভাঙ্গিয়া ফেলে। ডাকাত সকলেই অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত ছিল। কেহ বাধা দিতে সাহস করে নাই। তাহারা স্ত্রীলোকদিগের উপর নানাভাবে অত্যাচার করিয়া অলঙ্কার কাড়িয়া লয়। ক্ষতির পরিমাণ ১০০০০৲ টাকা হইবে।

জাল এম্ এস্ সি

প্রকাশ, এক ব্যক্তি নবদ্বীপে মেয়ে দেখিবার অছিলায় এক সম্ভ্রান্ত ভদ্র গৃহস্থের বাড়ীতে আসে। সে নিজেকে এম, এস, সি বলিয়া প্রচার করে। পরে প্রকাশ পায় সে, সে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ, জুয়াচুরি করিবার জন্য এরূপ করিতেছে। তাহাকে পুলিশের হাতে দেওয়া হইয়াছে।

বন্দ বিলায় সত্যাগ্রহ

যশোহর জেলার বন্দ বিলা গ্রামে ইউনিয়ন বোর্ড বর্জ্জনের জন্য গ্রামবাসীর সত্যাগ্রহের বিষয় পাঠকগণ অবগত আছেন। একজনও ক্রেতা না থাকায় ক্রোকী মালপত্র এখনও কর্তৃপক্ষের হাতে আছে এবং না খাইতে পাইয়া শীর্ণ হইয়া যাইতেছে। দারোগা, বিনোদ নামক এক ব্যক্তির উপর নোটিশ জারি করিতে যাওয়ায় বিনোদ দারোগাকে প্রহার করিয়াছে, বিনোদের নামে দারোগা এই মর্ম্মে নালিশ করিয়াছেন।

চিঠিপত্র প্রেরণের সুবিধা

দুই দেশের মধ্যে রাজনৈতিক সম্পর্ক স্থাপিত হইলে চিঠিপত্র প্রেরণের সকল সুবিধা দেওয়া হয়, এই কথা উল্লেখ করিয়া কোনও সদস্য জিজ্ঞাসা করেন,—রুশ গবর্ণমেণ্টের দূত লণ্ডনে থাকিবেন। সেই দূতের নিকট হইতে মস্কো সরকারের নিকট পত্র প্রেরিত হইবে এবং মস্কো হইতে লণ্ডনে চিঠি পত্র, প্যাকেট ও পার্শ্বেল ইত্যাদি আসিবে। এমন কি, বৃটিশের স্বার্থের বিরোধী অনেক কিছুও আসিতে পারে। তাহাতে এরূপ কোন কিছু না হয় তজ্জন্য সোভিয়েট সরকার এবং কমিউনিষ্ট ইণ্টারন্যাশনেলের পক্ষ হইতে কোনও প্রতিশ্রুতি পাওয়া হইবে কি?

উত্তরে মিঃ আর্থার হেণ্ডারসন বলেন,—রাজনৈতিক সম্পর্ক স্থাপিত হইলে বুঝিতে হইবে যে, উভয় দেশের দূতেরা তাহাদের স্বাভাবিক সমস্ত সুবিধাই পাইবেন, রাজনৈতিক ব্যাপার-সম্পর্কিত পত্রাদিতে কোন অসুবিধাই তাহাদের থাকিবে না।

খাদ্য বহনকারী জাহাজ
আমেরিকার সভাপতির প্রস্তাব

সম্প্রতি আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট মিঃ হুভার বলিয়াছেন যে, যুদ্ধের সময় রসদ সরবরাহকারী জাহাজের পথ ছাড়িয়া দেওয়া উচিত। এরূপ জাহাজকে আটক করিয়া শত শত লোককে অনাহারে মারিতে যাওয়া সঙ্গত নহে। কমন্স সভার অধিবেশনে সেদিন কোনও সদস্য জিজ্ঞাসা করেন,—প্রেসিডেণ্ট হুভারের প্রস্তাবের কোন প্রত্যুত্তর বৃটিশ সরকার দিবেন কি?

উত্তরে পররাষ্ট্র সচিব মিঃ আর্থার হেণ্ডারসন বলেন,—প্রেসিডেণ্ট হুভার পরিষ্কার করিয়া বলিয়াছেন যে, তিনি সরকারী ভাবে কোন প্রস্তাব করেন নাই। কাজেই বৃটিশ সরকার ইহার জবাব দিতে বাধ্য নহেন। তবে মন্ত্রিসভা এই বিষয়ে আলোচনা করিয়া দেখিবেন।

শিশু বধ

পাবনা জেলার খ্যাতনামা উকিল যামিনী বাবুর মধ্যমা কন্যার এক শিশু পুত্রকে একদিন সন্ধ্যার সময় দেখিতে না পাওয়ায় চারিদিকে সন্ধান করা হয় কিন্তু কোথাও শিশুটিকে পাওয়া যায় না। পরদিন এক পুকুরের কোণে মৃত অবস্থায় শিশুটিকে মাটিতে পোতা অবস্থায় পাওয়া গেল।

কিছুদিন পরে পণ্ডিত মহাশয়ের চার মাস বয়স্কা একটী নাতনীকে বেলা দ্বিপ্রহরের পর হঠাৎ পাওয়া যায় না। বহু অনুসন্ধানের পর দেখা গেল, এক ডোবায় মেয়েটি মৃত অবস্থায় পড়িয়া আছে। কিরূপে শিশু দুইটি বধ হইল এখনও জানা যায় নাই।

ভুল সংবাদ

নিখিল ভারত-কংগ্রেস-কমিটির অস্থায়ী সেক্রেটারি জানাইতেছেন যে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিগণকে লইয়া এলাহাবাদে যে সম্মিলনী হয় তাহা সাধারণের নিকট প্রকাশ্য নহে। তথায় কোন সংবাদপত্রের প্রতিনিধিকে প্রবেশাধিকার দেওয়া হয় নাই। সংবাদ পত্রে যে সকল বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে তাহা ভুল।

বড়লাট স্কাউট শিবিরে

বড়লাট বোম্বাই হইতে দিল্লী ফিরিবার সময় জি, আই, পি রেলের নূতন বৈদ্যুতিক ট্রেণে আসেন। বোম্বাই হইতে পুনায় আসিবার সময় লোনাভিলায় সংবাদ পান যে, ৫০০ জি, আই, পি স্কাউট তথায় নিকটেই শিক্ষা লাভ করিতেছিল। সংবাদ পাইয়া তিনি রেল ষ্টেশন হইতে তথায় পদব্রজে যান।

সাধারণের অবগতির জন্য স্কাউট আন্দোলনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস দিতেছি—

বিলাতের ডরসেট নামক স্থান সন্নিকটে ব্রাউনিং দ্বীপ অবস্থিত। সেখানে স্যার রবার্ট বেডেন পাউয়েল সাহেবের সহিত কয়েক জন বালক শিবির-সন্নিবেশ করিয়াছিল। সে আজ ২১ বৎসরের পূর্ব্বের কথা। তাহার পূর্ব্ব হইতে বেডেন পাউয়েল সাহেব সৈন্য গঠনের নূতন উপায় উদ্ভাবন করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। সেই চেষ্টার ফলে এই ব্যাপারের উদ্ভব হয়। এখান হইতেই বয়-স্কাউট প্রথম তৈয়ারী হয়। এখন প্রায় কুড়ি লক্ষ স্কাউট আছে। পৃথিবীর প্রায় সমস্ত দেশেই স্কাউট তৈয়ারী হইয়াছে।

স্বরাজ ও সম্পদ্

মিঃ জি, ডি, বিরলা দেশ-ভক্ত, সমাজ সংস্কারক এবং কৃতী ব্যবসায়ী। তিনি হিন্দু বিদ্যালয়ে অনেক টাকা দান করিয়াছেন। সম্প্রতি তিনি জব্বলপুরে গিয়াছিলেন। মিউনিসিপ্যালিটির সম্বর্দ্ধনার উত্তরে তিনি বলেন, বাণিজ্যের সহিত রাজনীতির সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ। স্বরাজের সার্থকতা দেশের লোকের সম্পদ বৃদ্ধিতে।

কামধেনু

গাইবান্ধায় একটী দুই বৎসর বয়স্কা গাভীকে যখনই দোহন করা যায় তখনই অন্ততঃ এক পোয়া হইতে তিন পোয়া পর্য্যন্ত দুগ্ধ পাওয়া যায়।

নূতন সাপ্তাহিক

"পল্লী-গঠন" নামক রাজসাহী হইতে প্রকাশিত, শিক্ষা, সমবায়, কৃষি, স্বাস্থ্য ও সমাজ-নীতি-বিষয়ক নূতন সাপ্তাহিক পত্রিকা আমাদিগের নিকট পাঠাইবার জন্য আমরা সম্পাদক মৌলবী এম, এ, হোসেন, বি, এ এবং এম, এন, হক্‌ সাহেবদিগকে আন্তরিক ধন্যবাদ দিতেছি।

টি, পি

মিঃ টি, পি, ও কোনর সাহেব সংবাদপত্র-মহলে টি, পি নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। আমরা তাঁহার মৃত্যু সংবাদে দুঃখ প্রকাশ করিতেছি। তিনি একজন বিখ্যাত রাজনৈতিক এবং পত্রিকা-পরিচালক ছিলেন। মৃত্যু-কালে তাঁহার বয়স ৮১ বৎসর হইয়াছিল। তিনি ১৮ বৎসরে গ্রাজুয়েট হইয়া ডাবলিনের "স্যাটার্ ডে নিউজ লেটার" নামক পত্রিকার জুনিয়র রিপোর্টার হন। পরে দুঃসাহস মাত্র সম্বল লইয়া তিনি লণ্ডন যাত্রা করেন এবং অনেক দুঃখ কষ্ট সহ্য করার পর "ডেলি টেলিগ্রাফ" কাগজের অফিসের কাজ পান। "নিউ ইয়র্ক হেরল্ড" পত্রিকার লণ্ডনের কার্য্যালয়ে তিনি কিছুকাল কাজ করেন। সেই সময় অবসর-মত তিনি রাজনীতি-ক্ষেত্রে নামিতেন। অবশেষে তিনি "ফাদার অব দি হাউস অব

বি, পি, সি, সি

বাংলা প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীতে মহা তুমুল ব্যাপার ঘটিয়াছে। কয়েকজন সদস্য লইবার সম্বন্ধে একদল আপত্তি করেন এবং এক সময়ে প্রেসিডেণ্ট প্রভৃতি কর্ম্ম নির্ব্বাহক নির্ব্বাচনের সময় হওয়ায় তাঁহারা প্রস্তাব করেন যে, উক্ত নির্ব্বাচন আপাততঃ স্থগিদ থাকুক। কিন্তু শ্রীযুক্ত সুভাষ বাবুর দল দলে ভারি ছিল। সেই দলের লোকেরা সম্মত না হওয়ায় অপর দল সভা হইতে চলিয়া যান। কাজেই সুভাষ বাবুর দল তাঁহাকে প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচন করেন।

৩৫০০০০০৲ টাকা সংগ্রহ
মহাত্মা গান্ধীর পর্য্যটন

মহাত্মা গান্ধী এলাহাবাদ, [illegible], মির্জ্জাপুর প্রভৃতি স্থানে পর্য্যটন [illegible] ছেন। [illegible] তিনি প্রায় ২৮ [illegible] সংগ্রহ করেন। [illegible] এলাহাবাদে ও সীতাপুর প্রায় [illegible] টাকা সংগ্রহ করেন।

পর-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

সম্প্রতি পরবিদ্যাপীঠে নিম্নলিখিত শিক্ষণীয় বিষয়নিচয়ের অধ্যাপকের আসন-সমূহ সংস্থাপিত হইয়াছে—বিদ্যার্থিগণ আবেদন করুন।

১। সাহিত্যাসন, ২। ঐতিহ্যাসন,
৩। সম্প্রদায়বৈভবাসন, ৪। ভক্তিশাস্ত্রাসন,
৫। তন্ত্রশাস্ত্রাসন, ৬। বেদান্তাসন,
৭। একায়নাসন।

শ্রীনন্দলাল রায় বি, এ, কাব্যতীর্থ, বিদ্যাসাগর,
সম্পাদক—পরবিদ্যাপীঠ, শ্রীধাম মায়াপুর।

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৪০্ চাল্লিশ টাকা।

২৭২৪ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে,
সপ্তচত্বারিংশ খণ্ডে সূচী ছাপা হইতেছে।

৪৬শ খণ্ড গ্রাহক নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে ১৫৸৵০ সাধারণ পক্ষে ২০৸৵৩। প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৵০, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ।৵০।

দশম স্কন্ধ ছাপা হইতেছে। দশম স্কন্ধের ভিক্ষা ১২্, অগ্রিম সাহায্যের পক্ষে ৮্।

৫০ অধ্যায়পর্য্যন্ত নবম সংখ্যা ছাপা হইয়াছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

"শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত"

সম্পূর্ণ ছাপা শেষ হইয়াছে

আদি, মধ্য, ও অন্ত্যলীলা এবং সূচী ছাপা হইয়া সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছেন। যাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ১০্ টাকা ভিক্ষার তৃতীয় সংস্করণ ৪ টাকায় না পাইয়া অপূর্ব্ব সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের জন্যই উহার ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছেন। সেই ১০্ টাকার এই বিরাট্ গ্রন্থ নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা পূর্ণ না হওয়া পর্য্যন্ত ৫্ টাকা ভিক্ষায় দেওয়া হইবে। গ্রাহকগণ সত্বর হউন পরে আর এ সুযোগ দেওয়া হইবে না।

শ্রীচৈতন্য লীলার ব্যাস আদিকার

শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র গ্রন্থ ৮্ স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫্
নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪৷৷০ টাকা

শ্রীচৈতন্য মঠের যাবতীয় গ্রন্থ

কার্য্যাধ্যক্ষ, গ্রন্থবিভাগ, শ্রীচৈতন্য মঠ
পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া
— অথবা
শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা
ঠিকানায় পাওয়া যাইবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—ডাকে লইলে শ্রীচৈতন্য মঠের ঠিকানায় লিখিবেন।

উড়িয়া ভাষায় প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

যে সব উৎকলবাসী ভক্তগণ বাংলা পড়িতে জানেন না, তাঁহাদের শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর প্রচারিত পরম উপাদেয় ভক্তি-কথা জানিবার সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে উড়িয়া-ভাষায় নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হই। বাংলা গ্রন্থের তুলনায় উড়িয়া গ্রন্থগুলির ভিক্ষাও অপেক্ষাকৃত অল্প।

গ্রন্থের নাম	ভিক্ষা
শ্রীহরিনাম চিন্তামণি, প্রতিখণ্ড	৷৷০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	১্
সাধন পথ (শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টক) প্রতিখণ্ড	।০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	।০
কল্যাণ কল্পতরু প্রতিখণ্ড	৵০
একত্রে ৩খণ্ড লইলে	।০
গীতাবলী প্রতিখণ্ড	⁄১০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৵১৫
শরণাগতি—প্রতিখণ্ড	⁄০
একত্রে ৩খণ্ড লইলে	৵৫

প্রাপ্তিস্থান { শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ, কটক
এবং
শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, পুরী

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিম্নলিখিত মঠসমূহে প্রাপ্তব্য:—

১। শ্রীচৈতন্য মঠ,—পোঃ, শ্রীধামমায়াপুর, (নদীয়া)।
২। শ্রীগোদ্রুমদ্বীপের মঠ,—চাঁপাহাটি, সমুদ্রগড় পোঃ, (বর্দ্ধমান)।
৩। শ্রীভাগবত আসন,—ভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৪ শ্রীগৌড়ীয় মঠ,—১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা।
শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, চটকপর্ব্বত, পুরী,
শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ,— উড়িয়া বাজার, কটক।
শ্রীভাগবত মঠ,—চিকাশয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।
শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ,—৪নং অগস্ত্যকুণ্ড, কাশী, ইউ, পি।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,—ছীপীগাল, বৃন্দাবন, মথুরা, ইউ, পি।
শ্রীপরমহংস মঠ—নিমসার পোঃ, সীতাপুর, ইউ পি।
১১ শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ,— কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল, পাঞ্জাব।
১২ শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠ,— ৯০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।
১৩ শ্রীগদাইগৌরাঙ্গ মঠ,—বালিয়াটি, ঢাকা।
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম,— আমলাযোড়া, রাজবাঁধ পোঃ, বর্দ্ধমান।
১৫। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ,—ডুমুরকোন্দা, চিরকুণ্ডা পোঃ, মানভূম।
১৬। শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয় মঠ,—আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী, উড়িষ্যা।

এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণের নিকটও
নদীয়া-প্রকাশ প্রাপ্তব্য।

১। শ্রীযুক্ত জনার্দ্দন ঘোষ—বসু পাড়া ক্রে রোড, খুলনা
২। শ্রীযুক্ত রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিরত্ন—দেওয়ানগঞ্জ, হলদিবাড়ী কুচবিহার।
৩। শ্রীযুক্ত রামরঞ্জন রায়—৭৮।২নং শ্রীগোপাল মল্লিক লেন, কলিকাতা
৪। শ্রীযুক্ত অমূল্যকুমার সরকার এম, ডি, এ, ফৈজাবাদ।
৫। মিঃ এন ডি, মুখার্জ্জি—এম, এম, এর কম দি মল কানপুর।
৬। শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী জ্যোতিভূষণ—স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া
৭। শ্রীরাসবিহারী দাস অধিকারী, নবদ্বীপ।
৮। শ্রীবিরাজমোহন দে—মনমোহন প্রেস, নবাবপুর, ঢাকা।
৯। শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ গড়গড়ি বেড়াচাঁপা, ২৪ পরগণা।

অন্যাশ্রয় না ভজে এবং দুষ্ট সঙ্গ করে। পুন সেইমত মায়া পাপে ডুবে মরে

চৈতন্যমঠের গ্রন্থাবলী

শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুর বিরচিত
তাত্ত্বিক গ্রন্থাবলী।

উৎকৃষ্ট কাপড়ে বিলাতী ধরণে বাঁধাই
সুবিদিত। চতুর্থ সংস্করণ। বিষয়াবলী সূচীসহ

জৈবধর্ম্ম বাঁধাই ২৲ দুই টাকা

প্রকাশিত হইয়াছে

সনাতন ধর্ম্মশাস্ত্র বেদ, বেদান্ত, উপনিষৎ, গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত, পুরাণ, তন্ত্রাদি সকল গ্রন্থ পাঠ করিবার অবসর অতি অল্প মানবের ঘটিয়া থাকে। অনেকের যোগ্যতা না থাকায় সেই সমস্ত গ্রন্থের মর্ম্ম অবগত হইতে পারেন না। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বাঙ্গালীর এই অসুবিধা দূরীভূত করিবার জন্য এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

বিদ্যালয়ের ছাত্র বা শিক্ষকগণের বিশেষ পাঠ্য, এই হেতু শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টার বাহাদুর ইহা সমস্ত বিদ্যালয়ের জন্য অনুমোদন করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

প্রথম খণ্ড ভিক্ষা—১৲ একটাকা

যুক্তিপূর্ণ শাস্ত্রবাক্য দ্বারা প্রত্যেক মানবের নিত্য কর্ত্তব্য ও অনিত্য সাময়িক কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। গ্রন্থের প্রতি উক্তি সনাতন শাস্ত্রবাক্য দ্বারা সমর্থিত ও প্রমাণিত হইয়াছে। দেহের, মনের ও আত্মার ধর্ম্ম কি? স্বদেশ, সমাজ, নীতি, ধর্ম্ম কি? ইত্যাদি বিষয় ক্রমানুসারে এমন সুন্দরভাবে যুক্তিসহকারে আলোচিত হইয়াছে যে, প্রথম পংক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত পাঠ না করিয়া নিবৃত্ত হওয়া যায় না।

শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ভিক্ষা ৵০

ঐ প্রমাণ খণ্ড ভিক্ষা ৵০

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিহার ও লীলাভূমি নয়টী দ্বীপ সমন্বিত। এই নয় দ্বীপের প্রাচীন বিবরণ— প্রত্যেক দ্বীপে শ্রীমহাপ্রভুর লীলা—প্রত্যেক দ্বীপের পরিচয়, শ্রীধাম-মাহাত্ম্য ধামাপরাধ কি? ইত্যাদি বিষয় বিশেষভাবে মনোহর ছন্দে বর্ণিত। পকেট সাইজ প্রায় ১৬০ পৃষ্ঠা।

শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ

উজ্জ্বল রোজ্ঞ্বর্ণ কালীতে উত্তম কাগজে ছাপা— শ্রীনবদ্বীপধাম দর্শনে ভাবুক দর্শনকারীর কি প্রকার ভাবের উচ্ছ্বাস হয়, তাহা এই গ্রন্থে বর্ণিত। অতি চমৎকার: ভিক্ষা চারি আনা।

শ্রী ।৵০ দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভুকে উপদেশচ্ছলে যে সকল কথা বলিয়াছিলেন, তাহা এই গ্রন্থে ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিচার অতি সুন্দরভাবে বর্ণিত হইয়াছে। ইহা ছাড়া শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর উপদিষ্ট শিক্ষা ও উপদেশ বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব জগতে অভিনব গ্রন্থ !!
শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতি-গ্রন্থাবলী :—

শরণাগতি পকেট সাইজ, অষ্টম সংস্করণ ভিক্ষা /০ আনা

দেহ ও মনের চেষ্টা অনিত্যবস্তু লইয়া—ইহা যখন জীব বুঝিতে পারে, তখন একমাত্র নিত্যবস্তু শ্রীভগবানের প্রতি তাঁহার কোন অভাবনীয় আবেগময়ী প্রার্থনা হয় এবং শ্রীভগবানে সম্পূর্ণরূপে নিষ্কপটে কি প্রকারে শরণাপন্ন হইতে হয়, ইত্যাদি বিষয়ক প্রাণস্পর্শী প্রার্থনা ও আত্মসমর্পণমূলক গান। দ্বিতীয় সংস্করণও প্রকাশিত হইয়াছে।

ভিক্ষা প্রতি খণ্ড /০ এক আনা।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা— /০; নবদ্বীপশতক— /০
অর্থপঞ্চক— /০

কল্যাণকল্পতরু পকেট সাইজ পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা /১০

আমরা প্রত্যহ নূতন নূতন অভাব ও কামনার বশবর্ত্তী হইয়া পুনঃপুনঃ যে অকল্যাণকে কল্যাণ বলিয়া গ্রহণ করি এবং যাহার নিকট কল্যাণ কামনা করি, তিনি যে নিত্য বা যথার্থ কল্যাণ প্রদানে অসমর্থ এবং কোন বস্তু আমাদের নিত্য কল্যাণদাতা এবং কি ভাবে আমরা সেই কল্যাণলাভে সমর্থ হইব, এই সকল কথা সরল গানে লিখিত। এই গীতগ্রন্থ বাস্তবিকই কল্যাণের কল্পতরু, যাঁরা প্রত্যেককে নিত্যকল্যাণ প্রদানে...

শ্রীল চক্রবর্ত্তি ঠাকুরের টীকা সহ

শ্রীমদ্ ভগবদ্গীতা

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠাকুর কৃত টীকা ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কৃত অনুবাদ। টীকাকারের জীবনী, শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ প্রয়োজনীয় বিষয় সম্বলিত। প্রায় ৮০০ পৃষ্ঠা। উৎকৃষ্ট সিল্কে বাঁধাই ২৲ দুই টাকা, কাগজে বাঁধা ১॥০

শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ কৃত ভাষ্য সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

কাগজ ও ছাপা উৎকৃষ্ট। সিল্কে বাঁধাই, সোণার জলে নাম লেখা রাজসংস্করণ ২৲ টাকা, সাধারণ সংস্করণ ১॥০, গৌড়ীয়ের গ্রাহকপক্ষে ১।০

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি (অভিধানকোষগ্রন্থ)

বিষয়:— ১। ভক্তিশাস্ত্রে ব্যবহৃত শব্দাবলীর অর্থ, ২। চারি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের চরিত্র, ৩। বিষ্ণুবৈষ্ণবসম্পর্কিত গ্রন্থাদির ও শ্রীবিগ্রহের বিবরণ, ৪। বৈষ্ণবগ্রন্থ ও গ্রন্থকারগণের তালিকা ও বিবরণ, ৫। বিষয় বিশেষের লৌকিক ও শাস্ত্রীয় আকরমূলে মীমাংসা ইত্যাদি। চারিখণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ১ম খণ্ড ॥০, ২য় খণ্ড ৸০, ৩য় খণ্ড ৸০, ৪র্থ খণ্ড ৸০, চারিখণ্ড একত্রে ৩৲ (৫ম খণ্ড যন্ত্রস্থ)।

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ—১ম খণ্ড ১৲ এক টাকা, ২য় খণ্ড ১৲ এক টাকা—শ্রীমদ্ভাগবতের গ্রাহক ও গৌড়ীয় গ্রাহকগণ ৸০ টাকায় প্রত্যেক খণ্ড পাইবেন। বেদান্তবিৎ শ্রীজীব গোস্বামিপাদের রচিত গ্রন্থ। ইহাতে ষট্সন্দর্ভের অধিক প্রয়োজনীয় অংশ। প্রতি খণ্ড উত্তম কাগজে বিশুদ্ধ ৯৬ পৃষ্ঠা আকারে মুদ্রিত হইতেছে।

শ্রীমদ্রঘুনন্দন গোস্বামী সঙ্কলিত

সদাচারস্মৃতিঃ

ভিক্ষা /০ মাত্র

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ও আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ডাক্তারগণের সমাদরিত ঔষধ ডাকে পাঠান হয়। ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন হয় না। মূল্য প্রতি শিশি ৸০ আনা, পাঁইট ৸০ আনা, বোতল ১৸০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা।

রেজেষ্টার্ড

মদন মঞ্জরী

বটিকায় স্বপ্ন ও ধাতুবিকার, ইন্দ্রিয়শক্তির হ্রাস, প্রস্রাবে শুক্রপাত, অজীর্ণ, মাথাঘোরা, বুক ধড়ফড়ানি, অনিদ্রা প্রভৃতি লক্ষণ সত্বর নির্দ্দোষ আরোগ্য হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ৪০ বটী ১৲ এক টাকা।

"নপুংসকারি ঘৃত"

পুরুষত্বহানি রোগে বাহ্যপ্রয়োগ দ্বারা আরোগ্য করিয়া শক্তিসম্পন্ন করে। মূল্য ২ তোলা ১৲ টাকা।

"রমণবিলাসিনী বটিকা"

স্তম্ভনশক্তি ও রতিশক্তি বৃদ্ধি করিতে অব্যর্থ। মূল্য ১৬ বটী ১৲ এক টাকা।

রাজবৈদ্য নারায়ণজী কেশবজী
১৭৭নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

বিজ্ঞাপন

সাবধান! সাবধান!! সাবধান!!!
জে, বি, দত্তের ঠোঁকা শিশি বাদাম তৈল
আদি ও অকৃত্রিম এবং উপকারিতায় সর্ব্বজন পরিচিত ও বহু প্রশংসিত।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী *J. B. Dutta & Co.* নাম লেখা দেখিয়া খরিদ করিবেন। নতুবা জুয়াচোরগণ কমদরের কৃত্রিম তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে।

নিবেদক জে, বি, দত্ত

ফেরাস্ কুইনিন

নূতন এবং পুরাতন ম্যালেরিয়ার যম
... ...
... ...
একটী ... ...
... ... বারটী দিন
... ... সমস্ত উপসর্গ নষ্ট করিয়া দেয়।
... ... মূল্য ২৲, ছয় ৩৲ টাকা
প্রাপ্তিস্থান—বেঙ্গল কেমিক্যাল এণ্ড ক্লিনিক্যাল ল্যাবরেটরী
৯৯নং ... ... কলিকাতা।

প্রাপ্তিস্থান শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (প্রাচীন নবদ্বীপ) নদীয়া

পরবিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

এখানে ভাত ও বাসস্থান দিয়া বিদ্যার্থিগণকে বিভিন্ন শিক্ষণীয় বিষয় শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। অনেক ছাত্র অধ্যয়নার্থ আসিয়া পাঠ আরম্ভ করিয়াছেন। বর্ত্তমান বর্ষে সকল ছাত্রই গভর্ণমেণ্টের স্কুল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

প্রধান অধ্যাপক— পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রচন্দ্র কাব্য ব্যাকরণ-সাংখ্য-বেদান্ত-ষড়দর্শন-তীর্থ, সাংখ্যভূষণ, বেদান্তরত্ন, সাহিত্যশাস্ত্রী, সুদর্শনবাচস্পতি।

অধ্যাপক— পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গৌরদাস ব্রহ্মচারী ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীধাম মায়াপুর পরবিদ্যাপীঠ, (নদীয়া)

বেদনাঞ্জন

শ্রেষ্ঠরত্ন।

কলিকাতা কংগ্রেস একজিবিসন হইতে বহু প্রশংসা প্রাপ্ত ও বহু গণ্যমান্য ভদ্রমহোদয়গণ কর্ত্তৃক প্রশংসিত।

আজকাল বাজার-চলন মিশ্রিত ও বিষাক্ত আহার্য্য সেবনে শরীরের রক্ত স্বতঃই দোষিত হইয়া পড়িতেছে। রক্তই মানব-দেহের শ্রেষ্ঠ উপাদান, এই রক্ত দোষিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মানব বাত, বেদনা, মাথাধরা, মাথা-ঘোরা, দৃষ্টিশক্তির হ্রাস, দাঁতের গোড়া ফুলা, দাঁত কনকনানি, দাঁতে পোকা এবং খোস, চুলকানি প্রভৃতি কষ্টদায়ক চর্ম্মরোগে আক্রান্ত হইতেছে। যদি আপনি একান্তই ব্যাধিমুক্ত হইতে চান, তাহা হইলে অযথা পয়সার অপব্যয় না করিয়া অল্প ব্যয়ে এক শিশি বেদনাঞ্জন ক্রয় করিয়া ইহার কার্য্যকারী-শক্তি উপলব্ধি করুন। গুণের তুলনায় মূল্য অতি সামান্য, এক শিশি ।৵০ আনা মাত্র মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান— এ, সি, চাটার্জ্জী এণ্ড ব্রাদার্স।

৮৫নং হুলকাট লেন, সাকিং কালকাতা।

সকল মণিহারী দোকানে ও বড় বড় ডাক্তার খানায় পাওয়া যায়।

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

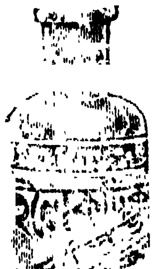

যদিও অদ্যাপি প্রকৃত মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য, তথাপি যাঁহারা নানাবিধ অনিয়মিত উপায়ে অপরিমিত শক্তি নষ্ট করিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন এবং নানা প্রকার মেহ, প্রমেহ ধাতুদৌর্ব্বল্য, স্নায়বিক দুর্ব্বলতা, বহুমূত্র, দুঃস্বপ্ন, পারদ সংক্রান্ত পীড়া, অর্শ এবং স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে যাঁহারা বাধক, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, সূতিকা, শ্বেত ও রক্তপ্রদর, হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি রোগে ভুগিয়া জীবনে নিরাশ হইয়াছেন, তাঁহারা আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটান সাহেবের আবিষ্কৃত ইলেক্ট্রিক সলিউসন ব্যবহার করিয়া দেখিবেন, তাহার শত সহস্র প্রমাণ প্রতি বৎসরেই পাওয়া যাইতেছে। যাঁহারা অজ্ঞাত বহুবিধ ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরোগ্য হইতে পারেন নাই, তাঁহারা একবার এই ঔষধটি ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক মাসের ব্যবহারোপযোগী এক শিশি ঔষধ ডাকমাশুল সহ ১।০ টাকা মাত্র।

সোল এজেণ্ট— ডাঃ ডি, ডি, হাজরা।

ফতেপুর, গার্ডেনরিচ পোষ্ট, কলিকাতা।

ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

অধ্যক্ষ

শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম.এ. এফ.সি.এস (লণ্ডন)

ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক

(প্রফেসার)

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ বিশুদ্ধ ও শাস্ত্রমতে নিজ তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হয়। পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ক্যাটালগ পাঠান হয়। রোগের বিবরণ জানাইলে যত্নপূর্ব্বক ব্যবস্থা দেওয়া হয়। চিঠি পত্রাদি সম্পূর্ণরূপে গোপন রাখা হয়।

মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দুর)

(বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৪৲ টাকা

উৎকৃষ্ট স্বর্ণ, পারদ ও আমলাসার গন্ধক দ্বারা যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। নিত্য প্রয়োজনীয় সর্ব্বরোগনাশক মহৌষধ।

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৩৲ টাকা

উৎকৃষ্ট কাশীর আমলকী, বংশলোচন প্রভৃতি যাবতীয় উপাদানে পূর্ণ মাত্রায় যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। কফ, কাসি, সর্দ্দি, যক্ষ্মা, ক্ষয়রোগ, হৃদরোগ প্রভৃতি রোগের মহৌষধ। সর্ব্বপ্রকার দুর্ব্বলতা নাশক অতিশয় পুষ্টিকর মহৌষধ বা খাদ্য বিশেষ।

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬৲ টাকা

ইহা সেবনে ধাতুদৌর্ব্বল্য, শুক্রহীনতা, স্বপ্নদোষ, প্রমেহ ও ধ্বজভঙ্গ সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায়। ইহা অপরিসীম আনন্দদায়ক রসায়ন।

অবলাবান্ধব যোগ

প্রদর, বাধক প্রভৃতি জরায়ুদোষ ও যোনিগত দুরারোগ্য রোগের মহৌষধ।

মূল্য—১৬ মাত্রা ২৲ টাকা। ৫০ মাত্রা ৫৲ টাকা মাত্র

বিশুদ্ধ জল! ভয় নাই! বিশুদ্ধ জল!!

লক্ষ্মী টিউব-ওয়েল কোং

২০৫নং নবাবপুর, ঢাকা

বর্ত্তমান-যুগের নব আবিষ্কৃত সুদক্ষ মিস্ত্রীদ্বারা উন্নত বৈজ্ঞানিক-খনন-প্রণালীতে নলকূপ (*Tube-well*) নির্ম্মাণ করা হয়। নদীয়ার লাট বাহাদুর, প্রাইভেট সেক্রেটারী, জিলা-ম্যাজিষ্ট্রেট, জিলা বোর্ডের চেয়ারম্যান, ইঞ্জিনিয়ার, জমিদার, তালুকদার, প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত ভদ্রমহোদয়গণ এই কোম্পানীর কার্য্য দেখিয়া প্রশংসা করিয়াছেন। রাসায়নিক পরীক্ষায় জল বিশুদ্ধ না হইলে মূল্য গৃহীত হয় না। বিস্তৃত বিবরণের জন্য পত্র লিখুন।

বৃত্তিসহ সমগ্র

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

ভিক্ষা ২৲ টাকা। শিক্ষার্থি-ছাত্রের পক্ষে ১।০ দেড়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান— শ্রীপরবিদ্যাপীঠ, শ্রীগৌড়পুর

তন্মমঠ, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

মনোমোহন প্রেস

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা

পূর্ব্ব-বাঙ্গালায় সুলভে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত

বৈদ্যুতিক মেশিনে দিবারাত্র কাজ চলিতেছে

বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা।

শ্রীমায়াপুর নদীয়া প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে—শ্রীকিশোরবিহারী ব্রহ্মচারী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

স্থানীয় সংস্করণ   Registered No. C 1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৷০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸৵
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৵৹

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার- নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র।

৪র্থ খণ্ড   সম্পাদক—প্রত্নবিদ্যালঙ্কার শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী   [২২০ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্য মঠ শ্রীধাম মায়াপুর- ৭ই অগ্রহায়ণ শনিবার ১৩৩৬, ২৩শে নভেম্বর ১৯২৯

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থাবলী

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্— শ্লোক সূচী, বিষয়-সূচী প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত। ভিক্ষা, প্রতি খণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৵০ গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশ গ্রাহক পক্ষে ।৵০
২। অনুভাষ্য-সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ) ৫৲
৩। গৌড়ীয়-গৌরব ৵০
৪। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।০
৫। ভজনরহস্য ৷৷০
৬। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
" " " আবাঁধা ৸০
৭। গীতা (শ্রীবলদেবভাষ্যসহ) বাঁধা ২৲ আবাঁধা ১৷৷০
৮। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি-টীকা-সহ) বাঁধা ২৲ আবাঁধা ১৷৷০
গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য
৯। যুক্তিমল্লিকা গুণসৌরভঃ সানুবাদ ২৲
১০। বেদান্তস্যমন্তক সানুবাদ ৷৷০
১১। জৈবধর্ম্ম ২৲
১২। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৩। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৪। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ৷৸৵০
১৫। দ্বীপ-দিগ্‌দর্শন ৵০
১৬। সাধনপথ (৩য় সংস্করণ) ৷৵০
১৭। আচার ও আচার্য্য
১৮। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা
১৯। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা)
২০। শ্রীনবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য
২১। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য (প্রমাণখণ্ড) ৷০
২২। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ
২৩। শ্রীগৌড়মণ্ডল-পরিক্রমা দর্পণ ৷০
২৪। শরণাগতি, গীতাবলী, সাধনকণ, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, নবদ্বীপশতক, অথর্ব্বপঞ্চক ও সদাচারস্মৃতিঃ মোট ৷৵০
২৫। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ও অর্চ্চনকণ ৷০
২৬। সাধককণ্ঠমণি
২৭। সংস্কার-দীপিকা
২৮। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড)
২৯। সাত্ত্বতস্মৃতিশিক্ষাষ্টকম্
৩০। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা
৩১। মণিমঞ্জরী সানুবাদ
৩২। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৩৩। শ্রীচৈতন্যভাগবত (বিরাট্ দ্বিতীয় সংস্করণ) ৫৲

এতদ্ব্যতীত বৈষ্ণব-ধর্ম্মের কয়েকখানি ইংরাজি ধর্ম্ম-গ্রন্থ আছে, পত্র পাঠাইলে ডাকযোগে ক্যাটলগ পাঠান হয়।

প্রাপ্তিস্থান :—
১। শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া
২। শ্রীগৌড়ীয় মঠ—১নং উল্টাডিঙ্গি জংসনরোড কলিকাতা।
৩। শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠ—৯০০ নবাবপুররোড, ঢাকা
৪। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ—উড়িয়াবাজার, কটক
৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ—চটকপর্ব্বত, পুরী
৬। শ্রীসনাতনগৌড়ীয় মঠ—৬০ জঙ্গমবাড়ী, কাশী
৭। শ্রীগৌড়ীয় মঠ দিল্লী কার্য্যালয়, ১০২ হনুমানরোড, নিউদিল্লী।
৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ—ছীপিগলি, বৃন্দাবন।
৯। শ্রীভাগবত প্রেস গোয়াড়ী— কৃষ্ণনগর।
১০। শ্রীএকায়ন মঠ, গোয়াড়ী, কৃষ্ণনগর।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

৭ই অগ্রহায়ণ শনিবার—১৩৩৬

সাময়িক-প্রসঙ্গ

এবৎসর বর্দ্ধমান, বীরভূম বাঁকুড়া ও ২৪ পরগনার ফসল ভাল হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ হইয়াছে। কিন্তু ফসল ভাল হইলে কি হইবে, ইহাতে কৃষক-সম্প্রদায় কতটুকু লাভবান হইলেন? এদিকে ফসল ভাল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাজারে চাউলের দর নামিতে আরম্ভ হইয়াছে, আর তৈল, লবণ, চিনি, গুড়, লঙ্কা, মরিচ প্রভৃতি অন্যান্য দ্রব্যের মূল্যও পূর্ব্বের ন্যায় রহিয়াছে, কোন কোন দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি হইতেছে। ধান চাষের উপর যাঁহাদের নির্ভর, তাঁহাদিগকে সস্তা দরে ধান বিক্রয় করিয়া উচ্চ মূল্যে অন্যান্য দ্রব্য ক্রয় করিতে হইতেছে, কাজেই তাঁহারা সংসারের খরচ সঙ্কুলান করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না, ফসল হওয়া সত্ত্বেও অভাব লাগিয়াই রহিল, স্বচ্ছল আর হইল না। ধান-চাষ যাহাদের উপজীবিকা তাহারা বলিতেছে—'ফসল হইলেও যা, না হইলেও তাই, মাথার বাপো সুখ কোন দিকেই নাই; যে দিকে তাকাও সেই দিকেই দুঃখ। তাহাদের কথা শুনিয়া গ্রীস-দেশীয় লিডিয়ার রাজা ক্রে সাসের সভা-পণ্ডিত ইডোমেন-শিষ্য প্রশ্ন-চ্ছলে যে নীতিপূর্ণ উপদেশ রাখিয়া গিয়াছেন, তাহাই মনে পড়ে:

কোন সময় এক কৃষকের একটী গরু হারাইয়াছিল, সে ব্যাকুল হইয়া বনে বনে গরু খুঁজিয়া খুঁজিতে আরম্ভ করে, ক্লান্ত হইয়া পড়িল অবশেষে উপায়ান্তর না দেখিয়া ভগবানের শরণাগত হইয়া প্রার্থনা করিতে লাগিল।—হে ভগবন্, আমি আপনার নিকট এক মাত্র প্রার্থনা করিতেছি, আপনি একবার সেই গরুচোরকে দেখাইয়া দেন, যে গরু চুরি করিয়াছে, তাহাকে যদি তোমার কৃপায় একবার দেখিতে পাই, তাহা হইলে তাহার প্রতিকার আমি নিজেই করিয়া লইতে পারিব। কৃষক ভগবানের নিকট এইরূপ প্রার্থনা করিতেছে এমন সময় হঠাৎ তাহার দৃষ্টি পড়িল যে অনতি-দূরে একটা সিংহ তাহার গরুর পৃষ্ঠে বসিয়া উহার মাংস ভক্ষণ করিতেছে। দেখিয়া ত' কৃষকের আক্কেল গুড়ুম, সে কি করিবে ভাবিয়া পাইল না, ভয়ে তাহার অঙ্গ থর থর করিয়া কাঁপিতেছে, শেষে উপায়ান্তর না দেখিয়া আবার সে ভগবানের নিকট ... ভগবান, আর ... দেখিতে হইবে না ... কি, এখন ইহাতে আমি ... হইতে পারিলেই পাই, ... করুন। কৃষক ভগবানের কৃপায় চোরের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইল, শিক্ষা লাভ করিল, সে তখন বলিতে লাগিল—আমরা মনোমধ্যের বিচারে যাহা ভাল বলিয়া ধারণা করি, তাহাই ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি, কিন্তু ভগবান্ যদি আমাদের সকল প্রার্থনা শুনিতেন এবং প্রার্থনানুযায়ী ফল প্রদান করিতেন, তাহা হইলে আমার ন্যায় কতশত জীব নিজ প্রার্থনার কারণে অকালে বিনষ্ট হইত, তাহার ইয়ত্তা নাই। তাই আমরা অনেক সময় লোভপর বুদ্ধি লইয়া ভগবানের নিকট কত আবদার করি, ধন দাও, বল দাও, বুদ্ধি দাও, স্বরাজ দাও আরও কতকি লইয়া ভগবানের নিকট দিবারাত্র দরবার করি, কিন্তু ভগবান অনেক সময় আমাদিগকে প্রার্থনানুযায়ী ফল প্রদান করেন না বরং তাহার বিপরীত ফলই দিয়া থাকেন, তখন আমরা বিরক্ত হইয়া ভগবানের নিন্দা করিতে থাকি তাঁহার উপাসনায় মনোনিবেশ করি না, ভগবানের প্রতি আস্থা পরিত্যাগ করিয়া স্বতন্ত্র ভাবে চতুর্ব্বর্গের উপায় অনুসন্ধান করি, কিন্তু আমাদের জানা উচিত, ভগবান্ আমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী নহেন, তিনি মঙ্গলময়, আমাদের কিসে মঙ্গল হয় তাহা তিনি যেরূপ জানেন, সেরূপ অন্যের কথা কি, আমি নিজেও জানি না। তিনি আমাদের জন্য যে সুখদুঃখের ব্যবস্থা করিয়াছেন তাহা আমাদের মঙ্গলেরই জন্য।

বস্তু বিচারের বেলায়, প্রত্যক্ষ-অনুমানাদি ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানের অকর্ম্মণ্যতা ভগবান্ পদে পদে আমাদিগকে দেখাইয়া দিতেছেন। আমরা ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানে যাহা ভাল বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতেছি, তাহাই মন্দ ফল প্রদান করিতেছে, যখন যে ডাল আশ্রয়যোগ্য মনে করিয়া ধরিতে যাইতেছি, সেই ডালই ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে, একবার নয়, এরূপ যে কতবার হইতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই। তথাপি উহা আমাদের লক্ষ্যের বিষয় হইতেছে না। আমরা প্রত্যক্ষবাদী, আমাদের নিকট প্রত্যক্ষেরই আদর বেশী, কিন্তু আমরা জড়বুদ্ধির হেতু, অনুমানাদির নিশ্চয় প্রত্যক্ষ করিয়াও উহাদিগকে বহুমানন করি কেন? ইহার কারণ আর কিছুই নয়, ভোগময় বুদ্ধিরূপিণী বেশ্যা আমাদের চিত্ত হরণ করিয়া লইয়াছে। স্বয়ংরূপ ভগবান্ স্বয়ং একদিন অর্জ্জুনকে লক্ষ্য করিয়া আমাদিগকে উপদেশ করিয়াছেন, হে অর্জ্জুন, তুমি স্বরূপতঃ বিশুদ্ধ জ্ঞানময় হইলেও ধূম যেরূপ অগ্নির তেজঃ, মলিনতা যেরূপ দর্পণের স্বচ্ছতা আবৃত করিয়া রাখে, সেইরূপ ভোগ বাসনা বা কাম তোমার শুদ্ধমতি আবৃত করিয়া রাখিয়াছে, উহাই জীবের প্রধান শত্রু বলিয়া জানিবে, অতএব 'জহি শত্রুং মহাবাহো কামরূপং দুরাসদম্।'

ভগবান্ শক্তিমত্তত্ত্ব, তাঁহার পরানাম্নী একটী শক্তি আছে, শক্তি ও শক্তিমান্ অভিন্ন হইলেও তত্ত্বদ্বয়ের মধ্যে একটী সূক্ষ্ম পার্থক্য আছে। শক্তিমান স্বেচ্ছাময় স্বরাট্ পুরুষ, শক্তিতে স্বতন্ত্র ইচ্ছা-শক্তি নাই। জীবসমূহ সেই পরাশক্তির বিভিন্নাংশ তত্ত্ব। বিভিন্নাংশ বলিবার তাৎপর্য্য—জীব-শক্তিতে স্বতন্ত্র ইচ্ছা-শক্তিকণ আছে, উহা স্বেচ্ছাময় ভগবানেরই প্রদত্ত। এই স্বতন্ত্র ইচ্ছা-শক্তিই জীবের নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ-প্রাপ্তির উপায় ও পরিপন্থী। জীব যখন স্বতন্ত্র ইচ্ছা-শক্তির অপব্যবহার করিয়া নিজ ইন্দ্রিয় সুখের জন্য ব্যস্ত হয়, তখনই সে জড় জগতে আসিয়া সুখ দুঃখের অধীন হয় এবং নিজ কর্ম্মফলে নানা প্রকার আশা পাশে বদ্ধ হয়, কিন্তু সাধুসঙ্গে যখন সে নিজ স্বতন্ত্রতায় জলাঞ্জলি দিয়া পরাশক্তির অধীনতা স্বীকার করে, শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের আনন্দে নিজকে সুখী মনে করে, স্বতন্ত্রতার অপব্যবহারই তাহার মায়িক সুখ-দুঃখের কারণ জানিয়া উহা পরিত্যাগ পূর্ব্বক কায়মনোবাক্যে ভগবানের নিকট "হে প্রভো, বড় দুঃখ পাইয়াছি স্বতন্ত্র জীবনে। সব দুঃখ দূরে গেল ও পদবরণে॥ নিজ বল চেষ্টা প্রতি ভরসা ছাড়িয়া। তোমার ইচ্ছায় আছি নির্ভর করিয়া॥" —এইরূপ নিবেদন করে, তখনই সে ভগবৎ কৃপায় মুক্তিলাভ করে এবং নিরবচ্ছিন্ন আনন্দের অধিকারী হয়। ঈশ্বর-ভজনই আস্তিকদিগের ধর্ম্ম। যাঁহারা মুখে আস্তিক, কিন্তু কাজে প্রত্যক্ষবাদীর ন্যায় বাহ্য বিচারে প্রমত্ত থাকিয়া ভগবান্‌কে একমাত্র রক্ষাকর্ত্তা, পালনকর্ত্তা, বলিয়া দৃঢ় বিশ্বাস করিতে পারেন না, তাঁহারা আস্তিক্য ধর্ম্ম কতটুকু রক্ষা করিয়া চলিতেছেন, তাহা সকলের চিন্তার বিষয় হওয়া উচিত।

ধর্ম্ম-বিজ্ঞান

সংজ্ঞা

(১)

ধর্ম্ম—যে বস্তুর যাহা নিত্য স্বভাব, তাহাই তাহার নিত্য ধর্ম্ম।

স্বভাব—বস্তুর গঠন হইতে স্বভাবের উদয় হয়। কৃষ্ণের ইচ্ছায় যখন কোন বস্তু গঠিত হয়, তখন সেই গঠনের নিত্য-সহচর-রূপ একটি স্বভাব হয়। সেই স্বভাবই সেই বস্তুর নিত্যধর্ম্ম।

নিসর্গ—পরে যখন কোন ঘটনা-বশতঃ বা অন্য কোন বস্তুসঙ্গে সেই বস্তুর কোন বিকার হয়, তখন তাহার স্বভাবও বিকৃত বা পরিবর্ত্তিত হয়। পরিবর্ত্তিত স্বভাব কিছুদিনে দৃঢ় হইলে নিত্য স্বভাবের ন্যায় সঙ্গী হইয়া পড়ে। এই পরিবর্ত্তিত স্বভাব, স্বভাব নয়। ইহার নাম নিসর্গ। নিসর্গ স্বভাবের স্থলে বসিয়া আপনাকে স্বভাব বলিয়া পরিচয় দেয়। যথা, জল একটী বস্তু। তারল্য তাহার স্বভাব। ঘটনা বশতঃ জল যখন শিলা হয়, তখন কাঠিন্য তাহার নিসর্গ হইয়া স্বভাবের ন্যায় কার্য্য করে। বস্তুতঃ নিসর্গ নিত্য নয়, তাহা নৈমিত্তিক। কেননা, কোন নিমিত্ত হইতে উদিত হয় এবং সেই নিমিত্ত দূর হইলে স্বতঃ দূর হয়। কিন্তু স্বভাব নিত্য। বিকৃত হইলেও তাহা অনুস্যূত থাকে। কাল ও ঘটনাক্রমে স্বভাব অবশ্যই নিজ পরিচয় দিতে পারেন।

ধর্ম্ম নিত্য ও নৈমিত্তিক.—বস্তুর স্বভাবই বস্তুর নিত্য ধর্ম্ম। বস্তুর নিসর্গই বস্তুর নৈমিত্তিক ধর্ম্ম। (জৈবধর্ম্ম ১ম অঃ)

ব্রহ্ম.—পরবস্তুর অনুসন্ধান করতে প্রবৃত্ত হয়ে কেহ সেই বস্তুর নাম 'ব্রহ্ম', কেহ বা 'পরমাত্মা', আবার কেহ বা 'ভগবান্' শব্দ নির্দ্দেশ ক'রে থাকেন। মানব-জাতির বিচারে তিন প্রকারে সেই বস্তু লক্ষিত হন। মালিক দুই দশজন নহে। যাবতীয় চেতন ও অচেতন পদার্থের মালিক—একজনই। সেই বস্তুটি সর্ব্বাপেক্ষা বড় ব'লে তাঁর নাম ব্রহ্ম।

'বৃহত্বাদ্ বৃংহণত্বাচ্চ ব্রহ্ম।'

পরমাত্মা.—যাঁরা হতে চেতন-অচেতন বস্তুসমূহ তাদের অধিষ্ঠান রক্ষা কর্তে পারে, যাঁহা হ'তে সমস্ত বস্তু নিঃসৃত হ'য়ে পালিত হচ্ছে, যিনি ব্যাপক এবং মাতার ন্যায় সকল বস্তুকে পালন কচ্ছেন অর্থাৎ যাঁহা হ'তে সমস্ত বস্তু নিঃসৃত, যাঁতে সমস্ত বস্তু আশ্রিত এবং যাঁতে সমস্ত বস্তু প্রবিষ্ট হয়, সেই বস্তুই পরমাত্মা।

ভগবান্.—যিনি সমগ্র ঐশ্বর্য্যের অধিপতি, যাঁর ক্রোড়ে বৃংহণরূপ ধর্ম্ম, যাঁর অংশ-বৈভবে পালকস্বরূপ ধর্ম্ম বিরাজিত, সেই পরিপূর্ণ পরম বস্তুর নামই ভগবান্।

(গৌড়ীয় ৭।৫।১৬)

বিজ্ঞাপন

সাধারণের হিতার্থে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, কলিকাতার ২১নং বহুবাজার ষ্ট্রীটস্থ "বৈজ্ঞানিক স্ত্রী" মহোদয়ের রচিত মানবের দুঃখ না হইতে পারে তাহার পন্থা ইত্যাদি সম্বলিত "কামশাস্ত্র" গ্রন্থখানি এখনও যিনি পাঠ করেন নাই, তিনি অচিরে ঐ ঠিকানায় আবেদন করত বিনামূল্যে প্রাপ্ত হউন। উহা পাঠে উপকৃত হইয়া ৭০০০০ হাজার লোক কৃতজ্ঞ হইয়াছেন। পড়িলেই সত্যতা উপলব্ধ হইবে।

ইনসলভেন্সী নোটীশ

জেলা নদীয়া মোকাম কৃষ্ণনগর জজ আদালত

২৫নং ইনসলভেন্সী ১৯২৯

দরখাস্তকারী—শ্রীচন্দ্রগোপাল বসু পিতা মৃত দুর্গাদাস বসু সাং ও থানা রাণাঘাট, জিলা নদীয়া

এতদ্বারা সাধারণকে জানান যাইতেছে যে, উপরি উক্ত দরখাস্তকারী ইনসলভেন্সীর জন্য দরখাস্ত করিয়াছে ; আগামী ৩০শে নভেম্বর ইহার শুনানীর দিন ধার্য্য হইয়াছে।

এস্, এন্, মোদক
(স্বাঃ) ডিষ্ট্রিক্ট জজ

নীলাম ইস্তাহার

জেলা নদীয়া মোকাম কৃষ্ণনগর

নীলামের দিন ৯ই ডিসেম্বর

সবজজ আদালত

(১)

৬০ নং দেং জারী ২৯ দাবী ২১৫৮৮/৬

ডিঃ শ্রীতারাপদ সরকার দিং সাং গোয়াড়ী থানা কোতোয়ালী, জেলা নদীয়া

দেঃ শ্রীকেশবচন্দ্র বিশ্বাস দিং সাং ১ নং রতন সরকার গার্ডেন ষ্ট্রীট দর্মাহাটা কলিকাতা

১। সবেঃ কৃষ্ণনগর এলাকাধীন তৌজি মহৎপুরের শামিল মৌজে পানিনালা গ্রামে ১২।০/০ কাহেমী মালগুজারী জমার ৫ অংশের মধ্যে তিন পঞ্চমাংশ জমার জমির অর্দ্ধাংশ রকম জমা জমি বগয় পাকা বাড়ী ঘর, ইট, কাঠ, দুয়ার, জানালা, গাছ, সরঞ্জাম দোতালা কোঠা আকর আওলাত ইত্যাদি ষোল আনা মধ্যে ১।২ নং দেনদারের ৷৷০ রকম দরবস্ত হক। ডিক্রীদারের দেওয়া মূল্য ২৫০০ । ৩,৪ নং দেনদারের দেওয়া মূল্য ২০০০৲

২। ঐ সবেঃ ঐ গ্রামে ৪৯৷৷৴ টাকার কায়েমী মকররী মৌরসী জমার ১২৯/১০ জমি ও তদুপরিস্থিত আকর আওলাত ইত্যাদি ১।২নং দেনদারগণের ৷৷০ অংশ। ডিক্রীদারের দেওয়া মূল্য ১৫০০৲ টাকা। ৩,৪ নং দেনদারের দেওয়া মূল্য ৪০০০৲ টাকা।

৩। জেলা নদীয়া কালেক্টরীর ২০১৬ নং তৌজীভুক্ত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত মহাল ৭৯/২ তদুপরিস্থিত আকর আওলাত ১।২ নং দেনদারগণের ৷৷০ রকম অংশ দরবস্ত হক, মূল্য আঃ ২০০৲ টাকা

৪। সবেঃ কৃষ্ণনগর থানা কুতোয়ালী পানিনালা মৌজার ষোল আনা ১১২ নং জমি ১৬/৪৷৷০ ও তদুপরিস্থিত আকর আওলাত ইত্যাদি ষোল আনার মধ্যে ১।২ নং দেনদারের ৷৷০ আনা রকম অংশ দরবস্ত হক মূল্য আঃ ৩০৲ টাকা খতিয়ান নম্বর ৮১।

৫। সবেঃ কৃষ্ণনগর এলাকাধীন পানিনালা মৌজায় ব্রহ্মোত্তর ৬৫০ জমি জমা ও তদুপরিস্থিত আকর আওলাত ইত্যাদি ষোল আনা রকম মধ্যে ১।২নং দেনদারগণের ৷৷০ আনা রকম স্বত্বাংশ দরবস্ত হক মূল্য আঃ ২০৲ খতিয়ান নং ৮৫।

৬। ঐ সবেঃ ঐ মৌজায় বিশ্বাস রায়ের দরুণ যে ব্রহ্মোত্তর জমি দেনদারগণের নামে প্রচলিত আছে, উক্ত ব্রহ্মোত্তর ২৷৷২ জমি ও তদুপরিস্থিত আকর আওলাত ইত্যাদি ষোল আনা রকম মধ্যে ১।২ নং দেনদারের ৷৷০ রকম স্বত্বাংশ দরবস্ত হক মূল্য আঃ ১০৲

৭। ঐ সবেঃ ঐ মৌজায় ৪১৮নং খতিয়ানভুক্ত ব্রহ্মোত্তর জমি ও তদুপরিস্থিত আকর আওলাত ইত্যাদি ষোল আনা মধ্যে ১।২ নং দেনদারের ৷৷০ স্বত্বাংশ মূল্য আঃ ২০৲

৮। ঐ সবেঃ ঐ মৌজায় ৮২নং খতিয়ানভুক্ত ৬/০/০ ব্রহ্মোত্তর জমি ও তদুপরিস্থিত আকর আওলাত ইত্যাদি ষোল আনা মধ্যে ১।২ নং দেনদারের ৷৷০ স্বত্বাংশ মূল্য আঃ ১০৲

(২)

৭৯ মানজারী ২৯ দাবী ৩০৪১৮/০

ডিঃ শ্রীবিনোদ বিহারী সাহা সাং কুমারী, হাল মোকাম ও থানা আলমডাঙ্গা

দেঃ শ্রীমণী কণ্ঠ সাহা দিং হাল সাং নকীপুর, থানা আলমডাঙ্গা

১। জেলা নদীয়া পরগণে মহম্মদসাহী মৌজে ৭২০২ গোবিন্দপুর তৌজি ১৬৫নং থানা আলমডাঙ্গা মালেক নীল মাধব সাহা দিগরের সেরেস্তায় ১৲ টাকার জমা সমেত দালানঘর ১টা ও কূয়া ১টা, আনুমানিক মূল্য ৯০৲ খং নম্বর ৩৪৭, মোট জমি ৯ শতক।

২। ঐ ঐ এলেকার ঐ ঐ মালেকের সেরেস্তায় ঐ মৌজার বার্ষিক ৷৷০ টাকার জমার জমি সমেত দালান ১টী ও ছোট খড় টিনের ঘর ১০ খানা কূয়া ২টী মূল্য আঃ ১২০৲ টাকা। খতিয়ান নং ৩৪২, মোট জমি ৩৭ শতক

৩। ঐ ঐ এলেকায় ঐ ঐ মৌজার মালেক রমানাথ গং কেশবচন্দ্র পরামানিক গং সেরেস্তার বার্ষিক খাজানা ৵৭ পাই টাকা জমার ১৩৯২ খতিয়ানভুক্ত ১০ শতক জমি মূল্য আঃ ২৲

৪। ঐ ঐ এলেকায় ঐ ঐ মৌজায় মালেক রমানাথ রায় গং বার্ষিক খাজানা ১৮৶০ টাকার জমা হেং ১৮১৮ খতিয়ানভুক্ত ২৫ শতক মূল্য আঃ ৪৲

৫। ঐ ঐ মৌজার মালেক কালি মণ্ডল গং খাস দুবে বেণীমাধব রায় চৌধুরী সেরেস্তায় বার্ষিক খাজানা ৮০ আনা খাজনার ৯৩ নং খতিয়ানভুক্ত ৭ শতক জমি, মূল্য আঃ ১৲

৬। ঐ ঐ মৌজায় ১৭৭১ খতিয়ানভুক্ত ১৩ শতক জমির জমা খাজানা ৮৬ পাই মূল্য আঃ ৫৲

৭। ঐ ঐ মৌজায় ৪১৫ খতিয়ানভুক্ত ১৪ শতক জমির জমা ৭৶০ পাই মূল্য আঃ ৫৲

৮। ঐ ঐ মৌজায় ১৩২৫ নং খংভুক্ত ১৪ শতক জমির বার্ষিক জমা ২৲ মূল্য আঃ ৪৲

৯। ঐ ঐ মৌজায় ৪০০ নং খংভুক্ত ৭ শতক জমির বার্ষিক জমা ১৶০ মূল্য আঃ ২৲

১০। ঐ ঐ মৌজার ১১৯ নং খংভুক্ত ৭৪ শতক জমির বার্ষিক জমা ৪৮৶২ মূল্য আঃ ৩৲

১১। ঐ ঐ মৌজার ৫১৫ নং খংভুক্ত ৬ শতক জমির জমা ১৶ মূল্য আঃ ১

১২। ঐ ঐ মৌজায় ১৪১১ নং খংভুক্ত ২১ শতক জমির জঃ মূল্য আঃ ২৲

১৩। ঐ ঐ মৌজায় ১০৮ নং খংভুক্ত ১০ শতক জমির জমা ১৶ মূল্য আঃ ২৲

১৪। ঐ ঐ মৌজায় ১৬০৬ নং খতিয়ানভুক্ত ৩ শতক জমির জমা ৮৶০ উক্ত জমি সমেত ১টী দালান ঘর মূল্য আঃ ৮৲

১৫। ঐ ঐ মৌজায় ১৪২৯ নং খতিয়ানভুক্ত ১শতক জমির বার্ষিক জমা ৫০ মূল্য আঃ ১৲

৮৩ নং জারী ২৯ দাবী ৩০৭২৷৷/৯

ডিঃ শ্রীজ্যোতিশচন্দ্র সাহা সাং হিজুলী থানা রাণাঘাট

দেঃ শ্রীননীগোপাল ঘোষাল সাং থানা রাণাঘাট

জেলা নদীয়া থানা ও সবেঃ রাণাঘাটের অধীন মিউনিসিপ্যালিটীর ২ ওয়ার্ড ৭৫নং হোল্ডিং হেং ৩০৭ নং খতিয়ানের ১১৬২।১২৬৩ দাগের ৯ শতক জমি ও তদুপরিস্থিত খড় ঘর নীচে ৫ টা উপরে দোতালায় ৭ কাড়ব ১ ঢ. উপরে পায়খানা ১টা, নীচে পায়খানা ২টা ইন্দারা ১টা দরদালান চারিধারে ১০০ ৩১* পোতার কাঠ বরগা দুয়ার জানালা ষোল আনা নিষ্কর ব্রহ্মোত্তর স্বত্ব ৯ শতক জমি মূল্য আঃ ২৩০ টাকা

(৪)

৯৪ খাংজারী ২৯ দাবী ২৫৬৪৷৴৯

ডিঃ শ্রীবদরী নারায়ণ চেংলাঙ্গিয়া সাং গোয়াড়ী থানা কুতোয়ালী

দেঃ শ্রীঅমিক চন্দ্র মুখোপাধ্যায় সাং দেবগ্রাম থানা কালীগঞ্জ

জেলা নদীয়া কালেক্টরীর ২৬৬০ নং তৌজির অন্তর্গত থানা কালীগঞ্জের শামিল পরগণিক মৌজা চাঁদের ৵১০ আনা রকম অংশে ডিক্রীদারের অধীন খাজানা ৪৪০৲ টাকার পত্তনি জমা হেং নিম্নলিখিত খতিয়ান রেকর্ড হইয়াছে। উক্ত বাকীপড়া পত্তনি মহাল ষোল আনা মূল্য আঃ ২০০০৲ টাকা

মৌজার নম্বর	মৌজার নাম	খতিয়ান নম্বর
২৭	বাগান গাছি	২২
৪২	ছাতনপুর	২৮৯
৪৮	ছুটীপুর	৩৭৭
৮৫	কাদিহাটী	১২৪
৮২	জাগানন্দপুর	৩২৮
৫২	খড়ু ইটনা	০

(৫)

৮৬ খাংজারী ২৯ দাবী ১৫৯৯৭।/০

ডিঃ শ্রীযতীন্দ্রনাথ খাঁ দিং সাং কলিকাতা ১৮নং নয়ন চাঁদ দত্তর ষ্ট্রীট

দেঃ শ্রীমতী জয়দুর্গা দাসী দিং সাং মহেশগঞ্জ, থানা নবদ্বীপ

১। জেলা নদীয়া থানা কোতোয়ালীর শামিল ৯২নং মৌজা কৃষ্ণনগর মধ্যে হেং ১৫৮৩নং খতিয়ানভুক্ত খাজানা বার্ষিক ষোল আনা রকমের ৭৪/০ টাকা জমার জমি এবং দেনদার শ্রীযুক্ত নফর চন্দ্র পাল চৌধুরী সদর মফঃস্বল কবালায়ে স্বত্বান্ ও দখলকার আছেন। উক্ত জমার জমি ও তদুপরিস্থিত আওলাত পোক্তা ইটের বাড়ী ঘর দুয়ার জানালা কাট চৌকাট কড়ি বরগা সাজ সরঞ্জাম ইত্যাদি দরবস্ত হক মায় যাহা নফর বাবুর কুঠী বাড়ী নামে খ্যাত মূল্য অনুমান ২০০০৲

২। উক্ত দেনদার উক্ত থানার অধীন ৯২নং মৌজা কৃষ্ণনগরের মধ্যে হেং ১৫৮৪নং খতিয়ানভুক্ত ষোল আনা রকম ।০ টাকার জমার জমি এবং দেনদার কবালায়ে দখলিকার আছেন। উক্ত জমা জমি মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত মূল্য আঃ ১০০৲

৩। ঐ মৌজায় হেং ২৪১৯নং খতিয়ানে জমাদার শ্রীমন্মথনাথ পালচৌধুরীর সেরেস্তায় ষোল আনা রকম ৬৮৶০ টাকার চিরস্থায়ী জমা এবং দেনদারের কবালায়ে দখলিকার। উক্ত জমি ও তদুপরিস্থিত আকর আওলাত মূল্য আঃ ৫০০৲ ।

৪। জেলা নদীয়া কালেক্টরীর ৩১৫৩ নং তৌজিভুক্ত মহাল ডিঃ কৃষ্ণচন্দ্রপুরের শামিল মহাল ১।২।৩।৪ নং দেনদারগণের দখলকারীতে খাজানা ষোল আনা রকম ৫৩৩৭/৯৷৷— টাকার পত্তনী মহাল ... অংশ ১নং দেনদার জয়দুর্গা দাসী হিন্দু বিধবার স্বত্ব দখল ... আনা জমা ৷৷০ আনা অংশ ... ৫০০০৲

৫। ঐ কালেক্টরীর ৩ ৫৯ নং তৌজিভুক্ত মহাল ... থানা চাপড়ার শামিল পত্তনিদার জয়দুর্গা দাসী হিন্দু বিধবা অংশে ১।২।৩।৪ নং দেনদারগণের দখল-

কারীতে শালিয়ানা ৮১২৸৬ টাকার দর-পত্তান জমা স্বত্বের ॥০ অংশ ১নং দেনদার শ্রীমতী জয়দুর্গাদাসীর হিন্দু-বিধবা স্বত্ব। মূল্য আঃ ৫০০৲। উক্ত জমি মৌঃ ৩৭নং বাগিডাঙ্গা মৌজায় ৫নং খতিয়ান।

৬। জেলা নদীয়া কালেক্টরীর ৮২৩ নং তৌজিভুক্ত থানা চাপড়ার ২৫নং ডোমপুকুরিয়ার মৌজায় ৭নং খতিয়ানে ১।২ ৩ ৪ নং দেনদারগণের দখলকারীতে শালিয়ানা ১৬৶০ টাকার পত্তনী জমার ॥০ আনা অংশ ১নং দেনদার শ্রীমতী জয়দুর্গাদাসীর হিন্দু-বিধবা-স্বত্ব মূল্য আঃ ২০০৲ টাকা।

৭। জেলা নদীয়া কালেক্টরীর ২১৫৯ নং তৌজিভুক্ত মহাল থানা কৃষ্ণনগর ৩৯নং কৃষ্ণচন্দ্রপুর মৌজায় ১২৪ খতিয়ান ও থানা চাপড়ার ২৫নং ডোমপুকুরিয়া মৌজায় শালিয়ানা ৮৭১/৩ পাই টাকার দরপত্তনি জমা ১।২।৩।৪ নং দেনদারের নামে লেখা যায়। উক্ত জমার ॥০ আনা অংশ শ্রীমতী জয়দুর্গাদাসীর স্বত্বাংশ, মূল্য আঃ ৫০০৲ টাকা।

৮। উক্ত তৌজিভুক্ত মহাল ৩৯নং কৃষ্ণচন্দ্রপুর মৌজায় ১২৫নং খতিয়ানভুক্ত এবং ২৫নং ডোমপুকুরিয়া মৌজায় ১৫নং খতিয়ানভুক্ত ১।২ ৩ ৪ নং দেনদারের দখলকারীতে শালিনা ৭১০॥৶০ পাই টাকার যে পত্তনি জমার ॥০ অংশ শ্রীমতী জয়দুর্গাদাসীর হিন্দু-বিধবা স্বত্বাংশ। মূল্য আঃ ৫০০৲

১০। জেলা নদীয়া কালেক্টরীর ২২২৯ নং তৌজিভুক্ত মহাল থানা কৃষ্ণনগর ৯২নং কৃষ্ণনগর মৌজায় ৫৩২২ নং খতিয়ান এবং হাসখালী থানার ২নং মুক্তিকুণ্ড পাড়িয়া মৌজায় ৯৬নং খতিয়ান ভুক্ত শালিয়ানা ৬৪৯৲ টাকার পত্তনি জমার ॥০ অংশ শ্রীসরোজরঞ্জন সিংহ দিগরের স্বত্বাংশ দরবস্ত হকুক পত্তনি মহাল মূল্য আঃ ৫০০৲

১১। ঐ তৌজিভুক্ত মহাল থানা চাপড়ার সামিল মৌজে বিলকুকনীর পত্তনিদার বাবু কানাইলাল সিংহ রায় দিগরের অধীনে ৯২৸০ টাকার দর-পত্তনি স্বত্বের ॥০ অংশ শ্রীযুক্ত সরোজরঞ্জন দিগর স্বত্বাংশ দরপত্তনি মহাল মূল্য আঃ ২০০৲ উক্ত জমা উক্ত মৌজায় ১১নং খতিয়ানে রেকর্ড হইয়াছে এবং উক্ত মৌজা ভিন্ন ২৯নং বুজিকমা অন্তর্গত।

১২। জেলা নদীয়া কালেক্টরীর ৪২৬নং তৌজিভুক্ত থানা চাপড়ার সামিল মহাল মৌজে বিলকুকনির মালেক বাবু কানাইলাল সিংহ রায় দিং অধীন ৭৬৲/০ টাকার পত্তনি স্বত্বের ॥০ আনা অংশ শ্রীসরোজরঞ্জন সিংহ দিগরের স্বত্বাংশ পত্তনি মহাল মূল্য আঃ ২০০৲

মৌঃ ২৫নং ডোমপুকুরিয়া মৌজায় ২নং খতিয়ান অত মৌজা ভিন্ন ২৯নং বুজিকমা মৌজায় অন্তর্গত।

৭। জেলা নদীয়া থানা নবদ্বীপের সামিল মৌজে ... মৌঃ ১৯নং

মহেশগঞ্জ মৌজায় ১১৯ নং খতিয়ানের লিখিত ১॥৶২ পাই টাকার মকররী জমার অন্তর্গত জমি সায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত কোঠাঘর সায় প্রাচীর ইত্যাদি মূল্য আঃ ১০০০ টাকা মোট জমি ৩.৯০ একর

১৪। উক্ত ১৬ নং মৌজা মহেশগঞ্জ গ্রামের জমির জমিদার শিবকুমারী দেবী ও হৃষীকেশ লাহা জমিদারের অধীনে ৬।৭।৮নং দেনদারের দখলকারীতে শালিয়ানা ২০৲ টাকার মোকররী জমার অন্তর্গত ৬.৫৮ একর জমি সায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত কোঠাঘর প্রাচীর ইত্যাদি মূল্য আঃ ১০০০৲ টাকা

(৬)

৮৭ দেঃ জারী ২৯ দাবী ২৬৫৭৶৯

ডিঃ কুমারখালি দীননাথ মণ্ডল এণ্ড কোং লিমিটেড সাং ও থানা কুমারখালী

দেঃ শ্রীমেছমন উদ্দীন খাঁ সাং কৃষ্ণপুর থানা কুমারখালী।

১। জেলা নদীয়া কালেক্টরীর ৩১৯২ নং তৌজির অন্তর্গত পরগণা জয়নগর লক্ষ্মীপুরের মোকামে ষ্টেশন ও সবরেঃ কুমারখালির অধীন মৌজা কৃষ্ণপুর গ্রামে মালেক হরেন্দ্রনাথ সরকার দিং ও শ্রীএব্রাহিম বিশ্বাস দিং সেরেস্তায় ২০॥৪ কাঠা বাবত মোকররী জমির কাত বার্ষিক ২৩।০ জমা উক্ত জমি সায় আকর আওলাত মূল্য আঃ ৩০০৲ টাকা

২। ঐ তৌজির ঐ পরগণে ঐ ষ্টেশন ও সবরে ঐ গ্রামে ঐ অধীনে ৪॥২॥৶০ ছটাক বায়তি মোকররী জমির বার্ষিক ৭৲ টাকা জমা উক্ত জমি সায় আকর আওলাত মূল্য আঃ ৬০৲ টাকা

৩। ঐ গ্রামে ঐ অধীনে ১/॥৶০ ছটাক বায়তী মোকররী জমির বার্ষিক জমা ২৲ টাকা উক্ত জমি সায় আকর আওলাত মূল্য আঃ ১৫৲ টাকা

৪। ঐ গ্রামে ঐ অধীনে ১/৩ কাঠা বায়তি মোকররী জমির বার্ষিক জমা ৩৷৶০ উক্ত জমি সায় আকর আওলাত মূল্য আঃ ১৫৲

৫। ঐ গ্রামে মালেক জ্ঞানেন্দ্রমোহন মজুমদার দিং সেরেস্তায় ৭॥০/০ ছটাক বায়তি মোকররী জমির বার্ষিক খাজনা ৭।৶৫ পাই। উক্ত জমি সায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত মূল্য আঃ ১০৫৲ টাকা

৬। ঐ গ্রামে মালেক কৃষ্ণবন্ধু বিশ্বাস দিং ও বসন্তকুমার সরকারের সেরেস্তায় ১।১।/০ ছটাক বায়তি মোকররী জমির কাত বার্ষিক ।৶৯ পাই। উক্ত জমি সায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত মূল্য আঃ ১৫৲

৭। ঐ গ্রামে মালেক জ্ঞানেন্দ্রমোহন মজুমদার দিং সেরেস্তায় ২৸০ কাঠা বায়তি মোকররী জমির কাত বার্ষিক ০/৬ পাই জমা। উক্ত জমি সায় তদুপরি... আকর আওলাত মূল্য ৪০৲ টাকা।

৮। ঐ গ্রামে ঐ অধীনে বার্ষিক ৩৸৯ টাকা জমাতে ৩।০॥ কাঠা বায়তি মোকররী জমি ও তদুপরিস্থিত আকর আওলাত মূল্য আঃ ৪৫৲ টাকা

৯। ঐ গ্রামে ঐ অধীনে বার্ষিক ১৸৶৩ পাই জমাতে ১/৪ কাঠা মোকররী জমি সায় আকর আওলাত মূল্য আঃ ১৫৲।

১০। ঐ গ্রামে মালেক তারাপদচন্দ্র বিশ্বাস মহাশয়ের সেরেস্তায় ১।০ টাকা জমাতে ৮২ কাঠা বায়তি মোকররী জমি ও তদুপরিস্থিত আকর আওলাত মূল্য আঃ ১২৲।

১১। ঐ গ্রামে ঐ অধীনে বার্ষিক ১।৶৬ পাই টাকা জমাতে ১॥০ কাঠা বায়তি মকররী জমির সায় আকর আওলাত মূল্য আঃ ২০৲।

১২। ঐ গ্রামে মালেক বিভূতিভূষণ চক্রবর্ত্তী দীং ও শ্রীললিতমোহন ঘোষ দিং সেরেস্তায় ৪৴৯ পাই জমাতে ২/২৸৶ ছটাক বায়তি মকরার জমি সায় আকর আওলাত মূল্য আঃ ৩০৲ টাকা।

১৩। ঐ গ্রামে মালেক গোপালচন্দ্র সেন দীং সেরেস্তায় ৪৶১ পাই জমাতে ৩।০ কাঠা জমির সায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত মূল্য আঃ ৪৫৲

১৪। সবরেঃ কুমারখালির অধীন মৌজে আলাইপুর গ্রামে মালেক এব্রাহিম বিশ্বাস দীং ও জ্ঞানেন্দ্রনাথ সরকার দীং সেরেস্তায় ১।০ টাকা জমায় ১/।/ ছটাক বায়তি মোকররী জমির কাত সায় আকর আওলাত মূল্য আঃ ১৫৲

১৫। ঐ সবরেঃ আলাইপুর গ্রামে মালেক নগেন্দ্রনাথ মজুমদার ও মন্মথনাথ হাজরা দীং সেরেস্তায় ১/০ টাকা জমায় ১৩/০ ছটাক বায়তি মোকররী জমি ও তদুপরিস্থিত আকর আওলাত আঃ ১৫৲

১৬। ঐ সবরেঃ ঐ গ্রামে বিভূতিভূষণ চক্রবর্ত্তীর সেরেস্তায় ১॥৶০ ছটাক বায়তি মোকররী জমির কাত বার্ষিক ৶০ আনা জমা সায় আকর আওলাত মূল্য আঃ ২৲ টাকা

১৭। ঐ গ্রামে মালেক বিভূতি ভূষণ চক্রবর্ত্তী ও নটবর ঘোষের সেরেস্তায় ১।৶৬ পাই জমাতে ১।০। ছটাক বায়তি মোকররী জমি সায় আকর আওলাত মূল্য আঃ ১৫৲ টাকা

১৮। ঐ গ্রামে মালেক বিভূতি ভূষণ চক্রবর্ত্তী ও ভূপতিনাথ হাজরা দীং সেরেস্তায় ১/০টাকা জমাতে ১/০৶ ছটাক বায়তি মোকররী জমি মূল্য আঃ ১৫৲

১৯। ঐ গ্রামে মালেক দেবদাসিনী দাস্যা দিং ও ফেলারাম ঘোষ দিং সেরেস্তায় ৩৬,৩।০ কাঠা বায়তি মকররী জমির কাত বার্ষিক ৫০ টাকা সায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত মূল্য আঃ ৪৫৲ টাকা।

(৭)

৩ জারি ২৯ দাবী ৭৪৩৶/

ডিঃ শ্রীরাধাকান্ত তরফদার সাং বিদ্যাপুর থানা মেহেরপুর

দেঃ শ্রীরঘুনাথ মুখোপাধ্যায় দিং সাং ও থানা মেহেরপুর

১। পরগণা সহর উজিয়াল সবডিভিসন ও সবরেঃ চুয়াডাঙ্গা থানা আলমডাঙ্গা নদীয়া কালেক্টরীর ৩৭৮।৫ নং ও ৩৬৮।২ নং তৌজিভুক্ত মহাল ডিহি মাজহুদ যাহার সদর জমা মোট ১১।৹১ যব রকম শালিয়ানা ১০৫।৶৮ টাকা জমিদারীস্বত্ব প্রজাবাদীগণ নাম জারী করিয়া উভয়েতে ষোল আনা রকমে দখলিকার আছে। মূল্য আঃ ২৫০৲

২। ৩৭৮।৫ নং তৌজির মহাল ডিহি মাজহুদ মধ্যে থানা আলমডাঙ্গার সামিল নিজ মাজহুদ, কামলাপুর, রংপুর, গোপালনগর, রামনগর, বিশ্বাসপাড়া, ভুগিরহুদা পুর মৌজা ও থানা কালুপোলের এলাকাধীন মৌজা আড়ংপোল, সত্তপুর, মোহানপুর, কুতুবপুর, ঘোল দাহড়, পাঁচকপাড়া, বাড়াদি ওরফে ছয়ঘরিয়া সাক মৌজা সাকা পৈতৃক নিজাংশ আ৹ যার অংশ যাহার সদর জমা ৩৭।৴৭ টাকা ও ৩৬৮।২ নং যুক্ত শামিল দেবার দরুণ প্রাপ্যাংশের ডিহি মাজহুদ মধ্যে নিজ মাজহুদ কামলাপুর ইত্যাদি ঐ ঐ মৌজা ও ঐ ঐ ৭ মৌজার সদর জমা ৭৩৸৬৸ টাকা, মূল্য আঃ ২৫০৲

৩। থানা ও সবরেঃ মেহেরপুর এলাকাধীন নিজ মেহেরপুর মধ্যে ভৈরব নদীর পূর্ব রামেশ্বর বিশ্বাসের জমির পশ্চিম হরিরাম ভট্টাচার্য্যের জমির দক্ষিণ নবকৃষ্ণ বাগ্‌হায়ের জমির উত্তর এই চৌহদ্দি স্থিত মধ্যে খাসবাজ জমির ১।০ বিঘা এক তৃতীয়াংশে ॥০ কাঠা মূল্য আঃ ১০০৲

মুন্সেফী প্রথম আদালত

নীলামের দিন ৯ই ডিসেম্বর, ১৯২৯

(১)

১১৮৫ পাংজারী ২৯ দাবী ২২॥৶৩

ডিঃ মহারাজ মণীন্দ্র চন্দ্র নন্দী পক্ষে আমার বন্ধু কোর্ট অব ওয়ার্ড ম্যানেজার মিঃ এল, বি বারুজ মোকাম কাছারী কৃষ্ণনগর, থানা কোতোয়ালী

দেঃ শ্রীনবাই সেখ দিং—সাং গাঙ্গের ডাঙ্গা থানা নবদ্বীপ

সবরেঃ কৃষ্ণনগর, থানা নবদ্বীপ মৌজা গাঙ্গের ডাঙ্গা গ্রামে ৩৯৫নং খতিয়ানভুক্ত ১ একর ৭৩ শতাংশ জমির জমা ৩৷৶০। উক্ত বাকী পড়া জমি সায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত মূল্য আঃ ২০৲

(২)

১১৯২ খাংজারী ২৯ দাবী ৩৫/১

ডিঃ—ঐ

দেঃ—ঐ

সবরেঃ কৃষ্ণনগর থানা নবদ্বীপ মৌজে গাঙ্গের ডাঙ্গা গ্রামে ৩৯০নং খতিয়ানভুক্ত ১৮৮ দাগে ১৬ শতাংশ জমির বার্ষিক জমা ১০ টাকা। উক্ত জমিমায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত মূল্য আঃ ১০৲

(৩)

১২৬৯ খাংজারী ২৯ দাবী ৩৪৯

ডিঃ ঐ

দেঃ শ্রীগগন চন্দ্র দাস কৈবর্ত্ত সাং গঙ্গের ডাঙ্গা, থানা কোতোয়ালী

সবরেঃ কৃষ্ণনগর থানা নবদ্বীপ মৌজে গাঙ্গের ডাঙ্গা সেঃ ৩৭৩নং খতিয়ানভুক্ত ১.৮৩ একর জমির জমা ২৲ টাকা; উক্ত জমি মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত ২০৲ টাকা

(৪)

১৩৪৮ খাংজারী ২৯ দাবী ২॥৩

ডিঃ শ্রীতারাপদ সরকার সাং গোয়াড়ী থানা কোতোয়ালী

দেঃ শ্রীকিচক ঘোষ সাং ডিঙ্গুলী থানা কোতোয়ালী

জেলা নদীয়া সবরেঃ কৃষ্ণনগর খাঁপুর সাকীম মৌজাদেনের অন্তর্গত দর মৌরুশী মংলের অন্তর্গত ৫.৭৪ একর জমির বার্ষিক জমা ৮৮ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত; মূল্য আঃ ১০৲ ঐ জমি সেঃ ১০৬ গোথরা পোতা মৌজায় ১১২ খতিয়ান ভুক্ত।

(৫)

১৩৫৯ খাংজারী ২৯ দাবী ৩০৸৩

ডিঃ—ঐ

দেঃ—ঐ

সবরেঃ কৃষ্ণনগর ১০৬নং গোথরাপোতা মৌজায় সেঃ ১৭৫নং খতিয়ানভুক্ত ৫.৬৭ একর জমির বার্ষিক জমা ২৸৯। উক্ত বাকীপড়া জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত মূল্য আঃ ২০৲

(৬)

১৩৬০ খাংজারী ২৯ দাবী ২৸৴০

ডিঃ ঐ

দেঃ ঐ

সবরেঃ কৃষ্ণনগর ১০৬নং গোথরা পোতা মৌজায় সেঃ ১৭৪নং খতিয়ানভুক্ত ১.২২ একর জমির বার্ষিক খাজনা ১৸০। উক্ত জমি মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত মূল্য আঃ ৫৲

(৭)

১৩৬১ খাংজারী দাবী ১৫॥৴৩

ডিঃ—ঐ

দেঃ—ঐ

সবরেঃ কৃষ্ণনগর ডিঙ্গুলী মৌজায় সেঃ ১.৭নং খতিয়ানভুক্ত ১২ শতক জমির বার্ষিক জমা ১৸০। উক্ত বাকীপড়া জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত মূল্য আঃ ৫৲

(৮)

১৩৯০ খাংজারী ২৯ দাবী ৪৲৸৩

ডিঃ শ্রীপরেশনাথ পাল চৌধুরী সাং বয়ড়া থানা শান্তিপুর

দেঃ শ্রীকৈয়াদালি মণ্ডল সাং হাতিশালা থানা কোতোয়ালী

জেলা নদীয়া থানা কোতোয়ালী মৌজা সেনপুর গ্রামে ডিক্রিদারদিগের ১২১ খাস খতিয়ানভুক্ত ১০০০নং দাগের উপরিস্থিত যে খড়ুয়া ঘর আছে উক্ত ঘরের ষোল আনা রকম দরবস্ত তরুক মূল্য আঃ ১০৲

(৯)

১৩৯১ খাংজারী ২৯ দাবী ৫২৬৸৶৮

ডিঃ ঐ

দেঃ শ্রীজন্নত মোল্লা সাং সেনপুর (করিমপুর) নদীয়া.

জেলা নদীয়া থানা কোতোয়ালী মৌজা সেনপুর গ্রামে সেঃ ২০১নং খতিয়ানভুক্ত ৪৬ একর ৯৯ শতক জমির জমা ৭১৸৴৯ পাই যাহা ১০৫ নাবার মোকদ্দমায় ৮৮৻৬ হইয়াছে। উক্ত রায়তি স্থিতিবান জমির ষোল আনার মূল্য আঃ ১০০৲ টাকা

(১০)

১৪৬৭ খাংজারী ২৯ দাবী ১০২৸৴৩

ডিঃ শ্রীব্যোমকেশ সান্যাল দিং সাং কুলগাছি, থানা কাটোয়া জেলা বর্দ্ধমান

দেঃ শ্রীবঙ্গ বাহন কুণ্ডু দিং সাং ও থানা কালীগঞ্জ, জেলা নদীয়া।

সবরেঃ কৃষ্ণনগর থানা কালীগঞ্জ পরগণে পলাসী মৌজে ১৮নং কালীগঞ্জমধ্যে ১৪৮৬ মোকররী জমায় সেঃ ১১৬নং খতিয়ানভুক্ত ১.০৬ একর জমি মায় তদুপরিস্থিত পাকা বাড়ী ঘর, দুয়ার জানালা, কুয়া, প্রাচীর প্রভৃতি মূল্য আঃ ২৫৲

(১১)

১৪৭২ খাংজারী ২৯ দাবী ৪৭॥৴৯

ডিঃ নৃসিংহ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সাং ও থানা শান্তিপুর

দেঃ শ্রীকালু—মণ্ডল সাং জিউলগাড়ী থানা কোতোয়ালী

জেলা নদীয়া থানা কোতোয়ালী মৌজে জিউলগাড়ী গ্রামে সেঃ ১০০২ খতিয়ানভুক্ত ৭৭ দাগের লিখিত জমির বার্ষিক খাজনা ২৲। উক্ত দাগের মধ্যে খড়ুয়া ঘর ১খানা দাক্ষণদ্বারী ৭ চালা সমেত মূল্য আঃ ৫৲

(১২)

১৫৫৭ খাংজারী ২৯ দাবী ৪৭৸৶৬

ডিঃ শ্রীনর্ম্মদাচন্দ্র বিদ সাং বেলপুকুর থানা কোতোয়ালী

দেঃ শ্রীননী ঘোষ সাং চৌগাছা থানা কোতোয়ালী

সবরেঃ কৃষ্ণনগর থানা কোতোয়ালী মৌজে ৩৪ নং কাঠালিয়া মাঠ গ্রামে সেঃ ২০ নং খতিয়ানভুক্ত ২.৯৬ একর জমির বার্ষিক খাজনা ১১৷৩। উক্ত রায়তি স্থিতিবান জমি মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত মূল্য আঃ ১০৲

২। ঐ সবরেঃ ৩২ নং মৌজা চৌগাছা হাঁসাডাঙ্গা গ্রামে ১০৸/২ টাকা রায়তি মোকররী জমার সেঃ ৭৯ নং খতিয়ানভুক্ত ৭.৬০ একর জমি ও তদুপরিস্থিত আকর আওলাত মূল্য আঃ ১০৲

৩। ঐ সবরেঃ ঐ মৌজার বার্ষিক ৫./৬ টাকা জমায় সেঃ ৮০ নং খতিয়ানভুক্ত ১.৫২ একর জমির ও তদুপরিস্থিত আকর আওলাত মূল্য আঃ ১০৲

৪। ঐ সবরেঃ ঐ মৌজার বার্ষিক লাগান ১৬ পাচ টাকা /০ আনা ও কিছু ৸/০ নারগ জমার সেঃ ৭৮ নং খতিয়ানভুক্ত ৩.৯৯ একর জমি ও তদুপরিস্থিত আকর আওলাত মূল্য আঃ ৫৲

(১৩)

১৪৯৬ খাংজারী ২৯ দাবী ৪৯৸৶৬

ডিঃ শ্রীকালীপদ বিশ্বাস সাং গোয়াড়ী থানা কোতোয়ালী

দেঃ শ্রীবাহরুদ্দি মণ্ডল সাং সালিকা থানা কোতোয়ালী

সবরেঃ কৃষ্ণনগর থানা কোতোয়ালী সেনপুর গ্রামে সেঃ ৯৭ নং খতিয়ানভুক্ত ৫৯৸০ জমায় ১৫.৮৮ একর জমিতে দেনদারগণের ৷০ অংশ মূল্য মায় আকর আওলাত আঃ ৮০৲

(১৪)

১৫৮২৯ খাংজারী ২৯ দাবী ১০৫৩৶৬

ডিঃ শ্রীআনন্দগোপাল গুপ্ত সাং ও থানা নবদ্বীপ

দেঃ শ্রীজ্যোতি প্রসাদ মল্লিক সাং অগ্রদ্বীপ থানা কাটোয়া বর্দ্ধমান

জেলা নদীয়া থানা কালীগঞ্জের সামিল নদীয়া কালেক্টরীর তৌজি নং ১৬১১০, ১৬১১৮ মৌজে রঘুনাথপুর ও ১৭৮১০, ১৭৮১১ নং তৌজির মহালে মৌজে দলুইপুর দেনদারগণ ডিক্রেদার ও তাহার শরিকের অধীনে বার্ষিক ৫০৫৲ টাকার পত্তনী ও দরপত্তনী জমা রাখেন ও তাহাতে দেনদারগণের ষোল আনা স্বত্বাংশ উক্ত বাকীপড়া জমা মূল্য আঃ ৫০০৲

(১৫)

১৫৮৭ খাংজারী ২৯ দাবী ২০৸৴৯

ডিঃ শ্রীশিবেন্দ্রনাথ সিংহ রায় সাং ও থানা নাকাশীপাড়া

দেঃ শ্রীকুশান শেখ সাং পচাচাঁদপুর থানা কালীগঞ্জ

জেলা নদীয়া কালেক্টরীর ৭৭১ নং তৌজিভুক্ত থানা কালীগঞ্জের অধীন মৌজা পচাচাঁদপুর মধ্যে সেঃ ৫৫ নং খতিয়ানভুক্ত ৫৫ শতক ওঠবন্দী জমি মূল্য আঃ ১২॥০ টাকা

(১৬)

১৫৯৭ খাংজারী ২৯ দাবী ১১৫॥৶৬

ডিঃ শ্রীবদ্রীনারায়ণ চেৎলাঙ্গিয়া সাং গোয়াড়ী থানা কোতোয়ালী

দেঃ অগ্রদ্বীপ জানদারী কোং লিমিটেড মোকাম অগ্রদ্বীপ থানা পূর্ব্বস্থলী বর্দ্ধমান

জেলা নদীয়া কালেক্টরীর ২১৬০ তৌজিভুক্ত থানা কালীগঞ্জের সামিল নিম্ন লিখিত মৌজা বাবেদ ...॥= গণ্ডা রকম অংশে খাজনা ১৬৲ পত্তনি জমা। এই বাকীপড়া পত্তনি মহালের মূল্য আঃ ৮০৲

মৌজার নম্বর	মৌজার নাম	খতিয়ান নং
৮১	কানুরা	৭০০
৮৬	নহুলপাড়া	৪
৮২	জাগাবল্লভপুর	২৯

(১৭)

১৬৮৫ খাংজারী ২৯ দাবী ২৫৸৴৩

ডিঃ শ্রীশিবেন্দ্রনাথ সিংহ রায় সাং ও থানা নাকাশীপাড়া

দেঃ শ্রীসতীশ চন্দ্র সাং কমলবাটী থানা কালীগঞ্জ

জেলা নদীয়া কালেক্টরীর ৭৭১ নং তৌজীভুক্ত মহাল থানা কালীগঞ্জের অধীন মৌজে কমলবাটী মধ্যে সেঃ ৫৯০নং খতিয়ানভুক্ত ১.৮৪ একর জমির জমা ৩৸৴৩ মূল্য আঃ ১৭৲ টাকা

(১৮)

১৬৯০ খাংজারী ২৯ দাবী ১৭৩॥৶০

ডিঃ ঐ

দেঃ শ্রীআবদুল ছোবান সেখ সাং বনপলাসী, থানা কালিগঞ্জ

জেলা নদীয়া থানা কালিগঞ্জ মৌজে বনপলাসী মধ্যে সেঃ ১৪ নং খতিয়ানভুক্ত ২০৸ বিঘা চাষ আবাদীর জমির বিঘা প্রতি লাল ১৲ টাকা হিঃ ১৸৶৬ টাকা নিরখ ।০ মূল্য আঃ ১৪২৲ টাকা

(১৯)

১৬৯২ খাং জারী২৯ দাবী ৫৫।০৮

ডিঃ ঐ

দেঃ ঐ

জেলা নদীয়া থানা কালীগঞ্জের সামিল মৌজা বনপলাশী মধ্যে ১২ নং খতিয়ানভুক্ত ২.১০ একর ওটবন্দী চাষ আবাদী জমির বিঘা প্রতি লাল ... ও হিঃ ১৸৶৬ খাজনা, মূল্য আঃ ৪২৲

(২০)

১৭২৯ খাংজারী ২৯ দাবী [illegible]

ডিঃ শ্রীজগন্নাথ [illegible] নগর চাঁদমহুক, থানা [illegible]

দেঃ শ্রী[illegible] খড়িয়া-পোতা থানা [illegible]

থানা [illegible] সামিল ৯৯ নং মৌজা [illegible] সেঃ ৯১ নং খতিয়ানভুক্ত বার্ষিক ১৸০ রায়তি মকররী জমার ১.৪৮ একর জমি মূল্য আঃ ১৫৲

১৭৩১ খাজনা ২৯ দাবী ৮০২/০

ডিঃ শ্রী দীনতারণ চৌধুরী সাং পোড়াগাছা থানা কোতোয়ালী

দেঃ শ্রীসারদারঞ্জন মুখোপাধ্যায় দিং সাং দেবগ্রাম থানা কালীগঞ্জ

জেলা নদীয়া থানা কালীগঞ্জের অন্ত গত নিম্নলিখিত মৌজাগুলের /৪ আনা অংশে খাজিয়ানা ১২৭৲ টাকার দখলকৃত জমা মূল্য আঃ ১০০০৲

মৌজার নং	মৌজার নাম	খতিয়ান নম্বর
২৭	বাগান পাড়া	২১
৪২	জুড়ানপুর	২৯২
৪৮	দুর্গাপুর	৩৭৪
৮৫	কাদিকাটী	১২৯
৮২	আলমপুর	৩২১
৫২	বড়চাঁদনা	•

(২২)

১৮৩৮ খাজনা ২৯ দাবী ২১৯৯

ডিঃ শ্রীমতী নিত্যকালী দেব্যা সাং ও থানা মেহেরপুর

দেঃ শ্রীসতীশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় সাং ভালুকা থানা কোতোয়ালী

১। জেলা নদীয়া থানা কোতোয়ালী ৫৯ নং মৌজা বিষ্ণুপুর গ্রামে সেঃ ১০০ নং খতিয়ানভুক্ত ২৫৶০ টাকার মধ্যস্বত্ব চিরস্থায়ী মোকররী জমার ৫·৯৮ শতক জমি মূল্য আঃ ৫০৲

২। ঐ মৌজায় ১০১ নং খতিয়ানভুক্ত ১৯৵৬ টাকার জমাতে ৪·৭৫ একর জমি মূল্য আঃ ২৫৲

৩। ঐ মৌজায় ১৬০ নং খতিয়ানভুক্ত ৫৬৵৬ টাকার জমাতে ২·০৬ শতক জমির মূল্য আঃ ১০৲ টাকা

৪। ঐ মৌজায় ১৭০নং খতিয়ানভুক্ত ৮৵৩ জমাতে ১·১৯ শতক জমি মূল্য আঃ ৫৲

৬। ঐ মৌজায় ১৭১নং খতিয়ানভুক্ত ১৭৵০ জমাতে ৪৯ শতক জমির মূল্য আঃ ২৲

৬। ঐ মৌজায় ১৭২ নং খতিয়ানভুক্ত ২॥০ টাকা জমাতে ৭০ শতক জমির মূল্য আঃ ৫৲

৭। ঐ মৌজায় ১৭৩ নং খতিয়ান ভুক্ত ॥৵৩ জমাতে ১·২৫ শতক জমি মূল্য আঃ ১০৲ টাকা

(২৩)

১৮৪২ খাজনা ২৯ দাবী ৭২ ।৵৯

ডিঃ শ্রীমতী শরৎকুমারী দাসী সাং গোয়াড়ী থানা কোতোয়ালী

দেঃ শ্রীমতী শরৎ কুমারী দেব্যানী সাং নগদহ থানা কোতোয়ালী সদরে কৃষ্ণনগর ৯৯নং নগদহ মৌজায় সেঃ ৬৮০ খতিয়ানভুক্ত খাজানা ১০৵১ জমাতে ০—৪২ একর জমি ও তদুপরিস্থ আকর আওলাত মূল্য আঃ ২০৲

(২৪)

১০৬৩ খাজনা ২৯ দাবী ২৩৬

ডিঃ শ্রীমতী যোগেন্দ্র বালা দাসী সাং কৃষ্ণনগর থানা কোতোয়ালী

দেঃ শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ বিশ্বাস সাং বাকড়হুদা থানা কোতোয়ালী

সবরেঃ ও থানা কৃষ্ণনগরের অধীন ৯১নং মৌজা বাকড়হুদা গ্রামে ৮৮ দাগে ৬৮ শতক জমির জমা ২৶০ উক্ত বাকীপড়া জমা মূল্য আঃ ১০৲

(২৫)

১৭১৬ মনিজারী ২৯ দাবী ১১২॥৵৩

ডিঃ শ্রীজগদীশ্বর রায় সাং আড়পাড়া থানা নাকাশীপাড়া

দেঃ শ্রীরামবিলাস বিবি সাং সোনাডাঙ্গা থানা কোতোয়ালী

১। জেলা নদীয়া থানা কোতোয়ালীর সামিল ২৬নং মৌজা সোনাডাঙ্গা গ্রামে জমিদার শ্রীনৃসিংহ প্রসাদ পাল চৌধুরী দিং সেরেস্তায় বার্ষিক ১৯৶৩ টাকার জমার ৩৯১নং খতিয়ানভুক্ত ২·৬৪ একর রায়তি স্থিতিবান জমি, মূল্য আঃ ৪০৲ টাকা

২। ঐ মৌজায় ঐ জমিদারের অধীনে বার্ষিক ৪॥০ টাকার জমায় ১০৬৯ খতিয়ান ভুক্ত ৫৯ শতক রায়তি স্থিতিবান জমি মূল্য আঃ ৫৲

৩। ঐ মৌজায় ঐ জমিদারের অধীনে বার্ষিক ৩৵৩ পাই জমাতে ৮১৭নং খতিয়ান ভুক্ত ১·৫৪ একর রায়তি স্থিতিবান জমি মূল্য আঃ ১০৲

(২৬)

১৫৩৬ মনিজারী ২৯ দাবী ২৫৫৵৩

ডিঃ শ্রীগোপীনাথ দে সাং কৃষ্ণনগর থানা কোতোয়ালী

দেঃ শ্রীনীলমণি দাস মুচি সাং কৃষ্ণনগর থানা কোতোয়ালী

জেলা নদীয়া সদর সবরেঃ কৃষ্ণনগর এলাকাধীন থানা কোতোয়ালীর নিজ কৃষ্ণনগর গ্রামে মুচিপাড়ার মধ্যে খাজিনা ॥০ খাজনার সেঃ ৬৮০১ খতিয়ানভুক্ত /২ ছটাক কাঠা জমি ও তদুপরিস্থিত খড়ুয়া ঘর ৫ খানা চোরী ঘর ১ খানা মায় উঠান জানালা সাজ সরঞ্জাম মূল্য আঃ ৭৲ টাকা।

(২৭)

৮০০ মনিজারী ২৯ দাবী ৮০৶৩

ডিঃ শ্রীরাধাগোবিন্দ সেন দিং সাং মাটিয়ারী থানা কালীগঞ্জ।

দেঃ শ্রীগোপালচন্দ্র গড়াই সাং মাটিয়ারী থানা কালীগঞ্জ।

জেলা নদীয়া থানা কালীগঞ্জের অধীন মৌজে মাটিয়ারী গ্রামে রামরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় দিগরের সেরেস্তায় ১৶০ টাকার সেঃ ৫৩৬ ং খতিয়ানভুক্ত কায়েমী ৭ স্বত্ব ৫ শতক জমি মায় তদুপরিস্থিত দক্ষিণ দুয়ারী ২ কুঠারী ঘর ১ খানা দক্ষিণ দোয়ারী দোকান ঘর এক খানা পূর্বদুয়ারী ঘর ১ খানা মায় আকর আওলাত মূল্য আঃ ৫০৲

(২৮)

১১৮৩ মনিজারী ২৯ দাবী ৩৭৪॥৵৬

ডিঃ শ্রীমতীমোহন গোস্বামী দিং সাং ও থানা নবদ্বীপ

দেঃ শ্রীঅজিতকুমার কাদার পক্ষে গার্জেন উকীল বাবু যতীন্দ্রনাথ রায়।

জেলা নদীয়া থানা কোতোয়ালীর অধীন গোবিন্দ সড়ক মৌজায় নদীয়া মহারাজ বাহাদুরের সেরেস্তায় দেঃ ৩৯নং খতিয়ান ও তদধীন ৪০নং খতিয়ানভুক্ত ৮শতক জমির জমা ৩৬ টাকা। উক্ত জমি ও তদুপরিস্থিত পাকা ঘর নীচে উপরে ৫ কুঠারী পাকা রান্নাঘর কূপ, পায়খানা প্রাচীর মায় আকর আওলাত সাজ সরঞ্জাম যোল আনা মূল্য আঃ ২০০৲

(২৯)

১৩৭৫ দেওয়ানী ২৯ দাবী ১৩৬৫

ডিঃ শ্রীমতী দক্ষিণাকালী দেব্যা সাং কৃষ্ণনগর থানা কোতোয়ালী।

দেঃ শ্রীশচীন্দ্রনাথ সেন দিং সাং কৃষ্ণনগর গোয়াড়ী, থানা কোতোয়ালী।

সবরেঃ কৃষ্ণনগর থানা কোতোয়ালী মৌজে বাত্রাপুর গ্রামের জমিদার মহারাজা ক্ষৌণিশচন্দ্র রায় বাহাদুরের সরকারে বিবাদীর নামে মায় সেস ১০৲/০ টাকার কায়েমী মোকররী মৌরশী জমার সেঃ ৪৪২নং দাগের ৩৭·৩৪ একর জমি মায় তদুপরিস্থিত আম্রাদি বৃক্ষের বাগান মূল্য আঃ ৫০০৲

(৩০)

১৫১৯ দেওয়ানী ২৯ দাবী ৪০৯৵০

ডিঃ শ্রীসবজান বিশ্বাস দিং সাং সাহেবনগর থানা কোতোয়ালী।

দেঃ শ্রীআমিনদ্দীন মণ্ডল দিং সাং সাহেবনগর, থানা কোতোয়ালী।

জেলা নদীয়া থানা কোতোয়ালী মৌজে সাহেবনগর গ্রামে জমিদার জয়দুর্গাদাসী দিং অধীন যোল আনা রকমে ৩১॥৵১০ টাকার কায়েমী মকররী জমার সেঃ ৩৫নং ও তদধীন ৩৮-৪৫ খতিয়ানভুক্ত জমিতে দেনাদারগণের ৶৪ অংশ মূল্য আঃ ৫০৲

মুন্সেফী দ্বিতীয় আদালত

নীলামের দিন ৯ ডিসেম্বর ১৯২৯

(১)

১১১২ মনিজারী ২৯ দাবী ১৫৩৵৬

ডিঃ শ্রীহাজারীলাল পাত্র সাং কৃষ্ণনগর থানা কোতোয়ালী

দেঃ শ্রীমুবারক বিশ্বাস সাং শ্যামনগর থানা কৃষ্ণগঞ্জ।

সবরেঃ কৃষ্ণনগর থানা কৃষ্ণগঞ্জের সামিল মৌজে শ্যামনগর গ্রামে সেঃ ২৯২ খতিয়ান ও তদধীন ২৯৩।২৯৬ খতিয়ানভুক্ত ১৮ এঃ ১০ শতক জমির বার্ষিক রায়তি মকররী জমা ৫৫৶১০। এই জমি ও তদুপরিস্থিত আকর আওলাতাদিতে দেনাদারগণের ৶৪৲০ অংশ মূল্য আঃ ৩০৲

(২)

১১১৩ মনিজারী ২৯ দাবী ৪৪·৩

ডিঃ শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সিংহ সাং বেথুয়াডহরী বাজার থানা নাকাশীপাড়া।

দেঃ শ্রীদেবনাথ দাস মুচি, সাং রঘুনাথপুর, থানা নাকাশীপাড়া

১। জেলা নদীয়া থানা নাকাশীপাড়ার অধীন ৭২নং রঘুনাথপুর মৌজায় ৩৫০নং লোকসান খতিয়ান লিখিত ৩৪ শতক আমন জমির বার্ষিক জমা ১৲১২॥০ মূল্য আঃ ১০৲

২। ঐ থানার ৯৭নং রঘুনাথপুর মৌজায় ৩৩৮নং লোকসান খতিয়ানভুক্ত ৩৫ শতক জমির খাজনা ১৴০। মূল্য আঃ ১০৲।

৩। ঐ থানায় রঘুনাথপুর মৌজায় ১৮২নং খতিয়ানভুক্ত ৪ শতক জমির জমা ।৵০ মূল্য আঃ ৫৲।

(৩)

১১১৪ মনিজারী ২৯ দাবী ৬১।৶৩

ডিঃ শ্রীদেবেন্দ্র নাথ সিংহ সাং বেথুয়াডহরী বাজার থানা নাকাশীপাড়া

দেঃ শ্রীনগেন্দ্র চন্দ্র নাথ সাং বেথুয়াডহরী থানা নাকাশীপাড়া

জেলা নদীয়া থানা নাকাশীপাড়া ৪৮নং মৌজা খিদিরপুর মধ্যে ১০২ খতিয়ান ও অধীনস্থ ১০৩নং খতিয়ানভুক্ত মোট ১৬·৭৮ একর জমির বার্ষিক দর মৌরশী জমা ৩০ টাকা। ইহাতে দেনাদারের একতৃতীয়াংশ স্বত্ব। মূল্য আঃ ১৫৲

(৪)

১১৬৯ মনিজারী ২৯ দাবী ২২০৲ ৩

ডিঃ শ্রীসতীশচন্দ্র বিশ্বাস সাং মাজদিয়া থানা কৃষ্ণগঞ্জ

দেঃ শ্রীসুরাজী দাসী দিংসাং মাজদিয়া থানা কৃষ্ণগঞ্জ

১। সবরেঃ কৃষ্ণনগর থানা কৃষ্ণগঞ্জের সামিল ৯নং মৌজে মাজদিয়া গ্রামে সেঃ ১৪৯ খতিয়ানে লিখিত ৬·২৩ একর জমির বার্ষিক জমা ৮॥১০ উক্ত জমি মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত মূল্য আঃ ৮০

২। ঐ গ্রামে সেঃ ১৫৯নং খতিয়ানভুক্ত ১·৪১ একর জমির বার্ষিক জমা ২৶০ উক্ত জমি মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত মূল্য আঃ ১০৲

(৫)

৯৩২ খাংজারী ২৯ দাবী ৩৩॥৶৯

ডিঃ শ্রীকানাইলাল চট্টোপাধ্যায় দিং সাং ও থানা বাগাঘাট

দেঃ শ্রীব্রজেন্দ্রগোপাল রায় দিং সাং কাদিপুর থানা কৃষ্ণগঞ্জ

জেলা নদীয়া সদরেঃ কৃষ্ণনগর থানা কৃষ্ণগঞ্জ ১নং মৌজা কাদিপুর গ্রামে ও ৬নং মৌজা চকপ্রতাপপুর গ্রামে ডিক্রিদারের সরকারে ৪৫৭ ও ৭০নং খতিয়ানে ৪॥৫ টাকা জমায় ৩-৫৭ একর জমি; এত বাকীপড়া জমির মূল্য আঃ ১০৲

(৬)

৯৫১ খাংজারী ২৯ দাবী ৫২৸৶০

ডিঃ শ্রীরণজিৎ পাল চৌধুরী সাং মহেশগঞ্জ, থানা নবদ্বীপ

দেঃ শ্রীরহমান বিশ্বাস দিং সাং কালিপাড়া থানা হাঁসখালি

জেলা নদীয়া থানা হাঁসখালি মৌজে গোবিন্দপুর গ্রামে ডিক্রিদারের সেরেস্তায় দেঃ ১২৪৫নং খতিয়ানভুক্ত ৭৶৪॥৶ বিঘা জমির কাত ৯৶৩। উক্ত বাকিপড়া জমি মায় উপরিস্থিত আকর আওলাত মূল্য আঃ ২০৲ টাকা

(৭)

৯৭১ খাংজারী ২৯ দাবী ৩৮৸৶০

ডিঃ শ্রীযুক্ত বদরী নারায়ণ চেৎলাঙ্গিয়া সাং গোয়াড়ী থানা কুতোয়ালী

দেঃ শ্রীতমিজদ্দি মণ্ডল দিং সাং শ্যামনগর থানা কৃষ্ণগঞ্জ

সদরেঃ কৃষ্ণনগর থানা কৃষ্ণগঞ্জ, মৌজে শ্যামনগর ও চক শ্যামনগর গ্রামে ডিক্রিদারের সরকারে মৃত কেতুবদ্দিন মণ্ডলের মুদাফতে মেঃ ১৬৭ ও ৮৬নং খতিয়ানে ১১-৬০ একর জমির কাত ১৩৶৫ পাই; এত বাকীপড়া জমি মায় আকর আওলাত মূল্য আঃ ৬৫৲

(৮)

২৯ দাবী ৩৬॥৶৯

ডিঃ শ্রীনেকজানবিবি দিং সাং আসাননগর থানা হাঁসখালী

দেঃ শ্রীতৈয়দালী মণ্ডল সাং বহিরগাছি, থানা চাপড়া

সদরেঃ কৃষ্ণনগর থানা চাপড়া মৌজে বহিরগাছি গ্রামে মেঃ ৮৪৭ ও ১০৭নং খতিয়ানভুক্ত ২-৮০ একর রায়তি স্থিতিবান জমির জমা ৭৸৯; মূল্য মায় উপরিস্থিত আকর আওলাত আঃ ২৫৲

(৯)

১০২৮ খাংজারী ২৯ দাবী ১৫৶৯

ডিঃ শিবেন্দ্রনাথ সিংহ রায় দিং সাং ও থানা নাকাশীপাড়া।

দেঃ সাচাদালী ফকির সাং বিক্রমপুর থানা ঐ।

জেলা নদীয়া কালেক্টরীর ৩১২ নং তৌজিভুক্ত থানা নাকাশীপাড়ার সামিল মৌজে বিক্রমপুর মধ্যে ৬১২ খতিভুক্ত শতক উটবন্দী জমী মূল্য আঃ ৬৲।

(১০)

১০৩২ খাংজারী ২৯ দাবী ১৯৸৶৩

ডিঃ শ্রীশিবেন্দ্র নাথ সিংহ রায় দিং সাং ও থানা নাকাশীপাড়া

দেঃ শ্রীসাহাদালী সেখ সাং বিক্রমপুর থানা নাকাশীপাড়া

জেলা নদীয়া কালেক্টরীর ৩১২নং তৌজিভুক্ত মহাল থানা নাকাশীপাড়ার সামিল মৌজা বিক্রমপুর মধ্যে ডিক্রিদারের অধীনে দেনদারের উটবন্দী চাষ-আবাদী ১-২৯ একর জমি খতিয়ান নং ৬৭০, মূল্য আঃ ১২৲ টাকা

(১১)

১০৫০ খাংজারী ২৯ দাবী ৮৩৸৶

ডিঃ শ্রীরাখালদাস তরফদার সাং দাবিয়াপুর থানা মেহেরপুর

দেঃ শ্রীবেনোয়ারী লাল বিশ্বাস সাং শিবপুর থানা নাকাশীপাড়া

সদরেঃ কৃষ্ণনগর থানা নাকাশীপাড়ার সামিল ৮৫ নং শিবপুর মৌজার ২৭৮ নং খতিয়ানভুক্ত ১৩॥৶৩ টাকা জমাতে ৮-৩৬ শতক একটী রায়তি স্থিতিবান জমা দেনদারগণের নামে ডিক্রিদারের সেরেস্তায় দেখা যায় এত বাকীপড়া জমির মূল্য আঃ ৫০৲

(১২)

১০২৫ খাংজারী ২৯ দাবী ১৪॥৶৬

ডিঃ শ্রীশিবেন্দ্রনাথ সিংহ রায় দিং সাং ও থানা নাকাশীপাড়া

দেঃ ছোলেমান মণ্ডল দিং সাং বিক্রমপুর বড়গাছিপাড়া থানা ঐ

জেলা নদীয়া কালেক্টরী ৩১২ নং তৌজিভুক্ত থানা নাকাশীপাড়ার সামিল মৌজে বিক্রমপুর মধ্যে ২৫০ খতভুক্ত ১০৫ নং ... জমা ... ১-৬২ একর ... আঃ

(১৩)

১০৭৮ খাংজারী ২৯ দাবী ৩৭॥৶৬

ডিঃ শ্রীপূর্ণেন্দু ভট্টাচার্য্য দিং সাং নসরাদি থানা নাকাশীপাড়া

দেঃ নাদানী কুমার মুখোপাধ্যায় দিং সাং গজা থানা ঐ

জেলা নদীয়া থানা নাকাশীপাড়ার সামিল মৌজে সালিগ্রাম মধ্যে ১৩৩৬ খং ভুক্ত ১-২০ একর রায়তি স্থিতিবান জমা জান ৫৲ মূল্য আঃ ১২৲

(১৪)

১০৭৯ খাংজারি ২৯ দাবী ২৫৸৶৩

ডিঃ পূর্ণেন্দু ভট্টাচার্য্য দিং সাং নসরাদি থানা কোতোয়ালী

দেঃ বাকের আলি হালদার সাং দেউলিয়াগাছি থানা নাকাশীপাড়া।

জেলা নদীয়া থানা নাকাশীপাড়ার সামিল মৌজে দেউলিয়াগাছির মধ্যে ১৬৮ খংভুক্ত ৩৬ শতক রায়তি স্থিতিবান জমী জমা ... মূল্য আঃ .

(১৫)

১২৯০ খাংজারী ২৯ দাবী ৬০৸৶৯

ডিঃ বাবু নীরেন্দ্রনাথ ঘোষ দিং মোঃ আড়ংঘাটা, থানা হাঁসখালি।

দেঃ ... বিশ্বাস দিং সাং বাগান-গাছি থানা হাঁসখালী।

জেলা নদীয়া থানা হাঁসখালী পং মামযোয়ানের মৌজে ... গ্রামে ৬১ খংভুক্ত ১৬-১ একর জমী ... পাই ... রায়তি জমী ... মূল্য আঃ ২০৲

(১৬)

১২৩০ খাংজারী ২৯ দাবী ৭৩৸৶

ডিঃ শ্রীঈশানচন্দ্র কুণ্ডু মোঃ কাছারী মধুপুর থানা চাপড়া

দেঃ শ্রীকুতুসেখ দিং সাং মধুপুর থানা চাপড়া

জেলা নদীয়া থানা চাপড়ার সামিল ৩৩৬ নং তৌজিভুক্ত ৪৬ নং মধুপুর মৌজায় ৬৯ নং খতিয়ানভুক্ত মোট ১ একর ২ শতক উটবন্দী দখলিসত্ব বিশিষ্ট জমির খাজনা ৪।৶৭ মূল্য আঃ ১০৲

(১৭)

১২৩১ খাংজারী ২৯ দাবী ৩॥০

ডিঃ শ্রীঈশানচন্দ্র কুণ্ডু মোঃ কাছারী মধুপুর থানা চাপড়া

দেঃ শ্রী...

মধুপুর থানা চাপড়া

জেলা নদীয়া থানা চাপড়ার সামিল ৩৩৬ নং তৌজিভুক্ত ৪৬ নং মধুপুর মৌজায় ডিক্রিদারগণের অধীনে দেনদারের দখলিকারীতে ১৪৫ নং খতিয়ানভুক্ত মোট ১ একর ১৬ শতক উটবন্দী দখলিসত্ব বিশিষ্ট জমির খাজনা ২।৶ টাকা মূল্য আঃ ১০৲

যুগল-মূর্ত্তি মার্কা এবং বটকৃষ্ণ পাল দেখিয়া লইবেন।

এমন মহোপকারী তৈল আর নাই

গবর্ণমেণ্ট হইতে রেজিষ্টারী করা-

মহর্ষি চরক শাস্ত্রোক্ত ভৈষজ্য উপাদানে খাটী কাঁচা কৃষ্ণতিল তৈলে মৃগনাভি, কস্তুরী, গোলাপ, চামেলী, হেনা, চন্দন, খসখস, বেলা, প্রভৃতি মূল্যবান মহাসুগন্ধি দ্রব্য সংমিশ্রণে প্রস্তুত বিধায় ইহা শতুতেই সমভাবে উহার অমৃতোপম গুণ ও গন্ধ উপলব্ধি করিয়া থাকে। ফলতঃ এই সর্ব্বগুণসম্পন্ন পরম পবিত্র ত্রিগুণ তৈল নিত্য ব্যবহারে সাধারণতঃ দৈহিক ও মানসিক অবসাদ নিশ্চয় দূর হইয়া থাকে।

পরন্তু সর্ব্বপ্রকার স্ত্রী বা পুরুষের জননেন্দ্রিয় ধাতুস্থ দূষিত গুপ্ত, জটিল ব্যাধি, মেহ, প্রমেহ, প্রদর, কষ্টরজঃ, বাধক, শূলাধিক্য, মূর্চ্ছা, মাথাধরা, মাথাঘোরা, আধকপালী, নিদ্রাহীনতা এবং সর্ব্বপ্রকার বাতরোগ ও নানা প্রকার ব্যাধির কীটাণু ধ্বংসকারী অব্যর্থ মহৌষধ।

বলা বাহুল্য, ইহা একটা মস্তিষ্ক স্নিগ্ধকারী ঠাণ্ডা তৈল যে, পাগল ভাল হয়। যে কোন স্থানে তৈল ক্রয়কালীন শিশির গায়ের লেবেলের উপর বড় ২ অক্ষরে আসল যুগল মূর্ত্তি মার্কা এজেণ্ট বটকৃষ্ণ পাল দেখিয়া লইবেন, অন্যথায় শঠকারী দোকানদার জাল বা নকল তৈল বিক্রয় করিয়া আপনাকে ঠকাইবে। স্মরণ রাখিবেন বাজে জিনিষ বিক্রয় করিয় ঠকাইতে পারিলেই খুব লাভ হয়।

এজেণ্ট—বটকৃষ্ণ পাল এণ্ড কোং ২৩নং বনফিল্ড লেন, কলিকাতা।

পর-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

এখানে আহার এবং বাসস্থান দিয়া বিদ্যার্থিগণকে বিভিন্ন শিক্ষণীয় বিষয় শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। অনেক ছাত্র ইতোমধ্যেই আসিয়া পাঠ আরম্ভ করিয়াছেন। বর্ত্তমান বর্ষে সকল ছাত্রই গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

প্রধান অধ্যাপক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রচন্দ্র কাব্য ব্যাকরণ-সাংখ্য-বেদান্ত-ষড়দর্শনতীর্থ, সাংখ্যভূষণ, বেদান্তরত্ন, সাহিত্যশাস্ত্রী, সুদর্শনবাচস্পতি।

অধ্যাপক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গৌরদাস ব্রহ্মচারী ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীধাম মায়াপুর পরবিদ্যাপীঠ, (নদীয়া)

বেদনাঞ্জন

শ্রেষ্ঠরত্ন।

কলিকাতা কংগ্রেস এক্জিবিসন হইতে বহু প্রশংসা প্রাপ্ত ও বহু গণ্যমান্য ভদ্রমহোদয়গণ কর্ত্তৃক প্রশংসিত।

আজকাল বাজার-চলন মিশ্রিত ও বিষাক্ত আহার্য্য সেবনে শরীরের রক্ত স্বতঃই দোষিত হইয়া পড়িতেছে। রক্তই মানব-দেহের শ্রেষ্ঠ উপাদান, এই রক্ত দোষিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মানব বাত, বেদনা, মাথাধরা, মাথা-ঘোরা, দৃষ্টিশক্তির হ্রাস, দাঁতের গোড়া ফুলা, দাঁত-কনকনানি, দাঁতে পোকা এবং খোস, চুলকানি প্রভৃতি কষ্টদায়ক চর্ম্মরোগে আক্রান্ত হইতেছে। যদি আপনি একান্তই ব্যাধিমুক্ত হইতে চান, তাহা হইলে অযথা পয়সার অপব্যয় না করিয়া অল্প ব্যয়ে এক শিশি বেদনাঞ্জন ক্রয় করিয়া উহার কার্য্যকারী-শক্তি উপলব্ধি করুন। গুণের তুলনায় মূল্য অত্যন্ত সামান্য, এক শিশি ।৵০ আনা মাত্র মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান—এ, সি, চাটার্জ্জী এণ্ড ব্রাদার্স।

৪নং ওলকাট লেন, সাঁকারিটোলা, কলিকাতা।

সকল মণিহারী দোকানে ও বড় বড় ডাক্তারখানায় পাওয়া যায়।

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

যদিও অদ্যাপি প্রকৃত মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য, তথাপি যাহারা নানাবিধ অনিয়মিত উপায়ে অপরিমিত শক্তি নষ্ট করিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন এবং নানা প্রকার মেহ, প্রমেহ ধাতুদৌর্ব্বল্য, স্নায়বিক দুর্ব্বলতা, বহুমূত্র, দুঃস্বপ্ন, পাকস্থলী সংক্রান্ত পীড়া, অর্শ এবং স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে যাহারা বাধক, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, সূতিকা, শ্বেত ও রক্তপ্রদর, হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি রোগে ভুগিয়া জীবনে নিরাশ হইয়াছেন, তাঁহারা আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটাল সাহেবের আবিষ্কৃত **ইলেক্ট্রিক সলিউসন** ব্যবহার করিয়া বাঁচিতে পারেন, তাহার শত সহস্র প্রমাণ প্রতি বৎসরেই পাওয়া যাইতেছে। যাঁহারা অন্যান্য বহুবিধ ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরোগ্য হইতে পারেন নাই, তাঁহারা একবার এই ঔষধটি ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক মাসের ব্যবহারোপযোগী এক শিশি ঔষধ ডাকমাশুল সহ ১।০ টাকা মাত্র।

সোল এজেণ্ট—ডাঃ ডি, ডি, হাজরা

করেয়া, গার্ডেনরিচ পোষ্ট, কলিকাতা।

ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

অধ্যক্ষ

শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম এ, এফ সি এস (লণ্ডন)

ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক

(প্রফেসার)

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ বিশুদ্ধ ও শাস্ত্রমতে নিজ তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হয়। পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ক্যাটালগ পাঠান হয়। রোগের বিবরণ জানাইলে যত্নপূর্ব্বক ব্যবস্থা দেওয়া হয়। চিঠি পত্রাদি সম্পূর্ণরূপে গোপন রাখা হয়।

মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দুর)

(বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৪৲ টাকা

উৎকৃষ্ট স্বর্ণ, পারদ ও আমলাসার গন্ধক দ্বারা যথাশাস্ত্র প্রস্তুত।

নিত্য প্রয়োজনীয় সর্ব্বরোগনাশক মহৌষধ

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৩৲ টাকা

উৎকৃষ্ট কাশীর আমলকী, বংশলোচন প্রভৃতি যাবতীয় উপাদানে পূর্ণ মাত্রায় যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। কফ, কাশি, সর্দ্দি, যক্ষ্মা, স্নায়ুরোগ, হৃদরোগ প্রভৃতি রোগের মহৌষধ। সর্ব্বপ্রকার দুর্ব্বলতা নাশক অত্যাশ্চর্য্য পুষ্টিকর মহৌষধ বা খাদ্য বিশেষ।

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬৲ টাকা

ইহা সেবনে ধাতুদৌর্ব্বল্য, শুক্রহীনতা, স্বপ্নদোষ, প্রমেহ ও ধ্বজভঙ্গ সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায়। ইহা অপরিসীম আনন্দদায়ক রসায়ন।

অবলাবান্ধব যোগ

প্রদর, বাধক প্রভৃতি জরায়ুদোষ ও যোনিগত দুরারোগ্য রোগের মহৌষধ।

মূল্য—১৬ মাত্রা ২৲ টাকা। ৫০ মাত্রা ৫৲ টাকা মাত্র

বিশুদ্ধ জল! ভয় নাই! বিশুদ্ধ জল!!

লক্ষ্মী টিউব-ওয়েল কোং

২০৫নং নবাবপুর, ঢাকা

বর্ত্তমান-যুগের নব আবিষ্কৃত যন্ত্রপাতি দ্বারা উন্নত বৈজ্ঞানিক-খনন-প্রণালীতে নলকূপ (*Tube-well*) নির্ম্মাণ করা হয়। বঙ্গের লাট বাহাদুর, প্রাইভেট সেক্রেটারী, ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট, জিলা-বোর্ডের চেয়ারম্যান, ইঞ্জিনিয়ার, জমিদার, তালুকদার, প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত ভদ্রমহোদয়গণ এই কোম্পানীর কার্য্য দেখিয়া প্রশংসা করিয়াছেন। রাসায়নিক পরীক্ষায় জল বিশুদ্ধ না হইলে মূল্য গৃহীত হয় না। বিস্তৃত বিবরণের জন্য পত্র লিখুন।

বৃত্তিসহ সমগ্র

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

ভিক্ষা ২৲ টাকা। শিক্ষার্থি-ছাত্রের পক্ষে ১॥০ দেড়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীপরবিদ্যাপীঠ, শ্রীগোদ্রুমপুর

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

মনোমোহন প্রেস

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা

পূর্ব্ব-বাঙ্গালায় সুলভে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত বৈদ্যুতিক মেশিনে দিবারাত্র কাজ চলিতেছে বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা।

শ্রীমায়াপুর [illegible] হইতে— শ্রীবিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

স্থানীয় সংস্করণ — Registered No. C 1544

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার- নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র।

বিজ্ঞাপনের হার
প্রাতলারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩।০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

সাধারণের হার
অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা /৫

৪র্থ খণ্ড] সম্পাদক—প্রত্নবিদ্যালঙ্কার শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী [২২১ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্য মঠ শ্রীধাম মায়াপুর ৯ই অগ্রহায়ণ সোমবার ১৩৩৬, ২৫শে নভেম্বর ১৯২৯

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থাবলী

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্—শ্লোক সূচী, বিষয়-সূচী প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত। ভিক্ষা, প্রতি খণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৶০ গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশ গ্রাহক পক্ষে ./০
২। ভাষ্য-সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ) ৫৲
৩। গৌড়ীয়-গৌরব ৶/০
৪। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।০
৫। ভজনরহস্য ॥০
৬। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲ „ „ „ আবাঁধা ৸০
৭। গীতা (শ্রীবলদেবভাষ্যসহ) বাঁধা ২৲ আবাঁধা ১॥০
৮। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি-টীকা-সহ) বাঁধা ২৲ আবাঁধা ১॥০
গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ॥০
৯। সূক্তিমল্লিকা গুণলেশোদ্ধৃত সানুবাদ ২৲
১০। বেদান্ততত্ত্বসার সানুবাদ ॥০
১১। জৈবধর্ম্ম ২৲
১২। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৩। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৪। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ॥৶০
১৫। দীপ-দিগ্‌দর্শন ৶০
১৬। সাধনপথ (৩য় সংস্করণ) ।৶০
১৭। আচার ও আচার্য্য ।৶০
১৮। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸৶
১৯। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৶
২০। শ্রীনবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য
২১। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য প্রমাণখণ্ড
২২। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ
২৩। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা দর্পণ ।০
২৪। শরণাগতি, গীতাবলী, সাধনকণ, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, নবদ্বীপশতক, আর্থপঞ্চক ও সদাচারস্মৃতির মোট ।৶০
২৫। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ও অর্চ্চনকণ ৶০
২৬। সাধককণ্ঠমণি ।০
২৭। সংস্কার-দীপিকা ।০
২৮। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড) ৩৲
২৯। সংস্কৃত শিক্ষাষ্টকম্ ৶০
৩০। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ৸০
৩১। মণিমঞ্জরী সানুবাদ ।০
৩২। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৩৩। শ্রীচৈতন্যভাগবত (বিরাট্ দ্বিতীয় সংস্করণ) ৫৲

এতদ্ব্যতীত বৈষ্ণব-ধর্ম্মের কয়েকখানি ইংরাজি ধর্ম্ম গ্রন্থ আছে. পত্র পাঠাইলে ডাকযোগে ক্যাটলগ পাঠান হয়।

প্রাপ্তিস্থান ঃ—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

২। শ্রীগৌড়ীয় মঠ—১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা।
৩। শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠ ২০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা
৪। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ—উড়িয়াবাজার, কটক
৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ- গোড়াবাটী, পুরী
৬। শ্রীসনাতনগৌড়ীয় মঠ—২০৩ নং লক্ষ্মীকুণ্ড, কাশী
৭। শ্রীগৌড়ীয় মঠ দল্লী কাশ্মিরী ... হনুমানরোড, নিউদিল্লী।
৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ—ছাপরি, বৃন্দাবন।
৯। শ্রীভাগবত প্রেস, গোয়াড়ী—কৃষ্ণনগর।
১০। শ্রীএকায়ন মঠ, হাইস্ট্রীট, কৃষ্ণনগর।

জাগতিক সংবাদ সংগ্রহ

সমাজ ও আইন

কলিকাতায় বঙ্গবাসীনস্তার অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। অনারেবল স্যর প্রভাসচন্দ্র মিত্র সভাপতি ছিলেন। মিঃ ডি, সি ঘোষ এই সভায় 'সমাজ ও আইন' সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন। তিনি বলেন যে—"সমাজ-সংস্কার সম্বন্ধে কেবলম বক্তৃতা দিলে কাজ হয় না। সামাজিক দুর্নীতি-সমূহ দূর করিতে হইলে আইন প্রণয়ন আবশ্যক। আবার আইন কার্য্যকর করিতে হইলে সাধারণের আইন রক্ষার দিকে ঝোঁক চাই এবং তাঁহাদিগের সহকারিতা দরকার। তিনি দেবদাসী রাখার প্রথা সম্বন্ধে বলেন, দক্ষিণ ভারতের এই প্রথা যে কেবলমাত্র সমাজ-সংস্কারকের নিকট খারাপ তাহা নহে। পরন্তু যে কোন বৈদেশিক আসুন, তাঁহার চোখেও ইহা অত্যন্ত মন্দ বলিয়া প্রতীয়মান হয়। কোন হিসাবেই এই প্রথার সমর্থন করা যায় না। ইহাতে কেবলমাত্র ধর্ম্মের দোহাই দিয়া দুর্নীতির প্রশ্রয় ছাড়া আর কিছুই নাই। বিশপ হোয়াইট হেডের মতে ইহা ধর্ম্মের ছাপ লাগাইয়া দুর্নীতিকে পবিত্র আসন প্রদান করা মাত্র। বাস্তবিকই যখন আমরা স্বদেশবাসীর এইরূপ স্ত্রীলোক লইয়া ধর্ম্মের নামে অধর্ম আচরণ দেখি, তখন আমাদের মাথা কাটা যায়।"

কোকেন ধরা

কোকেন এক প্রকার নেশার দ্রব্য, ইহা অনেকেই জানেন। কলিকাতায় চিফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে, আবদুল মজিদ নামক এক ব্যক্তির উপর আড়াই লক্ষ টাকার কোকেন বিনা ছাড়ে রাখার জন্য ২ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড এবং ১০০০ টাকা জরিমানার আদেশ হইয়াছে।

অহিফেন ধরা

অহিফেন আর এক প্রকার মাদক দ্রব্য। কয়েকজন চীনা অনেক টাকার অহিফেন বিনা লাইসেন্সে রাখিয়াছিল। ধরা পড়িয়াছে। তাহারা খুব সরু কাঠ জুড়ি দিয়া কপাট ও দেওয়ালের সহিত এরূপ ভাবে লাগাইয়া অহিফেন রাখার জায়গা করিয়াছিল যে সহজে তাহা ধরা পড়িবার উপায় ছিল না।

রাজার দান

ত্রিবাঙ্কুরের মহারাজা পূর্ব্বে কাশীর হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়কে চারি লক্ষ টাকা দান করিয়াছিলেন সম্প্রতি তিনি বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার জন্য আবার এক লক্ষ টাকা দান করেন।

বরফের দেশে

কারল এলসন নামক একজন নরওয়ে দেশবাসী আলাস্কা দেশের নোম নামক স্থানে সংবাদ পান যে সাইবেরিয়ার উত্তরে ৪ জন পুরুষ এবং একজন বালিকা নোমবাসীরা মোটর বোটে গিয়া বরফে আটক পড়িয়াছেন, শীঘ্র উদ্ধার না করিলে তাঁহারা শীতেও অনাহারে প্রাণত্যাগ করিবেন। এলসন সাহেব তৎক্ষণাৎ বাইপ্লেনে (উড়চর জাহাজে) চড়িয়া বরফময় মরুর উপর দিয়া যাইতে আরম্ভ করেন। সেখানে আরও দুই খানি জাহাজ বরফে আটক দেখিতে পান। মোট ৬ জনকে উদ্ধার করা হইয়াছে। আর ১ জনকে আনিবার চেষ্টা চলিতেছে। মোটর-বোটটী এই বরফের দেশে দুই মাস আটক ছিল। ইহাতে ত্রিশলক্ষ টাকার পশুলোম ছিল। কতক আনা হইয়াছে।

পরের সংবাদ

কার্ল এলসনের বাইপ্লেনের কোন সন্ধান পাওয়া যাইতেছে না কুকুরে টানা গাড়ী করিয়া তাঁহাদের সন্ধান চলিতেছে। ভীষণ ঝড় ও শিলাবৃষ্টির জন্য উড়ো জাহাজ যাইতে পারিতেছে না

আলিভ্রাদাস্

দক্ষিণ আফ্রিকার যুক্তসাম্রাজ্যে মোঃ মহম্মদ আলি ও সৌকত আলিকে স্বাধীন ভাবে বিচরণ করিতে দেওয়া হইবে না কেহ কেহ অনুমান করেন, প্যালেষ্টাইনে প্রথমে সৌকত আলি সাহেবকে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হয় নাই এবং যখন দেওয়া হইল তখন তাঁহার প্রথম কাজই হইল ইংরাজ-বিদ্বেষ-মূলক বক্তৃতা দান। সেই জন্যই দক্ষিণ আফ্রিকার সরকার বাহাদুর একপ করিতেছেন।

আইনের বে-সরকারী পাণ্ডুলিপি

ইম্পিরিয়েল ব্যাঙ্ক-য়্যাক্টের সংশোধনমূলক একটি বেসরকারী বিল শীঘ্রই পেশ হইবে। ইহাতে প্রস্তাবিত হইবে যে, প্রতি বৎসর পাঁচজন ভারতীয়কে ব্যাঙ্কের কাজ শিখাইবার জন্য বিলাতের অফিসে পাঠান হইবে এবং ব্যাঙ্কের বিদেশী কর্ম্মচারীর সংখ্যা নিয়মিত করিতে হইবে।

হাইকোর্ট

গত ১৮ই নবেম্বর সোমবারে কলিকাতা কোর্ট খুলিয়াছে।

কাবুলের সংবাদ

নাদির খাঁ নিহত ?

পেশোয়ারে প্রবল জনরব যে, গুলির আঘাতে রাজা নাদির খাঁ নিহত হইয়াছেন। সংবাদের সত্যতা নির্দ্ধারিত হয় নাই। কাবুলে ব্যবসায় প্রায় বন্ধ আছে ইহার ফলে অসন্তোষ দেখা দিয়াছে।

দক্ষিণ আফ্রিকায় ভীষণ ব্যাপার

নিয়া হইতে সংবাদ যে, বিচারসচিব পিরাউ ডারবানের দাঙ্গা সম্বন্ধে বলিতেছেন—"আদিম অধিবাসীরা ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। অবস্থা অত্যন্ত ভীতিজনক। বিদ্রোহ বহুদূর-ব্যাপী হইয়া উঠিয়াছে। কেবল মাত্র যে যুক্তরাজ্যেই বিদ্রোহ হইবে তাহা বোধ হয় না। রোডেসিয়া পর্য্যন্ত অশান্তির বীজ ছড়াইয়া পড়িয়াছে কমিউনিষ্ট এবং রুশিয়ার থার্ড ইন্টারন্যাশনাল বিদ্রোহীদিগকে নাচাইতেছে।" পুলিশ বলিতেছে যে, যদি শীঘ্রই বিদ্রোহ দমন না হয়,তাহা হইলে কালা আদমিরা গোলযোগ করিবে, ইউরোপীয়রা অত্যাচারের প্রতিশোধ লইবে এবং বিনাবিচারে লোককে মৃত্যুদণ্ড দিবে।

পিরাউ সাহেব থার্ড ইন্টার ন্যাশনেলের একটী পত্র পাঠ করিয়া বলেন যে, ইহাতে আদিম অধিবাসীদিগকে বলা হইয়াছে যে, তাহারা যেন ইউরোপীয়দিগের অত্যাচার হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য বিপ্লব উপস্থিত করে এবং আগামী ১৪ ডিসেম্বর তারিখে বিরুদ্ধাচরণ সূচক শোভাযাত্রা বাহির করে এবং কতকটা কাজ বন্ধ করিয়া দেয়। ডারবানে পুলিশ ও সৈন্যদল কিছু কাজ করিয়াছে বটে, কিন্তু তাহার ফল ক্ষণস্থায়ী

স্ত্রী হত্যার মামলা

কুমাসির এক সাহেব ডাঃ নোলস স্ত্রীহত্যার অপরাধে আদালতে মৃত্যু দণ্ডে দণ্ডিত হয়। গোল্ড কোষ্টের সরকার বাহাদুর মৃত্যু দণ্ড রহিত করিয়া যাবজ্জীবন কারাবাসের আদেশ দেন। প্রিভিকাউন্সিলে আপীল হয়।

চান্সেলার লর্ড সাংকি আপীল গ্রাহ্য করেন এবং দণ্ড রহিত করিবার জন্য সম্রাটের নিকট সুপারিস করেন।

আশ্রমে হাঙ্গামা
ঠাকুর-ব্যবসায়ীর কীর্ত্তি

ডাকাতীর অভিযোগে কৈলাস নিয়োগী ও রামচন্দ্র দাস বগুড়ার দায়রা জজের আদালতে অভিযুক্ত হইয়াছিল। জুরিগণ একবাক্যে আসামীদ্বয়কে অপরাধী সাব্যস্ত করায় জজ তাঁহাদিগের সহিত একমত হইয়া প্রত্যেক আসামীকে ৪ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন। উক্ত দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে আসামীগণ গত বৃহস্পতিবারে হাইকোর্টের বিচারপতি মিষ্টার সি, সি, ঘোষ ও বিচারপতি মিষ্টার পিয়ারসনের আদালতে আপীল দাখিল করিয়াছে। হাইকোর্টের বিচারপতিদ্বয় আপীল মঞ্জুর করিয়া আসামীদ্বয়কে জামীনে মুক্তিদানের আদেশ প্রদান করিয়াছেন।

মামলার বিবরণে প্রকাশ, মধ্যকাকুলী গ্রামে বৈষ্ণবগণের একটী আশ্রম আছে। শ্রীযুত জে, গোস্বামী উহার কর্ত্তা। উক্ত আশ্রমে গ্রাম হইতে আনীত বিভিন্ন বয়সের বহু রমণী বাস করে। গত ৫ই ফেব্রুয়ারী রাত্রিতে প্রায় ১৫ জন লোক উক্ত আশ্রমে প্রবেশ করিয়া গোস্বামীকে প্রহার করে এবং নগদ টাকা ও অলঙ্কারে ১ হাজার টাকা গ্রহণ করিয়া প্রস্থান করে। পুলিসের নিকট প্রথম সংবাদ প্রেরণকালে কোনও ব্যক্তির নাম করা হয় নাই। কিন্তু পুলিশ আসামীদ্বয়কে ও সম্ভ্রান্তবংশীয় অপর ১২ জন লোককে ধৃত করে।

আসামীপক্ষের উক্তিতে প্রকাশ, উহা ডাকাতী নহে। সম্ভ্রান্তবংশীয়া সুন্দরী যুবতী সরস্বতীকে উক্ত আশ্রমে লইয়া যাওয়া হয়। সেই সম্পর্কে এই মামলা উপস্থিত করা হইয়াছে। উক্ত গোস্বামী স্বীকার করিয়াছেন, দস্যুগণ আশ্রম পরিত্যাগকালে তাঁহাকে এই বলিয়া ভীত প্রদর্শন করিয়াছে যে, তিনি যদি গ্রামবাসিগণকে দূষিত করিতে ক্ষান্ত না হন, তাহা হইলে তিনি নিহত হইবেন।

—দৈঃ বসুমতী

আদালতে দুই অধ্যাপক

কলিকাতার চিফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের কোর্টে দুই জন অধ্যাপকের আমদানি এক সঙ্গে হইয়াছে। মিঃ জে, এল, ব্যানার্জ্জি, এবং মিঃ নৃপেন্দ্র চন্দ্র ব্যানার্জ্জি, উভয়েই রাজদ্রোহের অপরাধে অভিযুক্ত। নৃপেন বাবু বলেন যে সরকার বাহাদুর তাঁহার বিরুদ্ধে ৩৪ নম্বর মোকদ্দমা আনিয়াছেন, ভিন্ন ভিন্ন স্থানে তাহার বিচার চলিতেছে। তিনি মোকদ্দমায় আত্মপক্ষ সমর্থন করিয়া আদালতের সময় নষ্ট করিতে ইচ্ছুক নহেন। গবর্ণমেণ্টের বর্ত্তমান কার্য্যপ্রণালী দেখিয়া তিনি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছেন। তিনি আরও বলেন যে, গবর্ণমেণ্টের এই চাল আর চলিবে না।

মিঃ জে, এল, ব্যানার্জ্জি বলেন, "আমি নির্দ্দোষ। আমি গবর্ণমেণ্টের কার্য্যের তীব্র সমালোচনা করিয়া থাকিব, কিন্তু তাহা রাজদ্রোহ নহে।"

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

৯ই অগ্রহায়ণ সোমবার—১৩৩৬

সংস্কার-তাৎপর্য্য

নাম-সংস্কার

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ১৮৮ সংখ্যার পর)

আমরা পূর্ব্ব-পূর্ব্ব প্রবন্ধে তাপ, পুণ্ড্র ও নাম-সংস্কার সম্বন্ধে গোস্বামিসিদ্ধান্ত উদ্ধার করিয়াছি। নাম-সংস্কার সম্বন্ধে বলিতে গিয়া গুরুদেব শিষ্যকে দ্বাত্রিংশদ-ক্ষরাত্মক তারকব্রহ্ম মহামন্ত্র হরিনাম প্রদান করেন এবং সেই নাম কীর্ত্তনীয় ও জপ্য—উভয়ই—ইহাও মহাজন-বাক্য দ্বারা প্রমাণ করিয়াছি। পরন্তু হরিদাসত্ব-বোধক কোন একটী নামগ্রহণকেও মহাজনগণ নাম-সংস্কার বলিয়া থাকেন। কৃষ্ণসম্বন্ধ-বিস্মৃত জীবের বদ্ধাবস্থায় প্রবল থাকায় জীব বদ্ধভূমিকার পরিচয়েই আপনাকে পরিচিত করিতে ভালবাসেন, "প্রণব সে মহাবাক্য বেদের নিদান। ঈশ্বর-স্বরূপ প্রণব—সর্ব্ববিশ্বধাম॥"—সেই প্রণবের সম্প্রসারিত শ্রীহরিনাম মহামন্ত্রে আনন্দ-পরায়ণ না হইয়া জড়-বিষয়-প্রমোদকেই ভূষণ-স্বরূপে বরণ করেন এবং তৎ-পরিচয়ে পরিচিত থাকিতেই আনন্দানুভব করেন। সাধু-সঙ্গক্রমে জীবের জড়বিষয়-প্রমোদে ক্রমশঃ অরুচি হইতে থাকিলে তিনি শ্রীগুরু-পাদাশ্রয়ে তাপ ও পুণ্ড্র সংস্কারে সংস্কৃত হন।

"যে সময়ে শ্রীগুরুদেব শিষ্যকে দীক্ষা-প্রদান করেন, সেই সময়েই তিনি কৃপা করিয়া তাঁহাকে একটী হরিভক্তি-সম্বন্ধ সূচক নাম দিয়া থাকেন। শ্রীরামানুজ-সম্প্রদায়ে 'রামানুজদাস' এই শব্দটী সকল ভক্তের নামে সংযুক্ত হইয়া থাকে। যথা—রামকৃষ্ণদাস রামানুজদাস, নারায়ণদাস রামানুজদাস ইত্যাদি। শ্রীগৌড়ীয়-সম্প্রদায়ে শ্রীগোবিন্দদাস, শ্রীনিত্যানন্দদাস, শ্রীচৈতন্যদাস প্রভৃতি সাংস্কারিক নাম দেখা যায়। শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রকটলীলার সময়ে 'রত্নবাহু', 'কর্ণপূর' 'প্রেমনিধি' প্রভৃতি পারমার্থিক নাম দেখা যায়। পরবর্ত্তী ভক্তগণ ভাগবতভূষণ, গীতাভূষণ, ভক্তিভূষণ প্রভৃতি নাম প্রাপ্ত হইয়া আসিতেছেন।"—(সজ্জনতোষণী ৪র্থ খণ্ড)।

কোন কোন ভক্তগণকে নিজ-নিজ আচার্য্য-কৃপাদত্ত 'ভক্তিরত্ন', 'ভক্তিভূষণ' 'ভক্তিবিজয়' 'ভক্তিসুধাকর' প্রভৃতি ভক্তি-সূচক নাম বা উপাধি প্রাপ্ত হইতে দেখিয়া মৎসরতা বশে অনেকে তাঁহাতে কটাক্ষ করেন। পঞ্চ-সংস্কারাদির বিষয়ে অনভিজ্ঞতাই এরূপ কটাক্ষের সৃষ্টিকর্ত্তা। কলি-প্রাবল্যে জীবগণ অসংস্কৃত অবস্থায় স্ব স্ব ইন্দ্রিয়তর্পণার্থ অসদাচারে নিযুক্ত থাকিয়া সংস্কৃত জীবগণের সদাচারে কটাক্ষপাত করেন। জানি না, তাঁহাদের এরূপ কুপ্রবৃত্তি আর কত দিনে অপনোদিত হইয়া তাঁহারা সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণস্মৃতি জাগরূক রাখিবার জন্য যত্নশীল হইবেন। যে কোন উপায়েই হউক না কেন, মনকে কৃষ্ণপাদপদ্মে অভিনিবিষ্ট করিতে হইবে। প্রাকৃত-জাত কোন উপাধিতে কৃষ্ণভক্তের প্রীতি থাকিতে পারে না। যাঁহার যে পরিমাণে কৃষ্ণেতর বিষয়সম্বন্ধ বর্ত্তমান, তিনি সেই পরিমাণে কৃষ্ণসম্বন্ধে উদাসীন। অনেকে নামমাত্রে কৃষ্ণসম্বন্ধ বর্ত্তমান রাখিয়া অনুক্ষণ জড় বিষয়-সম্বন্ধানুশীলনে তৎপর থাকেন। আমরা তাদৃশ কপটতাকে কখনও কৃষ্ণ-প্রীতি বলি না।

অনেকে বলেন,—"কণ্ঠদেশে তুলসী-মালা, দ্বাদশাঙ্গে ঊর্দ্ধপুণ্ড্র প্রভৃতি বৈষ্ণব-চিহ্ন কিম্বা বিষ্ণুদাসত্ব-বোধক নাম-গ্রহণ না করিলেই যে বিষ্ণু-সম্বন্ধ স্বীকার করা হয় না, তাহা নহে। মনে মনে বিষ্ণু স্মরণ করিলেই হইল, বাহিরে চিহ্ন ধারণ করিয়া বা কৃষ্ণ-বিষ্ণুদাস বলিয়া আপনাদিগকে পরিচয় দিয়া আমাদের বৈষ্ণবতা ঘোষণা করিবার আবশ্যকতা কি?" সত্য বটে বৈষ্ণবতা বাহিরের কোন বস্তু নহে, কিন্তু প্রীতির স্বভাবই এই যে, প্রিয়জনের প্রিয়বস্তু তৎপ্রীতিচিহ্নস্বরূপ ধারণ করিয়া আপনাকে ধন্য মনে করা। বৈষ্ণবের চিহ্ন ধারণ পূর্ব্বক অবৈষ্ণবগণ স্ব স্ব ইন্দ্রিয়তর্পণের সুবিধা করিয়া লইতেছে বলিয়া সেই চিহ্নের প্রতি অনাদর প্রকাশ কখনই বুদ্ধিমানের কর্ত্তব্য নহে। তুলসী—কৃষ্ণপ্রিয়া, তিলক,—হরিমন্দির—কৃষ্ণবাস-স্থান, ইহা ধারণ না করিয়া কি বাহাদুরী হইতে পারে, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। অবশ্য বাহ্য প্রতীতি-শূন্য প্রেমোন্মত্ত মহা-ভাগবতগণ বৈষ্ণবচিহ্নাদি ধারণ করিতেও পারেন, নাও পারেন। তাঁহাদের তাদৃশ আচরণ বদ্ধজীবের অনুকরণীয় নহে। তাঁহারা বদ্ধজীবের ন্যায় লোকলজ্জাদির বশবর্ত্তী হইয়া সংস্কারাদিকে অনাদর করেন না। স্মৃত্যুক্ত সংস্কার-বিধান স্বীকারের পরিবর্ত্তে যাঁহারা নিজ নিজ সুবিধা মত বিধি প্রণয়ন পূর্ব্বক আপনাদিগকে ঐকান্তিকী হরিভক্তি-পরায়ণ বলিয়া পরিচয় প্রদান করেন, তাঁহাদের তাদৃশী ভক্তি উৎপাতেরই কারণ হইয়া থাকে। সুতরাং শ্রীগুরুপাদপদ্মে শরণাগত হইয়া তৎকৃপা-দত্ত সংস্কার-বিধান স্বীকার করা প্রত্যেক আত্মমঙ্গলেচ্ছু জীবেরই কর্ত্তব্য। লৌকিক বা সামাজিক সুবিধাসুবিধার জন্য ভক্ত্যনুকূল বিধির অনুশীলনে নিঃস্পৃহ হওয়া কোন ক্রমেই কর্ত্তব্য নহে। সামান্য আর্থিক প্রতিপত্তি লাঘবের ভয়ে পারমার্থিক প্রতিপত্তি কৃষ্ণ-দাসানুদাসত্ব লাভের উপায় সমূহকে অনাদর করা কখনও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় নহে।

আচার্য্য প্রদত্ত স্বরূপোদ্বোধক কৃষ্ণ-দাসাদি নাম শিরোধারণ পূর্ব্বক অহর্নিশ সেই নামের উদ্দিষ্ট তাৎপর্য্য কৃষ্ণনাম-সংকীর্ত্তন-মুখে কৃষ্ণসেবাই নাম-সংস্কারের প্রকৃত তাৎপর্য্য। মহাপ্রভু জীব-স্বরূপকে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বা শূদ্র বর্ণ কিম্বা ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ বা সন্ন্যাসাশ্রমোচিত কোন উপাধি প্রদান করিবার পরিবর্ত্তে তাঁহাকে একমাত্র "গোপীভর্ত্তুঃ পদকমলয়োর্দাস-দাসানুদাসঃ" অর্থাৎ 'কৃষ্ণদাসানুদাস'—এই উপাধি প্রদান করিয়াছেন। এই উপাধিই জীবের নিত্য উপাধি, ইহা ত্যাগ করিবার বস্তু নহে, ইহাই একমাত্র সেব্য। তবে ঐ উপাধির অপব্যবহার-দ্বারা স্বেন্দ্রিয়তোষণ অত্যন্ত গর্হণীয় ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত। গুরুদেব আমাদিগকে যে স্বরূপের পরিচয় বলিয়া দেন, তাহা সর্ব্বক্ষণ হৃদয়ে জাগ্রত রাখিয়া কৃষ্ণনামানুশীলন করা কর্ত্তব্য। স্বরূপের পরিচয়ে অনাদর করিলেই জীব অহঙ্কার বিমূঢ়াত্মা হইয়া 'আমি কর্ত্তা' এই অভিমান করেন এবং ভগবদ্ ভোগ্য বিষয়কে নিজ ভোগোপকরণ করিবার দুর্ব্বুদ্ধি পোষণ করেন।

আমরা পরবর্ত্তী প্রবন্ধে মন্ত্র সংস্কারের বিষয় আলোচনা করিব।

গোস্বামিপাদ

গৌড়দেশে গোস্বামী শব্দের বিস্তৃত প্রচার হইয়াছে। এমন কি নৈমিত্তিক কাল-নিয়ামিকা পঞ্জীতেও যে ব্যবস্থাদি প্রচলিত আছে, তাহার মধ্যেও দুইটী বিভিন্ন শ্রেণীর ব্যবস্থা পরিলক্ষিত হয়। পঞ্জিকাদর্শক-মাত্রেই জানেন যে, ব্যবহার-জগতে সামাজিক কার্য্য নির্ব্বাহের জন্য যে লৌকিক স্মৃতি প্রবল, তাহাকেই সাধারণতঃ স্মার্ত্তের আদর্শ বলা হয়। আর পরমার্থ বাধা প্রাপ্ত হয় না—এরূপ বিশেষ উৎকৃষ্টতর স্মৃতি গোস্বামিমত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়। সাধারণ ও বিশেষ বিচারেই দুই প্রকার ব্যবস্থার ভেদ দেখা যায়। নিরীশ্বর পরমার্থহীন লোকসমাজ যে নীতি অবলম্বনে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করেন, তাহা হইতে সেশ্বর পরমার্থপর লোকসমাজ বিশেষ ব্যবস্থা প্রচলন করিয়া উভয় হইতে বৈশিষ্ট্যের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন করিয়াছেন। যাঁহারা অক্ষজ বা ইন্দ্রিয়জজ্ঞানকে সম্বল করিয়া ইহলোকে বিচরণ করেন, যাঁহারা ইন্দ্রিয়জ প্রত্যক্ষ অনুভূতি ব্যতীত লোকেন্দ্রিয়-জ্ঞানাতীত সত্যের অনুসন্ধানে বিরত, যাঁহারা ইন্দ্রিয়তৃপ্তিই মানবের ও পশু-মাত্রেরই একমাত্র অবলম্বন বলিয়া জানেন, তাঁহারা অধোক্ষজ, অপ্রাকৃত বা অপরোক্ষ বিষয়ের অনুগমনে বিরত। শ্রীগীতা শাস্ত্রে আমরা একটী শ্লোক দেখিতে পাই, তাহা এই—

যা নিশা সর্ব্বভূতানাং তস্যাং জাগর্ত্তি সংযমী।
যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মুনেঃ॥

কর্ম্মযোগী বা হঠযোগীর ন্যায় অথবা জ্ঞান-যোগী বা রাজযোগীর ন্যায়, ভক্তিযোগী যমাদি অষ্টাঙ্গ সাধনের অসম্পূর্ণ [illegible] মাত্র নহেন। তিনিই প্রকৃত সংযমী বা গোস্বামী। সেই ভক্তিযোগী এরূপ সময়ে জাগ্রত থাকেন, যেকালে পার্থিব ইন্দ্রিয়পর ব্যক্তি বিশ্রাম লাভ করেন, আর যেকালে প্রত্যক্ষ জ্ঞানাবলম্বী যে সকল ইন্দ্রিয়তৃপ্তির উদ্দেশে ব্যস্ত থাকেন, সেই কালে বিষয় লোলুপের কার্য্যসমূহ হইতে তাঁহারা বিরত বা তাঁহাদের বিশ্রান্তিকাল জানিয়া জড়েন্দ্রিয়-তর্পণরূপ ভোগে আবদ্ধ থাকেন না। এজন্যই লৌকিক স্মার্ত্ত ও গোস্বামিমতে পার্থক্য নিত্যকাল বর্ত্তমান। স্মার্ত্তের চেষ্টা ঐহিক ও পারত্রিক ইন্দ্রিয় তৃপ্তি বা ভোগ-পরায়ণতা, গোস্বামীর চেষ্টা হরিসেবন-তৎপরতাহেতু ঐহিক পারত্রিক উভয় কালেই ইন্দ্রিয়তর্পণে ব্যাবৃত্ত-প্রবৃত্তিতা। অধোক্ষজ পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ ও তৎপরিকরের সেবক না হইতে পারিলে আমরা স্মার্ত্তই থাকিয়া যাই এবং জড়ের উচ্চাদর্শে মুগ্ধ হইয়া গোদাস হইয়া পড়ি।

গৌড়দেশবাসী গৌড়ীয়ভাষার সাহায্যে সকলেই ন্যূনাধিক অবগত আছেন যে, গৌড়ীয়জনোপাস্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের চরণানুচরগণকেই গোস্বামিশব্দে উল্লিখিত হয়। যাঁহারা পরমার্থ পরিহার করিয়া লৌকিক স্মার্ত্তাচারে প্রবিষ্ট হইলেন, তাঁহারাই গোস্বামিমত পরিত্যাগপূর্ব্বক আপনাদিগের বহু প্রত্যক্ষানুমানাদি-বলে বেদ-তাৎপর্য্যকে অসৎ সাম্প্রদায়িকতায় পরিণত করিয়া আপনাদিগকে গোস্বামী অভিধানে ভূষিত করিলেন। কিন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রকটকালে বা তাঁহার অব্যবহিত পরবর্ত্তিসময়ে ঐরূপ পরমার্থবিরোধী সামাজিক জাতি-গোস্বামীকে গোস্বামী শব্দে অভিহিত করা হইত না। পরমার্থ-বিরোধ-স্পৃহার বশবর্ত্তী হইয়া শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-দেবের বিরুদ্ধাচরণকল্পে তাঁহার [illegible] দোহাই দিয়া যে পরমার্থ-বি[illegible] অনুগমনে আপনাদিগকে [illegible] গোস্বামী বলিয়া আচার্য্যের [illegible] বা গোস্বামিমতের [illegible] করিতেছেন এবং গোস্বামিমতকে [illegible] ইন্দ্রিয়জজ্ঞান-তাৎপর্য্যে [illegible] কর্ম্মফলভোগ-রাজ্যে [illegible] তাহাতে সত্যানুসন্ধিৎসু-[illegible] বিশেষ [illegible] হইয়াছে। [illegible]পরায়ণগণের ইন্দ্রিয়তৃপ্তির প্রকার-

ভোগসমূহকে অনায়াসে পরমার্থ বলিয়া প্রচলন করিবার প্রয়াস যে মহাত্মা আদর করেন নাই, ইন্দ্রিয়পরব্যক্তিগণের রুচি ও ক্রিয়াকে যে মহাত্মা ইন্দ্রিয়পরগণেরই অনুমোদিত বলিয়া উপেক্ষা করিতেন, অধোক্ষজে অহৈতুকী ও অপ্রতিহতা সেবাই যাঁহার চরিত্রে নিত্য প্রতিফলিত, গত ২৭শে কার্ত্তিক সেই মহাত্মার বার্ষিক অপ্রকট মহোৎসবের অনুষ্ঠান হইয়াছে। আমরা উক্ত-দিবসের নদীয়া-প্রকাশে সেই মহাত্মার কথা কিছু কীর্ত্তন করিয়া আত্মশোধনের প্রয়াস পাইয়াছি। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের পার্ষদ ভক্তগণের অগ্রণীসমূহ তদনুগগণই গোস্বামিশব্দে অভিহিত হইয়া ভাষা ও উদ্দেশের সফলতা করিয়াছেন। সেই শব্দের অপব্যবহারকারিগণ গোস্বামিত্বকে স্মার্ত্তের নিজস্ব সম্পত্তি করিয়া তুলিবার যে প্রয়াস করিতেছিলেন, সেই কুচেষ্টার স্রোতকে কায়মনোবাক্যে যিনি চিরজীবন দ্বারা প্রতিরোধ করিয়াছেন, সেই গোস্বামিপাদ অধোক্ষজ-সেবাপর সমাজের পরম বরণীয় বস্তু। আসুন, পদসেবী গৌড়ীয় বিদ্বৎ-সমাজ, গৌড়ীয় শিক্ষিত সমাজ, গৌড়ীয় শুদ্ধ বৈষ্ণব-সমাজ সেই মহীয়ান্ অকিঞ্চনের অপ্রাকৃত পদাম্বুজপরাগপূরিত স্মৃতিপথের চরণধূলিতে অবগাহন করিয়া আমরা সন্তাপিশূন্য হই। সেই অনুপমের আশ্চর্য্য হরিসেবার অনুষ্ঠানাবলী আমাদিগের গৌড়ীয় জীবনের আদর্শ হউক। শ্রীরূপ সনাতন গোস্বামী, দাস রঘুনাথের নিরুপম কৃষ্ণেতর বিষয়বিরাগ-বিভূষিত ঐশ্বর্য্য যে মহীয়ানের সৌন্দর্য্য, যাহা ভগবদ্ভক্তগণের সর্ব্বক্ষণ আলোচ্য বিষয়, তাহা জানিবার জন্য কি প্রত্যেক গৌড়ীয়ের স্বাভাবিক চেষ্টা নাই? যদি থাকে, তাহা হইলে আদর্শ গৌড়ীয় ও বিষ্ণুপাদ অনন্ত শ্রীগৌরকিশোর প্রভু গোস্বামিমহারাজের চরিতকথা অনুসন্ধান করুন। মহতের আচরণ অন্তর্ভাবে দর্শন-প্রয়াসী জনগণই ভগবৎ কৃপায় আত্মচক্ষুর দ্বারা নিত্যাদর্শ বিগ্রহের অপ্রাকৃত দর্শন পাইবেন। "তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।" 'ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ। ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্।'" 'তেষাং সতত-যুক্তানাং ভজতাং প্রীতি-পূর্ব্বকম্। দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে॥' প্রভৃতি শ্রীগীতোক্তি-নিচয় ভগবদুক্তিসমূহের অনুগমন করুন।

বৈষ্ণব ও অবৈষ্ণব

(শ্রীপাদ [illegible] গোস্বামী ভক্তিবন্ধু)

জীব মাত্রেই বৈষ্ণব। [illegible] অবৈষ্ণব [illegible] জীব যদি বৈষ্ণব [illegible] অবৈষ্ণবের [illegible] জীবে প্রযুক্ত [illegible]

একটা চড়া ছবি পড়িয়া যায়। উঁহাদিগের মধ্যে কাহারও কাহারও বিচারে জীব সবই অবৈষ্ণব নতুবা সবই বৈষ্ণব।

তাঁহাদিগের ধারণা, 'বৈষ্ণব ও অবৈষ্ণব' দুইটি বিরুদ্ধ ভাব যুগপৎ কি প্রকারে সম্ভবপর হইতে পারে? সুতরাং অবৈষ্ণব নামক অসিদ্ধ শব্দটি জগৎ হইতে উঠাইয়া দিয়া 'আমরা জীব-মাত্রেই বৈষ্ণব আছি, আমরা স্বতঃসিদ্ধাবস্থায় সবই বিষ্ণুর ইচ্ছা-শক্তির উপর নির্ভর করিয়া চলি, অতএব অবৈষ্ণব কেহই নহি' ইহাই হইল সাধারণ মানুষের মধ্যে যাঁহারা আত্ম ভাল-লোক বলিয়া পরিচিত, তাঁহাদিগের বদ্ধমূল ধারণা।

এই শ্রেণীর ব্যক্তিগণই চিৎ-প্রতীতি-বিহীন চিজ্জড়সমন্বয়বাদী। ইঁহাদিগের আসক্তি প্রত্যেক অসৎ বস্তুকে সৎ বলিয়া প্রতীতি জন্মায়। ইঁহারা সাধুর হরি-কীর্ত্তনকে চণ্ডালীর নামাপরাধ ও গ্রাম্যো-ফোনের হরিকীর্ত্তন নামক শব্দ পর্য্যায়ে বোধ করিয়া নিয়ত হলাহল পান করিতে অনুষ্ঠিত [illegible]। ইহাদিগের দেহ মনের খেয়ালের বিরাম কল্পে সাধুগণ নিরন্তর কুহক সত্য কথার, অবতারণা করিলেই কানে শেলবৎ বিদ্ধ হয় এবং নিজে ধরা পড়িবার ভয়ে সাধুর কথাগুলি নিন্দাবাচক বলিয়া জনসমাজে বিজ্ঞাপন জারি করিতে নিযুক্ত হইয়া স্বীয় দুর্ভাগ্য অবৈষ্ণব-স্বরূপের পরিচয় দিয়া থাকেন।

শ্রীবিষ্ণু বিভুচিৎ, জীব অণুচিৎ। বিষ্ণু হইতে জাত, বিষ্ণুর অংশ, বিষ্ণুর আশ্রিত ও বিষ্ণুতে অবস্থিত বলিয়া জীব মাত্রেই বিষ্ণু-সম্বন্ধ-যুক্তাবস্থায় 'বৈষ্ণব'। বিষ্ণু-সম্বন্ধায় বদ্ধ যুক্ত। বিষ্ণু প্রভু, জীব ভৃত্য, বিষ্ণু সেব্য, জীব সেবক, বিষ্ণু পালক, জীব পাল্য, সুতরাং জীব মুক্তাবস্থায় স্বরূপাবস্থিতিতে বৈষ্ণব, কিন্তু বদ্ধাবস্থায় তদ্বিপরীত।

ইহার উদাহরণ-স্বরূপে বলা যাইতে পারে, কোন রাজকর্ম্মচারী যথা ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব যতকাল পর্য্যন্ত সম্রাটের বিধিবদ্ধ আইন প্রতিপালন করিয়া রাজ-সেবায় অনুপালিত থাকেন, ততকাল পর্য্যন্ত সেই ব্যক্তি রাজ সেবক ম্যাজিষ্ট্রেট্ বা হাকিম কিন্তু সেই ব্যক্তিই যদি প্রাপ্ত ক্ষমতা বা স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার করেন অর্থাৎ রাজ-সেবার্থে প্রাপ্ত ক্ষমতা স্বীয় ভোগার্থে নিয়োগ করেন, তখনই তিনি ম্যাজিষ্ট্রেট্ বা হাকিম থাকিবেন না, তিনি হইবেন জেলখানার কয়েদীদিগের মধ্যে 'কয়েদী'। অর্থাৎ তাঁহার হাকিম নাম ঘুচিয়া 'কয়েদী' বা 'আসামী' নাম হইবে।

একই ব্যক্তি স্বীয় কর্ম্মানুসারে হাকিম ও কয়েদী [illegible] হইয়া থাকেন; সেইরূপ [illegible] জীব [illegible] [illegible] শ্রীবিষ্ণু-সেবা [illegible] করিয়া শ্রীবিষ্ণু-সেবার্থে বিষ্ণু-প্রদত্ত স্বতন্ত্রতা যখন স্বীয় ভোগ-তাৎপর্য্যে নিযুক্ত করিয়া থাকেন, তখনই মন-বুদ্ধি-অহঙ্কারাত্মক সূক্ষ্ম লিঙ্গ দেহের সৃষ্টি হয়, জীব সঙ্কল্প-বিকল্পাত্মক ভ্রমান্ধকারে নিক্ষিপ্ত হইয়া কর্ম্মে নিযুক্ত হন। শ্রীবিষ্ণু-সেবার্থে ক্রিয়াকে 'সেবা' ও নিজেন্দ্রিয় তোষণার্থে বর্ত্তমান বা ভবিষ্যৎ ফল-প্রয়াসের কার্য্যই 'কর্ম্ম' নামে কথিত। তৎপর কর্ম্মের তারতম্য হিসাবে একটা আবরণ বা স্থূল দেহ ধারণ করিয়া মুক্তাবস্থা হইতে একেবারে ছুটি পাইতে হয়। তাহারই নাম বদ্ধদশা। এই বদ্ধ দশায় সংসার রূপ কারাগারে নিক্ষিপ্ত হওয়ার দরুণ অবৈষ্ণবাখ্যা লাভ হইয়া থাকে।

সংসার-কারাগারে কারা-কর্ত্রী, যিনি দুর্গা দেবী মহামায়ার নামে কথিতা, তিনি তাঁহার খেলাঘর শুশ্রূষার রাখিবার জন্য নানা-প্রকার দ্রব্য-সম্ভার-দ্বারা ভুলাইয়া কারাগারকে পরম ভোগাগার বলিয়া প্রতীতি জন্মাইয়া, তাঁহার ভুবন-মোহিনী নামের সার্থকতা বজায় রাখেন। তাই আমরা প্রত্যেকেই তখন বিমুখ-মোহিনীর মায়ার প্রলোভনে স্বীয় স্বরূপটী একেবারে বিস্মৃত হই। অহংগ্রহোপাসক হইয়া এই স্থূল দেহে আমি বুদ্ধি করি। কেহ বলি—আমি ব্রাহ্মণ, কেহ বলি—আমি মুচি। কেহ বলি, আমরা শাক্ত উপাসক শাক্ত, বিষ্ণুর কোন ধার ধারি না। সকলেই দেহে আত্মবুদ্ধি-সম্ভূত বিভিন্ন ধারণা করিয়া স্বরূপ-বিভ্রান্তি অবস্থায় অবৈষ্ণবতা লাভ করিয়াছি।

শ্রীবিষ্ণু-সম্বন্ধজ্ঞান-বিহীন, স্বরূপবিভ্রান্ত বদ্ধ জীবমাত্রেই অবৈষ্ণব। শ্রীভগবান্ বা তদ্ভক্তের কৃপাবলে সেই দশা মুক্ত হইয়া ভগবৎ সেবাধিকার লাভ করিতে পারেন। শ্রীবিষ্ণু মায়াধীশ, তিনি কখনও মায়াবশ হন না, "ব্রহ্ম কাঁদে মায়ার ফাঁদে" অপরাধ-বাচক, ভাষায় ব্রহ্ম জানা যায় না। ক্ষুদ্র জীবের এরূপ মূর্খতা মায়া-বশ হওয়ার যোগ্যতা সর্ব্বাবস্থাতেই রহিয়াছে, সুতরাং জীবই মায়ার ফাঁদে পড়িয়া থাকে, কখনও কখনও কাঁদে; ব্রহ্ম কাঁদে না।

বদ্ধ জীব স্বীয় যুক্তি তর্ক বা ক্ষমতা-বলে কখনই মুক্তাবস্থায় পৌঁছিতে পারেন না। বাস্তবিক কৃষ্ণভক্তি বিনা মুক্তি লভ্য হয় না। উহা একমাত্র সাধুর কৃপা-সাপেক্ষ হয়। "ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান জীব। [illegible]" নদীর প্রবাহে যেন কাষ্ঠ লাগে তীরে।" কোন ভাগ্যক্রমে সাধুসঙ্গ-ফলে ভগবৎসেবার যোগ্যতা লাভ হয়। তখন সেবা-বুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে স্বরূপোদ্বোধন কিম্বা আরম্ভ হওয়ার অবৈষ্ণবতা তিরোহিত [illegible] বৈষ্ণবতায় [illegible] প্রতিষ্ঠিত হওয়া যায়। নিজ বুদ্ধি-প্রভাবে [illegible]

ঢাকা শ্রীমাধবগৌড়ীয় মঠে
মহামহোৎসব

(স্বারস্বতাসন, ঢাকা, ১৮-১১ ২৯)

প্রতি বৎসরই শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের প্রকটোৎসব দিবস হইতে শ্রীপাদ নিম্বার্ক আচার্য্যের আবির্ভাব-তিথি পর্য্যন্ত ঢাকা সহরে শ্রীমাধবগৌড়ীয় মঠে মাসাধিক কাল-ব্যাপী পাঠ, কীর্ত্তন ও উৎসব হইয়া থাকে। এই উৎসবকালকে ঢাকাবাসী সাধারণতঃ নিয়মসেবার মাস বলিয়া থাকেন। এত-দুপলক্ষে ঢাকা সহরে বহু ভাড়াটীয়া পাঠক, কীর্ত্তনকারী দল বিভিন্ন স্থান হইতে আগমন করিয়া সহরবাসীকে উৎসাহিত করেন। ঢাকার অন্যান্য ঠাকুরবাড়ীর ন্যায় শ্রীমাধব-গৌড়ীয় মঠেও প্রত্যহ দুইবেলা পাঠ, কীর্ত্তন হইয়াছিল। অন্যান্য স্থান হইতে এই মঠের পার্থক্য লক্ষ্য করিয়াছি যে, অনেক স্থলে পাঠকগণ ও কীর্ত্তনকারীদল নানা প্রকার রসলীলা পাঠ ও কীর্ত্তনদ্বারা জনসমূহের ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি করিয়াছেন। শ্রীমাধবগৌড়ীয় মঠের পাঠকদিগের নিকট হইতে জানিয়াছি যে, ইন্দ্রিয়জ্ঞানদ্বারা এই সমুদয় রসকীর্ত্তন শ্রবণ করিতে গেলে বদ্ধজীবের মঙ্গলের পরিবর্ত্তে অনিষ্টই ঘটিয়া থাকে। যে পর্য্যন্ত না মানুষ সিদ্ধ অবস্থা প্রাপ্ত হন, তাবৎকাল এই রস আস্বাদন তাঁহার পক্ষে মোটেই বাঞ্ছনীয় নহে। বিশেষতঃ অনেক স্থলে বক্তা যে-সমুদয় বিষয় সাধারণ শ্রোতৃমণ্ডলীর মধ্যে প্রকাশ করিয়া থাকেন, তাহা নিজেরাই প্রকৃত-ভাবে আচরণ না করার ফলে শ্রোতৃমণ্ডলীর মঙ্গল হয় না। শ্রীমাধবগৌড়ীয় মঠের বক্তারা প্রচার্য্য বিষয় নিজেরা আচার-পালন করিয়া প্রচার করেন, ইহাই তাঁহাদের বিশেষত্ব। এই একমাসকাল এখানে বহু শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি এবং মহিলাগণ সাগ্রহে যোগদান করিয়া পাঠ-কীর্ত্তন শ্রবণে পরমানন্দিত হইয়াছেন। আমাদের একটা আশা ও আনন্দের কথা হইতেছে যে, এই বৎসর বহু উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তিরা ইহাতে যোগদান করিয়াছেন। আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি, উচ্চ রাজকর্ম্মচারীগণও এত ভিড়ের মধ্যে শ্রীমঠে দীর্ঘসময় পাঠকীর্ত্তন শ্রবণে একটুও কষ্ট স্বীকার করেন নাই। উচ্চশিক্ষিত মহিলারাও আজ দীনহীনের ন্যায় সাধারণ আসনে উপবিষ্ট [illegible]

জীব বৈষ্ণব হওয়া ও অবৈষ্ণবতার উপস্থিত হওয়ার যোগ্যতা পান।

স্বরূপে অবস্থিত শ্রীবিষ্ণু সম্বন্ধজ্ঞান বিশিষ্ট মুক্ত জীব বৈষ্ণব, আর তদ্বিপরীত স্বরূপ বিস্মৃত সম্বন্ধ জ্ঞান বিহীন বদ্ধ জীব অবৈষ্ণব।

হইয়া বক্তার মুখনিঃসৃত মধুর বাণী শ্রবণে আনন্দিত ও পুলকিত হইয়াছেন। এই বৎসর শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডি স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ স্বয়ং প্রাতঃ ও সন্ধ্যায় যথাক্রমে শ্রীচৈতন্যভাগবত ও শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করিয়াছেন। বক্তার অপূর্ব্ব-ব্যাখ্যায় শ্রোতৃবর্গ বিস্ময়পুলকে অতৃপ্ত-নয়নে তাঁহার দিকে চাহিয়া চাহিয়া ক্রমে ক্রমে অমৃতের আস্বাদ গ্রহণ করিয়াছেন। গত ২৭শে কার্ত্তিক তারিখে শ্রীপাদ গৌরকিশোর দাস গোস্বামী মহারাজের পঞ্চদশ বার্ষিক অপ্রকট মহোৎসবে অহোরাত্র শ্রীনাম কীর্ত্তন এবং পরদিবস সাধারণ মহামহোৎসব হইয়া গিয়াছে। এতদুপলক্ষে শ্রীমঠের সম্মুখভাগে নবাবপুর রাস্তার উপর প্রকাণ্ড সামিয়ানা খাটান হইয়াছিল। শ্রীমন্দিরটী বৈদ্যুতিক আলোকমালায় অপূর্ব্বশ্রী ধারণ করিয়াছিল। শ্রীমন্দিরের অভ্যন্তরস্থ শ্রীবিনোদকান্ত জীউ, শ্রীমতী রাধারাণী এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুর মনোহর শ্রীমূর্ত্তি দর্শনে কেহই মুগ্ধ না হইয়া পারেন নাই। বুধবার রাত্রি হইতে বিরাটভাবে মহোৎসবের কার্য্য চলিতে থাকে এবং বৃহস্পতিবার বেলা ১০ ঘটিকার সময় হইতে সাধারণকে মহাপ্রসাদ বিতরণ আরম্ভ করা হয়। এই বৎসর বহু উচ্চশিক্ষিত ভদ্রমহিলা প্রসাদ গ্রহণের জন্য শ্রীমন্দিরে আগমন করিয়াছিলেন। এই সকল সমাগত অগণিত নানা শ্রেণীর লোকদিগকে প্রসাদ বিতরণের কার্য্য রাত্রি প্রায় এগার ঘটিকা পর্য্যন্ত চলিয়াছিল। ঐকতান বাদকদল শ্রীমন্দিরের নিকট মধুর স্বরে ও ঢক্কা নিনাদে শ্রীমন্মহাপ্রভুর জয় গৌরব ঘোষণা করিতেছিল। আড়াই শতের উপর ভলান্টিয়ার ঐদিন নানাভাবে সেবার সাহায্য করিয়াছেন। ঢাকা ইউনিভারসিটির ভলান্টিয়ারগণ যেভাবে প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়াছেন, তাহা বাস্তবিকই প্রশংসার্হ। শ্রীমন্দিরের একতল, দ্বিতল এবং ত্রিতল প্রকোষ্ঠেও যখন সমাগত ব্যক্তিদিগকে প্রসাদ বিতরণ করিয়া শেষ করা যাইতে পারা যায় নাই, তখন পার্শ্ববর্ত্তী বাড়ীসমূহে স্ত্রীলোকদের বসিবার ও প্রসাদ পাইবার স্থান করিয়া দেওয়া হয় এবং নবাবপুরের বৃহৎ রাস্তার দুই ধারে হাজার হাজার দরিদ্র লোকদের বসিয়া প্রসাদ গ্রহণের স্থান দেওয়া হয়। এরূপ অপূর্ব্বদৃশ্য যাঁহারা দেখিয়াছেন, তাঁহারাই একবাক্যে বলিয়াছেন, এমন দৃশ্য আর তাঁহাদের নয়ন-গোচর হয় নাই। শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠের সেবকবৃন্দ, মঠরক্ষক এবং সন্ন্যাসিগণ যে-ভাবে সমাগত লোকদিগকে আদর অভ্যর্থনা করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাদের বৈষ্ণবোচিত দীনতাই বিশেষভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। মোটের উপর শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠ বৎসরের পর বৎসর যে ভাবে নির্ম্মল ও সনাতন বৈষ্ণবধর্ম্মের কথা এখানে প্রচার করিতেছেন, তাহাতে আশা করা যায়, সকলেই ইহার ছায়াতলে আশ্রয় লইবার জন্য ক্রমশঃই আকৃষ্ট হইবে। এতদিন বৈষ্ণবধর্ম্মের নামে দেশমধ্যে যে ব্যভিচার চলিতেছিল, তাহা অল্পে অল্পে অপসারিত হইতেছে। ভুক্তক পাঠক এবং ভাড়াটীয়া ও মাহিনা করা চাকরদ্বারা প্রতিনিধি সূত্রে যে পূজা ও অর্চ্চনার কার্য্য চলিতেছে, তাহাতে কাহারও মঙ্গল হইবার সম্ভাবনা নাই। এবার ঢাকাতেই দেখা গিয়াছে, যে পাঠক এতকাল এক বাড়ীতে এক সময় পাঠ করিতেন, তাঁহাকে অন্য লোক বেশী টাকা দেওয়ায় উক্ত বাড়ীর পাঠ বন্ধ করিয়া অন্যত্র চলিয়া গিয়াছেন। এই প্রকার ব্যবসায়িগণ প্রকৃতপক্ষে প্রেমধর্ম্মের নাম বিতরণের পরিবর্ত্তে নিজের উদর পূর্ত্তির ব্যবস্থায় অত্যন্ত ব্যস্ত থাকেন। ইহাদের দ্বারা ভগবানের গুণগান কীর্ত্তিত হইতে পারে না। শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠের প্রচারকবৃন্দ এই প্রকার দুষ্কার্য্য হইতে বিরত থাকার ফলেই সকলের নিকট বিশেষ আদরণীয় হইয়া পড়িতেছেন এবং জনসাধারণ এবারকার এই মঠের মহোৎসবের বিচিত্রতায় ও চমৎকারিত্বে সকলেই আশ্চর্য্য হইয়া গিয়াছেন।

কানপুর
প্রচার-প্রসঙ্গ

হাকুরামসিটি ১৯-১১-২৯

কলিকাতা গৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরগোবিন্দ বিদ্যাভূষণ মহোদয় কাণপুর ব্রহ্মাবর্ত্ত-সনাতনধর্ম্মমহামণ্ডল বিদ্যালয়ে গত ১০ই নভেম্বর সনাতন ধর্ম্ম সম্বন্ধে হিন্দি ভাষায় বক্তৃতা প্রদান করেন। ঐ দিবস পুরী গোবর্দ্ধন মঠের মহান্ত ও সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন। মহান্ত মহারাজ কালে যে সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম উদিত হয়, তাহা সনাতন হইতে পারে না—এই যুক্তিমূলে ভক্ত-সম্প্রদায়ের অনিত্যত্ব প্রতিপাদন করিতে চেষ্টা করায় শ্রীপাদ বিদ্যাভূষণ মহোদয় জগৎ উৎপত্তির পূর্ব্বে ব্রহ্মার উৎপত্তিহেতু এবং ব্রহ্মার ভক্তসম্প্রদায়াচার্য্যত্বহেতু, বেদশীর্ষ উপনিষৎ শ্রুতি সমূহের উপাসনা ব্যাপকত্ব হেতু ভক্তিই একমাত্র সনাতন ও নিত্য ধর্ম্ম, [illegible] আর কিছু সনাতন ধর্ম্ম হইতে পারে না, পরন্তু দ্বিসহস্র বর্ষও যাহার পরমায়ু হয় নাই, এমন নবোদিত বৌদ্ধ শেষতঃ যাহা ম নব-কল্পিত মত, তাহা কিরূপে সনাতন বা নিত্য ধর্ম্ম হইতে পারে?—ইত্যাদি শাস্ত্র সম্মত সুযুক্তি-মূলে ভক্তিধর্ম্মেরই সনাতনত্ব স্থাপন করেন। সহস্রাধিক বিচারক বিদ্বান্ শ্রোতৃমণ্ডলী তাঁহার বিচারময়ী বক্তৃতায় পরম সন্তোষ লাভ করেন

শ্রীযুক্ত বিদ্যাভূষণ প্রভু সম্প্রতি শ্রীবৃন্দাবন ধামে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠের বার্ষিক উৎসব সম্পাদন-হেতু শ্রীধাম বৃন্দাবনাভিমুখে প্রচারার্থ গমন করিয়াছেন।

বৈষ্ণব-কিঙ্কর
শ্রীনৃসিংহদাস ব্রজবাসী

নিউদিল্লী
গৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয়

(সংবাদদাতার পত্র)

দিল্লী ২০-১১-২৯

নিউ দিল্লীতে দুই বৎসর হইল কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠের একটী শাখামঠ স্থাপিত হইয়াছে, এ সংবাদ পাঠকগণ অবগত আছেন। শ্রীপাদ [illegible]সুন্দর ভট্টাচার্য্য গোস্বামী বি, এ মহোদয় ও শ্রীপাদ স্বাধিকারানন্দ ব্রহ্মচারী প্রভু উক্ত মঠ হইতে দিল্লী ও তৎ সন্নিহিত স্থানসমূহে শ্রীচৈতন্যদেব-প্রচারিত ভক্তি-সিদ্ধান্তবাণী প্রচারের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছেন। পূর্ব্বে এতদ্দেশের অধিবাসিগণের অনেকেই শ্রীভগবান চৈতন্যদেবের বিশ্বজনীন প্রেমধর্ম্মের কথা কিছুই জানিতেন না। অধুনা শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার প্রচার-ফলে দিল্লী, লক্ষ্ণৌ, সীতাপুর, মিরাট, এলাহাবাদ, পঞ্জাব, কাণপুর প্রভৃতি স্থানের বহু অধিবাসী উক্ত সভার অনুগত গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্ম অবলম্বন পূর্ব্বক 'নিতাই গৌর' 'নিতাই গৌর' বলিয়া উদ্দণ্ড নৃত্য করিতেছেন। তাঁহারা বঙ্গভাষায় অনভিজ্ঞ হইলেও যখন আধা-বাংলা, আধা হিন্দী কিম্বা উর্দ্দুতে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বা শ্রীচৈতন্যভাগবতের পয়ারগুলি আবৃত্তি করিতে থাকেন, তখন তাহা আমাদের পক্ষে বড়ই শ্রুতিমধুর বলিয়া বোধ হয়। অনেকেই এক্ষণে বঙ্গভাষার অনুশীলন করিতেছেন। মহাপ্রভু প্রবর্ত্তিত গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্মের সার্ব্বজনীনতা ও উদারতা হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারা পর্য্যন্তই মানুষের অন্যান্য বিষয়ে রুচি থাকে। শ্রীগৌড়ীয়মঠের বিশ্বব্যাপী প্রচার-কার্য্য দর্শনে নিতান্ত মাৎসর্য্যপরায়ণ ব্যক্তি ব্যতীত সকলেই আন্তরিক সহানুভূতি প্রকাশ করিতেছেন। আমরা তজ্জন্য আমাদের সেই বন্ধুবর্গের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। মহাপ্রভুর কথায় সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতার লেশমাত্র না থাকায় তাহা নিরপেক্ষভাবে আলোচনা ক[illegible] [illegible] সনাতনধর্ম্ম ইহা বুঝিতে পারেন। অবশ্য তাহা একমাত্র ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতি-সাপেক্ষ। মহাপ্রভুর কৃপা ব্যতীত তাঁহাকে স্বয়ংভগবান্ পতিতপাবনাবতারী বলিয়া বিশ্বাস কাহার হইতে পারে? নিতান্ত ভাগ্যবান্ জনই মহাপ্রভুকে সাক্ষাৎ ভগবান্ জানিয়া তাঁহার আচরিত ও প্রচারিত প্রেমধর্ম্মের অনুশীলনে প্রবৃত্ত হন।

শ্রীযুক্ত ভট্টাচার্য্য গোস্বামী মহোদয় নিয়মিতভাবে প্রতি রবিবার সন্ধ্যায় নিউ-দিল্লীর বাঙ্গালী স্কুলে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করিয়া থাকেন এবং প্রতি শনিবারে (দিল্লী গৌড়ীয়) মঠে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ আরম্ভ করা হইয়াছে। গত কল্য বাঙ্গালী স্কুলে ব্রহ্মচারী স্বাধিকারানন্দজী শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করিয়াছিলেন। বহু বিশিষ্ট শ্রোতা উপস্থিত ছিলেন। ব্রহ্মচারী প্রভু সাধুর চরণে শরণাগতি যে জীবের ভগবৎকৃপালাভের একমাত্র উপায়, তাহা বিবিধ শাস্ত্রীয় প্রমাণ দ্বারা ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সকলেই ব্রহ্মচারী মহোদয়ের সুমধুর কীর্ত্তন ও ব্যাখ্যা শ্রবণে বিশেষ প্রীত হইয়াছেন।

নানা কথা
বিজয় বাবু খালাস

আলিপুরে সুভাষ বাবু প্রভৃতির মামলা চলিতেছে। তবে বিজয় বাবু খালাস পাইলেন। আদালতকে তিনি বলেন "আমার কয়েকজন বন্ধুর অনুরোধে আমি শোভাযাত্রায় যোগদান করি। যখনই আমি দেখিলাম যে আপত্তি-জনক প্লাকার্ড লইয়া যাওয়া হইতেছে, তখনই আমি মিছিল ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাই। যদি আমি এই সব আপত্তি-জনক প্লাকার্ডের কথা জানিতাম, তাহা হইলে মিছিলে যোগদান করিতাম না", সরকার পক্ষ হইতে জানান হয় যে, সরকার বাহাদুর বিজয় বাবুর বিরুদ্ধে মামলা তুলিয়া লইতে চান। কাজেই ম্যাজিষ্ট্রেট বিজয় বাবুকে ছাড়িয়া দেন।

বিজ্ঞাপন

সাধারণের অবগতির জন্য জানান যাইতেছে যে, কলিকাতার [illegible] নং বহুবাজার ষ্ট্রীট [illegible] [illegible] মানবের [illegible] পারে [illegible] শাস্ত্র" গ্রন্থ [illegible] করেন [illegible] আবেদন [illegible] করত [illegible] পত্র লউন। উহা পাঠ [illegible] ১০০০ হাজার লোক [illegible] পড়িলেই [illegible] উপকৃত হইবে।

পর-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

সম্প্রতি পরবিদ্যাপীঠে নিম্নলিখিত শিক্ষণীয় বিষয়নিচয়ের অধ্যাপকের আসন-সমূহ সংস্থাপিত হইয়াছে—বিদ্যার্থিগণ আবেদন করুন।

১। সাহিত্যাসন, ২। ঐতিহ্যাসন,
৩। সম্প্রদায়বৈভবাসন, ৪। ভক্তিশাস্ত্রাসন,
৫। তন্ত্রশাস্ত্রাসন, ৬। বেদান্তাসন,
৭। একায়নাসন।

শ্রীনন্দলাল রায় বি, এ, কাব্যতীর্থ, বিদ্যাসাগর,
সম্পাদক—পরবিদ্যাপীঠ, শ্রীধাম মায়াপুর।

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

শ্রীগৌড়ীয়াপত্রিকা প্রকাশক হইতে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৪০, চল্লিশ টাকা।

২৭২৪ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে,
সপ্তচত্বারিংশ খণ্ডে সূচী ছাপা হইতেছে।

৪৬শ খণ্ড গ্রন্থ নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে ১৫।৵০ সাধারণ পক্ষে ২০৸৵০। প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৵০, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ।/০।

দশম স্কন্ধ ছাপা হইতেছে। দশম স্কন্ধের ভিক্ষা ১২৲, অগ্রিম সাধারণের পক্ষে ৮৲।

৫০ অধ্যায়পর্য্যন্ত নবম সংখ্যা ছাপা হইয়াছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

"শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত"

সম্পূর্ণ ছাপা শেষ হইয়াছে

আদি, মধ্য, ও অন্ত্যলীলা এবং সূচী ছাপা হইয়া সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছেন। যাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ১০৲ টাকা ভিক্ষার তৃতীয় সংস্করণ ৪৲ টাকায় না পাইয়া অপূর্ব্ব সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের জন্যই উহার ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছেন। সেই ১০৲ টাকার এই বিরাট গ্রন্থ নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা পূর্ণ না হওয়া পর্য্যন্ত ৫৲ টাকা ভিক্ষায় দেওয়া হইবে। গ্রাহকগণ সত্বর হউন পরে আর এ সুযোগ দেওয়া হইবে না।

শ্রীচৈতন্য লীলার ব্যাস আদিকবি

শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র গ্রন্থ ৮৲ স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲

নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪৷৷০ টাকা

শ্রীচৈতন্য মঠের যাবতীয় গ্রন্থ

কার্য্যাধ্যক্ষ, গ্রন্থবিভাগ, শ্রীচৈতন্য মঠ
পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া
অথবা
শ্রীগৌড়ীয় মঠ ১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা
ঠিকানায় পাওয়া যাইবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য:—ডাকে কেবল শ্রীচৈতন্য মঠের ঠিকানায় লিখিবেন।

উড়িয়া ভাষায় প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

যে সব উৎকলবাসী ভক্তগণ বাংলা পড়িতে জানেন না, তাঁহাদের শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর প্রচারিত পরম উপাদেয় ভক্তি-কথা জানিবার সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে উড়িয়া-ভাষায় নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হইয়াছে। বাংলা গ্রন্থের তুলনায় উড়িয়া গ্রন্থগুলির ভিক্ষাও অপেক্ষাকৃত অল্প।

গ্রন্থের নাম	ভিক্ষা
শ্রীহরিনাম চিন্তামণি, প্রতিখণ্ড	৷৷০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	১৲
সাধন পথ (শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টক) প্রতিখণ্ড	।০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৷০
কল্যাণ কল্পতরু প্রতিখণ্ড	৵০
একত্রে ৩খণ্ড লইলে	।০
গীতাবলী প্রতিখণ্ড	৴১০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৶১৫
শরণাগতি প্রতিখণ্ড	৴০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৶৫

প্রাপ্তিস্থান { শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ, কটক
এবং
শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, পুরী

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিম্নলিখিত মঠসমূহে প্রাপ্তব্য:—

১। শ্রীচৈতন্য মঠ,—পোঃ, শ্রীধামমায়াপুর, (নদীয়া)।
২। শ্রীগোরগদাধর মঠ,—চাঁপাহাটি, সমুদ্রগড় পোঃ, (বৰ্দ্ধমান)।
৩। শ্রীভাগবত আসন,—ভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৪ শ্রীগৌড়ীয় মঠ,—১নং উল্টাডাঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা।
৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ,—পোড়াকুঠী, পুরী,
৬। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ,—উড়িয়া বাজার, কটক।
৭। শ্রীভাগবত মঠ,—চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।
৮। শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ,—৮নং জগজ্জীবনপুরা, কাশী, ইউ, পি।
৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,—ছিপিগলি, বৃন্দাবন, মথুরা, ইউ, পি।
১০। শ্রীপরমহংস মঠ—নিমসার পোঃ, সীতাপুর, ইউ পি।
১১। শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ,—কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল, পাঞ্জাব।
১২। শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠ,—৯০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।
১৩। শ্রীগদাইগৌরাঙ্গ মঠ,—বালিয়াটি, ঢাকা।
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম,—আমলাযোড়া, রাজবাঁধ পোঃ, বৰ্দ্ধমান।
১৫। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ,—ডুমুরকোন্দা, চিরকুণ্ডা পোঃ, মানভূম।
১৬। শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয় মঠ,—আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী, উড়িষ্যা।

এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণের নিকটও নদীয়া-প্রকাশ প্রাপ্তব্য।

১। শ্রীযুক্ত জনার্দ্দন ঘোষ—৭৬ লজ রে রোড, খুলনা
২। শ্রীযুক্ত রাধাচরণ গোস্বামী ঠাকুর—দেওয়ানগঞ্জ,
হলদিবাড়ী কুচবিহার।
৩। শ্রীযুক্ত রামরঞ্জন রায়—৭৬।২নং শ্রীগোপাল মল্লিক লেন, কলিকাতা
৪। শ্রীযুক্ত অমূল্যকুমার সরকার এস, ডি, ও, ফৈজাবাদ।
৫। মিঃ এন্ ডি, মুখার্জ্জি—এম, এম, ওয়ার্কস দি মল, কানপুর।
৬। শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ—স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া
৭। শ্রীরাসবিহারী দাস অধিকারী, নবদ্বীপ।
৮। শ্রীব্রজমোহন দে—মনমোহন প্রেস, নবাবপুর, ঢাকা।
৯। শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ গড়গড়ি বেড়াচাঁপা, ২৪ পরগণা।

গাভাত । অক্ষে কুকুর দুগ্ধ সঞ্চ করে। পুন সেইমত আয়া পাপে ভুবি মরে

শ্রীচৈতন্যমঠের গ্রন্থাবলী

শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুর বিরচিত

ভক্তি-গ্রন্থাবলী।

উৎকৃষ্ট কাগজে বিলাতী ধরণে বাঁধাই স্বর্ণালঙ্কৃত। চতুর্থ সংস্করণ। বিস্তৃতবিষয় সূচীসহ

জৈবধর্ম্ম বাঁধাই ২৲ দুই টাকা

প্রকাশিত হইয়াছে

সনাতন ধর্ম্মশাস্ত্র বেদ, বেদান্ত, উপনিষৎ গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত, পুরাণ, তন্ত্রাদি সকল গ্রন্থ পাঠ করিবার অবসর অতি অল্প মানবের ঘটিয়া থাকে। অনেকের যোগ্যতা না থাকায় সেই সমস্ত গ্রন্থের মর্ম্ম অবগত হইতে পারেন না। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বাঙ্গালীর এই অসুবিধা দূরীভূত করিবার জন্য এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

বিদ্যালয়ের ছাত্র বা শিক্ষকগণের বিশেষ পাঠ্য, এই হেতু শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টর বাহাদুর ইহা সমস্ত বিদ্যালয়ের জন্য অনুমোদন করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

প্রথম খণ্ড ভিক্ষা ১৲ একটাকা

যুক্তিপূর্ণ শাস্ত্রবাক্য দ্বারা প্রত্যেক মানবের নিত্য কর্ত্তব্য ও অনিত্য সাময়িক কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। গ্রন্থের প্রতি উক্তি সনাতন শাস্ত্রবাক্য দ্বারা সমর্থিত ও প্রমাণিত হইয়াছে। দেহের, মনের ও আত্মার ধর্ম্ম কি? স্বদেশ, সমাজ, নীতি, ধর্ম্ম কি? ইত্যাদি বিষয় ক্রমানুসারে এমন সুন্দরভাবে যুক্তিসংকারে আলোচিত হইয়াছে যে, প্রথম পংক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত পাঠ না করিয়া নিবৃত্ত হওয়া যায় না।

শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ভিক্ষা ৵০

ঐ প্রমাণ খণ্ড ভিক্ষা ৵০

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিহার ও লীলাভূমি নয়টী দ্বীপ-সমন্বিত। এই নয় দ্বীপের প্রাচীন বিবরণ—প্রত্যেক দ্বীপে শ্রীমহাপ্রভুর লীলা—প্রত্যেক দ্বীপের পরিচয়, শ্রীধাম-মাহাত্ম্য—ধামাপরাধ কি? ইত্যাদি বিষয় বিশেষভাবে মনোহর ছন্দে বর্ণিত। পকেট সাইজ প্রায় ৮০ পৃষ্ঠা।

নবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ

উজ্জ্বল ব্রোঞ্জ-ব্লু কালীতে উত্তম কাগজে ছাপা—শ্রীনবদ্বীপধাম দর্শনে ভাবুক দর্শনকারীর কি প্রকার ভাবের উচ্ছ্বাস হয়, তাহা এই গ্রন্থে বর্ণিত। অতি চমৎকার। ভিক্ষা চারি আনা।

শ্রীভজনরহস্য ।৵০ দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভুকে উপদেশচ্ছলে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে ভজনপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিচার অতি সুন্দরভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহা ছাড়া শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদিষ্ট শিক্ষা ও উপদেশ বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-জগতে অভিনব গ্রন্থ!!

ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতি-গ্রন্থাবলী:—

শরণাগতি পকেট সাইজ অষ্টম সংস্করণ ভিক্ষা ৵০ আনা

দেহ ও মনের চেষ্টা অনিত্যবস্তু লইয়া—ইহা যখন জীব বুঝিতে পারে, তখন একমাত্র নিত্যবস্তু শ্রীভগবানের প্রতি তাঁহার কোন জাতীয় আবেগময়ী প্রার্থনা হয় এবং শ্রীভগবানে সর্ব্বান্তঃকরণে নিষ্কপটে কি প্রকারে শরণাপন্ন হইতে হয়, ইত্যাদি বিষয়ক প্রাণস্পর্শী প্রার্থনা ও আত্মসমর্পণমূলক গান। অষ্টম সংস্করণও প্রকাশিত হইয়াছে

ভিক্ষা প্রতি খণ্ড ৵০ এক আনা

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা—৵০, নবদ্বীপশতক—৵০

অণপঞ্চক—৵০

কল্যাণকল্পতরু পকেট সাইজ পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা ৵১০

আমরা প্রত্যহ নূতন অভাব ও কামনার বশবর্ত্তী হইয়া পুনঃপুনঃ যে অকল্যাণকে কল্যাণ বলিয়া গ্রহণ করি এবং যাহার নিকট কল্যাণ কামনা করি, তিনি যে নিত্য বা যথার্থ কল্যাণ প্রদানে অসমর্থ এবং কোন্ বস্তু আমাদের নিত্য কল্যাণদাতা এবং কি ভাবে আমরা সেই কল্যাণলাভে সমর্থ হইব, এই সকল কথা সরল গানে লিখিত। এই গীতিগ্রন্থ বাস্তবিক কল্যাণের কল্পতরু; যিনি প্রত্যেককে নিত্যকল্যাণ প্রদানে

শ্রীল চক্রবর্ত্তি-ঠাকুরের টীকা সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর কৃত টীকা ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কৃত বঙ্গানুবাদ। টীকাকারের জীবনী, শ্লোক সূচি, বিষয়সূচি প্রভৃতি বহু প্রয়োজনীয় বিষয় সংবলিত প্রায় ৪২৫ পৃষ্ঠা। উৎকৃষ্ট সিল্কে বাঁধাই ২৲ দুই টাকা, কাগজে বাঁধা ১৷০

শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ-কৃত ভাষ্য সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

কাগজ ও ছাপা উৎকৃষ্ট। সিল্কে বাঁধাই, সোনার জলে নাম লেখা রাজসংস্করণ ১৲ টাকা, সাধারণ সংস্করণ ১৷০, গৌড়ীয়ের গ্রাহকপক্ষে ১৷০

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি (সার্ব্বভৌমকোষগ্রন্থ)

বিষয়:—১। ভক্তিশাস্ত্রে ব্যবহৃত শব্দাবলীর অর্থ, ২। চারি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের চরিত্র, ৩। বিষ্ণুবৈষ্ণবসম্পর্কিত শ্রীমন্দির ও শ্রীবিগ্রহের বিবরণ, ৪। বৈষ্ণবগ্রন্থ ও প্রবন্ধ-সমূহের প্রাপ্তব্য ও বিবরণ, ৫। বিষয় বিশেষের লোকক ও শাস্ত্রীয় আকরমূলে যাবতীয় তথ্য। চারিখণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ১ম খণ্ড ১০, ২য় খণ্ড ৸০, ৩য় খণ্ড ১০, ৪র্থ খণ্ড ৸০, চারিখণ্ড একত্রে ৩৲ (৫ম খণ্ড যন্ত্রস্থ)।

ভক্তিসন্দর্ভ—১ম খণ্ড ১৲ এক টাকা

২য় খণ্ড ১৲ এক টাকা শ্রীমদ্ভাগবতের গ্রাহক ও গৌড়ীয় গ্রাহকগণ ৸০ টাকায় দুইখণ্ড পাইবেন। বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমজ্জীব গোস্বামিপাদের রচিত ছয় সন্দর্ভের মধ্যে ইহাই ষট্সন্দর্ভের আসল প্রয়োজনীয় অংশ। প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠা ডবল ক্রাউন ৮ ফর্মায় পৃষ্ঠা আকারে মুদ্রিত হইতেছে।

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য সঙ্কলিত

সদাচারস্মৃতিঃ

ভিক্ষা ৵০ মাত্র

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (প্রাচীন নবদ্বীপ) নদীয়া

কবিরাজ ... প্রণীত

... অব্যর্থ মহৌষধ

আফিস—১১নং চিৎপুর রোড, পোঃ শাঁখারিটোলা, কলিকাতা।

রেজেষ্টীকৃত

মদন মঞ্জরী

বটিকায় স্বপ্ন ও ধাতুবিকার, ইন্দ্রিয়শক্তির হ্রাস, প্রস্রাবে শুক্রপাত, বহুমূত্র, মাথাঘোরা, বুক ধড়ফড়ানি, অনিদ্রা প্রভৃতি লক্ষণ সত্বর নির্দ্দোষ আরোগ্য হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ৩০ বটী ১৲ এক টাকা।

"নপুংসকারি ঘৃত"

পুরুষত্বহানি রোগে বাহ্যপ্রয়োগ দ্বারা আরোগ্য করিয়া শক্তিসম্পন্ন করে। মূল্য ২ তোলা ১৲ টাকা।

"রমণবিলাসিনী বটিকা"

শীঘ্রস্খলন করত সম্ভোগশক্তি স্থায়ী ও বৃদ্ধি করিতে অত্যাশ্চর্য্য। মূল্য ১৬ বটী ১৲ এক টাকা।

রাজবৈদ্য নারায়ণজী, কেশবজী

১৭৭নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

বিজ্ঞাপন

সাবধান! সাবধান!! সাবধান!!!

জে, বি, দত্তের চোকা শিশি বাদাম তৈল

আদি ও অকৃত্রিম এবং উপকারিতায় সর্ব্বজন পরিচিত ও বহু প্রশংসিত।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী *J. B. Datta & Co.* নাম দেখিয়া খরিদ করিবেন। নতুবা জুয়াচোরগণ কমদরের কাঁচা তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে।

বিনীত—জে, বি, দত্ত

ফেরাস্ কুইনিন

নূতন এবং পুরাতন ম্যালেরিয়ার যম

... উপযুক্ত মাত্রায় আর্সেনিক, ...ফেরাম ও ... কুইনিন, আয়োডিন প্রভৃতি আছে।

... ফেরাস্ কুইনিন ... সেবন করিলে একটী বা দুইটী ... সকলপ্রকার কঠিন ম্যালেরিয়া ... করে এবং জ্বর হইতে বাবটী ... জেকশনে ম্যালেরিয়ার সমস্ত উপসর্গ নষ্ট করিয়া দেয়।

৮ এম্পুলপূর্ণ প্রতি বাক্স—মূল্য ২৲, ছয় ৩৲ টাকা

বাই ... কেমিক্যাল এণ্ড ক্লিনিকাল লেবরেটারীতে প্রস্তুত। ... ভট্টাচার্য্য লেন, কলিকাতা।

পর-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

এখানে আহার এবং বাসস্থান দিয়া বিদ্যার্থিগণকে বিভিন্ন শিক্ষণীয় বিষয় শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। অনেক ছাত্র ইতোমধ্যেই আসিয়া পাঠ আরম্ভ করিয়াছেন। বর্ত্তমান বর্ষে সকল ছাত্রই গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

প্রধান অধ্যাপক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রচন্দ্র কাব্য ব্যাকরণ-সাংখ্য-বেদান্ত-ষড়দর্শন-তীর্থ, সাংখ্যভূষণ, বেদান্তরত্ন, সাহিত্যশাস্ত্রী, সুদর্শনবাচস্পতি।

অধ্যাপক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গৌরদাস ব্রহ্মচারী ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীধাম মায়াপুর পরবিদ্যাপীঠ, (নদীয়া)

বেদনাঞ্জন

শ্রেষ্ঠরত্ন

কলিকাতা কংগ্রেস একজিবিসন হইতে বহু প্রশংসা প্রাপ্ত ও বহু গণ্যমান্য ভদ্রমহোদয়গণ কর্ত্তৃক প্রশংসিত।

আজকাল বাজার-চলন মিশ্রিত ও বিষাক্ত আহার্য সেবনে শরীরের রক্ত স্বতঃই দোষিত হইয়া পড়িতেছে। রক্তই মানব-দেহের শ্রেষ্ঠ উপাদান, এই রক্ত দোষিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মানব বাত, বেদনা, মাথাধরা, মাথা-ঘোরা, দৃষ্টিশক্তির হ্রাস, দাঁতের গোড়া ফুলা, দাঁত কনকনানি, দাঁতে পোকা এবং দাদ, চুলকানি প্রভৃতি কষ্টদায়ক চর্ম্মরোগে আক্রান্ত হইতেছে। যদি আপনি একান্তই ব্যাধিমুক্ত হইতে চান, তাহা হইলে অযথা পয়সার অপব্যয় না করিয়া অল্প ব্যয়ে এক শিশি **বেদনাঞ্জন** ক্রয় করিয়া ইহার কার্য্যকারী-শক্তি উপলব্ধি করুন। গুণের তুলনায় মূল্য অত্যন্ত সামান্য, এক শিশি ।৵০ আনা মাত্র মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান- এ, সি, চাটার্জ্জী এণ্ড ব্রাদার্স।

৪৫নং হুলকাটি লেন, মাণিকতলা, কলিকাতা।

সকল মণিহারী দোকানে ও বড় বড় ডাক্তারখানায় পাওয়া যায়।

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

যদিও অদ্যাপি প্রকৃত মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য, তথাপি যাঁহারা নানাবিধ অনিয়মিত উপায়ে অস্বাভাবিক শক্তি নষ্ট করিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন এবং নানা প্রকার মেহ, প্রমেহ, ধাতুদৌর্ব্বল্য, স্নায়বিক দুর্ব্বলতা, বহুমূত্র, স্বপ্নদোষ, পারদ-সংক্রান্ত পীড়া, অর্শ এবং স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে যাঁহারা বাধক, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, স্তিকা, শ্বেত ও রক্তপ্রদর, হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি রোগে ভুগিয়া জীবনে নিরাশ হইয়াছেন, তাঁহারা আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটাস সাহেবের আবিষ্কৃত **ইলেক্ট্রিক সলিউসন** ব্যবহার করিয়া বাঁচিতে পারেন, তাহার শত সহস্র প্রমাণ প্রত্যহ বহুস্থলেই পাওয়া যাইতেছে। যাঁহারা অন্যান্য বহুবিধ ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরোগ্য হইতে পারেন নাই, তাঁহারা একবার এই ঔষধটি ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক মাসের ব্যবহারোপযোগী এক শিশি ঔষধ ডাকমাশুল সহ ২।০ টাকা মাত্র।

সোল এজেণ্ট—ডাঃ ডি, ডি, হাজরা।

ফতেপুর, গার্ডেনরীচ পোঃ, কলিকাতা।

ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

অধ্যক্ষ

শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম. এ., এফ. সি. এস. (লণ্ডন)

ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক

(প্রফেসার)

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ বিশুদ্ধ ও শাস্ত্রসঙ্গত নিজ তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হয়। পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ক্যাটালগ পাঠান হয়। রোগের বিবরণ জানাইলে যত্নপূর্ব্বক ব্যবস্থা দেওয়া হয়। চিঠি পত্রাদি সম্পূর্ণরূপে গোপন রাখা হয়।

মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দুর)

(বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৪৲ টাকা

উৎকৃষ্ট স্বর্ণ, পারদ ও আমলাসার গন্ধক দ্বারা যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। নিত্য প্রয়োজনীয় সর্ব্বরোগনাশক মহৌষধ।

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৩৲ টাকা

উৎকৃষ্ট কাশীর আমলকী, বংশলোচন প্রভৃতি যাবতীয় উপাদানে পূর্ণ মাত্রায় যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। কফ, কাসি, সর্দ্দি, যক্ষ্মা, স্বরভঙ্গ, হৃদরোগ প্রভৃতি রোগের মহৌষধ। সর্ব্বপ্রকার দুর্ব্বলতা নাশক অতিশয় পুষ্টিকর মহৌষধ বা খাদ্য বিশেষ।

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬৲ টাকা

ইহা সেবনে ধাতুদৌর্ব্বল্য, শুক্রক্ষীণতা, স্বপ্নদোষ, প্রমেহ ও ধ্বজভঙ্গ সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায়। ইহা অপরিসীম আনন্দদায়ক রসায়ন।

অবলাবান্ধব যোগ

প্রদর, বাধক প্রভৃতি জরায়ুদোষ ও যোনিগত দুরারোগ্য রোগের মহৌষধ

মূল্য—১৬ মাত্রা ২৲ টাকা। ৫০ মাত্রা ৫৲ টাকা মাত্র

বিশুদ্ধ জল! ভয় নাই! বিশুদ্ধ জল!!

লক্ষ্মী টিউব-ওয়েল কোং

২০৫নং নবাবপুর, ঢাকা

বর্ত্তমান-যুগের নব আবিষ্কৃত স্বল্পব্যয়সাধ্য উন্নত বৈজ্ঞানিক-খনন-প্রণালীতে নলকূপ (*Tube-well*) নির্ম্মাণ করা হয়। বঙ্গের লাট বাহাদুর, প্রাইভেট সেক্রেটারী, জিলা-ম্যাজিষ্ট্রেট, জিলা-বোর্ডের চেয়ারম্যান, ইঞ্জিনিয়ার, জমিদার, তালুকদার, লোক্যাল সম্ভ্রান্ত ভদ্রমহোদয়গণ এই কোম্পানীর কার্য্য দেখিয়া প্রশংসা করিয়াছেন। রাসায়নিক পরীক্ষায় জল বিশুদ্ধ না হইলে মূল্য গৃহীত হয় না। বিস্তৃত বিবরণের জন্য পত্র লিখুন।

বৃত্তিসহ সমগ্র

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

ভিক্ষা ২৲ টাকা। শিক্ষার্থি-ছাত্রের পক্ষে ১।০ দেড়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীপরবিদ্যাপীঠ, শ্রীগৌড়পুর

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

মনোমোহন প্রেস

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা

পূর্ব্ব-বাঙ্গালায় সুলভে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত

বৈদ্যুতিক মেশিনে দিবারাত্র কাজ চলিতেছে

বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা।

... নদীয়া ... প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে- শ্রীনিত্যবিহারী ব্রহ্মচারী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

স্থানীয় সং

Registered No. C 1544

বিজ্ঞাপনের হার

প্রতিবারে
প্রতি ছাপ্পা ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৷০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার- নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র।

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়।

বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৷০

নগদ
প্রতি সংখ্যা ৴৫

৪র্থ খণ্ড — সম্পাদক—প্রত্নবিদ্যালঙ্কার শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী — [২২২ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্য মঠ শ্রীধাম মায়াপুর- ১০ই অগ্রহায়ণ মঙ্গলবার ১৩৩৬, ইংরাজি ২৬শে নভেম্বর ১৯২৯

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থাবলী

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্ — শ্লোক সূচী, বিষয়-সূচী প্রভৃতি সহ ৮ খণ্ডে প্রকাশিত। ভিক্ষা, প্রতি খণ্ড সাধারণ পক্ষে ১৷৴০ গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশ গ্রাহক পক্ষে ৷৴০
২। অনুভাষ্য সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ) ৫৲
৩। গৌড়ীয়-গৌরব ৶০
৪। গৌড়ীয়-সাহিত্য ৷০
৫। ভজনরহস্য ৷৷০
৬। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
  " " " আবাঁধা ৷৷৵০
৭। গীতা (শ্রীবলদেব-ভাষ্য সহ) বাঁধা ২৲ আবাঁধা ১৷৷০
৮। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি-টীকা সহ) বাঁধা ২৲ আবাঁধা ১৷৷০
  গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ৷৷০
৯। [illegible] সানুবাদ ২৲
১০। বেদান্তস্যমন্তক সানুবাদ ৷৷০
১১। জৈবধর্ম্ম ২৲
১২। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৷৷৵০
১৩। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৪। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ৷৷৶০
১৫। [illegible] ৶০
১৬। সাধনপথ (৩য় সংস্করণ)
১৭। আচার ও আচার্য্য
১৮। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা
১৯। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৶০
২০। শ্রীনবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য
২১। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য (প্রমাণখণ্ড)
২২। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ
২৩। শ্রীগৌড়মণ্ডল-পরিক্রমা দর্পণ
২৪। শরণাগতি, গীতাবলী, গীতমালা, [illegible] নবদ্বীপশতক, অর্চ্চনপদ্ধতি ও [illegible]
২৫। কল্যাণকল্পতরু (নূতন সংস্করণ) [illegible]
২৬। সাধককণ্ঠমণি
২৭। সংস্কার-দীপিকা
২৮। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড)
২৯। মাধুর্য্য[illegible]
৩০। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা
৩১। মণিমঞ্জরী সানুবাদ
৩২। [illegible]
৩৩। শ্রীচৈতন্যভাগবত (বিরাট্ দ্বিতীয় সংস্করণ)

এতদ্ব্যতীত বৈষ্ণব-ধর্ম্মের কয়েকখানি ইংরাজি ধর্ম্ম গ্রন্থ আছে, পত্র পাঠাইলে ডাকযোগে ক্যাটালগ পাঠান হয়।

প্রাপ্তিস্থান ঃ—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

২। শ্রীগৌড়ীয় মঠ—১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা।
৩। শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠ—[illegible] রোড, ঢাকা
৪। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ—[illegible], কটক
শ্রীপুরুষোত্তম মঠ—[illegible], পুরী
৬। শ্রীসনাতনগৌড়ীয় মঠ—[illegible], কাশী
৭। শ্রীগৌড়ীয় মঠ [illegible] রোড, দিল্লী
৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ [illegible], বৃন্দাবন।
৯। শ্রীভাগবত প্রেস, [illegible]— কৃষ্ণনগর।
১০। শ্রীএকায়ন মঠ, [illegible], কৃষ্ণনগর।

জাগতিক সংবাদ সংগ্রহ

জব্বলপুরে অপূর্ব্ব ব্যাপার

জব্বলপুরে [illegible] দিনে [illegible] [illegible] মন্দির উন্মুক্ত হইয়াছে।

দক্ষিণ আফ্রিকায় গোলযোগ

গবর্ণমেণ্ট [illegible] অশান্তি উৎপন্ন করিয়াছে। [illegible] দক্ষিণ আফ্রিকার [illegible] গবর্ণমেণ্ট [illegible] অধিবাসী-দিগের [illegible] কষ্ট করিতেছেন। [illegible] বর্তমান [illegible] দেখা দিয়াছে।

রাজবন্দীর মুক্তি প্রস্তাব

[illegible] সমস্ত রাজবন্দীদিগকে মুক্ত দেওয়ার প্রস্তাব উঠিয়াছিল। [illegible] [illegible] [illegible] প্রবৃত্ত হয়। [illegible] করেন, তবে রাজকর্ম্মচারীদের [illegible] করিতে পারিবেন। এই প্রস্তাবে [illegible] পার্লামেণ্টে খুব হৈ চৈ পড়িয়াছে।

চীনে যুদ্ধ সংবাদ

মাঞ্চুরিয়ার সামান্তে [illegible] ভীষণ চাপ দিয়াছে। [illegible] নানকিং গবর্ণমেণ্ট [illegible] হইয়াছেন। দক্ষিণ চীনের নানা স্থানে [illegible] হইতেছে [illegible] গবর্ণমেণ্ট [illegible] জন্য প্রস্তুত হইতেছেন।

ভীষণ অগ্নিকাণ্ড

[illegible] নামক সওদাগর অফিসে অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হয়। [illegible] [illegible] টাকার ক্ষতি হইয়াছে।

[illegible] ছুটি রহিত?

[illegible] সরকারের [illegible] বিভাগকে ছুটি দেওয়া হইবে না। [illegible]

ভাওয়াল-[illegible]

[illegible] [illegible] [illegible]

মাতাসদারগার কাণ্ড

[illegible] দারোগা মাতাল অবস্থায় [illegible] গুলি ছুঁড়িতে থাকে সে একটী [illegible] আহত হইয়াছিল। তাহার [illegible] দায়রার [illegible] ১০০৲ টাকা অর্থদণ্ড হয়। [illegible] আপীল ডিসমিস হইয়াছে। তাহাকে চাকুরী হইতে বরখাস্ত করা হইয়াছে।

বন্দীদিগের সত্যাগ্রহ

বন্দীদিগের [illegible] কোন কোন [illegible] হওয়ায় তাহাদিগকে ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় পাঠান হইয়াছে, সেখানে [illegible] [illegible] চেষ্টা হইতেছে। [illegible] লোকদের অত্যন্ত অনিচ্ছা।

---

১ গরুর ৪ বাছুর

[illegible] একটী গরু ৪টী বাছুর প্রসব করে। বাছুরগুলি [illegible] [illegible]

ইন্দুর কলে সাপ

[illegible] বাবুর ঘরে একটা ইন্দুর-কল পাতা ছিল? তাহাতে [illegible] এক [illegible] সাপ আটক [illegible] ব্যাপার হওয়ার [illegible] সকলে মিলিয়া [illegible] আটক হওয়ায় সাপ কাহাকেও কামড়াইতে পারে নাই।

অগ্রহায়ণ মাসের কৃষি

সব্জী বাগান

[illegible], শাক [illegible], লঙ্কা, [illegible] কুমড়া, প্রভৃতি [illegible] বৈশাখ মাসে ফল হইবে, তাহা এই সময় বসাইতে হয়।

বাঁধাকপি, ফুলকপি প্রভৃতির চারা বসান শেষ হইয়া গিয়াছে। মসুর, মটর [illegible] প্রভৃতি [illegible] শেষ হইয়াছে। যদি কার্ত্তিকের শেষেও মটর, মুগ, বিলাতি-[illegible] [illegible] শেষ না হইয়া থাকে তবে [illegible] প্রকারের বীজ এই মাসেও [illegible] পারে।

[illegible] আলু [illegible] আলু, [illegible] প্রভৃতি এই সময় বসান যাইতে পারে। [illegible] সময় এখনও যায় নাই। [illegible] যেখানে [illegible] অধিক দিন থাকে যথা উত্তর আসাম বা [illegible] প্রভৃতি প্রদেশে এই [illegible] বীজ [illegible] কাপচারা ক্ষেত্রে [illegible] হইতে আর কালবিলম্ব করা উচিত নয়।

ফলের বাগান

ফলের বাগানে যে সকল গাছের গোড়া খুঁড়িয়া দেওয়া হইয়াছিল, কার্ত্তিক মাসে তাহাদের গোড়ায় নূতন মাটি দিয়া বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছে। যদি না হইয়া থাকে, তবে এ মাসে আর ঐ কাজ ফেলিয়া রাখিবে না।

পাকা মাটি চূর্ণ করিয়া তাহাতে পুরাতন গোবর-সার মিশাইয়া গাছের গোড়ায় দিলে অধিক ফুল ফল প্রসব করে।

ফুলের বাগান

[illegible], পিঙ্ক, মিগ্নোনেট, ভার্বিনা, ক্রিসান্থিমাম, ফ্লক্স, পিটুনিয়া, অ্যাস্টারসন, [illegible] ও অন্যান্য মরসুমী ফুল বীজ বসাইতে আর বিলম্ব করা উচিত নহে। অগ্রহায়ণের প্রথমে না বসাইলে শীতের মধ্যে তাহাদের ফুল পাওয়া অসম্ভব হইবে।

যে সকল মরসুমী ফুল বীজের চারা তৈয়ারী হইয়াছে, তাহার চারা এক্ষণে নির্দ্দিষ্ট স্থানে রোপণ করিতে হইবে বা টবে বসাইয়া দিতে হইবে।

কার্ত্তিক মাসে যদি গোলাপের গাছ ছাঁটা না হইয়া থাকে, তবে এ মাসে আর বাকী রাখা উচিত নহে। বঙ্গদেশে বৃষ্টি হইবার সম্ভাবনা কাটিয়াছে। উত্তর পশ্চিম ও পাঞ্জাব প্রদেশে অনেক আগে ঐ কার্য্য সমাধা করা যাইতে পারে। গোলাপের ডাল, ডালকাটা কাঁচি দ্বারা কাটিলে ভাল হয়। ডাল কাটিবার সময় ডাল চিরিয়া না যায়, এইটী লক্ষ্য রাখিতে হইবে। হাইব্রিড গোলাপের ডাল বড় হয়। টী গোলাপ খুব বেশিয়া ছাঁটিতে হয় না। [illegible] প্রভৃতি [illegible] গোলাপের ডাল ছাঁটিবার বিশেষ আবশ্যক হয় না, তবে নিতান্ত পুরাতন ডাল বা শুষ্কপ্রায় ডাল কিছু কিছু বাদ দিতে হয়। ডাল ছাঁটিবার সঙ্গে সঙ্গে গোড়া খুঁড়িয়া আবশ্যকমত ৪ হইতে ১০ দিন রৌদ্র খাওয়াইয়া সার দিতে হয়।

জমী নীরস থাকিলে তরল সার আর সরস থাকিলে গুঁড়া সার ব্যবহার করা বিধেয়। গামলায় গোময়, সরিষার খৈল ও অল্প পরিমাণে এঁটেল মাটি পচাইয়া সেই সার জলে গুলিয়া প্রয়োগ করিতে হয়। সারজল [illegible] হইবে। গুঁড়া সার এক ভাগ, সরিষার খৈল এক ভাগ, পচা গোময় সার এক ভাগ, পোড়া মাটী এক ভাগ এবং এঁটেল মাটী দুই ভাগ একত্র মিশাইয়া ব্যবহার করিতে হয়। গাছ বুঝিয়া প্রত্যেক গাছে সিকি পাউণ্ড হইতে এক পাউণ্ড পর্য্যন্ত গুঁড়া সার দিতে হয়। মিশ্র সারে একটু ভুষা মিশাইলে মন্দ হয় না। ভুষা কলিকাতা বাজারে কিনিতে পাওয়া যায়। প্রতি পাউণ্ড মিশ্র সারে এক [illegible] ভুষা যথেষ্ট, ভুষা দিলে গোলাপের [illegible] বেশ ভাল হয়।

কৃষিক্ষেত্র

মুগ, মসুর, গম, যই, যব, ছোলা প্রভৃতির আবাদ যদি কার্ত্তিক মাসের মধ্যে শেষ না হইয়া থাকে, তবে এই মাসের প্রথমেই শেষ করা কর্ত্তব্য, একেবারে না হওয়া অপেক্ষা বিলম্বে হওয়া ভাল, তাহাতে ষোল আনা না হউক, কতক পরিমাণে ফসল পাওয়া যাইতে পারে।

পশু খাদ্যর মধ্যে মঙ্গোল্ট বীটের আবাদ এখনও করা যাইতে পারে। কার্পাস ও বেগুন গাছের নিম্নে আইল বাঁধিয়া দেওয়া এই মাসেও চলিতে পারে।

যব, যই, মুগ, কলাই, মটর এই সকল রবিশস্যের বীজ বপন এবং পরে গমের বীজ বপন, আলু ও বিলাতী সব্জীর বীজ বপন এ মাসেও করা যাইতে পারে।

কপির চারা নাড়িয়া যে যে ক্ষেতে বসান হইয়াছে, তাহাদের তদ্বির করাই কপি ক্ষেতের প্রধান কার্য্য।

[illegible] ও খরমুজের বীজ বপন, মুলা, বীট, কুমড়া, লাউ, শসা, ধনে ও বরবটীর বীজ বপন করা হইয়াছে। ঐ সকল ক্ষেতে কোদাল দিয়া উহাদের গোড়া আলগা করিয়া দেওয়া এবং আলুর ক্ষেতে জল দেওয়া এই মাসে আরম্ভ হইতে পারে।

বিলাতী সব্জীর ভাঁটিতে জল সিঞ্চন, [illegible] বেলা নয়টার সময় উহাদের আবরণ দিয়া সন্ধ্যার সময় আবরণ উঠাইয়া লওয়া, বেগুন, কার্পাস ও লঙ্কা তোলা ও বিক্রয়; কচু, সাদা ও রাঙ্গা আলু উঠান ও বিক্রয়; ইক্ষু ক্ষেত্রে জল সেচন ও কোপান এই সময়ের কার্য্য। —সঞ্জীবনী

বিজ্ঞাপন

সাধারণের হিতার্থে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, কলিকাতার ২১৪নং বহুবাজার ষ্ট্রীটস্থ "বৈদ্যশাস্ত্রী" মহোদয়ের রচিত মানবের [illegible] না হইতে পারে তাহার সমস্ত ইত্যাদি সম্বলিত "কামশাস্ত্র" গ্রন্থখানি এখনও যিনি পাঠ করেন নাই, তিনি [illegible] ঐ ঠিকানায় আবেদন করুন বিনামূল্যে প্রাপ্ত হউন। উক্ত পাঠে উপকৃত হইয়া ১৫০০০ হাজার লোক [illegible] হইয়াছেন। পড়িলেই সত্যতা উপলব্ধি হইবে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১০ই অগ্রহায়ণ মঙ্গলবার—১৩৩৬

শ্রীধাম মায়াপুর-নবদ্বীপ প্রদর্শনী

আগামী ২০শে মাঘ ৩রা ফেব্রুয়ারী শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর জন্মোৎসব-বাসর হইতে শ্রীশ্রীগৌর-জন্ম-মহামহোৎসব পর্য্যন্ত গৌর-জন্মস্থলী শ্রীধাম শ্রীমায়াপুর বা সুপ্রাচীন গৌড়পুরে বঙ্গের সর্ব্বপ্রথম রঙ্গমঞ্চ বা অভিনয়-প্রদর্শনীতে উক্ত ভক্তি-প্রদর্শনীর দ্বার শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার পাত্ররাজ ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের দ্বারা উদ্ঘাটিত হইবে। এই প্রদর্শনীতে সুপ্রাচীন হস্তলিখিত ও মুদ্রিত ভক্তিগ্রন্থাবলী, বিভিন্ন আচার্য্যগণের সাম্প্রদায়িক গ্রন্থমালা, ভারতবর্ষের প্রসিদ্ধ বিষ্ণুমন্দির, তীর্থস্থান, শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু ও তদনুগত ভক্তগণের পাদপদ্মাঙ্কিত তীর্থসমূহ যথাসম্ভব প্রদর্শিত হইবে, সমগ্র ভূমিতে ভারতীয় তীর্থ-সম্বলিত একটি বৃহৎ ভৌম-মানচিত্রে তত্তৎ তীর্থস্থান, অষ্টোত্তর শত শ্রীচৈতন্যপাদপীঠ, শুদ্ধভক্তিমঠসমূহের সংস্থান, শুদ্ধভক্তি-প্রচারের দ্বারা মহামহিমান্বিত স্থানসমূহ প্রদর্শিত হইতে পারিবে, এতদ্ব্যতীত একটি নবদ্বীপ-মণ্ডলের মানচিত্রে নবদ্বীপের নয়টি দ্বীপের সংস্থান এবং শ্রীনবদ্বীপ-পরিক্রমার দ্রষ্টব্য স্থানসমূহ প্রদর্শিত হইবে; মূর্ত্তি ও দৃশ্যের দ্বারা অন্যান্য ভাবে শ্রীধাম-মায়াপুরে মহাপ্রভুর বিদ্যাবিলাস, দিগ্বিজয়ী-বিজয়, নগরসঙ্কীর্ত্তন, প্রভুর প্রতি নবদ্বীপের পড়ুয়া পাষণ্ডিগণের বিরুদ্ধ ভাব, শ্রীবাস পাষণ্ডীর শ্রীনাম-বিরোধ, ঠাকুর হরিদাস ও চন্দ্রবিপ্র, নীলাচলে সার্ব্বভৌম-উদ্ধার, বারাণসীতে সনাতন-শিক্ষা, প্রয়াগে দশাশ্বমেধঘাটে শ্রীরূপ-শিক্ষা, বিদ্যানগরে রামানন্দ সংবাদ প্রভৃতি বহু বহু শিক্ষণীয় বিষয় প্রদর্শিত হইবে। এতদ্ব্যতীত ব্যতিরেকভাবে বিদ্ধবৈষ্ণব, সামাজিক চিত্রসমূহও প্রদর্শিত হইতে পারিবে। শ্রীগৌড়মণ্ডল, শ্রীক্ষেত্রমণ্ডল ও শ্রীমাথুর মণ্ডলের বিভিন্ন প্রসিদ্ধ স্থানসমূহের চিত্র, চারি সম্প্রদায়ের আচার্য্য অধস্তনগণের চিত্র, কোন কোন স্থলে সৎসম্প্রদায়ের বিরোধকারী প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণের চিত্র, তাঁহাদের অভ্যুদয়কাল-নির্ণয়ের সহিত প্রদর্শিত হইবে; সপ্তমোক্ষদায়িকাপুরীর রজঃ, যথাসম্ভব পুণ্য-নদ নদীর জল, বিভিন্ন প্রকার শালগ্রাম, বিভিন্ন অর্চ্চা, বিভিন্ন প্রকার তিলকমাটী, বিভিন্ন প্রকার মালিকা, বিভিন্ন প্রকার মালাধার, বিভিন্ন অর্চ্চনের সামগ্রী, বিভিন্ন প্রকার মৃদঙ্গ, করতাল, শঙ্খ কাঁসর, ঝাঁঝর প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র, নগর-সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রার বিভিন্ন প্রকার উপকরণ, শ্রীবিগ্রহের বিভিন্ন প্রকার সিংহাসন, রথ, দোলা, ভগবানের সেবোপযোগী বিভিন্ন প্রকার পুষ্প, নৈবেদ্য সম্ভার, রাঘবের ঝালি, বিভিন্ন স্থানের কৃষ্ণপ্রিয় শুষ্ক (পর্য্যুষিত না হয়) নৈবেদ্য-সমূহ, শ্রীজগন্নাথদেবের বিভিন্ন প্রকার প্রসাদ, ভগবৎসেবোপযোগী বিভিন্ন প্রকার শিল্প ও কারুকার্য্যখচিত সামগ্রী, বিভিন্ন প্রকার আসন ও শৃঙ্গার, মহোৎসবে ব্যবহার্য্য বিভিন্ন প্রকারের দ্রব্য, এতদ্ব্যতীত ছায়া-চিত্র-সাহায্যে আরোহবাদ ও অবরোহবাদ, শুদ্ধভক্তি ও বিদ্ধভক্তি, প্রকৃত জীবে দয়া ও "জীবে দয়া"-নামে প্রচলিত জীব হিংসা, কৃষ্ণচরণকল্পবৃক্ষে ভক্তিলতার আরোহণ-প্রদর্শন-মুখে চতুর্দ্দশ ব্রহ্মাণ্ড ও তত্তৎ-ব্রহ্মাণ্ডের বিভিন্ন জীবসমূহের গতি, বিরজা, ব্রহ্মলোক, পরব্যোম, গোলোক, গোলোকে কৃষ্ণলোক ও গৌরলোক, শান্ত, দাস্য ও গৌরবসখ্য এবং বিশ্রম্ভসখ্য, বাৎসল্য ও মধুর রসের তারতম্য প্রদর্শনমুখে শ্রীকৃষ্ণের পরাৎপরত্ব প্রভৃতি ছায়া-চিত্রে প্রদর্শন করিবার ব্যবস্থা হইতেছে। শ্রীধাম মায়াপুর-নবদ্বীপ-প্রদর্শনীতে উপরিলিখিত বিষয়সমূহ প্রদর্শন করিবার প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। এই প্রস্তাব ক্রমে সম্ভবানুসারে পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত হইতে পারে। এতদ্বিষয়ের বিশেষ বিবরণের জন্য শ্রীধাম মায়াপুর-নবদ্বীপ-প্রদর্শনী-সম্পাদক, পোঃ আঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া—এই ঠিকানায় পত্র লিখিলেই পাওয়া যাইতে পারিবে। শ্রীধাম মায়াপুর-নবদ্বীপ-প্রদর্শনীর আরও বিস্তৃত আলোচনা ও বিবরণ ক্রমশঃ প্রকাশিত হইবে।

আমার

আমি, আমার নিত্য স্বরূপে বৈষ্ণব। বিষ্ণু এবং বৈষ্ণব-সেবাই আমার ধর্ম্ম।

আমার স্বরূপ চিৎকণ। বিভুচৈতন্য বিষ্ণুর অংশ আমি। তবে প্রভু আমার মায়াধীশ, আর আমি মায়াবশ-যোগ্য। তিনি ঈশ্বর, আমি ঈশিতব্য। তিনি প্রভু, আর আমি তাঁহার দাস।

চিৎশক্তি, জীবশক্তি ও মায়াশক্তির একমাত্র শক্তিমান্ আমার প্রভু। মায়া, প্রভুর বহিরঙ্গা, বিমুখ-মোহিনী শক্তি। যে কালে মায়াশক্তি-পরতন্ত্র জীব নিজের স্বতন্ত্রতার অপব্যবহারে শক্তিমানের সেবা ভুলিয়া প্রভু-সেবা-ধর্ম্ম ছাড়িয়া দেয়, সেকালে ত্রস্ত জীব-মোহিনী মায়া আমাকে বন্ধনদ্বয়ে আবদ্ধ করিয়া অবনী-বাসী করে, এই সময় আমি আমার নিজের স্বরূপের কথা ভুলিয়া যাই। স্বরূপের আবরণ মন ও দেহকে আমি বুদ্ধি করিয়া অনিত্য বস্তু ভোগ-পিপাসায় ভোক্তাভিমানে প্রমত্ত হই। সমস্ত সর্ব্বদা দুঃখদায়ক সুখ নামক আকাশকুসুমের পশ্চাতে প্রধাবিত হইয়া অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করি। নিত্য দাসের প্রভু হইবার বাসনাই ইহার কারণ।

আমি আমার স্বধর্ম্ম ভুলিলেও আমার প্রভু ভৃত্য-পালনধর্ম্ম ভুলেন না। আমার আয়তিমুখকে সর্ব্বদা উন্মুখ রাখিবার জন্য সর্ব্বেশ্বরের তদীয় জনগণকে আমার দেশকে আমার নিকট প্রেরণ করেন। প্রভুপাদ আমার, আমাকে প্রভুত্ব দান করিয়া প্রভুপাদ-সেবায় যোগ্যতা অর্পণ করেন। আর যাহাতে আমি দুঃসঙ্গে পতিত না হই, এইজন্য স্বপার্ষদগণকে আমার শিক্ষাগুরু করিয়া তাঁহাদের সঙ্গে বাস করিবার সুযোগ দেন।

প্রভুপাদ আমার বড়ই কৃপালু, জন্ম-জন্মান্তরে সর্ব্ব-বিষয়ে আমার অযোগ্যতা থাকিলেও সুযোগ্য ভক্তগণকে আমার কাছে রাখিয়া আমাকে যোগ্যতা অর্জনের যে কি প্রকার সুযোগ প্রদান করেন, তাহা চিন্তা করিলে আমি বারবার প্রভুপাদের চরণে প্রণত না হইয়া পারি না। প্রভুপাদ আমার, অদোষদর্শী। আমার সব দোষ দেখিয়া না দেখিলেও তিনি দোষের সংস্পর্শী নহেন। তবে সর্ব্বদোষাকর আমি, আমাকে প্রথম মুখে উপেক্ষা করিলে, আমার সর্ব্বনাশ হইবে জানিয়া তিনি যে সমস্তের মূল কপটতাকে পরিত্যাগ করিতে উপদেশ করেন। তিনি বলেন, সরলতাই বৈষ্ণবতা। তবে সে সরলতা অর্থে নির্ব্বুদ্ধি না হইলে আসে এবং বুদ্ধিহীনতা সে সরলতার নিদর্শন নহে।

স্বভাব, সর্ব্বোপরি বিদ্যমান। স্বভাবকে পরিবর্ত্তন করা অস্বাভাবিক ব্যাপার। তবে এ স্বভাব জীব-স্বরূপের সহজ স্বভাব নহে। প্রভুপাদ আমাকে সরল হইতে বলিয়াছেন! আমি কিন্তু আমার মুখ-ঢাকে এবং সরলতার বেশে কপটতাকেই সরল বলিয়া জানাই। ইহাতে আমার বৈষ্ণবতা বিদূরিত হইলেও সজ্জনের দৃষ্টিতে অবৈষ্ণবতা বাড়িয়া যায়। আমি যদিও পরমারাধ্য প্রভুপাদের শ্রীচরণাশ্রয়ের অভিনয় করিয়াছি, তথাপি আমার যে আশ্রয় আত্মনিবেদন বাদ দিয়া মৌখিক হইয়াছে মাত্র। কেন না কনক কামিনী প্রতিষ্ঠা এই তিন বাঞ্ছা আমার হৃদয়-মন্দির অধিকার করিয়াছে। কোনও কালে এই তিনের কোন একটীর স্বল্প অভাব হইলে আমার গুরানুগত্য ও বৈষ্ণব-দাস্য স্বরূপ বৈষ্ণব-চরিত্রের উপর সন্দেহ আনয়ন করে।

প্রভুপাদ আমাকে সর্ব্বক্ষণ বৈষ্ণবানুগত্যে কৃষ্ণসেবা করিতে বলিয়াছেন, আমি স্বার্থসিদ্ধি-প্রাপ্তির জন্য কৃষ্ণ কাষ্ণ-সেবা না করিয়া নিজের প্রাধান্য স্থাপন-নিমিত্ত সেবাভিনয় করি মাত্র। বাহ্যে বৈষ্ণব ঠাকুরগণকে পুষ্টিহীন জ্ঞান করিয়া বাক্যে সম্মান করি মাত্র, অন্তরে নিজেকে বৈষ্ণবত্বাভিমানে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জানি।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষানুসারে গ্রাম্য কথা শ্রবণ ও কীর্ত্তন নিষিদ্ধ; 'আমি এই শিক্ষায় শিক্ষিত',—প্রচার করিয়া সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণকথা কীর্ত্তন করি। এমন কি, যে কোন ব্যক্তিকে পাই, তাহার শ্রবণে অনিচ্ছা থাকিলেও কত না শাসন-বাক্যে তাহাকে হরিকথা শ্রবণে বাধ্য করি। ইহাতে সকলেই আমাকে কীর্ত্তন-প্রয়াসী বলিয়া জানিলেও হৃদয় গ্রাম্য-চিন্তায় পরিপূর্ণ। আর আপনাকে প্রকট করাই এই কীর্ত্তনের উদ্দেশ্য। হায়! হায়! ইহাই কি আমার বৈষ্ণবতা?

আমি প্রত্যহ লক্ষ হরিনাম গ্রহণ করি। কিন্তু তাহাতে আমার লক্ষ্য ঠিক আছে কিনা একবারও চিন্তা করি না। কারণ শ্রীনামার্থ ও নিজের অবস্থা চিন্তাপূর্ব্বক অভিধেয়ভাবে হরিনাম না করিয়া সর্ব্বক্ষণ পরছিদ্র চিন্তা করি এবং পাকার মেসিনের ন্যায় ক্রমাগতই মালা ঘুরাইতে থাকি। যদি কোন বৈষ্ণব কৃপা করিয়া এইরূপ কার্য্যে বাধা দেন, অমনি আমার বৈষ্ণবতা দৈন্য-হীনতায় পরিণত হয়। তখন অপরাধের নাম-গ্রহণের প্রণালীর দোহাই দিয়া নিজে শুদ্ধ সাজিতে চাই। সময় সময় গ্রাম্য কথা কীর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে সংখ্যা-মালিকা সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে থাকে। আমার বৈষ্ণবতা আমাকে ভক্তিহীনতা আনিয়া দেয়।

"ভাল না খাইবে আর ভাল না পরিবে" এই উপদেশ আমি সর্ব্বদাই পালন করি। ঘৃত, পরমান্ন, মিষ্টান্ন প্রভৃতি গ্রহণ করি না বটে, কিন্তু লম্পট জিহ্বা আমাকে ঐ গুলির চিন্তা ছাড়িতে দেয় না। এমনি কি অন্য বৈষ্ণব প্রসাদ-বুদ্ধিতে ঐগুলি গ্রহণ করিতে থাকিলে কুটিল কটাক্ষ দর্শন করি। ইহাই আমার বৈষ্ণবতা।

শ্রীল প্রভুপাদের কৃপায় মুণ্ডিত হইয়াও কাষ্ঠ-বস্ত্র হইয়াছি। কিন্তু আমার এই অভিমান আসিয়াছে যে, আমি আমার প্রভুপাদের কৃপা ভুলিয়া নিজেকে সেই আসন গ্রহণ করিতে বসিয়াছি। হায়! হরি! আমার প্রভু শিখান বুঝ আমি কেবল তৃণ-পাত্রীর আর বাহিয়া লাগায়, গ্রহণ উদাস্য করিলাম না। ইহাই আমার বৈষ্ণবতা।

আমার বৈষ্ণবতা ... কে শিক্ষা বৈষ্ণব-... দিতেছে ... এমন সময়, ওরে ... তুমি ... দেখা না কর, তবে

পরা-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

সম্প্রতি পরা বিদ্যাপীঠে নিম্নলিখিত শিক্ষণীয় বিষয়নিচয়ের অধ্যাপকের আসনসমূহ সংস্থাপিত হইয়াছে—বিদ্যার্থিগণ আবেদন করুন।

১। সাহিত্যাসন, ২। ঐতিহ্যাসন,
৩। সম্প্রদায়বৈভবাসন, ৪। ভক্তিশাস্ত্রাসন,
৫। তত্ত্বশাস্ত্রাসন, ৬। বেদান্তাসন,
৭। একায়নাসন।

শ্রীসুন্দরানন্দ রায় বি, এ, কাব্যতীর্থ, বিদ্যাসাগর,
সম্পাদক - পরবিদ্যাপীঠ, শ্রীধাম মায়াপুর।

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

শ্রীগৌড়ীয় পত্রিকা কার্য্যালয় হইতে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৪০৲ চল্লিশ টাকা।

২৭২৪ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে,
সপ্তচত্বারিংশ খণ্ডে সূচী ছাপা হইতেছে।

৪৬শ খণ্ড গ্রাহক নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে ১৫৷৶০ সাধারণ পক্ষে ২০৸৶০। প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৶৹, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ।৶০।

দশম স্কন্ধ ছাপা হইতেছে। দশম স্কন্ধের ভিক্ষা ১১, অগ্রিম সাধারণের পক্ষে ৮৲।

৫০ অধ্যায়পর্য্যন্ত নবম সংখ্যা ছাপা হইয়াছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

"শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত"

সম্পূর্ণ ছাপা শেষ হইয়াছে

আদি, মধ্য, অন্ত্যলীলা এবং সূচী ছাপা হইয়া সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছেন। যাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ১০৲ টাকা ভিক্ষার তৃতীয় সংস্করণ ৪৲ টাকায় না পাইয়া অপূর্ব্ব সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের জন্যই উহার ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছেন। সেই ১০৲ টাকার এত বিরাট্ গ্রন্থ নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা পূর্ণ না হওয়া পর্য্যন্ত ৫৲ টাকা ভিক্ষায় দেওয়া হইবে। গ্রাহকগণ সত্বর হউন পরে আর এ সুযোগ দেওয়া হইবে না।

শ্রীচৈতন্য লীলার ব্যাস আখ্যাত

শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র গ্রন্থ ৮৲ স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲
নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪॥০ টাকা

শ্রীচৈতন্য মঠের যাবতীয় গ্রন্থ

কার্য্যাধ্যক্ষ, গ্রন্থ-বিভাগ, শ্রীচৈতন্য মঠ
পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

—অথবা—

শ্রীগৌড়ীয় মঠ ১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা
ঠিকানায় পাওয়া যাইবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য — ... শ্রীচৈতন্য মঠের ঠিকানায় লিখিবেন।

উড়িয়া ভাষায় প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

যে সব উৎকলবাসী ভক্তগণ বাংলা পড়িতে জানেন না, তাঁহাদের শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর প্রচারিত পরম উপাদেয় ভক্তি-কথা জানিবার সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে উড়িয়া-ভাষায় নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হইয়াছে। বাংলা গ্রন্থের তুলনায় উড়িয়া গ্রন্থগুলির ভিক্ষাও অপেক্ষাকৃত অল্প।

গ্রন্থের নাম	ভিক্ষা
শ্রীহরিনাম চিন্তামণি, প্রতিখণ্ড	৷০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	১৲
সাধন পথ (শ্রীমহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টক) প্রতিখণ্ড	।০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	।০
কল্যাণ কল্পতরু প্রতিখণ্ড	৶০
একত্রে ৩খণ্ড লইলে	।০
গীতাবলী প্রতিখণ্ড	⁄১০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৶১৫
শরণাগতি — প্রতিখণ্ড	⁄০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৶৫

প্রাপ্তিস্থান { শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ, কটক
এবং
শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, পুরী

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিম্নলিখিত মঠসমূহে প্রাপ্তব্য:—

১। শ্রীচৈতন্য মঠ,—পোঃ শ্রীধামমায়াপুর, (নদীয়া)।
২। শ্রীগোদ্রুমগদাধর মঠ,—চাঁপাহাটি, সমুদ্রগড় পোঃ, (বর্দ্ধমান)।
৩। শ্রীভাগবত আসন,—ভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৪ শ্রীগৌড়ীয় মঠ,—১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড্, কলিকাতা।
৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ,—চটকপর্ব্বত, পুরী,
৬। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ,—উড়িয়া বাজার, কটক।
৭। শ্রীভাগবত মঠ,—চিরাকাটা, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।
৮। শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ,—৮নং অগস্ত্যকুণ্ড, কাশী, ইউ, পি।
৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,—ছাপগলি, বৃন্দাবন, মথুরা, ইউ, পি।
১০। শ্রীপরমহংস মঠ—নিমসার পোঃ সীতাপুর, ইউ পি।
১১। শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ,—কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল, পাঞ্জাব।
১২। শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠ,—৯০নং নবাবপুর রোড্, ঢাকা।
১৩। শ্রীগদাইগৌরাঙ্গ মঠ,—বালিয়াটি, ঢাকা।
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম,—আমলাযোড়া, রাজবাঁধ পোঃ, বর্দ্ধমান।
১৫। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ,—ডুমুরকোন্দা, চিরকুণ্ডা পোঃ, মানভূম।
১৬। শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয় মঠ,—আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী, উড়িষ্যা।

এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণের নিকটও
নদীয়া-প্রকাশ প্রাপ্তব্য।

১। শ্রীযুক্ত জনার্দ্দন ঘোষ—বঙ্গ নাথ রে রোড, খুলনা।
২। শ্রীযুক্ত রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিরত্ন—দেওয়ানগঞ্জ, হলদিবাড়ী কুচবিহার।
৩। শ্রীযুক্ত রামরঞ্জন রায়—৭৬নং শ্রীগোপাল মল্লিক লেন, কলিকাতা।
৪। শ্রীযুক্ত অমূল্যকুমার সরকার এম, ডি, ও, ফৈজাবাদ।
৫। মিঃ এন ডি, মুখার্জ্জি—এম, এম, স্কুল কম দি মল, কানপুর।
৬। শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী গোস্বামী—কাপগঞ্জ, নদীয়া।
৭। শ্রীদেবিহারী দাস অধিকারী, নবদ্বীপ।
৮। শ্রীবিনোদমোহন দে মনমোহন প্রেস, নবাবপুর, ঢাকা।
৯। শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় বেড়াচাঁপা, ২৪ পরগণা।

অন্যথা না ভজে কৃষ্ণ, দুষ্ট সঙ্গ করে। পুন সেইমত মায়া পাকে ডুবি মরে

শ্রীচৈতন্যমঠের গ্রন্থাবলী

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বিরচিত
ভক্তি গ্রন্থাবলী।
উৎকৃষ্ট কাপড়ে বিলাতী ধরণে বাঁধাই
স্বর্ণালঙ্কৃত। চতুর্থ সংস্করণ। বিস্তৃত বিষয়সূচীসহ

জৈবধর্ম্ম বাঁধাই ২৲ দুই টাকা।

প্রকাশিত হইয়াছে

সনাতন ধর্মশাস্ত্র বেদ, বেদান্ত, উপনিষৎ গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত, পুরাণ, তন্ত্রাদি সকল গ্রন্থ পাঠ করিবার অবসর অতি অল্প মানবের ঘটিয়া থাকে। অনেকের যোগ্যতা না থাকায় সেই সমস্ত গ্রন্থের মর্ম্ম অবগত হইতে পারেন না। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বাঙ্গালীর এত অসুবিধা দূরীভূত করিবার জন্য এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

বিদ্যালয়ের ছাত্র বা শিক্ষকগণের বিশেষ পাঠ্য, এই হেতু শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টর বাহাদুর উহা সমস্ত বিদ্যালয়ের জন্য অনুমোদন করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

প্রথম খণ্ড ভিক্ষা—১৲ একটাকা

যুক্তিপূর্ণ শাস্ত্রবাক্য দ্বারা প্রত্যেক মানবের নিত্য কর্ত্তব্য ও অনিত্য সাময়িক কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। গ্রন্থের প্রতি উক্তি সনাতন শাস্ত্রবাক্য দ্বারা সমর্থিত ও প্রামাণিক হইয়াছে। দেহের, মনের ও আত্মার ধর্ম্ম কি? স্বদেশ, সমাজ, নীতি, ধর্ম্ম কি? ইত্যাদি বিষয় ক্রমানুসারে এমন সুন্দরভাবে যুক্তিসংকারে আলোচিত হইয়াছে যে, প্রথম হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত পাঠ না করিয়া নিবৃত্ত হওয়া যায় না।

শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ভিক্ষা ৵০

ঐ প্রমাণ খণ্ড ভিক্ষা ৵০

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিহার ও লীলাভূমি নয়টী দ্বীপসমন্বিত। এই নয় দ্বীপের প্রাচীন বিবরণ প্রত্যেক দ্বীপে শ্রীমহাপ্রভুর লীলা—প্রত্যেক দ্বীপের পরিচয়, শ্রীধাম-মাহাত্ম্য বাস্তুপবাদ কি? ইত্যাদি বিষয় বিশেষভাবে মনোহর ছন্দে বর্ণিত। পকেট সাইজ প্রায় ১৫০ পৃষ্ঠা।

শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ

ছন্দে শ্লোক ও কালীতে উত্তম কাগজে ছাপা— শ্রীনবদ্বীপধাম দর্শনে ভাবুক দর্শনকারীর কি প্রকার ভাবের উচ্ছ্বাস হয়, তাহা এই গ্রন্থে বর্ণিত। অতি চমৎকার। ভিক্ষা চারি আনা।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ৵০ দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভুকে উপদেশচ্ছলে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিচার অতি সুন্দরভাবে বর্ণিত হইয়াছে। উহা ছাড়া শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর উপদিষ্ট শিক্ষা ও উপদেশ বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব জগতে অভিনব গ্রন্থ !!
শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতি গ্রন্থাবলী :—

শরণাগতি পকেট সাইজ অষ্টম সংস্করণ ভিক্ষা ৵০ আনা

দেহ ও মনের চেষ্টা অনিত্যবস্তু লইয়া। উহা যখন জীব বুঝিতে পারে, তখন একমাত্র নিত্যবস্তু শ্রীভগবানের প্রতি তাঁহার কোন জাতীয় আবেগময়ী প্রার্থনা হয় এবং শ্রীভগবানে সম্পূর্ণরূপে নিষ্কপটে কি প্রকারে শরণাপন্ন হইতে হয়, ইত্যাদি বিষয়ক প্রাণস্পর্শী প্রার্থনা ও আত্মসমর্পণমূলক গীত। উড়িয়া সংস্করণও প্রকাশিত হইয়াছে।

ভিক্ষা প্রতি খণ্ড ৵০ এক আনা।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা— ৵০. নবদ্বীপশতক— ৵০

অর্চ্চনপঞ্চক —৵০

কল্যাণকল্পতরু পকেট সাইজ পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা ৴১০

আমরা প্রত্যহ নূতন অভাব ও কামনার বশবর্ত্তী হইয়া পুনঃপুনঃ যে অকল্যাণকে কল্যাণ বলিয়া গ্রহণ করি এবং যাহার নিকট কল্যাণ কামনা করি, তিনি যে নিত্য বা যথার্থ কল্যাণ প্রদানে অসমর্থ এবং কোন বস্তু আমাদের নিত্য কল্যাণদাতা এবং কি ভাবে আমরা সেই কল্যাণলাভে সমর্থ হইব, এই সকল কথা সরল গানে লিখিত। এই গীতিগ্রন্থ বাস্তবিকই কল্যাণের কল্পতরু, ইনি প্রত্যেককে নিত্যকল্যাণ প্রদানে

শ্রীল চক্রবর্ত্তি-ঠাকুরের টীকা সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর কৃত টীকা ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কৃত অনুবাদ। টীকাকারের জীবনী, শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি বহু প্রয়োজনীয় বিষয় সংবলিত প্রায় ৮২৫ পৃষ্ঠা। উৎকৃষ্ট সিল্কে বাঁধাই ২৲ দুই টাকা, কাগজে বাঁধা ১৷৷০

শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ কৃত ভাষ্য সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

কাগজ ও ছাপা উৎকৃষ্ট। সিল্কে বাঁধাই, সোনার জলে নাম লেখা রাজসংস্করণ ২ টাকা, সাধারণ সংস্করণ ১৷৷০, গৌড়ীয়ের গ্রাহকপক্ষে ১৷০

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি (বৈষ্ণব বিশ্বকোষগ্রন্থ)

বিষয়—১। ও কারাদি বর্ণানুক্রমে শব্দাবলীর অর্থ, ২। প্রাচীন সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের চরিত্র, ৩। বিষ্ণুবৈষ্ণবসম্পর্কিত শ্রীমন্দির ও শ্রীতীর্থের বিবরণ, ৪। বৈষ্ণবগ্রন্থ ও গ্রন্থকারগণের তালিকা ও বিবরণ, ৫। বিষয় বিশেষের শ্লোকক ও শাস্ত্রীয় আকরমূলে ব্যবহৃত তথ্য। চারিখণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ১ম খণ্ড ৷৷০, ২য় খণ্ড ৷৷০, ৩য় খণ্ড ৷৷০, ৪র্থ খণ্ড ৷৷০, চারিখণ্ড একত্রে ২৲ (ডাকব্যয় স্বতন্ত্র)।

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ—১ম খণ্ড ১৲ এক টাকা ২য় খণ্ড ১৲ এক টাকা। শ্রীমদ্ভাগবতের গ্রাহক ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণ ১০ টাকায় দুইখণ্ড পাইবেন। বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমজ্জীব গোস্বামিপাদের রচিত ষট্‌সন্দর্ভের অধিক প্রয়োজনীয় অংশ। প্রায় ৩০০ ডবল ক্রাউন ৮ পেজীতে ৩৮ পৃষ্ঠা, আরও বে মুদ্রিত হইতেছে।

শ্রীমদ্গোপালভট্ট গোস্বামী সঙ্কলিত

সদাচারস্মৃতিঃ

ভিক্ষা ৵০ মাত্র

গৌড়ীয়

রেজেষ্টার্ড

মদন মঞ্জরী

বটিকায় স্বপ্ন ও ধাতুবিকার, ইন্দ্রিয়শৈথিল্য হ্রাস, প্রমেহ, শুক্রপাত, বহুমূত্র, মেহ, বুক ধড়ফড়ানি, অনিদ্রা প্রভৃতি লক্ষণ সমূহ নিশ্চয় আরোগ্য হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ৮০ বটী ১৲ এক টাকা।

"অপুংসকারাতি ঘৃত"

পুরুষত্বহীন রোগে বাহ্যপ্রয়োগে স্বরূপ আরোগ্য করিয়া শক্তিসম্পন্ন করে। মূল্য ২ তোলা ১৲ টাকা।

"রমণবিলাসিনী বটিকা"

স্ত্রীধারণ করত সঙ্গমশক্তি স্থায়ী ও বৃদ্ধি করিতে অত্যাশ্চর্য্য। মূল্য ১৬ বটী ১৲ এক টাকা।

রাজবৈদ্য নারায়ণজী, কেশবজী।
১৭৭নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

বিজ্ঞাপন

সাবধান! সাবধান!! সাবধান!!!

জে, বি, দত্তের ঢাকা শিশি বাদাম তৈল

আদি ও অকৃত্রিম এবং উপকারিতায় সর্ব্বজন পরিচিত ও বহু প্রশংসিত।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী *J. B. Datta & Co.* নাম দেখিয়া খরিদ করিবেন। নতুবা জুয়াচোরগণ বন্দরের ক্রয় তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে।

বিনীত—জে, বি, দত্ত

ফেরাস্ কুইনিন

নূতন এবং পুরাতন ম্যালেরিয়া নাশক

[illegible]

প্রাপ্তিস্থান— কেমিক্যাল এণ্ড ক্লিনিক্যাল ল্যাবরেটরী, [illegible]

প্রাপ্তিস্থান— চৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (প্রাচীন নবদ্বীপ) নদীয়া

পর বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

এখানে আহার এবং বাসস্থান দিয়া ছাত্রদিগকে বিভিন্ন শিক্ষণীয় বিষয় শিক্ষা দিবার বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। অনেক ছাত্র ইতোমধ্যেই আসিয়া পাঠ আরম্ভ করিয়াছেন। বর্ত্তমান বর্ষে সমস্ত ছাত্রই গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

প্রধান অধ্যাপক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রচন্দ্র কাব্য ব্যাকরণ-সাংখ্য-বেদান্ত ষড়দর্শন-তীর্থ, সাংখ্যভূষণ, বেদান্তরত্ন, সাহিত্যশাস্ত্রী, ষড়দর্শনাচার্য্যাদি।

অধ্যাপক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গৌরদাস ব্রহ্মচারী ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীধাম মায়াপুর পরবিদ্যাপীঠ, (নদীয়া)

বেদনাঞ্জন

শ্রেষ্ঠরত্ন

কলিকাতা কংগ্রেস একজিবিসন হইতে বহু প্রশংসা প্রাপ্ত ও বহু গণ্যমান্য ভদ্রমহোদয়গণ কর্ত্তৃক প্রশংসিত।

আজকাল বাজার-চলন মিশ্রিত ও বিষাক্ত আহার্য্য সেবনে শরীরের রক্ত স্বভাবতঃ দোষিত হইয়া পড়িতেছে। এই মানব-দেহের শ্রেষ্ঠ উপাদান, এই রক্ত দোষিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মানব বাত, বেদনা, মাথাধরা, মাথা-ঘোরা, দৃষ্টিশক্তির হ্রাস, দাঁতের গোড়া ফুলা, দাঁতে কনকনানি, দাঁতে পোকা এবং খোস, চুলকানি প্রভৃতি কষ্টদায়ক চর্ম্মরোগে আক্রান্ত হইতেছে। যদি আপনি একান্তই ব্যাধিমুক্ত হইতে চান, তাহা হইলে বৃথা পয়সার অপব্যয় না করিয়া অল্প দামে এক শিশি বেদনাঞ্জন ক্রয় করিয়া ইহার কার্য্যকারী-শক্তি উপলব্ধি করুন। অন্যের তুলনায় মূল্য অত্যল্প। এক শিশি ।৵০ আনা মাত্র, মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান—এ, সি, চাটার্জ্জী এণ্ড ব্রাদার্স।

৮৪নং ইটকাটি লেন, মাণিকতলা, কলিকাতা।

সকল মনিহারী দোকানে ও বড় বড় ডাক্তারখানায় পাওয়া যায়।

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

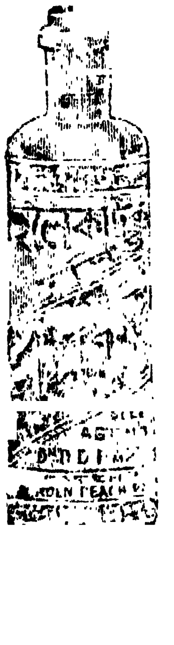

বাস্তবিক অদ্যাপি প্রকৃত মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য, তথাপি যাঁহারা নানাবিধ অনিয়মিত ভাবে জীবনীশক্তি নষ্ট করিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া বাঁচিয়া আছেন এবং নানা প্রকার মেহ, প্রমেহ, ধাতুদৌর্ব্বল্য, স্নায়বিক দুর্ব্বলতা, শুক্রমেহ, দুঃস্বপ্ন, পারদ-সংক্রান্ত পীড়া, অর্শ এবং স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে যাহারা বাধক, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, কাকবন্ধ্যা, শ্বেত ও রক্তপ্রদর, হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি রোগে ভুগিয়া জীবনে নিরাশ হইয়াছেন তাঁহারা আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটার্স সাহেবের আবিষ্কৃত **ইলেক্ট্রিক মেডিসিন** ব্যবহার করিয়া বাঁচিতে পারেন, তাহার শত শত প্রমাণ প্রতি বৎসরেই পাওয়া যাইতেছে। যাঁহারা অন্যান্য বহুবিধ ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরোগ্য হইতে পারেন নাই, তাঁহারা একবার এই ঔষধটি ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক মাসের ব্যবহারোপযোগী এক শিশি ঔষধ ডাকমাশুল সহ ১।০ টাকা মাত্র।

সোল এজেণ্ট—ডাঃ ডি, ডি, হাজরা।

ফতেপুর, গার্ডেনরিচ পোঃ, কলিকাতা।

ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

অধ্যক্ষ

শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম.এ., এফ.সি.এস (লণ্ডন)

ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক

(প্রোফেসার)

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ বিশুদ্ধ ও শাস্ত্রমতে নিজ তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হয়। পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ক্যাটালগ পাঠান হয়। রোগের বিবরণ জানাইলে যত্নপূর্ব্বক ব্যবস্থা দেওয়া হয়। চিঠি পত্রাদি সম্পূর্ণরূপে গোপন রাখা হয়।

মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দুর)

(বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৪৲ টাকা

উৎকৃষ্ট স্বর্ণ, পারদ ও আমলাসার গন্ধক দ্বারা যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। নিত্য প্রয়োজনীয় সর্ব্বরোগনাশক মহৌষধ।

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৩৲ টাকা

উৎকৃষ্ট কাশীর আমলকী, বংশলোচন প্রভৃতি যাবতীয় উপাদানে পূর্ণ মাত্রায় যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। কফ, কাস, সর্দ্দি, যক্ষ্মা, ক্ষয়রোগ, হৃদরোগ প্রভৃতি রোগের মহৌষধ। সকলপ্রকার দুর্ব্বলতা নাশক অতিশয় পুষ্টিকর মহৌষধ বা খাদ্য বিশেষ।

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬৲ টাকা

ইহা সেবনে ধাতুদৌর্ব্বল্য, শুক্রহীনতা, স্বপ্নদোষ, প্রমেহ ও ধ্বজভঙ্গ সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায়। ইহা অপরিসীম আনন্দদায়ক রসায়ন

অবলাবান্ধব যোগ

প্রদর, বাধক প্রভৃতি জরায়ুদোষ ও যোনিগত দুরারোগ্য রোগের মহৌষধ

মূল্য—১৬ মাত্রা ২৲ টাকা। ৫০ মাত্রা ৫৲ টাকা মাত্র

বিশুদ্ধ জল! ভয় নাই! বিশুদ্ধ জল!!

লক্ষ্মী টিউব-ওয়েল কোং

২০৫নং নবাবপুর, ঢাকা

বর্ত্তমান-যুগের নব আবিষ্কৃত যন্ত্রপাতিদ্বারা উন্নত বৈজ্ঞানিক-প্রণালীতে নলকূপ (*Tube-well*) নির্ম্মাণ করা হয়। গভর্ণর লাট বাহাদুর, প্রাইভেট সেক্রেটারী, ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট, ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের চেয়ারম্যান, হাকিম, জমিদার, তালুকদার প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত ভদ্রমহোদয়গণ এই কোম্পানীর কার্য্য দেখিয়া প্রশংসা করিয়াছেন। রাসায়নিক পরীক্ষায় জল বিশুদ্ধ না হইলে মূল্য গৃহীত হয় না। বিস্তৃত বিবরণের জন্য পত্র লিখুন।

বৃত্তিসহ সমগ্র

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

ভিক্ষা ২৲ টাকা। শিক্ষার্থী ছাত্রের পক্ষে ১।০ দেড়টাকা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীপরবিদ্যাপীঠ, শ্রীগৌড়পুর

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

মনোমোহন প্রেস

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা

পূর্ব্ব-বাঙ্গালায় সুলভে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত
বৈদ্যুতিক মেশিনে দিবারাত্র কাজ চলিতেছে
বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা।

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ কার্য্যালয় হইতে শ্রীবিনোদবিহারী গোস্বামী দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত

স্থানীয় সংস্করণ

Registered No. [illegible]

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহ

[illegible] সর্ব্বত্র মঙ্গল-প্রচারক নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র।

৪র্থ খণ্ড] সম্পাদক—প্রত্নবিদ্যালঙ্কার শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী [২২৩ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্য মঠ শ্রীধাম মায়াপুর ১১ই অগ্রহায়ণ, বুধবার ১৩৩৬, ২৭শে নভেম্বর ১৯২৯

বিজ্ঞাপনের হার

প্রতিবারে

প্রতি লাইন ১০

প্রতি কলম ৬৲

অর্দ্ধ কলম ৩॥০

সিকি কলম ২৲

চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থাবলী

১। [illegible]

২। [illegible]

৩। [illegible]

৪। [illegible]

৫। [illegible]

৬। [illegible]

৭। [illegible]

৮। [illegible]

৯। [illegible]

১০। [illegible]

১১। [illegible]

১২। [illegible]

১৩। [illegible]

১৪। [illegible]

১৫। [illegible]

১৬। – ৩০। [illegible]

এতদ্ব্যতীত বৈষ্ণব গ্রন্থের কয়েকখানি ইংরাজি অনুবাদ হইয়াছে। পত্র লিখিলে তালিকা পাঠান হয়।

প্রাপ্তিস্থান :—

শ্রীচৈতন্য মঠ, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

২। শ্রীগৌড়ীয় মঠ— [illegible]

৩। শ্রীব্রজগৌড়ীয় মঠ [illegible]

৪। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ— [illegible]

৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ [illegible]

৬। শ্রীসনাতনগৌড়ীয় মঠ [illegible]

৭। শ্রীগৌড়ীয় মঠ [illegible]

৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ [illegible]

৯। শ্রীভাগবত প্রেস [illegible]

১০। শ্রীএকায়ন মঠ [illegible]

জাগতিক সংবাদ-সংগ্রহ

নদীয়ায় গভর্ণর বাহাদুর

শুনা যাইতেছে, আগামী ৬ই ডিসেম্বর বঙ্গদেশের মহামান্য গভর্ণর বাহাদুর হিজ্ এক্সেলেন্সী সার ষ্ট্যান্লি জ্যাক্সন মহোদয় কৃষ্ণনগরে শুভাগমন করিবেন। ইতিমধ্যেই তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য যথাযোগ্য আয়োজন চলিতেছে।

রুষ চীনের যুদ্ধ

রুশিয়া হইতে সংবাদ যে, চীনারা কয়-বাজা আক্রমণ করিয়াছিল, কিন্তু পরাস্ত হইয়া পলাইয়াছে। রুষেরা চীনাদের পর ভিতর পর্যন্ত তাহাদিগে অনুধাবন করিয়াছিল। ৮০০০ চীনা সৈন্যকে নিরস্ত্র করা হয়। ১০,০০০ রাইফেল, কামান, গুলি, বারুদ প্রভৃতি রুষেরা কাড়িয়া লইয়াছে।

স্কাউট আন্দোলন

গত আগষ্ট মাসে বিলাতে বারকেনহেড নামক স্থানে এরো পার্কে সমস্ত পৃথিবীর স্কাউটদের এক আনন্দ-সম্মিলনী হয়। তাহাতে বয় স্কাউটস্ এসোসিয়েসনের ১০০০০ পাউণ্ড লাভ হইয়াছে।

সাকলাত ওয়ালার সমস্যা

মিঃ সাকলাত ওয়ালা স্বনামধন্য ভারতবাসী। তিনি লণ্ডন কংগ্রেস-কমিটির সদস্য স্বরূপে লাহোর কংগ্রেসে যোগদান করিতে চান। কিন্তু তাঁহাকে বিলাত হইতে ভারতে ফিরিবার অনুমতি দেওয়া হয় নাই। সেইজন্য লাহোর জাতীয় কংগ্রেস হইতে বিলাতের ভারত-সচিবকে অনুরোধ করা হইয়াছে, যাহাতে মিঃ সাকলাত ওয়ালাকে ভারতে আসিতে দেওয়া হয়।

বিলাতের সংবাদপত্র ও ভারতবাসী

পূর্ব্ব আফ্রিকার ভারত-প্রবাসীদিগের দাবি বিলাতের লোকদিগের নিকট জানাইবার জন্য পণ্ডিত হৃদয়নাথ কুঞ্জরু বিলাত গিয়াছেন। সেখানে টাইমস নামক সংবাদপত্রের সম্পাদকের নিকট একটী পত্র টাইমসে ছাপাইবার জন্য দেন। সম্পাদক মহাশয় সেটী ছাপিবার স্থান পাইলেন না। [পাঠকগণ বোধ হয় অবগত আছেন যে, পূর্ব্ব আফ্রিকায় অনেক ভারতীয় আছেন, তাঁহারা আইন এবং শাসন সম্বন্ধে সমান অধিকার চান, যাহা তাঁহারা ... চেষ্টা করিলেও বিলাতের ... এই সমস্ত ব্যাপার জন্য ... একটী কমিশন বসিল-

প্রদর্শনী সংবাদ-লিপি

(বুলেটিন্)

প্রদর্শনীর সম্বন্ধে প্রাত্যহিক জ্ঞাতব্য বিষয়, বিশেষ বিধি, বিবরণ, কর্ত্তব্য ও দ্রষ্টব্য ব্যাপারসমূহ প্রত্যহ নদীয়া-জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ সংবাদ-পত্রে প্রকাশিত হইবে।

যাবতীয় জ্ঞাতব্য বিষয়ের জন্য প্রদর্শনী সম্পাদকের নিকট পত্র লিখুন—

শ্রীব্রজবিহারী-বিদ্যাভূষণ
শ্রীধামমায়াপুর নবদ্বীপ-প্রদর্শনীর
সম্পাদক
পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, (নদীয়া)

সাহেব খালাস

ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের বিচারে, এম মারে নামক এক ব্যক্তি—অবশ্য সাহেব—খালাস পাইয়াছে। ৩ জন ইউরোপীয় এবং ১ জন ভারতীয় জুরিতে বসেন। অভিযোগ এই যে, সাহেব মদ খাইয়া অসাবধানে মোটর চালাইতেছিল এবং একজন ভারতবাসী সাইকেল চালককে ধাক্কা দিয়া ফেলিয়া আঘাত করে।

রুক্ত খানি
রুষিয়া ও জার্ম্মাণ প্রবাসী

রুষিয়া দেশে ... জার্ম্মাণ প্রবাসী আছেন। তাঁহারা সে দেশের শাসকদিগের উপর অসন্তুষ্ট হওয়ায় জার্ম্মাণী অথবা কানাডায় চলিয়া যাইতে চান। রুষ সরকার হইতে ঐ সকল জার্ম্মাণকে সাইবেরিয়ায় চালান দিবার প্রস্তাব হয়। ইহাতে ঐ সকল জার্ম্মাণ-প্রবাসী দাঙ্গা-হাঙ্গামা করেন এবং মস্কো সহরের নিকটবর্ত্তী দুইটা কারখানা ভাঙ্গিয়া ফেলেন। অবশেষে রুষ-গবর্ণমেণ্ট মত করেন যে, জার্ম্মাণ-প্রবাসীদিগের ইচ্ছা-মত তাঁহাদিগকে চলিয়া যাইতে দেওয়া হইবে।

কংগ্রেসে পদ ত্যাগ

মিঃ এস, শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার কংগ্রেসের ভূতপূর্ব্ব প্রেসিডেণ্ট। তিনি কার্য্যকারী সমিতির সদস্য-পদ ত্যাগ করিয়াছেন, কারণ কার্য্যকরী সমিতি দিল্লীর ফতোয়া সমর্থন করায় কলিকাতা কংগ্রেসের মীমাংসার বিরুদ্ধে কার্য্য করা হইয়াছে।

বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস-কমিটির নির্ব্বাচিত ভাইস প্রেসিডেণ্ট মিঃ ... চক্রবর্ত্তী, এম, এল, সি ঐ পদ গ্রহণ করিলেন না। তিনি বলেন "যখন ... জীবন দলাদলি চলিতেছে, ... ঐ পদে অধিষ্ঠিত থাকা উচিত নয়।"

জেল ক্লাইন

রাজবন্দীগণ অধিকাংশই শিক্ষিত এবং সম্ভ্রান্ত-বংশীয়। তাঁহাদিগের সম্বন্ধে কিরূপ ব্যবহার করা, তাঁহাদিগকে কিরূপ খাদ্য দেওয়া আবশ্যক এই সমস্ত বিষয় বিচার-জন্য সার জেম্স্ কোর হোম মেম্বর প্রাদেশিক শাসন-বিভাগের হোম-মেম্বরদিগকে আহ্বান করিয়াছেন শুনা যায়। বোধ হয় আগামী ৮ই ও ৯ই ডিসেম্বর তারিখে দিল্লীতে বৈঠক বসিবে।

১জন পুরুষ ও ৯জন বালিকা খুন

ডাসেলডর্ফ সহরের নির্জ্জন উপকণ্ঠে একটী একটী করিয়া ১০জন খুন হইয়াছে। পুলিশ এযাবৎ কিছুই করিতে পারে নাই। অবশেষে ওয়াল ডেমার ষ্টোলম নামক একজন মজুর ধৃত হইয়াছে। রাত্রিতে সাইকেলে ভ্রমণ তাহার অভ্যাসগত। যখন তাহাকে ধরা হয়, তখন সে বলে, 'ডাসেলডর্ফের খুনের জন্য কি আমাকে ধরিতেছেন?' সে স্ত্রীলোকের পোষাক পরিতে ভালবাসে।

দ্যূতং

বঙ্গবাণী বলিতেছেন,—জুয়াখেলা সম্বন্ধে মফঃস্বলের অধিবাসীদের আপত্তির অন্ত নাই অথচ আশ্চর্য্যের বিষয়, অধিকাংশ স্থানের কর্ত্তৃপক্ষ এ আপত্তির প্রতি কর্ণপাত করা প্রয়োজন মনে করেন না। কিছুদিন পূর্ব্বে রংপুর জেলার কোনও কোনও স্থানের অধিবাসিবৃন্দ হাটে ও মেলায় জুয়াখেলা বন্ধ করিবার জন্য আন্দোলন করেন এবং তাহা সরকারী কর্ম্মচারিগণের সহযোগিতায় সাফল্য মণ্ডিত হয়। গতকল্য অনেক পত্র-প্রেরক নৈহাটী বাজারে জুয়া খেলা সম্বন্ধে যে অভিযোগ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা সকলেরই প্রণিধান-যোগ্য। সাধারণতঃ শীতকালে বাঙ্গালার বিভিন্ন স্থানে মেলার অধিবেশন হয় এবং এই সকল স্থানে জুয়া খেলা এবং অন্যান্য প্রকার দুর্নীতিমূলক আমোদের প্রচুর আয়োজন হয়, তাহাতে যে দরিদ্র গ্রামবাসীদের কিরূপ ক্ষতি হয় তাহা উপলব্ধি করিয়া স্থানীয় সমাজ-সেবক ও সরকারী কর্ম্মচারিবৃন্দ যদি ইহা নিবারণকল্পে অবহিত হন, তাহা হইলে গ্রামবাসীর স্বাস্থ্য, অর্থ ও নৈতিক অধঃপতন অনেকাংশে নিবারিত হইতে পারে।

বিলাতে বন্যা

বিলাতের ওয়েল্স দেশে ভীষণ বন্যা হওয়ায় রেল লাইন ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। অনেক লোক ছাদের উপর আশ্রয় লইয়া চুপ করিয়া বসিয়া আছেন। কারখানা, তাম্রখনি প্রভৃতি সমস্ত ডুবিয়া কার্য্য বন্ধ হইয়াছে।

টিন সমস্যা

কঙ্গো হইতে সংবাদ যে, দ্বীপবাসীরা এক জলমগ্ন জাহাজ হইতে প্রায় তিন হাজার মণ টিন তুলিয়াছে। একমাত্র দড়ি ভিন্ন অন্য কোন যন্ত্রের সাহায্য না লইয়া তাহারা এই কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছে, সেই টিনের মালিক তাহাদিগকে টিন ছাড়িয়া দিতে বলায় তাহারা পারিশ্রমিক দাবি করিতেছে। ৮০ টন টিন সরাইবার চেষ্টা হয় কিন্তু সময়ে সংবাদ পাইয়া কর্ত্তৃপক্ষ সে চেষ্টা বিফল করেন।

বোম্বায় ট্রেণ আটক

বেলগেড হইতে সংবাদ—বোমার সাহায্যে সেখানকার লাইন চুরমার করিয়া কে বা কাহারা ওরিয়েণ্ট এক্স্প্রেস গাড়ী থামাইয়াছে। এঞ্জিনটী পরবর্ত্তী ষ্টেশনে লইয়া যাওয়া হয়। গাড়ী মাঠের মধ্যে পড়িয়া থাকে। প্রায় ৪০ মিনিট পরে এঞ্জিন ফিরিয়া আসিয়া গাড়ী লইয়া যায়। সেখানে আরও কয়েকটী বোমা পড়িয়া থাকিতে দেখা যায়।

মিশর-সংবাদ

মিশরে গত বৎসর জুলাই মাসে এক শাসকতন্ত্র স্থাপিত হয়। বর্ত্তমান নবেম্বর মাসের প্রথমেই রাজাজ্ঞায় তাহার অবসান হয়। আগামী ২১শে ডিসেম্বর তারিখে চেম্বার অব্ ডেপুটিস্ এর সভ্যনির্ব্বাচন হইবে। সেনেট পূর্ব্বে যেমন ছিল তেমনি হইবে। আগামী ১১ই জানুয়ারি তারিখে পার্লামেণ্ট বসিবে। প্রত্যেক ৬০,০০০ লোকে একজন ডেপুটী বা প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত করিবে। পূর্ব্বে ২১৪ জন ছিল এবার ২৩৫ জন প্রতিনিধি হইবেন।

বিজ্ঞাপন

সাধারণের হিতার্থে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, কলিকাতার ২১৪নং বহুবাজার ষ্ট্রীটস্থ "বৈদ্যশাস্ত্রী" মহোদয়ের রাচন্ত মানদের দ্রব্য না হইতে পারে তাহার পথ্য ইত্যাদি সম্বলিত "কামশাস্ত্র" গ্রন্থখানি এখনও যিনি পাঠ করেন নাই, তিনি অচিরে ঐ ঠিকানায় আবেদন করত বিনামূল্যে প্রাপ্ত হউন। উহা পাঠে উপকৃত হইয়া ১৫০০০ হাজার লোক কৃতজ্ঞ হইয়াছেন। পড়িলেই সত্যতা উপলব্ধি হইবে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১১ই অগ্রহায়ণ বুধবার—১৩৩৬

কৌতূহল

"বকো আর ঝকো, আমি কাণে দিয়াছি তুলো। মার আর ধর, আমি পিঠে বেঁধেছি কুলো"—এই বাক্যটী দেখিতেছি পদে পদে ব্যবহৃত হইতে পারে। মানুষ না বুঝিয়া অনেক অন্যায় কার্য্য করে, বুঝিতে পারিলে অন্যায় ছাড়িয়া ন্যায়ের পক্ষপাতী হয়।

শাস্ত্রে বিপ্রলিপ্সা নামক একটী দোষ জীব-স্বভাবে উল্লিখিত হইয়াছে। বিপ্রলিপ্সা শব্দের অর্থ,—বঞ্চনেচ্ছা। জীব যেকালে আত্ম-বঞ্চক হয়, সে কালে সে অপরের উপকার না করিয়া অপকারই করিয়া থাকে। কয়েক দিনের জন্য অস্থায়ীভাবে থাকিতে আসিয়া এই বিশ্বে যদি কেহ বঞ্চনাকেই আশ্রয় করে, তবে তাহাকে বুদ্ধিমান বলিতে পারা যায় কি?

কাল বিচারে কলিকাল, কাল-রাজ কেননা, অন্যান্য যুগে কৃচ্ছ্র সাধনালব্ধ সাধ্য ভগবান্, কলিকালে অনায়াস-লভ্য। অন্যান্য যুগে উত্তম শ্লোক ভগবানের যে নাম গ্রহণ করিয়া জীবকুল বিমুক্ত লাভ করিয়াছিলেন, সর্ব্বযুগসার কলিযুগে যুগ পাবনাবতারী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ভগবান স্বয়ং নিজনাম কীর্ত্তন করিয়া নিজেই নিজের নাম-মাহাত্ম্য প্রচার করিয়াছেন।

দ্বাপরান্তে শ্রীকৃষ্ণ-ভগবানের অন্তর্দ্ধানের পর শ্রীমদ্ভাগবতই পুরাণার্করূপে কলি-তমোনাশ করিয়া নষ্টচক্ষু জনগণের নিকট সমুজ্জ্বল ভাবে চক্ষুদাতারূপে উদিত। অনর্থ-বর্দ্ধন কলিকালে স্বল্পায়ু, জ্ঞান-বুদ্ধিহীন কলিহত জনগণের ভাগবত-ধর্ম্মই একমাত্র আশ্রয়ণীয়। অন্যান্য পুরাণে ভগবানের কথা উল্লিখিত থাকিলেও শ্রীমদ্ভাগবতে পরম মাধুর্য্যময় ভগবানের নাম-রূপ-গুণ-লীলার কথা যাহা চরমে যেরূপ সুস্পষ্টভাবে পরিগীত হইয়াছে, তাহা অনুগত বুদ্ধিতে বিচার করিলে তার্কিক অন্যান্য বিচার অবিচারেই পরিণত হয়। এইজন্য ভক্তভাবাশ্রিতকারী ভগবান্ চৈতন্যদেব স্বয়ং ভাগবত-মহিমা প্রচার করিয়াছেন।

শ্রীমদ্ভাগবত সাক্ষাৎ শ্রীভগবত্তনু। সুতরাং শ্রীমদ্ভাগবত অদ্বিতীয় আরাধ্য। আরাধ্য-বস্তুকে আরাধনা করাই আরাধকের নিত্য-ধর্ম্ম। যদি কেহ সেই আরাধনায় ভগবৎ প্রীতি সন্ধান না করিয়া নিজের দেহ ও মনের সন্তোষ অনুসন্ধান করেন, তবে তাঁহার গতি কি হয়? অ চার-নামধারী অনাচারিগণ, আরাধ্য শ্রীমদ্ভাগবতকে লইয়া যেরূপ স্ত্রীপুত্র প্রতিপালনের জন্য ব্যবসায় খুলিয়াছেন, তাহা চিন্তা করিলে শরীর শিহরিয়া উঠে, আর মনে হয় কলিকালে সকলই সম্ভবে।

নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহকগণ বোধ হয় কিছুদিন পূর্ব্বে সহর নবদ্বীপে এক পাঠকের পরিচয় পাইয়াছেন। ইনি এক মাসকাল দামোদর-ব্রতোপলক্ষে স্ত্রীপুত্রাদির মমতাবদ্ধ হইয়া পুণ্যকামী ঢাকা-সহর-বাসীর নিকট অর্থ বিনিময়ে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করিয়াছেন। এখন দামোদর ব্রত শেষ হইয়াছে। ব্রতপালনকারী গৃহস্থগণ নির্বিবাদে এক মাস কাল সদাচার পালন করিয়া পুনরায় পূর্ব্বের আচারে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। এখন মঙ্গল আরতি ও সন্ধ্যা আরতি দর্শন করিবার জন্য শ্রীমন্দিরে আর লোক-সমাগম হয় না। গলিতে গলিতে পাঠ হয় না, শীতের আগমনে সকলেই জড়তা প্রাপ্ত হইয়া নিদ্রাদেবীর আরাধনায় ব্যস্ত আছেন। ভাগবত-পাঠকগণও পাঠের দক্ষিণা,—অর্থ, বস্ত্র, অলঙ্কার, চাউল, ঘৃত, তরকারি ইত্যাদি পাইয়া স্নেহাদর্শ পুত্র কন্যা ও তাহাদিগের গর্ভধারিণীর নিকট ফিরিয়া গিয়াছেন। তবে বড় পাঠক মহাশয়ের ব্যবসায় মন্দা পড়ে নাই। শুনা গেল মুন্সীগঞ্জ মহকুমার মীরকাদিম গ্রামের অনৈক পাল মহাশয় একটী বড় মোকদ্দমায় জয়লাভ করিয়াছেন। তাঁহার মানসিক সূত্রে এক মাস কাল শ্রীমদ্ভাগবত আদি হইতে অন্ত্য পর্য্যন্ত পাঠ করাইবেন। পারিশ্রমিক,—পঞ্চ শত মুদ্রা। ভাড়াটীয়া পাঠক মহাশয় ঐ টাকায় ভাড়া খাটিতে রাজি হইয়াছেন। অধিকন্তু স্বীয় জ্যেষ্ঠ পুত্রকে ভজনের স্বরূপে ষষ্টি-সংখ্যক মুদ্রায় অর্থাৎ প্রত্যহ দুই টাকা রোজে কার্য্যে প্রবৃত্ত করাইয়াছেন। এই কার্য্যে পিতা পুত্রের ভগবদ্ভজন বৃদ্ধি না হইয়া মায়ার ভজনেই উন্নতি-লাভ হইতেছে।

বড় কৌতূহলেরই বিষয় বটে।

বৃন্দাবনের পত্র

প্রশ্ন

শ্রীযুক্ত নদীয়া-প্রকাশের সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু—

সবিনয় আমার নিবেদন এই যে, নিম্নলিখিত প্রশ্ন কয়টী 'নদীয়া-প্রকাশে' প্রকাশ করিয়া বাধিত করিবেন।

১। কোন্ শাস্ত্রানুসারে গত ১৬ই কার্ত্তিক শনিবার অন্নকূট ও শ্রীগোবর্দ্ধন পূজা আপনারা করিয়াছেন ও ব্যবস্থা দিয়াছেন, তাহা আপনার দৈনিক-নদীয়া-প্রকাশে প্রকাশ করিয়া আমাদের সন্দেহ দূর করিবেন কি?

২। বৃন্দাবনে কেহ কেহ ১৫ই কার্ত্তিক, কেহ কেহ ১৬ই কার্ত্তিক অন্নকূট ও শ্রীগোবর্দ্ধন-পূজা করিয়াছেন। এই উভয় দিনের মধ্যে কোন দিন শ্রীহরিভক্তিবিলাসের মতে এবং কোন দিন অন্য শাস্ত্রমতে হইয়াছে, তাহা আপনার কাগজে প্রকাশ করিতে পারেন কি?

৩। ১৬ই কার্ত্তিক চন্দ্র উদয়ের সম্ভাবনা ছিল কি?

৪। পরদিন চন্দ্র উদয়ের অভাব সত্ত্বেও অমাবস্যাদিতে শ্রীগোবর্দ্ধন-পূজাদি হইতে পারে কি?

৫। উক্ত দুই পক্ষের মধ্যে কাহারা শ্রীহরিভক্তিবিলাসের প্রকৃত মত বুঝিতে অসমর্থ হইয়াছেন, তাহা আমরা জানিতে পারিব কি?

মহাশয় সাদুনয় প্রার্থনা করি যে, আমার এই প্রশ্ন পাঁচটীর সদুত্তর প্রদান করিয়া বাধিত করিবেন। ইতি

নিবেদক
শ্রীগোপালচন্দ্র শর্ম্মা
বৃন্দাবন, মথুরা ২৬শে কার্ত্তিক, ১৩৩৬

উত্তর

হরিভক্তিবিলাসোদ্ধৃত শাস্ত্র-বচন হইতে জানা যায় যে, গোবর্দ্ধন পূজার দিন নির্ণয়ে প্রাতে শুক্লপ্রতিপদ্ গ্রহণীয়। দ্বিতীয়াবিদ্ধ প্রতিপদ্ পরিহার করিয়া অমাবস্যাযুক্ত প্রতিপদেই প্রাতে গোবর্দ্ধন-পূজা বিহিত। দ্বিতীয়া-বিদ্ধ কার্ত্তিক-শুক্ল-প্রতিপদ্ নির্ণয়ে শাস্ত্র বলেন, অপরাহ্নকালে দ্বিতীয়া তিথি পাইলে রবি হইতে চন্দ্রের পার্থক্য দ্বাদশ অংশের অধিক হয়। দ্বাদশ অংশের অধিক হইলেই চন্দ্র দর্শনের সম্ভাবনা আছে। এ ক্ষেত্রে শ্রীনবদ্বীপ প্রদেশের গণিত অঙ্ক হইতে প্রতিপদের অন্তকাল সূর্য্যাস্তের পরে নির্ণীত হওয়ায় অপরাহ্নে দ্বিতীয়ার বেধ ঘটে নাই। অর্থাৎ দিবাভাগে অপরাহ্নে সূর্য্যাস্তের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত রবিচন্দ্রের পার্থক্য দ্বাদশাংশের পরিমিত ছিল। সুতরাং রবিকর-লুপ্ত চন্দ্রদর্শন শ্রীনবদ্বীপে শাস্ত্রানুসারে অসম্ভব হইয়াছিল। অতএব ১৬ই কার্ত্তিক গৌড়দেশের নিয়ম গোবর্দ্ধন-পূজা সিদ্ধ। সূর্য্য-সিদ্ধান্তের করণগ্রন্থ সিদ্ধান্ত-রহস্য। সিদ্ধান্তরহস্যের নির্দ্দিষ্ট বীজ এবং পাঠান্তর দেশান্তরের উপর যে রবিচন্দ্র স্পষ্ট সাধিত হয়, তাহার গণনা অনুমোদন করিলে গৌড়দেশে ১৬ই কার্ত্তিকে গোবর্দ্ধনপূজা হরিভক্তিবিলাস-সম্মত হয়। গ্রহলাঘব ও মকরন্দ সারিণী-মতে ব্রহ্মসিদ্ধান্ত হইতে যে স্পষ্ট সাধিত হয় এবং যেরূপ বীজ সংস্কার করিবার প্রথা দেশভেদে প্রচলিত আছে, তাহাদের গণনামতে যদি দেশে অপরাহ্নে দ্বিতীয়া পাওয়া গিয়া থাকে, তাহা হইলে পূর্ব্ব দিবস হরিভক্তিবিলাসের মতে গোবর্দ্ধন পূজা হইতে পারিবে। বর্ত্তমান মতভেদ গণনার পার্থক্যানুসারে ঘটিয়াছে; স্মৃতি বিচারের পার্থক্যানুসারে ঘটে নাই, বুঝিতে হইবে।

১। হরিভক্তিবিলাসোদ্ধৃত বচন-গুলা অনুসারে ব্যবস্থা প্রদত্ত হইয়াছে।

২। গৌড়দেশের গণনা-প্রণালী সূর্য্য-সিদ্ধান্ত-রহস্যের সংস্কৃত বীজে দেশান্তর-ভেদে গণিত হয়। বৃন্দাবনের পঞ্জিকায় মকরন্দ, রামবিনোদাদি সারিণী, গ্রহলাঘব, ব্রহ্মসিদ্ধান্ত গ্রন্থানুসারে বিভিন্ন বীজ-সংস্কৃত ও দেশান্তর-ভেদে তিথি-গণনায় পার্থক্য আছে। গণনা অবলম্বন করিয়া হরিভক্তিবিলাসোদ্ধৃত বচন-দ্বারাই ব্যবস্থা প্রদত্ত হইতে পারে। ব্যবস্থা-দাতা বৃন্দাবনের কোন পঞ্জিকা তিথি গ্রহণ করিয়াছেন, তিথি কতক্ষণ ছিল, তন্মধ্যে সূর্য্যাস্ত বা কখন হইয়াছে প্রভৃতি সংগ্রহ করিলে এই সকল কথা স্পষ্ট ভাবে জানিতে পারিবেন।

৩। ১৬ই কার্ত্তিক কোন কোন স্থানে দৃশ্য চন্দ্রোদয়ের সম্ভাবনা আছে, তাহা পৃথগ্‌ভাবে নির্দ্দেশ্য। শাস্ত্রানুসারে সূর্য্য হইতে দ্বাদশাংশের অধিক হইলেই চন্দ্র দৃশ্য হইবে অর্থাৎ দ্বিতীয়া পাইলেই চন্দ্র দেখা যাইবে—একরূপ উপদেশ আছে। রবিচন্দ্রের স্পষ্টদ্বয়ের পার্থক্যে প্রত্যেক দ্বাদশাংশে এক এক তিথির অবস্থান। দ্বাদশ অংশ রবিকর-লুপ্ত থাকে বলিয়া মানব-দৃষ্টির অগোচর—ইহাই প্রসিদ্ধ ও শাস্ত্রের উপদেশ।

৪। হরিভক্তিবিলাসোদ্ধৃত শাস্ত্র-বচনের দ্বারা চন্দ্রদর্শনাভাবে পূর্ব্ব দিবস প্রাতে গোবর্দ্ধন-পূজা হইতে পারে না।

৫। উভয় পক্ষই হরিভক্তিবিলাস আশ্রয় করিয়া গণনা-ভেদে মতভেদ করিতে পারেন।

ধর্ম্ম-বিজ্ঞান

শ্রীযুক্ত সত্যরঞ্জন সেন এম, এ কর্ত্তৃক সংগৃহীত।

অধিকার—জীবের যেরূপ বুদ্ধি অবস্থা, শাস্ত্রে তাহার প্রতি সেইরূপ বিধান, ইহার নাম অধিকার।

বৈধ ধর্ম্ম ও বৈধী প্রবৃত্তি—অধিকার বিবিধ প্রকার। অধিকারানুসারে অনন্ত, তথাপি [illegible] অধিকার প্রধান লক্ষণ অনুসারে [illegible] বিভক্ত হইয়াছে অর্থাৎ কর্ম্মাধিকার, জ্ঞানাধিকার, প্রেমাধিকার। বেদ শাস্ত্রে এই প্রকার

[illegible] নির্দিষ্ট আছে। বেদ, বিধি [illegible] এই [illegible] অধিকারের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্ণয় করিয়াছেন, যাহারা নির্দ্দিষ্ট ধর্ম্মের নাম বৈধ ধর্ম্ম। জীব যে প্রবৃত্তি-ক্রমে ঐ ধর্ম্ম গ্রহণ করে, সেই প্রবৃত্তির নাম বৈধী প্রবৃত্তি।

কর্ম্ম—জীবন ধারণ পূর্ব্বক শরীর ও মনের দ্বারা যাহা করা যায়, তাহাই [illegible]

পাপ বা বিকর্ম্ম—কর্ম্ম দুই প্রকার, শুভ ও অশুভ। শুভ কর্ম্ম দ্বারা জীবের শুভ ফল হয়। অশুভ কর্ম্ম দ্বারা জীবের অশুভ ফল হয়। অশুভ কর্ম্মকে পাপ বা বিকর্ম্ম বলে।

অকর্ম্ম—শুভ কর্ম্মের অকরণকে অকর্ম্ম বলে।

নিত্য কর্ম্ম—শরীর, মন, সমাজ ও পরলোকের মঙ্গল-জনক কর্ম্মকে নিত্য কর্ম্ম বলে। নিত্য কর্ম্ম সকলেরই কর্ত্তব্য কর্ম্ম।

নৈমিত্তিক কর্ম্ম—যে সকল কর্ম্ম কোন নিমিত্তকে আশ্রয় করিয়া যখন যখন নিত্য কর্ম্মের ন্যায় করা হয়, তখন তাহাকে নৈমিত্তিক কর্ম্ম বলে।

সংসার—শ্রীকৃষ্ণ-বিমুখ শুদ্ধ চিন্ময় জীবের [illegible] হয়; কিন্তু যতদিন কৃষ্ণের বহির্ম্মুখ না হয়, ততদিন জড়সম্বন্ধ কেবল [illegible] থাকে। সেই [illegible] অবস্থায় মানব-বুদ্ধি স্বরূপতঃ [illegible] জড়ের বন্ধনে জড়ীভাব হয় নাই। বস্তুতঃ [illegible] শুদ্ধ জীবের [illegible] বৃত্তি [illegible]

[illegible] যে প্রকার, [illegible] মায়াপ্রকৃতি [illegible] যখন [illegible] অবস্থায় [illegible] প্রকৃতির অধীন হইয়া [illegible] পড়েন। জীবের পক্ষে এ অবস্থা বড়ই উপাদেয়। এই অবস্থা যে পর্যন্ত না হয়, সে পর্যন্ত মানববুদ্ধি [illegible] করে। [illegible] মায়িক [illegible] অনুরাগকে মূঢ় জীব স্বীয় অনুরাগ বলিয়া মনে করে। চিন্ময়ের বিশুদ্ধ অনুরাগ তখন [illegible] মায়িক 'আমি' ও 'আমার'—এই দুইটী বুদ্ধি গাঢ় রূপে কার্য্য করিতে থাকে, [illegible] 'আমি' ও 'আমার'—এই বুদ্ধিক্রমে এই জড়দেহের সুখসাধক [illegible] প্রীতি এবং সুখসাধক [illegible] প্রেম সংযোজক হইয়া থাকে, [illegible] বহির্ম্মুখ হইয়া মূঢ় জীব [illegible] লৌকিক, সামাজিক ও নৈতিক [illegible] প্রকাশ করতঃ [illegible] বিষয় [illegible] কামিনীকে অথবা [illegible] অধীন হইয়া পড়ে। ইহার নাম সংসার।

—জৈবধর্ম্ম [illegible] অঃ

মুনি বা স্থিতপ্রজ্ঞ—শারীরিক, মানসিক বা সামাজিক ক্লেশ উপস্থিত হইলেও যাঁহার মন উদ্বিগ্ন হয় না, অনুকূল বিষয়ে সুখ উপস্থিত হইলেও যাঁহার স্পৃহা হয় না এবং যিনি প্রাকৃত কার্য্যে অনুরাগ, ভয় ও ক্রোধ হইতে নির্মুক্ত, তিনিই স্থিতধী মুনি অর্থাৎ স্থিতপ্রজ্ঞ। (গীতা বিদ্বদ্রঞ্জন ভাষ্য ২য় অঃ)

পরব্রহ্ম—পরব্রহ্ম শব্দ দ্বারা কেবল নিত্য বিশেষযুক্ত শ্রীকৃষ্ণকেই বুঝিতে হইবে।

অধ্যাত্ম—'অধ্যাত্ম' শব্দ দ্বারা নির্ব্বিশেষ নিত্য স্বভাব ও বিশেষকে বুঝিতে হইবে না। সেই বিশেষ দ্বারা জড় সম্বন্ধ মধ্যে শুদ্ধ জীবকে লক্ষ্য করিবে।

বিসর্গ—ভূতগণ দ্বারা জীবের স্থূলদেহ নির্ম্মাণের নাম বিসর্গ। কর্ম্ম হইতে জন্মে, এইজন্য কর্ম্মকে ভূতোদ্ভবকর বিসর্গ বলিয়া জানিবে।

ক্ষর বা অধিভূত—নশ্বর পদার্থ-জনক ভাবকে ক্ষর ভাব বা অধিভূত বলা যায়।

অধিদৈব—অধিদৈব শব্দে সূর্য্যাদি দেবতা সমষ্টি বিরাট্-রূপ পুরুষকে বুঝিবে; অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ডাধিষ্ঠিত পুরুষকে জানিবে।

অধিযজ্ঞ—দেহীদিগের দেহস্থিত অন্তর্যামী পুরুষকে অধিযজ্ঞ বলা হয়। [illegible]

চাত্[illegible] [illegible]

কৃপণ—যো বা এতদক্ষরং গার্গ্যবিদিত্বাস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি স কৃপণঃ। (বৃঃ আঃ ৩।৮।১০)। অস্যার্থঃ—হে গার্গি, এই অক্ষরকে না জানিয়া যিনি এই লোক হইতে চলিয়া যান, সে ব্যক্তি অত্যন্ত দীন বা শূদ্র (কৃপণ)।

ব্রাহ্মণ—অথ য এতদক্ষরং গার্গি বিদিত্বাস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি স ব্রাহ্মণঃ। অস্যার্থঃ—আর যিনি এই অচ্যুত পুরুষকে জানিয়া এই সংসার হইতে প্রস্থান করেন, তিনি ব্রাহ্মণ।

মুমুক্ষু—জড়াতীত অবস্থার প্রার্থীকে মুমুক্ষু বলে। সংসারী লোক দুই প্রকার [illegible] বিবেক-শূন্য ও বিবেক-যুক্ত। কেহ কেহ বিবেকীকে বিরক্ত ও মুমুক্ষু বলেন। এস্থলে মুমুক্ষু শব্দে নির্ভেদ ব্রহ্মজ্ঞানীকে বুঝিতে হইবে না। যিনি সংসার জ্বালায় জ্বলিত হইয়া [illegible] চিত্তত্ত্ব অন্বেষণ করেন, তাঁহাকেই বেদ-শাস্ত্রে মুমুক্ষু বলেন।

গৃহস্থভক্ত—উপযুক্ত শারীরিক পারিবারিক বিবাহ [illegible] 'গৃহ' শব্দবাচ্য। সেই আশ্রমে যে ভক্ত থাকেন, তিনি গৃহস্থভক্ত।

বিষয়ী—মায়া-বদ্ধ জীব স্বীয় জড় দেহের পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় দ্বারা জড় বিষয়ে প্রবেশ করেন। এই পঞ্চদ্বার দিয়া জড় জগতে প্রবিষ্ট হইয়া তাহাতে আসক্ত হইয়া থাকেন। যত জড়ে আসক্ত হন, ততই স্বীয় প্রাণনাথ কৃষ্ণ হইতে দূরে যান। ইহার নাম বহির্ম্মুখ সংসার। এই সংসারে যাহারা মত্ত, তাহাদিগকে বিষয়ী বলে।

—জৈবধর্ম্ম ৭ম অঃ

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে বস্তুর ধর্ম্ম নিত্য ও নৈমিত্তিক। জগতে যত প্রকার ধর্ম্ম প্রচারিত হইয়াছে, সে সমুদায় ধর্ম্মকে তিন ভাগে বিভক্ত করিতে পারেন। নিত্য ধর্ম্ম, নৈমিত্তিক ধর্ম্ম ও অনিত্য ধর্ম্ম।

অনিত্য ধর্ম্ম। যে সকল ধর্ম্মে আত্মার নিত্যত্ব নাই ও ঈশ্বরের আলোচনা নাই, সে সকল ধর্ম্ম অনিত্য।

নৈমিত্তিক ধর্ম্ম। যে সকল ধর্ম্মে ঈশ্বর ও আত্মার নিত্যত্ব স্বীকার আছে, কিন্তু কেবল অনিত্য উপায়-দ্বারা ঈশ্বর-প্রসাদ লাভ করিতে চায়, সে সকল নৈমিত্তিক।

নিত্য ধর্ম্ম। যাহাতে বিমল প্রেম দ্বারা কৃষ্ণদাস্য লাভ করিবার যত্ন আছে, সেই সব ধর্ম্ম নিত্য। ভারতে যে বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচলিত আছে, তাহাই নিত্য ধর্ম্মের আদর্শ আবার আমাদের হৃদয়নাথ শচীনন্দন যে ধর্ম্ম জগৎকে শিক্ষা দিয়াছেন, তাহাই বৈষ্ণব ধর্ম্মের বিমল অবস্থা বলিয়া প্রেমানন্দী মহাজনগণ স্বীকার ও অবলম্বন করেন।

জৈবধর্ম্ম ২য় অঃ

গৃহস্থ জীবন

শ্রীচৈতন্যনিত্যানন্দ পার্ষদগণ আছেন, কেবল সময় কুলীনগ্রামবাসী রামানন্দ বসু ও সত্যরাজ খাঁন [illegible] শ্রীমন্মহাপ্রভুর পাদপদ্মে নিবেদন করিয়াছিলেন—

"গৃহস্থ বিষয়ী আমি কি মোর সাধনে।
শ্রীমুখে আজ্ঞা কর প্রভু নিবেদি চরণে॥"

ইহার উত্তরে শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিলেন—

"প্রভু কহেন কৃষ্ণসেবা, বৈষ্ণবসেবন।
নিরন্তর কর কৃষ্ণনাম সংকীর্ত্তন॥"

কৃষ্ণ সেবা, কার্ষ্ণ সেবা এবং নাম সংকীর্ত্তন জীবের নিঃশ্রেয়সলাভের একমাত্র উপায়, আবার ঐ তিনটি পৃথক অনুষ্ঠান হইলেও একতাৎ-পর্য্যপর অর্থাৎ কৃষ্ণসেবা করিলে কার্ষ্ণ সেবা ও নাম-সংকীর্ত্তন হয়, কার্ষ্ণ সেবা করিলে কৃষ্ণ-সেবা ও নাম সংকীর্ত্তন এবং নাম-সংকীর্ত্তন করিলে কৃষ্ণ ও কার্ষ্ণসেবা হয়। সাধুসঙ্গে শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত, শ্রীচৈতন্যভাগবত, শ্রীমদ্ভাগবত আলোচনা অথবা বক্তৃতা প্রদান, লেখক-লিখনাদি কার্য্যের দ্বারাও তাহাই হইয়া থাকে। সেবার বিভিন্নতা সত্ত্বেও। কিন্তু শ্রীবিগ্রহ-ব্যবসায়ী কৃষ্ণ-সেবক, মন্ত্রব্যবসায়ী ও প্রাকৃত সহজিয়া সম্প্রদায় নাম-সেবার, শ্রীমদ্ভাগবত-ব্যবসায়ী শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্র-ব্যাখ্যা, বক্তৃতা দান প্রভৃতি বিষয়াদির অভিনয় করিয়া থাকেন। তাঁহাদের সহিত রামানন্দ বসু ও তদনুগত গৃহস্থ ভক্তের পার্থক্য কি, তাহাই বর্ত্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়।

কৃষ্ণনাম, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদি বৈষ্ণব-গ্রন্থ, শ্রীবিগ্রহ এবং বৈষ্ণব—অধোক্ষজ বস্তু; অক্ষজোন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য নহেন। অতীন্দ্রিয় বস্তু প্রাকৃত দেহ মনের সেব্য নহেন। তবে উপায় কি? উপায় আছে, শ্রীভগবান স্বয়ং শ্রীমুখে ব্যক্ত করিয়াছেন—

শরণ লঞা করে কৃষ্ণে আত্মসমর্পণ।
কৃষ্ণ তারে করে তৎকালে আত্মসম॥
সেই দেহ করে তার চিদানন্দময়।
অপ্রাকৃত দেহে সেই শ্রীকৃষ্ণ ভজয়॥

শরণাগতি ছয়টী লক্ষণে লক্ষিত হয়,—

আনুকূল্যস্য সংকল্পঃ প্রাতিকূল্যস্য
বর্জ্জনম্।
রক্ষিষ্যতীতি বিশ্বাসো গোপ্তৃত্বে বরণং
তথা।
আত্মনিক্ষেপকার্পণ্যে ষড়্‌বিধা
শরণাগতিঃ॥

—(হঃ ভঃ বিঃ ১১।৪১৭)

—(১) ভক্তি-অনুকূল কার্য্যের স্বীকার এবং (২) ভক্তি প্রতিকূল কার্য্যত্যাগ, (৩) কৃষ্ণ একমাত্র রক্ষাকর্ত্তা ও (৪) পালন কর্ত্তা এইরূপ দৃঢ় বিশ্বাস, (৫) আত্ম-নিবেদন, (৬) দৈন্য—এই ছয়টি লক্ষণ অঙ্গাঙ্গীভাবে বর্ত্তমান। শ্রীপাদ জীব-গোস্বামি প্রভু ভক্তিসন্দর্ভে ২৩৬ সংখ্যায় বলিয়াছেন অঙ্গাঙ্গিভেদেন ষড়্‌বিধা, তত্র গোপ্তৃত্বে বরণমেবাঙ্গী, অন্যানি ত্বঙ্গানি তৎপরিকরত্বাৎ।

অঙ্গাঙ্গীভাবে ছয় প্রকার শরণাগতির মধ্যে কৃষ্ণকে একমাত্র পালনকর্ত্তা বলিয়া দৃঢ় বিশ্বাসই মুখ্য বা অঙ্গী, অপর পাঁচটি উহার পরিকর। শরণাগতই নাম-ভজন-রাজ্যে প্রবেশের দ্বার-স্বরূপ।

ভাব-ভক্তি-ভূমিকায় আরোহণ করিতে হইলে কয়েকটি সোপান ক্রমে ক্রমে অতিক্রম করিয়া যাইতে হয়। একলম্ফে সাধন ভজন না করিয়া একেবারে কেহ প্রেমিক বা রসিক [illegible] হয় না। শ্রদ্ধা, সাধুসঙ্গ, ভজন-ক্রিয়া, অনর্থ-নিবৃত্তি, নিষ্ঠা, রুচি, আসক্তি—এই কয়েকটী সোপান অতিক্রম করিয়া ভাব-রাজ্যে পৌঁছিতে হয়। শ্রদ্ধাই প্রথম সোপান। শ্রদ্ধা ভক্তির অঙ্গ না হইলেও শরণাগতি লক্ষণা ভক্ত্যুন্মুখী চিত্তবৃত্তি; শ্রদ্ধা শব্দের অর্থ শ্রৌত পথে কৃষ্ণকে একমাত্র রক্ষা-কর্ত্তা ও পালন-কর্ত্তা বলিয়া বিশ্বাস। অনেকে শুদ্ধ বৈষ্ণব-গুরুর পাদাশ্রয় গ্রহণ পূর্ব্বক শরণাগত হইয়া শ্রদ্ধার সহিত ভক্তির অঙ্গসমূহ

যজন করিবার পরিবর্ত্তে অনুকরণ-পন্থায় শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি ও অশ্রু পোমাঞ্চ পুলকাদি প্রদর্শন করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর—"যারে দেখ, তারে কহ কৃষ্ণ-উপদেশ। আমার আজ্ঞায় গুরু হঞা তার এই দেশ॥"—এই আদেশ তৃণাদপি সুনীচতার বাধক ও প্রতিষ্ঠাপর কার্য্য জ্ঞানে পালনে উদাসীন থাকিয়া 'বড় লোক করি লোক জানুক আমারে। আপনারে প্রকটাই ধর্ম্ম কর্ম্ম ক'রে'—এই ন্যায়ানুসারে নির্জ্জন ভজনানন্দী, রসিক ভক্ত ও অভিমানহীন, তৃণাদপি-সুনীচ প্রভৃতি নাম জাহির করিতে ব্যস্ত। ইঁহাদের অন্তর অনুসন্ধান করিলে নিশ্চয়ই জানা যাইবে যে, শরণাপত্তির লক্ষণ আদৌ তাঁহাদের মধ্যে নাই। লোক শরণাপত্তি-লক্ষণা শ্রদ্ধা-সম্পন্ন শুদ্ধভক্ত না হইলেও ..... শুদ্ধভক্ত ..... আনুগত্য-বিহীন কৃত্রিম সাধন ভজন বহুমানন করেন না, ... করিয়া থাকেন। ..... তাঁহার এইটুকু মাত্র প্রভেদ।

শুদ্ধভক্তগণ ক্রমশঃ সুদৃঢ় বিশ্বাস-সম্পন্ন, সুতরাং তাঁহারা কখনও নিজের পোষণ চিন্তা করেন না, তাঁহারা বলেন—জীব মাত্রের কৃষ্ণসেবা ব্যতীত আর কোন কৃত্য নাই।

সংসার না জীবিকানির্ব্বাহের জন্য ব্যস্ত না হইয়া, অগত্যা আচরণ পূর্ব্বক সাধন অনুষ্ঠানকে ..... 'ভগবান ..... ভাবের ভাবে' বাক্যটীর দৃঢ় কর্ম্ম সাধকের ধারণা ..... ; ..... বলেন—"আমার স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, ... সহায় প্রভৃতি বহু পরিবার, আর সংসারের মধ্যে আমি উপার্জ্জনক্ষম উদ্যোগী পুরুষ; সুতরাং আমি যদি তাহাদের প্রতি উদাসীন থাকি, কেবল হরিসেবা করি, তাহা হইলে সংসার চলিবে কি করিয়া, আমার জীবন-যাপনের চেষ্টা পরে ভবিষ্যৎ আহারাদি করিয়া বাঁচিয়া মান কিসে কে রক্ষা করিবে! আমি মন্ত্র পড়ানাদি গুরুর কার্য্য করিব, পয়সা লইব না, ঘরে ২ ভাগবত পাঠ করিয়া বেড়াইব পয়সা লইব না, আমার সংসার চলিবে কিরূপে? শাস্ত্রে যে মন্ত্র দিয়া বা ভাগবত পাঠ করিয়া পয়সা লইতে নিষেধ করিয়াছেন, তাহা আমি অজ্ঞতা বুঝি। আমরা যদি গৃহস্থাশ্রমে হরিভজন করা সেরূপ করিব, সংসার-প্রতিপালনাদিও সেইরূপ করিব। অর্থাৎ হরিভজন অন্যান্য কর্ত্তব্যের মধ্যে একটী করিব মাত্র, ... শরণাগত, ভগবানে সুদৃঢ় বিশ্বাস-সম্পন্ন গৃহস্থ শুদ্ধভক্তগণ বলেন—"দারা-পুত্র নিজ-দেহ কুটুম্ব-পালনে। সর্ব্বদা ব্যাকুল আমি ছিনু মনে মনে॥ কেমনে অর্জ্জিব অর্থ যশ কিসে পাব। কন্যাপুত্র বিবাহ কেমনে সম্পাদিব॥ এবে আত্ম-সমর্পণে চিন্তা নাহি আর। তুমি নির্ব্বাহিবে প্রভু সংসার তোমার॥ তোমার ইচ্ছায় প্রভু সব কার্য্য হয়। জীব বলে করি আমি সে ত' সত্য নয়॥ নিশ্চিন্ত হইয়া আমি সেবিব তোমায়। গৃহে ভাল মন্দ হ'লে নাহি মোর দায়॥"

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়—

অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগ-ক্ষেমং বহাম্যহম্॥

এই শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু লিখিয়াছেন—"মদ্যাভক্তানাং নিখিল-শরণাগতানাং যেন ..... বহামি। অত্র করোমীত্যনুক্ত্বা, বহামীত্যভিধানাৎ তৎপোষণভারো মদীয় এবেত্যর্থঃ, গৃহস্থোর কুটুম্ব-পোষণ-ভার ইব বাক্য।"

ভজনে নিমগ্ন ব্যক্তির দেহস্মৃতি থাকে না, আমি ভগবান তাঁহাদের অন্নাদি খাদ্য দ্রব্য আহরণ ও সংরক্ষণ করি। এই শ্লোকে 'করোমি' না বলিয়া 'বহামি' বলিবার তাৎপর্য্য—ভক্তের পোষণ ভার আমাকে (ভগবানকে) বহন করিতে হয়। গৃহস্থের কুটুম্ব-পোষণাদিভার আমার উপরেই ন্যস্ত। ভজনে নিমগ্ন না হওয়া পর্য্যন্ত জীব পূর্ব্ব সংস্কার-বশতঃ অবশ্যই কর্ম্ম করিতে বাধ্য হইবে। সেই সকল কর্ম্ম ভক্তি প্রতিকূল না হইয়া যদি কেবল হরি-ভজনের ..... নির্ব্বাহোপযোগী ..... হইলে তাহাও ..... ভক্তির পরিপন্থী হয় না।

শরণাগত ভক্তগণ ভোগী কর্ম্মী বা ত্যাগী নহেন। তাঁহারা কর্ম্ম করেন বা কর্ম্ম করেন না এই দুই প্রকার চিন্তা-বিবর্ত্ত মুক্ত মনোধর্ম্ম হইতে মুক্ত। তাঁহাদের কোন বস্তুর গ্রহণ ও ত্যাগ কৃষ্ণ-ইচ্ছার অধীন, এমন কি তাঁহাদের আহারাদিও সম্পূর্ণ কৃষ্ণের অধীন।

প্রাকৃতগণের মধ্যে অনেকেই বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া বৈষ্ণবের অনুকরণে একাদশীতে নিরম্বু উপবাস, হবিষ্যান্ন-ভোজন, সদাচার ও লক্ষ নাম-গ্রহণ প্রভৃতি করিয়া ..... হইতে পারেন নাই, তাহার কারণ তাঁহাদের ঈশ্বর-নির্ভরতা নাই। তাঁহাদের ধারণা উদর পূর্ত্তি হইলে, কর্ম্ম না করিলে ভগবান ..... ফল দেন না, ... দিতে পারেন না। তাঁহাদের মতে ভগবান ঈশ্বরও কর্ম্মের অধীন।

জাগতিক সংবাদ সংগ্রহ

নূতন ফাদার

৮১ বৎসর বয়স্ক মিঃ টি, পি, ওকোনর ফাদার অব্ দি হাউস অব কমন্স্ (প্রাচীন তম সদস্য) ছিলেন। ..... লয়েড জর্জ্জ ফাদার ..... । তিনি ১৮৯০ সাল হইতে এক সদস্য সংখ্যা; কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা বৃদ্ধ নহেন এবং বয়সের সহিত তাঁহার কার্য্যকরী ..... বৃদ্ধি পাইয়াছে বলিয়া বোধ হয়।

শান্তি চাই না।

ইটালিকে মাসোলিনি সম্বোধন করি। যে সকল সৈনিক যুদ্ধে আহত হইয়া অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়াছে, তিনি তাহাদিগের নিকট 'যুদ্ধজয় দিবস' উপলক্ষে এক বক্তৃতা দেন। তিনি বলেন, 'যে আদর্শের কার্য্য শেষ হয় নাই, ... হইয়াছে। তোমরাই যুদ্ধাভিজ্ঞ যুবকদিগকে শিক্ষা দিবে যুদ্ধ কি জিনিষ। তোমরাই পুনরায় সেই গৌরবের দিন ফিরাইয়া আনিবে। শান্তির উপাসক জগতের আর সমস্ত জাতি, একমাত্র ইটালী যুদ্ধের উপাসক।

বধূনির্য্যাতন

আজকাল কলিকাতার পত্রের কাগজে বধূনির্য্যাতন সম্বন্ধে খুব আন্দোলন চলিতেছে। তাঁহারা বলেন—"বিস্ময়ের বিষয় এই যে, গৃহের নারীরাই বধূর উপর নানারূপ অত্যাচার করিয়া বধূর প্রাণকে এতই অতিষ্ঠ করিয়া তোলেন যে, বধূরা আত্মহত্যা করা ..... হইতে নিস্তার পাইবার ..... ইহার প্রধান ..... প্রশিক্ষণ ..... কারিগরি ও ..... 'স্বাস্থ্যহীন'? ..... দণ্ডনীয় ..... 'সুসংবাদ'? ..... হইয়া ..... ।

শব্দর বিক্রয়

.....

বিশ্বশান্তির চেষ্টা

লণ্ডনে পিলগ্রিমস ক্লাব নামে একটী বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের মিলন স্থান আছে। সেখানে এক বৈঠকে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের ভূতপূর্ব্ব সেক্রেটারী মিঃ ফ্রাঙ্ক কেলগ্ বলেন—

"বিশ্বময় বিরাট্ শান্তি ..... সময় আসিবে। লোক নিরাপদ থাকিতে হইলে চাই সকলের অভাব অভিযোগ পূরণ, চাই বিশ্বাস আর ..... বিবাদ বিসম্বাদ নিষ্পত্তির পথে অগ্রসর হওয়া। শান্তি-নিয়মের চুক্তির উপর আবশ্যক এটী জিনিষ চাই তবে শান্তি চিরস্থায়ী হইবে। প্রথমতঃ সাধারণকে জানান চাই যে, শান্তির আদর্শ কি। দ্বিতীয়তঃ ..... সমস্যার সমাধান এবং ..... অনুষ্ঠানের দ্বারা এই কার্য্য সম্ভব।

দ্বিতীয়তঃ ..... আপোষ বিচার এবং বিবাদ নিষ্পত্তির ..... বিস্তার ও উন্নতি, তৃতীয়তঃ অস্ত্র শস্ত্র কমাইতে হইবে এবং যাহাতে যুদ্ধ সম্ভব হয় একপ ..... বন্ধ করিতে হইবে। [আজ কাল ..... মিঃ কেলগ সাহেব তাঁহার শান্তিবিষয়ক চুক্তির জন্য ইতিহাসে চির-স্মরণীয় হইয়া থাকিবেন। ..... চুক্তির ..... শক্তিশালী দেশের ..... বিচার করিবে।]

৩০০০পাউণ্ড জরিমানা

বার্ম্মিংহামে (প্যারিসের ..... দিগের একটী উপনিবেশ আছে ..... অনেক লোক ..... নামক ..... (প্রায় ৪৫০০০ ..... আছে। ..... ।

খুনের দায়ে সাহেব

.....

আফিম

..... নামক ..... ।

পর-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

সম্প্রতি পর বিদ্যাপীঠে নিম্নলিখিত শিক্ষণীয় বিষয়নিচয়ের অধ্যাপকের আসন-সমূহ সংস্থাপিত হইয়াছে—বিদ্যার্থিগণ আবেদন করুন।

১। সাহিত্যাসন, ২। ঐতিহ্যাসন,
৩। সম্প্রদায়বৈভবাসন, ৪। ভক্তিশাস্ত্রাসন,
৫। তত্ত্বশাস্ত্রাসন, ৬। বেদান্তাসন,
৭। একায়নাসন।

শ্রীনন্দলাল রায় বি, এ, কাব্যতীর্থ, বিদ্যাসাগর,
সম্পাদক পরবিদ্যাপীঠ, শ্রীধাম মায়াপুর।

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৪০্ চল্লিশ টাকা।

২৭২৪ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে,
সপ্তচত্বারিংশ খণ্ডে সূচী ছাপা হইতেছে।

৪৬শ খণ্ড গ্রন্থ নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে ১৫।৶০ সাধারণ পক্ষে ২০৸৶০। প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৵০, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ।৴০।

দশম স্কন্ধ ছাপা হইতেছে। দশম স্কন্ধের ভিক্ষা ১২্, অগ্রিম সাহায্যকারীর পক্ষে ৮্।

৫০ অধ্যায় পর্যন্ত দশম সংখ্যা ছাপা হইয়াছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

"শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত"

সম্পূর্ণ ছাপা শেষ হইয়াছে

আদি, মধ্য, ও অন্ত্যলীলা এবং সূচী ছাপা হইয়া সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে। যাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্বে ১০্ টাকা ভিক্ষার তৃতীয় সংস্করণ ৪্ টাকায় না পাইয়া অপর সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের জন্য উহার ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। সেই ১০্ টাকার এই বিরাট গ্রন্থ নির্দিষ্ট সংখ্যা পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত ৫্ টাকা ভিক্ষায় দেওয়া হইবে। গ্রাহকগণ সত্বর হউন পরে আর এ সুযোগ দেওয়া হইবে না।

শ্রীচৈতন্য লীলার ব্যাস আখ্যাত

শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র গ্রন্থ ৮্ স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫্
নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪॥০ টাকা

শ্রীচৈতন্য মঠের যাবতীয় গ্রন্থ

কার্য্যাধ্যক্ষ, গ্রন্থ বিভাগ, শ্রীচৈতন্য মঠ
পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া
—অথবা—
শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা
ঠিকানায় পাওয়া যাইবে।
বিশেষ দ্রষ্টব্য —[illegible] শ্রীচৈতন্য মঠের ঠিকানায় [illegible]।

উড়িয়া ভাষায় প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

যে সব উৎকলবাসী ভক্তগণ বাংলা পড়িতে জানেন না, তাঁহাদের শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর প্রচারিত পরম উপাদেয় ভক্তি-কথা জানিবার সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে উড়িয়া-ভাষায় নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হইয়াছে। বাংলা গ্রন্থের তুলনায় উড়িয়া গ্রন্থগুলির ভিক্ষাও অপেক্ষাকৃত অল্প।

গ্রন্থের নাম	ভিক্ষা
শ্রীহরিনাম চিন্তামণি, প্রতিখণ্ড	॥০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	
সাধন-পথ (শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টক) প্রতিখণ্ড	
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	
কল্যাণ কল্পতরু প্রতিখণ্ড	৵০
একত্রে ৩খণ্ড লইলে	।০
গীতাবলী প্রতিখণ্ড	৴১০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৵১৫
শরণাগতি—প্রতিখণ্ড	৴০
একত্রে ৩খণ্ড লইলে	৵৫

প্রাপ্তিস্থান { শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ, কটক
এবং
শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, পুরী

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিম্নলিখিত মঠসমূহে প্রাপ্তব্যঃ—

১। শ্রীচৈতন্য মঠ,—পোঃ, শ্রীধামমায়াপুর, (নদীয়া)।
২। শ্রীগোবর্দ্ধনের মঠ,—ইচলাহাটি, সমুদ্রগড় পোঃ, (বর্দ্ধমান)।
৩। শ্রীভাগবত আসন,—ভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৪ শ্রীগৌড়ীয় মঠ,—১নং উল্টাডাঙ্গা জংসন রোড্, কলিকাতা।
৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ,—চটকপর্ব্বত, পুরী,
৬। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ,—উড়িয়া বাজার, কটক।
৭। শ্রীভাগবত মঠ,—চিরাগিরা, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।
৮। শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ,—৪নং প্রগজ্জীবনপুরা, কাশী, ইউ, পি।
৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,—ছিপিগলি, বৃন্দাবন, মথুরা, ইউ, পি।
১০। শ্রীপরমহংস মঠ—নিমসার পোঃ, সীতাপুর, ইউ পি।
১১। শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ,—কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল, পাঞ্জাব।
১২। শ্রীমাধবগৌড়ীয় মঠ,—৯ নং নবাবপুর রোড্, ঢাকা।
১৩। শ্রীমদনগোপাল মঠ,—বালিয়াটি, ঢাকা।
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম,—আমলাজোড়া, রাজবাঁধ পোঃ, বর্দ্ধমান।
১৫। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ,—ঝুমরকোন্দা, চিরকুণ্ডা পোঃ, মানভূম।
১৬। শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয় মঠ,—আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী, উড়িষ্যা।

এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণের নিকটও

নদীয়া-প্রকাশ প্রাপ্তব্য।

১। শ্রীযুক্ত জনার্দ্দন ঘোষ—বড় বাজার রোড, খুলনা।
২। শ্রীযুক্ত রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিরত্ন—দেওয়ানগঞ্জ, চন্দিদপাড়া বুচারিকার।
৩। শ্রীযুক্ত রামরঞ্জন রায়—৭৮নং শ্রীগোপাল মল্লিক লেন, কলিকাতা।
৪। শ্রীযুক্ত অনুপকুমার সরকার এম, ডি, ও, ফৈজাবাদ।
৫। মিঃ এন জি, মুখার্জ্জী—এম, এম, ভয়কিস দি মল, কানপুর।
৬। শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী জ্যোতিভূষণ স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া।
৭। শ্রীরাসবিহারী দাস অধিকারী, নবদ্বীপ।
৮। শ্রীবিরাজমোহন দে—মনমোহন প্রেস, নবাবপুর, ঢাকা।
৯। শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী বেড়াচাঁপা, ২৪ পরগণা।

অন্যথা না [illegible], পুনঃ সঙ্গ করে। পুন সেইমত মায়া পাশে জীব মরে

তন্মঠের গ্রন্থাবলী

শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুর বিরচিত

ভক্তি-গ্রন্থাবলী।

উৎকৃষ্ট কাপড়ে বিলাতী ধরণে বাঁধাই স্বর্ণালঙ্কৃত। চতুর্থ সংস্করণ। বিস্তৃতবিষয়সূচীসহ

জৈবধর্ম্ম

বাঁধাই ২৲ দুই টাকা।

প্রকাশিত হইয়াছে

সনাতন ধর্ম্মশাস্ত্র বেদ, বেদান্ত, উপনিষৎ গীতা, শ্রীমদ্ দর্শন, পুরাণ, তন্ত্রাদি সকল গ্রন্থ পাঠ করিবার অবসর অতি অল্প মানবের ঘটিয়া থাকে। অনেকের যোগ্যতা না থাকায় সেই সমস্ত গ্রন্থের মর্ম্ম অবগত হইতে পারেন না। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বাঙ্গালীর এই অসুবিধা দূরীভূত করিবার জন্য এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

বিদ্যালয়ের ছাত্র বা শিক্ষকগণের বিশেষ পাঠ্য, এই হেতু শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টার বাহাদুর ইহা সমস্ত বিদ্যালয়ের জন্য অনুমোদন করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

প্রথম খণ্ড ভিক্ষা ১৲ একটাকা।

যুক্তিপূর্ণ শাস্ত্রবাক্য দ্বারা প্রত্যেক মানবের নিত্য কর্ত্তব্য ও অনিত্য সাময়িক কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। গ্রন্থের প্রতি উক্তি সনাতন শাস্ত্রবাক্য দ্বারা সমর্থিত ও প্রমাণিত হইয়াছে। দেহের, মনের ও আত্মার ধর্ম্ম কি? স্বদেশ, সমাজ, নীতি, ধর্ম্ম কি? ইত্যাদি বিষয় ক্রমানুসারে এমন সুন্দরভাবে যুক্তিসংকারে আলোচিত হইয়াছে যে, প্রথম পংক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত পাঠ না করিয়া নিরস্ত হওয়া যায় না।

শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ভিক্ষা ৵০

ঐ প্রমাণ খণ্ড ভিক্ষা ৴০

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিহার ও লীলাভূমি নয়টী দ্বীপ-সমন্বিত। এই নয় দ্বীপের প্রাচীন বিবরণ—প্রত্যেক দ্বীপে শ্রীমহাপ্রভুর লীলা—প্রত্যেক দ্বীপের পরিচয়, শ্রীধাম-মাহাত্ম্য—ধামাপরাধ কি? ইত্যাদি বিষয় বিশেষভাবে মনোহর ছন্দে বর্ণিত। পকেট সাইজ প্রায় ১৬০ পৃষ্ঠা।

শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ

উজ্জ্বল ব্রোঞ্জ-রঙ কালীতে উত্তম কাগজে ছাপা—শ্রীনবদ্বীপধাম দর্শনে ভাবুক দর্শনকারীর কি প্রকার ভাবের উচ্ছ্বাস হয়, তাহা এই গ্রন্থে বর্ণিত। অতি চমৎকার। ভিক্ষা চারি আনা।

শ্রীমন্মনঃশিক্ষা

৵০ দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভুকে উপদেশচ্ছলে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিচার অতি সুন্দরভাবে বর্ণিত হইয়াছে। ইহা ছাড়া শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদিষ্ট শিক্ষা ও উপদেশ বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-জগতে অভিনব গ্রন্থ!!

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতি গ্রন্থাবলী :—

শরণাগতি

পকেট সাইজ অষ্টম সংস্করণ ভিক্ষা ৴০ আনা।

দেহ ও মনের চেষ্টা অনিত্যবস্তু লইয়া—ইহা যখন জীব বুঝিতে পারে, তখন একমাত্র নিত্যবস্তু শ্রীভগবানের প্রতি তাহার কোন জাতীয় আবেগময়ী প্রার্থনা হয় এবং শ্রীভগবানে সর্ব্বান্তঃকরণে নিষ্কপটে কি প্রকারে শরণাপন্ন হইতে হয়, ইত্যাদি বিষয়ক প্রাণস্পর্শী প্রার্থনা ও আত্ম-সমর্পণমূলক গান। উভয় সংস্করণ ও প্রকাশিত হইয়াছে।

ভিক্ষা প্রতি খণ্ড ৴০ এক আনা।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা—৴০, নবদ্বীপশতক—৴০

অর্চ্চনপঞ্চক—৴০

কল্যাণকল্পতরু

পকেট সাইজ পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা ৵১০

আমরা প্রত্যহ নূতন নূতন অভাব ও কামনার বশবর্ত্তী হইয়া পুনঃপুনঃ যে অকল্যাণকে কল্যাণ বলিয়া গ্রহণ করি এবং যাহার নিকট কল্যাণ কামনা করি, তিনি যে নিত্য বা যথার্থ কল্যাণ প্রদানে অসমর্থ এবং কোন বস্তু আমাদের নিত্য কল্যাণদাতা এবং কি ভাবে আমরা সেই কল্যাণলাভে সমর্থ হইব, এই সকল কথা সরল গানে লিখিত। এই গীতিগ্রন্থ বাস্তবিকই কল্যাণের কল্পতরু, ইনি প্রত্যেককে নিত্যকল্যাণ প্রদানে

শ্রীল চক্রবর্ত্তি ঠাকুরের টীকা সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠাকুর কৃত টীকা ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কৃত অনুবাদ। টীকাকারের জীবনী, শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি ও প্রয়োজনীয় বিষয় সম্বলিত প্রায় ৮২৫ পৃষ্ঠা। উৎকৃষ্ট সিল্কে বাঁধাই ২৲ দুই টাকা, কাগজে বাঁধা ১।০

শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ কৃত ভাষ্য সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

কাগজ ও ছাপা উৎকৃষ্ট। সিল্কে বাঁধাই, সোণার জলে নাম লেখা রাজসংস্করণ ২৲ টাকা, সাধারণ সংস্করণ ১।০, গৌড়ীয়ের গ্রাহকপক্ষে ১।০

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি (বৈষ্ণবে বিশ্বকোষগ্রন্থ)

বিষয়:—১। ভক্তিশাস্ত্রে ব্যবহৃত শব্দাবলীর অর্থ, ২। চারি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের চরিত্র, ৩। বিষ্ণুবৈষ্ণবসম্পর্কীয় শ্রীমন্দির ও শ্রীগ্রন্থের বিবরণ, ৪। বৈষ্ণব গ্রন্থ ও প্রবন্ধ-সমূহের তাৎপর্য্য ও বিবরণ, ৫। বিষয় বিশেষের লৌকিক ও শাস্ত্রীয় আকরমূলে যথার্থ তত্ত্ব। চারিখণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ১ম খণ্ড ৸০, ২য় খণ্ড ৸৶০, ৩য় খণ্ড ৸০, ৪র্থ খণ্ড ৷৵০, চারিখণ্ড একত্রে ৩৲। (যন্ত্রস্থ)

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ—১ম খণ্ড ১৲ এক টাকা

২য় খণ্ড ১৲ এক টাকা—শ্রীমদ্ভাগবতের গ্রাহক ও গৌড়ীয় গ্রাহকগণ ১০ টাকায় দুইখণ্ড পাইবেন। বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমজ্জীব গোস্বামিপাদের রচিত বিষয়বস্তু ... অত্যন্ত প্রয়োজনীয় অংশ। প্রায় ৬০০ ... ডবল ক্রাউন ৮ পেজী ... পৃষ্ঠা আকারে মুদ্রিত হইতেছে।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর ... সংকলিত

সদাচারস্মৃতিঃ

ভিক্ষা ৴০ মাত্র

গৌড়ীয়

রেজেষ্টারিকৃত

মদন মঞ্জরী

বটিকায় স্বপ্ন ও ধাতুদৌর্ব্বল্য, ইন্দ্রিয়শক্তির হ্রাস, প্রস্রাবে শুক্রপাত, বদহজম, মাথাঘোরা, বুক ধড়্‌ফড়ানি, অনিদ্রা প্রভৃতি লক্ষণ সত্বর নির্দ্দোষ আরোগ্য হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ৪০ বটী ১৲ এক টাকা।

"নপুংসকারি ঘৃত"

পুরুষত্বহীন রোগে বাহ্যপ্রয়োগে স্বল্প কালমধ্যে আরোগ্য করিয়া শক্তিসম্পন্ন করে। মূল্য ২ তোলা ১৲ টাকা।

"রমণবিলাসিনী বটিকা"

বীর্য্যধারণ করিতে সম্ভোগশক্তি স্থায়ী ও বৃদ্ধি করিতে অত্যাশ্চর্য্য। মূল্য ১৬ বটী ১৲ এক টাকা।

রাজবৈদ্য নারায়ণজী, কেশবজী

১৭৭নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

বিজ্ঞাপন

সাবধান! সাবধান!! সাবধান!!!

জে, বি, দত্তের ছোকা শিশি বাদাম তৈল

আদি ও অকৃত্রিম এবং উপকারিতায় সর্ব্বজন পরিচিত ও বহু প্রশংসিত।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল ক্রয় করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী J. B. Datta & Co. নাম দেখিয়া লইবেন। নতুবা জুয়াচোরগণ বদমাসের ক্ষতিকর তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে।

বিনীত জে, বি, দত্ত

কেরাসর্ কুইনিন

নূতন এবং পুরাতন ম্যালেরিয়ার ...

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (প্রাচীন নবদ্বীপ) নদীয়া।

সারস্বত বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

[illegible]

বেদনাঞ্জন

শ্রেষ্ঠতম।

[illegible]

শ্রীকিশোর এস, সি, চাট্টার্জী এণ্ড ব্রাদার্স।

[illegible]

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

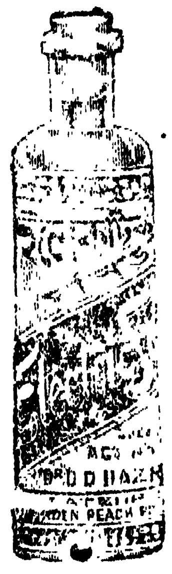

[illegible]

সোল এজেণ্ট—ডাঃ ডি, ডি, হাজরা

[illegible]

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

অধ্যক্ষ

শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম.এ. এফ.সি.এস (লণ্ডন)

ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক

(প্রেসিডেন্ট ......)

[illegible] প্রস্তুত হয়। [illegible]

মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দুর)

(বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৪ টাকা

[illegible] প্রস্তুত।

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৩৲ টাকা

[illegible] বিশেষ।

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬৲ টাকা

[illegible]

অনন্তাপঞ্চব যোগ

[illegible]

মূল্য—১২ মাত্রা ২৲ টাকা। ৫০ মাত্রা ৮৲ টাকা মাত্র

বিশুদ্ধ জল! ভয় নাই! বিশুদ্ধ জল!!

লক্ষ্মী টিউব-ওয়েল কোং

২০৫নং নবাবপুর, ঢাকা।

[illegible] (*Tube-well*) [illegible]

বৃত্তিসহ সমগ্র

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

[illegible] টাকা। [illegible] মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—[illegible], শ্রীগোদ্রুমপুর

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

মনোমোহন প্রেস

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা

পূর্ববঙ্গে সর্বাপেক্ষা সুলভে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত
বৈদ্যুতিক মেশিনে দিবারাত্র কাজ চলিতেছে
বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা।

[illegible] শ্রীবিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত

স্থানীয় সংস্করণ

Registered No. C 1544

বিজ্ঞাপনের হার

প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র।

সাপ্তাহিকের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৵৫

৪র্থ খণ্ড] সম্পাদক—প্রত্নবিদ্যালঙ্কার শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী [২২৪ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্য মঠ শ্রীধাম মায়াপুর—১২ই অগ্রহায়ণ বৃহস্পতিবার ১৩৩৬, ২৮শে নভেম্বর ১৯২৯

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থাবলী

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্—শ্লোক সূচী, বিষয়-সূচী প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত। ভিক্ষা, প্রতি খণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৶০ গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশ গ্রাহক পক্ষে ৷০
২। ভাষ্য-সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ) ৫৲
৩। গৌড়ীয়-গৌরব ৶০
৪। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।০
৫। ভজনরহস্য ॥০
৬। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
 ,, ,, ,, আবাঁধা ৸০
৭। গীতা (শ্রীবলদেবভাষ্যসহ) বাঁধা ২৲ আবাঁধা ১॥০
৮। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি-টীকা-সহ) বাঁধা ২৲ আবাঁধা ১॥০
 গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ॥০
৯। মুক্তামালিকা গুণসারভঃ সানুবাদ ২৲
১০। বেদান্তস্যমন্তক সানুবাদ ॥০
১১। জৈবধর্ম্ম ২৲
১২। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৩। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৪। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ।৶০
১৫। দ্বীপ-দিগ্দর্শন ৵০
১৬। সাধনপথ (৩য় সংস্করণ) ।৶০
১৭। আচার ও আচার্য্য ।৶০
১৮। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা
১৯। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা)
২০। শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ৶০
২১। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য (প্রমাণখণ্ড) ৶০
২২। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ
২৩। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা দর্পণ ।০
২৪। শরণাগতি, গীতাবলী, সাধনকণ, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, নবদ্বীপশতক, অর্থপঞ্চক ও সদাচারস্মৃতিঃ মোট ।৶০
২৫। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ও অচ্ছ কণ ৵০
২৬। সাধককণ্ঠমণি ।০
২৭। সংস্কার-দীপিকা
২৮। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড)
২৯। মাধুর্য্য ও শিক্ষাষ্টকম ৵০
৩০। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ৸০
৩১। মণিমঞ্জরী সানুবাদ ।০
৩২। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৩৩। শ্রীচৈতন্যভাগবত (বিরাট্ দ্বিতীয় সংস্করণ) ৫৲

এতদ্ব্যতীত বৈষ্ণব-ধর্ম্মের কয়েকখানি ইংরাজি ধর্ম্ম গ্রন্থ আছে, পত্র পাঠাইলে ডাকযোগে ক্যাটলগ পাঠান হয়।

প্রাপ্তিস্থান ঃ—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

২। শ্রীগৌড়ীয় মঠ—১নং উল্টাডিঙ্গি জংসনরোড কলিকাতা।
৩। শ্রীমাধবগৌড়ীয় মঠ—৯০০ নবাবপুররোড, ঢাকা
৪। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ—উড়িয়াবাজার, কটক
৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ—পোড়াবুড়ী, পুরী
৬। শ্রীসনাতনগৌড়ীয় মঠ—৯০ জঙ্গমবাড়ী, কাশী
৭। শ্রীগৌড়ীয় মঠ দিল্লী কার্য্যালয় ১০১ হনুমানরোড, নিউদিল্লী
৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ—ছিপিগলি, বৃন্দাবন।
৯। শ্রীভাগবত প্রেস, গোয়াড়ী—কৃষ্ণনগর।
১০। শ্রীএকায়ন মঠ, ঘাটহাঁট, কৃষ্ণনগর।

জাগতিক সংবাদ-সংগ্রহ

অতি বৃদ্ধ কবির কথা।

বর্ত্তমান রাজকবি ডাঃ ব্রিজেস ৮৫ বৎসর বয়স অতিক্রম করিয়াছেন। তিনি এ বয়সে এক নূতন কবিতা-পুস্তক বাহির করিয়াছেন। পূর্ব্বে আর কোন কবি এত বয়সে নূতন কবিতা-পুস্তক বাহির করিয়াছেন কিনা এ বিষয়ে আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, ফরাসী কবি ফার টিনেল্ট এ বিষয়ে সর্ব্বপ্রধান। তিনি ব্যাঙ্কের কার্য্য করিতেন আবার কবিতা লিখিতেন। ৭০- বৎসর এইরূপ করিবার পর [illegible] বৎসর বয়সে তিনি দেখিলেন যে, [illegible] কবিতা লেখা অসম্ভব। কাজেই তিনি নিতান্ত অনিচ্ছায় [illegible] বৎসর বয়সে চাকুরি ত্যাগ করিয়া বাণীর একনিষ্ঠ সেবক হইলেন। তিনি [illegible] শতবর্ষ বয়সে এক কবিতা-পুস্তক বাহির করেন। প্রসঙ্গক্রমে বলা যায় যে, সম্প্রতি সিন্ধু দেশের সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক পণ্ডিত ও ধর্ম্ম-প্রচারক আলারাম [illegible] বৎসর বয়সে ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন।

অস্পৃশ্য জাতি ও মন্দির খোলা

জব্বলপুরের [illegible] একটি মন্দিরের কর্ত্তৃপক্ষ স্থির করিয়াছেন যে, সমস্ত জাতির লোক সেখানে উপাসনা করিতে পারিবে এবং মণ্ডপে কীর্ত্তন ও কথকতা সকলে শুনিতে পাইবে।

জাল নোট

উলুবেড়িয়ায় পুলিশ [illegible] শিবপুর নামক স্থানে চায়ের দোকানে সাধন ঘোষ নামক এক ব্যক্তিকে ধরে। তাহার নিকট তিনটি জাল নোট ছিল।

স্ত্রীহত্যা

কক্স বাজারের এক মগ থানার অতি সন্নিকটে তাহার স্ত্রীর ভগ্নীর ঘরের দরজা কাটিয়া প্রবেশ করিয়া তাহাকে দা দিয়া হত্যা করিয়াছে এবং ঐ স্ত্রীলোকটীর শিশুপুত্রকে গুরুতর জখম করিয়াছে বলিয়া স্থানীয় সবডিভিসনাল অফিসারের নিকট তাহার বিচার হয়। তাহাকে দায়রা সোপর্দ্দ করা হইয়াছে। আসামী পূর্ব্বে স্ত্রীর অঙ্গ [illegible] উপর [illegible] করিবার চেষ্টা করার অভিযোগে [illegible] এবং বাদীপক্ষকে মোকদ্দমা উঠাইয়া লইতে বলে। কিন্তু তাহারা সম্মত না হওয়ায় [illegible] তাহাদিগকে খুন করিতে [illegible] এইরূপ অত্যাচার করিয়াছে [illegible]।

গরুরগাড়ী ও মোটর চাপা

দিল্লী হইতে সংবাদ যে, একটী বালক মোটর চাপা পড়িয়া তৎক্ষণাৎ মারা যায়। চিকিৎসা করিবার সময়ও পাওয়া যায় নাই। অনৈক গাড়োয়ান [illegible] ষ্টেশনের নিকট নিজের গরুর গাড়ীর চাকার নিম্নে পড়িয়া প্রাণ ত্যাগ করিয়াছে।

আইন অমান্য

চট্টগ্রাম হইতে সংবাদ এই যে, শ্রীযুক্ত চারু বিকাশ দত্ত নামক দেশবন্ধু পল্লীসংস্কার সমিতির কর্ম্মী এবং ভূতপূর্ব্ব রাজবন্দী এক জনপূর্ণ সভায় 'দেশের ডাক' সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতেছিলেন, এমন সময় একজন পুলিশ কর্ম্মচারী আসিয়া বক্তৃতা বন্ধ করিতে বলেন ও তাঁহার উপর ১৪৪ ধারার নোটিশ জারি করেন এবং চারুবাবুর নিকট হইতে ম্যাজিক লণ্ঠন, ছবি প্রভৃতি কাড়িয়া লইয়া যান। উক্ত নোটিসে চারুবাবু চট্টগ্রাম অঞ্চলের কোন স্থানেই বক্তৃতা করিতে পারিবেন না এই আদেশ আছে। কিন্তু পরদিনই সভা করিয়া সরকার বাহাদুরের ঐ কার্য্যের তীব্র প্রতিবাদ করা হয় এবং সকলকে মনে প্রাণে স্বদেশী ব্রত গ্রহণ করিতে বলা হয়।

বিহারে যুবসম্মেলন

বিহার প্রাদেশিক যুব-সম্মিলনীর অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হইবেন গিদোরের রাজকুমার কালিকা প্রসাদ সিং। আশা করা যায় শ্রীযুক্ত সুভাষ চন্দ্র বসু এই সম্মেলনের সভাপতিত্ব করিবেন।

কংগ্রেসে দলাদলি

বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সদস্যগণের মধ্যে মনোমালিন্যের বিষয় পাঠকগণ অবগত আছেন। মহারাষ্ট্র কংগ্রেস কমিটীতেও এইরূপ ব্যাপার চলিতেছে। অনেকে নিখিল ভারত-কংগ্রেস-কমিটির সদস্য নির্ব্বাচনে যোগ দিবেন না।

জেবিস্কো বঃ গোবর

বিশ্ব-বিখ্যাত মল্লবীর জেবিস্কো ভারতীয় যে কোন মল্লবীরকে তাঁহার সহিত মল্লক্রীড়ায় আহ্বান করিয়াছেন। বাংলার প্রসিদ্ধ মল্লবীর শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রচন্দ্র গুহ (গোবর বাবু) সেই আহ্বানের সাদর জবাব দিয়াছেন। গোবর বাবু বলেন, "যে কেহ এই ক্রীড়া পর্য্যবেক্ষণ করিবেন, তাহাকে লভ্যাংশ [illegible] বাঙ্গালীর শরীরচর্চ্চার উন্নতি-বিধানের জন্য প্রদান করিতে হইবে।"

ক্ষমতা পরিচালন

ডঃ এস, কে, বোস ও মিস্ লতিকা বোস বহরমপুর ছাত্রসম্মিলনীতে যোগদান করিয়া ফিরিবার সময় ইণ্টার ক্লাসে স্থান

কলিকাতায় আসেন। বহরমপুরে তাঁহারা এজন্য গার্ডের অনুমতি লইয়াছিলেন। তাঁহাদের নিকট ইণ্টার ক্লাসের টিকিট ছিল। কলিকাতায় বাড়ীতে তাঁহারা হঠাৎ দুইটী ওয়ারেণ্ট পান। এ ওয়ারেণ্ট ই, বি, রেলওয়ে পুলিশের মস্তিষ্ক-প্রসূত। তাহাতে ৮টাকা ৭আনা অনাদায়ের দাবী আছে। শিয়ালদহ ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে তাঁহারা প্রকাশ করেন যে, তাঁহারা পূর্ব্ব হইতেই বেশী ভাড়া দিতে সম্মত ছিলেন। তবে জরিমানার টাকা দিতে স্বীকার করেন নাই এবং পূর্ব্বেই তাঁহারা ট্রাফিক ম্যানেজারকে ১০টাকা ১৪আনায় চেক পাঠাইয়াছেন।

ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব যে জরিমানা বেশী দাবী করিয়াছিল তাহার নামে শমন বাহির করিবার হুকুম দেন।

উন্নতির দিকে

সহযোগী ষ্টেটসমেন বলিতেছেন যে, ভারত যে উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতেছে, তাহার নিদর্শন বেশ পাওয়া যাইতেছে। ক্রমশঃই ভারতীয় মহিলাগণ বেশী সংখ্যায় থিয়েটারের রঙ্গমঞ্চেও অবতীর্ণ হইতেছেন। সম্প্রতি এম্পায়ার থিয়েটারে তাঁহারা একপালা গান করিয়াছেন। আবার শীঘ্র হইবে।

ইন্সিয়োরের গোলমাল

বেরাম পোষ্ট অফিসে ১৬০০ টাকা মূল্যের একটী ইন্সিওর পার্শেল আসে। খাতায় জমা থাকে যে, পিয়নের হাতে উহা দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু যে ঠিকানায় পৌঁছিবার কথা, সেখানে পৌঁছায় নাই। এই কারণে পোষ্ট মাষ্টার মহাশয়কে ফৌজদারী সোপর্দ্দ করা হইয়াছে।

বন্দবিলা সত্যাগ্রহ

বন্দবিলার লোক কিছুতেই ইউনিয়ন বোর্ডের ট্যাক্স দিবে না। ইউনিয়ন বোর্ড স্থাপিত করিবার সময় তিনবার ভোট দিবার লোক না আসায় বোর্ড স্থাপিত হয় নাই। লোকদিগের ধারণা এই যে, জোর করিয়া তাহাদের উপর বোর্ড চাপান হইয়াছে। তাহাদের ধারণা এই যে, তাহাদিগকে বেশী ট্যাক্স দিতে হইবে, অথচ সুবিধা বিশেষ কিছু পাইবে না।

ক্রোকী গরুসমূহ ক্রমাগত বন্দবিলায় বিক্রয় না হওয়ায় ঝিকরগাছার হাটে পাঠান হয়। সেখানে লোকে যখন জানিতে পারিল যে, এ সমস্ত বন্দবিলার ট্যাক্স অনাদায়ে ক্রোকী গরু তখন কেহই কিনিতে রাজি হয় নাই। কর্ত্তৃপক্ষ নিরুপায় হইয়া বেনাপোলের হাটে গরু পাঠাইবেন—এইরূপ গুজব। গরু গুলির অবস্থা শোচনীয়। আর যাহাই হউক, নিরীহ গোবেচারীদের জন্য আমরা অত্যন্ত দুঃখিত

মেয়ে ডাকাত

প্রকাশ, বোম্বাইয়ের কার সেটনা নামক একজন পারসিক ভদ্রলোক নালিশ করেন যে, মোটর দখল করিবার অছিলায় তাহাকে একটী অন্ধকার ঘরে লইয়া গিয়া মিসেস্ বাইবার, তাঁহার দুই পুত্র এবং আরও তিন জন লোক ১৪০ টাকা কাড়িয়া লয় ও ৩০০ টাকার একটী চেক লেখাইয়া লয় এবং ৩০০ টাকার এক কেতা নোট লিখিতে বাধ্য করে। মিসেস বাইবার নাকি পাশের ঘর হইতে সমস্তই দেখিতেছিলেন। কার সেটনা তাহাদিগকে বলেন যে, যদি তাহারা তাঁহার সঙ্গে যায়, তাহা হইলে তিনি তাহাদিগকে সমস্ত টাকা নগদ দিবেন। তাহারা মোটরে চাড়িয়া তাঁহাকে লইয়া যাইতে থাকে, এমন সময় একজন পাহারা ওয়ালা সেই মোটর থামায়। সেই সময় ইন্সপেক্টার মোর কিড সাহেবকে সেই দিকে আসিতে দেখা যায়। কার সেটনা তাঁহাকে ডাকিয়া সমস্ত বলেন। ফলে আসামীরা ধরা পড়িয়াছে। অনুসন্ধানে তাহাদিগের নিকট এক ছেঁড়া চেক পাওয়া গিয়াছে

বরফের দেশে

স্যার ডগলাস মসনের অধীন একদল লোক দক্ষিণ মেরুর নিকট অনাবিষ্কৃত দেশ আবিষ্কার করিবার জন্য গিয়াছেন। তাঁহারা 'ডিসকভারি' নামক জাহাজে রওয়ানা হইয়া পজেশন দ্বীপে পৌঁছিয়াছেন। সেখানে তৃণ গুল্মাদি আছে, তবে বৃক্ষ নাই।

বিজ্ঞাপন

সাধারণের হিতার্থে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, কলিকাতার ২১৪নং [illegible] "বৈষ্ণব স্ত্রী" মহোদয়ের রচিত মানবের দুঃখ না হইতে পারে তাহার পন্থা ইত্যাদি সম্বলিত "কাম-শাস্ত্র" গ্রন্থখানি এখনও যিনি পাঠ করেন নাই, তিনি অচিরে ঐ ঠিকানায় আবেদন করত বিনামূল্যে প্রাপ্ত হউন। উহা পাঠে উপকৃত হইয়া ৭৫০০০ হাজার লোক কৃতজ্ঞ হইয়াছেন। পড়িলেই সত্যতা উপলব্ধি হইবে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

৭ই অগ্রহায়ণ বৃহস্পতিবার —১৩৩৬

শ্রীধাম মায়াপুর-প্রদর্শনী

শ্রীমদ্ভাগবত-গ্রন্থই শ্রীধাম-মায়াপুর-প্রদর্শনী। দ্রষ্টার দর্শন আলোক-সাপেক্ষ। আলোকাভাবে দৃষ্টিশক্তিযুক্তের শক্তিপরিচালনার ভূমিকার অভাব। যেস্থলে আলোকের স্থূলভাবে অভাব পরিলক্ষিত হয়, সেস্থলে তদভাবনিবৃত্তিকল্পে শব্দ তাহার স্থান অধিকার করে। শব্দের আনুগত্যে গন্ধভাবে বস্তুর জ্ঞান নাসাদ্বারা আঘ্রাত, রসনাদ্বারা আস্বাদিত ও ত্বক্‌দ্বারা স্পৃষ্ট হইয়া উপলব্ধ হয়। তাদৃশ শ্রবণ, ঘ্রাণ, আস্বাদন ও স্পর্শন আলোকের অভাবকালে আনুমানিক সহায়তা করে। অতীন্দ্রিয় দৃশ্য ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য আলোকের গতি রোধ করিয়া সর্বদা অবস্থিত। এজন্য আলোকের অভাবনিবৃত্তিকল্পে কর্ণপ্রমুখ ইন্দ্রিয়চতুষ্টয় যেরূপ বর্তমান, তদ্রূপ প্রাকৃত দৃশ্যরাজি যে অতীন্দ্রিয়বস্তুকে আবরণ করিয়া তাহার সহিত ভেদ কল্পনা করিয়াছে, তাহা জানিতে হইলে শ্রৌতপথই একমাত্র আবশ্যক। তাদৃশ শ্রৌতপথ তদ্দর্শনের জন্য উদ্‌গ্রীব হইলে বিপরীত দিক্ আশ্রয় করিবে অর্থাৎ অনাত্মপ্রতীতির ইন্ধন সংগ্রহ করিতে হইলে আত্মপ্রতীতির ইন্ধন-সংগ্রহে ঔদাসীন্য আসিয়া উপস্থিত হইবে। "যা নিশা সর্বভূতানাং"—গীতার এই শ্লোক যাঁহারা পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারাই শ্রীমদ্ভাগবতের চতুঃশ্লোকীর অন্তর্গত 'অহমেবাসমেবাগ্রে' ও 'ঋতেঽর্থং যৎ প্রতীয়েত' শ্লোকদ্বয়ের অর্থ বুঝিতে সমর্থ।

শ্রীমদ্ভাগবতগ্রন্থ শ্রীমদ্ভাগবতের নিকট হইতেই অধ্যয়ন করিতে হয়। শ্রীমদ্ভাগবতের নিকট হইতে অধ্যয়ন করিলেই অধ্যয়নকারী শ্রীমদ্ভাগবত হইয়া পড়েন। ভগবদ্‌বিমুখজনগণের নিকট হইতে ভগবদ্‌বিমুখজনগণ যে শ্রীমদ্ভাগবত দেখেন ও শুনেন, তাহা ভোগময় বা ত্যাগময় প্রাকৃত দর্শন মাত্র। ঐরূপ দর্শনে শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রবণ ও কীর্তন হয় না। সংখ্যা-জ্ঞানে অনভিজ্ঞ আত্মম্ভরি ব্যক্তি যেরূপ লক্ষের পরিমাণ কুকুড়ি-দশেই নির্দ্ধারণ করে, তদ্রূপ ভোগী ও ত্যাগী সম্প্রদায় নিজ নিজ কৃত চেষ্টা-দ্বারা অধিরোহবাদাবলম্বনে লীলা-লাভে বঞ্চিত হয়। ভাগবতের নিকটই ভাগবত পাঠ করিতে হইবে, ভাগবতের নিকটই ভাগবত শুনাইতে হইবে, ভক্তই ভাগবত পড়িবেন ও শুনিবেন, অন্যে নহে। মিশ্রি যেরূপ পিত্তোপহত-জিহ্বার আস্বাদন বিধানে অসমর্থ, সেই এক মিশ্রিই যেরূপ নিরাময়-অবস্থায় মধুর স্বাদ-দানে সমর্থ এবং আবার সেই মিশ্রিই যেরূপ পিত্তদূষিত স্বাভাবিক অবস্থার পুনঃ সংস্থাপনে সমর্থ, সেইরূপ ভাগবতের পঠন ও পাঠনই প্রাকৃত দর্শনরূপ ভোগ বা ত্যাগ ধর্ম হইতে পরিত্রাণ করিবার একমাত্র অভিধেয়। সেই জন্যই শ্রীধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপ-প্রদর্শনী।

মায়া-মুগ্ধ জীব মায়া-দেবীকে আশ্রয় করিয়া তাহার রূপারূপ বাসনা লইয়াই অনাত্মার পূরণে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ, তাহাতে মায়ার সৌন্দর্য্য লক্ষ্য করিতে অসমর্থ হইয়া সৌন্দর্য্যের ভোক্তৃরূপে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করে। এরূপ কার্য্যে তাহাদের শ্রীধামদর্শন ঘটে না। শ্রীভগবানের কৃপা শক্তির স্বরূপ-দর্শনাভাবে জীবের বুভুক্ষা ও মুমুক্ষা। শ্রীধামরূপ আলোক প্রকাশিত না হইলে তদন্তর্গত বস্তুর স্বরূপ-দর্শন ঘটে না। প্রেমভক্তি-যোগমায়া বা শুদ্ধভক্তি-যোগমায়া ও নিজাবরণী মহামায়া প্রভৃতি একই বস্তুর বিভিন্ন শক্তি-পরিচয় না থাকিলে জীবের দর্শনে অদ্বয়জ্ঞান-শব্দ নিত্য সবিশেষ ভাব পরিহার করিয়া অনিত্য নির্বিশেষের পশ্চাদ্ধাবিত হয়—পরিশেষে ক্লান্ত হইয়া তাহার দর্শনের অকর্মণ্যতা বুঝিতে পারে।

অ-ভক্ত-সম্প্রদায় শ্রীগুরুপাদপদ্মপরিহার করিয়া শ্রৌতপথের বিপরীত দিক্ কুতর্ক আশ্রয়পূর্বক যে ভজনীয় বস্তু নির্ণয় করে, তাহার সহিত বাস্তব ভজনীয় বস্তুর পার্থক্য আছে—ইহাই শ্রীমদ্ভাগবত প্রদর্শন করিয়াছেন এবং মায়াপুরচন্দ্র নবদ্বীপে শ্রীমায়াপুরে প্রকটিত হইয়া নবধা ভক্তি-বেষ্টিত হইয়া স্বীয় আবর্ণী বৃত্তির পরিচালনা করেন।

আমরা শ্রীধামে আসিয়া ভোগ ও ত্যাগধর্মে অবস্থিত থাকিব, দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করায়, শ্রীধাম-সেবার পরিবর্তে শ্রীধাম ভোগ ও শ্রীধাম ত্যাগে ব্যস্ত হইয়া পড়ি। ধিক্ আমাদের! এই অনর্থদ্বয় দূরীকরণার্থই শ্রীধাম-প্রদর্শনীরূপ শ্রীমদ্ভাগবত বিজ্ঞানের অবতরণ। শ্রীমদবতারী গৌরসুন্দর অভিন্ন-ব্রজেন্দ্রনন্দন হইয়াও স্বীয় সম্ভোগ-লীলা অনর্থময় জীবের হৃদয়ে প্রচুর অনর্থ প্রসব করিতেছে জানিয়া স্বীয় বিপ্রলম্ভ রস-লীলা প্রকট করিবার উদ্দেশে শ্রীধাম-সহ প্রপঞ্চে অবতরণ করিয়াছেন। যে কালে অনভিজ্ঞ জনগণ শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করিয়া উদারপাণি-রমণের লীলা-কথা উপলব্ধি করিতে পারে নাই বা যেকালে তাহারা প্রেমামৃত-পরিপ্লাবিত শ্রীরাধাকুণ্ডে অবগাহন করিতে পারে নাই, সেই কালেই গৌরসুন্দর শ্রীধাম মায়াপুরে যোগপীঠ মাথুর মণ্ডলের পূর্ণতম বিকাশ গোকুল মহাবন যোগমায়াপুর পীঠ প্রকাশিত করিয়াছিলেন, শ্রীনাগাজন-রাসস্থলী প্রকটিত করিয়াছিলেন, শ্রীচন্দ্রশেখরের ভবনে মায়িক ভোগ-বিচার পরিহার করিবার আদর্শ এবং শ্রীরাধাকুণ্ড-তটে লীলাভিনয় করিয়া শ্রীধাম সমূহের উত্তরোত্তর মহিমা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। সেই শ্রীরাধা-কুণ্ড-তটে শ্রীধাম মায়াপুর-প্রদর্শনী হইতেছে। ভগবদ্ভক্তি-পিপাসু জনগণ, "যেন কেনাপ্যুপায়েন মনঃ কৃষ্ণে নিবেশয়েৎ"—বিচার-ধারা সম্বল করিয়া ফল্গু বৈরাগ্য পরিহার পূর্বক যুক্ত বৈরাগ্য গ্রহণাভিলাষী হইবেন। গৌড়ীয়ের মূলমন্ত্র গৌড়ীয়ের সঙ্ঘারে নিরন্তর কীর্তিত হইতেছেন। সেই বিচার পরিহার পূর্বক যাঁহারা অভক্তিপথে যাত্রা করিয়া নিজ অমঙ্গল বরণ করিবেন, তাঁহারা শ্রীধাম মায়াপুর দর্শনে বিফল-মনা হইবেন। আমরা শ্রীমদ্ভাগবতগণকেই উদ্বুদ্ধস্বরূপে শ্রীধামদর্শনের জন্য প্রার্থনা জানাইতেছি।

ব্রহ্মাণ্ড অর্থাৎ চতুর্দ্দশ ভুবন মায়া-নির্মিত নশ্বরধর্মে অবস্থিত ও অনিরোধ-বাদাচ্ছন্ন। উহার চতুর্দ্দিকে কারণ-জলধি এবং কারণ-জলধির বহির্ভাগে ব্রহ্মলোক। তাহার বেষ্টনই অপরিসীম বৈকুণ্ঠ পরব্যোম, তদুপরি গোলোকের অবস্থান। পারিমিত নেত্র বৈকুণ্ঠদর্শনে অসমর্থ বলিয়া গোলোককে ভূতাকাশের অন্তর্গত প্রদেশের অচ্ছাবিগ্রহের সমপর্য্যায়ে গণনা করে। ভগবৎকৃপাক্রমে আদিকবি চতুর্মুখ ব্রহ্মার হৃদ্দেশে এই সকল কথা স্ফূর্ত্তি লাভ করিয়াছিল। এই জন্য ব্রহ্ম-সংহিতা শ্রৌতগ্রন্থে শ্রীধামের বর্ণন আছে, সাত্বত সংহিতায় পুরুষোত্তমের লীলা-কথা বর্ণিত আছে এবং জয়দেবাদি ভক্ত মহাজনগণের সরস্বতীতে উহা সংগৃহীত আছে।

শ্রীগৌরসুন্দরদেবের জয়গানের জন্য অষ্টপদী গীতিকার আবির্ভাব। ঐ আবির্ভাব-ক্ষেত্রও শ্রীধাম-মায়াপুর যাহা বর্তমান কালে শ্রীনাথপুর সংজ্ঞায় প্রকটিত। যে মহাপুরুষ শ্রীগৌরসুন্দরের রাধাকৃষ্ণ-চিন্ময়-বিলাস প্রদর্শন করিবার জন্য অগ্রদূতস্বরূপে শ্রীধাম-মায়াপুরে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, যে মহা-পুরুষ শ্রীভক্তিবিনোদদেবের জয়গান অঙ্কিত করেন, যে প্রেমভক্তির অঙ্কুর স্বরূপ শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীপাদ মথুরানাথের অনাদি কাহিনী প্রকটন-মুখে ভগবৎপ্রদর্শন দেখাইয়া রাধাকুণ্ড পর্য্যন্ত বজ্রজনের পালদাসীর কুঞ্জমহিমা প্রকটিত করিয়াছেন, সেই জয়দেব শ্রীগোবিন্দদেবের গানমুখে যে গোবিন্দগীতি আবাহন করেন, সেই গীতিপ্রতিপাদ্য কুঞ্জ শ্রীধাম মায়াপুর-প্রদর্শনে ব্যস্ত। শ্রীকৃষ্ণদাসে জীবের বাসনা কি প্রকারে মুক্ত হয়, জানিবার অভিলাষ যাঁহাদের আছে, শ্রীরাধাকুণ্ডতটে সেই কুঞ্জপুষ্পবাটিকা দর্শনে আগ্রহান্বিত হইলেই সাধনপথের অতুলনীয় সৌন্দর্য্য বুঝিতে পারা যাইবে। অতুল সাধনপথ ও অতুল শিষ্টবৈষ্ণবসভ-বৈতানিক কুঞ্জ প্রদর্শনীই পরতত্ত্বের পরাকাষ্ঠা-প্রদর্শনী। যাঁহারা জ্ঞানাবস্থা বিশেষরূপে অতিক্রম করিয়া চমৎকারভাবভূমিকা শ্রীমদ্ভাগবতের প্রতিপাদ্য রসিকাদ্ভুত কৃষ্ণ দেখিবার সৌভাগ্য লাভ করেন, তাঁহারাও অতুলাশ্রিত। অতুলনীয় সিদ্ধি সদানন্দ কোথায়, তাহা নির্দ্দেশ করিয়া লউন। শ্রীনিত্যানন্দ-প্রকাশবিগ্রহ নদীয়া প্রকাশকে নদীয়ায় প্রকাশ করিতেছেন। নদীয়াপ্রকাশ মাতৃমন্দির বিচারমাত্রে প্রতিষ্ঠিত নহে, ভেটসংগ্রহমাত্রে পর্য্যবসিত নহে, অন্ত-ভোগতাৎপর্য্যতায় নিবদ্ধ নহে। শ্রীমদ্ভাগবতের ৪র্থ স্কন্ধোক্ত অধোক্ষজ বাসুদেব শব্দের প্রদর্শনী কুঞ্জ-দর্শনে যাঁহাদের আনন্দ, তাঁহারা ভূতাকাশভেদী পরানন্দে প্রতিষ্ঠিত হউন।

উপলব্ধি

শ্রীভগবান্ আমাদিগের শিক্ষার জন্য এই বিশ্বে সর্বত্রই শিক্ষাদর্শ রাখিয়াছেন। যাহারা উদাসীন, তাহারা সে সকল দেখিয়াও দেখে না। পরম কৃপালু ভগবান্ আমাদিগের উদাসীনতায় উদাসীন না হইয়া পরমাগ্রহের সহিত আমাদিগের শিক্ষার জন্য পরম প্রিয় ভক্তগণকে আমাদিগেরই শিক্ষা-গুরুরূপে এই মরধামে পাঠাইয়া দেন। অমর-প্রভুজনগণ মরণধর্মশীল জগদ্‌বাসী আমরা, আমাদিগের অমর স্বরূপের উদ্বোধন করিবার জন্য কত প্রকারে না শিক্ষা দেন।

শিক্ষাগুরু শ্রীবৈষ্ণব ঠাকুরের কৃপার কথা বলিয়া শেষ করা যায় না। একে ত' তাঁহারা স্বাভাবিকই কৃপালু, তাহাতে আবার আমার উদ্ধারের জন্য প্রভু-কর্তৃক প্রেরিত; সুতরাং আমার পাতিত্য-দোষ বিদূরিত করিবার জন্য তাঁহার আন্তরিকী চেষ্টা যে কত প্রবলা, তাহা সাধারণ জ্ঞানের গম্য ব্যাপার নহে। এজগতে আমরা সর্ব বিষয়ে সম্বলহীন হইলেও প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্য,—এই চারিটী বস্তু আমাদের কাছছাড়া হয় না। তবে এই চারিটী বস্তুর মালিক হইয়াও আমরা স্বয়ং অথবা অপরের সহায়তায় কিভাবে অপব্যবহার করিতেছি,—চিন্তা করিলে অস্থির হইতে হয়।

কালাধীন আমরা কাল-স্রোতে ভাসিতে ভাসিতে কোন্ অজানা দেশে যাইতেছি জানি না। নশ্বর জগতে আসিয়া অচঞ্চল হইবার বাসনা আমাদের হৃদয়ে সর্বদা জাগরূক থাকিলেও, কালধর্মে সে বাসনা হৃদয়েই বিলীন হয়। অনিত্য জগতে

অনিত্য বস্তুর পশ্চাৎ প্রধাবিত আমি, নিত্য বস্তুর ত সন্ধান পাই না; আত্মীয় অন্যান্য সকলেই আমাকে সে জগতে যাওয়ার পরামর্শ দেওয়া দূরে থাকুক, আমার বন্ধন-দশা দৃঢ় হইতে সুদৃঢ় করিবার সহায় হন। আমার অমূল্য জীবন, দৃশ্য জগতের সমস্ত বস্তু এবং আত্মীয় বান্ধবরূপে সকল লোকেই নষ্ট করিতে বসিয়াছে। সকলেই আমাকে ভোগের পথে লইয়া যায়। কিন্তু একমাত্র বৈষ্ণব ঠাকুর আমাকে তাঁহার স্বরূপ ও দর্শন-দান করিয়া প্রাণনাথের চিন্তায় নিযুক্ত করিয়া প্রাণনাশের হাত হইতে রক্ষা করেন। সুতরাং আমার শিক্ষা-গুরু আমার প্রাণদাতা।

অর্থ, সকল অনর্থের মূল। অর্থ শব্দটী বড়ই শ্রুতিসুখকর, বস্তুটী বড়ই লোভনীয়। অর্থ ভোগের জনক হইলেও পঞ্চদশ প্রকার অনর্থ ভোগীকুলের অজ্ঞাত-সারে অর্থেই বাস করে। ভোগোন্মত্ত আমরা, এত অর্থকে এরূপ সার জ্ঞান করিয়াছি যে, সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়তর প্রাণকেও বিপন্ন করিয়া প্রাণনাশক অর্থ সংগ্রহে বদ্ধ-পরিকর না হইয়া পারি না। কেননা অর্থ-লোলুপ স্বজন নামধারী দস্যুবর্গ অর্থাভাবে আমার প্রতি স্বজনরূপ স্নেহ, প্রীতি প্রদর্শন করিতে পরাঙ্মুখ। এহেন বিপন্ন আমি, আমাকে উদ্ধার করিবার জন্য আমার শিক্ষা-গুরুগণ আমার পরমায়ু ক্ষয় করিয়া উপস্থিত অর্থ, পরমার্থ,—ভগবান্ ও ভক্তের সেবায় নিযুক্ত করিয়া আমাকে সর্ব্ব অনর্থের হাত হইতে উদ্ধার করেন। সুকৌশলী গুরুবর্গ নির্ব্বোধের প্রতি কৃপা করিয়া এরূপ ভাবে বোধ সঞ্চার না করিলে জীবের কি গতি হইত?

জগতে আপনাকে অবোধ ভাবিতে কেহ রাজি নহেন। কিন্তু আমার বুদ্ধি আমাকে পদে পদে নির্ব্বুদ্ধির পরিচয় দিতে ছাড়ে না। ইহলোকে কোন ব্যক্তি কপর্দ্দকের বিনিময়ে বহু মূল্য বস্তু লাভ করিলে পরমবুদ্ধিমান্ বা অতিচতুর বলিয়া কথিত হন। কিন্তু স্থিরভাবে বিচার করিলে দেখা যায়, তাঁহার ঐ বুদ্ধিমত্তা বা চাতুর্য্য অনিত্য জড়ীয় বস্তু সংগ্রহের জন্য প্রযুক্ত হইয়াছে। কিন্তু এত অনিত্য মর্ত্ত্য দেহে যে সত্য ও অমৃত-স্বরূপ কৌস্তুভ-কিরীটাদি-রত্নালঙ্কার-ভূষিত মাধুর্য্য-সিন্ধু চতুর-শিরোমণি ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্রকে লাভ করা যাইত,—সে বুদ্ধি কি আমাদিগের আছে? হায়! হায়! কোথায় জরা-রোগাদিপূর্ণ মরণশীল দেহে চিন্তামণি লাভের মহামহা-সুযোগ দেখাইতে আমার শিক্ষাগুরুবর্গ ব্যতীত এমন কে আছে?

বাক্যের দ্বারা আমরা অপরের নিকট নিজ মনোভাব ব্যক্ত করি। সর্ব্বপ্রাণীর জিহ্বা থাকিলেও মানব-জিহ্বা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, কিন্তু যন্ত্র ব্যবহারে অনিপুণ ব্যক্তি যেমন যন্ত্রের সাহায্যে নিজের উদ্দেশ্যসিদ্ধ করিতে না পারিয়া নিজেই নিজের অপকার করিয়া বসে, সেইরূপ ভগবৎপ্রদত্ত বাক্যন্ত্রের ব্যবহার আমরা যেভাবে করিতেছি তাহাতে কি আমরা আমাদিগের মৃত্যুকে আহ্বান করিতেছি না? ভেককুল যেমন বর্ষা-সমাগমে মকমক ধ্বনিতে আনন্দোৎসবে মত্ত হইয়া তাহাদের অরি—অহিকুলকে আহ্বান করে, আমাদিগকে সেইরূপ মৃত্যুসদৃশ অসৎ কথা কীর্ত্তন হইতে নিরস্ত করিয়া নিত্য কৃষ্ণকীর্ত্তনে নিযুক্ত করিতে প্রভুনামকীর্ত্তন-কারী বৈষ্ণবঠাকুর-গণের মত আর কেহ আছে কি?

মন! অনেকদিন হইল আমার প্রভুকে ছাড়িয়া তোমার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছি। তোমাকে যে কতভাবে সেবা করিয়াছি, তাহা যদি তুমি একবার চিন্তা করিয়া দেখিতে, তাহা হইলে এতদিন তুমি আমাকে তোমার ক্ষমতাতীত পুরস্কার দান করিতে অর্থাৎ তুমি আমার নিকট চিরঋণী, চিরকৃতজ্ঞ থাকিতে। তবে সে সব কথায় এখন লাভ কি, পুরস্কারের পরিবর্ত্তে তোমার প্রিয় অনুচর কামাদি-রিপুবর্গের দ্বারা যে ভাবে পদে পদে তিরস্কৃত হইতেছি, তাহাতে প্রাণধারণের সামর্থটুকুও নাই। তবে আজ শেষ আবেদন লইয়া তোমার সম্মুখে উপস্থিত। দেখ, আজ আমার সম্মুখে আমার নিত্য প্রভুর প্রিয়তম-জনগণ উপস্থিত। তাঁহারা আমাকে তোমার কঠোর প্রভুত্বের কথা দেখাইয়া দিয়াছেন। এখন আমি তোমার দাসত্ব ছাড়িয়া প্রভুদাসগণের দাসত্বে চির-নিযুক্ত হইবার সঙ্কল্প করিয়াছি। অতএব তুমি কৃপা করিয়া আমার এই কার্য্যের সহায় হও। আর হে পতিতপাবন বৈষ্ণব-ঠাকুরগণ! আপনারা আমাকে কৃপা করুন। যখন দয়া করিয়া আমার উদ্ধারের জন্য আসিয়াছেন, তখন বিমুখের সহস্র অপরাধ থাকিলেও বিমুখ হইবেন না, এই প্রার্থনা।

কর্ম্মজগতের হেয়ত্ব

(পণ্ডিত শ্রীপাদ কলিবৈরী বেদান্ত ভূষণ)

গৌড়ীয় মঠের একজন গৃহস্থভক্ত তাঁহার অনৈক বন্ধুর সহিত দেখা করিবার জন্য রাণীগঞ্জ-কোল-ফিল্ডের অন্তর্গত কোন কোলিয়ারীতে গিয়াছিলেন, তথায় তাঁহার বন্ধু ৪০্ বেতনের একজন ক্লার্কের কাজ করেন, বন্ধুর বিশেষ অনুরোধে তাঁহাকে সেদিন কোলিয়ারীতে রাত্রিবাস করিতে হইয়াছিল। কোলিয়ারীর কর্ম্মচারীরা সমস্ত দিন আফিসের কার্য্য করিয়া সন্ধ্যার পর সকলে একত্র হন এবং পরস্পর হাস্য পরিহাসাদি প্রসঙ্গে কিছুক্ষণ কাটাইয়া একটু শান্তি অনুভব করেন।

সন্ধ্যা হইয়াছে, কর্ম্মচারীরা অফিস হইতে আসিয়া ক্রমে ক্রমে সকলে একত্র হইতেছেন, গৌড়ীয় মঠের গৃহস্থ ভক্তটী একটী পৃথক্ আসনে বসিয়া আপনার মনে হরিনাম করিতেছেন। কর্ম্মচারী-গণ গৌড়ীয় মঠের ভক্তটীকে লক্ষ্য করিয়া পরস্পর নানা কথা বলিতে আরম্ভ করিয়া-ছেন। তাঁহারা বলাবলি করিতেছেন, দেখুন! আমাদের দুরবস্থার কথা কি আর বলিতে আছে, অল্পবয়স্ক কর্ম্মক্ষম সবল যুবকগণ কোথায় আলস্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক উদ্যমসহকারে যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়া প্রচুর অর্থোপার্জ্জনের চেষ্টা করিবেন, স্ত্রী-পুত্র পিতামাতা আত্মীয়-স্বজন প্রতি-বেশীর অভাব মোচন করিবেন না এই সময় হইতেই ধর্ম্ম ধর্ম্ম করিয়া পাগল, মালা টানিলে, হরিনাম করিলে কি হইবে? এদিকে যে তাহার ঘরের লোক—দেশের লোক খাবার অভাবে হীনবল হইয়া পরের অধীনতা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছে, কত কষ্ট নীরবে সহ্য করিতেছে, সে সকল দিকে তাহাদের একটুও দৃষ্টি নাই, কেবল হরিনাম আর হরিনাম। আমরা কিছুদিন পূর্ব্বে বুড়ো বুড়ীদিগকে হরিনাম করিতে দেখিতাম, বস্তুতঃ বৃদ্ধ পঙ্গু প্রভৃতি অসমর্থ ব্যক্তিদিগের জন্যই ধর্ম্ম, হরিনাম; কর্ম্মক্ষম পুরুষ অলস হইয়া ধর্ম্ম ধর্ম্ম করিয়া বেড়াইলে পাপী হইয়া থাকে, উহাকে কখনই ধর্ম্ম বলা উচিত নয়। এই পাপেই ভারত আজ উচ্ছন্ন যাইতে বসিয়াছে।

গৌড়ীয় মঠের ভক্তটী ধৈর্য্যসহকারে তাঁহাদের কথাবার্ত্তা শুনিয়া সাধারণের মঙ্গলের নিমিত্ত কিছু বলিতে ইচ্ছা করিলেন। তিনি বিনয়ের সহিত আফিসের কর্ম্ম-চারীদিগকে সম্বোধন করিয়া তাঁহাদের সম্মতিক্রমে বলিতে আরম্ভ করিলেন—
শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—

সুখায় কর্ম্মাণি করোতি লোকঃ
ন তৈঃ সুখং বান্যদুপারমং বা।
বিন্দেত ভূয়স্তত এব দুঃখং
যদত্র যুক্তং ভগবান্ বদেন্নঃ।

—জগতের লোক আব্রহ্মস্তম্ব সকলেই সুখের নিমিত্তই কর্ম্ম করিয়া থাকে, দুঃখের বাসনা কেহই করে না; কিন্তু সুখ লাভ ত সকলের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে না, বরং উত্তরোত্তর দুঃখ লাভই হইয়া থাকে। আপনারা যদি অগ্রেই ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্রের নাম শুনিয়াই চটিয়া যান তাহা হইলে কোন কথারই মীমাংসা হইবে না সুতরাং আমাদের মধ্যে যে সকল কথা হইতেছে, তাহার মধ্যে কাহার কোন্ কথায় কতটুকু বাস্তব সত্যতা রহিয়াছে, তাহাই একমাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিত। যে ভাগবতীয় শ্লোকটী বলিলাম, উহা বাস্তব সত্য কি না এখন তাহাই বিচার করুন। একবার জগতের প্রতি দৃক্পাত করুন, দেখিতে পাইবেন, জগতের সকলেই আপনার দলের, আপনাদের মত ধারণা লইয়া তাহারাও কর্ম্মচক্রে ঘুরিতেছেন, হরি-ভজনের কথা দূরে থাকুক, হরিনামে রুচিযুক্ত সম্পন্ন লোকও অতি বিরল, চিরকালই তাঁহাদের সংখ্যা কম। অনাদিকাল হই(তে) মানব জাতি যে হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করি(য়া) অর্থ উপার্জ্জন এবং স্ত্রীপুত্রাদির ভরণ-পোষণ করিয়া আসিতেছেন তাঁহাদের মধ্যে ধনী কয়জন, জীবনে শান্তিলাভ করিয়াছেন বা করিতেছেন কয়জন আপনারা নিজ নিজ অবস্থাটা বিচার করিয়া দেখিলেই ত বুঝিতে পারেন। ভারতবর্ষ একদিন ধনে বিদ্যায় কৃষি শিল্প বাণিজ্যে পৃথিবীর শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিল, মহম্মদ ঘোরী যখন ভারত লুণ্ঠন করেন, তখন একটী মন্দিরেই সাত লক্ষ চারিশত মণ সুবর্ণ মুদ্রা পাইয়াছিলেন, সে ভারতবর্ষ আজ পথের ভিখারী কেন? ধর্ম্ম ধর্ম্ম করিয়াই কি তাহার এই দুর্দ্দশা হইয়াছে, না ধর্ম্ম-ভ্রষ্ট হওয়াই তাহার এই দশা হইয়াছে?

আপনারা কর্ম্ম ও তৎফল অর্থকে বহুমানন করিতেছেন, কিন্তু ভাবিয়া দেখুন কর্ম্ম ও অর্থ আপনাদের কতটুকু উপকার করিতে সমর্থ। কর্ম্ম ও অর্থ যে আপনার সঙ্গে যাইবে না, পরকালের কোন কাজে লাগিবে না, এ বিষয়ে কোন সংশয় নাই; কিন্তু ইহকালেই উহা কতটুকু সুখোৎপাদক, তাহাই বিচার করুন। মনে করুন আপনি ৫০ বৎসর ধরিয়া দিবারাত্রি পরিশ্রম করিয়া প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করিলেন, তখন হয় ত মহম্মদ ঘোরীর মত কোন প্রবল ব্যক্তি জোর করিয়াই হউক বা চুরি করিয়াই হউক আপনার সমস্ত অর্থ অপহরণ করি-লেন কিংবা আপনার পুত্র পরিবারেরা কয়েক দিনের মধ্যে সমস্ত ধন নানাপ্রকার বিলাসিতায় নষ্ট করিয়া ফেলিল, তখন আপনার ৫০ বৎসরের পরিশ্রম সব বিফলেই গেল। আরও দেখুন, অর্থ অনর্থের মূল, হিংসা দ্বেষাদির মূল, যে ব্যক্তি যত ধনী, সে সেই পরিমাণে অন্যের হিংসার পাত্র। জগতে কৃষি শিল্প বাণিজ্য জড় বিজ্ঞানের উন্নতি যত হইতেছে, ততই দেশে অভাব দেখা যাইতেছে, হিংসানল বাড়িয়া বাড়িয়া যুদ্ধ বিগ্রহাদি আনয়ন করিতেছে, জগতে সুখ শান্তির পরিবর্ত্তে অশান্তি অসুখ বৃদ্ধি পাইতেছে।

যাঁহারা জন্মান্তর বিশ্বাস করেন, তাঁহারা বলেন—জীব পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্মফলে সুখ দুঃখাদি প্রাপ্ত হন, দুঃখ যেরূপ বিনা

চেষ্টাতেও স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত হয়, সুখও সেইরূপ সময়ে আপনা হইতেই আসে। কিন্তু তাই বলিয়া আমরা কর্ম্ম-জগৎকে কর্ম্ম হইতে নিরস্ত হইতে বলি না, আমরা বলি, আহার নিদ্রা ইন্দ্রিয় তর্পণাদির চেষ্টা পশুপক্ষীর মধ্যেও দেখা যায়, তাহা হইলে তাহাদের সহিত মানব-জাতি আমাদের পার্থক্য কি? মানব জাতি ধর্ম্মাধর্ম্মের বিচার করিতে পারেন, অন্য প্রাণী পারে না—এই মাত্র ভেদ। আমরা কর্ম্ম করিব, ইন্দ্রিয়-তর্পণ করিব; কিন্তু পিতা মাতাকে খাইতে দিব না, এই বিচার যেরূপ গর্হিত, সেইরূপ আমরা নিজ নিজ জড় উন্নতি সাধন করিবার জন্যই ব্যস্ত থাকিব, পরম পিতা, জগৎ পিতা ভগবানের সেবা করিব না—এইরূপ বিচারও তাদৃশ মনুষ্যোচিত নহে

যে জাতি খৃঃ পূঃ চারি শত বৎসর পূর্ব্বে পশুর ন্যায় বনে বনে পরিভ্রমণ করিত, কৃষি শিল্প বাণিজ্য বিজ্ঞানের কথা দূরে থাকুক, কেমন করিয়া রন্ধন করিতে হয়, তাহা পর্য্যন্ত জানিত না, তাহারা আজ পৃথিবীর মধ্যে শীর্ষ স্থান অধিকার করিল, আর যে জাতি সকল বিষয়ে পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ আসন গ্রহণ করিয়াছিল, তাহারা আজ অপর জাতির পদদলিত, নিঃস্ব, পথের ভিখারী। কর্ম্মজগৎ পরিবর্ত্তনশীল; কালের গতিতে ছোট 'বড়' হয়, বড় 'ছোট' হয়। ভগবানের এই নিয়মের কখনও ব্যতিক্রম হয় না। আজকাল আমাদের দশা এরূপ হইয়া উঠিয়াছে যে, আধুনিক জাতি আমাদিগকে বর্ব্বর জাতি বলিয়া গালাগালি করিতেছে। করিবে না কেন, আমরা যে নিজেদের বুদ্ধিটুকু পর্য্যন্ত হারাইয়াছি। খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে সপ্তম হেন্রী অক্সফোর্ড ও কেম্ব্রিজ ইউনিভারসিটি স্থাপন করেন, তাহাই হইয়াছে আজকাল বিদ্যা-শিক্ষার কেন্দ্র-স্থান। সেই ইউনিভারসিটির অনুকরণে ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজে ইউনিভারসিটি স্থাপিত হইল। কুইন এলিজাবেথের সময় অর্থাৎ খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে কতকগুলি সাহিত্য লেখা হয় এবং সেক্সপিয়র, বেকন, স্পেনসার প্রভৃতি নামে উৎসর্গীকৃত হয়। আমরা অষ্টাদশ শতাব্দীর ইউনিভারসিটিতে সেক্সপিয়র পড়িয়া নিজদিগকে শিক্ষিতাভিমান করিয়া বাংলা ভাষায়, বাংলার পোষাকে, দেশীয় সভ্যতায়, দেশীয় কাব্যে বাংলা শাস্ত্রে, বাঙ্গালীর ধর্ম্মে অনাদর করিতে শিখিয়াছি। বিদেশীয় জাতিকে শিক্ষা-গুরুপদে বরণ করিয়া তাঁহাদের কথানুসারে আমাদের পূজ্য পূর্ব্বপুরুষদিগকে অসভ্য বর্ব্বর বলিতে কুণ্ঠাবোধ করিতেছি না। আমরাই দেশের হিতসাধন করিব, ইহার অর্থ আর কিছুই নহে,—সমগ্র দেশকে বিদেশীয় ভাবে বিভাবিত করিয়া, বাঙ্গালীর ধর্ম্ম কর্ম্ম ছাড়াইয়া তাহাদিগকে কর্ম্মঠ করিয়া তোলা দৈব বশতঃ আমরা না হয় পরাধীন হইয়া পড়িয়াছি; কিন্তু সাধারণ জ্ঞান টুকু হারাইয়া আজ 'যতো ধর্ম্মস্ততো জয়ঃ' এই বাক্যে দৃঢ় বিশ্বাস করিতে পারিতেছি না, তাহার জন্য দায়ী কে হইবে? আপনারা যাহাদিগকে উন্নত সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মনে করিতেছেন, তাঁহারা কর্ম্মক্ষম নিরলস বলিয়াই এত উন্নত ও সমৃদ্ধি-সম্পন্ন, কিন্তু আমরা বলিব ভগবান্ তাহাদিগকে এখন ভোগোপযোগী ভাল সময় দিয়াছেন, আবার তাহাও যে তাহাদের ভাগ্যে নিত্য কাল থাকিবে, এরূপ নহে। যে জাতি যত পুরাতন ও সুশিক্ষিত, তাহাদের হৃদয়ে ঈশ্বর-বিশ্বাস তত বেশী। হরিনামের মাহাত্ম্য নব্য জাতি বা নব্য শিক্ষিত সমাজের বুঝিতে কোটী যুগ লাগিতে পারে। বিশ্ব-প্রেমিকতা, সাম্য, মৈত্রী, দয়া একমাত্র হরিনামেই আছে। হরিনামাশ্রিত ব্যক্তি অলস—এরূপ মনে করিবেন না। হরিনামাশ্রিত ব্যক্তির প্রতি কার্য্যে পারমেশ্বরী ভাব বর্ত্তমান, পারমেশ্বরী ভাব-শূন্য যাবতীয় কর্ম্ম পাষণ্ড কর্ম্ম বলিয়া শাস্ত্রে অভিহিত হইয়াছে। পারমেশ্বরী ভাব শূন্য কর্ম্মের দ্বারা নিজের মঙ্গলই সাধিত হয় না, অন্যের উপকার ত' দূরের কথা।

মহা-মহোৎসব

শ্রীগৌর-প্রিয়তম শ্রীগুরুদেবের কৃপায় ঢাকা শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠে মাসাধিক-কালব্যাপী মহামহোৎসব মহা-সমারোহে সমাপ্ত হইয়াছে। মঠাশ্রিত প্রচারকবৃন্দের অনেকেই প্রভুপাদের প্রচারার্থ ভিন্ন-ভিন্ন স্থানে গমন করিয়াছেন। পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ শ্রীমঠে অবস্থান করিয়া সহরের বিভিন্নস্থানে শিক্ষিত সজ্জনমণ্ডলীর দ্বারা আহূত হইয়া শ্রীমদ্ভাগবতাদি গ্রন্থ-পাঠ ও ব্যাখ্যা করিতেছেন। গত ৬ই অগ্রহায়ণ শুক্রবার শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম শাখামঠ কমলাপুর শ্রীগোপালজী মঠে কতিপয় ব্রহ্মচারী-সহ উপস্থিত হন। তথায় গৌর-বিহিত কীর্ত্তন, শ্রীচৈতন্যভাগবত-পাঠ ও একটী মহোৎসবের অনুষ্ঠান করেন। সহরের গণ্যমান্য অনেকে এবং গ্রামবাসী সকলে শ্রীগোপালদেবের সেবায় যোগদান করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন। সহর-প্রান্তে বনদেশে শ্রীগোপালদেবের চারু সুধা এবং তদুচ্ছিষ্ট আস্বাদন করিয়া সকলেই গোপালমাহাত্ম্য উপলব্ধি করিয়াছেন। আশা করি, কমলাপুর-নিবাসী ভাগ্যবান্ ব্যক্তিগণ দেহ-মনের সেবায় অত্যধিক প্রমত্ত না হইয়া নিত্যারাধ্য শ্রীগোপালদেবের সেবায় বিশেষভাবে যত্নবান্ ও উৎসাহিত হইবেন। যে কোন জন্মে ইন্দ্রিয় ভোগ্য বিষয় মিলিবে, কিন্তু ইন্দ্রিয়াতীত শ্রীভগবানের সেবা-সুযোগ লাভ সব জন্মে হয় না।

জাগতিক সংবাদ-সংগ্রহ

নূতন ভাইস চ্যান্সেলার

লেফটেনেণ্ট ডাঃ জে, এফ, ম্যাকফাডিয়েন সাহেব স্যার বিপিন ঘোষের স্থানে নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার হইলেন। বিপিন বাবু অবসর গ্রহণ করিলেন।

স্ত্রীর উপর অত্যাচারে কারাদণ্ড

দিল্লীতে গঙ্গারাম নামক একজন রাজপুত তাহার স্ত্রীর উপর অত্যাচার করিত! এমন কি সে তাহার স্ত্রীকে ঘরে চাবি দিয়া বন্দিনী করিয়া রাখিত। একদিন গঙ্গারাম বাড়ী না থাকা কালে তাহার উৎপীড়িতা স্ত্রী পলায়ন করিয়া এক স্ত্রীচিকিৎসকের নিকট আশ্রয় লয়। পরদিন সে ইন্দ্রপ্রস্থ বনিতা আশ্রম নামক একটী বিধবা আশ্রমে যায়। গঙ্গারাম তাহাকে আনিতে যায়, কিন্তু সে ফিরিতে সম্মত না হওয়ায় গঙ্গারাম ভয় দেখাইয়া বলে যে, যদি সে বাড়ী না ফেরে, তাহা হইলে সে স্ত্রীর নাক কাটিয়া দিবে। আশ্রমের কর্তৃপক্ষ এ কথা পুলিশকে জানাইলে পুলিশ গঙ্গারামের বিরুদ্ধে নোটিস জারি করে। বিচার কালে দেখা গেল যে গঙ্গারামের দুই স্ত্রী আছে। তাহাদের মধ্যে বনিবনাও না হওয়ায় এইরূপ অত্যাচার ঘটিতে থাকে। বিচারক গঙ্গারামকে বলেন যে সে আর অত্যাচার করিবে না এ বিষয়ে জামিন না দিলে তাহাকে জেলে যাইতে হইবে। গঙ্গারাম জামিন দিতে না পারায় জেলে গিয়াছে।

জার্ম্মানির বিদ্যালয় ও ছাত্রদিগের পিতামাতা

জার্ম্মানিতে নিয়ম হইয়াছে যে স্কুলে যে সমস্ত ছাত্র পাঠ করে তাহাদের পিতা মাতা মিলিয়া একটি স্বতন্ত্র সভা করিবে। সেই সভা সাধারণভাবে ছাত্রদের শারীরিক, মানসিক এবং নৈতিক বিষয়ে বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষকে পরামর্শ দিবে

হিন্দী বঃ ইংরাজী

ঢাকার কর্জন হলে একটী সভা হয়। জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ও, এম্ মার্টিন সাহেব প্রস্তাব করেন যে ইংরাজীর পরিবর্ত্তে হিন্দী ভাষাই নিখিল ভারতবাসীর ভাষা হউক। ডাঃ জে, সি ঘোষ (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের) ঐ সভায় সভাপতি ছিলেন। প্রস্তাব গ্রাহ্য হয় নাই।

বিহারে সমবায় সমিতি

গত বৎসর ৬০১টী সমিতি স্থাপিত হইয়াছে। ১২০০ সদস্য বৃদ্ধি পাইয়াছে। মূলধন ৬৩ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি পাইয়া মোট ৫ পাঁচ কোটীতে দাঁড়াইয়াছে। তৎপূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা এক লক্ষ কুড়ি হাজার টাকা আয় বাড়িয়াছে

সত্যাগ্রহে ৩০০ মহিলা

৩০০ মহিলা স্বামী সত্যানন্দের বাসা হইতে শোভাযাত্রা বাহির করিয়া মুন্সীগঞ্জ কালীমন্দিরের দরজায় নেপালী দরওয়ান ও পুরোহিতকে দরজা খুলিতে বলেন; কিন্তু তাঁহারা মহিলাদের কথায় কান দেন নাই। মহিলাগণ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া চলিয়া আসেন। তাঁহাদের হাতে পূজার দ্রব্য সামগ্রী ছিল

গবর্ণমেণ্ট ও কংগ্রেস-প্রদর্শনী

ভারত-গবর্ণমেণ্ট প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট সমূহকে আদেশ দিয়াছেন যে, তাঁহারা যেন কংগ্রেস-প্রদর্শনীকে কোন উৎসাহ না দেন। বিলাতে কমন্স সভায় এ সম্বন্ধে প্রশ্নের উত্তরে মিঃ ওয়েজ উড্ বেন বলেন যে রাজনৈতিক দল কর্তৃক অনুষ্ঠিত কোনও প্রতিষ্ঠানের সাহায্য করিতে ভারত-সরকার বাধ্য নহেন

পদত্যাগপত্র প্রত্যাহার

সুভাষ বাবু ও পণ্ডিত জহরলাল কংগ্রেসের কার্য্যকারী সভার সদস্যপদ ত্যাগ করিবার জন্য যে পত্র দেন, কমিটীর অনুরোধে দেশের স্বার্থের দিকে লক্ষ্য করিয়া তাহার প্রত্যাহার করিয়াছেন।

---

৩০০ চীনা হত

রুষ সৈন্যগণ চীনের সৈন্যদের পরিখা ধ্বংস করিয়াছে। ৩০০ চীন সৈন্য হত হইয়াছে।

বিবেক ও সর্ত্ত

সরদার রুর সিং ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। সেদিন কয়েকটী সর্ত্তে সহি করিয়া তিনি মুক্ত হন। এই সমস্ত সর্ত্ত প্রতিপালন করা তাঁহার বিবেকের এত বিরুদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে যে, তিনি স্থির করিয়াছেন যে, যে তিনি আর ঐ সমস্ত সর্ত্ত মানিয়া চলিবেন না। তিনি গবর্ণমেণ্টকে একথা জানাইয়াছেন। সরকার বাহাদুর যাহা ইচ্ছা করিতে পারেন। রুর সিং বলেন, সব সময়ই পবিত্র। যে [illegible] স্মরণ করে, সত্য তাহাকে [illegible] করেন। আমি আমার মাতৃভূমি এবং মনুষ্য জাতির সেবাতেই আত্মনিয়োগ করিব।"

পর-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

সম্প্রতি পর বিদ্যাপীঠে নিম্নলিখিত শিক্ষণীয় বিষয়নিচয়ের অধ্যাপকের আসন-সমূহ সংস্থাপিত হইয়াছে—বিদ্যার্থিগণ আবেদন করুন।

১। সাহিত্যাসন, ২। ঐতিহ্যাসন,
৩। সম্প্রদায়বৈভবাসন, ৪। ভক্তিশাস্ত্রাসন,
৫। তন্ত্রশাস্ত্রাসন, ৬। বেদান্তাসন,
৭। একায়নাসন।

শ্রীনন্দলাল রায় বি, এ, কাব্যতীর্থ, বিদ্যাসাগর,
সম্পাদক—পরবিদ্যাপীঠ, শ্রীধাম মায়াপুর।

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

শ্রীগৌড়ীয়প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৪০৲ চাল্লিশ টাকা।

২৭২৪ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে, সপ্তচত্বারিংশ খণ্ডে সূচী ছাপা হইতেছে।

৪৬শ খণ্ড গ্রন্থ নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে ১৫।১০ সাধারণ পক্ষে ২০৸৶০। প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৵০, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ।/০।

দশম স্কন্ধ ছাপা হইতেছে। দশম স্কন্ধের ভিক্ষা ১২৲, অগ্রিম সাধারণের পক্ষে ৮৲।

৫০ অধ্যায়পর্য্যন্ত নবম সংখ্যা ছাপা হইয়াছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

"শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত"

সম্পূর্ণ ছাপা শেষ হইয়াছে

আদি, মধ্য, ও অন্ত্যলীলা এবং সূচী ছাপা হইয়া সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছেন। যাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্ব্বের ১০৲ টাকা ভিক্ষার তৃতীয় সংস্করণ ৪৲ টাকায় না পাইয়া অপূর্ব্ব সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের জন্যই উহার ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছেন। সেই ১০৲ টাকার এই বিরাট্ গ্রন্থ নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা পূর্ণ না হওয়া পর্য্যন্ত ৫৲ টাকা ভিক্ষায় দেওয়া হইবে। গ্রাহকগণ সত্বর হউন পরে আর এ সুযোগ দেওয়া হইবে না।

শ্রীচৈতন্য লীলার ব্যাস আদিকবি

শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

**সমগ্র গ্রন্থ ৮৲ স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲
নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪॥০ টাকা**

শ্রীচৈতন্য মঠের যাবতীয় গ্রন্থ

কার্য্যাধ্যক্ষ, গ্রন্থ-বিভাগ, শ্রীচৈতন্য মঠ
পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া
—অথবা—
শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা
ঠিকানায় পাওয়া যাইবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :— ডাকে চাহিলে শ্রীচৈতন্য মঠের ঠিকানায় লিখিবেন।

উড়িয়া ভাষায় প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

যে সব উৎকলবাসী ভক্তগণ বাংলা পড়িতে জানেন না, তাঁহাদের শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর প্রচারিত পরম উপাদেয় ভক্তি-কথা জানিবার সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে উড়িয়া-ভাষায় নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হইল বাংলা গ্রন্থের তুলনায় উড়িয়া গ্রন্থগুলির ভিক্ষাও অপেক্ষাকৃত অল্প।

গ্রন্থের নাম	ভিক্ষা
শ্রীহরিনাম চিন্তামণি, প্রতিখণ্ড	॥০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	১৲
সাধন পথ (শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টক) প্রতিখণ্ড	।০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	।০
কল্যাণ কল্পতরু প্রতিখণ্ড	৵০
একত্রে ৩খণ্ড লইলে	।০
গীতাবলী প্রতিখণ্ড	⁄১০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৶১৫
শরণাগতি প্রতিখণ্ড	/০
একত্রে ৩খণ্ড লইলে	৵৫

প্রাপ্তিস্থান { শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ, কটক
এবং
শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, পুরী

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিম্নলিখিত মঠসমূহে প্রাপ্তব্য:—

শ্রীচৈতন্য মঠ,— পোঃ, শ্রীধামমায়াপুর, (নদীয়া)।
২ শ্রীগৌরগদাধর মঠ,—চাঁপাহাটি, সমুদ্রগড় পোঃ, (বর্দ্ধমান)।
৩ শ্রীভাগবত আসন,—ভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৪ শ্রীগৌড়ীয় মঠ,—১নং উল্টাডাঙ্গা জংসন রোড্, কলিকাতা।
৫ শ্রীপুরুষোত্তম মঠ,— চটকপর্ব্বত, পুরী,
৬ শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ,— উড়িয়া বাজার, কটক।
৭ শ্রীভাগবত মঠ,—চিরাকিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।
৮ শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ,—৪নং জগজ্জীবনপুরা, কাশী, ইউ, পি।
৯ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,—ছিপিগলি, বৃন্দাবন, মথুরা, ইউ, পি।
১০ শ্রীপরমহংস মঠ—নিমসার পোঃ, সীতাপুর, ইউ পি।
১১ শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ,—কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল, পাঞ্জাব।
১২ শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠ,—৯০নং নবাবপুর রোড্, ঢাকা।
১৩ শ্রীগদাইগৌরাঙ্গ মঠ,—বালিয়াটি, ঢাকা।
১৪ শ্রীপ্রপন্নাশ্রম,—আমলাযোড়া, রাজবাঁধ পোঃ, বর্দ্ধমান।
১৫ শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ,—ডুমুরকোন্দা, চিরকুণ্ডা পোঃ, মানভূম।
১৬ শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয় মঠ,—আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী, উড়িষ্যা।

এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণের নিকটও নদীয়া-প্রকাশ প্রাপ্তব্য।

১। শ্রীযুক্ত জনার্দ্দন ঘোষ—বসু দাস ক্রে রোড, খুলনা
২। শ্রীযুক্ত রাধাচরণ গোস্বামী ভাক্তরত্ন—দেওয়ানগঞ্জ, হলদিবাড়ী কুচবিহার।
৩। শ্রীযুক্ত রামরঞ্জন রায়—৭৬।২নং শ্রীগোপাল মল্লিক লেন, কলিকাতা
৪। শ্রীযুক্ত অমূল্যকুমার সরকার এস, ডি, ও, ফৈজাবাদ।
৫। মিঃ এন্ ডি, মুখার্জ্জি—এম, এস, ওয়ার্কস দি মল, কানপুর।
৬। শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী জ্যোতিভূষণ—স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া
৭। শ্রীরাসবিহারী দাস অধিকারী, নবদ্বীপ।
৮। শ্রীবিরাজমোহন দে—মনমোহন প্রেস, নবাবপুর, ঢাকা।
৯। শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ গড়গড়ি বেড়াচাঁপা, ২৪ পরগণা।

তত্ত্বমঠের গ্রন্থাবলী

শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুর বিরচিত

ভক্তি-গ্রন্থাবলী।

উৎকৃষ্ট কাপড়ে বিলাতী ধরণে বাঁধাই স্বর্ণালঙ্কৃত। চতুর্থ সংস্করণ। বিস্তৃতবিষয় সূচীসহ

জৈবধর্ম্ম

বাঁধাই ২৲ দুই টাকা

প্রকাশিত হইয়াছে

সনাতন ধর্ম্মশাস্ত্র বেদ, বেদান্ত, উপনিষৎ গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত, পুরাণ, তন্ত্রাদি সকল গ্রন্থ পাঠ করিবার অবসর অতি অল্প মানবের ঘটিয়া থাকে। অনেকের যোগ্যতা না থাকায় সেই সমস্ত গ্রন্থের মর্ম্ম অবগত হইতে পারেন না। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বাঙ্গালীর এই অসুবিধা দূরীকৃত করিবার জন্য এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

বিদ্যালয়ের ছাত্র বা শিক্ষকগণের বিশেষ পাঠ্য, এই হেতু শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টার বাহাদুর ইহা সমস্ত বিদ্যালয়ের জন্য অনুমোদন করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

প্রথম খণ্ড ভিক্ষা ১৲ একটাকা

যুক্তিপূর্ণ শাস্ত্রবাক্য দ্বারা প্রত্যেক মানবের নিত্য কর্ত্তব্য ও অনিত্য সাময়িক কর্ত্তব্য নিদ্ধারিত হইয়াছে। গ্রন্থের প্রতি উক্তি সনাতন শাস্ত্রবাক্য দ্বারা সমর্থিত ও প্রমাণিত হইয়াছে। দেহের, মনের ও আত্মার ধর্ম্ম কি? স্বদেশ, সমাজ, নীতি, ধর্ম্ম কি? ইত্যাদি বিষয় ক্রমানুসারে এমন সুন্দরভাবে যুক্তিসংকারে আলোচিত হইয়াছে যে, প্রথম পংক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত পাঠ না করিয়া নিবৃত্ত হওয়া যায় না।

শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ভিক্ষা ৷৵০

ঐ প্রমাণ খণ্ড ভিক্ষা ৵০

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিহার ও লীলাভূমি নয়টী দ্বীপসমন্বিত। এই নয় দ্বীপের প্রাচীন বিবরণ— প্রত্যেক দ্বীপে শ্রীমহাপ্রভুর লীলা— প্রত্যেক দ্বীপের পরিচয়, শ্রীধাম-মাহাত্ম্য—ধামাপরাধ কি? ইত্যাদি বিষয় বিশেষভাবে মনোহর ছন্দে বর্ণিত। পকেট সাইজ প্রায় ১৬০ পৃষ্ঠা।

শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ

উজ্জ্বল রোজ্জ্বল কালীতে উত্তম কাগজে ছাপা—শ্রীনবদ্বীপধাম দর্শনে ভাবুক দর্শনকারীর কি প্রকার ভাবের উচ্ছ্বাস হয়, তাহা এই গ্রন্থে বর্ণিত। অতি চমৎকার। ভিক্ষা চারি আনা।

শ্রীমনঃশিক্ষা

৷৵০ দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভুকে উপদেশচ্ছলে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রাতিকূল বিচার অতি সুন্দরভাবে বিবৃত হইয়াছে। ইহা ছাড়া শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদিষ্ট শিক্ষাষ্টক উপদেশ বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব-জগতে অভিনব গ্রন্থ !!

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতি গ্রন্থাবলী :—

শরণাগতি

পকেট সাইজ অষ্টম সংস্করণ ভিক্ষা ৴০ আনা

দেহ ও মনের চেষ্টা অনিত্যবস্তু লইয়া— ইহা যখন জীব বুঝিতে পারে, তখন একমাত্র নিত্যবস্তু শ্রীভগবানের প্রতি তাহার কোন্ জাতীয় আবেগময়ী প্রার্থনা হয় এবং শ্রীভগবানে সর্ব্বান্তঃকরণে নিষ্কপটে কি প্রকারে শরণাগত হইতে হয়, ইত্যাদি বিষয়ক প্রাণস্পর্শী প্রার্থনা ও আত্মসমর্পণমূলক গান। উচ্চয় সংস্করণও প্রকাশিত হইয়াছে

ভিক্ষা প্রতি খণ্ড ৴০ এক আনা।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা— ৴০, নবদ্বীপশতক— ৴০

অর্থপঞ্চক—৴০

কল্যাণকল্পতরু

পকেট সাইজ পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা ৴১০

আমরা প্রত্যহ নূতন নূতন অভাব ও কামনার বশবর্ত্তী হইয়া পুনঃপুনঃ যে অকল্যাণকে কল্যাণ বলিয়া গ্রহণ করি এবং যাহার নিকট কল্যাণ কামনা করি, তিনি যে নিত্য বা যথার্থ কল্যাণ প্রদানে অসমর্থ, এবং কোন বস্তু আমাদের নিত্য কল্যাণদাতা এবং কি ভাবে আমরা সেই কল্যাণলাভে সমর্থ হইব, এই সকল কথা সরল গানে লিখিত। এই গীতগুলি বাস্তবিক কল্যাণের কল্পতরু, ইনি প্রত্যেককে নিত্যকল্যাণ প্রদান করেন।

শ্রীল চক্রবর্ত্তি-ঠাকুরের টীকা সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর কৃত টীকা ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কৃত অনুবাদ। টীকাকারের জীবনী, শ্লোকসূচি, বিষয়সূচি প্রভৃতি বহু প্রয়োজনীয় বিষয় সংবলিত প্রায় ৪২৫ পৃষ্ঠা। উৎকৃষ্ট সিল্কে বাঁধাই ২৲ দুই টাকা, কাগজে বাঁধা ১৷০

শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ কৃত ভাষ্য সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

কাগজ ও ছাপা উৎকৃষ্ট। সিল্কে বাঁধাই, সোণার জলে নাম লেখা রাজসংস্করণ ১৲ টাকা, সাধারণ সংস্করণ ১৷০, গৌড়ীয়ের গ্রাহকপক্ষে ১৷০

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি (সাঙ্কেতিক কোষগ্রন্থ)

বিষয়:—১। ভক্তিশাস্ত্রে ব্যবহৃত শব্দাবলীর অর্থ, ২। চারি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের চরিত্র, ৩। বিষ্ণুবৈষ্ণবসম্পর্কে শ্রীমন্দির ও শ্রীবিগ্রহের বিবরণ, ৪। বৈষ্ণবগ্রন্থ ও গ্রন্থকর্ত্তাগণের তাৎপর্য্য ও বিবরণ, ৫। বিষয় বিশেষের শ্লোক ও শাস্ত্রীয় যাবতীয় তথ্য। চারিখণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ১ম খণ্ড ৸০, ২য় খণ্ড ৸০, ৩য় খণ্ড ৸০, ৪র্থ খণ্ড ৷৷০, চারিখণ্ড একত্রে ৩৲ (৫ম খণ্ড যন্ত্রস্থ)।

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ—১ম খণ্ড ১৲ এক টাকা

২য় খণ্ড ১৲ এক টাকা—শ্রীমদ্ভাগবতের গ্রাহক ও গৌড়ীয় গ্রাহকগণ ১০ টাকায় দুইখণ্ড পাইবেন। বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীজীব গোস্বামিপাদের রচিত ছয় সন্দর্ভের অন্যতম। প্রত্যহ পঠনপাঠনের অত্যাবশ্যক প্রয়োজনীয় অংশ। প্রায় ৭৮ পৃষ্ঠা আকারে মুদ্রিত হইতেছে।

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য সঙ্কলিত

সদাচারস্মৃতিঃ

ভিক্ষা ৴০ মাত্র

রেজেষ্টারি

মদন মঞ্জরী

বটিকায় স্বপ্ন ও ধাতুবিকার, ইন্দ্রিয়শক্তির হ্রাস, প্রস্রাবে শুক্রপাত, বহুমূত্র, মাথাঘোরা, বুক ধড়ফড়ানি, অনিদ্রা প্রভৃতি লক্ষণ সমূহ নির্দ্দোষ আরোগ্য হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ৩০ বটী ১৲ এক টাকা।

"নপুংসকারি ঘৃত"

পুরুষত্বহানি রোগে ব্যবহারে সত্বর আরোগ্য করিয়া শক্তিসম্পন্ন করে। মূল্য ১ তোলা ১৲ টাকা।

"রমণবিলাসিনী বটিকা"

বীর্য্যধারণ করত স্তম্ভনশক্তি স্থায়ী ও বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয়। মূল্য ১৬ বটী ১৲ এক টাকা।

বাবুবৈদ্য নারায়ণজী কেশবজী, ১৭৭নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

বিজ্ঞাপন

সাবধান! সাবধান!! সাবধান!!!

জে, বি, দত্তের চৌক-শিশি বাদাম তৈল

আদি ও অকৃত্রিম এবং উপকারিতায় সর্ব্বজন পরিচিত ও বহু প্রশংসিত।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী *J. B. Datta & Co.* নাম দেখিয়া খরিদ করিবেন। নতুবা জুয়াচোরগণ নকলের কারবার কৃত্রিম তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে।

বিনীত— জে, বি, দত্ত

ফেরাস কুইনিন

নূতন এবং পুরাতন ম্যালেরিয়া [illegible]

[illegible]

[illegible] করিলে

[illegible]

[illegible]

[illegible]

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (প্রাচীন নবদ্বীপ) নদীয়া

পরা বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

এখানে আহার এবং বাসস্থান দিয়া বিদ্যার্থিগণকে বিভিন্ন শিক্ষণীয় বিষয় শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। অনেক ছাত্র ইতোমধ্যেই আসিয়া পাঠ আরম্ভ করিয়াছেন। বর্ত্তমান বর্ষে সকল ছাত্রই গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

প্রধান অধ্যাপক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রচন্দ্র কাব্য-ব্যাকরণ-সাংখ্য-বেদান্ত-ষড়দর্শন-তীর্থ, সাংখ্যভূষণ, বেদান্তরত্ন, সাহিত্যশাস্ত্রী, সুদর্শনবাচস্পতি।

অধ্যাপক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গৌরদাস ব্রহ্মচারী ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীধাম মায়াপুর পরাবিদ্যাপীঠ, (নদীয়া)

বেদনাঞ্জন শ্রেষ্ঠরত্ন।

কলিকাতা কংগ্রেস একজিবিসন হইতে বহু প্রশংসা প্রাপ্ত ও বহু গণ্যমান্য ভদ্রমহোদয়-গণ কর্তৃক প্রশংসিত।

আজকাল বাজার-চলন মিশ্রিত ও বিষাক্ত আহার্য্য সেবনে শরীরের রক্ত স্বতঃই দোষিত হইয়া পড়িতেছে। শুদ্ধ মানব-দেহের শ্রেষ্ঠ উপাদান, এই রক্ত দোষিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মানব বাত, বেদনা, মাথাধরা, মাথা-ঘোরা, দৃষ্টিশক্তির হ্রাস, দাঁতের গোড়া ফুলা, দাঁত কনকনানি, দাঁতে পোকা এবং দাদ, চুলকানি প্রভৃতি কষ্টদায়ক চর্ম্মরোগে আক্রান্ত হইতেছে। যদি আপনি একান্তই ব্যাধিমুক্ত হইতে চান, তাহা হইলে অযথা পয়সার অপব্যয় না করিয়া অল্প ব্যয়ে এক শিশি বেদনাঞ্জন ক্রয় করিয়া ইহার কার্য্যকারী-শক্তি উপলব্ধি করুন। গুণের তুলনায় মূল্য অত্যল্প, এক শিশি ।৵০ আনা মাত্র মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

প্রোপ্রাইটার—এ, সি, চাটার্জ্জী এণ্ড ব্রাদার্স।

৪৫নং ঠনঠনিয়া কালীতলা লেন, সালিকা হাওড়া।

সকল মনিহারী দোকানে ও বহু বহু ডাক্তারখানায় পাওয়া যায়।

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

যদিও অদ্যাপি প্রকৃত মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য, তথাপি যাঁহারা নানাবিধ অনিয়মিত উপায়ে অপরিমিত শক্তি নষ্ট করিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন এবং নানা প্রকার মেহ, প্রমেহ ধাতুদৌর্ব্বল্য, স্নায়বিক দুর্ব্বলতা, বহুমূত্র, দুঃস্বপ্ন, পারদ-সংক্রান্ত পীড়া, অর্শ এবং স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে যাহারা বাধক, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, সূতিকা, শ্বেত ও রক্তপ্রদর, হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি রোগে ভুগিয়া জীবনে নিরাশ হইয়াছেন, তাঁহারা আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটান সাহেবের আবিষ্কৃত **ইলেক্ট্রিক সলিউসন** ব্যবহার করিয়া দেখিতে পারেন, তাহার শত শত প্রমাণ প্রাপ্ত বহুসংখ্যক পাওয়া যাইতেছে। যাঁহারা অন্যান্য বহুবিধ ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরোগ্য হইতে পারেন নাই, তাঁহারা একবার এই ঔষধটি ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক মাসের ব্যবহারোপযোগী এক শিশি ঔষধ ডাকমাশুলসহ ১৸০ টাকা মাত্র।

সোল এজেণ্ট—ডাঃ ডি, ডি, হাজরা।

... গার্ডেনরীচ পোঃ, কলিকাতা।

ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

অধ্যক্ষ

শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম.এ., এফ.সি.এস. (লণ্ডন)

ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক

(প্রফেসার)

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ বিশুদ্ধ ও শাস্ত্রমতে নিজ তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হয়। পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ক্যাটালগ পাঠান হয়। রোগের বিবরণ জানাইলে যত্নপূর্ব্বক ব্যবস্থা দেওয়া হয়। চিঠি পত্রাদি সম্পূর্ণরূপে গোপন রাখা হয়।

মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দুর)

(বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৪৲ টাকা

উৎকৃষ্ট স্বর্ণ, পারদ ও আমলাসার গন্ধক দ্বারা যথাশাস্ত্র প্রস্তুত।

নিত্য প্রয়োজনীয় সর্ব্বরোগনাশক মহৌষধ।

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৩৲ টাকা

উৎকৃষ্ট কাশীর আমলকী, বংশলোচন প্রভৃতি যাবতীয় উপাদানে পূর্ণ মাত্রায় যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। কফ, কাসি, সর্দ্দি, হাঁপানি, ক্ষয়রোগ, হৃদরোগ প্রভৃতি রোগের মহৌষধ। সর্ব্বপ্রকার দুর্ব্বলতা নাশক অতিশয় পুষ্টিকর মহৌষধ বা খাদ্য বিশেষ।

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬৲ টাকা

ইহা সেবনে ধাতুদৌর্ব্বল্য, শুক্রহীনতা, স্বপ্নদোষ, প্রমেহ ও ধ্বজভঙ্গ সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায়। ইহা অপরিসীম আনন্দদায়ক রসায়ন।

অবলাবান্ধব যোগ

প্রদর, বাধক প্রভৃতি জরায়ুদোষ ও যোনিগত দুরারোগ্য রোগের মহৌষধ

মূল্য—১৬ মাত্রা ২৲ টাকা। ৫০ মাত্রা ৫৲ টাকা মাত্র

বিশুদ্ধ জল! ভয় নাই! বিশুদ্ধ জল!!

লক্ষ্মী টিউব-ওয়েল কোং

২০৫নং নবাবপুর, ঢাকা

বর্ত্তমান-যুগের নব আবিষ্কৃত যন্ত্রপাতি দ্বারা উন্নত বৈজ্ঞানিক-খনন-প্রণালীতে নলকূপ (*Tube-well*) নির্ম্মাণ করা হয়। বঙ্গের লাট বাহাদুর, প্রাইভেট সেক্রেটারী, জিলা-ম্যাজিষ্ট্রেট জিলা-বোর্ডের চেয়ারম্যান, ইঞ্জিনিয়ার, জমিদার, তালুকদার, প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত ভদ্রমহোদয়গণ এই কোম্পানীর কার্য্য দেখিয়া প্রশংসা করিয়াছেন। রাসায়নিক পরীক্ষায় জল বিশুদ্ধ না হইলে মূল্য গৃহীত হয় না। বিস্তৃত বিবরণের জন্য লিখুন

বৃত্তিসহ সমগ্র

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

ভিক্ষা ২৲ টাকা। শিক্ষার্থি-ছাত্রের পক্ষে ১৷০ দেড়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীপরাবিদ্যাপীঠ, শ্রীগৌড়পুর

চৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

মনোমোহন প্রেস

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা

পূর্ব্ব-বাঙ্গালায় সুলভে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত

বৈদ্যুতিক মেশিনে দিবারাত্র কাজ চলিতেছে

বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা।

[illegible]

স্থানীয় সংস্করণ

Registered No. C 1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চ ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩॥০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র।

সাধারণের হার
অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৵৫

৪র্থ খণ্ড সম্পাদক—প্রত্নবিদ্যালঙ্কার শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী [২২৫ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্য মঠ শ্রীধাম মায়াপুর—১৩ই অগ্রহায়ণ শুক্রবার ১৩৩৬, ২৯শে নভেম্বর ১৯২৯

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থাবলী

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্—শ্লোক টীকা, বিবৃতি প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত। ভিক্ষা, প্রতি খণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৶০ গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশ গ্রাহক পক্ষে ৵০
২। ভাষ্য-সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ) ৫৲
৩। গৌড়ীয়-গৌরব ৶০
৪। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।০
৫। ভজনরহস্য ॥০
৬। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲ ,, ,, ,, আবাঁধা ৸০
৭। গীতা (শ্রীবলদেবভাষ্যসহ) বাঁধা ২৲ আবাঁধা ১॥০
৮। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি টীকা সহ) বাঁধা ২৲ আবাঁধা ১॥০
গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ॥০
৯। মুক্তিমাত্রিকা উপনিষদ্ভাষ্যবাদ (মাধ্ব) ২৲
১০। বেদান্তরত্নমালার সানুবাদ (রামানুজীয়) ॥০
১১। জৈবধর্ম্ম ২৲
১২। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৩। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৪। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ।৶০
১৫। দ্বীপ-দিগ্দর্শন ৷৵০
১৬। সাধনপথ (৩য় সংস্করণ)
১৭। আচার ও আচার্য্য
১৮। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
১৯। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৵০
২০। শ্রীনবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
২১। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য (প্রমাণখণ্ড) ৶০
২২। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
২৩। শ্রীগৌড়মণ্ডল-পরিক্রমা দর্শন ।০
২৪। শরণাগতি, গীতাবলী, সাধনকণ, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, নবদ্বীপাষ্টক, কার্পণ্যপঞ্জিকা ও মনঃশিক্ষা প্রভৃতি মোট ৷০
২৫। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ও অচিন্ত্যকণ ৷০
২৬। সাধনকণ্ঠমণি
২৭। সংস্কারদীপিকা
২৮। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড)
২৯। ব্রহ্মসংহিতা
৩০। শ্রীরূপপ্রভুর শিক্ষা
৩১। মাধুরী সানুবাদ
৩২। গৌরকৃষ্ণোদয় ৸০
৩৩। শ্রীচৈতন্যভাগবত (টীকা, দ্বিতীয় সংস্করণ) ৫৲

এতদ্ব্যতীত পত্র পাঠাইলে ডাকযোগে ক্যাটলগ পাঠান হয়।

প্রাপ্তিস্থান ঃ—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

২। শ্রীগৌড়ীয় মঠ—১নং উল্টাডিঙ্গি জংশন রোড, কলিকাতা।
৩। শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠ—১০০ নবাবপুর রোড, ঢাকা
৪। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ—উড়িয়াবাজার, কটক
৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ—চটকপর্ব্বত, পুরী
৬। শ্রীসনাতনগৌড়ীয় মঠ—৩০ চন্দ্রধুপুর, কাশী
৭। শ্রীগৌড়ীয় মঠ নয়া বাজার, ... রোড, দিল্লী
৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ—ছাতিকরা, বৃন্দাবন।
৯। শ্রীভাগবত প্রেস, গোয়াড়ী—কৃষ্ণনগর।
১০। শ্রীএকায়ন মঠ, গোয়াড়ী, কৃষ্ণনগর।

ইংরাজী ভাষায় ভক্তিগ্রন্থ

১। শ্রীচৈতন্যচরিত ও শিক্ষা ।০
২। নামভজন ।০
৩। বৈষ্ণবধর্ম্ম আসল ও মৌলিক ।০
৪। ভাগবতীয় দর্শননীতি ও ধর্ম্ম ।০
৫। কাম ও প্রেমতত্ত্ব ।০
৬। গৌড়ীয়মঠ কি বলেন /০

দেবনাগরাক্ষরে ভক্তিগ্রন্থ

১। [illegible]
২। [illegible]
৩। [illegible]
৪। [illegible]
৫। [illegible]
৬। [illegible]

জাগতিক সংবাদ সংগ্রহ

অধ্যাপকের অভ্যর্থনা

"সঞ্জীবনী সেন দিবসে" ওভারটিভলে বক্তৃতা দেওয়ার জন্য অধ্যাপক নৃপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামে রাজদ্রোহ মামলা চালাইয়াছিল, তাহা পাঠকগণ জানেন। তিনি কারামুক্ত হইয়া কলিকাতা আসিলে সময় শিয়ালদহ ষ্টেশনে বহু ছাত্র তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা করেন। বঙ্গীয় ছাত্র সমিতির সম্পাদক ছাত্রদের পক্ষ হইতে তাঁহার গলায় মাল্য পরাইয়া দেন। নৃপেন্দ্রচন্দ্র তাহার প্রত্যুত্তরে বলিতে বলেন যে ছাত্রেরা যেন সমস্ত ভেদাভেদ ভুলিয়া একযোগে কার্য্য করেন এবং সকলে কংগ্রেসের সহিত কার্য্য করিয়া যান।

কলিকাতার চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট কর্তৃক তিনি রাজদ্রোহের অভিযোগে এক বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন।

মীরাট ষড়যন্ত্র—মামলা

মীরাটের প্রসিদ্ধ ষড়যন্ত্র মামলার এক পর্ব শেষ হইল। ১৬জন আসামী জুরীর সাহায্যে বিচারের জন্য দাবী করিলে বিচারকারী ম্যাজিষ্ট্রেট তাহা অগ্রাহ্য করেন। ইহার বিরুদ্ধে আসামীগণ দায়রা জজের নিকট আপীল করিয়াছিলেন। আপীলের সওয়ালজবাব শেষ হইয়াছে।

কংগ্রেসের পদত্যাগ

মৌলানা জাফরালী খান ... নিখিল ভারত-কংগ্রেস-কমিটির সদস্যপদ ত্যাগ করিয়াছেন। তিনি কংগ্রেসের সম্পাদককে জানাইয়াছেন যে, বড় লাটের ঘোষণা সম্পর্কে বিলাতের পার্লামেন্টে যে মনোভাব দেখাইয়াছেন তাহা বিবেচনা করিয়া নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অগ্রণী ও বকিং কমিটী দিল্লীর ইস্তাহার প্রত্যাহার করেন নাই—ইহা অত্যন্ত আশ্চর্য্যের বিষয়।

কমিটিকে না জানাইয়া একরূপ করিবার ক্ষমতা ওয়ার্কিং কমিটির নাই। এই কার্য্যের প্রতিবাদ কল্পে তিনি নিখিল ভারত কংগ্রেস-কমিটির সদস্য পদত্যাগ করিলেন। তিনি ... জানাইয়াছেন যে দিল্লীর ইস্তাহার কলিকাতা কংগ্রেস প্রস্তাবের বিরোধী। ... দাবী করিয়াছেন যে ... ব্যক্তি ... খুলনা জেলায় ... একজন সুপরিচিত ব্যক্তি ... অধিকার ... দেশ সেবার নিয়োজিত ...

কংগ্রেসে শ্রাদ্ধ

স্বর্গীয় বিকাশ দত্ত দেশের কাজে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন এবং কংগ্রেসের কাজ করিতে করিতেই শোচনীয় ভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। গত মঙ্গলবার চট্টগ্রাম দেওয়ান বাজার কংগ্রেস অফিসে তাঁহার শ্রাদ্ধ হইয়াছে।

ভারতীয় খেলোয়াড়

বিলাতের সুপ্রসিদ্ধ সাসেক্স কাউন্টি ক্লাবের কর্তৃপক্ষ ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ ক্রিকেট খেলোয়াড় জাম সাহেব রণজিৎ সিংকে প্রেসিডেন্ট হইবার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন। ৩০ বৎসর পূর্ব্বে তিনি খেলোয়াড় মহলে সুপরিচিত হন। তাঁহার পূর্ব্বে কেহ এক বৎসরের প্রতিযোগিতা খেলায় ৩০০০ দৌড় দিতে পারেন নাই।

রণজিৎ সিংজীর ভ্রাতুষ্পুত্র দলীপ সিংজীও খুব প্রসিদ্ধ খেলোয়াড় হইয়া উঠিয়াছেন।

নেতার কারাদণ্ড

দেশবন্ধু স্মৃতি বার্ষিকী উপলক্ষে রাজদ্রোহসূচক বক্তৃতা করার অভিযোগে শ্রীযুক্ত জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগীর প্রতি আলিপুরের আদালত এক বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দিয়াছেন।

সম্পাদকের কারাদণ্ড

স্বাধীনতার সম্পাদক শ্রীশরৎচন্দ্র দত্ত রাজদ্রোহসূচক প্রবন্ধ প্রকাশ করার অভিযোগে এক বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ পাইয়াছেন।

বিলাতের হোটেলেও কৃষ্ণাঙ্গের প্রবেশ নিষেধ

একজন আমেরিকাবাসী নিগ্রো কোটিপতি বিলাতে আসিয়া একটী হোটেলে স্থান পান নাই। অবশেষে এক স্বজাতীয়ের বাড়ীতে আশ্রয় লইতে বাধ্য হন। এই সম্পর্কে লণ্ডনের অনেক লোক বলিতেছেন,—"ইহাতে ভারতের আন্দোলনকারিগণের সুবিধা হইবে। তাহারা প্রচার করিবে যে বিলাতে কৃষ্ণাঙ্গের বিদ্বেষ অতি প্রবল।"

রুষ-চীন যুদ্ধ

রুষ সৈন্য ক্রমশঃ মাঞ্চুরিয়ায় প্রবেশ করিতেছে। হৈলার দখল করিয়া তাহারা খিঙ্গান পর্ব্বতের পাদদেশ পর্য্যন্ত আসিয়াছে। যুদ্ধে চীন সেনাপতি নিহত হইয়াছেন। আর একদল রুষ সৈন্য মুলিং দখল করিয়াছে। সম্ভবতঃ রুষসৈন্য শীঘ্র হার্বিন দখল করিবে।

'ফ্রান্সের বাঘ'

ক্লেমেনসিওরের পরলোক গমন

ফরাসী দেশের সুপ্রীম কাউন্সিলের ভূতপূর্ব্ব সভাপতি বিখ্যাত রাজনীতিজ্ঞ ক্লেমেনসিওর পরলোক গমন করিয়াছেন।

ফরাসী রাজতন্ত্রের শেষ সময়ে ইনি কয়েকবার বন্দী হন, পরে আমেরিকায় পলায়ন করেন।

গত ৫০ বৎসরের মধ্যে ফ্রান্সের মধ্যে তাঁহার সমকক্ষ রাজনীতিজ্ঞ দৃষ্ট হয় নাই। তাহার গার্হস্থ্য জীবন কেমন ছিল তাহা তাঁহার নিজের কথায় জানা যায়। তিনি বলিয়াছিলেন,—"আমার স্ত্রী আমার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে। আমার সন্তান সকলেই আমাকে ত্যাগ করিয়াছে। আমার বন্ধুরা আমার সঙ্গ চায় না। তবুও আমি নিজের কামড় ছাড়ব না।" তাহাকে ফরাসী দেশের বাঘ বলিত—তাঁহার চেহারার জন্য ততটা নয় যতটা তাঁহার কাজের জন্য। তিনি চিরকালই মানুষের মাথা খাইয়া আসিতেছেন—এমন কি অনেক মন্ত্রিদলের মাথাও খাইয়াছেন। মহাসমরের সময় যখন জার্ম্মানেরা প্যারিসের নিকট আসিয়া পড়িল তখন অনেকে প্যারিস পরিত্যাগ করার পরামর্শ দেওয়ায় তিনি উত্তর দেন, প্যারিস পরিত্যাগ করা আমাদের উচিত। তবে যদি পরিত্যাগ করিতে হয় তাহা হইলে আমরা যুদ্ধক্ষেত্রে যাইব। দূরে পলাইব না। ইনি ১৯২০ সালে ভারতে আসেন। মৃত্যুকালে ইনি বলেন, আমি মৃত্যুশয্যা পার্শ্বে স্বজনের চোখের জল চাই না। ইহার মৃত্যুর সময় বাসার নিকটে একলোকের ভিড় হয় যে পুলিশের সাহায্য দরকার হইয়া পড়ে।

ধর্ম্মশালায় বোমা বিস্ফোরণ

লাহোরের এক ধর্ম্মশালায় রাত্রিতে হঠাৎ বোমার শব্দে সকলে ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠে। যে কুঠারীতে এই ব্যাপার হইয়াছিল তাহা হইতে খুব ধুম বাহির হওয়ায় তখনই দমকলকে টেলিফোন করা হয়। দরজা খুলিলে দুইজন বাঙ্গালী যুবককে অচেতন অবস্থায় দেখিতে পাওয়া যায়।

সরকারী উকিল আহত

জেরুজালেম হইতে সংবাদ যে সেখানে সরকারী উকিল মিঃ বেণ্টউইচ সাহেবকে একজন গুলি করে। গুলি তাঁহার পায়ে লাগে। আসামী ধৃত হইয়াছে। উকিল সাহেব হাসপাতালে।

বিমান-পোত ধ্বংস

একটী ভাসমান বিমান-পোত ক্রয়ডন হইতে আমষ্টার্ডাম অভিমুখে যাইবার সময় পাছে লাগিয়া পুড়িয়া যায়। সাত জন মারা গিয়াছে। তাহার মধ্যে রাজপুত্র ইউজিন ছিলেন। একমাত্র গ্রেন কিডান নামক এক ব্যক্তি বাঁচিয়াছেন। তিনি বলেন যে, ধাক্কা লাগিয়া আমার মনে যেই ধারণা হইল যে অগ্নিকাণ্ড হইতে পারে তৎক্ষণাৎ সমস্ত পোতটী পুড়িয়া ছাই হইয়া গেল। আমি লাফাইয়া পড়িয়াই ঘাসে গড়াগড়ি দিতে লাগিলাম, তাহাতে আমার জামা কাপড়ে যে আগুন লাগিয়াছিল, তাহা নিভিয়া যায়।

ছয়জনের জেল

ফরিদপুরের দারবারে শিশিকান্ত ও তাহার পরিবারের ৫ জনকে দাঙ্গাহাঙ্গামা ও খুনের অভিযোগে ২ বৎসর হইতে ৪ বৎসর পর্য্যন্ত জেল দেওয়া হইয়াছে।

প্রকাশ যে, শিশিকান্ত ও তাহার অংশীদারেরা তাহাদের প্রজা যদুনাথের বাস্তুভিটা জোর করিয়া দখল করিবার চেষ্টা অনেক দিন হইতে করিতেছিল। জায়গা লইয়া অনেক মামলা হয়। এক দিবস আসামীগণ আরও অনেক লোক অস্ত্র শস্ত্র সজ্জিত হইয়া যদুর বাড়ীতে যায়। যদু তাহার ভাই ও পুত্রের সাহায্যে বাধা দেবার চেষ্টা করে। ঐ সংঘর্ষে যদু ও তাহার ভাই মধু বর্শার আঘাতে নিহত হয়।

ডাক্তার সাহেবের বাড়ীতে চুরি

দ্বারবঙ্গের সিভিল সার্জ্জন সাহেবের বাড়ী হইতে তাঁহার ক্যাশ বাক্স চুরি যায়। তাহাতে নোটে ও টাকায় ১০০০৲ ছিল।

মোহর রঙ্গা কড়ি
করগেট টীন, জানালার গরাদে
দরজার সুন্দর রেলিং ও থাম
লোহার কাঁটাতার ইত্যাদি
সুলভে বিক্রয় করি
ফোন ৪৪১

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১৩ই অগ্রহায়ণ শুক্রবার —১৩৩৬

শ্রীধাম মায়াপুর-নবদ্বীপ-প্রদর্শনী

(২০শে মাঘ ১৩৩৬, ৩রা ফেব্রুয়ারী ১৯৩০ হইতে ৩রা চৈত্র ১৩৩৬, ১৭ই মার্চ ১৯৩০ পর্যন্ত)

শ্রীশ্রী বিশ্ববৈষ্ণবরাজসভা আগামী বসন্ত-পঞ্চমী হইতে দোল পূর্ণিমার উৎসব পর্যন্ত শ্রীগৌরাঙ্গদেবের জন্মস্থান শ্রীধাম-মায়াপুরে একটী পারমার্থিক প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। বসন্ত-পঞ্চমী-দিবস গৌরপরিকর শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর আবির্ভাব তিথি; আর দোল-পূর্ণিমা-দিবস শ্রীগৌরাঙ্গদেবের জন্মতিথি। শ্রীঅদ্বৈতাচার্য প্রভুর আবির্ভাব তিথি—শুক্লা সপ্তমী আগামী ২৩শে মাঘ এবং শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর আবির্ভাব তিথি—শুক্লা ত্রয়োদশী আগামী ২৮শে মাঘ। শ্রীনবদ্বীপধাম—পরিক্রমা তিথি ৬ই ফাল্গুন। শ্রীনবদ্বীপ-ধাম-পরিক্রমা আগামী ২০শে ফাল্গুন হইতে ২৭শে ফাল্গুন পর্যন্ত। এই সময় উৎসব-উপলক্ষে শ্রীগৌরাঙ্গদেবের জন্মস্থান শ্রীধাম মায়াপুর পরিদর্শনের জন্য বহু লোক সমাগম করিয়া থাকেন। এই জন্য শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভা ঐ সকল উৎসবের কেন্দ্রস্থল মহাপ্রভুর জন্মস্থান শ্রীধাম-মায়াপুরেই পারমার্থিক প্রদর্শনীর যোগ্যতম স্থান নির্দিষ্ট করিয়াছেন।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-জেলার একটী ক্ষুদ্র পল্লী—গঙ্গার পূর্বতটে বর্তমান মিউনিসিপাল সহর নবদ্বীপের অপর পারে অবস্থিত। ইহাই প্রাচীন নবদ্বীপের কেন্দ্র। এই স্থানেই সেনবংশীয় রাজগণের রাজধানী এবং বল্লাল সেন রাজত্ব করিতেন। প্রাচীন নবদ্বীপনগরের কোতয়াল মৌলানা সিরাজুদ্দিন চাঁদকাজীর প্রধান আসন ছিল। শ্রীধাম মায়াপুর—নদীয়া জেলার বর্তমান হেডকোয়ার্টার কৃষ্ণনগর হইতে প্রায় ৮ মাইল এবং কলিকাতা হইতে প্রায় ৭০ মাইল ব্যবধানে অবস্থিত। কাটোয়া ষ্টেশন হইতে ই, আই, আর ব্যাণ্ডেল বারহারোয়া লাইনের 'নবদ্বীপ' ষ্টেশনে নামিয়া বর্তমান সহর নবদ্বীপের পূর্বস্থ গঙ্গা পার হইলেই শ্রীধাম মায়াপুরে পৌঁছান যায় এবং গঙ্গার ঘাট সন্নিকট [illegible] নৌকা পাওয়া যায়। [illegible] হইতে [illegible] [illegible] [illegible] পারে, [illegible]

কৃষ্ণনগর হইতে নবদ্বীপ ঘাট পর্যন্ত যে লাইট রেলওয়ে আছে, ঐ লাইনে 'মহেশগঞ্জ' বা 'নবদ্বীপঘাট' ষ্টেশন হইতে শ্রীধাম মায়াপুরের প্রদর্শনীর স্থান অতি নিকটবর্তী ও গমনাগমন অধিকতর সুবিধাজনক। কলিকাতা হইতে মহেশগঞ্জ বা নবদ্বীপঘাটের তৃতীয় শ্রেণীর ভাড়া ১।৵০, কলিকাতা হইতে ধুবুলিয়া ষ্টেশনের তৃতীয় শ্রেণীর ভাড়া ১।৵০, হাওড়া হইতে নবদ্বীপের তৃতীয় শ্রেণীর ভাড়া ১৶১০; কিন্তু এই ষ্টেশন হইতে বর্তমান সহর নবদ্বীপ একটু দূর, তবে ব্যাণ্ডেল হইতে নৈহাটী হইয়াও 'নবদ্বীপঘাট', 'মহেশগঞ্জ' ষ্টেশনে যাওয়া যায়। বি, এন, আর লাইনের যাত্রীদের পক্ষে আদ্রা আসানসোল হইয়া উক্ত পথেই যাওয়া সুবিধাজনক। সকল স্থানেই স্বেচ্ছাসেবকগণ উপস্থিত থাকিয়া আগন্তুকগণের সম্বর্দ্ধনা এবং তাঁহাদের যথাসম্ভব যানবাহনাদির ব্যবস্থা করিবেন।

শ্রীধাম মায়াপুর একটী বিশেষ স্বাস্থ্যকর স্থান; বিশেষতঃ শীতকালে এই স্থানটি একটি স্বাস্থ্যনিবাস-সদৃশ। অদূরে গঙ্গা ও সরস্বতী নদী প্রবাহিতা। প্রদর্শনী-মণ্ডপের সমীপে কয়েকটি নবনির্মিত গোবিন্দকুণ্ড, রাধাকুণ্ড প্রভৃতি দীর্ঘিকা এবং কূপ ও [illegible] জলের ব্যবস্থা রহিয়াছে। প্রদর্শনী-মণ্ডপের সংলগ্ন স্থানে "[illegible]-মায়াপুর" [illegible]। এতদ্ব্যতীত এই স্থানে [illegible] [illegible] [illegible] আলোকেরও ব্যবস্থা করিয়াছেন। উন্মুক্ত স্থানে এবং ফল পুষ্পের বাগান ও দীর্ঘিকার চতুষ্পার্শ্বে কয়েকটি বিশ্রামশালা এবং মহিলাদিগের বাসস্থানের পৃথক্ বন্দোবস্ত আছে। এতদ্ভিন্ন প্রদর্শনী উপলক্ষে দাতব্য চিকিৎসালয় সকল সময়েই সাধারণের সাহায্যার্থ উন্মুক্ত থাকিবে।

শ্রীধাম মায়াপুর সকল দিক্ হইতেই সকলের দ্রষ্টব্য স্থান। যে স্থানে মহাপ্রভু গৌরসুন্দর অবতীর্ণ হইয়া অনর্পিত-পূর্ব নাম প্রেম অযাচকে আচণ্ডালে বিতরণ করিয়াছিলেন, যে স্থানের প্রতি রেণু-পরমাণু তাঁহার পাদপদ্ম-পরাগে অভিষিক্ত—যে স্থানের দিগ্‌দর্শন শ্রেষ্ঠ লীলা-পুরুষের লীলা-স্মৃতি বহন করিতেছে,—যে স্থানে কাজি সংবাদের লীলা অভিনীত হইয়াছিল—যেস্থানে মহাপ্রভু বিপুল সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রার সহিত বাদশাহের মুসলমানের শুক কৌশলের সেখানে চাঁদকাজিকে কৃষ্ণনামপ্রেমে মাতোয়ারা করিয়াছিলেন—যেস্থানে মহাপ্রভুর কৃপাশিষ্যক কাজির সমাধি অদ্যাপি বর্তমান থাকিয়া [illegible] [illegible] [illegible] মহাপ্রভু [illegible] [illegible] [illegible]

নবদ্বীপের মধ্যে শ্রীচৈতন্যলীলার স্মৃতি-কুসুম-বর্ষণ হইয়াছে; তাঁহার কৃপা সাধকের মনে আলোক ধরিতেছে—যেস্থানে আজও সমাধির প্রাচীন সমাধিস্থ ব্রাহ্মণের শেষ স্মৃতি বক্ষে আবরণ করিয়া ভক্তপ্রবরদের স্তূপ দণ্ডায়মান থাকিয়া বাঙ্গালার সভ্যতা ও সমৃদ্ধির ইতিহাস পাঠ করাইতেছে—যেখানে সুবৃহৎ বল্লালদীর্ঘিকা, মহর্ষি বাচস্পতি-কবির গৌড়পুর বিশ্ববিদ্যালয়ের স্মৃতি-সৌধ বিরাজমান আছে, যাহার নিকট নদীয়ারাজ কাশীনাথের প্রতিষ্ঠিত মঠ, সিন্দুর ও বৈদিকগণের কীর্তিস্তম্ভ সুপ্রাচীন স্বর্ণবিহার, শ্রীগোবিন্দ-গ্রন্থকার মহাকবি জয়দেবের স্থান, গৌরাঙ্গদেবের পার্ষদ শিবানন্দের শ্রীগৌরাঙ্গমূর্তি শ্রীবিগ্রহ, গৌরপার্ষদ শ্রীল বাসুদেব দত্তঠাকুর ও শ্রীল শাস্ত্রপ্রচারক পূজিত শ্রীবিগ্রহ, শ্রীচৈতন্য-ভাগবত-রচয়িতা বাঙ্গালার আদিকবি ঠাকুর বৃন্দাবনের আবির্ভাব-ভূমি ও তাঁহার পূজিত গৌরনিত্যানন্দ শ্রীবিগ্রহ, সার্বভৌম ভট্টাচার্যের আদিনিবাস বিদ্যানগর, সুপ্রাচীন নৃসিংহপল্লী, বৈষ্ণবসার্বভৌম শ্রীজগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজ, পরমহংসমুকুটমৌলি শ্রীল গৌরকিশোর দাস গোস্বামী মহারাজ, বর্তমান যুগের শুদ্ধভক্তিপ্রচারের মূলপুরুষ এবং বর্তমান গৌড়ীয়-সাহিত্য-গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের ভজন ও সমাধিক্ষেত্র,—সে সকল স্থান দর্শন করিতে—সে সকল স্থানের বক্ষঃ সমাজে স্থান করিতে—সে সকল ভাবের বন্যা প্রবাহিত করিতে—সে সকল স্থানে প্রাণ জুড়াইতে—সেই সকল স্থানে যান করিতে কাহার না ইচ্ছা জাগিয়া উঠে? শুধু বাঙ্গালা বা ভারতবর্ষ কেন, যুরোপ ও আমেরিকা হইতেও লোকসকল শিক্ষিত ও সভ্য ও পবিত্র জনগণ আগমন করিয়া থাকেন। তাই এই যোগ্যতম স্থানে ও যোগ্যতমকালে শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভা যোগ্যতম পাত্রগণের জন্য প্রদর্শনীর দ্বার উন্মুক্ত করিবেন।

সুবর্ণসুযোগ দর্শক ও প্রদর্শক কেহ হারাইবেন না, সকলেই এই প্রদর্শনীতে যোগদান করুন। প্রদর্শকগণের দ্রব্যের গুণাগুণানুসারে নানাবিধ পুরস্কারের ব্যবস্থা থাকিবে।

প্রদর্শনী সাধারণতঃ নিম্নলিখিত কয়েকটী বিভাগে বিভক্ত থাকিবে। সকল জিনিষগুলি পরমার্থের অনুকূল ও প্রতিকূল বিচারে প্রদর্শিত হইবে।

(১) পারমার্থিক গ্রন্থাগার-বিভাগ—এই বিভাগে প্রাচীন হস্তলিখিত পুঁথি এবং বহু দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থাবলী, সংস্কৃত, বাঙ্গালা [illegible] ও [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], শ্রীচৈতন্য [illegible] [illegible] প্রদর্শিত হইবে।)

(২) [illegible]-প্রকরণ (এই বিভাগে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] স্থান, [illegible] শ্রীধামের মন্দির, বিভিন্ন [illegible] [illegible], [illegible], [illegible], কুণ্ড প্রভৃতির অঙ্ক, বিভিন্ন প্রকার শালগ্রাম, শালগ্রাম, অর্চা-[illegible], [illegible], [illegible], কণ্ঠমালিকা, জপমালিকা, মালাকাধার, তিলকমাটি, ছাপ, শঙ্খ চক্র প্রভৃতি; বিভিন্ন সম্প্রদায়ের তিলকচিহ্ন, আসন, সিংহাসন, পালঙ্ক, দোলা, রথ, যান প্রভৃতি; সংকীর্ত্তন-সম্প্রদায়ের বিভিন্ন প্রকার সামগ্রী, বিভিন্ন প্রকার শঙ্খ মাঙ্গলিক দ্রব্য, যজ্ঞোপকরণ, পুষ্প, নীরাজন-সামগ্রী, অর্চাবিগ্রহ প্রতিমা ইত্যাদি।)

(৩) চিত্রশালা—বিভিন্ন প্রকার তৈলচিত্র, দৃশ্যচিত্র, তীর্থস্থান, মন্দিরাদির চিত্রাবলী, প্রাচীন মন্দিরাদির ধ্বংসাবশেষের চিত্রাবলী, মহাপ্রভুর পাদপীঠচিহ্ন, গৌড়-মণ্ডল, ক্ষেত্রমণ্ডল, মাথুরমণ্ডল, বিভিন্ন আচার্য ও ভক্তগণের আবির্ভাব-স্থান ও সমাধি-স্থানের চিত্রাবলী ইত্যাদি ইত্যাদি।

(৪) মানচিত্র বিভাগ—ভারতবর্ষের তীর্থস্থান এবং মহাপ্রভু ও অন্যান্য আচার্য ও ভক্তগণের জন্মস্থান-নির্দেশক প্রায় বিশ হাজার বর্গফুট পরিমিত ভূ-মণ্ডলের [illegible] ও উচ্চ মানচিত্র, নবদ্বীপ-মণ্ডলের মানচিত্র প্রভৃতি।)

(৫) কৃষি বিভাগ—এই বিভাগে বিভিন্ন গ্রাম ও শ্রীধামের বহু প্রকার কৃষিজাত দ্রব্য প্রদর্শিত হইবে।)

(৬) গ্রামশিল্প বিভাগ—ইহাতে নানাপ্রকার কুটীর শিল্প, কারুশিল্প, দেবতাদের নানা প্রকার অলঙ্কার; স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, কাঁসা, পিতল প্রভৃতি ধাতুনির্মিত দ্রব্য; দেবতাদের নানাপ্রকার বস্ত্র ও মৃৎশিল্প, শঙ্খ, চন্দনকাষ্ঠ প্রভৃতি নির্মিত দ্রব্য, রেশম, পশম, কাপড়, সূতা প্রভৃতি [illegible] কারুকার্য ইত্যাদি প্রদর্শিত হইবে।)

(৭) বস্ত্র-বিভাগ—সমস্ত দেব, নারায়ণী, কাপড় নানাপ্রকার [illegible] নারায়ণী বসন, শাল; [illegible], নবদ্বীপ শান্তিপুর প্রভৃতি বিভিন্ন স্থানের বস্ত্র ও শ্রীশ্রীবিগ্রহগণের উৎসবে বিভিন্ন [illegible] বস্ত্র, কার্পেট, গালিচা, [illegible] প্রদর্শিত হইবে।)

(৮) খনিজ বিভাগ—প্রস্তর, ধাতু, স্বর্ণ, রৌপ্য, [illegible], অন্যের নানাপ্রকার দ্রব্য।

(৯) প্রাণিজাত দ্রব্য—রেশম, মধু, কস্তূরী, ময়ূর-পুচ্ছ, মুক্তা, চামর প্রভৃতি।

(১০) গৌণজ দ্রব্য—[illegible], [illegible] [illegible] [illegible] কুঙ্কুম [illegible] [illegible]

[illegible]

প্রাচীন ও আধুনিক এবং বিভিন্ন প্রদেশের শিল্পজাত দ্রব্যাদি প্রদর্শিত হইবে।)

(১২) কাঠের ও বেতের কাজ শিল্প।

(১৩) ভাস্কর্য্য শিল্প বা মূর্ত্তি-শিল্প (—ইহাতে নানা প্রকার মাটী ও মৃন্ময়ী মূর্ত্তিতে বিভিন্ন প্রকার শিল্পকলা এবং ভগবল্লীলা প্রদর্শিত হইবে এবং নানা-প্রকার চিত্রকলা থাকিবে।)

(১৪) চলচ্চিত্র ও ছায়াচিত্র (—ইহা দ্বারা নানাপ্রকার ভগবল্লীলা, মহাপ্রভুর প্রচারিত বিষয় বিভিন্ন দেশের কৌতূহলোদ্দীপক বিবরণ এবং নানাপ্রকার সামাজিক চিত্র প্রদর্শিত হইবে।)

(১৫) অভিনয় (—মহাপ্রভুর বিভিন্ন লীলা-সম্বন্ধীয় অভিনয়, আবৃত্তি, বক্তৃতা প্রভৃতি।)

(১৬) শিক্ষা (—প্রাচীন ধর্ম্ম শিক্ষা প্রণালী, আধুনিক শিক্ষা প্রণালী, বিভিন্ন বিদ্যাপীঠ ও বিশ্ববিদ্যাপীঠ প্রভৃতির দৃশ্য ও বিবরণ।)

(১৭) পল্লী মঙ্গল সম্বন্ধীয়।

(১৮) পশু-চিকিৎসা ও জন-চিকিৎসা-সম্বন্ধীয়।

(১৯) শিশু-মঙ্গল ও মাতৃমঙ্গল সম্বন্ধীয়।

(২০) আমোদ-প্রমোদ উৎসব-সঙ্কীর্ত্তন।

(২১) সদাচার-শিক্ষা, ধর্ম্মপ্রচার ও ধর্ম্মপ্রতিনিধি-সম্মিলনী।

(২২) বিবিধ (—এই শ্রেণীর অন্তর্গত অন্যান্য বিবিধ দ্রষ্টব্য ব্যাপার প্রদর্শিত হইবে।)

"প্রদর্শনী সমিতি" পরিদর্শক, দর্শক সকলকেই সাদরে আহ্বান করিতেছেন। প্রদর্শনীর অন্যান্য স্থান বিবরণ, নিয়ম ও জ্ঞাতব্য যাবতীয় বিষয়-সম্বন্ধে অনুষ্ঠান-পত্রের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় আবেদন করুন।

শ্রীকৃষ্ণবিহারী বিদ্যাভূষণ
প্রদর্শনী-সমিতির সাধারণ সম্পাদক
শ্রীচৈতন্যমঠ
পোঃ অঃ শ্রীমায়াপুর
নদীয়া

প্রকৃত মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী কে?

ভক্তির কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণ-চেষ্টা বিষয়ে আলোচনা করিতে গেলে জীবের কর্ম্মের বিষয়-ভোগ-বাসনা দুর্নিবার হইতে থাকে। কৃষক, শিল্পী, ব্যবসায়ী, বৈজ্ঞানিক প্রভৃতি জগতে ভোগীদিগের যেমন তাঁহাদের ভোগ-বাসনায় প্রবৃত্তি হয়, কিন্তু আদিতে তেমন তাঁহাদিগকে স্বাভাবিক ভাবে তাহা দ্বারা ভোগপ্রবৃত্তি বৈষ্ণবগণ স্বীকার করিয়া যাইতে পারেন না, স্বভাবতঃ ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি ভোগ বা [illegible] তাঁহাদিগকে [illegible] কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণ-চেষ্টা বলিয়া সংসারের প্রশ্ন না। ভক্তি অপেক্ষা যাবতীয় বস্তুকে কৃষ্ণসেবার দর্শন করিয়াই পরিতৃপ্ত হন, তাই তাঁহাকে ভোগ বা ত্যাগের দিকে যাইতেই হয় না। অবশ্য কৃষ্ণ-ভোগ্য বিষয়কে কৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত করিবার নামে আত্মেন্দ্রিয়তর্পণে নিযুক্ত করা কখনও ভক্তির কার্য্য নহে, উহা ভক্ত-নামধারী ভণ্ডদিগেরই কার্য্য।

ভোগিকুল বা ত্যাগিকুল জগতের কৃষক, শিল্পী, ব্যবসায়ী, বৈজ্ঞানিক প্রভৃতি সম্প্রদায়ের কঠোর পরিশ্রমের মূল্য বা পুরস্কার-স্বরূপ কিছুই দিতে পারেন না। একমাত্র ভক্তই তাঁহাদের পরিশ্রমের যথার্থ মূল্য দিতে সমর্থ। ভক্ত তাঁহাদের জীবন-ব্যাপী শ্রম-লব্ধ ফলকে কৃষ্ণসেবায় অর্পণ করিয়া তাঁহাদিগকে কৃষ্ণ-সম্বন্ধ দেওয়া লাভের উপায় ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতি দান করেন। তাঁহাদের পরিশ্রমের এত অধিক মূল্য জগতের আর কে তাঁহাদিগকে দিবেন? যে মূল্য তাঁহাদিগকে বহুজন্মে হউক, পরজন্মে হউক, কৃষ্ণ-সেবা-যোগ্যতা প্রদান করে, যে মূল্য অপেক্ষা আর শ্রেষ্ঠ মূল্য কি তাঁহাদের কি থাকিতে পারে? ভক্তগণ কৃষকাদির কঠোর পরিশ্রম-লব্ধ বস্তু কৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত করিয়া যে আনন্দ লাভ করেন, তাহা সেই কৃষকাদির পক্ষে যে কত বড় আশীর্ব্বাদ, তাহা বর্ত্তমান ভোগাসক্তি চিত্ত উপলব্ধির বিষয় না হইলেও তাহার ফল কখনও বৃথা হইবে না। তাঁহাদের চিত্ত ক্রমশঃ নির্ম্মল হইতে হইতে তাঁহারা কোন না কোন দিন প্রকৃত সাধুসঙ্গ লাভ করিয়া ধন্য হইবেন এবং সাধুসঙ্গের ফল-স্বরূপ কৃষ্ণসেবার অধিকার লাভ করিবেন। সুতরাং জগতের কোন লোককে [illegible] হইতে হইবে না।

ভক্তের উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত হইয়া আর ভোগ সঙ্গ হইতেও হইবে না। ভক্ত ও ভগবানের সেবাই মানব-জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য, ইহা বুঝিতে হইবে। রেল, ষ্টীমার, এরোপ্লেন, বিমানপোত, বৈদ্যুতিক আলোক, গাড়ী, অশ্ব, গো, মহিষাদি পশু, পক্ষী, কীট পতঙ্গ, ধন, জন, বিদ্যা, রূপ, সৎকুল প্রভৃতি জগতের যাবতীয় বস্তু ভক্ত ও ভগবৎসেবায় নিযুক্ত হইলেই তাহাদের অস্তিত্বের সার্থকতা, নতুবা সে অস্তিত্বের কোন প্রয়োজন আছে বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে না। নাস্তিক জগৎ এত বস্তুগুলি শূন্যময় নিরর্থক জ্ঞানে উপহাস করিলেও আস্তিক জগৎ ইহার বর্ত্তমানতা করিলেন বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। চক্রবর্ত্তীর পদ্য বলেন—মানবের নিত্য সুখ লাভের অন্য কোন উপায় নাই। আমাদের প্রগতিশীল [illegible] ভোগ-[illegible] সাধনের দ্বারা কোন কল্যাণ অবশ্য নাই। প্রকৃত বুদ্ধিমান মানব তাঁহার জীবনের এ বিচার করিবেন।

একদল আছেন, তাঁহারা একেবারে নাস্তিক না হইলেও 'শ্রীভগবান্ আছেন', একথাটা মৌখিক স্বীকার করেন, কিন্তু ভগবৎ সেবা, সাধুসেবা, সাধুসঙ্গ প্রভৃতির কোন প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে করেন না। কেহ বা নিজেরাই ভগবান্ সাজিয়া ভগবদ্ভোগ্য বস্তুগুলিকে ভোগ করিতে থাকেন। আমরা তাঁহাদের পরিণাম চিন্তা করিয়া দুঃখিত হই। আবার আর একদল আছেন, তাঁহারা ভগবৎসেবা প্রভৃতি স্বীকার করিলেও ভগবানের ভোগ ও নিজেদের ভোগের পৃথক্ বন্দোবস্ত করেন অর্থাৎ সেবার প্রথা। যথা ঠাকুরকে আতপ তণ্ডুল ও কলা নিবেদন করাইয়া নিজেরা চর্ব্ব্য চূষ্য লেহ্য পেয় ভূরি ভোজনের আয়োজন করেন, ঠাকুরকে অন্ধকার কুটীরে মাকড়সার জালের মধ্যে 'সংরক্ষণে' ময়লা কাপড় চোপড়ের মধ্যে রাখিয়া নিজেরা উজ্জ্বল আলোকিত ঘরে দুগ্ধফেননিভ শয্যায় পরমসুখে নিদ্রা যান। ঠাকুর ঘরে আজ মৃন্ময় একটি তৈল প্রদীপ জ্বালাইয়া প্রদান করুক, চায়ের টিকা, তৈলপাটিকা, উদ্ভট্টাদি নিয়মিত নিবেদন করিয়া বস্তু সংগ্রহের অযোগ্য বস্তু, ঠাকুরের নিবেদনের যদি বা কেন মলিন হউক, আমাদের তাহাতে ক্ষতি কি, অসাধুদের ভাল ভাল দ্রব্য ভোগ করিবার আয়োজন রক্ষা হইতেছে কেন—কেন? বিভ্রান্তির লোকের অভাব নাই। তাঁহারাই সাধুর ঠাকুর ঘরে বৈদ্যুতিক আলোক কেন, পাখা কেন, উত্তম শয্যাদি কেন, সাধু মোটরে কেন, অশ্বযানে আরোহণ করিবেন কেন, সন্দেশ-মিষ্টান্ন ও গৃহ-সজ্জাদি প্রভৃতি গ্রহণ করিবেন কেন, সাধু কাপড় না পরিয়া গৈরিক পরেন না কেন, সাধুর আহারাদির আবশ্যক কি ইত্যাদি গবেষণা বাহির করিয়া বুভুক্ষু বা মুমুক্ষু জনসমাজে খুব বাহবা আদায় করেন। ঠাকুরই যে সমস্ত বস্তু ভোগ করিতে পারেন, তিনিই যে সমস্তের ভোক্তা, তাঁহার সেবকগণ যে তাঁহাকে যাবতীয় বস্তু ভোগ করাইয়া সন্তুষ্ট হন, তাহা ভোগপ্রবণ বা ত্যাগপ্রবণ চিত্তের ধারণার বিষয় না হওয়ায় নিজেদের লাভ দর্শনানুসারে সাধুর ঠাকুর-সেবা-চেষ্টা দেখিয়া মৎসরতার উদয় হয়। সাধু সমস্ত বস্তু নিজে ভোগ না করিয়া যে ঠাকুরকে দিয়াই সন্তুষ্ট, ভোগ-প্রবণগণ তাহা না বুঝিতে আনিতে পারেন না। তাঁহারা মনে করেন সাধুর বুঝি, নিজের জন্য কিছু আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। জগতের সমস্ত উত্তম উত্তম অট্টালিকা, বিষয় সম্পত্তি, ধন, ভূমি, অশ্ব, যান, রত্ন, কাঞ্চন, অলঙ্কার, বস্ত্র, অশ্ব, গবাদি পশু, পৃথিবীর [illegible] বিভিন্ন [illegible] বস্ত্র [illegible] মনুষ্য প্রভৃতি যাহা কিছু আছে, সাধু তাহার সমস্তই তাঁহার প্রাণনাথ কৃষ্ণপাদপদ্মে নিবেদন করিয়াও অতৃপ্ত থাকেন। নিজ প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি, বাক্য—যথাসর্ব্বস্ব কৃষ্ণপাদপদ্মে অর্পণ করিয়া—সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণসেবা করিয়াও তাঁহার তৃপ্তি নাই। তিনি কৃষ্ণেন্দ্রিয়তোষণের জন্য নিত্য নব-নবায়মান উপায় উদ্ভাবন করিতেছেন। যাঁহারা সাধুর এই কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণ-কার্য্যে সহায়তা করিতেছেন, সাধু তাঁহাদের প্রতি বড় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাদিগকে তাঁহার প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তমের সেবা-যোগ্যতা দান করিতেছেন। তাই বলি, হে জগদ্বাসি, যদি তোমরা সত্য সত্য লাভবান হইতে চাও, তবে অনিশ কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণরত শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবিৎ সাধুর চরণে আত্মসমর্পণ কর। সাধুই তোমাদের জীবনের মঙ্গল বিধান করিবেন, তিনিই তোমাদিগকে কৃষ্ণপ্রেম-মহাধনে ধনী করিবেন, সাধুর ভোগ কিছুই নাই। সাধু তোমাদের সঞ্চিত কোন বস্তু নিজের ভোগের জন্য গ্রহণ করেন না, তোমাদিগকে দিয়াই তোমাদের সঞ্চিত যাবতীয় বস্তু দ্বারা কৃষ্ণেন্দ্রিয়তোষণ করাইয়া তোমাদের পরম মঙ্গল বিধান করেন; সাধু প্রাকৃত ধন রত্নের পিপাসী নহেন, তোমাদের বুভুক্ষা বা মুমুক্ষা দূর করিয়া তোমাদিগকে কৃষ্ণসেবা-রত্ন প্রদান করিবেন। সাধুসঙ্গ না করিলেই সাধুর কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণ-চেষ্টা দেখিয়া তোমাদের অন্তরে হিংসার উদয় হইবে। সাধুকে কৃষ্ণ-বিমুখ ভোগিকুলের অন্যতম রূপে দর্শন করিয়া নরকপথের যাত্রী হইবে। সাধুই আমাদের প্রকৃত মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী।

বাগবাজারে শ্রীগৌড়ীয়মঠ

নদীয়া-প্রকাশের পাঠকগণ অবগত আছেন যে, প্রভুপাদ শ্রীযুক্ত জগদ্বন্ধু ভক্তি-রঞ্জন মহোদয় কলিকাতা হইতে শ্রীগৌড়ীয়-মঠের শুদ্ধভক্তি প্রচারকার্য্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহিত হইবার জন্য বাগবাজারে কালি-প্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীটে সদর রাস্তার পার্শ্বেই এক বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডের উপর এক বৃহৎ মন্দির ও মঠ নির্ম্মাণ করাইয়া দিতেছেন। উক্ত মঠ ও মন্দিরের কার্য্য অনেকটা অগ্রসর হইয়াছে। নবচূড়ার মন্দিরটী ৭০ফুট পর্য্যন্ত উঠিয়াছে। দ্বিতলের ছাদ পর্য্যন্ত গাঁথনি এবং ছাদাপটিও শেষ হইয়াছে। নাটমন্দিরের দক্ষিণপার্শ্বে ভোগ-মন্দির ও লোকজনের নিবাসভবন আরম্ভ হইয়াছে। ত্রিতলে একটী নববৎ গৃহ নির্ম্মিত হইতেছে। এই নূতন শ্রীমঠ ও মন্দির শ্রীপঞ্চমীতে প্রতিষ্ঠিত করিবার আয়োজন চলিতেছে।

[illegible] প্রভু জগদ্বন্ধু ভক্তিরঞ্জন মহোদয় এই [illegible] সেবা [illegible]

অতুলনীয়। তিনি ইহার প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি, বাক্য—[illegible] আজ শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের সেবায় অর্পণ করিয়া যে আদর্শ—যে অতুলনীয় অনুষ্ঠান করিতেছেন, তাহা বুভুক্ষু বা মুমুক্ষু সম্প্রদায়ের ধারণাতীত। এত অধিক বয়সেও নবীনের ন্যায় সেবা-কার্য্যে তাঁহার অদম্য উৎসাহ ও উদ্যম লক্ষ্য করিলে নবীনেরও উন্নতশীর্ষ স্বতঃই নত হইয়া পড়ে।

শ্রীযুক্ত অকিঞ্চন মহোদয় ভারতের প্রধান নগরী কলিকাতা হইতে সমগ্র ভারতে [illegible] গৌরসুন্দরের মনোহভীষ্ট শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবাণী প্রচারের যে বিরাট আয়োজন করিলেন, তাহাতে তিনি আজ সমগ্র জগতের নিকট [illegible] আর যে মহাত্মার অহৈতুকী কৃপাবলে আজ অকিঞ্চন মহোদয়ের এতাদৃশ সেবা সৌভাগ্য লাভ হইল, যে, যাঁহার সেবোৎসাহে উৎসাহিত হইয়া আজ শত শত বাল-বৃদ্ধ-যুবা শ্রীগুরু-পাদপদ্মে আশ্রয় গ্রহণপূর্ব্বক নিজেরা আচারবান হইয়া শুদ্ধভক্তিপ্রচার-কার্য্যে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন, যিনি স্বয়ং শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবাণীর একনিষ্ঠ সেবক, সেই শ্রীরূপগৌরাঙ্গৈক-প্রাণ মূর্ত্তিমান সেবা-দর্শ শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্য আচার্য্যত্রিক শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী বিদ্যাভূষণ প্রভুর প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের ভাষা আমাদের নাই। তিনি শ্রীযুক্ত অকিঞ্চন মহোদয়ের প্রতি যেরূপ কৃপা প্রদর্শন দ্বারা তাঁহাকে সেবোৎসাহ প্রদান করিতেছেন, আমাদিগকে সেইরূপ কৃপা করিয়া তাঁহার আদর্শ অনুসরণের শক্তি প্রদান করুন, ইহাই তাঁহার শ্রীচরণাব্জে আমাদের প্রার্থনা।

ঢাকা ইণ্টারমিডিয়েট কলেজ হোষ্টেলে বক্তৃতা।

(স্বাস্থ্য শাসন, ২৫।১২।২৯)

গত পরশ্ব শনিবার দিবস কলেজের প্রিন্সিপাল ও অধ্যাপকদিগের আহ্বানে শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার অন্যতম প্রচারক ঢাকা শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠের রক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ কলেজ হোষ্টেলে ও হিন্দু-মুসলমান ছাত্র ও অধ্যাপকদের সম্মুখে সন্ধ্যা ছয় ঘটিকার সময় 'আত্মধর্ম' সম্বন্ধে প্রায় দেড়ঘণ্টাকাল ব্যাপী চিত্তহৃদয়গ্রাহী এক মনোজ্ঞ বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন। প্রিন্সিপাল এস্‌ এন. মৈত্র, অধ্যাপক দেবকুমার দত্ত, সুশীল কুমার চক্রবর্ত্তী, [illegible] শাস্ত্রী, [illegible] দাস, সনৎকুমার ব্যানার্জ্জি, [illegible] ব্যানার্জ্জি [illegible], [illegible] প্রভৃতি [illegible] ছিলেন। বক্তৃতা-সভায় [illegible] দ্বারা [illegible] তাঁহাদের

নৈতিক চরিত্র উন্নতির জন্য সচেষ্ট হইতে বলিয়াছেন। [illegible] নিজ নিজ জীবনের সমস্ত যে মানবের একমাত্র কর্ত্তব্য নহে, আত্মধর্ম্মের সন্ধান জানাই যে তাহার একটা শ্রেষ্ঠ কার্য্য তাহা স্বামীজী প্রাঞ্জলভাষায় বিশদভাবে সমবেত জনমণ্ডলীকে বুঝাইয়া দিয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত ধর্ম্ম যে সত্য ও সনাতন ধর্ম্ম, আত্মজ্ঞান লাভই তাঁহার মূলমন্ত্র তাহা বক্তা যেভাবে বক্তৃতা-প্রসঙ্গে ফুটাইয়া তুলিয়াছিলেন তাহা বাস্তবিকই প্রশংসার্হ। ছাত্রদের বর্ত্তমান চালচলন রীতিনীতি আচার-ব্যবহার যদি প্রকৃতই মনুষ্যের মত না হয় তাহা হইলে এই বিদ্যালাভের সার্থকতা কোথায়? বিষয় ভোগ করাটা কীটপতঙ্গাদি জন্মেও ঘটিয়া থাকে, কিন্তু ভগবানের সেবা করিবার অধিকার মাত্র মানব জীবনেই লাভ হয়। এই মানবজীবন হেলায় খেলায় বিলাসে নষ্ট করিলে এবং প্রকৃত সত্যের অনুসন্ধানে না ছুটিলে জীবন যে ভারবাহী গাধার ন্যায় চালিত হয় তাহাতে অণুমাত্রও সন্দেহ নাই। বক্তৃতার দার্শনিক স্বামিজী নানাভাবে নানা উদাহরণ দ্বারা বুঝাইয়া দিয়াছেন যে মনুষ্য ইচ্ছা করিলে তাহার প্রত্যেক কাজের ভিতর দিয়াই ভগবানের সেবা করিবার সুবিধা পাইবে। জীবমাত্রই ভগবানের নিত্যসেবক—এই কথা ভুলিয়াই তাহাদের মায়িক দুর্দ্দশা উপস্থিত হয়। বহু জন্ম নানাস্থানে ঘুরিয়া এই মানবজন্ম লাভ ঘটে। যদি এই জন্মটাকে অন্যান্য ইতর প্রাণীর মত হেলায় নষ্ট করিয়া দেওয়া হয়, তবে এই দুঃখ রাখিবার আর স্থান নাই। বিবেকসম্পন্ন প্রত্যেক মানবই নিজের ভিতরেই নিযুক্ত থাকেন, সেই চিন্তাকার্য্য যদি প্রকৃত সত্যের সন্ধানে নিয়োজিত হয় তবেই নিত্যমঙ্গল লাভ হইবে।

মোটের উপর বক্তা যে ভাবে এই অতি গূঢ় দর্শন দিয়া অতি সাধারণ প্রাঞ্জল ভাষায় সকলের সম্মুখে ধরিতে পারিয়াছেন তাহাতে আশা করা যায় যে ছাত্রগণ ইহার কতকটা উপলব্ধি করিতে পারিবে। বক্তৃতা-সভায় প্রিন্সিপাল মৈত্র সাহেব, অধ্যাপক-সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট বাবু বঙ্কিমদাস ব্যানার্জ্জি, বাবু [illegible] দাস মহাশয় বক্তাকে তাঁহার এই অনুগ্রহদানের জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। সভায় নবদ্বীপবাসী পণ্ডিত [illegible], [illegible] মহোদয় বক্তার অপূর্ব্ব ব্যাখ্যায় মুগ্ধ হইয়া ভূয়ো ভূয়ঃ প্রশংসা করিয়াছেন এবং সকলেই স্বামিজীর সহিত কলেজ-হোষ্টেল হইতে বহু দূরে গেট পর্য্যন্ত আসিয়াও [illegible]।

[illegible] চালিয়া [illegible] হইতে [illegible] উত্তম [illegible] প্রতি [illegible] যে নারী [illegible]

[illegible] স্বামী [illegible] মহাশয় [illegible] শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু দ্বারা শ্রীশ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণ [illegible] শ্রীচৈতন্য [illegible] শ্রীপাদ সরস্বতী শ্রীনারায়ণের নামকে কেন্দ্র করিয়া ভারতের চারিদিকে বিশুদ্ধ সনাতন ধর্ম্ম প্রচারের জন্য মঠ স্থাপন করিয়াছেন। কলিকাতা, দিল্লী, ঢাকা, কাশী, এলাহাবাদ, পুরী, কটক, কুরুক্ষেত্র, বৃন্দাবন, নৈমিষারণ্য (যে [illegible] শুকদেব গোস্বামী প্রভু ঋষি সকল ঋষির নিকট ভাগবত পাঠ করিয়াছিলেন সেই স্থানটিতেও একটী মঠ স্থাপিত হইয়াছে) প্রভৃতি বড় বড় সহরে এবং নানা জিলা ও মহকুমায় বহু মঠ মন্দিরাদি স্থাপন পূর্ব্বক শ্রীভগবানের নিত্য নৈমিত্তিক কার্য্য সম্পাদন এবং [illegible] সন্ন্যাসী ও সাধুগণকে প্রেরণ করিয়া দেশ দেশান্তরে এই বাণী প্রচারের ব্যবস্থা করিয়াছেন। মনুষ্য হইলে এই কথা এক দিন বুঝিতে পারিবে ইহা আমাদের খুব বিশ্বাস আছে। এই কলেজের হোষ্টেলে প্রতি বৎসরই ছাত্রদের নিকট এই সমুদয় বিষয় আলোচনার জন্য অধ্যাপকগণ যে চেষ্টা করিয়া থাকেন তাহা বাস্তবিকই প্রশংসার যোগ্য। আমরা লক্ষ্য করিয়াছি ছাত্রগণ [illegible] এত দীর্ঘ সময় [illegible] ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন।

নানা কথা

স্বামী স্ত্রীর আত্মহত্যা

কলিকাতায় রঘুনাথ চাটুজ্জি ষ্ট্রীটের যোগেন্দ্রনাথ বসু এবং তাঁহার ২১ বৎসর বয়স্কা স্ত্রী বিষপানে আত্মহত্যা করিয়া পাশাপাশি পড়িয়াছিলেন। যোগেন্দ্র বি, এ পাশ করিয়াও কোন কাজ কর্ম্ম যোগাড় করিতে না পারায় এই কার্য্য স্ত্রীর সহিত পরামর্শ করিয়া করিয়াছে বলিয়া প্রকাশ। তাঁহাদের ২ পুত্র ও কন্যা আছে।

বিলাতে বেকার সমস্যা

বিলাতে লেবার গবর্ণমেণ্ট বেকার সমস্যার সমাধানের জন্য যে ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহাতে বেকার লোকদিগকে [illegible] বাবদ ১০০,০০০,০০০ পাউণ্ড দেওয়া হইবে [illegible] আছে। মিঃ লয়েড জর্জ্জ এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে বলেন। তিনি বলেন যে গবর্ণমেণ্ট [illegible] জন্য [illegible] করেন। [illegible] সমস্যা [illegible] হইবে।

[illegible] মেলা

[illegible] বারাসত [illegible] অফিসে [illegible] ছিলেন। [illegible] সময় [illegible] এক [illegible] দাবী [illegible] কিন্তু [illegible] প্রকাশ [illegible] এবং ১৬ বার জেল [illegible]। প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট তাহাকে দায়রা সোপর্দ্দ করিয়াছেন।

ভাবী সেক্রেটারী

বাঙ্গালার লাট সাহেবের প্রাইভেট সেক্রেটারী মিঃ [illegible] সাহেব ছুটী লইবেন এবং তাঁহার স্থানে মিঃ [illegible], [illegible] কার্য্য করিবেন।

অশান্তির বীজ বপন

বারাকপুর কংগ্রেস-কমিটির প্রেসিডেণ্ট জগন্নাথ প্রসাদ মিশ্রের উপর আলিপুরের ফৌজদারী আদালত হুকুম দিয়াছেন যে, কারখানায় কুলীদিগের নিকট রাজদ্রোহ-সূচক বক্তৃতা দিয়া অশান্তির বীজ ছড়ানর জন্য কেন তিনি ১০০০, টাকা করিয়া দুইটী জামিন দিবেন না। প্রকাশ যে, তিনি টিটাগড়ে ১২০০ কুলির সম্মুখে এক বক্তৃতা দেন। সেই সময় তিনি সোভিয়েট রাশিয়ার উল্লেখ করেন এবং ইংরাজদিগের সুখ স্বচ্ছন্দের সহিত ভারতীয়ের নিজের দেশে নিজের দুর্দ্দশার তুলনা করেন। তিনি বলেন যে, তিনি গান্ধির অহিংসা নীতির পক্ষপাতী নহেন।

মোকর্দ্দমায় দালাল

আলিপুরের [illegible] ফৌজদারি আদালতেই প্রায় ১০ লোকের নিকট কৈফিয়ৎ তলব করা হইয়াছে যে, কেন তাহারা মোকর্দ্দমার দালাল বলিয়া গণ্য হইবে না। এই সকল লোক উকিল মোক্তারের মুহুরি [illegible]। আলিপুরের কয়েক [illegible] এই সকল লোককে আদালতের [illegible] বাহির করিতেছেন।

জুয়াচুরির মামলা

[illegible] একজন [illegible] কাছে এই [illegible] তাহাদিগকে [illegible] বাহাদুরের

পর-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

সম্প্রতি পর-বিদ্যাপীঠে নিম্নলিখিত শিক্ষণীয় বিষয়নিচয়ের অধ্যাপকের আসন-সমূহ সংস্থাপিত হইয়াছে—বিজ্ঞগণ আবেদন করুন।

১। সাহিত্যাসন, ২। ঐতিহ্যাসন,
৩। সম্প্রদায়বৈভবাসন, ৪। ভক্তিশাস্ত্রাসন,
৫। তত্ত্বশাস্ত্রাসন, ৬। বেদান্তাসন,
৭। একায়নাসন।

শ্রীনন্দলাল রায় বি, এ, কাব্যতীর্থ, বিদ্যাসাগর,
সম্পাদক—পরবিদ্যাপীঠ, শ্রীধাম মায়াপুর।

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

শ্রীগৌড়ীয়-মঠ হইতে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৪০, চাল্লিশ টাকা।

২৭২৪ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে,

সপ্তচত্বারিংশ খণ্ডে সূচী ছাপা হইতেছে।

৪৬শ খণ্ড পর্যন্ত নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে ১৫৸৵০ সাধারণ পক্ষে ২০৸৶০। প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৵০, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ।/০।

দশম স্কন্ধ ছাপা হইতেছে। দশম স্কন্ধের ভিক্ষা ১২, অগ্রিম সাহায্যকারীর পক্ষে ৮,।

৫০ অধ্যায় পর্যন্ত নবম সংখ্যা ছাপা হইয়াছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

"শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত"

সম্পূর্ণ ছাপা শেষ হইয়াছে

আদি, মধ্য, ও অন্ত্যলীলা এবং সূচী ছাপা হইয়া সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছেন। যাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্বের ১০, টাকা ভিক্ষার তৃতীয় সংস্করণ ৪, টাকায় না পাইয়া অধুনা সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের জন্য এবার ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছেন। সেই ১০, টাকার এই বিরাট গ্রন্থ নির্দিষ্ট সংখ্যা পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত ৫, টাকা ভিক্ষায় দেওয়া হইবে। গ্রাহকগণ সত্বর হউন পরে আর এ সুযোগ দেওয়া হইবে না।

শ্রীচৈতন্য লীলার ব্যাস অবতার

শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র গ্রন্থ ৮, স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫,

নদীয়া প্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪৷৷০ টাকা

শ্রীচৈতন্য মঠ পারত্রীয় গ্রন্থ

শ্রীচৈতন্য মঠ

...কা

...কাতা

উড়িয়া ভাষায় প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

যে সব উৎকলবাসী ভক্তগণ বাংলা পড়িতে জানেন না, তাঁহাদের শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর প্রচারিত পরম উপাদেয় ভক্তি-কথা জানিবার সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে উড়িয়া-ভাষায় নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হইয়াছে। বাংলা গ্রন্থের তুলনায় উড়িয়া গ্রন্থগুলির ভিক্ষাও অপেক্ষাকৃত অল্প।

গ্রন্থের নাম	ভিক্ষা
শ্রীহরিনাম চিন্তামণি, প্রতিখণ্ড	৷৷০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	
সাধন পথ (শ্রীমহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টক) প্রতিখণ্ড	
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	১০
কল্যাণ কল্পতরু প্রতিখণ্ড	৵০
একত্রে ৩খণ্ড লইলে	।০
গীতাবলী প্রতিখণ্ড	৴১০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৶১৫
শরণাগতি—প্রতিখণ্ড	৴০
একত্রে ৩খণ্ড লইলে	৵৫

প্রাপ্তিস্থান { শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ, কটক এবং শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, পুরী

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিম্নলিখিত মঠসমূহে প্রাপ্তব্য:—

১। শ্রীচৈতন্য মঠ,—পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, (নদীয়া)।
২। শ্রীগোদ্রুমধাম মঠ,—চাঁপাহাটি, সমুদ্রগড় পোঃ, (বর্দ্ধমান)।
৩। শ্রীভাগবত আসন,—ভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৪। শ্রীগৌড়ীয় মঠ,—১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা।
৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ,—পোঃ চটক পর্বত, পুরী,
৬। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ,—উড়িয়া বাজার, কটক।
৭। শ্রীমেদিনীপুর মঠ,—চিনাবাজার, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।
৮। শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ,—৮নং অগস্ত্যকুণ্ডা, কাশী, ইউ, পি।
৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,—ছিপিগলি, বৃন্দাবন, মথুরা, ইউ, পি।
১০। শ্রীপরমহংস মঠ—নৈমিষার পোঃ, সীতাপুর, ইউ পি।
১১। শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ,—কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল, পাঞ্জাব।
১২। শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠ,—৯ নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।
১৩। শ্রীগদাইগৌরাঙ্গ মঠ,—বালিয়াটি, ঢাকা।
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম,—আমলাযোড়া, রাজবাঁধ পোঃ, বর্দ্ধমান।
১৫। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ,—ভুবনেশ্বর, চিনকুণ্ডা পোঃ, মানভূম।
১৬। শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয় মঠ,—আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী, উড়িষ্যা।

এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণের নিকটও

নদীয়া-প্রকাশ প্রাপ্তব্য।

১। শ্রীযুক্ত জনার্দ্দন ঘোষ—১৪ নং পার্ক রোড, খুলনা
২। শ্রীযুক্ত রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিবন্ধু —দেওয়ানগঞ্জ,
ভাঙ্গারবাড়ী কুচবিহার।
৩। শ্রীযুক্ত রামরঞ্জন রায়—৭৬।২ নং মিরজাপুর ষ্ট্রীট লেন, কলিকাতা
৪। শ্রীযুক্ত অমৃতকুমার সরকার এম, ডি, এ, হৈদরাবাদ।
৫। মিঃ এম, ডি মুখার্জ্জি—বার, এট, ল, কানপুর।
৬। ...
৭। ...
৮। ... ঢাকা।
৯। ...

... ... দাস ... শুক্র ... মুদ্রিত।

শ্রীচৈতন্যমঠের গ্রন্থাবলী

শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুর বিরচিত

ভক্তি-গ্রন্থাবলী।

উৎকৃষ্ট কাপড়ে বিলাতী ধরণে বাঁধাই স্বর্ণালঙ্কৃত। চতুর্থ সংস্করণ। বিস্তৃতবিষয় সূচীসহ

জৈবধর্ম্ম

বাঁধাই ২৲ দুই টাকা

প্রকাশিত হইয়াছে

সনাতন ধর্ম্মশাস্ত্র বেদ, বেদান্ত, উপনিষৎ গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত, পুরাণ, তন্ত্রাদি সকল গ্রন্থ পাঠ করিবার অবসর অতি অল্প মানবের ঘটিয়া থাকে। অনেকের যোগ্যতা না থাকায় সেই সমস্ত গ্রন্থের মর্ম্ম অবগত হইতে পারেন না। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বাঙ্গালার এই অসুবিধা দূরীভূত করিবার জন্য এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

বিদ্যালয়ের ছাত্র বা শিক্ষকগণের বিশেষ পাঠ্য, এই হেতু শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টার বাহাদুর তাঁহা সমস্ত বিদ্যালয়ের জন্য অনুমোদন করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

প্রথম খণ্ড ভিক্ষা ১৲ একটাকা

যুক্তিপূর্ণ শাস্ত্রবাক্য দ্বারা প্রত্যেক মানবের নিত্য কর্ত্তব্য ও অনিত্য সাময়িক কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। গ্রন্থের প্রতি উক্তি সনাতন শাস্ত্রবাক্য দ্বারা সমর্থিত ও প্রমাণিত হইয়াছে। দেহের, মনের ও আত্মার ধর্ম্ম কি? স্বদেশ, সমাজ, নীতি, ধর্ম্ম কি? ইত্যাদি বিষয় ক্রমানুসারে এমন সুন্দরভাবে যুক্তিসহকারে আলোচিত হইয়াছে যে, প্রথম পংক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত পাঠ না করিয়া নিবৃত্ত হওয়া যায় না।

শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ভিক্ষা ৵০

ঐ প্রমাণ খণ্ড ভিক্ষা ৵০

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিহার ও লীলাভূমি নবদ্বীপ-সমাজত। এই নব দ্বীপের প্রাচীন বিবরণ— প্রত্যেক দ্বীপে শ্রীমহাপ্রভুর লীলা—প্রত্যেক দ্বীপের পরিচয়, শ্রীধাম-মাহাত্ম্য ধামাপরাধ কি? ইত্যাদি বিষয় বিশেষভাবে মনোহর ছন্দে বর্ণিত। পকেট সাইজ প্রায় ১৬০ পৃষ্ঠা।

শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ

উজ্জ্বল ব্রোঞ্জ কালীতে উত্তম কাগজে ছাপা— শ্রীনবদ্বীপধাম দর্শনে ভাবুক দর্শনকারীর কি প্রকার ভাবের উচ্ছ্বাস হয়, তাহা এই গ্রন্থে বর্ণিত। অতি চমৎকার। ভিক্ষা চারি আনা।

শ্রীহরিনামচিন্তামণি

৷৵০ দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভৃতি উপদেশচ্ছলে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে নিরূপণের অনুকূল ও প্রতিকূল বিচার অতি সুন্দরভাবে লিখিত হইয়াছে। তদ্ব্যতীত শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদিষ্ট শিক্ষা ও উপদেশ বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-জগতে অভিনব গ্রন্থ !!

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতি গ্রন্থাবলী :—

শরণাগতি

পকেট সাইজ অষ্টম সংস্করণ ভিক্ষা ৵০ আনা

দেহ ও মনের চেষ্টা অনিত্যবস্তু লইয়া — ইহা যখন জীব বুঝিতে পারে, তখন একমাত্র নিত্যবস্তু শ্রীভগবানের প্রতি তাঁহার কোন অভাবে আবেগময়ী প্রার্থনা হয় এবং শ্রীভগবানে সর্ব্বান্তঃকরণে নিষ্কপটে কি প্রকারে শরণাপন্ন হইতে হয়, ইত্যাদি বিষয়ক প্রাণস্পর্শী প্রার্থনা ও আত্ম-সমর্পণমূলক গান। ছাপা সংস্করণও প্রকাশিত হইয়াছে।

ভিক্ষা প্রতি খণ্ড ৵০ এক আনা

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা— ৵০, নবদ্বীপশতক— ৵০

অর্থপঞ্চক— ৵০

কল্যাণকল্পতরু

পকেট সাইজ পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা ৵১০

আমরা প্রত্যহ নূতন অভাব ও কামনার বশবর্ত্তী হইয়া পুনঃপুনঃ যে অকল্যাণকে কল্যাণ বলিয়া গ্রহণ করি এবং অপরের নিকট কল্যাণ কামনা করি, তাহা যে নিত্য বা যথার্থ কল্যাণ প্রদানে অসমর্থ এবং কোন বস্তু আমাদের নিত্য কল্যাণদাতা এবং কি ভাবে আমরা সেই কল্যাণলাভে সমর্থ হইব, এই সকল কথা সরল গানে লিখিত। এই গীতিময় বাস্তবিক কল্যাণের কল্পতরু, যিনি প্রত্যেককে নিত্যকল্যাণ প্রদানে

শ্রীল চক্রবর্ত্তি-ঠাকুরের টীকা সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর কৃত টীকা ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কৃত অনুবাদ। টীকাকারের জীবনী, শ্লোক-সূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি বহু প্রয়োজনীয় বিষয় সংবলিত প্রায় ৪২৫ পৃষ্ঠা। উৎকৃষ্ট সিল্কে বাঁধাই ২৲ দুই টাকা, কাগজে বাঁধা ১৷০

শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ-কৃত ভাষ্য সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

কাগজ ও ছাপা উৎকৃষ্ট। সিল্কে বাঁধাই. সোণার জলে নাম লেখা রাজসংস্করণ ৩৲ টাকা, সাধারণ সংস্করণ ১৷০, গৌড়ীয়ের গ্রাহকপক্ষে ১৷০

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি (সংস্কৃত কোষগ্রন্থ)

বিষয় — ১। ভক্তিশাস্ত্রে ব্যবহৃত শব্দাবলীর অর্থ, ২। চারি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের চরিত্র, ৩। বিষ্ণুবৈষ্ণবসম্পর্কিত শ্রীমন্দির ও শ্রীবিগ্রহের বিবরণ, ৪। বৈষ্ণবগ্রন্থ ও গ্রন্থকার সমূহের তালিকা ও বিবরণ, ৫। বিষয় বিশেষের লৌকিক ও শাস্ত্রীয় আকরসমূহে যাবতীয় তথ্য। চারিখণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ১ম খণ্ড ৸৵০, ২য় খণ্ড ৸৵০, ৩য় খণ্ড ৸০, ৪র্থ খণ্ড ৷৵০, চারিখণ্ড একত্রে ২৲ (৫ম খণ্ড যন্ত্রস্থ)।

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ—১ম খণ্ড ১৲ এক টাকা

২য় খণ্ড ১৲ এক টাকা—শ্রীমদ্ভাগবতের গ্রাহক ও গৌড়ীয় গ্রাহকগণ ১৷০ টাকায় দুইখণ্ড পাইবেন। বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমজ্জীব গোস্বামিপাদের রচিত ছয়টি বড়সন্দর্ভের অধিক প্রয়োজনীয় অংশ। প্রতি খণ্ড ডবল ক্রাউন ৮ কর্ম্মায় ৬৪ পৃষ্ঠা আকারে মুদ্রিত হইতেছে।

শ্রীমদ্গোপালভট্ট গোস্বামী সঙ্কলিত

সদাচারস্মৃতিঃ

ভিক্ষা ৵০ মাত্র

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া জ্বরের ভবিষ্যৎ ভয় ও ম্যাঃ প্লিহাতে ঘনীভূত অবস্থায় ... ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ৸০ আনা, প্যাকিং ৷৵০ আনা, বোতল ১৷৵০ আনা।

ঠিকানা ১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড মিবাজার, কলিকাতা

বেঙ্গল কেমিক্যাল?

মদন মঞ্জরী

বটিকায় শুক্র ও ধাতুবিকার, ইন্দ্রিয়শক্তির হ্রাস, প্রমেহ, শুক্রতারল্য, স্বপ্নদোষ, মাথাঘোরা, বুক ধড়ফড়ানি, অনিদ্রা প্রভৃতি লক্ষণ সহ নির্দ্দোষ আরোগ্য হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ৪০ বটী ১৲ এক টাকা।

"নপুংসকারি ঘৃত"

পুরুষত্বহানি বেগে আক্রমণে মর্দ্দন করিলে অচিরে শক্তিসঞ্চার করে। মূল্য ২ তোলা ১৲ টাকা।

"রমণবিলাসিনী বটিকা"

স্ত্রীলোকের বন্ধ্যাত্ব দোষ নষ্ট করিয়া গর্ভ সঞ্চার করিতে অদ্বিতীয়। মূল্য ১৬ বটী ১৲ এক টাকা।

রাজবৈদ্য নারায়ণজী, কেশবজী

১৭৭নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

বিজ্ঞাপন

সাবধান! সাবধান!! সাবধান!!!

জে. বি. দত্তের ছোকাশিনি বাদাম তৈল

আদি ও অকৃত্রিম এবং উপকারিতায় সর্ব্বজন পরিচিত ও বহু প্রশংসিত।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে লেবেলে J. B. Datta & Co. নাম দেখিয়া লইবেন, নতুবা জুয়াচোরগণ বহুদিনের জিনিষ দিয়া প্রতারণা করিবে।

বিনীত জে, বি, দত্ত

ফেরাস কুইনিন

নূতন এবং পুরাতন ম্যালেরিয়ার যম

[illegible]

পর-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

এখানে আহার এবং বাসস্থান দিয়া বিদ্যার্থিগণকে বিভিন্ন শিক্ষণীয় বিষয় শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। অনেক ছাত্র ইতোমধ্যেই আসিয়া পাঠ আরম্ভ করিয়াছেন। বর্ত্তমান বর্ষে সকল ছাত্রই গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

প্রধান অধ্যাপক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বাবা ব্যাকরণ-সাংখ্য-বেদান্ত-দর্শনতীর্থ, সাংখ্যভূষণ, বেদান্তরত্ন, সাহিত্যশাস্ত্রী, দর্শনবাচস্পতি।

অধ্যাপক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গৌরদাস ব্রহ্মচারী ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীধাম মায়াপুর পরবিদ্যাপীঠ, (নদীয়া)

বেদনাঞ্জন

৬ম

কলিকাতা কংগ্রেস একজিবিসন হইতে বহু প্রশংসা প্রাপ্ত ও বহু গণ্যমান্য ভদ্রমহোদয়গণ কর্ত্তৃক প্রশংসিত।

আজকাল বাজারে ... মিশ্রিত ও বিষাক্ত আহার্য্য সেবনে শরীরের রক্ত অত্যন্ত দোষযুক্ত হইয়া পড়িতেছে; একই ... এই রক্ত দোষের ... বেদনা, মাথাধরা, মাথা-ঘোরা, ... দাঁতের গোড়া ফুলা, দাঁত নড়ানড়ি, দাঁতে পোকা এবং ... চুলকানি প্রভৃতি কষ্টদায়ক ... আক্রান্ত হইতেছে। যদি আপনি একেবারে ব্যাধিমুক্ত হইতে চান, তাহা হইলে অযথা পয়সার অপব্যয় না করিয়া অল্প দামে এক শিশি **বেদনাঞ্জন** ক্রয় করিয়া ইহার আশ্চর্য্য শক্তি উপলব্ধি করুন। ... মূল্য ... এক শিশি ।০ আনা মাত্র, মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান—এ, সি, চাটার্জ্জী এণ্ড ব্রাদার্স।

৫৫।০ হুরলাল মিত্র লেন, সাকি কাঁকুড়গাছি, কলিকাতা।

মফস্বলে ... দোকানে ও বড় বড় ডাক্তারখানায় পাওয়া যায়।

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

যদিও অদ্যাপি প্রকৃত মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য, তথাপি যাঁহারা নানাবিধ অনিয়মিত উপায়ে অস্বাভাবিক শক্তি নষ্ট করিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন এবং নানা প্রকার মেহ, প্রমেহ, ধাতুদৌর্ব্বল্য, স্নায়বিক দুর্ব্বলতা, বহুমূত্র, উপদংশ, পাকস্থলীর পীড়া, অর্শ এবং স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে যাহারা বাধক, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, প্রদর, শ্বেত ও রক্তপ্রদর, হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি রোগে ভুগিয়া জীবনে নিরাশ হইয়াছেন, তাঁহারা আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার ... সাহেবের আবিষ্কৃত **ইলেক্ট্রিক সলিউসন** ব্যবহার করিয়া দেখিবেন, ইহাতে শত শত প্রমাণ প্রাপ্ত হইয়াছে ... যাঁহারা অন্যান্য ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরোগ্য হইতে পারেন নাই, তাঁহারা একবার এই ঔষধটি ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক মাসের ব্যবহারোপযোগী এক শিশি ঔষধের মূল্য ... টাকা মাত্র।

সোল এজেণ্ট—ডাঃ ডি, ডি, হাজরা।

কতেপুর, গার্ডেনরিচ পোষ্ট, কলিকাতা।

ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

অধ্যক্ষ

শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম,এ, এফ,সি,এস (লণ্ডন)

ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক

(প্রফেসার)

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ বিশুদ্ধ ও শাস্ত্রমতে নিজ তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হয়। পত্র লিখিলে, বিনামূল্যে ক্যাটালগ পাঠান হয়। রোগের বিবরণ জানাইলে যত্নপূর্ব্বক ব্যবস্থা দেওয়া হয়। চিঠি পত্রাদি সম্পূর্ণরূপে গোপন রাখা হয়।

মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দুর)

(বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৪৲ টাকা

উৎকৃষ্ট স্বর্ণ, পারদ ও আমলাসার গন্ধক দ্বারা যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। নিত্য প্রয়োজনীয় সর্ব্বরোগনাশক মহৌষধ।

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৩৲ টাকা

উৎকৃষ্ট কাশীর আমলকী, দশমূল প্রভৃতি যাবতীয় উপাদানে পূর্ণ মাত্রায় যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। কফ, কাশি, সর্দ্দি, যক্ষ্মা, ফুসফুসরোগ, হৃদরোগ প্রভৃতি রোগের মহৌষধ। সকল প্রকার দুর্ব্বলতা নাশক অতিশয় পুষ্টিকর মহৌষধ বা খাদ্য বিশেষ।

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬৲ টাকা

ইহা সেবনে ধাতুদৌর্ব্বল্য, শুক্রতারল্য, স্বপ্নদোষ, প্রমেহ ও ধ্বজভঙ্গ সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায়। ইহা অত্যাশ্চর্য্য আনন্দদায়ক রসায়ন।

অবলাবান্ধব যোগ

প্রদর, বাধক প্রভৃতি জরায়ুদোষ ও স্ত্রীলোকগত যাবতীয় রোগের মহৌষধ

মূল্য—১৬ মাত্রা ২৲ টাকা। ৫০ মাত্রা ৫৲ টাকা মাত্র

বিশুদ্ধ জল! ভয় নাই! বিশুদ্ধ জল!!

লক্ষ্মী টিউব-ওয়েল কোং

২০৫নং নবাবপুর, ঢাকা

বর্ত্তমান যুগের নব আবিষ্কৃত ... বৈজ্ঞানিক-প্রণালীতে নলকূপ (*Tube-well*) স্থাপন করা হয়। ... লাট বাহাদুর, পোষ্টমাষ্টার জেনারেল, ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট, সিভিল সার্জ্জন, ... জমিদার, তালুকদার, প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত ভদ্রমহোদয়গণ এই কোম্পানীর কাজ দেখিয়া প্রশংসা করিয়াছেন। রাসায়নিক পরীক্ষায় জল বিশুদ্ধ না হইলে মূল্য গৃহীত হয় না। বিস্তৃত বিবরণের জন্য পত্র লিখুন।

বৃত্তিসহ সমগ্র

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

ভিক্ষা ২৲ টাকা। শিক্ষার্থি ছাত্রের পক্ষে ১॥০ দেড়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীপরবিদ্যাপীঠ, শ্রীগৌড়পুর

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

মনোমোহন প্রেস

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা

পূর্ব্ববাঙ্গালায় সুলভে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত

বৈদ্যুতিক মেশিনে দিবারাত্র কাজ চলিতেছে

বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা।

শ্রীমায়াপুর নদীয়া প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীবিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

স্থানীয় সংস্করণ

Registered No. C 1544

বিজ্ঞাপনের হার

প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১
প্রতি কলম ৬
অর্দ্ধ কলম ৩৷৷০
সিকি কলম ২
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র।

গ্রাহকের প্রতি
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯
ষাণ্মাসিক ৫
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১
নগদ
প্রতি সংখ্যা /০

৪র্থ খণ্ড] সম্পাদক—প্রত্নবিদ্যালঙ্কার শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী [২২৬ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্য মঠ শ্রীধাম মায়াপুর ১৪ই অগ্রহায়ণ শনিবার ১৩৩৬, ৩০শে নভেম্বর ১৯২৯

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থাবলী

১।	শ্রীমদ্ভাগবতম্—শ্লোক সূচী, বিষয়-সূচী প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত। ভিক্ষা, প্রতি খণ্ড সাধারণ পক্ষে ৷৵০ গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশ গ্রাহক পক্ষে	৷০
২।	ভাষ্য-সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ)	৫
৩।	গৌড়ীয়-গৌরব	৶০
৪।	গৌড়ীয়-সাহিত্য	।০
৫।	ভজনরহস্য	৷৷০
৬।	শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা)	১
	” ” ” আবাধা	৸০
৭।	গীতা (শ্রীবলদেবভাষ্যসহ) বাঁধা ২ আবাধা	১৷৷০
৮।	গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি-টীকা-সহ) বাঁধা ২ আবাধা	১৷৷০
	গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য	৷৷০
৯।	পুরুষার্থ-প্রকাশিকা তত্ত্বসোপানেন সানুবাদ (মাধব)	২
১০।	বেদান্তস্যমন্তক সানুবাদ (রামানুজীয়)	৷৷০
১১।	বৈষ্ণবধর্ম্ম	২
১২।	শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ)	৸০
১৩।	গৌড়ীয়-কণ্ঠহার	২
১৪।	প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ)	৷৵০
১৫।	দীপ-দিগ্‌দর্শন	৵০
১৬।	সাধনপথ (৩য় সংস্করণ)	৷৵০
১৭।	আচার ও আচার্য্য	৶০
১৮।	নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা	৸০
১৯।	ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা)	৶০
২০।	শ্রীনবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য	।০
২১।	নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য (প্রমাণখণ্ড)	৷০
২২।	শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ	।০
২৩।	শ্রীগোদ্রুমদ্বন্দ্ব পরিক্রমা বর্ণন	।০
২৪।	শরণাগতি, গীতাবলী, সাধনকৌমুদী, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, নবদ্বীপশতক, কল্যাণকল্পতরু ও সদাচারস্মৃতি মোট	১৷০
২৫।	কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ও অর্চ্চনকল্প	৷০
২৬।	সাধকরত্নমণি	।০
২৭।	সংস্কার-দীপিকা	।০
২৮।	বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড)	৩
২৯।	প্রবন্ধ-রত্ন	৷৷০
৩০।	শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা	৷৷০
৩১।	সাধনপ্রণালী সানুবাদ	।০
৩২।	বেদবিরোধ-বিধবংস	৸০
৩৩।	শ্রীচৈতন্যভাগবত (বিস্তৃত) দ্বিতীয় সংস্করণ	৬

পত্র লিখিলে পত্র পাঠাইলে ডাকযোগে ক্যাটলগ পাঠান হয়।

প্রাপ্তিস্থান ঃ—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

২। শ্রীগৌড়ীয় মঠ—১নং উল্টাডিঙ্গি জংশন রোড, কলিকাতা।
৩। শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠ—২০০২ নবাবপুর রোড, ঢাকা।
৪। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ—ঔড়িয়া বাজার, কটক।
৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ—চটকপর্ব্বত, পুরী।
৬। শ্রীসনাতনগৌড়ীয় মঠ—৬২ বঙ্গালীটোলা, কাশী।
৭। শ্রীগৌড়ীয় মঠ নতুন কাশ্মীরী গেট, দিল্লী।
৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ—ছিপিগলি, বৃন্দাবন।
৯। শ্রীভাগবত প্রেস, গোয়াড়ী—কৃষ্ণনগর।
১০। শ্রীএকায়ন মঠ, হাইস্ট্রীট, কৃষ্ণনগর।

ইংরাজী ভাষায় ভক্তিগ্রন্থ

শ্রীচৈতন্যের জীবন ও শিক্ষা	।০
নামভজন	।০
বৈষ্ণবধর্ম্ম আসল ও নকল	।০
ভাগবতীয় দর্শনের ইতিহাস	।০
কাম ও প্রেমধর্ম্ম	।০
গৌড়ীয়মঠ কি বলেন	৵০

দেবনাগরাক্ষরে মুদ্রিত গ্রন্থ

১।	[illegible]	[illegible]
২।	[illegible]	।০
৩।	[illegible]	৶০
৪।	[illegible]	[illegible]
৫।	[illegible]	৷৷০
৬।	[illegible]	[illegible]

গভর্নমেণ্ট হইতে রেজিষ্টারী করা—

সর্ব্বপ্রকার প্লীহা লিভার সংযুক্ত ম্যালেরিয়া

জ্বরের সাক্ষাৎ যম

সারফলিন

টনিক ও সালসা। পথ্যের বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই। এক দাগেই প্লীহা, লিভার ধ্বংস হয়। 'ফলেন পরিচীয়তে'

এক দাগে জ্বর পালায়, ফিরে জ্বর আর হয় না

একদাগে জ্বর পালায়, তিন দাগে সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়। এমন উপকারী ঔষধ আর নাই। ২।৪ দাগ ঔষধ সেবনে যদি আপনার জ্বর একেবারে আরাম হয়, সেই প্রকৃত ঔষধ খাওয়া উচিত নয় কি? এক্ষণে সাবধান হউন এবং জানিয়া রাখুন, আর মিছামিছি বাজে বোতল ২ বিষের জল খেয়ে শয্যাগত হইয়া প'ড়ে পরে হয়রান হয়েন কেন? সুতরাং ॥০ আনার সারফলিনই একটি জ্বর বোতাব পক্ষে যথেষ্ট, এমন প্রত্যক্ষ উপকারী জ্বরের ঔষধ আর নাই। সকালে জ্বর হইলে বৈকালে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবেন, ডাক্তার ডাকিতে হয় না। মূল্য প্রতি শিশি ॥৵০ আনা, ডজন ৫।০ আনা।

এজেণ্ট—মেসার্স্ এম, ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং, ১০ নং বনফিল্ডস্ লেন, কলিকাতা।

যুগল-মূর্ত্তি মার্কা
সর্ব্বত্র পাওয়া যায়।

আয়ুর্ব্বেদ সম্মত বায়ু পিত্ত বাত নাশক

ত্রিগুণ তৈল

যুগল-মূর্ত্তি মার্কা এবং বটকৃষ্ণ পাল দেখিয়া লইবেন।

আসল ৫ আনি
শিশি ৮০ আনা, ডজন ৮৲
ডিঃ পিঃ ও রেলওয়ে পার্শেল স্বতন্ত্র।

এমন মহোপকারী তৈল আর নাই

গবর্ণমেণ্ট হইতে রেজিষ্টারী করা—

মহর্ষি চরক [illegible] উপাদানে খাটী কাঁচা [illegible] তৈলে মৃগনাভি, [illegible], চন্দন, [illegible], বেণা, [illegible] মূল্যবান [illegible] সমভাবে [illegible] হইয়া থাকে। ফলতঃ এই [illegible] ব্যবহারে সাধারণতঃ দৈহিক ও মানসিক [illegible] হইয়া থাকে।

[illegible] সর্ব্বপ্রকার [illegible] বায়ু [illegible], [illegible], মেহ, [illegible], প্রদর, [illegible], স্বপ্নবিকার, মূর্চ্ছা, শিরঃপীড়া, মাথাঘোরা, আধকপালী, নিদ্রাহীনতা এবং সর্ব্বপ্রকার বাতরোগ ও নানা প্রকার ব্যাধির কারণ ধ্বংসকারী অব্যর্থ মহৌষধ।

বলা বাহুল্য, [illegible] একরূপ [illegible] ঠাণ্ডা তৈল যে, পাগল ভাল হয়। যে কোন স্থানে তৈল ক্রয়কালীন শিশির গায়ের লেবেলের উপর বড় ২ অক্ষরে আসল যুগল মূর্ত্তি মার্কা এজেণ্ট বটকৃষ্ণ পাল দেখিয়া লইবেন, অন্যথায় প্রতারক দোকানদার জাল বা নকল তৈল বিক্রয় করিয়া আপনাকে ঠকাইবে। স্মরণ রাখিবেন বাজে জিনিষ বিক্রয় করিয়া ঠকাইতে পারিলেই [illegible] হয়।

এজেণ্ট—বটকৃষ্ণ পাল এণ্ড কোং ২৩নং বনফিল্ড লেন, কলিকাতা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১৪ই অগ্রহায়ণ শনিবার —১৩৩৬

নদীয়া-প্রকাশে
জাগতিক সংবাদ কেন?

মায়িক জগতের বৈচিত্র্য ভোগ করিতে গিয়া মায়া-মুগ্ধ সেবাবিমুখ জীবকুলের কি দুর্দ্দশা হয়, তাহা দৃষ্টান্ত-সহিত কৃষ্ণসেবা-বিমুখ জীবগণের সম্মুখে ধারণ করিবার জন্য নদীয়া-প্রকাশে জাগতিক প্রসঙ্গের অবতারণা করা হয়। একদিকে মায়িক জগতের বিভীষিকা প্রদর্শন করিয়া অন্য দিকে চিজ্জগতের সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য বর্ণন দ্বারা জীবের কৃষ্ণ-সেবা-প্রবৃত্তিকে উদ্বুদ্ধ করাই নদীয়া-প্রকাশের উদ্দেশ্য। নদীয়া-প্রকাশের জীবকে কৃষ্ণোন্মুখী করিবার মহদুদ্দেশ্য ধারণা করিতে না পারিয়া যাঁহারা প্রকারান্তরে তাহার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেন না, তাঁহাদিগের [illegible] দূরদর্শনের প্রশংসা করা যায় না। 'গুলিতে মৃত্যু,' 'শিশুবধ,' 'একজন খুন একজন আত্মহত্যা', 'চুরি', 'ডাকাতি,' '[illegible]' প্রভৃতি সংবাদগুলি হৃদয়-শুষ্ককর হইলেও বাস্তবিকভাবে জীবকে জগদ্ভোগের তৃষ্ণা কমাইয়া দেয়। শ্রীমদ্ভাগবতের ৫ম স্কন্ধের শেষাংশে যে অষ্টাবিংশতি নরক-বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাতে যে সকল বর্ণনা পাওয়া যায়, তাহা হৃদয়-শুষ্ককর হইলেও জীবকে কৃষ্ণ-বিমুখতার স্বাভাবিক পরিণতি জ্ঞাপন করে। সাক্ষাৎ ভগবদ্বপু শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রীঅঙ্গ-স্বরূপ ৫ম স্কন্ধের এক অংশে নরক-বিবরণ আছে বলিয়া যেমন তাহার সে অংশ ছিন্ন করা যায় না, নদীয়া-প্রকাশের জাগতিক প্রসঙ্গের অংশকে অপ্রয়োজন জ্ঞান করাও সেই প্রকার অবিচার।

কৃষ্ণবিমুখ জড়-জীবের বদ্ধ দশা কিরূপে হয় ও সেই দশায় জীব কি কঠোর যন্ত্রণা ভোগ করে এবং তাহা হইতে জীবের মুক্তির উপায় কি—এ সকল বিষয়ের সদৃষ্টান্ত বিবরণ প্রকাশই পারমার্থিক সংবাদ-পত্রের কার্য্য।

নদীয়া-প্রকাশ—মায়াধীশ, মায়া তাঁহার অপাশ্রিত রূপে বর্ত্তমান। সদ্গুরুকৃপালব্ধ ভক্তিযোগ-প্রভাবে শুদ্ধীভূত মন সম্যক্‌রূপে সমাহিত হইলে ভাগবতানুশীলনকারিগণ কৃষ্ণ, অংশ ও স্বরূপ-শক্তি-সমন্বিত কৃষ্ণাভিন্ন নদীয়া-প্রকাশের মায়াধীশ স্বরূপ এবং তাঁহার পশ্চাদ্ভাগে গর্হিত ভাবে আশ্রিত মায়াকে দর্শন করেন। মায়ার ঐ প্রকার ভাব জীবকে বহির্মুখীকরণরূপ কার্য্য আদরণীয় না হইলেও গর্হণীয় নহে।

বৈকুণ্ঠবার্ত্তাবহে কেবল বৈকুণ্ঠবার্ত্তা থাকিবে সত্য, কিন্তু কুণ্ঠাযুক্ত বার্ত্তাসকল বৈকুণ্ঠবার্ত্তার অপাশ্রিত ভাবে তাহারই একমাত্র প্রয়োজনীয়তা-নির্দ্দেশক বলিয়া তাহাকে নিতান্ত অপ্রয়োজনীয় জ্ঞান করার কারণ নাই। অন্ধকার আলোকেরই সৌন্দর্য্য পুষ্টিকারক। গ্রাম্যবার্ত্তাগুলিরই মুখ্যত্ব-নির্দ্দেশক গ্রাম্যবার্ত্তাবহগুলির পঠন পাঠন পরমার্থানুসন্ধিৎসুগণের আবশ্যকতা না থাকিতে পারে; কিন্তু বৈকুণ্ঠবার্ত্তার মুখ্যত্ব-নির্দ্দেশক পারমার্থিক-বার্ত্তাবহের সকল অংশই পরমার্থের উদ্দেশক হওয়ায় তাহাকে অপ্রয়োজনীয় জ্ঞান করা কর্ত্তব্য নহে।

নদীয়া-প্রকাশের বিজ্ঞাপনগুলি বাস্তবিক ভাবে নদীয়া-প্রকাশ প্রচারের সহায়ক। বিজ্ঞাপনদাতৃগণও শুদ্ধভক্তিপ্রচারের আনুকূল্য করিয়া জ্ঞাত বা অজ্ঞাত সুকৃতি সঞ্চয় করিতেছেন। শুদ্ধভক্তের কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণময়ী চেষ্টায় অনভিজ্ঞতা প্রদর্শন বিজ্ঞতার নিদর্শন নহে। ভক্ত জানেন, কি করিয়া তাঁহার প্রাণ-প্রভুর ইন্দ্রিয়তর্পণ করিতে হয়, ভক্তকে শিখাইবার প্রবৃত্তি ত্যাগ করিয়া তাঁহার নিকট হইতে শ্রবণ-মুখে শিক্ষা লওয়াই তাঁহার সেবা। ভক্ত জগজ্জীবের মঙ্গল-প্রার্থী বলিয়া জগতের সকলকেই কোন না কোন প্রকারে কৃষ্ণ-সেবায় নিযুক্ত করিয়া তাঁহাদের সুকৃতি বিধান করেন।

পরিশেষে নদীয়া-প্রকাশের পাঠকগণের প্রতি আমাদের সানুনয় নিবেদন,—তাঁহারা নদীয়া-প্রকাশের অনন্য [illegible] ভক্তিসিদ্ধান্তবাণীর এক-নিষ্ঠ সেবক হউন। নদীয়া-প্রকাশের [illegible] অংশকেই নদীয়া-প্রকাশ-পাঠকগণের মুখ্য পাঠ্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। কৃষ্ণবিস্মৃত জীব কর্মচক্রে ঘূর্ণায়মান হইয়া জড়দেহে আত্মবুদ্ধি পূর্ব্বক অমঙ্গলকে মঙ্গল বলিয়া বরণ করিতে গিয়া কিরূপ ভ্রান্ত হইতেছেন, তাহা ভাবিবার বিষয়। বদ্ধ জীব [illegible] বুদ্ধি-পরবশে বদ্ধজীবের প্রতি দয়া প্রদর্শন করিতে গিয়া বা [illegible] হইতে গিয়া যে প্রকার কি ভীষণ অমঙ্গল বরণ করিতেছেন, তাহা বিচার পূর্ব্বক নদীয়া-প্রকাশের সৎ-মার্গ-কথাকে আদর করিতে শিখিলে জীবের শুদ্ধভক্তিসম্পৎ লাভ হয়, ইহাই আমরা জানি।

প্রকৃত সভ্যতা

খ্রীষ্ট-পূর্ব্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে গ্রীস দেশীয় লাইডিয়ার রাজা ক্রোসাসের সভাপণ্ডিত ছিলেন পণ্ডিত [illegible] জনৈক ছাত্র। তিনি গল্পচ্ছলে নৈতিক বিচার-পূর্ণ এক খানি পুস্তক রচনা করেন; তাহাই জন-সমাজে 'ঈসপস্ ফেবল' নামে পরিচিত। এক সময় গ্রীসদেশে ঐ পুস্তকের প্রভাব এতদূর বিস্তার লাভ করিয়াছিল যে, যিনি ঈসপস্ ফেবল অধ্যয়ন না করিতেন, তিনি সমাজে শিক্ষিত বলিয়া আদৃত হইতেন না। ইহার বহুপূর্ব্ব হইতে ভারত সভ্যতা-সম্পন্ন, সমৃদ্ধি-শালী ও সর্ববিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। তাঁহারা কেবল সেশ্বর নৈতিক বা নিরীশ্বর নৈতিক বিচারকে বহুমানন করিবার পরিবর্ত্তে ব্রহ্মবিদ্যা, আত্মবিদ্যা বা ভাগবত-বিদ্যার সমাদর করিতেন, তৎকালে তাঁহাদের সমাজে 'বিদ্যা ভাগবতাবধিঃ' এই কথাটী বহুসম্মানের সহিত গৃহীত হইত। বস্তুতঃ ইন্দ্রিয়জ জ্ঞান বা মনোবিজ্ঞানাপেক্ষা 'আত্মবিদ্যা ব্রহ্মবিদ্যা যে শ্রেষ্ঠ, তাহা বলাই বাহুল্য; কিন্তু বিংশ শতাব্দীর উচ্চশিক্ষাভিমানী নব্য সম্প্রদায় ঐ কথাটীতে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিতেছেন না, তাহার কারণ তাঁহারা পূর্ব্ব পুরুষগণের যত্ন পূর্ব্বক গৃহে সংরক্ষিত অমূল্য রত্ন অনাদর করিয়া বিদেশীয় কাচকে রত্নজ্ঞানে আদর করিতে শিখিয়াছেন এবং তাহাই আহরণের জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছেন। এসময় যদি কেহ তাঁহাদিগকে বাধা দিতে যান, তাহা হইলে তাঁহার আর রক্ষা নাই। সুতরাং যতক্ষণ তাঁহারা নিজ ভুল বুঝিতে না পারিতেছেন, ততক্ষণ তাঁহাদিগের প্রতি উদাসীন থাকাই সমীচীন। আবার ভাগবত-বিদ্যা সর্ব্ববিদ্যার শীর্ষ-স্থানীয় হইলেও উহা অপরা বিদ্যা বা জড় বিদ্যার সাহায্যে অধিগত হইবার নহে। আজকাল অনেকে জড়বিদ্যায় স্ফীত হইয়া তর্করত্ন তর্কভূষণ নাম জাহির করিয়া, কেহ বা তর্কভূষণ মহামহোপাধ্যায় প্রভৃতি বড় পণ্ডিতের ছাত্র ও শিষ্য পরিচয় দিয়া অথবা নিত্যানন্দ অদ্বৈত প্রভৃতি আচার্য্য-বংশাবতংসের পরিচয় দিয়া উদর ভরণের যন্ত্রস্বরূপ বোধে অনুবাদাদি দ্বারা শ্রীমদ্ভাগবতকে চালিত করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। তাহাও কলিকালোচিত দৌরাত্ম্য ও 'বিদ্যা ভাগবতাবধিঃ' বাক্যের অবমানন ও অনাদরতার মাত্র। শ্রীমদ্ভাগবত যাঁহাদিগকে শিক্ষিত বা পণ্ডিত, ভাগবত পাঠের অধিকারী বলিয়া বরণ করিয়াছেন, অধ্যাপকগণ কি শ্রৌতপথাবলম্বন পূর্ব্বক সেই সকল পণ্ডিতের নিকট হইতে ব্রহ্মবিদ্যায় পারদর্শী হইয়াছেন, না কেবল তার্কিকের শিষ্যাভিমানে তর্কপথের আবাহন করিয়াছেন?

শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—

ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ ভক্তিশ্চেন্নবলক্ষণা।
ক্রিয়েত ভগবত্যদ্ধা তন্মন্যেঽধীতমুত্তমম্॥

—যিনি ভগবানে আত্মনিবেদন পূর্ব্বক শ্রবণ কীর্ত্তনাদি ভক্তির অঙ্গসমূহ যাজন করেন, তিনি উত্তমরূপে সর্ব্বশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছেন, তাঁহাকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত বলিয়া জানিবে। এই জাতীয় শিক্ষিত ও সভ্য সম্প্রদায়ের হৃদয়ে ভগবদ্‌বিশ্বাস [illegible] হওয়ায় আলোচনা করিলে আমরা জানিতে পারি যে, খৃঃ পূঃ চারিশত বৎসর পূর্ব্বে ব্রিটেন অসভ্য জাতি ও অসভ্যাদিতে পরিপূর্ণ ছিল। বন্য পশু-মাংস তাহাদের আহার্য্য দ্রব্য এবং পশুচর্ম্ম তাহাদের পরিধেয় বস্ত্র ছিল। কর্ষণ-প্রণালী, শস্যোৎপাদন-প্রণালী তাহাদের জ্ঞাত ছিল না। তাহারা লিখিতে বা পড়িতে মোটেই জানিত না এবং ভগবানের বাস্তব অস্তিত্বে তাদৃশ শ্রদ্ধা-বিশিষ্ট ছিল না; কিন্তু সূর্য্য অগ্নি [illegible] আবৃত করিয়া রাখিলেও যেরূপ উহার সন্নিকটে বসিলে কিয়ৎ পরিমাণে উত্তাপ অনুভব হয়, সেইরূপ [illegible] আচ্ছাদিত না হওয়ায় পশুপ্রায় তাহার ঈশ্বর-বিশ্বাসরূপ স্বতঃসিদ্ধ ধর্ম্ম কোন না কোন আকারে পরিস্ফুট হইবেই হইবে। ব্রিটেন-দ্বীপবাসী ঈশ্বরে তাদৃশী শ্রদ্ধা বিশিষ্ট না থাকিলেও তাহাদের মধ্যে অনেকে বনবৃক্ষ, বৃহৎ কাষ্ঠখণ্ড বা প্রস্তর-খণ্ডকে ঈশ্বর জ্ঞানে পূজা করিত। এই সময় গ্রীস ও রোম অপেক্ষাকৃত সভ্যতা সম্পন্ন, ঈশ্বর-বিশ্বাসী ও বিদ্বান ছিলেন, সুতরাং অনায়াসে তাঁহারা এদেশ অধিকার করিয়া লইলেন এবং দেশের হিতসাধনে তৎপর হইলেন। তাঁহারা বন জঙ্গল কাটিয়া স্থানে স্থানে গ্রাম বসাইলেন, শস্যক্ষেত্র প্রস্তুত করাইলেন, বৃটন-দ্বীপবাসীকে লেখা পড়া এবং সভ্যতা শিখাইয়া মানুষের মত করিলেন। ব্রিটন দ্বীপবাসী অপেক্ষাকৃত ভদ্র ও শিক্ষিত হইলে গ্রীস-দেশীয় [illegible] তাহাদেরকে ধর্ম্ম শিক্ষা দিবার বাসনায় [illegible] হইলেও আসিয়া ধর্ম্ম-প্রচার আরম্ভ করিলেন, কিন্তু অধিকাংশ লোক তাঁহার শিক্ষা গ্রহণ করিলেন না, তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা সুশিক্ষিত ও বুদ্ধিমান্ তাঁহারাই কয়েক জন মাত্র পোপ-প্রচারিত খ্রীষ্টান ধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন। তাহার পর [illegible] একরূপ অবস্থাতেই কাটিয়া গেল। কিন্তু চিরকাল কাহারও সমান যায় না। ইহাই ভগবানের নিয়ম। ব্রিটেন দেশ [illegible] শিক্ষা লাভ করিতে লাগিলেন, [illegible] হইতে লাগিলেন, [illegible] বিশ্বাস হইতে লাগিল, [illegible] প্রায় সকলেই খ্রীষ্টান [illegible] অষ্টম শতাব্দী [illegible] উন্নতির পথে [illegible] বিশ্বাস [illegible] অধিকার [illegible] হিন্দু [illegible] বেদ, উপনিষদে, শাস্ত্রে, তন্ত্রে

তাদের বিশ্বাস করিতে পারিতেন না। কিন্তু স্বদেশবাসী যাঁহারা উচ্চশিক্ষা লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা হিন্দু-শাস্ত্রে, মন্বাদিতে শ্রদ্ধা না করিয়া থাকিতে পারিতেছেন না। ঈশ্বর-বিশ্বাস সকল বিদ্যা ও সভ্যতার চরম—ইহা অবশ্যই একদিন শিক্ষিত ব্যক্তি অঙ্গীকার করিতে পারিবেন, তবে যত দিন তাঁহাদের শিক্ষা অসম্পূর্ণ থাকিবে ততকাল পর্য্যন্ত তাঁহারা ন্যূনাধিক রূপে চালিত হইয়া নাস্তিকতার আবাহন করিতে বাধ্য হইবেন।

নাস্তিকতাই মূর্খতা ও অসভ্যতার চরম। নাস্তিকবাদ কোন প্রকারেই প্রমাণিত হয় না কিন্তু আস্তিক্য ধর্ম্ম অনাদি কাল হইতে প্রত্যক্ষ অনুমান ঐতিহ্য ও শব্দ প্রমাণের দ্বারা সুপ্রমাণিত হইয়া আসিতেছেন। নাস্তিকগণ কখন কখন কোমল শ্রদ্ধ আস্তিকদিগকে চালিত করিবার উদ্দেশে প্রশ্ন করিয়া থাকেন,—"ভগবান আছেন তাহার প্রমাণ কি? শাস্ত্র-প্রমাণ দিলে চলিবে না, আমাদিগকে দেখাইয়া দিতে হইবে, চক্ষে না দেখিলে ভগবদ্ বিশ্বাস করিতে পারি না। আমরা চক্ষে যাহা দেখি তাহাই বিশ্বাস করি, যাহা দেখিতে পাই না, তাহার অস্তিত্বে অন্ধ বিশ্বাস করিতে পারি না।" ইহাই যদি নাস্তিকদিগের সিদ্ধান্ত হয়, তাহা হইলে তাঁহারা তাঁহাদিগের পূর্ব্বপুরুষদিগের প্রতি বিশ্বাস করেন কেমন করিয়া? তাঁহাদের কাহাকেও তাঁহারা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেন নাই। মায়া আমাদের চক্ষুদ্বয় বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে, গুরুদেব কৃপা করিয়া যদি আমাদের চক্ষের ভোগপর ও ত্যাগপর ঠুলি দুইটি অপসারিত করিয়া দেন, তবে তখনই আমাদের ভগবদ্ দর্শন সম্ভবপর হইতে পারে। অন্ধকূপে পতিত ব্যক্তি যদি তথা হইতে উঠিবার চেষ্টা না করিয়া 'আমাকে সূর্য্য দর্শন করাও, আমাকে সূর্য্য দর্শন করাও' বলিয়া চীৎকার করে, তাহা হইলে কি তাহার ভাগ্যে সূর্য্য দর্শন-লাভ ঘটিবে?

শ্রীপাদ জীব গোস্বামী প্রভু ভক্তি-সিদ্ধান্ত-বিজ্ঞানকেই ভগবদ্দর্শন বলিয়াছেন অর্থাৎ ভক্তিসিদ্ধান্তবাণীর অনুশীলনে জীবের আত্মা যখন প্রস্ফুটিত হয়, আত্মার ধর্ম্ম ভগবানে নিশ্চয় সুদৃঢ় হয়; এই স্বাভাবিক সুদৃঢ় বিশ্বাসকে আত্মপ্রত্যক্ষ বলা যায়, কেননা ভগবদ্দর্শন-ফলে জীবের ভোগ বা ত্যাগকর হৃদয়-গ্রন্থি ছিন্ন হয়, ... অস্তি নাস্তি বিষয়ক সংশয় ... হয় এবং কর্ম্ম আগত স্বয়ং বিদূরিত ... বিশ্বাস হইতেও ঐ ক্রম ... হইয়া থাকে। ঈশ্বর-নিষ্ঠ ... উচ্চ ... আদেশের পালন ... যাঁহারা ভগবানে আত্মসমর্পণ করিয়া সর্ব্বদা

ভক্ত্যঙ্গ যাজন করেন, তাঁহারা যে প্রকৃত বিজ্ঞ পণ্ডিত বা সভ্য তাহাতে সন্দেহ কি? নাস্তিকতা, ঈশ্বর-সংস্রব-শূন্য কর্ম্মাগ্রহ যদি প্রকৃত সভ্যতা বা পাণ্ডিত্য হয়, তাহা হইলে মানবেতর প্রাণী কেন সভ্য হইবে না? উচ্চ যদি নীচের অনুকরণ করে বা অনুসরণ করে, তাহা হইলে তাহাকে স্বপদ-ভ্রষ্ট অধোগামী বলিতে হইবে।

ধর্ম্ম বিজ্ঞান

শ্রীমদ্ভাগবত স্থির করিয়াছেন যে মানবের পরমার্থ-প্রবৃত্তি তিন প্রকার—ব্রাহ্ম প্রবৃত্তি, পারমাত্ম্য-প্রবৃত্তি ও ভাগবত-প্রবৃত্তি।

ব্রাহ্মপ্রবৃত্তি ক্রমে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মতত্ত্বে কাহারও কাহারও রুচি হয়। তাঁহারা যে উপায় অবলম্বন করেন নির্ব্বিশেষ হইতে চেষ্টা করেন, কালে সে সকল উপায় পঞ্চদেবতার উপাসনা বলিয়া পরিচিত হয়। তন্মধ্যেই **জ্ঞান-বিদ্ধ** বৈষ্ণব-ধর্ম্ম উদিত হইয়া থাকে।

পারমাত্ম্য প্রবৃত্তি ক্রমে সূক্ষ্ম পরমাত্ম-স্পর্শী যোগতত্ত্বে কাহারও কাহারও রুচি হয়। তাঁহারা যে উপায় অবলম্বন করিয়া পরমাত্মসমাধি আশা করেন, সে সকল ক্রিয়া কর্ম্মযোগ ও অষ্টাঙ্গযোগ বলিয়া পরিচিত। এই মতে বিষ্ণুমন্ত্র-দীক্ষা, বিষ্ণু পূজা ও দানাদি সমস্তই কর্ম্মাঙ্গ। তন্মধ্যে **কর্ম্মবিদ্ধ** বৈষ্ণব ধর্ম্ম উদিত হইয়া থাকে।

শুদ্ধবৈষ্ণব ধর্ম্ম—ভাগবত প্রবৃত্তি ক্রমে শুদ্ধ সবিশেষ ভগবৎ স্বরূপানুগত ভক্তিতত্ত্বে সমস্ত ভাগ্যবান্ জীবের রুচি হয়। ইহাঁরা যে ভগবদারাধনাদি করেন সে সকল ক্রিয়া কর্ম্ম বা জ্ঞানাঙ্গ নয়, শুদ্ধ-ভক্তির অঙ্গ। এই মতের বৈষ্ণব ধর্ম্মই শুদ্ধবৈষ্ণবধর্ম্ম।

বিদ্ধ বৈষ্ণব ধর্ম্ম—জগতে বৈষ্ণবধর্ম্ম নামে দুইটি পৃথক পৃথক ধর্ম্ম চলিতেছে। একটী শুদ্ধ বৈষ্ণব ধর্ম্ম, আর একটী বিদ্ধ বৈষ্ণব ধর্ম্ম। বিদ্ধ বৈষ্ণব ধর্ম্ম দুই প্রকার—কর্ম্মবিদ্ধ ও জ্ঞান-বিদ্ধ।

কর্ম্ম-বিদ্ধবৈষ্ণবধর্ম্ম

স্মৃতিতে যে সকল বৈষ্ণব মতের পদ্ধতি আছে, সে সমস্তই কর্ম্মবিদ্ধ বৈষ্ণব-ধর্ম্ম। সেই বৈষ্ণবধর্ম্মে বৈষ্ণবমন্ত্র-দীক্ষা থাকিলেও বিশ্বব্যাপী পুরুষরূপ বিষ্ণুকে কর্ম্মফলদাতা স্থাপন করা যায়। সেই মতে বিষ্ণু সকল-দেবতার নিয়ন্তা হইলেও তিনি স্বয়ং কর্ম্মাঙ্গ ও কর্ম্মাধীন। বিষ্ণুর ইচ্ছাধীন কর্ম্ম নয়, কর্ম্মের ইচ্ছাধীন বিষ্ণু। এইমতে উপাসনা, ভজন ও সাধন সমস্তই কর্ম্মাঙ্গ। যেহেতু কর্ম্ম অপেক্ষা উচ্চ তত্ত্ব আর নাই।

জ্ঞানবিদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম্ম

ভারতে জ্ঞানবিদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম্মও প্রচুর রূপে চলিতেছে। জ্ঞানি সম্প্রদায়ের মতে অজ্ঞেয় ব্রহ্মতত্ত্বই সর্ব্বোচ্চতত্ত্ব। সেইমতে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম পাইবার জন্য সাকার সূর্য্য, গণেশ, শক্তি, শিব ও বিষ্ণুকে উপাসনা করা আবশ্যক। জ্ঞান পূর্ণ হইলে সাকার উপাস্য দূর হয়। শেষে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মত্ব লাভ হয়। পঞ্চ উপাসনার মধ্যে যে বিষ্ণুর উপাসনা আছে তাহাতে দীক্ষা পূজাদি সমস্ত বিষ্ণুবিষয়ক, কখন রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক হইলেও তাহা শুদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম্ম নহে।

শুদ্ধবিষ্ণুতত্ত্ব, শুদ্ধজীব, ভক্তি—ব্রহ্ম পরমাত্মাবেদী ভগবত্তত্ত্বই সমস্ত তত্ত্বের চরম। ভগবত্তত্ত্বই **শুদ্ধবিষ্ণুতত্ত্ব।** সেই তত্ত্বের অনুগত জীবই **শুদ্ধজীব।** তাহার প্রবৃত্তির নাম **ভক্তি। হরি-ভক্তিই শুদ্ধবৈষ্ণবধর্ম্ম, নিত্যধর্ম্ম, জৈবধর্ম্ম, ভাগবতধর্ম্ম, পরমার্থধর্ম্ম, পরধর্ম্ম** বলিয়া বিখ্যাত। ব্রাহ্মপ্রবৃত্তি ও পারমাত্ম্যপ্রবৃত্তি হইতে যত প্রকার ধর্ম্ম হইয়াছে সে সমস্তই নৈমিত্তিক।

সম্বন্ধতত্ত্ব—জীবের সহিত ভগবানের যে সম্বন্ধ, ভগবানের সহিত জীবের ও জড়ের যে সম্বন্ধ এবং জড়ের সহিত ভগবান ও জীবের যে সম্বন্ধ সেই সম্বন্ধের নাম **সম্বন্ধতত্ত্ব।**

ভগবত্তত্ত্ব বা কৃষ্ণতত্ত্ব—শ্রীকৃষ্ণে শ্রদ্ধা করিয়া তাঁহার নামসঙ্কীর্ত্তন করিলে সমস্ত পরমার্থ পাওয়া যায়—ভগবানই এক পরম তত্ত্ব। ব্রহ্ম, পরমাত্মা তাঁহার অধীন। তিনি সর্ব্বব্যাপী হইয়াও চিজ্জগতে স্বীয় অপ্রাকৃত শ্রীবিগ্রহে বিরাজমান। তিনি ঘনীভূত সচ্চিদানন্দ পুরুষ এবং সর্ব্বশক্তি-সমন্বিত। সকল শক্তির অধীশ্বর হইয়াও হ্লাদিনী শক্তির সঙ্গসুখে সর্ব্বদা প্রমত্ত।

জীব তত্ত্ব—শ্রীকৃষ্ণের অনন্ত শক্তির মধ্যে 'তটস্থ' বলিয়া একটী শক্তি আছে, চিজ্জগৎ ও জড় জগতের মধ্যবর্ত্তী উভয় জগতের সঙ্গ যোগ্য একটী তত্ত্ব সেই শক্তি হইতে নিঃসৃত হয়; তাহার নাম জীব তত্ত্ব।

মায়া তত্ত্ব—মায়া অচিৎ ব্যাপার, মায়া একটী কৃষ্ণশক্তি; ইহার নাম অপরা শক্তি বা বহিরঙ্গা শক্তি। যেমত ছায়া আলোক হইতে দূরে থাকে, তদ্রূপ মায়া কৃষ্ণ ও কৃষ্ণভক্ত হইতে দূরে থাকে, মায়া জড় জগতের চৌদ্দভুবন, ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ ও আকাশ, মন, বুদ্ধি এ অহঙ্কারদেহে আমিত্ব রূপ অহঙ্কার প্রকাশ করিয়াছে। বদ্ধ জীবের স্থূল ও লিঙ্গ দেহ উভয়ই মায়িক

দীক্ষা ও শিক্ষা—জীবের মায়াভ্রম দূর করিবার জন্য সদ্গুরু ও সদ্বৈষ্ণবের চরণাশ্রয় করা আবশ্যক। তিনি বাক্যের দ্বারা এবং স্বীয় আচরণদ্বারা সম্বন্ধজ্ঞান উদয় করিয়া দেন। ইহারই নাম **দীক্ষা ও শিক্ষা।**

অভিধেয়তত্ত্ব—দীক্ষাশিক্ষার পর সচ্চরিত্রতার সহিত কৃষ্ণানুশীলন করিতে হয়। ইহার নাম **অভিধেয়তত্ত্ব।** এই তত্ত্ব বেদাদি সমস্ত শাস্ত্রে প্রবলরূপে অভিহিত হইয়াছে বলিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু ইহাকে অভিধেয়তত্ত্ব বলেন। **হরিভজনই অভিধেয়। ভক্তিই হরিভজন।**

ভক্তির তিনটি অবস্থা—**সাধন, ভাব ও প্রেম।**

সাধনভক্তি—শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, পাদসেবা, অর্চ্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য ও আত্মনিবেদন—এই নববিধ সাধনভক্তি শ্রীমদ্ভাগবতে লিখিত হইয়াছে। এই নয় প্রকারকে ইহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ধরিয়া ৬৪ প্রকার বলিয়া গোস্বামিপাদগণ বর্ণনা করিয়াছেন।

প্রয়োজনতত্ত্ব—কৃষ্ণপ্রেমাই জীবের প্রয়োজনতত্ত্ব। সাধন করিতে করিতে ভাব হয়, ভাব পূর্ণ হইলে প্রেম নাম হইয়া থাকে। তাহাই জীবের নিত্যধর্ম্ম, নিত্যধন ও চরম প্রয়োজন। সেই প্রেমের অভাবেই কষ্ট, জড়বন্ধন ও বিষয়-সংযোগ। প্রেম অপেক্ষা আর উৎকৃষ্ট কিছুই নাই। কৃষ্ণ কেবল প্রেমের বশ, চিন্ময়তত্ত্ব। আনন্দ ঘনীভূত হইয়া প্রেম হয় —(জৈবধর্ম্ম ৪র্থ অঃ)

পরতত্ত্ববিষয়ে অভিধেয়ত ভগবৎ সাম্মুখ্য। উহাই তারবৈমুখ্যের বিরোধী। সেই অভিধেয় উপাসনালক্ষণাত্মক, যেহেতু উপাসনা-প্রভাবেই সম্বন্ধজ্ঞান আবির্ভূত হয়। আর প্রয়োজন বলিলে ভগবদ্দর্শনকেই বুঝায়। (ভক্তিসন্দর্ভ সংখ্যা ... জৌড়ীয় ভাষ্য)

সর্ব্বশাস্ত্রে উপদেশে শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধ॥
অতএব ভক্তি কৃষ্ণপ্রাপ্তির উপায়।
অভিধেয় বলি তারে সর্ব্বশাস্ত্রে কয়॥
বেদশাস্ত্রে সম্বন্ধ অভিধেয় প্রয়োজন।
কৃষ্ণ, কৃষ্ণভক্তি, প্রেম তিন মহাধন॥
(চৈঃ চঃ মধ্য ২০।১৪৩)

সর্ব্ববেদ-শাস্ত্রে সম্বন্ধ জ্ঞান, অভিধেয় জ্ঞান ও প্রয়োজন জ্ঞানের শিক্ষা আছে,

জীবের প্রাপ্য কৃষ্ণ যেই তত্ত্ব তাহা সম্বন্ধ জ্ঞানে পাওয়া যায়—সেই কৃষ্ণপ্রাপ্তির সাধনের নাম ভক্তি, তাহাকে অভিধেয় বলে। কৃষ্ণপ্রাপ্তিতে প্রেম নামে একটী বিচিত্র ব্যাপার আছে। তাহার নাম প্রয়োজন

(চৈ চঃ ম ২০ অঃ প্রঃ ভাঃ)

বেদ-শাস্ত্রে সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন—এই ত্রিবিধ বিষয় আখ্যাত হয়। শুদ্ধ জীবের প্রাপ্য কৃষ্ণই সম্বন্ধ, প্রাপ্য কৃষ্ণ-সেবাসাধনই অভিধেয় এবং ধর্ম্মার্থ-কাম-ভোগ ও ভোগ-রহিত মোক্ষ এই চারিটী পুরুষার্থ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মহাধনরূপ প্রাপ্য কৃষ্ণ-প্রেমই প্রয়োজন

(ঐ অনুভাষ্য)

জাগতিক সংবাদ-সংগ্রহ

কৃষ্ণনগরে নূতন রাজকর্ম্মচারী

দার্জ্জিলিং এর ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টার মিঃ আহেরুল্লাওয়ে জিতেন্দ্রলাল মিত্র কৃষ্ণনগরে বদলি হইলেন।

মিঃ হিরণ্ময় ব্যানার্জ্জী আই, সি, এস তিনি কৃষ্ণনগরের তৃতীয় শ্রেণীর ক্ষমতা প্রাপ্ত আসিষ্টেণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট হইলেন।

বিলাতের স্বামী স্ত্রী সংবাদ

বিলাতের বিবাহ-বিচ্ছেদ আদালতের মিঃ জষ্টিস হিল একটী মোকদ্দমার রায়ে লিখিয়াছেন যে, যদি স্ত্রী এত টাকা খরচ করে যে স্বামী তাহা বহন করিতে অসমর্থ হয় তাহা হইলে স্বামী স্ত্রীকে অমিতব্যয়িতার জন্য ত্যাগ করিতে পারিবে। ওয়েষ্ট এণ্ডের দোকানদার ও পোষাক-নির্ম্মাণকারীরা এই রায়ে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছে। স্ত্রীলোকেরা পোষাক তৈয়ারি করায় না কেনে এবং বলে যে তাহাদের স্বামীরা দাম দিবে। পরে দেখা যায় যে স্বামীরা দাম দিতে অস্বীকার করে। সময় সময় এক একজন স্ত্রীলোকের নিকট হাজার হাজার পাউণ্ড প্রাপ্য হয়। বড় লোকের স্ত্রী বলিয়া দোকানদার পোষাক ধারে দেয়। পরে স্বামীরা দিতে অস্বীকার করিলে সমস্ত টাকাই দোকানদারের ক্ষতি হয়। বিবাহ-বিচ্ছেদ-আইন-সংস্কার-সভা ও এই রায়ে অত্যন্ত সন্তুষ্ট। অনেক সময় সাধারণ গৃহস্থ লোক ধনী স্ত্রীলোক বিবাহ করিয়া বিপদ্ গ্রস্ত হয়। স্ত্রী নিজের সমস্ত টাকা অমিতব্যয়িতায় খরচ করিয়া দেনা-গ্রস্ত হয় এবং বর্ত্তমান আইন অনুসারে স্বামী ঋণ পরিশোধ করিতে বাধ্য হয়।

বিবাহ আইন

ভারত গবর্ণমেণ্ট প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট সমূহকে অনুরোধ করিয়াছেন যে, যেন তাঁহারা—নিম্নলিখিত বিষয়টী সুপ্রচারিত করেন।'

বিবাহ-আইন ১৯৩০ সালের ১লা এপ্রেল তারিখ হইতে কার্য্যকর হইবে। এই আইন, সকল শ্রেণীর লোকের উপর প্রযোজ্য। এই আইনটী এরূপ ব্যাপার-সংক্রান্ত যে, সকল লোকেরই এই আইন সম্বন্ধে জ্ঞান থাকা আবশ্যক।

ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভারও মত এই যে, যেন এই আইনটীর বিষয় সকলকে জানান হয়। যদি প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট-সমূহ শীঘ্র এই বিষয়ে চেষ্টা করেন, তাহা হইলে খুব ভাল হয়।

এ বিষয়ে বিবাহ-আইন কমিটি বলেন যে হাতে বিজ্ঞাপন ছাপা কাগজে, খবরের কাগজে, মিউনিসিপাল ও জেলা বোর্ডের সাইন বোর্ডে বিবাহ-আইন-সম্বন্ধে প্রচার আবশ্যক

— —

বাঘ মারায় বিপদ

নাগপুর অঞ্চলে একটী বাঘ কয়েকজন মানুষ বধ করে। পঞ্জাব সেনাদলের গুড্ চাইল্ড সাহেব তাহাকে মারিবার জন্য একটী মাচান বাঁধেন। বাঘ সেখানে আসিলে সাহেব এক গুলির দ্বারা তাহাকে আঘাত করিলে সে লাফাইয়া মাচানে উঠে। তাহাতে মাচানের খুঁটি ভাঙ্গিয়া যায়। সাহেবও লাফাইয়া গাছের ডালে উঠেন এবং সেখান হইতে আর একগুলি মারিয়া বাঘটীকে হত্যা করেন।

সূনা

আফ্রিকার জঙ্গলে সাহেবেরা মোটর চড়িয়া শিকার করিতে যান। ফলে সেখানকার বন্যপশু নিঃশেষ হইতে চলিল! এই জন্য বিলাতের লর্ড সভায় লর্ড অন্সলো সাহেব প্রস্তাব করেন যে যাহাতে এরূপ ভাবে পশুহত্যা না হয়, তাহার ব্যবস্থা হউক। অনেকেই এইরূপ মোটরে চড়িয়া পশুহত্যার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেন। লর্ড পাস ফিল্ড্ সাহেব জবাব দেন যে, তিনি এবিষয়ে ভাল অবগত নহেন। তবে যে সকল লোক এরূপ অপরাধ করিবে তাহাদের মোটর এবং বন্দুক প্রভৃতি যাহাতে কাড়িয়া লওয়া হয়, এবং তাহাদিগকে দণ্ড দেওয়া হয়, এরূপ আইন প্রণয়ন করা হইবে। সমস্যা সমস্ত গবর্ণমেণ্টেরই একটী অঙ্গ কর্ত্তব্যের মধ্যে পরিগণিত।

স্পেশাল অফিসার পদে
ডাঃ বি, এন, দে

প্রায় আড়াই ঘণ্টা যাবত তুমুল বিতর্কের পর গত ২৭শে নভেম্বর বুধবার কলিকাতা কর্পোরেশন কর্ত্তৃক ডাঃ বি, এন, দে গত ১৪ই নভেম্বর হইতে এক বৎসরের জন্য মাসিক আড়াই হাজার টাকা বেতনে সহরের ড্রেনেজ বিভাগের ভার প্রাপ্ত স্পেশাল অফিসার নিযুক্ত হইয়াছেন। মিঃ জেসাপ ডাঃ দে'র বিরুদ্ধে গত ১৫ই নভেম্বর যে সকল অভিযোগ করিয়াছিলেন তাহা ভিত্তিহীন এবং মিঃ জেসাপ কর্ত্তৃক ডাঃ দে'র প্রতি আরোপিত অপবাদ সম্পূর্ণ অসঙ্গত বলিয়া সভায় এক প্রস্তাবও গৃহীত হইয়াছে। ইহার জন্য মিঃ জেসাপের প্রতি নিন্দাজ্ঞাপনার্থ শ্রীযুক্ত সন্তোষ কুমার বসুর প্রস্তাবের মধ্যে একটি অংশ ছিল, কিন্তু মেয়র শ্রীযুক্ত জে, এম, সেনগুপ্তের 'রুলিং'এর ফলে প্রস্তাব হইতে ঐ অংশটি বাদ দেওয়া হয়। ডাঃ দে'র নিয়োগের বিরুদ্ধে মিঃ জেসাপ ও আর ৮ জন ইউরোপীয় ভোট দিয়াছিলেন, পক্ষান্তরে মিঃ ডবলিউ, এইচ, কেলস্ পক্ষে ভোট প্রদান করিয়াছেন।

—

রাজেন্দ্রের হাতে পায়ে বেড়ি

সরদার রাজেন্দ্র সিং রাজদ্রোহের অভিযোগে দণ্ডিত হইয়া মিয়াওয়ালী জেলে ছিলেন। তাঁহাকে হাতে পায়ে বেড়ী দিয়া লাহোরে পাঠান হইয়াছে। প্রকাশ, গাজী আবদুল রহমান এবং সর্দ্দার অজিত সিং এর প্রতি দুর্ব্যবহারের প্রতিবাদ জন্য ইনি বিশেষ শ্রেণীর প্রাপ্য সুবিধা ত্যাগ করিয়াছিলেন। তাঁহার সহিত আরও কয়েকজন সশ্রম কয়েদী এরূপ করিয়াছেন। এই সংবাদ সাধারণকে জানান হইয়াছে। সর্দ্দার সাহেব অনশন ব্রত অবলম্বন করিয়াছিলেন।

—

চীৎকারে দণ্ড

যখন লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার শুনানি হইতেছিল সেই সময় ৩০ জন লোক আদালতের প্রাঙ্গণে "বাঙ্গ বিপ্লব দীর্ঘজীবী হউক" বলিয়া চীৎকার করিতে থাকায় অভিযোগে প্রত্যেকে ৫০ টাকা অর্থ দণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন, যদি অর্থ দণ্ড দিতে না পারেন তাহা হইলে এক সপ্তাহ করিয়া জেলে থাকিতে হইবে।

গাড়ীর চাপে মৃত্যু

[illegible] একটী ভীষণ দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে। সেই দুইটী গাড়ী পরস্পর ধাক্কা [illegible] পিষিয়া মারা গিয়াছে।

ব্যভিচারজনিত ব্যাধির গবেষণা

স্ত্রীলোকের সহিত ব্যভিচারের ফলে যে সমস্ত কুৎসিৎ ব্যাধির উৎপত্তি হয় তাহার সম্বন্ধে গবেষণা করিবার জন্য কলিকাতায় একটী সভা হইয়াছে। সেই সভার মত যে এই ব্যাধির সম্বন্ধে শীঘ্র ব্যবস্থা করা আবশ্যক। কেবল যে বর্ত্তমান লোকসকলই এই রোগে কষ্ট পাইতেছে তাহা নহে। আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরগণকেও এই রোগ হইতে উদ্ধার করার ব্যবস্থা করিতে হইবে। এখন যে সমস্ত চিকিৎসা-শাস্ত্র শিক্ষার্থী আছেন তাঁহাদের এ রোগসকল সম্বন্ধে ভাল রকম শিক্ষা দেওয়া হয় নাই বলিয়া সভাদের ধারণা।

ইহুদি খুন

বেণ্ট ডিচ নামক জনৈক ইহুদি যখন জেরুসালেমের সরকারী আফিস হইতে বাহির হইয়া আসিতেছিলেন, তখন একজন আরবী আরদালী তাহার উপর তিনবার গুলি করে। এই সম্বন্ধে পার্লামেণ্টে প্রশ্ন করা হয় যে ইহুদীদিগকে নিরস্ত্র করা এবং আরবীদিগের নিকট অস্ত্র রাখিতে দেওয়ার ফলে এই সমস্ত ইহুদি হত্যা হইতেছে কিনা? এই ব্যাপার লইয়া পার্লেমেণ্টে উত্তমুল আন্দোলন হইয়াছে।

—

বিলাতে ভীষণ বন্যা
জাহাজ ডুবি

বিলাতে অতি বৃষ্টি হইয়া দেশ ডুবিয়া গিয়াছে। ৩০ বৎসরের মধ্যে এরূপ বৃষ্টি হয় নাই। ওয়েল্স্ প্রদেশে অনেকের ঘর বাড়ী পড়িয়া গিয়াছে। পেমব্রোক শায়ারের উপকূলে মোসলে নামক একটী জাহাজ তীরে লাগিয়া ডুবিবার উপক্রম হওয়ায় বেতারবার্ত্তায় চারিদিকে সংবাদ প্রেরণ করা হয়। অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত লোকদিগকে উদ্ধার করিবার চেষ্টা চলিতে থাকে। জাহাজ ডুবিয়া যায়। নাবিকদিগকে কোন রকমে উদ্ধার করা হয় বটে কিন্তু ৭ জন নাবিক ও প্রধান কর্ম্মচারী ভাসিয়া আসিয়া পরে ঠাণ্ডার জন্য মারা যান।

—

বিজ্ঞাপন

সাধারণের হিতার্থে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, কলিকাতা [illegible] বড়বাজার ষ্ট্রীট "[illegible]" [illegible] [illegible] "[illegible]" [illegible] করেন নাই, [illegible] আবেদন করত [illegible] হইবেন। [illegible] উপলব্ধি হইবে।

পর-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

সম্প্রতি পর-বিদ্যাপীঠে নিম্নলিখিত শিক্ষণীয় বিষয়নিচয়ের অধ্যাপকের আসন-সমূহ সংস্থাপিত হইয়াছে—বিদ্যার্থিগণ আবেদন করুন।

১। সাহিত্যাসন, ২। ঐতিহ্যাসন,
৩। সম্প্রদায়বৈভবাসন, ৪। ভক্তিশাস্ত্রাসন,
৫। তত্ত্বশাস্ত্রাসন, ৬। বেদস্মৃত্যাসন,
৭। একায়নাসন।

শ্রীসুন্দরলাল রায় বি, এ, কাব্যতীর্থ, বিদ্যাসাগর,
সম্পাদক—পরবিদ্যাপীঠ, শ্রীধাম মায়াপুর।

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

শ্রীগৌড়ীয়মঠ প্রকাশক হইতে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৪০, চল্লিশ টাকা।

২৭২৪ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে,
সপ্তচত্বারিংশ খণ্ডে সূচী ছাপা হইতেছে।

৪৬শ খণ্ড গ্রাহক নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে ১৫৸৴০ সাধারণ পক্ষে ২০৸৴০। প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৶০, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ।৴০।

দশম স্কন্ধের ভিক্ষা ১২৲, অগ্রিম সাধারণে পক্ষে ৮৲।

৬ষ্ঠ অধ্যায়পর্যন্ত একাদশ সংখ্যা ছাপা হইয়াছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

"শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত"

সূচী প্রভৃতি সহ সম্পূর্ণ ছাপা শেষ হইয়াছে

আদি, মধ্য, ও অন্ত্যলীলা এবং সূচী ছাপা হইয়া সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে। যাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্বে ১০৲ টাকা ভিক্ষার তৃতীয় সংস্করণ ৪৲ টাকায় না পাইয়া অপর সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের জন্যই উহার ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। সেই ১০৲ টাকার গ্রন্থ [illegible] সংখ্যা মাত্র ৫৲ টাকা ভিক্ষায় দেওয়া হইতেছে। গ্রাহকগণ সত্বর হউন পরে আর এ সুযোগ থাকিবে না।

শ্রীচৈতন্য লীলার ব্যাস আখ্যাকার

শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

সভাষ্য আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র গ্রন্থ ৮৲ স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲

নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪৷৷০ টাকা

শ্রীচৈতন্য মঠের যাবতীয় গ্রন্থ

কার্যাধ্যক্ষ, গ্রন্থবিভাগ, শ্রীচৈতন্য মঠ
পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া।

[illegible] ১, উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা
[illegible] পাওয়া যাইবে।
[illegible] ঠিকানায় জানাইবেন।

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত ভক্তি গ্রন্থাবলী

যে সব উৎকলবাসী ভক্ত বাংলা অক্ষর পড়িতে জানেন না, তাঁহাদের শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর প্রচারিত পরম উপাদেয় ভক্তি-কথা জানিবার সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে উড়িয়া-অক্ষরে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হইয়াছে বাংলা গ্রন্থের তুলনায় উড়িয়া গ্রন্থগুলির ভিক্ষাও অপেক্ষাকৃত অল্প।

গ্রন্থের নাম	ভিক্ষা
শ্রীহরিনাম চিন্তামণি, প্রতিখণ্ড	৷৷০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	১৲
সাধন পথ (শ্রীমহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টক) প্রতিখণ্ড	।০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৷০
কল্যাণ কল্পতরু প্রতিখণ্ড	৶০
একত্রে ৩খণ্ড লইলে	।০
গীতাবলী প্রতিখণ্ড	৴১০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৶১৫
শরণাগতি প্রতিখণ্ড	৴০
একত্রে ৩খণ্ড লইলে	৶৫

প্রাপ্তিস্থান { শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ, কটক
এবং
শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, পুরী

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিম্নলিখিত মঠসমূহে প্রাপ্তব্যঃ—

১। শ্রীচৈতন্য মঠ,—পোঃ শ্রীধামমায়াপুর, (নদীয়া)।
২। শ্রীগৌরগদাধর মঠ,—চাঁপাহাটি, সমুদ্রগড় পোঃ, (বর্দ্ধমান)।
৩। শ্রীভাগবত আসন,—ভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৪ শ্রীগৌড়ীয় মঠ,—১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড্, কলিকাতা।
৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ,—চটকপর্বত, পুরী।
৬। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ—উড়িয়া বাজার, কটক।
৭। শ্রীভাগবত মঠ,—চিনকুড়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।
৮। শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ,—৪নং জঙ্গমবাড়ী, কাশী, ইউ, পি।
৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,—ছিপিগাছ, বৃন্দাবন, মথুরা, ইউ, পি।
১০। শ্রীপরমহংস মঠ—নৈমিষারণ্য পোঃ, সীতাপুর, ইউ পি।
১১। শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ,—কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল, পাঞ্জাব।
১২। শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠ,—[illegible] নবাবপুর রোড্, ঢাকা।
১৩। শ্রীমদনগোপাল মঠ,—বালিয়াটি, ঢাকা।
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম,—আমলাজোড়া, বাজবাঁধ পোঃ, বর্দ্ধমান।
১৫। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ,—দুমুরকোন্দা, চিৎকুণ্ডা পোঃ, মানভূম।
১৬। শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয় মঠ,—আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী, উড়িষ্যা।
১৭। শ্রীগৌড়ীয় মঠ [illegible] নিউ দিল্লি

এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণের নিকটও নদীয়া-প্রকাশ প্রাপ্তব্য।

১। শ্রীযুক্ত জনার্দ্দন ঘোষ—[illegible] রোড, পাবনা।
২। শ্রীযুক্ত রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিরত্ন—দেওয়ানগঞ্জ, হলদিবাড়ী কুচবিহার।
৩। শ্রীযুক্ত রামরঞ্জন রায়—[illegible] শ্রীগোপাল মল্লিক লেন, কলিকাতা
৪। মিঃ এন্ ডি, মুখার্জ্জি—এম, এস, [illegible], কানপুর।
৫। শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী জ্যোতির্ভূষণ—[illegible]গঞ্জ, নদীয়া।
৬। শ্রী[illegible] দাস অধিকারী, নবদ্বীপ।
৭। শ্রীবিনোদমোহন দে—[illegible], [illegible]পুর, ঢাকা।
৮। শ্রীরঘুনাথ গড়গড়ি বেড়াচাঁপা, ২৪ পরগণা।

শ্রীচৈতন্যমঠের গ্রন্থাবলী

শ্রীল ভক্তিবিনোদ-ঠাকুর বিরচিত

ভক্তি-গ্রন্থাবলী

উৎকৃষ্ট কাপড়ে বিলাতী ধরণে বাঁধাই

... চতুর্থ সংস্করণ। বিস্তারিত সূচীসহ

জৈবধর্ম

বাঁধাই ২৲ দুই টাকা

প্রকাশিত হইয়াছে

সনাতন ধর্মশাস্ত্র বেদ, বেদান্ত, উপনিষৎ গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত, পুরাণ, তন্ত্রাদি সকল গ্রন্থ পাঠ করিবার অবসর অতি অল্প মানবের ঘটিয়া থাকে। অনেকের যোগ্যতা না থাকায় ঐ সমস্ত গ্রন্থের মর্ম্ম অবগত হইতে পারেন না। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বাঙ্গালীর এই অসুবিধা দূরীভূত করিবার জন্য এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

বিদ্যালয়ের ছাত্র বা শিক্ষকগণের বিশেষ পাঠ্য, এই হেতু শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টার বাহাদুর উক্ত সমস্ত বিদ্যালয়ের জন্য অনুমোদন করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

প্রথম খণ্ড ভিক্ষা ১৲ একটাকা

যুক্তিপূর্ণ শাস্ত্রবাক্য দ্বারা প্রত্যেক মানবের নিত্য ও অনিত্য সাময়িক কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। গ্রন্থের প্রতি উক্তি সনাতন শাস্ত্রবাক্য দ্বারা সমর্থিত ও প্রমাণিত হইয়াছে। দেহের, মনের ও আত্মার ধর্ম্ম কি? স্বদেশ, সমাজ, নীতি, ধর্ম্ম কি? ইত্যাদি বিষয় ক্রমানুসারে এমন সুন্দরভাবে যুক্তিসংকারে আলোচিত হইয়াছে যে, প্রথম পংক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত পাঠ না করিয়া নিবৃত্ত হওয়া যায় না।

শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ভিক্ষা ৵০

ঐ প্রমাণ খণ্ড ভিক্ষা ৵০

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিহার ও লীলাভূমি নয়টী দ্বীপ সমন্বিত। এই নয় দ্বীপের প্রাচীন বিবরণ প্রত্যেক দ্বীপে শ্রীমহাপ্রভুর লীলা—প্রত্যেক স্থানের পরিচয়, শ্রীধাম ... ধামাপরাধ কি? ইত্যাদি বিষয় বিশেষভাবে মনোহর ছন্দে বর্ণিত। পকেট সাইজ প্রায় ১৬০ পৃষ্ঠা।

শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ

... ব্রোঞ্জ-ব্লু কালীতে উত্তম কাগজে ছাপা—শ্রীনবদ্বীপধাম দর্শনে ভাবুক দর্শনকারীর কি প্রকার ভাবের উচ্ছ্বাস হয়, তাহা এই গ্রন্থে বর্ণিত। অতি চমৎকার। ভিক্ষা চারি আনা।

শ্রীমনঃশিক্ষা

।৵০

দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভুকে উপলক্ষ করে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে ভক্তগণের অনুকূল ও প্রতিকূল বিচার অতি সুন্দরভাবে বর্ণিত হইয়াছে। ইহা ছাড়া শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদিষ্ট শিক্ষা ও উপদেশ বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব জগতে অভিনব গ্রন্থ !!

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতি গ্রন্থাবলী

শরণাগতি

পকেট সাইজ

অষ্টম সংস্করণ

ভিক্ষা ৵০ আনা

দেহ ও মনের চেষ্টা অনিত্যবস্তু লইয়া ... বুঝিতে পারে, তখন একমাত্র নিত্যবস্তু শ্রীভগবানের শ্রীপাদপদ্মে তাঁহার কোন প্রকার আবেদনময়ী প্রার্থনা হয় এবং শ্রীভগবানে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ কিরূপে কি প্রকারে শরণাগত হইতে হয়, ইত্যাদি বিষয়ক প্রাণস্পর্শী প্রার্থনা ও আত্মসমর্পণমূলক গান। ... প্রকাশিত হইয়াছে

ভিক্ষা প্রতি খণ্ড ৵০ এক আনা

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা— ৵০, নবদ্বীপশতক— ৵০

অপ্রাকৃত—৵০

কল্যাণকল্পতরু

পকেট সাইজ

পঞ্চম সংস্করণ

ভিক্ষা ৵১০

আমরা প্রত্যহ নূতন অভাব ও কামনার বশবর্ত্তী হইয়া পুনঃপুনঃ যে অকল্যাণকে কল্যাণ বলিয়া গ্রহণ করি এবং যাহার নিকট কল্যাণ কামনা করি, তিনি যে নিত্য বা যথার্থ কল্যাণ প্রদানে অসমর্থ এবং কোন বস্তু আমাদের নিত্য কল্যাণদাতা এবং কি ভাবে আমরা সেই কল্যাণলাভে সমর্থ হইব, এই সকল কথা সরল গানে লিখিত। এই গীতিগ্রন্থ বাস্তবিকই কল্যাণের কল্পতরু; ইনি প্রত্যেককে নিত্যকল্যাণ প্রদানে ...

শ্রীল চক্রবর্ত্তি ঠাকুরের টীকা সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠাকুর কৃত টীকা ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কৃত অনুবাদ। টীকাকারের জীবনী, শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি প্রয়োজনীয় বিষয় সম্বলিত প্রায় ৮২৫ পৃষ্ঠা। উৎকৃষ্ট সিল্কে বাঁধাই ২৲ দুই টাকা, কাগজে বাঁধা ১৷৷০

শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ-কৃত ভাষ্য সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

কাগজ ও ছাপা উৎকৃষ্ট। সিল্কে বাঁধাই, সোণার জলে নাম লেখা রাজসংস্করণ ২ টাকা, সাধারণ সংস্করণ ১৷৷০, গৌড়ীয়ের গ্রাহকপক্ষে ১।০

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি

(বাঙ্গলা ... সংকলন গ্রন্থ)

বিষয়— ১। ... ২। ... চরিত্র, ৩। ... বিবরণ, ৪। ... সমূহের ... বিবরণ, ৫। বিষয় বিশেষের ... আকরমূলে ... ইত্যাদি প্রকাশিত হইয়াছে। ...

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ—১ম খণ্ড ১ এক টাকা

২য় খণ্ড ১৲ এক টাকা শ্রীমদ্ভাগবতের গ্রাহক ও গৌড়ীয় গ্রাহকগণ ... টাকা। ... বৈষ্ণবমাত্রেরই ... অতিশয় প্রয়োজনীয় ...

শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামী সংকলিত

সদাচারস্মৃতিঃ

ভিক্ষা ৵০ মাত্র

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (প্রাচীন নবদ্বীপ) নদীয়া।

(বরিশাল হইতে প্রকাশিত ...)

গৌড়ীয়

... সাপ্তাহিক ...

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ... প্রতি সংখ্যা ... আনা।

কার্য্যালয় ... ১৩২৮ ...

রেজেষ্টারীকৃত

মদন মঞ্জরী

ধাতুক্ষয় ও শুক্রতারল্য, ইন্দ্রিয়শক্তির হ্রাস, স্বপ্নদোষ, শুক্রপাত, দৌর্বল্য, মাথাঘোরা, বুক ধড়ফড়ানি, অনিদ্রা প্রভৃতি লক্ষণ সত্বর নির্দ্দোষ আরোগ্য হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ৪০ বটী ১৲ এক টাকা।

"...সঞ্জীবনী ..."

... এক টাকা।

"রমণীবিলাসিনী বটিকা"

... মূল্য ১৬ বটী ১৲ এক টাকা।

রাজবৈদ্য নারায়ণজী, কেশবজী

১৭৭নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

বিজ্ঞাপন

সাবধান! সাবধান!! সাবধান!!!

জে, বি, দত্তের ... বাদাম তৈল

আদি ও অকৃত্রিম এবং ...

... প্রশংসিত।

... বাদাম তৈল ক্রয় করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী J. B. Dutta & Co. নাম লেখা দেখিয়া খরিদ করিবেন। নতুবা জুয়াচোরগণ কর্ত্তৃক প্রতারিত হইবেন।

নিবেদক—জে, বি, দত্ত

ফেরাস কুইনিন

নূতন এবং পুরাতন ম্যালেরিয়ার ...

[illegible]

পর-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

এখানে আহার এবং বাসস্থান দিয়া বিদ্যার্থিগণকে বিভিন্ন শিক্ষণীয় বিষয় শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। অনেক ছাত্র উপাধি পরীক্ষায় পাস আরম্ভ করিয়াছেন। বর্তমান বর্ষে সকল ছাত্রই গভর্ণমেণ্ট সংস্কৃত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

প্রধান অধ্যাপক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রচন্দ্র কাব্য ব্যাকরণ-সাংখ্য-বেদান্ত-ষড়্দর্শন-তীর্থ, সাংখ্যভূষণ, বেদান্তরত্ন, সাহিত্যাচার্য্য, দর্শনবাচস্পতি।

অধ্যাপক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গৌরদাস ব্রহ্মচারী ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীধাম মায়াপুর পরবিদ্যাপীঠ, (নদীয়া)

বেদনাঞ্জন

শ্রেষ্ঠরত্ন।

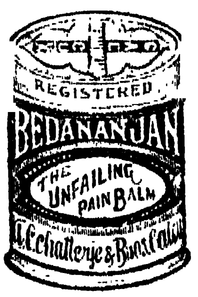

কলিকাতা কংগ্রেস এক্‌জিবিসন হইতে বহু প্রশংসা প্রাপ্ত ও বহু গণ্যমান্য ও চিকিৎসকগণ কর্তৃক প্রশংসিত।

* * *

আজকাল বাজারে-চলন মিশ্রিত ও বিষাক্ত আহার্য সেবনে শরীরের রক্ত অত্যন্ত দোষিত হইয়া পড়িতেছে। এবং মানবদেহের শ্রেষ্ঠ উপাদান, এই রক্ত দোষিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মানব বাত, বেদনা, মাথাধরা, মাথাঘোরা, দক্ষিণাঙ্গের শূল, দাঁতের গোড়া ফুলা, দাঁত কনকনানি, দাঁতে পোকা এবং খোস, চুলকানি প্রভৃতি কষ্টদায়ক রোগে আক্রান্ত হইতেছে। যদি আপনি একেবারে ব্যাধিমুক্ত হইতে চান, তাহা হইলে অযথা পয়সার অপব্যয় না করিয়া অল্প ব্যয়ে এক শিশি বেদনাঞ্জন ক্রয় করিয়া ইহার আশ্চর্য্য শক্তি উপলব্ধি করুন। অপেক্ষাকৃত বড় শিশি ১৪০ আনা মাত্র মাশুল স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান—এ, সি, চাটার্জ্জী এণ্ড ব্রাদার্স।

৮২, হরলাল এন, কলিকাতা।

সকল বড় বড় দোকানে ও এজেণ্টগণের নিকট পাওয়া যায়।

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

যদিও অদ্যাপি প্রকৃত মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য, তথাপি যাঁহারা নানাবিধ অনিয়মের দ্বারা অস্বাভাবিক শক্তি নষ্ট করিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন এবং নানা প্রকার মেহ, প্রমেহ ধাতুদৌর্ব্বল্য, স্নায়ুবিক দুর্ব্বলতা, শুক্রমেহ, অর্শ, পাণ্ডু, পুরাতন পীড়া, অম্ল এবং স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে যাহারা বাধক, প্রদর, শূল, কষ্টরজঃ এবং রক্তপ্রদর প্রভৃতি রোগে ভুগিয়া জীবনে নিরাশ হইয়াছেন, তাঁহারা আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটন সাহেবের আবিষ্কৃত ইলেক্ট্রিক মেডিসিন সেবনে তাহাদের বাঁচাইতে পারে, তাহার শত শত প্রমাণ প্রতি বৎসরেই পাওয়া যাইতেছে। যাঁহারা অন্যান্য বহুবিধ ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরোগ্য হইতে পারেন নাই, তাঁহারা একবার এই ঔষধটি ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক মাসের ব্যবহারোপযোগী এক শিশির মূল্য ২ টাকা মাত্র।

সোল এজেণ্ট—ডাঃ ডি, ডি, হাজরা

ফতেপুর, গার্ডেনরিচ পোষ্ট, কলিকাতা।

ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

অধ্যক্ষ

শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম.এ., এফ.সি.এস (লণ্ডন)

ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক

(প্রফেসার)

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ বিশুদ্ধ ও শাস্ত্রমতে নিজ তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হয়। পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ক্যাটালগ পাঠান হয়। রোগের বিবরণ জানাইলে যত্নপূর্ব্বক ব্যবস্থা দেওয়া হয়। চিঠি পত্রাদি সম্পূর্ণরূপে গোপন রাখা হয়।

মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দূর)

(বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৪৲ টাকা

উৎকৃষ্ট স্বর্ণ, পারদ ও আমলাসার গন্ধক দ্বারা যথাশাস্ত্র প্রস্তুত।

নিত্য প্রয়োজনীয় সর্ব্বরোগনাশক মহৌষধ

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৩৲ টাকা

উৎকৃষ্ট কাশীর আমলকী, বংশলোচন প্রভৃতি যাবতীয় উপাদানে পূর্ণ মাত্রায় যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। কফ, কাসি, সর্দ্দি, যক্ষ্মা, ক্ষয়রোগ, হৃদরোগ প্রভৃতি রোগের মহৌষধ। সকলপ্রকার দুর্ব্বলতা নাশক আকাঙ্ক্ষা পুষ্টিকর মহৌষধ না খাদ্য বিশেষ।

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬৲ টাকা

ইহা সেবনে ধাতুদৌর্ব্বল্য, শুক্রহীনতা, স্বপ্নদোষ, প্রমেহ ও ধ্বজভঙ্গ সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায়। ইহা অপরিসীম আনন্দদায়ক রসায়ন।

অবলাবান্ধব যোগ

প্রদর, বাধক প্রভৃতি জরায়ুদোষ ও যোনিগত দুরারোগ্য রোগের মহৌষধ

মূল্য—১৬ মাত্রা ২৲ টাকা। ৫০ মাত্রা ৫৲ টাকা মাত্র

বিশুদ্ধ জল! ভয় নাই! বিশুদ্ধ জল!!

লক্ষ্মী টিউব-ওয়েল কোং

২০৫নং নবাবপুর, ঢাকা

বর্ত্তমান-যুগের নব আবিষ্কৃত বৈজ্ঞানিক উন্নত বৈজ্ঞানিক-খনন-প্রণালীতে নলকূপ (*Tube-well*) নির্ম্মাণ করা হয়। বঙ্গের লাট বাহাদুর, প্রাইভেট সেক্রেটারী, জিলা-ম্যাজিষ্ট্রেট, জিলা-বোর্ডের চেয়ারম্যান, ইঞ্জিনিয়ার, জমিদার, তালুকদার, প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত ভদ্রমহোদয়গণ এই কোম্পানীর কার্য্য দেখিয়া প্রশংসা করিয়াছেন। রাসায়নিক পরীক্ষায় জল বিশুদ্ধ না হইলে মূল্য গৃহীত হয় না। বিস্তৃত বিবরণের জন্য পত্র লিখুন

বৃত্তিসহ সমগ্র

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ.

ভিক্ষা ২৲ টাকা। শিক্ষার্থি-ছাত্রের পক্ষে ১৷৹ দেড়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীপরবিদ্যাপীঠ, শ্রীগৌড়পুর

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

মনোমোহন প্রেস

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা

পূর্ব্ব-বাঙ্গালায় সুলভে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত

বৈদ্যুতিক মেশিনে দিবারাত্র কাজ চলিতেছে

বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা।

হইতে শ্রীনিরোদবিহারী ভাণ্ডারী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

স্থানীয় সংস্করণ

Registered No. C 1544

বিজ্ঞাপনের হার

প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৷৹
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র।

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক ৩৲
ষাণ্মাসিক [illegible]
ত্রৈমাসিক ১৷৹
মাসিক [illegible]
নগদ
প্রতি সংখ্যা [illegible]

৪র্থ খণ্ড] সম্পাদক—প্রত্নবিদ্যালঙ্কার শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী [২২৭ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্য মঠ শ্রীধাম মায়াপুর—১৬ই অগ্রহায়ণ সোমবার ১৩৩৬, ২রা ডিসেম্বর ১৯২৯

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থাবলী

১।	শ্রীমদ্ভাগবতম্—শ্লোক সূচী, বিষয়-সূচী প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত। ভিক্ষা, প্রতি খণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৶৹ গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশ গ্রাহক পক্ষে	।৹
২।	অনুভাষ্যসহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ)	৫৲
৩।	গৌড়ীয়-গৌরব	[illegible]
৪।	গৌড়ীয়-সাহিত্য	।৹
৫।	ভজন-রহস্য	৷৷৹
৬।	শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা)	১৲
	,, ,, ,, আবাঁধা	৸৹
৭।	গীতা (শ্রীবলদেবভাষ্যসহ) বাঁধা ২৲ আবাঁধা	১৷৷৹
৮।	গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি টীকা সহ) বাঁধা ২৲ আবাঁধা	১৷৷৹
	গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য	৷৷৹
৯।	মুণ্ডকোপনিষদ্ শুদ্ধাদ্বৈত সানুবাদ (মাধ্ব)	২৲
১০।	বেদান্তসূত্রসার সানুবাদ (রামানুজীয়)	৷৷৹
১১।	বৈষ্ণবধর্ম্ম	২৲
১২।	শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ)	৸৹
১৩।	গৌড়ীয়-কণ্ঠহার	২৲
১৪।	প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ)	৷৷৶৹
১৫।	দীপ-দিগ্দর্শন	[illegible]
১৬।	সাধনপথ (৩য় সংস্করণ)	
১৭।	আচার ও আচার্য্য	৷৶৹
১৮।	নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা	৸৹
১৯।	ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা)	৶৹
২০।	শ্রীনবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য	[illegible]
২১।	নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য (প্রমাণখণ্ড)	[illegible]
২২।	শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ	।৹
২৩।	শ্রীগৌড়ুম-চন্দ্র-[illegible]	।৹
২৪।	শরণাগতি, গীতাবলী, সাধনপথ, কেশবভক্তিকলিকা, নবদ্বীপশতক, অর্থপঞ্চক ও সদাচারস্মৃতি, মোট	১৷৹
২৫।	কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) [illegible]	[illegible]
২৬	সাধককণ্ঠমণি	।৹
২৭।	সংস্কারদীপিকা	।৹
২৮।	বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড)	৫৲
২৯।	প্রশ্নোত্তর	৷৷৹
৩০।	শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা	[illegible]
৩১।	[illegible] সানুবাদ	।৹
৩২।	গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ	[illegible]
৩৩।	শ্রীচৈতন্যভাগবত (বিবৃতি, দ্বিতীয় সংস্করণ)	৫৲

এতদ্ব্যতীত পত্র পাঠাইলে ডাকযোগে তালিকা পাঠান হয়।

প্রাপ্তিস্থান :—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

২য় মঠ—১নং উল্টাডিঙ্গি জংশন রোড, কলিকাতা।

৩। শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠ—[illegible], ঢাকা
৪। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ—[illegible], কটক।
৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ—চটকপর্ব্বত, পুরী
৬। শ্রীসনাতনগৌড়ীয় মঠ—[illegible], কাশী
৭। শ্রীগৌড়ীয় মঠ [illegible], দিল্লী
৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ—[illegible], বৃন্দাবন।
৯। শ্রীভাগবত প্রেস, [illegible] কৃষ্ণনগর।
১০। শ্রীএকায়ন মঠ [illegible], কৃষ্ণনগর।

ইংরাজী ভাষায় ভক্তিগ্রন্থ

১।	শ্রীচৈতন্যচরিত ও শিক্ষা	।৹
২।	নামভজন	।৹
৩।	বৈষ্ণব ও [illegible]	।৹
৪।	ভাগবতীয় দর্শন[illegible]	।৹
৫।	কাম ও প্রেমধর্ম্ম	।৹
৬।	গৌড়ীয়মঠ কি করেন	৴৹

দেবনাগরাক্ষরে ভক্তিগ্রন্থ

১।	[illegible]	[illegible]
২।	সটীক [illegible]	।৹
৩।	[illegible]	[illegible]
৪।	[illegible]	৴৹
৫।	[illegible]	৷৷৹

জাগতিক সংবাদ-সংগ্রহ

চারিলক্ষ টাকা দান

[illegible] আমেরিকান [illegible] বা [illegible] রকফেলার কর্তৃক নিম্নলিখিত [illegible] করেন। [illegible] (২) [illegible], (৩) ন্যাশনাল [illegible] সম্প্রতি গবর্ণমেণ্ট [illegible] অনুষ্ঠানের কর্তৃপক্ষকে চারিলক্ষ টাকা দান মঞ্জুর করিয়াছেন।

প্রতিমূর্ত্তির অপমান

[illegible] লাজপত রায়ের প্রতিমূর্ত্তি [illegible] স্থাপিত হইয়াছে। কোন অজ্ঞাত লোকে সেই মূর্ত্তির অঙ্গহানি করিয়াছে। [illegible] যে সকল লোক কাজ করিতেছিল তাহারা [illegible] করে কিন্তু দুই লোক [illegible] পলায়ন করায় তাহাদিগকে ধরিতে পারা যায় নাই।

লালাজির প্রতিমূর্ত্তি

লালাজির প্রতিমূর্ত্তি-ভঙ্গকারীদের সম্বন্ধে পরের খবর এই যে গত ২৯শে নবেম্বর তারিখে দুই জন মুসলমান টুপি [illegible] প্রতিমূর্ত্তির নিকট আইসে। সেই সময় মূর্ত্তির রক্ষক [illegible] স্থানান্তরে ছিল। সেই সুযোগে ঐ মুসলমানদ্বয় প্রস্তর নিক্ষেপ করিয়া মূর্ত্তির মস্তক দেশ ভাঙ্গিয়া পলাইয়া যায়।

জাহাজ নিমগ্ন

দক্ষিণ [illegible] অনাবিষ্কৃত দেশ সমূহ আবিষ্কার করিবার জন্য [illegible] জাহাজ গিয়াছে। সম্প্রতি এক ঝড়ের [illegible] জাহাজখানা এক শত মাইল [illegible] তাড়িত হয়।

দেশীয় গবর্ণর

[illegible] অবগত আছেন যে নাগপুরে মিঃ [illegible] অস্থায়ীভাবে গবর্ণর নিযুক্ত হইয়াছেন। [illegible] তারিখে [illegible] নাগপুর ত্যাগ করিয়াছেন [illegible] সাহেব কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন।

এডমিরাল্টি সংবাদ

[illegible]

নোয়াখালি ডাকাইতি

পাঠকগণ অবগত আছেন যে, নোয়াখালি [illegible] নামক স্থানে এক ডাকাইতি হইয়াছে কিন্তু পুলিশ [illegible] সংবাদ পাইয়া সেখানে যায়। পুলিশ ও ডাকাতে লড়াই হওয়ায় [illegible] ডাকাত সেই স্থানেই মারা যায়। পরে দুই জন ডাকাতের মৃতদেহ পাওয়া যায়। নাসির আলি নামক এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। তাহার [illegible] একটী গুলি প্রবেশ করিয়াছিল। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব তদন্ত করিতেছেন [illegible] কমিশনার সাহেব [illegible] যাইতেছেন। [illegible] নোয়াখালি হইতে ৩০ মাইল দূরে অবস্থিত। ডাকাইতি সম্পর্কে এপর্য্যন্ত চার জন ধরা পড়িয়াছে।

পরলোকে অধ্যাপক ললিত কুমার

বর্ত্তমান যুগের একজন শ্রেষ্ঠ [illegible], সমালোচক, সাহিত্যিক এবং অধ্যাপক ললিত কুমার বন্দোপাধ্যায় মহাশয় গত ২৯শে নবেম্বর তারিখে পরলোক গমন করিয়াছেন। তাঁহার ন্যায় সকল [illegible] বঙ্কিম সাহিত্যে পারদর্শী লোক খুব কম। তিনি প্রায় ৪০ বৎসর যাবৎ বঙ্গবাসী কলেজের ইংরাজী সাহিত্যের অধ্যাপক ছিলেন। তিনি নদীয়া জেলায় শান্তিপুরে মাতুলালয়ে জন্ম-গ্রহণ করেন। তিনি জীবনে অনেক শোক পাইয়াছেন। তাঁহার [illegible] এম, এ পাশ করা জ্যেষ্ঠপুত্র ১৯১০ সালে, আই, এ পাশ করা কনিষ্ঠ পুত্র ১৯২২ সালে, কন্যা ১৯২৬ সালে এবং স্ত্রী গত [illegible] পরলোক গমন করেন। তিনি [illegible] নামক পুস্তিকাতে [illegible] করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাকে তাঁহার ছাত্রবৃন্দ অত্যন্ত ভাল বাসিত এবং শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিত।

গরু মারা

[illegible] ও [illegible] নামক দুই জন লোক, একটি গরুকে গাড়ীর পিছনে বাঁধিয়া [illegible] উপর [illegible] যাইতে থাকে কিন্তু গরুটি অত্যন্ত [illegible] তাহারা গরুটিকে এমন নির্দ্দয় ভাবে [illegible] যে গরুটিকে [illegible] গাড়ীতে [illegible]। ঐ দুই জন [illegible] ডিভিশনাল [illegible] ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ আই, এম, [illegible] ঐ দুই জনের [illegible] ৫০ টাকা করিয়া জরিমানা [illegible]। জরিমানার টাকা দিতে না [illegible]

বিবাহ আইন ও সরকারের বিরুদ্ধে মামলা

প্রকাশ যে [illegible] বিবেচনা করিতেছেন যে বিবাহ আইন বেআইনী প্রতিপন্ন করিবার জন্য ভারত সচিব ও বড়লাটের বিরুদ্ধে যে মকদ্দমা রুজু করা যাইতে পারে কি না।

অগ্নিকাণ্ড

অজ্ঞাত কয়েক জন লোক বরাহনগর সিটী পেপার ও বোর্ড মিল নামক কারখানার সংলগ্ন কাগজের গুদামে অগ্নিসংযোগ করিয়া পলাইয়া যায়। জগদ্দলে পাটের কারখানায়ও ঐরূপ অবস্থায় অগ্নিকাণ্ড হইয়াছে। পুলিশ বহু চেষ্টায়ও অপরাধিগণকে ধরিতে পারিতেছে না।

রুষ-চীন যুদ্ধ

চীনেরা, [illegible] অবস্থা যুদ্ধের পূর্ব্বে যেরূপ ছিল পুনরায় সেইরূপ অবস্থায় আনিতে প্রতিশ্রুত হওয়ায় এবং রুষ জাতীয় ম্যানেজার ও আসিষ্টেণ্ট ম্যানেজার —যাঁহাদিগকে বরখাস্ত করা হইয়াছিল, তাহাদিগকে পূর্ব্বপদে পুনর্নিযুক্ত করায় রুষেরা তাহাদিগের সৈন্য ফিরাইয়া লইতেছেন।

এখন বুঝা যাইতেছে যে চীনাদিগকে [illegible] নিজের মতে আনিবার জন্যই রুষেরা চীন আক্রমণ করিয়াছিল।

শুনা যাইতেছে যে চীনারা জাতিসঙ্ঘের নিকট নালিশ করে নাই।

স্ত্রীলোকের আর্চ বিশপকে আক্রমণ

স্ত্রীলোকের আর্চ বিশপকে আক্রমণ একটী সুইডেন দেশের স্ত্রীলোক, প্যারাগুয়ের (চটাগির) আর্চ বিশপ [illegible] সাহেবের নিকট একটি কাজ পাইবার জন্য আবেদন করে। অথচ বিশপ কিছুই সাহায্য করেন নাই। এই জন্য স্ত্রীলোকটীর তাঁহার উপর আক্রোশ হয়। একদিন সাহেব সেণ্ট পীটার [illegible] হইতে বাহির হইবার উপক্রম করিতেছিলেন এমন সময় স্ত্রীলোকটি তাঁহাকে গুলি করিবার জন্য রিভলভার বাহির করে। তবে সময়ে ধরা পড়ার জন্য গুলি করিতে পারে নাই। বিচারে স্ত্রীলোকটি পাগল প্রতিপন্ন হওয়ায় [illegible] গবর্ণমেণ্টের নিকট বিচারক বলিয়াছেন, যেন স্ত্রীলোকটীকে তাহার স্বদেশের গবর্ণমেণ্টের হাতে দেওয়া হয়।

আমদানি ও রপ্তানি

বৃটীশ ভারতে ১৯২৮-২৯ সালে প্রথম [illegible] তিন কোটি টাকা মূল্যের মাল বেশী আমদানি হইয়াছে এবং ৯ কোটী টাকা মূল্যের মাল বেশী রপ্তানি হইয়াছে।

নেপালের কথা

নেপালের পরলোকগত প্রধান মন্ত্রী এইচ, এইচ, দি মহারাজা সার চন্দ্র সাম সের জঙ্গ বাহাদুর রাণার স্থলে তাঁহার ভ্রাতা সার ভীম সামসের জঙ্গ বাহাদুর রাণা, কে, সি, ভি, ও কার্য্য করিবেন। তিনি বর্ত্তমানে নেপালের জঙ্গীলাট। তিনি [illegible] ইংরাজের বন্ধুর কাজ করিয়াছেন। যে সময় মহাসমরে ইংরাজ বিপন্ন তখন নেপালী সৈন্যেরা কিরূপ সহায়তা করিয়াছিল তাহা কাহারও অবিদিত নাই। নেপালের শাসন পদ্ধতি অনুসারে মন্ত্রীই রাজ্য পরিচালনা করিয়া থাকেন। রাজা ধর্ম্ম বিষয়ে রাজ্যের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। শাসনের সহিত তাঁহারা বিশেষ সম্পর্ক নাই

স্ত্রী চাকুরে সমস্যা

বিলাতের লর্ড [illegible] অনুযোগ করেন যে স্ত্রী লোকেরা বিলাসিতার জন্য সামান্য বেতনে চাকুরি গ্রহণ করিয়া দেশের অনিষ্ট করিতেছেন স্ত্রী সমাজে এই কথায় বিষম আন্দোলন চলিতেছে। লেডি কাউণ্টেস [illegible] ৩০টী কোম্পানীর ডিরেক্টার। তিনি বলেন যে এই কথায় [illegible] সাহেবের অনভিজ্ঞতা মাত্র প্রকাশ পাইতেছে।

মেয়ে কেরাণীদের সভার সেক্রেটারী [illegible] বলেন যে, যে সকল স্ত্রীলোক চাকুরি করেন তাঁহাদের অধিকাংশ সংসার চাকুরি না করিয়া বাড়ী দেখা না করিতে পারেন [illegible] তাঁহাদিগকে প্রতিপালন করিতে সমর্থ হন।

মধ্য প্রদেশের যুব-সম্মিলন

মধ্য প্রদেশের যুবসম্মিলনে শ্রীযুক্ত সুভাষ চন্দ্র বসু সভাপতি ছিলেন। সম্মিলনের সদস্যদিগের মধ্যে যে সমস্ত বিবাদ বিসম্বাদ আছে তাহা সুভাষ বাবুর শান্তির আপাততঃ স্থগিত রহিল।

বিজ্ঞাপন

সাধারণের হিতার্থে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, কলিকাতার ২১৪নং বহুবাজার ষ্ট্রীটস্থ "বৈদ্যশাস্ত্রী" মহোদয়ের রচিত মানবের দুঃখ না হইতে পারে তাহার পন্থা প্রভৃতি সম্বলিত "কামশাস্ত্র" পুস্তকখানি এখনও যিনি পাঠ করেন নাই, তিনি অচিরে ঐ ঠিকানায় আবেদন করত বিনামূল্যে প্রাপ্ত হউন। উহা পাঠে উপকৃত হইয়া ৭৫০০০ হাজার লোক কৃতজ্ঞ হইয়াছেন। পাঠকেরও সত্যতা উপলব্ধ হইবে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১৬ই অগ্রহায়ণ সোমবার—১৩৩৬

প্রতিষ্ঠা

জড়জগৎ নশ্বর। জড়জগৎ অজ্ঞান-মিশ্র। জড়জগৎ নিরবচ্ছিন্ন আনন্দময় নহে। চেতন জগৎ নিত্য। চেতনজগৎ জ্ঞানময়। চেতনজগৎ আনন্দময়।

জড় প্রতিষ্ঠা স্থায়ী নহে। জড় প্রতিষ্ঠা অপূর্ণ। জড় প্রতিষ্ঠা অনুপাদেয়। চিৎ প্রতিষ্ঠা স্থায়ী, পূর্ণ, উপাদেয় ও স্বয়ংপ্রতিষ্ঠ বলিয়া অপেক্ষা-রহিত।

জড়ের সহিত 'চিৎ'এর সমন্বয় বুদ্ধিমত্তার পরিচয় নহে। মানবের চেতনরাহিত্যে যে জাড্য, তাহা অমঙ্গল উৎপন্ন করে। আপেক্ষিক বিচারে অমঙ্গলকেই কেহ কেহ মঙ্গল বলিয়া বরণ করেন। জড়ের প্রতিষ্ঠা অপ্রতিষ্ঠিত জনগণের হিংসার বস্তু। মৎসরজনের অসূয়ার পদার্থ। চেতনের প্রতিষ্ঠা সেরূপ নহে।

শ্রীগৌরসুন্দর রামানন্দ রায়ের মুখে এই সকল প্রশ্নের যে সকল উত্তর পাইয়াছিলেন, তাহা তিনি অনুমোদন করেন। কিন্তু আজকালকার শ্রীচৈতন্যচরণাশ্রিত বলিয়া পরিচয়াকাঙ্ক্ষী জনগণ চৈতন্যদেবের তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে না পারিয়া তাঁহারা মহাপ্রভুর সহিত মতভেদ স্থাপন করেন। সেবাবিমুখ জনগণের ধারণা এই যে,—"জড়বিদ্যায় পণ্ডিতগণের পাণ্ডিত্যের ন্যায় ভক্তগণের কৃষ্ণভক্তিবিদ্যা বা পরা বিদ্যা সমশ্রেণীয়. পণ্ডিত অহঙ্কারী জনগণের অসদ্বুদ্ধি কেহ মনে করেন ভক্তিসিদ্ধান্ত মনঃপ্রত্যক্ষকারীর চিন্তার সহিত সমশ্রেণীস্থ"; কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তাহা নহে। একজন অহঙ্কারমত্ত হইয়া অমঙ্গলে পতিত হন, অপর ব্যক্তি শ্রেয়ো বরণ করিয়া আত্মার ও জগতের মঙ্গল বিধান করেন।

ভগবদ্ভক্ত পার্থিব ধনে ধনী হইলে তাদৃশ ধনদ্বারা কৃষ্ণসেবা করিয়া থাকেন। ভক্ত পণ্ডিত হইলে স্বীয় পাণ্ডিত্যের দ্বারা ভক্তির মহিমা অভক্তগণের হৃদয়ে সঞ্চারিত করিয়া তাঁহাদিগের মঙ্গলবিধান করেন। ভগবদ্ভক্ত সৌন্দর্য্য-বিদ্যায় পারদর্শী হইলে তাদৃশ সৌন্দর্য্য-জ্ঞান নিজ ভোগ তাৎপর্য্যে নিযুক্ত না করিয়া কৃষ্ণের প্রীতিভাজন হইবার মানসে স্বীয় সৌন্দর্য্য [illegible] করেন। কলা-বিদ্যায় পারদর্শিতা [illegible] ও কৃষ্ণভক্তগণের সমক্ষে [illegible] দ্বারা [illegible]

সম্মানাশ করেন না। যে ভোগপিপাসায় তৃষ্ণান্বিত হইয়া জীব নিজের অমঙ্গল বিধান করেন, সেইরূপ সম্মানাশের আবাহন ভগবদ্ভক্তের নাই।

যাঁহার যে পরিমাণ ভগবৎসেবায় উন্মুখতার অভাব, তিনি সেই পরিমাণ অনিত্যের আবাহনকারী, সেই পরিমাণ অজ্ঞানে আচ্ছন্ন, সেই পরিমাণ নিরানন্দে পরিপ্লুত। ভগবদ্ভক্তিহীনজনগণের বিচার জড়মধ্যেই অবস্থিত। চিন্ময়ের উপাদেয়তার আদর করিতে তাঁহারা শিখেন নাই বলিয়া জড়প্রতিষ্ঠাপর জনগণের সম্মানসমূহের সহিত ভগবদ্ভক্তের আসন সমান জ্ঞান করেন।

ধন ও মান-বিবেক যাঁহাদিগের আছে, তাঁহারাই জানেন যে, মায়ার প্রভু হইবার বাসনা-ক্রমে যে সকল ব্যাপার-মঙ্গল নামে সংগৃহীত হয়, উহা 'মান' শব্দবাচ্য। আর ভগবানের উদ্দেশে নিত্যবস্তুর জন্য যে সকল নিত্য ব্যাপার উদ্দিষ্ট হয়, সেইগুলি নিত্য বলিয়া—চিন্ময় বলিয়া—নিরবচ্ছিন্ন বলিয়া তদ্বিপরীত জড়-ব্যাপারসমূহ হইতে পৃথক দশে অবস্থিত। ভক্ত বলিয়া যে প্রতিষ্ঠা হয়, তাহা সর্ব্বতোভাবে বরণীয়, আর অভক্তি দ্বারা লব্ধ প্রতিষ্ঠাসমূহ পাপজাতীয়। যাঁহারা গীতা পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন যে, পরমার্থবিষয়ে ভক্তগণ সর্ব্বদা জাগ্রত থাকেন, আর অভক্তগণ সেই বিষয়ে উদাসীন হইয়া তত্ত্বধর্ম্ম আলোচনা হইতে নিবৃত্ত ও সুপ্ত থাকে।

যাঁহারা ভ্রমক্রমে ভক্তিপ্রতিষ্ঠাকে অভক্তির প্রকারভেদ জ্ঞান করেন, তাঁহাদিগকে আমরা অধিক প্রশংসা করিতে পারি না। ভক্তগণই পরম চতুর। তাঁহারা জড়ে উদাসীন, পরমার্থে সর্ব্বদা উদ্গ্রীব। অভক্তগণ যাঁহাদিগের বুদ্ধির প্রশংসা করিতে পারেন না, সেইসকল ব্যক্তি জড় পাণ্ডিত্য, সম্মান, ধন প্রভৃতির গন্ধে গর্ব্বিত। আর যাঁহারা ভগবৎপ্রেমের তাৎপর্য্য বুঝিয়াছেন, তাঁহারা সর্ব্বদাই ভগবানের প্রীতিভাজন হইবার জন্য যাবতীয় চেষ্টা করিয়া থাকেন। মানবেতরগণের বুদ্ধিতে সজ্ঞানে পথভ্রষ্ট হইয়া তাঁহাদের সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত হয় না। সেইরূপ ভক্তগণ অভক্তের বিচারপ্রণালীর প্রতি আস্থা স্থাপন করিয়া তাঁহাদিগকে বুঝাইবার জন্য ব্যস্ত নহেন। তবে [illegible] হইয়া যখন ভক্তিপ্রতিষ্ঠার মহিমা [illegible] করেন, সেইকালে অভক্তি [illegible] কোপানলে পতিত [illegible] হইতে পারে না।

সত্য কথা

সদ্গুরু-পাদাশ্রয় না করিলে মানবের ভগবদ্বিষয়ক জ্ঞান আদৌ স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত করে না। মানব যতই না কেন গীতা ভাগবতাদি শাস্ত্র পাঠ ও ব্যাখ্যা করুন, যতই না উৎকৃষ্ট বক্তা বলিয়া জনসমাজে খ্যাতিলাভ করুন, যতই না নির্জ্জন-ভজন-প্রয়াসী হউন, তাঁহাদের বিচার সর্ব্বদা দোষসঙ্কুল থাকিবেই থাকিবে। কৃষ্ণভক্তিরহস্যবিৎ সদ্গুরু-কৃপাই ভক্তিবিজ্ঞান লাভের একমাত্র উপায়। শ্রীগৌড়ীয়েশ্বর শ্রীল স্বরূপ দামোদর গোস্বামি প্রভু মৎসরভাগবতপাঠক-দিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন—'যাহ ভাগবত পড় বৈষ্ণবের স্থানে। একান্ত আশ্রয় কর চৈতন্য-চরণে॥ চৈতন্যের ভক্তগণের নিত্য কর সঙ্গ। তবে ত' জানিবা সিদ্ধান্ত-সমুদ্র-তরঙ্গ॥'

জড়জগতে 'বিদ্বান্,' 'পণ্ডিত' প্রভৃতি বলিয়া খ্যাতিলাভ এককথা, আর সত্য সত্য ভগবদ্ভক্তি-লাভের চেষ্টা অন্য কথা। অনেকে বহু ইংরাজী, বাংলা, সংস্কৃত, হিন্দী প্রভৃতি গ্রন্থের বচন উদ্ধার করিয়া নিজ নিজ পাণ্ডিত্য প্রদর্শনের চেষ্টা করেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু আধুনিক পল্লবগ্রাহিতা-চেষ্টার আদৌ প্রশংসা করেন নাই। তিনি বলিয়াছেন—'বহু গ্রন্থকলাভ্যাস-ব্যাখ্যান বর্জ্জিবে।' শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ উহার অমৃতপ্রবাহ ভাষ্যে লিখিয়াছেন—"বহু গ্রন্থের কলা অর্থাৎ আংশিক অভ্যাস এবং ব্যাখ্যাবাদ ত্যাগ" (চৈঃ চঃ ম ২২।১১৪)। শ্রীল ঠাকুর তাঁহার 'জৈবধর্ম্ম' গ্রন্থের ২০শ অধ্যায়ে উহার আরও বিস্তৃত ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন—

"শাস্ত্র সমুদ্র বিশেষ। যে বিষয়ে শিক্ষা করিতে হইবে, সে বিষয়ের গ্রন্থগুলি আদ্যোপান্ত বিচার পূর্ব্বক পাঠ করা ভাল। বহু গ্রন্থের একটু একটু পাঠ করিলে কোন বিষয়েই ব্যুৎপত্তি হয় না। বিশেষতঃ ভক্তিশাস্ত্রের গ্রন্থগুলি বিশেষ যত্ন সহকারে সম্পূর্ণ পাঠ না করিলে সম্বন্ধ-তত্ত্ববুদ্ধির উদয় হয় না। আবার গ্রন্থের সরল অর্থ করাই ভাল; অপবাদ করিলে শেষে বিপরীত সিদ্ধান্ত আসিয়া পড়ে।"

শ্রীমদ্ভাগবতেও বলিয়াছেন—"গ্রন্থান্ নৈবাভ্যস্যেদ্বহূন্"। —(৭।১৩।৮)।

ব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবন শ্রীচৈতন্য-ভাগবত গ্রন্থে [illegible] লিখিয়া [illegible] ভাগবত বুঝি হেন যার আছে [illegible] আমাদের [illegible] শ্রীচৈতন্য [illegible] ভাগবত-অর্থ—[illegible]

ঐ চৈতন্যভাগবতের ১ম অধ্যায়ের লিখিত হইয়াছে—

"[illegible] পড়িয়া বা চক্রবর্ত্তী, মিশ্র সব।
তাহারাও নাহি জানে গ্রন্থ-অনুভব॥
শাস্ত্র পড়াইয়া সবে এই কর্ম্ম করে।
শ্রোতার সহিত যমপাশে ডুবি মরে॥"

"আমি খুব বুঝিয়াছি, পণ্ডিত, আমার অনেক অধ্যয়ন আছে, আমাকে আর অন্যের নিকট গিয়া কি বুঝিতে হইবে"—এতাদৃশ অভিমানই মানবের সর্ব্বনাশের সর্ব্বপ্রধান মূল। এই অভিমানকে সর্ব্বতোভাবে বিসর্জ্জন করিয়া গুরুপাদপদ্মে আত্মসমর্পণ না করা পর্য্যন্ত জীবের কোন ক্রমেই শাস্ত্র-তাৎপর্য্য উপলব্ধ হইবার নহে।

শাস্ত্রোক্ত সংস্কৃত শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ করাকেই শাস্ত্রতাৎপর্য্যোপলব্ধি বলে না। শাস্ত্রে মহাজনগণ ভগবৎপ্রাপ্তির যে পন্থা নির্দ্দেশ করিয়াছেন, সেই পন্থার অনুসরণই বাস্তবিক শাস্ত্রপাঠের ফল। আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছা পরিত্যাগ পূর্ব্বক যিনি যত পরিমাণে কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতিবাঞ্ছাপর হইতে পারিয়াছেন, তাঁহার তত পরিমাণে শাস্ত্র-জ্ঞান লাভ হইয়াছে জানিতে হইবে। শাস্ত্র-পাঠ করিয়াও যাঁহারা [illegible] দেহ বা ক্ষমতার বিষয়-বাসনায় লিপ্ত থাকিয়া [illegible] সংসারাসক্ত হন, সাধুসঙ্গের প্রয়োজনকে বহুমানন করেন না, তাঁহাদের শাস্ত্রপাঠ কেবল-কোলাহল মাত্র।

কেবল নিজের ন্যায় বাক্য প্রয়োগ করিলেই নিষ্কৃতি পাওয়া যায় না, নিজের আচরণ অনুসরণ করা আবশ্যক; নিজের কর্ত্তৃত্বাভিমানে রাখিয়া যাহা কিছু করা যায় তাহা বাহিরে দেখিতে ভক্তের ন্যায়, হইলেও তাহা কর্ম্ম। ভগবদ্ভক্তের আনুগত্য ব্যতীত কখনই জীবের কর্ম্মাসক্ত হইতে নিস্তার পাইবার উপায় নাই। কর্ম্মপ্রতী ব্যক্তির কখনই ভগবৎকথায় শ্রদ্ধা হয় নাই জানিতে হইবে। যেহেতু শ্রীভগবান নিজমুখেই বলিয়াছেন—

তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্ব্বিদ্যেত যাবতা।
মৎকথা-শ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে॥
—(ভাঃ ১১।২০।৯)

অর্থাৎ যেকাল পর্য্যন্ত [illegible]

বিচার-আমলা থেকে জীবের আর কর্ম্ম-সমূহ কাচ থাকে না। সুতরাং, ভক্তাভক্তনী হইলেও যাহারা কর্ম্মমার্গে রুচিবিশিষ্ট থাকেন, তাঁহারা ভক্তিমার্গের কোন বিচারেই প্রবেশ করেন নাই বুঝিতে হইবে।

নীতি

পৃথিবীতে কোটী কোটী লোকের বাস, তাহাদের ভাব ও ভাষা অ প্রকার। প্রত্নতত্ত্ববিৎ মনীষিবৃন্দ বলেন—পৃথিবীর কথা কি, এক ভারতে ২৪৭ প্রকারের ভাষা প্রচলিত আছে, ভাবও অসংখ্য প্রকারের; একটার সহিত পর ভিন্ন, কাহারও সহিত কাহারও মতের মিল নাই। এই প্রকার অনন্ত ভাব ও ভাষাদি দ্বারা পরিপূর্ণ পৃথিবীর মানবসমূহকে মহাজনগণ নীতি-শূন্য, নিরীশ্বর নৈতিক, সেশ্বর নৈতিক এই তিন ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন।

নীতি শূন্য জীবন পশুজীবন সদৃশ, তাহাদের মধ্যে প্রকৃত মনুষ্যত্ব না থাকায় শিক্ষিত ও সভ্য সমাজ উহাদিগকে মানবাখ্য দ্বিপদ পশু সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত করিয়াছেন। সুতরাং নীতি শূন্য মানবদিগের কথা আর অধিক আলোচনা না করিলেও চলে। নিরীশ্বর নৈতিক জীবন পশুজীবন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইলেও শিক্ষিত সমাজ উহাদিগকে বহুমানন করিতে পারেন না; কেননা ঈশ্বর-বিশ্বাস মনুষ্যত্বের মুখ্য পরিচয়, ঈশ্বর-সম্বন্ধ-শূন্য কোন নীতিই পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় না। অতএব যে সমাজে তাহাই স্বীকৃত হয় নাই, সেই সমাজ 'ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ, যাবজ্জীবেৎ সুখং জীবেৎ' এই চার্ব্বাক বা এপিকিউরাসের নীতি অথবা বৌদ্ধ ও জৈনদিগের শূন্যবাদ ও নাস্তিক্যবাদ নীতি অবলম্বন পূর্ব্বক আহার নিদ্রাদি ইন্দ্রিয়তর্পণরত এবং তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট বস্তুর অনুসন্ধান-প্রবৃত্তি রহিত হইয়া যতই নীতিজ্ঞ বলিয়া নিজদিগকে পরিচয় দেন না কেন, তাঁহারা সভ্য-সমাজে কখনই প্রকৃত মনুষ্য বলিয়া স্পর্দ্ধা করিতে পারিবেন না।

সেশ্বর নৈতিকগণ বাস্তব সেশ্বর নৈতিক এবং কল্পিত সেশ্বর নৈতিক—এই দুই ভাগে বিভক্ত। কল্পিত সেশ্বর নৈতিকগণ বাস্তব সেশ্বর নৈতিকগণের অনুকরণে মুখে ঈশ্বর বিশ্বাস করিলেও ঈশ্বরের বাস্তব অস্তিত্বে দৃঢ় থাকে না। ইহাদের মধ্যে অনেকে ভগবানকে সর্ব্বশক্তিমান আনন্দময় কর্ত্তাহীন জ্ঞান করেন। আজকাল এই কল্পিত সেশ্বর নৈতিকের সংখ্যাই অধিক [illegible] হয় [illegible] সেশ্বর নৈতিকগণের [illegible] প্রচার উদ্ধৃত্যপরতন্ত্র বলেন—

[illegible] বাদাবেন চ বা বরং। [illegible] ইন্দ্রিয়-তর্পণেন বা।

—রাত্রিকালে নিদ্রায়, যৌবন দাম্পত্যে দিবা ভাগ অর্থোপার্জ্জনে এবং সংসার যাত্রা নির্ব্বাহে অতিবাহিত করাই যাঁহাদের জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য, তাঁহারাও ঐ চারিটী বস্তুলাভে সহায় করিবার জন্য কনক-কামিনী প্রতিষ্ঠা সংগ্রহের অনুকূলে ঈশ্বর-বিশ্বাস ও নীতি স্বেচ্ছা পূর্ব্বক স্বীকার করেন। সুতরাং এই সমাজের ঈশ্বর-বিশ্বাস ও নীতি ইন্দ্রিয়তর্পণমূলে প্রতিষ্ঠিত। ইহাদের ব্যবহার ভাল করিয়া পর্য্যবেক্ষণ করিলে দেখা যায়,—যে দেব দেবীকে ইহারা তাঁহাদের ইন্দ্রিয়-সুখের—সাংসারিক সুখের সহায়কারী বলিয়া মনে করেন, সেই দেব দেবীই ইহাদের সমাজে শ্রেষ্ঠ বলিয়া পূজিত হন, যে গুরু ইহাদের ইন্দ্রিয়তর্পণের—স্বেচ্ছাচারের প্রতিবন্ধক না হইয়া কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা অর্জ্জনের সুগম পথ দেখাইয়া দেন, তিনিই প্রকৃত গুরু বলিয়া সম্মানিত হন। যে যত অল্প সময়ে যত বেশী ইন্দ্রিয়-তর্পণ করিতে বা ইন্দ্রিয়তর্পণের সামগ্রী সংগ্রহ করিতে সমর্থ, সেই ব্যক্তি ইহাদের নিকট সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। পাশ্চাত্য-দেশে এই নীতির আদর যথেষ্ট দেখা যায়। বৃদ্ধ পিতামাতা বা আত্মীয় স্বজন অপেক্ষা তরুণ যুবক যুবতী ইন্দ্রিয়তর্পণের অধিক সহায়কারী বলিয়া সেই দেশবাসীর বৃদ্ধ মাতাপিতার বা আত্মীয়ের প্রতি অধিক সম্মান প্রদর্শন অপেক্ষা তরুণীর সেবা করাই তদ্দেশীয় 'এটিকেট' বা সভ্য-সমাজের প্রচারিত নীতি। কল্পিত সেশ্বর নৈতিকগণ এতদিন বাস্তব সেশ্বর নৈতিকের অনুকরণে দেব দ্বিজে শ্রদ্ধা ও প্রণাম দণ্ডবৎ দ্বারা গুরুবর্গের সম্মান করিতেন এবং গুরুজন-সমক্ষে অসদালাপ, তামাক খাওয়া, নিজ বৈধ পত্নীর সহিতও কোন প্রকার আলাপ বা হাস্য-পরিহাসাদিকে নিন্দনীয় অসদাচার বলিয়া মনে করিতেন। তৎকালে তাঁহারা পাশ্চাত্য নীতির অনুকরণ করিবার সুবিধা পান নাই, কিন্তু আজকাল উচ্চ শিক্ষিত বাঙ্গালী পত্নীর সহিত উদ্যান-বিহার, বন্ধুবান্ধবের সহিত পত্নীকে লইয়া মোটরে বা একায় চড়িয়া হাওয়া খাইতে যাওয়া, গুরুজন-সমক্ষে তামাক খাওয়া সঙ্গীত সঙ্গীতালাপ, নৃত্য প্রভৃতি পাশ্চাত্য নীতির অনুকরণকে বহুমানন করিতেছেন এবং সমাজে তাঁহারাই সভ্য এবং 'আপ্ টু ডেট্' বলিয়া খ্যাতি পাইতেছেন। ক্রমে অন্য জাতি বাঙ্গালীকে অনুকরণ-প্রিয় অশিক্ষিত জাতি হীনবল অনীতিজ্ঞ বলিয়া ঘৃণা করিতেছে। গুরুজনে প্রণাম দণ্ডবৎ বিশ্বসভ্যতার সভ্যতার অন্তর্গত নহে।

অতঃপর আর সেদিন নাই। যিনি সাধুসঙ্গ লাভের জন্য ব্যাকুল হইয়া নবদ্বীপ, বৃন্দাবন, শ্রীক্ষেত্র প্রভৃতি পবিত্র স্থানে বাস বা ভ্রমণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন, তাঁহার আজ সমাজে আদর নাই, পরন্তু যিনি সমুদ্রযাত্রা করিয়া দেশে ফিরিয়াছেন, তিনিই সম্মানার্হ। আজকাল যাহারা হরিভক্ত-বৈষ্ণবের পবিত্র উচ্ছিষ্ট ভোজন করেন, তাঁহারা সমাজের আক্রমণযোগ্য, আর যাঁহারা বিদেশীয় জাতির সহিত একত্রে উইলসন হোটেলে খানা খাইতে শিখিয়াছেন, তাঁহারাই সমাজে উচ্চ আসন পাইবার যোগ্য। যাহা হউক তাহাতেও কিছু যায় আসে না, কিন্তু নীতিশূন্য মানব-নিরীশ্বর মানব বা কল্পিত সেশ্বর মানবদিগের মধ্যে কোন সম্প্রদায় বাহ্যে ঈশ্বর স্বীকার করুন বা না করুন, তাঁহারা সকলেই ন্যূনাধিক ইন্দ্রিয়তর্পণে রত। ইন্দ্রিয়তর্পণনীতির বৈশিষ্ট্য এই যে, উহা অত্যন্ত চঞ্চল। যে কালে ঐ জীবগোষ্ঠীর মানবগণ ইন্দ্রিয়তর্পণে রত থাকেন, সেই সময় অভাব, অসুবিধা, রোগ, বন্ধুবিয়োগ-জন্য শোক, মৃত্যু, চোরডাকাতের উপদ্রব, প্রেমের প্রতি রাজার পীড়ন, প্রজার রাজদ্রোহাচরণ, দুর্ব্বলের প্রতি প্রবলের অত্যাচার প্রভৃতি অসংখ্য প্রকারের দৌরাত্ম্যগুলি আসিয়া তাঁহাদের ইন্দ্রিয়-সুখে বিঘ্নোৎপাদন করে। তৎকালে ইন্দ্রিয়তর্পণকারী নিজকে বিপদ্‌গ্রস্ত মনে করিয়া তৎপ্রতিকারের চেষ্টা করে এবং উহাদের সহিত ঘোরতর সংগ্রাম করিয়াও যখন কিছু করিতে পারে না, তখন ক্লান্ত হইয়া মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়ে ও অনুতাপ করিতে থাকে। 'হায়! কি ছিলাম, কি হইলাম, আজ কেন আমার এত দুর্দ্দশা হইল, আমার বিদ্যাবুদ্ধিবল আজ কোথায়' ইত্যাদি কত প্রকারে বিলাপ করিতে থাকে। ইন্দ্রিয়তর্পণপর নীতির আরও বৈশিষ্ট্য এই যে, উহা সর্ব্বদা পরিবর্ত্তনশীল। ইন্দ্রিয়তর্পণপর নীতি আজ যাহাকে ভাল বলিয়া গ্রহণ করে, তৎপরক্ষণেই আবার তাহাকে মন্দবোধে পরিত্যাগ করে। মনোধর্ম্মের বশে যিনি যে নীতি গ্রহণ করুন না কেন তাঁহাকে একদিন না একদিন উহার হেয়ত্ব উপলব্ধি করিয়া পরিত্যাগ করিতেই হইবে।

বাস্তব সেশ্বর নৈতিক, কল্পিত সেশ্বর নৈতিকদিগের ন্যায় চঞ্চল নহেন। ইঁহারা জগতের সহিত ভগবৎ সম্বন্ধ স্থাপন করেন এবং আত্মপরায়ণবিরাগে নিরন্তর ভগবানকে দর্শন করেন। ইঁহারা ভগবদ্‌বলে বলীয়ান বলিয়া সমগ্র জগৎ তাঁহাদের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াও তাঁহাদিগকে স্থানচ্যুত করিতে পারে না। বিপদ উপস্থিত হইলে কল্পিত সেশ্বর নৈতিকগণের ন্যায় ইঁহাদের হৃদয় দৌর্ব্বল্যের কথা দূরে থাকুক, অধিকন্তু বল আরও দ্বিগুণ বাড়িয়া যায়। কল্পিত সেশ্বর নৈতিক বা নিরীশ্বর নৈতিকগণ যখন ঠাকুর হরিদাসের বিরুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে নানাপ্রকারে নির্য্যাতন করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, তখন হরিদাস ঠাকুর নির্ভয়ে—'খণ্ড খণ্ড হই দেহ যদি যায় প্রাণ। তবু বদনে না ছাড়িব হরিনাম'—এই বাক্য কীর্ত্তন করিয়া নিজ বলাধিক্য জানাইয়াছিলেন। বাস্তব সেশ্বর নৈতিকগণ অভাব অসুবিধা, রোগ শোক, মৃত্যুকে, রাজার প্রপীড়নকে ভয় করিবার পরিবর্ত্তে ঐগুলিকে ভগবানের কৃপা জানিয়া ভগবানের নিকট প্রার্থনা করেন। পাণ্ডবগণ সংখ্যায় অল্প হইলেও ভগবদ্‌-বলে কল্পিত সেশ্বর নৈতিক কুরুদিগকে অনায়াসে পরাজয় করিয়া অবশেষে ভগবানের নিকট নিরন্তর ঐ প্রকার বিপদের প্রার্থনা করিয়াছিলেন। বাস্তব সেশ্বর নৈতিকগণ সংসারযাত্রা নির্ব্বাহোপায়ে দৈববর্ণাশ্রম প্রতিষ্ঠিত করেন, অপরাপর সমাজে তাহার অনুকরণে আসুর বর্ণাশ্রম-নীতি স্থাপন করেন। আসুর সমাজের সংখ্যা চিরকালই বেশী, সুতরাং সংখ্যাধিক্যবশতঃ তাঁহারা নিজদিগকে দৈহিক ও মানসিক বিজ্ঞানবলে বলীয়ান্ মনে করিয়া দৈবসমাজের প্রতি অত্যাচার করিয়া থাকেন। এইরূপ ব্যবহার সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতেই চলিয়া আসিতেছে, কিন্তু কোন দিন কোন সমাজ দৈবসমাজের কোন অনিষ্ট করিতে পারে নাই, তাহাদিগকে কখনও 'হায় আমার কি হইল, আমরা একদিন বিদ্যা বুদ্ধি-বল ধন-মানে কত উচ্চ ছিলাম, আজ তাহারা আমাকে ছাড়িয়া কোথায় গেল' বলিয়া অনুতাপ করিতে হয় না। অজ্ঞ বাস্তব সত্যের মহিমা জীব সহসা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না, ক্রমে ক্রমে উহা জীবের গ্রহণীয় হয়। একদিন যীশুখৃষ্ট, মহম্মদ এবং ভারতবর্ষে রামানুজ, মধ্ব প্রভৃতি বাস্তব সত্যের প্রচারকবৃন্দ বাস্তব কথা বলিতে গিয়া সাধারণের আক্রমণযোগ্য হইয়াছিলেন। আজ আবার তাঁহাদের প্রচারিত ধর্ম্ম সুশিক্ষিত সভ্য সমাজে বহু সম্মানের সহিত গৃহীত হইতেছে এবং ঐ ধর্ম্মের বহুল প্রচারের চেষ্টা হইতেছে।

ভোজনাগার

ভোজন ব্যাপারটী ভুবনে কাহারও অবিদিত নাই। উহা ভুবনবাসীর স্বাভাবিক ব্যাপার। সদ্যোজাত শিশু, জগতের সমস্ত বিষয় অজ্ঞাত থাকিলেও, কি যেন এক সংস্কারে মাতৃস্তনের অনুসন্ধান করে।

ভোজনাগার শব্দ ব্যক্তি বিশেষের ভোজনের নির্দ্দিষ্ট স্থানকে বুঝায়। কিন্তু বিশেষ বিচার করিয়া দেখিলে বুঝা যায় যে, এই বিশ্বই একটী বৃহৎ ভোজনাগার।

এখানে বদ্ধজীবের চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্ এই পঞ্চেন্দ্রিয়ের ভোগ্য বিষয়,—রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস ও স্পর্শ পরিপূর্ণভাবে বিরাজিত।

ক্ষুধার উদ্রেকে ক্ষুধিত ব্যক্তি ভোজনাগারে গমন করে। ক্ষুধার অনুদয়ে ভোজনাগারে বহুবিধ ভোগ্য বস্তু থাকিলেও কেহ সেদিকে দৃষ্টিপাতও করে না। ক্ষুধার সহিতই ভোজনাগারের সম্বন্ধ।

জীব শ্রীভগবানের নিত্য-সেবক। প্রভু-সেবাই তাঁহার নিত্য-ধর্ম্ম। যে কালে প্রভু-সেবামোদে মগ্ন হইয়া জীব বিভোর না থাকে, স্বতন্ত্রভাবে ভোগ-পিপাসায় আর্ত্ত হয়, সে-কালে সেই ভ্রান্ত জীবের ভজনাগার বৈকুণ্ঠ ছাড়িয়া ভোজনাগার বিশ্বে পতন হয়। যে জীব ভজনাগারে ভজনীয় ভগবানের সেবকাভিমানে তৎপর ছিল, আজ সেই জীব ভোজনাগারে ভোক্তৃঅভিমানে প্রমত্ত। ভোজন-সম্ভার-সংগ্রহকারিণী প্রকৃতিদেবীও জীব প্রকৃতিকে প্রকৃতিপতি সাজাইয়া যোষিৎ-ক্রীড়ামৃগের ন্যায় যথেচ্ছ ব্যবহার করিতেছে। ভোজন বিলাস-প্রমত্ত ভোজনাগার, নিজের দুর্দ্দশায় দৃষ্টিহীন হইলেও দুরিত-হন্তী দয়ানিধি বৈষ্ণব ঠাকুরগণ তাহাকে সুবুদ্ধি প্রদান করিতে অবতীর্ণ হন।

এই সংসারে লোকে স্ব স্ব প্রকৃতি-অনুসারে জগৎ দর্শন করিয়া থাকে। কামুক, জগৎকে কামিনীময় দেখে; লোভী, জগৎকে ধনময় দর্শন করে আর কাম-লোভাদি-শূন্য ধীর ব্যক্তি সর্ব্বত্র [illegible] হৃদয়ে শ্রীনারায়ণকেই দর্শন করেন। জগদ্বাসী ভোগোন্মত্ততা-হেতু কুদার্শনিক। জগদতীত বৈকুণ্ঠলোকবাসী সেবোন্মত্ত বৈকুণ্ঠীয় নয়নগণ সুদার্শনিক। তাঁহাদের দর্শনে কোন প্রকার হেয়তা, অপরতা বা [illegible] নাই। তাঁহারা ভক্ত-ভগবান ব্যতীত অন্য কিছু দেখেন না। এই ভোজনাগার বিশ্বে ভোগিকুলকে ভোগের হাত হইতে উদ্ধার করিতে তাঁহারাই একমাত্র পারঙ্গত।

বিশ্ব, জীবের সহিত ভগবানের লীলাক্ষেত্র। সুতরাং বিশ্বের যাবতীয় বস্তুই সর্ব্বভোক্তা জগন্নাথের সেবা সম্ভার। আমাদের মধ্যে যাহারা সেই ভগবৎ-সেবা-সম্ভার আত্মসাৎ করিতে যাইয়াছি, তাহারা এই বিশ্বকে ভোজনাগার দর্শন করিতেছি। আর বৈষ্ণব ঠাকুরগণ প্রভু চরণে নিবেদিতাত্মা; সুতরাং সমস্ত বস্তুই সর্ব্বেশ্বরের সেবায় নিযুক্ত করেন। শুধু তাহাই নহে, তাঁহারা আশ্রিতজনগণকে নিজের [illegible] দৃষ্টিতে বস্তু দর্শনের শক্তি প্রদান করেন।

যে দিন গৃহে ভজন দেখি
গৃহেতে গোলোক ভায়।
চরণ-সীধু দেখিয়া গঙ্গা
সুখ না সীমা পায়॥

আরাধ্য তত্ত্ব

(শ্রীপাদ রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিরত্ন)

ইহসংসারে আমরা সকলেই আরাধনা করি। আরাধন শব্দটি উপাসনা, সেবা, অভ্যাস, বন্ধন, সন্তোষণ, আকাঙ্ক্ষা, সাধন, প্রার্থনা প্রভৃতি অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। উহার যে কোনও একটীর বা বহুরভাব লইয়া আমরা সকলেই রহিয়াছি। তাহা হইলে আমরা সকলেই আরাধক, আরাধনা-ক্রিয়াটি আমাদিগের দ্বারাই নিষ্পন্ন হইয়া থাকে।

এবম্বিধ আরাধনা দ্বারা আমরা আরাধকগণ, আরাধ্যবস্তুর নিকট হইতে কি প্রকারের ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকি, সেসম্বন্ধে বিচার করা যথেষ্টরূপে প্রয়োজন। আমরা যে প্রত্যেকেই আরাধক তাহার প্রমাণ পৃথক করিয়া দিতে হইলেও এস্থলে প্রয়োজনানুরূপ সংক্ষিপ্ত আলোচনা হওয়া আবশ্যক।

আরাধনা অর্থে যদি সেবা, সন্তোষণ, আকাঙ্ক্ষা, সাধন, প্রার্থনা হয়, তাহা হইলে আমরা সকলেই কেহ ধনের, কেহ পরিবার পরিজনের, কেহ মান-সম্ভ্রমের, কেহ বিদ্যাবুদ্ধির, কেহ স্বদেশের, কেহ বা বিদেশের আরাধক।

এখন বিচার্য্য বিষয়—এই আরাধনা-কার্য্য আবহমানকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে; ইহাতে নিত্যত্ব কোথায়? বোধ হয় এ পর্য্যন্ত আমরা শুধু আরাধনাই করি, কোন অনুসন্ধান করি না। অনুসন্ধানের প্রয়োজন-বোধও আমাদিগের মধ্যে—বহু ব্যক্তির নাই। যদিও বা কেহ সৌভাগ্যবশে অনুসন্ধানে ব্রতী হইয়া থাকেন, তিনি নিশ্চয়ই তথাকথিত আরাধনার নিত্যত্ব খুঁজিয়া পান নাই। সেইজন্য হয়ত তিনি—আরাধ্য, আরাধনা, আরাধক এই ত্রিতত্ত্বের অনুসন্ধানে পাগলপারা হইয়া নিত্যারাধক সাধুর চরণ-প্রান্তে উপনীত ও প্রপন্ন হওয়ার সুযোগ পাইয়াছেন।

যিনি নিত্যই আরাধনা করেন, যাঁহার আরাধ্য বস্তু নিত্য, নিত্য তিনিই আরাধক। অনিত্য বস্তু যদি আরাধ্য হয়, তাহা হইলে আরাধনা অনিত্য, আরাধকও অনিত্য। ইহা স্বতঃসিদ্ধ [illegible]

আরাধনা কামী প্রত্যেক [illegible] নিত্যারাধক সাধুর চরণে শরণাগত হইয়া নিত্যারাধ্য বস্তুর সন্ধান নিত্যারাধনায় নিযুক্ত হওয়া একান্ত আবশ্যক সংবাদ। এই সংবাদটী অতিশয় [illegible] পাইয়া উদাসীন থাকা অনাদর [illegible] নিবোধেরই কার্য্য।

এখন যদি আমরা আরাধনা [illegible] উপাসনা-তত্ত্ব নিজেরা একটা নির্ব্বাচন করি

ও কেহ মনের খেয়ালে সেই বস্তুই নিত্য-বোধে আরাধনায় প্রবৃত্ত হই, অবশ্য বলা বাহুল্য জগতে আমরা যে ধন পুত্র পরিজন দেহ গেহ মান সম্ভ্রম প্রভৃতির আরাধনায় নিযুক্ত রহিয়াছি তাহাতে কখনও অনিত্য বুদ্ধি উপস্থিত হওয়ার অবসর নাই, যেহেতু প্রাণ অর্থ বাক্য বুদ্ধির দ্বারা নিরন্তর তৎসেবার বাস্ত। মধ্যে মধ্যে ভাব-প্রবণতায় গানে বক্তৃতায় লেখায় পড়ায় আলাপে প্রলাপে ঐ ঐ বস্তুতে অনিত্য শব্দ প্রয়োগ করি মাত্র কিন্তু নিত্য বুদ্ধি পূরাপূরি ভাবেই রহিয়াছে সুতরাং আমাদিগের এক প্রকার বদ্ধধারণায় অনিত্য বস্তুর আরাধনায় মনগড়া ঈশ্বরারাধনাও কাঠ পাথর মাটী পোড়া [illegible] আরাধনা হইয়া যায় [illegible] হইতে আমরা নিত্যারাধ্যের আরাধনা হইতে বঞ্চিত হই; কারণ নিত্যারাধ্য মানবের চিন্তার অতীত বস্তু। কৃষ্ণকৃপাপ্রাপ্ত মুক্ত পুরুষগণই সেই তত্ত্ব অবগত আছেন তাই কলিযুগপাবনাবতারী সর্ব্বচৈতন্য-শরণ্য শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের চরণে বা তদ্ভক্তগণ-চরণে শরণাগত হইলে তাঁহারা কৃপা করিয়া নিত্যারাধ্য বস্তুর সন্ধান দিয়া থাকেন। আমাদের পূজ্য পূজ্য আচার্য্যবর্য্য শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুর আরাধ্যতত্ত্বের সন্ধান দিয়া গিয়াছেন—

"আরাধ্যো ভগবান ব্রজেশ-তনয়স্তদ্ধাম
বৃন্দাবনং
রম্যা কাচিদুপাসনা ব্রজ-বধূবর্গেণ যা
কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং প্রেমা পুমর্থো
মহান
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং তত্রাদরো
নঃ পরঃ॥"

"ভগবান্ ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ এবং তদ্রূপ বৈভব ধাম বৃন্দাবনই আরাধ্য বস্তু। ব্রজ বধূগণ যে ভাবে কৃষ্ণের উপাসনা করিয়াছিলেন, সেই উপাসনাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থই নির্ম্মল শব্দ প্রমাণ এবং প্রেমই পরম পুরুষার্থ—ইহাই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মত। সেই সেই সিদ্ধান্তেই আমাদের পরম আদর, অন্য মতে আদর নাই।"

এই বাক্য-রত্ন-রাজকে অবহেলা করিয়া অবনা যদি অনিত্য বস্তুর আরাধনায় [illegible] সুখ বা স্বর্গাদি লাভে প্রয়াসী হই [illegible] 'আরাধ্য' দেবতাগণ মনুষ্য জন্ম কাটাইলেও, তবে আমাদিগের ভাগ্যে [illegible] প্রশংসা [illegible] কেহই করিবেন না। [illegible] মূল্য [illegible] লাভ করিয়া [illegible] নিত্যারাধ্য [illegible] মানব [illegible] বঞ্চিত হওয়া কোন মতেই বাঞ্ছনীয় নহে।

জানে না, কতদিনে হরি গুরু বৈষ্ণবের কৃপায় এই আরাধনা-তত্ত্ব স্ফূর্ত্তি পাইবে [illegible] দ্বিতীয়াভিনিবেশ হইতে ছুটি পাইব।

ধর্ম্ম বিজ্ঞান

অপর ধর্ম্ম—[illegible] প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তিভেদে ভোগপর ও ভগবৎপর। ভোগপরধর্ম্ম অপর ও ভগবানের ধর্ম্ম পরধর্ম্ম।

অহৈতুকী-জ্ঞান—শুষ্ক তর্কাদির অগোচর বেদের শিরোভাগ উপনিষৎ-প্রতিপাদ্য জ্ঞান।

জ্ঞান দ্বিবিধ—অবরোহ পন্থাগত অর্থাৎ গুরু পারম্পর্য্যলব্ধ-জ্ঞান ও আরোহপন্থালব্ধ অপক্ক-জ্ঞান অর্থাৎ ইন্দ্রিয়-ভোগমূলক খণ্ড জ্ঞান।

আলম্বন—বিষয় ও আশ্রয়কে আলম্বন বলে। বাসুদেব বিষয় ও বাসুদেবভক্ত আশ্রয়।

অপবর্গ—জ্ঞানী ও যোগীর মতে অপবর্গ বলিলে মোক্ষ বুঝায়। ভক্তের মতে প্রেমভক্তিই অপবর্গ। ভাগবত ৫।১৯।১৯ এর তাৎপর্য্য মতে অপবর্গ শব্দ হরিভক্তিকেই সর্ব্বাবস্থিত স্বরূপবোধকত্বে নিশ্চয় হরিভক্তিকেই অপবর্গ বলিয়াছেন; অপবর্গই বাসুদেবে অনন্য নিমিত্ত অর্থাৎ অহৈতুকী ভক্তিযোগ-স্বরূপ। বেদশাস্ত্রে আছে 'হে জনার্দ্দন, তোমার প্রতি নিশ্চলা সেবাই মুক্তি পদবাচ্য।'

ব্রহ্ম ও ব্রহ্মেতর—এই দুই শব্দের পার্থক্য এই যে ব্রহ্ম বৃহৎ, ব্রহ্মেতর অণু ও সগুণ। ব্রহ্ম পালক, ব্রহ্মেতর পাল্য।

—(হরিনামচিন্তামণি? [illegible])

মননশীলমুনি—মননশীল মুনি বলিলে জ্ঞানী, [illegible] ভক্ত বুঝায়।

জ্ঞানিগণ তত্ত্বার্থ ঈশ্বরে [illegible] জীবের দর্শন করেন। যোগিগণ অন্তর্হৃদয়ে অন্তর্যামীকে ধ্যান দ্বারা অবলোকন করেন এবং ভক্তগণ বাহ্যান্তরে প্রেম [illegible] দ্বারা ভগবন্মাধুর্য্য আস্বাদন করে।

গুরু—বেদ, শাস্ত্র [illegible] সদ্গুরু বলা হইয়াছে। [illegible] ও পরব্রহ্ম-নিষ্ঠ [illegible]

—([illegible])

"যেই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা [illegible]
[illegible] হয়॥"
দীক্ষা [illegible] গুরুতত্ত্ব।

পর-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

সম্প্রতি পর বিদ্যাপীঠে নিম্নলিখিত শিক্ষণীয় বিষয়নিচয়ের অধ্যাপকের আসনসমূহ সংস্থাপিত হইয়াছে—বিদ্যার্থিগণ আবেদন করুন।

১। সাহিত্যাসন, ২। ঐতিহ্যাসন,
৩। সম্প্রদায়বৈভবাসন, ৪। ভক্তিশাস্ত্রাসন,
৫। তত্ত্বশাস্ত্রাসন, ৬। বেদান্তাসন,
৭। একায়নাসন।

শ্রীনন্দলাল রায় বি, এ, কাব্যতীর্থ, বিদ্যাসাগর,
সম্পাদক—পরবিদ্যাপীঠ, শ্রীধাম মায়াপুর।

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

শ্রীগৌড়ীয়প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৪০৲ চল্লিশ টাকা।

২৭২৪ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে, সপ্তচত্বারিংশ খণ্ডে সূচী ছাপা হইতেছে।

৪৬শ খণ্ড গ্রন্থ নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে ১৫।৶০ সাধারণ পক্ষে ২০৸৶০। প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৶০, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ।/০।

দশম স্কন্ধের ভিক্ষা ১২৲, অগ্রিম সাধারণের পক্ষে ৮৲।

৬২ অধ্যায়পর্যন্ত একাদশ সংখ্যা ছাপা হইয়াছে।

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত ভক্তি গ্রন্থাবলী

যে সব উৎকলবাসী ভক্ত বাংলা অক্ষর পাড়তে জানেন না, তাঁহাদের শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত পরম উপাদেয় ভক্তি-কথা জানিবার সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে উড়িয়া-অক্ষরে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হইয়াছে বাংলা গ্রন্থের তুলনায় উড়িয়া গ্রন্থগুলির ভিক্ষাও অপেক্ষাকৃত অল্প।

গ্রন্থের নাম	ভিক্ষা
শ্রীহরিনাম চিন্তামণি, প্রতিখণ্ড	॥০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	১৲
সাধন পথ (শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টক) প্রতিখণ্ড	।০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	॥০
কল্যাণ কল্পতরু প্রতিখণ্ড	৶৫
একত্রে ৩খণ্ড লইলে	।০
গীতাবলী প্রতিখণ্ড	৴১০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৶১৫
শরণাগতি—প্রতিখণ্ড	৴০
একত্রে ৩খণ্ড লইলে	৶৫

প্রাপ্তিস্থান { শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ, কটক এবং শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, পুরী

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

"শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত"

সূচী প্রভৃতি সহ সম্পূর্ণ ছাপা শেষ হইয়াছে

আদি, মধ্য, ও অন্ত্যলীলা এবং সূচী ছাপা হইয়া সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছেন। যাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্বের ১৬৲ টাকা ভিক্ষার তৃতীয় সংস্করণ ৪৲ টাকায় না পাইয়া অপূর্ব সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের জন্যই উহার ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছেন। সেই ১০৲ টাকার এই বিরাট গ্রন্থের শত সংখ্যা মাত্র ৫৲ টাকা ভিক্ষায় দেওয়া হইতেছে। গ্রাহকগণ সত্বর হউন পরে আর এ সুযোগ থাকিবে না।

শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাস আদিকার

শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

সভাষ্য আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র গ্রন্থ ৮৲ স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲

নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪॥০ টাকা

শ্রীচৈতন্য মঠের [illegible] গ্রন্থ

[illegible] চৈতন্য মঠ

[illegible] নদীয়া

[illegible] রোড কলিকাতা

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিম্নলিখিত মঠসমূহে প্রাপ্তব্য:—

১। শ্রীচৈতন্য মঠ,—পোঃ, শ্রীধামমায়াপুর, (নদীয়া)।
২। শ্রীগৌরগদাধর মঠ,—চাঁপাহাটি, সমুদ্রগড় পোঃ, (বর্দ্ধমান) ;
৩। শ্রীভাগবত আসন,—ভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৪ শ্রীগৌড়ীয় মঠ,—১নং উল্টাডিঙ্গি জংশন রোড, কলিকাতা।
৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ,—পোঃ চটক পর্বত, পুরী।
৬। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ,—উড়িয়া বাজার, কটক।
৭। শ্রীভাগবত মঠ,—চিরাগিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।
৮। শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ,—৪নং অগস্ত্যকুণ্ড, কাশী, ইউ, পি।
৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,—ছিপিগালি, বৃন্দাবন, মথুরা, ইউ, পি।
১০। শ্রীপরমহংস মঠ —নিমসার পোঃ, সীতাপুর, ইউ পি।
১১। শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ,—কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল, পাঞ্জাব।
১২। শ্রীমাধবগৌড়ীয় মঠ, —২নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।
১৩। শ্রীগদাইগৌরাঙ্গ মঠ,—বালিয়াটি, ঢাকা।
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম,— আমলাযোড়া, রাজবাঁধ পোঃ, বৰ্দ্ধমান।
১৫। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ,—ডুমুরকোন্দা, চিরকুণ্ডা পোঃ, মানভূম।
১৬। শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয় মঠ,—আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী, উড়িষ্যা।
১৭। শ্রীগৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয় ১০১ হনুমান রোড নিউদিল্লি

এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণের নিকটও নদীয়া-প্রকাশ প্রাপ্তব্য।

১। শ্রীযুক্ত জনার্দ্দন ঘোষ —বসু মল্লিক রোড, খুলনা
২। শ্রীযুক্ত রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিরত্ন —দেওয়ানগঞ্জ, হলদিবাড়ী কুচবিহার।
৩। শ্রীযুক্ত [illegible] [illegible] লেন, কলিকাতা
৪। [illegible] [illegible] কানপুর।
৫। শ্রীযুক্ত [illegible]
৬। [illegible] আনকালী, [illegible]
৭। শ্রী[illegible] [illegible] ঢাকা।
৮। শ্রীশ[illegible]।

শ্রীচৈতন্যমঠের গ্রন্থাবলী

শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুর বিরচিত

ঠাকুর গ্রন্থাবলী।

উৎকৃষ্ট কাপড়ে বিলাতী ধরণে বাঁধাই স্বর্ণালঙ্কৃত। চতুর্থ সংস্করণ। বিস্তৃতবিষয় সূচীসহ

জৈবধর্ম্ম

বাঁধাই ২৲ দুই টাকা

প্রকাশিত হইয়াছে

সনাতন ধর্ম্মশাস্ত্র বেদ, বেদান্ত, উপনিষৎ, গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত, পুরাণ, তন্ত্রাদি সকল গ্রন্থ পাঠ করিবার অবসর অতি অল্প মানবের ঘটিয়া থাকে। অনেকের যোগ্যতা না থাকায় সেই সমস্ত গ্রন্থের মর্ম্ম অবগত হইতে পারেন না। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বাঙ্গালীর এই অসুবিধা দূরীভূত করিবার জন্য এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

বিদ্যালয়ের ছাত্র বা শিক্ষকগণের বিশেষ পাঠ্য, এই হেতু শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টর বাহাদুর ইহা সমস্ত বিদ্যালয়ের জন্য অনুমোদন করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

প্রথম খণ্ড ভিক্ষা ১৲ একটাকা

যুক্তিপূর্ণ শাস্ত্রবাক্য দ্বারা প্রত্যেক মানবের নিত্য কর্ত্তব্য ও মানব সাময়িক কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। গ্রন্থের প্রতি উক্তি সনাতন শাস্ত্রবাক্য দ্বারা সমর্থিত ও প্রমাণিত হইয়াছে। দেহের, মনের ও আত্মার ধর্ম্ম কি? স্বদেশ, বর্ণাশ্রম, নীতি, ধর্ম্ম কি? ইত্যাদি বিষয় ক্রমানুসারে এমন সুন্দরভাবে যুক্তিসহকারে আলোচিত হইয়াছে যে, প্রথম ... হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত পাঠ না করিয়া নিবৃত্ত হওয়া যায় না।

শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ভিক্ষা ৷৵০

ঐ প্রমাণ খণ্ড ভিক্ষা ৵০

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিহার ও লীলাভূমি নয়টী দ্বীপ-সমন্বিত। এই নয় দ্বীপের প্রাচীন বিবরণ— প্রত্যেক দ্বীপে শ্রীমহাপ্রভুর লীলা- প্রত্যেক স্থানের পরিচয়, শ্রীধাম-মাহাত্ম্য—ধামাপরাধ কি? ইত্যাদি বিষয় বিশেষভাবে মনোহর ছন্দে বর্ণিত। পকেট সাইজ প্রায় ১৬০ পৃষ্ঠা।

শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ

উজ্জ্বল ব্রোঞ্জ ব্লু কালীতে উত্তম কাগজে ছাপা— শ্রীনবদ্বীপধাম দর্শনে ভাবুক দর্শনকারীর কি প্রকার ভাবের উচ্ছ্বাস হয়, তাহা এই গ্রন্থে বর্ণিত। অতি চমৎকার। ভিক্ষা চারি আনা।

শ্রীশ্রীভজনরহস্য

৷৵০ দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভুকে উপদেশচ্ছলে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিচার অতি সুন্দরভাবে বর্ণিত হইয়াছে। ইহা ছাড়া শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদিষ্ট শিক্ষা ও উপদেশ বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

গৌড়ীয়-বৈষ্ণব জগতে অভিনব গ্রন্থ

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতি গ্রন্থাবলী :—

শরণাগতি

পকেট সাইজ
অষ্টম সংস্করণ
ভিক্ষা ৵০ আনা

দেহ ও মনের চেষ্টা অনিত্যবস্তু লইয়া ... যখন জীব বুঝিতে পারে, তখন একমাত্র নিত্যবস্তু শ্রীভগবানের প্রতি তাঁহার কোন জাতীয় আবেগময়ী প্রার্থনা হয় এবং শ্রীভগবানে সর্ব্বাত্মকরণে নিষ্কপটে কি প্রকারে শরণাপন্ন হইতে হয়, ইত্যাদি বিষয়ক প্রাণস্পর্শী প্রার্থনা ও আত্মসমর্পণমূলক গান। উড়িয়া সংস্করণও প্রকাশিত হইয়াছে।

ভিক্ষা প্রতি খণ্ড ৵০ এক আনা।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা— ৵৹, নবদ্বীপশতক— ৵০

অর্থপঞ্চক ৵০

কল্যাণকল্পতরু

পকেট সাইজ
পঞ্চম সংস্করণ
ভিক্ষা ৵১০

আমরা প্রত্যহ নূতন অভাব ও কামনার বশবর্ত্তী হইয়া পুনঃপুনঃ যে অকল্যাণকে কল্যাণ বলিয়া গ্রহণ করি এবং যাহার নিকট কল্যাণ কামনা করি, তিনি যে নিত্য বা যথার্থ কল্যাণ প্রদানে অসমর্থ এবং কোন বস্তু আমাদের নিত্য কল্যাণদাতা এবং কি ভাবে আমরা সেই কল্যাণলাভে সমর্থ হইব, এই সকল কথা সরল গানে লিখিত। এই গীতিগ্রন্থ বাস্তবিক কল্যাণের কল্পতরু; ইহা প্রত্যেককে নিত্যকল্যাণ প্রদানে ...

শ্রীল চক্রবর্ত্তি ঠাকুরের টীকা সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর কৃত টীকা ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কৃত বঙ্গানুবাদ। টীকাকারের জীবনী, শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি বহু প্রয়োজনীয় বিষয় সংবলিত প্রায় ৮০০ পৃষ্ঠা। উৎকৃষ্ট সিল্কে বাঁধাই ২৲ দুই টাকা, কাগজে বাঁধা ১৷০

শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ কৃত ভাষ্য সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

কাগজ ও ছাপা উৎকৃষ্ট। সিল্কে বাঁধাই, সোণার জলে নাম লেখা রাজসংস্করণ ২৲ টাকা, সাধারণ সংস্করণ ১৷০, গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণকে ১৷০

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি (অভিধানকোষগ্রন্থ)

বিষয়— ... ভক্তিশাস্ত্রে ব্যবহৃত শব্দাবলীর অর্থ, ... চারি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের চরিত্র, ৩। বিদ্বৎবৈষ্ণবগণের শ্রীমন্দির ও শ্রীবিগ্রহের বিবরণ, ৪। ... ও গ্রন্থ সমূহের তাৎপর্য্য ও বিবরণ, ৫। বিষয় বিশেষের শ্লোক ও শাস্ত্রীয় আকরমূলে মীমাংসা ইত্যাদি। চারিখণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ... প্রতি খণ্ড ... একত্রে ... (১ম খণ্ড ...)।

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ—১ম খণ্ড ১৲ এক টাকা

২য় খণ্ড ১৲ এক টাকা শ্রীমদ্ভাগবতের গ্রাহক ও গৌড়ীয় গ্রাহকগণ ... টাকায় দুই খণ্ড পাইবেন। বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীজীব গোস্বামিপাদের ... ইহাই মহাজনদের অধিক প্রয়োজনীয় গ্রন্থ। ... ডবল ক্রাউন ... পৃষ্ঠা আকারে মুদ্রিত হইতেছে।

শ্রীমদ্গোপালভট্ট গোস্বামী সংকলিত

সদাচারস্মৃতিঃ

ভিক্ষা ৵০ মাত্র

প্রাপ্তিস্থান— শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (প্রাচীন নবদ্বীপ) নদীয়া

গৌড়ীয়

সচিত্র সাপ্তাহিক পত্রিকা

... বার্ষিক ভিক্ষা ... কার্য্যালয়— ১নং উল্টাডিঙ্গি জংশন রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা।

বেদোক্তমত

মদন মঞ্জরী

যটিকায় স্বপ্ন ও ধাতুবিকার, ইন্দ্রিয়শক্তির হ্রাস, প্রস্রাবে শুক্রপাত, দিবাস্বপ্ন, মাথাঘোরা, বুক ধড় ফড়ানি, অনিদ্রা প্রভৃতি লক্ষণ সমূহ নির্দ্দোষ আরোগ্য হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ৪০ বটী ১৲ এক টাকা।

"নপুংসকারি ঘৃত"

পুরুষত্ব ফিরাইতে ও ধ্বজভঙ্গে ইহা আরোগ্য করিতে অদ্বিতীয়। মূল্য ২ তোলা ১৲ টাকা।

"রমণবিলাসিনী বটিকা"

বীর্য্যধারণ করিতে রমণশক্তি স্থায়ী ও বৃদ্ধি করিতে অতুলনীয়। মূল্য ১৬ বটী ১৲ এক টাকা।

বৈদ্যরাজ নারায়ণজী কেশবজী

১৭৩নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

বিজ্ঞাপন

সাবধান! সাবধান!! সাবধান!!!

জে, বি, দত্তের চোকা ... বাদাম তৈল

অতি ... এবং উপকারিতায় সর্ব্বজন পরীক্ষিত ও বহু প্রশংসিত।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল খরিদ করিবার সময়, শিশির গায়ে ইংরাজী J. B. Datta & Co. নাম দেখিয়া খরিদ করিবেন। নতুবা জুয়াচোরেরা ... তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে।

নিবেদক জে, বি, দত্ত

ফেরাস কুইনিন

নূতন এবং পুরাতন ম্যালেরিয়ার যম।

... উপসর্গ ... ডাক্তারের ... ক্লিনিক্যাল ... করিলে ... কঠিন ... হইতে ... উপসর্গ নষ্ট করিয়া ... ও প্লেগ ... বড় বোতল—মূল্য ২৲, ছোট ৩ টাকা ... ক্লিনিক্যাল ল্যাবরেটরী ... কলিকাতা।

পর-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

এখানে আহার এবং বাসস্থান দিয়া বিদ্যার্থিগণকে বিভিন্ন শিক্ষণীয় বিষয় শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। অনেক ছাত্র ইতোমধ্যেই আসিয়া পাঠ আরম্ভ করিয়াছেন। বর্ত্তমান বর্ষে সকল ছাত্রই গভর্ণমেণ্ট সংস্কৃত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

প্রধান অধ্যাপক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রচন্দ্র কাব্য ব্যাকরণ-সাংখ্য-বেদান্ত-ষড়্‌দর্শন-তীর্থ, সাংখ্যভূষণ, বেদান্তরত্ন, সাহিত্যশাস্ত্রী, সুদর্শনবাচস্পতি।

অধ্যাপক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গৌরদাস ব্রহ্মচারী ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীধাম মায়াপুর পরবিদ্যাপীঠ, (নদীয়া)

বেদনাঞ্জন

শ্রেষ্ঠরত্ন।

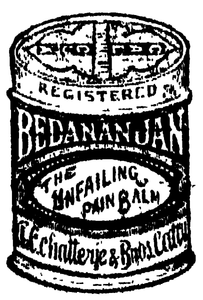

কলিকাতা কংগ্রেস একজিবিসন হইতে বহু প্রশংসা প্রাপ্ত ও বহু গণ্যমান্য ভদ্রমহোদয়গণ কর্ত্তৃক প্রশংসিত।

আজকাল বাজার-চলন মিশ্রিত ও বিষাক্ত আহার্য সেবনে শরীরের রক্ত অনেক দোষিত হইয়া পড়িতেছে। বেদনাঞ্জন ... এই রক্ত দোষিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মানব বাত, বেদনা, মাথাধরা, মাথা-ঘোরা, দৃষ্টিশক্তির হ্রাস, দাঁতের গোড়া ফুলা, দাঁত কনকনানি, দাদ, খোস, পাঁচড়া, চুলকানি প্রভৃতি কষ্টদায়ক চর্ম্মরোগে আক্রান্ত হইতেছে। যদি আপনি একেবারে ব্যাধিমুক্ত হইতে চান, তাহা হইলে অযথা পয়সার অপব্যয় না করিয়া অল্প ব্যয়ে এক শিশি বেদনাঞ্জন ক্রয় করিয়া ইহার কার্য্যকারী-শক্তি উপলব্ধি করুন। ... মূল্য ... এক শিশি ।৵০ আনা মাত্র মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান- এ, সি, চাটার্জ্জী এণ্ড ব্রাদার্স।

৪৪নং হলকাট লেন, কলিকাতা।

সকল মণিহারী দোকানে ও বড় বড় ডাক্তারখানায় পাওয়া যায়।

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

যদিও অদ্যাপি প্রকৃত মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য, তথাপি যাঁহারা নানাবিধ অনিয়মিত উপায়ে অপরিমিত শক্তি নষ্ট করিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন এবং নানা প্রকার মেহ, প্রমেহ, ধাতুদৌর্ব্বল্য, স্নায়বিক দুর্ব্বলতা, বহুমূত্র, দুঃস্বপ্ন, পারদ-সংক্রান্ত পীড়া, অর্শ এবং স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে যাঁহারা বাধক, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, স্বল্পরজঃ, শ্বেত ও রক্তপ্রদর, হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি রোগে ভুগিয়া জীবনে নিরাশ হইয়াছেন, তাঁহারা আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটাল সাহেবের আবিষ্কৃত **ইলেক্ট্রিক সলিউসন** ব্যবহার করিয়া বাঁচিতে পারেন, তাহার শত শত প্রমাণ প্রাপ্ত হইয়াছি। যাঁহারা অন্যান্য ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরোগ্য হইতে পারেন নাই, তাঁহারা একবার এর একটি ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক মাসের ব্যবহারোপযোগী এক শিশি ... মূল্য ১৸০ টাকা মাত্র।

সোল এজেণ্ট—ডাঃ ডি, ডি, হাজরা।

ফতেপুর, গার্ডেনরিচ পোঃ, কলিকাতা।

ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

অধ্যক্ষ

শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম,এ, এফ,সি,এস (লণ্ডন)

ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক

(প্রফেসার)

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ বিশুদ্ধ ও শাস্ত্রমতে নিজ তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হয়। পত্র লিখিলে বাংলা ক্যাটালগ পাঠান হয়। রোগের বিবরণ জানাইলে যত্নপূর্ব্বক ব্যবস্থা দেওয়া হয়। চিঠি পত্রাদি সম্পূর্ণরূপে গোপন রাখা হয়।

মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দুর)

(বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৪৲ টাকা

উৎকৃষ্ট স্বর্ণ, পারদ ও আমলাসার গন্ধক দ্বারা যথাশাস্ত্র প্রস্তুত।
নিত্য প্রয়োজনীয় সর্ব্বরোগনাশক মহৌষধ।

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৩৲ টাকা

উৎকৃষ্ট কাশীর আমলকী, বংশলোচন প্রভৃতি যাবতীয় উপাদানে পূর্ণ মাত্রায় যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। কফ, কাসি, সর্দ্দি, যক্ষ্মা, ফুসফুস রোগ, হৃদরোগ প্রভৃতি রোগের মহৌষধ। সর্ব্বপ্রকার দুর্ব্বলতা নাশক আশ্চর্য্য পুষ্টিকর মহৌষধ বা খাদ্য বিশেষ।

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬৲ টাকা

ইহা সেবনে ধাতুদৌর্ব্বল্য, শুক্রক্ষীণতা, স্বপ্নদোষ, প্রমেহ ও ধ্বজভঙ্গ সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায়। ইহা অপরিসীম আনন্দদায়ক রসায়ন।

অবলাবান্ধব যোগ

প্রদর, বাধক প্রভৃতি জরায়ুদোষ ও যোনিগত দুরারোগ্য রোগের মহৌষধ
মূল্য—১৬ মাত্রা ২৲ টাকা। ৫০ মাত্রা ৫৲ টাকা মাত্র

বিশুদ্ধ জল! ভয় নাই! বিশুদ্ধ জল!!

লক্ষ্মী টিউব-ওয়েল কোং

২০৫নং নবাবপুর, ঢাকা

বৈজ্ঞানিক-যুগের নব আবিষ্কার ... উন্নত বৈজ্ঞানিক-প্রণালীতে নলকূপ (*Tubewell*) নির্ম্মাণ করা হয়। ... লাট বাহাদুর, গভর্ণমেণ্ট সেক্রেটারী, ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট, ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের চেয়ারম্যান, জমিদার, তালুকদার প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত ভদ্রমহোদয়গণ এই কোম্পানীর কার্য্য দেখিয়া প্রশংসা করিয়াছেন। রাসায়নিক পরীক্ষায় জল বিশুদ্ধ না হইলে মূল্য গৃহীত হয় না। বিস্তৃত বিবরণের জন্য পত্র লিখুন।

বৃত্তিসহ সমগ্র

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

ভিক্ষা ২৲ টাকা। শিক্ষার্থি-ছাত্রের পক্ষে ১৸০ দেড়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—পরবিদ্যাপীঠ, শ্রীগোদ্রুমপুর

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

মনোমোহন প্রেস

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা

পূর্ব্ববাঙ্গালায় তুলনায় সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত
বৈদ্যুতিক মেশিনে দিবারাত্র কাজ চলিতেছে
বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা।

নদীয়া ... প্রেস হইতে শ্রীনিত্যানন্দবিহারী ব্রহ্মচারী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

স্থানীয় সংস্করণ

Registered No. C 1544

বিজ্ঞাপনের হার

প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অৰ্দ্ধ কলম ৩।০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

মূল্যের হার
অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক [illegible]
ষাণ্মাসিক [illegible]
ত্রৈমাসিক [illegible]
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা [illegible]

৪র্থ খণ্ড — সম্পাদক—প্রত্নবিদ্যালঙ্কার শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী — [২২৮ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্য মঠ শ্রীধাম মায়াপুর ১৭ই অগ্রহায়ণ মঙ্গলবার ১৩৩৬, ৩রা ডিসেম্বর ১৯২৯

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থাবলী

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্—শ্লোক সূচী, বিষয়-সূচী প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত। ভিক্ষা, প্রতি খণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৶০ গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশ গ্রাহক পক্ষে ৵০
২। ভাষ্য-সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ) ৫৲
৩। গৌড়ীয়-গীতি ৶০
৪। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।০
৫। ভজন-রহস্য ॥০
৬। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
" " " আবাঁধা ৸০
৭। গীতা (শ্রীবলদেব-ভাষ্যসহ) বাঁধা ২৲ আবাঁধা ১॥০
৮। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি-টীকা-সহ) বাঁধা ২৲ আবাঁধা ১॥০
গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ॥০
৯। মুক্তাফলটীকা ও শ্রীশ্রীসাধক? সানুবাদ (মাধ্ব) ২৲
১০। বেদান্তস্যমন্তকর সানুবাদ (রামানুজীয়) ॥০
১১। জৈবধর্ম্ম ২৲
১২। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৩। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৪। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ।৶০
১৫। দ্বীপ-দিগ্‌দর্শন ৵০
১৬। সাধনপথ (৩য় সংস্করণ) ।৵০
১৭। আচারী ও আচার্য্য ।৵০
১৮। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
১৯। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৵০
২০। শ্রীনবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
২১। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য (প্রমাণখণ্ড) ৶০
২২। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ৴০
২৩। শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমা দর্পণ ।০
২৪। শরণাগতি, গীতাবলী, সাধনকণ, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, নবদ্বীপশতক, উপদেশামৃত ও সদাচারস্মৃতি মোট ।৶০
২৫। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ও অর্চ্চনকণ ৸০
২৬। সাধককণ্ঠমণি
২৭। সংস্কার দীপিকা
২৮। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড) ৩৲
২৯। ব্রহ্মসংহিতা ।৷০
৩০। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ৸০
৩১। সাধকজীবনী সম্বাদ ।০
৩২। গৌরকৃষ্ণোদয় ৸০
৩৩। শ্রীচৈতন্যভাগবত (বিবৃতি, দ্বিতীয় সংস্করণ) ৩৲

এতদ্ব্যতীত পত্র পাঠাইলে ডাকযোগে ক্যাটলগ পাঠান হয়।

প্রাপ্তিস্থানঃ—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

২। শ্রীগৌড়ীয় মঠ—১নং উল্টাডিঙ্গি জংশনরোড, কলিকাতা।
৩। শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠ—[illegible] নবাবপুররোড, ঢাকা।
৪। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ—[illegible], কটক।
৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ—চটকপর্ব্বত, পুরী।
৬। শ্রীসনাতনগৌড়ীয় মঠ—[illegible], কাশী।
৭। শ্রীগৌড়ীয় মঠ—[illegible], দিল্লী।
৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ—[illegible], বৃন্দাবন।
৯। শ্রীভাগবত প্রেস, গোয়াড়ী কৃষ্ণনগর।
১০। শ্রীএকায়ন মঠ, গোয়াড়ী, কৃষ্ণনগর।

ইংরাজী ভাষায় ভক্তিগ্রন্থ

শ্রীচৈতন্যচরিত ও শিক্ষা ।০
নামভজন ।০
বৈষ্ণব দর্শন ও শ্লোক ।০
৪। ভাগবতীয় দর্শনরীতি ও ধর্ম্ম ।০
৫। কাম ও প্রেম [illegible]
৬। গৌড়ীয়মঠ [illegible] ৴০

দেবনাগরাক্ষরে ভক্তিগ্রন্থ

১। [illegible] ৸০
২। [illegible] [illegible]
৩। [illegible] ৶০
৪। [illegible] ৴০
৫। [illegible] ৷০
৬। [illegible] ।০

জাগতিক সংবাদ-সংগ্রহ

পরলোকে শিল্পী যদুনাথ

নদীয়া-জেলার মধ্যে কৃষ্ণনগরের আদি মৃৎশিল্পী প্রসিদ্ধ শিল্পী শ্রীযুক্ত যদুনাথ পাল মহাশয় কাশীধামে রাত্রি ১০ ঘটিকার সময় পরলোকে গমন করিয়াছেন। মৃত্যুর সময় তাঁহার বয়স প্রায় ১১২ বৎসর হইয়াছিল।

ব্যাঙ্কে ২৬০০০৲ চুরি

কলিকাতা কোম্পানীস্ট্রীটে পি এণ্ড ও ব্যাঙ্কের ভিতর হইতে একব্যক্তি ধীরে সুস্থে ২৬০০০ টাকা লইয়া বাহিরের দিকে যাইতেছিল। একজন কেরাণীর ক্ষিপ্রকারিতার জন্যই এই চুরিটা সফল হইতে পারে নাই। কয়েকটি পাটের কল হইতে অনেক দারোয়ান সঙ্গে লইয়া একজন প্রাতিনিধি ৪০০০০ টাকার চেক ভাঙ্গাইতে আসিয়াছিলেন। ২৬ হাজার টাকার নোট দেওয়া হইলে সেগুলি একটা থলিতে রাখিয়া বাকী টাকা সিকি আধুলি ইত্যাদিতে দিবার জন্য গণা হইতেছিল। সকলের মন যখন গণার দিকে, ঠিক সেই সময়েই ঐ চুরিটা হয়। একজন কেরাণীর সন্দেহ হওয়ায় তিনি সাবধান হইবার সঙ্কেত দেন। সঙ্গে সঙ্গে ব্যাঙ্কের দরজা বন্ধ করিয়া ঐ চোরকে ও তাহার তিনজন সঙ্গীকে ধরা হয়। অপর দুইজন সঙ্গী পলাইয়াছে।

গবর্ণরের উক্তি

কলিকাতার [illegible] সম্প্রদায় [illegible] নাম দিয়া একটি [illegible] আয়োজন করে। [illegible] শেষ হইলে [illegible] বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন যে [illegible] ডিসেম্বরের পর [illegible] আইন [illegible] করিবার আয়োজন করে [illegible] তাহার প্রতিবিধান [illegible] এবং [illegible] আছেন।

[illegible]

[illegible]

নদীয়া শ্রীধাম মায়াপুর-নবদ্বীপ-প্রদর্শনী,

(৩রা ফেব্রুয়ারী হইতে ১৭ই মার্চ্চ পর্য্যন্ত)

প্রদর্শনীর সকল জ্ঞাতব্য বিষয়ের জন্য
সেক্রেটারী মহোদয়ের নিকট
আবেদন করুন।

শ্রীকুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ,
শ্রীচৈতন্য মঠ, শ্রীধাম মায়াপুর পোঃ আঃ, (নদীয়া)।

শ্রীধাম মায়াপুর যাত্রিগণের দ্রষ্টব্য

শান্তিপুর হইতে নবদ্বীপঘাট

শান্তিপুর	কৃষ্ণনগরসিটি	মহেশগঞ্জ	নবদ্বীপঘাট
৫-৯	৬-৪৪	৭-২৪	৭-৩৭
৯-২৫	১০-৩০	১১-১০	১১-১৯
১২-২৫	১-৩০	২-১০	২-১৯
৪-৪	৫-১৪	৫-৫৪	৬-৩
৭-৬	৮-১১	৮-৫১	

নবদ্বীপঘাট হইতে শান্তিপুর

নবদ্বীপঘাট	মহেশগঞ্জ	কৃষ্ণনগরসিটি	শান্তিপুর
৫-৩৭	৫-৪৮	৬-৪৭	৭-৩২
৯-২৫	৯-৩৬	১০-৩৫	১১-২০
১২-১০	১২-২১	১-২০	২-৫
৩-২২	৩-৩৩	৫-২০	৬-৬
৬-৫৫	৭-৬	৮-৪	৮-৫০

কমিশন বর্জ্জন

নাগপুর ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস হুইটলী কমিশন বর্জ্জন করা সাব্যস্ত করিলেন। হুইটলী কমিশনের উদ্দেশ্য ভারতীয় মজুরদের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করা।

বিবাহ-আইন

মিঃ এম, কে, আচার্য্য বিবাহ-আইন সংশোধনকল্পে একটি বিল প্রস্তুত করিয়া বড়লাট সাহেবের সেক্রেটারীর নিকট পাঠাইয়াছেন।

বেতারের উন্নতি

মার্কোনি কোম্পানীর ডেপুটী ম্যানেজিং ডিরেক্টার বলেন অদ্রিয়ান সিমসন সাহেব লণ্ডন [illegible] করপোরেশনের একটী ভোজে বক্তৃতা দিবার সময় বলেন যে ডাঃ [illegible] সাহেবের আবিষ্কৃত পদ্ধতি অবলম্বন করিলে অনায়াসে বেতার বার্ত্তা [illegible] আকাশ দিয়া পাঠান যাইবে। [illegible] সহিত [illegible] হইবে না।

বৃটেন ও রুষিয়া

বৃটেনের ও রুষিয়ার রাজদূত পরস্পরের দেশে কবে হইতে কার্য্য করিবেন তাহা বিলাতের বৈদেশিক রাজ্য সচিব বলিতে পারেন না, তবে তিনি এই মাত্র বলিলেন যে উভয় দেশের রাজদূতগণ সমান সুবিধা পাইবেন। রুষ প্রতিনিধিগণের সহিত কথোপকথনের সময় তিনি অধিক সাহায্যের কথা কিছুই বলেন নাই।

পাঠকের অবগতির জন্য বলা যাইতেছে যে রুষের শাসন-পদ্ধতির প্রতি এবং রুষ জাতির প্রতি ইংরাজদের শ্রদ্ধা অন্তর্হিত হইয়াছিল। রুষ রাজদূতের পত্রাদি পরীক্ষা করিয়া তবে তাঁহার হাতে দিবার কথাও হইয়াছিল। এখন আর সে সমস্ত ব্যাপার ঘটিবে না বোধ হয়।

সনাতন ধর্ম্ম সম্মেলন

মাদ্রাজে নিখিল সনাতন ধর্ম্ম সম্মেলনের অধিবেশনে [illegible] চক্রবর্ত্তী সভাপতি ছিলেন। [illegible] প্রকাশ, [illegible] মতের [illegible] বলেন যে, খৃষ্টান সম্প্রদায়, ব্রাহ্ম সমাজ, আর্য্যসমাজ, রামকৃষ্ণ মিশন ও কংগ্রেস ধর্ম্ম প্রসঙ্গকে বিনাশ করিবার জন্য [illegible]।

কংগ্রেস সংবাদ

লাহোরে রাভিনদীর তীরে লাজপত নগরের পত্তন চলিতেছে। ঢেন পার্ক পূর্ব্বে জনশূন্য হিংস্র পশুর আবাসস্থল ছিল। আজ তাহা একটী মহানগরীতে পরিণত হইয়াছে। কংগ্রেস মণ্ডপে ১৫০০০ লোকের বসিবার স্থান হইবে।

প্রেসিডেন্টকে সুসজ্জিত শ্বেত অশ্ব চালিত যানের উপর খুব ধুমধামের সহিত লইয়া যাওয়া হইবে। বহু ভলান্টিয়ার ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি শোভা-যাত্রায় যোগ দিবেন। সকলের অগ্রে যাইবেন স্ত্রী ভলান্টিয়ার, তাঁহার পশ্চাতে ২০ জন সশস্ত্র অশ্বারোহী, তাহার পশ্চাতে ২০০ অশ্বারোহী।

আগামী ২৫শে ডিসেম্বর তারিখে প্রেসিডেন্টের লাহোর পৌঁছিবার কথা।

কংগ্রেস একজিবিসনে ভারতের সমস্ত প্রদেশ হইতেই দ্রব্য প্রেরিত হইতেছে। আশা করা যায় যে অন্যান্য বৎসর অপেক্ষা এবৎসরে একজিভিসনে বেশী জাঁক জমক হইবে।

অনুন্নত শ্রেণীদিগেরও একটী সম্মিলনী হইবার বন্দোবস্ত চলিতেছে।

যে সকল ব্যক্তির সহিত একজিবিসনের সংস্রব আছে তাঁহারা যাহাতে রেল-কোম্পানী কর্ত্তৃক মঞ্জুর বড় দিনের কনসেসনে লাহোর যাইতে পারেন, তজ্জন্য লাহোর কংগ্রেস-প্রদর্শনী কমিটি উদ্বোধনের দিন ২০শে ডিসেম্বর ধার্য্য করিয়াছেন।

মহাত্মা গান্ধীর দান

নবজীবন প্রেসের মূল্য একলক্ষ টাকা। ইহাতে গুজরাটী ও হিন্দী ভাষায় নবজীবন এবং ইংরাজী ভাষায় ইয়ং ইণ্ডিয়া ছাপান হয়। এই প্রেস মহাত্মা গান্ধী জনসাধারণকে দান করিয়াছেন।

দানপত্রে সর্ত্ত আছে যে অহিংসা নীতি প্রচার করিতে হইবে, খাদি প্রচলন চেষ্টা করিতে হইবে এবং অস্পৃশ্যতাবর্জ্জনের আন্দোলন চালাইতে হইবে।

বিজ্ঞাপন

সাধারণের হিতার্থে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, কলিকাতার ২১৪নং বহুবাজার ষ্ট্রীটস্থ "[illegible]" মহোদয়ের রচিত মানসের ভ্রম না হইতে [illegible] "কাম-[illegible]" [illegible] পাঠ করেন নাই, তিনি অচিরে ঐ ঠিকানায় আবেদন করিয়া বিনামূল্যে প্রাপ্ত হউন। উক্ত [illegible] উপকৃত হইয়া [illegible] হাজার লোক [illegible] হইয়াছেন। [illegible] সন্তান উপকৃত হইবে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১৭ই অগ্রহায়ণ মঙ্গলবার—১৩৩৬

সাময়িক-প্রসঙ্গ

বেরিলি হইতে আগত শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার বসু মহাশয় কাঁকড়া মেঠো দলে থাকিবার ইচ্ছা করিয়াছেন—ইহা সত্য কিনা, আমাদের সন্দেহ ছিল। তৎসম্বন্ধে আমরা তাঁহার নিকট হইতে একখানা কৃপা-লিপি পাইয়াছি।

পত্রখানিতে ভাষার সৌন্দর্য্য ও লালিত্য কিছু থাকিলেও তিনি কতকটা ব্যক্তিগতভাবে মতের সমর্থন করিতে পরাঙ্মুখ হইয়াছেন। অশ্বিনীবাবু বলেন—তিনি কোলদ্বীপ বাড়ীর স্থাপন করায় আমরা তাঁহার বিশ্বাসের [illegible]।

কোলদ্বীপ—শ্রীনবদ্বীপেরই অংশ-বিশেষ। সুতরাং আমরা অশ্বিনীবাবুর কথায় তাঁহার পূর্ব্ব বাড়ীর পুনঃ প্রতিষ্ঠার আদর করি। বিশেষতঃ তিনি আত্মীয়-স্বজন পরিবেষ্টিত হইয়া [illegible], সুতরাং তিনি আমাদের প্রশংসাভাজন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

আমরা কোলদ্বীপের বিরোধী,—একথা তিনি কোথায় পাইলেন? আমরা কোলদ্বীপ শব্দের নামকে কুণ্ঠিত করি,—এইরূপ সিদ্ধান্তে তাঁহাকে কোন্ পথে লইয়া যাইতেছে? কোলদ্বীপে বাস করিলে নিশ্চয়ই নবদ্বীপ বাস হইবে, একথা আমরা কায়মনোবাক্যে বিশ্বাস করি।

অশ্বিনীবাবু কৃপা করিয়া শ্রীধাম মায়াপুরে শ্রীশ্রী পুণ্য [illegible] দর্শন দিবেন, ইহাতে আমরা বিশেষ আনন্দিত। যে কলেবর শ্রীনবদ্বীপ বাসে ইচ্ছা করেন, সেই বিগ্রহ দর্শনে আমাদেরও প্রচুর সৌভাগ্যের উদয় হইবে।

কোলদ্বীপে বাস করিয়া তিনি ২০।২২ দিন জ্বরাক্রান্ত ছিলেন এবং এখনও দুর্ব্বল আছেন, জানাইয়াছেন। কোলদ্বীপের বুড়শিবতলায় তাঁহার নিবাস এবং তিনি পূর্ব্বে ডাকঘরের কর্ম্ম করিতেন, সুতরাং শ্রীযুক্ত হরিদাস গোস্বামী মহাশয়ের নিবাস বুড়শিবতলায় বলায়, কিরূপ ব্যত্যয় হইয়াছে, তাহা ও যথাভাবে অশ্বিনীবাবু নির্ণয় করিতে পারেন।

গোস্বামী মহাশয় দোগাছিয়ার শ্রীবলরাম দাস ঠাকুরের বংশধর। সুতরাং শ্রীনিত্যানন্দগণে তাঁহার গণনা। আমরা সেই প্রবীণ গোস্বামী মহাশয়কে ভাল বলিয়াই জানিতাম, কিন্তু তিনি কাগজখানিকে যে বিরুদ্ধ পথ গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা অশ্বিনীবাবুও জানা আছে।

বুড়শিবতলায় বাস হইলে বা পোষ্টমাষ্টার হইলেই যে মহাপ্রভুর ভক্ত হইতে পারা যায় এবং প্রবীণতা লাভ করিলেই যে তিনি আমাদের আক্রমণের বস্তু হইবেন,—এরূপ নহে। হরিদাস বাবুর চিত্তবৃত্তি অশ্বিনীবাবু জানিয়াই লিখিয়াছেন যে, অশ্বিনীবাবুর প্রেরিত-পত্র তাঁহার কাগজে ছাপা হইবে না।

গোস্বামী মহাশয়, পোষ্টমাষ্টার মহাশয়, বুড়শিবতলা-বাসী মহাশয় কেন শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয়ের বিরোধী হইলেন? তাঁহার বিচারের সহিত ভেদ করিয়া কেনই বা তিনি "গৌরনাগরী" দলের নেতা হইলেন? কেনই বা তিনি বিষ্ণুপ্রিয়া-গৌরাঙ্গ-পত্র প্রকাশ করিলেন? কেনই বা তিনি অশ্বিনীবাবুকে এরূপ কথা বলিলেন?—

"তুমি বহুদূরে বহুদিন যাবৎ আছ। এখানকার বর্ত্তমান সংবাদ কিছুই জান না। এখানে আসিলে সাক্ষাতে সমুদয় অবগত হইবে। এজন্য তোমার প্রেরিত প্রবন্ধ পত্রিকায় ছাপা হইবে না।"

অশ্বিনী বাবুর অপরাধ—হইয়াছিল শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অনুকূলে সুদীর্ঘ প্রবন্ধ লেখা। তাহা ভূতপূর্ব্ব পোষ্টমাষ্টার বাবুর বিরোধী হইয়াছিল। কিন্তু এই মাষ্টার বাবুই তাঁহার "গৌরাঙ্গ-মহাভারতে" কিছু দিন পূর্ব্বে কি লিখিয়াছিলেন, তাহাই আলোচ্য।

পোষ্টমাষ্টার বাবু পেন্সন পাইয়া "দাদা ও মা" নামক একদলে প্রবিষ্ট হইয়াছেন। তিনি গৌরনাগরী মতবাদ প্রচারের [illegible] গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি যাবতীয় অপরাধাক্রান্ত সম্প্রদায়গুলিকে স্বীয় উন্নত অঙ্কে ধারণ করিয়া শাস্ত্রীয় সত্য ও গৌরসুন্দরের প্রেমধর্ম্মে কামের আরোপ করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। বিগত ছয় বৎসরে গৌড়ীয় পাঠ করিলে পোষ্টমাষ্টার বাবুর ইদানীন্তন চেষ্টা সমুজ্জ্বল বুঝা যাইবে।

[illegible] বসু, ভগবদ্ভক্ত শ্রীপাদ-[illegible] একত্র এবং গঙ্গাদেশে [illegible] [illegible] যখন যেটীর সেবা ভাল মনে করেন, সেইটী। সেবাদেশে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন বলিয়াই শুদ্ধভক্তগণ বলিয়া থাকেন। কখনও তিনি চট্টগ্রামে, কখনও কুমিল্লায়, কখনও ঢাকায়, বরিশালে, কখনও কারফরমা রূপে পরিব্রাজকরূপে গমনাগমন করেন।

শ্রীধাম মায়াপুরের বিরোধিগণ প্রকৃত প্রস্তাবে প্রেমভক্তির বিরোধী বা শুদ্ধভক্তির বিদ্বেষী এবং বিদ্ধভক্তির পক্ষপাতী হইয়া নিজ নিজ অপরাধের পরিপোষণ করেন। শুদ্ধভক্তগণ তাঁহাদের সহিত সম্বন্ধ রাখিতে ইচ্ছা করেন না। স্বার্থের খাতিরে তাঁহারা ভক্তগণের প্রতি সদ্ব্যবহার করিতেও কুণ্ঠিত।

অশ্বিনী বাবু শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয়কে পরম বন্দনীয় বলিয়াছেন, আবার তাঁহার প্রতি দ্বাদশবর্ষকাল যাবৎ ঈর্ষাপরায়ণ ব্যক্তিগণের প্রতিও তিনি পরম-শ্রদ্ধান্বিত। কোনটী তাঁহার নিজের কথা, এবং কোনটী তাঁহাকে কাহারা ও কে বলিতে বাধ্য হইতে হইয়াছে, তাহাই জানিব।

জনসঙ্ঘের উদ্দেশে যদি নিজের হৃদগত শ্রদ্ধা অন্যাকার ধারণ করে, তাহা হইলে উহা "নিষ্কপট" বলিয়া কথিত হয় না। শ্রদ্ধা-শব্দে সুদৃঢ় বিশ্বাস। [illegible] শ্রদ্ধাহীন, তাঁহারই কুতর্কযুক্ত শ্রদ্ধার হানি হয়। শ্রদ্ধার হানি হইলেই ঈর্ষা-বাদপরায়ণ জনগণের আনুগত্য ভাল লাগে। উহা সরলতার লক্ষণ নহে।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটকে নিষ্কপটতার মহিমা শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীমুখে [illegible] হইয়াছেন। আমরা সরলভাবে উহা প্রতিপালিত হইতে না দেখিলে, তাঁহাকে শুদ্ধভক্ত বলিতে শঙ্কিত হই। ভোগী কাম্যসম্প্রদায় কখনই গুরুত্ব লাভ করিতে পারেন না।

'গৃহব্রত' ও 'গৃহস্থ' এই শব্দদ্বয়ের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান। 'আলোক' ও 'অন্ধকার' যেরূপ পরস্পর বিরোধী, গৃহস্থ বৈষ্ণব ও গৃহব্রত ভোগীও তদ্রূপ পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বিভাবে অবস্থিত।

এসকল কথা নদীয়া-প্রকাশে পুনঃ পুনঃ আলোচিত হয়। গৃহস্থ হরিভজন করেন সংসার পালন করেন, গৃহব্রত জনগণ কৃষ্ণকে বঞ্চনা করিয়া ভোগ-সজ্জায় অপরাধকে স্থাপন করাকেই ধর্ম্ম বলিয়া [illegible] করেন।

[illegible] মল্লিক, শ্রীপ্রতাপচন্দ্র বড়াবাজ প্রমুখ গৃহস্থভক্তগণ [illegible] গ্রহণ করিয়াছিলেন। [illegible] তখন তাঁহারা [illegible] ছিলেন। কিছুদিন [illegible] শ্রীবংশীবদন বসু যাহা গৃহস্থ বৈষ্ণব ছিলেন [illegible] আর অনেকেই গৃহস্থবৈষ্ণবের [illegible] না পাইয়া শ্রীল [illegible] কথিত শ্রীগৌর-শিক্ষার বিরোধ করায় [illegible]

বসু মহাশয় [illegible] আলোচনাকে ব্যক্তিগতভাবে গ্রহণ করিবার যে অভিযোগ দিয়াছেন, তাহাতে আমাদের কোন সহানুভূতি নাই। তবে তিনি ব্যক্তিগতভাবে কোন ব্যক্তির নিকট যে সকল বাক্য বলিয়াছিলেন, তাহাতেই আমাদের আপত্তি; যেহেতু উহা বিদ্ধভক্তি-পর্য্যায়ে গণিত।

আউল বাউল নেড়া কর্ত্তাভজা প্রভৃতি তের প্রকার লৌকিক-গোবক্ত সম্প্রদায়ের সহিত আমাদের শুদ্ধভক্তি ও শ্রীচৈতন্য-প্রগত গোস্বামীসিদ্ধান্তের বৈষম্যজ্ঞান আছে। এরূপ বিষয়ী বিদ্ধ-ভজন-সাম্য-প্রদর্শনকারীদিগকে আমরা সাবধানের [illegible] বলিতে বাধ্য হই। [illegible] আমাদের যে ত্রুটী, তাহা সম্যক সাম্য-সমন্বয়বাদিগণ ক্ষমা করিতে পারেন।

উক্ত সমন্বয়বাদী অনেক সময় বলেন—[illegible] ও সাধুর সহিত [illegible] পণ্ডিতের [illegible] বৈষম্য [illegible] করিলে পাণ্ডিত্য হয় না; বৈষ্ণব-বিদ্বেষী ও কৃষ্ণবিদ্বেষীর সহিত কৃষ্ণোন্মুখের সমন্বয়ভাবে সমান জ্ঞান না করিলে সঙ্কীর্ণতা হয়। আমরা কিন্তু এসকল কথা সমর্থন করিতে পারি না।

কাঁকড়ার মাঠ কোন শাস্ত্রযুক্ত, কোন ঐতিহাসিক তথ্য বা কোন সঙ্গত বিচারেই "মায়াপুর" বলিয়া [illegible] হইতে পারে না। কাঁকড়ার মাঠকে আদর করিয়া যাঁহারা শুদ্ধভক্তির বিরোধকল্পে দোহাই দিতে প্রস্তুত, সেরূপ মতবাদমূলে যাঁহারা দল পাকাইয়াছেন সেই লোকগুলি [illegible] ও অজ্ঞতার বিমুগ্ধ হইয়া অন্যের বশ হন। সুতরাং নিত্য ভগবৎ-প্রপন্নের সহিত তাঁহাদের নিত্য পার্থক্য।

অশ্বিনীবাবু [illegible]
কারয় শুদ্ধবৈষ্ণবগণের
করিয়াছে [illegible]
থাকেন। [illegible]
সুন্দর [illegible] [illegible]
[illegible] প্রভৃতি
[illegible] আছেন।
[illegible] আর
[illegible] [illegible]

বিনাশের জন্য তাঁহার বিরুদ্ধে শুক-সমরাভিযানে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তখন জানিতে হইবে যে ভগবদ্ভক্তগণের মনো দোষ আছে।

যদি ঐরূপ অশ্বিনীবাবুর যুক্তি স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে শ্রীচৈতন্যদেবের ভগবত্তাবাদকারী নবীন অদ্ভুত সম্প্রদায়গুলি শ্রীচৈতন্যদেবের সংসার পরিত্যাগের বিষয়ে যে কটাক্ষ করেন, তাহাতে চৈতন্যদেবের জগদ্গুরুত্বে বিবাদ বিসম্বাদ উপস্থিত হওয়ায় শ্রীচৈতন্যদেবের আচরণও অবিসংবাদিত সত্য নহে বলিয়া অশ্বিনীবাবু পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত আছেন। আমরা এইরূপ বিচার আদর করি না।

আমরা যখন শ্রবণ করি যে, শ্রীচৈতন্যদেবের জগজ্জীবের প্রতি উপদেশে যে শ্রীরাধাগোবিন্দের ভজন অভিব্যক্ত হইয়াছে, উহা নীতিমুখে প্রতিবাদযোগ্য, তখন এইরূপ কথা শুনিয়াও আমরা অশ্বিনীবাবুর ন্যায় পোঙ্গাটার ব বৎ অনুগমন করিয়া বৈষ্ণবসার্বভৌম শ্রীজগন্নাথদাসের শ্রীচরণকমলে অপরাধ করিয়া বসি না।

কিন্তু আধ্যাত্মিক সম্প্রদায় চীৎকার করিয়া বলিতে পারেন বটে যে, ৪৩৩ বৎসর পূর্ব্বে যিনি জন্মগ্রহণ করেন, সেই চৈতন্যচন্দ্রের বিচার-ভ্রান্তি বিগত ১২৪ বৎসর পর যে সকল সত্য (?) পাওয়া গিয়াছে, তদ্দ্বারা প্রচুর পরিমাণে অভিব্যক্ত হয়, সুতরাং শ্রীচৈতন্যদেবের নিত্যদাসসমূহ ভ্রষ্টপথে যাওয়ায় আমরা কাঁকড়া মেঠো দলে সহানুভূতি প্রদর্শন করিব।

সেদিন ইউ-পিতে জনৈক গৌরনাগরীর উচ্চ-পদবীতে অবস্থিত জনৈক 'শিষ্য' বলিয়াছিলেন যে, বিগত দেওয়ালীর দিবসে তাঁহার কন্যার কালগ্রাসে পতন দেখিবার পর আর তাঁহার গৌর-নিত্যানন্দে বিশ্বাস নাই। তিনি আলোক নির্ব্বাপণ করিয়া কন্যার জীবন লাভের জন্য বহুদিবস ধরিয়া গৌরনিত্যানন্দের নাম একান্ত মনে কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। যদি গৌরনিত্যানন্দের কোন অস্তিত্ব থাকিত অথবা কোন শক্তি থাকিত, তাহা হইলে তাঁহারা অবশ্যই তাঁহার কন্যার জীবন দান করিতে সমর্থ হইতেন।

যদি কন্যার জীবনদানে গৌরনিতাইর শক্তি থাকিত, তাহা হইলে [illegible] ছোপকারীর অন্তর্দর্শন [illegible] তাঁহাদের ঈশ্বর না হইয়া [illegible] কি উচিত ছিল? [illegible] উচ্ছিষ্টভোজী [illegible] তাঁহার গৌরনাগরী [illegible] হইতে প্রাপ্ত গৌরনিতাই নাম অসংখ্য জপ করিয়া যখন গৌরনিতাইএর কৃপা পাইলেন না, তখন এরূপ নিন্দিত গৌর-নিতাইকে তিনি আর ডাকিতে ইচ্ছা করেন নাই। আমরা এই প্রকারের বিচারের পক্ষপাতী নহি।

শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুকে আক্রমণ করিতে আসিয়া জগাই মাধাই আপনাদিগের কৃতিত্ব প্রকাশ করিয়াছিল। আর আজ সেই ধারা অবলম্বন করিয়া যে সকল মৎসর ব্যক্তি শ্রীধাম বিরোধে যত্নবান হইয়াছেন, তাহা দেখিয়া যদি কেহ বলে যে, সিদ্ধ মহাপুরুষ শুদ্ধভক্তগণের প্রাণাধিক শ্রীধাম-মায়াপুর মৎসরজনগণের দ্বারা অবৈধভাবে আক্রান্ত হয় বলিয়াই তাহা মহাপ্রভুর প্রদর্শিত অবিসংবাদিত শ্রীবৃন্দাবন ও রাধাকুণ্ডাদি আবিষ্কারের ন্যায় নহে, তাহা হইলেও তাদৃশ সূক্তার পক্ষপাতী আমরা নহি।

শ্রীচৈতন্যদেবের আরাধনা সকল দেব-আরাধনা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; আর শ্রীচৈতন্যভক্তের আরাধনা তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এই কথাটিই যদি প্রবীণ অশ্বিনী বাবু বুঝিতে পারিতেন, তাহা হইলে অবান্তর উদ্দেশের বশবর্ত্তী কাঁকড়া মেঠো দল গুলিকে শুদ্ধগৌরভক্তের সহিত সমজাতীয়-বুদ্ধি করিতেন না। যাত্রার দলের ঝড়ো-দাড়ীর নারদ সাজা, আর শ্রীব্যাসগুরু-নারদের শ্রীনারদত্ব এক নহে। মেকী মায়াপুর ও আসল শ্রীধাম-মায়াপুর এক-জাতীয় নহে। নিত্য সত্য ধাম ও শ্রীধাম-বিষয়ে মূঢ়ের বিকৃত অনুভূতি একজাতীয় নহে। কোলদ্বীপের [illegible]কে অন্তর্দ্বীপের [illegible] সহিত যাঁহারা এক করিয়া ফেলেন, তাঁহারা রসাভাস-দোষে দুষ্ট। কাচের গহনাকে পাথরের গহনা মনে করা ঠিক নহে।

সংস্কার-তাৎপর্য্য

মন্ত্র-সংস্কার

পূর্ব্বপ্রকাশিত ২২০ সংখ্যার পর

'মন্ত্র-সংস্কার' সম্বন্ধে শ্রীলক্ষ্মপাদ শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিয়াছেন—

"শিষ্যের প্রতি প্রীত হইয়া গুরুদেব অনুগত জীবের পক্ষে হরিনাম-গ্রহণমান প্রকাশ করিবার জন্য মন্ত্রোপদেশ করেন। হরিনামে [illegible] দ্বারা [illegible] নিষ্ঠা [illegible] মন্ত্র [illegible]ক, উপাস্য ও উপাসনারূপ তত্ত্বত্রয়ের পরস্পর ক্রিয়া সুসিদ্ধ হয়। তাহাতে রসের আস্বাদন প্রবৃত্ত হইয়া পড়ে। মধু-পানে জ্ঞান আর আস্বাদন-দ্বারের রাস্তা দেখেন না। যে-সকল ভাগ্যবান্ ব্যক্তি অষ্টাদশ-অক্ষর মন্ত্রের অর্থ বিচার করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তাঁহারাই জানেন যে, মন্ত্রই ভগবদ্রসের একমাত্র সাংসিদ্ধ নিদর্শন। শাস্ত্রাদি বিচার করিলেও এরূপ সিদ্ধান্ত হইবে। যাঁহারা মন্ত্র গ্রহণ না করিয়া ভগবদ্রসের অন্য প্রকার আলোচনা করেন, তাঁহাদের আলোচনা অনেক শিথিল ও অসংযুক্ত। যে অংশ সংযুক্ত হইয়া ঈপ্সিত ফল দান করে, সে অংশ মন্ত্র-বিশেষ। অতএব মন্ত্র-গ্রহণ সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। মন্ত্র-গ্রহণ জীবের পক্ষে একটি প্রধান সংস্কার। সমস্ত তত্ত্ব অবগত হইয়াও অনেকে উপাসনাতত্ত্বে স্থির ভূমি লাভ করেন না। তাহার হেতু এই যে, তাঁহারা উপযুক্ত গুরুর নিকট তত্ত্ব, পুরশ্চরণ, নাম রূপ ও মন্ত্রোপদিষ্ট হন নাই, সকল বিষয়েই ক্রম ও পদ্ধতি আছে। ক্রম ও পদ্ধতি পরিত্যাগ করিয়া যাঁহারা উপাসনা করেন, তাঁহাদের উপাসনা কখন কখনও উৎপাতের হেতু হইয়া পড়ে। যথা:—

শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণাদি-পঞ্চরাত্রবিধিং বিনা।
ঐকান্তিকী হরের্ভক্তিরুৎপাতায়ৈব কল্পতে॥

অতএব হে সুধীর ব্যক্তিগণ! তর্কাদি দ্বারা বুদ্ধিকে দূষিত না করিয়া পরমারাধ্য শ্রীগুরুদেবের নিকট তাপ, পুণ্ড্র, নাম ও মন্ত্র গ্রহণ করুন। তাহাতে কেবল আপনাদের মঙ্গল হইবে এমত নয়, কিন্তু পরম পবিত্র সেতু বন্ধন দ্বারা আপনারা জগজ্জীবের মঙ্গল সাধন করিবেন।"

—(সজ্জনতোষণী ২য় বর্ষ ১ম সংখ্যা)

সজ্জনতোষণীর অন্যত্র (৪র্থ বর্ষ ৫ম সংখ্যায়) লিখিত হইয়াছে—

"শ্রীয় ইষ্টদেবের শ্রীমূর্ত্তির অনুরূপ রূপ শব্দাদিকে 'মন্ত্র' বলি। যে স্থলে শ্রীকৃষ্ণ-মূর্ত্তি উপাস্য, সে স্থলে অষ্টাদশ বর্ণাদি মন্ত্রই প্রশস্ত।"

শ্রীজীবগোস্বামী প্রভু ভক্তিসন্দর্ভে ২৮৪ সংখ্যায় এবং ক্রমসন্দর্ভে (৭ঃ ৫।১৩-২৪ শ্লোকের টীকা) অর্চ্চন-প্রসঙ্গ বর্ণন-মুখে অনর্থযুক্ত জীবের পক্ষে মন্ত্রদীক্ষার অবশ্য কর্ত্তব্যতা সম্বন্ধে বিশেষ করিয়া বলিয়াছেন। আমরা নদীয়া-প্রকাশের ১৮৪ সংখ্যার মন্ত্র ও মহামন্ত্রের কীর্ত্তন-কৌশলী কীর্ত্তন-প্রসঙ্গে ইহা আলোচনা করিয়াছি।

সম্বন্ধবিজ্ঞানাত্মক মনন ধর্ম হইতে ত্রাণ করে বলিয়া 'মন্ত্র' শব্দের উল্লেখ। শ্রীভগবানের সহিত সম্বন্ধ-বিজ্ঞাপক [illegible] মন্ত্র [illegible] সদ্গুরুসকাশে এই মন্ত্রদীক্ষা লাভ করিয়া মন্ত্র জপ করিতে করিতে জীবের সংসারাসক্তি শিথিল হইয়া পড়ে এবং মন্ত্রেরই উদ্দিষ্ট ভগবন্নাম গ্রহণে রুচির উদয় হয়। মহাপ্রভু আমাদের ন্যায় বদ্ধ জীবের গুরু-পাদাশ্রয় পূর্ব্বক মন্ত্র-গ্রহণ অবশ্য কর্ত্তব্য,—ইহা শিক্ষা প্রদান করিবার জন্যই শ্রীপ্রকাশানন্দসরস্বতীর নিকট আত্ম-দৈন্য জ্ঞাপন করিয়া কহিলেন—

"গুরু মোরে মূর্খ দেখি করিল শাসন॥
মূর্খ তুমি, তোমার নাহি বেদান্তাধিকার।
'কৃষ্ণমন্ত্র' জপ সদা—এই মন্ত্র সার॥
'কৃষ্ণমন্ত্র' হৈতে হ'বে সংসার মোচন।
কৃষ্ণনাম হইতে পাবে কৃষ্ণের চরণ॥"

শ্রীহরিভক্তিবিলাস দীক্ষা-পূজা-নিত্যতা সম্বন্ধে আগম-বচন উদ্ধার করিয়া বলিতেছেন—

"দ্বিজানামনুপেতানাং স্বকর্ম্মাধ্যয়নাদিষু।
যথাধিকারো নাস্তীহ স্যাচ্চোপনয়নাদনু॥
তথাত্রাদীক্ষিতানান্তু মন্ত্রদেবার্চ্চনাদিষু।
নাধিকারোঽস্ত্যতঃ কুর্য্যাদাত্মানং শিব-সংস্তুতম্॥"

জগতে অনুপনীত বিপ্রের যেরূপ স্বকর্ম্ম অধ্যয়নাদিতে অধিকার থাকে না, কিন্তু উপনীত হইবার পর অধিকার জন্মে, সেইরূপ অদীক্ষিত ব্যক্তিগণের অর্চ্চনাদিতে অধিকার নাই, সুতরাং আত্মাকে শিব-সংস্তুত অর্থাৎ দীক্ষিত করিবে।"

যদি বল, অর্চ্চন করিতে হইলে ত' দীক্ষার আবশ্যকতা; না হয় অর্চ্চন নাই করিলাম! তাহাতে দিগ্দর্শিনী শাস্ত্র-বচন উদ্ধার পূর্ব্বক বলিতেছেন—

"[illegible]-শিলা-পূজাং বিনা যোঽশ্নাতি কিঞ্চন। স চাণ্ডালাদি-বিষ্ঠায়াম্ কল্পং [illegible] বর্ষতে॥ পূজায়াশ্চাবশ্যকত্বান্নিত্যায়াঃ [illegible] সিদ্ধ্যতি।"

অর্থাৎ "শ্রীশালগ্রাম-শিলা-পূজা বিনা কিছু ভোজন করিলে চাণ্ডালাদির বিষ্ঠায় কৃমি হইয়া কল্পকাল যাবৎ অবস্থান করিতে হয়" ইত্যাদি বচন দ্বারা পূজার নিত্যাবশ্যকত্বহেতু দীক্ষারও নিত্যত্ব সিদ্ধ হইতেছে।

স্কান্দ কার্ত্তিক-প্রসঙ্গে শ্রীব্রহ্মনারদ-সংবাদেও উক্ত হইয়াছে—

'তে নরাঃ পশবো লোকে কিং তেষাং জীবনে ফলম্।
যৈর্ন লব্ধা হরের্দীক্ষা নার্চ্চিতো বা জনার্দ্দনঃ॥'

যাহারা বিষ্ণুদীক্ষা প্রাপ্ত না [illegible] অর্থাৎ বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত না হয়, লোকে তাহারাই [illegible] ত' বলিয়া অভিহিত হয়। [illegible] নিরর্থক।

[illegible] দীক্ষা-পূজা [illegible] দেহাদি-সম্বন্ধ-[illegible] সম্বন্ধ [illegible] আবশ্যক।

ঐরূপ সংস্কার পদ্ধতি স্বীকার পূর্ব্বক ভজনে প্রবৃত্ত হইলে জীবের অনর্থ-নিবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশঃ দিব্য অর্থাৎ অপ্রাকৃত জ্ঞানোদয় হয়। দিব্যজ্ঞানাত্মকমন্ত্র জীবকে সর্ব্বতোভাবে অনর্থমুক্ত করাইয়া সাক্ষাৎ কৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত করেন। তখন তাঁহার ব্যাকরণের চতুর্থ্যন্ত পদসংযুক্ত সম্বন্ধ নির্ণায়িকা ভাষা খসিয়া পড়ে; তিনি অহর্নিশ হে হরে, হে কৃষ্ণ, হে রাম প্রভৃতি সম্বোধন বাক্য দ্বারা উচ্চৈঃস্বরে ভগবানের নিকট প্রেমার্ত্তি নিবেদন করিতে থাকেন। সুতরাং ভাবে এই শুদ্ধনাম-সংকীর্ত্তনই জীবের একমাত্র সাধ্য ও সাধন হইলেও তাহা আমাদের ন্যায় অনর্থ-যুক্ত জীবের পক্ষে সুলভ করিবার জন্যই দীক্ষাদির আবশ্যকতা শ্রীনারদাদি ঋষি-কর্ত্তৃক উপদিষ্ট হইয়াছে। বদ্ধজীব গুরুপাদাশ্রয় পূর্ব্বক কৃষ্ণদীক্ষা শিক্ষাদির অপেক্ষা না রাখিয়া নাম-সংকীর্ত্তন করিতে গেলেই উৎপাত ঘটাইয়া বসিবেন। অবশ্য অনর্থ-মুক্ত অধিকারে নাম-সংকীর্ত্তন জীবের পক্ষে প্রসিদ্ধ নহে। যেহেতু নামই সাধ্য ও সাধন। এসকল বিচার আমরা পৃথক্ পৃথক্ প্রবন্ধে বিশেষ ভাবে বিচার করিয়াছি।

শ্রীনাম-সংকীর্ত্তনাখ্যা ভক্তিকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক জীবের সর্ব্বার্থ-চক্রের কোন কিছুই সাধিত হইতে পারে না। কিন্তু সেই নাম শুরুমুখ হইতে শ্রবণের অপেক্ষা রাখে। "শ্রীগুরুদেব নাম গান করিলে সেই নাম শিষ্যের কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হয়। শ্রীগুরুদেবের অনুসরণে ক্রমে শ্রীনামকে শ্রদ্ধার সহিত হৃদয়ে ধারণ পূর্ব্বক জপের দ্বারা পূজা করা হয়। শ্রীনাম পূজিত হইলে তিনি স্বয়ং স্বতঃ-কর্ত্তৃত্ব ধর্ম্ম বিস্তার করিয়া নামজপকারীকে কীর্ত্তনের অধিকার প্রদান করেন। এই সময়েই তিনি নাম গান করিয়া সমগ্র জগৎকে শিক্ষা করিতে সমর্থ হন। জগৎ নামকীর্ত্তনের শাসনপ্রভাবে কৃষ্ণনাম জপ আরম্ভ করেন। [illegible] ক্রন্দন, নৃত্য ও কীর্ত্তন প্রভৃতি নাম ভজন-প্রণালী পরিস্ফুট হয়।"—(চৈঃ চঃ আ ৭।৮৩ অনুভাষ্য)।

কেহ কেহ মহাত্মা শ্রীনামকে কেবল অপরিস্ফুট বিচারে শ্রীনামের কীর্ত্তনে বিঘ্ন উৎপাদন করেন। তাঁহাদের উপরি উক্ত বিচার উত্তমরূপে অনুশীলন করা কর্ত্তব্য। শ্রীনারদাদি ঋষি-কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত শক্তি-বিশেষ নমঃশব্দাদিযুক্ত মন্ত্র সমূহ। এই মন্ত্রসমূহ ভগবানের সহিত উচ্চারণকারীর সম্বন্ধ-বিশেষ প্রতিপাদন করেন এবং [illegible] শ্রীভগবন্নাম নিরপরাধে [illegible] যোগ্যতা প্রদান [illegible] সাধনাশ্রয় [illegible], একথা বলা হয় নাই। [illegible] নামকীর্ত্তন

করিতে হইলে মন্ত্রদীক্ষা গ্রহণ পূর্ব্বক মন্ত্রদেবতার অর্চ্চনবিধি স্বীকার করা অবশ্য কর্ত্তব্য। [illegible] বদ্ধজীবের বাগাড়ম্বর করিবার অভিনয় প্রদর্শন করিতে গেলে পতন অবশ্যম্ভাবী। শ্রীগুরুদেবই জীবের অধিকারানুযায়ী ভজন-ক্রম নির্দ্দেশ করেন। অতএব ভজনমার্গে গুরুপাদপদ্ম ব্যতীত এক পদও অগ্রসর হইবার উপায় নাই। আমরা পরবর্ত্তী প্রবন্ধে যাগ-সংস্কার সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

ঊষর ভূমি

(শ্রীযুক্ত সত্যরঞ্জন সেন বি, এ,)

'দি লাইট অব দি ইষ্ট' নামক রোমান ক্যাথলিক খৃষ্টানদিগেরই ইংরাজী মাসিক পত্রিকায় 'ঊষর ভূমি' (ষ্টোনি গ্রাউণ্ড) শীর্ষক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে লেখা আছে—"যীশু ক্রমাগতই ডাক দিতেছেন কিন্তু ধনবান, শিক্ষিত ও কুলীন তাঁহার ডাকে সাড়া দেয় না। তাহারা সাংসারিক কার্য্যেই ব্যস্ত, যীশুর কথায় কান দিবার সময় নাই।

"ধনী বলে, 'আমি অর্থ সংগ্রহ এবং ভোগ-সুখেই কাল কাটাইব।' বিদ্বান বলে, 'আমি জড় বিজ্ঞানের উন্নতি করিবার জন্যই জন্মিয়াছি।'

"কুলীন ভাবে, 'আমার একমাত্র কর্ত্তব্য সামাজিক সম্মান লাভ।' সকলেই বলে, 'আমাদের আর কিছু দরকার নাই।' ফলে যীশু ডাক দেন কিন্তু তাহারা কান দেয় না।

"যীশুর ডাক সন্দেহ-বাদীর কানে পৌঁছে বটে সে শুনিতে পায় যে যীশু বলিতেছেন, 'তোমাকে সত্যের পথ প্রদর্শন করিব। সত্যই তোমাকে মুক্ত করিবে।' কিন্তু সে বলে, সত্য বলিয়া কিছু নাই। যীশু যে-সমস্ত অপ্রাকৃত তত্ত্ব উপদেশ দিয়েছেন তাহা আমার জ্ঞান-গোচর নহে, আমি অজ্ঞানই রহিব।"

"সমন্বয়-বাদী তাঁহার বাণী শুনে, কিন্তু সে বলে 'যীশু ছাড়া পরিত্রাণের পথ দেখাইবার আর কোন লোক নাই—এ'কথা হইতে পারে না; মোজেস আছেন, বুদ্ধ আছেন, মহম্মদ আছেন—সকলেই এক এক মুক্তদূত। আমি যীশুর কথা বিশ্বাস করি না।'

"আবার কেহ কেহ যীশুর অমানুষিক কার্য্য এবং ভবিষ্যৎ বাণীতে আস্থা স্থাপন করিতে পারে না, তাহারা বলে, 'প্রেরিত বা ভবিষ্যদ্বক্তা বলিয়া কিছু হইতে পারে না; জড়বিজ্ঞান ও জড়দর্শনই মুক্তির পথ প্রদর্শন করিতে পারে।'

[illegible]

আমরা বলি সত্য বটে—

'কৃষ্ণ ভুলি' সেই জীব অনাদি বহির্ম্মুখ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসার-দুঃখ॥'
কিন্তু ও'কথাও সত্য যে,
সাধু শাস্ত্র কৃপায় যদি কৃষ্ণোন্মুখ হয়।
সেই জীব নিস্তরে, মায়া তাহারে ছাড়য়॥
ভবাপবর্গো ভ্রমতো যদা ভবেজ্জনস্য
তর্হ্যচ্যুত সৎসমাগমঃ।
সৎসঙ্গমো যর্হি তদৈব সদ্গতৌ পরাবরেশে
ত্বয়ি জায়তে মতিঃ॥
—ভাঃ ১০।৫১।৫৩)

অর্থাৎ "হে অচ্যুত, সংসারে ভ্রাম্যমাণ জনের যখন ভবাপবর্গ অর্থাৎ সংসারনাশের সময় উপস্থিত হয়, তখন সাধু সঙ্গ হইয়া পড়ে এবং যখন সাধু সঙ্গ হয়, তখনই তাহার সাধুগণের আশ্রয় নির্দ্দিষ্ট ঈশ্বর তোমাতে রতি জন্মে।"

সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্য্যসংবিদো
ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ।
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি
শ্রদ্ধা রতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি॥
ভাঃ ৩।২৫।২৫

অর্থাৎ সাধু-সঙ্গক্রমে আমার বীর্য্যসূচক হৃৎ-কর্ণ-রসায়ন-কথা সকল আলোচিত হয়। সেই সেই কথা শ্রবণ করিতে করিতে শীঘ্র অপবর্গ-স্বরূপ আমাতে প্রথমে শ্রদ্ধা, পরে রতি (ভাবভক্তি) এবং অবশেষে প্রেম ভক্তি উদিত হয়।

আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে।
কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতগুণো হরিঃ॥
—(ভাঃ ১।৭।১০)

চৈতন্যচরিতামৃত মতে এই শ্লোকের একষষ্টিতম অর্থঃ—

[illegible] সাধু সঙ্গ পায়।
সব ছাড়ি' তবে তিঁহো কৃষ্ণেরে ভজয়॥

ঐ শ্লোকের দ্বাবিংশতম অর্থঃ—
নিগ্রন্থ শব্দে কহে 'ব্যাধ' 'নির্দ্ধন'।
সাধু সঙ্গে সেই করে শ্রীকৃষ্ণ ভজন॥
ঐ শ্লোকের পঞ্চম অর্থ—
মুনি শব্দে—পক্ষী, ভৃঙ্গ, নির্গ্রন্থে মূর্খ জন।
কৃষ্ণ-কৃপায় সাধু-কৃপায় দোঁহার ভজন॥
—(চৈ চঃ মঃ ২৪।১৬৯,১৯২,২০৫)

[illegible] তীর্থানি [illegible]
[illegible]
[illegible])

অর্থাৎ [illegible] দেবতাগণকে [illegible] করিবেন। কিন্তু [illegible] পারেন।

[illegible]—
[illegible]

ধর্ম্ম [illegible] জ্ঞান

([illegible])

চৈত্যগুরু ও মহান্ত গুরু।—"জীবে সাক্ষাৎ নাহি [illegible] চৈত্যরূপে। শিক্ষাগুরু হয় কৃষ্ণ মহান্তস্বরূপে॥" অন্তর্য্যামী গুরু চৈত্যরূপে অর্থাৎ চিত্তমধ্যে অবস্থিত। [illegible] সাক্ষাৎকার লাভ হয় না। অতএব কৃষ্ণ মহান্ত অর্থাৎ ভক্তশ্রেষ্ঠরূপে শিক্ষাগুরু।

পারিষদ, সাধক।—[illegible]—ভগবৎ পার্ষদ ও সাধক। [illegible] নিত্য সেবক [illegible]। [illegible] সমুদায় হইয়া [illegible] সেবায় [illegible], কেহ কেহ [illegible] হইয়া [illegible]। [illegible] সাধক অবলম্বন করিয়াছেন, তাঁহারা সাধক।

অংশাবতার।—[illegible] সাক্ষাৎ অবতার, মায়াধীশ।

গুণাবতার।—[illegible] তিনটী গুণে [illegible] গুণাবতার।

শক্ত্যাবেশাবতার।—[illegible] আবেশ হয়, তাঁহারা শক্ত্যাবেশ অবতার।

প্রকাশ, বিলাস।—"একই বিগ্রহ যদি হয় বহুরূপ। আকারে ত' ভেদ নাহি একই স্বরূপ॥ [illegible] কৈল রাস। ইহাকে কহিয়ে কৃষ্ণের মুখ্য 'প্রকাশ'॥ একই বিগ্রহ যদি আকারে [illegible] তার নাম॥" [illegible] প্রকাশ, অর্থাৎ প্রকাশ ও বিলাস। [illegible]

[illegible]

[illegible]

পর-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

সম্প্রতি পরবিদ্যাপীঠে নিম্নলিখিত শিক্ষণীয় বিষয়নিচয়ের অধ্যাপকের আসনসমূহ সংস্থাপিত হইয়াছে—বিদ্যার্থিগণ আবেদন করুন।

১। সাহিত্যাসন,　　২। ঐতিহ্যাসন,
৩। সম্প্রদায়বৈভবাসন,　　৪। ভক্তিশাস্ত্রাসন,
৫। তন্ত্রশাস্ত্রাসন,　　৬। বেদান্তাসন,
৭। একায়নাসন।

শ্রীনন্দলাল রায় বি, এ, কাব্যতীর্থ, বিদ্যাসাগর,
সম্পাদক—পরবিদ্যাপীঠ, শ্রীধাম মায়াপুর।

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত ভক্তি গ্রন্থাবলী

যে সব উৎকলবাসী ভক্ত বাংলা অক্ষর পড়িতে জানেন না, তাঁহাদের শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর প্রচারিত পরম উপাদেয় ভক্তি-কথা জানিবার সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে উড়িয়া-অক্ষরে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হইয়াছে বাংলা গ্রন্থের তুলনায় উড়িয়া গ্রন্থগুলির ভিক্ষাও অপেক্ষাকৃত অল্প।

গ্রন্থের নাম	ভিক্ষা
শ্রীহরিনাম চিন্তামণি, প্রতিখণ্ড	॥০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	১৲
সাধন পথ (শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টক) প্রতিখণ্ড	।০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	॥০
কল্যাণ কল্পতরু প্রতিখণ্ড	৵০
একত্রে ৩খণ্ড লইলে	।০
গীতাবলী প্রতিখণ্ড	৴১০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৶১৫
শরণাগতি—প্রতিখণ্ড	৴০
একত্রে ৩খণ্ড লইলে	৵৫

প্রাপ্তিস্থান { শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ, কটক এবং শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, পুরী

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

শ্রীগৌড়ীয় সমিতি প্রকাশ হইতে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৪০৲ চল্লিশ টাকা।

২৭২৪ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে,

সপ্তচত্বারিংশ খণ্ডে সূচী ছাপা হইতেছে।

৪৬শ খণ্ড পর্য্যন্ত নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে ১৫।৵০ সাধারণ পক্ষে ২০৸৵০। প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৫০, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ।৵০।

দশম স্কন্ধের ভিক্ষা ১২৲, অগ্রিম সাধারণের পক্ষে ৮৲।

১১ অধ্যায়পর্যন্ত একাদশ সংখ্যা ছাপা হইয়াছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

"শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত"

সূচী প্রভৃতি সহ সম্পূর্ণ ছাপা শেষ হইয়াছে

আদি, মধ্য, ও অন্ত্যলীলা এবং সূচী ছাপা হইয়া সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে। যাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্ব্বের ১০৲ টাকা ভিক্ষার তৃতীয় সংস্করণ ৪৲ টাকায় না পাইয়া অপর সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের জন্যই উহার নব সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। সেই ১০ টাকার গ্রন্থ বিরাট আকারের [illegible] সংখ্যা মাত্র ৫৲ টাকা ভিক্ষায় দেওয়া হইতেছে। অল্পসংখ্যক মাত্র মুদ্রিত হইল পরে আর এ সুযোগ থাকিবে না।

[illegible]

শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত

[illegible] দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

সভাষ্য আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র গ্রন্থ ৮৲ স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲

নদীয়া-প্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪॥০ টাকা

[illegible] গ্রন্থ

[illegible]

১-উল্টাডিঙ্গি জংশন রোড, কলিকাতা

[illegible]

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিম্নলিখিত মঠসমূহে প্রাপ্তব্য:—

১। শ্রীচৈতন্য মঠ,—পোঃ, শ্রীধামমায়াপুর, (নদীয়া)।
২। শ্রীগোদ্রুমচন্দ্র মঠ,—[illegible], (বর্দ্ধমান)।
৩। শ্রীভাগবত আসন,—ভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৪। শ্রীগৌড়ীয় মঠ,—১নং উল্টাডিঙ্গি জংশন রোড্, কলিকাতা।
৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ,—পোঃ চটকপর্ব্বত, পুরী।
৬। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ,—উড়িয়া বাজার, কটক।
৭। শ্রীভাগবত মঠ,—চিরামবা, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।
৮। শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ,—[illegible] অগস্ত্যকুণ্ড, কাশী, ই-ই, পি।
৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,—[illegible], বৃন্দাবন, মথুরা, ই-ই, পি।
১০। শ্রীপরমহংস মঠ,—[illegible] পোঃ, নৈমিষারণ্য, ই-ই, পি।
১১। শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ,—কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল, পাঞ্জাব।
১২। শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠ,—[illegible] নবাবপুর রোড্, ঢাকা।
১৩। শ্রীনন্দগৌড়ীয় মঠ,—বালিয়াটি, ঢাকা।
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম,—আমলাযোড়া, বাজবাঁধ পোঃ, বর্দ্ধমান।
১৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ,—দুমুরকোন্দা, চিরকুণ্ডা পোঃ, মানভূম।
১৬। শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয় মঠ,—আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী, উড়িষ্যা।
১৭। শ্রীগৌড়ীয় মঠ কার্য্যালয় [illegible] নিউদিল্লি

এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণের নিকটও নদীয়া-প্রকাশ প্রাপ্তব্য।

১। শ্রীযুক্ত জনার্দ্দন [illegible]—[illegible] রোড, খুলনা।
২। শ্রীযুক্ত [illegible] গোস্বামী [illegible]—[illegible], [illegible] কুচবিহার।
৩। শ্রীযুক্ত [illegible] কলিকাতা
৪। [illegible] কানপুর।
৫। শ্রীযুক্ত [illegible] নদীয়া।
৬। শ্রী [illegible]।
৭। শ্রী [illegible], [illegible]পুর, ঢাকা।
৮। শ্রী [illegible] ২৪ পরগণা।

চৈতন্যমঠের গ্রন্থাবলী

শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুর বিরচিত

ভক্তি-গ্রন্থাবলী।

উৎকৃষ্ট কাপড়ে বিলাতী ধরণে বাঁধাই

স্বর্ণালঙ্কৃত। চতুর্থ সংস্করণ। বিস্তৃতবিষয়সূচীসহ

জৈব ধর্ম

বাঁধাই ২৲ দুই টাকা

প্রকাশিত হইয়াছে

সনাতন ধর্ম্মশাস্ত্র বেদ, বেদান্ত, উপনিষৎ গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত, দর্শন, পুরাণ, তন্ত্রাদি সকল গ্রন্থ পাঠ করিবার অবসর অতি অল্প মানবের ঘটিয়া থাকে। অনেকের যোগ্যতা না থাকায় সেই সমস্ত গ্রন্থের মর্ম্ম অবগত হইতে পারেন না। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বাঙ্গালীর এই অসুবিধা দূরীভূত করিবার জন্য এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

বিদ্যালয়ের ছাত্র বা শিক্ষকগণের বিশেষ পাঠ্য, এই হেতু শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টার বাহাদুর ইহা সমস্ত বিদ্যালয়ের জন্য অনুমোদন করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

প্রথম খণ্ড ভিক্ষা—১৲ একটাকা

যুক্তিপূর্ণ শাস্ত্রবাক্য দ্বারা প্রত্যেক মানবের নিত্য কর্ত্তব্য ও অনিত্য সাময়িক কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। গ্রন্থের প্রতি উক্তি সনাতন শাস্ত্রবাক্য দ্বারা সমর্থিত ও প্রমাণিত হইয়াছে। দেহের, মনের ও আত্মার ধর্ম্ম কি? স্বদেশ, সমাজ, নীতি, ধর্ম্ম কি? ইত্যাদি বিষয় ক্রমানুসারে এমন সুন্দরভাবে যুক্তিসহকারে আলোচিত হইয়াছে যে, প্রথম পংক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত পাঠ না করিয়া নিবৃত্ত হওয়া যায় না।

শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য

ভিক্ষা ৷৵০

ঐ প্রমাণ খণ্ড ভিক্ষা ৵০

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিহার ও লীলাভূমি নয়টী দ্বীপ-সমন্বিত। এই নয় দ্বীপের প্রাচীন বিবরণ—প্রত্যেক দ্বীপে শ্রীমহাপ্রভুর লীলা—প্রত্যেক দ্বীপের পরিচয়, শ্রীধাম-মাহাত্ম্য—ধামাপরাধ কি? ইত্যাদি বিষয় বিশেষভাবে মনোহর ছন্দে বর্ণিত। পকেট সাইজ প্রায় ১৬০ পৃষ্ঠা।

শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ

উজ্জ্বল ব্রোঞ্জ ব্লু কালীতে উত্তম কাগজে ছাপা—শ্রীনবদ্বীপধাম দর্শনে ভাবুক দর্শনকারীর কি প্রকার ভাবের উচ্ছ্বাস হয়, তাহা এই গ্রন্থে বর্ণিত। অতি চমৎকার। ভিক্ষা চারি আনা।

শ্রীহরিনামচিন্তামণি

৷৵০ দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভুকে উপলক্ষ করিয়া যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রাতিকূল্য বর্জন অতি সুন্দরভাবে বর্ণিত হইয়াছে। ইহা ছাড়া শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদিষ্ট শিক্ষা ও উপদেশ বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

গৌড়ীয়-বৈষ্ণব জগতে অভিনব গ্রন্থ!!

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতি-গ্রন্থগুলি :-

শরণাগতি

পকেট সাইজ অষ্টম সংস্করণ ভিক্ষা ৴০ আনা

দেহ ও মনের চেষ্টা অনিত্যাবস্থ লইয়া—ইহা যখন জীব বুঝিতে পারে, তখন একমাত্র নিত্যবস্তু শ্রীভগবানের প্রতি তাঁহার কোন্ জাতীয় আবেগময়ী প্রার্থনা হয় এবং শ্রীভগবানে সর্ব্বান্তঃকরণে নিষ্কপটে কি প্রকারে শরণাপন্ন হইতে হয়, ইত্যাদি বিষয়ক প্রাণস্পর্শী প্রার্থনা ও আত্ম-সমর্পণমূলক গান। উড়িয়া সংস্করণও প্রকাশিত হইয়াছে।

ভিক্ষা প্রতি খণ্ড ৴০ এক আনা।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা— ৴০. নবদ্বীপশতক— ৴০

অর্থপঞ্চক—৴০

কল্যাণকল্পতরু

পকেট সাইজ. পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা ৵১০

আমরা প্রত্যহ নূতন অভাব ও কামনার বশবর্ত্তী হইয়া পুনঃপুনঃ যে অকল্যাণকে কল্যাণ বলিয়া গ্রহণ করি এবং যাহার নিকট কল্যাণ কামনা করি, তিনি যে নিত্য বা যথার্থ কল্যাণ প্রদানে অসমর্থ এবং কোন বস্তু আমাদের নিত্য কল্যাণদাতা এবং কি ভাবে আমরা সেই কল্যাণলাভে সমর্থ হইব, এই সকল কথা সরল গানে লিখিত। এই গীতগ্রন্থ বাস্তবিকই কল্যাণের কল্পতরু, ইনি প্রত্যেককে নিত্যকল্যাণ প্রদানে

শ্রীল চক্রবর্ত্তি ঠাকুরের টীকা সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠাকুর কৃত টীকা ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কৃত বঙ্গানুবাদ। টীকাকারের জীবনী, শ্লোক-সূচি, বিষয়সূচি প্রভৃতি বহু প্রয়োজনীয় বিষয় সংবলিত প্রায় ৪২৫ পৃষ্ঠা। উৎকৃষ্ট সিল্কে বাঁধাই ২৲ দুই টাকা, কাগজে বাঁধা ১৷৷০

শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ কৃত ভাষ্য সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

কাগজ ও ছাপা উৎকৃষ্ট। সিল্কে বাঁধাই, সোণার জলে নাম লেখা রাজসংস্করণ ১৲ টাকা, সাধারণ সংস্করণ ১৷৷০, গৌড়ীয়ের গ্রাহকপক্ষে ১৷০

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি

(সম্পাদক—শ্রীমৎ [illegible])

বিষয়:—১। ভক্তিশাস্ত্রে ব্যবহৃত শব্দাবলীর অর্থ, ২। চারি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের চরিত্র, ৩। বিষ্ণুবৈষ্ণবসম্পর্কিত শ্রীমন্দির ও শ্রীবিগ্রহের বিবরণ, ৪। বৈষ্ণবগ্রন্থ ও গ্রন্থকার সমূহের তালিকা ও বিবরণ, ৫। বিষয় বিশেষের লৌকিক ও শাস্ত্রীয় আনুকূল্যে যাবতীয় তথ্য। চারিখণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ১ম খণ্ড ৷৷০, ২য় খণ্ড ৷৷৵০, ৩য় খণ্ড ৷৷০, ৪র্থ খণ্ড ৷৷৵০, চারিখণ্ড একত্রে ২৲। (৫ম খণ্ড যন্ত্রস্থ)।

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ

—১ম খণ্ড ১৲ এক টাকা

২য় খণ্ড ১৲ এক টাকা—শ্রীমদ্ভাগবতের গ্রাহক ও গৌড়ীয় গ্রাহকগণ ৷৷০ টাকা। তৃতীয় খণ্ড প্রকাশিত হইল। বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীজীব গোস্বামিপাদের রচিত ছয়টি সন্দর্ভের অন্যতম প্রয়োজনীয় অংশ। প্রত্যেক খণ্ড [illegible]

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর সম্পাদিত

সদাচারস্মৃতিঃ

ভিক্ষা ৴০ মাত্র

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর (প্রাচীন নবদ্বীপ) নদীয়া

রেজেষ্টারীকৃত

মদন মঞ্জরী

বটিকায় স্বপ্ন ও ধাতুবিকার, ইন্দ্রিয়শক্তির হ্রাস, প্রস্রাবে শুক্রপাত, অজীর্ণ, মাথাঘোরা, বুক ধড়ফড়ানি, অনিদ্রা প্রভৃতি লক্ষণ সত্বর নির্দ্দোষ আরোগ্য হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ৩০ বটী ১৲ এক টাকা।

"নপুংসকতারি ঘৃত"

পুরুষত্বহানি রোগে বাহ্যপ্রয়োগ দ্বারা আরোগ্য করিয়া শক্তিসম্পন্ন করে। মূল্য ২ তোলা ১ টাকা।

"রমণবিলাসিনী বটিকা"

বীর্য্যধারণ করত সম্ভোগশক্তি স্থায়ী ও বৃদ্ধি করিতে অত্যাশ্চর্য্য। মূল্য ১৬ বটী ১৲ এক টাকা।

রাজবৈদ্য নারায়ণজী কেশবজী

১৭৭নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

বিজ্ঞাপন

সাবধান! সাবধান!! সাবধান!!!

জে. বি. দত্তের চোকাশিনি বাদাম তৈল

আদি ও অকৃত্রিম এবং উপকারিতায় সর্ব্বজন পরিচিত ও বহু প্রশংসিত।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী J. B. Dutta & Co. নাম দেখিয়া খরিদ করিবেন। নতুবা জুয়াচোরগণ আমাদের কৃত্রিম তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে।

নিবেদক জে, বি, দত্ত

পর বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

এখানে আহার এবং বাসস্থান দিয়া বিদ্যার্থিগণকে বিভিন্ন শিক্ষণীয় বিষয় শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। অনেক ছাত্র ইতোমধ্যেই আসিয়া পাঠ আরম্ভ করিয়াছেন। বর্ত্তমান বর্ষে সকল ছাত্রই গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

প্রধান অধ্যাপক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রচন্দ্র কাব্য ব্যাকরণ-সাংখ্য-বেদান্ত-ষড়দর্শন-তীর্থ, সাংখ্যভূষণ, বেদান্তরত্ন, সাহিত্যশাস্ত্রী, সুদর্শনবাচস্পতি।

অধ্যাপক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গৌরদাস ব্রহ্মচারী ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীধাম মায়াপুর পরবিদ্যাপীঠ, (নদীয়া)

বেদনাঞ্জন

শ্রেষ্ঠরত্ন

কলিকাতা কংগ্রেস একজিবিসন হইতে বহু প্রশংসা প্রাপ্ত ও বহু গণ্যমান্য ভদ্রমহোদয়গণ কর্ত্তৃক প্রশংসিত।

আজকাল বাজার-চলন মিশ্রিত ও বিষাক্ত আহার্য্য সেবনে শরীরের রক্ত স্বতঃই দোষিত হইয়া পড়িতেছে। রক্তই মানব-দেহের শ্রেষ্ঠ উপাদান, এই রক্ত দোষিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মানব বাত, বেদনা, মাথাধরা, মাথাঘোরা, দৃষ্টিশক্তির হ্রাস, দাঁতের গোড়া ফুলা, দাঁত কনকনানি, দাঁতে পোকা এবং খোস, চুলকানি প্রভৃতি কষ্টদায়ক চর্ম্মরোগে আক্রান্ত হইতেছে। যদি আপনি একান্তই ব্যাধিমুক্ত হইতে চান, তাহা হইলে অযথা পয়সার অপব্যয় না করিয়া অল্প ব্যয়ে এক শিশি **বেদনাঞ্জন** ক্রয় করিয়া ইহার কার্য্যকারী-শক্তি উপলব্ধি করুন। গুণের তুলনায় মূল্য অতি সামান্য, এক শিশি ।৵০ আনা মাত্র, মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান—এ, সি, চাটাৰ্জ্জী এণ্ড ব্রাদার্স।

৪৫নং হলকাট লেন, মানিকতলা।

সকল মনোহারী দোকানে ও বড় বড় ডাক্তারখানায় পাওয়া যায়।

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

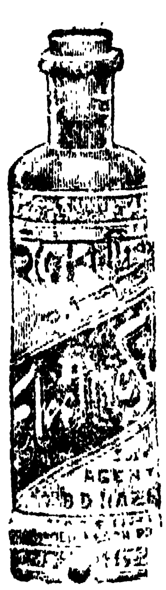

যদিও অদ্যাপি প্রকৃত মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য, তথাপি যাঁহারা নানাবিধ অনিয়মিত উপায়ে অপরিমিত শক্তি নষ্ট করিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন এবং নানা প্রকার মেহ, প্রমেহ ধাতুদৌর্ব্বল্য, স্নায়বিক দুর্ব্বলতা, বহুমূত্র, দুঃস্বপ্ন, পারদ সংক্রান্ত পীড়া, অর্শ এবং স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে যাঁহারা বাধক, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, সূতিকা, শ্বেত ও রক্তপ্রদর, হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি রোগে ভুগিয়া জীবনে নিরাশ হইয়াছেন, তাঁহারা আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটাল সাহেবের আবিষ্কৃত **ইলেক্ট্রিক সলিউসন** ব্যবহার করিয়া বাঁচিতে পারেন, তাহার শত সহস্র প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে। যাঁহারা অন্যান্য বহুবিধ ঔষধ ব্যবহারে কোনো আরোগ্য হইতে পারেন নাই, তাঁহারা একবার এই ঔষধটী ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক মাসের ব্যবহারোপযোগী এক শিশি ঔষধ ডাকমাশুল সহ ২।০ টাকা মাত্র।

সোল এজেণ্ট—ডাঃ ডি, ডি, হাজরা।

ফতেপুর, গার্ডেনরীচ পোঃ, কলিকাতা।

ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

অধ্যক্ষ

শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম.এ, এফ.সি.এস (লণ্ডন)

ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক

(প্রফেসার)

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ বিশুদ্ধ ও শাস্ত্রমতে নিজ তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হয়। পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ক্যাটালগ পাঠান হয়। রোগের বিবরণ জানাইলে যত্নপূর্ব্বক ব্যবস্থা দেওয়া হয়। চিঠি পত্রাদি সম্পূর্ণরূপে গোপন রাখা হয়।

মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দুর)

(বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৪৲ টাকা

উৎকৃষ্ট স্বর্ণ, পারদ ও আমলাসার গন্ধক দ্বারা যথাশাস্ত্র প্রস্তুত।
নিত্য প্রয়োজনীয় সর্ব্বরোগনাশক মহৌষধ।

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৩৲ টাকা

উৎকৃষ্ট কাশীর আমলকী, বংশলোচন প্রভৃতি যাবতীয় উপাদানে পূর্ণ মাত্রায় যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। কফ, কাসি, সর্দ্দি, যক্ষ্মা, ক্ষয়রোগ, হৃদরোগ প্রভৃতি রোগের মহৌষধ। সকলপ্রকার দুর্ব্বলতা নাশক অতিশয় পুষ্টিকর মহৌষধ বা খাদ্য বিশেষ।

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬৲ টাকা

ইহা সেবনে ধাতুদৌর্ব্বল্য, শুক্রহীনতা, স্বপ্নদোষ, প্রমেহ ও ধ্বজভঙ্গ সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায়। ইহা অপারসীম আনন্দদায়ক রসায়ন।

অবলাবান্ধব যোগ

প্রদর, বাধক প্রভৃতি জরায়ুদোষ ও যোনিগত দুরারোগ্য রোগের মহৌষধ।

মূল্য—১৬ মাত্রা ২৲ টাকা। ৫০ মাত্রা ৫৲ টাকা মাত্র

বিশুদ্ধ জল! ভয় নাই! বিশুদ্ধ জল!!

লক্ষ্মী টিউব-ওয়েল কোং

২০৫নং নবাবপুর, ঢাকা

বর্ত্তমান-যুগের নব আবিষ্কৃত যন্ত্রপাতি দ্বারা উন্নত বৈজ্ঞানিক-খনন-প্রণালীতে নলকূপ (*Tube-well*) নির্ম্মাণ করা হয়। বঙ্গের লাট বাহাদুর, প্রাইভেট সেক্রেটারী, জিলা-ম্যাজিষ্ট্রেট, জিলা-বোর্ডের চেয়ারম্যান, ইঞ্জিনিয়ার, জমিদার, তালুকদার, প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত ভদ্রমহোদয়গণ এই কোম্পানীর কার্য্য দেখিয়া প্রশংসা করিয়াছেন। রাসায়নিক পরীক্ষায় জল বিশুদ্ধ না হইলে মূল্য গৃহীত হয় না। বিস্তৃত বিবরণের জন্য পত্র লিখুন।

বৃত্তিসহ সমগ্র

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

ভিক্ষা ২৲ টাকা। শিক্ষার্থি ছাত্রের পক্ষে ১।০ দেড়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীপরবিদ্যাপীঠ, শ্রীগৌড়পুর

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

মনোমোহন প্রেস

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা

পূর্ব্ববাঙ্গালায় সুলভে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত

বৈদ্যুতিক মেশিনে দিবারাত্র কাজ চলিতেছে

বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা।

১।৫ ... হইতে—শ্রীনিত্যবিহারী ব্রহ্মচারী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

স্থানীয় সংস্করণ

Registered No. C 1511

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি লাইন ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৸০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহ

ভারতের সর্ব্বত্র মঙ্গল-প্রচারক- নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র।

[illegible] মূল্য
[illegible] দেয়।
বার্ষিক [illegible]
ষাণ্মাসিক ৫৲
[illegible] ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৴৫

৪র্থ খণ্ড] সম্পাদক—প্রত্নবিদ্যালঙ্কার শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী [২২৯ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্য মঠ শ্রীধাম মায়াপুর—১৮ই অগ্রহায়ণ বুধবার ১৩৩৬, ৪ঠা ডিসেম্বর ১৯২৯

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থাবলী

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্—শ্লোক সূচী, বিষয়-সূচী প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত। ভিক্ষা, প্রতি খণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৶০ গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশ গ্রাহক পক্ষে ৷০
২। ভাষ্য-সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ) ৫৲
৩। গৌড়ীয়-গৌরব ৷৶০
৪। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।০
৫। ভজনরহস্য ৷০
৬। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲ ,, ,, ,, আবাঁধা ৸০
৭। গীতা (শ্রীবলদেব-ভাষ্যসহ) বাঁধা ২৲ আবাঁধা ১৷০
৮। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি-টীকা-সহ) বাঁধা ২৲ আবাঁধা ১৷০
গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ৷০
৯। যুক্তিমল্লিকা গুণসৌরভঃ সানুবাদ (মাধ্ব) ২৲
১০। বেদান্তত্ত্বসার সানুবাদ (রামানুজীয়) ৷০
১১। জৈবধর্ম্ম ২৲
১২। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৩। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৪। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ।৶০
১৫। দীপ-দিগ্‌দর্শন ৶০
১৬। সাধনপথ (৩য় সংস্করণ) ।৶০
১৭। আচার ও আচার্য্য ।৶০
১৮। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
১৯। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৶০
২০। শ্রীনবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
২১। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য (প্রমাণ খণ্ড) ৵০
২২। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ
২৩। শ্রীগৌড়মণ্ডল-পরিক্রমা দর্পণ
২৪। শরণাগতি, গীতাবলী, গীতমালা, কল্যাণকল্পতরু, নবদ্বীপশতক, অর্থপঞ্চক ও সদাচারস্মৃতি মোট ।৵০
২৫। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ও চৈতন্যকণ ৶০
২৬। সাধনকণ্ঠমণি ।০
২৭। সংস্কার দীপিকা
২৮। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড)
২৯। ব্রহ্মসংহিতা ৷০
৩০। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ৸০
৩১। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা সানুবাদ ।০
৩২। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৩৩। চৈতন্যভাগবত (বিরাট্ দ্বিতীয় সংস্করণ) ৫৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

ইংরাজী ভাষায় ভক্তিগ্রন্থ

১। শ্রীচৈতন্যচরিত ও শিক্ষা ।০
২। নামভজন ।০
৩। বৈষ্ণবধর্ম্ম আসল ও মেকি ।০
৪। ভাগবতীয় দর্শননীতি ও ধর্ম্ম ।০
৫। কাম ও প্রেমধর্ম্ম ।০
৬। গৌড়ীয়মঠ কি করেন ৴০

নদীয়া শ্রীধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপ-প্রদর্শনী,
(৩রা ফেব্রুয়ারী হইতে ১৭ই মার্চ্চ, ১৯৩০ পর্য্যন্ত)

প্রদর্শনীর সকল জ্ঞাতব্য বিষয়ের জন্য
সেক্রেটারী মহোদয়ের নিকট
আবেদন করুন।

শ্রীকুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ,
শ্রীচৈতন্য মঠ, শ্রীধাম মায়াপুর পোঃ আঃ (নদীয়া)।

দেবনাগরাক্ষরে ভক্তিগ্রন্থ

১। [illegible] ৶০
২। [illegible] ।০
৩। [illegible] ৶০
৪। [illegible] ৵০
৫। [illegible] ৷০
৬। [illegible] ।০

শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ

মুরি মহল্লা, দারাগঞ্জ পোঃ

এলাহাবাদ

পাঠকগণের স্মরণ থাকিতে পারে যে, কিছুদিন পূর্ব্বে প্রয়াগক্ষেত্রে শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ আবির্ভূত হইয়াছেন। সম্প্রতি উহার আনন্দস্বয় শ্রীপাদ অপ্রাকৃত গোস্বামী প্রভু কলিযুগ রক্ষক ও শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ-তীর্থ বিদণ্ডীস্বামী মহারাজের সহিত শ্রীমন্মুখে গত ৩০শে নভেম্বর ১৯২৯ শ্রীমঠ-প্রতিষ্ঠাকার্য্য সমাপন করিয়াছেন। মঠের স্থানটী পরম রমণীয় এবং প্রয়াগে কুম্ভমেলা বর্ত্তমান বর্ষে হওয়ায় অনেক ভক্তগণ শুদ্ধভক্তি-প্রচার লোকার্থে এখন হইতেই যত্ন করিতেছেন।

জাগতিক সংবাদ-সংগ্রহ

কনভোকেশনে "ছাত্র বিপ্লব"

পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের কনভোকেশনে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চান্সেলার বেভারেণ্ড ডাঃ ডবলিউ, এস, আরকুহার্ট সাহেব বক্তৃতাকালে বলেন—বর্ত্তমান ছাত্র বিপ্লব কেবল মাত্র কিয়দংশ যুববৃন্দ সংঘর্ষের ফল নহে। বৃদ্ধেরা যুবকদিগের উপর যে চাপ দিয়া শৃঙ্খলা রক্ষা করিবার প্রয়াস পান, সেই চাপ অসহ্য হওয়ায় যে বর্ত্তমান ছাত্রবিদ্রোহ তাহা বলা যায় না। কয়েকজন বুড়া ও ছেলেদের সহিত মিশিয়া পড়ায় আদর্শের গোলযোগ হইয়া পড়িয়াছে। এখন এ ব্যাপারকে রাজনীতিক দ্বন্দ্ব বলা যাইতে পারে। কিন্তু এ সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ অথবা রাজনীতিকগণ কাহারও পক্ষে বাঞ্ছনীয় নয়। ট্রেড ইউনিয়নের মতবাদ এবং কার্য্যপদ্ধতি ছাত্র-জীবনের উপর প্রভাব বিস্তার করার ফলে ছাত্র ও শিক্ষক উভয়েই বিদ্যালয়ের কর্ত্তব্যকর্ম্মের কথা বিস্মৃত হইয়াছেন। ধর্ম্মঘট প্রভৃতি ব্যাপার ছাত্রজীবনের উপযুক্ত নয়। যদি এ সকল উপায় অবলম্বন করা হয় অথবা উহার উৎসাহ দেওয়া হয়, তাহার ফল এই হইবে যে, প্রাচীনের সঞ্চিত অভিজ্ঞতা হইতে কেহ সম্যক্ লাভবান হইবেন বঞ্চিত থাকিবে। স্থিরভাবে এই সকল বিষয় বিচার করিয়া কার্য্য করিলে ভারতের চির প্রচলিত গুরু-শিষ্য-প্রথা পুনঃ স্থাপিত হইবে।

ইংরাজ ও জার্ম্মাণি

ইংরাজ ও জার্ম্মাণির রাষ্ট্রনীতির অগ্রদের কতক এখনও দখল করিয়া আছেন। দিসেম্বর মাসের মধ্যে ইংরাজেরা ঐ অঞ্চল সম্পূর্ণ ত্যাগ করিবেন।

টি. ইউ. কংগ্রেসে গোলযোগ

নাগপুরে ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসে একটা অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটিয়াছে। মিঃ যোশী এবং চমন লালের বিরুদ্ধে লিখিত কয়েকটী প্রস্তাব কাড়িয়া লইয়া দেখান পাওয়া যায়। প্রেসিডেণ্ট মিঃ জহরলাল নেহেরু বলেন যে, তিনি এ সমস্ত পছন্দ করেন না। অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি সে গুলি সরাইয়া দিতে অস্বীকার করেন। সহকারী সম্পাদক এ ব্যাপারে পদত্যাগ করিয়াছেন। পণ্ডিত জহরলাল বক্তৃতায় বলেন যে, আজকাল শ্রমিকদিগের পরিশ্রম মাত্র সার। তাহারা খাইতে পায় না অথচ তাহাদের শ্রমের ফল অর্থশালী কয়েকজন মাত্র উপভোগ করে। এ প্রথা দূর করিতেই হইবে। এমন এক সময় আসিতে হইবে যখন সকলেই কাজ করিবে। কেহই অপরের পরিশ্রমের ফল ভোগ করিবে না।

গঙ্গার নীচে সুড়ঙ্গ

কলিকাতায় গঙ্গার নীচে সুড়ঙ্গ বুঝি বা হইতে চলিল। সুড়ঙ্গে ইলেক্ট্রিক ট্রাম চলিবে। ঠিকাদারকে অর্ডার দেওয়া হইয়াছে।

রাজদ্রোহের কয়েদী

"কীর্ত্তি-সম্পাদক সর্দ্দার অর্জ্জুন সিং রাজদ্রোহের অপরাধে কারাদণ্ড ভোগ করিতেছিলেন। হাই কোর্টের আপীলে খালাস পাইয়াছেন। তিনি বলেন যে রাজনৈতিক কয়েদী সর্দ্দার মোটা সিংএর অবস্থা শোচনীয়। তাহার ভীষণ জ্বর, তাহাতে আবার প্রায়োপবেশন করিয়াছেন।

রুষ-চীন-যুদ্ধ

রুষ-চীন-যুদ্ধের প্রকৃত ব্যাপার রহস্যাবৃত। একবার শুনা যাইতেছে যে সমস্ত মিটমাট হইয়া গিয়াছে তাহার পরেই খবর পাওয়া গেল যে রুষীয়েরা ১২টী এরোপ্লেন লইয়া চীন আক্রমণ করে এবং একটী রেলষ্টেশন ধ্বংস করে। চীনাদের গুলিবারুদের ডিপো ভীষণ শব্দে ফাটিয়া যায়। চীনারা বলে যে রাষ্ট্র সঙ্ঘের নিকট আবেদন করার কোন আবশ্যকতা নাই।

পানম্

চায়ের দর অত্যন্ত কমিয়া যাওয়ায় ভারতবর্ষ, সিংহল ও নবদ্বীপের চা বাগানের মালিকেরা স্থির করিয়াছেন যে, যাহাতে চায়ের পাতা কম তোলা হয় তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

জেল আইন ভঙ্গ মামলা

লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার ১৫ জন আসামী বোর্ষ্টাল জেলে আইন ভঙ্গ করার অপরাধে অভিযুক্ত হইয়াছেন। তাঁহারা পঞ্জাব গবর্ণমেণ্টের চীফ সেক্রেটারীর নিকট দরখাস্ত করিয়া জানাইয়াছেন যে তাঁহারা পুলিশ কর্ত্তৃক পাশবিকভাবে প্রহৃত হইয়া গবর্ণমেণ্টকে প্রতীকার জন্য দরখাস্ত করিয়াছিলেন কিন্তু কোন উত্তর পান নাই। তাঁহারা ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবকে অনুরোধ করিয়াছিলেন যে নিরপেক্ষ ডাক্তার দ্বারা যেন তাঁহাদের ক্ষত পরীক্ষা করান হয় কিন্তু তাহার কোন ব্যবস্থা হয় নাই। তাঁহারা পুলিশ কর্ত্তৃক ভীষণ ভাবে প্রহৃত হইয়াও কোন রূপ প্রতিশোধের চেষ্টা করেন নাই তথাপি তাঁহাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মকর্দ্দমার সৃষ্টি হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

মুন্সীগঞ্জ সত্যাগ্রহ

মুনসীগঞ্জের সত্যাগ্রহের মিটমাট হইল না। হিন্দু সভা হইতে শ্রীযুক্ত পদ্মরাজ জৈন প্রভৃতিকে মিটমাট জন্য পাঠান হয়। কিন্তু তাঁহারা বিফলমনোরথ হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছেন। একপক্ষ বলেন যে সমস্ত লোককে মন্দির প্রবেশের অধিকার দেওয়া হউক। অন্যপক্ষ বলেন যে তাহা হইতে পারে না। মন্দিরের বাহিরে একটী বেড়া দেওয়া হইবে, সেই বেড়ার বাহিরে থাকিয়া তথাকথিত অস্পৃশ্য জাতিরা পূজা দিবে।

লণ্ডনে ও কলিকাতায় বসন্ত

লণ্ডনে বসন্ত রোগ দেখা দিয়াছে। বর্ত্তমানে হাসপাতালে প্রায় ৩০০ ঐ রোগী আছে। কলিকাতায়ও বসন্তের প্রকোপ হইবে বলিয়া ইস্তাহার দেওয়া হইয়াছে।

টিন সরবরাহ সংবাদ

টিনের দর অত্যন্ত হ্রাস হওয়ায় টিন প্রডিউসারস্ এসোসিয়েসন স্থির করিয়াছেন যে বাজারের দরকার মত টিনই গলাইবার জন্য কারখানায় দেওয়া হইবে এবং খনি হইতেও অনুপাতে কম টিন তুলিতে হইবে।

বড়লাটের ভ্রমণ

বড়লাট সাহেব কোলাপুর এবং মহীশূর রাজ্য পরিদর্শন করিয়া কোচিন হইয়া কুর্গে গমন করিয়াছেন। বড়লাট কোলাপুরে ভারতের সর্ব্বাপেক্ষা বড় হস্তীর উপর চড়িয়াছিলেন। এই হস্তীর নাম গজরাজ।

মীরাট ষড়যন্ত্র মামলা

সাম্রাজ্যবাদের অর্থ

মীরাট ষড়যন্ত্র মামলার আসামী শ্রীযুক্ত ঝাবওয়ালা জবানবন্দী দিবারকালে সাম্রাজ্যবাদের এইরূপ অর্থ করেন :—"যে মনোভাবের বশবর্ত্তী হইয়া একজন, জগদীশ্বরের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া আপনাকে অপর একজন অপেক্ষা উচ্চস্তরে অধিষ্ঠিত বলিয়া মনে করে এবং গর্ব্ব, ঔদ্ধত্য এবং ধনলিপ্সার বশবর্ত্তী হইয়া দুর্ব্বল ভ্রাতার ধন লুণ্ঠন অর্থাৎ সভ্য ভাষায় শোষণ করে তাহারই নাম সাম্রাজ্যবাদ। সাম্রাজ্যবাদীর কাজ ভ্রাতার প্রতি স্বেচ্ছাচার ও উৎপীড়নে প্রবৃত্ত হওয়া।"

লালাজীর প্রতিমূর্ত্তির পুনঃ প্রতিষ্ঠা

লালা লাজপত রায়ের প্রতিমূর্ত্তি প্রস্তর ঘাতে আংশিকভাবে ভগ্ন হইয়াছে তাহা পাঠক অবগত আছেন। এই ব্যাপার লইয়া লাহোরে চাঞ্চল্যসৃষ্টি হইয়াছে। এখানে পুনরায় নূতন প্রতিমূর্ত্তি স্থাপনের চেষ্টা চলিতেছে।

মোহান্তের বিরুদ্ধে ফৌজদারি

কিশোরগঞ্জ থানার অধীন সিমুলিয়া নিবাসী মহিম চন্দ্র এই বলিয়া এক ফৌজদারী রুজু করিয়াছে যে স্থানীয় আখড়ার মোহন্ত সেকুল এবং তাহার ৩ জন কর্ম্মচারী তাহাকে অন্যায়ভাবে আটক রাখিয়া তাহার নিকট হইতে দলিল কাড়িয়া লইয়াছে। স্থানীয় মিউনিসিপালিটির ভাইস্ চেয়ারম্যানের নিকট তদন্তের ভার পড়িয়াছে।

রাজদ্রোহে নৃপেন্দ্র বাবু

অধ্যাপক নৃপেন্দ্রচন্দ্র ২টী রাজদ্রোহের মোকদ্দমায় এক বৎসর করিয়া দুই বৎসর এবং যশোহরের রাজদ্রোহ মামলায় ৬ মাস সশ্রম কারাদণ্ডের আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছেন।

বিজ্ঞাপন

সাধারণের হিতার্থে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, কলিকাতার ২১৪নং বহুবাজার ষ্ট্রীটস্থ "বৈষ্ণবশ্রী" মহোদয়ের রচিত মানবের দুঃখ না হইতে পারে তাহার পন্থা উদ্ঘাটন সম্বলিত "কামশাস্ত্র" গ্রন্থখানি এখনও যিনি পাঠ করেন নাই, তিনি অবিলম্বে ঐ ঠিকানায় আবেদন করুন বিনামূল্যে প্রাপ্ত হউন। উহা পাঠে উপকৃত হইয়া ৭৫০০০ হাজার লোক কৃতজ্ঞ হইয়াছেন। পড়িলেই সত্যতা উপলব্ধ হইবে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১৮ই অগ্রহায়ণ বুধবার—১৩৩৬

শ্রীধাম মায়াপুরে
স্থায়ী ডাকঘর

গত ১৫ই অগ্রহায়ণ, ১৩৩৬, ইং, ১লা ডিসেম্বর, ১৯২৯ রবিবার দিবস হইতে বঙ্গদেশের পোষ্টমাষ্টার জেনারেল বাহাদুর শ্রীধাম মায়াপুর পোষ্টাফিসের স্থায়িত্ব ঘোষণা করিয়াছেন।

নদীয়া-প্রকাশের পাঠকগণ অবগত আছেন যে, শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার আবেদনে সহৃদয় পোষ্টমাষ্টার জেনারল বাহাদুর গত ১লা জুন, ১৯২৯ হইতে শ্রীশ্রীগৌর-জন্মস্থলী শ্রীধাম মায়াপুরে একটী ডাকঘর স্থাপনের অনুমতি প্রদান করেন। ইহাতে কতকগুলি অপরাধান্ধ মৎসর ব্যক্তি—যাহারা বহু পূর্ব্ব হইতেই শ্রীনামবিরোধে কৃতসঙ্কল্প ছিল তাহারা বাস্তব সত্যের প্রতিষ্ঠা আর সহ্য করিতে না পারিয়া শ্রীধামের পরম পবিত্র নামকে বিকৃত করিবার জন্য নানা প্রকারে চেষ্টা করিতে থাকে। কিন্তু উলূক যেরূপ কিরণ সহ্য করিতে না পারিলেও যেমন সূর্য্য তাঁহার কিরণ নিষ্প্রভ [illegible] হন না, সেইরূপ স্বপ্রকাশি- [illegible] বিমল কিরণকে উলূকসম্প্রদায়গণ [illegible] করিতে না পারিলেও তিনি আজ সকালীয় সৌভাগ্যবান সজ্জনসমক্ষে [illegible] কান্তি বিস্তার করিয়া স্বমহিমায় বিরাজমান। উলূকসম্প্রদায় আজ তাহাদের চিরবর্ণীয় অজ্ঞানান্ধকারে লুক্কায়িত।

বঙ্গ দেশের পোষ্টমাষ্টার জেনারেল বাহাদুরের জিজ্ঞাসা-মতে নদীয়ার সত্যানুরাগী ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুর গত ২৮শে আগষ্ট (১৯২৯) কৃষ্ণনগরে আমাদের শ্রীধাম মায়াপুরের অনেক সজ্জন ও বিরুদ্ধবাদী সম্প্রদায়ের নিকট হইতে যাবতীয় জ্ঞাতব্য বিষয়ের অনুসন্ধান লইয়া 'শ্রীমায়াপুর' নামেই ডাকঘর স্থাপনার্থ পোষ্টমাষ্টার জেনারেল বাহাদুরের নিকট পত্র প্রেরণ করেন। অতঃপর সদাশয় ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুরের অভিপ্রায় সহৃদয় পোষ্টমাষ্টার জেনারেল বাহাদুর বিরোধিদলের যাবতীয় আপত্তি নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর বোধে শ্রীগৌর-জন্মস্থলীর নামানুসারে তাঁহাদের নাম শ্রীমায়াপুরই বহাল রাখি[illegible] ১লা ডিসেম্বর [illegible] করিয়াছেন।

শ্রীধাম-মায়াপুর ডাকঘর
সম্বন্ধে
শাস্ত্রী মহাশয়ের পত্র

পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত নদীয়া প্রকাশ-সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু

সম্পাদক মহাশয়!

শ্রীধাম মায়াপুরে ডাকঘর হওয়ায় পরমানন্দ লাভ করিয়াছিলাম, কারণ তাহাতে আমাদেরও সুবিধা এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মস্থানের নামও উজ্জ্বল হইবে; কিন্তু যখন জানিলাম যে কতিপয় বিশ্বপাদ-অদয় ঈর্ষাবশতঃ প্রতিবাদ হওয়াতে তাহার বিরুদ্ধে বিচারকের নিকট দরখাস্ত করিয়াছে, তখন ভীত ও দুঃখিত হইয়াছিলাম যে পাছে হাকিমের হুকুম উলটাইয়া যায়। যাহা হউক, শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপায় যখন শুনিলাম যে বিচারক তাঁহার হুকুম পরিবর্ত্তন করেন নাই, তখন আনন্দসাগরে নিমজ্জিত হইলাম ও হাকিমকে শতসহস্র ধন্যবাদ দিলাম এবং মহাপ্রভুর নিকট তাঁহার দীর্ঘজীবনের ও সুখের প্রার্থনা করিলাম।

শাস্ত্র কহেন—

বাগ্ বৈ ব্রহ্ম। বাগ্ বৈ স্বরাট্।

বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ ৪।১।২

'হাকিম বদ হয় ত হুকুম বদ হয় না।' হাকিমের এক অপ্রান্ত ও দৃঢ় বিচার দেখিয়া পরমানন্দ লাভ করিলাম। ধন্য তাঁহার বিচারশক্তি। আমার জ্যেষ্ঠ সহোদর (যাদবচন্দ্র) সাবজজ ছিলেন, তাঁহার রায় কখনও ফিরিত না। যাহা হউক, বিচারকের বিচারকে ধন্য! আর শ্রীমন্মহাপ্রভু আমাদের ন্যায় জীবের মনোমালিন্য দেখিবেন কেন? তিনি কি তাঁহার দাসগণের আশীর্ব্বাদ করিবেন না? তিনি যে তাঁহার অপেক্ষা তাঁহার ভক্তের স্থান উচ্চে রাখিয়াছেন। এই তাঁহারই শ্রীমুখের বাণী। "মদ্ভক্তপূজাভ্যধিকা।"

—শ্রীমদ্ভাগবতে ১১।১৯।২১

ভক্তের স্থান যে উচ্চে তাহা মহাজন কহিয়াছেন—

পৃথ্বী তাবদিয়ং মহত্যথ ততো [illegible] বারিধিঃ

পীতোঽগস্ত্যমুনিনা স [illegible] যোগী প্রধানো ভবেৎ।

অঙ্গুষ্ঠোদরপূরণাদিসমদৃশঃ পূর্ণঃ [illegible]

ভক্তো বসতি স্বধীর হৃদয়ে ভক্তে মহাত্মা [illegible] ॥

দুইটি লোক কথা কহিতেছেন

কৃষ্ণ। পৃথিবীটা কি বড়!

রাম। কেন পৃথিবী [illegible] কি কেহ বড় নাই? সপ্তসমুদ্র [illegible] বেষ্টন করিয়া আছে।

কৃষ্ণ। তাহা হইলে সমুদ্র বড়।

রাম। কেন? অগস্ত্যমুনি এ সপ্তসমুদ্রকে এক গণ্ডূষে পান করিয়াছিলেন।

কৃষ্ণ। তাহা হইলে মুনিই বড়।

[illegible] কেন? সপ্তমুনিতে এক নক্ষত্র হয় যে

কৃষ্ণ। তাহা হইলে নক্ষত্রই বড়

রাম। কেন? আকাশে যে কত নক্ষত্র থাকে।

কৃষ্ণ। তাহা হইলে আকাশই বড়।

রাম। কেন শ্রীকৃষ্ণ যে বামনাবতার-সংবাদে এক পদে স্বর্গ ও মর্ত্ত্য ব্যাপ্ত করিয়াছেন।

কৃষ্ণ। তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণের পদই বড়!

রাম। কেন? ভক্ত যে সেই কৃষ্ণ পদকে বক্ষে ধারণ করিয়া থাকেন। সুতরাং ভক্ত অপেক্ষা মহৎ আর কেহই নাই। (উপরিউক্ত শ্লোকটি আমার মাতৃদেবীর [illegible] মুখে আজ ২৮ বৎসর পূর্ব্বে আমার মাতুলালয় বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত বিদ্যানন্দপুরে শ্রবণ করিয়াছিলাম। তিনি জমিদারের কন্যা ছিলেন! তাঁহার পিতা তাঁহাকে উদ্দেশ্যে সংস্কৃত অধ্যয়ন করাইয়াছিলেন। তাঁহাকে সেই গ্রামে 'গুরু মা' বলিয়া ডাকিত। আমার পিতৃদেব কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক ছিলেন, মহামহোপাধ্যায় [illegible] প্রসন্ন [illegible] তাঁহার ছাত্র ছিলেন। তিনি সে সময়ের লোক ছিলেন। [illegible] দেবের নিকট শুনিয়াছিলাম যে, [illegible] [illegible] পূর্ব্বে 'গুরু মা' তাঁহাকে সংস্কৃতে প্রশ্ন করিয়াছিলেন। যখন 'গুরুমা'র নিকট এই শ্লোক শুনিয়াছিলাম, তখন তিনি [illegible] সমস্ত কথা ভাল বুঝিতে পারি নাই। যদি [illegible] কোন [illegible] সহোদয় তাহা শুদ্ধ করিয়া দিয়া সংশোধন করিয়া লয়েন।)

যাহা হউক বিচারকের বিচার দেখিয়া পরমানন্দ লাভ করিলাম, কারণ মনের একটি গ্লানি গেল। ঈর্ষাকারিগণের মুখে কালি পড়িল। সেই সব মুখ দেখিতে পাইলে একটু একটু চুনা দিয়া দিতাম! ছি! একটু লজ্জা নাই! পূজ্যপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ যে কার্য্য করিবেন, সে কার্য্যে কোন সাহসে হস্তক্ষেপ করিতে যান, তাহাই আশ্চর্য্য বিষয়। ঈর্ষাকারিগণ সেই মহাপ্রভুর পার্ষদকে চিনিতে পারিলেন [illegible] [illegible] দিয়া গেল! মহাকবি [illegible] কপোতী [illegible] জল পান [illegible], [illegible] হইতে চাতকেরই [illegible], [illegible] নাই [illegible]—

[illegible]

[illegible]

[illegible] তৃণাদপি [illegible]

[illegible] [illegible] শ্রীহরিঃ ॥

তিনি সকল [illegible] আদর করেন যে, [illegible] নাই, [illegible] "[illegible]" "[illegible]" [illegible] সমান [illegible]—[illegible] বলিয়া স্বীকার করে—

গঙ্গাদীনাং সকল-[illegible] সমদৃক্,

কিঞ্চিৎ গর্ব্বং ন করোতি [illegible] [illegible] বন্ধুম।

একো ভেকঃ পরম মুদিতঃ প্রাপ্য গোষ্পদনীরং

কো মে কো মে প্রতিভি বদনঃ গাঢ়মুচ্চৈঃ সমুচ্চৈঃ ॥

সংসারে তিন প্রকার লোক দেখিতে পাওয়া যায়, উত্তম, মধ্যম ও অধম। যিনি নিজের ক্ষতি করিয়া পরের উপকার করেন, তিনি উত্তম; যিনি নিজের ক্ষতি না করিয়া পরের উপকার করেন, তিনি মধ্যম; যিনি অন্যের ক্ষতি করিয়া নিজের মঙ্গল করেন তিনি অধম। কিন্তু এক শ্রেণীর লোক আছেন, যাঁহারা নিজের লাভ নাই তথাপি পরের ক্ষতি করেন, তাঁহারা কোন্ শ্রেণীর লোক তাহা জানিনা—

[illegible] সৎপুরুষাঃ পরার্থ-ঘটকাঃ [illegible] [illegible] যে

সামান্যাঃ পরকীয় কার্য্যকুশলাঃ স্বার্থাবিরোধেন যে।

তেঽমী মানুষরাক্ষসাঃ পরহিতং স্বার্থায় নিঘ্নন্তি যে

যে তু ঘ্নন্তি নিরর্থকং পরহিতং তে কে ন জানীমহে ॥

পূজ্যপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ নিজের ক্ষতি করিয়া পরের মঙ্গল করেন; সুতরাং তিনি উত্তম। প্রতিদিন কত কষ্ট করিয়া বক্তৃতা দিয়া আমার ন্যায় পামরের উদ্ধার করিতেছেন! নবদ্বীপ-পরিক্রমা-কালে প্রতিদিন শিষ্যগণের ও অন্যান্য লোকের সহিত কষ্ট ভোগ করিয়া থাকা সত্ত্বেও পদব্রজে সঙ্কীর্ত্তনের দলের সহিত গমন করেন। সে কোমলপদে কত কঙ্করাদি কঠিন দ্রব্যের আঘাত লাগে, সেদিকে তাঁহার দৃষ্টি নাই, যাহাতে সঙ্কীর্ত্তন-কার্য্যের [illegible] হয়, সেদিকে তাঁহার দৃষ্টি। [illegible] মারি! একবার তাঁহার সঙ্গ [illegible]! এ জন্মে পারমার্থ হইবে [illegible] দিয়া তাঁহার, [illegible] হইলেই মন [illegible] তাহাকে [illegible]

[illegible] —

[illegible] মাতা বা পুত্র

[illegible] নিয়াছে

[illegible] তাঁহার নিকট থাকেন,

[illegible] ... তাহা অনুমান [illegible] ...—

"[illegible], তোমা দুঃখ দেখিয়া।"

[illegible] সেবা-ইচ্ছা তাঁহার সর্বদা তাঁহার সঙ্গ [illegible] করিতেছেন। আমার পূর্ব জন্মের অপরাধ কি!

ভক্ত শ্রীমাতাজী [illegible] যে, [illegible] মনের মল দূর [illegible] তাঁহার কিরূপ অদ্ভুত ঘটনা [illegible] দেখুন যে, [illegible] তাঁহার পার্ষদ-দ্বারা তাঁহার কার্য কিরূপ করাইতেছেন! কুরুক্ষেত্রে মঠ, নৈমিষারণ্যে মঠ, যাহা কেহ কখনও স্বপ্নেও আশা করেন নাই, সেখানেও মঠ স্থাপিত হইয়াছে। শুধু যে মঠ-স্থাপন হইয়াছে, তাহাও নহে সে স্থানে শ্রীবিগ্রহ-স্থাপন ও প্রসাদ বিতরণ হইতেছে। তাঁহার উচ্চ অন্তরের মূল্য নির্ণয় করিতে কে পারিবেন, তাহা ছাড়া তাঁহার এক এক শিষ্যের কত উচ্চ হৃদয়, তাহাও অনুধাবন করিতে পারিবেন না। নবদ্বীপ পরিক্রমার শেষ বেলা প্রায় সহস্র পাত পড়ে, আধ্যক্ষিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ মহাশয় সকলকে উদর পুরিয়া প্রসাদ পাওয়াইয়া নিজে প্রসাদ পান। সে কি ব্যাপার, তাহা কেহ কখনও দেখিয়াছেন কি? না, কেবল হিংসা। এ বৃন্দাবন ধামের পরিক্রমা নহে যে, নিজে পাক করিয়া পয়সা খরচ করিয়া খাইতে হইবে। এ ষোড়শোপচারে ভোজন! কে এত লোকের আহার যোগাইতেছেন, তাহা বুঝিবার উপায় নাই। শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী মহারাজের হস্তে একমাত্র দণ্ড। শ্রীমন্মহাপ্রভুর কাছে, তিনিই দ্রব্যাদি যোগাইয়া দেন। কেমন ভক্তাধীন ভগবান দেখিবেন না! তাঁহার গুণ প্রকাশ করা আমার সাধ্য নহে। গুণের শেষ করিতে পারিলাম না। আমার বিদ্যাবুদ্ধির শেষ বশতঃ ক্ষান্ত হইলাম -

"মতিমান্ যদ্বক্ষীনা তব সন্তি [illegible]।
[illegible] শক্যা বা ন [illegible]॥"

[illegible] ১২৩১।

মহাপ্রভু শ্রীধাম মায়াপুর ডাকঘর [illegible] তাঁহার ভক্তগণের কত আনন্দ বর্দ্ধন করিলেন। শ্রীমাতাজীগণের আর্শীর্বাদে [illegible] হইল না [illegible] মহাপ্রভুর জয়! [illegible] লোকের জয়!

[illegible] শ্রীমায়াপুর [illegible] নাম রাখিয়াছেন, [illegible] বুদ্ধিকে [illegible] দেখাইলেন! [illegible]

শ্রী [illegible] শাস্ত্রী
(বেদান্তভূষণ, কাব্যরত্ন)
আকুই, বর্দ্ধমান

সন্দেহ-নিরসন

মহাপ্রসাদে গোবিন্দে নামব্রহ্মণি বৈষ্ণবে।
স্বল্পপুণ্যবতাং রাজন্ বিশ্বাসো নৈব জায়তে॥

— ক্ষীণ-পুণ্য ব্যক্তি মহাপ্রসাদ, গোবিন্দ ও হরিনাম-নামব্রহ্ম এবং বৈষ্ণব এই চারিটী বৈকুণ্ঠ বস্তুতে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারে না।

প্রসাদ অর্থে কৃপা। মহাভাগবতগণ সমস্ত জগৎকে ভোগপর বা ত্যাগপর দৃষ্টিতে দর্শন না করিয়া সর্বত্রই ভগবৎ-কৃপা-প্রস্থ [illegible] ব্রজা-বৈভব রূপে দর্শন করেন; সুতরাং তাঁহারা সমস্ত জগৎকে মহাপ্রসাদ-রূপে দর্শন করিতে পারেন, মহাপ্রসাদরূপে গ্রহণ করিতে পারেন এবং মহাপ্রসাদরূপে প্রদান করিতে পারেন। সর্বত্র কৃষ্ণ ও কার্ষ্ণ দর্শনকারী মহাভাগবতগণই মহাপ্রসাদের অধিকারী।

মধ্যমাধিকারী সর্বত্র কৃষ্ণ-সম্বন্ধ দর্শন না করিলেও মহাভাগবতের দাসানুদাসাভিমানে কৃষ্ণে প্রীতি, কৃষ্ণৈকপ্রাণ জনের সহিত মিত্রতা, নিকটে অজ্ঞ জনে কৃপা এবং ভগবদ্বিদ্বেষী জনে উপেক্ষার সহিত অবস্থান করিতে করিতে ভক্ত ও ভগবানের কৃপা লাভ করেন। তিনি শ্রৌত পথে দৃঢ় বিশ্বাস-সম্পন্ন বলিয়া "ভক্তপদধূলি আর ভক্ত পদ জল। ভক্তভুক্ত-শেষ তিন সাধনের বল॥ এই শ্রুতি-সার বাক্য-অনুসারে ভক্ত-প্রসাদ বা মহামহাপ্রসাদে অধিক রুচি-বিশিষ্ট। মধ্যমাধিকারী ভগবৎ-সেবাপেক্ষা ভক্ত-সেবার শ্রেষ্ঠতা শ্রৌতপথে অবগত হইয়া আপনাকে বৈষ্ণব-দাসানুদাস বলিয়া পরিচয় দিতে ভালবাসেন। সুতরাং ইঁহারা সর্বত্র মহামহাপ্রসাদের প্রার্থী।

কনিষ্ঠাধিকারী কৃষ্ণে লৌকিকী শ্রদ্ধা বিশিষ্ট হইলেও অপ্রাকৃত সেবাপর বুদ্ধির অভাব-বশতঃ কার্ষ্ণ বা কৃষ্ণের সেবোপকরণ-ভারের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস করিতে পারেন না। তিনি সদ্গুরুর নিকট হরিকথা দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের অর্চ্চা-মূর্তির অর্চ্চনে অধিক রুচি-বিশিষ্ট। কনিষ্ঠাধিকারী উত্তম ও মধ্যমাধিকারীর সঙ্গে ক্রমে ক্রমে মহাপ্রসাদের অধিকারী হইতে পারেন। এই ত্রিবিধ অধিকারীই মহাপ্রসাদ ও মহামহাপ্রসাদের অধিকারী।

(১) [illegible] কোন কোন ব্যক্তি ভক্ত [illegible] রূপ-প্রসাদ হইতে বঞ্চিত—[illegible] মহাপ্রসাদকে ভাত ডাল তরকারীর ন্যায় জড়েন্দ্রিয়ের তৃপ্তি-সাধক ও আস্বাদ্য মনে করেন।

(২) যাঁহারা মহাপ্রসাদে স্পর্শ-দোষ এবং মহামহাপ্রসাদে উচ্ছিষ্ট বিচার করেন।

(৩) যাঁহারা মহাপ্রসাদকে বৈকুণ্ঠ বস্তু জ্ঞান করিবার পরিবর্তে পুণ্যাপেক্ষাযুক্ত প্রাকৃত বস্তুর অন্যতম জ্ঞানে 'মহাপ্রসাদ কোন স্থান বিশেষে আবদ্ধ, অন্যত্র এমন কি নবদ্বীপ বৃন্দাবনাদি ধামেও থাকিতে পারে না'—এইরূপ ধারণা বিশিষ্ট।

(৪) যাঁহারা মনে করেন—'চাউল ডাল তরকারী প্রভৃতি জড় বস্তু মন্ত্র-পূত করিয়া ভগবানকে নিবেদন করিলে ঐ সকল জড় বস্তু চিৎ হইয়া যায়'।

(৫) যাঁহাদের ধারণা—ভগবান সত্যকাম ও সত্যসংকল্প, সুতরাং তিনি কোন বস্তু আহার করেন না বা করিবার প্রয়োজন বোধ করেন না, তবে নিম্নাধিকারী ব্যক্তির পক্ষে নৈবেদ্য নিবেদনাদির ব্যবহারিক প্রয়োজনীয়তা আছে মাত্র।

ভগবানকে কে খাওয়াইতে পারেন? কাহার প্রদত্ত অন্ন মহাপ্রসাদ বলিয়া স্পর্শ-দোষ বিচার পরিত্যাগ পূর্বক অবাধে গ্রহণ করা যাইতে পারে? চতুর্বেদপাঠী ব্রাহ্মণই কি ভগবানকে নৈবেদ্য প্রদান করিতে সমর্থ? ভক্তই ভগবানকে খাওয়াইতে পারেন, ভগবান্ ভক্তের অধীন, ব্রাহ্মণাদি জাতির অধীন নহেন। ভগবান্ স্বয়ং শ্রীমুখে আজ্ঞা করিয়াছেন—

ন মেঽভক্তশ্চতুর্বেদী মদ্ভক্তঃ শ্বপচঃ প্রিয়ঃ।
তস্মৈ দেয়ং ততো গ্রাহ্যং স চ পূজ্যো যথা হ্যহম্॥

— চতুর্বেদ-পাঠী ব্রাহ্মণ অভক্ত হইলে আমার প্রিয় নহে, কিন্তু শ্বপচকুলোদ্ভূত ব্যক্তি ভক্ত হইলে আমার প্রিয় হয়। তাঁহাকেই যাবতীয় বস্তু দান করিতে হইবে, তাঁহার নিকট হইতেই যাবতীয় বস্তু গ্রহণ করিতে হইবে, তিনি আমারই ন্যায় পূজ্য। ভগবানকে খাওয়াইতে হইলে জন্ম ঐশ্বর্য্য পাণ্ডিত্য সৌন্দর্য্যাদির অভিমান পরিত্যাগ করিয়া কাতর ভাবে দৈন্যের সহিত ডাকিতে হয়। যিনি লৌকিকজাত্যভিমানে মদমত্ত তিনি কেমন করিয়া ভগবানকে ডাকিয়া খাওয়াইবেন?

সাধুসঙ্গে শাস্ত্র অনুশীলন না করিয়া নিজ বিদ্যা-বুদ্ধিবলে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পড়িতে গিয়া অনেকে বিপদগ্রস্ত হইয়াছেন। তাঁহাদের সংশয় এই যে, গৌড়ীয় শ্রীমন্মহাপ্রভুর অনুগত বলিয়া পরিচয় দেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের সকল আচরণ শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরণের সহিত মিলে কই? গৌড়ীয় মহাপ্রসাদে স্পর্শদোষ বিচার করিতে নিষেধ করিতেছেন এবং এমন কি চণ্ডালকুলোদ্ভূত বৈষ্ণবের পাচিত ও প্রদত্ত অন্ন গ্রহণ করিতে বলিতেছেন, তদুত্তরে অনেক শাস্ত্র-প্রমাণও দেখাইতেছেন, কিন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরণ দেখিতে পাই, তিনি শৌক্রব্রাহ্মণেরই সম্মান করিয়াছেন, তাঁহাদের পাচিত-অন্নই মহাপ্রসাদ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু মহাপ্রসাদে স্পর্শদোষ বিচার এবং বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি করেন নাই—ইহা শৌক্র ব্রাহ্মণাভিমানীর চক্ষে দৃষ্ট না হইলেও পরম-সত্য। বর্ণ-ব্রাহ্মণের স্পৃষ্ট-জল তৈল মালী-তাম্বুলি প্রভৃতি নবশাখ-শূদ্রগণও গ্রহণ করেন না, তথা কোন বর্ণাভিমানীর অবাদও নাই, কিন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভু ও শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরী প্রভু সনোড়িয়া বা সুবর্ণ-বণিকের ব্রাহ্মণের পাচিত অন্ন ও স্পৃষ্ট জল স্বয়ং যাচিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু অনেকবার যবনকুলোদ্ভূত ঠাকুর হরিদাসকে এক পংক্তিতে ভোজন করিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন। শান্তিপুরে অদ্বৈতাচার্য্যের গৃহে বর্ণাশ্রমীর আদর্শ গৃহস্থ ব্রাহ্মণের অভিনয়কারী আচার্য্যবর্য্য অদ্বৈত প্রভুকে স্বয়ং যবনকুলোদ্ভূত ঠাকুর হরিদাস এবং ব্রাহ্মণেতর কুলে প্রকটিত মুকুন্দের সহিত একত্র ভোজন করিতে আজ্ঞা করিয়াছেন—

মুকুন্দ হরিদাস দোঁহা করহ ভোজন।
তবে আচার্য্য সঙ্গে প্রভু দুই জন।
করিল ভোজন, ইচ্ছা যে আছিল মনে॥

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের এই সকল কথা কি কোন বর্ণাভিমানীর চক্ষে পড়ে না?

শ্রীমন্মহাপ্রভু বৈষ্ণবের সম্মান করিয়াছেন সত্য; কিন্তু ব্রাহ্মণেতর কুলোদ্ভূত বৈষ্ণবাপেক্ষা ব্রাহ্মণ-কুলোদ্ভূত বৈষ্ণবের অধিক সম্মান করিয়াছেন—এইরূপ বিচারও নিতান্ত গর্হণ-যোগ্য ও বৈষ্ণবে জাতি-বুদ্ধির প্রকার-ভেদ। শ্রীমন্মহাপ্রভু যদি ব্রাহ্মণ কুলোদ্ভূত বৈষ্ণবকেই বড় বলিয়া মনে করিতেন, তাহা হইলে ব্রাহ্মণ-কুলোদ্ভূত প্রদ্যুম্ন মিশ্রকে ভজনোপদেশ গ্রহণ করিবার জন্য শূদ্রকুলোদ্ভূত রায়রামানন্দের নিকট প্রেরণ করিতেন না, রায়রামানন্দাপেক্ষা প্রদ্যুম্নমিশ্রকে অধিক বড় বৈষ্ণব বলিতেন। বৈষ্ণবে ব্রাহ্মণতার অভাব নাই, বৈষ্ণবতা আত্মার ধর্ম, উহাতে জাতি-কুলাদি কোন ব্যবধান নাই।

বর্ণাভিমানী জন্ম-জড়-স্মার্ত্ত-সমাজ ইহাতেও বলিতে পারেন যে, শ্রীমন্মহাপ্রভু রায়রামানন্দের গৃহে ভিক্ষাগ্রহণ না করিয়া অন্য শৌক্র-ব্রাহ্মণের গৃহে ভিক্ষাগ্রহণ করিলেন কেন? বারাণসী ক্ষেত্রে চন্দ্রশেখরের গৃহে ভিক্ষাগ্রহণ না করিয়া তপন মিশ্রের ঘরে ভিক্ষা গ্রহণ করিলেন কেন? শ্রীমন্মহাপ্রভুর ঐরূপ আচরণ মহাপ্রসাদে

স্পর্শদোষ বিচারের বা বৈষ্ণবে জাতি-বুদ্ধির অন্যতম হেতু। শ্রীমন্মহাপ্রভু যদি অতিথি অধিক সম্মান করিয়া বৈষ্ণবের প্রসাদ লইয়া স্পর্শদোষ বিচার করিতেন, তাহা হইলে দাস গোস্বামীর জ্যাঠা খুড়া কায়স্থ-কুলোদ্ভূত কালিদাসের ভুক্ত মালীকুলের প্রকৃতি ঝড়ু ঠাকুরের উচ্ছিষ্ট গ্রহণ করায় প্রশংসা করিতেন না। ঠাকুর নিত্যানন্দ শ্রীমন্মহাপ্রভুর অভিন্ন বিগ্রহ, যাঁহারা শ্রীমন্মহাপ্রভুকে মানেন, কিন্তু শ্রীমন্নিত্যানন্দপ্রভু বা কালিদাস, দাসগোস্বামী প্রভৃতি পার্ষদগণকে মানিতে চান না, তাঁহাদের বিচার 'অর্দ্ধকুক্কুটি ন্যায়' অনুসারে, গৌড়ীয় তাঁহাদিগকে সম্মান করিতে পারেন না। [illegible] নিত্যানন্দপ্রভুর আচরণে দেখা যায়, তিনি নীচ-কুলোদ্ভূত [illegible] শিষ্য করিয়া তাঁহাদিগকে নিজের সমান করিয়া লইয়াছেন এবং তাঁহাদের পাচিত অন্ন গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার প্রধান পাচক ছিলেন— সুবর্ণবণিক কুলোদ্ভূত বৈষ্ণব ঠাকুর উদ্ধারণ। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় বর্ত্তমান নিত্যানন্দ-বংশের গোস্বামীগণ দাসগোস্বামী বা ঠাকুর নরোত্তমকে শূদ্রজ্ঞান করিয়া তাঁহাদের প্রসাদ বলিয়া কোন দ্রব্য দিতে গেলে গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত হন, ইহা হইতে আর বৈষ্ণবাপরাধ কি হইতে পারে!

বর্ণাভিমানী স্মার্ত্তকুলের আচরণ দেখিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর পার্ষদ প্রেমানন্দ মনঃশিক্ষাচ্ছলে আমাদিগকে যে উপদেশ দিয়া গিয়াছেন, তাহাই বর্ত্তমানকালে একমাত্র আলোচ্য বিষয় হওয়া উচিত।

ওরে মন! দেখনা সকলি ভুল।
কিসের গরব ধন-জন জাতি,
কিসে বা চণ্ডাল কুল
ধন দিয়ে বুঝ, শমন এড়াবে,
যমে কি ছাড়িবে তোরে।
বড় জাতি হৈলে, যে বুঝ ছাড়িবে,
কুলে না রাখিবে কারে॥
[illegible] মায়া, [illegible]
সে ঝুটা আইলে মাঝে।
বৈষ্ণব উচ্ছিষ্টে, কুক্কুড়ী মুকুড়ী
[illegible] আসি সে বাঝে॥

ধর্ম্ম বিজ্ঞান

(শ্রীযুক্ত [illegible] এম, এ [illegible] সংগৃহীত)

ক্ষর, অক্ষর বা কূটস্থ, ব্রহ্ম, পরমাত্মা, ভগবান্, পুরুষোত্তম— লোকে দুইটি বই পুরুষ নাই, তাহাদের নাম ক্ষর ও অক্ষর। বিভিন্নাংশ চেতনরূপ জীবই ক্ষর পুরুষ, স্বরূপ হইতে অনাদিকাল [illegible] স্বভাব [illegible] তাহাকে ক্ষর-পুরুষ বলা যায়। স্বরূপ হইতে যাঁহারা কখনই ক্ষরিত হন না এরূপ স্বাংশ-তত্ত্বই অক্ষর পুরুষ। অক্ষর পুরুষের অন্য নাম কূটস্থ পুরুষ। সেই কূটস্থ অক্ষর পুরুষের তিন প্রকার প্রকাশ:— জগৎ সৃষ্ট হইলে তাহাকে সর্ব্বব্যাপী সত্তারূপে এবং তাহার সঙ্গে [illegible] বিপরীত অবস্থায় যে অক্ষর পুরুষ প্রকাশ হন, তিনিই ব্রহ্ম। অতএব ব্রহ্ম—জগৎসম্বন্ধে তত্ত্ববিশেষ, স্বতন্ত্র তত্ত্ব নন; আর জগতে চিৎস্বরূপ জীবসকলকে আশ্রয় দিয়া যেই প্রকাশ কিয়ৎপরিমাণে শুদ্ধ চিত্তত্ত্বের প্রকাশক, তাহাই পরমাত্মা, তিনিও জগৎসম্বন্ধে তত্ত্ববিশেষ, স্বতন্ত্র নন। সেই পরমাত্মরূপ দ্বিতীয় অক্ষর পুরুষ সামান্যতঃ অক্ষর পুরুষরূপ ব্রহ্ম অপেক্ষা উত্তম, তিনিই ঈশ্বর এবং লোকত্রয়ে প্রবিষ্ট হইয়া অন্তর্য্যামীরূপে বিরাজমান। তৃতীয় এবং সর্ব্বোৎকৃষ্ট অক্ষর পুরুষের নাম—ভগবান। আমিই (কৃষ্ণ) সেই ভগবত্তত্ত্ব। আমি (কৃষ্ণ) ক্ষর পুরুষ জীবের অতীত এবং অক্ষর পুরুষ ব্রহ্ম ও পরমাত্মা হইতে উত্তম। অতএব লোকে ও বেদে আমাকে পুরুষোত্তম বলিয়া উক্ত করে। অতএব ইহাই সিদ্ধান্ত বলিয়া জানিবে যে, ক্ষর ও অক্ষর—এই দুইটি পুরুষ এবং অক্ষর পুরুষের তিনটি প্রকাশ—সামান্য প্রকাশ ব্রহ্ম, উত্তম প্রকাশ পরমাত্মা ও সর্ব্বোত্তম প্রকাশ ভগবান্।

সর্ব্ববিৎ:- যিনি নানা মতবাদ দ্বারা মোহপ্রাপ্ত না হইয়া আমার এই সচ্চিদানন্দ স্বরূপকে পুরুষোত্তম তত্ত্ব বলিয়া জানেন, তিনিই সর্ব্ববিৎ এবং তিনি সর্ব্বভাবে আমাকে ভজনা করিতে সমর্থ।

(গী: ১৫।১৬-১৯ শ্রীল [illegible] ভাষ্য)

তত্ত্ব।—তত্ত্ববিদ্গণের কেহ সেই অদ্বয়জ্ঞান বস্তুকে ব্রহ্ম, কেহ পরমাত্মা এবং কেহ বা ভগবান্ শব্দে সংজ্ঞিত করেন। (ভক্তিসন্দর্ভ গৌঃ ভাঃ)

মন্দিরালোক সমস্যা

বিলাত হইতে প্রকাশিত 'দি [illegible]' লিখিয়াছেন:— "মন্দিরে কিরূপ আলোক দেওয়া আবশ্যক তাহার নিরূপণ করা কঠিন। ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় ভিন্ন ভিন্ন প্রকার আলোকের ব্যবস্থা করেন। পূর্ব্বকালে তৈল প্রদীপ ব্যবস্থা ছিল। তাহার স্বল্প আলোকে উপাসনা মন্দিরের ছায়া-রহস্য [illegible] অনেকে মনে করেন যে অল্প আলোক [illegible] মন্দিরে যখন [illegible] গম্ভীর ভাব [illegible] পরমেশ্বরের আশ্রয় [illegible] সময় যেন ঈষদালোক [illegible] উঠে। এই জন্য 'আধ আলো, আধ আঁধারের' চলন।

পূর্ব্বে এইরূপ আলোকের অবস্থা [illegible] চলিত— কারণ, [illegible] নিজ [illegible] পূর্ব্বে [illegible] এবং গান বাজনার [illegible] না। সেই জন্য পুরোহিতকে [illegible] কাজ [illegible]। কিন্তু আজ কাল সকলেই [illegible] উপাসনায় প্রার্থনায় [illegible] যোগ দেন। এজন্য সম্প্রতি মন্দিরে [illegible] বাড়িয়াছে। [illegible] আলোকনিয়ন্ত্রণী ব্যবস্থা হওয়া উচিত নাই।"

বিলাতের আর একটী পত্রিকা বলিতেছেন, গীর্জ্জায় এত [illegible] দিবার [illegible] নাই। [illegible] মনে হয় আলোকে উদ্ভাসিত হইলে [illegible] সৌন্দর্য্য [illegible] হয়।

বর্ত্তমান সময়ে এদেশে কিরূপ আলোক [illegible] মন্দির [illegible] [illegible] কোন [illegible] সম্পূর্ণ তুষ্টি-[illegible]।

[illegible] যে [illegible] অন্ধকারময় ধর্ম্মমন্দিরে যদি [illegible] দীপক হয় তাহাতে [illegible] অযোগ্য [illegible] জন্য [illegible] কারণ আলোক [illegible] মন্দির বাঞ্ছনীয় নহে।

পৃথিবীর সর্ব্বোৎকৃষ্ট কারুকার্য্য, [illegible] বৈদ্যুতিক আলোক, —সমস্ত [illegible] নিয়োজিত [illegible]—এই দারুণ বশবর্ত্তী হইয়া যদি ধর্ম্মমন্দিরসমূহ সুন্দররূপে আলোকিত করিবার বন্দোবস্ত করা হয় তাহা হইলেও ধর্ম্মমন্দিরের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি-প্রয়াস সার্থক হয়।

কিন্তু যদি মন্দিরে আসিয়া [illegible] অঙ্কিত [illegible] কেমন হইয়াছে সেই দিকে নজর পড়ে এবং সেই [illegible] পড়াইবার এবং দেশ বিদেশের লোকের নিকট মন্দিরের সৌন্দর্য্য [illegible] লাভ করিবার বাসনা থাকে, যদি ঈশ্বর সেবা হইতে মনকে এই সৌন্দর্য্যদর্শন [illegible] করে, তাহা হইলে মন্দির একটি প্রমোদাগার অথবা নাট্যশালায় পরিণত হইবে। [illegible] কৃষ্ণানুশীলনের উপদেশ গ্রহণ করিবার মন্দিরের সমস্ত আয়োজন ও অনুষ্ঠান করাই একমাত্র কর্ত্তব্য।

নূতন অবতার

[illegible] মাসিক পত্রিকা [illegible] হইতে [illegible]

"[illegible] অর্জ্জুন [illegible] বলিয়াছেন [illegible] কিন্তু [illegible] কিন্তু [illegible] মানবজাতির [illegible] দুঃখ [illegible] অবতার [illegible] হয়। [illegible] একটি [illegible] বৎসরেই [illegible] বৎসর [illegible] প্রত্যেক অবতারই সদ্গুরু; কিন্তু প্রত্যেক সদ্গুরু অবতার নহেন।

"[illegible], জোরোয়াষ্টার, যীশু, মহম্মদ— ইহারা প্রত্যেকে একাধারে সদ্গুরু ও অবতার। হাফিজ, কবীর, রামকৃষ্ণ —ইহারা [illegible], অবতার নহেন। [illegible] উপর এবং [illegible] সদ্গুরু অবতার কথা। অবতারগণের [illegible] ও আদর্শ। অতএব তাঁহারা এই [illegible] জগতের কর্ত্তা।

'[illegible] বৎসরের মধ্যে [illegible] আবির্ভূত হইবেন। সেই [illegible] মানবজাতির [illegible] প্রকাশ করিবেন। [illegible] প্রেম [illegible] হইবে এবং ইহারই [illegible] [illegible] বাণী [illegible] শান্তি স্থাপিত হইবে! [illegible] অন্ধকে [illegible] করিয়া জগৎকে [illegible] করিবেন।'

অবশেষে সম্পাদক মহাশয় লিখিয়াছেন যে অবতার মহাশয় দীর্ঘ জীবন লাভ করুন।

অযোগ্য কৃষ্ণের কৃপা ব্যতীত [illegible] আছেন।

কোন কৃষ্ণচন্দ্রের [illegible] আচার।
তাঁর কৃপা বিনে [illegible] শক্তি [illegible]॥
অযোগ্য কৃষ্ণের [illegible]
- [illegible]।
[illegible] কৃষ্ণ-[illegible]!
[illegible]
"[illegible]
[illegible]। [illegible]
[illegible]।"—[illegible]

[illegible] কৃষ্ণ [illegible]!
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]

সারস্বত—বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

সম্প্রতি পরবিদ্যাপীঠে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি অধ্যাপনার্থে অধ্যাপকের আসন সমূহ সংস্থাপিত হইয়াছে। বিদ্যার্থিগণ আবেদন করুন।

১। সাহিত্যাসন, ২। শ্রীভক্ত্যাসন,
৩। সম্প্রদায়বৈভবাসন, ৪। ভক্তিশাস্ত্রাসন,
৫। ভক্তশাস্ত্রাসন, ৬। বেদান্তাসন,
৭। একায়নাসন।

শ্রীনন্দলাল রায় বি, এ, কাব্যতীর্থ, বিদ্যাসাগর,
সম্পাদক—পরবিদ্যাপীঠ, শ্রীধাম মায়াপুর।

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

শ্রীগৌড়ীয় পত্রিকার আকারে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৪০, চল্লিশ টাকা।

২৭২৪ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে,
সপ্তচত্বারিংশ খণ্ডে সূচী ছাপা হইতেছে।

৪৬শ খণ্ড পর্য্যন্ত নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে ১৭।৵০ সাধারণ পক্ষে ২০৸৵০। প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৵০, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ।৵০।

দশম স্কন্ধের ভিক্ষা ১২, অগ্রিম সাহায্যদাতার পক্ষে ৮,।

... অধ্যায়পর্য্যন্ত একাদশ সংখ্যা ছাপা হইয়াছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

"শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত"

সূচী প্রভৃতি সহ সম্পূর্ণ ছাপা শেষ হইয়াছে

আদি, মধ্য, ও অন্ত্যলীলা এবং সূচী ছাপা হইয়া সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে। যাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ১০, টাকা ভিক্ষায় তৃতীয় সংস্করণ ৪, দিয়াও না পাইয়া অন্য সংস্করণ সংগ্রহ করিতে আগ্রহ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের জন্যই ইহার ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছেন। সেই ১০, টাকার এই বিরাট গ্রন্থের শত সংখ্যা মাত্র ৫ টাকা ভিক্ষায় দেওয়া হইতেছে। গ্রাহকগণ সত্বর হউন পরে আর এ সুযোগ থাকিবে না।

শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

সভাষ্য আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।
সমগ্র গ্রন্থ ৮, স্থলেন অগ্রিম ভিক্ষা ৫,
নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪৷৷০ টাকা

শ্রীচৈতন্য মঠের যাবতীয় গ্রন্থ

প্রাপ্তিস্থান, প্রাচীনবঙ্গ শ্রীচৈতন্য মঠ
পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া
এবং
... শ্রীগৌড়ীয় মঠ কলিকাতা

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত ভক্তি গ্রন্থাবলী

যে সব উৎকলবাসী ভক্ত বাংলা অক্ষর পড়িতে জানেন না, তাঁহাদের শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর প্রচারিত পরম উপাদেয় ভক্তি-কথা জানিবার সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে উড়িয়া-অক্ষরে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হইয়াছে বাংলা গ্রন্থের তুলনায় উড়িয়া গ্রন্থগুলির ভিক্ষাও অপেক্ষাকৃত অল্প।

গ্রন্থের নাম	ভিক্ষা
শ্রীহরিনাম চিন্তামণি, প্রতিখণ্ড	৷৷০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে "	১৲
সাধন পথ (শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টক) প্রতিখণ্ড	।০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	।০
কল্যাণ কল্পতরু প্রতিখণ্ড	
একত্রে ৩খণ্ড লইলে	
গীতাবলী প্রতিখণ্ড	৴১০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৶১৫
শরণাগতি— প্রতিখণ্ড	৴০
একত্রে ৩খণ্ড লইলে	৶৫

প্রাপ্তিস্থান { শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ, কটক
এবং
শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, পুরী

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিম্নলিখিত মঠসমূহে প্রাপ্তব্য:—

১। শ্রীচৈতন্য মঠ,—পোঃ, শ্রীধামমায়াপুর, (নদীয়া)।
২। শ্রীগোদ্রুমচন্দ্র মঠ,—চাঁপাহাটি, সমুদ্রগড় পোঃ, (বর্দ্ধমান)।
৩। শ্রীভাগবত আসন,—ভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৪ শ্রীগৌড়ীয় মঠ,—১নং উল্টাডাঙ্গা জংসন রোড, কলিকাতা।
৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ,— চটকপর্ব্বত, পুরী।
৬। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ,—উড়িয়া বাজার, কটক।
৭। শ্রীজগন্নাথ মঠ,—... বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।
৮। শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ,—৮নং অগস্ত্যকুণ্ড, কাশী, ইউ, পি।
৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,—ছিপিগলি, বৃন্দাবন, মথুরা, ইউ, পি।
১০। শ্রীপরমহংস মঠ —নিমসার পোঃ, সীতাপুর, ইউ পি।
১১। শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ,—কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল, পাঞ্জাব।
১২। শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠ,—১নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।
১৩। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ, - বালিয়াটি, ঢাকা।
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম,—আমলাযোড়া, রাজবাঁধ পোঃ, বর্দ্ধমান।
১৫। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ,—ঢুমুরকোন্দা, চিরকুণ্ডা পোঃ, মানভূম।
১৬। শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয় মঠ,—আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী, উড়িষ্যা।
১৭। শ্রীগৌড়ীয় মঠ কার্য্যালয় ১০১ হনুমান রোড, নিউদিল্লি

এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণের নিকটও নদীয়া-প্রকাশ প্রাপ্তব্য।

১। শ্রীযুক্ত জনার্দ্দন ঘোষ—বসু লজ ক্লে রোড, খুলনা।
২। শ্রীযুক্ত রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিরত্ন—দেওয়ানগঞ্জ, চলাদবাড়ী কুচবিহার।
৩। শ্রীযুক্ত রামরঞ্জন রায় ...নং শ্রীগোপাল মল্লিক লেন, কলিকাতা
৪। মিঃ এন ডি. মুখার্জি — এম, এ, প্যাকন দি মল, কানপুর।
৫। শ্রীযুক্ত ... কৃষ্ণগঞ্জ, নদীয়া
... অধিকারী, নবদ্বীপ।
৭। ... মনমোহন ঘোষ, ...পুর, ঢাকা।
৮। ... ২৪ ...।

শ্রীচৈতন্যমঠের গ্রন্থাবলী

শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুর বিরচিত ও
অদ্ভুত-গ্রন্থাবলী।

উৎকৃষ্ট কাপড়ে বিলাতী ধরণে বাঁধাই স্বর্ণালঙ্কৃত। চতুর্থ সংস্করণ। বিস্তৃতবিষয়সূচীসহ

জৈবধর্ম

বাঁধাই ২৲ দুই টাকা

প্রকাশিত হইয়াছে

সনাতন ধর্মশাস্ত্র বেদ, বেদান্ত, উপনিষৎ গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত, পুরাণ, তন্ত্রাদি সকল গ্রন্থ পাঠ করিবার অবসর অতি অল্প মানবের ঘটিয়া থাকে। অনেকের যোগ্যতা না থাকায় সেই সমস্ত গ্রন্থের মর্ম্ম অবগত হইতে পারেন না। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বাঙ্গালীর এই অসুবিধা দূরীভূত করিবার জন্য এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

বিদ্যালয়ের ছাত্র বা শিক্ষকগণের বিশেষ পাঠ্য, এই জন্য শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টার বাহাদুর ইহা সমস্ত বিদ্যালয়ের জন্য অনুমোদন করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

প্রথম খণ্ড ভিক্ষা—১৲ একটাকা

যুক্তিপূর্ণ শাস্ত্রবাক্য দ্বারা প্রত্যেক মানবের নিত্য কর্ত্তব্য ও অনিত্য সাময়িক কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। গ্রন্থের প্রতি উক্তি সনাতন শাস্ত্রবাক্য দ্বারা সমর্থিত ও প্রমাণিত হইয়াছে। দেহের, মনের ও আত্মার ধর্ম্ম কি? স্বদেশ, সমাজ, নীতি, ধর্ম্ম কি? ইত্যাদি বিষয় ক্রমানুসারে এমন সুন্দরভাবে যুক্তিসহকারে আলোচিত হইয়াছে যে, প্রথম পংক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত পাঠ না করিয়া নিবৃত্ত হওয়া যায় না।

শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ভিক্ষা ৷৵০

ঐ প্রমাণ খণ্ড ভিক্ষা ৵০

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিহার ও লীলাভূমি নয়টী দ্বীপ-সমন্বিত। এই নয় দ্বীপের প্রাচীন বিবরণ—প্রত্যেক দ্বীপে শ্রীমহাপ্রভুর লীলা—প্রত্যেক দ্বীপের পরিচয়, শ্রীধাম-মাহাত্ম্য—ধামাপরাধ কি? ইত্যাদি বিষয় বিশেষভাবে মনোহর ছন্দে বর্ণিত। পকেট সাইজ প্রায় ১৬০ পৃষ্ঠা।

শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ

উজ্জ্বল গ্রেট্‌-প্রাইমার অক্ষরে কালীতে উত্তম কাগজে ছাপা— শ্রীনবদ্বীপধাম দর্শনে ভাবুক দর্শনকারীর কি প্রকার ভাবের উচ্ছ্বাস হয়, তাহা এই গ্রন্থে বর্ণিত। অতি চমৎকার। ভিক্ষা চারি আনা।

সাধনপথ

৷৵০ দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভুকে উপদেশচ্ছলে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে সাধকগণের অনুকূল ও প্রতিকূল বিচার অতি সুন্দরভাবে ব্যক্ত হইয়াছে। তাহা ছাড়া শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর উপদিষ্ট শিক্ষা ও উপদেশ বিশুদ্ধভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

গৌড়ীয়-বৈষ্ণব জগতে অভিনব গ্রন্থ !!
শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতি-গ্রন্থাবলী :—

শরণাগতি

পকেট সাইজ অষ্টম সংস্করণ ভিক্ষা /০ আনা

দেহ ও মনের চেষ্টা অনিত্যবস্তু লইয়া—ইহা যখন জীব বুঝিতে পারে, তখন একমাত্র নিত্যবস্তু শ্রীভগবানের প্রতি তাঁহার কোন জাতীয় আবেগময়ী প্রার্থনা হয় এবং শ্রীভগবানে সর্ব্বান্তঃকরণে নিষ্কপটে কি প্রকারে শরণাপন্ন হইতে হয়, ইত্যাদি বিষয়ক প্রাণস্পর্শী প্রার্থনা ও আত্ম-সমর্পণমূলক গান। ডাক্তয়া সংস্করণও প্রকাশিত হইয়াছে

ভিক্ষা প্রতি খণ্ড /০ এক আনা

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা— /০, নবদ্বীপশতক— /০
অর্থপঞ্চক—/০

কল্যাণকল্পতরু

পকেট সাইজ পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা /১০

আমরা প্রত্যহ নূতন অভাব ও কামনার বশবর্ত্তী হইয়া পুনঃপুনঃ যে অকল্যাণকে কল্যাণ বলিয়া গ্রহণ করি এবং যাহার নিকট কল্যাণ কামনা করি, তিনি যে নিত্য বা যথার্থ কল্যাণ প্রদানে অসমর্থ এবং কোন্ বস্তু আমাদের নিত্য কল্যাণদাতা এবং কি ভাবে আমরা সেই কল্যাণলাভে সমর্থ হইব, এই সকল কথা সরল গানে লিপিত। এই গীতিগ্রন্থ বাস্তবিকই কল্যাণের কল্পতরু; ইনি প্রত্যেককে নিত্যকল্যাণ প্রদানে

শ্রীল চক্রবর্ত্তি-ঠাকুরের টীকা সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর কৃত টীকা ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কৃত বঙ্গানুবাদ। টীকাকারের জীবনী, শ্লোক-সূচি, বিষয়সূচি প্রভৃতি বহু প্রয়োজনীয় বিষয় সংবলিত প্রায় ৮২৫ পৃষ্ঠা। উৎকৃষ্ট সিল্কে বাঁধাই ২৲ **দুই টাকা,** **কাগজে বাঁধা ১৷৷০**

শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ কৃত ভাষ্য সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

কাগজ ও ছাপা উৎকৃষ্ট। সিল্কে বাঁধাই, সোণার জলে নাম লেখা রাজসংস্করণ ১৲ টাকা, সাধারণ সংস্করণ ১৷৷০, গৌড়ীয়ের গ্রাহকপক্ষে ১৷০

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি (গৌড়ীয়াভিধানকোষগ্রন্থ)

বিষয়:—১। ভক্তিশাস্ত্রে ব্যবহৃত শব্দাবলীর অর্থ, ২। চারি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের চরিত্র, ৩। বিষ্ণুবৈষ্ণবসম্পর্কিত শ্রীমন্দির ও শ্রীবিগ্রহের বিবরণ, ৫। বৈষ্ণবগ্রন্থ ও প্রবন্ধ-সমূহের তাৎপর্য্য ও বিবরণ, ৬। বিষয় বিশেষের লৌকিক ও শাস্ত্রীয় আকরমূলে যাবতীয় তথ্য। চারিখণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ১ম খণ্ড ৸৵০, ২য় খণ্ড ৸৶০, ৩য় খণ্ড ৸০, ৪র্থ খণ্ড ৷৵০, চারিখণ্ড একত্রে ৩৲ (৫ম খণ্ড যন্ত্রস্থ)।

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ—১ম খণ্ড ১৲ এক টাকা

২য় খণ্ড ১৲ এক টাকা—শ্রীমদ্ভাগবতের গ্রাহক ও গৌড়ীয় গ্রাহকগণ ১৷০ টাকায় দুইখণ্ড পাইবেন। বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমজ্জীব গোস্বামিপাদের রচিত গ্রন্থ। টীকা ষট্‌সন্দর্ভের অধিক প্রয়োজনীয় অংশ। প্রতি খণ্ড ডবল ক্রাউন ৮ ফর্ম্মায় ৬৪ পৃষ্ঠা আকারে মুদ্রিত হইতেছে।

শ্রীঅনন্তবাসুদেব সম্পাদিত

সদাচারস্মৃতিঃ

ভিক্ষা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (প্রাচীন নবদ্বীপ) নদীয়া

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেঙ্গলের পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ৬ আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ছোটবোতলের সমপরিমাণ ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ৷০ আনা, পাইন্ট ৷৷৵০ আনা, বোতল ১৵০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা।

রেজেষ্টার্ড

মঞ্জরী

বটিকায় স্বপ্ন ও ধাতুবিকার, ইন্দ্রিয়শক্তির হ্রাস, প্রস্রাবে শুক্রপাত, বদহজম, মাথাঘোরা, বুক ধড়ফড়ানি, অনিদ্রা প্রভৃতি লক্ষণ সত্বর নির্দ্দোষে আরোগ্য হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ৪০ বটী ১৲ এক টাকা।

"নপুংসকাম্বারি ঘৃত"

পুরুষত্বহানি রোগে বাহ্যপ্রয়োগ দ্বারা আরোগ্য করিয়া শক্তিসম্পন্ন করে। মূল্য ২ তোলা ১৲ টাকা।

"রমণবিলাসিনী বটিকা"

বীর্য্যধারণ করত সম্ভোগশক্তি স্থায়ী ও বৃদ্ধি করিতে অত্যাশ্চর্য্য। মূল্য ১৬ বটী ১৲ এক টাকা।

রাজবৈদ্য নারায়ণজী, কেশবজী
১৭৭নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

বিজ্ঞাপন

সাবধান! সাবধান!! সাবধান!!!

জে, বি, দত্তের চোকা শিশি বাদাম তৈল

আদি ও অকৃত্রিম এবং উপকারিতায় সর্ব্বজন পরিচিত ও বহু প্রশংসিত।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী *J. B. Datta & Co.* নাম খোদা দেখিয়া খরিদ করিবেন। নতুবা জোয়াচোরগণ কমদরের কৃত্রিম তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে।

বিনীত—জে, বি, দত্ত

ফেরাম্‌ কুইনিন্‌

নূতন এবং পুরাতন ম্যালেরিয়ার যম

ইহাতে উপযুক্ত মাত্রায় [illegible] হাইড্রোক্লোর কুইনিন, আর্সেনিক এবং [illegible] আছে।

এই ফেরাম্‌ কুইনিন [illegible] ইঞ্জেকসন করিলে একটী বা দুইটী [illegible] সকলপ্রকার কঠিন ম্যালেরিয়া [illegible] এবং জ্বর হইতে বারটী ইন্‌জেকসনে [illegible] সমস্ত উপসর্গ নষ্ট করিয়া দেয়।

৬ এম্পুলপূর্ণ প্রতি বাক্স—মূল্য ২৲, বড় ৩৲ ডাক বাইওকেমিক্যাল এণ্ড ক্লিনিক্যাল ল্যাবরেটারীতে প্রস্তুত। ২৯১ হরচন্দ্র [illegible] লেন, কলিকাতা।

পর-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

এখানে আহার এবং বাসস্থান দিয়া বিদ্যার্থিগণকে বিভিন্ন শিক্ষণীয় বিষয় শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। অনেক ছাত্র ইতোমধ্যেই আসিয়া পাঠ আরম্ভ করিয়াছেন। বর্ত্তমান বর্ষে সকল ছাত্রই গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

প্রধান অধ্যাপক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শচীশচন্দ্র কাব্য ব্যাকরণ-সাংখ্য-বেদান্ত-ষড়দর্শন-তীর্থ, সাংখ্যভূষণ, বেদান্তরত্ন, সাহিত্যশাস্ত্রী, সুদর্শনবাচস্পতি।

অধ্যাপক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গৌরদাস ব্রহ্মচারী ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীধাম মায়াপুর পরবিদ্যাপীঠ, (নদীয়া)

বেদনাঞ্জন

শ্রেষ্ঠরত্ন।

কলিকাতা কংগ্রেস একজিবিসন হইতে বহু প্রশংসা প্রাপ্ত ও বহু গণ্যমান্য ভদ্রমহোদয়গণ কর্ত্তৃক প্রশংসিত।

আজকাল বাজার-চলন মিশ্রিত ও বিষাক্ত আহার্য্য সেবনে শরীরের রক্ত স্বতঃই দোষিত হইয়া পড়িতেছে। রক্তই মানব-দেহের শ্রেষ্ঠ উপাদান, এই রক্ত দোষিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মানব বাত, বেদনা, মাথাধরা, মাথা-ঘোরা, দৃষ্টিশক্তির হ্রাস, দাঁতের গোড়া ফুলা, দাঁত কনকনানি, দাঁতে পোকা এবং দাদ, চুলকানি প্রভৃতি কষ্টদায়ক চর্ম্মরোগে আক্রান্ত হইতেছে। যদি আপনি একাধারে ব্যাধিমুক্ত হইতে চান, তাহা হইলে অযথা পয়সার অপব্যয় না করিয়া অল্প ব্যয়ে এক শিশি বেদনাঞ্জন ক্রয় করিয়া ইহার কার্য্যকারী-শক্তি উপলব্ধি করুন। গুণের তুলনায় মূল্য অত্যল্পমাত্র, এক শিশি ।৵০ আনা মাত্র মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান—এ, সি, চাটার্জ্জী এণ্ড ব্রাদার্স।

৪৫নং হলকাট লেন, সালিকা হাওড়া।

সকল মণিহারী দোকানে ও বড় বড় ডাক্তারখানায় পাওয়া যায়।

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

যদিও অদ্যাপি প্রকৃত মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য, তথাপি যাঁহারা নানাবিধ অনিয়মিত উপায়ে অপরিমিত শক্তি নষ্ট করিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন এবং নানা প্রকার মেহ, প্রমেহ, ধাতুদৌর্ব্বল্য, স্নায়বিক চঞ্চলতা, বহুমূত্র, দুঃস্বপ্ন, পাকস্থলী সংক্রান্ত পীড়া, অর্শ এবং স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে যাহারা বাধক, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, সূতিকা, শ্বেত ও রক্তপ্রদর, হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি রোগে ভুগিয়া জীবনে নিরাশ হইয়াছেন, তাঁহারা আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটাল সাহেবের আবিষ্কৃত **ইলেক্‌ট্রিক সলিউসন** ব্যবহার করিয়া বাঁচিতে পারেন, তাহার শত সহস্র প্রমাণ প্রতি বৎসরেই পাওয়া যাইতেছে। যাঁহারা অন্যান্য বহুবিধ ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরোগ্য হইতে পারেন নাই, তাঁহারা একবার এই ঔষধটী ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক মাসের ব্যবহারোপযোগী এক শিশি ঔষধ ডাকমাশুল সহ ১॥০ টাকা মাত্র।

সোল এজেণ্ট—ডাঃ ডি, ডি, হাজরা।

কাজেপুর, গার্ডেনরিচ পোষ্ট, কলিকাতা।

ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

অধ্যক্ষ

শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম, এ, এফ, সি, এস (লণ্ডন)

ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক

(প্রফেসার)

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ বিশুদ্ধ ও শাস্ত্রমতে নিজ তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হয়। পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ক্যাটালগ পাঠান হয়। রোগের বিবরণ জানাইলে যত্নপূর্ব্বক ব্যবস্থা দেওয়া হয়। চিঠি পত্রাদি সম্পূর্ণরূপে গোপন রাখা হয়।

মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দুর)

(বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৪৲ টাকা।

উৎকৃষ্ট স্বর্ণ, পারদ ও আমলাসার গন্ধক দ্বারা যথাশাস্ত্র প্রস্তুত নিত্য প্রয়োজনীয় সর্ব্বরোগনাশক মহৌষধ।

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৩৲ টাকা

উৎকৃষ্ট কাশীর আমলকী, বংশলোচন প্রভৃতি যাবতীয় উপাদানে পূর্ণ মাত্রায় যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। কফ, কাসি, সর্দ্দি, যক্ষ্মা, ক্ষয়রোগ, হৃদরোগ প্রভৃতি রোগের মহৌষধ। সর্ব্বপ্রকার দুর্ব্বলতা নাশক অতিশয় পুষ্টিকর মহৌষধ বা খাদ্য বিশেষ।

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬৲ টাকা।

ইহা সেবনে ধাতুদৌর্ব্বল্য, শুক্রহীনতা, স্বপ্নদোষ, প্রমেহ ও ধ্বজভঙ্গ সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায়। ইহা অপরিসীম আনন্দদায়ক রসায়ন।

অবলাবান্ধব যোগ

প্রদর, বাধক প্রভৃতি জরায়ুদোষ ও যোনিগত দুরারোগ্য রোগের মহৌষধ

মূল্য—১৬ মাত্রা ২৲ টাকা। ৫০ মাত্রা ৫৲ টাকা মাত্র।

বিশুদ্ধ জল! ভয় নাই! বিশুদ্ধ জল!!

লক্ষ্মী টিউব-ওয়েল কোং

২০৫নং নবাবপুর, ঢাকা

বর্ত্তমান-যুগের নব-আবিষ্কৃত যন্ত্রপাতি দ্বারা উন্নত বৈজ্ঞানিক-খনন-প্রণালীতে নলকূপ (*Tube-well*) নির্ম্মাণ করা হয়। বঙ্গের লাট বাহাদুর, গভর্ণমেণ্ট সেক্রেটারী, জিলা-ম্যাজিষ্ট্রেট, জিলা-বোর্ডের চেয়ারম্যান, ইঞ্জিনিয়ার, জমিদার, তালুকদার, প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত ভদ্রমহোদয়গণ এই কোম্পানীর কার্য্য দেখিয়া প্রশংসা করিয়াছেন। রাসায়নিক পরীক্ষায় জল বিশুদ্ধ না হইলে মূল্য গৃহীত হয় না। বিস্তৃত বিবরণের জন্য পত্র লিখুন।

বৃত্তিসহ সমগ্র

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

ভিক্ষা ২৲ টাকা। শিক্ষার্থি-ছাত্রের পক্ষে ১॥০ দেড়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীপরবিদ্যাপীঠ, শ্রীগোড়পুর

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

মনোমোহন প্রেস

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা

পূর্ব্ব-বাঙ্গালায় সুলভে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত

ইলেক্‌ট্রিক মেশিনে দিবারাত্র কাজ চলিতেছে

বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা।

শ্রীমায়াপুর নদীয়া [illegible] প্রিণ্টিং [illegible] হইতে—শ্রীবিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

স্থানীয় সংস্করণ

Registered No. [illegible]

বিজ্ঞাপনের হার
প্রত্যেকবারে
প্রতি ইঞ্চি ১.
প্রতি কলম ৬.
অর্দ্ধ কলম ৩৷৷০
সিকি কলম ২.
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র।

সাপ্তাহিকের হার
অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক ৯.
ষাণ্মাসিক ৫.
ত্রৈমাসিক ২৷৷০
মাসিক ১.
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৴০

৪র্থ খণ্ড সম্পাদক—প্রত্নবিদ্যালঙ্কার শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী [২৮০ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্য মঠ শ্রীধাম মায়াপুর ১৯শে অগ্রহায়ণ বৃহস্পতিবার ১৩৩৬, ৫ই ডিসেম্বর ১৯২৯

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থাবলী

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্‌—শ্লোক সূচী, বিষয়-সূচী প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত। ভিক্ষা, প্রতি খণ্ড সাধারণ পক্ষে ৷৴০ গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশ গ্রাহক পক্ষে ৷০
২। ভাষ্য-সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ) ৫.
৩। গৌড়ীয়-গৌরব ৶০
৪। গৌড়ীয়-সাহিত্য ৷০
৫। ভজনরহস্য ৷৷০
৬। শ্রীচৈতন্যপ্রেমামৃতম্‌ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্‌ (বাঁধা) ১.
,, ,, ,, আবাঁধা ৸০
৭। গীতা (শ্রীবলদেবভাষ্যসহ) বাঁধা ২. আবাঁধা ১৷৷০
৮। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি-টীকা সহ) বাঁধা ২. আবাঁধা ১৷৷০
গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ৷৷০
৯। মুক্তকমলিকা গুণসৌরভঃ সানুবাদ (মাধ্ব) ২.
১০। বেদান্তস্যমন্তক সানুবাদ (রামানুজীয়) ৷৷০
১১। জৈবধর্ম্ম ২.
১২। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৩। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২.
১৪। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ৷৷৴০
১৫। দ্বীপ-দিগ্দর্শন ৵০
১৬। সাধনপথ (৩য় সংস্করণ) ৷৵০
১৭। আচার ও আচার্য্য ৷৵০
১৮। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
১৯। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৵০
২০। শ্রীনবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৴০
২১। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য (প্রমাণখণ্ড) ৫০
২২। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ
২৩। শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমা দর্পণ
২৪। শরণাগতি, গীতাবলী, গীতমালা, কল্যাণকল্পতরু, নবদ্বীপশতক, অর্চ্চনপদ্ধতি ও সদাচারস্মৃতি মোট
২৫। কল্যাণকল্পতরু (পকেট সংস্করণ) ও অর্চ্চনকণ
২৬। সাধনকণ্ঠমণি
২৭। সংস্কার-দীপিকা
২৮। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড)
২৯। পঞ্চরাত্রিকা
৩০। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা
৩১। ব্রাহ্মণ সানুবাদ
৩২। গোবর্দ্ধনোৎসব
৩৩। শ্রীচৈতন্যভাগবত (বিরাট্ বিতীয় সংস্করণ)

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

ইংরাজী ভাষায় ভক্তিগ্রন্থ

শ্রীচৈতন্যচরিত ও শিক্ষা
২ নামভজন
৩। বৈষ্ণবধর্ম আদর্শ ও লোক
৪। ভাগবতীয় দর্শনবিদ ও ধর্ম
৫। কাম ও প্রেমধর্ম ৷০
৬। গৌড়ীয়মঠ কি বলেন

শ্রীধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপ-প্রদর্শনী, নদীয়া

(৩রা ফেব্রুয়ারী হইতে ১৭ই মার্চ্চ, ১৯৩০ পর্য্যন্ত)

প্রদর্শনীর সকল জ্ঞাতব্য বিষয়ের জন্য
সেক্রেটারী মহোদয়ের নিকট
আবেদন করুন।

শ্রীকুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ,
শ্রীচৈতন্য মঠ, শ্রীধাম মায়াপুর পোঃ আঃ (নদীয়া)।

দেবনাগরাক্ষরে ভক্তিগ্রন্থ
১। [illegible]
২। [illegible]
৩। [illegible]
৪। [illegible]
৫। [illegible] প্রমেয়
৬। [illegible]

নানা কথা

শান্তিপুর সংবাদ

(নিজস্ব)

শিক্ষায় বিরাগ

[illegible] বিদ্যা-লয়, [illegible], যথা বঙ্গ বালিকা-বিদ্যালয়, [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] বিদ্যালয় প্রভৃতি এক স্থানীয় মিউনিসি [illegible] মাসিক সাহায্য দিয়া [illegible]। [illegible] এমন কি উহারা [illegible] প্রাপ্ত হন নাই। মাসিক [illegible] যাঁহারা সংসার নির্বাহ [illegible], তাঁহাদের পক্ষে ৮ মাস [illegible] যে কত কষ্ট [illegible] কর্তৃপক্ষ একবার তাহা [illegible] অবসর পান না— এই দুঃখ।

গন্ধে আমোদ

[illegible] মাসের মধ্যে দশটা [illegible] পায়খানার ময়লা, [illegible] বাস্তু জমি [illegible] খুব সকালে [illegible] পরিষ্কার হইলে লোকের [illegible] এ দুর্গন্ধ ভোগ করিতে হয় না।

রাস-মেলা

শান্তিপুরের মহামেলা রাসমেলা সমা-রোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে। এই উপলক্ষে রাসবাড়ী [illegible] মাজন [illegible] ছিল, [illegible] কম, [illegible] দোকানী [illegible] তেমন বিশেষ আসে নাই। [illegible] হয়, [illegible] কোন [illegible] বাহির হয় নাই।

ম্যালেরিয়া

[illegible] এখানে ম্যালেরিয়া আরম্ভ হইয়াছে। [illegible] গরীবদের বড়ই কষ্ট। [illegible] কিনিবার পয়সা নাই। দেশের [illegible] বেশ চলিতেছে। রোগ-দূর [illegible] করিবার মত [illegible] না। [illegible] বাড়িয়া চলিয়াছে গত বৎসর [illegible] কুইনাইন বিতরণ হইয়াছিল [illegible] কোনোও [illegible] দেখা যাইতেছে।

চরিত্রবকারী

[illegible]

[illegible]

[illegible] স্ত্রী হত্যা

হুবিগা [illegible] হাইস্কুলের একজন শিক্ষকের মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়া যায়। একদিন [illegible] তিনি তাঁহার স্ত্রীকে ভাত দিতে বলেন। তাঁহার স্ত্রী বলেন যে সকালে ভাত দিবেন। সকাল বেলায় তাঁহার স্ত্রী যখন বাহিরে কাজ করিতেছিলেন সেই সময় তিনি ভাব কাটিতে চেষ্টা করিতে-ছিলেন, কিন্তু না পারায় তাহার স্ত্রীকে কাটিতে বলেন। তাঁহার স্ত্রী প্রথমে ভাত খাইয়া পরে ভাব কাটিতে অনুরোধ করেন। শিক্ষক মহাশয় হঠাৎ তাঁহার স্ত্রীকে দা দ্বারা আক্রমণ করিয়া তাহাকে হত্যা করেন। সেই সময় তাঁহার শিশুপুত্র স্ত্রীর কোলে ছিল।

পাঞ্জাব জেল কমিটি-সংবাদ

পাঞ্জাব জেল কমিটির রিপোর্টে ৫ সুপারিশ-সমূহ কাউন্সিলে পেশ হইয়াছে। বিচারা-ধীন বন্দীদিগকে মোট তিনভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে—(১) প্রথম অপরাধী (২) পুরাতন অপরাধী (৩) শিশু, কিশোরী ও স্ত্রীলোক। বিচারাধীন কয়েদীদিগকে আদালতে [illegible] হইতে আনার জন্য মোটর লরীর বন্দোবস্ত হইবে। যতদূর সম্ভব রাত্রে গাড়ীতে ভ্রমণ বন্ধ করিতে হইবে। যখন অত্যাবশ্যক হয় শুধু তখনই বিচারাধীন কয়েদীদিগকে হাতকড়ি দেওয়া হইবে। বিশেষ শ্রেণীর কয়েদীদিগের জন্য পৃথক স্থান ও আসবাব দিতে হইবে। কয়েদীদিগকে জগতের সংবাদ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিবার প্রয়োজন নাই। সংবাদ পত্র দেওয়া হইবে। খাদ্য সম্বন্ধেও উন্নতির চেষ্টা করিতে হইবে।

নাগপুর কংগ্রেস

নাগপুরের ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সংবাদ [illegible] আছে।

[illegible] প্রস্তাব করেন যে ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসকে আন্তর্জাতিক লেবারদের অন্তর্ভুক্ত করা হউক। এই থার্ড ইন্টার ন্যাশনেল আজ কাল কাজ করার কর্তা এবং সাম্রাজ্যবাদীদের [illegible]। যাহা হউক [illegible] মহাশয় এই প্রস্তাবের প্রত্যাহার করিয়াছেন।

[illegible] বাবু কার্যকরী সমিতির সভা-পতি, মি: [illegible] সম্পাদক এবং মি: [illegible] কোষাধ্যক্ষ হন।

পদব্রজে কলিকাতা হইতে লাহোর

[illegible] এবং [illegible] [illegible] কংগ্রেসে যোগদানে [illegible] কলিকাতা হইতে পদব্রজে [illegible] হইয়াছেন।

বিলাতে ভারত কথা

লর্ড বারকেনহেড যখন বড় লাটের বক্তৃতা ও দিল্লীর চক্রান্তের কথা শুনিলেন তখন তিনি প্রকাশ্য ভাবে লাট সাহেবকে এবং ভারতবাসীকে গালাগালি দিতে আরম্ভ করিলেন। ভারতবাসী যে স্বাধীনতার আস্বাদন কিছুমাত্র আস্বাদন করিতে পারে তাহা বারকেনহেডের মাথায় আসে না। পার্লামেন্টের কোন কোন সভ্য ভয় করে। যে ভারত-বাসী বলিবে যে ইংরাজেরা ভারতবাসীকে ঠকাইয়াছে, লর্ড বারকেনহেড ও সেই ভয় করেন। এই জন্য ভারতবাসীকে কোন রূপ আশা দেওয়া উচিত হয় নাই—ইহাই তাঁহাদিগের ধারণা। ড্রাগুমনীশস বলেন ভারতবর্ষে যে সমস্ত গোলযোগ চলিতেছে তাহার জন্য বারকেনহেড কতকটা দায়ী। ভারতব্যাপারে বারকেনহেডের কথা অগ্রাহ্য।

মাদ্রাজে গবর্ণরের সম্বর্দ্ধনা

মাদ্রাজ কর্পোরেশন হইতে গবর্ণর সাহেবকে সম্বর্দ্ধনা করা হয়। কিন্তু কংগ্রেস দল তাহাতে যোগ দেয় নাই। তাহারা বলেন যে যতদিন না গবর্ণমেন্টের হৃদয়ের ভাব পরিবর্তন হয় ততদিন সম্বর্দ্ধনায় তাহারা যোগদান করিতে পারেন না। তবে ব্যক্তিগত হিসাবে বা [illegible] গবর্ণরের প্রতি অসম্মানের ভাব নাই।

মহাবীর দল

লাহোরে নিখিল ভারত মহাবীর দল সম্মেলন হইবে। সেই জন্য কয়দিন ধরিয়া স্থানীয় সভার অধিবেশন হইতেছে। এপর্য্যন্ত ২০০ সদস্য সংগৃহীত হইয়াছে।

সিগারেট

ইলাষ্ট্রেটেড উইকলি নামক সাপ্তাহিকে শিশু-সৌন্দর্য্য-প্রতিযোগিতার কতকগুলি শিশুর ছবি দেখা গেল। তাহার মধ্যে একটি শিশুর হাতে সিগারেট আছে। রাস্তায় উলঙ্গ বালক হুঁকা টানিতে টানিতে নাচিয়া নাচিয়া যাইতেছে দেখা গিয়াছে।

কবি রজনী সেন বলিয়াছেন,

"এমন বেয়াড়া যৌতাকের মাজা চড়িয়ে
দিয়ে কে?
দশ বছরের ডেঁপো ছেলে চুরুট ধরেছে॥"

আজকাল যে বাপ মায়ে ছেলের হাতে সিগারেট দিয়া তাহার ফটো তুলিয়া সাধারণের সম্মুখে প্রতিযোগিতার জন্য বাহির করিতেছেন—এটা কি শুভ লক্ষণ?

পরলোকে পণ্ডিতদ্বয়

পণ্ডিত দেবীপ্রসন্ন স্মৃতিভূষণ

শ্রীধাম মায়াপুরের নিকটবর্তী বেল-পুকুর গ্রামের পণ্ডিত দেবী প্রসন্ন স্মৃতি-ভূষণ ৮০ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি স্মৃতি, কাব্য, পুরাণ, ন্যায়, বেদান্ত প্রভৃতি শাস্ত্রে পারদর্শী ছিলেন।

মহামহোপাধ্যায় কৃষ্ণচরণ

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত কৃষ্ণচরণ তর্কালঙ্কার ৬৬ বৎসর বয়সে ইহধাম পরি-ত্যাগ করিয়াছেন। ইনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্মৃতি ও মীমাংসার অধ্যা-পক ছিলেন এবং অনেক পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন।

ছাত্রসভায় দলাদলি

বঙ্গদেশে অল বেঙ্গল ষ্টুডেন্টস্ এসো-সিয়েসন নামক একটি ছাত্র-সভা আছে। কয়েকজন ভদ্রলোক যাহারা নাকি পূর্ব্বে ছাত্র ছিলেন এখন নাই, এই সভার কর্ত্তৃ-পক্ষ হইয়া উঠিয়াছেন। অথচ ছাত্রগণেরই এই সভার পরিচালক হওয়া উচিত। এই সব ব্যাপার লইয়া দলাদলি চলিতেছে। মৈমনসিংহে যে বার্ষিক অধিবেশন হয় তাহাতে বর্তমান কর্তৃপক্ষ কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া ছাত্রদের হাতে সভা ছাড়িয়া দিবেন কথা হয়; কিন্তু সে কথা অনুসারে কার্য্য হয় নাই।

ষ্টীমার হইতে নদী গর্ভে

টাঙ্গাইলের ডাক্তার যোগেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের স্ত্রী কামিগঞ্জ সার্ভিসের একটী ষ্টীমারে চড়িয়া জগন্নাথগঞ্জ ঘাটের দিকে আসিতেছিলেন। মধ্য পথে তিনি ষ্টীমারের ডেক হইতে যমুনা নদীতে পড়িয়া যান। তাহার পর তাঁহার আর কোন খোঁজ পাওয়া যায় নাই।

বিজ্ঞাপন

সাধারণের [illegible] জানা যাইতেছে যে, কলিকাতার ২১৪নং বহুবাজার [illegible] "বৈশ্বশর্ম্মা" মহোদয়ের [illegible] [illegible] না হইতে পারে [illegible] "কাম-[illegible]" গ্রন্থখানি [illegible] যিনি পাঠ করেন নাই, তিনি [illegible] ঐ ঠিকানায় আবেদন [illegible] বিনামূল্যে প্রাপ্ত হউন। উহা [illegible] ১০০০০ হাজার লোক [illegible] হইয়াছেন। পাঠকের মতামত [illegible] হইবে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১৯শে অগ্রহায়ণ বৃহস্পতিবার —১৩৩৬

শ্রীধামপ্রদর্শনী-প্রসঙ্গ

আগামী বসন্তপঞ্চমী হইতে সাড়ে মাসা-ধিককাল শ্রীধাম মায়াপুর নবদ্বীপে একটী বৃহতী প্রদর্শনী হইবে। এইরূপ প্রদর্শনী শ্রীধাম মায়াপুর নবদ্বীপে অথবা নদীয়া জেলায় কখনই হয় নাই। এই প্রদর্শনীর বিশেষত্ব এই যে, ইহাতে ধর্ম্মবিষয়ক বহু-প্রকার নিগূঢ় তত্ত্ব অন্বয় ও ব্যতিরেকভাবে লোকবোধ্য করিয়া প্রদর্শিত হইবে।

নানাদেশের নানাপ্রকার দ্রব্যের সমাবেশ দর্শনার্থে অনেক দর্শকের সমাগম হইবে। সুতরাং বহুজনের জ্ঞাত করিতে—এই ইচ্ছায় যাঁহারা স্ব স্ব দ্রব্যের বহুল প্রচার বাসনা করেন, এই প্রদর্শনী দ্বারা তাঁহাদের অনেক সুবিধা হইবে। এই বিপণিতে নানাবিধ পদার্থের দ্রব্যে বহু দর্শকের সমাগমে বহু বিষয়ের অভিজ্ঞান ও প্রচারের সম্ভাবনা আছে। এসকল বিষয় আমরা ক্রমশঃ পাঠকবর্গের অবগতির জন্য প্রকাশ করিব।

যাঁহারা সাময়িক পত্রে বিজ্ঞাপন দিয়া লোকের মনোযোগ আকর্ষণ করেন তাঁহারাও এই প্রদর্শনী-স্থলে স্থায়িভাবে বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিবার ব্যবস্থা করিতে পারেন। প্রত্যেক বিজ্ঞাপন সম্বন্ধে স্থানের জন্য শ্রীধাম প্রদর্শনীর **সাধারণ বিভাগের সম্পাদক** মহাশয়ের নিকট সংবাদ দিয়া এখন হইতেই আবেদন করিতে পারেন।

উপলক্ষ্যুত্তরা দু মতে বিজ্ঞাপন প্রদত্ত হইতে পারে। প্লাকার্ড বা পোষ্টার, হ্যাণ্ড-বিল, সাইনবোর্ড বা নোটিশ বোর্ড প্রভৃতি দ্বারা নানাবিধ বিজ্ঞাপন প্রদর্শনীতে দিবার করিবার বন্দোবস্ত আছে। ক্রেতাবিক্রেতৃ বর্গের কার্য্য ও উদ্দেশ্য সাধনের সকল ব্যবস্থাই প্রদর্শনীতে স্থান লাভ করিবে।

বিস্তৃত বিবরণের জন্য **শ্রীধাম প্রদর্শনী-সম্পাদক, শ্রীধাম মায়াপুর পোঃ, জেলা নদীয়া,** এই ঠিকানায় অচিরেই আবেদন করুন।

শ্রীধাম মায়াপুর প্রদর্শনীর

পারমার্থিক প্রয়োজনীয়তা

নদীয়াপ্রকাশের পাঠকগণ সকলেই অবগত আছেন যে, আগামী ২০শে (১৩৩৬) ৩রা ফেব্রুয়ারী, (১৯৩০) সোমবার হইতে ৩রা চৈত্র, ১৭ই মার্চ্চ পর্য্যন্ত শ্রীধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপ-প্রদর্শনীর দ্বার উন্মুক্ত থাকিবে। সাধারণ প্রদর্শনীর ন্যায় ইহা কেবল মানবের জড়-দেহ ও মনের তৃপ্তিবিধানের একটী আয়োজন মাত্র নহে, ইহা সম্পূর্ণ পারমার্থিক উদ্দেশ্য-মূলে উদ্বুদ্ধ। বিশ্ববৈচিত্র্যের যাবতীয় বস্তু কি প্রকারে আত্মভোগে নিয়োজিত না করিয়া ভগবদ্ভোগে প্রদত্ত হইতে পারে, জীব আপনাকে ও বিশ্বের যাবতীয় বস্তুকে ভগবৎ-সেবোপকরণ জানিয়া ভগবানের ইন্দ্রিয়তর্পণে প্রবৃত্ত হইলে বিশ্বে কি পরমা শান্তির উদয় হইতে পারে, তাহা সদৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিবার প্রদর্শনীই ইহা।

বিরাট্‌কে স্বরাটের ইন্দ্রিয়তর্পণে নিযুক্ত না দেখিয়া যাঁহারা বিরাট্‌কে নিজেন্দ্রিয়-তর্পণে নিযুক্ত করিবার জন্য ব্যস্ত হন, তাঁহারা বিরাট্‌কে অধিককাল আনন্দ-প্রদরূপে দর্শন করিতে না পারিয়া ভয়, শোক ও মোহগ্রস্ত হইয়া পড়েন। শ্রীধাম-মায়াপুর-প্রদর্শনী আজ জগজ্জীবকে বিরাট্‌ভোগের তৃষ্ণা ছুটাইয়া বিরাট্‌কে স্বরাটের সেবোন্মুখ সেবোপকরণরূপে প্রদর্শনপূর্ব্বক বিরাট্‌ভোগ-বাসনোত্থ ভয়শোকাদি মুক্ত করিয়া পরমানন্দের সন্ধান-প্রদানে কৃত-সঙ্কল্প।

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার বিশ্ববাসীর বৈষ্ণবত্ব ঘোষণা করিবার জন্য আজ বিরাট্ আয়োজন। বৈষ্ণবত্বই বিশ্ববাসীর স্বরূপ-পরিচয়। সেই পরিচয় বিস্মৃত হইয়া তাঁহারা যে বিকৃতসেবা-বিমুখ পরিচয় বিশ্ব-সমক্ষে প্রদর্শন করিতেছেন, তাহা তাঁহাদের প্রকৃত প্রদর্শনী নহে।

কৃষ্ণোন্মুখ তোষণরূপে স্ব-স্বরূপের পরিচয় প্রদর্শনই বাস্তব প্রদর্শনী। ইহাতেই জগতের আর্থিক, রাজনৈতিক, সামাজিক —সকল সমস্যার চরম সমাধান। ভগবৎ সেবা-বৈমুখ্যই এ জীবের যাবতীয় অব-নতির—অশান্তির মূলীভূত কারণ, জগতে তাহার উপযুক্ত প্রদর্শনী না থাকাতে জগজ্জী-ক্রমশঃ ধ্বংসের পথে অগ্রসর হইতেছেন। জগতের উন্নতির জন্য অনেক কর্ম্মী প্রাণ-পাত পরিশ্রম করিতেছেন সত্য, কিন্তু যাঁহার কৃপা-কটাক্ষ হইতে পরাৎপর জগৎ উদ্ভূত যাঁহার কৃপায় জগৎ জীবিত, প্রলয়-কালেও যাঁহার সুশীতল ক্রোড়ে জগৎ আশ্রয়-প্রার্থী, সেই জগৎকারণ পরম ব্রহ্ম ভগবত্তত্ত্ব জিজ্ঞাসার কোন চেষ্টা না থাকায় জগতের কোন উন্নতিই ভোগলোলুপ দৃষ্টির গোচরী-ভূত হইতেছে না। মানুষ এতই নিজ নিজ আত্মাভিমান বল বুদ্ধিকে মাত্র ভরসা করিয়া জাগতিক সুখ-ভোগের বিভিন্ন পন্থা উদ্-ভাবনের জন্য নিরত হইতেছেন, এতই জগৎ তাঁহাদের দুঃখের কারণ হইয়া উঠিতেছে। শ্রীভগবানের সেবাকে অগ্রণী না মুখ্য না করিয়া মানুষ যতই 'দেশের ও দশের' সেবাকে অগ্রগণ্য করিতে চাহিতেছেন, ততই জগতের বক্ষে অশান্তির অনল দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিতেছে। 'আমিই জগতে সু-শান্তি আনয়ন করিব'—ক্ষুদ্রজীবের এইরূপ কর্তৃত্বাভিমান কখনই শুভফল প্রদর্শন করিতে পারে না। ভারত আজ দুঃখ দৈন্যে আক্রান্ত; তাহার একমাত্র কারণ ভারতের ভগবৎসেবা-বৈমুখ্য। শ্রীধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপ-প্রদর্শনী আজ জগজ্জীবের নিকট সেই সকল তথ্যই নানা উপায়ে সদৃষ্টান্ত উদ্ঘাটন করিবেন।

জলের মধ্য তারল্যকে সাময়িক কাঠিন্যে পরিবর্ত্তিত করিলেও জল যেমন তাহার স্বধর্ম্ম ত্যাগ করে না, মায়িক জগতের দুঃখকে সুখরূপে পরিবর্ত্তিত করিতে গেলেও দুঃখ মায়ার স্বভাব কখনও পরিত্যক্ত হইবার নহে; দুঃখের সাময়িক নিবৃত্তিকে 'সুখ' বলিয়া ভ্রান্তি হয় মাত্র। আমরা কৃষ্ণবৈমুখ্যবশতঃ এই মায়িক জগতে আসিয়া পড়িয়াছি, কখন ইহার অসুখ, অসুবিধা আমাদিগকে সহ্য করিতেই হইবে। ইহাতে যতই অধৈর্য্য হওয়া যাইবে, ততই আমাদিগকে আরও দুঃখ অনু-ভব করিতে হইবে। তাই শ্রীমদ্ভাগবত বলেন, যাঁহারা নিজকৃত কর্ম্মফলকে 'ভগবানের অনুকম্পা' জ্ঞানে তাহা ভোগ করিতে করিতে কায়, বাক্য ও মনের দ্বারা শ্রীভগবৎসেবায় যত্নবান হন, তাঁহারাই ভগবৎপাদপদ্মের কোটিচন্দ্র-সুশীতল পাদপদ্মে আশ্রয় লাভ করিয়া নিরন্তর অধিকারী হন। গীতায়ও শ্রীভগবান্ তাহাই বলিয়া-ছেন যে—যাঁহারা শ্রীভগবৎ-পাদপদ্মে আত্মসমর্পণ করেন, তাঁহারাই তাঁহার অপাশ্রিতা মায়ার পীড়ন হইতে উদ্ধার লাভ করেন। যখনই অপরাধ করিয়াছি, তখন তাহার 'শাস্তি পাইব না' বলিলে চলিবে কেন? এই সকল বিচার ভাল করিয়া প্রদর্শন করাই শ্রীমায়াপুর-প্রদর্শনীর মুখ্য উদ্দেশ্য।

আমরা স্ব স্ব কৃত-কর্ম্মের জন্য নানা অসুবিধা ভোগ করিতেছি বলিয়া অপরকে দোষারোপ করিতে প্রবৃত্ত হই, ইহা আমাদের অত্যন্ত অন্যায় কার্য্য। জাগতিক কোন প্রদর্শনী আমাদিগের এই সঙ্কীর্ণতা প্রদর্শন করিয়া দিতে পারেন না। তাঁহারা 'স্বদেশের কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, বিজ্ঞানাদির উন্নতি' বিধানের যে সকল পন্থা বাহির করেন, তাহাতে অনেক সময় সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতার আবাহন করা হয় মাত্র। আমাদের স্বরূপ-পরিচয়—বিষ্ণুসম্বন্ধীয়, স্বদেশের পরিচয়ও—বিষ্ণুসম্বন্ধীয় লোক জানিলে আমরা পরস্পরে বাদবিসম্বাদে দ্বন্দ্বে প্রবৃত্ত হইয়া বিদেশীগণের নিকট হাস্যাস্পদ হইতে চাহি না। শ্রীভগবৎ-সম্বন্ধে কৃষি শিল্পাদির উন্নতি চেষ্টাই তাহাদের বাস্তব সাফল্য প্রদান করে। ভগবৎসম্বন্ধে নিবেদন করিয়া যাহা কিছু করা যায়, তাহার উত্তম সম্পত্তি। কারণ অনেকস্থলে একই থাকিলেও উদ্দেশ্যের পার্থক্য মাত্র। সুতরাং আমরা এই প্রদর্শনীতে যোগদান করিবার জন্য সকলকেই আহ্বান করিতেছি।

শ্রীভক্তিবিজয় ভবন

গত ... শনিবার বিকাল শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্য মঠে শ্রীপাদ সাধুচরণ দাস ভক্তিবিজয় মহোদয় 'ভক্তি-বিজয় ভবন' ও 'ভক্তিবিজয় ভবনের' নির্ম্মাণ-কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন। ভক্তি-বিজয় প্রভুর ঐকান্তিক আগ্রহ ও উৎসাহ-ফলে উক্ত কার্য্য ইতোমধ্যে অনেকটা অগ্রসর হইয়াছে। কার্য্যটী যাহাতে সত্বর সম্পন্ন হয়, তজ্জন্য বিশেষ চেষ্টা হইতেছে। ভক্তি-বিজয় মহোদয়ের সর্ব্বান্তঃকরণে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ মনোভীষ্ট-সম্পাদন চেষ্টা ভাষা দ্বারা অবর্ণনীয়। যিনি তাঁহার গৃহকে ভোগাগার জানিবার পরিবর্ত্তে ভগবদ্গৃহ-জ্ঞানে তাহাতে স্থিত হইয়া সপরিবারে সর্ব্বক্ষণ কায়-মনোবাক্যে ভগবদ্ ভজনে যত্নশীল, তিনিই প্রকৃত গৃহস্থ বৈষ্ণব। আমরা শ্রীমদ্ভক্তিবিজয় মহোদয়কেও আদর্শ আদর্শ গৃহস্থরূপে দর্শন করিয়া আপনাদিগকে পরম সৌভাগ্যবান্ মনে করিতেছি।

শ্রীইন্দ্রনারায়ণ ধর্ম্মশালা

শ্রীধাম মায়াপুর যোগপীঠে ইন্দ্রনারায়ণ ধর্ম্মশালার কার্য্য ... দিনের মধ্যে সমাধা হইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে। নিশ্চিন্তপুর-নিবাসী পরম ভাগবত শ্রীযুক্ত ইন্দ্র-নারায়ণ চন্দ্র মহোদয় শ্রীধাম-দর্শনার্থী যাত্রি-গণের সুবিধার জন্য উক্ত ধর্ম্মশালা নির্ম্মাণ করিয়া দিতেছেন। তিনিও একজন গুরু-নিষ্ঠ বৈষ্ণবসেবোৎসাহী আদর্শ গৃহস্থ বৈষ্ণব। তাঁহারই অর্থানুকূল্যে শ্রীমন্দিরে শ্রীমন্মহা-প্রভুর পাদপীঠ সংস্থাপিত হইয়াছে। শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম শাখামঠ ভুবনেশ্বর শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠেরও তিনি একজন প্রধান পৃষ্ঠ-পোষক। তিনি যদিও বয়সে প্রবীণ, তথাপি গুরুভক্তি-প্রচার-কার্য্যে তাঁহার নবীনের ন্যায়ই উদ্যম দৃষ্ট হয়। আমরা শ্রীভগবচ্চরণে তাঁহার এইরূপ সেবাময় দীর্ঘজীবনের প্রার্থনা করি।

আদর্শ দান

নিম্নসার মৈ ... মঠ-মন্দির ...

[লাক্ষৌয়ের ইন্দিরা ...

২৮।১...

আদর্শ ... ভক্তি-প্রবণ ... স্বামী ... ভগবৎ-সম্বন্ধ প্রচারকে উদ্দেশ্যে

শ্রীনৈমিষারণ্য মঠকে [illegible] নাম এবং [illegible] শ্রীঅর্পণ কা হৈ।

[illegible] মত ঈশ্বরসে বিমুখ লোকোঁকো [illegible] সকতা রহা হৈ। [illegible] বন্ধন সে মুক্ত কর [illegible] ভগবান তথা উনকে ভক্তোঁ কী ওর [illegible] স্বামী জীকা সন্দেশ হৈ।

[illegible] দিন স্বামী জী তথা গোস্বামী [illegible] এবং ব্রহ্মচারী [illegible] [illegible] স্থানীয় শ্রেষ্ঠ-শিরোমণি লালা কুন্দনলাল জী ঠেকেদার কে পাস গয়ে। আপনে বড়ে হর্ষসে শ্রীনৈমিষারণ্য পরমহংস মঠ মেঁ শ্রীরাধাকৃষ্ণকা মন্দির বনবানে কা বচন দিয়া হৈ। জগৎ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজকে সংরক্ষণমেঁ বিশ্ববৈষ্ণবরাজসভাকে উপদেশকোঁ দ্বারা যুগল মূর্ত্তিকী পূজন হুআ করেগা। নিমসার হিন্দুওঁকা এক প্রাচীন তীর্থ হৈ। ইসী তপোভূমি মেঁ শ্রীসূত জীনে ভাগবত-ধর্ম্ম কা প্রচার কিয়া থা। ঐসে পুণ্যক্ষেত্র মেঁ লালা কুন্দনলাল জীনে মন্দির স্থাপিত করনে কা জো [illegible] কিয়া হৈ বহ প্রশংসনীয় হৈ ঔর ধার্ম্মিক হিন্দুসমাজ নে আপকে প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রগট করেগা। আপকা যহ দান সাত্ত্বিক দান হৈ ঔর আশা হৈ নগরকে অন্য ধনী মানী সজ্জন লালা কুন্দনলালজী ঠেকেদার কা অনুকরণ করেঁগে।

শ্রীবনবিষ্ণুপুরে একদিন

(শ্রীযুক্ত করুণাকর ব্রহ্মচারী)

গত ২৫শে ফাল্গুন খুব ভোরে উঠে, প্রাতঃকৃত্য শেষ ক'রে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামীর শ্রীশ্রীচরণ-যুগল স্মরণ করিতে করিতে শান্তিনি হ'তে ট্রেণ বনবিষ্ণুপুরাভিমুখে রওনা হ'লাম। শীতের অবসানে নূতন বসন্তের সমাগমে বনানীর নূতন শোভা [illegible] মুগ্ধ হ'লাম। তখনও [illegible] ওঠেনি, কাজেই বৃক্ষ বাটিকার আড়ালে [illegible] লুকিয়েছিল তাদের মধুর [illegible] ছিল।

আমাদের ট্রেণ চলিতেছিল। মাঝে মাঝে বনের ভিতর দিয়ে ছোট ছোট [illegible] তীরে [illegible] দাঁড়াইয়া [illegible] জল [illegible] দিয়ে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] আনন্দে [illegible] বনের [illegible]।

[illegible] পার হ'য়ে বিষ্ণুপুর [illegible] [illegible] [illegible] বনবিষ্ণুপুর। [illegible] [illegible] কথা।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অপ্রকটের পর বাঙ্গালার যে তিনটি বিভিন্ন কেন্দ্র আশ্রয়ে সেই 'প্রেম-রত্নধন' সংগৃহীত ও সঞ্চিত হ'য়ে অধম, পতিত, নীচ, পণ্ডিত, মূর্খ সাধারণের বিচার না করে, অকার্পণ্যে বিতরিত হইয়াছিল, তার একটি এ অঞ্চলে বনবিষ্ণুপুরের রাজগৃহ, আর একটি উত্তর বাঙ্গালার পদ্মাতীরে গড়ের হাটে শ্রীল ঠাকুর নরোত্তম নিকেতন, আর তৃতীয়টি উড়িষ্যার প্রবেশদ্বারের পথে শ্রীপাট গোপীবল্লভপুরে শ্রীল শ্যামানন্দ-কুটিরে। এখানের ধূলায় প্রণাম করিতেই গাহিলাম সেই চির নূতন হাটপত্তনের গানটি—

"হাট করি দেখা হোথা সুমার করিয়া।
রামানন্দের কণ্ঠে থুইল গোলোক পূরিয়া॥
সনাতন রূপ যবে আসিয়া মিলিল।
গোলোক সুমারি রূপ মোহর করিল॥
মোহর লইয়া তেঁহো ভাবে মনেমন
চৈতন্য পাঠাইল তাঁরে শ্রীবৃন্দাবন॥
তাঁহা যাইয়া কৈলা রূপ টাকশাল পত্তন।
কারিগর আইল যত শ্রীরূপের গণ॥
কারিগর আইলা রূপ অলঙ্কার হৈলা।
ঠাকুর বৈষ্ণব তাঁরা হৃদয়ে ধরিলা॥
সোহাগা মিশ্রিত ভেল রস পরকীয়া।
গলিত কাঞ্চন তাহে প্রকাশ-নদীয়া॥
এই মত অলঙ্কার যত যত ছিল।
বহু মূল্য অলঙ্কার সম্পূর্ণ করিল
পাঠায় করি শ্রীরূপ গোসাঞি সবে পুরুষা।
শ্রীজীবগোসাঞি তাহা গমন করিলা॥
ঘরে ঘরে অলঙ্কার বহুবিধ কৈলা॥
সদাগর আনি তবে বিতরণ কৈলা॥
নরোত্তম ঠাকুর আর শ্রীনিবাস।
অলঙ্কার আনাইয়া করিলা প্রকাশ॥
ঠাকুর বৈষ্ণব কিনে অন্যে নাহি জানে।
লোকেতে লইল ছত করিলা গহনে॥"

[illegible]কথামৃত।

স্টেশন হ'তে একজন বৃদ্ধের সঙ্গে আসিলাম শ্রীচৈতন্য করের দোকানে। তিনি এখানকার মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান, বেশ সজ্জন লোক। শুনেছিলাম ইঁহার দ্বারা বিষ্ণুপুরের রাজবাড়ীর বৈষ্ণব-সাহিত্যের কিছু সন্ধান হ'তে পারে। আমার উদ্দেশ্যও তাই ছিল। ইঁহা [illegible] প্রিয় [illegible] শ্রীগোস্বামী-পাদ গানের শ্রীরূপ কর। শুনেছিলাম এখনও অনেক প্রাচীন পুঁথি পাওয়া যেতে পারে। আমিও চলেছিলাম সেই আশাতেই।

[illegible] কাছেই শ্যামে [illegible] হলাম, তাঁরা তিনি বল্লেন, সে খবর তিনি কিছুই রাখেন না। [illegible] সেখান হ'তে [illegible] গোস্বামীর বাড়ী। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] মহান্ত-বংশীয় [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] করার পর, একটি [illegible] দর্শন দিলেন। সে সময়ে এদর্শনে আমার কাছে বিশেষ কোন ভাবের সার্থকতা করে নি। প্রসঙ্গক্রমে রাজবাড়ীর গ্রন্থাগার ও স্থানীয় [illegible] কোন পুস্তকাদি পাওয়া যেতে পারে কিনা বললে তিনি আরও হতাশ করে দিলেন। বল্লেন, 'বিষ্ণুপুরে কোন গ্রন্থই নেই, অন্ততঃ আমার জানা নেই।' তখন বিষ্ণুপুরের দেখবার স্থানগুলি দেখাইবার উপযুক্ত একজন লোক দিতে বলায়, তিনি তাঁর কনিষ্ঠ ভাইকে আমার সঙ্গে দিলেন। তাঁকে নিয়ে আমি "রামসায়র" (বাঁধ) তীরে প্রাচীন কেল্লার শেষ অংশ 'দলমাদল' কামান দেখলাম। কথিত আছে, স্বয়ং শ্রীমদনমোহন একদিন ইহাকে দেগেছিলেন। এখন গভর্ণমেণ্ট প্রাচীন-কীর্ত্তি সংরক্ষণ আইন দ্বারা ইহা রক্ষা করা হয়েছে। ইহার নিকটেই প্রাচীন রাসমঞ্চ, অতি চমৎকার কারুকার্য্য করা ও সুবৃহৎ। শ্রীবনবিষ্ণুপুরে ৩৬০ শ্রীরাধাকৃষ্ণ মূর্ত্তির সেবা মহারাজা বীর হাম্বিরের সময় স্থাপিত হয়। সেই সমস্ত বিগ্রহ রাসোৎসবে এই রাসমঞ্চে শুভাগমন করতেন। ইহার সম্মুখে বিস্তৃত ময়দান ও একপাশে কেল্লার বৃহৎ গড় ও পরিখা।

নিকটে সম্প্রতি একটী হাই স্কুল স্থাপিত হয়েছে [illegible] তীরে বনের ভিতর সারি সারি বিষ্ণুমন্দিরের শোভা অতুলনীয়। এক সময়ে এই স্থানের কি অপূর্ব্ব মহিমাই না ছিল! বনবিষ্ণুপুর সাক্ষাৎ শ্রীবিষ্ণুপুরী বৈকুণ্ঠ ও বৃন্দাবন। যখন শ্রীবিষ্ণুমন্দিরের ছায়াগুলি কালিন্দী, যমুনা, রাম ও কৃষ্ণসায়রের বুকে তরঙ্গের সঙ্গে নাচিত—সন্ধ্যারাত্রিকের মাঙ্গলিক কাঁসর ঘণ্টা শঙ্খনিনাদ যখন প্রতিধ্বনিত হ'ত, যখন মন্দির দ্বারে সমবেত ভক্ত নরনারী-কণ্ঠে সম্মিলিত কৃষ্ণকীর্ত্তন হ'ত, তখন [illegible] ছিল [illegible]। তা ভাবতেও পারা যায় না, আঁকতেও পারা যায় না।

তারপর গেলাম আমরা দলমাদলে। সেখান বললে কেল্লার ভিতরে শ্রীমন্দিরে, এখন সেখানে অনেকগুলি সেবার সমস্ত বিগ্রহ [illegible] [illegible] হয়েছেন। এখানে অনেকগুলি শ্রীশালগ্রাম শিলা ও অন্যান্য [illegible] হয়েছেন। ইহার সম্মুখেই শ্রীমৃন্ময়ীর মন্দির। ইনি দশভুজা মূর্ত্তি। আচার্য্যপ্রভুর নিকট দীক্ষা গ্রহণের পূর্ব্বে মহারাজ বীরহাম্বির ইহারই উপাসক ছিলেন। এখান থেকে কেল্লার ফটকের উপর উঠিয়া সমস্ত সহরের একটা আন্দাজ করিলাম। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] রাজপ্রাসাদ [illegible] [illegible] নষ্ট আছে এবং তার একটী ঘরে বর্ত্তমান রাণী বাস করেন। রাণী সরকার হ'তে সামান্য কিছু মাসিক বৃত্তি পান। ইহার নিকটেই শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভু-স্থাপিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর মন্দির ছিল। এই মন্দির পঞ্চচূড়ার। দেখিতে খুবই সুন্দর মধ্য চূড়াটী ধ্বংস হওয়ায় কীর্ত্তিসংরক্ষণী আইনের বলে তাহার মোটামুটী কিছু সংস্কার হয়েছে।

শ্রীমন্দিরের বিগ্রহ শ্রীনিতাই গৌরাঙ্গ শ্রীমদনমোহনের মন্দিরে বর্ত্তমানে সেবিত হচ্ছেন। এখান হ'তে আমরা শ্রীলালজী মন্দিরে আসিলাম। ইহার পুরানাম শ্রীগোবিন্দলালজী। কিম্বদন্তী এই—একদা কোন বৈষ্ণব ঝুলির ভিতরে করে এই ঠাকুরকে বৃন্দাবন হ'তে এখানে আনেন। তিনি পুরীধামে চলেছিলেন। ভক্তটী যখন ঝোলা নামিয়ে রেখে বিশ্রাম করছিলেন তখন ঝোলার ভিতর হ'তে বাহির হ'য়ে এই অপূর্ব্ব দর্শন শ্যামকিশোর বালকটী তাঁহার যাবতীয় আদেশ পালন করছিলেন। বালক তার বাজার করা, কাঠ বওয়া ইত্যাদি করছিলেন আর থেকে থেকে ঝুলির ভিতর প্রবেশ করছিলেন। এই সংবাদ রাজার শ্রীমুখের কাছে পৌঁছিলে রাজা দর্শনার্থ এসে সুকুমার সৌন্দর্য্যে পরম পুলকিত হলেন এবং সাধুর কাছে ঐ মূর্ত্তির সেবা স্থাপনের কথা জানালেন। সাধু বল্লেন "আমার কোন কথা নেই, ঐ ঝুলির [illegible] ঠাকুরের কাছে আপনার প্রার্থনা জানান। তাঁর ইচ্ছাই সব।" রাজা অতি বিনীতভাবে গললগ্নীকৃত বাসে প্রার্থনা জানালেন।

রাত্রে স্বপ্নে ঠাকুর বিষ্ণুপুরেই থাকবার ইচ্ছা জানালেন। রাজার বাসনা পূর্ণ হলো। সেই অবধি ঠাকুর বিষ্ণুপুরেই আছেন। অতি মনোলোভা শ্রীমূর্ত্তি। ইঁহার সেবার জন্য কিছু সম্পত্তি আছে, কিন্তু সেবার ব্যবস্থা ভাল না। এখানে শ্রীমহাপ্রসাদের সম্মান করলাম তিন আনা দাম দিয়ে।

বৈকালে যে স্থানে শ্রীআচার্য্যপ্রভুর [illegible] অপহৃত হ'লে শ্রীনিবাস প্রভু সকাপ্রথম যে বটবৃক্ষ-মূলে অতি উদ্বিগ্ন ও বিষণ্ণ চিত্তে উপবেশন করেছিলেন, সেই স্থানটি দর্শনে গেলাম। এখনও সেই বট ও তত্তাশ্রয় দুইটি প্রাচীন বৃক্ষ বিদ্যমান আছে। বটগাছটি চবুতরা করে বাঁধিয়ে মহারাজ শ্রীআচার্য্যের স্মৃতি রক্ষা করেছিলেন। কালপ্রভাবে কেবল সেটি নষ্ট হয়েছে।

এই স্থানে আচার্য্য প্রভু বিষ্ণুপুরে বাস করেছিলেন এবং শ্রীরাধা-গোবিন্দের সেবা [illegible] করেন। [illegible] [illegible] শ্রীমূর্ত্তি [illegible] [illegible] সেবিত হচ্ছেন। [illegible] দার পরিগ্রহ [illegible] [illegible] বংশ [illegible] [illegible] বিষয় তাঁরা

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কোন সংবাদই রাখেন না দিন রাত বিষ্ণুপুরী গানের রীতি নিয়েই ব্যস্ত। ভক্তিশাস্ত্রের বিন্দুমাত্র চর্চ্চাও নেই, কেবল গান ও গলা ভাঁজা নিয়েই উন্মত্ত! হায় কৃষ্ণ-বিমুখিনী মহামায়ার কি মায়াজাল! সব ভুলিয়ে দিচ্ছে একেবারে!

আমরা এখান হ'তে শ্রীশ্রী মদনমোহন ঘেরায় শ্রীশ্রী প্রাণনাথ মদনমোহন ও শ্রীল আচার্য্য প্রভু-স্থাপিত শ্রীশ্রীনিতাই গৌরাঙ্গ দর্শন করলাম। আদি বিগ্রহ শ্রীশ্রী রাধা মদনমোহন কলকাতায় বাগবাজারে মদন মিত্রের গৃহে আছেন। ইহার পর শ্রীরাধা-মদন-গোপাল ঘেরায় গেলাম এবং সেখান হ'তে বনাবন রেল ষ্টেশনে পৌঁছানমাত্রই গাড়ী পাওয়া গেল। রাত্রি দু'টার সময় বাসায় ফিরলাম। বলতে ভুলেছি যে এখানকার মত এমন সুন্দর শ্রীনিতাই গৌরমূর্ত্তি প্রায় দেখা যায় না।

সংস্কার-তাৎপর্য্য

যাগ সংস্কার

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ২২৮ সংখ্যার পর)

যাগ-সংস্কারই পঞ্চম সংস্কার। এতৎ সম্বন্ধে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিয়াছেন,—

"শিষ্যের চিত্ত অধিকতর স্নেহ প্রকাশ পূর্ব্বক গুরুদেব তাঁহাকে যাগ-পদ্ধতি শিক্ষা দেন। যাগপদ্ধতি ব্যতীত সম্যক্ মঙ্গল কোন ক্রমেই সাধিত হইতে পারে না। তাপ, পুণ্ড্র, নাম ও মন্ত্র লাভ করিয়াও জীবের সহসা দৃঢ় সম্বন্ধ দৃঢ় হয় না। উপাসনা দ্বারা হরিতোষণ সাধিত হইলে অবশ্যই জীব সম্বন্ধ-সুখ লাভ করে। অতএব মন্ত্রপ্রাপ্ত ব্যক্তির পক্ষেও মধ্যে মধ্যে মন্ত্র অপেক্ষা অবশ্যই থাকে, সেই কালের মধ্যে অভ্যাসটী না থাকিলেও অস্তকালে অনর্থ হয়। অতএব দেহের সহিত সম্যক ব্যবহার নির্ব্বাহ উপায় স্বরূপ যে পদ্ধতি প্রস্তুত হইয়াছে, তাহাকে যাগ বলি। দর্শন স্পর্শন, শ্রবণ, আঘ্রাণ, আস্বাদন, মনন, নিবেদন ও ক্রিয়া—এই সমুদয় কার্য্যদ্বারা পরমার্থ অনুশীলন করিবার জন্য যে দেব-পূজা পদ্ধতি নির্ণীত হইয়াছে, তাহাকে নাম যাগ। শালগ্রাম-পূজাতে এই সমস্ত ব্যাপার সম্যক্রূপে যোজিত হইয়াছে। ইহা প্রকৃত বৈষ্ণব যাগ। সাধারণ ব্যাপার ... হইবে। সমস্ত ব্যাপার ... নির্ব্বাহ হইবে না। অতএব ভক্তিপূর্ব্বক সমস্ত কার্য্য অর্চ্চনাদি দ্বারা ভগবানে অর্পণ করিয়া সমস্ত জীবন যাপন করা মন্ত্রপ্রাপ্ত জীবের কর্ত্তব্য। যাহা ... যাগ-বিধি চিন্তামণি ... দেব শিষ্যকে ... উদ্ধার করেন। যাহা পঞ্চম সংস্কার।

যাগ-শূন্য পুরুষ হয় জীবন-শূন্য হইবেন, নতুবা নির্গুণ কর্ম্ম দ্বারা সংসার ফলকে লাভ করিবেন। অতএব বৈষ্ণব যাগ-যুক্ত হইয়া সংসারে বর্ত্তমান থাকিবেন। এই যাগ-তত্ত্বের বিশেষ বিবৃতি বৈধীভক্তি-বিচারে শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত গ্রন্থে লক্ষিত হইবে।"

—(সজ্জনতোষণী ২য় বর্ষ ১ম সংখ্যা)

সজ্জনতোষণীর অন্যত্র (৪র্থ বর্ষ ৫ম খণ্ডেও) উক্ত হইয়াছে—

'যাগ শব্দে—হরি-পূজা। অর্চ্চন-মার্গের যে সকল অঙ্গাদি শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে, তাহাই এই পঞ্চসংস্কারোক্ত যাগের অঙ্গ।'

"বিষয়ি লোকের পক্ষে দীক্ষা নিতান্ত প্রয়োজন। কৃষ্ণমন্ত্রদীক্ষাই জীবের পক্ষে অত্যন্ত শুভকর। কৃষ্ণমন্ত্রে 'সিদ্ধ-সাধ্য-সুসিদ্ধারি' বিচারের ... সিদ্ধ-সাধ্যাদি শোধন-সমস্ত দ্রষ্টব্য। প্রয়োজন নাই। জগতে যত মন্ত্র আছে, সকল মন্ত্র অপেক্ষা কৃষ্ণমন্ত্র প্রবল। সদ্গুরুর নিকট মন্ত্র লাভ করিবামাত্র আধকারী জীবের কৃষ্ণবল লাভ হয়। শ্রীগুরুদেব জিজ্ঞাসুকে অর্চ্চনাঙ্গ সকল বলিয়া থাকেন। * * কৃষ্ণার্চ্চন বিষয়ে একটি বিশেষ কথা আছে—রূপের সহিত কৃষ্ণভক্তের অর্চ্চন নিতান্ত প্রয়োজন।"

—(জৈবধর্ম্ম ১৯শ অঃ)

শ্রীল জীবগোস্বামী প্রভু শ্রীমদ্ভাগবতের ৭।৫।২৩-২৪ শ্লোকের ক্রমসন্দর্ভ টীকায় অর্চ্চন-সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে—

"অর্চ্চনমার্গে শ্রদ্ধা থাকিলে মন্ত্রগুরুকে আশ্রয় পূর্ব্বক তাঁহার নিকট বিশেষ ভাবে জিজ্ঞাসা করিবে। যদিও শ্রীভাগবত মতে পঞ্চরাত্রের ন্যায় শাস্ত্র-বিহিত অর্চ্চনমার্গের আবশ্যকতা নাই, কেননা অর্চ্চন ব্যতীত শ্রবণাদি যে কোন একটি দ্বারাই পুরুষার্থ সিদ্ধ হয়, (যেমন প্রাচীন শাস্ত্রকারগণের এক প্রকার উক্তি যে, হরিকথা শ্রবণে পরীক্ষিৎ, কীর্ত্তনে শ্রীশুকদেব, স্মরণে প্রহ্লাদ, পাদসেবনে লক্ষ্মীদেবী, অর্চ্চনে পৃথু মহারাজ, বন্দনে অক্রূর, দাস্যে হনুমান, সখ্যে শ্রীঅর্জ্জুন এবং সর্ব্বস্ব নিবেদনে বলি ইত্যাদি প্রত্যেকেরই নবধা ভক্তাঙ্গের এক এক অঙ্গ সাধনেই সর্ব্বতোভাবে কৃষ্ণসেবা-প্রাপ্তি ঘটিয়াছে।" ইত্যাদি। তথাপি নারদাদি মহাজনগণের পদাঙ্কানুসরণকারী যে সকল লোক শ্রীগুরুদেব কর্ত্তৃক পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা-বিধান-দ্বারা সম্পাদিত ভগবানের সহিত বিশেষ সম্বন্ধ সম্পাদনে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের দীক্ষার পর অর্চ্চন অবশ্যই করিতে হইবে। ... গৃহস্থগণের পক্ষে ... যাহ ... অর্চ্চন ... তাঁহাদের ... শ্রীমূর্ত্তি ... বিত্ত ... হইলে তাঁহাদের ... শ্রীমূর্ত্তি ... গৃহস্থগণের ...

কেবল তাহা ... ভোগী ব্রাহ্মণগণের দ্বারা শ্রীমূর্ত্তি ... সম্পাদন নিজের বিষয়াসক্ত বা অলসতারই পরিচয় জ্ঞাপন করে। অর্চ্চনে নিতান্ত অশক্ত এবং অযোগ্য ব্যক্তিগণের সম্বন্ধে অগ্নিপুরাণে এরূপ কথিত হইয়াছে—'যিনি স্বয়ং পূজা করিতে অসমর্থ হইয়া অন্য সংকারে অর্চ্চিত অর্চ্চন-কালীন শ্রীবিগ্রহ দর্শন করেন এবং যিনি দৃঢ় বিশ্বাস-সহকারে ঐশ্বরিক অর্চ্চনে সুখ অনুভব করেন, তিনিও যোগ-ফল অর্থাৎ অর্চ্চনক্রিয়া-যোগ-ফল লাভ করেন। গৃহস্থ জীবনে কৃষ্ণানুশীলনের প্রচুর অবসর বিদ্যমান থাকায় গৃহস্থগণ সাধারণতঃ বিগ্রহ-সাপেক্ষ হন। অতএব অর্চ্চন না করিলে গৃহস্থগণের সর্ব্বাপেক্ষা উপস্থিত হয়, অতি-কষ্ট সমস্ত দীক্ষিত গৃহস্থ ... পতন ... । দীক্ষান্তে অর্চ্চন ক্রমাদি আবশ্যক এবং গৃহস্থগণের ... উহা সাধারণ কথা সহজ সাধ্য বলিয়া ইহাদের পক্ষে কৃষ্ণানুশীলন-কার্য্য অর্চ্চন মার্গের প্রাধান্য বিহিত হইয়াছে। উক্ত অর্চ্চন দ্বিবিধ—শুদ্ধ ও কর্ম্ম-মিশ্র। তন্মধ্যে স্বফলভোগ-নিরপেক্ষ ও সুদৃঢ় শ্রদ্ধাবান ব্যক্তিগণের পক্ষে শুদ্ধার্চ্চনই বিহিত, আর ব্যবহারিক কর্ম্মাচরণে অতিশয় আগ্রহযুক্ত এবং যাদৃচ্ছিক ভাবে অর্থাৎ প্রীতি-প্রতিষ্ঠা-হেতু যথাযোগ্যরূপে অর্চ্চিত করণার্থ অকৃত্রিমনিষ্ঠ ব্যক্তিগণের পক্ষে কর্ম্মমিশ্র অর্চ্চনই প্রশস্ত। অর্চ্চন মার্গে বিধি-বিধান অবশ্য প্রয়োজনীয়। সেবাপরাধ উহাদের বর্জ্জন করিবে। অর্চ্চনমার্গে ... স্থলে ও প্রকারভেদমধ্যে মানস-পূজার বিধান আছে। অর্থাৎ দুর্গাদির অন্তঃকরণে মনোময়ী মূর্ত্তিই প্রথম মূর্ত্তি বলিয়া তাঁহার পূজা মনোময় ভাবে হইতে পারে।"

শ্রীল গোপাল ভট্ট গোস্বামিপাদ শ্রীহরিভক্তিবিলাসের তৃতীয় বিলাসের প্রারম্ভেই লিখিয়াছেন যে, দীক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেরই অর্চ্চনাধিকার আছে। "... দীক্ষিতঃ ... পূজয়েৎ ... নিত্যশঃ॥" — এই শ্লোকের দিগ্দর্শিনী টীকায় শ্রীল সনাতন গোস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—"... শ্রীঅনন্তদেব ... গৃহস্থাদের সর্ব্বেষামেব অধিকারিতা। ... পূজা ... ।"

অর্থাৎ নিত্য-দীক্ষাপ্রাপ্ত গৃহস্থগণের শ্রীকৃষ্ণপূজায় অধিকার লাভ হয়। যদিও শ্রীবৈষ্ণবের অধিকার আছে এইরূপ উক্ত হইয়াছে, তথাপি গৃহস্থগণের অর্চ্চন ব্যতীত প্রাধান্য নাই এবং 'পূজা' শব্দের উল্লেখ করা হইয়াছে। দীক্ষিতের পূজাধিকার সম্বন্ধে শ্রীল গোপালভট্ট পাদ ... অধিকার ... বিচার করিয়াছেন, যথা—

"... হিত ... সেই ... সর্ব্বদা ..."

[illegible]

কোন কোন স্মার্ত্ত-পণ্ডিত ... বলেন যে কেবলমাত্র ব্রাহ্মণেরাই শালগ্রাম পূজা করিতে পারেন, তাঁহারা শ্রীল ভক্তিপাদ অস্থ-... অধিকার ... শালগ্রাম শিলা পূজার জন্য ... স্ত্রী ও শূদ্রগণের ... শ্লোক উদ্ধার করিয়া ... পূজা আছে কেহ নিষেধ নাই বলিয়া বাদ করেন, তাহাকে শ্রীল সনাতন গোস্বামিপাদ অন্য ভাবে নিষেধ করিয়া বলিয়াছেন—'নৃপাঃ ... —বিপ্রাঃ' অর্থাৎ নৃপ ... মনুষ্য-মাত্রেরই, শিলাপূজা বিধিতে নিষেধ।

দীক্ষিতমাত্রেরই অধিকারীর সম্বন্ধে শাস্ত্র বলিয়াছেন—

"তান্ত্রিকেষু চ মন্ত্রেষু দীক্ষায়াং যোষিতা-মপি।

সাধ্বীনামধিকারোহস্তি শূদ্রাদীনাঞ্চ-সদ্ধিয়াম্।"

অর্থাৎ পাঞ্চরাত্রিক মন্ত্রদীক্ষায় সাধ্বী স্ত্রী ও সদ্বুদ্ধিবিশিষ্ট শূদ্রগণের ন্যায় স্ত্রী ও শূদ্রগণেরও অধিকার আছে। বৈদিকী-দীক্ষার ব্যাপারে কিন্তু এরূপেও অধিকার এবং অযোগ্য শূদ্র বা স্ত্রীলোকের বৈদিকী-দীক্ষায় অধিকার নাই। যে সাধু-প্রাপ্ত ব্যক্তিতে ভাগবত-বৈদিক অধিকার এবং ভোগবান-প্রাপ্ত্যাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিতেই পাঞ্চরাত্রিক অধিকারিতা,—উভয় মার্গেরই একত্র।"—(হঃ ভঃ বিঃ ২৪।৫২ শ্লোকের টীকা)

অতএব ব্রাহ্মণের বাড়ীতে যেন 'শূদ্রের দীক্ষা-পূজাদিতে অধিকার নাই' এইরূপ বৃথা আপত্তি উত্থাপন করিয়া দীক্ষা-দানে বঞ্চিত না হন। আবার দীক্ষিত হইয়াও যাহারা অর্চ্চনাদি-কার্য্যকে অনাবশ্যক মনে করিয়া যেন দীক্ষা ... অর্চ্চন-বিধান না করে। শ্রীগুরুর ... অর্চ্চন ... নাম-কীর্ত্তন-দ্বারাই ... সমস্ত ... নামের ... শ্রীভগবান ... কোনরূপ বৃথা ... মাত্র কিছু মাত্র ... শ্রীমূর্ত্তি ... পূজার সঙ্গে ... থাকিলে ... হইবে। ... সাধকের ... শুদ্ধ হইতে ... কোন ... অর্থ ... প্রকারে ... প্রাপ্ত ... বিধি ... হয়।

[illegible]

পরবিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

[illegible] পরবিদ্যাপীঠে [illegible] শিক্ষণীয় বেদান্তচয়ের অধ্যাপনার আয়োজন সম্পূর্ণ হইয়াছে—বিদ্যার্থিগণ আবেদন করুন।

১। সাহিত্যাসন, ২। ঐতিহ্যাসন,
৩। সম্প্রদায়বৈভবাসন, ৪। ভক্তিশাস্ত্রাসন,
৫। তত্ত্বশাস্ত্রাসন, ৬। বেদান্তাসন,
৭। একায়নাসন।

নন্দলাল রায় বি, এ, কাব্যতীর্থ, বিদ্যাসাগর,
সম্পাদক—পরবিদ্যাপীঠ, শ্রীধাম মায়াপুর।

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

[illegible] খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৪০, চল্লিশ টাকা।

১৭২৪ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে,
সপ্তচত্বারিংশ খণ্ডে সূচী ছাপা হইতেছে।

৪৬শ খণ্ড গ্রন্থ নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে [illegible] সাধারণ পক্ষে [illegible]। প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৵০, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ।৵০।

দশম স্কন্ধের ভিক্ষা ১১, অগ্রিম দাতাদের পক্ষে ৮৲।

৬৫ অধ্যায়পর্যন্ত একাদশ সংখ্যা ছাপা হইয়াছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

"শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত"

সূচী প্রভৃতি সহ সম্পূর্ণ ছাপা শেষ হইয়াছে

আদি, মধ্য ও অন্ত্যলীলা এবং সূচী ছাপা হইয়া সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছেন। যাঁহারা [illegible] পূর্বে ১০৲ টাকা ভিক্ষার তৃতীয় সংস্করণ ৪৲ টাকায় না পাইয়া [illegible] সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের জন্যই [illegible] ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছেন। সেই ১০৲ টাকার এই বিরাট গ্রন্থের [illegible] মাত্র ৫ টাকা ভিক্ষায় দেওয়া হইতেছে। গ্রাহকগণ সত্বর হউন পরে আর এ সুযোগ থাকিবে না।

[illegible]

শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর বিরচিত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

সভাষ্য আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র গ্রন্থ ১০৲ স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲
নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪৷৷০ টাকা

শ্রীচৈতন্য মঠের যাবতীয় গ্রন্থ
কার্যাধ্যক্ষ, শ্রীধাম মায়াপুর, শ্রীচৈতন্য মঠ
পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া।
অথবা
শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা
ঠিকানায় পাওয়া যাইবে।
বিশেষ [illegible] মঠের ঠিকানায় লিখিবেন।

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত ভক্তি গ্রন্থাবলী

যে সব উৎকলবাসী ভক্ত বাংলা অক্ষর পড়িতে জানেন না, তাঁহাদের শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত পরম উপাদেয় ভক্তি-কথা জানিবার সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে উড়িয়া-অক্ষরে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হইয়াছে। বাংলা গ্রন্থের তুলনায় উড়িয়া গ্রন্থগুলির ভিক্ষাও অপেক্ষাকৃত অল্প।

গ্রন্থের নাম	ভিক্ষা
শ্রীহরিনাম চিন্তামণি, প্রতিখণ্ড	৷৷০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	১৲
সাধন পথ (শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টক) প্রতিখণ্ড	।০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৷৷০
কল্যাণ কল্পতরু প্রতিখণ্ড	৵০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	।০
গীতাবলী প্রতিখণ্ড	৴১০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৵১৫
শরণাগতি প্রতিখণ্ড	৴০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৵৫

প্রাপ্তিস্থান { শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ, কটক এবং শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, পুরী

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিম্নলিখিত মঠসমূহে প্রাপ্তব্য:—

১। শ্রীচৈতন্য মঠ,—পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, (নদীয়া)।
২। শ্রীগৌরগদাধর মঠ,—চাঁপাহাটি, সমুদ্রগড় পোঃ, (বর্দ্ধমান)।
৩। শ্রীভাগবত আসন,—[illegible], কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৪। শ্রীগৌড়ীয় মঠ,—১নং উল্টাডাঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা।
৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ,—[illegible], পুরী।
৬। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ,—উড়িয়া বাজার, কটক।
৭। শ্রী[illegible] মঠ,—[illegible], বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।
৮। শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ,—[illegible] অগস্ত্যকুণ্ড, কাশী, ইউ, পি।
৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,—[illegible], বৃন্দাবন, মথুরা, ইউ, পি।
১০। শ্রীপরমহংস মঠ,—নিমসার পোঃ, সীতাপুর, ইউ পি।
১১। শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ,—কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল, পাঞ্জাব।
১২। শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠ,—[illegible] নবাবপুর রোড, ঢাকা।
১৩। শ্রী[illegible] মঠ,—বালিয়াটি, ঢাকা।
১৪। শ্রী[illegible] মঠ,—আমলাজোড়া, [illegible] পোঃ, বর্দ্ধমান।
১৫। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ,—[illegible], চিরকুণ্ডা পোঃ, মানভূম।
১৬। শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয় মঠ,—আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী, উড়িষ্যা।
১৭। শ্রীগৌড়ীয় মঠ কার্যালয় [illegible] রোড, নিউদিল্লী

এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণের নিকটও নদীয়া-প্রকাশ প্রাপ্তব্য।

১। শ্রীযুক্ত জনার্দ্দন ঘোষ—[illegible] রোড, খুলনা।
২। শ্রীযুক্ত রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিরত্ন—দেওয়ানগঞ্জ, হলদিবাড়ী কুচবিহার।
৩। শ্রীযুক্ত রামরঞ্জন রায়—[illegible] শ্রীগোপাল মল্লিক লেন, কলিকাতা।
৪। মিঃ এন ডি, মুখার্জ্জি—[illegible], কানপুর।
৫। শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী জ্যোতিভূষণ—[illegible], নদীয়া।
৬। শ্রীবনবিহারী দাস অধিকারী, নবদ্বীপ।
৭। শ্রীবিরাজমোহন দে—মনমোহন প্রেস, নবাবপুর, ঢাকা।
৮। শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ গড়গড়ি বেড়াচাঁপা, ২৪ পরগণা।

[illegible] কর্ত্তৃক [illegible] প্রেসে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্যমঠের গ্রন্থাবলী

শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুর বিরচিত

ভক্তিগ্রন্থাবলী।

উৎকৃষ্ট কাপড়ে বিলাতী ধরণে বাঁধাই স্বর্ণালঙ্কৃত। চতুর্থ সংস্করণ। বিস্তৃত বিষয়সূচীসহ

জৈবধর্ম্ম

বাঁধাই ২৲ দুই টাকা

প্রকাশিত হইয়াছে

সনাতন ধর্ম্মশাস্ত্র বেদ, বেদান্ত, উপনিষৎ গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত, পুরাণ, তন্ত্রাদি সকল গ্রন্থ পাঠ করিবার অবসর অতি অল্প মানবের ঘটিয়া থাকে। অনেকের যোগ্যতা না থাকায় সেই সমস্ত গ্রন্থের মর্ম্ম অবগত হইতে পারেন না। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বাঙ্গালার এই অসুবিধা দূরীভূত করিবার জন্য এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

বিদ্যালয়ের ছাত্র বা শিক্ষকগণের বিশেষ পাঠ্য, এই হেতু শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টার বাহাদুর কর্ত্তৃক সমস্ত বিদ্যালয়ের জন্য অনুমোদন করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

প্রথম খণ্ড ভিক্ষা ১৲ একটাকা

যুক্তিপূর্ণ শাস্ত্রবাক্য দ্বারা প্রত্যেক মানবের নিত্য কর্ত্তব্য ও অনিত্য সাময়িক কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। গ্রন্থের প্রতি উক্তি সনাতন শাস্ত্রবাক্য দ্বারা সমর্থিত ও প্রমাণিত হইয়াছে। দেহের, মনের ও আত্মার ধর্ম্ম কি? স্বদেশ, সমাজ, নীতি, ধর্ম্ম কি? ইত্যাদি বিষয় ক্রমানুসারে এমন সুন্দরভাবে ও সরলভাবে আলোচিত হইয়াছে যে, প্রথম পংক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত পাঠ না করিয়া নিবৃত্ত হওয়া যায় না।

শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ভিক্ষা ৵০

ঐ প্রমাণ খণ্ড ভিক্ষা ৵০

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিহার ও লীলাভূমি নয়টী দ্বীপ-সমন্বিত। এই নয় দ্বীপের প্রাচীন বিবরণ— প্রত্যেক দ্বীপে শ্রীমহাপ্রভুর লীলা—প্রত্যেক দ্বীপের পরিচয়, শ্রীধাম-মাহাত্ম্য—ধামাপরাধ কি? ইত্যাদি বিষয় বিশেষভাবে মনোহর ছন্দে বর্ণিত। পকেট সাইজ প্রায় ১৬০ পৃষ্ঠা।

শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ

উজ্জ্বল শ্লোক-র কবিতায় উত্তম কাগজে ছাপা— শ্রীনবদ্বীপধাম দর্শনে ভাবুক দর্শনকারীর কি প্রকার ভাবের উচ্ছ্বাস হয়, তাহা এই গ্রন্থে বর্ণিত। অতি চমৎকার। ভিক্ষা চারি আনা।

শ্রীশিক্ষাষ্টক

৷৵০ দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু, শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভুকে উপদেশচ্ছলে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিচার অতি সুন্দরভাবে বর্ণিত হইয়াছে। তৎসঙ্গে শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদিষ্ট শিক্ষা ও উপদেশ বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

গৌড়ীয়-বৈষ্ণব জগতে অভিনব গ্রন্থ!!

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতি গ্রন্থাবলী :—

শরণাগতি

পকেট সাইজ অষ্টম সংস্করণ ভিক্ষা ৴০ আনা

দেহ ও মনের চেষ্টা আনতাবস্থ লইয়া ... যখন জীব বুঝিতে পারে, তখন একমাত্র নিত্যবস্তু শ্রীভগবানের পাদপদ্মে তাঁহার কোন জাতীয় আবেগময়ী প্রার্থনা হয় এবং শ্রীভগবানে সর্ব্বান্তঃকরণে নিষ্কপটে কি প্রকারে শরণাপন্ন হইতে হয়, ইত্যাদি বিষয়ক প্রাণস্পর্শী প্রার্থনা ও আত্মসমর্পণমূলক গান। উচ্চ সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে।

ভিক্ষা প্রতি খণ্ড ৴০ এক আনা

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা— ৴০, নবদ্বীপশতক— ৴০

অর্থপঞ্চক —৴০

কল্যাণকল্পতরু

পকেট সাইজ পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা ৵১০

আমরা প্রত্যহ নূতন অভাব ও কামনার বশবর্ত্তী হইয়া পুনঃপুনঃ যে অকল্যাণকে কল্যাণ বলিয়া গ্রহণ করি এবং যাহার নিকট কল্যাণ কামনা করি, তিনি যে নিত্য বা যথার্থ কল্যাণ প্রদানে অসমর্থ এবং কোন বস্তু আমাদের নিত্য কল্যাণদাতা এবং কি ভাবে আমরা সেই কল্যাণলাভে সমর্থ হইব, এই সকল কথা সরল গানে লিখিত। এই গীতগ্রন্থ বাস্তবিকই কল্যাণের কল্পতরু, ইনি প্রত্যেককে নিত্যকল্যাণ প্রদানে

শ্রীল চক্রবর্ত্তি ঠাকুরের টীকা সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠাকুর কৃত টীকা ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কৃত অনুবাদ। টীকাকারের জীবনী, শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি বহু প্রয়োজনীয় বিষয় সংবলিত প্রায় ৮২৫ পৃষ্ঠা। উৎকৃষ্ট রেক্সিনে বাঁধাই ২৲ দুই টাকা, কাগজে বাঁধা ১৷০

শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ কৃত ভাষ্য সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

কাগজ ও ছাপা উৎকৃষ্ট। সিল্কে বাঁধাই, সোণার জলে নাম লেখা রাজসংস্করণ ২৲ টাকা, সাধারণ সংস্করণ ১৷০, গৌড়ীয়ের গ্রাহকপক্ষে ১৷০

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি (গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-কোষগ্রন্থ)

বিষয়:— ১। ভক্তিশাস্ত্রে ব্যবহৃত শব্দাবলীর অর্থ, ২। চারি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের চরিত্র, ৩। বিষ্ণুবৈষ্ণবসম্পর্কিত শ্রীমন্দির ও তীর্থস্থানের বিবরণ, ৪। বৈষ্ণবগ্রন্থ ও গ্রন্থকারসমূহের তালিকা ও বিবরণ, ৫। বিষয় বিশেষের শ্লোকসমূহ ও শাস্ত্রীয় আকরসূত্রে ব্যবহার্য্য কথা। চারিখণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ১ম খণ্ড ১৲, ২য় খণ্ড ১৷০, ৩য় খণ্ড ১৲, ৪র্থ খণ্ড ৷৵০, চারিখণ্ড একত্রে ৩৲ (৫ম খণ্ড যন্ত্রস্থ)।

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ—১ম খণ্ড ১৲ এক টাকা, ২য় খণ্ড ১৲ এক টাকা শ্রীমদ্ভাগবতের গ্রাহক ও গৌড়ীয় গ্রাহকগণ ৷০ আনা, দুই খণ্ড পাইবেন। ... শ্রীজীবগোস্বামী প্রভু ... টীকা ... বর্ত্তমানে ৩য় খণ্ডের প্রকাশ প্রয়োজনীয় হইল। ... ৬৮ পৃষ্ঠা ডাবল ক্রাউন ৮ পেজী আকারে মুদ্রিত হইতেছে।

শ্রীমদ্গোপালভট্ট গোস্বামী সম্পাদিত

সদাচারস্মৃতিঃ

ভিক্ষা ৴০ মাত্র

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠভরণের

প্রকাশ ... আবিষ্কৃত

হোলার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

... ডাকে ... হাতে ... কোন পরিবর্ত্তন ... মূল্য প্রতি শিশি ৷০ আনা, বড় বটী ৷৵০ আনা, বোতল ১৷০ আনা।

ফস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

রেজেষ্টারীকৃত

মদন মঞ্জরী

বটিকায় স্বপ্ন ও ধাতুবিকার, ইন্দ্রিয়শক্তির হ্রাস, প্রমেহ, শুক্রপাত, দৌর্ব্বল্য, মাথা ঘোরা, বুক ধড়ফড় করা, স্মৃতিশক্তি লোপ প্রভৃতি সকল লক্ষণ সত্বর নির্দ্দোষ আরোগ্য হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ৪০ বটী ১৲ এক টাকা।

"নপুংসকারি ঘৃত"

পুরুষত্বহানি রোগে বাহ্যপ্রয়োগ দ্বারা আরোগ্য করিয়া শক্তিসঞ্চার করে। মূল্য ২ তোলা ১৲ টাকা।

"রমণীবিলাসিনী বটিকা"

বীর্য্যধারণ করত স্তম্ভনশক্তি স্থায়ী ও বৃদ্ধি করিতে অত্যাশ্চর্য্য। মূল্য ১৬ বটী ১৲ এক টাকা।

রাজবৈদ্য নারায়ণজী, কেশবজী

১৭৭নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

বিজ্ঞাপন

সাবধান! সাবধান!! সাবধান!!!

জে, বি, দত্তের চৌকাশিশি বাদাম তৈল

আদি ও অকৃত্রিম এবং উপকারিতায় সর্ব্বজন পরিচিত ও বহু প্রশংসিত।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী *J. B. Datta & Co.* নাম দেখিয়া খরিদ করিবেন। নতুবা জুয়াচোরগণ কমদরের কৃত্রিম তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে।

বিনীত—জে, বি, দত্ত

কেমিষ্ট'স কুইনিন

... এবং পুর ... উৎকৃষ্ট ... যে কোন জ্বর ... একটী বা দুইটী ... কঠিন ...

পর-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

এখানে আহার এবং বাসস্থান দিয়া বিদ্যার্থিগণকে বিভিন্ন শিক্ষণীয় বিষয় শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। অনেক ছাত্র ইতোমধ্যেই আসিয়া পাঠ আরম্ভ করিয়াছেন। বর্তমান বর্ষে সকল ছাত্রই গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

প্রধান অধ্যাপক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রচন্দ্র কাব্য-ব্যাকরণ-সাংখ্য-বেদান্ত-ষড়দর্শন-তীর্থ, সাংখ্যভূষণ, বেদান্তরত্ন, সাহিত্যশাস্ত্রী, সুদর্শনবাচস্পতি।

অধ্যাপক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গৌরদাস ব্রহ্মচারী ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীধাম মায়াপুর পরবিদ্যাপীঠ, (নদীয়া)

বেদনাঞ্জন

শ্রেষ্ঠরত্ন।

কলিকাতা কংগ্রেস একজিবিসন হইতে বহু প্রশংসা প্রাপ্ত ও বহু গণ্যমান্য ভদ্রমহোদয়গণ কর্তৃক প্রশংসিত।

আজকাল বাজার-চলন মিশ্রিত ও বিষাক্ত আহার্য্য সেবনে শরীরের রক্ত স্বতঃই দোষিত হইয়া পড়িতেছে। রক্তই মানব-দেহের শ্রেষ্ঠ উপাদান, এই রক্ত দোষিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মানব বাত, বেদনা, মাথাধরা, মাথা-ঘোরা, দৃষ্টিশক্তির হ্রাস, দাঁতের গোড়া ফুলা, দাঁত কনকনানি, দাঁতে পোকা এবং খোস, চুলকানি প্রভৃতি কষ্টদায়ক চর্ম্মরোগে আক্রান্ত হইতেছে। যদি আপনি একান্তই ব্যাধিমুক্ত হইতে চান, তাহা হইলে অযথা পয়সার অপব্যয় না করিয়া অল্প ব্যয়ে এক শিশি **বেদনাঞ্জন** ক্রয় করিয়া ইহার কার্য্যকারী-শক্তি উপলব্ধি করুন। গুণের তুলনায় মূল্য অত্যন্ত সামান্য, এক শিশি ।৵০ আনা মাত্র মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান— এ, সি, চাটার্জ্জী এণ্ড ব্রাদার্স।

৪৫নং চুনাকাটি লেন, সালিকা হাবড়া।

সকল মণিহারী দোকানে ও বড় বড় ডাক্তারখানায় পাওয়া যায়।

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

যদিও অদ্যাপি প্রকৃত মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য, তথাপি যাঁহারা নানাবিধ অনিয়মিত উপায়ে অপরিমিত শক্তি নষ্ট করিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন এবং নানা প্রকার মেহ, প্রমেহ ধাতুদৌর্ব্বল্য, স্নায়বিক দুর্ব্বলতা, বহুমূত্র, দুঃস্বপ্ন, পারদ-সংক্রান্ত পীড়া, অর্শ এবং স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে যাহারা বাধক, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, সূতিকা, শ্বেত ও রক্তপ্রদর, হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি রোগে ভুগিয়া জীবনে নিরাশ হইয়াছেন, তাঁহারা আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটাল সাহেবের আবিষ্কৃত **ইলেক্ট্রিক সলিউসন** ব্যবহার করিয়া বাঁচিতে পারেন, ইহার শত সহস্র প্রমাণ প্রতি বৎসরেই পাওয়া যাইতেছে। যাঁহারা অন্যান্য বহুবিধ ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরোগ্য হইতে পারেন নাই, তাঁহারা একবার এই ঔষধটি ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক মাসের ব্যবহারোপযোগী এক শিশি ঔষধ ডাকমাশুল সহ ২।০ টাকা মাত্র।

সোল এজেণ্ট—ডাঃ ডি, ডি, হাজরা।

ফতেপুর, গার্ডেনরিচ পোষ্ট, কলিকাতা।

ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

অধ্যক্ষ

শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম.এ., এফ.সি.এস. (লণ্ডন)

ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক

(প্রফেসার)

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ বিশুদ্ধ ও শাস্ত্রমতে নিজ তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হয়। পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ক্যাটালগ পাঠান হয়। রোগের বিবরণ জানাইলে যত্নপূর্ব্বক ব্যবস্থা দেওয়া হয়। চিঠি পত্রাদি সম্পূর্ণরূপে গোপন রাখা হয়।

মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দুর)

(বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৪৲ টাকা

উৎকৃষ্ট স্বর্ণ, পারদ ও আমলাসার গন্ধক দ্বারা যথাশাস্ত্র প্রস্তুত নিত্য প্রয়োজনীয় সর্ব্বরোগনাশক মহৌষধ।

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৩৲ টাকা

উৎকৃষ্ট কাশীর আমলকী, বংশলোচন প্রভৃতি যাবতীয় উপাদানে পূর্ণ মাত্রায় যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। কাস, কাসি, সর্দ্দি, যক্ষ্মা, ক্ষয়রোগ, হৃদরোগ প্রভৃতি রোগের মহৌষধ। সর্ব্বপ্রকার দুর্ব্বলতা নাশক অতিশয় পুষ্টিকর মহৌষধ বা খাদ্য বিশেষ।

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬৲ টাকা

ইহা সেবনে ধাতুদৌর্ব্বল্য, শুক্রহীনতা, স্বপ্নদোষ, প্রমেহ ও ধ্বজভঙ্গ সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায়। ইহা অপারসীম আনন্দদায়ক রসায়ন।

অবলাবান্ধব যোগ

প্রদর, বাধক প্রভৃতি জরায়ুদোষ ও যোনিগত দুরারোগ্য রোগের মহৌষধ

মূল্য—১৬ মাত্রা ২৲ টাকা। ৫০ মাত্রা ৫৲ টাকা মাত্র

বিশুদ্ধ জল! ভয় নাই! বিশুদ্ধ জল!!

লক্ষ্মী টিউব-ওয়েল কোং

২০৫নং নবাবপুর, ঢাকা

বর্ত্তমান-যুগের নব আবিষ্কৃত যন্ত্রাদি দ্বারা উন্নত বৈজ্ঞানিক-খনন-প্রণালীতে নলকূপ (*Tube-well*) নির্ম্মাণ করা হয়। বঙ্গের লাট বাহাদুর, প্রাইভেট সেক্রেটারী, জিলা-ম্যাজিষ্ট্রেট, জিলা-বোর্ডের চেয়ারম্যান, ইঞ্জিনিয়ার, জমিদার, তালুকদার প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত ভদ্রমহোদয়গণ এই কোম্পানীর কার্য্য দেখিয়া প্রশংসা করিয়াছেন। রাসায়নিক পরীক্ষায় জল বিশুদ্ধ না হইলে মূল্য গৃহীত হয় না। বিস্তৃত বিবরণের জন্য পত্র লিখুন।

বৃত্তিসহ সমগ্র

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

ভিক্ষা ২৲ টাকা। শিক্ষার্থি-ছাত্রের পক্ষে ১।০ দেড়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীপরবিদ্যাপীঠ, শ্রীগৌড়পুর

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

মনোমোহন প্রেস

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা

পূর্ব্ব-বাঙ্গালায় সুলভে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত

বৈদ্যুতিক মেশিনে দিবারাত্র কাজ চলিতেছে

বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা।

শ্রীমায়াপুর নদীয়া প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে— শ্রীবিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

স্থানীয় সংস্করণ

Registered No. C 1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চ ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩॥০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র।

সাহায্যের হার অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ প্রতি সংখ্যা ৴৫

৪র্থ খণ্ড]

সম্পাদক—প্রত্নবিদ্যালঙ্কার শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী

[২৩১ সংখ্যা

চৈতন্য মঠ শ্রীধাম মায়াপুর ২০শে অগ্রহায়ণ শুক্রবার ১৩৩৬, ৬ই ডিসেম্বর ১৯২৯

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থাবলী

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্‌—শ্লোক সূচী, বিষয়-সূচী প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত। ভিক্ষা, প্রতি খণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৶০ গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশ গ্রাহক পক্ষে ৵০
২। ভাষ্য-সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৩য় সংস্করণ) ৫৲
৩। গৌড়ীয়-গৌরব ৷৶০
৪। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।০
৫। ভজনরহস্য ॥০
৬। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্‌ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্‌ (বাঁধা) ১৲
,, ,, ,, আবাঁধা ৸০
৭। গীতা (শ্রীবলদেবভাষ্যসহ) বাঁধা ২৲ আবাঁধা ১॥০
৮। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি-টীকা-সহ) বাঁধা ২৲ আবাঁধা ১॥০
গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ॥০
৯। যুক্তিমল্লিকা গুণসৌরভঃ সানুবাদ (মাধ্ব) ২৲
বেদান্তরত্নমালা সানুবাদ (রামানুজীয়) ॥০
জৈবধর্ম্ম ২৲
২। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
৩। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
৪। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ৷৶০
৫। দীপ-দিগ্‌দর্শন ৵০
১৬। সাধনপথ (৩য় সংস্করণ) ৷৶০
১৭। আচার ও আচার্য্য ৷৶০
১৮। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
১৯। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৶০
২০। শ্রীনবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
২১। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য (প্রমাণখণ্ড) ৫০
২২। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
২৩। শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমা দর্পন ।০
২৪। শরণাগতি, গীতাবলী, সাধনকণ, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, নবদ্বীপশতক, অর্থপঞ্চক ও সদাচারস্মৃতি: মোট ।৶০
২৫। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ও অর্চ্চনকণ ৵০
২৬। সাধককণ্ঠমণি ।০
২৭। সংস্কার-দীপিকা ।০
২৮। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড) ৲
২৯। ব্রহ্মসংহিতা ।৷০
৩০। শ্রীমহাপ্রভুর শিক্ষা ৸০
৩১। মণিমঞ্জরী সানুবাদ ।০
৩২। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৩৩। শ্রীচৈতন্যভাগবত (নিতাই, দ্বিতীয় সংস্করণ)

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

ইংরাজী ভাষায় ভক্তিগ্রন্থ

১ শ্রীচৈতন্যচরিত ও শিক্ষা
২ নামভজন ।০
৩। বৈষ্ণব ও আমাদের লোক ।০
৪। ভাগবতের দর্শন [illegible]
৫। কাম ও প্রেমধর্ম্ম
৬। গৌড়ীয়মঠ কি করেন

ধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপ-প্রদর্শনী, নদীয়া

(৩রা ফেব্রুয়ারী হইতে ১৭ই মার্চ্চ, ১৯৩০ পর্য্যন্ত)

প্রদর্শনীর সকল জ্ঞাতব্য বিষয়ের জন্য সেক্রেটারী মহোদয়ের নিকট আবেদন করুন।

শ্রীকুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ,
শ্রীচৈতন্য মঠ, শ্রীধাম মায়াপুর পোঃ আঃ (নদীয়া)।

দেবনাগরাক্ষরে ভক্তিগ্রন্থ

১। [illegible]
২। [illegible] ।০
৩। [illegible] ৫০
৪। [illegible] ৴০
৫। [illegible] ৳০
৬। [illegible]

কথা

রাজার বিলাত যাত্রা

বিকানীর মহারাজা ... মহারাজা ... আগামী ফেব্রুয়ারী মাসে বিলাত যাত্রা করিবেন।

স্বরাজ, ইংরাজ ও কাশ্মীররাজ

"ভারতে স্বরাজ স্থাপিত হইলে বৃটিশ ভারত এবং দেশীয় রাজ্য সমূহে প্রজাতন্ত্র স্থাপিত হইয়া এক ... কাণ্ড উপস্থিত হইবে, এই ভয়ে ভারতের দেশীয় স্বাধীন রাজ্যের রাজারা ... হইয়া পড়িয়াছেন এমন কি কাশ্মীরের রাজা স্যার হরিসিং রাজা বিকল করিয়া মাদ্রাজের বন্দোবস্তের চেষ্টা করিতেছেন। রাজাদের ... চলিয়া যাইতেছে। এখনও মাঝে মাঝে বিদায় হওয়াই ভাল। কাশ্মীর দেশটী পাইলে ইংরাজ সৈন্যদের অনেক সুবিধা। এখানকার জল হাওয়া তাহাদের পক্ষে সুখকর। বিলাতের কাগজে— বিশেষতঃ ... এইরূপ সব খবর বাহির হইতেছে। ... বলিতেছেন যে এ সকল কোন ... তাহা নহে, অপরন্তু কাশ্মীর রাজের পক্ষে মানহানিকর। কাশ্মীর ... নিজ রাজ্যের উন্নতির জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন— এ কথা তিনি বিলাতে বলিয়াছেন।

দার্জ্জিলিংয়ে ইউরোপীয়গণের সভা

দার্জ্জিলিংয়ে ইউরোপীয়ানদিগের একটি সভা হয়। সেখানে ইউরোপীয়ান এসোসিয়েশনের জেনারেল সেক্রেটারি মর্টিমার সাহেব বলেন "দেশের আবহাওয়া ঠাণ্ডা করিবার জন্য ... ভারতবাসীদের মধ্যে যে ইংরাজদিগের প্রতি ... ভাব আসিয়াছে সেই ভাব ... জন্য ... আর্ডিন্যান্স ... প্রচার করিয়াছেন। বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট অপর ... আর্ডিন্যান্স ... পারিবেন।"

আগা খার বিবাহ

আগা খাঁ মুসলমানদিগের এক সম্প্রদায়ের ... তাঁহার ... ঘোড়দৌড় ... এক ফরাসী সুন্দরীর ... করিতেছেন, ... সেখানে বিবাহ হইবে সেখানকার ... প্রবেশাধিকার ... এক ... অধিক খবরের ... করিয়াছেন।

বাড়ী চাপা পড়িয়া মৃত্যু

ফরাসী দেশে ... ছয়টী বাসগৃহ পড়িয়া ৯ জন মারা যায় ১১ জন আহত হয় ... জনকে পাওয়া যাইতেছে ... মধ্যে শিশু ... একজন আহত স্ত্রীলোক ... চীৎকার করিয়া লোক জনকে তাহার শিশু পুত্রকে উদ্ধার করিবার জন্য বলে, "আমার ছেলে চাপা পড়ে ঐ 'মা' 'মা' করে ডাকছে।"

গবর্ণমেণ্ট ও দুর্ভিক্ষ

সংবাদ পত্রে প্রকাশিত হয় যে, বাঁকুড়ার দুর্ভিক্ষে লোক মারা যাইতেছে। গবর্ণমেণ্ট সে কথা অস্বীকার করেন। বন্যা-সাহায্য সমিতির সম্পাদক শ্রীঅবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, এইচ, ডি মহাশয় লিবার্টি কাগজে এমন দারুণ প্রকাশ করিয়াছেন যাহা সত্য হইলে অনাহারে লোক মরিয়া যাওয়া সম্বন্ধে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে

ইউনিয়নবোর্ড ও সত্যাগ্রহ

১। পাঠক বন্দ্যোপাধ্যায় ... জানেন। কংগ্রেসের লোক গিয়া বলিতেছেন যে যদি ... লোক সত্যাগ্রহ পূর্ণভাবে চালাইতে পারেন তাহা হইলে কংগ্রেস হইতে টাকা ও লোক দিয়া তাহাদিগকে সাহায্য করা হইবে।

২। ... মহকুমায়ও ইউনিয়নবোর্ড স্থাপনের চেষ্টা চলিতেছে কিন্তু জনসাধারণ তাহাতে সম্মত নহেন। এখানে ... করিয়া ইউনিয়নবোর্ডের কুফল সম্বন্ধে বক্তৃতা হয়

৩। রাজসাহী জেলার মহাদেবপুরের ইউনিয়নবোর্ড স্থাপনের চেষ্টা হইতেছে। এখানেও জনসাধারণ বলেন যে, ইউনিয়নবোর্ড ভাল হোক, মন্দ হোক, আমরা কিছুতেই উহা স্বীকার করিব না।

স্বরাজ ও সাহেব

ভারতে স্বরাজ প্রতিষ্ঠিত হইলে এংলো ইণ্ডিয়ান সম্প্রদায়ের দশা কি হইবে—এই চিন্তা সাহেবদিগকে এখনই করিতে দেখা যাইতেছে। একটী প্রস্তাব উপস্থাপিত হইয়াছে যে ঔপনিবেশিক শাসনতন্ত্র ভারতে প্রচলিত হইলে একটী ... অর্থাৎ স্বতন্ত্র সাহেবী রাজ্য ভারতের কোনও স্থানে স্থাপিত হওয়া আবশ্যক। সেখানে সাহেবেরা আমার ... চাষ-বাস করিবেন এবং ... অধিকার ... করিয়া তাহার ... চালাইবেন। এই প্রস্তাবটি একটী ... আছে।

ভারতের আমদানি কারবার

এ বৎসর আমদানি রপ্তানি ব্যাপারে ভারতবর্ষ ৫৩ কোটী টাকা লাভ করিয়াছে। কাপড় আমদানি অনেক কমিয়াছে। চিনি, মোটরগাড়ী ও কলকব্জা আমদানি বৃদ্ধি পাইয়াছে।

পাট, তুলা এবং কয়লা রপ্তানি বাড়িয়াছে, চা এবং খাদ্যদ্রব্য রপ্তানি কমিয়াছে।

বোম্বাই-প্রদেশে কাপড়ের কারখানা-সমূহে শ্রমিকদিগের ধর্মঘট হওয়ায় বেশী তুলা রপ্তানি হইয়াছে এবং মূল্য আমেরিকার তুলা অপেক্ষা কম হওয়ায় বেশী বিক্রয় হইয়াছে।

গ্রামের উন্নতি চাই

পাটনা হইতে প্রাপ্ত সংবাদে প্রকাশ, চেম্বার অব কমার্স, বিহার ও উড়িষ্যা-প্রদেশের শ্রমিক কমিশনের নিকট এক দরখাস্ত করিয়া জানাইয়াছেন যে,কেবল মাত্র কারখানা গুলিতে এবং শ্রমিক কেন্দ্রসমূহেই স্বাস্থ্যরক্ষা এবং শিক্ষাদানের সামান্য সামান্য ... দেওয়াল মত ব্যবস্থা করিলে বিশেষ ফল পাওয়া যাইবে না। গ্রাম-সমূহের অবস্থা উন্নত করা চাই। নচেৎ কর্মস্থলের মাত্র উন্নতি করিলে কিছুই হইবে না। ছোট খাট কারখানা ওয়ালারা এ সমস্ত ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে পারে না, ইহা বৃহৎ ব্যাপার। একমাত্র গবর্ণমেণ্টই এ কাজ পারে

প্রকৃত স্বাধীনতা চাই

সেণ্টপলস্ কলেজে ইকনমিক সোসাইটির উদ্বোধন বক্তৃতায় মিঃ জে, এম, সেন গুপ্ত বলেন যে "ঔপনিবেশিক অবস্থাই বল, আর স্বাধীনতাই বল, প্রকৃত স্বাধীনতাই চাই। ভারত তাহার আভ্যন্তরিক শাসন সুপরিচালিত করিবার ক্ষমতা রাখে। ভারত এমন স্বাধীনতা চায় যাহাতে বৃটিশ জাতি হস্তক্ষেপ না করে। মিশরের মত স্বাধীনতা চায় না। মিশর পার্লামেণ্ট একটী আইন করিলে বৃটিশ পার্লামেণ্ট তাহা নাকচ করিয়া দিতে পারে। এ স্বাধীনতার কোন মূল্য নাই। অষ্ট্রেলিয়া, ফ্রান্স, কানাডা এবং জাপানের ন্যায় স্বাধীনতা না হইলে চলিবে না। বর্ত্তমান শিক্ষা প্রণালীর ফলে ছাত্রদের ধারণা হইয়া যাইতেছে যে ইংরাজ বিনা আমাদের চলিবে না। সে ধারণা দূর করিতে হইবে।" ছাত্রদিগকে সম্বোধন করিয়া তিনি বলেন যে "যখন তোমরা বিদ্যালয় হইতে বিদায় লইবে তখন যেন তোমাদের মনে থাকে যে তোমাদের দেশ স্বাধীন নহে।"

বিবাহ আইন

বিবাহ আইনের পক্ষে এবং বিপক্ষে অনেক সভা হইতেছে। সনাতনী দল এবং অনেক মুসলমান এই আইনের বিরোধী। সম্প্রতি জাতি-সঙ্ঘের প্রেরিত ভারত-প্রতিনিধি সৈয়দ রেজা আলি বলিয়াছেন যে মুসলমান আইনমতে বিবাহ একটী চুক্তি মাত্র। সুতরাং এই আইন দ্বারা মুসলমান ধর্মের উপর কোন রূপ আক্রমণ হয় নাই।

স্বাধীন আয়র্ল্যাণ্ড ও প্রিভিকাউন্সিল

স্বাধীন রাজ্য আয়র্ল্যাণ্ড আর প্রিভি-কাউন্সিলের বিচার চায় না। রাজস্ব সচিব সে দিন আয়র্ল্যাণ্ডের মহাসভাতে স্পষ্টই বলেন যে স্বাধীন রাজ্যের এটর্নি জেনারেলের কোনও প্রতিনিধি আর জুডিশিয়াল কমিটির বিচারকদের সম্মুখে হাজির হইবেন না। এবং যদি কোন পক্ষ এরূপ কার্য্য করে তাহা হইলে প্রিভি-কাউন্সিলের রায় অনুসারে যাহাতে কার্য্য না হয় তাহার ব্যবস্থা করা হইবে। অবশ্য এ ব্যবস্থা কেবলমাত্র ততদিন কার্য্যকরী হইবে যতদিন না ইংরাজগবর্ণমেণ্ট প্রিভি-কাউন্সিলে আপীলের পদ্ধতি উঠাইয়া দেন।

লণ্ডনের রপ্তানি-কারবার

লণ্ডনে রবার, তৈল, টিন এবং চা রপ্তানির কারবারের অবস্থা খুব খারাপ। ইংলণ্ড এবং রুশিয়ার মধ্যে ব্যবসায় ভাল রকম চলিতেছে না। এইজন্য ভারতের ব্যবসায়ের কিছু ক্ষতি হইতেছে।

দম্পতির অপঘাত মৃত্যু

বরিশাল সহরের একটি ধীবরের কন্যার সহিত ১২ বৎসর বয়স্ক এক বালকের বিবাহ হয়। তাহারা নৌকায় করিয়া যাইতেছিল, এমন সময় চট্টগ্রাম ডাক জাহাজের চাকার ঢেউয়ে নৌকা উল্টাইয়া যাওয়ায় তাহারা নদীজলে নিমগ্ন হয়। শুনা যাইতেছে যে তাহাদের মৃত দেহ পাওয়া গিয়াছে।

বিজ্ঞাপন

সাধারণের হিতার্থে জানান যাইতেছে যে, কলিকাতার ২১৪নং বহুবাজার ষ্ট্রীটস্থ "বৈদ্যশাস্ত্রী" মহোদয়ের রচিত ... না হইতে পারে তাহার পন্থা ইত্যাদি সম্বলিত "কাম-শাস্ত্র" গ্রন্থখানি এখনও যিনি পাঠ করেন নাই, তিনি আজই ঐ ঠিকানায় আবেদন করত বিনামূল্যে প্রাপ্ত হউন। উহা পাঠে উপকৃত হইয়া ৭৫০০০ হাজার লোক কৃতজ্ঞ হইয়াছেন। পাড়লেই সত্যতা উপলব্ধি হইবে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২০শে অগ্রহায়ণ শুক্রবার — ১৩৩৬

শ্রীধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপ-প্রদর্শনী

নির্ব্বিশেষবাদী ভগবানের সৌন্দর্য্য স্বীকার করেন না। তাঁহার নিকট সৌন্দর্য্য ও কদর্য্য—একজাতীয়, ভগবান্ ও শয়তান—এক-জাতীয়, শক্তি ও দুর্ব্বলতা—এক-জাতীয়। কিন্তু এরূপ নির্ব্বিশেষবাদ সজ্জনগ্রাহ্য নহে। নির্ব্বিশেষবাদী আপনাদিগকে যতই প্রবল মনে করুন না কেন, ভগবদ্ভক্তগণ সেরূপ অবৈধ বিচার কোনদিনই স্বীকার করিবেন না।

ভক্তগণ বলেন,—নির্ব্বিশেষবাদ সংস্কৃতের অপ[illegible]। অচিন্ত্যশক্তিসম্পন্ন ভগবানের 'শ্রী' একটি অনির্ব্বচনীয় অনন্ত সদ্‌গুণের প্রকাশ। অপ্রাকৃত-প্রকাশ-[illegible] সকল চেষ্টা, সেই নির্ব্বিশেষবাদ [illegible] অনর্থের আদরণীয় নহে। নির্ব্বিশেষবাদী ধামের অর্থ বুঝেন না। তিনি ধাম-শব্দে প্রাকৃত আধারকেই লক্ষ্য করেন। কিন্তু 'ধাম' বস্তুটী চিদচিদ্‌ভেদে [illegible]।

ভগবদ্ভক্তগণের ধাম-শব্দে বিষয়টি অন্যরূপ। শ্রীপাদ আনন্দতীর্থ মধ্বমুনি—যিনি ব্রহ্মসম্প্রদায়ের আচার্য্য, তিনি স্বরূপে শ্রীগোলোকধাম—শ্বেতদ্বীপ নবদ্বীপ-ধাম লাভ করেন। যেরূপ জড় দ্রব্য ধারণ করিবার আকর্ষণী শক্তি বায়ুবিশেষে অধিষ্ঠিত, তদ্রূপ চিন্ময়বস্তু চিন্ময় বায়ু বা চিন্ময় আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া কালের অতীত রাজ্যে নিত্যাবস্থিত। ভগবদ্ভক্তগণের দর্শনে চিদ্ধাম—নিত্য এবং দেবী ও মহেশধাম হইতে পৃথক।

দেবীধামে অবস্থিত জনগণ চিদ্ধামের স্বরূপ জানিতে না পারিয়া শ্রীধাম-শব্দে আপত্তি করেন। তাহাতে তাঁহাদের [illegible] কিছু আসে না। সৌন্দর্য্য-[illegible] শ্রীধাম-শব্দ-বাচ্য। উহা [illegible] অপ্রাকৃত নহে। [illegible] করেন, [illegible] তাঁহার নিকটেই [illegible]।

মহাশয় যে শ্রীধাম-শব্দে অতীব [illegible] ছিলেন, তাহা কোন মতেই সঙ্গত নহে। তিনি যে পক্ষ সমর্থন করিতে গিয়াছিলেন, সেই দোষ-দর্শী জনগণের দুর্ব্বলতা দেখাইয়া নির্ব্বিশেষ-মত বা ভক্তিবিরোধী স্থাপন করিবার পক্ষ আমরা কোনদিনই আদর করিতে পারি না।

উক্ত ভূম্যধিকারীর কর্ম্মচারিগণ আদালতের সাহায্যে ও ব্যবহার-জীবিগণের নানাবিধ কৌশলে নিত্য-সবিশেষ ভগবান্ ও ভগবদ্ধামকে আক্রমণ করিতে পারেন না। নির্ব্বিশেষবাদিগণের ধর্ম্মবিবেক নাই বলিয়া শ্রীধামের অস্তিত্ব লোপ পাইতে পারে না।

রামপুরহাটের আফ্রিকা-দেশের অধিবাসিগণের ভাষার পারদর্শী নহেন বলিয়া আফ্রিকা-দেশের অধিবাসিগণের ভাষা নাই,—এরূপ সিদ্ধান্ত সমীচীন নহে।

ধাম শব্দের অর্থ কিরণ, জ্যোতিঃ। যাহার যতদূর অধিকার, তিনি ততদূর বুঝিতে পারেন। অনেক বুঝিতে না পারিলেই যে কড়ুয়া গত অভিধান জ্যোতির্ম্ময় নাই—এরূপ সিদ্ধান্ত করিবে না। সকলের দৃষ্টি সমান নহে। সকলেরই বিবেক কিছু উন্মেষিত নহে। সুতরাং সকলকে সমজ্ঞানে না বুঝিলে [illegible] প্রবল হইলে প্রেমের পরিবর্ত্তে বিরোধ আসিয়া উপস্থিত হয়।

মায়াপুরের অর্থ 'অন্ধ'। গঙ্গাতীরে নবদ্বীপ-নগর পোড়ামা তলা হইতে আরম্ভ। মায়াপুরের প্রাচীন গৌড়-পুরবাসীগণ কীর্ত্তন-দেবী ধাম চিরস্থায়ী ছিলেন বলিয়াই নবদ্বীপ নগর বহুদিন হইতে বর্ত্তমান কেন্দ্রে পুনর্ব্বার বিরাজমান। মহাপ্রভু শ্রীগৌরসুন্দর একদিন শ্রীধাম-মায়াপুরে গঙ্গাতটে বসিয়া নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের কেশব [illegible] [illegible] কাহারা ছিলেন।

শ্রীজয়দেব-কবি একদিন শ্রীধাম-মায়াপুরে আবির্ভূত হইয়া শ্রীগোবিন্দের শ্রীরূপমাধুরী বর্ণনা করেন। শ্রীগোবিন্দদেবের প্রাকট্যের 'অগ্রদূত' হইয়া শ্রীজয়দেব শ্রীধামমায়াপুরের শ্রী বিস্তার করেন—সে শ্রী, সে শোভা আজ মাঠোরাদ্যগণকে, কাহা [illegible], অপ-দর্শকের দল সর্ব্বত্র স্থান অধিকার করিয়াছে। [illegible] অতিশয় বাস্তবিক শ্রীগৌরসুন্দরের লীলা বিষয়।

[illegible]

সাধারণের বিরক্তি, আড্ডা ও বিদ্বেষ [illegible] লাভ করিয়া হইয়াছিল। কিন্তু আধুনিক-কালে নবদ্বীপ প্রকটিত হইয়া গোলোক-বৈকুণ্ঠ প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইয়াছেন। যাঁহার চিন্ময় চক্ষু উন্মীলিত, তিনিই নিত্য লোক শ্রীধাম গোলোক-বৃন্দাবনের মাহাত্ম্য দর্শনে সমর্থ।

বর্ত্তমান শ্রীধাম মায়াপুর-প্রদর্শনীতে [illegible] প্রকটিত নবদ্বীপের চিন্ময় মহিমা প্রদর্শিত হইতেছে। প্রকৃত চিন্ময় বস্তুর দর্শন যোগ্যতা সাপেক্ষ। সেই যোগ্যতা কর্ম্মফলাধীন জীবের সহজ-লভ্য হইলেও শ্রীচৈতন্যসেবকগণেরই সম্যক্‌-ভাবে পূর্ণাধিকার। অপর, প্রাপঞ্চিক চক্ষে সেই বস্তুর বিশ্বদর্শনীতে ভাগ্যবান্ সকলেই অধিকার লাভ করিবেন।

যাঁহারা অন্যান্য প্রকৃতিকে গৌড়মণ্ডলকে শুদ্ধ হইয়াও প্রদর্শনীর বহির্বিচার লক্ষ্য করিবেন, তাঁহাদেরও মন বিশুদ্ধ প্রকৃতির উদয় হইবে। আসুন, জগজ্জীবগণ, ভিন্ন ভিন্ন বহু দেশের প্রদর্শনীর দ্রব্য ও ব্যাপার সমূহ দর্শন করুন, নানা ভাবে লাভবান হউন। শ্রীমদ্ভাগবত-বৈদিক কোন অংশ উন্মার্গ প্রবৃত্ত হইয়া আত্মবঞ্চনাগ্রস্ত যত্ন করেন না। তাঁহাদের নিত্য সাময়িক সঙ্কল্পে নিত্য মঙ্গল প্রদানে চেষ্টা লক্ষীভূত হয়। [illegible] থাকিলে ইহার পরীক্ষা করিতে বা বাধাহীন হইতে পারেন। অর্থ ব্যয় [illegible] জগতের পারমার্থিক আনন্দ পরিবারে যদি আধি ব্যাধির অংশ করেন, তাহা হইলে তাঁহার বুদ্ধির প্রশংসা আমরা করিব না।

পারমার্থিকের যে সব অলৌকিক ইন্দ্র-সমূহের প্রত্যক্ষ বস্তুর মধ্যে যে ভেদ আছে—তাহা শ্রীচৈতন্যের উপদেশ হইতে অবগত হওয়া যায়। পার্থিব ও অপার্থিব বিষয়ের পার্থক্য জনগণের জন্যই শ্রীধাম মায়াপুর-প্রদর্শনী। এই প্রদর্শনী এ বৎসর মায়াধীন ও মায়াধীন ঈশ্বরের ভেদ ও বৈশিষ্ট্য অবগত লাভ হইবে। সুতরাং আমরা সকলকে সাদরে আহ্বান করিতেছি, শ্রীচৈতন্যের অলৌকিক বাণী ও লোকাতীত লীলার বৈশিষ্ট্য [illegible]। [illegible] চিত্রে পর্য্যালোচনা করুন, [illegible] বাস করেন। [illegible]

[illegible]

প্রয়াগে
শ্রীরূপ গৌড়ীয় মঠ

[illegible] বর্ষে [illegible] শ্রীশ্রীনন্দগোপাল [illegible] আবির্ভূত হইয়াছেন। [illegible], ১৯২৬ [illegible] শ্রীনিত্যানন্দাম্বয় গোস্বামী [illegible] প্রভু [illegible] শ্রীদামোদর সহিত কীর্ত্তনমুখে শ্রীচৈতন্য-বাণী প্রচার সমাধা করিয়াছেন। [illegible] বর্ত্তমান বর্ষে প্রয়াগে [illegible] হইবে জানিয়া ভক্তগণ [illegible] প্রচার-সৌকর্য্যার্থ এখন হইতেই যত্ন করিতেছেন।

১৯২৬ খৃষ্টাব্দের ১৩ই মে তারিখে শ্রীমদ্ভক্তি [illegible] সম্প্রদায়ের [illegible] শ্রীকাশীধামে শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। পুনঃ শ্রীরূপ-শিক্ষাস্থল প্রয়াগ-ক্ষেত্রে শ্রীরূপ গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠিত হইলে শ্রীশ্রীগৌর-[illegible] শ্রীগৌরসুন্দর-প্রচারিত [illegible] প্রচারের স্থায়ী বন্দোবস্ত করা হইল। শ্রীরূপ সনাতন উভয়ে মহাপ্রভুর [illegible], তাহা শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে [illegible] বর্ণন করিয়াছেন। [illegible]—[illegible]

[illegible]

তোমা [illegible] আগমন॥
এই [illegible] কথা [illegible] জানে।
[illegible]॥
[illegible]।
[illegible]॥
[illegible]।
[illegible]
[illegible]।
[illegible]॥
[illegible] প্রভু [illegible]।
[illegible]॥

মহাপ্রভুর সঙ্গে [illegible] ছিলেন, শ্রীনিত্যানন্দ, [illegible], [illegible], গদাধর, মুকুন্দ, জগদানন্দ, [illegible]। [illegible]

[illegible]

[illegible] হইয়াছে [illegible]
[illegible] মহাপ্রভুর [illegible] শ্রীযুক্ত রমণীরঞ্জন [illegible] মহাশয়ের বিশেষ [illegible] আগ্রহ আছে শ্রীগৌড়ীয় [illegible] জ্যৈষ্ঠ সংক্রান্তিতে একটী মেলার অনুষ্ঠান হয়, উহাতে প্রায় দিবস প্রায় দশহাজার লোকের সমাগম হইয়া থাকে।]

[illegible] হইতে মহাপ্রভু শান্তিপুর অদ্বৈত-ভবনে [illegible] দিন থাকিয়া নীলাচলে গমন করেন, তথায় [illegible] থাকিয়া বনপথে বৃন্দাবন যাত্রা করেন, সঙ্গে বলভদ্র ভট্টাচার্য্য ছিলেন। মহাপ্রভু বৃন্দাবন-পথে [illegible] ৪ দিন অবস্থানের পর মথুরা, দ্বাদশবন প্রভৃতি দর্শন করিয়া [illegible] আগমন করেন। এদিকে শ্রীরূপ মহাপ্রভুর বৃন্দাবনযাত্রার সংবাদ পাইবামাত্র শ্রীঅনুপমের সহিত রামকেলী হইতে বৃন্দাবন যাত্রা করিলেন। পরে এই প্রয়াগে আসিয়া মহাপ্রভুর সহিত মিলিত হইলেন। মহাপ্রভু এ স্থানে দশাশ্বমেধ ঘাটে শ্রীরূপ প্রভুকে দশদিবস ভক্তিরসতত্ত্ব সুষ্ঠুরূপে শিক্ষা প্রদানপূর্ব্বক ভক্তিরসামৃতসিন্ধু রচনার আদেশ দিয়া তাঁহাকে প্রয়াগ হইতে বৃন্দাবনে যাইবার আদেশ করেন, এবং নিজেও প্রয়াগ হইতে কাশী গিয়া চন্দ্রশেখর-গৃহে বাসা গ্রহণ করেন। তথায় শ্রীসনাতন আসিয়া মিলিত হইলে সনাতন-শিক্ষা আরম্ভ হয়।

শ্রীল রূপপাদ সম্বন্ধে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন যে—সৃষ্টির পূর্ব্বে ব্রহ্মার হৃদয়ে যেরূপ সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজনাত্মক ভগবত্তত্ত্ব প্রেরণা করিয়াছিলেন, সেইরূপ রূপ গোস্বামীতে সমুৎসুক হইয়া নিজ শক্তিসঞ্চারণপূর্ব্বক কালদোষে লুপ্তপ্রায় বৃন্দাবনীয় রসকেলিবার্ত্তা বিস্তার করিয়াছিলেন।

লোকাপেক্ষা-ভয়ে প্রভু দশাশ্বমেধে যাঞা।
রূপগোস্বামীরে শিক্ষা করান শক্তি
সঞ্চারিয়া॥
কৃষ্ণতত্ত্ব, ভক্তিতত্ত্ব, রসতত্ত্ব-প্রান্ত।
সব শিখাইল প্রভু ভাগবত-সিদ্ধান্ত॥
রামানন্দ পাশে যত সিদ্ধান্ত শুনিলা।
[illegible] করি তাহা সব সঞ্চারিলা॥
শ্রীরূপ-হৃদয়ে প্রভু শক্তি সঞ্চারিলা।
সর্ব্ব তত্ত্ব নিরূপণে প্রবীণ করিলা॥

[illegible] সার্ব্বভৌম [illegible]—
[illegible]
[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

শ্রীরূপ-সনাতন সম্বন্ধে গৌরহরের [illegible]—
মহাপ্রভুর যত বড় বড় ভক্ত মাত্র।
রূপ সনাতন সবার কৃপা-গৌরব-পাত্র॥
—চৈঃ চঃ মধ্য ১৯শ

সেই সনাতন-রূপাশ্রয়বর গৌর-নিজজন শ্রীলপ্রভুপাদ আজ স্বয়ং এবং তাঁহার পার্ষদগণকে দিয়া সমস্ত জগতে শ্রীরূপ-সনাতনের শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবাণী কীর্ত্তন-দ্বারা যথার্থ রূপ-সনাতনানুগত্য প্রচার পূর্ব্বক শুদ্ধভক্তি-রহস্য উদ্ঘাটন করিতেছেন। অন্যাভিলাষ, কর্ম্ম, জ্ঞানাদিদ্বারা আবৃত ভক্তির সহিত শুদ্ধাভক্তির পার্থক্য কি, তাহা বুঝিতে না পারিয়া প্রাকৃত সহজিয়াকুল ভক্তির নামে জগতে যে সকল ব্যভিচার আনয়ন করিয়াছে, তাহা শুদ্ধ রূপানুগগণের নিকট বড়ই ঘৃণার বিষয়। প্রয়াগস্থ শ্রীরূপ-গৌড়ীয় মঠ হইতে সেই সকল বিষয় এবৎসরের কুম্ভমেলায় এবার বিশেষভাবে প্রচার করা হইবে।

বগড়ী কৃষ্ণনগরের শ্রীকৃষ্ণরায়জী

(ভ্রমণ-কাহিনী)

(শ্রীযুক্ত [illegible] ব্রহ্মচারী)

৩০শে চৈত্র শনিবার স্কুলের ছুটি ছিল, তাই খুব ভোরেই স্নান ও খাওয়া শেষ করে বগড়ী কৃষ্ণনগরে শ্রীকৃষ্ণরায়জী দর্শনের উদ্দেশ্যে ট্রেনে রওনা হলাম। বাঙ্গালায় কৃষ্ণনগর তিনটী। একটি নদীয়া জেলায় নদীয়ার মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের রাজধানী। দ্বিতীয়টী হুগলী জেলায় ব্রজের দ্বাদশ গোপালের অন্যতম গোপাল শ্রীল অভিরাম গোস্বামীর আবাস-স্থলী শ্রীপাট খানাকুল কৃষ্ণনগর, আর অন্যটী মেদিনীপুর জেলার বগড়ী পরগণায় শ্রীশ্রী কৃষ্ণরায়জীর নামানুসারে কৃষ্ণনগর। তিনটী স্থানই ব্রাহ্মণ-প্রধান স্থান; তবে নদীয়ার কৃষ্ণনগরের মত অত অধিক নয়। আমি যখন শ্রীমন্দিরে উপস্থিত হ'লাম, তখন শ্রীমূর্ত্তির অর্চ্চন হচ্ছিল। শ্রীমূর্ত্তির ইতিবৃত্ত শ্রীমূর্ত্তির সেবক-বংশের একজন প্রাচীন ব্যক্তি যা' বলেছিলেন, তাহা এই—'রাজাধর রায় নামক একজন রাঢ়ী শ্রেণীর ব্রাহ্মণ পরম কৃষ্ণভক্ত ছিলেন। তাঁহার শ্রীবিগ্রহ স্থাপনের ইচ্ছা হ'লে স্বপ্নাদিষ্ট হ'য়ে তিনি দাক্ষিণাপথে [illegible] গেলেন। সেখানে কিছুকাল অবস্থানের পর তাঁহার জনৈক [illegible] সহিত দেখা [illegible] হয়। [illegible] একটী শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তি [illegible]
[illegible] একটী [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] মধ্যে একখানা [illegible]

হ'লো,—ভগবান তাঁকে স্বপ্নে জানান যে তিনি যে মূর্ত্তির সেবা ইচ্ছা করেছিলেন এ সে মূর্ত্তি নয়; [illegible] তাঁকে প্রতারিত করে অন্য মূর্ত্তিটী দিয়েছেন। তিনি যেন ফিরে গিয়ে তার ঈপ্সিত সেই কৃষ্ণরায় জীউ মূর্ত্তি নিয়ে আসেন। আরও জানান যে, [illegible] মাচার উপর তাঁকে লুকিয়ে রেখেছে। [illegible] রাজাধর ফিরে গিয়ে [illegible] নিকট অশেষ কাকুবাদ করে সেই মাচা হ'তে শ্রীমূর্ত্তি নিয়ে অগ্রসর হন এবং কাঁধে করে এনে শিলাবতী নদীর বামতীরে শ্রীকৃষ্ণরায় জীউর মন্দিরাদি নির্ম্মাণ করে যথারীতি স্থাপন করেন।

তাঁর গুরুদেব বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ বাগ্‌বিদ্ ভট্টাচার্য্য, পরে গোস্বামী হয়েছিলেন, তিনি এই বিগ্রহের সেবা অর্চ্চনা করেন। বাগ্‌বিদ্ ভট্টাচার্য্য বাক্যসিদ্ধ ছিলেন অর্থাৎ যাকে যা বলতেন তার তাই হ'তো। এইজন্য তাঁর লৌকিক নাম বাগ্‌বিদ্ গোসাই হয়। কিন্তু এখন আর তাঁর আসল নাম জানবার উপায় নাই। এই বাগ্‌বিদ্ গোঁসাই পাথরের উপর চেপে শিলাবতীর স্রোতে যাতায়াত করতেন বলে এ অঞ্চলে প্রবাদও আছে। কিছুদিন সেবার পর শ্রীকৃষ্ণরায়জী রাজাধরকে বললেন আমাকে তুমি এ অঞ্চল হ'তে জনপদে প্রতিষ্ঠা কর। এ জঙ্গলে থাকবার আমার ইচ্ছা হয় না। রাজার কাছে যাও, আমার সেবার জন্য [illegible] আর আমাকে শিলাবতীর বামে রাখ, শিলাবতী আমার সেবিকা।

রাজাধর স্বীয় [illegible] কৃষ্ণরায়জীর আদেশানুসারে স্থানীয় ক্ষত্রিয় [illegible] রাজার নিকটে উপস্থিত হয়ে শ্রীভগবৎসেবার আনুকূল্য প্রার্থনা করিলে রাজা তাঁহার সমস্ত বগড়ী পরগণা ও রাজ্য শ্রীকৃষ্ণরায়জীর চরণে উৎসর্গ করেন। তখন এতদঞ্চলে মল্লবংশীয় ক্ষত্রিয় রাজা রাজত্ব করতেন। রাজা শ্রীমূর্ত্তি দর্শনে অত্যন্ত মুগ্ধ হয়েছিলেন, তারপর [illegible] শুনলেন যে ঠাকুর স্বয়ং কৃপা করে তাঁর রাজ্যে থাকবেন তখন তিনি স্বীয় সৌভাগ্যের প্রশংসা করেন।

ইহাই কৃষ্ণনগরে [illegible] শ্রীকৃষ্ণরায়জীর কথা। পুরাতন মন্দির শিলাবতীর কুক্ষিগত হ'লে বর্ত্তমানে গড়বেতার জনৈক উকীল ১৭৭৭ শকাব্দে নূতন মন্দির নির্ম্মাণ করে দেন। পুরাতন মন্দিরের কিয়দংশ এখনও বিদ্যমান আছে এবং সেখানে শ্রীশ্রীতাঁহাদের অস্থিমূর্ত্তি বর্ত্তমান। ফাল্গুনী-পূর্ণিমায় দোলোৎসবের তিনদিন এখানে শ্রীবিগ্রহকে আনিয়া দোলোৎসব করা হয়। [illegible] অনেক যাত্রী-সমাগম [illegible]
[illegible]
[illegible] সেবা [illegible]
বর্ত্তমান রায়বংশ প্রায় [illegible]
গাথা ভক্তিভাবে দেখা যায়।

এখানে প্রবাদ আছে যে, শ্রীপাট খানাকুল কৃষ্ণনগরের শ্রীল অভিরাম গোস্বামী শ্রীবৃন্দাবন যাবার পথে এখানে আসেন এবং শ্রীবিগ্রহকে পরীক্ষার জন্য তিনবার দণ্ডবন্নতি করেন। ঠাকুর অভিরামের প্রণতি গ্রহণ করেন বটে, কিন্তু আরও বাঁকা হ'য়ে যান! প্রবাদ, ঠাকুর অভিরাম আসল ও নকল শ্রীবিগ্রহসকল প্রণামের দ্বারা পরীক্ষা করতেন; নকল বিগ্রহ তাঁর প্রণামে ভেঙ্গে যেত! বলা বাহুল্য সমস্ত বগড়ী পরগণাটাই এখন কৃষ্ণরায়জীর সম্পত্তি। রায়বংশীয়গণই ইহার মালিক এবং সমস্ত উপস্বত্ব ভোগ ক'রে থাকেন। কিন্তু ভক্তিপূর্ণ প্রেম-সেবার পরিবর্ত্তে সম্পূর্ণ স্মার্ত্তাচার-পূর্ণ সেবাই বর্ত্তমানে বিদ্যমান, দেখিলাম। এখানের আর একটী বিস্ময়কর নিয়ম আছে যাহা ভারতের কোন দেব-মন্দিরেই আজ পর্য্যন্ত বর্ত্তমান নাই। শূদ্র মোদকবংশীয় টহলিয়া শ্রীবিগ্রহের মন্দির-ভিতরে প্রবেশ করে, শ্রীবিগ্রহের বিছানা করা, ঝারিতে জল দেওয়া, বাতি দেওয়া, ঘর পরিষ্কার করা ইত্যাদি সমস্ত কাজ করে। দ্বিতীয় নিয়ম এই যে, শ্রীবিগ্রহযুগলকে কখনও সিংহাসনে রাখা হয় না। সর্ব্বদাই মাটিতে কাপড় বিছাইয়া রাখা হয় এবং তৃতীয় নিয়ম, শ্রীমতীকে সর্ব্বসমক্ষে শ্রীভগবানের নিকট শয়ান দেওয়া হয়। রায়-বংশীয়গণের কুলপুরোহিতেরা সামবেদীয়গোত্রীয় শুল-পাণি মিশ্রের সন্তান। কুলীন-বংশীয় উমাপতিনাথ গাঙ্গুলী বর্ত্তমানে পুরোহিত।

আমি মহাপ্রসাদ সম্মান করবার কিছু পরেই গ্রাম-পথ দিয়ে 'শিলাই' পারে তীরে 'খুনগাড়ু' গ্রাম পার হ'য়ে ফতেসিংপুরের মধ্য দিয়ে, গড়বেতায় এলাম। খুনগাড়ু প্রভৃতি গ্রামে অনেক বৈদিক ব্রাহ্মণের বাস আছে।

গড়বেতায় শ্রীকানু ঠাকুর

গড়বেতায় শ্রীল কানুঠাকুরের শ্রীসমাজ-পাট দর্শন করলাম। ছোট একটী মন্দির মধ্যে তাঁহার সমাজ বর্ত্তমান। এখানেই দ্বাদশ গোপালের অন্যতম গোপাল যশোহরের ভাদনঘাটার শ্রীকানুঠাকুর দেহ রাখেন। এখানে তাঁ'র বহু কীর্ত্তি-কথা প্রচলিত আছে। একদা তিনি শিলাবতীর প্রবল স্রোত কাষ্ঠপাদুকা-দ্বারা পার হ'য়ে অপর তীরের আম বাগান হ'তে আম এনে সেই [illegible] ব্রাহ্মণ ভোজন করিয়েছিলেন। সে আমবাগান এখনও বর্ত্তমান আছে। তাঁ'র [illegible] খড়ম, একখানি লাঠি, [illegible] একটাকা [illegible] দেখা গেল। [illegible]—আরও [illegible] তাঁর [illegible] দেখা গ্রাম। কি

প্রাপ্ত ছিল তা জানবারও কোন উপায় নাই। তবে শোনা গেল, ইহার কথা মেদিনীপুর ডিষ্ট্রিক্ট গেজেটিয়ারে আছে। শ্রীল কানু ঠাকুরের অনেক শিষ্য এদিকে ছিল। এখানে অনেক দিন বাস ক'রে "আমা হেন কত দীন হীন জনে করিলেন ভব-পার।" এ অঞ্চলে জীবনের শেষাংশে তিনি শ্রীমন্মহাপ্রভুর সুনির্মল প্রেম-ভক্তির কথা বহুল প্রচার করেছিলেন।

শ্রীসারঙ্গ ঠাকুর

এই গঙ্গাবেলায় আর একটি বৈষ্ণব মহাত্মের সমাধি আছে। ইনি শ্রীমায়াপুর নবদ্বীপের অতি সন্নিকটে এ যুগের শ্রীব্যাসাবতার শ্রীল বৃন্দাবন দাস গোস্বামী ঠাকুরের আবির্ভাবক্ষেত্র বর্তমান জেলার অন্তর্গত শ্রীমোদদ্রুমদ্বীপের বাসী ছিলেন। ইনি শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রিয় পার্ষদ শ্রীল সারঙ্গ ঠাকুর। যিনি নিত্য-কাল[illegible] সম্মুখে বসে প্রত্যহ লক্ষ কৃষ্ণনাম জপ কীর্তন করতেন। এখনও মাউগাছিতে ইহার স্থাপিত শ্রীমদনগোপাল, শ্রীজগন্নাথ এবং শ্রীল শ্রীনামভজনস্থলী সেই বকুল গাছ আছে। সেই পরম বৈষ্ণব অলৌকিক-চেষ্টা শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ-গত প্রাণ ও প্রিয় [illegible] শ্রীমৎ [illegible] গোস্বামী বৃন্দাবনের পথে (এখন বাংলা হতে শ্রীবৃন্দাবন যাবার এই পথই ছিল) এই স্থানে দেহ রাখেন। কানু ঠাকুরের পাটে শ্রীবিগ্রহ যুগল আছেন। শ্রীসারঙ্গ দেব গোস্বামীর সমাজ স্থানটি বর্তমানে মুসলমান পল্লীর নিকটে অতি অযত্নে রক্ষিত একটি নিরমধুময় স্থান-তুল্যরূপে ভগবৎ কালের আবর্তনের মাঝে কোন মতে দাঁড়িয়ে রয়েছে। শ্রীল কানু ঠাকুরের সেবাইত শ্রীবিগ্রহের মালোচন্দ্র উহার দেখাইলেন, রাত্রি ৮টার ট্রেনে বাসায় ফিরি।

সনাতন ধর্ম

অভিধেয় বিচার

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

(শ্রীপাদ নরোত্তম দাসাধিকারী)

পদ্মপুরাণে দশবিধ নামাপরাধের কথা উক্ত হইয়াছে, যথা—

সতাং নিন্দা নাম্নঃ পরমমপরাধং বিতনুতে।
যতঃ খ্যাতিং যাতং কথমুসহতে
তদ্বিগর্হাম্॥
শিবস্য শ্রীবিষ্ণোর্য ইহ গুণনামাদি
সকলং
ধিয়া ভিন্নং পশ্যেৎ স খলু হরিনামাহিতকরঃ।
গুরোরবজ্ঞা শ্রুতিশাস্ত্রনিন্দনং
তথার্থবাদো হরিনাম্নি কল্পনম্।

নাম্নো বলাদ্ যস্য হি পাপবুদ্ধি-
র্ন বিদ্যতে তস্য যমৈর্হি শুদ্ধিঃ॥
ধর্মব্রতত্যাগহুতাদি সর্ব-
শুভক্রিয়াসাম্যমপি প্রমাদঃ।
অশ্রদ্দধানে বিমুখেঽপ্যশৃণ্বতি
যশ্চোপদেশঃ শিবনামাপরাধঃ॥
শ্রুতেঽপি নামমাহাত্ম্যে যঃ
শ্রীতিরহিতোঽধমঃ।
অহংমমাদিপরমো নাম্নি সোঽপ্যপরাধকৃৎ॥
জাতে নামাপরাধে তু প্রমাদে তু কথঞ্চন।
সদা সঙ্কীর্ত্তয়ন্নাম তদেকশরণো ভবেৎ॥
নামাপরাধযুক্তানাং নামান্যেব হরন্ত্যঘম্।
অবিশ্রান্তি-প্রযুক্তানি তান্যেবার্থকরাণি যৎ॥

(১) **সাধুনিন্দা**—শ্রীহরিনামাশ্রয়ী বৈষ্ণবগণই সাধু। সেই সাধুগণের দ্বারা জগতে শ্রীনামমহিমা প্রচারিত হইয়া থাকে। শ্রীনাম এই সকল সাধুগণের নিন্দা সহ্য করিতে পারেন না; সুতরাং সাধুনিন্দাকারী কোটীকল্পকাল ধরিয়া শ্রীনামগ্রহণের ভাণে যে নামাপরাধ করে, তদ্দ্বারা প্রেমধন প্রাপ্ত হইতে পারে না। অধিকন্তু সাধুনিন্দক জীবিতকালে দণ্ডশাস্তি ও মৃত্যুর পর মহারৌরব প্রাপ্ত হয়। শ্রীচৈতন্যভাগবত বলেন :—

প্রভু বলে—বৈষ্ণব নিন্দয়ে যে জন।
কুষ্ঠরোগ কোন তার শাস্তি যে এখন॥
আপাততঃ শাস্তি কিছু হইয়াছে মাত্র।
আর কত আছে যম-যাতনার পাত্র॥
চৌরাশী সহস্র যম যাতনা প্রত্যক্ষে।
পুনঃ পুনঃ করি ভুঞ্জে বৈষ্ণবনিন্দকে॥
শূলপাণি সম যদি বৈষ্ণবেরে নিন্দে।
তথাপিহ নাশ যায় কহে শাস্ত্রবৃন্দে॥
ইহা না মানিয়া যে সুজন নিন্দা করে।
জন্মে জন্মে সে পাপিষ্ঠ দৈবদোষে মরে॥

স্কন্দপুরাণে দৃষ্ট হয়:—

নিন্দাং কুর্বন্তি যে মূঢ়া বৈষ্ণবানাং
মহাত্মনাম্।
পতন্তি পিতৃভিঃ সার্দ্ধং মহারৌরব-
সংজ্ঞিতে॥
হন্তি নিন্দতি বৈ দ্বেষ্টি বৈষ্ণবান্নাভিনন্দতি
ক্রুধ্যতে যাতি নো হর্ষং দর্শনে
পতনানি ষট্॥

অর্থাৎ মহাত্মা বৈষ্ণবগণকে যে সকল মূঢ়ব্যক্তি নিন্দা করিয়া থাকে, তাহারা পিতৃগণের সহিত মহারৌরব নামক নরকে পতিত হয়। বৈষ্ণবকে যে হত্যা করে, নিন্দা করে, দ্বেষ করে, বৈষ্ণবদর্শন করিয়া যে অভিনন্দন না করে, বৈষ্ণবের প্রতি ক্রোধ করে এবং বৈষ্ণবদর্শনে আনন্দিত না হয়, [illegible] নিন্দা [illegible] [illegible] [illegible] ৬ প্রকার [illegible]।

[illegible]

[illegible] নিকট [illegible] নিন্দা [illegible] [illegible] [illegible] স্বপ্রাণ-পরিত্যাগোচিত কর্তব্য।

অর্থাৎ যিনি নিন্দাবাদ [illegible] নিন্দা শ্রবণ করে [illegible] না করে তিনি [illegible] হইতে অধঃপতিত হন। অসমর্থ জনগণের পক্ষে এই ব্যবস্থা। সামর্থ্য থাকিলে নিন্দকের জিহ্বা ছেদন করা উচিত, তাহাতেও অসমর্থ হইলে নিজ প্রাণ পরিত্যাগই বিধি।

সাধুনিন্দারূপ অপরাধ হইলে, তাহা হইতে নিষ্কৃতি [illegible] নাই। তবে নিন্দক যে সাধুর নিন্দা করিয়াছে, সেই সাধুর নিকট কাতরভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করে এবং সাধু তুষ্ট হন, তবে সে অপরাধ হইতে মুক্তি হইতে পারে। শ্রীচৈতন্যভাগবত বলেন :—

যে বৈষ্ণব-স্থানে অপরাধ হয় যার।
পুনঃ সেই ক্ষমিলে সে ঘুচে, নহে আর॥
কাঁটা ফুটে যেই মুখে, সেই মুখে যায়।
পায়ে কাঁটা ফুটিলে কি স্কন্ধে বাহিরায়॥

এস্থলে শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত মহারাজ অম্বরীষের উপাখ্যানটি আলোচ্য। মহারাজ অম্বরীষ সপ্তদ্বীপা পৃথিবীর অধিপতি হইয়াও [illegible]-সমূহকে স্বপ্নবোধে তৎপ্রতি আসক্ত না হইয়া শ্রীভগবৎসেবনে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। তিনি মনকে শ্রীহরিচিন্তনে, বাক্যকে শ্রীহরিকথায়, হস্তদ্বয় শ্রীমন্দির মার্জনাদি, কর্ণদ্বয় শ্রীভগবান ও ভক্তের কথাশ্রবণে, নয়নদ্বয় শ্রীভগবদ্বিগ্রহ, মন্দির, ভক্ত প্রভৃতি দর্শনে, অঙ্গসকল ভক্তাঙ্গস্পর্শনে, নাসিকা শ্রীভগবচ্চরণার্পিত তুলসীর ঘ্রাণে, এবং রসনাকে শ্রীভগবৎপ্রসাদসেবনে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তাঁহার পদদ্বয়কে শ্রীভগবৎক্ষেত্র ভ্রমণে, শিরকে শ্রীভগবৎ বিগ্রহ প্রণামে, কামকে শ্রীভগবদ্দাস্যে নিয়োগ করিয়াছিলেন। উগবৎ ও ভক্তগণের আদেশানুসারী প্রজারূপে প্রতিনিধি দ্বারা তিনি রাজ্য শাসন করিতেন।

শ্রীভগবদ্ভক্ত মহারাজ দ্বাদশী ব্রত পালন করিতেন। একদা কার্ত্তিক মাসে [illegible] উদ্যাপন উপলক্ষে তিনি সস্ত্রীক মধুবনে শ্রীহরির অর্চনা করেন। পরে [illegible] দ্বাদশীতে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] পারণ [illegible] [illegible] অঙ্গীকার হইয়া [illegible]। [illegible] জল [illegible] ভক্ত [illegible] পারণ করিলেন, যেহেতু জলপান [illegible] অভোজন [illegible]। এমন সময় দুর্বাসা [illegible] ক্রিয়াদি সমাপন পূর্বক মহারাজের নিকট উপস্থিত হইলেন। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] করিলেন। [illegible] মহারাজের জলপান বিষয় অবগত হইয়া ক্রোধে [illegible] [illegible] তাঁহাকে [illegible] ভর্ৎসনা করিলেন। অনন্তর মস্তক হইতে একগাছা জটা উৎপাটনপূর্বক মহারাজের বিনাশের নিমিত্ত একটা কৃত্যা উৎপন্ন করিলেন। সেই কৃত্যা অগ্নিবৎ [illegible] মহারাজকে [illegible] করিবার জন্য অগ্রসর হইতে লাগিল। মহারাজ নিশ্চল—একটু [illegible] বিচলিত হইলেন না, কারণ তিনি জানেন যে একমাত্র শ্রীভগবানই রক্ষা কর্তা। ভগবান্ [illegible] নিজ [illegible] [illegible] [illegible] তিনি তাঁহার [illegible] [illegible] প্রেরণ করিলেন। সেই চক্র তখন ঐ কৃত্যাকে বিনাশ করিয়া ঋষির দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। ঋষি জীবন ভয়ে ভীত হইয়া, নিজের [illegible] রক্ষার্থে, যোগবলে দিক্, আকাশ, ভূমি, বিবর, সাগর, লোকপাল[illegible] লোক, [illegible] স্বর্গ গমন করিলেন। [illegible] [illegible] [illegible] থাকিলেন। মুনি [illegible] নিরুপায় [illegible] ব্রহ্মলোকে গমন করত ব্রহ্মার শরণাগত হইলেন। ব্রহ্মা কহিলেন—[illegible], [illegible], [illegible], [illegible], প্রজাপতি [illegible] সকলে [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible]

(শ্রীধাম [illegible] শ্রীমায়াপুর [illegible] শ্রীচৈতন্যমঠ)

[illegible] পরীক্ষার্থিগণ [illegible]

১। সাহিত্যাসন, ২। [illegible]
৩। [illegible] ৪। [illegible]
৫। [illegible] ৬। [illegible]
৭। [illegible]

[illegible] রায় বি, এ, [illegible] বিদ্যাসাগর,

[illegible] পরবিদ্যাপীঠ, শ্রীধাম মায়াপুর।

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

[illegible] খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

[illegible] মূল্য ৪০, চল্লিশ টাকা।

২৭২৪ পৃষ্ঠার [illegible] ছাপা হইয়াছে,

[illegible] খণ্ডে সূচী ছাপা হইতেছে।

[illegible] নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে [illegible] সাধারণ পক্ষে [illegible]। প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে [illegible], গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে [illegible]।

[illegible] ১১, অগ্রিম [illegible] পক্ষে ৮।

[illegible] ছাপা হইয়াছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

"শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত"

সূচী প্রভৃতি সহ সম্পূর্ণ ছাপা শেষ হইয়াছে

[illegible] সূচী ছাপা হইয়া সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে। [illegible] ১০ টাকা [illegible] তৃতীয় সংস্করণ [illegible] ছিলেন, [illegible] প্রকাশিত হইয়াছেন। [illegible] ১০, টাকার এক বিরাট [illegible] ৫, টাকা ভিক্ষায় দেওয়া [illegible] সুযোগ থাকিবে না।

[illegible]

শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত

[illegible]

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

সভাষ্য [illegible] সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র গ্রন্থ [illegible] অগ্রিম ভিক্ষা ৫

নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪॥০ টাকা

শ্রীচৈতন্য মঠে [illegible] গ্রন্থ

[illegible]

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত ভক্তি গ্রন্থাবলী

যে সকল উড়িষ্যাবাসী ভক্ত বাংলা অক্ষর পড়িতে জানেন না, তাঁহাদের শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর প্রচারিত পরম উপাদেয় ভক্তি-কথা জানিবার সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে উড়িয়া-অক্ষরে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হইয়াছে বাংলা গ্রন্থের তুলনায় উড়িয়া গ্রন্থগুলির ভিক্ষাও অপেক্ষাকৃত অল্প।

গ্রন্থের নাম	ভিক্ষা
শ্রীহরিনাম চিন্তামণি, প্রতিখণ্ড	॥০
একত্রে [illegible] খণ্ড লইলে	১৲
সাধন পথ (শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টক) প্রতিখণ্ড	[illegible]
একত্রে [illegible] খণ্ড লইলে	॥০
কল্যাণ কল্পতরু প্রতিখণ্ড	৵০
একত্রে [illegible] খণ্ড লইলে	৷০
গীতাবলী প্রতিখণ্ড	⁄১০
একত্রে [illegible] খণ্ড লইলে	৵১৫
শরণাগতি প্রতিখণ্ড	⁄০
একত্রে [illegible] খণ্ড লইলে	৵৫

প্রাপ্তিস্থান { শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ, কটক এবং শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, পুরী

[illegible] প্রক[illegible]

নিম্নলিখিত মঠসমূহে প্রাপ্তব্য:—

১। শ্রীচৈতন্য মঠ,—পোঃ, শ্রীমায়াপুর, (নদীয়া)।
২। শ্রী[illegible] মঠ,—চাঁপাহাটি, [illegible] পোঃ, (বর্দ্ধমান)।
৩। শ্রী[illegible] আসন,—[illegible] গ্রাম, [illegible], নদীয়া।
৪। শ্রীগৌড়ীয় মঠ,—[illegible] রোড, কলিকাতা।
৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ,—[illegible], পুরী।
৬। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ,—[illegible] বাজার, কটক।
৭। শ্রী[illegible] মঠ,—[illegible], [illegible], মেদিনীপুর।
৮। শ্রী[illegible] গৌড়ীয় মঠ,—[illegible], কাশী, ইউ, পি।
৯। শ্রী[illegible] মঠ,—[illegible], বৃন্দাবন, মথুরা, ইউ, পি।
১০। শ্রী[illegible] মঠ,—[illegible] পোঃ, [illegible], ইউ পি।
১১। শ্রী[illegible] মঠ,—[illegible], [illegible], [illegible], পাঞ্জাব।
১২। শ্রীমাধ্ব গৌড়ীয় মঠ,—[illegible] নবাবপুর রোড, ঢাকা।
১৩। শ্রী[illegible] মঠ,—[illegible], ঢাকা।
১৪। শ্রী[illegible] মঠ,—[illegible], [illegible] পোঃ, বর্দ্ধমান।
১৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ,—[illegible], [illegible] পোঃ, মানভূম।
১৬। শ্রী[illegible] গৌড়ীয় মঠ,—[illegible], [illegible] পোঃ, পুরী, উড়িষ্যা।
১৭। শ্রীগৌড়ীয় মঠ [illegible] নিউদিল্লি

এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণের নিকটও

নদীয়া-প্রকাশ প্রাপ্তব্য।

১। শ্রীযুক্ত [illegible] ঘোষ—[illegible] রোড, খুলনা।
২। শ্রীযুক্ত [illegible] গোস্বামী [illegible],
[illegible] চরিতগ্রাম।
৩। শ্রীযুক্ত [illegible], কলিকাতা।
৪। [illegible], কানপুর।
৫। [illegible]
৬। [illegible]
৭। [illegible]
৮। [illegible]

[illegible]

চৈতন্যমঠের গ্রন্থাবলী

শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুর বিরচিত

ভক্তি-গ্রন্থাবলী।

উৎকৃষ্ট কাপড়ে বিলাতী ধরণে বাঁধাই স্বর্ণালঙ্কৃত। চতুর্থ সংস্করণ। বিস্তৃতবিষয়সূচীসহ

জৈবধর্ম্ম

বাঁধাই ২৲ দুই টাকা

প্রকাশিত হইয়াছে

সনাতন ধর্ম্মশাস্ত্র বেদ, বেদান্ত, উপনিষৎ গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত, পুরাণ, তন্ত্রাদি সকল গ্রন্থ পাঠ করিবার অবসর অতি অল্প মানবের ঘটিয়া থাকে। অনেকের যোগ্যতা না থাকায় সেই সমস্ত গ্রন্থের মর্ম্ম অবগত হইতে পারেন না। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বাঙ্গালীর এই অসুবিধা দূরীভূত করিবার জন্য এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

বিদ্যালয়ের ছাত্র বা শিক্ষকগণের বিশেষ পাঠ্য, এই হেতু শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টার বাহাদুর ইহা সমস্ত বিদ্যালয়ের জন্য অনুমোদন করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

প্রথম খণ্ড ভিক্ষা ১৲ একটাকা

যুক্তিপূর্ণ শাস্ত্রবাক্য দ্বারা প্রত্যেক মানবের নিত্য কর্ত্তব্য ও অনিত্য সাময়িক কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। গ্রন্থের প্রতি উক্তি সনাতন শাস্ত্রবাক্য দ্বারা সমর্থিত ও প্রমাণিত হইয়াছে। দেহের, মনের ও আত্মার ধর্ম্ম কি? স্বদেশ, বর্ণাশ্রম, নীতি, ধর্ম্ম কি? ইত্যাদি বিষয় ক্রমানুসারে এমন সুন্দরভাবে যুক্তিসংকারে আলোচিত হইয়াছে যে, প্রথম পংক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত পাঠ না করিয়া নিরস্ত হওয়া যায় না।

শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য

ভিক্ষা ৵০

ঐ প্রমাণ খণ্ড ভিক্ষা ৵০

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিহার ও লীলাভূমি নয়টী দ্বীপ-সমন্বিত। এই নয় দ্বীপের প্রাচীন বিবরণ—প্রত্যেক দ্বীপে শ্রীমহাপ্রভুর লীলা—প্রত্যেক দ্বীপের পরিচয়, শ্রীধাম-মাহাত্ম্য—ধামাপরাধ কি? ইত্যাদি বিষয় বিশেষভাবে মনোহর ছন্দে বর্ণিত। পকেট সাইজ প্রায় ১৬০ পৃষ্ঠা।

শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ

উজ্জ্বল বোল্ড ও কালীতে উত্তম কাগজে ছাপা—শ্রীনবদ্বীপধাম দর্শনে ভাবুক দর্শনকারীর কি প্রকার ভাবের উচ্ছ্বাস হয়, তাহা এই গ্রন্থে বর্ণিত। অতি চমৎকার। ভিক্ষা চারি আনা।

শ্রীমনঃশিক্ষা

৵০

দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভুকে উপদেশচ্ছলে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিচার অতি সুন্দরভাবে ব্যক্ত হইয়াছে। ইহা ছাড়া শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর উপদিষ্ট শিক্ষা ও উপদেশ বিশেষভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব জগতে অভিনব গ্রন্থ !!

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতি-গ্রন্থাবলী

শরণাগতি

পকেট সাইজ

অষ্টম সংস্করণ

ভিক্ষা ৵০ আনা

দেহ ও মনের চেষ্টা অনিত্যবস্তু লইয়া। জীব যখন জীব বুঝিতে পারে, তখন একমাত্র নিত্যবস্তু শ্রীভগবানের প্রতি তাঁহার কোন জাতীয় আবেগময়ী প্রার্থনা হয় এবং শ্রীভগবানে সর্ব্বান্তঃকরণে নিষ্কপটে কি প্রকারে শরণাপন্ন হইতে হয়, ইত্যাদি বিষয়ক প্রাণস্পর্শী প্রার্থনা ও আত্মসমর্পণমূলক গান। ছাড়িয়া সংস্করণ ও প্রকাশিত হইয়াছে

ভিক্ষা প্রতি খণ্ড ৵০ এক আনা

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা— ৵০, নবদ্বীপশতক— ⁄০

অর্থপঞ্চক—⁄০

কল্যাণকল্পতরু

পকেট সাইজ

পঞ্চম সংস্করণ

ভিক্ষা ⁄১০

আমরা প্রত্যহ নূতন অভাব ও কামনার বশবর্ত্তী হইয়া পুনঃপুনঃ যে অকল্যাণকে কল্যাণ বলিয়া গ্রহণ করি এবং যাহার নিকট কল্যাণ কামনা করি, তিনি যে নিত্য বা যথার্থ কল্যাণ প্রদানে অসমর্থ এবং কোন্ বস্তু আমাদের নিত্য কল্যাণদাতা এবং কি ভাবে আমরা সেই কল্যাণলাভে সমর্থ হইব, এই সকল কথা সরল গানে লিখিত। এই গীতিগ্রন্থ বাস্তবিক কল্যাণের কল্পতরু; যাঁহা প্রত্যেককে নিত্যকল্যাণ প্রদানে

শ্রীল চক্রবর্ত্তি-ঠাকুরের টীকা সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর কৃত টীকা ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কৃত বঙ্গানুবাদ। টীকাকারের জীবনী, শ্লোক সূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি বহু প্রয়োজনীয় বিষয় সংবলিত প্রায় ৮২৫ পৃষ্ঠা। উৎকৃষ্ট সিল্কে বাঁধাই ২৲ দুই টাকা, কাগজে বাঁধা ১৷০

শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ কৃত ভাষ্য সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

কাগজ ও ছাপা উৎকৃষ্ট। সিল্কে বাঁধাই, সোনার জলে নাম লেখা রাজসংস্করণ ১ টাকা, সাধারণ সংস্করণ ১৷০, গৌড়ীয়ের গ্রাহকপক্ষে ১৷০

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি

(সাংকেতিককোষগ্রন্থ)

বিষয়—১। ভক্তিশাস্ত্রে ব্যবহৃত শব্দাবলীর অর্থ, ২। চারি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের চরিত্র, ৩। তীর্থক্ষেত্রসম্পর্কীয় শ্রীমন্দির ও শ্রীবিগ্রহের বিবরণ, ৪। বৈষ্ণবগ্রন্থ ও গ্রন্থকারসমূহের তাৎপর্য্য ও বিবরণ, ৫। বিষয় বিশেষের শ্লোক ও শাস্ত্রীয় আকরমূলে যাবতীয় তথ্য। চারিখণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ১ম খণ্ড ৮০, ২য় খণ্ড ৸০, ৩য় খণ্ড ৸০, ৪র্থ খণ্ড ৸৵০। চারিখণ্ড একত্রে ৩৲ (৫ম খণ্ড যন্ত্রস্থ)।

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ—১ম খণ্ড ১৲ এক টাকা ২য় খণ্ড ১৲ এক টাকা—শ্রীমদ্ভাগবতের গ্রাহক ও গৌড়ীয় গ্রাহকগণ ৸০ টাকায় প্রত্যেক খণ্ড পাইবেন। বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীশ্রীজীব গোস্বামিপাদের রচিত ষট্‌সন্দর্ভের অধিক প্রয়োজনীয় ভক্তি ... মূল, টীকা ও অনুবাদ সহ প্রকাশিত হইতেছে।

শ্রীমদ্ভাগবত-সম্পাদিত

সদাচারস্মৃতি

ভিক্ষা ৵০ মাত্র

মিলিত নির্ম্মিত

মদন মঞ্জরী

বটিকায় স্বপ্ন ও শুক্রমেহ, ইন্দ্রিয়শক্তির হ্রাস, প্রভৃতি শুক্রদোষ, অজীর্ণ, মাথাঘোরা, বুক ধড়ফড়ানি, অনিদ্রা প্রভৃতি লক্ষণ সত্বর নিশ্চিত আরোগ্য হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ৩২ বটী ১৲ এক টাকা।

"নপুংসকারি ঘৃত"

পুরুষত্বহানি রোগে বাহ্যপ্রয়োগে দ্বারা আরোগ্য করিয়া শক্তিসঞ্চার করে। মূল্য ২ তোলা ১৲ টাকা।

"রমণীবিলাসিনী বটিকা"

স্ত্রীরোগ নিবারণ করত গর্ভোৎপত্তি সুখে ও বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয়। মূল্য ১৬ বটী ১৲ এক টাকা।

রাজবৈদ্য নারায়ণজী, কেশবজী

১৭৭নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

বিজ্ঞাপন

সাবধান! সাবধান!! সাবধান!!!

জে, বি, দত্তের মোহিনী বাদাম তৈল

আদি ও অকৃত্রিম এবং উৎকৃষ্টতায় সর্ব্বজন পরিচিত ও বহু প্রশংসিত।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে J. B. Datta & Co. এর লেবেল দেখিয়া খরিদ করিবেন। নতুবা জুয়াচোরেরা কমদরের কৃত্রিম তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে।

বিনীত জে, বি, দত্ত

ফেরাস কুইনিন

নূতন এবং পুরাতন ম্যালেরিয়া জ্বর ... হইতে উপকার ... কুইনিন, আর্সেনিক ...

এই ঔষধ ... সেবন করিলে ... কঠিন ...

পর-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

এখানে আহার এবং বাসস্থান দিয়া বিদ্যার্থিগণকে বিভিন্ন শিক্ষণীয় বিষয় শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। অনেক ছাত্র ইতোমধ্যেই আসিয়া পাঠ আরম্ভ করিয়াছেন। বর্তমান বর্ষে সকল ছাত্রই গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

প্রধান অধ্যাপক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রচন্দ্র কাব্য ব্যাকরণ-সাংখ্য-বেদান্ত-ষড়্দর্শন-তীর্থ, সাংখ্যভূষণ, বেদান্তরত্ন, সাহিত্যশাস্ত্রী, সুদর্শনবাচস্পতি।

অধ্যাপক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গৌরদাস ব্রহ্মচারী ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীধাম মায়াপুর পরবিদ্যাপীঠ, (নদীয়া)

বেদনাঞ্জন

শ্রেষ্ঠরত্ন।

কলিকাতা কংগ্রেস একজিবিসন হইতে বহু প্রশংসা প্রাপ্ত ও বহু গণ্যমান্য ভদ্রমহোদয়গণ কর্ত্তৃক প্রশংসিত।

আজকাল বাজার-চলন মিশ্রিত ও বিষাক্ত আহার্য্য সেবনে শরীরের রক্ত স্বতঃই দোষিত হইয়া পড়িতেছে। রক্তই মানব-দেহের শ্রেষ্ঠ উপাদান, এই রক্ত দোষিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মানব বাত, বেদনা, মাথাধরা, মাথাঘোরা, দৃষ্টিশক্তির হ্রাস, দাঁতের গোড়া ফুলা, দাঁত কনকনানি, দাঁতে পোকা এবং খোস, চুলকানি প্রভৃতি কষ্টদায়ক চর্ম্মরোগে আক্রান্ত হইতেছে। যদি আপনি একান্তই ব্যাধিমুক্ত হইতে চান, তাহা হইলে অযথা পয়সার অপব্যয় না করিয়া অল্প ব্যয়ে এক শিশি বেদনাঞ্জন ক্রয় করিয়া ইহার কার্য্যকারী-শক্তি উপলব্ধি করুন। গুণের তুলনায় মূল্য অতি সামান্য, এক শিশি ।৵০ আনা মাত্র মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

প্রোপ্রাইটার্স—এ, সি, চাটার্জ্জী এণ্ড ব্রাদার্স।

৪৫নং হলকাট লেন, শালিকা হাওড়া।

সকল মণিহারী দোকানে ও বহু বহু ডাক্তারখানায় পাওয়া যায়।

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

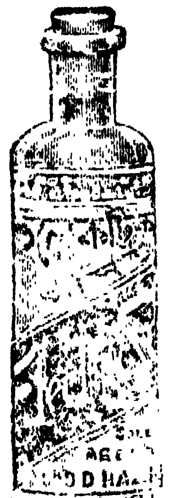

যদিও অদ্যাপি প্রকৃত মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য, তথাপি যাঁহারা নানাবিধ অনিয়মিত উপায়ে অপরিমিত শক্তি নষ্ট করিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন এবং নানা প্রকার মেহ, প্রমেহ ধাতুদৌর্ব্বল্য, স্নায়বিক দুর্ব্বলতা, বহুমূত্র, দুঃস্বপ্ন, পারদ সংক্রান্ত পীড়া, অম্ল এবং স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে যাহারা বাধক, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, প্রদর, শ্বেত ও রক্তপ্রদর, হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি রোগে ভুগিয়া জীবনে নিরাশ হইয়াছেন, তাঁহারা আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটাল সাহেবের আবিষ্কৃত **ইলেক্ট্রিক সলিউসন** ব্যবহার করিয়া বাঁচিতে পারেন, তাহার শত সহস্র প্রমাণ প্রতি বৎসরেই পাওয়া যাইতেছে। যাঁহারা অন্যান্য ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরোগ্য হইতে পারেন নাই, তাঁহারা একবার এই ঔষধটি ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক মাসের ব্যবহারোপযোগী এক শিশি ... মূল্য ... টাকা মাত্র।

সোল এজেণ্ট—ডাঃ ডি, ডি, হাজরা।

ফতেপুর, গার্ডেনরিচ পোষ্ট, কলিকাতা।

ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

অধ্যক্ষ

শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম, এ, এফ, সি, এস (লণ্ডন)

ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক

(প্রফেসার)

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ বিশুদ্ধ ও শাস্ত্রমতে নিজ তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হয়। পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ক্যাটালগ পাঠান হয়। রোগের বিবরণ জানাইলে যত্নপূর্ব্বক ব্যবস্থা দেওয়া হয়। চিঠি পত্রাদি সম্পূর্ণরূপে গোপন রাখা হয়।

মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দুর)

(বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৪৲ টাকা

উৎকৃষ্ট স্বর্ণ, পারদ ও আমলাসার গন্ধক দ্বারা যথাশাস্ত্র প্রস্তুত।

নিত্য প্রয়োজনীয় সর্ব্বরোগনাশক মহৌষধ।

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৩৲ টাকা

উৎকৃষ্ট কাশীর আমলকী, বংশলোচন প্রভৃতি যাবতীয় উপাদানে পূর্ণ মাত্রায় যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। কফ, কাসি, সর্দ্দি, যক্ষ্মা, ক্ষয়রোগ, হৃদরোগ প্রভৃতি রোগের মহৌষধ। সর্ব্বপ্রকার দুর্ব্বলতা নাশক অতিশয় পুষ্টিকর মহৌষধ বা খাদ্য বিশেষ।

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬৲ টাকা

ইহা সেবনে ধাতুদৌর্ব্বল্য, শুক্রক্ষীণতা, স্বপ্নদোষ, প্রমেহ ও ধ্বজভঙ্গ সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায়। ইহা অপরিসীম আনন্দদায়ক রসায়ন।

অবলাবান্ধব যোগ

প্রদর, বাধক প্রভৃতি জরায়ুদোষ ও যোনিগত দুরারোগ্য রোগের মহৌষধ

মূল্য—১৬ মাত্রা ২৲ টাকা। ৫০ মাত্রা ৫৲ টাকা মাত্র

বিশুদ্ধ জল! ভয় নাই! বিশুদ্ধ জল!!

লক্ষ্মী টিউব-ওয়েল কোং

২০৫নং নবাবপুর, ঢাকা

বর্ত্তমান-যুগের নব-আবিষ্কৃত যন্ত্রপাতিদ্বারা উন্নত বৈজ্ঞানিক-খনন-প্রণালীতে নলকূপ (*Tube-well*) নির্ম্মাণ করা হয়। বঙ্গের লাট বাহাদুর, প্রাইভেট সেক্রেটারী, জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট, জিলা-বোর্ডের চেয়ারম্যান, ইঞ্জিনিয়ার, জমিদার, তালুকদার, প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত ভদ্রমহোদয়গণ এই কোম্পানীর কার্য্য দেখিয়া প্রশংসা করিয়াছেন। রাসায়নিক পরীক্ষায় জল বিশুদ্ধ না হইলে মূল্য গৃহীত হয় না। বিস্তৃত বিবরণের জন্য পত্র লিখুন।

বৃত্তিসহ সমগ্র

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

ভিক্ষা ২৲ টাকা। শিক্ষার্থি-ছাত্রের পক্ষে ১।০ দেড়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীপরবিদ্যাপীঠ, শ্রীগৌড়পুর

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

মনোমোহন প্রেস

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা

পূর্ব্ব-বাঙ্গালায় সুলভে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত

বৈদ্যুতিক মেশিনে দিবারাত্র কার্য্য চলিতেছে

বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা।

... বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

স্থানীয় সংস্করণ

Registered No. C 1544

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহ

ভারতের সর্ব্বত্র মঙ্গল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র।

৪র্থ খণ্ড — সম্পাদক—প্রত্নবিদ্যালঙ্কার শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী — [২৩২ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্য মঠ শ্রীধাম মায়াপুর ২১শে অগ্রহায়ণ শনিবার ১৩৩৬, ৭ই ডিসেম্বর ১৯২৯

বিজ্ঞাপনের হার

প্রথম বারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩॥০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

মাশুলের হার
অগ্রিম দেয়।

বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা /০

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থাবলী

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্— শ্লোক সূচী, বিষয়-সূচী প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত। ভিক্ষা, প্রতি খণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৶০ গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশ গ্রাহক পক্ষে ৵০
২। ভাষ্য-সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ) ৫৲
৩। গৌড়ীয়-[illegible] ৫/০
৪। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।০
৫। ভজনরহস্য ॥০
৬। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
,, ,, ,, আবাঁধা ৸০
৭। গীতা (শ্রীবলদেবভাষ্যসহ) বাঁধা ২৲ আবাঁধা ১॥০
৮। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি টীকা-সহ) বাঁধা ২৲ আবাঁধা ১॥০
গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ॥০
৯। [illegible] মায়াবাদ (মাধ্ব) ২৲
১০। বেদান্ততত্ত্বসার সানুবাদ (রামানুজীয়) ॥০
১১। জৈবধর্ম ২৲
১২। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৩। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৪। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ।৶০
১৫। দ্বীপ-দিগ্দর্শন ৶০
১৬। সাধনপথ (৩য় সংস্করণ) ।৶০
১৭। আচার ও আচার্য্য ।৶০
১৮। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
১৯। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা) [illegible]
২০। শ্রীনবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৫/০
২১। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য (প্রমাণখণ্ড) ৫/০
২২। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
২৩। শ্রীগৌড়মণ্ডল-পরিক্রমা দর্পণ ।০
২৪। শরণাগতি, গীতাবলী, [illegible], প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, নবদ্বীপশতক, অর্থপঞ্চক ও সদাচারস্মৃতি: মোট ।৫/০
২৫। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ও অর্চ্চন-কণ [illegible]
২৬। সাধককণ্ঠমণি ।০
২৭। সংস্কার দীপিকা ।০
২৮। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড) ৫৲
২৯। [illegible] ॥০
৩০। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা [illegible]
৩১। [illegible]
৩২। [illegible] ৸০
৩৩। শ্রীচৈতন্যভাগবত (বিবৃতি, দ্বিতীয় সংস্করণ) ৬৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

ইংরাজী ভাষায় ভক্তিগ্রন্থ

১ শ্রীচৈতন্য[illegible] ।০
২ [illegible] ।০
৩। [illegible]
৪। [illegible]
৫। [illegible]
৬। গৌড়ীয় [illegible]

শ্রীধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপ-প্রদর্শনী, নদীয়া

(৩রা ফেব্রুয়ারী হইতে ১৭ই মার্চ্চ, ১৯৩০ পর্য্যন্ত)

প্রদর্শনীর সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিষয়ের জন্য
সেক্রেটারী মহোদয়ের নিকট
আবেদন করুন।

শ্রীকুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ,
শ্রীচৈতন্য মঠ, শ্রীধাম মায়াপুর পোঃ আঃ (নদীয়া)।

দেবনাগরাক্ষরে ভক্তিগ্রন্থ

[illegible] ৶০
[illegible] ।০
[illegible] ৫/০
[illegible] /০
[illegible] ৮০
[illegible]

গভর্ণমেণ্ট হইতে রেজিষ্টারী করা—

সর্ব্বপ্রকার প্লীহা লিভার সংযুক্ত ম্যালেরিয়া

জ্বরের সাক্ষাৎ যম

সারফলিন

টনিক ও সালসা। পথ্যের বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই। এক দাগেই প্লীহা, লিভার ধ্বংস হয়। 'ফলেন পরিচীয়তে'

এক দাগে জ্বর পালায়, ফিরে জ্বর আর হয় না

একদাগে জ্বর পালায়, তিন দাগে সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়। এমন উপকারী ঔষধ আর নাই। চার দাগ ঔষধ সেবনে যদি আপনার জ্বর একেবারে আরাম হয়, সেই প্রকৃত ঔষধ খাওয়া উচিত নয় কি? একণে সাবধান হউন এবং জানিয়া রাখুন, আর মিছামিছি বাজে বোতল ২ বিষের জল খেয়ে শয্যাগত হইয়া প'ড়ে পরে হয়রাণ হয়েন কেন? সুতরাং ॥০ আনার সারফলিনই একটি জ্বর রোগীর পক্ষে যথেষ্ট, এমন প্রত্যক্ষ উপকারী জ্বরের ঔষধ আর নাই। সকালে জ্বর হইলে বৈকালে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবেন, ডাক্তার ডাকিতে হয় না। মূল্য প্রতি শিশি ৷৵০ আনা, ডজন ৪৷০ আনা।

এজেণ্ট—মেসারস্ এম, ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং, ১০ নং বনফিল্ডস্ লেন, কলিকাতা।

আয়ুর্ব্বেদ সম্মত বায়ু পিত্ত বাত নাশক

ত্রিগুণ তৈল

যুগল-মূর্ত্তি মার্কা
সর্ব্বত্র পাওয়া যায়

যুগল-মূর্ত্তি মার্কা এঃ বটকৃষ্ণ পাল দেখিয়া লইবেন।

এমন মহোপকারী তৈল আর নাই

গবর্ণমেণ্ট হইতে রেজিষ্টারী করা-

ইহা চরক শাস্ত্রোক্ত ভৈষজ্য উপাদানে খাঁটী কাঁচা কৃষ্ণতিল তৈলে মৃগনাভি, কস্তুরী, গোলাপ, চামেলী, হেনা, চন্দন, খসখস, বেলা, প্রভৃতি মূল্যবান [illegible] দ্রব্য সংমিশ্রণে প্রস্তুত বিধায় ছয় ঋতুতেই সমভাবে ইহার অমৃতোপম [illegible] গন্ধ উপলব্ধি হইয়া থাকে। ফলতঃ এই সর্ব্বগুণসম্পন্ন পরম [illegible] ত্রিগুণ তৈল নিত্য ব্যবহারে সাধারণতঃ দৈহিক ও মানসিক আনন্দ [illegible] হইয়া থাকে।

[illegible] মনোমুগ্ধ মাতৃস্থ প্রাণক গুপ্ত, জটিল [illegible] মূর্চ্ছা, মাথাধরা, মাথাঘোরা, আধকপালী, নিদ্রাহীনতা এবং সর্ব্বপ্রকার বাতরোগ ও নানা প্রকার ব্যাধির কীটাণু ধ্বংসকারী অব্যর্থ মহৌষধ।

বলা বাহুল্য, ইহা একপ মস্তিষ্ক স্নিগ্ধকারী ঠাণ্ডা তৈল যে, পাগল ভাল হয়। যে কোন স্থানে তৈল ক্রয়কালীন শিশির গায়ের লেবেলের উপর বড় ২ অক্ষরে আসল যুগল মূর্ত্তি মার্কা এজেণ্ট বটকৃষ্ণ পাল দেখিয়া লইবেন, অন্যথায় প্রতারক দোকানদার জাল বা নকল তৈল বিক্রয় করিয়া আপনাকে ঠকাইবে। স্মরণ রাখিবেন বাজে জিনিষ বিক্রয় ব্যবসা ঠকাইতে পারিলেই খুব লাভ হয়।

এজেণ্ট—বটকৃষ্ণ পাল এণ্ড কোং ২৩নং বনফিল্ড লেন, কলিকাতা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২১শে অগ্রহায়ণ শনিবার—১৩৩৬

প্রদর্শনী-প্রসঙ্গ

[কাল—আগামী বসন্ত পঞ্চমী হইতে সার্দ্ধমাসাধিককাল।

স্থান—শ্রীধাম মায়াপুর নবদ্বীপ।]

মুণ্ডক বলেন—এষোঽণুরাত্মা (৩।১।৯) অর্থাৎ এই জীবাত্মা বিভুচিৎ ভগবদ্বস্তুর অতি ক্ষুদ্র অংশ। কেশের অগ্রভাগকে বহু শতবার বিভাগ করিলে যে সূক্ষ্ম ভাগ হয়, জীব সেইরূপ সূক্ষ্ম—শ্রুতি এইরূপ বলেন।

গীতা বলেন—"মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ। মনঃ ষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি প্রকৃতিস্থানি কর্ষতি॥" (১৫।৭)—অর্থাৎ শ্রীভগবান্ বলিতেছেন—জীব আমারই অংশ, মৎস্যাদি ঈশ্বরের স্বাংশ হইতে ভিন্ন, সেই ব্রহ্মরুদ্রাদির অংশ নহে। সেই জীব সনাতন অর্থাৎ নিত্য, ঘটাকাশাদিবৎ কল্পিত নহে। আমি পূর্ণ সচ্চিদানন্দ ভগবান্; আমার অংশ দ্বিবিধ—স্বাংশ ও বিভিন্নাংশ; যথা বারাহে—

"স্বাংশশ্চাথ বিভিন্নাংশ ইতি দ্বেধাংশ ইষ্যতে।
বিভিন্নাংশস্তু জীবঃ স্যাৎ" ইতি।

স্বাংশক্রমে আমি রাম-নৃসিংহাদি অবতার-রূপে লীলা করি, বিভিন্নাংশক্রমে আমার নিত্যদাস-রূপে জীব-প্রকাশ। স্বাংশ প্রকাশে আমার অহংতত্ত্ব সম্পূর্ণরূপে থাকে, বিভিন্নাংশ-প্রকাশে আমার পারমেশ্বরীয় অহংতত্ত্ব থাকে না, তাহাতে জীবের একটী স্বতন্ত্র অহংতত্ত্বের উদয় হয়। সেই বিভিন্নাংশ-গত জীবের মুক্ত ও বদ্ধ ভেদে দুইটী অবস্থা, উভয় অবস্থাতেই জীব—সনাতন অর্থাৎ নিত্য। মুক্ত দশায় জীব সম্পূর্ণরূপে মদাশ্রিত ও প্রাকৃত-সম্বন্ধ-শূন্য। বদ্ধ দশায় জীব প্রপঞ্চে স্থিত হইয়া, জীব উপাধিরূপ প্রকৃতিস্থিত মন ও পঞ্চ বাহ্যেন্দ্রিয়—এই ছয়টী ইন্দ্রিয়কে স্বকীয় ভোগ লোভে সাধ শৃঙ্খলের ন্যায় আকর্ষণ করিয়া থাকেন।" জীবের এক প্রকার অহংগ্রাহিমানটী কৃষ্ণ-সেবনে নিযুক্ত না হওয়া পর্য্যন্ত তাহার ক্লেশের অবধি নাই। জীব যখনই অনু- [illegible] বাসিয়া মায়া-বশ্যতা হইতে [illegible] মুক্ত হইয়া [illegible] নিযুক্ত হইতে পারেন। [illegible]

এই স্ব-স্বরূপ তত্ত্ব আলোচনার অভাবেই, জীবের "আমি স্বয়ং ভগবান, জগৎ আমারই ভোগ্য; আমিই জগতের মঙ্গলের বিধাতা; বিদ্যা, ধন, জন, আত্মপ্রতিষ্ঠাদি বলে বলীয়ান হইয়া আমিই স্বাধীন সম্রাট্ পুরুষোত্তম রূপে বিরাজ করিব" ইত্যাদি ভ্রান্তবুদ্ধির উদয় হয়। জীব তখন জগন্ময় এক বিরাট্ ভোগের প্রদর্শনী খুলিয়া বসেন। কেহ বা ভোগসুখকে তুচ্ছ করিয়া ত্যাগের প্রদর্শনী খুলিতে ব্যস্ত হন। হরিদ্বারে গিয়া এই কন্‌কনে শীতের মধ্যে কে কতবার গঙ্গার জলে ডুব দিতে পারেন, কে সমস্তক্ষণ আদুল গায় থাকিয়া শীত-তপবাতবর্ষাদি সহ্য করিতে পারেন, কে একদমে কত বেশী গাঁজা বা চরস এক সানকে একটুও ধোঁয়া না ছাড়িয়া উড়াইতে পারেন, কে কত অল্প খাইয়া জীবন ধারণ করিতে পারেন, কে কতখানি বেদ মুখস্থ বলিতে পারেন, সংস্কৃত বা ইংরাজীতে কে কত বেশী পণ্ডিত বা উত্তম ভাষায় বক্তৃতা-শক্তি কাহার কত অধিক, ঘোড়দৌড়ে কে কত পরিমাণে লাভ করিয়াছেন, কে কত রূপবান ও বলবান্ ইত্যাদি কসরৎ প্রদর্শনে ব্যস্ত হইয়া পড়েন। যাঁহার দর্শন যেরূপ, তিনি অপরকে সেইরূপ প্রদর্শন করিতে চান, তাহাই এ জগতের প্রদর্শনী

সাধারণ প্রদর্শনীতে ধর্ম্ম, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, বিজ্ঞান, আমোদ প্রমোদ প্রভৃতির উন্নতি-চেষ্টার যাহা কিছু আদর্শ থাকে, শ্রীধাম মায়াপুর-নবদ্বীপ-প্রদর্শনীতে তাহার কোনটীরই অভাব থাকিবে না। কিন্তু প্রদর্শক যাঁহারা তাঁহাদের দৃষ্টি ভোগ বা ত্যাগোন্মুখী না হওয়ায় তাঁহারা সেই গুলির পারমার্থিক প্রয়োজনীয়তা নির্দ্দেশ করিয়া দিবেন। ইহাই এই প্রদর্শনীর বৈশিষ্ট্য। ইহাতে স্ব স্ব স্বার্থানুসন্ধিৎসুগণের অন্যান্য প্রদর্শনীতে লব্ধ স্বার্থহানির কোন আশঙ্কা নাই, পরন্তু চিন্তাশীল দর্শকগণ প্রদর্শনীর প্রদর্শকমণ্ডলীর নিকট হইতে অজ্ঞাত অদৃষ্ট অশ্রুতপূর্ব্ব অতি সূক্ষ্ম জগদ্বিজ্ঞানের গবেষণা আবিষ্কার করিয়া ধন্য হইবেন। সুতরাং এই প্রদর্শনীতে আস্তিক পারমার্থিক সকলেরই যোগদানের সার্থকতা আছে।

শাস্ত্রী মহাশয়ের পত্র

শ্রীচরণেষু

সম্পাদক মহাশয়,

আমি আপনাদের কেহই নহি [illegible] মনোবেদনার কথা কহিব। আমি আপনাদের মঠের পাঠাগারের-ভোক্তা কুক্কুর। [illegible] স্থান দেন, তাহা [illegible] না, [illegible] কারণ প্রভুপাদ [illegible] আমায় এত করিবেন কেন? [illegible] অপেক্ষা ভক্তের প্রাধান্য অধিক। আপনাদের আমার প্রতি অনুরাগ পূর্ণ দয়া সাপেক্ষ—

অন্যাশ্রয়াদিগত কর্ম্ম-বিপাক-ভুজো-
মোমুগ্ধীনাং ক চ ন কথা চ নাস্তবাসঃ॥

চৈতন্য চন্দ্রে ১৩।৭৮

অন্যত্র—

অবিজ্ঞাতেঽপি বন্ধৌ হি বলাৎ প্রহ্লাদতে মনঃ।

ভাবিঃ ১১।৮

অন্যত্র-

রম্যাণি বীক্ষ্য মধুরাংশ্চ নিশম্য শব্দান্
পর্য্যুৎসুকো ভবতি যৎ সুখিতোঽপি জন্তুঃ।
তচ্চেতসা স্মরতি নূনমবোধপূর্ব্বং
ভাবস্থিরাণি জননান্তর-সৌহৃদানি॥

(শকুন্তলা)

গৌড়ীয়ে প্রভুপাদের প্রবন্ধ এক অপূর্ব্ব সামগ্রী। বিশেষতঃ তাঁহার সহিত অধ্যাপক সাধাদের কথোপকথন প্রবন্ধের তুলনা নাই। প্রভুপাদের পাণ্ডিত্যের বিষয় জানি, কিন্তু এত জানি না। বাহির হইতে একটী শীর্ণকায় মনুষ্যাকৃতি, কিন্তু কি প্রকারে এত বিষয় সন্ধান হয়, তাহাই চিন্তার বিষয়।

অধ্যাপক যাহা প্রশ্ন করিতেছেন, প্রভুপাদ তৎক্ষণাৎ উত্তর দিতেছেন, যেন মহাপ্রভু তাঁহার মস্তিষ্কে প্রবেশ করিয়া বলাইয়া দিতেছেন! এত উৎকৃষ্ট প্রশ্নের উত্তর তৎক্ষণাৎ দেওয়া সাধারণ মনুষ্যের ক্ষমতায় সম্ভবে না। আমাদের ত' এম, এ, বি-এল ছাত্র আছেন, কেহ সটীক গীতা, কেহ সটীক শ্রীভাগবত পাঠ করিয়াছেন, কিন্তু এত পাণ্ডিত্য কোথায়ও দেখি নাই! আমার সময় ... উপেন্দ্র, তিনি প্রতি সংখ্যা পাঠ করেন, তিনি প্রভুপাদের পাণ্ডিত্যের খুব পক্ষপাতী! এই বিষয় [illegible] প্রতি সংখ্যা গৌড়ীয়ের সংবাদ লইয়া থাকেন! সেদিন তিনি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—"অধ্যাপক সাধাদের সহিত কথা কহিল ত' ইংরাজীতে হয়েছিল?" আমি বলিলাম—হাঁ। তাহাতে তিনি আশ্চর্যান্বিত হইয়া বলিলেন, "এত কঠিন বিষয় কি প্রকারে ইংরাজীতে ব্যাখ্যা করেন! উহা আমার মস্তিষ্কে আইসে না।" [illegible] এরূপ দেবতা ত্যাগ করিয়া কি প্রকারে লোক অন্যত্র গুরুকরণ করেন, [illegible] যায় না! [illegible] গুরু নহে, [illegible] ভক্ত শ্রীচরণ-[illegible] প্রণামী [illegible]

[illegible] তিনি মুখিকা [illegible] করেন না! [illegible] প্রকাশ করেন যে, [illegible] বুঝিবার উপায় নাই। তিনি [illegible] সমান ব্যবহার করেন। কখনও তিনি পিতার ন্যায় ব্যবহার করেন, আমার সহিত সহাস্যে কথা কহেন; কিন্তু আমার ভয় লাগে, এত সান্ত্বনা! [illegible] সময় এইরূপ, কিন্তু সাধারণতঃ [illegible]—

ভবাম্বু [illegible]-
[illegible] বিলম্বিনো জনাঃ।
—[illegible] নামাষ্টকে, [illegible] ১৮০

অথবা

নমস্তে কীর্ত্তনো বুধা নমস্তে গুণিনো জনাঃ।

গরুড়পুরাণে পূর্ব্বভাগে ১১৪।৫১

তাঁহার গুণ বর্ণন করা আমার সাধ্য নহে—

নাহং সমর্থঃ [illegible] গুণ সংস্তুবতে বচঃ।
[illegible] গুণানামিয়ত্তয়া॥

হরিবংশে ১০।৩১।

তায় হিংসাকারিগণ তাঁহার এই সম্মান দেখে জর্জ্জরিত হইতেছে! তিনি তাঁহার পবিত্র জীবন কি প্রকারে অতিবাহিত করিতেছেন, হিংসকগণ তাহা কি দেখিতেছেন না? যাহাতে লোকের মন, অন্যায় বিচার করিতে পারে, তাহাতে তাঁহার চেষ্টা। নিজের শরীরের প্রতি লক্ষ্য নাই, [illegible] ন্যায় অশেষ ক্লেশ সহ্য করিয়া আশ্রিত ব্যক্তিকে শিক্ষা দিতেছেন। নিতাই চাঁদ এরূপ কত অপমানিত হইয়াও নাম বিলাইয়া ছিলেন, তিনিও তদ্রূপ কত কষ্ট সহ্য করিয়া লোকের দ্বারে দ্বারে নাম বিলাইতেছেন। কত মঠ স্থাপন করিতেছেন, তাহাতে ব্রাহ্মণেরা গোঁসাইদের [illegible] হিংসকগণ দেখিতেছেন কি? তাহা কি হিংসার, না গৌরবের, বিষয়? মহাপ্রভুর বাণী, যথা—

পৃথিবী পর্য্যন্ত যত আছে দেশ গ্রাম।
সর্ব্বত্র সঞ্চার হইবেক মোর নাম॥

(চৈঃ ভাঃ অ ৪।১২৬)

প্রভুপাদ ত' তাহাই করিতেছেন; মহাপ্রভু [illegible] তাঁহার পার্ষদ প্রভুপাদ [illegible] করাইতেছেন, [illegible]

[illegible]

তদুক্তং।

[illegible]॥

—বিষ্ণুধর্ম্মে।

[illegible]

হৃদয়ে যে বাজায় যে কৃষ্ণ বুকে বাজাব।
যে শুনে কে জানে নেই শত নিন্দে সংসার॥

কিন্তু সিংহ মেঘের ধ্বনি শ্রবণ করিয়া প্রতিধ্বনি করিয়া থাকেন, শৃগালের চীৎকারে কিছুই বলেন না—

অভ্রচ্ছন্নাদ্রেঃ ঘনধ্বানি—
নাহি গোমায়ুরুতানি কেশরী॥

মাঘঃ ১৬।২৫

অথবা—

এবমাদীন্যভদ্রাণি বভাষে নষ্ট-মঙ্গলঃ।
নোবাচ কিঞ্চিদ্ভগবান্ যথা সিংহঃ
শিবারুতম্॥

শ্রীভাগবতে ১০।৭৪।৩৮

হিংসার কার্য্যই এই যে, অন্যের বৃদ্ধি দেখিলে মনের ভাব বাহির করে—

পর-বৃদ্ধিভিরাবিষ্ট-বাধঃ
স্ফুট নিভিন্ন দুরাশয়োধমঃ॥

মাঘঃ ১৬।২৩

মহতের কার্য্য পরের উপকার করা, কিন্তু অন্যের উন্নতি বা যশ অসন্তাবির হৃদয়ের রোগকরী হইয়া থাকে—

উপকারপরঃ স্বভাবতঃ
সততং সর্বজনস্য সজ্জনঃ।
অসতামনিশং তথাপ্যহো
গুরুহৃদ্রোগকরী তদুন্নতিঃ॥

মাঘঃ ১৬।২২

লঘুচেতা মহতের গুণানুবাদ শ্রবণ করিলে হৃদয়ের জ্বালা বাহির করিয়া ফেলে—

সুকুমারমহো লঘীয়সাং
হৃদয়স্তদ্ গতমপ্রিয়ং যতঃ।
সহসৈব সমুদ্গিরন্ত্যমী
ক্ষপয়ন্তোব হি তত্ত্বনীষিণঃ॥

মাঘঃ ১৬।২১

হায়! কত দিনে এই পাপীগণ এই দেবতার শরণ লইবে তাহা লীলাময়ই জানেন। তিনি কি এই পাপীদিগের সুমতি দিবেন না? প্রভুপাদ যে কি দেবতা, তাহা এখনও অনুধাবন করিতে পারিলাম না, কোন শুভক্ষণে তিনি আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তাহা লীলাময়ই জানেন। আপনারাই ধন্য; যেহেতু সে মহৎ সঙ্গ সর্ব্বদা লাভ করিতেছেন। আপনাদের কৃপাকে ধন্য! আমার যে হিংসা হয়।

শ্রীমধুসূদন শাস্ত্রী বেদান্তভূষণ
ভক্তিরঞ্জন।

আমার স্বজন

(প্রাপ্ত)

মানব সঙ্গ-প্রিয়, সঙ্গ ব্যতীত মানব অবস্থান করিতে পারে না। শুধু মানব যে সঙ্গ-প্রিয়, তাহা নহে, মানবেতর প্রাণীতেও এই ভাব স্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হয়।

চঞ্চল জগতে অস্থির থাকিবার জন্য আমরা আসিয়াছি। কিন্তু এই চঞ্চলতার চিন্তা আমাকে অত্যন্ত চঞ্চল মনে চিন্তার বিষয় হইলেও কি এক অজানা নেশা আসিয়া সে চিন্তা দূরে সরাইয়া দেয় এবং এক আশার ছবি সম্মুখে ধরিয়া আশা-মোহে উন্মত্ত করে,—আমাকে আমার পূর্ব্বাপর চিন্তা বিমুখ করিয়া রাখে। এইভাবে অনিত্য জগতে নিত্য বসতি করিবার বাসনা আমি কোন ক্রমেই ছাড়িতে পারি না।

জানিনা, কোন্ অজানা কাল হইতে আমি আমার প্রভুকে ভুলিয়াছি। সে ভুলে আমার সব বিষয়েই ভুল হইতেছে। বহু বহু জন্মগ্রহণ করিলাম, কত বিভিন্ন-কুলে বিভিন্ন দেহ লাভ করিলাম, কিন্তু আমি এমন বিমূঢ় যে, এই কুক্কুর-শৃগাল-ভক্ষ্য দেহে 'আমি' বুদ্ধি ছাড়িতে পারিলাম না। আমি আমার দেহকে 'আমি' জ্ঞান করিলাম, আর সেই জ্ঞান বর্দ্ধিত হইয়া আমার দেহের সম্পর্কে সম্পর্কিত জনগণকে স্বজন বলিয়া বুঝিয়াছিল। আমার দেহ যেমন আমাকে ভোগেই উন্মত্ত করে, তেমন স্বজনগণ সেই কার্য্যেই আমাকে ব্রতী করে।

ভোগময় বিশ্বে ভোগ-বাসনা-ক্রমে আমরা ভোগায়তন এই দেহ লাভ করিয়াছি। সুতরাং বিশ্ববাসী দেহধারী জীব মাত্রেই ভোগ ব্যতীত অন্য কোন কথার সন্ধানই রাখেন না। তাই আমার দেহ এবং আমার স্বজন আমার শ্রেয়োলাভের পরিপন্থী। আমি যতই না কেন তাঁহাদিগকে আদর করি, তাঁহারা আমার আদরের সুযোগ পাইয়া আমার সর্ব্বনাশই সাধন করেন।

আমার স্বজন আমাকে যে বিষ্ণু-বৈষ্ণবের সেবায় নিযুক্ত হইতে দেন না, তাহার প্রমাণ স্বজন-প্রিয় ব্যক্তিবর্গকে বুঝাইবার জন্য আমার এই প্রবন্ধের অবতারণা। যদিও সকলে আত্মবিস্মৃত স্বজন-বর্গের ভজন-প্রতিকূলাচরণ দেবাং ভাগ্যক্রমে বুঝিতে পারেন, তথাপি স্বজন প্রীতি তাঁহাদিগকে কিছুতেই কৃষ্ণকার্ষ্ণ-প্রীতি সংরক্ষণ করিতে দেয় না। আমি এই বিষয়টি আমার এত দীর্ঘ জীবনের মধ্যে আজ অল্প কয়েক দিন হইল বিশেষ ভাবে বুঝিতে পারিতেছি। জানিনা, আমার ভজন-বিরোধী অস্থায়ী বা স্বজনে অপ্রীতি চিরস্থায়ী হইবে কিনা? তবুও অনিত্য সাধু-সঙ্গের ফলে যাহা উপলব্ধি করিয়াছি, তাহা আমার ন্যায় উদ্দেশ্য-বিহীন জীবনের একমাত্র আশ্রয় জানিয়া মৎশ্রেণী-ভুক্ত জীবের জন্য লিখিলাম।

বহু যোনি ভ্রমণ করিতে করিতে এবার পুণ্য-ভূমি ভারতবর্ষে বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ কুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি। বাল্য জীবনে মাত্র লেখাপড়ার মধ্য দিয়া অর্থকরী বিদ্যা গ্রাসাচ্ছাদন সংগ্রহের মত শিখিয়াছিলাম। অর্থোপার্জ্জন আরম্ভ হইলে গৃহিণীরূপ গৃহ গ্রহণের বাসনা হৃদয়ে বলবতী হইল। বাসনা উদয়ের সঙ্গে সঙ্গে বাসনা পূর্ণ হইল। তখন ভোগায়তন দেহ রূপ গৃহ ও রৌদ্র বৃষ্টি হইতে সংরক্ষণকারী গৃহ এবং গৃহিণী-গৃহ—এই ত্রিস্পর্শ তাপ আসিয়া আমাকে এই জগতের একজন অতিথি-স্বরূপ বুঝিতে দিল না। তখনকার কথা আর এখন সাজে না। যিনি যে অবস্থায় আছেন, তিনিই বুঝিয়া লইবেন।

আশার নেশা বড়ই সুন্দর। যাঁহারা আশা-মদিরাপানে অভ্যস্ত, তাঁহারা এ বিষয় বোধ হয় ভাল বুঝিতেছেন। আমি তখন বেশ এক আশা-নেশায় মত্ত। জীবন-যৌবনে জড়ভোগের ভোগ্য আমাকে বেশ নাচাইতেছিল, শুধু নাচান নয়, সঙ্গে সঙ্গে চাকুরীর উন্নতি এবং পুত্র-কন্যার মুখ দর্শন লাভ হইল। দিনগুলি বেশ কাটিতে লাগিল।

পূর্ব্ব কর্ম্মস্থল হইতে ঢাকায় আসিলাম। ঢাকায় আসিয়া এক বৎসর ঢাকা সহরটি আমার নিকট ঢাকা ছিল। অর্থাৎ কার্য্যের এমনই ঝঞ্ঝাট ছিল যে, নিজের দৈনিক কার্য্যাদি শেষ করিয়া সহরের অন্যত্র যাইবার আদৌ সুযোগ ছিল না।

একদিন অতি প্রত্যূষে রাস্তায় দেখিলাম ত্রিদণ্ডধারী চারিজন সন্ন্যাসী বহুব্রহ্মচারী-সঙ্গে মৃদঙ্গ-করতাল-সংযোগে কীর্ত্তন আরম্ভ করিয়াছেন। কীর্ত্তনের পদটী এখনও আমার কর্ণে ঝঙ্কার দিতেছে,—

"জীব জাগ জীব জাগ গোরা-চাঁদ বলে।
কত নিদ্রা যাও মায়া পিশাচীর কোলে॥"

আমার সমস্ত শরীর পুলকে পরিপূর্ণ হইল। তৎক্ষণাৎ সাধুগণের চরণে লুটাইয়া পড়িবার বাসনা বলবতী হইল। কিন্তু না জানি কি এক ভাব আসিয়া আমাকে এক পদও অগ্রসর হইতে দিল না। আমি চিত্র-পুত্তলিকার মত দাঁড়াইয়া রহিলাম। সঙ্কীর্ত্তনযজ্ঞ, কীর্ত্তন-রোলে চারিদিক মুখরিত করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে আমার চিত্তও চলিতে লাগিল। হঠাৎ আমার জনৈক বন্ধু আসিয়া গায়ে হাত দিয়া ডাকিলেন। বড়ই বিরক্তির সহিত তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিলাম বটে, কিন্তু চিত্ত বড়ই চঞ্চল হইল। তিনি আমাকে বলিলেন, ইঁহারা শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠের সেবক। খুব শিক্ষিত এবং সদাচারী। এখন নিমন্ত্রণ সেবার সময়। মাসাধিক কাল মঠে হরিকথা হইবে। সন্ধ্যায় আরতি দর্শনের জন্য শ্রীমঠে আসিলাম। আরতি কীর্ত্তন শ্রবণ করিলাম। কীর্ত্তনের পরে পাঠ আরম্ভ হইল। একজন সন্ন্যাসী মহারাজ শ্রীমদ্ভাগবত হইতে প্রহ্লাদ-চরিত্র পাঠ আরম্ভ করিলেন। পাঠান্তে বক্তা বলিলেন যে, মাসাধিক কাল নিয়মিতভাবে পাঠ হইবে। বহু দিনের পিপাসা পূর্ণ হইবে ভাবিয়া হৃদয় ভগবানের কৃপা-কথা-চিন্তায় ভরপুর হইয়া গেল।

কার্য্যের জন্য সকল দিন ভাগবত-পাঠ শ্রবণের সুযোগ না হইলেও সুযোগ পাইলেই পাঠ শুনিতে লাগিলাম। মঠবাসীগণ বিশেষতঃ পাঠক মহাশয় আমাকে বহুকালের পরিচিত আত্মীয়ের ন্যায় আদর অভ্যর্থনা করিতে লাগিলেন। তখন আমার হৃদয়ে পরকালের চিন্তা বলবতী হইল। দেখিলাম, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মানবজন্ম এতদিন হেলায় কাটাইয়াছি। এখন যখন সাধুসঙ্গ পাইলাম, তখন আর বৃথা কালক্ষয় করিব না। অনাচার ছাড়িয়া সদাচার গ্রহণ আরম্ভ করিলাম। প্রথম প্রথম আমার আত্মীয় স্বজন আমাকে শ্রীমঠে যাতায়াতে কোন বাধা দিতেন না। কিন্তু যখন সকলে দেখিলেন যে আমার অনাচার ত্যাগের স্পৃহা বলবতী হইয়াছে, তখন তাঁহারা আমার প্রতি অল্পপরিমাণে বিরক্ত হইতে লাগিলেন। তাঁহাদিগকে অনাচার ছাড়িতে হইবে জানিয়া চঞ্চল হইয়া পড়িলেন। আমি তখনও দীনবন্ধুর চরণে কাকুতি করিয়া বলিতে লাগিলাম, প্রভো! আমি আজ বিপন্ন, না জানি আমি কোথায় ভাসিয়া যাইব: আমার সম্মুখে দুই প্রকার স্বজন উপস্থিত, একশ্রেণী তোমার ভজন-বিরোধী দেহ-সম্পর্কিত স্বজন, আর এক শ্রেণী তোমার ভজন-সহায় আমার আত্মার সম্পর্কে সম্পর্কিত নিত্য স্বজন। আমাকে অনিত্য স্বজনের (?) সঙ্গ ছাড়িয়া নিত্য স্বজনের সঙ্গ করিবার বল দান কর।

নদীয়া-প্রকাশের সম্পাদক মহোদয়, আমার এই কথাগুলি সুবহুল প্রচারিত পারমার্থিক পত্রিকায় প্রকাশ করিয়া চির-বাধিত করিবেন।

আপনাদের সঙ্গপ্রার্থী
জনৈক—দীন

প্রচারপ্রসঙ্গ

শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ, সুকণ্ঠ কীর্ত্তনীয়া শ্রীপাদ জগদানন্দ দাসাধিকারী প্রভু-প্রমুখ কতিপয় ভক্তসমভিব্যাহারে ঢাকা জেলার অন্তর্গত থাক্রা, চুড়াইন, বগাকাপো প্রভৃতি গ্রামে মহাপ্রভুর কথা প্রচার করিতেছেন।

থাক্রা গ্রামে

থাক্রা গ্রামের শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রচন্দ্র সাহা মহাশয় স্বজন-বিয়োগ-জনিত শোক-বিহ্বল না হইয়া সপরিবারে যেরূপ ধৈর্য্যের সহিত

মহারাজের শ্রীমুখে ভাগবত-কথা শ্রবণ করিয়াছেন, তাহা বাস্তবিকই প্রশংসনীয়। ভয়-শোক-মোহাদির বশ্যতা স্বীকার করাই জীবের ক্ষুদ্রত্ব। যিনি সেরূপ ক্ষুদ্রত্বকে বহুমানন না করিয়া অশোক অভয় সদ্গুরু-পাদপদ্মাশ্রয় পূর্ব্বক কৃষ্ণকথা শ্রবণকীর্ত্তনাঙ্গে কালাতিপাত করেন, তিনিই পরম ভাগবত, সত্য সত্য সার্থক-জন্মা। আমরা বিশ্বস্ত-সূত্রে শুনিয়াছি, হরেন্দ্র বাবু দু'একটী নয়, পাঁচ পাঁচটি প্রাণসম স্নেহের পুত্রকে একই সময়ে হারাইয়া যেরূপ অবিচলিত চিত্তে হরিকথা শ্রবণ-বিষয়ে ধৈর্য্য দারণের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, তাহা শোকাতুর গৃহস্থগণের আলোচ্য হওয়া উচিত। শোকশাস্তনের একমাত্র উপায় কৃষ্ণকথা-লাপন। আশা করি, হরেন্দ্রবাবু তাহা বেশ বুঝিয়াছেন।

আমরা জগতে যে সকল বস্তুর প্রতি অত্যন্ত আবদ্ধ হইয়া ভগবানকে ভুলিয়া যাই, ভগবান্ বড় কৃপা করিয়া সেই সকল বস্তু একটি একটি করিয়া সমস্তই আমাদের সম্মুখ হইতে সরাইয়া আমাদিগকে তাঁহার নিত্য শান্তিময় কৌটিল্য-সুশীতল চরণ-চ্ছায়ে আসিবার ইঙ্গিত করেন। মঙ্গলময়ের সেই মঙ্গলেচ্ছাকে যাঁহারা অবিচার বলিয়া মনে করেন, তাঁহাদের বারম্বার এই সংসারে যাতায়াত করিবার দুর্ভাগ্য বরণ করিতে হয়। আমরা যাহার জন্য শোকাতুর হই, তাহা যদি একবার বিচার করি, তাহা হইলে আর শোকের কারণ থাকে না। নশ্বর বস্তুর নশ্বরত্ব চির-প্রসিদ্ধ, তথাপি তাহার জন্য আমরা শোকক্লিষ্ট, ইহারই নাম ক্ষুদ্রতা। সাধুসঙ্গ-ক্রমেই জীবের এই ক্ষুদ্রত্ব অপগত হইয়া ব্রাহ্মণত্ব ও ক্রমে বৈষ্ণবত্ব উপলব্ধির বিষয় হয়। আমরা হরেন্দ্র বাবুকে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীচৈতন্য গ্রন্থের 'শোকশাতন' অধ্যায় পাঠ করিবার জন্য অনুরোধ করি।

দাম্ভা গ্রামের শ্রীযুক্ত [illegible] সাহা, চুড়াইল গ্রামের শ্রীযুক্ত রসিকলাল চৌধুরী এবং কদাকোপা গ্রামের শ্রীযুক্ত জলধর সাহা প্রমুখ সজ্জনগণও স্বামিজীর নিকট হরিকথা-শ্রবণ করিয়া বিশেষ আনন্দলাভ করিয়াছেন।

আসামপ্রদেশে

মহাপ্রভুর কথা

গোয়ালপাড়া গভর্ণমেণ্ট হাইস্কুলের সুযোগ্য হেড্মাষ্টার শ্রীযুক্ত নিমানন্দ ভাগ্যাসিক বী, বি, এফ, বি, টি মহোদয়, শ্রীযুক্ত রাধামোহন ব্রহ্মচারী, শ্রীযুক্ত মহেন্দ্র নাথ দাস প্রভৃতি কতিপয় উচ্চের সাধু চেষ্টা-ফলে আসামদেশবাসী পঞ্চ সজ্জন আচার্য্যের পক্ষ প্রচারিত শুদ্ধভক্তি প্রতি-কূল মতবাদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক শ্রীগৌর-সুন্দর-প্রচারিত শুদ্ধভক্তি মত গ্রহণ করিতেছেন। গত বৎসর তাঁহাদের আগ্রহাতিশয্যে সপার্ষদ শ্রীল প্রভুপাদ শিলং, গোহাটি, গোয়ালপাড়া প্রভৃতি অঞ্চলে শুভ বিজয় পূর্ব্বক তদ্দেশবাসীর নিকট অনেক হরিকথা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। তৎফলে অনেকেই শ্রীশ্রীবিশ্ব-বৈষ্ণবরাজসভা হইতে প্রচারিত গৌড়ীয়, নদীয়া-প্রকাশ, হারমনিষ্ট প্রভৃতি সাময়িক পত্র ও শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাবলীর সমাদর করিতেছেন। শুদ্ধভক্তি-প্রচার-বিষয়ে আসাম-দেশবাসীর প্রবল আগ্রহ ও উৎসাহ দেখিয়া আমরা অতীব প্রীত হইয়াছি। শ্রীভগবান গৌরসুন্দরের শ্রীপাদপদ্ম সেবন-স্পৃহা তাঁহাদের উত্তরোত্তর বলবতী হউক, তাঁহারা শুদ্ধভক্তি-কথা অধিকতর উৎসাহের সহিত আলোচনা করুন, ইহাই শ্রীভগবচ্চরণে আমাদের প্রার্থনা।

কুরুক্ষেত্র ব্যাসগৌড়ীয়মঠে

মহোৎসব

(প্রেস টেলিগ্রাম হইতে গৃহীত)

কুরুক্ষেত্র, ২।১২।২৯

কুরুক্ষেত্র শ্রীব্যাস-গৌড়ীয়মঠের তৃতীয় বার্ষিক মহোৎসব মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীশ্রীগৌরবিনোদধামের শ্রীমন্দির এবং মঠের অঙ্গন সুশোভিত করা হইয়াছিল। বহু ভক্ত-সমাগমে স্থানটী অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিয়াছিল। নাম-সঙ্কীর্ত্তনে ও প্রসাদ বিতরণে প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত সমস্ত দিন আনন্দে অতিবাহিত হয়। ভদ্রমহোদয়গণ এবং ভদ্রমহিলাগণ, মোহান্ত এবং ছাত্রবৃন্দ প্রসাদ-গ্রহণে আপনাদিগকে কৃতার্থ জ্ঞান করিয়াছিলেন এবং সকলেই ভক্ত এবং ভগবানের আশীর্ব্বাদে ধন্য হন। সারা কুরুক্ষেত্র এবং থানেশ্বর কীর্ত্তনানন্দীদিগের হরি-ধ্বনিতে পূর্ণ হইয়াছিল। সকলেই শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রাকৃত অনুভূতিতে নিমগ্ন ছিলেন। শ্রীল গৌরগোবিন্দজী রবিবারে সদলে আসিয়া যোগদান করেন। সকলেই দিল্লীতে শ্রীমূর্ত্তি-স্থাপনের জন্য আহ্বান করিয়াছেন।

পরমহংস মঠ—নিমসার

[গত ২৬শে নবেম্বর মঙ্গলবার হিন্দিদের লক্ষ্ণৌ "বর্ত্তমান" দৈনিক টেলিগ্রাফ হইতে অনুবাদ]

গত কল্য ত্রিদণ্ডি শ্রীমদ্ ভক্তি-প্রদীপ তীর্থ মহারাজ, শ্রীপাদ [illegible] গোস্বামী, ব্রহ্মচারী রামসুন্দর এবং ব্রহ্মচারী বিনোদ প্রভৃতি [illegible] সকলে কণ্টুন্ঠের লালা কুন্দনলাল বাবুর লক্ষ্ণৌ সহরের চৌধুরী [illegible] বাসায় শুভপদার্পণ পূর্ব্বক তাঁহাকে কৃতার্থ করিয়াছেন।

স্বামীজীর বাণী—"পরম পুরুষের নিকট ফিরে চল, বাড়ী ফিরে চল, আমরা সকলেই যাত্রী মাত্র।" আমরা পরম পুরুষের নিত্য দাস্য বিস্মৃত হইয়াই মায়া-পাশে বদ্ধ হইয়াছি। কৃষ্ণের ও কৃষ্ণভক্তগণের সেবা কর—মায়া-পাশ হইতে মুক্ত হইবে।

লালা কুন্দনলাল এই বাণীর মর্ম্ম অবগত হইয়া প্রৌঢ় বয়সে নৈমিষ-সঙ্গ করিয়া ভক্ত-সঙ্গে ভাগবত-প্রচারে মনোনিবেশ করাই যুক্তিযুক্ত স্থির করিলেন।

লালা কুন্দনলাল লক্ষ্ণৌ চকের এক-জন ধনাঢ্য ব্যবসায়ী। তিনি নিমসারে পরম-হংস মঠে একটী মন্দির নির্ম্মাণ করাইবার সমস্ত ব্যয়ভার গ্রহণ করিতেছেন। এই মন্দিরে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের শ্রীমূর্ত্তি স্থাপিত হইবে। পূজ্যপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের তত্ত্বাবধানে শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার প্রচারক-গণ এই শ্রীমূর্ত্তির সেবা পূজা করিবেন।

নিমসার বিশ্ববিখ্যাত তীর্থস্থান। এই খানেই সূতগোস্বামী শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণলীলা গান করিয়াছিলেন। শ্রীসূতগোস্বামীই প্রচার করেন যে, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ পাদপদ্মে আত্মসমর্পণই জীবের বন্ধনমোচনের একমাত্র উপায়। ভাগবতধর্ম্ম পুনঃ স্থাপনার্থী সৎসম্প্রদায়কে সাহায্য করিয়া লালা কুন্দনলাল সকলেরই ধন্যবাদার্হ হইলেন।

ধর্ম্ম বিজ্ঞান

(৫)

সংজ্ঞা

(শ্রীযুক্ত সত্যাঞ্জন সেন এম, এ কর্ত্তৃক সংগৃহীত)

অভয়—সত্ত্বসংশুদ্ধি জীবের পক্ষে অভয়। জীব শুদ্ধসত্ত্বময়। বদ্ধদশায় তাহার শুদ্ধসত্ত্ব-সম্পত্তি গুণীভূত হইয়াছে। সত্ত্বসংশুদ্ধির অভিপ্রায়ে শাস্ত্রসকল জ্ঞানযোগের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

দৈবী-সম্পৎ—সত্ত্বসংশুদ্ধির উদ্দেশে যে সকল কর্ম্মের ব্যবস্থা হইয়াছে, সেই সকলই দৈবী সম্পৎ।

আসুরী-সম্পৎ—যে সকল কার্য্য দ্বারা জীবের সত্ত্বসংশুদ্ধির ব্যাঘাত হয়, সেই সকলই আসুরী সম্পৎ।

দান—দম, যজ্ঞ, [illegible] আর্জ্জব, [illegible] অহিংসা, সত্য, [illegible] ত্যাগ, শান্তি, [illegible] দয়া, [illegible] মৃদুতা, হ্রী, অচাপল্য, [illegible] শৌচ, অদ্রোহ ও অনতিমানিতা—এই ছাব্বিশটী গুণকে দৈবী সম্পৎ বলে।

দম্ভ, দর্প, অভিমান, ক্রোধ, নিষ্ঠুরতা ও অবিবেক—এই ছয়টী আসুরী সম্পৎ। ঐ আসুর-স্বভাব ব্যক্তিগণ প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি কাহাকে বলে জানেন না। শৌচ, আচার ও সত্য তাঁহাদের নিকট আদৃত হয় না।

— গীতা ১৬শ অধ্যায়

কাম—শ্রদ্ধা নহে বলিয়া নির্গুণ বা নির্গুণের উদ্দেশ্য নাই, তাহাতে পদাস্পৃহা তাহারাই নাম কাম। শ্রদ্ধা সত্ত্বাদি গুণভেদে ত্রিবিধ। সাত্ত্বিক শ্রদ্ধান্বিত লোকেরা দেবগণকে, রাজসিক শ্রদ্ধান্বিত ব্যক্তিগণ যক্ষরক্ষগণকে এবং তামস শ্রদ্ধান্বিত ব্যক্তিগণ ভূত-প্রেতাদিগকে ভজন করে।

সাত্ত্বিক প্রিয় আহার—আয়ু, সত্ত্ব, বল, আরোগ্য, সুখ ও প্রীতি-বিবর্দ্ধক; উহারা রসকারী, স্নিগ্ধকারী, স্থৈর্য্যকারী দেহের হিতকারী।

রাজস-প্রিয় আহার—তিক্ত, অতি কটু, অম্ল, লবণ ও অত্যুষ্ণ, অতি-তীক্ষ্ণ রুক্ষ মরীচাদি, অতি বিদাহী দুষ্ট চণক সর্ষপাদি এবং দুঃখ শোকাময়কারী আহারসকল রাজস লোকের প্রিয়।

তামস-প্রিয় আহার—এক প্রহরের অধিককাল পক্ব হইয়া থাকিলে যে খাদ্যদ্রব্য শৈত্য প্রাপ্ত হয়, তাহা নীরস খাদ্য, যে খাদ্যে পূতি গন্ধ হইয়াছে, যে খাদ্য পূর্ব্ব দিনে পক্ব হইয়া পর্য্যুষিত আছে, তৎসমুদয় এবং গুরুজন ব্যতীত অপরের উচ্ছিষ্ট দ্রব্য ও মদ্য মাংসাদি অমেধ্য দ্রব্য-সকল তামসলোকের প্রিয়। [মহাপ্রসাদের গুরু, পর্য্যুষিত প্রভৃতি বিচার নাই।]

সাত্ত্বিক যজ্ঞ—ফলাকাঙ্ক্ষাবিহীন, বিধিসম্মত কর্ত্তব্য বোধে অনুষ্ঠিত যজ্ঞ সাত্ত্বিক যজ্ঞ।

রাজস যজ্ঞ—ফলাভিসন্ধির সহিত ও দম্ভের জন্য কৃত যজ্ঞকে রাজস যজ্ঞ বলে।

তামস যজ্ঞ—বিধিহীন, অন্নদান-রহিত, মন্ত্রহীন, দক্ষিণাহীন, শ্রদ্ধারহিত যজ্ঞই তামস যজ্ঞ। এ স্থলে নিরাকার স্বরূপ শ্রেষ্ঠ বলিয়া তামস [illegible] শ্রদ্ধা বলিয়া স্বীকার করা গেল না।

শারীর তপ—দেব, দ্বিজ, প্রাজ্ঞ ব্যক্তির পূজা, শৌচ, সরল চর্য্যা ও অহিংসা—ইহারা শারীরিক তপ।

বাঙ্ময় তপ—অনুদ্বেগকর, সত্য, [illegible] প্রিয় ও হিতকর বাক্য ও স্বাধ্যায় [illegible]

মানস তপ—

পরা-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

সম্প্রতি পরবিদ্যাপীঠে নিম্নলিখিত শিক্ষণীয় বিষয়নিচয়ের অধ্যাপকের আসনসমূহ সংস্থাপিত হইয়াছে—বিদ্বান্‌গণ আবেদন করুন।

১। সাহিত্যাসন, ২। ঐতিহ্যাসন,
৩। সম্প্রদায়বৈভবাসন, ৪। ভক্তিশাস্ত্রাসন,
৫। তত্ত্বশাস্ত্রাসন, ৬। বেদান্তাসন,
৭। একায়নাসন।

শ্রীসুন্দরানন্দ রায় বি, এ, কাব্যতীর্থ, বিদ্যাসাগর,
সম্পাদক—পরবিদ্যাপীঠ, শ্রীধাম মায়াপুর।

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৪০, চল্লিশ টাকা।

২৭২৪ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে, সপ্তচত্বারিংশ খণ্ডে সূচী ছাপা হইতেছে।

৪৬শ খণ্ড প্রাপ্ত নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে ১৩।./০ সাধারণ পক্ষে ১৩৬।./০। প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৫০, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ।/০।

দশম স্কন্ধের ভিক্ষা ১২, অগ্রিম সাহায্যের পক্ষে ৮,।

[illegible] অধ্যায়ান্ত একাদশ সংখ্যা ছাপা হইয়াছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

"শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত"

সূচী প্রভৃতি সহ সম্পূর্ণ ছাপা শেষ হইয়াছে

আদি, মধ্য, ও অন্ত্যলীলা এবং সূচী ছাপা হইয়া সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছেন। যাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্ব্বের ১৬, টাকা ভিক্ষার তৃতীয় সংস্করণ ৪, টাকায় না পাইয়া অপরের সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের জন্য উহার ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছেন। মোট ১০, টাকার এই বিরাট গ্রন্থের অল্প সংখ্যা মাত্র ৫, টাকা ভিক্ষায় দেওয়া হইতেছে। [illegible] হইল পরে আর এ সুযোগ থাকিবে না।

[illegible]

শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

সভাষ্য আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র গ্রন্থ ৮, স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫,

নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪॥০ টাকা

শ্রীচৈতন্য মঠের যাবতীয় গ্রন্থ

[illegible], শ্রীচৈতন্য মঠ

পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া

[illegible]

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত ভক্তি গ্রন্থাবলী

যে সব উৎকলবাসী ভক্ত বাংলা অক্ষর পড়িতে জানেন না, তাঁহাদের শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর প্রচারিত পরম উপাদেয় ভক্তি-কথা জানিবার সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে উড়িয়া-অক্ষরে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হইয়াছে বাংলা গ্রন্থের তুলনায় উড়িয়া গ্রন্থগুলির ভিক্ষাও অপেক্ষাকৃত অল্প।

গ্রন্থের নাম	ভিক্ষা
শ্রীহরিনাম চিন্তামণি, প্রতিখণ্ড	৷৷০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	১,
সাধন পথ (শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টক) প্রতিখণ্ড	।০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৷৷০
কল্যাণ কল্পতরু প্রতিখণ্ড	৵০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	।০
গীতাবলী প্রতিখণ্ড	⁄১০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৶১৫
শরণাগতি প্রতিখণ্ড	⁄০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৶৫

প্রাপ্তিস্থান { শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ, কটক
এবং
শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, পুরী }

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিম্নলিখিত মঠসমূহে প্রাপ্তব্য:—

১। শ্রীচৈতন্য মঠ,—পোঃ, শ্রীধাম মায়াপুর, (নদীয়া)।
২। শ্রীগৌরগদাধর মঠ,—চাঁপাহাটি, সমুদ্রগড় পোঃ, (বৰ্দ্ধমান)।
৩। শ্রীভাগবত আসন,—ভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৪। শ্রীগৌড়ীয় মঠ,—১নং উল্টাডাঙ্গা জংসন রোড্, কলিকাতা।
৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ,—চটকপর্ব্বত, পুরী।
৬। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ,—উড়িয়া বাজার, কটক।
৭। শ্রীভাগবত মঠ,—চিরাখিলা, বালিঘাইপুর, মেদিনীপুর।
৮। শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ,—[illegible] জঙ্গমবাড়ী, কাশী, ইউ, পি।
৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,—ছিপিগলি, বৃন্দাবন, মথুরা, ইউ, পি।
১০। শ্রীপ্রয়াগ মঠ—[illegible] পোঃ, [illegible], ইউ পি।
১১। শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ,—কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল, পাঞ্জাব।
১২। শ্রীমাধবগৌড়ীয় মঠ,—[illegible] নং নবাবপুর রোড্, ঢাকা।
১৩। শ্রীগদাইগৌরাঙ্গ মঠ, বালিয়াটি, ঢাকা।
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম,—আমলাযোড়া, রাজবাঁধ পোঃ, বৰ্দ্ধমান।
১৫। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ,—চুয়ারকোন্দা, চিরকুণ্ডা পোঃ, মানভূম।
১৬। শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয় মঠ,—আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী, উড়িষ্যা।
১৭। শ্রীগৌড়ীয় মঠ কার্য্যালয় [illegible] নিউদিল্লি

এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণের নিকটও নদীয়া-প্রকাশ প্রাপ্তব্য।

১। শ্রীযুক্ত জনার্দ্দন ঘোষ—[illegible] রোড, খুলনা।
২। শ্রীযুক্ত [illegible] গোস্বামী ভক্তিভৃঙ্গ—[illegible], হলদিবাড়ী কুচবিহার।
৩। শ্রীযুক্ত রাসবিহারী রায়—[illegible] লেন, কলিকাতা।
৪। মিঃ [illegible]—এম, এস, [illegible] কানপুর।
৫। শ্রীযুক্ত [illegible], নদীয়া।
৭। শ্রী[illegible]
৮। শ্রী[illegible]

শ্রীচৈতন্যমঠের গ্রন্থাবলী

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর লিখিত ও
অন্যান্য গ্রন্থাবলী।

উৎকৃষ্ট কাপড়ে বিলাতী ধরণে বাঁধাই
স্বর্ণালঙ্কৃত। চতুর্থ সংস্করণ। বিস্তৃত বিষয়সূচীসহ

শ্রীজৈবধর্ম

বাঁধাই ২৲ দুই টাকা।

প্রকাশিত হইয়াছে

সনাতন ধর্মশাস্ত্র বেদ, বেদান্ত, উপনিষৎ গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত, দর্শন, পুরাণ, তন্ত্রাদি সকল গ্রন্থ পাঠ করিবার অবসর অতি অল্প মানবের ঘটিয়া থাকে। অনেকের যোগ্যতা না থাকায় সেই সমস্ত গ্রন্থের মর্ম অবগত হইতে পারেন না। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বাঙ্গালীর এই অসুবিধা দূরীভূত করিবার জন্য এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

বিদ্যালয়ের ছাত্র বা শিক্ষকগণের বিশেষ পাঠ্য, এই হেতু শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টার বাহাদুর ইহা সমস্ত বিদ্যালয়ের জন্য অনুমোদন করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

প্রথম খণ্ড ভিক্ষা ১৲ একটাকা

যুক্তিপূর্ণ শাস্ত্রবাক্য দ্বারা প্রত্যেক মানবের নিত্য কর্তব্য ও অনিত্য সাময়িক কর্তব্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। গ্রন্থের প্রতি উক্তি সনাতন শাস্ত্রবাক্য দ্বারা সমর্থিত ও প্রমাণিত হইয়াছে। দেহের, মনের ও আত্মার ধর্ম কি? স্বদেশ, সমাজ, নীতি, ধর্ম কি? ইত্যাদি বিষয় ক্রমানুসারে এমন সুন্দরভাবে যুক্তিসঙ্গতভাবে আলোচিত হইয়াছে যে, প্রথম পংক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত পাঠ না করিয়া নিবৃত্ত হওয়া যায় না।

শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ভিক্ষা ৶০

ঐ প্রমাণ খণ্ড ভিক্ষা ৶০

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিহার ও লীলাভূমি নয়টী দ্বীপ-সমন্বিত। এই নয় দ্বীপের প্রাচীন বিবরণ—প্রত্যেক দ্বীপে শ্রীমহাপ্রভুর লীলা—প্রত্যেক দ্বীপের পরিচয়, শ্রীধাম-মাহাত্ম্য—নামাপরাধ কি? ইত্যাদি বিষয় বিশেষভাবে মনোহর ছন্দে বর্ণিত। পকেট সাইজ প্রায় ১৬০ পৃষ্ঠা।

শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ

উজ্জ্বল ব্রোঞ্জ-ব্লু কালীতে উত্তম কাগজে ছাপা—শ্রীনবদ্বীপধাম দর্শনে ভাবুক দর্শনকারীর কি প্রকার ভাবের উচ্ছ্বাস হয়, তাহা এই গ্রন্থে বর্ণিত। অতি চমৎকার। ভিক্ষা চারি আনা।

শ্রীশিক্ষাষ্টক

৷৶০ দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভুকে উপদেশচ্ছলে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে সাধকগণের অনুকূল ও প্রতিকূল বিচার অতি সুন্দরভাবে বর্ণন করিয়াছে। ইহা ছাড়া শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর শিক্ষা ও উপদেশ বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব-জগতে অভিনব গ্রন্থ !!
শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতি গ্রন্থাবলী

শরণাগতি

পকেট সাইজ
অষ্টম সংস্করণ
ভিক্ষা /০ আনা

দেহ ও মনের চেষ্টা অনিত্যবস্তু লইয়া। ইহা যখন জীব বুঝিতে পারে, তখন একমাত্র নিত্যবস্তু শ্রীভগবানের প্রতি তাঁহার কোন জাতীয় আবেগময়ী প্রার্থনা হয় এবং শ্রীভগবানে সর্ব্বান্তঃকরণে নিষ্কপটে কি প্রকারে শরণাপন্ন হইতে হয়, ইত্যাদি বিষয়ক প্রাণস্পর্শী প্রার্থনা ও আত্মসমর্পণমূলক গান। উড়িয়া সংস্করণও প্রকাশিত হইয়াছে।

ভিক্ষা প্রতি খণ্ড /০ এক আনা

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা— /০, নবদ্বীপশতক— /০
অর্চ্চনপঞ্চক—/০

কল্যাণকল্পতরু

পকেট সাইজ
পঞ্চম সংস্করণ
ভিক্ষা ৵১০

আমরা প্রত্যহ নূতন অভাব ও কামনার বশবর্ত্তী হইয়া পুনঃপুনঃ যে অকল্যাণকে কল্যাণ বলিয়া গ্রহণ করি এবং যাহার নিকট কল্যাণ কামনা করি, তিনি যে নিত্য বা যথার্থ কল্যাণ প্রদানে অসমর্থ এবং কোন পথ আমাদের নিত্য কল্যাণদাতা এবং কি ভাবে আমরা সেই কল্যাণলাভে সমর্থ হইব, এই সকল কথা সরল গানে লিখিত। এই গীতগ্রন্থ বাস্তবিকই কল্যাণের কল্পতরু; যদি প্রত্যেককে নিত্যকল্যাণ প্রদানে

শ্রীল চক্রবর্ত্তি-ঠাকুরের টীকা সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠাকুর কৃত টীকা ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কৃত বঙ্গানুবাদ। টীকাকারের জীবনী, শ্লোক-সূচি, বিষয়সূচি প্রভৃতি বহু প্রয়োজনীয় বিষয় সংবলিত প্রায় ৮২৫ পৃষ্ঠা। উৎকৃষ্ট সিল্কে বাঁধাই ২৲ দুই টাকা, কাগজে বাঁধা ১৷৷০

শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ কৃত ভাষ্য সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

কাগজ ও ছাপা উৎকৃষ্ট। সিল্কে বাঁধাই, সোণার জলে নাম লেখা রাজসংস্করণ ১৲ টাকা, সাধারণ সংস্করণ ১৷৷০, গৌড়ীয়ের গ্রাহকপক্ষে ১।০

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি (সাম্প্রদায়িক কোষগ্রন্থ)

বিষয়:—১। ভক্তিশাস্ত্রে ব্যবহৃত শব্দাবলীর অর্থ, ২। চারি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের চরিত্র, ৩। বিষ্ণুবৈষ্ণবসম্পর্কিত শ্রীমন্দির ও শ্রীবিগ্রহের বিবরণ, ৪। বৈষ্ণবশাস্ত্র ও প্রবন্ধসমূহের তালিকা ও বিবরণ, ৫। বিষয় বিশেষের লৌকিক ও শাস্ত্রীয় অকারাদিক্রমে যাবতীয় তথ্য। চারিখণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ১ম খণ্ড ৸৵০, ২য় খণ্ড ৸৵০, ৩য় খণ্ড ৸০, ৪র্থ খণ্ড ৷৷৵০, চারিখণ্ড একত্রে ৩৲ (৫ম খণ্ড যন্ত্রস্থ)।

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ—১ম খণ্ড ১৲ এক টাকা

২য় খণ্ড ১৲ এক টাকা—শ্রীমদ্ভাগবতের গ্রাহক ও গৌড়ীয় গ্রাহকগণ ১৷০ টাকায় দুইখণ্ড পাইবেন। বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমজ্জীব গোস্বামিপাদের রচিত গ্রন্থ। ইহা ষট্সন্দর্ভের অধিক প্রয়োজনীয় অংশ। প্রতি খণ্ড উৎকৃষ্ট ... ৬৪ পৃষ্ঠা ... প্রকাশিত হইতেছে।

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর সম্পাদিত

সৎক্রিয়াসারদীপিকা

ভিক্ষা ৶০ মাত্র

রেজেষ্টার্ড

মদন মঞ্জরী

বটিকায় স্বপ্ন ও ধাতুবিকার, ইন্দ্রিয়শক্তির হ্রাস, প্রস্রাবে শুক্রপাত, অগ্নিমান্দ্য, মাথাঘোরা, বুক ধড়ফড়ানি, অনিদ্রা প্রভৃতি লক্ষণ সত্বর নির্দ্দোষ আরোগ্য হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ৪০ বটী ১৲ এক টাকা।

"নপুংসকত্বারি ঘৃত"

পুরুষত্বহানি রোগে বাহ্যপ্রয়োগ দ্বারা আরোগ্য করিয়া থাকে। মূল্য ২ তোলা ১৲ টাকা।

"রমণীবিলাসিনী বটিকা"

বীর্য্যধারণ করত সঙ্গমশক্তি স্থায়ী ও বৃদ্ধি করিতে অত্যাশ্চর্য্য। মূল্য ১৬ ... এক টাকা।

রাজবৈদ্য নারায়ণজী, কেশবজী
১৭৭নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

বিজ্ঞাপন

সাবধান! সাবধান!! সাবধান!!!

জে, বি, দত্তের চোকা শিশি বাদাম তৈল

আদি ও অকৃত্রিম এবং উপকারিতায় সর্ব্বজন পরিচিত ও বহু প্রশংসিত।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী *J. B. Datta & Co.* নাম খোদা দেখিয়া খরিদ করিবেন। নতুবা জুয়াচোরগণ কমদরের কৃত্রিম তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে।

বিনীত—জে, বি, দত্ত

ফেরাস কুইনিন

নূতন এবং পুরাতন ম্যালেরিয়ার যম

... উপযুক্ত ... কুইনিন, আর্সেনিক ... কারলে ... টনিক ... করিয়া দেয়। ... টাকা ... পত্র ...

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (প্রাচীন নবদ্বীপ) নদীয়া

পর-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

এখানে আহার এবং বাসস্থান দিয়া বিদ্যার্থিগণকে বিভিন্ন শিক্ষণীয় বিষয় শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। অনেক ছাত্র ইতোমধ্যেই আসিয়া পাঠ আরম্ভ করিয়াছেন। বর্ত্তমান বর্ষে সকল ছাত্রই গবর্ণমেন্ট সংস্কৃত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

প্রধান অধ্যাপক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রচন্দ্র কাব্য ব্যাকরণ-সাংখ্য-বেদান্ত-ষড়দর্শন-তীর্থ, সাংখ্যভূষণ, বেদান্তরত্ন, সাহিত্যশাস্ত্রী, সুদর্শনাচার্য্যাদি।

অধ্যাপক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গৌরদাস ব্রহ্মচারী ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীধাম মায়াপুর পরাবিদ্যাপীঠ, (নদীয়া)

বেদনাঞ্জন

শ্রেষ্ঠরত্ন

কলিকাতা কংগ্রেস একজিবিসন হইতে বহু প্রশংসা প্রাপ্ত ও বহু গণ্যমান্য ভদ্রমহোদয়গণ কর্ত্তৃক প্রশংসিত।

REGISTERED

আজকাল বাজার-চলন মিশ্রিত ও বিষাক্ত আহার্য্য সেবনে শরীরের রক্ত স্বতঃই দোষিত হইয়া পড়িতেছে। রক্তই মানবদেহের শ্রেষ্ঠ উপাদান, এই রক্ত দোষিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মানব বাত, বেদনা, মাথাধরা, মাথাঘোরা, দৃষ্টিশক্তির হ্রাস, দাঁতের গোড়া ফুলা, দাঁত কনকনানি, দাঁতে পোকা এবং দাদ, চুলকানি প্রভৃতি কষ্টদায়ক চর্ম্মরোগে আক্রান্ত হইতেছে। যদি আপনি একান্তই ব্যাধিমুক্ত হইতে চান, তাহা হইলে অযথা পয়সার অপব্যয় না করিয়া অল্প ব্যয়ে এক শিশি **বেদনাঞ্জন** ক্রয় করিয়া ইহার আশ্চর্য্যকারী-শক্তি উপলব্ধি করুন। গুণের তুলনায় মূল্য অতিসামান্য, এক শিশি ।৵০ আনা মাত্র মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান—এ, সি, চাটার্জ্জী এণ্ড ব্রাদার্স।

৪৫নং হিদারাম ব্যানার্জি লেন, শালিকা হাওড়া।

সকল মনিহারী দোকানে ও বড় বড় ডাক্তারখানায় পাওয়া যায়।

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

যদিও অদ্যাপি প্রকৃত মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য, তথাপি যাঁহারা নানাবিধ অনিয়মিত উপায়ে অপরিমিত শক্তি নষ্ট করিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন এবং নানা প্রকার মেহ, প্রমেহ ধাতুদৌর্ব্বল্য, স্নায়বিক দুর্ব্বলতা, বহুমূত্র, স্বপ্নদোষ, পারদ সংক্রান্ত পীড়া, অর্শ এবং স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে বাধক, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, প্রদর, শ্বেত ও রক্তপ্রদর, হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি রোগে ভুগিয়া জীবনে নিরাশ হইয়াছেন তাঁহারা আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার [illegible] সাহেবের আবিষ্কৃত **ইলেক্ট্রিক সলিউসন** ব্যবহার করিয়া বাঁচিতে পারেন, তাহার শত শত প্রমাণ প্রাপ্ত হইয়াছি [illegible] যাঁহারা অন্যান্য [illegible] ঔষধ ব্যবহার [illegible] একবার এই [illegible]

সোল এজেণ্ট—ডাঃ ডি, ডি, হাজরা।

[illegible], গার্ডেনরিচ পোঃ, কলিকাতা।

ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

অধ্যক্ষ

শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম এ, এফ সি এস (লণ্ডন)

ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক

(প্রফেসার)

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ বিশুদ্ধ ও শাস্ত্রমতে নিজ তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হয়। পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ক্যাটালগ পাঠান হয়। রোগের বিবরণ জানাইলে যত্নপূর্ব্বক ব্যবস্থা দেওয়া হয়। চিঠি পত্রাদি সম্পূর্ণরূপে গোপন রাখা হয়।

মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দুর)

(বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৪৲ টাকা

উৎকৃষ্ট স্বর্ণ, পারদ ও আমলাসার গন্ধক দ্বারা যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। নিত্য প্রয়োজনীয় সর্ব্বরোগনাশক মহৌষধ।

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৩৲ টাকা

উৎকৃষ্ট কাশীর আমলকী, পঞ্চকোলন প্রভৃতি যাবতীয় উপাদানে পূর্ণ মাত্রায় যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। কফ, কাসি, সর্দ্দি, যক্ষ্মা, ক্ষয়রোগ, হৃদরোগ প্রভৃতি রোগের মহৌষধ। সর্ব্বপ্রকার দুর্ব্বলতা নাশক অতিশয় পুষ্টিকর মহৌষধ বা খাদ্য বিশেষ।

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬৲ টাকা

ইহা সেবনে ধাতুদৌর্ব্বল্য, শুক্রহীনতা, স্বপ্নদোষ, প্রমেহ ও ধ্বজভঙ্গ সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায়। ইহা অপরিসীম আনন্দদায়ক রসায়ন।

অবলাবান্ধব যোগ

প্রদর, বাধক প্রভৃতি জরায়ুদোষ ও যোনিগত দুরারোগ্য রোগের মহৌষধ

মূল্য—১৬ মাত্রা ২৲ টাকা। ৫০ মাত্রা ৫৲ টাকা মাত্র

বিশুদ্ধ জল! ভয় নাই! বিশুদ্ধ জল!!

লক্ষ্মী টিউব-ওয়েল কোং

২০৫নং নবাবপুর, ঢাকা

বর্ত্তমান-যুগের নব আবিষ্কৃত যন্ত্রপাতি দ্বারা উন্নত বৈজ্ঞানিক-খনন-প্রণালীতে নলকূপ (*Tube-well*) নির্ম্মাণ করা হয়। বঙ্গের লাট বাহাদুর, প্রাইভেট সেক্রেটারী, জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট, ডিস্‌-বোর্ডের চেয়ারম্যান, ইঞ্জিনিয়ার, জমিদার, তালুকদার, প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত ভদ্রমহোদয়গণ এই কোম্পানীর কার্য্য দেখিয়া প্রশংসা করিয়াছেন। রাসায়নিক পরীক্ষায় জল বিশুদ্ধ না হইলে মূল্য গৃহীত হয় না। বিস্তৃত বিবরণের জন্য পত্র লিখুন।

বৃত্তিসহ সমগ্র

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

ভিক্ষা ২৲ টাকা। শিক্ষার্থি-ছাত্রের পক্ষে ১॥০ দেড়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীপরাবিদ্যাপীঠ, শ্রীগৌড়পুর

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

মনোমোহন প্রেস

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা

পূর্ব্ববাঙ্গালায় সুলভে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত বৈদ্যুতিক মেশিনে দিবারাত্র কাজ চলিতেছে বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা।

[illegible]

স্থানীয় সংস্করণ

Registered No. C 1511

বিজ্ঞাপনের হার

প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র।

[illegible] অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক [illegible]
ষাণ্মাসিক ৫
ত্রৈমাসিক [illegible]
মাসিক [illegible]
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৴০

৪র্থ খণ্ড] সম্পাদক—প্রত্নবিদ্যালঙ্কার শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী [২৬৩ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্য মঠ শ্রীধাম মায়াপুর—২৩শে অগ্রহায়ণ সোমবার ১৩৩৬, ৯ই ডিসেম্বর ১৯২৯

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থাবলী

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্—শ্লোক সূচী, বিষয়-সূচী প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছে। প্রতি খণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৶০ গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশ গ্রাহক পক্ষে ৵০
২। ভাষ্য সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ) ৫৲
৩। গৌড়ীয়-গৌরব ৶০
৪। গৌড়ীয়-[illegible] ।০
৫। ভজন-রহস্য ॥০
৬। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ২৲
" " " আবাঁধা ৸০
৭। গীতা (শ্রীবলদেব-ভাষ্যসহ) বাঁধা ২৲ আবাঁধা ১৷০
৮। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি টীকা-সহ) বাঁধা ২৲ আবাঁধা ১৷০
গীতার কেবল বাঙ্গলা-ভাষা ॥০
৯। [illegible] ২৲
১০। বেদান্ত-[illegible] (রামানুজীয়) ॥০
১১। জৈবধর্ম্ম ২৲
১২। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৩। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৪। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ৷৶০
১৫। [illegible] ৵০
১৬। সাধনপথ (৩য় সংস্করণ) ৷৶০
১৭। [illegible] ও আচার্য্য ৷৶০
১৮। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
১৯। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৵০
২০। শ্রীনবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
২১। নবদ্বীপধাম-[illegible] (প্রথম খণ্ড) ৶০
২২। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ
২৩। শ্রীগৌড়মণ্ডল-পরিক্রমা দর্পণ
২৪। শরণাগতি, গীতাবলী, [illegible] [illegible], নবদ্বীপশতক, [illegible] ও [illegible] মোট ১৷০
২৫। কল্যাণকল্পতরু [illegible] ৵০
২৬। সাধককণ্ঠমণি
২৭। সংস্কার-দীপিকা
২৮। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-[illegible] (প্রথম খণ্ড)
২৯। [illegible]
৩০। [illegible] শিক্ষা
৩১। [illegible]
৩২। [illegible]
৩৩। [illegible]

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

ইংরাজী ভাষায় ভক্তিগ্রন্থ

১ [illegible]
২ [illegible]
৩। [illegible]
৪। [illegible]
৫। [illegible]
৬। গৌড়ীয়মঠ কি [illegible]

শ্রীধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপ-প্রদর্শনী, নদীয়া

(৩রা ফেব্রুয়ারী হইতে ১লা মার্চ্চ ১৯৩০ পর্য্যন্ত)

[illegible]

শ্রীকুঞ্জবিহারী [illegible]
শ্রীচৈতন্য মঠ, শ্রীধাম মায়াপুর পোঃ আঃ (নদীয়া)

দেবনাগরাক্ষরে ভক্তিগ্রন্থ

[illegible]

[illegible]

[illegible] … অনুযায়ী [illegible] কৃষ্ণনগরের সুযোগ্য সাবডিভিসনাল ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ দে মহাশয়ের বিচারে ৩ মাস সশ্রম কারাবাসের আদেশ প্রাপ্ত হইয়াছিল। এই হুকুমের বিরুদ্ধে আসামীগণ কৃষ্ণনগরের সুযোগ্য ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ সি. সি. দাস মহোদয়ের নিকট আপিল করিয়াছিল। গত সোমবার উক্ত ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুর [illegible] … দণ্ড প্রাপ্ত হইয়াছে।

লালাজীর প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা ও সরকার

[illegible] … প্রতিমূর্ত্তি [illegible] … প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠার [illegible] … আলোচনা করিয়াছেন।

কোম্পানী ডিরেক্টরের কারাদণ্ড

[illegible] … হইয়াছে।

বঙ্গের গভর্ণর ও [illegible]

অভিনন্দন প্রদান

[illegible] … কৃষ্ণনগর বরেন্দ্র [illegible] … অভিনন্দন প্রদান করেন।

অভিনন্দনের উত্তর

অভিনন্দনের উত্তরে গভর্ণর বাহাদুর বলেন, নিম্নোক্ত আমার নিকট জিলার একটি বিবরণ দাখিল উপস্থিত করিয়াছেন। আমি জানি, আপনারা বহুদিন অনেক সমস্যার [illegible] ভুগিয়া থাকেন। যে সকল জিলার কৃষি ও শিল্পের উন্নতির বাধা পড়ে [illegible] জিলা [illegible] জিলার স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য সরকারের নিকট অধিক সাহায্য প্রার্থনা করিতেছেন। কিন্তু সরকারের অর্থ সীমাবদ্ধ ও দাবির অধিক। [illegible] প্রতিষ্ঠানগুলিকে সাহায্য করিবার জন্য জিলাবোর্ডের ভাণ্ডার সমস্ত অর্থ সাহায্য প্রদানের ব্যবস্থায় আপনাদের উপকার হইবে, আশা করি। এই সাহায্যে [illegible] জিলা বোর্ড [illegible] নিজেদের চেষ্টায় অর্থ সংগ্রহের চেষ্টা করুন।

স্বাস্থ্য হানির কারণ

জিলাবাসীর স্বাস্থ্যহানি ও অবনতির কারণস্বরূপ আপনারা বড় বড় নদীগুলির [illegible] … গত বৎসর [illegible] … হইয়াছে, তাহারা [illegible] … ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দ [illegible] … [illegible]

[illegible] … সমাধান [illegible] … [illegible] চেষ্টা কাহারও তাহার ফল বেশী দিন স্থায়ী হইবে না।

জলঙ্গী নদীতে জলস্রোত প্রবাহিত হইতেছে। ১৯২৭ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে নূতন মুখ খুলিয়া দেওয়ায় সারা বৎসর গঙ্গার জল জলঙ্গীতে প্রবেশ করিতেছে।

সেচের সমস্যা

অধিকাংশ গ্রাম নদী অপেক্ষা উচ্চে থাকায় এই জিলায় সেচের ব্যবস্থা বৃদ্ধি করায় অসুবিধা রহিয়াছে। নী [illegible] জিলায় যে সেচের ব্যবস্থা হইতেছে, তাহার সংযোগে এই জিলার পশ্চিম অংশে কতক অঞ্চলে সেচের জল সরবরাহ করা যাইতে পারে। জিলার নিম্ন অঞ্চলে পুরাতন পুষ্করিণীগুলির পঙ্কোদ্ধারের দ্বারা উপকার হইবে।

স্বায়ত্তশাসন আইন

আপনারা স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন আইন সংশোধনের কথা বলিয়াছেন, সরকারও এ প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন, কিন্তু গুরুতর সমস্যা থাকিতে এ সকল বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া সম্ভব হইবে না বলিয়া মনে হয়।

শিক্ষা-কর

জিলা বোর্ড ও মহামেডান এসোসিয়েশন প্রাথমিক শিক্ষা সম্বন্ধে কতক [illegible] করাইবার কথা বলিয়াছেন। প্রাথমিক শিক্ষা পাণ্ডুলিপির সিলেক্ট কমিটীর রিপোর্ট এখনও পেশ হয় নাই। কাজেই তাঁহাদের প্রস্তাবিত শিক্ষাকরের কথা এখন আলোচ্য নহে।

বোম্বাইয়ে মন্দির সত্যাগ্রহ

বোম্বাইয়ে মিঃ জয়াকরের বাটীতে সংপ্রতি এক পরামর্শ সভার অধিবেশন বসিয়াছিল। ঐ সভায় একপক্ষে বোম্বাইয়ের কতিপয় প্রসিদ্ধ মন্দিরের [illegible] এবং অপর পক্ষে অস্পৃশ্যদের [illegible] ডাক্তার আম্বেদকর ছিলেন। [illegible] সত্যাগ্রহ [illegible] না করিয়া মন্দির সমস্যা সন্তোষজনক সমাধান করা যায় [illegible] সেইরূপ উপায় সম্বন্ধে [illegible] হইয়াছে।

ভারতীয় ডাক-বিমান বিপন্ন

গোলেন [illegible] … পশ্চিম [illegible] … যে বৃটিশ জলবিমানখানা নেপলস হইতে এথেন্স যাত্রা করে, সেখানা ব্রিন্দিসির ৭ মাইল দক্ষিণে বিপন্ন অবস্থায় সমুদ্রের উপর অবতরণ করে। নাবিকদিগকে উদ্ধার করা হইয়াছে।

নেপালের বর্ত্তমান প্রধান মন্ত্রী

সমসের জঙ্গ বাহাদুর রাণার মৃত্যুর পর নেপালের প্রচলিত নিয়ম অনুসারে তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা মহারাজা ভীম সমসের জঙ্গ বাহাদুর রাণা প্রধান মন্ত্রীর পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। পরলোকগত প্রধান মন্ত্রীর সময়ে তিনি নেপালের প্রধান সেনাপতিরূপে তাঁহার দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ ছিলেন। বৃটিশ কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাকে সম্মানসূচক কর্ণেল এবং কে, সি, এস, আই ও কে, সি, ভি ও উপাধি প্রদান করিয়াছেন। তিনি প্রখর বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি। আমরা আশা করি তিনি নেপালকে অধিকতর সমৃদ্ধিশালী করিতে কৃতকার্য্য হইবেন।

বিজ্ঞাপন

সাধারণের বিজ্ঞার্থে জানান যাইতেছে যে, কলিকাতা ২১৪নং বহুবাজার ষ্ট্রীটস্থ "[illegible]" মহোদয়ের [illegible] … "কাম-শাস্ত্র" [illegible] … ১৫০০০ হাজার লোক [illegible] হইয়াছেন। [illegible] উপকৃত হইবেন।

লোহার কড়ি বরগা
করগেট টীন, জানালার গরাদে
দালানের ফুলদার রেলিং ও থাম
বেড়াঘেরা কাঁটা তার ইত্যাদি
সুলভে বিক্রয় করি
কান্তিচন্দ্র মুখার্জ্জি এণ্ড সন্স
২৯ [illegible] ষ্ট্রীট [illegible] ৪৪৯
[illegible] কলিকাতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২৩শে অগ্রহায়ণ সোমবার —১৩৩৬

সংস্কার-তাৎপর্য্য

উপসংহার

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ২৩০ সংখ্যার পর)

আমরা পুনঃ পুনঃ প্রবন্ধসমূহে পঞ্চসংস্কারের বাক্যার্থ ও মূল তাৎপর্য্য নির্দ্দেশ করিয়াছি, অধুনা সদ্‌গুরু-সকাশে পঞ্চসংস্কার গ্রহণের একান্ত প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে মহাজন-বাক্য উদ্ধার করিতেছি। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বলিয়াছেন—

"এস্থলে একটী প্রশ্ন হইতে পারে যে, আজকাল শিষ্যদিগের প্রতি গুরুদিগের এ প্রকার (সংস্কার-তত্ত্ব-বিষয়ক) উপদেশ কেন দেখা যায়না ? উত্তর এই যে, কাল-দোষে গুরু সম্বন্ধে মানবগণের বিচার অত্যন্ত দূষিত হইয়াছে। আজকাল হয় কুলগুরুর নিকট অথবা যে সে ব্যক্তির নিকট উপদেশ গ্রহণ করা হয়, তাহাতে পরমারাধ্য গুরুদেবের আশ্রয় হইতে পারে না। শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে যে, শব্দব্রহ্ম ও পরব্রহ্মে নিষ্ঠা ও আশ্রয়-প্রাপ্ত গুরুদেবের নিকট আত্মার শ্রেয়ো জিজ্ঞাসু ব্যক্তি গমন করত প্রণতি স্বীকার করিবে। যথা,—

তস্মাদ্ গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয় উত্তমং।
শাব্দে পরে চ নিষ্ণাতং ব্রহ্মণ্যুপশমাশ্রয়ং ॥

যেস্থলে এরূপ প্রণাত্তি হয়, সেস্থলে ভবাসক্ত গোষ্পদতুল্য হইয়া পড়ে। যেস্থলে নাম-মাত্র গুরু-আশ্রয় অবলম্বিত হয়, সেস্থলে সমস্তই নিষ্ফল। আজকাল সাধারণের পক্ষে সদ্‌গুরু-আশ্রয় ঘটে না। কেবল বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিগণ সংসারানলতপ্ত হইয়া অনেক যত্ন পূর্ব্বক সাধু অন্বেষণ করিতে করিতে সদ্‌গুরু লাভ করেন। অতএব জীবের পক্ষে সদ্‌গুরু অন্বেষণই কর্ত্তব্য। যদি সদ্‌গুরু অপ্রাপ্য হন, তাহাতেও ক্ষতি নাই, যেহেতু ভগবান্ স্বয়ং সদ্‌গুরুরূপে অন্বেষকের নিকট প্রকাশিত হইয়া তাঁহাকে উদ্ধার করেন। সদ্‌গুরু-লালসা যত প্রবল হয়, ততই মঙ্গল। লালসা-নিবৃত্তির জন্য যে কোন [illegible] লোককে গুরু বলিয়া বরণ করা উচিত নহে। অন্বেষণ করিতে করিতে যাহাকে সদ্‌গুরু [illegible] বোধ হবে, তাঁহাকে এক বৎসর পর্য্যন্ত পরীক্ষা করত [illegible]
দো বলিয়া [illegible]
ব্যতীত যে [illegible]
[illegible]

[illegible]

[illegible]

প্রত্যুত যে পঞ্চসংস্কার না হইলে একাদিক্রমে ভক্তি কোন ক্রমেই সম্ভব হয় না। অতএব পঞ্চসংস্কার নিতান্ত আবশ্যক।"

(—সজ্জন-তোষণী ২য় বর্ষ ১ম সংখ্যা।)

"হে ভক্তগণ ! কুতর্ক পরিত্যাগ-পূর্ব্বক পঞ্চসংস্কার পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া আপনারা হরিভজন করুন। যদি এতদ্দেশবাসীদিগের মধ্যে কাহারও কৃষ্ণসেবা প্রাপ্তির লক্ষ্য করিয়া আপনাদের হরি-সেবায় লোভ উদিত হয়, তাহা হইলে বাগানুগমার্গে কৃষ্ণভজন করিবেন। কিন্তু সেরূপ লোভ হয় নাই, অথচ হরিভজনে রুচি হইয়া থাকে, তাহা হইলে নবাবধ ভক্তি অবলম্বন পূর্ব্বক ভজন করিতে থাকুন।"

—সজ্জনতোষণী ৪র্থ বর্ষ ১ম সংখ্যা।

সংস্কার-রহিত ব্যক্তির কোন দেবকার্য্যে অধিকার নাই। এই সংস্কার আগমোক্ত বিধান-মতে হওয়া কর্ত্তব্য। আগমোক্ত সংস্কার-রহিত ব্যক্তি ব্রাহ্মণকুলে ব্রাহ্মণ তনয় হইলেও তিনি বিষ্ণুর অর্চ্চন করিতে পারেন না। বৈদিক অনুষ্ঠান-মতে উপবীত গ্রহণ করিয়াও যে তিনি শ্রীশালগ্রাম-পূজায় ব্রতী হইবেন, তাহাও হইবে না। শ্রীহরিভক্তিবিলাস (৪র্থ বিঃ ৩য় সংখ্যা) বিষ্ণুযামল বচন উদ্ধার করিয়া তারস্বরে ঘোষণা করিতেছেন—

"অশুদ্ধাঃ শূদ্রকল্পা হি ব্রাহ্মণাঃ কলিসম্ভবাঃ।
তেষামাগমমার্গেণ শুদ্ধির্ন শ্রৌতবর্ত্মনা ॥"

অর্থাৎ বিবাদ-দম্ভপ্রধান কলিযুগে লোক ব্রাহ্মণগণের শুদ্ধতা নাই, তাঁহারা শূদ্র-সদৃশ। তাঁহাদের বৈদিক কর্ম্মানুষ্ঠান-মার্গে নির্ম্মলতা নাই। পাঞ্চরাত্রিক বিধানেই তাঁহাদের শুদ্ধি। একাদশোক্ত "নানাতন্ত্র-বিধানেন কলাবপি তথা শৃণু" ইত্যাদি শ্লোকের টীকায় শ্রীধরস্বামিপাদ বলিতেছেন —"নানাতন্ত্রবিধানেনেতি কলৌ তন্ত্রমার্গস্য প্রাধান্যং দর্শয়তি।"

পাঞ্চরাত্রিক বিধানে সদ্‌গুরুসকাশে দীক্ষিত না হইয়া বিষ্ণুপূজার ব্যক্তি বৈষ্ণব বলিয়া অভিহিত হন। আর সকলেই অবৈষ্ণব। যথা,—

"গৃহীত-বিষ্ণুদীক্ষাকো বিষ্ণুপূজা-পরো নরঃ।
বৈষ্ণবোঽভিহিতোঽভিজ্ঞৈরিতরোঽস্মাদ-বৈষ্ণবঃ ॥"

অবৈষ্ণব কখনও গুরুপদবাচ্য হইতে পারেন না—

মহাকুলপ্রসূতোঽপি সর্ব্বযজ্ঞেষু দীক্ষিতঃ।
সহস্রশাখাধ্যায়ী চ ন গুরুঃ স্যাদবৈষ্ণবঃ ॥

([illegible])

কালেও বিপ্র-সদন উপস্থিত হন। যদি কেহ কোন অবৈষ্ণবের নিকট দীক্ষিতরূপে দীক্ষিত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহাকে কাল-বিলম্ব না করিয়া মহাভাগবত বৈষ্ণব সদ্‌গুরুর চরণাশ্রয় কর্ত্তব্য। শ্রীহরিভক্তিবিলাস (১,৩৯ পৃঃ) পাদ্ম বাক্য উদ্ধার করিয়া বলিতেছেন—

মহাভাগবতশ্রেষ্ঠো ব্রাহ্মণো বৈ গুরুর্নৃণাম্।
সর্ব্বেষামেব লোকানামসৌ পূজ্যো যথা হরিঃ ॥

'মহাভাগবতশ্রেষ্ঠ' শব্দে দিগ্‌দর্শিনী বলেন—"অশেষ-বৈষ্ণবধর্ম্মরতঃ শ্রীভগবন্মাহাত্ম্যাদি জ্ঞানবাংশ্চ" অর্থাৎ অশেষ বৈষ্ণব-ধর্ম্মরত ও ভগবন্মাহাত্ম্যাদি বিৎ ব্রাহ্মণই লোকমাত্রের গুরু। তিনি যাবতীয় লোকের মধ্যেই হরিবৎ পূজ্য। মহাভারতের টীকায় শৈব নীলকণ্ঠ বলেন—"শূদ্রোঽপি শমাদ্যুপেতো ব্রাহ্মণ এব; ব্রাহ্মণোঽপি কামাদ্যুপেতঃ শূদ্র এব।" শ্রীমদ্ভাগবতের "যস্য যল্লক্ষণং" শ্লোকের টীকায় শ্রীল স্বামিপাদ বলেন—"শমাদিভিরেব ব্রাহ্মণাদি-ব্যবহারো মুখ্যঃ, ন জাতিমাত্রাদিত্যাহ যস্যেতি। যদ্ যদি অন্যত্র বর্ণান্তরেঽপি দৃশ্যেত তদ্বর্ণান্তরং তেনৈব লক্ষণনিমিত্তেনৈব বিনির্দ্দিশেৎ, ন তু জাতিনিমিত্তেনেত্যর্থঃ।"

—(ভাঃ ৭।১১।৩৫ ভাবার্থদীপিকা)

অর্থাৎ "শমাদি গুণ-দর্শন দ্বারা ব্রাহ্মণাদি বর্ণনিরূপণ বিধেয়। কেবল জাতিমাত্র দ্বারা বর্ণ-নিরূপণ হইতে পারে না। বর্ণান্তরে যদি অন্য বর্ণের লক্ষণ দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে তাহাকে সেই বর্ণে বিনির্দ্দেশ করিবে, জাতি নিমিত্তাবলম্বন করিয়া বর্ণ নির্দ্দেশ করিতে হইবে না।" সুতরাং "কিবা বিপ্র কিবা ন্যাসী শূদ্র কেনে নয়। যেই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা সেই গুরু হয় ॥"—বিচারানুসারে গুরুকরণ এবং তাঁহার নিকট হইতে সংস্কার গ্রহণ কর্ত্তব্য। কৃষ্ণভক্তিসিদ্ধান্তবিৎ পুরুষই ব্রাহ্মণোত্তম, তিনিই মহাভাগবত।

ব্রাহ্মণ বলিয়া আপনার পরিচয় দিলেই তিনি ব্রাহ্মণ বলিয়া [illegible] হইবেন, তাহা নহে। শ্রীল ঠাকুর নরোত্তম, শ্যামানন্দ, রসিকানন্দ প্রভৃতি মহাজনগণ প্রকৃত প্রস্তাবে আমাদের শুদ্ধ ব্রাহ্মণ ছিলেন বলিয়াই শ্রীগঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তী, রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি লোক ব্রাহ্মণগণ তাঁহাদিগকে গুরুপদের যোগ্য বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ বলিয়া বরণ করিয়াছিলেন। (এ সকল বিষয় [illegible] শ্রী[illegible] প্রবন্ধে [illegible] বিশেষ ভাবে দর্শিত হইল।)

[illegible] শ্রী[illegible] বলিতেছেন যে—

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] শ্রেষ্ঠ, [illegible] শিক্ষাগুরু [illegible] ভাগবত, তাঁহার দর্শন, [illegible] তাঁহার [illegible] শিক্ষাগুরু [illegible] তাঁহার নাম এবং স্বরূপতঃ এক অর্থ-পঞ্চক ও পঞ্চরাত্র [illegible] ব্রাহ্মণ মহাভাগবত। এইরূপ [illegible] ভাগবতগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠতা লাভ করিয়া যিনি সাক্ষাৎ হরিতুল্য পূজনীয় হন, তিনিই গুরু-পদবাচ্যে যোগ্য। তাঁহার নিকট সংস্কার গ্রহণ কর্ত্তব্য। কিন্তু যেখানে বৈষ্ণবতা হইতে ব্রাহ্মণতা ভিন্ন অর্থাৎ যেখানে ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবের আনুগত্য বিহীন, সেখানে ব্রাহ্মণের গুরুপদবাচ্যের যোগ্যতা অভাব; বৈষ্ণবে ব্রাহ্মণতা স্বতঃসিদ্ধ। তাঁহাতে জাতিবিচার আরোপ অত্যন্ত শাস্ত্রবিরুদ্ধ। অনেক বৈষ্ণব স্বীয় দৈন্য-বশতঃ বাহিরে ব্রাহ্মণাচার গ্রহণ না করিলেও তাঁহাতে ব্রাহ্মণতার অভাব আছে বলিয়া মনে করিতে হইবে না। আমরা পরবর্ত্তি প্রবন্ধে এই বৈষ্ণবের পাঞ্চরাত্রিক ও ভাগবতভেদে দুই প্রকার বিভাগ যাহা শ্রীমদাচার্য্য শ্রীল জীবগোস্বামিপাদ ভক্তিসন্দর্ভে বিচার করিয়াছেন, তাহার আলোচনা করিব। তাপাদি পঞ্চসংস্কার পাঞ্চরাত্রিক বা অর্চ্চনমার্গীয় মহাভাগবতগণের [illegible]।

উৎপন্না একাদশী

([illegible] শ্রীপাদ নন্দলাল বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ, বি, এ)

পার্থ জিজ্ঞাসা করিলেন—হে জনার্দ্দন! উপবাস, নক্তব্রত ও একভক্তের লক্ষণ, পুণ্য ও বিধানাদি কৃপা পূর্ব্বক বিবৃত করুন।

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—কেবল অহোরাত্র ভোজনবিরহিত উপবাস নহে। পাপকর্ম্ম-বর্জ্জিত হইয়া নিরন্তর সাত্ত্বিক গুণসমূহের সহিত [illegible] সমস্ত [illegible] ভগবানের সমীপে বাস করাই উপবাস নামে খ্যাত। [illegible] [illegible] অনুকূল [illegible] ভক্তি [illegible]

[illegible]

[illegible]

...েন উচ্চৈঃস্বরে কহিয়া 'হে মৃত্তিকে! তুমি [illegible] কর্তৃক আক্রান্ত হইয়াছ এবং শ্রীবিষ্ণু তোমাকে পাদপল্লবে আক্রমণ করিয়াছেন। তুমি মদীয় পূর্ব্বসঞ্চিত পাপ-সমূহ হরণ কর। তাহাতে আমি শ্রেষ্ঠ গতি লাভ করিতে সমর্থ হইব।' এইরূপ প্রার্থনাময় উচ্চারণ সহকারে মৃত্তিকা-স্নান সম্পন্ন করিবে। অনন্তর অবগাহনাদি [illegible] ধৌত বস্ত্রযুগল পরিধান পূর্ব্বক বেদোক্ত সাবিত্রীর অর্চনাদি কার্য্য করিবে।

[illegible] চৌর, পাষণ্ডী, মিথ্যাপবাদী, দেব-নিন্দক, [illegible] ব্রাহ্মণের অপ-বাদকারী, [illegible], অগম্যাগামী, পরদ্রব্য ও পরস্ত্রী অপহারক ব্যক্তিগণের সহিত আলাপ করিবে না। যদি দৈবাৎ দর্শন ঘটিলে [illegible] সূর্য্য দর্শন করিবে। সন্ধ্যে [illegible] নৈবেদ্যাদি দ্বারা গোবিন্দের অর্চনা ও ভক্তিসহকারে দেবগৃহ দীপালোকে উদ্ভাসিত করিতে হয়। [illegible] নিদ্রা ও গ্রাম্য ব্যবহারাদি পরিত্যাগ করিবে। রাত্রিকালে হরিকথাগণের সহিত জাগরণ করিবে। ভগবৎসমীপে নৃত্যগীত ও স্তোত্রাদি পাঠ পূর্ব্বক রাত্রি যাপন করিবে। পরদিবস প্রাতঃকালে স্নানাদি [illegible] এবং বিপ্র ও আত্মীয়গণের প্রীতি ভোজন সমাপন করিয়া আপনি ও অন্নাদি-অন্নপান করাইবে। এই একাদশীর ব্রত ও [illegible] বিচ্ছেদ করিবে না। [illegible] নিয়ম-প্রাপ্তি আত্মপ্রবর্ত্তিনী।

মানব শঙ্খোদ্ধারে স্নান করিয়া গদাধর দর্শনে যে ফল প্রাপ্ত হয়েন, তাহা একাদশী [illegible] ফলের ষোড়শাংশের তুল্যও নহে। হে ধনঞ্জয়! ব্যতীপাতযোগে দানে একলক্ষ, সংক্রান্তিতে চতুর্লক্ষ গুণ পুণ্য সঞ্চিত হয়। এই সমুদয় পুণ্যফল ও চন্দ্র সূর্য্যের উপরাগে কুরুক্ষেত্রে দানের সমুদয় ফল, একমাত্র একাদশীর উপবাসে লাভ হয়। অশ্বমেধ যজ্ঞের শতগুণিত ফল ইহার উপবাসে অতীব সুলভ। যাহার গৃহে লক্ষ তপস্বী প্রত্যহ ভোজন করেন, তাহার সমুদয় পুণ্যফল একাদশীর ব্রতী পাইয়া থাকে। বেদান্তপারগ বিপ্রকে সহস্র ধেনু দান [illegible] এক ব্রতীর অনায়াস-লভ্য। [illegible] দশসহস্র বিপ্রভোজন অপেক্ষা ব্রহ্মচারীর ভোজনে তাহার দশ গুণ পুণ্য লাভ হয়। [illegible] সহস্র গুণ ও কন্যাদানে [illegible] পুণ্য উপার্জ্জিত হয়। [illegible] অপেক্ষা দশ গুণ পুণ্য সঞ্চিত হয়। [illegible] অন্নদান বিদ্যাদানের [illegible] পৃথিবীতে অন্নদানের তুল্য দান হইতে পারে না। [illegible] দেবগণ স্বর্গে পাইবার [illegible] করিয়া থাকেন। পরন্তু একাদশী [illegible] হয় না। [illegible] এই শ্রীহরির দিনে [illegible] ও [illegible]

অশক্ত হইলে একভক্ত আচরণ করিবে। দিনার্দ্ধ সময় অতীত হইলে যথাশাস্ত্র একবার মাত্র ভোজনের নাম একভক্ত। পরপর [illegible] অপেক্ষা পূর্ব্ব পূর্ব্ব বিধান ফল-[illegible] আধিক্য দান করে। তীর্থ, দান, নিয়ম, ইন্দ্রিয় জয় ও যজ্ঞ প্রভৃতি যতদিন না একাদশী প্রাপ্ত হয়, ততদিন গর্জ্জন করে। হে অর্জ্জুন, শঙ্খপৃষ্ঠে জল পান করিবে না, মৎস্য ও শূকর বধ করিবে না এবং একাদশীতে ভোজন করিবে না। সমস্ত ব্রত ও সহস্রযজ্ঞ অপেক্ষা একাদশীর শ্রেষ্ঠত্ব সর্ব্বকালে কথিত হইয়া থাকে।

অর্জ্জুন বলিলেন—হে দেব! এই তিথি কি কারণে সর্ব্বাপেক্ষা পুণ্যতমা? আপনি মৎসমীপে বিবৃত করুন।

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—পূর্ব্বকালে সত্যযুগে অত্যদ্ভুত, অতি ভয়ঙ্কর, অত্যন্ত মুরনামক দৈত্য-কর্তৃক নির্জ্জিত হইয়া ইন্দ্র শঙ্করসমীপে অমরগণের স্বকীয় স্বর্গনাশ ও নিরাশ্রয়ভাব নিবেদন করিলেন। তৎকালে মহাদেব সর্ব্বপাপীর একমাত্র আশ্রয়স্থল, গরুড়ধ্বজ, জগৎস্বামী যে স্থানে রহিয়াছেন, স্বর্গসহ তথায় গিয়া পরিত্রাণ যাচ্ঞা করিবেন। ক্ষীরোদতটে উপস্থিত হইয়া জনার্দ্দনকে জলমধ্যে প্রসুপ্ত দেখিয়া ইন্দ্রদেব কৃতাঞ্জলিপুটে স্তব উচ্চারণ করিতে লাগিলেন—হে দেবদেব, আপনার চরণ দেবাদিগণের বন্দিত। হে দৈত্যারে! পুণ্ডরীকাক্ষ! মধুসূদন! আমাদিগকে ত্রাণ করুন। এই দেবগণ দানবত্রাসিত হইয়া আমার সহিত ভবৎ পাদমূলে শরণ গ্রহণ করিতেছে। আপনিই কর্ত্তা, সর্ব্বলোকের মাতা ও পিতা। আপনিই একমাত্র সর্ব্ব জগতের সৃজন, পালন, সংহার-কর্ত্তা। প্রভো! আপনি দেবগণের সহায় ও শান্তিপ্রদ। আপনি সর্ব্বময়। অতএব পৃথিবী, আকাশাদি সকলই আপনি। নিখিল বিশ্বের উপকারক আপনি ব্যতীত আর কেহই নাই। আপনিই ভব, ব্রহ্মা, রবি, শশাঙ্ক, হুতাশন, হব্য, হোম, মন্ত্র, তন্ত্র, ঋত্বিক, জপ, যজমান, যজ্ঞ ও ফল-ভোক্তা ঈশ্বর। স্থাবরজঙ্গমাত্মক ভুবন-মধ্যে আপনা কর্তৃক বিরহিত কিছুই নাই। হে শরণাগত-বৎসল! আমরা অতীব ভীত হইয়াছি। আপনি ত্রাণ করুন। দেবগণ দানবকর্তৃক নির্জ্জিত ও স্থানভ্রষ্ট হইয়া মহীতলে বিচরণ করিতেছে। উহাদিগের উপায় বিধান করুন।

শ্রীইন্দ্রবাক্য শ্রবণে শ্রীভগবান্ বিষ্ণু বলিতে লাগিলেন, সেই মায়াবী দৈত্য কে, যে দেবগণকে পরাজিত করিয়াছে? তাহার স্থান, নাম, বল ও আশ্রয় আমার নিকট [illegible] ইন্দ্র প্রত্যুত্তরে বলিলেন, হে ভক্তবৎসল, দেবদেবেশ! পূর্ব্বে নাড়ীজঙ্ঘ নামে ব্রহ্মবংশে সমুদ্ভূত মহোগ্র দেবশত্রু এক দানব ছিল। এই মহোগ্র মুর তাহারই তনয়। চন্দ্রাবতী নাম্নী মহানগরী তাহার আশ্রয়-স্থল, সেই দুর্দ্ধর্ষ তথায় থাকিয়া নিজ বীর্য্যবলে সমগ্র বিশ্বের নির্য্যাতন পূর্ব্বক সুরগণকে ত্রিদিব হইতে নিষ্কাশিত করিয়াছে। ঐ অসুর স্বয়ং ইন্দ্র, অগ্নি, যম, বায়ু, ঈশ, সোম, নির্ঋতি ও বরুণের পদে অধিষ্ঠিত রহিয়াছে, আবার স্বয়ং সূর্য্যরূপে তাপ প্রদান করিতেছে, পুনশ্চ স্বয়ং পর্জ্জন্যের অধিকার গ্রহণ করিয়াছে। সংক্ষেপতঃ সে একাই সর্ব্ব দেবাধিকার প্রাপ্ত করিয়াছে। হে প্রভো! ঐ দানবকে নাশ করিয়া দেবগণের সদুপায় করুন।

ইন্দ্রের বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক জনার্দ্দন কোপাকুলিত চিত্তে বলিলেন—হে শক্র! আমি সেই মহাবল দানবের বধ সাধন করিব। তোমরা সকলে চন্দ্রাবতীতে অগ্রসর হও। অতঃপর শ্রীহরিকে সম্মুখে করিয়া দেবগণ অসংখ্যাত দিব্যাস্ত্রধারী দানবগণ-পরিবৃত মুরকে দেখিলেন। অসুরগণ দেবগণকে দেখিয়াই নানা অস্ত্র দ্বারা প্রহার আরম্ভ করিল, দেবগণ ক্ষত-বিক্ষত শরীরে পলায়নপর হইলে উহারা হৃষীকেশকে দেখিয়া বিবিধ আয়ুধ দ্বারা তাঁহার সহিত সংগ্রামে নিযুক্ত হইল। অসুরগণকে পশ্চাদ্ধাবন করিতে দেখিয়া শঙ্খ-চক্র-গদাধর শ্রীহরি সর্পসদৃশ নিশিত বাণসমূহ দ্বারা তাহাদের সর্ব্বগাত্র বিদ্ধ করিলেন। তাহাতে অসুর শত শত দানব পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। দানব-পতি একাকীই পুনঃ পুনঃ যুদ্ধ করিতে লাগিল। হৃষীকেশের বিচিত্র আয়ুধ-শ্রেণী তাহার গাত্রে বিফল দেখিয়া অরণ্য কোপান্বিত হইয়া তিনি তাহার সহিত বাহুযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। দেব পরিমাণে সহস্র বৎসর [illegible] বাহুযুদ্ধেও দানবকে জয় করিতে না পারিয়া ভগবান্ শ্রান্ত কলেবরে বদরিকা-শ্রমে উপস্থিত হইলেন। তথায় হৈমবতী নাম্নী মনোহরা গুহামধ্যে জগৎপতি বিশ্রাম প্রয়াস হইলেন। তৎকালে শ্রীহরিকে সুপ্ত দেখিয়া দানবপতি সমস্ত দানবকুলের [illegible] তাঁহার নিধনে কৃতসঙ্কল্প হইল। তাহার এই অধ্যবসায় কালে শ্রীহরির অঙ্গ হইতে এক কন্যা হঠাৎ প্রাদুর্ভূতা হইলেন। তাঁহার শরীর-প্রভায় দশদিক্ আলোকময়ী হইল। দানবরাজ মুর তাঁহাকে দিব্যাস্ত্রধারা সুসজ্জিতা যুদ্ধার্থ প্রস্তুতা দেখিতে পাইল। সেই কন্যা-কর্তৃক যাচিত হইয়া দানবেন্দ্র বিস্ময় সহকারে তাঁহার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। সেই মহাদেবী অত্যল্পকাল মধ্যে সেই দানবকে নিরস্ত্র ও রথ-শূন্য করিয়া ফেলিলেন। সে মহাবলে বাহুযুদ্ধার্থ ধাবিত হইলে দেবী তাহার হৃদয়ে আঘাত করিয়া ভূপাতিত করিলেন, পুনর্ব্বার উত্থিত হইয়া সে কন্যাকে বধ করিবার অভিপ্রায়ে ধাবিত হইলে দেবী তাহার মস্তক ছেদন করিয়া তাহাকে যম-সদনে প্রেরণ করিলেন।

জগৎপতি দানবের মস্তক দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন অবলোকন করিয়া বিস্ময়বিষ্টচিত্তে সম্মুখস্থিতা কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মানা কন্যাকে বলিতে লাগিলেন,—"যে দানব-পতি দেবতা, গন্ধর্ব্ব, মরুদ্গণ, দেবরাজ, নাগগণ ও লোকেশদিগকে নির্জ্জিত করিয়াছেন এবং আমিও যৎকর্তৃক নির্য্যাতিত হইয়া ভয়ে সুপ্তিচ্ছলে এই গুহায় আশ্রয় লইয়াছিলাম, সেই দুর্দ্ধর্ষকে কে নিধন করিল? কে করুণাপূর্ব্বক এই রাক্ষসকে পরাভূত করিল?" কন্যা বলিল প্রভো! আপনার অংশ হইতে আবির্ভূত হইয়া আমিই উহাকে নিধন করিয়াছি। আপনাকে সুপ্ত দেখিয়া এই দানব বধোদ্যত হইলে ত্রিলোকীর কণ্টক-স্বরূপ ইহার অধ্যবসায় বুঝিতে পারিয়া এই দৈত্যের বিনাশপূর্ব্বক দেবগণকে নির্ভয় করিয়াছি। শ্রীভগবান্ বলিলেন—হে অনঘে! দুষ্ট-দানব নিহত হওয়ায় দেবগণ জয় হইয়াছে, ত্রিলোকী-মধ্যে আনন্দ-কোলাহল উপস্থিত হইয়াছে। অতএব আমি অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছি। তুমি এখন বর গ্রহণ কর। কন্যা বলিল—প্রভো! যদি আমার উপর আপনি সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন, তবে অনুগ্রহপূর্ব্বক এই বর প্রদান করুন, যেন আমার ব্রত-পালক-গণ সমস্ত পাপ হইতে সদাই মুক্তি লাভ করে। উপবাসের অর্দ্ধেক পুণ্য নক্ত-ভোজীর ও তদর্দ্ধ একভক্তাচারীর প্রাপ্য হইবে। যে ব্যক্তি ভক্তি সহকারে আমার ব্রতপালন করিবে, সে বিষ্ণুলোক প্রাপ্ত হইয়া শতকোটি কল্পকাল যাবৎ ভোগসুখ পাইয়া আপনার অনুগ্রহ লাভ করুক। হে জনার্দ্দন! যে জন উপবাস, নক্তব্রত বা একভক্ত আচরণ করিবে, তাহাকে ধন, বিত্ত ও মোক্ষ দান করুন।

শ্রীহরি বলিলেন—কল্যাণি! তোমার অভীষ্ট পূর্ণ হইবে। আমার ভক্তগণ তোমারও ভক্ত হইবে এবং তাহারা ত্রিভুবন মধ্যে প্রসিদ্ধ হইয়া অন্তিমে মৎপার্শ্বে আগমন করিবে। তুমি আমার প্রীতি [illegible] একাদশীতে উৎপন্না হইয়াছ, অতএব একাদশী নামে মহীতলে প্রসিদ্ধিলাভ করিবে। এই ব্রতের অনুষ্ঠাতা সর্ব্বব্রতাপেক্ষা অত্যধিক পুণ্য ও সর্ব্বপ্রকার দানাপেক্ষা অধিক ফল প্রাপ্ত হইবে। আমি তাহার পাপরাশি নির্ম্মূল করিয়া বৈকুণ্ঠে অবস্থান দান করিব। ভগবান্ তাঁহাকে এই বর প্রদানান্তে অন্তর্হিত হইলে একাদশী অতীব আনন্দিতা হইলেন। হে পার্থ! যে [illegible] একাদশী পালন করে, আমি তাহার শত্রু ও বিঘ্ন নাশ করিয়া পরমা গতি দান করিয়া থাকি।

[illegible] একাদশী সম্পূর্ণ

নাশিনী, মহাপুণ্যজননী, সর্ব্বসিদ্ধিকরী। এই তিথির শুক্লা বা কৃষ্ণা এইরূপ ভেদ-বুদ্ধি পোষণ করিবে না। যে সকল মানব একাদশীতে উপবাস করিয়া থাকে, তাহারা গরুড়ধ্বজের সমীপে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান প্রাপ্ত হয়। এই একাদশীর মাহাত্ম্য যে মানব ভক্তিসহকারে পাঠ করে, সে নিঃসংশয়ে অশ্বমেধ যজ্ঞের পুণ্য প্রাপ্ত হয়। দ্বাদশীদিনে দিবানিদ্রা, পরান্ন-ভোজন, পুনর্ভুক্তি, যোষিৎসঙ্গ, মধু, কংস্যপাত্র, আমিষ ও তৈল ব্যবহার বর্জ্জন করিবে। পাষণ্ডী প্রভৃতি অসম্ভাষ্য ব্যক্তির সহিত দৈবাৎ আলাপ ঘটিলে তুলসীপত্র বা আমলকী ফল চর্ব্বণে শুদ্ধি ঘটে। দ্বাদশীর অরুণোদয় হইতে স্নান ও দেবার্চ্চনাদি সমাপন করিয়া পারণ করিবে। কোন প্রকারে সঙ্কট উপস্থিত হইলে কেবল জলমাত্র গ্রহণ করিয়া পারণ রক্ষা করিবে। এই দিনেও অহোরাত্র শুদ্ধ বিষ্ণুভক্তের মুখনিঃসৃত বিষ্ণুলীলা-কথা শ্রবণ করিলে কোটিকল্পকাল বিষ্ণুলোকে পূজা প্রাপ্ত হইবে। একাদশীর মাহাত্ম্য বা একপাদও যদি কেহ শ্রবণ করে, সে ব্রহ্মহত্যাদি পাপ হইতে উদ্ধার প্রাপ্ত হয়

ব্রহ্মশক্তি সম্বন্ধে

শ্রীরামানুজীয় সিদ্ধান্ত

(পণ্ডিত শ্রীপাদ শীতিকণ্ঠ বন্দ্যোপাধ্যায়)

মায়াবাদী-সিদ্ধান্তমতে বলা হয় যে, সজাতীয় বিজাতীয় স্বগত ভেদ-রহিত জ্ঞানই পরতত্ত্ব অর্থাৎ জ্ঞান বস্তুতে সজাতীয়াদি ত্রিবিধ ভেদের কোন ভেদই কল্পিত হইতে পারে না, ভেদ-রহিতত্বই অদ্বৈত এবং তাদৃশ অদ্বয় জ্ঞান বস্তুই পরতত্ত্ব।

ইহারা পূর্ব্বপক্ষরূপে বলেন, এই অদ্বয়-জ্ঞান বস্তুকে, তোমরা শক্তিবিশিষ্ট রূপে কল্পনা করিতে পার না। যদ্যপি বলা হয় যে, আগন্তুক শক্তি-বিশিষ্টতা সম্বন্ধে কল্পনা নাই করিলাম, কিন্তু সেই অদ্বয়-জ্ঞানের যে স্বরূপ-শক্তি আছে, 'তাহাও' আমরা বলিতে পারি অদ্বৈতবাদী তদুত্তরে বলেন, তাহাও তুমি বলিতে পার না। কারণ তুমি যাহাকে স্বরূপ-শক্তি বলিতে চাহ, সেটী কি জ্ঞানের আত্মিক বিশ্বা অনাত্মিক? যদি আত্মিক বলা হয়, তবে তাহার পৃথকত্ব থাকে না, আর যদি অনাত্মিক বল, তাহা হইলে জিজ্ঞাস্য এই যে জ্ঞানের আবার শক্তি কি?

জ্ঞান রূপ তত্ত্ব কেবল জ্ঞানই স্বরূপ, উহার স্বরূপ শক্তি বলিয়া কিছু অঙ্গীকার করিলেও তাহা মিথ্যা আরোপ ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। সেই শক্তি-বিলাসের নানাত্বও কিরূপে সম্ভবপর হইতে পারে?

যদিও যুক্তিভেদে কোনও প্রকারে নানাত্ব স্বীকার করা যায়, কিন্তু উপনিষদাদি শ্রুতি-সংস্থ সেই শক্তির পক্ষে একবারেই অসম্ভব।

শক্তি সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য এই, কার্য্য দর্শনে যে শক্তি স্বীকার করা হয় এবং শক্তি অঙ্গীকার না করিলে যে কার্য্যের উৎপত্তি অসম্ভব হয়, সেই শক্তিকে তাত্ত্বিক বা অতাত্ত্বিক বলা যায় না, উহা সদসৎ বিলক্ষণ অনির্ব্বচনীয় রূপে মিথ্যা বলিয়াই প্রতিভাত হয়, কিন্তু উহাকে কখনই অদ্বয় জ্ঞান-তত্ত্বের স্বরূপভূতা বলা যাইতে পারে না।

সেই অদ্বয় জ্ঞান তত্ত্বকে যে ভাগবত-বাদীগণ শক্তিময় ভগবল্লক্ষণান্বিত বলিয়া 'ভগবান' শব্দে অভিহিত করেন, তাহা উপলক্ষণ মাত্র অর্থাৎ নির্ব্বিশেষ অদ্বয়-জ্ঞানই পরম তত্ত্ব, ইহার সহিত যদি 'ভগবৎ' বিশেষণ থাকে, তাহা হইলে জহদজহল্লক্ষণানুসারে অর্থাৎ উহার স্বকীয় অর্থের কিয়দংশ ত্যাগ করিয়া এবং কিয়দংশ রক্ষা করিয়া অদ্বয়জ্ঞানের সহিত একাত্মতা বজায় রাখিয়া সামানাধিকরণ্যের নিয়মেই অর্থ গ্রহণ করিতে হইবে।

অদ্বৈতবাদিগণের এই গুরুতর পূর্ব্বপক্ষের উত্তরে বৈষ্ণবগণ বলেন যে, জ্ঞান রূপ পরম তত্ত্বকে ভাবস্বরূপ বলিয়া অঙ্গীকার করিলেও 'শৃঙ্গগ্রাহিকা' ন্যায়ানুসারে (অর্থাৎ কেহ যদি গোয়াল ঘরে যাইয়া গোপকে জিজ্ঞাসা করেন যে আমার গরু কোনটি? তখন গোপ একটী গরুর শৃঙ্গ ধরিয়া দেখাইয়া বলিল—"এইটী"। ইহা বলাতে যেমন শুধু শৃঙ্গটী না বুঝাইয়া সমস্ত গোটীই উদ্দিষ্ট হয় তদ্রূপ, শুদ্ধাদ্বৈতবাদীকেও পরতত্ত্বের স্বরূপ-শক্তি অঙ্গীকার করিতেই হইবে। কারণ জগদাদি সৃষ্টিব্যাপারে স্বরূপ-শক্তি অবশ্যম্ভাবিনী।

কারণনিষ্ঠ কার্য্যোৎপাদন-যোগ্য ধর্ম্ম-বিশেষকেই শক্তি বলা যায়, অর্থাৎ অদ্বয়-জ্ঞানরূপ পরমকারণ-বস্তুর স্বরূপভূত ধর্ম্মকেই উহার শক্তি বলা হয়, বস্তুর ধর্ম্ম ব্যতিরেকে তাহা হইতে কার্য্যের উৎপত্তি কখনই সিদ্ধ হইতে পারে না। এই যে শক্তি ইহা সর্ব্বরূপকারণে উপাদান ও নিমিত্ত কারণে স্বরূপভূত হইয়া অবস্থান করে। বিবর্ত্তবাদী যে বলেন, অসম্যক্ দৃষ্টি নিবন্ধন কারণকেই কার্য্যরূপে আপাততঃ প্রতীত হয় বটে, যেমন শুক্তিদর্শনে রজত বলিয়া মনে হয় কিন্তু শুক্তি বাস্তবিক রজত নহে, শুক্তিকে শুক্তি বলিয়া জানিলেই রজত-জ্ঞান নিবৃত্তি হয়, সেইরূপ ব্রহ্মজ্ঞান হইলেই জগদাদি ভেদপ্রপঞ্চ-জ্ঞান নিবৃত্ত হয়। আচ্ছা ইহাতে আমাদের বক্তব্য এই যে, বিবর্ত্তে ও বস্তুর প্রতীতিতে যে [illegible] অধিষ্ঠান, তাহার সাদৃশ্য[illegible] অবশ্যই স্বীকার করিতে হয়। [illegible]

বিবর্ত্তবাদী উক্ত জ্ঞানের অধিষ্ঠান হয় ইহার দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতে পারেন না অর্থাৎ রজতের সাদৃশ্য ধর্ম্ম শুক্তিতে থাকা নিবন্ধনই শুক্তিতে-রজত জ্ঞান হয়, কিন্তু স্বর্ণ-দর্শনে ত' কাহারও রজত-ভ্রম হয় না। অতএব এ স্থলেও আলোচ্য বিষয়ও ইহাই বুঝিতে হইবে যে, ব্রহ্মই জগতের অধিষ্ঠান, অন্য কিছু নহে। সুতরাং প্রতিপন্ন হইতেছে যে ব্রহ্মে অবশ্যই স্বরূপশক্তিসমূহ বর্ত্তমান আছে।

আরও বক্তব্য এই যে, জগৎরূপ বিবর্ত্ত ব্যাপারে ব্রহ্মের কিছু করিবার আছে কি না? যদি ইহাতে ব্রহ্মের কোন কর্ত্তৃত্ব না থাকে, তাহা হইলে বলিতে হয় যে অজ্ঞান দ্বারাই জগৎ বিবর্ত্তিত হউক; অজ্ঞানাশ্রিত ব্রহ্ম স্বীকারের কোন প্রয়োজনই দেখা যায় না। আর যদি বলা হয় যে, এ সম্বন্ধে ব্রহ্মের কর্ত্তৃত্ব আছে, তাহা হইলে তোমার সেই অদ্বয়-জ্ঞান ব্রহ্মের শক্তি স্বতঃই সিদ্ধ হইতেছে। মায়াবাদগুরু আচার্য্য শঙ্কর ও স্বীয় সো "শক্তিশ্চ কারণস্য কার্য্যনিয়মার্থা কল্প্যমানা নান্যাপ্যসতী বা কার্য্যং নিয়চ্ছেৎ" প্রভৃতি বাক্যে শক্তি যে কারণ হইতে ভিন্ন নহে এবং শক্তির যে সত্তা আছে ও কারণে কার্য্য-সাধিকা শক্তি যে নিরন্তর বর্ত্তমান থাকে, তাহাও প্রকারান্তরে স্বীকার করিয়াছেন।

শ্রুতিও সেই অদ্বয়-জ্ঞান পরতত্ত্বকেই জগতের নিমিত্ত ও উপাদান কারণরূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। "সদেব সোম্যেদমগ্র আসীৎ একমেবাদ্বিতীয়ম্" এই শ্রুতি পরব্রহ্মকে উপাদান-কারণ বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন এবং "তদৈক্ষত বহু স্যাম প্রজায়েয়, তত্তেজোঽসৃজত" শ্রুতি পরব্রহ্মকে নিমিত্ত-কারণরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। "[illegible] নিমিত্তোপাদানকারণত্বং" অর্থাৎ "হে সোম্য, এই জগৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে এক অদ্বিতীয় সৎস্বরূপ ছিল", "তিনি আলোচনা করিলেন আমি বহু হইব, জন্মিব", "তিনি তেজ সৃষ্টি করিলেন," ইত্যাদি বাক্য দ্বারা ব্রহ্মের উপাদান ও নিমিত্ত-কারণতা প্রতিপাদিত হইয়াছে। সুতরাং ব্রহ্ম যখন জগৎ-সৃষ্ট্যাদি ব্যাপারের নিমিত্ত কারণরূপে প্রতিষ্ঠিত হইলেন, তখন সূক্ষ্মশক্তিসমূহকে কার্য্য-স্থানীয় বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে; এই জগদাদি স্থূল বস্তুকে কার্য্য বলিয়া স্বীকার করিলেই কারণের কার্য্যোৎপাদিকা স্বরূপভূতা শক্তিও "স্বাভাবিকী" ন্যায়ানুসারে স্বীকৃত হইতেছে। অতএব, মায়াবাদী [illegible] শক্তি-[illegible], নির্বিশেষ নিঃশক্তিক বলিয়া বর্ণনা করেন, তাহা কল্পনা মাত্র [illegible] হইতেছে।

ধর্ম্ম বিজ্ঞান

সংজ্ঞা

(শ্রীযুক্ত [illegible] এম, এ কর্ত্তৃক সংগৃহীত)

সাত্ত্বিক তপস্যা। নিষ্কাম ব্যক্তিগণ দ্বারা পরাশ্রদ্ধা অর্থাৎ [illegible] উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা সহকারে এই ত্রিবিধ তপ অনুষ্ঠিত হইলে সাত্ত্বিক তপস্যা সংজ্ঞিত হয়।

রাজস তপস্যা— 'আমাকে সাধু বলিবে' এই মানসে মান ও পূজা লাভের জন্য দম্ভের সহিত যে তপ সম্পাদিত হয়, তাহাই অনিত্য ও অনিশ্চিত রাজস তপ।

তামস তপস্যা। মূঢ় পুরুষ সহিত আত্মপীড়া দ্বারা অথবা পরের বিনাশার্থ যে তপ অনুষ্ঠিত হয়, তাহাই তামস।

ভক্ত— [illegible] বাসনা পূর্ণ করার [illegible] একমাত্র [illegible]। [illegible] জীবের [illegible] কল্যাণ-প্রদ; সুতরাং [illegible]।

অভক্ত—অভক্ত শব্দ অসৎ অর্থাৎ [illegible] বাসনার [illegible] জীবের [illegible]।

তত্ত্ববিজ্ঞান—ভগবানের স্বরূপ-গুণ-লীলার ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্যজ্ঞান।

সাক্ষাৎকার- [illegible]

ব্রহ্মদর্শন সাক্ষাৎ ও অসাক্ষাৎ ভেদে দুই প্রকার। [illegible] সাক্ষাৎ দর্শন [illegible] অসাক্ষাৎ দর্শন। [illegible]

হরি, ব্রহ্মা, রুদ্র —প্রধান [illegible] গুণ— [illegible]

[illegible]

পরা-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

সম্প্রতি পরবিদ্যাপীঠে নিম্নলিখিত শিক্ষণীয় বিষয়নিচয়ের অধ্যাপকের আসন সমূহ সংস্থাপিত হইয়াছে—বিদ্যার্থিগণ আবেদন করুন।

১। সাহিত্যাসন, ২। ঐতিহ্যাসন,
৩। সম্প্রদায়বৈভবাসন, ৪। ভক্তিশাস্ত্রাসন,
৫। তন্ত্রশাস্ত্রাসন, ৬। বেদাস্ত্রাসন,
৭। একায়নাসন।

শ্রীনন্দলাল রায় বি, এ, কাব্যতীর্থ, বিদ্যাসাগর,
সম্পাদক—পরবিদ্যাপীঠ, শ্রীধাম মায়াপুর।

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৪০, চল্লিশ টাকা।

২৭২৪ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে,

সপ্তচত্বারিংশ খণ্ডে সূচী ছাপা হইতেছে।

৪৬শ খণ্ড গ্রন্থ নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে ১৫।১/০ সাধারণ পক্ষে ২০৷৷৩। প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৶০, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ।/০।

দশম স্কন্ধের ভিক্ষা ১২, অগ্রিম সাহায্যের পক্ষে ৮,।

৬১ অধ্যায়পর্য্যন্ত একাদশ সংখ্যা ছাপা হইয়াছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত"

সূচী প্রভৃতি সহ সম্পূর্ণ ছাপা শেষ হইয়াছে

আদি, মধ্য, ও অন্ত্যলীলা এবং সূচী ছাপা হইয়া সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে। যাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ১০, টাকা ভিক্ষার তৃতীয় সংস্করণ ৪, টাকায় না পাইয়া অপর সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের জন্য সম্প্রতি ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। সেই ১০, টাকার এই বিরাট গ্রন্থের শত সংখ্যা মাত্র ৫, টাকা ভিক্ষায় দেওয়া হইতেছে। গ্রাহকগণ শীঘ্র ক্রয় না করিলে আর এ সুযোগ থাকিবে না।

শ্রীচৈতন্য লীলার ব্যাস আখ্যাত

শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর বিরচিত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

সভাষ্য আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র গ্রন্থ ১০, স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫,

নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪৷৷০ টাকা

শ্রীচৈতন্য মঠের প্রকাশিত গ্রন্থ

[illegible] শ্রীচৈতন্য মঠ

[illegible] নদীয়া।

[illegible] কলিকাতা।

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত ভক্তিগ্রন্থাবলী

যে সব উৎকলবাসী ভক্ত বাংলা অক্ষর পড়িতে জানেন না, তাঁহাদের শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত পরম উপাদেয় ভক্তি-কথা জানিবার সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে উড়িয়া-অক্ষরে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হইয়াছে বাংলা গ্রন্থের তুলনায় উড়িয়া গ্রন্থগুলির ভিক্ষাও অপেক্ষাকৃত অল্প।

গ্রন্থের নাম	ভিক্ষা
শ্রীহরিনাম চিন্তামণি, প্রতিখণ্ড	৷৷০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	১,
সাধন পথ (শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টক) প্রতিখণ্ড	।০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৷৷০
কল্যাণ কল্পতরু প্রতিখণ্ড	৵০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	।০
গীতাবলী প্রতিখণ্ড	১০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৶১৫
শরণাগতি প্রতিখণ্ড	/০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৶৫

প্রাপ্তিস্থান { শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ, কটক এবং শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, পুরী

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিম্নলিখিত মঠসমূহে প্রাপ্তব্যঃ—

১। শ্রীচৈতন্য মঠ,—পোঃ, শ্রীধামমায়াপুর, (নদীয়া)।
২। শ্রীমোদদ্রুমের মঠ,—চাঁপাহাটি, সমুদ্রগড় পোঃ, (বর্দ্ধমান)।
৩। শ্রীভাগবত আসন,—ভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
শ্রীগৌড়ীয় মঠ,—১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা।
শ্রীপুরুষোত্তম মঠ,—গোরাবুঠী, পুরী।
৬। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ,—উড়িয়া বাজার, কটক।
৭। শ্রীভাগবত মঠ,—চিরাদিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।
৮। শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ,—৪নং জঙ্গমবাড়ী, কাশী, ই, আই, পি।
৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,—চিপাগাম, বৃন্দাবন, মথুরা, ই, আই, পি।
১০। শ্রীপরমহংস মঠ,—নৈমিষার পোঃ, সীতাপুর, ই, আই, পি।
১১। শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ,—কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল, পাঞ্জাব।
১২। শ্রীমাধবগৌড়ীয় মঠ,—২নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।
১৩। শ্রীমদনগোপাল মঠ,—বালিয়াটি, ঢাকা।
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম,—আমলাযোড়, বাজবাঁধ পোঃ, বর্দ্ধমান।
১৫। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ,—চুঙ্গকোন্দা, চিরকুণ্ডা পোঃ, মানভূম।
১৬। শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয় মঠ,—আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী, উড়িষ্যা।
১৭। শ্রীগৌড়ীয় মঠ কাশ্মীর [illegible] নিউদিল্লী

এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণের নিকটও

নদীয়া-প্রকাশ প্রাপ্তব্য।

১। শ্রীযুক্ত জনার্দ্দন দাস—বসু পাড়া রোড, খুলনা
২। শ্রীযুক্ত রাধাচরণ গোস্বামী ডাক্তার—দেওয়ানগঞ্জ, হলদিবাড়ী কুচবিহার।
৩। শ্রীযুক্ত [illegible] কলিকাতা।
৪। [illegible] কানপুর।
৫। শ্রীযুক্ত [illegible]
৬। [illegible]
৭। [illegible] ঢাকা।
৮। শ্রীযুক্ত [illegible]

শ্রীচৈতন্যমঠের প্রন্থাবলী

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বিরচিত ভক্তি গ্রন্থাবলী।

উৎকৃষ্ট কাপড়ে বিলাতী ধরণে বাঁধাই স্বর্ণালঙ্কৃত। চতুর্থ সংস্করণ। বিস্তারিত সূচীসহ

জৈবধর্ম্ম

বাঁধাই ২৲ দুই টাকা

প্রকাশিত হইয়াছে

সনাতন ধর্মশাস্ত্র বেদ, বেদান্ত, উপনিষৎ, গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত, পুরাণ, তন্ত্রাদি সকল গ্রন্থ পাঠ করিবার অবসর অতি অল্প মানবের ঘটিয়া থাকে। অনেকের যোগ্যতা না থাকায় সেই সমস্ত গ্রন্থের মর্ম্ম অবগত হইতে পারেন না। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বাঙ্গালীর এই অসুবিধা দূরীভূত করিবার জন্য এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

বিদ্যালয়ের ছাত্র বা শিক্ষকগণের বিশেষ পাঠ্য, এই হেতু শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টার বাহাদুর ইহা সমস্ত বিদ্যালয়ের জন্য অনুমোদন করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

প্রথম খণ্ড ভিক্ষা—১৲ একটাকা

যুক্তিপূর্ণ শাস্ত্রবাক্য দ্বারা প্রত্যেক মানবের নিত্য কর্ত্তব্য ও অনিত্য সাময়িক কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। গ্রন্থের প্রতি উক্তি সনাতন শাস্ত্রবাক্য দ্বারা সমর্থিত ও প্রমাণিত হইয়াছে। দেহের, মনের ও আত্মার ধর্ম্ম কি? স্বদেশ, সমাজ, নীতি, ধর্ম্ম কি? ইত্যাদি বিষয় ক্রমানুসারে এমন সুন্দরভাবে যুক্তিসহকারে আলোচিত হইয়াছে যে, প্রথম পংক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত পাঠ না করিয়া নিবৃত্ত হওয়া যায় না।

শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ভিক্ষা ৷৵০

ঐ প্রমাণ খণ্ড ভিক্ষা ৷৵০

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিহার ও লীলাভূমি নয়টী দ্বীপসমন্বিত। এই নয় দ্বীপের প্রাচীন বিবরণ—প্রত্যেক দ্বীপে শ্রীমহাপ্রভুর লীলা—প্রত্যেক দ্বীপের পরিচয়, শ্রীধামমাহাত্ম্য—ধামাপরাধ কি? ইত্যাদি বিষয় বিশেষভাবে মনোহর ছন্দে বর্ণিত। পকেট সাইজ প্রায় ১৬০ পৃষ্ঠা।

শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ

উজ্জ্বল ব্রোঞ্জ রং কালীতে উত্তম কাগজে ছাপা—শ্রীনবদ্বীপধাম দর্শনে ভাবুক দর্শনকারীর কি প্রকার ভাবের উচ্ছ্বাস হয়, তাহা এই গ্রন্থে বর্ণিত। অতি চমৎকার। ভিক্ষা চারি আনা।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা?

৷৵০ দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভুকে উপদেশচ্ছলে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিচার অতি সুন্দরভাবে বর্ণিত হইয়াছে। ইহা ছাড়া শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর উপদিষ্ট শিক্ষা ও উপদেশ বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব জগতে অভিনব গ্রন্থ !!

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতি-গ্রন্থাবলী :—

শরণাগতি

পকেট সাইজ অষ্টম সংস্করণ ভিক্ষা /০ আনা

দেহ ও মনের চেষ্টা অনিত্যবস্তু লইয়া—ইহা যখন জীব বুঝিতে পারে, তখন একমাত্র নিত্যবস্তু শ্রীভগবানের প্রতি তাঁহার কোন আত্মীয় আবেগময়ী প্রার্থনা হয় এবং শ্রীভগবানে সর্ব্বান্তঃকরণে নিষ্কপটে কি প্রকারে শরণাপন্ন হইতে হয়, ইত্যাদি বিষয়ক প্রাণস্পর্শী প্রার্থনা ও আত্মসমর্পণমূলক গান। অষ্টম সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে

ভিক্ষা প্রতি খণ্ড /০ এক আনা।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা— /০, নবদ্বীপশতক— /০

অর্থপঞ্চক—/০

কল্যাণকল্পতরু

পকেট সাইজ পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা /১০

আমরা প্রত্যহ নূতন অভাব ও কামনার বশবর্ত্তী হইয়া পুনঃপুনঃ যে অকল্যাণকে কল্যাণ বলিয়া গ্রহণ করি এবং যাহার নিকট কল্যাণ কামনা করি, তিনি যে নিত্য বা যথার্থ কল্যাণ প্রদানে অসমর্থ এবং কোন বস্তু আমাদের নিত্য কল্যাণদাতা এবং কি ভাবে আমরা সেই কল্যাণলাভে সমর্থ হইব, এই সকল কথা সরল গানে লিখিত। এই গীতিগ্রন্থ বাঞ্ছাধিক কল্যাণের কল্পতরু, ইনি প্রত্যেককে নিত্যকল্যাণ প্রদানে

শ্রীল চক্রবর্ত্তি-ঠাকুরের টীকা সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠাকুর কৃত টীকা ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কৃত অনুবাদ। টীকাকারের জীবনী, শ্লোক সূচি, বিষয়সূচি প্রভৃতি বহু প্রয়োজনীয় বিষয় সংবলিত প্রায় ৮২৫ পৃষ্ঠা। উৎকৃষ্ট সিল্কে বাঁধাই ২৲ দুই টাকা, কাগজে বাঁধা ১৷০

শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ কৃত ভাষ্য সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

কাগজ ও ছাপা উৎকৃষ্ট। সিল্কে বাঁধাই, সোণার জলে নাম লেখা রাজসংস্করণ ২৲ টাকা, সাধারণ সংস্করণ ১৷০, গৌড়ীয়ের গ্রাহকপক্ষে ১৷০

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি (সাধনভক্তিকোষগ্রন্থ)

[illegible] ভক্তিপথে ব্যবহৃত শব্দাবলীর অর্থ, ২ চারি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের চরিত্র, ৩। বিষ্ণুবৈষ্ণবসম্পর্কীয় শ্রীমন্দির ও শ্রীবিগ্রহের বিবরণ, ৪। বৈষ্ণবগ্রন্থ ও গ্রন্থকারগণের তালিকা ও বিবরণ, ৫। নিষ্ক বিশেষের লৌকিক ও শাস্ত্রীয় আকারমূলে ব্যবহার্য্য তথ্য। চারিখণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। [illegible]

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ—১ম খণ্ড ১৲ এক টাকা ২য় খণ্ড ১৲ এক টাকা শ্রীমদ্ভাগবতের গ্রাহক ও গৌড়ীয় গ্রাহকগণ [illegible] টাকায় দুই খণ্ড পাইবেন। [illegible]

শ্রীমদ্গোপালগুরু গোস্বামী সংকলিত

সদাচারস্মৃতিঃ

ভিক্ষা /০ মাত্র

প্রাপ্তিস্থান— শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (প্রাচীন নবদ্বীপ) নদীয়া।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠ ভরদ্বাজের

হেলার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ৬ আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় [illegible] ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে উহাদের কোন পরিবর্তন হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ॥০ আনা, পাঁইট ॥৵০ আনা, বোতল ১৷৵০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা।

রেজেষ্টার্ড

মদন মঞ্জরী

বটিকার গুণ ও ধাতুদৌর্ব্বল্য, ইন্দ্রিয়শক্তির হ্রাস, প্রস্রাবে শুক্রপাত, স্বপ্নদোষ, বাধক, বুক ধড়ফড়ানি, অনিদ্রা প্রভৃতি লক্ষণ সত্বর নির্দোষ আরোগ্য হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ৩০ বটী ১৲ এক টাকা।

"নপুংসকারি ঘৃত"

পুরুষত্বহানি রোগে বাহ্যপ্রয়োগ দ্বারা আরোগ্য করিয়া শক্তিসম্পন্ন করে। মূল্য ২ তোলা ১৲ টাকা।

"রমণীবিলাসিনী বটিকা"

স্ত্রীধারণ করত সন্তোষশক্তি স্থায়ী ও বৃদ্ধি করিতে অত্যাশ্চর্য্য। মূল্য ১৬ বটী ১৲ এক টাকা।

রাজবৈদ্য নারায়ণজী, কেশবজী

১৭৭নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

বিজ্ঞাপন

সাবধান! সাবধান!! সাবধান!!!

জে, বি, দত্তের খোকা শিশি বাদাম তৈল

আদি ও অকৃত্রিম এবং উপকারিতায় সর্ব্বজন পরিচিত ও বহু প্রশংসিত।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী J. B. Dutta & Co. নাম লেখা দেখিয়া খরিদ করিবেন। নতুবা জুয়াচোরগণ কর্তৃক [illegible] তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে।

[illegible]

কেরাসিন [illegible]

নূতন এবং পুরাতন [illegible]

[illegible]

পর-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

এখানে ছাত্রদের এবং বাসস্থান দিয়া বিদ্যার্থিগণকে বিভিন্ন শিক্ষণীয় বিষয় শিক্ষা দিবার বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। অনেক ছাত্র ইতোমধ্যেই আসিয়া পাঠ আরম্ভ করিয়াছেন। বর্তমান বর্ষে সকল ছাত্রই গবর্নমেণ্ট সংস্কৃত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

প্রধান অধ্যাপক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রচন্দ্র কাব্য-ব্যাকরণ-সাংখ্য-বেদান্ত-ষড়দর্শন-তীর্থ, সাংখ্যভূষণ, বেদান্তরত্ন, সাহিত্যশাস্ত্রী, দর্শনবাচস্পতি।

অধ্যাপক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গৌরদাস ব্রহ্মচারী ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীধাম মায়াপুর পরাবিদ্যাপীঠ, (নদীয়া)

বেদনাঞ্জন

শ্রেষ্ঠরত্ন।

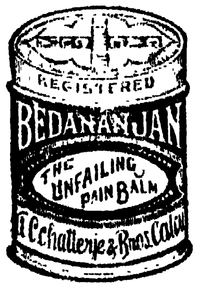

কলিকাতা কংগ্রেস একজিবিসন হইতে বহু প্রশংসা প্রাপ্ত ও বহু গণ্যমান্য ভদ্রমহোদয়গণ কর্তৃক প্রশংসিত।

আজকাল বাজার-চলন মিশ্রিত ও বিষাক্ত আহার্য সেবনে শরীরের রক্ত সহজেই দোষিত হইয়া পড়িতেছে। রক্তই মানবদেহের শ্রেষ্ঠ উপাদান, এই রক্ত দোষিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মানব বাত, বেদনা, মাথাধরা, মাথাঘোরা, দৃষ্টিশক্তির হ্রাস, দাঁতের গোড়া ফুলা, দাঁত কনকনানি, দাঁতে পোকা এবং দাদ, চুলকানি প্রভৃতি কষ্টদায়ক চর্মরোগে আক্রান্ত হইতেছে। যদি আপনি একেবারে ব্যাধিমুক্ত হইতে চান, তাহা হইলে অযথা পয়সার অপব্যয় না করিয়া অল্প ব্যয়ে এক শিশি বেদনাঞ্জন ক্রয় করিয়া ইহার কার্যকারী-শক্তি উপলব্ধি করুন। গুণের তুলনায় মূল্য অতি সামান্য, এক শিশি ।৴০ আনা মাত্র, মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান—এ, সি, চাটার্জ্জী এণ্ড ব্রাদার্স।

[illegible] নং হালকাটি লেন, সালিখা হাওড়া।

সকল মনিহারী দোকানে ও বড় বড় ঔষধের আলয়ে পাওয়া যায়।

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

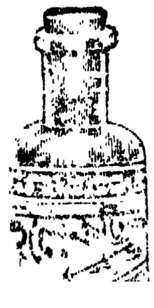

যদিও কস্মিনকালেও মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য, তথাপি যাহারা নানাবিধ অনিয়মিত উপায়ে অপরিমিত শক্তি নষ্ট করিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন এবং নানা প্রকার মেহ, প্রমেহ, ধাতুদৌর্ব্বল্য, স্নায়বিক দুর্ব্বলতা, বহুমূত্র, ডায়বেটিস, পাকাশয় পীড়া, অর্শ এবং স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে যাহারা বাধক, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, স্বল্প রজঃ, শ্বেত ও রক্তপ্রদর, হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি রোগে ভুগিয়া জীবনে নিরাশ হইয়াছেন, তাঁহারা অবিলম্বে সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার [illegible] সাহেবের আবিষ্কৃত ইলেক্ট্রিক সলিউসন ব্যবহার করিয়া [illegible] [illegible]

সোল এজেণ্ট—ডাঃ ডি. ডি. কাঞ্জিলাল।

[illegible], গার্ডেনরীচ রোড, কলিকাতা।

ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

অধ্যক্ষ

শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম.এ., এফ.সি.এস. (লণ্ডন)

ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক

(প্রফেসার)

আয়ুর্বেদীয় ঔষধ বিশুদ্ধ ও শাস্ত্রমতে নিজ তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হয়। পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ক্যাটালগ পাঠান হয়। রোগের বিবরণ জানাইলে যত্নপূর্ব্বক ব্যবস্থা দেওয়া হয়। চিঠি পত্রাদি সম্পূর্ণরূপে গোপন রাখা হয়।

মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দুর)

(বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৪৲ টাকা

উৎকৃষ্ট স্বর্ণ, পারদ ও আমলাসার গন্ধক দ্বারা যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। নিত্য প্রয়োজনীয় সর্ব্বরোগনাশক মহৌষধ।

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৩৲ টাকা

উৎকৃষ্ট কাশীর আমলকী, বংশলোচন প্রভৃতি যাবতীয় উপাদানে পূর্ণ মাত্রায় যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। কফ, কাশি, সর্দি, যক্ষ্মা, ক্ষয়রোগ, হৃদরোগ প্রভৃতি রোগের মহৌষধ। সর্ব্বপ্রকার দুর্ব্বলতা নাশক অত্যাশ্চর্য্য পুষ্টিকর মহৌষধ বা খাদ্য বিশেষ।

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬৲ টাকা

ইহা সেবনে ধাতুদৌর্ব্বল্য, শুক্রতারল্য, স্বপ্নদোষ, প্রমেহ ও ধ্বজভঙ্গ সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায়। ইহা অপরিসীম আনন্দদায়ক রসায়ন।

অবলাবান্ধব যোগ

প্রদর, বাধক প্রভৃতি জরায়ুদোষ ও যোনিগত দুরারোগ্য রোগের মহৌষধ

মূল্য—১৬ মাত্রা ২৲ টাকা। ৫০ মাত্রা ৫৲ টাকা মাত্র

বিশুদ্ধ জল! ভয় নাই! বিশুদ্ধ জল!!

লক্ষ্মী টিউব-ওয়েল কোং

২০৫নং নবাবপুর, ঢাকা

বর্তমানযুগের নব আবিষ্কৃত বৈজ্ঞানিক-খনন-প্রণালীতে নলকূপ (*Tube-well*) নির্মাণ করা হয়। বঙ্গের লাট বাহাদুর, প্রেসিডেণ্ট মেম্বর, জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট, [illegible], জমিদার, তালুকদার প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত ভদ্রমহোদয়গণ এই কোম্পানীর কার্য্য দেখিয়া প্রশংসা করিয়াছেন। রাসায়নিক পরীক্ষায় জল বিশুদ্ধ না হইলে মূল্য গৃহীত হয় না। বিস্তৃত বিবরণের জন্য পত্র লিখুন।

বৃত্তিসহ সমগ্র

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

ভিক্ষা ২৲ টাকা। শিক্ষার্থি ছাত্রের পক্ষে ১।০ দেড়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীপরাবিদ্যাপীঠ, শ্রীগৌড়পুর

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

মনোমোহন প্রেস

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা

[illegible] কাজের জন্য বিখ্যাত [illegible]

বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা।

[illegible]

দ্বিতীয় সংস্করণ | Registered No. C. 1541

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র।

৪র্থ খণ্ড] সম্পাদক—প্রত্নবিদ্যালঙ্কার শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী [২৫৪ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্য মঠ শ্রীধাম মায়াপুর ২৪শে অগ্রহায়ণ মঙ্গলবার ১৩৩৬, ১০ই ডিসেম্বর ১৯২৯

বিজ্ঞাপনের হার

প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

মূল্যের হার
অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৷০
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৴৫

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থাবলী

১।	শ্রীমদ্ভাগবতম্,—শ্লোক সূচী, বিষয়-সূচী প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত। ভিক্ষা, প্রতি খণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৶০ গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশ গ্রাহক পক্ষে	৵০	১৬।	সাধনপথ (৩য় সংস্করণ)	।৶০
			১৭।	আচার ও আচার্য্য	।৶০
			১৮।	নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য	৸০
২।	ভাষ্য-সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ)	৫৲	১৯।	ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা)	৵০
৩।	গৌড়ীয়-গৌরব	৶০	২০।	শ্রীনবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য	৶০
৪।	গৌড়ীয়-সাহিত্য	।০	২১।	নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য (প্রমাণখণ্ড)	৶০
৫।	ভজনরহস্য	॥০	২২।	শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ	।০
৬।	শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা)	১৲	২৩।	শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমা দর্পণ	।০
	,, ,, ,, আবাঁধা	৸০	২৪।	শরণাগতি, গীতাবলী, সাধনকণ, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, নবদ্বীপশতক, অর্থপঞ্চক ও সদাচারস্মৃতি মোট	।৶০
৭।	গীতা (শ্রীবলদেবভাষ্যসহ) বাঁধা ২৲ আবাঁধা ১॥০				
৮।	গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি-টীকা-সহ) বাঁধা ২৲ আবাঁধা ১॥০		২৫।	কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ও অর্চ্চনকণ	৵০
	গীতার কেবল মাধব-ভাষ্য	॥০	২৬।	সাধককণ্ঠমণি	।০
৯।	প্রাকৃতনাট্যকা অনুবাদসহ সানুবাদ (মাধব)	২৲	২৭।	সংস্কার-দীপিকা	।০
১০।	বেদান্তস্যমন্তক সানুবাদ (রামানুজীয়)	॥০	২৮।	বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড)	৩৲
১১।	জৈবধর্ম্ম	২৲	২৯।	ব্রহ্মসংহিতা	॥০
১২।	শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ)	৸০	৩০।	শ্রীমহাপ্রভুর শিক্ষা	৸০
১৩।	গৌড়ীয়-কণ্ঠহার	২৲	৩১।	মণিমঞ্জরী সানুবাদ	।০
১৪।	প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ)	॥৶০	৩২।	গোবিন্দভাষ্যোদয়ঃ	৸০
১৫।	দীপ-দিগ্‌দর্শন	৵০	৩৩।	শ্রীচৈতন্যভাগবত (নিতাই দ্বিতীয় সংস্করণ)	৫৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

শ্রীধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপ-প্রদর্শনী, নদীয়া

(৩রা ফেব্রুয়ারী হইতে ১৭ই মার্চ্চ, ১৯৩০ পর্য্যন্ত)

প্রদর্শনীর সকল জ্ঞাতব্য বিষয়ের জন্য
সেক্রেটারী মহোদয়ের নিকট
আবেদন করুন

শ্রীকুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ,
শ্রীচৈতন্য মঠ, শ্রীধাম মায়াপুর পোঃ আঃ (নদীয়া)।

ইংরাজী ভাষায় ভক্তিগ্রন্থ

১ শ্রীচৈতন্যচরিত ও শিক্ষা
২ নামভজন
৩। বৈষ্ণবধর্ম্ম ...
৪। ভাগবত ...
৫। ...
৬। ...

দেবনাগরাক্ষরে ভক্তিগ্রন্থ

১। ...
২। সটীক ...
৩। ...
৪। ...
৫। ...
৬। ...

নানা কথা

পানসিলা-স্বরূপগঞ্জ ইউনিয়নবোর্ড

গত ৮ই ডিসেম্বর রবিবার অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকার সময় পানসিলা-স্বরূপগঞ্জ ইউনিয়নবোর্ডের একটি সাধারণ সভা আহূত হইয়াছিল। সভার আলোচ্য বিষয় ছিল—(১) রাস্তাঘাট মেরামত (২) জঙ্গল পরিষ্কার (৩) চৌকিদারগণের কর্তব্য-নির্ণয় (৪) অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয়।

রাস্তাঘাটের অসুবিধার বিষয় উল্লেখ করিয়া ৪টী বিভিন্ন গ্রাম হইতে ৪ খানা দরখাস্ত প্রেসিডেণ্ট মহোদয়ের নিকট প্রেরিত হইয়াছিল। এই সকল দরখাস্তের বিষয় সদস্যগণ সভায় আলোচনা হয়। উপস্থিত সদস্যগণের সম্মতিক্রমে ফাকনগর হইতে বাগীবাগ পর্যন্ত রাস্তাটির মেরামতের জন্য ৩৫৲ টাকা এবং [illegible] খানির রাস্তাগুলি মেরামতের জন্য ৩৫৲ টাকা ইউনিয়নবোর্ড হইতে মঞ্জুর করা হইয়াছে। অপর দুইখানি দরখাস্তের বিষয় তদন্তের নিমিত্ত তারিখ স্থিরীকৃত হইয়াছে।

স্বরূপগঞ্জ গ্রামের জঙ্গল পরিষ্কারের নিমিত্ত একখানা দরখাস্তের বিষয়ও সভায় আলোচিত হইয়াছে। ইউনিয়নবোর্ড অধীন রাস্তাঘাটের পরিষ্কারের ভার গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু গ্রামের স্বাস্থ্যরক্ষার নিমিত্ত উহাই যথেষ্ট নহে। গ্রামের প্রত্যেক স্থানের পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকা একান্ত দরকার। উপস্থিত গ্রামস্থ প্রত্যেককে বাটীর জঙ্গল আবর্জনাদি পরিষ্কারের নিমিত্ত অনুরোধ করিয়া একটী প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। পাশাপাশি জঙ্গলাদি ঐ সকল স্থানের মালিকগণ নিজ ব্যয়ে পরিষ্কার করিবেন।

[illegible] গ্রামে একটী [illegible]-স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে একটী দরখাস্ত পড়িয়াছে। আমরা এ বিষয়ে [illegible] বোর্ডের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

নূতন শ্রমিক সম্প্রদায় সভা

নাগপুর শ্রমিক-সম্প্রদায় সভা নাগপুর শ্রমিক কংগ্রেসের সমস্ত প্রস্তাব গৃহীত হয় সে [illegible] সহিত সম্বন্ধ [illegible] ওয়ায় মিঃ [illegible] দেওয়ান চমন লাল প্রমুখ নেতৃগণ একটি নূতন সমিতি গঠন করিতেছেন। ইহার নাম হইল "[illegible] ফেডারেশন অব [illegible]"। [illegible] বলেন যে [illegible] আন্তর্জাতিক [illegible] মিঃ এম্, [illegible] [illegible] [illegible] নানা-প্রবর্তনেচ্ছুক [illegible] [illegible] [illegible] পরাজিত

আসাম প্রাদেশিক হিন্দুমহাসম্মেলন, জন্ম ও বর্ণবিভাগ

আসাম প্রাদেশিক হিন্দু মহাসম্মেলনের সভাপতি মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত [illegible] নাথ [illegible]ভূষণ মহাশয় অভিভাষণে বলিয়াছেন:—

দলোচিত মনোবৃত্তির মূলোচ্ছেদই হিন্দু মহাসভার প্রধান কার্য্য। যে জাতির মধ্যে শত করা ৮০ জন ব্যক্তি অস্পৃশ্য ও হেয় সেই জাতির এই বর্ত্তমান যুগের অতি কঠিন জীবন-সংগ্রামে আত্মরক্ষার কল্পনা যে আকাশ-কুসুমকল্প তাহাকে অস্বীকার করিতে পারে? বেদব্যাস বলিয়াছেন—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, এইরূপ যে জন্মগত বর্ণ বিভাগ হয় পূর্ব্বকালে ছিল না। যে ব্রাহ্মণোচিত কর্ম্ম করিত সেই ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিগণিত হইত, জন্মের দ্বারা জাতি বিভাগ হয় না, কিন্তু তাহা কর্ম্মের দ্বারা হইয়া থাকে। মনুষ্যের এই জাতিগত বিভাগ যে জন্মগত এ বিষয়ে প্রমাণ বেদের মধ্যে পাওয়া যায় না। ঋগ্বেদের পুরুষ সূক্তের যে ঋক্‌টীর উপর নির্ভর করিয়া প্রাচীন পণ্ডিতগণ জন্মগত ব্রাহ্মণাদির ব্যাখ্যা করিতে উদ্যত হয়েন তাহা একটী রূপক মাত্র।

অগ্নিকাণ্ডে দুই লক্ষ টাকা ক্ষতি

কানপুরে মেসার্স দেওয়ান চাঁদ এণ্ড সন্সের তুলার গুদামে আগুন লাগিয়া দুই লক্ষ টাকা ক্ষতি হইয়াছে। প্রায় চৌদ্দ ঘণ্টা আগুন জ্বলিতে থাকে। সময়ে দমকল আসিয়া পড়ায় নিকটস্থ অন্যান্য কারখানায় আগুন লাগে নাই।

ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের গৃহে চুরী

প্রকাশ, সম্প্রতি হাওড়ার ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এস, এন্ বটব্যালের গৃহে এক চুরী হইয়া গিয়াছে। চোর অলঙ্কার প্রভৃতিতে প্রায় ১০ হাজার টাকার মাল লইয়া সরিয়া পড়িয়াছে। এই সম্পর্কে জোর তদন্ত চলিতেছে।

নিখিল ভারত মেডিকেল এসোসিয়েশন

নিখিল ভারত মেডিকেল এসোসিয়েশনের জয়েণ্ট সেক্রেটারী ডাঃ ডি, ডি মেথায়ী, এ, এল, এম, এস, এস, রায় জানাইতেছেন যে,—[illegible] ১২ই ডিসেম্বর তারিখ সন্ধ্যা [illegible] ঘটিকার সময় (কলিকাতা), [illegible] নং [illegible] ষ্ট্রীটস্থিত [illegible] সরকারের আবাসভবনে নিখিল ভারত মেডিকেল এসোসিয়েশনের কেন্দ্রীয় কার্য্যকরী সমিতির এক অধিবেশন হইবে। সভায় অন্যান্য বিষয় সহ প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচন সম্বন্ধে চূড়ান্ত মীমাংসা করা হইবে।

অভিযোগ বাতিল

পাঠকগণ অবগত আছেন, মফিজ কমিটির সভাপতি অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্র চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র [illegible]র বিরুদ্ধে ফৌজদারী কার্য্যবিধির ১০৭ ধারা অনুসারে এক মামলা আনা হইয়াছিল। মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এস্. বসু তাহা বাতিল করিয়া দিয়াছেন। আসামীপক্ষের আবেদনে কোন আপত্তি করে নাই।

শিক্ষাবিস্তারের অভিনব পন্থা

পুনার ৭ই ডিসেম্বরের সংবাদে প্রকাশ, পুনা মিউনিসিপ্যালিটীর চীফ্ অফিসার সাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের এক অভিনব পন্থা বাহির করিয়াছেন। তাঁহার ধারণা এই পদ্ধতি অনুসারে কাজ করিলে এক বৎসরের মধ্যে স্থানীয় অধিবাসীদিগের শতকরা ৬০ জন লিখিতে পড়িতে শিখিবে। এই সম্পর্কে শীঘ্রই স্থানীয় মিউনিসিপ্যালিটীর সাধারণ সভায় আলোচনা হইবে বলিয়া প্রকাশ।

দিল্লীষ্টেশনে কাবুল বিজেতা

গত ৭ই ডিসেম্বর প্রাতে কাবুল-বিজেতা সাহ ওয়ালি খাঁ, জি, আই, সি, বোম্বাই মেল দিল্লী অতিক্রম করিয়াছেন। এক বিপুল জনসঙ্ঘ তাঁহাকে ষ্টেশনে অভ্যর্থনা করেন। ট্রেন পৌঁছিবার বহু পূর্ব্বেই কাবুলজয়ী যোদ্ধাকে দর্শনাকাঙ্ক্ষী ভীষণ জনসমাগমে প্ল্যাটফর্ম পরিপূর্ণ হইয়া যায়। তাই ট্রেন হইতে সাহ ওয়ালিকে অতি কষ্টে প্লাটফর্মে অবতরণ করিতে হইয়াছিল। তিনি সেই জনসঙ্ঘ বিশেষতঃ তাঁহার প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন ভারতীয়দের ধন্যবাদ দান করিয়া উপস্থিত জনমণ্ডলীর সমক্ষে একটী নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করেন। কাবুল জয়ের জয় কাবুল বিজেতা ও আমীর নাদির খাঁর জয়ধ্বনির মধ্যে ট্রেন দিল্লী ষ্টেশন ত্যাগ করে।

সশস্ত্র ডাকাইতি

দিল্লী হইতে ত্রিশ মাইল দূরে সামোলী গ্রামে সম্প্রতি এক সশস্ত্র ডাকাতী হইয়া গিয়াছে। প্রকাশ, ডাকাইতরা সংখ্যায় ১৪ জন ছিল। তাহারা একটা বাড়ী আক্রমণ করিলে তাহাদিগকে বাধা দেওয়া হয়। ফলে তাহারা বাধাপ্রদানকারীদিগকে লক্ষ্য করিয়া গুলী ছুড়িতে আরম্ভ করে। ইহাতে দুই জন লোক গুরুতরভাবে আহত হইয়াছে। তাহাদিগকে দিল্লী সিভিল হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে। তাহাদিগের অবস্থা সঙ্কটজনক।

লাহোর কংগ্রেস

মিঃ [illegible] এগারো তাঁহার "[illegible]" কংগ্রেসের অভিভাষণাদি ছাপাইয়া দিবার ভার লইয়াছেন। অনেক গুলি বিষয়ের ছাপিবার কাগজও তিনি দিবেন।

প্রদর্শনীর চিত্রশিল্প শাখা খুলিবার দিন পিছাইয়া দেওয়া হইয়াছে। চিত্রশিল্পিরা ১০ই ডিসেম্বরের পরিবর্ত্তে ১৫ই ডিসেম্বর পর্য্যন্ত তাঁহাদের জিনিসপত্র পাঠাইতে পারেন।

আবার লোমহর্ষণ কাণ্ড

চাঁদপুরের ৬ই ডিসেম্বরের সংবাদে প্রকাশ, এ, বি, রেলের চাঁদপুর ষ্টেশনের প্লাটফরমে ট্রান্সশিপমেণ্ট বিভাগের কেরাণী কাজী উক্ত বিভাগের হেড ক্লার্ক শ্রীযুত চারুগোপাল ঘোষকে ছুরী মারিবার অভিযোগে রেলওয়ে পুলিস কর্ত্তৃক গ্রেপ্তার হইয়াছে। আততায়ীর হস্তে ২খানি ছুরী ছিল। সে যখন চারুবাবুকে প্রথম আক্রমণ করে, তখন তিনি পড়িয়া যান। কাজী যখন পুনরায় আক্রমণ করিতেছিল, এমন সময় উক্ত রেল ষ্টেশনেরই একজন নিম্ন কর্ম্মচারী তাহাতে বাধাদান করে।

জলমগ্ন "ফ্রান্সেস ডানকান"

"ফ্রান্সেস ডানকান" জাহাজ জলমগ্ন ব্যাপারে যে কয়েকজন নাবিক রক্ষা পায় গত ৬ই ডিসেম্বর তাহারা ব্রিসামে অবতরণ করে। তাহাদের কাহিনী শুনিলে লোমহর্ষণ উপস্থিত হয়। তাহারা বলিয়াছে, জাহাজ খানা ৫ মিনিটের মধ্যে জলমগ্ন হয়। যাহারা বাঁচিয়াছে তাহাদের ৫ জন ঝটিকাসঙ্কুল বারিধি হইতে উদ্ধার লাভ না করা পর্যন্ত "ফ্রান্সেস ডানকানে" পালিতবার আঁকড়াইয়া ধরিয়াছিল।

বিজ্ঞাপন

সাধারণের হিতার্থে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, কলিকাতার ২১৪নং বহুবাজার ষ্ট্রীটস্থ "[illegible]" মহোদয়ের রচিত মানবের [illegible] না হইতে পারে তাহার প্রতিষেধক [illegible]দি সম্বলিত "কামশাস্ত্র" গ্রন্থখানি এখনও যিনি পাঠ করেন নাই, তিনি অবিলম্বে ঐ ঠিকানায় আবেদন করত বিনামূল্যে প্রাপ্ত হউন। উহা পাঠে উপকৃত হইয়া ৭৫০০০ হাজার লোক [illegible] হইয়াছেন। [illegible] সন্তান [illegible] হইবে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২৪শে অগ্রহায়ণ মঙ্গলবার —১৩৩৬

প্রদর্শনী-প্রসঙ্গ

শ্রীধাম মায়াপুর-নবদ্বীপ-প্রদর্শনীর সংবাদ ষ্টেট্‌সম্যান, ইংলিশম্যান, লিবার্টি, অমৃতবাজার, আনন্দবাজার, বসুমতী, বঙ্গবাণী, বঙ্গবাসী, স্বায়ত্তশাসন, কাশীপুরনিবাসী প্রভৃতি বিভিন্ন সংবাদপত্রসমূহ দ্বারা ও লোকমুখে সর্বত্র বিঘোষিত হইয়াছে ও হইতেছে। আগামী বসন্তপঞ্চমী বাণীপূজার দিন হইতে দোল-পূর্ণিমা গৌরজন্মোৎসব পর্যন্ত প্রদর্শনীর দ্বার উন্মুক্ত থাকিবে, আশা করি, এ সংবাদ সর্বসাধারণে অবগত হইয়াছেন। আমরা জগতের সকলকেই এই প্রদর্শনীতে যোগদান করিবার জন্য আহ্বান করিতেছি।

প্রদর্শনীতে গমনাগমনের জন্য যান-বাহনাদির সুব্যবস্থা থাকিবে। বাস ও মোটর সার্ভিসের ব্যবস্থা হইতেছে। দর্শকগণের বিনামূল্যে বা অল্পব্যয়ে যথাযোগ্য থাকিবার স্থানের ব্যবস্থা থাকিবে। সাময়িক বাসোপযোগী পটমণ্ডপ ও অস্থায়ী গৃহাদি নির্মাণের ব্যবস্থা হইতেছে। যাঁহারা ই, বি, আর লাইনে কৃষ্ণনগর হইয়া আসিবেন, তাঁহাদের জন্য মহেশগঞ্জ ও নবদ্বীপ ঘাটে ষ্টীমার ও খেয়ার বন্দোবস্ত থাকিবে। যাঁহারা ই, আর, লাইনে গঙ্গার পশ্চিমপারে নবদ্বীপ ষ্টেশনে নামিবেন, তাঁহাদিগের জন্যও ষ্টেশন হইতে গঙ্গার পূর্বপারে প্রদর্শনী স্থলে আসিবার যথাযোগ্য যানবাহনাদির ব্যবস্থা থাকিবে। ই, বি, আর মুর্শিদাবাদ-লাইনে ধুবুলিয়া ষ্টেশনে নামিয়া নদী পার না হইয়াও আসা চলিবে এবং যানবাহনাদি মিলিবে। শিয়ালদহ, হাওড়া, কৃষ্ণনগর, মহেশগঞ্জ, নবদ্বীপঘাট ও নবদ্বীপ-ষ্টেশনে স্বেচ্ছাসেবকগণ নিযুক্ত থাকিয়া যাত্রিগণের সুবিধা অসুবিধার প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন। স্ত্রীলোকগণের থাকিবার স্থান পুরুষলোকের থাকিবার স্থান হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ থাকিবে। বিশিষ্ট সম্ভ্রান্ত-মহিলাগণের জন্য স্বতন্ত্র ব্যবস্থা থাকিবে। সকল-সম্প্রদায়ের সকল-প্রকার লোকের জন্যই আহারাদির পৃথক ব্যবস্থা থাকিবে। উত্তম পানীয় জল, বিশুদ্ধ খাদ্যদ্রব্য, গভর্ণমেণ্ট পশুচিকিৎসালয়, ডাক্তার, কম্পাউণ্ডার ও ঔষধালয়াদির ব্যবস্থাও আছে। বিশেষতঃ এ স্থানের স্বাস্থ্য খুব ভাল। প্রদর্শনীর নাম [illegible] মায়াপুর ডাকঘর [illegible] [illegible] দর্শকগণের [illegible] [illegible] [illegible] টেলিগ্রাফ [illegible]

যাহাতে তিনি শীঘ্র টেলিগ্রাফ করিতে পারেন, তাহারও ব্যবস্থা হইয়াছে।

যে টিকেটধারী দর্শক ও প্রদর্শক মণ্ডলীর সুবিধাসুবিধার দিকে প্রদর্শনীর কর্তৃপক্ষ সর্বক্ষণ বিশেষ দৃষ্টি রাখিবেন। প্রদর্শনীর বিশেষ জ্ঞাতব্য নিয়মাবলীর জন্য প্রদর্শনী-সম্পাদকের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখুন—

আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ
শ্রীধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপ-প্রদর্শনীর সম্পাদক
পোঃ শ্রীধাম-মায়াপুর, নদীয়া।

আর্থিক ও পারমার্থিক
সকলেই যোগদান করিয়া
লাভবান্ হউন।

স্বভাব

(পণ্ডিত শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিসুধাকর)

অনেকে মনে করেন যে, স্বভাব হইতেই চরাচর জগতের সৃষ্টি হইয়াছে এবং সেই জন্য তাঁহারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাসহীন নাস্তিকগণ-কথিত স্বভাব বস্তুটী জড় না চেতন? যদি উহাকে জড় পদার্থ বলা হয়, তাহা হইলে নিশ্চয় বলা যায় যে, উহা ঘটাদি জড়পদার্থের ন্যায় অন্য কর্তৃক চালিত হইয়া থাকে এবং স্বয়ং অপরকে পরিচালনা করিতে পারে না। কোন কার্য্য করিতে হইলে প্রথমতঃ জ্ঞান, অনন্তর তাহাতে ইচ্ছা এবং অন্তে তাহার সম্পাদন হইয়া থাকে। এ সমস্ত যখন জড় বস্তুর পক্ষে সম্ভবপর নহে, তখন জড়স্বভাবের দ্বারা জগতের সৃষ্টি অসম্ভব।

যদি স্বভাবকে চেতন এবং অন্যের অধীন বলা হয়, তাহা হইলেও পূর্বোক্ত দোষই হইয়া থাকে অর্থাৎ তাহার একজন ঈশ্বর স্বীকার করিতে হয়। পুনশ্চ যদি ঐ স্বভাবকে চেতন এবং স্বাধীন বলা হয়, তাহা হইলে এক ঈশ্বর স্বীকার করিতে দোষ কি? ভিন্ন ভিন্ন পদার্থের কর্তা ভিন্ন ভিন্ন চেতন ও স্বাধীন অনন্ত স্বভাব কল্পনা অপেক্ষা সমস্ত কার্য্যের কর্তা এক ঈশ্বর স্বীকারেই কল্পনার লাঘব হয় এবং সকলে সামঞ্জস্য রক্ষা পায়।

নাস্তিকগণ যে স্বভাব হইতে কার্য্যের উৎপত্তি দর্শন করেন, তাঁহারা কি বলিতে পারেন যে ঐ স্বভাবটি কাহার? যদি বলেন যে নিজের (অর্থাৎ ঐ কার্য্যের) স্বভাব হইতে তাহা উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

হইতে কার্য্য জন্মে, তাহা হইলে নিজের কারণ হইতে কার্য্য জন্মে বলিলেই হয়; আবার তাহার স্বভাব বলিয়া পৃথক্ স্বীকারের আবশ্যক কি? যদি কারণ হইতে কার্য্যোৎপত্তি স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে কারণ-সমষ্টি মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের জন্য এক জন কর্ত্তাও আবশ্যক হইয়া পড়ে। অতএব পৃথিবী, পর্বতাদির যিনি কর্তা, তিনিই ভগবান্ ঈশ্বর বলিয়া স্বীকৃত হন। যদি কর্তৃ ব্যতীত কেবল স্বভাব হইতেই কার্য্য সম্ভব হয়, তাহা হইলে পৃথক্ পৃথক্ কার্য্যের জন্য কুম্ভকার, স্বর্ণকার প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন কর্তার আবশ্যক থাকে না। কার্য্য হইলেই তাহার একজন কর্তা আবশ্যক, ইহাই সর্বত্র দৃষ্ট হইতেছে। কর্তা ভিন্ন কার্য্যোৎপত্তি অদৃষ্ট বিষয়। অতএব নাস্তিকগণোক্ত স্বভাববাদ স্বীকার করিলে দৃষ্ট বিষয়ের হানি এবং অদৃষ্ট বিষয়ের অঙ্গীকার করা হইয়া থাকে।

যুক্তি যদি রক্ত-চক্ষুরাদি যন্ত্রসাধ্য হয়, তাহা হইলে স্বভাব হইতে কার্য্য হয় এরূপ কথারই অভাব ঘটে। পক্ষান্তরে যুক্তিকে স্বভাব হইতে উৎপন্ন স্বীকার করিলে রক্ত-চক্ষুরাদির নিষ্প্রয়োজন হইয়া থাকে। স্বভাব কর্ম প্রভৃতি পদার্থ জড়। ইহারা চেতন বস্তুর প্রেরণা ব্যতীত কোন কার্য্য করিতে পারে না। কুঠার কখনও স্বয়ং বৃক্ষ ছেদন, কি ঘট কখন স্বয়ং জল আহরণে প্রবৃত্ত হয় না। মণিবিশেষের বা মন্ত্রবিশেষের দ্বারা আগ্নেয়স্বভাব (দাহকত্ব) অবরুদ্ধ হয়। পুনরায় বিজাতীয় মন্ত্র বা মণি সংযোগে ঐ অবরুদ্ধ-শক্তির উদ্বোধনা দেখা যায়। সুতরাং স্বভাবের যে স্বাধীনতা নাই, তাহা স্পষ্ট।

পূর্বোক্ত যুক্তিবলে স্বভাব ও কর্মাদি চেতন-পরিচালিত স্বীকার করিতে হয়। চেতন জীব স্বয়ং নিজের অনিষ্ট জনক কর্মাদির প্রেরক নহে। অতএব জীবাতিরিক্ত এক জন চেতনকে কর্মাদির প্রেরক স্বীকার করিতে হয়। অজ্ঞানের দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া যে কালে আমরা ঈশ্বরের অস্তিত্ব বুঝিতে অসমর্থ হই, সে সময় আমরা [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

করিবার উদ্দেশ্য করিয়া দেন, তিনিই [illegible] [illegible] [illegible], পরিত্রাতা ও [illegible] [illegible]। স্বভাবাদি [illegible] [illegible] [illegible] প্রশ্ন নহে।

আমার ভজন

অখিল ভগবান্ ঐকান্তিকী ভক্তিবাঞ্ছা। কর্ম, জ্ঞান ও যোগাদি দ্বারা ভগবদারাধনা হয়, সাধারণের এই বিশ্বাস থাকিলেও শাস্ত্র, সাধু বলেন, ঐ ঐ মার্গে ভুক্তি, মুক্তি ও সিদ্ধিবাঞ্ছা সাধকের হৃদয়ে বিরাজ করে বলিয়া অহৈতুকী ভজন-সাধ্যা ভগবৎ প্রাপ্তি হয় না।

প্রাণি জগতে মনুষ্য সর্বশ্রেষ্ঠ। মনুষ্যের মধ্যে অনেকে নীতিশূন্য, আবার অনেকে নীতিবান্ হইয়াও নাস্তিক এবং কেহ কেহ বা আস্তিকতার নামে নাস্তিক-শিরোমণি। সুতরাং ভগবদ্ ভজনে ঐকান্তিকভাব খুব সৌভাগ্যবান্ ব্যতীত লাভ করিতে পারেন না।

শ্রীভগবান্ ভজন-বিহীন জীবকুলকে স্বভজন-বৈভব-বিজ্ঞান প্রদানের জন্য স্বপ্রেষ্ঠকে গুরুরূপে জগতে পাঠান। জগদ্‌গুরুর জন, ভাগ্যবন্ত সুখ দুঃখ-সাগরে ভাসমান জীবকুলকে উদ্ধার করিবার জন্য আপনার আদর্শ চরিত্র প্রদর্শন করিয়া আত্মজ্ঞানহারী জনগণকে, আরাধ্য ভগবানের নাম ও মন্ত্রাত্মক স্বরূপ প্রদান করেন। আশ্রিত শিষ্য গুরুকৃপায় শ্রীগুরুদেবের নিকট এক অপূর্ব্বদানরূপ কৃপালাভ করিয়া আচার্য্য-নির্দ্দিষ্ট পথে চলিতে থাকেন। এবং ক্রমে ক্রমে ভজনোন্নতি লাভ করিয়া পরিশেষে অভীষ্টপ্রাপ্তি লাভ করেন।

আমি কোন এক অজ্ঞাত সুকৃতিবলে আমার প্রভুপাদের অপ্রাকৃত শ্রীচরণ দর্শন লাভ করিয়াছি। তিনি আমার মহামহোপাধ্যায়। তিনি [illegible] নিজজন। তাই আমাকে [illegible] শিক্ষা করিবার [illegible]

...শ্রীগুরুদেবের মনোভীষ্ট, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আচরিত প্রচারিত ধর্মের [illegible] আচার ও প্রচার। আমি [illegible] শ্রীগুরুকৃপায় অনাচারী থাকাকালে [illegible] বলিবার সুযোগ পাইয়াছি, এবং সে প্রচারকালে [illegible] অন্যের [illegible] করিতে [illegible]; আমার ভাগ্যদোষে সেই প্রচার আমাকে আচারবান না [illegible] আত্ম-প্রতারক হইবার সাহায্য করিল। এ প্রচারের দ্বারা শুধু আমি প্রতারিত হইলাম না, জগদ্বাসী সকলেই আমার নিকট প্রতারিত হইল। আমার ভজন, ভজনীয় ভগবানের সেবা না হইয়া আমার স্বসুখাল [illegible] ভজন, বিষয় ভোগ [illegible] বাড়িল।

আমি বাহ্যে সর্বদা শ্রীগুরুসেবায় নিযুক্ত থাকিলেও সে সেবা আমার শ্রীগুরুভক্তি যদি না করিয়া নিজে [illegible] হইবার সুবিধা করিয়া দিল। সেবাদর্শে সেবকের সেবানন্দ ক্ষুৎ-পিপাসা পদে পদে বৃদ্ধি করে আর সেবককে সর্বদাই সঙ্কোচ থাকিয়া সেব্যের সেবায় [illegible] রাখে। কিন্তু আমি যে সকল সেবার অনুষ্ঠান করি, খুব চিন্তা করিয়া দেখিয়াছি যে, অনেক সময় আত্মেন্দ্রিয়ের সেই সেই কার্য করি। এবং দুর্জনের বশে বলি কি বাধ্য বাধকতা সূত্রে সেবা কার্য করিয়া শ্রীগুরুদেব, তদীয় সেবকবৃন্দের এবং সম্প্রদায়ের অনেক উপকার করিলাম বলিয়া কর্তৃত্বাভিমান প্রমত্ত থাকি। এবং অনেক সময় মনোভাব ব্যক্ত করিয়া বলিয়া থাকি যে, আর খাটিতে পারি না।

বাহিরের সব ছাড়িয়া গুরুগৃহে বাসের অভিনয় করিতেছি বটে, কিন্তু আমি যে হৃদয়ে কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা-পিপাসা ছাড়িতে পারি নাই, তাহা আমি মুখে স্বীকার না করিলেও অন্তর্যামী গুরু-বৈষ্ণবগণ পদে পদে ভঙ্গী ক্রমে আমাকে ধরাইয়া দিলেও আমি আমার কপটতা [illegible]কে সরলতা বলিয়া নিজেকে বাহাল হই। মুখে শ্রীগুরুপাদপদ্মে আত্মসমর্পণ করিয়াছি বলি, কিন্তু ঘটনাক্রমে সেই সমর্পণের [illegible] বাধা হইলে আবার আশ্রয়েরই বিদ্বেষ করিয়া বসি এবং এখনও [illegible] ছাড়িয়া গুরু-বৈষ্ণবের [illegible] বলিয়া পূর্বে আমি গুরু-সেবার [illegible] হই।

হায়! [illegible]

ব্রহ্মশক্তি সম্বন্ধে

শ্রৌত সিদ্ধান্ত

(শ্রীযুক্ত শ্রীপাদ অনন্তকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়)

আমরা শ্রুতিবাক্যের দ্বারা ব্রহ্মস্বরূপ সম্বন্ধে এইরূপ উপদেশ প্রাপ্ত হই যে, তিনি চিদানন্দরূপ, সর্বশক্তিমান, অদ্বিতীয় বস্তু। "আনন্দো ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ" শ্রুতি, তাঁহার আনন্দময় স্বরূপের কথাই কীর্তন করিয়াছেন। "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" শ্রুতি, তাঁহার নিত্যত্ব এবং চিজ্জাত্বের কথা বলিয়াছেন। এবং "অহং বহু স্যাম্" ইত্যাদি শ্রুতি তাঁহার জগৎকর্তৃত্বের উপদেশ করিয়াছেন। জগৎ তাঁহার স্বরূপগত আনন্দাংশের প্রকাশ মাত্র, এবং জীব তাঁহার স্বরূপগত চিদংশের অংশ অর্থাৎ চিচ্ছক্তি হইতে প্রকটিত; সুতরাং জগৎ ও জীব একত্বহেতু ব্রহ্মাংশের সিদ্ধ হইতেছে।

"নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাম্", "অপাণি পাদো জবনো", "সত্যং বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম" "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে" "পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞান বল ক্রিয়া চ", "অহং সর্বস্য প্রভবঃ" প্রভৃতি শ্রুতি ও স্মৃতি এবং "আনন্দম ব্রহ্মণো বিদ্বান্", "[illegible]" "[illegible]" প্রভৃতি শ্রুতিসমূহ স্পষ্ট বাক্যে বলিতেছেন যে সেই পরব্রহ্ম পরমাত্মা, পুরুষোত্তম ভগবান বাসুদেব আনন্দময় সাকার বিগ্রহ। তিনি প্রাকৃত গুণ ও বিগ্রহাদি রহিত, তিনি বিরুদ্ধ শক্তিসমূহের একমাত্র আশ্রয়; তিনি বিশুদ্ধ স্বরূপাত্মক সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ। তিনি নিখিল কল্যাণ-গুণ সমূহের সমুদ্র। শ্রুতি, স্মৃতি, বেদ, বেদান্ত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি সমস্ত শাস্ত্রই তাঁহার স্বরূপভূত স্বাভাবিক নিত্যগুণসমূহ কীর্তিত হইয়াছে। কিন্তু এই সমুদয় ধর্ম ও গুণসমূহ বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও তাঁহাতে দ্বৈতের প্রতীতি হইতে পারে না, কারণ পরব্রহ্মের গুণ বা ধর্মসমূহ কেবল স্বরূপাত্মক। যেখানে ধর্ম ও গুণ স্বরূপ হইতে পৃথক্ বস্তু, সেখানে দ্বৈতের কল্পনা করা যাইতে পারে। ব্রহ্মে অনন্ত গুণ ও ধর্মসমূহ বিদ্যমান থাকিলেও তাঁহাতে যে দ্বৈতাপত্তি হইতে পারে না, তাহা বিশেষ ভাবে বুঝাইবার জন্যই ভগবান্ বাদরায়ণ "প্রকাশাশ্রয়বদ্বা তেজস্ত্বাৎ" সূত্রের অবতারণা করিয়াছেন।

অর্থাৎ চন্দ্র ও সূর্যের কিরণ উভয়ে পৃথক্ [illegible] হইলেও যেমন অদ্বৈত-[illegible] [illegible] স্বরূপভূত হইয়া তাহা হইতে অভিন্ন। [illegible] তাঁহাতে ভেদ [illegible] করিতে পারেন না।

[illegible] জগতের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ [illegible] সম্বন্ধে [illegible] আশঙ্কায় তাঁহার উপাদান কারণত্বের কথা শ্রবণ পূর্বক বিবাদিগণ আপত্তি করেন যে, মৃত্তিকা ঘটের উপাদান হইলে, যে পরিমাণ মৃত্তিকা ঘট-নির্মিত হইলে যেমন বাহিরে হইয়া যায়, তদ্রূপ পরব্রহ্মও জগতের উপাদান কারণ হইলে, জগৎ নির্মাণে তাঁহার স্বরূপের পরিমাণ কমিয়া যায় অথবা বিকৃত হইয়া যায়, এই আশঙ্কা করিয়া তাহারা পরিণামবাদ অস্বীকার করতঃ বিবর্তবাদ স্থাপনে জড় যুক্তিজাল প্রদর্শন করেন এবং অপর কেহ তাঁহার নিমিত্ত-কারণত্বের কথা শুনিয়া বলেন যে, অবয়ব-রহিত ব্রহ্মকর্তৃক জগৎ কি প্রকারে নির্মিত হইতে পারে? তাঁহার অচিন্ত্য শক্তির কথা পুরুষার্থবাদিগণের স্মৃতিপথে আরূঢ় না থাকায় এই প্রকার বিতণ্ডায় প্রবৃত্ত হয়েন।

বস্তুবিজ্ঞানে যাহা পরস্পর-বিরুদ্ধ বলিয়া প্রতীত হয়, ব্রহ্ম সম্বন্ধে সে তাহা সর্বতোভাবে সম্ভব, চিন্ময় ভক্তি-বিলাসী মুক্তপুরুষগণের তাহা উপলব্ধির বিষয় হয়। বেদশাস্ত্র ব্রহ্মকে প্রাকৃত অবয়ব-রহিত কর্তা, উপাদান এবং নির্বিকার বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। বেদ-অনুগত আস্তিক সম্প্রদায় বেদ-কথিত বাক্যে বিশ্বাস স্থাপন করেন। শ্রীগুরু আনুগত্যে সাধন-বলে এই সত্য সন্দর্শন করতঃ কৃতকৃত্য হন।

এই হেতু বেদান্ত-সূত্রে ভগবান্ বাদরায়ণ "শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বাৎ" সূত্রের অবতারণা করিয়াছেন।

আচার্য শঙ্কর উক্ত সূত্রটিকে অবলম্বন পূর্বক প্রাকৃতগণের ন্যায় ব্রহ্মকে বিরুদ্ধ-ধর্মাশ্রয় বলিয়া যে বিচারের ভান দেখাইয়াছেন, তদ্দর্শনে তিনি যে পরে কোন বিপ্লব ঘটাইবেন, তাহা প্রথমতঃ বুঝিতে পারা যায় না কিন্তু কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলেই বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, তিনি তদানীন্তন কালের বৌদ্ধভাবাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন।

অন্ধগণ হস্তীর পৃথক্ পৃথক্ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ স্পর্শ করতঃ যেরূপ তত্তৎ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ হইতে অনুমানানুরূপ বর্ণনা করে, তাহাতে কোন দোষ হয় না; কিন্তু যদি হস্তীর কোন অঙ্গ-বিশেষকেই তাহারা সমগ্র হস্তী বলিয়া প্রতিষ্ঠিত করিতে চায়, তাহা হইলে কোন চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তিই তাহাদের অনুমানকে প্রমাণরূপে অঙ্গীকার করিতে পারেন না। মায়াবাদীকৃত ব্রহ্মনিরূপণেও তদ্রূপ দোষেরই পরিচয় পাওয়া যায়। যেমন ব্রহ্মের তিরোভাব-শক্তিকে লক্ষ্য করিয়া কোন বাদী বলিতেছেন, পরতত্ত্ব শূন্যমাত্র, তদ্রূপ মায়াবাদিগণও মায়ার আবরণী শক্তি দ্বারা আবৃত হইয়া পরব্রহ্মের স্বাভাবিকী জ্ঞান, বল, ক্রিয়াশক্তিসমূহের নিষেধে প্রবৃত্ত হইবার ধৃষ্টতা প্রদর্শন করায় ভয়ঙ্কর দোষের আকর হইয়া পড়িয়াছেন।

বেদান্ত ও উপনিষদাদি শাস্ত্রসমূহ ব্রহ্মকে বিরুদ্ধ-ধর্মাশ্রয় বা বিবিধধর্মের আধার বলিয়া পরব্রহ্মেরই পরিচয় দিয়াছেন, কিন্তু মায়াবাদী কল্পিত শবলব্রহ্মের পরিচয় দেন নাই। মায়াবাদী ব্রহ্মের বিশেষত্ব নিষেধ করিতে যাইয়া তিনি যে শাস্ত্রোপদিষ্ট ব্রহ্মকে সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারেন নাই তাহারই পরিচয় দিয়াছেন মাত্র।

সিদ্ধান্ত-নিপুণ ব্যক্তিগণ যখন অন্ধ-বকুতী ন্যায়াবলম্বনে বস্তু বিচার করেন না—সুতরাং প্রমাণিত হইতেছে যে, অন্ধের হস্তীর অঙ্গ বিশেষ স্পর্শ করিয়া সেই অঙ্গ-বিশেষকেই সমগ্র হস্তী বলিয়া অনুমান এবং তদনুসারে বর্ণনা করার ন্যায় শঙ্করের অনুমিত ব্রহ্ম মাত্র নির্গুণ ও নির্বিশেষ হওয়ায় তাহা ব্রহ্ম সম্বন্ধে অসম্পূর্ণ ধারণা মাত্র। আমরা এ সম্বন্ধে আর অধিকদূর অগ্রসর না হইয়া পরিপূর্ণ ব্রহ্ম স্বরূপ বর্ণনা সম্বন্ধে কাশীর মায়াবাদাচার্য শ্রীমৎ প্রকাশানন্দ সরস্বতীর সহিত ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দরের যে বিচার হইয়াছিল, তাহার উল্লেখ করিয়া বর্তমান প্রবন্ধের উপসংহার করিলাম—

"বৃহদ্বস্তু ব্রহ্ম কহি শ্রীভগবান্।
ষড়্‌বিধ ঐশ্বর্যপূর্ণ পরতত্ত্বধাম॥
স্বরূপ ঐশ্বর্য তাঁর নাহি মায়াগন্ধ।
সকল বেদের ভগবান্ সে সম্বন্ধ॥
তাঁরে নির্বিশেষ কহ চিচ্ছক্তি না মানি।
অর্দ্ধস্বরূপ না মানিলে পূর্ণতা হয় হানি॥"

ব্রহ্মের এই স্বরূপ-বর্ণনাই উপনিষদ্, বেদান্ত ও গীতার সহিত সঙ্গত। অদ্ধ-স্বরূপ অঙ্গীকার না করায় আচার্য শঙ্করকে ঐন্দ্রজালিক মায়ার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইয়াছে, অথচ তিনি ভগবচ্ছক্তি-ভয়ে ভীত হইয়া তাঁহার অভয়দাত্রী মাতৃরূপিণী যে মায়ার আশ্রয় লইয়াছেন, সেই মায়ার পরিচয়ও তিনি দিতে পারেন না। তিনি সৎও নহেন অসৎও নহেন অনির্বচনীয়া। এই অনির্বচনীয়া মায়া তবে কি বস্তুতঃ অস্তিত্ব?

আমার রোগশয্যা

বা

শ্রীগৌড়ীয়ের আত্মপ্রকাশ

(শ্রীযুক্ত বটকৃষ্ণ দাস)

সে আজ প্রায় ৩০ বৎসরের কথা যখন আমি বিবাহ করিয়া নব পরিণীতা বধূ লইয়া ঘরে আসিয়াছিলাম—তখন আমার চতুর্দিকে কেবল আনন্দ, তখন যেন সমস্ত জগৎ কেবল আনন্দে গড়া বলিয়া বোধ হইতেছিল। আমার সংসারটি স্ত্রী ও দুইটি পুত্র—আমি জ্যেষ্ঠ—আমার পিতা মাতার বড় আদরের ধন—কাজেই ২৬ বৎসর বয়সে বোধ হয় পোষাক

অল্প বয়স্কা পাত্রী দেখিয়া পিতা আমার বিবাহ দিলেন। বিবাহের উৎসব প্রায় ৮ দিবস ধরিয়া চলিয়াছিল—পিতা তখন মুক্ত-হস্ত হইয়া দীন দরিদ্র ও কুটুম্বদিগকে যথা সাধ্য পরিতৃপ্তি সহকারে পান ভোজন করাইয়াছিলেন—প্রতিবাসিগণ সকলেই সকল স্থানে কেবল আমার পিতার দান শৌণ্ডতার কথাই আলোচনা করিতেন। যদিও আমার পিতা মধ্যবিত্ত গৃহস্থ ছিলেন, তথাপি তিনি এ আনন্দে এত উন্মত্ত হইয়াছিলেন যে, তাঁহার অবস্থার অতিরিক্ত ব্যয় করিয়াছিলেন। আনন্দের পরেই নিরানন্দ, ইহাই এই জগতের নিয়ম, কিন্তু আমাদের মনে হয় আমরা কেবল নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ ভোগ করি—তাই দুঃখের নাম শুনিলেই আতঙ্কে শিহরিয়া উঠি, কিন্তু আমাদের বিশেষ চেষ্টা ও সতর্কতা সত্ত্বেও দুঃখ আপনি যথা-সময়ে আমাদের ঘাড়ে চাপিয়া ধরে—ইহার কি কোন প্রতিবিধান নাই? যাহা হউক দেখিতে দেখিতে প্রায় তিন বৎসর অতীত হইল, এক্ষণে যে পিতার আদর সংসার প্রতিপালনে আমার কোন অভাব ছিল না এবং এই সংসার কেবল সুখময় ও আনন্দের আগার বলিয়া বোধ হইতেছিল—এক্ষণে সেই স্নেহময় পিতার মৃতদেহ কোলে করিয়া ভীষণ শ্মশানে অবস্থান করিতেছি—আমার চক্ষে এখন ত্রিভুবন শূন্য—অন্ধকারময় ও শোকাচ্ছন্ন বলিয়া বোধ হইতেছিল—কেমনে সংসার চলিবে—কাহাকেও অভিভাবক ও বন্ধু বলিয়া মনে হইতেছিল না—এমন সময়ে শ্বশুর মহাশয় আসিয়া বলিলেন—"বাবা এক দিন সকলেরই আড়ালে ছিলে - কিছুই জানিতে না—এক্ষণে নিজেকে বোঝা বাঁধিয়া সকল বিষয় সমাধান করিতে হইবে!" এই উপদেশ, না আমার ভয়ে জড়াভীতিকে পাইলাম? ইহাতে প্রাণে কোন উৎসাহ না পাইয়া কেবল হতাশ হইয়া পড়িলাম—কেবলই মনে হইতে লাগিল হায়! আত্মীয়ের সান্ত্বনা কি নিষ্ঠুরতা! কই, কেহ ত বলিল না, ভয় কি, ভাবিও না আমরা আছি।—যাহা হউক অঘটন-ঘটন-পটীয়সী মায়াদেবী এ হতভাগ্যকে তখনও এমন ভাবে মুগ্ধ করিয়াছিল—যে যখন সেই মৃতদেহ চিতায় কাষ্ঠ-শয্যায় শোয়াইয়া তদুপরি কাষ্ঠ ঢাকা দিতেছিলাম তখনও মনে হইতেছিল, না জানি বাবার কত কষ্ট হইতেছে—তখন জানি নাই—যাঁহার কষ্ট হইবার ছিল সে … নাই—উহাকে অগ্নি সংযোগ করিবার … মুখে অগ্নি … তখন … মনে হইতেছিল … কি মানবের শেষ পরিণাম? ইহার পর ২০ বৎসর যাবৎ মুরব্বি বিহীন অবস্থায় নানা স্থানে চাকরী করিয়া কষ্টে সৃষ্টে সংসার প্রতিপালন করিয়া কনিষ্ঠ ভ্রাতার বিবাহ দিলাম, ক্রমে নিজে তিনটী পুত্র একটী কন্যার পিতা হইলাম—একটির বিবাহ দিলাম—জ্যেষ্ঠ পুত্রও প্রবেশিকা পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছিল। এই সময়ে আমি একটী ইন্সিওরেন্স অফিসে কার্য্য করিতেছিলাম—এই সময়ে কলিকাতায় ভয়ানক ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগ ব্যাপ্ত হইয়াছিল। ইহার আক্রমণ হইতে খুব কম লোকই অব্যাহতি পাইয়াছিল। এই সময়ে আমাকেও উক্ত রোগ উপর্য্যুপরি তিনবার প্রবল ভাবে আক্রমণ করিয়াছিল, ইহার সঙ্গে সঙ্গেই ছেলে বেলার হাঁপানি রোগ প্রবল বেগে যোগদান করিয়া আমাকে একেবারে শয্যাশায়ী করিয়া দিল ইহার হস্ত হইতে অদ্যাবধি নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারিলাম না; কিন্তু এরূপ কঠিন পীড়া আমার যে হৃদ্উপকার করিয়াছে, তাহাই আমার বক্তব্য বিষয়:—

শ্রীগৌড়ীয়ের আত্মপ্রকাশ

প্রথমে এলোপ্যাথিক চিকিৎসা হইতে লাগিল এবং যাহাতে শীঘ্র শীঘ্র পীড়া উপশম হইতে পারে, তাহার জন্য সর্ব্বপ্রকার উপায় অবলম্বিত হইতে লাগিল, কিন্তু ১২ করিয়া ক্রমে ৬ মাস কাটিল; রক্তস্রাব কমে,ত' জ্বর বাড়ে। আফিসের সাহেবেরা প্রথমে দুই মাসের পুরা বেতন, পরে অর্দ্ধেক বেতনে দুই মাস এবং বিনা বেতনে চাকরী আরও কিছু দিবস রাখিবে জানাইলেন। ক্রমে তিন বৎসর গেল এলোপ্যাথিক ছাড়িয়া কবিরাজী এবং পরে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা চলিতে লাগিল। চাকরী গেল, সংসার এখন কেবল কনিষ্ঠ ভ্রাতার উপার্জ্জনের উপর নির্ভর করিয়া অতি কষ্টে চলিতে লাগিল। ক্রমে ৪র্থ বর্ষে জ্যেষ্ঠ পুত্র শিয়ালদহ ষ্টেশনে একটি চাকরী যোগাড় করিল। এরূপ ভীষণ রোগ-যন্ত্রণায় ও কঠিন দারিদ্র্যের পীড়নে কত রাত্রে বিনিদ্র অবস্থায় শ্রীভগবানকে প্রাণপণে ডাকিয়াছি ও ক্রন্দন করিতে করিতে তাঁহার শ্রীঅভয়পদপদ্মে ইহা প্রার্থনা করিয়াছি যে প্রভো এ অধম দাসকে এ ভীষণ রোগ যন্ত্রণা হইতে অব্যাহতি দিন, কিম্বা জীবন শেষ করিয়া আপনার শ্রীপাদপদ্মে আকর্ষণ করুন অথবা কর্ম্মানুযায়ী কর্ম্মভোগ প্রদান করুন অথবা রোগ-যন্ত্রণা ভোগ করিবার মত বল প্রদান করুন! এমন সময়ে কেহ কেহ বলিলেন যে, যখন সর্ব্বপ্রকার চিকিৎসায় নিষ্ফল হইল, এখন … অতএব পুরোহিত … কিরূপ … … …

খেয়ালে চলিতে লাগিল। মনে হইতে লাগিল "মন্ত্র তন্ত্র কি সবই মিথ্যা"? শ্রীগুরুদেবের প্রদত্ত নাম ও মন্ত্র যথাসাধ্য জপ করিতে লাগিলাম, কিন্তু কিছুতেই প্রাণে শান্তি আসিল না, কি করিব কোথায় যাব, এ লোকে আমার বান্ধব আছ, আমাকে উপদেশ দাও, আমার এখন কর্ত্তব্য কি? যখন এইরূপ অস্থির চিত্তে দিন যাপন করিতেছিলাম, সেই সময়ে এক দিবস মধ্যাহ্নে একটী গেরুয়া-ধারী মুণ্ডিত-মস্তক সন্ন্যাসী শ্রীপুরুষোত্তম মঠের বৈষ্ণব সেবার জন্য ভিক্ষা করিতে করিতে আমাদের বাটীর দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আমার এক পুত্র বলিলেন, একটী সন্ন্যাসী ভিক্ষায় আসিয়াছেন। তাঁহাকে দেখিবে? তখন আমার মনে হইল সেইরূপ কতদিন কত সন্ন্যাসী ভিক্ষায় আসেন, কই … আমাকে দেখিবার ইচ্ছা … নাই, আজ … কেন? যাহা হউক আমি আনিতে বলিলাম। তিনি কৃপা করিয়া আমার শয্যা-পার্শ্বে আসিলেন। তাঁহার হস্তে কতকগুলি পুস্তক দেখিলাম তিনি আসিয়া আমার অবস্থা দেখিয়া অনেক আশ্বাস প্রদান করিলেন এবং বলিলেন আপনি কি শ্রীগৌড়ীয় পত্রিকা পড়িয়াছেন? যদি না পড়িয়া থাকেন—তবে এক খণ্ড আনাইয়া পাঠ করুন, সকল সন্দেহ দূর হইবে। যাহা এত দিন ধরিয়া বৃথা খুঁজিতেছিলেন,তাহা পাইবেন। তাহা বৈকুণ্ঠ দূত, আপনাকে বৈকুণ্ঠ বার্ত্তা জানাইয়া প্রকৃত পথ নির্দ্দেশ করিবেন, সর্ব্বক্ষণ ত পীড়ার যাতনায় অস্থির আছেন, এ অবস্থায় মনকে কিছু সময়ের জন্য অন্য বিষয়ে নিবিষ্ট রাখিতে চেষ্টা করুন, প্রথমে কিছু কষ্ট-সাধ্য বলিয়া বোধ হইবে, বিরক্ত হইয়া ত্যাগ করিবেন না, আমার একান্ত অনুরোধ—যে সময়ে আপনার একটু শান্তি আসিবে, সেই সময়ে যতটুকু পারেন, ততটুকু সময় শ্রীগৌড়ীয় পাঠ করিবেন, ইহাতে পরা শান্তির উদয় হইবে, ক্রমে দেহ রোগ ও ভবরোগ হইতে নির্মুক্ত হইবেন।" ইহার পর দিনেই এক খণ্ড শ্রীগৌড়ীয় পত্র আনাইয়া পাঠ করিলাম, দেখিলাম যে-রূপ বিভিন্ন বিষয়ের সমাবেশ রহিয়াছে, তাহা আমার ন্যায় মূঢ় ও স্থূল বুদ্ধি-বিশিষ্ট জীব কখনও সহজে ধারণা করিতে পারিবে না—ইহা ভাবিয়া আমি এক বৎসরের জন্য গ্রাহক হইলাম এবং ক্রমে ক্রমে অল্প অল্প করিয়া বিশেষ মনোযোগ সহকারে পাঠ করিতে লাগিলাম ইহাতে … হইলাম যে, প্রথম প্রথম … পাঠ … … …

ধর্ম্ম বিজ্ঞান

(৫)

সংজ্ঞা

(শ্রীযুক্ত … কর্ত্তৃক সঙ্কলিত)

হ্লাদিনী সন্ধিনী ও সম্বিৎ— সচ্চিদানন্দ ভগবানে যথাক্রমে অবস্থিত। সম্বিৎ বিদ্যাশক্তি, সন্ধিনী অস্তিত্বশক্তি এবং হ্লাদিনী আনন্দদায়িনী শক্তি। সাত্ত্বিকী মন-প্রসাদোত্থা হ্লাদিনী, … হইলে তাহাই তাপকরী … । … গুণের সংযোগে … …

—গৌড়ীয়ভাষ্য-ভক্তিসন্দর্ভ ১১৭

উপাধি বা অঞ্জন, নিরঞ্জন— যাহা দ্বারা … হয় তাহা অঞ্জন বা উপাধি তাহার বিরহিত নিরঞ্জন।

পরোক্ষ, অপরোক্ষ— ইন্দ্রিয়ের অতীত জ্ঞানকে পরোক্ষ এবং পরোক্ষের অতীত জ্ঞানকে অপরোক্ষ বলা হয়। অপরোক্ষ জ্ঞানে জড়ীয় উপাধি বা জড়ীয় নিরূপাধি উভয়েরই অভাব থাকে, উহা অনিমিত্তক্রিয়ার সাক্ষাৎ প্রতীতিমূল।

পরাবর— পরাবর শব্দে যাঁহা হইতে ব্রহ্মাদি অবর অর্থাৎ কনিষ্ঠ তিনি। তাঁহার শ্রেষ্ঠত্বের কারণ এই তিনি বিশ্বেশ্বর অর্থাৎ দ্রষ্টা বা সাক্ষী, সাক্ষিচৈতন্য বলিয়া দৃশ্য নহেন।

ভক্তিযোগ— "কোন কোন ব্যক্তি নিজ নিজ দেহের অভ্যন্তরে হৃদয়াকাশে বাসকারী প্রাদেশ মাত্র পরিমিত পুরুষের চতুর্ভুজ স্মরণ করেন" এই প্রকার বর্ণিত সাধনলক্ষণা … ভক্তিযোগ বলে।

—গৌড়ীয়ভাষ্য ভক্তিসন্দর্ভ ২১

বিষ্ণুকাল— … সহিত … কালই বিষ্ণুকাল।

স্মৃতি বা আচার— নিজ গৃহে বিষ্ণুসেবায় স্মৃতি বা আচার।

দান— নিজ ভোগের অর্পণই দান।

অকাম, মোক্ষকাম— … … …

পর-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

সম্প্রতি পর-বিদ্যাপীঠে নিম্নলিখিত শিক্ষণীয় বিষয়সমূহের অধ্যাপকের আসন-সমূহ সংস্থাপিত হইয়াছে—বিদ্যার্থিগণ আবেদন করুন।

১। সাহিত্যাসন, ২। ঐতিহাসন,
৩। সম্প্রদায়বৈভবাসন, ৪। ভক্তিশাস্ত্রাসন,
৫। তত্ত্বশাস্ত্রাসন, ৬। বেদান্তাসন,
৭। একায়নাসন।

শ্রীসুন্দরলাল রায় বি, এ, কাব্যতীর্থ, বিদ্যাসাগর,
সম্পাদক—পরবিদ্যাপীঠ, শ্রীধাম মায়াপুর।

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

শ্রীগৌড়ীয়মঠ প্রকাশিত হইতে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৩০, ত্রিংশ টাকা।

২৭২৪ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে, সপ্তচত্বারিংশ খণ্ডে সূচী ছাপা হইতেছে।

৪৬শ খণ্ড গ্রাহক নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে ১৫।৵০ সাধারণ পক্ষে ২০৸৵০। প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৵০, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ।/০।

দশম স্কন্ধের ভিক্ষা ১২, অগ্রিম সাধারণের পক্ষে ৮,।

৬২ অধ্যায়পর্য্যন্ত একাদশ সংখ্যা ছাপা হইয়াছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

"শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত"

সূচী প্রভৃতি সহ সম্পূর্ণ ছাপা শেষ হইয়াছে

আদি, মধ্য, ও অন্ত্যলীলা এবং সূচী ছাপা হইয়া সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে। যাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্বে ১০, টাকা ভিক্ষার তৃতীয় সংস্করণ ২৪, টাকায় না পাইয়া তাঁহাদের সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের জন্যই চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। সেই ১০, টাকার গ্রন্থ [illegible] সংখ্যা [illegible] ৫, টাকা ভিক্ষায় দেওয়া হইতেছে। গ্রাহকগণ সত্বর হউন পরে আর এ সুযোগ থাকিবে না।

[illegible]

শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত

[illegible] সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

সভাষ্য [illegible]খণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র গ্রন্থ ৬০, স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫,

নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪৷৷০ টাকা

শ্রীচৈতন্য মঠের যাবতীয় গ্রন্থ

[illegible] শ্রীচৈতন্য মঠ

[illegible]

[illegible]

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত ভক্তি গ্রন্থাবলী

যে সব উৎকলবাসী ভক্ত বাংলা অক্ষর পড়িতে জানেন না, তাঁহাদের শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর প্রচারিত পরম উপাদেয় ভক্তি-কথা জানিবার সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে উড়িয়া-অক্ষরে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হইয়াছে বাংলা গ্রন্থের তুলনায় উড়িয়া গ্রন্থগুলির ভিক্ষাও অপেক্ষাকৃত অল্প।

গ্রন্থের নাম	ভিক্ষা
শ্রীহরিনাম চিন্তামণি, প্রতিখণ্ড	৷০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	১,
সাধন পথ (শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টক) প্রতিখণ্ড	।০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৷০
কল্যাণ কল্পতরু প্রতিখণ্ড	৵০
একত্রে ৩খণ্ড লইলে	।০
গীতাবলী প্রতিখণ্ড	৴১০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৶১৫
শরণাগতি প্রতিখণ্ড	৴০
একত্রে ৩খণ্ড লইলে	৶৫

প্রাপ্তিস্থান { শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ, কটক এবং শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, পুরী

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিম্নলিখিত মঠসমূহে প্রাপ্তব্য—

১। শ্রীচৈতন্য মঠ,—পোঃ, শ্রীধামমায়াপুর, (নদীয়া);
২। শ্রীগৌরগদাধর মঠ,—চাঁপাহাটি, সমুদ্রগড় পোঃ, (বর্দ্ধমান)।
৩। শ্রীভাগবত আসন,—ভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৪। শ্রীগৌড়ীয় মঠ,—১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড্, কলিকাতা।
৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ,—চটকপর্ব্বত, পুরী।
৬। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ,—উড়িয়া বাজার, কটক।
৭। শ্রীভাগবত মঠ,—চিঙ্গিরিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।
৮। শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ,—৪নং জঙ্গমবাড়ী, কাশী, ইউ, পি।
৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,—ছিপিগলি, বৃন্দাবন, মথুরা, ইউ, পি।
১০। শ্রীপরমহংস মঠ—নৈমিষার পোঃ, সীতাপুর, ইউ পি।
১১। শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ,—কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল, পাঞ্জাব।
১২। শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠ,—[illegible] নবাবপুর রোড্, ঢাকা।
১৩। শ্রীমদনগোপাল মঠ,—বালিয়াটি, ঢাকা।
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম,—আমলাযোড়া, রাঙ্গামাটি পোঃ, বর্দ্ধমান।
১৫। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ,—ভুবনেশ্বর, চিরুলিয়া পোঃ, মানভূম।
১৬। শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয় মঠ,—আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী, উড়িষ্যা।
১৭। শ্রীগৌড়ীয় মঠ [illegible] নিউদিল্লী

এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণের নিকটও নদীয়া-প্রকাশ প্রাপ্তব্য।

১। শ্রীযুক্ত [illegible]—[illegible] রোড, খুলনা।
২। শ্রীযুক্ত [illegible] গোস্বামী [illegible], কুচবিহার।
৩। শ্রীযুক্ত [illegible] রায় —[illegible], কলিকাতা।
৪। [illegible]
৫। শ্রীযুক্ত [illegible]
৬। শ্রী[illegible]
৭। শ্রী[illegible]

[illegible]

শ্রীচৈতন্যমঠের গ্রন্থাবলী

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর লিখিত

ভক্তি-গ্রন্থাবলী।

উৎকৃষ্ট কাগজে বিলাতী ধরণে বাঁধাই স্বর্ণালঙ্কৃত। চতুর্থ সংস্করণ। বিস্তারিত সূচীসহ

জৈবধর্ম্ম

বাঁধাই ২৲ দুই টাকা

প্রকাশিত হইয়াছে

সনাতন ধর্মশাস্ত্র বেদ, বেদান্ত, উপনিষৎ গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত, পুরাণ, তন্ত্রাদি সকল গ্রন্থ পাঠ করিবার অবসর অতি অল্প মানবের ঘটিয়া থাকে। অনেকের যোগ্যতা না থাকায় সেই সমস্ত গ্রন্থের মর্ম্ম অবগত হইতে পারেন না। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বাঙ্গালীর এই অসুবিধা দূরীভূত করিবার জন্য এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

বিদ্যালয়ের ছাত্র বা শিক্ষকগণের বিশেষ পাঠ্য, এই হেতু শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টার বাহাদুর ইহা সমস্ত বিদ্যালয়ের জন্য অনুমোদন করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

প্রথম খণ্ড ভিক্ষা—১৲ একটাকা

যুক্তিপূর্ণ শাস্ত্রবাক্য দ্বারা প্রত্যেক মানবের নিত্য কর্তব্য ও আনন্ত্য সামায়িক কর্তব্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। গ্রন্থের প্রতি উক্তি সনাতন শাস্ত্রবাক্য দ্বারা সমর্থিত ও প্রমাণিত হইয়াছে। দেহের, মনের ও আত্মার ধর্ম্ম কি? স্বদেশ, সমাজ, নীতি, ধর্ম্ম কি? ইত্যাদি বিষয় ক্রমানুসারে এমন সুন্দরভাবে যুক্তিসহকারে আলোচিত হইয়াছে যে, প্রথম পংক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত পাঠ না করিয়া নিবৃত্ত হওয়া যায় না।

শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ভিক্ষা ।৵০

ঐ প্রমাণ খণ্ড ভিক্ষা ।৵০

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিহার ও লীলাভূমি নয়টী দ্বীপসমষ্টি। এই নয় দ্বীপের প্রাচীন বিবরণ—প্রত্যেক দ্বীপে শ্রীমহাপ্রভুর লীলা—প্রত্যেক দ্বীপের পরিচয়, শ্রীধাম-মাহাত্ম্য অনুসন্ধান কি? ইত্যাদি বিষয় বিশেষভাবে মনোহর ছন্দে বর্ণিত। পকেট সাইজ প্রায় ৮০ পৃষ্ঠা।

নবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ

উজ্জ্বল ত্রোজ্বর কালীতে উত্তম কাগজে ছাপা—শ্রীনবদ্বীপধাম দর্শনে ভাবুক দর্শনকারীর কি প্রকার ভাবের উচ্ছ্বাস হয়, তাহা এই গ্রন্থে বর্ণিত। অতি চমৎকার। ভিক্ষা চারি আনা।

শ্রীমনঃশিক্ষা

।৵০ দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভুকে উপদেশচ্ছলে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রাতিকূল্য বর্জন অতি সুন্দরভাবে বর্ণিত হইয়াছে। ইহা ছাড়া শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদিষ্ট শিক্ষা ও উপদেশ নিপুণভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজে আদরণীয় গ্রন্থ !!

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতি গ্রন্থাবলী :—

শরণাগতি

পকেট সাইজ অষ্টম সংস্করণ ভিক্ষা ৴০ আনা

দেহ ও মনের চেষ্টা পরিত্যাগ করিয়া—জীব যখন জীব বুঝিতে পারে, তখন একমাত্র নিত্যবস্তু শ্রীভগবানের প্রতি তাঁহার কোন প্রকার আবেগময়ী প্রার্থনা হয় এবং শ্রীভগবানে সর্ব্বান্তঃকরণে নিষ্কপটে কি প্রকারে শরণাপন্ন হইতে হয়, ইত্যাদি বিষয়ক প্রাণস্পর্শী প্রার্থনা ও আত্মসমর্পণমূলক গীত। অষ্টম সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে।

ভিক্ষা প্রতি খণ্ড ৴০ এক আনা।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা— ৴০. নবদ্বীপশতক— ৴০

অর্দ্ধপঞ্চক— ৴০

কল্যাণকল্পতরু

পকেট সাইজ পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা ।১০

আমরা প্রত্যহ নূতন অভাব ও কামনার বশবর্ত্তী হইয়া পুনঃপুনঃ যে অকল্যাণকে কল্যাণ বলিয়া গ্রহণ করি এবং যাঁহার নিকট কল্যাণ কামনা করি, তিনি যে নিত্য বা যথার্থ কল্যাণ প্রদানে অসমর্থ এবং কোন বস্তু আমাদের নিত্য কল্যাণপ্রদ এবং কি ভাবে আমরা সেই কল্যাণলাভে সমর্থ হইব, এই সকল কথা সরল গানে লিপিত। এই গীতিগ্রন্থ বাস্তবিকই কল্যাণের কল্পতরু; ইনি প্রত্যেককে নিত্যকল্যাণ প্রদান।

শ্রীল চক্রবর্ত্তি ঠাকুরের টীকা সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠাকুর কৃত টীকা ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কৃত বঙ্গানুবাদ। টীকাকারের জীবনী, শ্লোকসূচি, বিষয়সূচি প্রভৃতি বহু প্রয়োজনীয় বিষয় সংবলিত প্রায় ৪২৫ পৃষ্ঠা। উৎকৃষ্ট সিল্কে বাঁধাই ২৲ দুই টাকা, কাগজে বাঁধা ১৷৷০

শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ কৃত ভাষ্য সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

কাগজ ও ছাপা উৎকৃষ্ট। সিল্কে বাঁধাই, সোণার জলে নাম লেখা রাজসংস্করণ ২৲ টাকা, সাধারণ সংস্করণ ১৷৷০, গৌড়ীয়ের গ্রাহকপক্ষে ১৷০

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি (সেখ্যযোগ্যকোষগ্রন্থ)

বিষয়:—১। ভক্তিশাস্ত্রে ব্যবহৃত শব্দাবলীর অর্থ, ২। চারি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের চরিত্র, ৩। বিষ্ণুবৈষ্ণবসম্পর্কে শ্রীমন্দির ও শ্রীবিগ্রহের বিবরণ, ৪। বৈষ্ণবগণ ও প্রাকৃত সমূহের তারতম্য ও বিবরণ, ৫। বিষয় বিশেষজ্ঞ লৌকিক ও শাস্ত্রীয় আকরমূলে যাবতীয় তথ্য। চারিখণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ১ম খণ্ড ৮০, ২য় খণ্ড ৸০, ৩য় খণ্ড ৸০, ৪র্থ খণ্ড ৷৷৵০, চারিখণ্ড একত্রে ২৲ (৫ম খণ্ড যন্ত্রস্থ)।

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ—১ম খণ্ড ১৲ এক টাকা

২য় খণ্ড ১৲ এক টাকা শ্রীমদ্ভাগবতের গ্রাহক ও গৌড়ীয় গ্রাহকগণ ৷৷০ টাকায় দুই খণ্ড পাইবেন। বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমজ্জীব গোস্বামিপাদের রচিত গ্রন্থ ইহাতে ষট্‌সন্দর্ভের অধিক প্রয়োজনীয় অংশ। প্রায় ৮০০ ডবল ক্রাউন ৮ পেজী অক্ষরে ৬৪ পৃষ্ঠা আকারে মুদ্রিত হইতেছে।

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য-সম্প্রদায়োক্ত

সদাচারস্মৃতিঃ

ভিক্ষা ৴০ আনা

মহানগরের শ্রেষ্ঠ উপহার

রেজেষ্টারীকৃত

মদন মঞ্জরী

বটিকা ও ঘৃত ও পাঁচবিকার, ইন্দ্রিয়শক্তির হ্রাস, প্রস্রাবে শুক্রপাত, অজীর্ণ, মাথা ঘোরা, বুক ধড়ফড়ানি, অনিদ্রা প্রভৃতি সকল প্রকার রোগ নিঃশেষে আরোগ্য হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ৩০ বটী ১৲ এক টাকা।

"নপুংসকত্বারি ঘৃত"

পুরুষত্বহানি রোগে ব্যবহার্য্য। দ্বারা অন্তর্গত ক্ষয় ও শক্তিক্ষয় রোগে। মূল্য ১ তোলা ১ টাকা।

"রমণীবিলাসিনী বটিকা"

স্ত্রীরোগ বন্ধ্যাত্ব দোষ ও শক্তি স্থায়ী ও বৃদ্ধি করিতে অব্যর্থ। মূল্য ১৬ বটী ১৲ এক টাকা।

বাংবৈদ্য নারায়ণজী, কেশবজী

১৭৭নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

বিজ্ঞাপন.

সাবধান! সাবধান!! সাবধান!!!

জে. বি. দত্তের তোকাশিনি বাদাম তৈল

আদি ও অকৃত্রিম এবং উপকারিতায় সর্ব্বজন পরিচিত ও বহু প্রশংসিত।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী *J. B. Datta & Co.* নাম খোদা দেখিয়া খরিদ করিবেন। নতুবা প্রবঞ্চকেরা নকল করিয়া তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে।

বিনীত জে. বি. দত্ত

কেরাসঁ কুইনিন

নূতন এবং পুরাতন ম্যালেরিয়ার যম ...

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (প্রাচীন নবদ্বীপ) নদীয়া।

পরা বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

এখানে আহার এবং বাসস্থান দিয়া বিদ্যার্থিগণকে বিভিন্ন শিক্ষণীয় বিষয় শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। অনেক ছাত্র ইতোমধ্যেই আসিয়া পাঠ আরম্ভ করিয়াছেন। বর্তমান বর্ষে সকল ছাত্রই গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

প্রধান অধ্যাপক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শচীশচন্দ্র কাব্য ব্যাকরণ-সাংখ্য-বেদান্ত-ষড়্দর্শন-তীর্থ, সাংখ্যভূষণ, বেদান্তরত্ন, সাহিত্যশাস্ত্রী, ষড়্দর্শনবাচস্পতি।

অধ্যাপক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গৌরদাস ব্রহ্মচারী ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীধাম মায়াপুর পরাবিদ্যাপীঠ, (নদীয়া)

বেদনাঞ্জন

শ্রেষ্ঠরত্ন

কলিকাতা কংগ্রেস এক্‌জিবিসন হইতে বহু প্রশংসা প্রাপ্ত ও বহু গণ্যমান্য ভদ্রমহোদয়-গণ কর্তৃক প্রশংসিত।

আজকাল বাজার চলন মিশ্রিত ও বিষাক্ত আহার্য্য সেবনে শরীরের রক্ত স্বতঃই দোষিত হইয়া পড়িতেছে। রক্তই মানব-দেহের শ্রেষ্ঠ উপাদান, এই রক্ত দোষিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মানব বাত, বেদনা, মাথাধরা, মাথা-ঘোরা, দৃষ্টিশক্তির হ্রাস, দাঁতের গোড়া ফুলা, দাঁত কনকনানি, দাঁতে পোকা এবং দাদ, চুলকানি প্রভৃতি কষ্টদায়ক চর্ম্মরোগে আক্রান্ত হইতেছে। যদি আপনি একান্তই ব্যাধিমুক্ত হইতে চান, তাহা হইলে অযথা পয়সার অপব্যয় না করিয়া অল্প দামে এক শিশি **বেদনাঞ্জন** ক্রয় করিয়া ইহার কার্য্যকারী-শক্তি উপলব্ধি করুন। গুণের তুলনায় মূল্য অত্যন্ত অল্প, এক শিশি ।৵০ আনা মাত্র মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান—এ, সি, চ্যাটার্জ্জী এণ্ড ব্রাদার্স।

৬৩নং ইন্দকাটি লেন, সালিকা হাওড়া।

সকল মণিহারী দোকানে ও বড় বড় ডাক্তারখানায় পাওয়া যায়।

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

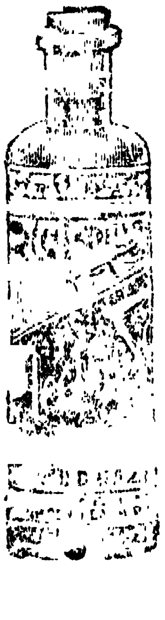

যদিও অদ্যাপি প্রকৃত মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য, তথাপি যাঁহারা নানাবিধ অনিয়মিত উপায়ে অত্যধিক শক্তি নষ্ট করিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন এবং নানা প্রকার মেহ, প্রমেহ ধাতুদৌর্ব্বল্য, স্নায়বিক দুর্ব্বলতা, বহুমূত্র, স্বপ্নদোষ, পাকস্থলীর পীড়া, পুরুষ এবং স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে যাঁহারা বাধক, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, প্রদর, শ্বেত ও রক্তপ্রদর, হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি রোগে ভুগিয়া জীবনে নিরাশ হইয়াছেন, তাঁহারা আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটার সাহেবের আবিষ্কৃত **ইলেক্‌ট্রিক সলিউসন** ব্যবহার করিয়া বাঁচিতে পারেন, ইহার শত শত প্রমাণ প্রতি বৎসরেই [illegible] ... ঔষধ ব্যবহার ... একবার এই ... এক মাসের ... টাকা মাত্র।

সোল এজেণ্ট—টী, এ, ভি, হাজরা।

[illegible], গভর্ণমেণ্ট প্লেস, কলিকাতা।

ঠিকানা স্পষ্ট লিখিয়া দিবেন।

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

অধ্যক্ষ

শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম.এ., এফ.সি.এস. (লণ্ডন)

ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক

(প্রফেসার)

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ বিশুদ্ধ ও শাস্ত্রমতে নিজ তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হয়। পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ক্যাটালগ পাঠান হয়। রোগের বিবরণ জানাইলে যত্নপূর্ব্বক ব্যবস্থা দেওয়া হয়। চিঠি পত্রাদি সম্পূর্ণরূপে গোপন রাখা হয়।

মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দুর)

(বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৪৲ টাকা

উৎকৃষ্ট স্বর্ণ, পারদ ও আমলাসার গন্ধক দ্বারা যথাশাস্ত্র প্রস্তুত।
নিত্য প্রয়োজনীয় সর্ব্বরোগনাশক মহৌষধ।

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৩৲ টাকা

উৎকৃষ্ট কাশীর আমলকী, বংশলোচন প্রভৃতি যাবতীয় উপাদানে পূর্ণ মাত্রায় যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। কফ, কাশি, সর্দ্দি, যক্ষ্মা, ক্ষয়রোগ, হৃদরোগ প্রভৃতি রোগের মহৌষধ। সর্ব্বপ্রকার দুর্ব্বলতা নাশক অতিশয় পুষ্টিকর মহৌষধ বা খাদ্য বিশেষ।

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬৲ টাকা

ইহা সেবনে ধাতুদৌর্ব্বল্য, শুক্রহীনতা, স্বপ্নদোষ, প্রমেহ ও ধ্বজভঙ্গ সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায়। ইহা অপারসীম আনন্দদায়ক রসায়ন।

অবলাবান্ধব যোগ

প্রদর, বাধক প্রভৃতি জরায়ুদোষ ও যোনিগত দুরারোগ্য রোগের মহৌষধ

মূল্য—১৬ মাত্রা ২৲ টাকা। ৫০ মাত্রা ৫৲ টাকা মাত্র

বিশুদ্ধ জল! ভয় নাই! বিশুদ্ধ জল!

লক্ষ্মী টিউব-ওয়েল কোং

২০৫নং নবাবপুর, ঢাকা

বর্ত্তমান-যুগের নব আবিষ্কৃত যন্ত্রপাতি দ্বারা উন্নত বৈজ্ঞানিক-খনন-প্রণালীতে নলকূপ (*Tube-well*) নির্ম্মাণ করা হয়। বঙ্গের লাট বাহাদুর, প্রাইভেট সেক্রেটারী, জিলা-ম্যাজিষ্ট্রেট, জিলা-বোর্ডের চেয়ারম্যান, ইঞ্জিনিয়ার, জমিদার, তালুকদার, প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত ভদ্রমহোদয়গণ এই কোম্পানীর কার্য্য দেখিয়া প্রশংসা করিয়াছেন। রাসায়নিক পরীক্ষায় জল বিশুদ্ধ না হইলে মূল্য গৃহীত হয় না। বিস্তৃত বিবরণের জন্য পত্র লিখুন।

বৃত্তিসহ সমগ্র

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

ভিক্ষা ২৲ টাকা। শিক্ষার্থি-ছাত্রের পক্ষে ১॥০ দেড়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীপরাবিদ্যাপীঠ, শ্রীগৌড়পুর

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

মনোমোহন প্রেস

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা

সুলভ-ব্যবস্থায় সুরুচিতে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত
বৈদ্যুতিক মেশিনে দিবারাত্র কাজ চলিতেছে
বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা।

[illegible] হইতে শ্রীবিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

স্থানীয় সংস্করণ

Registered No. C 544

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহ

ভারতের সর্ব্বত্র মঙ্গল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র।

খণ্ড ১ সম্পাদক—প্রত্নবিদ্যালঙ্কার শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী [২৯৫ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্য মঠ শ্রীধাম মায়াপুর—২৫শে অগ্রহায়ণ বুধবার ১৩৩৬, ১১ই ডিসেম্বর ১৯২৯

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চ ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

[illegible] হার
অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক [illegible]
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক [illegible]
মাসিক [illegible]
নগদ
প্রতি সংখ্যা [illegible]

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থাবলী

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্—শ্লোক সূচী, বিষয়-সূচী প্রভৃতি সহ [illegible] প্রকাশিত, প্রতি খণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৶০ গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশ গ্রাহক পক্ষে /০
২। অনুভাষ্যসহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ) ৫৲
৩। গৌড়ীয়-গীতি [illegible]
৪। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।০
৫। ভজন-রহস্য ৷০
৬। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
,, ,, ,, আবাঁধা ৸০
৭। গীতা (শ্রীবলদেবভাষ্যসহ) বাঁধা ২৲ আবাঁধা ১৷০
৮। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি টীকাসহ) বাঁধা ২৲ আবাঁধা ১৷০
গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ৷০
৯। [illegible] (সানুবাদ মাধ্ব) ২৲
১০। বেদান্ত [illegible] (রামানুজীয়) ৷০
১১। জৈবধর্ম্ম ২৲
১২। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৩। গৌড়ীয়-ব্যবহার ২৲
১৪। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ৷৶০
১৫। [illegible] ৵০
১৬। সাধনপথ (২য় সংস্করণ) ।৶০
১৭। আচার ও আচার্য্য ।৶০
১৮। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
১৯। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৵০
২০। শ্রীনবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য [illegible]
২১। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য (প্রমাণখণ্ড) [illegible]
২২। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
২৩। শ্রীগৌড়মণ্ডল-পরিক্রমা দর্পণ ।০
২৪। শরণাগতি, গীতাবলী, গীতমালা, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, নবদ্বীপশতক, [illegible] ।৶০
২৫। কল্যাণকল্পতরু ([illegible] সংস্করণ) ও [illegible] [illegible]
২৬। সাধককণ্ঠমণি ।০
২৭। [illegible] ।০
২৮। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড) [illegible]
২৯। [illegible] [illegible]
৩০। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা [illegible]
৩১। [illegible] [illegible]
৩২। [illegible] [illegible]
৩৩। শ্রীচৈতন্যভাগবত [illegible] (দ্বিতীয় সংস্করণ) [illegible]

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

শ্রীধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপ-প্রদর্শনী, নদীয়া

(৩রা ফেব্রুয়ারী হইতে ১৭ই মার্চ্চ, ১৯৩০ পর্য্যন্ত)

[illegible] সকল [illegible]
[illegible]
[illegible]

শ্রী[illegible]
শ্রীচৈতন্য মঠ, শ্রীধাম মায়াপুর, পোঃ [illegible] (নদীয়া)

ইংরাজী ভাষায় ভক্তিগ্রন্থ

১ শ্রীচৈতন্যচরিত ও শিক্ষা ।০
২ নামভজন ।০
৩ [illegible] ।০
৪ ভাগবতীয় দর্শন [illegible] ।০
৫ [illegible] ।০
৬ গৌড়ীয় [illegible] [illegible]

দেবনাগরাক্ষরে [illegible]

[illegible]

[illegible] কথা

শান্তিপুর [illegible] নদীয়া[illegible]

([illegible])

[illegible] প্রয়োজন

[illegible] সকলের নিকট [illegible] নদীয়া [illegible] শ্রীচৈতন্যদেবের [illegible] শ্রীমদ্ [illegible] এখানেও একটি নদীয়া [illegible] শ্রীঅদ্বৈত [illegible] শ্রীঅদ্বৈতাচার্যের [illegible] অবস্থিত। [illegible] বর্তমান [illegible] অধু [illegible] হইতে [illegible] নদীয়া জেলার পুরোক [illegible] অন্তর্গত [illegible] (বর্ত্তমান [illegible]) [illegible]। এই সকল [illegible] সুবিধার জন্য ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে শান্তিপুর হইতে [illegible] রেলওয়ে [illegible]। [illegible] অভাবে [illegible] অসুবিধা [illegible] বিষয়ে [illegible] ইষ্টবেঙ্গল রেলওয়ে কর্তৃপক্ষের নিকট [illegible] একটি [illegible] ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহাতে [illegible] কোনও সুবিধা হয় নাই। [illegible] কিছু [illegible]। [illegible] কর্তৃপক্ষ [illegible] অনুরোধ [illegible]।

[illegible]

[illegible] যমুনা [illegible] মহাত্মা গান্ধী [illegible] করিয়াছেন [illegible] করিতে [illegible]।

[illegible]

[illegible] করিলেন।

কালীগঞ্জ সংবাদ

[illegible]

[illegible] সংবাদ প্রকাশ, [illegible] কর্মী [illegible] বিষয়ে [illegible] চালাইতেছেন।

কলেরা

এই [illegible] পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামে কলেরায় অনেক লোক মারা যাইতেছে। ম্যালেরিয়া [illegible]।

জলকষ্ট

[illegible] এ অঞ্চলে জলকষ্ট বিশেষভাবে [illegible], [illegible] বৈশাখ [illegible] সকলেই [illegible] জলের জন্য [illegible] ইউনিয়নে [illegible] উচিত।

ফসল

এ অঞ্চলে আমন ধান্য মোটেই ভাল [illegible]। [illegible] চাষীগণের বিশেষ [illegible] উপস্থিত হইয়াছে,

---

নদীয়ায় কলেরা ও ম্যালেরিয়ার প্রকোপ

নদীয়া জেলার বিভিন্ন স্থানে যে, ভীষণ কলেরার প্রকোপ [illegible] হইয়াছে তাহা [illegible] মৃত্যুর সরকারী রিপোর্ট দেখিলে সকলেই সহজেই বুঝিতে পারিবেন। [illegible] শীত পড়িয়াছে, তথাপি কলেরার প্রকোপ কমিতেছে না। একদিকে ম্যালেরিয়া [illegible], অপরদিকে কলেরা—এই [illegible] নদীয়াকে শ্মশানে পরিণত [illegible] হইয়াছে।

অপরিষ্কৃত, দূষিত জল ও জঙ্গল [illegible] যে এই [illegible] মূলকারণ [illegible] সন্দেহ নাই। [illegible] প্রেসিডেন্ট [illegible] এবং [illegible] যুবকগণকে আমরা [illegible] জঙ্গলের এবং আবর্জনাদি পরিষ্কারের ব্যবস্থা করিতে অনুরোধ করিতেছি। যুবকগণই পল্লীর প্রাণ; [illegible] কাহারা [illegible] নীরব না থাকিয়া কর্মক্ষেত্রে অগ্রসর হউন। আমরা এ বিষয়ে [illegible] কর্তৃপক্ষের দৃষ্টিও আকর্ষণ করিতেছি।

মেজর গ্রেহাম পোলের পাণ্ডুলিপি

[illegible] প্রকাশ, [illegible] প্রধান [illegible] যে প্রাক্‌- [illegible] মেজর [illegible] পাণ্ডুলিপি [illegible] দিয়াছেন।

চিত্রগুপ্তের অভিযান

কলেরা খাতে

৩০শে নভেম্বর যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, সেই সপ্তাহে বাঙ্গালার [illegible] জেলায় কলেরা রোগে মৃত্যুসংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে। মৃত্যুসংখ্যা [illegible] ১৩ হইতে ২২, বীরভূমে ১১ হইতে ৩৩, [illegible] ২৫ হইতে ২৮, [illegible] ৫১ হইতে ৬২, ২৪ পরগণায় ৪৩ হইতে ৭৭, মুর্শিদাবাদে ৪৬ হইতে ৯৬, খুলনায় ৮৫ হইতে ৮৮, পাবনায় ১১ হইতে ২১, [illegible] ৬২ হইতে ৭৭, ঢাকায় ৫৭ হইতে ৮৭, বাখরগঞ্জে ৫১ হইতে ৫৮, ত্রিপুরায় ৬১ হইতে ১৩৭, নোয়াখালীতে ৪০ হইতে ৬১ হইয়াছে। রংপুরে মৃত্যুসংখ্যা পূর্ব্বের মত ১৯। মৃত্যুসংখ্যা কমিয়া মেদিনীপুরে ৮, কলিকাতায় ২৯, **নদীয়ায় ১৩১** [illegible] ১০, [illegible] ১৭, ময়মনসিংহে ১৪ ও ফরিদপুরে ১৩ হইয়াছে।

বসন্ত খাতে

বসন্তে ২৪ পরগণা, কলিকাতা ও ময়মনসিংহে ৫ জন করিয়া ও ঢাকায় ৩ জন মারা গিয়াছে।

ইনফ্লুয়েঞ্জায়

কলিকাতায় ইনফ্লুয়েঞ্জায় ৯ জন মারা গিয়াছে।

জোরহাটে ভীষণ মোটর দুর্ঘটনা

গত ৫ই ডিসেম্বর জোরহাটে ভীষণ মোটর দুর্ঘটনার ফলে [illegible] সাংঘাতিকভাবে আহত হইয়াছেন, তাহারা সংজ্ঞাহীন অবস্থায় হাসপাতালে অবস্থান করিয়াছেন। গাড়ীর একখানি চাকা চূর্ণ হইয়াছে। পুলিশ তদন্ত চালাইতেছে।

ভারতের ধর্মঘট

গবর্ণমেন্টের শ্রমিক ও শিল্প বিভাগ হইতে প্রচারিত হইয়াছে যে ভারতে জুলাই, আগষ্ট ও সেপ্টেম্বর মাসে ৩৮টি ধর্মঘট হইয়াছে। [illegible] ৮টী সফল হইয়াছে, ৭টী অর্দ্ধ সফল, ২২টী নিষ্ফল হইয়াছে এবং ৫টী চলিতেছে। ৪৬৭৭০ জন লোক ধর্মঘট করিয়াছে এবং ৬২০২৮.০ দিনের কাজ নষ্ট হইয়াছে।

দিল্লীতে রাজন্যমণ্ডল

প্রকাশ, আগামী ১০ই জানুয়ারী তারিখে রাজন্যবর্গ [illegible] ভারতবর্ষে [illegible] হইবেন। দিল্লীর রাজন্যমণ্ডলের [illegible] সংস্রবে [illegible] যাইতেছেন। ৮ই মার্চ্চ তারিখে তিনি বোম্বাই হইতে পুনরায় ইংলণ্ডে প্রত্যাগমন করিবেন।

বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদ

ডাঃ [illegible]

শ্রীযুক্ত [illegible] এম, এস, সি, সম্প্রতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টর অব্ সায়েন্স উপাধি লাভ করিয়াছেন। ইঁহার গবেষণামূলক প্রবন্ধ পরীক্ষা করিয়াছিলেন—অধ্যাপক ড, টি, [illegible]টিকার, অধ্যাপক এইচ, লেম্ব এবং অধ্যাপক এফ, জি, এম, ফিলন ডি, এস-সি, এফ্, আর, এস্।

সার উইলিয়াম উইলকক্স

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেট সম্প্রতি সিনেটের নিকট প্রস্তাব দিয়াছেন যে, বাঙ্গালার প্রাচীন সেচ প্রণালী সম্পর্কে বক্তৃতা করিবার জন্য সার উইলিয়াম উইলকক্সকে ২০০০্ টাকা বেতনে রীডার নিযুক্ত করা হউক।

ডাঃ সরোজকুমার দাস

ডাঃ সরোজকুমার দাস এম, এ, পি, এইচ, ডি, ১৯৩০ সালের জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রীগোপাল বসু মল্লিক ফেলো নিযুক্ত হইয়াছেন।

বাড়ী ভাড়া

অজীর্ণ, উদরাময় ও [illegible] রোগাক্রান্ত ব্যক্তি ভুবনেশ্বর স্বাস্থ্য পরিবর্ত্তন করিলে নিশ্চয়ই [illegible] উপকার পাইয়া থাকেন। (বি, এন, আর, লাইনে) এই ভুবনেশ্বরের দক্ষিণ দিকে বিস্তৃত মাঠ ও পাহাড়ের সৌন্দর্য্যে মনোরম সুন্দর দোতালা বাড়ীর ভাড়া মাসিক ৫০্ পঞ্চাশ টাকা। তিন মাসের একত্রে লইলে ১২৫্ এক শত পঁচিশ টাকা। নদীয়া-প্রকাশ অফিসে পত্র লিখিলে সকল জানিতে পারিবেন।

বিজ্ঞাপন

সাধারণের [illegible] জ্ঞাতব্য যাইতেছে যে, কলিকাতার ২১৪নং [illegible] শ্রীযুত "[illegible]" মহোদয়ের [illegible] না হইতে [illegible] "কামশাস্ত্র" [illegible] পাঠ করেন [illegible] ঠিকানায় আবেদন [illegible] বিনামূল্যে প্রেরিত হউন। উহা পাঠে উপকৃত হইয়া ৭৫০০০ হাজার লোক [illegible] হইয়াছেন। পাঠকের সত্যতা [illegible] হইবে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২৫শে অগ্রহায়ণ বুধবার—১৩৩৬

অসচ্চেষ্টা

গত ১৯শে অগ্রহায়ণ তারিখের দৈনিক বসুমতী পত্রিকায় বঙ্গবাসী কলেজের জনৈক অধ্যাপক চেৎলার এক অধিবেশনের কথা লিখিয়াছেন। কিন্তু অধিবেশনের উদ্দেশ্য তাঁহার বর্ণনায় ব্যক্ত হইয়া পড়িয়াছে

আজকাল বে-ওয়ারিসী মড়া কাশী-মিত্রের ঘাটে পোড়ান হয়, আবার দেব-বিরোধী সজ্জন বিদ্বেষী জনগণ আপনা-দিগকে "নন্দদুলাল" মনে করিয়া 'বোষ্টম' সাজিতে দৌড়ান। বঙ্গবাসী কলেজের অধ্যাপক মহাশয় একজন ভক্ত সাজিতে গিয়া বোষ্টম-সম্মিলনীকে যে "শ্রীবৈষ্ণব-সম্মিলনী" বলিয়াছেন, উহাও বে-ওয়া-রিসীদলের চেষ্টা মাত্র।

শ্রীরামানুজাচার্য্যের অনুগতজনগণই এ কাল পর্য্যন্ত 'শ্রীবৈষ্ণব' শব্দে আখ্যাত হইতেন। আর আজ পঞ্চোপাসকদলের বৈষ্ণব-বিদ্বেষিগণ 'ভেড়েকুড়ে' 'বোষ্টম' হবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন! অধ্যাপক মহাশয় আপনাকে মুখোপাধ্যায়-বংশ্য 'ফণীভূষণ'নামে অভিহিত করিয়াছেন, সুতরাং আমরা তাঁহার সহিত শ্রীবৈষ্ণব-গণের কি সম্বন্ধ, তাহা জানিতে চাই।

শ্রীসনাতন গোস্বামিপাদ 'হরিভক্তি-বিলাস' নামক একটি স্মৃতিনিবন্ধ রচনা করিয়াছেন। তাহা শ্রীগৌরসুন্দরের অনুজ্ঞায় সঙ্কলিত। 'ভেড়েকুড়ে' 'বোষ্টম' হইবার রীতি তাহাতে অথবা স্মার্ত্তের ন্যায় শৌক্রবংশ-চালনা ক্রমে আচার্য্য-গিরির দুরাশাও তথায় গৃহীত হয় নাই। সেই সংবাদ না থাকিলে সকল জঞ্জাল কাটিয়া দিয়া যথেচ্ছাচারীর সম্মিলনীগুলিকে "বৈষ্ণব-সম্মিলনী" বলা চলিত।

'হরিভক্তিবিলাস' বলেন,—"গৃহীতবিষ্ণু-দীক্ষাকো বিষ্ণুপূজাপরো নরঃ। বৈষ্ণবোঽভিহিতোঽভিজ্ঞৈরিতরোঽস্মাদবৈষ্ণবঃ॥" সুতরাং মুখুয্যে মহাশয় জানেন যে, বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত ব্যক্তি যদি মন্ত্র লাভ করিয়া সর্ব্বদা সেই মন্ত্রের দ্বারা বিষ্ণু সেবা করেন, তাহা হইলেই অভিজ্ঞজনগণ তাঁহাকে 'বৈষ্ণব' বলিয়া জানেন। আর বাদবাকীর নাম—"অবৈষ্ণবসম্মিলনী!"

এখন দেখা যাউক,—চেৎলার "শ্রীবৈষ্ণব-সম্মিলনী"তে মিলিত জনসঙ্ঘ সকলেই বিষ্ণুদীক্ষায় দীক্ষিত হইয়া বিষ্ণুপূজাপরায়ণ কি না? যদি হন, তাহা হইলেই নামের সার্থকতা হয়, নতুবা উহা কাহাদের সম্মিলনী, তদ্বিষয়েই অর্থাৎ গোড়ায়ই গলদ আসিয়া উপস্থিত হয়। সম্মিলনীর মধ্যে অনেকেই বিষ্ণু ব্যতীত অন্য দেবতার পূজোপলক্ষে প্রেম-প্রয়োজনের বদলে কাম-প্রয়োজনে আত্মনিয়োগ করেন কি না? যে অধিবেশনে ভক্তির ছলনায় বৈষ্ণব-বিদ্বেষ হয়, সেখানে যাঁহারা উপস্থিত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের বৈষ্ণবতা কত দূর, তাহা জানিবার জন্য সকলেরই স্বাভা-বিক কৌতূহল হয়।

মুখুয্যে মহাশয় বোধ করি ভক্তি-শাস্ত্রের অধ্যাপক, নতুবা তিনি অধিবেশনের বিবরণী লিখিতে গিয়া আত্মপরিচয়ে 'কলেজের অধ্যাপক' বলিয়া আত্মশ্লাঘা করিবেন কেন? বৈষ্ণবেরা না হয় মুখুয্যে মহাশয়কে সম্মান দিবার জন্য 'এম এ' ও 'কলেজের অধ্যাপক' প্রভৃতি পদবী দ্বারা জড় প্রতিষ্ঠা দিবেন, কিন্তু তিনি নিজে কেন 'আমি এম,এ' 'আমি অধ্যাপক' 'আমি বৈষ্ণবসম্মিলনী বুঝিতে পারি', 'বৈষ্ণবদিগকে বাজাইয়া লইতে পারি' এত অভিমান করিবেন?

বিদ্যাভূষণ ঘোষ মহাশয়ের বিদায় কথা কয়েক খানি [illegible] পত্রে কিছুকাল হইতে আমরা পাঠ করিতেছি। বিশেষতঃ 'অবতার' পত্রটী ঘোষ মহাশয়ের যে সকল বিদ্যা-প্রতিভার আদর্শ দেখাইয়াছেন, তাহাতে জানা যায় যে, বিদ্যাভূষণ মহা-শয়ের বৈষ্ণব-নিন্দাচর্চা প্রাপ্ত হইয়াছে। ঠাকুর নরোত্তম বলেন,—"অসতে যতন কাল দন্ত গেলাইনু। আপন করম দোষে আপনি ডুবিনু"—ইহা ঘোষ মহাশয়ের জানা আছে, বোধ হয়।

মুখুয্যে মহাশয় বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের নিকট হইতে, বোধ করি, অধিক পাণ্ডিত্য লাভ করিয়াই স্বীয় অভিজ্ঞতার পরিচয় দিয়াছেন। মুখুয্যে মহাশয় লিখিয়াছেন যে, সারুটীয়ার রাধাকিশোর সিং প্রভৃতি জন্দাদের হস্তে লাঞ্ছনা ভোগ করিয়াছেন "গৌরাঙ্গসেবকে"র সম্পাদক স্থলে বিদ্যা-ভূষণ ঘোষ মহাশয় যে সকল অলীক কথা তাঁহার সাময়িক পত্রে প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহাতেও তিনি সারুটীয়ার ভেকধারীর লাঞ্ছনার কথা মধ্যে মধ্যে লিখিতেন।

ভেকধারীর কল্পিত লাঞ্ছনা ঘোষ মহাশয়ের উক্তির দ্বারা নানাপ্রকারে সমর্থিত হইয়াছে? ইঁহারা তিন জনেই কায়স্থ বলিয়া পরিচিত। আবার তিন জনই "বৈষ্ণবধর্ম্মাবলম্বী" বলিয়া আপনা-দিগকে প্রচার করেন। সুতরাং এই বৈষ্ণব ত্রিসম্প্রদায়ের (*Trio*) কথা ও বিক্রম-সমূহ জগতে অনুদ্ঘাটিত না থাকিয়া আবিষ্কৃত হওয়াই আবশ্যক। আমরা বলি, —অধিক সাত্ত্বিক হইলেই বৈষ্ণব হওয়া যায় না। ব্যবহারিক কুবুদ্ধিসম্পন্ন হইলেই 'প্রচারিণী (না, প্রতারিণী?) সভা' প্রভৃতি কাল্পনিক নামে শ্রীনাম-প্রচারিণী-সভার প্রতিযোগিনী সভা হয় না।

শ্রীনামপ্রচারিণী সভা দুর্নীতিবিনাশক পোষণ করেন না বলিয়া বিদ্যাবাদদের শ্রীনাম-বিরোধিনী সভার সভ্যগণ যে সকল কদর্য্যানুষ্ঠান করিয়াছেন ও করিবেন, তাহা বিশেষভাবে আলোচনা করিয়া তাঁহাদের অবৈধ অত্যাচারের কথা জগতে প্রকাশ করিয়া দিলে প্রকৃত সত্য স্থা[illegible] হয়।

কাজীর নিকট হিন্দুর পক্ষ জানিতে গেলে যেরূপ 'হিন্দুর পক্ষ নাই' শুনা যায়, তদ্রূপ শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষার বিরোধী সম্প্রদায়ের নিকট শ্রীচৈতন্যের উপদেশ লাভ করিতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। যাঁরা আপনার চরকায় তেল দিতে না পারিয়া [illegible]বের যজ্ঞ নাশ করিতে উদ্যত, তাঁহার বুদ্ধিমত্তা ও সাধনার প্রশংসা করা যায় না।

ঈর্ষা, হিংসা বা মাৎসর্য্য পোষণ করিবার জন্য দৈনিক বসুমতী বাহির হয় নাই, পরন্তু প্রাদেশিক সংবাদ প্রচারের উদ্দেশ্য লইয়াই তাহার উদ্ভব। সুতরাং বসুমতী সম্পাদকের [illegible] স্থান যদি সংবাদ পত্রের শুদ্ধ হয়, তাহা হইলে এরূপ অবাস্তব উদ্দেশ্যযুক্ত কতিপয় কথার [illegible] ঘোষ 'বিদ্যাভূষণ' ও বসু উকীল—এই দুই জনের [illegible] পাইয়া থাকে। কিন্তু 'ঘোট [illegible]' আমাদের উদ্দেশ্য নহে।

সারুটীয়ার ভেকধারী বৈষ্ণব নিন্দা ও [illegible] ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্যের বশবর্ত্তী হইয়া শ্রীনামের বিরোধ করেন, তাহা বিশেষ ভাবে জানা আবশ্যক। তিনি কেন অবৈধভাবে শুদ্ধবৈষ্ণবগণের বিরুদ্ধে [illegible]ের প্রাকৃত সহজিয়াবাদ চালাইতে চেষ্টা করেন, বুঝা নিতান্ত আবশ্যক।

বৈষ্ণবধর্ম্ম ব্যভিচারময় এবং শ্রীচৈতন্য দেব—গৌরনাগরীগণের ব্যভিচারের বিষয় এবং ভক্ত প্রাকৃত কতিপয় দুর্নীতিপরা কথার প্রচারক বলিয়া শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুকে "[illegible] নীচের ঝোল" প্রভৃতি শাস্ত্র-বিরুদ্ধ উক্তির প্রচারক রূপে [illegible] [illegible] তাঁহার পবিত্র নামের [illegible] করিবার প্রয়াস যাহারা প্রদর্শন করেন, তাঁহারা যে বৈষ্ণব জগতের বিদ্বেষী ও অনিষ্টকারী, তাহা কি মুখুয্যে মহাশয় একবারও ভাবিয়াছেন?

তিনি স্কুল-কলেজে যে সকল বিদ্যা-শিক্ষা করিয়াছেন এবং যে সকল লোকের সহিত মেলা-মেশা করেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহই কি 'কাহাকে বৈষ্ণব বলে', 'শুদ্ধ-ভক্তির স্বরূপ কি?', 'শ্রীচৈতন্যদেব কে?', 'তাঁহার জন্মস্থান কোথায়?' এবং 'কে সেই জন্মস্থান দেখিতে পান?'—প্রভৃতি বিষয় আলোচনা করিয়াছেন?

অধ্যয়নের পূর্ব্বেই অধ্যাপক-সজ্জা আজকালকার প্রথা হইলেও আমরা বলি, পালিভাষা অধ্যয়ন করিয়া পরে অধ্যাপক হইলেই ভাল হয়। লুপ্ততীর্থ উদ্ধার করিয়া অবৈধ গুপ্ত সাধনপ্রণালীর প্রচারের মানসে বিষয়িগণের যে সহানু-ভূতি, উহাই শ্রীচৈতন্যদেব গ্রহণ করিবার উপদেশ দিয়াছেন। আর আজকাল শাস্ত্রপ্রবাদ লইয়া শ্রীচৈতন্য-বিদ্বেষ, অপ্রাকৃত শ্রীনাম দেখিবার চক্ষু আছে বলিয়া 'সেজ্জা' সাজিয়া ভক্তশাস্ত্রের অবমাননা, অক্ষজ্ঞ-গণের প্রীত্যানুরোধে লঙ্ঘন বা অতিক্রম প্রভৃতি বেওয়ারিসী কার্য্যসমূহ নানা প্রকার ভ্রম ও দুর্দ্দশা আনয়ন করি-য়াছে। আবার ওয়ারিসান সূত্রে আপনাকে বস্তুতঃ স্মার্ত্ত কোন বংশের পুত্র অভি-মান করিয়া এবং ঐকান্তিক বিষ্ণুভক্তের সমাজে আদান-প্রদান না করিয়া তাবৎসূত গোস্বামীত্বের পুত্রাভিমানী আসক্তদার দাঁড়া 'গোস্বামী' (?) নামে অভিহিত হইবার প্রার্থনা করেন!! কিন্তু উহাও কি শাস্ত্র-সম্মত সিদ্ধান্ত?

অসতের পোষ্টবন্ধী—সৎ, সতের প্রতিদ্বন্দ্বী—অসৎ! সুতরাং বণিক্ নবদ্বীপ-দত্তের দল "ত্রিসম্প্রদায় সমামৃত" লইয়া যে সম্মিলনী গঠন করিয়াছেন, তাহাতে ব্রাহ্মণের ন্যায় শুদ্ধ বৈষ্ণবের স্থান-লাভ নাই, এ কথা তাঁহারা ভুলিয়া যান [illegible] কায়স্থ, তাম্বূলী, অগ্রগোস্বামীর [illegible] বণিক্ ও ছাত্রাদি-পুরুষে বৈষ্ণব [illegible] জড় অভিমান লইয়া [illegible] [illegible]দের 'অহং-মম' [illegible] [illegible] আসিয়া উপস্থিত হয়।

মুখুয্যে মহাশয় অধ্যাপক, সুতরাং তিনি [illegible] এ কথা বুঝিতে [illegible] ঘোষ, অপরাবিদ্যায় পাণ্ডিত্য,

শ্রীমন্মহাপ্রভুর নামবিপর্য্যয়ে ও কাঁকড়া-মাহাতোদের সহিত শ্রীগৌরজন্মস্থান-নিরূপণের কি সম্বন্ধ থাকিতে পারে? ইহা কি "কলৌ শুদ্রাঃ জন্মনি" শ্লোকের আলোচনার অভাব নহে?

পরিশেষে 'গৌরাঙ্গসেবক' নামধেয় ব্যক্তি মায়াপুরে ধনভাণ্ডারের প্রচুর ক্ষতি হইয়াছে। উহা পরলোকগত মহারাজের অভিপ্রেত ছিল না। তিনি অনেক সময়েই তাঁহার ধনভাণ্ডারের একরূপ অপব্যবহারের জন্য বিশেষ দুঃখিত থাকিতেন। তিনি স্বয়ং মধ্যস্থ থাকিলেও তাঁহার নিকট হইতে 'গোর-স্বরদস্তী' করিয়া গৌরাঙ্গসেবক চালাইবার জন্য ও সাকটীয়ার ভেকধারীর অনুষ্ঠিত নানা-প্রকার লোকের অহিতকর কার্য্যের জন্য এত অর্থ গৃহীত হইত।

আজ আবার ঐরূপ ধনভাণ্ডার সংগৃহীত হইয়া ভেকধারীর কাঁকড়াবেড়িয়াগণকে ভক্তিবিদ্বেষ-পন্থে প্ররোচনা করিবার প্রয়াস দেখা যাইতেছে; কিন্তু উহা জগজ্জঞ্জাল বাড়াইবে, কমাইবে না। সাকটীয়ার ভেকধারীকে যাঁহারা তাহার অবৈধ-কার্য্য-সমূহের জন্য সাহায্য করেন, পাপের যূপকাষ্ঠে তাঁহাদের গলদেশ অগ্রসর করাইবার কার্য্যকে আমরা "অনুমন্তা" প্রভৃতি মনুক্ত শ্লোকোদ্দিষ্ট কার্য্যকারী বলিয়া শোভনীয় মনে করি না।

প্রাকৃতসহজিয়া-সম্প্রদায় যে শ্রীগৌরসুন্দরের বিরোধী—এই কথা শুনিয়া তাঁহারা তাঁহাদের লাঞ্ছনা হইতেছে মনে করেন; কিন্তু উহা তাঁহাদের নিরুদ্ধি ভাবেরই পরিচয় মাত্র। আমরা বলি,—মুখোপাধ্যায় মহাশয় ও দৈনিকবসুমতীর সম্পাদক-স্বত্বাধিকারিগণ সকলেই ভক্তিবিদ্বেষ পরিত্যাগ করিয়া মনোযোগের সহিত সমস্ত ব্যাপারটী পর্য্যালোচনাপূর্ব্বক প্রকৃত সত্যের আশ্রয় গ্রহণ করুন।

পাঞ্চরাত্রিক ও ভাগবত মার্গ

যাঁহারা শ্রীভগবান্ বিষ্ণুকে সর্ব্বেশ্বরেশ্বর জানিয়া তাঁহার সহিত সম্বন্ধ-বিশেষ স্বীকার পূর্ব্বক বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া বিষ্ণুপূজা-তৎপর হন তাঁহারা সেব্য, সেবক ও সেবার নিত্যত্ব স্বীকার করেন, শাস্ত্রকারগণ তাঁহাদিগকে বৈষ্ণব বলিয়া থাকেন। আর যাহারা অপ্রাকৃত বৈষ্ণব ... সম্বন্ধ ... উপাস্য বিষয়ে অজ্ঞ ... আমাদিগকে বিষ্ণু-সম্বন্ধজ্ঞানহীন সুতরাং বিষ্ণু-সেবাবিমুখরূপে পরিচিত করিতে চান। জীবের এই অজ্ঞানাবস্থার নামই অবৈষ্ণবতা। বিষ্ণু-সেবক বৈষ্ণবগণের সাত্বত, ভক্ত, ভাগবত, বৈষ্ণব, পাঞ্চরাত্রিক, বৈখানস, কর্ম্মহীন প্রভৃতি দ্বাদশপ্রকার বিভাগ শাস্ত্রকারগণ লক্ষ্য করিয়াছেন। ঐ প্রকার বিভাগ লুপ্তপ্রায় হইলেও স্থূলতঃ পাঞ্চরাত্রিক ও ভাগবত ভেদে দুইপ্রকার বিভাগ প্রবল আছে। শ্রীধর স্বামিপাদ শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধ-টীকা প্রারম্ভে লিখিয়াছেন—

"দ্বেধা হি ভাগবত-সম্প্রদায়-প্রবৃত্তিঃ। একতঃ সংক্ষেপতঃ শ্রীনারায়ণাদ্ ব্রহ্মনারদাদি-দ্বারেণ। অন্যতস্তু বিস্তরতঃ শেষাৎ সনৎকুমার-সাংখ্যায়নাদিদ্বারেণ।"

— ভাগবতের প্রকার ভেদ দুইটী মুখ্যরূপে তাঁর স্থাপিত। একটী সংক্ষেপে শ্রীনারায়ণ হইতে ব্রহ্মনারদাদি দ্বারা এবং অপরটী বিস্তারিত ভাবে শেষ-সংজ্ঞক ভগবান হইতে সনৎকুমার সাংখ্যায়নাদি দ্বারা জানিতে হইবে।

যাঁহারা অর্চ্চনমার্গাবলম্বনে হরিপরায়ণ হন, তাঁহারা পাঞ্চরাত্রিক এবং যাঁহারা ভাগবতীয় ভাবমার্গাবলম্বনে হরিভজনে প্রবৃত্ত, তাঁহারা ভাগবত-সম্প্রদায়। বস্তুতঃ পাঞ্চরাত্র ও ভাগবতের একই কথা। চারি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবাচার্য্যের মধ্যে শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য ও শ্রীনিম্বার্ক ভাগবতমার্গীয় এবং শ্রীরামানুজ ও বিষ্ণুস্বামী অর্চ্চনমার্গীয়। শ্রীমধ্ব ও শ্রীনিম্বার্ক ভাগবতাচার্য্য হইলেও কনিষ্ঠাধিকারে অর্চ্চন স্বীকার করায় এবং রামানুজাচার্য্য নবেজ্যা কর্ম্মান্তর্গত নামকীর্ত্তনাদি এবং বিষ্ণুস্বামী বেদান্তভাষ্যকার হইয়া চারিটী সাম্প্রদায়িক আচার্য্যে অভিষিক্ত হইয়াছেন। পাঞ্চরাত্রিকগণ কেবল অর্চ্চনমার্গেই রুচি-বিশিষ্ট; ভাগবতগণ মহামন্ত্র নামকীর্ত্তন-পর। শ্রীমদাচার্য্য আনন্দতীর্থ পূর্ণপ্রজ্ঞ শ্রীমধ্বমুনি তাঁহার মুণ্ডকোপনিষদ্ভাষ্যে নারায়ণ-সংহিতা বচন উদ্ধার করিয়া কলিজীবকে ভাগবতমার্গ গ্রহণের উপদেশ করিয়াছেন—

দ্বাপরীয়ৈর্জনৈর্বিষ্ণুঃ পঞ্চরাত্রৈস্তু কেবলৈঃ।
কলৌ তু নামমাত্রেণ পূজ্যতে ভগবান্ হরিঃ॥

অর্থাৎ দ্বাপর যুগের অধিবাসিগণ কেবল পঞ্চরাত্র অবলম্বন করিয়া বিষ্ণুপূজা করিয়াছেন, কিন্তু অধুনা কলিযুগে সেই দ্বাপরীয় উপাসনা-প্রণালীর পরিবর্ত্তে কেবলমাত্র নাম-সংকীর্ত্তন দ্বারা ভগবান হরির পূজন হইয়া থাকে। শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন—

কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং
যজতো মখৈঃ।
দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ
তদ্ধরিকীর্ত্তনাৎ॥
(ভাঃ ১২।৩।৫২)

অর্থাৎ সত্যযুগে বিষ্ণুধ্যান, ত্রেতায় যজ্ঞকর্ম্ম এবং দ্বাপরে অর্চ্চন—এই ত্রিবিধ উপাসনা-প্রণালী হইতে যে মঙ্গলোদয় হয়, কলিকালে তাহা একমাত্র হরিকীর্ত্তন হইতে লব্ধ হইয়া থাকে।

আচার্য্যবর্য্য শ্রীল জীব গোস্বামি পাদ শ্রীমদ্ভাগবতের ৭।৫।২৩-২৪ শ্লোকের ক্রমসন্দর্ভ টীকা এবং ভক্তিসন্দর্ভের ২৮৩ সংখ্যায় লিখিয়াছেন—

"পাঞ্চরাত্রিক মন্ত্রাবলম্বিগণের অর্চ্চনমার্গে যদি কোন বৈষ্ণবের শ্রদ্ধা হয়, তাহা হইলে তিনি স্বীয় পাঞ্চরাত্রিক মন্ত্রদাতা গুরুর নিকট বিশেষ করিয়া জিজ্ঞাসা করিবেন। অর্চ্চন ব্যতীত নবধা ভক্ত্যঙ্গের শরণাপত্তি প্রভৃতি যে কোন একটী ভক্ত্যঙ্গের সাধন-প্রণালী-অবলম্বনে পুরুষার্থ সিদ্ধি কথিত হওয়ায় যদিও শ্রীভাগবতমতে পাঞ্চরাত্রিক মতবাদীর একমাত্র প্রয়োজনীয় সাধনপ্রথা অর্চ্চনমার্গের আবশ্যকতা নাই, তাহা হইলেও শ্রীনারদাদি পাঞ্চরাত্রিকগণের অনুগমনকারী বৈষ্ণবগণকর্ত্তৃক প্রাপ্ত দীক্ষায় অর্চ্চন অবশ্যই বিধেয়। যদিও শ্রীভাগবত বৈষ্ণবগণের স্বরূপতঃ পাঞ্চরাত্রিক মন্ত্রদীক্ষার অপেক্ষা নাই, তথাপি প্রায়ই স্বভাবতঃ দেহাদি সম্বন্ধযুক্ত বলিয়া কদর্য্য-চরিত্র বিক্ষিপ্ত-চিত্ত জনগণের তাদৃশ বহির্ম্মুখ স্বভাব সঙ্কোচীকরণাভিপ্রায়ে শ্রীনারদাদি পাঞ্চরাত্রিক ঋষিগণ কর্ত্তৃক অর্চ্চনমার্গে কোথাও কোথাও কোন কোন মর্য্যাদা স্থাপিত হইয়াছে।

অনন্তর শ্রীল জীবপাদ পাঞ্চরাত্রিক এবং ভাগবত মার্গের উত্তম, মধ্যম ও কনিষ্ঠভেদে ত্রিবিধ তারতম্য নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

(১) পাঞ্চরাত্রিক বা অর্চ্চনমার্গীয় কনিষ্ঠ, যথা—

শঙ্খচক্রাদ্যূর্দ্ধপুণ্ড্রধারণাদ্যাত্মলক্ষণম্।
তন্নমস্করণঞ্চৈব বৈষ্ণবত্বমিহোচ্যতে॥

শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম—এই বিষ্ণুচিহ্ন-চতুষ্টয়, ঊর্দ্ধপুণ্ড্র প্রভৃতি নিজের বলিয়া স্বশরীরে চিহ্নিত করিয়া অপর তাদৃশ বৈষ্ণবকে নমস্কার করিলে কনিষ্ঠ সিদ্ধ হয়।

(২) অর্চ্চনমার্গীয় মধ্যম—

তাপঃ পুণ্ড্রং তথা নাম মন্ত্রো যাগশ্চ পঞ্চমঃ।
অমী হি পঞ্চসংস্কারাঃ পরমৈকান্তিহেতবঃ॥

তাপ, পুণ্ড্র, নাম, মন্ত্র ও যাগ—এই পাঁচটীকে পঞ্চসংস্কার বলে। এই পঞ্চসংস্কার অর্চ্চনমার্গীয় পাঞ্চরাত্রিক বিধানে মহাভাগবতত্বের হেতু।

(৩) অর্চ্চনমার্গীয় উত্তম—

তাপাদি পঞ্চসংস্কারী, নবেজ্যা কর্ম্মকারকঃ।
অর্থপঞ্চকবিদ্ বিপ্রো মহাভাগবতঃ স্মৃতঃ॥

তাপাদি পঞ্চসংস্কারবিশিষ্ট নবেজ্যা কর্ম্মকারক এবং অর্থপঞ্চকবিদ্ বিপ্র মহাভাগবত।

— পদ্মপুরাণ

[নবেজ্যাকর্ম্মব্যাখ্যায় শ্রীজীবপাদ এরূপ উদ্ধার করিয়াছেন—'অর্চ্চনং মন্ত্রপঠনং যোগো যাগো হি বন্দনম্। নামসংকীর্ত্তনং সেবা তচ্চিহ্নৈরঙ্কনং তথা॥ তদীয়ারাধনঞ্চেজ্যা নবধা ভিদ্যতে শুভে।' অর্থপঞ্চকব্যাখ্যায় শ্রীজীবপাদ বলেন—'উপাস্যঃ শ্রীভগবান, তৎপরমং পদং, তদ্দ্রবাং ভাগ্যা জীবাত্মা চেতি পঞ্চতত্ত্বজ্ঞ তত্ত্বমর্থপঞ্চকমিত্যুঃ।' (আমরা পূর্ব্বপ্রবন্ধে ইহার বঙ্গানুবাদ প্রদান করিয়াছি।) শ্রীরামানুজ-শিষ্য কুরেশের পুত্র পরাশরভট্ট। পরাশরের শিষ্য বেদান্তী ও অনুশিষ্য নম্বুর বরদারাজের শিষ্য পিল্লেই লোকাচার্য্য। এই লোকাচার্য্য অর্থপঞ্চক নামে একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি জীব, ঈশ্বর, পুরুষার্থ, উপায় ও বিরোধী-স্বরূপ এবং তাঁহাদের প্রত্যেকের পঞ্চভেদ বিচারপূর্ব্বক পঞ্চবিংশতি অর্থ করিয়াছেন। যথা,—জীব-স্বরূপে—নিত্য, মুক্ত, বদ্ধ, কেবল ও মুমুক্ষু ভেদ; ঈশ্বর-স্বরূপে—পর, ব্যূহ, বিভব, অন্তর্যামী ও অর্চ্চাবতার ভেদ; পুরুষার্থস্বরূপে—ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, আত্মানুভব, ও ভগবদনুভব ভেদ; উপায়-স্বরূপে—কর্ম্ম, জ্ঞান, ভক্তি, প্রপত্তি ও আচার্য্যাভিমান এবং বিরোধিস্বরূপে—স্বরূপ-বিরোধী, পরত্ব বিরোধী, পুরুষার্থ বিরোধী ও প্রাপ্যবিরোধী ভেদ বর্ত্তমান।]

অতঃপর ভাবমার্গে বা ভাগবতমার্গে প্রেমতারতম্যে ভক্তমহত্ত্বের তারতম্য-নির্দ্দেশ, যথা—

(১) ভাগবতমার্গীয় কনিষ্ঠ—

অর্চ্চায়ামেব হরয়ে যঃ পূজাং শ্রদ্ধয়েহতে।
ন তদ্ভক্তেষু চান্যেষু স ভক্তঃ প্রাকৃতঃ স্মৃতঃ॥

অর্থাৎ লৌকিক শ্রদ্ধানুসারে যিনি অর্চ্চামূর্ত্তিতে হরিপূজা করেন, কিন্তু হরিভক্ত এবং হরির অধিষ্ঠান-স্বরূপ অন্য জীবকে শ্রদ্ধা ও দয়া করেন না, তিনি কনিষ্ঠ।

(২) ভাগবতমার্গীয় মধ্যম—

ঈশ্বরে তদধীনেষু বালিশেষু দ্বিষৎসু চ।
প্রেমমৈত্রীকৃপোপেক্ষা যঃ করোতি
স মধ্যমঃ॥

যিনি ঈশ্বরে প্রেম, ভক্তে মৈত্রী, অজ্ঞান ভক্তে তত্ত্বোপদেশরূপ কৃপা ও বিষ্ণুবৈষ্ণবদ্বেষীকে উপেক্ষা করেন, তিনি মধ্যম।

(৩) ভাগবতমার্গীয় উত্তম—

সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ।
ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ॥

—যিনি চেতনাচেতনাত্মক সর্ব্বভূতে ভোগবাঞ্ছারহিত অপ্রাকৃত স্বরূপের ভগবৎসেবোপযোগী সিদ্ধ স্বরূপাদি দর্শন করেন এবং শ্রীভগবানে নিজ সিদ্ধরূপ দ্বারা অপ্রাকৃত নিত্যসেবায় ভূতসমূহ দর্শন করেন, তিনিই ভাগবতোত্তম অর্থাৎ মহাভাগবতের বহির্দৃষ্টিঃ অন্য ... তিনি সর্ব্বত্র

সেব্যসেবকভাবাবস্থিত, কৃষ্ণকার্ষ্ণ দর্শন করেন।

অর্চ্চনমার্গে সাধারণতঃ কায়িক নিষ্ঠা দ্বারাই বৈষ্ণব-তারতম্য নির্দ্ধারিত হয়। অর্চ্চনমার্গীয় উত্তমাধিকারে কিঞ্চিন্মাত্র বোধ বর্ত্তমান থাকে—ভাগবতীয় ভাবমার্গে মানসভাবই প্রধান; কেবল কনিষ্ঠাধিকারে ভগবদ্ধর্ম্মাচরণরূপ কায়িকনিষ্ঠাই অধিক, মানসভাব কিঞ্চিৎ বর্ত্তমান অর্থাৎ তিনি শ্রদ্ধাসহকারে শ্রীমূর্ত্তির যথাবিধি অর্চ্চন তৎপর হইয়াছেন, কিন্তু ভগবৎপ্রেমাভাব বশতঃ তাঁহার ভক্তমাহাত্ম্য বিচারে অজ্ঞতা থাকায় তিনি ভক্তপূজাপর হইতে পারেন নাই। এইজন্য তাঁহাকে প্রাকৃত ভক্ত বলা হয়। এই ভাবমার্গীয় কনিষ্ঠাধিকার অর্চ্চনমার্গীয় উত্তমাধিকারের সহিত প্রায় একার্থ-প্রতিপাদক।

প্রাকৃত ভক্তাধিকার উন্নত হইয়াই ভাগবতধর্ম্মীয় মধ্যমাধিকার হয়। মধ্যমাধিকারের উন্নতিক্রমে মহাভাগবত পরমহংসাধিকার।

শ্রীভগবান গৌরসুন্দরের অনুগত আচার্য্যগণ সকলেই ভাগবতীয় ভাবমার্গের উপাসক। শ্রীগৌরগণে পাঞ্চরাত্রিক অর্চ্চনবিধির পরিবর্ত্তে ভাবমার্গীয় কনিষ্ঠাধিকারগণ অর্চ্চনাদির কিঞ্চিৎ প্রাধান্য আছে। বস্তুতঃ উহা ঠিক পাঞ্চরাত্রিকদিগের সম্মত নহে। শ্রীমন্মধ্বপাদের অনুগত শ্রীলক্ষ্মীপতি বা শ্রীশ্রীমৎ [illegible] মাধবেন্দ্রপুরীপাদ বিশুদ্ধ ভাবমার্গীয় ভাগবতধর্ম্মাবলম্বী। ঐ পুরীপাদ হইতে ভাবমার্গীয় ভাগবতধর্ম্ম শ্রীচৈতন্যগণে সম্যক্ প্রকাশিত। উড়ুপী ক্ষেত্রের মধ্বমঠে [illegible] ভাগবতমত স্বীকার করিলেও অধুনা সকলেই বর্ণাশ্রমধর্ম্মপালনপর পাঞ্চরাত্রিক মতাবলম্বী অর্চ্চনমার্গীয়। শ্রীনিম্বার্কসম্প্রদায়িগণ শ্রীরাধাকৃষ্ণের উপাসকরূপে পরিচিত হইলেও বর্ত্তমানে অসামর্থ্যপ্রযুক্ত তাঁহারা অর্চ্চনমার্গের প্রাধান্য স্বীকার করেন।

পাঞ্চরাত্রিকগণ 'ঐকান্তিক' শব্দটির ব্যবহার করিলেও তাঁহাদের উপাসনাপ্রণালীতে কর্ম্ম ও জ্ঞানের সাহায্য গৃহীত হওয়ায় তাঁহাদের ধারণার ঐকান্তিকতা শ্রীচৈতন্যচন্দ্র প্রচারিত শুদ্ধভক্তির সহিত তুলনা হইতে পারে না। এত প্রভৃতি সম্প্রদায় ব্যক্তিগণ শ্রীমন্মহাপ্রভুর আনুগত্য-স্বীকারী হইয়া তাঁহার শুদ্ধভক্তিধর্ম্মে আসক্ত হন। যাঁহারা [illegible] মধ্য নবম অধ্যায় [illegible] পাইয়াছেন না, তাঁহারা [illegible] প্রবাসী [illegible] শ্রীরামানুজীয় বৈষ্ণব [illegible] [illegible] সর্ব্বশ্রী [illegible] গোস্বামী [illegible] করিয়াছেন। যাঁহারা [illegible]

ভগবৎপ্রীতিকাম, তাঁহারা কি করিয়া সর্ব্বতোভাবে ভগবানের ইন্দ্রিয়তর্পণ করিতে পারেন, তাহার জন্য ব্যাকুল হন। শ্রীভগবানও কৃপা করিয়া তাঁহাদিগকে তাঁহার ইন্দ্রিয়তর্পণের সুযোগ প্রদান করান।

অধুনা গৌড়ীয়-বৈষ্ণব নামধারিগণ মহাপ্রভু-কথিত ভাবমার্গের কথা সদ্গুরুপাদাশ্রয়ে বিচার-পর না হইয়া স্বস্ব ইন্দ্রিয়তর্পণের জন্য ব্যস্ত হওয়ায় অনধিকার-চর্চ্চা-ফলে নানা ব্যভিচারকে আচার বলিয়া বহুমানন করিতেছেন। গুরুব্রুবগণ স্বসম্প্রদায়-বৈষ্ণব-বিজ্ঞানে নিতান্ত অজ্ঞতানিবন্ধন শিষ্যগণকে ক্রমপন্থায় চালিত করিতে না পারায় এক মহা অসুবিধা ঘটাইয়া ফেলিয়াছে। এ সকল বিষয় বিশেষরূপে আলোচনার জন্য শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভা আগামী ৩রা ফেব্রুয়ারী হইতে ১৩ই মার্চ্চ, ১৯৩০ পর্য্যন্ত শ্রীধাম-মায়াপুরে এক বিরাট্ প্রদর্শনীর আয়োজন করিয়াছেন। ইহাতে কোন সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতার অবকাশ না থাকায় তাঁহারা সমগ্র বিশ্ববাসীকে এই প্রদর্শনীতে দর্শক ও প্রদর্শকরূপে আহ্বান করিতেছেন। সকলেই যোগদান করিয়া ধন্য হউন। আর্থিকগণের অর্থচেষ্টা ও পারমার্থিকগণের পরমার্থচেষ্টা সফল হইবে।

শান্তির মূল্য

(শ্রীযুক্ত সত্যাঞ্জন সেন এম, এ)

দি [illegible] এডুকেটর নামক একখানি ইংরাজী মাসিক পত্রিকায় ডি সুন্দরম্, বি, এ, বি, এল মহাশয় দি প্রাইস্ অব্ পীস্ (শান্তির মূল্য) শীর্ষক এক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন,—

"আদিযুগে মানুষে মানুষে যে বিবাদ উপস্থিত হইত, দ্বন্দ্বযুদ্ধে তাহার পরিসমাপ্তি হইত। বল যার মুলুক তার ছিল। পরে রাজ্য স্থাপিত হইল এবং রাজ্যের আইন অনুসারে বিচার আরম্ভ হইল। পরে রাজতন্ত্র দুর্ব্বল হইয়া পড়ায় প্রতীচ্যদেশে ক্ষাত্র শক্তি এবং প্রাচ্য দেশে ব্রাহ্মণশক্তি প্রবল হইয়া উঠে। বর্ত্তমানে বৈশ্যশক্তি এবং শূদ্র-শক্তিতে ভীষণ বিবাদ উপস্থিত হওয়ায় সারা পৃথিবী এক বিরাট্ বিপ্লবের বিশাল রঙ্গভূমিতে পরিণত হইয়াছে। যে সকল দেশে পার্লামেণ্ট স্থাপিত হইয়াছে, সেখানে শাসক এবং শাসিত শ্রেণীদ্বয়ের মধ্যে বিবাদ বিসংবাদ নাই, কারণ জনসাধারণের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিগণ দেশের শাসন করিতেছেন। [illegible] জনসাধারণের ইচ্ছানুসারে শাসনদণ্ড চালাইতে বাধ্য হন। নিখিল বিশ্বজনীন সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইলেই আন্তর্জাতিক বিবাদ বিসংবাদের অবসান হইবে। সার্ব্বভৌম রাজত্ব আর চলিবে না, ইতিহাস তাহার সাক্ষী। কোন দেশেরই অভিজাত সম্প্রদায় আর যখন প্রাধান্য রক্ষা করিতে পারিতেছেন না, তখন নিখিল বিশ্বে অভিজাত-তন্ত্র স্থাপিত হওয়াও অসম্ভব সুতরাং নিখিল বিশ্ব-সাধারণ-তন্ত্র স্থাপিত হওয়া অবশ্যম্ভাবী। আন্তর্জাতিক শাসন-পদ্ধতির অভিব্যক্তির সহিত বিশ্বশান্তি বিশেষভাবে জড়িত।

আমরা ইতঃপূর্ব্বে শান্তি-স্থাপন সম্বন্ধে দুই এক কথা বলিয়াছি। এখনও অনেক কথা বলা যাইতে পারে। আমেরিকার মিঃ কেলগ এক চুক্তি পত্রে পঞ্চাশটী শক্তিমান জাতির বহুপক্ষের সহি করাইয়া লইয়াছেন। সেই চুক্তি-পত্রের মর্ম্ম এই যে সমস্ত জাতিই যুদ্ধ হইতে বিরত হইবে। বিশ্ব শান্তির বর্ত্তমান আন্দোলন মিঃ কেলগই আরম্ভ করিয়াছেন এবং ডাঃ বেসাণ্ট চেষ্টা করিতেছেন যাহাতে এই আন্দোলন সাফল্যমণ্ডিত হয়। বিশ্ব কবির মত 'যাহা কিছু সুখের দিকে লইয়া যায়, যাহা কিছু শান্তির দিকে লইয়া যায়, তাহাই শিবসুন্দরের দান।'

'শান্তি' 'শান্তি' করিয়া চীৎকার করিলে চলিবে না। লয়েড জর্জ বলিয়াছেন, 'আমরা শান্তি দেবীর মন্দিরে উপাসনান্তে তরবারি শানিত করিতেছি।' কথাটি মিথ্যা নয়। রুশিয়া সামরিক শক্তি সঞ্চয় করিতেই সমস্ত চেষ্টা নিয়োগ করিয়াছে। জার্ম্মাণ মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে যেরূপ ক্ষমতাশালী ছিল, আজ ফ্রান্স তাহার চতুর্গুণ ক্ষমতাশালী। অস্ত্র শস্ত্র দিয়াই কি শান্তি স্থাপন হওয়ার বিধি?"

প্রকৃত ব্যাপার এই যে, এই সকল শান্তিকামীর দল শান্তিকে অবলম্বন করিয়া বিরাট্ বিশ্বকে উপভোগ করিতে চায়। তাহাদের চিন্তার ধারা এইরূপ:—যেহেতু আমি আমার নিরাবিল সুখ উপভোগ করিতে চাই, যেহেতু আমি বিলাস প্রাসাদে বিশ্বের সমস্ত সুখ একত্র করিয়া নিরবচ্ছিন্ন ভাবে উপভোগ করিতে চাই, যেহেতু আমি দিবারাত্র পৃথিবীর অপর প্রান্তস্থিত গায়ক বেতার বার্ত্তায় আমাকে গান শুনাইয়া শ্রবণেন্দ্রিয়ের তৃপ্তি সাধন করিবে, আমি ইচ্ছা করিবামাত্র জলে স্থলে ও আকাশে অবাধে ভ্রমণ করিতে পারিব—অতএব নিখিল বিশ্বশান্তি আবশ্যক। কিন্তু তাহারা জানিতে চায় না যে সকলেরই ঐরূপ উদ্দেশ্য [illegible] এবং সকলেরই এক প্রকার নিরবচ্ছিন্ন উপভোগ অসম্ভব। তাহারা জানিতে চায় না, ভোগের [illegible] একটা সীমা আছে। তাহারা কি করিয়া জানিবে যে, তাহারা [illegible] মালিক নয়। উপভোক্তা মাত্র একজন, তাঁহার উপভোগের জন্যই আমরা সর্ব্বদা চেষ্টা করিব—এইভাব লইয়া যখন সকলে তাঁহার সেবায় সমস্ত দেহ, সমস্ত প্রাণ, সমস্ত অর্থ এবং সমস্ত চেষ্টা নিযুক্ত করিবে, সেই দিনই নিখিল শান্তি উপস্থিত হইবে—জগতের কোন শক্তিই সেই শান্তির ব্যাঘাত করিতে পারিবে না।

প্রচার-প্রসঙ্গ

ঢাকা জেলায়

ঢাকা শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠের মহা-মহোপদেশক পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ কয়েকজন ব্রহ্মচারী-সহ বিক্রমপুরের অন্তর্গত [illegible] গ্রামে পরম ভাগবত শ্রীযুক্ত রাধাবল্লভ দাস মহাশয়ের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে [illegible] পাঠের উপলক্ষে গমন করিয়াছেন। গত [illegible] অগ্রহায়ণ শুক্রবার হইতে প্রত্যহ সন্ধ্যায় শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ হইতেছে। [illegible] গ্রামটি খুব বড়। বহু ধনী ও শিক্ষিত লোকের বসতি। সুতরাং পাঠের শ্রোতা অধিক হইতেছে। জগদ্গুরু শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের অনুগত জনের নিকট অপূর্ব্ব ব্যাখ্যা শ্রবণে সকলেই মুগ্ধ হইতেছেন। পরম ভাগবত শ্রীযুক্ত রাধাবল্লভ দাস মহাশয়, তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীমান্ প্রাণবল্লভ দাস ও পরিবারবর্গের সহিত প্রচারকদিগের যথেষ্ট অভ্যর্থনা এবং প্রচার-কার্য্যে যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়া প্রচারকদিগের বিশেষ প্রীতি আকর্ষণ করিয়াছেন। যৌবন ও অর্থ একত্র থাকিলে মানুষের চিত্তবৃত্তি স্বভাবতঃ কোন্ দিকে প্রধাবিত হয়, তাহা বুদ্ধিমান ব্যক্তি অনায়াসে বুঝিতে পারেন। কিন্তু সৌভাগ্যবান্ [illegible] রাধাবল্লভ বাবু [illegible] সাধারণভাবের বিরুদ্ধে [illegible] শ্রীগৌরসুন্দর-সেবা-[illegible], তাঁহার [illegible] কল্যাণে [illegible] হইয়াছেন। আমরা সঙ্কীর্ত্তনের পিতা শ্রীগৌর-নিত্যানন্দের চরণে তাঁহার উত্তরোত্তর উন্নতি প্রার্থনা করি।

প্রয়াগে

প্রয়াগে কুম্ভমেলার বিশেষ আয়োজন চলিতেছে। আগামী [illegible] মাঘ-সংক্রান্তি পর্য্যন্ত [illegible] প্রয়াগস্থ শ্রী[illegible] [illegible]

পর-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

সম্প্রতি পর-বিদ্যাপীঠে নিম্নলিখিত শিক্ষণীয় বিষয়নিচয়ের অধ্যাপকের আসন-সমূহ সংস্থাপিত হইয়াছে—বিদ্যার্থিগণ আবেদন করুন।

১। সাহিত্যাসন, ২। ঐতিহ্যাসন,
৩। সম্প্রদায়বৈভবাসন, ৪। ভক্তিশাস্ত্রাসন,
৫। তত্ত্বশাস্ত্রাসন, ৬। বেদাস্তাসন,
৭। একায়নাসন।

শ্রীনন্দলাল রায় বি, এ, কাব্যতীর্থ, বিদ্যাসাগর,
সম্পাদক—পরবিদ্যাপীঠ, শ্রীধাম মায়াপুর।

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ
শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৪০, চল্লিশ টাকা।

২৭২৪ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে,
সপ্তচত্বারিংশ খণ্ডে সূচী ছাপা হইতেছে।

৪৬শ খণ্ড গ্রন্থ নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে ১৫।/০ সাধারণ পক্ষে ২০৸৶০। প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৶০, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ।/০।

দশম স্কন্ধের ভিক্ষা ১২, অগ্রিম সাহায্যকারীর পক্ষে ৮,।

৬ঃ অধ্যায়পর্যন্ত একাদশ সংখ্যা ছাপা হইয়াছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

"শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত"

সূচী প্রভৃতি সহ সম্পূর্ণ ছাপা শেষ হইয়াছে

আদি, মধ্য, ও অন্ত্যলীলা এবং সূচী ছাপা হইয়া সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছেন। যাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্বে ১৫ টাকা ভিক্ষার তৃতীয় সংস্করণ ৪, টাকায় না পাইয়া অপূর্ব সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের জন্য ঐরূপ নব সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছেন। সেই ১০, টাকার গ্রন্থ [illegible] সংখ্যা [illegible] ভিক্ষায় দেওয়া হইতেছে। [illegible] পাইবেন না।

শ্রীচৈতন্য [illegible]

শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত
বিরাট [illegible] সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্য ভাগবত

সভাষ্য আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।
সমগ্র গ্রন্থ ৮, স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫,
নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪॥০ টাকা

শ্রীচৈতন্য মঠের যাবতীয় গ্রন্থ

কার্য্যাধ্যক্ষ, গ্রন্থ-বিভাগ, শ্রীচৈতন্য মঠ
পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া।
—অথবা—
শ্রীগৌড়ীয় মঠ ১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা
ঠিকানায় পাওয়া যাইবে।
বিশেষ দ্রষ্টব্য—ডাকে লইলে শ্রীচৈতন্য মঠের ঠিকানায় লিখিবেন।

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত ভক্তি গ্রন্থাবলী

যে সব উৎকলবাসী ভক্ত বাংলা অক্ষর পড়িতে জানেন না, তাঁহাদের শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত পরম উপাদেয় ভক্তি-কথা জানিবার সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে উড়িয়া-অক্ষরে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হইয়াছে। বাংলা গ্রন্থের তুলনায় উড়িয়া গ্রন্থগুলির ভিক্ষাও অপেক্ষাকৃত অল্প।

গ্রন্থের নাম	ভিক্ষা
শ্রীহরিনাম চিন্তামণি, প্রতিখণ্ড	॥০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	১,
সাধন পথ (শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টক) প্রতিখণ্ড	।০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	॥০
কল্যাণ কল্পতরু প্রতিখণ্ড	৶০
একত্রে ৩খণ্ড লইলে	।০
গীতাবলী প্রতিখণ্ড	৴১০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৶১৫
শরণাগতি—প্রতিখণ্ড	৴০
একত্রে ৩খণ্ড লইলে	৶৫

প্রাপ্তিস্থান { শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ, কটক এবং শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, পুরী

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিম্নলিখিত মঠসমূহে প্রাপ্তব্যঃ—

১। শ্রীচৈতন্য মঠ,—পোঃ, শ্রীধামমায়াপুর, (নদীয়া)।
২। শ্রীগোরগদাধর মঠ,—চাঁপাহাটি, সমুদ্রগড় পোঃ, (বৰ্দ্ধমান)।
৩। শ্রীভাগবত আসন,—ভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৪। শ্রীগৌড়ীয় মঠ,—১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড্, কলিকাতা।
৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, পোঃ চটকপর্বত (?), পুরী।
৬। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ,—উড়িয়া বাজার, কটক।
৭। শ্রীভাগবত মঠ,—চিরাইমা, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।
৮। শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ,—৮নং অগস্ত্যকুণ্ড, কাশী, ইউ, পি।
৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,—ছাপগাঁও, বৃন্দাবন, মথুরা, ইউ, পি।
১০। শ্রীপরমহংস মঠ—নিমসার পোঃ, সীতাপুর, ইউ পি।
১১। শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ,—কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল, পাঞ্জাব।
১২। শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠ,—৯নং নবাবপুর রোড্, ঢাকা।
১৩। শ্রীগদাইগৌরাঙ্গ মঠ,—বালিয়াটি, ঢাকা।
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম,—আমলাযোড়া, রাজবাঁধ পোঃ, বৰ্দ্ধমান।
১৫। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ,—ভুবনেশ্বর (?), চিৎকুণ্ড পোঃ, মানভূম।
১৬। শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয় মঠ,—আলালনাথ, ব্রহ্মাগিরি পোঃ, পুরী, উড়িষ্যা।
১৭। শ্রীগৌড়ীয়মঠ কার্যালয় ১০১ হনুমান রোড্ নিউদিল্লি

এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণের নিকটও নদীয়া-প্রকাশ প্রাপ্তব্য।

১। শ্রীযুক্ত জনার্দন ঘোষ—বসু লজ [illegible] রোড, খুলনা
২। শ্রীযুক্ত রাধাচরণ গোস্বামী ডাক্তার—দেওয়ানগঞ্জ, হলদিবাড়ী কুচবিহার।
৩। শ্রীযুক্ত রামরঞ্জন রায়—৭৬।২নং গীতোপাল মল্লিক লেন, কলিকাতা
৪। মিঃ এস. ডি. মুখার্জ্জী—এম. এস. [illegible] দি মল, কানপুর।
৫। শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী জ্যোতিভূষণ—স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া
৬। শ্রীরাধাবিহারী দাস অধিকারী, নবদ্বীপ।
৭। শ্রীবিনোদমোহন দে—মনমোহন প্রেস, নবাবপুর, ঢাকা।
৮। শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলি বেড়াচাঁপা, ২৪ পরগণা।

অন্যথা না হলে কৃষ্ণ, তুই সঙ্গ করে। পুন সেইমত মায়া পাশে ডুবি মরে

শ্রীচৈতন্যমঠের গ্রন্থাবলী

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বিরচিত ভক্তি গ্রন্থাবলী।

উৎকৃষ্ট কাপড়ে বিলাতী ধরণে বাঁধাই স্বর্ণাঙ্কিত। চতুর্থ সংস্করণ। বিস্তৃত বিষয়সূচীসহ

জৈবধর্ম

বাঁধাই ২৲ দুই টাকা

প্রকাশিত হইয়াছে

সনাতন সদ্ধর্মশাস্ত্র বেদ, বেদান্ত, উপনিষৎ গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত, দর্শন, পুরাণ, তন্ত্রাদি সকল গ্রন্থ পাঠ করিবার অবসর অতি অল্প মানবের ঘটিয়া থাকে। অনেকের যোগ্যতা না থাকায় সেই সমস্ত গ্রন্থের মর্ম্ম অবগত হইতে পারেন না। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বাঙ্গালীর এই অসুবিধা দূরীভূত করিবার জন্য এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

বিদ্যালয়ের ছাত্র বা শিক্ষকগণের বিশেষ পাঠ্য, এই হেতু শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টার বাহাদুর উক্ত সমস্ত বিদ্যালয়ের জন্য অনুমোদন করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

প্রথম খণ্ড ভিক্ষা ১৲ একটাকা

যুক্তিপূর্ণ শাস্ত্রবাক্য দ্বারা প্রত্যেক মানবের নিত্য কর্ত্তব্য ও অনিত্য সাময়িক কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। গ্রন্থের প্রতি উক্তি সনাতন শাস্ত্রবাক্য দ্বারা সমর্থিত ও প্রমাণিত হইয়াছে। দেহের, মনের ও আত্মার ধর্ম্ম কি? স্বদেশ, সমাজ, নীতি, ধর্ম্ম কি? ইত্যাদি বিষয় ক্রমানুসারে এমন সুন্দরভাবে যুক্তিসহকারে আলোচিত হইয়াছে যে, প্রথম হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত পাঠ না করিয়া নিবৃত্ত হওয়া যায় না।

শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ভিক্ষা ৵০

ঐ প্রমাণ খণ্ড ভিক্ষা ৵০

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিহার ও লীলাভূমি নয়টী দ্বীপ-সমন্বিত। এই নয় দ্বীপের প্রাচীন বিবরণ—প্রত্যেক দ্বীপে শ্রীমহাপ্রভুর লীলা—প্রত্যেক দ্বীপের পরিচয়, শ্রীধাম-মাহাত্ম্য সম্পাদন কি? ইত্যাদি বিষয় বিশেষভাবে মনোহরছন্দে বর্ণিত। পকেট সাইজ প্রায় ১৬০ পৃষ্ঠা।

শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ

ডবল ক্রাউন কালীতে উত্তম কাগজে ছাপা—শ্রীনবদ্বীপধাম দর্শনে ভাবুক দর্শনকারীর কি প্রকার ভাবের উচ্ছ্বাস হয়, তাহা এই গ্রন্থে বর্ণিত। অতি চমৎকার! ভিক্ষা চার আনা।

শ্রীশিক্ষাষ্টক

৷৵০ দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভুকে উপদেশচ্ছলে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিচার অতি সুন্দরভাবে ব্যক্ত হইয়াছে। [illegible] শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপাদেয় শিক্ষা ও উপদেশ বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব জগতে অভিনব গ্রন্থ!!

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতি-গ্রন্থাবলী :—

শরণাগতি

পকেট সাইজ
অষ্টম সংস্করণ
ভিক্ষা ৵০ আনা

দেহ ও মনের চেষ্টা অনিত্যবশ্য হওয়া—ইহা যখন জীব বুঝিতে পারে, তখন একমাত্র নিত্যবস্তু শ্রীভগবানের প্রতি তাঁহার কোন জাতীয় অপেক্ষাহীন প্রার্থনা হয় এবং শ্রীভগবানে সর্ব্বান্তঃকরণে নিষ্কপটে কি প্রকারে শরণাপন্ন হইতে হয়, ইত্যাদি বিষয়ক প্রাণস্পর্শী প্রার্থনা ও আত্মসমর্পণমূলক গান। ছাব্বিশ সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে।

ভিক্ষা প্রতি খণ্ড ৵০ এক আনা

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা—৵০, নবদ্বীপশতক—৵০

অর্থপঞ্চক—৵০

কল্যাণকল্পতরু

পকেট সাইজ,
পঞ্চম সংস্করণ
ভিক্ষা ৵১০

আমরা প্রত্যহ নূতন অভাব ও কামনার বশবর্ত্তী হইয়া পুনঃপুনঃ যে অকল্যাণকে কল্যাণ বলিয়া গ্রহণ করি এবং যাঁহার নিকট কল্যাণ কামনা করি, তিনি যে নিত্য বা যথার্থ কল্যাণ প্রদানে অসমর্থ এবং কোন বস্তু আমাদের নিত্য কল্যাণদাতা এবং কি ভাবে আমরা সেই কল্যাণলাভে সমর্থ হইব, এই সকল কথা সরল গানে লিখিত। এই গীতিগ্রন্থ বাঞ্ছাকল্পতরুর কল্যাণের কল্পতরু, তিনি প্রত্যেককে নিত্যকল্যাণ প্রদানে

শ্রীল চক্রবর্ত্তি ঠাকুরের টীকা সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠাকুর কৃত টীকা ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কৃত অনুবাদ। টীকাকারের জীবনী, শ্লোক-সূচী বিষয়সূচী প্রভৃতি অত্যাবশ্যক বিষয় সংবলিত প্রায় ৮২৫ পৃষ্ঠা। উৎকৃষ্ট সিল্কে বাঁধাই ২৲ দুই টাকা, কাগজে বাঁধা ১৷০

শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ কৃত ভাষ্য সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

কাগজ ও ছাপা উৎকৃষ্ট। সিল্কে বাঁধাই, সোনার জলে নাম লেখা রাজসংস্করণ ৩৲ টাকা, সাধারণ সংস্করণ ১৷০, গৌড়ীয়ের গ্রাহকপক্ষে ১৷০

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি

[illegible]

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ—১ম খণ্ড ১৲ এক টাকা

২য় খণ্ড ১৲ এক টাকা [illegible]

[illegible]

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (পোঃ নবদ্বীপ) নদীয়া।

রেজেষ্টারীকৃত

মদন মঞ্জরী

বটিকা সেবনে ও [illegible], ইন্দ্রিয়শক্তির হ্রাস, প্রস্রাবে শুক্রপাত, মস্তকভ্রম, মাথা ঘোরা, বুক ধড়ফড়ানি, [illegible] লক্ষণ সত্বর তিরোহিত হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় ঔষধ। মূল্য ৪০ বটী ১ এক টাকা।

"নপুংসকারি ঘৃত"

[illegible] টাকা।

"মদনবিলাসিনী বটিকা"

[illegible] মূল্য ১৬ বটী ১৲ এক টাকা।

রাজবৈদ্য নারায়ণজী কেশবজী

১৭৭নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

বিজ্ঞাপন

সাবধান! সাবধান!! সাবধান!!!

জে, বি, দত্তের গোলাপী বাদাম তৈল

[illegible]

[illegible] বাদাম তৈল [illegible] J. B. Datta & Co. নাম দেখিয়া খরিদ করিবেন। [illegible]

[illegible]

[illegible]

পরা বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

এখানে আহার এবং বাসস্থান দিয়া বিদ্যার্থিগণকে বিভিন্ন শিক্ষণীয় বিষয় শিক্ষা দেবার বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। অনেক ছাত্র ইতোমধ্যেই অধ্যয়ন আরম্ভ করিয়াছেন। বর্ত্তমান বর্ষে সকল ছাত্রই গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

প্রধান অধ্যাপক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রচন্দ্র কাব্য-ব্যাকরণ-সাংখ্য-বেদান্ত-ষড়্দর্শন-তীর্থ, সাংখ্যভূষণ, বেদান্তরত্ন, সাহিত্যশাস্ত্রী, সুদর্শনবাচস্পতি।

অধ্যাপক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গৌরদাস ব্রহ্মচারী ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীধাম মায়াপুর পরাবিদ্যাপীঠ, (নদীয়া)

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

অধ্যক্ষ

শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম.এ. এফ.সি.এস (লণ্ডন)

ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক

(প্রফেসার)

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ বিশুদ্ধ ও শাস্ত্রমতে নিজ তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হয়। পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ক্যাটালগ পাঠান হয়। রোগের বিবরণ জানাইলে যত্নপূর্ব্বক ব্যবস্থা দেওয়া হয়। চিঠি পত্রাদি সম্পূর্ণরূপে গোপন রাখা হয়।

মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দুর)

(বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৪৲ টাকা

উৎকৃষ্ট স্বর্ণ, পারদ ও আমলসার গন্ধক দ্বারা যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। নিত্য প্রয়োজনীয় সর্ব্বরোগনাশক মহৌষধ।

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৩৲ টাকা

উৎকৃষ্ট কাশীর আমলকী, দশমূল প্রভৃতি যাবতীয় উপাদানে পূর্ণ মাত্রায় যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। কাশ, শ্বাস, সর্দ্দি, যক্ষ্মা, ক্ষয়রোগ, হৃদরোগ প্রভৃতি রোগের মহৌষধ। সকলপ্রকার দুর্ব্বলতা নাশক অতিশয় পুষ্টিকর মহৌষধ বা খাদ্য বিশেষ।

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬৲ টাকা

ইহা সেবনে ধাতুদৌর্ব্বল্য, শুক্রহীনতা, স্বপ্নদোষ, প্রমেহ ও ধ্বজভঙ্গ সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায়। ইহা অপরিসীম আনন্দদায়ক রসায়ন।

অবলাবান্ধব যোগ

প্রদর, বাধক প্রভৃতি জরায়ুদোষ ও যোনিগত দুরারোগ্য রোগের মহৌষধ।

মূল্য—১৬ মাত্রা ২৲ টাকা। ৫০ মাত্রা ৫৲ টাকা মাত্র

বেদনাঞ্জন

শ্রেষ্ঠরত্ন

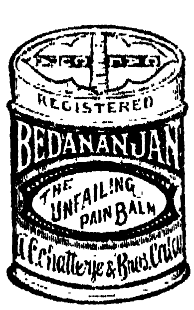

কলিকাতা কংগ্রেস একজিবিসন হইতে বহু প্রশংসা প্রাপ্ত ও বহু গণ্যমান্য ভদ্রমহোদয়গণ কর্ত্তৃক প্রশংসিত।

* * *

আজকাল বাজার-চলতি মিশ্রিত ও বিষাক্ত আহার্য্য সেবনে শরীরের রক্ত অত্যন্ত দোষযুক্ত হইয়া পড়িতেছে। রক্তই মানবদেহের শ্রেষ্ঠ উপাদান, এই রক্ত দোষিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মানব বাত, বেদনা, মাথাধরা, মাথাঘোরা, দৃষ্টিশক্তির হ্রাস, দাঁতের গোড়া ফুলা, দাঁত কনকনানি, দাঁতে পোক এবং দাদ, চুলকানি প্রভৃতি কষ্টদায়ক চর্ম্মরোগে আক্রান্ত হইতেছে। যদি আপনি একান্তই ব্যাধিমুক্ত হইতে চান, তাহা হইলে অযথা পয়সার অপব্যয় না করিয়া অল্প ব্যয়ে এক শিশি বেদনাঞ্জন ক্রয় করিয়া ইহার কার্য্যকারী-শক্তি উপলব্ধি করুন। গুণের তুলনায় মূল্য অত্যল্পমাত্র, এক শিশি ৫০ আনা মাত্র মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান—এ, সি, চাটার্জ্জী এণ্ড ব্রাদার্স।

... কলিকাতা।

সকল মফঃস্বলের দোকানে ও বড় বড় ডাক্তারখানায় পাওয়া যায়।

বিশুদ্ধ জল! ভয় নাই! বিশুদ্ধ জল!!

লক্ষ্মী টিউব-ওয়েল কোং

২০৫নং নবাবপুর, ঢাকা

বর্ত্তমান-যুগের নব আবিষ্কৃত বৈজ্ঞানিক উপায়ে বৈজ্ঞানিক-খনন-প্রণালীতে নলকূপ (Tube-well) নির্ম্মাণ করা হয়। ... ম্যাজিষ্ট্রেট, ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের চেয়ারম্যান, জমিদার, তালুকদার, কেরাণী প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত ভদ্রমহোদয়গণ এই কোম্পানীর কার্য্য দেখিয়া প্রশংসা করিয়াছেন। রাসায়নিক পরীক্ষায় জল বিশুদ্ধ না হইলে মূল্য গ্রাহ্য হয় না। বিস্তৃত বিবরণের জন্য পত্র লিখুন।

রা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

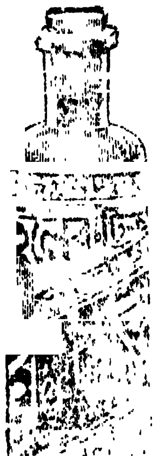

যদিও অদ্যাপি প্রকৃত মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য, তথাপি যাঁহারা নানাবিধ অনিয়মের দ্বারা জীবনীশক্তি নষ্ট করিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন এবং নানা প্রকার মেহ, প্রমেহ, ধাতুদৌর্ব্বল্য, স্নায়বিক দুর্ব্বলতা, বহুমূত্র, স্বপ্নদোষ, পারদ সংক্রান্ত পীড়া, অর্শ এবং স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে যাহারা বাধক, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, হিষ্টিরিয়া, শ্বেত ও রক্তপ্রদর, ইন্দ্রিয়দোষ প্রভৃতি রোগে ভুগিয়া জীবনে নিরাশ হইয়াছেন তাঁহারা আমেরিকার সুবিখ্যাত ডাক্তার ... সাহেবের আবিষ্কৃত **ইলেক্ট্রিক মেডিসিন** ব্যবহার করিয়া বাঁচিতে পারেন, ইহার অসংখ্য প্রমাণ প্রত্যহ পাইতেছি ... ঔষধ ব্যবহার ...

... মাত্র।

... পাইবেন

রত্তিসহ সমগ্র

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

ভিক্ষা ২৲ টাকা। শিক্ষার্থি ছাত্রের পক্ষে ১৷৷০ দেড়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—পরাবিদ্যাপীঠ, শ্রীগৌড়পুর

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

মনোমোহন প্রেস

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা

সুন্দর ও সুলভে সকল প্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত

... হইতে নিম্ন ঠিকানায় ...

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা।

... মুদ্রিত ও প্রকাশিত

দ্বিতীয় সংস্করণ

Registered No. C 1544

[illegible]

প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলাম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৹
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

[illegible]

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র।

৪র্থ খণ্ড | সম্পাদক—প্রত্নবিদ্যালঙ্কার শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী | ২৩৬ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্য মঠ শ্রীধাম মায়াপুর ২৬শে অগ্রহায়ণ বৃহস্পতিবার ১৩৩৬, ১২ই ডিসেম্বর ১৯২৯

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থাবলী

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্—শ্লোক, অন্বয়, বিবৃতি প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত। ভিক্ষা, প্রতি খণ্ড সাধারণ পক্ষে ১৶০ গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশ গ্রাহক পক্ষে ।৶০
২। [illegible] শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত [illegible] ৫৲
৩। গৌড়ীয়-গৌরব ৶০
৪। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।০
৫। ভক্তি-তত্ত্ব ৷০
৬। শ্রীচৈতন্যভাগবত ও [illegible] ২৲
" " " [illegible] ৷৶০
৭। [illegible] (শ্রী[illegible]) [illegible] ২৲ [illegible] ১৷০
৮। গীতা [illegible] টীকা-সহ [illegible] ২৲ [illegible] ১৷০
গীতার কেবল মাত্র-শ্লোক ৷০
৯। [illegible] ২৲
১০। [illegible] ৷০
১১। [illegible] ২৲
১২। [illegible] ৷০
১৩। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৪। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ১৷০
১৫। [illegible]-দিগ্দর্শন [illegible]
১৬। সাধনপথ (৩য় সংস্করণ)
১৭। আচার ও আচার্য্য
১৮। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৷০
১৯। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা)
২০। শ্রীনবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য
২১। [illegible]
২২। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ
২৩। শ্রীগৌড়মণ্ডল-পরিক্রমা [illegible]
২৪। [illegible], গীতাবলী, গীতমালা, [illegible] নবদ্বীপ [illegible]
২৫। [illegible]
২৬। [illegible]
২৭। [illegible]
২৮। [illegible]
২৯। [illegible]
৩০। শ্রী[illegible] শিক্ষা
৩১। [illegible]
৩২। [illegible] ৷০
৩৩। [illegible]

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

ইংরাজী ভাষায় ভক্তিগ্রন্থ

১ [illegible] ।০
২ [illegible] ।০
৩। [illegible] ।০
৪। [illegible] ।০
৫। [illegible] ।০
৬। গৌড়ীয় [illegible] ৶০

শ্রীধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপ-প্রদর্শনী, নদীয়া

(৩রা ফেব্রুয়ারী হইতে ১৭ই মার্চ্চ ১৯৩০ পর্য্যন্ত)

[illegible]

শ্রীচৈতন্য [illegible] (নদীয়া)

দেবনাগরাক্ষরে [illegible]

১। [illegible]
২। [illegible]
৩। [illegible]
৪। [illegible]
৫। [illegible] ৷০
৬। [illegible] ।০

[illegible]

কান্দীতে [illegible]

[illegible] শ্রীযুক্ত [illegible] গোপালপুরের কালীনাথ [illegible] বাড়ী [illegible] হইয়া গিয়াছে। ডাকাতেরা [illegible] এবং [illegible] তাহার [illegible] ঐ দিন [illegible] অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া মশাল জ্বালিয়া [illegible] বাড়ীতে হানা দেয়। ডাকাতেরা [illegible] গালাগালি [illegible] বন্দুকের [illegible] কালীনাথের স্ত্রী বাড়ীর টাকা [illegible] ছুরি [illegible] নির্মমভাবে প্রহার করে। [illegible] দরজা দিয়া বাহির হইয়া লোকজন ডাকিতে যান। কিন্তু [illegible] পূর্বেই ডাকাতেরা পলায়ন করে। পুলিশ এই সম্পর্কে [illegible] নামক এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করিয়াছে। জোর পুলিশ তদন্ত চালাইতেছে।

কলিকাতায় ক্রিকেট খেলা
গবর্ণর দলের জয়লাভ

গত রবিবার [illegible] গবর্ণর দলের সহিত ইউরোপীয়ান দলের একটী ক্রিকেট খেলা হইয়া গিয়াছে। খেলাটি খুব চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল। প্রথমে ইউরোপীয়ান দল "ব্যাট" করিতে আরম্ভ করে। [illegible] তাহারা সকলে [illegible] ১৬৫ রান [illegible] সি, পল—৪৫ রান, [illegible] করিয়াছিলেন। গভর্ণর দল [illegible] মোট ২০১ রান করিয়াছেন। তাঁহাদের দলের [illegible] ৬৮ রান করিয়াছিলেন। এস, এন [illegible] রান এবং [illegible] ৪৫ রান করিয়াছেন। তাঁহাদের খেলা খুব চমৎকার হইয়াছিল। এই খেলা দেখিবার জন্য [illegible] দর্শকের সমাবেশ হইয়াছিল।

জগন্নাথগঞ্জ [illegible] ষ্টেশন

[illegible]

[illegible] রাজনৈতিক [illegible] শ্রেণী [illegible] সরকার [illegible] চেষ্টা করিয়াছে।

জাহাজে রক্তারক্তি

একখানা জাহাজ মাণ্টাং হইতে হংকং যাইবার সময়ে জলদস্যু কর্তৃক আক্রান্ত হয়। [illegible] জাহাজে আগুন লাগাইয়া দেয়। [illegible] প্রধান ও তৃতীয় কর্মচারী আহত হন। বেতার সংবাদ পাইয়া একখানি রণতরী যাইয়া দস্যুদিগকে ধরে। ডাকাতদিগের সংখ্যা প্রায় ৫০ ছিল। ইহারা জাহাজে যাত্রীর ছদ্মবেশে ছিল। জাহাজে অনেক লোক [illegible] হইয়াছে।

জাহাজ জলমগ্ন

দক্ষিণ ইংলণ্ডে ভীষণ ঝড় হওয়ায় অনেক দুর্ঘটনা হইয়া গিয়াছে। একখানি [illegible] তিন [illegible] জাহাজ জলমগ্ন হইয়াছে। বেতার বার্তায় সংবাদ প্রেরণ করা সত্ত্বেও কোন জাহাজ সাহায্য করিতে পারে নাই কারণ [illegible] ঢেউ আক্রমণ করা অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছিল। [illegible] জীবন-তরীতে আশ্রয় লয়, কিন্তু তীরে পৌঁছিতে পারে নাই। [illegible] অঞ্চলে আরও অন্যান্য জাহাজ বিপন্ন হয় কিন্তু কোন ক্রমে রক্ষা পাইয়াছে।

অস্পৃশ্যতা পরিহার আইন

যাহাতে ভারতের তথাকথিত অস্পৃশ্য জাতীয় লোক সকল অবাধে মন্দিরে প্রবেশ করিতে পারেন, এই উদ্দেশ্যে ডাঃ [illegible] বোম্বাই ব্যবস্থাপক সভায় এবং শ্রীযুক্ত [illegible] ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় আইন করিবার জন্য বিল উপস্থাপিত করিবেন।

কংগ্রেস ও ক্রীড়া কৌতুক

লাহোরে ভারতীয় জাতীয় মহাসমিতির প্রদর্শনী [illegible] প্রদর্শনী [illegible] ব্যবস্থা করিয়াছেন। [illegible] (১) [illegible] সার্কাস [illegible] (২) [illegible] প্রভৃতি। [illegible]

[illegible] কাউন্সিলের [illegible]

আচার্য্য রায়ের তীব্র প্রতিবাদ

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় ভারতীয় ডাক্তারদের বৃটিশ মেডিক্যাল কাউন্সিলের [illegible] সম্বন্ধে 'বোম্বাই ক্রনিকেলে' নিম্নলিখিত মর্ম্মে এক পত্র লিখিয়াছেন,—

"আজ প্রাতে আমি বোম্বাই আসিয়া পৌঁছিয়া 'বোম্বাই ক্রনিকেল' পত্রে বৃটিশ মেডিক্যাল কাউন্সিলের [illegible] ডাঃ দেশমুখের উত্তর পাঠ করিয়া প্রীত হইয়াছি। নিখিল ভারত মেডিক্যাল এসোসিয়েশনের [illegible] এ বিষয়ে কথা কহিবার উপযুক্ত অধিকারী।

আমি বিশ্বাস করি, এসোসিয়েশনের পরবর্ত্তী অধিবেশনে [illegible] দর্শনের ব্যাপার সম্বন্ধে সিদ্ধান্তের পরিবর্ত্তন করা হইবে। ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল সার্ভিসের কয়েকটী পদের জন্য প্রতিযোগিতা করিবার যে তথাকথিত সুবিধা দেওয়া হইয়াছে তাহার জন্য [illegible] বিশেষ হীনতা স্বীকার করিতে বলা হইতেছে। অদূর ভবিষ্যতে আমাদিগকে ঔপনিবেশিক অধিকার দিবার কথা বলিয়া আমাদিগকে [illegible] করিতে বলা হইতেছে। [illegible] মেডিক্যাল কলেজ, গোবর্দ্ধন দাস সুন্দর দাস কলেজ অথবা অন্যান্য প্রদেশের এইরূপ প্রতিষ্ঠানে যে শিক্ষা দেওয়া হয় তাহা বৃটিশ কলেজের শিক্ষা অপেক্ষা কোন অংশে নিকৃষ্ট নহে। ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল সার্ভিসের লোকদের দিন চলিয়া গিয়াছে বাহিরের চিকিৎসায় তাঁহাদের স্থান কোথায়।

নিখিল ভারত গ্রন্থাগার সম্মেলন

আগামী ২৬, ২৭শে ও ২৮শে ডিসেম্বর লাহোরে [illegible] এম, সি, এ হলে নিখিল ভারত গ্রন্থাগার সম্মেলনের অধিবেশন হইবে। দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার ডাঃ [illegible] সভাপতি করিয়া অভ্যর্থনা সমিতি গঠিত হইয়াছে। অভ্যর্থনা সমিতি সম্মেলনের সাফল্যের জন্য শিক্ষা ব্যাপারে উৎসাহী [illegible] লাইব্রেরীয়ানগণের ও সহযোগ প্রার্থনা করিতেছেন। লাহোর [illegible] রোড অভ্যর্থনা সমিতির নিকট প্রদর্শনের পুস্তকাদি পাঠাইতে হইবে।

দেবেন্দ্রনাথ-হেমলতা স্বর্ণপদক

১৯২৮ সালের [illegible] দেবেন্দ্রনাথ-হেমলতা [illegible] [illegible]

কংগ্রেসকর্ম্মীর বিরুদ্ধে অভিযোগ

[illegible] শ্রীযুক্ত বিনোদ [illegible] অভিযোগে তথাকার কংগ্রেসকর্ম্মী শ্রীযুক্ত [illegible]ভূষণ [illegible] ও শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রচন্দ্র দেব জনৈক সাব ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে অভিযুক্ত হইয়াছিলেন। ম্যাজিষ্ট্রেট প্রত্যেক আসামীকে ৩ মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করায় উক্ত দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে আসামীগণ দায়রা জজের আদালতে আপীল করিয়াছেন। জজ প্রত্যেক আপীলকারীকে ২ শত টাকা জামিনে মুক্তিদান করিয়াছেন। মামলা মুলতুবী আছে।

দানবীর মিঃ রিডের মৃত্যু

গত ৫ই ডিসেম্বর নিউজিল্যাণ্ডের অকল্যাণ্ড নগরে মিঃ জি, এস, রিডের মৃত্যু হইয়াছে। তিনি পূর্ব্বে ভারতবর্ষে সওদাগরী কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। রণপোতে তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল, এজন্য গত ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি তাঁহার [illegible] সম্পত্তি এবং [illegible] পাউণ্ড একটি রাজকীয় নৌযুদ্ধ [illegible] বিদ্যালয় স্থাপন উদ্দেশে সরকারী রণপোত বিভাগের হস্তে অর্পণ করিয়াছেন।

তিনি তাঁহার নিজের বাৎসরিক হাজার পাউণ্ডের অধিক ব্যয় করিতেন না এবং তাঁহাকে [illegible] উপাধি দ্বারা সম্মানিত করিবার প্রস্তাব হইলে তিনি তাহাতে অস্বীকৃত হন।

উত্তমর্ণের বার হাজার টাকা দান

ত্রিপুরা জেলার [illegible] নিবাসী কুসীদজীবী মহাজন শ্রীযুক্ত কৈলাশচন্দ্র পাল তাঁহার এক বৎসরের সুদ আদায়ের পরিমাণ অনূন ১২০০০ টাকা তাহা দেশবাসী গরীব লোকদিগকে বিতরণ করিবেন বলিয়া প্রকাশ।

বিজ্ঞাপন

সাধারণের হিতার্থে জ্ঞাতকরা যাইতেছে যে, কলিকাতার ২১৪নং [illegible] শ্রীচন্দ্র "বৈশ্যশাস্ত্রী" মহোদয়ের [illegible] মানবের ক্লেশ না হইতে [illegible] সম্বলিত "কামশাস্ত্র" গ্রন্থখানি [illegible] পাঠ করেন নাই, তিনি অচিরে ঐ ঠিকানায় আবেদন করত বিনামূল্যে প্রাপ্ত হউন। উহা [illegible] ১২০০০ হাজার লোক [illegible] পাঠকের সত্যতা [illegible] হইবে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২৮শে অগ্রহায়ণ বৃহস্পতিবার—১৩৩৬

সাময়িক প্রসঙ্গ

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার প্রচারকগণ আজ প্রায় জগতের সর্ব্বত্র মহাপ্রভুর বিজয়বার্ত্তা ঘোষণা করিতেছেন। দিল্লী, লক্ষ্নৌ, এলাহাবাদ, কানপুর, বেরিলি, পাণিপথ, আলিগড়, হাতরাস, মুরাদাবাদ এবং তদধীন মহকুমাসমূহ, কার্ণাল, কুরুক্ষেত্র, নৈমিষারণ্য, সীতাপুর, কনৌজ প্রভৃতি অঞ্চলে যেখানকার অধিবাসিগণ মহাপ্রভুর নাম পর্য্যন্ত জানিত না, সেখানে আজ নিত্যানন্দ-গৌর-সীতানাথের জয়গান গীত হইতেছে। তদ্দেশবাসী অনেকেই শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম গান করিতেছেন। শুধু তাহাই নয়, তাঁহারা মহাপ্রভুর কথা আরও বিশেষভাবে জানিবার জন্য হিন্দী, উর্দ্দু প্রভৃতি ভাষায় গৌড়ীয়ের গ্রন্থ পাইবার জন্য উদগ্রীব হইয়াছেন। ইহা অপেক্ষা গৌরভক্তগণের সুসংবাদ আর কি হইতে পারে। শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভা তাঁহাদের সে মনোভিলাষ অচিরেই পূর্ণ করিবার চেষ্টা করিবেন। আজ এ বিষয়ে [illegible] তাঁহাদের একমাত্র চিন্তা।

— —

সুদূর পাঞ্জাব-প্রদেশের কার্ণাল হইতে শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরগোবিন্দ বিদ্যাভূষণ আমাদিগকে জানাইতেছেন—"গত ১৩ই এবং ২৩এ ডিসেম্বর স্থানীয় কাশ্মীরী পণ্ডিত মিনিস্ত্রর টেম্পুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের গৃহে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ হইয়াছে। অদ্য অর্থাৎ ৩০এ ডিসেম্বর মহাজন-সমিতিতে বক্তৃতা হইবে। এদিককার অধিবাসিগণ মহামন্ত্র নামসংকীর্ত্তন খুব পছন্দ করেন। মহাপ্রভুর কথা তাঁহারা ইহজন্মে আর কখনও শুনেন নাই। মহাপ্রভুর পাঞ্জাবে প্রেমধর্ম্মের কথা শুনিয়া তাঁহারা অতীব প্রীত হইয়াছেন। শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত হিন্দী ও সংস্কৃত গ্রন্থ অনেকেই লইতেছেন।"

নিউ দিল্লী,—শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতেও দিল্লী ও তৎসন্নিকটস্থ স্থানে মহাপ্রভুর কথা প্রচারিত হইতেছে। দিল্লী মহাভারতোক্ত হস্তিনাপুরের পুরাণ নাম ইন্দ্রপ্রস্থ ছিল, এখানেই পাণ্ডবদিগের রাজধানী ছিল। এখানেই অনতিদূরে কুরুপাণ্ডবের সমরক্ষেত্র ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্র আজও কত অতীতের স্মৃতি বক্ষে ধারণ করিয়া বর্ত্তমান। এখানেও আমাদের শ্রীব্যাসগৌড়ীয়মঠ বর্ত্তমান।

সর্ব্বত্র কৃষ্ণকথা প্রচার হইতেছে, লোকে নাস্তিকতা ছাড়িয়া আস্তিক হইতেছে।

প্রাপ্ত সংবাদ। জগতে যে একটা কি বিষম নাস্তিকতার স্রোত আসিয়া পড়িয়াছে, যাহাতে সকলেই নিজ নিজ স্বতন্ত্রতা অবৈধভাবে সংরক্ষণে ব্যস্ত হইতেছেন। 'আমিই জগন্মঙ্গল বিধাতা', 'আমিই সংস্কার-কর্ত্তা', 'আমিই গুরু' এবং 'বিধাতা' ইত্যাকার অভিমানই আজ পূর্ণ মাত্রায় সম্পূর্ণভাবে গ্রাস করিয়া [illegible] জীব কখনও জগদ্ভোগ করিবার সুখের স্বপ্ন আনন্দে অধীর হইয়া পড়িতেছে, কখনও সেই ভোগ সুখের স্বপ্ন-ভঙ্গে দুঃখে শোকে মুহ্যমান হইয়া পড়িতেছে। জগতের আস্তিক সুখ দুঃখই আজ জড়াইয়াছে নাকি আমাদের আলোচ্য সংবাদ! কিন্তু আমাদের নিত্য সংবাদ সে একমতের হাসি কান্না নহে, নহে, পরন্তু গৌর নিত্যানন্দই যে আমাদের একমাত্র বার্ত্তা আর সেই বার্ত্তাতেই যে শ্রীগৌরাঙ্গ, যাহা অবলম্বন করিলে সমস্ত নানা বিপত্তির আবদ্ধ জগৎ! এখনও কি চেতনের পথ জাগিবে না?

"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত"

—

নকল নটবরের কুনাট্য

১৯শে বর্ষ ৩৪শ সংখ্যা বঙ্গবাণীর অঙ্কে কোন এক নকল নটবরের অশোভনীয় কুরুচিপূর্ণ নাট্য প্রকাশিত হইতে দেখিয়া সম্পাদকের কাছে প্রশ্ন না করিয়া পারিলাম না। আসল নটবরই নাটকশিরোমণি চূড়ামণি, নকল নাটক আত্মপ্রশংসাকারী কুশ্রীক কামোপভোগিক হইয়া নিজেই নাটকাভিনয়ে প্রবৃত্ত হইবার নন্দকিশোর নটবরের চাকচিক্যাদি পাইবার প্রচেষ্টা মহাজনদিগের শাস্ত্রসিদ্ধান্তের ইন্দ্রিয়তর্পণে প্রবৃত্ত হন। তাই তাঁহার শ্রীধাম মায়াপুর শব্দে রুচি না হইয়া শ্রীযুক্ত রাধাকিশোর সিংহ মহাশয়ের অভিব্যক্ত বিজাতীয় শব্দেই বিশেষ রুচি দৃষ্ট হয়! বৃন্দাবনচন্দ্র নটবরের দাস হইবার পরিবর্ত্তে স্বচ্ছন্দতাদের নটবর হইবার দুরভিমান পোষণ করিলে অপ্রাকৃত নটবর-লোক বিষয়ভোগে স্পৃহা জন্মে, সেই স্পৃহা হইতে কামোদিক হয়। সেই কামের প্রত্যুপ্রাপ্ত কোপোদয়, কোপ হইতে মোহ, মোহ হইতে স্মৃতিবিভ্রম, স্মৃতিভ্রংশ হইতে বুদ্ধিনাশ এবং বুদ্ধিনাশ হইতেই সর্ব্বনাশ উপস্থিত হয়, সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইলে জীবের কাম্য বস্তু—নিত্যবৈভব এবং তাঁহাদের অপ্রাকৃত বাস্তিত্ব শ্রীনামের বিরোধ করা। বিষ্ণুবৈষ্ণবের শ্রীনামকে অপ্রাকৃত ভাষা দ্বারা বিকৃত করিবার চেষ্টা যে জীবের কিরূপ নিরয়-প্রাপিকা মতি, তাহা নহকুঁক্ক নটবরাভিমানী জীবের এখনও বিচার্য্যবিষয় হইতেছে না, ইহাই পারত্রিকের বিষয়। জীবের ভোগলোলুপ দৃষ্টি পরিহার সেবালোলুপ দৃষ্টি হইলে তাঁহাদের বাস্তব শ্রীধাম যোগপীঠ মায়াপুর দর্শন হয়, নতুবা ত্রিগুণময়ী অঘটনঘটনপটীয়সী মায়ার কবলে পড়িয়া সত্যে অসত্য এবং অসত্যে সত্য-ভ্রম উপস্থিত হয়।

নদীয়াজেলার কালেক্টর বাহাদুর 'শ্রীধাম মায়াপুর' ব্যতীত যেখানে সেখানে শ্রীমায়াপুর নামে ডাকঘর প্রতিষ্ঠিত করিবার অনুমোদন করেন নাই। নকল নটবরের নাট্যের উক্তি যে কালেক্টার বাহাদুরকে প্রকারান্তরে অতিরেক প্রাপ্তপন্ন করিতে চাহিয়াছে, তদ্বিষয়ে নকল নটবরের একটু খেয়াল থাকা দরকার। কালেক্টর বাহাদুর একজন মহাপ্রাণ নিরপেক্ষ সুবিচারক, তিনি কাহারও খোসামোদে পড়িয়া সত্যকে অসত্য বলিবার আদৌ পক্ষপাতী নহেন। অন্যায় স্বার্থের অকৃতকার্য্য হইয়া বঙ্গবাণীর স্কন্ধে [illegible] লাঞ্ছনা-দ্বারা গায়ের ঝাল ঝাড়া নিতান্ত নির্বোধ [illegible]—[illegible] কথাটি [illegible] দিতে নাই। [illegible] বলিয়াছিলেন—

[illegible]

অর্থাৎ "যেখানে যোগেশ্বর কৃষ্ণ এবং যেখানে ধনুর্দ্ধর পার্থ, সেইখানেই শ্রী, বিজয়, ভূতি ও ধ্রুব নীতি বর্ত্তমান—ইহাই আমার নিশ্চিত ধারণা।"

অতএব [illegible] জয়যাত্রা না থাকিলে [illegible]

[illegible]

শ্রেয়ঃ কথা

[illegible] তাঁহার [illegible] তিনি [illegible] আচার্য্য ও [illegible] গুরুদেব। [illegible] শ্রীচরণে [illegible] ভিক্ষা করিয়া [illegible] করিতে হইবে। [illegible] না করিয়া, [illegible] নিজে নিজে গুরু না হইয়া ভক্তিশাস্ত্র অনুশীলন কর, ভক্তিশাস্ত্র যাজন কর, সিদ্ধান্ত-বিরোধাপেক্ষা হইতে নিস্তার নাই। মহাজনগণ বৈষ্ণবের নিকট বাস্তব ভাগবতাদি ভক্তিশাস্ত্র অনুশীলনের পরামর্শ দিয়াছেন। তাঁহাদের সে সব পরামর্শ গ্রহণ করিলে মানুষ নিজের বুদ্ধির গর্ব্বে বড়াই করিতে থাকে, তাহাতে শুদ্ধভক্তিপথ হইতে দূরে নীত হয়।

—

ভক্তভাগবতের আনুগত্য বা সঙ্গহীন হইয়া অন্যত্র গ্রন্থভাগবতের অনুশীলনে প্রবৃত্ত হইলে মানুষ [illegible] [illegible]

— —

'[illegible]' এই [illegible]

[illegible]

তাঁহারা কিরূপে উন্নীত হইবেন ? কেবল [illegible] হইয়া বিনাশ প্রাপ্ত হইবেন মাত্র।

[illegible] আমাদিগকে কর্মী, জ্ঞানী, অন্যাভিলাষী করিয়া বুঝাইয়া দেন, 'তুমি [illegible], [illegible] তুমিই বুঝিয়াছ'। ইহারা বৈষ্ণবগণের যে নিখিল শাস্ত্র-সিদ্ধান্ত, কেবল ভক্তিশাস্ত্র হইতে [illegible] শ্লোক বা সিদ্ধান্ত [illegible] জানাইয়া থাকেন যে [illegible] নহে, 'অন্য লোক গুরু-বৈষ্ণবের সেবা করুক, আমি কেবল তাঁহাদের উপর হুকুম [illegible] তাঁহাদের [illegible] বিচার করিব, [illegible] বৈষ্ণব সজ্জন নাম করিয়া [illegible] সম্প্রদায় বা সময় সময় [illegible] হইতে গুরুদেবের [illegible] আমরা [illegible] হইয়া' ইত্যাদি বিচার যে নিতান্ত [illegible]। ইহা আমরা বুঝিতে চাহি না। ইহাই আমাদের দুর্দৈব।

[illegible] মায়িক [illegible] আমাদের [illegible] মানুষের মত [illegible] পারি, ভক্তিশাস্ত্র [illegible] উদ্ধারাণ [illegible] ছাড়াইব, গুরুপাদপদ্মের [illegible] আমরা [illegible] তুষ্টি সাধন করিব [illegible] তাঁহার [illegible] করিব, কিন্তু সাধুর কোন সেবা করিবার সময়ে আমাদের [illegible] আসিয়া উপস্থিত হয়, ইহাতে আমাদের মঙ্গলনাশের পথ।

মহাপ্রভুর বাণী দেশে দেশে প্রচারিত হউক, লুপ্ত তীর্থাদির উদ্ধার হউক, [illegible] গ্রন্থাদির প্রচার হউক, পারমার্থিক সংবাদ-পত্র প্রচারিত হউক প্রভৃতি অনেক [illegible] আমাদের মুখ [illegible] বাণী হইতে [illegible] [illegible] কিন্তু সাধু [illegible] [illegible] কথা [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

ছদ্ম [illegible] কৈতব [illegible] বিনাশ [illegible] সাধু আমাদের [illegible] । তিনি বলেন, "তোমাদের [illegible] [illegible] সাজিয়া অলস হইতে হইবে না, গুরু বৈষ্ণবের আদেশ-পালন রূপ সেবা কর। ইহা মনোভোগ-বাসীর কল্পনারূপ নহে। এইরূপ সেবা করিতে করিতে তোমাদের অনর্থ অপগত হইতে থাকিবে, অনর্থ [illegible] সঙ্গে সঙ্গে [illegible] কি বস্তু, তাহা বুঝিতে পারিবে।"

নিজের [illegible] উদ্দেশ্যে [illegible] যাহা কিছু করা যায়, তাহাই কর্ম। কিন্তু [illegible] [illegible] যাহা কিছু করা [illegible], তাহাই সেবা। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ইন্দ্রিয়তর্পণ [illegible] গুরু [illegible] হয় না [illegible] [illegible] [illegible]

মনোধর্মী সম্প্রদায়ই মহাজন, সাধুগুরু, [illegible]। কৃষ্ণনাম [illegible] তাঁহার মনোধর্মী সম্প্রদায়ের মত [illegible] নহে যাঁহারা মঠবাসীকে তাঁহাদের বিশ্রামাগার মনে করেন, তাঁহারা [illegible] কীর্ত্তন করুন, ভক্তিশাস্ত্র পাঠ করুন, ভক্তিগ্রন্থ লিখুন, তাহা কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণ না হইয়া আত্মেন্দ্রিয়তর্পণ হইয়া যাইবে।

প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি, বাক্য—দ্বারা [illegible] কিছু আছে, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] সেবা [illegible] করিতে পারেন, তাঁহাদের [illegible] [illegible] [illegible] আচার-বিহীন প্রচারের মূল্য অন্ধকপর্দ্দকও নহে।

আমি যেন আর বিষয় [illegible] আবাহন করিয়া এক [illegible] [illegible] গুরু-বৈষ্ণবের সেবার [illegible] [illegible] না—আর কথায় [illegible] [illegible] 'ভক্ত' [illegible] [illegible] হইব—'গুরু' [illegible] [illegible] [illegible] হইব —[illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] অসাবধান [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] আমাদের [illegible] তাঁহাদের কোন কাজে আমাদের [illegible] চান না, আমরা

তাঁহাদের নিকট আসি না আসি সেজন্য তাঁহারা ভ্রূক্ষেপও করেন না,—ইহাই হইয়াছে আমাদের ছলের ও মোহের কারণ। তাই আমরা উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছি, তাঁহাদের সমস্ত কার্য্যে বাধা প্রদান করিতে। কিন্তু মূর্খ আমরা, বুঝি না, আমাদের সাধ্য কি যে [illegible] সত্যের বিরোধে প্রবৃত্ত হয়। সত্য স্বপ্রকাশমান বস্তু, তাঁহার বিক্রম-বাক্য [illegible] ঘোষণা করিয়া থাকেন। অবশ্য আমরা মনে করি, আমাদের ধারণাটিই সত্য, কিন্তু শাস্ত্র ও মহাজনবাক্য যে কষ্টিপাথর, তাহা যে আমাদের সমস্ত ত্রুটি [illegible] [illegible] করিয়া দেয়, তাহা আমরা বুঝিয়াও বুঝিতে চাহি না। ইহাই আমাদের ভ্রম।

বহির্জ্জগতের [illegible] অনুসরণ করিতে গিয়া আমরা সময় সময় কেন যে তাঁহাদের বিরোধ-চেষ্টা করি, তাহা [illegible] [illegible] কোন প্রকার [illegible] [illegible] পাই না, [illegible] তাঁহাদের বিরোধ করিবার জন্য আমাদের [illegible] [illegible] হইয়া উঠে। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] বিশ্ব-বিজয়ী [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

তোমার মনে একবার [illegible] করিয়া বল—"[illegible] কামাদি রূপ কুপথ-পাতিত [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

গৌড়ীয় মঠ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ভক্তগণকে [illegible] [illegible] বিশ্বাসী [illegible] [illegible] [illegible] তাঁহাদের [illegible] [illegible] [illegible] নিষ্কিঞ্চনরূপে কেবল পক্ষপাতিত্ব নাই, তাঁহারা নিরপেক্ষ ভাবে সকলকে নিত্য-মঙ্গলের পথের যাত্রী হইতে আহ্বান করিতেছেন।

গৌড়ীয় মঠ [illegible] [illegible] কথা সুবিস্তৃতরূপে আলোচনা করিবার জন্য শ্রীধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপে আগামী বসন্ত-পঞ্চমী বাণী-পূজার দিন হইতে সাপ্তাহিক কালব্যাপী এক বিরাট প্রদর্শনীর আয়োজন করিতেছেন। তাঁহাদের এই আয়োজন প্রাকৃত ধনবল, জনবল, বিদ্যাবল, বুদ্ধিবল, শারীর বল, প্রভৃতির স্পর্দ্ধা প্রকাশের জন্য নহে; পরন্তু নিখিল বঙ্গের অপরাধ-স্বরূপ শ্রীনিত্যানন্দের পূজায় সমগ্র বঙ্গকে ব্রতী করিবার জন্যই তাঁহাদের এ বিরাট আয়োজন। সুতরাং সকলেই যোগদান করিয়া ধন্য হউন। ইহাতে শিখিবার অনেক পাইবেন।

"গৌড়ীয়ের আত্মপ্রকাশ"

(শ্রীযুক্ত [illegible] দাস)

'তস্মাদ্ গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয় উত্তমম্। শাব্দে পরে চ নিষ্ণাতং ব্রহ্মণ্যুপশমাশ্রয়ম্॥' (ভাঃ ১১।৩।২১)—কর্ত্তব্য-কর্ত্তব্য জিজ্ঞাসু পুরুষ উত্তম শ্রেয়ঃ অবগত হইবার জন্য সদ্গুরুকে আশ্রয় করিবেন। তিনি 'শব্দব্রহ্মে' অর্থাৎ শ্রুতিশাস্ত্র-সিদ্ধান্তে সুনিপুণ, "পরব্রহ্মে" নিষ্ণাত অর্থাৎ যিনি অপরোক্ষ অনুভূতি লাভ করিয়াছেন এবং যাঁহার চিত্ত [illegible] কোন ক্ষোভের বশীভূত নহে, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] সুসম্পন্ন সৎ সম্প্রদায় [illegible] শ্লোক [illegible] অর্থাৎ যিনি [illegible] পারঙ্গত আছেন বা [illegible] [illegible] কোন [illegible] নাই; সর্ব্বগুণ-বিশিষ্ট, সর্ব্বজীবের হিতসাধনে রত, নিষ্কাম, সর্ব্বপ্রকারে [illegible] অর্থাৎ ব্রহ্মবিদ্যা বা ভক্তিসিদ্ধান্তে সুনিপুণ এবং শিষ্যের সর্ব্ব সংশয় ছেদনে সমর্থ ও অনলস অর্থাৎ সতত হরিসেবানিষ্ঠ পুরুষই "গুরু" বলিয়া কথিত হন। উক্ত বিচার দ্বারা বুঝা যায়—সদ্গুরু—কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ, বৈষ্ণব-শরণ ও শান্ত। বৈষ্ণবগণ সর্ব্ববর্ণেরই গুরু,—"বর্ণাশ্রম-বৈষ্ণবের [illegible] শূদ্র-জন্মনাম্। শূদ্রঃ শূদ্রবংশেষ্বপি [illegible] [illegible]" ([illegible])—বিপ্র, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যাদি শূদ্রকুলোদ্ভূত ব্যক্তিগণের গুরু হইতে পারেন, ইহাই সাধারণ বিধি, কিন্তু ভগবৎপ্রিয় অর্থাৎ বৈষ্ণবগণ শূদ্রকুলে অবতীর্ণ হইলেও উক্ত ত্রিবিধ বর্ণ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য-কুলোদ্ভূত ব্যক্তির গুরু হইবেন।

শ্রীগুরু প্রাকৃত জাতিকুলের অন্তর্গত মর্ত্ত্য জীব নহেন। শ্রীমদ্ভাগবতে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ([illegible])—যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপন, দান ও প্রতিগ্রহ—এই ষট্কর্ম্মনিপুণ এবং মন্ত্রতত্ত্ব-বিশারদ অবৈষ্ণব ব্রাহ্মণও গুরু হইতে

পারেন না, কিন্তু, চণ্ডাল-কুলে প্রকটিত বিষ্ণুভক্তিপরায়ণ বৈষ্ণব গুরু হইবার যোগ্য। "কিবা বিপ্র, কিবা ন্যাসী, শূদ্র কেনে নয়। যেই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা সেই গুরু হয়॥" (চৈঃ চঃ মঃ ৮।১২৭) ইত্যাদি দ্বারা বুঝিতে পারিলাম—প্রকৃত কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা ছাড়া কেহই গুরু হইবার যোগ্য নহেন। অতএব আমার প্রকৃত গুরু-করণ হয় নাই; যাহা হইয়াছে, তাহা কেবল লৌকিক ও [illegible] পারম্পর্যিক ন্যায়ানুসারে। গোস্বামী [illegible] কেবল দীক্ষাভিনয় করা হইয়াছে মাত্র। কারণ তিনিই জগদ্গুরু - গোস্বামী:— বাচোবেগং মনসঃ ক্রোধবেগং জিহ্বাবেগম্ উদরোপস্থবেগম্। এতান্ বেগান্ যো বিষহেত ধীরঃ সর্ব্বামপীমাং পৃথিবীং স শিষ্যাৎ॥" (উপদেশামৃত ১ শ্লোক)—বাক্যের বেগ, মনের বেগ, ক্রোধের বেগ, জিহ্বার বেগ, উদরের বেগ ও উপস্থের বেগ—এই ছয়টী বেগ যে ব্যক্তি বিশেষ রূপে সহ্য করিতে সমর্থ হন, তিনিই এই নিখিল পৃথিবী শাসন করিতে পারেন অর্থাৎ তিনিই প্রভু, জগদ্গুরু গোস্বামী।

দীক্ষা কাহাকে বলে?—"দিব্যং জ্ঞানং যতো দদ্যাৎ কুর্য্যাৎ পাপস্য সংক্ষয়ম্। তস্মাদ্দীক্ষেতি সা প্রোক্তা দেশিকৈস্তত্ত্বকোবিদৈঃ॥" (হঃ ভঃ বিঃ [illegible]) [illegible] যেহেতু দিব্যজ্ঞান [illegible] এবং পাপের [illegible] সমূলে বিনাশ করিয়া থাকে, সেইজন্য তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ এই অনুষ্ঠানকে "দীক্ষা" নামে অভিহিত করেন। অসৎ সঙ্গত্যাগ এই বৈষ্ণব আচার। স্ত্রীসঙ্গী এক অসাধু, কৃষ্ণাভক্ত আর॥" (চৈঃ চঃ মঃ ২২।৮৭) [illegible] "ততো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত বুদ্ধিমান্। সন্ত এবাস্য ছিন্দন্তি মনোব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ॥" (ভাঃ ১১।২৬।২৬)—অতএব বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি দুঃসঙ্গ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক সাধুদিগের সঙ্গ করিবেন। যেহেতু সাধুগণ উপদেশ দ্বারা তাঁহার চিত্তের ক্লেশ নষ্ট করেন। "দুঃসঙ্গ কহিয়ে কৈতব আত্মবঞ্চনা। কৃষ্ণ, কৃষ্ণভক্তি বিনা অন্য কামনা॥" (চৈঃ চঃ মধ্য [illegible]) অতএব শুদ্ধভক্তি-প্রতিকূল অসৎ সঙ্গ কাহারা?—আউল, বাউল, কর্ত্তাভজা, নেড়া, দরবেশ, সাঁই, সহজিয়া সখীভেকী, স্মার্ত্ত, জাত-গোসাঞি, অতিবাড়ী, চূড়াধারী, গৌরাঙ্গ-নাগরী। [illegible] অসৎ সঙ্গ পরিত্যাগ করাই উচিত। বিশেষতঃ যখন আমি [illegible], অর্থাৎ [illegible] বোধ না থাকায় [illegible] স্বামী মায়াবাদী [illegible] আনুগত।

শ্রীধাম মায়াপুর নবদ্বীপ প্রদর্শনী

(৩রা ফেব্রুয়ারী—১৭ই মার্চ্চ ১৯২৯)

শ্রীধাম মায়াপুর-নবদ্বীপ-প্রদর্শনী
পারমার্থিকগণের পরমার্থ-ভাবোদ্দীপক।

শ্রীধাম মায়াপুর নবদ্বীপ প্রদর্শনী
আর্থিকগণের অর্থের প্রশস্ত পন্থা-প্রদর্শক।

শ্রীধাম মায়াপুর-নবদ্বীপ প্রদর্শনী
শিল্পীর শিল্পোন্নতি-বিধায়ক।

শ্রীধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপ প্রদর্শনী
কৃষির নব নব ভাণ্ডার প্রদর্শক॥

শ্রীধাম মায়াপুর-নবদ্বীপ-প্রদর্শনী
জ্ঞানীর জ্ঞান ভাণ্ডার বিস্তারক।

শ্রীধাম মায়াপুর-নবদ্বীপ-প্রদর্শনী
অজ্ঞানের জ্ঞানাঙ্কি প্রদায়ক॥

শ্রীধাম মায়াপুর-নবদ্বীপ-প্রদর্শনী
পণ্ডিতের পাণ্ডিত্য-প্রদর্শক।

শ্রীধাম মায়াপুর নবদ্বীপ প্রদর্শনী
মূর্খের মূর্খত্ব-নিরসক॥

শ্রীধাম মায়াপুর নবদ্বীপ প্রদর্শনী
ধনীর ধন-বৃদ্ধির প্রশস্ত উপায়।

শ্রীধাম মায়াপুর নবদ্বীপ-প্রদর্শনী
নির্দ্ধনের ধনলাভের সহায়॥

শ্রীধাম মায়াপুর নবদ্বীপ প্রদর্শনী
সবলের বল-পরীক্ষক।

শ্রীধাম মায়াপুর-নবদ্বীপ-প্রদর্শনী
দুর্ব্বলের বল-প্রদায়ক॥

অতএব শ্রীশ্রীধাম মায়াপুরনবদ্বীপ-প্রদর্শনী সকলেরই হিতকর। সুতরাং শ্রীধাম মায়াপুরনবদ্বীপ প্রদর্শনীতে সকলেই যোগদান করুন।

এক্ষণে উপায় কি? অসদ্ গুরু পরিত্যাগ করাই বিধি; যেহেতু—"গুরোরপ্যবলিপ্তস্য কার্য্যাকার্য্যমজানতঃ। উৎপথ-প্রতিপন্নস্য পরিত্যাগো বিধীয়তে॥" (মহাভারত উদ্যোগ [illegible]) [illegible] বৈষ্ণববিদ্বেষী, কর্ত্তাভজা [illegible] এবং শুদ্ধভক্তি ব্যতীত [illegible] নামে-মাত্র গুরু [illegible] পরিত্যাগ করাই বিধি। [illegible]-পরমার্থ [illegible] পরিত্যাগে-[illegible]" ([illegible] ১০ সংখ্যা)— ব্যবহারিক, লৌকিক, [illegible] অযোগ্য গুরুকে পরিত্যাগ করিয়া পারমার্থিক গুরুর আশ্রয় [illegible] পুনরায় মন্ত্র গ্রহণ আবশ্যক:—"অবৈষ্ণবোপদিষ্টেন মন্ত্রেণ নিরয়ং ব্রজেৎ। পুনশ্চ বিধিনা সম্যক্ গ্রাহয়েদ্বৈষ্ণবাদ্ গুরোঃ॥" স্বামী [illegible] উপদিষ্ট মন্ত্র লাভ করিয়া নরক [illegible] হয়। অতএব যথা-শাস্ত্র পুনরায় বৈষ্ণবগুরুর নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিবেন।

[illegible]—শ্রীমৎ-সম্প্রদায়-বিহীনা যে মন্ত্রাস্তে বিফলা মতাঃ। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] সম্প্রদায়-বিহীন মন্ত্র কখনই সিদ্ধিপ্রদ হয় না। এই হেতু সনাতন-ধর্ম্ম বর্ত্তমান [illegible] কলিকালে চারিটী সম্প্রদায় [illegible] আচার্য্যের আবির্ভাব হয়। শ্রী-ব্রহ্ম-রুদ্র-চতুঃসন [illegible] কলি-কালে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

দৈনন্দিন [illegible]

[illegible]

পর-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

[illegible] পর-বিদ্যাপীঠে [illegible] শিক্ষণীয় বিষয়নিচয়ের অধ্যাপকের আসন সমূহ [illegible] হইয়াছে —বিদ্যার্থিগণ আবেদন করুন।

১। সাহিত্যাসন, ২। [illegible]াসন,
৩। [illegible]বেদান্তাসন, ৪। ভক্তিশাস্ত্রাসন,
৫। [illegible]শাস্ত্রাসন, ৬। বেদান্তাসন,
[illegible]। [illegible]কারণাসন।

[illegible] রায় বি, এ, [illegible], বেদান্তসাগর,
[illegible] -পরবিদ্যাপীঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর।

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

শ্রী[illegible] খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

[illegible] শ্রীমদ্ভাগবত

[illegible] মূল্য [illegible], [illegible] টাকা।

২৭২৪ পৃষ্ঠায় [illegible] স্কন্ধ ছাপা হইয়াছে,

সপ্তদশাধিক [illegible] সূচী ছাপা হইতেছে।

[illegible] খণ্ড গ্রন্থ নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে [illegible] সাধারণ পক্ষে [illegible]। প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে [illegible], গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে [illegible]।

দশম স্কন্ধের [illegible] ১২, অগ্রিম [illegible] পক্ষে ৮৲।

[illegible] এখনও [illegible] ছাপা হইয়াছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

"শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত"

সূচী প্রভৃতি সহ সম্পূর্ণ ছাপা শেষ হইয়াছে

[illegible] মধ্য [illegible] এবং সূচী ছাপা হইয়া [illegible] প্রকাশিত হইয়াছেন। [illegible] পূর্বে [illegible] টাকা ভিক্ষায় তৃতীয় সংস্করণ [illegible] পাইয়া [illegible] সংস্করণ [illegible] আগ্রহ [illegible] করিয়াছেন, তাঁহাদের জন্যই [illegible] সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছেন। সেই ১০, [illegible] এই [illegible] ভিক্ষায় দেওয়া হইতেছে। [illegible] সুযোগ থাকিবে না।

[illegible]

শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত

[illegible]

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

সভাষ্য [illegible] সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে

সমগ্র গ্রন্থ [illegible] অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲

নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪॥০ টাকা

শ্রীচৈতন্য মঠের যাবতীয় গ্রন্থ

[illegible], শ্রীচৈতন্য মঠ
পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

—অথবা—

[illegible] উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা
[illegible] পাওয়া যাইবে।

[illegible] ঠিকানায় লিখিবেন।

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত ভক্তি গ্রন্থাবলী

যে সব উৎকলবাসী [illegible] বাংলা অক্ষর পড়িতে জানেন না, তাঁহাদের শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর [illegible] উপাদেয় [illegible]-কথা জানিবার স্বর্ণ সুযোগ উপস্থিত। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে উড়িয়া-অক্ষরে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হইয়াছে [illegible] অপেক্ষাকৃত অল্প।

গ্রন্থের নাম	ভিক্ষা
শ্রীহরিনাম চিন্তামণি, প্রতিখণ্ড	॥০
একত্রে [illegible] খণ্ড লইলে	১৲
সাধন পথ (শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টক) প্রতিখণ্ড	।০
একত্রে [illegible] খণ্ড লইলে	॥০
কল্যাণ কল্পতরু প্রতিখণ্ড	৵০
একত্রে [illegible] খণ্ড লইলে	।০
গীতাবলী প্রতিখণ্ড	৴১০
একত্রে [illegible] খণ্ড লইলে	৶১৫
শরণাগতি—প্রতিখণ্ড	৴০
একত্রে [illegible] খণ্ড লইলে	৵৫

প্রাপ্তিস্থান { শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ, কটক
এবং
শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, পুরী

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিম্নলিখিত মঠসমূহে প্রাপ্তব্য:—

১। [illegible], নদীয়া।
২। শ্রী[illegible] মঠ—[illegible], বর্দ্ধমান।
৩। শ্রী[illegible] আশ্রম—[illegible], নদীয়া।
৪। [illegible] মঠ—[illegible] রোড, কলিকাতা।
৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, [illegible], পুরী।
৬। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ—[illegible] বাজার, কটক।
৭। [illegible] মঠ, [illegible], মেদিনীপুর।
৮। শ্রী[illegible] মঠ, [illegible], কাশী, ইউ, পি।
৯। শ্রী[illegible] মঠ—[illegible], মথুরা, ইউ, পি।
১০। শ্রী[illegible] মঠ [illegible] পোঃ, [illegible]পুর, ইউ পি।
১১। শ্রী[illegible] মঠ—[illegible], কর্ণাল, পাঞ্জাব।
১২। শ্রী[illegible] মঠ,—[illegible] রোড, ঢাকা।
১৩। শ্রী[illegible] মঠ, [illegible], ঢাকা।
১৪। শ্রী[illegible] পোঃ, বর্দ্ধমান।
১৫। শ্রী[illegible] মঠ—[illegible] পোঃ, মানভূম।
১৬। শ্রী[illegible] মঠ—[illegible] পোঃ, পুরী, উড়িষ্যা।
১৭। শ্রী[illegible]

এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণের নিকটও নদীয়া-প্রকাশ প্রাপ্তব্য।

১। শ্রীযুক্ত [illegible], খুলনা।
২। শ্রীযুক্ত [illegible],
[illegible] কুচবিহার।
৩। শ্রীযুক্ত [illegible] রায় —[illegible] লেন, কলিকাতা
৪। মি, [illegible] কানপুর।
৫। শ্রীযুক্ত [illegible], নদীয়া
৬। শ্রী[illegible] দাস অধিকারী, [illegible]।
৭। শ্রী[illegible], ঢাকা।
৮। শ্রী[illegible], ২৪ পরগণা।

অন্যথা না ভজে কৃষ্ণ, দুষ্ট মন করে, পুন সেইমত মায়া পাছে তুমি মরে

শ্রীচৈতন্যমঠের

শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বিরচিত ও

ভাষ্য সম্বলিত।

উৎকৃষ্ট কাগজে বিলাতী ধরণে বাঁধাই

স্বর্ণালঙ্কৃত। চতুর্থ সংস্করণ। বিস্তারিত সূচীসহ

জৈবধর্ম্ম

বাঁধাই ২৲ দুই টাকা

প্রকাশিত হইয়াছে

সনাতন ধর্ম্মশাস্ত্র বেদ, বেদান্ত, উপনিষৎ গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত, পুরাণ, তন্ত্রাদি সকল গ্রন্থ পাঠ করিবার অবসর অতি অল্প মানবের ঘটিয়া থাকে। অনেকের যোগ্যতা না থাকায় সেই সমস্ত গ্রন্থের মর্ম্ম অবগত হইতে পারেন না। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বাঙ্গালীর এই অসুবিধা দূরীভূত করিবার জন্য এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

বিদ্যালয়ের ছাত্র বা শিক্ষকগণের বিশেষ পাঠ্য, এই হেতু শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টার বাহাদুর উহা সমস্ত বিদ্যালয়ের জন্য অনুমোদন করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

প্রথম খণ্ড ভিক্ষা—১৲ একটাকা

যুক্তিপূর্ণ শাস্ত্রবাক্য দ্বারা প্রত্যেক মানবের নিত্য কর্ত্তব্য ও অনিত্য সাময়িক কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। গ্রন্থের প্রতি উক্তি সনাতন শাস্ত্রবাক্য দ্বারা সমর্থিত ও প্রমাণিত হইয়াছে। দেহের, মনের ও আত্মার ধর্ম্ম কি? স্বদেশ, সমাজ, নীতি, ধর্ম্ম কি? ইত্যাদি বিষয় ক্রমানুসারে এমন সুন্দরভাবে যুক্তিসংকারে আলোচিত হইয়াছে যে, প্রথম পংক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত পাঠ না করিয়া নিবৃত্ত হওয়া যায় না।

শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ভিক্ষা ৸০

ঐ প্রমাণ খণ্ড ভিক্ষা ৶০

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিহার ও লীলাভূমি নয়টী দ্বীপ-সমন্বিত। এই নয় দ্বীপের প্রাচীন বিবরণ—প্রত্যেক দ্বীপে শ্রীমহাপ্রভুর লীলা—প্রত্যেক দ্বীপের পরিচয়, শ্রীধাম-মাহাত্ম্য—ধামাপরাধ কি? ইত্যাদি বিষয় বিশেষভাবে মনোজ্ঞ ছন্দে বর্ণিত। পকেট সাইজ প্রায় ১৬০ পৃষ্ঠা।

শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ

উজ্জ্বল বোল্ড কালীতে উত্তম কাগজে ছাপা—শ্রীনবদ্বীপধাম দর্শনে ভাবুক দর্শনকারীর কি প্রকার ভাবের উচ্ছ্বাস হয়, তাহা এই গ্রন্থে বর্ণিত। অতি চমৎকার। ভিক্ষা চারি আনা।

শ্রীমনঃশিক্ষা

৵০ দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভুকে উপদেশচ্ছলে যে সকল কথা বলিয়াছিলেন, তাহা এই গ্রন্থে ভক্তিগণের অনুকূল করিয়া অতি সুন্দরভাবে বর্ণিত হইয়াছে। ... শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর অভীষ্ট শিক্ষা ও উপদেশ বিশুদ্ধভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব জগতে অপূর্ব্ব গ্রন্থ !!

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতি-গ্রন্থাবলী

শরণাগতি

পকেট সাইজ
অষ্টম সংস্করণ
ভিক্ষা ৵০ আনা

দেহ ও মনের চেষ্টা অনিত্যতাময় জানিয়া—জীব যখন জীব বুঝিতে পারে, তখন একমাত্র নিত্যবস্তু শ্রীভগবানের প্রতি তাঁহার কোন জাতীয় আবেগময়ী প্রার্থনা হয় এবং শ্রীভগবানে সর্ব্বান্তঃকরণে নিষ্কপটে কি প্রকারে শরণাপন্ন হইতে হয়, ইত্যাদি বিষয়ক প্রাণস্পর্শী প্রার্থনা ও আত্মসমর্পণমূলক গান। ছাড়িয়া সংস্করণও প্রকাশিত হইয়াছে।

ভিক্ষা প্রতি খণ্ড ৴০ এক আনা

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা—৴০, নবদ্বীপশতক—৴০

অর্থপঞ্চক—৴০

কল্যাণকল্পতরু

পকেট সাইজ
পঞ্চম সংস্করণ
ভিক্ষা ৵২০

আমরা প্রত্যহ নূতন অভাব ও কামনার বশবর্ত্তী হইয়া পুনঃপুনঃ যে অকল্যাণকে কল্যাণ বলিয়া গ্রহণ করি এবং যাহার নিকট কল্যাণ কামনা করি, তিনি যে নিত্য বা যথার্থ কল্যাণ প্রদানে অসমর্থ এবং কোন বস্তু আমাদের নিত্য কল্যাণপ্রদ এবং কি ভাবে আমরা সেই কল্যাণলাভে সমর্থ হইব, এই সকল কথা সরল গানে লিখিত। এই গীতিগ্রন্থ বাস্তবিকই কল্যাণের কল্পতরু; ইনি প্রত্যেককে নিত্যকল্যাণ প্রদানে

শ্রীল চক্রবর্ত্তি-ঠাকুরের টীকা সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠাকুর কৃত টীকা ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কৃত অনুবাদ। টীকাকারের জীবনী, শ্লোক-সূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি বহু প্রয়োজনীয় বিষয় সংবলিত প্রায় ৮০০ পৃষ্ঠা। উৎকৃষ্ট সিল্কে বাঁধাই ২৲ দুই টাকা, কাগজে বাঁধা ১৷০

শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ কৃত ভাষ্য সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

কাগজ ও ছাপা উৎকৃষ্ট। সিল্কে বাঁধাই, সোণার জলে নাম লেখা রাজসংস্করণ ১৲ টাকা, সাধারণ সংস্করণ ১৷০, গৌড়ীয়ের গ্রাহকপক্ষে ১৷০

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি (সংস্কৃত-অভিধান)

প্রথম খণ্ড—১। ভক্তিশাস্ত্রে ব্যবহৃত শব্দাবলীর অর্থ, ২। চারি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের চরিত্র, ৩। বিষ্ণুবৈষ্ণবস্থানের ও শ্রীমন্দির ও শ্রী ... বিবরণ, ৪। বৈষ্ণবশাস্ত্র ও গ্রন্থসমূহের ... ৬। বিষয় দিয়ে ... পারিভাষিক তথ্য। চারিখণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ১ম খণ্ড ৸০, ২য় খণ্ড ৸০, ৩য় খণ্ড ৸০, ৪র্থ খণ্ড ৷৷০, চারিখণ্ড একত্রে ২৲ (৫ম খণ্ড যন্ত্রস্থ)।

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ—১ম খণ্ড ১৲ এক টাকা

২য় খণ্ড ১৲ এক টাকা। শ্রীমদ্ভাগবতের গ্রাহক ও গৌড়ীয় গ্রাহকগণ ... ৩য় খণ্ড ... শ্রীজীব গোস্বামিপাদের ... ভক্তিসন্দর্ভের অধিক প্রয়োজনীয় অংশ ...

শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত ... সঙ্কলিত

সদাচারস্মৃতিঃ

ভিক্ষা ৵০ মাত্র

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

... পাঁইট ৸০ আনা, বোতল ১৸০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা।

রেজেষ্টীকৃত

মদন মঞ্জরী

বটিকায় স্বপ্ন ও শুক্রদোষ, ইন্দ্রিয়শৈথিল্য হ্রাস, প্রস্রাবে শুক্রপাত, স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য, মাথাঘোরা, বুক ধড়ফড়ানি, অনিদ্রা প্রভৃতি লক্ষণ সত্বর নির্দোষ আরোগ্য হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ৩০ বটী ১৲ এক টাকা।

"অপুংসকান্তারি ঘৃত"

পুরুষত্বহীন রোগে বাহ্যপ্রয়োগ দ্বারা আরোগ্য করিয়া থাকে ... মূল্য ১ তোলা ১৲ টাকা।

"রমণীবিলাসিনী বটিকা"

স্ত্রীলোকদের ... শক্তি স্ফুর্ত্তি ও বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয়। মূল্য ৩০ বটী ১৲ এক টাকা।

রাজবৈদ্য নারায়ণজী কেশবজী

১৭৭নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

বিজ্ঞাপন

সাবধান! সাবধান!! সাবধান!!!

জে, বি, দত্তের ঢাকা মিলি বাদাম তৈল

আসল ও অকৃত্রিম এবং উচ্চদরের ... পাওয়া যায় ...

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী J. B. Datta & Co. নাম লেখা দেখিয়া খরিদ করিবেন। নতুবা অসাধুলোকগণ কর্ত্তৃক প্রতারিত হইতে পারেন।

বিনীত—জে, বি, দত্ত।

কে ... পু ...

...

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (প্রাচীন নবদ্বীপ) নদীয়া

পরা বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

এখানে আহার এবং বাসস্থান দিয়া বিদ্যার্থিগণকে বিভিন্ন শিক্ষণীয় বিষয় শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। অনেক ছাত্র উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। বর্তমান বর্ষে সকল ছাত্রই গবর্নমেণ্ট সংস্কৃত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

প্রধান অধ্যাপক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ... ব্যাকরণ সাংখ্য-বেদান্ত-ন্যায়দর্শনতীর্থ, ... বেদান্তরত্ন, সাহিত্যশাস্ত্রী, ... বাচস্পতি।

অধ্যাপক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ... ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীধাম মায়াপুর পরাবিদ্যাপীঠ, (নদীয়া)

বেদনাঞ্জন

শ্রেষ্ঠরত্ন

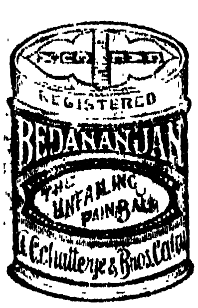

কলিকাতা ... একজিবিসন হইতে ... প্রাপ্ত ও ... প্রশংসিত।

প্রোপ্রাইটার—এ, সি, চাটার্জ্জী এণ্ড ব্রাদার্স।

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

অধ্যক্ষ

শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম.এ. এফসিএস (লণ্ডন)

ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক

(প্রোপ্রাইটার)

আয়ুর্বেদীয় ঔষধ বিশুদ্ধ ও শাস্ত্রমতে ... প্রস্তুত হয়। পত্র লিখিলে ... পাঠান হয়। রোগের বিবরণ জানাইলে যত্নপূর্ব্বক ব্যবস্থা দেওয়া হয়। ... গোপন রাখা হয়।

মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দূর)

(বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা। ৪ টাকা

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৩ টাকা

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬ টাকা

অবলাবান্ধব যোগ

মূল্য—১৬ মাত্রা ২ টাকা। ৫০ মাত্রা ৫ টাকা মাত্র

বিশুদ্ধ হও! ভয় নাই! বিশুদ্ধ জল!!

লক্ষ্মী টিউব ওয়েল কোং

২০৫নং নবাবপুর, ঢাকা

(Tube-well) ...

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

... ইলেক্ট্রিক ...

রাত্রিসহ সমগ্র

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

ভিক্ষা ২ টাকা। ... দেড়টাকা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান—... শ্রীগৌড়পুর

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

মনোমোহন প্রেস

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা

... ছাপার জন্য বিখ্যাত

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,

স্থানীয় সংস্করণ Registered No. C 1514

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র।

৪র্থ খণ্ড সম্পাদক—প্রত্নবিদ্যালঙ্কার শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী [২৩৭] সংখ্যা

শ্রীচৈতন্য মঠ শ্রীধাম মায়াপুর ২৭শে অগ্রহায়ণ শুক্রবার ১৩৩৬, ১৩ই ডিসেম্বর ১৯২৯

বিজ্ঞাপনের হার
• প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চ ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩॥০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

সাপ্তাহের হার
অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা [illegible]

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থাবলী

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্‌—শ্লোক সূচী, বিষয়-সূচী প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত। ভিক্ষা, প্রতি খণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৶০ গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশ গ্রাহক পক্ষে ।০
২। ভাষ্য সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ) ৫৲
৩। গৌড়ীয়-গীতি ৶০
৪। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।০
৫। ভজনরহস্য ॥০
৬। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্‌ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্‌ (বাঁধা) ১৲
,, ,, ,, আবাঁধা ৸০
৭। গীতা (শ্রীবলদেব ভাষ্যসহ) বাঁধা ২৲ আবাঁধা ১॥০
৮। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি-টীকা সহ) বাঁধা ২৲ আবাঁধা ১॥০
গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ॥০
৯। [illegible] (মাধ্ব) ২৲
১০। বেদান্তসূত্রের মাধ্বভাষ্য (রামানুজীয়) ॥০
১১। জৈবধর্ম্ম ২৲
১২। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৩। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৪। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ।৶০
১৫। শ্রীপদ্য-দিগ্‌দর্শন ৶০
১৬। সাধনপথ (৩য় সংস্করণ) ।৵০
১৭। আচার ও আচার্য্য ।৵০
১৮। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
১৯। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৵০
২০। শ্রীনবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৵০
২১। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য (প্রমাণখণ্ড) ৶০
২২। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
২৩। শ্রীগৌড়মণ্ডল-পরিক্রমা দর্পণ ।০
২৪। শরণাগতি, গীতাবলী, সাধনকণা, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, নবদ্বীপশতক, অষ্টপদ্যক ও সদাচারস্মৃতি মোট ।৵০
২৫। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ও অর্চ্চনকণা ৵০
২৬। সাধককণ্ঠমণি ।০
২৭। সংস্কার দীপিকা ।০
২৮। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম খণ্ড) ৬৲
২৯। ব্রহ্মসংহিতা ॥০
৩০। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ৸০
৩১। মণিমঞ্জরী সানুবাদ ।০
৩২। [illegible] ।০
৩৩। শ্রীচৈতন্যভাগবত (নিতাই ... দ্বিতীয় সংস্করণ) ৬৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

ইংরাজী ভাষায় ভক্তিগ্রন্থ

১ শ্রীচৈতন্যচরিত ও শিক্ষা
২ নামভজন
৩। বৈষ্ণবধর্ম্ম আদর্শ ও [illegible]
৪। ভাগবতীয় দর্শন [illegible] ও ধর্ম্ম
৫। কাম ও প্রেম
৬। গৌড়ীয়মঠ কি করেন

শ্রীধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপ-প্রদর্শনী, নদীয়া

(৩রা ফেব্রুয়ারী হইতে ১৭ই মার্চ্চ, ১৯৩০ পর্য্যন্ত)

প্রদর্শনীর সকল জ্ঞাতব্য বিষয়ের জন্য
সেক্রেটারী মহোদয়ের নিকট
আবেদন করুন।

শ্রীকুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ,
শ্রীচৈতন্য মঠ, শ্রীধাম মায়াপুর পোঃ আঃ (নদীয়া)।

দেবনাগরাক্ষরে ভক্তিগ্রন্থ

[illegible] ।০
[illegible] ।০
[illegible] ৶০
[illegible] ৵০
[illegible] ॥০
[illegible] ।০

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ।

গভর্ণমেণ্ট হইতে রেজিষ্টারী করা—

সর্ব্বপ্রকার প্লীহা লিভার সংযুক্ত ম্যালেরিয়া

জ্বরের সাক্ষাৎ যম

পারফাইন

টনিক ও সালসা। পথ্যের বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই। এক দাগেই প্লীহা, লিভার ধ্বংস হয়। 'ফলেন পরিচীয়তে'

এক দাগে জ্বর পালায়; ফিরে জ্বর আর হয় না।

একদাগে জ্বর পালায়, তিন দাগে সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়। এমন উপকারী ঔষধ আর নাই। ২।৪ দাগ ঔষধ সেবনে যদি আপনার জ্বর একেবারে আরাম হয়, সেই প্রকৃত ঔষধ খাওয়া উচিত নয় কি? এক্ষণে সাবধান হউন এবং জানিয়া রাখুন, আর মিছামিছি বাক্সে বোতল ২ বিষের জল খেয়ে শয্যাগত হইয়া পড়ে পরে হয়রাণ হয়েন কেন? সুতরাং ॥০ আনার পারফাইনই একটি জ্বর রোগীর পক্ষে যথেষ্ট, এমন প্রত্যক্ষ উপকারী জ্বরের ঔষধ আর নাই। সকালে জ্বর হইলে বৈকালে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবেন, ডাক্তার ডাকিতে হয় না। মূল্য প্রতি শিশি ॥৴০ আনা, ডজন ৫।০ আনা।

এজেণ্ট—মেসারস্ এম, ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং, ১০ নং বনফিল্ডস্ লেন, কলিকাতা।

আয়ুর্ব্বেদ সম্মত বায়ু পিত্ত বাত নাশক

ত্রিগুণ তৈল

যুগল-মূর্ত্তি মার্কা সর্ব্বত্র পাওয়া যায়।

আসল ও আদি
শিশি ৸৹ আনা, ডজন ৮৲
ভিঃ পিঃ ও রেলওয়ে পার্শেল স্বতন্ত্র।

যুগল-মূর্ত্তি মার্কা এবং বটকৃষ্ণ পাল দেখিয়া লইবেন।

এমন মহোপকারী তৈল আর নাই

গবর্ণমেণ্ট হইতে রেজিষ্টারী করা—

[illegible] উপাদানে খাটী কাঁচা কৃষ্ণতিল তৈলে [illegible] বেলা, প্রভৃতি [illegible] প্রস্তুত বিধায় ছয় ঋতুতেই সমভাবে উপকারী হইয়া থাকে। [illegible] সাধারণতঃ [illegible] শূল, অটিল [illegible] মাথাধরা, মাথাঘোরা, আমকপালী, নিদ্রাহীনতা এবং সর্ব্বপ্রকার বাতরোগ ও নানা প্রকার ব্যাধির কীটাণু ধ্বংসকারী অব্যর্থ মহৌষধ।

বলা বাহুল্য, ইহা একপ মস্তিষ্ক স্নিগ্ধকারী ঠাণ্ডা তৈল যে, পাগল ভাল হয়। যে কোন স্থানে তৈল ক্রয়কালীন শিশির গায়ের লেবেলের উপর বড় ২ অক্ষরে আসল যুগল মূর্ত্তি মার্কা এজেণ্ট বটকৃষ্ণ পাল দেখিয়া লইবেন, অন্যথায় শঠকারী দোকানদার জাল বা নকল তৈল বিক্রয় করিয়া আপনাকে ঠকাইবে। স্মরণ রাখিবেন বাজে জিনিষ বিক্রয় করিয়া ঠকাইতে পারিলেই দ্বিগুণ লাভ হয়।

এজেণ্ট—বটকৃষ্ণ পাল এণ্ড কোং ২৩নং বনফিল্ড লেন, কলিকাতা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২৭শে অগ্রহায়ণ শুক্রবার—১৩৩৬

শ্রীধাম মায়াপুর ডাকঘর

যে-দিন হিরণ্যকশিপু শ্রীনৃসিংহ-নখরে বিচ্ছিন্ন হইয়াছিল, সেইদিন প্রহ্লাদের সম্প্রদায় আনন্দিত হইয়াছিলেন। আবার বিষ্ণুবিদ্বেষী "হা পয়সা জো পয়সার" দল, কামুকের দল, মনে মনে কষ্ট পাইলেও, চোরের মাকে চীৎকার করিয়া কাঁদিতে নাই বিচার করিয়া বাহিরে চুপ করিয়া থাকিলেও, তাহাদের হাড়ে হাড়ে বিষ্ণু-ভক্তিবিদ্বেষ প্রবল হইতেছিল। বংশ-পরম্পরা সেই বিদ্বেষ মানবজাতির রক্তের মধ্য দিয়া ত্রেতা, দ্বাপর ও কলিকালেও সঞ্চারিত হইতেছে।

আমরা মধ্যে মধ্যে শুনিতে পাই, নরকাসুরের রক্ত তাহার অবস্তন সম্প্রদায়ে চলিতেছে—এরূপ প্রকাশ। তবে নরকাসুরের রক্ত চলার বদলে নরকাসুরের পিতা শ্রীবরাহ-বিষ্ণুর সন্তান বলিয়া অবস্তনগণের মধ্যে বিষ্ণুবংশে জাত বলিয়া অহঙ্কারের প্রসার দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। উহা তাঁহাদের স্বভাবের পরিচয়। জগৎ এইরূপ ঘৃণিত চরিত্রের লোককে হৃদয়ের সহিত আদর করেন না। তাহাদের নিকৃষ্টতার বৃদ্ধির জন্য যে মৌখিক সহানুভূতি দেখান, তদ্দ্বারাও নির্বোধ লোকের শিক্ষা হয় না, পরন্তু তাহারা অধিক পাপেই লিপ্ত হয়।

হিরণ্যকশিপু অর্থাৎ কনক-কামিনী-চেষ্টা-পর ব্যক্তির বিষ্ণুহস্তে নিধন হইলেও সে রাবণরূপে বিষ্ণুবিগ্রহ শ্রীরামচন্দ্রের বিরোধী হইয়াছিল। শ্রীরামের হস্তে এই দুষ্কর্মকারীর নিধন হইবার পরেও পুনর্বায় কৃষ্ণলীলায় শিশুপাল হইয়া স্বীয় ঘৃণিত বৃত্তির পরিচয় দিয়াছিল। যেরূপ ভগবান্ বিষ্ণুর বিরোধ-কল্পে বৈরিতা করা অবৈষ্ণব-গণের স্বভাব, তদ্রূপ ভগবানের বৈকুণ্ঠ-ধামের বিরুদ্ধে দৌরাত্ম্য-কারী বৈষ্ণব-বিদ্বেষিগণের অভাব নাই।

ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেবের শ্রীধামের প্রতি বিরোধ করিবার জন্য কতিপয় ব্যক্তির আন্তরিক চেষ্টা দেখা যায়। সেই সকল ঈর্ষাপরায়ণ জনগণ ভগবদ্ধামকে নিজের খেয়ালের গঠিত দ্রব্য জ্ঞানে মহাজনের প্রতি বিদ্বেষ করে এবং শ্রীভগবানের ধামের সেবা-কার্যে নিযুক্ত ব্যক্তিগণের প্রতি কায়মনোবাক্যে বিদ্বেষ করে। শ্রীধামে বসিয়া তাহারা বিলাসিতা-ইন্দ্রিয়তর্পণাদি বহুবিধ অবৈধকার্য্য অনুষ্ঠান করে এবং জগতের কতিপয় নির্বোধকে তাহাদের দাস্যে নিযুক্ত করে। বিষ্ণুর বা তদীয় ধামের বিরোধিগণের অবৈধ কার্য্যের ফল তাহারা প্রতি পদে পদে লাভ করে।

শ্রীধামে বসিয়া কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাশা-বশে যে সকল ব্যক্তি লোক-বঞ্চনা করে, তাহারা ভগবানের কৃপা কোন দিন লাভ করিতে না পারিয়া শ্রীধাম-সেবার পরিবর্তে ভগবৎপ্রিয়-জনগণের প্রতি স্বীয় নৈসর্গিক বৈরিতা প্রদর্শন করে। শ্রীধামের সকল প্রকার উন্নতি-বিধানে তাহাদের হৃদয় ফাটিয়া যায়। ভগবান্ ও ভক্তগণও তাহাদের অশান্ত হৃদয়ে প্রচুর তাপ দিবারও ব্যবস্থা করেন। ভগবৎসেবার বিরোধি-জনগণ আত্মেন্দ্রিয়তর্পণে নিযুক্ত থাকিয়া কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাশায় কুপথের দিকে প্রধাবিত হয়।

যোগপীঠ শ্রীধাম মায়াপুরে পরমার্থা-লোচনার জন্য একখানি দৈনিক পত্র হইয়াছে। ভক্তগণের শুদ্ধভক্তি-প্রচারের কথা প্রচারিত হইলে গ্রাম্যবার্ত্তাবহগুলির কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাশা কমিয়া যাইবে আশঙ্কা করিয়া তাহারা নিত্য ভগবদু-পাসনার পথ রুদ্ধ করিবার মানসে শ্রীধাম মায়াপুরের ডাকঘরের বিরোধী হইয়াছিল। শ্রীধাম মায়াপুর ডাকঘর হইলে পরমার্থ-জগতের সকলের আনন্দ হয়। আর কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা-প্রিয়-জনগণের বক্ষে সহস্র শর বিদ্ধ হয়, শিরোদেশে শত বজ্র পতিত হয়। সুতরাং তাহারা কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাশায় বঞ্চিত হইয়া স্বস্ব-কুচেষ্টা প্রদর্শন করে।

পাঠকগণের স্মরণ থাকিতে পারে, দক্ষিণ সমাজের পরদ্রব্যাপহরণ-পিপাসা নরকপ্রদ, ধর্মের নামে পরদারাপহরণ নিতান্ত অবৈধ কার্য্য। ঐ দক্ষিণ বঙ্গজ্ঞানে ভগবৎ সেবোপকরণকে সমাজে স্থাপন করিবার ঘৃণ্য পিপাসাকে বাধা দিবার জন্য শ্রীধাম মায়াপুরে নদীয়া-প্রকাশ দৈনিক পারমার্থিক সংবাদপত্র এবং নদীয়া জেলার একমাত্র নিরপেক্ষ মুখপত্র প্রকাশিত হইয়াছিল। সেই সকল ভগবৎ সেবানুষ্ঠানের বিরুদ্ধে কতিপয় সঙ্কীর্ণ-হৃদয় কনক—কামিনী প্রতিষ্ঠাশা-লোলুপ ব্যক্তি যোগদান করিয়াছিল।

তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ হঠযোগের পক্ষপাতী হওয়ায় ব্রাহ্মণ্যসংস্কারত যোগভ্রষ্ট জনগণের আনুগত্য করিতে গিয়া শ্রীধাম মায়াপুর ডাকঘরের বিরুদ্ধে কতিপয় সঙ্কীর্ণচেতা ব্যক্তিকে নিযুক্ত করে। তাহাদের দ্বারা দরখাস্ত করাইয়া প্রাচীন নবদ্বীপের গৌরবসমূহ পুনরুজ্জীবন করার ব্যাঘাত করিতে কৃতসঙ্কল্প হয়। স্বীয় কর্ত্তব্য কর্মে উদাসীন থাকিয়া পরের অপকার সাধনে আত্মনিয়োগ করিলে যে দুর্গতি ঘটে, সেই দুর্গতিবশে চালিত হইয়া ভ্রষ্টযোগীর ন্যায় পরমার্থ-রাজ্যে উন্নতি করিতে পারে না।

শ্রীধাম মায়াপুরে ডাকঘর হইবে, তাহাতে হিংসাচিন্তের ভাত হজম হয় না। নষ্ট *Mentality*! 'কপটতা করিয়া নানা প্রকার দুষ্কর্মের গোপনে সাহায্য করা ধার্ম্মিকের শিক্ষা পরিচয়ে শোভা পায় না। এইরূপ ঘৃণিত চরিত্র ব্যক্তিগণ অনেক সময় দৈবদণ্ডে নিগৃহীত হন।' ভিতরে এককথা, বাহিরে অন্য কথা বলিয়া লোক-বঞ্চনা করা সম্ভব, কিন্তু এইরূপ আত্মবিনাশ ধর্মরাজ্যে কাহাকেও অগ্রসর হইতে দেয় না।

সকলেই জানেন যে, নির্বিশেষবাদ শ্রীভাগবতধর্ম্ম নহে। উহা শ্রীচৈতন্যদেবের প্রতি বিদ্বেষ সাধনী মাত্র। নির্বিশেষবাদী শ্রীধাম-শব্দের অর্থ বুঝিতে পারে না। শ্রীগৌরসুন্দর নির্বিশেষবাদীকে ম ও ভগবচ্চরণে অপরাধী বলিয়া নির্দেশ করেন। সুতরাং ভগবানের নিত্যধামের পরিচয় বিনাশের জন্য তাহারা নানা প্রকার অবৈধপথ আশ্রয় করে।

১৯২০ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত একখানা মানচিত্রে অভিজ্ঞ *draftsman*এর দ্বারা গ্রামের নাম পরিবর্ত্তন করাইয়া তদ্দ্বারা সুবিধাটুকু গ্রহণ করিবার জন্য উচ্চরবে চীৎকার করে। উহাকেই প্রমাণ বলিয়া তাহাদের যে মানসিক বৃদ্ধি, তাহাতে কোন ন্যায়-পরায়ণ ব্যক্তি আস্থা স্থাপন করিতে পারেন না। বালতির দোকানের সাহত দারিদ্র্যক্লিষ্ট হবা *filter mistry*র সহিত প্রণয়ে আবদ্ধ হইলেই যে গণ্যমান্য হওয়া যায়, আমরা একথা বিশ্বাস করি না।

আমাদের বিচারে বালতির বিক্রেতা শ্রমজীবিগণ বিচারাসনে অধিষ্ঠিত শিক্ষিত ব্যক্তির প্রতি আক্রমণ করিতে গিয়া যে মতবাদ প্রচার করে, তাহা বাজারে বিকায় না। অন্যায় উদ্দেশ্যের বশবর্ত্তী হওয়া কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাশা-পরায়ণ হইয়া দারিদ্র্যে পতিত ব্যক্তিগণ যেরূপ উন্মাদরোগ গ্রস্ত পত্রপ্রচারকের নিকট যাইতে পারেন, তদ্রূপ যে প্রকাশিত হয় সংবাদপত্রের সম্পাদকসূত্রে সত্যকথার প ণ নিপুণতার অভাব হইলে তা হও প্রব নিয়ম হয় না। এইরূপ শ্রেণীর সম্পাদক-গণকে অসৎ কার্য্য হইতে রক্ষা করিতে তাহাদিগকে সাবধান করাই সাময়িক কাগজের কর্ত্তব্য।

শ্রীধাম মায়াপুর ডাকঘরের বিরোধি সম্প্রদায় হরিনাম ও গ্রামবার্ত্তাবহ পরমার্থ-বিরোধী দুই একটা কাগজের সহায়তা পাইলেই যে সত্যের অপলাপ করাইতে সমর্থ হইবে—তাহা নহে। কাঁকড়া মেথোদিগের বালতির দোকান হইতে যে সমস্ত সম্ভার গ্রাম্যবার্ত্তাবহের রিক্ত উদর-গুলির পরিপূরণে নিযুক্ত হয়, তাহার অভ্যন্তরে কি কি দুর্নীতি আছে, তাহার একটা অনুসন্ধান হওয়া আবশ্যক।

চাষা সঙ্গতীর্থাশয়-শিষ্য ক কামিনী-প্রতিষ্ঠা-পরায়ণ জনগণের নিকট হইতে সহায়তা লাভ করে। নিজ নিজ বন্ধুবান্ধব আত্মীয়গণের দ্বারা কমাত বাবাকল্য দিবার যত্ন করে। ভগবানের রাজ্যেও উচ্চ ও ইতরের অভাব নাই। মানুষের তদ্রূপ নীচ-বিগহিত কার্য্যে যোগদান করা সঙ্গত নহে। তথাপি শ্রীধাম মায়াপুর ডাকঘরের বিরোধী কাঁকড়া-মেথো-দের শ্রীধাম মায়াপুরকে উদ্ধ ও লাবণ্য ডাবার লোগে নামান্তরিত করিবার যে অবৈধ চেষ্টা করে, উহা বাস্তবিক তাহাদের কুবুদ্ধি পরিচায়ক মাত্র।

ভক্তিবিরোধী দুই একটা গ্রাম্যবার্ত্তাবহ টিটারাম নামক জনৈক ব্যক্তির লেখাতেও অনেক কপটতা প্রকাশ পাইয়াছে। ঐ ব্যক্তি আলবার্ট হলের এক সাধারণ সভায় যে সকল ইতিহাসবিরুদ্ধ, মানচিত্রবিরুদ্ধ, শ্রীধাম-বিরুদ্ধ পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিল, তাহাতে তাহার দৌরাত্ম্যের কথা আলোচনা করিয়া অনেকেই তাহার প্রশংসা করিতে পারেন নাই। ঐ ব্যক্তি নদীয়া জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট কএকবার হাঁটা-হাঁটি করিয়া তাঁহাকেও সত্যানুসন্ধানে বাধা দিয়াছিল। অবশেষে বিফলমনোরথ হইয়া স্বীয় পাবদাৎ দৈনিক বসুমতীতে যাহা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে তাহার চিত্তবৃত্তি অনুসারেই প্রকাশিত হইয়াছে।

আমার ঠাকুর

(শ্রীমৎ প্রেমপ্রদীপ ... মায়াপুর।)

... মায়াপুর শ্রীচৈতন্যের ... আমি সেই মায়াগন্ধশূন্য ... নিত্য অধিবাসী অণু ... শুদ্ধস্বরূপে আমি কৃষ্ণদাস এবং কৃষ্ণদাস্যই আমার নিত্যধর্ম্ম বা স্বরূপ-

নষ্ট; কিন্তু আমি নিজ স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার-ফলে আমার শুদ্ধস্বরূপ ও নিজাধাম পরিত্যক্ত হইয়া চিন্ময় ধাম মায়াপুর হইতে বহু দূরে মহামায়ার রাজ্যে আসিয়া পড়িয়াছি। এখন আর আমার স্বদেশের কথা কিছুই স্মরণ নাই, মহামায়ার রাজ্যে আসিয়া আমি পুষ্টা স্বপচরমণীর বক্ষ-দ্বারাভ্যন্তরে সুখ-শয্যা রচনা করিয়া বুভুক্ষার প্রসাদে খুব সুখেই নিদ্রিত আছি; কিন্তু অচিরেই যে কালের ডঙ্কা বাজিয়া উঠিয়া আমার এ সুখ-নিদ্রা ভাঙ্গিয়া দিবে, সে দিকে লক্ষ্য আমার একেবারেই নাই; আমি মোহ-মদিরা পানে উন্মত্ত হইয়া লজ্জাশূন্য লক্ষ লক্ষ বাসনার বশবর্ত্তী হইয়া মৃত্যুকেই আলিঙ্গন করিবার জন্য ছুটিয়াছি, অমৃতের বার্ত্তা শ্রবণ করিবার অবসর ও প্রবৃত্তি আমার নাই।

বহু বহু জন্মের পুঞ্জ পুঞ্জ অজ্ঞাত সুকৃতি-বলে যদি বা কোনও দিন আমার পরমহিতৈষী স্বদেশবাসী শ্রীচৈতন্য-চরণ-কমলের মধুপবৃন্দের অমৃত-নিস্যন্দিনী মুখকমল-গলিত স্বরূপোদ্বোধিনী সর্ব্বানর্থ-বিধ্বংসিনী ভক্তিসিদ্ধান্ত বাণী শ্রবণের শুভক্ষণ উপস্থিত হয়, তখনই বিমুখ মোহিনী মহামায়ার আবরণাত্মিকা শক্তি আমার শ্রবণ-পথারূঢ়া হইয়া নিজ প্রভাব-জাল বিস্তার করিয়া বসে। আমি দেহ-দ্রবিণাসক্ত মনোধর্ম্মী হইয়া পড়িয়াছি, আপাত-মধুর মনোহারিণী কথা শুনিবার বহুমানন করিয়া বক্তার নিকট বাধিত হইতেই ভালবাসি, স্বদেশবাসী স্বজনের নিকট আমার স্বদেশ-গমনের কথা শুনিতে ভাল লাগে না, তাই আমার সুবিজ্ঞদর্শী স্বদেশবাসীর নিকট কিছুতেই হরিকথা শুনিব না, ইহাই আমার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা, কারণ খাঁটি সাধুর মুখে আপাত-মধুর দেহধর্ম্ম মনোধর্ম্ম দেহারাম-ধর্ম্মের গরল-প্রসূ মৃত্যু আবাহনকারী কোনও কথা নাই, কেবল "যারে দেখ তারে কহ কৃষ্ণ উপদেশ" ইহাই তাঁহাদের মূল মন্ত্র, এবং "আচার প্রচার নামের করহ দুই কার্য্য"—"আপনি আচরি ধর্ম্ম জীবেরে শিখায়" ইহাই তাঁহাদের অলৌকিক প্রচারক-জীবনের জ্বলন্ত নিদর্শন; তাঁহারা স্পর্শমণির মূর্ত্তবিগ্রহ, একবার যাঁহারে কৃপা-দৃষ্টি স্পর্শ করেন, তাঁহারেই সুবর্ণে পরিণত করেন, ইহাই তাঁহাদের বৈশিষ্ট্য ও অলৌকিক মহিমা।

পরমদয়ালু [illegible] সাধুগণ আমার প্রতি অহৈতুকী কৃপা-পরবশ হইয়া আমার স্বরূপের [illegible] প্রদান করিয়া [illegible] নিত্য মঙ্গল প্রদর্শন করিতে আসিলেও, [illegible] বিক্ষেপাত্মিকা শক্তি [illegible] তাঁহাদিগকে বুঝিতে দেয় না, তাই আমি [illegible] পরে বাধিত বৈষ্ণবহ্রদ-[illegible] ইন্দ্রিয়-তর্পণের কথা কীর্ত্তনে [illegible] বান্ধব জ্ঞান করিয়া তাঁহাদের চরণে অপরাধ করিয়া থাকি। ঠাকুর সাধুবৈদ্য পাছে আমার ভবরোগের কারণগুলি নির্দ্দেশ করিয়া নিরোগতা দূরীকরণার্থ শ্রীহরির ভুবনমঙ্গল নামকীর্ত্তনরূপ মহৌষধ ও মহাপ্রসাদ, চরণামৃত সুপথ্যের ব্যবস্থা করিয়া আমার মনোধর্ম্মের রুচিকর কুপথ্যগুলির অপকারিতা বুঝাইয়া তাহা হইতে বিরত করেন এবং কৃষ্ণ-সেবার্থে অখিল-চেষ্টাযুক্ত হইবার সুপরামর্শ প্রদান করেন,—সেই ভয়েই আমি সাধু বৈদ্যের সদুপদেশ গ্রহণ করিতে বা তাঁহাদের ব্যবস্থানুসারে চলিতে রাজী নহি। সাধু-মুখে হরিকথা শ্রবণের ফলে যদি সত্য সত্যই আমার এমন স্বজনাদি দস্যুপরিবেষ্টিত সাধের সংসারে সহসা বৈরাগ্যের উদয় হয়, তবেই তো সর্ব্বনাশ; আমার দেহ, আমার গেহ, আমার আত্মীয় স্বজন, আমার বাক্য, আমার বুদ্ধি, আমার প্রাণ, সর্ব্বোপরি প্রাণাপেক্ষা প্রিয় কত কষ্টে অর্জ্জিত অনর্থ-প্রসূ আমার পরমার্থনাশ-কারী অর্থ—আমার এতগুলি ভোগোপাদান যাহার আমিই একমাত্র কর্ত্তা ও ভোক্তা, সেই সবগুলিই যদি সাধুর পরামর্শে কৃষ্ণসেবার্থে অর্পণ করিয়া ফেলি, তাহা হইলে আমার ভোগের জন্য তো কিছুই থাকিবে না, হায়, হায়, তখন আমি কি লইয়া সংসারে থাকিব! ভোগাশায় মুগ্ধ হইয়া যদিও বা কিছুকাল দুনিয়ার মজা লুটিতাম—গড্ডলিকা-প্রবাহে সুখে সন্তরণ দিয়া বেড়াইতাম, কিন্তু আমার ভোগের সামগ্রীগুলি কৃষ্ণ-সেবার্থে অর্পণ করিলে, সেই শোকেই যে আমার জীবনের যবনিকা পতন হইবে ইত্যাদি চিন্তা করিয়া আমার প্রাণ বড়ই ব্যাকুল হইয়া উঠে, তাই আমি খাঁটী সাধু মুখে হরিকথা শুনিতে চাহি না; ইহাই আমার দুর্দ্দৈব।

ঢাকার পত্র

শ্রীযুক্ত নদীয়া-প্রকাশ পত্রিকার সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু

মহাত্মন!

নিম্নলিখিত সংবাদটী আপনার একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকায় পরমার্থ-প্রচার-প্রসঙ্গ রূপে প্রকাশ করিয়া চিরবাধিত করিবেন।

আমরা যে বিশ্বে বাস করি, সেখানে পরমার্থ ভগবানের কথা প্রচার নাই বলিলেই হয়। আর যাহা কিছু ভগবানের কথা প্রচারিত আছে, তাহাও ভগবানকে ছাড়িয়া ভোগবাদের ইন্ধন।—বিষয় সংগ্রহের জন্য। বর্ত্তমান যুগে আপনারাই আমাদিগকে অচেতনতা, দুর্ব্বলতার হস্ত হইতে পরিমুক্ত করিয়া চেতনরাজ্যে লইবার জন্য যে ভাবে সচেষ্ট হইয়াছেন, তাহা ভাবিবার, বুঝিবার ক্ষমতা আমাদিগের নাই। তবে যাহা কিছু বুঝিতে পারি তাহাও আপনাদের কৃপায়।

আমি ঢাকা জেলার বিক্রমপুরের অন্তর্গত সোনারং গ্রাম-নিবাসী। কর্ম্মোপলক্ষে ঢাকা সহরে বাস করি। গত কার্ত্তিক মাসে দামোদর ব্রত কালে আপনাদের শ্রীমাধবগৌড়ীয় মঠে মাসাধিক কাল মহামহোৎসব উপলক্ষে প্রত্যহ প্রাতে ও সন্ধ্যায় শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ হইত। কার্য্যগতিকে সকালে আমার পাঠ শোনা হইত না, তবে সন্ধ্যায় প্রত্যহ শ্রীমদ্ভাগবতের প্রহ্লাদ-চরিত্র শ্রবণ করিতাম। জীবনে অনেক পাঠ শ্রবণ করিয়াছি কিন্তু আপনাদের শ্রীমঠের পাঠ আমার জীবনে এক পরিবর্ত্তন আনিয়াছে। কেন যে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু জীব হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ক চৈতন্য প্রদান করিবার জন্য ভাগবতকে শব্দ-প্রমাণ শিরোমণি বলিয়াছেন, তাহা বর্ণে বর্ণে তাঁহার কৃপায় কিছু উপলব্ধি করিতে পারিয়াছি।

এসংসারে যদি কেহ কোন ভাল বস্তুর সন্ধান পায়, তবে সেই ব্যক্তি তদীয় বন্ধু বান্ধব আত্মীয় স্বজন ও দেশবাসীকে যতক্ষণ সেই বস্তু না দিতে পারে, ততক্ষণ তাহার হৃদয়ে কোনও প্রকারে শান্তি লাভ হয় না। আপনাদের কথা শ্রীচৈতন্যদেবেরই কথা। তাহাতে আবার আপনারা আচারবান প্রচারক। সুতরাং প্রচারকদিগকে স্বগ্রামে লইবার জন্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভারতী মহারাজকে অনুরোধ করিলাম। মহামহোৎসবের পরে কোন প্রচারক যাইবে আশা দিলেন। এই [illegible] মহামহোৎসব মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হইয়া গেল। মহোৎসবের [illegible] আমাকে এক নূতন রাজত্বে লইয়া গেল। দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া সংগৃহীত [illegible] শ্রীভগবানকে নিবেদনান্তে মহাপ্রসাদ [illegible] এক অজানা অস্বীয়[illegible] দেখার কথা ত' দূরে [illegible] ইতঃপূর্ব্বে কখনও শুনি নাই।

মনের কোন প্রকার বাসনা জাগ্রত হইলে তাহা পূর্ণ না হওয়া পর্য্যন্ত বড়ই অশান্তি ভোগ করিতে হয়। স্বামীজীর নিকট বার বার যাতায়াত করিতে লাগিলাম। অবশেষে মঠরক্ষক শ্রীপাদ ব্রজবাসী প্রভু শ্রীল ভারতী মহারাজ স্বয়ংই যাহাতে আমাদের গ্রামে শুভাগমন করেন, তজ্জন্য তাঁহাকে বিশেষ অনুরোধ করিলেন। আমার প্রতি শ্রীভগবানের বিশেষ অনুগ্রহ বুঝিলাম। স্বামীজী মহারাজ স্বয়ং যাইবেন বলিয়া দিন স্থির করিয়া দিলেন।

[illegible] অগ্রহায়ণ শুক্রবার সন্ধ্যার পূর্ব্বেই স্বামীজী মহারাজ দলসহ আমাদের গ্রামে পদার্পণ করিলেন। সন্ধ্যার পরে শ্রীমদ্ভাগবত [illegible] করিলেন। সেদিন সকলে স্বামীজীর [illegible]-সংবাদ না পাওয়ায় শ্রোতা অল্প-সংখ্যক থাকায় এবং সমস্ত দিন পথশ্রান্তিতে অল্প সময়ই পাঠ ও ব্যাখ্যা হইয়াছিল।

শনিবার প্রাতে নগর-কীর্ত্তন হইল। আমাদের দেশে মহামারী প্রভৃতি উপস্থিত হইলে আমরা নগর-কীর্ত্তন করিয়া থাকি! তাহাতে ভগবানের ভজন-গন্ধলেশ নাই, আছে কেবল রোগমুক্তির প্রার্থনা। আজ সত্য সত্য সংসার-মুক্ত শুদ্ধদাসগণের মুখে ভজন-গীতি শ্রবণ করিয়া ভোগাবাস গৃহবাসিগণ ক্ষণিকের জন্য ভোগাতীত অবস্থার কথা ভাবিবার সুযোগ পাইলেন। সন্ধ্যায় ভাগবত-পাঠ আরম্ভ হইল, বিষয় ছিল ভক্তপ্রবর মহারাজ অম্বরীষের চরিত্র। শ্রীল ভারতী মহারাজ তাঁহার স্বভাব-সুলভ ওজস্বিনী ভাষায় যে প্রকার ব্যাখ্যা করিলেন, তাহা আমরা এ পর্য্যন্ত কোনও পাঠকের পাঠে শুনিতে পাই নাই।

রবিবার যথাসময়ে বহু শ্রোতার সম্মুখে শ্রবণ-রসায়ন ভাগবত-কথা কীর্ত্তিত হইল।

অদ্য সোমবার স্থানীয় উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে এক সভার আয়োজন হইয়াছে। প্রাতঃকালে নগর-কীর্ত্তন ও দ্বিপ্রহরে ভোগরাগ অন্তে ছাত্রগণ খোল-করতাল নিশান প্রভৃতি সঙ্গে লইয়া স্বামিজী মহারাজকে অভ্যর্থনা করিয়া লইবার জন্য উপস্থিত হইলেন। ছাত্র-সংখ্যা প্রায় তিন শত হইবে। বিভিন্ন বর্ণের পতাকাহস্তে সমুৎফুল্ল ছাত্রগণ যে কালে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া সঙ্কীর্ত্তন-পিতা শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দের এবং জগদ্গুরু শ্রীশ্রীমৎ সরস্বতী ঠাকুরের জয় দিয়া খোলকরতালের তানে মন প্রাণ মিশাইয়া ভাবভরে চলিতেছিল, আর সেই জয়ধ্বনি ও সঙ্কীর্ত্তন-ধ্বনি যে কালে চতুর্দ্দিক মুখরিত করিতেছিল, সে দৃশ্য ভাষায় বর্ণনা করা যায় কি? কীর্ত্তন যেকালে গ্রামের মধ্য দিয়া গৃহ-কারা-বাসরত গ্রামবাসীদিগকে গৃহকারা ছাড়াইয়া গৃহ-বাহিরে পথ-পার্শ্বে আনয়ন করিয়াছিল, তখনকার কথা ভাবনাতীত। স্বামিজী মহারাজকে অগ্রে লইয়া ক্রমে ক্রমে সকলে স্কুল-গৃহে উপস্থিত হইলেন। প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র সেন গুপ্ত এম, এ মহোদয় সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়-সহ স্বামিজী মহারাজকে যথোচিত অভ্যর্থনাদি করিয়া বসাইলেন। যথা-সময় কীর্ত্তনান্তে বক্তৃতা আরম্ভ হইল। প্রায় দুই ঘণ্টাকাল সনাতনধর্ম্ম সম্বন্ধে সকলের হৃদয়ে ধর্ম্ম-ভাব জাগাইয়া বক্তৃতা হইল। ছাত্রগণ ও শিক্ষকগণ ব্যতীত গ্রামস্থ এবং পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামসমূহের বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। আমাদের বিদ্যালয়ে ধর্ম্ম সম্বন্ধে এরূপ হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা আর কখনও হয় নাই। সুদীর্ঘ বক্তৃতার পর পূর্ব্বদিনের মত সন্ধ্যায় ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা হইল।

এখন প্রত্যহ সন্ধ্যায় ভাগবত পাঠ হইতেছে। মাঝে মাঝে প্রাতেও নগর-কীর্ত্তন হইতেছে। পাঠ ও ব্যাখ্যার কথা ভাষায় বলিবার ক্ষমতা আমাদের নাই। প্রত্যহ শ্রোতার সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে এবং সকলেই বিশেষ আগ্রহের সহিত শুদ্ধ হরিকথা শ্রবণ করিতেছেন। তবে ধর্ম্মের নামে ব্যভিচার-পরায়ণ কিশোরী-ভজা ও কালা-চাঁদি অপসম্প্রদায়ের লোকসকল নিজ নিজ ব্যভিচারের কথা সাধারণে শাস্ত্র-যুক্তি-মূলে প্রদর্শিত হওয়ায় সিংহ-ভয়ে ভীত গ্রাম্য কুক্কুরের ন্যায় নিজ নিজ গৃহে বসিয়া ঘেউ ঘেউ করিতেছে। চরিত্র-হীন ও মূর্খ ধর্ম্মধ্বজীগণ অশিক্ষিত সমাজে সরল ব্যক্তিদিগের কি প্রকারে সর্ব্বনাশ করে, চিন্তা করিলে চিত্ত ক্রোধ ও দুঃখে অভিভূত হয়। জানি না, কত সৌভাগ্য-ফলে এবার অপস্বাদের প্রচারক আমাদের দেশে [illegible]য়াছেন। এই কয়দিনের পাঠে গ্রামে এক নূতন ভাবের সাড়া পড়িয়া গিয়াছে, বিষয়-ক্রোড়ে নিদ্রিত গ্রামবাসিগণ সনাতন ধর্ম্মের কথা শুনিয়া জাগ্রত হইয়া ঘাটে, পথে, মাঠে সর্ব্বত্র শ্রীগৌড়ীয় মঠের অপূর্ব্ব দান, চেতনের বার্ত্তা প্রশংসা করিতেছেন।

আমরা দীন-চেতা গৃহস্থ। আমাদিগকে উদ্ধার করিবার জন্য উদার-হৃদয় আপনাদের এই দেশে আগমন। আমাদিগের প্রার্থনা এই যে, মধ্যে মধ্যে আপনাদিগের দুর্ল্লভ সঙ্গ দান করিয়া সঙ্গ-হীন দুর্গত আমাদিগকে সুগতি প্রদান করিবেন। আগামী শ্রীধাম নবদ্বীপ-পরিক্রমা এবং বৈষ্ণব-জগতে অভূত অশ্রুতপূর্ব্ব ভক্তি-প্রদর্শনী পরিদর্শন সেবা-কার্য্যে যাহাতে যোগদান করিতে পারি, সেইরূপ আশীর্ব্বাদ করিবেন। আপনারা প্রভুপাদ, আপনাদের প্রার্থনায় সর্ব্ব প্রভু আমাদিগের ন্যায় পাতকের প্রতিও প্রসন্ন হউন।

কৃপা প্রার্থী
শ্রী[illegible] দাস
২০শে অগ্রহায়ণ, ১৩৩৬ সাল

শ্রেয়ঃ কথা

বহু বহু [illegible] সুকৃতি-ফলে জীবের নিত্য [illegible] সঙ্গ [illegible] প্রতি [illegible] স্বাভাবিক [illegible] উদয় হয়। শ্রীভগবান্ [illegible] দেখিয়া [illegible] অনুকূল সাধুসঙ্গ মিলাইয়া দেন। [illegible] ইচ্ছা বলে, তাঁহারই [illegible] জীবের অসত্য ও অসাধু সঙ্গের [illegible] স্বভাবতঃ একটী ঘৃণার উদয় হয়। [illegible] ভক্ত [illegible] ব্যতীত জীব অসাধুকে অসাধু বা অসত্যকে অসত্য বলিবার বল লাভ করিতে পারে না। তজ্জন্য যোষিৎ-সঙ্গী, কপট, ধর্ম্মধ্বজী, ভণ্ড, কৃষ্ণকাম-প্রেমিগণের কুহকে পড়িয়া অনর্থক জীবন পাত করে।

—

হতভাগ্য জীবগণ তৃণাদপি সুনীচতার অর্থ ভগবৎসেবার নাম করিয়া কপটতার প্রশ্রয়-দানকেই বুঝিয়া বসে। নিজেরা দুষ্কর্ম্ম-রত বলিয়া অন্যের দুষ্কর্ম্মকে নিন্দা করিবার বল তাহাদের কোথায়? তাই 'অসাধুকে অসাধু বলিয়া তাহার অন্তঃকরণে ব্যথা দেওয়ার প্রয়োজন কি?' ইত্যাদি সুচতুর যুক্তির অবতারণা করিয়া সাধুর অসৎ নিন্দাকে গর্ব্বে প্রবৃত্ত হয় এবং পরিশেষে সাধুনিন্দারূপ মহদপরাধ করিয়া বসে। এ সকল কথা চিন্তা করিবার কি লোকের সময় আছে?

কুচরিত্র ভক্তিতত্ত্বানভিজ্ঞ ভক্তব্রুবকে 'ভক্ত' বলিয়া তাহার সহানুভূতি লইতে গেলে প্রাকৃত 'ভক্ত'কে ভক্ত বলিবার বলাভাব হয়, ইহা মহাজনগণ বলিয়া থাকেন। অভক্তকেও আদর করিব, ভক্তকেও আদর করিব—এরূপ বুদ্ধি ভক্ত ছাড়িয়া অভক্তকেই আদর করিতে বাধ্য করে। আলোক ও অন্ধকার—দুইটী বস্তুকে একই সময় 'মিলান' অসম্ভব।

দেহাত্মবাদী প্রাকৃত নটগণ আপনাদিগকে যতই না কেন নটবর অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ-নট বলিয়া মনে করুন, তাঁহাদের নাট্যাভিনয় তাঁহাদেরই সমধর্ম্মী প্রাকৃত নটী প্রিয় জন-সমাজে আদৃত হইয়া থাকে। শুদ্ধ-ভক্তগণ, বসুমতী-পৃষ্ঠে আড়ম্বর'সক প্রাকৃত নটবরের নাটককে কুনাট্য বলিয়া নিন্দা করিয়া থাকেন।

— — —

কুল-ধন বিদ্যা রূপ দুষ্মদান্ধ ব্যক্তিগণ কাণ্ডাকাণ্ডবিবেক-রহিত হইয়া শ্রীভগবান ও তাঁহার ভক্তকে যেন তাঁহাদের একটী খেলার বস্তু মনে করিয়া বসে। তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া শাস্ত্র-পরিহাস নিন্দা-বিগর্হণাদি মুখে কপট নতি স্তুতি পূর্ব্বক আনন্দোপভোগ করিয়া থাকে। কিন্তু এরূপ নশ্বর জড়মদোন্মত্ততা আর কতদিন থাকিবে? মহারৌরব নরকে পতিত হইলেই মাতালগণের নেশা ছুটিবে।

কূপ মণ্ডূক সমুদ্রের ধারণা করিতে গিয়া যেমন কাটিয়াই মারা যায় হয়, সেইরূপ বিষয়াবিষ্টগণের নীতি ধারণা [illegible] ভগবান, ভক্ত ও ভক্তিরহস্য জ্ঞাত হওয়ার আকাঙ্ক্ষা করিয়াও মৃত্যু অপ্রার্থী। শ্রীভগবানের কৃপা ব্যতীত তাঁহার সম্বন্ধীয় কোন বিষয় কি কেহ জানিতে পারে? কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাদি ভোগের স্পৃহা ষোল আনা বজায় রাখিয়াই ভগবৎপ্রাপ্তির চেষ্টা কি নিতান্ত মাতালের মতিভ্রমী নহে? ভক্তি-রাজ্যের সহিত সংস্রব না রাখিয়া ভক্তের ভক্তিচেষ্টার সমালোচনা কি নিতান্ত মূর্খতার কার্য্য নহে? সুতরাং কি করিয়া আত্ম-মঙ্গল লাভ হইবে, তাহার জন্য কপটতা-শূন্য হইয়া একান্তভাবে ভগবচ্চরণে প্রার্থনা করাই ভাল। আত্মবিনাশ হইতে পরিত্রাণ লাভের ইহাই প্রকৃষ্ট উপায়। ভগবানই সত্য জানিবার উপায় করিয়া দেন।

—

রাক্ষসরাজ রাবণ তাহার দলবল লইয়া নিজের ইচ্ছামত স্বর্গে যাতায়াত করিবার সঙ্কল্প করিয়া স্বর্গের সিঁড়ি প্রস্তুত করাইতে আরম্ভ করিয়াছিল। কিন্তু সিঁড়ি কিছুদূর উঠিয়া আর উঠিতে পারিল না, পড়িয়া গেল। পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তি কি আর শূন্যমার্গে নিরালম্ব বস্তু রাখিতে দেয়? রাবণের এইরূপ চেষ্টাকে আরোহ-পন্থা বলে। আরোহপন্থাবা নিজের বল, বুদ্ধি, ভরসা অবলম্বন করিয়া খানিকটা দূর উঠিয়া আবার যথাস্থানে পড়িয়া যায়। সুতরাং এরূপ পন্থাবলম্বনে আত্মবিনাশের জন্য যত্নবান্ হওয়া বুদ্ধিমানের কার্য্য নহে। অপ্রাকৃত বস্তু নহে প্রাকৃত-গোচর। সূর্য্যকে রাত্রিতে সহস্র চেষ্টায়ও দেখা যায়

সূর্য্য প্রভাতে উদিত হইলে তাঁহার আলোকে উদ্ভাসিত হওয়ায় [illegible] দেখা যায়। সূর্য্যের ঐরূপ [illegible] নাম অবরোহপন্থা। অপ্রাকৃত বস্তু শ্রীভগবান্ ও তাঁহার [illegible] আনুগত্যে সম্ভব [illegible] ভোগ করিবার [illegible] শ্রীভগবান্ ও তাঁহার [illegible] হইলে শ্রীভগবানের [illegible] হইতে দিব্যদর্শন [illegible] হয়। [illegible] দের সাহায্যে প্রকাশিত [illegible] হয়, তবে রাধাকিশোর [illegible] মাঠে আবিষ্কার করিবার [illegible]।

—

সাধুর অসাধুর কার্য্যে সহানুভূতি থাকিতে পারে না, আবার অসাধুরও সাধুর কার্য্যে সহানুভূতি থাকে না—ইহাই স্বাভাবিক নীতি। তবে সাধু অসাধুর আচরণকে [illegible] পূর্ব্বক তাহার মঙ্গল চিন্তাও করিয়া থাকেন। [illegible] চেষ্টাকে অসাধু তাহার [illegible] বাধারই মনে করে। [illegible] উভয়ের প্রতি সমদৃষ্টি [illegible] দিগকে শাস্ত্রোক্ত [illegible] না দেওয়ায় আমরা তাঁহাদের তাদৃশ সমদর্শিতাকে বিশুদ্ধ কপটতা ব্যতীত আর কিছু বলিতে পারি না।

যাঁহারা সাধু অসাধু উভয়ের নিকটই [illegible] থাকিতে চাহেন, তাঁহাদিগের [illegible] আমরা প্রশংসা করিতে পারি [illegible] আমরা অসতের সঙ্গ [illegible] বৈষ্ণবাচার বলিয়া জানি। যাঁহারা [illegible] অসতের প্রশ্রয়-দাতা, তাঁহারা সেই পরিমাণে অসৎ। আমরা আজকাল দেখিয়া [illegible] হইয়া যাইতেছি যে, মহাপ্রভুর [illegible] যোষিৎসঙ্গী বাবাজীকে সমর্থন করিবার জন্য কতকগুলি লোক একেবারে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন! শ্রীধাম নির্ণয় করিবার মত তাঁহার কি ভজন-বল আছে, ভজন-বিজ্ঞ মহাশয়েরা আমাদিগকে জানাইবেন কি? জাগতিক ইতিহাস ও ভূগোলই কি ভগবদ্ধামনির্ণয়ের অবলম্বন? কতকগুলি বিষয়-মদান্ধ ব্যক্তিই হইবেন কি শ্রীধামের আবিষ্কারকর্ত্তা? স্বতঃপ্রকাশ শ্রীধাম-জ্যোতিঃ কি আজ এতই ক্ষীণপ্রভ হইয়া পড়িয়াছেন? ধন্য জগতের সত্যানুসন্ধিৎসা!

তত্ত্বসূত্র

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তি-বিনোদগ্রথিত 'তত্ত্বসূত্র' নামক গ্রন্থখানির দেবনাগর অক্ষরে একটি নব সংস্করণ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ তাহার সম্পাদন করিয়াছেন। এই গ্রন্থখানি ভারতের সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতমণ্ডলীর বিশেষ উপকারে আসিবে। সূত্রগুলি গ্রেট টাইপে ও ভাষ্য পাইকা টাইপে মুদ্রিত হইয়াছে। তত্ত্বসূত্র-গ্রন্থখানি ব্রহ্মসূত্রের মত স্বল্প কলেবরে সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজনাকারে আম্নাত হইয়াছে; তবে ব্রহ্মসূত্র একান্ত সার গ্রাহীর নিকট অলভ্য অসন্দিগ্ধ হইলেও সাধারণ পাঠকের নিকট তাহার বিপরীত। তত্ত্বসূত্রের বিশেষত্ব এই যে, যাঁহারা ভগবত্তত্ত্বানুসন্ধানের প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে বোধ করেন না, অথচ [illegible] প্রবিষ্ট হওয়ায় বাস্তব-সত্য [illegible] বিমুগ্ধ ও সংশয়াত্মা হইয়াছেন, তাঁহারাও তত্ত্বসূত্রের [illegible] বিশ্লেষণযুক্ত [illegible] অনুসন্ধান-উদ্যম [illegible] [illegible] বহুল প্রচার [illegible] অনেকের মঙ্গল

পর-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

সম্প্রতি পর বিদ্যাপীঠে নিম্নলিখিত শিক্ষণীয় বিষয়নিচয়ের অধ্যাপকের আসন সমূহ সংস্থাপিত হইয়াছে—বিদ্যার্থিগণ আবেদন করুন।

১। সাহিত্যাসন, ২। ঐতিহ্যাসন,
৩। সম্প্রদায়বৈভবাসন, ৪। ভক্তিশাস্ত্রাসন,
৫। তন্ত্রশাস্ত্রাসন, ৬। বেদান্তাসন,
৭। একায়নাসন।

শ্রীনন্দলাল রায় বি, এ, কাব্যতীর্থ, বিদ্যাসাগর,
সম্পাদক—পরবিদ্যাপীঠ, শ্রীধাম মায়াপুর।

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রকাশ হইতে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৪০, চল্লিশ টাকা।

২৭২৪ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে, সপ্তচত্বারিংশ খণ্ডে সূচী ছাপা হইতেছে।

৪৬শ খণ্ড পর্যন্ত নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে ১৫।৵০ সাধারণ পক্ষে ২০৸৵৹। প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৶০, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ।৵০।

দশম স্কন্ধের ভিক্ষা ১২, অগ্রিম সাধারণের পক্ষে ৮,।

৬৮ অধ্যায়পর্যন্ত একাদশ সংখ্যা ছাপা হইয়াছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

"শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত"

সূচী প্রভৃতি সহ সম্পূর্ণ ছাপা শেষ হইয়াছে

আদি, মধ্য, ও অন্ত্যলীলা এবং সূচী ছাপা হইয়া সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছেন। যাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্বে ১০, টাকা ভিক্ষায় তৃতীয় সংস্করণ ৪, টাকায় না পাইয়া অপূর্ব্ব সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের জন্য উহার ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছেন। সেই ১০, টাকার এই বিরাট গ্রন্থের স্বল্প সংখ্যা মাত্র ৫, টাকা ভিক্ষায় দেওয়া হইতেছে। গ্রাহকগণ সত্বর হউন পরে আর এ সুযোগ থাকিবে না।

শ্রীচৈতন্য লীলার ব্যাস আদিকবি

শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

সভাষ্য আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র গ্রন্থ ৮, স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫,

নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪৷৷০ টাকা

শ্রীচৈতন্য মঠের যাবতীয় গ্রন্থ

কার্য্যাধ্যক্ষ, গ্রন্থবিভাগ, শ্রীচৈতন্য মঠ
পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া
—অথবা—
শ্রীগৌড়ীয় মঠ ১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা
ঠিকানায় পাওয়া যাইবে।
বিশেষ দ্রষ্টব্য—পত্র লিখিতে হইলে শ্রীচৈতন্য মঠের ঠিকানায় লিখিবেন।

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত ভক্তি গ্রন্থাবলী

যে সব উৎকলবাসী ভক্ত বাংলা অক্ষর পড়িতে জানেন না, তাঁহাদের শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর প্রচারিত পরম উপাদেয় ভক্তি-কথা জানিবার সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে উড়িয়া-অক্ষরে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হইয়াছে বাংলা গ্রন্থের তুলনায় উড়িয়া গ্রন্থগুলির ভিক্ষাও অপেক্ষাকৃত অল্প।

গ্রন্থের নাম	ভিক্ষা
শ্রীহরিনাম চিন্তামণি, প্রতিখণ্ড	৷৷০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	১,
সাধন পথ (শ্রীমহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টক) প্রতিখণ্ড	।০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৷৷০
কল্যাণ কল্পতরু প্রতিখণ্ড	৵০
একত্রে ৩খণ্ড লইলে	।০
গীতাবলী প্রতিখণ্ড	৴১০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৶১৫
শরণাগতি প্রতিখণ্ড	৴০
একত্রে ৩খণ্ড লইলে	৵৫

প্রাপ্তিস্থান { শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ, কটক
এবং
শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, পুরী

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিম্নলিখিত মঠসমূহে প্রাপ্তব্য:—

১। শ্রীচৈতন্য মঠ,—পোঃ, শ্রীধামমায়াপুর, (নদীয়া)।
২। শ্রীগোরগদাধর মঠ,—চাঁপাহাটি, সমুদ্রগড় পোঃ, (বর্দ্ধমান)।
৩। শ্রীভাগবত আসন,—ভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৪ শ্রীগৌড়ীয় মঠ,—১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড্, কলিকাতা।
৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ,—চটকপর্বত, পুরী।
৬। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ,—উড়িয়া বাজার, কটক।
৭। শ্রীভাগবত মঠ,—চিরকাথ্যা, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।
৮। শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ,—৪নং অগস্ত্যকুণ্ড, কাশী, ইউ, পি।
৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,—ছীপিগলী, বৃন্দাবন, মথুরা, ইউ, পি।
১০। শ্রীপরমহংস মঠ,—নিমসার পোঃ, সীতাপুর, ইউ পি।
১১। শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ,—কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল, পাঞ্জাব।
১২। শ্রীমাধবগৌড়ীয় মঠ,—৯নং নবাবপুর রোড্, ঢাকা।
১৩। শ্রীগদাইগৌরাঙ্গ মঠ,—বালিয়াটি, ঢাকা।
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম,—আমলাযোড়া, রাজবাঁধ পোঃ, বর্দ্ধমান।
১৫। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ,—দুর্মুরকোন্দা, চিরকুণ্ডা পোঃ, মানভূম।
১৬। শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয় মঠ,—আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী, উড়িষ্যা।
১৭। শ্রীগৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয় ১০।১ হনুমান রোড, নিউদিল্লি

এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণের নিকটও নদীয়া-প্রকাশ প্রাপ্তব্য।

১। শ্রীযুক্ত জনার্দ্দন ঘোষ—বসু লজ ক্লে রোড, খুলনা
২। শ্রীযুক্ত রাধাচরণ গোস্বামী ডাক্তার—দেওয়ানগঞ্জ,
বলদিবাড়ী কুচবিহার।
৩। শ্রীযুক্ত রামরঞ্জন রায়—১৭।২নং শ্রীগোপাল মল্লিক লেন, কলিকাতা
৪। মিঃ এন্ ডি, মুখার্জ্জি—এম, এস, ওয়াকস দি মল, কানপুর।
৫। শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী জ্যোতির্ভূষণ—স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া
৬। শ্রীরাসবিহারী দাস অধিকারী, নবদ্বীপ।
৭। শ্রীবিরাজমোহন দে—মনমোহন প্রেস, নবাবপুর, ঢাকা।
৮। শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলি বেড়াচাপা, ২৪ পরগণা।

অন্যথা না ভজে কৃষ্ণ, দুষ্ট সঙ্গ করে। পুন সেইমত মায়া পাশে ডুবি মরে

শ্রীচৈতন্যমঠের গ্রন্থাবলী

শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুর বিরচিত

ভক্তি গ্রন্থাবলী।

উৎকৃষ্ট কাপড়ে বিলাতী ধরণে বাঁধাই স্বর্ণাক্ষরে। চতুর্থ সংস্করণ। বিস্তারিত সূচীসহ

জৈবধর্ম্ম

বাঁধাই ২, দুই টাকা

প্রকাশিত হইয়াছে

সনাতন ধর্মশাস্ত্র বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ ... গীতা, দর্শন, পুরাণ, তন্ত্রাদি সকল গ্রন্থ পাঠ ক ... র আত্ম মানবের ঘটিয়া থাকে। অনেকে ... থাকায় সেই সমস্ত গ্রন্থের মর্ম্ম অবগত ... । শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বাঙ্গালীর এই ... করিবার জন্য এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

বিদ্যালয়ের ছাত্র বা শিক্ষকগণের বিশেষ ... , এই হেতু শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টার বাহাদুর ... বিদ্যালয়ের জন্য অনুমোদন করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

প্রথম খণ্ড ভিক্ষা—১, একটাকা

যুক্তিপূর্ণ শাস্ত্রবাক্য দ্বারা প্রত্যেক মানবের নিত্য কর্ত্তব্য ও অনিত্য সাময়িক কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। গ্রন্থের প্রতি উক্তি সনাতন শাস্ত্রবাক্য দ্বারা সমর্থিত ও প্রমাণিত হইয়াছে। দেহের, মনের ও আত্মার ধর্ম্ম কি? স্বদেশ, সমাজ, নীতি, ধর্ম্ম কি? ইত্যাদি বিষয় ক্রমানুসারে এমন সুন্দরভাবে যুক্তিসহকারে আলোচিত হইয়াছে যে, প্রথম পংক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত পাঠ না করিয়া নিবৃত্ত হওয়া যায় না।

শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য

ভিক্ষা ৵০

ঐ প্রমাণ খণ্ড ভিক্ষা ৵০

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিহার ও লীলাভূমি নয়টী দ্বীপ-সমন্বিত। এই নব দ্বীপের প্রাচীন বিবরণ—প্রত্যেক দ্বীপে শ্রীমহাপ্রভুর লীলা—প্রত্যেক দ্বীপের পরিচয়, শ্রীধাম-মাহাত্ম্য—ধামাপরাধ কি? ইত্যাদি বিষয় বিশেষভাবে মনোহর ছন্দে বর্ণিত। পকেট সাইজ প্রায় ১৬০ পৃষ্ঠা।

শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ

উজ্জ্বল বোর্জ্জয়া কালীতে উত্তম কাগজে ছাপা—শ্রীনবদ্বীপধাম দর্শনে ভাবুক দর্শনকারীর কি প্রকার ভাবের উচ্ছ্বাস হয়, তাহা এই গ্রন্থে বর্ণিত। অতি চমৎকার। ভিক্ষা চারি আনা।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা

৷৵০ দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভুকে উপদেশচ্ছলে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিচার অতি সুন্দরভাবে বর্ণিত হইয়াছে। ইহা ছাড়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদিষ্ট শিক্ষা ও উপদেশ বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-জগতে অভিনব গ্রন্থ !!

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতি-গ্রন্থাবলী :—

শরণাগতি

পকেট সাইজ অষ্টম সংস্করণ ভিক্ষা ৵০ আনা

দেহ ও মনের চেষ্টা অনিত্যবস্তু লইয়া—ইহা যখন জীব বুঝিতে পারে, তখন একমাত্র নিত্যবস্তু শ্রীভগবানের প্রতি তাঁহার কোন ... আবেগময়ী প্রার্থনা হয় এবং শ্রীভগবানে সর্ব্বান্তঃকরণে নিষ্কপটে কি প্রকারে শরণাপন্ন হইতে হয়, ইত্যাদি বিষয়ক প্রাণস্পর্শী প্রার্থনা ও আত্মসমর্পণমূলক গান। ... সংস্করণও প্রকাশিত হইয়াছে

ভিক্ষা প্রতি খণ্ড ৵০ এক আনা।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা— ৵০, নবদ্বীপশতক— ৵০

অর্থপঞ্চক—৵০

কল্যাণকল্পতরু

পকেট সাইজ পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা ৵১০

আমরা প্রত্যহ নূতন অভাব ও কামনার বশবর্ত্তী হইয়া পুনঃপুনঃ যে অকল্যাণকে কল্যাণ বলিয়া গ্রহণ করি এবং যাহার নিকট কল্যাণ কামনা করি, তিনি যে নিত্য বা যথার্থ কল্যাণ প্রদানে অসমর্থ এবং কোন বস্তু আমাদের নিত্য কল্যাণকর এবং কি ভাবে আমরা সেই কল্যাণলাভে সমর্থ হইব, এই সকল কথা সরল গানে লিখিত। এই গীতিগ্রন্থ বাস্তবিকই কল্যাণের কল্পতরু; যদি প্রত্যেককে নিত্যকল্যাণ প্রদানে ...

শ্রীল চক্রবর্ত্তি-ঠাকুরের টীকা সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠাকুর কৃত টীকা ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কৃত অনুবাদ। টীকাকারের জীবনী, শ্লোক-সূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি বহু প্রয়োজনীয় বিষয় সংবলিত প্রায় ৮০০ পৃষ্ঠা। উৎকৃষ্ট সিল্কে বাঁধাই ২, দুই টাকা, কাগজে বাঁধা ১৷০

শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ কৃত ভাষ্য সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

কাগজ ও ছাপা উৎকৃষ্ট। সিল্কে বাঁধাই, সোণার জলে নাম লেখা রাজসংস্করণ ২, টাকা। সাধারণ সংস্করণ ১৷০, গৌড়ীয়ের গ্রাহকপক্ষে ১৷০

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি

(...)

বিষয়:—১। ... ২। ... ৩। ... ৪। ... ৫। ... ৬। ... প্রথম খণ্ড ... দ্বিতীয় খণ্ড ... তৃতীয় খণ্ড ... চতুর্থ খণ্ড ...।

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ—১ম খণ্ড ১ এক টাকা ২য় খণ্ড ১, এক টাকা শ্রীমদ্ভাগবতের গ্রাহক ও গৌড়ীয় গ্রাহকগণ ... টাকায় দুইখণ্ড পাইবেন। ...

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ...

সদাচারস্মৃতি

ভিক্ষা ৵০ মাত্র

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠভূষণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অ...

মফঃস্বলের ... রক্ত ... শাঁস

ক ... হয়, ইহাতে

প্রাইজ ৷০ ... ১, বোতল

...র ... ঔষধ

মূল্য প্রতি শিশি ৷০ আনা,

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ ... ডাক্, কলিকাতা

রেজেষ্টারী

মদন মঞ্জরী

বটিকা ... ও ... প্রমেহ, শুক্রপাত, ... বুক ... অবিলম্বে ...। মূল্য ... বটী ... এক টাকা।

"নপুংসকত্বারি ঘৃত"

... মূল্য ... তোলা ১ টাকা।

"প্রমদাবিলাসিনী বটিকা"

... মূল্য ... বটী ... এক টাকা।

প্রাপ্তিস্থান নারায়ণ কেশব ...

১৭৭নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

বিজ্ঞাপন

সাবধান! সাবধান!! সাবধান!!!

জে, বি, দত্তের ... বাদাম তৈল

... অধিকারী ...

... বাদাম তৈল ... J. B. Dutta & Co. ... প্রতারণা করিবে।

কেশরঞ্জন

নূতন এবং পুরাতন ম্যালেরিয়ার নাম ...

... প্রথম ... কার্য্যালয় ... ক্যাল ...

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (প্রাচীন নবদ্বীপ) নদীয়া

পর-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

এখানে আহার এবং বাসস্থান দিয়া বিদ্যার্থিগণকে বিভিন্ন শিক্ষণীয় বিষয় শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। অনেক ছাত্র ইতোমধ্যেই আদ্য পাঠ আরম্ভ করিয়াছেন। বর্ত্তমান বর্ষে সকল ছাত্রই গবর্ণমেণ্টের সংস্কৃত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

প্রধান অধ্যাপক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কটীন্দ্রচন্দ্র কাব্য ব্যাকরণ-সাংখ্য-বেদান্ত-ষড়দর্শনতীর্থ, সাংখ্যভূষণ, বেদান্তরত্ন, সাহিত্যশাস্ত্রী, ষড়দর্শনবাচস্পতি।

অধ্যাপক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গোরদাস ব্রহ্মচারী ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীধাম মায়াপুর পরবিদ্যাপীঠ, (নদীয়া)

বেদনাঞ্জন

শ্রেষ্ঠরত্ন

কলিকাতা কংগ্রেস একজিবিসন হইতে বহু প্রশংসা প্রাপ্ত ও বহু গণ্যমান্য ভদ্রমহোদয়গণ কর্ত্তৃক প্রশংসিত।

আজকাল বাজারে ভেজাল মিশ্রিত ও বিষাক্ত আহার্য্য সেবনে শরীরের রক্ত স্বভাবতঃ দোষিত হইয়া পড়িতেছে। এবং মানবদেহের শ্রেষ্ঠ উপাদান, এই রক্ত দোষিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মানব বাত, বেদনা, মাথাধরা, মাথাঘোরা, দৃষ্টিশক্তির হ্রাস, দাঁতের গোড়া ফুলা, দাঁত কনকনানি, দাঁতে পোকা এবং দাদ, চুলকানি প্রভৃতি কষ্টদায়ক চর্ম্মরোগে আক্রান্ত হইতেছে। যদি আপনি একেবারেই ব্যাধিমুক্ত হইতে চান, তাহা হইলে অযথা পয়সার অপব্যয় না করিয়া অল্প দামে এক শিশি বেদনাঞ্জন ক্রয় করিয়া ইহার কার্য্যকারী-শক্তি উপলব্ধি করুন। গুণের তুলনায় মূল্য অত্যল্প, এক শিশি ।৵০ আনা মাত্র মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান—এ, সি, চ্যাটার্জ্জী এণ্ড ব্রাদার্স।

৯৫নং হরলাল মিত্র লেন, কলিকাতা।

সকল ঔষধালয়ে দোকানে ও বড় বড় ডাক্তারখানায় পাওয়া যায়।

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

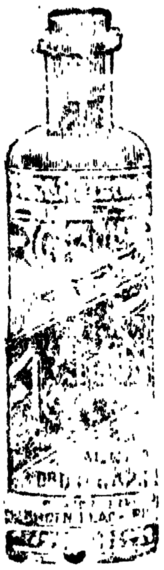

যদিও অদ্যাপি প্রকৃত মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য, তথাপি যাঁহারা নানা বদ অভ্যাসের দ্বারা আপনাদের শক্তি নষ্ট করিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন এবং নানা প্রকার মেহ, প্রমেহ, ধাতুদৌর্ব্বল্য, স্বপ্নদোষ, অজীর্ণতা, বহুমূত্র, উপদংশ, পারদ সংক্রান্ত পীড়া, অর্শ এবং স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে যাহারা বাধক, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, কুষ্ঠ, শ্বেত ও রক্তপ্রদর, হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি রোগে দুরারোগ্য ভাবনে নিরাশ হইয়াছেন তাঁহারা আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেন্দাল সাহেবের আবিষ্কৃত ইলেক্ট্রিক সলিউসন ব্যবহার করিয়া বাঁচিতে পারেন, তাঁহার শত সহস্র প্রমাণ প্রতি বৎসরেই পাওয়া যাইতেছে। যাঁহারা অন্যান্য বহু বহু ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরোগ্য হইতে পারেন নাই, তাঁহারা একবার এই ঔষধটি ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক মাসের ব্যবহারোপযোগী এক শিশি ঔষধ ডাকমাশুল সহ ৩॥০ টাকা মাত্র।

সোল এজেণ্ট—ডাঃ ডি, ডি, হাজরা।

মহেশপুর, গার্ডেনরীচ পোষ্ট, কলিকাতা।

ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

অধ্যক্ষ

শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম.এ., এফ.সি.এস. (লণ্ডন)

ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক

(প্রফেসার)

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ বিশুদ্ধ ও শাস্ত্রমতে নিজ তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হয়। পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ক্যাটালগ পাঠান হয়। রোগের বিবরণ জানাইলে যত্নপূর্ব্বক ব্যবস্থা দেওয়া হয়। চিঠি পত্রাদি সম্পূর্ণরূপে গোপন রাখা হয়।

মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দুর)

(বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৪৲ টাকা

উৎকৃষ্ট স্বর্ণ, পারদ ও আমলাসার গন্ধক দ্বারা যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। নিত্য প্রয়োজনীয় সর্ব্বরোগনাশক মহৌষধ।

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৩৲ টাকা

উৎকৃষ্ট কাশীর আমলকী, বংশলোচন প্রভৃতি যাবতীয় উপাদানে পূর্ণ মাত্রায় যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। কফ, কাসি, সর্দ্দি, যক্ষ্মা, ক্ষয়রোগ, হৃদরোগ প্রভৃতি রোগের মহৌষধ। সর্ব্বপ্রকার দুর্ব্বলতা নাশক অত্যন্ত পুষ্টিকর মহৌষধ বা খাদ্য বিশেষ।

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬৲ টাকা

ইহা সেবনে ধাতুদৌর্ব্বল্য, শুক্রতারল্য, স্বপ্নদোষ, প্রমেহ ও ধ্বজভঙ্গ সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায়। ইহা অপরিসীম আনন্দদায়ক রসায়ন।

অবলাবান্ধব যোগ

প্রদর, বাধক প্রভৃতি জরায়ুদোষ ও মাসিকগত দুরারোগ্য রোগের মহৌষধ।

মূল্য—১৬ মাত্রা ২৲ টাকা। ৫০ মাত্রা ৫৲ টাকা মাত্র।

বিশুদ্ধ জল ভয় নাই বিশুদ্ধ জল!!

লক্ষ্মী টিউব ওয়েল কোং

২০৫নং নবাবপুর, ঢাকা

বর্ত্তমান যুগের নব আবিষ্কৃত ও বৈজ্ঞানিক উপায়ে উদ্ভাবিত নলকূপ-প্রণালীতে নলকূপ (Tube well) নির্ম্মাণ করা হয়। বহু জমিদার, মহাজন, মিউনিসিপ্যালিটি, ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড, জিলা-ম্যাজিষ্ট্রেট, জিলা-বোর্ডের চেয়ারম্যান, ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার, সওদাগর প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত ভদ্রমহোদয়গণ এই কোম্পানীর কার্য্য দেখিয়া প্রশংসা করিয়াছেন। রাসায়নিক পরীক্ষায় জল বিশুদ্ধ না হইলে মূল্য গৃহীত হয় না। বিস্তৃত বিবরণের জন্য পত্র লিখুন।

বৃত্তিসহ সমগ্র

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

ভিক্ষা ২৲ টাকা। শিক্ষার্থী ছাত্রের পক্ষে ১॥০ দেড়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীপরবিদ্যাপীঠ, শ্রীমায়াপুর

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

মনোমোহন প্রেস

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা

পূর্ব্ব বাঙ্গালায় সুলভে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত
বৈদ্যুতিক মেশিনে দিবারাত্র কাজ চলিতেছে
বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা।

[illegible] মুদ্রিত ও প্রকাশিত

স্থানীয় সংস্করণ

Registered No. C 1544

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র।

৪র্থ খণ্ড] সম্পাদক—প্রত্নবিদ্যালঙ্কার শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী [২৩৮ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্য মঠ শ্রীধাম মায়াপুর—২৮শে অগ্রহায়ণ শনিবার ১৩৩৬, ১৪ই ডিসেম্বর ১৯২৯

বিজ্ঞাপনের হার

প্রাপ্তবারে
প্রতি ইঞ্চ ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩॥০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

[illegible] ভার
অগ্রিম দেয়।

[illegible] ৫৲
[illegible] [illegible]

নগদ
প্রতি সংখ্যা /৫

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থাবলী

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্, শ্লোক সূচী, বিষয়-সূচী প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত। ভিক্ষা, প্রতি খণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৵০ গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশ গ্রাহক পক্ষে ।/০

২। ভাষ্য-সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ) ৫৲

৩। গৌড়ীয়-গৌরব ৶০

৪। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।০

৫। ভজনরহস্য ॥০

৬। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲ „ „ „ আবাঁধা ৸০

৭। গীতা (শ্রীবলদেবভাষ্যসহ) বাঁধা ২৲ আবাঁধা ১॥০

৮। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি-টীকা-সহ) বাঁধা ২৲ আবাঁধা ১॥০ গীতার কেবল মধ্ব-ভাষ্য ॥০

৯। শ্রীকৃষ্ণমল্লিকা (অণুভাষ্যসহ সানুবাদ (মাধ্ব) ২৲

১০। বেদান্তরত্নমালার সানুবাদ (রামানুজীয়) ॥০

১১। জৈবধর্ম্ম ২৲

১২। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০

১৩। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲

১৪। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ৸৵০

১৫। দীপ-দিগ্‌দর্শন ৵০

১৬। সাধনপথ (৩য় সংস্করণ) ।৵০

১৭। আচার ও আচার্য্য ।৵০

১৮। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸

১৯। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৶

২০। শ্রীনবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০

২১। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য (প্রমাণখণ্ড) ৶০

২২। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০

২৩। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা দর্পণ ।০

২৪। শরণাগতি, গীতাবলী, সাধনকণা, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, নবদ্বীপশতক, অষ্টপঞ্চক ও সদাচারস্মৃতি মোট ।৵০

২৫। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ও অর্চ্চনকণা [illegible]

২৬। সাধককণ্ঠমণি ।০

২৭। সংস্কার দীপিকা ।০

২৮। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড) ৩৲

২৯। ব্রহ্মসংহিতা ॥০

৩০। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ৸০

৩১। মণিমঞ্জরী সানুবাদ [illegible]

৩২। গোবিন্দভাষ্যের [illegible] ৸০

৩৩। শ্রীচৈতন্যভাগবত (বিরাট্ দ্বিতীয় সংস্করণ) [illegible]

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

শ্রীধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপ-প্রদর্শনী, নদীয়া

(৩রা ফেব্রুয়ারী হইতে ১৭ই মার্চ্চ, ১৯৩০ পর্য্যন্ত)

প্রদর্শনীর সকল জ্ঞাতব্য বিষয়ের জন্য সেক্রেটারী মহোদয়ের নিকট আবেদন করুন।

শ্রীকুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ,
শ্রীচৈতন্য মঠ, শ্রীধাম মায়াপুর পোঃ আঃ, (নদীয়া)।

ইংরাজী ভাষায় ভক্তিগ্রন্থ

১ শ্রীচৈতন্যচরিত ও শিক্ষা
২ নামভজন
৩। বৈষ্ণবধর্ম্ম আগম ও নিগম
৪। ভাগবতীয় দর্শন [illegible] ও ধর্ম্ম
৫। কাম ও প্রেমধর্ম্ম
৬। গৌড়ীয়মঠ কি করেন

দেবনাগরাক্ষরে [illegible]

১। [illegible] ৵০
২। [illegible] ।০
৩। [illegible] ৶০
৪। [illegible] /০
৫। [illegible] ॥০
৬। [illegible] ।০

সহর নবদ্বীপ সংবাদ

সহকারী সংযোগীর কাণ্ড

বৈষ্ণব-প্রবর শ্রীনদীয়া-প্রকাশ নদীয়া-প্রকাশ শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেবের সেবকসূত্রে অর্পিত পদে সমুদ্দেশ্যক গুরু-প্রচারিত শুদ্ধ-ভক্তিসিদ্ধান্ত শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ জীবন ধারণ করেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু পতিত জীবোদ্ধারের নিমিত্ত স্বয়ং এবং তাঁহার পার্ষদগণ দ্বারা—

(১) পাষণ্ডদলন আর (২) প্রেমপ্রচারণ

এই দুইটী কার্য্য করিতেন এবং করাইতেন। শ্রীমদ্ভক্তি সিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর শ্রীগৌরাঙ্গ স্বামী শ্রীগৌড়ীয় এবং শ্রীনদীয়া-প্রকাশ সম্পাদক এই কার্য্য দুটিরই ভারগ্রহণ করিয়াছেন। শ্রীনদীয়া-প্রকাশ প্রথম কার্য্যটী সম্পাদনের নিমিত্ত প্রত্যহ বহির্ম্মুখগণের যাবতীয় বহির্ম্মুখতা প্রকাশিত করিয়া উহা দিগকে ঐ সকল দোষ পরিত্যাগের নিমিত্ত এবং নিরীহ ব্যক্তিগণকে ঐ সকল বিমুখ-গণের মুখ বহির্ম্মুখগণ যাহাতে পাকড় না হয় সেই নিমিত্ত উপদেশ করিয়া থাকেন। কিন্তু—

পরোপদেশে পাণ্ডিত্যং সর্ব্বেষাং সুকরং নৃণাম্।
উপদেশো হি মূর্খাণাং প্রকোপায় ন শান্তয়ে॥

নদীয়া-প্রকাশ সত্যবাণী প্রচার করেন বলিয়া সংযোগী লোকদের দল তাহার প্রতি হাড়ে হাড়ে চটা, কারণ নদীয়া-প্রকাশের সত্যবাণীতে তাহাদের রূপ লীলা সব প্রকাশিত হইয়া পড়ে।

কয়েক দিন পূর্ব্বে ক্রোধের উৎপত্তি। এই ... দিয়া, অক ... আসিতেছিল; ... ...

... করিতেছেন; ... নদীয়া প্রকাশের ...

... ...

... ... পুরী ...

পালেসন করিতে এবং কুসংস্কার (সহর নবদ্বীপে) নদীয়া-প্রকাশ প্রচার করিতে গিয়া থাকেন। গত মঙ্গলবার অনেক সময় ... নাকি নদীয়া-প্রকাশ প্রচার করে না বলিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিয়াছেন। আক্রমণের কারণ সম্বন্ধে নাকি ঐ পাষণ্ড বলিয়াছে যে নদীয়া-প্রকাশ কাকভূষণ্ডেরা সংযোগীবৃন্দের নিন্দা করিয়া থাকে। এই ঘটনাটির সহিত পূর্ব্বোক্ত উক্তাংশের উদাহরণের সাদৃশ্য চিন্তাশীল পাঠক অনায়াসেই উপলব্ধি করিতে পারিবেন। সংযোগীর-দল নদীয়া প্রকাশের সুতীক্ষ্ণ সুদর্শনের-বেগ কিছু সহ্য করিতে পারিতেছে না—তাহাদের ভয়ে সংযত থাকিতে বাধ্য হইয়াছে তবে ঝাল ঝাড়িতে গিয়াছে একটি বালক ব্রহ্মচারীর উপর। সংযোগীর দল সম্প্রদায় যেন মনে রাখে তাহাদের ঐ প্রকার ... চেষ্টা করে নদীয়া-প্রকাশের কোনও সেবক সত্য কথা প্রচারে ভীত হবেন না। তাহাদের ধর্ম্মবিরোধী, নীতি-বিরোধী পাশবিক কার্য্যগুলি জগৎ সমক্ষে প্রকাশ করিয়া জগদ্বাসীকে রক্ষা করিতে নদীয়া-প্রকাশের সেবক-সম্প্রদায় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। তাই বলছি ভাই সহজিয়া, ভাই অন্যান্য ব্যবসাদার এখনও মোড় ফিরাও, এখনও ভাল হইতে চেষ্টা কর। কু বস্তু রত থাকিয়া নিজের এবং অপরের অহিত-সাধনে আর ব্রতী থাকিও না। শারীরিক পাশবিক শক্তির মোহে অন্ধ না থাকিয়া শরীরের অনিত্যতার বিষয় চিন্তা কর, আর শ্রীমদ্ভাগবতবর্ণিত পাপিগণের নরক-যন্ত্রণা পাঠ কর, তাহা হইলে আর উন্মাত্ত থাকিবে না। তখন আত্ম-শুদ্ধ হইয়া নদীয়া-প্রকাশের সেবকসূত্রে বিমল প্রেমের পথ দর্শন করিতে পারিবে।

নানা কথা

নবদ্বীপের রাস্তা।

সহরের রাস্তার নির্দ্দিষ্ট জল নিকাশের বন্দোবস্ত না থাকায় রাস্তায় যাতায়াত দুষ্কর হইয়া পড়িয়াছে। বাজার হইতে স্টেশন পর্য্যন্ত যে রাস্তা গিয়াছে সে রাস্তার অবস্থা অতি শোচনীয়। আশা করা যায়, মিউনিসিপ্যালিটি শীঘ্রই এ সম্বন্ধে ব্যবস্থা করিবেন। এখানে ... প্রভাব ... ।

কলেরার প্রকোপ

... প্রভৃতি কয়েকটি গ্রামে কলেরার প্রকোপ অত্যন্ত বেশী। ... ... এখানে ... ... বলিয়া গিয়াছেন। ফল ... যায় নাই।

কটকে ডাকাতি

কটক সহরের নিকট কাজী পাটনা গ্রামের রহিম খাঁ নামক ধনবান ব্যক্তির বাটীতে প্রায় ৩০ জন লোক মুখে মুখোস পরিয়া, অস্ত্র শস্ত্রে সজ্জিত হইয়া সিন্দুক ভাঙ্গিয়া সত্তর হাজার টাকা লইয়া গিয়াছে। গ্রাম-বাসীরা বাধা দিতে যায় কিন্তু পারে নাই। একজন ডাকাত আহত হয়। তাহার দলের লোক তাহাকে লইয়া গিয়াছে।

পরের সংবাদ

কাজী পাটনার ডাকাতী সম্পর্কে উনিশ জন ধরা পড়িয়াছে, বর্ত্তমানে শুনা যাইতেছে যে ষাট হাজার টাকা নগদ ও ত্রিশ হাজার টাকা গহনা লুট হইয়াছে, কয়েক-জন ডাকাত মহেশ্বর রেল ষ্টেশনে টিকিট কিনিতে যায়, টিকিট মাষ্টার মহাশয়ের সন্দেহ হওয়ায় তিন খুরদারোড এবং কটক ষ্টেশনে তার করেন। খুরদা রোডে নয় জন ও কটকে দশ জন ধৃত হইয়াছে। তাহাদের নিকট উনপঞ্চাশ হাজার টাকা নগদ ও ৩০ হাজার টাকা গহনা পাওয়া গিয়াছে।

চীনে ভীষণ বিদ্রোহ

কাণ্টনের ২৭ মাইল উত্তরে ভীষণ যুদ্ধ চলিতেছে। সহরের হাসপাতাল আহত লোকে পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। নানকিনের অনেক ইংরাজ এবং আমেরিকান স্ত্রী-লোককে সরান হইয়াছে। যুদ্ধের জন্য চীনা সামরিক কর্ম্মচারীদিগের স্ত্রীপুত্র-গণকে হংকং এ পাঠান হইয়াছে।

ব্রাহ্মণ বাড়িয়া অঞ্চলে দুর্ভিক্ষ

ব্রাহ্মণ বাড়িয়া অঞ্চলের দুর্ভিক্ষের কথা পাঠকগণ জানেন। দুর্ভিক্ষের প্রকোপ বাড়িয়া চলিয়াছে কিন্তু সাহায্য সমিতির ভাণ্ডার ফুরাইয়া গিয়াছে। প্রকাশ যে অখাদ্য খাইয়া অনেকে কলেরা প্রভৃতি রোগে পতিত হইতেছে। কর্ত্তৃপক্ষ এ অঞ্চলে আসিয়া তদন্ত করিয়া গিয়াছেন।

বঙ্গে নূতন মন্ত্রিদল

শুনা যাইতেছে যে নাটোরের মহারাজ, মিঃ ফারোকী এবং মিঃ মধুসূদন বঙ্গদেশের মন্ত্রী নিযুক্ত হইয়াছেন।

ডাক্তার মৃত্যু

মেদিনীপুর জেলার ... গ্রামের ... নামক ... পরলোক গমন করিয়াছেন। ... ... দান করিয়াছেন।

উপাধি বিতরণ

কলিকাতা গভর্ণমেণ্ট হাউসে লর্ড লাট সাহেবের দরবারে ৩৯ জন লোক উপাধি পাইয়াছেন। ডাঃ অজ্জ বার্ণস্ আর্চার মহোদয় লাট সাহেবের নিকট প্রথম শ্রেণীর কাইজার-ই-হিন্দ পদক প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইনি নদীয়া জেলার দয়াবাড়ী মেডিকেল মিশনের প্রাণ স্বরূপ। ইনি আমেরিকার কানাডাদেশ হইতে ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে এদেশে আসিয়া অবধি নদীয়া জেলার সেবা করিতেছেন।

আমেরিকার কথা

প্রেসিডেণ্ট হুভার বলেন যে আমেরিকার যুক্ত সাম্রাজ্যে এক বৎসরের মধ্যে নয় সহস্র লোক খুন হইয়াছে। এবং লোক সংখ্যার অনুপাতে ইংলণ্ড অপেক্ষা প্রায় পঞ্চাশ গুণ বেশী ডাকাতি এবং তিন গুণ বেশী চুরি হইয়াছে। একজন প্রসিদ্ধ লেখক বলেন যে আমেরিকার অপরাধের দণ্ড স্বরূপে নয় শত কোটী টাকা আদায় হয়। সাড়েচার লক্ষ অপরাধীর টীপ সহি গ্রহণ করা হইয়াছে। এত খুন, চুরি, ডাকাতি, বোধ হয় আর কোন দেশে হয় না।

ইন্‌সলভেন্সী নোটীশ

জেলা নদীয়া মোকাম কৃষ্ণনগর জজ আদালত

৩নং ইনসলভেন্সী, ১৯২৯

দরখাস্তকারী কানাইলাল সাধু খাঁ

এতদ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জানান যাইতেছে যে উপরোক্ত দরখাস্তকারী ইনসলভেন্সীর জন্য দরখাস্ত করিয়াছে, আগামী ২১শে ডিসেম্বর ১৯২৯ তাহার শুনানীর দিন ধার্য্য হইয়াছে।

এস্. এন, মোদক

(স্বাঃ) ডিষ্ট্রিক্ট জজ

বিজ্ঞাপন

সাধারণের ... জ্ঞাতকরা যাইতেছে যে, কলিকাতার ২১৪নং বহুবাজার ষ্ট্রীটস্থ "বৈষ্ণব স্বামী" মহোদয়ের ... মানবের ... না হইতে ... পাঠ ... সম্বলিত "কাম-কণ্ঠ" গ্রন্থখানি, অধুনা যিনি পাঠ করেন নাই, তিনি অত্রই ঠিকানায় আবেদন করুন বিনামূল্যে পাইবেন। উক্ত ... ... হাজার লোক ... ... সত্যতা উপলব্ধি হইবে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২৮শে অগ্রহায়ণ শনিবার —১৩৩৬

শ্রীমায়াপুর

পণ্ডিতপ্রবর মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম, এ মহাশয় একদিন শ্রীনবদ্বীপ ধাম পরিক্রমাকারী মহান্ত শ্রীমৎ ললিতাপ্রসাদ বাবাজী মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করেন যে, আপনারা যে অন্তর্দ্বীপের গ্রামবিশেষকে শ্রীমায়াপুর বলেন, উহাকে কেন অহিন্দুগন এবং অহিন্দুগণের অনুগত হিন্দুনামধারিগণ নামান্তরিত করিবার চেষ্টা করেন?

তদুত্তরে শ্রীল বাবাজী মহারাজ বলেন যে, অশিক্ষিত ব্যক্তিগণ অপভ্রংশক্রমে 'রাম'কে 'আম' বলে, 'বাতাস'কে 'বাসাত' বলে, 'কলা'কে 'কেলা' বলে, 'পঞ্চানন'কে 'পেঁচো' বলে, 'নদীয়া'কে 'নদে' বলে, এইরূপ 'মায়াপুর'কে তাহাদের মেওয়াপুর বলা অসঙ্গত নহে। শ্রীমায়াপুরে এক সময় বহু ফলের গাছ ছিল। ভবানন্দ মজুমদারের পিতা কাশীনাথ ঐ স্থানের জমিদার ছিলেন। তাঁহার বাগানে বহু মেওয়ার গাছ হাতীতে নষ্ট করায় এবং মত্ত হস্তীগুলিকে তাড়াইয়া দিতে গিয়া একটী হাতীকে তাঁহার লোকেরা কাটিয়া ফেলে।

এই কারণে হস্তীর জীবন-দণ্ড প্রদান করাতে আজও মায়াপুরের সন্নিহিত সেই প্রদেশ "হাতিকাটার মাঠ" নামে খ্যাত আছে। উহা শ্রীধাম মায়াপুর যোগপীঠের অতি সান্নিকট প্রদেশে অবস্থিত। অহিন্দুগণ অনেকে উর্দ্দু, পার্শী শব্দ ব্যবহার করায় সংস্কৃত শুদ্ধ শব্দ উচ্চারণ করিতে নারাজ। তাহাদের ঐ প্রকার নাম খ্যাত হইয়া যায়। অর একদল মৎলব্‌বাজ টাকা [illegible] বাঁধাইবার জন্য ঈর্ষামূলে ঐ [illegible] সুবিধা গ্রহণ করে। তাহাতে তাহাদের অপস্বার্থ আছে।

বিশুদ্ধ হিন্দু বা ভক্তগণ জীবের প্রতি অনুদার নহেন বলিয়া কুৎসিত ব্যক্তিগণ তাহাদের অপস্বার্থের ক্ষতি হইবে বলিয়া হিন্দু ও অহিন্দু জীবমাত্রকে সমান চক্ষে দেখিতে পারে না। হিন্দু ও অহিন্দুর মধ্যে নানাপ্রকার ছলনা করিয়া বলে বাধাইবার জন্য নানাবিধ চেষ্টা করে। এ সকল লোভ-লম্পট [illegible] আমাদের পূজ্য শ্রীল ঠাকুর [illegible] 'মিছাভক্ত' নামে অভিহিত করিয়াছেন।

তাহারা ভক্তের সজ্জায় নানাপ্রকার অপকর্ম্ম করিয়া থাকে।

অবাস্তর উদ্দেশ্যের বশবর্ত্তী হইয়া ছিদ্রান্বেষী দলে নাম লইয়া বিবাদ করে। বস্তুবিষয়ক জ্ঞানের যাহাদের অভাব, তাহাদিগকে বাহিরের কুটিনাটি লইয়া লোক ভুলাইবার জন্য নানাপ্রকার মিথ্যা কথা বলিতে হয়। যাহাদের সংস্কার নাই বা কুসংস্কার আছে, তাহারাই সংস্কৃত ভাষা হইতেই যে বাঙ্গলা ভাষা হইয়াছে, তাহা বলিতে চায় না। অসৎ লোকের হৃদয়ের ভাব তাহাদের প্রত্যেক ক্রিয়াতেই অভিব্যক্ত হয়। শাস্ত্রী মহাশয় বাবাজী মহারাজের উত্তরে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে ৫৲ পাঁচ টাকা ভিক্ষা দিয়াছিলেন।

কৃষ্ণনগরের উকিল মহাশয়গণ প্রাচীন কালেক্টরীর প্রমাণ হইতে জানিতে পারেন যে, মায়াপুর গ্রামের উল্লেখমুখে মানচিত্রে শ্রীমায়াপুরশব্দের উল্লেখ আছে। এই শ্রী-শব্দ দেখিয়াই তাঁহারা যেরূপ কৌতূহলাক্রান্ত হন, সেই বিবরণ সজ্জনতোষণী-পত্রিকায় ৩৬ বৎসর পূর্ব্বে ছাপা হইয়াছে। অধুনা সেই কথা চাপা দিবার জন্য যেসকল অবৈধ প্রয়াস হইয়াছে, তাহাতে শ্রীমায়াপুর গ্রামের নাম পরিবর্ত্তিত হইতে পারে না।

ভগবদ্ভক্ত ব্যতীত বিষয়লোলুপ মায়াবাদিগণ ভগবানের আবির্ভাবস্থলী উঠাইয়া দিতে চান, কেহ বা নানাপ্রকার কল্পনার বশীভূত হইয়া নিজের কুকর্ম্ম জনিত গঞ্জনা নিবারণের জন্য ঈশোদ্যানের আশ্রয়ে কপটতা আশ্রয় করিয়া সন্দেহবাদের আশ্রয় গ্রহণ করেন। বিষয়ীদিগের কনকস্পৃহার উৎকট চেষ্টায় সামাজিক বিধি লঙ্ঘন করিয়া ব্যভিচারেই আনন্দ হয় এবং ঐ ব্যভিচার সমর্থনের জন্য এহেন দুষ্কার্য নাই, যাহা তাহারা না করিতে পারে। অসার ছলনায় কপটতা বঞ্চনই তাহাদের মূলমন্ত্র। যে কোন উপায়ে সত্যের অপলাপ করাই তাহাদের প্রয়োজনীয় বিষয়।

কায়স্থ কৌস্তভ নামক ৮০ বৎসরের পূর্ব্বে লিখিত প্রাচীন গ্রন্থে বর্ত্তমান বল্লালস্তূপের নিকটবর্ত্তী প্রদেশকে মায়াপুর নামে অভিহিত করিয়াছেন। ঐ গ্রন্থের শুধু এক স্থানে নয়, একাধিকস্থানেও শ্রীমায়াপুর-প্রসঙ্গ বর্ণনে বল্লালপ্রাসাদের স্তূপ ও বল্লালদীঘিকা প্রভৃতি স্থানকেই "মায়াপুর" বলিয়া স্পষ্টভাবে বর্ণন করিয়াছেন। এত প্রবল সত্যটী নষ্ট করিতে হইলে যে প্রকার শয়তানি করিতে হয়,

তাহাতে অভ্যস্ত না হইয়া সত্য গোপন করা যায় না।

এলবার্টহলে প্রকাশ্য সভায় যত রকমে কপটতা হইয়াছে, তাহা প্রকাশিত হইয়া পড়িলে অনেকের 'লোকদেখান' চরিত্র [illegible] হইবে। সেই সকল কুকর্ম [illegible] ও অপব্যবহার নমুনা দেখাইয়া সমাজের চক্ষু উন্মীলিত করা [illegible] সেই সভায় একটী কাগজে কীর্ত্তনাচার্য্যদিগের মুল [illegible] লিখিয়াছেন যে [illegible] পত্রিকায় ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদ 'দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দের নির্দ্দেশ' স্থান স্বীকার করিয়াছেন বলিয়া [illegible] কাঁকড়া মেঠোদিগের ন্যূনাধিক অনুমোদন করিয়াছেন।

বিশ্ব-শতাব্দীর তৃতীয়দশকে এইরূপ একটা মিথ্যাকথা-প্রচারে যাহাদের উৎসাহিতা এত প্রবল, তাহা দেখিয়া সেইরূপ [illegible] কপটতা-বিস্তারী জনগণের যে কথা [illegible] পূর্ব্বেই লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা আমাদের এখন মনে পড়ে। [illegible] চাট, জম্বু, জম্বুক, [illegible] পাটোয়ার লিপিকারগণের লেখনী হইতে ও তাহাদের কুমন্ত্রণা হইতে [illegible] প্রজাগণকে রক্ষা করা বিশেষ প্রয়োজন।

বৈষ্ণব ঠাকুর শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ মতে দশ লিখিলেন, দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ "জন্মক্রমে" রামচন্দ্রপুরে (কাঁকড়ামারাতে) চৈতন্যজন্মস্থান নির্ণয় করিয়াছেন। উক্ত "জন্মক্রমে" শব্দটিকে বে-মালুম তুলিয়া দিয়া তাঁহার দ্বারা লোকসমক্ষে কাঁকড়ামেঠোদিগের অনুমোদন যেরূপ সংঘটিত হইল, তাহাতে যাজ্ঞবল্ক্য-বাক্য হইতে সাবধান না হইলে জন্মরা তাহাদিগকে পীড়িত হইতে হইবে। এইরূপ ভ্রমক্রমে শব্দটী তুলিয়া দেওয়ারূপ চাতুরী সাধুজীবনের ও নৈতিকচরিত্রের উৎকর্ষজ্ঞাপক নহে।

আত্মপোষণজন্য স্বীয় অসৎকার্য্যে দাঁড় করাইয়া সেইরূপ অপকার্য্য অপরের ঘাড়ে চাপ দিবার প্রয়াস আর উক্ত "ভ্রমক্রমে" শব্দটী তুলিয়া দিবার চেষ্টা একরূপ নহে কি? জমিদারী সেরেস্তার চাকের পরামর্শ গ্রহণ করিয়া স্বয় অপকর্ম্মের ফলভোগকে অপরের ঘাড়ে চাপাইয়া দিবার প্রয়াসে লোকবঞ্চনা করা যাইতে পারে, সত্য; কিন্তু সত্যপ্রবৃত্তি ভগবানকে বঞ্চনা করিবার যে পাটোয়ারী চাল, তাহা সকলেই ধরিয়া ফেলিতে পারে। অসত্যের দ্বারা সত্যের নিষ্পেষণচেষ্টা পদেপদেই

নিষ্ফল হইবে, কেন না, "সত্যমেব জয়তে নানৃতম্"

মৌলানা সিরাজুদ্দিনের সমাধি যে গ্রামে সেই গ্রামের নাম পরিবর্ত্তন করা এবং [illegible] ময়দানের নাম পরিবর্ত্তন করা, [illegible] পাদের নিকটবর্ত্তী স্থানের নাম-পরিবর্ত্তন-প্রয়াস, বল্লাল-স্তূপ, বল্লালদীঘি [illegible], বুড়ি-বল্লালদীঘি, চর [illegible] এই-স্থান স্থান বেমালুম সরাইয়া [illegible] ৮৯ বৎসরের পূর্ব্বের [illegible] আমার অহিন্দু-কর্ম্মচারীদিগকে ভুক্ত করিয়া যে দৌরাত্ম্য হইয়াছে, তাহা সম্পূর্ণ শতসহস্র প্রমাণ নষ্ট হইবে না, বরং ঐ অবৈধ কার্য্যের জন্য দণ্ডগ্রহণ করিলে পাপের প্রায়শ্চিত্ত হবে।

শ্রীমায়াপুরের নাম বিকৃত করিতে পারিলেই যে, দুর্নৈতিক চরিত্রকে নৈতিক-চরিত্র বলিয়া সাধারণে গ্রহণ করিবেন, এরূপ নহে। রাধাকুণ্ডতটের অনবধানতাক্রমে প্রাকৃত সহজিয়া-সম্প্রদায়ে নানাপ্রকার ব্যভিচার নীতি-সঙ্গত বলিয়া গৃহীত হবে না। শ্রীমায়াপুরের প্রকাশ বন্ধ করিবার জন্য দুর্নৈতিকগণের যে সকল চেষ্টা, তাহা কোন দিনই ন্যায়সঙ্গত বলিয়া সজ্জন-সুধীসমাজ বিবেচনা করিবেন না। মুষ্টিমেয় পাপপ্রবণ চরিত্র ব্যক্তিগণ যতই কেন না তাঁহাদের মুখে দড় সাধাইয়া সদাচরণের গর্ব্ব করুন, পরিশেষে কিন্তু সত্যমূর্ত্তি ভগবান্ সেইরূপ কপটতাকে উন্মুক্ত করিয়া সত্যেরই কীর্ত্তন করাইবেন।

উদর পূজার জন্য ও দুর্নৈতিক চরিত্র দম্ভের পায়ে সংস্থাপন করিবার চেষ্টায় যতই পাপপ্রবৃত্তি পরিচালিত হউক না কেন, যতই দল প্রবৃদ্ধ হউক না কেন, পরিশেষে কিন্তু উহার পরিণাম কপটতা ধরা পড়িয়া যাইবে। যেখানে সত্যের গন্ধ মাত্র নাই, কেবল কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাশা-সংরক্ষণ প্রতিদ্বন্দ্বিতা, যেখানে মিথ্যা গল্পের সংযোগ, জাল মানচিত্রের কল্পনা, দম্ভপূর্ণ হৃদয়কে পাণ্ডিত্য ও বৈষ্ণবে আবরণ করিবার প্রয়াস, সেখানে সত্যের আত্মপ্রকাশ জানিতে কোন বুদ্ধিমানই পশ্চাৎপদ হইবেন না।

ভক্তিরত্ন শ্রীপাদ [illegible] মহোদয় শ্রীধাম মায়াপুরে আচার্য্য। আর [illegible] নদীয়া আশ্রম। [illegible] অনুষ্ঠিত [illegible] হইতে তাহাকে। [illegible] ও স্থান-বিশেষের [illegible] সভাক্ষেত্রে [illegible] আচার-সম্ভূত [illegible] গ্রহণ করিয়া প্রচার-

নিবোদের জন্য যা জানাইয়াছেন, তাহা সমশীল ব্যক্তিগণ আদর করিলেও সত্যামূর্ত্তি ভগবান্ উক্ত ব্যক্তিদ্বয়কে আচার্য্যপদে অভিষেক করিবেন না। আমরা নটবর দত্তের ন্যায় প্রাকৃত-সহজিয়া বা কর্ত্তাভজা নহি, সুতরাং তাহার সহিত মতভেদ আছে।

চক্ষুষ্মান্ ও অন্ধ উভয়েই বিপরীতবুদ্ধি বিশিষ্ট। যাঁহার আত্ম-চক্ষু উন্মীলিত হইয়াছে, তিনি বাহ্যজগতের দিকে চক্ষু নিমীলিত করিয়াছেন। আর যাহারা বাহ্যজগতে লোকালয়, দোকানদারীতে ও পাটোয়ারীতে সিদ্ধহস্ত, তাহারা যে বস্তু দর্শন করিয়া মুগ্ধ হয়, তাহাতে পারমার্থিকগণ প্রবৃত্ত নহেন। হিংসা, ঈর্ষা, বিদ্বেষ যেখানে প্রবল, সেখানে কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাশা পরমার্থপথ রোধ করে। মুখোপাধ্যায় মহাশয় সেইরূপ অপরাধী ব্যক্তিকে জুগুপ্সা-প্রকৃতির বিষয় জ্ঞান করেন।

কপট ব্যবসাদারগণ ধর্ম্মের আবরণে যে অত্যাচার করে, সেইরূপ বাহিরের পোষাক নির্ব্বোধদিগকে ঠকাইতে পারে, কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে কৃষ্ণভক্ত পরমচতুরগণ মড়চাতুরীর অকর্ম্মণ্যতা দর্শন করিয়া অপকার্য্যকারীর *Mentality* জুগুপ্সা-প্রকৃতির বিষয় জানিয়া বর্জ্জনীয় জ্ঞান করেন। সেইজন্য দুঃসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া শাস্ত্রে সাধুসঙ্গের বিধান কথিত আছে। যাহারা সংসারের ভোগপীড়নে জর্জ্জর, সেই ভাগ্যহীনগণের সৌভাগ্য কি ভগবান দয়াপরবশ হইয়া বিধান করিবেন? এবং তাহাদের সকল অপকার্য্য ক্ষমা করিবেন? ইহাই সাধুগণের প্রার্থনা।

অসুরের কার্য্য ও পরিণাম

(পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার)

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ১৬শ অধ্যায়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের নিকট অসুর-স্বভাববিশিষ্ট লোকের কার্য্য ও গতি সম্বন্ধে শ্রীমুখে যাহা বর্ণন করিয়াছেন, আত্মকল্যাণাকাঙ্ক্ষী সুধী পাঠকগণের অবগতির জন্য তাহার সারাংশ উদ্ধৃত হইল।

শ্রীকৃষ্ণ ... হে অর্জ্জুন! ইহজগতে যে সকল অসুর-স্বভাব ব্যক্তি আছে, প্রবৃত্তি ... ও নিবৃত্তি জানে না; শৌচ, আচার ও সত্য তাহাদের নিকট আশ্রিত হয় না। অসুর-স্বভাব লোকেরা এই জগৎকে অসত্য, আশ্রয়হীন ও অনীশ্বর বলিয়া থাকে। তাহাদের সিদ্ধান্ত এই যে, কাম-কারণের পরস্পর সম্বন্ধ বিশিষ্ট ... অর্থাৎ কারণ-শূন্য কামমাত্রে আর ঈশ্বরের প্রয়োজনীয়তা নাই! যদি কেহ ঈশ্বর বলিয়া থাকেন, তবে তিনি কামপরবশ হইয়া সৃষ্টি করিয়াছেন, আমাদের ত তিনি ভজনার যোগ্য নন।

এই প্রকার সিদ্ধান্ত অবলম্বন করিয়া আত্মতত্ত্বহীন, অল্পবুদ্ধি ও উগ্রকর্ম্মা অসুর স্বভাব-বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ জগৎ ক্ষয়-কার্য্যে প্রভাব লাভ করে। তাহারা দুষ্পূর কামকে আশ্রয় পূর্ব্বক দম্ভ, মান ও মদযুক্ত হইয়া নানারূপ অশুচি কার্য্যে প্রবৃত্ত হয় এবং মোহবশতঃ অসদ্বিষয়ে ক্রমশঃ তাহাদের রুচি জন্মে। প্রলয় পর্য্যন্ত ব্যাপী অপরিমেয় চিন্তাকে আশ্রয় করত কামের উপভোগকে চরম প্রমাণ করিয়া মানিয়া শত শত আশা-পাশে আবদ্ধ, কাম ও ক্রোধ দ্বারা অধিষ্ঠিত সেই ব্যক্তিগণ অন্যায়রূপে কামভোগের জন্য অর্থ সঞ্চয় করে। তাহারা অজ্ঞান-বিমোহিত হইয়া মনে করে যে, "অদ্য আমি এই ধন লাভ করিলাম, এই মনোরথ আমার সিদ্ধ হইল, আমার এই আছে ও আমার পুনরায় এই ধন লাভ হইবে। এই শত্রুটীকে নাশ করিলাম, অন্যান্য শত্রুগণকে শীঘ্র নাশ করিব। আমিই ঈশ্বর, আমিই ভোগী, আমিই সিদ্ধ, আমিই সুখী। আমি আঢ্য অর্থাৎ সম্পন্ন, আমার অনেক জন আছে, আমার ন্যায় আর কে আছে? আমি যজ্ঞানুষ্ঠান করিব, দান ও আনন্দভোগ করিব।"

এইরূপে অনেক বিষয়ে চিত্ত-বিভ্রান্ত ও মোহ-জাল দ্বারা আবৃত হইয়া কামভোগে প্রসক্তচিত্ত ঐ পুরুষেরা বৈতরণ্যাদি অশুচি নরকে পতিত হয়। সেই স্তব্ধ-অভিমানী ও ধন-মান-মদান্বিত পুরুষগণ অবিধি পূর্ব্বক দম্ভের সহিত নাম-মাত্র যজ্ঞের দ্বারা যজন করে। তাহারা অহঙ্কার, বল, দর্প ও কাম-ক্রোধের বশীভূত হইয়া স্বীয় দেহে এবং পর দেহে অবস্থিত পরমেশ্বর-রূপ আমাকে দ্বেষ করে ও সাধুদিগের গুণেতে নানারূপ দোষারোপ করিয়া থাকে। সেই দ্বেষী ক্রূর নরাধমদিগকে আমি (ভগবান) এই সংসার মধ্যে অশুভ আসুরী যোনিতে সর্ব্বদা নিক্ষেপ করি অর্থাৎ তাহাদের স্বভাবানুযায়ী কর্ম্ম ফল বিধান করিয়া তাহাদের আসুরভাব ক্রমশঃই বৃদ্ধি হইয়া থাকে। আসুরী যোনি প্রাপ্ত হইয়া সেই মূঢ় ব্যক্তিগণ জন্মে জন্মে আমাকে লাভ করিতে অসমর্থ হয় এবং ক্রমে ক্রমে তাহা হইতেও অধম গতি লাভ করে। আত্মনাশী নরকদ্বার তিন প্রকার অর্থাৎ কাম, ক্রোধ ও লোভ; অতএব উত্তম লোক এই তিনটীকে ত্যাগ করিবে। এই তিন প্রকার তমোদ্বার হইতে মুক্ত হইয়া মনুষ্য আত্মার শ্রেয়ঃ আচরণ করিলে পরাগতি লাভ করিতে পারিবে।

তাৎপর্য্য এই যে, সত্ত্ব-সংশুদ্ধির উপায় স্বরূপ বেদবিহিত জীবন অবলম্বন পূর্ব্বক ধর্ম্মাচরণ করিতে করিতে পরাগতি যে কৃষ্ণভক্তি, তাহা লব্ধ হয়। কর্ম্ম ও জ্ঞানের যে উপায় ও উপেয়ত্ব শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে, তাহার মূল তত্ত্ব এই যে, বিশুদ্ধ কর্ম্ম ও জ্ঞানের সম্বন্ধ সূত্র থাকাতে জীবের সত্ত্ব-সংশুদ্ধিরূপ অভয় পদ লাভ হয়। তাহাই ভক্তিদেবীর দাসীস্বরূপা মুক্তি। শাস্ত্র-বিধি এই প্রকার। তাহা পরিত্যাগ পূর্ব্বক যিনি কামাচারে বর্ত্তমান হন, তিনি সিদ্ধি, সুখ বা পরাগতি লাভ করেন না। মূল তত্ত্ব এই যে, মানব সর্ব্বপ্রকার ঐন্দ্রিয়জ্ঞান লাভ করিয়াও যদি নীতির আশ্রয় না লয়, তবে সে নরাধম; আর ঐন্দ্রিয়জ্ঞান ও নীতিসম্পন্ন হইয়াও যদি ঈশ্বরের অধীনতা স্বীকার না করে, তবে তাহার সকলই অমঙ্গল। ঈশ্বরের অধীনতা স্বীকার করিয়াও যে ব্যক্তি বিশুদ্ধ জ্ঞান সহকারে ভগবদ্ভক্তির অনুশীলন করে না, সেও পরাগতির যোগ্যতা লাভে অসমর্থ হইয়া পড়ে। অতএব সর্ব্বশাস্ত্রের তাৎপর্য্য যে একমাত্র ভগবদ্ভক্তি, তাহাই জীবের পরম শ্রেয়োলাভের একমাত্র হেতু।

স্মার্ত্ত পণ্ডিতের বিচার বিভ্রাট

(শ্রীপাদ রাধারমণ গোস্বামী ভক্তিরত্ন)

স্থানীয় কয়েক জন ক্ষত্রিয় ভদ্র লোক প্রত্যব্দের নিয়মানুসারে এবারেও উত্থান-একাদশী ব্রত পালনের ইচ্ছায় প্রস্তুত হইয়াছিলেন। ইতোমধ্যে দৈব দুর্ব্বিপাকবশতঃ তাঁহাদের মধ্যে একজনের পত্নী-বিয়োগ ঘটে। এমতাবস্থায় অপর জ্ঞাতিরা অশৌচাবস্থায় ব্রত পালন করা যাইবে কি না সংশয় দূরীকরণ উদ্দেশ্যে একজন স্মার্ত্ত পণ্ডিতমহাশয়ের নিকট ব্যবস্থা জিজ্ঞাসা করিলেন। একেত পণ্ডিত মহাশয় পূর্ণ হইতেই 'শম্', তার উপর অশৌচাবস্থায় একাদশী ব্রতের অনুকূলে পরামর্শ জিজ্ঞাসা শুনিয়া একেবারে 'আগুনমূর্ত্তি', শুনিয়া প্রাণ ত একেবারে সপ্তগ্রাম উঠিয়া গেলেন।

উক্ত ভদ্রমহোদয়গণ স্মার্ত্ত পণ্ডিত মহাশয়ের সহিত এক মত হইতে না পারিয়া অশৌচাবস্থায় ব্রতের অনুকূলে কোন শাস্ত্রীয় প্রমাণ আছে কি না, তাহা জানিবার জন্য আমার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আমি শ্রীগুরুবর্গের নিকট শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাসাদি গ্রন্থ যাহা তাঁহাদের অনুকূলে যাহা শ্রবণ করিয়াছি, তাহা হইতে শ্রীএকাদশী-মাহাত্ম্য প্রভৃতি নির্দ্ধারণের সুযোগ পাইলাম। তাহা শ্রবণ করিয়া উঁহারা খুব সন্তুষ্ট হইলেন।

অশৌচাদি লৌকিক নৈমিত্তিক ব্যাপার আর শ্রীএকাদশী ব্রত নিত্য। কর্ম্মমার্গীয় মোক্ষকামিগণ নিরস্তবুদ্ধিতে দেহে আত্মবুদ্ধি করিয়া দেহের সহিত দেহের সম্বন্ধ ইত্যাদি বিচার দ্বারা জ্ঞাতিবর্গের জন্ম-মরণাশৌচকে বহুমানন করেন। তাহাতেই শ্রীহরিবোধন এবং শ্রীএকাদশীতে লঘু বুদ্ধি উপস্থিত হইয়া অশৌচাবস্থায় ব্রত পালনে অক্ষমতা প্রকাশ করেন। ইহা যে কত বড় অবিচার, তাহা স্মার্ত্ত কুরাদ্ধাস্তবাদিগণ অবগত নহেন। বৈষ্ণব ধর্ম্ম, নিত্য ধর্ম্ম, সনাতন ধর্ম্মের বিরোধ করণার্থেই পঞ্চোপাসনা মূলে স্মার্ত্তমতবাদের সৃষ্টি। এমতাবস্থায় তত্ত্বৎ মতাবলম্বিগণ ভক্তিফল-প্রদাতা ভক্তিকল্পতরুর ছেদন-প্রয়াসী হইয়া পরন্তু হাস্তে নিরন্তর সংসারে বিচরণ করিবেন, তাহা আর একটা অধিক আশ্চর্য্যের বিষয় কি?

সাধু সাবধান! এরূপ ভ্রম-সঙ্কুল ব্যবস্থা লইয়া শ্রীরুক্মাঙ্গদ মহারাজার রাজ্যে বাস করা চলিবে না। অতি শীঘ্রই এ জম্বুদ্বীপ পরিত্যাগ করিয়া অপর দ্বীপে বা বর্ষে অর্থাৎ নব বর্ষের মধ্যে যে যে বর্ষে শ্রীহরি-বাসর তিথির নিত্যতা স্বীকৃত হয় না, স্বেচ্ছাচারে সদাকালই নিষ্কাসিত, সেই সেই দ্বীপে বা বর্ষে জন্ম গ্রহণ করিয়া কোটী কোটী কল্পাবধি নরকফল ভোগ করিতে বাধ্য থাকিতে হইবে, সন্দেহ নাই। ঐ শুনুন—শ্রীনারদপুরাণে রুক্মাঙ্গদ রাজার ঘোষণা-বাণী (হঃ ভঃ বিঃ ১২শ বিঃ ৩২ সংখ্যা)—

"অষ্টবর্ষাধিকো মর্ত্ত্যো হ্যশীতির্নৈব পূর্য্যতে।
যো ভুঙ্‌ক্তে মামকে রাষ্ট্রে বিষ্ণোরহনি পাপকৃৎ॥
স মে বধ্যশ্চ নির্ব্বাস্যো দেশতঃ কামতশ্চ মে।
এতস্মাৎ কারণাদ্বিপ্র একাদশ্যামুপোষণং॥
কুর্য্যান্নরো বা নারী বা পক্ষয়োরুভয়োরপি॥
বৈষ্ণবো বাথ শৈবো বা কুর্য্যাদেকাদশীব্রতম্॥
বৈষ্ণবো বাথ শৈবো বা সৌরোঽপ্যেতৎ সমাচরেৎ॥
ন শৈবো ন চ সৌরো বা নাস্ত্রী তীর্থ-সেবকঃ।
যো ভুঙ্‌ক্তে বাসরে বিষ্ণোঃ শ্বপচাদধিকো হি সঃ॥"

শ্রীনারদপুরাণে লিখিত আছে, "যদীয় অধিকার মধ্যে যাহার যাহার বয়ঃক্রম আট বর্ষের অধিক হইয়াছে ও অশীতি বর্ষ পূর্ণ হয় নাই, তাহারা হরিবাসরে আহার করিলে আমি সেই সমস্ত পাতকীকে সংহার করিব এবং কাম্য-ক্রমে তাহাকে আমার দেশ হইতে দূর করিয়া দিব।"—রুক্মাঙ্গদ রাজা এইরূপ ঘোষণা করিয়াছিলেন। সুতরাং হে দ্বিজ! উভয় পক্ষীয় একাদশীতেই উপবাসী থাকা নর

নারী সকলেরই কর্ত্তব্য। কি বৈষ্ণব, কি শৈব সকলের পক্ষে একাদশী ব্রত করা কর্ত্তব্য। সৌর পুরাণেও উহাই লিখিত আছে। স্কন্দ পুরাণে শ্রীশিবের উক্তি—হরিবাসরে আহার করিলে তাহাকে শৈব বা সৌর অথবা আশ্রমী কিংবা তীর্থ-সেবী বলিয়া পরিগণিত করা যায় না। সে শ্বপচ অপেক্ষাও সমধিক পাপী।

"একাদশীং পরিত্যজ্য যো হ্যন্নদ্ভুক্ত-
মাচরেৎ।
স করস্থং মহারত্নং ত্যক্ত্বা ভৈক্ষ্যঞ্চ যাচতে॥"
—(শিবপার্ব্বতী-সংবাদে)

অর্থাৎ 'একাদশী বর্জ্জনপূর্ব্বক [illegible]রের অনুষ্ঠান করিলে করগত মহারত্ন পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভিক্ষান্ন প্রার্থনা করা হয়।'

বদ্ধজীবের বহুকালের [illegible] হইয়া নৈমিত্তিক কার্য্যে অভিনিবেশ ও নিত্য কার্য্যে অবহেলন-যোগ্যতা আসিয়া উপস্থিত হয়। গর্ভাধান, পুংসবন, সীমন্তোন্নয়ন, জাতকর্ম্ম, নামকরণ, নিষ্ক্রামণ, অন্নপ্রাশন, কর্ণবেধ, চৌড়কর্ম্ম, উপনয়ন, সমাবর্ত্তন, বিবাহ, অন্ত্যেষ্টি ও শ্রাদ্ধ পর্যন্ত কার্য্যগুলির প্রত্যেকটীতেই যত যত ব্যবস্থা স্মৃতক পণ্ডিত মহাশয়গণ দিয়া থাকেন, তাহাতেই নিত্যধর্ম্মের অবহেলন পরিলক্ষিত হয়। একাদশী-তিথিতে যদি শ্রাদ্ধ উপনীত হয়, তবে তথাকথিত পণ্ডিতগণ উহা আগ্রাহ্য করিয়া শ্রাদ্ধ করিয়া বসেন। দুষটী যাহাতে যাবতীয় শ্রাদ্ধোপকরণ সহ ভালভাবে উৎসর্গ হয়, তাঁর ভোজনের কমতি না পড়ে, তৎপ্রতি তাঁরা সজাগ। একাদশীতে ঐ দিবস বাধ্য হইয়া তাঁহাদের বিচারে শ্রীজগন্নাথদেবের মন্দির-প্রাঙ্গণে বাধা পড়েন। হায় ব্রাহ্মণ, ঐ শুনুন শাস্ত্রসমূহের আদেশ কি—

পাদ্মে পুষ্কর খণ্ডে—

একাদশ্যাং যদা রাম শ্রাদ্ধং নৈমিত্তিকং
ভবেৎ।
তদ্দিনন্তু পরিত্যজ্য দ্বাদশ্যাং
শ্রাদ্ধমাচরেৎ॥

উত্তরখণ্ডে—

"একাদশ্যাং প্রাপ্তায়াং মাতা-
পিত্রোর্ম্মৃতেহহনি।
দ্বাদশ্যাং তৎ প্রদাতব্যং নোপবাসদিনে
ক্বচিৎ॥
গর্হিতান্নং ন চাশ্নন্তি পিতরশ্চ দিবৌকসঃ॥

স্কান্দে—

একাদশী যদা নিত্যা শ্রাদ্ধং নৈমিত্তিকং
ভবেৎ।
উপবাসং তদা কুর্য্যাদ্ দ্বাদশ্যাং শ্রাদ্ধমাচরেৎ॥

ব্রহ্মবৈবর্ত্তে—

যে কুর্ব্বন্তি মহীপাল শ্রাদ্ধং চৈকাদশী দিনে।
ত্রয়স্তে নরকং যান্তি দাতা ভোক্তা
পরেতকঃ॥

শ্রীধাম মায়াপুর নবদ্বীপ প্রদর্শনী

(৩রা ফেব্রুয়ারী—১৭ই মার্চ্চ, ১৯২৯)

শ্রীধাম মায়াপুর-নবদ্বীপ-প্রদর্শনী
পারমার্থিকগণের পরমার্থ-ভাবোদ্দীপক।

শ্রীধাম মায়াপুর-নবদ্বীপ প্রদর্শনী
আর্থিকগণের অর্থের প্রশস্ত পন্থা-প্রদর্শক।

শ্রীধাম মায়াপুর-নবদ্বীপ প্রদর্শনী
শিল্পীর শিল্পোন্নতি-বিধায়ক।

শ্রীধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপ প্রদর্শনী
কৃষির নব নব ভাণ্ডার প্রদর্শক॥

শ্রীধাম মায়াপুর-নবদ্বীপ-প্রদর্শনী
জ্ঞানীর জ্ঞান-ভাণ্ডার বিস্তারক।

শ্রীধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপ-প্রদর্শনী
অজ্ঞানের জ্ঞানাগ্নি-প্রদায়ক॥

শ্রীধাম মায়াপুর-নবদ্বীপ-প্রদর্শনী
পণ্ডিতের পাণ্ডিত্য-প্রদর্শক।

শ্রীধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপ-প্রদর্শনী
মূর্খের মূর্খত্ব-নিরসক॥

শ্রীধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপ-প্রদর্শনী
ধনীর ধন-বৃদ্ধির প্রশস্ত উপায়।

শ্রীধাম-মায়াপুর নবদ্বীপ প্রদর্শনী
নির্দ্ধনের ধনলাভের সহায়॥

শ্রীধাম মায়াপুর নবদ্বীপ প্রদর্শনী
সবলের বল-পরীক্ষক।

শ্রীধাম মায়াপুর-নবদ্বীপ-প্রদর্শনী
দুর্ব্বলের বল-প্রদায়ক॥

অতএব শ্রীশ্রীধাম মায়াপুরনবদ্বীপ-প্রদর্শনী সকলেরই হিতকর। সুতরাং শ্রীধাম মায়াপুরনবদ্বীপ প্রদর্শনীতে সকলেই যোগদান করুন।

"গৌড়ীয়ের আত্মপ্রকাশ"

(শ্রীযুক্ত [illegible] দাস)

[illegible] সদ্গুরু গ্রহণ বা শোণপত্রের আবশ্যক—"তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্॥" (মুণ্ডক-[illegible])—সেই ভগবদ্বস্তুর বিজ্ঞান ([illegible] জ্ঞান) লাভ করিবার জন্য তিনি সমিধ্ হস্তে বেদতত্ত্বজ্ঞ ও ব্রহ্মনিষ্ঠ সদ্গুরুর সমীপে কায়মনোবাক্যে গমন করিবেন। 'আচার্য্যবান্ পুরুষো বেদ॥' ছাঃ [illegible]—আচার্য্য হইতে দীক্ষিত ব্যক্তিই সেই পরতত্ত্বকে জানেন। 'আচার্য্য' কাহাকে বলে? 'উপনীয় তু যঃ শিষ্যং বেদমধ্যাপয়েদ্ দ্বিজঃ। সকল্পং সরহস্যঞ্চ তমাচার্য্যং প্রচক্ষতে॥' (মনু ২।১৪০)—যে ব্রাহ্মণ শিষ্যকে উপনয়ন প্রদান করিয়া যজ্ঞবিদ্যা ও উপনিষদের সহিত সমগ্র বেদ শাস্ত্র অধ্যয়ন করান, মুনিগণ তাঁহাকে "আচার্য্য" নামে অভিহিত করেন। সুতরাং আমার এরূপ কৃষ্ণভক্তিসিদ্ধান্তবিৎ সদ্গুরু লাভ হয় নাই, তাই আমি [illegible] গৌড়ীয়, আমি তোমারই শরণপ্রার্থী, তুমি কৃপা করিয়া তোমার অভয় পাদপদ্মে আমাকে স্থান দাও, তোমার চরণে আত্মনিবেদন না করিলে আর আমার [illegible] নাই, তাই আমি এখন বেশ বুঝিয়াছি। আমি আমার নিজ বল বুদ্ধি ভরসা—সব ছাড়িয়া তোমারই শরণ প্রার্থনা করিতেছি! যাহা "[illegible] আত্মবন্ধো!"

আমি যে অনুক্ষণ গুরুপ্রদত্ত নাম ও মন্ত্র [illegible] [illegible] ধ্যান করিয়া মনের [illegible] অনুযায়ী শান্তি প্রার্থনা করিয়াছিলাম, তাহাতে অশান্ত হইবার কারণ প্রকৃত নাম ও মন্ত্র-তত্ত্ব না জানা, এবং প্রকৃত শান্তি বা কি তাহা না জানার দরুণ। যিনি নিজে শ্রীনাম-তত্ত্ব অবগত নহেন, তিনি অপরকে কি দিবেন? সুতরাং নামাক্ষর [illegible] [illegible] পারে—যথা [illegible] সঙ্গে [illegible] কৃষ্ণনাম [illegible] হয়। নাম এবং [illegible] নাম বস্তু নয়॥ (প্রমেয়-[illegible]) অসাধুসঙ্গী [illegible] [illegible] নামাপরাধ ত [illegible] [illegible] হয়, অতএব নামাপরাধের [illegible] পূর্ব্বক কোন প্রক্রিয়ার আবশ্যক নাই। ইহার উত্তরে কোন [illegible] বলা যাইতে পারে যে, নামাক্ষর উচ্চারণে কেবল [illegible] [illegible] থাকে, তাহাতে [illegible] [illegible] [illegible] এই বৃদ্ধ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] সৎ ও অসৎ ও [illegible] শ্রীনাম [illegible] [illegible]

[illegible]

জীবসকলের [illegible] [illegible] হয়।

পর-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

সম্প্রতি পরবিদ্যাপীঠে নিম্নলিখিত শিক্ষণীয় বিষয়নিচয়ের অধ্যাপকের আসন-সমূহ [illegible] হইয়াছে—বিজ্ঞব্যক্তিগণ আবেদন করুন।

১। সংহিতাসন, ২। শ্রী[illegible]সন,
৩। সম্প্রদায়বৈভবাসন, ৪। ভক্তিশাস্ত্রাসন,
৫। ভক্তশাস্ত্রাসন, ৬। বেদান্তাসন,
৭। একায়নাসন।

সুন্দরলাল রায় বি, এ, কাব্যতীর্থ, বিদ্যাসাগর,

সম্পাদক—পরবিদ্যাপীঠ, শ্রীধাম মায়াপুর।

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

শ্রী[illegible] খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৪০, চল্লিশ টাকা।

২৭২৪ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে, সপ্তচত্বারিংশ খণ্ডে সূচী ছাপা হইতেছে।

৪৬শ খণ্ড গ্রন্থ নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে ১৭৷৴০ সাধারণ পক্ষে ২০৸৵০। প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ৷৵০, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ৷৴০

দশম স্কন্ধের ভিক্ষা ১২, অগ্রিম সাধারণের পক্ষে ৮৲।

[illegible] অধ্যায়পর্য্যন্ত একাদশ সংখ্যা ছাপা হইয়াছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

"শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত"

সূচী প্রভৃতি সহ সম্পূর্ণ ছাপা শেষ হইয়াছে

আদি, মধ্য, ও অন্ত্যলীলা এবং সূচী, ছাপা হইয়া সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছেন। যাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ১০ টাকা ভিক্ষার তৃতীয় সংস্করণ ৪৲ টাকায় না পাইয়া অপূর্ব্ব সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের জন্যই উহার ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছেন। সেই ১০৲ টাকার এই বিরাট গ্রন্থের শত সংখ্যা মাত্র ৫৲ টাকা ভিক্ষায় দেওয়া হইতেছে। গ্রাহকগণ [illegible] পরে আর এ সুযোগ থাকিবে না।

শ্রীচৈতন্য [illegible] আদিকাব্য

শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

সভাষ্য আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে। সমগ্র গ্রন্থ ৮৲ স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲ নদীয়া-প্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪৷৷০ টাকা

শ্রীচৈতন্য মঠের যাবতীয় গ্রন্থ

কার্য্যাধ্যক্ষ, গ্রন্থ বিভাগ, শ্রীচৈতন্য মঠ
পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

—অথবা—

[illegible] এ, উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা
ঠিকানায় পাওয়া যাইবে।

[illegible] হইলে শ্রীচৈতন্য মঠের ঠিকানায় লিখিবেন।

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত ভক্তি গ্রন্থাবলী

যে সব উৎকলবাসী ভক্ত বাংলা অক্ষর পড়িতে জানেন না, তাঁহাদের শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর প্রচারিত পরম উপাদেয় ভক্তি-কথা জানিবার সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে উড়িয়া-অক্ষরে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হইয়াছে। বাংলা গ্রন্থের তুলনায় উড়িয়া গ্রন্থগুলির ভিক্ষাও অপেক্ষাকৃত অল্প।

গ্রন্থের নাম	ভিক্ষা
শ্রীহরিনাম চিন্তামণি, প্রতিখণ্ড	৷৷০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	১৲
সাধন পথ (শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টক) প্রতিখণ্ড	৷০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৷৷০
কল্যাণ কল্পতরু প্রতিখণ্ড	৵০
একত্রে ৩খণ্ড লইলে	৷০
গীতাবলী প্রতিখণ্ড	৴১০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৵১৫
শরণাগতি—প্রতিখণ্ড	৴০
একত্রে ৩খণ্ড লইলে	৵৫

প্রাপ্তিস্থান { শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ, কটক
এবং
শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, পুরী

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিম্নলিখিত মঠসমূহে প্রাপ্তব্যঃ—

১। শ্রীচৈতন্য মঠ,— পোঃ, শ্রীধামমায়াপুর, (নদীয়া)।
২। শ্রীগোরগদাধর মঠ,—চাঁপাহাটি, সমুদ্রগড় পোঃ, (বর্দ্ধমান)।
৩। শ্রীভাগবত আসন,—[illegible] পোঃ, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৪ শ্রীগৌড়ীয় মঠ,— [illegible] উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা।
৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ,— পোঃ চটক পর্ব্বত, পুরী।
৬। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ,—উড়িয়া বাজার, কটক।
৭। শ্রীভাগবত মঠ,—চিলকিগড়, বালিয়াপুর, মেদিনীপুর।
৮। শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ, [illegible] অগস্ত্যকুণ্ড, কাশী, ইউ, পি।
৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,—[illegible], বৃন্দাবন, মথুরা, ইউ, পি।
১০। শ্রীপরমহংস মঠ—নিমসার পোঃ, সীতাপুর, ইউ পি।
১১। শ্রী[illegible]গৌড়ীয় মঠ,—কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল, পাঞ্জাব।
১২। শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠ,— [illegible] নবাবপুর রোড, ঢাকা।
১৩। শ্রীগদাইগৌরাঙ্গ মঠ,—বালিয়াটি, ঢাকা।
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম,—আমলাযোড়া, বাজবাধ পোঃ, বর্দ্ধমান।
১৫। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ,—[illegible], [illegible] পোঃ, মানভূম।
১৬। শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয় মঠ,—আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী, উড়িষ্যা।
১৭। শ্রীগৌড়ীয় মঠ [illegible] রোড নিউদিল্লি

এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণের নিকটও নদীয়া-প্রকাশ প্রাপ্তব্য।

১। শ্রীযুক্ত জনার্দ্দন ঘোষ—[illegible] রোড, গয়া।
২। শ্রীযুক্ত [illegible] গোস্বামী ভক্তিরত্ন [illegible] দেওয়ানগঞ্জ, [illegible] কুচবিহার।
৩। শ্রীযুক্ত রামরঞ্জন রায়—[illegible] শ্রীগোপাল মল্লিক লেন, কলিকাতা
৪। মিঃ এন, ডি, মুখার্জ্জি—[illegible], কানপুর।
৫। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণানন্দবাসী [illegible] স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া
৬। শ্রী [illegible] দাস অধিকারী, [illegible]।
৭। শ্রী[illegible]মোহন [illegible] লেন, নবাবপুর, ঢাকা।
৮। শ্রী[illegible]নাথ গঙ্গোপাধ্যায় [illegible] ২৪ পরগণা।

শ্রীচৈতন্যমঠের গ্রন্থাবলী

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বিরচিত

তত্ত্ব-গ্রন্থাবলী।

উৎকৃষ্ট কাপড়ে বিলাতী ধরণে বাঁধাই স্বর্ণালঙ্কৃত। চতুর্থ সংস্করণ। বিস্তৃত বিষয় সূচীসহ

জৈবধর্ম্ম

বাঁধাই ২৲ দুই টাকা

প্রকাশিত হইয়াছে

সনাতন ধর্ম্মশাস্ত্র বেদ, বেদান্ত, উপনিষৎ গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত, দর্শন, পুরাণ, তন্ত্রাদি সকল গ্রন্থ পাঠ করিবার অবসর অতি অল্প মানবের ঘটিয়া থাকে। অনেকের যোগ্যতা না থাকায় সেই সমস্ত গ্রন্থের মর্ম্ম অবগত হইতে পারেন না। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বাঙ্গালার এই অসুবিধা দূরীভূত করিবার জন্য এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

বিদ্যালয়ের ছাত্র বা শিক্ষকগণের বিশেষ-পাঠ্য, এই হেতু শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টার বাহাদুর তাহা সমস্ত বিদ্যালয়ের জন্য অনুমোদন করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

প্রথম খণ্ড ভিক্ষা—১৲ একটাকা

যুক্তিপূর্ণ শাস্ত্রবাক্য দ্বারা প্রত্যেক মানবের নিত্য কর্ত্তব্য ও অনিত্য সাময়িক কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। গ্রন্থের প্রত্যেক উক্তি সনাতন শাস্ত্রবাক্য দ্বারা সমর্থিত ও প্রমাণিত হইয়াছে। দেহের, মনের ও আত্মার ধর্ম্ম কি? স্বদেশ, সমাজ, নীতি, ধর্ম্ম কি? ইত্যাদি বিষয় ক্রমানুসারে এমন সুন্দরভাবে যুক্তিসহকারে আলোচিত হইয়াছে যে, প্রথম পংক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত পাঠ না করিয়া নিবৃত্ত হওয়া যায় না।

শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ভিক্ষা ৵৹

ঐ প্রমাণ খণ্ড ভিক্ষা ৵৹

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর [illegible] লীলাভূমি নয়টী দ্বীপ-সমন্বিত। এই নয় দ্বীপের প্রাচীন বিবরণ—প্রত্যেক দ্বীপে শ্রীমহাপ্রভুর লীলা—প্রত্যেক [illegible] পরিচয়, শ্রীধাম-মাহাত্ম্য—ধামাপরাধ [illegible] বিশেষভাবে মনোহর ছন্দে বর্ণিত। [illegible] পৃষ্ঠা।

শ্রীনবদ্বীপ [illegible]

উজ্জ্বল রোজ-র [illegible] ছাপা— শ্রীনবদ্বীপধাম দর্শনে ভাবুক দর্শক [illegible] প্রকার ভাবের উচ্ছ্বাস হয়, তাহা এই গ্রন্থে বর্ণিত। চারি আনা।

শ্রী[illegible] ৷৵৹

[illegible] সংস্করণ

শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভুকে উপদেশচ্ছলে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রাতিকূল্য বিচার অতি সুন্দরভাবে ব্যক্ত হইয়াছে। ইহা ছাড়া শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদিষ্ট শিক্ষা ও উপদেশ বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-জগতে অভিনব গ্রন্থ!!

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতি-গ্রন্থাবলী :—

শরণাগতি

পকেট সাইজ
অষ্টম সংস্করণ
ভিক্ষা ৵৹ আনা

দেহ ও মনের চেষ্টা আনন্তানন্ত লইয়া—ইহা যখন জীব বুঝিতে পারে, তখন একমাত্র নিত্যবস্তু শ্রীভগবানের প্রতি তাহার কোন জাতীয় আবেগময়ী প্রার্থনা হয় এবং শ্রীভগবানে সর্ব্বান্তঃকরণে নিষ্কপটে কি প্রকারে শরণাপন্ন হইতে হয়, ইত্যাদি বিষয়ক প্রাণস্পর্শী প্রার্থনা ও আত্ম-সমর্পণমূলক গান। তৃতীয় সংস্করণও প্রকাশিত হইয়াছে।

ভিক্ষা প্রতি খণ্ড ৵৹ এক আনা।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা— ৵৹, নবদ্বীপশতক— ৴৹

অর্থপঞ্চক — ৴৹

কল্যাণকল্পতরু

পকেট সাইজ
পঞ্চম সংস্করণ
ভিক্ষা ৴১০

আমরা প্রত্যহ নূতন অভাব ও কামনার বশবর্ত্তী হইয়া পুনঃপুনঃ যে অকল্যাণকে কল্যাণ বলিয়া গ্রহণ করি এবং যাহার নিকট কল্যাণ কামনা করি, তিনি যে নিজে বা যথার্থ কল্যাণ প্রদানে অসমর্থ এবং কোন বস্তু আমাদের নিত্য কল্যাণদাতা এবং কি ভাবে আমরা সেই কল্যাণলাভে সমর্থ হইব, এই সকল কথা সরল গানে লিখিত। এই গীতিগ্রন্থ বাস্তবিকই কল্যাণের কল্পতরু, ইহা প্রত্যেককে নিত্যকল্যাণ প্রদানে [illegible]

শ্রীল চক্রবর্ত্তি ঠাকুরের টীকা সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠাকুর কৃত টীকা ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কৃত অনুবাদ। টীকাকারের জীবনী, শ্লোক সূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি বহু প্রয়োজনীয় বিষয় সম্বলিত প্রায় ৮০০ পৃষ্ঠা। উৎকৃষ্ট সিল্কে বাঁধাই ২৲ দুই টাকা, কাগজে বাঁধা ১৷৹

শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ-কৃত ভাষ্য সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

কাগজ ও ছাপা উৎকৃষ্ট। সিল্কে বাঁধাই, সোনার জলে নাম লেখা রাজসংস্করণ ২৲ টাকা, সাধারণ সংস্করণ ১৷৹, গৌড়ীয়ের গ্রাহকপক্ষে ১৷৹

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি

([illegible])

বিষয়:—১। [illegible] ব্যাকরণ শব্দাবলীর অর্থ, ২। চারি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের চরিত্র, ৩। [illegible] শ্রীমন্দির ও শ্রীবিগ্রহের বিবরণ, ৪। বৈষ্ণবগ্রন্থ ও গ্রন্থকারগণের কাহিনী ও বিবরণ, ৫। বিষয় বিশেষের লৌকিক ও শাস্ত্রীয় আকরমূলে যাবতীয় কথা। চারিখণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। [illegible] খণ্ড ৷৹, ২য় খণ্ড ৷৵৹, ৩য় খণ্ড ৷৹, ৪র্থ খণ্ড ৷৷৹, [illegible] খণ্ড যন্ত্রস্থ।

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ—১ম খণ্ড ১৲ এক টাকা

২য় খণ্ড ১৲ এক টাকা। শ্রীমদ্ভাগবতের [illegible] গৌড়ীয় গ্রাহকগণ ।৹ টাকায় তুই খণ্ড [illegible] বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমজ্জীব গোস্বামিপাদের [illegible] [illegible] ভক্তগণের অধিক প্রয়োজনীয় [illegible] উৎকৃষ্ট কাগজে [illegible] আকারে মুদ্রিত হইতেছে।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর [illegible] সংকলিত

সদাচারস্মৃতিঃ

ভিক্ষা ।৹ মাত্র

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (প্রাচীন নবদ্বীপ) নদীয়া।

[illegible] কলিকাতা।

রেজেষ্টারীকৃত

মদন মঞ্জরী

বটিকায় স্বপ্ন ও শুক্রতারল্য, ইন্দ্রিয়শক্তির হ্রাস, প্রস্রাবে শুক্রপাত, মধুমেহ, স্নায়ুদৌর্ব্বল্য, বুক ধড়ফড়ানি, অনিদ্রা প্রভৃতি লক্ষণ সত্বর নির্দ্দোষ আরোগ্য হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ৪০ বটী ১৲ এক টাকা।

"নপুংসকারি ঘৃত"

পুরুষত্বহানি রোগে বাহ্য প্রয়োগ। [illegible] করিয়া শক্তিশালী করে। মূল্য [illegible] ১৲ টাকা।

"রমণীবিলাসিনী বটিকা"

দীর্ঘকাল রমণক্ষমতা ও শক্তি [illegible] বৃদ্ধি করিতে অদ্ভুত ক্ষমতা। মূল্য ১৬ বটী ১৲ এক টাকা।

[illegible] নারায়ণজী, কেশবজী

১৭৭নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

বিজ্ঞাপন

সাবধান! সা[illegible]!!! সাবধান!!!

জে, বি, দত্তের [illegible] তৈল

[illegible]

J. B. D[illegible]

[illegible]

কে[illegible]

[illegible]

[illegible] কলিকাতা।

পর বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

এখানে আহার এবং বাসস্থান দিয়া বিদ্যার্থিগণকে বিভিন্ন শিক্ষণীয় বিষয় শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। অনেক ছাত্র ইতোমধ্যেই আসিয়া পাঠ আরম্ভ করিয়াছেন। বর্ত্তমান বর্ষে সকল ছাত্রই গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

প্রধান অধ্যাপক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রচন্দ্র কাব্য ব্যাকরণ-সাংখ্য-বেদান্ত-ষড়দর্শন-তীর্থ, সাংখ্য ও বেদান্তরত্ন, সাহিত্যশাস্ত্রী, মহামহোপাধ্যায় চম্পতি।

অধ্যাপক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গৌরদাস ব্রহ্মচারী ব্যা[illegible]তীর্থ

শ্রীধাম মায়াপুর পরবিদ্যাপীঠ, (নদীয়া)

বেদনাঞ্জন

শ্রেষ্ঠরত্ন

কলিকাতা কংগ্রেস একজিবিসন হইতে বহু প্রশংসা প্রাপ্ত ও বহু গণ্যমান্য ভদ্রমহোদয়গণ কর্ত্তৃক প্রশংসিত।

আজকাল পারার-চন্দন মিশ্রিত ও বিষাক্ত আহার্য্য সেবনে শরীরের রক্ত স্বতঃই দোষিত হইয়া পড়িতেছে। রক্তই মানব-দেহের শ্রেষ্ঠ উপাদান, এই রক্ত দোষিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মানব বাত, বেদনা, মাথাধরা, মাথাঘোরা, দৃষ্টিশক্তির হ্রাস, দাঁতের গোড়া ফুলা, দাঁত কনকনানি, দাঁতে পোকা এবং দাদ, চুলকানি প্রভৃতি কষ্টদায়ক চর্ম্মরোগে আক্রান্ত হইতেছে। যদি আপনি একান্তই ব্যাধিমুক্ত হইতে চান, তাহা হইলে অযথা পয়সার অপব্যয় না করিয়া অল্প ব্যয়ে এক শিশি **বেদনাঞ্জন** ক্রয় করিয়া ইহার কার্য্যকারী-শক্তি উপলব্ধি করুন। গুণের তুলনায় মূল্য অতি সামান্য, এক শিশি ।৵০ আনা মাত্র মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

প্রোপ্রাইটার্স—এ, সি, চাটার্জ্জী এণ্ড ব্রাদার্স।

৪৩নং হেলকাট লেন, সালিকা হাওড়া।

সকল ঔষধালয় দোকানে ও বড় বড় ডাক্তার খানায় পাওয়া যায়।

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

যদিও অদ্যাপি প্রকৃত মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য, তথাপি যাঁহারা নানাবিধ অনেসর্গিক উপায়ে অপরিমিত শক্তি নষ্ট করিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন এবং নানা প্রকার মেহ, প্রমেহ ধাতুদৌর্ব্বল্য, স্নায়বিক দুর্ব্বলতা, বহুমূত্র, স্বপ্নদোষ, পারদ সংক্রান্ত পীড়া, অর্শ এবং স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে যাহারা বাধক, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, প্রদর, শ্বেত ও রক্তপ্রদর, হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি রোগে ভুগিয়া জীবনে নিরাশ হইয়াছেন, তাঁহারা আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটার সাহেবের আবিষ্কৃত **ইলেক্ট্রিক সলিউসন** ব্যবহার করিয়া বাঁচিতে পারেন, তাহার শত সহস্র প্রমাণ প্রতি বৎসরেই পাওয়া যাইতেছে। যাঁহারা অন্যান্য বহুবিধ ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরোগ্য হইতে পারেন নাই, তাঁহারা একবার এই ঔষধটি ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক মাসের ব্যবহারোপযোগী এক শিশি ঔষধ ডাকমাশুলসহ ২।০ টাকা মাত্র।

সোল এজেণ্ট—ডাঃ ডি, ডি, হাজরা।

ফতেপুর, গার্ডেনরিচ পোঃ, কলিকাতা।

ঠিকানা স্মরণ রাখিয়া লিখিবেন।

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

অধ্যক্ষ

শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম.এ. এফ.সি.এস. (লণ্ডন)

ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক

(প্রফেসার)

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ বিশুদ্ধ ও শাস্ত্রমতে নিজ তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হয়। পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ক্যাটালগ পাঠান হয়। রোগের বিবরণ জানাইলে যত্নপূর্ব্বক ব্যবস্থা দেওয়া হয়। চিঠি পত্রাদি সম্পূর্ণরূপে গোপন রাখা হয়।

মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দুর)

(বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৪৲ টাকা

উৎকৃষ্ট স্বর্ণ, পারদ ও আমলাসার গন্ধক দ্বারা যথাশাস্ত্র প্রস্তুত।

নিত্য প্রয়োজনীয় সর্ব্বরোগনাশক মহৌষধ

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৩৲ টাকা

উৎকৃষ্ট কাশীর আমলকী, বংশলোচন প্রভৃতি যাবতীয় উপাদানে পূর্ণ মাত্রায় যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। কাশ, কাসি, সর্দ্দি, যক্ষ্মা, ক্ষয়রোগ, হৃদরোগ প্রভৃতি রোগের মহৌষধ। সকলপ্রকার দুর্ব্বলতা নাশক অত্যাশ্চর্য্য পুষ্টিকর মহৌষধ বা খাদ্য বিশেষ।

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬৲ টাকা

ইহা সেবনে ধাতুদৌর্ব্বল্য, শুক্রহীনতা, স্বপ্নদোষ, প্রমেহ ও ধ্বজভঙ্গ সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায়। ইহা অপরিসীম আনন্দদায়ক রসায়ন।

অবলাবান্ধব যোগ

প্রদর, বাধক প্রভৃতি জরায়ুদোষ ও যোনিগত দুরারোগ্য রোগের মহৌষধ

মূল্য—১৬ মাত্রা ২৲ টাকা। ৫০ মাত্রা ৫৲ টাকা মাত্র

বিশুদ্ধ জল! ভয় নাই! বিশুদ্ধ জল!!

লক্ষ্মী টিউব-ওয়েল কোং

২০৫নং নবাবপুর, ঢাকা

বর্ত্তমান-যুগের নব-আবিষ্কার প্রণালীদ্বারা উন্নত বৈজ্ঞানিক-খনন-প্রণালীতে নলকূপ (*Tube-well*) নির্ম্মাণ করা হয়। বঙ্গের লাট বাহাদুর, প্রাইভেট সেক্রেটারী, জিলা-ম্যাজিষ্ট্রেট, জিলা-বোর্ডের চেয়ারম্যান, ইঞ্জিনিয়ার, জমিদার, তালুকদার, প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত ভদ্রমহোদয়গণ এই কোম্পানীর কার্য্য দেখিয়া প্রশংসা করিয়াছেন। রাসায়নিক পরীক্ষায় জল বিশুদ্ধ না হইলে মূল্য গৃহীত হয় না। বিস্তৃত বিবরণের জন্য পত্র লিখুন।

বৃত্তিসহ সমগ্র

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

ভিক্ষা ২৲ টাকা। শিক্ষার্থি-ছাত্রের পক্ষে ১॥০ দেড়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীপরবিদ্যাপীঠ, শ্রীগৌড়পুর

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

মনোমোহন প্রেস

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা

পূর্ব্ব বাঙ্গালায় সুলভে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত

বৈদ্যুতিক মেশিনে দিবারাত্র কাজ চলিতেছে

বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা।

শ্রীধাম পুর নদীয়া প্রকাশ কার্য্যালয় হইতে—শ্রীবিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

স্থানীয় সংস্করণ

Registered No. C 1544

বিজ্ঞাপনের হার

প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩।০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র।

মূল্যের হার
অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক ৯
ষাণ্মাসিক ৫
ত্রৈমাসিক [illegible]
মাসিক [illegible]
নগদ
প্রতি সংখ্যা [illegible]

৪র্থ খণ্ড | সম্পাদক—প্রত্নবিদ্যালঙ্কার শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী | [২৩৯ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্য মঠ শ্রীধাম মায়াপুর—১লা পৌষ সোমবার ১৩৩৬, ১৬ই ডিসেম্বর ১৯২৯

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থাবলী

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্—শ্লোক সূচী, বিষয়-সূচী প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত। [illegible], প্রতি খণ্ড সাধারণ পক্ষে [illegible] গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশ গ্রাহক পক্ষে ।৵০
২। [illegible] সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ) ৫৲
৩। [illegible] ৫।০
৪। গৌড়ীয়-[illegible] ।০
৫। [illegible] ॥০
৬। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
" " " আবাঁধা ৸০
৭। গীতা (শ্রীবলদেবভাষ্য [illegible] বাঁধা ২৲ আবাঁধা ১॥০
গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি-টীকা [illegible] বাঁধা ১৲ আবাঁধা ৸০
[illegible] ॥০
৮। [illegible]) ২৲
১০। [illegible] (রামানুজীয়) ॥০
১১। [illegible]
১২। শ্রী[illegible] (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৩। [illegible]
[illegible] ।৶০
১৫। [illegible]
১৬। সাধনপথ (৩য় সংস্করণ)
১৭। আচার ও আচার্য্য
১৮। [illegible] ৸০
১৯। [illegible] (নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৶০
২০। শ্রীন[illegible] মাহাত্ম্য ৫।০
২১। নবদ্বীপ[illegible] (প্রমাণখণ্ড) ৫।০
২২। শ্রীনবদ্বীপ[illegible] [illegible]
২৩। শ্রী[illegible] দর্পণ ।০
২৪। [illegible], গীতাবলী, সাধনকল, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, নবদ্বীপ[illegible], [illegible] ও [illegible] ।৫০
২৫। [illegible] ও [illegible]
২৬। সাধনকল্প [illegible]
২৭। সংস্কার দীপিকা
২৮। [illegible] (প্রথম চারিখণ্ড)
২৯। [illegible]
শ্রী[illegible] শিক্ষা
[illegible]
[illegible]
[illegible] দ্বিতীয় সংস্করণ।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

ইংরাজী ভাষায় ভক্তিগ্রন্থ

১। শ্রীচৈতন্যচরিত ও শিক্ষা ।০
২। নামভজন ।০
৩। বৈষ্ণব ধর্ম আদর্শ ও [illegible] ।০
৪। ভাগবতীয় দর্শননীতি ও ধর্ম ।০
৫। [illegible] ও প্রেমধর্ম ।০
৬। গৌড়ীয়মঠ কি করেন /০

ধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপ-প্রদর্শনী, নদীয়া

(৩রা ফেব্রুয়ারী হইতে ১৭ই মার্চ্চ, ১৯৩০ পর্য্যন্ত)

প্রদর্শনীর সকল জ্ঞাতব্য বিষয়ের জন্য সেক্রেটারী মহোদয়ের নিকট আবেদন করুন।

শ্রীকুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ,
শ্রীচৈতন্য মঠ, শ্রীধাম মায়াপুর পোঃ আঃ, (নদীয়া)।

দেবনাগরাক্ষরে ভক্তিগ্রন্থ

১। [illegible]
২। [illegible]
৩। [illegible]
৪। [illegible]
৫। [illegible]
[illegible]

পানম

অক্‌ মেডিকেল জার্নাল নামক আয়ুর্বেদীয় মাসিক পত্রিকায় তামাককে মদ্য-শ্রেণীভুক্ত করা হইয়াছে। ঐক্য লাহোর বলেন—"তামাক মানুষের শারীরিক পুষ্টির বাধা … পাকস্থলীর ক্ষমতা হ্রাস করে, … পূর্ণ করে … সাক মাত্রায় তামাক খাইলে বুদ্ধির ভ্রংশ হইতেও দেখা যায়। একজন তামাক খোর সারা তামাক খাইয়া রোগে পড়ে। লেখক তাহার চিকিৎসা করেন তাহার পা অসাড় এবং … দৃষ্টি … ক্ষীণ হইয়া পড়ে। তামাক ছাড়া … দিবার পর হইতেই তাহার স্বাস্থ্যোন্নতি আরম্ভ হয়। আমেরিকায় অদ্ভ মহিলাগণ এক হাতে মেডেল ও অন্য এক হাতে সিগারেট ধরার প্রথা প্রচলিত করিয়াছেন।

চা ও কফি পানদোষ নয়। ইহাতে কেবলমাত্র উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। চা বা কফি খাইলে আর কিছু খাইতে ইচ্ছা হয় না—আর সিগারেট ছাড়া। ইহাকে … কমাইয়া দেয়, … খাবার খাওয়া হয় না। এক গেলাস পান করিলেই বেশ জোর পাইলাম বলিয়া বোধ হয় কিন্তু … করিয়া যায় বিজ্ঞাপনে দেখা যায় ইহাতে সমস্ত রোগ নষ্ট করে। কিন্তু পাঠকগণ যেন স্মরণ রাখেন যে ধনী … এইরূপ বিজ্ঞাপনের হেতু। মানুষ চা পান অভ্যাসের বশীভূত হইলে তাহাদের লাভ, কিন্তু চা-পায়ীদিগের ক্ষতি।

… মনোদেশের চিকিৎসকগণ একটী বিষয়ে একমত, মদ্য পানে পরিপাক শক্তি কমিয়া যায় এবং … প্রভৃতি রোগ উৎপন্ন হয়। … করে মদ্য পান করিলে আর ছাড়িতে পারে না, একবার পান করিলে পুনরায় মদ্য পিপাসা হয়। … সাপের বিষ অপেক্ষা মদ্যাদির ফল ভয়ানক।

সাপে কামড়াইলে মানুষ মরিয়া যায় এবং তাহার সকল … অবসান হয়। কিন্তু মদ্যে পরিপাক শক্তি কমে, অম্লযানের … অংশ কমিয়া যায়, মস্তিষ্কের বিকৃতি উৎপাদন করে, যকৃতের … বাধাত করে শিরা … পাকযন্ত্রের প্রদাহ উৎপন্ন হয়, … পাতিক জ্বর এবং মানুষের জীবনী শক্তি নষ্ট হয়। ইহাতে বহু লোকের জীবনই নষ্ট … গত মহাযুদ্ধে এক কোটি … আরও এক কোটী লোক … প্রাণ ত্যাগ করিয়াছে কিন্তু … কোটী লোক মদ্য … হইয়াছে … অপেক্ষাও … অধিক … হইয়াছে।

—

আমাদের এই ক্ষুদ্র শরীরের … শত্রু। ইহাতে … থাকে। তাহাতে … কে অগ্রাহ্য … করে। অতিক্রম হইতে শক্তির হ্রাস করে।

জাতি সমস্ত এবং পৃথিবীর সমস্ত দেশেরই শাসক-সম্প্রদায় … নিবারণ জন্য চেষ্টা করিতেছেন কিন্তু ভারত গবর্ণমেন্ট এ … উপায়ে যে প্রদান … স্থির করিতে পারিতেছেন … কুঅভ্যাস দমন … দেওয়া এবং উপযুক্ত … করা আবশ্যক। আজকাল … হয়, … কাজ করা যায় হয়। … হয় এবং সেই … হইলে আর … লোকের স্বাস্থ্য নষ্ট হইবার … হয়। যখন সমস্ত … শূন্য হইয়াছে তখন … স্বাস্থ্য বিভাগের … মদ্যপানের বিপক্ষে কোন কথা … সাহস করেন না। পাছে তাঁহাদের চাকুরী যায়।

ভারতবর্ষ মদ্য বর্জিত স্থান বিশেষ। সুতরাং … মদ্যপায়ী হয় তাহা হইলে … আর কিছুই নাই; তবে যদি সাধুপুরুষ … তবেই পানদোষ নিবারণ হইতে পারে।

—

নানা কথা

হারাণ ট্রাঙ্কের সন্ধান

বিগত শনিবার কলিকাতা হইতে মুর্শিদাবাদে যাইবে ১১নং আপ ট্রেণ কৃষ্ণনগরে নামিবার সময় ইণ্টার ক্লাসের গাড়ীতে জনৈক ভদ্রলোক একটী নূতন … ট্রাঙ্ক ভুলিয়া ফেলিয়া গিয়াছিলেন। ঐ গাড়ীতে শ্রীধাম-মায়াপুরস্থিত শ্রীচৈতন্য-মঠের ট্রাষ্টি শ্রীযুক্ত পরমানন্দ ব্রহ্মচারী বিদ্যারত্ন মহাশয় আসিতেছিলেন। তিনি ধুবুলিয়া নামিবার সময় ঐ ট্রাঙ্কটী নামাইয়া ধুবুলিয়া ষ্টেসন মাষ্টার বাবুর মারফতে কৃষ্ণনগর পাঠাইবার বন্দোবস্ত করিয়া আসিয়াছেন। যিনি ঐ ট্রাঙ্কটী ভুলিয়া ফেলিয়া গিয়াছিলেন তিনি কৃষ্ণনগর ষ্টেসন হইতে ট্রাঙ্কটী গ্রহণ করিবেন এবং জিনিষটী পাইবার পর আমাদের দয়া করিয়া জানাইবেন।

—

আবার ইংলণ্ডে ভীষণ ঝড়বৃষ্টি

গত ১২ই ডিসেম্বর প্রাতে লণ্ডনে ও নববর্ষীতে ঝড়বৃষ্টি ও অশনিপাত আরম্ভ …

লালাজীর প্রতিমূর্ত্তি

লালা লাজপতের প্রতিমূর্ত্তি উন্মোচনের তারিখ ২৬শে ডিসেম্বর নির্দ্ধারিত হইয়াছিল। কিন্তু এই কার্য্যের জন্য কোনও স্থান এখনও নির্দিষ্ট না হওয়ায় ঐ তারিখে সম্পন্ন হইতে পারিবে না। তারিখ ঠিক হইলে পুনরায় বিজ্ঞাপিত হইবে।

বীর-ভারত সম্পাদক ৫০০০৲ টাকা জামিনে মুক্ত

'বীরভারত' পত্রিকার সম্পাদক, প্রিণ্টার এবং প্রকাশক পণ্ডিত মেলারামের বিরুদ্ধে ১৫৩এ এবং ১২৪এ ধারানুসারে ওয়ারেণ্ট বাহির হইয়াছিল। তিনি মফঃস্বল হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া নিজেই এডিসন্যাল ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেটের কোর্টে উপস্থিত হন। তিনি পাঁচ হাজার টাকা জামিনে মুক্তি লাভ করিয়াছেন। ডাঃ সত্যপাল এবং সর্দ্দার শার্দ্দুল সিংহ জামিন হইয়াছেন।

জয়পুরের মহারাজ সম্রাট কর্ত্তৃক অভ্যর্থিত

লণ্ডনের ১২ই ডিসেম্বরের সংবাদে প্রকাশ, পঞ্চম জর্জ সম্রাট জয়পুরের মহারাজকে অভ্যর্থনা করিয়াছেন।

ইংলণ্ডের নভেম্বরের আমদানী রপ্তানি

লণ্ডনের বাণিজ্য-সংক্রান্ত বোর্ডের সংবাদে প্রকাশ, তথায় গত নভেম্বর মাসে ১০৮২১৩০০০ ষ্টার্লিং মূল্যের দ্রব্য আমদানী এবং ৬৩১২৮০০০ ষ্টার্লিং মূল্যের দ্রব্য রপ্তানী হইয়াছে। আমদানী গত বৎসরের নভেম্বর হইতে ১২৯৬০০০ ষ্টার্লিং বেশী এবং রপ্তানী ৬১২০০০ ষ্টার্লিং কম।

—

একই যানে ত্রি-পথ ভ্রমণ

পৃথিবীর একভাগ স্থল, তিনভাগ জল, তার মাথার উপরে অনন্ত আকাশ। জল ও স্থলপথে যাতায়াতের জন্য বহু প্রাচীনকাল হইতে যানের ব্যবস্থা হইয়াছে। কয়েক বৎসর-ও শূন্যে বিচরণের জন্য উড়োজাহাজ নির্ম্মিত হইয়াছে। সম্প্রতি পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক এমন এক যন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়াছেন যাহা জলেও চলিবে, স্থলেও চলিবে, আবার শূন্যেও চলিবে। একই যানে ইচ্ছামত ত্রি-পথ ভ্রমণ হইবে। জলে ভাসিবার সময় অবশ্য ইহার তলদেশে বিশিষ্ট ধাতুনির্ম্মিত পর্টন বা নৌ … সংলগ্ন করিয়া দিতে হইবে। শূন্যে উড়িবার কালে আবার এই যন্ত্রের সহিত বাতাস কাটিবার … লাগাইয়া দেওয়া চাই। এই যন্ত্র … শূন্যে চালাইয়া

পরীক্ষা করা হইয়াছে। ইহাতে মাত্র ছইজন আরোহীর স্থান আছে। পৃথিবীর সর্ব্বত্র ভ্রমণকল্পে … নিমিত্ত এইরূপ … উদ্ভাবকের।

জন্তুর অভিনব শিক্ষা

প্রাচীন কালে শান্তিরসাস্পদ তপোবনে মুনিঋষিগণের … জীব-জন্তু হিংসা ভুলিয়া একত্রে বিচরণ করিত। সে সকল দিন চলিয়া গিয়াছে। এক্ষণে রুষ বৈজ্ঞানিক মস্কো সহরে এক অভিনব প্রতিষ্ঠান স্থাপিত করিয়া জন্তু-জানোয়ারকে নূতন ধরণে জীবন গঠনে শিক্ষা দিতেছেন। এই বৈজ্ঞানিকের নাম … তিনি বহু বৎসর ধরিয়া বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে প্রাণিগণের মনোবিজ্ঞান অধ্যয়ন করিয়াছেন। তাঁহার পরিচালনে, তাঁহার শিক্ষার গুণে জন্তুর অদ্ভুত আচার-ব্যবহার দেখা দেখা যায়। সেখানে একটী নেকড়ে বাঘ একটী ভেড়ার সহিত … করে। ভেড়াকে ভয় করিতে নেকড়ে বাঘকে শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে। বনমানুষ লিখিতে শিখিয়াছে। নিরীহ মূষিক … পরিণত করা হইয়াছে। একটী বন বিড়াল একটী ইন্দুর ছানাকে পালন করিতেছে। একটী পোষা বিড়াল একদল ইন্দুরকে লালন-পালন করিতেছে। একটী ভল্লুক জল তুলিবার যন্ত্র চালনা করে। বন্দুক ছোড়া হওয়া মাত্রই কতকগুলি পক্ষী বন্দুকের প্রস্তভাগে উড়িয়া বসে। কুকুরেরা কথা কহিতে শিখিয়াছে। ডুবারের শিক্ষিত কতকগুলি মাংসাশী জন্তুকে সিলযুদ্ধের সময় খনি খনন কার্য্যের জন্য লাগান হইয়াছিল।

—

জার্ম্মানিতে ইংরাজসৈন্য

জার্ম্মানীর রাইনল্যাণ্ড অঞ্চলে যে ইংরাজ সৈন্য রাখা হইয়াছিল তাহারা সে প্রদেশ ত্যাগ করিয়া ইংলণ্ডে চলিয়া গিয়াছে। তাহারা এগার বৎসর যাবৎ ঐ স্থান দখল করিয়াছিল।

—

বিজ্ঞাপন

সাধারণের হিতার্থে জানাইতেছি যে, কলিকাতার ২১৪নং বহুবাজার ষ্ট্রীটস্থ "বৈদ্যশাস্ত্রী" মহোদয়ের রচিত মানবের রূপ না হইতে পারে এরূপ দশ … সম্বলিত "কামশাস্ত্র" গ্রন্থখানি এখনও যিনি পাঠ করেন নাই, তিনি অচিরে ঐ ঠিকানায় আবেদন করুন বিনামূল্যে প্রাপ্ত হউন। উহা পাঠে উপকৃত হইয়া ৭৫০০০ হাজার লোক কৃতজ্ঞ হইয়াছেন। পড়িলেই সত্যতা উপলব্ধি হইবে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২১শে পৌষ সোমবার—১৩৩৬

সাময়িক প্রসঙ্গ

কাল কলি। আজকাল শেঠজির দল পাটোয়ারী চালে চলিতেছেন। শেঠজিদের দোকানে বসিয়া অনেক সাহিত্যজীবী পাটোয়ারীই মৎলব ভাঁজিতেছেন। পাটোয়ারীগণ নিজ নিজ ব্যবসায়ের উন্নতির জন্য কেহ বা সাহিত্যিক, কেহ বা ব্যবহারজীবী।

———

শেঠজিদের নেতাকে সভাপতি করিয়া পাটোয়ারী-মণ্ডল শ্রীধাম মায়াপুরের বিরুদ্ধে গত বৎসর হইতে নানা প্রকার জাল্-জালিতে রত থাকায় লোকের চিত্তবৃত্তি তাহাদের ঘৃণ্য ব্যবহারে তাহাদের প্রতি অশ্রদ্ধালু হইয়া উঠিতেছে। তাহারা প্রকৃত তথ্য গোপন করিয়া স্থানান্তরে ম্যাজিক-লণ্ঠনের সাহায্যে শেঠজিদের ভোগা দিয়াছেন।

———

পাটোয়ারীদলকে অর্থ দ্বারা শেঠজিগণ বাধ্য করায় শেঠজিদের গুরুকল্প মুখাপেক্ষিগণও কৃত্রিমতার ধামাধরা হইয়াছেন! অবৈধ উপায়ে অশাস্ত্রীয় কথা স্বীকার না করিলে শেঠজিগণ তাহাদের মুখাপেক্ষী গুরু পুরোহিতকে বাদ দিবে। ভয় দেখাইবার ফলে তাহারাও ঐ দলে মিশিয়াছে।

আজকাল বাল্‌তির দোকানেও পাটোয়ারী চাল দেখা যাইতেছে। শেঠজিরা অফুরন্ত ধনভাণ্ডার লইয়া কনক-কামিনী প্রতিষ্ঠাশা-সম্ভার সংরক্ষণকল্পে ভাগবত-ধর্ম্মের উপরও হস্তক্ষেপ করিতেছেন। শেঠজিগণ জানেন না যে, 'ভগবান্' বলিলেই তাঁহার 'ধাম' আছে। মায়াবাদিগণের বিচারে ভগবান্‌ও নাই, শ্রীধামও নাই। ভোগিগণ শেঠজিগণের ধামাধরা। তাঁহারা শ্রীধামের ধার ধারেন না।

———

নির্ব্বিশেষবাদীর বিচারে ধামের অস্তিত্ব তাঁহারা দেখিতে না পাইলেও শ্রীধাম কখনও লুপ্ত হইবে না। ভগবদ্ভক্তগণ জগৎকে শ্রীধাম দেখাইবেনই। যাঁহারা ধর্ম্মকে ব্যবসায়ের অঙ্গ বলেন, এবং ব্যবসা চালানই ধার্ম্মিকতা মনে করেন সেই শ্রেণীর লোকদিগকে বিচারক সম্প্রদায় অধিক আমল দেন না।

শ্রীধাম-বিরোধিদল আত্মগণের যোগে বিচারককে ভোগা দিবার যে চেষ্টা করে, সেই ভোগায় ভুলিয়া নিরপেক্ষ বিচারক কখনই তাহাদের অবৈধ চেষ্টার সাহায্য করিতে পারেন না। গবর্ণমেণ্ট শেঠজিকে নিজ নিজ দোকানদারীর কেন পোষকতা করিবেন? বণিক্ সমাজের উদরপূর্ত্তি হইলে গবর্ণমেণ্টের অন্যান্য প্রজা নিপীড়িত হয়। সুতরাং বণিক্‌দলের স্বার্থপরতা সম্বর্দ্ধনের জন্য নিরপেক্ষ বিচারকগণ সত্যের অমর্য্যাদা করেন না।

—

বণিক্‌গণ মনে করিতে পারেন, গবর্ণমেণ্ট বণিক্‌গণের ধর্ম্মব্যবসায়ের সাহায্য করিবেন। ম্যাজিষ্ট্রেট স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, ধার্ম্মিক-সজ্জায় সজ্জিত কোনও বণিকের সাহায্য করিতেই গবর্ণমেণ্ট প্রস্তুত নহেন। কিন্তু ধর্ম্মের ব্যবসাদার শেঠজিগণ বলেন, গবর্ণমেণ্টের পোষ্টাফিস-বিভাগ যখন ব্যবসার ক্ষেত্র, তখন আমরা বণিক্‌সম্প্রদায় গবর্ণমেণ্টের বিচার খরিদ করিয়া লইব।

—

শ্রীধাম মায়াপুরে কোনও বণিক্‌ই ধর্ম্মের ব্যবসায় করিবার জন্য প্রবেশ করিতে পারে না। কোন লম্পটই নিজের কামুকতা সম্বর্দ্ধনের জন্য কোন ক্ষেত্র লাভ করিতে পারেন না। শ্রীধামে বসিয়া বণিক্ বুদ্ধিবশে ধর্ম্মের নামে উদরভরণ ও ভগবান্‌কে ফাঁকি দিয়া তাঁহাকে পণ্যদ্রব্য এবং তাঁহার ধামকে পণ্যাবচারে পরিণত করিয়া ভগবান্‌কে কলা দেখাইবার পথ শ্রীচৈতন্যদেব বহুকাল পূর্ব্বে রোধ করিয়াছেন।

'স্ত্রীপুত্রাদিকথাং' শ্লোক পাঠ করিলেই জানা যায় যে, আচার্য্যের কার্য্যকারী ভগবদ্দাসগণ ধর্ম্মের অজুহাতে বা ধার্ম্মিকতার আবরণে নিজ নিজ স্বার্থ পোষণের জন্য লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাশা প্রভৃতি ঘৃণ্য পণ্যসমূহকে প্রয়োজন-জ্ঞানে ভক্তিধর্ম্মের অমর্য্যাদা করেন না।

—

বিবদমান মাড়োয়ারগণের মীমাংসার জন্য বানরের তৌলদণ্ড ধারণ নিরপেক্ষতার সুষ্ঠু রীতি নহে—ইহা পদ্মাবলী-টীকাতে ঈশপ সাহেব লিখিয়াছেন। শ্রীনবদ্বীপ-ধাম-প্রচারিণী-সভা কাল্পনিক মেকি মিয়াপুর স্থাপনকারিগণের কপটতা-মূলক বিবাদের পক্ষভুক্ত হইতে চান না; যেহেতু তাঁহারা অর্থগৃধ্নু, লম্পট, প্রতিষ্ঠালিপ্সুগণকে ভক্তিমান্ বা সত্যবাদী বলিয়া মানেন না।

—

শেঠজিগণের ভক্ত-সম্প্রদায় পুরী ও ভারতের দেশে নানাপ্রকারে তাণ্ডব নৃত্য করে। ভাল ভাল লোক বলেন যে, উহাদের কথায় কর্ণপাত না করিয়া নিজ কর্ত্তব্য পথে চলাই [illegible] ভাল। নচেৎ উহাদের চলি[illegible] করে কুকুর যদি ঘেউ ঘেউ করি[illegible], হাতী [illegible] [illegible]।

[illegible] মঙ্গল ভাজিয়া ধর্ম্মের নামে বিপথ-গামী হউক না কেন, তাহাদের সংসঙ্গ ছাড়িয়া দিলেই তাহারা নিজ নিজ কদর্য্য স্বভাব ত্যাগ করিবে। নতুবা তাহাদের সহিত সংস্রব স্থাপন করিয়া কথায় জবাব দিতে গেলেই তাহারা নানাপ্রকারে ছলনা ও চাতুরীর আশ্রয় গ্রহণ করিবে

———

৮০ বৎসর পূর্ব্বে এই স্থানের নাম শ্রীমায়াপুর ছিল। ইহা প্রমাণ করিতেছেন —"কায়স্থ কৌস্তুভ"। ৫৪ বৎসর পূর্ব্বে ইহা মায়াপুর নামে অভিহিত হইত। ইহা প্রমাণ করিতেছেন—স্যার *W. W. Hunter* সাহেব। মহাত্মা শ্রীচৈতন্যদাস, বৈষ্ণব সার্ব্বভৌম শ্রীজগন্নাথদাস এবং তাঁহাদের অনুগত পরলোকগত কুলিয়া সহর নবদ্বীপবাস্তব্য মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যারত্ন এম, এ, বি, এল্ ম্যাজিষ্ট্রেট মহাশয়-প্রমুখ ৭৩ ব্যক্তি শ্রীধাম মায়াপুরে শ্রীগৌরজন্ম-ভিটার নিরপেক্ষ সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছেন এবং হৃদয়ের সহিত পূজা করিতেন।

শ্রীনবদ্বীপধাম-প্রচারিণী সভা যাহা [illegible] দশ শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থের বিতরণ কার্য্য পুনঃ-প্রবর্ত্তি প্রাতঃস্মরণীয় পঞ্চশ্রী শ্রীমন্মহারাজ ও [illegible] ও স্বাধীন ত্রিপুরেশ্বর ধর্ম্মরাজ রাধাকিশোর এবং মহারাজ বীরেন্দ্র কিশোর ও বর্ত্তমান স্বাধীন ত্রিপুরাধিপতি বীর বিক্রম কিশোর মাণিক্য মহারাজ-চতুষ্টয় অধীশ্বর ছিলেন ও আছেন, সেই সভায় শেঠজিগণের উক্ত ধর্ম্মপালকগণের অনুগত হওয়াই আবশ্যক।

———

ধর্ম্মের বিরুদ্ধে ও ধামের বিরুদ্ধে যোগছলনায় কপটতাবেশে বিরোধ করিতে গেলে ভগবান্ ও ভগবদ্ভক্তগণ কেহই তাহাদের মঙ্গল বিধান করেন না। একেত বিষয় বিষরসপ্রমত্ত জনগণ তাঁহার উপর আবার ধর্ম্মের আবরণে দুরাকাঙ্ক্ষা আনয়ন করা ঠিক নহে। বৈষ্ণব নামে অভিহিত হইবার যোগ্যতা উদিত হইলে আমরা যদি কাহাকেও নামস্মরণ [illegible] মধুর রসের গান শুনিতে শুনিতে কাহারও যদি ভুক্ত উন্নত করিবার [illegible], কাহারও যদি অসৎসঙ্গে উত্তরণ [illegible] হইতে অশ্রু নির্গত হয়, [illegible] বাজাইতে বাজাইতে মুখে [illegible] অপরকে পান করায়, [illegible]

[illegible] ধর্ম্মকে [illegible] দণ্ড বলিয়া অবিরাম [illegible] [illegible] করিয়া শ্রীনবদ্বীপ [illegible] [illegible] করেন, [illegible] তাহাকে শ্রীনবদ্বীপ ধাম প্রচারিণী সভাকর্ত্তৃক গ্রহণ করিতে [illegible]।

তাই বলি [illegible] অনেক লাঞ্ছনা কুদলে থাকিতে [illegible] গৃহবন্ধ হইয়া। বাতুল বসন ব্যবহার করিলেও আমি ভুলিব না। সাদা কৌপীন দেখাইলেও তোমার নৈষ্কর্ম্ম্যকাননের অনুসন্ধান করিব। যদি তোমাকে শাস্ত্র বিরুদ্ধ, নীতি বিরুদ্ধ ও অবৈধ কার্য্যে পটু দেখিতে পাই, দ্যূত, পান, স্ত্রী ও সূনা এবং অর্থগৃধ্নুতা প্রভৃতি দৌরাত্ম্যসমূহ তোমার মূল্য বদ্ধ হয়, তাহা হইলে তোমাকে শ্রীধামপ্রচারিণী-সভায় বা শ্রীধামে আসিতে দিব না।

ঘৃণ্য স্বভাব পরিহার করিয়া সাধুজীবন গ্রহণ কর, তোমার সত্যাশ্রয়াগিরি কাটিয়া গেলে তুমি দেখিতে পাইবে যে, কপটতা ধর্ম্মের অঙ্গ নহে, মিথ্যাচার ধর্ম্মানুষ্ঠান নহে, পবিত্র মানব-জীবনকে পাপ কার্য্যে নিয়োগ করিতে তোমাকে উৎসাহ কেহই দিবে না। পবিত্রতার আত্মচরিত পাঠ করিবা দেখ, সেও তোমাকে নিতান্ত ঘৃণা করে। তাহার জীবন অনেক ভাল; যদ্যপি কাশী, নবদ্বীপ ও বৃন্দাবনের নামধারী অধিবাসিগণের মধ্যে ঘৃণ্য-জীবন লোকের পাপাচার হইতেও অধিকতর দুষ্কর্ম্ম সাধিত হয়।

—

ক্রমোন্নতি ও আকস্মিকী প্রথা

[illegible] নিত্যবদ্ধ ও নিত্যমুক্ত [illegible] নিত্য কৃষ্ণচরণে উন্মুখ [illegible] অন্যাভিলাষ-বাসনা ব্যতীত [illegible] প্রকার ভোগবাসনা না থাকায় [illegible] পাপাত্মক সংসার-ক্লেশ ভোগ করিতে হয় নাই। [illegible] কৃষ্ণমনে [illegible] [illegible] নিজকে [illegible] বিচ্যুত করিতে পারেন। কৃষ্ণ [illegible] প্রাপ্য [illegible] করিয়া [illegible] [illegible] [illegible] করিয়া [illegible] প্রাপ্ত হইতে পারেন [illegible] জন্ম-মৃত্যু [illegible] না। [illegible] তাঁহাদের [illegible] নির্দ্ধারিত [illegible]।

নিত্যবদ্ধ জীব নিত্য কৃষ্ণ-বহির্মুখ। ইঁহারা সর্বক্ষণ কৃষ্ণ-সুখান্বেষণে নিযুক্ত থাকিবার পরিবর্ত্তে স্বসুখান্বেষণে তৎপর হওয়ায় মায়া-পিশাচীর কবলে পড়িয়া অহর্নিশ নিপীড়িত হইতেছেন। বদ্ধ জীবের এইরূপ নিপীড়ন হইতে উদ্ধার লাভ পূর্ব্বক কৃষ্ণ-[illegible] সম্বন্ধে মহাজনগণ দুইটি প্রথা নির্দ্দেশ করেন,—(১) ক্রমোন্নতি, (২) আকস্মিকী প্রথা।

ক্রমোন্নতি প্রথা

শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রয়াগে শ্রীরূপগোস্বামী প্রভুকে লক্ষ্য করিয়া জগজ্জীবকে [illegible] উপদেশ করেন। মহাপ্রভু [illegible] কহেন—বদ্ধজীব অনন্ত। তাহারা স্থাবর ও জঙ্গম ভেদে দ্বিবিধ। যাহারা অচল তাহারা স্থাবর এবং যাহারা সচল তাহারা জঙ্গম। বৃক্ষাদি স্থাবর জীব এবং তির্য্যক, জলচর ও স্থলচর ভেদে জঙ্গম জীবের ত্রিবিধ বিভাগ। শুদ্ধভক্তিপ্রচারের মূল মহাপুরুষ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর এই জীবের এইরূপ শ্রেণীবিভাগ করিয়াছেন,—(১) আচ্ছাদিত চেতন, (২) সঙ্কোচিত চেতন, (৩) মুকুলিত চেতন, (৪) বিকচিত চেতন ও (৫) পূর্ণ বিকচিত চেতন।

বৃক্ষ, তৃণ ও প্রস্তরগতিপ্রাপ্ত জীবগণ—আচ্ছাদিত চেতন। ইহাদিগের চেতন-ধর্ম্মের পরিচয় লুপ্ত-প্রায়। চেতনের ধর্ম্ম কৃষ্ণ-সেবা-বহির্মুখ হইয়া ইঁহারা জড়দেহে এতটা অভিনিবিষ্ট হইয়াছে যে, যাস্কোক্ত জন্ম, অস্তিত্ব, বর্দ্ধন, বিপরিণাম, অপক্ষয় ও বিনাশ—এই ষড়্‌বিকার (গীতা ২।২০ বলদেব-ভাষ্য) ব্যতীত ইহাদের পৃথক চেতন পরিচয় পাইবার আর কোন উপায় নাই। ইহা অপেক্ষা জীবের শাস্তি আর কিছু হইতে পারে না। ইন্দ্রিয়গণকে ইন্দ্রিয়াধিপতি হৃষীকেশ-সেবায় নিযুক্ত না করিয়া নিরন্তর বহির্মুখতাচরণের ইহাই পরিণাম—পতনের পরাকাষ্ঠা। অনন্ত বহির্মুখতার ফলেই জীবের এইরূপ দুর্দ্দশা লাভ হয়, আর কৃষ্ণের অহৈতুকী কৃপা-প্রভাবে এই দশা হইতে মুক্তি লাভ হয়। অহল্যা, যমলার্জ্জুন, সপ্ত তাল [illegible] পৌরাণিক ইতিবৃত্ত আলোচনা করিলে ইহা প্রতীত হইবে।

তির্য্যক, জলচর ও স্থলচরগণ—সঙ্কুচিত চেতন। পশু, পক্ষী, [illegible], কীট, পতঙ্গ, [illegible] জলচর—[illegible] চেতন [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হয়, [illegible]

ক্রমে সদ্গতি হয়। শ্রীমদ্ভাগবত জড় ভরতের উপাখ্যানে তাহা স্পষ্টীকৃত করিয়াছেন। জটায়ু পক্ষিজন্ম লাভ করিয়াও শ্রীরামচন্দ্রের কৃপা প্রাপ্ত হইয়া সদ্গতি লাভ করিয়াছিলেন। পশুপক্ষী প্রভৃতি জঙ্গম জীব শ্রীভগবানের অহৈতুকী কৃপা-প্রভাবে কাহার কোন না কোন সেবাধিকার লাভ করিয়া উচ্চ গতি লাভ করিয়া থাকে।

স্থলচর জীবগণের মধ্যে মানবজাতি অত্যন্ত অল্প-সংখ্যক। সেই মানবদেহে বদ্ধজীবের [illegible] বিকচিত ও পূর্ণ বিকচিত—এই [illegible] চেতনাবস্থার ক্রমোন্নতি দৃষ্ট হয়। কৃপালুবর শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃতে মানবগণকে নীতিশূন্য, নিরীশ্বর নৈতিক, কল্পিত ও বাস্তব সেশ্বর নৈতিক, সাধন ভক্ত ও ভাবভক্তভেদে পঞ্চভাগে বিভক্ত করিয়া উক্ত বিবিধ চেতনাবস্থার কোন অবস্থা কাহাদের প্রাপ্য, তাহা বিচার করিয়াছেন।

(১) পুলিন্দ, শবর প্রভৃতি অসভ্য বন্যজাতীয় মানবগণ এবং বিজ্ঞান, শিল্প ও সভ্যতা-সম্পন্ন মানবগণ নীতিশূন্য। ইঁহারা বেদবিরোধী না হইলেও বেদ-কাণ্ডের কোন নীতি পালনপর নহে। (২) বৌদ্ধ প্রভৃতি মানবগণ ঈশ্বর-বিশ্বাসী, শূন্যবাদী, বেদবিরোধী হইয়াও নৈতিক জীবন যাপন করেন, এজন্য ইহাদিগকে নিরীশ্বর নৈতিক বা কেবল-নৈতিক বলা যায়। (৩) বেদ-নিষ্ঠ ঈশ্বর-বিশ্বাসী মানবগণের মধ্যে যাহারা কেবল মুখে বেদ স্বীকার করে মাত্র, বস্তুতঃ বেদানুগত্য-শূন্য তাহারা বেদনিষিদ্ধ পাপাদির অনুষ্ঠানপর হইয়া বেদোক্তধর্ম্মাচারী নহে বলিয়া তাহাদিগকে একটী কল্পিত সেশ্বর নৈতিক বিভাগে গণ্য করা যাইতে পারে। পরন্তু যাঁহাদের সদাচার এবং ঈশ্বর-বিশ্বাস আছে, যাঁহারা বেদশাস্ত্র ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচার-[illegible]পর, তাঁহারা বাস্তব-সেশ্বর-নৈতিক। তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা ফলভোগানুসন্ধান করেন, তাঁহারা কর্ম্মী, যাঁহারা তত্ত্বজ্ঞান আলোচনা করেন ও তাঁহাদের জড়মুক্তি প্রার্থনা থাকে, যাঁহারা জড়ের নশ্বরত্ব চেতনের [illegible] বিচার পূর্ব্বক জড় নিরসন করিতে করিতে শ্রীভগবানের চিন্ময় বিগ্রহকেও জড়ের অন্তর্গত জ্ঞানে নিরসন করিতে চেষ্টা [illegible] নির্ব্বিশেষ চিন্মাত্রবাদী হন এবং [illegible] হইতে চিরতরে মুক্তি [illegible] ব্রহ্ম-সাযুজ্য [illegible] [illegible] করেন, তাঁহারা জ্ঞানী; [illegible] [illegible] হইয়া [illegible] [illegible] স্বীকার করেন, [illegible] যোগী। [illegible] শ্রীমদ্ভা [illegible] [illegible] হইয়াছে, তাঁহারা

সাধনভক্ত। (৫) শ্রীভগবানে যাঁহাদের স্বাভাবিকী রতির উদয় হইয়াছে, তাঁহারাই ভাবভক্ত, ভাবভক্তির উন্নতাবস্থায় প্রেমভক্ত।

নীতিশূন্য ও নিরীশ্বর নৈতিক, এই দুই প্রকারের মানব—মুকুলিত চেতন, সেশ্বর নৈতিক ও সাধন ভক্ত—বিকচিত চেতন, ভাবভক্ত মানব—পূর্ণবিকচিত চেতন অর্থাৎ ভাবভক্তিই চেতনের পূর্ণপ্রস্ফুটিতাবস্থা।

উপরিলিখিত ক্রমোন্নতি-প্রথার তাৎপর্য্য এই যে—বন্য অসভ্য নরগণ সভ্য ও জ্ঞান পরায়ণ হউক, পরে নীতি স্বীকার করুক, পরে ঈশ্বর-বিশ্বাসী হইয়া ধর্ম্মাচারী হউক, ধর্ম্মাচারিগণ কর্ম্মী, জ্ঞানী ও যোগিগণ প্রাপ্য ভুক্তি, মুক্তি ও সিদ্ধিরূপ অবান্তর ফলে আবদ্ধ না হইয়া সদ্গুরুপদাশ্রয়ে কৃষ্ণভক্তি অঙ্গীকার করুক। ইহাই মানবজীবনের ক্রমোন্নতির সোপান। কৃষ্ণভক্তিলাভ ব্যতীত মানবের অশান্তি দূর করিবার কোন উপায় নাই। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্য ১৯শ অধ্যায় বিশেষরূপে আলোচনা করিলে এ সকল বিষয় সুষ্ঠু জ্ঞান-লাভ হইতে পারে।

আকস্মিকী প্রথা

আকস্মিকী প্রথা সম্বন্ধে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিয়াছেন—"শ্রীসনাতন গোস্বামীকে শ্রীশ্রীমহাপ্রভু আকস্মিকী প্রথার উপদেশ করিয়াছেন, যথা—

সংসার ভ্রমিতে কোন ভাগ্যে কেহ তরে।
নদীর প্রবাহে যেন কাষ্ঠ লাগে তীরে॥

কৃষ্ণ-কৃপা, সাধুকৃপা ও পূর্ব্ব সাধন ফলের বিস্তারণার্থ এই তিনটী কারণদ্বারা আকস্মিকী প্রথা দেখিতে পাওয়া যায়, সে স্থলে ক্রমোন্নতি বিধি দূরীকৃত হইয়া পড়ে। সমস্ত বিধির বিধাতৃস্বরূপ ঈশ্বরের স্বতন্ত্র ইচ্ছাই মূল কারণ। যুক্তিদ্বারা ইহার সামঞ্জস্য হয় না। সমস্ত নীতি যাহা যে তত্ত্বে সামঞ্জস্য লাভ করিতেছে, যাহা ও আমাদের ক্ষুদ্র যুক্তিগত বিবেক-বুদ্ধিকে অতিক্রম করে, তাহাও সুতরাং সেই তত্ত্বে সামঞ্জস্য লাভ করিতেছে। নারদ কৃপায় অনৈতিক ব্যাধ নীতি স্বীকার না করিয়াও ভক্তজীবন প্রাপ্ত হইয়াছিল। শ্রীরামচন্দ্র কৃপায় বনবাসী শবরী [illegible] ভক্তজীবন লাভ করিয়াছিল। ইহারা বন্যজীবন ও সভ্যজীবনের মধ্য-গত অন্যান্য আশ্রম জীবন-সম্বন্ধীয় ধর্ম্মাভ্যাস করে নাই। ইহাতে জ্ঞাতব্য বিষয় এই যে, ভক্তজীবন প্রাপ্ত হইবা মাত্র তাহাদের সভ্যজীবন ও নৈতিক-জীবনগত সমস্ত সৌন্দর্য্য অনায়াসে তাহাদের জীবনের অলঙ্কার-স্বরূপ হইয়াছিল।

আকস্মিকী প্রথা বিরল ও অচিন্ত্য, অতএব তাহার ভরসা না করিয়া ক্রমোন্নতি-প্রথা অবলম্বন করাই উচিত। কোন সময়ে আকস্মিকী প্রথা স্বয়ং উপস্থিত হয়, উত্তম।" (শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ৩য় বৃষ্টি ১ম অধ্যায়।)

আমরা পরবর্ত্তি প্রবন্ধে 'ক্রমোন্নতি-প্রথা' সম্বন্ধে জীবের কর্ত্তব্য-বিচার ঠাকুরের লেখনী হইতে যথাযথ উদ্ধার করিব।

"গৌড়ীয়ের আত্মপ্রকাশ"

(শ্রীযুক্ত বটকৃষ্ণ দাস)

'নাম' শ্রুতির সার ও মুক্তকুলের উপাস্য বস্তু। 'নিখিলশ্রুতিমৌলি-রত্নমালাদ্যুতি-নীরাজিত-পাদ-পঙ্কজান্ত। অয়ি মুক্তকুলৈরুপাস্যমানং পরিতস্ত্বাং হরিনাম সংশ্রয়ামি॥' নিখিল বেদের শিরোভাগ উপনিষদ্-রূপ রত্নমালার প্রভা-নিকর দ্বারা তোমার পদকমলের শেষসীমা নিরন্তর নীরাজিত হইতেছে। হে হরিনাম, তুমি মুক্ত-কুলের (নিবৃত্তপ্রাণ নারদ শুকাদি) দ্বারা নিরন্তর উপাসিত হইতেছ। (অর্থাৎ নামাভাসে মুক্তিলাভের মুক্ত ব্যক্তিই শুদ্ধনাম গ্রহণে অধিকারী; দশবিধ অপরাধ-যুক্ত বা অপরাধ-শূন্য অথচ সম্বন্ধ-জ্ঞানহীন হইয়া নামাক্ষর উচ্চারণ নাম নহে। উহা নামাপরাধ বা নামাভাস। মুক্তকুলের সেবোন্মুখ জিহ্বাতেই শুদ্ধ চিৎস্বরূপ 'শ্রীনাম' স্বয়ং স্ফূর্ত্তি-প্রাপ্ত হন। তাঁহারা নিরন্তর কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তিদ্বারা শ্রীনামের উপাসনা করেন।) অতএব হে হরিনাম! আমি সর্ব্বতোভাবে (সর্ব্ববিধ অপরাধ হইতে নির্ম্মুক্ত থাকিয়া) তোমার শরণ গ্রহণ করিতেছি। নামের স্বরূপ—'নামচিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্যরসবিগ্রহঃ। পূর্ণঃ শুদ্ধো নিত্যমুক্তোঽভিন্নত্বান্নামনামিনোঃ॥'—কৃষ্ণনাম, চিন্তামণি-স্বরূপ, স্বয়ং কৃষ্ণচৈতন্য-রসবিগ্রহ, পূর্ণ, মায়াতীত, নিত্যমুক্ত। কেননা নাম-নামীতে ভেদ নাই। "কলিকালে নামরূপে কৃষ্ণ অবতার। নাম হৈতে হয় সর্ব্ব জগৎ নিস্তার॥ নাম বিনা কলিকালে নাহি আর ধর্ম্ম। সর্ব্বমন্ত্রসার নাম এই শাস্ত্র মর্ম্ম॥"

মন্ত্র ও মহামন্ত্র উভয়ের বৈচিত্র্য—কৃষ্ণমন্ত্র হৈতে হবে সংসার-মোচন। কৃষ্ণনাম হৈতে পাবে কৃষ্ণের চরণ॥ (চৈঃ চঃ আঃ ৭।৭৩)। অন্যত্র "হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥ প্রভু কহে কহিলাম এই মহামন্ত্র। ইহা জপ গিয়া সবে করিয়া নির্ব্বন্ধ॥ ইহা হইতে সর্ব্বসিদ্ধি হইবে সবার। সর্ব্বক্ষণ বল ইথে

বিধি নাহি আর ॥" শ্রীনাম প্রাকৃত ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য নহেন—'অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্ গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ। সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ ॥' (ভঃ রঃ সিঃ পূঃ ২ল ১০৯)—অতএব শ্রীকৃষ্ণের নাম রূপ গুণ-লীলা প্রাকৃত চক্ষু কর্ণ রসনাদি ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য নয়, যখন জীব সেবোন্মুখ হ'ন অর্থাৎ চিৎ-স্বরূপে কৃষ্ণোন্মুখ হন, তখন জিহ্বাদি ইন্দ্রিয়ে নামাদি স্বয়ং স্ফূর্তিলাভ করেন। মায়াবাদী বা কৃষ্ণাপরাধীর মুখে [illegible] উদিত হ'ন না। যথা "অতএব তার মুখে না আইসে কৃষ্ণনাম। কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণস্বরূপ ... দুই ত' সমান ॥ নাম, বিগ্রহ-স্বরূপ— [illegible] চিদানন্দ [illegible] দেহ দেহীর [illegible] জীবের ধর্ম [illegible] অতএব কৃষ্ণের নাম দেহ বিলাস। প্রাকৃতেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য নহে, হয় স্বপ্রকাশ। (চৈঃ চঃ মধ্য ১৭।১৩০-১৩৪)

মন্ত্র কি?—[illegible] পূর্ণ [illegible] বস্তু, মনন মাত্র হইতে ত্রাণ করিতে পারেন, পাপ-পুণ্যময় মনোধর্ম হইতে পরিত্রাণ করিয়া পারমার্থিক বিগ্রহ প্রদান করিতে পারেন, 'মন্ত্রের' এ শক্তি আছে। —(গৌড়ীয় ৭ম খণ্ড ২৬সং ৭পৃঃ)। নাম হইতে মন্ত্রের বিশেষত্ব এই যে, মন্ত্র 'নমঃ' শব্দাদি দ্বারা অলঙ্কৃত ভগবন্নাম। ঐ মন্ত্রসমূহ শ্রীভগবান্ ও মহর্ষিগণ কর্তৃক কোন বিশেষ শক্তিতে আহিত এবং ভগবানের সহিত জীবাত্মার সম্বন্ধ বিশেষের প্রতিপাদক। প্রাকৃত স্বভাবতঃ দেহে আত্মবুদ্ধিহেতু অসদাচারে রত বিক্ষিপ্ত-চিত্ত ব্যক্তিগণের ঐ সকল বৃত্তি দমন করিবার জন্য ঋষিগণ ঐ রূপ অর্চন মার্গে কোন কোন স্থলে অর্চনের মর্যাদা স্থাপন করিয়াছেন।

প্রকৃত শান্তি কি?—কৃষ্ণভক্ত নিষ্কাম অতএব শান্ত। ভুক্তি মুক্তি সিদ্ধি কামী সকলই অশান্ত ॥

শ্রেয়ঃ কি?—শ্রেয়োমধ্যে কোন্ শ্রেয়ো জীবের হয় সার? কৃষ্ণভক্ত-সঙ্গ বিনা শ্রেয়ো নাহি আর ॥

উপাস্য কি?—উপাস্যের মধ্যে কোন্ উপাস্য প্রধান? শ্রেষ্ঠ উপাস্য যুগল রাধা-কৃষ্ণ নাম ॥

জীবের দুর্গতি কি?—মুক্তি ভুক্তি বাঞ্ছে যেই কাহা দুঁহার গতি? স্থাবরদেহ দেবদেহ যৈছে অবস্থিতি ॥

সম্পত্তি কি?—সম্পত্তির মধ্যে জীবের কোন্ সম্পত্তি গণি? রাধাকৃষ্ণ-প্রেম যাঁর সেই বড় ধনী ॥

দুঃখ কি?—দুঃখ মধ্যে কোন দুঃখ হয় গুরুতর? কৃষ্ণভক্ত-বিরহ বিনা দুঃখ নাহি দেখি পর ॥ —(চৈঃ চঃ রায়রামানন্দ সংবাদ)

(অতঃপর চতুর্থ কলমে শেষাংশ দেখুন।)

শ্রীধাম মায়াপুর নবদ্বীপ প্রদর্শনী

(২০শে মাঘ—৩রা চৈত্র)

অপূর্ব্ব সুযোগ! **অপূর্ব্ব সুযোগ!**

তীর্থযাত্রীর-দর্শনার্থীর—ভ্রমণকারীর—পরমার্থীর-ক্রেতা বিক্রেতার আবালবৃদ্ধবণিতা-সর্ব্বসাধারণের অপূর্ব্ব সুযোগ!!!

মহাকরুণাবতারী শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ-দেবের জন্মস্থান শ্রীধাম মায়াপুরে অভূতপূর্ব্ব প্রদর্শনী দর্শনকরিয়া প্রাণ-মন-নয়ন-অন্তরাত্মা চরিতার্থ করুন। এইরূপ আর কোথায়ও কখনও হয় নাই। একাধারে মহাপ্রভুর জন্মস্থান ও লীলাস্থলী দর্শন, আবার প্রদর্শনীর মধ্যে মহাপ্রভুর ও মহাপ্রভুর পার্ষদ-গণের লীলা, যাদুঘর, বিভিন্ন ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের গ্রন্থাগার, চিত্রশালা, মান-চিত্র, চলচ্চিত্র (বায়স্কোপ), ছায়াচিত্র (ম্যাজিক ল্যাণ্টার্ণ), অভিনয়, যাত্রা, মহোৎসব, সঙ্কীর্ত্তন, সাধু সম্মেলন, মহাপুরুষ-দর্শন এবং গৌরনগরে নানা বিধ আনন্দ-মেলা দর্শন করিয়া মানব জীবন সার্থক করুন।

আবার এতৎসম্পর্কে দর্শন করিতে পারিবেন শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর জন্মোৎসব, শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর জন্মোৎসব, শ্রীশ্রীবাসপূজা, শ্রীশ্রীনবদ্বীপ ধাম-পরিক্রমা, শ্রীশ্রীগৌর-জন্মোৎসব প্রভৃতি।

আরও দেখিবেন শ্রীধাম মায়াপুরে যোগপীঠ, শ্রীসূতিকা-গৃহ, শ্রীবাস-অঙ্গন, খোলভাঙ্গার ডাঙ্গা, (যেখানে কাজী খোল ভাঙ্গিয়াছিল), শ্রীঅদ্বৈত-আচার্য্য প্রভুর টোল, শ্রীচৈতন্যমঠের উনত্রিশ চূড়ার মন্দির, শ্রীগৌরকুণ্ড, শ্রীরাধাকুণ্ড, শ্রীচন্দ্রশেখরভবন (যেখানে মহাপ্রভু আদ্যাশক্তির বেশে নৃত্য করিয়াছিলেন)

দেখিবার আরও আছে—চাঁদ-কাজীর সমাধি (যাহাকে মহাপ্রভু কৃপা করিয়াছিলেন), ৯০০ বৎসরের পুরাতন [illegible] বল্লাল দীঘি, বাঙ্গালার [illegible] স্মৃতিচিহ্ন বল্লালস্তূপ, [illegible] রাজপ্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ।

আরও [illegible] — সুপ্রাচীন [illegible] পার্ষদ শ্রীদ্বিজ [illegible] জগন্নাথ [illegible] শ্রীগৌরগদাধর বিগ্রহ, শ্রীসার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের বিদ্যানগরের টোলগৃহ, শ্রীগৌরপার্ষদ শ্রীল বাসুদেব দত্ত ঠাকুর ও শ্রীল শার্ঙ্গ মুরারির প্রতিষ্ঠিত শ্রীবিগ্রহ ও তাঁহাদের ভজন স্থান। বাঙ্গালার আদি-কবি ঠাকুর শ্রীল বৃন্দাবনের জন্মস্থান ও বাল্যলীলা-ভূমি, তাঁহার প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ, সরডাঙ্গার সুপ্রাচীন শ্রীজগন্নাথ; দেবপল্লীর শ্রীনৃসিংহদেব, পাণ্ডবগণের অজ্ঞাত-বাসস্থান, সপ্তঋষির ভজন-স্থান, শ্রীস্বানন্দসুখদ কুঞ্জ, কুলিয়ায় সিদ্ধ বৈষ্ণব-মহাজনগণের ভজন ও সমাধি-স্থান প্রভৃতি।

এতৎসহ গবাদি পশু, কৃষি, সমগ্র ভারতের বিভিন্নস্থানের সর্বপ্রকার চারু ও শ্রমশিল্প, কুটীরশিল্প এবং বাণিজ্যজাত দ্রব্যের ক্রয়-বিক্রয়ের এবং স্বাস্থ্য, পল্লীমঙ্গল, শিশুমঙ্গল প্রভৃতি সমস্ত জ্ঞাতব্য বিষয়-দর্শনের অপূর্ব্ব সুবিধা উপস্থিত! ক্রেতা ও বিক্রেতা, সকলেই এই সুযোগে বিপুল লাভবান হউন। সর্ব্ব-সাধারণের নানা-প্রকার শিক্ষালাভের অভূতপূর্ব্ব সুযোগ।

সুদূর দেশ-দেশান্তর হইতে রাজা-মহারাজ, সাহিত্যিক, প্রত্নতাত্ত্বিক, ধার্ম্মিক প্রভৃতি নানাবিধ লক্ষ লক্ষ লোকের সমাগম হইবে। ব্যবসায়ি-গণ প্রদর্শনীর পণ্যমণ্ডপে (ষ্টলে) তাহাদের দ্রব্য প্রদর্শন করিয়া প্রচুর লাভবান্ ও বহুল পরিচিত হইতে পারিবেন।

ব্যবসায়ীগণের পক্ষে অপূর্ব্ব সুযোগ

শ্রীধাম মায়াপুরে ধর্ম্মশালা এবং অন্যান্য থাকিবার স্থান, সুনির্ম্মল পানীয় জল, [illegible]। দাতব্য চিকিৎসালয়, নানাপ্রকার সুখাদ্যের বাজার, নানাপ্রকার [illegible] প্রভৃতি সমস্তই প্রচুর [illegible] হইয়াছে। [illegible] বাসোপযোগী [illegible] আছে।

পথ—ই, বি, আর লাইনে রাণাঘাট হইতে মহেশগঞ্জ ষ্টেশন (শ্রীধাম মায়াপুর রোড) শ্রীধাম মায়াপুর নবদ্বীপ প্রদর্শনীর অতি সন্নিকট। মুর্শিদাবাদ লাইনে নবদ্বীপ ঘাট ষ্টেশনে নামিয়াও শ্রীধাম মায়াপুরে যাওয়া যায়। সর্বত্রই স্বেচ্ছাসেবকগণ যাত্রি-গণকে পথ প্রদর্শন করিবেন।

কেবলই শ্রীধাম মায়াপুর-নবদ্বীপ প্রদর্শনীর সম্পাদক মহাশয়ের নিকট আপনার জ্ঞাতব্য বিষয় বা ষ্টল প্রভৃতির জন্য পত্র লিখুন—

শ্রীকুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ
সম্পাদক,
শ্রীধাম-মায়াপুর পোঃ, নদীয়া।

কলিকাতার আফিস:—
শ্রীগৌড়ীয় মঠ
১নং উল্টাডিঙ্গি জংশন রোড
কলিকাতা।

গৌড়ীয়ের আত্মপ্রকাশ

(এই পৃষ্ঠার প্রথম কলমের পর)

মনোধর্ম্ম [illegible] কৃপা—হৈতে তদ্রূপ জ্ঞান সব মনোধর্ম্ম। এক ভাব, এক মন্দ এক সব ভ্রম ॥

(চৈঃ চঃ অন্ত্য ৪।১৭৬)

শিষ্যের কর্ত্তব্য কি?—নৃদেহমাদ্যং সুলভং সুদুর্লভং প্লবং সুকল্পং গুরু-কর্ণ-ধারম্। ময়ানুকূলেন নভস্বতেরিতং পুমান্ ভবাব্ধিং ন তরেৎ স আত্মহা ॥ (ভাঃ ১১।২০।১৭) এই নৃদেহটী সকল ফলের মূল [illegible] আদ্য, সুলভ ও সুদুর্লভ। এইটি [illegible] নৌকা। গুরুই কর্ণধার। [illegible] অনুকূল বায়ুর দ্বারা প্রেরিত [illegible] নৌকা [illegible] প্রাপ্ত হইয়াও [illegible] সংসার-সমুদ্র পার হইতে চেষ্টা না করেন, তিনি আত্মঘাতী। কিন্তু গুরুতে মনুষ্যবুদ্ধি থাকিলে [illegible] যথা—'গুরুষু নরমতির্যস্য বা নারকী সঃ' (পদ্মপুরাণ)—যাঁহার শ্রীগুরুদেবে মনুষ্য-বুদ্ধি বর্ত্তমান, সে ব্যক্তি নারকী।

'যদ্যপি আমার গুরু চৈতন্যের দাস। তথাপি জানিয়ে আমি তাঁহার প্রকাশ ॥'

[illegible]

কৃষ্ণ পাদপদ্মে [illegible]

যদি কৃপা করেন [illegible]

গুরু অবজ্ঞাদি [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

পর-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

সম্প্রতি পর-বিদ্যাপীঠে নিম্নলিখিত শিক্ষণীয় বিষয়গুলির অধ্যাপকের আসন-সমূহ সংস্থাপিত হইয়াছে—বিদ্যার্থিগণ আবেদন করুন।

১। সাহিত্যাসন, ২। ঐতিহ্যাসন,
৩। সম্প্রদায়বৈভবাসন, ৪। ভক্তিশাস্ত্রাসন,
৫। তত্ত্বশাস্ত্রাসন, ৬। বেদান্তাসন,
৭। একায়নাসন।

শ্রীনন্দলাল রায় বি, এ, কাব্যতীর্থ, বিদ্যাসাগর,
সম্পাদক—পরবিদ্যাপীঠ, শ্রীধাম মায়াপুর।

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৪০্ চল্লিশ টাকা।

২৭২৪ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে,

সপ্তচত্বারিংশ খণ্ডে সূচী ছাপা হইতেছে।

১৬শ খণ্ড গ্রন্থ নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে ১৫।✓০ সাধারণ পক্ষে ১০৬৸✓০। প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৵০, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ।✓০।

দশম স্কন্ধের ভিক্ষা ১২্, অগ্রিম সাহায্যকের পক্ষে ৮্।

৬২ অধ্যায়পর্যন্ত একাদশ সংখ্যা ছাপা হইয়াছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

"শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত"

সূচী প্রভৃতি সহ সম্পূর্ণ ছাপা শেষ হইয়াছে

আদি, মধ্য, ও অন্ত্যলীলা এবং সূচী ছাপা হইয়া সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছেন। যাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্বে ১০্ টাকা ভিক্ষার তৃতীয় সংস্করণ ৪্ টাকায় না পাইয়া অপূর্ব সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের জন্য উহার ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছেন। সেই ১০্ টাকার এই বিরাট গ্রন্থের শত সংখ্যা মাত্র ৫্ টাকা ভিক্ষায় দেওয়া হইতেছে। গ্রাহকগণ সত্বর হউন পরে আর এ সুযোগ থাকিবে না।

শ্রীচৈতন্য লীলার ব্যাস আদিকবি

শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

সভাষ্য আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র গ্রন্থ [illegible] স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫্

নদীয়া-প্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪৷৹ টাকা

শ্রীচৈতন্য মঠের যাবতীয় গ্রন্থ

[illegible] নদীয়া, শ্রীচৈতন্য মঠ
পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

শ্রীগৌড়ীয় মঠ ১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা

[illegible] পাওয়া যাইবে।

[illegible] ঠিকানায় লিখিবেন।

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত ভক্তি গ্রন্থাবলী

যে সব উৎকলবাসী ভক্ত বাংলা অক্ষর পড়িতে জানেন না, তাঁহাদের শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর প্রচারিত পরম উপাদেয় ভক্তিকথা জানিবার সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে উড়িয়া-অক্ষরে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হইয়াছে বাংলা গ্রন্থের তুলনায় উড়িয়া গ্রন্থগুলির ভিক্ষাও অপেক্ষাকৃত অল্প।

গ্রন্থের নাম	ভিক্ষা
শ্রীহরিনাম চিন্তামণি, প্রতিখণ্ড	৷৹
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	১্
সাধন পথ (শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টক) প্রতিখণ্ড	।০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৷০
কল্যাণ কল্পতরু প্রতিখণ্ড	৵০
একত্রে ৩খণ্ড লইলে	।০
গীতাবলী প্রতিখণ্ড	✓১০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৶১৫
শরণাগতি প্রতিখণ্ড	✓০
একত্রে ৩খণ্ড লইলে	৶৫

প্রাপ্তিস্থান { শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ, কটক এবং শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, পুরী

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিম্নলিখিত মঠসমূহে প্রাপ্তব্যঃ—

১। শ্রীচৈতন্য মঠ,—পোঃ, শ্রীধামমায়াপুর, (নদীয়া)।
২। শ্রীগৌরগদাধর মঠ,—চাপাহাটি, সমুদ্রগড় পোঃ, (বৰ্দ্ধমান)।
৩। শ্রীভাগবত আসন,—ভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৪ শ্রীগৌড়ীয় মঠ,—১নং উল্টাডাঙ্গা জংসন রোড্, কলিকাতা।
৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ,— গোপালকুঠী, পুরী।
৬। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ,— উড়িয়া বাজার, কটক।
৭। শ্রী[illegible] মঠ,—[illegible], বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।
শ্রী[illegible] গৌড়ীয় মঠ,—৪নং জঙ্গমবাড়ী, কাশী, ইউ, পি।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,—[illegible], বৃন্দাবন, মথুরা, ইউ, পি।
শ্রী[illegible] মঠ [illegible] পোঃ, [illegible], ইউ পি।
১১ শ্রী[illegible] মঠ—[illegible], থানেশ্বর, কর্ণাল, পাঞ্জাব।
১২ শ্রী[illegible] নং নবাবপুর রোড্, ঢাকা।
১৩। শ্রী[illegible] বালিয়াটি, ঢাকা।
১৪। [illegible], রাজবাধ পোঃ, বৰ্দ্ধমান।
১৫। শ্রী[illegible] মঠ,—[illegible]কোন্দা, চিরকুণ্ডা পোঃ, মানভূম।
১৬। শ্রী[illegible] মঠ, [illegible], ব্রহ্মাগিরি পোঃ, পুরী, উড়িষ্যা।
১৭। শ্রীগৌড়ীয় [illegible] লেন [illegible], নিউদিল্লি

এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণের নিকটও নদীয়া-প্রকাশ প্রাপ্তব্য।

১। শ্রী[illegible] রোড, খুলনা
২। শ্রীযুক্ত [illegible]—দেওয়ানগঞ্জ, [illegible]বাড়ী কুচবিহার।
৩। শ্রীযুক্ত রামরঞ্জন রায় —[illegible]নং শ্রীগোপাল মল্লিক লেন, কলিকাতা
৪। মিঃ এন ডি, মুখার্জ্জি—এম, এম, [illegible], কানপুর।
৫। শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী জ্যোতির্ব্বিদ [illegible]গঞ্জ, নদীয়া
৬। শ্রীরাসবিহারী দাস অধিকারী, নবদ্বীপ।
৭। শ্রীবিরাজমোহন দে —[illegible] প্রেস, নবাবপুর, ঢাকা।
৮। শ্রী[illegible] [illegible], ২৪ পরগণা।

অন্যথা না ভজে কৃষ্ণ, দুষ্ট সঙ্গ করে। পুন সেইমত মায়া পাশে ডুবি মরে॥

শ্রীচৈতন্যমঠের গ্রন্থাবলী

শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুর বিরচিত

ভক্তি-গ্রন্থাবলী।

উৎকৃষ্ট কাপড়ে সোনালী অক্ষরে বাঁধাই স্বর্ণালঙ্কৃত। চতুর্থ সংস্করণ। বিস্তৃতবিষয়সূচীসহ

জৈবধর্ম্ম

বাঁধাই ২৲ দুই টাকা

প্রকাশিত হইয়াছে

সনাতন ধর্ম্মশাস্ত্র বেদ, বেদান্ত, উপনিষৎ গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত, পুরাণ, তন্ত্রাদি সকল গ্রন্থ পাঠ করিবার অবসর অতি অল্প মানবের ঘটিয়া থাকে। অনেকের যোগ্যতা না থাকায় সেই সমস্ত গ্রন্থের মর্ম্ম অবগত হইতে পারেন না। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বাঙ্গালীর এই অসুবিধা দূরীভূত করিবার জন্য এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

বিদ্যালয়ের ছাত্র বা শিক্ষকগণের বিশেষ পাঠ্য, এই হেতু শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টার বাহাদুর হুগলী সমস্ত বিদ্যালয়ের জন্য অনুমোদন করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

প্রথম খণ্ড ভিক্ষা—১৲ একটাকা

যুক্তিপূর্ণ শাস্ত্রবাক্য দ্বারা প্রত্যেক মানবের নিত্য কর্ত্তব্য ও অনিত্য সাময়িক কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। গ্রন্থের প্রতি উক্তি সনাতন শাস্ত্রবাক্য দ্বারা সমর্থিত ও প্রমাণিত হইয়াছে। দেহের, মনের ও আত্মার ধর্ম্ম কি? বর্ণ, আশ্রম, নীতি, ধর্ম্ম কি? ইত্যাদি বিষয় ক্রমানুসারে এমন সুন্দরভাবে যুক্তিসংকারে আলোচিত হইয়াছে যে, প্রথম শ্লোক হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত পাঠ না করিয়া নিবৃত্ত হওয়া যায় না।

শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ভিক্ষা ৵০

ঐ প্রমাণ খণ্ড ভিক্ষা ৵০

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিহার ও লীলাভূমি নয়টী দ্বীপসমন্বিত। এই নয় দ্বীপের প্রাচীন বিবরণ—প্রত্যেক দ্বীপে শ্রীমহাপ্রভুর লীলা—প্রত্যেক দ্বীপের পরিচয়, শ্রীধাম-মাহাত্ম্য—ধামাপরাধ কি? ইত্যাদি বিষয় বিশেষভাবে মনোহর ছন্দে বর্ণিত। পকেট সাইজ প্রায় ১৬০ পৃষ্ঠা।

শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ

উজ্জ্বল রোজ-বু কালীতে উত্তম কাগজে ছাপা— শ্রীনবদ্বীপধাম দর্শনে ভাবুক দর্শনকারীর কি প্রকার ভাবের উচ্ছ্বাস হয়, তাহা এই গ্রন্থে বর্ণিত। অতি চমৎকার। ভিক্ষা চারি আনা।

শ্রীমনঃশিক্ষা

৵০ দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভুকে উপদেশচ্ছলে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিচার অতি সুন্দরভাবে ব্যক্ত হইয়াছে। ইহা ছাড়া শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদিষ্ট শিক্ষা ও উপদেশ বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব জগতে অভিনব গ্রন্থ!!

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতি-গ্রন্থাবলী :—

শরণাগতি

পকেট সাইজ অষ্টম সংস্করণ ভিক্ষা ৵০ আনা

দেহ ও মনের চেষ্টা আনতিদশ লইয়া ... যখন জীব বুঝিতে পারে, তখন একমাত্র নিত্যবস্তু শ্রীভগবানের প্রতি তাঁহার কোন ... আবেদনময়ী প্রার্থনা হয় এবং শ্রীভগবানে সম্বন্ধ ... কি প্রকারে শরণাপন্ন হইতে হয়, ইত্যাদি ... প্রার্থনা ও আত্মনিবেদনমূলক গান ... প্রকাশিত হইয়াছে

ভিক্ষা ... এক আনা

প্রেমভক্তি ... ৵০, নবদ্বীপশতক— ৵০

... —৵০

কল্যাণকল্পতরু

পকেট সাইজ পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা ৵১০

আমরা প্রত্যহ নূতন ... পুনঃপুনঃ যে অকল্যাণকে কল্যাণ বলিয়া ... কল্যাণ কামনা করি, তিনি যে নিত্য ... এবং কোন্ বস্তু আমাদের নিত্য কল্যাণপ্রদ ... আমরা সেই কল্যাণলাভে সমর্থ হইব, এই সকল ... এই গীতিগ্রন্থ বাস্তবিক কল্যাণের ... নিত্যকল্যাণ প্রদানে

শ্রীল চক্রবর্ত্তি ঠাকুরের টীকা সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠাকুর কৃত টীকা ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কৃত বঙ্গানুবাদ। ... শ্লোক সূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি বহু প্রয়োজনীয় বিষয় সংবলিত প্রায় ৮০০ পৃষ্ঠা। উৎকৃষ্ট সিল্কে বাঁধাই ২৲ দুই টাকা, কাগজে বাঁধা ১॥০

শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ-কৃত ভাষ্য সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

কাগজ ও ছাপা উৎকৃষ্ট। সিল্কে বাঁধাই, সোণার জলে নাম লেখা রাজসংস্করণ ১ টাকা, সাধারণ সংস্করণ ১॥০, গৌড়ীয়ের গ্রাহকপক্ষে ১॥০

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি

... চারি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের ... শ্রীমন্দির ও শ্রীবিগ্রহের বিবরণ ... বৈষ্ণবগ্রন্থ ও প্রাকৃত সমূহের ব্যাখ্যা ও বিবরণ ... শাস্ত্রীয় আকরমূলে যাবতীয় তথ্য। চারিখণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ১ম খণ্ড ... চারিখণ্ড একত্রে ...

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ

—১ম খণ্ড ১৲ এক টাকা, ২য় খণ্ড ১৲ এক টাকা— শ্রীমদ্ভাগবতের গ্রাহক ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণ ... দুইখণ্ড পাইবেন। বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমজ্জীব গোস্বামিপাদের রচিত ... ইহাই ষট্‌সন্দর্ভের অধিক প্রয়োজনীয় অংশ। ... ডবল ক্রাউন ৮ পেজীয় ৩৪ পৃষ্ঠা আকারে মুদ্রিত হইতেছে।

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য সঙ্কলিত

সদাচারস্মৃতিঃ

ভিক্ষা ৵০ মাত্র

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাঁচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ... শিশিতে ... ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ৷৷০ আনা, পাইট ৷৷০ আনা, বোতল ১৷০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা।

বেদোক্ত

মদন মঞ্জরী

বটিকার বল ও ধাতুবিকার, ইন্দ্রিয়শক্তির হ্রাস, প্রভৃতি ... অজীর্ণ, অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি ... নিশ্চয় আরোগ্য হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় বটিকা। মূল্য ৩০ বটী ১৲ এক টাকা।

"নপুংসকারি ঘৃত"

পুরুষত্বহানি রোগে বাহ্যপ্রয়োগ দ্বারা আরোগ্য করিয়া শক্তিসম্পন্ন করে। মূল্য ২ তোলা ১৲ টাকা।

"স্বর্ণবিলাসিনী বটিকা"

শীঘ্রপতন ... দূর ও বৃদ্ধি করিতে অত্যাশ্চর্য্য। মূল্য ১৬ বটী ১৲ এক টাকা।

রাজবৈদ্য নারায়ণজী কেশবজী

১৭৭নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

বিজ্ঞাপন

সাবধান! সাবধান!! সাবধান!!!

জে, বি, দত্তের তোকা পিনি বাদাম তৈল

... অনুকরণ ... প্রবঞ্চিত হইবেন না।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী *J. B. Datta & Co.* নাম দেখিয়া খরিদ করিবেন। নতুবা জুয়াচোরগণ কর্দমের কৃত্রিম তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে।

বিনীত— জে, বি, দত্ত

ফেরো স কুইনিন্

নূতন এবং পুরাতন ম্যালেরিয়ার যম

... কুইনিন ...

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (প্রাচীন নবদ্বীপ) নদীয়া

পর-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

এখানে [illegible] এবং [illegible] দিয়া বিদ্যার্থিগণকে বিভিন্ন শিক্ষণীয় বিষয় শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। অনেক ছাত্র ইতোমধ্যেই [illegible] পাঠ আরম্ভ করিয়াছেন। বর্তমান বর্ষে সকল ছাত্রই গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

প্রধান অধ্যাপক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রচন্দ্র কাব্য ব্যাকরণ-সাংখ্য-বেদান্ত-[illegible]-তীর্থ, সাংখ্য [illegible], বেদান্তরত্ন, সাহিত্যশাস্ত্রী, [illegible] বাচস্পতি।

অধ্যাপক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গৌরদাস ব্রহ্মচারী ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীধাম মায়াপুর পরবিদ্যাপীঠ, (নদীয়া)

বেদনাঞ্জন

শ্রেষ্ঠরত্ন

কলিকাতা কংগ্রেস একজিবিসন হইতে বহু প্রশংসা প্রাপ্ত ও বহু গণ্যমান্য ভদ্রমহোদয়-গণ কর্তৃক প্রশংসিত।

আজকাল [illegible] বিষাক্ত [illegible] শরীরের [illegible] হইয়া পড়িয়াছে। [illegible] এই রক্ত [illegible] মাথা ধরা, বেদনা, [illegible] দৃষ্টিশক্তির হ্রাস, দাঁতের গোড়া ফুলা, দাঁত কনকনানি, দাঁতে পোকা এবং [illegible] চুলকানি প্রভৃতি [illegible] ছেছে। [illegible] বেদনাঞ্জন [illegible] ব্যবহার করিলে [illegible]।

প্রাপ্তিস্থান— এ, সি, চাটার্জ্জী এণ্ড ব্রাদার্স।

[illegible]

[illegible] পাওয়া যায়।

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

[illegible] প্রকৃত মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন [illegible] নাই সত্য, [illegible] নানা [illegible] প্রকার মেহ, প্রমেহ [illegible] বালক, বৃদ্ধা, যুবক, [illegible] শ্বেত ও রক্তপ্রদর, [illegible] ইলেক্ট্রিক সলিউসন [illegible] বাঁচিতে পারেন, [illegible] একবার [illegible] ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক মাসের ব্যবহারোপযোগী [illegible] টাকা মাত্র।

সোল এজেণ্ট—ডাঃ ডি, ডি, হাজরা

[illegible], [illegible] পোঃ, কলিকাতা

ঠিকানা [illegible] করিয়া লিখিবেন।

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

অধ্যক্ষ

শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম.এ. এফ.সি.এস (লণ্ডন)

ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক

(প্রফেসার)

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ বিশুদ্ধ ও শাস্ত্রমতে নিজ তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হয়। পত্র লিখিলে [illegible] ক্যাটালগ পাঠান হয়। রোগের বিবরণ জানাইলে যত্নপূর্ব্বক ব্যবস্থা দেওয়া হয়। চিঠি পত্রাদি সম্পূর্ণরূপে গোপন রাখা হয়।

মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দুর)

(বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৪৲ টাকা

উৎকৃষ্ট স্বর্ণ, পারদ ও আমলাসার গন্ধক দ্বারা যথাশাস্ত্র প্রস্তুত।

[illegible] সর্ব্বরোগনাশক মহৌষধ

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৩৲ টাকা

উৎকৃষ্ট [illegible] প্রভৃতি যাবতীয় উপাদানে পূর্ণ মাত্রায় যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। [illegible] প্রভৃতি রোগের মহৌষধ। [illegible] বিশেষ।

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬৲ টাকা

ইহা [illegible] প্রমেহ ও ধ্বজভঙ্গ সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায়। [illegible] রসায়ন

অবলাবান্ধব যোগ

প্রদর, বাধক প্রভৃতি [illegible] রোগের মহৌষধ

মূল্য—১৬ মাত্রা ২৲ টাকা। ৩০ মাত্রা ৩৲ টাকা মাত্র

বিশুদ্ধ জল! ভয় নাই! বিশুদ্ধ জল!!

লক্ষ্মী টিউব-ওয়েল কোং

২০৫নং নবাবপুর, ঢাকা

[illegible] বৈজ্ঞানিক [illegible] (Tubewell) [illegible] প্রেসিডেন্সি [illegible] প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত [illegible] পরীক্ষায় [illegible] বিবরণের জন্য পত্র লিখুন।

বৃত্তিসহ সমগ্র

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

ভিক্ষা ২৲ টাকা। শিক্ষক [illegible] পক্ষে ১৷০ দেড়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান— [illegible], ৯ গৌড়পুর

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

মনোমোহন প্রেস

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা

পূর্ব্ববাঙ্গালায় সুলভে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত বৈদ্যুতিক মেশিনে দিবারাত্রি কাজ চলিতেছে বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা।

[illegible] দৈনিক নদীয়া প্রকাশ [illegible] হইতে— শ্রীবিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

স্থানীয় সংস্করণ

Registered No. C 1544

বিজ্ঞাপনের হার

প্রান্তবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩।০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার- নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র।

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৴৫

৪র্থ খণ্ড] সম্পাদক—প্রত্নবিদ্যালঙ্কার শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী [২৪০ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্য মঠ শ্রীধাম মায়াপুর—২রা পৌষ মঙ্গলবার ১৩৩৬ ১৭ই ডিসেম্বর ১৯২৯

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থাবলী

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্—শ্লোক সূচী, বিষয়-সূচী প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইল। প্রতি খণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৶০ গৌড়ীয় ও নদীয়া-প্রকাশ গ্রাহক পক্ষে ৷৴০
২। ভাষ্য-সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ) ৫৲
৩। গৌড়ীয়-গীতা [illegible]
৪। গৌড়ীয়-[illegible] ।০
৫। ভজনরহস্য ॥০
৬। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ২৲
" " " আবাঁধা ৸০
৭। গীতা (শ্রীবলদেব-ভাষ্য-সহ) বাঁধা ৩৲ আবাঁধা ২॥০
৮। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি টীকা-সহ) বাঁধা ২৲ আবাঁধা ১॥০
গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ॥০
৯। মুণ্ডকোপনিষৎ [illegible] সানুবাদ [illegible] ২৲
১০। বেদান্তসূত্রের সানুবাদ (রামানুজীয়) ॥০
১১। বৈষ্ণবধর্ম্ম ৲
১২। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) [illegible]
১৩। গৌড়ীয়-[illegible] ২৲
১৪। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ॥৶০
১৫। দীপ-দিগ্দর্শন ৷৴০
১৬। সাধনপথ (৩য় সংস্করণ) ।৶০
১৭। আচার ও আচার্য্য ।৶০
১৮। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
১৯। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৷৴০
২০। শ্রীনবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য [illegible]
২১। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য (প্রমাণখণ্ড) [illegible]
২২। শ্রীনবদ্বীপ-[illegible] ।০
২৩। শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমা দর্পণ ।০
২৪। শরণাগতি, গীতাবলী, সাধনকণ, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, নবদ্বীপ[illegible], [illegible] ও সদাচারস্মৃতি [illegible] [illegible]
২৫। [illegible] সংস্করণ ও [illegible] [illegible]
২৬। [illegible] ।০
২৭। [illegible] ।০
২৮। [illegible] (প্রথম চারিখণ্ড) [illegible]
২৯। [illegible] ॥০
৩০। [illegible] [illegible]
৩১। [illegible] [illegible]
৩২। [illegible] [illegible]
৩৩। [illegible] (দ্বিতীয় সংস্করণ) ৫৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

ইংরাজী ভাষায় ভক্তিগ্রন্থ

১ শ্রীচৈতন্যচরিত ও শিক্ষা
২ নামভজন
৩। বৈষ্ণবধর্ম্ম আসল ও মেকি
৪। ভাগবতীয় দর্শননীতি ও ধর্ম্ম
৫। কাম ও প্রেমধর্ম্ম
৬। গৌড়ীয়মঠ কি করেন

ধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপ-প্রদর্শনী, নদীয়া

(৩রা ফেব্রুয়ারী হইতে ১৭ই মার্চ্চ, ১৯৩০ পর্য্যন্ত)

প্রদর্শনীয় সকলজাতীয় বিষয়ের জন্য সেক্রেটারী মহোদয়ের নিকট আবেদন করুন।

শ্রীকুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ,
শ্রীচৈতন্য মঠ, শ্রীধাম মায়াপুর পোঃ আঃ, (নদীয়া)।

দেবনাগরাক্ষরে [illegible] গ্রন্থ

১। [illegible]
২। [illegible]
৩। [illegible]
৪। [illegible] ৴০
৫। [illegible]-দশকশ্লোক [illegible] ॥০
৬। [illegible] ।০

নানা কথা

আত্মহত্যায় অসাফল্য

করাচি সংবাদে একজন আরবী থানায় আসিয়া বলে যে সে [illegible] পূর্ব্বে এক জন মহারাষ্ট্রীয় ভদ্রলোককে খুন করিয়া দণ্ড [illegible] অর্দ্ধ ভারত পুলিশ [illegible] খুঁজিতেছে। [illegible] আত্মহত্যা করিবার [illegible] একটি [illegible] লাফাইয়া পড়ে [illegible]। কিন্তু [illegible] সমুদ্রে ঝাঁপ দিতে পারে নাই। অবশেষে সে পুলিশের হাতে আত্ম সমর্পণ করাই স্থির করিয়াছে।

লাহোরে ৪০টী নিখিল ভারত সভা

পাঠকগণ জানেন যে লাহোরে নিখিল ভারত কংগ্রেসের [illegible] অধিবেশন হইবে। এতদ্ভিন্ন আরও ৩৯টী নিখিল ভারত সভার অধিবেশন হইবে। [illegible] সরগরম থাকিবে।

ভারতের শিক্ষিত ও নিরক্ষর

লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের কনভোকেশনে [illegible] সভাপতির অভিভাষণে [illegible] বলিয়াছেন, "ভারতের অবস্থার উন্নতি করিতে হইলে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের প্রথম কর্ত্তব্য বিশাল নিরক্ষর সম্প্রদায় সম্বন্ধে প্রকৃত জ্ঞান লাভ করা। যে শ্রেণীর লোক সাধারণতঃ বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত সম্পর্ক রাখেন তাঁহারা এ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

বঙ্গবিলায় শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র

গত ১৩ই ডিসেম্বর শ্রীযুক্ত সুভাষ চন্দ্র বসু মহাশয় যশোহর [illegible] পৌঁছিলে তাঁহাকে বিপুলভাবে সম্বর্দ্ধিত করা হইয়াছে। [illegible] বঙ্গবিলায় [illegible] সম্মিলনে সভাপতিত্ব করেন [illegible] সেখানে গমন করেন। ১৪৪ ধারার আদেশ বর্ত্তমান থাকায় কোনও প্রকার সভা হইতে পারে নাই। [illegible] সহিত [illegible] করিয়া [illegible] আন্দোলন পরিচালনায় বিশেষভাবে [illegible] হইয়াছেন বলিয়া প্রকাশ।

[illegible] সূর্য্যরশ্মির প্রয়োগ

[illegible]

সরবরাহের ও তরল পদার্থ উত্তোলনের কাজে এক ইঞ্জিন নির্ম্মাণ করা হইতেছে; সেই ইঞ্জিনের বয়লার যন্ত্রের উপর ১ হাজার ৭ শত ৮টি দর্পণে সূর্য্যরশ্মি আকৃষ্ট করিয়া তাহা প্রতিফলিত করা হয়। ইহাতে বয়লারের জল উত্তপ্ত হইয়া বাষ্পে পরিণত হয় এবং সেই বাষ্পের শক্তিতে ইঞ্জিন চলে। এক দিন না এক দিন পাথুরিয়া কয়লা ফুরাইলে কি হইবে বলিয়া যাঁহারা দুর্ভাবনা করেন, ইহা তাঁহাদের নিকট আশার কথা সন্দেহ নাই।

সুপ্রাচীন সংবাদ-পত্রিকার সন্ধান

সংবাদ পত্রিকা দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বেও যে প্রচলিত ছিল, সম্প্রতি তাহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। ইটালির [illegible] নামক [illegible] খনন করিতে করিতে কতকগুলি প্রস্তর ফলক বাহির হইয়া পড়িয়াছে। অনেকে মনে করেন এই ফলকগুলি সংবাদ পত্র ছাড়া আর কিছুই নহে। ইহা ২ হাজার বৎসরের পুরাতন। ইহাতে খৃঃ পূঃ ৪৯ বৎসর পূর্ব্বে পম্পাই-এর মৃত্যু সংবাদ এবং জুলিয়াস সিজারের উইলের কথা লেখিত দেখা যায়। সংবাদ লিপিবদ্ধ করার ব্যবস্থা যে বহু প্রাচীন কাল হইতেই ছিল তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়।

বাজায় তার

ইস্পাতের তার বা সরু ফিতার মধ্যে সঙ্গীত, বক্তৃতাদি পুরিয়া রাখিবার এক উপায় [illegible] বৈজ্ঞানিক [illegible] উদ্ভাবন করিয়াছেন। সেই তার কানে লাগাইলে ঐ সকল সঙ্গীত, কথা, গানের পালা প্রভৃতি শুনিতে পাওয়া যাইবে। ঐ তার [illegible] পুনঃ পুনঃ [illegible] ইচ্ছা রাখা যাইবে এবং যখন ইচ্ছা সঙ্গীতাদি শুনা যাইবে। মাইক্রোফোন যন্ত্রের মধ্যে সঙ্গীত বা বক্তৃতাদি করিতে হয়। অতঃপর তারটি চুম্বকের মধ্য দিয়া গেলে তাড়িত চুম্বক শক্তি বলে তারে সঙ্গীতাদির ছাপ পড়িয়া যাইবে।

আবার রুষ-চীন যুদ্ধ

রুষ-চীনে সন্ধির কথা চলিতেছিল। আবার হঠাৎ রুষ মাঞ্চুরিয়া আক্রমণ করিয়া বোমা ফেলিয়াছে। ইংরাজ, মার্কিন এবং ফরাসী কেলগ সাহেবের শান্তির চুক্তির কথা রুষিয়াকে লেখায় [illegible] এমন শত্রুতার কাজ।

গান্ধি আরউইন সংবাদ

আগামী ২৩শে ডিসেম্বর তারিখে মিঃ গান্ধি ও বড় লাট আরউইন সাহেব সাক্ষাৎ ভারতের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আলোচনা করিবেন। শুনা যাইতেছে যে মিঃ জিন্না এবং স্যার আলি ইমাম সাহেব ও বড় লাট কর্ত্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়াছেন।

চীনদেশে ভীষণ বিদ্রোহ

[illegible] বিদ্রোহ [illegible] হইয়াছে। হাঙ্কো [illegible]। যে সকল চীনদেশীয় [illegible] অস্ত্র লইয়াছিল [illegible]।

নানকিনের কোন [illegible] নাই। [illegible] যুদ্ধ চলিতেছে। ক্যান্টনের [illegible] মাইল দূরে যুদ্ধ চলিতেছে। ক্যান্টন ইং [illegible] হইতে [illegible]।

ভারতসীমান্তে গোলযোগ

কোয়েটা হইতে সংবাদ—[illegible] কাকো-জাই জাতীয় লোক মোসেজাইদিগকে তুর্কিস্থানের ১৩ মাইল দূরে আক্রমণ করে। মোসেজাইরা নিরস্ত্র থাকায় আক্রমণকারীরা তাহাদিগের হাত পা বাঁধিয়া লুণ্ঠন প্রবৃত্ত হয়। এই সংবাদ সীমান্তের অপরদিকস্থ শিকারি-দিগের কর্ণগোচর হওয়ায় তাহারা আক্রমণকারী-দিগকে তাড়াইয়া কয়েকজন মোসেজাইকে উদ্ধার করে। [illegible] এক [illegible] বালককে [illegible] জাতীয় লোক আক্রমণ করে এবং তাহাদের সর্ব্বস্ব লইয়া যায়।

দুই খানি পুস্তক বাজেয়াপ্ত

গত ১৬ই ডিসেম্বর শনিবার তারিখের কলিকাতা গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় ঘোষণা করা হইয়াছে যে সরকার [illegible] হাওড়ার শ্রীযুক্ত সত্যসাধন [illegible] রচিত 'বাঙ্গালায় আইন অমান্য' নামক পুস্তিকার সমস্ত কপি বাজেয়াপ্ত করিয়াছেন। উহাতে নাকি এমন কতগুলি অংশ আছে যাহা ১২৪ ক (রাজদ্রোহ) ও ১৫৩ক (সাম্প্র-দায়িক বিদ্বেষ) ধারা অনুযায়ী দণ্ডনীয়।

সরকার আরও একখানি পুস্তিকা বাজেয়াপ্ত করিয়াছেন। উহার নাম 'প্রিয় ব্রিগেড সমীপে" ও শেষ 'সাবধান হউন"। উহাতে নাকি এমন কতকগুলি অংশ আছে যাহা ১৫৩ক ধারা অনুযায়ী সম্রাটের বিভিন্ন শ্রেণীর প্রজার মধ্যে বিদ্বেষ প্রচার করে অথবা প্রচার করিতে সাহায্য করে।

প্রতারণার অভিযোগ

আসামীদের শাস্তি

ঢাকার ১৪ই ডিসেম্বরের সংবাদে প্রকাশ প্রতারণাপূর্ব্বক মেসার্স গোলাকান্দা বোনিং কোম্পানীর ১০ হাজার টাকা আত্মসাৎ করিবার অভিযোগে আবদুল সামাদ গোলাকান্দার ওরফে হেসামউদ্দিন, আলফাজ আলী ও মফিজুদ্দীন চৌধুরী ঢাকার অতিরিক্ত দায়রা জজের এজলাসে অভি-যুক্ত হইয়াছিল। জজ গত ১১ই উক্ত মামলার বিচার শেষ করিয়াছেন। তিনি প্রথম ২ জন আসামীকে ভারতীয় দণ্ড বিধি আইনের ৪২০ ধারা অনুসারে অপরাধী সাব্যস্ত করিয়া প্রথম আসা-মীকে ১০ বৎসর ও দ্বিতীয় আসামীকে ৫ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়া-ছেন এবং তৃতীয় আসামীকে সন্দেহের সুযোগ প্রদান করিয়া অব্যাহতি দিয়া-ছেন।

বিলাতে বন্যা

টেমস নদীর উপত্যকা ভীষণ বন্যায় জলপ্লাবিত হওয়ায় নদী হইতে ৪ মাইল দূরবর্ত্তী বাড়ী হইতেও লোক সরাইতে বাধ্য হইয়াছে। ইটন কলেজ বন্যার জন্য বন্ধ হইল. কারণ বন্যার জন্য ছাত্রদের স্বাস্থ্য খারাপ হইতেছে।

বৃষ্টল চ্যানেলে একটি ডেঞ্চুয়ার জাহাজ ঝড়ে ভগ্ন হওয়ায় ভগ্ন অংশগুলি পেমব্রোক শায়ারের উপকূলে লাগিয়াছে।

১২টি ট্রলারের এক সপ্তাহের উপর কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই। তাহার মধ্যে একটি সম্প্রতি তীরে পৌঁছিয়াছে। সম্ভবতঃ অপরগুলি জলমগ্ন হইয়াছে। উড়ো জাহাজের সাহায্যে তাহাদের সন্ধান চলিতেছে।

বিজ্ঞাপন

সাধারণের হিতার্থে জানান যাইতেছে যে, কলিকাতার ২১৪নং বহুবাজার শ্রীতত্ত্ব "[illegible]" মহোদয়ের রচিত মানবের দুঃখ না হইতে পারে তাহার পন্থা [illegible] সম্বলিত "কাম-[illegible]" গ্রন্থখানি এখনও যিনি পাঠ করেন নাই, তিনি অবিলম্বে ঐ ঠিকানায় আবেদন করত বিনামূল্যে প্রাপ্ত হউন। উহা পাঠে উপকৃত [illegible] হাজার লোক [illegible] সত্যতা উপলব্ধি [illegible]

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২রা পৌষ মঙ্গলবার—১৩৩৬

শ্রেয়ঃ কথা

শ্রীধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপ-প্রদর্শনীর বার্তা জগতের প্রায় সর্ব্বত্রই বিঘোষিত হইতেছে আর্থিক-সম্প্রদায় অর্থ ও প্রতিপত্তি লাভের জন্য এবং পারমার্থিকগণ পরমার্থানুসন্ধান জন্য সমুৎসুক হইয়া আছেন ও হইতেছেন আগামী ২০শে মাঘ হইতে ৩রা চৈত্র এই প্রদর্শনীর দ্বার সর্ব্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত থাকিবে।

সহর নবদ্বীপ কুলিয়ার কতকগুলি ভদ্র লোক আছেন, তাঁহারা শ্রীশ্রীগৌর-জন্মস্থানে শ্রীধাম মায়াপুরের বৈভব দর্শনে এবং শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার আচারবান প্রচারকগণ আজ জগতের সর্ব্বত্র শ্রীশ্রীমন্-মহাপ্রভুর শুদ্ধ ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী প্রচার করিতেছেন শ্রবণে অকৃত্রিম আনন্দ প্রকাশ করেন; কিন্তু আর কতকগুলি মাৎসর্য্য-পরায়ণ লোক আছেন, তাঁহারা নানা উপায়ে শ্রীধামের বিরোধ চেষ্টা করেন, শ্রীভগবান্ গৌরসুন্দর তাঁহাদের এই প্রকার হীনতার পক্ষপাতী হইবেন কি? ভগবান্ তাঁহাদিগকে সদ্বুদ্ধি প্রদান করুন।

পরের ইষ্ট চিন্তায় মনুষ্যত্বের পরিচয়, যাঁহারা অপরের অনিষ্ট চিন্তা করেন, তাঁহারা কখনও 'মনুষ্য'নাম ধারণের যোগ্য নহেন। ভক্তগণ ভগবানে প্রেম, ভক্তে মৈত্রী, অজ্ঞানাভিজ্ঞে তত্ত্বোপদেশরূপ কৃপা এবং বিষ্ণু বৈষ্ণববিদ্বেষিজনে উপেক্ষা প্রদর্শন রূপ বিচারাবলম্বন করেন। বিষ্ণু বৈষ্ণব-বিদ্বেষীকে আদর করিলে তাহার মঙ্গল-চিন্তা হয় না। ভক্তগণ শ্রীনাম, শ্রীধাম, শ্রীধামবাসী বৈষ্ণব এবং বিষ্ণুর প্রতি বিরুদ্ধাচরণকারী সম্প্রদায়কে কেন আদর করেন না, তাহা বিচার করিবার ধৈর্য্য ধারণ না করিয়া তাঁহাদের বিচারকে গর্হন কখনও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় নহে। আমাদের যাহার যতটুকু সঙ্কীর্ণতা আছে, সেই [illegible] মধ্য দিয়া আমরা ভক্তের [illegible] সমালোচনা করিতে যাই এইরূপ [illegible] আবাহন করিয়া বসি, কেবল [illegible] বশবর্ত্তী না হইয়া, ভক্তের [illegible] বিচার বুঝিবার সময় করা [illegible]।

[illegible]

[illegible] প্রবৃত্তি হওয়া [illegible] তাহা সুধীগণ বিচার করুন। [illegible] পঞ্চাননতলা রোড হইতে [illegible] অনেক বন্ধ লিখিয়াছেন, কথাকার [illegible] ভদ্র লোকেরা নদীয়া-প্রকাশ [illegible] থাকিলেও তাঁহাদের [illegible] গুরুর নিষেধ-ক্রমে তাঁহারা নদীয়া প্রকাশের পাঠ বন্ধ করিয়াছেন। তাঁহাদের গুরু নাকি বলিয়াছেন—"উহাতে বৈষ্ণব গোস্বামিগণকে পদে পদে অবমাননা করা হয়।" আমরা এই প্রকার উক্তির সার্থকতা কেবল মাৎসর্য্যেই [illegible] দেখিতে পাই। 'বৈষ্ণব গোস্বামী' কে এবং নদীয়া-প্রকাশের কোন্ প্রবন্ধে বৈষ্ণব গোস্বামীর অবমাননা প্রকাশ পাইয়াছে, গুরু মহাশয় দয়া করিয়া আমাদিগকে জানাইলেই তাঁহার সততা রক্ষা হইবে। যুক্তিহীন বাক্যের কোন মূল্য নাই।

কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণরত কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ ষড় বেগ-জয়ী গোস্বামী বৈষ্ণবগণ আমাদের উপাস্য বস্তু, তাঁহাদিগের উপাসনাকেই আমরা ভগবদুপাসনা বলিয়া জানি। আমরা তাঁহাদের শ্রীমুখনিঃসৃত ভক্তিসিদ্ধান্তবাণীর সেবাকেই আমাদের জীবাতু বলিয়া জানি। পরন্তু যাহারা শ্রীবিগ্রহ, ভাগবত, নাম ও মন্ত্রকে তাহাদের দগ্ধোদর পূরণের উপায়-স্বরূপ করিয়া লইয়াছে, গুরুত্বের কোন যোগ্যতা না থাকা সত্ত্বেও শৌক্র-সম্বন্ধ যোজনা দ্বারা শিষ্য ব্যবসায় আরম্ভ করিয়াছে, তাহারা যদি আপনাদিগকে 'বৈষ্ণব' 'গোস্বামী' বলিয়া পরিচয় দিয়া আমাদের নিকট হইতে প্রকৃত বৈষ্ণব গোস্বামীর প্রাপ্য সম্মান দাবী করিতে চায়, তাহা হইলে আমরা তাদৃশ দাবী অত্যন্ত ঘৃণার সহিতই প্রত্যাখ্যান করিয়া থাকি। গোস্বামিব্রুবগণকে গোস্বামীর সিংহাসনে উঠিবার স্পর্দ্ধা আমরা কখনই বহুমানন করিতে পারি না। সুতরাং সুধীজন গোস্বামিব্রুবগণের আমাদের প্রতি আক্রোশের কারণ অনুধাবন করুন।

আমরা শুদ্ধভক্তি-সিদ্ধান্তের পক্ষপাতী না হইয়া কেবল জনমনোরঞ্জনের পক্ষপাতী হইলে আমাদের প্রতি কাহারও কোন কটাক্ষ করিবার থাকিত না [illegible] যেহেতু আমরা জন প্রিয়তার অপেক্ষা না রাখিয়া নিরপেক্ষভাবে সত্য কথা বলিতে প্রস্তুত [illegible], যেহেতু তাহাতে [illegible] নাম-ধারীর দুর্নীতি [illegible] [illegible]

আসিতেছিল, তাহাতে বিশেষ বাধা জন্মিয়াছে, এবং তাহাদিগের কুৎসিৎ চরিত্র ও শাস্ত্রবিরুদ্ধ আচরণ দেখিয়া নাসিকা কুঞ্চিত করিতেছে, সেহেতু তাহারা উঠিয়া পড়িয়া গৌড়ীয়মঠ, চৈতন্যমঠের বিরোধাচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছে। কিন্তু মুর্খ তাহারা বুঝে না যে, নিত্য সত্য সনাতন ভগবান্ যাঁহাদের সহায়, মুষ্টিমেয় ত্রিতাপ-জর্জ্জরিত জড়বদ্ধ অজ্ঞলোক তাঁহাদের কি অনিষ্ট সাধন করিবে? আমরা শ্রীভগবচ্চরণে তাহাদের সদ্বুদ্ধির প্রার্থনা করি।

শ্রীল গোপাল ভট্টগোস্বামিপাদ তাঁহার হরিভক্তিবিলাস গ্রন্থে শ্রীবিষ্ণুস্মৃতিবচন উদ্ধার করিয়া বলিতেছেন—

"পরিচর্য্যা যশোলাভলিপ্সুঃ
শিষ্যাদ্গুরুর্ন হি।"
—(১৩৫)

অর্থাৎ যিনি শিষ্যের নিকট হইতে পরিচর্য্যা, যশ ও ধনাদি লাভের কামনা করেন তিনি কখনই গুরুপদের উপযুক্ত নহেন।

শিষ্যবিত্তাপহারক ও শিষ্যসন্তাপহারক গুরুদ্বয় একই আসনে বসিবার যোগ্য নহেন। এ'সকল কথার আলোচনা বিশেষরূপে হওয়া আবশ্যক।

আমরা গোস্বামিব্রুবের নিন্দা করি বলিয়া গোস্বামীর নিন্দা করিতে যাইয়া জগৎকে নরকভাক্ হইবার সাহায্য করি না। গোস্বামিব্রুবত্ব ও গোস্বামিত্ব এক কথা নহে; দুগ্ধ ও চূণগোলা, আলোক ও অন্ধকার, আসল ও নকলকে যাঁহারা এক কথা বলিয়া চিৎ ও জড়ে সমন্বয় প্রয়াসী, তাঁহারাই গুরু, বৈষ্ণব ও ভগবান্—তিনের চরণেই অপরাধী। জগতে যাহাতে সত্য সত্যই জিতেন্দ্রিয় গোস্বামীর মর্য্যাদা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং কামুক গোদাসগণ যাহাতে গোস্বামীর সমান আসনে বসিবার স্পর্দ্ধা না করিয়া তাঁহাদের দাসত্ব করিবার সদ্বুদ্ধি লাভ করে, জগৎ যাহাতে সত্যাসত্য নির্দ্ধারণ করিয়া সত্যে প্রীতিবিশিষ্ট হয়, তাহাই নদীয়া-প্রকাশ ও গৌড়ীয়ের প্রচার্য্য বিষয়। তাঁহাদের সদুদ্দেশ্য ধারণা করিতে অসমর্থ হইয়া যাঁহারা তাঁহাদের নিন্দায় প্রবৃত্ত, তাঁহাদের মঙ্গল-প্রার্থনা [illegible] [illegible]

কীর্ত্তনাধিকার

[illegible] প্রত্যেক শ্রী পিতৃ ও মাতৃ [illegible] অধিকারী হইলেও যেমন [illegible] বালক এবং [illegible] বালিকা [illegible] হইতে পারে না সেইরূপ [illegible] গ্রহণের জীব মাত্রেরই অধিকার থাকিলেও উপযুক্ত ব্যক্তিই প্রকৃত হরিনাম সেবা করিতে সমর্থ। জগদ্গুরু স্বয়ং ভগবান গৌরসুন্দর বলিয়াছেন—তৃণাপেক্ষা সুনীচতা, তরুর ন্যায় সহনশীলতা, অমানী ও মানদ—এই চারি গুণে গুণী হইয়া হরিনাম সেবা করিতে হয়।

যিনি কনক-কামিনী প্রতিষ্ঠার জন্য লালায়িত, তিনি বাহিরে লোক দেখান দৈন্য প্রকাশ করিলেও প্রকৃত তৃণাদপি সুনীচ নহেন। যিনি জগৎকে ভোগ্য জ্ঞান করেন, জগতের প্রত্যেক বস্তুকে যিনি কৃষ্ণ সেবায় নিযুক্ত করিবার কৌশল অবগত নহেন তাঁহার কোন সহিষ্ণুতা নাই। যিনি জগতের প্রত্যেক বস্তুকে, প্রত্যেক জীবকে গুরুরূপে দর্শন করিতে না শিখিয়াছেন, যিনি প্রত্যেক জীবকে কৃষ্ণকীর্ত্তনে অধিকার প্রদান করিতে, প্রত্যেককে আচার্য্যবর্গের যোগ্যতা প্রদান করিতে কুণ্ঠিত তিনি কখনও অমানী মানদ নহেন। ভগবদভিন্ন শ্রীনাম সেবায় অধিকার ভগবৎ প্রিয়পার্ষদ কীর্ত্তনবিগ্রহ শ্রীগুরুদেবেরই আছে, তিনি কৃপা করিয়া যাঁহাকে সেবার অধিকার প্রদান করেন তিনিই ধন্য।

মায়ার কীর্ত্তন ও কৃষ্ণকীর্ত্তন বাহ্য বিচারে একপ্রকার মনে হইলেও উভয়ের মধ্যে আকাশ পাতাল ভেদ আছে। কৃষ্ণ কীর্ত্তনের আবরণে ইন্দ্রিয়তর্পণোদ্দেশ্যে বাগ্ বিলাস মায়ার কীর্ত্তন মাত্র, উহা কখনই কৃষ্ণকীর্ত্তন নহে। মায়ার কীর্ত্তনকে অনেকেই কৃষ্ণকীর্ত্তন বলিয়া ভ্রম করেন। সদ্গুরুর চরণে সর্ব্বস্ব পরিহার পূর্ব্বক শরণাগত হইয়া তাঁহার মুখ-নিঃসৃত ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী শ্রবণ ও তৎ বিষয়ের কীর্ত্তন করিতে করিতে অনর্থমুক্ত হইলে অসত্যে সত্য জ্ঞানরূপ বিবর্ত্ত দূর হয়, শুদ্ধ নাম সেবার অধিকার হয়, শিক্ষাশ্রয়হীন ব্যক্তির নাম-সেবারূপ [illegible] সম্ভবপর নহে। [illegible] নামগ্রহণ এবং [illegible] প্রদর্শন [illegible] হয় শ্রী[illegible]।

[illegible]

[illegible] সম্প্রদায়ের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] করিয়াছেন। অতএব তিনি নিষ্কাম [illegible] ও [illegible] বিশ্বাসসম্পন্ন হয়েন তাঁহার [illegible] তৃণাদপি সুনীচতা কিরূপে সম্ভব হইবে? নিজ স্বাধীন মনের কৃত্রিম দৈন্য ও শুদ্ধ ভক্তদিগের [illegible] তৃণাপেক্ষা সুনীচতা এক কথা নহে।

চীন [illegible] হইতে জানা যায়—এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ তাঁহার স্ত্রী ও [illegible] বৎসরের একটী শিশুপুত্র রাখিয়া পরলোকে গমন করেন। স্ত্রী ও বালক নিতান্ত অসহায় হইলেও সদ্গুণ বলে গ্রামের সকলের কৃপাদৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। গ্রামের সকলেই তাহাদিগকে সর্ব্বপ্রকারে সাহায্য করিতেন।

ব্রাহ্মণের পুত্রের নাম গোপাল। গোপাল পড়িবার জন্য প্রতিদিন গ্রাম্য পাঠশালায় যাতায়াত করে কিন্তু পাঠশালা একটু দূরে, আবার পথিমধ্যে একটী বন আছে, সেই বন হইয়া গোপালকে পাঠশালায় পৌঁছিতে হয়। গোপাল নিতান্ত ছেলে মানুষ। বনের রাস্তায় একাকী যাইতে ভয় হয়—তাই সে একদিন মাকে বলিল—"মা আমি একাকী পাঠশালায় যাইতে ভয় করি। যখন আমি বনের নিকটে যাই তখন ভয়ে আমার বুক দুড় দুড় করে। মাতা গোপালের কথা শুনিয়া তাহাকে বলিলেন—"বাছা তুমি জানিও ঐ বনে আমার আর একটী পুত্র আছে, তাহার নামও গোপাল। তিনি ঐ বনে গোচারণ করেন। তোমার যখন ভয় হইবে তখন তুমি কাতরভাবে উচ্চৈঃস্বরে [illegible], তাহা হইলেই তিনি আসিয়া তোমাকে রক্ষা করিবেন। সরলমতি বালক মাতার কথায় নিষ্কপটে দৃঢ়বিশ্বাস করিল [illegible] পাঠশালায় যাইবার সময় [illegible] উপস্থিত [illegible] বালক মাতার [illegible] [illegible] গোপাল-[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] নিকটে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] করিলেন। গোপা[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] মুল [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] পাঠ [illegible] [illegible] [illegible] বিশ্ব [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] তাঁহার [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] যখন থাকিলা, [illegible] [illegible] যখন আমার মতি বিপরীত করিয়া কদাকাতের পরামর্শ দেয় তখন আমার ভগবৎ-বিশ্বাস কৃত্রিম বই আর কি!

এই প্রকার সরল বিশ্বাসই গীতার ভাষায় ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি। ব্যবসায়াত্মিকা-বুদ্ধির অভাবে মনুষ্যের চিত্ত নানাদিকে বিক্ষিপ্ত হওয়ায় আমাদিগকে সাধু-গুরু-বাক্যে দৃঢ়শ্রদ্ধ হইতে দেয় না, পরন্তু সাধুগুরু হইতে নিরন্তর দূরে রাখিতে চায়, সাধুগুরু-কৃপাভাবে হরিনাম-সেবায় চঙ্গ বিপ্রের ন্যায় অনুকরণ মাত্রে পর্য্যবসিত হয়।

গীতা বলেন—

ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিরেকেহ কুরুনন্দন।
বহুশাখা হ্যনন্তাশ্চ বুদ্ধয়োঽব্যবসায়িনাম্॥

—ঠাকুর বিশ্বনাথ এই শ্লোকের টীকায় বলিয়াছেন—"ইহ ভক্তিযোগে ব্যবসায়াত্মিকা-বুদ্ধিরেকৈব। মম শ্রীমদ্-গুরুপদিষ্টং ভগবৎ-কীর্ত্তন-স্মরণ-চরণ-পরিচরণাদিকমেতদেব মম সাধনমেতদেব মম সাধ্যমেতদেব মম জীবাতুঃ, সাধ্য-সাধন দশয়োস্ত্যক্তুমশক্যমেতদেব মে কাম্যমেতদেব মে কার্য্যমেতদেব, অন্যৎ ন মে কার্য্যং নাপ্যভিলষণীয়ম্ স্বপ্নেঽপীত্যত্র সুখমস্তু দুঃখং বাস্তু সংসারো নশ্যতু বা ন নশ্যতু। তত্র মম কাপিন ক্ষতিরিতি বংনিশ্চয়াত্মিকা-বুদ্ধিঃকৈতবভক্ত্যাবেব সম্ভবেৎ"

—এই ভক্তিযোগে নিশ্চয়াত্মিকা-বুদ্ধি একই প্রকার। ব্যবসায়াত্মিকা-বুদ্ধি কিরূপ? আমি আমার শ্রীগুরুপদিষ্ট-মন্ত্র-মহামন্ত্র ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণ করিয়া ভগবানের আরাধনা করিব, ইহাই আমার সাধন ও সাধ্য, সাধন সাধ্য কোন অবস্থাতেই উহা পরিত্যাজ্য নহে, ইহাই আমার ইহ-পরকালের কাম্য ও অভিলষণীয়, স্বপ্নেও আমার অন্য বাসনা নাই, ইহাতে আমার সংসার থাকুক বা নষ্ট হউক, সুখ বা দুঃখ যাহা হয় হউক তাহাতে আমার কোন ক্ষতি নাই—এইরূপ দৃঢ় বিশ্বাসই ভগবদ্ভজনের মূল।

ভক্তিসিদ্ধান্ত বিজ্ঞানের অভাবে এই প্রকার ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি হয় না। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], বৈরাগ্য [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] সাধনের পরিবর্ত্তে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] প্রকাশ করিয়া [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] একটী [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হইয়া।

[illegible] [illegible] ভগবানে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] অপ্রাকৃত বুদ্ধির [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হইতে [illegible] তাহারা দাম্ভিক, তৃণাদপি সুনীচ নহেন।

২। [illegible] পাণ্ডিত্যাভিমান, ধনমদ, বিদ্যামদ ও সৌন্দর্য্যমদ—এই চারি প্রকার অভিমানে প্রমত্ত ব্যক্তি তৃণাদপি-সুনীচ হইয়া অকিঞ্চনের একমাত্র ধন হরিনামের সেবা করিতে পারে না।

৩। যাঁহারা ভগবান্ ও তৎসম্বন্ধিবস্তুকে জড়েন্দ্রিয়ের বিচার্য্য মনে করিয়া কখন ধাম-নির্ণয়ের চেষ্টা, কখন কখন নির্জ্জনে নামভজন বা কৃত্রিমভাবে রূপ গুণ-লীলা-স্মরণ শ্রীমন্মহাপ্রভু ও তদীয়-পার্ষদগণের শিক্ষায় অসম্পূর্ণতা আছে জ্ঞানে তাঁহাদের অনুগমনে বিরত হইয়া গৌর-নাগরী প্রভৃতি স্বতন্ত্র-মতবাদ কল্পনা, ছড়া-কীর্ত্তন-প্রবর্ত্তন করিয়া থাকেন তাঁহারা তৃণাদপিসুনীচ নহেন পরন্তু দাম্ভিক ও ভক্তবিদ্বেষী।

৪। যাহাদের বাহ্যজগৎ বাসুদেব-ময় হইয়াছে, সেই সকল ভাগবতোত্তমগণকে কৃপা করিবার জন্য ভগবান্ রাস-লীলা প্রপঞ্চে প্রকটিত করিয়াছেন—ইহা না জানিয়া যাহারা নিজ ও অপরের ইন্দ্রিয়-তর্পণ ও মনোরঞ্জনার্থ রাসলীলার পাঠ, ব্যাখ্যা ও কথকতা করেন তাঁহারা কপট

৫। ভগবান ও তৎসম্বন্ধি বস্তুতে প্রীতি, কৃষ্ণোন্মুখ-জনের সহিত মিত্রতা কৃষ্ণদ্বেষীর প্রতি উপেক্ষা বা স্থল বিশেষে ক্রোধ—ইহাই শুদ্ধ-বৈষ্ণবদিগের আচরণে লক্ষিত হয়, কিন্তু যাহারা উত্তম ভাগবতদিগের অনুকরণে কৃত্রিমভাবে সকল বস্তু ও কাষ্ঠ-দর্শনের ভান করেন তাঁহাদিগকে আমরা চঙ্গবিপ্রের সহিত তুলনা করিতে পারি। ইঁহারা অনুকরণপন্থী, কিন্তু ভক্তগণ অনুসরণপন্থী।

৬। যাঁহারা [illegible] মন্ত্র [illegible] তাঁহাকে বৈষ্ণব জ্ঞান করিবার পরিবর্ত্তে জেলি-মালি কল্প জ্ঞান করেন, তাঁহারা অপরাধী।

৭। যাঁহারা হরিকীর্ত্তনীয়া [illegible] দীক্ষা দিবার পরিবর্ত্তে [illegible] [illegible] প্রাধান্যপূর্ব্বক নিজ কনক-কামিনী [illegible] সংগ্রহে ব্যস্ত থাকেন, সেই সকল ব্যবসায়ী দল তৃণাদপি সুনীচ নহেন।

৮। যাঁহারা, দৈক্ষ [illegible] [illegible] [illegible] চিত সংস্কারের [illegible], এবং যাঁহারা সংস্কার গ্রহণকে দুর্[illegible]-[illegible] [illegible] [illegible] মনে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা.

বিগত ২২শে সেপ্টেম্বর (১৯২৯) চেৎলা ময়ূরভঞ্জ রোডস্থ (কলিকাতা) শ্রীযুক্ত অমূল্যধন আঢ্য মহোদয়ের ভবনে সুপ্রসিদ্ধ পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র 'শ্রীগৌড়ীয়ের' সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি, এ, মহোদয় 'শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা' সম্বন্ধে একটী সারগর্ভ উপদেশপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন, তাহার সার মর্ম্ম নিম্নে বিবৃত হইল,—

"মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্।
যৎকৃপা তমহং বন্দে শ্রীগুরুং দীনতারণম্॥

সমবেত সজ্জন ও সুধীমণ্ডলি! আজ বিশেষ আনন্দের বিষয় এই যে, আপনাদের ন্যায় সজ্জনবর্গের নিকট আমার বর্ত্ম-প্রদর্শক গুরুদেব—যিনি আমাকে বিষয়-বিষগর্ত্ত হ'তে উত্তোলন ক'রে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা-দীক্ষা গ্রহণ করিয়েছেন, সেই গুরুদেবের কৃপায় আজ আমার হরি-কথা কীর্ত্তন করবার সৌভাগ্যলাভ হ'য়েছে ইহাতে আমার যে কিরূপ মঙ্গল সাধিত হবে, তাহা যাঁরা সাধনরাজ্যে প্রবেশ ক'রেছেন, তাঁ'রাই উপলব্ধি করতে পারবেন।

অদ্যকার "মহাপ্রভুর শিক্ষার বিষয়" আলোচনায় আমরা দেখ্তে পাই, যাঁ'রা শ্রুতিশাস্ত্র বা বেদাঙ্গ আলোচনা ক'রেছেন তাঁ'রা জানেন যে, শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণের মধ্যে 'শিক্ষা' শব্দের পারিভাষিক অর্থ [illegible]—বর্ণের উচ্চারণ যে শিক্ষা, বর্ণ কিরূপে উচ্চারিত হ'লে মন্ত্রের যেটী প্রয়োজন, সেটি সিদ্ধ হবে। এটি বেদাঙ্গের শিক্ষা। কিন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভুর যে শিক্ষা, তাহাতে সেই প্রকার বৈদিক পরিভাষার শিক্ষা আছে কি? অনেকে মনে করেন, মহাপ্রভুর শিক্ষার ভিতরে পৌরাণিক বা ভাব [illegible] মাত্র, তিনি শ্রুতির বিষয় শিক্ষা দেন নাই। যাঁ'রা বেদ অধ্যয়ন ক'রেছেন ব'লে অভিমান করেন, তাঁহা বলেন, মহাপ্রভুর শিক্ষার মধ্যে বেদের কোন কথা নাই। কিন্তু মহাপ্রভুর শিক্ষা—নিখিল বেদ-বেদান্তের সার। তাঁ'র শিক্ষার [illegible] গ্রহণ করলে তাহাতে বেদান্তের একমাত্র তাৎপর্য্য পূর্ণভাবে দেখা যায়। ঐ [illegible] বর্ণের উচ্চারণ [illegible] [illegible], শব্দের [illegible] [illegible] মূল উদ্দিষ্ট বিষয়ের যে শিক্ষা, তাহা শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদেশে নিহিত আছে [illegible] [illegible] [illegible] নির্য্যাস।

[illegible] শ্রীগৌরসুন্দরের শিক্ষাষ্টক [illegible] [illegible] [illegible], এক [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] শ্লোকে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ঐ শ্লোকে [illegible] [illegible] [illegible] ঐ [illegible] [illegible]

শিক্ষা দিয়েছেন। তাঁর বাল্য-লীলা দেখুন, ভূমিষ্ঠের দিবস, তাঁর আবির্ভাব সময়ে সকল জীব সেই দেবে এক অপূর্ব পরিচয়নায় হরিনাম উচ্চারণ করতে লাগলেন। তিনি প্রকট হ'য়ে নাম না করা পর্যান্ত ক্রন্দন করতেন। নবদ্বীপবাসী সজ্জনবৃন্দ, প্রতিবেশীবৃন্দ, আত্মীয়-স্বজন, প্রৌঢ়ারমণীগণ তাঁকে হরিনাম শুনা'তেন। তাঁর অধ্যয়ন-লীলায় দেখ্তে পাই, তিনি পড়ুয়াগণকে প্রথম ব্যাকরণের উপদেশ দিলেন, শেষে প্রতি সূত্র, প্রতি বৃত্তি, প্রতি টীকা, প্রতি ধাতু যে কেবল হরিনামময়, তাহা প্রদর্শন করিলেন। বিশুদ্ধ চিত্তে যখন জীবের এই জ্ঞান হয় যে, সমস্ত অক্ষর, সমস্ত বৃত্তি, সমস্ত ধাতু কেবল কৃষ্ণনামের অনুধ্যান করছে, তখনই তাঁ'দের শাস্ত্র-অধ্যয়নের, সাহিত্য আলোচনার সকল প্রকার পাণ্ডিত্যের অবধি হয়। মহাপ্রভু বল্ছেন,

চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভব-মহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণম্
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূ-জীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতা-স্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তনম্॥

শিক্ষাষ্টকের প্রারম্ভেই মহাপ্রভু এই কথা বল্লেন। যদি জগতের কোন বস্তুর বিজয় আকাঙ্ক্ষা করতে হয়, তবে শ্রীনাম সর্ব্বোপরি বিজয় করুক। সেই নামের আভাসের দ্বারা আমাদের চিত্ত—যা সঙ্কল্প-বিকল্পাত্মক হ'য়ে আমাদিগকে ইতর বিষয়ে প্রধাবিত করছে—জগতের অনর্থরূপ ধূলিরাশি দ্বারা যা' আবৃত হ'য়ে প'ড়েছে, তাহা সম্পূর্ণরূপে পরিমার্জ্জিত হয়। মহাপ্রভুর শিক্ষার একমাত্র বৈশিষ্ট্য এই,—বেদান্ত যা'কে শিক্ষা বল্ছেন,—যা' বেদের উচ্চাবচ নিরূপণ, তা', মহাপ্রভুর শিক্ষায় সার্থকতা লাভ ক'রেছে। মহাপ্রভু বলেছেন,—সাধন ও সাধ্য এক। কিন্তু জগতের অন্যান্য যত সাধন ও সাধ্য আছে সেই সাধন ও সাধ্যের মধ্যে ভেদ দর্শন। মনে করুন আমাকে হেঁটে মায়াপুর আসতে হ'বে, এখানে হাঁটা একটা জিনিষ আর মায়াপুর আর একটা জিনিষ। এইভাবে মায়াপুর অ সাক্ষাৎ সিদ্ধিটা, তা' হাঁটা [illegible] কিন্তু মহাপ্রভু [illegible] সাধন ও যা', সিদ্ধিও তাই [illegible] মহাপ্রভুর শিক্ষাতেই দেখা যায় [illegible] সকলেই বল্ছেন, সাধন একটা, আর সিদ্ধি আর একটা। কেবল, আমি কাজ কচ্ছি—বস্তু [illegible] [illegible]

প্রাণায়াম, আসন করতে করতে [illegible] অনুষ্ঠান, কিন্তু আমার পরক, পূরক কুম্ভকাদির বিস্তার বলতে পারি না। দেখুন, সিদ্ধি লাভ করবার পর বলছে—এ সাধনায় আর আমার কোন প্রয়োজন নাই। বহু কষ্ট ক'রে অর্থ উপার্জ্জন করছি, কিন্তু, অর্থ লাভ হ'লে আর পরিশ্রম কচ্ছিনা—প্রয়োজন প্রাপ্তিতে আর সাধন কচ্ছিনা। কিন্তু মহাপ্রভুর শিক্ষা—সাধন কালে যা', সিদ্ধিতেও তা'—"সাধনে ভাবিবে যাহা, সিদ্ধেতে পাইবে তাহা।" যখন কোন বৈষ্ণব ভক্তি যাজন ক'রে স্বরূপ-সিদ্ধ বা বস্তুসিদ্ধ অবস্থা লাভ কচ্ছেন, তখন তিনি সাধন ছেড়ে দিচ্ছেন না। মহাপ্রভুর শিক্ষায়—"কীর্ত্তনীয় সদা হরিঃ।" বৈকুণ্ঠে গেলেও সেখানে গিয়া হরিসেবা করতে হ'বে। মহাপ্রভুর শিক্ষা এমন নয় যে, এখন ঠাকুরকে পূজা করলাম, কিছুক্ষণ বা দু' একদিন পরে বিসর্জ্জন দিয়ে দিলাম। তাঁ'র শিক্ষায় নিত্যকাল ঠাকুরের অর্চ্চন-বিধি র'য়েছে। সাধন অবস্থায়—সিদ্ধ অবস্থায় সব সময়েই তিনি আরাধনা শিক্ষা দিয়েছেন অর্থাৎ সাধন ও সাধ্য এক ব'লে নির্দ্ধারিত ক'রেছেন।

মহাপ্রভু এটী জগতে ঘোষণা করেছেন—ওহে জীব, তুমি এমন সাধন আশ্রয় কর, যা' নিত্য, সিদ্ধি লাভ হ'লেও যা' ছাড়তে হ'বে না। সেই মহাপ্রভুর শিক্ষা চিত্ত-দর্পণকে মার্জ্জন ক'রে দেয়। আর কি—না, যে ত্রিতাপে অভিভূত হ'য়ে আমি কখনও সাংখ্য শাস্ত্র, কখনও বা ন্যায় শাস্ত্র অধ্যয়ন কচ্ছি—সেই ত্রিতাপ দূরীভূত করবার জন্য কত না পন্থা অবলম্বন কচ্ছি; কিন্তু কিছুতেই উহা ছাড়াতে পাচ্ছি না। মহাপ্রভু বল্লেন,—এই ভবরোগ, 'ভব' মানে—পুনঃ পুনঃ জন্ম, এই জন্ম মরণের [illegible] হ'তে মহাদাবাগ্নি হ'তে আমাদের অনায়াসে কিরূপে ছুটি হ'তে পারে—না, নামাভাসের দ্বারা। নাম দূরে থাকুক, নামের আভাস মাত্রেই আমাদের সমস্ত [illegible] দূরীভূত হ'য়ে যায়। আর কি—না, শ্রেয়ঃ [illegible] এই শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ের মধ্যে [illegible] থাকেন; তাঁহারা মনে করেন, [illegible] সুখদায়ক, তাহাই শ্রেয়ঃ, [illegible] শিব [illegible] অমঙ্গলকে মঙ্গল ব'লে ধারণা [illegible] [illegible]

[illegible] আনন্দের অন্বেষণে [illegible] রিক আনন্দের জন্য লালায়িত। তাঁ'রা মরীচিকার পিছে পিছে—আলেয়ার পাছে ছুটছে, কিন্তু কিছুতেই সুখ পাচ্ছে না। আবার কেহ কেহ সংসার ত্যাগ ক'রে—কৌপীন পরিধান ক'রে, পর্ব্বতগুহায় গিয়ে আনন্দের অনুসন্ধান ক'রেও চিত্তে শান্তি লাভ করতে পাচ্ছে না। এই জন্যই, মহাপ্রভু বল্লেন,—প্রেমানন্দ লাভ না করা পর্য্যন্ত—সেই অখিল-রসামৃত-সিন্ধুর পাদপদ্মে আশ্রয় গ্রহণ না করা পর্য্যন্ত জীব অন্য কোন পন্থাতেই প্রকৃত শান্তি লাভ করিতে পারবে না। হরিনামাশ্রয় করলেই আনন্দ স্ফূর্ত্তি বর্দ্ধিত হ'বে—সমস্ত আত্মা আনন্দসাগরে স্নান করবে—জগতের সমস্ত ক্লেশ হ'তে জীব রক্ষা পা'বে।

মহাপ্রভুর শিক্ষাতে আমরা দেখতে পাই, জগতে যত শিক্ষক হ'য়েছেন, সকলেই মহাপ্রভুর শিক্ষার কথা বলতে গিয়ে পূর্ণভাবে বলতে পারেন নাই। মহাপ্রভুর শিক্ষাতে জগতের সমস্ত শিক্ষকে শিক্ষা অন্তর্নিহিত। সমাজের প্রতি, পাড়া-পড়শীর প্রতি, মাতার প্রতি, স্ত্রীর প্রতি তাঁ'র যে সমস্ত অনন্ত শিক্ষা রয়েছে, তা' মনোযোগপূর্ব্বক আলোচনা করুন, দেখবেন,—কি আশ্চর্য্য শিক্ষা! তিনি ভূমিষ্ঠ হ'য়ে সকলকে হরিনাম দীক্ষাগ্রহণ করা'লেন। আমরা কেবল ভোগের শব্দ কর্ছি—ভাল খা'ব, ভাল পরব, কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা লাভ ক'রে জগতে কিরূপে সুবিধা মত থাকব। ইত্যাদি। "ধরুন, আমি দেশকে স্বাধীন বা পরাধীন করতে যাচ্ছি, উদ্দেশ্য—জগতে থাকব স্বচ্ছন্দে—আমার আত্মীয় স্বজন ও দেশবাসী সুখে থাকবে। আমরা যা কিছু করছি, সবই আমাদের নিজেদের সুখ-সুবিধার জন্য—একথা সত্য কিনা, আপনারা একটু ধৈর্য্যসহকারে চিন্তা ক'রে দেখুন। কৃষ্ণের সুখের জন্য আমরা কয়জনে আলোচনা কচ্ছি।

গৌড়ীয়ের আত্মপ্রকাশ

(শ্রীনিকুঞ্জদাস)

আমায় কি [illegible] [illegible]

শাস্ত্র [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] ইহাদের অনুকূল যে সকল গ্রন্থ [illegible] মূল্যে পরিগণিত। [illegible] যে সকল গ্রন্থ, তাহা শাস্ত্র হ'লেও বরং তাহাকে 'কুশাস্ত্র' বলা যায়।

প্রপঞ্চে অমিশ্র আনন্দ নাই—আমরা প্রপঞ্চে 'আমার' আনন্দ লাভের জন্য ছুটাছুটি করি; কিন্তু সে আনন্দ নিত্য নয়, তাহা অমিশ্র আনন্দ নয়, উহা দুঃখের ক্ষণিক নিবৃত্তি মাত্র, সেই ক্ষণিক ভাবটীই তাহার [illegible] আবার অনন্ত দুঃখ আনয়ন করে। আমরা মনুষ্য হইয়াও ঠিক পতঙ্গের মত আনন্দের [illegible] সন্ধান করিতে যাইয়া আত্মঘাতী হই। এতএব মহাজন গাহিয়াছেন:—

ভাল করে দেখ [illegible]
অমিশ্র আনন্দ নাই,
যে আছে সে দুঃখের কারণ।
সে সুখের তরে [illegible]
কেন মায়ামুগ্ধ হবে,
হারাইবে পরমার্থ ধন॥
ইতিহাস আলোচনে,
ভেবেদেখ নিজ মনে,
কত আসুরিক দুরাশয়।
ইন্দ্রিয় তর্পণ সার,
করি কত দুরাচার,
শেষে লভে মরণ নিশ্চয়॥
এমন বিষয়ে মন,
কেন থাক অচেতন
ছাড় ছাড় বিষয়ের আশা॥
শ্রীগুরু-চরণাশ্রয়
[illegible]
[illegible] ভরসা॥

[illegible]

ভক্তির [illegible]

[illegible]

পর-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ, শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

[illegible] অধ্যাপকের আসনসমূহ [illegible] —বিদ্যার্থিগণ আবেদন করুন।

১। সাহিত্যাসন, ২। [illegible]াসন,
৩। সম্প্রদায়বৈভবাসন, ৪। [illegible]াসন,
৫। ভক্তিশাস্ত্রাসন, ৬। বেদান্তাসন,
৭। একায়নাসন।

শ্রী[illegible]লাল রায় বি, এ, কাব্যতীর্থ, বিদ্যাসাগর,
সম্পাদক—পরবিদ্যাপীঠ, শ্রীধাম মায়াপুর।

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

শ্রীগৌড়ীয়মঠ প্রকাশ হইতে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৪০্ চল্লিশ টাকা।

২৭২৪ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে,

সপ্তচত্বারিংশ খণ্ডে সূচী ছাপা হইতেছে।

৪৬শ খণ্ড গ্রন্থ নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে ১৫৷৵০ সাধারণ পক্ষে ২০৸৵০। প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৶০, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ।৵০।

দশম স্কন্ধের ভিক্ষা ১২্, অগ্রিম সাধারণের পক্ষে ৮্।

৬২ অধ্যায়পর্যন্ত একাদশ সংখ্যা ছাপা হইয়াছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত"

সূচী প্রভৃতি সহ সম্পূর্ণ ছাপা শেষ হইয়াছে

আদি, মধ্য, ও অন্ত্যলীলা এবং সূচী ছাপা হইয়া সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছেন। যাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্বে ১০্ টাকা ভিক্ষার তৃতীয় সংস্করণ ৪্ টাকায় না পাইয়া অপূর্ব সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের জন্যই উহার ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছেন। সেই ১০্ টাকার এই বিরাট গ্রন্থের শত সংখ্যা মাত্র ৫্ টাকা ভিক্ষায় দেওয়া হইতেছে। গ্রাহকগণ সত্বর হউন পরে আর এ সুযোগ থাকিবে না।

শ্রীচৈতন্য [illegible]

শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

সভাষ্য আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র গ্রন্থ ৮্ স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫্

নদীয়া প্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪৷০ টাকা

শ্রীচৈতন্য মঠের যাবতীয় গ্রন্থ

[illegible]

[illegible] কলিকাতা

[illegible]

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত ভক্তি গ্রন্থাবলী

যে সব উৎকলবাসী ভক্ত বাংলা অক্ষর পড়িতে জানেন না, তাঁহাদের শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর প্রচারিত পরম উপাদেয় ভক্তি-কথা জানিবার সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে উড়িয়া-অক্ষরে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হইয়াছে বাংলা গ্রন্থের তুলনায় উড়িয়া গ্রন্থগুলির ভিক্ষাও অপেক্ষাকৃত অল্প।

গ্রন্থের নাম	ভিক্ষা
শ্রীহরিনাম চিন্তামণি, প্রতিখণ্ড	৷০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	১্
সাধন পথ (শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টক) প্রতিখণ্ড	।০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৷০
কল্যাণ কল্পতরু প্রতিখণ্ড	৵০
একত্রে ৩খণ্ড লইলে	।০
গীতাবলী প্রতিখণ্ড	⁄১০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৶১৫
শরণাগতি প্রতিখণ্ড	⁄০
একত্রে ৩খণ্ড লইলে	৵৫

প্রাপ্তিস্থান { শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ, কটক এবং শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, পুরী

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিম্নলিখিত মঠসমূহে প্রাপ্তব্য:—

১। শ্রীচৈতন্য মঠ,—পোঃ, শ্রীধামমায়াপুর, (নদীয়া)।
২। শ্রীগোরগদাধর মঠ,—চাঁপাহাটি, সমুদ্রগড় পোঃ, (বর্দ্ধমান)।
৩। শ্রীভাগবত আসন,—ভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৪ শ্রীগৌড়ীয় মঠ,—১নং উল্টাডাঙ্গা জংসন রোড্, কলিকাতা।
৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ,—পোড়াকুঠী, পুরী।
শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ,—উড়িয়া বাজার, কটক।
শ্রীভাগবত মঠ,—চিরাকিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।
শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ,—৮নং জগজ্জীবনপুরা, কাশী, ইউ, পি।
৯ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,—ছিপিগলি, বৃন্দাবন, মথুরা, ইউ, পি।
১০ শ্রীপরমহংস মঠ—নিমসার পোঃ, সীতাপুর, ইউ পি।
১১ শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ,—কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল, পাঞ্জাব।
১২ শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠ,—৯০নং নবাবপুর রোড্, ঢাকা।
১৩ শ্রীগদাইগৌরাঙ্গ মঠ,— বালিয়াটি, ঢাকা।
১৪ শ্রীপ্রপন্নাশ্রম,—আমলাযোড়া, রাজবাঁধ পোঃ, বর্দ্ধমান।
১৫ শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ,—ডুমুরকোন্দা, চিরকুণ্ডা পোঃ, মানভূম।
১৬ শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয় মঠ,— আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী, উড়িষ্যা।
১৭। শ্রীগৌড়ীয় মঠ কার্য্যালয় ১০১ হনুমান রোড্ নিউদিল্লি

এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণের নিকটও নদীয়া-প্রকাশ প্রাপ্তব্য।

১। শ্রীযুক্ত জনার্দ্দন ঘোষ—৭৯ লক্ষ রোড, খুলনা।
২। শ্রীযুক্ত [illegible] গোস্বামী [illegible]—[illegible]গঞ্জ, [illegible] বুচবিহার।
৩। শ্রীযুক্ত [illegible] রায় —[illegible] লেন, কলিকাতা।
৪ [illegible], কানপুর।
৫ [illegible]
৬ শ্রী[illegible]
৭। শ্রী[illegible] ঢাকা।
৮। শ্রী[illegible]

চৈতন্যমঠের গ্রন্থাবলী

শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুর বিরচিত

কাব্য গ্রন্থাবলী।

উৎকৃষ্ট কাপড়ে বিলাতী ধরণে বাঁধাই

স্বর্ণালঙ্কৃত। চতুর্থ সংস্করণ। বিস্তৃত বিষয়সূচীসহ

জৈবধর্ম্ম

বাঁধাই ২৲ দুই টাকা

প্রকাশিত হইয়াছে

সর্ব্ব সময়ে সর্ব্বশাস্ত্র বেদ, বেদান্ত, উপনিষৎ গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত, দর্শন, পুরাণ, তন্ত্রাদি সকল গ্রন্থ পাঠ করিবার অবসর অতি অল্প মানবের ঘটিয়া থাকে। অনেকের যোগ্যতা না থাকায় সেই সমস্ত গ্রন্থের মর্ম্ম অবগত হইতে পারেন না। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বাঙ্গালার এই অসুবিধা দূরীভূত করিবার জন্য এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

বিদ্যালয়ের ছাত্র বা শিক্ষকগণের বিশেষ পাঠ্য, এই হেতু শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টার বাহাদুর উহা সমস্ত বিদ্যালয়ের জন্য অনুমোদন করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

প্রথম খণ্ড ভিক্ষা ১৲ একটাকা

যুক্তিপূর্ণ শাস্ত্রবাক্য দ্বারা প্রত্যেক মানবের নিত্য কর্ত্তব্য ও অনিত্য সাময়িক কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। গ্রন্থের প্রতি উক্তি সনাতন শাস্ত্রবাক্য দ্বারা সমর্থিত ও প্রমাণিত হইয়াছে। দেহের, মনের ও আত্মার ধর্ম্ম কি? স্বদেশ, সমাজ, নীতি, ধর্ম্ম কি? ইত্যাদি বিষয় ক্রমানুসারে এমন সুন্দরভাবে যুক্তিসহকারে আলোচিত হইয়াছে যে, প্রথম পংক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত পাঠ না করিয়া নিবৃত্ত হওয়া যায় না।

শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ভিক্ষা ৵০

ঐ প্রমাণ খণ্ড ভিক্ষা ৵০

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিহার ও লীলাভূমি নয়টী দ্বীপ-সমন্বিত। এই নয় দ্বীপের প্রাচীন বিবরণ—প্রত্যেক দ্বীপে শ্রীমহাপ্রভুর লীলা—প্রত্যেক স্থানের পরিচয়, শ্রীধাম মাহাত্ম্য, ধামাপরাধ কি? ইত্যাদি বিষয় বিশেষভাবে মনোহর ছন্দে বর্ণিত। পকেট সাইজ প্রায় ১৬০ পৃষ্ঠা।

শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ

ডবল ক্রাউন কাগজে উত্তম কাগজে ছাপা—শ্রীনবদ্বীপধাম দর্শনে ভাবুক দর্শনকারীর কি প্রকার ভাবের উচ্ছ্বাস হয়, তাহা এই গ্রন্থে বর্ণিত। অতি চমৎকার। ভিক্ষা চারি আনা।

শ্রীহরিনামচিন্তামণি

৷৵০ দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভুকে উপদেশচ্ছলে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিচার অতি সুন্দরভাবে ব্যক্ত হইয়াছে। উহা ছাড়া শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদিষ্ট শিক্ষা ও উপদেশ বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-জগতে অভিনব গ্রন্থ !!

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতি-গ্রন্থাবলী :—

শরণাগতি

পকেট সাইজ
অষ্টম সংস্করণ
ভিক্ষা ৵০ আনা

দেহ ও মনের চেষ্টা অনিত্যবস্তু লইয়া। ইহা যখন জীব বুঝিতে পারে, তখন একমাত্র নিত্যবস্তু শ্রীভগবানের প্রতি তাঁহার কোন আর্ত্তির আবেগময়ী প্রার্থনা হয় এবং শ্রীভগবানে সর্ব্বান্তঃকরণে নিষ্কপটে কি প্রকারে শরণাপন্ন হইতে হয়, ইত্যাদি বিষয়ক প্রাণস্পর্শী প্রার্থনা ও আত্মসমর্পণমূলক গান। উড়িয়া সংস্করণও প্রকাশিত হইয়াছে

ভিক্ষা প্রতি খণ্ড ৵০ এক আনা

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা— ৵০, নবদ্বীপশতক— ৵০

অর্থপঞ্চক—৵০

কল্যাণকল্পতরু

পকেট সাইজ
পঞ্চম সংস্করণ
ভিক্ষা ৵১০

আমরা প্রত্যহ নূতন অভাব ও কামনার বশবর্ত্তী হইয়া পুনঃপুনঃ যে অকল্যাণকে কল্যাণ বলিয়া গ্রহণ করি এবং তাঁহার নিকট কল্যাণ কামনা করি, তিনি যে নিত্য বা যথার্থ কল্যাণ প্রদানে অসমর্থ এবং কোন বস্তু আমাদের নিত্য কল্যাণপ্রদ এবং কি ভাবে আমরা সেই কল্যাণলাভে সমর্থ হইব, এই সকল কথা সরল গানে লিখিত। এই গীতগ্রন্থ বাস্তবিকই কল্যাণের কল্পতরু, ইহা প্রত্যেককে নিত্যকল্যাণ প্রদানে

শ্রীল চক্রবর্ত্তি-ঠাকুরের টীকা সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠাকুর কৃত টীকা ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কৃত অনুবাদ। টীকাকারের জীবনী, শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি বহু প্রয়োজনীয় বিষয় সংবলিত প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠা। উৎকৃষ্ট সিল্কে বাঁধাই ২৲ দুই টাকা, কাগজে বাঁধা ১৷০

শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ কৃত ভাষ্য সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

কাগজ ও ছাপা উৎকৃষ্ট। সিল্কে বাঁধাই, সোনার জলে নাম লেখা রাজসংস্করণ ১৲ টাকা, সাধারণ সংস্করণ ১৷০, গৌড়ীয়ের গ্রাহকপক্ষে ১৷০

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি

(মুদ্রিত হইতেছে)

বিষয়—১। ভক্তিশাস্ত্রে ব্যবহৃত শব্দাবলীর অর্থ, ২। চারি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের চরিত্র, ৩। বিষ্ণুবৈষ্ণবসম্পর্কে শ্রীমন্দির ও শ্রীবিগ্রহের বিবরণ, ৪। বৈষ্ণবতত্ত্ব ও প্রাকৃত সম্বন্ধের তাৎপর্য্য ও বিবরণ, ৫। বিষয় বিশেষের লৌকিক ও শাস্ত্রীয় আকরমূলে ব্যবহার তথ্য। চারি খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ১ম খণ্ড ৸০, ২য় খণ্ড ৸০, ৩য় খণ্ড ৸০, ৪র্থ খণ্ড ৷৵০, চারিখণ্ড একত্রে ৩৲ (৫ম খণ্ড যন্ত্রস্থ)।

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ

—১ম খণ্ড ১৲ এক টাকা। ২য় খণ্ড ১৲ এক টাকা—শ্রীমদ্ভাগবতের গ্রাহক ও গৌড়ীয় গ্রাহকগণ ।০ টাকায় ১ম খণ্ড পাইবেন। বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমজ্জীব গোস্বামিপাদের রচিত গ্রন্থ হইতে সাধনভক্তির অধিক প্রয়োজনীয় অংশ। প্রায় ৬০০ ডবল ক্রাউন পৃষ্ঠা, ৯৬ পৃষ্ঠা আকারে মুদ্রিত হইতেছে।

শ্রীমদ্গোপালভট্ট গোস্বামী সংকলিত

সদাচারস্মৃতিঃ

ভিক্ষা ৵০ মাত্র

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (প্রাচীন নবদ্বীপ) নদীয়া

[illegible]

রেজেষ্টার্ড

মদন মঞ্জরী

বটিকায় স্বপ্ন ও ধাতুবিকার, ইন্দ্রিয়শক্তির হ্রাস, প্রস্রাবে শুক্রপাত, অজীর্ণ, মাথাঘোরা, বুক ধড়ফড়ানি, বিবিধ [illegible] লক্ষণ সত্বর নিবারণ হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ৪০ বটী ১৲ এক টাকা।

"নপুংসকারি ঘৃত"

পুরুষত্বহানি রোগে বাহ্যপ্রয়োগ দ্বারা আরোগ্য করিয়া থাকে। মূল্য [illegible] ১৲ টাকা।

"স্বপ্নবিলাসিনী বটিকা"

বীর্য্যধারণ করিতে [illegible] অত্যন্ত শক্তি বৃদ্ধি করিতে অত্যাশ্চর্য্য। মূল্য ১৬ বটী ১৲ এক টাকা।

বাঙ্গালীর নারায়ণজী, কেশবজী

১৭৭নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

বিজ্ঞাপন.

সাবধান! সাবধান!! সাবধান!!!

জে, বি, দত্তের চোকা [illegible] বাদাম তৈলে,

[illegible] এবং উপকারিতায় সর্ব্বজন [illegible]।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল ক্রয় করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী J. B. Dutt & Co. নাম আছে দেখিয়া খরিদ করিবেন। [illegible] জুয়াচোরগণ কর্ত্তৃক [illegible] [illegible] প্রতারিত [illegible]।

[illegible]

কেরাম. কুটী

নূতন এবং পুরাতন [illegible] যম

[illegible]

পরা বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

এখানে আহার এবং বাসস্থান দিয়া বিদ্যার্থিগণকে বিভিন্ন শিক্ষণীয় বিষয় শিক্ষা দিবার বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। অনেক ছাত্র উপাধিমধ্যেই আসিয়া পাঠ আরম্ভ করিয়াছেন। বর্তমান বর্ষে সকল ছাত্রই গবর্ণমেন্টের সংস্কৃত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

প্রধান অধ্যাপক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রচন্দ্র কাব্য ব্যাকরণ-সাংখ্য-
বেদান্ত-ষড়দর্শনতীর্থ, ... বেদান্তরত্ন,
সাহিত্যাচার্য, ... ।

অধ্যক্ষ—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ... ব্রহ্মচারী ব্যাকরণতীর্থ
শ্রীধাম মায়াপুর পরাবিদ্যাপীঠ, (নদীয়া)

বেদনাঞ্জন

শ্রেষ্ঠরত্ন

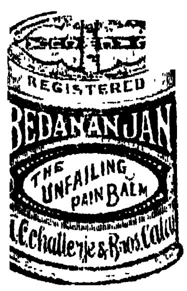

কলিকাতা কংগ্রেস একজিবিসন হইতে বহু প্রশংসা প্রাপ্ত ও বহু গণ্যমান্য ভদ্রমহোদয়গণ কর্তৃক প্রশংসিত।

আজকাল বাজার-চলন মিশ্রিত ও বিষাক্ত আহার্য্য সেবনে শরীরের রক্ত স্বতঃই দোষিত হইয়া পড়িতেছে। রক্তই মানব-দেহের শ্রেষ্ঠ উপাদান, এই রক্ত দোষিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মানব বাত, বেদনা, মাথাধরা, মাথাঘোরা, দৃষ্টিশক্তির হ্রাস, দাঁতের গোড়া ফুলা, দাঁত কনকনানি, দাঁতে পোকা এবং দাদ, চুলকানি প্রভৃতি কষ্টদায়ক চর্মরোগে আক্রান্ত হইতেছে। যদি আপনি একেবারে ব্যাধিমুক্ত হইতে চান, তাহা হইলে অযথা পয়সার অপব্যয় না করিয়া অল্প দামে এক শিশি বেদনাঞ্জন ক্রয় করিয়া ইহার কার্যকারী শক্তি উপলব্ধি করুন। ... মূল্য ... এক শিশি ।০ আনা মাত্র মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

প্রোপ্রাইটার—এ, সি, চাটার্জ্জী এণ্ড ব্রাদার্স।
... কলিকাতা ...।
সকল ... দোকানে ও বড় বড় ডাক্তারখানায় পাওয়া যায়।

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

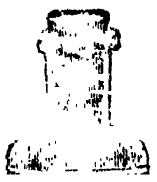

যদিও অদ্যাপি প্রকৃত মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য, তথাপি যাহারা নানাবিধ অনিয়মিত উপায়ে অস্বাভাবিক শক্তি নষ্ট করিয়া জীবন্মৃত হইয়া রহিয়াছেন এবং নানা প্রকার মেহ, প্রমেহ, ধাতুদৌর্বল্য, স্নায়বিক দুর্বলতা, বহুমূত্র, স্বপ্নদোষ, পারদ সংক্রান্ত পীড়া, এবং স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে সন্তান বাধক, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, ... শ্বেত ও রক্তপ্রদর হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি রোগে ভুগিয়া জীবনে হতাশ হইয়াছেন তাঁহারা আমেরিকার প্রসিদ্ধ ডাক্তার ... সাহেবের আবিষ্কৃত ইলেক্‌ট্রিক মেডিসিন ব্যবহার করিয়া দেখিতে পারেন, আমরা শত শত প্রমাণ পত্র বৎসরেই পাইয়া থাকি। যাঁহারা অন্যান্য বহুবিধ ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরোগ্য হইতে পারেন নাই, তাঁহারা একবার এই ঔষধটি ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক মাসের ব্যবহারোপযোগী এক শিশি ঔষধের মূল্য ... টাকা মাত্র।

সোল এজেন্ট—ডাঃ ডি, ডি, হাজরা
... পোঃ, কলিকাতা।
ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

অধ্যক্ষ

শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম এ, এফ সি এস (লণ্ডন)

ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক

(প্রফেসার)

আয়ুর্বেদীয় ঔষধ বিশুদ্ধ ও শাস্ত্রমতে নিজ তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হয়। পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ক্যাটালগ পাঠান হয়। রোগের বিবরণ জানাইলে যত্নপূর্ব্বক ব্যবস্থা দেওয়া হয়। চিঠিপত্রাদি সম্পূর্ণরূপে গোপন রাখা হয়।

মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দুর)

(বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৪৲ টাকা

উৎকৃষ্ট স্বর্ণ, পারদ ও আমলাসার গন্ধক দ্বারা যথাশাস্ত্র প্রস্তুত।
নিত্য প্রয়োজনীয় সর্ব্বরোগনাশক মহৌষধ

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৩৲ টাকা

উৎকৃষ্ট কাশ্মীর আমলকী, বংশলোচন প্রভৃতি যাবতীয় উপাদানে পূর্ণ মাত্রায় যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। কাশ, কাসি, সর্দি, যক্ষ্মা, ফুসফুস রোগ, হৃদরোগ প্রভৃতি রোগের মহৌষধ। সকলেরই ... পুষ্টিকর মহৌষধ বা খাদ্য বিশেষ।

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬৲ টাকা

ইহা সেবনে ধাতুদৌর্ব্বল্য, শুক্রহীনতা, স্বপ্নদোষ, প্রমেহ ও ধ্বজভঙ্গ সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায়। ইহা অপারসীম আনন্দদায়ক রসায়ন।

অবলাবান্ধব যোগ

প্রদর, বাধক বেদনা, জরায়ুদোষ ও ... রোগের মহৌষধ
মূল্য—১৬ মাত্রা ২৲ টাকা। ৫০ মাত্রা ৫৲ টাকা মাত্র

বিশুদ্ধ জল! ভয় নাই! বিশুদ্ধ জল!!

লক্ষ্মী টিউব ওয়েল কোং

২০৫নং নবাবপুর, ঢাকা

... বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে নলকূপ (Tube-well) নির্ম্মাণ করা হয়। ... ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট, ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের চেয়ারম্যান, ইঞ্জিনিয়ার, জমিদার, ... প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত ভদ্রমহোদয়গণ এই কোম্পানীর কার্য্য দেখিয়া প্রশংসা করিয়াছেন। রাসায়নিক পরীক্ষায় জল বিশুদ্ধ না হইলে মূল্য গৃহীত হয় না। বিস্তৃত বিবরণের জন্য পত্র লিখুন।

বৃত্তিসহ সমগ্র

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

ভিক্ষা ২৲ টাকা। শিক্ষার্থী-ছাত্রের পক্ষে ১৷০ দেড়টাকা মাত্র।
প্রাপ্তিস্থান—পরাবিদ্যাপীঠ, শ্রীগৌড়পুর
চৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

মনোমোহন প্রেস

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা

পূর্ব্ববাঙ্গালায় সুলভে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত
বৈদ্যুতিক মেশিনে দিবারাত্র কাজ চলিতেছে
বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,
৯০নং নবাবপুর, ঢাকা।

শ্রীমায়াপুর নদীয়া প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে— শ্রীবিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

স্থানীয় সংস্করণ

Registered No. C 1511

বিজ্ঞাপনের হার

প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩।০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচারিত—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র।

মূল্যের হার অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক [illegible]
[illegible]
প্রতি সংখ্যা [illegible]

৪র্থ খণ্ড] সম্পাদক—প্রত্নবিদ্যালঙ্কার শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী [২৪১ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্য মঠ শ্রীধাম মায়াপুর ৩রা পৌষ বুধবার ১৩৩৬, ১৮ই ডিসেম্বর ১৯২৯

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থাবলী

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্—[illegible] [illegible] প্রকাশিত। [illegible] ১৷৵০ গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশ গ্রাহক পক্ষে ।৵০
২। ভাষ্য-সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ) ৫৲
৩। গৌড়ীয়-গীতি [illegible]
৪। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।০
৫। ভজনরহস্য ॥০
৬। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ [illegible] ১৲
" " " [illegible] ৷৵০
৭। গীতা (শ্রীবলদেব [illegible]) [illegible] ১॥০
[illegible] গীতা শ্রীচক্রবর্ত্তি টীকা [illegible] ১৷০
গীতার কেবল মূল [illegible] ॥০
[illegible] সুভাষিত [illegible] ২৲
[illegible] বেদান্ত [illegible] ।০
[illegible] জৈবধর্ম্ম ২৲
[illegible] শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) [illegible]
[illegible] গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৪ প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) [illegible]
১৫ শ্রীপাদপদ্ম [illegible] [illegible]
১৬। সাধনপথ (৩য় সংস্করণ) ।৵০
১৭। [illegible] ।৵০
১৮। নবদ্বীপধাম গ্রন্থমালা [illegible]
১৯। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা) [illegible]
২০। শ্রীনবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য [illegible]
২১। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য (প্রমাণখণ্ড) [illegible]
২২। শ্রীনবদ্বীপ [illegible] ।০
২৩। শ্রীগৌড়ীয় [illegible] ।০
২৪ [illegible], শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা, [illegible], [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] বৈষ্ণব [illegible] (প্রথম [illegible]) [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] শ্রীচৈতন্য [illegible] (দ্বিতীয় সংস্করণ) [illegible]

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া।

ইংরাজী ভাষায় ভক্তিগ্রন্থ

১ শ্রীচৈতন্যচরিত ও শিক্ষা ।০
২ নামভজন ।০
৩। বৈষ্ণবধর্ম্ম আসল ও নকল ।০
৪। ভাগবতীয় দর্শননীতি ও ধর্ম্ম
৫। কাম ও প্রেমধর্ম্ম
৬। গৌড়ীয়মঠ কি করেন

ধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপ-প্রদর্শনী, নদীয়া

(৩রা ফেব্রুয়ারী হইতে ১৭ই মার্চ্চ, ১৯৩০ পর্য্যন্ত)

প্রদর্শনীর সকল জ্ঞাতব্য বিষয়ের জন্য সেক্রেটারী মহোদয়ের নিকট আবেদন করুন।

শ্রীকুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ,
শ্রীচৈতন্য মঠ, শ্রীধাম মায়াপুর পোঃ আঃ, (নদীয়া)।

দেবনাগরাক্ষরে ভক্তিগ্রন্থ

১। [illegible] [illegible]
২। [illegible] ।০
৩। [illegible] [illegible]
৪। [illegible] [illegible]
৫। [illegible]-দিগ্বিজয়ঃ ॥০
৬। [illegible] ।০

পতিতার আত্মচরিত

মান্যবর শ্রীযুক্ত 'নদীয়া-প্রকাশ' সম্পাদক মহাশয়, সমীপেষু।

মহাশয়,

[illegible] "পতিতার আত্মচরিত" [illegible] আমি [illegible] আমার [illegible] কথা ভবদীয় পত্রিকায় [illegible] প্রকাশিত হইবে।

বিনয়াবনত

শ্রীবাই চরণ দাস, কুষ্টিয়া।

[illegible] ২৯।

সহর কলিকাতার বড় [illegible] বৎসর দোকানে [illegible] বিজ্ঞাপন দিয়া ইহার বিক্রয়ের [illegible] দেখিয়া অবাক হইয়া [illegible] পাইয়া প্রায় শেষ করিয়াছি। [illegible] পতিতা মানদা সুন্দরী দেবী। [illegible] কোন প্রসিদ্ধ [illegible] উকীলের [illegible]

লেখার ভঙ্গী দেখিয়া কোন [illegible] লোকের হাতের লেখা বলিয়া মনে [illegible]। হিন্দু-সমাজের [illegible] কুৎসিত চিত্র ইহাতে অঙ্কিত [illegible]। [illegible] সমাজের অনেক [illegible] কুৎসিত [illegible] লিখিত আছে। আমাদের বর্ত্তমান হিন্দু-সমাজে [illegible] উভয় প্রকারের উদাহরণই বর্ত্তমান আছে।

কুৎসিত চিত্রগুলি আমাদের কোমলমতি বালক বালিকা ও যুবক-সমাজে যত কম প্রকাশিত হয়, ততই ভাল। এই [illegible] কোনই সম্ভাবনা দেখি না।

[illegible] ও নীতিশিক্ষা যদি আমাদের চরিত্র গঠনে অসমর্থ হয়, তবে কি উপায়ে [illegible] পারে তাহার [illegible]

[illegible] অর্থের [illegible] এইরূপ [illegible] স্বর্ণের [illegible] গ্রহণ করেন। [illegible] যোগে তীর্থ-পুণ্য কামনায় [illegible] [illegible] স্নান করিতে [illegible] কতকগুলি [illegible] যুবক [illegible] কিছু [illegible] [illegible] হইয়াছিল। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] দিয়া। [illegible] বিপুল [illegible] [illegible] অন্তরালে [illegible] অন্তরের [illegible] [illegible]

আত্মচরিত্র [illegible] সাধারণে প্রচার [illegible]।

মানদার [illegible] শিক্ষিত, সেজন্যই [illegible] [illegible] হয় না। মানদার [illegible] [illegible] মানদাকে [illegible] অবিবাহিত [illegible] একটি গৃহ-শিক্ষক যুবকের হাতে ছাড়িয়া দিয়া [illegible] শেষ জীবনের [illegible] পথ মুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন। এই অর্দ্ধশিক্ষিতা [illegible] মানদা বর্ত্তমান স্ত্রীশিক্ষা [illegible] আক্রমণ করেন।

বড় ঘরের শিক্ষিত যুবকগণ সম্বন্ধে বিচার না করিয়া কামান্ধ হইয়া যাহা তাহা করিতে পারে, তাহাও তাহার আত্মচরিতে আছে।

কংগ্রেসের উচ্চ শিক্ষিত প্রফেসার, [illegible] বিদ্যাভূষণ, উকীল, ব্যারিষ্টার কেহই মানদার হাতে [illegible] নাই। [illegible] [illegible] মহাত্মা চিত্তরঞ্জন [illegible] ও দেশবন্ধু সম্বন্ধে যে [illegible] করিয়াছেন, তাহা বিশ্বাস [illegible] প্রবৃত্তি হয় না।

মানদা হিন্দুসমাজের কুৎসার যে ছবি [illegible] বিলাতেও [illegible] প্রচারিত হইলে [illegible] উচ্চ শিক্ষা সম্বন্ধে তাঁহার কি মনে করিবেন?

মানদা কিন্তু কলিকাতা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের [illegible] মিত্র, [illegible] মহাশয়ের [illegible] ভূয়সী প্রশংসা [illegible] করিয়াছেন। মানদা [illegible] [illegible] চরিত্র [illegible] ব্রাহ্মসমাজে আশ্রয় [illegible] বাবুর নিকট [illegible] ও লাঞ্ছনা [illegible] একটু নিন্দার [illegible]

[illegible] মানদার [illegible] হিন্দুসমাজ মানদার নিকট কুৎসার, [illegible] উপদেশের [illegible] নাম না দিয়া বর্ত্তমান হিন্দুসমাজের এরূপ কুৎসা রটনায় উপকারের মাত্রা অপেক্ষা অপকারের মাত্রাই বেশী হইয়াছে। অন্ধকারঘরে সাপ থাকিলে যেমন সকল ঘর খানিতে সাপ আছে বলিয়া একটি আশঙ্কা ও [illegible] হয়, সেইরূপ নাম ও পরিচয় অভাবে আমরা কাহাকে পতিত ও কাহাকে ছাড়িয়া দিব ঠিক করিতে পারিতেছি না।

এজ মানদার অনুসন্ধান হওয়া আবশ্যক। যদি ঘটনাগুলি কল্পনা-প্রসূত হয়, তবে মানদা বা তাহার পৃষ্ঠপোষক কেহই ক্ষমার পাত্র নহে। ইহার উপযুক্ত প্রতিবিধান হওয়া ও এই পুস্তিকা অচিরে বন্ধ হওয়া আবশ্যক।

[লেখকের গ্রন্থবিশেষের সমালোচনা তাঁহার অনুরোধমত নদীয়া-প্রকাশে প্রকাশিত হইল। তিনি যেরূপ কথিত পুস্তকের সমালোচনা করিয়াছেন, [illegible] সমালোচনারও পুনঃসমালোচনা বর্ণাশ্রম সম্প্রদায়ের মনীষীগণেরও কটাক্ষের বিষয় হইবে। জগতে মতভেদ অনিবার্য্য। রুচির বহুবিধ পার্থক্য আছে। বাইচরণ বাবু [illegible] গ্রন্থখানি পাইয়া বুঝিতে পারিয়াছেন যে, সমাজবিশেষের আইনের দোষ প্রদর্শন করিতে গিয়াই এইরূপ একটি চিত্রের আবশ্যকতা ঐ গ্রন্থের লেখকের উদ্দিষ্ট বিষয়। বাইচরণ বাবু উকীল, সুতরাং ব্যারিষ্টার ও উকীলের চরিত্র অঙ্কনে যে সকল প্রতিবাদাই বিষয় আছে, তাহাতে বাইচরণ বাবুর সন্তোষের উদয় হয় নাই। যদি কোন ব্যবহারজীবী এরূপ অবৈধ কার্য্য করেন, তাহা হইলে কি সেই বিষয়ে সামাজিক চিত্রাঙ্কনে ঔপন্যাসিকের অধিকার থাকিবে না বলিতে চান? নবীন ইয়ং বেঙ্গল দলের অনেকেই এরূপ বাঙ্গালী ভাব লাভ করিয়াছেন। তাঁহারা অনেকেই অধিক বয়সে কন্যার বিবাহের পক্ষপাতী। মানদা দেবী বা লেখিকা তাঁহার আত্মচরিতে এ প্রকার আইনের বিষময় ফল দেখাইয়াছেন। দেখাইতে গিয়া স্বৈর নারীর চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। তাহাতে বালক বালিকাদিগের অপকার হইবার যে আশঙ্কা তাহা অপরিহার্য্য। চিকিৎসক মহাশয়ের আবশ্যকে চিকিৎসাকালে এরূপ একটু আধটু অস্ত্রোপচার করিয়াই থাকেন। আমরা এই গ্রন্থের পক্ষে বা বিপক্ষে বাইচরণ বাবুর বিচারেরও অনুমোদন করিতে পারিলাম না।—নঃ প্রঃ সঃ]

নানা কথা

চুরি

১। নদীয়াজেলার খলিসাদহ গ্রামে চোরে এক বাটীতে সিঁদ কাটিয়া ২০০০৲ টাকা লইয়া গিয়াছে। পুলিস অনুসন্ধান চলিতেছে।

২। কল্যা বাজারের এক দোকান হইতে সিঁদ কাটিয়া চোরে সিন্দুক লইয়া গিয়াছিল। সিন্দুকে কিছু না থাকায় এক জায়গায় ফেলিয়া রাখিয়া গিয়াছে।

ইউনিয়নবোর্ড ও নলকূপ

কুষ্টিয়া মহকুমার [illegible] ইউনিয়নবোর্ডের সভ্যগণের এক অধিবেশনে স্থিরীকৃত হইয়াছে যে ঠিকাদারগণের দ্বারা নলকূপ না বসাইয়া তাঁহারা নিজেরাই কল কিনিয়া ও লোক রাখিয়া ঐ কার্য্য করিবেন। এজন্য সভ্যগণকে বেশী বা কিছু কিছু চাঁদা দিতে হইবে।

খুনের গুজব

কলিকাতা থিয়েটার রোডে এক সাহেবের বাটীর সম্মুখে ভীষণ জনতা হয়। সকলের মুখেই এক কথা 'সাহেব কাবুলীকে খুন করিয়াছে।' রাত্রি [illegible] সময় এই ব্যাপার আরম্ভ হয়। রাত্রি দশটার সময় অনেক গাড়ী আসিয়া উপস্থিত হয়। সমস্ত গাড়ীতেই অনেকজন কাবুলী ছিল। একজন সাহেবের সেই [illegible] দিয়া যাইতেছিল। লোকে তাহাকে আক্রমণ করে এবং মাথায় ইট ছুঁড়িয়া মারে। সাহেব পলাইয়া প্রাণ বাঁচায়। রাত্রি এগারটার সময় তিনশত লোক বাড়ীটিতে প্রবেশ করিতে চায়। ভয়ে বাড়ীর সমস্ত সাহেব উপর তলায় আশ্রয় লয়। প্রথমে একজন সার্জ্জেন্ট [illegible] বল লইয়া লোক হটাইবার চেষ্টা করে। এক জায়গার লোক সরাইলে অপর জায়গার লোকে পূর্ণ হয়। অবশেষে পার্কষ্ট্রীট থানার পুলিশ আসিয়া লোক হটাইয়া দেয়।

প্রকৃত ঘটনা এই যে একজন সাহেব একজন কাবুলীর নিকট টাকা ধার লয়। কাবুলী তাগাদায় আসিলে সাহেবের সহিত বচসা হয়। ঠিক সেই সময়েই ইলেকট্রিক লাইট ফিউজ হওয়ায় বাটীর সমস্ত আলোক নিবিয়া যায়। সেইজন্য চাকর বাকরে রটাইয়া দেয় যে একজন কাবুলীকে জোর করিয়া ধরিয়া আনিয়া সাহেবেরা খুন করিয়াছে।

কংগ্রেস ও স্বাধীনতাবাদী

কংগ্রেস সম্বন্ধে ষ্টেটসম্যান বলিতেছেন যে কংগ্রেসের যে দল স্বাধীনতার দাবী করেন সেই দলই প্রবল। সুতরাং গঠনশীল দল এবং স্বাধীনতাবাদী দল এই দুই দলে বিষম ব্যাপার চলিবে। তবে শুভসংবাদ এই যে মিঃ গান্ধি এখনও সমস্ত কংগ্রেস ওয়ালাদিগের সম্মানের পাত্র এবং তিনি গবর্ণমেণ্টের দলের লোকদিগের সহিত মন্ত্রণা করিয়া সমস্ত ব্যাপারের সিদ্ধান্ত করিতে চান।

বিজ্ঞাপন

সাধারণের অবগতির জন্য জানান যাইতেছে যে, কলিকাতার ২২৪নং বহুবাজার ষ্ট্রীটস্থ "বৈষ্ণবন্দী" মহোদয়ের [illegible] মানদের [illegible] না হইতে পারে তাহার পত্র ইত্যাদি সঙ্কলিত "কামশাস্ত্র" গ্রন্থখানি এখনও যিনি পাঠ করেন নাই, তিনি অচিরে ঐ ঠিকানায় আবেদন করুন। বিনামূল্যে প্রাপ্ত হউন। ইহাতে পাঠক উপকৃত হইয়া থাকেন। ইহার লোক [illegible] হইয়াছেন। [illegible] উপলব্ধি হইবে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

৩রা পৌষ বুধবার—১৩৩৬

ক্রমোন্নতি প্রথা সম্বন্ধে
জীবের কর্ত্তব্য

"ক্রমোন্নতি প্রথা সম্বন্ধে জীবের কর্ত্তব্য এই যে জীব আপাততঃ যে জীবনেই অধিষ্ঠিত হউন, সেই জীবনের উচ্চ জীবনে প্রবেশ করিবার বিশেষ যত্ন করেন। স্বভাবের গতিতে এমত কোন মঙ্গলবীজ আছে, যদ্দ্বারা জীবের স্বভাবতঃ কালক্রমে উচ্চগামিত্ব ঘটিয়া থাকে; কিন্তু বিশ্বস্ত [illegible] যে, সেই অভিলষিত ফলের অনেক [illegible] সংঘটন হয় না। অতএব যাঁহারা উচ্চগতির কামনা করেন, তাঁহারা [illegible] সম্বন্ধে সর্ব্বদা জাগ্রৎ থাকিবেন। এক জীবন হইতে অন্যজীবনে পদার্পণ করিতে হইলে দুইটী বিষয় বিবেচনা করিতে হইবে।

প্রথম বিষয় এই যে, যে জীবনে আমি স্থিত আছি, তাহাতে দৃঢ়পদ হইবার জন্য নিষ্ঠার প্রয়োজন। দ্বিতীয় বিষয় এই যে, যে জীবনে আমি দৃঢ়পদ হইয়াছি, তাহা হইতে উচ্চ জীবনে পদার্পণ-জন্য [illegible] নিষ্ঠা ত্যাগ করিতে হইলে একটী পদ এক সোপানে দৃঢ় হইলে আর একটি পদ নিম্ন সোপান হইতে উঠাইয়া উচ্চ সোপানে অর্পণ করিতে হয়। স্বাভাবিক একটী সোপান-নিষ্ঠা ত্যাগ ও অপর সোপান-নিষ্ঠা প্রাপ্তি যুগপৎ ঘটিয়া থাকে। বিশেষ বাধ্য হইলে পড়িয়া যাইতে হয়। বিশেষ বিলম্ব করিলে কার্য্যফল দূর পড়ে।

বদ্ধ জীবন, সভ্য জীবন, কেবলনৈতিক জীবন, সেশ্বর নৈতিক জীবন, সাধনভক্তি জীবন, ভাবভক্তি জীবন—এই সমস্ত সোপান ক্রমোন্নতি-বিধি-ক্রমে আরোহণ করিয়া জীবকে প্রেমমন্দিরে যাইতে হয়। কোন সোপানে বদ্ধতা ঘটিলে বিঘ্ন দ্বারা নিম্নে পড়িতে হয়। কোন সোপানে বিলম্ব হইলে আলস্য আসিয়া উন্নতি রোধ করে। অতএব বদ্ধতা ও বিলম্ব উভয়কে বিঘ্ন মনে করিয়া প্রয়োজন-মতে যথাযোগ্য নিষ্ঠাগ্রহণ ও নিষ্ঠাত্যাগ পূর্ব্বক ক্রমশঃ জীবকে উঠিতে হইবে।

অনেকেই দুঃখ করিয়া থাকেন যে, কি জন্য কৃষ্ণভক্তি হয় না, কিন্তু কৃষ্ণভক্তি-সোপানে উঠিবার জন্য তাঁহাদের সম্যক চেষ্টা দেখা যায় না। হয়ত অসভ্য অবস্থা ও নষ্ট সভ্যতার অজ্ঞতা-কালে, হয় নিরীশ্বর নীতিতে, না হয় সেশ্বর নীতিতে অকারণ আবদ্ধ হইয়া উন্নতির চেষ্টা করেন না। এক সোপানে আবদ্ধ থাকিলে কিরূপে উচ্চ সোপানে বা প্রাসাদ-চূড়ায় লাভ হইতে পারে?

অনেক বৈধভক্তগণ ভাব পাইবার চেষ্টা করেন না অথচ ভাব [illegible] দুঃখ করিয়া থাকেন। অনেক ব্যক্তিগণ বর্ণ ধর্ম্মের নিষ্ঠায় দৃঢ় হইয়া ভাব প্রেমাদি লাভের প্রতি উদাসীন থাকেন। তাহাদের ক্রমে রতির যথেষ্ট ব্যাঘাত হয়। যদি সৌভাগ্যক্রমে শ্রীচৈতন্যপদ [illegible] করিয়াছেন, তাঁহাদের উন্নতি শীঘ্র হয়। এই ক্ষুদ্র জীবনে [illegible] বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম নিষ্ঠা হইতে [illegible] সম্বন্ধে লাভ করেন। যাঁহারা শুষ্ক সংস্থান [illegible] প্রবৃত্ত আপনাকে সম্মুক বিসর্জ্জন করেন, তাঁহারা এই [illegible] সমুদ্রে ভাসিতে ভাসিতে কখন [illegible] অগ্রগত ও [illegible] পশ্চাৎ গত হইতে থাকেন। অভিলষিত স্থানে কদাচ পৌঁছিতে পারেন।"

—(শিক্ষামৃত ৩।১)

[শ্রীগীতায় ভগবদ্বাক্য—

মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যেঽপি স্যুঃ পাপযোনয়ঃ।
স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রাস্তেঽপি যান্তি পরাং গতিম্॥
কিং পুনর্ব্রাহ্মণাঃ পুণ্যা ভক্তা রাজর্ষয়স্তথা।
অনিত্যমসুখং লোকমিমং প্রাপ্য ভজস্ব মাম্॥

৯।৩২-৩৩

"হে পার্থ, অন্ত্যজ ম্লেচ্ছগণ ও বেশ্যাদি পাপযোনি স্ত্রী সকল তথা বৈশ্য, শূদ্র প্রভৃতি নীচবর্ণস্থ নরগণ আমার অনন্য ভক্তিকে নিশ্চয়রূপে আশ্রয় করিলে অবিলম্বে পরাগতি লাভ করে। আমার ভক্তিমার্গাশ্রিত ব্যক্তিদিগের মধ্যে জাতিবর্ণাদি সম্বন্ধী কোন প্রকার প্রতিবন্ধক নাই। যখন অন্ত্যজ জাতি সকলও আমার বিশুদ্ধ ভক্তির অধিকারী এবং তাহাদের সংসর্গজ পাপাচার তাহাদের পক্ষে প্রতিবন্ধক হইতে পারে না; কেননা, ভক্তির আবির্ভাবে চিত্তের সমস্ত পাপবুদ্ধি অতি শীঘ্রই প্রশমিত হয়, তখন পুণ্যবান্ ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দিগেরও স্বরূপ-গত ভক্তিসম্বন্ধীয় আচার দ্বারা পুণ্যফলরূপ অমঙ্গল শীঘ্র দূরীভূত হইবে, ইহাতে সন্দেহ কি? অতএব এই অনিত্য ও অসুখময় লোকে অবস্থিত লাভ করিয়া কেবলমাত্র আমারই নিরন্তর ভজন কর।"]

শ্রীধাম মায়াপুর ডাকঘর

১০ই [illegible] তুম্বী লেন হইতে নটবর দত্ত শ্রীধাম মায়াপুর ডাকঘর সম্বন্ধে নদীয়া কালেক্টর বাহাদুরের যে মন্তব্য লিখিয়াছেন, তাহা তিনি যেরূপ ভাষায় বর্ণন করিয়াছেন, তাহা দ্বারা তিনি সর্ব্বসাধারণকে বিপথগামী করিতেছেন। [illegible] আমাদের প্রথম বক্তব্য [illegible] লিখিত ১৯১০ খৃষ্টাব্দের [illegible] কিরূপে শ্রীধাম-[illegible] পরিবর্ত্তে উহা মায়াপুর [illegible] হইয়াছে, তাহা তিনি [illegible] আপত্তিজনক পড়িবার জন্যেই [illegible] করেন নাই বা অনুসন্ধান [illegible] জানিয়াও গোপন করিয়াছেন! [illegible] নিরপেক্ষ কালেক্টর বাহাদুর [illegible] অ্যাদালত-গৃহে [illegible] মায়াপুরের শ্রীধাম মায়াপুর কাল্পনিক গ্রামের কোন নাম দেখিতে পান নাই বলিয়াই তিনি শ্রী [illegible] প্রার্থনা অগ্রাহ্য করেন। তিনি স্যার উইলিয়ম হান্টার সাহেবের ১৮৭২ খৃঃ অব্দ প্রকাশিত লিপির উপর নির্ভর করিয়াছেন, বিশেষতঃ [illegible] খৃষ্টাব্দের মুদ্রিত গ্রামের নামের তালিকা এবং ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড ও ইউনিয়ন [illegible] তালিকা হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরের [illegible] নাম কি, তাহা জানিতে পারিয়া [illegible] প্রকৃত নিরপেক্ষ মীমাংসা করিয়া দিয়াছেন।

মিঃ [illegible] সাহেব কিছু স্বয়ং শ্রীধাম মায়াপুরে গিয়া শ্রীধাম সম্বন্ধে অনুসন্ধান করেন নাই। তদানীন্তন কোন অহিন্দু সাহেবের ও ড্রাফ্ট্‌সম্যানগণের শ্রীধাম-বিরোধিদলের প্ররোচনাক্রমে ঐরূপ একটা কল্পিত নাম শ্রীধামের নিকটবর্ত্তী স্থানের সম্বন্ধে লিখিয়া থাকিবে। অহিন্দুগণের সহিত প্রকাশ্যে সহানুভূতি দেখাইয়া পরলোক ও [illegible] তাহার দল কিরূপ মনোবাঞ্ছার বশীভূত হইয়া শ্রীধাম মায়াপুর নামকে মায়াপুর দ্বারা বিকৃত করিবার ইচ্ছায় এবং সেই নাম বজায় রাখিবার জন্য এতাবৎকাল কায়মনোবাক্যে চেষ্টা করিতেছেন, তাহা পাঠকগণ বিচার করুন। তাঁহার এই সকল চেষ্টা দেখিয়া হিন্দু ও মুসলমান মাত্রেই তাঁহার ও তাঁহার মূল গবেষণা-কারীর সততা ও সরলতা বিষয়ে অত্যন্ত সন্দিহান হইয়াছেন, হইতেছেন ও ক্রমশঃ হইবেন। এই লেখকের এইরূপ চেষ্টা দ্বারা হিন্দু ও অহিন্দুর মধ্যে বিবাদ বাধাইয়া দিবার যত্ন বিফল হওয়ায় তিনি ন্যায়-পরায়ণ সুযোগ্য জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের নিরপেক্ষ বিচারের উপরও কটাক্ষ করিয়া অনধিকারচর্চ্চা করিয়াছেন। ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুর স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন যে, শ্রীধাম বিবাদিপক্ষ প্রকৃতপক্ষে অহিন্দুগণ নহেন,—যাঁহাদের [illegible] জন্য লেখকের দল তাঁহাদিগকে উত্তেজিত করিয়াছেন।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, হিন্দুগণ [illegible] বিচারভেদে [illegible] [illegible] বিচারপর সম্প্রদায় [illegible] পূর্ব্বক অবৈধ [illegible] গ্রহণ করিতে [illegible] বিশেষের কথা বলিয়াছেন [illegible] বাস্তবিক পক্ষে শ্রীধাম মায়াপুরের পূর্ব্ব নাম সেনবংশীয় নৃপতিগণের [illegible] হইতে মায়াপুর ছিল [illegible] বৎসর পূর্ব্বের লিখিত ও মুদ্রিত গ্রন্থমধ্যে নবদ্বীপ ও নিকটবর্ত্তী ভট্টাচার্য্যগণ-লিখিত অনুমোদনপত্রে উল্লিখিত আছে। কেবল ১৯২০ খৃষ্টাব্দে শ্রীধাম-বিরোধি দল যখ শ্রীধামের নাম পরিবর্ত্তন করিবার অবৈধ চেষ্টা করিয়া থাকেন, তাহা অহিন্দুগণের মধ্যেই আবদ্ধ থাকিতে পারে, কিন্তু শ্রীধাম মায়াপুরের হিন্দু বাসিন্দাগণের ঐরূপ নাম কোনদিনই প্রচলিত ছিল না, সুতরাং লেখকের ও তাঁহার দলের কাঁকড়ার মাঠকে নব নকল মায়াপুর করিবার যে আধুনিক অবৈধ চেষ্টা চলিতেছে, তাহাতে সহায়তা করিবার জন্য কোন বিচারকই কোন দিন রাজি হইবেন না। নিবেদন ইতি—

অমরনাথ দত্ত

উকিল কৃষ্ণনগর ১০।১২।২৯

আনন্দ

(পণ্ডিত শ্রীপাদ অতীন্দ্রিয় ভক্তি সুধাকর)

পৃথিবীতে সভ্য, অসভ্য, পণ্ডিত, মূর্খ, বালক, বৃদ্ধ, স্ত্রী বা পুরুষ যে কেহই হউক না, সকলেই আনন্দের প্রার্থী। যখন কেহ কোন বস্তুর প্রার্থী হয়, তখন সেই বস্তুর কিঞ্চিৎ পরিচয় তাঁহার হৃদয়ে পূর্ব্ব হইতেই বর্ত্তমান থাকে, নতুবা প্রার্থনার উদয় সম্ভবপর নহে। এক্ষণে বিচার করিয়া দেখা যাক যে, আনন্দ বস্তুটীর কতটুকু পরিচয় আমাদের সাধারণের জানা আছে এবং কেমন করিয়া তাঁহারা সেই পরিচয়টুকু জানিতে সমর্থ হইয়াছেন। শাস্ত্র হইতে আমরা অবগত হইতে পারি যে, ভগবান [illegible] চিদানন্দঘন বস্তু। সেই [illegible] কণস্থানীয় অসংখ্য জীব [illegible] জীবসমূহ অগ্নির স্ফুলিঙ্গের [illegible] হইতে নিঃসৃত হইয়াছে। [illegible] অণুপরিমিত [illegible]। সুতরাং বুঝা যাইতেছে যে, জীবের গঠন-সামগ্রীতে অণুপরিমাণ আনন্দ বর্ত্তমান আছে। জীব-স্বরূপগত এই অণুপরিমিত আনন্দের পরিচয় জীবগণ স্বীয় স্বরূপগত

অনুপরিমিত চিদ্গুণের দ্বারা সৃষ্টির সময় হইতে জানিয়া আসিতেছেন। অনুপরিমিত আনন্দ যখন অতি অল্প, তখন জীবগণ যে নিত্যকালব্যাপী পূর্ণানন্দলাভের জন্য লালায়িত হইবে ইহাতে আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি হইতে পারে? জীবের স্বরূপগত অনুপরিমিত আনন্দ যদি জীবকে তৃপ্তি দান করিত, তাহা হইলে কেহই অধিকতর আনন্দ লাভের জন্য যত্নশীল হইত না এবং কাজে কাজেই জগতের সৃষ্টি [illegible] হইয়া যাইত। অতএব বিচারে স্থিরীকৃত হইল যে, আনন্দের পরিচয় জীব সৃষ্টির কাল হইতে অবগত আছেন এবং তাঁহাদিগের স্বরূপগত আনন্দের পরিচয় বশতঃ তাঁহারা আনন্দ বৃদ্ধির জন্য লালায়িত।

অচেতন পদার্থের নাম, দেহ ও গুণ পরস্পর ভিন্ন পদার্থ। যথা—নাম শব্দ-জাতীয় বস্তু দেহ ক্ষিতি-জাতীয় বস্তু ও গুণ ভাব-জাতীয় বস্তু। চেতন পদার্থের নাম, রূপ ও গুণের মধ্যে অচেতন পদার্থের ন্যায় ভেদ নাই। চেতন পদার্থের নাম, দেহ ও গুণ পরস্পর ভিন্নবৎ প্রতীয়মান হইলেও তাহারা স্বরূপতঃ অভিন্ন। এই জন্য চেতন পদার্থের গুণকে চেতন দেহের ভেদাভেদ প্রকাশ বলা হয়। চেতন পদার্থের সামর্থ্য বলে চেতন পদার্থের গুণ বা শক্তি চেতন পদার্থের দেহের সহিত কখনও অভিন্নাকারে এবং কখনও ভিন্নাকারে প্রকট থাকিতে পারে এবং পৃথগাকারে সজ্জিত হইলেও তাহা মূল দেহেরই মহিমা ঘোষণা ব্যতীত অন্য অবান্তর উদ্দেশ্য বিশিষ্ট হয় না।

ভগবানের মধ্যে যে চিৎ শক্তি বিরাজমান, তাহাতে জ্ঞান সম্যক্ পূর্ণরূপে বর্তমান থাকায় তিনি কখন [illegible] হন না এবং তদীয় পূর্ণজ্ঞান-শালী শক্তি তাঁহার মহিমা প্রকাশ করা ব্যতীত ইতর কার্য্যে রত হইতে পারেন না, অর্থাৎ ভগবচ্ছক্তি ভগবানের ইচ্ছানুসারে পৃথক্ ভাবে অবস্থিত হইলেও তিনি নিত্যাভিন্ন বস্তু ভগবৎস্বরূপের আনন্দ বিধানেই তৎপর। যদি ভগবচ্ছক্তি ভগবৎসেবা পরিত্যাগ পূর্বক ইতর পদার্থের সেবায় রত হইতেন, তাহা হইলে উক্ত শক্তিকে অভিন্ন বস্তু বলা সঙ্গত হইত না। সেইজন্য তাঁহাদিগের গুণ ও রূপ অচেতন পদার্থের ন্যায় সম্পূর্ণরূপ ভেদ আছে বলিয়া বিবেচিত হইত। উহারা পৃথক্ আধারের দুইটি বস্তু যদি [illegible] তাহা হইলে তাঁহাদিগকে অভিন্ন বস্তু বলিয়া বুঝান সম্ভবপর [illegible]।

পূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে যে জীব-স্বরূপগত অনুপরিমিত জ্ঞান-শক্তির দ্বারা জীবগণ স্বীয় সত্তা-গত অনুপরিমিত আনন্দের পরিচয় অবগত আছেন এবং সেই অনুপরিমিত আনন্দকে বর্দ্ধিত করিবার জন্য তাঁহারা চিরলালায়িত। এক্ষণে বিচার্য্য হইতেছে যে, কি কারণে তাঁহারা তাঁহাদিগের বাঞ্ছিত পূর্ণানন্দ প্রাপ্ত হইতেছেন না। দেখিতে পাওয়া যায় যে তাঁহারা স্ত্রী, পুত্র, ধন, জনাদির সাহায্যে পূর্ণানন্দে মগ্ন থাকিবার জন্য যত্নশীল হইতেছেন এবং পূর্ণানন্দের পরিবর্তে নিদারুণ দুঃখ-সাগরে নিমগ্ন হইয়া "হা হতোঽস্মি" করিতেছেন। শাস্ত্রানুশীলন হইতে জানা যায় যে, বেদজ্ঞ মহাভাগবতের সঙ্গ-প্রভাবে সুসংস্কৃত-বুদ্ধি না হওয়ায় তাঁহারা মরীচিকায় জলান্বেষণের ন্যায় প্রকৃত পন্থার সন্ধান না পাওয়া হেতু তাঁহাদের ঐ প্রকার দুর্দ্দশা উপস্থিত হইয়াছে। বেদানুশীলন করিলে আমরা জানিতে পারি যে, আমাদিগের সত্তাগত অনুপরিমিত জ্ঞান-শক্তি ভগবৎকৃপায় দিব্য জ্ঞানে উদ্ভাসিত হইতে পারে। তদনন্তর সেই উদ্ভাসিত জ্ঞানালোক দ্বারা প্রথমে আমাদিগের হৃদয়গহ্বরাস্থিত অজ্ঞানান্ধকার বিদূরিত হয় ও অতঃপর আমরা বুঝিতে পারি যে আমাদের সত্তাগত অনুপরিমিত আনন্দ তদীয় উৎসগত অসীম আনন্দকে পাইলেই চরিতার্থ হইতে পারে, নচেৎ নহে। সেই জন্য উপনিষৎকার বলিয়াছেন—"যো বৈ ভূমা তৎসুখং নাল্পে সুখমস্তি।" ঐ উৎসগত আনন্দ নিজ আধারভূত ভগবৎস্বরূপের সহ যখন অভিন্ন, তখন ভগবৎ সেবা-সুখেই তাহার প্রাপ্তি সম্ভবপর। সেই জন্য উপনিষদে উক্ত হইয়াছে—"আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন।" অতএব [illegible] হইতেছে যে, অ[illegible] [illegible]ণের জন্য [illegible] অস্পষ্ট [illegible] দুই হইতেছে, [illegible] [illegible] পূর্ণ [illegible] ঐ আনন্দকে পূর্ণ [illegible] হইলে আমাদের [illegible] জ্ঞান লাভ [illegible] প্রাপ্ত [illegible] প্রয়োজন। সেই [illegible]—"জীব [illegible] [illegible]" [illegible] [illegible] পারি না যে, আমাদিগের [illegible] আনন্দের পরিচয় টুকু পাওয়া যায়, তাহা প্রকৃত [illegible] কোন রাজ্যের পূর্ণ [illegible] সমর্থ হয় [illegible] বেদানুশীলনের অভাবে আমাদের বুদ্ধি বিবর্জিত হইয়া পূর্ণানন্দ প্রাপ্তির আশায় স্ত্রী পুত্র ধনজনাদি নানাবিধ অসৎ পদার্থের সাহায্য গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়। যদি আমরা কোন সৌভাগ্যবলে বেদানুশীলন করত বুঝিতে পারি যে, ঐ অস্ফুট ক্ষীণ আনন্দালোক আমাদিগকে ঐর উৎসরূপী পরম [illegible] [illegible] সেবার জন্য জাগরূক [illegible] আর অজ্ঞানোত্থ [illegible] [illegible] ভগবানের এত করুণা যে, নিদারুণ অজ্ঞানান্ধকার দ্বারা আবৃত অবস্থাতেও ঐ অস্ফুট ক্ষীণ আনন্দের স্মৃতিটিকে অজ্ঞানের দ্বারা সম্পূর্ণরূপে অবরুদ্ধ করিতে দেন নাই। যদি ঐ স্মৃতিটুকুও নষ্ট হইয়া যাইত, তাহা হইলে আর আমাদিগের উদ্ধারের উপায় থাকিত না।

আমার ব্যাখ্যান

শ্রীভগবান্ জীবোদ্ধারের জন্য অনেক লীলা করিয়া থাকেন। লীলাসমূহের মধ্যে অবতার লীলা, এবং অবতার-লীলাবলীর মধ্যে শব্দ অবতার অন্যতম।

সর্বদা সর্বত্র অবস্থিত সচ্চিদানন্দ ভগবান্ নিজ স্বতন্ত্রতায় সর্বজীবের অলক্ষ্যে বিরাজ করেন। কিন্তু ঐ সাত্ত্বিক ভক্তগণ ভগবানের এই গূঢ় বিহারকে প্রকাশ্যে অবলোকন করিবার সুযোগ কোন ক্রমেই পাবেন না। অতএব বজ্রাদপি কঠোর ভগবান্ কুসুম হইতেও কোমল স্ব-স্বভাব সকলকে নিজসেবাধিকার প্রদান করিতে কুণ্ঠিত থাকিতে না পারিয়া শব্দরূপে বিমুখ-জীবকুলকে নিজের সন্ধান প্রদান করিতে বাধ্য হন।

শাস্ত্র, আমাকে শিষ্ট করেন। যে ব্যক্তি শাস্ত্র-ব্যাখ্যাতা বা শ্রোতা যদি নিঃস্বার্থ সাধুজনের আনুগত্যে স্বকৃত বেদান্ত-সিদ্ধান্ত ব্যাখ্যা না করেন এবং হরির সেবা-লালসায় না হইয়া শ্রবণ করেন, তবে শ্রোতা ও ব্যাখ্যাতা উভয়েরই যমপাশে আবদ্ধ হইতে হয়। এইজন্য মহাজন শ্রেষ্ঠ গোস্বামিগণ শ্রীচৈতন্যদেবের ঐ শাস্ত্র বাক্যের আশ্রয় করিয়া চৈতন্যচরণ-চারণগণের নিকট শাস্ত্রের চৈতন্যকথা আলোচনা করিবার উপদেশ প্রদান করিয়াছেন।

উদ্দেশ্য লইয়াই সম্প্রতি বিচার। যদি কেহ ভগবৎসেবাধিকারলাভের জন্য শাস্ত্র-শ্রবণ-কীর্তন না করেন, তবে তিনি কি প্রকারে সেই সিদ্ধি পাইবেন? অন্যাভিলাষ, ভুক্তি ও মুক্তি বাঞ্ছা যদি শাস্ত্রালোচনা-পথে আমাদিগের হৃদয় অধিকার করে, তবে সেই পিপাসায় অবস্থিতকালে ভক্তিসুধাসিক্ত অভ্যুদয়ের সম্ভাবনা কোথায়?

ভগবৎসন্ধান-প্রদাতা শব্দরূপী ভগবানকে যদি নিজের আবাহনাত্মে শব্দব্রহ্মে নিষ্ণাত শ্রীগুরুদেবের আনুগত্যে গান করেন, তাঁহার হৃদয়ে ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী সরস্বতী উদিতা হইয়া গৌরবিহারের ভক্তিবিনোদন-কার্য্যকে একমাত্র কৃত্য জানাইয়া কৃতকৃত্য করেন।

শাস্ত্র-ব্যাখ্যানই উচ্চ সংকীর্তন। জপকারী অপেক্ষা উচ্চ-কীর্তনকারী যেমন আপনাকে এবং সঙ্গে সঙ্গে সহস্রজনকে উদ্ধার করেন, শাস্ত্র ব্যাখ্যাতাও সেরূপ শ্রোতৃবৃন্দকে শ্রবণ ও স্মরণের সুযোগ প্রদান করিয়া এককালেই নিজের শ্রবণ, কীর্তন ও স্মরণের সুযোগ করিয়া লন। একসঙ্গে বহুজীবের বদ্ধাবস্থা বিদূরিত হইবার বিশেষ সুযোগ থাকায় শাস্ত্র-ব্যাখ্যানের ভূয়সী প্রশংসা শাস্ত্রের বহুস্থানে কীর্তিত হইয়াছে।

শ্রীভগবানের কৃপা সমভাবে সর্বত্র পতিত হইলেও ভাগ্যের দোষগুণে ভাগ্যবান্ অনায়াসে কৃপালাভ করেন, আর ভাগ্যহীন প্রাপ্ত করুণা হেলায় হারাইয়া অপরাধই করিয়া বসে। সমস্ত ইতর বাসনা পরিহার করিবার সুবিধা পাইয়াও আমার ভাগ্যে বাসনাক্ষয় নাহি লাভ হইল। কেননা, পতিতপাবন শ্রীগুরুদেবের কৃপায় আমি অসৎ গ্রাম্যকথা পরিপূর্ণ পুস্তকাদি আলোচনা করিয়া অসৎপথে প্রধাবিত হইবার পরিবর্তে অচ্যুতকথা আলোচনায় সম্পূর্ণ অধিকার লাভ করিয়াও অচ্যুতের প্রীতি লাভ করিতে পারিলাম না। শ্রীগুরুকৃপায় শাস্ত্রব্যাখ্যা-কালে আমার ন্যায় কামুকের মুখ দিয়া অপূর্ব ব্যাখ্যা প্রকাশিত হইলেও আমি সেই ব্যাখ্যা স্মরণাদিতে নিযুক্ত না হইয়া শ্রোতৃবর্গের নিকট আমার নিজের কৃতিত্বের ব্যাখ্যান শ্রবণের জন্য সমুৎসুক হইলাম। শাস্ত্রব্যাখ্যানের বিনিময়ে অর্থ, প্রতিষ্ঠা-লাভ ও পরকীয় অথবা কামিনী সংগ্রহ-কারিগণ যেমন আত্মোন্নতি লাভ না করিয়া আত্মঘাতী হন, আমিও তাহাদিগের ন্যায় নিজেকে একজন ব্যাখ্যাতা না করিলেও প্রতিষ্ঠাশা আমাকে তাহাদিগের দল ছাড়িয়া অন্য পথের অবকাশ দিল না।

শ্রীভগবান্ যাহাকে কৃপা করেন, তিনিই প্রকৃত সৌভাগ্যবান্। সেই সৌভাগ্যবানের হৃদয়ে জীবপ্রভু—শাস্ত্র, গুরু ও আত্মা বা চৈত্যগুরুরূপে উপস্থিত হইয়া আপনাকে জানান। অতএব যে শাস্ত্রগুরু, আমাকে কৃপা করিয়া স্বীয় সংবেদনে সংসার বেদনা দূরিত করিতে সম্মুখে উপস্থিত, তাহা আমি, আমার সেই হৃদ্দেবতা সেবায় মগ্ন না থাকিয়া গুরুসেবার নামে নিজের সেবাপ্রতিষ্ঠা স্থাপন করিতেছি। হায়! হায়! আমার ন্যায় হতভাগ্যের ভাগ্যহীনতার পরিচয় আর কি হইবে? হে পতিতপাবন প্রভুপাদ! হে সুহৃদ্বর প্রভুপাদ! আপনি আমাকে কত কৃপা করিতেছেন আর আমি আপনার সেই কৃপাকে অন্যভাবে গ্রহণ করিতেছি! প্রভো! আমি আর আমার মুখস্বরূপ দেখাইতে পারিতেছি না—বড়ই লজ্জা হইতেছে। আমাকে কৃপা করুন—কেশে ধরিয়া আপনার সুশীতল পাদপদ্ম ছায়ায় আশ্রয় দিয়া সকলদ্বন্দ্বের সুসিদ্ধান্ত-সার আপনারই শ্রীচরণসেবায় নিত্যাধিকার প্রদান করুন।

কলি-কদন

কৃষ্ণদাসাগ্রণী অভিন্ন গুরুদেব শ্রীপাদ কবিরাজ গোস্বামী কৃষ্ণদাস্য লাভের এক মাত্র উপায় উপদেশ করিতে গিয়া বলিয়াছেন—"চৈতন্য-চরিত পড় শ্রদ্ধা ভক্তি করি। মাৎসর্য্য ছাড়িয়া মুখে বল হরি হরি॥ ইহা বই কলিকালে নাহি আর ধর্ম। সর্ব্বশাস্ত্রসার এই সর্ব্বশাস্ত্রমর্ম্ম"॥ চৈতন্য-চরিত ও শ্রীমদ্ভাগবত অভিন্ন বিগ্রহ, চৈতন্য-চরিতকে আধুনিক ভাগবত বলা যায়। চৈতন্যের ধর্ম্ম ও আচরণ যাহাতে সুষ্ঠু ভাবে বর্ণিত আছে, তাহাই চৈতন্য চরিত। জীব ও ভগবান উভয়েই চেতন, এই চেতন দুইটির মধ্যে পরস্পর নিত্য সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন বিচারই চৈতন্যচরিতের মুখ্য উদ্দিষ্ট বিষয়। যিনি এই অচৈতন্য বিশ্বে চেতনের ধর্ম্ম স্বয়ং আচরণ পূর্ব্বক শিক্ষা দিয়াছেন, তিনি স্বয়ং কৃষ্ণ, কৃষ্ণ হইয়াও কৃষ্ণপদাশ্রিত; সুতরাং মহাবদান্য সমস্ত গুরুবর্গের মূল গুরু।

শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ—বেদের এই মহাবাক্য হইতে জানা যায়, জীব অমৃতের অধিকারী হইয়াও জড় জগতে আসিয়া ত্রিগুণ মুকাভিমানে জন্ম মরণের বশবর্ত্তী ও অশেষ ক্লেশভাক্ হইয়াছেন। তাঁহাকে পুনরায় [illegible] সম্পত্তির অধিকার পাইতে হইলে চৈতন্য-চরিত অবলম্বন করিতে হইবে। নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।

চৈতন্যচরিত অমৃতলাভের একমাত্র উপায় ও স্বয়ং অমৃতস্বরূপ, সুতরাং উপায় ও উপেয়। [illegible] চৈতন্যচরিতামৃতের অধিকারী, তাঁহাদিগকে উল্লঙ্ঘন করিয়া স্বতন্ত্র [illegible] চৈতন্যচরিতামৃত আস্বাদন করিতে গেলে বঞ্চিত হইতে হয়। [illegible] পুরাকালে দৈত্যসমাজ যখন দে[illegible] উল্লঙ্ঘন করিয়া নিজদিগকে অমৃতের অধিকারী বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিল, তখনই ভগবান্ মায়া মোহিনী মূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক অসুরকুলকে বঞ্চনা করিয়া দেবতাদিগকে অমৃত পরিবেশন করিয়াছিলেন, [illegible]। সাধু-গুরু-প্রসাদে "ইহা যেই [illegible] সেই আনে মায়ামোহচূর্ণ" —এই বাক্যটীকে [illegible] ধারণা করিতে পারেন নাই, [illegible] ভগবানের বিমুখ-বিমোহিনী মূর্ত্তি মানবুদ্ধিকে বাঁধিয়া এবং গৌরনাগরী, গৌরবিষ্ণুপ্রিয়ার ঐকান্তিক [illegible] অভিমানে অমৃতবোধে বিষয়-[illegible] পান করিয়া মৃতপ্রায়। যাঁহারা কৃষ্ণ ছাড়িয়া গৌর বা গৌর ছাড়িয়া কৃষ্ণ-ভজনের পক্ষপাতী, তাঁহাদিগকে এই বঞ্চিত শ্রেণীর অন্তর্গত বলা যাইতে পারে।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত অনুশীলন করিতে গিয়া আমরা বিষয়িপ্রায় এবং বৈষ্ণবপ্রায়—এই দুইটী কথা দেখিতে পাই। শ্রীমহাপ্রভু ঐ দুইটী কথা স্বীয় নিত্য-সিদ্ধ ভক্ত দাসগোস্বামী ও তাঁহার বাবা জ্যেঠা হিরণ্যগোবর্দ্ধনকে লক্ষ্য করিয়া সমগ্র জগৎকে উপদেশ করিয়াছেন। শ্রীমন্ মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া শান্তিপুর আচার্য্যভবনে আগমন করিলে শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভু অতুল ধনসম্পত্তির অধিকারী হইয়াও অহৈতুক কৃষ্ণানুরাগে বিষয়কে বিষ্ঠার ন্যায় পরিত্যাগ করিয়া শ্রীমহাপ্রভুর শ্রীচরণ-প্রান্তে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহার সহিত শ্রীধাম নীলাচলে যাইবার জন্য প্রার্থনা করিলেন, প্রভু তখন তাঁহাকে শিক্ষা দিলেন—

স্থির হঞা ঘরে যাও, না হও বাতুল।
ক্রমে ক্রমে পায় লোক ভবসিন্ধু-কূল॥

শ্রীল দাস গোস্বামি প্রভু শ্রীমহাপ্রভুর শিক্ষানুসারে—

প্রভুর শিক্ষাতে তিঁহ নিজ ঘরে যায়।
মর্কট বৈরাগ্য ছাড়ি হইলা বিষয়ী প্রায়॥
ভিতরে বৈরাগ্য বাহিরে সকল কর্ম্ম।
দেখিয়া ও পিতা মাতার আনন্দিত মন॥

বিষয়িপ্রায় কথাটীর তাৎপর্য্য—বাহ্যে নিষ্পাপে সমস্ত বিষয়-কর্ম্ম করিয়াও অন্তর বিষয়-শূন্য। বিষয়ীর ন্যায় বেশ, কর্ম্ম, ব্যবহার স্বীকার করিয়াও অবিষয়ী। বৈষ্ণবপ্রায় কথাটীর অর্থ—বৈষ্ণবের ন্যায় দীক্ষা, বাহ্য লক্ষণ, দেবার্চ্চন, ব্রতাচরণ, তীর্থযাত্রা আদি[illegible] সত্ত্বেও অন্তর বিষয়াসক্ত। বৈষ্ণবপ্রায় অপেক্ষা বিষয়িপ্রায় অনন্তগুণে শ্রেষ্ঠ। বিষয়িপ্রায়ের আচরণ শিক্ষা দিতে গিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু সনাতন গোস্বামী [illegible] নিম্নলিখিত শ্লোকটী কীর্ত্তন করিয়াছিলেন—

"পরব্যসনিনী নারী ব্যগ্রাপি গৃহকর্ম্মসু॥
তদেবাস্বাদয়ত্যন্তর্নবসঙ্গরসায়নং॥"

—পরপুরুষাসক্ত নারী সর্ব্বদা গৃহকর্ম্মে ব্যস্ত থাকিয়াও মনে মনে যেরূপ নূতন নূতন পুরুষের সঙ্গসুখ অনুভব করেন, সেইরূপ কৃষ্ণ-প্রেম প্রীতি-সম্পন্ন ভক্ত বাহ্যে নানাপ্রকার বিষয়-কর্ম্মে জড়িত থাকিয়াও স্বরূপ-সিদ্ধাবস্থায় নিত্য দেহে নিত্য কৃষ্ণ-সেবা-সুখ অনুভব করিয়া থাকেন। এইরূপ আচরণ নিত্য সিদ্ধ ভাগবতোত্তম ভজন-বিজ্ঞ শ্রীল দাস গোস্বামীর ন্যায় উত্তম অধিকারীর পক্ষেই সম্ভব। বিষয়াসক্ত জীব স্বাভাবিক কৃষ্ণরতির অভাব বশতঃ তাঁহার পক্ষে ঐ প্রকার আচরণ সম্ভবপর নহে।

যাঁহারা কৃষ্ণকথায় শ্রদ্ধাবান্ অথচ সম্পূর্ণভাবে অনর্থ-মুক্ত হইতে পারেন নাই, তাঁহাদের আচরণ শ্রীমদ্ভাগবতে এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে—

জাতশ্রদ্ধো মৎকথাসু নির্ব্বিণ্ণঃ সর্ব্বকর্ম্মসু
বেদ দুঃখাত্মকান্ কামান্ পরিত্যাগেঽপ্যনীশ্বরঃ

—কৃষ্ণকথায় যাঁহাদের শ্রদ্ধা হইয়াছে, তাঁহারা কাম্য কর্ম্ম দুঃখাত্মক জানিয়া উহাতে আগ্রহ করেন না, কিন্তু পূর্ব্ব অভ্যাস বশতঃ অপরিহার্য্য কর্ম্মসকল গর্হণ করিতে করিতে স্বীকার করিয়া থাকেন।

এবমেবৈষ সম্প্রসাদোঽস্মাচ্ছরীরাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতিরূপসম্পদ্য স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যতে—এই বেদ-বাক্য হইতে জানা যায়, জীব মাত্রেরই দুইটী দেহ আছে, একটী সগুণ, অপরটী নির্গুণ, প্রথমটী অনিত্য, দ্বিতীয়টী নিত্য। সগুণ দেহাভিমান থাকা কালে জীবের স্বস্বরূপ-বিভ্রমবশতঃ কর্ম্ম, অকর্ম্ম ও বিকর্ম্মের আবাহন। উহাই জীবের অনর্থ। সদ্‌গুরুর আনুগত্যে শ্রবণ কীর্ত্তনাদি করিতে করিতে যে পরিমাণে অনর্থ দূর হয়, সেই পরিমাণে তাহার স্ব-স্বরূপানুভূতি হয়। সগুণ দেহাভিমান থাকা কালে জীব অবশ্যই ন্যূনাধিক কর্ম্মকাণ্ডের অধীন হইতে বাধ্য হইবে। কর্ম্ম সকামই হউক বা নিষ্কাম হউক, উহা জীবকে নানাযোনিতে পরিভ্রমণ করাইয়া সুখদুঃখের ভোগ করায় কিন্তু বদ্ধাবস্থায় যাবতীয় কর্ম্ম যদি হরি-সেবার প্রতিকূল না হয়, তাহা হইলে উহা স্বরূপ-সিদ্ধি লাভের অনুকূলই হইয়া থাকে।

অভিধেয় ত্রিবিধ গৌণ ও মুখ্য। জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহোপযোগী হরি-সেবানুকূল কর্ম্ম [illegible] এবং শ্রবণ কীর্ত্তনাদি মুখ্য। মুখ্যা-[illegible] স্বীকার [illegible] অভিমান, [illegible] সহিত মায়া জ্ঞান, [illegible] বৈষ্ণবে জাতি-[illegible] বিষয় [illegible] সাধন [illegible] বিশেষ [illegible]

[illegible] বিষয়ে সম্বন্ধ। [illegible] নাহি হয়॥ [illegible] সম্বন্ধ-চেষ্টা [illegible] চেষ্টা ও অভক্তের চেষ্টা বাহিরে দেখিতে গেলে [illegible] প্রকার বলিয়া মনে হয়, কিন্তু তাঁহাদের উভয়ের চেষ্টার মধ্যে আকাশ পাতাল ভেদ আছে। অভক্তের নিজ ভোগপর বিষয়-চেষ্টা বা ত্যাগপর প্রচ্ছন্ন ভোগপর চেষ্টা, ভক্তের সেবা-চেষ্টার সহিত সমপর্য্যায়ে গণিত হইতে [illegible] পায় [illegible]

[illegible] ক্রমশঃ

[illegible]

কুল [illegible] স্বরূপ-[illegible] জীব [illegible] নাহিত্ব।

রাজসিক ও তামসিক কর্ম্ম করিয়া থাকে এবং আপনাকে কর্ম্মের কর্ত্তা, কর্ম্মফলের ভোক্তা অভিমান করে। যেখানে কর্তৃত্বাভিমান, ভোক্তৃত্বাভিমান—সেই স্থানেই সেবা, সেবক ও সেব্যানুভূতি শুদ্ধ।

ভক্ত [illegible]। তাঁহার কৃষ্ণ ও কার্ষ্ণ [illegible] সমস্ত চেষ্টা কৃষ্ণ-প্রেমোত্তেজিত [illegible]; সুতরাং ভক্ত তাঁহার প্রাকৃত কায়াকে নিজ ইচ্ছাধীন জ্ঞান করিবার পরিবর্ত্তে কৃষ্ণ-ইচ্ছাধীন স্বতঃপ্রকাশ মহাপ্রসাদ বা মহামহাপ্রসাদ বোধে সেবা করিয়া থাকেন। নিজকে কর্ম্মকর্ত্তৃত্বাভিমান করিবার পরিবর্ত্তে কর্ম্মকে নিজের পরিচালক বিভুদৃষ্টা বা চেতন মনে করেন।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীমন্মহাপ্রভু যে সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন তত্ত্ব বিচার করিয়াছেন তাহা সদ্‌গুরু-প্রসাদে পুনঃ পুনঃ আলোচিত হওয়া একান্ত আবশ্যক। সম্বন্ধ জ্ঞানের অভাব বশতঃ জীব যাহাই করুন না কেন উহা কর্ম্ম বা জ্ঞান হইয়া যাইবে। শ্রীগুরুদেবের মুখনিঃসৃত ভক্তি-সিদ্ধান্তবাণী শ্রবণ ও কীর্ত্তন করিতে করিতে সম্বন্ধ জ্ঞান প্রস্ফুটিত এবং ভক্তি-রাজ্যে প্রবেশাধিকার হয়।

এই সংসার সমুদ্র বিশেষ, ইন্দ্রিয়তর্পণ-পর বিষয়সমূহই ইহার বারি, মদন পবন কর্তৃক চালিত হইয়া প্রতিক্ষণে নানা প্রকার সুখ-দুঃখের তরঙ্গ উত্থিত হইতেছে। স্ত্রী সমুদ্রের ঘূর্ণ বর্ত্ত, কুম্ভীরাদি জলজন্তু সদৃশ, পুত্রাদি আত্মীয়গণ সর্ব্বদা প্রাণ করিবার জন্য মুখব্যাদান করিয়া অবস্থান করিতেছে, এই প্রকার জীবন সমুদ্রে নিমজ্জমান ব্যক্তিগণ কৃত্য কি? কেহ কর্ম্ম, কেহ বা যোগ, কেহ বা [illegible] দিবস কিন্তু তাঁহাদের ঐ উপায়ে [illegible] উপস্থিত হয় না।

কোন সময় একটি নাবিক নদীতীরে [illegible] করিতে করিতে [illegible] পড়িয়া প্রাণ হারাইতে বসে। [illegible] একটী ভদ্র লোক সেই নদী [illegible] যাইতেছিলেন, নাবিক দূর হইতে ভদ্রলোকটীকে দেখিয়া কাতরভাবে তাঁহাকে আহ্বান পূর্ব্বক নিজেদের উদ্ধার প্রার্থনা করে। ভদ্রলোকটী নাবিককে [illegible] উদ্ধার করিবার জন্য [illegible] তাহাকে [illegible] করিলেন। [illegible] অশান্ত [illegible] কোনটী অগ্রে করা উচিত। [illegible] নিয়ম বাঁচিলে [illegible] উপদেশ [illegible] উপদেশ করা [illegible]—হে জীব! [illegible] বিপদ্‌গ্রস্ত, এখন [illegible] কাহার অগ্রে তোমার উদ্ধার [illegible] ডাকা, এই [illegible] আর অন্য কোন কৃত্য নাই। [illegible] উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন করিতে করিতে ভগবানকে ডাক।

পর-বিদ্যা-পীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর [illegible]মঠ)

সম্প্রতি পর-বিদ্যাপীঠে নিম্নলিখিত [illegible] অধ্যাপকের [illegible] সম্মুখ [illegible] —বিদ্যার্থিগণ আবেদন [illegible]

১। [illegible]সন, [illegible]সন,
৩। সম্প্রদায়বৈভবাসন, [illegible]
৫। তত্ত্বশাস্ত্রাসন, [illegible]
৭। [illegible]

শ্রীনন্দলাল রায় [illegible]গের,

সম্পাদক—পর [illegible]পুর।

শ্লোকসূচী বিষয়সূচী [illegible]

শ্রী[illegible] [illegible]

শ্রীমদ্ভাগবত

[illegible] সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৪০, টাকা [illegible]

২৭২৪ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে,

সপ্তচত্বারিংশ খণ্ডে সূচী ছাপা হইতেছে।

৪৬শ খণ্ড গ্রন্থ নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে [illegible] সাধারণ পক্ষে [illegible] [illegible] সাধারণ পক্ষে [illegible], গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে [illegible]

দশম স্কন্ধের [illegible] ১১, অগ্রিম সাধারণের পক্ষে ৮, ।

[illegible] অধ্যায়পর্যন্ত একাদশ সংখ্যা ছাপা হইয়াছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

"শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত"

[illegible]চী প্রভৃতি সহ সম্পূর্ণ ছাপা শেষ হইয়াছে

আদি, মধ্য, ও অন্ত্যলীলা এবং সূচী ছাপা হইয়া সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে। [illegible] কয়েক [illegible] পূর্বে ১০, টাকা ভিক্ষার তৃতীয় সংস্করণ ৪ টাকায় না পাইয়া অনেকে [illegible] সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের [illegible] [illegible] সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। সেই ১০, টাকার এক [illegible] গ্রন্থের [illegible] সংখ্যা মাত্র ৫, টাকা ভিক্ষায় দেওয়া হইতেছে। [illegible] সুদূর [illegible] পরে আর এ সুযোগ থাকিবে না।

শ্রীচৈতন্য-লীলার [illegible]

শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

সভাষ্য আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র গ্রন্থ ৮, স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫,

নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪৷৷০ টাকা

শ্রীচৈতন্য মঠের যাবতীয় গ্রন্থ

কার্য্যাধ্যক্ষ, গ্রন্থ-বিভাগ, শ্রীচৈতন্য মঠ

পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

—অথবা—

শ্রীগৌড়ীয় মঠ ১নং উল্টাডিঙ্গি জংশন রোড, কলিকাতা

ঠিকানায় পাওয়া যাইবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—[illegible] শ্রীচৈতন্য মঠের ঠিকানায় লিখিবেন।

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত ভক্তি গ্রন্থাবলী

যে সব উৎকলবাসী ভক্ত বাংলা অক্ষর পড়িতে জানেন না, তাঁহাদের শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর [illegible] পরম উপাদেয় ভক্তি-কথা জানিবার স্বর্ণ সুযোগ উপস্থিত। কটকে শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে উড়িয়া-অক্ষরে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হইয়াছে বাংলা গ্রন্থের তুলনায় উড়িয়া গ্রন্থগুলির ভিক্ষাও অপেক্ষাকৃত অল্প।

গ্রন্থের নাম	ভিক্ষা
শ্রীহরিনাম চিন্তামণি, প্রতিখণ্ড	৷৷০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	১,
সাধন পথ (শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টক) প্রতিখণ্ড	৷০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৷৷০
কল্যাণ কল্পতরু প্রতিখণ্ড	৵০
একত্রে [illegible] খণ্ড লইলে	৷০
গীতাবলী [illegible]	৴১০
একত্রে [illegible] খণ্ড লইলে	৵১৫
শরণাগতি [illegible]	৴০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৵৫

প্রাপ্তিস্থান { শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ, কটক এবং শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, পুরী

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিম্নলিখিত মঠসমূহে প্রাপ্তব্য:

১। শ্রীচৈতন্য মঠ,—পোঃ, শ্রীধামমায়াপুর, (নদীয়া)।
২। শ্রীগোরগদাধর মঠ,—চাঁপাহাটি, সমুদ্রগড় পোঃ, (বর্দ্ধমান)।
৩। শ্রীভাগবত আসন,—ভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৪ শ্রীগৌড়ীয় মঠ,—১নং উল্টাডিঙ্গি জংশন রোড, কলিকাতা।
৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ,—পোঃ [illegible], পুরী।
৬। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ,—উড়িয়া বাজার, কটক।
৭। শ্রীভাগবত মঠ,—[illegible], বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।
৮। শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ,—[illegible]নং জঙ্গমবাড়ী, কাশী, ইউ, পি।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,—[illegible], বৃন্দাবন, মথুরা, ইউ, পি।
শ্রীপরমহংস মঠ [illegible] পোঃ, [illegible]পুর, ইউ পি।
শ্রী[illegible]গৌড়ীয় মঠ,—কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল, পাঞ্জাব।
১২। শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠ,— [illegible]নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।
১৩। শ্রীমদনগোপাল মঠ,—[illegible], ঢাকা।
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম,—[illegible], রাজবাঁধ পোঃ, বর্দ্ধমান।
১৫। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ,—[illegible], [illegible] পোঃ, মানভূম।
১৬। শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয় মঠ,—[illegible], ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী, উড়িষ্যা।
১৭। শ্রীগৌড়ীয় মঠ কার্যালয় [illegible] নিউদিল্লি

এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণের নিকটও নদীয়া-প্রকাশ প্রাপ্তব্য।

১। শ্রীযুক্ত জনার্দন ঘোষ—[illegible] রোড, খুলনা।
২। শ্রীযুক্ত রামচরণ গোস্বামী [illegible] —[illegible]গঞ্জ, হলদিবাড়ী কুচবিহার।
৩। শ্রীযুক্ত রামরঞ্জন রায়—[illegible]নং শ্রীগোপাল মল্লিক লেন, কলিকাতা
৪। মিঃ এন ডি, মুখার্জ্জি—এম, এম. [illegible], কানপুর।
৫। শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী জ্যোতিভূষণ [illegible]গঞ্জ, নদীয়া
৬। শ্রীরাসবিহারী দাস অধিকারী, নবদ্বীপ।
৭। শ্রীবিনোদমোহন দে—[illegible] প্রেস, নবাবপুর, ঢাকা।
৮। শ্রী[illegible] গাঙ্গুলী [illegible], ২৪ পরগণা।

অন্যথা না ভজে কৃষ্ণ, দুষ্ট সঙ্গ করে। পুন সেইরূপ হয় পাছে ভুলি মরে।

শ্রীচৈতন্যমঠের গ্রন্থাবলী

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বিরচিত

ভক্তি-গ্রন্থাবলী।

উৎকৃষ্ট কাপড়ে বিলাতী ধরণে বাঁধাই

অলঙ্কৃত। চতুর্থ সংস্করণ। বিস্তারিত বিষয়সূচীসহ

জৈবধর্ম্ম

বাঁধাই ২৲ দুই টাকা।

প্রকাশিত হইয়াছে

সনাতন ধর্ম্মশাস্ত্র বেদ, বেদান্ত, উপনিষৎ, গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত, পুরাণ, তন্ত্রাদি সকল গ্রন্থ পাঠ করিবার অবসর অতি অল্প মানবের ঘটিয়া থাকে। অনেকের যোগ্যতা না থাকায় ঐ সমস্ত গ্রন্থের মর্ম্ম অবগত হইতে পারেন না। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বাঙ্গালীর এই অসুবিধা দূরীভূত করিবার জন্য এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

বিদ্যালয়ের ছাত্র বা শিক্ষকগণের বিশেষ পাঠ্য, এই হেতু শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টর বাহাদুর ইহা সমস্ত বিদ্যালয়ের জন্য অনুমোদন করিয়াছেন।

শ্রী শ্রীশিক্ষামৃত

প্রথম খণ্ড ভিক্ষা ১৲ একটাকা

যুক্তিপূর্ণ শাস্ত্রবাক্য দ্বারা প্রত্যেক মানবের নিত্য কর্ত্তব্য ও অনিত্য সাময়িক কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। গ্রন্থের প্রতি উক্তি সনাতন শাস্ত্রবাক্য দ্বারা সমর্থিত ও প্রমাণিত হইয়াছে। দেহের, মনের ও আত্মার ধর্ম্ম কি? স্বদেশ, সমাজ, নীতি, ধর্ম্ম কি? ইত্যাদি বিষয় সাম্প্রদায়িকতাশূন্য সুন্দরভাবে যুক্তিসহকারে আলোচিত হইয়াছে যে, প্রথম পাতা হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত না করিয়া নিবৃত্ত হওয়া যায় না।

শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য

ভিক্ষা ৵০

ঐ প্রমাণ খণ্ড ভিক্ষা ৵০

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ... ও লীলাভূমি নয়টী দ্বীপ- ... বিবরণ—প্রত্যেক দ্বীপে মহাপ্রভুর লীলা ... তীর্থের পরিচয়, শ্রীধাম ... ইত্যাদি বিষয় বিশেষ ভাবে ... প্রায় ১৬০ পৃষ্ঠা।

শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ

উজ্জ্বল ... কাগজে ছাপা—শ্রীনবদ্বীপধাম দর্শনে ... কি প্রকার ভাবের উচ্ছ্বাস হয়, তাহা এই ... অতি চমৎকার। ভিক্ষা চারি আনা।

শ্রীউপদেশামৃত

।৵০

দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভুকে ... সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে ... অনুকূল ও প্রতিকূল বিচার অতি সুন্দরভাবে ... হইয়াছে। ইহা ছাড়া শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদিষ্ট শিক্ষা ও উপদেশ বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব-জগতে অভিনব গ্রন্থ !!

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতি-গ্রন্থাবলী :—

শরণাগতি

পকেট সাইজ
অষ্টম সংস্করণ
ভিক্ষা ৴০ আনা

দেহ ও মনের চেষ্টা অনিত্যবস্তু লইয়া—ইহা যখন জীব বুঝিতে পারে, তখন একমাত্র নিত্যবস্তু শ্রীভগবানের প্রতি তাঁহার কোন আত্মীয় আবেগময়ী প্রার্থনা হয় এবং শ্রীভগবানে সম্বন্ধযুক্তরূপে নিষ্কপটে কি প্রকারে শরণাপন্ন হইতে হয়, ইত্যাদি বিষয়ক প্রাণস্পর্শী প্রার্থনা ও আত্ম-সমর্পণমূলক গান। দ্বিতীয় সংস্করণও প্রকাশিত হইয়াছে।

ভিক্ষা প্রতি খণ্ড ৴০ এক আনা।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা— ৴০, নবদ্বীপশতক— ৴০

অপরাধ— ৵০

কল্যাণকল্পতরু

পকেট সাইজ
পঞ্চম সংস্করণ
ভিক্ষা ৴১০

আমরা প্রত্যহ নূতন অভাব ও কামনার বশবর্ত্তী হইয়া পুনঃপুনঃ অকল্যাণকে কল্যাণ বলিয়া গ্রহণ করি এবং তাঁহার নিকট কল্যাণ কামনা করি, তিনি যে নিত্য বা সত্য কল্যাণ প্রদানে সমর্থ এবং কোন বস্তু আমাদের নিত্য কল্যাণপ্রদ এবং কি ভাবে আমরা সেই কল্যাণলাভে সমর্থ হইব, এই সকল কথা সরল গানে লিখিত। এই গীতিগ্রন্থ প্রত্যেক কল্যাণের কল্পতরু; ইনি প্রত্যেককে নিত্যকল্যাণ প্রদানে

শ্রীল চক্রবর্ত্তি-ঠাকুরের টীকা সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠাকুর কৃত টীকা ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কৃত অনুবাদ। টীকাকারের জীবনী, শ্লোকসূচি, বিষয়সূচি প্রভৃতি বহু জ্ঞাতব্য বিষয় সম্বলিত প্রায় ৮২৫ পৃষ্ঠা। উৎকৃষ্ট সিল্কে বাঁধাই ২৲ দুই টাকা, কাগজে বাঁধা ১॥০

শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ কৃত ভাষ্য সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

কাগজ ও ছাপা উৎকৃষ্ট। সিল্কে বাঁধাই, সোণার জলে নাম লেখা রাজসংস্করণ ২৲ টাকা, সাধারণ সংস্করণ ১॥০, গৌড়ীয়ের গ্রাহকপক্ষে ১।০

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি

(সাম্প্রদায়িক কোষগ্রন্থ

বিষয়:—১। ভক্তিশাস্ত্রে ব্যবহৃত শব্দাবলীর অর্থ, ২। চারি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের চরিত্র, ৩। বিষ্ণুবৈষ্ণবসম্পর্কে শ্রীমন্দির ও শ্রীবিগ্রহের বিবরণ, ৪। বৈষ্ণবগ্রন্থ ও গ্রন্থসমূহের তালিকা ও বিবরণ, ৫। বিষয় বিশেষের শ্লোক ও শাস্ত্রীয় আকরমূলে যাবতীয় তথ্য। চারিখণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ১ম খণ্ড ৸০, ২য় খণ্ড ৸৵০, ৩য় খণ্ড ৸০, ৪র্থ খণ্ড ॥৴০, চারিখণ্ড একত্রে ৩৲ ... খণ্ড যন্ত্রস্থ)

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ

—১ম খণ্ড ১৲ এক টাকা ২য় খণ্ড ১৲ এক টাকা। শ্রীমদ্ভাগবতের গ্রাহক ও গৌড়ীয় গ্রাহকগণ ৸০ টাকায় প্রতিখণ্ড পাইবেন। বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমজ্জীব গোস্বামিপাদের রচিত গ্রন্থ। ইহাই ষট্‌সন্দর্ভের অধিক প্রয়োজনীয় অংশ। প্রতি খণ্ড ডবল ক্রাউন ৮ পেজীর ৬৪ পৃষ্ঠা আকারে মুদ্রিত হইতেছে।

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য সঙ্কলিত

সদাচারস্মৃতিঃ

ভিক্ষা ৴০ মাত্র

রেজেষ্টারীকৃত

মদন মঞ্জরী

বটিকায় স্বপ্ন ও ধাতুবিকার, ইন্দ্রিয়শক্তির হ্রাস, প্রস্রাবে শুক্রপাত, অজীর্ণ, মাথাঘোরা, বুক ধড়ফড়ানি, অনিদ্রা প্রভৃতি লক্ষণ সত্বর নির্দ্দোষ আরোগ্য হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ৪০ বটী ১৲ এক টাকা।

"নপুংসকত্বারি ঘৃত"

পুরাতন নি ... বাহ্যপ্রয়োগ দ্বারা আরোগ্য করিয়া শক্তিসঞ্চার করে। মূল্য ২ তোলা ১৲ টাকা।

"রমণীবিলাসিনী বটিকা"

... অত্যাশ্চর্য্য। মূল্য ১৬ বটী ১৲ এক টাকা।

রাজবৈদ্য নারায়ণজী, কেশবজী

১৭৭নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

বিজ্ঞাপন

সাবধান! সাবধান!! সাবধান!!!

জে, সি, দত্তের ... বাদাম তৈল

... বাদাম ... ইংরাজী ... খরিদ ... কমদরের ...

জে, সি, দত্ত

প্রাপ্তিস্থান— শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (প্রাচীন নবদ্বীপ) নদীয়া

পর-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

এখানে [illegible] আহার এবং বাসস্থান দিয়া বিদ্যার্থিগণকে বিভিন্ন শিক্ষণীয় বিষয় শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। অনেক ছাত্র উপাধি পরীক্ষা দিয়া পাশ আরম্ভ করিয়াছেন। বর্তমান বর্ষে সকল ছাত্রই গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

প্রধান অধ্যাপক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রচন্দ্র [illegible] ব্যাকরণ-সাংখ্য-বেদান্ত-ষড়্দর্শনতীর্থ, [illegible] বেদান্তরত্ন, সাহিত্যশাস্ত্রী, [illegible] বাচস্পতি।

অধ্যাপক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গৌরদাস ব্রহ্মচারী ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীধাম মায়াপুর পরবিদ্যাপীঠ, (নদীয়া)

বেদনাঞ্জন

শ্রেষ্ঠরত্ন

কলিকাতা কংগ্রেস এক্সিবিসন হইতে বহু প্রশংসা প্রাপ্ত ও বহু চিকিৎসক ভদ্রমহোদয়গণ কর্তৃক প্রশংসিত।

আজকাল বাজার-চলন মিশ্রিত ও বিষাক্ত আহার্য সেবনে শরীরের রক্ত প্রত্যহ দোষিত হইয়া পড়িতেছে। [illegible] এই রক্ত দোষিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মানব বাত, বেদনা, মাথাধরা, মাথা ঘোরা, দৃষ্টিশক্তির হ্রাস, দাঁতের গোড়া ফুলা, [illegible] পোকা এবং খোস, চুলকানি প্রভৃতি কষ্টদায়ক চর্মরোগে আক্রান্ত হইতেছে। যদি আপনি একেবারেই ব্যাধিমুক্ত হইতে চান, তবে বৃথা অন্যত্র পয়সার অপব্যয় না করিয়া অল্প ব্যয়ে এক শিশি বেদনাঞ্জন ক্রয় করিয়া ইহার আশ্চর্য্য কার্য্যকারী-শক্তি উপলব্ধি করুন। [illegible] মূল্য [illegible] এক শিশি ।৵০ আনা [illegible] মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

প্রোপ্রাইটার্স—এ, সি, চাটার্জ্জী এণ্ড ব্রাদার্স।

[illegible] হ্যারিসন রোড, পোঃ [illegible] হাওড়া

সকল মনিহারী দোকানে ও বড় বড় ডাক্তারখানায় পাওয়া যায়।

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

যদিও অদ্যাপি প্রকৃত মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য, তথাপি যাঁহারা নানা বদ অনিয়মিত উপায়ে অপরিমিত শক্তি নষ্ট করিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন এবং নানা প্রকার মেহ, প্রমেহ, ধাতুদৌর্ব্বল্য, স্নায়বিক দুর্ব্বলতা, বহুমূত্র, দুঃস্বপ্ন, পাকস্থলী সংক্রান্ত পীড়া, অর্শ এবং স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে যাঁহারা বাধক, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, সূতিকা, শ্বেত ও রক্তপ্রদর, হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি রোগে ভুগিয়া জীবনে নিরাশ হইয়াছেন তাঁহারা আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটাল সাহেবের আবিষ্কৃত ইলেক্ট্রিক সলিউসন ব্যবহার করিয়া বাঁচিতে পারেন, তাহার শত সহস্র প্রমাণ প্রতি বৎসরেই পাওয়া যাইতেছে। যাঁহারা অন্যান্য বহুবিধ ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরোগ্য হইতে পারেন নাই, তাঁহারা একবার এই ঔষধটি ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক মাসের ব্যবহারোপযোগী এক শিশি ঔষধ ডাকমাশুল সহ ২।৵০ টাকা মাত্র।

সোল এজেণ্ট—ডাঃ ডি, ডি, হাজরা।

[illegible], গার্ডেনরীচ পোঃ, কলিকাতা।

ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

অধ্যক্ষ

শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম, এ, এফ, সি, এস (লণ্ডন)

ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক

(প্রফেসার)

আয়ুর্বেদীয় ঔষধ বিশুদ্ধ ও শাস্ত্রমতে [illegible] তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হয়। পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ক্যাটালগ পাঠান হয়। রোগের বিবরণ জানাইলে যত্নপূর্ব্বক ব্যবস্থা দেওয়া হয়। চিঠি পত্রাদি সম্পূর্ণরূপে গোপন রাখা হয়।

মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দুর)

(বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৪৲ টাকা

উৎকৃষ্ট স্বর্ণ, পারদ ও [illegible] গন্ধক দ্বারা যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। [illegible] প্রয়োগকারী সর্ব্বরোগনাশক মহৌষধ

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৬৲ টাকা

উৎকৃষ্ট কাশীর আমলকী, [illegible] প্রভৃতি শাস্ত্রীয় উপাদানে পূর্ণ মাত্রায় যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। কাশ, [illegible] যক্ষ্মা, [illegible] হৃদরোগ প্রভৃতি রোগের মহৌষধ। [illegible] মাহাত্ম্য বা খাদ্য বিশেষ।

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬৲ টাকা

ইহা সেবনে ধাতুদৌর্ব্বল্য, [illegible] স্বপ্নদোষ, প্রমেহ ও ধ্বজভঙ্গ সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায়। ইহা অপার্থিব আনন্দদায়ক রসায়ন।

অবলাবান্ধব যোগ

প্রদর, বাধক প্রভৃতি জরায়ুদোষ ও যোনিগত দুরারোগ্য রোগের মহৌষধ

মূল্য—১৬ মাত্রা ২৲ টাকা। ৫০ মাত্রা ৫৲ টাকা মাত্র

বিশুদ্ধ জল! ভয় নাই! বিশুদ্ধ জল!!

লক্ষ্মী টিউব-ওয়েল কোং

২০৫নং নবাবপুর, ঢাকা

বর্ত্তমান-যুগের নব আবিষ্কৃত [illegible] উন্নত বৈজ্ঞানিক-প্রণালীতে নলকূপ (Tube-well) [illegible] প্রাইভেট সেক্রেটারী, [illegible] জমিদার, তালুকদার, প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত ভদ্রমহোদয়গণ এই কোম্পানীর কার্য্য দেখিয়া প্রশংসা করিয়াছেন। রাসায়নিক পরীক্ষায় জল বিশুদ্ধ না হইলে মূল্য গৃহীত হয় না। বিস্তৃত বিবরণের জন্য পত্র লিখুন।

বৃত্তিসহ সমগ্র

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

ভিক্ষা ২৲ টাকা। শিক্ষার্থি ছাত্রের পক্ষে ১॥০ দেড়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—[illegible] পরবিদ্যাপীঠ, শ্রীগৌড়পুর

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

মনোমোহন প্রেস

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা

পূর্ব্ববাঙ্গালায় স্বল্পব্যয়ে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত

বৈদ্যুতিক মেশিনে দিবারাত্র কাজ চলিতেছে

বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা।

শ্রীমায়াপুর নদীয়া প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—শ্রীবিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

স্থানীয় সংস্করণ

Registered No. C 1544

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র।

৪র্থ খণ্ড] সম্পাদক—প্রত্নবিদ্যালঙ্কার শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী [২৪২ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্য মঠ শ্রীধাম মায়াপুর ৪ঠা পৌষ বৃহস্পতিবার ১৩৩৬, ১৯শে ডিসেম্বর ১৯২৯

বিজ্ঞাপনের হার

প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অৰ্দ্ধ কলম ৩॥০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক ৫৲
[illegible]
নগদ
প্রতি সংখ্যা [illegible]

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থাবলী

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্—শ্লোক সহ [illegible] প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত। ভিক্ষা, প্রতি খণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৵০ গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশ গ্রাহক পক্ষে ৵০
২। অনুভাষ্য সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ) ৫৲
৩। গৌড়ীয়-গৌরব [illegible]
৪। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।০
৫। ভজনরহস্য ॥০
৬। শ্রীচৈতন্যচন্দ্র স্তবম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
,, ,, ,, আবাঁধা ৮০
৭। গীতা (শ্রীবলদেবভাষ্যসহ) বাঁধা ২৲ আবাঁধা ১॥০
৮। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি-টীকা সহ) বাঁধা ২৲ আবাঁধা ১॥০
গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ॥০
৯। [illegible] সানুবাদ (মাধ্ব) ২৲
১০। বেদান্তস্যমন্তক সানুবাদ ([illegible]) ॥০
১১। জৈবধর্ম ২৲
১২। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৮০
১৩। গৌড়ীয় কণ্ঠহার ২৲
১৪। প্রেমা[illegible] (তৃতীয় সংস্করণ) ।৵০
১৫। দীপ-দিগ্দর্শন [illegible]
১৬। সাধনপথ (২য় সংস্করণ) ।৵০
১৭। আচার ও আচার্য্য ।৵০
১৮। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৮০
১৯। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা) [illegible]
২০। শ্রীনবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য [illegible]
২১। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য (প্রমাণখণ্ড) [illegible]
২২। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ [illegible]
২৩। শ্রীগোদ্রুমচন্দ্রপরিক্রমা-দর্পণ ।০
২৪। শরণাগতি, গীতাবলী, সাধনকণ, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, নবদ্বীপশতক, অর্থপঞ্চক ও সদাচারস্মৃতি, মোট [illegible]
২৫। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ও অষ্টকদ্বয় [illegible]
২৬। সাধককণ্ঠমণি ।০
২৭। সংস্কার-দীপিকা ।০
২৮। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড) [illegible]
২৯। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৩০। শ্রীমহাপ্রভুর শিক্ষা [illegible]
৩১। [illegible] সানুবাদ [illegible]
৩২। [illegible] [illegible]
৩৩। শ্রীচৈতন্যভাগবত (নিতাই, দ্বিতীয় সংস্করণ) [illegible]

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

ইংরাজী ভাষায় ভক্তিগ্রন্থ

১ শ্রীচৈতন্যদেবের [illegible]
২ নামভজন
৩। বৈষ্ণবধর্ম [illegible]
৪। ভাগবত [illegible] ।০
৫। [illegible]
৬। গৌড়ীয় [illegible]

শ্রীধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপ-প্রদর্শনী, নদীয়া

(৩রা ফেব্রুয়ারী হইতে ১৫ই মার্চ্চ, ১৯৩০ পর্য্যন্ত)

প্রদর্শনীর সকল জ্ঞাতব্য বিষয়ের জন্য সেক্রেটারী মহোদয়ের নিকট আবেদন করুন।

শ্রীকুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ,
শ্রীচৈতন্য মঠ শ্রীধাম মায়াপুর পোঃ আঃ (নদীয়া)।

দেবনাগরাক্ষরে [illegible]

১। [illegible]
২। [illegible]
৩। [illegible]
৪। [illegible]
৫। [illegible]
৬। [illegible]

গভর্ণমেণ্ট হইতে রেজিষ্টারী করা—

সর্ব্বপ্রকার প্লীহা লিভার সংযুক্ত ম্যালেরিয়

জ্বরের সাক্ষাৎ যম

পারফলৈন

টনিক ও সালসা। পথ্যের বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই। এক দাগেই প্লীহা, লিভার ধ্বংস হয়। "ফলেন পরিচীয়তে"

এক দাগে জ্বর পালায়, ফিরে জ্বর আর হয় না

একদাগে জ্বর পালায়, তিন দাগে সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়। এমন উপকারী ঔষধ আর নাই। ২।৪ দাগ ঔষধ সেবনে যদি আপনার জ্বর একেবারে ভাল হয়, সেই প্রকৃত ঔষধ খাওয়া উচিত নয় কি? এক্ষণে সাবধান হউন এবং জানিয়া রাখুন, আর [illegible] বাজে বোতল ২ বিষের জল খেয়ে শয্যাগত হইয়া প'ড়ে পরে হয়রাণ হয়েন কেন? সুতরাং ॥০ আনার পারফলৈনই একটি জ্বর রোগীর পক্ষে যথেষ্ট, এমন প্রত্যক্ষ উপকারী জ্বরের ঔষধ আর নাই। সকালে জ্বর হইলে বৈকালে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবেন, ডাক্তার ডাকিতে হয় না। মূল্য প্রতি শিশি ৷৵০ আনা, ডজন ৪।০ আনা।

এজেণ্ট—মেসারস্ এম, ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং, ১০ নং বনফিল্ডস্ লেন, কলিকাতা।

যুগল-মূর্ত্তি মার্কা
দর্শকের পাওয়া যায়।

আয়ুর্ব্বেদ সম্মত বায়ু পিত্ত বাত নাশক

ত্রিগুণ তৈল

[illegible] -মূর্ত্তি মার্কা এবং বটকৃষ্ণ পাল দেখিয়া লইবেন।

[illegible] হাপকারী তৈল আর না

গবর্ণমেণ্ট হইতে রেজিষ্টারী করা—

[illegible] টি কাঁচা কৃষ্ণতিল তৈলে [illegible] ব [illegible], [illegible], জেনা, চন্দন, গন্ধগন্ধ, বেলা, প্রভৃতি [illegible] প্রস্তুত বিধায় ছয় ঋতুতেই সমভাবে [illegible] গন্ধ উপলব্ধি হইয়া থাকে। সততঃ এই [illegible] ত্রিগুণ তৈল নিত্য ব্যবহারে সাধারণতঃ দৈহিক [illegible] হইয়া থাকে।

[illegible] প্রকারের জনপ্রিয় ধাতুস্থ গুণিত গুপ্ত, জটিল [illegible], [illegible], প্রদর, [illegible] নাশক, স্নায়বিকার, মূর্চ্ছা, মাথাধরা, মাথাঘোরা, আধকপালী, নিদ্রাহীনতা এবং সর্ব্বপ্রকার বাতরোগ ও নানা প্রকার ব্যাধির কীটাণু ধ্বংসকারী অব্যর্থ মহৌষধ।

বলা বাহুল্য, ইহা একটি মস্তিষ্ক স্নিগ্ধকারী ঠাণ্ডা তৈল যে, পাগল ভাল হয়। যে কোন স্থানে তৈল ক্রয়কালীন শিশির গায়ের লেবেলের উপর বড় ২ অক্ষরে আসল যুগল মূর্ত্তি মার্কা এজেণ্ট বটকৃষ্ণ পাল দেখিয়া লইবেন, অন্যথায় শঠকারী দোকানদার জাল বা নকল তৈল বিক্রয় করিয়া আপনাকে ঠকাইবে। স্মরণ রাখিবেন [illegible] ঠকাইতে পারিবেন [illegible] হয়।

এজেণ্ট—[illegible] পাল এণ্ড কোং ২৩নং বনফিল্ড লেন, কলিকাতা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

৪ঠা পৌষ বৃহস্পতিবার—১৩৩৬

শ্রেয়ঃ কথা

অন্তরে 'আমি ভক্ত হইয়াছি' ইত্যাকার ধারণা পোষণ করিয়া বাহিরে দৈন্য প্রদর্শন কপটতা। এইরূপ কপটতা লুইয়া আমরা শুদ্ধ ভক্তের শ্রীমুখনিঃসৃত ভাগবত-কথা শ্রবণ করিয়াও কিছু লাভবান হইতে পারি না। অন্তরে ভক্তাভিমান বর্ত্তমান থাকিলে প্রণিপাত,পরিপ্রশ্ন ও সেবা বুদ্ধির অভাব-নিবন্ধন কোন কথাই কর্ণে প্রবেশ করে না। এই কপটতা ত্যাগের জন্য যত্নপরিকর না হইলে জীব ক্রমে ক্রমে ঈশ্বরাভিমান পোষণ করিয়া অবতারী সাজিয়া বসে এবং ভগবদ্‌ভোগ্য কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাদি নিজ ভোগে নিয়োজিত করিয়া নরকগামী হয়। তজ্জন্য শুদ্ধ ভজনবিজ্ঞ মহাজনেরা বলিয়া থাকেন—

'আমিত বৈষ্ণব' এ'বুদ্ধি হইলে
অমানী না হব আমি।
প্রতিষ্ঠাশা আসি, হৃদয় দূষিবে,
হইব নিরয়গামী॥

নিজের ভুল নিজে বুঝিয়া উঠা যায় না। আমার মনে হয় 'আমার কোন ভুল নাই।' কিন্তু আমি অনেক ভজনবিজ্ঞ মহাজনের স্তায় বাক্য ব্যবহার করিলেও সাধুরা আমার ভুল ধরিয়া ফেলেন। সাধুরা পাছে ভুল ধরিয়া ফেলেন—এই আশঙ্কায় হীন সাধুসঙ্গলাভে বিরত হন। তাঁহার বুদ্ধিমত্তার আদৌ প্রশংসা করা যায় না।

সাধুসঙ্গ ব্যতীত যিনি যতই না কেন ভজন-চেষ্টা প্রদর্শন করুন, তাহা ভ্রম, প্রমাদ (অনবধানতা), বিপ্রলিপ্সা (বঞ্চনেচ্ছা) ও করণাপাটব (ইন্দ্রিয়ের অপটুতা)—এই দোষচতুষ্টয় শূন্য হইতে পারে না। 'নির্জ্জন ভজন' বলিতে সাধুসঙ্গ শূন্য হইয়া ভজন সাধনের কথা বলা হয় নাই। কৃষ্ণ-সেবা-ব্রত সাধুগণের কৃষ্ণ-কোলাহলকে অনাদর ক'রিয়া কৃষ্ণেতর বিষয়-নিষ্ঠ জনগণের গ্রাম্য কোলাহলকে ভজনানুকূলরূপে বরণ ভজন-নিষ্ঠার পরিচয় প্রদান করে না।

নির্জ্জন ভজনের ছল করিয়া গ্রাম্য বিষয়-ভোগ এক কথা, আর ভজনানুকূল বিষয়কে অনাসক্ত ভাবে স্বীকার অন্য কথা। ফল্গু বৈরাগিগণ বিষয়সমূহকে কৃষ্ণসেবানুকূলরূপে স্বীকার করিতে না পারিয়া তাহা ত্যাগে আনন্দানুভব করেন, আবার ভোগিগণের ভোগেই আনন্দ বোধ হয়; কিন্তু যুক্তবৈরাগিগণ ঐ উভয়ের চেষ্টার কোনটীকে বহুমানন না করিয়া সমস্ত বিষয়কে কৃষ্ণ-সেবায় নিয়োজিত করিয়া আনন্দানুভব করেন। এই কথা বুঝিতে না পারিয়া ভোগী ও ত্যাগিগণ ভক্তের কৃষ্ণসেবানুকূল ঐশ্বর্য্য দর্শনে ঈর্ষাপরায়ণ হন। তাঁহারা ভক্তকে তাঁহাদের চক্ষু দ্বারা দর্শন করিতে গিয়া মনে করেন—ভক্তের আবার ঐশ্বর্য্য-লালসা কেন?

শ্রীপ্রভায় 'মগ্ন বা শ্রীনৃসিংহানন্দ প্রভু জানিতেন যে, মহাপ্রভু সাক্ষাৎ 'অদ্বয়-জ্ঞান তত্ত্ব ব্রজে,ব্রজেন্দ্রনন্দন' তিনি কোন প্রাকৃত বস্তু নহেন, যে, প্রাকৃত পথে চলিতে গিয়া কোন প্রাকৃত বস্তু হইতে তাঁহাকে উদ্বেগ পাইতে হইবে। তথাপি শ্রীনৃসিংহানন্দের প্রভু-প্রীতি এইরূপ—

"বৃন্দাবন যা'বেন প্রভু শুনি নৃসিংহানন্দ।
পথ সাজাইল মনে করিয়া আনন্দ॥
কুলিয়া নগর হইতে পথ রত্নে বাঁধাইল।
নিবৃন্ত পুষ্পশয্যা উপরে পাতিল॥
পথে দুইদিকে পুষ্পবকুলের শ্রেণী।
মধ্যে মধ্যে দুই পাশে দিব্য পুষ্করিণী॥
রত্নবান্ধা ঘাট, তাহে প্রফুল্ল কমল।
নানা পক্ষিকোলাহল সুধা-সম জল॥
শীতল সমীর বহে নানা গন্ধ লঞা।
কানাইর নাটশালা পর্য্যন্ত লইল বান্ধিয়া॥"

মহাপ্রভুর সুকোমল পাদপদ্ম পাছে কোন কঠিন বস্তুর সংস্পর্শ হয়, এই আশঙ্কায় তিনি ধ্যানে সমস্ত পথে রত্নরাজিত পুষ্প বিছাইলেন এবং মহাপ্রভুর সর্ব্বপ্রকার সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের ব্যবস্থা করিলেন। মহাপ্রভু বিন্দুমাত্র অসুবিধা বোধ না থাকিলেও তিনি ভক্তের প্রীতি এই ভাবে আস্বাদন করেন। ভক্তের কৃষ্ণসুখ-সম্পাদনার্থ মানসে বা বাহ্যে কৃষ্ণভোগ্য বিষয় সংগ্রহ ও অভক্তের কৃষ্ণেতর বিষয়াভিনিবেশ এক নহে। ভক্ত ও অভক্তের বিচার বুঝিতে না পারিয়া লোকে নানা অনর্থের আবাহন করিয়া বসে।

ভক্তের কৃষ্ণেতর বিষয়-বৈরাগ্য ও কৃষ্ণসেবার্থে বিষয় সংগ্রহকে বুঝিতে না পারিয়া আজ কাল অনেককেই ভক্ত চরিত্র সমালোচনা করিতে দেখি। অথচ যাঁহারা সমালোচনায় প্রবৃত্ত হন, তাঁহাদিগের কৃষ্ণার্থে ভোগত্যাগের কোন চেষ্টাই লক্ষিত হয় না। আমরা তাদৃশ সমালোচকগণকে এরূপ অনধিকারচর্চ্চা হইতে নিবৃত্ত হইবার জন্য বারম্বার অনুরোধ করিতেছি। নিজেদের ভোগার্থ সংগৃহীত বিষয় ভক্তের কৃষ্ণসেবার্থ সংগৃহীত বিষয় অপেক্ষা অল্প দেখিয়া ঈর্ষার উদয় হওয়া কখনও নির্ম্মৎসর ভাগবত-ধর্ম্ম নহে।

স্ত্রীপুত্রাদি লইয়া সংসার পাতাইয়া "আমি কৃষ্ণের সংসারে আছি, স্ত্রীপুত্রাদির প্রতি একটুও আসক্তি আমার নাই, আমি ইহাদিগকে 'কৃষ্ণসেবা কর' বলা ছাড়া আমার কোন সুখ শান্তি ইহাদের নিকট হইতে চাহি না, আমার বলিতে যাহা কিছু আছে, তাহা সমস্তই কৃষ্ণের বলিয়া আমি জানি"—ইত্যাকার বহু বৈরাগ্যের কথা বলিয়া লোকের নিকট আমি একজন আদর্শ গৃহস্থ ভক্ত সাজিলেও আমার হৃদয়গুহার অন্তরালে লুক্কায়িত বিষয়াসক্তি সাধুরা ধরিয়া ফেলেন। সাধুরা আমার অন্তরের সমস্ত কপটতা বা ভজন-বিষয়ে অজ্ঞতা দূরিয়া ফেলিয়া আমার হিতচিন্তামুখে যে সকল কথা বলেন, তাহা আমার জানা হইয়া গিয়াছে বলিয়া অভিমান না করিয়া পুনঃ পুনঃ শ্রবণ করিবা।

সাধুকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য প্রস্তুত না হইয়া তাঁহার নিকট আমাদের কি শিক্ষণীয় বিষয় আছে, তাহা নিষ্কপটে অনুসন্ধান করা ভাল। আমরা যতই 'সব জান্তা' সাজিয়া সাধুর নিকট বসিয়া হরিকথা শ্রবণকে অনাবশ্যক জ্ঞান করিব, ততই দোষাভিমান আসিয়া আমাদের সর্ব্বনাশ সাধন করিবে, হরিভজনের সকল আশা ভরসা ছুটাইয়া দিবে। কতকগুলি বড় বড় কথা মুখস্থ করিয়া পাণ্ডিত্য করা ও সাধুর বাস্তব ভজনাদর্শময় জীবনের অনুসরণ করা একই কথা নহে। সাধুর ভ্রম প্রদর্শনে ব্যস্ত না হইয়া সাধুর অনুগত্যে নিজের ভ্রম অনুসন্ধানে ব্যস্ত হওয়াই প্রকৃত বুদ্ধিমত্তার পরিচয়।

অপরকে চোর বলিয়া নিজের চৌর্য্যপরায় গোপন করিবার চেষ্টা চোরের সমাজে খুব আদরণীয় হইলেও সাধুরা চোরের কপটতা ধরিয়া ফেলেন। নিজের অনর্থের কথা গোপন করিয়া বেশী দিন ভক্ত সাজা চলে না, একদিন না একদিন সমস্তই প্রকাশ হইয়া পড়ে। এরূপ কপটতা না করিয়া সরল ভাবে সাধুর নিকট নিজ অনর্থের কথা জ্ঞাপন করা ভাল। সাধুর কৃপায় হৃদ্‌রোগ সারিয়া যাইতে পারে।

কেবল পরোপদেশে পণ্ডিত না হইয়া বাস্তব ভজন-পাণ্ডিত্য লাভের জন্য প্রত্যেকেরই যত্নবান হওয়া কর্ত্তব্য। পরকে উপদেশ দিতেছি,—এরূপ অভিমানে গুরুগিরি করিবার জন্য ব্যস্ত না হইয়া গুরুদেবের আজ্ঞাপালনবাণী আত্মশোধনার্থ কীর্ত্তন করিতেছি, এইরূপ ধারণা মঙ্গল-প্রদ। অমানী মানদ না হইলে কীর্ত্তনে অধিকার

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা

শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যা-বিনোদ প্রভুর বক্তৃতার চুম্বক)

[পূর্ব্ব ... সংখ্যার পর]

মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্ব্বে নবদ্বীপের অবস্থা কিরূপ ছিল, তা' একবার চিন্তা ক'রে দেখুন। তখন নবদ্বীপ ধনে, জনে, মানে পূর্ণ ও বিদ্যায় অগ্রণী ছিল; কিন্তু একটী বস্তুর—হরিনাম, হরিকথার বড়ই অভাব লক্ষিত হ'ত। শ্রীচৈতন্যভাগবত-পাঠে জানা যায়, তখন লোক মনসার গান, মঙ্গলচণ্ডীর গীত, পুতুল বিবাহ, পুত্র-কন্যার বিবাহ, বিড়ালের বিবাহ ইত্যাদি স্ব-স্ব ইন্দ্রিয়তৃপ্তিকর কার্য্যে সর্ব্বদা নিযুক্ত থাকত, কিন্তু ভগবানের প্রীতিকর কার্য্যে কাহারও মনোযোগ ছিল না। আমরা মনে করি, ভগবানের ভোগের আবশ্যকতা নাই—তাঁ'কে আমরা ঠুঁটোরাম ক'চ্ছি—বলছি, তাঁ'র হাত নাই, পা নাই, তিনি নির্বিশেষ, নিরাকার। ভগবানকে এরূপ-ভাবে সাজিয়ে জগতের সমস্ত বস্তুকে আমাদের ভোগের উপকরণ জ্ঞানে ভোগ করতে দৌড়াচ্ছি। আমরা গান করছি, বাজনা বাজাচ্ছি, যে যে চেষ্টা দেখ্‌ছি যা' কিছু করছি সবই আমাদের অক্ষেন্দ্রিয়-তৃপ্তির উদ্দেশ্যে। ভগবানের তাতে তৃপ্তি হচ্ছে কি না, সে বিষয়ে আমরা একবারও চিন্তা করবার প্রয়োজন মনে করি না। কিন্তু মহাপ্রভু বলছেন,—সংসারে যত বাঁশী, যত করতাল, যত ঢক্কা, যত শঙ্খ—সমস্তই কৃষ্ণের প্রীতির উদ্দেশ্যে নিযুক্ত করে দাও। তিনি বাল্যকালে মাতৃস্তন্য পান করতেন না—যতক্ষণ হরিনাম উচ্চারণ না হ'ত। যখন তিনি সংসার পরিত্যাগ ক'রে গেলেন, তখন মাতাকে কি শিক্ষা দিয়ে গেলেন! আমরা মাতার কুক্ষি থেকে জন্মগ্রহণ করেছি বলে তাঁর পূজা করে থাকি, সেই মাতৃপূজার আদর্শ মহাপ্রভু কিরূপে দেখিয়েছেন? যখন বিশ্বরূপ সন্ন্যাসী হয়ে চলে গেলেন—জগন্নাথ মিশ্র পরলোক গমন করেছেন—গৃহেতে সাধ্বী পতিপুত্রবর্জিতা বৃদ্ধা জননী; মা বলছেন—নিমাই, তুমি সন্ন্যাস গ্রহণ করে চলে গেলে আমাদের রক্ষা কে করবে?—কে আমাদের পালনপালন করবে? ... মহাপ্রভু মাকে কি বলেছিলেন? ... ভগবানের বক্ষিত ... আমি ... জন্মে না। ... যাঁহার যতটুকু আর ... করিবার ... হইয়েছে, তিনি ... কীর্ত্তনাদিদ্বার ব্যস্ত করিতেছেন।

দিব মাত্র কৃষ্ণপ্রেমধন॥"—অন্য লোকের পুত্র টাকা পয়সা রোজগার করে এনে পিতা মাতার সেবা ক'রে থাকেন, কিন্তু আমি কি দিয়ে সেবা করব? না, আমি সাধু মহাজনগণের নিকট হ'তে কৃষ্ণপ্রেম এনে দিব—যা' ব্রহ্মাদি দেবগণেরও দুর্লভ—যা' জীবকে নিত্যকাল নির্ম্মল পরমানন্দ-সাগরে নিমগ্ন রাখে—যা' প্রাপ্ত হ'লে জীবের অপ্রাপ্য আর কিছুই থাকে না, ব্রহ্মানন্দাদি আনন্দ যার কাছে খাতোদক সম—ধর্ম্ম অর্থাদি চতুর্ব্বর্গ যা'র নিকট তৃণতুল্য। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু বলছেন,—"মাতৃভক্তগণের প্রভু হন শিরোমণি। সন্ন্যাস করিয়া সদা সেবেন জননী॥" অর্থাৎ মাতার প্রদত্ত, পালিত ও পুষ্ট জড় শরীর ধারণ ক'রে উহাকে কৃষ্ণভজনে নিযুক্ত করলেই যে চরিভজন দ্বারা অপ্রকটভাবে অতি উত্তম মাতৃসেবা হয়, তাহাই মহাপ্রভু স্পষ্টভাবে প্রদর্শন ক'রেছেন। মহাপ্রভুর এই নীতি জাগতিক নীতিকে লঙ্ঘন ক'রেছে। জাগতিক লোক বলছেন, একমাত্র বিধবা মাতাকে পরিত্যাগ ক'রে মহাপ্রভু চলে গিয়ে নীতি লঙ্ঘন করেছেন; কিন্তু মহাপ্রভু শিক্ষা দিলেন, যদি প্রকৃত মাতার সেবা করতে হয়, তবে এইরূপ ভাবে সেবা কর

এস্থলে কেহ বলতে পারেন, মহাপ্রভু মাতার প্রতি যে সেবার আদর্শ প্রদর্শন করেছেন, তা' একমাত্র তাঁ'র পক্ষেই যুক্তিযুক্ত, সকলের পক্ষে নয়। যদি তাহাই হয়, তবে মহাপ্রভুর সন্ন্যাসের কি প্রয়োজন ছিল? তিনি স্বয়ংভগবান; তাঁ'র গৃহ ও আমাদের ন্যায় বহির্ম্মুখ সংসার ছিল না। আমরা দেখতে পাই মহাপ্রভুর সংসারে জগন্নাথ মিশ্র কত বড় বৈষ্ণব এবং শচীমাতা কত বড় বৈষ্ণবী ছিলেন, এমতাবস্থায় মাতাকে পরিত্যাগ করিয়া মহাপ্রভুর সন্ন্যাসের কোন কারণ ছিল না; কিন্তু তিনি দেখালেন,—মাতার পূজা কিরূপে করতে হয়—মাতৃভক্ত কিরূপে হ'তে হয়। জাগতিক মাতৃভক্তগণের প্রতি মহাপ্রভুর এই শিক্ষা—যদি কেহ যথার্থই মাতৃভক্তের আদর্শ হ'তে চান, ত' হ'লে অহর্নিশ একমাত্র কৃষ্ণসেবায় আত্মনিয়োগ করুন।

আর দেখুন, ভার্য্যার প্রতি তিনি কিরূপ ব্যবহার ক'রলেন? আমরা বিবাহের সময় নারায়ণকে সাক্ষী ক'রে স্ত্রীর ভরণপোষণের ভার গ্রহণ করি। মহাপ্রভু আমাকে প্রকৃতভাবে শিক্ষা দিবার জন্য নীলাম্বরের কন্যা ... কে 'রক্ষ রক্ষ' ব'লে ছুটছেন। এখানে লোকশিক্ষা দিলেন,—লক্ষ্মীদেবী যখন অপ্রকট হ'লেন, তখন তিনি আবার বিষ্ণুপ্রিয়াকে বিবাহ ক'রে একপ যুবতী ভার্য্যা, তাঁকে গৃহে একা রেখে চলে গেলেন কেন? আমরা দেখতে পাই, মহাপ্রভু দ্বিতীয়বার বিবাহ ক'রে যুবতী ভার্য্যাকে কৃষ্ণভজনের জন্য গৃহে রেখে গেলেন। বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী গৌরসুন্দরের প্রেমভক্তিসহায়-কারিণী; তিনি বিপ্রলম্ভবিগ্রহ গৌরসুন্দরের রস পরিপোষণকারিণী। সন্ন্যাসলীলা প্রদর্শন করিবার পূর্ব্বে গৌরসুন্দর তাঁকে যে উপদেশ প্রদান করেছিলেন, তা আমরা শ্রীলোচন দাস ঠাকুরের ভাষায় এরূপ দেখতে পাই—

"তোমার নাম বিষ্ণুপ্রিয়া, সার্থক করহ ইহা
মিথ্যা শোক না করিহ মনে।"

"এ বোলে ধরিহ কথা' দূর কর আন চিন্তা
মন দেহ কৃষ্ণের চরণে॥"

সেই উপদেশ শিরে গ্রহণ ক'রে জগন্মাতা বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী বিপ্রলম্ভবিগ্রহ গৌরসুন্দরের কৃষ্ণান্বেষণ চেষ্টার যেরূপ অনুসরণ করেছেন, আমরা ত' শ্রীল ঘনশ্যাম ঠাকুরের লেখনীতে এরূপ পাই—

*　　*　　*

কদাচিৎ নিদ্রা হৈলে শয়ন ভূমিতে॥
কনক জিনিয়া অঙ্গ সে অতি মলিন।
কৃষ্ণচতুর্দ্দশীর শশীর প্রায় ক্ষীণ॥
হরিনাম সংখ্যাপূর্ণ তণ্ডুলে করয়।
সেই তণ্ডুল পাক করি প্রভুরে অর্পয়॥
তাহারই কিঞ্চিন্মাত্র করেন ভক্ষণ
কেহ না জানয়ে কেনে রাখয়ে জীবন॥

মহাপ্রভু চলে গেলে বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীও প্রত্যহ আতপ তণ্ডুলে হরিনাম সংখ্যা ক'রে সেই তণ্ডুল পাক করত প্রভুকে অর্পণ করতেন। অনন্তর শাশুড়ী ও বধূ প্রসাদ গ্রহণ ক'রে সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণানুসন্ধানে নিযুক্ত থাকতেন। স্বামী সন্ন্যাস গ্রহণ ক'রলে স্ত্রীও সঙ্গে সঙ্গে এরূপ সন্ন্যাসিনী হবেন। সহধর্ম্মিণীর প্রতিজ্ঞা এই যে, স্বামী যে ধর্ম্ম গ্রহণ করবেন, স্ত্রীও সেই ধর্ম্ম গ্রহণ করবেন। যাঁদের পরস্পরের প্রতি ভালবাসা প্রাকৃত স্ত্রী পুরুষের ন্যায় হেয় ও স্বস্ব ইন্দ্রিয়তর্পণমূলক নয়, সেই মহাপ্রভু ও বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী আজ আমাদিগকে এই আদর্শ শিক্ষা প্রদান করলেন। আমরা কৃষ্ণভজন করলে আমাদের সহধর্ম্মিণীগণও কৃষ্ণভজন করবেন—আমরা ভোগী হ'লে, বিরাগী হ'লে সঙ্গে সঙ্গে তাঁরাও ভোগী ও বিরাগিনী হয়ে প'ড়বেন। তাই আজ জগন্মাতা বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী স্ত্রীগণকে শিক্ষা দিলেন—ওহে নারীগণ, তোমরা এরূপভাবে স্বামী সেবা কর। মহাপ্রভুর মাতার প্রতি, ভার্য্যার প্রতি, স্বদেশের প্রতি শিক্ষা আলোচনা ক'রলে আমরা আশ্চর্য্যান্বিত হই। আমাদের ধারণা মহাপ্রভুর শিক্ষায় নৈতিক শিক্ষা নাই। মহাপ্রভুর বৈরাগ্য শিক্ষায়ও জগতের ধারণায় এক বিপ্লব এনে দিয়েছে।

আমরা মনে করি, গৃহ ছেড়ে গেলেই আমরা খুব বড় ভক্ত হয়ে প'ড়লাম। কিন্তু শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু মহাপ্রভুর বৈরাগ্যের কথা জগৎকে জানা করে দু'টী শ্লোক শিক্ষা দিয়েছেন। কে স্ত্রী? কে পুত্র? এ সংসার কিছুই নয়—এরূপ বুদ্ধিতে কাকবিষ্ঠাবৎ সমস্ত পরিত্যাগ করার নাম প্রকৃত বৈরাগ্য নহে, উহা ফল্গু-বৈরাগ্য মাত্র। মহাপ্রভু ব'লেন—এরূপ বৈরাগ্যে মানুষ পরম শ্রেয়োলাভ ক'তে পারে না। তিনি কি ব'ললেন? 'অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ। নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে।' অর্থাৎ কৃষ্ণেতর বিষয়াসক্তি শূন্য হয়ে এবং কৃষ্ণসম্বন্ধে নিবন্ধ ক'রে তদীয় সেবানুকূল বিষয় মাত্র গ্রহণ করতে হবে। অনেকে বৈরাগ্যের ভাণ দেখিয়ে বিষয়ে পদ্মপত্রের ন্যায় নির্লিপ্ত আছেন মনে ক'রতে পারেন, কিন্তু মহাপ্রভু ব'ললেন—দেহরক্ষার্থে যার যতটুকু প্রয়োজন, তার অধিক বা কম গ্রহণ করা কর্ত্তব্য নয়। আমি বাতাস ভক্ষণ ক'রে, ফলমূল খেয়ে থাকলে তাতে কি ফল লাভ হবে? যে তপস্যা ও হরিনাম দ্বারা ভগবানের প্রীতি না হয়, তাতে কোন ফল নাই। যদি বিশ্রবা নন্দন রাবণের মত তপস্যা করে—বাতাস ভক্ষণ করে—স্বর্গ-মর্ত্ত্য-পাতাল দখল করে শেষে সীতাদেবীকে হরণ করতে যায়, তা'তে কি ফল হ'লো? তবে আহার্য্য বস্তু কিরূপে গ্রহণ করতে হ'বে? —না, আমি খাই কেন?—শরীর রক্ষার জন্য। শরীর রক্ষার প্রয়োজন কি?—হরিগুরু-বৈষ্ণবের সেবা করতে হ'বে। যদি এই শরীরের দ্বারা কৃষ্ণভজন না হয়, তবে অধিক খেয়ে কিম্বা কিছুই না খেয়ে থাকার কোন মূল্য নাই। মহাপ্রভুর শিক্ষা এই—'আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি-বাঞ্ছা, তারে নাম কাম। কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতি ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম॥' ভোজন, শয়ন, গমন প্রভৃতি যে কোন কার্য্য আমরা করি না কেন, যদি তাহা নিজেদের সুখের উদ্দেশ্যে ক'রে থাকি, তা' হ'লে তা' সমস্তই কাম হ'য়ে গেল। কিন্তু যদি রায় রামানন্দের মত—পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির মত—জনক রাজার মত—মহারাজ অম্বরীষের মত—মহারাজ প্রতাপরুদ্রের মত কৃষ্ণের সুখের জন্য সমুদয় কার্য্য করা হয়, তা' হ'লে আমাদের দেহ-ধারণের প্রকৃত সার্থকতা সম্পাদন হ'লো। গোপীগণ কৃষ্ণের সুখের জন্য কি ক'রেছিলেন, তা' আপনারা শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীর ভাষায় শ্রবণ করুন,—

লোকধর্ম্ম, বেদধর্ম্ম, দেহধর্ম্ম-কর্ম্ম।
লজ্জা, ধৈর্য্য, দেহসুখ, আত্মসুখ-মর্ম্ম
দুস্ত্যজ্য আর্য্যপথ, নিজ পরিজন।
স্বজনে করয়ে যত তাড়ন-ভর্ৎসন॥
সর্ব্বত্যাগ করি' করে কৃষ্ণের ভজন।
কৃষ্ণ সুখ হেতু করে প্রেম-সেবন॥

*　　*　　*

অতএব গোপীগণের নাহি কামগন্ধ।
কৃষ্ণ-সুখ লাগি মাত্র, কৃষ্ণ সে সম্বন্ধ॥
আত্ম-সুখ-দুঃখে গোপীর নাহিক বিচার।
কৃষ্ণসুখহেতু করে সব ব্যবহার॥
কৃষ্ণ লাগি আর সব করি' পরিত্যাগ।
কৃষ্ণসুখহেতু করে শুদ্ধ অনুরাগ।

*　　*　　*

তবে যে দেখিয়ে গোপীর নিজদেহে প্রীত।
সেহো ত' কৃষ্ণের লাগি' জানিহ নিশ্চিত॥
এই দেহ কৈলু আমি কৃষ্ণে সমর্পণ।
তাঁর ধন, তাঁর এই সম্ভোগ কারণ॥
এদেহ দর্শন-স্পর্শে কৃষ্ণ-সন্তোষণ।
এই লাগি করে অঙ্গের মার্জ্জন ভূষণ॥

(শ্রীচরিতামৃত)

কুরুক্ষেত্রে একদিন গোপীগণ বলেছিলেন,—হে কৃষ্ণ, আমরা তোমা পাবার পরিবর্ত্তে বেশভূষা পরিধান করি; যোগিগণ বিষয় ভুলবার জন্য কত সাধনা করেন, কিন্তু আমরা তোমা হ'তে চিত্তকে দূর নিবার জন্য চেষ্টা করি। পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি দুগ্ধফেননিভ শয্যায় বসে আছেন কৃষ্ণের সুখের জন্য। মহাপ্রভু সনাতন গোস্বামীকে শিক্ষা দিলেন—"কৃষ্ণ-প্রীতে ভোগ-ত্যাগ"; কিন্তু "এটা দূর ছাই—কাকবিষ্ঠা—এ সমস্ত হেয় বস্তু ত্যাগ কর"—এরূপ বুদ্ধিতে প্রণোদিত হ'য়ে সমস্ত ছেড়ে গেলেও গাছের পাতা, বনের ফুল প্রভৃতি নরকাগ্নি হ'য়ে আমাদিগকে দংশন করবে। অতএব কৃষ্ণের সহিত সম্বন্ধযুক্ত হ'য়ে তাঁ'র প্রীত্যর্থ সমুদয় কর্ম্ম করতে হ'বে।

জগতে অনেকে অনেক প্রকার বৈরাগ্য দেখিয়ে গিয়েছেন, সেগুলি প্রকৃত বৈরাগ্য কিনা বিচার করা আবশ্যক। যদি জগতের সব জিনিষ ভগবানের সম্বন্ধে সম্বন্ধিত হয়, ঐযে গাছের ফল—নদীর জল, যা' কিছু, কিছুই প্রাপঞ্চিক নহে, সব জিনিষের দ্বারাই হরিসেবা করা যায়—ভগবান্ শ্রীগৌরহরির এই শিক্ষার মর্ম্ম না বুঝে প্রাপঞ্চিক জ্ঞানে সমস্ত ত্যাগ করলে তা'তে কিছু ফললাভ হ'বে না। ঐ প্রকারে সংসার, বসন-ভূষণ ত্যাগের কোন মূল্য নাই। দেখুন, নৃত্য, গীত, বাদ্য—এই গুলি দ্বারা জগৎ কত ভোগের দিকে ধাবিত হচ্ছে। প্রকাশানন্দসরস্বতী একদিন বলেছিলেন,—চৈতন্য নৃত্য-গীত-বাদ্য নিয়ে কেবল ভাবকালী করছে, এর দ্বারা জগতে কোন কল্যাণ লাভ হ'তে পারে না। কিন্তু যে নৃত্য-গীত-বাদ্য জগৎকে নিরয়গামী করে, সেই তিনটীকে মহাপ্রভু ভক্তির প্রধান অঙ্গ ব'লে জানালেন; নৃত্য-গীত-বাদ্যকে কৃষ্ণ-বিষয়ক ক'রে তিনি তা'র কত উপকারিতা প্রদর্শন ক'রেছেন। ঐযে ফুলের মালিকা, তা' ভোগী গ্রহণ ক'রে মনে করেন—"আমার শোভা লোকে দেখুক"; কিন্তু মহাপ্রভু উহা কৃষ্ণসেবায়

উপকরণরূপে ব্যবহার ক'রে ইহার উপযোগিতা শিক্ষা দিলেন। ঐ যে বৈদ্যুতিক আলোক—ইহা বারবনিতার গৃহেও জ্বলছে, আবার এর দ্বারা ভাগবতও পাঠ হ'চ্ছে। এই আলো আবিষ্কারের দ্বারা যদি উহা ভগবানের সেবায় লাগে, তবে যিনি আবিষ্কার করেন, তাঁরও মঙ্গল হ'বে; আর যদি উহা দ্বারা অন্যায় কার্য্য সম্পাদিত হয়, তবে আবিষ্কারকেরও তা'তে অমঙ্গল হ'বে। ঐ যে মোটরকার, উহাতে কাহাকেও না চড়তে দেখলে আমরা মনে করি—"অহো! কত বড় ত্যাগী সাধু উনি"। কিন্তু যিনি উহাতে আরোহণ ক'রতে চান না, তিনি ভণ্ড প্রতিষ্ঠালোভী। যদি মোটরকার গ্রহণ ক'রে হরিসেবা হয়, তা'তে মঙ্গল হ'বে; কিন্তু যদি প্রতিষ্ঠার জন্য উহা ত্যাগ করা যায়, তবে তা' প্রকৃত মঙ্গলদায়ক নহে। নিজের সুখ-সুবিধার জন্য কোন বস্তু গ্রহণ বা ত্যাগ করলে উহা কামেরই পরিপোষক হ'য়ে পড়ল।

মহাপ্রভুর শিক্ষা যতই আমরা আলোচনা করব, ততই আশ্চর্যান্বিত না হ'য়ে থাকতে পারব না। এরূপ শিক্ষা কেউ কখনও শুনেছেন কি? মটরকার চ'ড়ে, ঘোড়ায় চ'ড়েও বড় সন্ন্যাসী হ'তে পারে, গেরুয়া না গ্রহণ ক'রেও সন্ন্যাসী হ'তে পারে যদি উহা দ্বারা কৃষ্ণসেবা হয়; আবার মটরকার—গাড়ী-ঘোড়া চ'ড়েও কিম্বা না চ'ড়েও সন্ন্যাসী হ'তে পারে না—যদি তা'তে কৃষ্ণসেবা না হয়। যে গৌরসুন্দর গৃহ পরিত্যাগ ক'রে "কোথা কৃষ্ণ, কোথা কৃষ্ণ" ব'লে ব্যাকুল হ'য়ে কৃষ্ণানুসন্ধান ক'রেছেন, আমরা যদি গৃহে থেকে সেই প্রকার ক'রতে পারি, তবে তা'তে মঙ্গল হ'বে। 'গৃহে বা বনেতে থাকে, হা গৌরাঙ্গ ব'লে ডাকে, নরোত্তম মাগে তাঁর সঙ্গ॥' যিনি কৃষ্ণের জন্য আকুল হ'য়েছেন তাঁর জন্য ভাল ভাল জিনিষ আনলেও তাঁ'র সেই দিকে মন নাই। বাহিরের দিকে আমরা শ্রীবাস, অদ্বৈতাচার্য্য, শিবানন্দ সেন, রামানন্দ রায় প্রভৃতিকে গৃহে অবস্থান করতে দেখছি, কিন্তু তাঁ'দের চিত্ত গৃহে নয়—কৃষ্ণপাদপদ্মে। অতএব গৃহে বা বনেতে থেকে 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' ব'লে কৃষ্ণের জন্য ব্যাকুল হ'তে হ'বে। জগতের লোকের যেমন বিষয়েতে তৃপ্তি নাই, সেরূপ কৃষ্ণপ্রেমিকও মনে করেন—কৃষ্ণেতে তাঁ'র ভক্তির লেশ মাত্র নাই,—

প্রেমের স্বভাব যাহা প্রেমের সম্বন্ধ।
সেই মানে,—'কৃষ্ণে মোর নাহি ভক্তিগন্ধ'।

—

প্রচার প্রসঙ্গ

কুরুক্ষেত্র ১১। ডিসেম্বর,

শ্রীব্যাস-গৌড়ীয় মঠের মহোৎসব সমাপনান্তে শ্রীচৈতন্য মঠের অন্যতম প্রচারক বাগ্মিবর শ্রীপাদ গৌর গোবিন্দ বিদ্যাভূষণ প্রভু কুরুক্ষেত্র সন্নিহিত কর্ণাল সহরে মুক্তিবাহার প্রভৃতি স্থানে হিন্দি ভাষায় স্ফুরিত ভাবে ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী প্রচার করিতেছেন। যুক্তিতর্ক শাস্ত্র প্রমাণ দ্বারা শ্রীগৌরদেব অবতারিত্ব, তাঁহার প্রচার-কৌশল, শ্রীমদ্ভাগবতীয় পরম সত্য শ্রীকৃষ্ণনাম, ভক্তি সম্বন্ধ যাহা এবং ভক্তি-বিরুদ্ধ-কর্ম্মী [illegible] গৌড়ীয় [illegible] মাধবগৌড়ীয় সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক গৌরাঙ্গ-নিজ জন বৈষ্ণবাচার্য্যবর্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুর কীর্ত্তনাখ্য ভক্তি-প্রচার-প্রভাব ও কার্য্য ওজস্বিনী ভাষায় সকলকে বুঝাইয়া দেন।

শ্রীপাদ নৃসিংহদাস ব্রহ্মচারী প্রভু তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ হিন্দি ও উর্দ্দু মিশ্র ভাষায় শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি প্রামাণিক কীর্ত্তন-দায় সম্বন্ধে বক্তৃতা দ্বারা সকলের চিত্ত আকর্ষণ করেন।

শ্রীগৌড়ীয় মঠের অন্যতম প্রচারক বক্তৃপ্রবর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ স্থানীয় সিনিয়র ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট পরম বদান্য শ্রীযুক্ত পণ্ডিত কিষণ লাল কিচলু মহোদয়ের কুটিতে তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ অনর্গল ইংরাজী ভাষায় শ্রেয়ঃ-পন্থা প্রভৃতি বিষয়ে হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা দ্বারা সমাগত বহু শিক্ষিত গণ্যমান্য জনগণের চিত্ত আকর্ষণ করেন।

গৌরবিহিত সংকীর্ত্তন সুমধুর ও চিত্তহারী নগর-সংকীর্ত্তনে নগরবাসিগণ সকলেই পরমানন্দ লাভ করিয়াছেন। কর্ণালে প্রচারান্তে শ্রীমদ্ গৌর গোবিন্দ বিদ্যাভূষণ প্রভু সদলে ১৬ই ডিসেম্বর অনুষ্ঠেয় দিল্লী গৌড়ীয়মঠ-বার্ষিকোৎসবে যোগদানার্থ গমন করিয়াছেন। ইতি

নিবেদক
শ্রীনগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

শ্রীধাম মায়াপুর নবদ্বীপ প্রদর্শনী

(৩রা ফেব্রুয়ারী—১৭ই মার্চ্চ, ১৯ ৯)

শ্রীধাম মায়াপুর-নবদ্বীপ প্রদর্শনী
পারমার্থিকগণের পরমার্থ-ভালোদ্দীপক।

শ্রীধাম মায়াপুর-নবদ্বীপ প্রদর্শনী
আর্থিকগণের অর্থের প্রশস্ত পন্থা-প্রদর্শক॥

শ্রীধাম মায়াপুর-নবদ্বীপ প্রদর্শনী
শিল্পীর শিল্পোন্নতি-বিধায়ক।

—

শ্রীধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপ প্রদর্শনী
কৃষির নব নব ভাণ্ডার প্রদর্শক॥

—

শ্রীধাম মায়াপুর-নবদ্বীপ-প্রদর্শনী
জ্ঞানীর জ্ঞান-ভাণ্ডার বিস্তারক।

শ্রীধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপ-প্রদর্শনী
অজ্ঞানের জ্ঞানাক্ষি-প্রদায়ক॥

শ্রীধাম মায়াপুর-নবদ্বীপ-প্রদর্শনী
পণ্ডিতের পাণ্ডিত্য-প্রদর্শক।

—

শ্রীধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপ-প্রদর্শনী
মূর্খের মূর্খত্ব-নিরসক॥

শ্রীধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপ প্রদর্শনী
ধনীর ধন-বৃদ্ধির প্রশস্ত উপায়।

শ্রীধাম-মায়াপুর নবদ্বীপ-প্রদর্শনী
নির্দ্ধনের ধনলাভের সহায়॥

—

শ্রীধাম মায়াপুর নবদ্বীপ-প্রদর্শনী
সবলের বল-পরীক্ষক।

শ্রীধাম মায়াপুর-নবদ্বীপ-প্রদর্শনী
দুর্ব্বলের বল-প্রদায়ক॥

—

অতএব শ্রীশ্রীধাম মায়াপুরনবদ্বীপ-প্রদর্শনী সকলেরই হিতকর। সুতরাং শ্রীধাম মায়াপুরনবদ্বীপ প্রদর্শনীতে সকলেই যোগদান করুন।

বালকের গান

এ বিশ্ব মাঝারে, আলো এনেছে তুমি,
এসেছে প্রভুবর।
এসেছে, এসেছে, এসেছে, প্রভুবর॥
মোহ-নিদ্রায় নিদ্রিত যারা—
থাকি সদা অচেতন;
চেতন বাণী শুনা'তে তা'দে
কে, ওগো নিরন্তর?
বেদে আনে না মাহাত্ম্য যার—
[illegible]
তাঁহারি ইচ্ছায়, [illegible] কাজ,
[illegible]
কোকিল [illegible]
[illegible]
তাই শুন [illegible]
[illegible]
[illegible] সাড়া—
[illegible] ভুবন বাণী;
এ অন্ধ [illegible] রহিল;
তবু না জাগিল আর!

পর-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

সম্প্রতি পরবিদ্যাপীঠে নিম্নলিখিত শিক্ষণীয় বিষয়ানচয়ের অধ্যাপকের আসন-সমূহ সংস্থাপিত হইয়াছে—বিদ্যার্থিগণ আবেদন করুন।

১। সাহিত্যাসন, ২। ঐতিহ্যাসন,
৩। সম্প্রদায়বৈভবাসন, ৪। ভক্তিশাস্ত্রাসন,
৫। তন্ত্রশাস্ত্রাসন, ৬। বেদান্তাসন,
৭। একায়নাসন।

শ্রীনন্দলাল রায় বি, এ, কাব্যতীর্থ, বিদ্যাসাগর,
সম্পাদক—পরবিদ্যাপীঠ, শ্রীধাম মায়াপুর।

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

শ্রীগৌড়ীয়মঠ [illegible] হইতে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৪০৲ চাল্লিশ টাকা।

২৭২৪ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে,

সপ্তচত্বারিংশ খণ্ডে সূচী ছাপা হইতেছে।

৪৬শ খণ্ড গ্রন্থ নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে ১৫।৵০ সাধারণ পক্ষে ২০৸৵০। প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৶০, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ।৵০।

দশম স্কন্ধের ভিক্ষা ১২৲, অগ্রিম সাহায্যকের পক্ষে ৮৲।

[illegible] অধ্যায়পর্য্যন্ত একাদশ সংখ্যা ছাপা হইয়াছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত"

সূচী প্রভৃতি সহ সম্পূর্ণ ছাপা শেষ হইয়াছে

আদি, মধ্য, ও অন্ত্যলীলা এবং সূচী ছাপা হইয়া সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে। [illegible] টাকা ভিক্ষার তৃতীয় সংস্করণ ৪০ টাকায় [illegible] সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের জন্য [illegible] ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। সেই ১০৲ টাকার গ্রন্থ [illegible] সংখ্যা মাত্র ৫৲ টাকা ভিক্ষায় দেওয়া হইতেছে। [illegible] আর এ সুযোগ থাকিবে না।

শ্রীচৈতন্য [illegible]

শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত

সুবিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

সভাষ্য আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র গ্রন্থ ৮৲ স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲

নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪৷৷০ টাকা

শ্রীচৈতন্য মঠের যাবতীয় গ্রন্থ

কার্য্যাধ্যক্ষ, গ্রন্থ বিভাগ, শ্রীচৈতন্য মঠ
পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া।
— ও —
শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ১নং উল্টাডিঙ্গি জংশন রোড, কলিকাতা
[illegible]
[illegible] অনুসন্ধান করিবেন।

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত ভক্তি গ্রন্থাবলী

যে সব উৎকলবাসী ভক্ত বাংলা অক্ষর পড়িতে জানেন না, তাঁহাদের শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর প্রচারিত পরম উপাদেয় ভক্তি-কথা জানিবার সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে উড়িয়া-অক্ষরে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হইয়াছে। বাংলা গ্রন্থের তুলনায় উড়িয়া গ্রন্থগুলির ভিক্ষাও অপেক্ষাকৃত অল্প।

গ্রন্থের নাম	ভিক্ষা
শ্রীহরিনাম চিন্তামণি, প্রতিখণ্ড	৷৷০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	১৲
সাধন পথ (শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টক) প্রতিখণ্ড	।০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৷৷০
কল্যাণ কল্পতরু প্রতিখণ্ড	৵০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	।০
গীতাবলী প্রতিখণ্ড	⁄১০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৶১৫
শরণাগতি প্রতিখণ্ড	⁄০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৵৫

প্রাপ্তিস্থান { শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ, কটক
এবং
শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, পুরী

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিম্নলিখিত মঠসমূহে প্রাপ্তব্যঃ—

১। শ্রীচৈতন্য মঠ,—পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, (নদীয়া)।
২। শ্রীমোদদ্রুমানন্দ মঠ,—চাঁপাহাটি, সমুদ্রগড় পোঃ, (বর্দ্ধমান)।
৩। শ্রীভাগবত আসন,—ভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৪ শ্রীগৌড়ীয় মঠ,—১নং উল্টাডিঙ্গি জংশন রোড, কলিকাতা।
৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ,—সাতাসন, পুরী।
৬। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ,—উড়িয়া বাজার, কটক।
৭। শ্রীভাগবত মঠ,—চিরদিনা, বালিঘাইপুর, মেদিনীপুর।
৮। শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ,— ৬৫নং অগস্ত্যকুণ্ড, কাশী, ইউ, পি।
৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,—ছত্রিশাল, বৃন্দাবন, মথুরা, ইউ, পি।
১০। শ্রীপরমহংস মঠ,—নিমসার পোঃ, সীতাপুর, ইউ পি।
১১। শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ,—কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল, পাঞ্জাব।
১২। শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠ,—৯নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।
১৩। শ্রীগদাইগৌরাঙ্গ মঠ,—বালিয়াটি, ঢাকা।
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম,— [illegible], রাজনগর পোঃ, বর্দ্ধমান।
১৫। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ,— [illegible], চিরকুণ্ডা পোঃ, মানভূম।
১৬। শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয় মঠ,—আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী, উড়িষ্যা।
১৭। শ্রীমেদিনীপুর মঠ [illegible]

এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণের নিকটও নদীয়া-প্রকাশ প্রাপ্তব্য।

১। শ্রীযুক্ত [illegible] ঘোষ—[illegible] রোড, খুলনা
২। শ্রীযুক্ত রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তরত্ন—দেওয়ানগঞ্জ, হুগলী, কুচবিহার।
৩। শ্রীযুক্ত রাসবিহারী রায়—[illegible] লেন, কলিকাতা
৪। মিঃ এন্ ডি, মুখার্জ্জি এম, এস, [illegible], কানপুর।
৫। শ্রীযুক্ত [illegible], নদীয়া
৬। শ্রী[illegible] অধিকারী, নবদ্বীপ।
৭। শ্রী[illegible]—[illegible] প্রেস, নবাবপুর, ঢাকা।
৮। শ্রী[illegible] [illegible], ২৪ পরগণা।

[illegible] কর্ম্মে : পুন সেইমত মায়া পাশে ফাঁদ মরে

শ্রীচৈতন্যমঠের গ্রন্থাবলী।

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর লিখিত

উৎকৃষ্ট কাপড়ে সোনার জলে বাঁধাই
অলঙ্কৃত। চতুর্থ সংস্করণ। বিস্তৃত বিষয় সূচীসহ

জৈবধর্ম্ম

বাঁধাই ২৲ দুই টাকা

প্রকাশিত হইয়াছে

সনাতন ধর্মশাস্ত্র বেদ, বেদান্ত, উপনিষৎ, গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত, পুরাণ, তন্ত্রাদি সকল গ্রন্থ পাঠ করিবার অবসর অল্প মানবের ঘটিয়া থাকে। অনেকের যোগ্যতা না থাকায় সেই সমস্ত গ্রন্থের মর্ম্ম অবগত হইতে পারেন না। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ... এই অসুবিধা দূরীভূত করিবার জন্য এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

বিদ্যালয়ের ছাত্র বা শিক্ষকগণের বিশেষ পাঠ্য, এই হেতু শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টার বাহাদুর হতে সমস্ত বিদ্যালয়ের জন্য অনুমোদন করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

প্রথম খণ্ড ভিক্ষা—১৲ একটাকা

যুক্তিপূর্ণ শাস্ত্রবাক্য দ্বারা প্রত্যেক মানবের নিত্য কর্ত্তব্য ও অনিত্য সাময়িক কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। গ্রন্থের ... সনাতন শাস্ত্রবাক্য দ্বারা সমর্থিত ও প্রমাণিত হইয়াছে। দেহের, মনের ও আত্মার ধর্ম্ম কি? ... ধর্ম্ম কি? ইত্যাদি বিষয় ক্রমানুসারে এমন সুন্দরভাবে যুক্তিসহকারে আলোচিত হইয়াছে যে, প্রথম ... হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত পাঠ না করিয়া নিবৃত্ত হওয়া যায় না।

নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ভিক্ষা ৵০

ঐ প্রমাণ খণ্ড ভিক্ষা ৵০

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ... ও লীলাভূমি নয়টী দ্বীপসমন্বিত। এই নয় দ্বীপের প্রাচীন বিবরণ—প্রত্যেক দ্বীপে শ্রীমহাপ্রভুর লীলা ... দ্বীপের পরিচয়, শ্রীধাম মাহাত্ম্য—বামাবতার ... ইত্যাদি বিষয় বিশেষভাবে মনোহরছন্দে বর্ণিত। পকেট সাইজ প্রায় ১৬০ পৃষ্ঠা।

শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ

উজ্জ্বল রোপ্য ব্রু কালীতে উত্তম কাগজে ছাপা—শ্রীনবদ্বীপধাম দর্শনে ভাবুক দর্শনকারীর কি প্রকার ভাবের উচ্ছ্বাস হয়, তাহা এই গ্রন্থে বর্ণিত। অতি চমৎকার। ভিক্ষা চারি আনা।

শ্রীউপদেশামৃত

৵০ দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুকে উপদেশচ্ছলে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে ভক্তগণের অনুকূল ও প্রতিকূল বিচার অতি সুন্দরভাবে ব্যক্ত হইয়াছে। ইহা ছাড়া শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর উপদিষ্ট শিক্ষা ও উপদেশ বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবজগতে অভিনব গ্রন্থ !!

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতি-গ্রন্থাবলী

শরণাগতি

পকেট সাইজ
অষ্টম সংস্করণ
ভিক্ষা ৴০ আনা

দেহ ও মনের চেষ্টা আনন্দাবস্থ ... যখন জীব বুঝিতে পারে, তখন একমাত্র নিত্যানন্দ শ্রীভগবানের প্রতি তাঁহার কোন প্রকার আবেগময়ী প্রার্থনা হয় এবং শ্রীভগবানে সর্ব্বান্তঃকরণে নিষ্কপটে কি প্রকারে শরণাপন্ন হইতে হয়, ইত্যাদি বিষয়ক প্রাণস্পর্শী প্রার্থনা ও আত্মসমর্পণমূলক গান। ... সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে।

ভিক্ষা প্রতি খণ্ড ৴০ এক আনা।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা— ৴০, নবদ্বীপশতক— ৴০

অর্থপঞ্চক —৴০

কল্যাণকল্পতরু

পকেট সাইজ
পঞ্চম সংস্করণ
ভিক্ষা ৵১০

আমরা প্রত্যহ নূতন অভাব ও কামনার বশবর্ত্তী হইয়া পুনঃপুনঃ যে অকল্যাণকে কল্যাণ বলিয়া গ্রহণ করি এবং তাহার নিকট কল্যাণ কামনা করি, তিনি যে নিত্য বা যথার্থ কল্যাণ প্রদানে অসমর্থ এবং কোন বস্তু আমাদের নিত্য কল্যাণদাতা এবং কি ভাবে আমরা সেই কল্যাণলাভে সমর্থ হইব, এই সকল কথা সরল গানে লিপিত। এই গীতিগ্রন্থ বাস্তবিক কল্যাণের কল্পতরু, ইনি প্রত্যেককে নিত্যকল্যাণ প্রদানে ...

শ্রীল চক্রবর্ত্তিঠাকুরের টীকা সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠাকুর কৃত টীকা ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কৃত ... টীকাকারের জীবনী, শ্লোক সূচী, বিষয়সূচী ... প্রয়োজনীয় বিষয় সংবলিত প্রায় ৮০০ পৃষ্ঠা। উৎকৃষ্ট সিল্কে বাঁধাই ২৲ দুই টাকা, কাগজে বাঁধা ...

শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ কৃত ভাষ্য সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

... উৎকৃষ্ট। সিল্কে বাঁধাই, সোনার ... রাজসংস্করণ ২৲ টাকা, ... গৌড়ীয়ের গ্রাহকপক্ষে ১৷০

... শ্রীমহাপ্রভুর ... গীতি (সারস্বতকোষগ্রন্থ)

... ব্যবহৃত শব্দাবলীর অর্থ, ... শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও প্রাকৃত ... বিবরণ ... শ্লোকের ... বিবরণ, ... তথ্য ... প্রকাশিত ... ২য় খণ্ড ... (যন্ত্রস্থ)।

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ—১ম খণ্ড ১৲ এক টাকা
২য় খণ্ড ১৲ এক টাকা—শ্রীমদ্ভাগবতের গ্রাহক ও গৌড়ীয়ার গ্রাহকগণ ... টাকায় দুই খণ্ড পাইবেন। বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমজ্জীব গোস্বামিপাদের ... গ্রন্থ। ইহাতে বঙ্গানুবাদের অধিক প্রয়োজনীয় অংশ। প্রায় ... ডবল ক্রাউন ৮ পেজীয় ... পৃষ্ঠা আকারে মুদ্রিত হইতেছে।

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য ...

... যন্ত্রস্থ ...

রেজেষ্টারীকৃত

মদন মঞ্জরী

বটিকায় ধ্বজ ও স্বপ্নদোষ, ইন্দ্রিয়শৈথিল্য হ্রাস, ... মেহ, ... ইত্যাদি ... অবিশ্বাস্য ... আরোগ্য হয়। ... মূল্য ৩০ বটী ১৲ এক টাকা।

"... অমৃত"

... তোলা ১৲ টাকা।

"... বটিকা"

... এক টাকা।

... কেমিক্যাল ...
... রোড, কলিকাতা।

বিজ্ঞাপন

সাবধান !! ...

...

রাস ...

...

শ্রীধাম ...

পরা বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

এখানে অধ্যয়ন এবং বাসস্থান দেয় বিদ্যাপীঠে বিভিন্ন শিক্ষণীয় বিষয় শিক্ষা দিবার বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। অনেক ছাত্র ইতোমধ্যে আসিয়া পাঠ আরম্ভ করিয়াছেন। বর্তমান বর্ষে সকল ছাত্রই গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

প্রধান অধ্যাপক—শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রচন্দ্র ব্যাকরণ-সাংখ্য-বেদান্ত-উপনিষৎ-তীর্থ, সাহিত্য, বেদান্তরত্ন, তর্কালঙ্কার, বেদান্তবাচস্পতি।

অধ্যাপক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গৌরদাস ব্রহ্মচারী ব্যাকরণতীর্থ

শ্রী মায়াপুর পরাবিদ্যাপীঠ, (নদীয়া)

বেদনাঞ্জন

শ্রেষ্ঠরত্ন।

কলিকাতা কংগ্রেস একজিবিসন হইতে বহু প্রশংসা প্রাপ্ত ও বহু গণ্যমান্য ভদ্রমহোদয়গণ কর্তৃক প্রশংসিত।

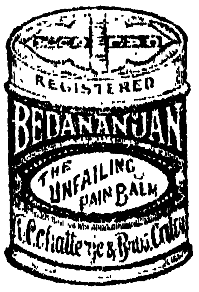

* * *

আজকাল বাজার-চলতি মিশ্রিত ও বিষাক্ত আহার্য্য সেবনে শরীরের রক্ত অত্যন্ত দোষদুষ্ট হইয়া পড়িয়াছে। প্রত্যেক মানব-দেহের শ্রেষ্ঠ উপাদান, এই রক্ত দোষিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মানব বাত, বেদনা, মাথাধরা, মাথা-ঘোরা, দৃষ্টিশক্তির হ্রাস, দাঁতের গোড়া ফুলা, দাঁত কনকনানি, দাদ, পোকা এবং ঘা, চুলকানি প্রভৃতি কষ্টদায়ক চর্ম্মরোগে আক্রান্ত হইতেছে। যদি আপনি একেবারে ব্যাধিমুক্ত হইতে চান, তাহা হইলে অযথা পয়সার অপব্যয় না করিয়া অল্প ব্যয়ে এক শিশি বেদনাঞ্জন এর ব্যবহার করে ব্যথাকারী-শক্তি উপলব্ধি করুন। অন্যের তুলনায় মূল্য অতি কম, এক শিশি ।৵০ আনা মাত্র মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

প্রোপ্রাইটার—এস্, সি, চাটার্জ্জী এণ্ড ব্রাদার্স।

১০০ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সকল ঔষধালয়ে ও সকল দোকানে পাওয়া যায়।

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

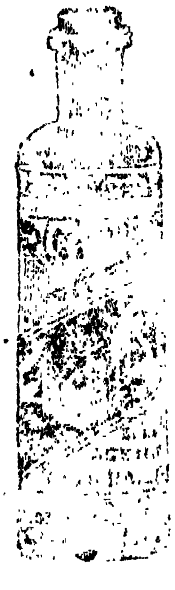

যদিও অদ্যাপি প্রকৃত মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য, তথাপি যাঁহারা নানাবিধ অনিয়মিত উপায়ে অপরিমিত শক্তি নষ্ট করিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন এবং নানা প্রকার মেহ, প্রমেহ ধাতুদৌর্ব্বল্য, স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য, বহুমূত্র, স্বপ্নদোষ, পাকাশয়ের পীড়া, অর্শ এবং স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে বাধক, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, স্বল্পরজঃ, শ্বেত ও রক্তপ্রদর, হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি রোগে ভুগিয়া জীবনে নিরাশ হইয়াছেন, তাঁহারা আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটার সাহেবের আবিষ্কৃত ইলেক্‌ট্রিক সলিউসন ব্যবহার করিয়া বাঁচিতে পারেন, তাহার শত সহস্র প্রমাণ প্রতি বৎসরেই পাওয়া যাইতেছে। যাঁহারা অন্যান্য বহুবিধ ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরোগ্য হইতে পারেন নাই, তাঁহারা একবার এই ঔষধটী ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক মাসের ব্যবহারোপযোগী এক শিশি ... মূল্য ... মাত্র।

সোল এজেণ্ট—... ডি, ... হাজরা।

... কাছ।

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

অধ্যক্ষ

শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম,এ, এফ,সি,এস (লণ্ডন)

ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক

(প্রফেসার)

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ বিশুদ্ধ ও শাস্ত্রমতে নিজ তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হয়। পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ক্যাটালগ পাঠান হয়। রোগের বিবরণ জানাইলে যত্নপূর্ব্বক ব্যবস্থা দেওয়া হয়। চিঠি পত্রাদি সম্পূর্ণরূপে গোপন রাখা হয়।

মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দুর)

(বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৪৲ টাকা

উৎকৃষ্ট স্বর্ণ, পারদ ও আমলাসার গন্ধক দ্বারা যথাশাস্ত্র প্রস্তুত।

নিত্য প্রয়োজনীয় সর্ব্বরোগনাশক মহৌষধ

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৩৲ টাকা

উৎকৃষ্ট কাশীর আমলকী, বংশলোচন প্রভৃতি যাবতীয় উপাদানে পূর্ণ মাত্রায় যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। কাস, কাশি, সর্দ্দি, যক্ষ্মা, ক্ষয়রোগ, হৃদরোগ প্রভৃতি রোগের মহৌষধ। সকলপ্রকার দুর্ব্বলতা নাশক অতিশয় পুষ্টিকর মহৌষধ ... বিশেষ।

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬৲ টাকা

ইহা সেবনে ধাতুদৌর্ব্বল্য, শুক্রতারল্য, স্বপ্নদোষ, প্রমেহ ও ধ্বজভঙ্গ সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায়। ইহা অপরিসীম আনন্দদায়ক রসায়ন

অবলাবান্ধব যোগ

প্রদর, বাধক প্রভৃতি জরায়ুদোষ ও যোনিগত দুরারোগ্য রোগের মহৌষধ

মূল্য—১৬ মাত্রা ২৲ টাকা। ৫০ মাত্রা ৫৲ টাকা মাত্র

বিশুদ্ধ জল! ভয় নাই! বিশুদ্ধ জল!!

লক্ষ্মী টিউব-ওয়েল কোং

২০৫নং নবাবপুর, ঢাকা

বর্ত্তমান যুগের নব আবিষ্কৃত বৈজ্ঞানিক-প্রণালীতে নলকূপ (Tubewell) নির্ম্মাণ করা হয়। অনেক রাজা মহারাজা, প্রাইভেট সেক্রেটারী, ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট, ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের চেয়ারম্যান, জমিদার, তালুকদার প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত ভদ্রমহোদয়গণ এই কোম্পানীর কাজ দেখিয়া প্রশংসা করিয়াছেন। রাসায়নিক পরীক্ষায় জল বিশুদ্ধ না হইলে মূল্য গৃহীত হয় না। বিস্তৃত বিবরণের জন্য পত্র লিখুন।

বৃত্তিসহ সমগ্র

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

ভিক্ষা ২৲ টাকা। শিক্ষার্থী ছাত্রের পক্ষে ১৷০ দেড়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীপরাবিদ্যাপীঠ, শ্রীগোড়পুর

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

মনোমোহন প্রেস

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা

পূর্ব্ববাঙ্গালায় সুলভে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত

বৈদ্যুতিক মেশিনে দিবারাত্র কাজ চলিতেছে

বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা।

স্থানীয় সংস্করণ

...tered No. ...

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র।

৪র্থ খণ্ড] সম্পাদক—প্রত্নবিদ্যালঙ্কার শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী [২৪৩ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্য মঠ শ্রীধাম মায়াপুর ৫ই পৌষ শুক্রবার ১৩৩৬, ২০শে ডিসেম্বর ১৯২৯

বিজ্ঞাপনের হার

প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অৰ্দ্ধ কলম ৩॥০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

অগ্রিম মূল্য হার
বার্ষিক ...
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ...
মাসিক ...
নগদ
প্রতি সংখ্যা ...

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থাবলী

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্—শ্লোক সূচী, বিষয়-সূচী প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত। ভিক্ষা, প্রতি খণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৶০ গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশ গ্রাহক পক্ষে ।০
২। ভাষ্য-সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ) ...
৩। গৌড়ীয়-গৌরব ...
৪। গৌড়ীয়-সাহিত্য ...
৫। ভজন-রহস্য ।০
৬। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
,, ,, ,, আবাঁধা ৸০
৭। গীতা (শ্রীবলদেবভাষ্য-সহ) বাঁধা ২৲ আবাঁধা ১॥০
৮। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি-টীকা-সহ) বাঁধা ২৲ আবাঁধা ১॥০
গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ॥০
৯। মুণ্ডকোপনিষৎ শুদ্ধবোধিনী সানুবাদ (মাধ্ব) ২৲
১০। বেদান্তস্যমন্তক সানুবাদ (রামানুজীয়) ॥০
১১। জৈবধর্ম্ম ২৲
১২। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ...
১৩। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ...
১৪। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ১৷০
১৫। দীপ-দিগদর্শন ...
১৬। সাধনপথ (৩য় সংস্করণ) ।৶০
১৭। আচার ও আচার্য্য ।৶০
১৮। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
১৯। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৶০
২০। শ্রীনবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য
২১। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য (প্রমাণখণ্ড)
২২। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ
২৩। শ্রীগৌড়ীয় গুরুপারম্পর্য্য দর্পণ
২৪। শরণাগতি, গীতাবলী, গীতমালা, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, নবদ্বীপশতক, অর্থপঞ্চক ও সদাচারস্মৃতি মোট ।৶০
২৫। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ও অন্যান্য ...
২৬। সাধককণ্ঠমণি
২৭। ... পত্রিকা
... (প্রথম চারিখণ্ড)
... শিক্ষা
...
... গৌরকৃষ্ণোদয়
... (বিরাট্ দ্বিতীয় সংস্করণ)

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

ইংরাজী ভাষায় ভক্তিগ্রন্থ

১ শ্রীচৈতন্যচরিত ও শিক্ষা
২ নামভজন
৩। বৈষ্ণব ধর্ম্ম আসল ও মেকি
৪। ভাগবতীয় দর্শননীতি ও ধর্ম্ম
৫। কাম ও প্রেমধর্ম্ম
৬। গৌড়ীয়মঠ কি করেন

ধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপ-প্রদর্শনী, নদীয়া

(৩রা ফেব্রুয়ারী হইতে ১৭ই মার্চ্চ, ১৯৩০ পর্য্যন্ত)

প্রদর্শনীর সম্বন্ধে ... জিজ্ঞাসার জন্য সেক্রেটারী মহোদয়ের নিকট আবেদন করুন।

শ্রীকুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ,
শ্রীচৈতন্য মঠ, শ্রীধাম মায়াপুর পোঃ আঃ, (নদীয়া)।

দেবনাগরাক্ষরে ভক্তিগ্রন্থ

১। ... ৩০
২। ... •
৩। ... ৬০
৪। গৌড়ীয় ... ৷০
৫। ... ॥০
৬। ... ৬০

পর-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

সম্প্রতি পর-বিদ্যাপীঠে নিম্নলিখিত শিক্ষণীয় [illegible] অধ্যাপকের [illegible] আসনসমূহ সংস্থাপিত হইয়াছে—[illegible] [illegible]

১। [illegible]আসন, ২। ঐতিহ্যাসন,
৩। মধ্য[illegible]আসন, ৪। ভক্তিশাস্ত্রাসন,
৫। [illegible]আসন, ৬। [illegible]আসন,
৭। [illegible]আসন।

শ্রীনন্দলাল রায় বি, এ, [illegible], [illegible],
সম্পাদক—পরবিদ্যাপীঠ, শ্রীধাম মায়াপুর।

[illegible], বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

[illegible] প্রকাশ হইতে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবত

সমগ্র গ্রন্থের [illegible] ৬০, [illegible]।

২৭২৪ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে,

সপ্তচত্বারিংশ খণ্ডে সূচী ছাপা হইয়াছে।

৪৬শ খণ্ড প্রতি নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে ১০।৵০ সাধারণ পক্ষে ২০৸৵০। প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৶০, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ।৵০।

দশম স্কন্ধের [illegible] ১২৲, অগ্রিম সাধারণের পক্ষে ৮৲।

[illegible] এ[illegible] সংখ্যা ছাপা হইয়াছে

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

"শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত"

[illegible]টী প্রভৃতি সহ সম্পূর্ণ ছাপা শেষ হইয়াছে

আদি, মধ্য, ও অন্ত্যলীলা এবং সূচী ছাপা হইয়া সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছেন। যাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্বে ১০ টাকা ভিক্ষার তৃতীয় সংস্করণ ৪৲ টাকায় না পাইয়া অপূর্ব সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের জন্যই [illegible] ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছেন। সেই ১০৲ টাকার এই বিরাট [illegible] সংখ্যা মাত্র ৫৲ টাকা ভিক্ষায় দেওয়া হইতেছে। [illegible] সত্বর হউন পরে আর এ সুযোগ থাকিবে না।

[illegible]

শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

সভাষ্য আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র গ্রন্থ ৮৲ স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲

নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪৷০ টাকা

শ্রীচৈতন্য মঠের যাবতীয় গ্রন্থ

কার্য্যাধ্যক্ষ, গ্রন্থ[illegible]ভাগ, শ্রীচৈতন্য মঠ
পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া
—অথবা—
[illegible] গৌড়ীয় মঠ, ১[illegible] উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা
ঠিকানায় [illegible] যাইবে।

[illegible] দ্রষ্টব্য : [illegible] ঠিকানায় লিখিবেন।

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত ভক্তি গ্রন্থাবলী

যে সব উৎকলবাসী [illegible] বাংলা অক্ষর পড়িতে জানেন না, তাঁহাদের শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর প্রচারিত পরম উপাদেয় ভক্তি-কথা জানিবার সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে উড়িয়া অক্ষরে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হইয়াছে বাংলা গ্রন্থের তুলনায় উড়িয়া গ্রন্থগুলির ভিক্ষাও অপেক্ষাকৃত অল্প।

গ্রন্থের নাম	ভিক্ষা
শ্রীহরিনাম চিন্তামণি, [illegible]	৷০
[illegible]	১৲
সাধন পথ ([illegible])	।০
[illegible]	৷০
কল্যাণ কল্পতরু [illegible]	৵০
[illegible]	।০
গীতাবলী [illegible]	৴১০
[illegible]	৶১৫
শরণাগতি [illegible]	৴০
[illegible]	৵৫

প্রাপ্তিস্থান { শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ, কটক
অথবা
শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, পুরী }

দোল[illegible] নদীয়া-প্রকাশ

নিম্নলিখিত মঠসমূহে প্রাপ্তব্য:—

১। শ্রীচৈতন্য মঠ,—পোঃ, শ্রীধামমায়াপুর, (নদীয়া)।
২। শ্রীগোদ্রুমদাসের মঠ,—[illegible], মধুবাড় পোঃ, (বর্দ্ধমান)।
৩। শ্রীভাগবত আসন,—ভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৪। শ্রীগৌড়ীয় মঠ,—[illegible] উল্টাডাঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা।
৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ,—[illegible], পুরী।
৬। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ,—[illegible] বাজার, কটক।
৭। শ্রী[illegible] মঠ,—[illegible], মেদিনীপুর।
৮। শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ, [illegible], কাশী, ইউ, পি।
৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,—[illegible], মথুরা, ইউ, পি।
১০। শ্রীপরমহংস মঠ,—[illegible] পোঃ, [illegible]পুর, ইউ, পি।
১১। শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ,—কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল, পাঞ্জাব।
১২। শ্রীমাধবগৌড়ীয় মঠ,—[illegible] নবাবপুর রোড, ঢাকা।
১৩। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ,—বালিয়াটি, ঢাকা।
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম,—আমলাযোড়া, রাজবাঁধ পোঃ, বর্দ্ধমান।
১৫। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ,—ঢুমুর্দকোন্দা, চিরকুণ্ডা পোঃ, মানভূম।
১৬। শ্রী[illegible]গৌড়ীয় মঠ,—আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী, উড়িষ্যা।
১৭। শ্রীগৌড়ীয় মঠ [illegible], নিউদিল্লি

এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণের নিকটও নদীয়া-প্রকাশ প্রাপ্তব্য।

১। শ্রীযুক্ত [illegible] ঘোষ—[illegible] রোড, পুরুলিয়া
২। শ্রীযুক্ত [illegible] গোস্বামী [illegible],
[illegible] কুচবিহার।
৩। শ্রীযুক্ত [illegible] রায়—[illegible] গোপাল মল্লিক লেন, কলিকাতা
৪। মিঃ [illegible], এম, [illegible], কানপুর।
৫। শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী [illegible], নদীয়া
৬। শ্রী[illegible] অধিকারী, নবদ্বীপ।
৭। শ্রী[illegible]মোহন দে—[illegible], নবাবপুর, ঢাকা।
৮। শ্রী[illegible]নাথ [illegible], ২৪ পরগণা।

[illegible] সহ করে [illegible] সেইমত মায়া পাপে [illegible]

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২৫ পৌষ শুক্রবার—১৩৩৫

শ্রেয়ঃ কথা

সাক্ষাৎ কৃষ্ণভক্তিরসস্বরূপ শ্রীমদ্ভাগবত আলোচনার জন্ম যতদিন না জীবের প্রবল আগ্রহের উদয় হইতেছে, ততদিন তিনি ভগবানের কিছুমাত্র কৃপা উপলব্ধি করিবার সৌভাগ্য প্রাপ্ত হন নাই জানিতে হইবে শ্রীমদ্ভাগবত সাক্ষাৎ ভগবানের অভিন্ন বিগ্রহ। নিখিল বেদোপনিষদের সার ইহাতে সমন্বিত। সুতরাং শ্রীমদ্ভাগবত-গ্রন্থ-পাঠে জীবের কোন গ্রন্থ অপাঠ্য থাকে না। শ্রীমদ্ভাগবতই তাঁহার মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতেছেন—

সর্ব্ববেদান্তসারং হি শ্রীমদ্ভাগবতমিষ্যতে।
তদ্রসামৃততৃপ্তস্য নান্যত্র স্যাদ্রতিঃ ক্বচিৎ॥
(ভাঃ ১২।১৩।১৫)

অর্থাৎ শ্রীমদ্ভাগবতকে বেদান্তসার বলিয়া বলা যায়। ভাগবতের রসামৃত-তৃপ্ত পুরুষের অন্য কোন শাস্ত্রে রতি হয় না।

শ্রীধাম-মায়াপুরে সেই শ্রীমদ্ভাগবত-প্রদর্শনী-কাল আগামী ২০শে মাঘ হইতে ৩রা চৈত্র।

আহার, বিহার, শয়ন ও ইন্দ্রিয়-তর্পণের বিধান সহজ পন্থা প্রদর্শন [illegible] শ্রীধাম-মায়াপুর-প্রদর্শনী নহে। [illegible] পরম.[illegible] হইয়া অনিশ [illegible] দুর্গতি ভোগ করিতেছে, আর [illegible] পরমার্থলাভেই বা [illegible] জীবন লাভ হয়, তাহা যতদিন না [illegible] উত্তমরূ আলোচনার [illegible] পারি বা সুযোগ পাই, ততদিন [illegible] দুঃখের দেশে [illegible] কোন চেষ্টাই [illegible] হইবে না। ইহা রহস্য মাত্র নহে, [illegible] সত্য কথা।

ভক্তিই জীবের জীবাতু; [illegible] মানবকুল যতই না কেন তাহা [illegible] শান্তির উপায় সৃষ্টি করুন, [illegible] অশান্তির অনল কিছুতেই নির্ব্বাপিত হইবে না—ইহা ত্রিকালজ্ঞ মহাপুরুষগণের কথা—ইহা সাক্ষাৎ ভগবদ্ভক্তবর [illegible] ভাগবতের কথা—ইহা স্বয়ং ভগবানেরই কথা। ভগবান্‌কে ভুলিয়াই জীবকে অঘ মহামায়ার সত্ত্ব-রজস্তমোগুণাত্মক [illegible] আবদ্ধ হইতে হইয়াছে—[illegible] যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইতেছে। জীবের [illegible] দুর্দ্দশা হইতে উদ্ধার ইংরাজ-গভর্ণমেণ্টে [illegible] সাধ্য [illegible] বা তাদৃশ যে কোন পদ্ধাবলম্বনেই হউক, সম্ভব হইবে না। জীব যতক্ষণ না নিজ ভগবদ্দাস্য-স্বরূপ অবগত হন, যতক্ষণ না তাঁহারা বুঝিতে পারেন—ভগবদ্ভজনই তাঁহাদের নিত্য শান্তি—নিত্য আনন্দলাভের একমাত্র সহজ পথ, ততদিন পর্য্যন্ত তাঁহাদের দুঃখ-নিবৃত্তির সমুদয় আয়োজনই বৃথা।

জীবকে পূর্ব্ব-পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত বা ইহ-জন্মার্জ্জিত কর্ম্মফল অবশ্যই ভোগ করিতে হইবে। কর্ম্ম করিবার সময়, যখন তাঁহার, তৎফলের কথা চিন্তা হয় নাই, তখন স্বকৃত কর্ম্মফলভোগে বিতৃষ্ণ হইলে চলিবে কেন? শ্রীভগবান্ সাধু, শাস্ত্র, গুরুরূপে ত' সর্ব্বক্ষণই জীবকে তাঁহার পাদপদ্ম-বিস্মৃতির কুফল জানাইয়া দিতেছেন। তাহা জানিয়াও যাঁহারা স্বেচ্ছায় দুর্ভোগ বরণ করিয়াছেন বা করিতেছেন, তাঁহারা তাঁহাদের দুর্দ্দশার জন্য এখন এত অস্থির হইলে চলিবে কেন? বরং তাঁহাদের দুর্দ্দশাকে ভগবানেরই কৃপা জানিয়া আর যাহাতে তাঁহারা ভগবদ্‌বিস্মৃত না হন, তাহারই ব্যবস্থা করা ভাল। শ্রীধামমায়াপুর-নবদ্বীপের শ্রীমদ্ভাগবত-প্রদর্শনী আমাদিগকে আজ সেই ব্যবস্থাই প্রদান করিতে ব্যস্ত।

মানুষ সাধারণতঃ আর্থিক সুখভোগ-কালে ভগবানকে ডাকিবার কোন আবশ্যকতা বুঝে না; কিন্তু যে সুখের মোহে সে ভগবানকে ভুলিয়া থাকে, অন্যক্ষণ [illegible] সেই নেশা ছুটিয়া গিয়া দুঃখের [illegible] তাহাকে নিমজ্জমান দেখে, [illegible] অন্যায় বুঝিবার মত [illegible] ভগবানেরই অনুকম্পা, [illegible] জীবের দুঃখ [illegible] সুখাশ্রুর মোহ ছুটাইয়া দেয় [illegible] ডাকিবার সুযোগ প্রদান [illegible]

[illegible] অনুপম স্বজন বন্ধু বান্ধব [illegible] আছেন কিন্তু প্রকৃত [illegible] কে বা কাহার, [illegible] কাহারও [illegible] অনেকে [illegible] সংসারের নশ্বরতা জ্ঞাপন করিয়া [illegible] প্রয়োজনীয় উপদেশ [illegible] ভাগবত-গ্রন্থের [illegible] হইয়াছে, তাহাত বিরাগী বিষয়। শাস্ত্রের শ্লোক মুখস্থ বলা এক কথা [illegible] নিষ্ঠ বিশুদ্ধ আচার দ্বারা [illegible] অন্য কথা। আচার মুখে প্রচারই অদর্শনে গ্রাহ্য হইয়া থাকে। শ্রীশ্রীবৈষ্ণবরাজসভা [illegible] আচারবান্ প্রচারক রূপে আজ [illegible] নাম [illegible] কীর্ত্তনে রত [illegible], তাঁহারা আজ [illegible] ভাগবত [illegible] জীবকে ভাগবত প্রদর্শন করিবেন। সুতরাং এই প্রদর্শনীতে সকলেই যোগদান করুন।

মঙ্গলরতা করিয়া সময় কাটান'র সময় আর আমাদের নাই। দিনে দিনে আমাদের আয়ু ক্ষীণ হইয়া আসিল। কেবল কথায় গানে বক্তৃতায় দু'চারটী ভাগবত-বচন আবৃত্তি করিলেই ভাগবত দর্শন বা প্রদর্শন হয় না। "যাহ ভাগবত পড় বৈষ্ণবের স্থানে। একান্ত আশ্রয় কর চৈতন্যচরণে॥ চৈতন্যের ভক্তগণের নিত্য কর সঙ্গ। তবে ত' জানিবা সিদ্ধান্ত-সমুদ্র-তরঙ্গ॥"—শ্রীল স্বরূপদামোদরের এই মহাবাক্য স্মরণ করিয়া সকলেরই ভাগবত দর্শনে বাস্তব হওয়া কর্ত্তব্য। জড়দর্শনে জগদ্‌বাসী আর কতদিন মজিয়া থাকিবে, [illegible] বস্তু ভাগবত দর্শন করিয়া তাঁহাদের দর্শনের সার্থকতা সম্পাদন করুক।

[illegible] অনিষ্ট চিন্তা হিংস্র পশুর ধর্ম্ম। সঙ্কুচিতচেতন পশু তাহার স্বভাব-বশতঃ যে জীব-হিংসা করিয়া থাকে, তাহা তজ্জাতীয়ের পক্ষে বরং বেশী কিছু অন্যায় বলিয়া ধরা হয় না; কিন্তু সদসদ্বিবেক-সম্পন্ন মানুষ হইয়া মাৎসর্য্য-বশে পরের অমঙ্গল চিন্তা করা হিংস্র পশুর আচরণ অপেক্ষাও ঘৃণ্য। আমরা সহর নবদ্বীপের কতিপয় ব্যক্তিকে ঐরূপ অধম প্রবৃত্তি [illegible] দেখিয়া বড়ই দুঃখানুভব করিতেছি। [illegible] স্থানে থাকিয়া ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবের [illegible] করিয়া এরূপ অধম প্রবৃত্তির পরিচয় প্রদান করা [illegible] পক্ষে বড়ই লজ্জার বিষয়। সহর নবদ্বীপবাসী আমাদের বন্ধুগণ [illegible] প্রবৃত্তিবিশিষ্ট লোকগণকে তাহাদের ঘৃণিত চেষ্টা হইতে নিবৃত্ত হইবার সদুপদেশ প্রদান করুন।

[illegible] বাঙ্গলা বর্ত্তমান-সেবক [illegible] প্রস্থানে [illegible] আপন প্রস্থান বৈষ্ণব [illegible] মাত্র [illegible] গোস্বামী [illegible] বন্দেরবে [illegible] চিহ্নিত কথা করিতে [illegible] নিজস্ব [illegible] মাত্র। কেবল সাক্ষাৎ শ্রীমদ্ভাগবত প্রদর্শক [illegible] দর্শনীয় [illegible] পরিচয় [illegible] মায়াপুর-নবদ্বীপ-প্রদর্শনী [illegible] দর্শন করিবেন। [illegible] করিবার [illegible]

একটু ভেবে দেখুন

পারদৃশ্যমান জগতে উপকার [illegible] বাসনা কাহারও থাকুক না [illegible] উপকার [illegible] সকলেরই আছে। উপকার করিবার বাসনা যাঁহার আছে, [illegible] তিনি [illegible] ভাবে পরের উপকার করিতে সর্ব্বদা প্রস্তুত [illegible] প্রকৃত উপকারের আশায় যিনি অপরের উপকার করেন, তিনি মধ্যম এবং [illegible] হইয়া প্রত্যুপকারের কথা দূরে [illegible] প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করেন না, তিনি অধম শ্রেণীর মধ্যে পরিগণিত।

ইংরাজ-রাজপুরুষগণ [illegible] করিয়া দেশবাসী আমাদের যে প্রভূত উপকার সাধন করিয়াছেন, কৃতজ্ঞতার খাতিরে তাহা সকলকে এক বাক্যে স্বীকার করিতে হইবে। তাঁহারা আমাদের কি কি বিশেষ উপকার সাধন করিয়াছেন, কোন্ কোন্ বিষয়ের উন্নতি সাধন করিয়াছেন তাহা বিস্তারিত ভাবে বলিতে গেলে একখানি বৃহৎ পুস্তক হইয়া পড়ে, সুতরাং আমরা [illegible] হইয়া কয়েকটি বিশেষ উপকারের দিগ্‌দর্শন করিতেছি।

১। শিক্ষা বিস্তার—ভিন্ন ভিন্ন স্থানে স্কুল কলেজ ইউনিভারসিটি স্থাপিত হওয়ায় ব্রাহ্মণাদি জাতি-নির্ব্বিশেষে সকলেরই বিদ্যা শিক্ষার সুবিধা হইয়াছে। ছাত্রদিগকে [illegible] দান ও উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তিদিগকে অধিক বেতনের চাকুরি প্রদান করিয়া [illegible] সকলকে উৎসাহ প্রদান [illegible] ব্রিটিশ রাজগণের [illegible] প্রতি একটী [illegible] বলিতে হইবে।

২। ছাপাখানা—পূর্ব্বে ছাপাখানার অভাবে গ্রন্থসমূহ [illegible] হইয়া গ্রন্থ-[illegible] সম্পূর্ণ [illegible] থাকিতে বাধ্য হইত, [illegible] গ্রন্থ সংগ্রহ [illegible] হইলে বিপুল পরিশ্রম স্বীকার করিতে হইত, বহু অর্থ ব্যয় করিতে হইত; ছাপাখানা হওয়ায় সে অভাব সম্পূর্ণ দূর হইয়াছে, স্বল্প মূল্যে, অনায়াসে সকলেই [illegible] গ্রন্থ সংগ্রহ করিতে পারিতেছে। [illegible] সংবাদ-পত্রের প্রচলন হওয়ায় [illegible] সংবাদ প্রতিদিন [illegible] পাওয়া যাইতেছে। [illegible] প্রচলন হওয়ায় [illegible] আলোচনা [illegible] দিন [illegible] হইয়াছে।

৩। [illegible]
গ্রাফ টেলিফোন
অল্প সময়ের [illegible]
[illegible]
দানী [illegible]
অনায়াসে সম্পন্ন হইতেছে।

৪। [illegible] ডাকাত [illegible] প্রাণের [illegible] দেশে শান্তি-[illegible] অত্যাচারীর [illegible] হইতে ভারত এখন [illegible]

৫। ধর্ম্ম-তত্ত্ব লইয়া পরস্পর বিরোধ ঘটিবার কোন প্রকার সম্ভাবনা নাই।

৬। চট কল, পাটের কল, কাপড়ের কল প্রভৃতি অসংখ্য কল কারখানায়, লৌহ অভ্র কয়লার খনিতে, আসাম চা প্রভৃতি কৃষি-ক্ষেত্রে প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ লোক পরিশ্রম করিয়া অর্থোপার্জ্জন করত নিজ নিজ সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে সমর্থ হইতেছে। পূর্ব্বে শ্রমিক বিভাগের উন্নতি না হওয়ায় অনেককেই বেকার বসিয়া থাকিতে বাধ্য হইতে হইত।

৭। গরীব দুঃখীদিগের জন্য হাসপাতাল দাতব্য ঔষধালয় প্রভৃতি স্থাপিত হওয়ায় কত উপকার সাধিত হইতেছে।

৮। ইষ্টাপূর্ত্ত—বাঁধ নির্ম্মাণ, রাস্তার পার্শ্বে বৃক্ষাদি রোপণ, স্থানে স্থানে আলোক দান, জলাশয় খনন, কূপ খনন প্রভৃতি কার্য্যেরও প্রকৃত উপকার সাধিত হইতেছে।

পুণ্যার্থে কর্ম্মিগণ পরম পুণ্য জনক ও পরহিতকর বলিলে যাহা বুঝেন, ইংরাজ-রাজগণ তাহার কোনটিই বাদ দেন নাই। কর্ম্মিগণের পরহিত-বাঞ্ছা সৎ হইলেও অনভিজ্ঞতা বশতঃ তাঁহারা জীবের সর্ব্বতোভাবে উপকার করিতে পারেন না বা নিজেও সর্ব্বতোভাবে উপকৃত হইতে পারেন না। কারণ পার্থিব উন্নতি, পার্থিব উপকারের সঙ্গে সঙ্গে অবনতি ও অপকার অনুস্যূত আছে, ইহাই প্রাকৃত জগতের স্বতঃসিদ্ধ নিয়ম। তাই বৈষ্ণব কবি কীর্ত্তন করিয়াছেন—

ওরে মন বাড়িবার আশা কেন কর।
পার্থিব উন্নতি যত, শেষে অবনতি তত,
শাস্ত্র ও সাধুর বাক্য ধর॥

কর্ম্মিসম্প্রদায় যাহাকে পর-উপকার বলেন তাহার পশ্চাতে পর-অপকার কিরূপ ভাবে গোপনে অবস্থান করে তাহা দুই একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা আলোচনা করিলে বোধ হয় অনায়াসে সকলের হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে। বিচার দুই দিক দিয়ে হওয়া উচিত। এক দিকের বিচার অসম্পূর্ণ, মনে করুন শিক্ষা বিস্তার হওয়ায় আমাদের প্রভূত উপকার হইয়াছে—ইহা হ'লো এক দিকের বিচার, অন্যদিকে দেখ্তে গেলে অপকারও অনেক হ'য়েছে বলিতে হইবে। কদাচার, স্বেচ্ছাচার, মিথ্যা, প্রবঞ্চনা, ধর্ম্মে অবিশ্বাস, হিন্দুশাস্ত্রে অশ্রদ্ধা, পূর্ব্ব পুরুষগণের বা পিতৃপুরুষগণের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন আজকাল নব্যশিক্ষাভিমানিগণের মধ্যেই দেখিতে পাওয়া যায়। এমন কি অনেক সময় তাঁহাদের আচরণ দেখিলে পাড়াগাঁয়ের অশিক্ষিত ব্যক্তিদিগের আচরণ ইহাঁদের তুলনায় অনেকাংশে ভাল বলিয়াই মনে হয়। শ্রীমদ্ভাগবত, গীতা পড়িয়াছেন এরূপ লোক সমাজে খুব কম, আবার সাধুসঙ্গে শাস্ত্রানুশীলন করিয়াছেন এরূপ লোকও অতি বিরল, নাই বলিলেই হয়। ছাপাখানা হওয়ায় সকলেই একজন বড়দরের লেখক বলিয়া খ্যাতি পাইবার জন্য ব্যস্ত। স্বদেশ-হিতকাজে হউক বা না হউক, প্রবন্ধে যুক্তি প্রদর্শন করাই প্রধান উদ্দেশ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। প্রাকৃত বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে দেশে অভাব, যুদ্ধবিগ্রহ জাতীয় বিদ্বেষ বৃদ্ধি পাইতেছে, দেশে অশান্তি মূর্ত্তিমতী হইয়া বিরাজ করিতেছে। এরূপ উন্নতির ফলে যদি শান্তি না পাওয়া গেল, তাহা হইলে তাহা উপকার না অপকার? তাই বলিয়া আমরা প্রাকৃত উন্নতি একেবারে বন্ধ করিতে বলি না, আমরা বলি মোড় ফিরাইতে।

আর এক সম্প্রদায় আছেন, তাঁহারা কর্ম্মকাণ্ডের হেয়তা উপলব্ধি ক'রিয়া তাহাতে বিতৃষ্ণ, ইহাঁরা ত্যাগী নামে খ্যাত। তাঁহাদিগের বিচারের আমরা প্রশংসা করিতে পারি না। হাতে বাঘের ফোঁড়া হইয়া বড়ই যন্ত্রণা দিতেছে, শরীর খারাপে নানা প্রকার অসুখ ও ক্লেশ ভোগ করিতে হইতেছে, অতএব হস্তটাকে একবারে কাটিয়া ফেলা ভাল, শরীরটাকে নষ্ট করিয়া ফেলিলেই অসুস্থতাদি কষ্টের হাত হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যাইবে,—এরূপ বিচার কখনই সমীচীন নহে।

তবে শান্তিলাভের উপায় কি? কিউপায়ে সর্ব্বতোভাবে উপকৃত হওয়া যায়, কি উপায়ে সর্ব্বোপকারক হওয়া যায়, তাহাই আলোচ্য বিষয় হওয়া উচিত। সেদিন জনৈক পাশ্চাত্য-দেশীয় পণ্ডিত বলিয়াছেন—ধর্ম্ম ব্যতীত জগতে শান্তি-স্থাপনের দ্বিতীয় কোন উপায় নাই, এরূপ বিচার সর্ব্বপ্রকারে প্রশংসনীয় সন্দেহ নাই কিন্তু জগতে ধর্ম্ম নানাপ্রকার; কোন্ ধর্ম্মের দ্বারা সর্ব্ব সমন্বয় স্থাপিত হইতে পারে, কোন ধর্ম্মের সাহায্যে সকলে ভ্রাতৃভাব, সাম্য, মৈত্রী, দয়া সংস্থাপন করিতে পারে—ইহাই বিচার্য্য। চেতনের ধর্ম্মে কোন বিরোধ নাই; সাম্প্রদায়িকতা নাই। সর্ব্বত্র সমন্বয় একমাত্র চেতনের বৃত্তিতে বর্ত্তমান। সুতরাং চেতনের ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত ও চেতন ধর্ম্মের প্রচারকদিগকে সর্ব্বোপকারক, শান্তিসংস্থাপক বলা যায়। চেতনের ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত হইলে কর্ম্মকাণ্ডীয় উপকারগুলিও আনুষঙ্গিক ক্রমে অনায়াসে লব্ধ হইয়া থাকে। অতএব মনুষ্যমাত্রেরই কর্ত্তব্য সর্ব্বোপকারক হওয়া, চেতনের ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত হইয়া যুগপৎ নিজের ও পরের উপকার [illegible] অসংখ্য জগণ [illegible] এক পরহিত-ব্রত।

একবার ভাব মনে।
কে তুমি কোথায় ছিলে
কি করিতে হেথা এলে
কিবা কাজ ক'রে গেলে
যাবে কোথা শরীর পতনে
জীবের সুখ দুঃখ ভয়
অহংতা মমতাময়
মিথ্যা জয় পরাজয়
ক্রোধ হিংসাদ্বেষ অগ্নিজ্বলে॥

মায়াবাদের হেয়তা

(শ্রী[illegible] হইতে অধিকাংশই উদ্ধৃত)

(পণ্ডিত শ্রীপাদ অতীন্দ্রিয় ভক্তিগুণাকর)

ব্রহ্ম ও সর্ব্বজীবের ঐক্যমত স্বীকার করিলে লোকে বিবাদ-স্থলে পরস্পরের প্রতি "তুমি চণ্ডাল, পশু, ম্লেচ্ছ, চোর, জার, গর্দ্দভ, বানর, জারজ, গোলক (স্বামীর মৃত্যুর পর অজ্ঞাতক পত্নীতে উৎপাদিত পুত্র," প্রভৃতি যে সকল তুচ্ছ উক্তি প্রয়োগ করিয়া থাকে, তৎসমুদয় বস্তুতঃ ব্রহ্মেতেই প্রযুক্ত হইয়া পড়ে।

ব্রহ্মই যদি অতি হীনযোনি প্রাপ্ত জীবরূপে সংসার দশাগ্রস্ত হন, তাহা হইলে জীবের ঐ সংসারদশারূপ গলবন্ধন বস্তুতঃ ব্রহ্মের উপরেই ন্যস্ত হয় না কি?

ইহলোকে জীবের অঙ্গবিশেষের হীনতা বশতঃ অন্ধ, বধির, মূক, পঙ্গু, নপুংসক, বিকলাঙ্গ প্রভৃতি নিন্দা হইয়া থাকে। ব্রহ্মকে নিরাকার বলিলে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ হীনতাবশতঃ উক্ত নিন্দাসমষ্টি তাঁহাতেই প্রযুক্ত হইয়া যায়।

লোকের যথাকাঙ্ক্ষিত সদ্গুণের অভাব হইলে তাহাকে বিদ্যাহীন, বিনয়হীন, নির্দ্দয়, আচারহীন, অশুচি, অনুদার, ধৈর্য্যহীন, শোভাহীন প্রভৃতি নিন্দা করা হয়। নির্গুণ ব্রহ্মবাদ স্বীকার করিলে ব্রহ্মকে ঐ সমস্ত নিন্দার ভাজন হইতে হয়।

কোন ঐশ্বর্য্যশালী ব্যক্তি অর্থ ব্যয় ও পরিশ্রমপূর্ব্বক গ্রাম, তড়াগ ও উদ্যান প্রভৃতি নির্ম্মাণ করিলে ঈর্ষাপরায়ণ অপর ব্যক্তিগণ যদি ঐ সমস্তকে মিথ্যা বলে, তাহা হইলে যেরূপ কর্ত্তার নিন্দা হয়, সেইরূপ এই জগৎকে মিথ্যা বলিলে জগৎকর্ত্তা শ্রীহরিরই নিন্দা হইয়া থাকে।

মায়াবাদিগণের মতে ব্রহ্মকে মায়ার আশ্রয় বলা হইয়া থাকে। তাঁহাদিগের মতে মায়া শব্দের অর্থ অজ্ঞান। অতএব ইহলোকে যেরূপ অজ্ঞানবিশিষ্ট ব্যক্তিকে অজ্ঞ বাতুল বলিয়া নিন্দা করা হয়, সেই প্রকার ব্রহ্মকে মায়া বা অজ্ঞানের আশ্রয় বলিলে তাঁহাকে অজ্ঞ বলিয়া নিন্দা করা হয় না কি? পুনঃ ব্রহ্মই অনাদি অজ্ঞানাখ্য কর্ম্মবন্ধন বশতঃ সংসারদশাগ্রস্ত হন, ইহা বলিলে তাঁহাকে পাপীই বলা হইয়া পড়ে।

মায়াবাদিগণ যখন নির্গুণ ব্রহ্মে আনন্দাদি গুণের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না, তখন মুক্তিতে সুখোপলব্ধির সম্ভাবনা নাই। যদি মুক্তিতে আনন্দাভাব ঘটে, তাহা হইলে সেরূপ মুক্তি কোন বিজ্ঞ ব্যক্তিরই বাঞ্ছনীয় হইতে পারে না। ঐরূপ মুক্তি অজ্ঞ শূন্যবাদী বৌদ্ধ ব্যতীত অন্য কে বাঞ্ছা করিবে?

"যো নঃ পিতা বিধাতা, একএবেশ্বরস্তথা ভগবান্ বিষ্ণুরব্যয়ঃ" ইত্যাদি শ্রুতি ও ভাগবতবাক্য বিষ্ণুকেই জগৎকর্ত্তা ও মোক্ষদাতা বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। এরূপ অবস্থায় নির্গুণব্রহ্ম মোক্ষেরও প্রয়োজক নহে। যেহেতু নির্গুণ ব্রহ্ম মোক্ষদানে অসমর্থ, সেইজন্য মায়াবাদিগণ নির্গুণ ব্রহ্মের চিন্তাদ্বারা ভোগবুদ্ধি ত্যাগে সমর্থ হয় না।

শ্রুতিসিদ্ধ সর্ব্বব্যাপী বিষ্ণুরূপী এক ব্রহ্ম এবং মায়াবাদীর অভিমত নির্গুণ এক ব্রহ্ম। এইরূপ ব্রহ্মদ্বয়ের অঙ্গীকারে ব্রহ্ম দ্বৈতকল্পনাদ্বারা অপসিদ্ধান্তরূপ অনর্থকে আবাহন করা হয়। পুনশ্চ সগুণ ব্রহ্মের নির্গুণত্ব কখন সিদ্ধ হইতে পারে না এবং মায়াবাদিগণ কর্ত্তৃক অযথা ঘোষিত হইলেও অনবসর হেতু দুঃস্থ, প্রয়োজনশূন্য ও অসমর্থপ্রায় অপর এক ব্রহ্মকে কোন বিজ্ঞই স্বীকার করিতে পারেন না।

'একো দেবঃ' এই উপক্রমবাণী একমাত্র বিষ্ণুকেই পাত্ররূপে বরণ করিয়া পাত্রত্রয়ে দণ্ড শিক্ষা দিয়েছেন। 'স সর্ব্বদৃক্' এই উপসংহারবাণী বিষ্ণুর গোষ্ঠেই নিজ পক্ষপাত জ্ঞাপন সহকারে সর্ব্বসাক্ষী বিষ্ণুতে স্বীয় অন্তঃকরণের শুদ্ধভাব প্রকাশ করিতেছেন। নিজ পতির সর্ব্বাধিনায়করূপ নির্গুণত্ব প্রকাশ না করিয়া ষড়ৈশ্বর্য্যাদি গৌরব প্রকটনপূর্ব্বক তাঁহার গুণ সকলই প্রকাশ করিয়াছেন এবং তদীয় অযোগ্য প্রাকৃত গুণসকল দূরীভূত করিয়াছেন। অতএব মায়াবাদিগণের গুণহীন ব্রহ্মের ধারণা আপাতঃ প্রতীতি ও ভ্রান্তি দ্বারা কল্পিত ও স্বার্থ-পুষ্ট নহে।

এইরূপে বিচার করিয়া দেখিলে মায়াবাদিগণের যাবতীয় মতই ভগবানের নিন্দাজনক। সুতরাং মায়াবাদটী নামমাত্রেই অতিশয় নিন্দিত এবং শ্রুতি ও স্মৃতিসম্মত সগুণ ব্রহ্মবাদই বৈষ্ণবদিগের স্বীকার্য্য।

যাহারা তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিবার জন্য রুচিবিশিষ্ট, তাহাদিগের উচিৎ কালবিলম্ব না করিয়া সত্বর শ্রৌতপন্থা অবলম্বন করতঃ তত্ত্ববাদী কোন সদ্গুরুর চরণাশ্রয় করা। তাহা না হইলে মায়াবাদের কবল হইতে উদ্ধারের উপায়ান্তর নাই।

সত্যমেব জয়তি

(পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিরত্ন)

সত্য, চিরকালই সত্য। সত্য নিত্য ও স্বতঃপ্রমাণিত। তাহা প্রমাণ করিবার জন্য পৃথক্ কোনও প্রমাণ সংগ্রহ করিতে হয় না। সত্যসূর্য্য স্বয়ংপ্রকাশিত ও স্বীয় প্রভাবে প্রভাবান্বিত। সূর্য্যকে প্রকাশ করিতে ভিন্ন আলোর প্রয়োজন হয় না। অসময়ে কোটী কোটী আলোর সাহায্য লইলেও সূর্য্য প্রকাশিত হয় না বা অস্থানে অর্থাৎ পর্ব্বতগহ্বরে জাগতিক যাবতীয় বৈদ্যুতিক আলোর সমাবেশেও সূর্য্য-দর্শন সম্ভবপর নহে।

সূর্য্য চন্দ্রের ন্যায় পর [illegible] জ্যোতিঃ প্রাপ্ত হইয়া কলায় কলায় হ্রাস বৃদ্ধি পান না। সূর্য্য গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত ও বসন্ত সকল ঋতুতেই স্বীয় কিরণজালদ্বারা সমুদ্ভাসিত থাকিয়া আপন অস্তিত্ব বিজ্ঞাপিত করেন। শুধু উহাই নহে, সৌর জগতের প্রত্যেকটী বস্তু, গ্রহনক্ষত্রগণ, প্রাণী জগৎ, উদ্ভিজ্জগৎ, চেতনাচেতন যাবতীয় বস্তুর প্রকাশ করিয়া পরস্পর পরস্পরের বিদ্যমানতা জ্ঞাপিত করেন।

এই সূর্য্যকে যদি কেহ আপন কক্ষচ্যুত করিয়া শ্রীভগবদাদেশের বিরুদ্ধে পারস্ত গহ্বরে স্থান নির্দ্দেশ করিবার নিমিত্ত সমাগরা পৃথিবীস্থ সমস্ত প্রাণী প্রাণপণ চেষ্টা করেন, তবে তাঁহাদিগের সেই চেষ্টা সেরূপ একটী পাগলের কারখানায় পরিণত হইবে অথবা গোটা বিশ্ববাসী যদি বলেন সূর্য্যকে আমরাই প্রকাশিত করিলাম বা করিতেছি, বৈদ্যুতিক রশ্মিজাল বিস্তারের ন্যায় চাবি কাঠি আমাদিগেরই হাতে রহিয়াছে একথা গুলিও যেরূপ মাতালের মহারাজ-পদবী লাভের ন্যায় হাস্যোদ্দীপক, সেই প্রকার সত্য বস্তুটিকে আমাদের হাতের আমলকের ন্যায় মনে করিয়া বৈকুণ্ঠ-কক্ষচ্যুত করিয়া যদি আমরা সমগ্র বিশ্ববাসী দল বাঁধিয়া মায়ার প্রকোষ্ঠে নিক্ষেপ করিবার জন্য যত্নশীল হই, অথবা আমরা যাহা সত্য বলিয়া বলি, তাহাই সত্য বা আমরা যাহা বলি তাহাই সত্য, সত্যের সমবায় ঋণদান-সমিতির আমরাই ডিরেক্টার সাজিয়া বলি, আমরা ভিন্ন সত্য আর কাহারও নহে যেহেতু সত্য-সম্পত্তি আমরাই পুরুষানুক্রমে ভোগদখল করিয়া আসিতেছি সুতরাং সত্যের প্রচারক আমরা, আর কেহ নহে, এরূপ দাম্ভিকতাপূর্ণ বাক্যগুলিও প্রায়শঃ বা বাচালতা-সূচক। কোন বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি ঐ সকল বালিশ-জনোচিত প্রলাপ বা বাচালতায় যে প্রবেশ করিবেন না তা বলাই বাহুল্য।

কথায় বলে, 'যাহাকে অলক্ষ্মী পায় তার বুদ্ধি আগে বিগড়ায়।' অলক্ষ্মী পাওয়া আর মহৎ নিন্দাজনিত অপরাধযুক্ত হওয়া। তাহার প্রমাণ রামচন্দ্র খানকে বৈষ্ণবাপরাধে পড়িয়া পরিশেষে ধনে, মানে কুলে বিসর্জ্জন দিতে হইল। সুখে থাকতে ভূতে কিলায়! আছি বেশ আছি, লেখাপড়া শিখিয়াছি, চাকরী বাকরী করি, যে দু' চার পয়সা জুটে পেটে ভরি, পিঠে সেই, ছেলেপিলে পরিবার পরিজন গাড়ী ঘর দুয়ার, জোত জমা যার যাহা আছে সেই সকল চিন্তা ভাবনায় সারারাত্রি শয্যাকণ্টক উপস্থিত, যাহা হউক এত গোলমাল, কোন ঝঞ্জাট নাই। মিছামিছি সাধ করিয়া ঘাড়ে অলক্ষ্মীর স্থান দিয়া অলক্ষ্মীর বাহন হইলাম, যেখানে সেখানে সত্যের বিরুদ্ধে [illegible] হয়, সেইখানেই হাজির হইয়া অলক্ষ্মীর সেবা-পূজা যোগাড় আর [illegible] পরিতৃপ্ত হই। দুর্ম্মতিই [illegible] দোষ।

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার শ্রীরূপানুগ আচার্য্যগণ জাগতিক সুখ দুঃখে তিলাঞ্জলী দিয়া সত্য সনাতন ধর্ম্ম, যাহা শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের আচরিত ও প্রচারিত প্রেম ধর্ম্ম; যাহা শ্রীজীবাদির সন্দর্ভে গ্রথিত, তাহা প্রচারার্থে আপ্রাণ চেষ্টা করিতেছেন। ইহা তাঁহাদিগের স্বকপোল কল্পিত কোন অনিত্য অসত্য অসনাতন কথা নহে, স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর আদিষ্ট বাণী। গৌর বাণী।

আচার্য্য-প্রবর শ্রীধাম মায়াপুরের দিকে, আমাদিগের মায়ারূপ দর্শন-যোগ্য লোকাকর্ষণের নিমিত্ত শ্রীধাম মায়াপুরের উন্নতিকল্পে কতই না আয়োজন করিতেছেন। পাষাণ হইতেও কঠিন হৃদয় আমরা, কি প্রকারে সেই পরম স্বর্গের কথা, বিশ্ববাসীর কল্যাণের কথা, [illegible] আহ্বানবাণী শ্রবণ করিয়া আনন্দ পাইব? কোথায় আমরা তাঁহাদিগের অভিমত সেবা-কার্য্যের উপকরণ সংগ্রহ করিয়া দিব; না, তদ্বিরুদ্ধে নানা প্রকার ছল খুঁজিয়া তাঁহাদের সেবা-কার্য্যে বাধা উৎপাদনের চেষ্টা করিয়া পরমায়ু ক্ষয় করিয়া দিতেছি। ধিক্ আমরা মানব বলিয়া পরিচিত মানবকুলাঙ্গার।

অবশ্য একটি ক্ষুদ্র হস্তের সাহায্য লইলে ১০।১৫টি ব্যক্তির চক্ষু ঢাকিয়া সূর্য্যের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ জন্মান সহজ, কিন্তু বিশ্ববাসীর এমন কি শক্তি রহিয়াছে, যদ্দ্বারা সূর্য্য একেবারে ঢাকিয়া দিন দুপুরেই পক্ষ-গুহার ন্যায় গভীর অন্ধকারে পরিণত করিয়া দিতে পারেন? সম্পূর্ণ অসম্ভব। প্রত্যেকেই দেখিবেন সম্মুখ পিছনে, অথবা মস্তকোপরি সমানও স্বীয় কিরণ-জাল বিস্তার করিয়া স্বমহিমায় দেদীপ্যমান।

সেই প্রকার বিশ্বমানব [illegible] নিষ্কপটে তেজোদ্দীপন করিবার সুযোগ পাইলেন, তখন নিশ্চয়ই দেখিবেন শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের সমুজ্জ্বল কিরণ সদৃশ ভক্তগণ শ্রীচৈতন্যচন্দ্রকে বিশ্বমানবের প্রতি চেতন অর্থাৎ আত্মকেন্দ্রে প্রকাশিত, জানাইয়া স্বপ্রকাশ প্রভুর নিত্যত্ব প্রমাণ করিয়াছেন। তখনই শ্রীচৈতন্যাবির্ভাবস্থলী, আনন্দ-গোলক শ্রীধাম মায়াপুর প্রতি জীব-হৃদয়ে স্বয়ংপ্রকাশিত হইতে থাকিবেন। আমাদিগের ন্যায় অনন্ত কোটী বিশ্ববাসী বাধা প্রদানের জন্য প্রচেষ্ট থাকিলেও সৌভাগ্যবান্ জীবকে সেই সেই সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত রাখিতে পারিব না। ইহা অবিসংবাদিত সত্য কথা।

আজ শ্রীগুরুদেব শ্রীধাম-মায়াপুরে [illegible] প্রতিষ্ঠিত করিয়া সমগ্র বিশ্বে নদীয়া-প্রকাশ মহাপ্রভুকে প্রকাশ করণার্থে শ্রীবৈকুণ্ঠ বার্ত্তা প্রেরণের অপূর্ব্ব-সুযোগ দিতেছেন। ইহা শুধু গ্রাম্যবার্ত্তা-বাহক নহেন। শ্রীধাম-মায়াপুর সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্রস্থলী, সমগ্র বিশ্ববাসীর চেতনার প্রাপ্তির মূল আশ্রয়,—ইহা আমরা স্বীকার করি আর না করি। "কেহ মানে কেহ না মানে সবে তাঁর দাস। যে না মানে সেই পাপে তার হয় নাশ॥"

আমরা যদি উলূকস্বভাবাক্রান্ত হইয়া দেখিয়াও না দেখি, অতএব সমাজের পারপোষণেই ব্যস্ত থাকি, তবে নিশ্চয়ই পরকালে বঞ্চিত! বঞ্চিত!! বঞ্চিত!!!

আমরা বঞ্চিত বঞ্চকের দলে থাকিয়া যত চেষ্টাই করি না কেন, যত বড় দলই পাকাই না কেন, সেই রাবণ রাজা, কৌরব কুল, কংস, শিশুপাল, জরাসন্ধ প্রভৃতির ন্যায় অপ্রস্তুত হইবই হইব। [illegible] জয়তি

গৌড়ীয়ের আত্মপ্রকাশ

(শ্রীযুক্ত বটকৃষ্ণদাস)

ভক্তির মাহাত্ম্য-শ্রুতি—ভক্তিরেবৈনং নয়তি ভক্তিরেবৈনং দর্শয়তি ভক্তিবশঃ পুরুষো ভক্তিরেব ভূয়সী॥

(ভগবৎ [illegible] মাধ্বভাষ্য ধৃত মাঠর শ্রুতি বচন।)

ভক্তি জীবকে ভগবানের নিকট লইয়া যান, ভক্তিই জীবকে ভগবদ্দর্শন করান [illegible] পরম পুরুষ ভগবান্ একমাত্র ভক্তির বশ। ভক্তিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠা।

মায়ার রাজ্যে সকলেই মায়ার দাস। মায়া এমনই এক মোহ আনিয়াছে যে সকলে জানিয়া শুনিয়াও মায়ার সেবা না করিয়া থাকিতে পারে না। মায়াদীশের এ [illegible] অঘটন-ঘটন-পটীয়সী মায়ার হাত হইতে জীবকে একমাত্র [illegible] শ্রীগুরুদেব। শ্রীগুরু [illegible] কোনও [illegible] আত্মসন্ধান [illegible] [illegible] [illegible]

ভগবানের প্রতিনিধি শ্রীগুরুদেব জীবকুলকে শ্রীভগবানের সেবায় নিযুক্ত করাই তাঁহার নিত্য স্বভাব। ইহাতে [illegible] বুঝিতে পারা যায় যে,—গুরু বস্তু ত্যাগ করিয়া যাঁহারা নিজ নিজ বুদ্ধিবলে চালিত হইয়া লঘু বস্তুকে গুরুরূপে বরণ করেন, তাঁহারা নিজে বঞ্চিত হ'ন ও বিশ্ববাসীকেও বঞ্চনা করেন। তাঁহাদের ইহকাল ও পরকাল [illegible]। তাঁহারা তাঁহাদের দুর্ম্মতির [illegible] অশাস্ত্র ও কুশাস্ত্র এবং জাল পুঁথিকে "শাস্ত্র" বলিয়া বুঝিলেন, লৌকিকাচরণকে "সদাচার" এবং নানা মুনির নানা মতকেই "সুসিদ্ধান্ত" বলিয়া গ্রহণ করিয়া এমন দুর্লভ মানব জনমকে বিফলে ও যথেচ্ছাচারে কাটাইয়া চরমে মরণ-পথের পথিক হইয়া নরকের পথ প্রশস্ত করিয়া লইলেন।

শ্রীগৌড়ীয় পত্র কৃপা করিয়া আরও অনেক অমূল্য উপদেশে সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন তত্ত্ব এ অধমকে শিক্ষা দিলেন। ক্রমে শ্রীগৌড়ীয়-সেবকগণের কৃপায় নিত্য বৈকুণ্ঠবাসী একমাত্র আশ্রয়-বিগ্রহ শ্রীগৌড়ীয়ের মালিক শ্রীগুরুদেবের কৃপাও মিলিল, যাহা আমার ন্যায় অধম, মূঢ় ও বিষয়-বিষ্ঠা-ভোজী গ্রাম্য শূকরের কোটী কোটী জন্মেও মিলিবার সম্ভাবনা ছিল না, তাহা কেবল একমাত্র শ্রীগৌড়ীয়ের সেবার ও কৃপায় এই জন্মেই লাভ করিলাম। অতএব পাঠক-পাঠিকাগণের যদি কাহারও আমার ন্যায় লক্ষ্য-ভ্রষ্ট ও আত্মঘাতিতা এবং নিজে নিজে যাহা বুঝিয়াছি, তাহাই ঠিক এরূপ দুর্ব্বুদ্ধি হইয়া থাকে এবং অদ্বৈতবাদ শ্রীভাগবত ধর্ম্ম যাহা জীব মাত্রেরই পরম-ধর্ম্ম, তাহা জানিবার প্রয়োজন হয়, তবে এ অধমের জীবনের অভিজ্ঞতা দ্বারা অনেকটা জানিতে পারিবেন এবং সর্ব্ববিধ মনোধর্ম্ম ও অসৎসঙ্গ ত্যাগ করিয়া নিষ্কপটে শ্রীগৌড়ীয়ের সেবা করিবেন। তাহা হইলেই শীঘ্র সর্ব্বার্থসিদ্ধি, যাহা (জীবে দয়া, নামে রুচি, বৈষ্ণব সেবন) লাভ করিয়া মানব-জনম সফল করিতে পারিবেন। অমিতাক্ষর হইয়া আমার বিবরণ লিখিলাম, তাহা কেবল শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের আজ্ঞা পালন-জন্য কাষ্ঠ-পুত্তলিকার ন্যায়। তাঁহারা কৃপা করিয়া প্রেরণপূর্ব্বক যাহা লিখাইলেন, লিখিলাম। পরিশেষে—

যস্য প্রসাদাদ্ ভগবৎপ্রসাদো [illegible]

[illegible]

[illegible] শ্রীচরণারবিন্দম্॥

[illegible] কৃপাতেই ভগবদনুগ্রহ লাভ হয়, তিনি অপ্রসন্ন হইলে জীবের [illegible] নাই, আমি [illegible] সেই [illegible] কীর্ত্তিসমূহ [illegible] গান করিতে

কারিতে [illegible] কারণ এই [illegible] শেষ করিলাম। শ্রীগুরুবৈষ্ণব [illegible] হইয়াছেন ও হইবেন, তাঁহাদের অভয় শ্রীশ্রীপদপদ্ম পদধূলিযুক্ত মাথে ধরিয়া এ অধম কুকুরের এক নিবেদন আপনাদের অমূল্য সময় বৃথা প্রশ্নের দ্বারা নষ্ট করিলাম। কৃপাপূর্ব্বক নিজগুণে [illegible] জ্ঞানে সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করিয়া আপনাদের শ্রীচরণ [illegible] এ অধমের মস্তকে দান করিলেন, যাহাতে কোন জন্মে আত্মবঞ্চনা হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া আপনাদের শ্রীচরণসেবার সৌভাগ্য লাভ করিতে পারি, ইহাই একমাত্র প্রার্থনা।

শ্রীশ্রীগুরবে অর্পণমস্তু।

নানা কথা

দেবমন্দিরে অবিচার

[বঙ্গবাণী হইতে এই খানি পত্র উদ্ধৃত করা গেল। তীর্থস্থানে সেবায়েৎগণ কিরূপে টাকা রোজগার করেন, তাহা অনুমান করা [illegible] কিরূপে ব্যয় হয় তাহা [illegible] মোহান্তের মামলায় প্রমাণিত।]

'দেবস্থানে' জুলুম

জেলা ২৪ পরগণার অন্তর্গত বারুইপুর থানার এলাকাধীন [illegible] গ্রামে বহুদিন যাবৎ শ্রী[illegible] দেবতা প্রতিষ্ঠিত আছেন। প্রতি শনি ও মঙ্গলবার উক্ত দেবালয়ে বহু যাত্রীর সমাগম হয়। [illegible] মানসিক পূজার জন্য [illegible] অর্থলোলুপ [illegible] প্রাণ করিয়া [illegible] দাবী করেন এবং [illegible] দাবী করিয়া [illegible] এবং [illegible] পূজাদি [illegible] চাকি [illegible] আত্ম[illegible]—অত্যাধিক উৎ[illegible] যাহাতে, শ্রী[illegible] পূর্ণ ব্যবহার করা না [illegible] পবিত্র দেবস্থানে সমাগতগণের [illegible] অত্যাচার [illegible] যাত্রী হিন্দুগণের প্রাণে দারুণ বেদনার [illegible] করিয়াছে। ধর্ম্মশীল হিন্দুগণের [illegible]

বিশ্বনাথ মন্দিরে প্রবেশ [illegible]

গত ১৪ই ডিসেম্বর দুপুর [illegible] কালীঘাটে বিশ্বনাথের গলিতে হঠাৎ খুব গোলমাল শুনিয়া ঘটনাস্থলে যাইয়া দেখি যে, ছেলে মেয়ে সহ প্রায় শতাবধি ডোম বিশ্বনাথ দর্শনের জন্য দাঁড়াইয়া আছে আর পাণ্ডারা তাহাদের অধিকার হইতে বঞ্চিত করিবার জন্য বিশ্বনাথের দুয়ারে খাড়া হইয়াছে। [illegible] লইয়া জানিলাম গোষ্ঠী ডোম [illegible] কেন্টনমেন্ট ষ্টেশনের নিকট থাকে এবং বেশ পয়সাওয়ালা। সম্প্রতি সে একটী ধর্মশালা, [illegible] একটী ছত্র ও একটী শিবমন্দির প্রতিষ্ঠার মানসে গঙ্গাস্নান করিয়া উক্ত মন্দিরে প্রতিষ্ঠার জন্য একটি শিবলিঙ্গ সহ মহাসমারোহে মিছিল করিয়া বাবা বিশ্বনাথের দ্বারে আসিয়াছে। সমবেত ডোমগণ দেবদর্শনের আশায় বহু কাকুতি মিনতি করিতে লাগিল। কিন্তু পাণ্ডাগণ দ্বার ছাড়িল না। অগত্যা শিবলিঙ্গটি পূজার জন্য পাণ্ডাদের হাতে দিয়া তাহারা শান্তভাবে সদলে পুরাণ বিশ্বনাথের মন্দিরের পাশ দিয়া গিয়া দূরে দাঁড়াইল এবং পূজান্তে শিবলিঙ্গটি লইয়া প্রয়োজনাতিরিক্ত দক্ষিণা দিয়া চলিয়া গেল। দেবমন্দিরে এত অত্যাচারের অবসান কবে হইবে? ইহার জন্য তীব্র আন্দোলন হওয়া দরকার। হাঃ—শ্রীশচীন্দ্র চন্দ্র বসু ৭৮ নং দশাশ্বমেধ রোড, কালীঘাট।

বঙ্গের মন্ত্রী দল

কুমার শ্রীযুক্ত শিবশেখরেশ্বর রায়, খাঁ বাহাদুর কাজি গোলাম মহিউদ্দিন ফরোখি এবং মিঃ কে নাজিমুদ্দিন বঙ্গের মন্ত্রী নিযুক্ত হইয়াছেন।

ছাদে জাহাজের আ[illegible]

আজকাল [illegible] আটলাণ্টিক মহাসাগর পার হওয়া নিউইয়র্ক সহরাভিমুখে যায় [illegible] হইতে বহু মাইল দূরে লোকগুলি [illegible] বর্ত্তমানে [illegible] ঘর তৈয়ারী হইতেছে [illegible] ২০০ ফুট উচ্চ এক মঞ্চ [illegible] সেই ছাদের উপর [illegible] প্রায় ১২০০ ফুট উচ্চ হইবে।

উড়োজাহাজে ডাক

২৮শে ডিসেম্বর তারিখ হইতে প্রতি শনিবারে বিলাতের [illegible] ডাক [illegible]

মহাদেবপুরে সভা

রাজসাহী জেলার মহাদেবপুর গ্রামে এক সভা হয়। যাহাতে ইউনিয়নবোর্ড স্থাপিত না হয় এবং স্থাপিত হইলেও যাহাতে লোকে ভোট এবং ট্যাক্স না দেয় ইহাই আলোচনার বিষয় ছিল। সভায় বক্তাগণ বুঝাইয়া দেন যে ইউনিয়নবোর্ড [illegible] হইলে গ্রামে পরস্পরের মধ্যে [illegible] নষ্ট হইবে, গ্রামের কিছুই উপকার হইবে না। বরং ক্ষতিই হইবে। গ্রামবাসীরা আশা করেন যে কংগ্রেস [illegible] দিগকে সাহায্য করিবেন।

কয়লার গ্যাসে মৃত্যু

খড়দহে এক ভদ্রগৃহস্থের বাটীতে সূতিকাগার গরম রাখিবার জন্য কয়লার আগুন জ্বালাইয়া রাখা হয় এবং সমস্ত দরজা জানালা বন্ধ করিয়া ধাত্রী এবং প্রসূতি [illegible] শিশুকে লইয়া শুইয়া থাকেন। পরদিন কিছু বেলা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়াও বাহিরের লোক যখন সাড়া শব্দ পাইল না তখন দরজা ভাঙ্গিয়া দেখা গেল যে ধাত্রী ও প্রসূতি মারা গিয়াছেন এবং শিশু মৃতপ্রায়। কিছুক্ষণ পরে শিশুটীও মারা যায়। কয়লার গ্যাসে এত শোচনীয় ব্যাপার ঘটিয়াছে।

অহিফেন সেবন

কলিকাতা এবং ব্যারাকপুরের কলকারখানা অঞ্চলসমূহে প্রত্যেক দশ হাজার লোক প্রতি বৎসরে ৩৫ সের করিয়া অহিফেন সেবন করে। শ্রীরামপুরের কলকারখানা অঞ্চলে ৬৩ সের করিয়া সেবন করে। বাংলাদেশের সকলত ভারতের অন্যান্য প্রদেশ অপেক্ষা অহিফেনের কাটতি বেশী। [illegible] জগৎ জাতি-সংঘ ৬ সের করিয়া অহিফেন সেবন মাথা করিয়াছে এবং ৩০সের অতিরিক্ত মনে করেন। ভারত গবর্ণমেণ্ট ৩০সের ঠিক মনে করেন।

জেল বিদ্রোহে কামান

অবর্ণ হইতে সংবাদ—[illegible] বিদ্রোহ হয়। অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত [illegible] কলের কামান দিয়া [illegible] উড়াইয়া দিয়াছে এবং বাকী লোকজনকে ঘরে পুরিয়াছে।

রাজবিদ্রোহী ও মজলিস

শুনা যাইতেছে যে, ভারতীয় নেতৃবৃন্দের [illegible] লাট সাহেব এক মজলিস করিবেন। সেখানে [illegible] সম্বন্ধে আলোচনা হইবে। মজলিস শেষ হইলে [illegible] রাজদ্রোহী বন্দীকেও ছাড়িয়া দেওয়া হইবে।

[illegible] চিন্তাধারা

[illegible] শিক্ষাধারা প্রচলিত ধর্ম্মমতের বিরোধী ?"—এই সম্বন্ধে ম্যাঞ্চেষ্টার বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারতীয় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রাধাকিষণ বক্তৃতা দিয়াছেন। তিনি বলেন, কোন ধর্ম্মই বিশ্বজনীন ভ্রাতৃভাব আনয়ন করিতে পারে নাই। বর্ত্তমানে যে প্রকাশ্যভাবে ধর্ম্ম জিনিষটাকেই লোকে [illegible] চায় না, তাহার মূলে অজ্ঞানতা।

ছয় লক্ষ টাকার মাদক ধৃত

[illegible] সংবাদ পায় যে, কএকজন [illegible] বাঁধিয়া গোপনে ভিন্ন ভিন্ন দেশে [illegible] কোকেন প্রভৃতির ব্যবসায় করিতেছে। তাহাদের ইটালি ও জাপান দেশে শাখা আফিস আছে। প্রায় ৬লক্ষ টাকার মাল ধৃত হইয়াছে।

বিলাতে ভারতীয় চিত্র-কলার আদর

নিউ বার্লিংটন গ্যালারিতে ভারতীয় চিত্র কলা প্রদর্শনী হয়। সেখানে [illegible] মানের চিত্র বিশেষ আদর পাইয়াছে। মহারাণী একটী সঙ্গীত-বিদ্যায় পারদর্শী [illegible] চিত্র ক্রয় করেন। [illegible] তাহাকে একটী পাথরের কারুযুক্ত সুন্দর দ্রব্য উপহার দেন।

মার্কিনের ক্ষমা প্রার্থনা

আমেরিকার [illegible] একটী [illegible] হইতে কানাডার 'শান' নামক একটি ট্রলার জাহাজের উপর গোলা নিক্ষেপ করা হয়। এজন্য মার্কিন গবর্ণমেণ্ট [illegible] নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছেন এবং স্বীকার করিয়াছেন যে ঐ ট্রলার [illegible] মাইলের [illegible] দূরে [illegible] উপর গোলা [illegible] কারণ [illegible] আমেরিকার ছিল না।

বিজ্ঞাপন

[illegible] হিতার্থে, জ্ঞাত করা [illegible] কলিকাতার ২৬৪নং [illegible] শ্রীযুক্ত "[illegible]" মহোদয়ের [illegible] দেওয়া [illegible] হইতে [illegible] পন্থা ইত্যাদি সম্বলিত "কাম[illegible]" [illegible] করেন নাই, তিনি অচিরে ঐ ঠিকানায় আবেদন করিয়া বিনামূল্যে প্রাপ্ত হউন। উক্ত [illegible] উপকৃত [illegible] ২৫০০০ হাজার লোক কৃতার্থ হইয়াছেন। [illegible] সত্য উপলব্ধি হইবে।

শ্রীচৈতন্যমঠের গ্রন্থাবলী

শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুর বিরচিত

গ্রন্থাবলী।

উৎকৃষ্ট কাপড়ে বিলাতী বাঁধাই সোনার জলে নামাঙ্কিত। চতুর্থ সংস্করণ। বিস্তৃত বিষয়সূচীসহ

জৈবধর্ম

বাঁধাই ২, দুই টাকা

প্রকাশিত হইয়াছে

সনাতন ধর্মশাস্ত্র বেদ, বেদান্ত, উপনিষৎ, পুরাণ, শ্রীমদ্ভাগবত দর্শন, পুরাণ, তন্ত্র ... অতি অল্প মানবের ঘটিয়া থাকে ... না থাকায় সেই সমস্ত গ্রন্থের ... পারেন না। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ... অভাব দূরীভূত করিবার জন্য এই গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন।

বিদ্যালয়ের ছাত্র ... এই হেতু শিক্ষাবিভাগের ... সমস্ত বিদ্যালয়ের জন্য অনুমোদন ...

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

প্রথম খণ্ড ভিক্ষা ১, একটাকা

যুক্তিপূর্ণ ... দ্বারা প্রত্যেক মানবের নিত্য কর্তব্য ... নির্দ্ধারিত হইয়াছে। ... সনাতন শাস্ত্রবাক্য দ্বারা সমর্থিত ও প্রতিপাদিত হইয়াছে। দেহের, মনের ও আত্মার ধর্ম কি? ধর্ম, ... নীতি, ধর্ম কি? ইত্যাদি বিষয় ক্রমানুসারে এমন সুন্দরভাবে যুক্তিসহকারে আলোচিত হইয়াছে যে, প্রথম ... হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত পাঠ না করিয়া নিবৃত্ত হওয়া যায় না।

শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য

ভিক্ষা ৵০

ঐ প্রমাণ খণ্ড ভিক্ষা ৵০

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিহার ও লীলাভূমি নয়টী দ্বীপসমন্বিত। ... নয় দ্বীপের প্রাচীন বিবরণ, প্রত্যেক দ্বীপে শ্রীমহাপ্রভুর লীলা, প্রত্যেক দ্বীপের পরিচয়, শ্রীধাম-মাহাত্ম্য ... ইত্যাদি বিষয় বিশেষভাবে মনোহর ছন্দে বর্ণিত। পকেট সাইজ প্রায় ... পৃষ্ঠা।

নবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ

উজ্জ্বল ব্রোঞ্জ ... কাগজে ছাপা— শ্রীনবদ্বীপধাম দর্শনে ভাবুক ভক্তের হৃদয়ে কি প্রকার ভাবের উচ্ছ্বাস হয়, তাহা এই গ্রন্থে বর্ণিত। অতি চমৎকার। ভিক্ষা চারি আনা।

শ্রীহরিনামচিন্তামণি

৷৵০

দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভুকে উপদেশচ্ছলে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে ... অনুকূল ও প্রতিকূল বিচার অতি সুন্দরভাবে বর্ণিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদিষ্ট শিক্ষা ও উপদেশ বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব জগতে অভিনব গ্রন্থ !!

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতি-গ্রন্থাবলী

শরণাগতি

পকেট সাইজ

অষ্টম সংস্করণ

ভিক্ষা ৴০ আনা

দেহ ও মনের চেষ্টা আনন্দবস্তু লইয়া— ... যখন ... প্রকাশ পায়, ... নিত্যবস্তু শ্রীভগবানের প্রতি তাঁহার কোন ... আত্মসমর্পণ ... এবং শ্রীভগবানে সর্ব্বতোভাবে ... কি প্রকারে শরণাপন্ন হইতে হয়, ইত্যাদি বিষয়ক প্রাণস্পর্শী প্রার্থনা ও আত্মসমর্পণমূলক গান। ... সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে।

ভিক্ষা প্রতি খণ্ড ৴০ এক আনা

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা — ৴০, নবদ্বীপশতক — ৴০

অপ্রাকৃত ... ৴০

কল্যাণকল্পতরু

পকেট সাইজ

পঞ্চম সংস্করণ

ভিক্ষা ৵১০

... মন্দির ... কল্যাণ প্রদানে ... এবং কোন ... সকল কথা সরল গানে ... এক গানেই ... কল্যাণের কল্পতরু, তিনি প্রত্যেককে নিত্যকল্যাণ প্রদান ...

শ্রীল চক্রবর্ত্তি-ঠাকুরের টীকা সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠাকুর কৃত টীকা ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কৃত ... অনুবাদ। টীকাকারের জীবনী, শ্লোক সূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি বহু প্রয়োজনীয় বিষয় সংবলিত প্রায় ৮০০ পৃষ্ঠা। উৎকৃষ্ট সিল্কে বাঁধাই ২, দুই টাকা, কাগজে বাঁধা ১॥০

শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ কৃত ভাষ্য সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

কাগজ ও ছাপা উৎকৃষ্ট। সিল্কে বাঁধাই, সোণার জলে নাম লেখা রাজসংস্করণ ১ টাকা, সাধারণ সংস্করণ ১॥০, গৌড়ীয়ের গ্রাহকপক্ষে ১৷০

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি

(বৈষ্ণব-কোষগ্রন্থ)

... ভক্তিশাস্ত্রের ... ২, ... বৈষ্ণবগণের চরিত্র, ৩। ... শ্রীমন্দির ও শ্রীবিগ্রহের বিবরণ, ৫। ... ও ... সমূহের ব্যাখ্যা ও বিবরণ, ৬। বিষয় বিশেষের লোকক ও শাস্ত্রীয় অভিমতের ব্যবহার ... ইত্যাদি ... প্রকাশিত হইয়াছে। ... খণ্ড ৷৵০, ...

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ

১ম খণ্ড ১, এক টাকা

২য় খণ্ড ১, এক টাকা শ্রীমদ্ভাগবতের ... গৌড়ীয় গ্রাহকগণ ... টাকায় ... বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমজ্জীব গোস্বামিপাদের ... রচিত ... সন্দর্ভের অন্যতম ... উপর ... গৌড়ীয় ... মুদ্রিত হইয়াছে।

শ্রীমদ্গোপালভট্ট গোস্বামি সংকলিত

সদাচারস্মৃতিঃ

ভিক্ষা ৴০ ...

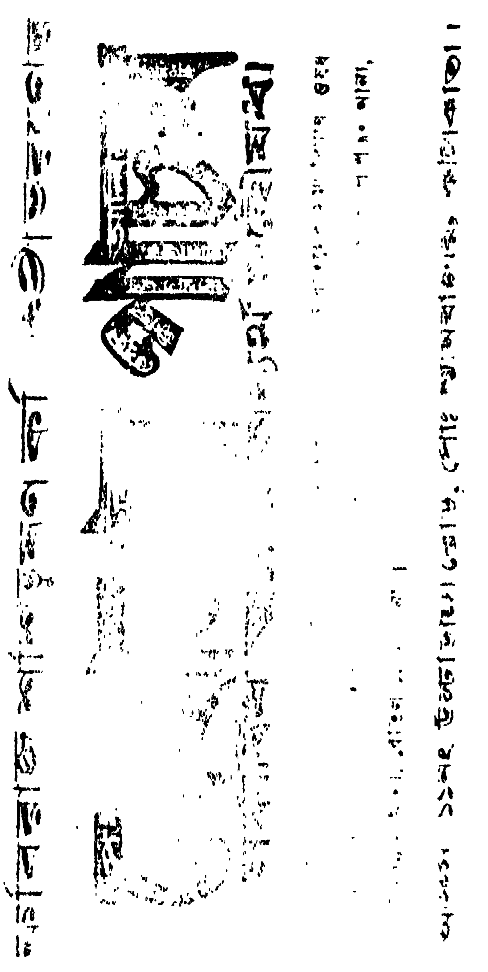

মদনমঞ্জরী

হস্তিকর্ম ... কাম ... ধাতুদৌর্ব্বল্য, স্বপ্নদোষ, বুক ধড়ফড়ি, ... সত্বর নিশ্চয় আরোগ্য হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করে। অদ্বিতীয় টনিক। ... এক টাকা।

"নপুংসকতারি মৃত"

... টাকা।

"প্রেমানন্দবিলাসিনী ..."

... মূল্য ... টাকা ...

কবিরাজ নারায়ণচন্দ্র সেনশর্ম্মা,

১৭৭নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

বিজ্ঞাপন

সাবধান! ... সাবধান!!!

জে, বি, দত্তের ... বাদাম তৈল

... বাবু ... ইংরাজী *J. B. Datta & Co.* ... করিবেন। ... দিয়া প্রতারণা ...

ফেরারী ...

নূতন প্রণালী ...

...

[illegible] বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

[illegible] বিভিন্ন শিক্ষণীয় [illegible] বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। অনেক ছাত্র [illegible] আরম্ভ করিয়াছেন। বর্তমান বর্ষে সকল ছাত্রই গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

প্রধান অধ্যাপক—[illegible] শ্রীযুক্ত শচীন্দ্র চন্দ্র [illegible] ব্যাকরণ-সাংখ্য-[illegible] বেদান্তরত্ন, [illegible]শাস্ত্রী, [illegible]বাচস্পতি।

[illegible] শ্রীযুক্ত [illegible]দাস ব্রহ্মচারী ব্যাকরণতীর্থ

[illegible] মায়াপুর পরাবিদ্যাপীঠ, (নদীয়া)

বেদনাঞ্জন

শ্রেষ্ঠরত্ন

কলিকাতা কংগ্রেস একজিবিসন হইতে বহু প্রশংসা প্রাপ্ত ও বহু গণ্যমান্য ভদ্রমহোদয়গণ কর্তৃক প্রশংসিত।

* * *

আজকাল [illegible] বিষাক্ত [illegible] শরীরের রক্ত [illegible] হইয়া পড়িতেছে। [illegible] এই রক্ত [illegible] হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মানব বাত, বেদনা, মাথাধরা, মাথাঘোরা, দৃষ্টিশক্তির হ্রাস, দাঁতের গোড়া ফুলা, দাঁত [illegible], দাঁতে পোকা এবং [illegible], চুলকানি প্রভৃতি কষ্টদায়ক [illegible] ভুগিতেছে। যদি আপনি একান্তই ব্যাধিমুক্ত হইতে চান, তাহা হইলে অযথা পয়সার অপব্যয় না করিয়া অল্প দামে এক শিশি বেদনাঞ্জন ক্রয় করিয়া ইহার কার্যকারী-শক্তি উপলব্ধি করুন। [illegible] এক শিশি ৷৵০ আনা মাত্র [illegible]।

প্রাপ্তিস্থান—এ, সি, চাটার্জ্জী এণ্ড ব্রাদার্স।

[illegible]

* সকল [illegible] দোকানে [illegible]

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

[illegible] অম্বাদি প্রভৃতি [illegible] ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই [illegible] আনয়ামত উপায়ে [illegible] মরা হইয়া বাঁচিয়াছেন [illegible] ধাতুদৌর্বল্য, স্নায়বিক [illegible] সংক্রামক পীড়া, [illegible] বাধক, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, [illegible] প্রদর, হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি রোগে [illegible] হইয়াছেন, তাঁহারা আমেরিকার [illegible] সাহেবের আবিষ্কৃত ইলেক্ট্রিক [illegible] ব্যবহার করিয়া বাঁচিতে পারেন, [illegible] বৎসরেক পাওয়া যাইতেছে। যাঁহারা [illegible] ব্যবহার করিয়া আরোগ্য হইতে পারেন নাই, তাঁহারা একবার এই ঔষধটী ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক মাসের ব্যবহারোপযোগী [illegible] ডাকমাশুল সহ [illegible] টাকা মাত্র।

সোল এজেণ্ট—ডাঃ ডি, ডি, হাজরা।

[illegible] গার্ডেনরীচ পোঃ, কলিকাতা।

[illegible]

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

অধ্যক্ষ

শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম.এ. এফ.সি.এস (লণ্ডন)

ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক

(প্রোফেসার)

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ বিশুদ্ধ শাস্ত্রমতে নিজ তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হয়। পত্র লিখিলে [illegible] পাঠান হয়। রোগের বিবরণ জানাইলে যত্নপূর্ব্বক ব্যবস্থা দেওয়া হয়। [illegible] গোপন রাখা হয়।

মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দুর)

(বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৮৲ টাকা

উৎকৃষ্ট স্বর্ণ, পারদ ও আমলাসার গন্ধক দ্বারা যথাশাস্ত্র প্রস্তুত নিত্য প্রয়োজনীয় সর্ব্বরোগনাশক মহৌষধ

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৩৲ টাকা

উৎকৃষ্ট কাশীর আমলকী, বংশলোচন প্রভৃতি [illegible] উপাদানে পূর্ণ মাত্রায় যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। কাস, কাশি, সর্দি, যক্ষ্মা, ক্ষয়রোগ, হৃদরোগ প্রভৃতি রোগের মহৌষধ। [illegible] অতিশয় পুষ্টিকর মহৌষধ বা খাদ্য বিশেষ।

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬৲ টাকা

ইহা সেবনে ধাতুদৌর্ব্বল্য, শুক্রতারল্য, স্বপ্নদোষ, প্রমেহ ও [illegible] সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায়। ইহা অপরিসীম আনন্দদায়ক রসায়ন

অবলাবান্ধব যোগ

প্রদর, বাধক প্রভৃতি জরায়ুদোষ ও যোনিগত [illegible] রোগের মহৌষধ

মূল্য—১৬ মাত্রা ২৲ টাকা। ৫০ মাত্রা ৫৲ টাকা মাত্র

বিশুদ্ধ জল! ভয় নাই! বিশুদ্ধ জল!!

লক্ষ্মী টিউব-ওয়েল কোং

২০৫নং নবাবপুর, ঢাকা

[illegible] বৈজ্ঞানিক-[illegible] নলকূপ (*Tube-well*) [illegible] বাহাদুর, [illegible] জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট, [illegible] প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত ভদ্রমহোদয়গণ এই কোম্পানীর [illegible] করিয়াছেন। [illegible] পরীক্ষায় জল বিশুদ্ধ না হইলে [illegible]। বিস্তারিত [illegible] লিখুন।

সূত্রসহ সমগ্র

শ্রীহরিনা[illegible]ত ব্যাকরণ

[illegible] ২৲ টাকা। [illegible] পক্ষে ১॥০ দেড়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—[illegible], শ্রীগৌড়পুর

[illegible]তন্যমঠ, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

মনোমোহন প্রেস

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা

পূর্ব্ব-বাঙ্গালায় সুলভে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত

বৈদ্যুতিক মেশিনে দিবারাত্র কাজ চলিতেছে

বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা।

[illegible] নদীয়া [illegible] হইতে শ্রীবিনোদ বিহারী ব্রহ্মচারী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

স্থানীয় সংস্করণ

বিজ্ঞাপনের হার

প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চ ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৷০
[illegible]

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিত্য [illegible] বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তা

[illegible] একমাত্র মুখপত্র।

৪র্থ খণ্ড] সম্পাদক—প্রত্নবিদ্যালঙ্কার শ্রীপ্রমোদ [illegible] চক্রবর্ত্তী [২৪[illegible] সংখ্যা

শ্রীচৈতন্য [illegible] শ্রীধাম মায়াপুর [illegible] পৌষ [illegible] ১৯২৯

শুদ্ধভক্তি [illegible] বাণী

১	শ্রী[illegible]	[illegible]	১৬	[illegible]	।৶০
	[illegible], প্রতি খণ্ড [illegible]		১৭।	[illegible]	।৶০
	[illegible] নদীয়া-প্রকাশ গ্রাহক [illegible]	।৶০	১৮।	[illegible]	
২।	[illegible]	৫৲	১৯	[illegible] নবদ্বীপ পরিক্রমা)	[illegible]
৩।	[illegible]	৶০	২০।	[illegible]	[illegible]
৪।	[illegible]	[illegible]	২১।	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	৷৷০	২২।	[illegible]	[illegible]
৫।	[illegible]	[illegible]	২৩।	শ্রী[illegible] দর্পণ	[illegible]
	,, ,, ,,	[illegible] ৸০	২৪।	[illegible], [illegible], [illegible], [illegible]	
৬।	গীতা (শ্রী[illegible]	[illegible] ৷৷০		[illegible]	[illegible]
৭	শ্রীমদ্[illegible] টীকা [illegible]	[illegible] ৷৷০	২৫।	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	৷৷০	২৬।	[illegible]	[illegible]
৯।	[illegible]	২৲	২৭।	[illegible]	[illegible]
১০।	[illegible]	৷৷০	২৮।	[illegible] (প্রথম [illegible])	[illegible]
১১।	[illegible]	২৲	২৯।	[illegible]	[illegible]
১২।	শ্রী[illegible] (নূতন সংস্করণ)	৸০	৩০।	[illegible] শিক্ষা	[illegible]
১৩।	[illegible]	২৲	৩১	[illegible]	[illegible]
১৪।	[illegible]	১৶০	৩২	[illegible]	[illegible]
১৫।	[illegible]	[illegible]	৩৩।	[illegible] (দ্বিতীয় সংস্করণ)	[illegible]

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

ইংরাজী ভাষায় ভক্তিগ্রন্থ

১	শ্রী[illegible]	।০
২	[illegible]	।০
৩।	[illegible]	।০
৪।	[illegible]	।০
৫।	[illegible]	।০
৬।	[illegible]	[illegible]

শ্রীধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপ-প্রদর্শনী, নদীয়া

(৩রা ফেব্রুয়ারী হইতে ১৫ই মার্চ্চ, ১৯৩০ পর্য্যন্ত)

[illegible] সকল [illegible] জন্য
[illegible] নিকট
আবেদন করুন।

[illegible]কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ,
শ্রীচৈতন্য মঠ, শ্রীধাম মায়াপুর পো: [illegible] (নদীয়া)।

[illegible]

[illegible]

([illegible] নবদ্বীপ [illegible] [illegible] চৈতন্যমঠ)

[illegible] [illegible] নিয়মাবলী [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] সম্বন্ধীয় [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

১। [illegible] আসন, ২। শ্রীচৈতন্যাসন,
৩। [illegible] আসন, ৪। ভক্তিশাস্ত্রাসন,
৫। [illegible] আসন, ৬। বেদান্তাসন,
৭। একায়নাসন।

শ্রীনন্দলাল [illegible] [illegible] [illegible] বিদ্যাসাগর,

পরবিদ্যাপীঠ, শ্রীধাম মায়াপুর।

[illegible] বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

[illegible] খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] টাকা।

১৭২৪ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে,

[illegible] খণ্ডে সূচী ছাপা হইতেছে।

[illegible] [illegible] নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে ১৫।০

[illegible] [illegible] প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৵০, গৌড়ীয়

বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ।৶০

[illegible] [illegible] [illegible] ১২, [illegible] সাধারণের

পক্ষে ৮, [illegible]

[illegible] [illegible] ছাপা হইয়াছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

"শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত"

সূচী প্রভৃতি সহ সম্পূর্ণ ছাপা শেষ হইয়াছে

[illegible] এবং সূচী ছাপা [illegible] [illegible] [illegible]

হইয়াছেন। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] সংস্করণ

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] প্রকাশিত [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

হইতেছে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত

[illegible] [illegible] সংবলিত

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

সভাষ্য [illegible] সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

[illegible] [illegible] [illegible] অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲

নদীয়া-প্রকাশ [illegible] গ্রাহক পক্ষে ৪।০ টাকা

[illegible] মঠের [illegible] গ্রন্থ

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া।

—অথবা—

[illegible] আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা

[illegible] এ পাওয়া যাইবে।

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] মঠের ঠিকানায় [illegible]

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত ভক্তি গ্রন্থাবলী

যে সব উৎকলবাসী [illegible] বাংলা অক্ষর পড়িতে জানেন না, তাঁহাদের শ্রীশ্রীমহা-প্রভুর প্রচারিত পরম বিশাদের [illegible] জানিবার [illegible] সুযোগ উপস্থিত। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে উড়িয়া-অক্ষরে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হইয়াছে বাংলা গ্রন্থের তুলনায় উড়িয়া গ্রন্থগুলির ভিক্ষাও অপেক্ষাকৃত অল্প।

গ্রন্থের নাম	ভিক্ষা
শ্রীহরিনাম চিন্তামণি, প্রতিখণ্ড	॥০
একত্রে [illegible] লইলে	১৲
সাধন পথ (শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টক) প্রতিখণ্ড	।০
একত্রে [illegible] লইলে	[illegible]
কল্যাণ কল্পতরু প্রতিখণ্ড	৵০
একত্রে [illegible] লইলে	।০
গীতাবলী [illegible]	৴১০
একত্রে [illegible] লইলে	৶১৫
শরণাগতি [illegible]	৴০
একত্রে [illegible] লইলে	৶৫

প্রাপ্তিস্থান { শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ, কটক এবং শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, পুরী

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিম্নলিখিত মঠসমূহে প্রাপ্তব্য:—

১। শ্রীচৈতন্য মঠ,—[illegible] শ্রীধাম মায়াপুর, (নদীয়া)।
২। শ্রী[illegible] মঠ,—[illegible] [illegible] পোঃ, (বর্দ্ধমান)।
৩। শ্রী[illegible] আসন,—ভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৪। শ্রীগৌড়ীয় মঠ,—[illegible] আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা।
৫। শ্রী[illegible] মঠ,—[illegible], পুরী।
৬। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ,— উড়িয়া বাজার, কটক।
৭। শ্রী[illegible] মঠ, [illegible] [illegible], মেদিনীপুর।
৮। শ্রী[illegible] গৌড়ীয় মঠ,— [illegible] [illegible], কাশী, ইউ, পি।
৯। শ্রী[illegible] মঠ,—[illegible], [illegible], মথুরা, ইউ, পি।
১০। শ্রী[illegible] মঠ [illegible] [illegible], ইউ পি।
১১। শ্রী[illegible] গৌড়ীয় মঠ,—[illegible] [illegible], কর্ণাল, পাঞ্জাব।
১২। শ্রীমাধ্ব গৌড়ীয় মঠ, [illegible] [illegible] রোড, ঢাকা।
১৩। শ্রী[illegible] গৌড়ীয় মঠ, [illegible], ঢাকা।
১৪। শ্রী[illegible] আশ্রম,—[illegible], [illegible] পোঃ, বর্দ্ধমান।
১৫। শ্রী[illegible] গৌড়ীয় মঠ,—[illegible], [illegible] পোঃ, মানভূম।
১৬। শ্রী[illegible] মঠ, [illegible], [illegible] পোঃ, পুরী, উড়িষ্যা
১৭। শ্রীগৌড়ীয় মঠ [illegible] [illegible] [illegible] নিউদিল্লি

এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণের নিকটও নদীয়া-প্রকাশ প্রাপ্তব্য।

১। শ্রীযুক্ত [illegible] [illegible] [illegible] রোড, খুলনা।
২। শ্রীযুক্ত [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] দেওয়ানগঞ্জ, [illegible] হরিদেবাড়ী বুচবিহার।
৩। শ্রীযুক্ত [illegible] [illegible] —[illegible] গোপাল মল্লিক লেন, কলিকাতা
৪। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] দি মল, কানপুর।
৫। শ্রীযুক্ত [illegible] [illegible] [illegible] কৃষ্ণগঞ্জ, নদীয়া।
৬। [illegible] [illegible] [illegible], নবদ্বীপ।
৭। শ্রীবিনোদমোহন দে, মনমোহন প্রেস, নবাবপুর, ঢাকা।
৮। শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় বেড়াচাঁপা, ২৪ পরগণা।

[illegible] [illegible] [illegible] কর্ত্তৃক মুদ্রিত [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

৬ই পৌষ শনিবার—১৩৩৬

শ্রেয়ঃ কথা

"কৃষ্ণায় বাসুদেবায় দেবকীনন্দনায় চ।
নন্দগোপকুমারায় গোবিন্দায় নমো নমঃ।
নমঃ পঙ্কজনাভায় নমঃ পঙ্কজমালিনে।
নমঃ পঙ্কজনেত্রায় নমস্তে পঙ্কজাঙ্ঘ্রয়ে॥"

—কুন্তীদেবী দ্বারকা-গমনোদ্যত শ্রীভগবান্ দ্বারকাধীশ কৃষ্ণকে এই বলিয়া প্রণাম করিয়া কহিলেন—হে কৃষ্ণ, যখন যখন আমাদের যে যে বিপদ উপস্থিত হইয়াছে, তখন তখনই তুমি আমাদিগকে সেই সেই বিপদ্ হইতে উদ্ধার করিয়াছ। তুমি বিষমিশ্রিত মোদক-জনিত মৃত্যু হইতে, জতুগৃহ দাহ এবং হিড়িম্বাদি রাক্ষসগণের নেত্র-পথ হইতে, দ্যূত-স্থান এবং বনবাস রূপ কষ্ট হইতে ও প্রত্যেক যুদ্ধে ভীম, দ্রোণ, কর্ণ প্রভৃতি মহারথীর প্রাণঘাতী অস্ত্র হইতে এবং সম্প্রতি অশ্বত্থামার নিক্ষিপ্ত ব্রহ্মাস্ত্র হইতে সর্বতোভাবে আমাদিগকে রক্ষা করিয়াছ। হে ভগবন্, এই প্রকার যে সকল বিপদ্ উপস্থিত হইলে আমাদের ভাগ্যে তোমার দুর্লভ দর্শন লাভ হয়, সেই সকল বিপদ্ যেন চিরদিনই আমাদের নিকট উপস্থিত হয়। অর্থাৎ কুন্তীদেবী [illegible], সেই সকল বিপদই জীবের পক্ষে পরম সম্পদ্।

সংসারের জীবকুল সংসার-দশায় অত্যাসক্ত হইয়া তাঁহাদের ইন্দ্রিয়-সুখ-সম্পাদনে বিঘ্ন [illegible] উপস্থিত হইলেই তাহাকে দুঃখ [illegible] মনে করেন; কিন্তু ভগবদ্ভক্তগণ কদাপি সেরূপ জীবের দুঃখ বাসনা করেন না। ভক্তগণের এক প্রকার দুঃখ আছে, তাহা বদ্ধজীবের কৃষ্ণ-বিস্মৃতি-জন্য দুঃখের ন্যায় নহে, পরন্তু কৃষ্ণস্মৃতি-জন্য দুঃখ। তাহার নাম বিপ্রলম্ভ বা কৃষ্ণ-বিরহ। প্রাকৃত জীব তাহার ভোগের বস্তুর অদর্শনে বা বিয়োগে যে বিরহানুভব করে, কৃষ্ণ বা কাষ্ণ-বিরহ সেরূপ নহে। ভক্ত সেই বিরহকেই একমাত্র আস্বাদ্য [illegible]। গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের ভজনই সেই বিরহ বা অপ্রাকৃত বিপ্রলম্ভ রস। বিপ্রলম্ভ-রসাস্বাদন-লোলুপ শ্রীভগবান্ গৌরসুন্দর তাঁহার অনুকম্পিত জীবগণকে সেই রস আস্বাদন করাইবার জন্যই ভক্তভাবাঙ্গীকার করিয়া অবতীর্ণ হইয়াছেন।

জাগতিক দুঃখ নিতান্ত অলীক বিষয়। যে দুঃখ বিষয়ে জীব দুঃখিত, তাহার হেতু বিচার করিতে গেলে বিদ্বদ্গণ আর তাহা সম্বরণ করিতে পারেন না। অথচ সেই অশ্বডিম্ব বা আকাশ-কুসুম বৎ বিষয়টী লইয়া আমরা কতই না ব্যস্ত। মায়ার যাহা নিত্য কর্তব্য কর্ম, আমরা চাই মায়াকে সেই কর্তব্যচ্যুত করিতে? ক্ষুদ্র-শক্তি জীবের দুর্জয়া মায়াকে নিজ ইচ্ছামত ভোগ করিবার চেষ্টা কি নিতান্ত মূর্খতা নহে? কৃষ্ণবহির্মুখ জীবকে মায়া দ্বারা নিষ্পেষিত হইতেই হইবে। একান্ত ভাবে ভগবচ্চরণে প্রপন্ন হইয়া ভগবানের চিদ্বলে বলীয়ান্ না হইলে সে দুরত্যয়া মায়াকে অতিক্রম করা দুঃসাধ্য ব্যাপার।

কৃষ্ণবহির্মুখতা-জন্যই আমরা অত্যধিক দুঃখাক্রান্ত হইয়াছি, সুতরাং আর অচেতন না হইয়া অবিলম্বেই আমাদিগের কৃষ্ণোন্মুখ হওয়া কর্তব্য। কৃষ্ণানুসন্ধিৎসা যে মুহূর্তে নিষ্কপট হইবে, সেই মুহূর্তেই কৃষ্ণ কৃপা করিয়া সদ্গুরুরূপে আমাদের নিকট অবতীর্ণ হইবেন। তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া তাঁহার শ্রীমুখনিঃসৃত ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী শ্রবণ করিতে করিতে অচিরেই আমাদের সকল দুঃখ দূরীভূত হইবে। আশ্রয় অবলম্বনেই বিষয়-প্রাপ্তি। "আশ্রয় লঞা ভজে, তারে কৃষ্ণ নাহি ত্যজে, আর সব মরে অকারণ।" অর্থাৎ গুরুপাদপদ্ম আশ্রয় ব্যতীত জীবের কৃষ্ণবহির্মুখতাজন্য দুঃখ নিবারিত হইবার নহে। [illegible] কৃষ্ণস্মৃতি আসিলেই জীবের জাগতিক অলীক দুঃখ নিবৃত্ত হইয়া অপ্রাকৃত বাস্তব দুঃখ বা বিরহ উপস্থিত হয়।

দুঃখের অস্তিত্ব শূন্য করিয়া দিল—ইহা নাস্তিক্য [illegible] বা নির্বিশেষ [illegible]। দুঃখের [illegible] উপাদেয়ত্ব স্বীকারই সেইরূপ নির্বিশেষ বা নাস্তিক [illegible] মতবাদ হইতে [illegible] পৃথক [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] হেয় [illegible] [illegible] যাহা কিছু [illegible] [illegible] [illegible] বর্তমান, [illegible] [illegible] [illegible] ভূমিকায় [illegible] [illegible] ভূমিকায় তাহার [illegible] [illegible] করাকে বৈষ্ণব [illegible] [illegible] না। [illegible] কৃষ্ণ-[illegible] [illegible] [illegible] আর [illegible] কৃষ্ণ [illegible] [illegible] ভোগ করাইতে [illegible] [illegible] কাম ও প্রেমে [illegible] [illegible] পরস্পরের প্রত্যেক-বস্তু উপাদেয় [illegible] সেখানকার দুঃখ ও সুখে বড় ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। কৃষ্ণবিরহ জন্য বিলাপই ব্রজগোপীগণের পরম আদরের বস্তু। [illegible] বিলাপ কৃষ্ণ-সুখের প্রতিকূল বা প্রতিবন্ধক নহে। পরন্তু অতীব অনুকূল। কৃষ্ণ-বিরহিণী ব্রজবালাগণের প্রেমরত্নে সর্বস্বধনী। শ্রীরাধাসখী ছাড়িয়া শ্রীরূপানুগের কৃষ্ণবিরহ-দুঃখ বরণ [illegible] করিবার সৌভাগ্য যে দিন যে ভাগ্যবান্ জীবের হইবে, সেই দিনই তিনি সুখের সম্যক্ অনুসন্ধান লাভ করিবেন।

সুতরাং দুঃখকে তাড়াইবার জন্য বা ভোগের জন্য ব্যস্ত না হইয়া তাহাকে শ্রীভগবৎ কৃপারূপে গ্রহণ পূর্বক তাঁর মনোনীত জগৎ প্রার্থিব স্বীকার জীবের বুদ্ধিমত্তার পরিচয়। নতুবা শত সহস্র বর্ষ চেষ্টা দ্বারাও প্রকৃতিকে তাহার স্বভাব-মুক্ত করা যাইতে পারিবে না। তাহাতে আসক্ত না হইয়া ভগবৎসেবাপর হইলেই তৎকর্তৃক নির্দিষ্ট আনন্দ সুখদুঃখভাগী হইতে হইবে না, ইহাই আমাদের সর্বক্ষণ চিন্তনীয় বিষয় হওয়া কর্তব্য। নির্বিশেষবাদীর ন্যায় অস্বীকার করিতে গিয়া তদাবাহন বা বৌদ্ধের শূন্যবাদ জীবের দুঃখের মাত্রা কমান দূরের কথা, বৃদ্ধি করিয়া দেয়।

কুন্তীদেবী দুঃখ চাহিতেছেন বলে, 'কৃষ্ণ যে দুঃখ ভগবদ্বিস্মৃতি আনিয়া দেয়, তাহা [illegible] কাম্য নহে; পরন্তু যে [illegible] ভগবৎস্মৃতি আনয়ন করে, সেই দুঃখ তাঁহার বরণীয়। সুতরাং দুঃখ ও সুখগণের বিচার হইতে মুক্ত হওয়া [illegible] বিচার গ্রহণ করিলে জীবের কৃষ্ণসেবাপ্রাপ্তি হইতে বঞ্চিত [illegible] [illegible] থাকে না।

যে দুঃখকে হেয় বলা যায়, তাহাই অশুদ্ধ পীড়াদায়ক। তাহাই কোন সময় সুখের আবরণে জীবকে সুখী বলিয়া [illegible] প্রাপ্ত করে, আবার [illegible] [illegible] [illegible] তাহা সংহারের [illegible] [illegible] স্বরূপ প্রদর্শন করে। কিন্তু যে দুঃখকে উপাদেয় বলা যায়, তাহাই পরম সুখ। ব্রজগোপীগণের মাথুর-বিরহ-জনিত দুঃখ নামক [illegible] [illegible] কোন দুঃখ তুলনা হয় না। [illegible] [illegible]-বাবাজী শ্রীগৌরসুন্দর [illegible] সেই বড় সুখের সন্ধান দিয়াছিলেন। শ্রীধাম মায়াপুর নবদ্বীপ-প্রদর্শনীর পরম সং-প্রদর্শক [illegible] জগজ্জীবকে সেই সুখের সন্ধানই প্রদান করিতে ব্যস্ত।

[illegible]বিশেষ পদার্থ

([illegible] হইতে উদ্ধৃত)

(পণ্ডিত শ্রীপাদ [illegible] ভক্তিগুণাকর)

[illegible] [illegible] আশ্রম মধ্যে [illegible] প্রভৃতি [illegible] অবস্থান করে। [illegible] [illegible] আমাদের হৃদয়ে কামনা এবং বৈরাগ্য একত্র অবস্থান করিতে পারে। ভগবানও [illegible] ঐশ্বর্য্য [illegible] নিজের মধ্যে অদ্ভুত ও মহত্ত্ব এই উভয় ধর্মেরই সমাবেশ করিয়া থাকেন, পরন্তু স্বকীয় ঐশ্বর্য্য-বিরোধী দুঃখ, অজ্ঞান [illegible] সমাবেশ করেন না।

অণিমা, মহিমা, গরিমা, লঘিমা, প্রভৃতি ধর্ম-সকল ভগবানের ঐশ্বর্য্য-স্বরূপ। ঐ সমস্ত তদীয় শক্তি-বলেই সাধিত হয়। ভগবান্ নিজের মধ্যে অনন্ত গুণ সমূহ, অনন্ত বিগ্রহ, [illegible] এবং স্বরূপের সহিত উহাদের অভিন্নত্ব নিজের ঐশ্বর্য্যের আনন্দের [illegible] সংগঠিত করিয়া থাকেন।

ভগবানের বল, জ্ঞান, ক্রিয়া, [illegible] বাসনা এবং সংস্কার-বাঞ্ছা [illegible] [illegible] তাঁর সামর্থ্য-বিশেষ-হেতু [illegible] উহাদের শক্তিরূপে অবস্থান এবং [illegible] [illegible] [illegible] করিয়া থাকেন। সেই [illegible] বস্তুসমূহ [illegible] মধ্যে যে ভেদকার্য্য [illegible] [illegible], উক্ত ভেদ-কার্য্যের নির্বাহক শক্তিবিশেষই 'বিশেষ-পদার্থ' নামে কথিত হয়। [illegible] [illegible] [illegible] নিজের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] শক্তি-বিশেষই [illegible] এবং দুর্নিবারিক, [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible] অভেদিক বেদও [illegible] [illegible] শ্রুতিসেও [illegible] কল্পনায় [illegible] যায়, প্রশ্ন প্রভৃতি বা [illegible] সমুদ্রের নানাবিধ আকার তরঙ্গ [illegible] মূল-গত রূপের সহিত অভেদ রাখিয়াছে, সেইরূপ গুণ সকল অভেদ হইলেও ভগবানের সহিত তাহারা অভিন্ন।

বেদ বাক্য আপাততঃ বিরুদ্ধার্থরূপে প্রতীয়মান হইলেও তাৎপর্য্যবলে বিশেষ অর্থই কল্পনা করিয়া থাকে। বিষ্ণুর গুণ সকলের অভেদ-প্রতিপাদিকা শ্রুতিও অর্থাৎ [illegible] বিশেষ অর্থই কল্পিত হয়। সুখ যেরূপ ভগবান্‌ হইতে অভিন্ন হইয়াও তদাধাররূপে কল্পিত হয়, সেইরূপ ভগবানের গুণসকলের গুণত্ব ও অভেদত্ব ও প্রামাণিক হেতু-শক্তিবলেই সংঘটনীয়। পর্ব্বতশিখরস্থ বৃষ্টি-জল যেরূপ অধোগামী হয়, তদ্রূপ বিষ্ণু ধর্ম্ম সকলও বিষ্ণু হইতে পৃথগাকারে দর্শন করিলে জীব অধোগামী হইয়া থাকে। বেদ বিষ্ণুগুণের অনেকত্ব প্রতিপাদন করিয়া তাহাদের পৃথগ্‌ভাব নিষেধ করিতেছে। অতএব শ্রুতি হইতেই অর্থাধীন বিশেষ পদার্থ সিদ্ধ হইতেছে। শ্রুতির আপাততঃ বিচারে অভিন্ন ধর্ম্ম-সকলের পরস্পর অসুপপত্তি বোধ হইয়া থাকে, পরন্তু আপাততঃ অর্থসঙ্গতি না হইলেও উহার অপ্রামাণ্য সিদ্ধ হইতে পারে না। অতএব প্রামাণ্য সংস্থাপনের জন্য বিশেষ পদার্থই স্বীকার্য্য।

যজ্ঞাদি কর্ম্ম ক্ষণিক স্থায়ী বলিয়া তাহাদের স্বর্গফল জননে সাক্ষাৎ সামর্থ্য না থাকায় কালান্তরে স্বর্গাদি ফল উৎপাদনের জন্য যেরূপ 'অদৃষ্ট' নামক পদার্থ কল্পনা করিতে হয়, এইরূপ গুণ গুণিভাবও 'বিশেষ পদার্থ' বলেই কল্পনীয়। দুর্জ্জন যেরূপ গুণ পরিত্যাগ করিয়া কেবলমাত্র দোষই গ্রহণ করে, সেইরূপ মায়াবাদিগণ গুণবচন পরিত্যাগ করিয়া নির্গুণ বচনই গ্রহণ করিয়া থাকে। সত্ত্বগুণ পরিত্যাগ করিলে [illegible] পদার্থের জ্ঞান প্রভৃতি [illegible] যায় না। অতএব [illegible] অর্থ বলা যায় না। [illegible] সগুণই বিষয়ে সাধক প্রমাণ সদ্ভাব [illegible] সাধকাভাবহেতু এবং নির্গুণত্ব (নির্বিশেষত্ব) বিষয়ে সাধক প্রমাণের অসদ্ভাব ও বাধক প্রমাণের সদ্ভাববশতঃ বিষ্ণুর সকল গুণই সর্ব্বদা [illegible] নিত্য, সত্য, অনন্ত, শ্রুতিসিদ্ধ এবং যুক্তিসিদ্ধ।

[illegible] শিখিলাম কি ?

([illegible] গোস্বামী ঠাকুরস্থ)

[illegible] মধ্যে খুব কম সংখ্যক ব্যক্তিই আছে, [illegible] নিষিক্ত [illegible] —বিভুবন-বিজয়ী লঙ্কেশ্বর [illegible] নাই। এ ঘটনা [illegible] আলোচনা [illegible] থাকে [illegible] "আমরা শিখিলাম কি ?"

রাবণের চরিত্রে এই বহু শিক্ষণীয় বিষয় রহিয়াছে, যাহা দৈনন্দিন আলোচ্য বিষয়। অন্ততঃ আমাদিগের মধ্যে যাঁহারা রাবণের আনুগত্যে কুম্ভকর্ণ প্রভৃতির ন্যায় অবস্থান করিতে ইচ্ছুক অথবা যাঁহারা রাবণাপেক্ষা সমধিক পরাক্রমশালী মনে করে, তাঁহাদিগের চক্ষে রাবণ-চরিত্র আলোচনায় কিছু বৈশিষ্ট্য দৃষ্টি-গোচর হওয়া নিতান্তই অসম্ভব।

শ্রীমদ্ভাগবত হইতেই অবগত হওয়া যায়, রাবণ স্বীয় বাহু-বলে দিগ্বিজয়ী হইয়া ইন্দ্র বায়ু বরুণ প্রভৃতি দেববৃন্দকে জয় করিয়া স্বর্ণময় লঙ্কা পুরীতে দশসহস্র রূপবতী বনিতার পতি হইয়া নিরন্তর ভোগ-বিলাসের জন্য নিরঙ্কুশ গতি লাভ করিয়াছিলেন। সেই অদ্বিতীয় প্রবল পরাক্রমশালী একচ্ছত্রাধিপতি লঙ্কেশ্বর অর্থাৎ যাঁহার ন্যায় সম্রাট্‌ ভূতভবিষ্যৎ বর্ত্তমানে সম্ভবে না, তাঁহার পতন জগতের কোন ব্যক্তিই স্বপ্নেও ভাবিতে পারেন [illegible]

আমরা অনেকেই লঙ্কাধিপতি হইয়া ধরাকে সরা জ্ঞান করি, নিজেকে ভুলিয়া [illegible], আমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি কেহ আছেন বা থাকিতে পারেন একথা একবারও ভাবিনা, এমন কি আমাকে ইহসংসার পরিত্যাগ করিয়া চির বিদায় গ্রহণ করিতে হইবে, সাধের দেহটাও পর্য্যন্ত এখানে রাখিয়া যাইতে হইবে,—একথা মোটেই ভাবি না। এইই ধন-জন-মদে প্রমত্ত হইয়া গিয়াছি।

এই প্রকার মত্ততা আমাদিগকে মনুষ্য হইতে পশু গড়িয়া তোলে। হিতাহিত জ্ঞান বিবেকশূন্য করিয়া দিয়া আসন্ন মরণ-রূপী কালসর্পের মুখ-গহ্বরে নিক্ষেপ করে তাই, আমরা দেখিয়াও দেখি না, বুঝিয়াও বুঝিনা, জানিয়াও জানি না।

আমরা অবিবেকী হইয়া মনকে প্রবোধ দিতে পারি না যে, রে মন! তুমি কতটুকু [illegible]! তুমি কত বড় বলবান্! [illegible] কি পরিমাণ ধনজন বৈভবাদি [illegible] আছে? যে রাবণ স্বর্ণময় [illegible] অধীশ্বর, যে রাবণ স্বর্গ, মর্ত্ত্য, [illegible] পৃথ্বী, যে রাবণ দশ হাজার বনিতা-পতি হইয়া [illegible] নাতি-পুতির অভিভাবক; [illegible] রাবণ একমাত্র সত্য-বিরোধী অবিবেকী হওয়ায় যাবতীয় যশঃ-আয়ু শ্রী-বল-বিক্রম সহিতে অচির কাল মধ্যে সবংশে নিধন হইলেন! তাহা কি একবারও ভাবিবার বিষয় হয় না?

[illegible] ধ্বংসের [illegible] গ্রহোপাসনা [illegible] করিয়া আত্মবিনাশের পন্থা [illegible]। ইন্দ্রিয়াভিমানই প্রত্যেক জীবকে ভোগ-প্রমত্ত করিয়া হিতাহিত জ্ঞান-বিবেক হইতে বিচ্যুত করিয়া থাকে।

রাবণ তদনুগ কুম্ভকর্ণ ইন্দ্রজিৎ প্রভৃতির যদি হিতাহিত জ্ঞান-বিবেকের লেশমাত্র থাকিত, তাহা হইলে, এত সব ভোগৈশ্বর্য্যে পুষ্ট থাকিয়াও বনবাসিনী পতি-পরায়ণা সতীকুল-চূড়ামণি শ্রীসীতাদেবীর প্রতি ভোগবাসনা উপস্থিত হইত না। যিনি কুলললনা রাজপুত্রবধূ হইয়াও স্বেচ্ছায় বনগামী পতির সঙ্গে বিনী হইয়াছিলেন, তিনি কত বড় সতী, তাহা অন্ততঃ রাবণের ন্যায় বুদ্ধিমান্‌ রাজার উপলব্ধি করা উচিত ছিল। অধিকন্তু শ্রীনারায়ণ-বক্ষো-বিলাসিনী শ্রীলক্ষ্মীদেবী—সীতা। [illegible] চিন্ময়ী মাতাকে স্পর্শ করিবার ক্ষমতা রাবণের হয় নাই। রাবণ তাঁহাকে যত যত ভোগোন্মুখ বুদ্ধিতে ভাবুন না কেন, বিশ্বজননী হিসাবে তিনি রাবণেরও জননী, এ বাস্তব ভাবের বিরুদ্ধে রাবণ এক পদও অগ্রসর হইতে সমর্থ হন নাই। সুতরাং সীতাহরণ করিবার প্রয়াস রাবণ চরিত্রে একটা মূর্খত্ব-ব্যঞ্জক ঘটনা মাত্র। রাবণ যখন সীতাকে হরণেচ্ছা করিলেন, সেই মুহূর্ত্তে সীতাদেবী অগ্নিদেবের শরণ গ্রহণ করেন। অগ্নিদেব সীতাদেবীকে গ্রহণ করিয়া মায়া বা ছলনা দ্বারা সীতার ছায়া রাখিয়া চলিয়া যান। অদূরদর্শী অবিবেচক রাবণ সেই মায়ার মূর্ত্তি ছায়াকে হরণ করিয়াই সর্ব্বনাশের সূত্রপাত করেন।

আধুনিক পাশ্চাত্যদিগের মধ্যে অনেকেই পূর্ব্বপক্ষ উঠাইয়া এক উপস্থিত করেন যে—"রাবণ সীতাকে ভোগ-বুদ্ধিতে অপহরণ করেন নাই, সূর্পণখার নাসিকা ছেদনের প্রতিহিংসা-সাধনই রাবণের প্রধান উদ্দেশ্য।"

এ কথাটা যদি গায়ের জোরে মানিয়াও লওয়া যায়, তবুও রাবণের ন্যায় বিচক্ষণ রাজাধিরাজের বিচার করা উচিত ছিল যে, তাঁহার ভগিনী সূর্পণখা স্বীয় রূপের হাটের গ্রাহক সংগ্রহ করিতে যাইয়া স্বাধীনভাবে সারা জগৎ ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, মনোমত গ্রাহক মিলে না বলিয়া রূপ যৌবনের ভারবহনে অক্ষম থাকিয়াও অনূঢ়া থাকিতে স্বীকৃতা। এমন যে স্বাধীনচেতা স্বৈরিণী রক্ষকুলকলঙ্কিনী-ভগিনী সূর্পণখা তাহার নাসিকা ও কেশ ছেদন যে প্রস্তুত মুহূর্ত্তেই সম্ভবপর, তাহা রাবণের চিন্তনীয় বিষয় হয় নাই বলিয়াই অনর্থোৎপাত।

এতদিন রাবণ-[illegible] প্রবল প্রতাপান্বিত মহারাজার ভগ্নী বলিয়াই সাহস করিয়া [illegible] সূর্পণখার নাসিকা স্পর্শ করেন নাই। [illegible] যে শ্রীলক্ষ্মণ—শেষশায়ী [illegible]। সমগ্র বংশের আদার [illegible]। সুতরাং রাবণের ন্যায় কোটী কোটী মহাবলোদিগকে তিনি কেন, তাঁহার সেবকগণও বস্তু-জ্ঞান করেন না। [illegible] বোধ করেন না।

এই সকল কারণে চতুর্দ্দিকেই রাবণের দুর্ব্বলতা প্রকাশ পায়। সত্যের বিরুদ্ধে অভিযান করা দুর্ব্বলতারই বাস্তব লক্ষণ। জীব যখন শ্রীবলদেবের সহিত সম্বন্ধ চ্যুত হয়, তখন বলদেবের বল হারা হইয়া দ্বিতীয়াভিনিবেশ "ভয়" দ্বারা আক্রান্ত হইলে তাহাকে একেবারে বল-হীন হইতে হয়। বল-হীন অবস্থায় সহায়-সম্বল-বিহীন প্রমাদ গণিয়া সতত সন্ত্রস্ত ও কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ়-চিত্ত হইয়া পড়িতে হয়। তখন কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ-মদ-মাৎসর্য্য রিপুষট্‌কে স্বীয় [illegible] বৈরতা সাধনার্থে স্বেচ্ছাচারী হইয়া দেহ মনের উপর সম্পূর্ণ আধিপত্য লাভ করিয়া থাকে। তাহাতে মুহুর্মুহুঃ অমঙ্গলই সংঘটিত হইতে দেখা যায়।

মানুষকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া, শ্রীরাম-লক্ষ্মণের বিরুদ্ধে অযোধ্যার বিরুদ্ধে মনোনিবেশ করা অতীব শোচনীয় ব্যাপার। আধুনিক কাল অর্থাৎ বিবাদের যুগে ঐ প্রকার বহু বহু রাবণের চরগণ (ছদ্মবেশী সাধু বা ভিখারী) প্রতিনিয়ত শ্রদ্ধা-ভক্তি-স্বরূপিণী শ্রীরামানুজা সীতাকে ভোগ করিবার নিমিত্ত পুনঃ পুনঃ চক্র প্রসারণ করিয়া ধৃষ্টতা ও প্রগল্‌ভতার চূড়ান্ত সীমায় যাইতেছে। কিন্তু অনভিজ্ঞ-বুদ্ধি ভ্রষ্ট কাণ্ডা-কাণ্ড জ্ঞানহীন রক্ষকুল জানে না বায়ুর অবতার শ্রীহনুমান বজ্রাঙ্গজী পিছনে দণ্ডায়মান! এ সকল বিষয় না বুঝিলে আমরা রাবণ-চরিত্রে শিখিলাম কি?

জড়াধিকারের মোহ

(শ্রীযুক্ত সত্যাঞ্জন সেন এম, এ,)

কল্লোল নামক মাসিকে [illegible] সাহেব বলেন—

"অধিকারান্ধের মোহে যাঁহারা অভিভূত হইয়া আছেন, তাঁহাদের শৈশব অতিক্রান্ত হয় নাই। শিশুরা জিনিষ পত্র নিজের দখলে রাখিতে চায় এবং তুচ্ছ [illegible] বহুমানন করিয়া থাকে। তাহার একমাত্র কারণ এই যে, তাহাদের কল্পনা-শক্তি অত্যন্ত প্রবল। অনেকে সারাজীবনে এই শৈশব অতিক্রম করিতে পারেন না। শেষ অবস্থা এই দাঁড়ায় যে, তাঁহারা অধিকৃত দ্রব্যের মালিক থাকেন না। বরং ঐসকল দ্রব্যই তাঁহাদের মালিক হইয়া পড়ে এবং তাঁহারা ঐসকল দ্রব্যের দাস হইয়া পড়েন। তাঁহারা নিজের চেষ্টায়

লোকের আজ্ঞাধীন হইয়া থাকেন এবং ক্রমাগতই 'আরও চাই' [illegible] করেন। তাহারা যত পান ততই চান, [illegible] পাইলে [illegible] পান।

মানুষের অশান্তির প্রধান কারণ এই যে তাহারা কৃপণের ন্যায় তাহাদের অধিকৃত ধনে ক্রমাগত লাগিয়া থাকে, ফলে নিজেও দুঃখ পায় এবং অপরকেও দুঃখ দেয়।

মানুষকে নিশ্বাসের উত্তুঙ্গ শিখরে অধিরোহণ করিতে হইবে। অনন্ত অরণ্যানীর মালিক যেমন শুষ্ক একটি পত্র বিনা বিচারে ফেলিয়া দিতে পারেন, সেই রকম তুমিও তোমার শেষ স্বার্থ পর্য্যন্ত ফেলিয়া দিবে।

টাকা কড়িকে ধন বলা যায় না; উহা ধনবত্তার চিহ্ন বিশেষ। প্রতিমূর্ত্তিকে আসল জিনিষ বলিয়া ভ্রম হয়, সেইরূপ টাকা কড়িকেই প্রকৃত ধন বলিয়া ভ্রম হয় এবং অর্ব্বাচীন লোকে যেমন প্রতিমাকেই পূজা করে, সেইরূপ আমরা টাকা কড়িকেও পূজা করি। দুই অর্থ আমাদিগকে তাহার দাস করিয়া ফেলে। অর্থবান অর্থের স্বামী না হইয়া দাস হইয়া পড়ে। সকলেই আমার নিজকন এই ভাব যখন আসিবে, তখনই আমরা এই দাসত্ব হইতে উদ্ধার পাইব। যোগের দ্বারা এই ভাব লভ্য।"

এ সমস্ত খুব ভাল কথা। আমাদের এই মাত্র বক্তব্য যে মানুষ যখন নিজ ধনের সন্ধান পাইবে, তখন অপর ধন এত তুচ্ছ বোধ হইবে যে, তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেও তাহার ঘৃণা বোধ হইবে। মানুষের একমাত্র দুষ্কৃতি এই যে, সে কৃষ্ণের দিকে পিছন ফিরিয়া আছে; যদি কখনও কেহ এক ধাক্কা দিয়া কৃষ্ণের দিকে মুখ করিয়া দেন, তখন আপনা হইতেই তাহার সমস্ত দুঃখ, সমস্ত কৃপণতা দূর হইবে। কে এই ধাক্কা দিবেন?

[বেরি সাহেব নিরাকার নির্ব্বিশেষবাদীর ন্যায় শ্রীভগবানের সচ্চিদানন্দময় অর্চ্চা বিগ্রহকে তাঁহার দৃষ্টান্তের অন্তর্গত অচিৎ প্রতিমা মাত্র জ্ঞানে পাছে অপরাধ করিয়া বসেন, ইহাই আমাদের আশঙ্কা। আমাদের অচিৎ প্রতীতি-প্রাবল্যে চিদ্দর্শন অসম্ভব হওয়ায় চিন্ময় শ্রীবিগ্রহকে অচিৎ মৃচ্ছিলাদি-বিশেষরূপে প্রতীত হওয়া কিছু অস্বাভাবিক নহে। কর্ম্মজড় স্মার্ত্তগণ অচিৎ প্রতীতির মধ্যে [illegible] আরোপ দ্বারা স্ব স্ব প্রাকৃত স্বার্থ-সাধনোদ্দেশ্যে আবাহন বিসর্জ্জনাত্মক যে ক্রিয়াকাণ্ডের অবতারণা করেন, ভক্তের শ্রীবিগ্রহ-প্রতীতি ও শ্রীবিগ্রহারাধনা তাদৃশ মন্ত্র কর্ম্মকাণ্ডের অন্যতম নহে। ভক্তের সচ্চিদানন্দ-প্রতীতি উপলব্ধির সৌভাগ্য হইলে বেরি সাহেব তাঁহার পৌত্তলিক ধারণা হইতে মুক্ত হইবেন।

জগতের কোন লোককে [illegible] ত্যাগ করিবার জন্য [illegible] ভগবৎ সেবায় নিযুক্ত [illegible] সেই [illegible] যথার্থ সর্ব্বাবস্থায় [illegible] জগৎকে ভগবৎ সেবোপকরণ জ্ঞানে পূজা বুঝিতে দোষ নাই, কিন্তু নিজ ভোগ্য জ্ঞানে পূজা করিতে গেলেই মায়ার নশ্বরতা নামক ধর্ম্ম আমাদিগকে প্রতারিত করে। সর্ব্বত্র ভগবৎ এবং ভাগবত দর্শনই প্রকৃত দর্শনের তাৎপর্য্য। সে দর্শন লাভ না হওয়া পর্য্যন্ত জীবকে প্রকৃত চক্ষুষ্মান বলিয়া প্রশংসা করা যায় না।

প্রাকৃত ইন্দ্রিয়জাত জ্ঞানবলকে সম্বল করিয়া জীবের শ্রেয়ো নির্দ্ধারণে প্রবৃত্ত হইলে হয় জড়সংবেশ, না হয় জড়-নির্ব্বিশেষ ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া ভগবৎ সম্বন্ধি বস্তুকে অনিত্য জ্ঞানে ভোগ বা ত্যাগের বুদ্ধিবিলাসই হইতে হয়। অবরোহ বা শ্রৌত পন্থানুসরণে অতীন্দ্রিয় জ্ঞানের শরণাপন্ন হইয়া শ্রেয়োবিচার-পর হইলে জীব-স্বরূপগত ভগবদ্দাস্যের মধ্যে কি অপরিসীম আনন্দ বর্ত্তমান, তাহা উপলব্ধির বিষয় হয়।

জীব কেন ধনজনাদির প্রভু হইবার পরিবর্ত্তে তাহাদের দাস হইয়া পড়ে, তাহা আলোচনা করিলে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, দাসত্বই তাহার স্বরূপ-বৃত্তি, অজ্ঞানতা-প্রযুক্তই তাহার প্রভু হইবার বাসনা হয় এবং তৎফলে ভাগবদ্দাস্যের পরিবর্ত্তে মায়ার দাসত্ব করিতেই তাহার জীবন কাটিয়া যায়। দাসত্বই আমাদের স্বরূপের বৃত্তি বলিয়া দাসত্বই আমাদের কাঙ্ক্ষণীয়, তবে জড়ের দাস হইয়া জড়ের সেবা করিবার পরিবর্ত্তে ভগবান্ এবং তাঁহার ভক্তের দাসানুদাস হইয়া তাঁহাদের সেবাতেই লোভ হওয়া কর্ত্তব্য। ভগবৎ সেবা বা ভক্তিযোগই একমাত্র যোগ। বেরি সাহেব ভক্তিযোগের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলেই যোগ-সমস্যার সম্যক্ সমাধান করিতে পারিবেন।

মানব-মস্তিষ্ক-প্রসূত যুক্তিগুলিকে বহুমানন না করিয়া অভিমানন ভগবান্ এবং ভক্তের যুক্তি অবলম্বনই শ্রেয়ঃপ্রদ। মানবগণ তাহাদের নিজ নিজ রুচি অনুসারে এক একজন এক একটী পন্থাকে শ্রেয়ঃ বলিয়া মনে করে এবং তাহারই স্তাবক হইয়া পড়ে, ইহাতে নিরপেক্ষ নিরস্ত কুহক [illegible] সত্যের স্তাবক হইবার পরিবর্ত্তে সে এক একটী মানবীয় রুচি বিশেষের স্তাবক হইয়া পড়িতে হয়, ইহা তাদৃশ কপিলপন্থ [illegible] গণের বিচারের [illegible] হয় না। মানবকল্পিত রুচির অনুগত সমাজ [illegible] প্রাপ্তির বিভিন্ন পথ আছে মনে করিয়া 'যত মত তত পথ' প্রভৃতি বলিয়া একটী ভ্রান্তির অবতারণা করেন। আমরা বেরি সাহেবকে তাদৃশ হেয়ন পন্থাশ্রয়ে অসম্ভাবনা। [illegible] না হইয়া শ্রবণ পথ সদ্গুরুপাদাশ্রয়ে পূর্ব্বক বাস্তব-বস্তুর মূর্ত্তিকর অনুসন্ধান ও [illegible] আমন্ত্রণ করিতে। [illegible] [illegible] মাহাত্ম্য হৃদয়ঙ্গম করিয়া [illegible] নিত্য আনন্দ উপভোগ করিতে পারিবেন। নঃ প্রঃ সঃ]

শব্দার্থ-রহস্য

যুক্তিমল্লিকার সিদ্ধান্ত

(পণ্ডিত শ্রীপাদ অতীন্দ্রিয় ভক্তিগুণাকর)

বিদ্বদ্গণের প্রয়োগানুসারেই শব্দের অর্থ করা উচিত। কেবল মাত্র পদ-সমাসাদি দ্বারা যে কোন অর্থ কল্পনা করা উচিত নহে। পঙ্কজ শব্দের 'ভেক' ও 'পদ্ম' এই উভয় অর্থে যৌগিক শক্তি বর্ত্তমান থাকিলেও কোন ব্যক্তিই উক্ত শব্দের পদ্মরূপ অর্থটীকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভেকরূপ অর্থ ব্যবহার করে না। এইরূপ স্বর্ণ শব্দের যৌগিক শক্তি দ্বারা (অর্থাৎ উত্তম) বর্ণ বিশিষ্ট এবং স্বর্ণ এই উভয় অর্থ তুল্যরূপে বিদ্যমান থাকিলেও স্বর্ণরূপ অর্থকে পরিত্যাগ করিয়া কাহাকেও উত্তম-বর্ণ অর্থের ব্যবহার করিতে দেখা যায় না।

"একো দেবঃ এই শ্রুতিতে এবং 'ভক্তিস্তু নির্গুণঃ' এই স্মৃতি-বাক্যে দেখুন প্রভৃতি অনেক ভাব-ধর্ম্ম-বিশিষ্ট বিষয়-বিষয়েই নির্গুণ শব্দের প্রয়োগ দেখা যাইতেছে। 'নাই গুণ সকল যাহাতে'— এইরূপ যোগার্থ-বলে যদি কেহ ব্রহ্মে তাদৃশার্থক নির্গুণ শব্দের প্রয়োগ করে, তাহা হইলে অপর কেহও যোগার্থ বলে আকাশ-কুসুমে তাদৃশ নির্গুণ শব্দ প্রয়োগ করিতে পারে। যেহেতু আকাশ কুসুমটি অসৎ পদার্থ বিধায় উহাতে কোন গুণ না থাকায় নির্গুণ শব্দে উহাকেই নির্দ্দেশ করা যায়। সুতরাং বস্তুর স্বভাব অনুসরণ পূর্ব্বকই শব্দের অর্থ কল্পনা করা উচিত; শব্দার্থ বলে বস্তুর অন্যরূপ গমন যুক্তি-সঙ্গত নহে।

এক 'গুরু' শব্দের জ্ঞানোপদেশকরূপ ধর্ম্মবলতঃ আচার্য্য-বিষয়ে, [illegible] বাক্য [illegible] শিক্ষা-বিষয়ে এবং [illegible] [illegible] শাস্ত্র-বিষয়ে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সুলক্ষণা স্ত্রীলোক কথা বিষয়ে 'অম্বুদরা' শব্দ প্রয়োগ [illegible] ঐ প্রয়োগ বলেন স্ত্রীদের [illegible] পরিত্যাগ করিয়া উদরের অভাবরূপ অর্থ কল্পনা পূর্ব্বক, যেহেতু [illegible] [illegible] [illegible] কথা মৃষা, [illegible] [illegible] [illegible] দারের [illegible] [illegible] সংশয় হবে কি? [illegible] গুণ [illegible] তাহাকে নির্গুণ শব্দ প্রযুক্ত হয়ে [illegible] [illegible] গুণের অভাব [illegible] [illegible] তদীয় দীন গুণ সকলের [illegible] [illegible] অতএব [illegible] গুণপূর্ণ শ্রীহরির [illegible]

[illegible] সত্ত্ব [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] প্রাকৃত অর্থ [illegible] অথবা [illegible] হইয়াছে 'গুণ' অর্থ [illegible] হইতে এইরূপ অর্থকল্প [illegible] জগৎ সৃষ্টি [illegible] [illegible] থাকে। এক্ষণে আমরা বুঝিতে পারিলাম যে, বিদ্বদ্গণের প্রয়োগানুসারে শব্দের অর্থ করিলে শাস্ত্রের গূঢ় তাৎপর্য্য মানবগণ অবধারণ করিতে সমর্থ হয়। [illegible] শ্রীগুরু পাদপদ্ম আশ্রয় করত বিদ্বদ্গণের [illegible] শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে [illegible], তাহারা [illegible] [illegible] অর্থ [illegible] করিতে [illegible] ভোগ বা ত্যাগ-পন্থাকে সমাদর করিতে করিতে পুনঃপুনঃ গম্ভীরতর ভাবে অজ্ঞানাচ্ছন্ন হইতে থাকিবে, যাহার ফলে তাহারা বারংবার সংসারে উচ্চাবচ যোনিতে জন্মগ্রহণ পূর্ব্বক অশেষ ত্রিতাপজ্বালা সহ্য করিতে বাধ্য হইবে। অতএব কলিযুগোৎপন্ন শূন্যবাদ, জৈনবাদ, শক্তিবাদ, নিরাকার ব্রহ্মবাদ ইত্যাদি প্রবল [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] সকল শব্দের অর্থ প্রস্তুত জানিয়া, [illegible]-[illegible]-[illegible] প্রবর্ত্তমান— [illegible] নিগূঢ় [illegible] যে ভগবৎ [illegible] তাহাকে সাদরে বরণ করিবার উদ্দেশ্যে সদ্গুরু-সমীপে উপনীত হওয়া [illegible] সম্যক্ [illegible] শ্রবণ করা ব্যতীত গত্যন্তর নাই। বেদ তাহাই [illegible] বলিতেছেন, যথা—

"তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ।
সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্‌" ॥

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য

(শ্রীযুক্ত [illegible] সেন এম, এ,)

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] বাহাদুর [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] জাতি ও সম্প্রদায়ের মধ্যে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] উপায় [illegible] [illegible] ইউরোপ [illegible] [illegible] [illegible] — এই কথা [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] বক্তৃতায় প্রকাশ [illegible] [illegible] মতে বর্ত্তমান [illegible] [illegible] [illegible] জগৎ [illegible] [illegible] [illegible] অধুনা [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] অত্যন্ত অধিক, [illegible] [illegible] পাশ্চাত্য দেশ হইতে [illegible] তাঁহার ইউরোপ [illegible] উদ্দেশ্য [illegible] [illegible] মহাসমরের পর হইতে ইউরোপ [illegible] [illegible]

[illegible] করিয়া [illegible] শান্তি স্থাপনের অন্তরায় হইয়া পড়ে [illegible] কাহারা [illegible] সেই সকল [illegible] করিবার চেষ্টা করিবেন। তাঁহার [illegible] আজ সমগ্র নৈতিক ও [illegible] জগতে [illegible] রূপ, অতএব ইউরোপই সকল [illegible] দায়ী। যদি জনসাধারণকে উন্নত ও [illegible] করিতে হয়, তবে প্রথমেই [illegible] আবশ্যক। ইউরোপে আজ [illegible] অবস্থিত এবং [illegible] অগ্রগণ্য; অতএব শান্তি স্থাপন ব্যাপারে ইউরোপের প্রভাব সর্বাপেক্ষা অধিক কার্যকর হইবে। বিগত মহাযুদ্ধ সমগ্র বিশ্বে সামাজিক, নৈতিক ও [illegible] ব্যাপারে একটা বিরাট [illegible] এবং [illegible] নিরাপদ অবস্থায় [illegible] আনয়ন করিয়া [illegible] চক্ষু উন্মীলন করিয়াছে। তাই আজ ইউরোপে সবাই শান্তি স্থাপনের জন্য ব্যগ্র। জাতি সঙ্ঘ [illegible] সহযোগ প্রধানতঃ শান্তি ও সৌহার্দ্য স্থাপনেরই চেষ্টা করিতেছে। তথাপি ঘৃণা, ভয়, অবিশ্বাস এবং সন্দেহ যেন বাড়িয়াই চলিয়াছে।

জাতিসঙ্ঘ কেন শান্তিস্থাপনে অসমর্থ, এই বিষয়ের আলোচনায় [illegible] বলেন যে জাতিসঙ্ঘের সহিত দেশের [illegible] কোন সম্পর্ক নাই। জাতিসঙ্ঘ এই উদ্দেশ্যে [illegible] সাধারণ [illegible] উপর কোন [illegible] বিস্তার লাভ করিতে [illegible] সন্দেহ, [illegible] [illegible]

[illegible]

নানা কথা

বদলি

কৃষ্ণনগর কলেজের প্রিন্সিপাল মিঃ [illegible] কলিকাতা মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল হইলেন। শ্রীযুক্ত [illegible] গোস্বামী [illegible] কৃষ্ণনগর কলেজের প্রিন্সিপাল হইলেন।

উড়ো জাহাজ রেকর্ড

[illegible] দেশের [illegible] ও [illegible] ৬০০ মাইল এক [illegible] উড়িয়া, পৃথিবীর মধ্যে [illegible] না থামিয়া [illegible] রেকর্ড করিয়াছেন।

কাপ্তেন [illegible] এবং লেফটেনান্ট [illegible] নামক ফরাসী [illegible] উড়ে। ঐ [illegible] অর্থাৎ ৪৮ [illegible] করিয়াছেন।

[illegible] লেফটেনান্ট [illegible] দক্ষিণ আফ্রিকা [illegible] রেকর্ড [illegible] উড়ো জাহাজ [illegible] আমিয়া [illegible]

[illegible]

[illegible] একটি [illegible] ১০০০ মাইল [illegible]

ডেলি মেলের রাগ

বিলাতের ডেলি মেল কাগজে ভারতে [illegible] উক্ত [illegible] চেষ্টা চালাইতে [illegible] লক্ষ [illegible] প্রস্তুত [illegible] ডেলিমেল বলেন, যখন ভারতের [illegible] বিদ্রোহ ও রক্তপাতের জন্য [illegible] এক টাকা [illegible]

ইনসলভেন্সী নোটিশ

কৃষ্ণনগর জজ আদালত
৩৩নং ইনসলভেন্সী ২৯

দরখাস্তকারী—[illegible] দাস পিতা মৃত [illegible] দাস সাং ও থানা [illegible] জেলা নদীয়া।

এতদ্দ্বারা উপরি উক্ত দরখাস্তকারীর পাওনাদারগণকে জানান যাইতেছে যে, উক্ত দরখাস্তকারী ইনসলভেন্সীর জন্য দরখাস্ত করিয়াছে এবং ১১ই জানুয়ারী ১৯৩০ তারিখে ইহার শুনানী ধার্য হইয়াছে।

এস, এম
(স্বাঃ) ডিষ্ট্রিক্ট জজ

২৭নং ইনসলভেন্সী ২৭

দরখাস্তকারী [illegible] দত্ত পিতা মৃত জানকীনাথ দত্ত সাং [illegible] থানা মেহেরপুর, জেলা নদীয়া।

এতদ্দ্বারা উপরি উক্ত দরখাস্তকারীর পাওনাদারগণকে জানান যাইতেছে যে, উক্ত দরখাস্তকারী মুক্তি (*final discharge*) এর জন্য দরখাস্ত করিয়াছে। ইহার শুনানী আগামী ১১ই জানুয়ারী ১৯৩০ তারিখে হইবে।

এস, এম
স্বাঃ ডিষ্ট্রিক্ট জজ

ভারতে ক্রীতদাস

ভারতের [illegible] সেক্রেটারী অব ষ্টেট মিঃ [illegible] ক্রীতদাস বলিতে সাধারণতঃ যাহা বুঝায় ভারতে তাহা নাই। তবে পারিবারিক বা আর্থিক সম্বন্ধ লইয়া যে কোন সম্ভাব, তাহা থাকা সম্ভব।

কৃত্রিম দ্বীপ

ইউরোপ হইতে [illegible] জাহাজে আমেরিকা যাইবার পথে ৮টি কৃত্রিম ভাসমান দ্বীপ আটলান্টিক মহাসাগরে প্রস্তুত হইতেছে।

বেকার আইন

বিলাতে এমন অনেক লোক আছে যাহারা কাজ না পাওয়ায় বেকার বসিয়া আছে। তাহাদের অন্ন সংস্থানের উপায় না থাকায় বর্তমান [illegible] একটী আইন [illegible]। [illegible] বেকার যুবকগণও সাহায্য হইতে বঞ্চিত হইবে না। বিলাতের কনসারভেটিভ [illegible] দল বলেন [illegible] রাজকোষের অর্থ [illegible] হইবে [illegible] পাউণ্ড ঘাটতি পড়িবে।

রাজসাহী ব্রাহ্মণ সম্মিলনী

আগামী ১১ই ও ১২ই জানুয়ারী তারিখে রাজসাহী ব্রাহ্মণ সম্মিলনীর অধিবেশন হইবে। স্বামী দয়ানন্দ আসিবেন।

রাণীগঞ্জে ডাকাতি

সহর রাণীগঞ্জ হইতে কিছু দূরে এক বৃদ্ধের বাটীতে ডাকাতি হইয়া গিয়াছে। ডাকাতরা তাহাকে আহত করিয়া সর্বস্ব লইয়া গিয়াছে। বাড়ীতে কেবল মাত্র বৃদ্ধ, বৃদ্ধা এবং এক বালিকা ছাড়া কেহ ছিল না।

আসামীর চিঠি

খিদিরপুর পোষ্ট অফিসের এক জন [illegible] লেখকের নামে আলিপুরের ফৌজদারী আদালতে নালিশ হয় যে সে এক জন [illegible] লোকের নিকট পনর টাকা লইয়া [illegible] দিবে বলিয়া ঐ টাকা আত্মসাৎ করে। আসামী বিচারককে একখানি চিঠি দেয় যে, সে অনাহারে [illegible] মোকদ্দমায় আত্মপক্ষ সমর্থন করার [illegible] নাই। সে গঙ্গার পবিত্র বারিতে [illegible] প্রাণ ত্যাগ করিবে। তাহার জামিনদারকে যেন জামীনের দায় হইতে মুক্তি দেওয়া হয়। ফলে ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহার নামে [illegible] জারির [illegible]

চীনে বিদ্রোহ

চীনে [illegible] সৈন্যদল [illegible] নামক [illegible] পরাজিত [illegible] লুট [illegible] তাঁহাদের [illegible] টাকা দাবী করিয়াছে। [illegible] সৈন্যদল বিদ্রোহী [illegible] বিদ্রোহী [illegible] করিয়াছেন। [illegible] চীনদ্বয় [illegible] ছিন্ন মুণ্ড প্রাচীরে [illegible]

বিজ্ঞাপন

[illegible] ছাড় করা [illegible] যে, কলিকাতার ২১৪নং [illegible] শ্রীযুত "বৈদ্যশাস্ত্রী" মহোদয়ের [illegible] হইতে [illegible] 'কাম-[illegible]" [illegible] পাঠ করেন [illegible] ঠিকানায় আবেদন [illegible] উক্ত [illegible] ০০০ হাজার লোক [illegible] হইয়াছেন। [illegible] উপ[illegible] হইবে।

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

শ্রীচৈতন্যমঠের গ্রন্থাবলী

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বিরচিত

কল্যাণ-গ্রন্থাবলী

উৎকৃষ্ট কাগজে নিখুঁত মরক্কো বাঁধাই

[illegible] চতুর্থ সংস্করণ। বিস্তারিত [illegible]

জৈবধর্ম

বাঁধাই ২৲ দুই টাকা।

প্রকাশিত হইয়াছে

[illegible] বেদ, বেদান্ত, উপনিষৎ, গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত, পুরাণ, তন্ত্রাদি সকল গ্রন্থ পাঠ করিবার অবসর [illegible] মানবের ঘটিয়া থাকে। অনেকের সৌভাগ্য না থাকায় [illegible] সমস্ত গ্রন্থের মর্ম অবগত হইতে পারেন না। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বাঙ্গালার এই অসুবিধা দূরীকৃত করিবার জন্য এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

বিদ্যালয়ের ছাত্র বা শিক্ষকগণের বিশেষ [illegible], এই হেতু [illegible] উহা সমস্ত বিদ্যালয়ের [illegible] অনুমোদন করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

প্রথম খণ্ড ভিক্ষা ১৲ একটাকা

[illegible]

শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ভিক্ষা ৶০

প্রমাণ খণ্ড ভিক্ষা ৶০

[illegible] ১৫০ পৃষ্ঠা।

শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ

[illegible] উত্তম কাগজে ছাপা—শ্রীনবদ্বীপধাম [illegible] কি প্রকার ভাবের উচ্ছ্বাস হয়, তাহা এই গ্রন্থে [illegible]। অতি চমৎকার। ভিক্ষা চারি আনা।

[illegible]

৷৶০ দ্বিতীয় সংস্করণ

[illegible] শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভুর উপদেশামৃত [illegible] তাহা এই গ্রন্থে [illegible] সুন্দরভাবে ব্যক্ত হইয়াছে। [illegible] ছাড়া শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদিষ্ট শিক্ষা ও উপদেশ বিস্তারভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব জগতে অভিনব গ্রন্থ!!

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতি-গ্রন্থাবলী

শরণাগতি

পকেট সাইজ অষ্টম সংস্করণ ভিক্ষা ৵০ আনা

দেহ ও মনের চেষ্টা আনতাবস্থ লইয়া [illegible] যখন জীব বুঝিতে পারে, তখন একমাত্র [illegible] শ্রীভগবানের প্রতি তাঁহার কোন [illegible] আবেদনময়ী প্রার্থনা [illegible] এবং [illegible] কি প্রকারে শরণাগত হইতে হয়, ইত্যাদি বিষয়ক প্রাণস্পর্শী প্রার্থনা ও আত্ম[illegible] গান। [illegible] সংস্করণও প্রকাশিত হইয়াছে।

ভিক্ষা প্রতি খণ্ড ৵০ এক আনা।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা — ৵০, নবদ্বীপশতক— ৵০

[illegible] — ৵০

কল্যাণকল্পতরু

পকেট সাইজ পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা ৵১০

[illegible]

শ্রীল চক্রবর্ত্তি ঠাকুরের টীকা সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

[illegible] কাগজে [illegible]

শ্রী[illegible]

[illegible]

কাগজ ও ছাপা উৎকৃষ্ট [illegible] ভালো নাম [illegible] টাকা। সাধারণ সংস্করণ ১॥০ [illegible] ১৷০

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি [illegible]

[illegible] প্রকাশিত হইয়াছে। [illegible] ২য় খণ্ড ৸০, ৪র্থ খণ্ড ৸০ [illegible]

শ্রীভাগবতসন্দর্ভ—১ম খণ্ড ১ এক টাকা

২য় খণ্ড ১৲ এক টাকা—শ্রীমদ্ভাগবতের [illegible] ও গৌড়ীয় [illegible] টাকাদি [illegible] বৈষ্ণবাচার্য্য [illegible] গোস্বামীদের [illegible] অধিক প্রয়োজন [illegible] ৬৪ পৃষ্ঠা [illegible]

শ্রীমদ্[illegible]

সদাচারস্মৃতি

ভিক্ষা ৵০ মাত্র

গৌড়ীয় [illegible] সাপ্তাহিক পারমার্থিক পত্রিকা [illegible] আষাঢ়—১৩৩৮ [illegible]

রেজেষ্টার্ড

মদন মঞ্জরী

[illegible] মূল্য [illegible] একটাকা।

"[illegible]"

[illegible] ১৲ টাকা।

"[illegible]"

[illegible] মূল্য ১৬ বটী ১৲ এক টাকা।

[illegible] কলিকাতা।

বিজ্ঞাপন

সাবধান! সাবধান!! সাবধান!!!

[illegible]

কেশ [illegible]

[illegible]

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (প্রাচীন নবদ্বীপ) নদীয়া

[illegible]র বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

[illegible]

প্রধান [illegible]

[illegible] সেবাতীর্থ বাক্তীর্থ

শ্রীধাম মায়াপুর [illegible]

বেদনাঞ্জন

শ্রেষ্ঠরত্ন।

কলিকাতা [illegible]

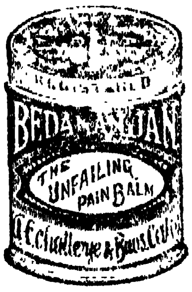

* * *

[illegible] বেদনাঞ্জন [illegible]

প্রোঃ [illegible] এ, ডি, চাটার্জ্জী এণ্ড ব্রাদার্স।

[illegible]

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

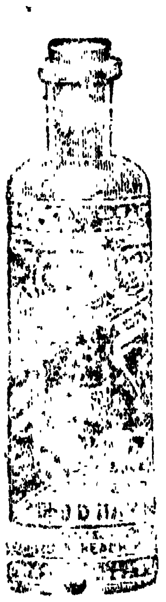

[illegible] ইলেক্‌ট্রিক সলিউসন [illegible]

সোল এজেণ্ট—ডাঃ ডি, ডি, হাজরা।

[illegible] কলিকাতা।

[illegible]

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

অধ্যক্ষ

শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম, এ, এফ সি এস (লণ্ডন)

ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক

(প্রফেসার)

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ বিশুদ্ধ ও শাস্ত্রমতে [illegible] তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হয়। পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ক্যাটালগ পাঠান হয়। [illegible] ব্যবস্থা দেওয়া হয়। [illegible] গোপন রাখা হয়

মকরধ্বজ ([illegible])

(বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা [illegible] টাকা

[illegible]

বিশুদ্ধ [illegible]—সের ৩৲ টাকা

[illegible]

[illegible]সঞ্জীবনী—সের ১৬৲ টাকা

[illegible]

[illegible]

[illegible]

মূল্য—১৬ মাত্রা ২৲ টাকা [illegible] মাত্র

বিশুদ্ধ জল! ভয় নাই! বিশুদ্ধ জল!!

লক্ষ্মী টিউব-ওয়েল কোং

২০৫নং নবাবপুর, ঢাকা

[illegible] (Tube well) [illegible]

বৃত্তিসহ সমগ্র

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

ভিক্ষা ২৲ টাকা। শিক্ষার্থি-ছাত্রের পক্ষে ১৷০ দেড়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—[illegible], শ্রীগৌড়পুর

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

মনোমোহন প্রেস

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা

পূর্ব্ব বাঙ্গালায় [illegible] সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত

বৈদ্যুতিক মেশিনে দিবারাত্র কাজ চলিতেছে

বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা।

স্থানীয় সংস্করণ

Registered No. C 1544

বিজ্ঞাপনের হার

প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩॥০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র।

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়।

বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৵৫

৪র্থ খণ্ড | সম্পাদক—প্রত্নবিদ্যালঙ্কার শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী | [২৪৫ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্য মঠ শ্রীধাম মায়াপুর ৮ই পৌষ সোমবার ১৩৩৬, ২৩শে ডিসেম্বর ১৯২৯

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থাবলী

১। শ্রীমদ্ভাগবত—শ্লোক সূচী, বিষয়-সূচী প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত। ভিক্ষা, প্রতি খণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৶০ গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশ গ্রাহক পক্ষে ।০
২। অনুভাষ্য সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (দ্বিতীয় সংস্করণ) ৫৲
৩। গৌড়ীয়-গৌরব ।০
৪। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।০
৫। ভজনরহস্য ॥০
৬। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲ ,, ,, ,, আবাঁধা ৸০
৭। গীতা (শ্রীবলদেবভাষ্যসহ) বাঁধা ২৲ আবাঁধা ১॥০
৮। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি টীকা সহ) বাঁধা ২৲ আবাঁধা ১॥০
গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ॥০
৯। [illegible] সানুবাদ [illegible] ২৲
১০। বেদান্তসূত্রের সানুবাদ (রামানুজীয়) ॥০
১১। জৈবধর্ম্ম ২৲
১২। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৩। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৪। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ।৵০
১৫। দীপ-দিগ্দর্শন ৵০
১৬। সাধনপথ (২য় সংস্করণ) ।৶০
১৭। আচার ও আচার্য্য ।৶০
১৮। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ৸০
১৯। [illegible] (নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৵০
২০। [illegible] ।০
২১। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য (প্রমাণ খণ্ড) ।০
২২। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
২৩। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা দর্পণ ।০
২৪। শরণাগতি, গীতাবলী, গীতমালা, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, নবদ্বীপশতক, অর্থপঞ্চক ও সদাচারস্মৃতি মোট ।৶০
২৫। কল্যাণকল্পতরু (নূতন সংস্করণ) ও অর্চনকল্প ৵০
২৬। সাধককণ্ঠমণি ।০
২৭। সংস্কৃত গীতিকা ।০
২৮। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড) ৩৲
২৯। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৩০। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ।০
৩১। মণিমঞ্জরী সানুবাদ ।০
৩২। [illegible] ৸০
৩৩। শ্রীচৈতন্যভাগবত (বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ) ৫৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

ইংরাজী ভাষায় ভক্তিগ্রন্থ

১ শ্রীচৈতন্যচরিত ও শিক্ষা ।০
২ নামভজন ।০
৩। বৈষ্ণবধর্ম্ম আসল ও মেকি ।০
৪। ভাগবতীয় দর্শননীতি ও ধর্ম্ম ।০
৫। কাম ও প্রেমধর্ম্ম ।০
৬। গৌড়ীয়মঠ কি করেন ।০

শ্রীধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপ-প্রদর্শনী, নদীয়া

(৩রা ফেব্রুয়ারী হইতে ১৭ই মার্চ্চ, ১৯৩০ পর্য্যন্ত)

প্রদর্শনীর সকল জ্ঞাতব্য বিষয়ের জন্য
সেক্রেটারী মহোদয়ের নিকট
আবেদন করুন।

শ্রীকুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ,
শ্রীচৈতন্য মঠ, শ্রীধাম মায়াপুর, পোঃ আঃ, (নদীয়া)।

দেবনাগরাক্ষরে ভক্তিগ্রন্থ

১। [illegible] ।০
২। সটীক [illegible] ।০
৩। [illegible] ৸০
৪। [illegible] ।০
৫। [illegible] ॥০
৬। [illegible] ।০

পর-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

সম্প্রতি পর-বিদ্যাপীঠে নিম্নলিখিত সপ্ত বিদ্যার অধ্যাপকের আসন সমূহ সংস্থাপিত হইয়াছে—বিদ্যার্থিগণ আবেদন করুন।

১। সাহিত্যাসন, ২। ঐতিহ্যাসন,
৩। সম্প্রদায়বৈভবাসন, ৪। ভক্তিশাস্ত্রাসন,
৫। তত্ত্বশাস্ত্রাসন, ৬। বেদান্তাসন,
৭। একায়নাসন।

শ্রীসুন্দরানন্দ রায় বি, এ, কাব্যতীর্থ, বিদ্যাসাগর,
সম্পাদক—পরবিদ্যাপীঠ, শ্রীধাম মায়াপুর।

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

শ্রীগৌড়ীয়মঠ প্রকাশ হইতে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৪০৲ চল্লিশ টাকা।

২৭২৪ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে,
সপ্তচত্বারিংশ খণ্ডে সূচী ছাপা হইতেছে।

৪৬শ খণ্ড গ্রন্থ নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে ১৫।৵০ সাধারণ পক্ষে ২০৸৶০। প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৶০, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ।৵০।

দশম স্কন্ধের ভিক্ষা ১২৲, অগ্রিম সাধারণের পক্ষে ৮৲।

৬২ অধ্যায়পর্য্যন্ত একাদশ সংখ্যা ছাপা হইয়াছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

"শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত"

সূচী প্রভৃতি সহ সম্পূর্ণ ছাপা শেষ হইয়াছে

আদি, মধ্য, ও অন্ত্যলীলা এবং সূচী ছাপা হইয়া সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছেন। যাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ১০৲ টাকা ভিক্ষার তৃতীয় সংস্করণ ৪৲ টাকায় না পাইয়া অপূর্ব্ব সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের জন্যই উহার ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছেন। সেই ১০৲ টাকার এই বিরাট গ্রন্থের শত সংখ্যা মাত্র ৫৲ টাকা ভিক্ষায় দেওয়া হইতেছে। গ্রাহকগণ সত্বর হউন পরে আর এ সুযোগ থাকিবে না।

শ্রীচৈতন্য লীলার ব্যাস আদিকার

শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

সভাষ্য আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র গ্রন্থ ৮৲ স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲

নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪॥০ টাকা

শ্রীচৈতন্য মঠের যাবতীয় গ্রন্থ

কার্য্যাধ্যক্ষ, গ্রন্থ-বিভাগ, শ্রীচৈতন্য মঠ
পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

—অথবা—

শ্রীগৌড়ীয় মঠ ১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা
ঠিকানায় পাওয়া যাইবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য: ডাক যোগে শ্রীচৈতন্য মঠের ঠিকানায় লিখিবেন।

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত ভক্তি গ্রন্থাবলী

যে সব উৎকলবাসী ভক্ত বাংলা অক্ষর পড়িতে জানেন না, তাঁহাদের শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর প্রচারিত সত্যের সুপাদেয় ভক্তি-কথা জানিবার সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে উড়িয়া-অক্ষরে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হইয়াছে বাংলা গ্রন্থের তুলনায় উড়িয়া গ্রন্থগুলির ভিক্ষা ও অপেক্ষাকৃত অল্প।

গ্রন্থের নাম	ভিক্ষা
শ্রীহরিনাম চিন্তামণি, প্রতিখণ্ড	॥০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	১৲
সাধন পথ (শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টক) প্রতিখণ্ড	।০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	।০
কল্যাণ কল্পতরু প্রতিখণ্ড	৵০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	।০
গীতাবলী প্রতিখণ্ড	⁄১০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৶১৫
শরণাগতি—প্রতিখণ্ড	⁄০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৶৫

প্রাপ্তিস্থান — শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ, কটক
এবং
শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, পুরী

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিম্নলিখিত মঠসমূহে প্রাপ্তব্য:

১। শ্রীচৈতন্য মঠ,—পোঃ, শ্রীধামমায়াপুর, (নদীয়া)।
২। শ্রীগোরগদাধর মঠ,—চাঁপাহাটি, সমুদ্রগড় পোঃ, (বর্দ্ধমান)।
৩। শ্রীভাগবত আসন,—ভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৪। শ্রীগৌড়ীয় মঠ,—১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা।
৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ,—সাতাসনকুঠী, পুরী।
৬। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ,—উড়িয়া বাজার, কটক।
৭। শ্রীভাগবত মঠ,—চিরাকিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।
৮। শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ,—৪নং জগজ্জীবনপুরা, কাশী, ইউ, পি।
৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,—ছাপাগলি, বৃন্দাবন, মথুরা, ইউ, পি।
১০। শ্রীপরমহংস মঠ—নিমসার পোঃ, সীতাপুর, ইউ পি।
১১। শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ,—কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল, পাঞ্জাব।
১২। শ্রীমাধবগৌড়ীয় মঠ,—৯নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।
১৩। শ্রীগদাইগৌরাঙ্গ মঠ,—বালিয়াটি, ঢাকা।
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম,—আমলাযোড়া, রাজবাঁধ পোঃ, বর্দ্ধমান।
১৫। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ,—চুমুরকোন্দা, চিরকুণ্ডা পোঃ, মানভূম।
১৬। শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয় মঠ,—আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী, উড়িষ্যা।
১৭। শ্রীগৌড়ীয় মঠ কার্য্যালয় ১০৮, ওয়ালডেন রোড, নিউদিল্লি

এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণের নিকটও নদীয়া-প্রকাশ প্রাপ্তব্য।

১। শ্রীযুক্ত জনার্দ্দন ঘোষ—বঙ্গ লক্ষ্মী প্রেস, পাবনা
২। শ্রীযুক্ত রাধাচরণ গোস্বামী ডাক্তার—দেওয়ানগঞ্জ,
জমাদারবাড়ী কুচবিহার।
৩। শ্রীযুক্ত রামরঞ্জন রায়—৭৬।৩নং শ্রীগোপাল মল্লিক লেন, কলিকাতা
৪। মিঃ এন ডি, মুখার্জ্জি—এম, এস, ওয়ারকস দি মল, কানপুর।
৫। শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী জ্যোতির্ভূষণ—কৃষ্ণগঞ্জ, নদীয়া
৬। শ্রীরাসবিহারী দাস অধিকারী, নবদ্বীপ।
৭। শ্রীবিরাজমোহন দে—মনমোহন প্রেস, নবাবপুর, ঢাকা।
৮। শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ গড়গড়ি বেড়াচাঁপা, ২৪ পরগণা।

অন্যথা না ভজে কৃষ্ণ, দুষ্ট সুখ করে। পুন সেইমত মায়া পাশে ডুবি মরে

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

৮ই পৌষ সোমবার—১৩৭৮

প্রদর্শনীর প্রদর্শক

প্রকৃতি দেবী নিজেই এক প্রদর্শনীর উন্মুক্ত কারিণী। এই প্রদর্শনীতে মানবের ধারণাতীত, স্বপ্নাতীত, কত না অপূর্ব্ব অপূর্ব্ব বস্তু দর্শকের নয়ন মনোহরণ করিবার জন্য সুসজ্জিত আছে। কোথাও বা নক্ষত্র-খচিত নীলাকাশ, কোথাও বা ঘন বিটপীশ্রেণী, আবার কোথাও বা শ্যামল শস্য-সুশোভিত ক্ষেত্র-সমূহ, কোথাও বা অত্যুন্নত গিরি-শৃঙ্গ মস্তক উন্নত করিয়া ঊর্দ্ধে অবস্থিত মেঘরাশিকে স্পর্শ করিয়াছে। আবার, কোথাও বা গিরিতটদেশ বিধৌত করিয়া পূর্ণ-বক্ষা নদী কুলুকুলুধ্বনিতে সাগরাভিমুখে প্রবাহিতা।

বিশ্ব-প্রদর্শনীতে দ্রষ্টব্য বস্তুর সংখ্যা অসংখ্য। একদিকে যেমন বিভিন্ন প্রকার স্বভাব-বর্ণ-বিশিষ্ট মানবকুল লোকালয় গ্রাম, নগর, উপনিবেশ প্রভৃতি আকারে সজ্জিত করিয়া বিচরণ করিতেছে, অপরদিকে আবার লোকশূন্য বনরাজি বিভিন্ন প্রকার চিত্র বিচিত্র পশুপক্ষি পরিপূর্ণ হইয়া প্রকৃতি দেবীর প্রদর্শনী সজ্জিত করিবার সুকৌশল বিঘোষণা করিতেছে। এ প্রদর্শনীতে একটি বিশেষ প্রদর্শনের বস্তু এই যে, এখানে প্রদর্শনীর বস্তু ব্যতীত দর্শক মাত্রেই এক একটি প্রদর্শনের বস্তু।

বিশ্বপ্রদর্শনীতে সমাগত বিশ্বমানব প্রকৃতি-প্রদর্শিত পদার্থরাজি প্রদর্শনে সন্তুষ্ট না হইয়া নূতন করিয়া প্রদর্শনী খুলিবার জন্য ব্যস্ত হয়। বিরাট্ বিশ্বের বিবিধ দ্রব্যসম্ভারের মধ্য হইতে মনোনীত কয়েকটি মাত্র দ্রব্য কোন ক্ষুদ্র স্থানে সংগ্রহ করাই মানবকৃত প্রদর্শনী। সুতরাং জগতে জগজ্জন কর্ত্তৃক প্রদর্শিত প্রদর্শনী বিশ্বপ্রদর্শনীর ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্র—নগণ্য অনুকরণ মাত্র।

বিশ্ববাসীর জন্যই বিশ্বপ্রদর্শনী। যাঁহারা বিশ্বপতি ভগবান্‌কে ভুলিয়াছেন, তাঁহারাই এই বিশ্বপ্রদর্শনীর দর্শক। এই বিশ্বে পরিদর্শকের বেশে সমাগত দর্শকবৃন্দ দৃষ্টবস্তু দর্শন করিয়া পরিলুব্ধ চিত্তে বিশ্বেই অবস্থান করেন, বিশ্ব পরিত্যাগ করিয়া বিশ্বাতীত স্থানে গমনের সুযোগ আদৌ পান না। সুতরাং এই প্রদর্শনীতে দর্শকবৃন্দ দৃষ্টিহারা পথ ভ্রান্ত পথিক।

একজন ভ্রান্ত অপরের ভ্রান্তি দূর করিতে অক্ষম। একজন অন্ধ অপর অন্ধের অথবা চক্ষুষ্মানের পথ পরিদর্শনের সাহায্য করিতে পারে না। (এজগতে দুই চক্ষু বিহীন ব্যক্তিকে অন্ধ বলে, আবার শাস্ত্র চক্ষু থাকিতেও শ্রুতি ও স্মৃতি-জ্ঞান-বিরহিত ব্যক্তিকে অন্ধ বলিয়াছেন।) আমাদের ন্যায় ভ্রান্ত ও চক্ষুষ্মান্ অন্ধগণকে অহৈতুকী কৃপা পরিদর্শন করাইবার জন্য এক মহাজন এক অভিনব প্রদর্শনী প্রকট করিতেছেন। কর্ম্মফল-বাধ্য, জন্ম-জরা-মৃত্যু-ধর্ম্ম-বিশিষ্ট এই অচৈতন্য বিশ্বে সর্ব্বজীব-চৈতন্যদায়ক সর্ব্বচেতন চেতন শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবস্থলী শ্রীধাম-মায়াপুর নবদ্বীপে এই প্রদর্শনীর স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। সর্ব্বজীব-প্রভু যে শ্রীভগবানের সেবা ভুলিয়া জীবকুল এই ভুবনে আগমন করিয়াছে, সেই প্রভুর চরণে আত্মনিবেদন করিবার সুযোগ, আত্মনিবেদনক্ষেত্র শ্রীধাম মায়াপুরই প্রদর্শনীর প্রশস্ত ক্ষেত্র।

কালবিচারে কালাধীন জনগণ যে কালকে শুভ বলিয়া বিচার করেন, তাহা সেই জনগণকে কালাবর্ত্তে ঘূর্ণায়মান থাকিবার সুযোগ প্রদান করে। কিন্তু এই কালাতীত পুরুষ শ্রীভগবানের নিজজন জীববৃন্দকে কালপাশনির্ম্মুক্ত করিবার জন্য বিষ্ণুভক্তি-স্বরূপিণী শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর আবির্ভাব-বাসর হইতেই প্রদর্শনীর কাল নির্ণয় করিয়াছেন এবং সেই বৈকুণ্ঠ কাল অনন্ত ভগবানের অনন্ত লীলার মধ্যে সর্ব্বকলাধার শ্রীবলরামাভিন্ন শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর আবির্ভাব, শ্রীবলদেবের দ্বিতীয় স্বরূপ শ্রীশ্রীগুরুদেবের প্রকট-তিথি বা ব্যাস পূজা-বাসর এবং অবশেষে কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের আগমনী তিথি ভাগ্যবান্ জনগণকে পরিদর্শন করাইবার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন।

জগৎ, পতিত জীবকুলের বসতিস্থল। এখানে একজন অপরকে সাহায্য করিবার অভিনয় করিলেও তাহার অভাব দূর করা দূরে থাকুক নিজেই অভাবগ্রস্ত হয়। সুতরাং আমাদিগকে পতন হইতে উদ্ধার করিবার উপযুক্ত পাত্র এজগতে কেহই নাই। কিন্তু আজ আমাদিগের এই দুর্দ্দশা অপনোদনের জন্য শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার পাত্ররাজ ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্-ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ স্বয়ংই এই ভক্তি-প্রদর্শনীর প্রদর্শনের দ্বার উন্মুক্ত করিতেছেন।

সংসারে উদ্দেশ্য ব্যতীত কেহ কোন কার্য্য করে না। তবে সংসারাসক্ত বদ্ধজীব আমরা, মূলেই আমাদের যখন স্বরূপের উপলব্ধি নাই, তখন আমাদের যাহা কিছু উদ্দেশ্য সকলই বিপরীত—দেহ ও মনের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য লইয়া। আমরা যাহা কিছু করি, যাহা কিছু বলি, যাহা কিছু খাই এবং যাহা কিছু ভাবি—সবই নিজ নিজ ভোগের উদ্দেশ্যে, কিন্তু আজ শ্রীভগবৎ কথিত "যৎ করোষি যদশ্নাসি" শ্লোকের তাৎপর্য্য এবং মর্য্যাদা রক্ষা করিবার সুযোগ প্রদানের জন্য এই পাত্ররাজ বিষ্ণুসেবা-উদ্দেশ্যে এই প্রদর্শনী উন্মুক্ত করিতেছেন।

বিশ্বের যাবতীয় বস্তুই বিশ্বপতির সেবার উপকরণ, আমরা এই বিচার ভুলিয়া ভগবানের সেবোপকরণগুলি নিজ সেবায় নিযুক্ত করিতেছি। কিন্তু আজ যিনি সকল বস্তু দিয়া—সর্ব্বস্ব দিয়া সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণের সেবা করিতেছেন, এবং আমাদিগের সর্ব্বস্ব কৃষ্ণ-সেবায় নিযুক্ত করিবার জন্য, বিরাট্ বিশ্বের একমাত্র অধীশ্বর শ্রীভগবানের সেবোপকরণ প্রদর্শনের জন্য যে বিরাট্ হইতে বিরাট্ সেবা-প্রদর্শনী উন্মুক্ত করিয়া আমাদিগকে শ্রোগণের বন্ধ করিয়া সেবানেত্রে প্রদর্শনীর প্রদর্শক করিবার অশ্রুত অকৃতপূর্ব্ব সুযোগ প্রদান করিতেছেন, তাঁহার ন্যায় জীবৈকবন্ধু আর কে আছে? এসংসারে অনর্থাগত অর্থ-লোভী তথাকথিত গুরু, স্বজন, পিতা, মাতা, স্বামী ও দেবতা আমাদিগকে পুতনার স্নেহ দেখান বটে, কিন্তু কেহই আমাদিগকে আসন্ন মৃত্যু হইতে রক্ষা করিতে পারেন না। কিন্তু আজ যে বৈকুণ্ঠদূত আমাদিগের চক্ষু, দেবতা, বান্ধব এবং একমাত্র আশ্রয় স্বরূপে আমাদিগকে এই কুণ্ঠরাজ্য হইতে মৃত্যুর পর পারে অশোক-অভয় অমৃত-ময় বৈকুণ্ঠ লোকে লইবার জন্য এই ভূলোকে গোলোক প্রদর্শনী খুলিয়াছেন, আসুন ভাই বিশ্ববাসি! সকলে সমবেত হইয়া সেই মহাপুরুষের আনুগত্যে শ্রীধামে উপস্থিত হইয়া নাম-সেবা, বৈষ্ণব-সেবা, ধামসেবা এবং ভগবৎ সেবা সুযোগ গ্রহণে দেববাঞ্ছিত দুর্ল্লভ মনুষ্য জন্মের সার্থকতা সম্পাদন করি।

শ্রেয়ঃ কথা

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী অপেক্ষা ভক্তেরই শ্রেষ্ঠত্ব বিচার করিয়াছেন। শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন—

তপস্বিভ্যোঽধিকো যোগী জ্ঞানিভ্যোঽপি মতোঽধিকঃ।
কর্ম্মিভ্যশ্চাধিকো যোগী তস্মাদ্ যোগী ভবার্জ্জুন॥
যোগিনামপি সর্ব্বেষাং মদ্গতেনান্তরাত্মনা।
শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ॥

—কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়ণাদি তপোনিষ্ঠ সকাম কর্ম্মগত তপস্বী অপেক্ষা নিষ্কাম কর্ম্মযোগী শ্রেষ্ঠ। কর্ম্মযোগী অপেক্ষা ব্রহ্মোপাসক জ্ঞানযোগী শ্রেষ্ঠ, তদপেক্ষা পরমাত্মোপাসক অষ্টাঙ্গ যোগী শ্রেষ্ঠ। অতএব হে অর্জ্জুন, তুমি যোগী হও।

যত প্রকার যোগী আছে, সর্ব্বাপেক্ষা ভক্তিযোগানুষ্ঠাতা যোগীই শ্রেষ্ঠ। যিনি আমাতে চিত্ত সমর্পণ পূর্ব্বক শ্রদ্ধাসহকারে আমার ভজনা করেন, হে অর্জ্জুন, তিনিই আমার মতে সর্ব্বযোগিগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

সকাম অর্থে কর্ম্মের ফলভোগবাদী। নিষ্কাম অর্থে কর্ম্মে আসক্তি ত্যাগ পূর্ব্বক কর্ম্মফলকে ঈশ্বরে অর্পণ করা বুঝায়। সকাম কর্ম্মীকে যোগী বলা হয় না, যেহেতু তিনি কাম-প্রবৃত্তি দ্বারা কর্ম্মাসক্তিসহকারে কর্ম্মবদ্ধ হন। নিষ্কাম কর্ম্মযোগী ঈশ্বরে কর্ম্মার্পণ-জন্য কর্ম্মপাপে লিপ্ত না হইয়া চিদচিদ্ বিচার-যোগে জ্ঞানযোগাধিকার লাভ করেন। এই জ্ঞান দুই প্রকার,—প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত। প্রাকৃত জ্ঞানকে অজ্ঞান বা অবিদ্যা বলা হয়, অপ্রাকৃত জ্ঞানই বিদ্যা। এই বিদ্যার উদয়ে জীব অপ্রাকৃত পরম তত্ত্ব শ্রীভগবানে প্রীতিবিশিষ্ট হইয়া তৎপ্রীতিমূলক যাবতীয় কর্ম্মানুষ্ঠান করেন; তাহা প্রথমে বৈধ পর্য্যায়ে সাধন ভক্তি ও পরে রাগপর্য্যায়ে ভাবভক্তি এবং প্রেমভক্তি হইয়া থাকে।

'যোগ' বলিতে একটী সোপানবিশেষকে বুঝায়। জীব-জীবনের অতি নিম্নাবস্থা হইতে অর্থাৎ জড়বৎ জড়বিষয়াবিষ্টতার অবস্থা হইতে বিশুদ্ধ চেতনাবস্থা সচ্চিদানন্দ ভগবদুপলব্ধি পর্য্যন্ত একটী সোপান আছে। সেই সোপানের কোন অংশের কোন একটী নাম আছে। কিন্তু যোগই সমস্ত সোপানের নাম। সকাম কর্ম্মিগণকে সোপানস্থ বলা যায় না। নিষ্কাম কর্ম্মযোগ—সোপানের প্রথম ক্রম। তাহাতে জ্ঞান ও বৈরাগ্য সংযোগে দ্বিতীয় ক্রমরূপ জ্ঞান-যোগ হয়, তাহাতে পুনরায় ঈশ্বর-চিন্তারূপ ধ্যান যুক্ত হইলে তৃতীয় ক্রমরূপ অষ্টাঙ্গ যোগ হয়, তাহাতে ভগবৎপ্রীতি সংযুক্ত হইলে চতুর্থ ক্রমরূপ ভক্তিযোগ হয়। যাঁহাদের নিত্য-কল্যাণ লাভের উদ্দেশ্য, তাঁহারা নিম্নক্রম হইতে উন্নতক্রম অবলম্বন করিবেন। নিম্নক্রমে আবদ্ধ থাকিয়া উন্নত ক্রমের প্রতি বিতৃষ্ণা প্রকাশ আদৌ গীতা-পাঠের ফল নহে। শ্রীভগবান কর্ম্মী, তপস্বী ও জ্ঞানীকে 'যোগী' বলিয়াছেন, অষ্টাঙ্গযোগীকে 'যোগিতর' এবং প্রবণকীর্ত্তনাদি ভক্তাঙ্গীন্ ভক্তিযোগীকেই 'যোগিতম' বলিয়া অর্জ্জুনকে উপলক্ষ্য করিয়া জগজ্জীবকে ভক্তিযোগী হইবার জন্যই উপদেশ করিয়াছেন।

শ্রেষ্ঠের প্রতি লক্ষ্য থাকাই উন্নতি লাভের ইচ্ছা বলা যায়। নতুবা 'আমি যেখানে আছি, সেখানেই থাকি' এইরূপ 'চক্রবৃত্তি'-বিশিষ্ট হইলে কর্ম্মী, জ্ঞানী ও যোগি

পথ অত্যন্ত নিয়মাগ্রহবশতঃ কোনদিনই ভক্তিযোগের শ্রেষ্ঠত্ব উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইবে না। পূর্ব্বপক্ষ-স্বরূপ কর্ম্ম, জ্ঞান ও যোগকেই যাঁহারা গীতার উত্তরপক্ষ বা সিদ্ধান্ত-স্বরূপ জ্ঞান করেন, তাঁহাদের পক্ষে গীতা 'সুগীতা' হইতেছেন না। ভক্তিই গীতার চরম সিদ্ধান্ত, তাহাই যোগারুরুক্ষুগণের চরম লক্ষ্য-স্থানীয় হওয়া কর্ত্তব্য। কেবলমাত্র আরোহণ-কার্য্য আরম্ভ করিয়াই যদি কেহ ভগবৎপ্রাপ্তিরূপ ফল লাভ হইয়াছে মনে করেন, তাহা হইলে কাচভাণ্ডোপরি অবস্থিত মক্ষিকার মধুপানানুমানের ন্যায় তাঁহার অবস্থা হইবে।

ভক্তিযোগ কর্ম্মজ্ঞানাদির অপেক্ষাযুক্ত নহে, তাহা জীবাত্মার স্বাভাবিকী বৃত্তি হওয়ায় অন্য-নিরপেক্ষ। যতদিন পর্য্যন্ত জীবের এই স্বভাবোপলব্ধির অভাব থাকে, ততদিন তিনি অন্যাপেক্ষা-যুক্ত থাকেন কোন ভাগ্যে অর্থাৎ ভক্ত্যুন্মুখি সুকৃতি-ফলে জীবের ভক্তিমার্গে শ্রদ্ধার উদয় হইলে তিনি ভগবৎকৃপা-ক্রমে শুদ্ধভক্ত সাধুসঙ্গ লাভ করিয়া কৃষ্ণভজন আরম্ভ করিয়া দেন।

অন্যাভিলাষ, জ্ঞান, কর্ম্ম, যোগ-দ্বারা অনাবৃত হইয়া অনুকূল ভাবে শ্রীকৃষ্ণানুশীলনকেই 'ভক্তি' বলা যায়। কর্ম্মমার্গে যে ঈশ্বরানুশীলন বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মবিচারে বিবেচিত হইয়াছে, তাহা নৈতিক কার্য্য বিশেষ, ভক্তি নহে, যেহেতু নীতিই তথায় প্রভু ঈশ্বরানুগত্যরূপ বৃত্তিটি তথায় সেই প্রভুর দাসরূপে অবস্থিত। জ্ঞানমার্গে যে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম বিচারিত হয়, তাহার অনুশীলন শুষ্কজ্ঞানময়; তাহাতে জ্ঞানই প্রভু ও ঈশানুগত্যরূপ বৃত্তিটি দাস স্বরূপ। অষ্টাঙ্গ যোগ-ব্যাপারেও সিদ্ধিই প্রভু হইয়া পড়ে, ভগবদানুগত্য তাহার দাস-স্বরূপ হয়। সুতরাং কর্ম্ম, জ্ঞান ও যোগের কোনটিই ভক্তি নহে, একমাত্র ভগবদনুশীলনই ভক্তি।

কৃষ্ণানুশীলন আনুকূল্য ভাবময় হওয়া কর্ত্তব্য। প্রীতির সহিত অনুশীলনই অনুকূল। প্রীতি শূন্য ভাবে ভয়, দ্বেষাদি প্রেরিত হইয়া অনুশীলন প্রতিকূল। সংসারে বর্ত্তমান জীবগণের শরীর-সম্বন্ধ-জনিত কর্ম্ম ও চেতনাচেতন-সম্বন্ধীয় বিচাররূপ জ্ঞানও অনিবার্য্য। কিন্তু ঐ কর্ম্ম ও জ্ঞান যে স্থলে প্রীতির সহিত ভগবদনুশীলনকে বাধা দেয়, সে স্থলে ভক্তিবৃত্তি থাকে না। কর্ম্ম ও জ্ঞান যেন ঈশানুগত্যরূপ বৃত্তির উপর প্রভুত্ব খাটাইতে না পারে, ইহার প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হইবে। কর্ম্মমার্গ বা নৈতিক বিচারকে ও জ্ঞানমার্গীয় চিদচিদ বিচারকে ভগবদনুশীলনের অনুকূল করিয়া দেন ভক্ত-জীবন। বৈধভক্তগণ ক্রমশঃ আত্মার সহজ স্বভাবোপলব্ধি ক্রমে রাগানুগ ভক্ত হন। বৈধমার্গে ভগবৎপ্রীতিটি কিঞ্চিৎ সঙ্কোচভাবাপন্না, শাস্ত্রবিধির অপেক্ষাযুক্তা; কিন্তু রাগমার্গে তাহা বিন্দুমাত্র সঙ্কোচরহিতা, সম্ভ্রম-শূন্যা, নিরপেক্ষা, স্বাধীনা ও বিস্রম্ভ ভাবযুক্ত। যাঁহারা ভগবানে স্বাভাবিক রাগোদয়ের পূর্ব্বেই বিধিমার্গ উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক রাগানুগ সাজিতে চাহেন, তাঁহারা প্রাকৃত সহজিয়া হইয়া ভক্তিমার্গ চ্যুত হন।

সংসারে বিচরণশীল জীব যে কর্ম্ম করুন বা যে জ্ঞান অবলম্বন করুন, তাহা ভক্তির উন্নতি-সাধন-কল্পে বিহিত হইলেই তিনি ক্রমোন্নতি-প্রণালীক্রমে ভক্ত-জীবন লাভ করিয়া ধন্য হইতে পারেন। ভক্তিযোগারূঢ় হইয়া যোগিতম হইবার কথা মনে না থাকিলে খণ্ড খণ্ড যোগ-নিষ্ঠ হইয়া খণ্ড ফল লাভের আশায় দুর্লভ জীবন নষ্ট করিতে হয়। কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ ও ভক্তি সমস্তটি লইয়া যে একটি মহৎ সোপান, তাহারই নাম যোগ। ভগবৎপাদপদ্ম লাভ করিতে হইলে সেই যোগ অবলম্বন করিতে হইবে। যিনি কর্ম্ম, জ্ঞান ও যোগ-প্রাপ্য ফলের লোভে তত্তৎক্রমে আবদ্ধ থাকিয়া যান, তাঁহার পক্ষে ভক্তিযোগের ভক্তিফল-লাভ অসম্ভব হইয়া পড়ে। পথি মধ্যে আটক হইয়া পড়ায় সমস্তটা পথ চলিয়া ভগবৎ পাদপদ্ম-লাভ তাঁহার ভাগ্যে ঘটে না।

বস্তুতঃ ভগবৎ প্রাপ্তির পন্থা মাত্র একটী, তাহা ভক্তিমার্গ। কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগরূপ ত্রিবিধক্রম, তুরীয় ক্রম অরূপ খণ্ড বা অসম্যক্ এক একটী প্রতীতি মাত্র। উহাকে সম্যক্ প্রতীতি মনে করা হইতে ভগবৎ প্রীতির অভাবই প্রতিপন্ন হয়। ক্রমোন্নতি-প্রণালীক্রমে প্রত্যেক ক্রমে উন্নত হয়। তাহাতে প্রথমে নিষ্ঠা লাভ করত শেষে ঐ ক্রম পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাহার উপরস্থ ক্রমে গমনের জন্য পূর্ব্ব ক্রমনিষ্ঠা ত্যাগ করিতে হয়। এইরূপে অতি নিম্নাধিকার হইতে জীবের উন্নতাধিকার লাভ হয়। আমরা 'ক্রমোন্নতিপ্রথা' শীর্ষক পূর্ব্ব প্রবন্ধে ইহা আলোচনা করিয়াছি। যাঁহাদের পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত সুকৃতিপুঞ্জ ফলে কৃষ্ণ-কাষ্ণ-কৃপা-বলে আকস্মিক ভাবে ভক্তিমার্গে নিষ্ঠা হয়, তাঁহাদের আর ক্রমোন্নতিবিধির অপেক্ষা থাকে না। এসম্বন্ধে 'আকস্মিকীপ্রথা' প্রবন্ধে পূর্ব্বে আলোচনা হইয়াছে। ভক্ত অন্য-নিরপেক্ষ ভাবে ভগবৎপ্রীতি-মূলে শ্রীভগবানের নাম-রূপ-গুণাদির শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিমুখে অনুশীলন দ্বারা যুক্ততম হন। ভক্তিযোগ লাভই ভগবানের সর্ব্বগুহ্যতম উপদেশ।

গীতা-পাঠকের ভগবানের প্রীতি অর্জ্জনই একমাত্র উদ্দেশ্য হইলে, তিনি যাহাতে তদ্গতচিত্ত হইয়া শুদ্ধভক্তি অনুশীলন করিতে পারেন, এজন্য তাঁহাকে সদ্গুরু-চরণাশ্রয় লাভ করিতে হইবে। গুরুদেব শরণাগত শিষ্যের কর্ম্ম, জ্ঞানাদি নিষ্ঠাকে ভক্তিদেবীর আরাধনায় নিযুক্ত করিয়া তাঁহার বহু জন্মার্জ্জিত সংস্কার দূর করিয়া দিবেন। ভগবদ্ভক্তিই যে গীতায় চরম সিদ্ধান্ত, ইহা যখন স্পষ্টই উপলব্ধ হইতেছে, তখন সেই ভক্তিলাভের জন্য তৎপর না হইয়া খণ্ড ক্রমনিষ্ঠ হইয়া জীবনাতিপাত কখনও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় নহে। যে ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী প্রচারের জন্য শ্রীভগবানের এত আগ্রহ, এত আয়োজন, সেই ভক্তি-সিদ্ধান্তবাণীর শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি সেবায় বঞ্চিত থাকা জীবের কোন ক্রমেই কর্ত্তব্য নহে।

দৃশ্য তত্ত্ব

(শ্রীপাদ রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিরত্ন)

আমরা দর্শন শাস্ত্রের আলোচনা করিলে, দৃশ্য, দর্শন ও দ্রষ্টা এই ত্রিতত্ত্বের সমাধান দেখিতে পাই। দর্শন কার্য্যটী দ্বিবিধ প্রকারে সমাধা হইয়া থাকে। দর্শনেন্দ্রিয় নেত্রের সাহায্যে আকার বিশিষ্ট বস্তুর বর্ণ ও মূর্ত্তি দর্শন হয়। শ্রবণেন্দ্রিয়ের সাহায্যে শব্দ প্রমাণ দ্বারা কল্পিত চিন্তা দ্বারা কল্পনাময় আকার দৃষ্ট হয়।

প্রথমোক্ত প্রকারের দর্শনে ভ্রান্তির প্রাচুর্য্য না থাকিলেও জড়াকার-বিশিষ্ট বস্তু কাল কর্ম্ম স্বভাব দ্বারা ক্ষুব্ধ বলিয়া, পূর্ব্বাহ্ণের দর্শন মধ্যাহ্নে ও সায়াহ্নে সমভাবে প্রতিভাত হইতে পারে না। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন স্বভাবে আকার পরিগ্রহ করিয়া জড় বস্তু মাত্রেই দ্রষ্টার ভ্রান্তি উৎপাদন করিয়া দেয়। যেমন, একটী পদ্ম উষঃ কালে যে ভাবে দর্শন করিয়া দ্রষ্টার যে ধারণা জন্মিয়াছে, মধ্যাহ্ন সময়ে সেই পদ্ম দর্শনে দ্রষ্টার ভ্রমোৎপত্তি হওয়া স্বাভাবিক। মধ্যাহ্নে যিনি পদ্মটী দর্শন করিলেন, তিনি সায়াহ্নে সেই পদ্মদর্শনে বিষম ভ্রমে পতিত হইবেন সন্দেহ নাই, সুতরাং দর্শনেন্দ্রিয়ের সাহায্যে দ্রষ্টার দর্শন-ক্রিয়ায় সম্পূর্ণতা লাভ হইতে পারে না। বলা বাহুল্য প্রাকৃত দর্শনে জীবই কর্ত্তা সাজেন বলিয়া জীবই দ্রষ্টা, ইন্দ্রিয়বর্গ তাঁহার সহায়।

শব্দ-প্রমাণ দ্বারা শ্রবণেন্দ্রিয়ের সাহায্যে কল্পিত নেত্রে কল্পনা-গঠিত আকার, যাহা দর্শন করিবার নিমিত্ত দ্রষ্টা নিয়ত চেষ্টিত, তাহার মধ্যেও বহু প্রকার ভ্রম প্রবিষ্ট থাকিয়া অনেক সময় দ্রষ্টৃগণকে বিপথে নিক্ষেপ করে। তাহার প্রধান কারণ, যে শব্দ দ্বারা দর্শন করিয়া দ্রষ্টা কল্পনা রাজ্যে প্রবেশ করেন, উপস্থিত হইবেন, সেই শব্দগুলি যদি নিরপেক্ষ প্রমাণ-যোগ্য না হইয়া অপেক্ষাযুক্ত হয়, তবেইত দ্রষ্টার বিপদ উপস্থিত।

জাগতিক যতগুলি শব্দ আছে, তাহার প্রত্যেকটী শব্দই কুণ্ঠাধর্ম্ম-যুক্ত, জড়াকর্ষণ নিবন্ধন সাপেক্ষ বা ভ্রম-যুক্ত মায়িকশব্দ। মায়িক শব্দে উদ্দিষ্ট বস্তুর সহিত দর্শন ব্যবধান হেতু শব্দ ও উদ্দিষ্ট বস্তু এক হইতে পারে না। এক বলিয়া কল্পনা করিতে যাইয়া কেহ বা কুক্কুর শব্দটী খেঁকশিয়ালের আকারে, কেহ বা বানর শব্দটী কুক্কুরের আকারে গড়িয়া তোলেন। (অবশ্য যাঁহারা জীবন্ত বানর, কুক্কুর, খেঁকশিয়াল দর্শন করেন নাই, তাঁহাদের পক্ষে এরূপ ভ্রমোৎপত্তি মোটেই অসম্ভব নহে।) বানর, কুক্কুর ও খেঁকশিয়াল শব্দগুলির উচ্চারণ বা স্মরণ মাত্রেই বানর, কুক্কুর ও খেঁকশিয়াল দর্শন পাওয়া সম্ভবপর নহে। কারণ শব্দ হইতে শব্দের উদ্দিষ্ট বস্তুর ব্যবধান থাকায় ঐ সকল প্রাণীগুলির শব্দোচ্চারণে বা স্মরণ মাত্রেই উপস্থিত হওয়ার যোগ্যতা থাকে না।

ব্যবধানে অবস্থিত বস্তুর শব্দ-প্রমাণ দ্বারা যে কল্পনা তাহা স্ব স্ব মনের আকাঙ্ক্ষা দ্বারা বিবিধ আকার গঠন মাত্র। জড় শব্দ-প্রমাণ-মূলে জড়াকার গঠনে, জড় পরিচিন্তনে, ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা, করণাপাটব দোষ বিদ্যমান থাকায় বহু বহু প্রকারের দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়। যেখানে শব্দ দ্বারা দ্বন্দ্ব উপস্থিত হওয়ার অবকাশ ঘটে, সেই জেই শব্দ মাত্রেই সমল শব্দ।

এই সকল কথা আলোচনা দ্বারা আমরা ইহাই জানিতে পারিলাম, প্রত্যক্ষ দর্শন বলিয়া আমরা যে দর্শনেন্দ্রিয়ের বড়াই করি অর্থাৎ যদ্দ্বারা আরোহবাদের সৃষ্টি, সেই দর্শনও সমল, ভ্রান্তিপূর্ণ দর্শন, জগদ্দর্শন বা কুদর্শন। সমল শব্দপ্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া শ্রবণেন্দ্রিয়ের সাহায্যে যতই গভীর গবেষণা পূর্ণ কল্পনা কল্পিত হউক না কেন, তাহা অপূর্ণ দর্শন। উহাতে ভাবের অভাব হেতু দ্রষ্টার বিবর্ত্ত-বুদ্ধি উপস্থিত করায়। যেহেতু শব্দের সহিত শব্দের উদ্দিষ্ট বস্তু বিদ্যমান থাকে না। তাহা হইলে উভয় প্রকার দর্শনে নিত্যত্বাভাব হেতু আরোহবাদে প্রতি পদে পদে দ্রষ্টার ভ্রান্ত উপস্থিত হওয়ার সম্ভাবনা।

এখন দেখা যাইতেছে, প্রথমোক্ত দর্শন দ্বারা কোন কালেই কোন বস্তুর নিত্যতানুভব হইতে পারে না, হয় নাই ও হইবেও না। শেষোক্ত দর্শনে শব্দ-প্রমাণ সমল। সুতরাং এমন শব্দটি প্রমাণরূপে নিত্যকাল সর্ব্বত্রই বিদ্যমান রহিয়াছেন, যাহা কুণ্ঠাধর্ম্ম বিরহিত, অমল শব্দ, শব্দ ও শব্দের উদ্দিষ্ট বস্তু শব্দী অভিন্ন। শব্দের সহিত

শব্দী বস্তু বর্ত্তমান থাকায় শব্দই শব্দী বস্তুকে বিশেষ প্রকারে গ্রহণ করিয়া শব্দ-বিগ্রহ-রূপে স্বয়ম্প্রকাশিত হন। এ বৈকুণ্ঠ-বাক্যে শব্দ-শব্দী বস্তু এক বলিয়া দৃশ্য-দর্শন-দ্রষ্টা অভিন্ন তত্ত্ব। শ্রীভগবানই সেই উদ্দিষ্ট বস্তু, তিনিই দ্রষ্টা, সর্ব্বান্তর্যামী রূপে নিত্যানিত্য সবই দর্শন করেন। তাঁহারই কৃপাকণালাভে জীবগণ যখন তাঁহার সেবোন্মুখতা লাভ করেন, তখন তিনি তাঁহার সেবকগণকে দৃশ্যরূপে দর্শন দিয়া দ্রষ্টৃ অধিকার দান করেন। সুতরাং সেব্য, সেবক ও সেবা অভিন্ন বস্তু—অচিন্ত্য ভেদাভেদ-প্রকাশ তত্ত্ব। দৃশ্য-দ্রষ্টা-দর্শন, সেব্য-সেবক-সেবা তত্ত্বের নামান্তর মাত্র, অচিন্ত্য ভেদাভেদ তত্ত্ব। কোন প্রকার চিন্তাদ্বারা ত্রিতত্ত্বের সমাধান অসম্ভব। একমাত্র শ্রীগুরুদেবই এই অজ্ঞেয় বস্তুর জ্ঞাতা হইয়া সৌভাগ্যবান্ জীবকে জ্ঞান দান করিতে সমর্থ।

এই অমল-শব্দটী কি এবং সেই শব্দটী কাহার মুখে উচ্চারিত হইলে শব্দদ্বারা বাস্তব শব্দী বস্তুর উদয় সম্ভব? এখন উহাই আলোচ্য বিষয়।

আমরা মহাজন-বাক্যে জানিতে পারি, শব্দ-প্রমাণ মধ্যে একমাত্র "শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং।" শ্রীমদ্ভাগবতই নির্ম্মল-শব্দ-প্রমাণ। শ্রীমদ্ভাগবতের প্রত্যেকটী শব্দেই উদ্দিষ্ট বস্তু শব্দী প্রভু শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র। শ্রীভগবান্ বৈকুণ্ঠ বস্তু, তাঁহার নাম বৈকুণ্ঠ বস্তু, তাঁহার নাম বৈকুণ্ঠাভিন্ন নিত্য অপ্রাকৃত চিন্ময়, তাঁহার সেবক কুণ্ঠাধর্ম্ম-বিমুখ; জীবের সেবা-যোগ্যতা দান করিবার নিমিত্ত সেই শব্দী বস্তু অমল-শব্দরূপে, শ্রীগুরুদেবাচার্য্য রূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। সেই শব্দ-বিগ্রহ শ্রীমদ্ভাগবত।

শ্রীমদ্ভাগবতাভিন্ন ভক্ত-ভাগবতের মুখেই অর্থাৎ নিত্য শ্রীকৃষ্ণ-সেবা-পরায়ণ সদ্গুরু শ্রীমুখ-বিগলিত-বাণীই অমল বৈকুণ্ঠ-শব্দ। তাঁহার মুখেই একমাত্র শব্দাভিন্ন শব্দ শ্রীকৃষ্ণবস্তু উচ্চারিত হন। ভক্ত-ভাগবত যে শব্দোচ্চারণ করেন, তাহা মায়াধর্ম্ম-বিরহিত বৈকুণ্ঠ শব্দ।

ভক্ত ভাগবত যে শব্দ দ্বারা শব্দী প্রভুর সেবা করেন, তাহাতে তাঁহার নিত্য বৃত্তি নিত্যভাবে বিরাজিত। তিনি দৃশ্য দর্শন ও দ্রষ্টার নিত্য-তত্ত্ব অবগত আছেন। তিনি জানেন, সর্ব্বান্তর্যামী শ্রীভগবান্ যেরূপ সর্ব্বদ্রষ্টা, সেই প্রকার জীব বা আত্মা (চেতনবস্তু) শ্রীভগবদভিন্ন বলিয়া আত্মাও পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকে দর্শনাভিলাষী (সেবাভিলাষী) থাকিয়া অদ্বয়-জ্ঞান বিচারে শ্রীভগবান্ দৃশ্যতত্ত্ব এবং জীব (আত্মা) দ্রষ্টা। দৃশ্য শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র, অর্থাৎ সেব্য; দ্রষ্টা জীব বা আত্মা অর্থাৎ সেবক; দর্শন সাধন-ভজন ক্রিয়া বা সেবা। এই সম্বন্ধাভিধেয় প্রয়োজন-তত্ত্ব, সেব্য-সেবা-সেবক, দৃশ্য-দর্শন-দ্রষ্টা তত্ত্ববিচারে একই পর্য্যায়ে পর্য্যবসিত, কেবল নামান্তর ভেদ মাত্র।

এই ত্রিতত্ত্বাভিজ্ঞ ভক্ত-ভাগবত নিরন্তর শব্দ দ্বারা শব্দীপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের আরাধনায় নিত্যাভিযুক্ত রহিয়াছেন। তাঁহার আর অন্য কোন কার্য্যই নাই। দৃশ্য-দর্শন-দ্রষ্টা তত্ত্বাভিজ্ঞ ভক্ত-ভাগবতের দর্শনে ভ্রান্তি উপস্থিত হওয়ার অবকাশ থাকে না, কারণ তিনি রাবণের সিঁড়ি বাঁধার ন্যায় আরোহবাদী নহেন, তিনি অবরোহপন্থায় স্বর্গোপরিস্থিত শ্রীবৈকুণ্ঠ-ধাম হইতে অবতীর্ণ।

ভক্তগণ কর্ণ ও সমল-শব্দ-প্রমাণমূলে আরোহমার্গে জড়েন্দ্রিয়ের সাহায্যে সাক্ষাদ্দর্শন বা মনের কল্পনার প্রশ্রয় দেন না। তিনি জানেন, অমল প্রমাণ শ্রীমদ্ভাগবতোদ্দিষ্ট শব্দই (যাহা আম্নায়-সূত্র শ্রৌতপন্থায় শ্রীগুরু-মুখ-বিগলিত) অভিন্ন শ্রীভগবদ্বিগ্রহ স্বয়ং প্রকাশিত বস্তু বিশুদ্ধচিত্তে (চিত্ত দর্পণ মার্জ্জিত হইলে) মুক্তাবস্থায় সেবোন্মুখী রসনায় যে শব্দ বা শ্রীনাম-উচ্চারণ দ্বারা যে শব্দী বস্তু শ্রীভগবদ্দর্শন লাভ হয়, তিনিই অদ্বয় দৃশ্য বস্তু। নিত্য দৃশ্য তত্ত্ব।

শব্দই মূল প্রমাণ; সেই শব্দ শ্রীগুরুদেবের নিকট শ্রবণীয়। সেই শব্দ-শ্রবণ-কীর্ত্তনের সভায় শ্রীগুরুর সেবন, শব্দের সেবক শব্দাভিন্ন-বিগ্রহ শ্রীগুরুদেবের কৃপা-কণাই দৃশ্যতত্ত্বাভিজ্ঞানের প্রধান সম্বল। (বলা বাহুল্য এই শ্রীগুরুদেব শব্দ-ব্রহ্ম-নিষ্ণাত সর্ব্ববেদ-পারঙ্গত, সর্ব্ব-সদাচার-নিরত, লঘুধর্ম্ম-বিরহিত, মুক্তকুল চূড়ামণি পরমহংস আচার্য্যবর্য্য জগদ্‌-গুরুকেই বলা যাইতে পারে, বংশ-পারম্পর্য্যে মন্ত্র ব্যবসায়ী গুরু নহে বা অশ্রৌত-পন্থী ভুঁইফোড় কোন সাজা অবতার বা সাধু গুরু নহে)।

লাঘব-যুক্তি

(পণ্ডিত শ্রীপাদ অতীন্দ্রিয় ভক্তিগুণাকর)

শ্রুতি অনাদিকাল-প্রবর্ত্তিত এবং কর্ত্তৃশূন্য। যেহেতু ইহা অনাদিকাল হইতে সকলের শ্রুত, সেই জন্যই ইহা শ্রুতি নামে কথিত। এই শ্রুতি কাহারও কৃত এইরূপ প্রবাদ নাই। যদি তাহা হইত, তবে শ্রুতি নামের পরিবর্ত্তে পুরুষ-কৃত বলিয়া কৃতি এইরূপই ইহার নাম হইত।

উচ্চদেশ হইতে পতনশীল ব্যক্তি সারবান্ তিন্তিড়ী শাখাকেই অবলম্বন করিয়া থাকেন। অসার শিগ্রু (শজিনা) শাখা অবলম্বনে কোন ফল হয় না। অতএব অজ্ঞান পুরুষ-কৃত তুচ্ছ মত সকল ত্যাগ করিলেও বিজ্ঞগণ শিষ্টজনাদৃত অপৌরুষেয় বেদকেই আশ্রয় করেন।

দার্শনিক ছয়জন কলিকালজাত, পরন্তু বেদ তৎপূর্ব্ববর্ত্তী যুগত্রয়েই অভ্যুদয় লাভ করিয়া আসিয়াছে। সত্যাদি-যুগত্রয়ে ক্রমে চতুষ্পাদ, ত্রিপাদ, ও দ্বিপাদরূপে ধর্ম্ম বর্ত্তমান ছিল। অধুনা এই কলিযুগে এক-পাদ মাত্র ধর্ম্ম অবস্থিত রহিয়াছে। অতএব তাদৃশ যুগত্রয় হইতে প্রবহমান বেদবচন অথবা কলিযুগে সঞ্জাত ষড়্‌দার্শনিক-মতবাদ ধর্ম্মানুশাসনরূপে গৃহীত হইতে পারে তাহা বিজ্ঞজনের বিচার্য্য বিষয়। ধর্ম্ম-প্রাবল্যযুক্ত যুগত্রয়ে প্রবর্ত্তমান বেদ-বাক্য ধর্ম্মানুশাসন নহে, পরন্তু অধর্ম্ম-প্রাবল্যগ্রস্ত কলিযুগের ষড়্‌দার্শনিকই ধর্ম্মশাস্ত্রের কর্ত্তা ইহা বস্তুতঃই হাস্য-জনক। অদ্যাপি লোক-মধ্যে মধ্যস্থ (নিরপেক্ষ) ব্যক্তির বচন এবং পূর্ব্ববর্ত্তী শাসন অনুসারে বিবাদের মীমাংসা হইয়া থাকে। অতএব কলিযুগেও বেদ-কুশল ব্যক্তি ধর্ম্ম অবগত হইয়া থাকেন। যাহার বেদমার্গে জ্ঞান নাই, তিনি ধর্ম্মতত্ত্ব অবগত নহেন।

"স নঃ পিতা বিধাতা" এই শ্রুতি বিষ্ণুকে জগৎ স্রষ্টা ও মোক্ষদাতা বলিতেছেন। [illegible] মন্ত্র শ্রুতি বা বেদ ঘোষণা করিতেছেন যে, কায়মনোবাক্যে বিষ্ণুর উপাসনা করাই জীবের একমাত্র কৃত্য। ভগবদুপাসনা ব্যতীত জীবের অন্য প্রকার কর্ত্তব্যের ধারণা অবৈদিক শাস্ত্র হইতে অবগত হওয়া যায়। অবৈদিক শাস্ত্রে বেদ-বিরুদ্ধ-সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ আছে। সেই সমুদয় বেদ-বিরুদ্ধ-সিদ্ধান্ত লাঘব যুক্তির দ্বারা প্রদর্শিত হইয়াছে। গৌরব-যুক্তি কেবল মাত্র অপৌরুষেয় বেদ ও তদনুগত শাস্ত্রে লক্ষিতব্য।

অনিত্য ভাবোদ্দীপক সিদ্ধান্তগুলি লাঘব-যুক্তিপুষ্ট। ভোগ বা ত্যাগ-বুদ্ধি হইতেই লাঘবযুক্তির উদয় হয়। মন্ত্রের বারম্বার জপ করিলে পুনরাবৃত্তি দোষ হয়—এই যুক্তি দেখাইয়া মন্ত্রের বারম্বার জপের ত্যাগ, পরোপকার হইবে বলিয়া কামপীড়িতা স্ত্রীলোকের নিকট গমন করা এবং দেহ-বন্ধন হইতে জীবকে বহির্গত করিলে শান্তি হইবে হত্যাকারীর যুক্তি লাঘব-যুক্তির দৃষ্টান্ত না। অজ্ঞলোক ব্যতীত কোন বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি লাঘব-যুক্তি বরণ করিতে সাহসী হয়?

অনেকে বলিয়া থাকেন যে, জগতে যে সমুদয় সুন্দর সুন্দর বস্তু বর্ত্তমান আছে, তাহা মানবগণের ভোগের জন্য ঈশ্বর-কর্ত্তৃক সৃষ্ট হইয়াছে। এই উক্তিও লাঘব-যুক্তি-প্রণোদিত। ঈশোপনিষদের "ঈশাবাস্যং" শ্লোক যদি কাহারও কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট না হইয়া থাকে তাহা হইলে তিনি কেমন করিয়া বুঝিতে পারিবেন যে, জগতে যাহা কিছু আছে, তাহা ঈশ্বরের ভোগের বস্তু, মানবের ভোগ্য বস্তু নহে; [illegible] বেদানভিজ্ঞ ব্যক্তি লাঘব যুক্তি [illegible] উদ্ঘাটনে সম্পূর্ণরূপে অক্ষম।

পিতা মাতা, স্ত্রীপুত্রাদির সেবা করাই ঈশ্বরের অভিপ্রায় যাহারা বলেন, তাহারাও লাঘব যুক্তির প্রদর্শক। একদিকে সংসার ও অপর দিকে ভগবান্। দুই নৌকায় পা দিলে যেমন জলে ডুবিয়া মরিতে হয়, তদ্রূপ সংসার ও ভগবানে যুগপৎ আসক্তি দেখাইতে গেলে সংসার-সমুদ্রেই হাবুডুবু খাওয়া ব্যতীত গত্যন্তর নাই। তাই জনৈক ভক্তপ্রবর বলিয়াছেন—"অন্য অভিলাষ ছাড়ি ভজ গিরিবরধারী"। একান্ত ভাবে ভগবানের শরণাগত হওয়াই বেদের তাৎপর্য্য।

পৃথিবীর অধিকাংশ লোকই লাঘব-যুক্তির পক্ষপাতী; কেন-না তাহার দ্বারা অনিত্য বিষয় ভোগের সুবিধা হইয়া থাকে। যাহারা নিত্য সুখের প্রার্থী, তাহাদিগের উচিত গৌরব-যুক্তিপূর্ণ বেদের তাৎপর্য্য বুঝিয়া লওয়া। ঐ তাৎপর্য্য বুঝিতে হইলে সদ্গুরুর চরণাশ্রয় করা একান্ত কর্ত্তব্য, নচেৎ বেদের গূঢ় অর্থ বুঝিতে পারা যাইবে না। বেদের নিগূঢ় অর্থ বুঝাইবার জন্য ভগবান্ শ্রীগৌরাঙ্গ মূর্ত্তিতে ধরাধামে প্রকট হইয়াছিলেন। অতএব গৌর-নিজজনের সঙ্গ ব্যতীত বর্ত্তমান কালে বেদের নিগূঢ় রহস্য বুঝিতে পারা যাইবে না। জীবন অনিত্য। সুতরাং আর কালবিলম্ব না করিয়া লাঘব যুক্তির দাসত্ব পরিহার করিবার জন্য গৌর-জনের সত্বর সঙ্গ লাভ করা প্রয়োজন।

নানা কথা

বার্ষিক উৎসবে খুন

দক্ষিণ আফ্রিকায় 'ডিঙ্গয়ান নামক একজন দেশীয় রাজা বোয়ারগণ কর্ত্তৃক নিহত হওয়া উপলক্ষে বার্ষিক উৎসব হয় গত ১৬ই ডিসেম্বর ঐ উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। জেনারেল হার্টসগ ও ভার্টয়েগের প্রতিমূর্ত্তি পোড়ান হয়। [illegible] কমিউনিষ্টদিগের একটী সভাতে [illegible] [illegible] জন দেশীয় লোক খুন হইয়াছে।

বিজ্ঞাপন

সাধারণের হিতার্থে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, কলিকাতার ২১নং বহুবাজার ষ্ট্রীটস্থ "বৈষ্ণবশাস্ত্রী" মহোদয়ের রচিত মানবের [illegible] না হইতে পারে [illegible] শাস্ত্র" গ্রন্থখানি [illegible] করেন নাই, তিনি [illegible] ঠিকানায় আবেদন [illegible] প্রাপ্ত হউন। [illegible] হইয়া ৭৫০০০ হাজার লোক [illegible] পড়িলেই সত্য [illegible] হইবে।

নীলাম ইস্তাহার

জেলা নদীয়া মোকাম কৃষ্ণনগর

সবজজ আদালত

নীলামের দিন ৮ই জানুয়ারী ১৯৩০

(১)

৭৫নং দেওয়ারী ২৯ দাবী ১২৭৮৸৵৬

ডিঃ শ্রীরাসমোহিনী দাসী সাং ভবানীপুর থানা মেহেরপুর

দেঃ শ্রীপ্রমথনাথ বিশ্বাস দিং—সাং যোগমারী থানা ত্রিহট্ট

(ক) ১নং দেনদারের সম্পত্তি—

১। সবরেঃ ঐ থানা মেহেরপুর ৭৯নং মৌজা যোগমারী সেঃ ২২৬নং খতিয়ানভুক্ত ৭৬-৪২ একর কায়েমী মোকররী জমির বার্ষিক খাজনা ৬৩৸৵৯ ; মূল্য আঃ ১০০৲

২। ঐ থানা ঐ মৌজায় সেঃ ২৬৯নং খঃভুক্ত ৩৮ শতক কায়েমী মোকররী জমির জমা ২৲ ; মূল্য আঃ ১০৲

৩। ঐ থানা ঐ মৌজা সেঃ ৯৩১নং খঃভুক্ত ২০।১০ টাকা জমার কায়েমী মৌরসী জমির একষষ্ঠাংশ মূল্য আঃ ১০৲ টাকা

৪। ঐ থানা ঐ মৌজা সেঃ ২২৯নং খঃভুক্ত ৪২৸৵৩ টাকার কায়েমী মোকররী জমার মধ্যে ১৯৩৭ দাগে ২১ শতক জমির জমা ৵০। মায় তদুপরিস্থিত পোক্তা গৃহাদি দালান প্রভৃতি সমেত মূল্য আঃ ৫০৲ টাকা

(খ) ২নং দেনদারের সম্পত্তি

১। সবরেঃ ঐ থানা মেহেরপুর ৭৯ নং মৌজা যোগমারির সেঃ ১০৪৪নং খতিয়ানভুক্ত ৩৩ টাকার জমার কায়েমী মোকররী জমা, মূল্য আঃ ১০৲

২। ঐ থানায় ঐ মৌজায় সেঃ ১২৩৭ নং খঃভুক্ত ১৩ একর কায়েমী মোকররী জমির জমা ২৫৸৵৩ টাকা; মূল্য আঃ ৫০৲ টাকা

৩। ঐ থানা ঐ মৌজা সেঃ ২৫৩নং খতিয়ানভুক্ত ৩৯॥৵৭ টাকার জমার মধ্যে ২নং দেনদারের ১.৩৩ একর কায়েমী মোকররী জমির জমা ১৸৵০ ; মূল্য আঃ ১০৲ টাকা

৪। ঐ মৌজায় সেঃ ২২৯নং খঃভুক্ত ৪ ৸৵৩ টাকা জমার জমির মধ্যে ১৯৩৭ দাগের ২১ শতক জমির জমা ৵০ আনা মায় তদুপরিস্থিত গৃহাদি আকর আওলাত মূল্য আঃ ৫০৲ টাকা

৫। ঐ মৌজায় সেঃ ৯৩১নং খতিয়ানভুক্ত ২০।১০ টাকার কায়েমী মৌরসী জমার একষষ্ঠাংশ মূল্য আঃ ১০৲ টাকা

(গ) ৩নং দেনদারের সম্পত্তি

১। সবরেঃ ঐ থানা মেহেরপুর ৭৯নং মৌজা যোগমারী গ্রামে সেঃ ২৫৩নং খতিয়ানভুক্ত [illegible] টাকা জমার ২৫.২৮ একর [illegible] ৩১৸৵৭ টাকা জমার

২৩;৯৫ শতক কায়েমী মোকররী জমির মূল্য আঃ ৮০৲ টাকা

২। ঐ মৌজায় সেঃ ৯৩৩নং খতিয়ানভুক্ত ২০ টাকার কায়েমী মৌরসী জমার এক-ষষ্ঠাংশ মূল্য আঃ ১০৲ টাকা

৩। ঐ মৌজায় সেঃ ২২৯নং খতিয়ানভুক্ত ৪২৸৵৩ টাকার কয়েমী মোকররী জমার মধ্যে ১৯৩৭ দাগে ১৭ শতক জমির কার্ত ৵০ আনা জমা মায় তদুপরিস্থিত পোক্তা দালান গৃহাদি মূল্য আঃ ৫০৲ টাকা

৪। ঐ সবরেঃ ৩১৭ নং তৌজিভুক্ত মহাল পরগণে ফতেজঙ্গপুর মৌজে তেরঘরিয়া গ্রামে সেঃ ৫১নং খতিয়ানভুক্ত ৩-১৭ শতক জমির কায়েমী মোকররী জমা ১১৵৭, মূল্য আঃ ২০৲

৫। ঐ মৌজে সেঃ ৫২নং খতিয়ানভুক্ত ৩-৭০ একর জমির কায়েমী মোকররী জমা ১১৵৭ টাকা মূল্য আঃ ২০৲

৬। ঐ মৌজায় ৫৬নং খতিয়ানভুক্ত ৬-৮৭ শতক জমির কায়েমী মোকররী জমা ১২॥৵১০ টাকা মূল্য আঃ ৩০৲ টাকা

(২)

৯২নং মনিজারী ২৯ দাবী ১১১৵৯

ডিঃ শ্রীবামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় সাং গোয়াড়ী থানা কোতোয়ালী

দেঃ শ্রীশিতিকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় সাং ফরিদপুর থানা কালিগঞ্জ

জেলা নদীয়া কালেক্টরী ৮২৪নং তৌজির মহাল চরবালিয়া ডাঙ্গা ও তৎসংলগ্ন দিয়ারচর থানা কালিগঞ্জ যাহার বার্ষিক জমা ৫৭০৲ টাকা জেলা হুগলি থানা বরাহনগর শিবপুর গ্রামে নিবাসী শ্রীমতী প্রফুল্ল নলিনী দেবী দিগরের সেরেস্তায় দেনদারের নামে প্রচলিত। উক্ত কায়েমী মৌরসী জমাই জমী মায় দরবস্ত হুকুক দেনদারের যাহা কিছু স্বত্ব মূল্য আঃ ১৫০৲ টাকা

(৩)

৪৬নং মনিজারী ২৯ দাবী ৩২৫২৵০

ডিঃ শ্রীগোপাল দাস সিংহ সাং বোয়ালমারি থানা দামুরহুদা

দেঃ শ্রীসত্যগোপাল রায় সাং দিগম্বরপুর থানা কৃষ্ণগঞ্জ

জেলা নদীয়া কালেক্টরীর ৩৬১৩নং তৌজির মহাল ১নং প্রতিবাদী শ্রীসত্যগোপাল রায়ের অংশ ।/৬॥=, দয়াময় রায় ও সুধাময় রায় নাবালক পক্ষে অভিভাবক শ্রীসত্যগোপাল রায় অংশ ।/৬॥= থানা নাকাশীপাড়ার অধীন তালুক কিসমত করো, গোটপাড়া, দাদুপুর, লোহাগাছি, মুড়াগাছা, থানা চাপড়ার অধীন মোল্লাপাড়া থানা কৃষ্ণগঞ্জের অধীন কাদুপুর, দিগম্বরপুর, প্রতাপপুর ও হাঁসখালি মোট জমির পরিমাণ ৩৬৮ একর ৩১ শতক। মূল্য আঃ ১০০০৲

(৪)

৬২নং মনিজারী ২৯ দাবী ৩৮৮১৸০

ডিঃ শ্রীমতী চমৎকুমারী দাসী পাল চৌধুরী সাং ও থানা রাণাঘাট।

দেঃ শ্রীমথুরামোহন পাল সাং ও থানা রাণাঘাট।

১নং লাট। জেলা নদীয়া থানা রাণাঘাটের নিজ রাণাঘাট বর্ত্তমান সেঃ ২৬০নং খতিয়ানভুক্ত ১৸৵৯ টাকার জমার জমি ও তদুপরিস্থিত মায় আকর আওলাত ইত্যাদি মূল্য আঃ ১০০৲ টাকা

২। জেলা নদীয়া নিজ রাণাঘাটের বর্ত্তমান সেঃ ৭৯৭নং খতিয়ানভুক্ত নিষ্কর লাখরাজ জমি ও তদুপরিস্থিত আকর আওলাত চারিদিকে পাকা প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ৫০৲

৩। জেলা নদীয়া নিজ রাণাঘাট বর্ত্তমান সেঃ ১০৯৮নং খতিয়ানভুক্ত নিষ্কর লাখরাজ জমি ও তদুপরিস্থিত আকর আওলাত ইত্যাদি মূল্য আঃ ২৫৲। ইহাতে দেনদারের ।০ আনা রকম স্বত্বাংশ

৪। জেলা নদীয়া নিজ রাণাঘাটে বর্ত্তমান সেঃ ১৯৩০ নং খতিয়ানভুক্ত সরকারে ষোল আনা রকম ১৲৮ পাই টাকার জমার জমি মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত ইত্যাদি দরবস্ত হুকুক মূল্য আঃ ১০০৲

৫। জেলা নদীয়া নিজ রাণাঘাট ক্রমে বর্ত্তমান সেঃ ২০২৭ নং খতিয়ানভুক্ত ১৸৵১০ টাকা জমার জমিতে দেনদারের ॥০ রকম স্বত্বাংশ মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত ইত্যাদি মূল্য আঃ ২৫৲

৬। উক্ত সেঃ ২২৫২নং খতিয়ানভুক্ত ১/৬ টাকার জমার দেনদারের ষোল আনা রকম স্বত্বাংশ মায় আকর আওলাত ইত্যাদি মূল্য আঃ ২৫৲

৭। জেলা নদীয়া থানা রাণাঘাটের সামিল ১৫৬নং মৌজা নাসড়া গ্রামে বর্ত্তমান সেঃ ১৭৮ নং খতিয়ানভুক্ত নিষ্কর লাখরাজ জমীতে দেনদারের ॥০ রকম স্বত্বাংশ মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত মূল্য আঃ ৫০৲

৮। জেলা নদীয়া থানা রাণাঘাট ১৫৬নং মৌজা নাসড়া গ্রামের বর্ত্তমান সেঃ ২৫৪ নং খতিয়ানভুক্ত নিষ্কর ব্রহ্মোত্তর জমিতে দেনদারের ॥০ আনা রকম স্বত্বাংশ মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত মূল্য আঃ ১০০৲।

৯। উক্ত মৌজে বর্ত্তমান সেঃ ৭১১নং খতিয়ানভুক্ত ১।০ জমাতে দেনদারের ষোল আনা রকম স্বত্বাংশ মায় আকর আওলাত মূল্য আঃ ২০৲

১০। উক্ত বর্ত্তমান সেঃ ৫১০ নং খঃভুক্ত ।৵ আনা জমাতে দেনদারের ষোল আনা রকম স্বত্বাংশ মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত মূল্য আঃ ২০৲

১১। উক্ত মৌজার বর্ত্তমান সেঃ ৫১১নং খঃভুক্ত ।/১০ আনার জমায় দেনদারের ষোল আনা রকম স্বত্বাংশ মায় আকর আওলাত ইত্যাদি মূল্য আঃ ১০৲ টাকা

১২। জেলা নদীয়া থানা রাণাঘাটের সামিল নিজ ১৫৪নং মৌজা ঘাটগাছা গ্রামে বর্ত্তমান সেঃ ২৭৪।২৭৫।২৭৬।২৭৭নং খতিয়ানভুক্ত ৯।৮ পাই টাকার জমাতে দেনদারের ষোল আনা রকম স্বত্বাংশ মায় আকর আওলাত মূল্য আঃ ১৫০৲ টাকা।

১৩। জেলা নদীয়া থানা রাণাঘাটের সামিল ১৬১নং মৌজে রায়নগর গ্রামে বর্ত্তমান সেঃ ৩২৪নং খতিয়ানভুক্ত বার্ষিক ৸০ আনার জমাতে দেনদারের ষোল আনা স্বত্বাংশে মায় আকর আওলাত মূল্য আঃ

১৪। উক্ত মৌজে বর্ত্তমান সেঃ ১২৩নং খতিয়ানভুক্ত বার্ষিক ২।৯ টাকার জমাতে দেনদারের ষোল আনা রকম স্বত্বাংশ মায় আকর আওলাত মূল্য আঃ ১০০৲

১৫। উক্ত মৌজে বর্ত্তমান সেঃ ৮২নং খতিয়ানভুক্ত বার্ষিক ২।০ টাকার জমাতে দেনদারের ষোল আনা রকম স্বত্বাংশ মায় আকর আওলাত মূল্য আঃ ৭৫৲

১৬। উক্ত মৌজে রায়নগর গ্রামে বর্ত্তমান সেঃ ৬০৭নং খতিয়ানভুক্ত ১৵৪ টাকার মধ্যস্বত্ব চিরস্থায়ী জমাতে দেনদারের ষোল আনা রকম স্বত্বাংশ মায় আকর আওলাত মূল্য আঃ ২৫০৲

অ্যাডিসনাল সবজজ আদালত

(১)

৩নং দেওয়ারী ২৯ দাবী—১৪৪৸০

ডিঃ শ্রীপূর্ণচন্দ্র কাপালী সাং কোলের ডাঙ্গা, থানা নবদ্বীপ

দেঃ শ্রীপঁচু কাপালী সাং ঐ থানা ঐ

জেলা নদীয়া থানা নবদ্বীপ মৌজা ২৯ নং কেথরি গ্রামে ডিক্রিদার পূর্ণচন্দ্র কাপালী দিং অধীনে দেনদারের নামে ৫৫০নং খতিয়ানভুক্ত ১।০ টাকা জমায় ৬৪৪নং দাগের জমি মায় তদুপরিস্থিত দুই খানি ঘর মূল্য আঃ ১০০৲

(২)

৪নং দেওয়ারী ২৯ দাবী ৩০১২৸৯

ডিঃ শ্রীসত্যবালা দাসী চৌধুরাণী দিং সাং ও থানা রাণাঘাট

দেঃ শ্রীআশুতোষ কাহালদার দিং—সাং কলিঙ্গা থানা চাপড়া

জেলা নদীয়া থানা ত্রিহট্টের সামিল ২৯নং মৌজা কমলাপুর ও ৩০নং মৌজা চাঁদের ঘাট মৌজায় জমিদার শ্রীমতী রাজকুমারী প্রফুল্ল নলিনী দাসী দীং সেরেস্তায় দেনদারগণের নামে ২৫৮১৲ টাকার যে দরপত্তনী জমা তাহাতে উক্ত দেনদারগণের ।০ আনা রকম অংশ মূল্য আঃ ৫০০৲

শ্রীচৈতন্যমঠের গ্রন্থাবলী

শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুর বিরচিত

ভক্তি-গ্রন্থাবলী।

উৎকৃষ্ট কাপড়ে বিলাতী ধরণে বাঁধাই স্বর্ণালঙ্কৃত। চতুর্থ সংস্করণ। বিস্তারিত সূচীসহ

জৈবধর্ম

বাঁধাই ২৲ দুই টাকা

প্রকাশিত হইয়াছে

সনাতন সদ্ধর্মশাস্ত্র বেদ, বেদান্ত, উপনিষৎ গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত, পুরাণ, তন্ত্রাদি সকল গ্রন্থ পাঠ করিবার অবসর অতি অল্প মানবের ঘটিয়া থাকে। অনেকের যোগ্যতা না থাকায় সেই সমস্ত গ্রন্থের মর্ম অবগত হইতে পারেন না। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বাঙ্গালীর এই অসুবিধা দূরীভূত করিবার জন্য এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

বিদ্যালয়ের ছাত্র বা শিক্ষকগণের বিশেষ পাঠ্য, এই হেতু শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টার বাহাদুর ঐ সমস্ত বিদ্যালয়ের জন্য অনুমোদন করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

প্রথম খণ্ড ভিক্ষা—১৲ একটাকা

যুক্তিপূর্ণ শাস্ত্রবাক্য দ্বারা প্রত্যেক মানবের নিত্য কর্ত্তব্য ও অনিত্য সাময়িক কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। গ্রন্থের প্রতি উক্তি সনাতন শাস্ত্রবাক্য দ্বারা সমর্থিত ও প্রামাণিক হইয়াছে। দেহের, মনের ও আত্মার ধর্ম্ম কি? স্বদেশ, সমাজ, নীতি, ধর্ম্ম কি? ইত্যাদি বিষয় ক্রমানুসারে এমন সুন্দরভাবে সুশৃঙ্খলাকারে আলোচিত হইয়াছে যে, প্রথম পংক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত পাঠ না করিয়া নিবৃত্ত হওয়া যায় না।

শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ভিক্ষা ৶০

ঐ প্রমাণ খণ্ড ভিক্ষা ৶০

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিহার ও লীলাভূমি নয়টী দ্বীপ-সমন্বিত। এই নয় দ্বীপের প্রাচীন বিবরণ—প্রত্যেক দ্বীপে শ্রীমহাপ্রভুর লীলা—প্রত্যেক দ্বীপের পরিচয়, শ্রীধাম-মাহাত্ম্য—ধামাপরাধ কি? ইত্যাদি বিষয় বিশেষভাবে মনোহর ছন্দে বর্ণিত। পকেট সাইজ প্রায় ১৬০ পৃষ্ঠা।

শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ

উজ্জ্বল ব্রোঞ্জ ব্লু কালীতে উত্তম কাগজে ছাপা—শ্রীনবদ্বীপধাম দর্শনে ভাবুক দর্শনকারীর কি প্রকার ভাবের উচ্ছ্বাস হয়, তাহা এই গ্রন্থে বর্ণিত। অতি চমৎকার। ভিক্ষা চারি আনা।

শ্রীমনঃশিক্ষা

।৶০ দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভুকে উপদেশচ্ছলে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রাতিকূল বিচার অতি সুন্দরভাবে বর্ণিত হইয়াছে। ইহা ছাড়া শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদিষ্ট শিক্ষা ও উপদেশ বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব-জগতে অভিনব গ্রন্থ !!

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতি-গ্রন্থাবলী :—

শরণাগতি

পকেট সাইজ অষ্টম সংস্করণ ভিক্ষা ৴০ আনা

দেহ ও মনের চেষ্টা অনিত্যবস্তু লইয়া—ইহা যখন জীব বুঝিতে পারে, তখন একমাত্র নিত্যবস্তু শ্রীভগবানের প্রতি তাঁহার কোন জাতীয় আবেগময়ী প্রার্থনা হয় এবং শ্রীভগবানে সর্ব্বান্তঃকরণে নিষ্কপটে কি প্রকারে শরণাপন্ন হইতে হয়, ইত্যাদি বিষয়ক প্রাণস্পর্শী প্রার্থনা ও আত্মসমর্পণমূলক গান। ত্রয়োদশ সংস্করণও প্রকাশিত হইয়াছে।

ভিক্ষা প্রতি খণ্ড ৴০ এক আনা।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা— ৴০, নবদ্বীপশতক— ৴০

অর্থপঞ্চক—৴০

কল্যাণকল্পতরু

পকেট সাইজ পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা ৵১০

আমরা প্রত্যহ নূতন অভাব ও কামনার বশবর্ত্তী হইয়া পুনঃপুনঃ যে অকল্যাণকে কল্যাণ বলিয়া গ্রহণ করি এবং যাঁহার নিকট কল্যাণ কামনা করি, তিনি যে নিত্য বা যথার্থ কল্যাণ প্রদানে অসমর্থ এবং কোন্ বস্তু আমাদের নিত্য কল্যাণদাতা এবং কি ভাবে আমরা সেই কল্যাণলাভে সমর্থ হইব, এই সকল কথা সরল গানে লিখিত। এই গীতিগ্রন্থ বাস্তবিকই কল্যাণের কল্পতরু; ইনি প্রত্যেককে নিত্যকল্যাণ প্রদানে

শ্রীল চক্রবর্ত্তি-ঠাকুরের টীকা সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠাকুর কৃত টীকা ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কৃত অনুবাদ। টীকাকারের জীবনী, শ্লোক সূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি এবং প্রয়োজনীয় বিষয় সংবলিত প্রায় ৮২৫ পৃষ্ঠা। উৎকৃষ্ট সিল্কে বাঁধাই ২৲ দুই টাকা, কাগজে বাঁধা ১৷০

শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ কৃত ভাষ্য সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

কাগজ ও ছাপা উৎকৃষ্ট। সিল্কে বাঁধাই, সোণার জলে নাম লেখা রাজসংস্করণ ১৲ টাকা, সাধারণ সংস্করণ ১৷০, গৌড়ীয়ের গ্রাহকপক্ষে ১৷০

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি (সারস্বতাভিধানগ্রন্থ

বিষয়—১। ভক্তিশাস্ত্রে ব্যবহৃত শব্দাবলীর অর্থ, ২। চারি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের চরিত্র, ৩। বিষ্ণুবৈষ্ণবসম্পর্কিত শ্রীমন্দির ও শ্রীবিগ্রহের বিবরণ, ৪। বৈষ্ণবগ্রন্থ ও প্রবন্ধসমূহের তালিকা ও বিবরণ, ৫। বিষয় নির্দ্দেশ যথ লৌকিক ও শাস্ত্রীয় আকরমূলে যাবতীয় তথ্য। চারিখণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ১ম খণ্ড ৸৴০, ২য় খণ্ড ৸০, ৩য় খণ্ড ৸০, ৪র্থ খণ্ড ৷৵০, চারিখণ্ড একত্রে ৩৲ (৫ম খণ্ড যন্ত্রস্থ)।

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ—১ম খণ্ড ১৲ এক টাকা ২য় খণ্ড ১৲ এক টাকা—শ্রীমদ্ভাগবতের গ্রাহক ও গৌড়ীয় গ্রাহকগণ ১০ টাকায় দুইখণ্ড পাইবেন। বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমজ্জীব গোস্বামিপাদের রচিত গ্রন্থ। ইহাই ষট্‌সন্দর্ভের অধিক প্রয়োজনীয় অংশ। প্রায় ৬৫০ ডবল ক্রাউন ৮ ফর্ম্মায় ৬৪ পৃষ্ঠা আকারে মুদ্রিত হইতেছে।

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য সঙ্কলিত

সদাচারস্মৃতিঃ

ভিক্ষা ৴০ মাত্র

প্রাপ্তিস্থান—ঠিকানা: প্রাপ্তিস্থান—১১নং উলটাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা।

বৈদ্যশাস্ত্রীয়ত

মদন মঞ্জরী

বটিকায় শুক্র ও ধাতুবিকার, ইন্দ্রিয়শক্তির হ্রাস, প্রস্রাবে শুক্রপাত, স্বপ্নদোষ, মাথাঘোরা, বুক ধড়ফড়ান, অনিদ্রা প্রভৃতি লক্ষণ সত্বর নিদোষ আরোগ্য হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ৪০ বটী ১৲ এক টাকা।

"নপুংসকারি ঘৃত"

পুরুষত্বহীন বিকেলে এ ঘৃতপ্রয়োগ দ্বারা আশ্চর্য্য ফল পাইবে। শক্তিসঞ্চার হয়। মূল্য ২ তোলা ১ টাকা।

"রমণবিলাসিনী বটিকা"

স্ত্রীরোগের বন্ধ্যাত্ব ও স্নায়বিক দুর্বলতা দূর করিতে অব্যর্থ। মূল্য ১৬ বটী ১৲ এক টাকা।

রাজবৈদ্য নারায়ণজী কেশবজী

১৭৭নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

বিজ্ঞাপন

সাবধান! সাবধান!! সাবধান!!!

জে, বি, দত্তের চাকাশিশি বাদাম তৈল

আদি ও অকৃত্রিম এবং উপকারিতায় সর্ব্বজন পরিচিত ও বহু প্রশংসিত।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী *J. B. Dutta & Co.* নাম দেখিয়া খরিদ করিবেন। নচেৎ প্রতারকগণ কমদরের কৃত্রিম তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে।

নিবেদক জে, বি, দত্ত

ফেরাস্ কুইনাইন

নূতন এবং পুরাতন ম্যালেরিয়া নাশ করিতে উপযুক্ত মাত্রায় আয়রণ, আর্সেনিক, কুইনাইন, আর্সেনিক এবং স্ট্রিকনিন আছে।

এই ফেরাস্ কুইনাইন তাহা ইঞ্জেকসন করিলে একটী বা দুইটী ইঞ্জেকসনেই সর্ব্বপ্রকার কঠিন ম্যালেরিয়া জ্বর বন্ধ করে এবং জ্বর হইতে বাঁচায় ও ইঞ্জেকসনে ম্যালেরিয়ার সমস্ত উপসর্গ নষ্ট করিয়া দেয়।

৬ এম্পুলপূর্ণ প্রতি বাক্স—মূল্য ২৲, ডাকমাশুল পৃথক।

বাই ও-কেমিক্যাল এণ্ড ক্লিনিক্যাল ল্যাবরেটারীতে প্রস্তুত। ২৯১ হরিঘোষ লেন, কলিকাতা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (প্রাচীন নবদ্বীপ) নদীয়া

পর-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

এখানে আহার এবং বাসস্থান দিয়া বিদ্যার্থিগণকে বিভিন্ন শিক্ষণীয় বিষয় শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। অনেক ছাত্র ইতোমধ্যেই আসিয়া পাঠ আরম্ভ করিয়াছেন। বর্দ্ধমান বর্ষে সকল ছাত্রই গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

প্রধান অধ্যাপক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রচন্দ্র কাব্য ব্যাকরণ-সাংখ্য-বেদান্ত-ষড়দর্শন তীর্থ, সাংখ্য ও বেদান্তরত্ন, সাহিত্যশাস্ত্রী, দর্শনবাচস্পতি।

অধ্যাপক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গৌরদাস ব্রহ্মচারী ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীধাম মায়াপুর পরবিদ্যাপীঠ, (নদীয়া)

বেদনাঞ্জন

শ্রেষ্ঠরত্ন

কলিকাতা কংগ্রেস একজিবিসন হইতে বহু প্রশংসা প্রাপ্ত ও বহু গণ্যমান্য ভদ্রমহোদয়গণ কর্ত্তৃক প্রশংসিত।

আজকাল বাজার-চলতি মিশ্রিত ও বিষাক্ত আহার্য্য সেবনে শরীরের রক্ত স্বতঃই দোষিত হইয়া পড়িতেছে। এতদ্ব মানবদেহের শ্রেষ্ঠ উপাদান, এই রক্ত দোষিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মানব বাত, বেদনা, মাথাধরা, মাথাঘোরা, দৃষ্টিশক্তির হ্রাস, দাঁতের গোড়া ফুলা, দাঁত কনকনানি, দাঁতে পোকা এবং দাদ, চুলকানি প্রভৃতি কতকগুলি চর্ম্মরোগে আক্রান্ত হইতেছে। যদি আপনি এইসব ব্যাধিমুক্ত হইতে চান, তাহা হইলে অযথা পয়সার অপব্যয় না করিয়া অল্প ব্যয়ে এক শিশি বেদনাঞ্জন ক্রয় করিয়া ইহার ফলাফলকারী-শক্তি উপলব্ধি করুন। গুণের তুলনায় মূল্য অত্যল্প। এক শিশি ৮০ আনা মাত্র মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান—এ, সি, চাটার্জ্জী এণ্ড ব্রাদার্স।

৮৫নং ইলকাটা লেন, হাটখোলা (কলিকাতা)।

সকল মণিহারী দোকানে ও ঔষধের দোকানে পাওয়া যায়।

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

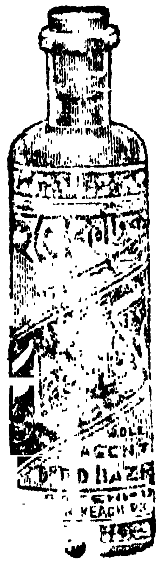

যদিও অদ্যাপি প্রকৃত মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য, তথাপি যাঁহারা নানাবিধ অনিয়মিত উপায়ে অপরিমিত শক্তি নষ্ট করিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন এবং নানা প্রকার মেহ, প্রমেহ ধাতুদৌর্ব্বল্য, স্নায়বিক দুর্ব্বলতা, বহুমূত্র, স্বপ্নদোষ, পারদ সংক্রান্ত পীড়া, অম্ল এবং স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে যাঁহারা বাধক, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, প্রদর, শ্বেত ও রক্তপ্রদর, হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি রোগে ভুগিয়া জীবনে নিরাশ হইয়াছেন, তাঁহারা আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটেল সাহেবের আবিষ্কৃত ইলেক্ট্রিক সলিউসন ব্যবহার করিয়া বাঁচিতে পারেন, তাহার শত সহস্র প্রমাণ প্রতি বৎসরেই পাওয়া যাইতেছে। যাঁহারা অভাগা বহুদিন ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরোগ্য হইতে পারেন নাই, তাঁহারা একবার এই ঔষধটী ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক মাসের ব্যবহারোপযোগী শিশি ৩৫৩ ডাকমাশুল সহ ১॥০ টাকা মাত্র।

সোল এজেণ্ট—ডাঃ ডি, ডি, হাজরা।

ফতেপুর, গার্ডেনরিচ পোঃ, কলিকাতা।

ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

অধ্যক্ষ

শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম এ, এফ সি এস (লণ্ডন)

ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক

(প্রফেসার)

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ বিশুদ্ধ ও শাস্ত্রমতে নিজ তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হয়। পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ক্যাটালগ পাঠান হয়। রোগের বিবরণ জানাইলে যত্নপূর্ব্বক ব্যবস্থা দেওয়া হয়। চিঠি পত্রাদি সম্পূর্ণরূপে গোপন রাখা হয়।

মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দুর)

(বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৪৲ টাকা

উৎকৃষ্ট স্বর্ণ, পারদ ও আমলাসার গন্ধক দ্বারা যথাশাস্ত্র প্রস্তুত।
নিত্য প্রয়োজনীয় সর্ব্বরোগনাশক মহৌষধ

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৩৲ টাকা

উৎকৃষ্ট কাঁচা আমলকী, মধু, চিনি প্রভৃতি যাবতীয় উপাদানে পূর্ণ মাত্রায় যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। কাস, শ্বাস, সর্দ্দি, যক্ষ্মা, ক্ষয়রোগ, হৃদরোগ প্রভৃতি রোগের মহৌষধ। সকলেরই নিত্য সেবনীয় পুষ্টিকর মহৌষধ বা স্বাস্থ্য বিশেষ।

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬৲ টাকা

ইহা সেবনে ধাতুদৌর্ব্বল্য, অকালবার্দ্ধক্য, স্বপ্নদোষ, প্রমেহ ও ধ্বজভঙ্গ সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায়। ইহা অপার্থিব আনন্দদায়ক রসায়ন।

অবলাবান্ধব যোগ

প্রদর, বাধক বেদনা, জরায়ুদোষ ও যোনিগত যাবতীয় রোগের মহৌষধ
মূল্য—১৬ মাত্রা ২ টাকা। ৫০ মাত্রা ৫৲ টাকা মাত্র

বিশুদ্ধ জল! ভয় নাই! বিশুদ্ধ জল!!

লক্ষ্মী টিউব-ওয়েল কোং

২০৫নং নবাবপুর, ঢাকা

বৈজ্ঞানিকগণের নব আবিষ্কৃত যন্ত্রবিদ্যার উন্নত বৈজ্ঞানিক-সম্মত প্রণালীতে নলকূপ (*Tube-well*) নির্ম্মাণ করা হয়। বাঙ্গলার লাট বাহাদুর, গভর্ণমেণ্ট সেক্রেটারী, জিলা-ম্যাজিষ্ট্রেট, জিলা-বোর্ডের চেয়ারম্যান, ইঞ্জিনীয়ার, জমিদার, তালুকদার, প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত ভদ্রমহোদয়গণ এই কোম্পানীর কার্য্য দেখিয়া প্রশংসা করিয়াছেন। রাসায়নিক পরীক্ষায় জল বিশুদ্ধ না হইলে মূল্য গৃহীত হয় না। বিস্তৃত বিবরণের জন্য পত্র লিখুন।

বৃত্তিসহ সমগ্র

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

ভিক্ষা ২৲ টাকা। শিক্ষার্থি ছাত্রের পক্ষে ১॥০ দেড়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—পরবিদ্যাপীঠ, শ্রীগৌড়পুর

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

মনোমোহন প্রেস

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা

পূর্ব্ববাঙ্গালায় সুলভে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত

বৈদ্যুতিক মেশিনে দিবারাত্র কাজ চলিতেছে

বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা।

শ্রীমায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ দৈনিক প্রেস হইতে—শ্রী বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

স্থানীয় সংস্করণ

[illegible]red [illegible] 1544

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র।

৪র্থ খণ্ড] সম্পাদক—প্রত্নবিদ্যালঙ্কার শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী [২৪৬ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্য মঠ শ্রীধাম মায়াপুর ৯ই পৌষ, মঙ্গলবার ১৩৩৬, ২৪শে ডিসেম্বর ১৯২৯

বিজ্ঞাপনের হার

প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩॥০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

মূল্যের হার
অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৴৫

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থাবলী

১।	শ্রীমদ্ভাগবতম্—শ্লোক সূচী, বিষয়-সূচী প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত। ভিক্ষা, প্রতি খণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৵০ গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশ গ্রাহক পক্ষে	৵০	১৬।	[illegible] পথ (৩য় সংস্করণ)	।৵০
			১৭।	[illegible] ও আচার্য্য	।৵০
			১৮।	[illegible] নাম-ভজনমালা	৬/০
২।	ভাষ্য সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত [illegible]	[illegible]	১৯।	[illegible] (নবদ্বীপ পরিক্রমা)	৵০
৩।	গৌড়ীয়-গীতা	৶০	২০।	শ্রীনবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য	[illegible]
৪।	গৌড়ীয়-সাহিত্য	[illegible]	২১।	নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য (প্রমাণখণ্ড)	[illegible]
৫।	ভজনরহস্য	॥০	২২।	শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ	[illegible]
৬।	শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা)	১৲	২৩।	শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা দর্পণ	।০
	" " " আবাঁধা	৬/০	২৪।	শরণাগতি, গীতাবলী, সাধনবল, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, নবদ্বীপশতক, অর্থপঞ্চক ও সদাচারস্মৃতিঃ মোট	[illegible]
৭।	গীতা (শ্রীবলদেবভাষ্য সহ) বাঁধা ২৲ আবাঁধা ১॥০		২৫।	কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ও অর্চ্চনকণ	[illegible]
৮।	গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি-টীকা-সহ) বাঁধা ২৲ আবাঁধা ১॥০		২৬।	সাধককণ্ঠমণি	।০
	গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য	॥০	২৭।	সংস্কার দীপিকা	[illegible]
৯।	যুক্তিমল্লিকা গুণসৌরভঃ সানুবাদ (মাধ্ব)	২৲	২৮।	বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড)	[illegible]
১০।	বেদান্ততত্ত্বসার সানুবাদ (রামানুজীয়)	॥০	২৯।	ব্রহ্মসংহিতা	॥০
১১।	জৈবধর্ম্ম	২৲	৩০।	শ্রীমহাপ্রভুর শিক্ষা	[illegible]
১২।	শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ)	৬/০	৩১।	[illegible] সানুবাদ	।০
১৩।	গৌড়ীয়-কণ্ঠহার	২৲	৩২।	গোবর্দ্ধনোদয়ঃ	৬/০
১৪।	প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ)	৸৵০	৩৩।	শ্রীচৈতন্যভাগবত (বিরাট্ দ্বিতীয় সংস্করণ)	৬৲
১৫।	দ্বীপ-[illegible] দর্শন	৶০			

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

ধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপ-প্রদর্শনী, নদীয়া

(৩রা ফেব্রুয়ারী হইতে ১৭ই মার্চ্চ, ১৯৩০ পর্য্যন্ত)

প্রদর্শনীর সকল জ্ঞাতব্য বিষয়ের জন্য
সেক্রেটারী মহোদয়ের নিকট
আবেদন করুন।

শ্রীকুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ,
শ্রীচৈতন্য মঠ, শ্রীধাম মায়াপুর পোঃ আঃ (নদীয়া)।

ইংরাজী ভাষায় ভক্তিগ্রন্থ

১ শ্রীচৈতন্যচরিত ও শিক্ষা
২ নামভজন
৩। বৈষ্ণব[illegible] আর্য্য ও শ্লোক
৪। ভাগবতীয় দর্শন[illegible] ও ধর্ম্ম
৫। কাম ও প্রেম[illegible] ।০
৬। গৌড়ীয়মঠ কি করেন ৴০

দেবনাগর অক্ষরে ভক্তিগ্রন্থ

১। [illegible] ৶০
২। [illegible]
৩। [illegible] ৶০
৪। [illegible] ৴০
৫। [illegible] ॥০
৬। [illegible]

[illegible] সম্পাদক—[illegible]

শ্রীগৌড়ীয়মঠ ও দিল্লী

(শ্রীপাদ [illegible])

দিল্লী [illegible] নগরী। এখানে [illegible] বংশের অভ্যুত্থান [illegible] হইয়াছে; বর্ত্তমান [illegible] একটি নব-নির্ম্মিত [illegible] নিউ দিল্লী নামে [illegible] হইয়াছে। এখানে বঙ্গ-দেশের [illegible] উচ্চ শিক্ষিত [illegible] রাজকার্য্য ব্যপ-দেশে বাস করিতেছেন। [illegible] মুদ্রাযন্ত্রে [illegible] শাসনের কীর্ত্তি [illegible] রূপে [illegible] কালের [illegible] সংগ্রাম করিতে [illegible] স্থ-গৌরবে বিরাজমান, তাহাদের দর্শন করিয়া প্রাচীন প্রসিদ্ধ [illegible] অতুল [illegible] কীর্ত্তি-সমূহের তুলনা-মূলক গবেষণা করিতে বিজ্ঞ দর্শকগণ এস্থলে বিশেষ আনন্দ লাভ করেন। [illegible] সময় [illegible] বাঙ্গালী [illegible] রাজনৈতিক ব্যাপারে এখানে প্রায়শঃ মিলিত হইয়া থাকেন। দিল্লী একপ্রকার বর্ত্তমান ভারতের [illegible] অঙ্গ।

এই দিল্লীকে [illegible] সমস্ত [illegible] দর্শন [illegible] অর্থাৎ [illegible] একটি [illegible] হইবে না।

[illegible]—[illegible] শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য [illegible] মহাপ্রভুর [illegible] শ্রীগৌড়ীয়মঠ [illegible] শ্রীগৌড়ীয় মঠের [illegible] নিউদিল্লীতে [illegible] করিয়াছেন। [illegible] প্রচারকগণ [illegible]

[illegible] শ্রীগৌড়ীয়মঠ [illegible] আগমন [illegible] বহু-পরিকর [illegible] করিতেছে।

[illegible]

[illegible] বিশ্বের মঙ্গল-[illegible] দিব্যজ্ঞান [illegible] শিরোমণিকে। [illegible] বাণী প্রচারিত [illegible] সজ্জনগণের [illegible] স্বরূপভূত করিতেছে। [illegible] নরকগণ [illegible] বিশ্বাসে বিশ্রব্ধ। প্রাকৃতগণ [illegible] দর্শনে [illegible]। সর্ব্বত্র কৃষ্ণকথার [illegible] প্রচারিত, [illegible] ও সংস্থাপিত হই-তেছে।

[illegible] দিল্লী গৌড়ীয়মঠ-কার্য্যালয়ে [illegible] বার্ষিক মহোৎসব সম্পন্ন হয়। [illegible] প্রদেশবাসী দিল্লী প্রবাসী [illegible] মঠপ্রাঙ্গণে সম্মিলিত হইয়া সানন্দে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনে ও শ্রীগৌড়ীয়মঠে যোগদান করিলেন। বিবিধ [illegible] মহাপ্রসাদ [illegible] পরিতোষে [illegible] হইয়া [illegible] ও শান্তির [illegible] করিয়াছে।

লালসা

(শ্রীযুক্তা প্রফুল্লকুমারী দেবী)

শ্রীগুরু গৌরাঙ্গ-ভক্ত করে করি দয়া।
নিষ্কপটে এ অধমে দিবে পদছায়া॥
[illegible] ঠাকুর করে হইয়া সদয়।
এ অধমে পাদমূলে দিবেন আশ্রয়॥
করে [illegible] পড়িব লুটিয়া।
[illegible] চরণামৃত লইব মাগিয়া॥
করে [illegible] মোরে হয়ে কৃপাবান।
[illegible] যোগপীঠে করাবে দর্শন॥
ভক্ত-পদরজ করে মাথায় লইয়া।
[illegible] শ্রীগৌরচন্দ্র [illegible]
[illegible]
করে বা [illegible]॥
[illegible] নয়নে।
[illegible] কীর্ত্তনে॥
[illegible] উদ্ধবাও [illegible]।
নাচিবে আসিয়ে যোগপীঠে গৌরহরি॥
শচীমাতা কোলে লয়ে গোরা নিত্যানন্দে।
চাঁদমুখ মুছাইয়া দিবেন আনন্দে॥
কোন ভক্ত আসি [illegible] চামর ঢুলাবে।
কোন ভক্ত আসি [illegible] দোলাবে॥
ক্ষীর সর নবনী আনিয়া মনঃ সুখে।
শচীমাতা দিবে গোরা নিতাই চাঁদমুখে॥
কর্পূর বাসিত সুবাস গঙ্গাজল।
আনি [illegible] চাঁদবদন কমল॥
কনক সম্পুটে [illegible] যোগাবে।
কোন ভক্ত শ্রীঅঙ্গেতে চন্দন পরাবে॥
সুগন্ধ কুসুম মালা আনিয়া [illegible]।
কোন ভক্ত প্রেমানন্দে পরাবে গলায়॥
[illegible] সমর্পণ [illegible] প্রসাদ সেবিবে।
সতৃষ্ণ নয়নে [illegible] শ্রীমুখ হেরিবে।
[illegible] পাইবে [illegible]।
[illegible] থাকিয়া॥
ভক্তগণ কবে মোরে করি অঙ্গীকার।
দেখাবেন [illegible] গোবিন্দ-বিহার॥
সে [illegible] করে মোর হইবে উদয়।
গোলোক-[illegible] শচী-আঙ্গিনায়॥
করে যোগপীঠে বসি ভক্ত-পদতলে।
কৃষ্ণনাম সুধারস পিব কুতূহলে॥
সকল ইন্দ্রিয় করে কর্ণরূপ ধরি।
রাধাকৃষ্ণ-গুণগান শুনে [illegible]॥
[illegible] কোলাহল [illegible] পশিবে কানে।
করে বা কৃতার্থ হব কৃষ্ণগুণ গানে॥
শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত [illegible] শ্রবণে
অপ্রাকৃত লীলা করে [illegible] নয়নে
করে [illegible] শ্রীগুরু চরণে।
ভক্তসহ [illegible] বৃন্দাবনে॥
শ্রীগুরু-কৃপায় [illegible] অন্ধকার।
[illegible] অতি [illegible] হবে এ অধম ছার॥

যোগপথ ও ভক্তিপথ

(শ্রীযুক্ত [illegible] সেন এম, এ)

আমেরিক [illegible] প্রকাশিত [illegible] নামক [illegible] চিরস্থায়ী [illegible] সম্বন্ধে একটী প্রবন্ধ দেখিলাম। তাহার গোড়াতেই এই গল্প আছে। এক বৃদ্ধকে জিজ্ঞাসা করা হয় যে, যদি তাহাকে যৌবন ফিরাইয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে সে কি করে। বৃদ্ধ উত্তর দিল, "আমি পুরাতন বন্ধুদের সহিত অর্দ্ধেক সময় কাটাব এবং বাকী অর্দ্ধেক সময় নূতন বন্ধু সংগ্রহ করিব।"

প্রবন্ধকার বলেন [illegible] আছে। তাহাকে মানুষ চিরস্থায়ী বল এবং আনন্দ লাভ করে। অসৎসঙ্গ মানুষকে [illegible] দিকে [illegible]। এই কারণে [illegible] অসৎসঙ্গ ত্যাগ করিবার জন্য উপদেশ দেন। অসৎসঙ্গে পড়িয়া [illegible] সংসার, [illegible] করিয়াছেন এই [illegible] নারদ [illegible] ছিলেন। নারদ [illegible] এবং সেবার [illegible] সমস্ত [illegible] করিয়া [illegible] হইয়াছিলেন। [illegible] পারমার্থিক [illegible] আছে, তাহা [illegible] পারমার্থিক [illegible] দিতে পারে না। চুম্বকে [illegible] লোহাকে [illegible] পারে না। [illegible] চুম্বকের সন্ধান কর।"

প্রবন্ধকার [illegible] যোগী। তিনি দেখাইতে চাহেন যে, যাঁহারা যোগপথ অবলম্বন করেন, তাঁহাদের পক্ষে প্রথম সাধুসঙ্গ আবশ্যক।

যাঁহারা ভক্তিপথ অনুসরণ করেন তাঁহাদের পক্ষে সাধুসঙ্গ প্রথম ও শেষ অবলম্বন। বৃহন্নারদীয় পুরাণ বলেন, "ভক্তিস্তু ভগবদ্ভক্ত[illegible] পরিজায়তে অর্থাৎ ভগবদ্ভক্তের [illegible] উদিতা হয়।"

শ্রীমদ্ভাগবতে [illegible] সঙ্গক্রমে আমার বীর্য্যসূচক [illegible] কথা-সকল [illegible] হয়। সেই [illegible] কথা শ্রবণ করিতে করিতে শীঘ্র [illegible] আমাতে প্রথমে শ্রদ্ধা, পরে রতি (ভাব-ভক্তি), অবশেষে প্রেমভক্তি উদিতা হয়।

[যোগিগণ সাধনকালে ব্রহ্মচর্য্যরক্ষা রূপ উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য সাধুসঙ্গের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেন, কিন্তু সিদ্ধাবস্থায় আর সাধুসঙ্গের আবশ্যকতা মনে করেন না; কিন্তু ভক্তগণ [illegible] সাধন ও সিদ্ধ উভয়াবস্থাতেই সাধুসঙ্গের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেন। কর্ম্মী, জ্ঞানী ও যোগীর ধারণায় ভুক্তি, মুক্তি ও সিদ্ধি-কামীও সাধু; কিন্তু ভক্ত তাঁহাদের কাহাকেও সাধু বলেন না। যিনি আত্মেন্দ্রিয়তর্পণ সম্যক্‌ভাবে পরিত্যাগ পূর্ব্বক কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণে সর্ব্বদা তৎপর, তিনিই ভক্তের বিচারে সাধু। ভক্ত সেই সাধুর উত্তম, মধ্যম ও কনিষ্ঠাধিকার বিচারপূর্ব্বক যাহার যে যোগ্য সম্মান, তাহা প্রদান করেন। ভক্ত কনিষ্ঠে আদর, মধ্যমে প্রণতি এবং উত্তমের শুশ্রূষাপর। ব্রহ্মচর্য্যাদি ব্যাপারকে ভক্তগণ সাধুসঙ্গের আনুষঙ্গিক ফল বলিয়া জানেন; উহাকে মুখ্য উদ্দেশ্য করিয়া ব্রহ্মচর্য্যাদি রক্ষার জন্য যোগাদি কৃত্রিম পন্থার আদর করেন না। আত্মার সহজাত বৃত্তি ভগবদ্ভক্তির অনুশীলন করিতে করিতে জীবের যাবতীয় ইতর বাসনা দূরীভূত হয়, যোগাদি কৃত্রিম পন্থাবলম্বনের কোন প্রয়োজন হয় না।

যাঁহারা ভগবদ্ভক্তিকে যোগাদির অপেক্ষা [illegible] ধারণা করিতে না পারিয়া তাঁহাকে [illegible] অপেক্ষাযুক্ত জ্ঞানে যোগাদি পন্থার বহুমানন প্রবৃত্ত হন, তাঁহারা যোগাদি পন্থার প্রাপ্য ফল কিছু কিছু লাভ করিয়া অন্যত্র আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণের বশ হইয়া পড়েন, ভক্তিফল হইতে চিরতরে বঞ্চিত হন। সুতরাং সাধু-সঙ্গ বিষয়ে বিশেষ বিচার আবশ্যক। সাধু নামধারী অসাধুর সঙ্গ ঘটিয়া বসিলে একেবারেই সর্ব্বনাশ। আমার মনের খেয়াল মত যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে সাধু বলিয়া স্থির করিলে চলিবে না। মনোধর্ম্মী-আমার বিচারের সাধু ও অসাধু উভয়ই ভ্রমাদি দ [illegible] মনোধর্ম্ম। এই ভাল এই মন্দ এই সব ভ্রম॥" কৃষ্ণ-কৃপা ও সাধুকৃপা-বলেই সাধু দর্শন লাভ হয়। ইহাতে ভক্তগুণ-সুকৃতির অপেক্ষা আছে। সাধু চিনিবার প্রকৃত ইচ্ছা হইলে ভগবানই সাধুরূপে আসিয়া দর্শন দেন।

নঃ প্রঃ সঃ]

নীলাম ইস্তাহার

জেলা নদীয়া মোকাম কৃষ্ণনগর

দ্বিতীয় মুন্সেফী আদালত

নীলামের দিন ৮ই জানুয়ারী ১৯৩০

(১)

৯০৯ খাংজারী ২৯ দাবী ৮০/৯

ডিঃ শ্রীবদ্রী নারায়ণ চেৎলাঙ্গিয়া সাং গোয়াড়ী থানা কোতোয়ালী

দেঃ শ্রীমফিজদ্দি ওস্তাগর সাং ও থানা শান্তিপুর দরগাতলা

সবরেঃ কৃষ্ণনগর থানা হাঁসখালি মৌজে গোবিন্দপুর গ্রামে সেঃ ১৫৪২নং খংভুক্ত ১৬৲ টাকা জমার মোট ৭ শতক জমি মায় তদুপরিস্থিত পাকা ইমারত সাজ-সরঞ্জাম মূল্য আঃ ২০০৲

(২)

৯১২ খাংজারী ২৫ দাবী ১১১৮/

ডিঃ শ্রীবদ্রীনারায়ণ চেৎলাঙ্গিয়া সাং গোয়াড়ী থানা কোতোয়ালী

দেঃ শ্রীশিশিরকুমার রায় দিং সাং চণ্ডিপুর থানা দামুরহুদা

সবরেঃ কৃষ্ণনগর থানা চাপড়ার সামিল মৌজে ময়দানপুর গ্রামে ৩২নং খংভুক্ত ১৩ শতক রায়তি স্থিতিবান জমি মায় তদুপরিস্থিত ২কুঠারী পাকা কোঠাঘর, খরাপাক, সাজসরঞ্জাম মূল্য আঃ ২০০৲

(৩)

৯৫৫ খাংজারী ২৯ দাবী ৮৯/৬

ডিঃ শ্রীমন্মথ পাল চৌধুরী সাং আমিনবাজার থানা কোতোয়ালী

দেঃ শ্রীসুলতান মণ্ডল সাং কলেঙ্গা থানা চাপড়া

থানা চাপড়া মৌজে লক্ষ্মীপুর গ্রামে সেঃ ৪৭নং খংভুক্ত ৯-৫০ একর জমির জমা ২০৲৪। উক্ত জমি ও তদুপরিস্থিত আকর আওলাদিতে দেনদারগণের ৮/১৩—অংশ মূল্য আঃ ১০৲

(৪)

৯৬১ খাংজারী ২৯ দাবী ৩২৮

ডিঃ শ্রীক্ষেত্র নাথ গঙ্গোপাধ্যায় দিং সাং ঘূর্ণী থানা কোতোয়ালী

দেঃ শ্রীদেবেন্দ্র নাথ চৌধুরী সাং ইছাপুর থানা কোতোয়ালী

সবরেঃ কৃষ্ণনগর থানা হাঁসখালী মৌজে জয়পুর গ্রামে জেলা নদীয়ার ১০৩১ নং তৌজির অন্তর্গত সেঃ ১৭৬নং খংভুক্ত ১-২০ একর জমির জমা ৫৲ টাকা।

(৫)

৯৯৩ খাংজারী ২৯ দাবী ৭৭/৩

ডিঃ শ্রীপঞ্চানন নাথ সাং কুটী খাল-ধারাবিয়া থানা কৃষ্ণগঞ্জ

দেঃ শ্রীসত্যবালা দাসী দিং সাং রুপুর থানা কৃষ্ণগঞ্জ

জেলা নদীয়া পরগণা উখড়া ৩৯৯নং তৌজিভুক্ত থানা কৃষ্ণগঞ্জ সামিল তনং রুপপুর গ্রামে ৫নং খংভুক্ত [illegible] স্থিতিবান [illegible] জমি মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত মূল্য আঃ ৩০৲ টাকা

(৬)

৯৯৬ খাংজারী ২৯ দাবী ৬৮/৬

ডিঃ শ্রীনফর চন্দ্র পাল চৌধুরী সাং নাটুদহ থানা দামুরহুদা

দেঃ শ্রীনিস্তার সেখ—সাং বাহির-গাছি থানা নাকাশীপাড়া

সবরেঃ কৃষ্ণনগর থানা নাকাশীপাড়া মৌজে বাহির গাছি সেঃ ২৪৮নং খতিয়ান-ভুক্ত ২-৮৭একর জমির কাত কনতার সনমতে ৫৶৫ উক্ত জমি মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত মূল্য আঃ ৫০৲ টাকা

(৭)

১০০৪ খাংজারী ২৯ দাবী ৩২৮/৯

ডিঃ ঐ

দেঃ শ্রীনৃসিংহ প্রসাদ বিশ্বাস সাং বড় আন্দুলিয়া থানা চাপড়া

থানা চাপড়া মৌজে হাতিশালা গ্রামে ২৬৩নং তৌজির অন্তর্গত সেঃ ৩৮৪নং খতি-য়ানভুক্ত ১-১৩ শতক ওটবন্দী জোত মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত মূল্য আঃ ৫৲ টাকা

(৮)

১০২০ খাংজারী ২৯ দাবী ৭৩/৯

ডিঃ শ্রীনেকজান বিবি দিং—সাং আসাননগর, থানা হাঁসখালী

দেঃ শ্রীমোতন মণ্ডল—সাং বাহির গাছি থানা চাপরা

সবরেঃ কৃষ্ণনগর থানা চাপরা মৌজে ৭৩ নং বাহিরগাছি গ্রামে সেঃ ২৭০নং খতিয়ানভুক্ত ১৮/৬ জমার ৭-৭১ একর জমির মায় আকর আওলাত মূল্য আঃ ৫০৲

(৯)

১০২৭ খাংজারী ২৯ দাবী ৪৩৬৩

ডিঃ শ্রীশিবেন্দ্রনাথ সিংহ রায় দিং সাং ও থানা নাকাশীপারা

দেঃ শ্রীমহবত সেখ সাং কাঠিগ্রাম থানা ঐ

জেলা নদীয়া কালেক্টরীর ৭৭১নং তৌজিভুক্ত মহাল মৌজে বিক্রমপুর মধ্যে ১৫০ নং খতিয়ানভুক্ত ১২-১৯ একর জমির খাজনা কনতাবসনমতে ২৮৲। মূল্য আঃ ১০৲ টাকা

(১০)

১০৪৯ খাংজারী ২৯ দাবী ২১৪॥/০

ডিঃ শ্রীরাখালদাস সিংহ সাং কাটাল পোতা থানা কোতয়ালী

দেঃ শ্রীগোলাম জুব্বর মণ্ডল দিং সাং মুচিকুলবাড়ী থানা হাঁসখালী

সবরেঃ কৃষ্ণনগর থানা হাঁসখালীর অধীন মৌজে মুচিকুলবাড়ী সেঃ ৩৮৩ ও [illegible]

[illegible] আওলাত [illegible]

(১১)

১০৫৫ খাংজারী ২৯ দাবী ২৫৯/৬

[illegible] লাল চট্টোপাধ্যায় পক্ষে [illegible] মালিক সাং ও থানা রাণাঘাট

দেঃ শ্রীতাজারী মণ্ডল দিং সাং ছোট বলদিয়া থানা দামুরহুদা

সবরেঃ কৃষ্ণনগর থানা কৃষ্ণগঞ্জ ২নং মৌজা দিগম্বরপুর গ্রামে ৩২২নং খতিয়ান-ভুক্ত ২৸/০ টাকা জমায় ৪-৪৪ একর বাকী। [illegible] জমির মূল্য আঃ ১০৲

(১২)

১০৫৯ [illegible] দাবী ৪৪৮॥/৯

[illegible] পাল চৌধুরী সাং নাটুদহ [illegible]

দেঃ [illegible] মণ্ডল দিং সাং পদ্মমালা থানা চাপ[illegible]

সবরেঃ কৃষ্ণনগর থানা চাপরা মৌজা বাদলাঙ্গি [illegible] গ্রামে সেঃ ৩১২নং খতি-য়ানভুক্ত ৪ অধীনস্থ খতিয়ানের ২৪-৭০ একর জমির [illegible] কনতারসনমতে ৫[illegible] টাকা। উক্ত জমির মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত মূল্য আঃ ২০০৲

(১৩)

১০৬১ খাংজারী ২৯ দাবী ৪ [illegible]

ডিঃ ঐ

দেঃ শ্রীওমের সেখ—সাং বড় আন্দু-লিয়া থানা চাপড়া

সবরেঃ কৃষ্ণনগর থানা চাপড়া মৌজে বড় আন্দুলিয়া গ্রামে সেঃ ২৬১নং খতিয়ান ভুক্ত ২-০৫ একর ওটবন্দী জমি ও তদু-পরিস্থিত আকর আওলাত মূল্য ১০

(১৪)

১০৬২ খাংজারী ২৯ দাবী ৩৩৮০

ডিঃ ঐ

দেঃ শ্রীমমিন সেখ কেষ্টপাড়া [illegible] হাতিশালা থানা চাপড়া

থানা চাপড়া মৌজা হাতীশালা গ্রামে ৩৫০নং খতিয়ানভুক্ত ১-২৭ একর ওটবন্দী জোত মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত মূল্য আঃ ১৫৲

(১৫)

১০৬৫ খাংজারী ২৯ দাবী ২৫[illegible]

ডিঃ ঐ

দেঃ শ্রীবিবি বেওয়া—সাং গোবরা থানা চাপড়া

থানা চাপড়া মৌজে গোবরা গ্রামে [illegible] ১৯৬নং খতিয়ানভুক্ত ৪১ শতক ওটবন্দী জোত মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত মূল্য আঃ ৭৲

(১৬)

১০৯২ খাংজারী ২৯ দাবী ২১০৬

ডিঃ শ্রীমতী জয়দুর্গা দাসী সাং বোয়ালমারী থানা দামুরহুদা

[illegible] শান্তিপুর

[illegible] গোবিন্দপুর গ্রামে [illegible] ৬ একর ওটবন্দী [illegible] আকর আওলাত মূল্য আঃ ১০৲

(১৭)

১১১০ খাংজারী ২৯ দাবী ১১৭॥/৬

ডিঃ শ্রীমতী শিবানী বালা দেবী—সাং গোয়াড়ী থানা কোতোয়ালী

দেঃ শ্রীভরণ মণ্ডল—সাং মাটীয়ারী থানা কৃষ্ণগঞ্জ

থানা কৃষ্ণগঞ্জের অধীন মৌজা ৫২নং মাটীয়ারী গ্রামে সেঃ ১৬৭৩ ও অধীন ১৬৭৪—১৬৭৭ নং খতিয়ানভুক্ত ৭-১৬ একর জমির রায়তি স্থিতিবান জমা ১৮৷৶৯ উক্ত জমি মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত মূল্য আঃ ২৫৲

(১৮)

১১১৯ খাংজারী ২৯ দাবী ১৯৲

ডিঃ শ্রীশিবেন্দ্রনাথ সিংহ রায়—সাং ও থানা নাকাশীপাড়া

দেঃ শ্রীকালী বেওয়া সাং বিক্রমপুর থানা ঐ

থানা নাকাশীপাড়ার অধীন মৌজা বিক্রমপুর মধ্যে ৫৪২ নং খতিয়ানভুক্ত ১১ শতক ওটবন্দী জোতের মূল্য আঃ ১০৲ টাকা

(১৯)

১১২০ খাংজারী ২৯ দাবী ১২৸/

ডিঃ ঐ

দেঃ শ্রীকালী বেওয়া দিং—সাং বিক্রমপুর থানা নাকাশীপাড়া

থানা নাকাশীপাড়ার অধীন মৌজে বিক্রমপুর মধ্যে ৫৪১নং খতিয়ানভুক্ত ৪৭ শতক ওটবন্দী জোতের মূল্য আঃ ১০৲ টাকা

(২০)

১১২[illegible] খাংজারী ২৯ দাবী ৪৭৸/০

ডিঃ শ্রী[illegible] চন্দ্র পাল চৌধুরী সাং নাটুদহ থানা দামুরহুদা

দেঃ [illegible] মণ্ডল—সাং বড় আন্দু-লিয়া থানা চাপড়া

[illegible] কৃষ্ণনগর থানা চাপড়া মৌজে [illegible] গ্রামে [illegible] ২৬নং খতিয়ান-ভুক্ত [illegible] একর জমি মায় ৩৬ [illegible] [illegible] মূল্য আঃ [illegible] টাকা

(২১)

[illegible] খাংজারী [illegible] দাবী [illegible]

ডিঃ শ্রীযুক্ত বাবু [illegible] ঘোষ দিগর মোঃ কাছারী আড়ংঘাটা থানা রাণা-ঘাট

দেঃ ওয়াজেদ মণ্ডল দিগর সাং বেড় হ মহাল থানা হাঁসখালি

১। জেলা নদীয়া থানা হাঁসখালি সবরেঃ কৃষ্ণনগর মৌজে ১২নং নিবির গোত্

গ্রামে ১০৯৫ খতিয়ানভুক্ত ৩২-৮ একর জমির কাত ৩০৫০/০ পাই [illegible] কার যে রায়তি জমা দেখা যায় উক্ত জমির মুল্য আন্দাজ ৪০৲

(২২)

১২০২ খাংজারী ২৯ [illegible]

ডিঃ শ্রীনবী জয়দুর্গা [illegible] মারি থানা দামুড়হুদা

দেঃ শ্রীচন্দ [illegible] পুর থানা চাপড়া

১। [illegible] থানা [illegible] [illegible] জমা [illegible]

[illegible]

১২০১ খাংজারী [illegible]

গোয়াড়ী থানা কোতোয়ালী

দেঃ পাঁচু মণ্ডল দিগর [illegible] থানা চাপড়া

১। সবরেঃ কৃষ্ণনগর থানা হাঁসখালি মৌঃ দক্ষপোতা গ্রামে সেটেঃ ২০৯নং খতিয়ান-ভুক্ত ৫২৬০, ২৪১ খতিয়ানভুক্ত মোট ১৬-৭১ একর জমির বার্ষিক কাত ২৫০/০ টাকা, ইহার মূল্য মায় আকর আও [illegible]

(২৪)

১২০৮নং খাংজারী ২৯ দাবী ৪০০/০

ডিঃ বদন নারায়ণ চৌধুরী মোং গোয়াড়ী থানা কোতোয়ালি

দেঃ সামসুদ্দিন বিশ্বাস দিগর সাং জামনগর ও তিনকড়ি ঘোষ সাং নাথপুর থানা কৃষ্ণগঞ্জ

১। সবরেঃ কৃষ্ণনগর থানা কৃষ্ণগঞ্জ মৌজে জামনগর তোরাপ বিশ্বাস মুদাফিতে ৫৫ টাকার যে জমা প্রচলিত আছে তাহার জায় দাগ নং ৫৪৩।১১৩৬।৫৬৭।৫৪৫ জমি উক্ত বাকী পড়া জমার জমি ও আকর আওলাত [illegible] আনা বকম মূল্য আন্দাজ

(২৫)

১২৩১নং খাংজারী ২৯ দাবী ৭১৬/০

ডিঃ পঞ্চানন নাথ সাং কুটি থানা [illegible] থানা কৃষ্ণগঞ্জ

দেঃ [illegible] মণ্ডল দিগর সাং গোবিন্দপুর থানা কৃষ্ণগঞ্জ

১। জেলা নদীয়া পঃ উখড়া [illegible] তৌজিভুক্ত থানা কৃষ্ণগঞ্জের সামিল ৫১৩নং খতিয়ান ডিক্রিদার পঞ্চানন নাথের আবাদে ৫৮১ নং খতিয়ান লিপিবদ্ধ উহার খাজনা ১৫ টাকা ও [illegible] পাই [illegible] [illegible] আনা জমা ও উপরিস্থিত [illegible] জমির আঃ মূল্য ২০৲

(২৬)

[illegible] দাবী ১৮৲

[illegible] সাং ভবানী-পুর থানা [illegible]

দেঃ আরমান সেখ সাং আমদুলিয়া

১। জেলা নদীয়া কালেক্টরী ২৪৬২ নং তৌজির মহাল ২৬নং মৌজা ১০৬নং খতিয়ানভুক্ত ১.৭৩ একর জমি দেনদার উক্ত জমির আঃ মূল্য ৫৲

(২৭)

১২৯১নং খাংজারী ২৯ দাবী ২৫।৯

ডিঃ শ্রীশিবেন্দ্রনাথ সিংহ রায় দিং সাং থানা নাকাশীপাড়া

দেঃ কাসেম কারিকর সাং বিক্রমপুর থানা নাকাশীপাড়া

১। জেলা নদীয়া কালেক্টরীর ৩৭১ নং তৌজিভুক্ত থানা নাকাশীপাড়ার অধীন প্রাক্তনবিঘা নাল ১৵০ টাকা হিসেবে ৷৵০ যে জমি আবাদ করে, তাহা ১৭ শতক জমি, তাহার মুল্য আঃ ৮৲

(২৮)

১২৯৪নং খাংজারী ২৯ দাবি ১০৲

ডিঃ বদনীনারায়ণ চৌধুরী [illegible] গোয়াড়ী থানা কোতোয়ালী

দেঃ কেরামত মণ্ডল সাং পাকশালি থানা কৃষ্ণগঞ্জ

১। সবরেঃ কৃষ্ণনগর থানা কৃষ্ণগঞ্জ সামিল মৌজা চর শিবনিবাস খতিয়ান নং ২৫ দাগ ৫০৩নং ৭.২ একর জমির জমা উক্ত বাকীপড়া জমার জমি ও আকর আওলাত [illegible] আনা জমা মূল্য আঃ

(২৯)

১৩০৮ খাংজারী দাবী ২৬৶৯

ডিঃ শ্রীসরোজ নাথ ঘোষ দিং মোং কাছারী আড়ংঘাটা থানা রাণাঘাট

দেঃ শ্রীছচন মণ্ডল—সাং গাঁড়া-পোতা থানা হাঁসখালী

থানা হাঁসখালী মৌজা ১২নং গাঁড়াপোতা গ্রামে সেঃ ১২৮নং ও অধীন ১২৯, ১৩০ খতিয়ানের মোট ৩.৬১ জমির একতৃতীয়াংশে ১.২১ একর জমির বার্ষিক জমা ২৷৶৩ মায় উপরস্থিত আকর আওলাত মূল্য আঃ ৫৲ টাকা

(৩০)

১৩০৯ খাংজারী ২৯ দাবী ১১৩।৬

ডিঃ ঐ

দেঃ শ্রীএলাহি বক্স মণ্ডল—সাং গাঁড়াপোতা থানা হাঁসখালী

থানা হাঁসখালীর সামিল মৌজে ১২নং গাঁড়াপোতা গ্রামে ৮৮নং খতিয়ান ও ঐ অধীন খতিয়ানের সামিল ১১.১৪ একর জমির জমা ১৬.৮, উক্ত জমির মুল্য মায় আকর আওলাত আঃ ২৫৲ টাকা

(৩১)

১৩১২ খাংজারী ২৯ দাবী ৮২।৶৬

ডিঃ শ্রীবৃন্দাবন মণ্ডল—সাং বৈরম-পুর থানা হাঁসখালী

দেঃ শ্রীজোবেদান আলী কাদের দিং সাং উমাপুর থানা হাঁসখালী

থানা হাঁসখালীর অন্তর্গত ৮৩নং মৌজা উমাপুর গ্রামে সেঃ ৯১৩নং খতিয়ানভুক্ত বার্ষিক ১০৷৶০ টাকার জমায় ৩-৮৯ শতক কোফা দখলি স্বত্ববিশিষ্ট বাকী পড়া জমির মুল্য মায় আকর আওলাত আঃ ২০৲

(৩২)

১৩১৮ খাংজারী ২৯ দাবী ৩১৲ টাকা

ডিঃ শ্রীবদীনারায়ণ চৌধুরী সাং গোয়াড়ী থানা কোতোয়ালী

দেঃ শ্রীশশীভূষণ রায় দিং—সাং কুড়ুলগাছি থানা দামুড়হুদা

থানা চাপড়ার অধীন মৌজে ডাংনা গ্রামে ৮৪নং খতিয়ানভুক্ত মোট ২ একর ৩২ শতক চটবন্দী জোতে মুল্য মায় আকর আওলাত আঃ ১০৲ টাকা

(৩৩)

১৪১২ খাংজারী ২৯ দাবী ৫৫০/০

ডিঃ শ্রীমা তুন জলিল মণ্ডল দিং—সাং ভাটিকামারী থানা হাঁসখালী

দেঃ শ্রীরাজ্জাল মল্লিক—সাং বেতনা নূতনপাড়া থানা হাঁসখালী

জেলা নদীয়া থানা হাঁসখালীর সামিল ৬নং মৌজা বেতনা গ্রামে ২৯৭নং খতিয়ানভুক্ত ২ একর জমির বার্ষিক জমা ১০৲ টাকা। উক্ত বাকীপড়া জমা মায় উপরিস্থিত আকর আওলাত মুল্য আঃ ২৫৲ টাকা

(৩৪)

১০৯৯ দেঃ জারী ২৯ দাবী ১৩৮৵০

ডিঃ শ্রীমহেন্দ্র নাথ হালদার সাং মাহম-পুর থানা চাপড়া।

দেঃ শ্রীমফছেদ মণ্ডল সাং কাদাঘাটা থানা কৃষ্ণগঞ্জ।

১। জেলা নদীয়া থানা কৃষ্ণগঞ্জের সামিল ৭নং মৌজা কাদাঘাটা (পরগণা মুন্সী-পুর ৪২৩ নং তৌজির অন্তর্গত) ২৪ নং খতিয়ানভুক্ত দেনদারের নিজ অংশ ১২।/৬ টাকা খাজনার জমি মায় উপরিস্থিত আকর আওলাত মুল্য আঃ ২৫৲ অধীন ৪১ নং খতিয়ানভুক্ত ৪৩ শতক, দেনদারের একচতুর্থাংশে খাজনা ৷০

২। জেলা নদীয়া থানা চাপড়া মৌজা মহেশপুর সেঃ ৫৯ নং খতিয়ানের অধীন ১২৬ নং খতিয়ানভুক্ত ৫৯ শতক জমির একচতুর্থাংশ মায় আকর আওলাত মুল্য আঃ ২৫৲ টাকা।

(৩৫)

১৪৩৭ দেঃ জারী ২৯ দাবী ১১২৷/৬

ডিঃ শ্রীদয়ালাল কুণ্ডু দিং সাং ও থানা কৃষ্ণগঞ্জ।

দেঃ শ্রীআজিজবক্স মণ্ডল দিং সাং ভৈরব চন্দ্রপুর থানা হাঁসখালি।

সবরেঃ কৃষ্ণনগর থানা হাঁসখালির সামিল ৯নং মৌজার তদা চাপড়া গ্রামে ১০৫—১১২ খতিয়ানভুক্ত ২৮-০৪ একর জমির দেনদারের অপরাপর শরিকগণের সহিত একমালি শালিয়ানা ৫২৬৵৮ পাই টাকার দেনদারগণের যে জমা আছে তাহাতে দেনদারগণের যে ৷৶৷= অংশ আছে তাহার মূল্য আঃ ২০০৲ টাকা।

২। ঐ থানা ঐ মৌজা ঐ গ্রামে সেঃ ১০১—১০৪ খতিয়ানভুক্ত ৫ ৬১ একর জমির শালিয়ানা খাজনা ৯।০ ইহাতে দেনদারগণের ৷৶৷= অংশ মুল্য আঃ ৫০৲ টাকা।

৩। ঐ থানার সামিল ৩১ নং মৌজা [illegible] গ্রামে সেঃ ৩৩৬—৩৫০,৫৪০ ও ৫৭৪ [illegible] একর জমির খাজনা ২৩৵০ পাই দেনদারগণের অংশ ৷৶৷= অংশ মূল্য আঃ ১০০৲ টাকা

৪। ঐ থানা, ঐ মৌজা ঐ গ্রামে সেঃ [illegible] খতিয়ানভুক্ত ২-২৩ একর জমির খাজনা [illegible] দেনদারগণের অংশ [illegible] আঃ ২০৲ টাকা।

(৩৬)

[illegible] দাবী ১০৫,৯ পাই

ডিঃ [illegible] দাস চৌধুরী—সাং [illegible] কোতোয়ালী

দেঃ শ্রী[illegible] মণ্ডলদিং—সাং [illegible] থানা [illegible]

১। জেলা নদীয়া মৌজা লক্ষ্মীগাছা ৩৮৫নং খতিয়ানভুক্ত ৬-১৪ একর দখলি স্বত্ববিশিষ্ট জমির নিরখ ১।০ হিঃ মুল্য আঃ ২০৲,

২। ঐ মৌজার অধীন ৩৪৫নং খতিয়ান ভুক্ত ২-০২ একর দখলি স্বত্ববিশিষ্ট জমি ১০ হিসাবে নিরিখ, মুল্য আঃ ১০৲

(৩৭)

৭২৯ মনিজারী ২৯ দাবী ৩৪।৶৬

ডিঃ শ্রীযুধিষ্ঠির ঘোষ দিং—সাং সোনাডাঙ্গা থানা কোতয়ালী

দেঃ শ্রীহেমন্ত ধ—সাং গপুরা-পোতা থানা কোতয়ালী

সবরেঃ কৃষ্ণনগর থানা চাপড়ার অধীন ২৯নং মৌজা বৃত্তিহুদাগ্রামে সেঃ ৬২৮নং খতিয়ানভুক্ত ২-৫০ একর দখলিস্বত্ব-বিশিষ্ট জোত জমির প্রতি বিঘা নিরখ ১৷০ হিঃ; মুল্য আঃ ২২৲

(৩৮)

৭৩০ মানজারী ২৯ দাবী ৭৫।৵৯

ডিঃ শ্রীশান্তিভূষণ বিশ্বাস—সাং ও থানা চাপড়া

দেঃ শ্রীমুলুক চাঁদ করাতী—সাং বাঙ্গালঝি থানা চাপড়া

সবরেঃ কৃষ্ণনগর থানা চাপড়া মৌজা বাঙ্গালঝির ৩০৬ নং খতিয়ানভুক্ত ৯-০৮ একর দখলিস্বত্ববিশিষ্ট জোত কবুলিয়তের মতে জমা হইয়াছে; ইহাতে দেনদারের স্বত্ব ৶৵০। মুল্য আঃ ২৫৲

(৩৯)

১০৩৬ মানজারী ২৯ দাবী ১৩৭৷৶৬

ডিঃ শ্রীত্রৈলোক্যনাথ কর্মকার—সাং [illegible] থানা চাপড়া।

দেঃ শ্রীউমেদ মণ্ডল দিং—সাং পদ্মমালা থানা চাপড়া

থানা চাপড়া মৌজে পদ্মমালা গ্রামের ৬৫৪ নং খতিয়ানভুক্ত ৩৪।৶১০ স্থিতিবান জমার ১৬-৭২ একর জমি মূল্য আঃ ১০০৲ টাকা

(৪০)

১০৫৭ মনিজারী ২৯ দাবী ৭৭৵০

ডিঃ শ্রীকালীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য—সাং ও থানা চাপড়া

দেঃ শ্রীমোক্তা ক'রম বিশ্বাস—সাং মাল্দি দ্বীপচন্দ্রপুর, থানা চাপড়া,

সবরেঃ কৃষ্ণনগর থানা চাপড়া মৌজে দ্বীপচন্দ্রপুর গ্রামের সেঃ ১৮৬নং খতিয়ানভুক্ত ১৮-৭০ একর জমির বার্ষিক জমা ৯০৸৶৫, উক্ত জমি ও তদুপরিস্থিত আকর আওলাতাদিতে দেনদারের একতৃতীয়াংশ মূল্য আঃ ৫০৲ টাকা

(৪১)

১০৮১ মনিজারি ২৯ দাবী ৯৫৸৶০

ডিঃ শ্রীজয়কৃষ্ণদাস চৌধুরী দিং—সাং নওপাড়া থানা কোতয়ালী

দেঃ সাদাদাৎ মল্লিক দিং—সাং পিতাম্বরপুর থানা চাপড়া

১। থানা চাপড়ার অধীন মৌজা ৩১ নং পিতাম্বরপুরমধ্যে ১১০ নং খতিয়ানভুক্ত ৮৸৶০ টাকার রায়তি স্থিতিবান জমার জমিতে দেনদারের ৵।॥—১২তিন অংশে ১-১২ একর জমি মূল্য আঃ ৫৲

২। ঐ থানা ঐ মৌজে ৪৫৸৵১১ টাকার যে রায়তি স্থিতিবান্ জমা আছে, তাহাতে দেনদারের ৵৫।—১২ তিন অংশ। সেঃ ১৪নং খতিয়ানভুক্ত ৪৩-৯১ একর জমির মধ্যে দেনদারের ৯-১১ একর; মূল্য আঃ ২০৲ টাকা

৩। ঐ থানা ঐ মৌজে ২০নং খতিয়ানভুক্ত ৪ একর জমিতে ও [illegible] পুষ্করিণীতে দেনদারের ৵৫॥—১২ তিন অংশের মূল্য আঃ ১৫৲ টাকা

৪। ঐ থানা ঐ মৌজা ১৩নং খতিয়ানভুক্ত ১১-৬২ শতক ভাগবন্দী জমির [illegible] কনভারসন মতে দাখী হইয়াছে। মূল্য আঃ ১৫ টাকা

৫। ঐ থানা ঐ মৌজা ৩৩৩ নং খতিয়ানভুক্ত ৵০ টাকার রায়তি স্থিতিবান্ জমাতে ৬-৫৯ একর জমির ৵৫॥—১২ তিন অংশ। মূল্য আঃ ৫৲

(৪২)

১২৮২ মনিজারী ২৯ দাবী ৬২১৩ পাই

ডিঃ শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সাং ও থানা নবদ্বীপ।

দেঃ শ্রীতারকপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় সাং ও থানা নবদ্বীপ।

জেলা নদীয়া পরগণে [illegible] ৩৯৯নং তৌজির [illegible] ১০০২ মৌজা নবদ্বীপ গ্রামে সেঃ ১৬৫১নং খতিয়ানভুক্ত সারাকালীন ৴১ জমির কায়েমী মকররী মৌরসী জমা ২।৩ টাকা। উক্ত জমি সহ তদুপরিস্থিত পাকা কোঠা গৃহাদি, দুয়ার জানালা, প্রাচীর, রোয়াক, টীনের বারান্দা ইত্যাদি মূল্য আঃ ৪০০৲ টাকা।

(৪৩)

[illegible] মনিজারী ২৯ দাবী ৫৩০৸৵৬

ডিঃ শ্রীমনমোহন ভট্টাচার্য্য সাং বাহিরগাছি থানা নাকাশীপাড়া

দেঃ শ্রীমনিমোহন দত্ত দিং সাং বাহিরগাছি থানা নাকাশীপাড়া।

১। সবরেঃ কৃষ্ণনগর থানা নাকাশীপাড়া মৌজে বাহিরগাছি গ্রামে ১২২নং খতিয়ানভুক্ত জমির খাজনা ২৸৵০ টাকা মকররী মৌ [illegible]। দেনদারের ।০ অংশে ॥৵১০। [illegible] জমি সহ তদুপরিস্থিত পাকা [illegible] টী, পাকা রান্নাঘর ১টী, কূপ, পাকা [illegible], প্রাচীর, গাছ-গাছড়া ইত্যাদি মূল্য আঃ ২০০৲ টাকা। জমির পরিমাণ ১৬ শতক।

২। ঐ মৌজায় ১২৩নং খতিয়ানভুক্ত ৩ শতক জমির [illegible] মৌরশী মোকররী জমা সহ তদুপরিস্থিত পাকা হটের প্রাচীর লিচুগাছ ১টী ও অন্যান্য গাছ আগাছা—মূল্য আঃ ৫৲ টাকা।

৩। ঐ মৌজায় সেঃ ৫৫২ নং খতিয়ানভুক্ত ১২ শতক জমির মৌরশী মকররী জমা ৸০। উক্ত জমি সহ তদুপরিস্থিত আম্র কাঠাল বাগিচা মূল্য আঃ ৩০৲ টাকা।

৪। ঐ মৌজায় ৫২৭নং খতিয়ানভুক্ত ৩৪ শতক জমির খাজনা জমা ১১০ সহ তদুপরিস্থিত আম কাঠাল লিচু বাগিচা মূল্য আঃ ৫০ টাকা।

ঐ মৌজায় ৪৫০ নং খতিয়ানভুক্ত ৫৲ টাকা জমায় ৬১ শতক জমির ও তদুপরিস্থিত আম কাঠাল লিচু বাগিচা ও আগাছা ইত্যাদি মূল্য আঃ ১০০৲ টাকা।

(৪৪)

১১১৭ মনিজারী ২৯ দাবী ৫২৮৫৶৬

ডিঃ শ্রীক্ষান্তমনী দাসী সাং কালিঙ্গা থানা চাপড়া।

দেঃ শ্রীকোমান সেখ বিলগবা সাং বাঙ্গালঝি থানা চাপড়া।

সবরেঃ কৃষ্ণনগর থানা চাপড়া ৩৩নং মৌজা বাঙ্গালঝি গ্রামে ৩২৪নং খতিয়ানভুক্ত কনভারসন মতে খাজানা ৭।৩ টাকা রায়তি স্থিতিবান জমাতে ১-৪৪ একর জমির মূল্য আঃ ২৫৲ টাকা।

(৪৫)

১২১৮ মনিজারী ২৯ দাবী ৩০৬৶৩

ডিঃ শ্রীক্ষান্তমনী দাসী সাং কালিঙ্গা থানা চাপড়া

দেঃ শ্রীকোমান সেখ সাং বাঙ্গালঝি [illegible] চাপড়া

সবরেঃ কৃষ্ণনগর থানা চাপড়া ৩৩নং মৌজা বাঙ্গালঝি গ্রামে সেঃ ৩৩৮নং খতিয়ানভুক্ত ১-২৭ শতক ওটবন্দী দখলস্বত্ব জমির খাজনা সন সন পতিতবাদে চাষিদের পরিমাণ বিঘাপ্রতি লাল ১১০ বাজে ২৸০ টাকা, ডিহি ১॥৴ বাশি ১০৲, কাটান ৭॥০ টাকা, ও খেজুর ১৫৲ মূল্য আঃ ১৫৲ টাকা।

(৪৬)

১২৪০ মনিজারী ২৯ দাবী ২৪৮৸৩

ডিঃ শ্রীনিতাইচন্দ্র গড়াই সাং ভীমপুর থানা চাপড়া।

দেঃ শ্রীসুরমহম্মদ বিশ্বাস সাং ঐ থানা ঐ।

১। সবরেঃ কৃষ্ণনগর থানা ইসলামপুর অধীন [illegible] মৌজায় [illegible] নং খতিয়ানভুক্ত ১৭-২৭ একর জমির জমা ৩৩৲। ইহাতে দেনদারের ।০ অংশ মূল্য আঃ ৫০৲।

২। ঐ সবরেঃ থানা চাপড়া মৌজা ভীমপুর গ্রামে ৭১১নং খতিয়ানভুক্ত ২-৭৮ একর জমির জমা ১॥৵৩। ইহাতে দেনদারের ।০ অংশ মূল্য আঃ ১০৲ টাকা।

ঐ মৌজায় ১৩০০নং খতিয়ানভুক্ত ৭॥৵৩ জমায় ১-৫৬ একর জমিতে দেনদারের ।০ অংশ। মূল্য আঃ ১০৲ টাকা

(৪৭)

১২৬২ মনিজারী ২৯ দাবী ৩৬।৩

ডিঃ শ্রীমহব্বতলাল সেখ দিং সাং চরনগর থানা নাকাশীপাড়া

দেঃ শ্রীশবু নিকারী দিং সাং বিলকুমারী থানা নাকাশীপাড়া

সবরেঃ কৃষ্ণনগর থানা নাকাশীপাড়া ৩৩নং মৌজা বিলকুমারী গ্রামে ৪৩নং খতিয়ানভুক্ত ৩॥০ পাই জমাতে ২-৭৩ একর রায়তি মোকররী জমিতে দেনদারের ।৶ আনা অংশ মূল্য আঃ [illegible]

(৪৮)

১২৫৩ মনিজারী ২৯ দাবী ১২৫।৩

ডিঃ শ্রীদেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় সাং কুটিরনগর থানা নাকাশীপাড়া

দেঃ শ্রীমতী ভুবনমনী দেবী সাং আড়পাড়া থানা নাকাশীপাড়া

সবরেঃ কৃষ্ণনগর থানা নাকাশীপাড়া ২০নং মৌজা আড়পাড়া গ্রামে ২৬৪নং খতিয়ানভুক্ত ৫॥৯ টাকা জমাতে ৬শতক জমির মূল্য আঃ ২৫৲

[illegible]

১২৯৩ মনিজারী ২৯ দাবী ৫৬৲

ডিঃ শ্রীদিপেন বিহারী ঘোষ সাং দুর্গাপুর থানা কৃষ্ণগঞ্জ

দেঃ শ্রী[illegible] সাং ঐ থানা ঐ

১। সবরেঃ [illegible] থানা কৃষ্ণগঞ্জের অধীন [illegible] গ্রামে সেঃ ৬০নং খতিয়ানভুক্ত [illegible] জমাতে ৬১ শতক জমি [illegible] আকর [illegible]

[illegible]

২। ঐ মৌজায় ১৬৫নং খতিয়ানভুক্ত ২॥৵৩ জমাতে ৮৮ শতক জমি সহ তদুপরিস্থিত আকর আওলাত মূল্য আঃ ১০৲

৩। ঐ মৌজায় ২৬৩নং খতিয়ানভুক্ত ॥৵৮ পাই জমাতে ৯ শতক জমি সহ তদুপরিস্থিত আকর আওলাত মূল্য আঃ ৫৲

(৫০)

১৩১৩ মনিজারী ২৯ দাবী ৫১॥৴৩

ডিঃ শ্রীকালীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য সাং ও থানা চাপড়া

দেঃ শ্রীছবতুল বিশ্বাস [illegible] থানা চাপড়া

সবরেঃ [illegible] থানা [illegible]

[illegible] গ্রামে [illegible]

কনভারসনে ১১-৮৬ [illegible] একর জমি সহ [illegible] মূল্য আঃ ২৫৲

(৫১)

১৩২৮ মনিজারী ২৯ [illegible] ৩৸

ডিঃ শ্রীঅন্নদাদাস চন্দ্র [illegible] সাং আসাননগর থানা চাপড়া

দেঃ শ্রী[illegible] সাং ঐ থানা ঐ

সবরেঃ কৃষ্ণনগর থানা [illegible] মৌজা আসাননগর গ্রামে সেঃ ২[illegible] ৬৸৴ টাকা রায়তি স্থিতিবান জমাতে ২-৯৬ শতক জমির ॥০ অংশ দেনদারের মূল্য আঃ ১০৲

[illegible]

১৩৭১ মনিজারী ২৯ দাবী ৯৯৸৵৩

ডিঃ শ্রীনিশিকান্ত[illegible] সাং বড় আন্দুলিয়া, থানা চাপড়া

দেঃ শ্রীনবী চৌধুরী সাং ঐ থানা ঐ

১। সবরেঃ কৃষ্ণনগর থানা চাপড়া মৌজে বড় আন্দুলিয়া গ্রামে ২নং খতিয়ানভুক্ত [illegible] টাকা জমার জমি ও তদুপরিস্থিত আকর আওলাতাদীতে দেনদারের একের তৃতীয়াংশ জমির পরিমাণ ৩২ শতক মূল্য আঃ [illegible]

২। ঐ মৌজায় ৮০নং খতিয়ানভুক্ত [illegible] প্রায় ১৲ দেনদারের একতৃতীয়াংশ মূল্য আঃ ৫৲ জমির পরিমাণ ৯ শতক

৩। ঐ মৌজায় ২৭নং খতিয়ানভুক্ত রায়তি দখলস্বত্বশালী [illegible] জমা [illegible] ১৲ ইহাতে দেনদারের এক তৃতীয়াংশ পরিমাণ ৫-৫১ একর মূল্য আঃ [illegible]

১৩৯৯ মনিজারী ২৯ দাবী [illegible]

ডিঃ শ্রী[illegible] সাং [illegible] থানা হাঁসখালী

দেঃ শ্রী[illegible] সাং ঐ থানা ঐ

[illegible] থানা হাঁসখালী মৌজে [illegible] নং খতিয়ানভুক্ত [illegible] জমি সহ তদুপরিস্থিত [illegible] মূল্য আঃ ২৫৲

শ্রী-[illegible]

([illegible] নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর [illegible]মঠ)

[illegible] পরবিদ্যাপীঠে [illegible] অধ্যাপকের আসন-সমূহ সংস্থাপিত [illegible] শিক্ষার্থিগণ আবেদন [illegible]।

১। সাহিত্যাসন, ২। [illegible]সন,
৩। সম্প্রদায়বৈভবাসন, ৪। [illegible]সন,
৫। [illegible]সন, ৬। বেদান্তাসন,
৭। একায়নাসন।

শ্রীনন্দলাল রায় বি, এ, কাব্যতীর্থ, বিদ্যাসাগর,
সম্পাদক—পরবিদ্যাপীঠ, শ্রীধাম মায়াপুর।

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

শ্রী[illegible] খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৪০, চল্লিশ টাকা।

২৭২৪ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে,

সপ্তচত্বারিংশ খণ্ডে সূচী ছাপা হইতেছে।

৪৬শ খণ্ড [illegible] নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে ১৫।৵০ সাধারণ পক্ষে ১০৸৵০। প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৶০, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ।৵০।

দশম স্কন্ধের ভিক্ষা ১২, অগ্রিম সাধারণের পক্ষে ৮,।

৬২ অধ্যায়পর্য্যন্ত একাদশ সংখ্যা ছাপা হইয়াছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

"শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত"

সূচী প্রভৃতি সহ সম্পূর্ণ ছাপা শেষ হইয়াছে

আদি, মধ্য, ও অন্ত্যলীলা এবং সূচী ছাপা হইয়া সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছেন। যাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ১০, টাকা ভিক্ষার তৃতীয় সংস্করণ ৪, টাকায় না পাইয়া অপূর্ব্ব সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের জন্যই উহার ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছেন। সেই ১০, টাকার এই বিরাট গ্রন্থের শত সংখ্যা মাত্র ৫, টাকা ভিক্ষায় দেওয়া হইতেছে। গ্রাহকগণ সত্বর হউন পরে আর এ সুযোগ থাকিবে না।

শ্রীচৈতন্য-লীলার ব্যাস আখ্যাত

শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

সভাষ্য আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র গ্রন্থ ৮, স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫,

নদীয়া-প্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪।০ টাকা

শ্রীচৈতন্য মঠের যাবতীয় গ্রন্থ

[illegible], শ্রীচৈতন্য মঠ
পোঃ [illegible]মায়াপুর, নদীয়া
অথবা—
শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা
ঠিকানায় পাওয়া যাইবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য:— [illegible] শ্রীচৈতন্য মঠের ঠিকানায় লিখিবেন;

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত ভক্তি গ্রন্থাবলী

যে সব উৎকলবাসী [illegible] বাংলা অক্ষর পড়িতে জানেন না, তাঁহাদের শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত পরম উপাদেয় ভক্তি-কথা জানিবার সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে উড়িয়া-অক্ষরে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হইয়াছে বাংলা গ্রন্থের তুলনায় উড়িয়া গ্রন্থগুলির ভিক্ষাও অপেক্ষাকৃত অল্প।

গ্রন্থের নাম	ভিক্ষা
শ্রীহরিনাম চিন্তামণি, প্রতিখণ্ড	॥০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	১,
সাধন পথ (শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টক) প্রতিখণ্ড	।০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৷০
কল্যাণ কল্পতরু প্রতিখণ্ড	৶০
একত্রে ৩খণ্ড লইলে	।০
গীতাবলী প্রতিখণ্ড	⁄১০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৶১৫
শরণাগতি—প্রতিখণ্ড	⁄০
একত্রে ৩খণ্ড লইলে	৶৫

প্রাপ্তিস্থান { শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ, কটক
এবং
শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, পুরী

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিম্নলিখিত মঠসমূহে প্রাপ্তব্য:—

১। শ্রীচৈতন্য মঠ,—পোঃ, শ্রীধামমায়াপুর, (নদীয়া)।
২। শ্রীমোদদ্রুমদাসের মঠ,—চাঁপাহাটি, সমুদ্রগড় পোঃ, (বৰ্দ্ধমান)।
৩। শ্রীভাগবত আসন,—ভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৪। শ্রীগৌড়ীয় মঠ,—১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা।
৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ,—চটকপর্ব্বত(?) পোড়াকুঠী, পুরী।
৬। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ,—উড়িয়া বাজার, কটক।
৭। শ্রীভাগবত মঠ,—চিরকিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।
৮। শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ,—৮নং জগজ্জীবনপুরা, কাশী, ইউ, পি।
৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,—ছাপগালি, বৃন্দাবন, মথুরা, ইউ, পি।
১০। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম [illegible] পোঃ, সীতাপুর, ইউ পি।
১১। শ্রীব্যাসগৌড়ীয় [illegible] কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল, পাঞ্জাব।
১২। শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠ,— ৯নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।
১৩। শ্রীমদনগোপাল মঠ,—বালিয়াটি, ঢাকা।
১৪। শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয় [illegible] আমলাজোড়া, রাজবাঁধ পোঃ, বৰ্দ্ধমান।
১৫। শ্রীচৈতন্য [illegible]—সুন্দরকোন্দা, চিরকুণ্ডা পোঃ, মানভূম।
১৬। শ্রীনৃসিংহ [illegible] আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী, উড়িষ্যা।
১৭। [illegible] হনুমান রোড, নিউদিল্লি

এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণের নিকটও নদীয়া-প্রকাশ প্রাপ্তব্য।

১। শ্রীযুক্ত [illegible]—৭নং লাল [illegible] রোড, খুলনা
২। শ্রীযুক্ত [illegible] ভক্তিরত্ন—দেওয়ানগঞ্জ, হলদিবাড়ী কুচবিহার।
৩। শ্রীযুক্ত রামরঞ্জন দাস—১৬।৩নং শ্রীগোপাল মল্লিক লেন, কলিকাতা
৪। মিঃ এন্ ডি, মুখার্জ্জি—এম, এম, ওয়াকস দি মল, কানপুর।
৫। শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী জ্যোতিভূষণ স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া।
৬। শ্রীরাসবিহারী দাস অধিকারী, নবদ্বীপ।
৭। শ্রীবিরাজমোহন দে—মনমোহন প্রেস, নবাবপুর, ঢাকা।
৮। শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ [illegible] বেড়াচাঁপা, ২৪ পরগণা।

শ্রীচৈতন্যমঠের গ্রন্থাবলী

ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বিরচিত

[illegible] গ্রন্থাবলী।

উৎকৃষ্ট কাপড়ে বিলাতী ধরণে বাঁধাই

স্বর্ণাক্ষরে। চতুর্থ সংস্করণ। বিস্তৃত বিষয় সূচীসহ

জৈবধর্ম

বাঁধাই ২৲ দুই টাকা।

প্রকাশিত হইয়াছে

সনাতন ধর্মশাস্ত্র বেদ, বেদান্ত, উপনিষৎ গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত, পুরাণ, তন্ত্রাদি সকল শাস্ত্র পাঠ করিবার অবসর অতি অল্প মানবের ঘটিয়া থাকে। অনেকের যোগ্যতা না থাকায় সেই সমস্ত গ্রন্থের মর্ম অবগত হইতে পারেন না। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বাঙ্গালায় এই অসুবিধা দূরীভূত করিবার জন্য এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

বিদ্যালয়ের ছাত্র বা শিক্ষকগণের বিশেষ পাঠ্য, এই হেতু শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টার বাহাদুর উহা সমস্ত বিদ্যালয়ের জন্য অনুমোদন করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

প্রথম খণ্ড ভিক্ষা ১৲ একটাকা

যুক্তিপূর্ণ শাস্ত্রবাক্য দ্বারা প্রত্যেক মানবের নিত্য কর্তব্য ও অনিত্য সাময়িক কর্তব্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। গ্রন্থের প্রতি উক্তি সনাতন শাস্ত্রবাক্য দ্বারা সমর্থিত ও প্রমাণিত হইয়াছে। দেহের, মনের ও আত্মার ধর্ম কি? প্রবেশ, সমাজ, নীতি, ধর্ম কি? ইত্যাদি বিষয় ক্রমানুসারে এমন সুন্দরভাবে সুশৃঙ্খলাকারে আলোচিত হইয়াছে যে, প্রথম [illegible] হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত পাঠ না [illegible] থাকা যায় না।

শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ভিক্ষা ৵০

[illegible] প্রমাণ খণ্ড ভিক্ষা ৵০

[illegible] বিবরণ ও লীলাভূমি নয়টী দ্বীপ-সমাহার [illegible] প্রাচীন বিবরণ—প্রত্যেক দ্বীপে শ্রীমন্ [illegible] দ্বীপের পরিচয়, শ্রীধাম মাহাত্ম্য [illegible] বিষয় বিশেষভাবে মনোহর [illegible] প্রায় [illegible] পৃষ্ঠা।

শ্রী[illegible] দ্বীপ [illegible]

[illegible] কাগজে [illegible] ছাপা—শ্রীনবদ্বীপধাম [illegible] দর্শনকারীর কি প্রকার ভাবের উচ্ছ্বাস হয়, [illegible]। অতি চমৎকার। ভিক্ষা চারি [illegible]

শরণাগতি

পকেট সাইজ অষ্টম সংস্করণ ভিক্ষা ৵০ আনা

গৌড়ীয় বৈষ্ণব জগতে অভিনব গ্রন্থ!!

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতি গ্রন্থাবলী :—

দেহ ও মনের চেষ্টা অনিত্যাবস্থ হওয়া—ইহা যখন জীব বুঝিতে পারে, তখন একমাত্র নিত্যবস্তু শ্রীভগবানের প্রতি তাহার কোন [illegible] আবেগময়ী প্রার্থনা হয় এবং শ্রীভগবানে সর্ব্বান্তঃকরণে নিষ্কপটে কি প্রকারে শরণাপন্ন হইতে হয়, ইত্যাদি [illegible] প্রাণস্পর্শী প্রার্থনা ও আত্ম-সমর্পণমূলক গান। [illegible] সংস্করণও প্রকাশিত হইয়াছে

ভিক্ষা প্রতি খণ্ড ৵০ এক আনা

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা— ৵০, নবদ্বীপশতক— ৵০

অর্থপঞ্চক —৵০

কল্যাণকল্পতরু

পকেট সাইজ পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা ৵১০

আমরা প্রত্যহ নূতন অভাব ও কামনার বশবর্ত্তী হইয়া পুনঃপুনঃ যে অকল্যাণকে কল্যাণ বলিয়া গ্রহণ করি এবং যাহার নিকট কল্যাণ কামনা করি তিনি যে নিত্য বা যথার্থ কল্যাণ প্রদানে অসমর্থ এবং কোন বস্তু আমাদের নিত্য কল্যাণদাতা এবং কি ভাবে আমরা সেই কল্যাণলাভে সমর্থ হইব এই সকল কথা সরল গানে লিখিত। এই গীতিগ্রন্থ বাস্তবিকই কল্যাণের কল্পতরু, যাহা প্রত্যেককে নিত্যকল্যাণ প্রদানে

শ্রীল চক্রবর্ত্তি ঠাকুরের টীকা সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠাকুর কৃত টীকা ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কৃত [illegible]। টীকাকারের জীবনী, শ্লোক-সূচী [illegible] প্রয়োজনীয় বিষয় সম্বলিত প্রায় ৮২৫ পৃষ্ঠা। উৎকৃষ্ট [illegible] বাঁধাই ২৲ দুই টাকা, কাগজে বাঁধা ১॥০

শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ কৃত ভাষ্য সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

কাগজ ও ছাপা উৎকৃষ্ট। [illegible] বাঁধাই, সোনার জলে নাম লেখা রাজসংস্করণ ২ টাকা, সাধারণ সংস্করণ ১॥০, গৌড়ীয়ের গ্রাহকপক্ষে ১

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি [illegible]

[illegible] ভক্তিশাস্ত্রের [illegible] শব্দাবলী [illegible] চারি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের চরিত্র, [illegible] শ্রীমন্দির ও শ্রীবিগ্রহের বিবরণ, [illegible] বিষয় [illegible] শাস্ত্রীয় আকরমূলে যাবতীয় তথ্য। [illegible] চারিখণ্ড [illegible]

[illegible] চারিখণ্ড একত্রে [illegible] (এক খণ্ড নিঃশেষ)।

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ—১ম খণ্ড ১ এক টাকা

২য় খণ্ড ১৲ এক টাকা—শ্রীমদ্ভাগবতের [illegible] গৌড়ীয় গ্রাহকগণ [illegible] টাকায় দুইখণ্ড পাইবেন [illegible] শ্রীমজ্জীব গোস্বামিপাদের [illegible] ষট্ সন্দর্ভের অধিক প্রয়োজনীয় অংশ। [illegible] প্রায় [illegible] পৃষ্ঠা আকারে মুদ্রিত

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য সংকলিত

সদাচারস্মৃতিঃ

ভিক্ষা ৵০ মাত্র

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (প্রাচীন নবদ্বীপ) নদীয়া

রেজেষ্টার্ড

মদন মঞ্জরী

বটিকায় স্বপ্ন ও ধাতুদৌর্ব্বল্য, ইন্দ্রিয়শক্তির হ্রাস, প্রস্রাবে শুক্রপাত, অজীর্ণ, মাথাঘোরা, বুক ধড়ফড়ানি, [illegible] ও লক্ষণ সত্বর নিশ্চয় আরোগ্য [illegible] বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় [illegible] এক টাকা।

"[illegible]"

[illegible] বৃদ্ধি [illegible] টাকা।

"রমণীবিলাসিনী বটিকা"

[illegible] বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয়। মূল্য ১৬ বটী ১৲ এক টাকা।

বাজীকর [illegible], কেশবরঞ্জি

[illegible] হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

বিজ্ঞাপন

[illegible]!!!

[illegible] তৈল

[illegible]

[illegible] দত্ত

পরা বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

এখানে আহার এবং বাসস্থান দিয়া ছাত্রদিগকে বিভিন্ন শিক্ষণীয় বিষয় শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। অনেক ছাত্র হাতেমখোই আসিয়া পাঠ আরম্ভ করিয়াছে। বর্ত্তমান বর্ষে সকল ছাত্রই গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

প্রধান অধ্যাপক—পণ্ডিত ... শচীন্দ্রচন্দ্র ... সাংখ্য-

বেদান্ত-ভাগবত-তীর্থ, ...রত্ন,

সাহিত্যশাস্ত্রী, ...।

অধ্যাপক— পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গৌরদাস ... ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীধাম মায়াপুর পরা... ...নদীয়া)

বেদনাঞ্জন

শ্রেষ্ঠত্ব

কলিকাতা কংগ্রেস একজিবিসন হইতে বহু পদক প্রাপ্ত ও বহু গণ্যমান্য ভদ্রমহোদয়-গণ কর্ত্তৃক প্রশংসিত।

আজকাল বাজার-চলন মিশ্রিত ও বিষাক্ত ... সেবনে শরীরের রক্ত স্বতঃই দোষিত হইয়া পড়িতেছে। ... ... উপাদান, এই রক্ত দোষিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মানব বাত বেদনা, মাথাধরা, মাথা-ঘোরা, দৃষ্টিশক্তির হ্রাস, দাঁতের গোড়া ফুলা, দাঁত কনকনানি, দাঁতে পোকা এবং দাদ, চুলকানি প্রভৃতি কষ্টদায়ক চর্ম্মরোগে আক্রান্ত হই-তেছে। যদি আপনি একান্তই ব্যাধিমুক্ত হইতে চান, তাহা হইলে অযথা পয়সার অপব্যয় না করিয়া অল্প ব্যয়ে এক শিশি বেদনাঞ্জন ক্রয় করিয়া ইহার আশ্চর্য্য-শক্তি উপলব্ধি করুন। গুণের তুলনায় মূল্য অত্যল্প। এক শিশি ।৵০ আনা মাত্র মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান—এ, সি, চাটার্জ্জী এণ্ড ব্রাদার্স।

৮০নং হরকান্ত লেন, সালিখা হাওড়া।

সকল মণিহারী দোকানে ও বড় বড় ডাক্তারখানায় পাওয়া যায়।

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

অধ্যক্ষ

শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম.এ. এফ.সি.এস (লণ্ডন)

ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক

(প্রফেসার)

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ বিশুদ্ধ ও শাস্ত্রমতে নিজ তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হয়। পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ক্যাটালগ পাঠান হয়। রোগের বিবরণ জানাইলে যত্নপূর্ব্বক ব্যবস্থা দেওয়া হয়। চিঠি পত্রাদি সম্পূর্ণরূপে গোপন রাখা হয়।

মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দুর)

(বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৪৲ টাকা

উৎকৃষ্ট স্বর্ণ, পারদ ও আমলাসার গন্ধক দ্বারা যথাশাস্ত্র প্রস্তুত।
নিত্য প্রয়োজনীয় সর্ব্বরোগনাশক মহৌষধ।

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৩৲ টাকা

উৎকৃষ্ট কাশীর আমলকী, দশমূলাদি প্রভৃতি যাবতীয় উপাদানে পূর্ণ মাত্রায় যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। কফ, কাশি, সর্দ্দি, যক্ষ্মা, ক্ষয়রোগ, অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি রোগের মহৌষধ; সকল প্রকার দুর্ব্বলতা ... ... পুষ্টিকর মহৌষধ বা খাদ্য বিশেষ।

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬৲ টাকা

ইহা সেবনে ধাতুদৌর্ব্বল্য, ... , স্বপ্নদোষ, প্রমেহ ও ধ্বজভঙ্গ সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায়। ইহা অপারসীম আনন্দদায়ক রসায়ন।

অবলাবান্ধব যোগ

প্রদর, বাধক প্রভৃতি জরায়ুদোষ ও যোনিগত দুরারোগ্য রোগের মহৌষধ।

মূল্য—১৬ মাত্রা ২৲ টাকা। ৫০ মাত্রা ৫৲ টাকা মাত্র

বিশুদ্ধ জল! ভয় নাই! বিশুদ্ধ জল!!

লক্ষ্মী টিউব-ওয়েল কোং

২০৫নং নবাবপুর, ঢাকা

বর্ত্তমান-যুগের নব আবিষ্কৃত বৈজ্ঞানিক ... উন্নত বৈজ্ঞানিক-খনন-প্রণালীতে নলকূপ (Tube-well) নির্ম্মাণ করা হয়। ... ... বাহাদুর, প্রাইভেট সেক্রেটারী, ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট, জিলা বোর্ডের চেয়ারম্যান, ইঞ্জিনিয়ার, জমিদার, তালুকদার, প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত ভদ্রমহোদয়গণ এই কোম্পানীর কার্য্য দেখিয়া প্রশংসা করিয়াছেন। রাসায়নিক পরীক্ষায় জল বিশুদ্ধ না হইলে মূল্য গ্রহণ করা হয় না। বিস্তৃত বিবরণের জন্য পত্র লিখুন।

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

যদিও অদ্যাপি প্রকৃত মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য, তথাপি যাঁহারা নানাবিধ অনিয়মিত উপায়ে অপরিমিত শক্তি নষ্ট করিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন এবং নানা প্রকার মেহ, প্রমেহ ধাতুদৌর্ব্বল্য, স্নায়বিক দুর্ব্বলতা, বহুমূত্র, দুঃস্বপ্ন, পারদ-সংক্রান্ত পীড়া, ... এবং স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে যাঁহারা বাধক, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, সূতিকা, শ্বেত ও রক্তপ্রদর, হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি রোগে ভুগিয়া জীবনে নিরাশ হইয়াছেন, তাঁহারা আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটাল সাহেবের আবিষ্কৃত ইলেক্ট্রিক ফলিউসন ব্যবহার করিয়া বাঁচিতে পারেন, ইহার শত সহস্র প্রমাণ প্রতি বৎসরেই পাওয়া যাইতেছে। যাঁহারা অন্যান্য নানাবিধ ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরোগ্য হইতে পারেন নাই, তাঁহারা একবার এই ঔষধটি ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক মাসের ব্যবহারোপ-যোগীর শিশি ঔষধ ডাকমাশুল সহ ২৷০ টাকা মাত্র।

সোল এজেণ্ট—ডাঃ ডি, ডি, হাজরা।

ফতেপুর, গার্ডেনরিচ পোষ্ট, কলিকাতা।

ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

বৃত্তিসহ সমগ্র

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

ভিক্ষা ২৲ টাকা। শিক্ষার্থি ছাত্রের পক্ষে ১৷০ দেড়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীপরাবিদ্যাপীঠ, শ্রীগৌড়পুর

তন্ময়মঠ, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

মনোমোহন প্রেস

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা

পূর্ব্ববাঙ্গালায় সুলভে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত

বৈদ্যুতিক মেশিনে দিবারাত্র কাজ চলিতেছে

বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা।

শ্রীমায়াপুর নদীয়া প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে— শ্রী বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

স্থানিয় সংস্করণ

Registered No. C 1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চ ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩।০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার - নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৴০

৪র্থ খণ্ড] সম্পাদক—প্রত্নবিদ্যালঙ্কার শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী [২৪৭ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্য মঠ শ্রীধাম মায়াপুর ১০ই পৌষ বুধবার ১৩৩৬, ২৫শে ডিসেম্বর ১৯২৯

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভাগবতম্—শ্লোক সূচী, বিষয়-সূচী প্রভৃতি সহ
[illegible] প্রকাশিত [illegible], প্রতি খণ্ড সাধারণ পক্ষে
[illegible] গৌড়ীয় ও নদীয়া-প্রকাশ গ্রাহক পক্ষে ৴০

২। [illegible] সংস্করণ) ৫
৩। গৌড়ীয়-[illegible] ৷০
৪। [illegible]
৫। ভজনরহস্য ॥০
৬। শ্রীচৈতন্য[illegible] ও শ্রী[illegible] ১৲
[illegible] ৸০
৭। গীতা (শ্রী[illegible]) [illegible] ।০
৮। গীতা (শ্রী[illegible]) [illegible] ।০
[illegible] ৷০
৯। [illegible] ২৲
১০। বেদান্ত[illegible] ([illegible]) ॥০
১১। চৈতন্য[illegible] ২৲
১২। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৩। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২
১৪। প্রেমবিবর্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ॥৵০
১৫। [illegible] ৶০
১৬। সাধনপথ [illegible] ।৵০
১৭। আচার ও আচার্য ।৵০
১৮। নবদ্বীপ-ধাম-গ্রন্থমালা ৸০
১৯। [illegible] ৶০
২০। [illegible]
২১। [illegible]
২২। শ্রী[illegible]
২৩। শ্রী[illegible]
২৪। [illegible], শ্রীমদ্ভাগবতার্কমরীচিমালা, [illegible]
[illegible] মোট [illegible]
২৫। [illegible] সংস্করণ [illegible]
২৬। [illegible]
২৭। [illegible]
২৮। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড) ৩৲
২৯। [illegible] ॥০
৩০। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ৸০
৩১। [illegible] ।০
৩২। [illegible] ৸০
৩৩। [illegible] দ্বিতীয় সংস্করণ ৫

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

শ্রীধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপ-প্রদর্শনী, নদীয়া

(৩রা ফেব্রুয়ারী হইতে ১৭ই মার্চ্চ ১৯৩০ পর্য্যন্ত)

ইংরাজী ভাষায় ভক্তিগ্রন্থ

১ শ্রীচৈতন্যচরিত ও শিক্ষা
২ নামভজন
৩। বৈষ্ণবধর্ম্ম [illegible]
৪। ভাগবতী [illegible]
৫। কাম ও প্রেমধর্ম্ম
৬। গৌড়ীয়মঠ কি করেন

প্রদর্শনীর সকল জ্ঞাতব্য বিষয়ের জন্য
সেক্রেটারী মহোদয়ের নিকট
আবেদন করুন।

শ্রীকুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ,
শ্রীচৈতন্য মঠ, শ্রীধাম মায়াপুর পোঃ আঃ, (নদীয়া)

দেবনাগরাক্ষরে ভক্তিগ্রন্থ

১। [illegible]
২। [illegible]
৩। [illegible]
৪। [illegible] ৴০
৫। [illegible] ॥০
৬। [illegible]

[illegible]

১০ই পৌষ বুধবার [illegible] ১৩৩৬

শ্রেয়ঃ কথা

জড়বিজ্ঞান ও চিদ্‌বিজ্ঞান

[illegible] কি ?—বর্তমান [illegible] লোকেরা এই প্রশ্নে কিরূপ উত্তর প্রদান করেন, তাহা একটী পণ্ডিতাভিমানী পাশ্চাত্য নরের সিদ্ধান্তে [illegible] ; তিনি বলেন যে,—১০ পাউণ্ড [illegible], পাউণ্ড চুণ, ২০ আউন্স [illegible] এক আউন্স সোডিয়ম, লোহ, [illegible] সিলিকাম, ম্যাগ্‌নিসিয়াম [illegible] কিউবিক ফুট অক্সিজেন, [illegible] কিউবিক ফুট হাইড্রোজেন, [illegible] কিউবিক ফুট নাইট্রোজেন গ্যাস মিলিত ও সংযোজিত হইয়া যে একটী আকার উৎপন্ন করে, তাহাই মনুষ্য। [illegible] বিষয় এই যে, উক্ত জড়ীয় পণ্ডিত মানবের কেবল স্থূল অংশ বই আর কিছু [illegible] পাইলেন না। তাহার [illegible] মানবের স্থূল দেহটী নির্মাণ করে। তদতিরিক্ত মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার-নামক একটী লিঙ্গ স্বরূপ আছে। পুনরায় উভয় অতিরিক্ত চিৎস্বরূপ বলিয়া একটী তত্ত্ব আছে। বক্তা মহাশয় মনুষ্যকে [illegible] করিয়া স্থূল শরীর ব্যতীত আর কিছুই পাইলেন না বলিয়া মন ও আত্মাকে [illegible] অন্তর্গত বলিয়া স্বীকার করেন নাই। অহো ! এরূপ জড় বিজ্ঞানের উন্নতিই আমাদের সর্বনাশের হেতু হইয়া পড়িতেছে !

—[illegible]

জড় বিজ্ঞানের [illegible] তাহাতে [illegible] নাই, কিন্তু [illegible] অস্বীকার করিতে বলে এবং মানুষকে নাস্তিক করিয়া দেয় তাহা হইলে তাদৃশ উন্নতির কোন [illegible] বিচ-[illegible] স্বীকার করেন না। জড়ীয় মস্তিষ্কের গবেষণাশক্তিদ্বারা ভগবানের [illegible] [illegible] কিছুই [illegible] পারে না। [illegible] পূর্বে [illegible] না, [illegible] নাই [illegible] আবিষ্কার করে [illegible] বস্তু অধুনা আবিষ্কৃত হইল বলিয়া [illegible] পূর্বে [illegible] [illegible] বস্তুর [illegible] [illegible] বিচার না করিয়া [illegible] নিজ ভোগ্য স্বীকার [illegible] [illegible]

[illegible] পারমার্থিক [illegible] মানব [illegible] হইয়া-ছেন [illegible] সন্দেহ নাই ; কিন্তু তাঁহারা [illegible] অনেকেই পারমার্থিককে যথাসর্বস্ব মনে করিয়া ঈশ্বরানুভূতিশূন্য বা ঈশ্বরানুগত্য শূন্য [illegible] তাঁহাদের আদৌ বুদ্ধি মত্তার পরিচয় নহে। শ্রীভগবানের অস্তিত্ব [illegible] না করিয়া [illegible] এক [illegible] একপ্রকার [illegible] নাস্তিক্যবাদের প্রচারক হইয়া পড়িয়াছেন, বহু লোক যে তাঁহাদের [illegible] স্বীকার করিয়া ভগবদ্‌ভজনকে 'কিছু নয়' করিতে বসিয়াছে, তাহা তাঁহাদের একটু চিন্তার বিষয় হউক। [illegible] জীবনের [illegible] ফল যদি নাস্তিকতা [illegible] তাহা বড়ই দুঃখের বিষয় হয়।

[illegible] অনেকে [illegible] শারীরিক [illegible] প্রতি কটাক্ষ [illegible] [illegible] বস্তুতঃ জড়াতীত যে একটী চিদ্বিজ্ঞান আছে, তাহার কার্য্য যে চিদ্‌-[illegible] দেহ ও মনের সামর্থ্যের অধীন নহে, এই মনের অতিরিক্ত আত্মার কার্য্য তাহা, তদ্বিষয়ে [illegible] তাঁহাদের অভিজ্ঞ [illegible]। ভগবৎসৃষ্ট বস্তু সমূহকে নানা উপায়ে উপভোগ করিবার জন্য আবিষ্কার ও ভগবানের ইন্দ্রিয়-তর্পণের [illegible] একই [illegible] পর্য্যায় নহে। একটিতে মনোবৃত্তির [illegible] আর [illegible] ইন্দ্রিয়ের [illegible] বর্ত্তমান।

[illegible] করেন, সকলেই কেন [illegible] হইল না, [illegible] কেন অপর তিন বর্ণকে সেবা করিতে যাইবেন ? আবার বৈশ্য যদি মনে করেন, [illegible] কেন ব্রাহ্মণাদি [illegible] বর্ণকে পোষণ করিব, তাঁহারাও বৈশ্য হউন না কেন ? [illegible] করেন, আমরা কষ্ট করিয়া [illegible] করিব, আর ব্রাহ্মণ কেবল [illegible] করিবে, উপদেশক সাজিয়া [illegible], তাহা হইবে না, [illegible] হইবে। তাহা হইলে বর্ণাশ্রম ধর্ম লুপ্ত হইয়া যায়। [illegible] স্বভাবোচিত কার্য্যে [illegible] থাকেন বলিয়া অপরের স্বভাবোচিত কার্য্যের প্রতি [illegible] কটাক্ষ করিতে যাইবেন বা [illegible] হইবেন, তাহা কখনও [illegible] নহে ; [illegible] তাঁহার কার্য্যের প্রতি [illegible] কটাক্ষপাত না করিয়া [illegible] [illegible] হইবে না। [illegible] করিতে [illegible] একে অন্যের প্রতি সহানুভূতি শূন্য পাড়িতে হইবে, তাহাতে মন প্রফুল্ল থাকিবে না।

[illegible] শীলনের অভাব হইতে [illegible] [illegible] [illegible] সহানুভূতি [illegible] [illegible] হানাহানি পাইতেছি।

শাস্ত্রের [illegible] বর্ণকে [illegible] "[illegible] চারি বর্ণাশ্রমী যদি কৃষ্ণ নাহি ভজে। স্বকর্ম করিলেও তারা রৌরবে পড়ি মজে॥"—এই কথাগুলি ভাল করিয়া বুঝাইয়া দেওয়া। প্রত্যেক বর্ণেরই স্ব স্ব অধিকারানুসারে বিষ্ণুসেবা-যোগ্যতা আছে, আবার ক্রমোন্নতি-পথাবলম্বনে বর্ণ হইতে বর্ণান্তরে উন্নত হইবার যোগ্যতাও আছে। ব্রাহ্মণ যখন অন্য বর্ণস্থ [illegible] থাকিতে স্বধর্মোচিত [illegible] দেখিবেন, তখন তাহাকে ব্রাহ্মণাধিকার প্রদান পূর্ব্বক [illegible] বিষ্ণুসেবা-পূজার অধিকার প্রদান করিবেন। উচ্চবর্ণের নিম্নবর্ণের প্রতি এরূপ সহানুভূতির অভাব হওয়াতেই ধর্মক্ষেত্র [illegible] জড় বিজ্ঞানের অধিক প্রভাব লক্ষিত হইতেছে এবং চিদ্‌বিজ্ঞানের অনুশীলন প্রয়োজনের মধ্যেই ধরা হইতেছে না। শিক্ষক যদি ছাত্রকে শিক্ষকতা করিবার অধিকার দিবে না, চিরকাল ছাত্রই রাখিব, এরূপ বুদ্ধিবিশিষ্ট হইয়া শিক্ষা দিতে থাকেন, তাহা হইলে ছাত্র শিক্ষকের উদারতার প্রশংসা অধিক দিন করিতে পারিবে না।

জড়বিজ্ঞানের সহিত আত্মার কোন সম্বন্ধ না [illegible] নাস্তিকতা [illegible] [illegible] পড়িয়া যাইতেছে। অধুনা ব্রাহ্মণ [illegible] [illegible] ছেন। [illegible] ব্রাহ্মণ [illegible] [illegible] [illegible] প্রতি [illegible] ব্রাহ্মণ [illegible] [illegible] ইহাকে [illegible] [illegible] ঈশ [illegible] নিন্দা [illegible] ব্রহ্মস্বভাবকে [illegible] নহে। [illegible] তর্কবাদের [illegible] যথা আছে [illegible] একেবারে উঠিয়া [illegible] [illegible] শীলনকারিগণ [illegible] প্রকাশ [illegible]

অব্রাহ্মণগণ [illegible] বলিয়া চিদ্‌বিজ্ঞান-চর্চ্চা [illegible] তাহারা অন-[illegible] [illegible] দেওয়া বলিয়া মনে করেন। ব্রাহ্মণগণ [illegible] চিদ্‌বিজ্ঞানের প্রতি অনাদর দেখাইয়া অন্তরে উহাতে বিতৃষ্ণ থাকেন। উভয়েই আধিক শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত, পারমার্থিক ব্রাহ্মণতার বিরোধী। তাঁহাদের [illegible] আলোচনা মনুষ্যের একটী কর্ত্তব্যের মধ্যে [illegible], তবে গৌণভাবে [illegible] শান্তির জন্য [illegible] দাতা দেওয়া [illegible] সেবা ও [illegible] স্বীকার করা যাইতে পারে। তীর্থস্থানগুলি, মঠ মন্দিরগুলি তাঁহাদের জড়বিজ্ঞান-চর্চ্চার [illegible] একটি আড্ডা হউক, সাধু-সন্ন্যাসী [illegible] জড়বৈজ্ঞানি-কের দাসত্ব করুক [illegible] কৃপা ভিক্ষুক হউক ইত্যাদি তাঁহাদের [illegible]।

জড়বিজ্ঞান চিদ্‌বিজ্ঞানের পরিপন্থী না হইয়া যেদিন তাঁহার আনুগত্য স্বীকার করিবে, সেই দিনই জগতে শান্তি স্থাপিত হইবে। স্বরাট্‌ পরম-পুরুষের অধীনতা স্বীকারই বাস্তব স্বাধীনতা—প্রকৃত স্বরাজ। এইরূপ বিজ্ঞান লাভের পরিবর্ত্তে মানব যতই জড়বিজ্ঞানের মোহে মুগ্ধ হইয়া চেতনের বিজ্ঞানলাভে বীতস্পৃহ হইবে, ততই তাহার অব্রাহ্মণতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্মবিরোধ আসিয়া পড়িবে। অব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণে বিরোধ কখনই শান্তির লক্ষণ নহে।

প্রাকৃত-বৈচিত্র্যে মুগ্ধ মানব যে দিন হইতে প্রকৃতি-পতির চিদ্‌বৈচিত্র্য চিন্তায় নিযুক্ত হইবে, সেইদিন হইতেই তাহার প্রাকৃত-ভোগের স্পৃহা কমিতে থাকিবে। জড়-বিজ্ঞানের সৌন্দর্য্য চিদ্‌বিজ্ঞানের সৌন্দর্য্যের নিকট আপনা হইতেই মস্তক নত করিবে। ব্রাহ্মণাব্রাহ্মণে আর বিরোধ থাকিবে না। জগতে সাম্য, মৈত্রী বিরাজ করিবে।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ওঁ

উড়িষ্যায় প্রচার

[কটক উড়িয়া বাজার হইতে শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ রায় মহাশয় লিখিয়াছেন—

শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ৈক সংরক্ষক পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রী[illegible] সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের অন্যতম প্রচারকশিষ্য ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্‌ভক্তি[illegible] মহারাজ কতিপয় ব্রহ্মচারী সহ গত ৫-১১-২৯ তারিখে কেন্দ্রা[illegible] সবান্ধবে শুভাগমন পূর্ব্বক [illegible] শ্রীগোবিন্দ জীউর মন্দিরের [illegible] [illegible] আগন্তুকগণের আতিথ্য স্বীকার [illegible] দিবস বহু সজ্জন-সমক্ষে [illegible] প্রেম-দয়া-দৈন্যাদি এবং [illegible] জীবের সাধ্য সাধন—স্বভাবত [illegible] ওজস্বিনী পাণ্ডিত্যপূর্ণ একটী বক্তৃতা প্রদান করেন।

৭-১১-২৯ তারিখে বহু গণ্যমান্য ভদ্র মণ্ডলী [illegible] স্থানীয় লাইব্রেরীতে স্বামীজী [illegible] স্বভাবসুলভ হৃদয়গ্রাহী অভিভাষণের মধ্যে কলিহত জীবগণের কৃষ্ণ-কীর্ত্তনই যে একান্ত প্রয়োজন, তাহা প্রাঞ্জল ভাষায় সুন্দর ভাবে বুঝাইয়া দেন।

নীলাম ইস্তাহার

জেলা নদীয়া মোকাম কৃষ্ণনগর
প্রথম মুন্সেফী আদালত
নীলামের দিন ৮ই জানুয়ারী ১৯৭০

(১)

৩৮৫নং শাংকারী ২৯ দাবী ৭৫৬৸/৫

ডিঃ শ্রীব্যোমকেশ সান্যাল দিং সাং ফুলবাড়ি থানা কালীগঞ্জ

দেঃ শ্রীশশাঙ্কশেখর রায় সর্বকার সাং ঐ থানা কালীগঞ্জ, জেলা নদীয়া

১। জেলা নদীয়া সবরেং কৃষ্ণনগর থানা কালীগঞ্জের অধীন মৌজে ২০ নং শিবিরপুর ১১১ নং খতিয়ানে ১-০৪ একর জমির বার্ষিক ৩৸/ টাকার যে রায়তি [illegible] তাহা [illegible] বাকীপত্র জমা জমি যাহা থাকে আন্দাজ মূল্য আঃ ১০

(২)

৮১৭নং [illegible] ২৯ দাবি ১৭১।০

ডিঃ শ্রী[illegible] মুখোপাধ্যায় সাং বর্দ্ধমান

দেঃ শ্রীবিহারী [illegible] দিং সাং [illegible] ওরফে বল্লাপোতা থানা কোতয়ালী

১। জেলা [illegible] থানা পূর্বস্থলীর সামিল ৪ নং মৌজা ৫৭৸/ টাকা যে জমা আছে উক্ত[illegible] মূল্য আঃ ১০০৲

(৩)

১০৫৯ নং শাংকারী ২৯ দাবী ৫২৯৵৩

ডিঃ শ্রী[illegible] [illegible]

সাং [illegible] থানা কোতয়ালী

দেঃ শ্রী[illegible] ঘোষ দিং সাং [illegible] থানা কোতয়ালী

১। [illegible] থানা কোতয়ালী সামিল [illegible] নং খতিয়ানে [illegible] একর জমা [illegible] ১৪।৵০ টাকার জমা [illegible] জমির [illegible] থাকে [illegible] একুনে মূল্য আঃ [illegible]

(৪)

১১৪১ নং শাংকারী দাবি ৩৭৬৸/১০

ডিঃ ব্যোমকেশ সান্যাল দিং সাং ফুলবাড়ি থানা কালীগঞ্জ [illegible] বর্দ্ধমান।

দেঃ [illegible] থানা কালীগঞ্জ, নদীয়া

১। [illegible] থানা কালীগঞ্জ সামিল মৌজে [illegible] ৫৫।৭২, [illegible] খতিয়ানে [illegible] জমির সালিয়ানা বার্ষিক ৬৸/৬ [illegible] টাকার যে জমা [illegible] থাকে [illegible] মূল্য আঃ ২৫৲

(৫)

১১৯১ নং শাংকারী ২৯ দাবী ১৯৫৶৬

ডিঃ শ্রীবদরীনারায়ণ [illegible] সাং [illegible] থানা কোতোয়ালী

দেঃ [illegible] সাং কৃষ্ণনগর আনন্দময়ীতলা থানা কোতোয়ালী

১। সবরেং কৃষ্ণনগর থানা কোতোয়ালীর সামিল মৌজে দেপাড়া গ্রামে ৫৭৪,৫৫৫,৫৪৬ নং খতিয়ানে ২-১০ একর জমির [illegible] বার্ষিক ৩৮ টাকা। উক্ত জমার যাহা থাকে আন্দাজ সহ মূল্য আঃ ৫

(৬)

১৮১৫নং শাংকারী ২৯ দাবী ১৮৵১

ডিঃ শ্রীরামরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় দিং সাং মাটিয়ারী থানা কালিগঞ্জ

দেঃ শ্রীনৃসিংহ প্রসাদ ঘোষ দিং সাং মাটিয়ারী থানা কালিগঞ্জ।

১। জেলা নদীয়া থানা কালিগঞ্জের সামিল ৮নং মাটিয়ারী মৌজায় সালিয়ানা ॥৵ জমায় ৩২৮নং খতিয়ানে ০৩ শতক জমির উপবিষ্ট গৃহাদিসহ মূল্য আঃ ১০৲

(৭)

১২৩০নং শাংকারী ২৯ দাবী ৩০৴৯

ডিঃ রাম বিহারী মণ্ডল সাং কাছারী নবদ্বীপ থানা কালিগঞ্জ (নদীয়া)

দেঃ কালিকাপ্রসাদ দত্ত সাং বামুনডাঙ্গা থানা কালিগঞ্জ

১। জেলা নদীয়া থানা কালিগঞ্জ সামিল ১২৮নং খতিয়ানভুক্ত জমির কাত সালিয়ানা আ৵৫ টাকার জমা উহার মূল্য আঃ ১৫৲

(৮)

১২৩১নং শাংকারী ২৯ দাবী ১৭৶৹

ডিঃ শ্রীরামবিহারী মণ্ডল সাং কাছারী নবদ্বীপ থানা কালিগঞ্জ

দেঃ আইন সেখ দিং সাং [illegible] থানা কালিগঞ্জ

১। জেলা নদীয়া থানা কালিগঞ্জের সামিল ৩নং খতিয়ানে [illegible] শতক জমির কাত ২৸৵১৷ টাকার জমা তাহার মূল্য আন্দাজ ১০৲

(৯)

১৩০৮নং শাংকারী ২৯ দাবী ৮৫৪ ৬ টাকা

ডিঃ শ্রীনরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী দিগর সাং কৃষ্ণনগর থানা কোতোয়ালী

দেঃ অবনীমোহন চক্রবর্তী দিং সাং কৃষ্ণনগর [illegible] থানা কোতোয়ালী

১। সবরেং কৃষ্ণনগর থানা কোতোয়ালীর চাঁদসড়ক মৌজার ২৩১নং খতিয়ানের ১.১৮ একর জমির জমা ১০৵০ টাকা। উক্ত জমির [illegible] থাকে আন্দাজে এমারতাদি সহ উহার মূল্য আন্দাজ ২৫৲ টাকা

(১০)

১৩৯২নং শাংকারী ২৯ দাবী ২৪০৶০

ডিঃ শ্রীনন্দলাল চৌধুরী সাং কাছারী নবদ্বীপ থানা নবদ্বীপ

দেঃ শ্রীমনিন্দ্র মোহন সেন গুপ্ত সাং ঐ থানা ঐ

১। সবরেং কৃষ্ণনগর থানা নবদ্বীপের অধীন ২০নং মৌজা [illegible] নং খতিয়ানে [illegible] শতক জমির অংশে [illegible] শতক জমির জমা ৸৹ টাকার মূল্য আন্দাজ ৫০৲ টাকা।

(১১)

১৫৭৬নং শাংকারী ২৯ দাবী [illegible]

ডিঃ শ্রীনৃসিংহ চন্দ্র পাল চৌধুরী দিং সাং চকপাতিশালী থানা নাকাশিপাড়া

দেঃ [illegible] সেখ দিং সাং সোনাতলা থানা কোতোয়ালী

১। সবরেং কৃষ্ণনগর থানা কোতোয়ালীর সামিল মৌজা সোনাতলা গ্রামে ১১৫নং খতিয়ানভুক্ত ১১৫নং দাগাস্থিত ২৮ শতক জমির কাত ২৸৹ টাকার যে জমা, ঐ বাকীপড়া জমা ও তদুপরিস্থিত যাহা আন্দাজ [illegible] মূল্য আন্দাজ ১৮ টাকা

(১২)

১৬৯১নং শাংকারী ২৯ দাবী [illegible]

ডিঃ শ্রীবিশ্বনাথ সিংহ রায় দিং সাং ঐ থানা নাকাশিপাড়া।

দেঃ এরশাদ বিশ্বাস সাং জাগা থানা কালিগঞ্জ

১। জেলা নদীয়া কালিগঞ্জের [illegible] নং [illegible] থানা কালিগঞ্জ [illegible] একর জমির [illegible] উক্ত [illegible] ১০৵৬ টাকা তাহার মূল্য আঃ ২৫৲

(১৩)

১৭১৬নং শাংকারী ২৯ দাবী ১৪১৸০

ডিঃ শ্রীরণজিৎ পাল চৌধুরী সাং [illegible] থানা নবদ্বীপ (নদীয়া)

দেঃ [illegible] থানা কোতোয়ালী

১। জেলা নদীয়া [illegible] [illegible] মৌজা [illegible] ১৩ নং [illegible] যে জমা যাহা [illegible] থাকে [illegible] সহ মূল্য আঃ [illegible]

(১৪)

[illegible] ২৯ দাবী [illegible]

ডিঃ শ্রী[illegible]

[illegible] থানা [illegible]

দেঃ [illegible] দিং [illegible]

[illegible]

১। [illegible] থানা [illegible] [illegible] ১৸০ টাকার জমা [illegible] ১০৲

(১৫)

[illegible] ২৯ দাবী [illegible]

[illegible] পাল চৌধুরী দিং সাং [illegible]

[illegible] দিং সাং [illegible] থানা কালিগঞ্জ

১। সবরেং কৃষ্ণনগর থানা কালি[illegible] মৌজে [illegible] নং [illegible] কাত ১১৸০ টাকা। [illegible] তদুপরিস্থিত যাহা থাকে আন্দাজ মূল্য আঃ ৫৲

(১৬)

[illegible] শাংকারী ২৯ দাবী [illegible]

ডিঃ শ্রী[illegible] পাল চৌধুরী দিং সাং [illegible]

দেঃ [illegible] দিং সাং [illegible] থানা [illegible]

১। [illegible] থানা কালি[illegible] মৌজা [illegible] গ্রামে [illegible] একর জমির কাত [illegible] টাকা [illegible] তদুপরিস্থিত থাকা [illegible]

(১৭)

১৭৭৮নং শাংকারী ২৯ দাবী [illegible]

ডিঃ শ্রীনৃসিংহ চন্দ্র পাল চৌধুরী দিং সাং চকপাতিশালী

দেঃ [illegible] দিং সাং হাজরাপোতা থানা কালিগঞ্জ

১। সবরেং কৃষ্ণনগর থানা কালি[illegible] মৌজে হাজরাপোতা গ্রামে [illegible] একর জমির কাত ১৸০ টাকা জমা তদুপরিস্থিত থাকে আন্দাজ মূল্য আঃ ১০৲ টাকা

(১৮)

১৭[illegible] শাংকারী ২৯ দাবি [illegible]

ডিঃ শ্রী[illegible] পাল চৌধুরী দিং সাং চকপাতিশালী

দেঃ [illegible] সাং হাজরাপোতা থানা কালিগঞ্জ

১। [illegible] কালিগঞ্জের অধীন মৌজে হাজরাপোতা গ্রামে [illegible] একর জমির [illegible] টাকার [illegible] আন্দাজ সহ মূল্য আঃ [illegible]

(১৯)

[illegible] শাংকারী ২৯ দাবী [illegible]

ডিঃ শ্রীনৃসিংহ চন্দ্র পাল চৌধুরী দিং চকপাতিশালী

দেঃ [illegible] দিং সাং হাজরাপোতা থানা কালিগঞ্জ

১। সবরেং কৃষ্ণনগর থানা কালিগঞ্জের [illegible] মৌজে [illegible] গ্রামে [illegible] নং দাগাস্থিত [illegible] শতক জমির জমা [illegible] টাকা আন্দাজ উক্ত জমা ও তদুপরিস্থিত যাহা থাকে আন্দাজ মূল্য আঃ ৫৲

(২০)

[illegible] শাংকারী ২৯ দাবী [illegible]

ডিঃ শ্রীনৃসিংহ চন্দ্র পাল চৌধুরী দিং সাং চকপাতিশালী

দেঃ [illegible] থানা [illegible] ঐ

[illegible] থানা [illegible]

[illegible] একর জমির কাত [illegible] তদুপরিস্থিত যাহা থাকে আন্দাজ সহ মূল্য আঃ ৫৲

(২১)

১৭৭৯নং খাজারী ২৯ দাবী ২০৬৸৵৬

ডিঃ নৃসিংহ চন্দ্র পাল চৌধুরী দিং সাং চকহাতিশালা

দেঃ এছমাইল বিশ্বাস সাং কালিনগর থানা কোতয়ালি

১। সবরেঃ কৃষ্ণনগর থানা কোতয়ালির সামিল মৌজে সোনাডাঙ্গা গ্রামে [illegible] ও ১০৪৭ নং খতিয়ানভুক্ত ১০-৯১ একর জমির কাত ৭০৸০ ১০ টাকা জমা। ইহার ৩২৭ নং খতিয়ানভুক্ত ০-৬৮ একর জমির কাত ১০০ হারাহারিতে খাজনা বৃদ্ধি হওয়ায় ৪৮৸৶৬ টাকা ও ১০৪৭ নং খতিয়ানভুক্ত ০-২৮ একর জমির কাত ১৭৸৶০ টাকা জমা ও তদুপরিস্থিত আকর আওলাত মূল্য আঃ ২৭৲

(২২)

১৭০৫নং খাজারী ২৯ দাবি ৮০৶৯

ডিঃ তারাপদ সরকার সাং গোয়াড়ী থানা কোতোয়ালী

দেঃ কাঙ্গালী রাম ঘোষ সাং গোবরাপোতা হাল সাং [illegible] থানা কোতোয়ালী

১। জেলা নদীয়া সবরেঃ কৃষ্ণনগর এলাকাধীন ১০৬ নং গোবরাপোতা মৌজা ৫১৶০ টাকার জমা ও তদুপরিস্থিত আকর আওলাত মূল্য আঃ ১৫৲

(২৩)

১৭৮৬ নং খাজারী ২৯ দাবি ৮৭।০

ডিঃ শ্রীমতী শরৎকুমারী দাসী সাং গোয়াড়ী থানা কোতোয়ালী

দেঃ শ্রীবিধুভূষণ ঘোষ সাং চাপড়া নদীয়া

১। জেলা নদীয়া সবরেঃ কৃষ্ণনগর ৬০৭ নং খতিয়ানে লিখিত ৩-৯৮ একর জমির কাত ১০।৵৩ টাকা জমা ও তদুপরিস্থিত আকর আওলাতসহ মূল্য আঃ ২৫৲

(২৪)

১৭৮৭ নং খাজারী ২৯ দাবি ৮২১৯

ডিঃ শ্রীনরেন্দ্রনাথ কুণ্ড দিং সাং [illegible] থানা বনগাঁ জেঃ যশোর

দেঃ শ্রীরামতারণ রায় দিং সাং বালিয়াডাঙ্গা থানা করিমপুর নদীয়া

১। জেলা নদীয়া থানা করিমপুরের সামিল ১৬নং টোপলা মৌজা ও থানা [illegible] ৬৫নং [illegible] ও ৩০নং চরণজিৎপুর মৌজায় ।০ অংশের জমিদার ১২৩০০ ডিক্রিদার দিং অধীনে ৩৩৬৸৶০ টাকার [illegible] জমার [illegible] করাদায়ে [illegible] স্বত্বান ও দখলিকার উক্ত স্বত্বকয় ।০ আনার মূল্য আঃ ৫০০৲

(২৫)

১৭৯১নং খাজারী ২৯ দাবী ৭২১০

ডিঃ শ্রীনরেশনাথ পাল চৌধুরী সাং [illegible] থানা শান্তিপুর

দেঃ [illegible] ঘোষ দিং সাং সেনপুর [illegible]

জেলা নদীয়া থানা কোতোয়ালী মৌজে সেনপুর গ্রামে সেঃ ৫৩৩নং খতিয়ানভুক্ত ও তদধীন ৫৩৬ খতভুক্ত কবুলিয়তমতে ৩২৸০ টাকা বার্ষিক [illegible] জমায় ১৪-৮৭ একর জমির মূল্য আঃ ২৫৲ টাকা

(২৬)

১৮৪৩নং খাজারি ২৯ দাবী ৯০৸৶০

ডিঃ শ্রীমতী শরৎকুমারী দাসী সাং গোয়াড়ী থানা কোতোয়ালী

দেঃ শ্রীজয়নব বিবি দিং—সাং খামারপাড়া থানা কোতোয়ালী

জেলা নদীয়া সবরেঃ কৃষ্ণনগর ৯৯নং নবদ্বীপ মৌজার কবুলিয়তমতে ১৫৸৶ টাকা জমায় ৬-৮২ একর জমির মূল্য আঃ ২৫৲ টাকা

(২৭)

১৮৭৯নং খাজারি ২৯ দাবী ৪৭৭।৶৩

ডিঃ শ্রীদেবপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় সাং বর্দ্ধমান

দেঃ শ্রীবেনোয়ারীলাল বিশ্বাস সাং ঈশ্বরচন্দ্রপুর, থানা কোতোয়ালী

জেলা বৰ্দ্ধমান থানা পূর্বস্থলীর অন্তর্গত ৪২নং মৌজা গোপীপুরমধ্যে ডিক্রিপ্রাপ্ত চৰ্তুথ বৰ্তমান জেলা নদীয়া থানা কোতোয়ালীর সামিল বাজাপুর গ্রামের পশ্চিম মাঠে খাজানা ১০৭৸৶০ টাকা জমার ১৮-৫৪ একর জমির মূল্য আঃ ২০০৲ টাকা। সেঃ খতিয়ান নং ৯১।

(২৮)

১৮৯২নং খাজারী ২৯ দাবী ৬৭।৶৩

ডিঃ শ্রীভোলানাথ মুখোপাধ্যায় সাং মাটিকাটি থানা কালিগঞ্জ

দেঃ শ্রীএবিন ফকির দিং—সাং দামুরেডাঙ্গা, থানা কালিগঞ্জ

থানা কালিগঞ্জের অন্তর্গত ১১নং এড়েয়ালিয়া মৌজায় ২০নং খতিয়ানভুক্ত ২-৯২ একর জমির বার্ষিক স্থিতিবান জমা ১১৴০ মূল্য আঃ ৮০৲ টাকা

(২৯)

১৯০০নং খাজারী ২৯ দাবী ৬৮৷৩

ডিঃ শ্রীমতী সরলাবালা দাসী সাং গোয়াড়ী থানা কোতোয়ালী

দেঃ শ্রীপঞ্চানন সেন—সাং গোয়াড়ী থানা কোতোয়ালী

সবরেঃ কৃষ্ণনগর ৯৪নং গোবিন্দসড়ক মৌজার ৭০৩নং খতিয়ানভুক্ত ১৮ শতক জমির বার্ষিক জমা ১০।৵ মূল্য আঃ ২০৲ টাকা

(৩০)

১৯৮৫নং খাজারী ২৯ দাবী ৩৫।৶৯

ডিঃ শ্রীরায় নলিনাক্ষ দত্ত বাহাদুর সাং কাশিয়াডাঙ্গা থানা নাকাশীপাড়া

দেঃ শ্রীকোবেদ সেখ সাং ছত্রধরিয়া থানা কোতোয়ালী

জেলা নদীয়া থানা কোতোয়ালী মৌজা ছত্রধরিয়া গ্রামে ৭৫নং খতিয়ানভুক্ত ৭-২৯ একর জমির বার্ষিক জমা ২২৸৶১০ মূল্য আঃ ৩০৲ টাকা

(৩১)

২০২৩ খাজারী ২৯ দাবী ২৪৶৯

ডিঃ শ্রীমতী রাজকুমারী প্রফুল্লকুমারী দাসী মোং বেলপুকুর কাছাড়ী থানা কোতোয়ালী

দেঃ শ্রীহারাণচন্দ্র কাপালি সাং বেলপুকুর থানা কোতোয়ালী

সবরেঃ কৃষ্ণনগর ৯নং চববেতালা মৌজার ১৭৫নং খতিয়ানভুক্ত ১-১৫ একর জমির বার্ষিক জমা ৩৸৶ মূল্য আঃ ১৫৲

(৩২)

২০৪৬ খাজারি ২৯ দাবী ৮৮।৶০

ডিঃ শ্রীকুমার নাথ বিশ্বাস—সাং কৃষ্ণনগর থানা কোতয়ালী

দেঃ মহম্মদ মল্লিক—সাং জাহাঙ্গীরপুর থানা কোতয়ালী

সবরেঃ কৃষ্ণনগর থানা কোতয়ালি মৌজা সাতগাছিয়া গ্রামে ডিক্রিদারের সরকারে ১০-৪৪ একর জমির অস্থায়ী জমা ১৩৲, মূল্য মায় আকর আওলাত আঃ ৪০৲ টাকা

(৩৩)

২০৭১ খাজারী ২৯ দাবী ৯২।৫

ডিঃ শ্রীব্যোমকেশ সান্যাল সাং ফুলগাছি থানা কাটোয়া জেলা বৰ্দ্ধমান

দেঃ শ্রীরাখালদাস সিংহ সাং ফুলবাড়িয়া থানা কালীগঞ্জ

সবরেঃ কৃষ্ণনগর থানা কালীগঞ্জ মৌজা ১২ নং বড় ফুলবাড়িয়ামধ্যে ৩০৬ নং খতিয়ানভুক্ত ১৯৸৶৫ টাকা জমার মেঃ ১১-৩৪ একর জমির মূল্য আঃ ৫০৲

(৩৪)

৯০৯ দেঃজারী ২৯ দাবী ৬৪৸৩

ডিঃ নাবালক মহারাজ কুমার (২১৬—২১৭ দেংজারী ২৯)

শ্রীসৌরীশচন্দ্র রায় বাহাদুর পক্ষে কোর্ট অব ওয়ার্ডস ম্যানেজার শ্রীবীরেন্দ্রনাথ রায় সাং ও থানা কৃষ্ণনগর।

দেঃ শ্রীঅশ্বিনী কুমার সরকার সাং ও থানা শান্তিপুর।

১। সবরেঃ কৃষ্ণনগরের এলাকাধীন মৌজে দিগনগরের ১নং দেন্দারের নামে দেন্দারের অংশ রকম ।০ আনা নিষ্কর জমির খতিয়ান নম্বর ৩৯০ ও ৩৯১ ও অধীনস্থ ৩৯২,৩৯৩, ৩৯৪ মূল্য মায় আকর আওলাত ২০৲ টাকা।

২। ঐ সবরেঃ ঐ মৌজে ডিক্রিদারের সেরেস্তায় দেন্দারের নামে সেঃ ১৮ নং ও তদধীন ১৯—২৪ খতিয়ানভুক্ত ১১-৫৭ একর জমির জমা ১৫৲। দেন্দারের অংশ ।০; মূল্য মায় আকর আওলাত আঃ ৪০৲

৩। ঐ সবরেঃ ঐ মৌজে ঐ অধীন ১৭নং খতিয়ানভুক্ত ৬৸৵৭ টাকা জমায় ১-৮৬ একর জমিতে দেন্দারের ।০ অংশ মূল্য মায় আকর আওলাত আঃ ১৫৲

৪। ঐ সবরেঃ ঐ মৌজে ঐ অধীনে সেঃ ৭১২ ও তদধীন ৭১৩ খতিয়ানভুক্ত ১৶৭ টাকা জমাতে ৩১ শতক জমির দেন্দারের ।০ অংশ মূল্য আঃ ৫৲

৫। ঐ সবরেঃ ঐ মৌজে ঐ অধীনে সেঃ ১২৯ ও তদধীন ১২৮,১৩০,১৩১,১৩২, ১৩৪, ১৪০ খতিয়ানভুক্ত বার্ষিক ২০৸৶৩ টাকা জমাতে যে জমি লেখা যায় তাহাতে দেন্দারের ।০ অংশ মূল্য, আঃ ৩০৲

(৩৫)

১২০৩ বন্দকী জারী ২৯ দাবী ১১৩।৶৩

ডিঃ শ্রীসতীশচন্দ্র দে সাং হাটগাছা,থানা কালীগঞ্জ

দেঃ শ্রীমতী গিরিবালা বিবি দিং সাং পানিঘাটা থানা কালীগঞ্জ।

জেলা নদীয়া থানা কালীগঞ্জের অধীন মৌজা হাটগাছা গ্রামে সেঃ ১৫৭ নং খতিয়ানভুক্ত ১-৭৪ একর ভটবন্দী জমি নাল ৬৸৶৫,ভিটা ।৶০ ; মূল্য ২৫৲ টাকা

(৩৬)

১৭৯১ দেংজারী ২৯ দাবী ১৩১,৯

ডিঃ শ্রীজোনাব আলি দিং সাং কৃষ্ণনগর নাজিরা পাড়া থানা কোতয়ালী।

দেঃ শ্রীতারাণ সেখ দিং সাং ঐ থানা ঐ

সবরেঃ কৃষ্ণনগর থানা কোতয়ালী মৌজে কৃষ্ণনগর নাজিরাপাড়া হাল সেঃ মৌজা ৯১ নং কৃষ্ণনগর দুর্বা মধ্যে ৩৭০৬নং খতিয়ানভুক্ত ৬০ কাঠা জমি ও তদুপরিস্থিত বাঁশ দশ ঝাড়, আমবৃক্ষ ৮টা,কাঠাল গাছ ১০টা মায় গাছা আগাছা আকর আওলাত ইত্যাদি মূল্য আঃ ১৪০৲ টাকা

(৩৭)

১৮৩৫ দেংজারী ২৯ দাবী ২১০।৶১৫

ডিঃ শ্রীবিধুভূষণ চট্টোপাধ্যায় সাং ও থানা নবদ্বীপ

দেঃ শ্রীমতী [illegible] দাসী দিং সাং ও থানা নবদ্বীপ

সবরেঃ কৃষ্ণনগর থানা নবদ্বীপ সামিল সহর নবদ্বীপ মিউনিসিপ্যালিটির ৩নং ডিভিসন চানিচারা পাড়ার মধ্যে সরকারী রাস্তার পশ্চিম মৌজা সরকারী ৭৲ জমার জমি ৩ কাঠা ও তদুপরিস্থিত করগেট টিনের এক চালা ঘর ২খানা ও ছচালা খড়ুয়া ঘর একখানা মায় সাজসরঞ্জাম মূল্য আঃ ১০০ টাকা।

(৩৮)

২০৩৩ দেংজারী ২৯ দাবী ১৫৩৸৶৩

ডিঃ শ্রীপানবিবি দিং—সাং গাড়াপোতা থানা চাপড়া

দেঃ শ্রীআবদুল আজিজ সেখ—সাং কৃষ্ণনগর পুরাতন কলেজের হাতা থানা কোতোয়ালী

১। সবরেঃ কৃষ্ণনগর থানা কোতোয়ালী মৌজা গোয়াড়ী পুরাতন কলেজের হাতার মধ্যে বাহার মিস্ত্রির বাটীর দক্ষিণ দর মৌরশী জমি আন্দাজ ।০৷ কাঠা, খাজনা ৩৸৶০। উক্ত জমির মূল্য মায় তদুপরিস্থিত ৫ আড়ার ঘর ১টি, দালান ১টী, ৩আড়ার করিয়া ৩ আড়ার, দুই কুঠারী কোঠা ঘর ২টা, গোয়ালঘর, রান্নাঘর, কূপ, পায়খানা ইত্যাদি মূল্য আঃ ১০০৲ টাকা

২। ঐ সবরেঃ ঐ থানা ঐ মৌজে বাহার সেখ মিস্ত্রির বাটীর উত্তর ৵২ কাঠা

মি ও তদুপরিস্থিত উপরে টীনদেওয়া টীর দেওয়াল দেওয়া ৩ কুঠারী দোকান ঘর মায় সাজসরঞ্জাম মূল্য আঃ ৫০৲ টাকা

(৩৯)

১০৩১ দেংজারী ২৯ দাবী ১৩৯৮৵১০

ডিঃ শ্রীঅয়বিন্দ সিংহ সাং কৃষ্ণনগর থানা কোতোয়ালী

দেঃ শ্রীকালীপদ মালাকার দিং—সাং কৃষ্ণনগর চৌরাস্তাপাড়া থানা কোতোয়ালী

সবরেঃ কৃষ্ণনগর ৪নং ওয়ার্ডের মধ্যে কৃষ্ণনগর চৌরাস্তাপাড়ার মধ্যে ৩৫৯নং খতিয়ানভুক্ত ২০/০ খাজনার আন্দাজ ।১।।০/ কাঠা জমি ও তদুপরি এক তলা পাকা কোঠা চুই আড়ার ঘর ১টি ও ফলবান কাঠালগাছ ১টী মূল্য আঃ ৭৫৲ টাকা

(৪০)

১১৬৭ মনিজারী ২৯ দাবী ২৩৬৮৵৩

ডিঃ শ্রীমতী ভবতারিণী দাসী সাং খাঁপুর থানা কোতোয়ালী

দেঃ শ্রীআলিমদ্দিন বিশ্বাস সাং হিজুলী

১। সবরেঃ কৃষ্ণনগর থানা কোতোয়ালী মৌজে হিজুলী জমিদার বৃন্দা শৈলবালা দাসীর সরকারে দেনদারের যে একটী ১০৩ টাকার রায়তি মকররী জমার ৮-৯৬ একর জমি আছে তাহাতে দেনদারের স্বত্ব রকম ৵১০ মূল্য আঃ ২৫ । খতিয়ান নং ৪১

২। ঐ মৌজায় ঐ জমীনে ৪৫নং খংভুক্ত ও দাখিল ৪২ ও ৪৯নং খতিয়ানভুক্ত এবং মৌজা কৃষ্ণনগর ৮০৮ খতিয়ান ভুক্ত ৩০।৯ টাকা স্থিতিবান জমার ২০-৬৮ একর জমিতে দেনদারের ৵১০ অংশ; মূল্য আঃ ৫০৲

৩। ঐ মৌজায় ঐ জমিদারের অধীনে ৫০ ও তদধীন ৫১, ৫২ খংভুক্ত ১২-০৫ একর জমির রায়তি স্থিতিবান জমা ১৭৸৵৯। তাহাতে দেনদারের ৵১০ অংশ, মূল্য আঃ ৮০৲

৪। ঐ মৌজায় ঐ অধীন ৮৩ ও তদধীন ৪৪ খংভুক্ত এবং মৌজা গোবরাপোতা ১০২ নং খংভুক্ত [illegible] একর জমির জমা ১৫৸। তাহাতে দেনদারের ৵১০ অংশ মূল্য আঃ ৩০৲

(৪১)

১২৫৯ মনিজারী ২৯ দাবী ৪১০৷৩পাই

ডিঃ নাবালক শ্রীনগর কুমার দাস পক্ষে অভিভাবিকা মাতা আনন্দময়ীদাসী সাং ও থানা শান্তিপুর

দেঃ শ্রীরাজেন্দ্রনাথ বিশ্বাস সাং গোয়াড়ী থানা কোতোয়ালী

সবরেঃ কৃষ্ণনগর থানা কোতোয়ালী মৌজা গোয়াড়ী গোবিন্দসড়ক মধ্যে ছুতার পাড়ায় কায়েমী দরমোকর্‌রী জমার জমি ও কুঠারী দোতলা আন্দাজ ৷৹৹ কাঠা সমেত তদুপরিস্থিত বসতবাটী ইমারত কোঠা বাটী ৪ কুঠারী দোতলা ১ কুঠারী সমেত একতলা দোকান দালান রান্নাঘর এককুঠারী মা [illegible]

বারান্দা প্রাচীর,কূপ,গোয়ালঘর পায়খানা ৪টী কড়ি বড়গা ইত্যাদি মূল্য আঃ ৪০০৲

(৪২)

১৩৫১ মনিজারী ২৯ দাবী ২৯৯।০

ডিঃ শ্রীযোগেন্দ্রনাথ কুণ্ডু সাং গোয়াড়ী থানা কোতোয়ালী

দেঃ শ্রীকালীপদ সরকার সাং ঘূর্ণী থানা কোতোয়ালী

১। থানা কৃষ্ণনগর মৌজা ৯৭নং সোন্দা ঘূর্ণী গ্রামে ৩১০৷৩১১ খংভুক্ত নিষ্কর ব্রহ্মোত্তর ৩৩ শতক জমি (বাগান) মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত মূল্য আঃ ১৫৲

২। ঐ থানা ঐ মৌজা ঐ খংভুক্ত ১০ শতক বাগান জমির মোকররী জমা ।।০ টাকা। মূল্য মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত ৫০৲

৩। ঐ থানার অধীন মৌজা ৪৩নং পানিনালা গ্রামে ২২নং খংভুক্ত ৬৫ শতক জমির জমা ২৷০ টাকা। ইহাতে দেনদারের ।/।।— অংশ মূল্য আঃ ১৫৲

৪। ঐ থানার অধীন ৯৭নং দেনদার ঘূর্ণী গ্রামে ৩১০৷৩১১ খংভুক্ত ১০ শতক জমির (বাড়ী ও বাগান) মৌরশী জমা ১৷০ টাকা। মধ্য মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত আঃ ৫০৲

৫। ঐ থানার অধীন মৌজা ৪৩নং পানিনালা গ্রামে ২২নং খংভুক্ত ৬৫ শতক নাল জমির জমা ২৷০। ইহাতে দেনদারের অংশ ।/৵।— মূল্য আঃ ১৫৲

(৪৩)

১৬৪১ মনিজারী ২৯ দাবী ৩৭৵৬

ডিঃ শ্রীবলরাম মুখোপাধ্যায় সাং দেবগ্রাম থানা কালিগঞ্জ

দেঃ শ্রীবীরেন্দ্রকুমার প্রামাণিক দিং পক্ষে গার্জেন উকীলবাবু শ্রীঅবনীকান্ত রায় সাং দেবগ্রাম থানা কালীগঞ্জ

১। থানা কালীগঞ্জের সামিল দেবগ্রাম মৌজায় ৬৭নং ও ৬নং খংভুক্ত ৮-১১ একর জমির রায়তি জমা ১৷০। ইহাতে দেনদারগণের ।০ অংশ, মূল্য আঃ ১০৲

২। ঐ মৌজায় ৬৬৮নং খংভুক্ত [illegible] একর ওতবন্দী জমির শালিয়ানা বিঘাপ্রতি খাজনা ৷৵৫ হিঃ, তাহাতে দেনদারের ।০ অংশ, মূল্য আঃ ৷০৲

(৪৪)

১৭৪১ মনিজারী ২৯ দাবী ২৫২।৵

ডিঃ শ্রীরাধাগোবিন্দ সেন সাং মাটিয়ারী থানা কালীগঞ্জ

দেঃ শ্রীদ্বিজপদ চক্রবর্ত্তী সাং ঐ থানা ঐ

১। থানা কালীগঞ্জের সামিল মাটিয়ারী গ্রামে ১১১৮ নং খংভুক্ত আন্দাজ ৬ শতক জমি মায় তদুপরিস্থিত খড়ুয়াঘর ৪ চাল ৩ খান মায় কূপ, মেটে প্রাচীর, বৃক্ষাদি মূল্য আঃ ৫০৲

২। ঐ মৌজায় ঐ খতিয়ানের ২২১০ দাগভুক্ত ৫৬ শতক জমিতে দেনদারের ।০ অংশ মূল্য আঃ ২৫৲ টাকা

(৪৫)

১৭৯০ মনিজারী ২৯ দাবী ৯৯।৵০

ডিঃ শ্রীবিধুভূষণ দত্ত—সাং দেবগ্রাম থানা কোতোয়ালী

দেঃ শ্রীকমল চন্দ্র চন্দ্র সাং কমলবাটী থানা কালীগঞ্জ

১। থানা কালীগঞ্জের অধীন ৬৫নং মৌজা কমলবাটি গ্রামে ৩১নং খতিয়ানভুক্ত ২৮-৮৬ একর জমির রায়তি স্থিতিবান জমা ৩৭৸/৬ ইহাতে দেনদারের ।০ অংশ। দেনদারের অংশের জমি মায় তদুপরিস্থিত গৃহাদি আকর আওলাত মূল্য আঃ ২০৲

২। ঐ থানা ঐ মৌজা ৩৭নং খতিয়ানভুক্ত ৬-৭৭ একর জমির জমা বিঘা প্রতি নীরিখ ১৵৩ টাকা ও পিচা ৷/৬ আনা। মূল্য আঃ ২০৲

৩। ঐ থানা ঐ মৌজা ৭৪।২ খতিয়ানভুক্ত ৩৪ শতক জমির রায়তি স্থিতিবান জমা ৸ উক্ত জমি ও তদুপরিস্থিত আকর আওলাতাদিতে দেনদারের ।।০ অংশ। মূল্য আঃ ২৲

৪। ঐ থানা ঐ মৌজা ৭৮ নং খতিয়ানভুক্ত ৮৵৬ টাকা রায়তি স্থিতিবান জমাতে ৩০ শতক জমির ।।০ অংশ মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত মূল্য আঃ ৩৲

৫। ঐ থানা ঐ মৌজা ২৫নং খতিয়ানভুক্ত ৫।/৭ টাকা জমাতে ২-৬৯ একর জমির মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত মূল্য আঃ ১০৲

(৪৬)

১৭৯১ মনিজারী ২৯ দাবী ২৯২০৵৬

ডিঃ শ্রীবিধুভূষণ দত্ত—সাং দেবগ্রাম থানা কালিগঞ্জ

দেঃ শ্রীবিলাত আলি সেখ সাং নপাড়া থানা কালিগঞ্জ

১। থানা কালীগঞ্জ ৩নং মৌজা হাটগাছা গ্রামে ১০১নং খতিয়ানভুক্ত ৮৭ শতক জমির জমা ২৲ টাকা। মূল্য মায় আকর আওলাত আঃ ২৲

২। ঐ থানা ঐ মৌজা ২৮৬নং খতিয়ানভুক্ত ২৭-৩০ একর জমির জমা ৩৪।৵৯ উক্ত জমি মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত মূল্য আঃ ২০৲

৩। ঐ থানা ঐ মৌজা ঐ গ্রামে ২৮৬ নং খতিয়ানভুক্ত ১১-০৫ একর জমির জমা বিঘা প্রতি নীরিখ ৷৵২ পিচা ।৵০ হিঃ; মূল্য আঃ ১৩৲

৪। ঐ থানা ঐ মৌজা ঐ গ্রামে ৭৮৯ নং খতিয়ানভুক্ত ৭৭ শতক জমির রায়তি স্থিতিবান জমা ১৷০; মূল্য মায় আকর আওলাত ৩৲ টাকা

৫। ঐ থানা ঐ মৌজা ঐ গ্রামে ৩৯৬ নং খতিয়ানভুক্ত ২ ৪। শতক নিষ্কর ব্রহ্মোত্তর জমি, দেনদারের/৵।— অংশ। মূল্য আঃ ১০৲

৬। ঐ থানা ঐ মৌজা ঐ গ্রামে ৪০৯ নং খতিয়ানভুক্ত ১-২৯ একর জমির জমা ২৲। উক্ত জমি ও তদুপরিস্থিত আকর আওলাত মূল্য আঃ ৫৲ টাকা

(৪৭)

১৭৯৩ মনিজারী ২৯ দাবী ১৩০৷৵৯

ডিঃ শ্রীবিধুভূষণ দত্ত সাং দেবগ্রাম থানা কালীগঞ্জ

দেঃ শ্রীকালাচাঁদ সেন দিং সাং ব্রজপুকুর, থানা ঐ

১। সবরেঃ কৃষ্ণনগর থানা কালীগঞ্জ ৩২নং মৌজা ব্রজপুষ্করিণী গ্রামে ১০৯নং খতিয়ানভুক্ত ২-৯৭ একর রায়তি মৌরশী জমার খাজনা ৯৸/৬ পাই। উক্ত জমি মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত ও গৃহাদি মূল্য আঃ ১০৲

২। ঐ থানা ৩৬নং মৌজা পানিঘাটা গ্রামে ১৩১নং খতিয়ানভুক্ত ৮-৮০ একর জমির রায়তি স্থিতিবান জমা ১১৲ টাকা। উক্ত জমির মূল্য আঃ ২০ টাকা

(৪৮)

১৮০৮ মনিজারী ২৯ দাবী ১০৮৵৫

ডিঃ শ্রীসেখ দাউদহোসেন সাং লালসেন নগর থানা ভগবানগোলা জেলা মুর্শিদাবাদ

দেঃ শ্রীগফুরসেখ সাং পাঁচখেলা থানা কালীগঞ্জ জেলা নদীয়া

১। জেলা নদীয়া থানা কালীগঞ্জ ৭নং মৌজা পাঁচখেলাগ্রামে ২৮ নং খংভুক্ত ১-২৮ একর জমির কাই ৫৷৵৪ পাই উক্ত জমিতে দেনদারের ।৶০ অংশ মূল্য আঃ ২০৲

২। ঐ থানা ঐ মৌজা ১৬নং খংভুক্ত ৫৮ শতক জমিতে দেনদারের [illegible] অংশ মূল্য আঃ ২০৲

(৪৯)

১৯০২নং মনিজারী ২৯ দাবী ১২।৷/৩

ডিঃ শ্রীগোপীনাথ দে সাং কৃষ্ণনগর থানা কোতোয়ালী

দেঃ শ্রীমনা মণ্ডল দিং সাং ঝিটকী-পোতা থানা কোতোয়ালী।

সবরেঃ কৃষ্ণনগর থানা কোতোয়ালী মৌজা দক্ষিণ ঝিটকীপোতা ১০৬নং ঝিটকীপোতাগ্রামে দেঃ ৯নং খতিয়ানভুক্ত ১৫শতক জমির [illegible] টাকা। উক্ত জমি [illegible] এক খানা, [illegible] মায় সাজসরঞ্জাম ও আকর আওলাত মূল্য আঃ ২০৲

(৫০)

১৯১৫ মনিজারী ২৯ দাবী ১২৬৪৵/৩পাই

ডিঃ শ্রীমহেন্দ্রকান্ত প্রামাণিক সাং ঘূর্ণী থানা কোতোয়ালী

দেঃ শ্রীপাশুতোষ বন্দোপাধ্যায় সাং নবদ্বীপ দেয়ারাপাড়া থানা নবদ্বীপ।

থানা [illegible] সবরেঃ কৃষ্ণনগর ৯৭নং গোয়াড়ী মৌজায় ১৮২ খতিয়ানভুক্ত ৭ শতক জমির খাজনা ৩৲। উক্ত জমি মায় তদুপরিস্থিত দোকান ঘর আকর আওলাত মূল্য আঃ ১০৲ টাকা

([illegible])

১৯৩০ মনিজারী [illegible] দাবী ২০।৯

ডিঃ শ্রীমনো [illegible] থানা কোতোয়ালী

দেঃ শ্রীমতী [illegible] সাং চৌগাছা, থানা কোতোয়ালী

১। [illegible] চৌগাছা [illegible] ভুক্ত ১ শতক জমির [illegible] আনা উক্ত জমি [illegible] আকর আওলাত মূল্য আঃ [illegible]

২। [illegible] খতিয়ানভুক্ত [illegible] খাজনা [illegible] মূল্য মায় [illegible]

৩। ঐ [illegible] ২-০৫ একর [illegible] উক্ত জমি [illegible] আকর [illegible] মূল্য আঃ ৫৲ [illegible] উক্ত [illegible] দেনদারের ।০ অংশ।

পরবিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

[illegible] বেদান্তাদি দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপকের [illegible] পরবিদ্যাপীঠ [illegible] বিদ্যার্থিগণ আবেদন করুন।

১। [illegible], ২। [illegible],
৩। [illegible], ৪। [illegible],
৫। [illegible], ৬। [illegible],
৭। [illegible]।

শ্রীনন্দলাল [illegible] বিদ্যাসাগর,
অধ্যাপক—পরবিদ্যাপীঠ, শ্রীধাম মায়াপুর।

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

[illegible] খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৩০, ত্রিশ টাকা।

১৭২৪ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে,

দশমস্কন্ধ খণ্ডে খণ্ডে ছাপা হইতেছে।

[illegible] খণ্ড [illegible] নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে [illegible] সাধারণ পক্ষে [illegible]। প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৵০, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ।৵০।

[illegible] ভিক্ষা ১১, [illegible] পক্ষে [illegible]।

[illegible] সংখ্যা ছাপা হইয়াছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

"শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত"

সূচী প্রভৃতি সহ সম্পূর্ণ ছাপা শেষ হইয়াছে

[illegible] প্রকাশিত হইয়াছে। [illegible] তৃতীয় সংস্করণ [illegible] সংস্করণ [illegible] হইয়াছিলেন, [illegible] সংস্করণ [illegible] [illegible] পারিবেন না।

[illegible]

শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত

[illegible] টীকা সহ [illegible]

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

সভাষ্য [illegible] সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র [illegible] স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা [illegible]

নদীয়া-প্রকাশ, গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে [illegible] টাকা

শ্রীচৈতন্য মঠের যাবতীয় গ্রন্থ

[illegible] শ্রীচৈতন্য মঠ
পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া
— ও —
[illegible] ১ নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা
[illegible] পাওয়া যাইবে।

বিশেষ [illegible] শ্রীচৈতন্য মঠের ঠিকানায় [illegible]

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত ভক্তি গ্রন্থাবলী

যে সব উৎকলবাসী [illegible] বাংলা অক্ষর পাড়িতে জানেন না, তাঁহাদের শ্রীশ্রী[illegible] [illegible] প্রচারিত পরম উপাদেয় ভক্তি-কথা জানিবার প্রবল সুযোগ উপস্থিত। [illegible] শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে উড়িয়া-অক্ষরে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হইয়াছে। বাংলা গ্রন্থের তুলনায় উড়িয়া গ্রন্থগুলির ভিক্ষা অপেক্ষাকৃত অল্প।

গ্রন্থের নাম	ভিক্ষা
শ্রীহরিনাম চিন্তামণি, প্রতিখণ্ড	॥০
একত্রে [illegible] খণ্ড লইলে	১৲
সাধন পথ (শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টক) প্রতিখণ্ড	।০
একত্রে [illegible] খণ্ড লইলে	॥০
কল্যাণ কল্পতরু প্রতিখণ্ড	৵০
একত্রে [illegible] খণ্ড লইলে	।০
গীতাবলী প্রতিখণ্ড	⁄১০
একত্রে [illegible] খণ্ড লইলে	৵১৫
শরণাগতি প্রতিখণ্ড	⁄০
একত্রে [illegible] খণ্ড লইলে	৵৫

প্রাপ্তিস্থান { শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ, কটক এবং শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, পুরী

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিম্নলিখিত মঠসমূহে প্রাপ্তব্যঃ—

১। শ্রীচৈতন্য মঠ—পোঃ, শ্রীমায়াপুর, (নদীয়া)।
২। [illegible] মঠ—[illegible] পোঃ, [illegible]।
৩। [illegible] কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৪। শ্রীগৌড়ীয় মঠ—[illegible] রোড, কলিকাতা।
৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, [illegible], পুরী।
৬। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ—[illegible], কটক।
৭। [illegible] মঠ—[illegible], মেদিনীপুর।
৮। [illegible] মঠ—[illegible], ইউ, পি।
৯। [illegible] মঠ—[illegible], মথুরা, ইউ, পি।
১০। [illegible] মঠ—[illegible]।
১১। [illegible] মঠ—[illegible], পাঞ্জাব।
১২। [illegible] মঠ—[illegible], ঢাকা।
১৩। [illegible] মঠ, [illegible], ঢাকা।
১৪। [illegible]—[illegible] পোঃ, বৰ্দ্ধমান।
১৫। [illegible] মঠ—[illegible] পোঃ, মানভূম।
১৬। [illegible] মঠ—আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী, উড়িষ্যা।
১৭। [illegible] রোড, [illegible]

এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণের নিকটও নদীয়া-প্রকাশ প্রাপ্তব্য।

১। [illegible] রোড, খুলনা।
২। শ্রীযুক্ত [illegible] গোস্বামী [illegible]—দেওয়ানগঞ্জ, হলদিবাড়ী কুচবিহার।
৩। শ্রীযুক্ত [illegible]—[illegible] মল্লিক লেন, কলিকাতা
৪। [illegible], কানপুর।
৫। শ্রীযুক্ত [illegible] কৃষ্ণগঞ্জ, নদীয়া
৬। [illegible] দাস অধিকারী, নবদ্বীপ।
৭। শ্রী[illegible] দে—[illegible], নবাবপুর, ঢাকা।
৮। শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ [illegible], ২৪ পরগণা।

[illegible] সেইমত মায়া পাপে [illegible] হয়ে।

শ্রীচৈতন্যমঠের গ্রন্থাবলী

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বিরচিত

ভক্তি-গ্রন্থাবলী।

উৎকৃষ্ট কাপড়ে বিলাতী ধরণে বাঁধাই স্বর্ণালঙ্কৃত। চতুর্থ সংস্করণ। বিস্তৃত বিষয়সূচীসহ

জৈবধর্ম্ম

বাঁধাই ২৲ দুই টাকা

প্রকাশিত হইয়াছে

সনাতন সর্ব্বশাস্ত্র বেদ, বেদান্ত, উপনিষৎ, গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত, পুরাণ, তন্ত্রাদি সকল গ্রন্থ পাঠ করিবার অবসর অতি অল্প মানবের ঘটিয়া থাকে। অনেকের যোগ্যতা না থাকায় সেই সমস্ত গ্রন্থের মর্ম্ম অবগত হইতে পারেন না। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বাঙ্গালীর এই অসুবিধা দূরীভূত করিবার জন্য এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

বিদ্যালয়ের ছাত্র বা শিক্ষকগণের বিশেষ পাঠ্য, এই হেতু শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টার বাহাদুর ইহা সমস্ত বিদ্যালয়ের জন্য অনুমোদন করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

প্রথম খণ্ড ভিক্ষা—১৲ একটাকা

যুক্তিপূর্ণ শাস্ত্রবাক্য দ্বারা প্রত্যেক মানবের নিত্য কর্ত্তব্য ও অনিত্য সাময়িক কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। সমস্ত প্রাচীন সনাতন শাস্ত্রবাক্য দ্বারা সমর্থিত ও প্রমাণিত হইয়াছে। দেহের, মনের ও আত্মার ধর্ম্ম কি? স্বদেশ, সমাজ, নীতি, ধর্ম্ম কি? ইত্যাদি বিষয় শাস্ত্রানুসারে এমন সুন্দরভাবে যুক্তিসহকারে আলোচিত হইয়াছে যে, প্রথম পংক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত পাঠ না করিয়া নিরস্ত হওয়া যায় না।

শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ভিক্ষা ৷৵০

ঐ প্রমাণ খণ্ড ভিক্ষা ৵০

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিহার ও লীলাভূমি নয়টী দ্বীপ-সমন্বিত। এই নয় দ্বীপের প্রাচীন বিবরণ—প্রত্যেক দ্বীপে শ্রীমহাপ্রভুর লীলা—প্রত্যেক দ্বীপের পরিচয়, শ্রীধাম-মাহাত্ম্য—ধামাপরাধ কি? ইত্যাদি বিষয় বিশেষভাবে মনোহর ছন্দে বর্ণিত। পকেট সাইজ প্রায় ১৬০ পৃষ্ঠা।

শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ

উজ্জ্বল ত্রোঙ্গ টাইপে ... কাগজে ছাপা—শ্রীনবদ্বীপধাম দর্শনে ভাবুক দর্শকের হৃদয়ে কি প্রকার ভাবের উচ্ছ্বাস হয়, তাহা এই গ্রন্থে বর্ণিত। অতি চমৎকার। ভিক্ষা চারি আনা।

শ্রীমনঃশিক্ষা

৵০ দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু শ্রীরঘুনাথ গোস্বামী প্রভুকে উপলক্ষ্যচ্ছলে যে সকল কথা শিক্ষা দিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে সাধকগণের অনুকূল ও প্রাতিকূল্য বিচার অতি সুন্দরভাবে ব্যক্ত হইয়াছে। ইহা ছাড়া শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর উপাদিষ্ট শিক্ষা ও উপদেশ বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-জগতে অভিনব গ্রন্থ !!

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতি-গ্রন্থাবলী :—

শরণাগতি

পকেট সাইজ অষ্টম সংস্করণ ভিক্ষা ৵০ আনা

দেহ ও মনের চেষ্টা অনিত্যবস্তু লইয়া হয়, যখন জীব বুঝিতে পারে, তখন একমাত্র নিত্যবস্তু শ্রীভগবানের প্রতি তাঁহার কোন জাতীয় আবেগময়ী প্রার্থনা হয় এবং শ্রীভগবানে সর্ব্বান্তঃকরণে নিষ্কপটে কি প্রকারে শরণাপন্ন হইতে হয়, ইত্যাদি বিষয়ক প্রাণস্পর্শী প্রার্থনা ও আত্ম-সমর্পণমূলক গান; তাড়শ সংস্করণ ও প্রকাশিত হইয়াছে।

ভিক্ষা প্রতি খণ্ড ৵০ এক আনা।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা—৵০, নবদ্বীপশতক—৵০, অষ্টপঞ্চক—৵০

কল্যাণকল্পতরু

পকেট সাইজ পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা ৵১০

আমরা প্রত্যহ নূতন অভাব ও কামনার বশবর্ত্তী হইয়া পুনঃপুনঃ যে অকল্যাণকে কল্যাণ বলিয়া গ্রহণ করি এবং যাঁহার নিকট কল্যাণ কামনা করি, তিনি যে নিত্য বা সত্য কল্যাণ প্রদানে সমর্থ এবং কোন্ বস্তু আমাদের নিত্য কল্যাণপ্রদ এবং কি ভাবে আমরা সেই কল্যাণলাভে সমর্থ হইব, এই সকল কথা সরল গানে লিখিত। এই গীতিগ্রন্থ বাস্তবিক কল্যাণের কল্পতরু; ইনি প্রত্যেককে নিত্যকল্যাণ প্রদানে ...

শ্রীল চক্রবর্ত্তি ঠাকুরের টীকা সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর কৃত টীকা ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কৃত ... টীকাকারের জীবনী, শ্লোক-সূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি প্রয়োজনীয় বিষয় সম্বলিত প্রায় ৮২৫ পৃষ্ঠা। উৎকৃষ্ট সিল্কে বাঁধাই ২৲ দুই টাকা, কাগজে বাঁধা ১৷০

শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ কৃত ভাষ্য সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

কাগজ ও ছাপা উৎকৃষ্ট। সিল্কে বাঁধাই, সোণার জলে নাম লেখা রাজসংস্করণ ২৲ টাকা। সাধারণ সংস্করণ ১৷০, গৌড়ীয়ের গ্রাহকপক্ষে ১৷০

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড)

বিষয়—১। ভক্তিসিদ্ধান্তে ব্যবহৃত শব্দসমূহের অর্থ, ২। চারি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের চরিত্র, ৩। বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের শ্রীমন্দির ও শ্রীবিগ্রহের বিবরণ, ৪। বৈষ্ণবগ্রন্থ ও গ্রন্থকারসমূহের তালিকা ও বিবরণ, ৫। বিষয় বিশেষের লৌকিক ও শাস্ত্রীয় আকরমূলে যাবতীয় তথ্য। চারিখণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ১ম খণ্ড ৷০, ২য় খণ্ড ৷৶০, ৩য় খণ্ড ৷০, ৪র্থ খণ্ড ৷০, চারিখণ্ড একত্রে ২, (৫ম খণ্ড যন্ত্রস্থ)।

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ—১ম খণ্ড ১৲ এক টাকা, ২য় খণ্ড ১৲ এক টাকা—শ্রীমদ্ভাগবতের গ্রাহক ও গৌড়ীয় গ্রাহকগণ ৷০ টাকায় দুইখণ্ড পাইবেন। বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমজ্জীব গোস্বামিপাদের রচিত ষট্‌সন্দর্ভের অধিক প্রয়োজনীয় অংশ। প্রায় ৪৫০ পৃষ্ঠা ... কাগজে ... পৃষ্ঠা আকারে মুদ্রিত হইতেছে।

শ্রীমদ্গোপালভট্ট গোস্বামী সংকলিত

সদাচারস্মৃতিঃ

ভিক্ষা ৵০ মাত্র

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (প্রাচীন নবদ্বীপ) নদীয়া।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ও আঃ ... ডাকে পাঠান হয় ...

প্যাকেট ৷০ আনা, বোতল ১৷৵০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা।

রেজেষ্টার্ড

মদন মঞ্জরী

বটিকার সর্ব্ব ও ধাতুদৌর্ব্বল্য, ইন্দ্রিয়শক্তির হ্রাস, ... বহুমূত্র, মাথাঘোরা, বুক ধড়ফড়ানি, অনিদ্রা প্রভৃতি লক্ষণ সত্বর নিশ্চয় আরোগ্য হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ৩০ বটী ১৲ এক টাকা।

"অপুংসকত্বারি ঘৃত"

পুরুষত্বহানি রোগে বহিঃপ্রয়োগ দ্বারা আরোগ্য ... শক্তিসঞ্চার করে। মূল্য ২ তোলা ১৲ টাকা।

"রমণবিলাসিনী বটিকা"

বীর্য্যধারণ করিতে ... অদ্বিতীয়। মূল্য ১৬ বটী ১৲ এক টাকা।

বাইটৈম নারায়ণজী, কেশবজী

১৭৭নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

... বাদাম তৈল ...

... নূতন এবং পুরাতন ... সারে ...

পর-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

এখানে আহার এবং বাসস্থান দিয়া বিদ্যার্থিগণকে বিভিন্ন শিক্ষণীয় বিষয় শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। অনেক ছাত্র ইতোমধ্যেই আসিয়া পাঠ আরম্ভ করিয়াছেন। বর্তমান বর্ষে সকল ছাত্রই গবর্নমেন্ট সংস্কৃত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

প্রধান অধ্যাপক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রচন্দ্র কাব্য-ব্যাকরণ-সাংখ্য-বেদান্ত-ষড়দর্শন-তীর্থ, সাংখ্যভূষণ, বেদান্তরত্ন, সাহিত্যশাস্ত্রী, দর্শনবাচস্পতি।

অধ্যাপক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীধাম মায়াপুর পরবিদ্যাপীঠ, (নদীয়া)

বেদনাঞ্জন

শ্রেষ্ঠরত্ন।

কলিকাতা কংগ্রেস একজিবিসন হইতে বহু প্রশংসা প্রাপ্ত ও বহু গণ্যমান্য ভদ্রমহোদয়গণ কর্ত্তৃক প্রশংসিত।

* * *

আজকাল বাজারে চলন [illegible] ও বিশাক্ত আহার্য্য সেবনে শরীরের রক্ত স্বভাবতঃ দোষিত হইয়া পড়িতেছে। [illegible] এই রক্ত দোষিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই নানা বাত, বেদনা, মাথাধরা, মাথাধোরা, দক্ষিণ [illegible], দাঁতের গোড়া ফুলা, দাঁত কনকনানি, দাঁতে পোকা এবং [illegible], চুলকানি প্রভৃতি অনেক চর্ম্মরোগে আক্রান্ত হইতেছে। যদি আপনি এইসকল ব্যাধি হইতে চান, তাহা হইলে অন্যথা পয়সার অপব্যয় না করিয়া অল্প দামে এক শিশি বেদনাঞ্জন খরিদ করিয়া ইহার আশ্চর্য্য উপকারিতা দেখুন। [illegible]

প্রাপ্তিস্থান—এ, এন, চাটার্জ্জী এণ্ড ব্রাদার্স।

[illegible]

[illegible] পাওয়া যায়।

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

যদিও অদ্যাপি প্রকৃত মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য, তথাপি যাহারা নানাবিধ অনিয়মিত উপায়ে অপরিমিত শক্তি নষ্ট করিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া বাঁচিয়াছেন এবং নানা প্রকার মেহ, প্রমেহ, ধাতুদৌর্ব্বল্য, স্নায়বিক দুর্ব্বলতা, বহুমূত্র, দুঃস্বপ্ন, পারদসংক্রান্ত পীড়া, অর্শ এবং স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে যাহারা বাধক, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, স্বল্পঋতু, শ্বেত ও রক্তপ্রদর, হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি রোগে ভুগিয়া জীবনে নিরাশ হইয়াছেন তাঁহারা আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তারের পেটেন্ট সাহেবের আবিষ্কৃত ইলেক্ট্রিক সঞ্জিবন ব্যবহার করিয়া বাঁচিতে পারেন, ইহার শত সহস্র প্রমাণ প্রতি বৎসরেই পাওয়া যাইতেছে। যাঁহারা অন্যান্য বহুবিধ ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরোগ্য হইতে পারেন নাই, তাঁহারা একবার এই ঔষধটি ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক মাসের ব্যবহারোপযোগী [illegible] ডাকমাশুল সহ [illegible] টাকা মাত্র।

সোল এজেন্ট—ডাঃ ডি, ভি, হাজরা।

[illegible], গার্ডেনরিচ পোষ্ট, কলিকাতা।

ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

অধ্যক্ষ

শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম এ, এফ সি এস (লণ্ডন)

ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক

(প্রফেসার)

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ বিশুদ্ধ ও শাস্ত্রমতে নিজ তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হয়। পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ক্যাটালগ পাঠান হয়। রোগের বিবরণ জানাইলে যত্নপূর্ব্বক ব্যবস্থা দেওয়া হয়। চিঠি পত্রাদি সম্পূর্ণরূপে গোপন রাখা হয়।

মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দুর)

(বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৪৲ টাকা

উৎকৃষ্ট স্বর্ণ, পারদ ও আমলাসার গন্ধক দ্বারা যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। [illegible] প্রয়োজনীয় সর্ব্বরোগনাশক মহৌষধ।

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৩৲ টাকা

উৎকৃষ্ট কাশীর আমলকী, বংশলোচন প্রভৃতি যাবতীয় উপাদানে পূর্ণ মাত্রায় যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। কফ, কাসি, সর্দ্দি, যক্ষ্মা, হৃদরোগ, উদররোগ প্রভৃতি রোগের মহৌষধ। [illegible] নাশক অতিশয় পুষ্টিকর মহৌষধ বা খাদ্য বিশেষ।

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬৲ টাকা

ইহা সেবনে ধাতুদৌর্ব্বল্য, শুক্রতারল্য, স্বপ্নদোষ, প্রমেহ ও ধ্বজভঙ্গ সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায়। ইহা অপরিসীম আনন্দদায়ক রসায়ন।

অবলাবান্ধব যোগ

প্রদর, বাধক প্রভৃতি জরায়ুদোষ ও আমিষজ ঋতুরোগ [illegible] মহৌষধ।

মূল্য ১৬ মাত্রা ২৲ টাকা।। ৫০ মাত্রা ৫৲ টাকা মাত্র

বিশুদ্ধ জল! ভয় নাই! বিশুদ্ধ জল!!

লক্ষ্মী টিউব-ওয়েল কোং

২০৫নং নবাবপুর, ঢাকা

[illegible] *Tubewell* [illegible] মিউনিসিপালিটি, ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড, লোকাল বোর্ড, ইউনিয়ন বোর্ড, জমিদার, তালুকদার, প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত মহোদয়গণ এই কোম্পানীর কার্য্য দেখিয়া প্রশংসা করিয়াছেন। রাসায়নিক পরীক্ষায় জল বিশুদ্ধ না হইলে মূল্য গৃহীত হয় না। বিস্তৃত বিবরণের জন্য পত্র লিখুন।

বৃত্তিসহ সমগ্র

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

ভিক্ষা ২৲ টাকা। শিক্ষার্থী ছাত্রের পক্ষে [illegible] টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীপরবিদ্যাপীঠ, শ্রীযোগপীঠ

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

মনোমোহন প্রেস

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা

পূর্ব্ব-বাঙ্গালায় সুলভে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত বৈদ্যুতিক মেশিনে দিবারাত্র কাজ চলিতেছে বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা।

[illegible] হইতে—শ্রীবিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

[illegible] সংস্করণ. Registered No. C 1544

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র।

৪র্থ খণ্ড] সম্পাদক—প্রত্নবিদ্যালঙ্কার শ্রী[illegible]ভূষণ চক্রবর্ত্তী [২৪৮ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্য মঠ, শ্রীধাম মায়াপুর ১১ই পৌষ [illegible], ২৬শে ডিসেম্বর ১৯২৯

বিজ্ঞাপনের হার

প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চ ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩।০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

সাহায্যের হার অগ্রিম দেয়।

বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ৬৲
নগদ প্রতি সংখ্যা ৫

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থাবলী

১।	শ্রীমদ্ভাগবতম্, শ্লোক সূচী, বিষয়-সূচী প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত। ভিক্ষা, প্রতি খণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৵০ গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশ গ্রাহক পক্ষে	।৵০
২।	ভাষ্য-সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ)	৫৲
৩।	গৌড়ীয়-গৌরব	৶০
৪।	গৌড়ীয়-সাহিত্য	।০
৫।	ভজনরহস্য	॥০
৬।	শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা)	১৲
	,, ,, ,, আবাঁধা	৸০
৭।	গীতা (শ্রীবলদেবভাষ্যসহ) বাঁধা ২৲ আবাঁধা	১॥০
৮।	গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি-টীকা-সহ) বাঁধা ২৲ আবাঁধা	১॥০
	গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য	॥০
৯।	মুণ্ডকোপনিষৎ [illegible] সানুবাদ (মাধ্ব)	২৲
১০।	বেদান্তরত্নমালার সানুবাদ (রামানুজীয়)	॥০
১১।	জৈবধর্ম্ম	২৲
১২।	শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ)	৸০
১৩।	গৌড়ীয়-কণ্ঠহার	২৲
১৪।	প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ)	॥৵০
১৫।	দীপ-দিগ্‌দর্শন	৵০
১৬।	[illegible]	।৵০
১৭।	[illegible]	।৵০
১৮।	নবদ্বীপধাম-গ্রন্থ[illegible]	৸০
১৯।	ভক্তিরত্নাকর নবদ্বীপ[illegible]	৶০
২০।	শ্রীনবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য	৶০
২১।	নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য (প্রমাণ খণ্ড)	৫০
২২।	শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ	।০
২৩।	শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা দর্পণ	।০
২৪।	শরণাগতি, গীতাবলী, গীতমালা, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, নবদ্বীপশতক, অষ্টপদক ও সদাচারস্মৃতি মোট	।৶০
২৫।	কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ও অক্ষিকরণ	৵০
২৬।	সাধকবন্ধুমণি	।০
২৭।	সংস্কার দীপিকা	।০
২৮।	বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড)	৩৲
২৯।	ব্রহ্মসংহিতা	॥০
৩০।	শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা	৸০
৩১।	মণিমঞ্জরী সানুবাদ	।০
৩২।	গোবর্দ্ধনোদয়ঃ	৸০
৩৩।	শ্রীচৈতন্যভাগবত (বিরাট্ দ্বিতীয় সংস্করণ)	৫৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

ইংরাজী ভাষায় ভক্তিগ্রন্থ

১	শ্রীচৈতন্যচরিত ও শিক্ষা	।০
২	নামভজন	।০
৩।	বৈষ্ণবধর্ম্ম আসল ও মেকি	।০
৪।	ভাগবতীয় দর্শননীতি ও ধর্ম্ম	।০
৫।	কাম ও প্রেমধর্ম্ম	।০
৬।	গৌড়ীয়মঠ কি করেন	৴০

শ্রীধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপ-প্রদর্শনী, নদীয়া

(৩রা ফেব্রুয়ারী হইতে ১৭ই মার্চ্চ, ১৯৩০ পর্য্যন্ত)

প্রদর্শনীর সকল জ্ঞাতব্য বিষয়ের জন্য সেক্রেটারী মহোদয়ের নিকট আবেদন করুন।

শ্রীকুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ,
শ্রীচৈতন্য মঠ, শ্রীধাম মায়াপুর পোঃ আঃ, (নদীয়া)।

দেবনাগরাক্ষরে ভক্তিগ্রন্থ

১।	[illegible]	৵০
২।	সটীক [illegible]	[illegible]
৩।	মধ্ব[illegible]	৶০
৪।	গৌড়ীয়[illegible]	৴০
৫।	[illegible]	॥০
৬।	[illegible]	।০

নানা কথা

নবদ্বীপে মেয়ে চালান

নবদ্বীপে মেয়ে মানুষ লইয়া ব্যবসায় চালানর কথা অনেক দিন হইতে শুনিয়া আসিতেছি। কিন্তু এ পর্য্যন্ত কোন প্রতিকারের ব্যবস্থা হয় নাই। নবদ্বীপের সুযোগ্য দারোগা শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার গুপ্ত বি, এ মহাশয় এ বিষয়ে মনোযোগ দিয়া সাধারণের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। এ সকল বিষয়ে প্রমাণ সংগ্রহ করা অতীব দুষ্কর।

সম্প্রতি দারোগা সন্তোষ বাবু, হরিপদ অধিকারী এবং বৃন্দ পরামানিক নামক দুই ব্যক্তিকে এরূপে মেয়ে মানুষ চালান দেওয়ার ব্যবসায় করার জন্য সোপর্দ্দ করেন। কৃষ্ণনগরের সদাশয় মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত অদ্বৈতচরণ সামন্ত মহোদয়ের বিচারে আসামীদের এক বৎসর কারাবাসের আদেশ হয়। তাহার বিরুদ্ধে দায়রা জজের নিকট আপীল হয়। দায়রা বিচারে জজসাহেব চারিজন জুরির সহিত একমত হইয়া কুঞ্জবিহারীর উপর সাড়ে চারি বৎসর সশ্রম কারাবাস এবং একশত টাকা অর্থ দণ্ডের আদেশ দেন, দণ্ডের অর্থ না দিলে আরও এক বৎসর সশ্রম কারাবাসের আদেশ হইয়াছে।

সতীত্ব হরণ

নকুল নামক জনৈক ব্যক্তি কৃষক যাহার দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করণোদ্দেশে ২৪ পরগণা হইতে আসিয়া নবদ্বীপ থানার অন্তর্গত কৃষ্ণনগর কালীতলায় তাহার অল্প বয়স্কা পত্নীকে লইয়া বসবাস করিতে থাকে। মাঝদিয়া গ্রাম নিবাসী বটুদেব অনেকদিন পূর্ব্ব হইতে এই বধূটীর প্রতি দৃষ্টি করিতেছিল এবং তাহার সতীত্ব হরণের জন্য চেষ্টা করিয়া বেড়াইতেছিল। কৃষ্ণনগর নিবাসী ক্ষিতীশ ঘোষের সহিত বন্ধুত্ব হওয়ায় বটু তাহাকেও নিজ মনোভাব প্রকাশ করে ও উভয়ে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে থাকে। একদিন বাটীতে নকুলের অনুপস্থিত সময়ে, অবকাশ পাইয়া এই দুর্বৃত্ত যুবকদ্বয় ঐ বধূকে কৌশলে নিকটবর্ত্তী কলা বাগানে লইয়া গিয়া তাহার সতীত্ব হরণ করে। নকুল বাটীতে আসিয়া এই ঘটনা সংবাদ জানিতে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়া থানায় এবং চৌকিদারের ও পুলিশ ষ্টেশনে যাইয়া সমস্ত বিবরণ বিজ্ঞাপন করে। নবদ্বীপ থানার সুযোগ্য সবইনস্পেক্টর শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার গুপ্ত বি, এ মহাশয় ঘটনাস্থলে আসিয়া প্রকৃত তথ্য প্রমাণাদি সংগ্রহ করিয়া উক্ত দুর্বৃত্ত যুবকদ্বয়কে শাস্তি প্রদানোদ্দেশ্যে বিচারার্থে প্রেরণ করেন। গত ১২ই ... তারিখে ইহাদিগের বিচার শেষ হইয়া

দারোগা সন্তোষ বাবু

আমরা বিশেষ অবগত হইয়া দুঃখিত হইলাম যে নবদ্বীপের কার্য্যদক্ষ সুযোগ্য দারোগা শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার গুপ্ত বি, এ মহাশয় বদলি হইয়া রাণাঘাটে যাইতেছেন। সহর নবদ্বীপে এমন কতকগুলি কুৎসিত ব্যাপার অনুষ্ঠিত হয় যে সে সকলের প্রতীকারের জন্য একজন সুযোগ্য বিচক্ষণ দারোগার বেশী দিন নবদ্বীপে থাকা দরকার। এ সকল ব্যাপারের অধিকাংশই স্ত্রীলোক সম্পর্কীয়। অনেক দুর্দ্দান্ত, প্রতিপত্তিশালী লোক এই সমস্ত ব্যাপারে লিপ্ত। তাহারা এই সকল জঘন্য অনুষ্ঠান করিয়া ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি করে এবং অর্থ উপার্জ্জন করে। এইজন্য নবদ্বীপে যে দারোগা থাকিবেন তাঁহার সুচরিত্র, নির্ভীক, সাহসী বুদ্ধিমান এবং অপক্ষপাতী হওয়া আবশ্যক, তাঁহার পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী আবশ্যক **স্থানীয় লোকদিগের চরিত্র এবং নবদ্বীপের আভ্যন্তরীণ** অবস্থা খুব ভাল রকম জানা। এইজন্য সন্তোষ বাবুর মত লোক যদি **অনেক দিন থাকিয়া** এ সকল বিষয় মনোযোগ দিয়া প্রতীকার করিবার সুবিধা পান, তাহা হইলে এই তীর্থস্থানের কলঙ্ক অপনোদিত হয় এবং যে সকল কুৎসিত কেলেঙ্কারির কথা সাধারণে জানিয়াও কোন প্রতিবিধান করিতে পারেন নাই, তাহার ও একটা সুব্যবস্থা হয়।

আশা করি কর্ত্তৃপক্ষ সন্তোষ বাবুকে আরও কিছুকাল নবদ্বীপে রাখিয়া সাধারণের ধন্যবাদভাজন হইবেন।

মোটর ধর্ম্মঘট

মেক্সিকো দেশে নূতন ফৌজদারী দণ্ডবিধি আইন মতে কোন মোটর চালকের মোটরের ধাক্কায় কোন পথিকের প্রাণ নাশ হইলে উক্ত চালকের ছয়মাস কারাদণ্ড প্রাপ্তি হইবে। এই আইনের প্রতিবাদ জন্য সমস্ত মোটর চালক ধর্ম্মঘট করিয়া একসঙ্গে দশ মিনিট কাল রাস্তার মধ্যে মোটর থামাইয়া রাখিয়াছিল।

গিয়াছে। কৃষ্ণনগরের মাননীয় জজ সাহেব বাহাদুর জুরী দিগের সহিত একমত হইয়া বটু ঘোষকে কঠোর শ্রম সহ ৫ বৎসর কারাবাস ও ২০০৲ টাকা অর্থ দণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন। অর্থ দানে অসমর্থ হইলে, আরও ৬ মাস সশ্রম কারাবাস ভোগ করিতে হইবে এরূপ আদেশ দিয়াছেন। ক্ষিতীশের বিরুদ্ধে অপরাধজনক কোন প্রমাণ না পাইয়া উহাকে মুক্তি দান করিয়াছেন।

বড়লাটের ট্রেণে বোমা

গত ২৩শে ডিসেম্বর তারিখে রাজপ্রতিনিধির স্পেশাল ট্রেণে বোমা নিক্ষিপ্ত হওয়ায় দিল্লীতে মহা চাঞ্চল্য উপস্থিত হইয়াছে। প্রকাশ, বড় লাটের স্পেশালখানা যখন দিল্লী হইতে প্রায় ৩ মাইল দূরে নিজামুদ্দীন নামক স্থান দিয়া যাইতেছিল, তখন রেলওয়ে অঞ্চলের দিক হইতে চলন্ত ট্রেণের উপর দুইটী বোমা নিক্ষিপ্ত হয়। ভীষণ বিস্ফোরণের ফলে ট্রেণটি জখম হইয়াছে। সুখের বিষয় বড়লাট কোনরূপ আহত হন নাই। ২ জন বেয়ারা আহত হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

ডাইনিং কারের দ্বার জখম

প্রকাশ দিল্লী হইতে ১০ মাইল দূরবর্ত্তী স্থানে রাজপ্রতিনিধির ট্রেণের উপর বোমা ফেলা হইয়াছিল। ডাইনিংকারের দ্বারটা চুরমার হইয়া গিয়াছে এবং একজন লোক জখম হইয়াছে।

দিল্লীতে বড়লাট

বোমা দুর্ঘটনা সত্ত্বেও বড়লাটের স্পেশাল ট্রেণ নির্দ্দিষ্ট সময়ে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। বড়লাট তাঁহার জন্য নবনির্ম্মিত বাটীতে প্রবেশ করিবামাত্র ইউনিয়ন জ্যাকপতাকা উত্তোলিত হয়। রাজপ্রতিনিধির প্রাসাদে গত রাত্রিতে আলো জ্বালা হইয়াছিল এবং দূর হইতে প্রাসাদটি বেশ সুন্দর দেখাইয়াছিল।

জাল সি, আই, ডি পুলিশ

অমূল্য চরণ মুখোপাধ্যায় এবং অভিমন্যু বারিক নামক দুই জন লোক সহর নবদ্বীপে আসিয়া বেশ্যা পল্লীর ভিতর প্রকাশ করে যে, তাহারা সি, আই, ডি, পুলিশ ইনস্পেক্টার, একটা গুরুতর অপরাধ জনক ঘটনার তদন্ত করিবার জন্য এখানে আসিয়াছেন। বেশ্যার প্রতি সন্দেহ হওয়ায়, তাহার বাটীতে খানাতল্লাস করিবার উদ্যোগ করে। অভিমন্যু গমন পথে প্রবৃত্ত হয়, অমূল্য সে সময় সি, আই, ডি পুলিশের পোষাক পরিয়া ঐ বাড়ীর সম্মুখবর্ত্তী রাস্তায় পাদচারণা করিয়া বেড়াইতে থাকে। নবদ্বীপ সহরের তীক্ষ্ণদর্শী সবইনস্পেক্টার বাবু সময়ে সময়ে ছদ্মবেশে বাহির হইয়া দুষ্ট প্রকৃতির লোকদিগের গতিবিধি ও কার্য্যাবলী পরিদর্শন করিয়া বেড়াইয়া থাকেন। একদিন তিনি ছদ্মবেশে বাহির হইয়া বেড়াইতে বেড়াইতে দূর হইতে দেখিতে পাইলেন, পুলিশের ইউনিফর্ম পরিহিত একজন লোক রাস্তায় বেড়াইতেছেন। মনে সন্দেহ হওয়ায়, তিনি কোথা হইতে আসিলেন, কেন আসিয়াছেন, থানায় গিয়া দেখা করিলেন না কেন প্রভৃতি সংশয় উপস্থিত হওয়ায়, নিকটে যাইয়া জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। অমূল্য বলিল আমি ডিটেকটিভ পুলিশ ইনস্পেক্টার একটা তদন্তের জন্য এখানে আসিয়াছি। সব ইনস্পেক্টার বাবু বলিলেন, কোন্ ঘটনার তদন্ত, কাহার আদেশে আসিয়াছে সেই আদেশ পত্র খানি দেখাইতে পারেন? প্রভৃতি পুলিশোচিত প্রশ্ন করিতে থাকিলে সে নির্ব্বাক হইয়া রহিল, মুখখানা ম্লান হইয়া আসিল। সব ইনস্পেক্টর বাবু তাহার এই অবস্থা দেখিয়া তাহাকে ছদ্মবেশী কোন প্রতারক বলিয়া মনে করিলেন এবং সঙ্গের কনষ্টেবলকে ইঙ্গিত করিলেন, তিনি উহাকে ধরিয়া থানায় লইয়া যান। এই সকল ব্যাপার দেখিতে অনেক লোক ছুটিয়া গেল। একজন বলিল, বাবু এ বাড়ীতে যে খানাতল্লাসী হইতেছে দেখুন। বাড়ীর ভিতরে যাইয়া দেখেন এক ব্যক্তি তদন্তে নিযুক্ত রহিয়াছে। তাহাকেও কতিপয় প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করায় সে নিরুত্তর হইয়া ফ্যাল ফ্যাল করিয়া সব ইনস্পেক্টর বাবুর মুখের দিকে চাহিতে লাগিল। ঐ ব্যক্তিও সেই প্রতারকের সঙ্গী দেখিয়া উহাকেও থানায় লইয়া গেলেন। উভয়কেই বিচারার্থ ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব বাহাদুরের নিকট প্রেরণ করিলেন। এক্ষণে উহারা হাজতে অবস্থান করিতেছে।

বিলাতে টাকা ধার

জাপানের রেলওয়ের জন্য সাত হাজার পাউণ্ড ঋণ গ্রহণ করিবার উদ্দেশ্যে ট্রেজারি বিল লণ্ডন বাজারে বাহির করা হয়। পাছে বিলাতের লোক টাকা না দেয় সেজন্য জেনারেল যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছেন। তাহা সত্ত্বেও উক্ত সাত হাজারের উপর আরও প্রায় চাব্বিশ লক্ষ টাকা উঠিয়াছে।

বিজ্ঞাপন

সাধারণের হিতার্থে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, কলিকাতার ২১৪নং বহুবাজার ষ্ট্রীটস্থ "যোগশাস্ত্রী" মহোদয়ের রচিত মানবের দুঃখ না হইতে পারে তাহার পথ ইত্যাদি সম্বলিত "কামশাস্ত্র" গ্রন্থখানি এখনও যিনি পাঠ করেন নাই, তিনি সত্বরে ঐ ঠিকানায় আবেদন করত বিনামূল্যে প্রাপ্ত হউন। উহা পাঠে উপকৃত হইয়া ৭৫০০০ হাজার লোক কৃতজ্ঞ হইয়াছেন। পড়িলেই সত্য উপলব্ধি হইবে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১১ই পৌষ বৃহস্পতিবার—১৩৩৬

শ্রেয়ঃ কথা

স্বয়ং আচরণ না করিয়া ধর্ম্ম প্রচার করিতে বসিলে জগতে নানাবিধ উৎপাত উপস্থিত হয়। মহাভাগবত শ্রীল ঠাকুর হরিদাসকে দর্শন করিয়া পণ্ডিত-প্রবর শ্রীল সনাতন গোস্বামি প্রভু কহিয়াছিলেন—

"আপনি আচরে কেহ, না করে প্রচার।
প্রচার করয়ে কেহ না করে আচার॥
আচার প্রচার নামের কর দুই কার্য্য।
তুমি সর্ব্বগুরু তুমি জগতের আর্য্য॥"

শ্রীসনাতন গোস্বামিপাদের উক্ত উক্তি হইতে আমরা ত্রিবিধ রুচিবিশিষ্ট ভক্ত-বিচার লক্ষ্য করি,—(১) আচার-প্রধান, (২) প্রচার-প্রধান ও (৩) আচার-প্রচার-সম্পন্ন ভক্ত। কেবল আচার-প্রধান ভক্তগণকে মধ্যমাধিকারী, কেবল প্রচার-প্রধান ভক্তগণকে কনিষ্ঠাধিকারী ও আচার-প্রচার—উভয়-সম্পন্ন ভক্তগণকে উত্তমাধিকারী বলা যায়। কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণপর সাধুদিগের ধর্ম্মাচরণের নাম আচার। আর সেই ধর্ম্ম অন্য জীবের নিকট কীর্ত্তন করার নাম প্রচার। আচার এবং প্রচার-কার্য্যে নিযুক্ত হইতে হইলে প্রথমে সাধুর নিকট প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবা-প্রবৃত্তি-সহ আত্মগমন পূর্ব্বক ধর্ম্ম শিক্ষা করিতে হইবে। তৎপরে সাধুর আনুগত্যে সেই শিক্ষা জগতে প্রচার করিলে ফলোদয়ের সম্ভাবনা। নতুবা শিক্ষক, উপদেশক বা আচার্য্যাভিমান বশতঃ আচার-ভ্রষ্ট হইয়া জগতে অসদাচারের প্রবর্ত্তক হইতে হয়।

আচরণশীল ব্যক্তির প্রচারটী স্বাভাবিক। কোন উপাদেয় বস্তুর আস্বাদন পাইলে, তাহার গুণ কীর্ত্তন না করিয়া স্থির থাকা যায় না। চেতনের স্বভাবই তাহা। তজ্জন্য কোন মহাজন গাহিয়াছেন—"প্রাণ আছে যা'র, সে হেতু প্রচার, প্রতিষ্ঠাশাহীন কৃষ্ণগাথা সব। ব্রজবাসীগণ, প্রচারক ধন, প্রতিষ্ঠাভিক্ষুক তা'রা নহে শব॥" প্রচারই ধর্ম্ম আচরণের বা শিক্ষার প্রবৃত্তি জ্ঞাপন করে। শ্রীগুরুমুখপদ্ম-বিনির্গত কৃষ্ণনাম-রূপ-গুণ-গাথা যদি সত্য সত্যই কাহারও কর্ণে প্রবেশ করিয়া থাকে, তাহা হইলে তাঁহার মনোন্দির উল্লাস-পূর্ণ না করিয়া কখনও স্থির থাকিতে পারে না। যিনি কৃষ্ণ-কথা শুনিয়াও স্থির থাকেন, তাঁহার কৃষ্ণকথা শ্রবণ হয় নাই, কৃষ্ণেতর বিষয়-কথা—কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাদির কথাই শ্রবণ হইয়াছে মাত্র।

"গৃহস্থ ভক্তগণ যে স্থলে আচার্য্য হইয়া সন্ন্যাসলিঙ্গ ও মন্ত্রাদি প্রদান করেন সেস্থলে সন্ন্যাস-গ্রহীতার যে বিশেষ অসুবিধা হয়, তাহা সর্ব্বত্র দৃষ্ট হইতেছে। যাঁহারা ভিক্ষাশ্রমগ্রহণপূর্ব্বক সন্ন্যাস ধর্ম্মের আচার শিক্ষা করিয়াছেন, তাঁহারাই সন্ন্যাসের প্রকৃত গুরু। গৃহস্থদিগের মধ্যে যাঁহারা নববিধভক্তি আচরণে পটু, তাঁহারাই ভক্তিকাণ্ডের আচার্য্যতা গ্রহণ করিবার যোগ্য। কোন কোন লোক স্বয়ং শুদ্ধভক্তির আচরণ করেন না বরং কর্ম্মকাণ্ডোদ্ভূত স্মার্ত্তসম্মত আচার করিয়া থাকেন। তাঁহারা যে ভক্তিতত্ত্বের উপদেশ দেন, তাহা সর্ব্বশাস্ত্র-বিরুদ্ধ। প্রচার করিতে হইলে অগ্রে স্বয়ং আচার করা আবশ্যক। কতিক্রমে যে সকল ভক্তগণ সাধুদিগের ধর্ম্মাচরণ করিতে করিতে ভজনানন্দে মগ্ন হইয়া প্রচার-কার্য্যে অনাদর করেন, তাঁহাদিগের অপেক্ষা প্রচার-কর্ত্তা ভক্তের অধিক উপকার সাধন করেন। যথা শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে শ্রীহরিদাস-বাক্য,—

জপকর্ত্তা হৈতে উচ্চ সঙ্কীর্ত্তনকারী।
শত গুণাধিক ফল পুরাণেতে ধরি॥
শুন বিপ্র মন দিয়া ইহার কারণ।
জপি আপনারে সবে করয়ে পোষণ॥
উচ্চ করি করিলে গোবিন্দ-সঙ্কীর্ত্তন।
জন্তুমাত্র শুনিয়া পায় বিমোচন॥

অতএব আচার-প্রচার-সম্পন্ন বৈষ্ণবদিগের চরণে আমাদের কোটি কোটি প্রণাম।"

—(সজ্জনতোষণী ৮ম বর্ষ)

সর্ব্বস্ব শ্রীগুরুপাদপদ্মে সমর্পণ পূর্ব্বক হরি-ভজন করা কর্ত্তব্য—একথাটী নিজে আচরণ না করিয়া মুখে বলিয়া বেড়া'ন দলের মধ্যে নানাবিধ কপটতা বর্ত্তমান থাকে। কিন্তু শ্রীগুরুপাদপদ্মে সর্ব্বতোভাবে হরিভজনকারী ভক্তের তাদৃশ কথায় কোন কপটতা বা হীন স্বার্থের গন্ধ নাই। শরণাগত ভক্তের কথাই বীর্য্যবতী, তাহা আত্মার উপর কার্য্য করে, কিন্তু শরণাগতি-শূন্যের উপদেশ শ্রবণে তাৎকালিক উত্তেজনা আনয়ন করিলেও আত্মার নিত্য-মঙ্গল বিধান করিতে সমর্থ নহে। ভূতক ভাগবতপাঠকগণ ভাগবতপাঠসময়ে খুব বড় বড় কথা আলোচনা করিয়া শ্রোতৃবৃন্দকে স্তম্ভিত করিতে পারেন, রসের ফোয়ারা উঠাইতে পারেন সত্য, কিন্তু তাঁহারা পাঠকসম্প্রদায়কে কৃষ্ণেতর বিষয়-কথা হইতে বিরত রাখিতে পারেন না এবং তাঁহাদের শ্রবণের ফলস্বরূপ ভগবৎ-সেবায় তাদৃশ উৎসাহান্বিত হইতে পারেন না। যেহেতু আদর্শাভাব।

আমরা অনেক বড় বড় ভাবুক পাঠক কীর্ত্তনীয়াগণের নাম, ধাম, তাঁহাদের পাঠ-কীর্ত্তন শ্রবণকালে শ্রোতৃবৃন্দের অনেক ভাব অশ্রু-কম্প করি, কিন্তু কই, তাঁহাদের সে ভাব কিছুদিন স্থায়ী হইতে দেখি না। বরং পাঠক ও শ্রোতাদিগকে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর আগ্রহের সহিত বিষয়ে আকৃষ্ট হইতে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার কারণ কি? উপযুক্ত আচার্য্যের নিকট ধর্ম্মশিক্ষা করিয়া তাহা স্বয়ং আচরণ করিবার পূর্ব্বেই আচার্য্যাভিমানিগণ প্রচারক সাজিয়া বসেন, তাই তাঁহাদের কথা শুনিয়া কেহই লাভবান হইতে পারে না, নিজেরাও বিষয়বাসনা ছাড়াইতে পারেন না। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ বলিতেছেন—

"উপদেশং করোত্যেব ন পরীক্ষাং করোতি যঃ।
অপরীক্ষোপদিষ্টং যৎ লোকনাশায় তদ্ভবেৎ॥"

শাস্ত্র আচারহীন প্রচারককে অবৈষ্ণব বা বিষ্ণু-সম্বন্ধজ্ঞানহীন অভক্ত বলিয়া তাঁহার মুখোদ্গীর্ণ হরিকথা শ্রবণকে নিরয়-প্রাপক বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। যে ভাগবতপাঠক বা কীর্ত্তনিয়ার পাঠ বা কীর্ত্তনের উদ্দেশ্য কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা, তিনি কখনও আচার্য্য হইবার যোগ্য নহেন। তাঁহাকে শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন—

"ন স ভৃত্যঃ স বৈ বণিক্"।

বণিক্-প্রবৃত্তি যতই না কেন ভাল পাঠ বা কীর্ত্তন করুন, তাঁহারা কখনও জীবের আত্মমঙ্গল বিধানে সমর্থ নহেন। অথচ এই বণিক্কুলের কুহকে পড়িয়া বহু লোক পরমার্থশূন্য হইতেছেন।

শ্রীবিগ্রহ, নাম, মন্ত্র ও ভাগবত বা মায়ার দল পরমার্থ-প্রচারকের সজ্জায় যে সকল অনর্থ আনয়ন করিতেছেন, তাহা আলোচনা করিতে গেলে সেই বণিক্সম্প্রদায়ের স্তাবকদল ঘোর আপত্তি বা বিতর্ক উত্থাপন করিয়া থাকেন। আমরা তাঁহাদের সকল আপত্তি বা তর্কের কোন প্রতিষ্ঠা খুঁজিয়া পাই না। শরীরের পীড়িত স্থানটিকে চিকিৎসা না করিয়া যতই গোপনে রাখা যায়, ততই অমঙ্গলের আশঙ্কা বৃদ্ধি পায়। সাধুবৈদ্যগণ রোগীর আনন্দ সত্ত্বেও আবৃত অঙ্গের আবরণ উন্মোচন পূর্ব্বক অস্ত্রোপচার করেন বলিয়া তাঁহারা শত্রু রোগী-বৃন্দের বিচারে নিন্দনীয় হইলেও সারগ্রাহিগণ তাঁহাদের আচরণের সর্ব্বতোভাবে অনুমোদন করিয়া থাকেন। এরূপ সত্যকে অপ্রিয় বলিয়া সত্য কীর্ত্তন বিহীন হওয়া বুদ্ধিমানের কার্য্য নহে। অতএব আচার ও প্রচার যুগপৎ বিধেয়।

আমার ভোজন

ভুবন জীব-সঙ্গে আমার অস্তিত্ব অতি ক্ষুদ্র হইলেও ভব-পারের অঘটন-ঘটন-পটীয়সী কৃষ্ণ বহিরঙ্গা মোহিনী মায়া, আমাকে কৃষ্ণসেবা লাভের কৃষ্ণানুশীলন বা বিশুদ্ধ করিবার সুযোগ দেয় না। এই প্রকার মায়া-মধ্যে কেবল যে আমিই পতিত হইয়াছি, তাহা নহে, ভুবনবাসী জীবমাত্রই কৃষ্ণ-দাস্য-ভ্রষ্ট।

আমি আপনাকে খুব বুদ্ধিমান ভাবিয়া অন্তরে অন্তরে সন্তুষ্ট থাকি। কিন্তু আমার বুদ্ধি, মন জগতের কার্য্যে নিযুক্ত হওয়া ত' দূরের কথা, আমাকে বন্ধনের কার্য্যেই পদে পদে নিযুক্ত করিবার প্রবৃত্তি দেয়। ইতর পশুপাখী পতঙ্গাদি যে জন্ম, নিদ্রা এবং কামকীটে পরিণামী দেহ সংরক্ষণে আহার-নিদ্রাদি-বিষয়ে প্রমত্ত ভাবে নিযুক্ত হয়, আমিও তাহাদিগের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া সমাজে পরিচিত হইয়াও সেই পশুধর্ম্মেই দিবারাত্র অতিবাহিত করিতেছি। অধিকন্তু, ইতর পশুগণের ন্যায় মাংস-পিণ্ড দেহে আমি বুদ্ধি ও চিত্ত সম্পর্কিত অপর দেহে মমতা করিয়া তাহাদিগেরই পরিণাম লাভ করিতেছি।

ক্ষুধা আমার জন্যই উদিত হয়; কাল সময়ের জন্যই আগমন করে। আমিও সেইরূপ মনের জন্য সময়াতীত করিয়াছি, এতগুলি বহু বৎসর শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণাদি দ্বারা বিশেষ ভাবে চিন্তা করিয়া এবং দৈনন্দিন শত শত দেহের পতন সম্মুখে দেখিয়াও আমার নিজ দেহ-পতনের কথা বুঝিয়াও বুঝিতেছি না। বুদ্ধিহীনকে প্রবোধ দিলে বুঝিতে পারে, আর বুদ্ধিমানকে শিক্ষা দিলে বিষয়টী বুঝিতে পারেন। কিন্তু আমি ঐ দুই শ্রেণীর কোনও একটীর অন্তর্ভুক্ত না হইয়া স্বয়ংকৃত অবস্থায় আপনাকে পরমবুদ্ধিমান জ্ঞান করিয়া 'ন যযৌ ন তস্থৌ' অবস্থায় রহিলাম। অথচ পণ্ডিতের ন্যায় বাক্চাতুরী প্রকাশ করিয়া ভেক-কোলাহলের ন্যায় আপন মৃত্যুরূপ কাল-সর্পকে ক্ষণে ক্ষণে নিকটবর্ত্তী হইবার সুযোগ প্রদান করিতেছি।

আমি মৃত্যুর জন্যই জীবন ধারণ করিতেছি। মৃত্যুর পরপারে নিত্য-জীবন-রাজ্যের কথা শ্রবণ-কীর্ত্তন করিয়াও সেই জীবনের সন্ধান করিলাম না। কনক, কামিনী ও প্রতিষ্ঠালুব্ধ হইয়া 'জীবন' জগতে লোকসকল বাস করেন। কিন্তু তাঁহাদিগের জীবনের আদি-মধ্য-অন্ত্য এবং এমন কি প্রতিক্ষণ বিচার করিলে আপাত মনোরম অথচ ভয়ঙ্কর পরিণাম বিষময় দুঃখ, শোক, মোহ, ভয় ও শোক, অথচ পুনরায় সেই সব বস্তুর জন্যই পারিবারিক পরিদর্শন করিতে দেখা যায়।

আমি এই সমস্ত কথা কনক, কামিনী-প্রতিষ্ঠা-

লোভ-নির্মুক্ত মহাজনগণের নিকট বার-বার শ্রবণ-সৌভাগ্য লাভ করিয়াও এবং নিজের জীবনে প্রতি মুহূর্ত্তে উপলব্ধি করিবার সুযোগ পাইয়াও "ভবি ভুলিবার নয়" ন্যায়ে ভুবনে ভ্রান্তই থাকিয়া গেলাম।

আহার-নিদ্রাদি শারীর ধর্ম্ম। দেহধারী জীবমাত্রেই এর বশ্যাধীন। কিন্তু যাঁহারা উক্ত বিষয় চতুষ্টয় ব্যতীত জীবন ধারণের অন্য উদ্দেশ্য অবগত নহেন, তাঁহারা যে বুদ্ধিমান্ নহেন, একথা বলিতে হইবে কি? আমার সৌভাগ্যে সেই অপরূপ কথা শুনিবার এবং বলিবার সুযোগ হইলেও "চোরা না শুনে ধর্ম্মের কাহিনী"—ন্যায়ের ফাঁকিতে পড়িয়া গেলাম। ভোগের উদ্দেশ্যে জীবন ধারণকে যাঁহারা একমাত্র উদ্দেশ্য জানিয়াছেন, তাঁহারা পাপ পুণ্য এবং পরিণাম-চিন্তা ছাড়িয়া অত্যন্ত নিষ্ঠুরের ন্যায় প্রাণি-হিংসা দ্বারা অখাদ্য, অমেধ্য দ্রব্য-ভোজনে শৃগাল-ভক্ষ্য দেহ পরিপুষ্ট করিতে পরাঙ্মুখ হন না। আমি কিন্তু ভোগের পরিণাম চিন্তা করিয়া অথচ ভোগ-রুচিকে সযত্নে হৃদয়ে বাসস্থান প্রদান করিয়া বাহিরে ত্যাগীর বেশ গ্রহণ করিয়াছি এবং অমেধ্যাদি দ্রব্য গ্রহণে বিরত হইলেও ভোগ ব্যতীত ভোগাতীত সেবা-পিপাসা হৃদয়ে প্রবল হইতেছে না। সাধু শাস্ত্র বলেন, অমেধ্য বা আমিষ এবং মেধ্য বা নিরামিষ ভোজন করিলেই যে ভোজনকারী ভোজনে বিরক্তিলাভ করিবেন এমন নহে, পরন্তু বিশিষ্ট বা পরমপুরুষ ভগবানে ঐকান্তিক ভক্তগণ কর্ত্তৃক নিবেদিত ভগবদুচ্ছিষ্ট বা মহাপ্রসাদ ভক্তগণ সেবা করিলে সেই অপ্রাকৃত উচ্ছিষ্ট বা মহা মহাপ্রসাদ ভোজন বা সেবন-পরায়ণের ভগবানে এবং ভক্তে নিষ্ঠা-রতি উৎপাদন করিয়া নির্বিশিষ্ট ব্রহ্মে অথবা জড় বিশিষ্ট জাগতিক দ্রব্যাদি ভোজনে বা গ্রহণে অরুচি আনয়ন করে। তাই শ্রীগৌরসুন্দরের ভক্তিবিনোদ-ধারার মূর্ত্ত বিগ্রহ শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুর গাহিয়াছেন;—

কত নিজজন, প্রসাদ সেবিয়া
উচ্ছিষ্ট রাখিবে যথা।
তার ভোজন, পরম আনন্দে
প্রতি দিন হবে তথা॥

জগতে অনেকের ভাগ্যে ভালকথা শুনিবার সুযোগ হয় না। আমার অনেকের ইচ্ছা না থাকিলেও ইচ্ছাময়ের স্বয়ং ইচ্ছায় প্রবণ সৌভাগ্য লাভ হয়। সেই ভাল কথা শুনিয়া অসতে প্রধাবিত সাধু আনুগত্যে ভাল বা সৎ হওয়া যায়। আমার সৌভাগ্যে সর্ব্বজীব-সুহৃদ্ ভগবানের নিজজনের নিকট ভগবৎ-কথা প্রচুর পরিমাণে শুনিবার সুযোগ এবং মহাপ্রসাদ লাভের অপ্রত্যাশিত ... হইতেছে না। ভুক্তিভোগী ... হইতেছে না। দুর্ভাগার কপাল ইহা বই আর কি? শুদ্ধবৈষ্ণবের আনুগত্যে কৃষ্ণনামাতি নির্গুণ মহামন্ত্রাদিতে নিযুক্ত থাকিবার অপূর্ব্ব সুযোগ পাইয়াও কৃষ্ণ-কাষ্ঠ স্ফূর্ত্তি আমার ভাগ্যে হইল না। আমার ন্যায় রাক্ষকুলপতি রাবণের বুদ্ধিবিশিষ্ট জনগণের শ্রীরামপদ-সেবা লাভ না হইয়া সংহারই চরম লাভে পরিগণিত হয়। আমার ভোজন, ভজন-সাধন ভাগবতের অথবা ভগবানের সেবার জন্য নহে, উত্তরোত্তর ভোগ-বৃদ্ধির জন্য।

পতিতের উদ্ধার-কর্ত্তা পতিতপাবন বৈষ্ণবঠাকুরগণ। ভ্রান্ত জীবের ভ্রান্তি অপনোদন করিয়া স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত করাই বৈকুণ্ঠগত বৈকুণ্ঠপ্রেষ্ঠজনগণের বৈকুণ্ঠ ভগবানের সেবা। কাহাকেও বা উপদেশ, কাহাকেও বা মর্ত্ত্য মহাপ্রসাদ প্রদান এবং কাহারও বা মস্তকে দেবদুর্লভ শ্রীচরণ-রেণু প্রদানের দ্বারা কৃপা করাই করুণাবারিধি কার্ষ্ণগণের স্বভাব। ওহে পতিতপাবন প্রভুপাদ! আপনি অনেকে সর্ব্ববিষয়ে অযাচিত ভাবে করুণা করিলেও আমি যে কোন প্রকারেও আপনার গম্ভীর হৃদয়ের করুণারাজি নিজ দুর্ভাগ্যদোষে গ্রহণ করিলাম না। আমাকে এখন কেশে ধরিয়া সংশোধন না করিয়া ছাড়িয়া দিলে চলিবে না। আমার বলিবার অনেক থাকিলেও বাচালতা ও কপটতা বলিবার মত কিছুই বলিতে দেয় না। অতএব আমায় উপকৃপা করুন।

লিঙ্গ শরীর

(শ্রীপাদ অতীন্দ্রিয় ভক্তগুণাকর)

লিঙ্গদেহ অনুসারে জীবের শুদ্ধ আত্ম-স্বরূপ-গত নিত্য চিন্ময়-দেহের অনুমান করা যায় বলিয়া ইহাকে লিঙ্গদেহ বলা হয়। বাহ্য স্থূলদেহ পাপ-পুণ্য বশতঃ জীবাত্মার নিত্য চিন্ময় দেহের সদৃশ বা বিসদৃশ হইতে পারে, অতএব উহাকে লিঙ্গদেহ বলা যায় না। এই লিঙ্গ দেহ অনাদি, পরন্তু এই স্থূলদেহ সাদি পদার্থ।

কিছু পরিমাণে রেতঃ পদার্থ হইতে এই বাহ্যদেহ উৎপন্ন হইয়া থাকে। ঐ রেতঃ পদার্থের স্বভাবতঃ হস্ত-পদাদি রূপ থাকে না। যদি উহাতে জীব প্রবিষ্ট না হয়, তাহা হইলে উহা বিনষ্ট হইয়া যায়।

বাহ্য ইন্দ্রিয়গণ সেই শুদ্ধ আত্ম দেহ-গত ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ-বশতঃই বাহ্য বিষয়ে বিবিধ জ্ঞান উৎপাদনে সমর্থ হয়, অন্যথা ইহা স্বীকার না করিলে জড় বাহ্য ইন্দ্রিয়গণ কার্য্যশূন্য হইয়া যায়। চেতন কারণ ব্যতীত জড় বাহ্যেন্দ্রিয়গণ স্বতঃ-জ্ঞান উৎপাদনে সমর্থ হয় না। অতএব সমস্ত জীবের শুদ্ধ-চিন্ময়-স্বরূপ যে অবশ্যতাবতঃ সাকার, তাহা স্পষ্টীকৃত হইতেছে।

কঞ্চুক অর্থাৎ দেহাবরণ বা জামা প্রভৃতি যেমন দেহের অনুরূপ প্রাপ্ত হয়, অন্য বস্ত্রাদি সেরূপ হয় না। অতএব জীবের শুদ্ধ-চিন্ময় দেহের রূপ স্বীকার না করিলে ঔপাধিক লিঙ্গ ও স্থূল-শরীর-গত রূপের কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারে? যদি জীবের চিন্ময় শরীরে রূপ না থাকে; তাহা হইলে লিঙ্গদেহ এবং স্থূলদেহগত রূপপরম্পরায় হেতুশূন্য হইয়া পড়ে।

পরমাণু প্রভৃতি পারিমাণ্ডল্য আকৃতি-বিশিষ্ট। পরমাণু সর্ব্বদিকেই মণ্ডলাকৃত বলিয়া পণ্ডিতগণ উহাকে পারিমাণ্ডল্য নামক পরিমাণ-বিশিষ্ট বলিয়া থাকেন। অচেতন পদার্থ পরমাণুর সমষ্টি, অতএব অচেতন পদার্থের বৃত্ত, চতুষ্কোণ প্রভৃতি আকৃতি হওয়াই ন্যায় সঙ্গত। তবে যে মানব ও পশ্বাদির স্থূল দেহে হস্ত পদ কর্ণ ও নেত্রাদি আকৃতি দেখা যায়, তাহা চেতন সাহায্যেই গঠিত হয়; অন্যথা অচেতন লিঙ্গ ও বাহ্য দেহে জড়বস্তু বিলক্ষণ অর্থাৎ বৃত্ত চতুষ্কোণাদি হইতে বিভিন্ন প্রকার হস্ত পদাদি বিশিষ্ট রূপ কি করিয়া উৎপন্ন হইতে পারে?

লিঙ্গশরীরস্থ মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার জড় বা অপরাপ্রকৃতিরই অংশ। সেই প্রকৃতিও সূক্ষ্ম পরমাণুরূপিণী। ঐ লিঙ্গ-শরীর প্রকৃতির ন্যায় আকার-যুক্ত নহে। যদি কেহ বলেন যে, প্রকৃতিরই বিকার হইতে তাদৃশ আকার-বিশিষ্ট লিঙ্গদেহ উৎপন্ন হয় তাহা হইলে উত্তরে বলা যাইবে যে, সূক্ষ্ম পরমাণুরূপা প্রকৃতির বিকার হইতে স্থূল-রেণুরই উৎপত্তি হইতে পারে, হস্তপদাদি সম্ভবপর হয় না। পুরুষ কর্ত্তৃক অর্থাৎ লিঙ্গশরীরকে পুরুষের প্রাকৃত স্বীকার করিলে তাহার হস্তপদাদির সদ্ভাব সিদ্ধ হয়। অতএব লিঙ্গশরীর পুরুষের প্রতিরূপ হওয়াই একমাত্র স্বীকার্য্য।

স্বাভাবিক লোহিত বস্তুর সান্নিধ্য বশতঃ স্ফটিকে লোহিত্য দৃষ্ট হয়। স্ফটিক স্বচ্ছ এবং লোহিত্য উহার ঔপাধিক বর্ণ। স্ফটিকের ঔপাধিক বর্ণ দর্শনে অনুমান হয়, যেমন নিকটস্থ লোহিত বস্তুর বর্ণের পরিচয় পাওয়া যায়, সেই প্রকার জড়, স্থূল বা লিঙ্গ দেহগত হস্তপদ নেত্রাদি ঔপাধিক-রূপ-দর্শনে অনুমান দ্বারা জীবের শুদ্ধ-আত্মস্বরূপেও হস্তপদাদি বিশিষ্ট রূপের প্রমাণ বুঝিতে পারা যায়।

মাতৃকুক্ষিতে নিক্ষিপ্ত বিন্দু-পরিমাণ রেতঃ বর্দ্ধিত হইয়া বৃত্ত-চতুষ্কোণাদি আকারের পরিবর্ত্তে হস্তপদ নেত্রাদি বিশিষ্ট কি করিয়া হইতে পারে, যদি শুদ্ধ চিন্ময় হস্তপদাদি বিশিষ্ট চেতন জীবাত্মা ঐ রেতঃ-কণ-মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া উহাকে ক্রমশঃ হস্তপদাদি বিশিষ্টরূপে পরিণত না করিত। আবার হস্তপদাদি বিশিষ্ট চেতন জীবাত্মা যদি উহাতে প্রবিষ্ট না হয়, তাহা হইলে ঐ রেতঃকণ বর্দ্ধিত হওয়ার পরিবর্ত্তে পচিয়া বিনষ্ট হইয়া যাইত। মৃত্যুর পর জীবাত্মা স্থূলদেহ হইতে নির্গত হইলে, বাহ্য স্থূলদেহ ক্রমশঃ গলিয়া হস্ত-পদ নেত্রাদি পরিত্যাগ করিয়া অচেতন জড়পিণ্ডের আকার ধারণ করিতে বাধ্য হয়। ইহা হইতেই নিরাকৃত হইতেছে যে চেতন হস্ত-পদ-নেত্রাদি-বিশিষ্ট জীবাত্মার অবস্থান হেতু বাহ্য স্থূল দেহে হস্ত-পদ নেত্রাদি লক্ষিত হয়।

বরুণ লোকে জলীয় দেহ, অগ্নিলোকে তৈজসদেহ, বায়ুলোকে বায়বদেহ এইরূপ পৃথক্ পৃথক্ দেহ জীবের অবগত হওয়া যায়। অতএব পিণ্ড ভাগী (শ্রাদ্ধভোজী) জীবের এক হস্তপদাদি স্থূল দেহাতিরিক্ত দেহান্তর স্বীকার করা উচিত। কারণ পর-লোকগত জীবের তাদৃশ দেহ স্বীকার না করিলে শ্রাদ্ধস্থানে উপস্থিতি, পিণ্ডগ্রহণ ও ভোজনাদি ব্যাপার সম্ভবপর হয় না।

জীবের শুদ্ধ স্বরূপটী নিরাকার হইতে পারে একথা যাঁহারা বলেন, প্রকৃতপক্ষে তাঁহারা বস্তুতত্ত্বজ্ঞানহীন। চেতন ও অচেতন বস্তু মাত্রেই পৃথক্ পৃথক্ আকৃতি-বিশিষ্ট। অচেতন পদার্থ স্বভাবতঃ বৃত্ত, চতুষ্কোণ প্রভৃতি আকার ধারণ করে। যদি হস্ত পদ নেত্রাদি-বিশিষ্ট কোন চেতন জীব কোন অচেতন পদার্থে প্রবেশ করে, তাহা হইলে সেই অচেতন পদার্থ হস্ত পদ নেত্রাদি বিশিষ্ট হইতে পারে, নচেৎ নহে।

জীবাত্মা চিন্ময় এবং সেই জন্য সেই দেহ সর্ব্বদা সুখ ও জ্ঞানরূপী। এবং অনাদি নিত্য সত্য বস্তু। স্থূল বা লিঙ্গ দেহ নশ্বর ধাতুতে গঠিত। যাঁহারা উহাতে আত্ম-বুদ্ধি স্থাপন করেন, তাঁহারা স্বরূপভ্রষ্ট ও ত্রিতাপের দ্বারা পুনঃ পুনঃ ক্লেশই সহ্য করিয়া থাকেন।

হস্ত নেত্র পদাদি বিশিষ্ট শ্রীহরির প্রতি-বিম্বরূপে এই জীবসমুদয় উৎপন্ন হইয়াছে এবং সেই বিম্বরূপী শ্রীহরির সহিত জীবগণ নিত্য সেবা সেবক রূপ সম্বন্ধ-বিশিষ্ট। যে সমুদয় ভাগ্যবান জীব নিজের ভগবদ্দাস্যপর সম্বন্ধ অবগত হইয়া কায়মনোবাক্যে নিজ প্রভু শ্রীহরির সেবার জন্য জীবন উৎসর্গ করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তাঁহারাই দিব্য জ্ঞানে উদ্ভাসিত ও প্রেমানন্দে চিন্ময়। ভগবৎ-সম্বন্ধহীন অজ্ঞ বা কপটনায়ক ভক্ত বেশধারী মানবসমুদয় মনুষ্য জীবনের চরম প্রাপ্য যে বিমল প্রেমানন্দ, তাহাতে তাহারা বঞ্চিত।

প্রচার প্রসঙ্গ

ময়মনসিংহ কলেজ হোষ্টেল
২০।১২।২৯

ময়মনসিংহ আনন্দমোহন কলেজের সংস্কৃত অধ্যাপক মিঃ জে, এম, ঘোষ এম,এ বি এল মহোদয় পত্রদ্বারা জানাইতেছেন—

গত ৬ই ডিসেম্বর তারিখে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত এবং শ্রীপাদ ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ চারিজন ব্রহ্মচারী সহ ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী প্রচারার্থ এই সহরে শুভ পদার্পণ করিয়াছেন। ৩।৪ দিন অবস্থানের পর ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীপাদ সাগর মহারাজ প্রচারার্থ অন্যত্র চলিয়া যান, সম্প্রতি তিনি এই জেলার সদর মহকুমার অধীন রামগোপালপুর ও গফরগাঁও প্রভৃতিস্থানে শুদ্ধভক্তির কথা প্রচার করিতেছেন। শ্রীপাদ পর্ব্বত মহারাজ এই সহরে একপক্ষকাল বহু বহু উচ্চশিক্ষিত ও উচ্চপদস্থ ভদ্রলোক ডিঃ ম্যাজিষ্ট্রেট, ডেঃ ম্যাজিষ্ট্রেট, জজ, সবজজ, অধ্যাপক, উকীল, জমিদার, ব্যবসায়ী ও অন্যান্য লোকের দ্বারে দ্বারে গিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিমল ভক্তিধর্ম্মের কথা প্রচার করিয়া, কিশোরগঞ্জ মহকুমার বাজিতপুর অঞ্চলে অদ্য শুভবিজয় করিয়াছেন। ঢাকা শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠ হইতে শ্রীপাদ ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ কিশোরগঞ্জে শুভাগমন করিয়া—শুদ্ধ-হরিকথা কীর্ত্তনের দ্বারা লোকের সুকৃতির উদয় করাইতেছেন বলিয়া সংবাদ প্রাপ্ত হইয়াছি।

শ্রীপাদ পর্ব্বত মহারাজ [illegible] বাজারে একদিন [illegible] একদিন শ্রীচৈতন্যামৃত পাঠ করিয়াছেন। স্থানীয় উকিল শ্রীযুক্ত [illegible]কুমার মুন্সী এম, এ, বি, [illegible] অযাচিত আহ্বানে, [illegible] অনেক উকিল, অধ্যাপক [illegible] একটি একবিবস [illegible] করিয়াছেন। বাস্তব [illegible] কথা, দার্শনিক বিচার ও শুদ্ধভক্তি [illegible] শ্রোতৃবর্গ [illegible] আনন্দিত [illegible] হইয়াছেন [illegible] মজুমদার [illegible] মহাশয় এবং তাঁহার আত্মীয় বর্গ—এই [illegible] কথা টাঙ্গাইল অঞ্চলে তাঁহাদের গ্রামে গ্রামে প্রচার করিবার জন্য—মহারাজকে অনুরোধ করেন এবং যথা সাধ্য সাহায্য করিতে স্বতঃই প্রতিশ্রুত হন। অপর একদিন স্থানীয় জমিদার ও লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকিল শ্রীযুক্ত মহিমচন্দ্ররায় এম, এ, বি, এল, মহোদয়ের বাড়ীতে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ হয়। এই দিনের [illegible] মহিমবাবুর [illegible] আহ্বানে ডিঃ [illegible] সেসনজজ, ডেঃ ম্যাজিষ্ট্রেট, [illegible] খ্যাতনামা উকিল, মোক্তার, ব্যবসায়ী, [illegible] মাষ্টার এবং অন্যান্য বহু বিশিষ্ট [illegible] ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন। এতদ্ব্যতীত বহু ভদ্রমহিলাও নিমন্ত্রিত হইয়া উপস্থিত ছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবতের- শ্রুতিসারত্ব, বেদান্ত-ভাষ্যত্ব, অতুলনীয় প্রামাণিকতা, দেশকাল নির্ব্বিশেষে সার্ব্বজনীনতা বিষয়ক বিস্তৃত কীর্ত্তনের পর ভাগবত-চূড়ামণি প্রহ্লাদ মহারাজের উপাখ্যান কিঞ্চিন্মাত্র আলোচিত হয়। মহিমবাবুর বাড়ীতে ইহার পরেও আরও দুইদিন সন্ধ্যার পর বহুক্ষণ ধরিয়া—হরিকথা আলোচিত হইয়াছে। মহিমবাবুর অমায়িকতা, বিনয়, আগ্রহ, চরিত্রের মাধুর্য্য ও গাম্ভীর্য্য বিশেষ প্রশংসনীয়। গৌর নিত্যানন্দের কৃপায় মহিমবাবুর ভাগবত শ্রবণ ও সেবায় আগ্রহ উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইবে বলিয়া আমরা আশা করিতে পারি।

শ্রীধাম মায়াপুর নবদ্বীপ প্রদর্শনীর বিষয়সমূহ বিশদরূপে ধারণা করিতে না পারিলেও, এতদ্রূপ অশ্রুতপূর্ব্ব পারমার্থিক প্রদর্শনীর কল্পনা শ্রবণে সকলেই বিস্মিত ও কুতূহলী হইয়াছেন। প্রদর্শনীতে যোগদান করিবার কিছু কিছু আকাঙ্ক্ষা ও অনেকের মনেও উদিত হইয়াছে। শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু কৃপা করিয়া সকলকেই আকর্ষণ করুন্।

ময়মনসিংহ সহরে বহু উচ্চশিক্ষিত ভদ্রলোকের বাস। এখানে বক্তৃতা ও পাঠ পরম্পরার সাহায্যে কিছু দীর্ঘকাল ধরিয়া মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধ হরি-কথা প্রচারিত হওয়া দরকার।

শ্রীধাম মায়াপুর নবদ্বীপ প্রদর্শনী

৩রা ফেব্রুয়ারী—১৭ই মার্চ ১৯৩০

শ্রীধাম মায়াপুর-নবদ্বীপ প্রদর্শনী
পারমার্থিকগণের পরমার্থ-জ্ঞানোদ্দীপক।

শ্রীধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপ প্রদর্শনী
আর্থিকগণের অর্থের প্রশস্ত পন্থা-প্রদর্শক॥

শ্রীধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপ প্রদর্শনী
শিল্পীর শিল্পোন্নতি-বিধায়ক।

শ্রীধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপ প্রদর্শনী
কৃষির নব নব ভাণ্ডার প্রদর্শক॥

শ্রীধাম মায়াপুর-নবদ্বীপ-প্রদর্শনী
জ্ঞানীর জ্ঞান-ভাণ্ডার বিস্তারক।

শ্রীধাম মায়াপুর-নবদ্বীপ-প্রদর্শনী
অজ্ঞানের জ্ঞানাক্ষি-প্রদায়ক॥

শ্রীধাম মায়াপুর-নবদ্বীপ-প্রদর্শনী
পণ্ডিতের পাণ্ডিত্য-প্রদর্শক।

শ্রীধাম মায়াপুর-নবদ্বীপ-প্রদর্শনী
মূর্খের মূর্খত্ব-নিরসক॥

শ্রীধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপ-প্রদর্শনী
ধনীর ধন-বৃদ্ধির প্রশস্ত উপায়।

শ্রীধাম-মায়াপুর নবদ্বীপ-প্রদর্শনী
নির্দ্ধনের ধনলাভের সহায়॥

শ্রীধাম মায়াপুর নবদ্বীপ-প্রদর্শনী
সবলের বল-পরীক্ষক।

শ্রীধাম মায়াপুর-নবদ্বীপ-প্রদর্শনী
দুর্ব্বলের বল-প্রদায়ক॥

অতএব শ্রীশ্রীধাম মায়াপুরনবদ্বীপ-প্রদর্শনী সকলেরই হিতকর। সুতরাং শ্রীধাম মায়াপুরনবদ্বীপ প্রদর্শনীতে সকলেই যোগদান করুন।

উড়িষ্যায় প্রচার

শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ গত ৮-১১-২৯ তারিখে [illegible]নগর নিবাসী শ্রীযুক্ত [illegible] মাহান্তী [illegible] মহাশয়ের বাটীতে বহু ভক্ত-[illegible] সমাজে শ্রীমদ্ভাগবত হইতে বলি মহারাজের আত্মসমর্পণ ও গৃহস্থ ভক্তের আচরণ বিষয়ক গভীর গবেষণাপূর্ণ কথা কীর্ত্তনদ্বারা শ্রোতৃমণ্ডলীকে [illegible] করিয়াছেন। স্বামীজীর অমায়িক ব্যবহারে ভক্ত-গণ [illegible] হইয়া বৈষ্ণবধর্ম্মের [illegible] তৃণাদপি সুনীচ ও অমানী মানদ [illegible] বিষয়ে [illegible] কুসংস্কার [illegible]

স্থানীয় [illegible] আগ্রহ অতীব প্রশংসনীয়।

পর-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

সম্প্রতি পরবিদ্যাপীঠে নিম্নলিখিত শিক্ষণীয় বিষয়নিচয়ের অধ্যাপকের আসন সমূহ সংস্থাপিত হইয়াছে। বিদ্যার্থিগণ আবেদন করুন।

১। সাহিত্যাসন. ২। ... ৩। সম্প্রদায়বৈভবাসন, ৪। ... ৫। ভক্তিশাস্ত্রাসন, ৬। ... ৭। একায়নাসন।

শ্রীনন্দলাল রায় বি, এ, ..., ভক্তিসাগর,

সম্পাদক—পরবিদ্যাপীঠ, শ্রীধাম মায়াপুর।

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত।

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৪০, চল্লিশ টাকা।

২৭২৪ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে, সপ্তচত্বারিংশ খণ্ডে সূচী ছাপা হইতেছে।

৪৬শ খণ্ড গ্রন্থ নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে ১৫।৵০ সাধারণ পক্ষে ২০৸৵০। প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ৸৵০, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ।৵০।

দশম স্কন্ধের ভিক্ষা ১২৲, অগ্রিম সাপ্তাহিকের পক্ষে ৮৲।

৬২ অধ্যায়পর্যন্ত একাদশ সংখ্যা ছাপা হইয়াছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

"শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত"

সূচী প্রভৃতি সহ সম্পূর্ণ ছাপা শেষ হইয়াছে

আদি, মধ্য, ও অন্ত্যলীলা এবং সূচী ছাপা হইয়া সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছেন। যাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ১৮৲ টাকা ভিক্ষার তৃতীয় সংস্করণ ৪৲ টাকায় না পাইয়া অপূর্ব্ব সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের জন্যই উহার ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছেন। সেই ১০৲ টাকার এই বিরাট গ্রন্থের শত সংখ্যা মাত্র ৫৲ টাকা ভিক্ষায় দেওয়া হইতেছে। গ্রাহকগণ সত্বর হউন পরে আর এ সুযোগ থাকিবে না।

শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাস আদিকবি

শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

সভাষ্য আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র গ্রন্থ ৮৲ স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲

নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪॥০ টাকা

শ্রীচৈতন্য মঠের যাবতীয় গ্রন্থ

অধ্যক্ষ, গ্রন্থ-বিভাগ, শ্রীচৈতন্য মঠ

পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

—অথবা—

১ উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা

ঠিকানায় পাওয়া যাইবে।

বিঃ ... হইলে শ্রীচৈতন্য মঠের ঠিকানায় লিখিবেন।

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত ভক্তি গ্রন্থাবলী

যে সব উৎকলবাসী ভক্ত বাংলা অক্ষর পড়িতে জানেন না, তাঁহাদের শ্রীশ্রীল প্রভুর প্রচারিত পরম উপাদেয় ভক্তি-কথা জানিবার প্রবল সুযোগ উপস্থিত। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে উড়িয়া-অক্ষরে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হইয়াছে বাংলা গ্রন্থের তুলনায় উড়িয়া গ্রন্থগুলির ভিক্ষা ও অপেক্ষাকৃত অল্প।

গ্রন্থের নাম	ভিক্ষা
শ্রীহরিনাম চিন্তামণি, প্রতিখণ্ড	।০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	১৲
সাধন পথ (শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টক) প্রতিখণ্ড	।০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	।০
কল্যাণ কল্পতরু প্রতিখণ্ড	৵০
একত্রে ৩খণ্ড লইলে	।০
গীতাবলী প্রতিখণ্ড	৴১০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৶১৫
শরণাগতি প্রতিখণ্ড	৴০
একত্রে ৩খণ্ড লইলে	৶৫

প্রাপ্তিস্থান { শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ, কটক এবং শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, পুরী

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিম্নলিখিত মঠসমূহে প্রাপ্তব্যঃ—

১। শ্রীচৈতন্য মঠ,—পোঃ, শ্রীধামমায়াপুর, (নদীয়া)।
২। শ্রীগৌরগদাধর মঠ,—চাঁপাহাটি, সমুদ্রগড় পোঃ, (বর্দ্ধমান)।
৩। শ্রীভাগবত আসন,—ভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৪। শ্রীগৌড়ীয় মঠ,—১নং উল্টাডাঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা।
৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ,—পোঃ চটক পর্ব্বত, পুরী।
৬। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ,—উড়িয়া বাজার, কটক।
৭। শ্রীভাগবত মঠ,—চিরকালিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।
৮। শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ,—৪৮নং অগস্ত্যকুণ্ড বাঙ্গালীটোলা, কাশী, ইউ, পি।
৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,—ছিপিগলি, বৃন্দাবন, মথুরা, ইউ, পি।
১০। শ্রীপরমহংস মঠ—নিমসার পোঃ, সীতাপুর, ইউ পি।
১১। শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ,—কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল, পাঞ্জাব।
১২। শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠ,—৯নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।
১৩। শ্রীগদাইগৌরাঙ্গ মঠ,—বালিয়াটি, ঢাকা।
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম,—আমলাযোড়া, রাণীবাঁধ পোঃ, বর্দ্ধমান।
১৫। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ,—ভুমুরকোন্দা, চিরকুণ্ডা পোঃ, মানভূম।
১৬। শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয় মঠ,—আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী, উড়িষ্যা।
১৭। শ্রীগৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয় ১০।১ হনুমান রোড, নিউদিল্লি

এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণের নিকটও নদীয়া-প্রকাশ প্রাপ্তব্য।

১। শ্রীযুক্ত জনার্দ্দন ঘোষ—৩৬ লক্ষ্মী রোড, খুলনা
২। শ্রীযুক্ত রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিরত্ন—দেওয়ানগঞ্জ, হলদিবাড়ী কুচবিহার।
৩। শ্রীযুক্ত রামরঞ্জন রায়—৭৬।২নং শ্রীগোপাল মল্লিক লেন, কলিকাতা
৪। মিঃ এন ডি, মুখার্জ্জি—এম, এম, ওয়ার্কস দি মল, কাণপুর।
৫। শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী জ্যোতির্ভূষণ—অগ্রদ্বীপ, নদীয়া
৬। শ্রীবাসবিহারী দাস অধিকারী, নবদ্বীপ।
৭। শ্রীবিবাদমোহন দে—মদনমোহন ... বাবপুর, ঢাকা।
৮। শ্রীশৈলেন্দ্র... গড়গড়ি বেহালা ...।

... গুরু কৃষ্ণ, ... করে। পুন সেইমত মায়া পাশে ডুবি মরে

শ্রীচৈতন্যমঠের গ্রন্থাবলী

শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুর বিরচিত
ভক্তি-গ্রন্থাবলী।

উৎকৃষ্ট কাপড়ে বিলাতী ধরণে বাঁধাই স্বর্ণালঙ্কৃত। চতুর্থ সংস্করণ। বিস্তারিত সূচীসহ

জৈবধর্ম্ম

বাঁধাই ২৲ দুই টাকা

প্রকাশিত হইয়াছে

সনাতন ধর্ম্মশাস্ত্র বেদ, বেদান্ত, উপনিষৎ গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত, পুরাণ, তন্ত্রাদি সকল গ্রন্থ পাঠ করিবার অবসর অতি অল্প মানবের ঘটিয়া থাকে। অনেকের যোগ্যতা না থাকায় সেই সমস্ত গ্রন্থের মর্ম্ম অবগত হইতে পারেন না। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বাঙ্গালীর এই অসুবিধা দূরীভূত করিবার জন্য এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

বিদ্যালয়ের ছাত্র বা শিক্ষকগণের বিশেষ পাঠ্য, এই হেতু শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টার বাহাদুর ইহা সমস্ত বিদ্যালয়ের জন্য অনুমোদন করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

প্রথম খণ্ড ভিক্ষা -১৲ একটাকা

যুক্তিপূর্ণ শাস্ত্রবাক্য দ্বারা প্রত্যেক মানবের নিত্য কর্ত্তব্য ও অনিত্য সাময়িক কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। গ্রন্থের প্রতি উক্তি সনাতন শাস্ত্রবাক্য দ্বারা সমর্থিত ও প্রমাণিত হইয়াছে। দেহের, মনের ও আত্মার ধর্ম্ম কি? স্বদেশ, সমাজ, নীতি ধর্ম্ম কি? ইত্যাদি বিষয় ক্রমানুসারে এমন সুন্দরভাবে যুক্তিসহকারে আলোচিত হইয়াছে যে, প্রথম পংক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত পাঠ না করিয়া নিবৃত্ত হওয়া যায় না।

শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য

ভিক্ষা ৵০

ঐ প্রমাণ খণ্ড ভিক্ষা ৵০

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিহার ও লীলাভূমি নয়টী দ্বীপ-সমন্বিত। এই নয় দ্বীপের প্রাচীন বিবরণ প্রত্যেক দ্বীপে শ্রীমহাপ্রভুর লীলা,—প্রত্যেক দ্বীপের পরিচয়, শ্রীধাম-মাহাত্ম্য—ধামাপরাধ কি? ইত্যাদি বিষয় বিশেষভাবে মনোহর ছন্দে বর্ণিত। পকেট সাইজ [illegible] পৃষ্ঠা।

শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ

উজ্জ্বল ব্রোঞ্জ রং কালীতে উত্তম কাগজে ছাপা—শ্রীনবদ্বীপধাম দর্শনে ভাবুক দর্শনকারীর কি প্রকার ভাবের উচ্ছ্বাস হয়, তাহা এই গ্রন্থে বর্ণিত। অতি চমৎকার। ভিক্ষা চারি আনা।

শ্রীমনঃশিক্ষা

।৵০ দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভুকে উপদেশচ্ছলে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে ভক্তগণের অনুকূল ও প্রাতিকূল বিচার অতি সুন্দরভাবে বর্ণিত হইয়াছে। ইহা ছাড়া শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদিষ্ট শিক্ষা ও উপদেশ বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-জগতে অভিনব গ্রন্থ !!
শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতি-গ্রন্থাবলী :—

শরণাগতি

পকেট সাইজ
অষ্টম সংস্করণ
ভিক্ষা ৴০ আনা

দেহ ও মনের চেষ্টা অনাস্থাবদ্ধ পড়িয়া—ইহা যখন জীব বুঝিতে পারে, তখন একমাত্র নিত্যানন্দ শ্রীভগবানের প্রতি তাঁহার কোন স্বতঃ আবেগময়ী প্রার্থনা হয় এবং শ্রীভগবানে সর্ব্বান্তঃকরণে নিষ্কপটে কি প্রকারে শরণাপন্ন হইতে হয়, ইত্যাদি বিষয়ক প্রাণস্পর্শী প্রার্থনা ও আত্ম-সমর্পণমূলক গান। চতুর্থ সংস্করণও প্রকাশিত হইয়াছে

ভিক্ষা প্রতি খণ্ড ৴০ এক আনা।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা— ৴০, নবদ্বীপশতক— ৴০
অর্থপঞ্চক—৴০

কল্যাণকল্পতরু

পকেট সাইজ
পঞ্চম সংস্করণ
ভিক্ষা ৴১০

আমরা প্রত্যহ নূতন অভাব ও কামনার বশবর্ত্তী হইয়া পুনঃপুনঃ যে অকল্যাণকে কল্যাণ বলিয়া গ্রহণ করি এবং যাঁহার নিকট কল্যাণ কামনা করি, তিনি যে নিত্য বা প্রকৃত কল্যাণ প্রদানে সমর্থ এবং কোন্ বস্তু আমাদের নিত্য কল্যাণদাতা এবং কি ভাবে আমরা সেই কল্যাণলাভে সমর্থ হইব, এই সকল কথা সরল গানে লিখিত। এই গীতিগ্রন্থ পারমার্থিক কল্যাণের কল্পতরু ; যিনি প্রত্যেককে নিত্যকল্যাণ প্রদানে

শ্রীল চক্রবর্ত্তি ঠাকুরের টীকা সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর কৃত টীকা ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কৃত অনুবাদ। টীকাকারের জীবনী, শ্লোক-সূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি বহু প্রয়োজনীয় বিষয় সংবলিত প্রায় ৮২৫ পৃষ্ঠা। উৎকৃষ্ট সিল্কে বাঁধাই ২৲ দুই টাকা, কাগজে বাঁধা ১॥০

শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ-কৃত ভাষ্য সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

কাগজ ও ছাপা উৎকৃষ্ট। সিল্কে বাঁধাই, সোনার জলে নাম লেখা রাজসংস্করণ ১৲ টাকা, সাধারণ সংস্করণ ১৷০, গৌড়ীয়ের গ্রাহকপক্ষে ১৷০

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি

([illegible])

[illegible] ভক্তিশাস্ত্রে ব্যবহৃত শব্দাবলীর অর্থ, [illegible] সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের চরিত্র, ৩। বিষ্ণুবৈষ্ণবসম্পর্কীয় শ্রীমন্দির ও শ্রীপাটের বিবরণ, ৪। বৈষ্ণবগ্রন্থ ও শ্লোক [illegible] তালিকা ও বিবরণ, ৫। বিবিধ বিশেষ দ্রষ্টব্য লৌকিক শাস্ত্রীয় অকারাদিক্রমে বর্ণিত হইয়াছে। চারিখণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। [illegible] খণ্ড ৸১০, ২য় খণ্ড ৸০, ৩য় খণ্ড ৸০, ৪র্থ খণ্ড ॥৵০, চারিখণ্ড একত্রে ৩৲। (শেষ খণ্ড যন্ত্রস্থ)।

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ

—১ম খণ্ড ১ এক টাকা ২য় খণ্ড ১৲ এক টাকা- শ্রীমদ্ভাগবতের গ্রাহক ও গৌড়ীয় গ্রাহকগণ ১৷০ টাকায় দুই খণ্ড পাইবেন। [illegible] শ্রীজীবপাদ গোস্বামিপাদের [illegible] ষট্সন্দর্ভের অন্যতম প্রয়োজনীয় অংশ। [illegible] ডবল ক্রাউন ৮ পেজিতে ৯৮ পৃষ্ঠা আকারে মুদ্রিত হইতেছে।

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য সঙ্কলিত

সদাচারস্মৃতিঃ

ভিক্ষা ৴০ মাত্র

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (প্রাচীন নবদ্বীপ) নদীয়া।

গৌড়ীয়

সাপ্তাহিক [illegible]

বার্ষিক [illegible] ২৲ [illegible] ৵০ আনা।

রেজেষ্টার্ড

মদন মঞ্জরী

বটিকায় স্বপ্ন ও ধাতুবিকার, ইন্দ্রিয়শক্তির হ্রাস, প্রস্রাবে শুক্রপাত, বদহজম, মাথা ঘোরা, বুক ধড়ফড়ানি, অনিদ্রা প্রভৃতি লক্ষণ সত্বর নির্দ্দোষ আরোগ্য হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ৪০ বটী ১৲ এক টাকা।

"নপুংসকত্বারি ঘৃত"

পুরুষত্বহানি রোগে বাহ্যপ্রয়োগ দ্বারা আরোগ্য করিয়া পুরুষত্ব প্রদান করে। মূল্য ২ তোলা ১৲ টাকা।

"প্রমথবিলাসিনী বটিকা"

বীর্য্যধারণ করত রমণশক্তি স্থায়ী ও বৃদ্ধি করিতে অত্যাশ্চর্য্য। মূল্য ১৬ বটী ১৲ এক টাকা।

রাজবৈদ্য নারায়ণজী, কেশবজী
১৭৭নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

বিজ্ঞাপন

সাবধান! সাবধান!! সাবধান!!!

জে, বি, দত্তের [illegible]

[illegible]

[illegible] J. B. Dutt & Co. [illegible] করিবেন। [illegible] তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে।

[illegible]

ফেরাস্ কুইনিন

নূতন এবং পুরাতন ম্যালেরিয়ার যম

[illegible]

শ্রী-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

এখানে [illegible] এবং ব্যাকরণ [illegible] ছাত্রদিগকে বিভিন্ন শিক্ষণীয় [illegible] শিক্ষা দিবার বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। অনেক ছাত্র [illegible] আসিয়া পাঠ আরম্ভ করিয়াছেন। বর্ত্তমান বর্ষে সকল [illegible] গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

প্রধান অধ্যাপক—[illegible] শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রচন্দ্র [illegible] ব্যাকরণ-সাংখ্য-বেদান্ত-ষড়দর্শন-তীর্থ, [illegible] বেদান্তরত্ন, সাহিত্যশাস্ত্রী, [illegible] বাচস্পতি।

অধ্যাপক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত [illegible] ব্রহ্মচারী ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীধাম মায়াপুর [illegible], (নদীয়া)

বেদনাঞ্জন

শ্রেষ্ঠরত্ন।

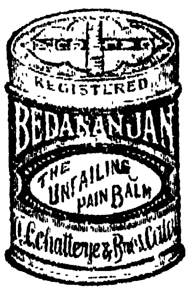

কলিকাতা [illegible] কংগ্রেস [illegible] হইতে [illegible] প্রশংসা প্রাপ্ত ও [illegible] গণ কর্ত্তৃক প্রশংসিত।

* * *

আজকাল বাজার-চলন মিশ্রিত ও বিষাক্ত আহার্য্য সেবনে শরীরের রক্ত [illegible] দোষিত হইয়া পড়িতেছে। [illegible] উপাদান, এই রক্ত দোষিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মানব বাত, বেদনা, মাথাধরা, মাথা-ঘোরা, দৃষ্টিশক্তির হ্রাস, দাঁতের গোড়া ফুলা, দাঁত কনকনানি, দাঁতে পোকা এবং ঘোস, চুলকানি প্রভৃতি কষ্টদায়ক চর্ম্মরোগে আক্রান্ত হইতেছে। যদি আপনি একান্তই ব্যাধিমুক্ত হইতে চান, তাহা হইলে অযথা পয়সার অপব্যয় না করিয়া অল্প ব্যয়ে এক শিশি বেদনাঞ্জন ক্রয় করিয়া ইহার কার্য্যকারী-শক্তি উপলব্ধি করুন। [illegible] মূল্য [illegible], এক শিশি ।৵০ আনা মাত্র মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান—এ, সি, চাটার্জ্জী এণ্ড ব্রাদার্স।

২৮নং ইনকাট লেন, সালিকা হাওড়া।

[illegible] দোকানে ও বড় বড় [illegible] পাওয়া যায়।

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

যদিও অদ্যাপি প্রকৃত মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য, তথাপি যাঁহারা নানাবিধ অনিয়মিত উপায়ে জীবনী শক্তি নষ্ট করিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন এবং নানা প্রকার মেহ, প্রমেহ, ধাতুদৌর্ব্বল্য, স্নায়বিক দুর্ব্বলতা, বহুমূত্র, [illegible], পাকস্থলী সংক্রান্ত পীড়া, অর্শ এবং স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে যাঁহারা বাধক, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, [illegible], শ্বেত ও রক্তপ্রদর, হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি রোগে [illegible] জীবনে নিরাশ হইয়াছেন, তাঁহারা আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটাল সাহেবের আবিষ্কৃত ইলেক্ট্রিক সলিউসন ব্যবহার করিয়া বাঁচিতে পারেন, তাহার [illegible] প্রমাণ [illegible] বৎসরেই পাওয়া যাইতেছে। যাঁহারা অন্যান্য [illegible] ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরোগ্য হইতে পারেন নাই, তাঁহারা একবার এই ঔষধটি ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক মাসের ব্যবহারোপযোগী এক শিশি ঔষধ ডাকমাশুল সহ [illegible] টাকা মাত্র।

সোল এজেণ্ট—ডাঃ ডি, ডি, হাজরা।

[illegible], গাড়েনারচ লেন, কলিকাতা।

ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

অধ্যক্ষ

শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম.এ., এফ.সি.এস.(লণ্ডন)

ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক

(প্রফেসার)

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ বিশুদ্ধ ও শাস্ত্রমতে [illegible] প্রস্তুত হয়। পত্র লিখিলে [illegible] ক্যাটালগ পাঠান হয়। রোগের বিবরণ জানাইলে যত্নপূর্ব্বক ব্যবস্থা দেওয়া হয়। চিঠি পত্রাদি সম্পূর্ণরূপে গোপন রাখা হয়।

মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দুর)

(বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৪ টাকা

[illegible] পারদ ও আমলাসার গন্ধক দ্বারা [illegible] প্রস্তুত [illegible] প্রয়োগীয় সর্ব্বরোগনাশক মহৌষধ।

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৩৲ টাকা

[illegible] আমলকী, [illegible] প্রভৃতি [illegible] উপাদানে পূর্ণ মাত্রায় [illegible] কাসি, হাঁপ, যক্ষ্মা, ক্ষয়রোগ, হৃদরোগ প্রভৃতি রোগের [illegible] নাশক অতিশয় পুষ্টিকর [illegible] বিশেষ।

[illegible]সঞ্জীবন—সের ১৬৲ টাকা

[illegible] শুক্রতারল্য, স্বপ্নদোষ, প্রমেহ [illegible] সম্পূর্ণরূপে [illegible] আয়ুর্ব্বেদীয় [illegible] রসায়ন।

অবলাবান্ধব যোগ

[illegible] বাধক, [illegible] জরায়ুদোষ ও অনিয়মিত ঋতুরোগ [illegible] রোগের মহৌষধ।

মূল্য—১৬ মাত্রা ২৲ টাকা। ৫০ মাত্রা ৫৲ টাকা মাত্র

বিশুদ্ধ জল! ভয় নাই! বিশুদ্ধ জল!!

লক্ষ্মী টিউব-ওয়েল কোং

২০৫নং নবাবপুর, ঢাকা

বর্ত্তমান-যুগের নব আবিষ্কৃত যন্ত্রপাতিদ্বারা উন্নত বৈজ্ঞানিক-খনন-প্রণালীতে নলকূপ (*Tube-well*) নির্ম্মাণ করা হয়। বহুত লাট বাহাদুর, প্রাইভেট সেক্রেটারী, জিলা-ম্যাজিষ্ট্রেট, জিলা-বোর্ডের চেয়ারম্যান, তালুকদার, জমিদার, তালুকদার, প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত ভদ্রমহোদয়গণ এই কোম্পানীর কার্য্য দেখিয়া প্রশংসা করিয়াছেন। [illegible] পরীক্ষায় জল বিশুদ্ধ না হইলে মূল্য গৃহীত হয় না। বিস্তৃত বিবরণের জন্য পত্র লিখুন।

বৃত্তিসহ সমগ্র

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

ভিক্ষা ২৲ টাকা। শিক্ষার্থি-ছাত্রের পক্ষে ১॥০ দেড়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীপরবিদ্যাপীঠ, শ্রীগোদ্রুমপুর

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

মনোমোহন প্রেস

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা

পূর্ব্ব-বাঙ্গালায় সুলভে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত

বৈদ্যুতিক মেশিনে দিবারাত্র কাজ চলিতেছে।

বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা।

[illegible] শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

স্থানীয় সংস্করণ

Registered No. C 15.

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহ

ভারতের সর্ব্বত্র মঙ্গল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র।

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩॥০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৫

৪র্থ খণ্ড] সম্পাদক—প্রভুবিদ্যালঙ্কার শ্রীপ্রমোদভুষণ চক্রবর্ত্তী [২৪৯ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্য মঠ শ্রীধাম মায়াপুর—১২ই পৌষ শুক্রবার ১৩৩৬, ২৭শে ডিসেম্বর ১৯২৯

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থাবলী

১।	শ্রীমদ্ভাগবতম—শ্লোক সূচী, বিষয়-সূচী প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত। ভিক্ষা, প্রতি খণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৶০ গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশ গ্রাহক পক্ষে	৵০
২।	ভাষ্য-সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ)	৫৲
৩।	গৌড়ীয়-গৌরব	৶০
৪।	গৌড়ীয়-সাহিত্য	।০
৫।	ভজনরহস্য	॥০
৬।	শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা)	১৲
	" " " আবাঁধা	৸০
৭।	গীতা (শ্রীবলদেবভাষ্যসহ) বাঁধা ২৲ আবাঁধা	১॥০
৮।	গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি-টীকা-সহ) বাঁধা ২৲ আবাঁধা	১॥০
	গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য	॥০
৯।	প্রাক্তমালিকা তুণ্ডশোধনঃ সানুবাদ (মাধ্ব)	২৲
১০।	বেদান্তরত্নমালা সানুবাদ (রামানুজীয়)	॥০
১১।	জৈবধর্ম্ম	২৲
১২।	শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ)	৸০
১৩।	গৌড়ীয়-কণ্ঠহার	২৲
১৪।	প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ).	।৶০
১৫।	দ্বীপ-দিগ্দর্শন	৵০
১৬।	সাধনপথ (৩য় সংস্করণ)	।৶০
১৭।	আচার ও আচার্য্য	।৶০
১৮।	নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা	৸০
১৯।	ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা)	৵০
২০।	শ্রীনবদ্বীপ[illegible]	৶০
২১।	নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য (প্রমাণখণ্ড)	৶০
২২।	শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ	।০
২৩।	শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা দর্পণ	।০
২৪।	শরণাগতি, গীতাবলী, গীতমালা, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, নবদ্বীপশতক, অর্থপঞ্চক ও সদাচারস্মৃতিঃ মোট	।৶০
২৫।	কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ও অর্চ্চন-কণ	৵০
২৬।	সাধককণ্ঠমণি	।০
২৭।	সংস্কার-দীপিকা	।০
২৮।	বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড)	[illegible]
২৯।	ব্রহ্মসংহিতা	॥০
৩০।	শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা	৸০
৩১।	মণিমঞ্জরী সানুবাদ	।০
৩২।	গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ	৸০
৩৩।	শ্রীচৈতন্যভাগবত (বিরাট্ দ্বিতীয় সংস্করণ)	৫৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

ইংরাজী ভাষায় ভক্তিগ্রন্থ

১	শ্রীচৈতন্যচরিত ও শিক্ষা	।০
২	নামভজন	।০
৩।	বৈষ্ণবধর্ম্ম আসল ও মেকি	।০
৪।	ভাগবতীয় দর্শননীতি ও ধর্ম্ম	।০
৫।	কাম ও প্রেমধর্ম্ম	।০
৬।	গৌড়ীয়মঠ কি করেন	৵০

শ্রীধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপ-প্রদর্শনী, নদীয়া

(৩রা ফেব্রুয়ারী হইতে ১৭ই মার্চ্চ, ১৯৩০ পর্য্যন্ত)

প্রদর্শনীর সকল জ্ঞাতব্য বিষয়ের জন্য
সেক্রেটারী মহোদয়ের নিকট,
আবেদন করুন।

শ্রীকুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ,
শ্রীচৈতন্য মঠ, শ্রীধাম মায়াপুর পোঃ আঃ (নদীয়া)।

দেবনাগরাক্ষরে ভক্তিগ্রন্থ

১।	সাত্বতস্মৃতি শিক্ষাষ্টকম্	৵০
২।	সটীক শিক্ষাদশমূলম	০
৩।	মধ্বগ্রন্থসারসংগ্রহণম	[illegible]
৪।	গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ	৵০
৫।	সিদ্ধান্তসরস্বতী-বিজয়ঃ	॥০
৬।	তত্ত্বসূত্রম্	।০

নানা কথা

লাহোরে আচার্য্য রায়

লাহোর [illegible] প্রদর্শনীতে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র [illegible], এক্ষণে দেশের অসহায় [illegible] অভাব [illegible] জন্য কোন [illegible] সরকারি ব্যবস্থা নাই। অসহায়, অসমর্থ দরিদ্রগণের জীবনে একমাত্র [illegible] চরকায় সুতা-কাটা সম্বন্ধে উৎসাহ প্রদান করা যে একান্ত কর্ত্তব্য তাহা সহজেই বোধগম্য হইতে পারে। আয়র্লণ্ড হইতে ইংলণ্ডে প্রচুর পরিমাণে তিসি ও পশমজাত সূতা বিনা শুল্কে চালান দেওয়া যদি ইংলণ্ডের পক্ষে ক্ষতিকর বলিয়া বিবেচিত না হয়, তাহা হইলে বঙ্গদেশ হইতে কার্পাসজাত সূতা চালান কেনইবা ইংলণ্ডের পক্ষে হানিজনক মনে করা হয় কেনইবা বাঙ্গালার কার্পাস সূতের উপর গুরুভার কর চাপাইয়া বঙ্গে কার্পাস সূত্র প্রস্তুতের কার্য্যে বাধা প্রদান হয়? ৮০৮ হইতে ১৮১৫ সাল পর্য্যন্ত উত্তর ভারতের অবস্থা সম্বন্ধে আর, সি, দত্তের পুস্তক হইতে জানা যায় যে কার্পাস সূত্র প্রস্তুত ও বস্ত্রবয়ন একটী প্রধান শিল্প ছিল।

ছাত্রাবাসগুলি—বিশেষতঃ সরকারের পরিচালনাধীন ছাত্রাবাসগুলি স্বদেশিকতা বিরোধী মন্ত্র প্রচারের সম্পূর্ণ অনুকূল ক্ষেত্র। ছাত্রাবাসে কলিকাতায় মাসিক ৮৫ টাকার কমে খরচ চলেনা। লাহোরে একশত টাকার ও উপর খরচ পড়ে। টেনিস খেলিবার এক রকম পোষাক চাই। ক্রিকেট খেলিবার অন্য রকম পোষাক চাই। প্রসাধনের জন্য বহু ব্যয় হয় এবং ছাত্রেরা ক্রমে বিদেশী দ্রব্য ক্রয়ের প্রধান খদ্দের হইয়া উঠে। আমি জানি প্যারিসের কোন ছাত্রাবাসে পোলাণ্ড দেশের যে সকল ছাত্র থাকে তাহাদের মাসিক খরচ ৩০ টাকার ও কম। আজ আমি যদি স্বরাজ পাই তাহা হইলে কাল্ই আমি আইন করিয়া অল্পমূল্যে বিদেশজাত দ্রব্য ক্রয় এবং [illegible] দেশ হইতে বিলাসের উপকরণ আমদানী বন্ধ করিয়া দিই।

এত অর্থ টাকা ব্যয় করিয়া যে সকল ছাত্র উপাধি লাভ করিয়া বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বাহির হয় তাহারা ভবিষ্যতে মাসে কত টাকা করিয়া উপার্জ্জন করে? গড়ে ২৫ টাকার বেশী নয়।

যদি সিগারেট খাইতেই হয় তবে দেশী সিগারেট অর্থাৎ বিড়ি খাওনা কেন? মধ্য প্রদেশের গণ্ডিয়া এবং পার্শ্ববর্ত্তী স্থান সমূহে বিড়ির কারখানায় প্রায় ৫০ হাজার লোক পালিত হয়।

জানালা খুলিয়া গৃহে প্রবেশ

নবদ্বীপ থানার অধীন কোলেরডাঙ্গায় লাবণ্যময়ী নাম্নী এক বিধবা স্ত্রীলোক বাস করে। তাহার কিছু অর্থ আছে বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করে। এই অর্থ অপহরণ করিবার জন্য দুই ব্যক্তি উহার গৃহের দেওয়াল খুঁড়িয়া জানালা ফেলিয়া দেয় এবং ঐ পথে গৃহ-মধ্যে প্রবেশ করে। গৃহে আলোক ছিল। ভাবি ঐ দুই দুষ্টাশয়কে চিনিতে পারিয়া চীৎকার করিতে থাকে। দুর্বৃত্তেরা নিরুপায় হইয়া ভয়ে পলায়ন করে। প্রাতঃকালে ভাবি ঘোষালী থানায় যাইয়া রাত্রিকালের সমস্ত ঘটনা প্রকাশ করে। সব্ ইনস্পেক্টার বাবু সন্তোষকুমার গুপ্ত বি, এ মহোদয় ঘটনা-স্থানে উপস্থিত হইয়া তদন্ত করেন। তিনি আসামীদ্বয়কে ধৃত করিয়া চালান দিয়াছেন।

জাল এজেণ্ট

কামিনী মোহন মজুমদার নামক কোন এক ব্যক্তি নবদ্বীপ সহরে আসিয়া সে আপনাকে কয়লা ও চূণের এজেণ্ট বলিয়া প্রকাশ করে এবং সহরের কয়লা ও চূণের দোকানে যাইয়া তাহাদিগকে কয়লা ও চূণ দিবে বলিয়া অঙ্গীকার করে ও কিছু কিছু লইবার চেষ্টায় থাকে। পোষ্টমাষ্টার গণেশ বাবু ইহাকে চিনিতে পারেন এবং বলেন ও লোক চিটিংএর অপরাধে দাণ্ডিত হইয়াছিল এক্ষণে ফেরারী অবস্থায় এখানে আসিয়াছে। এই সংবাদে অনেক লোক জানিয়া গেল। ক্রমে থানায় এ সংবাদ পৌঁছিলে থানার সবইনস্পেক্টার আসিয়া কয়েকটা প্রশ্ন করিয়া বুঝিতে পারিলেন সত্য সত্যই দাণ্ডিত আসামী এবং থানায় ধরিয়া লইয়া গিয়া বিচারার্থে প্রেরণ করিলেন।

ভবিষ্যতে ভারতের শাসনপ্রণালী কিরূপ হইবে সেই সম্বন্ধে তদন্তের জন্য সাইমন কমিশন বসিয়াছিল। তাহার সহকারী স্বরূপে ইণ্ডিয়ান সেণ্ট্রাল কমিটী বসে। শেষোক্ত কমিটী মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, বঙ্গ দেশ ভিন্ন অন্য সমস্ত প্রদেশে প্রাদেশিক স্বাধীনতা এবং মন্ত্রীর হস্তে আইন ও শৃঙ্খলারক্ষার ভার দেওয়া উচিত। রাজ্য পরিচালক সভার সহযোগে যে সমস্ত স্বাধীন রাজা রাজ্য শাসন করেন সেই সকল রাজার ন্যায় ক্ষমতা প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তাদিগকে দেওয়া উচিত।

মন্ত্রিমণ্ডলীর সভাপতি প্রধান মন্ত্রী হওয়া উচিত। গবর্ণর মন্ত্রিমণ্ডলীকে বরখাস্ত করিতে পারিবেন। বিলাতের ইণ্ডিয়া অফিসে দুই জন সহকারী সেক্রেটারী থাকা আবশ্যক। সিন্ধুদেশ বোম্বাই হইতে বিচ্ছিন্ন করা উচিত।

ব্রহ্মদেশে ভারতের অংশ থাকা উচিত।

আলমডাঙ্গায় হানা

আলমডাঙ্গা, (নদীয়া)। অদ্য ভোর পাঁচ ঘটিকার সময় সি, আই, ডি, পুলিশ ইনেসপেক্টার, সাবইনেসপেক্টর ও কয়েকজন কনেষ্টবল সহ স্থানীয় পুপলার ফার্ম্মেসীর ম্যানেজার শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ দাসের অনুসন্ধান করে। উপেনবাবুর রাত্রিতে ফার্ম্মেসীতে শুইবার স্থানাভাব বলিয়া স্থানীয় বিশ্বাস ব্রাদার্স এণ্ড কোংর সাইকেলের দোকানে রাত্রিতে শয়ন করেন। পুলিশ উপেন বাবুকে তাঁহার ফার্ম্মেসীতে না পাইয়া বিশ্বাস ব্রাদার্স এণ্ড কোংতে যাইয়া অনুসন্ধান করেন। তিনি সেইখানেই নিদ্রিত ছিলেন। পুলিশের ডাকাডাকিতে তিনি উক্ত সাইকেলের দোকানে থাকেন বলিয়া পুলিশ উক্ত দোকানেই প্রথম খানাতল্লাস করেন। প্রায় ২ঘণ্টা কাল খানাতল্লাস করিয়াও সন্দেহজনক কিছুই পায় নাই। অনন্তর উপেনবাবুকে সঙ্গে লইয়া পুলিশ পপুলার ফার্ম্মেসীতে খানাতল্লাস করে, প্রায় ৩ ঘণ্টা অনুসন্ধানের পরও আপত্তিজনক কোন কিছুই পাওয়া যায় নাই অতঃপর উপেন বাবুর নিকট হইতে তাঁহার জবানবন্দী লইয়া পুলিশ প্রায় বেলা ২॥ টার সময় চলিয়া যায়। এই ব্যাপারে স্থানীয় জনসাধারণের মধ্যে বেশ চাঞ্চল্য দেখা দিয়াছে।

ইউনিয়ম বোর্ড সমস্যা

প্রকাশ গবর্ণমেণ্ট ডায়মণ্ড হারবার মহকুমায় ইউনিয়ন বোর্ড স্থাপনের জন্য নোটিশ জারি করিয়াছেন। অনেক চেষ্টাতেও এ পর্য্যন্ত বোর্ড স্থাপিত হয় নাই। যাহাতে বোর্ড স্থাপিত না হয় তাহার জন্য কংগ্রেস কর্ম্মীরা বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন। যদিও গ্রামবাসীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে ইউনিয়ন বোর্ড স্থাপিত হয় তাহা হইলে বন্দাবলার ন্যায় সত্যাগ্রহ চালাবে বলিয়া জানা যায়।

যাঁহারা অবস্থা না জানিয়া সভ্য হইবার জন্য মনোনয়ন পত্র দাখিল করিয়াছেন তাঁহারা সকলে একত্রিত হইয়া তাহা প্রত্যাহারের জন্য সারকেল অফিসারের নিকট দরখাস্ত করিয়াছেন।

বন্দবিলার বোর্ডের আদায়কারিগণ গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া টেক্স আদায়ের চেষ্টা করিতেছেন। গৃহস্থগণ টেক্স দিতে নারাজ। গ্রামবাসীদিগের মধ্যে ১২জনের বিরুদ্ধে মোকদ্দমার দিন পড়িয়াছে ৩ ও ৪ ১১ জানুয়ারি

স্বাস্থ্য ব্যবস্থা।

প্রত্যেক থানায় একজন করিয়া স্বাস্থ্য বিভাগের কর্ম্মচারী থাকিবেন। তিনি সমস্ত থানার এলেকার মধ্যে সমস্ত গ্রামের স্বাস্থ্যের জন্য দায়ী থাকিবেন। গবর্ণমেণ্ট জন্য জেলা বোর্ডকে টাকা দিয়া সাহায্য করিবেন। বর্ত্তমানে কএক স্থানে এইরূপ ব্যবস্থা আছে। তাহাতে সরকারের বর্ত্তমান বৎসরে প্রায় ছয় লক্ষ টাকা খরচ হইয়াছে।

সরকারী কুইনাইন

বাংলার সরকারের অধীনে দারজিলিং জেলায় দুই স্থানে সিঙ্কোনার চাষ হয় এবং মংপুর কারখানায় ঐ সিঙ্কোনা হইতে কুইনাইন প্রস্তুত হয়। বর্ত্তমান বৎসরে কুইনাইন বিক্রয় করিয়া সরকারের [illegible] লক্ষ টাকার উপর লাভ হইয়াছে। অনেক পরিমাণ কুইনাইন মজুত আছে। কি করিয়া কুইনাইনের গুদাম খালি করা হইবে তাহা সরকার ঠিক করিতে পারেন নাই।

ভারত শাসন ব্যবস্থা

ভারতের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আলোচনা করিবার জন্য মিঃ গান্ধি, জিন্না, মতিলাল নেহেরু এবং তেজ বাহাদুর সপ্রুর সহিত বড়লাট সাহেবের কথাবার্ত্তা হয়। সমস্তই গোপনে হইয়াছিল। তবে এই মাত্র প্রকাশ যে বৈঠক নিষ্ফল হইয়াছে।

মিশরে নির্ব্বাচন

মিশরদেশে নির্ব্বাচন শেষ হইয়া গিয়াছে। ১৬০ এর মধ্যে ১৫২ জন ওয়াফদ্ দল হইতে নির্ব্বাচিত হইয়াছে।

অন্ধ বালিকার কৃতিত্ব।

মিস্ হেলেন উইলটার নাম্নী এক অন্ধ বালিকা বিলাতের সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত ছাত্রীদের প্রতিযোগিতা পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে

বিজ্ঞাপন

সাধারণের হিতার্থে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, কলিকাতার ২১৪নং বহুবাজার ষ্ট্রীটস্থ "বৈদ্যশাস্ত্রী" মহোদয়ের রচিত মানবের দুঃখ না হইতে পারে তাহার পন্থা ইত্যাদি সম্বলিত "কাম শাস্ত্র" গ্রন্থখানি এখনও যিনি পাঠ করেন নাই, তিনি অচিরে ঐ ঠিকানায় আবেদন করত বিনামূল্যে প্রাপ্ত হউন। উহা পাঠে উপকৃত হইয়া ৭৫০৮০ হাজার লোক [illegible] হইয়াছেন। পড়িলেই সত্য উপলব্ধি হইবে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১২ই পৌষ শুক্রবার—১৩৩৬

শ্রেয়ঃ-কথা

স্বয়ং আচরণ না করিয়া ধর্ম্ম প্রচার করিতে বসিলে জগতে নানাবিধ উৎপাত উপস্থিত হয়। নামাচার্য্য জগদ্গুরু শ্রীল ঠাকুর হরিদাসকে দর্শন করিয়া পণ্ডিত-প্রবর শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু কহিয়াছিলেন—

"আপনি আচরে কেহ, না করে প্রচার।
প্রচার করেন কেহ, না করে আচার॥
আচার প্রচার নামের কর দুই কার্য্য।
তুমি সর্ব্বগুরু তুমি জগতের আর্য্য॥"

শ্রীসনাতন গোস্বামিপাদের উক্ত উক্তি হইতে আমরা ত্রিবিধ অধিকারীর ভক্ত-বিচার লক্ষ্য করি,—(১) আচার-প্রধান, (২) প্রচার-প্রধান ও (৩) আচার-প্রচার-সম্পন্ন ভক্ত। কেবল আচার-প্রধান ভক্তগণকে মধ্যমাধিকারী, কেবল প্রচার-প্রধান ভক্তগণকে কনিষ্ঠাধিকারী ও আচার-প্রচার—উভয়-সম্পন্ন ভক্তগণকে উত্তমাধিকারী বলা যায়। কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণপর সাধুদিগের ধর্ম্মাচরণের নাম আচার। আর সেই ধর্ম্ম অন্য জীবের নিকট কীর্ত্তন করার নাম প্রচার। আচার এবং প্রচার-কার্য্যে নিযুক্ত হইতে হইলে প্রথমে সাধুর নিকট প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবা-প্রবৃত্তি-সহ আগমন পূর্ব্বক ধর্ম্ম শিক্ষা করিতে হইবে। তৎপরে সাধুর আনুগত্যে সেই শিক্ষা জগতে প্রচার করিলে ফলোদয়ের সম্ভাবনা। নতুবা শিক্ষক, উপদেশক বা আচার্য্যাভিমান বশতঃ আচার-ভ্রষ্ট হইয়া জগতে অসদাচারের প্রবর্ত্তক হইতে হয়।

আচরণশীল ব্যক্তির প্রচারটী স্বাভাবিক। কোন উপাদেয় বস্তুর আস্বাদন পাইলে, তাহার গুণ কীর্ত্তন না করিয়া স্থির থাকা যায় না। চেতনের স্বভাবই এই। এজন্য কোন মহাজন গাহিয়াছেন—"প্রাণ আছে যাঁ'র, সে হেতু প্রচার, প্রতিষ্ঠাশাহীন কৃষ্ণগাথা সব। ব্রজবাসিগণ, প্রচারক ধন, প্রতিষ্ঠাভিক্ষুক তা'রা নহে শব॥" প্রচারই ধর্ম্ম আচরণের বা শিক্ষার শ্রেষ্ঠতা জ্ঞাপন করে। শ্রীগুরুমুখপদ্ম-বিনির্গত কৃষ্ণনাম-রূপ-গুণ-গাথা যদি সত্য সত্যই কাহারও কর্ণে প্রবেশ করিয়া থাকে, তাহা হইলে তাঁহার সর্ব্বেন্দ্রিয় উল্লাস-ভরে নৃত্য না করিয়া কখনও স্থির থাকিতে পারে না। যিনি কৃষ্ণ-কথা শুনিয়াও জড়বৎ নিশ্চেষ্ট থাকেন, তাঁহার কৃষ্ণকথা শ্রবণ হয় নাই, কৃষ্ণেতর বিষয়-কথা—কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাদির কথাই শ্রবণ হইয়াছে মাত্র।

"গৃহস্থ ভক্তগণ যে স্থলে আচার্য্য হইয়া সন্ন্যাসলিঙ্গ ও মন্ত্রাদি প্রদান করেন, সেস্থলে সন্ন্যাস-গ্রহীতার যে বিশেষ অমঙ্গল হয়, তাহা সর্ব্বত্র দৃষ্ট হইতেছে। যাঁহারা ভিক্ষাশ্রমগ্রহণপূর্ব্বক সন্ন্যাস-ধর্ম্মের আচার শিক্ষা করিয়াছেন, তাঁহারাই ভিক্ষাশ্রমের প্রকৃত গুরু। গৃহস্থদিগের মধ্যে যাঁহারা শুদ্ধভক্তি আচরণে পটু, তাঁহারাই ভক্তি-কাণ্ডের আচার্য্যতা গ্রহণ করিবার যোগ্য। কোন কোন লোক স্বয়ং শুদ্ধভক্তির আচরণ করেন না বরং কর্ম্মকাণ্ডোদ্ভূত স্মার্ত্তসম্মত আচার করিয়া থাকেন। তাঁহারা যে ভক্তি-তত্ত্বে উপদেশ দেন, তাহা সর্ব্বশাস্ত্র-বিরুদ্ধ। প্রচার করিতে হইলে অগ্রে স্বয়ং আচার করা আবশ্যক। রুচিক্রমে যে সকল ভক্তগণ সাধুদিগের ধর্ম্মাচরণ করিতে করিতে ভজনানন্দে মগ্ন হইয়া প্রচার-কার্য্যে অনাদর করেন, তাঁহাদিগের অপেক্ষা প্রচার-কর্ত্তা জগতের অধিক উপকার সাধন করেন। যথা শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে শ্রীহরিদাস-বাক্য,—

জপকর্ত্তা হইতে উচ্চ সঙ্কীর্ত্তনকারী।
শত গুণাধিক ফল পুরাণেতে ধরি॥
শুন বিপ্র মন দিয়া ইহার কারণ।
জপি আপনারে সবে করয়ে পোষণ॥
উচ্চ করি করিলে গোবিন্দ-সঙ্কীর্ত্তন।
জন্তু মাত্র শুনিয়া পায় বিমোচন॥

অতএব আচার-প্রচার-সম্পন্ন বৈষ্ণবদিগের চরণে আমাদের কোটি কোটি প্রণাম।"

—(সজ্জনতোষণী ৮ম বর্ষ)

সর্ব্বস্ব শ্রীগুরুপাদপদ্মে সমর্পণ পূর্ব্বক হরিভজন করা কর্ত্তব্য—এ কথাটী নিজে আচরণ না করিয়া মুখে বলিয়া বেড়ান' দলের মধ্যে নানাবিধ কপটতা বর্ত্তমান থাকে। কিন্তু শ্রীগুরুপাদপদ্মে সমর্পিতাত্ম হরিভজনকারী ভক্তের তাদৃশ কথায় কোন কপটতা বা হীন স্বার্থের পূতিগন্ধ নাই। শরণাগত ভক্তের কথাই বীর্য্যবতী, তাহা আত্মার উপর কার্য্য করে, কিন্তু শরণাগতশূন্যের উপদেশ আবহমানে তাৎকালিক উত্তেজনা আনয়ন করিলেও আত্মার নিত্য-মঙ্গল বিধান করিতে সমর্থ নহে। ভৃতক ভাগবতপাঠকগণ ভাগবতপাঠসময়ে খুব বড় বড় কথা আলোচনা করিয়া শ্রোতৃবৃন্দকে স্তম্ভিত করিতে পারেন, রসের ফোয়ারা উঠাইতে পারেন সত্য, কিন্তু পাঠশেষে পাঠকমহোদয়গণকে কৃষ্ণেতর বিষয়ে রুচিবিশিষ্ট দেখিয়া শ্রোতৃবৃন্দ পাঠকদের লক্ষ্য অশুদ্ধ ধারিতে পারেন না এবং ভাগবত শ্রবণের ফলস্বরূপ ভগবৎ-সেবায় তাদৃশ উৎসাহবিশিষ্ট হইতে পারেন না। যেহেতু আদর্শাভাব।

আমরা অনেক বড় বড় ভাবুক পাঠক কীর্ত্তনিয়াগণের নাম শুনি, তাঁহাদের পাঠ-কীর্ত্তন শ্রবণকালে শ্রোতৃবৃন্দের অনেক ভাব ভঙ্গীও লক্ষ্য করি, কিন্তু কৈ, তাঁহাদের সে ভাব ত' একটুও স্থায়ী হইতে দেখি না। বরং পাঠক ও শ্রোতাদিগকে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর আগ্রহের সহিত কুবিষয়ে আরূঢ় দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার কারণ কি? উপযুক্ত আচার্য্যের নিকট ধর্ম্মশিক্ষা করিয়া তাহা স্বয়ং আচার করিবার পূর্ব্বেই আচার্য্যাভিমানিগণ প্রচারক সাজিয়া বসেন, তাই তাঁহাদের কথা শুনিয়া কেহই লাভবান্ হইতে পারে না, নিজেরাও বিষয়বিষয়াসক্তি ছাড়াইতে পারেন না। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ বলিতেছেন—

"উপদেশং করোত্যেব ন পরীক্ষাং করোতি যঃ।
অপরীক্ষোপদিষ্টং যৎ লোকনাশায় তদ্ভবেৎ॥"

শাস্ত্র আচারহীন প্রচারককে অবৈষ্ণব বা বিষ্ণু-সম্বন্ধজ্ঞানহীন অভক্ত বলিয়া তাঁহার মুখোদ্গীর্ণ হরিকথা শ্রবণকে নিরয়-প্রাপক বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। যে ভাগবতপাঠক বা কীর্ত্তনিয়ার পাঠ বা কীর্ত্তনের উদ্দেশ্য কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা থাকে, তিনি কখনও আচার্য্যত্ব লাভের যোগ্য নহেন। তাঁহাকে শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন—

"ন স ভৃত্যঃ স বৈ বণিক্"।

বণিক্‌সম্প্রদায় যতই না কেন পাঠ বা কীর্ত্তন করুন, তাঁহারা কখনও জীবের আত্মমঙ্গল বিধানে সমর্থ নহেন। অথচ এই বণিককুলের কুহকে পড়িয়া কত লোক পরমার্থশূন্য হইতেছেন।

শ্রীবিগ্রহ, নাম, মন্ত্র ও ভাগবত ব্যবসায়ীর দল পরমার্থ-প্রচারকের সজ্জায় যে সকল অনর্থ আনয়ন করিতেছেন, তাহা আলোচনা করিতে সেই বণিক্‌সম্প্রদায়ের স্তাবকদল ঘোর আপত্তি বা বিতর্ক উত্থাপন করিয়া থাকেন। আমরা তাঁহাদের সেরূপ আপত্তি বা তর্কের কোন প্রতিষ্ঠা খুঁজিয়া পাই না। শরীরের পীড়িত স্থানটীকে চিকিৎসা না করিয়া যতই গোপনে রাখা যায়, ততই অমঙ্গলের আশঙ্কা বৃদ্ধি পায়। সাধুবৈদ্যগণ রোগীর অনিচ্ছা সত্ত্বেও আবৃতাঙ্গের আবরণ উন্মোচন পূর্ব্বক অস্ত্রোপচার করেন বলিয়া তাঁহারা তাদৃশ রোগিবৃন্দের বিচারে নিন্দনীয় হইলেও বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ তাঁহাদের আচরণেরই সর্ব্বতোভাবে অনুমোদন করিয়া থাকেন। সুতরাং সত্যকে অপ্রিয় বলিয়া সত্য কীর্ত্তনে বিরত হওয়া বুদ্ধিমানের কার্য্য নহে; সত্যের আচার ও প্রচার যুগপৎ বিধেয়।

আমার ভোজন

ভুবনে জীব-সংখ্যে আমার ন্যস্ত অতি ক্ষুদ্র হইলেও ভুবন-পতির অঘটন-ঘটন-পটীয়সী ও জীব-মোহিনী মায়া, আমাকে ভুবনের [illegible] কুণ্ঠাবোধ বা দ্বিধা করিতে দেয় না। এই প্রকার মায়া-মোহ কেবল যে আমারই হইয়াছে, তাহা নহে, ভুবনবাসী জীবমাত্রেই এই দোষ-দুষ্ট।

আমি আপনাকে শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিমান বলিয়া গর্ব্বে অন্তরে সন্তুষ্ট থাকি। কিন্তু আমার বুদ্ধি, পর জগতের কার্য্যে নিযুক্ত হওয়া ত' দূরের কথা, আমার ভক্ষ বন্ধনপর-কার্য্যেও পদে পদে নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচয় দেয়। ইতর শ্বশৃগাল গর্দ্দভাদি যে পশু, কীট এবং কৃমি কীটাদি নিজ নিজ দেহ সংরক্ষণে আহার-নিদ্রাদি-বিষয়ে প্রবৃত্ত ভাবে নিযুক্ত হয়, আমিও তাহাদিগের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া সমাজে পরিচিত হইলেও সেই পশুধর্ম্মেই দিনাতিপাত করিতেছি। অধিকন্তু, উক্ত পশুগণের ন্যায় মাংস-পিণ্ড দেহে আমি বুদ্ধি ও পিণ্ড সম্পর্কিত অপর পিণ্ডে মমতা করিয়া তাহাদিগেরই পরিণাম লাভ করিতেছি।

সূর্য্য অস্তের জন্যই উদিত হয়; কাল গমনের জন্যই আগমন করে। আমিও সেইরূপ মরণের পথে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, এ কথা বহু বিচার শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণাদি-দ্বারা বিশেষ ভাবে চিন্তা করিয়া এবং দৈনন্দিন শত শত দেহের পতন সম্মুখে দেখিয়াও আমার নিজ দেহ-পতনের কথা বুঝিয়াও বুঝিতেছি না। বুদ্ধিহীনকে প্রবোধ দিলে বুঝিতে পারে, আর বুদ্ধিমানকে ইঙ্গিত করিলে বিষয়টী বুঝিতে পারেন। কিন্তু আমি ঐ দুই শ্রেণীর কোনও একটীর অন্তর্ভুক্ত না হইয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় অবস্থায় আপনাকে পরমবুদ্ধিমান জ্ঞানে 'ন যযৌ ন তস্থৌ' অবস্থায় রহিলাম, অথচ পণ্ডিতের ন্যায় বাক্‌চাতুরী প্রকাশ করিয়া ভেক-কোলাহলের ন্যায় আপন মৃত্যুরূপ কালসর্পকে ক্ষণে ক্ষণে নিকটবর্ত্তী হইবার সুযোগ প্রদান করিতেছি।

আমি মৃত্যুর জন্যই জীবন ধারণ করিতেছি। মৃত্যুর পরপারে নিত্য জীবরাজ্যের কথা শ্রবণ-কীর্ত্তন করিয়াও সেই জীবনের সন্ধান করিলাম না। কনক, কামিনী ও প্রতিষ্ঠালুব্ধ অন্যান্য লোকের জগতে লোকরঞ্জন করা বলেন। কিন্তু তাঁহাদিগের জীবনের আদি-মধ্য-অন্ত্য এবং এমন কি প্রতিক্ষণ বিচার করিলে আপাত মনোরম এবং সুন্দর পরিণাম বিষবৎ বস্তুর পশ্চাৎ ধাবমানের ফল, দুঃখ, ভয় ও শোক, এবং পুনরায় সেই সেই বস্তুর লোভে দারুণ পরিণাম পরিদর্শন করিতে পারা যায়।

আমি এই সমস্ত কথা কনক কামিনী-প্রতিষ্ঠা-

দোষ-বিনির্ম্মুক্ত মহাজনগণের নিকট বার-বার শ্রবণ-সৌভাগ্য লাভ করিয়াও এবং নিজের জীবনে প্রতি মুহূর্ত্তে উপলব্ধি করিবার সুযোগ পাইয়াও "ভবি ভুলিবার নয়" ন্যায়ে ভুবনে ভ্রান্ত থাকিয়া গেলাম।

আহার-নিদ্রাদি শারীর ধর্ম্ম। দেহধারী জীবমাত্রেই এর অধীন। কিন্তু যাঁহারা উক্ত বিষয় চতুষ্টয় ব্যতীত জীবন ধারণের অন্য উদ্দেশ্য অবগত নহেন, তাঁহারা যে বুদ্ধিমান্ নহেন, একথা বলিতে হইবে কি? আমার সৌভাগ্যে সেই অপরূপ কথা শুনিবার এবং বলিবার সুযোগ হইলেও "চোরা না শুনে ধর্ম্মের কাহিনী"—ন্যায়ের ফাঁকিতে পড়িয়া গেলাম। ভোগের উদ্দেশ্যে জীবন ধারণকে যাহারা একমাত্র উদ্দেশ্য জানিয়াছেন, তাঁহারাও পাপ পুণ্য এবং পরিণামচিন্তা ছাড়িয়া অত্যন্ত নিষ্ঠুরের ন্যায় প্রাণিহিংসাদি দ্বারা অখাদ্য, অমেধ্য দ্রব্য-ভোজনে শৃগাল-ভক্ষ্য দেহ পরিপুষ্ট করিতে পরাঙ্মুখ হন না। আমি কিন্তু ভোগের পরিণাম চিন্তা করিয়া অথচ ভোগ-প্রবৃত্তিকে সযত্নে হৃদয়ে বাসস্থান প্রদান করিয়া বাহিরে ত্যাগীর বেশ গ্রহণ করিয়াছি এবং অমেধ্যাদি দ্রব্য গ্রহণে বিরত হইলেও ভোগ ব্যতীত ভোগাতীত সেবা পিপাসা হৃদয়ে প্রবল হইতেছে না। সাধু শাস্ত্র বলেন, অমেধ্য বা আমিষ এবং মেধ্য বা নিরামিষ ভোজন করিলেই যে ভোজনকারী ভোক্তা নিবৃত্তিলাভ করিবেন এমন নহে, পরন্তু বিশিষ্টে বা পরমপুরুষ ভগবানে ঐকান্তিক ভক্তগণ কর্ত্তৃক নিবেদিত ভগবদুচ্ছিষ্ট বা মহাপ্রসাদ ভক্তগণ সেবা করিলে সেই অপ্রাকৃত উচ্ছিষ্ট বা মহা মহাপ্রসাদ ভোজনে সেবন-পরায়ণের ভগবানে এবং ভক্তে নিষ্ঠা প্রীতি উৎপাদন করিয়া নির্বিশেষ ব্রহ্মে অথবা জড় বিশিষ্ট জাগতিক দ্রব্যাদি ভোজনে বা গ্রহণে অরুচি আনয়ন করে। তাই শ্রীগৌরসুন্দরের ভক্তিবিনোদ দয়ার মূর্ত্ত বিগ্রহ শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুর গাহিয়াছেন;—

তব নিজজন, প্রসাদ সেবিয়া
উচ্ছিষ্ট রাখিবে যাহা।
আমার ভোজন, পরম আনন্দে
প্রতিদিন হবে তাহা॥

জগতে অনেকের ভাগ্যে হরিকথা শুনিবার সুযোগ হয় না। আবার অনেকের ইচ্ছা না থাকিলেও ইচ্ছাময়ের অমোঘ ইচ্ছায় শ্রবণ সৌভাগ্য লাভ হয়। সেই ভাল কথা শুনিয়া অনেক পতিত ব্যক্তি সাধুর আনুগত্যে ভাল বা সৎ হইয়া যায়। আমার সৌভাগ্যে সর্ব্বজীব-সুহৃৎ ভগবানের নিজজনের নিকট ভগবৎ-কথা প্রচুর পরিমাণে শুনিবার সুযোগ এবং মহামহাপ্রসাদ লাভের অপ্রত্যাশিত লাভ হইলেও আমার কি দুরদৃষ্ট ক্ষেত্রে উপলব্ধি হইতেছে না। দুর্ভাগার লক্ষণ ইহা বই আর কি? গুরুবৈষ্ণবের আনুগত্যে কৃষ্ণপ্রীতি নির্গুণ মঠমন্দিরাদিতে বাসের অপূর্ব্ব সুযোগ পাইয়াও কৃষ্ণ-কার্ষ্ণ স্ফূর্ত্তি আমার ভাগ্যে হইল না। আমার ন্যায় রক্ষকুলপতি রাবণের বুদ্ধিবিশিষ্ট জনগণের শ্রীরামপদ-সেবা লাভ না হওয়ায় সংসারই চরম লাভে পরিগণিত হয়। আমার ভোজন, ভজন-পরায়ণ ভাগবতের অথবা ভগবানের সেবার জন্য নহে, উত্তরোত্তর ভোগ-বৃদ্ধির জন্য।

পতিতের উদ্ধার-কর্ত্তা পতিতপাবন বৈষ্ণবই জগৎগুরু। ভ্রান্ত জীবের ভ্রান্তি অপনোদন করিয়া স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত করাই বৈকুণ্ঠগত বৈকুণ্ঠপ্রেরিত জনগণের বৈকুণ্ঠ ভগবানের সেবা। কাহাকেও বা উপদেশ, কাহাকেও বা মহামহাপ্রসাদ প্রদান এবং কাহারও বা মস্তকে দেবদুর্লভ শ্রীচরণরেণু প্রদানের দ্বারা কৃপা করাই করুণাবারিধি কার্ষ্ণগণের স্বভাব। ওহে পতিতপাবন প্রভুপাদ! আপনি আমাকে সর্ব্ববিষয়ে অযাচিত ভাবে করুণা করিলেও আমি যে কোন প্রকারেও আপনার গম্ভীর হৃদয়ের করুণাবারি নিজ দুর্ভাগ্যদোষে গ্রহণ করিলাম না। আমাকে এখন কেশে ধরিয়া সংশোধন না করিয়া ছাড়িয়া দিলে চলিবে না। আমার বলিবার অনেক থাকিলেও বাচালতা ও কপটতা বলিবার মত কিছুই বলিতে দেয় না। অতএব আমায় ভক্তিকৃপা করুন।

লিঙ্গ শরীর

(শ্রীপাদ অতীন্দ্রিয় ভক্তিগুণাকর)

লিঙ্গদেহ অনুসারে জীবের শুদ্ধ আত্ম-স্বরূপ-গত নিত্য চিন্ময়-দেহের অনুমান করা যায় বলিয়া ইহাকে লিঙ্গদেহ বলা হয়। বাহ্য স্থূলদেহ পাপ-পুণ্য বশতঃ জীবাত্মার নিত্য চিন্ময় দেহের সদৃশ বা বিসদৃশ হইতে পারে, অতএব উহাকে লিঙ্গদেহ বলা যায় না। এই লিঙ্গ দেহ অনাদি, পরন্তু এই স্থূলদেহ সাদি পদার্থ।

কিছু পরিমাণে রেতঃ পদার্থ হইতে এই বাহ্যদেহ উৎপন্ন হইয়া থাকে। ঐ রেতঃ পদার্থের স্বভাবতঃ কর-চরণাদি রূপ থাকে না। যদি উহাতে জীব প্রবিষ্ট না হয়, তাহা হইলে উহা বিনষ্ট হইয়া যায়।

বাহ্য ইন্দ্রিয়গণ সেই শুদ্ধ আত্ম-দেহগত ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ-বশতঃই বাহ্য বিষয়ে বিবিধ জ্ঞান উৎপাদনে সমর্থ হয়, অবশ্য ইহা স্বীকার না করিলে জড় বাহ্য ইন্দ্রিয়গণ কারণ শূন্য হইয়া যায়। চেতন কারণ ব্যতীত জড় বাহ্যেন্দ্রিয়গণ স্বতঃ-জ্ঞান উৎপাদনে সমর্থ হয় না। অতএব সমস্ত জীবের শুদ্ধ-চিদানন্দ-স্বরূপ যে স্বভাবতঃ সাকার, তাহা স্পষ্টীকৃত হইতেছে।

কঞ্চুক অর্থাৎ দেহাবরণ বা জামা প্রভৃতি যেমন দেহের অনুরূপ প্রাপ্ত হয়, অন্য বস্ত্রাদি সেরূপ হয় না। অতএব জীবের শুদ্ধ-চিন্ময় দেহের রূপ স্বীকার না করিলে ঔপাধিক লিঙ্গ ও স্থূল-শরীরগত রূপের কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারে? যদি জীবের চিন্ময় শরীরে রূপ না থাকে; তাহা হইলে লিঙ্গদেহ এবং স্থূলদেহগত রূপপরম্পরায় হেতুশূন্য হইয়া পড়ে।

পরমাণু প্রভৃতি পারিমাণ্ডল্য আকৃতি-বিশিষ্ট; পরমাণু সর্ব্বদিকেই মণ্ডলাকৃত বলিয়া পণ্ডিতগণ ইহাকে পারিমাণ্ডল্য নামক পরিমাণ-বিশিষ্ট বলিয়া থাকেন। অচেতন পদার্থ পরমাণুর সমষ্টি, অতএব অচেতন পদার্থের বৃত্ত, চতুষ্কোণ প্রভৃতি আকৃতি হওয়াই ন্যায় সঙ্গত। তবে যে মানব ও পশ্বাদির স্থূল দেহে হস্ত পদ কর্ণ ও নেত্রাদি আকৃতি দেখা যায়, তাহা চেতন সাহায্যেই গঠিত হয়; অন্যথা অচেতন লিঙ্গ ও বাহ্য দেহে জড়বস্তু বিলক্ষণ অর্থাৎ বৃত্ত চতুষ্কোণাদি হইতে বিভিন্ন প্রকার হস্ত পদাদি বিশিষ্ট রূপ কি করিয়া উৎপন্ন হইতে পারে?

লিঙ্গশরীরস্থ মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার জড়া বা অপরা প্রকৃতিরই অংশ। সেই প্রকৃতিও সূক্ষ্মা পরমাণুরূপিণী। ঐ লিঙ্গ-শরীর প্রকৃতির ন্যায় আকার-যুক্ত নহে। যদি কেহ বলেন যে, প্রকৃতিরই বিকার হইতে তাদৃশ আকার-বিশিষ্ট লিঙ্গদেহ উৎপন্ন হয় তাহা হইলে উত্তরে বলা যাইবে যে, সূক্ষ্ম পরমাণুরূপা প্রকৃতির বিকার হইতে স্থূল-রেণুবৎ উৎপত্তি হইতে পারে, হস্তপদাদি সম্ভবপর হয় না। পুরুষ কৃত অর্থাৎ লিঙ্গশরীরকে পুরুষ প্রতিকৃতি স্বীকার করিলে তাহার হস্তপদাদির সদ্ভাব সিদ্ধ হয়। অতএব লিঙ্গশরীর পুরুষের প্রতিরূপ ইহাই একমাত্র স্বীকার্য্য।

স্বাভাবিক লোহিত বস্তুর সান্নিধ্য বশতঃই স্ফটিকে লৌহিত্য দৃষ্ট হয়। স্ফটিক স্বচ্ছ এবং লৌহিত্য উহার ঔপাধিক বর্ণ। স্ফটিকের ঔপাধিক বর্ণ দর্শনে অনুমান দ্বারা যেমন নিকটস্থ লোহিত বস্তুর বর্ণের পরিচয় পাওয়া যায়, সেই প্রকার জড়, স্থূল বা লিঙ্গদেহগত হস্তপদ নেত্রাদি ঔপাধিক-রূপ-দর্শনে অনুমান দ্বারা জীবের শুদ্ধ-আত্মস্বরূপগত হস্তপদাদি বিশিষ্ট রূপের ইঙ্গিত বুঝিতে পারা যায়।

মাতৃ কুক্ষিতে সিঞ্চিত বিন্দু-পরিমাণ রেতঃ বর্দ্ধিত হইয়া বৃত্ত-চতুষ্কোণাদি আকারের পরিবর্ত্তে হস্তপদ নেত্রাদি বিশিষ্ট কি করিয়া হইতে পারে, যদি শুদ্ধ চিন্ময় হস্তপদাদি বিশিষ্ট চেতন জীবাত্মা ঐ রেতঃ-কণ-মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া উহাকে ক্রমশঃ হস্তপদাদি বিশিষ্টরূপে পরিণত না করিত। অপিচ হস্ত পাদ বিশিষ্ট চেতন জীবাত্মা যদি উহাতে প্রবিষ্ট না হইত, তাহা হইলে ঐ রেতঃকণ, রক্ত ও জলের পরিণামে পচিয়া বিনষ্ট হইয়া যাইত। মৃত্যুর পর জীবাত্মা স্থূলদেহ হইতে নির্গত হইলে, বাহ্য স্থূলদেহ ক্রমশঃ পচিয়া হস্তপদ নেত্রাদি পরিত্যাগ করত অচেতন জড়পিণ্ডের আকার ধারণ করিতে বাধ্য হয়। ইহা হইতেই নিরাকৃত হইতেছে যে চেতন হস্ত-পদ-নেত্রাদি-বিশিষ্ট জীবাত্মার অবস্থান হেতু বাহ্য স্থূল দেহে হস্ত-পদ নেত্রাদি লক্ষিত হয়।

বরুণ লোকে জলীয় দেহ, অগ্নিলোকে তৈজসদেহ, বায়ুলোকে বায়বীয়দেহ এইরূপ পৃথক্ পৃথক্ দেহে জীবের অবগত হওয়া যায়। অতএব পিতৃ লোকে (শ্রাদ্ধভোজী) জীবের এই হস্তপদাদি স্থূল দেহাতিরিক্ত দেহান্তর স্বীকার করা উচিত। কারণ পরলোকগত জীবের তাদৃশ দেহ স্বীকার না করিলে শ্রাদ্ধস্থানে উপস্থিতি, পিণ্ডগ্রহণ ও ভোজনাদি ব্যাপার সম্ভবপর হয় না।

জীবের শুদ্ধ স্বরূপটী নিরাকার হইতে পারে একথা যাঁহারা বলেন, প্রকৃতপক্ষে তাঁহারা বস্তুতত্ত্বজ্ঞানহীন। চেতন ও অচেতন বস্তু মাত্রই পৃথক্ পৃথক্ আকৃতি-বিশিষ্ট। অচেতন পদার্থ স্বভাবতঃ বৃত্ত, চতুষ্কোণ প্রভৃতি আকার ধারণ করে। যদি হস্ত পদ নেত্রাদি-বিশিষ্ট কোন চেতন জীব কোন অচেতন পদার্থে প্রবেশ করে, তাহা হইলে সেই অচেতন পদার্থ হস্ত পদ নেত্রাদি বিশিষ্ট হইতে পারে, নচেৎ নহে।

জীবাত্মা চিন্ময় এবং সেই জন্য সেই দেহ সর্ব্বদা সুখ ও জ্ঞানরূপী। এবং অনাদি নিত্য সত্য বস্তু। স্থূল বা লিঙ্গ দেহ নশ্বর ধাতুতে গঠিত। যাঁহারা উহাতে আত্ম-বুদ্ধি স্থাপন করেন, তাঁহারা স্বরূপভ্রান্ত ও ত্রিতাপের দ্বারা পুনঃ পুনঃ ক্লেশই সহ্য করিয়া থাকেন।

হস্ত নেত্র পদাদি বিশিষ্ট শ্রীহরির প্রতিবিম্বরূপে এই জীবসমুদয় উৎপন্ন হইয়াছে এবং সেই বিম্বরূপী শ্রীহরির সহিত জীবগণ নিত্য সেব্য সেবক রূপ সম্বন্ধ-বিশিষ্ট। যে সমুদয় ভাগ্যবান জীব নিজের ভগবদ্দাস্যপর সম্বন্ধ অবগত হইয়া কায়মনোবাক্যে নিজ প্রভু শ্রীহরির সেবার জন্য জীবন উৎসর্গ করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তাঁহারাই দিব্য জ্ঞানে উদ্ভাসিত ও প্রেমানন্দে চিরমগ্ন। ভগবৎ-সম্বন্ধহীন অজ্ঞ বা কপট ভাবুক ভক্ত বেশধারী মানবসমূহ মনুষ্য জীবনের চরম প্রাপ্য যে বিমল প্রেমানন্দ, তাহাতে তাহারা বঞ্চিত।

প্রচার প্রসঙ্গ

ময়মনসিংহ কলেজ হোষ্টেল
২০।১২।২৯

ময়মনসিংহ আনন্দমোহন কলেজের সংস্কৃত অধ্যাপক মিঃ জে, এম, ঘোষ এম,এ বি এল মহোদয় পত্রদ্বারা জানাইতেছেন—

গত ৬ই ডিসেম্বর তারিখে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত এবং শ্রীপাদ ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ চারিজন ব্রহ্মচারী সহ ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী প্রচারার্থ এই সহরে শুভ পদার্পণ করিয়াছেন। ৩।৪ দিন অবস্থানের পর ত্রিদণ্ডিভক্ত শ্রীপাদ সাগর মহারাজ প্রচারার্থ অন্যত্র চলিয়া যান, সম্প্রতি তিনি এই জেলার সদর মহকুমার অধীন [illegible] ও সন্নিকটস্থ পল্লীস্থানে শুদ্ধভক্তির কথা প্রচার করিতেছেন। শ্রীপাদ পর্ব্বত মহারাজ এই সহরে একপক্ষকাল বহু বহু উচ্চশিক্ষিত ও উচ্চপদস্থ ভদ্রলোক ডিঃ ম্যাজিষ্ট্রেট, ডেঃ ম্যাজিষ্ট্রেট, জজ, সবজজ, অধ্যাপক, উকীল, জমিদার, ব্যবসায়ী ও অন্যান্য লোকের দ্বারে দ্বারে গিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিমল ভক্তিধর্ম্মের কথা প্রচার করিয়া, কিশোরগঞ্জ মহকুমার বাজিতপুর অঞ্চলে অদ্য শুভবিজয় করিয়াছেন। ঢাকা শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠ হইতে শ্রীপাদ ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ কিশোরগঞ্জে শুভাগমন করিয়া—শুদ্ধভক্তিকথা কীর্ত্তনের দ্বারা লোকের শুদ্ধভক্তির উদয় করাইতেছেন বলিয়া সংবাদ প্রাপ্ত হইয়াছি।

শ্রীপাদ [illegible] এখানে থাকাতে একদিন [illegible] এবং আর একদিন শ্রীচরিতামৃত পাঠ করিয়াছেন। স্থানীয় উকিল শ্রীযুক্ত [illegible] শেখরকুমার মুন্সী এম, এ, বি, এল, [illegible] সাহেব অযাচিত আহ্বানে, [illegible] অনেক উকিল, অধ্যাপক এবং বিদ্বজ্জনের নিকট একদিবস শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করিয়াছেন। বাস্তব সত্যের কথা, দার্শনিক বিচার ও শুদ্ধভক্তির সিদ্ধান্ত শ্রবণে শ্রোতৃগণ এত আনন্দিত ও উৎসাহিত হইয়াছেন যে—সম্ভ্রান্ত মুন্সী মহাশয় এবং তাঁহার আত্মীয়বর্গ—এই সাত্বত প্রেমধর্ম্মের কথা টাঙ্গাইল অঞ্চলে তাঁহাদের গ্রামে গ্রামে প্রচার করিবার জন্য সন্ন্যাসী মহারাজকে অনুরোধ করেন এবং যথা সাধ্য সাহায্য করিতে স্বতঃই প্রতিশ্রুত হন। অপর একদিন স্থানীয় জমিদার ও লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকিল শ্রীযুক্ত মহিমচন্দ্র রায় এম, এ, বি, এল, মহোদয়ের বাড়ীতে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ হয়। এই দিনের পাঠে মহিমবাবুর সাদরাহ্বানে অ্যাডিশনেল ডিঃ ও সেসনজজ, ডেঃ ম্যাজিষ্ট্রেট, কয়েকজন খ্যাতনামা উকিল, মোক্তার, অধ্যাপক, হেড্‌মাষ্টার এবং অন্যান্য বহু বিশিষ্ট শিক্ষিত ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন। এতদ্ব্যতীত বহু ভদ্রমহিলাও নিমন্ত্রিত হইয়া উপস্থিত ছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবতের [illegible], বেদান্ত-ভাষ্যত্ব, অভ্রান্তীয় প্রামাণিকতা, দেশকাল নিরপেক্ষে সার্ব্বজনীনতা বিষয়ক বিস্তৃত কীর্ত্তনের পর ভাগবত চূড়ামণি প্রহ্লাদ মহারাজের উপাখ্যান বিস্তারিত আলোচিত হয়। মহিমবাবুর বাড়ীতে ইহার পরেও আরও দুদিন সন্ধ্যার পর বহুক্ষণ ধরিয়া হরিকথা আলোচিত হইয়াছে। মহিমবাবুর আন্তরিকতা, বিনয়, আচার, চরিত্রের মাধুর্য্য ও সারল্য বিশেষ প্রশংসনীয়। গৌর নিত্যানন্দের কৃপায় মহিমবাবুর ভাগবত শ্রবণ ও সেবায় আগ্রহ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইবে বলিয়া আমরা আশা করিতে পারি।

শ্রীধাম মায়াপুর নবদ্বীপ প্রদর্শনীর বিষয়সমূহ [illegible] ধারণা করিতে না পারিলেও, এরূপ অভূতপূর্ব্ব পারমার্থিক প্রদর্শনীর কল্পনা শ্রবণে সকলেই বিস্মিত ও কৌতূহলী হইয়াছেন। প্রদর্শনীতে যোগদান করিবার কিছু কিছু আগ্রহ ও অনেকের মনেও উদিত হইয়াছে। শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু কৃপা করিয়া সকলকেই আকর্ষণ করুন।

ময়মনসিংহ সহরে বহু উচ্চশিক্ষিত ভদ্রলোকের বাস। এখানে বক্তৃতা ও পাঠ পরম্পরার সাহায্যে কিছু দীর্ঘকাল ধরিয়া মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধ হরি-কথা প্রচারিত হওয়া দরকার।

শ্রীধাম মায়াপুর নবদ্বীপ প্রদর্শনী

৩রা ফেব্রুয়ারী—১৭ই মার্চ্চ, ১৯৩০

শ্রীধাম মায়াপুর-নবদ্বীপ-প্রদর্শনী
পারমার্থিকগণের পরমার্থ-ভাবোদ্দীপক।

শ্রীধাম মায়াপুর-নবদ্বীপ প্রদর্শনী
আর্থিকগণের অর্থের প্রশস্ত পন্থা-প্রদর্শক॥

শ্রীধাম মায়াপুর-নবদ্বীপ প্রদর্শনী
শিল্পীর শিল্পোন্নতি-বিধায়ক।

শ্রীধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপ প্রদর্শনী
কৃষির নব নব ভাণ্ডার প্রদর্শক॥

শ্রীধাম মায়াপুর-নবদ্বীপ-প্রদর্শনী
জ্ঞানীর জ্ঞান-ভাণ্ডার বিস্তারক।

শ্রীধাম মায়াপুর নবদ্বীপ-প্রদর্শনী
অজ্ঞানের জ্ঞানাক্ষি-প্রদায়ক॥

শ্রীধাম মায়াপুর-নবদ্বীপ-প্রদর্শনী
পণ্ডিতের পাণ্ডিত্য-প্রদর্শক।

শ্রীধাম মায়াপুর নবদ্বীপ-প্রদর্শনী
মূর্খের মূর্খত্ব-নিরসক॥

শ্রীধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপ-প্রদর্শনী
ধনীর ধন-বৃদ্ধির প্রশস্ত উপায়।

শ্রীধাম-মায়াপুর নবদ্বীপ-প্রদর্শনী
নির্দ্ধনের ধনলাভের সহায়॥

শ্রীধাম মায়াপুর নবদ্বীপ-প্রদর্শনী
সবলের বল-পরীক্ষক।

শ্রীধাম মায়াপুর-নবদ্বীপ-প্রদর্শনী
দুর্ব্বলের বল-প্রদায়ক॥

অতএব শ্রীশ্রীধাম মায়াপুরনবদ্বীপ-প্রদর্শনী সকলেরই হিতকর। সুতরাং শ্রীধাম মায়াপুরনবদ্বীপ প্রদর্শনীতে সকলেই যোগদান করুন।

উড়িষ্যায় প্রচার

শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তি[illegible] গিরি মহারাজ গত ৮-১১-২৯ ইং [illegible] নিবাসী ভক্তপ্রবর মধুসূদন সাউ মহাশয়ের বাটীতে বহু ভদ্র-মণ্ডলীর সমাজে শ্রীমদ্ভাগবত হইতে বলি মহারাজের আত্মসমর্পণ ও গৃহস্থ ভক্তের আচরণ বিষয়ক গভীর গবেষণাপূর্ণ কথা কীর্ত্তনদ্বারা শ্রোতৃমণ্ডলীকে কৃতার্থ করিয়াছেন। স্বামীজীর অমায়িক ব্যবহারে ভক্তগণ আকৃষ্ট হইয়া বৈষ্ণবধর্ম্মের উপদেশ তৃণাদপি সুনীচ ও অমানী মানদ [illegible] বহু শিক্ষা [illegible] কুসংস্কার অপনোদন করিয়াছেন।

স্থানীয় শিক্ষিত ভদ্রমণ্ডলীর আগ্রহ অতীব প্রশংসনীয়।

পর-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

সম্প্রতি পর বিদ্যাপীঠে নিম্নলিখিত শিক্ষণীয় বিষয়নিচয়ের অধ্যাপকের আসন সমূহ সংস্থাপিত হইয়াছে—বিদ্যার্থিগণ আবেদন করুন।

১। সাহিত্যাসন, ২। ঐতিহ্যাসন,
৩। সম্প্রদায়বৈভবাসন, ৪। ভক্তিশাস্ত্রাসন,
৫। তত্ত্বশাস্ত্রাসন, ৬। বেদান্তাসন,
৭। একায়নাসন।

শ্রীনন্দলাল রায় বি, এ, কাব্যতীর্থ, বিদ্যাসাগর,
সম্পাদক—পরবিদ্যাপীঠ, শ্রীধাম মায়াপুর।

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

শ্রী ... প্রকাশ হইতে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৪০৲ চল্লিশ টাকা।

২৭২৪ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে,

সপ্তচত্বারিংশ খণ্ডে সূচী ছাপা হইতেছে।

৪৬শ খণ্ড গ্রন্থ নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে ১৫৷৴০ সাধারণ পক্ষে ২০৸৶০। প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৶০, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ।৴০।

দশম স্কন্ধের ভিক্ষা ১২৲, অগ্রিম সাধারণের পক্ষে ৮৲।

৬২ অধ্যায়পর্যন্ত একাদশ সংখ্যা ছাপা হইয়াছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

"শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত"

সূচী প্রভৃতি সহ সম্পূর্ণ ছাপা শেষ হইয়াছে

আদি, মধ্য, ও অন্ত্যলীলা এবং সূচী ছাপা হইয়া সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছেন। যাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ১০৲ টাকা ভিক্ষার তৃতীয় সংস্করণ ৪৲ টাকায় না পাইয়া অপূর্ব্ব সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের জন্যই উহার ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছেন। সেই ১০৲ টাকার এই বিরাট গ্রন্থের শত সংখ্যা মাত্র ৫৲ টাকা ভিক্ষায় দেওয়া হইতেছে। গ্রাহকগণ সত্বর হউন পরে আর এ সুযোগ থাকিবে না।

শ্রীচৈতন্য ... অধিকার

শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

সভাষ্য আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র গ্রন্থ ৮৲ স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲

নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪৷৷০ টাকা

শ্রীচৈতন্য মঠের যাবতীয় গ্রন্থ

কার্য্যাধ্যক্ষ, গ্রন্থ... শ্রীচৈতন্য মঠ

পোঃ ... মায়াপুর, নদীয়া।

... রোড, কলিকাতা

... দিবেন।

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত ভক্তি গ্রন্থাবলী

যে সব উৎকলবাসী ভক্ত বাংলা অক্ষর পাড়তে জানেন না, তাঁহাদের শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর প্রচারের পরম উপাদেয় ভক্তি-কথা জানিবার সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে উড়িয়া-অক্ষরে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হইয়াছে বাংলা গ্রন্থের তুলনায় উড়িয়া গ্রন্থগুলির ভিক্ষাও অপেক্ষাকৃত অল্প।

গ্রন্থের নাম	ভিক্ষা
শ্রীহরিনাম চিন্তামণি, প্রতিখণ্ড	৷৷০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	১৲
সাধন পথ (শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টক) প্রতিখণ্ড	।০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৷৷০
কল্যাণ কল্পতরু প্রতিখণ্ড	৶০
একত্রে ৩খণ্ড লইলে	।০
গীতাবলী প্রতিখণ্ড	⁄১০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৶১৫
শরণাগতি—প্রতিখণ্ড	⁄০
একত্রে ৩খণ্ড লইলে	৶৫

প্রাপ্তিস্থান { শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ, কটক
এবং
শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, পুরী

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিম্নলিখিত মঠসমূহে প্রাপ্তব্য:—

১। শ্রীচৈতন্য মঠ,—পোঃ, শ্রীধামমায়াপুর, (নদীয়া)।
২। শ্রীগোরগদাধর মঠ,—চাঁপাহাটি, সমুদ্রগড় পোঃ, (বর্দ্ধমান)।
৩। শ্রীভাগবত আসন,—ভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৪। শ্রীগৌড়ীয় মঠ,—১নং উল্টাডাঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা।
৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ,—পোঃ চটকপর্ব্বত, পুরী।
৬। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ,—উড়িয়া বাজার, কটক।
৭। শ্রীভাগবত মঠ,—চিরানিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।
৮। শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ,—৩৬নং অগস্ত্যকুণ্ড(?), কাশী, ইউ, পি।
৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,—ছিপগাড়ী, বৃন্দাবন, মথুরা, ইউ, পি।
১০। শ্রীপরমহংস মঠ,—নিমসার পোঃ সীতাপুর, ইউ পি।
১১। শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ,—কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল, পাঞ্জাব।
১২। শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠ,—৯নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।
১৩। শ্রীগদাইগৌরাঙ্গ মঠ,—বালিয়াটি, ঢাকা।
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম,—আমলাযোড়া, রাজবাঁধ পোঃ, বর্দ্ধমান।
১৫। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ,—চমৎকোন্দা, চিরকুণ্ডা পোঃ, মানভূম।
১৬। শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয় মঠ,—আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী, উড়িষ্যা।
১৭। শ্রীগৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয় ১০।১ হনুমান রোড, নিউদিল্লি

এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণের নিকটও

নদীয়া-প্রকাশ প্রাপ্তব্য।

১। শ্রীযুক্ত জনার্দ্দন ঘোষ—বসু লজ ক্লে রোড, খুলনা।
২। শ্রীযুক্ত রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিরত্ন—দেওয়ানগঞ্জ, হলদিবাড়ী কুচবিহার।
৩। শ্রীযুক্ত রামরঞ্জন রায়—৭৬।২নং শ্রীগোপাল মল্লিক লেন, কলিকাতা।
৪। মিঃ এস ডি, মুখার্জ্জি—এম, এম, ওয়ার্কস দি মল, কানপুর।
৫। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণবিহারী জ্যোতিভূষণ—স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া।
৬। শ্রীরাসবিহারী দাস অধিকারী, নবদ্বীপ।
৭। শ্রীবিরাজমোহন দে—মনমোহন প্রেস, নবাবপুর, ঢাকা।
৮। শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ গড়গড়ি ...

... পুন সেইমত মায়া পাছে ছাড়ি মরে

শ্রীচৈতন্যমঠের গ্রন্থাবলী

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বিরচিত

ভক্তি-গ্রন্থাবলী।

উৎকৃষ্ট কাপড়ে বিলাতী ধরণে বাঁধাই স্বর্ণাক্ষরযুক্ত। চতুর্থ সংস্করণ। বিস্তৃত বিষয়সূচীসহ

জৈবধর্ম্ম

বাঁধাই ২৲ দুই টাকা

প্রকাশিত হইয়াছে

সনাতন ধর্ম্মশাস্ত্র বেদ, বেদান্ত, উপনিষৎ গীতা, শ্রীমদ্ দর্শন, পুরাণ, তন্ত্রাদি সকল গ্রন্থ পাঠ করিবার অবসর অতি অল্প মানবের ঘটিয়া থাকে। অনেকের যোগ্যতা না থাকায় সেই সমস্ত গ্রন্থের মর্ম্ম অবগত হইতে পারেন না। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বাঙ্গালীর এই অসুবিধা দূরীভূত করিবার জন্য এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

বিদ্যালয়ের ছাত্র বা শিক্ষকগণের বিশেষ পাঠ্য, এই হেতু শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টার বাহাদুর ইহা সমস্ত বিদ্যালয়ের জন্য অনুমোদন করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

প্রথম খণ্ড ভিক্ষা—১৲ একটাকা।

যুক্তিপূর্ণ শাস্ত্রবাক্য দ্বারা প্রত্যেক মানবের নিত্য কর্ত্তব্য ও অনিত্য সাময়িক কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। গ্রন্থের প্রতি উক্তি সনাতন শাস্ত্রবাক্য দ্বারা সমর্থিত ও প্রমাণিত হইয়াছে। দেহের, মনের ও আত্মার ধর্ম্ম কি? স্বদেশ, সমাজ, নীতি, ধর্ম্ম কি? ইত্যাদি বিষয় ক্রমানুসারে এমন সুন্দরভাবে যুক্তিসহকারে আলোচিত হইয়াছে যে, প্রথম পংক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত পাঠ না করিয়া নিরস্ত হওয়া যায় না।

শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ভিক্ষা ৵৹

ঐ প্রমাণ খণ্ড ভিক্ষা ৵৹

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিহার ও লীলাভূমি নয়টী দ্বীপ-সমন্বিত। এই নয় দ্বীপের প্রাচীন বিবরণ—প্রত্যেক দ্বীপে শ্রীমহাপ্রভুর লীলা—প্রত্যেক দ্বীপের পরিচয়, শ্রীধাম-মাহাত্ম্য—বামাপবাদ কি? ইত্যাদি বিষয় বিশেষভাবে মনোহর ছন্দে বর্ণিত। পকেট সাইজ প্রায় ১৬০ পৃষ্ঠা।

শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ

উজ্জ্বল বোল্ড-রু কালীতে উত্তম কাগজে ছাপা— শ্রীনবদ্বীপধাম দর্শনে ভাবুক দর্শনকারীর কি প্রকার ভাবে উদয় হয়, তাহা এই গ্রন্থে বর্ণিত। অতি চমৎকার। ভিক্ষা চারি আনা।

শ্রীরূপানুগ

৷৵৹ দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু ও শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভুকে উপলক্ষ করিয়া কৌশলে কথা বলিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিচার অতি সুন্দরভাবে বর্ণিত হইয়াছে। ইহা ছাড়া শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদিষ্ট শিক্ষা ও উপদেশ বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-জগতে অভিনব গ্রন্থ!!

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতি-গ্রন্থাবলী :—

শরণাগতি

পকেট সাইজ অষ্টম সংস্করণ ভিক্ষা /৹ আনা

দেহ ও মনের চেষ্টা পরিত্যাগ করিয়া—জীব যখন জীব বুঝিতে পারে, তখন একমাত্র নিত্যবস্তু শ্রীভগবানের প্রতি তাহার কোন্ জাতীয় আবেগময়ী প্রার্থনা হয় এবং শ্রীভগবানে সর্ব্বান্তঃকরণে নিষ্কপটে কি প্রকারে শরণাপন্ন হইতে হয়, ইত্যাদি বিষয়ক প্রাণস্পর্শী প্রার্থনা ও আত্ম-সমর্পণমূলক গান। তাড়য়া সংস্করণও প্রকাশিত হইয়াছে।

ভিক্ষা প্রতি খণ্ড /৹ এক আনা।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা— /৹, নবদ্বীপশতক— /৹

অর্থপঞ্চক—/৹

কল্যাণকল্পতরু

পকেট সাইজ পঞ্চম সংস্করণ, ভিক্ষা /১৹

আমরা প্রত্যহ নূতন অভাব ও কামনার বশবর্ত্তী হইয়া পুনঃপুনঃ যে অকল্যাণকে কল্যাণ বলিয়া গ্রহণ করি এবং যাহার নিকট কল্যাণ কামনা করি, তিনি যে নিত্য বা যথার্থ কল্যাণ প্রদানে অসমর্থ এবং কোন্ বস্তু আমাদের নিত্য কল্যাণদাতা এবং কি ভাবে আমরা সেই কল্যাণলাভে সমর্থ হইব, এই সকল কথা সরল গানে লিখিত। এই গীতিগ্রন্থ বাস্তবিকই কল্যাণের কল্পতরু, যাহা প্রত্যেককে নিত্যকল্যাণ প্রদানে

শ্রীল চক্রবর্ত্তি-ঠাকুরের টীকা সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর কৃত টীকা ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কৃত অনুবাদ। টীকাকারের জীবনী, শ্লোক-সূচি, বিষয়সূচি প্রভৃতি বহু প্রয়োজনীয় বিষয় সংবলিত প্রায় ৪২৫ পৃষ্ঠা। উৎকৃষ্ট সিল্কে বাঁধাই ২৲ দুই টাকা, কাগজে বাঁধা ১৷৹

শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ কৃত ভাষ্য সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

কাগজ ও ছাপা উৎকৃষ্ট। সিল্কে বাঁধাই, সোণার জলে নাম লেখা রাজসংস্করণ ১৲ টাকা, সাধারণ সংস্করণ ১৷৹, গৌড়ীয়ের গ্রাহকপক্ষে ১৷৹

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি (সাম্প্রদায়িক কোষগ্রন্থ)

বিষয়ঃ—১। ভক্তিশাস্ত্রে ব্যবহৃত শব্দাবলীর অর্থ, ২। চারি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের চরিত্র, ৩। বিষ্ণুবৈষ্ণবসম্পৃক্ত শ্রীমন্দির ও শ্রীবিগ্রহের বিবরণ, ৪। বৈষ্ণবগ্রন্থ ও প্রবন্ধ-সমূহের তাৎপর্য্য ও বিবরণ, ৫। বিষয় বিশেষের লৌকিক ও শাস্ত্রীয় আকরমূলে যাবতীয় তথ্য। চারিখণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ১ম খণ্ড ৸৹, ২য় খণ্ড ৸৵৹, ৩য় খণ্ড ৸৹, ৪র্থ খণ্ড ৷৶৹, চারিখণ্ড একত্রে ৩৲ (৫ম খণ্ড যন্ত্রস্থ)।

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ—১ম খণ্ড ১৲ এক টাকা

২য় খণ্ড ১৲ এক টাকা—শ্রীমদ্ভাগবতের গ্রাহক ও গৌড়ীয় গ্রাহকগণ ৷৹ টাকায় দুই খণ্ড পাইবেন। বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমজ্জীব গোস্বামিপাদের রচিত গ্রন্থ। ইহাতে ষট্সন্দর্ভের অধিক প্রয়োজনীয় অংশ। প্রায় ... ডবল ক্রাউন ৮ পেজায় ৯৮ পৃষ্ঠা আকারে মুদ্রিত হইতেছে।

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য সঙ্কলিত

সদাচারস্মৃতিঃ

ভিক্ষা /৹ মাত্র

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

হেলার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ৮ আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ছাটবোতলের সমপরিমাণ ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ৷৹ আনা, পাঁইট ৷৵৹ আনা, বোতল ১৵৹ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা।

রেজেষ্টার্ড

মদন মঞ্জরী

বটিকায় স্বপ্ন ও ধাতুবিকার, ইন্দ্রিয়শক্তির হ্রাস, প্রস্রাবে শুক্রপাত, বদহজম, মাথাঘোরা, বুক ধড়-ফড়ানি, অনিদ্রা প্রভৃতি লক্ষণ সত্বর নির্দ্দোষ আরোগ্য হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ৪০ বটী ১৲ এক টাকা।

"নপুংসকত্বারি ঘৃত"

পুরুষত্বহানি রোগে বাহ্যপ্রয়োগ দ্বারা আরোগ্য করিয়া পুরুষত্ব প্রদান করে। মূল্য ২ তোলা ১৲ টাকা।

"রমণবিলাসিনী বটিকা"

বীর্য্যধারণ করত সম্ভোগশক্তি স্থায়ী ও বৃদ্ধি করিতে অত্যাশ্চর্য্য। মূল্য ১৬ বটী ১৲ এক টাকা।

রাজবৈদ্য নারায়ণজী, কেশবজী

১৭৭নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

বিজ্ঞাপন

সাবধান! সাবধান!! সাবধান!!!

জে, বি, দত্তের কোম্পানি বাদাম তৈল

আদি ও অকৃত্রিম এবং নিকৃষ্টতায় সর্ব্বজন পরীক্ষিত ও বহু প্রশংসিত।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী J. B. Dutta & Co. নাম লেখা দেখিয়া খরিদ করিবেন। কতিপয় লোভী লোকগণ কমদরের কৃত্রিম তৈল দিয়া প্রতারণা করিতেছে।

বিনীত—জে, বি, দত্ত

ফেরাস কুইনিন

নূতন এবং পুরাতন ম্যালেরিয়ার যম

ইহাতে উপযুক্ত মাত্রায় ... কুইনিন, আর্সেনিক ...

এই ... একটী বা দুইটী ... সকলপ্রকার কঠিন ম্যালেরিয়া ... এক হইতে এবং ছয় হইতে বারটী ইন-জেকসনে ... সমস্ত উপসর্গ নষ্ট ...

৮ এম্পুলপূর্ণ প্রতি বাক্স—মূল্য ... টাকা

সর্ব্বত্র কেমিক্যাল এণ্ড ক্লিনিক্যাল ল্যাবরেটরীতে প্রস্তুত। ... কলিকাতা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (প্রাচীন নবদ্বীপ) নদীয়া।

পর-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

এখানে আহার এবং বাসস্থান দিয়া বিদ্যার্থিগণকে বিভিন্ন শিক্ষণীয় বিষয় শিক্ষা দিবার বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। অনেক ছাত্র ইতোমধ্যেই আসিয়া পাঠ আরম্ভ করিয়াছেন। বর্ত্তমান বর্ষে সকল ছাত্রই গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

প্রধান অধ্যাপক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শচীপ্রচন্দ্র কাব্য-ব্যাকরণ-সাংখ্য-বেদান্ত-ষড়্‌দর্শন-তীর্থ, সাংখ্যভূষণ, বেদান্তরত্ন, সাহিত্যশাস্ত্রী, ষড়্‌দর্শনবাচস্পতি।

অধ্যাপক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গৌরদাস ব্রহ্মচারী ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীধাম মায়াপুর পরবিদ্যাপীঠ, (নদীয়া)

বেদনাঞ্জন

শ্রেষ্ঠরত্ন।

কলিকাতা কংগ্রেস একজিবিসন হইতে বহু প্রশংসা প্রাপ্ত ও বহু গণ্যমান্য ভদ্রমহোদয়গণ কর্ত্তৃক প্রশংসিত।

* * *

আজকাল বাজার-চলন মিশ্রিত ও বিষাক্ত আহার্য্য সেবনে শরীরের রক্ত স্বতঃই দোষিত হইয়া পড়িতেছে। রক্তই মানব-দেহের শ্রেষ্ঠ উপাদান, এই রক্ত দোষিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মানব বাত, বেদনা, মাথাধরা, মাথা-ঘোরা, দৃষ্টিশক্তির হ্রাস, দাঁতের গোড়া ফুলা, দাঁত কনকনান, দাঁতে পোকা এবং খোস, চুলকানি প্রভৃতি কষ্টদায়ক চর্ম্মরোগে আক্রান্ত হইতেছে। যদি আপনি একান্তই ব্যাধিমুক্ত হইতে চান, তাহা হইলে অযথা পয়সার অপব্যয় না করিয়া অল্প ব্যয়ে এক শিশি বেদনাঞ্জন ক্রয় করিয়া ইহার কার্য্যকারী-শক্তি উপলব্ধি করুন। গুণের তুলনায় মূল্য অতিসামান্য, এক শিশি ৷৵০ আনা মাত্র মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান—এ, সি, চাটার্জ্জী এণ্ড ব্রাদার্স।

৪৫নং গুলকাটি লেন, সালিকা হাওড়া।

সকল মণিহারী দোকানে ও বড় বড় ডাক্তার খানায় পাওয়া যায়।

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

যদিও অদ্যাপি প্রকৃত মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য, তথাপি যাঁহারা নানাবিধ অনিয়মিত উপায়ে অপরিমিত শক্তি নষ্ট করিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন এবং নানা প্রকার মেহ, প্রমেহ ধাতুদৌর্ব্বল্য, স্নায়বিক চঞ্চলতা, বহুমূত্র, দুঃস্বপ্ন, পারদ-সংক্রান্ত পীড়া, অশ এবং স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে যাহারা বাধক, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, সূতিকা, শ্বেত ও রক্তপ্রদর, হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি রোগে ভুগিয়া জীবনে নিরাশ হইয়াছেন, তাঁহারা আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটাল সাহেবের আবিষ্কৃত ইলেক্‌ট্রিক সলিউসন ব্যবহার করিয়া বাঁচিতে পারেন, তাহার শত সহস্র প্রমাণ প্রতি বৎসরেই পাওয়া যাইতেছে। যাঁহারা অন্যান্য বহুবিধ ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরোগ্য হইতে পারেন নাই, তাঁহারা একবার এই ঔষধটী ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক মাসের ব্যবহারোপযোগী এক শিশি ঔষধ ডাকমাশুল সহ ... টাকা মাত্র।

সোল এজেন্ট—ডাঃ ডি, ডি, হাজরা।

হেডঅফিস, গ... ডাকঘর ... কলিকাতা।

ঠিকানা ...

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

অধ্যক্ষ

শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম এ, এফ সি এস (লণ্ডন)

ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক

(প্রফেসার)

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ বিশুদ্ধ ও শাস্ত্রমতে নিজ তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হয়। পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ক্যাটালগ পাঠান হয়। রোগের বিবরণ জানাইলে যত্নপূর্ব্বক ব্যবস্থা দেওয়া হয়। চিঠি পত্রাদি সম্পূর্ণরূপে গোপন রাখা হয়।

মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দুর)

(বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৪৲ টাকা

উৎকৃষ্ট স্বর্ণ, পারদ ও আমলাসার গন্ধক দ্বারা যথাশাস্ত্র প্রস্তুত।

নিত্য প্রয়োজনীয় সর্ব্বরোগনাশক মহৌষধ

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৩৲ টাকা

উৎকৃষ্ট কাশীর আমলকী, বংশলোচন প্রভৃতি যাবতীয় উপাদানে পূর্ণ মাত্রায় যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। কফ, কাসি, সর্দ্দি, যক্ষ্মা, ক্ষয়রোগ, হৃদরোগ প্রভৃতি রোগের মহৌষধ। সর্ব্বপ্রকার দুর্ব্বলতা নাশক অতিশয় পুষ্টিকর মহৌষধ বা খাদ্য বিশেষ।

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬৲ টাকা

ইহা সেবনে ধাতুদৌর্ব্বল্য, শুক্রহীনতা, স্বপ্নদোষ, প্রমেহ ও ধ্বজভঙ্গ সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায়। ইহা অপরিসীম আনন্দদায়ক রসায়ন।

অবলাবান্ধব যোগ

প্রদর, বাধক প্রভৃতি জরায়ুদোষ ও যোনিগত দুরারোগ্য রোগের মহৌষধ

মূল্য—১৬ মাত্রা ২৲ টাকা। ৫০ মাত্রা ৫৲ টাকা মাত্র

বিশুদ্ধ জল! ভয় নাই! বিশুদ্ধ জল!!

লক্ষ্মী টিউব-ওয়েল কোং

২০৫নং নবাবপুর, ঢাকা

বর্ত্তমান-যুগের নব-আবিষ্কৃত যন্ত্রপাতি দ্বারা উন্নত বৈজ্ঞানিক-খনন-প্রণালীতে নলকূপ (*Tube-well*) নির্ম্মাণ করা হয়। বঙ্গের লাট বাহাদুর, প্রাইভেট সেক্রেটারী, জিলা-ম্যাজিষ্ট্রেট, জিলা-বোর্ডের চেয়ারম্যান, ইঞ্জিনিয়ার, জমিদার, তালুকদার, প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত ভদ্রমহোদয়গণ এই কোম্পানীর কার্য্য দেখিয়া প্রশংসা করিয়াছেন। রাসায়নিক পরীক্ষায় জল বিশুদ্ধ না হইলে মূল্য গৃহীত হয় না। বিস্তৃত বিবরণের জন্য পত্র লিখুন।

বৃত্তিসহ সমগ্র

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

ভিক্ষা ২৲ টাকা। শিক্ষার্থি-ছাত্রের পক্ষে ১৷০ দেড়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীপরবিদ্যাপীঠ, শ্রীগৌড়পুর

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

মনোমোহন প্রেস

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা

পূর্ব্ব-বাঙ্গালায় সুলভে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত

বৈদ্যুতিক মেশিনে দিবারাত্র কাজ চলিতেছে

বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা।

শ্রীমায়াপুর ... হইতে—শ্রীবিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

[illegible] সংস্করণ

[Regi]stered No. C 1544

দৈনিক
নদীয়া-প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র।

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৹
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

সাপ্তাহিক হার
অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৵৫

৪র্থ খণ্ড] সম্পাদক—প্রত্নবিদ্যালঙ্কার শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী [২৪৫০ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্য মঠ শ্রীধাম মায়াপুর ১০ই পৌষ শনিবার ১৩৩৬, ২৮শে ডিসেম্বর ১৯২৯

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থাবলী

১।	শ্রীমদ্ভাগবতম্,— শ্লোক সূচী, বিষয়-সূচী প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত। ভিক্ষা, প্রতি খণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৶০ গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশ গ্রাহক পক্ষে	৶০
২।	ভাষ্য-সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ)	৫৲
৩।	গৌড়ীয়-গৌরব	৶০
৪।	গৌড়ীয়-সাহিত্য	।০
৫।	ভজনরহস্য	॥০
৬।	শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম ও শ্রীনবদ্বীপশতকম (বাঁধা)	১৲
	,, ,, ,, আবাঁধা	৸০
৭।	গীতা (শ্রীবলদেবভাষ্যসহ) বাঁধা ২৲ আবাঁধা	১॥০
৮।	গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি-টীকা-সহ) বাঁধা ২৲ আবাঁধা	১॥০
	গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য	॥০
৯।	যুক্তিমল্লিকা গুণসৌরভঃ সানুবাদ (মাধ্ব)	২৲
১০।	বেদান্ততত্ত্বসার সানুবাদ (রামানুজীয়)	॥০
১১।	জৈবধর্ম্ম	২৲
১২।	শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ)	৸০
১৩।	গৌড়ীয়-কণ্ঠহার	২৲
১৪।	প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ)	১৵০
১৫।	দীপ-দিগ্দর্শন	৵০
১৬।	সাধনপথ (৩য় সংস্করণ)	।৵০
১৭।	আচার ও আচার্য্য	।৵০
১৮।	নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা	৸০
১৯।	ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা)	৵০
২০।	শ্রীনবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য	৶০
২১।	নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য (প্রমাণখণ্ড)	৶০
২২।	শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ	।০
২৩।	শ্রীগৌড়মণ্ডল-পরিক্রমা দর্পণ	।০
২৪।	শরণাগতি, গীতাবলী, সাধনকণ, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, নবদ্বীপশতক, অর্থপঞ্চক ও সদাচারস্মৃতিঃ মোট	।৶০
২৫।	কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ও অর্চ্চনকণ	৵০
২৬	সাধককণ্ঠমণি	।০
২৭।	সংস্কারদীপিকা	।০
২৮।	বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড)	৩৲
২৯।	[illegible]	॥০
৩০।	[illegible] প্রভুর শিক্ষা	৸০
৩১।	[illegible] অনুবাদ	।০
৩২।	[illegible]	৸০
৩৩।	[illegible] (দ্বিতীয় সংস্করণ)	৪৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

ইংরাজী ভাষায় ভক্তিগ্রন্থ

১	শ্রীচৈতন্যচরিত ও শিক্ষা	।০
২	নামভজন	।০
৩।	বৈষ্ণবধর্ম্ম আসল ও মেকি	।০
৪।	ভাগবতীয় দর্শন নীতি ও ধর্ম্ম	।০
৫।	কাম ও প্রেমধর্ম্ম	।০
৬।	গৌড়ীয়মঠ কি করেন	৴০

শ্রীধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপ-প্রদর্শনী, নদীয়া

(৩রা ফেব্রুয়ারী হইতে ১৭ই মার্চ্চ, ১৯৩০ পর্য্যন্ত)

প্রদর্শনীর সকল জ্ঞাতব্য বিষয়ের জন্য সেক্রেটারী মহোদয়ের নিকট আবেদন করুন।

শ্রীকুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ,
শ্রীচৈতন্য মঠ, শ্রীধাম মায়াপুর পোঃ আঃ, (নদীয়া)।

দেবনাগরাক্ষরে ভক্তিগ্রন্থ

১।	সানুবৃত্তি শিক্ষাষ্টকম্	৵০
২।	সটীক শিক্ষাদশমূলম্	[illegible]
৩।	[illegible]	৵
৪।	গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ	৴০
৫।	সিদ্ধান্তসরস্বতী-দিগ্বিজয়ঃ	॥০
৬।	তত্ত্বসূত্রম্	।০

গভর্ণমেণ্ট হইতে রেজিষ্টারী করা—

সর্ব্বপ্রকার প্লীহা লিভার সংযুক্ত ম্যালেরিয়া

জ্বরের সাক্ষাৎ যম

সারফালিন

টনিক ও সালসা। পথ্যের বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই। এক দাগেই প্লীহা, লিভার ধ্বংস হয়। 'কলেন পরিচীয়তে'

এক দাগে জ্বর পালায়, ফিরে জ্বর আর হয় না

একদাগে জ্বর পালায়, তিন দাগে সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়। এমন উপকারী ঔষধ আর নাই। ২।৪ দাগ ঔষধ সেবনে যদি আপনার জ্বর একেবারে আরাম হয়, সেই প্রকৃত ঔষধ খাওয়া উচিত নয় কি? এক্ষণে সাবধান হউন এবং জানিয়া রাখুন, আর মিছামিছি বাক্সে বোতল ২ বিষের জল খেয়ে শয্যাগত হইয়া প'ড়ে পরে হয়রাণ হয়েন কেন? সুতরাং ॥০ আনার সারফালিনই একটি জ্বর রোগীর পক্ষে যথেষ্ট, এমন প্রত্যক্ষ উপকারী জ্বরের ঔষধ আর নাই। সকালে জ্বর হইলে বৈকালে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবেন, ডাক্তার ডাকিতে হয় না। মূল্য প্রতি শিশি ৷৵০ আনা, ডজন ৫।০ আনা।

এজেণ্ট—মেসারস্ এম, ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং, ১০ নং বনফিল্ডস্ লেন, কলিকাতা।

আয়ুর্ব্বেদ সম্মত বায়ু পিত্ত বাত নাশক

যুগল-মূর্ত্তি মার্কা
সর্ব্বত্র পাওয়া যায়।

ত্রিগুণ তৈল

আসল ও আদি
শিশি ৸০ আনা, ডজন ৮
ভিঃ পিঃ ও রেলওয়ে পার্শেল খরচ।

যুগল-মূর্ত্তি মার্কা এঃ বটকৃষ্ণ পাল দেখিয়া লইবেন।

এমন মহোপকারী তৈল আর নাই

গবর্ণমেণ্ট হইতে রেজিষ্টারী করা—

মহর্ষি চরক শাস্ত্রোক্ত ভৈষজ্য উপাদানে খাটী কাচা কৃষ্ণতিল তৈলে মৃগনাভি, কস্তুরী, গোলাপ, চামেলী, হেনা, চন্দন, খসখস, বেলা, প্রভৃতি মূল্যবান ... দ্রব্য সংমিশ্রণে প্রস্তুত বিধায় ছয় ঋতুতেই সমভাবে ... গন্ধ উপলব্ধ হইয়া থাকে। ফলতঃ এই ... ত্রিগুণ তৈল নিত্য ব্যবহারে সাধারণতঃ দৈহিক ... শুল, কঠিন ... মূর্চ্ছা, ... মাথাঘোরা, আধকপালী, নিদ্রাহীনতা এবং সর্ব্বপ্রকার বাতরোগ ও নানা প্রকার ব্যাধির কীটাণু ধ্বংসকারী অব্যর্থ মহৌষধ।

বলা বাহুল্য, ইহা এরূপ মস্তিষ্ক স্নিগ্ধকারী ঠাণ্ডা তৈল যে, পাগল ভাল হয়। যে কোন স্থানে তৈল ক্রয়কালীন শিশির গায়ের লেবেলের উপর বড় ২ অক্ষরে আসল যুগল মূর্ত্তি মার্কা এজেণ্ট বটকৃষ্ণ পাল দেখিয়া লইবেন, অন্যথায় শঠকারী দোকানদার জাল বা নকল তৈল বিক্রয় করিয়া আপনাকে ঠকাইবে। স্মরণ রাখিবেন বাজে জিনিষ বিক্রয় করিয়া ঠকাইতে পারিলেই খুব লাভ হয়।

... কৃষ্ণ পাল এণ্ড কোং ২৩নং বনফিলড লেন, কলিকাতা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

[illegible] পৌষ শনিবার—১৩৩৬

শ্রেয়ঃ কথা

একদিন মহাপ্রভু ভক্তগণের নিকট শ্রীনামের অপার মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলেন, তাহা শুনিয়া কোন দুর্ভাগা পড়ুয়া কহিল,—"এই সকল নাম-মহিমা প্রকৃত নয়, শাস্ত্রে নামের স্তুতিবাদ মাত্র করিয়াছেন।" এই প্রকারে নাম-মহিমাকে অবিশ্বাসপূর্ব্বক তাহার অন্যার্থ করিলে নামে 'অর্থবাদ'রূপ অপরাধ হয়। পদ্মপুরাণে বর্ণিত দশনামাপরাধের মধ্যে এইটী অন্যতম। নামাপরাধতুল্য অন্য কোন প্রকার অপরাধ ভয়ঙ্কর নহে। মহাপ্রভু সেই অপরাধী পড়ুয়ার মুখ দর্শন করিতে নিষেধ করিয়া সগণে সচেলে অর্থাৎ সবস্ত্রে গঙ্গাস্নান করিলেন। তাৎপর্য্য এই,—নামাপরাধীর মুখ দেখিলে সবস্ত্রে স্নান করা উচিত; সাক্ষাৎ কৃষ্ণাভিন্ন শ্রীনামপ্রভুর মহিমাকে অতিস্তুতি অপ্রকৃত অতএব অসত্য জ্ঞানে ভেদবুদ্ধির নামই অর্থবাদ বা (মিথ্যা) স্তুতিবাদ, অথবা নিন্দাবাদ—উহা নিতান্ত পাষণ্ডতা বা নাস্তিকতা অর্থাৎ ঈশ্বরবিরোধ মাত্র। —চৈঃ চঃ আ ১৭।১২-১৪ মূল এবং অমৃতপ্রবাহভাষ্য ও অনুভাষ্য দ্রষ্টব্য।

এ' সংসারে দুঃখের কেহ পক্ষপাতী নহেন, সকলেই চাহেন সুখ। কিন্তু সে' সুখ কোথায়? কিরূপে পাওয়া যাইবে? সুখ বস্তুটী কি? তাহা কি একটী আকাশ-কুসুমবৎ [illegible] অথবা তাহার বাস্তব পরিচয় [illegible]? মানুষ এ' সংসারে সুখ [illegible] কেন? আবার মানুষ [illegible] করিতে চায় তাহা চঞ্চল [illegible] কখনও হাসায়, কখনও বা [illegible]? সুখই যদি হইবে, তবে সে [illegible] কেন? তবে কি [illegible]?—এসকল সমস্যার সমাধান [illegible] কাহারও চিন্তা হয় [illegible] মোহে মুগ্ধ মানব! আমরা [illegible], বচসা প্রভৃতি লইয়া বড় [illegible] ফুরিয়া [illegible], কষ্ট হায়, এসকল [illegible] একটু [illegible] চিন্তা করিবার [illegible], বা অবসর আমরা পাই না! [illegible] বিচক্ষণতায়! আবার [illegible] আমাদের বিচার, তাহাও এক শ্রেণীর পণ্ডিতগণ স্বীকার করিতে চাহেন না, বলেন—উহা একটা সময় নষ্ট করাইবার, মানুষকে অলস করিয়া দিবার কৌশল মাত্র। অথচ ঐ সকল পণ্ডিতগণকে আমরা তাস, পাশা, দাবা প্রভৃতি খেলায়, রঙ্গালয়ে নটনৃত্য দর্শনে, বায়স্কোপের ছবিদর্শনে, চা-বিস্কুটের আড্ডায়, পরনিন্দায়, পরচর্চ্চায়, নানা বাজে কার্য্যে সময়ের সদ্ব্যবহার করিতে দেখি! ধন্য তাঁহাদের চিন্তাশীলতা! ইহাই কি মানবত্বের পরিচয়?

সুখ বলিয়া বস্তুতঃ একটী বস্তু আছে, কিন্তু তাহা এ'জগতে পাওয়া যায় না। এ'জগতের সুখ নামক বস্তুটী দুঃখেরই অভিন্ন সুহৃৎ, দুঃখেরই আজ্ঞাবাহক ভৃত্য দালাল মাত্র। যদি জগতে প্রকৃত সুখ বলিয়া কিছু থাকিত, তাহা হইলে একের যাহাতে সুখ হয়, অন্যের তাহাতে দারুণ দুঃখোৎপত্তি হইত না। একের স্বাধীনতা অন্যের দুঃখদায়ক হইত না। ইংলণ্ডবাসী যাহাকে সুখ মনে করেন, ভারতবাসী তাহাকে দুঃখ মনে করিত না। রাজশক্তিকে অমান্য করিবার জন্য প্রজাবৃন্দের এরূপ চেষ্টা দেখা যাইত না। সুখের সমাধান হইলেই সকল অশান্তির সকল উপদ্রব কমিয়া যায়। এ'জগতের সুখের মধ্যে হিংসা, দ্বেষ, মাৎসর্য্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা প্রভৃতি গুপ্তভাবে লুক্কায়িত। তাই একে অন্যের সুখের পরিপন্থী, সকলেই নিজ নিজ সুখনাশের আশঙ্কায় সচকিত। সুখ বৈকুণ্ঠ বস্তু, তাহারই হেয় প্রতিফলন এ'জগতের সুখ। জড়জগতের সেবা করিয়া সেই বৈকুণ্ঠ সুখ পাওয়া যায় না। ভগবৎপ্রেমই সেই সুখের অনন্ত প্রস্রবণ। সেই সুখে জড়জগতের কোন হেয়তাই নাই। সেই সুখলাভের জন্যই সকলের চেষ্টা করা উচিত।

আমরা মনে করি [illegible] ধন-জনাদি লাভ করিয়া সংসারাসক্ত থাকিতেই সুখ হইবে, কিন্তু তাহার পরিণাম প্রত্যহ দেখিয়াও আমাদের চেতন হইতেছে না, ইহারই নাম মহামায়ার মহামোহ। অবশ্য সকলকেই যে [illegible] কর্ম্মত্যাগী হইয়া বনে যাইতে হইবে, বনে গেলেই সুখ মিলিবে, তাহা নহে। সাধুসঙ্গে কৃষ্ণানুশীলন করিতে করিতেই কৃষ্ণেতর বিষয়াদিও দূর হইয়া সমস্ত বিষয়কেই কৃষ্ণসম্বন্ধীয় বা কার্ষ্ণ জ্ঞান হইবে। জ্ঞানযোগাদি প্রাকৃত পন্থাবলম্বনে এরূপ কৃষ্ণকার্ষ্ণ-জ্ঞানোদয়ের সম্ভাবনা সুদূরপরাহত। জগৎকে ভোগ বা ত্যাগের বুদ্ধি দূর হইয়া কৃষ্ণসেবোপকরণ জ্ঞান ব্যতীত সুখাপ্তির সম্ভাবনা নাই। প্রায়শ্চিত্তাদি দ্বারা পাপ দূর হইতে পারে, কিন্তু পাপবাসনা দূর না হওয়া পর্য্যন্ত পাপোদয়ের সম্ভাবনা দূর হয় না। পাপবাসনাকে দূর করিতে হইলে উহার মূল যে অবিদ্যা বা অজ্ঞান, তাহাকে দূর করিতে হইবে। [illegible] সেই অবিদ্যা দূর করিবার একমাত্র উপায়।

শ্রীভগবানের প্রতি স্থির বিশ্বাস রাখিতে পারিলেই কোন অশান্তিই আমাদিগকে পীড়ন করিতে পারে না। আমরা মুখে "রাখে কৃষ্ণ মারে কে, মারে কৃষ্ণ রাখে কে" ইত্যাদি বহু কথা বলি বটে, কিন্তু সত্য সত্য তাঁহার [illegible] উপর আত্মনির্ভর করিতে পারি না। 'যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি" শ্লোকের অর্থ বুঝি—"ভগবান্ যখন পাপ কর্ম্মে মতি [illegible] পাপ কর্ম্ম করি আবার পুণ্য কর্ম্মে মতি দিলে পুণ্য কর্ম্ম করি!" [illegible]—এই উভয়ের চেষ্টাই যে আমারই [illegible] তর্পণার্থ, কৃষ্ণতুষ্টৈষণার বিন্দুমাত্র ইহাতে নাই, তাহা বুঝিতে পারি না। [illegible] করিয়া যখন নরক ভয়ে উদ্বিগ্ন হই, [illegible] সেই ভয় নিবারণের জন্য কৃষ্ণেচ্ছার দোহাই দিয়া মনকে সান্ত্বনা প্রদান করি। শাস্ত্রগতের শুদ্ধ সত্ত্বে বা অন্যাভিলাষ-জ্ঞান-কর্ম্মাদি বাসনা নির্ম্মুক্ত বিশুদ্ধ অন্তঃকরণে শ্রীভগবদিচ্ছা স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হয়। বিশুদ্ধ সত্ত্বের নাম বসুদেব, সেই বসুদেবেই কৃষ্ণ-প্রাকট্য। বসুদেবের কৃষ্ণতত্ত্বানুসন্ধান ব্যতীত অন্য বাঞ্ছা না থাকায় তিনি কেবল কৃষ্ণেচ্ছা অবগত হওয়া কৃষ্ণতত্ত্বানুসন্ধানে রত থাকেন। একমাত্র তাঁহারা মুখে "ভগবান যা করান, তাই করি" বলা সাজে। আমরা মায়ার নফর কৃষ্ণেতর বিষয়াভিনিবিষ্ট জীব, সর্ব্বদা দেহ মনের সুখ সাধনেচ্ছায় যথা তথা ঘুরিয়া বেড়াইতেছি, ভগবদিচ্ছার সহিত আমাদের কি সম্পর্ক? শ্রীভগবান্ ত' অর্জ্জুনকে উপলক্ষ্য করিয়া আমাদিগকে তাঁহার সর্ব্ব গুহ্যতম ইচ্ছা জ্ঞাপন করিয়াছেন, তিনি ত' স্বমুখে বলিয়াছেন "মন্মনা ভব, মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু। মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে॥ সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥"—তাঁহার সে ইচ্ছা মত কার্য্য করিতেছি কই? আত্মেন্দ্রিয়তর্পণপর কামুক হইয়া যাহা ইচ্ছা তাহা করিব, আর দোহাই দিব ভগবদিচ্ছার? এরূপ কাপট্য ভগবৎকৃপালাভের অত্যন্ত অন্তরায়।

আমাদের মনে বিষয়-বাসনা প্রবল থাকিলে আমরা তদনুকূলে বিচারপরায়ণ সাধু ও শাস্ত্র-যুক্তির অন্বেষণ করি। ফলে অসাধুর সঙ্গ ঘটিয়া যাওয়া [illegible] নামে ভগবদ্ভজন বিষয়-[illegible] দিনাতিপাত করি। প্রকৃত সাধুর অনর্থবিধ্বংসিনী ভজনকথা তাঁহাদের সাধনের বা বৈধেয় নিতান্ত অরুচি হয়। তখন পড়িয়া আমাদের কাম-কলুষিত চিত্তের কল্পনাগুলিকে কোন ক্রমে সাধু শাস্ত্রসম্মত করিবার চেষ্টা করি। মনে করুন, আমার কৃষ্ণকোলাহলময় [illegible] বিহারস্থলী নবধাম ছাড়িয়া গ্রামে [illegible] হলমন্ত্র [illegible] বিষয়ভোগের [illegible]কাঙ্ক্ষী হইলাম। অবশ্য [illegible] হইয়াছে, আমি তখন গৃহসম্বন্ধের অনুকূল শাস্ত্রযুক্তি অনুসন্ধান করিতে থাকি [illegible]। অনুসন্ধানক্রমে আমি হয়ত কোন গৃহস্থ ভক্তের গৃহাবস্থান কথা পাইয়া বসি। তখন আমার দাবণার গৃহান্ধকূপকে ঐ ভক্তের গৃহের সহিত এক বিচার করিয়া বসি এবং গৃহবাসকে শাস্ত্র সমর্থন করিতেছেন বলিয়া আনন্দে নৃত্য করিতে থাকি। কিন্তু কামান্ধ হত জ্ঞান আমি—কামান্ধ আমি—হিতাহিত-বিবেকশূন্য আমি বুঝিতে পারি না যে ভক্তের ভজনাগার ও আমার ভোগাগার গৃহ এক নহে। ভক্ত কৃষ্ণভজনানুকূল [illegible] সংসারে বাস করিয়া কৃষ্ণভজনানন্দে দিনাতিপাত করেন, আর আমাকে কুবিষয় ভোগানন্দে দিনাতিপাত করিতে করিতে নরকগামী হইতে হইবে। মনোধর্ম্মীর [illegible] বিচার কেবল দম্ভপূর্ণ।

শ্রীভগবান প্রেমময়, প্রেম ব্যতীত তাঁহাকে পাইবার কোন উপায় নাই।

জ্ঞান কর্ম্ম-যোগ ধর্ম্মে নহে কৃষ্ণ-বশ।
কৃষ্ণবশ-হেতু এক — কৃষ্ণ প্রেমরস॥

শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং তাঁহার প্রিয় ভক্ত উদ্ধবকে বলিয়াছেন—

ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম্ম উদ্ধব।
ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো যথা ভক্তির্মমোর্জ্জিতা॥
—(ভাঃ [illegible])

—হে উদ্ধব, আমার প্রতি প্রবলা ভক্তি যেরূপ আমাকে বশ করিতে পারে, অষ্টাঙ্গ যোগ, অভেদ একাত্মদর্শন সাংখ্যজ্ঞান, ব্রাহ্মণের স্বধর্ম্ম-অনুষ্ঠানরূপ স্বাধ্যায়, সর্ব্ববিধ তপস্যা ও ত্যাগরূপ সন্ন্যাসাদি দ্বারা আমি [illegible]।

ভক্তগণের [illegible] করিয়াছেন যে ভগবানকে পাইবার প্রেম [illegible] নহে। প্রেমাত্মা ভগবান্ প্রেমের [illegible]। আবার অনেকে [illegible] সম্বন্ধে আপত্তি উত্থাপন করেন; [illegible] অন্তরে প্রেম থাকিলে [illegible] মালা ঝুলি বা তিলকাদি [illegible] আবশ্যকতা কি? তাঁহাদের [illegible] বর্জ্জন করা যায় না। [illegible] অনুরূপ বাহ্য [illegible]। [illegible] তাঁহাদের ক্রিয়া মুদ্রা বিষ্ণু বৈষ্ণব [illegible]

গম্য নহে। তাঁহাদের অন্তর প্রেমে পরিপূর্ণ থাকিলেও বাহিরে ব্যক্ত অশ্রুকম্প-পুলকাদি কোন বিকার লক্ষিত নাও হইতে পারে, যজ্ঞসূত্র, তুলসীমালা, জপমালা বা দশাঙ্গে তিলকাদি নাও থাকিতে পারে। তাই বলিয়া তদ্দৃষ্টে তাঁহাদিগকে প্রেমশূন্য মনে করিতে হইবে না। তবে নামভক্ত কণ্ঠে ধারণ এবং অপরাধ্যা রক্ষার নিমিত্ত তুলসীমালা, তিলকধারণাদির প্রয়োজন স্বীকার না করিলে তাহাকে দাম্ভিক বলিতে হইবে। কৃত্রিমভাবে ভাববিকার প্রকাশ করা কপটতা, আর অকৃত্রিম বিকার সমূহকে নিন্দা করাও কপটতা। সাত্ত্বিক বিকার সমূহ অভ্যাস দ্বারা লাভ করিতে হইবে না বা তাহার নিন্দায় প্রবৃত্ত হইতে হইবে না। শ্রীভগবানে প্রেমোদয় হইলে আপনা হইতেই ভাবপ্রাবল্য উপস্থিত হইবে। [illegible] দীনকে তাঁহার স্বরূপ বুদ্ধি [illegible] বলিয়া তাহা একান্ত [illegible] স্বীকার করা কর্তব্য। চাঁদ বাউল মুখে কোন সজ্জন বিজ্ঞ মহাজন গাহিয়াছেন—

[illegible] মাথা [illegible] যবন মন,
কেন করবি বাহ্য [illegible]।
[illegible]
[illegible] দেখে ব্যাপ্ত
হ'য়ে রয়,
আবার দেখে চলে, জপায় করে, মরার
মালা অনুক্ষণ॥
যে ব্যাটা ভণ্ড তপস্বী হয়,
বক বিড়াল দেখায়ে বাহ্য নিন্দে
অতিশয়।
নিচে জুত পেলে কামিনী কনক করে
সদা সংঘটন॥
যে ব্যাটার ভিতর ফক্কাকার,
বাহ্য সাধন নিন্দা বই আর আছে
কিবা তার,
(নিজের) মন ভাল দেখাতে গিয়ে
নিন্দে সাধু আচরণ॥
শুদ্ধ কাচ [illegible] ভিতর [illegible] ভাই,
হরিনাম করিতে থাক,(শুদ্ধ) তাকে
কাঁচা নাই
তোমার তরু কণ্ঠে [illegible],
চাঁদ বাউল তায় [illegible]॥

নিত্য পদার্থ

(পণ্ডিত শ্রীপাদ [illegible] বন্দ্যোপাধ্যায়)

যাহার অবস্থান্তর হয় না অর্থাৎ যাহা চিরকাল একরূপে অবস্থান করে, তাহা নিত্য-পদার্থ নামে অভিহিত। [illegible] আলম্বন [illegible] যাবৎ না আমরা [illegible] বুদ্ধি [illegible] করি, তাবৎকাল [illegible] নিত্যবস্তুর পরিচয় [illegible]

যে কালে আমরা নিত্যবস্তুর পরিচয় লাভে বঞ্চিত থাকি, সে সময় যে সকল পদার্থ আমাদিগের অনুভূতির বিষয় হয় তৎসমুদয়কে আমরা 'অনিত্য' অর্থাৎ উৎপত্তি ও লয় সম্মুক্ত বলিয়া বুঝি।

অনিত্যরূপে প্রতীয়মান পদার্থসমূহ ভোগীর নিকট ভোগ্য এবং ত্যাগীর নিকট ত্যাজ্যভাবে লক্ষিত হয়। সুতরাং সাব্যস্ত হইতেছে যে অনিত্য পদার্থের ধারণাসহ ভোগ্য বা ত্যাজ্যভাব অবশ্যম্ভাবিরূপে বিজড়িত থাকে।

রজ্জুকে যখন রজ্জুরূপে বুঝিতে অপারগ হওয়া যায়, তৎকালে উহা ভীতি-ভাবোদ্দীপক সর্পরূপে লক্ষিত হয়। দৈশ অন্ধকার যেমন রজ্জুতে সর্পত্বের আরোপের কারণ বলিয়া কথিত হয়, লৌকিক-শাস্ত্রজ্ঞান-বুদ্ধির অভাবাত্মক অজ্ঞানান্ধকার সেইরূপ ভোগ্য বা ত্যাজ্যভাব বিজড়িত অনিত্য পদার্থাত্মক ধারণা লাভের হেতু বলিয়া শাস্ত্রে বর্ণিত আছে। কোন বস্তু অপহৃত হইলে অপহরণকারীর জ্ঞানাভাবে যেমন অনেক নির্দোষ ব্যক্তির উপর অযথা সন্দেহ উপস্থিত হয়, সেইরূপ পদার্থগত যথার্থজ্ঞানের অভাবে সতত মানবগণ অন্যায়ভাবে তাহাতে নশ্বরতা ও ভোগ্য বা ত্যাজ্যভাব পোষণ করিয়া থাকে।

শাস্ত্র ও মুনীগণ বলেন যে, সর্ব্বশক্তিমান শ্রীভগবান্ স্বীয় অঘটন-ঘটন-পটিয়সী শক্তিদ্বারা নিজ ভুবনমোহন শ্যামসুন্দর মূর্ত্তিটীকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়া নিজ ভেদাভেদ প্রকাশরূপ নানাবিধ চেতনাচেতন মূর্ত্তিতে লীলারস আস্বাদনের জন্য, স্বপ্রকটিত চিদাচিৎ উভয় প্রকার ধামে, নিত্যকাল লীলাবিহারিরূপে প্রকট আছেন। যেহেতু লীলা-[illegible]-পরিদিরূপ ভগবান্ লীলাগত-রস আস্বাদন করিবার নিমিত্ত নানাবিধ চেতন ও অচেতন পদার্থের প্রাকট্য বিধান করিয়াছেন, তন্নিমিত্ত তিনি নিজের স্বয়ংরূপকে সেব্য ও প্রকটিত চেতনাচেতন রূপসমূহকে সেবক ও সেবোপকরণভাবে সুসজ্জিত করিয়াছেন। সুতরাং চেতনাচেতনরূপ যাবতীয় পদার্থকেই শ্রীভগবানের ভেদাভেদ প্রকাশ রূপ সেবক ও সেবোপকরণাত্মক নিত্য পূজ্য বস্তু বলিয়া অবগত হওয়া যুক্তিসঙ্গত। যাঁহারা তাহা স্বীকার করেন না ও দৃশ্যমান পদার্থের অতাত্ত্বিকভাবে নশ্বর এবং ভোগ্য বা ত্যাজ্যবুদ্ধি-সম্পন্ন হ'ন, তাহারা ভগবল্লীলা দর্শনজ বিমল নিত্যানন্দ উপভোগের পরিবর্ত্তে অজ্ঞানজ ত্রিতাপকর্তৃক মুহুর্মুহু দগ্ধ হইতে থাকেন।

আবার একেবারে অনাদি-কাল-পুষ্ট অজ্ঞানোত্থ ভোগ বা ত্যাগবুদ্ধি-সংপুষ্টিত [illegible] সমূহকে হৃদয় হইতে বিতাড়িত করিতে সক্ষম হই [illegible] সেইজন্য শাস্ত্র আমাদিগকে প্রথমে শ্রীভগবানে, তদীয় অভিন্নপ্রকাশ শ্রীগুরুদেবে, শ্রীগুরুদেবের কায়ব্যূহরূপ শ্রীভক্তগণে, ভগবৎপ্রকট স্থলাত্মক তীর্থে শ্রীভগবানের পাদোদক-রূপিণী শ্রীগঙ্গায়, ভক্তিবিধায়িনী শ্রীতুলসী-পত্রে, শ্রীভগবৎ-মন্দিরে, শ্রীভগবন্নামরূপ শব্দাবতারে, শ্রীভাগবতাদিরূপ শাস্ত্রাবতারে, শ্রীশিলারূপী গোবর্দ্ধন ও শালগ্রামে—ইত্যাদি বিশিষ্ট বিশিষ্ট পদার্থে পূজাবুদ্ধি স্থাপন ও তাঁহাদিগের সেবায় নিযুক্ত হইবার বিধান বর্ণিত হইয়াছে। সাধুসঙ্গে থাকিয়া শাস্ত্রানুসারে পূজাবুদ্ধি স্থাপনকালে, অজ্ঞানোত্থ অনাদিপুষ্ট কুসংস্কারসমূহকে হৃদয় হইতে অপসারিত করিবার জন্য কু-সংস্কারদুষ্ট অসৎ লোকের সঙ্গ বর্জ্জন করা নিতান্ত প্রয়োজন। আগাছাগুলিতে জল দিলে যেমন তাহারা গোলাপ বৃক্ষ অপেক্ষা অধিক তেজে বর্দ্ধিত হয় ও তাহার ছায়ায় গোলাপ বৃক্ষের বৃদ্ধি স্থগিত হইয়া ক্রমশঃ উহা শুকাইয়া যায়, অসৎসঙ্গ করিতে থাকিলে কু-সংস্কারসমূহও সেইরূপ প্রায় বেগে বর্দ্ধিত হইতে থাকে এবং দুর্লভ সাধুসঙ্গপ্রভাবে জাত কোমল সু-সংস্কাররাজি উপযুক্তরূপ অনুশীলন অভাবে ক্রমশঃ ক্ষীণতেজ হইয়া অলক্ষিতভাবে হৃদয়েই বিলীন হইয়া যায়। সুতরাং বুদ্ধিমান সাধকের উচিত, যত্ন সহকারে অসৎসঙ্গ বর্জ্জনপূর্ব্বক সাধুসঙ্গে থাকিয়া কৃষ্ণ কার্ষ্ণ ভাবের অনুশীলন করা। যাঁহারা তাহা করিতে থাকেন, তাঁহারা ক্রমশঃ মহাভাগবতের অবস্থায় উপনীত হইয়া সর্ব্বত্র কৃষ্ণ কার্ষ্ণময়রূপে জগৎকে দর্শন করিতে সক্ষম হইবেন। ইহাই মানব জ্ঞানের সর্বোত্তম দর্শন ভূমিকা। তাই কোন মহাজন গাহিয়াছেন :—

সর্বত্রে কৃষ্ণের রূপ করে ঝলমল।
সেই দেখিবারে পায় যার আঁখি নিরমল॥
অন্ধীভূত চক্ষু যার বিষয়ধূলিতে।
কেমনে সে পরতত্ত্ব পাইবে দেখিতে?

পথের সন্ধানে

(শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ দাস)

অমৃতের সন্তান আমি নিজ কর্ম্ম দোষে আজ মায়াপাশে বদ্ধ। স্বরূপবিস্মৃতিফলে স্বীয় স্বতন্ত্রতার অপব্যবহারে কর্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্বের অভিমানে আজ আমি মায়ার করাল কবলে কবলিত। কৃষ্ণদাসই ছিল আমার স্বরূপ—চিন্ময় নিত্য নির্দ্দোষ নিরবচ্ছিন্ন আনন্দময় ধাম আমার বসতি স্থান আর ভগবৎসেবা আমার একমাত্র কাম।

কিন্তু 'আমি কৃষ্ণদাস' এ অধ্যাস আজ মায়াদাসে পরিণত। মায়ার দাস মায়ার সংসারে মায়াদত্ত সত্ত্বরজস্তমোরূপ ত্রিগুণাত্মক সোনার শৃঙ্খলে আবদ্ধ। আমার কৃষ্ণদাস্য অভিমান বিস্মৃতির অতল জলে নিমজ্জিত। মায়ার রাজত্বে মায়িক অহঙ্কার, মায়িক চিত্ত, মায়িক বুদ্ধি ও মায়িক মন—সূক্ষ্মজড়রূপী লিঙ্গদেহ—আজ আমার স্বরূপাভিমানকে সমাচ্ছাদিত করিয়া রাখিয়াছে। কাম ক্রোধ লোভ মদ মোহ মাৎসর্য্যাদি রিপুগণ কবলে আমি আজ প্রকৃতির ক্রীড়াপুত্তলি সাজিয়াছি। তারপর স্থূল দেহাবরণে আমার জড়াভিমান ঘনীভূত হইয়া উঠিয়াছে। আজ আমি স্বধর্ম্ম-বিকার-প্রযুক্ত ভগবৎ-সম্বন্ধ-বিচ্যুত, অবিশুদ্ধ, অজ্ঞানাচ্ছন্ন—ক্ষণিক সুখাভাসে উল্লসিত, অনন্তদুঃখক্লিষ্ট অনন্ত-জীবন-পথের অনাশ্রিত পথিক।

হতভাগ্য লক্ষ্মীব আমি আজ আধ্যাত্মিক আধিভৌতিক, আধিদৈবিক ত্রিতাপ জ্বালায় অহর্নিশ দগ্ধ হৃদয়ে [illegible] দাবানল হইতে পরিত্রাণের [illegible] ব্যস্ত। আমি যেন পুতুল। [illegible] অজ্ঞান তমসাবৃত চিত্তে [illegible] আমার [illegible] সম্যক [illegible] হয় না। [illegible] আমি বদ্ধ [illegible] আমি যে পর[illegible] বাসে দীন, নিরাশ্রয়ভাবে বন্ধন-বিচ্যুত তাহা কে যেন [illegible] ভুলাইয়া দেয়। বিচিত্র অদৃষ্টের কি নিষ্ঠুর পরিহাস! পরক্ষণেই আবার প্রকারান্তর মোহিনী মূর্ত্তি নিত্য নূতন কামের পথে টানিয়া লইয়া চলে। আমি আবার সুখের আশায় জীবনপ্রবাহে ভোগ তরঙ্গে রঙ্গভঙ্গে নাচিতে থাকি। কিন্তু সুখ কোথায়? শান্তি কোথায়?

বদ্ধ জীবনের প্রবল ঘূর্ণাবর্ত্তে সুখ-ছায়ার আশা-মরীচিকা ও দুঃখ-তাপের তীব্র জ্বালার ঘাত প্রতিঘাতে আমি যে অনাবিল মাঙ্গল্যময় প্রেমের পথ হইতে বহু দূর দূরান্তরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছি তাহা আজ বুঝিতে পারিতেছি। মনে হয় আমি পথ-ভ্রান্ত—তাই এই পুনঃপথানুবৃত্তির আশায় আমি আজ পথের সন্ধানে বাহির হইয়াছি।

পণ্ডিতগণ বলেন, জীবের জীবনপ্রবাহ অনাদি ও অনন্ত; তবে কখন মায়াবদ্ধ আর কখন মায়ামুক্ত। মায়ামুক্ত অবস্থাই তাহার স্বরূপ, ভগবৎ-সেবাই মুক্ত জীবাত্মার একমাত্র বৃত্তি—পরম ও চরম মঙ্গলময় অবস্থান। মায়াবদ্ধ অবস্থায় জীব ভোগ-বুদ্ধিপরায়ণ অশেষ অকল্যাণকর সংসার কারাগারে বন্দিস্বরূপ। আর সাধুসঙ্গই পরিত্রাণের একমাত্র উপায়।

কিন্তু সাধুসঙ্গ সুদুর্লভ ও বহুসুকৃতি-সাপেক্ষ। সাধু সঙ্গের কোন নির্দ্দিষ্ট বিধি নাই। মায়ামুগ্ধ সুখাশাপ্রবণ জীবের চিত্তে প্রকৃত সাধুর পরিচয় প্রতিভাত হওয়ার যেমন অবশ্যম্ভাবী সম্ভাবনা নাই আবার অসাধুর স্বার্থপরতাময় প্রতারণার প্রতি-বন্ধকস্বরূপ আত্ম জ্ঞান উদয়ও বিচিত্র

নাই। তাই পরমকারুণিক ভগবান্ বদ্ধজীবের কল্যাণ কামনায় নিত্য সত্য স্বরূপ শাস্ত্রবিধি প্রকটিত করিয়াছেন। ভগবৎ-কৃপাপ্রসূত শাস্ত্রসূর্য্যই অজ্ঞানান্ধকারাচ্ছন্ন বদ্ধজীবের সত্যানুসন্ধিৎসা পথে দিগ্‌দর্শন যন্ত্রস্বরূপ। নিরপেক্ষভাবে শাস্ত্র বিধির অনুসরণই সত্যের সন্ধানে একমাত্র অবলম্বনীয় পন্থা।

কথাটা সুন্দর ও সত্য বটে কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য—শাস্ত্র আজ আমার নিকট বহুরূপী; কাজেই প্রহেলিকাময়। শাস্ত্রের প্রকৃত তাৎপর্য্য নিরূপণার্থে নিরপেক্ষ বিচার পথেও প্রতিবন্ধক অনেক। যাহা হউক আমি নাস্তিক নহি—ভগবদ্বিষয়ে আমার কোন বিশিষ্ট উপলব্ধি না থাকিলেও সৃষ্টিস্থিতি-প্রলয়ের আদি কারণস্বরূপ সর্ব্বশক্তিমান ভগবানে আমার বিশ্বাস আছে। যাঁহাদের ঈশ্বরে বিশ্বাস নাই, শাস্ত্রে শ্রদ্ধা নাই, পরলোকে [illegible] এবং ইহলোকের সম্বন্ধ তাঁহাদের [illegible] সম্বন্ধ। [illegible] ইহলোকে [illegible] তাঁহাদের জীবনের [illegible] তাঁহাদের উদ্দেশ্য [illegible] ভোগসুখই তাঁহাদের প্রেয়ঃ [illegible] তাঁহাদের জীবনসম্বন্ধের আকর [illegible] যথেচ্ছাচার অন্যের নামান্তর মাত্র [illegible] জগতে যথেচ্ছাচারিতার আতিশয্য [illegible] থাকে। [illegible] স্বেচ্ছাচারী সম্প্রদায় ক্রমবর্দ্ধনশীল। [illegible] বিদগণ মানবের শ্রেণীগত বৈষম্য বিচারে অবস্থা ভেদে ইহাদিগকে দেহাত্ম-রূপ [illegible] ভূষিত করেন। সূক্ষ্ম বিচারে [illegible] ঐহিক অস্বরূপ ভিন্ন অন্য কোন [illegible] তাঁহাদের জীবনে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

আত্মসুখার্থপর প্রতি অনুষ্ঠানে পদে পদে যে পরধর্মের সম্ভাবনা তাহারা কিন্তু সে কথা স্বীকার করে না; কারণ তাহাতে [illegible] বাধার ঘটে। প্রকৃত পক্ষে প্রকাশ্যে অথবা অপ্রকাশ্যে পরপীড়ন দ্বারাও যদি স্বার্থসিদ্ধির সুযোগ হয় তাহাতে ও তাহার [illegible] নহে। এই কলি-কাল-সুলভ জীবনাদর্শের অন্তর্নিহিত ঐহিক [illegible] কনক-কামিনী প্রতিষ্ঠা [illegible] চেষ্টায় আত্মবিকাশ করিয়া থাকে। অনেক সময় ইহাদের আনুষ্ঠানিক [illegible] লোকলোচনের অন্তরালে গুপ্তভাবে অবস্থিত থাকায় নিরপেক্ষ বিচারশীল ব্যক্তির পক্ষেও প্রকৃত ব্যাপার বোধগম্য হওয়া সুদুষ্কর হইয়া পড়ে।

স্বার্থসিদ্ধির জন্য ইহারা কখন শাস্ত্রের দোহাই দেয়, আবার প্রয়োজন হলে শাস্ত্রকে বুদ্ধিজীবী মানবের কপোলকল্পিত বলিয়া উড়াইয়া দেয়। শাস্ত্রের নিকট অপ-[illegible] এই দোষের প্রতিষেধের জন্য নাই ইহারা কখন নাস্তিক আবার কখন আস্তিক সাজে। কখন বৈজ্ঞানিক কখনও বা ভাব-প্রবণ। পরলোকে বিশ্বাস নাই কিন্তু প্রয়োজন হইলে স্মৃতিশাস্ত্রের দোহাই দিতে ছাড়ে না। কখন ও বা ত্যাগী সাজিয়া প্রতিষ্ঠা সুখ আশায় মায়াবাদীর অভিনয় করে। আবার কামনাকলুষিত হৃদয় লইয়া নিষ্কাম কর্ম্মীর ভান করিয়া পরহিতৈষিরূপে লোকচক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করে। স্বার্থসিদ্ধির অভিপ্রায়ে ভগবদ্ভক্তের ভেকধারণ করিয়া শাস্ত্রানভিজ্ঞ বিচার-বিমুখ ভাব-প্রবণ কোমল-মতি জনসমাজকে প্রতারিত করিবার চেষ্টা করিয়া থাকে। মূল কথা সুবিধাবাদিতাই ইহাদের নীতি। একরূপ বিধি-নিষেধ-সীমা বহির্ভূত স্বেচ্ছাচারিতা প্রসূত নিরঙ্কুশ ভোগলিপ্সা-প্রবর্দ্ধক মার্গানুগমনের প্রবৃত্তি কলিকলুষিত বদ্ধজীবের পক্ষে যেন স্বাভাবিক হইয়া পড়িয়াছে। এই আপাত সুখকর মনোমুগ্ধকর পথের পরিণাম কি ভয়ঙ্কর! বুদ্ধিমান ব্যক্তি মাত্রেরই নিরপেক্ষভাবে বিচার করা কর্ত্তব্য। তাই বলি সরলপ্রাণ জীবমাত্রেরই সাবধান। স্বেচ্ছাচারিতা সত্যের পথ নহে। যথেচ্ছাচার ধর্ম্ম নহে।

"শ্রৌতসিদ্ধান্ত সমাহৃতি"

([illegible] অতীন্দ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়)

(১)

বেদান্তশাস্ত্র যাঁহাকে ব্রহ্ম বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন তিনি স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গকান্তি।

বস্তু বা তাঁর কান্তি উদয় সম্ভব নহে, অতএব ব্রহ্ম-বস্তু কৃষ্ণ হইতে ভিন্ন নহেন।

যোগিগণ যাঁহাকে পরমাত্মা বলিয়া কীর্ত্তন করেন তিনি শ্রীকৃষ্ণের অংশ। তিনিই জীবহৃদয়গুহায় জীবাত্মাসহ একত্র অবস্থান করেন। 'দ্বা-সুপর্ণা' শ্রুতি এ বিষয়ে প্রমাণ। সুতরাং পরমাত্মাও শ্রীকৃষ্ণ হইতে ভিন্ন নহেন।

স্বয়ং ভগবান ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণই বিশেষ্য, ব্রহ্ম ও পরমাত্মা তাঁহার বিশেষণ।

---

(২)

শ্রীরামানুজ-জনগণ নারায়ণকেই স্বয়ং ভগবান্ বলেন—কিন্তু শাস্ত্রবিচারে শ্রীনারায়ণের স্বয়ং ভগবত্তা সিদ্ধ নহে। শ্রীমদ্ভাগবতের "এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং" শ্লোকের 'তু' শব্দে পুরুষাবতারগণই লক্ষিত হইয়াছেন। সুতরাং যাবতীয় অবতারাবলী স্বয়ং ভগবান্ ব্রজেন্দ্রনন্দনের অংশ ও কলা [illegible] হ'ন।

---

(৩)

অবতার ও অবতারিভেদে শ্রীভগবানের দ্বিবিধ পরিচয়। ভক্ত ও অভক্তভেদে জীবও দ্বিবিধ। যথাঃ—"অবতারাবতারিত্বাদদ্বীশোঽপি দ্বিবিধস্মৃতঃ। ভক্তাভক্তবিভেদেন জীবোঽপি ভবতি দ্বিধা॥"

তন্মধ্যে ভক্তজীব অধোক্ষজ শ্রীভগবানকে তদীয় ভক্তি-বিভাবিত অপ্রাকৃতেন্দ্রিয়ের গোচরীভূত করিতে পারেন। কিন্তু দ্বৈতপ্রতীতি-যুক্ত মনোধর্ম্মী জীব অধোক্ষজ শ্রীভগবানকে তাঁহাদের প্রাকৃতেন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত করিতে পারে না।

---

(৪)

ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণই অদ্বয়জ্ঞান পরতত্ত্ব। শিবাদি দেবতা কখন তাঁহার সমান নহেন। সর্ব্বশক্তিযুক্ত হইলেও কৃষ্ণ নির্গুণ। কিন্তু শিব ত্রিগুণসংবৃত। বিকারবিশেষের সংযোগে দুগ্ধ হইতে যেমন দধি হয় কিন্তু পুনরায় দধি যেমন আর দুগ্ধরূপ কারণত্ব প্রাপ্ত হইতে পারে না, তদ্রূপ সর্ব্বকারণ-কারণ কৃষ্ণ হইতেই শিবাদি দেবতার উদ্ভব হওয়ায় তাঁহারা কৃষ্ণ হইতে "স্বয়ংসিদ্ধ স্বতন্ত্র তত্ত্ব না হইলেও তাঁহারা স্বয়ং কৃষ্ণ নহেন। কৃষ্ণাধীনত্ব বশতঃ তাঁহাদের স্বরূপ [illegible] সিদ্ধ।

---

(৫)

শক্তিমদ্বস্তু শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপভূত বহুবিধ পরাশক্তির কথা শ্রুতি তারস্বরে কীর্ত্তন করিয়াছেন। "পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞান-বল-ক্রিয়া চ॥" জ্ঞানশক্তির অপর নাম সম্বিৎ-শক্তি, বলশক্তির নাম সন্ধিনীশক্তি এবং ক্রিয়াশক্তিকে হ্লাদিনীশক্তি বলা হয়। এই ত্রিবিধ শক্তি স্বরূপশক্তির অন্তর্ভুক্ত সেইজন্য ইহাকে অন্তরঙ্গা বা চিচ্ছক্তিও বলা হয়। এতদ্ব্যতীত তাঁহার আরও দুই শক্তির পরিচয় পাওয়া যায় তন্মধ্যে একটির নাম বহিরঙ্গা বা মায়াশক্তি এবং অপরটির নাম তটস্থা বা জীবশক্তি।

---

(৬)

শ্রীভগবান্ তদীয় চিচ্ছক্তিদ্বারা বৈকুণ্ঠ, গোলোক-বৃন্দাবন ও নবদ্বীপ-মায়াপুরাদি অপরিণামী নিত্যধামসমূহ প্রকাশ করেন। উক্ত ধামসমূহ অন্তরঙ্গা চিচ্ছক্তি প্রকটিত বলিয়াই নির্গুণ ও [illegible] মায়াশক্তিদ্বারা অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ড প্রকাশিত করেন। বহিরঙ্গা মায়া সত্ত্ব-রজঃ-তমোময়ী বলিয়া তৎসৃষ্ট বস্তুসমূহও সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণাধীন সুতরাং পরিণামশীল বা বিকারযোগ্য।

জীব শক্তিদ্বারা অনন্ত জীবসমূহের প্রকাশ। [illegible] জীবসমূহ [illegible] মাত্র, ভগবান্ অংশী [illegible] জীব তাঁহার স্ফুলিঙ্গ স্থানীয় অংশ হওয়ায় তিনি অদ্বয়তত্ত্ব বা অধীনতত্ত্ব সুতরাং নিত্য-কৃষ্ণ-দাসত্বই তাঁহার স্বরূপের পরিচয়।

---

(৭)

হ্লাদিনী, সন্ধিনী ও সম্বিদাদি শক্তিই শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপভূতা-শক্তি। অপ্রাকৃত-পরতত্ত্ব বস্তুতে প্রাকৃত শক্তি বা গুণাদিস্থানের যোগ্যতা নাই। সুতরাং সত্ত্বাদিগুণবর্জ্জিত নির্গুণ কৃষ্ণে হ্লাদ-তাপকরী মিশ্রা শক্তি নাই যথাঃ—

হ্লাদিনী-সন্ধিনী-সম্বিৎ ত্বয্যেকা সর্ব্বসংস্থিতৌ।
হ্লাদতাপকরীমিশ্রা ত্বয়ি নো গুণবর্জ্জিতে॥
সত্ত্বাদয়ো ন সন্তীশে যত্র চ প্রাকৃতা গুণাঃ।
স শুদ্ধঃ সর্ব্বশুদ্ধেভ্যঃ পুমানাদ্যঃ প্রসীদতু॥
(বিঃ পুঃ)

সর্ব্বশক্তিমান আনন্দস্বরূপ হইতে তাঁহার অপ্রাকৃত শক্তিসমূহ ভিন্ন নহেন। কেবল চিল্লীলা বিলাসের উদ্দেশ্যে ইহাদিগের ভিন্ন পরিচয় পাওয়া যায়। শক্তিসমূহ তাঁহার স্বরূপভূতা বিধায় [illegible] বস্তু। কিন্তু তাঁহার চিল্লীলাবিলাস নিত্য বলিয়া তাঁহার স্বরূপভূতা শক্তিদের স্বতন্ত্র পরিচয় পাওয়া [illegible] অদ্বয়ত্বের হানি হয় না।

শক্তিসমূহের শক্তিমানের স্বরূপভূত পরিচয় যেমন নিত্য তদ্রূপ চিল্লীলার শক্তিমান হইতে শক্তির স্বতন্ত্র [illegible] নিত্য। শক্তি ও শক্তিমানের এই দ্বিবিধ পরিচয়ই নিত্য বলিয়া ইহাকে শাস্ত্রকারগণ নিত্যাচিন্ত্যভেদাভেদ সম্বন্ধ বলেন। এই অচিন্ত্য ভেদাভেদবাদেই অদ্বয় জ্ঞানতত্ত্বের সম্যক পরিচয় পাওয়া যায়।

মনোধর্ম্মচালিত মূঢ় মায়াবাদিগণ শ্রীভগবানের চিল্লীলাবিলাস স্বীকার করিলে ব্রহ্মেতর দ্বৈত বস্তুর অস্তিত্ব অঙ্গীকার করিতে হইবে—এই কাল্পনিক ভয়ে ভীত হইয়া চিদ্বিলাসবাদকে খণ্ডন করতঃ চিন্মাত্রবাদ স্থাপনে যে ব্যর্থ প্রয়াস প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা [illegible] মাত্র। অগ্নি হইতে অগ্নি-তাপ অভিন্ন হইলেও যেমন তাহার ক্রিয়ার স্বতন্ত্র পরিচয় পাওয়া যায় কিন্তু তাই বলিয়া অগ্নি-তাপকে অগ্নি হইতে যেমন স্বতন্ত্র বস্তু বলা যাইবে না তদ্রূপ। শ্রীভগবান হইতে তাঁহার স্বরূপভূতা শক্তিসমূহ অভিন্ন হইলেও শ্রীভগবানের চিদ্বিলাস [illegible] পরিপূরণকল্পে অনুকূল সেবিকারূপে ইহাদিগের স্বতন্ত্র পরিচয় পাওয়া গেলেও তাঁহারা কৃষ্ণেতর স্বতন্ত্র তত্ত্ব নহেন। সুতরাং শক্তিস্বীকারে কৃষ্ণের অদ্বয়ত্বের হানি হইতে পারে না। মায়াবাদী সম্প্রদায় [illegible] করতঃ মনোধর্ম্ম পরিমুক্ত হইতে পারিলেই চিন্মাত্র ব্রহ্মবাদ পরিত্যাগ করতঃ চিদ্বিলাসী কৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্ম-সেবাদর্শনে যোগ্যতা লাভ করিতে পারিবেন।

পর-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

সম্প্রতি পরবিদ্যাপীঠে নিম্নলিখিত শিক্ষণীয় বিষয়নিচয়ের অধ্যাপকের আসনসমূহ সংস্থাপিত হইয়াছে—বিদ্যার্থিগণ আবেদন করুন।

১। সাহিত্যাসন, ২। ঐতিহ্যাসন,
৩। সম্প্রদায়বৈভবাসন, ৪। ভক্তিশাস্ত্রাসন,
৫। জ্যোতিষশাস্ত্রাসন, ৬। বেদান্তাসন,
৭। একায়নাসন।

[illegible] রায় বি, এ, কাব্যতীর্থ, বিদ্যাসাগর,
সম্পাদক—পরবিদ্যাপীঠ, শ্রীধাম মায়াপুর।

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৪০ চল্লিশ টাকা।

২৭২৪ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে,

সপ্তচত্বারিংশ খণ্ডে সূচী ছাপা হইতেছে।

৪৬শ খণ্ড [illegible] নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে ১৫।৵০ সাধারণ পক্ষে ২০৸৵০। প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৶০, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ।/০।

দশম স্কন্ধের ভিক্ষা ১২৲, অগ্রিম সাহায্যকের পক্ষে ৮৲।

[illegible] অধ্যায়পর্যন্ত একাদশ সংখ্যা ছাপা হইয়াছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

"শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত"

সূচী প্রভৃতি সহ সম্পূর্ণ ছাপা শেষ হইয়াছে

আদি, মধ্য, ও অন্ত্যলীলা এবং সূচী ছাপা হইয়া সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছেন। যাঁহারা কয়েক [illegible] পূর্বে ১০৲ টাকা ভিক্ষার তৃতীয় সংস্করণ ৪৲ টাকায় না পাইয়া অপূর্ব [illegible] হইয়াছিলেন, তাহাদের জন্যই উহার ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছেন। সেই ১০৲ টাকার এই বিরাট গ্রন্থের শত সংখ্যা মাত্র ৫৲ টাকা ভিক্ষায় দেওয়া হইতেছে। গ্রাহকগণ সত্বর হউন পরে আর এ সুযোগ থাকিবে না।

শ্রীচৈতন্য [illegible] আদিকার

শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত

বিরাট [illegible] সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্য ভাগবত

সভাষ্য আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

[illegible] গ্রন্থ ৮৲ স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲

নদীয়া-প্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪৷৷০ টাকা

শ্রীচৈতন্য মঠের যাবতীয় গ্রন্থ

কার্য্যাধ্যক্ষ, গ্রন্থবিভাগ, শ্রীচৈতন্য মঠ
পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া
—অথবা—
শ্রীগৌড়ীয় মঠ ১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা
ঠিকানায় পাওয়া যাইবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য:—ডাকে লইলে শ্রীচৈতন্য মঠের ঠিকানায় লিখিবেন।

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত ভক্তি গ্রন্থাবলী

যে সব উৎকলবাসী ভক্ত বাংলা অক্ষর পড়িতে জানেন না, তাঁহাদের শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর প্রচারিত পরম উপাদেয় ভক্তি-কথা [illegible] শ্রবণ সুযোগ উপস্থিত। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে উড়িয়া-অক্ষরে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হইয়াছে বাংলা গ্রন্থের তুলনায় উড়িয়া গ্রন্থগুলির ভিক্ষাও অপেক্ষাকৃত অল্প।

গ্রন্থের নাম	ভিক্ষা
শ্রীহরিনাম চিন্তামণি, প্রতিখণ্ড	৷৷০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	১৲
সাধন-পথ (শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টক) প্রতিখণ্ড	
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	
কল্যাণ কল্পতরু প্রতিখণ্ড	
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	
গীতাবলী প্রতিখণ্ড	⁄১০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৶১৫
শরণাগতি —প্রতিখণ্ড	⁄০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৶৫

প্রাপ্তিস্থান { শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ, কটক
এবং
শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, পুরী

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিম্নলিখিত মঠসমূহে প্রাপ্তব্য:—

১। শ্রীচৈতন্য মঠ,—পোঃ, শ্রীধামমায়াপুর, (নদীয়া)।
২। শ্রীগোরগদাধর মঠ,—চাঁপাহাটি, সমুদ্রগড় পোঃ, (বর্দ্ধমান)।
৩। শ্রীভাগবত আসন,—ভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৪ শ্রীগৌড়ীয় মঠ,—১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা।
৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ,—[illegible], পুরী।
৬। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ,—উড়িয়া বাজার, কটক।
৭। শ্রী[illegible] মঠ,—[illegible], মেদিনীপুর।
৮। শ্রী[illegible] গৌড়ীয় মঠ,—[illegible], কাশী, ইউ, পি।
৯। শ্রী[illegible] মঠ,—[illegible], বৃন্দাবন, মথুরা, ইউ, পি।
১০। শ্রী[illegible] মঠ—[illegible], ইউ পি।
১১। শ্রী[illegible] গৌড়ীয় মঠ,—কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল, পাঞ্জাব।
১২। শ্রী[illegible] গৌড়ীয় মঠ,—[illegible] নবাবপুর রোড, ঢাকা।
১৩। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ,—বালিয়াটি, ঢাকা।
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম,—আমলাযোড়া, রাজবাঁধ পোঃ, বর্দ্ধমান।
১৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ,—[illegible], মানভূম।
১৬। শ্রীব্রহ্ম গৌড়ীয় মঠ,—আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী, উড়িষ্যা।
১৭। শ্রী[illegible] মঠ [illegible] উল্টাডাঙ্গা

এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণের নিকটও নদীয়া-প্রকাশ প্রাপ্তব্য।

১। শ্রী[illegible] ঘোষ—[illegible] রোড, খুলনা
২। শ্রী[illegible] গোস্বামী [illegible]—[illegible]গঞ্জ, হলদিবাড়ী কুচবিহার।
৩। শ্রী[illegible] রায়—[illegible] শ্রীগোপাল মল্লিক লেন, কলিকাতা
৪। শ্রী[illegible] মুখার্জ্জি—[illegible], কানপুর।
৫। শ্রী[illegible] কুঞ্জবিহারী [illegible] কৃষ্ণগঞ্জ, নদীয়া
৬। শ্রীরাসবিহারী দাস অধিকারী, নবদ্বীপ।
৭। শ্রী[illegible] দে—[illegible] প্রেস, নবাবপুর, ঢাকা।
৮। শ্রী[illegible] ঘড়গাছি বেড়াচাপা, ২৪ পরগণা।

অন্যথা [illegible] করে! সাইবত্তপ্তায়া পায়ে [illegible] করে

শ্রীচৈতন্যমঠের গ্রন্থাবলী

শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুর বিরচিত

ভক্তি-গ্রন্থাবলী।

উৎকৃষ্ট কাপড়ে বিলাতী ধরণে বাঁধাই স্বর্ণালঙ্কৃত। চতুর্থ সংস্করণ। বিস্তারিত সূচীসহ

জৈবধর্ম্ম

বাঁধাই ২৲ দুই টাকা

প্রকাশিত হইয়াছে

সনাতন ধর্ম্মশাস্ত্র বেদ, বেদান্ত, উপনিষৎ গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত, পুরাণ, তন্ত্রাদি সকল গ্রন্থ পাঠ করিবার অবসর অতি অল্প মানবের ঘটিয়া থাকে। অনেকের যোগ্যতা না থাকায় সেই সমস্ত গ্রন্থের মর্ম্ম অবগত হইতে পারেন না। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বাঙ্গালীর এই অসুবিধা দূরীভূত করিবার জন্য এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

বিদ্যালয়ের ছাত্র বা শিক্ষকগণের বিশেষ পাঠ্য, এই হেতু শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টার বাহাদুর ইহা সমস্ত বিদ্যালয়ের জন্য অনুমোদন করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

প্রথম খণ্ড ভিক্ষা—১৲ একটাকা

যুক্তিপূর্ণ শাস্ত্রবাক্য দ্বারা প্রত্যেক মানবের নিত্য কর্ত্তব্য ও অনিত্য, সাময়িক কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। গ্রন্থের প্রতি উক্তি সনাতন শাস্ত্রবাক্য দ্বারা সমর্থিত ও প্রমাণিত হইয়াছে। দেহের, মনের ও আত্মার ধর্ম্ম কি? স্বদেশ, সমাজ, নীতি, ধর্ম্ম কি? ইত্যাদি বিষয় ক্রমানুসারে এমন সুন্দরভাবে যুক্তিসহকারে আলোচিত হইয়াছে যে, প্রথম পংক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত পাঠ না করিয়া নিবৃত্ত হওয়া যায় না।

শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ভিক্ষা ৶০

ঐ প্রমাণ খণ্ড ভিক্ষা ৶০

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিহার ও লীলাভূমি নয়টী দ্বীপ-সমন্বিত। এই নয় দ্বীপের প্রাচীন বিবরণ—প্রত্যেক দ্বীপে শ্রীমহাপ্রভুর লীলা—প্রত্যেক দ্বীপের পরিচয়, শ্রীধাম-মাহাত্ম্য—ধামাপরাধ কি? ইত্যাদি বিষয় বিশেষভাবে মনোহর ছন্দে বর্ণিত। পকেট সাইজ প্রায় ১৬০ পৃষ্ঠা।

শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ

উজ্জ্বল ব্রোঞ্জের কালীতে উত্তম কাগজে ছাপা—শ্রীনবদ্বীপধাম দর্শনে ভাবুক দর্শনকারীর কি প্রকার ভাবের উচ্ছ্বাস হয়, তাহা এই গ্রন্থে বর্ণিত। অতি চমৎকার। ভিক্ষা চারি আনা।

শ্রীহরিনামচিন্তামণি

।৶০ দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভুকে উপদেশচ্ছলে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে ভক্তগণের অনুকূল ও ... সকল বিচার অতি সুন্দরভাবে ব্যক্ত হইয়াছে। ... ছাড়া শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদিষ্ট শিক্ষা ... উপদেশ বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-জগতে অভিনব গ্রন্থ !!

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতি-গ্রন্থাবলী :

শরণাগতি

পকেট সাইজ অষ্টম সংস্করণ ভিক্ষা /০ আনা

দেহ ও মনের চেষ্টা অনিত্যবস্তু লইয়া—ইহা যখন জীব বুঝিতে পারে, তখন একমাত্র নিত্যবস্তু শ্রীভগবানের প্রতি তাঁহার ... আবেগময়ী প্রার্থনা হয় এবং শ্রীভগবানে সর্ব্বান্তঃকরণে নিষ্কপটে কি প্রকারে শরণাপন্ন হইতে হয়, ইত্যাদি বিষয়ক প্রাণস্পর্শী প্রার্থনা ও আত্মসমর্পণমূলক গান। ... সংস্করণও প্রকাশিত হইয়াছে।

ভিক্ষা প্রতি খণ্ড /০ এক আনা

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা— /০. নবদ্বীপশতক— /০

অর্থপঞ্চক—/০

কল্যাণকল্পতরু

পকেট সাইজ পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা /১০

আমরা প্রত্যহ নূতন অভাব ও কামনার বশবর্ত্তী হইয়া পুনঃপুনঃ যে অকল্যাণকে কল্যাণ বলিয়া গ্রহণ করি এবং যাঁহার নিকট কল্যাণ কামনা করি, তিনি যে নিত্য বা যথার্থ কল্যাণ প্রদানে অসমর্থ এবং কোন বস্তু আমাদের নিত্য কল্যাণদাতা এবং কি ভাবে আমরা সেই কল্যাণলাভে সমর্থ হইব, এই সকল কথা সরল গানে লিখিত। এই গীতগ্রন্থ বাস্তবিকই কল্যাণের কল্পতরু; যিনি প্রত্যেককে নিত্যকল্যাণ প্রদানে

শ্রীল চক্রবর্ত্তি-ঠাকুরের টীকা সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর কৃত টীকা ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কৃত অনুবাদ। টীকাকারের জীবনী, শ্লোক-সূচি, বিষয়সূচি প্রভৃতি বহু প্রয়োজনীয় বিষয় সংবলিত প্রায় ৮২৫ পৃষ্ঠা। উৎকৃষ্ট সিল্কে বাঁধাই ২৲ দুই টাকা, কাগজে বাঁধা ১॥০

শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ কৃত ভাষ্য সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

কাগজ ও ছাপা উৎকৃষ্ট। সিল্কে বাঁধাই, সোণার জলে নাম লেখা রাজসংস্করণ ২৲ টাকা, সাধারণ সংস্করণ ১॥০, গৌড়ীয়ের গ্রাহকপক্ষে ১।০

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি (সাৰ্ব্বভৌমকোষগ্রন্থ)

বিষয়:— ১। ভক্তিশাস্ত্রে ব্যবহৃত শব্দাবলীর অর্থ, ২। চারি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের চরিত্র, ৩। বিষ্ণুবৈষ্ণবসম্পর্কিত শ্রীমন্দির ও শ্রীবিগ্রহের বিবরণ, ৪। বৈষ্ণবগ্রন্থ ও প্রবন্ধসমূহের তাৎপর্য্য ও বিবরণ, ৫। বিষয় বিশেষ বিষয় লৌকিক ও শাস্ত্রীয় আকরমূলে যাবতীয় তথ্য। চারিখণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ১ম খণ্ড ৸০, ২য় খণ্ড ৸০, ৩য় খণ্ড ৸০, ৪র্থ খণ্ড ॥/০, চারিখণ্ড একত্রে ৩৲ (৫ম খণ্ড যন্ত্রস্থ)।

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ

—১ম খণ্ড ১৲ এক টাকা ২য় খণ্ড ১৲ এক টাকা—শ্রীমদ্ভাগবতের গ্রাহক ও গৌড়ীয় গ্রাহকগণ ১।০ টাকায় ... পাইবেন। ... শ্রীজীব গোস্বামিপাদের ... ইহার ... অধিক প্রয়োজনীয় অংশ। ... ডবল ক্রাউন ৮ অংশায় ৬৪ পৃষ্ঠা আকারে মুদ্রিত হইতেছে।

শ্রীমদ্গোপালভট্টগোস্বামি সংকলিত

সদাচারস্মৃতিঃ

ভিক্ষা /০ মাত্র

প্রাপ্তিস্থান— শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (পোঃ) নবদ্বীপ নদীয়া।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

[illegible] পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ৬ আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ছোটবোতলের সমপরিমাণ ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ।০ আনা, পাইট ॥৶০ আনা, বোতল ১৶০ আনা।

আফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা।

রেজেষ্টীকৃত

মদন মঞ্জরী

বটিকায় স্বপ্ন ও ধাতুবিকার, ইন্দ্রিয়শক্তির হ্রাস, প্রস্রাবে শুক্রপাত, বদহজম, মাথা ঘোরা, বুক ধড়ফড়ানি, অনিদ্রা প্রভৃতি লক্ষণ সত্বর নির্দ্দোষ আরোগ্য হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ৪০ বটী ১৲ এক টাকা।

"নপুংসকারি ঘৃত"

পুরুষত্বহানি রোগে বহিঃপ্রয়োগ দ্বারা আরোগ্য করিয়া শক্তিসঞ্চার করে। মূল্য ২ তোলা ১৲ টাকা।

"রমণবিলাসিনী বটিকা"

বীর্য্যধারণ করিতে রমণশক্তি স্থায়ী ও বৃদ্ধি করিতে অত্যাশ্চর্য্য। মূল্য ১৬ বটী ১৲ এক টাকা।

রাজবৈদ্য নারায়ণজী, কেশবজী

১৭৭নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

বিজ্ঞাপন.

সাবধান! সাবধান!! সাবধান

জে, বি, দত্তের চাকা দাগ বাদাম তৈল

আদি ও অকৃত্রিম এবং উপকারিতায় সর্ব্বজন পরিচিত ও বহু প্রশংসিত।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী *J. B. Datta & Co.* নাম লেখা দেখিয়া খরিদ করিবেন। নতুবা জুয়াচোরগণ কদর্য্যের কৃত্রিম তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে।

বিনীত— জে, বি, দত্ত

ফেরাস কুইনিন

নূতন এবং পুরাতন ম্যালেরিয়ার যম

ইহাতে উপযুক্ত মাত্রায় ..., ... ইত্যাদির কুইনিন, আর্সেনিক ... আছে।

এই ... সেবন করিলে একটী ... সকলপ্রকার কঠিন ম্যালেরিয়া ... হইতে বাহটী দিন ... সমূলে ... করিয়া দেয়।

... ৩৲ টাকা

... বি ন্যাশনাল ফার্ম্মাসী ... প্রস্তুত। ... কলিকাতা।

পরা বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

এখানে আহার এবং বাসস্থান দিয়া বিদ্যার্থিগণকে বিভিন্ন শিক্ষণীয় বিষয় শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। অনেক ছাত্র ইতোমধ্যেই আসিয়া পাঠ আরম্ভ করিয়াছেন। বর্তমান বর্ষে সকল ছাত্রই গবর্ণমেন্ট সংস্কৃত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

প্রধান অধ্যাপক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রচন্দ্র কাব্য ব্যাকরণ-সাংখ্য-বেদান্ত-ষড়দর্শন-তীর্থ, সাংখ্যভূষণ, বেদান্তরত্ন, সাহিত্যশাস্ত্রী, সুদর্শনবাচস্পতি।

অধ্যাপক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গোরদাস ব্রহ্মচারী ব্যাকরণতীর্থ,

শ্রীধাম মায়াপুর পরবিদ্যাপীঠ, (নদীয়া)

বেদনাঞ্জন

শ্রেষ্ঠরত্ন

কলিকাতা কংগ্রেস একজিবিসন হইতে বহু প্রশংসা প্রাপ্ত ও বহু গণ্যমান্য ভদ্রমহোদয়গণ কর্ত্তৃক প্রশংসিত।

আজকাল বাজার-চলন মিশ্রিত ও বিষাক্ত আহার্য সেবনে শরীরের রক্ত সংহই দোষিত হইয়া পড়িতেছে। রক্তই মানবদেহের শ্রেষ্ঠ উপাদান, এই রক্ত দোষিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মানব বাত, বেদনা, মাথাধরা, মাথাঘোরা, দৃষ্টিশক্তির হ্রাস, দাঁতের গোড়া ফুলা, দাঁত কনকনানি, দাঁতে পোকা এবং পোস, চুলকানি প্রভৃতি কষ্টদায়ক চর্ম্মরোগে আক্রান্ত হইতেছে। যদি আপনি একান্তই ব্যাধিমুক্ত হইতে চান, তাহা হইলে অযথা পয়সার অপব্যয় না করিয়া অল্প ব্যয়ে এক শিশি বেদনাঞ্জন ক্রয় করিয়া ইহার কার্য্যকারী-শক্তি উপলব্ধি করুন। গুণের তুলনায় মূল্য অতি সামান্য, এক শিশি ।৹০ আনা মাত্র, মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান—এ, সি, চাটার্জ্জী এণ্ড ব্রাদার্স।

৪৫নং রামকান্ত লেন, সালিকা হাওড়া।

সকল মনিহারী দোকানে ও বড় বড় ডাক্তার খানায় পাওয়া যায়।

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

যদিও অদ্যাপি প্রকৃত মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য, তথাপি যাঁহারা নানারূপ অনিয়মিত উপায়ে অপরিমিত শক্তি নষ্ট করিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন এবং নানা প্রকার মেহ, প্রমেহ ধাতুদৌর্ব্বল্য, স্নায়বিক দুর্ব্বলতা, বহুমূত্র, দুঃস্বপ্ন, পারদ-সংক্রান্ত পীড়া, অর্শ এবং স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে বাধক, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, কষ্টরজঃ, শ্বেত ও রক্তপ্রদর, হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি রোগে ভুগিয়া জীবনে নিরাশ হইয়াছেন, তাঁহারা আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটার সাহেবের আবিষ্কৃত ইলেক্ট্রিক সলিউসন ব্যবহার করিয়া বাঁচিতে পারেন, তাহার শত সহস্র প্রমাণ প্রাপ্ত হইতেছে। যাঁহারা অন্যান্য বহুবিধ ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরোগ্য হইতে পারেন নাই, তাঁহারা একবার এই ঔষধটি ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক মাসের ব্যবহারোপযোগী এক শিশি ঔষধ ডাকমাশুল সহ ২৷০ টাকা মাত্র।

সোল এজেন্ট—ডাঃ ডি, ডি, হাজরা।

ফতেপুর, গার্ডেনরীচ পোঃ, কলিকাতা।

ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

অধ্যক্ষ

শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম.এ., এফ.সি.এস. (লণ্ডন)

ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক

(প্রফেসার)

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ বিশুদ্ধ ও শাস্ত্রমতে নিজ তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হয়। পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ক্যাটালগ পাঠান হয়। রোগের বিবরণ জানাইলে যত্নপূর্ব্বক ব্যবস্থা দেওয়া হয়। চিঠি পত্রাদি সম্পূর্ণরূপে গোপন রাখা হয়।

মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দুর)

(বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৪৲ টাকা

উৎকৃষ্ট স্বর্ণ, পারদ ও আমলাসার গন্ধক দ্বারা যথাশাস্ত্র প্রস্তুত।
নিত্য প্রয়োজনীয় সর্ব্বরোগনাশক মহৌষধ।

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৩৲ টাকা

উৎকৃষ্ট কাশীর আমলকী, বংশলোচন প্রভৃতি যাবতীয় উপাদানে পূর্ণ মাত্রায় যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। কফ, কাসি, সর্দ্দি, যক্ষ্মা, ক্ষয়রোগ, হৃদরোগ প্রভৃতি রোগের মহৌষধ। সর্ব্বপ্রকার দুর্ব্বলতা নাশক অতিশয় পুষ্টিকর মহৌষধ বা খাদ্য বিশেষ।

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬৲ টাকা

ইহা সেবনে ধাতুদৌর্ব্বল্য, শুক্রহীনতা, স্বপ্নদোষ, প্রমেহ ও ধ্বজভঙ্গ সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায়। ইহা অপরিসীম আনন্দদায়ক রসায়ন।

অবলাবান্ধব যোগ

প্রদর, বাধক প্রভৃতি জরায়ুদোষ ও যোনিগত দুরারোগ্য রোগের মহৌষধ।
মূল্য—১৬ মাত্রা ২৲ টাকা। ৫০ মাত্রা ৫৲ টাকা মাত্র।

বিশুদ্ধ জল! ভয় নাই! বিশুদ্ধ জল!!

লক্ষ্মী টিউব-ওয়েল কোং

২০৫নং নবাবপুর, ঢাকা

বর্ত্তমান-যুগের নব আবিষ্কৃত যন্ত্রপাতি দ্বারা উন্নত বৈজ্ঞানিক-খনন-প্রণালীতে নলকূপ (*Tube-well*) নির্ম্মাণ করা হয়। বঙ্গের লাট বাহাদুর, প্রাইভেট সেক্রেটারী, জিলা-ম্যাজিষ্ট্রেট, জিলা-বোর্ডের চেয়ারম্যান, ইঞ্জিনিয়ার, জমিদার, তালুকদার, প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত ভদ্রমহোদয়গণ এই কোম্পানীর কার্য্য দেখিয়া প্রশংসা করিয়াছেন। রাসায়নিক পরীক্ষায় জল বিশুদ্ধ না হইলে মূল্য গৃহীত হয় না। বিস্তৃত বিবরণের জন্য পত্র লিখুন।

বৃত্তিসহ সমগ্র

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

ভিক্ষা ২৲ টাকা। শিক্ষার্থি-ছাত্রের পক্ষে ১৷০ দেড়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীপরবিদ্যাপীঠ, শ্রীগৌড়পুর

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

মনোমোহন প্রেস

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা

পূর্ব্ব-বাঙ্গালায় সুলভে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত
বৈদ্যুতিক মেশিনে দিবারাত্র কাজ চলিতেছে
বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা।

ইহা ... দৈনিক নদীয়া প্রকাশ ... হইতে শ্রীবিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

স্থানীয় সংস্করণ

Registered No. C 1541

বিজ্ঞাপনের হার

প্রথমবারে
প্রতি ইঞ্চ ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অৰ্দ্ধ কলম ৩॥০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য, বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার— নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র।

মাশুলের হার
অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৫

৪র্থ খণ্ড। সম্পাদক—প্রত্নবিদ্যালঙ্কার শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী [২৫১ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্য মঠ শ্রীধাম মায়াপুর ১৫ই পৌষ সোমবার ১৩৩৬, ৩০শে ডিসেম্বর ১৯২৯

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থাবলী

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্—শ্লোক সূচী, বিষয়-সূচী প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছে, প্রতি খণ্ড সাধারণ পক্ষে ১৸০ গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশ গ্রাহক পক্ষে ।৵০
২। ভাষ্য-সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ) ৫৲
৩। গৌড়ীয়-গৌরব ৫০
৪। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।০
৫। ভজনরহস্য ॥০
৬। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম (বাঁধা) ১৲
" " " আবাঁধা ৸০
৭। গীতা (শ্রীবলদেব ভাষ্যসহ) বাঁধা ২৲ আবাঁধা ১॥০
৮। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি টীকা-সহ) বাঁধা ২৲ আবাঁধা ১॥০
গীতার কেবল মধ্ব-ভাষ্য ॥০
৯। মুকুন্দমালা [illegible] সানুবাদ [illegible] ২৲
বেদান্তস্যমন্তক সানুবাদ ([illegible]) ॥০
জৈবধর্ম্ম ২৲
শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৩ গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৪ প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ।৶০
১৫ দীপ-দিগ্দর্শন ৫০
১৬। সাধনপথ (৩য় সংস্করণ) ।৶০
১৭। আচার ও আচার্য্য ।৶০
১৮। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ৸০
১৯। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৵০
২০। শ্রীনবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য
২১। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য (প্রমাণ খণ্ড)
২২। শ্রীনবদ্বীপ-ভাবতরঙ্গ ০
২৩। শ্রীগৌড়মণ্ডল-পরিক্রমা দর্পণ ।০
২৪। শরণাগতি, গীতাবলী, গীতমালা, কল্যাণকল্পতরু, নবদ্বীপশতক, [illegible] মোট [illegible]
২৫। [illegible]
২৬ নামাষ্টক
২৭। সংস্কার-দীপিকা
২৮। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড) ৩৲
২৯। ব্রহ্মসংহিতা ॥০
৩০। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ১।০
৩১। মনঃশিক্ষা সানুবাদ
৩২। গোবর্দ্ধন[illegible] ১৲
৩৩। শ্রীচৈতন্যভাগবত (বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ) ৫৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

ইংরাজী ভাষায় ভক্তিগ্রন্থ

১ শ্রীচৈতন্যচরিত ও শিক্ষা
২ নামভজন
৩। বৈষ্ণবধর্ম্ম আর্য্যালোক
৪। ভাগবতীয় দর্শন [illegible] ও ধর্ম্ম
৫। কাম ও প্রেম [illegible]
৬। গৌড়ীয়মঠ [illegible]

শ্রীধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপ-প্রদর্শনী, নদীয়া

(৩রা ফেব্রুয়ারী হইতে ১৭ই মার্চ্চ, ১৯৩০ পর্য্যন্ত)

প্রদর্শনীর সকল জ্ঞাতব্য বিষয়ের জন্য সেক্রেটারী মহোদয়ের নিকট আবেদন করুন।

[illegible]
[illegible] নদীয়া)

দেবনাগর [illegible] ভক্তিগ্রন্থ

১। [illegible] ৵০
২। [illegible]
৩। [illegible]
৪। [illegible] ।০
৫। [illegible] ॥০
৬। [illegible] ।০

নানা কথা।

নানা স্থানে খানাতল্লাস

পুলিশের মেদ ডাকাতীর সম্পর্কে নানা স্থানে খানাতল্লাসের সংবাদ পাওয়া যাইতেছে।

কুষ্টিয়ায়

গত ২৬শে ডিসেম্বর প্রাতে গোয়েন্দা বিভাগের কর্মচারী কুষ্টিয়া পুলিশের সাহায্যে শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার বাগচীর বাটি খানাতল্লাস করিয়া কবির চিঠিপত্র একখানা পকেট বই ও অন্যান্য কাগজপত্র লইয়া গিয়াছেন।

দৌলতপুরে

[illegible] দৌলতপুর কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত [illegible] সেনগুপ্তের বাটিতেও খানাতল্লাস হইয়া গিয়াছে। [illegible] বাবুর [illegible] শ্রীযুক্ত ননীগোপাল সেনগুপ্তের নামে খানাতল্লাসের পরোয়ানা [illegible]।

কলেজ হোষ্টেলে

পুলিশ [illegible] হোষ্টেলে শ্রীযুক্ত [illegible] কক্ষেও খানাতল্লাস করে। কোনও [illegible] সন্দেহজনক কিছু পাওয়া যায় নাই।

মুন্সীগঞ্জে

পুলিশ এক [illegible] এক যুবকের বাটীতে খানাতল্লাস করিয়াছিল। সন্দেহজনক কিছু পাওয়া যায় নাই।

বাগেরহাটে

এখানে [illegible] মিত্র ও [illegible] বাটীতে খানাতল্লাস করিয়া পুস্তক [illegible] কাগজ লইয়া গিয়াছে।

শ্রীহট্টে

শ্রীহট্ট [illegible] শ্রীযুক্ত [illegible] চন্দ্র চৌধুরীর বাটীতে পুলিশ খানাতল্লাস করিয়াছিল। [illegible] বাবুর পুত্র [illegible] সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করে। [illegible] সন্দেহজনক কিছু [illegible] যায় নাই এবং কেহ গ্রেপ্তারও হয় নাই।

ট্রেণ সংঘর্ষ

[illegible] ষ্টেশনে ২নং ডাউন মিক্সড ট্রেণের সহিত ২নং ডাউন [illegible] ট্রেণের সংঘর্ষ হইয়া গিয়াছে। উক্ত সংঘর্ষের ফলে [illegible] আহত হইয়াছে এবং [illegible] গাড়ী উল্টাইয়া পড়িয়াছে।

যুবক সম্মিলনী

[illegible]

নিখিল ভারত পুস্তকাগার প্রদর্শনী

গত ২৩শে ডিসেম্বর অপরাহ্ণে [illegible] সর ভি, এম, [illegible] নিখিল ভারত [illegible] পুস্তকাগার প্রদর্শনীর উদ্বোধন হইয়া গিয়াছে। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই উপলক্ষে ভারতের [illegible] প্রদেশের বহু বিশিষ্ট লোকের সমাগম হইয়াছিল।

প্রেসিডেণ্টের অভিভাষণ

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় তাঁহার অভিভাষণে বলেন, এই শ্রেণীর লাইব্রেরীর জ্ঞানবিস্তারের বিশেষ সহায়ক, সুতরাং সভাদেশ [illegible]। এই প্রসঙ্গে তিনি [illegible] সীমাবদ্ধ জ্ঞানের কথা উল্লেখ করিয়া দুঃখ প্রকাশ করেন।

প্রিন্স অব্ ওয়েলসের বিদায় সম্বর্দ্ধনা

গত ২৮শে ডিসেম্বর [illegible] প্রিন্স অব্ ওয়েলস্ [illegible] বিমান [illegible] অবতরণ করিয়াছিলেন এবং [illegible] অভ্যর্থনা গ্রহণ করেন। গত বৎসর এই সময়ে সমগ্র [illegible] কোনরূপ উৎসব হয় নাই, প্রজাগণ সকলেই তাঁহার আরোগ্য কামনার জন্য [illegible] হইয়া [illegible] আমাদের ভারতবর্ষে সমস্ত [illegible] হইয়াছিল। এবার সে জন্য উৎসবের আয়োজন বিশেষরূপ হইয়াছে। যুবরাজ প্রিন্স অব্ ওয়েলস্ [illegible] সপত্নীক ডিউক অব্ ইয়র্ক, ডিউক অব্ [illegible], প্রিন্স [illegible] প্রভৃতি [illegible] উপস্থিত হইয়াছিলেন।

ভারতে বলশেভিক ভীতি

[illegible] উক্তি [illegible] করিয়াছেন—বলশেভিক [illegible] আর অর্ডিনান্স জারি করিবার প্রয়োজন নাই। ভারতে এখন কোন বিপদ উপস্থিত হয় নাই যাহার জন্য এই বিলখানিকে [illegible] করিবার প্রয়োজন অনুভূত হইতে পারে।

কংগ্রেস ও সনাতনী

শুনা যাইতেছে যে কংগ্রেসের নির্ব্বাচিত প্রেসিডেণ্ট যে রাস্তা দিয়া [illegible] সনাতনী কালপতাকা হস্তে [illegible] কংগ্রেসের নেতৃবর্গের [illegible] সেই রাস্তায় [illegible] লোক তাঁহা- [illegible]

মাতাল গোরার কাণ্ড

মজঃফরপুরে একটি গোরা [illegible] ঘটনা ঘটিয়াছে। স্থানীয় মিউনিসিপ্যালিটির ভাইস্‌চেয়ারম্যান উকিল শ্রীযুক্ত [illegible] চক্রবর্ত্তী মহাশয় আদালত হইতে বাড়ী ফিরিতেছিলেন। এমন সময় দুই জন মাতাল গোরা তাঁহাকে মারধর আরম্ভ করিলে চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের বন্ধুরা গোরা দুইজনের ব্যাগ ও লাঠি কাড়িয়া লইয়া তাহাদিগকে পুলিশের হাতে দিয়াছেন।

প্রদর্শনী

আগামী ফেব্রুয়ারী মাসের প্রথম সপ্তাহে বিক্রমপুর জাতীয় প্রদর্শনীর অধিবেশন হইবে।

ঢাকার শিল্প প্রদর্শনী

ঢাকার জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিষ্টার ও এম, মার্টিন, আই, সি, এস, গত সোমবার জগন্নাথ কলেজ ভবনে শিল্প-প্রদর্শনীর উদ্বোধন কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন। সহরের বহু সংখ্যক ভদ্রলোক ও মহিলা উক্ত উদ্বোধনকালে যোগদান করেন। [illegible] মাসের শেষ পর্য্যন্ত উক্ত প্রদর্শনী খোলা থাকিবে।

চিত্র শিল্প প্রদর্শনী

বিগত ২৩শে ডিসেম্বর কর্পোরেশন ষ্ট্রীটস্থ 'হিন্দুস্থান ভবনে' মহামান্য লেডী জ্যাকসন "ইণ্ডিয়ান সোসাইটী অব ওরিয়েণ্টাল আর্ট" এর এক বার্ষিক শিল্প-প্রদর্শনী উদ্ঘাটিত করিয়াছেন। [illegible] অবনীন্দ্রনাথ ও গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু, শ্রীযুক্ত [illegible] কুমার হালদার প্রভৃতি [illegible] শিল্পীর এবং মাদ্রাজ, [illegible], লক্ষ্ণৌ, [illegible] ও বাঙ্গালার বহু সংখ্যক নবীন শিল্পীর প্রায় [illegible] খানি উৎকৃষ্ট চিত্র প্রদর্শিত হইয়াছে। [illegible] নেপাল দেশ [illegible] চিত্রিত সিংহাসন এবং [illegible] দর্শকের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে। এই বৎসরের অন্যতম [illegible] শ্রীযুক্ত [illegible] চট্টোপাধ্যায়ের [illegible] ভারতীয় [illegible] ও [illegible] রাধার [illegible] নির্মিত [illegible] মূর্তি ও কারুকার্য্য [illegible] দৃষ্টি আকর্ষণের বস্তু হইয়াছে।

বোমাদুর্ঘটনার জের

প্রকাশ, বড়বাজারে [illegible] বোমা দুর্ঘটনা সম্পর্কে [illegible] [illegible]

সাহিত্য সম্মেলন

নাগপুরে মহামহোপাধ্যায় শ্রীপ্রমথ নাথ তর্কভূষণ মহাশয়ের সভাপতিত্বে বাঙ্গালা সাহিত্য সম্মেলনের অষ্টম অধিবেশন হইয়া গিয়াছে।

বিমান বার্ত্তা

একটী ফরাসী বিমানপোত বোলমেনের নিকট দিয়া যাইতেছিল। প্রবল বৃষ্টিপাতে পোতের মটার বিকল হওয়ায় আলোক নিভিয়া যায়। বিপদের আশঙ্কা করিয়া চালকদ্বয় প্যারাশুটের সাহায্যে অবতরণ করিতে আরম্ভ করেন। একজনের প্যারাশুট সহজে খুলিয়া যাওয়ায় তিনি অক্ষত দেহে অবতরণ করেন। আর একজন আহত হ'ন। বিমানপোতটী আপনা হইতে ফাটিয়া যায় এবং আগুন ধরিয়া ডাকের ব্যাগ প্রভৃতি পুড়িয়া যায়।

তুরস্ক ও ধর্ম্ম

মিঃ মহম্মদ আলি নামক কানপুরে উলেমা সভায় বলিয়াছেন—তুরস্ক জাতি ধর্ম্মকে [illegible] করিয়াছে। তুরস্কের মনে যদি ধর্ম্মভাব [illegible] আলোয়কে [illegible] উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল, তাহা হইলে তুরস্ক সে কথা [illegible] পারিত। [illegible] পারিলে ভারতের [illegible] বর্ত্তমান [illegible] না [illegible] যুবকের প্রাণ [illegible]।

বেলজিয়াম রাজপরিবারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র

সম্প্রতি বেলজিয়মের প্রধান মন্ত্রী এবং তাঁহার [illegible] সহকর্মী কয়েকখানি পত্র পাইয়াছিলেন, তাহাতে [illegible] এক [illegible] প্রদর্শন করা হইয়াছিল যে, বেলজিয়মের রাজা যদি ইটালীর যুবরাজের সহিত তাঁহার কন্যা প্রিন্সেস মেরী জোসের বিবাহ [illegible] ও [illegible] সম্মতি প্রদান করেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগের মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী।

বিজ্ঞাপন

সাধারণের [illegible] জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, কলিকাতা [illegible] নং [illegible] শ্রীযুক্ত "বৈষ্ণবশাস্ত্রী" মহোদয়ের [illegible] মানবের [illegible] না হইতে [illegible] সম্বলিত "কামশাস্ত্র" গ্রন্থখানি এখনও যিনি পাঠ করেন নাই তিনি অদ্যই ঐ ঠিকানায় আবেদন [illegible] বিনামূল্যে প্রাপ্ত হউন। উক্ত [illegible] উপকৃত হইয়া ২৫০০০ হাজার লোক [illegible] হইয়াছেন। পাড়ুলেত সত্ত্ব [illegible]।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১৫ই পৌষ সোমবার—১৩৩৬

পূজ্য কে ?

যাঁহার সমান বা অধিক রূপবান্, তেজঃসম্পন্ন ও গুণশালী আর কেহ হইতে পারে না তাঁহাকে অসমোর্দ্ধতত্ত্ব কহে যেহেতু সেই অসমোর্দ্ধতত্ত্ব সর্ব্বাপেক্ষা অধিক রূপবান্, তেজঃসম্পন্ন ও গুণশালী, তজ্জন্য তিনি তদিতর অপরাপর বস্তুর পূজ্য। যাঁহার ইচ্ছায় পঞ্চম সর্গ অর্থাৎ জগতের সম্রাট্, ব্রহ্মা যাঁহার শক্তিতে শক্তিশালী হইয়া প্রজা সৃষ্টি করিতেছেন, রুদ্রদেব যাঁহার আদেশপালনার্থে জীবের সংহারকার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন, যমরাজ যাঁহার ভয়ে সদা ভীত থাকেন, মননশীল মুনিগণ নিজ নিজ কল্যাণলাভেচ্ছু হইয়া যাঁহার শ্রীচরণকমলের ধ্যানে সদা বিভোর থাকেন, বৈকুণ্ঠবাসিনী লক্ষ্মীদেবী যাঁহার পদকমলের সেবা ব্যতীত অন্য কিছু চাহেন না, এবং গোলকস্থ ব্রজবাসিগণ যাঁহার প্রীতিবিধানার্থ সমস্ত বিপদাপদ্ বরণ করিতে পশ্চাৎপদ নহেন, তিনিই সর্ব্বপূজ্য ও ত্রিজগদ্বান্দিত তত্ত্ব। শাস্ত্রে তিনি শ্রীকৃষ্ণ নামে প্রসিদ্ধ। তাই ভক্তাগ্রগণ্য শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী স্বরচিত শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতনামক সিদ্ধান্তসার গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন,—

একলা ঈশ্বর কৃষ্ণ, আর সব ভৃত্য।
যারে যৈছে নাচায় সে তৈছে করে নৃত্য॥

পূজ্যশব্দের উদার অর্থে যাহা নিত্যকাল পূজিত হইবার যোগ্য তাহাকেই বুঝায়। যে বস্তু কিয়ৎকালের জন্য পূজিত হইতে পারে তাহা পূজ্যশব্দের বিদ্বদ্রূঢ়িবৃত্তির নিষ্পন্ন অর্থ নহে। ঐরূপ অর্থ শব্দের অজ্ঞরূঢ়িবৃত্তিদ্বারা নিষ্পন্ন হইবার যোগ্য। যে সকল ব্যক্তি মায়ারচিত ভোগ বা ত্যাগবুদ্ধিদ্বারা অভিভূত তাহারাই শব্দের অজ্ঞরূঢ়িবৃত্তি নিষ্পন্ন অর্থে সন্তুষ্ট থাকিতে পারে, কারণ তাহারা আত্মবঞ্চক। যাঁহারা যথার্থভাবে নিজ কল্যাণলাভের জন্য সমুৎসুক সেই সকল সুমেধোগণ শব্দের বিদ্বদ্রূঢ়িজাত অর্থের পক্ষপাতী এবং তজ্জন্য তাঁহারা, নিত্যপূজ্য যে ভগবত্তত্ত্ব তাঁহাকেই একমাত্র পূজ্য বস্তু বলিয়া স্থির করিয়া থাকেন। আজ যে দেবতার পূজা করিলাম কল্য যদি তাহাকে বিসর্জ্জন দিতে হয় এরূপ বস্তুকে সুমেধোগণ কখনই পূজ্য বস্তু বলিয়া বুঝিতে চাহেন না। এই হেতু ভগবদ্বিমুখ পিতা-মাতা-ভ্রাতা-জ্ঞাতাদি অজ্ঞজনকথিত গুরুজন-দিগের প্রতি পূজ্য বুদ্ধি স্থাপন করিতে সুমেধোগণ স্বীকৃত হ'ন না।

শ্রীভগবান্ যেরূপ নিত্য বস্তু, তদীয় ভেদাভেদপ্রকাশরূপ চেতনাচেতন নিখিল পদার্থও তদ্রূপ নিত্যবস্তু। সুতরাং মহাভাগবতগণ কৃষ্ণকার্ষ্ণ্যরূপে জগদ্দর্শন করেন বলিয়া তাঁহারা সর্ব্ব ভূতকেই পূজ্য রূপে দর্শন করেন। যাঁহাদের হৃদয় হইতে অনিত্য ভাব ও তৎসহচর ভোগ্য ও ত্যাজ্য ভাব সমূলে বিদূরিত হয় নাই, তাঁহাদের উচিত শ্রীভগবানে, শ্রীভগবদ্বিগ্রহে, শ্রীতুলসীমঞ্চে, শ্রীগঙ্গোদকে, শ্রীতীর্থাদিতে শ্রীশালগ্রামশিলাতে, শ্রীআচার্য্যদেবে, শ্রীভগবানে, শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থে ও অপরাপর ভক্তিবৃত্তিকর বিষয়ে আপাততঃ পূজ্য বুদ্ধি স্থাপন করা। এইরূপ ভাবে পূজ্যবুদ্ধি স্থাপনফলে চিত্ত ক্রমশঃ ভোগ বা ত্যাগ বুদ্ধিজনিত অনিত্য ধারণাসমূহ পরিত্যাগে সমর্থ হয় ও সমস্ত পূজ্য বস্তুকে দর্শন করত তৃণাদপি নীচতাবাপন্ন হইয়া যথার্থ পূজনীয় বস্তুর সেবাসুখে নিত্যকাল বিমল সেবানন্দরস আস্বাদনের যোগ্যতা লাভ করে।

যে সকল অজ্ঞ মানব ভোগ বা ত্যাগের সহায়করূপী পদার্থে পূজ্যবুদ্ধিস্থাপনে যত্নশীল তাহারা জানেন না যে তাহাদিগের ঐ পূজ্যাখ্য দস্যুগণ তাহাদিগের হৃদয় হইতে সুবুদ্ধিরূপ মহারত্নটিকে হরণ করত অচিরে তাহাদিগকে অতল দুঃখসাগরে নিমগ্ন করিবে। যাহাতে তাহাদিগের ঐ সুবুদ্ধিরূপ মহারত্ন অপহৃত না হয়, তজ্জন্য ভগবদ্ভক্তগণ শাস্ত্রের উক্তি শুনাইয়া তাহাদিগকে সতর্ক করিয়া থাকেন। কেন যে অজ্ঞ মানবগণ ত্রিতাপজ্বালায় অহরহ দগ্ধ হইতেছেন, সাধুসঙ্গ হইতে তাহার কারণ অনুসন্ধান করিলেই তাহারা জানিতে পারেন যে অপূজ্য বস্তুতে পূজ্যবুদ্ধি স্থাপনই তাহার মূল নিদান।

কোন কোন ব্যক্তি বিবেচনা করেন যে পিতা মাতাও যেমন পূজ্য, শ্রীআচার্য্যদেবও, ভক্তগণও সেইরূপ পূজ্য। এই শ্রেণীর লোককে সুধীগণ সহজিয়া আখ্যায় ভূষিত করেন। দুইটী নৌকায় পদস্থাপনপূর্ব্বক নৌকা দুইটীকে যদি পৃথক্ পৃথক্ দিকে চালিত করা যায় তাহা হইলে যেমন জলে পড়িয়া প্রাণ হারাইতে হয়, সহজিয়াগণের দুর্দ্দশাও ঠিক তদ্রূপ হইয়া থাকে। অতএব অপূজ্য বস্তু হইতে পূজ্যবুদ্ধি উঠাইয়া না লইলে মঙ্গললাভের উপায়ান্তর নাই।

পিতা-মাতা প্রায়ই সন্তানের স্থূল সূক্ষ্মদেহের পোষক। মানবের স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহদ্বয় মায়ারচিত ও মায়িক উপাদানে গঠিত। সুতরাং মায়িক নিয়মেই উক্ত দেহদ্বয়ের উৎপত্তি ও ধ্বংস সাধিত হয়। আমরা যদি ইচ্ছা করি যে ঐ দেহদ্বয়কে স্বীয় আয়ত্বে, রাখিয়া নিত্যকাল ব্যাধি-মুক্ত ও অক্ষুন্ন রাখিব, তাহা আমাদের দ্বারা সম্ভবপর নহে। কারণ ঐ মায়া অতীব প্রবলা; আমাদিগের কি সাধ্য উহার উপর আধিপত্য বিস্তার করি। আমাদিগের আত্মায় ক্ষুদ্র চিৎ-স্বরূপে ঐরূপ যোগ্যতা ভগবৎ কর্ত্তৃক ন্যস্ত হয় নাই। আমাদিগের আত্মস্বরূপে নিত্য-পূজ্য বস্তুরূপ শ্রীভগবানের সেবা করিবার সামর্থ্যমাত্র নিহিত হইয়াছে। সুতরাং দেহ মনের সুখ-সাচ্ছন্দ্যের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া অধিকারোচিত ভগবৎ-সেবায় রত থাকাই আমাদের কর্ত্তব্য। তাহা করিতে থাকিলে ভগবৎ-কৃপায় আমরা দেহমনের অস্বস্থতায় বিচলিত না হইয়া বরং তাহাতে আনন্দানুভব করিতে সক্ষম হইব ও বলিতে পারিব "ওহে মৃত্যু! তুমি মোরে কি দেখাও ডর। ও ডরে কম্পিত নহে আমার অন্তর॥" তাই সর্ব্বপূজ্য ও সর্ব্ব-সুহৃৎ শ্রীভগবান্ তদীয় সখা শ্রীঅর্জ্জুনদেবকে লক্ষ্য করিয়া আমাদের শিক্ষার্থ বলিয়াছিলেন,—

"দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং
তরন্তি তে॥"

জীব তত্ত্ব

(পণ্ডিত শ্রীপাদ অতীন্দ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়)

মায়াবাদী বলেন, জীবই ব্রহ্ম। মায়ানাম্নী একটী অনাদি, অনির্ব্বচনীয় শক্তি আছেন, ঐ শক্তির দুইটি বৃত্তি — আবরণ বৃত্তি ও বিক্ষেপক বৃত্তি। আবরণ বৃত্তির দ্বারা আবৃত হইয়া জীব আপনাকে ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন মনে করেন এবং বিক্ষেপাত্মিকা বৃত্তির দ্বারা বিক্ষিপ্ত হইয়া রজ্জুতে সর্পদর্শনবৎ অথবা শুক্তিতে রজতবৎ ভ্রমময় বিশ্ব দর্শন করেন। জীবের এই বিশ্বভ্রম মায়ারই অঘটন ঘটন। জীবও অপর কেহই নহেন, ব্রহ্মই। ব্রহ্ম ভিন্ন যখন অপর বস্তু নাই, তখন জীব ব্রহ্ম ব্যতীত অপর কি হইতে পারেন? ব্রহ্মই সমষ্টিমায়া দ্বারা মোহিত হইয়া ঈশ্বর ও ব্যষ্টিমায়াদ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া জীবরূপে কল্পিত হয়েন। অতএব ব্রহ্মের এই ঈশ্বর ভাব ও জীবভাব এতদুভয়ই পারমার্থিক মিথ্যা। তবে এইরূপে সমস্ত মিথ্যা হইলেও এই মায়াবাদ শূন্যবাদ নহে, কারণ আমরা এক নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত স্বরূপ ব্রহ্ম আছেন ইহাই স্বীকার করি। ঐ ব্রহ্ম কেবল সন্মাত্র, নির্ব্বিশেষ ও নির্গুণ। এইরূপে মায়াবাদী সম্প্রদায় জীব ব্রহ্মের একান্ত অভেদ কল্পনা করেন।

এই কল্পনার প্রতিপক্ষে আমাদের বক্তব্য এই যে বেদান্ত শ্রুতি ও স্মৃত্যাদি শাস্ত্রে উক্ত মায়াবাদিকল্পিত মত উপদিষ্ট হয় নাই।

ব্রহ্ম শক্তিমত্তত্ত্ব আর জীব শক্তিতত্ত্ব শক্তি ও শক্তিমান্ পরস্পর ভিন্ন নহেন। তবে জীব ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন না হইলেও অণুত্ববৃহত্ত্বাদি বিরুদ্ধ ধর্ম্ম বিশিষ্টরূপে আশ্রিত জীব হইতে আশ্রয় ব্রহ্মের ভেদও অবশ্য স্বীকার্য্য। শ্রুতি জীবকে অণু ও ব্রহ্মকে বৃহৎ বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। কোথাও অংশ স্ফুলিঙ্গ প্রভৃতি বলিয়াছেন, আবার কোথাও বা অভিন্নরূপেও বর্ণন করিয়াছেন। সুতরাং শ্রুতি সমূহ আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে উহাতে জীবকে ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন ও অভিন্ন উভয়ই বলিয়াছেন।

বেদান্তসূত্র বিচারপূর্ব্বক আলোচনা করিলে ভেদাভেদবাদই মীমাংসিত হইয়াছে দেখা যাইবে। ফলতঃ অংশের সহিত অংশীর, অণুর সহিত বিভুর বা শক্তির সহিত শক্তিমানের যেরূপ তাদাত্ম্য অর্থাৎ অচিন্ত্যভেদাভেদ স্বীকৃত হয়, জীবের সহিত ব্রহ্মেরও সেইরূপ অচিন্ত্য ভেদাভেদ সম্বন্ধই বুঝিতে হইবে।

জীব ব্রহ্ম হইতে একান্ত অভিন্ন হইলেও তাহার সৃষ্টিকর্তৃত্বাদি জগদ্ব্যাপার সিদ্ধি হইত না, আর জীব ব্রহ্ম হইতে একান্ত ভিন্ন হইলেও উভয়ের ঐক্যও উক্ত হইত না। জীবব্রহ্মের অভেদবাদ নাস্তিকতার প্রকারবিশেষ আবার একান্ত ভেদবাদও সম্পূর্ণ সম্বন্ধের জ্ঞাপক নহে। শক্তি ও শক্তিমানের অচিন্ত্যভেদাভেদই শাস্ত্রযুক্তিসম্মত সিদ্ধান্ত। শাস্ত্র বলেন,—

"শক্তিশক্তিমতোর্ভেদং পশ্যন্তি পরমার্থতঃ।
অভেদঞ্চানুপশ্যন্তি যোগিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ॥"

অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞ যোগী সকল শক্তি ও শক্তিমানের পরস্পর ভেদ ও অভেদ উভয়ই দর্শন করিয়া থাকেন।

শক্তি শক্তিমানের তাদাত্ম্য সম্বন্ধে অবস্থান করেন, কারণ, শক্তিমানেই শক্তির আত্মা অর্থাৎ নিয়ন্তা, স্থাপয়িতা, প্রবর্ত্তিতা ব্যাপক ও আশ্রয়। শক্তিমান্কর্তৃক নিয়মিত, স্থাপিত, প্রবর্ত্তিত ব্যাপ্ত ও অধিষ্ঠিত হইয়াও অগ্নি হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় শক্তি ভিন্ন হইয়াও অভিন্ন। এই যে শক্তি ও শক্তিমানের পরস্পর ভেদাভেদভাব উহা স্বরূপতঃ অচিন্ত্য। চিদাদ্বৈতবাদিগণ শক্তিমান্ হইতে শক্তির ভেদ ও অভেদ স্বতন্ত্রভাবে অনুশীলন গম্যব্যাপার মনে করেন। কিন্তু অচিন্ত্য-ভেদাভেদবাদী বৈষ্ণবগণ শক্তি ও শক্তিমানের ভেদ-সত্ত্বা ও অভেদসত্ত্বার একান্ত ভেদ বা একান্ত অভেদভাবে চিন্তাগম্য ব্যাপার বিশেষ বলিয়া স্বীকার করেন না।

কেবলাদ্বৈতবাদিগণ অদ্বিতীয়-শ্রুতি শ্রবণে তত্ত্বমস্যাদি শ্রুতির বলে যে

জীবব্রহ্মের একান্ত অভেদ কল্পনা করেন, তাহা অশ্রুতযুক্তিবাদীগণের কপোলকল্পনা মাত্র। "তত্ত্বমসি" প্রভৃতি শ্রুতি সকল যেমন অভেদ নির্দ্দেশ করেন, আবার "দ্বা সুপর্ণা" প্রভৃতি শ্রুতি সকল স্পষ্টতঃ ভেদ-নির্দ্দেশ করেন।

শ্রুতিবাক্যের একটি সত্য ও অপরটি অসত্য এরূপ মনে করা পাষণ্ডতা মাত্র! হয় উভয় বাক্য অস্বীকার করিয়া নাস্তিক বৌদ্ধবাদ অবলম্বন কর আর যদি শ্রুতি অঙ্গীকার করিতে হয় তাহা হইলে ভেদ ও অভেদের উভয় শ্রুতির সমান বলবত্তা ও সম্মান দিতে হইবে।

'আমি শাস্ত্রমতাবলম্বী নহি পরন্তু শ্রৌত-কল্পী' লোককে বঞ্চনার জন্য এরূপ ক। উক্তার আশয় এই, শ্রুতির যে বাক্যটি আমার মত পরে তাহাকে স্বীকার করিয়া, যে শ্রুতিবাক্য আমার মতের পরিপোষক হইবে না তাহা অস্বীকার করিব, ইহা স্পষ্টতঃ না বলিয়া অর্থাৎ স্পষ্টতঃ ঐরূপ বলিলে লোকে শ্রুতিদ্রোহী বলিবে এই ভয়ে উক্ত শ্রুতি সমূহের বিরুদ্ধপ্রতীতিগত অর্থ পরিত্যাগ করত যেখানে লক্ষণাবৃত্তির কোনও প্রয়োজনীয়তা নাই সেখানে 'কষ্টকল্পনা' করিয়া ও মুখ্য শ্রুতি সমূহের লক্ষণাবৃত্তি সাহায্যে স্ববিরুদ্ধপ্রতীতিগত অর্থ কল্পনা করিয়া সমস্ত শ্রুতি শাস্ত্রের বক্তার কল্পিত মায়াবাদ উপাদেয় হইয়াছে বলিয়া প্রতিষ্ঠিত হইবার অসচ্চেষ্টাকারিগণকে কখন শ্রুতি সম্মানকারী বা বেদপন্থী বলিয়া স্বীকার করা যাইবে না। সমস্ত শ্রুতি শাস্ত্র আলোচনা করিলে জীবকে ব্রহ্মশক্তি বলিয়াই বুঝা যাইবে। শক্তি ও শক্তিমানের নিত্যত্ব ও অভিন্নত্ব শ্রুতি শাস্ত্রে উপদিষ্ট হইয়াছে এবং ভেদাভেদভাব চিন্ত্য বা অনুমেয় ব্যাপারবিশেষ নহে সুতরাং উক্ত ভেদাভেদ সম্বন্ধকে অচিন্ত্য ভেদাভেদ সম্বন্ধ বলা যায়। ইহাই সম্বন্ধজ্ঞানের চরম কথা। শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায় এই সিদ্ধান্তকেই আদর করেন।

চিৎ ও অচিৎ

শ্রীপাদ রাধাচরণ গোস্বামী, ভক্তিরত্ন

চিৎ অর্থাৎ চৈতন্য বা জ্ঞানসম্বন্ধীয় বস্তু; তাহার বৃত্তি—অনুভূতি বা ধারণা। চেতনের ধারণা তিন প্রকার—এক শুদ্ধচেতন ধারণা ও মিশ্র ধারণা। এ ধারণা অচেতনে, ভোক্তা অর্থাৎ অপর চেতন উন্মুখ যে কালে চেতনের ধারণাকে [illegible]

তত্ত্বকে পরাজিত হইয়া, জীব স্বীয় সহজ ধারণাকে পরিবর্তন করে, তাহাকে মিশ্র-চেতন ধারণা বলা যায়। এই মিশ্রচেতন ধারণায় ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা, করণাপাটব দোষ সকল থাকায়, কেবলাচিত্তের আবরণ জন্য বলিয়া স্বরূপোপলব্ধির ব্যাঘাত ঘটে।

সাধুসঙ্গপ্রভাবে যে কালে চৈতন্যময় জীব বিভুচৈতন্যের সম্বন্ধভাবে অনুশীলনকারী অণুচিতের সাক্ষাৎকার লাভ করেন অর্থাৎ স্বরূপ দর্শন লাভ করেন তৎকালে তাঁহার বিপথগামী হইবার সম্ভাবনা থাকে না। তখন আর চিন্ময় জ্ঞানে অপদর্শন দ্বারা জড়াত্মক জ্ঞান উপস্থিত হইবার অবসর ঘটে না। চিৎ বা চেতন বস্তু নিত্যচৈতন্যময়।

অচিৎ বা অচেতনবস্তুমাত্রেই জড়সংজ্ঞাবোধক। এই অচেতনের বৃত্তি চেতনকে বাধা প্রদানবৃত্তি—স্বীয় যোগ্যতা বা স্বভাব। চেতনের সাহায্যেই অচেতন সম্বন্ধ ধারণা হয়। চেতনের পরিচ্ছিন্ন কোন আকার নাই। তবে চিদাভাস সকলে যথাযথরূপে নিত্য থাকে, তন্মধ্যে দিক্কালক্রমে উদিত হয়। ইহার দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে—যেমন দিয়াশলাইএর মধ্যে অগ্নি বস্তুটী রহিয়াছে; যতদিন কোন ক্রিয়া দ্বারা অগ্নি প্রকাশ হয়। অচেতন বস্তু জড়াকারনিবন্ধন স্থান, কাল স্বভাব দ্বারা বিক্ষুব্ধ তাই অচেতনের ধর্ম্ম অনিত্য।

আমরা যখন জীবসেবা বিনাস্তত্ব কর্ম্মভূমির প্রতি ভোগপরায়ণ হইয়া দৃষ্টিপাত করি, তখনই অচেতনাবস্তুতে আকৃষ্ট ও আবদ্ধ হইয়া থাকি। এই আকৃষ্টই আমাদিগের অধঃপতনের মূলীভূত কারণ অচেতনের শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধবিষয়াভিভূত জীব মায়িক ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎকে নিত্য বা চিত্তের আশ্রয় জ্ঞান করিয়া অচেতনের বৃত্তি লাভ করত চেতনের ধর্ম্ম বা স্বভাব বৃত্তিতে চিৎকে হারাইয়া নানা প্রকার ক্লেশে পতিত হয়। ইহাই হইল জীবের বৈমুখ্যের ফলপ্রাপ্তি।

এই সকল ক্লেশের কবল হইতে মুক্তি পাইবার একমাত্র উপায় সাধুসঙ্গ। আমরা যখন সাধুসঙ্গ প্রভাবে চিদাচিদ্বিবেকবুদ্ধি লাভ করিতে পারিব, তখনই অধিকারানুসারী রুচি উৎপন্ন হইলে ক্রমে সাধুসঙ্গ করিবার অবকাশ লাভ করিব। আমরা মুখে যতই প্রকাশ করি না কেন 'আমার সাধুসঙ্গ হইতেছে না। আমি দুর্ভাগা, আমার সুযোগ ঘটে না' প্রভৃতি বৈফল্যোচিত নিষ্কপট এই জ্ঞাপক আক্ষেপ উক্তি স্বাভাবিক, কিন্তু অসাধুর সঙ্গে প্রীতি বাসনা আছে চিরদিনই থাকিবে, চিদাচিৎ [illegible] সাধুসঙ্গলাভ ও চিদ্বৃত্তির উদয় হইবার সম্ভাবনা নাই।

ঐ ভাবাপন্ন সৌভাগ্যবান্ ভক্ত সমাজের সঙ্গ করিবার অবসর পান, তাঁহারাই নির্বিশেষবাদীগণের আক্রমণ হইতে আপনাদিগকে পরিত্রাণ করিতে সমর্থ। ঈশোন্মুখ ব্যক্তি জড় (অচেতন)-মুক্ত ঈশবিমুখ ব্যক্তি জড় (অচেতন)-বদ্ধ।

মহাভারত ও বৃত্তব্রাহ্মণতা

উপক্রম

পাণ্ডবগণ বনবাস কালে, যখন দ্বৈতবনে অবস্থান করিতেছিলেন সেই সময় একদা মনুজশ্রেষ্ঠ, ভীমকর্ম্মা ভীমসেন, যদৃচ্ছাক্রমে হিমালয়ের রম্য প্রান্তদেশে মৃগয়া করিতে গিয়া নিবিড় অরণ্যানীমধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক মৃগ অন্বেষণ করিতেছিলেন এমন সময় সেই স্থলে গিরি দুর্গ মধ্যস্থিত, লোমহর্ষণ মহাকায় এক ভুজঙ্গম দর্শন করিলেন। সেই ঘোরদর্শন অজগর সহসা ভীমসেনের সমীপে উপস্থিত হইয়া বলপূর্ব্বক তাঁহার করযুগল আক্রমণ করিল! দশ-সহস্র-মহানাগতুল্য প্রতাপশালী ভীমসেনের তাদৃশ সাহস সেই অদ্ভুত সর্পের স্পর্শ মাত্রেই বিনষ্ট হইয়া গেল। ভীমসেন আত্মমোচনের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে না পারিয়া নিশ্চেষ্ট হইলেন। তেজস্বিগণাগ্রগণ্য ভীমসেন সেই অজগরের দ্বারা দৈবক্রমে বশীভূত হইয়া বহুবিধ আক্ষেপ, বিলাপ ও কাকুতিমিনতি করিয়াও পরিত্রাণ পাইলেন না। এদিকে ধর্ম্মনন্দন যুধিষ্ঠির ভীমের অদর্শনে ও নানাবিধ অমঙ্গলসূচক উৎপাত দর্শনে সাতিশয় চিন্তান্বিত হইয়া দ্রৌপদীর রক্ষায় অর্জ্জুনকে নিয়োগ করিয়া ধৌম্য পুরোহিতসমভিব্যাহারে বৃকোদরের অন্বেষণে বহির্গত হইলেন। মহাত্মা যুধিষ্ঠির ভীমকর্ম্মা ভীমসেনের পদচিহ্ন লক্ষ্য করিয়া গমন করিতে করিতে সেই দুর্গম গিরিগহ্বর মধ্যে ভীষণভুজঙ্গপরিবেষ্টিত নিশ্চেষ্ট স্বীয় অনুজ ভীমসেনকে দর্শন করিলেন। যুধিষ্ঠির ভুজঙ্গবেষ্টিত ভ্রাতা ভীমসেনকে জিজ্ঞাসা করিয়া জ্ঞাত হইলেন যে সেই সর্প মহারাজ নহুষ এবং কি প্রকারে তিনি দৈবক্রমে ভুজঙ্গভাবে আবদ্ধ হইয়াছেন। যুধিষ্ঠির সর্পরাজকে অনেক অনুনয়বিনয় করিয়া ভীমসেনকে ত্যাগ করিতে বলেন, সর্পরাজ প্রথমে কোনক্রমেই স্বীকৃত না হইয়া অবশেষে কহিল,—"মহারাজ, এক্ষণে যদি তুমি আমার প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিতে সমর্থ হও তাহা হইলে তোমার ভ্রাতা ভীমসেনকে পরিত্যাগ করিব।" তাহা শ্রবণ করিয়া ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির বিনয়সহকারে কহিলেন,—"সর্পরাজ আপনি ইচ্ছামত প্রশ্ন করুন আমি যথাসাধ্য উত্তর প্রদান করিয়া আপনার প্রীতি বর্দ্ধন করিব। কিন্তু আপনি ব্রাহ্মণের বেদ্য ব্রহ্মদেব ভগবান্কে অবগত হইয়াছেন কিনা, জানিয়া আপনার বাক্যের উত্তর প্রদান করিব।" তখন সর্প কহিলেন,—"ব্রাহ্মণো কো ভবেদ্রাজন্ বেদ্যং কিঞ্চ যুধিষ্ঠির। ব্রবীহ্যতিমতিং ত্বাং হি বাক্যৈরনুমিমীমহে॥"

(মহাভারত বনপর্ব্ব ১৮০।২০)

অর্থাৎ হে যুধিষ্ঠির, তোমার বাক্য শ্রবণ করিয়া তোমাকে বুদ্ধিমান বলিয়া বোধ হইতেছে। অতএব ব্রাহ্মণ কে? ও বেদ্য বা কি? ইহার উত্তর প্রদান কর। তখন যুধিষ্ঠির কহিলেন,—

"সত্যং দানং ক্ষমা শীলমানৃশংস্যং তপো ঘৃণা। দৃশ্যন্তে যত্র নাগেন্দ্র স ব্রাহ্মণ ইতি স্মৃতঃ॥" অর্থাৎ যে কোন ব্যক্তিতে সত্য, দান, ক্ষমা, শীল, আনৃশংস্য, তপ এবং দয়া দর্শন করা যায় সেই ব্যক্তিই ব্রাহ্মণ। এবং "বেদ্যং সর্প পরং ব্রহ্ম"—অর্থাৎ হে সর্প, বেদ্য—বাস্তব বস্তু শ্রীভগবান্। সেই কথা শ্রবণ করিয়া সর্প কহিলেন, হে যুধিষ্ঠির, সত্য ও বেদ চতুর্ব্বর্ণের ধর্ম্মব্যবস্থাপক, সুতরাং বেদমূলক সত্য, দান, ক্ষমা, অহিংসা, দয়া প্রভৃতি যদি শূদ্রগণেও লক্ষ্য করা যায় তবে কি শূদ্র ব্যক্তিকেও ব্রাহ্মণ বলা যাইবে? তখন যুধিষ্ঠির উত্তর করিলেন, "শূদ্রে তু যদ্ভবেল্লক্ষ্ম দ্বিজে তচ্চ ন বিদ্যতে। ন বৈ শূদ্রো ভবেচ্ছূদ্রো ব্রাহ্মণো ন চ ব্রাহ্মণঃ॥ যত্রৈতল্লক্ষ্যতে সর্প বৃত্তং স ব্রাহ্মণঃ স্মৃতঃ॥ যত্রৈতন্ন ভবেৎ সর্প তং শূদ্রমিতি নির্দ্দিশেৎ॥"

(মহাভারত বনপর্ব্ব ১৮০-২৫, ২৬)

অর্থাৎ অনেক শূদ্রকুলজাত ব্যক্তিতে ব্রাহ্মণলক্ষণ, ও দ্বিজাতিকুলজাত ব্যক্তিতে শূদ্রলক্ষণ দেখা যায়। অতএব শূদ্রবংশীয় হইলেই যে শূদ্র, এবং ব্রাহ্মণবংশীয় হইলেই যে ব্রাহ্মণ হয়, এরূপ নহে; কিন্তু যে সকল ব্যক্তিতে বর্ণপরিচায়ক বা বৃত্তি অর্থাৎ সত্যাদি সম্পন্ন বৈদিক স্বভাব লক্ষিত হয়, তাহারাই ব্রাহ্মণ, এবং যে সকল ব্যক্তিতে লক্ষিত হয় না তাহারাই শূদ্র। তখন সর্পরাজ জিজ্ঞাসা করিলেন,—

'যদি তে বৃত্ততো রাজন্ ব্রাহ্মণঃ প্রসমীক্ষিতঃ।
বৃথাজাতিস্তদাযুষ্মন্ কৃতির্যাবন্ন বিদ্যতে॥'
(বন: প: ১৮০।৩০)

অর্থাৎ হে আয়ুষ্মন্ যদি বৃত্ত অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত সত্যাদিসম্পন্ন বৈদিক স্বভাবই ব্রাহ্মণত্বের কারণ বলিয়া স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে যে পর্য্যন্ত স্বভাবপ্রাপ্ত ও বৈদিক কার্য্যে সামর্থ্য না জন্মে, সে পর্য্যন্ত জাতি কি কোন কার্য্যকারক নহে?

[illegible]

যুধিষ্ঠির কহিলেন—

জাতিরত্র মহাসর্প মনুষ্যত্বে মহামতে।
সঙ্করাৎ সর্ব্ববর্ণানাং দুষ্পরীক্ষ্যেতি মে মতিঃ ॥
সর্ব্বে সর্ব্বাস্বপত্যানি জনয়ন্তি সদা নরাঃ।
বাঙ্মৈথুনমথো জন্ম মরণঞ্চ সমং নৃণাম্ ॥
ইদমার্ষং প্রমাণঞ্চ যে যজামহ ইত্যপি।
তস্মাচ্ছীলং প্রধানেষ্টং বিদুর্যে তত্ত্বদর্শিনঃ ॥

ভাঃ বঃ পঃ ১৮০।৩১-৩৩

অর্থাৎ হে মহাসর্প! বাক্য, মৈথুন, জন্ম, মরণাদি মানব জাতিরই সাধারণ ধর্ম, এবং মিশ্রিত সর্ব্বদা পুরুষেরা বর্ণ-বিচারে বিমূঢ় হইয়া সর্ব্বনারীতে পুত্রোৎপাদন করিয়া থাকে অতএব মনুষ্য জাতির মধ্যে সর্ব্বপ্রথম বর্ণের এরূপ সংস্কার সম্ভাবনা থাকায় ব্রাহ্মণাদি বর্ণ নিতান্ত দুর্জ্ঞেয় কিন্তু তত্ত্বদর্শীরা "যে যজামহে" অর্থাৎ যাঁহারা যজনশীল তাঁহারাই ব্রাহ্মণ, এই আর্ষ প্রমাণানুসারে বর্ণাবিজ্ঞাপক বৈদিক স্বভাবেরই প্রাধান্য অঙ্গীকার করিয়াছেন। শ্রুতিতেও এই সংশয় আছে—"ন চৈতদ্বিদ্মঃ ব্রাহ্মণাঃ স্মোঽব্রাহ্মণা বেতি।

নীলকণ্ঠ টীকা ৩২

অর্থাৎ আমরা জানি না যে আমরা ব্রাহ্মণ বা অব্রাহ্মণ)। বৈদিক স্বভাব,কর্ম্মই ব্রাহ্মণত্বের হেতু বলিয়া জানিতেছি দশ পুরুষে পুরুষের জাতকর্ম্ম সমাধান করিতে হয়, পরে শৌচসম্পন্ন হইয়া আচার্য্য সংস্কার প্রদান করেন। তখন "তত্রাস্য মাতা সাবিত্রী পিতা ত্বাচার্য্য উচ্যতে॥ অর্থাৎ তখন সংস্কৃত ব্যক্তির পুনর্জাত সম্বন্ধ না থাকিয়া তখনই মাতা সাবিত্রী ও পিতা আচার্য্য হয়েন। দেখুন—"শূদ্রেণ হি সমস্তাবদ্‌যাবদ্বেদে ন জায়তে।" অর্থাৎ ব্রাহ্মণকুলোৎপন্ন বালক যতদিন পর্য্যন্ত সাবিত্রী সংস্কার পাইয়া বেদ পাঠ না করে ততদিন অবধি শূদ্র জাতি তুল্য থাকে।

—পুনরায় যুধিষ্ঠির বলিলেন হে সর্প!

কৃতকৃত্যাঃ পুনর্বর্ণা যদি বৃত্তং ন দৃশ্যতে।
সঙ্করস্তত্র নাগেন্দ্র বলবান্ প্রসমীক্ষিতে ॥
যত্রেদানীং মহাসর্প সংস্কৃতং বৃত্তমিষ্যতে।
তং ব্রাহ্মণমহং পূর্ব্বমুক্তবান্ ভুজগোত্তম ॥

ভাঃ বঃ ১৮০।৩৫-৩৭

অর্থাৎ বর্ণসংকরস্থলে স্বায়ম্ভুবমনু বলিয়াছেন, যদি বর্ণপরিচায়ক বৈদিক গুণ-কর্ম্ম-স্বভাব-পরীক্ষা না থাকিত তাহা হইলে সকল বর্ণই শূদ্রতুল্য এবং বর্ণ সংস্কার অভাব প্রধান ব্যক্তিগণ বলবান্ হইত। এই নিমিত্ত আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি সত্যাদিগুণ কর্ম্ম বৈদিক স্বভাব-সম্পন্ন ব্যক্তিই ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকেন। তখন সর্প যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন—হে যুধিষ্ঠির, আমি তোমার বাক্য শ্রবণ করিলাম। তুমি জ্ঞাতব্য বিষয় অবগত আছ ... ... তোমার ভ্রাতাকে ... ... বলিলেন।

নূতন রুষিয়া

(শ্রীসত্যরঞ্জন সেন, এম, এ)

কাউণ্ট টলষ্টয়ের সময় হইতে রুষিয়ায় এক নূতন যুগ আরম্ভ হইয়াছে। আজ সমগ্র জগৎ রুষিয়ার দিকে তাকাইয়া রহিয়াছে। যাহারই পাশ্চাত্য জগতের চিন্তা ধারার প্রবর্ত্তক আর সমষ্টি রুষিয়ার চিন্তা ধারার কেন্দ্র বর্ত্তমান রোমা রোলাঁর সহিত পরিচিত তাঁহারা অবগত আছেন যে তাঁহার মতে রাষ্ট্রশক্তি লুপ্ত, পার্লামেণ্ট বলিয়া যে মৃত জিনিষটা আছে তাহা বালকদিগের স্কন্ধের উপর একটা ভার বোঝা বিশেষ, কেবল শ্মশান-ক্ষেত্রে নামাইয়া ফেলিবার অপেক্ষা; কেবল মাত্র রুষিয়ার থার্ড ইণ্টারন্যাশনালই একটী সজীব বর্ত্তমান শক্তি। ব্যাপারটা এই যে রুষিয়ার সমস্ত দেশের সমস্ত লোক সমান অধিকারে এই শাসনতন্ত্র পালিত দেশের সেবার আপনার মন, প্রাণ, দেহ, অর্থ প্রভৃতি যোগ করিবে

সেখানে ছাত্রদিগকে কারখানা, কার্য্যালয়, রঙ্গালয় প্রভৃতি সমস্ত যায়গায় লইয়া গিয়া সবরকম বিদ্যা শিখান হয়। তাহাদিগকে এরূপভাবে শিক্ষা দেওয়া হয় যেন প্রত্যেকেই সমাজের হিতকর কার্য্য করিতে সমর্থ হয়।

পূজাদিতে প্রকাশ্যভাবে কোন বাধা দেওয়া হয় না, কিন্তু ভাবধারা ছাত্রেরা যাহাতে মোটে ধর্ম্মবিষয়ে আস্থা না দেয় তাহার জন্য যত দূর সাধ্য চেষ্টা করা হয়। ধর্ম্মের উপর বিরূপ হইবার কারণ কুসংস্কার এবং অজ্ঞতা দূর করিবার ইচ্ছা, প্রাচীন ধর্ম্মের সহিত সংশ্লিষ্ট অহিতকর প্রথা-সমূহের লোপসাধন, জড়বিজ্ঞান-শিক্ষার প্রচার এবং এই ধারণা যে ধর্ম্ম লোকের বুদ্ধিশক্তি হ্রাস করিয়া দেয়

আবার এ কথাও শুনা যাইতেছে যে, এই বিপ্লবদেশের স্থানে স্থানে ধর্ম্মের পুনঃ অভ্যুত্থান হইতেছে এবং পরীক্ষাদ্বারা জানা গিয়াছে যে, বিদ্যালয়ের ছাত্রগণের মধ্যে অনেকেই ঈশ্বরে বিশ্বাস করে।

তথা কথিত ধর্ম্ম এবং অন্ধ-ধর্ম্মবিশ্বাস দূর করা আবশ্যক। তবে দেশকে ঈশ্বর-বিমুখ করার পরিণাম কি তাহা সুধী সমাজের বিচার্য্য।

(এইস্থানে মহাভারতে বনপর্ব্বে অধ্যয়-বাস্তিকভাবে অবশ্যম্ভাবী বৃত্তের জাতি ... হইয়া গেল।)

প্রচার-প্রসঙ্গ

ত্রিপুরায়

প্রাচীন-নবদ্বীপ শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-প্রকাশ অরণ্যমহারাজ সুকণ্ঠগায়ক শ্রীপাদ জগদানন্দ দাসাধিকারী ও কতিপয় ব্রহ্মচারিসহ ত্রিপুরা জেলার বিভিন্নস্থানে শুদ্ধ-ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী প্রচার করিতেছেন। বহু সুকৃতিশালী সজ্জন তাঁহাদের শ্রীমুখ নিঃসৃত অমল বিশ্রম্ভকথা শ্রীহরিকথা-শ্রবণে কৃতার্থ হইতেছেন।

সম্প্রতি স্বামীজী মহারাজ গৌরীপুরের শ্রীযুক্ত ... বিহারী ঘোষ মহাশয়ের আগ্রহে ... বাবুর বাসায় ক্রমান্বয়ে তিন দিবস শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-পাঠ এবং আমিরাবাদ গ্রামে ডাঃ শ্রীযুক্ত ... বিহারী রায় মহাশয়ের বাটীতে বৈষ্ণব দর্শন সম্বন্ধে একটী সুদীর্ঘ সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত আমিরাবাদ গ্রামে শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত সেন, শ্রীযুক্ত সত্যনাথ ঘোষ এবং শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ রায়—এই মহাশয়ত্রয়ের ভবনে তিন দিবস শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-পাঠ করিয়াছেন। অতঃপর স্বামীজী মহারাজ বালিয়াপাড়া নিবাসী জমিদার শ্রীযুক্ত জগবন্ধু গুহ মহাশয়ের বাটীতে এবং রায়পুর-গ্রামের শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী ঘোষ মহাশয়ের বাটীতে সনাতনধর্ম্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন

এতদঞ্চলে স্বামীজীর প্রচারফলে 'কালচাঁদের মত' নামক একটী নিতান্ত ঘৃণিত পন্থা সরল ... ব্যক্তিগণ পরিত্যাগ করিয়াছেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন—'স্ত্রীসঙ্গী এক অসাধু, কৃষ্ণাভক্ত আর।' পরস্ত্রীসঙ্গ বা নিষিদ্ধ স্ত্রীতে অত্যাসক্ত ব্যক্তি অসাধু সুতরাং সে কৃষ্ণভজন বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ কালাচাঁদের মতে নাকি গভীর রাত্রিতে স্ত্রীলোকের সঙ্গে ভজনের রীতি আছে! বলা বাহুল্য সে ভোগিগণের ভোগৈষণা হইতেই এই প্রকার নরকগামী পন্থার সৃষ্টি হইয়া থাকে। যাহারা ধর্ম্মের আবরণে নিতান্ত ঘৃণ্য কাম-প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিতে প্রয়াসী হয় তাহাদের পরিণাম যে কি ভয়াবহ তাহা সহজেই অনুমেয়। সুখের বিষয় স্বামীজীর শ্রীমুখে শাস্ত্রবাণী-শ্রবণ করিয়া শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রই কালাচাঁদের মতকে অতীব ঘৃণিত বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছেন।

আসামে

কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমৎ শ্রীরূপপুরী মহারাজ, ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ সিদ্ধেশ্বরজীকে সঙ্গে লইয়া আসামের বিভিন্নস্থানে শ্রীচৈতন্যদেবের ... ... প্রচার ... ... করিতেছেন।

ধর্ম্মবিজ্ঞান

সংজ্ঞা

সাধন—আচার্য্য শঙ্করের মতে নিষ্কাম কর্ম্ম জ্ঞানের গৌণ সাধন। নিত্যানিত্য বস্তু বিবেক, ইহামুত্রফলভোগবিরাগ, শমদমাদি ষট্‌সম্পত্তি ও মুমুক্ষুত্ব—ইহারা প্রধান সাধন। ব্রহ্ম একমাত্র নিত্য ও অন্যান্য সকলই অনিত্য—এই বোধই নিত্যানিত্যবস্তু বিবেক। ঐহলৌকিক ভোগ ও পারলৌকিক ভোগে বিরক্তি ইহামুত্রফলভোগবিরাগ। অন্তরিন্দ্রিয় মনের সংযমই শম। জ্ঞান ও কর্ম্মেন্দ্রিয়ের সংযমই দম। প্রতীকারের চেষ্টা বিলাপ না করিয়া দুঃখ সহ্য করাই তিতিক্ষা। কর্ম্ম হইতে উপরমই উপরতি অথবা বিষয় হইতে নিবৃত্ত মন পুনরায় বিষয়াভিমুখ হইলে তাহাকে প্রত্যাহৃত করাই উপরতি। গুরু ও বেদান্তবাক্যে প্রমাণরূপে আস্তিক্য বুদ্ধিই শ্রদ্ধা এবং পরমগুরু পরমেশ্বরে একান্ত অনুরক্তিই সমাধান।

এইস্থলে বলিয়া রাখা আবশ্যক যে আচার্য্য শঙ্করের মতে ভক্তি জ্ঞানের সহকারী। বিবেকচূড়ামণি নামক গ্রন্থে তিনি বলিয়াছেন—"মোক্ষ কারণ সামগ্র্যাং ভক্তিরেব গরীয়সী। মোক্ষের কারণ সকলের মধ্যে ভক্তি গরীয়সী অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ। শঙ্করের মতে আত্মতত্ত্বানুসন্ধানই ভক্তি। স্বস্বরূপের অনুসন্ধানই ভক্তি।

তাহা হইলে এই দাঁড়ায় যে জ্ঞান সাধ্য, কর্ম্ম সাধন এবং জ্ঞান প্রধান এবং ভক্তি সহকারী। ভক্তিশাস্ত্রমতে ভক্তির সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে। আচার্য্য শঙ্করের মতে যে বিমল বিশুদ্ধ চিত্তের বৃত্তিতে ঈশ্বরের সহিত জীবের অভিন্নতা বোধ জন্মে তাহাকে ভক্তি বলে। শুদ্ধভক্তির সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে। সেই শুদ্ধভক্তিই ভক্তদিগের সাধন এবং সিদ্ধাবস্থায় তাহা প্রেম।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার বলেন যে শাস্ত্রে অনেক স্থলে কর্ম্মকে, অনেক স্থলে যোগকে এবং অনেকস্থলে জ্ঞানকে অভিধেয় বলিয়া উক্ত করিয়াছেন। তথাপি সর্ব্বত্র ভক্তিকেই সর্ব্বপ্রধান নিত্য অভিধেয় বলিয়া উক্ত করিয়াছেন। ইহার তাৎপর্য্য এই যে কৃষ্ণভক্তি পরমপুরুষার্থ (প্রেম) লাভের একমাত্র প্রধান অর্থাৎ সাক্ষাৎ অভিধেয়, কর্ম্ম, জ্ঞান ও যোগ যে অভিধেয়, তাহা গৌণ; কেননা ভক্তির মুখাপেক্ষা করিয়াই তাহারা ফলাদি যাহা কিছু প্রদান করে; কৃষ্ণভক্তি আশ্রয় ব্যতীত কর্ম্ম, যোগ ও জ্ঞান কোন ফল দিতে পারে না। ... ... সেই কর্ম্ম ও যোগ ভুক্তি সম্পাদন এবং জ্ঞান ও ব্রহ্মসাযুজ্য মুক্তি ... ... ফল দিতে পারে। ভক্তির সাহায্যে জ্ঞান মুক্তি দিয়া থাকে। ... ... মুক্তি ... ...।

পর-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

সম্প্রতি পর বিদ্যাপীঠে নিম্নলিখিত শিক্ষণীয় বিষয়নিচয়ের অধ্যাপকের আসন-সমূহ সংস্থাপিত হইয়াছে—বিদ্যার্থিগণ আবেদন করুন।

১। সাহিত্যাসন, ২। ঐতিহ্যাসন,
৩ সম্প্রদায়বৈভবাসন, ৪। ভক্তিশাস্ত্রাসন,
৫ তত্ত্বশাস্ত্রাসন, ৬। বেদান্তাসন,
৭। একায়নাসন।

শ্রীনন্দলাল রায় বি, এ, কাব্যতীর্থ, বিদ্যাসাগর,
সম্পাদক—পরবিদ্যাপীঠ, শ্রীধাম মায়াপুর।

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

শ্রীগৌড়ীয়াপত্রিকা খণ্ডাকারে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৪০৲ চাল্লিশ টাকা।

২৭২৪ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে,

সপ্তচত্বারিংশ খণ্ডে সূচী ছাপা হইতেছে।

৪৬শ খণ্ড গ্রন্থ নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে ১৩৷৵০ সাধারণ পক্ষে ২০৸৶০। প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৵০, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ।/০।

দশম স্কন্ধের ভিক্ষা ১২৲, অগ্রিম সাধারণের পক্ষে ৮৲

৬২ অধ্যায়পর্যন্ত একাদশ সংখ্যা ছাপা হইয়াছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

"শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত"

সূচী প্রভৃতি সহ সম্পূর্ণ ছাপা শেষ হইয়াছে

আদি, মধ্য, ও অন্ত্যলীলা এবং সূচী ছাপা হইয়া সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছেন। যাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ১০৲ টাকা ভিক্ষার তৃতীয় সংস্করণ ৪৲ টাকায় না পাইয়া অপূর্ব্ব সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের জন্যই উহার ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছেন। সেই ১০৲ টাকার এই বিরাট গ্রন্থের শত সংখ্যা মাত্র ৫৲ টাকা ভিক্ষায় দেওয়া হইতেছে। গ্রাহকগণ সত্বর হউন পরে আর এ সুযোগ থাকিবে না।

শ্রীচৈতন্য-লীলার ব্যাস আদিকবি

শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

সভাষ্য আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র গ্রন্থ ৮৲ স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲

নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪৷৷০ টাকা

শ্রীচৈতন্য মঠের যাবতীয় গ্রন্থ
কার্য্যাধ্যক্ষ, গ্রন্থ-বিভাগ, শ্রীচৈতন্য মঠ
মায়াপুর, নদীয়া

১ উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত ভক্তি গ্রন্থাবলী

যে সব উৎকলবাসী ভক্ত বাংলা অক্ষর পড়িতে জানেন না, তাঁহাদের শ্রীশ্রী মহাপ্রভুর প্রচারিত পরম উপাদেয় ভক্তি-কথা জানিবার সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে উড়িয়া-অক্ষরে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হইয়াছে বাংলা গ্রন্থের তুলনায় উড়িয়া গ্রন্থগুলির ভিক্ষাও অপেক্ষাকৃত অল্প।

গ্রন্থের নাম	ভিক্ষা
শ্রীহরিনাম চিন্তামণি, প্রতিখণ্ড	৷৷০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	১৲
সাধন পথ (শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টক) প্রতিখণ্ড	।০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৷৷০
কল্যাণ কল্পতরু প্রতিখণ্ড	৶০
একত্রে ৩খণ্ড লইলে	।০
গীতাবলী প্রতিখণ্ড	⁄১০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৶১৫
শরণাগতি—প্রতিখণ্ড	⁄০
একত্রে ৩খণ্ড লইলে	৶৫

প্রাপ্তিস্থান { শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ, কটক
এবং
শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, পুরী

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিম্নলিখিত মঠসমূহে প্রাপ্তব্য:—

১। শ্রীচৈতন্য মঠ,—পোঃ, শ্রীধামমায়াপুর, (নদীয়া)।
২। শ্রীগোরগদাধর মঠ,—চাঁপাহাটি, সমুদ্রগড় পোঃ, (বৰ্দ্ধমান)।
৩। শ্রীভাগবত আসন,—ভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৪ শ্রীগৌড়ীয় মঠ,—১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা।
৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ,—চটকপর্ব্বত, গোবর্দ্ধন, পুরী।
৬। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ,—উড়িয়া বাজার, কটক।
৭। শ্রীভাগবত মঠ,—চিরানিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।
৮। শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ,—৪নং জগজ্জীবনপুরা, কাশী, ইউ, পি।
৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,—ছীপিগলি, বৃন্দাবন, মথুরা, ইউ, পি।
১০। শ্রীপরমহংস মঠ—নিমসার পোঃ, সীতাপুর, ইউ পি।
১১। শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ,—কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল, পাঞ্জাব।
১২। শ্রীমাধবগৌড়ীয় মঠ,—৯০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।
১৩। শ্রীগদাইগৌরাঙ্গ মঠ,—বালিয়াটি, ঢাকা।
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম,—আমলাযোড়া, রাজবাঁধ পোঃ, বৰ্দ্ধমান।
১৫। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ,—ডুমুরকোন্দা, চিরকুণ্ডা পোঃ, মানভূম।
১৬। শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয় মঠ,—আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী, উড়িষ্যা।
১৭। শ্রীগৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয় ১০১১ হনুমান রোড, নিউদিল্লি

এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণের নিকটও নদীয়া-প্রকাশ প্রাপ্তব্য।

১। শ্রীযুক্ত জনার্দ্দন ঘোষ—বঙ্গ লক্ষ্মী রোড, খুলনা
২। শ্রীযুক্ত রাধাচরণ গোস্বামী ঠাকুরত্ন—দেওয়ানগঞ্জ,
কলাদিবাড়ী কুচবিহার।
৩। শ্রীযুক্ত রামরঞ্জন রায়—১৭।২নং শ্রীগোপাল মল্লিক লেন, কলিকাতা
৪। মিঃ এন ডি, মুখার্জ্জি—এম, এস, ওয়ার্কস দি মল, কানপুর।
৫। শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী জ্যোতিভূষণ—স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া
৬। শ্রীরাসবিহারী দাস অধিকারী, নবদ্বীপ।
৭। শ্রীবিনোদমোহন দে—মনমোহন [illegible], নবাবপুর, ঢাকা।
৮। শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ পাঠক [illegible]।

চৈতন্যমঠের গ্রন্থাবলী

শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুর বিরচিত

ভক্তি-গ্রন্থাবলী।

উৎকৃষ্ট কাপড়ে বিলাতী ধরণে বাঁধাই স্বর্ণালঙ্কৃত। চতুর্থ সংস্করণ। বিস্তৃত বিষয়-সূচীসহ

জৈবধর্ম্ম

বাঁধাই ২৲ দুই টাকা

প্রকাশিত হইয়াছে

সনাতন ধর্ম্মশাস্ত্র বেদ, বেদান্ত, উপনিষৎ গীতা, শ্রীমদ্ দর্শন, পুরাণ, তন্ত্রাদি সকল গ্রন্থ পাঠ করিবার অবসর অতি অল্প মানবের ঘটিয়া থাকে। অনেকের যোগ্যতা না থাকায় সেই সমস্ত গ্রন্থের মর্ম্ম অবগত হইতে পারেন না। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বাঙ্গালীর এই অসুবিধা দূরীভূত করিবার জন্য এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

বিদ্যালয়ের ছাত্র বা শিক্ষকগণের বিশেষ পাঠ্য, এই হেতু শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টর বাহাদুর উহা সমস্ত বিদ্যালয়ের জন্য অনুমোদন করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

প্রথম খণ্ড ভিক্ষা—১৲ একটাকা

শাস্ত্রবাক্য দ্বারা প্রত্যেক মানবের নিত্য কর্ত্তব্য ও অনিত্য সাময়িক কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। গ্রন্থের প্রতি উক্তি সনাতন শাস্ত্রবাক্য দ্বারা সমর্থিত ও প্রমাণিত হইয়াছে। দেহের, মনের ও আত্মার ধর্ম্ম কি? ধর্ম্ম, নীতি, ধর্ম্ম কি? ইত্যাদি বিষয় ক্রমানুসারে এমন নিপুণভাবে সুশৃঙ্খলাকারে আলোচিত হইয়াছে যে, প্রথম পংক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত পাঠ না করিয়া নিবৃত্ত হওয়া যায় না।

শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য

ভিক্ষা ৵০

ঐ প্রমাণ খণ্ড ভিক্ষা ৵০

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিহার ও লীলাভূমি নয়টী দ্বীপসমষ্টি ... এই নব দ্বীপের প্রাচীন বিবরণ—প্রত্যেক দ্বীপে শ্রীমহাপ্রভুর লীলা—প্রত্যেক দ্বীপের পরিচয়, শ্রীধামমাহাত্ম্য—... কি? ইত্যাদি বিষয় বিশেষভাবে মনোহর ছন্দে লিখিত। পকেট সাইজ প্রায় ১৬০ পৃষ্ঠা।

শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ

উৎকৃষ্ট রেশমী কাগজে উত্তম কাগজে ছাপা—শ্রীনবদ্বীপধাম দর্শনে ভক্ত দর্শনকারীর কি প্রকার ভাবের উচ্ছ্বাস হয়, তাহা এই গ্রন্থে বর্ণিত। অতি চমৎকার। ভিক্ষা চারি আনা।

শ্রীশিক্ষাষ্টক

৵০ দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীরূপ গোস্বামী ... শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভৃতি উপদেশ ... ভক্তিপথের ... ভিক্ষা ...

গৌড়ীয় বৈষ্ণব-জগতে অভিনব গ্রন্থ !!

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতি-গ্রন্থাবলী :—

শরণাগতি

পকেট সাইজ অষ্টম সংস্করণ ভিক্ষা ৵০ আনা

দেহ ও মনের চেষ্টা অনিত্যবস্তু লইয়া। উহা যখন জীব বুঝিতে পারে, তখন একমাত্র নিত্যবস্তু শ্রীভগবানের প্রতি তাঁহার কোন জাতীয় আবেগময়ী প্রার্থনা হয় এবং শ্রীভগবানে সর্ব্বান্তঃকরণে নিষ্কপটে কি প্রকারে শরণাপন্ন হইতে হয়, ইত্যাদি বিষয়ক প্রাণস্পর্শী প্রার্থনা ও আত্মসমর্পণমূলক গান; দশম সংস্করণও প্রকাশিত হইয়াছে।

ভিক্ষা প্রতি খণ্ড ৵০ এক আনা।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা— ৵০, নবদ্বীপশতক— ৵০ অর্চ্চনপদ্ধতি— ৵০

কল্যাণকল্পতরু

পকেট সাইজ পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা ৴১০

আমরা প্রত্যহ নূতন অভাব ও কামনার বশবর্ত্তী হইয়া পুনঃপুনঃ যে ... দিগকে কল্যাণ বলিয়া গ্রহণ করি এবং যাহার নিকট কল্যাণ কামনা করি, তিনি যে নিত্য ও সর্ব্বার্থে কল্যাণ প্রদানে অসমর্থ এবং কোন বস্তু আমাদের নিত্য কল্যাণদাতা এবং কি ভাবে আমরা সেই কল্যাণলাভে সমর্থ হইব, এই সকল কথা সরল গানে লিখিত। এই গীতিগ্রন্থ বাস্তবিক কল্যাণের কল্পতরু, যাহা প্রত্যেককে নিত্যকল্যাণ প্রদানে ...

শ্রীল চক্রবর্ত্তি ঠাকুরের টীকা সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠাকুর কৃত টীকা ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কৃত বঙ্গানুবাদ। টীকাকারের জীবনী, শ্লোক সূচি, বিষয়সূচি প্রভৃতি ১০ প্রয়োজনীয় বিষয় সন্নিবেশিত প্রায় ৮০০ পৃষ্ঠা। উৎকৃষ্ট কাপড়ে বাঁধাই ২৲ দুই টাকা, কাগজে বাঁধা ১৷০

শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ কৃত ভাষ্য সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

কাগজ ও ছাপা উৎকৃষ্ট। সিল্কে বাঁধাই, সোণার জলে নাম লেখা রাজসংস্করণ ২ টাকা, সাধারণ সংস্করণ ১৷০, গৌড়ীয়ের গ্রাহকপক্ষে ১৷০

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি

(সচিত্র বৈষ্ণব অভিধান) ... বিবরণ। ... বৈষ্ণবগ্রন্থ ও প্রবন্ধ সমূহের ... শাস্ত্রীয় ... চারিখণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ... চারিখণ্ড একত্রে ৩৲ (৫ম খণ্ড যন্ত্রস্থ)।

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ—১ম খণ্ড ১৲ এক টাকা, ২য় খণ্ড ১৲ এক টাকা। শ্রীমদ্ভাগবতের গ্রাহক ... গ্রাহকগণ ... টাকায় ... পাইবেন। ... আমাদের ... প্রাপ্ত ... মুদ্রিত হইতেছে।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, ... (নদীয়া)।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

... শ্রীমায়াপুর, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া ...

রেজেষ্টারীকৃত

মদন মঞ্জরী

বটিকায় স্বপ্ন ও ধাতুদৌর্ব্বল্য, ইন্দ্রিয়শক্তির হ্রাস, প্রস্রাবে শুক্রপাত, অজীর্ণ, মাথা ঘোরা, বুক ধড়ফড়ানি, অনিদ্রা প্রভৃতি লক্ষণ সত্বর নিবারণ করিবে। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ৪০ বটী ১ এক টাকা।

"নপুংসকত্বারি ঘৃত"

পুরুষত্বহীন রোগে ... ব্যবহারে ... আরোগ্য ... ১ এক টাকা।

"রমণীবিলাসিনী বটিকা"

... মূল্য ... এক টাকা।

কবিরাজ নারায়ণজী কেশবজী,

১৭৮নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

বিজ্ঞাপন

সাবধান! সাবধান!! সাবধান!!!

জে, বি, দত্তের ... বাদাম তৈল

আদি ও অকৃত্রিম এবং উপকারিতায় সর্ব্বজন পরীক্ষিত ও প্রশংসিত।

অতএব সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী J. B. Datta & Co. নাম দেখিয়া খরিদ করিবেন। অনেক প্রতারকগণ কমদরের কৃত্রিম তৈল দিয়া প্রতারণা করে।

নিবেদক জে, বি, দত্ত

ফেরাস কুইনিন

নূতন এবং পুরাতন ম্যালেরিয়ার যম

...

পর-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

এখানে আহার এবং বাসস্থান দিয়া বিদ্যার্থিগণকে বিভিন্ন শিক্ষণীয় বিষয় শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। অনেক ছাত্র [illegible] পাঠ আরম্ভ করিয়াছেন। বর্তমান বর্ষে সকল ছাত্রই গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

প্রধান অধ্যাপক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রচন্দ্র [illegible] ব্যাকরণ সাংখ্য-বেদান্ত-ষড়্‌দর্শনতীর্থ, [illegible] বেদান্তরত্ন, সাহিত্যশাস্ত্রী, [illegible]।

অধ্যাপক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত [illegible] ব্রহ্মচারী ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীধাম মায়াপুর পরবিদ্যাপীঠ, (নদীয়া)

বেদনাঞ্জন

শ্রেষ্ঠরত্ন

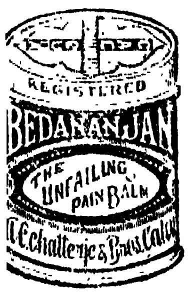

কলিকাতা কংগ্রেস একজিবিসন হইতে বহু প্রশংসা প্রাপ্ত ও বহু গণ্যমান্য [illegible] কর্তৃক প্রশংসিত।

* * *

আজকাল [illegible] শরীরের রক্ত [illegible] দোষিত হইয়া পড়িতেছে। [illegible] মানব-দেহের [illegible] উপাদান, [illegible] বেদনা, [illegible] দাঁতের গোড়া ফুলা, [illegible] এবং [illegible] আর [illegible] হইতেছে। যদি আপনি একান্তই [illegible] হইতে চান, [illegible] এক শিশি বেদনাঞ্জন [illegible]।

প্রাপ্তিস্থান—এ, সি, চাটার্জ্জী এণ্ড ব্রাদার্স।

[illegible], কলিকাতা।

সকল [illegible] দোকানে [illegible] পাওয়া যায়।

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

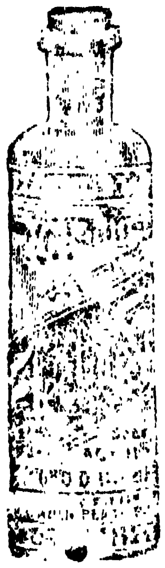

যদিও [illegible] মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য, [illegible] নানাবিধ [illegible] মরা হইয়া [illegible] প্রকার মেহ, প্রমেহ, ধাতুদৌর্ব্বল্য, [illegible] পাঁচ, [illegible] স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে [illegible] বাধক, বন্ধ্যা, [illegible] শ্বেত ও রক্তপ্রদর, [illegible] ইলেক্ট্রিক সলিউসন ব্যবহার করিতে পারেন, [illegible] প্রমাণ [illegible] এই ঔষধটী ব্যবহার করিয়া দেখুন। [illegible] টাকা মাত্র।

সোল এজেণ্ট—[illegible] ডি, ডি, হাজরা

[illegible] কলিকাতা।

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

অধ্যক্ষ

শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম.এ. এফ.সি.এস. (লণ্ডন)

ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক

(প্রফেসার)

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ বিশুদ্ধ ও শাস্ত্রমতে নিজ তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হয়। পত্র লিখিলে [illegible] ক্যাটালগ পাঠান হয়। রোগের বিবরণ জানাইলে যত্নপূর্ব্বক ব্যবস্থা দেওয়া হয়। চিঠি পত্রাদি সম্পূর্ণরূপে গোপন রাখা হয়।

মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দুর)

(বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৪৲ টাকা

[illegible] আমলাসার গন্ধক দ্বারা যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। [illegible]

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৩৲ টাকা

[illegible] আমলকী, [illegible] উপাদানে পূর্ণ মাত্রায় যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। কাস, [illegible] প্রভৃতি রোগের মহৌষধ। [illegible]

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬৲ টাকা

ইহা [illegible] সম্পূর্ণরূপে [illegible] আনন্দদায়ক রসায়ন।

অম্লপিত্ত রোগ

[illegible] রোগের মহৌষধ।

মূল্য—১৬ মাত্রা ২৲ টাকা। ৫০ মাত্রা ৫৲ টাকা মাত্র।

বিশুদ্ধ [illegible] ভয় নাই! বিশুদ্ধ জল!!

লক্ষ্মী টিউব ওয়েল কোং

২০৫নং নবাবপুর, ঢাকা

[illegible] (*Tube well*) [illegible] জিলা-ম্যাজিষ্ট্রেট [illegible] ইঞ্জিনিয়ার, [illegible] প্রভৃতি [illegible] পরীক্ষায় জল বিশুদ্ধ [illegible]।

যুক্তিসহ সমগ্র

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

ভিক্ষা ২৲ টাকা। শিক্ষার্থী ছাত্রের পক্ষে ১॥০ দেড়টাকা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান—[illegible], শ্রীগৌড়পুর।

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

মনোমোহন প্রেস

৯০নং [illegible], ঢাকা

পূর্ব্ববাঙ্গালার [illegible] ছাপার জন্য বিখ্যাত

বৈদ্যুতিক [illegible]

[illegible]

তৃতীয় সংস্করণ

Registered No. C 1541

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চ ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩॥৹
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহ

ভারতের সর্ব্বত্র মঙ্গল-প্রচারক নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক ৯
ষাণ্মাসিক ৫
ত্রৈমাসিক ২৷৹
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৵৹

৪র্থ খণ্ড] সম্পাদক—প্রত্নবিদ্যালঙ্কার, শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী [২৫২ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্য মঠ শ্রীধাম মায়াপুর ১৬ই পৌষ মঙ্গলবার ১৩৩৬, ৩১শে ডিসেম্বর ১৯২৯

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থাবলী

১।	শ্রীমদ্ভাগবতম্—শ্লোক সূচী, বিষয়-সূচী প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত। [illegible], প্রতি খণ্ড সাধারণ পক্ষে ৷৴৹ গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশ গ্রাহক পক্ষে	৵৹
২।	ভাষ্য-সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ)	৫৲
৩।	গৌড়ীয়-গৌরব	৷৹
৪।	গৌড়ীয়-সাহিত্য	।৹
৫।	ভজনরহস্য	॥৹
৬।	শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম (বাঁধা)	২৲
	” ” ” আবাঁধা	৸৹
৭।	গীতা (শ্রীবলদেবভাষ্যসহ) বাঁধা ২৲ আবাঁধা	১॥৹
৮।	গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি-টীকা-সহ) বাঁধা ২৲ আবাঁধা	১॥৹
	গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য	॥৹
৯।	মুণ্ডকোপনিষৎ গুণসোবিন্দ সানুবাদ (মাধ্ব)	২৲
১০।	বেদান্তস্যমন্তক সানুবাদ (রামানুজীয়)	॥৹
১১।	জৈবধর্ম্ম	২৲
১২।	শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ)	৸৹
১৩।	গৌড়ীয় কণ্ঠহার	২৲
১৪।	প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ)	৷৵৹
১৫।	দীপ-দিগ্দর্শন	৵৹
১৬।	সাধনপথ (৩য় সংস্করণ)	৷৵৹
১৭।	আচার ও আচার্য্য	৷৵৹
১৮।	[illegible]	৸৹
১৯।	[illegible] (নবদ্বীপ পরিক্রমা)	৵৹
২০।	[illegible]	৷৹
২১।	[illegible]	৷৹
২২।	[illegible]	।৹
২৩।	[illegible] দর্পণ	।৹
২৪।	শরণাগতি, গীতাবলী, সাধনকণ, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, নবদ্বীপশতক, কল্যাণকল্পতরু ও সদাচারস্মৃতি সেট	৷৵৹
২৫।	[illegible] (পঞ্চম সংস্করণ) ও [illegible]	৵৹
২৬।	সাধককণ্ঠমণি	।৹
২৭।	সংস্কৃত-দীপিকা	।৹
২৮।	[illegible] (প্রথম চারিখণ্ড)	৩৲
২৯।	[illegible]	॥৹
৩০।	শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা	॥৹
৩১।	[illegible] সানুবাদ	।৹
৩২।	[illegible]	৸৹
৩৩।	[illegible] (বিরাট, দ্বিতীয় সংস্করণ)	৫৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

ইংরাজী ভাষায় ভক্তিগ্রন্থ

১ শ্রীচৈতন্যচরিত ও [illegible]
২ নামভজন
৩। বৈষ্ণবধর্ম্ম আদর্শ ও [illegible]
৪। ভাগবতীয় দর্শন[illegible] ও ধর্ম্ম
৫। কাম ও প্রেমধর্ম্ম
৬। গৌড়ীয়মঠ কি করেন

শ্রীধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপ-প্রদর্শনী, নদীয়া

(৩রা ফেব্রুয়ারী হইতে ১৭ই মার্চ্চ, ১৯৩০ পর্য্যন্ত)

প্রদর্শনীর সকল জ্ঞাতব্য বিষয়ের জন্য
সেক্রেটারী মহোদয়ের নিকট
আবেদন করুন।

শ্রীকুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ,
শ্রীচৈতন্য [illegible] মায়াপুর, [illegible] নদীয়া)।

দেবনাগরাক্ষরে ভক্তিগ্রন্থ

১। [illegible] ৵৹
২। [illegible]
৩। [illegible]
৪। [illegible] ৴৹
৫। [illegible] ৷৹
৬। [illegible] ।৹

নানা কথা

চৈতন্যমঠ-সেবকের দশা

সহৃদয় পাঠকগণের নিকট আমার নিবেদন যে আমার ভাগ্যাবশতঃ গত আশ্বিন মাসে আমি একটী [illegible] মোকদ্দমায় পড়িয়া বড়ই বিপন্ন হই। যে সময় আমার [illegible] ছিল না যে যে দায় হইতে আমাকে উদ্ধার করে। অবস্থায় অতি [illegible], কিন্তু আমার মত লোকের [illegible] মোকদ্দমা চালানো বড়ই [illegible]। [illegible] অবস্থায় মোকদ্দমা [illegible] দিন ৮ই পৌষ কারাগারে [illegible] হইতে আমি [illegible] হইব। [illegible] এবং কি [illegible] এই [illegible]? এমন সময় [illegible] মায়াপুরের [illegible] [illegible] শ্রীযুক্ত [illegible] মহাশয় আমাকে [illegible] আমার [illegible] অবস্থা সম্বন্ধে সমস্ত জানাই [illegible] আমাকে ৫০ টাকা জামিনে মোকদ্দমা হইতে মুক্ত [illegible] এবং [illegible] এই মোকদ্দমা [illegible] [illegible] দিবার মত [illegible] [illegible] করে [illegible] এবং [illegible] একমাত্র [illegible] অর্থিক প্রার্থনা। [illegible]

নিবেদক-

[illegible]

পার্লামেন্টে খুন

[illegible] পার্লামেন্টে [illegible] একজন মন্ত্রী একজন [illegible]

চীন জাপান সংবাদ

[illegible]

কংগ্রেসে সভাপতির অভিভাষণ

নিখিল-ভারত-কংগ্রেসের ৪৪শ অধিবেশনের সভাপতির অভিভাষণের চুম্বক—

সভাপতি পণ্ডিত জহরলাল নেহরু বলেন কংগ্রেস, ধীর কিন্তু নিশ্চিতভাবে আমার দেশ স্বাধীন জাগ [illegible] করিয়াছে যে সকল সবলোকগণ কর্ম্মী দেশের জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন এবং যাঁহারা এখন ঐ জন্য নানারূপ [illegible] সহ্য করিতেছেন তাহাদিগকে উপেক্ষা করা যায় না। ইউরোপের স্বল্প যু [illegible] শেষ হইয়া আসিয়াছে। আমেরিকা ও এশিয়াই ভবিষ্যৎ নির্দ্ধারিত করিবে।

আজ ভারতবর্ষ পৃথিবীব্যাপী আন্দোলনের অংশীভূত। কেবল চীন, তুর্ক, পারস্য [illegible] প্রাচ্য দেশেও এই আন্দোলন চলিতেছে।

আমরা হিন্দু, মুসলমান, শিখ [illegible] আমার বিশেষ কোন মূল্য থাকিবে না। আমাদিগকে অর্থনৈতিক সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতে হইবে [illegible] বৎসরের মধ্যে আমরা উপনিবেশ স্বায়ত্তশাসন অথবা [illegible] [illegible] ও [illegible] করিয়াছি।

সম্প্রতি [illegible] ছলনাসূচক প্রস্তাব উত্থাপিত হইয়াছে কিন্তু [illegible] কূটনীতি [illegible] আমাদের [illegible] আমাদের সতর্ক হওয়া উচিত।

[illegible] বিদেশীর শাসনাধীন থাকি [illegible] আমাদের [illegible] না থাকে।

[illegible] আমাদিগের একমাত্র উদ্দেশ্য [illegible]।

[illegible] জন্য পথ না [illegible] করি।

[illegible]

[illegible] ও [illegible] বুঝ [illegible] আমাদিগ [illegible]

[illegible] শক্তিশালী হইবে। তাহাদিগের স্বার্থ দেশের স্বার্থ এবং সেই স্বার্থ সমর্থন করিয়াই তাহাদের সহযোগ লাভ করিতে হইবে। কংগ্রেস এ পর্য্যন্ত তাহাদিগের প্রতি সহানুভূতি জানাইয়াই নিরস্ত হইয়াছেন। কিন্তু তাহাদিগের অবস্থার প্রতীকার করিতেই হইবে। বর্ত্তমানে ভূমিতে উৎপন্ন শস্যের লাভ কৃষকের বা শ্রমিকের নহে এবং শিল্প যেন লক্ষপতি বণিক সৃষ্টির জন্য পরিচালিত হয়। দরিদ্রের কুটীর এবং [illegible] বৃটিশ সাম্রাজ্যের ও বর্ত্তমান সামাজিক অবস্থার গৌরব মাত্র ঘোষণা করে। অর্থনৈতিক কার্য্য পদ্ধতিতে অর্থের জন্য মানুষকে বলি দেওয়া চলিবে না আমাদিগকে [illegible] চেষ্টা করিতে হইবে। অসহযোগ আন্দোলনের পর যে অবসাদ আসিয়াছিল তাহার পর হইতে কংগ্রেস কখনও আজিকার মত শক্তিশালী হয় নাই।

আমাদিগের কর্ম্মপদ্ধতি সর্ব্বদাই [illegible] হইবে

একথা সত্য যে আজ সংঘবদ্ধ হিংসা পৃথিবীতে প্রাধান্য করিতেছে এবং হয়ত আমরাও তাহার দ্বারা উপকৃত হইতে পারি। কিন্তু সংঘবদ্ধ হইয়া হিংসামূলক কার্য্য করিবার উপকরণ আমাদিগের নাই এবং বিচ্ছিন্ন ভাবে হিংসাদোতক কার্য্য নিরাশার অভিব্যক্তি। [illegible] হইবে বলিয়া আমরা হিংসার পথ পরিত্যাগ করিব। তবে ভবিষ্যতে যদি কখন এই জাতি বা এই কংগ্রেস মনে করেন যে হিংসাদ্বারা আমরা মুক্তি লাভ করিতে পারিব তাহা হইলে কংগ্রেস নিশ্চয় হিংসার পথ গ্রহণ করিবেন। হিংসা নিন্দনীয় কিন্তু দাসত্ব আরও ঘৃণ্য। কাপুরুষ [illegible] যুদ্ধে বিরত থাকা অপেক্ষা যুদ্ধ করাই ভাল!

বর্ত্তমান অবস্থার আদালত ও স্কুল ত্যাগ করা যুক্তির কার্য্য হইবে না। আমাদিগের পক্ষে ব্যবস্থাপক সভার মোহ সর্ব্বতোভাবে ত্যাগ করিতে হইবে। ট্যাক্স বন্ধ করা কোন কোন স্থানে সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে করিতে হইবে। আমাদিগকে বৃটিশ সরকারের সহিত সম্বন্ধ ছিন্ন করিতে হইবে। ইংরাজ ভারতের উপর যে ঋণভার অর্পিত করিয়াছে তাহার সকল অংশ পরিশোধ করিবার দায়িত্ব আমরা গ্রহণ করিব না। ঐ ঋণের যে অংশ ভারতের কল্যাণকর কার্য্যে ব্যয়িত তাহা শোধ করিব কিন্তু ভারতবর্ষকে পরাধীন রাখিবার জন্য এবং তাহার ভার বৃদ্ধি করিবার জন্য যে ঋণ গৃহীত তাহা শোধ করিব না। বিদেশী [illegible] যাহা ব্যয়িত [illegible] জন্য ভার দায়ী হইবে না। এখন [illegible] সময় নাই। এখন [illegible] মুক্ত [illegible]

হইয়াছি এবং আমি আমার দেশের সকলকে এই যজ্ঞে যোগ দিতে আহ্বান করিতেছি।

ফরাসী প্রেসিডেন্টের মৃত্যু

ফরাসীদের প্রেসিডেন্ট এমিল লুবে ৯১ বৎসর বয়সে ইহলোক ত্যাগ করিলেন। তিনি কৃষক সন্তান ছিলেন।

জাহাজ ডুবি ২৫০ জনের মৃত্যু।

[illegible] নামক একটী চীনা জাহাজ আড়াই শত আরোহী লইয়া [illegible] হইতে [illegible] যাইতেছিল। মধ্য রাত্রিতে ঝড়ে জাহাজখানি ডুবিয়া সমস্ত যাত্রী মারা যায় কেবল মাত্র দুই জন কাষ্ঠ খণ্ড ধরিয়া ভাসিতে থাকে। তাহাদিগকে উদ্ধার করা হইয়াছে।

স্বরাজের অর্থ

মিঃ গান্ধি বলিয়াছেন যে স্বরাজের অর্থ পূর্ণস্বাধীনতা হইল। গোলটেবিল বৈঠকে কোন ফল হইবে না। কংগ্রেসের মত পরিবর্ত্তন হওয়ায় কার্য্য পদ্ধতিরও পরিবর্ত্তন হইবে। কাউন্সিল, লোকাল-বোর্ড প্রভৃতি বর্জ্জন করিতে হইবে। ট্যাক্স বন্ধ করিতে হইবে।

প্রেসিডেন্টের প্রাসাদে অগ্নিকাণ্ড

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের প্রাসাদ হোয়াইট হাউসে অগ্নিকাণ্ড হইবার ফলে প্রেসিডেন্টের এবং শাসন পরিষদের দপ্তর খানা ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছে। আগুন নিভাইতে ২ঘণ্টা সময় লাগিয়াছিল। এই অগ্নিকাণ্ডে ৮০ হাজার টাকার ক্ষতি হইয়াছে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে। প্রেসিডেন্ট হুভারের নিজের কাগজ পত্র গুলি রক্ষা পাইয়াছে। কিন্তু অন্য অনেক নথিপত্র ধ্বংস হইয়া গিয়াছে।

বিজ্ঞাপন

সাধারণের হিতার্থে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, কলিকাতার ২১নং বহুবাজার স্ট্রীটস্থ "[illegible]" মহোদয়ের রচিত [illegible] না হইতে পারে [illegible] সম্বলিত "কাম-শাস্ত্র" গ্রন্থখানি [illegible] পাঠ করেন নাই, তিনি [illegible] ঐ ঠিকানায় আবেদন করত বিনামূল্যে প্রাপ্ত হউন। উহা পাঠে উপকৃত হইয়া ৭৫০০০ হাজার লোক কৃতজ্ঞ হইয়াছেন। পাঠেতেই সত্য উপলব্ধি হইবে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১৬ই পৌষ মঙ্গলবার—১৩৩৬

ভক্তিবশ ভগবান্

কোন দাক্ষিণাত্যনিবাসী কবি বলিয়াছেন—"ব্যাধস্যাচরণং ধ্রুবস্য চ বয়ো বিদ্যা গজেন্দ্রস্য কা কুব্জায়াঃ কিমু নাম রূপমধিকং কিন্তৎ সুদাম্নো ধনম্। বংশঃ কো বিদুরস্য যাদবপতেরুগ্রস্য কিং পৌরুষং ভক্ত্যা তুষ্যতি কেবলং ন চ গুণৈর্ভক্তিপ্রিয়ো মাধবঃ॥" অর্থাৎ ব্যাধের কি আচার ছিল, ধ্রুবের বা বয়স কত ছিল, বিদুরের কি বংশমর্য্যাদা ছিল, যদুপতি উগ্রসেনেরই বা কি পৌরুষ ছিল, কুব্জার কি অধিক রূপ ছিল, এবং সুদামা বিপ্রেরই বা কত ধন ছিল? তাঁহারা যখন ভগবদ্ভক্তিলাভ করিয়াছিলেন, তখন স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, ভক্তিপ্রিয় মাধব কেবল ভক্তির দ্বারাই তুষ্ট হন, সাধকের ভক্তি ব্যতীত অন্যান্য সাধনে তুষ্ট হন না। জনৈক বঙ্গদেশবাসী ভক্ত কবি বলিয়াছেন,—

"বিদ্যা-কুল-ধন-মদে কৃষ্ণ নাহি পায়।
ভক্তিতে সে অনায়াসে পায় যদুরায়॥"

শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত আছে, যথা—

"যমাদিভির্যোগপথৈঃ কামলোভহতো মুহুঃ। মুকুন্দসেবয়া যদ্বৎ তথাদ্ধাত্মা ন শাম্যতি" এই শ্লোক হইতে জানা যাইতেছে যে, সেবা অর্থাৎ ভক্তির দ্বারা শ্রীভগবান যেরূপ তুষ্ট হন, যম, নিয়ম, প্রাণায়াম, ধ্যান, ধারণা ও সমাধি বা অন্যান্য উপায়ে সেরূপ তুষ্ট হন না।

শ্রীহরিভক্তিসুধোদয়ে উক্ত হইয়াছে,—ভগবদ্ভক্তিহীনস্য জাতিঃ শাস্ত্রং জপস্তপঃ। অপ্রাণস্যৈব দেহস্য মণ্ডনং লোকরঞ্জনম্॥ অর্থাৎ ভগবদ্ভক্তিহীন ব্যক্তির উচ্চকুলে জন্ম, শাস্ত্র অধ্যয়ন, জপ ও তপস্যা গতপ্রাণ দেহের ন্যায় নিরর্থক; উহার দ্বারা অজ্ঞ ব্যক্তির মনোরঞ্জন-মুখে নিজ ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তিসাধন হয় মাত্র।

উপরি-উক্ত শাস্ত্র ও মহাজন বাক্য হইতে নিষ্পন্ন হইতেছে যে, ভক্তিপথই একমাত্র অবলম্বনীয়। আমাদের শুদ্ধ আত্মস্বরূপটী অণুপরিমিত চিৎ-ধাতুতে গঠিত এবং আত্মার আত্মারূপী বৃহৎচিদ্বস্তু যে শ্রীভগবান, তাঁহারই নিত্যকাল অহৈতুকীভাবে সেবা করিবার যোগ্যতা আমাদিগের শুদ্ধ আত্মস্বরূপে অবস্থিত। সুতরাং ভগবৎসেবা ব্যতীত অন্য কোন ধর্ম্ম যখন আমাদের শুদ্ধ আত্মস্বরূপে অবস্থান করে না, তখন ভগবদ্ভক্তিরূপ স্বধর্ম্ম পালন করাই আমাদিগের কর্ত্তব্য। ভগবানই অভয় ও অমৃতের আধার এবং তজ্জন্য ভগবদ্ভক্তরূপে স্বধর্ম্মপালিত হইলে আমরা ভগবৎকৃপায় অভয় লাভ ও অমৃত আস্বাদনে সমর্থ হইতে পারি।

মায়ামুক্তির উপায়

আমাদিগের স্থূল ও সূক্ষ্মদেহদ্বয় ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম, মনঃ, বুদ্ধি ও অহঙ্কার নামক অষ্টবিধ প্রাকৃত বা মায়িক ধাতুতে গঠিত, এবং যেহেতু প্রাকৃত ধাতুতে গঠিত তজ্জন্য তাহারা প্রাকৃতিক নিয়মে উৎপত্তি স্থিতি ও লয়প্রাপ্ত হইয়া থাকে। আমরা অজ্ঞানের দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া মনে করি যে ঐ দেহদ্বয় আমার সম্পত্তি ও আমার ইচ্ছানুসারে তাহারা নিত্যকাল অক্ষুণ্ণভাবে থাকিবে; কিন্তু তাহা ঘটে কি? শ্রীভগবান গীতাতে বলিয়াছেন,—"মম মায়া দুরত্যয়া" অর্থাৎ আমার মায়া অতীব প্রবলা। সুতরাং এই প্রবলা মায়াকে ক্ষুদ্রশক্তিবিশিষ্ট চিৎকণ জীব হইয়া আমরা কি প্রকারে আমাদিগের বশ্যতা স্বীকার করাইতে পারি? আবদ্ধ আমাদিগের স্বরূপ ভগবৎসেবা [illegible] যখন অন্য প্রকার ধর্ম্ম নিহিত হয় নাই, তখন মায়ার উপর আধিপত্য করিবার চেষ্টা তাহার অভাব [illegible] অবস্থায় শরীরদ্বয়ের মায়িক নিয়মে যে কোন অবস্থাই ঘটিতে থাকুক না কেন, আমাদিগের উচিত তাহাতে দৃষ্টি না দিয়া স্বরূপগত ভগবৎসেবারূপ ধর্ম্মের অনুশীলনে নিযুক্ত থাকা, কারণ তাহা হইলে জাগতিক সুখ ও দুঃখে আমরা অবিচলিত থাকিতে ও ভগবৎ-সেবা হইতে জাত বিমল সেবানন্দরস নিত্যকাল আস্বাদ করিতে পারিব। এই জন্যই শ্রীভগবান্, গীতায় তৎপরে বলিয়াছেন—"মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে।" অর্থাৎ যে আমাতে প্রপন্ন হইবে, সেই ব্যক্তি মায়াজনিত শোকমোহের আক্রমণ হইতে পরিত্রাণ পাইবে, অন্যে নহে॥

কোন মহাজন বলিয়াছেন, "তোমার সেবায় দুঃখ হয় যত, সেও ত পরম সুখ। সেবাসুখদুঃখ পরম সম্পদ নাশয়ে অবিদ্যা দুঃখ॥" এই কথাটী বর্ণে বর্ণে সত্য। যাঁহারা ভক্ত, তাঁহারা নিশ্চয়ই এই বাক্যটীর সত্যতা উপলব্ধি করিয়া থাকেন। পূর্ব্বকথিত বিজ্ঞান সাহায্যে স্থিরভাবে চিন্তা করিলে অভক্তগণও এই রহস্যের কথঞ্চিৎ আভাস অনুভব করিতে পারেন। মায়িক দেহের পরিবর্ত্তনমুখে যে কোন ঘটনা ঘটিবে, তাহাকে যদিও আমি নিরোধ করিতে পারিব না, কিন্তু ভগবৎসেবামুখে সেবানন্দরস আস্বাদিত হইতে থাকায় দেহ-মনের বিকার যে আমাকে স্পর্শ করিতে পারিবে না, ইহা সুস্পষ্ট। অতএব দেহ-মনের সুখস্বচ্ছন্দতার ইচ্ছা বিসর্জ্জন দিয়া অনায়াসলব্ধ দ্রব্য-দ্বারা দেহকে রক্ষা করতঃ ভগবৎসেবার জন্য কায়মনোবাক্যে যত্নশীল হইলেই অভয় রাজ্যে প্রবেশ ও নিত্যানন্দ লাভ ঘটিবে, নতুবা ত্রিতাপের দ্বারা প্রতি জন্মে দগ্ধ হওয়া ব্যতীত গত্যন্তর নাই।

শুদ্ধভক্তির স্বরূপলক্ষণ

(পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অতীন্দ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়)

শুদ্ধভক্তির স্বরূপ সম্বন্ধে শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভু স্বীয় ভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থে এই শ্লোকটী বলিয়াছেন;—

অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতম্।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা॥

অর্থাৎ সর্ব্বেশ্বরেশ্বর-মাধুর্য্যপূর্ণ, স্বীয় অত্যাশ্চর্য্য লীলা দ্বারা চরাচর বিশ্বের আকর্ষণকারী পরম প্রেমাস্পদ, স্বয়ং-ভগবান ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণের নিমিত্ত বা শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধে আনুকূল্যময় অনুশীলনই উত্তমাভক্তি বা ভক্তির স্বরূপ লক্ষণ।

স্বরূপের পরিচায়ক যে লক্ষণ, অর্থাৎ যে লক্ষণ স্বরূপের পরিচয় প্রদান করে, তাহাকেই 'স্বরূপ লক্ষণ' বলা যায়।

অনুশীলন দ্বিবিধ, প্রবৃত্ত্যাত্মক ও নিবৃত্ত্যাত্মক শারীর, মানস ও বাচিক চেষ্টা সমূহ। এই চেষ্টাসমূহ আনুকূল্যময়ী হওয়া চাই। আনুকূল্যময়ী নিবৃত্ত্যাত্মক চেষ্টা—ত্যাগচেষ্টা এবং আনুকূল্যময় প্রবৃত্ত্যাত্মক চেষ্টা—গ্রহণচেষ্টা। আনুকূল্যময় বাচিক চেষ্টা—কীর্ত্তন; আনুকূল্যময় মানস চেষ্টা—স্মরণ এবং আনুকূল্যময় শারীরচেষ্টা—শ্রবণাদি।

অতএব সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণের নিমিত্ত অথবা তৎসম্বন্ধে বলিয়া পরম্পরা তাৎপর্য্যগত যে কিছু শারীর, মানস ও বাচিক চেষ্টা ও ভাব সমূহ, তাহা যদি কৃষ্ণের অপ্রীতিকর না হইয়া প্রীতিকর হয়, তাহাই 'ভক্তি' বলিয়া পরিচিত হইয়া থাকে।

শ্রীকৃষ্ণের অপ্রীতিকর চেষ্টা বা ভাব সমূহের ভক্তিত্ব সিদ্ধ হইতে পারে না।

ভক্তির স্বরূপবিচারে সোপাধিক ও নিরুপাধিক ভেদে দ্বিবিধ প্রকাশ দৃষ্ট হয়। ভক্তির সোপাধিক প্রকাশে দুইটী উপাধি বিশিষ্ট হয়েন, তন্মধ্যে একটী অন্যাভিলাষ এবং অপরটি অন্যমিশ্রণ।

উপাধিবিশিষ্টা ভক্তিকে 'গৌণী' এবং উপাধিশূন্যা ভক্তিকে 'মুখ্যা ভক্তি' বলা যায়।

'শুদ্ধাভক্তি' শব্দে উপাধিশূন্যা বা মুখ্যা ভক্তিকেই উদ্দেশ করিতেছে। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত অনুশীলন অর্থাৎ প্রবৃত্ত্যাত্মক ও নিবৃত্ত্যাত্মক শারীর, মানস ও বাচিক চেষ্টা সমূহ যদি অন্যাভিলাষ ও অন্যমিশ্রণশূন্য হয়, তাহা হইলে তাহাকেই 'শুদ্ধা' বা 'উত্তমা ভক্তি' বলা যায়।

'অন্যাভিলাষ' শব্দে ভোগবাসনা ও মোক্ষবাসনা এবং 'অন্য মিশ্রণ' শব্দে জ্ঞান, কর্ম্ম প্রভৃতির আবরণ। তন্মধ্যে জীবব্রহ্মের ঐক্যভাবে—জ্ঞানাবরণ, স্মৃতিশাস্ত্রোক্ত নিত্য-নৈমিত্তিকাদি কর্ম্ম চেষ্টাযুক্ত ভাবকে কর্ম্মাবরণ এবং কষ্টবৈরাগ্য ও অষ্টাঙ্গযোগাদি-চেষ্টাযুক্ত ভাবকে যোগাবরণ বলে। অতএব সূত্রে যে বলা হইয়াছে, অন্যাভিলাষ ও অন্যমিশ্রণ-শূন্য অনুকূল অনুশীলন, তার অর্থ এই যে, ভুক্তি মুক্তিকামনা-রহিত হইয়া কেবল শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিময় প্রীতিমূলক অনুশীলনকেই উত্তমা ভক্তি বলা যাইবে। এই উত্তমা ভক্তিই নির্গুণা, শুদ্ধা, কেবলা, মুখ্যা, অনন্যা, অকিঞ্চনা ও স্বরূপসিদ্ধা প্রভৃতি নামে শাস্ত্রে কীর্ত্তিত হইয়াছে।

অন্যাভিলাষময়ী ভক্তি ভোগ-বাসনাযুক্ত হইলে 'সকামা' এবং মোক্ষবাসনাযুক্ত হইলে 'নিষ্কামা' নামে পরিচিতা হয়েন। সকামাভক্তি তমঃ ও রজঃ গুণযুক্ত না হইলে উহাকে সগুণ ভক্তি বলা হয়। অর্থার্থী ও আর্ত্ত ব্যক্তিসকল ঐ প্রকার ভক্তিযাজন করেন স্বর্গাদিভোগ উহার ফল।

অন্যাভিলাষযুক্ত মোক্ষবাসনাযুক্ত ভক্তিও সত্ত্বগুণযুক্ত বলিয়া 'নিষ্কামা' ভক্তি বলা যায়; উক্ত নিষ্কামভক্তিতে কর্ম্ম মিশ্রিত হইলে কর্ম্মমিশ্রা, জ্ঞানমিশ্রিত হইলে জ্ঞানমিশ্রা, এবং [illegible] মিশ্রিত হইলে তাহাকে যোগমিশ্রা ভক্তি বলা হয়।

কর্ম্মমিশ্রা ভক্তির ফল, চিত্তশুদ্ধি, ঐ চিত্তশুদ্ধি ভক্তির গৌণ ফল, সুতরাং ভক্তিত্বের আরোপে গৌণভক্তিরূপে সিদ্ধ অর্থাৎ তদাকারে আকারিত হয় বলিয়া উহাকে আরোপসিদ্ধা ভক্তি বলা হইয়া থাকে।

যোগমিশ্রা ও জ্ঞানমিশ্রা ভক্তির ফল পরমাত্ম সাক্ষাৎকারের পর ক্রমমুক্তি এবং ব্রহ্ম সাক্ষাৎকারের অনন্তর সদ্যোমুক্তি; এই উভয়বিধ মুক্তিই ভক্তির গৌণ ফল সুতরাং উহারা সাক্ষাৎ ভক্তি না হইলেও ভক্তির গৌণফল মোক্ষ উৎপাদন দ্বারা ভক্তির আকারে প্রকাশিত হয় বলিয়া যোগ ও জ্ঞানমিশ্রা ভক্তিকে সঙ্গসিদ্ধা ভক্তি বলা হয়। কিন্তু বর্ত্তমান প্রবন্ধে আলোচ্য 'শুদ্ধা ভক্তি' পূর্ব্ব কথিত ভক্তিসমূহ হইতে উহা সম্পূর্ণরূপে পৃথক্। উত্তমা বা শুদ্ধা ভক্তি প্রাকৃত গুণত্রয়ের সম্বন্ধরহিত—অতএব 'সগুণা' ও 'নিষ্কামা' ভক্তি হইতে ভিন্না 'নির্গুণা' নামে পরিচিতা।

উহা কর্ম্মজ্ঞানাদির অধীন বা মুখাপেক্ষী নহে, পরন্তু সম্পূর্ণ স্বাধীনা। কর্ম্ম, জ্ঞান ও যোগাদি নিরন্তর উহার দাস্যে নিযুক্ত। উহা স্বাধীনভাবেই কর্ম্মের ফল, চিত্তশুদ্ধি,

যোগের ফল ক্রমমুক্তি এবং জ্ঞানের ফল সদ্যোমুক্তির সহিত নিজের কৃপা শ্রীভগবৎ-সাক্ষাৎকার প্রভৃতি সমস্তই প্রদান করিয়া থাকেন।

রজস্তমোগুণাবৃত ভুক্তিকামী বা সকাম ভক্তিযাজনকারী এবং সত্ত্বগুণাবৃত মোক্ষকামী বা নিষ্কামভক্তিযাজনকারীগণ তাঁহাদিগের স্ব স্ব বহিঃপ্রজ্ঞাচালিত দর্শনে, 'নির্গুণা', উত্তমা বা শুদ্ধা ভক্তির শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি অঙ্গসকলকে কর্ম্ম এবং ভজনীয়বস্তু-অনুসন্ধানাদি অঙ্গসকলকে জ্ঞান বলিয়া ভ্রম করেন, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে শুদ্ধাভক্তির উক্ত অঙ্গসমূহ কর্ম্ম বা জ্ঞান বা কর্ম্মের অন্তর্ভুক্ত ব্যাপার নহে; পরন্তু ঐগুলি শ্রীভগবানের সচ্চিদানন্দময়ী স্বরূপশক্তির পরমা বৃত্তি।

ভুক্তি এবং মুক্তিকামিগণের ভক্তিযাজনে যে সমস্ত বৃত্তি প্রস্ফুটিত হয়, তাহা চিদাভাস বা মনোবৃত্তি মাত্র, কিন্তু শুদ্ধাভক্তিযাজনকারিগণের যে শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি ও ভজনীয়বস্তুঅনুসন্ধানাদি বৃত্তিসমূহ, তাহা কখনও মনোবৃত্ত নহে, পরন্তু আত্মবৃত্তি অর্থাৎ শ্রীভগবানের নিত্যসিদ্ধ যে সকল স্বরূপশক্তি, তাঁহারাই ঐ সকল বৃত্তির [illegible]।

ভুক্তি মুক্তি-সিদ্ধিকামিগণের উপাধিযুক্ত ভক্তি যাজনে যে ইন্দ্রিয়াদির ক্রিয়াসমূহ দৃষ্ট হয়, তাহা দেহজ্ঞানাবৃত জীবের ভদ্রাভদ্র বিচারযুক্ত মনোধর্ম্মের উদ্গম মাত্র। কিন্তু শুদ্ধাভক্তিযাজনকারী আশ্রিত সাধকের আকর্ষণে শ্রীভগবানের স্বরূপশক্তির বৃত্তি-সকল তাঁহাদিগের ইন্দ্রিয়বৃত্তিতে অবতীর্ণ হইয়াই শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিরূপে প্রকাশিত হয়েন। হ্লাদিনী শক্তিবৃত্তির আভরণেই শ্রবণ কীর্ত্তনাদি ও ভজনীয়বস্তুঅনুসন্ধানাদি আত্মবৃত্তির অনুগত শারীর, মানস ও বাচিক চেষ্টাসমূহ সাধকের সম্বন্ধে আনন্দদায়ক হইয়া থাকে। সুতরাং দেখা গেল, শ্রীভগবানের প্রীতিমূল অনুশীলনের ভক্তিত্ব সিদ্ধ নহে এবং অন্যাভিলাষযুক্ত ও জ্ঞানকর্ম্ম-আবৃত আরোপসিদ্ধ ও সঙ্গসিদ্ধা ভক্তির তত্ত্ব ও সত্ত্ব গুণান্তর্ভুক্ত বলিয়া উহাদিগের স্বরূপসিদ্ধ নহে। অতএব অন্যাভিলাষিতাশূন্য ও জ্ঞানকর্ম্ম ও যোগাদিদ্বারা অনাবৃত শ্রীকৃষ্ণ-অনুশীলন [illegible] শুদ্ধা ভক্তির স্বরূপ লক্ষণ॥

সনাতন ধর্ম্ম

অভিধেয় বিচার

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

([illegible] অধিকারী)

[illegible]

হইয়া অনেক স্তবস্তুতি করণানন্তর চক্রাগ্নির সন্তাপ হইতে নিজের রক্ষা প্রার্থনা করিলেন। তদনন্তর শ্রীভগবান্ বলিলেন—হে মুনে, আমি ভক্তাধীন। ভক্তগণ আমাকে ব্যতীত অন্য কাহাকেও জানেন না, আমিও তাঁহাদের ছাড়া আর কিছু জানি না। আমার ভক্তের নিকটে অপরাধ করিলে আমি ক্ষমা করিতে পারি না। সুতরাং তুমি ত্বরায় ভক্তপ্রবর মহারাজ অম্বরীষের নিকটে গমন পূর্ব্বক তাঁহাকে শান্ত কর, তাহা হইলে তোমার মঙ্গল হইবে। শ্রীভগবানের আদেশে মুনি মহারাজের নিকট গমন করত তাঁহার চরণযুগল ধারণ করিলেন। মহারাজ অমানীমানদ-স্বভাবহেতু বড় লজ্জিত হইয়া সুদর্শনচক্রের স্তব করিতে লাগিলেন অনেক স্তবস্তুতির পর চক্র শান্ত হইলেন। দুর্ব্বাসা সুদর্শনের কৃপা লাভ করিয়া বৈষ্ণবের মাহাত্ম্য উপলব্ধি করিলেন। মহারাজ এতদিন অভুক্ত ছিলেন। দুর্ব্বাসাকে ভোজন করাইয়া, পরে নিজে ভোজন করিলেন।

পাঠক মহোদয়গণ, দেখুন বৈষ্ণবহৃদয় কত উচ্চ, কত মহান্। তাঁহারা নিজে ঘাতকগণেরও অমঙ্গল চিন্তা করেন না, পরন্তু ঘাতকের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মঙ্গলের জন্য শ্রীভগবানের নিকট সকাতর প্রার্থনা করেন। শ্রীহরিদাস ঠাকুর, শ্রীবাসুদেব ঘোষ প্রভৃতি অনন্ত বৈষ্ণবগণের পরমপবিত্র অপ্রাকৃত চরিত্র আমাদিগকে এতদ্বিষয়ে শিক্ষা প্রদান করিতেছে। এবংবিধ বৈষ্ণবগণের নিন্দা বা অপমান শ্রীভগবান্ সহ্য করিতে পারেন না। তাই তিনি নিন্দকের বা অপমানকারীর প্রতি শাস্তি বিধান করত সাধুগণকে সর্ব্বদা রক্ষা করিয়া থাকেন।

জগতে সাধুবেশে অনেক অসাধু নিজ নিজ স্বার্থান্বেষণে তৎপর। তাহাদিগের কপটতা ধরিয়া দেওয়াকে সাধুনিন্দা বলে না, বরং তদ্রূপকরণে জগতের অশেষ মঙ্গল হইয়া থাকে। অনেক কোমলশ্রদ্ধ ব্যক্তি উহাদিগের কবলে পড়িয়া নিজ নিজ সর্ব্বনাশ আনয়ন করে। তজ্জন্য শাস্ত্র ও মহাজনোক্ত অসাধু ও সাধু চিনিবার কতকগুলি লক্ষণের বিষয় অবগত হওয়া আবশ্যক। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

স্ত্রীসঙ্গী এক অসাধু কৃষ্ণাভক্ত আর।

অর্থাৎ অসৎসঙ্গই সাধুর প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শনের মূল কারণ। অসৎ দ্বিপ্রকার, যথা—স্ত্রীসঙ্গী [illegible] কৃষ্ণের অভক্ত ব্যক্তি। যাহারা সাধারণ নীতিবিগর্হিত-ভাবে স্ত্রীসঙ্গ করে, অথবা নিজ স্ত্রীতে [illegible] থাকে, তাহারা স্ত্রীসঙ্গী, [illegible]ভাবে যাহারা [illegible] [illegible]

মায়াবাদী, ধর্ম্মধ্বজী, শ্রীভগবদ্বিগ্রহ, শ্রীভগবন্নাম, শ্রীমদ্ভাগবত ও অন্যান্য শাস্ত্র, মন্ত্র ইত্যাদি লইয়া ব্যবসাকারী, নাস্তিক প্রভৃতি কৃষ্ণাভক্ত ব্যক্তিগণও অসৎ। অনুমান দেড়শত বৎসর পূর্ব্বে তোতারাম দাস নামক এক সিদ্ধ মহাত্মা বলিয়াছেন—

আউল, বাউল, কর্ত্তাভজা,
নেড়া, দরবেশ, সাঁই।
সহজিয়া, সখীভেকী, স্মার্ত্ত
জাত-গোঁসাই॥
অতিবাড়ী, চূড়াধারী, গৌরাঙ্গনাগরী।
তোতা কহে এ তেরর সঙ্গ নাহি করি॥

এই সমস্ত অসাধুগণের দোষ দর্শনে সাধুনিন্দা হয় না। ইহারা জগতে বহু জঞ্জাল আনয়ন করিয়াছে এবং সাধুর নামে নাসিকা-কুঞ্চনের কারণ হইয়াছে।

সাধুর লক্ষণ সম্বন্ধে শাস্ত্র বলিয়াছেন—

দয়ালু, সহিষ্ণু, সম, দ্রোহশূন্য ব্রত।
সত্যসার, বিশুদ্ধাত্মা, পরহিতে রত॥
কামে অক্ষুভিত বুদ্ধি, দান্ত, অকিঞ্চন।
মৃদু, শুচি, পরিমিত ভোজী, শান্তমন॥
অনীহ, ধৃতিমান, স্থির "কৃষ্ণৈকশরণ"।
অপ্রমত্ত, সুগম্ভীর, বিজিত ষড়্গুণ॥
অমানী, মানদ, দক্ষ, অবঞ্চক, জ্ঞানী।
এই সব লক্ষণেতে সাধু বলি জানি॥

এতন্মধ্যে "কৃষ্ণৈকশরণতাই সাধুর স্বরূপ-লক্ষণ। অন্যান্য গুণচয় তটস্থ লক্ষণ নামে খ্যাত। সৌভাগ্যক্রমে সাধুসঙ্গ হইলে কৃষ্ণৈকশরণতা লাভ হয় এবং শ্রীভগবন্নামে রুচি জন্মিয়া থাকে—এই সময় হইতেই স্বরূপ লক্ষণের প্রকাশ। অন্যান্য গুণগুলি কৃষ্ণৈকশরণতাক্রমে শ্রীনামকীর্ত্তন-প্রভাবে ক্রমশঃ উদিত হইয়া থাকে। বর্ণ ও আশ্রমচিহ্ন দ্বারা সাধুত্ব নির্ণয় হয় না। উপরিউক্ত লক্ষণসমূহ দ্বারাই সাধুত্ব নির্ণয় করা শাস্ত্রের অনুজ্ঞা। শ্রীমদ্ভাগবত অধিকারভেদে সাধুগণকে কনিষ্ঠ, মধ্যম ও উত্তম আখ্যা দ্বারা তিন ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন যথা:—

অর্চ্চায়ামেব হরয়ে পূজাং যঃ শ্রদ্ধয়েহতে।
ন তদ্ভক্তেষু চান্যেষু স ভক্তঃ প্রাকৃতঃ
স্মৃতঃ॥
ঈশ্বরে তদধীনেষু বালিশেষু দ্বিষৎসু চ।
প্রেমমৈত্রীকৃপোপেক্ষা যঃ করোতি স
মধ্যমঃ॥
সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ।
ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ॥

অর্থাৎ যিনি লৌকিকী শ্রদ্ধানুসারে অর্চ্চামূর্ত্তিতে শ্রীহরির পূজা করেন, কিন্তু হরিভক্ত এবং ইতর অধিকারস্থ অন্য জীবকে শ্রদ্ধা ও দয়া করেন না, তিনি কনিষ্ঠ ভক্ত। যিনি ঈশ্বরে প্রেম, বৈষ্ণবে মৈত্রী, মূঢ়ে কৃপা ও দ্বেষীকে উপেক্ষা করেন তিনি মধ্যম ভক্ত এবং যিনি [illegible] সর্ব্বভূতে নিজ রূপে [illegible] [illegible] ভগবান্ শ্রীহরিতে সর্ব্বভূতকে দর্শন করিয়া থাকেন, তিনি উত্তম ভাগবত। শ্রীমন্মহাপ্রভুও ত্রিবিধ বৈষ্ণবের লক্ষণ নির্দ্দেশে বলিয়াছেন:—

কনিষ্ঠ

প্রভু কহে, যাঁর মুখে শুনি একবার।
কৃষ্ণ নাম, পূজ্য সেই শ্রেষ্ঠ সবাকার॥

মধ্যম

'কৃষ্ণনাম' নিরন্তর যাঁহার বদনে।
সে বৈষ্ণব শ্রেষ্ঠ, ভজ তাঁহার চরণে॥

উত্তম

যাঁহার দর্শনে মুখে আইসে 'কৃষ্ণনাম'।
তাঁহারে জানিহ তুমি বৈষ্ণব প্রধান॥

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী মহাশয় বলেন:—

শ্রদ্ধাবান্ জন হয় ভক্তি অধিকারী।
'উত্তম', 'মধ্যম', 'কনিষ্ঠ' শ্রদ্ধা
অনুসারী॥
শাস্ত্রযুক্ত্যে সুনিপুণ দৃঢ় শ্রদ্ধা যাঁর।
'উত্তম অধিকারী' সেই তারয়
সংসার॥
শাস্ত্র যুক্তি নাহি জানে দৃঢ় শ্রদ্ধাবান।
'মধ্যম অধিকারী' সেই মহা ভাগ্য-
বান্॥
যাহার কোমল শ্রদ্ধা, সে 'কনিষ্ঠ জন'।
ক্রমে ক্রমে তেঁহো ভক্ত হইবে 'উত্তম'॥

অনেক নিম্নাধিকারী সাধু উচ্চাধিকারীর ভাব গ্রহণ করিয়া থাকেন। এরূপ কার্য্য অমঙ্গলজনক। তজ্জন্য শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীল রঘুনাথদাসকে লক্ষ্য করিয়া বৈরাগ্য অনধিকারী ব্যক্তির প্রতি এইরূপ শিক্ষা দিয়াছিলেন:—

স্থির হঞা ঘরে যাও না হও বাতুল।
ক্রমে ক্রমে পায় লোক ভবসিন্ধুকূল॥
মর্কট বৈরাগ্য না কর লোক দেখাইয়া।
যথাযোগ্য বিষয় ভুঞ্জ অনাসক্ত হঞা॥
অন্তর নিষ্ঠা কর বাহ্যে লোকব্যবহার।
অচিরাতে কৃষ্ণ তোমায় করিবেন
উদ্ধার॥

পুনরায় ঐ রঘুনাথ দাসকে লক্ষ্য করিয়া বৈরাগ্যাধিকারীর কর্ত্তব্য বিষয়ে বলিয়াছেন:—

গ্রাম্য কথা না শুনিবে, গ্রাম্য বার্ত্তা
না কহিবে।
ভাল না খাইবে আর ভাল না পরিবে
অমানী মানদ হঞা কৃষ্ণ নাম সদা লবে
ব্রজে রাধাকৃষ্ণসেবা মানসে করিবে॥

এতদ্বিষয়ে শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন:—

স্বে স্বেঽধিকারে যা নিষ্ঠা স গুণঃ
পরিকীর্ত্তিতঃ।
বিপর্য্যয়স্তু দোষঃ স্যাদুভয়োরেষ
নিশ্চয়ঃ॥

অর্থাৎ যে ব্যক্তির যাহাতে অধিকার, তাহাই তিনি করিবেন। স্বীয় স্বীয় অধিকারে যে নিষ্ঠা, তাহারই নাম 'গুণ'। অধিকারনিষ্ঠাপরিত্যাগের নাম দোষ। এইটীই গুণ ও দোষের নির্ণয়।

উপরিউক্ত লক্ষণ সমূহ দ্বারা সাধু ও অসাধু নির্ণয় করত সাধুনিন্দা হইতে সাবধান হইতে হইবে।

(ক্রমশঃ)

ভীষণ দুর্ভিক্ষ

(সাময়িক সংবাদ)

(শুভ শ্রীপাদ্ রাধাচরণ গোস্বামী,ভক্তিরত্ন)

বর্ত্তমান বর্ষে অনাবৃষ্টি ও অতিবৃষ্টি নিবন্ধন শস্য পূর্ণা বসুন্ধরা পরিতুষ্ট না হওয়ায় ভাবিকালে দুর্ভিক্ষাশঙ্কায় চারিদিকে হাহুতাশের গোলযোগ উঠিয়াছে। কোথাও বা সময়োচিত বর্ষা না হওয়ায় ধান্যাদি আবাদের পক্ষে বহুপ্রকার বিঘ্নোৎপত্তি হইয়াছে; যদিও বা সামান্য ফসল হইবার সম্ভাবনা ছিল, তাহাও অকালে অতিবৃষ্টি নিবন্ধন একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। আবার কোথাও বা আবাদের সময় অতি বৃষ্টিহেতু আবাদ বন্ধ ছিল, যাহা কিছু সামান্য ফসল দাঁড়াইয়াছে, তাহাও আবার পরবর্ত্তি-কালে অনাবৃষ্টিতে শুষ্ক হইয়া গিয়াছে।

এই সকল প্রাকৃতিক উৎপাতে প্রায় সমস্ত দেশেই অপ্রচুর ফসল পাওয়া যাইবে। তাহাতে কোন দেশই আপন আপন অধিবাসিগণকে রক্ষা করিতে পারিবে না এবং পর দেশ হইতে আমদানী হইয়া সেই সেই অভাব পরিপূরণেরও সম্ভাবনা অতি কম। এই ভাবনায় সকলে আতঙ্কিত।

এই আতঙ্কনিবারণের নানাবিধ কৃত্রিম উপায় আবিষ্কৃত হইতেছে, তাহাতে কোন সুফল ফলিবে কি না সে সম্বন্ধে নিশ্চয়তা খুব অল্প। কারণ দুর্ভিক্ষের মূলীভূত কারণ কি, তাহা আমরা অনেকেই অনুসন্ধান করি না।

গায়ের জোরে, মনের খেয়ালে ত্রিতাপের তাপ নিবারিত হয় না। আমরা বদ্ধজীব মাত্রেই ত্রিতাপাধীন। মুক্ত পুরুষের শ্রীপাদাশ্রয় ব্যতীত ত্রিতাপের সীমা অতিক্রম করা যায় না। আমরা যদি সেই মুক্তপুরুষগণকে বাদ দিয়া নিজের নিজের খেয়াল অনুসারে কষ্ট দূর করিতে চেষ্টা করি, তবে তাহা অনীশ্বর বস্তুকে ঈশ্বর ভাবিয়া নিরীশ্বরবাদ প্রচারমাত্র। উদ্দিষ্ট কার্য্য কোনরূপে সাফল্যমণ্ডিত হওয়ার সম্ভাবনাই থাকে না।

ধান, চাউল, গম, ময়দা, প্রভৃতি খাদ্য-দ্রব্যের দুর্ভিক্ষ অপেক্ষা, বর্ত্তমান যুগে বাস্তব মুক্ত পুরুষের যে কত বড় অভাব উপস্থিত, তাহা চিন্তাশীলেরও আশ্চর্য্যনীয় ব্যাপার। যখন যখন ভিক্ষাভাব অর্থাৎ অনায়াসে ভিক্ষা লাভ হয় না, দুঃখে ভিক্ষা লাভ হয়, তখন তখন দুর্ভিক্ষ উপস্থিত; কিন্তু এই বাস্তব মুক্তপুরুষ যে দুঃখেও লাভ হয় না, সে চিন্তা আমাদিগের কোথায়?

আমরা যদি মুক্তপুরুষের অভাব অনুভব করিবার বুদ্ধি পাইতাম, তাহা হইলে এ সামান্য অন্নচিন্তায় আমাদিগকে অস্থির করিতে সমর্থ হইত না। ... রূপ একটা বিপদের বা দুঃখের উপর তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর বিপদ বা দুঃখ উপস্থিত হইলে পূর্ব্ব বিপদ বা দুঃখের ভার লঘু হইয়া যায়। আমাদিগের কিছু খাওয়া পরার অভাবে ক্ষণিক দুঃখ, সাময়িক রূপ বদ্ধদশায় উপস্থিত হওয়া স্বাভাবিক হইলেও নিত্যকালের সুখপ্রদাতা বান্ধবের অভাব লক্ষ্য করাই বাস্তবিক মানবোচিত ধীশক্তি-বিকাশের পরিচয়।

ইহজগতে, মুক্তপুরুষ গণনায় অধিক কোনকালেই থাকেন না। বিশেষতঃ কলিকালে ত্রিপাদ অদর্শনকরণে-বঞ্চিত-বঞ্চক-প্রাবল্য-জগতে মুক্তপুরুষ নাই বলিলেই চলে। কুযোগিগণ মুক্তাভিমান করিলেও শুদ্ধভাবে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের সেবায় নিরত না থাকার দরুণ তাঁহাদের বুদ্ধি শুদ্ধ নহে। কোন জগতেই কোন উপায় নাই, যদ্দ্বারা বুদ্ধিশুদ্ধাবস্থায় জীবন্মুক্ত দশায় পৌঁছিতে পারা যায় বিনা কৃষ্ণভক্তি-অনুশীলনে।

ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানোত্থ ধারণা লইয়া মুক্ত পুরুষ মিলে না। আমার চক্ষুর সম্মুখেও যদি নিরন্তর নিত্যমুক্তপুরুষগণ বিচরণ করেন, তথাপি আমার দৃষ্টিতে আমি তাঁহাদিগের মুক্তদশা দর্শন করিতে অক্ষম থাকি তাহার প্রমাণে স্বয়ং ভগবান যখন শ্রীধাম মায়াপুরে শ্রীগৌরসুন্দররূপে অবতীর্ণ হইলেন, তখন শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য ও তদনুগজনই শ্রীগৌরসুন্দরকে ও তদ্ভক্তগণকে পরস্পর দর্শন সুখানুভব করিয়াছিলেন। কারণ, তাঁহারা বহু পূর্ব্ব হইতেই জগতে হরিভক্তি-বিহীনাবস্থার শোচনীয়তা অনুভব করিতেছিলেন। তদ্ব্যতীত জ্ঞানানন্দবাদী মনোধর্ম্মী দৈত্যানুগপন্থী ভোগী মৎসরকুল শ্রীগৌরসুন্দরকে 'শচী-মিশির ছেলে' মনে করিয়া "আমরাও অল্প বামুনের পুত্র নাই অভিমানে অবনে বহু কমিয়া শেষে সব খেলায় হারাইয়া" বঞ্চিত হইলেন।

একটু নিরপেক্ষ বিচারপরায়ণ হইয়া মুক্তপুরুষ অনুসন্ধানে রত হইলেন দেখা যায় জগন্ময় নানাকার বিকট বিভীষিকা উপস্থিত। তন্নিমিত্ত জগতে ধর্ম্ম-বিপ্লব-বাদ প্রশ্রয় পাইয়া সমস্ত জগৎ উৎসন্ন হইতে বসিয়াছে। আজ ধর্ম্মহীন হইয়া আমরা দুঃখের পাথারে নিমজ্জিত। আজ দুর্ভিক্ষ, কাল মহামারী, পরদিবস জলপ্লাবন আরও কতকিছু; ইহ জগতে এমন একটা বান্ধব কেহই নাই, যিনি এই অগাধ দুঃখসমুদ্র উত্তালতরঙ্গ হইতে আমাদিগকে উদ্ধার করিতে সক্ষম। আমাদিগের বহু বন্ধুবান্ধব রহিয়াছেন বলিয়া ভ্রম করি বটে, [illegible] তাঁহারা যে আমাদের ন্যায় [illegible] শূন্য।

যেমন প্রত্যেক ব্যবসাদার বা দোকানদার তাঁহার নিজের পসার বৃদ্ধি করণার্থে স্বীয় স্বীয় দ্রব্যের উৎকৃষ্টতার বিজ্ঞাপন প্রচার করেন, সেই প্রকার ইহসংসারে বহুবিধ রংবেরংএর সংসাজা পোষাকপরা, সাধু, মোহান্ত, অবতার পরিচয়াকাঙ্ক্ষ হইয়া দলে দলে বাহির হইয়াছেন। আর "গোয়ালা বলে আমার দই ভাল" ন্যায়ে বিজ্ঞাপনের কত ছড়াছড়ি, তাহাতে কত হুড়াহুড়ি, মারামারি দেখে কে? কেহ বা পূর্ব্ব-পুরুষের দোহাই দিয়া, নানাপ্রকার সুরে, বেসুরে, ছন্দোবন্ধে, বিশ্ববাসীদিগকে আহ্বান করেন, "এস আমিই তোমাদিগের ত্রিতাপজ্বালা নিবারণ করিয়া দিব" "দর লঁও কিশোরীর প্রেম নিতাই ডাকে আয়"। তিনিই যেন সাক্ষাৎ নিত্যানন্দ! কি আশ্চর্য্য! তবু আমরা এখনও ঘুমাই!

এই সকল আশ্বাসবাণীতে আশ্বস্ত হইয়া বহুদিনব্যাপী বহুস্থানে বন্যের ন্যায় ঘুরিয়া—কোথাও দেখি, ইনি বংশানুক্রমে মন্ত্রদাতা বলিয়া মন্ত্রসিদ্ধ, সুতরাং বেদানুগ কোন সাধনভজনের ধার ধারেন না, একেবারে রাগানুগ বা রাগাত্মিকার বিরাগপ্রাপ্ত। কোথাও দেখি, নির্জ্জন ভজন প্রয়াসে ঘর বাড়ী ছাড়িয়া বৃক্ষতলবাসী হইলেও অগ্নিকুণ্ড এবং গাঁজার দমেই ঐস্থানে মনুষ্যবাসের যোগ্যতা বিনষ্ট করিয়াছেন। কোথাও দেখি, পলিত কুন্তলে শিরোদেশ ও শ্মশ্রুগুম্ফে বদনমণ্ডল পরিবৃত, এমন কি খাদ্য প্রবেশের রাস্তা আছে কি না সে সম্বন্ধেও সন্দেহ উপস্থিত হয়, হঠাৎ মনে হয়, ইনি বোধ হয় অন্নগতপ্রাণ কলিতে জন্মগ্রহণ করিয়াও পান ভোজনের ধার ধারেন না?

এইপ্রকার কত কি বুজরুকির কথা বলিব! ইঁহারা সেই সেই অবস্থায় থাকিয়া নিজেকে মুক্তাভিমানে জীবোদ্ধারের জন্য কোমর বাঁধিয়া ঠিক আছেন। একটুকু বুদ্ধি যাঁহার আছে—কিঞ্চিন্মাত্র সৌভাগ্য যাঁহার উদিত হয় তিনি খুব ভালরূপেই অবগত আছেন যে, ইঁহারা বদ্ধ জীবাপেক্ষাও বদ্ধতম। ইঁহাদিগের কোন প্রকার সঙ্গ বিধান করিলে, তিনি চিরতরে অন্ধকূপে নিক্ষিপ্ত হইয়া বহু সহস্র মনুষ্যজন্ম ব্যর্থ হইবার আশঙ্কা আবিষ্কার করিবেন। ইহাদিগের কাহারও [illegible] কল্যাণের কোনও কথার লেশ মাত্রও নাই। ইহাদিগের আদর্শেই আজ বর্ত্তমান জগৎ শিক্ষা দাক্ষায় ধর্ম্মহীন। উহাদিগের অনুগত জন 'ত' অত্যারামে [illegible]; [illegible] উহাদিগের ভণ্ডামিতে ধর্ম্মের উপর [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] শিক্ষাদীক্ষায় অনুপ্রাণিত থাকিতে বাধ্য হইয়া ত্রিতাপে নিক্ষিপ্ত হইতেছি।

তাই আজ পরদুঃখদুঃখী বৈকুণ্ঠ-নিবাসী শ্রীবিষ্ণুদূতগণকে সঙ্গে লইয়া শ্রীগুরুদেব দুর্ভিক্ষপ্রপীড়িত আমাদিগের দুঃখবিমোচনার্থে এই ধর্ম্মহীন জগতে অবতীর্ণ। আমরা শ্রীমদ্ভাগবত পাঠে যাহাও জানিতে পারিয়াছি [illegible] পূর্ব্বে শ্রীগৌরসুন্দরে [illegible] এবং শ্রীকৃষ্ণভজননিষ্ঠানাম [illegible] রূপমধ্যে [illegible] কন্যার বিবাহে ও মঙ্গল [illegible] লিপ্ত থাকিয়া আমোদপ্রমোদে দিনাতিবাহিত করিত, তথাপি বর্ত্তমান [illegible] ন্যায় মনুষ্য কুল এত কুটিল, [illegible] ও মৎসর ছিল না। ইতিহাস পাঠে ইহা জানা যায়।

এ হেন দুর্দ্দান্ত পাষণ্ড প্রবল দুর্দ্দিনে বাস্তব দুর্ভিক্ষ নিবারণার্থে শ্রীগুরুদেব ধরাধামে প্রকটিত হইয়া, তাঁহার সহকারী বৈকুণ্ঠদূতগণকে আমার ন্যায় মৎসর ব্যক্তির দ্বারে দ্বারে প্রেরণ করিয়াও আমাদের দুঃখ দৈন্য নিবারণে প্রচেষ্ট। সেজন্য কতই লাঞ্ছনা গঞ্জনা সহ্য করিতেছেন! আমাদিগের রুচির অনুকূলে বিবিধ প্রকার আয়োজন করিয়া আমাদিগকে আমাদের কল্যাণের কথা শ্রবণের নিমিত্ত পুনঃ পুনঃ কতই না আহ্বান করিতেছেন, তবুও আমরা শুনিব না—ঐ কুযোগীদিগের পার্শ্ব ত্যাগ করিব না।

আমরা নিশ্চয়ই বধির। নিশ্চয়ই অন্ধ, তাই বৈকুণ্ঠদূতগণের "জীব জাগো, জীব জাগো" ডাক আমাদিগের শ্রবণবিবরে প্রবেশ করে না ও ঐ সমস্ত আয়োজন দেখিয়াও দেখি না, সেখানে কোন প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে বলিয়া মনেও করি না। জগদ্বাসী আমরা আজ যদি এই সর্ব্বজীব-কল্যাণপ্রদাতা [illegible] শ্রীগুরুদেবের ডাকে সাড়া দিতাম, তাহা হইলে সার্ব্বজনীন দুর্ভিক্ষের উৎপীড়ন হইতে রক্ষা পাইতাম। কি কারণ, বুদ্ধিমন্দ? [illegible] [illegible]।

আদর্শ গৃহস্থোচিত সেবাচেষ্টা

[illegible]

পর-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

সম্প্রতি পর-বিদ্যাপীঠে নিম্নলিখিত শিক্ষণীয় বিষয়নিচয়ের অধ্যাপকের আসন-সমূহ সংস্থাপিত হইয়াছে—বিদ্যার্থিগণ আবেদন করুন।

১। সাহিত্যাসন, ২। ঐতিহ্যাসন,
৩। সম্প্রদায়বৈভবাসন, ৪। ভক্তিশাস্ত্রাসন,
৫। জ্যোতিষাসন, ৬। বেদান্তাসন,
৭। ন্যায়াসন।

শ্রীসুন্দরানন্দ রায় বি, এ, কাব্যতীর্থ, বিদ্যাসাগর,
সম্পাদক—পরবিদ্যাপীঠ, শ্রীধাম মায়াপুর।

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

[illegible] খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৪০্ চল্লিশ টাকা।

২৭২৪ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে,

সপ্তচত্বা [illegible] সূচী ছাপা হইতেছে।

[illegible] গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে [illegible] সাধারণ পক্ষে [illegible] সাধারণ পক্ষে ।৶০, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের [illegible] পক্ষে [illegible]

দশম [illegible] ১২্, অগ্রিম সাধারণের পক্ষে ৮্।

[illegible] ছাপা হইয়াছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

"শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত"

সূচী প্রভৃতি সহ সম্পূর্ণ ছাপা শেষ হইয়াছে

আদি, মধ্য, ও অন্ত্যলীলা এবং সূচী ছাপা হইয়া সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে। [illegible] কয়েক বৎসর পূর্বে ১০ টাকা ভিক্ষার তৃতীয় সংস্করণ ৪্ [illegible] আপন সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের [illegible] ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। সেই ১০্ টাকার [illegible] মাত্র ৫্ টাকা ভিক্ষায় দেওয়া হইতেছে। গ্রাহকগণ সত্বর হউন পরে আর এ সুযোগ থাকিবে না।

শ্রী[illegible]

শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

সভাষ্য আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র গ্রন্থ ৮্ স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫্

নদীয়া প্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪৷৹ টাকা

শ্রীচৈতন্য মঠের পারত্রীয় গ্রন্থ

কার্য্যাধ্যক্ষ, গ্রন্থ বিভাগ, শ্রীচৈতন্য মঠ

পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া।

অথবা

শ্রীগৌড়ীয় মঠ ১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা

ঠিকানায় পাওয়া যাইবে

বিশেষ দ্রষ্টব্য [illegible] শ্রীচৈতন্য মঠের ঠিকানায় [illegible]

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত ভক্তি গ্রন্থাবলী

যে সব উৎকলবাসী ভক্ত বাংলা অক্ষর পড়িতে জানেন না, তাঁহাদের শ্রীশ্রীল প্রভুর [illegible] পরম উপাদেয় ভক্তি-কথা জানিবার সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত। [illegible] শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে উড়িয়া-অক্ষরে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হইয়াছে বাংলা গ্রন্থের তুলনায় উড়িয়া গ্রন্থগুলির ভিক্ষাও অপেক্ষাকৃত অল্প।

গ্রন্থের নাম	ভিক্ষা
শ্রীহরিনাম চিন্তামণি, প্রতিখণ্ড	৷৹
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	১্
সাধন পথ (শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টক) প্রতিখণ্ড	।৹
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৷৹
কল্যাণ কল্পতরু প্রতিখণ্ড	৶৹
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	।৹
গীতাবলী প্রতিখণ্ড	⁄১০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৶১৫
শরণাগতি প্রতিখণ্ড	⁄৹
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৶৫

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ, কটক এবং শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, পুরী

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিম্নলিখিত মঠসমূহে প্রাপ্তব্যঃ—

১। শ্রীচৈতন্য মঠ,—পোঃ, শ্রীধামমায়াপুর, (নদীয়া)।
২। শ্রীগোপীনাথ মঠ,—[illegible], [illegible] পোঃ, (বৰ্দ্ধমান)।
৩। শ্রীভাগবত আসন,—ভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৪। শ্রীগৌড়ীয় মঠ,—১নং উল্টাডাঙ্গা জংসন রোড, কলিকাতা।
৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ,—চটকপর্ব্বত, পুরী।
৬। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ,—উড়িয়া বাজার, কটক।
৭। শ্রীভাগবত মঠ,—চিরকানিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।
৮। শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ,—[illegible] জঙ্গমবাড়ী, কাশী, ইউ, পি।
৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,—ছিপিগলি, বৃন্দাবন, মথুরা, ইউ, পি।
১০। শ্রীপরমহংস মঠ—নিমসার পোঃ, সীতাপুর, ইউ পি।
১১। শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ,—কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল, পাঞ্জাব।
১২। শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠ,—[illegible] নবাবপুর রোড, ঢাকা।
১৩। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ,—বালিয়াটি, ঢাকা।
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম,—আমলাযোড়া, রাণীবাঁধ পোঃ, বৰ্দ্ধমান।
১৫। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ,—ঢুমুরকোন্দা, চিরকুণ্ডা পোঃ, মানভূম।
১৬। শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয় মঠ,—আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী, উড়িষ্যা।
১৭। শ্রীগৌড়ীয় মঠ কার্য্যালয় [illegible] রোড, নিউ দিল্লি

এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণের নিকটও নদীয়া-প্রকাশ প্রাপ্তব্য।

১। শ্রীযুক্ত জনার্দ্দন ঘোষ—[illegible] রোড, খুলনা
২। শ্রীযুক্ত রাধাচরণ গোস্বামী ঠাকুরত্ন দেওয়ানগঞ্জ, হলদিবাড়ী কুচবিহার।
৩। শ্রীযুক্ত [illegible] রায়—[illegible] নং শ্রীগোপাল মল্লিক লেন, কলিকাতা।
৪। মিঃ এন [illegible] মুখার্জ্জি—এম, এস, ওয়ার্কস দি মল, কানপুর।
৫। শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী [illegible]—স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া
৬। শ্রী[illegible] অধিকারী, নবদ্বীপ।
৭। শ্রীবিরাজমোহন [illegible]—মনমোহন প্রেস, নবাবপুর, ঢাকা।
৮। শ্রী[illegible] [illegible] বড়চাঁপা, ২৪ পরগণা।

[illegible] পুন সেইমত মায়া পাশে ডুবি মরে

শ্রীচৈতন্যমঠের গ্রন্থাবলী

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বিরচিত

ভক্তি গ্রন্থাবলী।

উৎকৃষ্ট কাগজে বিলাতী ধরণে বাঁধাই

স্বর্ণালঙ্কৃত। চতুর্থ সংস্করণ। বিস্তারিত সূচীসহ

জৈবধর্ম্ম

বাঁধাই ২৲ দুই টাকা

প্রকাশিত হইয়াছে

সনাতন শাস্ত্র বেদ, বেদান্ত, শ্রীমদ্ভাগবত, গীতা, শ্রীমদ্দর্শন, পুরাণ, তন্ত্রাদি সকল গ্রন্থ পাঠ করিবার অবসর অতি অল্প মানবের ঘটিয়া থাকে। অনেকের যোগ্যতা না থাকায় সেই সমস্ত গ্রন্থের মর্ম্ম অবগত হইতে পারেন না। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বাঙ্গালার এই অসুবিধা দূরীভূত করিবার জন্য এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

বিদ্যালয়ের ছাত্র বা শিক্ষকগণের বিশেষ পাঠ্য, এই হেতু শিক্ষাবিভাগের উচ্চকর্তার বাংলার জন্য সমস্ত বিদ্যালয়ের জন্য অনুমোদন করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

প্রথম খণ্ড ভিক্ষা—১৲ একটাকা

যুক্তিপূর্ণ শাস্ত্রবাক্য দ্বারা প্রত্যেক মানবের নিত্য কর্ত্তব্য ও অনিত্য সাময়িক কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। গ্রন্থের প্রতি কথা সনাতন শাস্ত্রবাক্য দ্বারা সমর্থিত ও প্রমাণিত হইয়াছে। দেহের, মনের ও আত্মার ধর্ম্ম কি? স্বদেশ, সমাজ, নীতি, ধর্ম্ম কি? ইত্যাদি বিষয় ক্রমানুসারে এমন সুন্দরভাবে আলোচিত হইয়াছে যে, প্রথম হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত পাঠ না করিলে নিবৃত্ত হওয়া যায় না।

শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য

ভিক্ষা ৵০

ঐ প্রমাণ খণ্ড ভিক্ষা ৵০

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর লীলা ও লীলাস্থান নবদ্বীপ ধামসমন্বিত। এই নবদ্বীপের প্রাচীন বিবরণ—প্রত্যেক দ্বীপে শ্রীমহাপ্রভুর লীলা—প্রত্যেক দ্বীপের পরিচয়, শ্রীধাম-মাহাত্ম্য—ধামাপরাধ কি? ইত্যাদি বিষয় বিশেষভাবে মনোহর ছন্দে বর্ণিত। পকেট সাইজ প্রায় ১৬ পৃষ্ঠা।

শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ

উজ্জ্বল বোর্ড ও কালীতে উত্তম কাগজে ছাপা— শ্রীনবদ্বীপধাম দর্শনে ভাবুক দর্শনকারীর কি প্রকার ভাবের উদয় হয়, তাহা অতি সুন্দরভাবে বর্ণিত। অতি চমৎকার। ভিক্ষা চারি আনা।

শ্রী ... ভুক্তি

।৵০

দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীযুক্ত গোস্বামী প্রভু শ্রীল বলদেব গোস্বামী প্রভুর উপদেশাবলী ... কথা ... ভক্তপ্রবরগণের প্রণাম ও প্রাণীর্ক ... ভাবে চলিবার ... চাহি ... ভক্তগণের সেবার্থে ... প্রকাশিত হইল ...

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবজগতে অভিনব গ্রন্থ !!

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতি-গ্রন্থাবলী :—

শরণাগতি

পকেট সাইজ

অষ্টম সংস্করণ

ভিক্ষা ৴০ আনা

দেহ ও মনের চেষ্টা অনিত্যবস্তু লইয়া—ইহা যখন জীব বুঝিতে পারে, তখন একমাত্র নিত্যবস্তু শ্রীভগবানের প্রতি তাহার কোন ভাবের আবেগময়ী প্রার্থনা হয় এবং শ্রীভগবানে সর্ব্বান্তঃকরণে নিষ্কপটে কি প্রকারে শরণাপন্ন হইতে হয়, ইত্যাদি বিষয়ক প্রাণস্পর্শী প্রার্থনা ও আত্ম সমর্পণমূলক গান। তৃতীয় সংস্করণও প্রকাশিত হইয়াছে।

ভিক্ষা প্রতি খণ্ড ৴০ এক আনা।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা— ৴০, নবদ্বীপশতক— ৴০

অর্থপঞ্চক— ৴০

কল্যাণকল্পতরু

পকেট সাইজ

পঞ্চম সংস্করণ

ভিক্ষা ৴১০

আমরা প্রত্যেকে পূর্ব অভাব ও কামনার বশবর্তী হইয়া পুনঃপুনঃ যে অকল্যাণকে কল্যাণ বলিয়া গ্রহণ করি এবং যাহার নিকট কল্যাণ কামনা করি, তিনি যে নিত্য বা যথার্থ কল্যাণ প্রদানে অসমর্থ এবং কোন বস্তু আমাদের নিত্য কল্যাণদাতা এবং কি ভাবে আমরা সেই কল্যাণলাভে সমর্থ হইব, এই সকল কথা সরল গানে লিখিত। এই গীতিগ্রন্থ বাস্তবিকই কল্যাণের কল্পতরু, যাহা প্রত্যেককে নিত্যকল্যাণ দিবে।

শ্রীল চক্রবর্ত্তি-ঠাকুরের টীকা সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠাকুর কৃত টীকা ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কৃত। অনুবাদ। টীকাকারের জীবনী, শ্লোক সূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি বহু প্রয়োজনীয় বিষয় সংবলিত প্রায় ৮২৫ পৃষ্ঠা। উৎকৃষ্ট রেক্সিনে বাঁধাই ২৲ দুই টাকা, কাগজে বাঁধা ১॥০

শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ কৃত ভাষ্য সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

কাগজ ও ছাপা উৎকৃষ্ট। রেক্সিনে বাঁধাই, সোনার জলে নাম লেখা রাজসংস্করণ ১ টাকা, সাধারণ সংস্করণ ১॥০, গৌড়ীয়ের গ্রাহকপক্ষে ১।০

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি

(সাধকভক্তকোষগ্রন্থ)

নিত্যনৈমিত্তিক ... বৈষ্ণবশাস্ত্রের পদাবলীর অর্থ, ... বৈষ্ণবাচার্য্যগণের চরিত্র, ... বিষ্ণুতত্ত্বসম্পন্ন ... শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীচৈতন্যের ... বৈষ্ণবগ্রন্থ ও গ্রন্থকার ... বিবরণ, ... বিশিষ্ট বিশিষ্ট লৌকিক ও পারমার্থিক ... তথ্য ... চরিত্র প্রকাশিত হইয়াছে। ... খণ্ড ৮০, ... খণ্ড ৸০, ... খণ্ড ৸০, ... খণ্ড ৸০, ... (ক্রমশঃ প্রকাশ্য)।

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ—১ম খণ্ড ১৲ এক টাকা

২য় খণ্ড ১৲ এক টাকা। শ্রীমদ্ভাগবতের গ্রাহক ... গৌড়ীয় গ্রাহকগণ ... টাকায় ... খণ্ড পাইবেন ... বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীজীব গোস্বামিপাদের ... প্রয়োজনীয় ... মুদ্রিত হইতেছে।

... সম্পাদিত ...

বিচারস্মৃতি

...

যন্ত্রস্থ

মোহিনীকৃত

মদন মঞ্জরী

বটিকায় ধাতুদৌর্ব্বল্য ও ধাতুবিকার, ইন্দ্রিয়শক্তির হ্রাস, অগ্নিমান্দ্য, শুক্রতারল্য, স্বপ্নদোষ, বুক ধড়ফড়ানি, অম্ল প্রভৃতি লক্ষণ সত্বর নির্দ্দোষ আরোগ্য হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে আশ্চর্য্য টনিক। মূল্য ৩০ বটী ১৲ এক টাকা।

"নপুংসকাক্ষারি ঘৃত"

পুরুষত্বহীন রোগে বাহ্যপ্রয়োগ দ্বারা আরোগ্য করিয়া শক্তিসঞ্চার করে। মূল্য ২ তোলা ১৲ টাকা।

"রমণীবিলাসিনী বটিকা"

স্ত্রীধারণ করতঃ যৌবনশক্তি স্থায়ী ও বৃদ্ধি করিতে অত্যাশ্চর্য্য। মূল্য ১০ বটী ১৲ এক টাকা।

রাজবৈদ্য নারায়ণজী, কেশবজী,

১৭৭নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

বিজ্ঞাপন।

সাবধান! সাবধান!! সাবধান!!!

জে, বি, দত্তের চোকাপাঁ, বাদাম তৈল

আদি ও অকৃত্রিম এবং উপকারিতায় সর্ব্বজন পরিচিত ও বহু প্রশংসিত।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী J. B. Datta & Co. নাম দেখিয়া লইবেন। নতুবা জুয়াচোরগণ কর্ত্তৃক কৃত্রিম তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে।

বিনীত জে, বি, দত্ত

কেরাসিন কুইনাইন

নূতন এবং পুরাতন ম্যালেরিয়ার যম

... উপযুক্ত মাত্রায় সেবন ... কুইনাইন ... বিনা ...

... কুইনাইন ... সেবন করিলে ...

... কুইনাইন ... কঠিন ...

... ইন-

... উপকারিতা ...

... শিশি বড়ি—মূল্য ২৲, ...

... কেমিক্যাল ...

... কুইনাইন ... কলি ...

পর-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

এখানে আহার এবং বাসস্থান দিয়া বিদ্যার্থিগণকে বিভিন্ন শিক্ষণীয় বিষয় শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। অনেক ছাত্র ইতোমধ্যেই আসিয়া পাঠ আরম্ভ করিয়াছেন। বর্ত্তমান বর্ষে সকল ছাত্রই গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

প্রধান অধ্যাপক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শচীশচন্দ্র কাব্য-ব্যাকরণ-সাংখ্য-বেদান্ত-ষড়দর্শন-তীর্থ, সাংখ্যভূষণ, বেদান্তরত্ন, সাহিত্যশাস্ত্রী, দর্শনবাচস্পতি।

অধ্যাপক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গোরদাস ব্রহ্মচারী ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীধাম মায়াপুর পরাবিদ্যাপীঠ, (নদীয়া)

বেদনাঞ্জন

শ্রেষ্ঠরত্ন

কলিকাতা কংগ্রেস একজিবিসন হইতে বহু প্রশংসা প্রাপ্ত ও বহু গণ্যমান্য ভদ্রমহোদয়গণ কর্ত্তৃক প্রশংসিত।

আজকাল বাজার চলন মিশ্রিত ও বিষাক্ত আহার্য্য সেবনে শরীরের রক্ত স্বতঃই দোষযুক্ত হইয়া পড়িতেছে। রক্তই মানবদেহের শ্রেষ্ঠ উপাদান, এই রক্ত দোষিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মানব বাত, বেদনা, মাথাধরা, মাথাঘোরা, দৃষ্টিশক্তির হ্রাস, দাঁতের গোড়া ফুলা, দাঁত কনকনানি, দাঁতে পোকা এবং দাদ, চুলকানি প্রভৃতি যন্ত্রণাদায়ক চর্ম্মরোগে আক্রান্ত হইতেছে। যদি আপনি একান্তই ব্যাধিমুক্ত হইতে চান, তাহা হইলে অযথা পয়সার অপব্যয় না করিয়া অল্প ব্যয়ে এক শিশি বেদনাঞ্জন ক্রয় করিয়া উহার কার্য্যকারী-শক্তি উপলব্ধি করুন। গুণের তুলনায় মূল্য অত্যন্ত সস্তা, এক শিশি ।৵০ আনা মাত্র, মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান—এ, সি, চাটার্জ্জী এণ্ড ব্রাদার্স।

৪৫নং হুলকাটি লেন, সালকিয়া হাওড়া

সকল মণিহারী দোকানে ও বড় বড় ডাক্তারখানায় পাওয়া যায়

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

যদিও অদ্যাপি পর্য্যন্ত মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য, তথাপি যাহারা নানাবিধ অনিয়মিত উপায়ে অস্বাভাবিক শক্তি নষ্ট করিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন এবং নানা প্রকার মেহ, প্রমেহ ধাতুদৌর্ব্বল্য, স্নায়বিক দুর্ব্বলতা, অজীর্ণ, উদরাময়, পাকস্থলীর পীড়া, অর্শ এবং স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে যাহারা বাধক, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, স্বল্পঋতু, শ্বেত ও রক্তপ্রদর, হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি রোগে জীবনে নিরাশ হইয়াছেন তাঁহারা আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটাল সাহেবের আবিষ্কৃত ইলেক্ট্রিক সলিউসন ব্যবহার করিয়া বাঁচিতে পারেন, তাহার শত সহস্র প্রমাণ প্রতি বৎসরেই পাওয়া যাইতেছে। যাঁহারা অন্যান্য বহুবিধ ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরোগ্য হইতে পারেন নাই, তাঁহারা একবার এই ঔষধটি ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক মাসের ব্যবহারোপযোগী এক শিশি ঔষধের মূল্য মাশুলসহ ৩৷০ টাকা মাত্র।

সোল এজেণ্ট—ডাঃ ডি, ডি, হাজরা

২৫।১নং লাল চাঁদ লেন, কলিকাতা।

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

অধ্যক্ষ

শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম.এ. এফ.সি.এস (লণ্ডন)

ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক

(প্রফেসার)

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ বিশুদ্ধ ও শাস্ত্রমতে নিজ তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হয়। পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ক্যাটালগ পাঠান হয়। রোগের বিবরণ জানাইলে যত্নপূর্ব্বক ব্যবস্থা দেওয়া হয়। চিঠি পত্রাদি সম্পূর্ণরূপে গোপন রাখা হয়।

মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দুর)

(বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৪৲ টাকা

উৎকৃষ্ট স্বর্ণ, পারদ ও আমলাসার গন্ধক দ্বারা যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। নিত্য প্রয়োজনীয় সর্ব্বরোগনাশক মহৌষধ

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৩৲ টাকা

উৎকৃষ্ট কাশীর আমলকী, বংশলোচন প্রভৃতি যাবতীয় উপাদানে পূর্ণ মাত্রায় যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। কফ, কাশি, সর্দ্দি, যক্ষ্মা, ক্ষয়রোগ, হৃদরোগ প্রভৃতি রোগের মহৌষধ। সকলপ্রকার দুর্ব্বলতা নাশক অতিশয় পুষ্টিকর মহৌষধ বা খাদ্য বিশেষ।

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬৲ টাকা

ইহা সেবনে ধাতুদৌর্ব্বল্য, শুক্রহীনতা, স্বপ্নদোষ, প্রমেহ ও ধ্বজভঙ্গ সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায়। ইহা অপরিসীম আনন্দদায়ক রসায়ন

অবলাবান্ধব যোগ

প্রদর, বাধক প্রভৃতি জরায়ুদোষ ও যাবতীয় স্ত্রীরোগ রোগের মহৌষধ

মূল্য—১৬ মাত্রা ২৲ টাকা। ৫০ মাত্রা ৫৲ টাকা মাত্র

বিশুদ্ধ জল! ভয় নাই! বিশুদ্ধ জল!!

লক্ষ্মী টিউব-ওয়েল কোং

২০৫নং নবাবপুর, ঢাকা

বর্ত্তমান-যুগোপযোগী-আবিষ্কৃত ও সম্পূর্ণ বিজ্ঞান-সম্মত বৈজ্ঞানিক-খনন-প্রণালীতে নলকূপ (Tube-well) স্থাপন করা হয়। বঙ্গের লাট বাহাদুর, পোলিস সেক্রেটারী, ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট, ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের চেয়ারম্যান, ইঞ্জিনিয়ার, জমিদার, তালুকদার প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত ভদ্রমহোদয়গণ এই কোম্পানীর কার্য্য দেখিয়া প্রশংসা করিয়াছেন। রাসায়নিক পরীক্ষায় জল বিশুদ্ধ না হইলে মূল্য গৃহীত হয় না। বিস্তৃত বিবরণের জন্য পত্র লিখুন

বৃত্তিসহ সমগ্র

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

ভিক্ষা ২৲ টাকা। শিক্ষার্থি ছাত্রের পক্ষে ১৷০ দেড়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীপরাবিদ্যাপীঠ, শ্রীগৌড়পুর

তন্ময়মঠ, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

মনোমোহন প্রেস

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা

পূর্ব্ব বাঙ্গালায় সুলভে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত

বৈদ্যুতিক মেশিনে দিবারাত্র কাজ চলিতেছে

বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা।

স্থানীয় সংস্করণ

Registered No. C 1541

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র।

বিজ্ঞাপনের হার

প্রত্যহবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩॥৹
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

সাহায্যের হার !
অগ্রিম দেয়।

বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২h৹
মাসিক ১৲

নগদ
প্রতি সংখ্যা /৹

৪র্থ খণ্ড]
সম্পাদক—প্রত্নবিদ্যালঙ্কার শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী
[২৫৩ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্য মঠ শ্রীধাম মায়াপুর ১৭ই পৌষ বুধবার ১৩৩৬, ১লা জানুয়ারী ১৯৩০।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থাবলী

১।	শ্রীমদ্ভাগবতম্—শ্লোক সূচী, বিষয়-সূচী প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছে। প্রতি খণ্ড সাধারণ পক্ষে ৷৵৹ গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশ গ্রাহক পক্ষে	৷/৹
২।	ভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ)	৫৲
৩।	গৌড়ীয়-গৌরব	৶৹
৪।	গৌড়ীয়-সাহিত্য	৹
৫।	ভজন রহস্য	॥৹
৬।	শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম (বাঁধা)	১৲
	,, ,, ,, আবাঁধা	h৹
৭।	গীতা (শ্রীবলদেবভাষ্যসহ) বাঁধা ২৲ আবাঁধা	১॥৹
৮।	গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি-টীকা-সহ) বাঁধা ২৲ আবাঁধা	১॥৹
	গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য	॥৹
৯।	বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ সানুবাদ (মাধ্ব)	৲
১০।	বেদান্তস্যমন্তক সানুবাদ (রামানুজীয়)	॥৹
১১।	জৈবধর্ম্ম	২৲
১২।	শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ)	h৹
১৩।	গৌড়ীয়-কণ্ঠহার	২৲
১৪।	প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ)	৷৵৹
১৫।	দ্বীপ-দিগ্দর্শন	৶৹
১৬।	সাধনপথ (৩য় সংস্করণ)	৷৵৹
১৭।	আচার ও আচার্য্য	৷৵৹
১৮।	নবদ্বীপভাবতরঙ্গমালা	h৹
১৯।	ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা)	৶৹
২০।	শ্রীনবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য	৶৹
২১।	নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য (প্রমাণখণ্ড)	৶৹
২২।	শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ	৹
২৩।	শ্রীগোদ্রুমগুণপরিক্রমা দর্পণ	৷৹
২৪।	শরণাগতি, গীতাবলী, সাধনকণ, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, নবদ্বীপশতক, অর্থপঞ্চক ও সদাচারস্মৃতিঃ মোট	৷৹
২৫।	কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ও অর্চ্চনকণ	৶৹
২৬।	সাধনবজ্রমণি	৷৹
২৭।	সংস্কার-দীপিকা	৷৹
২৮।	বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড)	৩৲
২৯।	ব্রহ্মসংহিতা	॥৹
৩০।	শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা	h৹
৩১।	মণিমঞ্জরী সানুবাদ	৷৹
৩২।	গোবিন্দভাষ্যোদয়ঃ	h৹
৩৩।	শ্রীচৈতন্যভাগবত (বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ)	৫৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

শ্রীধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপ-প্রদর্শনী, নদীয়া

(৩রা ফেব্রুয়ারী হইতে ১৭ই মার্চ ১৯৩০ পর্য্যন্ত)

প্রদর্শনীর সকল জ্ঞাতব্য বিষয়ের জন্য সেক্রেটারী মহোদয়ের নিকট আবেদন করুন।

শ্রীকুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ,
শ্রীচৈতন্য মঠ, শ্রীধাম মায়াপুর পোঃ আঃ, (নদীয়া)।

ইংরাজী ভাষায় ভক্তিগ্রন্থ

১	শ্রীচৈতন্যচরিত ও শিক্ষা	৷৹
২	নামভজন	৷৹
৩।	বৈষ্ণবধর্ম্ম আসল ও মেকি	৷৹
৪।	ভাগবতীয় দর্শননীতি ও ধর্ম্ম	৷৹
৫।	কাম ও প্রেমধর্ম্ম	৷৹
৬।	গৌড়ীয়মঠ কি করেন	৹

দেবনাগরাক্ষরে ভক্তিগ্রন্থ

১।	সাত্ত্বতীয় [illegible] কম	৵৹
২।	সটীক শিক্ষাষ্টকম	৹
৩।	মধ্বব্রাহ্মণাবেদন [illegible]	৶
৪।	গৌড়ীয়মঠ [illegible]	/৹
৫।	সিদ্ধান্তসরস্বতী [illegible]	॥৹
৬।	ভক্তুষম	

নানা কথা

নবদ্বীপে ভীষণ হত্যাকাণ্ড

সম্প্রতি নবদ্বীপে সরসী [illegible] নাম্নী [illegible] স্ত্রীলোককে কে বা কাহারা হত্যা করিয়াছে [illegible] থানার পিছনে বাস করিত। পুলিশ অনুসন্ধান করিয়া যে সংবাদ আনাইয়াছেন তাহাতে প্রকাশ যে কোন এক গুণ্ডা তাহাকে লইয়া [illegible] নৌকা চড়িয়া নদীতে [illegible] যায়। তৎপরদিন প্রাতে জঙ্গলের মধ্যে সরসীর মাথা বহু [illegible] ও একখানি অলঙ্কার পাওয়া গিয়াছে। এখনও হত্যাকারীর কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই। নবদ্বীপ থানার উক্ত পুলিশ অফিসার সজোরে তদন্ত করিতেছেন। আমরা আশা করি হত্যাকারী তাঁহার চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করিতে সমর্থ হইবে না।

জাতীয় পতাকা

লাহোরে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের সময় সভাপতি জহরলাল বলেন যে [illegible] [illegible] নিলে চলিবে না। জাতীয় পতাকার সম্মান রক্ষার জন্য শেষ রক্তবিন্দু পর্যন্ত দিবার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা চাই। জাতীয় পতাকা ভারতের একতার [illegible], ইহা সমস্ত ভারতের [illegible]—কোন সম্প্রদায়বিশেষের নয়। জাতীয় পতাকা উত্তোলনের সময় [illegible] হাজারের উপর লোক জমা হইয়াছিল। পতাকা-উত্তোলন-উৎসবের প্রারম্ভে চার ঘণ্টা পূর্ব হইতেই জনতা আরম্ভ হয়।

সৈন্য সত্যাগ্রহ

পুনে [illegible] সেন্ট্রালে [illegible] [illegible] মধ্যে ১০০জন সত্যাগ্রহ [illegible] [illegible] লাহোরের রাস্তায় [illegible] [illegible]। পুলিশ তাহাদিগকে [illegible] লইয়া গিয়াছে। তাহার পরেই আবার ৩০জন সত্যাগ্রহী [illegible]।

ঢাকা জিলা ছাত্রসভা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের [illegible] [illegible] সভাপতিত্বে [illegible] ঢাকা জিলা ছাত্র সম্মিলনীর অধিবেশন হইয়া গিয়াছে।

[illegible] ও ছাত্রদের মধ্যে বিরোধ দূর [illegible] এবং [illegible] রাজনৈতিক [illegible] [illegible] [illegible] না [illegible] তাহার [illegible] [illegible] [illegible] গৃহীত [illegible]।

[illegible] গ্রেপ্তার

[illegible] মাদ্রাজের ও বোম্বাই [illegible] পত্রিকার সম্পাদক মিঃ [illegible] [illegible] সহকারী সম্পাদক [illegible] গুরুতররূপে আহত করার অভিযোগে গ্রেপ্তার হন। [illegible] কারণ এই যে মিঃ [illegible] সহকারী সম্পাদককে কার্য্য [illegible] নোটিশ দেওয়ায় সহকারী সম্পাদক [illegible] [illegible] করেন। [illegible] [illegible] [illegible]।

কংগ্রেসে কীর্ত্তি কিষাণ

কীর্ত্তি-কিষাণদলের প্রায় দুই শত জন সদস্য বলপূর্ব্বক কংগ্রেসে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করায় ভলাণ্টিয়ারদিগের সহিত তাহাদের সংঘর্ষ হয়। সৌভাগ্যের বিষয় [illegible] আহত হয় নাই। নেতৃগণ আসিয়া মিটাইবার চেষ্টা করেন।

ডাক্তারের সম্মান

রায় বাহাদুর ডাক্তার গোপাল চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বঙ্গদেশে ম্যালেরিয়া দমনের জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন এবং যে [illegible] দেখাইয়াছেন। [illegible] ইন্‌ষ্টিটিউট তাঁহাকে এই কারণে অনারারি লাইফ ফেলোশিপ দিয়া সম্মানিত করিয়াছেন।

লোকসভায় জাপানি প্রতিনিধি

[illegible] নিখিল জগৎ [illegible] সভার অধিবেশন [illegible] জাপানী প্রতিনিধি আসিয়াছেন। [illegible] ২৪জন মেয়ে সেক্রেটারি [illegible] [illegible] [illegible] কথা কহেন। [illegible] জাপান গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদিগকে [illegible]।

রুষ ও ইংরাজ

[illegible] হইয়াছে যে, ভারতে [illegible] উপনিবেশসমূহে ইংরাজের [illegible] বন্ধ রাখিবে।

সেকোয় প্রাণবধ

অষ্ট্রিয়া দেশের দুইটী গ্রামে ১০০ জনকে সেঁকো বিষ খাওয়াইয়া মারিয়া ফেলিয়াছে, এই অভিযোগে ৪৭ জন স্ত্রীলোক এবং তিন জন পুরুষ অভিযুক্ত হইয়াছে। [illegible] জন আত্মহত্যা করিয়াছে এবং একজন খালাস পাইয়াছে।

কংগ্রেসে প্রস্তাব

[illegible], [illegible] [illegible] সম্বন্ধে যে প্রস্তাবের খসড়া ছিল তাহা গৃহীত হইয়াছে।

নূতন টানেল

জিব্রল্টার হইতে [illegible] ইউরোপ এবং আফ্রিকা একটী টানেল দ্বারা সংযুক্ত করা হইবে। ইউরোপের জিব্রল্টার সহর হইতে আফ্রিকার [illegible] পর্য্যন্ত সমুদ্রের নীচে দিয়া পথ তৈয়ারি হইবে। এই ফেব্রুয়ারী মাসেই মাটি খোঁড়া আরম্ভ হইবে।

গ্রন্থালয় সম্মেলন

আচার্য্য রায়ের সভাপতিত্বে লাহোরে নিখিল-ভারত-গ্রন্থালয়-সম্মেলনের ৭ম অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। আচার্য্য প্রমাণ করেন যে গ্রন্থালয়ের সদ্ব্যবহার করিলে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা অপেক্ষা ভাল শিক্ষা করিতে পারা যায়।

নেতাদের মতামত

কংগ্রেসে মিঃ গান্ধি মত প্রকাশ করেন—স্বরাজের অর্থ স্বাধীনতা। সম্পূর্ণ স্বাধীনতা লাভই কংগ্রেসের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। কাউন্সিল বর্জ্জন করা কর্ত্তব্য।

পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য বলেন যে তিনি মিঃ গান্ধির প্রস্তাবের বিরুদ্ধে যাইতেও ইচ্ছুক নহেন তবে কংগ্রেসের প্রেসিডেণ্টকে যেন অনুরোধ করা হয় যে তিনি যেন ফেব্রুয়ারী মাসে সর্ব্বদলের সম্মিলন [illegible] বসাইয়া কংগ্রেসের গতি পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে বিবেচনা করেন।

পণ্ডিত মালব্য বলেন যে তিনি দেশের জন্য এমন কি মিঃ গান্ধির [illegible] কাজ করিতে প্রস্তুত। [illegible] মিঃ গান্ধির প্রতি তাঁহার ভক্তি [illegible] কমিবে না। [illegible] কেলকার ও মালব্যের মতে শান্তিপূর্ণ উপায়ে স্বাধীনতা লাভ [illegible], সেই জন্য "শান্তিপূর্ণ ও অহিংস উপায়" এই কথা কংগ্রেসের কার্য্যাবলী হইতে অপসারিত করা উচিত। সুভাষ বাবু প্রস্তাব করেন যে লোকাল বোর্ড, মিউনিসিপালিটী, গবর্ণমেণ্ট কমিটি এবং আদালত প্রভৃতিও কাউন্সিলের ন্যায় বর্জ্জন করা উচিত এবং দেশকে ট্যাক্স না দিবার জন্য প্রস্তুত করা হউক।

অপরও অনেক নেতার অনেক সংশোধনী প্রস্তাব অগ্রাহ্য হইবার পর মিঃ গান্ধির প্রস্তাব একটু পরিবর্তনের সহিত গৃহীত হয়।

কংগ্রেসে সভ্যদিগকে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হইয়াছে। কাউন্সিল বর্জ্জন করা হইবে।

লিবারেল বৈঠক

মাদ্রাজে [illegible] লিবারেল ফেডারেশনের অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। সভাপতি স্যার পি, সেথনা বলেন যে, ভারতীয় লিবারেল দল ঔপনিবেশিক [illegible] দাবী করেন। যদি অনতিবিলম্বে ঔপনিবেশিক অধিকার দেওয়া হয় তাহা হইলে ভারতের সহিত ইংরাজের সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করা দরকার হইবে না। ইহারা ট্যাক্স বন্ধ করার পক্ষপাতী নহেন।

বালকের সাহস

[illegible] বিলাতে একটী স্ত্রীলোকের কাপড়ে আগুন লাগে। তাহার অল্প বয়স্ক পুত্র তাহা নিভাইবার জন্য নিজের জীবন বিপন্ন করে এবং চীৎকার করিয়া লোক ডাকে। তাহার ধারণা ছিল যে তাহার মাতা জীবিত আছে কিন্তু পরীক্ষায় প্রকাশ পায় যে আগুনে বিশেষ ক্ষতি না করিলেও হৃৎপিণ্ডের কার্য্য বন্ধ হইয়া যাওয়ায় স্ত্রীলোকটি মারা যায়।

মিটমাট

নিখিলবঙ্গকংগ্রেসকমিটি হইতে কে কে ডেলিগেট হইয়া লাহোর কংগ্রেসে থাকিতে পারিবেন সে সম্বন্ধে অনেক তর্কাতর্কির পর এই মীমাংসা হয় যে, যে ছয়জন সম্বন্ধে তর্ক চলিতেছিল তাঁহাদিগকে ডেলিগেটদলভুক্ত করা হইবে।

আমলা সভা

রাজসাহীর টাউনহলে নিখিল বঙ্গ আমলা সভার অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। সমস্ত বঙ্গদেশ হইতে আদালতের আমলাগণ হাজির হইয়াছিলেন। তাঁহাদের অল্প-বেতন এবং অন্যান্য বিষয় আলোচিত হয়।

নাইজিরিয়ার গোলমাল

নাইজিরিয়া দেশে বেআইনী জনতা, খুন, জখম প্রভৃতি চলিতেছে। একজন সর্দার গোলযোগে থাকিতে না চাওয়ায় [illegible] অধিবাসীরা তাহার বাড়ী আক্রমণ করে। ফলে ৪জন খুন ও ২৩জন জখম হয়। যাহাতে ঐ সর্দারকে পুনরায় আক্রমণ না করে সেই জন্য বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। ট্যাক্স বৃদ্ধিই এই গোলযোগের কারণ, স্ত্রীলোকেরা পুরুষদিগকে গোলযোগ করিবার জন্য উত্তেজিত করিতেছে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১৭ই পৌষ বুধবার—১৩৩৬

শ্রীধাম-প্রদর্শনী সংবাদ

প্রদর্শনী-ক্ষেত্রে ও মণ্ডপাভ্যন্তরে স্থানান্তরে দুইটী গভীর নলকূপের স্থাপনকার্য্য শেষ হইতে চলিল। ঐ কূপদ্বয়ের জল অতি উৎকৃষ্ট হইয়াছে।

প্রদর্শনী-মণ্ডপের উত্তরপার্শ্ব ইষ্টক-প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত হইতেছে। বহু স্থপতি ও বিবিধ শিল্পিগণ কার্য্য আরম্ভ করিয়াছে।

প্রদর্শনীক্ষেত্রের একখানি মানচিত্রে ক্ষেত্রের বিভিন্ন স্থান ও রাস্তা ঘাট প্রদর্শিত হওয়ায় সাধারণের প্রদর্শনীর স্থানানির্দ্দেশের ব্যাঘাত হইতেছে না। অনেক দর্শক ও প্রদর্শক-সম্প্রদায় প্রদর্শনীতে যোগদান করিবার জন্য পত্র ব্যবহার করিতেছেন।

—

যে প্রদর্শনীতে বঙ্গের সকল গণমান্য লব্ধপ্রতিষ্ঠ ও সকল শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যোগদান, সহানুভূতি প্রকাশ ও উৎসাহ দান প্রভৃতি দ্বারা নানাভাবে সাহায্য করিতেছেন, সেই প্রদর্শনীর সাফল্য ঈশ্বরোন্মুখ জনগণের হৃদয় বিদারণ করিলেও উহা জগতের হিতের জন্যই অনুষ্ঠিত হইতেছে।

—

ভক্তিবিজয়ভবনের কার্য্যও অনেকটা অগ্রসর হইয়াছে। এই সুদৃঢ় ইষ্টকনির্ম্মিত ভবনে প্রদর্শনীর মূল্যবান্ বস্তুসমূহ সংরক্ষিত হইবে।

—

প্রদর্শনীর পথপার্শ্বে [illegible] বিভিন্ন যানবাহনের যাতায়াতের সৌকর্য্যার্থ [illegible] সংস্কার সাধিত করিতেছে।

—

বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টের কৃষিবিভাগ যে ভক্তিবিনোদ-ঘাটের প্রদর্শনীর কার্য্য আরম্ভ করিলেন, উহার নিদর্শন তাঁহারা প্রদান করিয়াছেন।

নবদ্বীপথানার সুযোগ্য দারোগা বাবু শ্রীযুত সন্তোষকুমার গুপ্ত মহাশয় শ্রীধাম-প্রদর্শনী [illegible] প্রদর্শনীর উদ্যোগী ও সম্পাদকগণের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া স্বীয় সহানুভূতি জ্ঞাপন ও অভিনন্দিত করিয়াছেন।

—

নদীয়া জেলার হিন্দু-সম্প্রদায়ের নায়ক পাব্‌লিক প্রসিকিউটার খাঁ বাহাদুর মৌলভী আবদুল হক সাহেবও এই শ্রীধাম-প্রদর্শনীতে সহানুভূতি ও যোগদান করিয়াছেন।

নদীয়া জেলাবোর্ডের চেয়ারম্যান রায়-বাহাদুর শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ও প্রদর্শনীর কার্য্যে সহৃদয় উৎসাহ জানাইয়াছেন।

প্রাপ্তপত্র

মাননীয়

শ্রীযুক্ত "নদীয়াপ্রকাশ"-সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু

মহাশয়,

১৬ই নভেম্বর তারিখের উৎকল-দীপিকা নাম্নী সংবাদ পত্রিকা পাঠ করিয়া দেখিলাম যে, জনৈক উৎকল-দেশবাসী গৌড়ীয়দের মহাত্মা শ্রীজগন্নাথদাস অতিবাড়ী সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ পাঠে ক্রুদ্ধ হইয়া শিষ্টাচারবিরুদ্ধ কয়েকটী কথা সেই পত্রিকায় প্রচার করিয়াছেন।

আমরা উৎকলদেশবাসী ব্রাহ্মণবংশ-সম্ভূত। উৎকলের সাধু মহাত্মা শ্রীজগন্নাথদাসের ভাগবত পাঠ করিয়াছি। তিনি নির্বিশেষবাদ অবলম্বন পূর্ব্বক ভাগবতের যে টীকা ভাষ্য লিখিয়াছেন, তাহা আমাদের কটক জেলার এবং অন্যান্য উৎকলপাঠকগণের মধ্যে পরম আদরের সহিত পঠিত হয়—সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। প্রাচীন উৎকল সাহিত্যক সূত্রে উক্ত হয় যে, বর্ত্তিত ভাগবত গ্রন্থখানি গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ী অচিন্ত্যভেদাভেদ-পরায়ণ বৈষ্ণবগণের অনুকূলে রচিত হয় নাই। সুতরাং গৌড়ীয় পত্রের সুযোগ্য সম্পাদক মহাশয় অতএব শ্রীমদ্ভাগবতের প্রচারক শ্রীজগন্নাথদাস বাবাজীর অনুকূলে মত পোষণ করিতে পারেন নাই বলিয়াই যে তিনি উৎকলদেশবাসী সকল সাধুভক্ত বা দাসগণের বিরোধী, একথা আমরা স্বীকার করিতে পারি না। উক্ত পত্রিকার লেখক মহাশয় ভাজ্জ্য শিষ্টাচারবহির্ভূত করিয়া বাক্যালাপ গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ যে স্থানে বারা নিজ মত পোষণ করিয়াছেন যে নিন্দাবাদ লেখাইয়াছেন, তাহা উৎকলের সাহিত্যক সূত্রে অনিবার্য্য হইতেছে। [illegible] গৌড়ীয় সম্পাদকের মতভেদ থাকে, তাহা ভাল মতে বিষয়ে সমালোচনা করা উচিত ছিল। [illegible] উৎকলবাসীর সাহিত্য পবিত্র গ্রন্থের [illegible] নিন্দা বাড়াইয়া [illegible] চেষ্টা সজ্জনগণের অনুমোদিত নহে। বৈষ্ণবীয় উক্ত আদর করিতে পারে, কিন্তু অবিনীতের উদারতা গ্রহণ [illegible] সদাচারসম্পন্ন ব্যক্তি কেহই ঐ প্রকার আদর্শ বিরোধ পোষণ করেন না।

মহাত্মা জগন্নাথদাসের সম্বন্ধে গৌড়ীয়-সম্পাদক আরও গুরু আলোচনা করিয়া বা ইদানীন্তন অনুসন্ধানের ফলে যাহা কিছু জানিয়াছেন, তদনুকূল সিদ্ধান্তানুসারে গৌড়ীয় ভক্তসম্প্রদায়ের সাক্ষাৎ অচিন্ত্যভেদাভেদবাদের বিচার-বিরোধ প্রদর্শন-মধ্যে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা প্রত্যেক বঙ্গ উৎকল [illegible] উৎকলবাসীই হউন বা বঙ্গবাসীই হউন, পুরুষোত্তম শ্রীর ভক্তগণ [illegible] প্রভৃতি দেশবাসী হউন, সকলে একবাক্যে সমর্থন করেন। আবার বঙ্গদেশবাসী কোন ভক্ত বিরোধী বাক্য-গণ ও উৎকলবৈষ্ণব মুকুটমণি শ্রীল শ্রীরায় রামানন্দপ্রমুখ [illegible] ভক্ত-বিচার [illegible] প্রতিকূলে কোনরূপ কথা পোষণমূলে স্ব-স্ব মতাবলম্বন প্রদর্শন করিতে পারেন। কিন্তু কেহই সেরূপ [illegible] ব্যাপারে নিযুক্ত হইবেন না, কিন্তু উৎকলদীপিকায় এইরূপ [illegible] পত্র প্রকাশ করিয়া যে দোষারোপ সম্প্রদায়বিশেষের বা ব্যক্তিবিশেষের অপরাধ পোষণ করিয়াছে তাহাতে উৎকলবাসী কোন [illegible] দানের সহানুভূতি নাই। অতএব [illegible] শ্রীল রায়রামানন্দবাবের [illegible] প্রণালীকে [illegible] সম্প্রদায়ের বিচারপ্রণালী [illegible] করিয়া, তাহাদের [illegible] নির্দেশ [illegible] মহাত্মা শ্রীজগন্নাথ দাসের ব্যক্তিগত বিচার করিয়া বর্ত্তমান আউলিয়া সম্প্রদায় যে ব্যভিচারের পোষণ করিবার জন্য অগ্রসর হইয়াছেন, তাহা সমর্থিত হইতে পারে। গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ বলেন,—কোন শাস্ত্র [illegible] প্রকার অপসম্প্রদায়ের বিচার প্রণালী পোষণ করেন না, কিন্তু তাহাদের সঙ্গত্যাগই ভক্তগণের বিধেয়। সেজন্য বঙ্গদেশীয় সহজিয়া সম্প্রদায়কে গুরু স্থান বলিয়া যে সকল অতিবাড়ী বিপথে গমন করিতেছেন, তাহাদিগকে সুপথে আনয়ন করিবার সুচেষ্টা আমরা গৌড়ীয় সম্পাদকের লেখায় লক্ষ্য করিয়াছি। যাহারা কেবলাদ্বৈত-চিন্তাপরায়ণ তাহারা কখনই শ্রীল রায়রামানন্দের বিচার জানিতে পারেন না। বাহারা ক্রমশঃ শ্রীল রামানন্দের [illegible] জগন্নাথদাসের মত প্রচার করিয়া [illegible] বিচার [illegible] ভক্তিপথ বলিয়া প্রচার হন। উৎকলদীপিকার পত্র-লেখক এ পথের পথিক [illegible] ছেন।

[illegible] অচিন্ত্য-ভেদাভেদ দর্শনে প্রতিষ্ঠিত। পারমার্থিক [illegible] শ্রীজগন্নাথদাসের [illegible] গৌড়ীয় [illegible] শ্রীরামানন্দের [illegible] বিরোধ অনুকরণে শ্রীজগন্নাথদাস সম্বন্ধে যে সকল কাল্পনিক বাক্য অতিবাড়ী সম্প্রদায় লেখনী করিয়াছেন, তাহা কখনও ভক্তিপথ-বাচ্য হইতে পারে না। বঙ্গদেশীয় বাউল ও সহজিয়া সম্প্রদায়ের কুমতসমূহ উৎকল-দেশীয় বিপথগামী অতিবাড়ীগণের সহিত একীভূত হইয়া বৈষ্ণবধর্ম্মের যে ব্যাঘাত করিতেছে, তাহা নিরাকরণ করিবার জন্যই গৌড়দেশবাসী ও উৎকল-দেশবাসী, সকলে সমবেত হইয়া শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ ও শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ প্রভৃতি শুদ্ধভক্তিমঠ স্থাপন পূর্ব্বক শুদ্ধ-ভক্তিই স্থাপন করিয়াছেন। তাহাতে যদি কেহ [illegible] অপবাদের কোন প্রকার ক্ষতি [illegible] না, বঙ্গীয় গৌড়ীয়দিগের [illegible] শুদ্ধভক্তি প্রচার বন্ধ থাকিবে না বা বাধা পাইবে না।

লেখক বৈষ্ণবনিন্দা করে এ অবৈষ্ণব-গণের অপমান প্রাপ্ত স্বীকার করিয়াছেন, তাহার সেই অস্ত্র তাঁহারই উপর পতিত হইয়াছে কিনা দেখুন, উহা সাধুগণের গাত্রে কেশাগ্রও স্পর্শ করিতে পারে নাই।

নিবেদক—

শ্রীভাগবত প্রসাদ মিশ্র

সাং শ্যামসুন্দরপুর।

গীতায় কর্ম্মযোগ

গীতা-পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন যে, ধর্ম্মজগতে তিন প্রকার মতভেদ অনাদিকাল হইতে বর্ত্তমান আছে—কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তি। বিভিন্ন প্রকার [illegible] হইতে জীবগণের বিভিন্ন প্রকার [illegible] উপস্থিত হয়। কেহ কর্ম্মকেই শ্রেয়োলাভের উপায় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন, কেহ কেহ জ্ঞানমার্গ প্রশস্ত বলিয়া বিবেচনা করেন, আর যাঁহারা সুকৃতিমান ও সুকৃতিমান্, তাঁহারা ভক্তিপথের পথিক হন।

—

গীতা পাঠ করিয়া এরূপভাবে মতভেদ ঘটে কেন? তবে কি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গীতায় ত্রিবিধ প্রকার মতের কথাই বলিয়াছেন? তাঁহার বক্তব্য বিষয়ের প্রকৃত তাৎপর্য্য কেহই অবগত নহেন বলিয়া নানারূপ মতদ্বৈধ ঘটিয়া থাকে।

—

গীতার প্রকৃত তাৎপর্য্য [illegible] না হওয়ার কারণ আমার মনে [illegible] যে, শাস্ত্রতাৎপর্য্য [illegible] নিকট প্রকাশিত হয় না। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে বলেন,—

যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥

গীতার শ্রীভগবানে পরা ভক্তি ও বর্ত্তমান, আবার যেমন শ্রীভগবানে, তেমনি শ্রীগুরু-

যেহেতু সদ্ভক্তি আছে, সেই মহাত্মার নিকটই শ্রুতিস্মৃতির প্রকৃত মর্ম্মার্থ প্রকাশ হইয়া থাকে।

অতএব দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে, শাস্ত্রের তাৎপর্য্য অবগত হইতে হইলে শ্রীভগবান ও শ্রীগুরুদেবে সদ্ভক্তি থাকা আবশ্যক। গীতাতেও ৪।৩৪ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন, হে তত্ত্বপিপাসু অর্জ্জুন, যদি তোমরা প্রকৃত তত্ত্ব অবগত হইতে চাও, তবে তত্ত্বদর্শী জ্ঞানগণের চরণে আশ্রয় কর। তাঁহাদের চরণে প্রণিপাত ও [illegible] সেবা দ্বারা তাঁহাদের সন্তোষ বিধান করিয়া তত্ত্ববিষয়ক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কর। তাহা হইলে তোমার অকৃত্রিম সেবা-চেষ্টা দর্শনে তিনি তোমাকে জ্ঞান উপদেশ করিবেন।

তত্ত্বদর্শী ব্যক্তিগণের মধ্যেও ত্রিবিধ প্রকার ভেদ লক্ষিত হয়। যথা ব্রহ্মপ্রতীতি, পরমাত্মপ্রতীতি ও ভগবৎপ্রতীতি। তন্মধ্যে যাঁহাদের পরিপূর্ণ (ভগবৎ) প্রতীতি হইয়াছে, তাঁহাদের শ্রীচরণে আশ্রয় করিলেই পরিপূর্ণ জ্ঞান লাভ করিবার উপায় হইবে, নতুবা, ব্রহ্মজ্ঞানী বা পরমাত্মজ্ঞানীর নিকট গমন করিলে পূর্ণ-ষড়্বিধৈশ্বর্য্যযুক্ত ভগবানকে 'নির্ব্বিশেষ' বলিয়া ভ্রান্ত ধারণা ঘটিবে অথবা ভুক্তিকাম হৃদয়ে জাগিয়া পথভ্রষ্ট করিবার চেষ্টা করিবে এবং তাহার হাত এড়াইলেও পরিণামে অসম্যক প্রতীতিই মাত্র লাভ হইবে।

অতএব বুঝা গেল যে, গীতার তাৎপর্য্য বুঝিতে হইলে ভগবৎসেবকের চরণাশ্রয়ই একমাত্র প্রকৃষ্ট ও প্রশস্ত উপায়। এক্ষণে গীতার প্রকৃত মর্ম্ম বৈষ্ণবগণের নিকট হইতে যাহা অবগত হওয়া গিয়াছে, তাহাই লিপিবদ্ধ হইতেছে।

গীতায় যে কর্ম্মের কথা দেখিতে পাই, তাহাতে আমাদের সাধারণ ধারণা এই যে, কর্ম্ম করিতে হইবে, তাহা হইলেই নিশ্চিত মঙ্গল ঘটিবে। যেহেতু আমরা সর্ব্বক্ষণই কর্ম্ম করিতেছি, ক্ষণমাত্র কাহারও কর্ম্ম না করিয়া থাকিবার উপায় নাই, ইচ্ছায় হউক বা অনিচ্ছায় হউক, সর্ব্বক্ষণ আমরা কর্ম্মে নিযুক্ত, সুতরাং আর চিন্তা কি? গীতা পাঠ শেষ হইল। [illegible]

এইরূপ তত্ত্বজ্ঞ পাঠকারী অনেকের [illegible] ধারণা অপনোদনার্থ [illegible] [illegible] বলিতেছেন,—

[illegible] ন্যায়কর্ম্মণি তথা কর্ম্মণি [illegible]

[illegible]।

[illegible] সমত্বং যোগ উচ্যতে [illegible]

[illegible]॥

কর্ম্মণ্যকর্ম্ম যঃ পশ্যেদকর্ম্মণি চ কর্ম্ম যঃ।
স বুদ্ধিমান্ মনুষ্যেষু স যুক্তঃ কৃৎস্নকর্ম্মকৃৎ॥

অকর্ম্মণশ্চ বোদ্ধব্যং গহনা কর্ম্মণো গতিঃ।
(গীতা ৪।১৬-১৮)

অতএব হে জীব, আমি যাহা বলি তদনুযায়ী হইয়া, তাহাপর হইয়া চিরকালের নিমিত্ত ভ্রমসাগরে ডুবিও না। কোনটী কর্ম্ম, আর কোনটী অকর্ম্ম, তাহা বুঝিবার সাধ্য তোমার কোথায়? তাহা স্থির করিতে কবিদিগেরও মোহ উপস্থিত হয়। যদি স্থিরচিত্তভাবে আমার কথা শুনিতে চাও, তবে আমি তোমাকে সেই কথা বলিতেছি, তাহা অবগত হইয়া সমস্ত অশুভ হইতে মুক্ত লাভ করিতে পারিবে। কর্ম্ম কি, যদি বাস্তবিক জানিতে চাও, তবে আবশ্যক তিনটি বিষয় জানিয়া লও, অকর্ম্ম ও বিকর্ম্ম—এই তিনটী সম্যক প্রকারে না বুঝিলে, তাহাদের পৃথক পৃথক বিচার না করিলে কখনই প্রকৃত কর্ম্মের সংজ্ঞা বাহির হইবে না। কর্ম্মের নিগূঢ় তত্ত্ব অতিশয় দুর্গম। কর্ত্তব্য চরণই কর্ম্ম, তাহাই নিষ্কাম কর্ম্ম যোগ। নিষিদ্ধাচরণই—বিকর্ম্ম, কাম্যকর্ম্ম তদন্তর্গত। আর কর্ম্মের অকরণই অকর্ম্ম। তন্মধ্যে সন্ন্যাসীদিগের কিরূপ নিঃশ্রেয়স লাভ হয় এবং কর্ম্মবিকারীর কিরূপ দোষ হয়, ইহার তত্ত্ব জানা উচিত।

মহাপ্রভুর শিক্ষা

(গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রভুর বক্তৃতার মর্ম্ম)

পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর]

মহাপ্রভু কিরূপে কৃষ্ণানুসন্ধান ক'রেছেন, তা' শিক্ষাষ্টকে আমাদিগকে জানিয়েছেন। নামসাধন-প্রণালী বিষয়ে তাঁর উপদেশ এই,—

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥

তৃণাদপি সুনীচ হ'য়ে সর্ব্বদা হরিকীর্ত্তন কর্তে হ'বে। 'তৃণাদপি সুনীচ' শব্দের সাধারণ অর্থ করলে তৃণের নীচে ভূমি তলে প'ড়ে থাকতে হয়। কিন্তু এপ্রকার অর্থ মহাপ্রভুর শিক্ষা নয়। জীব স্বরূপতঃ কৃষ্ণদাস ব'লে তাঁর এই জগতে স্বাভাবিক আত্মানুকূল নিত্যকাল হরিকীর্ত্তনই ধর্ম্ম। হরিকীর্ত্তনের তুল্য স্বার্থসিদ্ধি ও পরোপকার অন্য কোন সাধন জগতে বর্ত্তমান নাই।

যাহা সর্ব্বার্থসাধক এবং নিজের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপায়ের [illegible] নাম তত্ত্বোপাসনায় করলে নামাপরাধ হয় না, নামাভাস হয় না, তা' জানাবার জন্য 'তৃণাদপি' শ্লোকের অবতারণা। যাঁর চিত্তের প্রবৃত্তি কৃষ্ণো-ন্মুখী না হ'য়ে বিষয়-ভোগে পাগল হয় তিনি কখনো নিজের ক্ষুদ্রতা উপলব্ধি কর্তে পারেন না। তোমার মধ্যে ক্ষুদ্রতার উপলব্ধি নাই, তোমার মধ্যে সহনশীলতা নাই, তিনি কখনও অভিমান ও অন্যে প্রতিষ্ঠা ত্যাগ কর্তে সমর্থ নহেন। বিষয়-ভোগী কখনও অপর বিষয়ীকে প্রতিষ্ঠা দিতে সম্মত নহেন। বিষয়ভোগী সংসার, আর নামভজনানন্দী বৈষ্ণব তৃণ অপেক্ষা সুনীচ, বৃক্ষ অপেক্ষা সহিষ্ণুতাসম্পন্ন, নিজ প্রতিষ্ঠাসমূহে উদাসীন এবং সকলকে প্রতিষ্ঠা দানে উদ্যত। এই জগতে তিনি সর্ব্বদা হরিনাম করবার যোগ্য ও সমর্থ। শুদ্ধ-বৈষ্ণবগণ নিজেদের অযোগ্য শ্রীগুরুদেব ও অপর বৈষ্ণবগণে যে সকল সম্মান-সূচক প্রতিষ্ঠার আরোপ করেন, তা তাঁদের মাদৃশ দশা হ'তে উদ্ভিন্ন হয়, আবার তাঁদের কৃপালব্ধ ভক্তে উৎসাহ প্রদান কর্বার জন্য সে সকল সম্মান ও গৌরবসূচক অভিব্যক্ত করেন, উহা শুদ্ধ-ভক্তের অমানী স্বভাবের প্রকাশক মাত্র। শুদ্ধভক্ত তাদৃশ গৌরবাত্মক প্রতিষ্ঠাকে অন্য প্রতিষ্ঠা না জেনে মূর্খের কটাক্ষ সহ্য ক'রেও কি সহনশীলতার পরিচয় দেন। নামোচ্চারণকারী শুদ্ধভক্ত আপনাকে প্রাকৃত জগতে সর্ব্বপ্রাণি-পদদলিত তৃণ হ'তেও নিম্নভাগে অবস্থিত ধারণা করেন।

শুদ্ধভক্ত আপনাকে কখনই বৈষ্ণব বা গুরু জ্ঞান করেন না, তিনি আপনাকে জগতের শিষ্য ও সর্ব্বাপেক্ষা হীন জানেন। প্রত্যেক পরমাণু এবং প্রত্যেক অণুতে ও জীবে কৃষ্ণের অধিষ্ঠান জেনে কোন বস্তুকে নিজাপেক্ষা ক্ষুদ্র জ্ঞান করেন না। নামোচ্চারণকারী জগতে কাহারও নিকট কিছুরই প্রার্থী নহেন। অপরে তাঁর হিংসা করলে তিনি কখনও প্রতিহিংসা করেন না, অধিকন্তু হিংসাকারীর মঙ্গল প্রার্থনা করেন। কীর্ত্তনকারী কখনও শ্রীগুরুদেব-প্রদত্ত প্রণালী পরিত্যাগ পূর্ব্বক নবীন মত প্রচার বাসনায় মহামন্ত্র পরিত্যাগ ক'রে বা তৎপরিবর্ত্তে কাল্পনিক নাম দিয়ে ছড়া সৃষ্টি করেন না। শ্রীগুরুদেবের অনুগমনে শ্রীনামের মহিমা-কীর্ত্তনাদি প্রচারমুখে গ্রন্থ রচনা ও কীর্ত্তন করলে বৈষ্ণবের সুনীচতার ব্যাঘাত হয় না। কপটতার উদ্দেশ্য লোক-প্রতারণার জন্য কপট-দৈন্যোক্তি ও ব্যবহার সুনীচতার পরিচায়ক নহে। নয় ভাগবতগণ [illegible] প্রচারকালে স্ব স্ব ভজনের যোগ্যতা ও শুদ্ধ দর্শনের [illegible] প্রকাশ হয়ে জগৎ দর্শন করেন। প্রাকৃত জগৎকে নিজ ভোগ্য বলে [illegible] না। যাঁরা শ্রদ্ধা ক'রে গুরু [illegible] মহামন্ত্র কীর্ত্তন ছাড়েন এবং [illegible] প্রচারোদ্দেশে ব্যস্ত হন না। [illegible] কোন বৈষ্ণবের গুরু ব'লে [illegible] সুনীচতার অন্তরায়। আমি ভোগ করব, আমি বড়, আমি প্রভু, আমি উচ্চ হ'য়ে গিয়েছি, আর যা' কিছু সব নীচুতে আছে—এগুলিকে নীচে রেখে আমি উপরে উঠব—এই সব বাক্য ভোগীর ধারণা। সমস্ত বস্তু কৃষ্ণসেবার উপকরণ মনে ক'রে তাহাদিগকে গুরু বুদ্ধি করতে হ'বে। যখন আমরা ভোগ-বুদ্ধি ক'রি, তখন তরুলতার উপরে উঠতে চাই। এইরূপ ভোগবুদ্ধি ছেড়ে দিয়ে 'কোথায় কৃষ্ণ', 'কোথায় কৃষ্ণ' ব'লে কৃষ্ণানুসন্ধান করবার শিক্ষা মহাপ্রভু আমাদিগকে প্রদান ক'রেছেন। যিনি সর্ব্বদা 'হা গৌরাঙ্গ' ব'লে ডাকতে পেরেছেন, তিনি বৃক্ষ হ'তে সহিষ্ণু। তাঁকে কাহারা পদদলিত ক'রে মনুষ্যের জন্য কেহ বিচ্যুত করতে পারে না। তখন তিনি বলেন —

জগাই মাধাই হৈতে মুঞি সে পাপিষ্ঠ।
পুরীষের কীট হৈতে মুঞি সে লঘিষ্ঠ॥
মোর নাম শুনে যেই, তার পুণ্য ক্ষয়।
মোর নাম লয় যেই, তার পাপ হয়॥

এমতাবস্থায় সব বস্তু তাঁর নিকট কৃষ্ণ-সেবার উপকরণ—সব তাঁর গুরু এরূপ ধারণা হয়। যিনি সর্ব্বদা ভোগ বুদ্ধি ছেড়ে হরিকীর্ত্তন করেন, তিনি গৃহে বা বনেতেই থাকুন, সব স্থানেই তাঁর পক্ষে বৃন্দাবন। কেহ মহাপ্রভুর শিক্ষা একটু ধারণা কর্তে পারলে, তাতে তিনি জগতের সমস্ত শিক্ষার পূর্ণতা দেখতে পাবেন।

একদিন গোপীনাথ পট্টনায়ক প্রতাপ-রুদ্রের পুত্রের কিছু [illegible] হ'লে রাজকুমার তাঁর প্রতি ক্রুদ্ধ হ'য়ে তাঁর প্রাণদণ্ডের জন্য আদেশ করলেন। তখন সকলে মহাপ্রভুর নিকট গিয়ে বল্লেন —গোপীনাথ পট্টনায়ক রায় রামানন্দের ভাই, অতএব এই স্থলে আপনি তাঁকে রক্ষা করুন। তদুত্তরে মহাপ্রভু বল্লেন,— বিষয়ীর প্রতি—রাজার সম্বন্ধ একটা [illegible] আমি কৃপা করতে পারব না, তোমরা বেশী বল্লে আমি আলালনাথ চলে যাব। মহাপ্রভু গোপীনাথের দ্বারা আদর্শ দেখালেন, যদি কেউ ভক্ত হন, তাঁকে নীতিজ্ঞান-বাপার [illegible] পারে; আর এস্থলে তিনি নিজে আদর্শ দেখালেন,—"আমি নীতিজ্ঞান কেবল জগতে কুশিক্ষা পাপ হ'বে",—এই মনে ক'রে তখন তিনি নিঃশেষভাবে থাকলেন। শেষে মহাপ্রভু যখন জানলেন, গোপীনাথ পট্টনায়কের হরিনামে রুচি হ'ল, কৃষ্ণের দ্বারা তাহার অন্য প্রবৃত্তি হ'তে পারে, তখন গোপীনাথকে রক্ষা কর্বার ইচ্ছা হ'ল। গোপীনাথ তাঁর কৃপায় বিষম সঙ্কট হ'তে রক্ষা পেলেন।

(ক্রমশঃ)

শুদ্ধভক্তিপথ

[illegible] ভক্তিপথ নহে, যাহাতে [illegible] অপ্রাকৃত কৃষ্ণসেবার কথা আছে, [illegible] শুদ্ধভক্তিপথ। অনুকূল কৃষ্ণানু-[illegible]' বলিলে শুদ্ধজীবের কৃষ্ণেতরাভিলাষ[illegible] প্রাতিকূল্য মায়িক ভোগের নিরাস [illegible] করিয়া থাকেন, অর্থাৎ প্রকৃতির অতীত অপ্রাকৃত বস্তু জীব অপ্রাকৃত উপাদান দ্বারা অপ্রাকৃত বৈকুণ্ঠ কৃষ্ণের অপ্রাকৃত অনুশীলন করেন। সেই ভক্তিতে বৈকুণ্ঠেতর মায়ার কোন উপযোগিতা নাই।

শুদ্ধজীবের অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়গণ দ্বারা অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়পতি শ্রীকৃষ্ণের [illegible] সংকারে অর্থাৎ অনুকূলভাবে সর্বো-পাধিমুক্ত সেবন বা অনুশীলনকে 'ভক্তি' বলে। মায়ার ধর্ম্ম জীবকে ভোগে প্রবৃত্ত করায়, আর বৈকুণ্ঠের ধর্ম্ম ভক্ত জীবকে কৃষ্ণদাস্যে নিযুক্ত করে। মায়ার ধর্ম্ম—প্রাকৃত অর্থাৎ ভোগী জীবের ইন্দ্রিয়তর্পণ-ময়। মায়াতীত বৈকুণ্ঠধর্ম্ম—অপ্রাকৃত অর্থাৎ কৃষ্ণেন্দ্রিয়ের বিষয়, অপ্রাকৃত রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ দিতে শুদ্ধ জীবানু-ভূতি। শুদ্ধ জীবের ইন্দ্রিয় মুক্ত [illegible] [illegible] ব্যতিরেকভাবে মায়ার বহু অর্থে নিযুক্ত হইলে জীবের ভোক্তৃ-অভিমান [illegible] হয়, [illegible] তাঁহার স্বরূপবিস্মৃতি [illegible]। নিত্যকৃষ্ণদাস্য ভুলিয়া মায়ার আশ্রয়ে 'মা' শব্দে—নীচে বা নিন্দনীয়, 'যা' শব্দে—যাহা অর্থাৎ যাহা কৃষ্ণ নহে, অথবা 'যাহাকে অন্যা' অর্থাৎ যাহা বস্তুর ভোক্তৃত্ব অবলম্বনে প্রাকৃতিজ্ঞ তথা প্রাকৃত [illegible] নিত্যসংসার-ভোগের পথ গ্রহণ করিয়া নিজ ভোগ্য বিষয় প্রাকৃত-রূপ-রসাদির পরিমাণ করিতে ব্যস্ত হন। শুদ্ধ জীবের ইন্দ্রিয়সমূহ অনুক্রমে কৃষ্ণাশ্রয়ে কৃষ্ণেন্দ্রিয়সেবায় নিযুক্ত হইলে জীবের অপ্রাকৃত ভোগ্যাভিমান প্রবল হয়, যাহা ভোগিগণ নিবৃদ্ধিতা বলিয়া নিতান্ত ঘৃণা করেন, যেহেতু উহাতে ভোক্তার আত্মতৃপ্তিতা আদৌ নাই। এই অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়-দ্বারা কৃষ্ণসেবনপ্রবৃত্তি জীবের স্বরূপ উপলব্ধি করায়।

প্রাকৃত সহজিয়াদির মত ভক্তিপথ নহে

শুদ্ধ জীবানুভূতি যেমন শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকে স্বীয় 'ভোক্তা' জ্ঞানের পরিবর্তে 'ভোগ্য' জ্ঞান করে, তাহা অন্য কথায় প্রাকৃত ভোগ বা অদ্বৈতবাদ দুষ্ট, সেখানে মায়াগত এক [illegible]—যোষা আর, জীব পুরুষ। অদ্বৈতবাদের কল্পিত অনুকূলে মায়াকে 'কৃষ্ণ' সংজ্ঞা দিয়া মায়ার ভজন হইতেই প্রাকৃত সহজিয়া, বাউলাদির দলের উৎপত্তি লাভ

শ্রীধাম মায়াপুর নবদ্বীপ প্রদর্শনী

৩রা ফেব্রুয়ারী—১৭ই মার্চ্চ ১৯৩১

শ্রীধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপ-প্রদর্শনী
পারমার্থিকগণের পরমার্থ-ভাবোদ্দীপক।

শ্রীধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপ প্রদর্শনী
আর্থিকগণের অর্থের প্রশস্ত পন্থা-প্রদর্শক

শ্রীধাম মায়াপুর-নবদ্বীপ প্রদর্শনী
শিল্পীর শিল্পোন্নতি-বিধায়ক।

শ্রীধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপ প্রদর্শনী
কৃষির নব নব ভাণ্ডার প্রদর্শক॥

শ্রীধাম মায়াপুর-নবদ্বীপ-প্রদর্শনী
জ্ঞানীর জ্ঞান-ভাণ্ডার বিস্তারক।

শ্রীধাম মায়াপুর-নবদ্বীপ-প্রদর্শনী
অজ্ঞানের জ্ঞানাক্ষি-প্রদায়ক॥

শ্রীধাম মায়াপুর-নবদ্বীপ-প্রদর্শনী
পণ্ডিতের পাণ্ডিত্য-প্রদর্শক।

শ্রীধাম মায়াপুর-নবদ্বীপ প্রদর্শনী
মূর্খের মূর্খত্ব-নিরসক॥

শ্রীধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপ প্রদর্শনী
ধনীর ধন-বৃদ্ধির প্রশস্ত উপায়।

শ্রীধাম-মায়াপুর নবদ্বীপ প্রদর্শনী
নির্ধনের ধনলাভের সহায়॥

শ্রীধাম মায়াপুর নবদ্বীপ প্রদর্শনী
সবলের বল-পরীক্ষক।

শ্রীধাম মায়াপুর নবদ্বীপ-প্রদর্শনী
দুর্বলের বল-প্রদায়ক॥

অতএব শ্রীশ্রীধাম মায়াপুরনবদ্বীপ-প্রদর্শনী সকলেরই হিতকর। সুতরাং শ্রীধাম মায়াপুরনবদ্বীপ প্রদর্শনীতে সকলেই যোগদান করুন।

করিয়াছে। উহা বৈষ্ণবের ভক্তিধর্ম্ম নহে। শ্রীমন্মহাপ্রভু [illegible] যে [illegible] উপদেশ করিয়াছেন, [illegible] উপায় [illegible] [illegible] হয় নাই; [illegible] প্রাকৃত [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] পথ [illegible] [illegible] কৃষ্ণলীলার আদর্শে নিজ প্রাকৃত-ভোগময় ইন্দ্রিয়তর্পণ প্রবৃত্তির [illegible] বলিয়া বুঝিয়া [illegible]।

প্রাকৃত-সহজিয়ার স্বরূপ

প্রাকৃত সহজিয়া দুই প্রকার। যাহারা প্রাকৃত ইন্দ্রিয়তর্পণরত এবং কামকলাপে প্রাকৃত পুরুষ হইয়াও আপনাকে গোপীর কল্পনা মাত্র করিয়া স্থূল ভোগে [illegible] এবং যোষিৎ গুরুকে কৃষ্ণ আরোপ করিয়া [illegible] অবস্থিত মনে করে, আর প্রাকৃত জড় সম্ভোগকে [illegible] [illegible] মনে করে, তাহারা একপ্রকার সহজিয়া। অন্যপ্রকার সহজিয়া বলেন যে, ভোগ্যা স্ত্রী মাত্রেই—অপ্রাকৃত। ভোক্তা-পুরুষ মাত্রেই—প্রাকৃত। স্ত্রৈণ-ভাব পোষণ করিয়া গৃহব্রতধর্ম্ম যাজন করিলেই পুরুষের প্রাকৃতত্ব-নাশের [illegible] উদিত হয়। [illegible] [illegible] বৈষ্ণবগণ গৃহব্রত না হওয়ায় তাঁহারা বেণী সাধনকর্তা প্রভৃতি ন্যূনাধিকারী। গৃহব্রত না হইলে কৃষ্ণ-প্রেমের উপলব্ধি হয় না। [illegible] হরি-সেবাপর গৃহস্থ বৈষ্ণবকে হইঁারা তাঁহাদের ন্যায় গৃহব্রত মনে করেন। স্ত্রৈণ না হইলে গৃহস্থ শুদ্ধবৈষ্ণবগণ [illegible] [illegible] করিতে পারেন, তাহা তাহারা বুঝিতে চান না। [illegible] কেবল নিজের বহির্ম্মুখী বিষয়প্রবৃত্তি-চরিতার্থের উদ্দেশে বাহিত হবেন এবং স্ত্রী-পুত্রাদির মায়ামমতায় আত্মনিবেদন করিয়া থাকেন। ঝড়ু ঠাকুরের বা শ্রীবাসাদির [illegible], রামানন্দ রায়ের [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

পর-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

সম্প্রতি পর-বিদ্যাপীঠে নিম্নলিখিত শিক্ষণীয় বিষয়নিচয়ের অধ্যাপকের আসন-সমূহ সংস্থাপিত হইয়াছে—বিদ্যার্থিগণ আবেদন করুন।

১। সাহিত্যাসন, ২। ঐতিহ্যাসন,
৩। সম্প্রদায়বৈভবাসন, ৪। ভক্তিশাস্ত্রাসন,
৫। তন্ত্রশাস্ত্রাসন, ৬। বেদান্তাসন,
৭। একায়নাসন।

শ্রীনন্দলাল রায় বি, এ, কাব্যতীর্থ, বিদ্যাসাগর,
সম্পাদক—পরবিদ্যাপীঠ, শ্রীধাম মায়াপুর।

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত ভক্তি গ্রন্থাবলী

যে সব উৎকলবাসী ভক্ত বাংলা অক্ষর পড়িতে জানেন না, তাঁহাদের শ্রীশ্রীঠাকুর প্রভুর প্রচারিত পরম উপাদেয় ভক্তি-কথা জানিবার সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে উড়িয়া-অক্ষরে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হইয়াছে বাংলা গ্রন্থের তুলনায় উড়িয়া গ্রন্থগুলির ভিক্ষাও অপেক্ষাকৃত অল্প।

গ্রন্থের নাম	ভিক্ষা
শ্রীহরিনাম চিন্তামণি, প্রতিখণ্ড	॥০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	১৲
সাধন পথ (শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টক) প্রতিখণ্ড	।০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	[illegible]
কল্যাণ কল্পতরু প্রতিখণ্ড	৵০
একত্রে ২ খণ্ড লইলে	।০
গীতাবলী প্রতিখণ্ড	৴১০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৶১৫
শরণাগতি—প্রতিখণ্ড	৴০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৵৫

প্রাপ্তিস্থান { শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ, কটক এবং শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, পুরী

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

শ্রীগৌড়ীয়মঠের অধ্যক্ষ কর্ত্তৃক খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৪০৲ চল্লিশ টাকা।

২৭২৪ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে, সপ্তচত্বারিংশ খণ্ডে সূচী ছাপা হইতেছে।

৪৬শ খণ্ড গ্রন্থ নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে ১৫৷৴০ সাধারণ পক্ষে ২০৸৵০। প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৵০, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ।৴০

দশম স্কন্ধের ভিক্ষা ১২৲, অগ্রিম সাধারণের পক্ষে ৮৲।

৬ঃ অধ্যায়পর্য্যন্ত একাদশ সংখ্যা ছাপা হইয়াছে।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিম্নলিখিত মঠসমূহে প্রাপ্তব্য:-

১। শ্রীচৈতন্য মঠ,—পোঃ, শ্রীধামমায়াপুর, নদীয়া।
২। শ্রীগোরগদাধর মঠ,—চাঁপাহাটি, সমুদ্রগড় পোঃ, বর্দ্ধমান।
৩। শ্রীভাগবত আসন,—ভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৪ শ্রীগৌড়ীয় মঠ,—১নং উল্টাডাঙ্গা জংসন রোড, কলিকাতা।
৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ,—চটকপর্ব্বত(?) [illegible], পুরী।
৬। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ,—উড়িয়া বাজার, কটক।
৭। শ্রীভাগবত মঠ,—চিরাকায়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।
৮। শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ,—৪নং জগজ্জীবনপুরা, কাশী, ইউ, পি।
৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,—ছিপিগলি, বৃন্দাবন, মথুরা, ইউ, পি।
১০। শ্রীপরমহংস মঠ—নিমসার পোঃ, সীতাপুর, ইউ পি।
১১। শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ,—কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল, পাঞ্জাব।
১২। শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠ,—৯০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।
১৩। শ্রীগদাইগৌরাঙ্গ মঠ,—বালিয়াটি, ঢাকা।
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম,—আমলাযোড়া, রাজবাঁধ পোঃ, বর্দ্ধমান।
১৫। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ,—ডুমুরকোন্দা, চিরকুণ্ডা পোঃ, মানভূম।
১৬। শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয় মঠ,—আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী, উড়িষ্যা।
১৭। শ্রীগৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয় ১০৷১ হনুমান রোড, নিউদিল্লী

এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণের নিকটও নদীয়া-প্রকাশ প্রাপ্তব্য।

১। শ্রীযুক্ত জনার্দ্দন ঘোষ—বড় বাজার রোড, খুলনা
২। শ্রীযুক্ত রাধাচরণ গোস্বামী ঠাকুর [illegible], কোচবিহার।
৩। শ্রীযুক্ত [illegible] রায়—৭৯।২নং শ্রীগোপাল মল্লিক লেন, কলিকাতা
৪। মিঃ এন ডি, মুখার্জ্জি—এম, এল, [illegible] দি মল, কানপুর।
৫। শ্রীযুক্ত [illegible] জ্যোতির্ভূষণ [illegible], নদীয়া
৬। শ্রী[illegible] দাস অধিকারী, [illegible]।
৭। শ্রী[illegible]মোহন দে—মনমোহন [illegible], নবাবপুর, ঢাকা।
৮। শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ গড়গড়ি [illegible], ২৪ পরগণা।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

“শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত”

সূচী প্রভৃতি সহ সম্পূর্ণ ছাপা শেষ হইয়াছে

আদি, মধ্য, ও অন্ত্যলীলা এবং সূচী ছাপা হইয়া সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছেন। যাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ১০৲ টাকা ভিক্ষার তৃতীয় সংস্করণ ৬৲ টাকায় না পাইয়া অপূর্ব্ব সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের কৃপার উপর ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছেন। সেই ১০৲ টাকার এই বিরাট গ্রন্থের শত সংখ্যা মাত্র ৫৲ টাকা ভিক্ষায় দেওয়া হইতেছে। গ্রাহকগণ সত্বর হউন পরে আর এ সুযোগ থাকিবে না।

শ্রীচৈতন্য লীলার ব্যাস আখ্যায়িত

শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

সভাষ্য আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে। সমগ্র গ্রন্থ [illegible] স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲ নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪॥০ টাকা

শ্রীচৈতন্য মঠের দ্বিতীয় গ্রন্থ

কার্য্যাধ্যক্ষ, গ্রন্থ বিভাগ, শ্রীচৈতন্য মঠ
পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া
অথবা
শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা
ঠিকানায় পাওয়া যাইবে।
বিশেষ দ্রষ্টব্য [illegible] শ্রীচৈতন্য মঠের ঠিকানায় লিখিবেন।

অন্যথা [illegible] ভজে কৃষ্ণ, দুষ্ট সঙ্গ করে। পুন সেইমত মায়া পাশে ডুবি মরে

শ্রীচৈতন্যমঠের গ্রন্থাবলী

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বিরচিত
ভক্তি-গ্রন্থাবলী

উৎকৃষ্ট কাপড়ে বিলাতী ধরণে বাঁধাই স্বর্ণালঙ্কৃত। চতুর্থ সংস্করণ। বিস্তৃতবিষয়সূচীসহ

জৈবধর্ম্ম

বাঁধাই ২৲ দুই টাকা

প্রকাশিত হইয়াছে

সনাতন শাস্ত্র বেদ, বেদান্ত, উপনিষৎ গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত, দর্শন, পুরাণ, তন্ত্রাদি সকল গ্রন্থ পাঠ করিবার অবসর অতি অল্প মানবের ঘটিয়া থাকে। অনেকের যোগ্যতা না থাকায় সেই সমস্ত গ্রন্থের মর্ম্ম অবগত হইতে পারেন না। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বাঙ্গালীর এই অসুবিধা দূরীভূত করিবার জন্য এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

বিদ্যালয়ের ছাত্র বা শিক্ষকগণের বিশেষ পাঠ্য, এই হেতু শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টার বাহাদুর উহা সমস্ত বিদ্যালয়ের জন্য অনুমোদন করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

প্রথম খণ্ড। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা

যুক্তিপূর্ণ শাস্ত্রবাক্য দ্বারা প্রত্যেক মানবের নিত্য কর্ত্তব্য ও অনিত্য সাময়িক কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। গ্রন্থের প্রতি উক্তি সনাতন শাস্ত্রবাক্য দ্বারা সমর্থিত ও প্রমাণিত হইয়াছে। দেহের, মনের ও আত্মার ধর্ম্ম কি? স্বদেশ, সমাজ, নীতি, ধর্ম্ম কি? ইত্যাদি বিষয় ক্রমানুসারে এমন সুন্দরভাবে যুক্তিসহকারে আলোচিত হইয়াছে যে, প্রথম পংক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত পাঠ না করিয়া নিবৃত্ত হওয়া যায় না।

শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য

ভিক্ষা ৵০

ঐ প্রমাণ খণ্ড ভিক্ষা ৵০

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিহার ও জন্মভূমি নয়টী দ্বীপ সমন্বিত। এই নয় দ্বীপের প্রাচীন বিবরণ, প্রত্যেক দ্বীপে শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলা—প্রত্যেক দ্বীপের পরিচয়, শ্রীধাম-মাহাত্ম্য—ধামাপরাধ কি? ইত্যাদি বিষয় বিশেষভাবে মনোহর ছন্দে বর্ণিত। পকেট সাইজ প্রায় ১৬০ পৃষ্ঠা।

শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ

উজ্জ্বল ব্রোঞ্জ কালীতে উত্তম কাগজে ছাপা—শ্রীনবদ্বীপধাম দর্শনে ভাবুক দর্শনকারীর কি প্রকার ভাবের উচ্ছ্বাস হয়, তাহা এই গ্রন্থে বর্ণিত। অতি চমৎকার! ভিক্ষা চারি আনা।

শ্রীমনঃশিক্ষা

৷৵০ দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু ও শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভুকে উপলক্ষ্য করে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে ভক্তিপন্থের অনুকূল ও প্রাতিকূল বিচার অতি সুন্দরভাবে ব্যক্ত হইয়াছে। ইহা ছাড়া শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদিষ্ট শিক্ষা ও উপদেশ বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব জগতে অভিনব গ্রন্থ !!
শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতি-গ্রন্থাবলী :—

শরণাগতি

পকেট সাইজ
অষ্টম সংস্করণ
ভিক্ষা ৵০ আনা

দেহ ও মনের চেষ্টা অনাবশ্যক হওয়া—ইহা যখন জীব বুঝিতে পারে, তখন একমাত্র নিত্যবস্তু শ্রীভগবানের প্রতি তাহার কোন ভাবে আবেগময়ী প্রার্থনা হয় এবং শ্রীভগবানে সর্ব্বান্তঃকরণে নিষ্কপটে কি প্রকারে শরণাপন্ন হইতে হয়, ইত্যাদি বিষয়ক প্রাণস্পর্শী প্রার্থনা ও আত্মসমর্পণমূলক গান, অষ্টম সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে।

ভিক্ষা প্রতি খণ্ড ৵০ এক আনা।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা—৵০, নবদ্বীপশতক—৵০, অমৃতপঞ্চক—৵০

কল্যাণকল্পতরু

পকেট সাইজ
পঞ্চম সংস্করণ
ভিক্ষা ।৵০

আমরা প্রত্যহ নূতন অভাব ও কামনার বশবর্ত্তী হইয়া পুনঃপুনঃ যে স্বকল্পিত কল্যাণ বলিয়া গ্রহণ করি এবং যাহার নিকট কল্যাণ কামনা করি, তিনি যে নিত্য বা সত্য কল্যাণ প্রদানে অসমর্থ এবং কোন বস্তু আমাদের নিত্য কল্যাণপ্রদ এবং কি ভাবে আমরা সেই কল্যাণলাভে সমর্থ হইব, এই সকল কথা সরল গানে লিখিত। এই গীতিগ্রন্থ বাস্তবিক কল্যাণের কল্পতরু, যিনি প্রত্যেককে নিত্যকল্যাণ প্রদান করে।

শ্রীল চক্রবর্ত্তি ঠাকুরের টীকা সহ

শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠাকুর কৃত টীকা ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কৃত অনুবাদ। টীকাকারের জীবনী, শ্লোক সূচী ... প্রয়োজনীয় বিষয় সংবলিত ... ২৲ দুই টাকা, কাগজের মলাট ১৷০

শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ কৃত ভাষ্য সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

কাগজ ও ছাপা উৎকৃষ্ট। সিল্কে বাঁধাই, সোনার জলে নাম লেখা রাজসংস্করণ ৩৲ টাকা, সাধারণ সংস্করণ ১৷০, গৌড়ীয়ের গ্রাহকপক্ষে ১৷০

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি (বৈষ্ণবকোষগ্রন্থ)

বিষয়:— ভক্তিশাস্ত্রের ব্যবহৃত শব্দাবলীর অর্থ, ২। ... বিষ্ণুবৈষ্ণবসম্পর্কি শ্রীমন্দির ও শ্রীবিগ্রহের বিবরণ, ৪। বৈষ্ণবগ্রন্থ ও গ্রন্থকারগণের তালিকা ও বিবরণ, ৫। বিষয় সংশ্লিষ্ট লৌকিক ও শাস্ত্রীয় আকরমূলে যাবতীয় তথ্য। চারিখণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ১ম খণ্ড ৷০, ২য় খণ্ড ৷০, ৩য় খণ্ড ৷০, ৪র্থ খণ্ড ৷৵০, চারিখণ্ড একত্রে ৩৲ (বস্ত্রাবৃত ৪৲)

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ

১ম খণ্ড ১৲ এক টাকা, ২য় খণ্ড ১৲ এক টাকা—শ্রীমদ্ভাগবতের গ্রাহক ও গৌড়ীয় গ্রাহকগণ ... টাকায় দুইখণ্ড পাইবেন। বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমজ্জীব গোস্বামিপাদের অমূল্য গ্রন্থ। ইহাই বাঙ্গলাভাষায় অধিক প্রয়োজনীয় গ্রন্থ ... উজ্জ্বল ক্রাউন ... ৬৪ পৃষ্ঠা ... হইতেছে।

শ্রীমদ্গোপালভট্ট গোস্বামি সংগৃহীত

সদাচারস্মৃতিঃ

ভিক্ষা ৵০ মাত্র

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (প্রাচীন নবদ্বীপ) নদীয়া।

সম্পাদক—শ্রীমদ্ ... ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ...
গৌড়ীয়
সাপ্তাহিক পারমার্থিক সমাচার পত্র
... বার্ষিক ভিক্ষা ৩৲ টাকা ... প্রতি সংখ্যা ৵০ আনা।
কার্য্যালয়—১২৮নং উল্টাডাঙ্গা মেন রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা।

রেজেষ্টার্ড

মদন মঞ্জরী

বটিকায় স্বপ্ন ও ধাতুবিকার, ইন্দ্রিয়শক্তির হ্রাস, প্রস্রাবে শুক্রপাত, বহুমূত্র, মাথা ঘোরা, বুক ধড়্‌ফড়্‌ করা, অনিদ্রা প্রভৃতি লক্ষণ সত্বর নির্দ্দোষ আরোগ্য হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ৩০ বটী ১৲ এক টাকা।

"নপুংসকান্তারি ঘৃত"

পুরুষত্বহানি রোগে বাহ্যপ্রয়োগ দ্বারা আরোগ্য করিয়া থাকে। মূল্য ২ তোলা ১৲ টাকা।

"রমণীবিলাসিনী বটিকা"

বীর্য্যধারণ করত সঙ্গোশক্তি স্থায়ী ও বৃদ্ধি করিতে অতুলনীয়। মূল্য ১৬ বটী ১৲ এক টাকা।

বাজবৈদ্য নারায়ণজী, কেশবজী
১৭৭নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

বিজ্ঞাপন

সাবধান! সাবধান!! সাবধান!!!
জে, বি, দত্তের ... শিশি বাদাম তৈল

... উপকারিতায় সর্ব্বজন ... প্রশংসিত।

... বাদাম তৈল ...

... তৈল ...

বিজ্ঞাপন

... পুরাতন ...

পর-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

[illegible] এবং বাসস্থান দেয়, বিদ্যার্থিগণকে বিভিন্ন শিক্ষণীয় [illegible] দিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। অনেক ছাত্র [illegible] করিয়া পাঠ আরম্ভ করিয়াছেন। বর্ত্তমান বর্ষে সকল ছা[illegible] গভর্ণমেণ্ট সংস্কৃত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

প্রধান [illegible] — শ্রীযুক্ত শচীশচন্দ্র কাব্য-ব্যাকরণ-সাংখ্য-বেদান্ত-ষড়দর্শন-তীর্থ, সাংখ্যভূষণ, বেদান্তরত্ন, সাহিত্যশাস্ত্রী, দর্শনবাচস্পতি।

[illegible] শ্রীযুক্ত গৌরদাস ব্রহ্মচারী ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীধাম মায়াপুর পরবিদ্যাপীঠ, (নদীয়া)

বেদনাঞ্জন

শ্রেষ্ঠরত্ন

কলিকাতা কংগ্রেস একজিবিসন হইতে বহু প্রশংসা প্রাপ্ত ও বহু গণ্যমান্য ভদ্রমহোদয়-গণ কর্ত্তৃক প্রশংসিত।

[illegible] মিশ্রিত ও বিষাক্ত আতাপ সেবনে শরীরের রক্ত [illegible] পাড়িতেছে। [illegible] মানব-দেহের শ্রেষ্ঠ দপাধার, এই [illegible] সঙ্কেত মানব বাত, বেদনা, মাথাধরা, মাথা-ঘোরা, [illegible], দাঁতের গোড়া ফুলা, দাঁত কনকনানি, দাঁতে পোকা [illegible], চুলকানি প্রভৃতি কষ্টদায়ক চর্ম্মরোগে আক্রান্ত হইয়াছে [illegible] ব্যাধিমুক্ত হইতে চান, তাহা হইলে অযথা পয়সার [illegible] অল্প ব্যয়ে এক শিশি বেদনাঞ্জন ক্রয় করিয়া ইহার কার্য্যকারী-শক্তি উপলব্ধি করুন। [illegible] মূল্য [illegible] মাত্র [illegible]।

প্রাপ্তিস্থান—এ, সি, চাটার্জ্জী এণ্ড ব্রাদার্স

[illegible] হলকাটি লেন, [illegible]

সকল মণিহারী দোকানে ও বহু বহু ডাক্তারখানায় পাওয়া যায়।

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

যদিও অদ্যাপি প্রকৃত মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য, তথাপি যাঁহারা নানাবিধ অনিয়মিত উপায়ে অপরিমিত শক্তি নষ্ট করিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন এবং নানা প্রকার মেহ, প্রমেহ ধাতুদৌর্ব্বল্য, স্নায়বিক দুর্ব্বলতা, বহুমূত্র, ধ্বজভঙ্গ, পারদ-সংক্রান্ত পীড়া, অর্শ এবং স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে যাহারা বাধক, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, মূর্চ্ছা, শ্বেত ও রক্তপ্রদর, হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি রোগে ভুগিয়া জীবনে নিরাশ হইয়াছেন, তাঁহারা আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটান সাহেবের আবিষ্কৃত ইলেক্ট্রিক সলিউসন ব্যবহার করিয়া বাঁচিতে পারেন, তাহার শত সহস্র প্রমাণ প্রতি বৎসরেই পাওয়া যাইতেছে। যাঁহারা অন্যান্য বহুবিধ ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরোগ্য হইতে পারেন নাই, তাঁহারা একবার এই ঔষধটি ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক মাসের ব্যবহারোপ-যোগী এক শিশি ঔষধ ডাকমাশুল সহ ১॥০ টাকা মাত্র।

সোল এজেণ্ট—ডাঃ ডি, ডি, হাজরা।

ফতেপুর, গার্ডেনরিচ পোঃ, কলিকাতা।

ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

অধ্যক্ষ

শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম, এ, এফ, সি, এস (লণ্ডন)

ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক

(প্রফেসার)

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ বিশুদ্ধ ও শাস্ত্রমতে নিজ তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হয়। পত্র [illegible] লিখিলে বিনামূল্যে ক্যাটালগ পাঠান হয়। রোগের বিবরণ জানাইলে যত্নপূর্ব্বক [illegible] দেওয়া হয়। চিঠি পত্রাদি সম্পূর্ণরূপে গোপন রাখা হয়।

মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দূর)

(বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৮৲ টাকা

উৎকৃষ্ট স্বর্ণ, পারদ ও [illegible] প্রস্তুত

নিত্য প্রয়োগে [illegible]

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৩৲ টাকা

সংকৃষ্ট কাশীর আমলকী [illegible] উপাদানে পূর্ণ মাত্রায় [illegible] প্রস্তুত [illegible] প্রভৃতি রোগের [illegible] প্রকার [illegible] বিশেষ।

শুক্রসঞ্জীবনী—[illegible] ১৬৲ টাকা

[illegible] সেবনে ধাতুদৌর্ব্বল্য [illegible] সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায় [illegible]

অবলাবান্ধব যোগ

প্রদর, বাধক প্রভৃতি জরায়ুদোষ ও [illegible] রোগের মহৌষধ

মূল্য—১৬ মাত্রা ২৲ টাকা। ৫০ মাত্রা ৫৲ টাকা মাত্র

বিশুদ্ধ জল! ভয় নাই! বিশুদ্ধ জল!!

লক্ষ্মী টিউব-ওয়েল কোং

২০৫নং নবাবপুর, ঢাকা

বর্ত্তমান-যুগের নব আবিষ্কৃত [illegible] উপায়ে [illegible] নলকূপ (*Tube-well*) নির্ম্মাণ করা হয়। বঙ্গের লাট বাহাদুর, প্রাইভেট সেক্রেটরী, ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট, ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের চেয়ারম্যান, ইঞ্জিনিয়ার, জমিদার, তালুকদার, প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত ভদ্রমহোদয়গণ এই কোম্পানীর কার্য্য দেখিয়া প্রশংসা করিয়াছেন। রাসায়নিক পরীক্ষায় জল বিশুদ্ধ না হইলে মূল্য গৃহীত হয় না। বিস্তৃত বিবরণের জন্য পত্র লিখুন।

বিজ্ঞাপিত কেন?

সাধারণের হিতার্থে, মানবের দুঃখ না হইতে পারে তাহার জন্য ইত্যাদি সম্বলিত "কামশাস্ত্র" গ্রন্থখানি যিনি পাঠ করেন নাই, তিনি আবেদন করতঃ বিনামূল্যে প্রাপ্ত হউন। উহা পাঠে উপকৃত হইয়া ১৫০০০ হাজার লোক কৃতজ্ঞ হইয়াছেন। প্রায় ৫০ বৎসরের পরীক্ষিত, শুক্রতারল্য, স্বপ্নদোষ ইত্যাদির যম "আতঙ্ক-নিগ্রহ বটিকা" প্রতি কৌটার মূল্য ১৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান—আতঙ্ক-নিগ্রহ ফার্ম্মাসী, ২১৪ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মনোমোহন প্রেস

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা

পূর্ব্ব-বাঙ্গালায় সুলভে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত

বৈদ্যুতিক মেশিনে দিবারাত্র কাজ চলিতেছে

বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,

শ্রীমায়াপুর নদীয়া প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে—শ্রীকিশোরবিহারী ব্রহ্মচারী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

স্থানীয় সংস্করণ

Registered No. C 15 ।

বিজ্ঞাপনের হার	
প্রাপ্তিবারে	
প্রতি ইঞ্চ	১৲
প্রতি কলম	৬৲
অর্দ্ধ কলম	৩॥০
সিকি কলম	২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।	

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র।

সাহায্যের হার	
অগ্রিম দেয়।	
বার্ষিক	৯৲
ষাণ্মাসিক	৫৲
ত্রৈমাসিক	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	
[illegible]	

৪র্থ খণ্ড] সম্পাদক—প্রত্নবিদ্যালঙ্কার শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী [২৫৪ সংখ্যা।

শ্রীচৈতন্য মঠ, শ্রীধাম মায়াপুর ১৮ই পৌষ বৃহস্পতিবার ১৩৩৬, ২রা জানুয়ারী ১৯৩০।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থাবলী

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্— শ্লোক সূচী বিষয়-সূচী প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত। প্রত্যেক খণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৶০ গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশ গ্রাহক পক্ষে ।/০
২। ভাষ্য-সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ) ৫৲
৩। গৌড়ীয়-গৌরব ৶
৪। গৌড়ীয়-[illegible]
৫। ভজন-রহস্য ॥
৬। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
,, ,, ,, আবাঁধা ৸০
৭। গীতা (শ্রীবলদেবভাষ্য-সহ) বাঁধা ২৲ আবাঁধা ১॥০
৮। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি-টীকা-সহ) বাঁধা ২৲ আবাঁধা ১॥০
গীতার কেবল মধ্ব-ভাষ্য ॥০
৯। [illegible] মাধ্ব ২৲
১০। বেদান্ত[illegible] (রামানুজীয়) ॥০
১১। জৈবধর্ম্ম ২৲
১২। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৩। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৪। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ।৶০
১৫। [illegible]-দিগ্দর্শন ৶০
১৬। সাধনপথ (৩য় সংস্করণ)
১৭। আচার ও আচার্য্য
১৮। নবদ্বীপ-ধাম-মাহাত্ম্য
১৯। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা)
২০। [illegible] মাহাত্ম্য
২১। নবদ্বীপ-ধাম-মাহাত্ম্য (প্রমাণ খণ্ড)
২২। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ
২৩। শ্রী[illegible] পরিক্রমা-দর্পণ
২৪। শরণাগতি, গীতাবলী, গীতমালা, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, নবদ্বীপশতক, [illegible] ও সব চারখণ্ড একত্রে [illegible]
২৫। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ও [illegible]
২৬। সাধককণ্ঠমণি
২৭। সংস্কার দীপিকা
২৮। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড)
২৯। ব্রহ্মসংহিতা
৩০। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা
৩১। [illegible]মঞ্জরী সম্বাদ
৩২। [illegible]
৩৩। শ্রীচৈতন্যভাগবত (বিরাট্ দ্বিতীয় সংস্করণ)

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

ইংরাজী ভাষায় ভক্তিগ্রন্থ

১ শ্রীচৈতন্যচরিত ও শিক্ষা
২ নামভজন ।০
৩। বৈষ্ণবধর্ম্ম আসল ও মেকি
৪। ভাগবতীয় দর্শননীতি ও ধর্ম্ম
৫। কাম ও প্রেমধর্ম্ম ।০
৬। গৌড়ীয়মঠ কি করেন

শ্রীধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপ-প্রদর্শনী, নদীয়া

(৩রা ফেব্রুয়ারী হইতে ১লা মার্চ্চ ১৯৩০ পর্য্যন্ত)

প্রদর্শনীর সকল জ্ঞাতব্য বিষয়ের জন্য সেক্রেটারী মহোদয়ের নিকট আবেদন করুন।

শ্রীকুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ,
শ্রীচৈতন্য মঠ, শ্রীধাম মায়াপুর পোঃ আঃ, (নদীয়া)।

দেবনাগরাক্ষরে ভক্তিগ্রন্থ

১। [illegible] ৶০
২। [illegible]
৩। [illegible] ৶
৪। গৌড়ীয়[illegible] ।/০
৫। [illegible] ॥০
৬। [illegible] ।০

নানা কথা

শ্যামের উদ্বোধ [illegible]

শ্যাম দেশের প্রধানমন্ত্রী [illegible] নির্মিতি [illegible] কম্যুনিষ্ট [illegible] দমনমূলক [illegible] জারি করিয়াছেন [illegible] এবং [illegible] আন্দোলন [illegible] হইয়াছে। [illegible] দিয়াছেন।

মুসলমান সভা

[illegible] সভাপতিত্বে নিখিলবঙ্গ মুসলমান [illegible] অধিবেশনে অভ্যর্থনা [illegible] বলেন— [illegible] মুসলমানদিগকে [illegible] উপর [illegible] করিবে। অবশ্য সংখ্যক সভ্য মুসলমান হইলে অবশ্য [illegible]।

জোনস

[illegible] প্রকাশ করিয়াছেন যে জাপানের [illegible] আমেরিকা [illegible] চলিবে। [illegible] কোন আপত্তি নাই।

ফরাসী গবর্ণমেণ্ট আবার প্রস্তুত করিবার জন্য অনেক [illegible] মঞ্জুর করিয়াছেন।

আফ্রিকায় যুদ্ধ

[illegible] এক যুদ্ধ [illegible] হইয়াছে। [illegible] কোন [illegible] নাই। [illegible] হইতেছে।

কংগ্রেস সংবাদ

[illegible] দেশপ্রেমের [illegible] সম্পর্কে [illegible] প্রস্তাব [illegible] তাহা [illegible] প্রস্তাব করেন। [illegible] প্রস্তাব একটী [illegible] জন্য পাস হয়।

মিঃ গান্ধি বিদেশী-বস্ত্র-বর্জ্জন-সম্বন্ধে [illegible] মাদক [illegible] দিবার প্রস্তাব [illegible] প্রস্তাব গৃহীত হয় নাই।

আবিষ্কার

[illegible] নামক [illegible] ইঞ্জিনিয়ার এক রকম নূতন [illegible] আবিষ্কার করিয়াছেন। [illegible] আছে [illegible] উপর [illegible] হয় না।

মিটমাট

পাঠকগণ অবগত আছেন যে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি হইতে নিখিল-ভারত-কংগ্রেসে [illegible] ডেলিগেট লইয়া [illegible] মীমাংসা হইয়া গিয়াছে। [illegible] এবং আরও কয়েকজন সদস্য [illegible] এক বিবৃতি প্রচার করেন। [illegible] বলেন যে [illegible] একরূপ বর্ণনা প্রকাশ করার কোন কারণ নাই। [illegible] প্রকাশের জন্য তাঁহাকে দায়ী করা ঠিক নয়। [illegible] প্রকাশ করেন [illegible] আক্রমণ করা হয় নাই।

মিঃ জে, এম, সেনগুপ্ত সুভাষ বসুর [illegible] আক্রমণ করিয়া কথা বলাতে সভার উত্তেজনা দেখা যায়।

[illegible] সুভাষ বসুর উক্তিতে সন্তুষ্টি জানানতে এই অপ্রিয় প্রসঙ্গের পরিসমাপ্তি হয়।

চীন ও বিদেশী

চীনগবর্ণমেণ্ট ঘোষণা করিয়াছেন যে চীনে বিদেশীদিগকে যে সকল বিশেষ সুবিধা দেওয়া হইত তাহা আর দেওয়া হইবে না। [illegible] হইতে [illegible] সাধারণ [illegible] হইবেন।

গোলটেবিল বৈঠক

বিলাতে আগামী গোল বৈঠকে ভারতের প্রতিনিধি [illegible] সম্রাট স্বয়ং ২০শে জানুয়ারি [illegible] বৈঠকের অধিবেশন আরম্ভ করিবেন।

মাদক নিবারণ সভা

[illegible] মাদকদ্রব্যনিবারণ সম্মেলনের অধিবেশনে সভাপতি শ্রীযুক্ত রাজগোপাল [illegible] বলেন:—যদি সুরাপানে কোন ব্যক্তি বা সমাজের আর্থিক ক্ষতি [illegible] মস্তিষ্কের [illegible] মাদক-দ্রব্য [illegible] করা উচিত নয়।

বর্মায় জেল আইন

ভারত গবর্ণমেণ্টের নির্দ্দেশ অনুযায়ী বর্ম্মা গবর্ণমেণ্ট জেল সম্বন্ধে নূতন আইন [illegible] করিয়াছেন। [illegible] কয়েদী [illegible] সম্বন্ধে বিশেষ বিবেচনা করা হইবে।

মন্দিরে ডাকাতি

মহাবালেশ্বরের নিকট প্রতাপগড় পাহাড়ে ভবানীর মন্দির আছে। শিবাজীর সময় হইতে সেখানে লোকে দেবীকে নানাবিধ অলঙ্কার, মণি-মুক্তাদি দিয়া আসিতেছে। প্রায় [illegible] টাকার দ্রব্যাদি সঞ্চিত ছিল। একদল ডাকাত সম্প্রতি মন্দির আক্রমণ করে এবং পাহারার লোকদিগকে আহত করিয়া সমস্ত লুঠিয়া লইয়া যায়।

বিলাতে মতামত

বিলাতের ডেলি নিউজ বলেন:—কংগ্রেস বৃটিশরাজের সহিত যুদ্ধ করিতে চেয়ে না [illegible] ধন [illegible] সহিত যুদ্ধ করিতেছেন—এই সকল ঘটনা দুঃখজনক হইতে পারে কিন্তু তাহার উপর [illegible] নাই।

ডেলি মিরর বলেন: [illegible] আমাদের [illegible] শেষ হইল।

[illegible] বলেন:—মিঃ গান্ধির [illegible] বিদ্রোহসূচক এবং অ-[illegible] গবর্ণমেণ্টের যদি কিছুমাত্র বিবেচনা [illegible] তবে শীঘ্রই [illegible] করুন।

অনশন ব্রত

বরিশাল হইতে [illegible] জানাইতেছেন [illegible] বীরেন্দ্র [illegible] জানাইয়া [illegible] আগামী [illegible] অনশন ব্রত গ্রহণ করিলাম।

মহিলা সম্মেলন

কানপুরে মহিলাসম্মেলনের অধিবেশনে স্থির হইয়াছে যে স্বামীর এবং পৈতৃক সম্পত্তিতে হিন্দুনারীগণ যাহাতে সমানাধিকার পায় তাহার জন্য ব্যবস্থাপক সভার চেষ্টা করা হইবে এবং ছেলে মেয়েদের বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার জন্য চেষ্টা করা হইবে।

বিবাহ-বিচ্ছেদের প্রথা [illegible] প্রস্তাবটি গৃহীত হয় নাই।

ছাত্রসম্মেলন

পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য মহাশয়ের সভাপতিত্বে লাহোরকংগ্রেসমণ্ডপে নিখিল-ভারতছাত্রসম্মেলনের অধিবেশন হয়।

অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত [illegible] বলেন, "ছাত্রগণ যখন 'বিপ্লব দীর্ঘজীবি হউক' বলিয়া চীৎকার করে, তখন লোকে মনে করে যে তাহারা গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহ করিবে। ইহা সত্য নহে। ছাত্রেরা চায় [illegible]।"

মিঃ গান্ধির বাণী মিঃ মালব্য পাঠ করেন। বাণী এই—ছাত্রদের প্রথম কর্ত্তব্য আত্মসংযম, নিয়মানুবর্তিতা এবং আদিকার্য্য শিক্ষা করা।

মিঃ জহরলাল বলেন, 'যে কোন কাজেই উৎসাহ উদ্দীপনার প্রয়োজন। কিন্তু লক্ষ্য করা উচিত, এই উৎসাহ উদ্দীপনা যেন অপব্যয়িত না হয়। লোকে যেন বুঝিতে পারে যে যুব আন্দোলন শুধু কথার আন্দোলন নয়, কাজের আন্দোলন।' তিনি ছাত্রদিগকে তাহাদের জাতীয় ভাষা শিক্ষা করিয়া শুধু সেই ভাষায় বক্তৃতা ও আলোচনাদি করিতে বলেন।

সভাপতি মালব্য বলেন, ছাত্রদের কর্ত্তব্য [illegible] সাম্প্রদায়িকতা দূর করা। দেশপ্রেম ছাত্রদের প্রধান ধর্ম। ছাত্রগণ [illegible] নেতাদের পরামর্শ অনুসারে কাজ করে তাহা হইলে ১৯৩০ সালেই [illegible] পাইবে।

লাহোরে শিখ আন্দোলন

[illegible] সভাপতিত্বে শিখ সম্মেলনের অধিবেশন হয়। অভ্যর্থনা [illegible] সিং বলেন, শিখেরা এমন স্বরাজ চাহেন, যে স্বরাজে কোনও সম্প্রদায় বিশেষের আধিপত্য থাকিবে না।

[illegible] সিং বলেন, শিখগণের দাবীর [illegible] যদি শক্তি থাকে তাহা হইলেও কংগ্রেসের নেতৃবর্গের প্রতিশ্রুতি [illegible]। মুক্তির সংগ্রামে ৩৩ জন [illegible] মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন, তাহাদের মধ্যে ৩১ জন শিখ। [illegible] অপর সম্প্রদায় আধিপত্য করিবে তাহা শিখেরা কিছুতেই সহ্য করিবে না।

ডাকাতী

ময়মনসিংহ হইতে সংবাদ, যমুনার [illegible] মহাজন [illegible] বাড়ীতে বারজন অস্ত্রশস্ত্র সজ্জিত ডাকাত বার হাজার টাকা লুঠ করিয়া লইয়া গিয়াছে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১৮ই পৌষ বৃহস্পতিবার— ১০

সাময়িক সংবাদ

গত রবিবার ১৪ই পৌষ (১৩৩৬) ২৯শে ডিসেম্বর (১৯২৯) তারিখে অপরাহ্ণকালে কলিকাতার বিখ্যাত ব্যবসায়ী রামধরনিবাসী বাবু রামকুমার বাগুড়িয়া, পণ্ডিত প্রভাদৎ শাস্ত্রী [illegible] আয়ুর্ব্বেদরত্ন, পণ্ডিত রামপ্রতাপ[illegible] ব্রহ্মচারী ও কটকের ব্যবসায়ী শেঠ জগন্নাথ কুণ্ডী প্রভৃতি ৮০ জন মাড়োয়ারী ভদ্রলোক শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠে আগমন করেন। রামকুমার বাবু সর্ব্বাগ্রে শ্রীচৈতন্য মঠের শ্রীমন্দির সমীপে গমন করিয়া শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বা-গোবিন্দ-প্রাণ-জীউর সম্মুখে সাষ্টাঙ্গ প্রণত হইলে তদীয় সহচরগণও তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিলেন। তৎপরে পণ্ডিত-প্রবর শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভু তাঁহাদিগকে সঙ্গে লইয়া শ্রীমন্দিরের প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহসকলের পরিচয় প্রদান করিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর পরম রমণীয় শ্রীমূর্ত্তি, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের ভুবনমোহন বিগ্রহ বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব, শ্রীরামানুজ, শ্রীবিষ্ণুস্বামী, শ্রীনিম্বাদিত্য, ব্রহ্মা, লক্ষ্মী, রুদ্র, সনক প্রভৃতির মূর্ত্তি একে একে দর্শন করিয়া ও পরিচয় পাইয়া [illegible] ভদ্রলোকগণ শ্রীবিগ্রহের সম্মুখে মন্দিরের চত্বরে করযোড়ে [illegible] করিলেন। পণ্ডিত [illegible] অনন্ত[illegible] পরবিদ্যাভূষণ, কটক [illegible] ইতিহাসের অধ্যাপক [illegible] সান্যাল এম, এ, [illegible] মনোমোহন প্রেসের স্বত্বা[illegible] বিরাজ মোহন দে, শ্রীপাদ [illegible] ভক্তিগুণাকর, শ্রীপাদ [illegible] ভাগবতভূষণ, শ্রীপাদ [illegible] অঞ্চলের পোষ্টমাষ্টার শ্রীযুক্ত [illegible] চক্রবর্ত্তী, শ্রীচৈতন্যমঠের মঠরক্ষক শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী, ডাক্তার শ্রীপাদ [illegible]কান্ত ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ [illegible] ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ বীরকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ [illegible] ব্রহ্মচারী, শ্রীযুক্ত কুমারনাথ রায়, শ্রীপাদ পূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ [illegible] ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ মুকুন্দবিনোদ দাসাধিকারী শ্রীপাদ [illegible] কারী, শ্রীপাদ [illegible] দাসাধিকারী শ্রীযুক্ত সত্যরঞ্জন সেন এম, এ, উপদেশক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গো[illegible] দাস ব্রহ্মচারী ব্যাকরণতীর্থ এবং পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শচীশ চন্দ্র কাব্য ব্যাকরণ-সাংখ্য বেদান্ত ষড়্দর্শনতীর্থ সুদর্শনবাচস্পতি প্রভৃতি পরবিদ্যাপীঠের অধ্যাপকগণ ও ছাত্রগণ সকলেই তৎস্থানে উপস্থিত ছিলেন। পরবিদ্যাপীঠের ছাত্রগণ সুমধুর কণ্ঠে সুস্পষ্টভাবে "সংসার দাবা-নললীঢ়লোকত্রাণায়" প্রভৃতি গুর্ব্বষ্টকটী সম্পূর্ণরূপে সুর-তান-লয়-সংযোগে মৃদঙ্গবাদ্য সহকারে গান করিয়া শ্রীহরিনাম সংকীর্ত্তন করিলেন। সমাগত মাড়োয়ারী ভদ্র-মহোদয়গণ উৎকর্ণ হইয়া কর্ণদ্বারে শ্রীহরি-নামামৃত পান করিতেছিলেন। কীর্ত্তন-সমাপ্তির পর তাঁহারা নাট্যমন্দিরে উপবেশন করিলে শ্রীল প্রভুপাদ তথায় আগমন করিলেন। শ্রীল প্রভুপাদকে সমাগত দেখিয়া মাড়োয়ারী ভদ্রলোকগণ এবং অন্যান্য সকলেই সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক প্রভুপাদের শ্রীপাদপদ্মে সাষ্টাঙ্গে প্রণত হইলেন এবং তদীয় পদরজঃ সর্ব্বাঙ্গে মাখিয়া লইয়া উপবেশন পূর্ব্বক প্রভুপাদের নিকট দুই একটী প্রশ্ন করিলেন। প্রভুপাদও তাহার যথাযথ সদুত্তর প্রদান করিলে মাড়োয়ারী ভদ্রলোকগণ বিশেষ সন্তুষ্ট হইলেন। প্রভুপাদ সহ তাঁহাদের কথোপকথন সময়ান্তরে প্রকাশিত হইবে।

সন্ধ্যা সমাগত হইতে বিলম্ব নাই দেখিয়া এবং গঙ্গাপারে কুলিয়ায় তাঁহাদের ভজন কুটীরে তাঁহাদিগের রাত্রি-যাপন করিতে হইবে বলিয়া তাঁহারা প্রভুপাদের নিকট বিদায় প্রার্থনা করিলেন। শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভু তাঁহাদিগকে মহাপ্রসাদ দিবার অভিলাষ করিলে রামকুমার বাবু এবং তাঁহার সঙ্গীগণ সমস্বরে বলিয়া উঠিলেন,—"এই ত, মহাপ্রসাদ, এই প্রসাদই আমরা পাইলাম" এই বলিয়া শ্রীল প্রভুপাদের পদরজঃ উভয় [illegible] তুলিয়া লইয়া অধরে স্পর্শ করাইয়া [illegible] করিলেন। তৎপরে সকলেই [illegible] সম্মান পূর্ব্বক শকটে আরো[হণ করিয়া] কুলিয়া অভিমুখে যাত্রা করিলেন। [illegible] পথিমধ্যে শ্রীঅদ্বৈত ভবন, শ্রীবাস [illegible] শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মস্থলী শ্রীযোগপীঠ [illegible] অন্যান্য দর্শনীয় স্থানসমূহ শ্রীপাদ [illegible] ভাগবতভূষণ ও শ্রীপাদ [illegible] ভক্তিগুণাকর প্রভুদ্বয় কর্ত্তৃক [illegible] হইয়াছিল।

গীতায় কর্ম্মযোগ

গীতায় কর্ম্মের কথা বলিতে গিয়া ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন,—কেহ ক্ষণকালও কর্ম্ম না করিয়া থাকিতে পারে না। অশুদ্ধ চিত্ত পুরুষ শাস্ত্রীয় কর্ম্ম ত্যাগ করিয়াও প্রকৃতিসিদ্ধ গুণ দ্বারা উত্তেজিত হইয়া অস্বতন্ত্ররূপে ব্যবহারিক কর্ম্মাদি করিতে থাকে। কর্ম্ম শাস্ত্রবিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান না করিলে নৈষ্কর্ম্ম্য অর্থাৎ জ্ঞাননিষ্ঠা হয় না। হরিতোষণার্থ নিষ্কাম কর্ম্মকে 'যজ্ঞ' বলে। সেই যজ্ঞ উদ্দেশ্যে যাহা করা যায়, তদ্ব্যতীত অন্য যত কর্ম্ম, তৎসমুদয়ই কর্ম্ম-বন্ধন বলিয়া জানিতে হইবে। অতএব যজ্ঞার্থ সমুদয় কর্ম্মের আচরণ কর। কামনার উদ্দেশে হরিতোষণার্থ কর্ম্মও বন্ধনহেতু হয়, অতএব কর্ম্মফলাকাঙ্ক্ষারহিত হইয়া ভগবৎতুষ্টির জন্য কর্ম্ম করাই গীতার উদ্দিষ্ট কর্ম্ম।

অনেকের ধারণা এই যে, 'নিষ্কাম কর্ম্ম' অর্থে নিজের কোন কামনা না থাকা অর্থাৎ রোগীকে ঔষধ প্রদান করা, অন্নার্থীকে অন্ন দান করা, বস্ত্রার্থীকে বস্ত্র প্রদান করা, কলেরা, প্লেগ, মহামারীতে লোকের শুশ্রূষা করা, কন্যাদায়গ্রস্তের কন্যার বিবাহ দিয়া দেওয়া ইত্যাদি কর্ম্মগুলিতে যখন আমাদের ব্যক্তিগত স্বার্থ কিছুই নাই, তখন ঐ সকল কর্ম্মই নিষ্কাম।

বিশেষ বিচার করিয়া দেখিলে বুঝা যায়, ঐ সকল কর্ম্ম 'নিষ্কাম' বলিয়া আপাত-প্রতীত হইলেও তৎসমুদয় ভগবত্তোষণ উদ্দেশ্য করে না, কিন্তু তদ্দ্বারা কিছু পুণ্য সঞ্চয় হইয়া থাকে মাত্র—যাহাকে বেদবা-দগণ পুরস্কার করিয়া থাকেন।

পুণ্যফলে স্বর্গলাভ করিয়াই বা কি হইবে? ভোগী ব্যক্তি নিষ্কাম-কর্ম্মের অভিলাষ স্বর্গকামী হইয়া পুণ্য সঞ্চয় করিয়া থাকে। তাহার প্রচ্ছন্ন ভাব কিন্তু ভগবান ধরিয়া ফেলিয়াছেন। তিনি বলেন,—ওহে পুণ্যকামি, তুমি দিব্য ভোগ সকলের বাঞ্ছা কি ভাল মনে কর? সাবধান তাহাতে প্রলুব্ধ হইও না। লোকে দেব-লোকে পুণ্যলভ্য দিব্য ভোগসকল প্রাপ্ত হয়। পরে সেই প্রচুর সুখজনক স্বর্গ ভোগ করিয়া পুণ্যক্ষয় হইলে পুনরায় যে মর্ত্ত্যে আসিতে হইবে, সে কথা বিস্মৃত হইয়া যায়। কামকামী ব্যক্তির পুনঃ পুনঃ গতাগতির শেষ নাই।

গীতায় পুনঃ পুনঃ কর্ম্মের কথা উল্লিখিত হইয়াছে, কিন্তু সে সকল কর্ম্মই—ভগবৎ-কর্ম্ম। যথা,—

"যৎকরোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎকুরুষ্ব মদর্পণম্॥"
৯।২৭

"মৎকর্ম্মকৃৎ মৎপরমো মদ্ভক্তঃ সঙ্গবর্জ্জিতঃ।
নির্ব্বৈরঃ সর্ব্বভূতেষু যঃ স মামেতি পাণ্ডব॥"
৫৫

"যে তু সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরাঃ।
অনন্যেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে॥
তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ।
ভবামি ন চিরাৎ পার্থ ময্যাবেশিতচেতসাম্॥"

অর্থাৎ যাহা কর, যাহা ভোগ কর, যাহা হবন কর, যাহা দান কর, যে তপস্যা কর, সে সমুদয়ই আমাতে অর্পণ কর। কর্ম্ম অন্য সঙ্কল্প সহকারে কৃত হইয়া গেলে ব্যবহারিক মতে কর্ম্মজড় লোকেরা অবশেষে যে আমাকে অর্পণ করে, তাহা কিছুই নয়, কেবল ফাঁকি। কর্ম্মকেই মূলে আমাতে অর্পণ করিতে হইবে। যিনি আমার কর্ম্মই করেন অর্থাৎ যাঁহার দ্বারা আমার সেবা করেন, কর্ম্ম-জ্ঞান ফলাকাঙ্ক্ষা-বর্জ্জিত হইয়া সর্ব্বতোভাবে আমার ভক্তির আলোচনা করেন এবং সর্ব্বভূতে প্রীতি সদয় হন, তিনি এই শ্রীকৃষ্ণরূপ আমাকে লাভ করেন। যাঁহারা সমস্ত শারীরিক ও সামাজিক কর্ম্মকে অথবা লৌকিক ও বৈদিক কর্ম্মকে আমার ভক্তির সম্পূর্ণরূপে অধীন করিয়া স্বীকার করেন এবং মৎ-সম্বন্ধী অনন্যভক্তিযোগ দ্বারা আমার নিত্য বিগ্রহের ধ্যান ও উপাসনা করেন, সেই মদাবিষ্টচিত্ত পুরুষদিগকে আমি অতি শীঘ্রই মৃত্যুসংসারসাগর হইতে উদ্ধার করিয়া থাকি। অন্যকর্ম্মকারীর উদ্ধারাশা বৃথা।

সাধুদর্শন

সংসারে সাধু ও অসাধু-ভেদে দুই শ্রেণীর মানব বাস করেন। যাঁহারা সৎ বা নিত্যবস্তু শ্রীভগবানের সেবাকেই জীবনের একমাত্র কৃত্য জানিয়াছেন এবং সেই নিত্য সেব্য-বস্তুর সেবা ও সঙ্গে সঙ্গে ভগবানের সেবকগণের সেবা করেন, তিনিই—সাধু। আর যিনি এই সংসারে জড়েন্দ্রিয়ের সুখভোগকে সার করিয়াছেন ও সঙ্গে সঙ্গে অসাধু বস্তুতে সারজ্ঞানকারী জনগণের সঙ্গে বসবাস করিয়া সজ্জন-সঙ্গকে সার জানিতে পারেন নাই, সেই সাধু ও সাধুসেবা বিরাট বস্তুর সেবাবিমুখ ব্যক্তিই—অসাধু।

সংসারকূপকে সার-জ্ঞানকারী জনগণ সংসারকূপে প্রমত্ত থাকিলেও সংসারপতি ভগবান্ তাহাদিগকে নিজের প্রভাব জানাইতে কৃপণতা করেন না। কেননা, নিজেকে জানান সর্ব্বহৃদয়াভ্যন্তরগামী নারায়ণের স্বভাব।

নারায়ণ-বিমুখগণ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত, বিদ্বেষী ও বালিশ। যাহারা সর্ব্বসেব্য নারায়ণকে উপাস্য জানিয়াও উপাসনা-বিরত, তাহারাই বিদ্বেষী। আর যাহারা স্বীয় অজ্ঞতাবশতঃ অথবা দুর্ভাগ্যক্রমে নারায়ণ-পর সাধুদের অপাদের সঙ্গ জীবনেও লাভ করেন নাই, তাহারা নারায়ণ মাহাত্ম্য অবগত হইতে পারেন নাই। এই বালিশগণের [illegible] অন্তর্যামী ভগবানের স্বাভাবিকী [illegible] বিশ্বস্রষ্টার মাহাত্ম্য জ্ঞান-[illegible] উদিত হয়। সেই স্বভাববশে

উক্ত লোকগণের মধ্যে কেহ কেহ সজ্জনের সঙ্গ প্রভাবে সাধু হন। আবার সজ্জনাসক্ত জনগণের মধ্যে দৈবাৎ কাহারও ভাগ্যে প্রকৃত সাধুর দর্শন লাভ হয়।

চিদানন্দ ভগবদ্ভক্তগণ যদৃচ্ছাক্রমে অনন্তকাল বিচরণ করেন। সাধারণ জীবগণের ভ্রমণ, আর সজ্জনগণের বিচরণ এক নহে। নারায়ণ-পরায়ণগণ নারায়ণের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়া নরলোকে নারায়ণসেবার প্রতিষ্ঠা করেন। সুতরাং তাঁহারা দুঃখীদের কোনও প্রকার বাধা-বিঘ্ন কোন স্থলে উপরোধ-অনুরোধে কোথা ও গমনাগমন করেন না। স্বীয় ইষ্টদেব-সেবাভিলাষ চিত্তে বদাচিৎ কোথাও কিছুকাল অবস্থান করেন, আবার কোথাও বা দর্শন দিয়াই চলিয়া যান। সুদুর্লভ সজ্জনগণের এই সঙ্গ সকলের ভাগ্যে লাভ হয় না। কেননা, অনেকে হয়ত তাঁহাদিগকে সাধারণ অজ্ঞাতকুলশীল জানিয়া উপেক্ষা করে। আবার হয়ত কেহ তাঁহাদিগকে সাধারণ বা নিক সাধু জ্ঞানে বিদ্রূপ করে। তবে অতিবড় ভাগ্যবান সজ্জনগণের কৃপায় তাঁহাদিগকে সজ্জন বলিয়া জানিতে পারেন।

আমরা সাধারণ জীব। আমরা অনেক সময় কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়া সাধু দর্শন করিতে যাই; উদ্দেশ্য, সাধুর নিকট হইতে দেহ-রোগাদির নিরাময়কারক ঔষধ লাভ অথবা শত্রুবর্গের বিনাশসাধনোদ্দেশ্যে প্রক্রিয়া-শিক্ষা। সুতরাং যিনি বুজরুকি না জানেন, তিনি আমাদিগের বিচারে সাধুই নহেন। আবার অনেক সময় যাহারা আমরা, শাস্ত্রের কিছু কিছু অংশ নিজ নিজ বিচারে পাঠ এবং কণ্ঠস্থ করিয়া শাস্ত্রজ্ঞাভিমানে প্রমত্ত, তাহারা সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ সাক্ষাৎ মুক্তপুরুষ সাধুগণকে পরীক্ষা করিবার জন্য সাধু-দর্শনে যাই। কিন্তু ফলকালে গলফল লইয়া ফিরিয়া থাকি। কারণ, সাধুগণ—অমানী মানদ। তাঁহারা আমাদের ভগবানকে নিজাধীন করিয়াও তৃণাদপি সুনীচ হইয়া থাকেন। তাহা ছাড়া সর্ব্বান্তর্যামীর অন্তর্যামী সাধুগণ, আমার ন্যায় দাম্ভিকের দর্শন দেন। মনোভাব অবগত হইয়া বিজ্ঞাভিমানী আত্মকে সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ বলিয়া সম্মান দেন।

ন্যায় বাগ্‌কোলাহলকারী কেমদনা গাধা পণ্ডিতের সহিত আলাপে ভজন বাধা হইবে জানিয়া ভজনানন্দী সাধুগণ আমাকে অমানী ভজনে? নিজ বলিয়া নিজেরা ভগবদ্ভজনে নিযুক্ত থাকেন।

আবার আমরা কেহ কেহ সাধু-দর্শনে স্ত্রীপুত্র দিয়ে আপনাদিগকে অনাসক্ত জন বলিয়া বিরক্তকুলচূড়ামণি সাধুগণের নিকট আত্ম-মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করি। কিন্তু হরিবিষয়কীর্ত্তনকারী যে হইল বিষয়ের আসক্ত, তাহা না বুঝিয়া ভগবন্মাহাত্ম্যকীর্ত্তনকারীর ভগবৎপ্রীতি কথা উপলব্ধি করিতে পারি না। কোথায় সর্ব্বদা কীর্ত্তনীয় কৃষ্ণনামকীর্ত্তনকারী সাধু, আর কোথায় আমি অনাদিকাল হইতে অনাত্মবস্তুকীর্ত্তনীয় আমি। আমার মুখে আমার মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া স্ত্রীপুত্রাদিকে অত্যধিক আসক্ত আমাকে তাহাঁরা কৃপা প্রদর্শনমুখে সজ্জনগণ বাস্তবিক কাম্য কারিয়া সজ্জনগণকে বিষয়েই আসক্ত থাকিবার অবকাশ প্রদান করেন।

অ ... দুর্ভাগ্যের ভাগ্যে বিমুখতার ... হায়! হায়! সর্ব্বদা সেবোন্মুখ সাধুগণের দর্শন কোথায়, আর আমার ভগবদ্‌বিমুখ হইয়া নিয়ত আমিনে, না, তাহা না হইবা আমার অদৃষ্টের দোষে উন্মুখতায় বিমুখত আসিল। সাধুগণ পাকশক্ত নহেন, আমার ন্যায় জড়াপেক্ষ আত্মাভিমানী নহেন, বিষয়দর্শী নহেন ভ্রান্ত নহেন, ভোগপ্রমত্ত নহেন, শুষ্কত্যাগী নহেন, তাহা বুঝিতে না পারিয়া বৈকুণ্ঠপ্রেমের দর্শন লাভের পরও আমাকে কুণ্ঠা বাক্যেই থাকিতে হইল। ওহে চিদানন্দ ভগবানের অপ্রাকৃত সজ্জনগণ, আপনারা আমার ন্যায় অসতের অজ্ঞান বিদূরিত করুন—আপনাদের সুদর্শনে আমার কুদর্শনকে ধ্বংস করিয়া লোকোন্নতিধা দেহগেহে অবোধ্য আপনাদিগের অভয় পাদপদ্মে নিত্য রতি প্রদান করুন। আপনারা কৃপা করিয়া যদি আপনাদিগের শ্রীপাদপদ্মের নখকোণ-শোভা পরিদর্শন করান, তাহা হইলে এই হতভাগ্য ভাগ্যহীনতাকে চিরতরে দূরে ফেলিয়া সুসৌভাগ্য লাভ করিতে পারে। আপনাদিগের দর্শন যাঁহারা লাভ করেন, তাঁহারা সঙ্গে সঙ্গে আপনাদিগের আরাধ্য বস্তুর দর্শন পান। আপনারা ভগবান ব্যতীত আর কিছুই জানেন না, আর ভগবান্‌ও আপনাদিগকে ব্যতীত আর কাহাকেও জানেন না। অতএব আপনাদের কৃপাই কৃষ্ণদেবের কৃপা।

স্বদেশে ফিরিয়া চল

(বঙ্কিমচন্দ্র দাসাধিকারী)

বর্ত্তমান সময়ে চারিদিকে সকল মুখে প্রায় কংগ্রেস, স্বায়ত্তশাসন, স্বরাজ, স্বাধীনতার কথাগুলি শুনিতে পাওয়া যায়। কংগ্রেস—দেশনায়কগণের মিলনমন্দির। দেশবাসিগণের সুস্বচ্ছন্দতা লাভের উপায় নির্দ্ধারণ করিতে, দুঃখ-দারিদ্র্য, অভাবের হাত হইতে পরিত্রাণ লাভের পরামর্শ করিতে, কৃষি,শিল্প,বাণিজ্য, অর্থনীতি প্রভৃতি বিষয় আলোচনা করিতে এখনকার দিনের প্রতিভাশালী মনীষিগণ উর্ব্বর মস্তিষ্ক আলোড়ন করিয়া নব নব পন্থা আবিষ্কার করিতেছেন। 'যে যত্র কল্প কুলশীল...' তত্র নিবসতঃ।' দেশের জনগণের নানা মত। এত জনের বুদ্ধিমত্তা অপরের যুক্তিকে খণ্ড হইয়া পড়িতেছে। এই বহুজনের চিন্তাস্রোত, প্রেরণা পন্থা পরস্পরে পরিবর্ত্তিত হইয়া পুরাণ পরিত্যাগ করিয়া নব প্রণালীকে পরমাদরে পোষণ করিতেছে। এইরূপ চঞ্চল পরিবর্ত্তনশীল মতবাদ লইয়া মরণশীল মানবের কি মঙ্গল সাধিত হইবে? আর্য্যঋষিগণ সকলের শ্রেয়োলাভের জন্য যে উপায় নির্দ্ধারণ করিয়া গিয়াছেন, তাহা অবলম্বন করিলে সকল-নিকাশকর ত্রিতাপতাপিত সংসারে শান্তিলাভ করিতে পারা যায়।

যা চিন্তা ভুবি পুত্রপৌত্রভরণ-
ব্যাপারসম্পাদনে
যা চিন্তা ভুবিধনধান্যগণা
... সদা পশ্যতে।
সা চিন্তা যদি নন্দনন্দনপদ-
দ্বন্দ্বারবিন্দে ক্ষণং
কা চিন্তা যমরাজ-ভীমসদন-
দ্বার প্রয়াণে প্রভো।

অচিন্ত্য বস্তুকে প্রণাম পরিত্যাগ করিয়া শ্রীচৈতন্যচরণে অনুরাগী হইলে 'তেষাং শান্তিঃ শাশ্বতী নেতরেষাম্‌।' কোন অভাব থাকিবে না, অনন্ত আনন্দ লাভের অধিকারী হইবে।

স্বায়ত্ত শাসন,—নিজের আয়ত্তে শাসন ভার থাকা, অর্থাৎ আমি কাহারও দ্বারা শাসিত হইতে চাহি না। কার্য্যাকার্য্য ভালমন্দ বিচার করিয়া কেহ আমার উপর কর্তৃত্ব করিতে পারিবে না। অর্থাৎ আমি যথেচ্ছাচারী। কিন্তু ... অত্যাচার হইতে রক্ষা পাইবার জন্য যদি কোন নিয়ম প্রণালীর বাধ্য হইয়া চলি, তাহা হইলে বাধ্য-বাধকতাদোষে স্বাধীনতার হানি হইল। মনোধর্ম্মচালিত হইয়া সুখলাভের আশায় যাহাই করি, অপ্রীতিকর কিছুই চাহি না। ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়গুলি সংগ্রহের জন্য স্ত্রীপুত্র-পরিজন আমার অধীন হইবে। তাহা হইলে কতকগুলি লোকের উপর আমার কর্তৃত্ব চাই। তাহা হইলে তাহাদের প্রত্যেকের স্বাধীনতা, স্বরাজ পাওয়া হইল না।

আমি এখন যাহার শাসনাধীন আছি, যিনি আমার কর্ম্মফলদাতা, দণ্ডবিধাতা, তিনি কি আমাকে অনুগ্রহ করিয়া স্বায়ত্তশাসন দিবেন? না আমি তাঁহার উপর শক্তি সঞ্চালন করিয়া তাঁহাকে পরাজিত করিয়া স্বরাট্‌ হইব? তাহা হইলে আমার কর্তৃত্ব চাই, প্রথমে পরিবারবর্গের উপর প্রতিবাসী, গ্রামবাসী, দেশবাসীর উপর, ক্রমশঃ পৃথিবীর উপর, ত্রিলোকের উপর, সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের উপর, শেষে বিশ্বপ্রবাসনন্দন রাবণের মত সর্ব্বশক্তিমান্‌ ভগবানের উপর কর্তৃত্ব চাই। তাহা না হইলে আমার স্বায়ত্ত-স্বাধীনতা-লাভের প্রয়াস বৃথা হইয়া যায়।

শোক, মোহ, জরা, মৃত্যুর অধীন কর্ম্মফলভোগী ক্ষুদ্র জীব আমি প্রকৃতির বশ; শত শত আশাপাশে বদ্ধ হইয়া নানাবিধ যন্ত্রণা ভোগ করিতেছি। আমার উচ্ছৃঙ্খলতাকে শাসন করিবার জন্য গুরুরূপে ভগবান অবতীর্ণ। সর্ব্বনিয়ন্তা ভগবান একমাত্র স্বরাট্‌ পুরুষ।

কুবুদ্ধি বশতঃ আমি তাঁহার আসন লইবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছি। অহঙ্কারবিমূঢ় হইয়া আপনাকে কর্ত্তা মনে করিয়াছি। পদে পদে প্রকৃতির অধীন হইয়া ভোক্তা কর্ত্তা সাজিয়াছি। আপনার দেশ ভুলিয়া পরদেশে ... আসিয়া প্রমত্ত হইয়াছি। ... বিকারগ্রস্ত ... দেখিয়া দীনজনবন্ধু ... ডাকিয়া বলিতেছেন,—'সকলে ... তুমি অমৃতের পুত্র ... তোমার নিজ সম্পত্তি, ... আমার ... নিত্য ... স্বদেশে ... তোমার ... কোন অভাব থাকিবে না।

হে সাধব,সকলমেব বিহায় দূরাৎ।
চৈতন্যচন্দ্রচরণে কুরুতানুরাগম্‌।

মহাপ্রভুর শিক্ষা

(গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রভুর বক্তৃতার মর্ম্ম)

[পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর]

আমরা মহাপ্রভুর চরিত্রে আর একটী বিষয় দেখতে পাই,—বর্ত্তমান কালে যাঁরা অদ্বৈতাচার্য্যকে ঈশ্বর-রূপে স্থাপন ক'রে, রাজার নিকট তাঁ'র অভাব জানিয়ে ঋণ পরিশোধের জন্য টাকা যাচ্ঞা ক'রেছিলেন। বিশ্ব মহাপ্রভু তা শুনে বল্লেন, উনি বাউল-মত। নারায়ণে দারিদ্র্য কিরূপে হয়?—যিনি লক্ষ্মীপতি, যিনি, তিনি দরিদ্র হন কিরূপে? দরিদ্র এবং নারায়ণ—এ দুটী কথা পরস্পর বিরোধী। 'দরিদ্র-নারায়ণ' কথাটী 'সোনার পাথর বাটী' বলার ন্যায় ভ্রমপূর্ণ; ইহা কখনই হ'তে পারে না। মহাপ্রভু জগতে ইহা শিক্ষা দিয়েছেন।

ছোট হরিদাসের দ্বারা মহাপ্রভু আমাদিগকে আর একটী শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি জানালেন,—সন্ন্যাসত্যাগের অভিনয় ক'রে যদি কেহ গোপনে গোপনে পাপাচার করেন, তবে তাঁ'র মুখ দর্শন করতে নাই। ছোট হরিদাসের দ্বারা তিনি কি আদর্শ দেখালেন? মাধবীদেবী পরমা ভক্তিমতী বৃদ্ধা ... তাঁ'র নিকট হ'তে হরিদাস

[illegible]গবানাচার্য্যের আদেশে মহাপ্রভুর সেবার [illegible] কিছু সরু চাউল এনেছিলেন। প্রভু ভোজনের সময়ে উত্তম অন্ন দেখে [illegible]বান্ আচার্য্যকে এরূপ উত্তম চাউল [illegible] কোথায় পেলেন জিজ্ঞাসা করলেন। [illegible]বান্ আচার্য্য উত্তরে বল্লেন—ছোট [হরি]দাস মাধবী দেবীর নিকট হ'তে মেগে [এ]নেছেন। ভোজনান্তে মহাপ্রভু নিজগৃহে [গি]য়ে গোবিন্দকে ডাক দিয়ে বল্লেন, "গোবিন্দ, আজ থেকে হরিদাসের দ্বার [মা]না, উহাকে এখানে আর আসতে দিবে না, ওর মুখ আর আমি দেখ্‌ব না।" স্বরূপ গোস্বামী, পরমানন্দপুরী প্রভৃতি সকলে হরিদাসকে ক্ষমা করবার জন্য প্রার্থনা করলেও মহাপ্রভু কি আদর্শ দেখালেন? যাঁরা পরমহংসের বেষ ধারণ করবেন—জগতের আচার্য্য হ'বেন, তাঁদের চরিত্রে কোন প্রকার দোষ থাকতে পারবে না, 'বিন্দুমাত্র দোষ থাকলে তাঁদের মুখে হরিনাম হ'বে না।' এক বৎসর পরে হরিদাস প্রয়াগে প্রাণত্যাগ করলে মহাপ্রভু তা' শ্রবণ ক'রে বল্লেন—'প্রকৃতি দর্শন কৈলে এইত প্রায়শ্চিত্ত।' 'প্রকৃতি দর্শন' মানে—অর্থাৎ আমার ভোগ্য—এরূপ জ্ঞান। যারা জগৎকে ভোগ্য-দৃষ্টিতে দর্শন করে, তাহাদিগকে অসৎজ্ঞানে তাঁদের সঙ্গ পরিত্যাগ করবার আদর্শ মহাপ্রভু আমাদিগকে শিক্ষা দিলেন।

যদিও কপটতাপূর্ব্বক অবৈধ স্ত্রীসঙ্গও [ছিল] না, অন্তরের মাত্র, তথাপি বৈষ্ণবের ত্রিগুণাতীত, অপ্রাকৃত পরমোচ্চ আসন বুঝবার জন্য এবং ভাবিকালের প্রাকৃত সহজিয়া প্রভৃতি উপধর্ম্ম ও অপধর্ম্মযাজী নারকিগণের ব্যবহার যে নিতান্ত অনর্থাভাবে গঠিত ও শুদ্ধবৈষ্ণবধর্ম্মের সম্পূর্ণ বিপরীত ও স্বতন্ত্র, তা, বুঝাবার জন্য মহাপ্রভু আজ নিজভক্তসজ্জ [হ]রিদাসকে দণ্ডপ্রদান করলেন। শ্রীমাধবী দেবী—উচ্চ অধিকারিণী মহাভাগবত; তাঁর নিকট তণ্ডুলভিক্ষা-গ্রহণ হরিদাসের ন্যায় প্রভুপার্ষদের অবৈধকার্য্য না হ'লেও ভবিষ্যতে ঐ প্রকার উদাহরণ বা আদর্শে তাহার চেষ্টা প্রদর্শন ক'রে অনেকে শাঠ্য ও কাপট্য বিস্তার পূর্ব্বক কামজনোচিত অবৈষ্ণব-মত প্রচার করতে পারে [illegible] নিবারণের জন্য জগদ্‌গুরু [illegible] ভগবানের এই হরিদাস-দণ্ড[illegible] [illegible] অসামান্য [illegible] কাল[illegible] তৎপরতা বুঝে [illegible] [illegible]দণ্ড বিধান ক'[রে] [illegible] দয়ার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করলেন।

মহাপ্রভু কর্ত্তৃক ছোট হ[রিদাসের] দণ্ড-প্রদান-লীলা দ্বারা শুদ্ধ ভজনেচ্ছু সাধকগণ এই কয়টী শি[ক্ষা লাভ] করবেন—

(১) ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর [illegible] প্রতি পরম কারুণিক হ'য়ে [illegible] ছোট হরিদাসকে প্রকাশ্যভাবে ত্যাগ করলেন। যদি প্রভু তাঁ'কে ত্যাগ না করতেন, তা' হ'লে অবৈধভাবে প্রশ্রয় পেয়ে কলিকালের কপট জীব প্রাকৃত সহজিয়া প্রভৃতি অন্তরীয় অপধর্ম্ম ও উপধর্ম্মকে বৈষ্ণবধর্ম্ম জ্ঞান ক'রে নরকে পচ্‌তে থাকত, তাতে প্রভুর করুণা হ'ত না।

(২) প্রচারকারী বৈষ্ণবাচার্য্যের আর ও আচারকারী ভক্তের আসন কিরূপ হওয়া উচিত, এই দণ্ডপ্রদানোপলক্ষে প্রভু তা' সর্ব্বসাধারণকে উপদেশ দিলেন।

(৩) শুদ্ধ, সরল ও নিষ্কপটজীবন হ'য়ে ভগবদ্ভক্তের যেরূপ গৌর-দাস্য করা কর্ত্তব্য, মহাপ্রভু জীবকে সেইরূপ প্রকৃত বিষয়-ভোগ-ত্যাগরূপ 'বৈরাগ্য' শিক্ষা দিলেন।

(৪) প্রভুর নিজ ভক্তগণের সুনির্ম্মল চরিত্র যে কত উচ্চ ও লোভনীয় আদর্শস্থল এবং শুদ্ধ ভক্তগণকে তিনি যে কিরূপ নিজ-জন-জ্ঞানে গ্রহণ করেন আর কৃষ্ণেতর-বিষয়ানুরাগের ছায়াতে যে কিরূপ বিষময় ফল উৎপন্ন হয়, তা' প্রভু প্রদর্শন করলেন।

(৫) হরিদাসের প্রতি প্রভুর দণ্ড-বিধানরূপ অমন্দোদয়-দয়া এবং প্রভুর প্রতি হরিদাসের সেবা-বুদ্ধি বা গাঢ় অনুরাগ কত অধিক পরিমাণে ছিল, তা' দেখাবার জন্য তাঁ'র সামান্য ত্রুটীও প্রভু সহ্য করতে প্রস্তুত ছিলেন না। প্রভুর গাঢ় অনুরাগের পাত্র হ'তে বাঞ্ছা করলে ভজনেচ্ছুগণ সকল প্রকার ঐহিক-ইন্দ্রিয়সুখলালসা সর্ব্বতোভাবে ত্যাগ করবেন, নতুবা গৌরহরি তাঁ'কে গ্রহণ করেন না।

(৬) ভেকধারী সাধক বৈষ্ণব যদি ভোগ্য-বুদ্ধিতে ইচ্ছা পূর্ব্বক স্ত্রীলোক দর্শন করেন, তা' হ'লে অপরাধাদি মজ্জিত ও মুক্ত হ'য়ে স্বকৃত ও সংগীত লাভের জন্য প্রয়াগাদি বিষ্ণুতীর্থে দেহ ত্যাগ করাই তাঁ'র প্রায়শ্চিত্ত।

(৭) লোক-শিক্ষার জন্য নিজ ভক্ত হরিদাসকে গ্রহণ না করার পরে তাঁ'র মুখে কৃষ্ণকীর্ত্তন-শ্রবণরূপ সেবা স্বীকার ক'রে প্রভু নিজ ভক্ত ব'লে তাঁ'কে গ্রহণ করলেন।

ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর তাঁ'র সমস্ত শিক্ষার সার-মধ্যে নামভজন উপদেশ ক'রেছেন। তাঁ'র শিক্ষা শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর একটী শ্লোকে ব'লেছেন,

> আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশতনয়স্তদ্ধাম
> বৃন্দাবনং
> রম্যা কাচিদুপাসনা ব্রজবধূবর্গেণ
> যা কল্পিতা।
> শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং প্রেমা
> পুমর্থো মহান্
> শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং তত্রাদরো
> নঃ পরঃ॥

ভগবান্ ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র আরাধ্য। জগতে অনেকে অনেক প্রকার আরাধনার কথা; কেহ বা মৎস্য, কেহ বা কৃষ্ণ, কেহ বা বরাহ, কেহ বা নৃসিংহ আদি, কেহ কেহ অন্য দেবদেবীর আরাধনার কথাও ব'লেছেন; কিন্তু বাহ্যাভ্যন্তরীণ সহ শ্রীকৃষ্ণের আরাধনাই মহাপ্রভুর শিক্ষা। 'বুদ্ধ' এবং 'ভাগবত' কি? যেখানে বাহুল্য নাই, সমস্ত সাহিত্য পূর্ণভাবে বিরাজিত। আমরা যখন আমাদের নিজ নিজ জড়োন্মুখ বুদ্ধিকে সম্বল ক'রে উপাসনা-প্রণালী বিচার করতে যাই, তখন আমাদের মনে হয় এবং অনেক শিক্ষিত সম্প্রদায়ও ব'লে থাকেন, এই রাধাকৃষ্ণ-ভজন বড়ই অশ্লীলতাপূর্ণ। কারণ, কৃষ্ণ অন্যের পত্নী স্ত্রীসকলের হরণ ক'রে লাম্পট্যের পরিচয় দিয়েছেন। রামচন্দ্র একপত্নীব্রত, সুতরাং রাধাকৃষ্ণের ভজন অপেক্ষা রাম-সীতার ভজন শ্রেষ্ঠ। কেহ কেহ আবার রাম ও কৃষ্ণকে মনে ক'রে লক্ষ্মী নারায়ণের উপাসনাকেই শ্রেষ্ঠ মনে করেন। আবার লক্ষ্মী-নারায়ণেও স্ত্রীভাব আছে বিচার ক'রে তার চেয়ে একল বাসুদেবের উপাসনাকেই শ্রেষ্ঠ মনে করি। তখন লক্ষ্মীবিবর্জ্জিত যে বাসুদেব—গীতার উপদেশক যে কৃষ্ণ, তাঁ'র উপাসনা করা উত্তম বিবেচনা করি। আবার কেহ কেহ বল্‌ছেন,—একেবারে নির্ব্বিশেষ নিরাকার ক'রে দিলেই ভাল হয়, তার উপর আবার কেহ কেহ একেবারে শূন্য ক'রে দিতেও চাই। এইরূপে আমরা আরোহপন্থায় বিচার করতে গিয়ে নানা জনে নানা মত প্রকাশ ক'রে থাকি।

শ্রৌতপন্থায় [illegible] বরতে গিয়ে আমরা দেখ্‌তে পাই, যাঁ'র পরিপূর্ণ স্বতন্ত্র-ইচ্ছা আছে, তিনিই অখণ্ড বস্তু ও সকলের প্রভু। আমরা খণ্ড জীব, আমাদের স্বতন্ত্র ইচ্ছা আছে, থাকলেও তা' পরিপূর্ণ নয়। ধরুন, আমরা এখন অমূল্য বাবুর বাড়ীতে আছি, কিন্তু এখন আমরা কেহ আমাদের নিজ নিজ বাড়ীতে অবস্থিত নই, আমরা ক্ষুদ্র জীব বলে এটা আমাদের প্রতি সম্ভবপর, কিন্তু কৃষ্ণ পূর্ণ শক্তিমান্ পুরুষ, অধোক্ষজ—বিভুবস্তু বলে তিনি একই সময়ে এখানে থাকতে পারেন, আবার বিশ্বের সর্ব্বত্র থাকতে পারেন। দৃশ্যাদৃশ্য যা' কিছু বস্তু, সমস্তই তাঁ' হ'তে উৎপন্ন, তিনি সমস্ত বস্তুর মালিক ও একমাত্র ভোক্তা। কৃষ্ণ—পরিপূর্ণ স্বতন্ত্র পুরুষ, লাম্পট্য একমাত্র কৃষ্ণতেই থাকবে—তাঁ'র বস্তু তিনিই ভোগ করবার অধিকারী। জীব কৃষ্ণের ভোগ্য বস্তু, ভোগ করবার অধিকারী নয়। আমরা ভোগের অনধিকারী হ'য়েও জগতের সমস্ত বস্তুকে ভোগ করবার ভুল ধারণা অন্তরে পোষণ ক'রে ভোগ করতে গিয়ে সেই সেই বস্তুর অধীন হ'য়ে পড়্‌ছি। কুকুর মানুষ ভোগ করতে গিয়ে কুকুরের দাস হয়ে যাচ্ছে—কুকুরের পরিচর্য্যা, কুকুরের সেবা কচ্ছি। আমরা কুকুর নিয়ে বেড়াই, কুকুর মনিব আগে আগে, আমরা পেছনে পেছনে যাই। কুকুরকে আমাদের ভোগের উপকরণরূপে নিযুক্ত করতে গিয়ে আমরা তা'র দাস হ'য়ে—অধীন হ'য়ে পড়ি—তা'র জন্য আমরা কত শোকগ্রস্ত হই। কোথায় কুকুর আমাদের [illegible] না হ'য়ে আমরা কুকুরের দাস্যে নিযুক্ত হ'য়ে যাই।

জীবের স্বরূপ [illegible] নাই, ভোগ করবার [illegible] [illegible] বস্তু; যেখানে যত [illegible], সবের মালিক তা' কৃষ্ণ। তাতে বসে [illegible] [illegible] অন্য কোন একটী জীবের থাকতে [illegible]। অথচ যিনি নিরঙ্কুশ স্বচ্ছন্দ—[illegible] স্বতন্ত্র [illegible] রয়েছে, সেখানে [illegible] ও দেওয়া কথা, [illegible] [illegible]টুকু [illegible] পারেন, [illegible]টুকু [illegible] [illegible] [illegible] কৃষ্ণের [illegible] নয়। "জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস", আর "কৃষ্ণের স্বরূপ হয় জীবের নিত্য প্রভু"। এই জন্যই মহাপ্রভু কৃষ্ণকে একমাত্র আরাধ্য বস্তু বল্লেন।

আর একটি আরাধ্য বস্তু—বৃন্দাবন। ব্রহ্মাণ্ড, বিরজা, ব্রহ্মলোক অতিক্রম ক'রে বৈকুণ্ঠেও নিত্যস্বচ্ছ ভগবানের সেবা নাই বৃন্দাবনের একটী কুঞ্জের কিসলয় বা ত্বক কোমলতাকেও [illegible] করতে পারে। সেখানে স্বচ্ছন্দে কৃষ্ণের সেবা করতে পারে—ঐ কিসলয়। বৈকুণ্ঠের কোন লক্ষ্মী ব্রজবাসীগণের চিত্ত আকর্ষণ করতে পারে না—কিন্তু পারে ব্রজের একটী কিসলয়; এই জন্যই মহাপ্রভু সেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠধাম শ্রীবৃন্দাবনকে আরাধ্য বস্তুরূপে নির্দ্দেশ করলেন।

উপাসনা সম্বন্ধে ব্রজবধূবর্গ যেরূপ উপাসনা ক'রেছেন, সেইরূপ উপাসনার কথাই ব'লেছেন। ভয় দেখিয়ে উপাসনা নয়—না ভজন করলে নরকে পতিত হ'বে—এরূপ ভয় দেখিয়ে ভজনের উপদেশ করেন নাই। যেখানে অনুরাগের দ্বারা উপাসনা—ভজন না ক'রে থাকতে পারা যায় না—এরূপ ভজনের উপদেশ ক'রেছেন। মহাপ্রভুর শিক্ষা—

> ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং,
> কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে।
> মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে
> ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি॥

(ক্রমশঃ)

পর-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

[illegible] পর বিদ্যাপীঠে নিম্নলিখিত শিক্ষণীয় বিষয়নিচয়ের অধ্যাপকের আসন সমূহ সংস্থাপিত হইয়াছে—বিদ্যার্থিগণ আবেদন করুন।

১। সাহিত্যাসন, ২। ঐতিহ্যাসন,
৩। সম্প্রদায়বৈভবাসন, ৪। ভক্তিশাস্ত্রাসন,
৫। তত্ত্বশাস্ত্রাসন, ৬। বেদান্তাসন,
৭। প্রকাশনাসন।

শ্রী[illegible] রায় বি, এ, কাব্যতীর্থ, বিদ্যাসাগর,
সম্পাদক পরবিদ্যাপীঠ, শ্রীধাম মায়াপুর।

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৪০৲ চল্লিশ টাকা।

২৭২৪ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে,

সপ্তচত্বারিংশ খণ্ডে সূচী ছাপা হইতেছে।

৪৬শ খণ্ড গ্রন্থ নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে ১৫।৶০ সাধারণ পক্ষে ২০৸৶০। প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৵০, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ।৴০

দশম স্কন্ধের ভিক্ষা ১২৲, অগ্রিম সাহায্যদাতের পক্ষে ৮৲।

৬১ অধ্যায়পর্য্যন্ত একাদশ সংখ্যা ছাপা হইয়াছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

"শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত"

সূচী প্রভৃতি সহ সম্পূর্ণ ছাপা শেষ হইয়াছে

[illegible] ও অন্ত্যলীলা এবং সূচী ছাপা হইয়া সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে। [illegible] বৎসর পূর্বে ১০৲ টাকা ভিক্ষার তৃতীয় সংস্করণ ৪৲ [illegible] অপূর্ব্ব সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁ[illegible]র ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছেন। সেই ১০৲ টাকা[illegible] শত সংখ্যা মাত্র ৫৲ টাকা ভিক্ষায় দেওয়া হই[illegible] সত্বর হউন পরে আর এ সুযোগ থাকিবে না।

শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাস [illegible]

[illegible] বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত

সুবিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীচৈতন্য ভাগবত

সম্পূর্ণ আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সম্পূর্ণ গ্রন্থ ৮৲ স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲

নদীয়া-প্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪৷৹ টাকা

শ্রীচৈতন্য মঠের প্রকাশিত গ্রন্থ

কার্য্যাধ্যক্ষ, গ্রন্থবিভাগ, শ্রীচৈতন্য মঠ
পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া।
অথবা
শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা
ঠিকানায় পাওয়া যাইবে।
বিশেষ দ্রষ্টব্য :—ডাকে লইলে শ্রীচৈতন্য মঠের ঠিকানায় লিখিবেন

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত ভক্তি গ্রন্থাবলী

যে সব উৎকলবাসী ভক্ত বাংলা অক্ষর পড়িতে জানেন না, তাঁহাদের শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর প্রচারিত পরম উপাদেয় ভক্তি-কথা জানিবার সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে উড়িয়া-অক্ষরে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হইয়াছে বাংলা গ্রন্থের তুলনায় উড়িয়া গ্রন্থগুলির ভিক্ষাও অপেক্ষাকৃত অল্প।

গ্রন্থের নাম	ভিক্ষা
শ্রীহরিনাম চিন্তামণি, প্রতিখণ্ড	৷৹
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	১৲
সাধন পথ (শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টক) প্রতিখণ্ড	।০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৷৹
কল্যাণ কল্পতরু প্রতিখণ্ড	৵০
একত্রে ৩খণ্ড লইলে	।০
গীতাবলী প্রতিখণ্ড	৴১০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৶১৫
শরণাগতি—প্রতিখণ্ড	৴০
একত্রে ৩খণ্ড লইলে	৵৫

প্রাপ্তিস্থান { শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ, কটক
এবং
শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, পুরী }

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিম্নলিখিত মঠসমূহে প্রাপ্তব্য:—

১। শ্রীচৈতন্য মঠ,—পোঃ, শ্রীধামমায়াপুর, (নদীয়া)।
২। শ্রীগোরগদাধর মঠ,—চাঁপাহাটি, সমুদ্রগড় পোঃ, (বর্দ্ধমান)।
৩। শ্রীভাগবত আসন,—ভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৪ শ্রীগৌড়ীয় মঠ,—১নং উল্টাডাঙ্গা জংসন রোড, কলিকাতা।
৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ,—চটকপর্ব্বত, পুরী।
৬। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ,—উড়িয়া বাজার, কটক।
৭। শ্রীভাগবত মঠ,—চিরাকোঁয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।
৮। শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ,—৪নং জগজ্জীবনপুরা, কাশী, ইউ, পি।
৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,—ছীপগালী, বৃন্দাবন, মথুরা, ইউ, পি।
১০। শ্রীপরমহংস মঠ—নিমসার পোঃ, সীতাপুর, ইউ পি।
১১। শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ,—কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল, পাঞ্জাব।
১২। শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠ,—৯নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।
১৩। শ্রীগদাইগৌরাঙ্গ মঠ,—বালিয়াটি, ঢাকা।
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম,—আমলাযোড়া, রাজবাঁধ পোঃ, বর্দ্ধমান।
১৫। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ,—চুমুরকোন্দা, চিরকুণ্ডা পোঃ, মানভূম।
১৬। শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয় মঠ,—আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী, উড়িষ্যা।
১৭। শ্রীগৌড়ীয় মঠ কার্য্যালয় ১০।১ রেমান্ রোড, নিউদিল্লি

এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণের নিকটও নদীয়া-প্রকাশ প্রাপ্তব্য।

১। শ্রীযুক্ত জনার্দন ঘোষ—বয়েস ক্লে রোড, খুলনা
২। শ্রীযুক্ত রাধাচরণ গোস্বামী ডাক্তার—দেওয়ানগঞ্জ, কলাদিবাড়ী কুচবিহার।
৩। শ্রীযুক্ত [illegible] রায়—৭৬।২নং শ্রীগোপাল মল্লিক লেন, কলিকাতা
৪। মিঃ এন ডি, মুখার্জি—এম, এম, ওয়ার্কস দি মল, কানপুর।
৫। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণবিহারী জ্যোতিভূষণ— স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া
৬। শ্রী[illegible] দাস অধিকারী, নবদ্বীপ।
৭। শ্রীবিনোদমোহন দে— মনমোহন প্রেস, নবাবপুর, ঢাকা।
৮। শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ গড়গড়ি বেড়াচাঁপা, ২৪ পরগণা।
৯। শ্রী[illegible] চট্টোপাধ্যায়, এ, এম, এম [illegible]

অন্যথা না ভজে কৃষ্ণ, দুষ্ট সঙ্গ করে। পুনঃ সেইমত মায়া পাশে ডুবি মরে॥

শ্রীচৈতন্যমঠের গ্রন্থমালা

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বিরচিত

ভক্তি-গ্রন্থাবলী।

উৎকৃষ্ট কাগজে বিলাতী ধরণে বাঁধাই স্বর্ণালঙ্কৃত। চতুর্থ সংস্করণ। বিস্তৃত বিষয়সূচীসহ

জৈবধর্ম্ম

বাঁধাই ২৲ দুই টাকা।

পকাশিত হইয়াছে

সনাতন ধর্মশাস্ত্র বেদ, বেদান্ত, উপনিষৎ গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত, পুরাণ, তন্ত্রাদি সকল গ্রন্থ পাঠ করিবার অবসর অতি অল্প মানবের ঘটিয়া থাকে। অনেকেই যোগ্যতা না থাকায় সেই সমস্ত গ্রন্থের মর্ম অবগত হইতে পারেন না। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বাঙ্গালীর এই অসুবিধা দূরীভূত করিবার জন্য এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

বিদ্যালয়ের ছাত্র ও শিক্ষকগণের বিশেষ পাঠ্য, এই হেতু শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টার বাহাদুর উচ্চ সমস্ত বিদ্যালয়ের জন্য অনুমোদন করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

প্রথম খণ্ড ভিক্ষা ১৲ একটাকা

বাক্যপূর্ণ শাস্ত্রবাক্য দ্বারা প্রত্যেক মানবের নিত্য কর্তব্য ও আনুষঙ্গিক কর্তব্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। ... [illegible]

শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ভিক্ষা ৮০

ঐ প্রমাণ খণ্ড ভিক্ষা ৵০

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিহার ও লীলাভূমি নবদ্বীপ ... [illegible] ... শ্রীধাম মাহাত্ম্য ... বিশেষভাবে ... পকেট সাইজ ... পৃষ্ঠা।

শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ

উজ্জ্বল বোর্জ্জাস অক্ষরে উত্তম কাগজে ছাপা — শ্রীনবদ্বীপধাম দর্শনে ভাবুক দর্শনকারীর কি প্রকার ভাবের উচ্ছ্বাস হয়, তাহা এই গ্রন্থে বর্ণিত। অতি চমৎকার। ভিক্ষা চারি আনা।

শ্রীমনঃশিক্ষা

৵০ দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু ও শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভুকে উপদেশচ্ছলে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিচার অতি সুন্দরভাবে ব্যক্ত হইয়াছে। ইহা ছাড়া শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর উপাদেয় শিক্ষা ও উপদেশ বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব জগতে অভিনব গ্রন্থ !!

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতি-গ্রন্থাবলী :–

শরণাগতি

পকেট সাইজ, অষ্টম সংস্করণ, ভিক্ষা ৵০ আনা।

... [illegible] ... শ্রীভগবানে সম্পূর্ণরূপে নিষ্কপটে কি প্রকারে শরণাপন্ন হইতে হয়, ... প্রকাশিত হইয়াছে।

ভিক্ষা প্রতি খণ্ড ৵০ এক আনা।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা — ৵০, নবদ্বীপশতক — ৵০

অর্থপঞ্চক — ৵০

কল্যাণকল্পতরু

পকেট সাইজ, পঞ্চম সংস্করণ, ভিক্ষা ৵১০

... [illegible]

শ্রীল চক্রবর্ত্তি-ঠাকুরের টীকা সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর কৃত টীকা ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কৃত ... [illegible] ... উৎকৃষ্ট রেক্সিনে বাঁধাই ২৲ দুই টাকা, কাগজে বাঁধা ১৷০

শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ কৃত ভাষ্য সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

কাগজ ও ছাপা উৎকৃষ্ট। রেক্সিনে বাঁধাই, সোণার জলে নাম লেখা রাজসংস্করণ ২ টাকা, সাধারণ সংস্করণ ১৷০, গৌড়ীয়ের গ্রাহকপক্ষে ১৷০

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি

... [illegible]

শ্রীভক্তিকল্পতরু — ১ম খণ্ড ১৲ এক টাকা, ২য় খণ্ড ১৲ এক টাকা — শ্রীমদ্ভাগবতের গ্রাহক ও গৌড়ীয় গ্রাহকগণ ... টাকায় দুইখণ্ড পাইবেন। ... [illegible] ... মুদ্রিত হইতেছে।

শ্রীঅনন্তবাসুদেব সম্পাদিত

সদাচারস্মৃতিঃ

ভিক্ষা ৵০ মাত্র

গৌড়ীয়

দেশীয়

মদন মঞ্জরী

বটিকায় ধ্বজ ও ধাতুদৌর্ব্বল্য, ইন্দ্রিয়শক্তির হ্রাস, প্রস্রাবে শুক্রপাত, বদহজম, মাথাঘোরা, বুক ধড়্ফড়ানি, অনিদ্রা প্রভৃতি লক্ষণ সত্বর নির্দ্দোষ আরোগ্য হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ৩০ বটী এক টাকা।

"নপুংসকারি ঘৃত"

... [illegible] ... মূল্য ১৲ টাকা।

"রমণীবিলাসিনী বটিকা"

... [illegible] ... মূল্য ১৲ ... এক টাকা।

রাজবৈদ্য নারায়ণজী কেশবজী

১৭৭নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা

বিজ্ঞাপন

... [illegible] !!!

জে, বি, দত্তের ... তৈল

... [illegible] ... J. B. Dutt & Co. ... [illegible]

ফেরাস কুইনিন

নূতন এবং পুরাতন ম্যালেরিয়া ... [illegible]

প্রাপ্তিস্থান — শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (প্রাচীন নবদ্বীপ) নদীয়া

পর-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন [illegible] শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

এখানে [illegible] এবং [illegible] দিয়া বিদ্যার্থিগণকে বিভিন্ন শিক্ষণীয় বিষয় [illegible] দিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। অনেক ছাত্র ইতোমধ্যে [illegible] দিয়া পাঠ আরম্ভ করিয়াছেন। বর্তমান বর্ষে সকল ছাত্রই [illegible] সংস্কৃত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

প্রধান অধ্যাপক— [illegible] শ্রীযুক্ত [illegible]চন্দ্র [illegible] ব্যাকরণ সাংখ্য-[illegible]তীর্থ, [illegible] বেদান্তরত্ন, [illegible]শাস্ত্রী, [illegible]।

অধ্যাপক [illegible] শ্রীযুক্ত গৌরদাস ব্রহ্মচারী ব্যাকরণতীর্থ শ্রীধাম মায়াপুর পরবিদ্যাপীঠ, (নদীয়া)

বেদনাঞ্জন

শ্রেষ্ঠরত্ন।

কলিকাতা কংগ্রেস এক্জিবিসন হইতে বহু প্রশংসা প্রাপ্ত ও বহু গণ্যমান্য ভদ্রমহোদয়-গণ কর্তৃক প্রশংসিত।

* * *

[illegible] বিষাক্ত [illegible] শরীরের [illegible] মাথাধরা, মাথা-ঘোরা, [illegible] দাঁতের পোকা এবং [illegible] আক্রান্ত হইতেছে। যদি আপনি [illegible] বেদনাঞ্জন ক্রয় করিয়া [illegible] মূল্য [illegible]

প্রাপ্তিস্থান- ই, সি, চাটার্জ্জী এণ্ড ব্রাদার্স।

[illegible], কলিকাতা [illegible]
[illegible] বড় বড় [illegible] পাওয়া যায়।

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

অধ্যক্ষ

শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম এ, এফ সি এস (লণ্ডন)

ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক

(প্রোফেসার)

আয়ুর্বেদীয় ঔষধ বিশুদ্ধ ও শাস্ত্রমতে [illegible] তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হয়। [illegible] রোগের বিবরণ জানাইলে যত্নপূর্বক ব্যবস্থা [illegible]

মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দুর)

(বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৮, টাকা

[illegible] প্রস্তুত [illegible]

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৬, টাকা

[illegible] আমলকী [illegible] মাত্রায় [illegible] রোগের [illegible]

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬, টাকা

[illegible] সম্পূর্ণরূপে [illegible]

অবলাবান্ধব যোগ

[illegible] রোগে মহৌষধ

মূল্য- ১৬ মাত্রা ২ টাকা। ৫০ মাত্রা ৫, টাকা মাত্র

বিশুদ্ধ জল ! ভয় নাই ! বিশুদ্ধ জল !!

লক্ষ্মী টিউব-ওয়েল কোং

২০৫নং নবাবপুর, ঢাকা

[illegible] বৈজ্ঞানিক-খনন-প্রণালীতে নলকূপ (*Tube-well*) [illegible] প্রাইভেট সেক্রেটরী [illegible] প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত ভদ্রমহোদয়গণ এই কোম্পানীর [illegible] প্রশংসা করিয়াছেন। রাসায়নিক পরীক্ষায় জল বিশুদ্ধ না হইলে মূল্য গৃহীত হয় না। বিস্তৃত বিবরণের জন্য পত্র লিখুন

বিজ্ঞাপিত কেন ?

সাধারণের [illegible] "কামশাস্ত্র" গ্রন্থখানি যিনি পাঠ করেন নাই, তিনি আবেদন করুন; বিনামূল্যে প্রাপ্ত হউন। [illegible] পাঠে উপকৃত হইয়া ৭৫০০০ হাজার লোক কৃতজ্ঞ হইয়াছেন। প্রায় ৫০ বৎসরের পরীক্ষিত, [illegible] স্বপ্নদোষ ইত্যাদির যম "আতঙ্ক নিগ্রহ বটীকা" প্রতি কৌটার মূল্য ১, টাকা। প্রাপ্তিস্থান—আতঙ্ক নিগ্রহ ফার্ম্মাসী, ১৪ নং [illegible] ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

যদিও অদ্যাপি প্রকৃত মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য, তথাপি যাঁহারা নানাবিধ অনিয়মিত উপায়ে [illegible] মরা হইয়া রহিয়াছেন এবং নানা প্রকার মেহ, প্রমেহ [illegible] অম্লপিত্ত, [illegible] এবং স্ত্রীলোকদিগের [illegible] বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, সূতিকা, শ্বেত ও রক্তপ্রদর, [illegible] প্রভৃতি রোগে ভুগিয়া জীবনে নিরাশ হইয়াছেন, তাঁহারা আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার [illegible] আবিষ্কৃত ইলেক্ট্রিক মেডিসিন ব্যবহার করিয়া বাঁচিতে পারেন, তাহার শতসহস্র প্রমাণ প্রাপ্ত হইতেছে। যাঁহারা অন্যান্য [illegible] ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরোগ্য হইতে পারেন নাই, তাঁহারা একবার এই ঔষধটি ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক মাসের ব্যবহারোপযোগী এক শিশি ঔষধ ডাকমাশুল সহ ১৪৵ টাকা মাত্র।

সোল এজেণ্ট—ডাঃ ডি, ডি, হাজরা

[illegible] পোষ্ট, কলিকাতা।

ঠিকানা [illegible] করিয়া লিখিবেন।

মনোমোহন প্রেস

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা

পূর্ব্ববাঙ্গালায় সুলভে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত

বৈদ্যুতিক মেশিনে দিবারাত্র কাজ চলিতেছে

বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা।

[illegible] নদীয়া [illegible] হইতে—[illegible] ব্রহ্মচারী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

স্থানীয় সংস্করণ

Registered No. C 1544

বিজ্ঞাপনের হার

প্রতিবারে
প্রতি টাঙ্ক ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩॥০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র।

গ্রাহকের হার
অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫
ত্রৈমাসিক [illegible]
মাসিক ১
নগদ
প্রতি সংখ্যা [illegible]

৫ম খণ্ড] সম্পাদক—প্রত্নবিদ্যালঙ্কার শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী [২৫৪ সংখ্যা

চৈতন্য মঠ শ্রীধাম মায়াপুর—১৯শে পৌষ শুক্রবার ১৩৩৬, ৩রা জানুয়ারী ১৯৩০

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থাবলী

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্—শ্লোক ও টীকা, বিষয়-সূচী প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত। ভিক্ষা, প্রতি খণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৶০ গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশ গ্রাহক পক্ষে /০
২। অনু, সহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ) ৫৲
৩। গৌড়ীয়-গৌরব ৶০
৪। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।০
৫। ভজনরহস্য ॥০
৬। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম (বাঁধা) ২৲
,, ,, ,, আবাঁধা ৸০
৭। গীতা (শ্রীবলদেবভাষ্যসহ) বাঁধা ২৲ আবাঁধা ১॥০
৮। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি-টীকা সহ) বাঁধা ২৲ আবাঁধা ১॥০
গীতার কেবল মূলশ্লোক ॥০
৯। [illegible] সানুবাদ [illegible] ২৲
১০। বেদান্তসূত্র সানুবাদ (রামানুজীয়) ॥০
১১। জৈবধর্ম্ম ২৲
১২। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৩। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৪। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ।৶০
১৫। দীপ-নিদর্শন ৵০
১৬। সাধনপথ (৩য় সংস্করণ) ।৶০
১৭। আচার ও আচার্য্য
১৮। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা
১৯। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা)
২০। শ্রীনবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য
২১। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য (প্রমাণখণ্ড)
২২। শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ
২৩। শ্রীগৌড়মণ্ডল-পরিক্রমা দর্পণ ।০
২৪। শরণাগতি, গীতাবলী, গীতমালা, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, নবদ্বীপশতক, [illegible] ও সদাচারস্মৃতিঃ মোট ।৶০
২৫। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ও অর্চ্চন-[illegible] ৵০
২৬। [illegible] ।০
২৭। সংস্কার দীপিকা ।০
২৮। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড) ৫৲
২৯। ব্রহ্মসংহিতা ॥০
৩০। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ৸০
৩১। [illegible] সানুবাদ
৩২। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ
৩৩। শ্রীচৈতন্যভাগবত (বিরাট, দ্বিতীয় সংস্করণ)

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

ইংরাজী ভাষায় ভক্তিগ্রন্থ

১ শ্রীচৈতন্য[illegible] শিক্ষা
২ নামভজন
৩। বৈষ্ণব[illegible]
৪। ভাগবতীয় দর্শননীতি ও ধর্ম্ম
৫। কাম ও প্রেমধর্ম্ম
৬। গৌড়ীয়মঠ কি করেন

শ্রীধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপ-প্রদর্শনী, নদীয়া

(৩রা ফেব্রুয়ারী হইতে ১৫ই মার্চ্চ ১৯৩০ পর্য্যন্ত)

প্রদর্শনীর সকল জ্ঞাতব্য বিষয়ের জন্য
সেক্রেটারী মহোদয়ের নিকট
আবেদন করুন।

শ্রীকুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ,
শ্রীচৈতন্য মঠ, শ্রীধাম মায়াপুর পোঃ আঃ, (নদীয়া)।

দেবনাগরাক্ষরে ভক্তিগ্রন্থ

১। [illegible] ৶০
২। সটীক [illegible]
৩। [illegible] ৶/
৪। গৌড়ীয়[illegible] /০
৫। [illegible] ॥০
৬। [illegible] ।০

নানা কথা।

নবদ্বীপের রাস্তা

নবদ্বীপের রাস্তাসমূহের অবস্থা দেখিয়া বোধ হয় কর্তৃপক্ষের সেদিকে কোনও মনোযোগ নাই। যেমন ধূলা তেমনি দুর্গন্ধ। [illegible] হইতে [illegible] যে রাস্তা আছে তাহা [illegible] বাড়ী বাহিরেই [illegible] ধূলিতে পূর্ণ। [illegible] দুর্দশা দেখিয়া।

মডারেট সভা

[illegible] ঔপনিবেশিক স্বাধীনতার জন্য চেষ্টা করিবার প্রস্তাব গৃহীত হয়। সকলে মিলিত হইয়া যাহাতে গোল টেবিল বৈঠক হয় তাহার চেষ্টা করা হইবে। [illegible] গোল টেবিল বৈঠকে [illegible] আবেদন [illegible]। গোল টেবিলের [illegible] সম্প্রদায়ের সকলেরই সমান অধিকার। সকলেই স্বাধীন মত প্রকাশ করিতে পারিবেন।

মানুষ লুঠ

সাংহাই বন্দর চীনের মধ্যে একটী প্রধান ও জনপূর্ণ স্থান। এখানকার একটী ব্যাঙ্ক হইতে একজন মেট্রো লোক হঠাৎ ছুটিয়া মোটর হইতে [illegible] চলিয়া গেল। অনুসন্ধানে জানা যায় যে লোকটি একজন ধনী লোক। ডাকাতের দল তাহাকে জোর করিয়া ধরিয়া লইয়া গিয়া মোটা টাকা আদায়ের চেষ্টায় আছে। সেখানে ডাকাতেরা এইরূপে মানুষচুরি করিবার জন্য খুব [illegible] করে এবং পুলিশের সঙ্গে গুলি চালাচালি হয়। একদিন রাত্রিতে একটী বাড়ী হইতে একজনকে জোর করিয়া লইয়া যাইবার চেষ্টা করায় পুলিশের সহিত যুদ্ধে ডাকাতদের একজন মারা যায়। সকলের [illegible] যে গৃহস্থ [illegible] রক্ষা পা[illegible], কিন্তু দেখা গেল যে ডাকাতেরা পুনরায় গৃহ আক্রমণ করিয়াছে। সেবারে দুজন ডাকাত হত হয়। তাহার পর আর সে বাড়ীতে ডাকাতি হয় নাই। সহরের জনপূর্ণ রাস্তার উপর হইতেও লোক ধরিয়া মোটর চড়াইয়া তাড়াতাড়ি লইয়া যায় এবং কাল কাটিয়া ভয় দেখাইয়া টাকা আদায় করে।

উপাধি বিতরণ

নববর্ষে। উপাধিবিতরণ-উৎসব শেষ হইল। নদীয়া জেলার জনপ্রিয় শ্রীযুক্ত [illegible] নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় "রায় বাহাদুর" উপাধিলাভ [illegible] আমরা সকলে সুখী হইলাম। নবেন্দ্র বাবু আমাদের পাবলিক প্রসিকিউটার। [illegible] মায়াপুর নবদ্বীপ প্রদর্শনীর জন্য অনেক স্বার্থত্যাগ এবং পরিশ্রম করিয়াছেন।

ইংরাজ ও সৌন্দর্য্য

মিঃ ফ্রেডারিক টাউনারু বলেন। "আমাদের [illegible] লোকেরা সৌন্দর্য্যপ্রিয়তাকে ঘৃণা করে—এইরূপ ভাব দেখায়। লোকেও তাহাকে সৌন্দর্য্যজ্ঞানহীন বলিয়া জানে কিন্তু [illegible] অজ্ঞাতসারে সুন্দর জিনিসটী, [illegible] মোটর কার প্রভৃতি তৈয়ারী করে। আমাদের নূতন বাস গুলি অত্যন্ত [illegible], তাহার স্থূল সৌন্দর্য্যের নিদর্শন এবং মোটর কার গুলি উচ্চাঙ্গ-[illegible] বলা [illegible]।"

বিলাতে ঝড়

বিলাতে ভীষণ ঝড় হইয়াছে। বায়ুর গতি ঘণ্টায় ৮০ মাইল ছিল। [illegible] বিপদে একটী মোটর জাহাজ [illegible] হয়। [illegible] হইতে একটী লাইফ বোট এবং একটী মোটর বোট ১০ জনের প্রাণ রক্ষা করে।

সীমান্তে যুদ্ধ

উত্তর ওয়াজিরিস্থান হইতে সংবাদ আসিয়াছে যে, যে সকল বিপক্ষ ওয়াজিরকে অবরুদ্ধ অবস্থায় রাখা হইয়াছিল তাহারা পলায়ন করিয়াছে। সুলেমান সেনারা তাহাদিগকে তাড়া করে। ফলে যুদ্ধে চারিজন ওয়াজিরি আহত হয় এবং একজন হত হয়।

স্ত্রী-সভা

নিখিল-ভারত অখণ্ড দেশ নন্-রাজনৈতিক সংঘের সভানেত্রী লাহোরের সভায় বলিয়াছেন, "অন্যান্য দেশের স্ত্রীলোকদের আন্দোলনের সহিত পাশ্চাত্য দেশের মেয়েদের আন্দোলনের পার্থক্য আছে। তাহারা পুরুষের সহিত প্রতিযোগিতায় নামিয়াছে কারণ পুরুষেরা স্ত্রীলোকদিগের জন্মগত অধিকারসমূহ দেয় নাই বলিয়া আন্দোলন। আমাদের দেশে আন্দোলনের উদ্দেশ্য এমন কতকগুলি প্রথার উচ্ছেদ, যে সকল প্রথার অনুমোদন কোন বুদ্ধিমান ও বিবেচক লোকই করিতে পারে না।

আমাদের আন্দোলন এক বৃহত্তর আন্দোলনের অংশ মাত্র। ভারত চায় স্বাধীনতা এবং স্বাধীন ভারতের স্ত্রী-পুরুষের সমান অধিকার।

নবদ্বীপে গোলমাল

পূর্ব্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের আদিম অধিবাসিদিগের জাতীয় সম্প্রদায় নিউস্কর্ক সহরে ষড়যন্ত্র করিতেছে সন্ধান পাওয়ায় যবদ্বীপের সমস্ত বড় বড় সহরে খানাতল্লাস হয়। সন্দেহজনক কিছু পাওয়া যায় নাই।

বর্দ্দোলী সত্যাগ্রহ

বর্দ্দোলী সত্যাগ্রহসম্পর্কে সংবাদ যে কয়েকটি স্থানীয় থানার এলেকার মধ্যে সভা অথবা শোভাযাত্রা করিতে পারিবে না, এমন কি চীৎকার পর্য্যন্ত নিষেধ। একজন কংগ্রেসকর্মী গ্রেপ্তার হইয়াছে।

লজেঞ্জে বিপত্তি

বিলাতে উইন্সরে একজন পুলিশের লোক সাইকেলে যাইতে ছিল এমন সময় তাহার পোষাকে বিস্ফোরণ শব্দ হইল এবং সঙ্গে সঙ্গেই তাহার পোষাকে আগুন ধরিয়া গেল।

পরীক্ষায় জানা গেল যে, কাশির ঔষধ লজেঞ্জ এবং দিয়াশালাইয়ের বাক্সে ঘসাঘসি হইয়া এই কাণ্ড হইয়াছে। ঐ লজেঞ্জে ফসফরাস থাকে। দিয়াশালাইয়ের মাথা তত বিপজ্জনক নয়। তাহার বাক্সের উপরিস্থিত লাল ফসফরাসের পদার্থটিই বিপজ্জনক।

কংগ্রেস সপ্তাহ

কংগ্রেস সপ্তাহের জন্য সমস্ত ভারতের লোক উদ্গ্রীব হইয়াছিল আমরা যাহা দেখিলাম তাহাতে বুঝা যায় যে, কংগ্রেস চায় [illegible] সম্পর্ক ঘুচাইতে। লিবারেল ফেডারেশন অর্থাৎ নরমপন্থী চায় উপনিবেশ-স্বাধীনতা। মুসলমান সভা চায় মুসলমান-স্বার্থ। শিখেরা পঞ্জাবে অপর সম্প্রদায়ের প্রাধান্য সহ্য করিবেন না বলেন।

স্ত্রীলোকেরা চান স্বাধীনতার সংগ্রামে পুরুষের পাশে দাঁড়াইতে।

বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির মধ্যে সুভাষ বাবু ও মিঃ সেন গুপ্তের মধ্যে যে বিবাদ চলিতেছিল তাহার অবসান হইল।

আসাম পুলিশ সম্মেলন

গৌহাটীতে আসাম পুলিশ-সম্মেলনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি মিঃ [illegible] বক্তৃতায় সময় বলেন :—আমরা জন-সেবক, সাধারণের অর্থে পালিত। আমরা তাহাদের সেবায় নিযুক্ত আছি, তাহাদের উপর প্রভুত্ব করিতে নয়।

মূল সভার সভাপতি বলেন :—সাধারণের সহানুভূতি লাভ করিতে হইলে পুলিশকে আরও সহিষ্ণু ও ভদ্র হইতে হইবে।

ভ্রমণ প্রতিযোগিতা

৫ই জানুয়ারী প্রাতে ৭টার সময় নৈহাটী রেল ষ্টেশন হইতে পলাশপুর (?) পর্য্যন্ত কুড়ি মাইল ভ্রমণ প্রতিযোগিতা আরম্ভ।

সামাজিক সম্মেলন

কংগ্রেসশিবিরে নিখিল ভারত জাতীয় সামাজিক সম্মেলনে যখন জাতিভেদ প্রথা উঠাইয়া দিবার প্রস্তাব হয় তখন শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডু একটী হৃদয়স্পর্শী বক্তৃতা করেন। তিনি বলেন "এই প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার পর এখানেই সকল কর্ত্তব্য শেষ হইল না। দেশের সর্ব্বত্র এই প্রস্তাবের বার্ত্তা পৌঁছাইতে হইবে। বিবাহের সময় যাহাতে যুবকগণ তাহাদের ইচ্ছামত স্ত্রীগ্রহণ করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। জাতিভেদের অন্তর্নিহিত ভাব খারাপ নয়। বর্ণাশ্রমীদের যুক্তিহীন স্বার্থপর প্রবৃত্তিই যত নষ্টের মূল।

অস্পৃশ্যতা দূর করিবার জন্য একটী প্রস্তাব গৃহীত হয়।

ধর্ম্মঘট

প্রকাশ যে, বালিগঞ্জের ষ্টুয়ার্টের মোটর কারখানায় ধর্ম্মঘটের মীমাংসা হয় নাই এবং কর্তৃপক্ষ বাহির হইতে লোক সংগ্রহের চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু তাঁহারা এ পর্য্যন্ত মাত্র চারিজন এংলো ইণ্ডিয়ান ও ছয়জন চীনা সংগ্রহ করিতে পারিয়াছেন।

ধর্ম্মঘটিগণ যখন শান্তভাবে বাহিরের লোকদিগকে কাজ কামাই করিবার অনুরোধ করিতেছিল, তখন হঠাৎ শ্বেতাঙ্গ কর্ম্মচারিগণ ও নবাগত এংলো ইণ্ডিয়ানগণ লৌহদণ্ড হস্তে তাহাদিগকে আক্রমণ করে। ফলে একজন আহত হয়। এসিষ্টেণ্ট পুলিশ কমিশনার মিঃ [illegible] মীমাংসার চেষ্টা করেন॥

প্রায়োপবেশন

বরিশালের সতীন সেনের কারাদণ্ডের প্রতিবাদ করিবার জন্য বরিশালের শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর রায় কয়েক দিন প্রায়োপবেশন করিয়া আছেন। তাঁহার পিতা কলিকাতা হইতে লিখিয়াছেন; সংবাদ পত্রে তোমার প্রায়োপবেশনের সংবাদ পাঠ করিয়া তোমার সাফল্যের জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতেছি। তুমি যে ব্রত গ্রহণ করিয়াছ তাহাতে দৃঢ়তা দরকার। ভগবানের নাম লইয়া কাজে অগ্রসর হও। তোমার কার্য্য নিশ্চয় সাফল্যমণ্ডিত হইবে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২৯শে পৌষ, শুক্রবার—১৩৩৬

শ্রেয়ঃ কথা

হরিবিমুখ জগতে সর্বত্রই নির্জীবতা জীবনের বা চেতনের লক্ষণ কোথাও হরিবিমুখাভিমানে দেখি না। জড়দেহ-সম্পর্কীয় আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব নামে যাঁহাদিগকে পাই, তাঁহারা আমার দেহ বা খুব বেশী হইলে মনের সংবাদটা মাত্র জানাই যথেষ্ট মনে করেন, দেহ ও মনের অতিরিক্ত জীবাত্মার কোন সন্ধানই অনাত্ম-বিচারবশে কাহাকেও লইতে দেখি না। সকলেই যেন কি এক মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় নিজ-নিজ দেহ ও তৎসম্পর্কীয় বস্তুর রক্ষণাবেক্ষণে আপনাদের সকল উদ্যম, সকল উৎসাহকে নিযুক্ত করিয়াছেন। তথাপি মহামায়ার মহামোহে মুগ্ধ আমি তাঁহাদের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী সর্বক্ষণ সচেষ্ট—কৃতসঙ্কল্প।

জীবাত্মার একমাত্র কৃত্য যে কৃষ্ণসেবা, তাহার কথা যাঁহারা সর্বক্ষণ আমার শ্রুতিপথে আনিয়া দেন, তাঁহাদিগকে আত্মীয় বলিয়া স্বীকার করিতে চাহি না; যদিও চাই, তাহা তাঁহাদের নিকট 'গুরু' বলিয়া প্রতিষ্ঠালাভেচ্ছায়। জীবাত্মার পরমাত্মীয় সাধুগণ আমার নিত্যমঙ্গল-বিধানের জন্য যে সকল পন্থা অবলম্বন করেন, হতভাগা আমি সে সকল পন্থা স্বীকার করিতে চাহিব না বলিয়া যে সবগর্ব জ্ঞাপন করি, তাহা যে আমার কেবল কপটতা বা দাম্ভিকতা, তাহা আমার বুদ্ধিতে আসে না। সাধুরা যাহা বলেন, তাহাতে যখন একমাত্র মঙ্গলের কথা, তখন তাঁহাদের কথা শুনিবার জন্য আমার নাই হওয়ায় বলিয়া তাঁহাদের সঙ্গ হইতে দূরে অবস্থান কখনও সরলতার পরিচয় প্রদান করে না। সাধুশাস্ত্রকথা সাদরে শ্রবণই একমাত্র সরলতার পরিচয়। যাহা নিত্য শ্রেয়ঃপ্রদ, তাহার পশ্চাদনুসরণেই জীবের কপটতা দূর হয়।

সাধুরা আমার অবস্থা বুঝিয়াই ব্যবস্থা করেন। তাঁহারা আমাকে এইরূপ এমন কিছু একটা বলিয়া দেন না, যাহা পালন করা আমার পক্ষে একেবারেই দুঃসাধ্য হয়। নানারূপ অনর্থযুক্ত আমি, আমার অনর্থগুলি কি করিয়া শনৈঃ শনৈঃ অপগত হইতে পারে, তাহার প্রকৃষ্ট উপায় তাঁহারা জানেন। তাই তাঁহারা আমার অনর্থ-নিবৃত্তির জন্য যে সকল বিধিনিষেধ পন্থা অবলম্বন করেন, তাহা আমার ... অনুগামী। আমার স্বীকার করা এক রূপ কর্তব্য। নতুবা কৃষ্ণবহির্মুখ সেবার নিত্য নানা নূতন নূতন অনর্থের আবাহন করিব। সাধুপাদ-পদ্মে সরল বিশ্বাস আছে কি না, তাহা সাধুর আদেশ-পালন করা না করা হইতেই উত্তমরূপে বোধগম্য হইয়া থাকে। সাধুর আদেশ-পালনে যত্ন না করিয়া মৌখিক সাধু-প্রীতি-প্রদর্শনের মূল্য অর্দ্ধকপর্দ্দকও নহে। সাধুর কথানুসারে কার্য্য করিতে পারি না বলিয়া প্রথমেই নিরুৎসাহ হইলে ভগবান্ তাঁহার উপর সন্তুষ্ট হন না। সাধু যাহা বলেন, তদনুসারে চলিবার জন্য ঐকান্তিকতা হইলে নিখিল বল্যাদার ভগবানও সন্তুষ্ট হইয়া জীবকে তাঁহার নিজবল প্রদান করেন; তখন মায়াকে জয় করা তাহার পক্ষে অতি সহজসাধ্য হইয়া পড়ে। সাধু-কৃপাতেই ভগবৎকৃপা লাভ।

আমরা সর্বক্ষণ বিষয়কথায় মত্ত থাকিব, ভুলিয়াও ভগবানের কথা মুখে আনিব না কিম্বা যাহারা আনিবে, তাহাদিগকেও উপহাস করিব, ইহা আমাদের পক্ষে বড়ই দুর্ভাগ্যের পরিচয়। হরিভজনের কথা যেন বর্তমান জগতে একটী অগ্রাহ্যের বিষয় হইয়া পড়িয়াছে। কেহ শিল্প, কেহ বিজ্ঞান, কেহ সাহিত্য, কেহ বা কৃষি বাণিজ্যাদির চর্চাতেই তাঁহাদের সারা জীবনের সমস্ত বল, বুদ্ধি ও অর্থকে নিযুক্ত করেন। কিন্তু সেই চর্চার মূলে ভগবৎ সেবার উদ্দেশ্য না থাকলে তাহার যে কি মূল্য আছে, তাহার আলোচনা করিবার জন্য কাহারও প্রবৃত্তি হয় না; একেবারে নাস্তিক হইয়া আহার, বিহার, শয়ন ও ইন্দ্রিয়-তর্পণমূলে জীবন যাপন যাহারা করে, তাহারা বরং কোন না কোন কালে ভগবৎকথালাভের যোগ্য হইলেও হইতে পারে; কিন্তু যাহারা আস্তিকতার আবরণে নাস্তিক, সেই কপটগণের দুর্গতির অন্ত নাই। বর্তমান জগতে নাস্তিক অপেক্ষা শেষোক্ত আস্তিকরূপ নাস্তিক-দলের সংখ্যাই অধিক। তাঁহারা সাধুসজ্জনের কেউ নহে বিজ্ঞের ন্যায় কথা বলেন ও হাসেন এবং দেখান, যেন ভগবৎকথা তাঁহারা কতই বুঝিয়া ফেলিয়াছেন; কিন্তু নিজেরা সর্বক্ষণ বিষয়াসক্ত। স্বাভাবিক অনুরাগবৃদ্ধি ত' দূরের কথা, সামান্য কর্তব্যবুদ্ধি হিসাবেও বিচার করিলে আমরা দেখিতে পাই, যাঁহা হইতে চরাচর বিশ্ব প্রকাশিত, যাঁহার কৃপায় আমরা সকলে ..., আমরা যাঁহার ক্রোড়ে ... পালিত হই, সেই ভগবানের প্রতি জীবের একটী অবশ্য কর্তব্য আছে, তাহা কেবল নিজেদের, খাওয়া দাওয়া থাকা লইয়া নহে, পরন্তু ভগবানের প্রীতি অন্বেষণ লইয়া। তাহা যাঁহারা না করেন, তাঁহারা নিতান্ত মূঢ়।

যেহেতু শাস্ত্র ভগবানকে ভজন করিতে বলেন, যেহেতু ভগবান্ আমাদের সর্ব্ব-প্রকার সুখস্বাচ্ছন্দ্যের বিধান করেন, গ্রাসাচ্ছাদন-সংগ্রহের সুবিধা করিয়া দেন যেহেতু ভগবানকে ভজন করা কর্ত্তব্য—এইরূপ হেতুমূলা কর্তব্যবুদ্ধিতে অন্যাভিলাষ থাকিয়া অহৈতুক রাগোদয়ের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন কখনও অহৈতুকী ভগবৎপ্রীতি অর্জনের লক্ষণ নহে। ভগবান্ আমাদের দাসত্ব করেন বলিয়া তাঁহার দাসত্ব আমরা করিব, তাঁহার প্রভুত্ব দেখিলে অবিচার বলিব—ইত্যাকার বিচার নিতান্ত অনর্থবিজৃম্ভিত। মনে করুন, সন্তান যখন সুখে থাকে, তখন বলিব, "হাঁ ভগবান্ দয়াময় বটে," আবার সেই সন্তান যখন দুঃখে পড়ে বা তাহার মৃত্যু হয়, তখন ভগবানের বিচারের আর প্রশংসা করি না অর্থাৎ ভগবান্ যে স্বতন্ত্র স্বেচ্ছাময় পুরুষ, আমরা তাঁহার নিরঙ্কুশ ইচ্ছা পরতন্ত্র, তাহা স্বীকার করিবার পরিবর্তে ভগবান্‌কেই আমাদের ইচ্ছাধীন করিয়া তুলিতে চাই! আমি যেটীকে সুখ বলিয়া ভোগ করিতে যাই, ভগবান্ আমার ভৃত্যরূপে সেটীর সরবরাহ করা দূরে থাকুক, বরং আমাকে সেই সুখ লাভ হইতে বঞ্চনা করেন, ইহা তাঁহার নিশ্চয়ই অবিচার—ইত্যাকার বিচার প্রকাশ্যে বা অপ্রকাশ্যে অনেকেরই মনে উদিত হয়। আমি যেটীকে সুখ বলিয়া ধরিতে যাই, ভগবান্ যে সেটীকে দুঃখ বলিয়া আমার নিকট হইতে সরাইয়া লইয়া আমার সত্য সত্য সুখসাধনের সহায়ই হ'ন, তাহা আমরা বুঝি না। যেহেতু আমরা প্রেয়ঃপন্থী, সেইহেতু আপাতমনোরম সুখের ছদ্মবেশধারী দুঃখের কপটতা বুঝিয়া উঠিতে পারি না। শ্রেয়ঃপন্থিগণ আপাত প্রীতিকর বস্তুর মোহে পড়িয়া ভগবানকে অনাদর করেন না।

আমার সুখাসুখের বিচার লইয়া আমি ভগবদুপাসনার প্রয়োজনাপ্রয়োজন বিচারে প্রবৃত্ত হই বলিয়াই শ্রীভগবানের নিরপেক্ষতা বা ভক্তপক্ষপাতিত্ব বুঝিয়া উঠিতে পারি না। স্বীয় স্বার্থসাধনের নিমিত্ত কোন দুষ্কার্য করিয়া যখন পাপাশঙ্কা হয়, তখন সেই পাপের ... দিতে ... প্রদানের জন্য আমরা বলিয়া থাকি, 'যথা নিযুক্তোঽস্মি ... করোমি' কিন্তু ভগবান্ যে ... অর্জ্জুনকে উপলক্ষ্য করিয়া অতি কাতরস্বরে শপথ করিয়াছেন, "হে জীব, তুমি ... পরিত্যাগ করিয়া আমার ... একমাত্র শরণ, তুমি তোমার প্রাকৃত দেহমনোনিষ্ঠ সঙ্কীর্ণ ধর্ম্মের বিচার পরিত্যাগ পূর্ব্বক একমাত্র আমার শরণাপন্ন হও, আমি তোমাকে দেহমনোধর্ম্ম পরিত্যাগ করার হেতু সমস্ত পাপ হইতে মুক্তি প্রদান করিব।" তখন আর 'যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি' কথা বলিতে চাহি না। ভগবানের এই আদেশ উল্লঙ্ঘন করিয়া আমরা সংসারে প্রবৃত্ত হওয়াকেই যদি 'যথা নিযুক্তোঽস্মি' বাক্যের তাৎপর্য্য বুঝি, তাহা হইলে আমাদের ন্যায় কার্য্যাকার্য্যবিবেকহীন আর কে থাকিতে পারে? দেহ-মনঃসর্ব্বস্ববাদিগণের বিচার বড়ই চাতুর্য্যোদ্দীপক; আবার মর্ম্মন্তুদ।

ভগবদনুশীলন করিতে গিয়া অনর্থ দ্বারা উৎপীড়িত হইলেই যে অনর্থের প্রভাবকে অধিক জ্ঞানে তাহার দাসত্ব স্বীকার করিতে হইবে বা তাহাতে অত্যাসক্ত হইতে হইবে, তাহা নহে। অনর্থকে সম্পূর্ণরূপে বিতাড়িত করিবার শক্তি ভগবানের দাসানুদাসগণের যথেষ্ট আছে। তাঁহাদের চরণাশ্রয় স্বীকার করিলে অনর্থ অধিক প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না। অনর্থোপশমের একমাত্র পন্থা সাধুসঙ্গে ভগবদনুশীলন। ভগবদনুশীলনের সুপাত্র স্বীকার না করিবার অনুকূল কোন যুক্তি মানুষের নাই। তিনি যতই না কেন যুক্তি প্রদর্শন করুন, ভগবদনুশীলন করিবার যোগ্যতা তাঁহার নাই, ইহা তিনি কোন ক্রমেই বলিতে পারেন না। অনেকে দাম্ভিকতা করিয়া ভগবদ্ভজনকে 'গৌণ' বলিয়া ভগবদ্-বিমুখ হইয়া থাকেন এবং উহাকেই খুব বাহাদুরী বলিয়া জানেন। জীবের স্বতন্ত্রতার এরূপ অপব্যবহার ভগবান্ কোন ক্রমেই অনুমোদন করিতে পারেন না।

যাঁহারা হরিভজনের কোন কথাই আলোচনা করেন না, অথচ ভজনকারিগণের ব্যবহার লইয়া মতামত প্রকাশ করেন, তাঁহারা অনধিকারচর্চ্চাই করিয়া থাকেন। আমার ন্যায় দেহমনোধর্ম্মী সংসারাসক্তের সংসারকে স্বতিসঙ্কারে ভোগ করিবার বিচার এবং ভক্তের সেই সংসারকে কৃষ্ণসম্বন্ধিজ্ঞানে স্বীকার পূর্ব্বক ভক্তিঅনুকূল বিষয় অঙ্গীকার ও ভক্তি প্রতিকূল বিষয় বর্জ্জন একই তাৎপর্য্যপর নহে। ভক্তের বিচার আমার মতের সহিত ঐক্য স্থাপন করিতে পারে না বলিয়া ভক্তকে নিন্দা করা কখনও সুবিচার-বত্তার পরিচয় নহে অথচ ঐরূপ অনধিকারচর্চ্চাকে সকলে দৃঢ় হয়। তাই বলি যে মানুষের জীবনী শক্তির কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। ভগবদনুশীলনেই জীবচৈতন্যের চেতনতা, তাহা না থাকিলে সেই জীব স্থাবরজঙ্গম-সৃষ্টির মধ্যে একটী জড়পদার্থ মাত্র।

গীতায় কর্ম্মযোগ

(৩)

কর্ম্মের কথা উল্লেখ করিবার কারণ-নির্দ্দেশপ্রসঙ্গে ভগবান্ বলিতেছেন,—

ময্যেব মন আধৎস্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয়।
নিবসিষ্যসি ময্যেব অত ঊর্দ্ধং ন সংশয়ঃ॥
অথ চিত্তং সমাধাতুং ন
শক্নোষি ময়ি স্থিরম্।
অভ্যাসযোগেন ততো
মামিচ্ছাপ্তুং ধনঞ্জয়॥
অভ্যাসেঽপ্যসমর্থোঽসি
মৎকর্ম্মপরমো ভব।
মদর্থমপি কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্
সিদ্ধিমবাপ্স্যসি॥
(১২৮-১০)

কৃষ্ণ অর্জ্জুনকে উপদেশচ্ছলে বদ্ধজীবগণকে উপদেশ করিতেছেন,—হে জীবগণ! যদি আত্মমঙ্গল চাও, তবে আমাতে নিত্য ভগবৎস্বরূপে মনকে স্থির করিয়া অনুক্ষণ স্মরণ কর, তোমার বিবেকবতী বুদ্ধি আমাতেই নিযুক্ত কর এবং ভগবৎ প্রেমে তুমি অবস্থিত হও। তাহা হইলে দেহ-মনোভাবের সঙ্কোচ ফলে যে নিরুপাধিক প্রেম, তাহা তুমি লাভ করিবে। যদি সেই অনুরাগ দ্বারা আমাতে চিত্ত স্থির করিতে না পার, তবে বৈধ অভ্যাসযোগের দ্বারা আমাকে পাইবার যত্ন কর। তাৎপর্য্য এই যে, পরম পুরুষার্থরূপ প্রেমের সাধন দুই প্রকার—রাগমার্গ ও বিধিমার্গ। রাগীভক্তদিগের চেষ্টা দেখিয়া তাহাতে লোভ পূর্ব্বক যে সাধন হয়, তাহাকে 'রাগানুগা ভক্তি' বলে। দৃঢ় শ্রদ্ধা দ্বারা যে সাধন হয়, তাহাকে 'বৈধীভক্তি' বলে। যাঁহার সহজ রাগাভাব, তাঁহার পক্ষে বৈধী সাধনই শ্রেয়ঃ। যদি অভ্যাসেও অসমর্থ হও, তবে মৎকর্ম্মপর হও, তাহা হইলে ক্রমশঃ অভ্যাস ও অবশেষে মদীয় সাক্ষাৎ তত্ত্বে চিত্ত-স্থৈর্য্যরূপ সিদ্ধি লাভ করিবে।

———

এক্ষণে উহাই প্রতিপাদিত হইতেছে যে, গীতায় কর্ম্মের বিষয়, যাহা ভগবান্ কর্ত্তৃক উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহা কখনই ব্যবহারিক কর্ম্ম নহে বা জীবসেবা নহে, কিন্তু তাহা সর্ব্বকালে সর্ব্বদেশে সর্ব্বপাত্রের সর্ব্বাবস্থায় অনুষ্ঠিত ভগবৎকর্ম্ম অর্থাৎ যে কোন দেশের যে কোন কালের, যে [illegible] অন্য কোন কৃত্য নাই, তাহা [illegible] সাধুসঙ্গের সহিত ভগবৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান [illegible]।

[illegible] কর্ম্ম কি, তদ্বিষয়ে শ্রীমদ্বলদেব [illegible] শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার [illegible] বলিয়াছেন,— 'ভগবন্মন্দির নির্ম্মাণ, ভগবদ্ [illegible] মন্দিরের সম্মার্জ্জন, ভগবৎপূজার্থ পুষ্প-বাটিকা-রচনা, তুলসী মঞ্চ ও তুলসীকানন-রচনা, এবং পুষ্পবাটিকা তুলসীকাননাদির সংস্কার সেচনাদি অনেক কর্ম্ম আছে।' যাঁহারা ঠাকুরসেবার হেতু ঐ সকল কর্ম্ম স্বয়ং সম্পাদনে অক্ষম, তাঁহারা অর্থাদির সাহায্যে, বাক্যের সাহায্যে ও অনুষ্ঠানে রত থাকিতে পারেন। ভগবদ্ভক্তি-প্রচারকার্য্যে সহায়তা করা অর্থাৎ অর্থ দ্বারা, বুদ্ধি দ্বারা, প্রাণের দ্বারা বা বাক্যের দ্বারা তদনুষ্ঠানের চেষ্টাও ভগবৎকর্ম্ম। শ্রীমন্মহাপ্রভুও তদীয় নিজজন রূপ, সনাতন, গোপালভট্ট প্রভৃতি গোস্বামিগণকে দিয়া ভক্তিশাস্ত্র প্রচার করাইয়া আমাদিগকে ভগবৎকর্ম্মের উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যাঁহারা বৈধ ভক্ত, তাঁহাদের পক্ষে এই রূপে সর্ব্বেন্দ্রিয়ের দ্বারা ভগবৎকর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইলেই সহজে চিত্তশুদ্ধি ঘটিয়া অচিরে ভগবৎকৃপা উদিত হইয়া থাকে। মনুষ্য ঐ সকল কর্ম্মকে 'কর্ম্মাঙ্গ' জ্ঞান করিয়া নির্জ্জন ভজনপরায়ণ হইলে অনর্থের সম্ভাবনা অধিক, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।

সনাতন ধর্ম্ম

(শ্রীনরোত্তম দাসাধিকারী)

অভিধেয় বিচার

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

সৎ-স্বাবলম্বন মাত্রই লোকে সর্ব্ব সদ্গুণযুক্ত উত্তম অধিকার লাভ করিতে পারেন না। সর্ব্বপ্রথম কনিষ্ঠাধিকার, পরে মধ্যম ও অবশেষে উত্তমাধিকার লাভের যোগ্যতা প্রাপ্ত হন। উত্তমাধিকার লাভের পূর্ব্বে অনেকের পূর্ব্ব স্বভাব বা অভ্যাস ন্যূনাধিক থাকিতে পারে। এরূপ স্বভাব বা অভ্যাস অত্যন্ত নিন্দনীয় হইলেও তজ্জন্য সাধুনিন্দা শাস্ত্র কর্ত্তৃক বিশেষরূপে নিষিদ্ধ হইয়াছে। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে উপদেশ করিতেছেন,

অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ব্যবসিতো হি সঃ॥
ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্ম্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং
নিগচ্ছতি।
কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ
প্রণশ্যতি॥

অর্থাৎ হে অর্জ্জুন, আমাতে অনন্যভজনযুক্ত ভক্তের পূর্ব্বকৃত সুদুরাচার যাহাতে ভক্তের সহজে ক্ষতি হইতে পারে না; কদাচিৎ দৃষ্টিকৃত হইলেও, তাহাকে সাধু বলিয়া স্বীকার করিবে। কারণ তাহার অনন্য নিষ্ঠা অতিশয় সুন্দর। হে কৌন্তেয়, তুমি আমার প্রতিজ্ঞা জান যে, আমার অনন্য-ভক্ত কোন জীব কখনই নষ্ট হইবে না। প্রথম অবস্থায় নিন্দা বা ঘটনাবশতঃ তাহার অধর্ম্ম বা দুরাচারাদি থাকিলেও ঐ অনন্যভক্তি শীঘ্রই তদ-সৌভাগ্যরূপা ভক্তিকৃপা দ্বারা বিদূরিত হইবে। তিনি জীবের নিত্যশুদ্ধস্বরূপগত আচারান্বিত হইয়া পাপ-পুণ্য-বন্ধন হইতে বিমুক্ত নিত্য পরম শান্তি লাভ করিবেন। এতৎসম্বন্ধে শ্রীপাদ রূপগোস্বামী-বিরচিত শ্রীউপদেশামৃতে উক্ত হইয়াছে :—

দৃষ্টৈঃ স্বভাবজনিতৈর্ব্বপুষশ্চ দোষৈঃ
ন প্রাকৃতত্বমিহ ভক্তজনস্য পশ্যেৎ।
গঙ্গাম্ভসাং ন খলু বুদ্বুদফেনপঙ্কৈ-
র্ব্রহ্মদ্রবত্বমপগচ্ছতি নীরধর্ম্মৈঃ॥

অর্থাৎ শুদ্ধভক্তিকৃপাপ্রাপ্ত ভক্তের বপুগত দোষ; যথা:—কদর্য্য লক্ষণ, পীড়া, কুগঠন, জরাদিজনিত কুদর্শন এবং স্বভাবদোষ, যথাঃ—নীচবর্ণ, কর্কশতা, আলস্য প্রভৃতি দর্শন করিয়া তাহাকে প্রাকৃত জ্ঞান করা উচিত নহে। নীরধর্ম্মপ্রাপ্ত গঙ্গাজল যেরূপ বুদ্বুদ, ফেন, পঙ্ক প্রভৃতি দ্বারা ব্রহ্মদ্রবত্ব পরিত্যাগ করেন না, তদ্রূপ স্বস্বরূপস্থিত বৈষ্ণবগণ দেহের অশুদ্ধতা জন্য বিকারধর্ম্মের দ্বারা প্রাকৃতত্ব দোষে দূষিত হয়েন না। সুতরাং ভজনপ্রয়াসী ব্যক্তি শুদ্ধ বৈষ্ণবকে তত্ত্বদৃষ্টিক্রমে দেখিতে না পারিলে নামাপরাধ হইতে নিস্তার পাইবেন না।

অসাধুগণ স্বভাবতঃ অপর ব্যক্তির [illegible] বলে, [illegible] সাধু বা ভক্তনিন্দা করিবেই। তদ্ভিন্ন সাধু ও ভগবানের মাহাত্ম্য প্রচারিত হইয়া থাকে এবং অসাধুগণ নিজেরা, অথবা তাহাদের সঙ্গ ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। এবম্বিধ মহৎপুরুষ ক্ষমা অসাধুগণের পক্ষে শোভা পাইতে পারে, কিন্তু সনাতনধর্ম্ম-সাধনকারীর পক্ষে বিষময় অনর্থোৎপাদক।

শ্রীমদ্ভাগবত বলেন :—

নাশ্চর্য্যমেতদ্ যদসৎসু সর্ব্বদা
মহদ্বিনিন্দা কুণপাত্মবাদিষু।
সের্ষ্যং মহাপুরুষপাদপাংশুভি-
র্নিরস্ততেজঃসু তদেব শোভনম্॥

অর্থাৎ যে সকল ব্যক্তি এই জড় নশ্বর দেহকে 'আমি' বুদ্ধি করে, সেই সকল অসদ্ব্যক্তি যে সর্ব্বদা মহাজনগণের নিন্দা করিবে, ইহাতে আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি আছে? মহাজনগণ যদিও সেই নিন্দা সহ্য করিয়া থাকেন, কিন্তু তাঁহাদের পদরেণুপুঞ্জ মহত্তের নিন্দা সহ্য করিতে পারেন না। তাঁহারা (পদরেণুসমূহ) নিন্দকের তেজোনাশ করিয়া থাকেন। অতএব অসতের মহদ্বিদ্বেষই শোভনীয়। তদ্বারা উহাদের দুর্ম্মতি প্রতিফলপ্রাপ্ত ঘটিয়া থাকে।

অতএব, ভক্তবৃন্দ, সাধনার সর্ব্ববিঘ্নকারী সাধুনিন্দারূপ এই [illegible] অপরাধ হইতে সকলের সর্ব্বদা সতর্কতা অবলম্বন বিশেষ বাঞ্ছনীয়।

(ক্রমশঃ)

বৈরাগী বৈষ্ণবদিগের চরিত্র

বৈরাগী বৈষ্ণবদিগের চরিত্র বিশেষ নির্ম্মল হওয়া চাই—শ্রীমন্মহাপ্রভু এইরূপ উপদেশ করিয়াছেন। এই উপদেশ অনুসারে সমস্ত বৈষ্ণবগণ আপন আপন চরিত্র পবিত্র করিবেন; বিশেষতঃ বৈরাগী বৈষ্ণবগণ এ বিষয়ে বিশেষ সাবধান থাকিবেন।

শুক্ল বস্ত্রে মসীবিন্দু যৈছে না লুকায়।
সন্ন্যাসির অল্প ছিদ্র সর্ব্ব লোকে গায়॥
প্রভু কহে—পূর্ণ যৈছে দুগ্ধের কলস।
সুরাবিন্দুপাতে কেহ না করে পরশ॥

বৈষ্ণব দুই প্রকার, গৃহস্থ ও সন্ন্যাসী। মঠধারী গোস্বামিগণ এবং ভগবদ্ধামপ্রাপ্ত গৃহস্থ—সকলেই বৈষ্ণব। যাঁহারা গৃহস্থ বৈষ্ণব। যাঁহারা ভেক গ্রহণ করিয়া বৈষ্ণব হন, তাঁহারা সন্ন্যাসী বৈষ্ণব। বৈষ্ণব গৃহস্থই হউন বা সন্ন্যাসী হউন, সকলেরই পূজনীয়। বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ হউন বা চণ্ডাল হউন, সকলেরই আদরণীয়। এই জন্যই বৈষ্ণবগণকে জগদ্গুরু বলা যায়। বৈষ্ণবগণ যেরূপ উচ্চপদস্থ জীব, তাঁহাদের চরিত্র তদ্রূপ উচ্চ ও অনুসরণযোগ্য হওয়া আবশ্যক। বৈষ্ণবদিগের চরিত্র মন্দ হইলে অন্যান্য দুর্ব্বল জীব কিরূপে সচ্চরিত্রতা লাভ করিবে? এ সকল কথা বিবেচনা করিয়া আদৌ মঠাধারী গোস্বামী মহোদয়গণ নিজ নিজ চরিত্র নির্দ্দোষ করিতে বিশেষ যত্ন করিবেন। পরস্ত্রী, পরধন, পরের সম্পত্তি এই সমস্ত বিষয়ে কিছুমাত্র লোভ করিবেন না। যাঁহারা যথার্থ বৈষ্ণব, তাঁহারা স্বভাবতঃ ঐ সকল কার্য্যে কখনই রত হন না। ভণ্ড তপস্বী ও বৈষ্ণবলিঙ্গীগণেরাই মঠ চালনের ছলে নানাবিধ পাপকার্য্য করেন। গুরুদিগের কর্ত্তব্য, যেন তাঁহারা শিষ্যগণকে নিজ সন্তানের ন্যায় স্নেহ করেন, অর্থলোভে বাকেচক্রে তাহাদিগকে বিব্রত করিয়া না ফেলেন। শিষ্যগণের পরিবারবর্গকে নিজ কন্যার ন্যায় পবিত্র চক্ষে দেখিবেন। সাধারণ গৃহস্থ বৈষ্ণবগণ সর্ব্বদা নিষ্পাপ চরিত্রে, স্বীয় দ্বারা অর্থ উপার্জ্জন করিয়া কৃষ্ণের সংসার নির্ব্বাহ করিবেন। মঠাধারীদিগকে যথাযোগ্য সম্মান করিবেন। নিকটস্থ ভেকধারী বৈরাগীদিগকে সদুপদেশ ও উপকার দ্বারা ভ্রাতৃবৎ ব্যবহার করিবেন। ভেকধারী বৈষ্ণব পবিত্র থাকিলে তাঁহাকে যথোচিত বৈষ্ণব-সৎকার করিবেন। অবকাশ পাইলে বৈষ্ণবশাস্ত্রের আলোচনা করিবেন। ভেকধারী বৈষ্ণবগণ মাধুকরী বৃত্তি দ্বারা [illegible] জীবিকা নির্ব্বাহ করি-

যেন। কোন স্ত্রীলোকের সহিত সম্ভাষণ করিবেন না। স্ত্রীলোক রাজা, ও কাল-সর্পকে সমান দেখিয়া ঐ তিনের সংসর্গ হইতে দূরে থাকিবেন।

যদিও সকল প্রকার বৈষ্ণবকে সচ্চরিত্র থাকিতে অবশ্যই হইবে, তথাপি ভেকধারী বৈষ্ণব বিশেষরূপে সচ্চরিত্রতা অবলম্বন করিবেন, ইহাই মহাপ্রভুর শিক্ষা। ভেকধারী বৈষ্ণব সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন, অতএব তাঁহার চরিত্রে যদি কোন প্রকার দোষ দেখা যায়, তাহা হইলে বড়ই দুঃখের বিষয় হয়।

— —

কতকগুলি ভেকধারীর দোষে আজকাল ভেকধারী বৈষ্ণব মাত্রেরই নিন্দা হইয়া উঠিয়াছে। আমরা ইচ্ছা করি,—যে বিশুদ্ধ ভেকধারী বৈষ্ণবগণ পতিত ভেকধারীদিগের সংসর্গ একবারে পরিত্যাগ করিয়া জগৎকে সৎ শিক্ষা দিবার জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিবেন। পতিত ভেকধারীর সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে। তাঁহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে পৃথক করিয়া দেওয়া প্রয়োজন।

ভেকধারী বৈষ্ণব স্বভাবতঃ বিরল। কেন না, সমস্ত সংসারসুখ পরিত্যাগ করিয়া সচ্চরিত্রের সহিত অহরহঃ হরিনাম না করিতে পারিলে ভেকধারীর পদ পবিত্র রাখা যায় না। পতিত ভেকধারীর সংখ্যা বাড়িবার কারণ এই যে, ভেক গ্রহণ কালে অধিকার বিচার করা যায় না। অনধিকারী ব্যক্তিকে ভেক দিলে শেষে উৎপাত বই আর কি হইতে পারে। এ বিষয়ে একটু সাধারণের মনোযোগ না হইলে বৈষ্ণব ধর্ম্মরক্ষা হয় না।

সৎশিক্ষা।

প্রাচীন কাল হইতে বৈষ্ণব ধর্ম্মে সৎ শিক্ষার উপদেশ আছে। সৎশিক্ষা দুই প্রকার অর্থাৎ বাক্যের দ্বারা উপদেশ এবং চরিত্র দ্বারা অপরকে সচ্চরিত্র শিক্ষা দেওয়া। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে এই উপদেশটী পাওয়া যায়,—

তুমি ভাল করিয়াছ শিখাও অন্যেরে।
এই মত ভাল কর্ম্ম সেহ যেন করে॥

শ্রীমন্মহাপ্রভু বৈষ্ণবদিগকে বলিতেছেন,—হে বৈষ্ণবগণ, তোমাদের সাধু চরিত্র অপরকে শিক্ষা দাও। তুমি ভাল কার্য্য করিতেছ, উত্তম। কিন্তু জগজ্জীব

শ্রীধাম মায়াপুর নবদ্বীপ প্রদর্শনী

(৩রা ফেব্রুয়ারী—১৭ই মার্চ্চ, ১৯২১)

শ্রীধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপ-প্রদর্শনী
পারমার্থিকগণের পরমার্থ-ভাবোদ্দীপক।

শ্রীধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপ প্রদর্শনী
আর্থিকগণের অর্থের প্রশস্ত পন্থা-প্রদর্শক॥

শ্রীধাম মায়াপুর-নবদ্বীপ-প্রদর্শনী
শিল্পীর শিল্পোন্নতি-বিধায়ক।

শ্রীধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপ প্রদর্শনী
কৃষির নব নব ভাণ্ডার প্রদর্শক॥

শ্রীধাম মায়াপুর নবদ্বীপ-প্রদর্শনী
জ্ঞানীর জ্ঞান-ভাণ্ডার বিস্তারক।

শ্রীধাম মায়াপুর-নবদ্বীপ-প্রদর্শনী
অজ্ঞানের জ্ঞানাক্ষি-প্রদায়ক॥

শ্রীধাম মায়াপুর-নবদ্বীপ-প্রদর্শনী
পণ্ডিতের পাণ্ডিত্য-প্রদর্শক।

শ্রীধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপ-প্রদর্শনী
মূর্খের মূর্খত্ব-নিরসক॥

শ্রীধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপ-প্রদর্শনী
ধনীর ধন-বৃদ্ধির প্রশস্ত উপায়।

শ্রীধাম-মায়াপুর নবদ্বীপ-প্রদর্শনী
নির্দ্ধনের ধনলাভের সহায়॥

শ্রীধাম মায়াপুর নবদ্বীপ-প্রদর্শনী
বলবানের বল-পরীক্ষক।

শ্রীধাম মায়াপুর নবদ্বীপ-প্রদর্শনী
দুর্ব্বলের বল-প্রদায়ক॥

অতএব শ্রীশ্রীধাম মায়াপুরনবদ্বীপ-প্রদর্শনী সকলেরই হিতকর। সুতরাং শ্রীধাম মায়াপুরনবদ্বীপ প্রদর্শনীতে সকলেই যোগদান করুন।

তোমার প্রতি। অসৎ কার্য্যের দ্বারা তাহাদের পতন হইতেছে। তোমার কর্ত্তব্য এই যে, তোমার সাধু চরিত্র দেখাইয়া তাহাদিগকে তোমার চরিত্র অনুসরণ করাও। তুমি যদি গৃহত্যাগী বৈষ্ণব হও, তবে ত্যাগিবৈষ্ণবের সম্বন্ধে আমি যে সকল উপদেশ দিয়াছি, তাহা আচরণ করিয়া অন্য গৃহত্যাগী বৈষ্ণবকে শিক্ষা দাও। তুমি যদি গৃহস্থ বৈষ্ণব হও, তবে গৃহী বৈষ্ণবকে আমি যে সকল উপদেশ দিয়াছি ও স্বীয় চরিত্রের দ্বারা দেখাইয়াছি, তাহার অনুসরণ করিয়া অন্যান্য গৃহীদিগকে শিক্ষা দাও। বৈষ্ণব চরিত্র নিষ্পাপ, তাহার কোন অংশ গোপন করিবার যোগ্য নয়। সরলতাই বৈষ্ণবের জীবন। স্বীয় চরিত্র সর্ব্বত্র প্রকাশ পূর্ব্বক শিক্ষা দাও। চরিত্র শুদ্ধ না হইলে বৈষ্ণব-পদবী পাইবার কেহ যোগ্য হন না। তোমরা শুদ্ধ চরিত্র, অতএব সর্ব্বদাই ভাল আচরণ করিয়া থাক। তাহা জগৎকে শিক্ষা দাও। সকল বৈষ্ণবই জগতের গুরুপদ প্রাপ্ত হইয়াছেন। কেবল কথার দ্বারা শিক্ষা দিলে যথেষ্ট হয় না। চরিত্র দ্বারা শিক্ষা দেওয়াই প্রধান কার্য্য। দেখ, আমার জন্য কোন বিধি নাই। আমি স্বেচ্ছাময় ঈশ্বর। যাহা ইচ্ছা হয়, তাহাই করিতে পারি। তথাপি আমি উত্তম কালে কালে জীবের চরিত্র শোধন করিবার জন্য শ্রীশচীদেবীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া শিক্ষা দিতেছি। আমি বাল্য চরিত্রের দ্বারা বালকদিগকে শিক্ষা দিয়াছি, গৃহস্থ চরিত্রের দ্বারা গৃহিগণকে শিক্ষা দিয়াছি। সন্ন্যাস-চরিত্রের দ্বারা গৃহত্যাগিজনগণকে শিক্ষা দিয়াছি। তোমরা আমার চরিত্র অনুসরণ পূর্ব্বক অন্যান্য জীবগণকে শিক্ষা দাও। যখন যে বিষয়ে কিছু মাত্র সন্দেহ হয়, তখন আমার চরিত্র আলোচনা করিয়া স্বীয় চরিত্রের গঠন কর।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই উপদেশটী সকল বৈষ্ণবের পালন করা উচিত। যিনি এই উপদেশ পালন করিতে না চান, তিনি মহাপ্রভুর বিরোধী।

সাময়িক সংবাদ

গত [illegible] কটক গভর্ণমেণ্ট [illegible] ডেপুটি মেণ্টের [illegible] শ্রীযু[illegible] দাস মহাশয় শ্রীমায়াপুর [illegible] নিকট [illegible] আগমন করিয়াছেন [illegible] শ্রীমুখে [illegible]

পর-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

সম্প্রতি পর বিদ্যাপীঠে নিম্নলিখিত শিক্ষণীয় বিষয়নিচয়ের অধ্যাপকের আসন সমূহ সংস্থাপিত হইয়াছে—বিদ্যার্থিগণ সংবাদ করুন।

১। সাহিত্যাসন, ২। ঐতিহ্যাসন,
৩। সম্প্রদায়বৈভবাসন, ৪। ভক্তিশাস্ত্রাসন,
৫। শ্রুতিশাস্ত্রাসন, ৬। বেদান্তাসন,
৭। একায়নাসন।

শ্রীসুন্দরানন্দ লাল রায় বি, এ, কাব্যতীর্থ, বিদ্যাসাগর,
সম্পাদক—পরবিদ্যাপীঠ, শ্রীধাম মায়াপুর।

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৪০৲ চল্লিশ টাকা।

২৭২৪ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে, সপ্তচত্বারিংশ খণ্ডে সূচী ছাপা হইতেছে।

৪৬শ খণ্ড গ্রাহক নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে ১৫।৵০ সাধারণ পক্ষে ২০৮৵৩। প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৶০, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ।৵০

দশম স্কন্ধের ভিক্ষা ১২৲, অগ্রিম সাহায্যকারীর পক্ষে ৮৲।

অধ্যায়পর্যন্ত একাদশ সংখ্যা ছাপা হইয়াছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

"শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত"

সূচী প্রভৃতি সহ সম্পূর্ণ ছাপা শেষ হইয়াছে

আদি, মধ্য, ও অন্ত্যলীলা এবং সূচী ছাপা হইয়া সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে। যাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্বে ১০৲ টাকা ভিক্ষার তৃতীয় সংস্করণ ৪৲ টাকায় না পাইয়া অপূর্ব সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের জন্য উহার ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। সেই ১০৲ টাকার এই বিরাট গ্রন্থের শত সংখ্যা মাত্র ৫৲ টাকা ভিক্ষায় দেওয়া হইতেছে। গ্রাহকগণ সত্বর হউন পরে আর এ সুযোগ থাকিবে না।

শ্রীচৈতন্য লীলার ব্যাস আখ্যাত

শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

সভাষ্য আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র গ্রন্থ ১৮৲ স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲

নদীয়া প্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪৷৷০ টাকা

শ্রীচৈতন্য মঠের যাবতীয় গ্রন্থ

কার্যাধ্যক্ষ, গ্রন্থ-বিভাগ, শ্রীচৈতন্য মঠ
পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া
—অথবা—
শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা
ঠিকানায় পাওয়া যাইবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য — ডাকে লইলে শ্রীচৈতন্য মঠের ঠিকানায় লিখিবেন।

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত ভক্তি গ্রন্থাবলী

যে সব উৎকলবাসী ভক্ত বাংলা অক্ষর পড়িতে জানেন না, তাঁহাদের শ্রীশ্রীল প্রভুর প্রচারিত পরম উপাদেয় ভক্তি-কথা জানিবার সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে উড়িয়া-অক্ষরে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হইয়াছে। বাংলা গ্রন্থের তুলনায় উড়িয়া গ্রন্থগুলির ভিক্ষাও অপেক্ষাকৃত অল্প।

গ্রন্থের নাম	ভিক্ষা
শ্রীহরিনাম চিন্তামণি, প্রতিখণ্ড	
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	১৲
সাধন পথ (শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টক) প্রতিখণ্ড	।০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৷০
কল্যাণ কল্পতরু প্রতিখণ্ড	
একত্রে ৩খণ্ড লইলে	
গীতাবলী প্রতিখণ্ড	⁄১০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৶১৫
শরণাগতি— প্রতিখণ্ড	⁄০
একত্রে ৩খণ্ড লইলে	৶৫

প্রাপ্তিস্থান { শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ, কটক এবং শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, পুরী

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিম্নলিখিত মঠসমূহে প্রাপ্তব্যঃ—

১। শ্রীচৈতন্য মঠ,—পোঃ, শ্রীধামমায়াপুর, (নদীয়া)।
২। শ্রীগোরগদাধর মঠ,—চাঁপাহাটি, সমুদ্রগড় পোঃ, (বর্দ্ধমান)।
৩। শ্রীভাগবত আসন,—ভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৪। শ্রীগৌড়ীয় মঠ,—১নং উল্টাডাঙ্গা জংসন রোড, কলিকাতা।
৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ,—চটকপর্বত, পুরী।
৬। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ,—উড়িয়া বাজার, কটক।
৭। শ্রীভাগবত মঠ,—চিরাগাছা, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।
৮। শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ,—৪নং অগস্ত্যকুণ্ড, কাশী, ইউ, পি।
৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,—ছীপাগলি, বৃন্দাবন, মথুরা, ইউ, পি।
১০। শ্রীপরমহংস মঠ—নিমসার পোঃ, সীতাপুর, ইউ পি।
১১। শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ,—কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল, পাঞ্জাব।
১২। শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠ,—৯০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।
১৩। শ্রীগদাইগৌরাঙ্গ মঠ,—বালিয়াটি, ঢাকা।
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম,—আমলাযোড়া, রাজবাঁধ পোঃ, বর্দ্ধমান।
১৫। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ,—চুয়রকোন্দা, চিরকুণ্ডা পোঃ, মানভূম।
১৬। শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয় মঠ,—আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী, উড়িষ্যা।
১৭। শ্রীগৌড়ীয়মঠ কার্যালয় ১০১ হনুমান রোড, নিউদিল্লি

এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণের নিকটও নদীয়া-প্রকাশ প্রাপ্তব্য।

১। শ্রীযুক্ত জনার্দ্দন ঘোষ—বড় বাজার রোড, খুলনা
২। শ্রীযুক্ত রাধাচরণ গোস্বামী ঠাকুর—দেওয়ানগঞ্জ, হলদিবাড়ী কুচবিহার।
৩। শ্রীযুক্ত রামরঞ্জন রায়—৭৮।১নং শ্রীগোপাল মল্লিক লেন, কলিকাতা
৪। মিঃ এন ডি, মুখার্জ্জি—এম, এম, ওয়াকস দি মল, কানপুর।
৫। শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী জ্যোতির্ভূষণ—স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া
৬। শ্রীবংশীবিহারী দাস অধিকারী, নবদ্বীপ।
৭। শ্রীবিরাজমোহন দে—মনমোহন প্রেস, নবাবপুর, ঢাকা।
৮। শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ গড়গড়ি বেড়াচাঁপা, ২৪ পরগণা।
৯। শ্রীপঞ্চানন চট্টোপাধ্যায় এ, এস্, এম্, দানসার

অন্যথা : তৃণজ্ঞানে, তুচ্ছ সহ করে। পুন সেইমত যারা পাপে ডুবি মরে।

তন্মঠের গ্রন্থাবলী।

শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুর বিরচিত

তত্ত্ব-গ্রন্থাবলী

উৎকৃষ্ট কাপড়ে বিলাতী ধরণে বাঁধাই স্বর্ণালঙ্কৃত। চতুর্থ সংস্করণ। বিস্তৃতবিষয়সূচীসহ

তত্ত্বধর্ম্ম

বাঁধাই ২৲ দুই টাকা

প্রকাশিত হইয়াছে

সনাতন ধর্ম্মশাস্ত্র বেদ, বেদান্ত, উপনিষৎ, গীতা, শ্রীমদ্ দর্শন, পুরাণ, তন্ত্রাদি সকল গ্রন্থ পাঠ করিবার অবসর অতি অল্প মানবের ঘটিয়া থাকে। অনেকের যোগ্যতা না থাকায় সেই সমস্ত গ্রন্থের মর্ম্ম অবগত হইতে পারেন না। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বাঙ্গালার এই অসুবিধা দূরীভূত করিবার জন্য এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

বিদ্যালয়ের ছাত্র বা শিক্ষকগণের বিশেষ পাঠ্য, এই হেতু শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টার বাহাদুর ইহা সমস্ত বিদ্যালয়ের জন্য অনুমোদন করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

প্রথম খণ্ড ভিক্ষা ১৲ একটাকা

ভক্তিপূর্ণ শাস্ত্রবাক্য দ্বারা প্রত্যেক মানবের নিত্য কর্ত্তব্য ও অনিত্য সাময়িক কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। গ্রন্থের প্রতি উক্তি সনাতন শাস্ত্রবাক্য দ্বারা সমর্থিত ও প্রমাণিত হইয়াছে। দেহের, মনের ও আত্মার ধর্ম্ম কি? স্বদেশ, সমাজ, জাতি, বন্ধু কে? ইত্যাদি বিষয় ক্রমানুসারে এরূপ সুন্দরভাবে যুক্তিসহকারে আলোচিত হইয়াছে যে, প্রথম হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত পাঠ না করিয়া নিবৃত্ত হওয়া যায় না।

শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য

ভিক্ষা ৵০

ঐ প্রমাণ খণ্ড ভিক্ষা ৵০

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিহার ও লীলাভূমি নয়টী দ্বীপ-সমন্বিত। এই নব দ্বীপের প্রাচীন বিবরণ—প্রত্যেক দ্বীপে শ্রীমহাপ্রভুর লীলা—প্রত্যেক দ্বীপের পরিচয়, শ্রীধাম-মাহাত্ম্য—নামাপরাধ কি? ইত্যাদি বিষয় বিশেষভাবে মনোহর ছন্দে বর্ণিত। পকেট সাইজ প্রায় ১৬০ পৃষ্ঠা।

শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ

উজ্জ্বল ব্রোঞ্জ ব্লু কালীতে উত্তম কাগজে ছাপা—শ্রীনবদ্বীপধাম দর্শনে ভাবুক দর্শনকারীর কি প্রকার ভাবের উচ্ছ্বাস হয়, তাহা এই গ্রন্থে বর্ণিত। অতি চমৎকার! ভিক্ষা চারি আনা।

শ্রীমনঃশিক্ষা

।৵০

দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভুকে উপদেশচ্ছলে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রাকৃতজ বিচার আঃ সুন্দরভাবে বর্ণিত হইয়াছে। ইহা ছাড়া শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদিষ্ট শিক্ষা ও উপদেশ বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-জগতে অভিনব গ্রন্থ !!

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতি-গ্রন্থাবলী :—

শরণাগতি

পকেট সাইজ

অষ্টম সংস্করণ

ভিক্ষা /০ আনা

দেহ ও মনের চেষ্টা অনিত্য ও কষ্টদ—ইহা যখন জীব বুঝিতে পারে, তখন একমাত্র নিত্যবস্তু শ্রীভগবানের প্রতি তাহার কোন ভাষায় আবেগময়ী প্রার্থনা হয় এবং শ্রীভগবানে সর্ব্বান্তঃকরণে নিষ্কপটে কি প্রকারে শরণাপন্ন হইতে হয়, ইত্যাদি বিষয়ক, প্রাণস্পর্শী প্রার্থনা ও আত্ম সমর্পণমূলক গান। উড়িয়া সংস্করণও প্রকাশিত হইয়াছে।

ভিক্ষা প্রতি খণ্ড /০ এক আনা।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা— ৵০, নবদ্বীপশতক— /০

অর্থপঞ্চক -/০

কল্যাণকল্পতরু

পকেট সাইজ

পঞ্চম সংস্করণ

ভিক্ষা /১০

আমরা প্রত্যহ নূতন অভাব ও কামনার বশবর্ত্তী হইয়া পুনঃপুনঃ যে অকল্যাণকে কল্যাণ বলিয়া গ্রহণ করি এবং তাহারই নিকট কল্যাণ কামনা করি, তাহা যে নিত্য বা যথার্থ কল্যাণ প্রদানে অসমর্থ এবং কোন বস্তু আমাদের নিত্য কল্যাণদাতা এবং কি ভাবে আমরা সেই কল্যাণলাভে সমর্থ হইব, এই সকল কথা সরল গানে লিখিত। এই গীতিগ্রন্থ বাস্তবিকই কল্যাণের কল্পতরু, তাহা প্রত্যেককে নিত্যকল্যাণ প্রদানে

শ্রীল চক্রবর্ত্তি ঠাকুরের টীকা সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর কৃত টীকা ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কৃত অনুবাদ। টীকাকারের জীবনী, শ্লোক-সূচি, বিষয়-সূচি প্রভৃতি বহু প্রয়োজনীয় বিষয় সংবলিত প্রায় ৮২৫ পৃষ্ঠা। উৎকৃষ্ট সিল্ক-বাঁধাই ২৲ দুই টাকা, কাগজে বাঁধা ১॥০

শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ কৃত ভাষ্য সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

কাগজ ও ছাপা উৎকৃষ্ট। সিল্কে বাঁধাই, সোণার জলে নাম লেখা রাজসংস্করণ ২৲ টাকা, সাধারণ সংস্করণ ১॥০, গৌড়ীয়ের গ্রাহকপক্ষে ১।০

বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি

(সাম্প্রদায়িক অভিধান)

বিষয়—১। ভক্তিশাস্ত্রে ব্যবহৃত শব্দাবলীর অর্থ, ২। চারি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের চরিত্র, ৩। বৈকুণ্ঠবৈষ্ণবসম্পর্কিত শ্রীমন্দির ও শ্রীবিগ্রহের বিবরণ, ৪। বৈষ্ণবগ্রন্থ ও গ্রন্থকারগণের তালিকা ও বিবরণ, ৬। বিষয় বিশেষের লৌকিক ও শাস্ত্রীয় আকরমূলে যাবতীয় তথ্য। চারিখণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ১ম খণ্ড ৸০, ২য় খণ্ড ৸৹, ৩য় খণ্ড ৸০, ৪র্থ খণ্ড ॥৵০, চারিখণ্ড একত্রে ৩৲ (৫ম খণ্ড যন্ত্রস্থ)।

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ—১ম খণ্ড ১৲ এক টাকা ২য় খণ্ড ১৲ এক টাকা—শ্রীমদ্ভাগবতের গ্রাহক ও গৌড়ীয় গ্রাহকগণ ১৷০ টাকায় দুইখণ্ড পাইবেন। বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমজ্জীব গোস্বামিপাদের রচিত গ্রন্থ। ইহাই ষটসন্দর্ভের অধিক প্রয়োজনীয় অংশ। গ্রন্থ খণ্ড ডবল ক্রাউন ৮ পেজীর ৯৬ পৃষ্ঠা আকারে মুদ্রিত হইতেছে।

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য সঙ্কলিত

সদাচারস্মৃতিঃ

ভিক্ষা /০ মাত্র

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (প্রাচীন নবদ্বীপ) নদীয়া।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

হেলার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ৬ আঃ শিশিতে ঘনীকৃত সুবৃহৎ ছোটবোতলের সমপরিমাণ ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোনরূপ পরিবর্ত্তন হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ॥০ আনা, পাইন্ট ॥৹ আনা, বোতল ১৷০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা।

রেজেষ্টার্ড

মদন মঞ্জরী

বটিকা স্বপ্ন ও ধাতুবিকার, ইন্দ্রিয়শক্তির হ্রাস, প্রস্রাবে শুক্রপাত, মেহজন্য, মাথাঘোরা, বুক ধড়ফড়ানি, নিদ্রা প্রভৃতি লক্ষণ সত্ত্বর নিশ্চয় আরোগ্য হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ৪০ বটী ১৲ এক টাকা।

“নপুংসকারি ঘৃত”

পুরুষত্বহানি রোগে বাহ্যপ্রয়োগ দ্বারা আরোগ্য করিয়া শক্তিসম্পন্ন করে। মূল্য ২ তোলা ১৲ টাকা।

“রমণবিলাসিনী বটিকা”

বীর্য্যধারণ করত সম্ভোগশক্তি স্থায়ী ও বৃদ্ধি করিতে অত্যাশ্চর্য্য। মূল্য ১৬ বটী ১৲ এক টাকা।

বৈদ্য নারায়ণজী, কেশবজী

১৭৭নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

বিজ্ঞাপন

সাবধান! সাবধান!! সাবধান!!!

জে, বি, দত্তের চৌকা শিশি বাদাম তৈল

আদি ও অকৃত্রিম এবং উপকারিতায় সর্ব্বজন পরিচিত ও বহু প্রশংসিত।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী *J. B. Datta & Co.* নাম খোদা দেখিয়া খরিদ করিবেন। নতুবা জুয়াচোরগণ কমদরের কৃত্রিম তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে।

বিনীত—জে, বি, দত্ত

ফেরাস্ কুইনিন

নূতন এবং পুরাতন ম্যালেরিয়ার যম

ইহাতে উপযুক্ত মাত্রায় আয়রন, হাইড্রোক্লোর কুইনিন, আর্সেনিক এবং ট্রাইকোডিন আছে।

এই ফেরাস্-কুইনিন দ্বারা ইনজেকসন করিলে একটী বা দুইটী ইনজেকসনেই সর্ব্বপ্রকার কঠিন ম্যালেরিয়া জ্বর বন্ধ করে এবং ছয় হইতে বারটী ইনজেকসনে ম্যালেরিয়ার সমস্ত উপসর্গ নষ্ট করিয়া দেয়।

৬ এম্পুলপূর্ণ প্রতি বাক্স—মূল্য ২৲, দুই ৩, টাকা

[illegible] কেমিক্যাল এণ্ড ক্লিনিক্যাল ল্যাবরেটরীতে প্রস্তুত। ২২১ [illegible] রোড, কলিকাতা।

...র বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

এখানে আহার এবং বাসস্থান দিয়া বিদ্যার্থিগণকে বিভিন্ন শিক্ষণীয় বিষয় শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। অনেক ছাত্র উৎসাহের সহিত আসিয়া পাঠ আরম্ভ করিয়াছেন। বর্ত্তমান বর্ষে সকল ছাত্রই গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

প্রধান অধ্যাপক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রচন্দ্র কাব্য ব্যাকরণ-সাংখ্য-বেদান্ত-ন্যায়দর্শন-তীর্থ, সাংখ্যভূষণ, বেদান্তরত্ন, সাহিত্যশাস্ত্রী, দর্শনবাচস্পতি।

অধ্যাপক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গৌরদাস ব্রহ্মচারী ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীধাম মায়াপুর পরবিদ্যাপীঠ, (নদীয়া)

বেদনাঞ্জন

শ্রেষ্ঠরত্ন

কলিকাতা কংগ্রেস এক্জিবিসন হইতে বহু প্রশংসা প্রাপ্ত ও বহু গণ্যমান্য ভদ্রমহোদয়গণ কর্ত্তৃক প্রশংসিত।

* * *

আজকাল বাজারে চলিত মিশ্রিত ও বিষাক্ত আহার্য্য সেবনে শরীরের রক্ত ক্রমেই দোষিত হইয়া পড়িতেছে। রক্তই মানবদেহের শ্রেষ্ঠ উপাদান, এই রক্ত দোষিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মানব বাত, বেদনা, মাথাধরা, মাথাঘোরা, দৃষ্টিশক্তির হ্রাস, দাঁতের গোড়া ফুলা, দাঁত কনকনানি, দাঁতে পোকা এবং খোস, চুলকানি প্রভৃতি কষ্টদায়ক ব্যাধিতে আক্রান্ত হইতেছে। যদি আপনি এ সকল ব্যাধিমুক্ত হইতে চান, তাহা হইলে অযথা পয়সার অপব্যয় না করিয়া অল্প দামে এক শিশি **বেদনাঞ্জন** ক্রয় করিয়া ইহার আশ্চর্য্যকারী-শক্তি উপলব্ধি করুন। গুণের তুলনায় মূল্য অতি সামান্য। এক শিশির মূল্য ।০ আনা মাত্র মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

প্রোপ্রাইটার—এল, সি, চ্যাটার্জ্জী এণ্ড ব্রাদার্স।

৬৩নং এলগিন রোড, সাঁতরাগাছি, হাওড়া।

সকল মণিহারী দোকানে ও বড় বড় ডাক্তারখানায় পাওয়া যায়।

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

যদিও অদ্যাপি প্রকৃত মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য, তথাপি যাহারা নানাবিধ অনিয়মিত উপায়ে অপরিমিত শক্তি নষ্ট করিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন এবং নানা প্রকার মেহ, প্রমেহ, ধাতুদৌর্ব্বল্য, স্নায়বিক দুর্ব্বলতা, বহুমূত্র, স্বপ্নদোষ, পাকস্থলীর পীড়া, অশ এবং স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে যাহারা বাধক, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, সূতিকা, শ্বেত ও রক্তপ্রদর, হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি রোগে ভুগিয়া জীবনে নিরাশ হইয়াছেন, তাঁহারা আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটার্স সাহেবের আবিষ্কৃত **ইলেক্ট্রিক সলিউসন** ব্যবহার করিয়া বাঁচিতে পারেন, তাহার শত শত প্রমাণ প্রতি বৎসরই পাওয়া যাইতেছে। যাঁহারা অন্যান্য নানাবিধ ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরোগ্য হইতে পারেন নাই, তাঁহারা একবার এই ঔষধটী ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক মাসের ব্যবহারোপযোগী এক শিশি ঔষধ ডাকমাশুল সহ ৩।০ টাকা মাত্র।

সোল এজেণ্ট—ডাঃ ডি, ডি, হাজরা।

ফতেপুর, গার্ডেনরীচ পোষ্ট, কলিকাতা।

ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

অধ্যক্ষ

শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম.এ. এফ.সি.এস (লণ্ডন)

ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক

(প্রফেসার)

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ বিশুদ্ধ ও শাস্ত্রমতে নিজ তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হয়। পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ক্যাটালগ পাঠান হয়। রোগের বিবরণ জানাইলে যত্নপূর্ব্বক ব্যবস্থা দেওয়া হয়। চিঠি পত্রাদি সম্পূর্ণরূপে গোপন রাখা হয়।

মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দুর)

(বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৪৲ টাকা

উৎকৃষ্ট স্বর্ণ, পারদ ও আমলাসার গন্ধক দ্বারা যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। নিত্য প্রয়োজনীয় সর্ব্বরোগনাশক মহৌষধ।

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৩৲ টাকা

উৎকৃষ্ট কাশীর আমলকী, বংশলোচন প্রভৃতি যাবতীয় উপাদানে পূর্ণ মাত্রায় যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। কাস, কাশি, সর্দ্দি, যক্ষ্মা, ক্ষয়রোগ, হৃদরোগ প্রভৃতি রোগের মহৌষধ। সকলপ্রকার দুর্ব্বলতা নাশক অতিশয় পুষ্টিকর মহৌষধ বলা বাহুল্য বিশেষ।

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬৲ টাকা

ইহা সেবনে ধাতুদৌর্ব্বল্য, শুক্রতারল্য, স্বপ্নদোষ, প্রমেহ ও ধ্বজভঙ্গ সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায়। ইহা অপরিসীম আনন্দদায়ক রসায়ন।

অবলাবান্ধব যোগ

প্রদর, বাধক প্রভৃতি জরায়ুদোষ ও যোনিগত তরলরোগ রোগের মহৌষধ

মূল্য—১৬ মাত্রা ২৲ টাকা। ৫০ মাত্রা ৫৲ টাকা মাত্র

বিশুদ্ধ জল! ভয় নাই! বিশুদ্ধ জল!!

লক্ষ্মী টিউব-ওয়েল কোং

২০৫নং নবাবপুর, ঢাকা

বর্ত্তমান-যুগের নব আবিষ্কৃত যন্ত্রপাতি দ্বারা উন্নত বৈজ্ঞানিক-প্রণালীতে নলকূপ (*Tube-well*) নির্ম্মাণ করা হয়। বঙ্গের লাট বাহাদুর, প্রাইভেট সেক্রেটারী, ডিষ্ট্রীক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট, ডিষ্ট্রীক্ট-বোর্ডের চেয়ারম্যান, ইঞ্জিনিয়ার, জমিদার, তালুকদার প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত ভদ্রমহোদয়গণ এই কোম্পানীর কার্য্য দেখিয়া প্রশংসা করিয়াছেন। রাসায়নিক পরীক্ষায় জল বিশুদ্ধ না হইলে মূল্য গৃহীত হয় না। বিস্তৃত বিবরণের জন্য পত্র লিখুন।

বিজ্ঞাপিত কেন?

সাধারণের হিতার্থে, মানবের দুঃখ দূর হইতে পারে তাহার পন্থা ইত্যাদি সম্বলিত "কামশাস্ত্র" গ্রন্থখানি যিনি পাঠ করেন নাই, তিনি আবেদন করিলে বিনামূল্যে প্রাপ্ত হউন। উহা পাঠে উপকৃত হইয়া ৭৫০০০ হাজার লোক কৃতজ্ঞ হইয়াছেন। প্রায় ৫০ বৎসরের পরীক্ষিত, শুক্রতারল্য, স্বপ্নদোষ ইত্যাদির যম "আতঙ্কনিগ্রহ বটিকা" প্রতি কৌটার মূল্য ১৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান—আতঙ্কনিগ্রহ ফার্ম্মেসী, ২১৪ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মনোমোহন প্রেস

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা

পূর্ব্ববাঙ্গালায় সুলভে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত

বৈদ্যুতিক মেশিনে দিবারাত্র কাজ চলিতেছে

বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা।

শ্রীমায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রী বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

স্থানীয় সংস্করণ

Registered No. C 1514

বিজ্ঞাপনের হার

প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চ ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩।০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার- নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র।

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৵৫

৪র্থ বর্ষ] সম্পাদক—প্রত্নবিদ্যালঙ্কার শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী [২৫৫ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্য মঠ শ্রীধাম মায়াপুর—২০শে পৌষ শনিবার ১৩৩৬, ৪ঠা জানুয়ারী ১৯৩০

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থাবলী

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্—শ্লোক টীকা, বিবৃতি প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত। ভিক্ষা, প্রতি খণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৶০ গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশ গ্রাহক পক্ষে ।০
২। অনুভাষ্য-সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (২য় সংস্করণ) ৫৲
৩। গৌড়ীয়-গীতা ৶০
৪। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।০
৫। ভজন-রহস্য ॥০
৬। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
,, ,, ,, আবাঁধা ৸০
৭। গীতা (শ্রীবলদেবভাষ্যসহ) বাঁধা ২৲ আবাঁধা ১॥০
৮। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি টীকা সহ) বাঁধা ২৲ আবাঁধা ১॥০
গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ॥০
৯। [illegible] সানুবাদ (সাধন) ২৲
১০। বেদান্তত্ত্বসার সানুবাদ (রামানুজীয়) ॥০
১১। জৈবধর্ম্ম ২৲
১২। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৩। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৪। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ।৶০
১৫। দ্বীপ-দিগ্দর্শন ৵০
১৬। সাধনপথ (৩য় সংস্করণ) ।৶০
১৭। আচার ও আচার্য্য ।
১৮। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
১৯। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৶০
২০। শ্রীনবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৵০
২১। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য (প্রমাণখণ্ড) ৴০
২২। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
২৩। শ্রীগোদ্রুমদ্বীপপরিক্রমা দর্পণ ।০
২৪। শরণাগতি, গীতাবলী, সাধনকণ, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, নবদ্বীপশতক, অর্থপঞ্চক ও সদাচারস্মৃতি মোট ১০
২৫। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ও [illegible] ৸০
২৬। সাধককণ্ঠমণি ।০
২৭। সংস্কার-দীপিকা ।০
২৮। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড) ৩৲
২৯। ব্রহ্মসংহিতা ॥০
৩০। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ৸০
৩১। মণিমঞ্জরী সানুবাদ ।০
৩২। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৩৩। শ্রীচৈতন্যভাগবত (বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ) ৫৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

ইংরাজী ভাষায় ভক্তিগ্রন্থ

১ শ্রীচৈতন্যচরিত ও শিক্ষা
২ নামভজন
৩। বৈষ্ণবধর্ম্ম আসল ও মেকি ।০
৪। ভাগবতীয় দর্শননীতি ও ধর্ম্ম
৫। কাম ও প্রেমধর্ম্ম
৬। গৌড়ীয়মঠ কি করেন

শ্রীধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপ-প্রদর্শনী, নদীয়া

(৩রা ফেব্রুয়ারী হইতে ১৮ই মার্চ্চ ১৯৩০ পর্য্যন্ত)

প্রদর্শনীর সকল জ্ঞাতব্য বিষয়ের জন্য সেক্রেটারী মহোদয়ের নিকট আবেদন করুন।

শ্রীকুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ,
শ্রীচৈতন্য মঠ, শ্রীধাম মায়াপুর পোঃ আঃ, (নদীয়া)।

দেবনাগরাক্ষরে ভক্তিগ্রন্থ

১। মায়াপুর-বিলাসাষ্টকম্ ৶০
২। সটীক [illegible] ০
৩। [illegible] ৶০
৪। গৌড়ীয়বৈষ্ণব [illegible] ৴০
৫। সিদ্ধান্ত[illegible] ॥০
৬। তত্ত্বসূত্রম্ ।০

গভর্ণমেণ্ট হইতে রেজিষ্টারী করা—

সর্ব্বপ্রকার প্লীহা লিভার সংযুক্ত ম্যালেরিয়া

—জ্বরের সাক্ষাৎ যম

সারফলীন

শিক ও সালসা। পথ্যের বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই। এক দাগেই প্লীহা, লিভার ধ্বংস হয়। 'ফলেন পরিচীয়তে'

এক দাগে জ্বর পালায়, ফিরে জ্বর আর হয় না

একদাগে জ্বর পালায়, তিন দাগে সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়। এমন উপকারী ঔষধ আর নাই। ... দাগে ঔষধ সেবনে যদি আপনার জ্বর ... পালায় ... সেই ... ঔষধ ... উচিত নয় কি? একদাগে ... রাখুন, ... শিয়রে রাখিলে ... বোতল ২ বিষের ... কেন? সুতরাং ৷৹ আনার সারফলীনই একটি জ্বর রোগীর পক্ষে যথেষ্ট; এমন প্রত্যক্ষ উপকারী জ্বরের ঔষধ আর নাই। সকালে জ্বর হইলে বৈকালে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবেন, ডাক্তার ডাকিতে হয় না। মূল্য প্রতি শিশি ।৵০ আনা, ডজন ৪।০ আনা।

এজেণ্ট—মেসারস্ এম, ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং, ১০ নং বনফিল্ডস্ লেন, কলিকাতা।

যুগল-মূর্ত্তি মার্কা
সর্ব্বত্র পাওয়া যায়।

আয়ুর্ব্বেদ সম্মত বায়ু পিত্ত বাত নাশক,

ত্রিগুণ তৈল

আসল ও আদি
শিশি ১০ আনা, ডজন ৮৲
ডিঃ পিঃ ও রেলওয়ে পার্শেল স্বতন্ত্র।

যুগল-মূর্ত্তি মার্কা এঃ বটকৃষ্ণ পাল দেখিয়া লইবেন।

এমন মহোপকারী তৈল আর নাই

গবর্ণমেণ্ট হইতে রেজিষ্টারী করা—

মহর্ষি চরক শাস্ত্রোক্ত ... উপাদানে খাঁটী কাঁচা ... তিল তৈলে মৃগনাভি, ... গোলাপ, চামেলী, ... চন্দন, ... বেল, প্রভৃতি মূল্যবান ... দ্রব্য ... প্রস্তুত বিধায় ছয় ঋতুতেই সমভাবে ইহার ... গন্ধ উপলব্ধি হইয়া থাকে। ফলতঃ এই ... সাধারণতঃ দৈহিক ... দূর হইয়া থাকে।

পরন্তু সর্ব্বপ্রকার স্ত্রী ও পুরুষের ... প্রভৃতি ... ব্যাধি, মেহ, প্রমেহ, প্রদর, কণ্ঠরোগ, ... মূর্চ্ছা, মাথাধরা, মাথাঘোরা, আধকপালী, নিদ্রাহীনতা এবং সর্ব্বপ্রকার বাতরোগ ও নানা প্রকার ব্যাধির কীটাণু ধ্বংসকারী অব্যর্থ মহৌষধ।

বলা বাহুল্য, ইহা একরূপ ... তৈল যে, পাগল ভাল হয়। যে কোন স্থানে তৈল ক্রয়কালীন শিশির গায়ের লেবেলের উপর বড় ২ অক্ষরে আসল যুগল মূর্ত্তি মার্কা এজেণ্ট বটকৃষ্ণ পাল দেখিয়া লইবেন, অন্যথায় শঠকারী দোকানদার জাল বা নকল তৈল বিক্রয় করিয়া আপনাকে ঠকাইবে। ... ঔষধ বিক্রয় করিয়া ঠকাইতে পারিবে ... হয়।

এজেণ্ট—বটকৃষ্ণ পাল এণ্ড কোং ২৩নং বনফিল্ড লেন, কলিকাতা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২০শে পৌষ শনিবার—১৩৩৬

সাময়িক-সংবাদ

প্রদর্শনী-প্রসঙ্গ

শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্য মঠে এবং কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠে প্রদর্শনীব্যাপার লইয়া সকলেই অত্যন্ত ব্যস্ত। সকলেই প্রদর্শনীর উপকরণ সংগ্রহে নিযুক্ত। শ্রীচৈতন্যমঠে প্রদর্শনীর বহু উপকরণ দি সংগৃহীত হইয়াছে ও হইতেছে। শ্রীচৈতন্যমঠের শ্রীমন্দিরের দক্ষিণ পার্শ্বে প্রদর্শনী-মণ্ডপের জন্য স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। কণ্টকপরিপূর্ণ আবর্জ্জনা-রাশি দূরীভূত করিয়া উচ্চাবচ স্থান সমতল করা হইয়াছে ও হইতেছে। স্থানটী অতীব প্রশস্ত। যাহাতে দর্শক ও প্রদর্শকগণের জলকষ্ট না হয়, তজ্জন্য মধ্যে মধ্যে নলকূপের ব্যবস্থা হইয়াছে। সমাগত যাত্রিগণের নিমিত্ত ইন্দ্রনারায়ণ ধর্ম্মশালা, ভক্তিবিজয় ভবন প্রভৃতি নব নির্ম্মীয়মান গৃহগুলি শীঘ্রই বাসোপযোগী হইবে। ছাউনী প্রভৃতি কার্য্যের জন্য বহু করোগেট আনীত হইয়াছে। বিভিন্ন স্থানের দর্শক ও প্রদর্শকগণের সহিত পত্রাদির আদান-প্রদান চলিতেছে। অনেকে স্থান অধিকারের নিমিত্ত আবেদন পত্র প্রেরণ করিয়াছেন। প্রত্যহ প্রদর্শকগণ আসিয়া প্রদর্শনীর স্থান দর্শন ও স্থানগ্রহণের নিমিত্ত যথারীতি আবেদন-পত্রাদি দিয়া যাইতেছেন। যেরূপ দেখা যাইতেছে, তাহাতে লোকসংখ্যা অত্যন্ত অধিক হইবারই সম্ভাবনা। অর্থী, পরমার্থী সকলেই প্রদর্শনী-দর্শনে সমুৎসুক; কিন্তু উভয়ের দর্শনে আকাশ-পাতাল পার্থক্য বর্ত্তমান।

প্রদর্শনীতে অর্থী কি দেখিবেন?

মহামায়ার সেবক, মহামায়ার বিচিত্রতায় মুগ্ধ অর্থী তাঁহার অক্ষজ জ্ঞান সম্বল করিয়া এই সব প্রদর্শনী দর্শন করিতে যাইয়া দেখিবেন, কি কি দ্রব্য তাঁহার নয়নমনের প্রীতি বিধানের নিমিত্ত আনীত হইয়াছে? কোন্ কোন্ দ্রব্য তাঁহার জিহ্বার তৃপ্তি-সাধন করিবে? প্রদর্শনীতে লোক সংখ্যা কত? গতবারে অমুক স্থানে যে প্রদর্শনী হইয়াছিল, তাহা অপেক্ষা এ প্রদর্শনী ভাল কি মন্দ? কোন আশ্চর্য্যজনক দৃশ্য আছে কি না? ইত্যাদি নানা প্রকার জল্পনা কল্পনা সম্বল করিয়া অর্থী গৃহে ফিরিবেন।

প্রদর্শনীতে পরমার্থীর দ্রষ্টব্য কি?

অর্থী ও পরমার্থীর দর্শনে পরস্পর ভেদ বর্ত্তমান। অর্থীর নয়ন চায়—স্বেন্দ্রিয় তর্পণ, আর পরমার্থীর নয়ন চায়—কৃষ্ণেন্দ্রিয় তর্পণ। পরমার্থী দেখিবেন, অতীন্দ্রিয় বস্তুর অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের সেবা-বিধানার্থ কি কি উপকরণ সংগৃহীত হইয়াছে? প্রদর্শকগণের সেবাচেষ্টা কিরূপ? আমি ইঁহাদের নিকট আমার প্রভুর সেবাবিষয়ে নূতন কি শিখিতে পারি? অর্থীর নয়নে যে বস্তু অতি তুচ্ছ অল্পমূল্যের বলিয়া দর্শনের অপ্রীতিকর, পরমার্থীর নিকট তাহাই বহুমূল্য, পরম সমাদরের বস্তু। দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝান যাইতে পারে যেমন,—পরমার্থী কৃষ্ণের সেবোপকরণ সংগ্রহ করিয়াছেন—বিভিন্ন প্রকারের পুষ্প, তুলসী, ধূপ দীপ, গন্ধ ইত্যাদি। পরমার্থী ভাবিবেন,—অহো! এই যে অমূল্য উপকরণসমূহ সংগৃহীত হইয়াছে, ইহা দ্বারা আমার আরাধ্য দেবতার কতই না আনন্দ উৎপাদন করিবে! যিনি এত সকল উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছেন, না জানি তাঁর সেবাচেষ্টা কত বড়! 'আমার প্রভুর সেবা হইবে'—একথা শুনিতে বা এ ব্যাপার দেখিতে পরমার্থীর আনন্দ আর ধরে না। অর্থী দেখিবেন—এ আর কি জিনিস দেখিতে আসিলাম! এত পয়সা খরচ করিয়া, এতটা অমূল্য সময় নষ্ট করিয়া কি শেষে এই ক'টা ফুল, ফল, ধূপ, দীপ দেখিবার জন্য এতদূর আসিলাম? ছি ছি, এ আবার একটা কি প্রদর্শনী?

পরমার্থী জানেন, যেখানে অর্থের ঘটা, ধনিকজনের মত্ততা, কিন্তু প্রাণ নাই, সেখানে কৃষ্ণের তৃপ্তি নাই, যেখানে আত্মেন্দ্রিয়তর্পণ প্রবল, কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণ সেখান হইতে বহু দূরে। তাই পরমার্থী বুঝিয়াছেন, অর্থের দ্বারা—জাগতিক দ্রব্যের দ্বারা—যাহা কৃষ্ণের একপাদ বিভূতি মাত্র, তাদৃশ বস্তুর দ্বারা সেই পরিপূর্ণ ঐশ্বর্য্যবানের কোন অভাবের নিবৃত্তি করিতে পারা যায় না। লক্ষ টাকার ধনীর নিকট এক কাণাকড়ির মূল্য কি? তাই ভক্ত ভগবানকে সকাতর সম্বোধনের সহিত বলিয়া থাকেন,—

রত্নাকরস্তবগৃহং গৃহিণী চ পদ্মা
কিং দেয়মস্তি ভবতে জগদীশ্বরায়॥
আভীরবামনয়নাহৃতমানসায়
দত্তং মনো যদুপতে কৃপয়া গৃহাণ॥
(উদ্ভটসাগর)

প্রভূত অর্থরাশির সদ্ব্যবহার করিয়াও ভগবানের বিন্দুমাত্র প্রীতিবিধান অথবা তাঁহার বিন্দুমাত্র অভাব নিবৃত্তি করিতে পারা যায় না, যদি সেখানে আত্মনিবেদন না থাকে। ভগবানের কোন বস্তুর অভাব নাই, তিনি পূর্ণকাম। তথাপি ভক্তপ্রদত্ত, শ্রদ্ধার সহিত অর্পিত দ্রব্য তিনি সাদরে প্রযত্নের সহিত গ্রহণ করিয়া থাকেন; কিন্তু দাম্ভিকতার সহিত, আকাঙ্ক্ষার সহিত, প্রতিষ্ঠাশার সহিত, কপটতার সহিত, লোকপ্রতারণার অভিপ্রায়ে বস্তুতঃ ভগবৎসেবাদির অনুষ্ঠান ভস্মে ঘৃতাহুতির ন্যায় নিষ্ফল হইয়া যায়।

আজ সব প্রদর্শনীর প্রদর্শকগণ সকলকে সাদরে আহ্বান করিতেছেন,—'কে কোথায় আছ দুর্ভিক্ষ, বন্যা, ব্যাধি-ক্লিষ্ট, বিপজ্জর্জ্জরিত, অভাবগ্রস্ত জীব, যদি অভাবনিবৃত্তি করিয়া স্বভাবে প্রতিষ্ঠিত হইতে চাও, তবে এস, দেখিয়া লও বুঝিয়া লও, শিখিয়া লও।'

শ্রীব্রহ্মসংহিতার নব সংস্করণ

আমরা সুপ্রসিদ্ধ পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র 'গৌড়ীয়' পাঠে অবগত হইলাম যে, শ্রীব্রহ্মসংহিতা-গ্রন্থ, যাহা শ্রীমন্মহাপ্রভুর অপূর্ব ও অমূল্য দান, যাহার বিষয় কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর ভাষায় এইরূপ অঙ্কিত হইয়াছে, "সিদ্ধান্তশাস্ত্র নাহি ব্রহ্মসংহিতার সম" এতাদৃশ সিদ্ধান্তপূর্ণ দুর্লভ গ্রন্থখানির একটী নূতন সংস্করণ শ্রীল জীবগোস্বামী প্রভুর টীকা এবং ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অনুবাদ ও বিবৃতির সহিত শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। এত কাল এই গ্রন্থখানি একরূপ দুষ্প্রাপ্য হইয়া পড়িয়াছিল। যদিও বাজারে দুই একখানি বহুক্লেশে ও বহু অনুসন্ধানে পাওয়া যাইত, তথাপি তাহার বঙ্গানুবাদ প্রভৃতি সহজবোধ্য নহে বলিয়া অল্পশিক্ষিত ব্যক্তিগণের হৃদয়ঙ্গম করা দুরূহ ছিল। এতকাল পরে পরমহংসচূড়ামণি শ্রী বিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পাত্ররাজ ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের কৃপায় বৈষ্ণব জগতের একটী মহান্ অভাব বিদূরিত হইল। গৌড়ীয় পাঠকগণ ইতঃপূর্ব্বেই এই সংবাদ অবগত হইয়া সঙ্গে সঙ্গেই অনেকে এই অমূল্য গ্রন্থখানি সংগ্রহ করিয়া ফেলিয়াছেন। বিশেষতঃ ইহার ভিক্ষা অল্প পাঁচ সিকা মাত্র হওয়ায় ইহা সংগ্রহ করিতে কাহারও অসুবিধা নাই। শুনিলাম, এই গ্রন্থখানি মুদ্রণের যাবতীয় ব্যয়ভার ঢাকা মনোমোহন প্রেসের স্বত্বাধিকারী পরম ভাগবত শ্রীযুক্ত [illegible] মোহন দে মহাশয় সানন্দে ও সাগ্রহে বহন করিয়াছেন।

ভক্ত ভগবানের প্রেমালাপ

(শ্রীপাদ [illegible] বেদান্তভূষণ)

সমগ্র নবদ্বীপের পূর্বপারে যে স্থানে বল্লালদীঘি, বল্লালঢিপি অদ্যাবধি বিদ্যমান থাকিয়া প্রাচীনত্বের সাক্ষ্য দিতেছে, সেই স্থানই শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবভূমি শ্রীধাম মায়াপুর। শ্রীধাম মায়াপুরে জগন্নাথ মিশ্রের ভিটা, শ্রীবাস-অঙ্গন বৈরাগীপাড়া, গদাধর-ভবন, অদ্বৈত-ভবন, চন্দ্রশেখর আচার্য্যের গৃহ প্রভৃতি স্থানগুলি পরস্পর লাগালাগি। আচার্য্য চন্দ্রশেখরের গৃহের সন্নিকটে কাজির সমাধি রহিয়াছে, সেই স্থানটির বর্ত্তমান নাম বামনপুকুর। কাজির সমাধির অনতিদূরে শ্রীধর-অঙ্গন। শ্রীমন্মহাপ্রভু কাজীকে উদ্ধার করিয়া এই স্থানে বিশ্রাম করিয়াছিলেন বলিয়া ভক্তগণ এই স্থানটীকে বিশ্রামাগার বলিয়া থাকেন।

শ্রীধর শ্রীমন্মহাপ্রভুর অত্যন্ত প্রিয়ভক্ত। শ্রীধরের বাহ্য পরিচয়—তিনি অত্যন্ত দরিদ্র, গৃহে অতিথিকে ভিক্ষা দিবার মত এক মুষ্টি তণ্ডুল নাই, বাসোপযোগী খাট-পালঙ্কাদি নাই, এমন কি, ঘরের চালে এক আঁটি খড় পর্য্যন্ত নাই। বাড়ীর মধ্যে কতকগুলি কদলী বৃক্ষ আছে, তাহাই শ্রীধরের প্রধান উপজীবিকা। কলা-থোড়-মোচা বিক্রয় করিয়া যা পান, তাহাতে কষ্টে সৃষ্টে এক বেলার আহারের সংস্থান হয়। এইরূপ দরিদ্র হওয়াতে কিন্তু শ্রীধর ভগবানের সেবা বাদ দেন নাই।

আগে আহারাদির যোগাড় করি, অভাব অসুবিধা কতকটা দূর করি, পরে নিশ্চিন্ত মনে হরিভজন করিব—এরূপ বুদ্ধি শ্রীধরের ছিল না, তিনি কায়মনোবাক্যে ভগবানের সেবক ছিলেন।

অহো! কি আশ্চর্য্য! লক্ষ্মীপতি ভগবান্ যে ভক্তের অধীন, তাঁহাদের এত দুঃখ কেন? তাঁহারা যদি আমাদের মত অভাব অসুবিধার ক্লেশ ভোগ করেন, তাহা হইলে ভগবদুপাসনার সার্থকতা কি? ভগবদ্ভক্তগণ যদি আমাদের মত কষ্ট ভোগ করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের অধিক মাহাত্ম্য কি হইল? ভক্তকে প্রাকৃত দর্শনে দর্শন করিতে নাই। ভক্তের সকল সিদ্ধি করতলগত, কিছুরই অভাব নাই, তবে প্রাকৃত দর্শনে—"আছয়ে সকল সিদ্ধি দেখয়ে দুর্গতি।" ভগবান্ বলেন—যত দেখ বৈষ্ণবের ব্যবহার দুঃখ। নিশ্চয় জানিহ তাহা পরানন্দ-সুখ॥ ভক্তই একমাত্র ধনী, ভক্তই একমাত্র পণ্ডিত—ইহা শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীধরকেই বলিয়াছিলেন—

প্রভু কহে—তোমার বিস্তর আছে ধন।
তাহা তুমি লুকাই। কত কৌতুক
তাহা মুঞি বাদির করিব কথো দিনে।
তবে দেখি তুমি লোক ভাণ্ডা কেমনে॥

ভগবানের লীলার বৈশিষ্ট্য এই তিনি সর্ব্বদা ভক্তসঙ্গে কৌতুক আলাপ ও প্রেমকলহ করিতে ভালবাসেন, তাহাতে ভক্ত ও ভগবান উভয়েই পরমানন্দ লাভ করেন, এই জন্য আনন্দস্বরূপ গৌরহরি তাঁহার প্রিয় ভক্ত শ্রীধরের গৃহে স্বয়ং উপস্থিত। কিন্তু উন্মুখ মোহিনী যোগমায়ার প্রভাব এমনই যে, শ্রীধর নিজ উপাস্য বস্তুকে দেখিয়াও চিনিতে পারিতেছেন না। তিনি গৌরহরিকে দেখিয়া মনে করিতেছেন—এই উদ্ধত ব্রাহ্মণবালক আমার গৃহে আসিয়াছেন, না জানি, কি করিয়া বসেন? নিত্যানন্দকে ইহাকে বিদায় [illegible] বড়ই মুস্কিল। [illegible] বক্তা, ভগবান্ তাঁহার ভক্তের সহিত প্রেম কলহ না করিয়া ছাড়েন না।

গৌরহরি শ্রীধরগৃহে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে বলিতেছেন,—ওহে শ্রীধর, তুমি নামসংকীর্ত্তন যজ্ঞে নিরন্তর লক্ষ্মীপতি ভগবানের উপাসনা করিতেছ, তবে তোমার এত দুঃখ কেন? দেখ, যাহারা বিষহরি কিম্বা চণ্ডীর উপাসনা করে, তাহারা কেমন সুখে দিন অতিবাহিত করিতেছে, আর তোমার দুঃখের অবধি নাই, দুবেলা পেট ভরিয়া অন্ন জোটে না, পরিধানের বস্ত্রে শত ছিদ্র গ্রন্থি দেওয়া হইয়াছে, গৃহের চালে এক গাছা তৃণ পর্য্যন্ত নাই, ইহার কারণ কি বলদেখি?

ইহার উত্তরে শ্রীধর বলিতেছেন—
"* *—উপবাস ত না করি।
ছোট হউ, বড় হউ, বস্ত্র দেখ পরি॥
প্রভু বোলে—দেখিল ও গাঁঠি দশঠাঞি।
ঘরে দেখ—এই দেখিতেছি খড় নাঞি॥
দেখ এই চণ্ডী বিষহরিরে পূজিয়া।
কেনা ঘরে খায় পরে নগরিয়া॥
শ্রীধর বোলেন, বিপ্র! বলিলা উত্তম।
তথাপি সবার কাল যায় এক সম॥
রত্ন ঘরে থাকে রাজা দিব্য খায় পরে।
পক্ষিগণ থাকে দেখ বৃক্ষের উপরে॥
কাল পুনঃ সবার সমান হই যায়।
সবে নিজ কর্ম্ম ভুঞ্জে ঈশ্বর-ইচ্ছায়॥"

শ্রীধরের মুখে নিজ প্রশ্নের সদ্যোত্তর পাইয়া গৌরহরি মনে মনে অতীব সন্তুষ্ট হইলেন, এদিকে শ্রীধর মনে করিতেছেন, এই উদ্ধত কলহপ্রিয় ব্রাহ্মণবালক কখন যায়, কিন্তু ভগবান ছাড়িবেন না, তিনি শ্রীধরকে বলিতেছেন—ওহে শ্রীধর, তুমি আমাকে বাটী চলিয়া যাইতে বলিতেছ

* *—আমি তোমা না ছাড়ি এমনে।
কি আমারে দিবা তাহা বোলহ এখনে॥

তাহাতে শ্রীধর বলিতেছেন—
* *—আমি খোলা বেচি খাই।
ইহাতে কি দিব, তাহা বোলহ গোসাঞি?

শ্রীধরবাক্য শুনিয়া প্রভু বলিতেছেন, ওহে শ্রীধর, তুমি 'আমার কিছুই নাই' বলিয়া আমাকে বঞ্চনা করিতেছ; কিন্তু—
তোমার অনেক পোঁতা ধন আছে।
সে থাকুক, এখন তাহা পাইব পাছে॥
এবে কলা মূলা থোড় দেহো কড়ি বিনে।
দিলে আমি কন্দল না করি তোমা সনে॥

শ্রীধর ভাবিলেন—এই ব্রাহ্মণবালক বড়ই উদ্ধত, ইহার সহিত ভাল ব্যবহার না করিলে কোনদিন আমাকে মারিতেও পারে, অতএব ব্রাহ্মণের ছেলেকে বিনা মূল্যে কলা-থোড় দেওয়াই ভাল। সুতরাং শ্রীধর প্রকাশ্যে বলিলেন—আচ্ছা ঠাকুর, তুমি এখন ঘরে যাও, যখন তোমার কলা-মূলার প্রয়োজন হইবে, তখন তুমি আসিও, তোমাকে বিনা মূল্যে তোমার আবশ্যকীয় কলা মূল দিব।

এখন শ্রীধর মনে করিতেছেন, যাহা হউক, এবার আমি ব্রাহ্মণবালককে কোন প্রকারে শান্ত করিয়াছি, বোধ হয় এখন আর কলহ না করিয়া গৃহে চলিয়া যাইবে, কিন্তু ভগবান শ্রীধরের ব্যবহারে মনে মনে হাস্য করিতেছেন, আর শ্রীধরকে ছাড়িয়া চলিয়া যাইবেন কি আবার নূতন করিয়া তাঁহার সহিত রঙ্গ করিতেছেন। প্রভু বলিতেছেন,—শ্রীধর! তুমি আমার এই কথাটির উত্তর দিলে আমি সন্তুষ্ট হইয়া চলিয়া যাই, আর তোমাকে বিরক্ত করিব না, বল দেখি, আমি কে? শ্রীধর বলিলেন—আপনি ব্রাহ্মণ, সুতরাং বিষ্ণুর অংশ। শ্রীমদ্ গৌরহরি তখন হাস্য করিয়া বলিলেন, "শ্রীধর, তুমি কিছুই জান না, আমি ব্রাহ্মণ নহি, গোয়ালা। আমা হইতেই তোমার গঙ্গার এত মাহাত্ম্য। কিন্তু যোগমায়ার কি অঘটনঘটনপটীয়সী শক্তি, ভগবান ভক্তের নিকট নিজ পরিচয় দিতেছেন, তথাপি তিনি বুঝিতে পারিতেছেন না।

ভক্ত ও ভগবানের প্রেমালাপ-লীলায় আমাদের অনেক শিখিবার বিষয় আছে, বিশেষতঃ শ্রীমদ্ভক্ত গৌরহরি তাঁহার পার্ষদবৃন্দের সহিত কথোপকথন-প্রসঙ্গে যে নিগূঢ় রহস্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা আমাদের আলোচ্য বিষয় হইলে ভজনরাজ্যে প্রবেশের পথ সুগম হয়। শ্রীধরের সহিত কথোপকথন প্রসঙ্গে আমাদের কি শিখিবার আছে, তাহা এখন আলোচনা করা যাউক।

১। ভগবদ্ভক্ত ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধি-কামীর ন্যায় সকাম নহেন, তিনি ভগবানের অত্যন্ত প্রিয়, তাহার লক্ষণ ভগবান্ স্বয়ং গীতায় বলিয়াছেন—
তুল্যনিন্দাস্তুতির্মৌনী সন্তুষ্টো যেন কেনচিৎ।
অনিকেতঃ স্থিরমতির্ভক্তিমান্ মে প্রিয়ো নরঃ॥
গীতার এ শ্লোকটি মূর্ত্তিমান হইয়া ধরে বিরাজমান।

২। ভগবান্ আমাদের নিকট হইতে ধন-জন-পাণ্ডিত্যাদির প্রার্থী নহেন, তিনি বলেন না যে, তুমি আমার উপাসনা করিবার জন্য ধন, পাণ্ডিত্যাদি অর্জ্জন কর, কিন্তু তিনি বলেন,—তোমরা যে অবস্থায় আছ, সেই অবস্থাতেই আমার উপাসনা কর, তোমার যাহা আছে, তাহাই আমাকে অর্পণ কর, তাহাতে আমি সন্তুষ্টচিত্তে স্বীকার করিয়া তোমাদিগকে প্রেম প্রদান করিব।

৩। ভক্তের দ্রব্যেই ভগবানের সন্তোষ। ভগবান ভক্তের দ্রব্য গ্রহণ করিবার জন্য সর্ব্বদা লালায়িত। অভক্ত ব্রাহ্মণ এবং ধনী হইলেও ভগবান তাহার বহু মূল্যবান নৈবেদ্যের প্রতি দৃকপাতও করেন না।

৪। ভক্ত যাহাই বলুন, আর যাহাই করুন, তাহাতেই ভগবানের সন্তোষ। শ্রীধর গৌরহরির বাক্যে মনে মনে বিরক্ত হইলেও গৌরহরির তাহাতে সন্তোষ, সাধারণ অপরাধীর স্তুতিবাক্যেও ভগবানের সন্তোষ নাই।

৫। ভক্ত দরিদ্র হইলে ভগবান ছলে বলে কৌশলে তাহার সেবা গ্রহণ করেন।

৬। ভগবানের উন্মুখমোহিনী ও বিমুখমোহিনী মায়ার প্রভাব। ভগবানের ইচ্ছায় তাঁহার উন্মুখমোহিনী মায়া ভক্তকে মোহিত করিয়া ভগবল্লীলা পুষ্ট করিয়া থাকেন। তাহাতে কোন প্রকার দুঃখ নাই, পরন্তু পরমানন্দময়।

৭। ভক্তের বাহ্য দুঃখ মায়াবদ্ধ জীবের ন্যায় নহে, বস্তুতঃ উহা বাহিরে দুঃখের ন্যায়, কিন্তু ভিতরে পরম আনন্দময়।

৮। ভক্তই প্রকৃত ধনী, প্রকৃত পণ্ডিত, সর্ব্বসিদ্ধি তাঁহাদের করতলগত।

৯। ভক্ত ধনী বা দরিদ্র হউন, তিনি নিজ সুখদুঃখের প্রতি উদাসীন থাকিয়া কৃষ্ণে আত্মার্পণে রত।

১০। আগে নিজের অভাব অসুবিধা দূর করিব, হরি ভজন করিব পরে—এরূপ বিচার ভক্তের নাই।

অনধিকার চর্চ্চা

(শ্রীপাদ যজ্ঞেশ্বরদাস অধিকারী)

কৃষ্ণের স্বাভাবিক তিন শক্তিপরিণতি।
চিচ্ছক্তি, জীবশক্তি, আর মায়াশক্তি॥
অনন্ত শক্তির মধ্যে তিন শক্তি প্রধান।
ইচ্ছাশক্তি, ক্রিয়াশক্তি, জ্ঞানশক্তি নাম॥

* * *

সচ্চিদানন্দময় হয় ঈশ্বরস্বরূপ।
তিন অংশে চিচ্ছক্তি হয় তিনরূপ॥
আনন্দাংশে হ্লাদিনী, সদংশে সন্ধিনী।
চিদংশে সম্বিৎ যারে জ্ঞান করি মানি॥
অন্তরঙ্গা চিচ্ছক্তি, তটস্থা জীবশক্তি।
বহিরঙ্গা মায়া, তিনে করে প্রেমভক্তি॥

অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপশক্তি বা স্বরূপশক্তি বা পরাশক্তি এক। আবার সেই পরাশক্তির (১) চিচ্ছক্তি বা অন্তরঙ্গাশক্তি (২) তটস্থা বা জীবশক্তি এবং (৩) বহিরঙ্গা বা মায়াশক্তি এই তিনটী বিভাগ ও (১) ইচ্ছাশক্তি (২) ক্রিয়াশক্তি (৩) জ্ঞানশক্তি এই তিনটী প্রভাব এবং (১) সন্ধিনী (২) সম্বিৎ ও (৩) হ্লাদিনী এই তিনটী অনুভাব কৃষ্ণের ইচ্ছায় বিকশিত হইয়াছে। চিচ্ছক্তি হইতে ইচ্ছাশক্তি দ্বারায় গোলোক বৈকুণ্ঠ বৃন্দাবনাদি ধাম এবং শ্রীকৃষ্ণের নাম, রূপ, গুণ, লীলাদি বিকশিত হইয়াছে, জ্ঞানশক্তি দ্বারা বৈকুণ্ঠগত ঐশ্বর্য্য, সৌন্দর্য্য, মাধুর্য্যাদির উদয় হইয়াছে। কৃষ্ণের ক্রিয়াস্বভাব সমুদয়ই ক্রিয়াশক্তি-প্রভাবে সন্ধিনী হইতে সমস্ত সত্তাজাত উদয় হইয়াছে। সদংশস্বরূপ সন্ধিনীশক্তি হইতে সম্বন্ধ ভাবের উদয় হয়। সন্ধিনীনিঃসৃত সত্তা সকলে সমস্ত ভাব সম্বিৎ দ্বারা প্রকাশ হয়, কারণ জ্ঞান না থাকিলে সত্ত্বের অনুভব জানা যায় না, অতএব সম্বিত্তত্ত্ব ও বৈকুণ্ঠের সমস্ত ভাবের উদয় সম্বিৎ কর্তৃক হইয়া থাকে। পরশক্তি হ্লাদিনী ভাব সংপ্রাপ্ত হইয়া সমষ্টি চিত্ত উৎপত্তি করতঃ পরমানন্দদায়িনী হন। এই হ্লাদিনীর মহাভাবস্বরূপা কৃষ্ণবিনোদিনী শ্রীরাধিকা।

তটস্থা শক্তিদ্বারা জীবজগৎ এবং বহিরঙ্গা বা মায়াশক্তি দ্বারা জড় জগতের সৃষ্টি হইয়াছে। চিজ্জগৎ এবং মায়িক জগতের সন্ধিস্থলে অবস্থান করিয়া উভয় জগতে বিচরণ করিবার যোগ্যতা আছে বলিয়া জীবকে তটস্থা শক্তি বলা হইয়াছে। ঈশ্বর ও জীব চেতন-ধর্ম্ম-বিশিষ্ট, সুতরাং জাতীয়ত্বে উভয়ে অভেদ, আর ঈশ্বর বৃহৎ, সর্ব্বশক্তিমান মায়াধীশ, জীব অণুস্বরূপ হীনশক্তি বিধায় মায়া দ্বারা অভিভাব্য হওয়ার যোগ্য। সুতরাং ঈশ্বর ও জীবে আকারগত ভেদ বর্ত্তমান, এজন্য ঈশ্বর ও জীব অচিন্ত্যভেদাভেদতত্ত্ব। ভগবান্ স্বরাট্ পুরুষ এবং স্বতন্ত্র, জীবেও তাহার ক্ষুদ্র পরিমাণের অনুরূপ স্বতন্ত্রতা আছে।

জীব—দুই প্রকার (১) নিত্যমুক্ত, (২) নিত্যবদ্ধ। তটস্থশক্তি-স্বরূপ জীবের

চিজ্জগতে ও মায়িক জগতের সন্ধিস্থলে অবস্থান কালে উক্ত স্বতন্ত্রতার সদ্ব্যবহার স্বরূপ ভগবানের সাম্মুখ্য লাভ করিয়া নিত্যকাল গোলোক বৈকুণ্ঠে ভগবানের নিত্যসেবায় নিরত থাকিতে পারে অথবা উক্ত স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার-ফলে অর্থাৎ মায়াভোগ বাসনা করায় মায়িক জগতে আসিয়া জন্মমরণরূপ রজ্জু গলায় পরিয়া চৌরাশী লক্ষ যোনি ভ্রমণ এবং স্বর্গ নরকাদিতে সুখ-দুঃখ ভোগ করিতে পারে। কিন্তু মায়াকে ভোগ করিবার ক্ষমতা জীবের নাই, কারণ মায়া সর্ব্বশক্তিমান ভগবানেরই শক্তি। একমাত্র ভগবানই সমস্তের ভোক্তা ও কর্ত্তা। জীব স্বরূপবিভ্রান্ত হইয়া নিজে কর্ত্তা সাজিয়া মায়াকে উপভোগ করিবার জন্য কত প্রকারই না চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু জীবের স্বরূপ দাসত্বের উপাদানে গঠিত, কর্ত্তৃত্বের উপাদানে গঠিত নয়। সুতরাং জীব হয় ভগবানের দাসত্ব করিবেন, নয় মায়ার দাসত্ব করিবেন। মোট কথা, দাসত্ব করা ছাড়া জীবের গত্যন্তর নাই। জীবের এই কর্ত্তৃত্ব বা ভোগ করিতে যাওয়া রূপ অনধিকার চর্চ্চার ফলে যে যাহাকে ভোগ করিতে যাইতেছে, সেই তাহাকে ভোগ করিতেছে এবং যাহার উপর কর্ত্তৃত্ব করিতে যাইতেছে, সেই কর্ত্তা হইয়া তাহাকে খাটাইতেছে। এরূপ অসংখ্য দৃষ্টান্তের অভাব নাই। মনে করুন, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য নানা রকমে উপভোগ করার আশায় বিবাহ করা হয়। বিবাহ করিয়া স্ত্রীকে ভরণপোষণ করিতে, তাহার পর পুত্র কন্যা জন্মিলে তাহাদের ভরণপোষণ করিতে ও তাহাদের সুখস্বাচ্ছন্দ্য দেখিতে যাইয়া নিজের সুখস্বাচ্ছন্দ্য দেখিবার অবসর ঘটে না, তাহাদের দ্বারা সুখভোগ হইবে কি, তাহাদেরই ভোগের উপকরণ হইয়া পড়া যায় অর্থাৎ পুত্র-কন্যাদির দাস হইয়া থাকিতে হয়। ভগবানের অপরা শক্তি মায়া প্রাপঞ্চিক বস্তুরূপে সম্মুখে উপস্থিত হইয়া জীবকে ভোগ করার জন্য প্রলুব্ধ করিতেছে, জীব যেমন উহা উপভোগ করার জন্য যাইতেছে, অমনি সে মায়াকে উপভোগ করার পরিবর্ত্তে তাহার দাস হইয়া পড়িতেছে। যাহার স্বরূপে যাহা নাই, তাহা করিতে গেলেই অনধিকারচর্চ্চা করার বিষময় ফল ভোগ করিতে হইবে।

আর এক প্রকার স্বরূপবিভ্রান্ত জীব জগৎ অনিত্য বলিয়া অনিত্য বস্তু সংস্রব ত্যাগের জন্য ইন্দ্রিয়াদি সংযম পূর্ব্বক যোগাবলম্বন করতঃ মনকে বশীভূত করিয়া ঈশ্বরে লীন হইবার জন্য চেষ্টা করিয়া থাকেন। কিন্তু শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং বলিয়াছেন যে :-

ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা।
অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ॥

সুতরাং তটস্থা শক্তি জীব এবং বহিরঙ্গা শক্তি মায়া উভয়েই ভগবানের শক্তি। ভগবানই সমস্ত শক্তির উপর কর্ত্তৃত্ব করিতে পারেন। ক্ষুদ্রশক্তি জীব কখনই ভগবানের শক্তি মায়ার উপর কর্ত্তৃত্ব করিতে পারেন না, বরং অণুত্বপ্রযুক্ত উক্ত মায়াশক্তি কর্ত্তৃক অভিভাব্য হওয়ার যোগ্য। যোগাবস্থায় ইন্দ্রিয়াদি সংযম পূর্ব্বক যোগাবলম্বন করতঃ মায়াকে নিজের কর্ত্তৃত্বাধীনে আনিয়া ঈশ্বরে লীন হইতে যাওয়া তটস্থা শক্তি ক্ষুদ্র জীবের বস্তুতঃই অনধিকার চর্চ্চা। জীব নিজের চেষ্টায় কখনই মায়াকে অতিক্রম করিতে পারেন না, তবে যদি তাঁহার মায়া সেই ভগবানের শরণাপত্তি করেন তাহা হইলে মায়াকে জয় করিতে পারেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন :-

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে

শ্রীবিগ্রহসেবা ও পৌত্তলিকতায় পার্থক্য

তত্ত্বান্ধ ব্যক্তিগণ পরমেশ্বরের স্বরূপ জ্ঞানলাভে অশক্ত হইয়া ভক্তদিগের শ্রীবিগ্রহসেবাকে পৌত্তলিকতা বলিয়া নিন্দা করিয়া থাকেন। মুসলমানদিগের অসম্পূর্ণ ধর্ম্ম ও তৎপরে খ্রীষ্টিয়ানদিগের ক্ষুদ্র মত ও তত্ত্বভয়ের অনুগত ব্রাহ্মধর্ম্ম ভারতবাসীদিগের পবিত্র ধর্ম্মবুদ্ধিকে দূষিত করিলে নব্যসম্প্রদায়ের মধ্যে শ্রীবিগ্রহের প্রতি অশ্রদ্ধা উদিত হয়। দুঃখের বিষয় এই, শ্রীবিগ্রহ নিন্দা করিবার পূর্ব্বে কেহই এ বিষয়ের সম্যক্ বিচার করেন না। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষায় আমরা এই প্রাপ্ত হই যে, যে ধর্ম্মে শ্রীবিগ্রহসেবা নাই, সে ধর্ম্ম নিতান্ত অসম্পূর্ণ। ভক্তিমার্গে শ্রীবিগ্রহসেবা ব্যবস্থা অপেক্ষা উচ্চতর ধর্ম্মানুশীলনের অন্য উপায় নাই। অতএব নিন্দুকদিগের মতের যৎকিঞ্চিৎ বিচার করা আবশ্যক। শ্রীবিগ্রহসেবা ও পৌত্তলিকতার মধ্যে প্রকাণ্ড ভেদ আছে। পরমেশ্বরের নিত্যস্বরূপকে অবলম্বন করিয়া শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হন। জীবের চিদ্গত চক্ষু দ্বারা পরমেশ্বরের স্বরূপ লক্ষিত হয়। বামদেব নারদাদি সিদ্ধজন এবং সাধারণ সমুদয় নিরুপাধিক ভক্তবৃন্দ পরমানন্দ সমাধিসময়ে সেই সচ্চিদানন্দস্বরূপে ভগবানের নিত্যরূপ দর্শন করেন। মনে বুদ্ধিতে সেইরূপের অহরহঃ ধ্যান করেন। প্রাকৃত জগতে সেই নিত্যরূপের প্রতিচ্ছবি স্বরূপ শ্রীবিগ্রহ-দর্শন করিয়া নয়নানন্দ বর্দ্ধন করেন। এস্থলে শ্রীবিগ্রহ কখনই কল্পিত বা জীবনির্ম্মিত বস্তু হয় না। যাহার ভক্তি নাই, তাহার বিচারে ভগবৎস্বরূপও নাই; কিন্তু ভক্তের নিকট তাহা নিত্য চিন্ময়মূর্ত্তির অর্চ্চাবতার। শ্রীবিগ্রহ ভগবৎস্বরূপের সাক্ষাৎ নিদর্শন বই অন্য কিছু বস্তু হইতে পারে না, সুতরাং শিল্প ও বিজ্ঞানে যেরূপ অঙ্কিত তত্ত্বের স্থূল প্রতিভূ আছে, শ্রীবিগ্রহ সেইরূপ জড়চক্ষে অঙ্কিত ভগবৎস্বরূপের প্রতিভূস্বরূপ। ভক্তদিগের ভগবৎস্বরূপ প্রতিভূ যে যথাযথ, তাহা ভক্তগণ বিশুদ্ধভক্তিবুদ্ধিরূপ যন্ত্র দ্বারা অনুক্ষণ 'পরীক্ষা' করিতেছেন। বিশেষ দ্রব্যের সহিত বিজ্ঞানযন্ত্রের যে প্রকৃত সম্বন্ধ, তাহা কেবল বিজ্ঞানফলকোৎকীর্ণরূপ ফল দ্বারাই লক্ষিত হয়। তত্ত্বজ্ঞানে যাহারা অনভিজ্ঞ, তাহারা ঐ যন্ত্র দেখিলে কি বুঝিবে? যাহাদের হৃদয়ে ভক্তি নাই, তাহারা শ্রীবিগ্রহকে পুত্তলিকা বই আর কি বলিতে পারে? ভক্তদিগের সিদ্ধান্ত এই যে, শ্রীবিগ্রহসেবকেরা পৌত্তলিক নহেন।

তবুও আমি যোষিৎসঙ্গী

(শ্রীপাদ রাধাচরণ গোস্বামী

বিশ্রামপুরনিবাসী শ্রীশ্যামাদাস বাবু আবের পানে সন্তুষ্ট বিভোর থাকিতে বড় ভালবাসেন। অমাবস্যা দিন, 'মা কালী অন্তক' বলিয়া পাঁচ ছয় উদবস্ত করিয়া একেবারে চিৎপটাং। এখন বেলা অপ ক চারিটা। যদুগোয়ালা যোগানিয়া দুগ্ধ বাটীর ভিতর ঠাকুরানীদিগের আজ্ঞা চালিয়া যেমন বাহিরের দরজায় পা দিয়াছে, অমনি শ্যামাদাস বাবুর চোক্ নজরে যদু গোয়ালার আপাদমস্তক প্রকট হইল। অমনি বাবু মাথা ঢুলাইয়া ঢুলাইয়া যদুর মুখের নিকট মুখ সংযোগ করিয়া তোৎলামি সুরে জিজ্ঞাসা করিতে আরম্ভ করিলেন—এ-বে—ল—দু—! কোন গাই—টার দুধ—দি—লিরে? যদু বলিল, পূর্ব্বে যে গাইটির দুধ খাইতেন, তাহারই গর্ভজাত একটী বাছা ছিল, সেইটিই এখন গাভী হয়েছে, তাহারই দুধ দিলাম।

ইহা শুনিবামাত্র শ্যামাবাবু চটিয়া লাল। কি রে বেটা! পূর্ব্বে যার দুধ খাইতাম, তিনি হইলেন মাতা, তাহার গর্ভজাত কন্যা আমার ভগিনী, তুই বেটা শেষকালে আমাকে ভগ্নীর দুধ খাওয়াইলি? এই সকল কথার সঙ্গে সঙ্গে কতকগুলি অশ্রাব্য গালাগালি দিয়া গোয়ালার গালে মাথায় দিয়া গোটা দুই তিন চপেটাঘাত করিলেন। যদুও উত্তর দাস্য না ভাবিয়া উপলক্ষ অভাব স্বরূপে মারধরটুকুন খাইতে গোটা দশ বার মুষ্ট্যাঘাত দিলেন; 'আর মাতাল' মাতাল বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন। "মাতাল" শব্দ শুনিয়া শ্যামা বাবু আরও বেশী করিয়া চটিলেন; "কিরে বেটা—আমি মাতাল! আমি ভগ্নীর দুধ খাইতে পারি না বলিয়া ধোপ বলি, তবুও আমাকে মাতাল বলিস্?"

এই তো মহাশয়, রাস পূর্ণিমার দিবস আমরা যে গৌর ভক্ত তাহার প্রমাণ স্বরূপে নিজের মাথায় টীকি রাখিলাম। আমি যদিও গৌরসুন্দরবিরোধীদলের পিছনে পিছনে থাকিয়া ঘুরি না, নমস্কার করি, তবুও লোকের সেকথা জানিতে দিব কেন? লোকে বুঝুক যে, আমি বাস্তবিকই গৌরবিরোধী, গৌরবিদ্বেষী থাকিয়াও গৌরভক্ত। আমার একটা মস্ত বড় গুণ আছে, আমি যেদিকে সুবিধা পাই, সেইদিকেই ছাতা ধরিতে শিখিয়াছি। আমি গুরু, ঋষি, টিক, চন্দ্রি, রমা সকলটাতেই আছি। এত গুণের আধার আমি, "কহিলে বলিলে রত না হইলেও কহি দিয়া কুটিলা প্রেম বাড়াইতে পারি।" সর্ব্বদিকেই আমি যোগাযোগী চাল চালিতে জানি। তবু লোকে আমার বদনাম করে; এই দুঃখেই মরি।

বদনামের ভয়ে বাড়ী ঘর ছাড়িলাম, শালগ্রাম সাক্ষী করিয়া যাহাকে নিঃশঙ্ক প্রকারে বহন করিব বলিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছিলাম, তাহাকে পর্য্যন্ত ছাড়িলাম, কাছা ছাড়িয়া চোদ্দমুষ্টি দৈর্ঘ্য একবিঘৎ প্রস্থ নেংটি পরিলাম, পুরা দশগজের ধুতি ছাড়িয়া মাত্র সাড়ে চারি হস্তপরিমিত বাহিরের আবরণ বহির্বাস ধারণ করিলাম, আমি এই ত্যাগী পুরুষ তবুও আমি যোষিৎসঙ্গী? অবশ্য ভগবৎকৃপায় সধবা, অধবা, বিধবা দুই চারিজন অসহায়া আসিয়া জুটে, তাহাদিগের সেবা না করিলে ধর্ম্ম কি করিয়া থাকে? 'যোষিৎ' শব্দের মূল ধাতু জুষ্ অর্থাৎ সেবা করা সুতরাং যাহাদিগের সেবাই হইল নিষ্কাম প্রেমের পরাকাষ্ঠা। এখন আপনারা বিচার করুন দেখি! আপনারা যদি আমাকে যোষিৎসঙ্গী বলেন, তবে আপনাদিগের পক্ষেই বা আমাকে যোষিৎগণের সেবায় নিযুক্ত করে। সুতরাং আমি আপনাদিগের কর্ত্তব্য অনুসারে ও আদেশ পালনে নিরত, যেহেতু প্রাণসকলই শব্দ ধাতুগত অর্থসহ প্রতিপালন করিয়া থাকি। তবুও আমি যোষিৎসঙ্গী?

পর-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

সম্প্রতি পরবিদ্যাপীঠে নিম্নলিখিত শিক্ষণীয় বিষয়নিচয়ের অধ্যাপকের আসন-সমূহ সংস্থাপিত হইয়াছে—বিদ্যার্থিগণ আবেদন করুন।

১। সাহিত্যাসন,	২। ঐতিহ্যাসন,
৩। সম্প্রদায়বৈভবাসন,	৪। ভক্তিশাস্ত্রাসন,
৫। তত্ত্বশাস্ত্রাসন,	৬। বেদান্তাসন,
৭। প্রকাশনাসন।	

শ্রীনন্দলাল রায় বি, এ, কাব্যতীর্থ, বিদ্যাসাগর,

সম্পাদক—পরবিদ্যাপীঠ, শ্রীধাম মায়াপুর।

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

শ্রীগৌড়ীয়মঠ প্রকাশ হইতে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৪০, চল্লিশ টাকা।

২৭২৪ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে,

সপ্তচত্বারিংশ খণ্ডে সূচী ছাপা হইতেছে।

৪৬শ খণ্ড প্রাপ্ত নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে ১৫।৵০ সাধারণ পক্ষে ১০৮৶০। প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৵০, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ।৴০।

দশম স্কন্ধের ভিক্ষা ১২, অগ্রিম সাধারণের পক্ষে ৮,।

১ম অধ্যায় পর্য্যন্ত একাদশ সংখ্যা ছাপা হইয়াছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

"শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত"

সূচী প্রভৃতি সহ সম্পূর্ণ ছাপা শেষ হইয়াছে

আদি, মধ্য, ও অন্ত্যলীলা এবং সূচী ছাপা হইয়া সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছেন। যাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্ব্বের ১০, টাকা ভিক্ষার তৃতীয় সংস্করণ ৪, টাকায় না পাইয়া অপূর্ব্ব সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের জন্যই উহার ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছেন। সেই ১০, টাকার এত বিরাট্ গ্রন্থের শত সংখ্যা মাত্র ৫, টাকা ভিক্ষায় দেওয়া হইতেছে। গ্রাহকগণ সত্বর হউন পরে আর এ সুযোগ থাকিবে না।

শ্রীচৈতন্য লীলার ব্যাস আখ্যাত

শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

সভাষ্য আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র গ্রন্থ ৮, স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫,

নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪॥০ টাকা

শ্রীচৈতন্য মঠের যাবতীয় গ্রন্থ,

অধ্যক্ষ, গ্রন্থ-বিভাগ, শ্রীচৈতন্য মঠ

পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

—অথবা—

শ্রীগৌড়ীয় মঠ ১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা

ঠিকানায় পাওয়া যাইবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ... শ্রীচৈতন্য মঠের ঠিকানায় লিখিবেন।

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত ভক্তি গ্রন্থাবলী

যে সব উৎকলবাসী ভক্ত বাংলা অক্ষর পড়িতে জানেন না, তাঁহাদের শ্রীশ্রীল প্রভুর প্রচারিত পরম উপাদেয় ভক্তি-কথা জানিবার সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে উড়িয়া-অক্ষরে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হইয়াছে বাংলা গ্রন্থের তুলনায় উড়িয়া গ্রন্থগুলির ভিক্ষাও অপেক্ষাকৃত অল্প।

গ্রন্থের নাম	ভিক্ষা
শ্রীহরিনাম চিন্তামণি, প্রতিখণ্ড	॥০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	১,
সাধন পথ (শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টক) প্রতিখণ্ড	।০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৷৫০
কল্যাণ কল্পতরু প্রতিখণ্ড	৵০
একত্রে ৩খণ্ড লইলে	।০
গীতাবলী প্রতিখণ্ড	৴১০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৶১৫
শরণাগতি প্রতিখণ্ড	৴০
একত্রে ৩খণ্ড লইলে	৶৫

প্রাপ্তিস্থান { শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ, কটক এবং শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, পুরী

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিম্নলিখিত মঠসমূহে প্রাপ্তব্য:—

১। শ্রীচৈতন্য মঠ,—পোঃ, শ্রীধামমায়াপুর, (নদীয়া)।
২। শ্রীগোরগদাধর মঠ,—চাঁপাহাটি, সমুদ্রগড় পোঃ, (বর্দ্ধমান)।
৩। শ্রীভাগবত আসন,—ভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৪ শ্রীগৌড়ীয় মঠ,—১নং উল্টাডাঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা।
৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ,—পোঃ চটক পর্ব্বত, পুরী।
৬। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ,—উড়িয়া বাজার, কটক।
৭। শ্রীভাগবত মঠ,—চিরাইয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।
৮। শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ,—৪নং অগস্ত্যকুণ্ডা, কাশী, ইউ, পি।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,—ছিপিপাড়া, বৃন্দাবন, মথুরা, ইউ, পি।
শ্রীপরমহংস মঠ,—নিমসার পোঃ, সীতাপুর, ইউ পি।
১১। শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ,—কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল, পাঞ্জাব।
১২। শ্রীমাধবগৌড়ীয় মঠ,—৯নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।
১৩। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ,—বালিয়াটি, ঢাকা।
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম,—আমলাযোড়া, রাজবাঁধ পোঃ, বর্দ্ধমান।
১৫। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ,—চুমুরকোন্দা, চিরকুণ্ডা পোঃ, মানভূম।
১৬। শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয় মঠ,—আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী, উড়িষ্যা।
১৭। শ্রীগৌড়ীয় মঠ কার্যালয় ১০।১ হনুমান রোড নিউদিল্লি

এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণের নিকটও নদীয়া-প্রকাশ প্রাপ্তব্য।

১। শ্রীযুক্ত জনার্দন ঘোষ—বয় নাজ রে রোড, খুলনা
২। শ্রীযুক্ত রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিরত্ন—দেওয়ানগঞ্জ, হলদিবাড়ী কুচবিহার।
৩। শ্রীযুক্ত রামরঞ্জন রায়—৭৬।১নং শ্রীগোপাল মল্লিক লেন, কলিকাতা
৪। মিঃ এন ডি, মুখার্জ্জি—এম, এম, ওয়ার্কস দি মল, কানপুর।
৫। শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী জ্যোতিভূষণ স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া
৬। শ্রীরাসবিহারী দাস অধিকারী, নবদ্বীপ।
৭। শ্রীবিরাজমোহন দে—মনমোহন প্রেস, নবাবপুর, ঢাকা।
৮। শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ গড়গাড়ি বেড়াচাঁপা, ২৪ পরগণা।
৯। শ্রীপঙ্কানন চট্টোপাধ্যায় এ, এস্ এম্, ধানবাদ

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের গ্রন্থাবলী

ভক্তিবিনোদ ঠাকুর লিখিত

উৎকৃষ্ট কাগজে বিলাতী বোর্ডে বাঁধাই। চতুর্থ সংস্করণ।

জৈবধর্ম

বাঁধাই ২৲ দুই টাকা

প্রকাশিত হইয়াছে

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

প্রথম খণ্ড ভিক্ষা—১৲ একটাকা

শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ভিক্ষা ৵০

ঐ প্রমাণ খণ্ড ভিক্ষা ৵০

শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ

উজ্জ্বল গোল্ড ... কাগজে ছাপা—... চারি আনা।

শ্রীহরিনামচিন্তামণি

দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভুকে উপদেশচ্ছলে যে সকল কথা বলিয়াছেন ... লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব জগতে অভিনব গ্রন্থ!!

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতি-গ্রন্থাবলী :-

শরণাগতি

পকেট সাইজ
অষ্টম সংস্করণ
ভিক্ষা ৵০ আনা

ভিক্ষা প্রতি খণ্ড ৵০ এক আনা

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা — ৵০, নবদ্বীপশতক — ৵০

অষ্টপদক ৵০

কল্যাণকল্পতরু

পকেট সাইজ
পঞ্চম সংস্করণ
ভিক্ষা ৵১০

শ্রীল চক্রবর্তী ঠাকুরের টীকা সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

... বাঁধাই ২৲ দুই টাকা, কাগজে বাঁধা ১৷০

শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ কৃত ভাষ্য সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

কাগজ ও ছাপা উৎকৃষ্ট। সিল্কে বাঁধাই, সোণার জলে নাম লেখা রাজসংস্করণ ২ টাকা। সাধারণ সংস্করণ ১৷০, গৌড়ীয়ের গ্রাহকপক্ষে ১৷০

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ—১ম খণ্ড ১ এক টাকা

২য় খণ্ড ১৲ এক টাকা

শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও উপদেশ

সদাচারস্মৃতিঃ

ভিক্ষা ৵০ মাত্র

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (প্রাচীন নবদ্বীপ) নদীয়া

রেজেষ্টার্ড

মদন মঞ্জরী

... বড়ি ১৲ এক টাকা।

"... ঘৃত"

... ১৲ টাকা।

"...বিলাসিনী বটিকা"

... মূল্য ১৬ বটী ১৲ এক টাকা।

রাজবৈদ্য নারায়ণজী, কেশবজী

১৭৭নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

বিজ্ঞাপন

সাবধান! সাবধান!! সাবধান!!!

জে, বি, দত্তের ... বাদাম তৈল।

আদি ও অকৃত্রিম এবং উপকারিতায় সর্বজন পরীক্ষিত ও বহু প্রশংসিত।

আমরা সর্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী J. B. Datta & Co. নাম দেখিয়া খরিদ করিবেন। ... জুয়াচোরগণ ... তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে।

বিনীত—জে, বি, দত্ত

ফেরাম্ কুইনিন্

নূতন এবং পুরাতন ম্যালেরিয়ার যম

... কুইনিন, আর্সেনিক এবং ... আছে।

... একটী বা দুইটী ইন্জেকসনেই সকলপ্রকার কঠিন ম্যালেরিয়া জ্বর বন্ধ করে এবং জ্বর হইতে বাবটী ... একসঙ্গে ম্যালেরিয়ার সমস্ত উপসর্গ নষ্ট করিয়া দেয়।

৬ এম্পুলপূর্ণ প্রতি বাক্স—মূল্য ২৲, ... টাকা

... কেমিক্যাল এণ্ড ক্লিনিক্যাল ল্যাবরেটরীতে প্রস্তুত।

পর-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

এখানে আহার এবং বাসস্থান দিয়া বিদ্যার্থিগণকে বিভিন্ন শিক্ষণীয় বিষয় শিক্ষা দিবার বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। অনেক ছাত্র ইতোমধ্যেই আসিয়া পাঠ আরম্ভ করিয়াছেন। বর্ত্তমান বর্ষে সকল ছাত্রই বিভিন্ন সংস্কৃত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

প্রধান অধ্যাপক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রচন্দ্র কাব্য-ব্যাকরণ-সাংখ্য-বেদান্ত-ষড়দর্শন-তীর্থ, সাংখ্যভূষণ, বেদান্তরত্ন, সাহিত্যশাস্ত্রী, দর্শনবাচস্পতি।

অধ্যাপক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গৌরদাস ব্রহ্মচারী ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীধাম মায়াপুর পরবিদ্যাপীঠ, (নদীয়া)।

বেদনাঞ্জন

শ্রেষ্ঠরত্ন

কলিকাতা কংগ্রেস একজিবিসন হইতে বহু প্রশংসা প্রাপ্ত ও বহু গণ্যমান্য ভদ্রমহোদয়গণ কর্ত্তৃক প্রশংসিত।

আজকাল বাজার-চলন মিশ্রিত ও বিষাক্ত আহার্য্য সেবনে শরীরের রক্ত সহজেই দোষযুক্ত হইয়া পড়িতেছে। রক্ত মানব-দেহের শ্রেষ্ঠ উপাদান, এই রক্ত দোষিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মানব বাত, বেদনা, মাথাধরা, মাথাঘোরা, দৃষ্টিশক্তির হ্রাস, দাঁতের গোড়া ফুলা, দাঁত কনকনানি, দাঁতে পোকা এবং খোস, চুলকানি প্রভৃতি কষ্টদায়ক চর্ম্মরোগে আক্রান্ত হইতেছে। যদি আপনি একেবারে ব্যাধিমুক্ত হইতে চান, তাহা হইলে অযথা পয়সার অপব্যয় না করিয়া অল্প দামে এক শিশি বেদনাঞ্জন ক্রয় করিয়া ইহার কার্য্যকারী-শক্তি উপলব্ধি করুন। গুণের তুলনায় মূল্য অত্যন্ত কম। এক শিশি ।০ আনা মাত্র মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান—এ, সি, চাটার্জ্জী এণ্ড ব্রাদার্স।

৮৫নং হরকাটা লেন, মাণিকতলা।

এতদ্ভিন্ন মফঃস্বলের সকল বড় বড় ডাক্তারখানায় পাওয়া যায়।

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

যদিও অদ্যাপি প্রকৃত মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য, তথাপি যাঁহারা নানাবিধ অনিয়মিত উপায়ে অপরিমিত শক্তি নষ্ট করিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন এবং নানা প্রকার মেহ, প্রমেহ, ধাতুদৌর্ব্বল্য, স্নায়বিক দুর্ব্বলতা, বহুমূত্র, উপদংশ, পারদসংক্রান্ত পীড়া, অর্শ এবং স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে যাহারা বাধক, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, প্রদর, শ্বেত ও রক্তপ্রদর, হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি রোগে ভুগিয়া জীবনে নিরাশ হইয়াছেন, তাঁহারা আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটার সাহেবের আবিষ্কৃত ইলেক্ট্রিক সলিউসন ব্যবহার করিয়া দেখিবেন, ইহার শত সহস্র প্রমাণ প্রাপ্ত বৎসরেই পাওয়া যাইতেছে। যাঁহারা অন্যান্য বহুবিধ ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরোগ্য হইতে পারেন নাই, তাঁহারা একবার এই ঔষধটি ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক মাসের ব্যবহারোপযোগী এক শিশি ঔষধ ডাকমাশুল সহ ২৷০ টাকা মাত্র।

সোল এজেণ্ট—ডাঃ ডি, ডি, হাজরা।

ফতেপুর, গার্ডেনরিচ পোষ্ট, কলিকাতা।

ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

স্বত্বাধিকারী

শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম.এ., এফ.সি.এস. (লণ্ডন)

ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক

(প্রফেসার)

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ বিশুদ্ধ ও শাস্ত্রমতে নিজ তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হয়। পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ক্যাটালগ পাঠান হয়। রোগের বিবরণ জানাইলে যত্নপূর্ব্বক ব্যবস্থা দেওয়া হয়। চিঠি পত্রাদি সম্পূর্ণরূপে গোপন রাখা হয়।

মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দুর)

(বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৪৲ টাকা

উৎকৃষ্ট স্বর্ণ, পারদ ও আমলাসার গন্ধক দ্বারা যথাশাস্ত্র প্রস্তুত।

নিত্য প্রয়োজনীয় সর্ব্বরোগনাশক মহৌষধ

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৩৲ টাকা

উৎকৃষ্ট কাশীর আমলকী, বংশলোচন প্রভৃতি যাবতীয় উপাদানে পূর্ণ মাত্রায় যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। কাস, কাসি, সর্দ্দি, যক্ষ্মা, ক্ষয়রোগ, হৃদরোগ প্রভৃতি রোগের মহৌষধ। সকলপ্রকার দুর্ব্বলতা নাশক অতিশয় পুষ্টিকর মহৌষধ বা খাদ্য বিশেষ।

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬৲ টাকা

ইহা সেবনে ধাতুদৌর্ব্বল্য, শুক্রহীনতা, স্বপ্নদোষ, প্রমেহ ও ধ্বজভঙ্গ সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায়। ইহা অপরিসীম আনন্দদায়ক রসায়ন।

অবলাবান্ধব যোগ

প্রদর, বাধক প্রভৃতি জরায়ুদোষ ও যোনিগত দুরারোগ্য রোগের মহৌষধ।

মূল্য—১৬ মাত্রা ২৲ টাকা। ৫০ মাত্রা ৫৲ টাকা মাত্র

বিশুদ্ধ জল! ভয় নাই! বিশুদ্ধ জল!!

লক্ষ্মী টিউব-ওয়েল কোং

২০৫নং নবাবপুর, ঢাকা

বর্ত্তমান-যুগের নব আবিষ্কৃত যন্ত্রপাতি দ্বারা উন্নত বৈজ্ঞানিক-খনন-প্রণালীতে নলকূপ (Tube-well) নির্ম্মাণ করা হয়। বঙ্গের লাট বাহাদুর, প্রাইভেট সেক্রেটারী, জিলা-ম্যাজিষ্ট্রেট, জিলা-বোর্ডের চেয়ারম্যান, ইঞ্জিনিয়ার, জমিদার, তালুকদার প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত ভদ্রমহোদয়গণ এই কোম্পানীর কার্য্য দেখিয়া প্রশংসা করিয়াছেন। রাসায়নিক পরীক্ষায় জল বিশুদ্ধ না হইলে মূল্য গৃহীত হয় না। বিস্তৃত বিবরণের জন্য পত্র লিখুন

বিজ্ঞাপিত কেন?

সাধারণের অভাবে, মানবের সুখ না হইতে পারে তাহার পন্থা ইত্যাদি সম্বন্ধে "কামশাস্ত্র" গ্রন্থখানি যিনি পাঠ করেন নাই, তিনি আবেদন করুন বিনামূল্যে প্রাপ্ত হউন। উহা পাঠে উপকৃত হইয়া ৭৫০০০ হাজার লোক কৃতজ্ঞ হইয়াছেন। প্রায় ৫০ বৎসরের পরীক্ষিত, শুক্রতারল্য, স্বপ্নদোষ ইত্যাদির যম "আতঙ্ক-নিগ্রহ বটিকা" প্রতি কৌটার মূল্য ১৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান—আতঙ্ক-নিগ্রহ ফার্ম্মাসী, ২১৪ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মনোমোহন প্রেস

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা

পূর্ব্ব-বাঙ্গালায় সুলভে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত

বৈদ্যুতিক মেশিনে দিবারাত্র কাজ চলিতেছে

বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা।

৭ নং নবীন প্রেস প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে— শ্রীবিনোদবিহারী চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

স্থানীয় সংস্করণ

Registered No. C 1544

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র।

৪র্থ খণ্ড। সম্পাদক—প্রত্নবিদ্যালঙ্কার শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী [২৫৬ সংখ্যা।

শ্রীচৈতন্য মঠ শ্রীধাম মায়াপুর ২২শে পৌষ সোমবার ১৩৩৬, ৬ই জানুয়ারী ১৯৩০

বিজ্ঞাপনের হার

প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৹
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক ৯৲
ষান্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸৹
মাসিক ১৷৹
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৴৫

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থাবলী

১।	শ্রীমদ্ভাগবতম্—শ্লোক সূচী, বিষয়-সূচী প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত। ভিক্ষা, প্রতি খণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৵৹ গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশ গ্রাহক পক্ষে	৵৹
	ভাষ্য-সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ)	৫৲
৩।	গৌড়ীয়-গৌরব	৶৹
৪।	গৌড়ীয়-সাহিত্য	৹
৫।	ভজনরহস্য	৷৹
৬।	শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা)	১৲
	” ” ” আবাঁধা	৸৹
৭।	গীতা (শ্রীবলদেবভাষ্যসহ) বাঁধা ২৲ আবাঁধা	১৷৹
৮।	গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি-টীকা-সহ) বাঁধা ২৲ আবাঁধা	১৷৹
	গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য	৷৹
৯।	সূক্তিমালিকা গুণসৌরভ: সানুবাদ (মাধ্ব)	২৲
।	বেদান্তস্বতত্ত্বসার সানুবাদ (রামানুজীয়)	৷৹
।	জৈবধর্ম্ম	২৲
১২।	শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ)	৸৹
১৩।	গৌড়ীয়-কণ্ঠহার	
১৪।	প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ)	১৲
১৫।	দ্বীপ-দিগ্দর্শন	৵৹
১৬।	সাধনপথ (৩য় সংস্করণ)	।৵৹
১৭।	আচার ও আচার্য্য	।
১৮।	নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা	৸৹
১৯।	ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা)	৶৹
২০।	শ্রীনবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য	৶৹
২১।	নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য (প্রমাণখণ্ড)	৶৹
২২।	শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ	
২৩।	শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা দর্পণ	
২৪।	শরণাগতি, গীতাবলী, সাধনকণ, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, নবদ্বীপশতক, জগন্নাথাষ্টক ও সদাচারস্মৃতি মোট	
২৫।	কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ও অর্চ্চনকণ	
২৬।	সাধককণ্ঠমণি	
২৭।	সংস্কার-দীপিকা	
২৮।	বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড)	৩৲
২৯।	ব্রহ্মসংহিতা	৷৹
৩০।	শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা	৸৹
৩১।	মণিমঞ্জরী সানুবাদ	
৩২।	গোবিন্দভাষ্যোদয়:	
	শ্রীচৈতন্যভাগবত (বিরাট্ দ্বিতীয় সংস্করণ)	

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

ইংরাজী ভাষায় ভক্তিগ্রন্থ

১ শ্রীচৈতন্যচরিত ও শিক্ষা
২ নামভজন
৩। বৈষ্ণবধর্ম্ম আসল ও মেকি
৪। ভাগবতীয় দর্শননীতি ও ধর্ম্ম
৫। কাম ও প্রেমধর্ম্ম
৬। গৌড়ীয়মঠ কি করেন

শ্রীধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপ-প্রদর্শনী, নদীয়া

(৩রা ফেব্রুয়ারী হইতে ১৭ই মার্চ্চ, ১৯৩০ পর্য্যন্ত)

প্রদর্শনীর সকল জ্ঞাতব্য বিষয়ের জন্য
সেক্রেটারী মহোদয়ের নিকট
আবেদন করুন।

শ্রীকুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ,
শ্রীচৈতন্য মঠ, শ্রীধাম মায়াপুর পোঃ আঃ, (নদীয়া)।

দেবনাগরাক্ষরে ভক্তিগ্রন্থ

১।	সাধুবৃত্তি [illegible]	৵৹
২।	[illegible]	৹
৩।	মধ্বগৌড়[illegible]	৶
৪।	গৌড়ীয়মঠ [illegible]	৴৹
৫।	সিদ্ধান্তসরস্বতী-দশশ্লোকঃ	৷৹
৬।	[illegible]	।৹

নানা কথা

নদীয়ার নদী

কাহারও কাহারও মতে নদী হইতেই নদীয়া জেলার নামের উৎপত্তি। বাস্তবিক এই জেলায় যেন নদীর জাল বিস্তৃত রহিয়াছে। পদ্মা, জলঙ্গী, ভৈরব, ভাগীরথী, মাথাভাঙ্গা, চূর্ণী, ইচ্ছামতী, কপোতাক্ষ, গড়াই, সরস্বতী প্রভৃতি নদীর প্রবাহের সহিত এই জেলার অধিবাসীগণের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। পূর্বে এই সকল নদীর জল ভাল থাকায় জেলার স্বাস্থ্য এত সুন্দর ছিল যে নদীয়া একটী স্বাস্থ্যকর স্থান বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। বর্তমানে এই সকল নদীর অবস্থা খারাপ হইয়া পড়ায় জেলার স্বাস্থ্যও যেমন খারাপ হইয়া পড়িয়াছে, স্থানীয় ফসলের অবস্থাও সেইরূপ শোচনীয়। এবিষয়ে বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্টের নিযুক্ত নিকাশসমিতির মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি।

পাটকলে ধর্ম্মঘট

চাঁপদানিতে পাটের কলের মজুরেরা ধর্ম্মঘট করিয়াছে। ধর্ম্মঘটীরা বলে যে বিদরার ওয়েলিংটন পাটকল এবং চাঁপদানি পাটকল এক কোম্পানীর হইলেও চাঁপদানির পাটকলের মজুরদের বেতন অপেক্ষাকৃত কম। তাহারা ওয়েলিংটন পাটকলের মজুরদের সমান বেতন চায়। তাহারা বড় সাহেবের নিকট দরখাস্ত করিয়া কোন ফল পায় নাই।

দাঙ্গা

কলিকাতার সেণ্ট্রাল এভেনিউয়ে এক দাঙ্গা হইয়া গিয়াছে। সোডা ওয়াটারের বোতল এবং ইট ছোড়াছুড়ি হয়। এই সম্পর্কে চারিজন গ্রেপ্তার হইয়াছে। তাহাদের মধ্যে বিল্লা খাঁ নামক একজন নর বিরুদ্ধে আবগারির কর্ম্মচারীকে মারপিটের অভিযোগও আছে। প্রতিদ্বন্দ্বী মুসলমান দলের মধ্যে মারামারির ফলে সহেন্দ্র রাম কেডারী নামক একজন হিন্দু গ্রেপ্তার হইয়াছে।

কুমিল্লায় পশম ব্যবসায়

কাশ্মীর বিনামদ্যাবার উপর কর বসানর জন্য পশমের ব্যবসায় লুপ্তপ্রায় হইয়াছিল। এই কর কমাইবার পর তিন বৎসরের মধ্যে এই ব্যবসায় তিন গুণ প্রসার লাভ করিয়াছে। কারখানা ... ব্যবহার করে, ফলে ... দরে শীঘ্র বিক্রয় হইয়া

ধর্ম্মপিপাসুর সুযোগ

শ্রীধাম মায়াপুরে অনেক মহাত্মা ভক্ত পাকা বাড়ী তৈয়ারী করাইয়া দেওয়ায় ... ভক্তগণের সুবিধা হইয়াছে। এখানে অনেক শিক্ষিত ভক্ত গণ সর্ব্বদাই লোককে শুদ্ধা ভক্তি সম্বন্ধে উপদেশ দিতে প্রস্তুত। তাঁহাদের জীবনের দ্বারা স্বয়ং দৈনিনেও জীবনের উন্নতি হয় একথা বলাই বাহুল্য। যে সকল ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার পর কএক মাসের অবসর পাইবেন তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা ধর্ম্মোপদেশ লাভ করিতে ইচ্ছুক, অথচ উপযুক্ত শিক্ষক অভাবে এই সদিচ্ছা পূরণের সুবিধা পাইতেছেন না, তাঁহারা শ্রীধাম-মায়াপুরে আগমন করিয়া ধর্ম্ম-পিপাসা শান্ত করিতে পারেন। যে সকল স্কুলকলেজের ছাত্র ধর্ম্মোপদেশের জন্য লালায়িত অথচ সুবিধা পান না তাঁহারাও গ্রীষ্মাবকাশে এখানে থাকিতে পারেন।

আহার ও বাসস্থানের জন্য খরচ লাগিবে না। সকলেই মহাপ্রসাদ পাইবেন। বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহের নিমিত্ত অনেকগুলি টিউবওয়েল আছে।

যশোহর সংবাদ

যশোহর হইতে সংবাদ—পুলিশ সারা সহরে আনন্দবাজার পত্রিকার কংগ্রেস সংখ্যার জন্য খানাতল্লাস করিয়াছে।

বন্দাবিলার সত্যাগ্রহ ধ্বংস করিবার জন্য সরকারের বড় বড় কর্ম্মচারীরা ঘন ঘন আসিতেছেন। পুলিসের আমদানী হইতেছে। অনবরত ২০০ গুর্খা আসিবে।

বৃদ্ধ বিধবা বিবাহ

বরিশাল সংবাদপত্রে প্রকাশ যে, সেখানকার এক গ্রামের এক বিখ্যাত হিন্দু পরিবারের ছয় পুত্রের মাতা ৫০ বৎসর বয়স্কা এক বিধবার শুভ বিবাহ হইয়া গিয়াছে।

নূতন দল

কংগ্রেসের কএকজন সদস্য 'কংগ্রেস ডিমোক্রাটিক পার্টি' নামক একটী নূতন দল সৃষ্টি করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু ও ঢাকার আলম জয়েণ্ট সেক্রেটারী হইয়াছেন।

এই দলের মত "সকল প্রকার শান্তিপূর্ণ এবং ন্যায় উপায়াবলম্বনে পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ।"

স্বরাজ দিবস

কংগ্রেসের কার্য্যকরী সমিতির প্রথম অধিবেশনে স্থির হইয়াছে যে, আগামী ২৬শে জানুয়ারী রবিবার সারাদেশে স্বরাজ দিবস উপলক্ষে সমগ্র ভারতবর্ষে সভা সমিতির অধিবেশন করিয়া কংগ্রেসের মত প্রচার করিতে হইবে।

কংগ্রেসের প্রেসিডেণ্ট ব্যবস্থাপক সভা সমূহের সদস্যদিগকে পদত্যাগ করিবার জন্য অনুরোধ জানাইয়াছেন।

সংবাদ পত্র সভা

যে সকল সংবাদপত্রসেবী কংগ্রেস উপলক্ষে লাহোরে সমবেত হইয়াছিলেন তাঁহারা এক সভা করেন। বম্বে ক্রনিকেলের প্রধান সম্পাদক মিঃ সৈয়দ আবদুল্লা ব্রেলভি সভাপতি নির্ব্বাচিত হন। সংবাদপত্রসেবিগণের অসুবিধার কথা আলোচিত হয়। তাঁহাদের ছুটী কম, শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রম অতিরিক্ত, পারিশ্রমিক অত্যন্ত অল্প।

ভারতে সংবাদপত্রের প্রভাব এত কম, তাহার কারণ এই যে, মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা নাই বলিলেই চলে। সাধারণের মতই স্বাধীনতার অপব্যবহারের একমাত্র প্রকৃত প্রতিষেধক। ভারতীয় সংবাদপত্রসেবীরা যেন আদর্শ এবং নীতির উন্নতি সাধন করেন এবং সাম্প্রদায়িকতার দ্বারা চালিত না হন।

দিনে ডাকাতি

হেষ্টিংস পাটকলের বেতনবিভাগে চারিজন ডাকাত প্রবেশ করিয়া চারি শত টাকার নোট লইয়া পলায়। কলের কএকজন লোক তাহাদিগের পশ্চাদ্ধাবন করায় ডাকাতেরা তাহাদিগকে ছোরার আঘাত করিয়া অদৃশ্য হয়। পুলিশ অনুসন্ধান করিতেছে। এখনও কেহ ধরা পড়ে নাই।

কাউন্সিলের পদত্যাগ

কংগ্রেসের সিদ্ধান্তানুসারে ঢাকার মিউনিসিপাল অমুসলমান কেন্দ্র হইতে নির্ব্বাচিত শ্রীযুক্ত বরদা প্রসাদ পাইন কাউন্সিলের পদত্যাগের পথ প্রদর্শন করিলেন।

কংগ্রেসের সময়

শীতকালে কংগ্রেসের অধিবেশন হওয়ায় অনেক টাকা অতিরিক্ত খরচ হয় এবং লোকেরও অসুবিধার অন্ত থাকে না, এইজন্য ফেব্রুয়ারী অথবা মার্চ্চ মাসে অধিবেশন হইবার প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

মতিলালের পত্র

পণ্ডিত মতিলাল নেহরু কংগ্রেস হইতে নির্ব্বাচিত প্রত্যেক কাউন্সিলের সদস্যকে পত্র দিয়া অনুরোধ করিয়াছেন, যেন তাহারা সকলে কাউন্সিলের সদস্য পদ ত্যাগ করেন।

লালাজীর প্রতিমূর্ত্তি

লাহোর টাউনহলের সম্মুখে লালবাগ নামক স্থানে লালা লাজপত রায়ের প্রতিমূর্ত্তির আবরণ-উন্মোচন উৎসবে প্রায় ত্রিশ হাজার লোক উপস্থিত ছিলেন। শ্রীযুক্ত ভি, জি, পেটেল প্রতিমূর্ত্তির আবরণ উন্মোচন করেন।

নূতন ক্যালেণ্ডার

ঢাকা মনোমোহন প্রেসের ১৯৩০ সালের ক্যালেণ্ডার পাইয়াছি। এই ক্যালেণ্ডার লাল এবং ব্রঞ্জ কালিতে ছাপা—অতি মনোরম। বিলাত, জার্ম্মাণি এবং আমেরিকা হইতে আনীত বৈদ্যুতিক যন্ত্রে সুন্দরভাবে কার্য্য চলিতেছে। এখানে স্কুল, ইউনিয়নবোর্ড প্রভৃতির ফরম সুবিধা দরে পাওয়া যায়। ঠিকানা:—মনোমোহন-প্রেস, ৯০নং নবাবপুর ঢাকা।

সন্তান সংগ্রহ

এক আমেরিকান মহিলা একজন ইংরাজ লর্ডকে বিবাহ করেন। কিন্তু সন্তানাদি না হওয়ায় সমস্ত সম্পত্তি হাত ছাড়া হইবার সম্ভাবনা হয়। মহিলা এক দরিদ্রার সহিত বন্দোবস্ত করিয়া তাহাকে প্রসবের জন্য এক হাঁসপাতালে রাখেন এবং তাহাকেই লর্ড পত্নী বলিয়া চালান। সন্তান হইলে তাহাকে লর্ডের সন্তান বলিয়া রেজিষ্টারী করা হয়। লর্ডের মাতার সন্দেহ হয়। অনুসন্ধানে সমস্ত প্রকাশ হইয়া পড়ায় লর্ডপত্নী ও দরিদ্রা উভয়ে গ্রেপ্তার হয়।

মিশর সমস্যা

মিশরে লিবারেলদল নির্ব্বাচনে না নামায় ওয়াফদ অর্থাৎ জাতীয় দল অধিকাংশ স্থান দখল করিয়াছে। তাহাদের নেতা নাহাস পাশা এখন মহা সমস্যায় পড়িয়াছেন। বিলাতের পার্লামেণ্টে যে সমস্ত ঘোষণা হইয়াছে তাহার কি অর্থ হইতে পারে তাহা নির্ণয় করা তাঁহার পক্ষে কঠিন হইয়া পড়িয়াছে। তাঁহার স্বদেশবাসীর ইচ্ছানুসারে চলিতে হইলে তাঁহাকে ইংরাজের সহিত কিরূপ ব্যবহার করিতে হইবে তাহাও এক সমস্যা।

লোহার বরগা কড়ি
করগেট টীন, জানালার গরাদে
দালানের ফুলদার রেলিং ও থাম
বেড়া ঘেরা কাঁটাতার ইত্যাদি
সুলভে বিক্রয় করি
স্থাপিত ইং ১৮৩৬ সাল, কলিকাতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২২শে পৌষ সোমবার—১৩৩৬

শ্রেয়ঃ কথা

গীতায় শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—

অন্তকালে চ মামেব স্মরন্ মুক্ত্বা কলেবরম্।
যঃ প্রয়াতি স মদ্ভাবং যাতি নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ॥
যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্।
তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাবভাবিতঃ॥

(—গীতা ৮।৫-৬)

—অন্তকালে আমাকে স্মরণ পূর্ব্বক যিনি কলেবর পরিত্যাগ করেন, তিনি মদ্ভাবই লাভ করেন অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান পূর্ব্বক যাঁহার ভগবৎস্মৃতি মরণকালেও উদিত হয়, তিনি ভগবদ্ভাবই প্রাপ্ত হন।

অন্তে যিনি যে ভাব স্মরণ পূর্ব্বক কলেবর ত্যাগ করেন, তিনি সেই ভাবভাবিত তত্ত্বকেই লাভ করেন।

যাঁহারা চির জীবন বিষয়ী কিম্বা যোষিৎ-ধ্যানপর থাকেন, তাঁহাদের অন্তকালে কখনও ভগবৎস্মৃতির উদয় হইতে পারে না, সুতরাং তাঁহাদিগের গতি তৃতীয় মায়াভিমুখেই হইয়া থাকে। তুরীয়মান ছাড়িয়া তুরীয়মান প্রাপ্তির প্রবৃত্তি থাকিলে সর্ব্বদা তদ্ভাবভাবিত হইতে হইবে। যাঁহারা শ্রীভগবৎসেবাকেই জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য বলিয়া ধারণা করিতে না পারেন, তাঁহারা জন্ম জন্ম তুরীয়মানে আবদ্ধ থাকিয়া তদুচিত ভয়-শোক-মোহাদির বশবর্ত্তী হন।

শ্রীভগবৎসেবাকে সাংসারিক অনিত্য সুখলাভের উপায়-স্বরূপ জ্ঞানে অনেকে ভগবদারাধনার অভিনয় করিয়া থাকেন, তাহাতে ভগবান্ সন্তুষ্ট হন না। সেই আরাধনার মুখ্য উদ্দেশ্য 'সংসার' থাকায়, ভগবদারাধনা গৌণ উদ্দেশ্যের মধ্যে পরিগণিত। এইরূপ আরাধনার দ্বারা ভগবৎস্মৃতির পরিবর্ত্তে বিষয়-স্মৃতিই অন্তরে জাগরূক থাকে। অত্যন্ত বিষয়াসক্তি নিবন্ধন জীবের এই সকল বিষয় উপলব্ধির বিষয় হয় না।

অত্যন্ত জড়বিষয়াসক্ত লোক সকলকে দেখিয়া বড়ই দুঃখ হয়। তাঁহারা আজন্ম রোগ, শোক, জরা, ব্যাধিতে প্রপীড়িত হইয়াও 'ভগবদারাধনা করিলাম না' বলিয়া একটুও অনুতাপগ্রস্ত হন না। চক্ষের সম্মুখে প্রত্যহ শত শত ভৌতিক দেহের পরিণতি লক্ষ্য করিয়াও তাঁহারা দেহৈকসর্ব্বস্বতা ক্ষণকালের জন্যও ভুলিতে পারেন না। শ্রীভগবান্ অত্যন্ত কৃপাপরবশ হইয়া জীবগণকে প্রতিনিয়ত তুরীয়মানের হেয়ত্ব প্রদর্শন করিতেছেন। কিন্তু তথাপি জীবকুল কি এক মহামোহে মুগ্ধ হইয়া সেই হেয় বস্তুকেই পরম উপাদেয় বলিয়া গ্রহণ করিতেছেন, আর বলিতেছেন—"ইহাই ভগবদিচ্ছা। ভগবান যা' করাইতেছেন, তাই করিতেছি। ক্ষুদ্রশক্তি জীব আমরা ভগবান্ যখন আমাদিগকে সংসার দিয়াছেন, তখন ইহাতেই আমরা আবদ্ধ থাকিব!"

শ্রীভগবান যদি জীবগণকে ভগবদনুশীলন-জনিত উপাদেয়তা প্রদর্শন না করিতেন, মানুষকে স্বতন্ত্রতা এবং তাহার সদ্ব্যবহার করিবার যোগ্যতা না দিতেন, তাহা হইলে না হয় তুরীয়মানের হেয়ত্ব বাধ্য হইয়াই স্বীকার করিতে হইত। কেবল অন্ধকার-জনিত অসুবিধাপ্রাপ্তির ব্যবস্থা থাকিলে ঐরূপ ব্যবস্থার চরিণা অসুবিধা স্বীকার না করিয়া পারা যাইত না। কিন্তু যখন আলোকের ব্যবস্থা আছে, তখন অন্ধকারের অসুবিধা ভোগ জন্য সৃষ্টিকর্ত্তার দোষারোপ করা কি যুক্তিসঙ্গত? তবে যদি বলা যায়, "ভগবান অন্ধকারের অসুবিধা জানিয়াও কেন 'অন্ধকার' সৃষ্টি করিলেন? কেবল আলোক সৃষ্টি করিলেই ত' হইত?" তাহাতে শাস্ত্র বলেন—আলোকের উৎকর্ষ প্রদর্শনের জন্যই অন্ধকারের অসুবিধা প্রদর্শন। কেবল আলোক থাকিলে আলোকের উৎকর্ষ উপলব্ধ হইত না। ইহাই ভগবানের লীলা। ভগবান্ তাঁহার সেবাপ্রাপ্তি জন্য সেবকের পরানন্দও প্রদর্শন করিতেছেন, আবার তাঁহার সেবাবিমুখতা জন্য বিষয়াসক্তদিগের বিষয়-ভোগোত্থ অশান্তিরও উদাহরণ প্রদর্শন করিতেছেন। সাধু, শাস্ত্র, গুরুরূপে অবতীর্ণ হইয়া জীবনকে জড়বিষয়াসক্তির হেয়ত্ব উপদেশ করিতেছেন। সুতরাং কেবল তুরীয়মানে আবদ্ধ হইয়া থাকিবার প্রতিজ্ঞাবদ্ধ জীবকে প্রশংসা করা যায় না এবং তাহার ফলও অতীব ভীষণ।

জন্ম, ঐশ্বর্য্য, পাণ্ডিত্য এবং রূপ-সম্পত্তা অধিকক্ষণ স্থায়ী হয় না, মৃত্যুই জীবের সকল গর্ব্ব চূর্ণ করিয়া দেয়। কিন্তু তাহাতেও মানুষের মত্ততা যায় না, ইহারই নাম মহামায়ার মহামোহ। সম্মুখে সংসারের অনিত্যতা সম্বন্ধে শত শত উদাহরণ দেদীপ্যমান দেখিয়াও আমরা বিনাবিচারে তাহাই বরণ করিবার জন্য সর্ব্বদা ব্যস্ত। অবশ্য সকলকেই যে সংসার ত্যাগ করিবার জন্য বলা হইতেছে, তাহা নহে। সংসারের প্রভু বা কর্ত্তা নিজেরা না হইয়া ভগবানকে কর্ত্তা করিয়া তাঁহার সেবোদ্দেশে সমস্ত কার্য্য করিলেই বৈধ সংসার করা হয়। নতুবা ভগবদ্বিমুখ হইয়া অবৈধ সংসার স্বীকার পূর্ব্বক জন্ম জন্ম ত্রিতাপ জ্বালা ভোগ করিতে হয়। যে সংসার ভগবদ্ভজনের প্রতিকূল হয়, ভক্তিলাভেচ্ছুগণ কখনই সে সংসার স্বীকার করিবেন না, ইহাই শাস্ত্রের অভিমত। কিন্তু ভজনানুকূল সংসার স্বীকারের জন্য মানুষের প্রবৃত্তি কোথায়?

যাঁহারা সংসারাসক্ত, তাঁহারা সাংসারিক সুখের পরিণাম প্রতি মুহূর্ত্তে প্রত্যক্ষ করিয়াও তাহাতে কিঞ্চিন্মাত্র উদাসীন্য প্রদর্শন করিতে চাহেন না। বরং কাহাকেও সেই আকাশকুসুমের প্রতি উদাসীন হইয়া হরিভজনাভিলাষী দেখিলে তাহা সহ্য করিতে না পারিয়া তাহাকে তাঁহাদেরই দলের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইবার জন্য অত্যন্ত আগ্রহ প্রকাশ করেন। অনিত্য সংসারসুখে বিতৃষ্ণ হওয়া কর্ম্মজড়স্মার্ত্তগণের মতে যেন একটা বড় কঠিন অপরাধের বিষয়। কোন একটী উপাদেয় বস্তু পাইলেও প্রিয়জনগণকে তাহা দেওয়ার প্রবৃত্তিকে প্রীতির লক্ষণ বলিয়া জানা যায়, কিন্তু যাহাকে নিতান্ত হেয় বলিয়া জানা যায়, তাহাকে কোন্ প্রাণে প্রিয়জনের হস্তে তুলিয়া দিবার প্রবৃত্তি হয়? সুতরাং সেখানে প্রীতির অভাবই পরিলক্ষিত হয়। সংসারাসক্তি-জন্য সুখের কিছু মাত্র অনুভূতি কাহারও থাকিলে সেই অনুভূতি অপরকে দেওয়ার জন্য আগ্রহকে বরং প্রশংসা করা যাইত। কিন্তু যেখানে সে সুখের বিন্দুমাত্র অনুভূতি কাহারও নাই, সেখানে অন্য বা অপরকে সুখী করিবার প্রবৃত্তি কি নিতান্ত মহাপ্রতারণার পরিচয় নহে?

দেখিতে পাই, আজকাল শিক্ষিতাভিমানী অনেকেই ভগবৎকথালোচনা ছাড়িয়া দিয়া নাস্তিক হইয়া থাকাই যেন তথাকথিত শিক্ষিতদিগের শিক্ষার বাহাদুরী! মনে করেন। কেবল আহার, বিহার, শয়ন ও ইন্দ্রিয়-তর্পণের সুব্যবস্থা করাই কি মানবের বিদ্যাশিক্ষার চরম ফল! শ্রীমন্মহাপ্রভু কিন্তু বলেন—

"সেই সে বিদ্যার ফল জানিহ নিশ্চয়।
কৃষ্ণপাদপদ্মে যদি চিত্ত বিত্ত রয়॥"

যাঁহারা অনেকে দেহ ও মনোবিজ্ঞান আলোচনা করিয়াই বৈজ্ঞানিক বলিয়া প্রতিষ্ঠিত হইতে চাহেন, তাঁহাদের সেই প্রতিষ্ঠা অত্যন্ত অকিঞ্চিৎকর। যে চেতনের প্রভাবে দেহ-মনের চেতনতা লক্ষিত হয়, সেই চেতনবস্তুটী কি, কোথা হইতে তাহার উদ্ভব, কেন সে চেতনকে অচেতনের দাসত্বাক্রান্ত হইতে হয় ইত্যাদি বিষয় সম্বন্ধে অজ্ঞ থাকা কখনও বিজ্ঞতার নিদর্শন নহে। শ্রীভগবান এবং জীবাত্মার মধ্যে সম্বন্ধ কি, জীবাত্মার অভিধেয় কি এবং প্রয়োজন কি, তদ্বিষয়ের জ্ঞানই জীবের প্রকৃত জ্ঞান। ইহার নাম ভগবদ্বিজ্ঞান। এই বিজ্ঞানানুশীলনেই মনুষ্যের মনুষ্যত্বের পরিচয়। কোন ভাষায় সুপণ্ডিত ও ভগবজ্জ্ঞান লাভ একই কথা নহে। উচ্চশিক্ষিত বলিয়া অভিমান করিয়াও যিনি যে পরিমাণে সম্বন্ধাভিধেয়প্রয়োজনতত্ত্বজ্ঞান-বঞ্চিত, তিনি সেই পরিমাণে অজ্ঞানাক্রান্ত।

প্রভুপাদ ও রামকুমার বাঙ্গুড়িয়া

গত রবিবার ১৪ই পৌষ অপরাহ্ণে কলিকাতার বিখ্যাত ব্যবসায়ী বাবু রামকুমার বাঙ্গুড়িয়া কতিপয় সঙ্গী লইয়া শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠে আগমন করিয়াছিলেন—একথা নদীয়াপ্রকাশের গ্রাহক মাত্রেই অবগত আছেন। বাঙ্গুড়িয়া মহাশয় শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের শ্রীবিগ্রহ দর্শন করিয়া শ্রীল প্রভুপাদকে বলিলেন—শ্রীমূর্ত্তি দেখিতে বড়ই নয়নাভিরাম হইয়াছে, এরূপ সুন্দর বিগ্রহ আর কোথাও দেখি নাই। আচ্ছা, আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি—এই যে মন্দির, নাটশালা অথবা বৃক্ষ প্রস্তরাদি দেখিতেছি, ইহা একবার মাত্র দর্শন করিয়াই ধ্যান করিলে ঐসকলের রূপ সম্যক্ প্রকারে হৃদয়ে প্রতিফলিত হয়, কিন্তু ভগবানের শ্রীবিগ্রহ দর্শন করিবার পর হৃদয়ে তাঁহাকে ধ্যান করিলে তাঁহার সম্যক্ স্ফুরণ হয় না কেন?

শ্রীল প্রভুপাদ—পরিদৃশ্যমান জগতে যে সমস্ত বস্তু আমাদের নয়নগোচর হইয়া থাকে, সে সকলই অনিত্য। ভগবদ্বিগ্রহ ঐরূপ নশ্বর বস্তু নহেন। কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণদেহ ও কৃষ্ণবিলাস—নিত্য স্বপ্রকাশতত্ত্ব। জড়ীয় সূর্য্য, চন্দ্র, নক্ষত্র অথবা জড়েন্দ্রিয় চক্ষুকর্ণাদি দ্বারা তিনি প্রকাশিত হন না। মানবের প্রাকৃত নয়ন কৃষ্ণরূপ দেখিতে পারে না অথবা প্রাকৃত জিহ্বা কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করিতে পারে না, তাহারা যাহা দেখে বা উচ্চারণ করে, সে সমস্তই জড়বস্তু। জগতের প্রতি বস্তুতে, বৃক্ষ, লতা,

[illegible] পঞ্চ, চৈতন্য পরমা [illegible] কিন্তু তাঁহার [illegible] না কেন ? কারণ এই [illegible] আমার চক্ষুতে প্রকাশিত হয়, [illegible] নাসিকাতে যাহার [illegible] থাকে, জিহ্বাতে যাহার আস্বাদন করি এবং ত্বকে যে বস্তুর স্পর্শ [illegible] সকলই প্রাকৃত, আমার [illegible] ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য—অনিন্দ্রিয় বস্তু। প্রাকৃত ইন্দ্রিয়জ্ঞানকে অক্ষজ বলিয়া [illegible] তাঁহার নাম 'অধোক্ষজ'। [illegible] অনর্থনিবৃত্তি হইয়া [illegible] ভাবিত চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় [illegible] আবির্ভাব হইয়া [illegible] ইন্দ্রিয়গণকে প্রকাশ করে, [illegible] যে বিগ্রহ দর্শন হইয়া থাকে [illegible] তাঁহার নিত্য [illegible] জগতে ভগবৎস্বরূপের [illegible] সচ্চিদানন্দময় বস্তু হইলেও আমাদের জড়নেত্রে তাঁহার সম্যক্ স্ফুরণ হয় না। [illegible] সৌভাগ্যের অভাবহেতু [illegible] দর্শন—পারিপূর্ণ দর্শন ঘটিতেছে না। [illegible] পরি[illegible] কর। সেবকাভিমান করিতে পারিলে, শুধু মুখের কথায় না, সম্যক্ প্রকারে সর্বেন্দ্রিয়ের দ্বারা কায়মনোবাক্যের দ্বারা, প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি প্রভৃতির দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের সেবায় অনুরাগ [illegible] থাকিলে, তবে কৃষ্ণকৃপায় কৃষ্ণদর্শন [illegible] কৃষ্ণকৃপা আর [illegible] সাধুকৃপা সাপেক্ষ। [illegible] সাধুসঙ্গে ভগবত্তত্ত্ব সম্যক্ প্রকারে অবগত হইয়া ভগবৎসেবায় নিযুক্ত থাকিলে তবে ভগবানের স্বরূপদর্শন ঘটে।

বাগুড়িয়া—গৃহস্থ লোক হ' [illegible], তাহাদের পরমার্থের কি প্রয়োজন ?

প্রভুপাদ—'অর্থ' শব্দের অর্থ—প্রয়োজন। 'পরমার্থ' শব্দের অর্থ—পরম-প্রয়োজন। তুচ্ছ, অনিত্য অর্থে নিত্য-জীবের প্রয়োজনীয়তা কতটুকু সাধিত হইতে পারে ? পরমবস্তু পাইতে কাহার না ইচ্ছা হয় ? [illegible] থাকে যে, আমার এক পয়সাই যথেষ্ট, এক টাকা [illegible] না। অর্থ ঐহিক, কেবল ইহকালেই তাহার প্রয়োজন, কিন্তু পরমার্থ—ইহকাল [illegible] পরকাল সর্বত্র আবশ্যক। কেবল যে সন্ন্যাসীর কিম্বা কেবল বৈষ্ণবের পরমার্থের প্রয়োজন, তাহা নহে ; ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, অন্ত্যজ, ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ, সন্ন্যাসী, সর্বদেশের, সর্বকালের, সর্বপাত্রের সর্বজনের একমাত্র প্রয়োজনীয় [illegible]—পরমার্থ।

বাগুড়িয়া—গৃহস্থলোক সকলেই [illegible] তাহাদের একমাত্র বুদ্ধি সংসার-[illegible] আর কি আছে ?

[illegible]—ভগবানের সেবাবিমুখ [illegible] সংসারদশা ঘটিয়াছে। [illegible], কেহ সন্ন্যাসী,

এসকল অবস্থাই বদ্ধাবস্থা, বিরূপের পরিচয়। জীবের স্বরূপের পরিচয় অন্য।—

নাহং বিপ্রো ন চ নরপতির্নাপি
বৈশ্যো ন শূদ্রো
নাহং বর্ণী ন চ গৃহপতির্নো বনস্থো
যতির্বা।
কিন্তু প্রোদ্যন্নিখিলপরমানন্দপূর্ণামৃতাব্ধে-
র্গোপীভর্তুঃ পদকমলয়োর্দাসদাসানুদাসঃ॥

কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীমন্মহাপ্রভু আমাদিগকে এই শিক্ষাই দিলেন যে, আমি ব্রাহ্মণ নই, ক্ষত্রিয়রাজা নই, বৈশ্য বা শূদ্র নই অথবা ব্রহ্মচারী নই, গৃহস্থ নই, বানপ্রস্থ নই, সন্ন্যাসীও নই ; কিন্তু উন্মীলিত (অর্থাৎ নিত্য [illegible] প্রকাশমান) নিখিল পরমানন্দপূর্ণ অমৃতসমুদ্র-স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের পাদকমলের দাসানুদাস। ইহাই আমাদের স্বরূপের পরিচয়।

জীব মাত্রেই স্বরূপতঃ একই। কিন্তু প্রবৃত্তিবশে দুই প্রকার হইয়া পড়িয়াছে। সেবাবিমুখ, আর এক সেবোন্মুখ। যাহারা সেবাবিমুখ, তাহারাই সংসারী। কিন্তু এটা তাহাদের বিরূপের ধর্ম। স্বরূপ-গত ধর্মটী বর্তমানে সুপ্ত হইয়া আছে [illegible] গৃহস্থের ধর্ম শিক্ষা দিয়াছেন। [illegible] তাঁহার চরিত্র অনুসরণ করিবেন। বিষয়ভোগ বা বিষয়ত্যাগ কোনটিই আমাদের কর্তব্য নহে, কিন্তু ঐ বিষয়ের দ্বারা ভগবানের সেবাই কর্তব্য।

অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥

আসক্তিরহিত সম্বন্ধ-সহিত
বিষয়সমূহ সকলি মাধব।

বাগুড়িয়া—বিমুখতা আসে কেন ?

প্রভুপাদ—দ্বিতীয় অভিনিবেশ বশতঃ বিমুখতা হইয়া থাকে। যাহা প্রয়োজন, তাহাকে ছাড়িয়া অন্য বস্তুকে প্রয়োজন জ্ঞান করা, তাহাতে আসক্ত হওয়াই বিমুখতা। যখন সম্বন্ধজ্ঞান হইবে, তখনই বিমুখতা দূর হইবে। কৃষ্ণসেবায় নিরত থাকিলে বিমুখতা আসিতে পারিবে না। অতএব সাধুসঙ্গে অবস্থান, সাধুসেবা প্রাথমিক সাধকগণের একমাত্র কর্তব্য।

বাগুড়িয়া—সেবার কথা কি বলিতে-ছেন ? আমরা ত' জানি ঈশ্বরে লয় হওয়া।

প্রভুপাদ—লয় হওয়া, আর সেবা করা —দুইটীই পৃথক্। 'লয়' অর্থ—সেব্য-সেবকবিচাররহিত হওয়া। যাহাকে শ্রীল দাসগোস্বামী মনঃশিক্ষায় বলিয়াছেন,—'মুক্তিঃ ব্যাঘ্রী কিন্তু শুনুঃ সম্যক্ ব্যাপিনী'। বৈষ্ণবগণের মুক্তির বিচার অন্যরূপ। তাঁহারা বলেন—

ঈহা যস্য হরের্দাস্যে কর্মণা মনসা গিরা।
নিখিলাস্বপ্যবস্থাসু জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে॥

কলির কেরামত

(শ্রীপাদ রাধাচরণ গোস্বামী)

ভাই কলি, শ্রীগুরুদেবের কৃপায় বহু সৌভাগ্য বশতঃ তোমার ও তোমার একান্তিক সেবকের সহিত দর্শনজনিত দুর্ভাগ্য উপস্থিত হয় না। তবুও তোমার কেরামতের কথা মোটেই পাসরি নাই। সেজন্য মনে কিছু [illegible]। আমি স্বয়ং কাগজে কলমে না হইলেও মানসিক কসরতের সাহায্যে মুখে মুখে তোমার গুণ-গানের আলিপনা প্রাণে গেঁথে দিয়া থাকি।

ভাই, যতই দিন যায়, ততই দেখিতেছি, তোমার কেরামত চক্রবৃদ্ধিহারে বাড়িয়া উঠিতেছে। তুমি যে বড় ব্যস্ত সমস্ত হইয়া সমস্ত সাম্রাজ্য স্বাধিকার বিস্তারার্থে উন্মুক্ত কৃপাণ হস্তে সপার্ষদ বদ্ধ-কচ্ছ বিরাজমান! ব্যাপারখানা কি ? আমিতো তোমার একজন সুপ্রাচীন সেবকোত্তম, একটুকু প্রাণ খুলিয়া স্পষ্ট ভাষায় বল দেখি [illegible] ? [illegible] যে সমস্ত একনিষ্ঠ সেবক তোমার সভায় জুটিয়াছে, তাহারা কেহই [illegible] নড়িতে দেয় না।

কিছুকাল পূর্বে যদি একটু [illegible] থাকিবার সুযোগ ছিল, তখনই বরং বৈষ্ণবরাজ মহারাজ পরীক্ষিতের শরণাগত হইবার সুবিধা ছিল ; এখন সব ছেড়ে দিনে [illegible] তোমার সেবকদিগের মধ্যে যাহারা সৌভাগ্যবশে উত্তরানন্দনের দাসানুদাস হইবার অভিলাষ করেন, তুমি তাঁহাদিগের সহিত অশান্ত পরিচর্যার [illegible] পারিতেছ না।

বৈষ্ণবসেবকগণ তোমার ও তোমার সেবকদিগের শোচনীয় দশার কথা সবিশেষভাবে অবগত আছেন। তাঁহারা সময়ে সময়ে জগতে অবতীর্ণ হইয়া অজ্ঞাত বা জ্ঞাতসারে আমাদিগের কিছু শুশ্রূষার বিধান করিয়া থাকেন। তাহা তুমি জান না, বুঝিলেও বুঝিবার বাকির অভাব [illegible] সময়ে খুব কম। এত সোজা কথাটা না বুঝিয়া আমরাই বঞ্চিত হইতেছি।

এখন দেখিতেছি, তোমার অবনর মোটেই নাই। তুমি অন্য কোথা যাতায়াত কর না কেন, তাহার দেশী বাকি [illegible] নাই। কিন্তু তুমি এতসকল সাজা সাধু গেরুয়া পরা, তিলকটীক করা, [illegible], কৌপীন আঁটা ; ভাগবতপাঠক, মন্ত্রদাতা দম্পতিরূপী কয়েকটী জীব লইয়া বেশ ছাঁচবাজীর পুতুল নাচাইবার সুযোগ পাইয়াছ। তোমার এ কেরামতির কথাটা যা চন্দ্র-দিবাকর থাকিবে।

ভাই, তুমি বোধ হয় সঠিক সংবাদটা এখনও পাও নাই। কারণ তুমি এখন বহু দূরদেশে [illegible]রূপে আছ ; কখনও পুষ্প বঙ্গে কখনও বঙ্গ পড়লে। তাই আমি তড়িৎপদে তোমার নিকট উপস্থিত হইলাম। তোমার কয়েকটী চেলা আজ কয়দিন যাবৎ চক্রের জলে বক্ষঃ ভাসাইতে-ছেন। অবশ্য শীঘ্রই দূরপ্রান্ত সময় তাহাদিগের সহিত দেখা করিতে গেলেও এখন তাঁহারা বিরহব্যাকুল হৃদয়ে আশা-পথ পানে চাহিয়া চাহিয়া কেবল তোমারই আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন।

তাঁহারা বহু কষ্টে বহু কালের সাধা [illegible] একটী বস্তুনি আরম্ভ করিবার মত সময়ে উপস্থিত হইয়াছিলেন। কালের কুটীল স্রোতে সেই দান অদৃশ্য ; সুতরাং এখন তোমার সেবা বন্ধ হওয়ার উপক্রম। তুমি কাল বিলম্ব না করিয়া তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা দান কর।

এখানে তোমায় একটী কথা না শুনাইয়া পারি না। যে সকল বস্তু দ্বারা তোমার বৈরী মহারাজ পরীক্ষিতের পরীক্ষণীয় [illegible] শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের সেবা হইবে, সে সকল বস্তু লাভার্থে তোমার সেবকগণ কোন সাহসে হস্ত প্রসারণ করেন ? ইহা কি বামনের চাঁদ ধরিবার ন্যায় দুরাশা নহে ? শ্রীকৃষ্ণভোগ্য বস্তু কি শিশুপালাদির ন্যায় শৃগাল-কুক্কুরের ভক্ষ্য দেহধারী ব্যক্তি ভোগ করিতে পারে ? বৃথা চেষ্টা দুরাশা বা পাগলামি মাত্র। সংসারে একমাত্র তোমার লোক ছাড়া এমন আর কোন মূর্খ আছে যে, শ্রীকৃষ্ণ-সেবোপকরণ স্বভোগার্থে আহরণ করিবার নিমিত্ত প্রয়াসী ?

তোমাকে বিশেষ প্রকারে সাবধান করা যাইতেছে, তুমি তোমার তথাকথিত সাধুবেশধারী সেবকদলকে বিশেষভাবে ঘোষণা-পত্র দ্বারা নিষেধ কর, শ্রীকৃষ্ণ-নৈবেদ্যে যেন ভোগতৃষ্ণায় হস্ত প্রসারণ না করে।

তোমারও তো বয়স নেহাৎ কম হয় নাই। এখন স্বীয় আধিপত্যের প্রয়াস ত্যাগ করিয়া, সর্বস্ব পরিত্যাগ পূর্বক মহারাজ পরীক্ষিতের চরণে আত্মসমর্পণ করা ভাল নয় কি ? কাঁকড়ার গর্তে প্রায়ই বিষধর সর্প বাস করে। কোনদিন যে বর্তমান জগতে তোমার সেই সেবকের গৃহে সেবাপূজা লইতে যাইয়া পবিত্র মার্গে গমনাগমনকালে সেই কালনাগিনী তোমাকে দংশন করিয়া ভবের খেলা ফুরাইয়া দিয়া [illegible] [illegible] শাস্ত্রিক বাক্যের সার্থকতা প্রমাণ করিবে, তাহার ঠিক কি ? আমি তোমার সুপ্রাচীন বন্ধু হিসাবে এসংবাদটা দিলাম। খুব হুঁসিয়ারে চলা ভাল নয় কি ?

ওখানে শুধু কাঁকড়ার গর্ত নহে। লাভ, পূজা, প্রতিষ্ঠা, কনক, কামিনী

প্রকৃতি অস্থাস্থির যদিও বহু ছিদ্র বর্ত্তমান। মাঝে কি আর তেমন গোয়াস মর্য্যাদা লাভ হয়? এই জন্যই তুমি বর্ত্তমানে মাতাল, দস্যু, তস্করদিগের অনেকটা স্বাধীনতা দান করিয়া, তাহারা যে মাতাল, দস্যু ও তস্কর—একথাটা বুঝিবার অবকাশ দিতেছ। কিন্তু গোহম বাবাজী ও গোস্বামিদিগের ঘাড়ে ভূতের মত চাপিয়া বসিয়াছ। ভেটবেগার প্রতিভান, সরিষার ভূত ছাড়ে, কিন্তু তোমার ন্যায় ভূত সরিষা দূরের কথা, আদ্র মাসের তালেও ছাড়ে না। কথাটা হাসির কথা নহে, অনেকবার তাল অপেক্ষা বড় বড় মুষ্টিযোগও প্রয়োগ করা হইয়াছিল বলিয়া শুনিয়াছি। গত্যন্তরে একপ ওকালতিটা তোমার সেবকদিগের মধ্য হইতেই তুমি যে করাও (বিবাদ) এর কোন সাধকতা অর্থাৎ গুরুর গৌরব বর্দ্ধনার্থে ব্যাপৃত হইয়াছিল। কিন্তু কোথায়?

তুমি স্বীয় মহিমা বিস্তারের অপূর্ব্ব সুযোগ পাইয়া আরও চাপিয়া চুপিসা বসিয়াছ। সাবে কি আর বলি যে, তোমার মর্য্যাদা ও কেরামতি চক্রবৃদ্ধিহারে বৃদ্ধি পাইতেছে।

ভাই, অবশেষে আমার একটা সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ, সময়ান্তরে যখন তোমার সেবকের গৃহে পদার্পণ করিবে, তখন একটুকু আলস্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক, মহারাজ পরীক্ষিতকে বহু প্রকার অনুনয় দ্বারা পরিতুষ্ট করিয়া স্বীয় স্বরূপ ও বাসস্থানপঞ্চকের মায়া পরিত্যাগ করিয়া গঙ্গার পূর্ব্ব পারে সুপ্রাচীন শ্রীনবদ্বীপান্তর্গত শ্রীঅন্তর্দ্বীপে আত্মনিবেদন করতঃ শ্রীধাম মায়াপুর মহাযোগপীঠে কলিপাবনাবতার শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের আবির্ভাবস্থলী দর্শন করিয়া শ্রীচৈতন্য মঠে যাইও। শ্রীগৌরসুন্দর তোমাকে ও তোমার সেবক আমাদিগকে উদ্ধার করিতে এখনও অবতীর্ণ। তুমিও ঐরূপই হও। এমন দয়াল প্রভুর কৃপায় বাঘের মা, তাতেই যদি চেন না।' তবে আর ইহাপেক্ষা শোচনীয় দশা আর কি আছে, তাহা জানিবার উপায় নাই।

তোমার চেলাগুলি তোমার নাই পাইয়া একেবারে কাণ্ডজ্ঞানহীন হইয়া উঠিয়াছে। তাহারা পরস্পর বিবাদে লিপ্ত আছেন, ওস্তাদ দল থাকাইয়া সজ্জন-বিদ্বেষ করা তাহাদিগের একটা মজ্জাগত ব্যাধির সৃষ্টি হইয়াছে। এমনি চিৎকারী হইয়া অতিকঙ্কাল সাধু-বৈষ্ণবগণের পদাঙ্ক অনুসরণ করিবে না। কেবল কুপথ্য গ্রহণ করিয়া রোগ বৃদ্ধি করিতেছে।

এই সমস্ত অন্যায় কারণে তোমার সেবকমণ্ডলে তোমার গৌরব যদিও প্রাচুর্য্য লাভ করিয়াছে, কিন্তু সজ্জাতিগুলি তোমার দুর্দশার কথাই নিরন্তর চিন্তা করেন ও তোমার অমহিমা জগন্ময় প্রচার করেন।

দেশ ভক্ত! তুমি একটা রাজা। মস্ত বড় নামজাদা ব্যক্তি। তোমার চরণে বিদ্রোহী হওয়া কি বাঞ্ছনীয়? কখনই নহে।

পৌত্তলিক

জগৎ ঈশ্বরকে সহিত অস্থান সম্বন্ধে যাহারা উপাসনা করে, তাহারা পৌত্তলিক। তাহারা পঞ্চপ্রকার। যথা—

১। বস্তুজ্ঞানাভাবে যাহারা জড়কে ঈশ্বর বলিয়া পূজা করে।

২। জড়কে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া জড়-বিপরীত ভাবকে ঈশ্বর বুঝিয়া যাহারা পূজা করে।

৩। ঈশ্বরের স্বরূপ নাই স্থির করিয়াছে, কিন্তু স্বরূপ ব্যতীত চিন্তার বিষয় পাওয়া যায় না, এজন্য যাহারা উপাসনা সুসিদ্ধ করিবার জন্য ঈশ্বরের জড়ীয় রূপ কল্পনা করে।

৪। যাহারা চিত্তশুদ্ধি এবং শুদ্ধতা ও উন্নতির জন্য ঈশ্বর কল্পনা করতঃ তাহার একটী কল্পিত মূর্ত্তির ধ্যান করে।

৫। জীবকে যাহারা ঈশ্বর বলিয়া পূজা করে।

অসভ্য বন্যজাতিগণ, অগ্নিপূজকগণ ও রোম গ্রীক প্রভৃতি গ্রহপূজক প্রাচীনদেশীয় ব্যক্তিগণ প্রথম শ্রেণীর পৌত্তলিক। যে সময়ে ঈশ্বরের স্বরূপজ্ঞান উদয় হয় নাই, অথচ জীবের ঈশ্বর বিশ্বাস স্বভাবতঃ থাকে; সেই সময় অজ্ঞান বশতঃ যে চাকচিক্যবিশিষ্ট বস্তুতে ঈশ্বর পূজা দেখা যায়, তাহাই ঐ শ্রেণীর পৌত্তলিকতা। আমাদের বিচারে ঐরূপ পৌত্তলিকতার নিন্দা নাই।

জড়ীয় জ্ঞানের অত্যন্ত আলোচনাক্রমে যুক্তি দ্বারা সমস্ত জড়ীয় গুণের বিপরীত নির্ব্বিশেষ ভাবকে যখন ঈশ্বর বলিয়া বিশ্বাস হয়; তখন দ্বিতীয় শ্রেণীর পৌত্তলিকতা উপস্থিত হয়। নিরাকারবাদিমাত্রই ঐ শ্রেণীর পৌত্তলিক। নির্ব্বিশেষ ভাব কখন ঈশ্বরের স্বরূপ বা স্বরূপসম্বন্ধীয় ভাব হইতে পারে না। ঈশ্বরের অনন্ত বিশেষের মধ্যে নির্ব্বিশেষতাকে একটী বিশেষ বলিলে স্বরূপসম্বন্ধীয় ভাব হইতে পারে। ঈশ্বরের স্বরূপ জড়াবিলক্ষণ বটে, কিন্তু জড়-বিপরীত নয়।

চরমে নির্ব্বাণকে যাঁহারা লক্ষ্য করিয়া, বিষ্ণু, শিব, প্রকৃতি, গণেশ ও সূর্য্যের সগুণ মূর্ত্তিকল্পনকে সাধনের উপায় বলিয়া কল্পনা করেন, তাঁহারা ঈশ্বরের নিত্যস্বরূপ মানেন না, অতএব কাল্পনিক মূর্ত্তিসেবা করিয়া তৃতীয় শ্রেণীর পৌত্তলিক মধ্যে পরিগণিত হন। আজকাল যাহাকে 'পঞ্চোপাসনা' বলিয়া থাকেন, তাহা এই শ্রেণীর পৌত্তলিকতা। কোন গুণকে অবলম্বন করতঃ তদ্বিপরীত ধর্ম্ম যে গুণশূন্যতা, তাহা কিরূপে লব্ধ হইতে পারে, তাহা বোধগম্য হয় না।

যোগীদিগের কল্পিত বিষ্ণুমূর্ত্তি ধ্যানই চতুর্থশ্রেণীর পৌত্তলিকতা। উহা দ্বারা অন্য কোন লাভ হইতে পারে, কিন্তু ভগবানের নিত্যস্বরূপ সাক্ষাৎকাররূপ পরম লাভ হয় না।

যাঁহারা জীবকে ঈশ্বর বলিয়া পূজা করেন, তাঁহারা পঞ্চম শ্রেণীর পৌত্তলিক। শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্রমতে ইহা অপেক্ষা আর মহৎ অপরাধ নাই। যে সকল জীব পূজ্য, তাঁহাদিগকে ভগবদ্ভক্ত বলিয়া পূজা করিলে আর জীবে ঈশ্বরবুদ্ধিরূপ অপরাধ করিতে হয় না।

চল্‌তি ধর্ম্ম

(শ্রীযুক্ত সত্যরঞ্জন সেন এম, এ লিখিত)

আজকাল ধর্ম্মনিরপেক্ষতা যেন একটা খেলার জিনিষ হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। রাশিয়া, তুরস্ক, আমেরিকা প্রভৃতি দেশ ধর্ম্মের দিকে টান ছাড়াতে পেরেছে বলিয়া মনে করা হয়। অবশ্য কয়েক বৎসর হ'তে এই রকম আরম্ভ হ'য়েছে। আগে এ রকম ছিল না। এবং তুর্কীদের ধর্ম্মান্ধতা একটা লক্ষ্য বিষয় ব'লে মনে করা হ'ত। কংগ্রেসের সভাপতি জহরলাল ব'লেছেন যে, তিনি মোটেই ধর্ম্মান্ধ নহেন, তবে হিন্দুর ঘরে জন্মেছেন ব'লেই হিন্দু ব'লে অভিমান করেন। আজকাল ভারতবর্ষের স্কুল কলেজেও ধর্ম্মশিক্ষার ব্যবস্থা নাই; কারণ ব্রাহ্মণদের কয়েকটা কাজীর বাটী রামায়ণ লেখার মত করেছেন ছেলেরা অধ্যাপকের কাছে পড়ে। কিন্তু তাতে কারও হৃদয়ে সাম্যপ্রেমের বান ডেকেছে ব'লে শুনা যায় নাই।

নিজেকে হিন্দু, কি মুসলমান, কি খৃষ্টান মনে করা যে ধার্ম্মিকতার চূড়ান্ত নিদর্শন, তা' কোন শাস্ত্রে লেখা আছে কিনা জানি না, তবে সাধু মুখে শুনেছি যে 'আমি হিন্দু, আমি মুসলমান, আমি খ্রীষ্টান—এরূপ করাটা ধর্ম্মের উল্টা দিক। আমি কৃষ্ণদাস—এই বিশ্বাস যতক্ষণ না হয়, ততক্ষণ অন্ধকারের মধ্যে থাকতেই হবে।'

এখন কংগ্রেস শেষ হ'য়েছে। তাই ঐ মহলের একটা কথার উল্লেখ করি। অনেকের মনেই এই চিন্তা উঠেছে যে, যদি আজ স্বরাজ পাওয়া যায়, তা' হ'লে কর্ত্তা হবে হিন্দু, না মুসলমান, না অপর কেহ? 'ধর্ম্ম' নামেই সম্প্রদায় মনে ক'রে প্রত্যেকেই নিজ নিজ সম্প্রদায়ের [illegible] সুবিধা চেষ্টা করে। এমন কি, যে দেশাত্মবোধে দেশনায়ক তাঁরা নানারূপ ত্যাগ ক'রেছেন, যে দেশ ইংরেজের সাম্প্রদায়িক অন্যায় স্বার্থ মানিক আপনাদের পীড়ন চাপে নিষ্পেষিত। যে দেশ ইংরেজের জন্য তাঁহারা কারাগার ও মৃত্যু পর্য্যন্ত বরণ ক'রেছেন, তা'ও কৃষকদাসের অন্তর্ভুক্ত ভাবে একটা বিরাট উপহাসের বিষয় হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। যদি কখনও ধর্ম্মের দিকে স্রোত ফিরে, পূর্ব্বাভিমান পুনরায় লাভ হয়, এবং সেই সময় যদি এই অনুভূতি হয় যে, এই দেশ কোন জাতির অধীন থাকলেও কল্যাণ নাই, তবেই প্রকৃত নিত্য স্বদেশাত্মবোধ কার্য্যকরী হ'য়ে সমস্ত চেষ্টাকে সাফল্যমণ্ডিত করবে।

আর একটা দিক দেখলে জানা যায় যে, ভারতের শাসক বণিক সম্প্রদায় যেন আর্থিক উন্নতির আশাকেই চরম মঙ্গল ব'লে সকলকে ধ'রে নিয়েছেন। কিন্তু সমস্ত দেশটা যে বিরূপ ক্ষয়োন্মুখ হ'য়ে যাচ্ছে, তা' কোন বক্তার মুখে শোনা যাচ্ছে না। সকলের মুখে এক কথা—দরিদ্র ভারত—পেটে ভাত নেই—পরণে কাপড় নেই—দেশ স্বাধীন হ'লে এই সমস্ত দুঃখ থাকবে না। আমরা সে কথা অস্বীকার করি না—তবে এইটুকু বক্তব্য যে—দেশকে যদি কমিউনিস্ট করা হয়, তবে ভাত কাপড় জুটতে পারে বটে, কিন্তু অন্যান্য উৎপাত এমন হ'বে যে, তখন 'ত্রাহি মধুসূদন' ডাক ছাড়তে হ'বে। আমেরিকায় ত পূর্ণ স্বাধীনতা—তবে সেখানে কৃত্রিম উপায়ে জন্মনিরোধ-প্রথার প্রচলনের জন্য ব্যগ্রতা কেন? নিশ্চয়ই টাকার অভাব জন্য নয়। [illegible] জন্য দেশ একদম নৈতিক দুর্দ্দশাগ্রস্ত। লোক এমন কামুক হ'য়ে পড়েছে এবং ব্যভিচারের এরূপ প্রাদুর্ভাব যে জন্মনিরোধ এবং প্রোবেশনারি বিবাহ (বিবাহের পূর্ব্বে স্বামী-স্ত্রী ভাবে একত্র বাস) ছাড়া উপায় নাই।

শ্রীভাগবতমঠে মহোৎসব

গত শনিবার ১৩ই পৌষ (১৩৪৩) ২৮শে ডিসেম্বর (১৯৩৬) আকাশ [illegible] শ্রীচৈতন্য মঠের [illegible] শ্রীভাগবত মঠে [illegible] হইয়াছে। শ্রীবিগ্রহের [illegible] ইহাতে বহু [illegible] উপস্থিত ছিলেন [illegible] প্রায় [illegible] ব্যক্তিকে [illegible] বিবিধ মহাপ্রসাদ বিতরণ

পর-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

সম্প্রতি পর বিদ্যাপীঠে নিম্নলিখিত লক্ষণীয় বিষয়নিচয়ের অধ্যাপকের আসন-সমূহ সংস্থাপিত হইয়াছে—বিদ্যার্থিগণ আবেদন করুন।

১। সাহিত্যাসন, ২ ঐতিহ্যাসন,
৩। সম্প্রদায়বৈভবাসন, ৪ ভক্তিশাস্ত্রাসন,
৫। তন্ত্রশাস্ত্রাসন, ৬ বেদান্তাসন,
৭। একায়নাসন।

শ্রীনন্দলাল রায় বি, এ, কাব্যতীর্থ, বিদ্যাসাগর,
সম্পাদক পরবিদ্যাপীঠ, শ্রীধাম মায়াপুর

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

শ্রীগৌড়ীয়মঠ প্রকাশ হইতে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৪০৲ চল্লিশ টাকা।

২৭২৪ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে, সপ্তচত্বারংশ খণ্ডে সূচী ছাপা হইতেছে।

৪৬শ খণ্ড গ্রন্থ নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে ১৫।/০ সাধারণ পক্ষে ২০৸৶০। প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৶০, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ।/০।

দশম স্কন্ধের ভিক্ষা ১২৲, অগ্রিম সাধারণের পক্ষে ৮৲।

৬২ অধ্যায়পর্যন্ত একাদশ সংখ্যা ছাপা হইয়াছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

"শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত"

সূচী প্রভৃতি সহ সম্পূর্ণ ছাপা শেষ হইয়াছে

আদি, মধ্য, ও অন্ত্যলীলা এবং সূচী ছাপা হইয়া সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছেন। যাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ১০৲ টাকা ভিক্ষার তৃতীয় সংস্করণ ৪৲ টাকায় না পাইয়া অপূর্ব্ব সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের জন্যই উহার ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছেন। সেই ১০৲ টাকার এত বিরাট গ্রন্থের শত সংখ্যা মাত্র ৫৲ টাকা ভিক্ষায় দেওয়া হইতেছে। গ্রাহকগণ সত্বর হউন পরে আর এ সুযোগ থাকিবে না।

শ্রীচৈতন্য লীলার ব্যাস আদিকবি

শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

সভাষ্য আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র গ্রন্থ ৮৲ স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲

নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪॥০ টাকা

শ্রীচৈতন্য মঠের যাবতীয় গ্রন্থ

কার্য্যাধ্যক্ষ, গ্রন্থ-বিভাগ, শ্রীচৈতন্য মঠ
পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া
— অথবা —
শ্রীগৌড়ীয় মঠ ১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা
ঠিকানায় পাওয়া যাইবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য:— গ্রাহক মহোদয় শ্রীচৈতন্য মঠের ঠিকানায় লিখিবেন।

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত ভক্তি গ্রন্থাবলী

যে সব উৎকলবাসী ভক্ত বাংলা অক্ষর পাড়তে জানেন না, তাঁহাদের শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর প্রচারিত পরম উপাদেয় ভক্তি-কথা জানিবার সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে উড়িয়া-অক্ষরে, নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হইয়াছে বাংলা গ্রন্থের তুলনায় উড়িয়া গ্রন্থগুলির ভিক্ষা ও অপেক্ষাকৃত অল্প।

গ্রন্থের নাম	ভিক্ষা
শ্রীহরিনাম চিন্তামণি, প্রতিখণ্ড	॥০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	১৲
সাধন পথ (শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টক) প্রতিখণ্ড	।০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৷০
কল্যাণ কল্পতরু প্রতিখণ্ড	৶০
একত্রে ৩খণ্ড লইলে	।০
গীতাবলী প্রতিখণ্ড	/১০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৶১৫
শরণাগতি—প্রতিখণ্ড	/০
একত্রে ৩খণ্ড লইলে	৶৫

প্রাপ্তিস্থান { শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ, কটক এবং শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, পুরী

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিম্নলিখিত মঠসমূহে প্রাপ্তব্যঃ—

১। শ্রীচৈতন্য মঠ,—পোঃ, শ্রীধামমায়াপুর, (নদীয়া)।
২। শ্রীগৌরগদাধর মঠ,—চাঁপাহাটি, সমুদ্রগড় পোঃ, (বর্দ্ধমান)।
৩। শ্রীভাগবত আসন,—ভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৪ শ্রীগৌড়ীয় মঠ,—১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা।
৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ,—চটকপর্ব্বত, পুরী।
৬। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ,—উড়িয়া বাজার, কটক।
৭। শ্রীভাগবত মঠ,—চিরাকাআ, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।
৮। শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ,—৬নং জগজ্জীবনপুরা, কাশী, ইউ, পি।
৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,—ছীপিগলি, বৃন্দাবন, মথুরা, ইউ, পি।
১০। শ্রীপরমহংস মঠ—নৈমিষার পোঃ, সীতাপুর, ইউ পি।
১১। শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ,—কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল, পাঞ্জাব।
১২। শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠ,—১০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।
১৩। শ্রীগদাইগৌরাঙ্গ মঠ, বালিয়াটি, ঢাকা।
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম,—আমলাযোড়া, রাজবাঁধ পোঃ, বর্দ্ধমান।
১৫। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ,—ডুমুরকোন্দা, চিরকুণ্ডা পোঃ, মানভূম।
১৬। শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয় মঠ,— আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী, উড়িষ্যা।
১৭ শ্রীগৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয় ১০১ হনুমান্ রোড, নিউদিল্লি

এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণের নিকটও নদীয়া-প্রকাশ প্রাপ্তব্য।

১। শ্রীযুক্ত জনার্দ্দন ঘোষ—বঙ্গ লক্ষ্মী রোড, খুলনা
২। শ্রীযুক্ত রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিরত্ন—দেওয়ানগঞ্জ, হলদিবাড়ী কুচবিহার।
৩। শ্রীযুক্ত রামরঞ্জন রায়—৭৬।১নং শ্রীগোপাল মল্লিক লেন, কলিকাতা
৪। মিঃ এন ডি. মুখার্জ্জি—এম. এম. ওয়ার্কস দি মল, কানপুর।
৫। শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী জ্যোতিভূষণ—স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া
৬। শ্রীরাসবিহারী দাস অধিকারী, নবদ্বীপ।
৭। শ্রীনিরাজমোহন দে—মদনমোহন প্রেস, নবাবপুর, ঢাকা।
৮। শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় চেঙ্গাচাপা, ২৪ পরগণা।
৯। শ্রীপঞ্চানন চট্টোপাধ্যায় বি. এস. এম. সানবাদ

অজ্ঞথ. ন ভজে কৃষ্ণ, দুষ্ট সঙ্গ করে। পুন সেইমত মায়া পাঁপে ডুবি মরে

শ্রীচৈতন্যমঠের গ্রন্থাবলী

শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুর বিরচিত
ভক্তি-গ্রন্থাবলী।
উৎকৃষ্ট কাপড়ে বিলাতী ধরণে বাঁধাই
স্বর্ণাক্ষরে। চতুর্থ সংস্করণ। বিস্তৃতবিধ সূচীসহ

জৈবধর্ম্ম

বাঁধাই ২৲ দুই টাকা

প্রকাশিত হইয়াছে

সনাতন ধর্ম্মশাস্ত্র বেদ, বেদান্ত, উপনিষৎ গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত, পুরাণ, তন্ত্রাদি সকল গ্রন্থ পাঠ করিবার অবসর অতি অল্প মানবের ঘটিয়া থাকে। অনেকের যোগ্যতা না থাকায় সেই সমস্ত গ্রন্থের মর্ম্ম অবগত হইতে পারেন না। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বাঙ্গালীর এই অসুবিধা দূরীভূত করিবার জন্য এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র বা শিক্ষকগণের বিশেষ পাঠ্য। এই হেতু শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টর বাহাদুর উহা সমস্ত বিদ্যালয়ের জন্য অনুমোদন করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

প্রথম খণ্ড ভিক্ষা ১৲ একটাকা

যুক্তিপূর্ণ শাস্ত্রবাক্য দ্বারা প্রত্যেক মানবের নিত্য কর্ত্তব্য ও আনন্দ্য নৈমিত্তিক কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। গ্রন্থের প্রতি ছত্রে সনাতন শাস্ত্রবাক্য দ্বারা সমর্থিত ও প্রমাণিত হইয়াছে। দেহের, মনের ও আত্মার ধর্ম্ম কি? স্বদেশ, সমাজ, নীতি, ধর্ম্ম কি? ইত্যাদি বিষয় ক্রমানুসারে এমন সুন্দরভাবে যুক্তিসহকারে আলোচিত হইয়াছে যে, প্রথম পংক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত পাঠ না করিয়া নিবৃত্ত হওয়া যায় না।

শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ভিক্ষা ৵০

ঐ প্রমাণ খণ্ড ভিক্ষা ৵০

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিহার ও লীলাভূমি নয়টী দ্বীপ সমন্বিত। এই নয় দ্বীপের প্রাচীন বিবরণ প্রত্যেক দ্বীপে শ্রীমহাপ্রভুর লীলা—প্রত্যেক দ্বীপের পরিচয়, শ্রীধাম মাহাত্ম্য—ধামাপরাধ কি? ইত্যাদি বিষয় বিশেষভাবে মনোহর ছন্দে বর্ণিত। পকেট সাইজ প্রায় ১৬০ পৃষ্ঠা।

নবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ

উজ্জ্বল রেক্সিন্ কাপড়ে উত্তম কাগজে ছাপা—শ্রীনবদ্বীপধাম দর্শনে ভাবুক দর্শনকারীর কি প্রকার ভাবের উচ্ছ্বাস হয়, তাহা এই গ্রন্থে বর্ণিত। অতি চমৎকার! ভিক্ষা চারি আনা।

শ্রীভজনপথ

।৵০ দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভৃতি উপদেশচ্ছলে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে ভক্তগণের অনুকূল ও প্রাতিকূল বিচার অতি সুন্দরভাবে বর্ণিত হইয়াছে। ইহা ছাড়া শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর উপাদেয় শিক্ষা ও উপদেশ বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব-জগতে অভিনব গ্রন্থ!!
শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতি গ্রন্থাবলী :-

শরণাগতি

পকেট সাইজ
অষ্টম সংস্করণ
ভিক্ষা ৵০ আনা

দেহ ও মনের চেষ্টা আনিতাবস্তু লইয়া। উহা যখন জীব বুঝিতে পারে, তখন একমাত্র নিত্যবস্তু শ্রীভগবানের প্রতি তাঁহার কেমন ও তায় আবেগময়ী প্রার্থনা হয় এবং শ্রীভগবানে সর্ব্বান্তঃকরণে নিষ্কপটে কি প্রকারে শরণাপন্ন হইতে হয়, ইত্যাদি বিষয়ক প্রাণস্পর্শী প্রার্থনা ও আত্মসমর্পণমূলক গান। ছাড়িয়া সংস্করণও প্রকাশিত হইয়াছে।

ভিক্ষা প্রতি খণ্ড ৵০ এক আনা।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা — ৵০, নবদ্বীপশতক — ৵০
অর্থপঞ্চক —৵০

কল্যাণকল্পতরু

পকেট সাইজ,
পঞ্চম সংস্করণ
ভিক্ষা ৶১০

আমরা প্রত্যহ নূতন অভাব ও কামনার বশবর্ত্তী হইয়া পুনঃপুনঃ যে অকল্যাণকে কল্যাণ বলিয়া গ্রহণ করি এবং যাহার নিকট কল্যাণ কামনা করি, তিনি যে নিত্য বা যথার্থ কল্যাণ প্রদানে অসমর্থ এবং কোন পথ আমাদের নিত্য কল্যাণপ্রদ এবং কি ভাবে আমরা সেই কল্যাণলাভে সমর্থ হইব, এই সকল কথা সরল গানে লিখিত। এই গীতিগ্রন্থ বাস্তবিকই কল্যাণের কল্পতরু, যাঁহা প্রত্যেককে নিত্যকল্যাণ প্রদানে।

শ্রীল চক্রবর্ত্তিঠাকুরের টীকা সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর কৃত টীকা ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কৃত অনুবাদ। টীকাকারের জীবনী, শ্লোক-সূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি বহু প্রয়োজনীয় বিষয় সংবলিত প্রায় ৮০০ পৃষ্ঠা। উৎকৃষ্ট সিল্কে বাঁধাই ২৲ দুই টাকা, কাগজে বাঁধা ১৷৷০

শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ কৃত ভাষ্য সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

কাগজ ও ছাপা উৎকৃষ্ট। সিল্কে বাঁধাই, সোণার জলে নাম লেখা রাজসংস্করণ ১॥ টাকা, সাধারণ সংস্করণ ১৷৷০, গৌড়ীয়ের গ্রাহকপক্ষে ১৷০

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি (বৈষ্ণব অভিধান)

বিষয়:—১। ভক্তিশাস্ত্রে ব্যবহৃত শব্দাবলীর অর্থ, ২। চারি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের চরিত, ৩। বিষ্ণুবৈষ্ণবসম্পর্কিত মন্দির ও শ্রীবিগ্রহের বিবরণ, ৪। বৈষ্ণবগ্রন্থ ও গ্রন্থকারগণের তাৎপর্য্য ও বিবরণ, ৫। বিষয় বিশেষের লৌকিক ও শাস্ত্রীয় আকরমূলে বাবতীয় তথ্য। চারিখণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ১ম খণ্ড ৮০, ২য় খণ্ড ৬০, ৩য় খণ্ড ৮০, ৪র্থ খণ্ড ৷৷৵০, ৫ম খণ্ড যন্ত্রস্থ, ৬ষ্ঠ খণ্ড যন্ত্রস্থ।

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ—১ম খণ্ড ১৲ এক টাকা, ২য় খণ্ড ১৲ এক টাকা—শ্রীমদ্ভাগবতের গ্রাহক ও গৌড়ীয় গ্রাহকগণ ১০০ টাকায় দুই খণ্ড পাইবেন। বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীজীব গোস্বামিপাদের গ্রন্থ ইহা। ইহা বঙ্গানুবাদের অধিক প্রয়োজনীয় অংশ। প্রতি খণ্ড ডবল ক্রাউন ৮ পেজি ৯৫ পৃষ্ঠা আকারে মুদ্রিত হইতেছে।

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য সঙ্কলিত

সদাচারস্মৃতিঃ

ভিক্ষা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান- শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (প্রাচীন নবদ্বীপ) নদীয়া

গৌড়ীয়

রেজেষ্টারীকৃত

মদন মঞ্জরী

বটিকায় স্বপ্ন ও ধাতুবিকার, ইন্দ্রিয়শৈথিল্য, প্রমেহ, শুক্রতারল্য, স্বপ্নদোষ, মাথাঘোরা, বুক ধড়্ফড়্, মতিভ্রম, অনিদ্রা প্রভৃতি লক্ষণ সত্বর নির্দ্দোষ আরোগ্য হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ৪০ বটী ১৲ এক টাকা।

"নপুংসকারি ঘৃত"

পুরুষত্বহানি রোগে বাহ্যপ্রয়োগে ত্বরা আরোগ্য করিয়া শক্তিসঞ্চার করে। মূল্য ১ তোলা ১৲ টাকা।

"রমণবিলাসিনী বটিকা"

স্ত্রীরোগের কারণ নষ্ট করিয়া গর্ভ ও রূপ বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয়। মূল্য ১৬ বটী ১৲ এক টাকা।

বৈদ্যরত্ন নারায়ণজী, কেশবজী
১৭৭নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

বিজ্ঞাপন

সাবধান! সাবধান!! সাবধান!!!
জে, বি, দত্তের চোকা শিশি বাদাম তৈল,
আদি ও অকৃত্রিম এবং উপকারিতায় সর্ব্বজন পরিচিত ও বহু প্রশংসিত।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী J. B. Dutta & Co. নাম খোদা দেখিয়া খরিদ করিবেন। নতুবা জুয়াচোরগণ কমদরের কুমের তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে।

বিনীত—জে, বি, দত্ত

ফেরাস কুইনিন

নূতন এবং পুরাতন ম্যালেরিয়ার যম
ইহাতে উৎকৃষ্ট ফেরাস আর্সেনিক, ক্যালসিয়াম, হাইড্রোক্লোর কুইনিন, আয়রণ এই সকল উপাদান আছে।
এক ফোঁটা খাইলে যেরূপ কাজ করে তাহা ইনজেকশন করিলে একটি বা দুইটী ইনজেকশনেই সকলপ্রকার কঠিন ম্যালেরিয়া জ্বর বন্ধ করে এবং উহা হইতে বারটী ইনজেকশনে ম্যালেরিয়ার সমস্ত উপসর্গ নষ্ট করিয়া দেয়।
৬ এম্পুলপূর্ণ প্রতি বাক্স—মূল্য ২৲, ডাঃ মাঃ টাকা
বাঁর কেমিক্যাল এণ্ড ক্লিনিক্যাল ল্যাবরেটরীতে প্রস্তুত। ২৯১ হরিনাথ দেন, হাবড়া।

পর বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

এখানে আহার এবং বাসস্থান দিয়া বিদ্যার্থীদিগকে বিভিন্ন শাস্ত্রীয় বিষয় শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। অনেক ছাত্র ইতোমধ্যেই আসিয়া পাঠ আরম্ভ করিয়াছেন। বর্তমান বর্ষে সকল ছাত্রই গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

প্রধান অধ্যাপক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শচীশচন্দ্র কাব্য-ব্যাকরণ-সাংখ্য-বেদান্তব্যাকরণতীর্থ, সাংখ্যভূষণ, বেদান্তরত্ন, সাহিত্যশাস্ত্রী, দর্শনবাচস্পতি।

অধ্যাপক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গৌরদাস ব্রহ্মচারী ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীধাম মায়াপুর পরবিদ্যাপীঠ, (নদীয়া)

বেদনাঞ্জন

শ্রেষ্ঠরত্ন

কলিকাতা কংগ্রেস একজিবিসন হইতে বহু প্রশংসা প্রাপ্ত ও বহু গণ্যমান্য ভদ্রমহোদয়গণ কর্তৃক প্রশংসিত।

আজকাল বাজার-চলন মিশ্রিত ও বিষাক্ত আহার্য সেবনে শরীরের রক্ত সহজেই দোষিত হইয়া পড়িতেছে। রক্তই মানব-দেহের শ্রেষ্ঠ উপাদান, এই রক্ত দোষিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মানব বাত, বেদনা, মাথাধরা, মাথাঘোরা, দৃষ্টিশক্তির হ্রাস, দাঁতের গোড়া ফুলা, দাঁত কনকনানি, দাঁতে পোকা এবং দাদ, চুলকানি প্রভৃতি কষ্টদায়ক চর্মরোগে আক্রান্ত হইতেছে। যদি আপনি একেবারেই ব্যাধিমুক্ত হইতে চান, তাহা হইলে অযথা পয়সার অপব্যয় না করিয়া অল্প ব্যয়ে এক শিশি বেদনাঞ্জন ক্রয় করিয়া ইহার কার্যকারী-শক্তি উপলব্ধি করুন। গুণের তুলনায় মূল্য অতি সামান্য, এক শিশি ৵০ আনা মাত্র মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

প্রোপ্রাইটর—এ, সি, চাটার্জ্জী এণ্ড ব্রাদার্স।

৪৫নং হেলকাট লেন, সালকিয়া হাওড়া।

সকল মনিহারী দোকানে ও বড় বড় ডাক্তারখানায় পাওয়া যায়।

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

যদিও অদ্যাপি প্রকৃত মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য, তথাপি যাঁহারা নানা বদ অনিয়মিত উপায়ে অপরিমিত শক্তি নষ্ট করিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া বাঁচিয়াছেন এবং নানা প্রকার মেহ, প্রমেহ ধাতুদৌর্ব্বল্য, স্নায়বিক দুর্ব্বলতা, বহুমূত্র, দুঃস্বপ্ন, পারদ-সংক্রান্ত পীড়া, অর্শ এবং স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে যাহারা বাধক, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, স্বল্পরজঃ, শ্বেত ও রক্তপ্রদর, হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি রোগে ভুগিয়া জীবনে নিরাশ হইয়াছেন, তাঁহারা আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটার সাহেবের আবিষ্কৃত ইলেক্ট্রিক সলিউসন ব্যবহার করিয়া বাঁচিতে পারেন, তাহার শত সহস্র প্রমাণ প্রতি বৎসরেই পাওয়া যাইতেছে। যাঁহারা অন্যান্য বিবিধ ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরোগ্য হইতে পারেন নাই, তাঁহারা একবার এই ঔষধটা ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক মাসের ব্যবহারোপযোগী এক শিশি ঔষধ ডাকমাশুল সহ ২৷০ টাকা মাত্র।

সোল এজেণ্ট—ডাঃ ডি, ডি, হাজরা।

মকেশপুর, গার্ডেনরিচ পোষ্ট, কলিকাতা।

ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

অধ্যক্ষ

শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম.এ. এফ.সি.এস (লণ্ডন)

ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক

(প্রফেসার)

আয়ুর্বেদীয় ঔষধ বিশুদ্ধ ও শাস্ত্রমতে নিজ তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হয়। পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ক্যাটালগ পাঠান হয়। রোগের বিবরণ জানাইলে যত্নপূর্ব্বক ব্যবস্থা দেওয়া হয়। চিঠি পত্রাদি সম্পূর্ণরূপে গোপন রাখা হয়।

মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দূর)

(বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৪৲ টাকা

উৎকৃষ্ট স্বর্ণ, পারদ ও আমলাসার গন্ধক দ্বারা যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। নিত্য প্রয়োজনীয় সর্ব্বরোগনাশক মহৌষধ

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৩৲ টাকা

উৎকৃষ্ট কাশীর আমলকী, বংশলোচন প্রভৃতি যাবতীয় উপাদানে পূর্ণ মাত্রায় যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। কফ, কাসি, সর্দ্দি, যক্ষ্মা, ক্ষয়রোগ, হৃদরোগ প্রভৃতি রোগের মহৌষধ। সর্ব্বপ্রকার দুর্ব্বলতা নাশক অত্যাশ্চর্য্য পুষ্টিকর মহৌষধ বা খাদ্য বিশেষ।

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬৲ টাকা

ইহা সেবনে ধাতুদৌর্ব্বল্য, শুক্রহীনতা, স্বপ্নদোষ, প্রমেহ ও ধ্বজভঙ্গ সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায়। ইহা অপরিসীম আনন্দদায়ক রসায়ন।

অবলাবান্ধব যোগ

প্রদর, বাধক প্রভৃতি জরায়ুদোষ ও যোনিগত দুরারোগ্য রোগের মহৌষধ

মূল্য—১৬ মাত্রা ২৲ টাকা। ৫০ মাত্রা ৫৲ টাকা মাত্র

বিশুদ্ধ জল! ভয় নাই! বিশুদ্ধ জল!!

লক্ষ্মী টিউব-ওয়েল কোং

২০৫নং নবাবপুর, ঢাকা

বর্ত্তমান-যুগের নব আবিষ্কৃত স্বল্পব্যয়সাধ্য উন্নত বৈজ্ঞানিক-খনন-প্রণালীতে নলকূপ (*Tube-well*) নির্ম্মাণ করা হয়। বঙ্গের লাট বাহাদুর, প্রেসিডেন্ট মেম্বার, ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট, জিলা-বোর্ডের চেয়ারম্যান, ইঞ্জিনিয়ার, জমিদার, তালুকদার, অন্যান্য সম্ভ্রান্ত ভদ্রমহোদয়গণ এই কোম্পানীর কার্য্য দেখিয়া প্রশংসা করিয়াছেন। পাইপলাইনের পরীক্ষায় জল বিশুদ্ধ না হইলে মূল্য গৃহীত হয় না। বিস্তৃত বিবরণের জন্য পত্র লিখুন।

বিজ্ঞাপিত কেন?

সাধারণের হিতার্থে, মানবের দুঃখ না হইতে পারে তাহার জন্য ইত্যাদি সম্বলিত "কামশাস্ত্র" গ্রন্থখানি যিনি পাঠ করেন নাই, তিনি আবেদন করুন বিনামূল্যে প্রাপ্ত হউন। উহা পাঠে উপকৃত হইয়া ৭৫০০০ হাজার লোক কৃতজ্ঞ হইয়াছেন। প্রায় ৫০ বৎসরের পরীক্ষিত, শুক্রতারল্য, স্বপ্নদোষ ইত্যাদির যম "আতঙ্ক-নিগ্রহ বটীকা" প্রতি কৌটার মূল্য ১৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান—আতঙ্ক নিগ্রহ ফার্ম্মেসী, ২১৪ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মনোমোহন প্রেস

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা

পূর্ব্ব-বাঙ্গালায় সুলভে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত

বৈদ্যুতিক মেশিনে দিবারাত্র কাজ চলিতেছে

বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা।

দৈনিক বসুমতী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রী ... চক্রবর্ত্তী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

স্থানীয় সংস্করণ

Registered No. C 1541

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩॥০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার। নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র।

সাধারণের হার
অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা /৫

৪র্থ খণ্ড } সম্পাদক—প্রত্নবিদ্যালঙ্কার শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী { ২৫৭ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্য মঠ শ্রীধাম মায়াপুর—২৩শে পৌষ মঙ্গলবার ১৩৩৬, ৭ই জানুয়ারী ১৯৩০

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থাবলী

১।	শ্রীমদ্ভাগবতম্,—শ্লোক সূচী, বিষয়-সূচী প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত ; ভিক্ষা, প্রতি খণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৶০ গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশ গ্রাহক পক্ষে	৶০
২।	ভাষ্য-সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ)	৫৲
৩।	গৌড়ীয়-গৌরব	৶০
৪।	গৌড়ীয়-সাহিত্য	।০
৫।	ভজন-রহস্য	॥০
৬।	শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা)	১৲
	,, ,, ,, আবাঁধা	৸০
৭।	গীতা (শ্রীবলদেবভাষ্যসহ) বাঁধা ২৲ আবাঁধা	১॥০
৮।	গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি-টীকা-সহ) বাঁধা ২৲ আবাঁধা	১॥০
	গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য	॥০
৯।	সাত্বতমল্লিকা গুণসৌন্দর্য্যঃ সানুবাদ (মাধ্ব)	২৲
১০।	বেদান্ততত্ত্বসার সানুবাদ (রামানুজীয়)	॥০
১১।	জৈবধর্ম্ম	২৲
১২।	শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ)	৸০
১৩।	গৌড়ীয়-কণ্ঠহার	২৲
১৪।	প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ)	॥৶০
১৫।	দ্বীপ-দিগ্দর্শন	৵০
১৬।	সাধনপথ (৩য় সংস্করণ)	।৶০
১৭।	আচার ও আচার্য্য	।
১৮।	নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা	৸০
১৯।	ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা)	৵০
২০।	শ্রীনবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য	৴০
২১।	নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য (প্রমাণখণ্ড)	৶০
২২।	শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ	/০
২৩।	শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমা দর্পণ	।০
২৪।	শরণাগতি, গীতাবলী, সাধনফল, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, নবদ্বীপশতক, আর্গলাষ্টক ও মন চৈতন্যস্তুতি সেট	৶০
২৫।	কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ও অর্চ্চনকণ	৸০
২৬।	সাধককণ্ঠমণি	।০
২৭।	সংস্কৃতদীপিকা	/০
২৮।	বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড)	৩৲
২৯।	ব্রহ্মসংহিতা	॥০
৩০।	শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা	৸০
৩১।	মণিমঞ্জরী সানুবাদ	/০
৩২।	গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ	৸০
৩৩।	শ্রীচৈতন্যভাগবত (বিরাট্ দ্বিতীয় সংস্করণ)	৪৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

ইংরাজী ভাষায় ভক্তিগ্রন্থ

১	শ্রীচৈতন্যচরিত ও শিক্ষা	।০
২	নামভজন	।০
৩।	বৈষ্ণবধর্ম্ম আসল ও মেকি	।০
৪।	ভাগবতীয় দর্শননীতি ও ধর্ম্ম	/০
৫।	কাম ও প্রেমধর্ম্ম	।০
৬।	গৌড়ীয়মঠ কি করেন	[illegible]

শ্রীধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপ-প্রদর্শনী, নদীয়া

(৩রা ফেব্রুয়ারী হইতে ১৭ই মার্চ্চ, ১৯৩০ পর্য্যন্ত)

প্রদর্শনীর সকল জ্ঞাতব্য বিষয়ের জন্য সেক্রেটারী মহোদয়ের নিকট আবেদন করুন।

শ্রীকুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ,
শ্রীচৈতন্য মঠ, শ্রীধাম মায়াপুর পোঃ আঃ, (নদীয়া)।

দেবনাগরাক্ষরে ভক্তিগ্রন্থ

১।	সংক্ষিপ্ত শিক্ষাষ্টকম্	৶০
২।	সটীক শিক্ষাষ্টকম্	[illegible]
৩।	মধ্বমুখ [illegible]	৵০
৪।	শ্রীগৌড়ীয় [illegible]	/০
৫।	[illegible]	৵০
৬।	[illegible]	।০

নানা কথা

—:০:—

সাইকেল দুর্ঘটনা

গত শুক্রবারে জনৈক ব্যক্তি নবদ্বীপ-ঘাট হইতে কৃষ্ণনগর যাইবার রাস্তা দিয়া সাইকেল আরোহণে কৃষ্ণনগর অভিমুখে যাইতেছিল। একটী বৃদ্ধও কৃষ্ণনগর অভিমুখে গমন করিতেছিল। সাইকেল আরোহী ব্যক্তি বৃদ্ধের ২ হাত পশ্চাৎ হইতে বেল দিলে সে হতবুদ্ধ হইয়া যায় এবং পথ ছাড়িয়া যাইতে না যাইতে ঐ সাইকেল বৃদ্ধের উপরে আসিয়া পড়ে; ধাক্কা খাইয়া বৃদ্ধ হতচেতন হইয়া পড়িলে পশ্চাৎ-স্থিত জনৈক গোয়ালের গাড়োয়ান আসিয়া আরোহীর গলা চাপিয়া ধরে এবং বলে বৃদ্ধের শুশ্রূষা না করিয়া যাইতে পাইবে না, বৃদ্ধ মরিলে তোমাকে পুলিশে দিব। অগত্যা সে তাহার শুশ্রূষা করিতে থাকে। আন্দাজ অর্দ্ধঘণ্টা পরে বৃদ্ধ সুস্থ হইলে সে চলিয়া যায়। সাইকেল আরোহিগণের বিশেষ সংযত হইয়া চলা একান্ত প্রয়োজন।

শ্রমিক সঙ্ঘ

নিখিল-ভারত-শ্রমিক-সঙ্ঘের সম্পাদক বলেন যে, যে সকল নেতা এই সঙ্ঘ ত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহারা হুইটলি কমিশনের পক্ষপাতী বলিয়াই একার্য্য করিয়াছেন। সঙ্ঘ হুইটলি কমিশন বর্জ্জন করিয়াছে বলিয়াই ঐ সকল লোক অসন্তুষ্ট হইয়াছেন। হুইটলি কমিশন বিলাতী সাম্রাজ্যবাদীর প্রেরিত। শ্রমিকদিগকে বোকা বানাইয়া, আপনাদিগের [illegible] করিয়া লওয়াই এই কমিশনের উদ্দেশ্য।

জজের আপীল

কলিকাতা হাইকোর্ট [illegible] বাবু [illegible] বারাণসী [illegible] লর্ড [illegible] তিন লক্ষ টাকার ডিক্রী জারির জন্য নবঅঙ্গ আদালতে দরখাস্ত দেন। [illegible] হাইকোর্টে আপীল করেন। আপীল ডিসমিস হইয়াছে।

[illegible]টী টানেল প্রসঙ্গ

[illegible]

অপূর্ব্ব সুযোগ!

কম ভাড়ায় গমনাগমন

রেলওয়ে কোম্পানীর সহৃদয়তা

শ্রীধাম মায়াপুর প্রদর্শনীতে যাহারা দ্রব্যাদি প্রেরণ করিতে চাহেন, তাঁহাদের অবগতির জন্য জানান যাইতেছে যে, প্রদর্শনের দ্রব্যাদি কম ভাড়ায় আনয়ন করিবার ও ফিরাইয়া লইবার সুবিধার জন্য প্রদর্শনী-সমিতি ই, বি, রেল কর্ত্তৃপক্ষগণের নিকট হইতে সিঙ্গল ফেয়ারে ডাবল জার্নি অর্থাৎ এক ভাড়ায় গমনাগমনের ব্যবস্থা করিয়া লইয়াছে। সুতরাং প্রদর্শকগণ দ্রব্যাদি প্রেরণের এরূপ অপূর্ব্ব সুযোগ হারাইবেন না। প্রদর্শনীর নিয়মাবলীর জন্য এখনই প্রদর্শনীসম্পাদকের নিকট আবেদন করুন।

বন্দবিলা সত্যাগ্রহ

কেশবপুর থানার এক মুসলমানসভা হয়। যশোহরের ডেপুটী সাহেব, সার্কেল অফিসার, পুলিশের ডেপুটী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, কয়েক জন দারোগা, ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট, কনেষ্টবল, চৌকীদার, দফাদার প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন। ট্যাক্স দেওয়ার জন্য পুনঃ পুনঃ আবেদন সত্ত্বেও কেহ স্বীকার করিল না। পুলিশ পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করিয়াছে।

বারাসতে বোর্ড-প্রসঙ্গ

২৪ পরগণার বারাসত মহকুমার অধীন রাজারহাট অঞ্চলে ইউনিয়ন বোর্ড স্থাপনের চেষ্টা চলিতেছে। কর-প্রদানে অসম্মতির ফলে বহুলোকের বিরুদ্ধে [illegible] ফৌজদারী মোকদ্দমা হয়। সে মোকদ্দমা ডিসমিস হওয়ার পর বোর্ডের অধিকাংশ সদস্য পদত্যাগ করেন।

ডাক লুঠ

নাটোর ডাক লুঠ সম্বন্ধে সরকার উকিল বলিয়াছেন যে, যে বারজন লোককে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে, তাহাদিগকে যেন জামিন দেওয়া না হয়। এই ডাকাতের দল আটটা জেলায় লুঠপাট করিয়াছে। ডাকাতদের একজন দলের বিস্ফোরক বিভাগের কর্ত্তা, একজন অনুষ্ঠানের নায়ক এবং আর একজনের নিকট বোমা পাওয়া গিয়াছে।

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার দুর্ভিক্ষ

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার দুর্ভিক্ষের বিষয় পাঠকগণ অবগত আছেন। দুর্ভিক্ষ দূর করিবার জন্য সরকার কয়েকটি রাস্তা তৈয়ারি করিবার ভার জেলাবোর্ডের হাত হইতে নিজ হাতে লইয়া দীন মজুরদিগকে কাজ যোগাইতেছেন। এই কাজে মজুরেরা দিন প্রতি তিন আনা হইতে পাঁচ আনা পর্য্যন্ত পাইতেছে।

চিত্র চুরি

সুবিখ্যাত চিত্রকর ভ্যান ডাইকের একখানি ছবি ব্রাসেলস হইতে লণ্ডন আসিবার পথে চুরি যায়। বাক্স এবং ফ্রেম ঠিক ছিল, কিন্তু ছবি চুরি গিয়াছে।

পিতৃহত্যা

চব্বিশপরগণার হাসনাবাদ গ্রামের ভূতনাথ মণ্ডল বৃদ্ধবয়সে দ্বিতীয় বার বিবাহ করে। ঐ স্ত্রীর সহিত ভূতনাথের পুত্রের অবৈধ সংসর্গ সন্দেহ করিয়া ভূতনাথের সহিত তাহার পুত্রের বচসা হওয়ায় পুত্র পিতাকে এক শাবলের আঘাতে হত্যা করিয়াছে।

প্রতিবাদ সভা

খুলনা জিলার আশাপুর গ্রামে এবং রংপুর জেলার [illegible] সারদা মহাশয়ের বিবাহ আইনের বিরুদ্ধে সভা হইয়া গিয়াছে। 'সনাতনিষ্ট' নামক সংবাদপত্রে ভারতের নানা স্থানে ঐ আইনের প্রতিবাদ সভার কথা উল্লেখ পাওয়া যায়।

দস্যুবধ

চব্বিশপরগণার বিষ্ণুপুর গ্রামে নবিবকস্ মল্লিকের বাড়ীতে ডাকাতি হয়। ডাকাতেরা প্রায় পাঁচ হাজার টাকার মাল লইয়া পলাইতেছিল। এই সময় গ্রামের লোক দলবদ্ধ হইয়া ডাকাতদিগকে আক্রমণ করে; ফলে একজন ডাকাত হত হয় এবং আর একজনের চক্ষে আঘাত লাগায় সে ধরা পড়িয়া যায়। অল্প [illegible] উদ্ধার হইয়াছে। আলিপুরে বিচার চলিতেছে।

গোল টেবিল বৈঠক

[illegible] গোল টেবিল বৈঠকে [illegible] প্রস্তাব [illegible] করিয়াছেন এবং লণ্ডন গোল টেবিল বৈঠক হইতে কোন প্রতিনিধি যাইবার সম্ভাবনা নাই, কারণ লণ্ডনে গোল টেবিল বৈঠক বসিবে। বিলাতের কাগজওয়ালারা বলিতেছেন যে এসময় কংগ্রেসের [illegible] গ্রহণ করা উচিত হয় নাই।

খুলনা সম্মিলনী

খুলনা জিলার অধিবাসীর আর্থিক, সামাজিক নৈতিক স্বাস্থ্য এবং শিক্ষা বিষয়ক সর্ব্বাঙ্গীন কল্যাণসাধনের জন্য খুলনা জিলার কলিকাতা প্রবাসী বহু ভদ্রসন্তান মিলিত হইয়া খুলনা সম্মিলনী নামক একটী সমিতি স্থাপন করিয়াছেন।

কলিকাতায় ভিখারী ও বেশ্যা

কলিকাতায় ২৬৯২৩ জন ভিখারী ও বেশ্যা বলিয়া পরিচয় দেয়; তাহার মধ্যে ১২৩৬৬ জন বেশ্যা এবং বেশ্যার দালাল ও ১৪৫৬০ জন ভিখারী বলিয়া পরিচিত।

করাচীতে কংগ্রেস

কংগ্রেসের আগামী অধিবেশন করাচীতে হইবে বলিয়া প্রকাশ।

বিজ্ঞান কংগ্রেস

নিখিল-ভারত-বিজ্ঞান-কংগ্রেসের মণ্ডপে লক্ষ্ণৌএর ডিরেক্টার অব এগ্রিকালচার মিঃ জর্জ্জ ক্লার্ক বলেন যে ভারতীয় কৃষক যেমন হিসাবের সহিত ফসল উৎপন্ন করে এবং মাটির গুণ অনুসারে চাষ করে পৃথিবীর অন্য কোথাও সেরূপ জানে না। কানাডার চাষী অপেক্ষা ভারতের চাষী এ বিষয়ে শ্রেষ্ঠ। মাটি হইতে নাইট্রোজেনের সার যথা প্রচুর পরিমাণে গ্রহণ করিতে না জানিলেও প্রাকৃতিক স্বেচ্ছাপ্রদত্ত মালমসলার সাহায্যে কানাডার মতই শস্য উৎপন্ন করে।

নাবিকের অভাব

ভারতের রাজকীয় নৌ-বিভাগে লোক কম পড়িয়াছে। পাটালক নৌ-সেনাপতি বলিতেছেন যে যানাধ্যক্ষ বিভাগে ৩ জন কম। ৮জন ইঞ্জিনিয়ার এবং ২৫৪ জন নাবিক কম। কেবল মাত্র ১১জন বালক শিক্ষা পাইতেছে।

পঞ্জাব হইতে লোক সংগ্রহের জন্য পুনঃ চেষ্টা চলিতেছে। কএকজন ভূতপূর্ব্ব নাবিক কার্য্যে পুনরায় যোগদান করিয়াছে।

লোহার বরগা কড়ি
করগেট টীন, জানালার গরাদে
দালানের ফুলদার রেলিং ও থাম
বেড়াঘেরা কাঁটাতার ইত্যাদি
সুলভে বিক্রয় করি
কান্তিচন্দ্র মুখার্জ্জি এণ্ড সন্স
২৭, ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট। ফোন ৪৪৯।
স্থাপিত ইং ১৮৩৬ সাল, কলিকাতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২০শে পৌষ মঙ্গলবার—১৩৩৬

শ্রেয়ঃ কথা

স্বতঃসিদ্ধ শব্দপ্রমাণের অনুগত্য ব্যতীত প্রত্যক্ষ ও অনুমানাদি প্রমাণের কেবল ব্যভিচার দৃষ্ট হয়, ইহা বুঝিয়াও না বুঝিয়া প্রত্যক্ষাদি প্রমাণাশ্রয়ে কুটতর্ক উত্থাপন করিলে কোন কালেই জীব সত্য নির্দ্ধারণে সমর্থ হইবেন না। তাই শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর এবং তাঁহারই অভিন্নবিগ্রহ শ্রীবলদেবতত্ত্ব নিত্যানন্দের ভজনের নিমিত্ত সকলকেই সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ জানাইতেছেন,—

অতএব পুনঃ কহোঁ ঊর্দ্ধবাহু হঞা।
চৈতন্য নিত্যানন্দ ভজ কুতর্ক ছাড়িয়া॥

মহাপ্রভু অবতীর্ণ হইয়া জগজ্জীবকে কি শিক্ষা দিতেছেন, তাঁহার শিক্ষার মধ্যে জীবের কি মঙ্গল নিহিত আছে, তাঁহাকে ভজন না করিলে কেন কৃষ্ণভজন হইবে না, মহাপ্রভু যে যুগধর্ম্ম শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন প্রবর্ত্তন করিলেন; তাহাতেই জীবের সর্ব্বার্থসিদ্ধি হয় কেন,—ইত্যাদি বিষয়ের জন্য গৌরনিজজনের নিকট জিজ্ঞাসু হওয়া সকলেরই কর্ত্তব্য। ভক্তিপথাবলম্বনের বিন্দুমাত্র ইচ্ছা কাহারও মনে উদিত হইলে তিনি সমস্ত কুতর্ক ছাড়িয়া গৌরভক্তের চরণাশ্রয় পূর্ব্বক ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী জিজ্ঞাসু হয়েন। যাঁহারা অহঙ্কার পূর্ব্বক গৌরপাদাশ্রয় স্বীকার করিতেছেন না, তাঁহারা শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তের কোন কথাই জানিতে পারিতেছেন না।

'মহাপ্রভুকে ভজন কর,—একথা বলিলে কতকগুলি লোক গৌরভক্তগণকে একটী সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতার মধ্যে আবদ্ধ বলিয়া অনাদর করেন, যেমন, অনেকেই নিজ নিজ উপাসনা ও উপাস্যকে বড় বলিয়া স্থাপন করিয়া থাকেন। এরূপে তাঁহারাই সাম্প্রদায়িকতার মধ্যে আবদ্ধ হইয়া নিজ নিজ এক একটী সঙ্কীর্ণ মত প্রকাশ করিতেছেন মাত্র। নিজেদের খেয়ালের বশবর্ত্তী না হইয়া প্রকৃত সত্যানুসন্ধিৎসু হইলে তাঁহাদের গৌরপাদাশ্রয়ের আবশ্যকতা সম্বন্ধে অবশ্যই জিজ্ঞাসার উদয় হইত। কে মহাপ্রভু, কি তাঁহার লীলা, তিনি কি বস্তু আমাদিগকে দিতে চাহেন, তাঁহার আচরিত ও প্রচারিত বিষয়ের সহিত বেদাদি শাস্ত্রের কি সম্বন্ধ, তাঁহার কৃষ্ণপ্রেমপ্রদান-লীলার সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব কেন—এসকল বিষয় বিচার না করিয়া যাঁহারা গৌরানুগত সম্প্রদায়কে একটি সঙ্কীর্ণ মতবাদের প্রচারক সম্প্রদায়বিশেষ মাত্র মনে করেন, তাঁহাদের ভূয়োদর্শনের প্রশংসা করা যায় কিনা, তাহা বিজ্ঞগণেরই বিচার্য্য।

মহাপ্রভুর ভক্তগণের আচার-প্রচার-লীলা সম্বন্ধে কিছুমাত্র আলোচনা না করিয়া যাঁহারা তৎসম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করিতে ব্যস্ত, তাঁহারা যতই না কেন জাগতিক পাণ্ডিত্য অর্জ্জন করুন, তাঁহাদের সুক্ষমতাকে প্রশংসা করা যায় না। কৃষ্ণেতর বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে অভিনিবিষ্ট থাকিয়া কৃষ্ণানুরাগাত্মক ভক্তগণের আচার-বিচার সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করিবার সাহস কি করিয়া আসে, তাহা আমরা বুঝি না। মহাপ্রভুর প্রেমাত্মক বিকার দর্শনে অজ্ঞলোকেরা তাঁহাকে মৃগীরোগাক্রান্তরূপেই দর্শন করিয়াছিল। ভক্তগণ বিষয়-বিরক্ত হইলে বিষয়াসক্তগণ অবাক্ হইয়া যায়। তাহারা ভক্তগণের বিষয়বিরক্তিকে উন্মাদ রোগ বলিয়াই মনে করে। আমরা কোন কোন শিক্ষিত লোককেও বলিতে শুনিয়াছি যে, ভক্তিব্যাপারটী একটা মস্তিষ্কের বিকার মাত্র। বিকৃতমস্তিষ্কের কার্য্য ব্যতীত একটা অজানা অচেনা বস্তুর জন্য সম্মুখের ভোগ্য বিষয়ে বিতৃষ্ণ হওয়া আদৌ সম্ভবপর হয় না। এক্ষেত্রে কাহার মস্তিষ্ক বিকৃত, তাহাই বিচার্য্য। স্থিরমস্তিষ্কগণ যে বিষয়কে অত্যন্ত আদর করিতে যান, সে বিষয় যে তাঁহাদিগকে অত্যন্ত বঞ্চনা করিয়া যায়, তাহা কি তাঁহাদের স্থির মস্তিষ্কের বিচার্য্য বিষয় হয় না? মানুষ বিষয়ভোগ সম্বন্ধে যতই না কেন বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেন, বিষয়কে তাঁহারা ভোগ না করিয়া তাঁহারাই বিষয়ভোগ্য হইয়া পড়েন। অতএব গৌরভক্তগণ সম্বন্ধে কুতর্কতাড়িত হইয়া যাহা ইচ্ছা তাহা মতামত না দিয়া গৌরসুন্দরের বিচার উত্তমরূপে অনুধাবন করাই যুক্তিসঙ্গত।

"পূর্ব্বে যেন জরাসন্ধ আদি রাজগণ।
বেদ-ধর্ম্ম করি' করে বিষ্ণুর পূজন॥
কৃষ্ণ নাহি মানে, তাতে
দৈত্য করি' মানি।
চৈতন্য না মানিলে তৈছে
দৈত্য তারে জানি॥

—যেরূপ বিষ্ণুপরতত্ত্ব স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণে ভজন পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার প্রতি বিদ্বেষ বা ঔদাসীন্যবশতঃ জরাসন্ধাদির বেদমন্ত্রে বিষ্ণুপূজাও আসুরধর্ম্মেই পর্য্যবসিত হইয়াছিল, তদ্রূপ অনুচ্ছিষ্ট শ্রীচৈতন্যমাত্র বিস্মৃত হইয়া জীবের যে বিষ্ণুপূজার চেষ্টা, উহাও উৎপাতময় আসুর-ধর্ম্ম বা অনৈকান্ত্য মাত্র।'

শ্রীচৈতন্যদেবের দয়া বুঝিবার চেষ্টা না করিয়া যাঁহারা নিজ নিজ মনোধর্ম্মের বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহার চরণাশ্রয়ের আবশ্যকতায় বহুমানন করেন না, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীপ্রভু তাঁহাদের বুদ্ধির প্রশংসা করিতেছেন না। শ্রীচৈতন্যচন্দ্র শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণতত্ত্ব হইতে অভিন্ন বস্তু। যে-সকল অজ্ঞলোক নিজ-নিজ ভোগময় জড়াসক্তির সহিত শ্রীগৌরলীলাকে এক মনে করিয়া তাঁহাকে সাধারণ মানববুদ্ধি করিতে অক্ষম হইয়াছেন, শ্রীগৌরসুন্দর তাঁহাদের অসুবিধা চিন্তা করিয়া স্বয়ং লোকচক্ষে যতিধর্ম্ম গ্রহণ পূর্ব্বক অজ্ঞজনগণের প্রতি দয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন।

"জীব কেবলমাত্র কৃষ্ণভজন কর" মহাপ্রভুর এতাদৃশী দয়া উপলব্ধি করিতে যাঁহারা অসমর্থ, তাঁহারা জন্ম, ঐশ্বর্য্য, পাণ্ডিত্য ও রূপাদি সম্পন্ন হইয়া জগতে সর্ব্বোত্তম বলিয়া পরিচিত হইলেও—

হেন কৃপাময় চৈতন্য না ভজে যেইজন।
সর্ব্বোত্তম হইলেও তারে অসুরে গণন॥

বিষয়ীগণের মতে যিনি কতকগুলি জাগতিক নীতিপরায়ণ হইয়া, খুব সাবধানে অন্যের অসন্তোষ না জন্মাইয়া জড় বিষয় ভোগ করিতে পারেন, তিনিই বড় ভাল লোক। তাঁহাদের নিকট বিষ্ণুভক্তির কোন আদর নাই। যাঁহারা বিষ্ণুভক্ত হইয়া বিষয়কার্য্যে একটু ঔদাসীন্য প্রকাশ করেন, তাঁহারা তাঁহাদের মতে অত্যন্ত নিন্দনীয় কর্ম্মপরায়ণ বলিয়া অনাদৃত হন। বিষয়ভোগ যিনি যত সুষ্ঠুরূপে সম্পন্ন করিতে পারেন, বিষয়ীগণের মতে তিনি তত ভাললোক। এরূপ বিষ্ণুভক্তিরহিত বা বিষ্ণুভক্তির অনাদরকারী অবৈষ্ণবগণ বিষয়ীগণের নিকট অত্যন্ত আদৃত হইলেও বিষ্ণুভক্তগণ তাঁহাদিগকে অসুরপর্য্যায়ে পরিগণিত করেন।

বিষ্ণুভক্তিই জীবের মুখ্য উদ্দেশ্য হইলে জীব কি করিয়া শুদ্ধভাবে বিষ্ণুসেবা করিতে হইবে, তাহা জানিবার জন্য স্বয়ং ভক্তভাবাঙ্গীকারী শ্রীচৈতন্যচরণাশ্রয় স্বীকার না করিয়া কিছুতেই পারেন না। যিনি শ্রীচৈতন্যপাদপদ্ম আশ্রয়ের প্রয়োজন মনে করেন না, তিনি বিষ্ণুসেবারও প্রয়োজনকে স্বীকার করেন না। গৌরানুগত্য ব্যতীত কৃষ্ণপ্রেমপ্রাপ্তির কোন সম্ভাবনা কাহারও নাই; স্বয়ং কৃষ্ণই তাঁহাকে জানাইবার জন্য ভক্তভাবে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। তাঁহাকে সামান্য মনুষ্য বা ভক্তমাত্র মনে করিয়া যাঁহারা তাঁহার অনুগত্য ব্যতীত শ্রবণকীর্ত্তনাদি ভজনের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হন, তাঁহারা দাম্ভিক বলিয়া সূচিত হন।

যাঁহারা তর্কশাস্ত্র আলোচনা করিয়া কেবল প্রত্যক্ষ ও অনুমানকেই বস্তুনির্ণয়ের প্রধান সম্বল মনে করেন, তাঁহাদিগকেও শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী আহ্বান করিতেছেন যে, তাঁহারা সকলপ্রকার দয়ার তালিকা প্রস্তুত করিয়া শ্রীগৌরহরির দয়ার সহিত তাহাদের তুলনা করিয়া দেখিতে পারেন যে, কোন্ দয়া সর্ব্বশ্রেষ্ঠ? কোন কুতর্ক না করিয়া সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ হইয়া বিচার করিতে গেলে শ্রীগৌরহরির দয়া কোন সৃষ্টান্তে বা সৃষ্টিকল্পান্তে বা অবতারাবলীতে বা অবতারী কৃষ্ণের মধ্যেও নাই। 'কৃষ্ণের মধ্যেও নাই' বলিতে যেন কেহ মনে না করেন, মহাপ্রভুকে বুঝি কৃষ্ণ অপেক্ষা বড় বা কৃষ্ণকে তদপেক্ষা ছোট করা হইতেছে। মাধুর্য্য-বিগ্রহ কৃষ্ণ যেখানে স্বয়ংই তাঁহার উন্নতোজ্জ্বল মধুর-রস জীবমাত্রকে আস্বাদন-সৌভাগ্য প্রদানের জন্য স্বীয় ঔদার্য্যলীলা প্রকট করিতেছেন, সেখানেই মহাবদান্য গৌরলীলা। কৃষ্ণলীলা, গৌরলীলা—উভয়ই নিত্যলীলা। সুতরাং কৃষ্ণলীলা জানিতে হইলে গৌরলীলার আনুগত্য স্বতঃ প্রয়োজন হইয়া পড়ে।

জীবের স্বরূপবিরোধী মত

চিদানন্দস্বরূপ জীবকে এক পক্ষে জড়মধ্যগত করিয়া অনেক জড়ীয় ভাব দ্বারা আবৃত করা যায়। জড়দেহগত জীব উপাধিক সম্বন্ধযোগে আপনাকে শুদ্ধ জীব হইতে অন্যতর বস্তু বলিয়া বোধ করে। মাতৃগর্ভে জীবের উৎপত্তি, ক্রমশঃ এই জীবনে ধর্ম্মালোচনা করিলে পরমেশ্বর তুষ্ট হইয়া তাহাকে একটা নির্দ্দোষ স্বরূপ প্রদান করিবেন। ইহাই এক প্রকার জীবের স্ব-স্বরূপবিরোধ। ইহা খ্রীষ্টান, মুসলমান, ব্রাহ্ম প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধর্ম্মে উপদিষ্ট হইয়াছে।

ব্রহ্মই অবিদ্যাগত হইয়া জীব হইয়াছেন, 'আমি ব্রহ্ম' এই প্রকার অনুসন্ধান করিতে করিতে অবিদ্যা বিগত হইলে, জীবের জীবত্ব নাশ হইয়া ব্রহ্মই লাভ হইবে—ইহা বেদান্তী, মায়াবাদী ও অস্মদ্দেশীয় অভেদব্রহ্মবাদীর মত। ইহা স্পষ্টই জীবের স্বরূপবিরোধ। জীব ঘটনাবশতঃ জড় হইতে উৎপন্ন হইয়া জড়গত নিজের পার্থিব উন্নতি সাধন

করিতে করিতে যখন সমত্ব লাভ করিবে, তখন তাহার নাশ হইবে। কেহ বলেন, দেহের নাশ হইলেও তাহার ... শক্তি বর্ত্তমান থাকিয়া অন্য জীবের উৎপত্তি সাধন করিবে। ইহা চার্ব্বাক, কমটি মিল ও হাক্সলি প্রভৃতি নাস্তিকগণের জীবস্বরূপ-বিরোধী মত। জীব অনেক জন্ম হইতে কর্ম্ম স্বীকার করিয়া ক্লেশ পাইতেছে। প্রেম, মৈত্রী, বৈরাগ্য-শিক্ষা দ্বারা ক্রমশঃ স্বভাব শুদ্ধ হইয়া অবশেষে বুদ্ধত্ব ও চরমে নির্ব্বাণ লাভ করিবে। ইহা শাক্যসিংহপ্রচারিত বৌদ্ধদিগের এবং, চতুর্ব্বিংশতি ভগবৎসংখ্যা-বিশ্বাসকারী জৈনদিগের মত। ঘটনা বশতঃ জীব এই সংসারে উৎপন্ন হইয়া নানা ক্লেশে পতিত হইয়াছে। সংসারের কোন সুখ স্বীকার না করিয়া কোন প্রকারে জীবন ধারণ পূর্ব্বক মরণ লাভ করিলেই তাহার শান্তি। ইহা স্টুপেন্‌হয়ার প্রভৃতি পেসমিষ্ট দলের মত। প্রকৃতি-পুরুষের সংযোগ দ্বারা জীবত্ব। ত্রিতাপের উচ্ছেদই পরম পুরুষার্থ। কর্ম্ম নিমিত্তই হউক বা বিবেক নিমিত্তই হউক প্রকৃতি ও পুরুষের ভোগ্যভোক্তৃত্ব ভাব অনাদি. তাহা উচ্ছেদ করিতে পারিলে ত্রিবিধ দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তিরূপ পুরুষার্থ। এই ওটি সাংখ্যমত। ইহাতে জীবের অত্যন্ত স্বরূপাবরোধ আছে। জীবকৃত কর্ম্মের দ্বারা যে অপূর্ব্ব উৎপন্ন হয়, তাহা জীবের কর্ম্মফলদাতা। জীবের মোক্ষ বা ঈশ্বরের প্রশ্ন এই মতে নাই—ইহা জৈমিনিকৃত পূর্ব্বমীমাংসাদর্শনের মত। জীবের নৈষ্কর্ম্ম্য ও অপারজ্ঞাত অবস্থা যে কৈবল্য, তাহা আবো ... যোগ দ্বারা ... ও উদয়কালে বৈরাগ্যযোগ দ্বারা লভ্য হয়, এই পাতঞ্জল মত যে জীবের স্বরূপাবরোধী মত,তাহা পূর্ব্বেই দর্শিত হইয়াছে। গৌতম যিনি ন্যায়শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছেন, এবং কণাদ, যিনি বৈশেষিক শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছেন সেই উভয়মুনিকৃত শাস্ত্রে পরমাণু দিগ যেরূপ নিত্যতা, জীব ও ঈশ্বরের তদ্রূপ নিত্যতা স্বীকৃত হইয়াছে। তাহাতে জীবের চিত্ত্ব স্বীকৃত নাই। জীবকে অণুরূপ বলা হইয়াছে, মনকেও অণু বলা হইয়াছে। তাহাতে নিজস্বরূপ বাধিয়া জীবকে স্থির করা হয়। কোন কোন নৈয়ায়িক মুক্তি স্বীকার করিয়াছেন। সে মুক্তিও প্রস্তর সুষুপ্তির ন্যায় জীবের স্বরূপনাশের। শঙ্করাচার্য্য যে বেদান্তভাষ্য করিয়াছেন, তাহাতেও জীব অনিত্য। ... বেদান্তসূত্রই যথার্থ মঙ্গলময় শাস্ত্র, ঐ গ্রন্থে যে সব ভক্তিপোষক ভাষ্য আছে, ... জীবের শুদ্ধস্বরূপ বিচারিত ... প্রাগুক্ত পূর্ব্বোক্ত মত সমূহই ... স্বরূপবিরোধী মত। এ সমুদয়ই

শুদ্ধ ভক্তিযোগ

শ্রীমদ্ভাগবত তৃতীয় স্কন্ধে ভগবান্ কপিলদেব ভক্তিযোগের সংজ্ঞা-বর্ণনে মাতা দেবহূতিকে বলিলেন,—নির্হেতুক ব্যবধানরহিত কৃষ্ণভক্তি যাঁহাদের উদয় হইয়াছে, তাঁহারা আমার সহ সমলোক লাভ, সমরূপ লাভ, সমৈশ্বর্য্য লাভ, আমার সামীপ্য লাভ—এই চারিপ্রকার মুক্তি-সম্ভোগ দিলেও উহা সম্ভোগ করেন না, তাঁহারা কেবল আমার সেবা প্রার্থনা করেন, ইহাই আত্যন্তিক ভক্তিযোগ।

ভক্তিরসের পরাকাষ্ঠা গোপীপ্রেম, তাহা প্রাকৃত কামগন্ধহীন। চরিতামৃতের নিম্নলিখিত কবিতা কয়েকটী এ বিষয়ে রাগানুগীয় ভক্তিসাধকগণের নিদর্শনস্বরূপ।

আত্মসুখদুঃখে গোপীর নাহিক বিচার।
কৃষ্ণসুখ হেতু করে সব ব্যবহার॥
কামের তাৎপর্য্য নিজ সম্ভোগ কেবল।
কৃষ্ণসুখতাৎপর্য্য প্রেম ত প্রবল॥
আত্মেন্দ্রিয়প্রীতি-বাঞ্ছা তারে বলি কাম।
কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতি ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম॥
সর্ব্বত্যাগ করি' করে কৃষ্ণের ভজন।
কৃষ্ণসুখ হেতু করে প্রেমসেবন॥
অতএব কাম প্রেমে বহুত অন্তর।
কাম অন্ধতমঃ, প্রেম নির্ম্মল ভাস্কর॥
অতএব গোপীগণের নাহি কামগন্ধ।
কৃষ্ণসুখ লাগি' মাত্র কৃষ্ণ সে সম্বন্ধ॥
এদেহ দর্শন স্পর্শে কৃষ্ণ সন্তোষণ।
এই লাগি করে অঙ্গের মার্জ্জন ভূষণ॥
গোপীগণ করেন যবে কৃষ্ণ দরশন।
সুখবাঞ্ছা নাহি, সুখ হয় কোটীগুণ॥
তা সবার নাহি নিজ সুখ অনুরোধ।
তথাপি বাড়য়ে সুখ পড়িল বিরোধ॥
আমার দর্শনে কৃষ্ণ পাইল এত সুখ।
এই সুখে গোপীর প্রফুল্ল অঙ্গমুখ॥
অতএব সেই সুখ কৃষ্ণসুখ পোষে।
এই হেতু গোপীপ্রেম নাহি কামদোষে॥
প্রাপ্তি বিনন্দে তদাপ্রানন্দ।
তাতে নাহি নিজ সুখবাঞ্ছার সম্বন্ধ।
সেই গোপীভাবামৃতে যার লোভ হয়।
বেদধর্ম্ম ত্যজি' সে কৃষ্ণকে ভজয়॥
রাগানুগা মার্গে তাঁরে ভজে যেই জন।
সেই জন পায় ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন॥

যাঁহাদের নৈসর্গিক সম্বন্ধজ্ঞানের উদয় হয় নাই, তাঁহারা ভগবৎপ্রিয় বস্তুর অলৌকিক সৌন্দর্য্য প্রাপঞ্চিকমুখে দেখিতে পান না, সুতরাং তাঁহাদের বিধিশাস্ত্রীয় বিচার ও গুরুর উপদেশের আবশ্যক। যাঁহারা শাস্ত্রার্থ শ্রদ্ধাসহকারে বিশ্বাস করিয়া গুরুর নিকট ভজন শিক্ষা করেন এবং ভজনপ্রভাবে অনর্থের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পান, তাঁহাদের নিষ্ঠা নাম্নী অবস্থা সাধনভক্তিতে অবস্থিতিকালে পরিলক্ষিত হয়। তাহা হইতেই রুচি আসিয়া উপস্থিত হয়। বিধির অনুগত হইয়া ভজন করিবার জন্য শ্রীরূপ গোস্বামীপাদ উপদেশামৃতে বলিয়াছেন,—

স্যাৎ কৃষ্ণনামচরিতাদি সিতাপ্যবিদ্যা-
পিত্তোপতপ্তরসনস্য ন রোচিকা নু।
কিন্ত্বাদরাদনুদিনং খলু সৈব জুষ্টা
স্বাদ্বী ক্রমাদ্ভবতি তদ্গদমূলহন্ত্রী॥

আবার রুচির উদয় হইয়াছে, বিষয়-প্রবৃত্তিরূপ অনর্থও প্রবল আছে,এরূপ ঘটনা নিষ্কপটতা বা নিষ্কাঞ্চনত্বের ব্যাঘাতক। "যেষাং স এষ ভগবান্ দয়য়েদনন্তঃ সর্ব্বাত্ম-নাশ্রিতপদো যদি নির্ব্যলীকম্। তে দুস্তরামতিতরন্তি চ দেবমায়াং নৈষাং মমাহমিতিধীঃ শ্বশৃগালভক্ষ্যে।" শ্লোকটী এতৎপ্রসঙ্গে আলোচ্য। চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকেও বলিয়াছেন,—"বাহ্যাভ্যন্তরয়োঃ সমং বত কদা নৈষ্কাম্যতো বৈষ্ণবান্।" যাঁহাদের কৃত্রিম রুচি, তাঁহারা অচিরেই বিষয়ে প্রমত্ত হইয়া যান, তখন অপরাধের বৈষ্ণববক্তৃত্ব জানিয়া রাগানুগীয় বাহ্য সাধন শ্রবণ-কীর্ত্তনের আশ্রয়ে নিজ ভক্তিলতাকে অপরাধ দ্বারা উপড়াইয়া ছিঁড়িয়া ও পাতা শুকাইয়া ফেলেন, সুতরাং অনুশীলিত তাঁহাদের সিদ্ধদেহ তৎকালে কৃষ্ণানুশীলনের বদলে কৃষ্ণেতর বস্তুর অনুশীলন করিয়া ফেলে। তখন বৈষ্ণবগণের বিদ্বেষ করিতে করিতে জীব আতিবাড়ীদিগের ন্যায় শ্রীগুরুপাদপদ্মে অপরাধ করিয়া বসেন। "শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণাদি পঞ্চরাত্রবিধিং বিনা। ঐকান্তিকী হরের্ভক্তি-রুৎপাতায়ৈব কেবলং" হইয়া বিবিক্তির যোগ্যতাকে গর্হিত করিতে ব্যস্ত হন।

সাধন ভক্তিতেই বৈধী ও রাগানুগা-মার্গদ্বয় অবস্থিত। ভাবোদয়ে বৈধী অধিকারীও রাগানুগামার্গে ভজন করিতে আরম্ভ করেন। বৈধীভক্ত ব্রজবাসীর ভাবে লুব্ধ হইবার পূর্ব্বে শাস্ত্র ও যুক্তির অপেক্ষা করেন। তাঁহার সন্দেহ নিরসন হইলে বিচারপ্রধান মার্গের সিদ্ধান্তে অভিজ্ঞ হইয়া রুচিপ্রধান মার্গে প্রবেশ করেন। রুচিপ্রধান মার্গে অবস্থিত মনে করিয়া বৈধীভক্তগণের সহ বিতণ্ডায় প্রবৃত্ত হইলে তাদৃশ রুচিপ্রধান পরিচর্য্যা-কাঙ্ক্ষার স্বরূপাবস্থা হইয়াছে প্রতিপন্ন করাইবে।

শ্রীজীবপাদ ক্রমসন্দর্ভে লিখিয়াছেন :— তদেবং নামাদিশ্রবণ-ক্রমাক্রমঃ। তথাপি প্রথমং নাম্নঃ শ্রবণং অন্তঃকরণ-শুদ্ধ্যর্থম-পেক্ষ্যং। শুদ্ধে চান্তঃকরণে রূপশ্রবণেন তদুদয়-যোগ্যতা ভবতি। সম্যক্ উদিতে চ রূপে গুণানাং স্ফুরণং সম্পদ্যেত। সম্পন্নে চ গুণানাং স্ফুরণে পরিকরবৈশিষ্ট্যেন তদ্বৈশিষ্ট্যং সম্পদ্যতে। ততস্তেষু নাম-রূপ-গুণ পরিকরেষু সম্যক্ স্ফুরিতেষু লীলা-নাং স্ফুরণং সুষ্ঠু ভবতীত্যভিপ্রেত্য সাধন-ক্রমো লিখিতঃ। এবং কীর্ত্তন-স্মরণয়োশ্চ জ্ঞেয়ম। ইদঞ্চ শ্রবণং শ্রীমৎস্বপরিচং সম্যাত্মা জাতরুচীনাং পরমসুখদম্। যাঁহারা অনর্থময় জীবকে জাতরুচি জানিয়া কৃষ্ণ নামরূপ-গুণবৈশিষ্ট্যলীলাময় রসগ্রন্থ শ্রবণ করান ও শ্রবণ করেন, তাঁহাদের যথেচ্ছাচারিতা অবশ্যই বিশৃঙ্খলতা উৎপন্ন করিবে

কৃষ্ণনাম করিতে করিতে সিদ্ধান্ত অবগত হইলেই শুদ্ধভক্ত নিজ পরিচয় দৃঢ়রূপে জানিতে পারেন। নাম-ভজনে নামোচ্চারণকারীর অনুকূল প্রতিকূল বিচারে তাঁহার যুক্তবৈরাগ্যবিশিষ্ট গৃহস্থ বা পারমহংস্য ধর্ম্মদ্বয় গ্রহণের যেটী সুবিধা, তাহাই তিনি গ্রহণ করিবেন। ইহাতে বাধা দিবার নাই, তবে অনুগ্রহাকাঙ্ক্ষ বা ক্লৈব্য হওয়া ভক্তের [illegible] নহে, এবং পরমহংস হইয়াও ফল্গু বৈরাগ্যাশ্রয়ে ভজনের ব্যাঘাত ঘটে।

পরিবর্ত্তনশীল জগৎ

(মোহনকিরীটৈষিণী ৩য় বর্ষ ৩য় সংখ্যা হইতে উদ্ধৃত)

রোমের সৌভাগ্যসূর্য্য যখন উদিত হয় নাই, গ্রীসের বিদ্যা ও বিক্রম যখন প্রকাশিত হয় নাই, মিসরের কীর্ত্তিকলাপ যখন কোরকাবস্থায় সৌরভবৎ আপনাতেই নিবদ্ধ ছিল এবং গৌরবদৃপ্ত বৃটিশসিংহ যখন বনে বনে বনচর পশুর সঙ্গে পরিভ্রমণ করিয়া অনায়াস-লব্ধ পশুমাংস ভক্ষণে ও পশুচর্ম্ম পরিধানে কালাতিপাত করিতেছিল, তখন হিন্দুস্থানের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে পুণ্যময় পঞ্চনদে এক সম্প্রদায়, পারমার্থে তত লিপ্ত না হইলেও প্রভাতকালের সূর্য্য-কিরণের ন্যায় অল্পে অল্পে আপনাদিগের তেজ ও প্রতিভা প্রকাশ করিতেছিলেন। এই সম্প্রদায় জগতের ইতিহাসে হিন্দু বা আর্য্য জাতি নামে পরিচিত এবং ইহারাই আমাদিগের পূর্ব্ব পুরুষ। এই জাতির বুদ্ধি, বিদ্যা, বীর্য্য ও বিক্রম, শিল্প ও বাণিজ্য এবং জ্ঞান ও আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ দিন দিন এরূপ উন্নত ও বিশাল ভাব ধারণ করিয়াছিল যে, সেরূপ আজিও পৃথিবীর কোন সুসভ্য জাতির হইতে পারিয়াছে কিনা, সন্দেহ। ইহাদিগের প্রতিভা অনন্ত যোজন দূরবর্ত্তী গগনমণ্ডল-মধ্যে গ্রহে গ্রহে, নক্ষত্রে নক্ষত্রে বিচরণ করিয়া সৌর জগতের অশেষবিধ তত্ত্ব আবিষ্কার পূর্ব্বক জ্যোতিষের যেরূপ উন্নতি সাধন করিয়াছে, গণিতের দুরূহতর পথে যেরূপ বুদ্ধিপ্রাখর্য্যের পরিচয় দিয়াছে, নিষধ ও রঘুবংশ, মাঘ ও মেঘদূত প্রভৃতি কমনীয় কাব্যকুসুমে যেরূপ কবিত্বসুধা বর্ষণ করিয়াছেন, সেরূপ আজিও যে পৃথিবীর কোন জাতিই করিতে সমর্থ

হয়েন নাই—ইহা বলিতে আমার বিন্দুমাত্রও সঙ্কোচ হইতেছে না। যাহা হউক আমাদের প্রাচীন পূর্ব্বপুরুষেরা এইরূপে জ্ঞানরাজ্যের সকল বিভাগ অধিকৃত করিয়া এবং জীবনের সকল অংশে অসামান্য উন্নতি লাভ করিয়া যারপরনাই সুখ সম্পদে কালাতিপাত করিতেছিলেন। কিন্তু সম্পদ কাহারও চিরস্থায়ী নহে, জগতে যেমন উত্থান আছে, সেইরূপ পতনও আছে, যেরূপ উদয় আছে সেইরূপ অস্তও আছে। কবি সম্রাট বলিয়াছেন—

যাত্যেকতোহস্তশিখরং পতিরোষধীনাং
আবিষ্কৃতোঽরুণপুরঃসর একতোঽর্কঃ।
তেজোদ্বয়স্য যুগপদ্ ব্যসনোদয়াভ্যাং
লোকো নিয়ম্যত ইবাত্মদশান্তরেষু॥

একদিকে ওষধিপতি চন্দ্র অস্তাচল-শিখরে গমন করেন, অন্যদিকে অরুণরূপ সারথিকে অগ্রে করিয়া সূর্য্যদেব প্রকাশিত হইয়া থাকেন। চন্দ্র ও সূর্য্যরূপ তেজোদ্বয়ের যুগপৎ বিপদ ও অভ্যুদয় যেন এই ভূমণ্ডলস্থ লোকদিগকে সুখ-দুঃখাত্মক অবস্থাবিশেষে নিয়মিত করিতেছে।

ভাগবতের একটী কথা

(শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বেদান্তভূষণ)

স সর্ব্বধী-বৃত্ত্যনুভূতসর্ব্ব
আত্মা যথা স্বপ্নজনেক্ষিতৈকঃ।
তং সত্যমানন্দনিধিং ভজেত
নান্যত্র সজ্জেদ্ যত আত্মপাতঃ॥

(ভাঃ ২।১।৩৯)

কুটীরবাসী দরিদ্র ব্যক্তি নিদ্রিতাবস্থায় স্বপ্নে যেরূপ আপনাকে রাজা মনে করিয়া রাজ্যসম্পদসুখ উপভোগ করে, সেইরূপ অন্যাভিলাষী, কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী কৃচ্ছ্র সাধন দ্বারা নিজ অভীষ্ট বিষয় লাভ করিয়া তাহাতে ক্ষণিক সুখ অনুভব করে। অতএব যে সুখ ক্ষণিক, তাহা প্রকৃত সুখ নহে, তাহার প্রতি আসক্তি পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রকৃত সুখের আধার ভগবানকে ভজন কর; যদি ভগবানকে ছাড়িয়া ইতর সুখে প্রমত্ত হও, তাহা হইলে তোমার অধঃপতন অবশ্যম্ভাবী। একমাত্র ভগবানই আনন্দস্বরূপে সকলজীবের বুদ্ধিবৃত্তি দ্বারা অনুভূত হইতেছেন যেহেতু তিনি সর্ব্ব জীবের অন্তর্যামী।

আস্তিক নাস্তিক সকলেই অন্বয়-ব্যতিরেক ভাবে ভগবানের আনন্দময় স্বরূপের উপাসক। যাঁহারা ভগবানের স্বরূপশক্তিগত হ্লাদিনী শক্তির সন্ধান পাইয়াছেন, তাঁহারাই যথার্থ আনন্দের অধিকারী, এতদ্ব্যতীত অন্যাভিলাষী, কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী এবং বৌদ্ধ, জৈন প্রভৃতি নাস্তিক সম্প্রদায় স্বরূপশক্তিগত অসীম আনন্দের সন্ধান না পাইয়া ভগবানের মায়াশক্তিগত ক্লেশকর তাপকর ও মিশ্র-আনন্দকে অথবা জীবশক্তিগত ক্ষুদ্র আনন্দকে অনুভব করে, তাহাতে তাহারা আত্যন্তিক ক্লেশের হস্ত হইতে মুক্ত হইয়া নিরবচ্ছিন্ন নিঃসীম আনন্দ লাভ করিতে পারে না, কাজেই তাহারা স্বপদে স্থির থাকিতে না পারিয়া অবস্থান্তর লাভ করিতে বাধ্য হয়। মধুর চক্রে খোঁচা মারিলে মধুলাভের সম্ভাবনা কিন্তু মধুচক্রভ্রমে ভীমরুল বরুলীকে খোঁচা মারিলে দংশনের জ্বালায় ছটফট করিতে হয়, অবশেষে প্রাণ পর্য্যন্ত যাইবার সম্ভাবনা।

কৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান। 'কৃষ্ণ' এই নাম শুনিয়া হয় ত অনেকেই চমকিয়া উঠিবেন, তাঁহারা হয়ত বলিয়া বসিবেন, ধর্ম্ম সম্বন্ধে যাহা বলিতে হয় বলুন, যথার্থ আনন্দ-প্রাপ্তির উপায় সম্বন্ধে যাহা উপদেশ করিতে হয় করুন, তাহাতে আমাদের বলিবার কিছু নাই, কিন্তু সাম্প্রদায়িকতা আমরা পছন্দ করি না, কৃষ্ণ, নারায়ণ প্রভৃতি নামে একটা সাম্প্রদায়িক ভাব রহিয়াছে। তাই আমরা ঐ সকল নামের প্রতি উদাসীন।

জীব যে আনন্দের প্রত্যাশী, সেই আনন্দের মূর্ত্ত বিগ্রহ একমাত্র কৃষ্ণ। কৃষ্ণ পরিপূর্ণস্বরূপ, তাঁহাতে কিছুরই অভাব নাই, সর্ব্ব প্রকার ভাব সমগ্রভাবে বর্ত্তমান একমাত্র কৃষ্ণেই। সাকার নিরাকার, বৃহৎ-ক্ষুদ্র, অস্তি-নাস্তি প্রভৃতি বিরুদ্ধ ভাবগুলি কৃষ্ণে সুন্দরভাবে সামঞ্জস্য লাভ করিয়াছে। কৃষ্ণ ব্যতীত ব্রহ্ম পরমাত্মা নারায়ণ প্রভৃতি নামে সাম্প্রদায়িকতা থাকিতে পারে, কেননা কৃষ্ণের কোন একটী বিশেষগুণকে লক্ষ্য করিয়া ঐরূপ নামকরণ হইয়াছে। কৃষ্ণ নামটী তাদৃশ নহে, উহাতে সর্ব্বপ্রকার ভাবশক্তি পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান। জীবের সহিত সেই কৃষ্ণের অচিন্ত্য ভেদাভেদ সম্বন্ধ, সুতরাং কৃষ্ণভজনে কোন প্রকার সাম্প্রদায়িকতা থাকিতে পারে না। যেখানে ১৮০ ডিগ্রি বা ৩৬০ ডিগ্রির কম সেইখানেই কোণজ দর্শনজনিত উচ্চাবচ ভাব আসিতে পারে, সাম্প্রদায়িক বিবাদ সেইখানেই সম্ভব, কিন্তু সমগ্র ১৮০ বা ৩৬০ ডিগ্রিতে কোনপ্রকার কোণজ দর্শনজনিত বৈষম্য না থাকায় উহাতে সাম্প্রদায়িকতার বা বিবাদের স্থান নাই।

কৃষ্ণনামে সঙ্কীর্ণতা নাই—কৃষ্ণ বলিলে দেশ-কাল পাত্রে আবদ্ধ সীমাবিশিষ্ট কোন তত্ত্বকে লক্ষ্য করিতে হইবে না।

কৃষ্ণ, গুরুবর্গ, ভক্ত, অবতার, প্রকাশ শক্তি—এই ছয় রূপে করেন বিলাস॥

শ্রীগুরুদেব কৃষ্ণের শক্তি, কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ, সুতরাং কৃষ্ণাভিন্ন বিগ্রহ। সাধক ও সিদ্ধ-ভেদে ভক্তগণ কৃষ্ণের বিলাস-সহচর, সুতরাং তাঁহারা আশ্রয়জাতীয় ভগবান্। মায়াশক্তিগত এবং চিচ্ছক্তিগত দ্বিবিধ অবতার ভগবান্ হইতে অভিন্ন। মুখ্য ও গৌণ ভেদে ভগবানের দুই প্রকার প্রকাশ এবং চিচ্ছক্তি, জীবশক্তি ও মায়াশক্তি—এই তিন প্রকার শক্তি। শিব, শক্তি, গণেশ, সূর্য্য, ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ যাঁহারা যে কোন দেবতার উপাসনা করেন না কেন, ব্যতিরেকভাবে কৃষ্ণেরই উপাসনা করিয়া থাকেন, তবে সাক্ষাৎ কৃষ্ণ-উপাসনা ব্যতীত জীবের নিঃসীম আনন্দের সম্ভাবনা নাই। কেন না, কৃষ্ণের সহিত জীবের সম্বন্ধ পূর্ণভাবে স্থাপিত হইতে পারে, অন্য কোন দেবতার কথা কি, নারায়ণের সহিতও জীবের সম্বন্ধ পূর্ণভাবে সংস্থাপিত হয় না। শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য মধুরভাব একমাত্র কৃষ্ণেই আছে, সুতরাং কৃষ্ণ ব্যতীত আর কাহাকেও বা ভগবান্ বলা যাইতে পারে? ভগবানের উপাসনায় সাম্প্রদায়িকতা আছে—এরূপ বিচার কি বুদ্ধিমত্তার পরিচয়?

যাবতীয় শব্দ কৃষ্ণ-তৎপরাপর। শব্দ-শক্তি অভিধা ও লক্ষণাভেদে দ্বিবিধ। ব্যাকরণ-কোষপ্রসিদ্ধ অর্থই অভিধা বা মুখ্য শক্তি। অভিধা শক্তি আবার যৌগিক ও রূঢ়িভেদে দুই প্রকার। প্রকৃতি-প্রত্যয় যোগে যে অর্থপ্রতীতি হয়, তাহাই যৌগিক। যৌগিক আবার অন্যযোগ, যোগ ও মহাযোগ ভেদে তিনপ্রকার। রূঢ়িও সেইরূপ অরূঢ়, অতিরূঢ় ও বিরূঢ়—এই তিন প্রকার। জগতে যে সকল শব্দ প্রচলিত আছে তাহা মহাযোগ বা বিদ্বৎপ্রতীতি দ্বারা কৃষ্ণসম্বন্ধাত্মক, সুতরাং কৃষ্ণনামাশ্রিত ভক্ত সাম্প্রদায়িক নহেন।

জড়াসক্তির পরিণাম

(শ্রীযুক্ত সত্যরঞ্জন সেন এম, এ)

আমেরিকায় নূতন ধরণের অপরাধীর সৃষ্টি হইতেছে। যোসেফ সাহেবের মতে ইহার কারণ, বায়োস্কোপে খারাপ ছবি দেখান, পিতামাতার ছেলেদের সুস্থের মত মানুষ করিতে না পারা ও উত্তেজক এবং কুরুচিপূর্ণ সাহিত্য। অনেক সময় ছেলেদিগকে অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত বৃদ্ধের বাড়ীর বাহিরে থাকিতে দেওয়া হয়। আর একটা ছেলে খারাপ হবার কারণ এই যে, ছেলেদের ধারণা, তাহাদিগকে কেহ ভালবাসে না, তাহাদিগের বন্ধু হইবার কেহ নাই, কেহ তাহাদিগের বিষয় ভাবে না, ছেলে তদন্ত করিয়া জানা যায় যে অনেকেরই বাড়ীর অবস্থা নীতিশিক্ষার প্রতিকূল বলিয়া তাহার ফলে এই অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে। আমেরিকার লোকের পারিবারিক অবস্থা যা ছিল, তা আর নাই। ছেলেরা বলে যে, তাহাদের গুরুজন যখন রাজশাসন মানে না এবং আইনকে উপেক্ষা করে, তখন তাহারাই বা কেন শান্তশিষ্ট হইবে? লোকে বুঝিতে পারে না যে, তাহাদের স্বভাবচরিত্রে ছেলেমেয়েদের স্বভাবচরিত্র গঠিত করে।

আমেরিকার লোকেরা অত্যন্ত বেশী পরিশ্রম করে। সেইজন্য তাহাদিগের ক্লান্তি অপনোদনের জন্য উত্তেজনা আবশ্যক। সুতরাং থিয়েটারওয়ালারা এমন বিষয়ের অভিনয় করে, যাহাতে মানসিক উত্তেজনা ও স্ফূর্ত্তি খুব বৃদ্ধি হয়। আইনভঙ্গ করিয়া লুকাইয়া মদ চালান দেওয়া, খুন, জখম ইত্যাদি থিয়েটারে দেখান হয়। তাহাতেও লোকের প্রবৃত্তিকে অপরাধের দিকে লইয়া যায়।

জগতে এক একটী যুগে এক একটা বিশেষত্ব দেখা যায়। আজকাল জগতের মধ্যে যাহার জড়শক্তির উপর প্রতিপত্তি যত বেশী, সেই তত সভ্য। এই সভ্যতায় অগ্রসর হইবার জন্য সমস্ত জাতিই জড়ত্বের দিকে ছুটিতেছে।

প্রকৃত ব্যাপার এই যে, জীব একবার বহির্ম্মুখ হইলে তাহার জড়াসক্ত হওয়া অবশ্যম্ভাবী। জড়াসক্তির পরিণামফলে যত প্রকার পাপ আছে, তাহাতে লিপ্ত হওয়া স্বাভাবিক। এই দুর্দ্দশা হইতে জীবকে রক্ষা করিতে পারেন—একমাত্র আচারবান্ প্রচারক। যদি সকলেই তাদৃশ ব্যক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারেন, তাহা হইলেই মঙ্গল হইবে

শ্রীধামনবদ্বীপের দ্বীপসমূহ

বর্ত্তমান বর্ষের পরিক্রমার তালিকা।

(১) ২১শে ফাল্গুন—অন্তর্দ্বীপ
(২) ২২শে ফাল্গুন—সীমন্তদ্বীপ
(৩) ২৩শে ফাল্গুন—গোদ্রুমদ্বীপ
(৪) ২৪শে ফাল্গুন—মধ্যদ্বীপ
(৫) ২৫শে ফাল্গুন—কোলদ্বীপ
(৬) ২৬শে ফাল্গুন—ঋতুদ্বীপ
(৭) ২৭শে ফাল্গুন—জহ্নুদ্বীপ
(৮) ২৮শে ফাল্গুন—মোদদ্রুমদ্বীপ
(৯) ২৯শে ফাল্গুন—রুদ্রদ্বীপ

দোলপূর্ণিমার পূর্ব্বে শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার আনুগত্যে সহস্র সহস্র যাত্রী এই নয়টী দ্বীপ নয় দিনে পরিক্রমা করিয়া থাকেন।

পর-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ. শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

সম্প্রতি পর বিদ্যাপীঠে নিম্নলিখিত শিক্ষণীয় বিষয়নিচয়ের অধ্যাপকের আসন-সমূহ সংস্থাপিত হইয়াছে—বিদ্যার্থিগণ আবেদন করুন।

১। সাহিত্যাসন,	২। ঐতিহ্যাসন,
৩। সম্প্রদায়বৈভবাসন,	৪। ভক্তিশাস্ত্রাসন,
৫। তন্ত্রশাস্ত্রাসন,	৬। বেদান্তাসন,
৭। একায়নাসন।	

শ্রীনন্দলাল রায় বি, এ, কাব্যতীর্থ, বিদ্যাসাগর,
সম্পাদক—পরবিদ্যাপীঠ, শ্রীধাম মায়াপুর।

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

শ্রীগৌড়ীয়প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত "

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৪০৲ চল্লিশ টাকা।

২৭২৪ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে,

সপ্তচত্বারিংশ খণ্ডে সূচী ছাপা হইতেছে।

৪৬শ খণ্ড গ্রন্থ নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে ১৫।./০ সাধারণ পক্ষে ২০৸৶০। প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৶০, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ।/০।

দশম স্কন্ধের ভিক্ষা ১২৲, অগ্রিম সাধারণের পক্ষে ৮৲।

৬২ অধ্যায়পর্যন্ত একাদশ সংখ্যা ছাপা হইয়াছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

"শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত"

সূচী প্রভৃতি সহ সম্পূর্ণ ছাপা শেষ হইয়াছে

আদি, মধ্য, ও অন্ত্যলীলা এবং সূচী ছাপা হইয়া সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছেন। যাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ১০৲ টাকা ভিক্ষার তৃতীয় সংস্করণ ৪৲ টাকায় না পাইয়া অপূর্ব্ব সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের জন্যই উহার ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছেন। সেই ১০৲ টাকার এই বিরাট গ্রন্থের শত সংখ্যা মাত্র ৫৲ টাকা ভিক্ষায় দেওয়া হইতেছে। গ্রাহকগণ সত্বর হউন পরে আর এ সুযোগ থাকিবে না।

শ্রীচৈতন্য-লীলার ব্যাস আদিকবি

শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

সভাষ্য আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র গ্রন্থ ৮৲ স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲

নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪॥০ টাকা

শ্রীচৈতন্য মঠের যাবতীয় গ্রন্থ

কার্য্যাধ্যক্ষ, গ্রন্থ-বিভাগ, শ্রীচৈতন্য মঠ
পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া
—অথবা—
শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা
ঠিকানায় পাওয়া যাইবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—[illegible] করিলে শ্রীচৈতন্য মঠের ঠিকানায় লিখিবেন।

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত ভক্তি গ্রন্থাবলী

যে সব উৎকলবাসী ভক্ত বাংলা অক্ষর পড়িতে জানেন না, তাঁহাদের শ্রীশ্রীল প্রভুর প্রচারিত পরম উপাদেয় ভক্তি-কথা জানিবার সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে উড়িয়া-অক্ষরে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হইয়াছে বাংলা গ্রন্থের তুলনায় উড়িয়া গ্রন্থগুলির ভিক্ষাও অপেক্ষাকৃত অল্প।

গ্রন্থের নাম	ভিক্ষা
শ্রীহরিনাম চিন্তামণি, প্রতিখণ্ড	॥০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	১৲
সাধন পথ (শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টক) প্রতিখণ্ড	।০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৷০
কল্যাণ কল্পতরু প্রতিখণ্ড	৶০
একত্রে ৩খণ্ড লইলে	।০
গীতাবলী প্রতিখণ্ড	৴১০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৶১৫
শরণাগতি—প্রতিখণ্ড	৴০
একত্রে ৩খণ্ড লইলে	৶৫

প্রাপ্তিস্থান { শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ, কটক এবং শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, পুরী

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিম্নলিখিত মঠসমূহে প্রাপ্তব্য:—

১ শ্রীচৈতন্য মঠ,—পোঃ, শ্রীধামমায়াপুর, (নদীয়া)।
২ শ্রীগৌরগদাধর মঠ,—চাঁপাহাটি, সমুদ্রগড় পোঃ, (বর্দ্ধমান)।
৩ শ্রীভাগবত আসন,—ভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৪ শ্রীগৌড়ীয় মঠ,—১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড্, কলিকাতা।
৫ শ্রীপুরুষোত্তম মঠ,—পোড়াকুঠী, পুরী।
৬ শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ,—উড়িয়া বাজার, কটক।
৭ শ্রীভাগবত মঠ,—চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।
৮ শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ,—৮নং জগজ্জীবনপুরা, কাশী, ইউ, পি।
৯ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,—ছাপগালি, বৃন্দাবন, মথুরা, ইউ, পি।
১০ শ্রীপরমহংস মঠ—নিমসার পোঃ, সীতাপুর, ইউ পি।
১১ শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ,—কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল, পাঞ্জাব।
১২ শ্রীমাধবগৌড়ীয় মঠ,—৯০নং নবাবপুর রোড্, ঢাকা।
১৩ শ্রীগদাইগৌরাঙ্গ মঠ,—বালিয়াটি, ঢাকা।
১৪ শ্রীপ্রপন্নাশ্রম,—আমলাযোড়া, রাজবাঁধ পোঃ, বর্দ্ধমান।
১৫ শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ,—ডুমুরকোন্দা, চিরকুণ্ডা পোঃ, মানভূম।
১৬ শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয় মঠ,—আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী, উড়িষ্যা।
১৭। শ্রীগৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয় ১০।১ হনুমান্ রোড্ নিউদিল্লি

এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণের নিকটও নদীয়া-প্রকাশ প্রাপ্তব্য।

১। শ্রীযুক্ত জনার্দ্দন ঘোষ—বসু লজ ক্লে রোড, খুলনা
২। শ্রীযুক্ত রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিরত্ন—দেওয়ানজী, হলদিবাড়ী কুচবিহার।
৩। শ্রীযুক্ত রামরঞ্জন রায়—১৩।২নং শ্রীগোপাল মল্লিক লেন, কলিকাতা
৪। মিঃ এন্ ডি. মুখার্জ্জি—এম, এম. ওয়ার্কস দি মল, কানপুর।
৫। শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী জ্যোতিভূষণ—স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া
৬। শ্রীরাসবিহারী দাস অধিকারী, নবদ্বীপ।
৭। শ্রীবিরাজমোহন দে—মনমোহন প্রেস, নবাবপুর, ঢাকা।
৮। শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ গড়গড়ি বেড়াচাঁপা, ২৪ পরগণা।
৯। শ্রীপঞ্চানন চট্টোপাধ্যায় এ, এস্, এম্, ধানবাদ

অন্যথা না ভজে কৃষ্ণ, দুষ্ট সঙ্গ করে। পুন সেইমত মায়া-পাশে ডুবি মরে

শ্রীচৈতন্যমঠের গ্রন্থাবলী

শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুর বিরচিত
ভক্তি-গ্রন্থাবলী।
উৎকৃষ্ট কাপড়ে বিলাতী বয়ে বাঁধাই
স্বর্ণাক্ষরযুক্ত। চতুর্থ সংস্করণ। বিস্তৃত বিষয় সূচীসহ

জৈবধর্ম্ম

বাঁধাই ২, দুই টাকা

প্রকাশিত হইয়াছে

সনাতন ধর্ম্মশাস্ত্র বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত, পুরাণ, তন্ত্রাদি সকল গ্রন্থ পাঠ করিবার অবসর অতি অল্প মানবের ঘটিয়া থাকে। অনেকের যোগ্যতা না থাকায় সেই সমস্ত গ্রন্থের মর্ম্ম অবগত হইতে পারেন না। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বাঙ্গালীর এই অসুবিধা দূরীভূত করিবার জন্য এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

বিদ্যালয়ের ছাত্র বা শিক্ষকগণের বিশেষ পাঠ্য, এই হেতু শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টর বাহাদুর উহা সমস্ত বিদ্যালয়ের জন্য অনুমোদন করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

প্রথম খণ্ড ভিক্ষা—১, একটাকা

যুক্তিপূর্ণ শাস্ত্রবাক্য দ্বারা প্রত্যেক মানবের নিত্য কর্ত্তব্য ও অনিত্য সাময়িক কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। গ্রন্থের প্রতি উক্তি সনাতন শাস্ত্রবাক্য দ্বারা সমর্থিত ও প্রমাণিত হইয়াছে। দেহের, মনের ও আত্মার ধর্ম্ম কি? স্বদেশ, সমাজ, নীতি, ধর্ম্ম কি? ইত্যাদি বিষয় ক্রমানুসারে এমন সুন্দরভাবে যুক্তিসহকারে আলোচিত হইয়াছে যে, প্রথম পংক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পৃষ্ঠা পাঠ না করিয়া নিবৃত্ত হওয়া যায় না।

শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য

ভিক্ষা ৵০

ঐ প্রমাণ খণ্ড ভিক্ষা ৵০

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিহার ও লীলাভূমি নয়টী দ্বীপ-সমন্বিত। এই নব দ্বীপের প্রাচীন বিবরণ—প্রত্যেক দ্বীপে শ্রীমহাপ্রভুর লীলা—প্রত্যেক দ্বীপের পরিচয়, শ্রীধাম-মাহাত্ম্য, ধামাপরাধ কি? ইত্যাদি বিষয় বিশেষভাবে মনোহর ছন্দে বর্ণিত। পকেট সাইজ, প্রায় ১৬০ পৃষ্ঠা।

শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ

উজ্জ্বল রোঞ্জ-ব্লু কালীতে উত্তম কাগজে ছাপা—শ্রীনবদ্বীপধাম দর্শনে ভাবুক দর্শনকারীর কি প্রকার ভাবের উচ্ছ্বাস হয়, তাহা এই গ্রন্থে বর্ণিত। অতি [illegible] ভিক্ষা চারি আনা।

শ্রীমন্মনঃশিক্ষা

।৵০

শ্রীরূপ গোস্বামী, প্রভু শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভৃতি উপদেশচ্ছলে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে ভাষ্যরূপের অনুকূল ও প্রতিকূল বিচার অতি সুন্দরভাবে দেওয়া হইয়াছে। ইহা ছাড়া শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদিষ্ট শিক্ষা, ও উপদেশ বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-জগতে অভিনব গ্রন্থ !!
শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতি-গ্রন্থাবলী :—

শরণাগতি

পকেট সাইজ
অষ্টম সংস্করণ
ভিক্ষা /০ আনা

দেহ ও মনের চেষ্টা অনিত্যবস্তু লইয়া—ইহা যখন জীব বুঝিতে পারে, তখন একমাত্র নিত্যবস্তু শ্রীভগবানের প্রতি তাঁহার কেমন ও কি আর্ত্তিময়ী প্রার্থনা হয় এবং শ্রীভগবানে সর্ব্বান্তঃকরণে নিষ্কপটে কি প্রকারে শরণাপন্ন হইতে হয়, ইত্যাদি বিষয়ক প্রাণস্পর্শী প্রার্থনা ও আত্ম-সমর্পণমূলক গান। ভাবময় সংস্করণ ও প্রকাশিত হইয়াছে।

ভিক্ষা প্রতি খণ্ড /০ এক আনা।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা—/০, নবদ্বীপশতক—/০
অর্চ্চপঞ্চক—/০

কল্যাণকল্পতরু

পকেট সাইজ,
পঞ্চম সংস্করণ
ভিক্ষা ৵১০

আমরা প্রত্যহ নূতন অভাব ও কামনার বশবর্ত্তী হইয়া পুনঃপুনঃ যে বস্তুগুলিকে কল্যাণ বলিয়া গ্রহণ করি এবং তাহার নিকট কল্যাণ কামনা করি, তিনি যে নিত্য বা যথার্থ কল্যাণ প্রদানে অসমর্থ এবং কোন বস্তু আমাদের নিত্য কল্যাণদাতা এবং কি ভাবে আমরা সেই কল্যাণলাভে সমর্থ হইব, এই সকল কথা সরল গানে লিখিত। এই গীতিগ্রন্থ বাস্তবিকই কল্যাণের কল্পতরু, ইহা প্রত্যেককে নিত্যকল্যাণ প্রদানে

শ্রীল চক্রবর্ত্তি ঠাকুরের টীকা সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠাকুর কৃত টীকা ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কৃত [illegible] অনুবাদ। টীকাকারের জীবনী, শ্লোক-সূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি বহু প্রয়োজনীয় বিষয় সংবলিত প্রায় [illegible] পৃষ্ঠা। উৎকৃষ্ট সিল্কে বাঁধাই ২, দুই টাকা, কাগজে বাঁধা ১॥০

শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ কৃত ভাষ্য সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

কাগজ ও ছাপা উৎকৃষ্ট। সিল্কে বাঁধাই, সোনার জলে নাম লেখা রাজসংস্করণ ২, টাকা, সাধারণ সংস্করণ ১॥০, গৌড়ীয়ের গ্রাহকপক্ষে ১।০

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি

(সম্পূর্ণ একোষগ্রন্থ)

বিষয়:—১। ভক্তিশাস্ত্রে ব্যবহৃত শব্দাবলীর অর্থ, ২। চারি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের চরিত, ৩। বিষ্ণুবৈষ্ণবসম্পর্কিত শ্রীমন্দির ও শ্রীবিগ্রহের বিবরণ, ৪। বৈষ্ণবগ্রন্থ ও গ্রন্থকারগণের তালিকা ও বিবরণ, ৫। বহু বিশেষ্য লোকের ও শাস্ত্রীয় আকরসমূহে বর্ণিত তথ্য। চারিখণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ১ম খণ্ড ৫০, ২য় খণ্ড ৬০, ৩য় খণ্ড ৫০, ৪র্থ খণ্ড ১৬০, চারিখণ্ড একত্রে ৩, (৫ম খণ্ড যন্ত্রস্থ)।

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ—১ম খণ্ড ১ এক টাকা
২য় খণ্ড ১, এক টাকা—শ্রীমদ্ভাগবতের গ্রাহক [illegible] গ্রাহকগণ ১৫০ টাকায় দুইখণ্ড পাইবেন। [illegible] শ্রীমজ্জীব গোস্বামিপাদের রচিত ইহা [illegible] সন্দর্ভের অধিক প্রয়োজনীয় অংশ। প্রায় [illegible] কাউন ৮ পেজীয় ৩৪ পৃষ্ঠা আকারে মুদ্রিত হইতেছে।

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য সঙ্কলিত

সদাচারস্মৃতিঃ

ভিক্ষা /০ মাত্র

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের
প্রকাশ ... আবিষ্কৃত
বেহালার পাচন
সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।
মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ৬ আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ছোটবোতলের সমপরিমাণ ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে উহাদের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ৬০ আনা, পাঁইট ৬০ আনা, বোতল ১৮০ আনা।
অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা।

বেদোক্ত
মদন মঞ্জরী
বটিকায় ধ্বজ ও ধাতুদৌর্ব্বল্য, ইন্দ্রিয়শক্তির হ্রাস, প্রস্রাবে শুক্রপাত, বহুমূত্র, মাথা ঘোরা, বুক ধড় ফড়ানি, কটিশূল প্রভৃতি লক্ষণ সত্বর নির্দ্দোষ আরোগ্য হয়। বল, বীর্য্য মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ৪০ বটী ১, এক টাকা।
"নপুংসকত্বারি ঘৃত"
পুরুষত্বহানি বেগে বহুপ্রয়োগে হয়, আরোগ্য করিয়া শক্তিসঞ্চার করে। মূল্য ২ তোলা ১, টাকা।
"রমণবিলাসিনী বটিকা"
স্ত্রীসহবাস কালে সম্ভোগশক্তি স্থায়ী ও বৃদ্ধি করিতে অতি অব্যর্থ। মূল্য ১৬ বটী ১, এক টাকা।
রাজবৈদ্য নারায়ণজী, কেশবজী
১৭৭নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

বিজ্ঞাপন
সাবধান! সাবধান!! সাবধান!!!
জে, বি, দত্তের চোলাই-করা বাদাম তৈল,
অতি ও অকালিয় এবং উচ্চশ্রেণীর নকল [illegible] পাশ্চাত্য ও বহু প্রশংসিত।
আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল ক্রয় করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী J. B. Dutt & Co. নাম দেখিয়া লইবেন। নতুবা [illegible] ঠকিতে হইবে।
বিনীত জে, বি, দত্ত

ফেরাস্ কুইনিন্
নূতন এবং পুরাতন ম্যালেরিয়ার যম
ইহাতে উপাদান [illegible] আর্সেনিক, হাইপোফস্‌ফাইট ও কুইনিন আছে [illegible]
এই ফেরাস্-কুইনিন খাঁটী কুইনিনের [illegible] একটা বা দুইটী ইঞ্জেকশন [illegible] সকলপ্রকার কঠিন ম্যালেরিয়া জ্বর [illegible] হইতে বাবুরী [illegible] মালেরিয়ার সমস্ত উপসর্গ নষ্ট করিয়া দেয়।
৬ এম্পুলপূর্ণ প্রতি বাক্স—মূল্য ২, ৩, টাকা
বার্ড কেমিক্যাল এণ্ড [illegible] ল্যাবরেটরীতে প্রস্তুত। [illegible] কলিকাতা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (প্রাচীন নবদ্বীপ) নদীয়া

পর-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

এখানে আহার এবং বাসস্থান দিয়া বিদ্যার্থিগণকে বিভিন্ন শিক্ষণীয় বিষয় শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। অনেক ছাত্র ইতোমধ্যেই আসিয়া পাঠ আরম্ভ করিয়াছেন। বর্ত্তমান বর্ষে সকল ছাত্রই গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

প্রধান অধ্যাপক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রচন্দ্র কাব্য-ব্যাকরণ-সাংখ্য-বেদান্ত-ষড়্দর্শন-তীর্থ, সাংখ্যভূষণ, বেদান্তরত্ন, সাহিত্যশাস্ত্রী, দর্শনবাচস্পতি।

অধ্যাপক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গৌরদাস ব্রহ্মচারী, ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীধাম মায়াপুর পরবিদ্যাপীঠ, (নদীয়া)

বেদনাঞ্জন

শ্রেষ্ঠরত্ন

কলিকাতা কংগ্রেস একজিবিসন হইতে বহু প্রশংসা প্রাপ্ত ও বহু গণ্যমান্য ভদ্রমহোদয়গণ কর্ত্তৃক প্রশংসিত।

আজকাল বাজারে ভেজাল মিশ্রিত ও বিষাক্ত আহার্য্য সেবনে শরীরের রক্ত সর্ব্বদা দোষিত হইয়া পড়িতেছে। শরীর মানবদেহের শ্রেষ্ঠ উপাদান, এই রক্ত দোষিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মানব বাত, বেদনা, মাথাধরা, মাথাঘোরা, বক্ষঃস্থলের ব্যথা, দাঁতের গোড়া ফুলা, দাঁত কনকনানি, দাঁতে পোকা এবং কাণ, চুলকানি প্রভৃতি কষ্টদায়ক চর্ম্মরোগে আক্রান্ত হইতেছে। যদি আপনি একান্তই ব্যাধিমুক্ত হইতে চান, তাহা হইলে অযথা পয়সার অপব্যয় না করিয়া অল্প দামে এক শিশি বেদনাঞ্জন এর ক্রিয়া ইহার কার্য্যকারী-শক্তি উপলব্ধি করুন। ঔষধের তুলনায় মূল্য অত্যন্ত কম, এক শিশি ।০ আনা মাত্র মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান—এ, সি, চাটার্জ্জী এণ্ড ব্রাদার্স।

৮নং ইন্দুবাটী লেন, সালিকা হাবড়া।

সকল মণিহারী দোকানে ও বড় বড় ডাক্তারখানায় পাওয়া যায়।

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

যদিও অদ্যাপি প্রকৃত মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য, তথাপি যাঁহারা নানাবিধ অনিয়মিত উপায়ে অপরিমিত শক্তি নষ্ট করিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন এবং নানা প্রকার মেহ, প্রমেহ ধাতুদৌর্ব্বল্য, স্নায়বিক দুর্ব্বলতা, বহুমূত্র, দুঃস্বপ্ন, পারদ-সংক্রান্ত পীড়া, অর্শ এবং স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে যাহারা বাধক, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, সূতিকা, শ্বেত ও রক্তপ্রদর, হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি রোগে ভুগিয়া জীবনে নিরাশ হইয়াছেন, তাঁহারা আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটাল সাহেবের আবিষ্কৃত **ইলেক্ট্রিক সলিউসন** ব্যবহার করিয়া বাঁচিতে পারেন, তাহার শত শত প্রমাণ প্রতি বৎসরেই পাওয়া যাইতেছে। যাঁহারা অন্যান্য বহুবিধ ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরোগ্য হইতে পারেন নাই, তাঁহারা একবার এই ঔষধটি ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক মাসের ব্যবহারোপযোগী এক শিশি ঔষধ ডাকমাশুল সহ ৩।০ টাকা মাত্র।

সোল এজেণ্ট—ডাঃ ডি, ডি, হাজরা।

ফতেপুর, গার্ডেনরিচ পোষ্ট, কলিকাতা।

ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

অধ্যক্ষ

শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম.এ., এফ.সি.এস (লণ্ডন)

ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক

(প্রফেসার)

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ বিশুদ্ধ ও শাস্ত্রমতে নিজ তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হয়। পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ক্যাটালগ পাঠান হয়। রোগের বিবরণ জানাইলে যত্নপূর্ব্বক ব্যবস্থা দেওয়া হয়। চিঠি পত্রাদি সম্পূর্ণরূপে গোপন রাখা হয়।

মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দুর)

(বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৪৲ টাকা

উৎকৃষ্ট স্বর্ণ, পারদ ও আমলাসার গন্ধক দ্বারা যথাশাস্ত্র প্রস্তুত।
নিত্য প্রয়োজনীয় সর্ব্বরোগনাশক মহৌষধ

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৩৲ টাকা

উৎকৃষ্ট কাশীর আমলকী, বংশলোচন প্রভৃতি যাবতীয় উপাদানে পূর্ণ মাত্রায় যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। কফ, কাসি, সর্দ্দি, যক্ষ্মা, ক্ষয়রোগ, হৃদরোগ প্রভৃতি রোগের মহৌষধ। সর্ব্বপ্রকার দুর্ব্বলতা নাশক অতিশয় পুষ্টিকর মহৌষধ বা খাদ্য বিশেষ।

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬৲ টাকা

ইহা সেবনে ধাতুদৌর্ব্বল্য, শুক্রহীনতা, স্বপ্নদোষ, প্রমেহ ও ধ্বজভঙ্গ সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায়। ইহা অপরিসীম আনন্দদায়ক রসায়ন।

অবলাবান্ধব যোগ

প্রদর, বাধক প্রভৃতি জরায়ুদোষ ও যোনিগত দুরারোগ্য রোগের মহৌষধ

মূল্য—১৬ মাত্রা ২৲ টাকা। ৫০ মাত্রা ৫৲ টাকা মাত্র

বিশুদ্ধ জল! ভয় নাই! বিশুদ্ধ জল!!

লক্ষ্মী টিউব-ওয়েল কোং

২০৫নং নবাবপুর, ঢাকা

বর্ত্তমান-যুগের নব আবিষ্কৃত যন্ত্রাদিদ্বারা উন্নত বৈজ্ঞানিক-খনন-প্রণালীতে নলকূপ (*Tube-well*) নির্ম্মাণ করা হয়। বঙ্গের লাট বাহাদুর, প্রাইভেট সেক্রেটারী, জিলা-ম্যাজিষ্ট্রেট, জিলা-বোর্ডের চেয়ারম্যান, ইঞ্জিনিয়ার, জমিদার, তালুকদার, প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত ভদ্রমহোদয়গণ এই কোম্পানীর কার্য্য দেখিয়া প্রশংসা করিয়াছেন। রাসায়নিক পরীক্ষায় জল বিশুদ্ধ না হইলে মূল্য গৃহীত হয় না। বিস্তৃত বিবরণের জন্য পত্র লিখুন

বিজ্ঞাপিত কেন?

সাধারণের হিতার্থে, মানবের দুঃখ না হইতে পারে তাহার পথ ইত্যাদি সম্বলিত "কামশাস্ত্র" গ্রন্থখানি যিনি পাঠ করেন নাই, তিনি আবেদন করিলেই বিনামূল্যে প্রাপ্ত হউন। উহা পাঠে উপকৃত হইয়া ৭৫০০০ হাজার লোক কৃতজ্ঞ হইয়াছেন। প্রায় ৫০ বৎসরের পরীক্ষিত, শুক্রতারল্য, স্বপ্নদোষ ইত্যাদির যম "আতঙ্ক-নিগ্রহ বটীকা" প্রতি কৌটার মূল্য ১৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান—আতঙ্ক-নিগ্রহ ফার্ম্মাসী, ২১৪ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মনোমোহন প্রেস

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা

পূর্ব্ব-বাঙ্গালায় সুলভে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত।

বৈদ্যুতিক মেশিনে দিবারাত্র কাজ চলিতেছে

বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা।

উমাপুর নদীয়া প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে—শ্রীবিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

স্থানীয় সংস্করণ

Registered No. C 1544

বিজ্ঞাপনের হার

প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৹
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র।

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৫

৪র্থ খণ্ড] সম্পাদক—প্রত্নবিদ্যালঙ্কার শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী [২৫৮-সংখ্যা

শ্রীচৈতন্য মঠ শ্রীধাম মায়াপুর ২৪শে পৌষ বুধবার ১৩৩৬, ৮ই জানুয়ারী ১৯৩০

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থাবলী

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্‌—শ্লোক সূচী, বিষয়-সূচী প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত। ভিক্ষা, প্রতি খণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৵০ গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশ গ্রাহক পক্ষে ৵০
২। ভাষ্য-সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৩য় সংস্করণ) ৫৲
৩। গৌড়ীয়-গৌরব ৶০
৪। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।০
৫। ভজনরহস্য ৷০
৬। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
" " " আবাঁধা ৸০
৭। গীতা (শ্রীবলদেবভাষ্যসহ) বাঁধা ২৲ আবাঁধা ১৷০
৮। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি-টীকা-সহ) বাঁধা ২৲ আবাঁধা ১৷০
গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ৷০
৯। যুক্তিমল্লিকা গুণসৌরভঃ সানুবাদ (মাধ্ব) ২৲
১০। বেদান্ততত্ত্বসার সানুবাদ (রামানুজীয়) ৷০
১১। জৈবধর্ম্ম ২৲
১২। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৩। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৪। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ৷৵০
১৫। দ্বীপ-দিগ্‌দর্শন ৵০
১৬। সাধনপথ (৩য় সংস্করণ) ।৵০
১৭। আচার ও আচার্য্য ।
১৮। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
১৯। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৷৵০
২০। শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ৶০
২১। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য (প্রমাণখণ্ড) ৶০
২২। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
২৩। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা দর্পণ ।০
২৪। শরণাগতি, গীতাবলী, সাধনকণ, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, নবদ্বীপশতক, কল্যাণকল্পতরু ও সদাচারস্মৃতি মোট ।৶০
২৫। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ও অর্চ্চনকণ ৵০
২৬। সাধককণ্ঠমণি ।০
২৭। সংস্কার-দীপিকা ।০
২৮। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড) ৬৲
২৯। ব্রহ্মসংহিতা ৷০
৩০। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ৸০
৩১। মণিমঞ্জরী সানুবাদ ।০
৩২। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৩৩। শ্রীচৈতন্যভাগবত (বিরাট্ দ্বিতীয় সংস্করণ) ৫৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

ইংরাজী ভাষায় ভক্তিগ্রন্থ

১ শ্রীচৈতন্যচরিত ও শিক্ষা ।০
২ নামভজন ।০
৩। বৈষ্ণবধর্ম্ম আসল ও মেকি ।০
৪। ভাগবতীয় দর্শননীতি ও ধর্ম্ম ০
৫। কাম ও প্রেমধর্ম্ম ।০
৬। গৌড়ীয়মঠ কি করেন ০

শ্রীধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপ-প্রদর্শনী, নদীয়া

(৩রা ফেব্রুয়ারী হইতে ১৭ই মার্চ্চ, ১৯৩০ পর্য্যন্ত)

প্রদর্শনীর সকল জ্ঞাতব্য বিষয়ের জন্য সেক্রেটারী মহোদয়ের নিকট আবেদন করুন।

শ্রীকুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ,
শ্রীচৈতন্য মঠ, শ্রীধাম মায়াপুর পোঃ আঃ, (নদীয়া)।

দেবনাগরাক্ষরে ভক্তিগ্রন্থ

১। মাধুর্য্য শিক্ষাষ্টকম্ ৶০
২। সটীক শিক্ষা... ০
৩। ... ৶০
৪। গৌড়ীয়মঠস্থ ... ৵০
৫। সিদ্ধান্ত... ৷০
৬। তত্ত্ব... ০

নানা কথা

বামুনপুকুর এম. ই. স্কুল

বামুনপুকুরে একটী এম. ই. স্কুল আছে, কিন্তু দুঃখের বিষয় স্কুলের কর্তৃপক্ষের অমনোযোগের জন্য স্কুলটির কোন প্রকার উন্নতিসাধন হইতেছে না। স্কুলঘর এ পর্য্যন্ত প্রস্তুত হয় নাই। বর্ত্তমানে স্থানীয় ভদ্রলোক মোল্লা খোদাদাদ খান সাহেবের বাড়ীতেই স্কুল বসে। স্কুলের এক স্কুলের নিজের জায়গায় হওয়াই আবশ্যক এবং যুক্তিসঙ্গত। এ বিষয়ে স্কুলের কর্তৃপক্ষ এবং সরকারি শিক্ষাবিভাগের কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

বামুনপুকুরে জলাভাব

বামুনপুকুর একটী প্রকাণ্ড পুরাতন গ্রাম, এখানে বহুলোকের বাস, কিন্তু পানীয় জলের একান্ত অভাব। ইহার উত্তরে গুড়গুড়িয়া খাল আছে। তাহাতে বাঁধ দেওয়ায় সামান্য জল চৈত্রমাস পর্য্যন্ত আটক থাকে, কিন্তু সে জল পানীয়রূপে ব্যবহার করার উপযুক্ত নয়। ঐ খালের ভিতর মাছ ধরা কাপড় কাচা এবং গরু-মহিষাদি প্রভৃতি নামায় জল অব্যবহার্য্য হইয়া উঠে। যাহাতে এই গ্রামে টিউব-ওয়েল এবং পাতকুয়ার ব্যবস্থা হয় তাহার জন্য কর্তৃপক্ষের চেষ্টা করা একান্ত আবশ্যক।

স্থানীয় ফসল

শ্রীধাম মায়াপুর বামুনপুকুর ইউনিয়নের অন্তর্গত গ্রামসমূহে কলাই ও মুগ চাষ চাষীদিগের প্রধান অবলম্বন। এ বৎসর এই ফসল এত খারাপ হইয়াছে যে বীজের মূল্য পর্য্যন্ত উঠা দুষ্কর। কলাইয়ের মূল্য ৪৲ হইতে ৪৷৹ টাকা পর্য্যন্ত মণ। মুগের মূল্য ৬৲ হইতে ৬৷৹ টাকা পর্য্যন্ত। আমন এবং আউশ ধানের মূল্য বর্ত্তমানে কম।

খাসমহলে ফসল নষ্ট

শ্রীধাম মায়াপুর বামুনপুকুর ইউনিয়নের অন্তর্গত খাসমহল চর কাঙ্গালীর মাঠের মধ্যে একটী গোশালা আছে তাহাতে গরু, মহিষ, মেষ প্রভৃতির সংখ্যা প্রায় একশত হইবে। সন্ধ্যার পর মাঠে অন্য লোক থাকে না। রাত্রিতে ঐ [illegible] ফসল নষ্ট করিলে কেহ [illegible] পারে না। যাহাতে ঐরূপে [illegible] নষ্ট না হয় তাহার বিহিত [illegible]।

মায়াপুর-ধুবুলিয়া রোড

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে [illegible] পর্য্যন্ত একটী ডিষ্ট্রিক্টবোর্ডের [illegible] রাস্তা আছে। রাস্তায় কোনকালে মাটী পড়িয়াছিল কিনা সন্দেহ। এই রাস্তা বেলপুকুর, বামুনপুকুর প্রভৃতি গ্রামের লোকের একমাত্র অবলম্বন কেন যে এই রাস্তা এরূপ দুর্দ্দশাগ্রস্ত তাহা নির্ণয় করা কঠিন। লোকে বলে সময় সময় রাস্তার নামে খানার মত মাটী ফেলা হয়। একথা সত্য কি? আমরা এবিষয়ে ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

রেল রাস্তা

ই. বি. রেলওয়ের কৃষ্ণনগর হইতে নবদ্বীপ ঘাট পর্য্যন্ত যে ছোট লাইন আছে তাহার মধ্যে আমঘাটা ও কৃষ্ণনগর রোড এই দুই ষ্টেশনের মধ্যবর্ত্তী স্থানে একটী বাঁক আছে সেখানে গাড়ী এমন হেলিয়া যায় যে মনে হয় গাড়ী উলটাইয়া পড়িয়া যাইবে। এ বিষয়ে কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার জন্য নদীয়া প্রকাশে চেষ্টা হইয়াছিল। এযাবত কোন ফল হয় নাই। এ বিষয়ে পুনরায় রেল-কর্তৃপক্ষকে মনোযোগ দিতে বলা হইতেছে, শ্রীধাম মায়াপুর-নবদ্বীপ-প্রদর্শনী উপলক্ষে বহু লোক যাতায়াত করিবার সম্ভাবনা। তাহার পূর্ব্বে লাইনটা ঠিক করিলে ভাল হয়।

রেল গাড়ী

এই রেলের গাড়ীর অবস্থা ও শোচনীয়, অধিকাংশ গাড়ীর দরজা জানালা নাই। শীতে রৌদ্র এবং বৃষ্টিতে যাত্রিগণের অসুবিধার অন্ত থাকে না। ১৯৩০ সালেও যে এরূপ বিশ্রী গাড়ী জগতে আছে একথা সভ্যজগতের কেহ বিশ্বাস করিবে না—যদি স্বচক্ষে না দেখা যায়।

অগ্নিতে বিপত্তি

কৃষ্ণনগরের রজনী ঠাকুর নামক এক ব্যক্তির পুত্র আগুন পোহাইতেছিল। এমন সময় হঠাৎ তাহার পরিধেয় বস্ত্রে আগুন লাগিয়া যায়। আগুন দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠায় কেহ নিভাইতে সাহস করে নাই। অবশেষে বালক যখন মৃতপ্রায়, সেই সময় এক ব্যক্তি হঠাৎ আসিয়া আগুন নিভাইয়া দেয়। তাহাকে হাসপাতালে পাঠান হয়। সেখানে চিকিৎসা চলিতেছে।

বিক্রয়

বড়দিনের ছুটিতে কলিকাতা ট্রাম কোম্পানীর কুড়িলক্ষ টিকিট বিক্রয় হইয়াছে।

প্রদর্শনী সংবাদ

মায়াপুর-নবদ্বীপ-প্রদর্শনীক্ষেত্রে [illegible] অঙ্কন [illegible] মৃৎপুত্তলিকা [illegible] উপর [illegible] হইয়াছে। আরও [illegible] হইতেছে। [illegible] কর্তৃপক্ষ প্রদর্শনীকে সাহায্য করিবার লোক পাঠাইয়াছেন।

ভারত ও বিমানপোত

বিলাত হইতে অষ্ট্রেলিয়া পর্য্যন্ত বিমানপোতের যে রাস্তা আছে তাহার মধ্যে ভারতবর্ষের অবস্থান এরূপ যে, অধিকাংশ বিমানপোতকে এখানে নামিতে হয়। এমত অবস্থায় যাহাতে ভারতীয়েরা স্বয়ং বিমানপোত নির্ম্মাণ ও চালন শিক্ষা করে তাহার চেষ্টা না করা ভারতীয়দের পক্ষে অপমান বিশেষ। আগা খাঁ এ বিষয়ে অবহিত হইয়াছেন। তিনি পুরস্কার ঘোষণাও করিয়াছেন।

কর রেহাই

সার চন্দ্র সমসের জঙ্গ বাহাদুর নেপালের প্রধান মন্ত্রিত্বগ্রহণের সময় বলিয়াছেন,—বিশুদ্ধ পানীয়ের অভাব দূর করিবার জন্য আরও কলের বন্দোবস্ত করা হইবে। বিশুদ্ধ পানীয় যেমন আবশ্যক, লবণও সেই রকম আবশ্যক, অতএব লবণের উপর শুল্ক রহিত করা গেল। পূর্ব্বে দেশে উৎপন্ন তুলায় চলিত। পরে বিদেশী কাপড়ের আমদানির সঙ্গে সঙ্গে তুলা চাষের দুর্দ্দশা আরও আরম্ভ হইল। অতএব তুলার উপর আমদানিকর রহিত করা এবং দেশে যাহাতে বেশী তুলার চাষ হয় তাহার চেষ্টা করা যাইবে।

সারকাসে হত

কারমন্স্ সার্কাসে গুলি ছোড়ার কৌশল দেখান হইতেছিল। সেই সময় বেচু নামক এক নেপালী খেলোয়াড় কারমন্স্ সাহেবের গুলিতে আহত হয়। তাহাকে হাসপাতালে আনিবার সময় সে মারা যায়।

কংগ্রেসের মীমাংসা

কংগ্রেস শেষ হইয়া গেল। এখন কংগ্রেসের মীমাংসাসম্বন্ধে নিরাপদে বলা যাইতে পারে। কংগ্রেস চাহেন।

(১) ব্যবস্থাপকসভাবর্জ্জন

(২) ট্যাক্স্-বন্ধ

(৩) চারিদিকে ধর্ম্মঘটের সৃষ্টি

কংগ্রেসের উদ্দেশ্য পূর্ণস্বাধীনতা-লাভ। পূর্ণ স্বাধীনতার অর্থ বৃটিশ-অধীনতাপাশ হইতে এবং বৃটিশ সাম্রাজ্য-বাদীদের হাত হইতে পূর্ণ মুক্তি।

চীনের কথা

দেশই জগতে [illegible] সর্ব্বপ্রথম বারুদের ব্যবহার শিখাইয়াছে। চীনের আয়তন ৪৩০০০০০ বর্গ মাইল। ইহা ইউরোপ অপেক্ষা আয়তনে বড়। চীনের লোক সংখ্যা ইউরোপের লোক সংখ্যার সমান। জগতের লোক-সংখ্যার এক-চতুর্থাংশ চীনা। বর্ত্তমানে নানকিন চীনের রাজধানী।

এই চীনের এক দুর্দ্দশা যে বৈদেশিকেরা স্থানীয় লোক অপেক্ষা অধিকতর সুবিধা ভোগ করে। শুনা যায়, আমেরিকাই চীনের প্রধান বন্ধু।

দাঙ্গা

কলিকাতা ডাক্সা রোডের মোড়ে ষ্টুয়ার্ট কোম্পানীর মোটরকারখানার নিকট ভীষণ দাঙ্গা হইয়া গিয়াছে। কারখানার দুইশত শ্রমিক ধর্ম্মঘট করায় কর্তৃপক্ষ নূতন শ্রমিকদল নিযুক্ত করেন। ধর্ম্মঘটকারীরা নূতন শ্রমিকদিগের নিকট যাইয়া তাহাদিগকে কার্য্য করিতে নিষেধ করায় উভয়দলে বচসা হইয়া মারামারি হয়। এমনকি লাঠি চালাচালি এবং ইট ছোড়াছুড়ি হয়। এই ঘটনার সংবাদ পাইয়া কারখানার কয়েকজন খৃষ্টান কর্ম্মচারী দণ্ডহস্তে ধর্ম্মঘটকারী-দিগকে আক্রমণ করায় ব্যাপার গুরুতর হইয়া পড়ে। অবশেষে পুলিশ আসিলে দাঙ্গার শেষ হয়। আহত ব্যক্তিগণ হাসপাতালে প্রেরিত হইয়াছে।

নূতন

কনেকটীকাটে ৪টী নূতন উড়োজাহাজ তৈয়ারী হইতেছে। প্রত্যেকটীর ওজন প্রায় [illegible] মণ। প্রত্যেকটীতে ১৫০জন যাত্রী এবং [illegible]জন চালক থাকিবে, ৮০জন ঘুমাইতে পারিবে। বৈদ্যুতিক রান্নাঘর প্রভৃতিও থাকিবে।

অগ্নিকাণ্ড

[illegible] সংবাদ [illegible] নিকটে [illegible] অগ্নিকাণ্ডে ১০জনের প্রাণ নষ্ট হইয়াছে।

লোহার কড়ি বরগা

করগেট টীন, জানালার গরাদে দালানের ফুলদার রেলিং ও থাম বেড়াঘেরা কাঁটাতার ইত্যাদি সুলভে বিক্রয় করি

কান্তি চন্দ্র মুখার্জ্জি এণ্ড সন্স

২৭৩ বোবাজার ষ্ট্রীট ফোন ৪৪৭

স্থাপিত ইং ১৮৭৬ সাল কলিকাতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২৪শে পৌষ বুধবার—১৩৩৬

শ্রীধাম-মায়াপুর নবদ্বীপ প্রদর্শনীর

নিয়মাবলী

(১৯৩০)

১। ১৯৩০ সালের ৩রা ফেব্রুয়ারি তারিখে প্রদর্শনীর দ্বারোদ্ঘাটন হইবে এবং ১৭ই মার্চ (১৯৩০) তারিখ পর্য্যন্ত খোলা থাকিবে। প্রতিদিন প্রাতঃ ৮ঘটিকার সময় হইতে রাত্রি ৯ ঘটিকা পর্য্যন্ত প্রদর্শনীর দ্বার উন্মুক্ত থাকিবে; তবে বিশেষ কারণ উপস্থিত হইলে প্রদর্শনী-ভূমির কর্তৃপক্ষ এই ব্যবস্থার পরিবর্তন করিয়া উহা বিজ্ঞাপিত করিবেন।

২। ষ্টল (পণ্যমণ্ডপ) এবং খালি ফাঁকা জায়গার জন্য ১৯৩০ সালের জানুয়ারি মাসের ৩য় সপ্তাহ মধ্যে, নির্দ্দিষ্ট "দরখাস্ত ফরমে" আবেদন করিতে হইবে। যে কোন স্থানে যে কোন ষ্টল অথবা ফাঁকা খালি জায়গা দেওয়া হইবে, আবেদনকারীকে তাহাই লইতে হইবে; তবে যত বড় ষ্টল বা ফাঁকা জায়গার জন্য আবেদন করা হইবে, তাহার বেশী গ্রহণ করিতে তিনি পারিবেন না। সম্পাদক ইচ্ছামত আবেদন গ্রাহ্য করিতে পারিবেন।

৩। ১২ফুট × ৯ফুট সাধারণ ষ্টলের ভাড়া ৪০্ টাকা দিলে যত দিন প্রদর্শনী থাকিবে, ততদিন আবেদনকারী ঐ ষ্টল দখল করিতে পারিবেন। বিশেষ সুবিধাজনক স্থানে ষ্টল লইতে হইলে বিশেষ বন্দোবস্ত করিতে হইবে এবং তাহার ভাড়া ও পৃথক্ চুক্তি করিতে হইবে। ফাঁকা জায়গার ভাড়া স্থান নির্ব্বাচনের পর স্থির হইবে। যাঁহাকে কোন ষ্টল ভাড়া দেওয়া যাইবে, তিনি তাহা হস্তান্তর করিতে পারিবেন না।

৪। বীমা, বৈদ্যুতিক আলোক এবং জলের জন্য পৃথক্ টাকা লাগিবে।

৫। আবেদনের সঙ্গে ভাড়া প্রভৃতির জন্য প্রদর্শনী-ভূমির কর্তৃপক্ষের প্রাপ্য টাকার এক চতুর্থাংশ দিতে হইবে। বাকী টাকা আবেদন মঞ্জুরের ৭ দিনের মধ্যে দিতে হইবে। প্রদর্শনীক্ষেত্রে সমস্ত দ্রব্য আসিবে, তাহার উপর প্রদর্শনী-সমিতির প্রাপ্য টাকার জন্য প্রদর্শনী-সমিতির দাবী সকলের উপর হইবে।

৬। আবেদনকারী নির্দ্দিষ্ট দিবসে টাকা দিতে না পারিলে, তাঁহার তৎপূর্ব্ব-প্রদত্ত টাকা প্রদর্শনী সমিতি-কর্তৃক বাজেয়াপ্ত হইবে। যদি পণ্যমণ্ডপাদি ও ফাঁকা খালি জায়গা প্রভৃতি ১৯৩০ সালের ১লা ফেব্রুয়ারি তারিখের মধ্যে আবেদনকারী দখল না করেন, তাহা হইলে উক্ত ষ্টল ও ফাঁকা স্থানাদি পরিত্যক্ত বলিয়া গণ্য হইবে এবং উক্ত আবেদনকারীর তাহাতে কোন স্বত্ব থাকিবে না।

৭। আবেদনকারীকে যে ষ্টল বা ফাঁকা জায়গা দেওয়া হইবে, তাহা তিনি স্বয়ং আসবাব পত্রাদি দিয়া সজ্জিত করিয়া লইবেন। তাঁহাকে, প্রদর্শনী-ভূমির কর্তৃমহাশয়ের বন্দোবস্তানুযায়ী কার্য্য করিতে হইবে। প্রদর্শনীভূমির কর্তৃপক্ষ কোন দ্রব্য আপত্তি-জনক মনে করিলে তাহা প্রদর্শনী-ক্ষেত্র হইতে বাহির করিয়া দিতে পারিবেন। ১৯৩০ সালের ১লা ফেব্রুয়ারি তারিখের মধ্যে আসবাব পত্র এবং প্রদর্শনযোগ্য দ্রব্যসমূহ আনিয়া ষ্টল ও ফাঁকা জায়গা সাজান শেষ করিতে হইবে।

৮। আবেদনকারী প্রদর্শনের দ্রব্যসমূহ নিজ খরচে প্রদর্শনীক্ষেত্রে আনিবেন ও সেখান হইতে লইয়া যাইবেন। তিনি নিজে বা তাঁহার নিযুক্ত লোকের দ্বারা জিনিষ পত্র খোলা বাঁধা করিবেন এবং সাজাইবেন। যতক্ষণ প্রদর্শনী খোলা থাকিবে ততক্ষণ প্রদর্শনের দ্রব্যসমূহও সেখানে দর্শনযোগ্যভাবে রাখিতে হইবে। প্রদর্শনীভূমির কর্তৃমহাশয়ের লিখিত আদেশ ব্যতীত কোন দ্রব্য সরান নিষেধ। যদি প্রদর্শনীভূমির কর্তৃমহাশয়ের মতে কোনও দ্রব্য প্রদর্শনীর পক্ষে অমঙ্গলকর, আপত্তিজনক, অনুপযুক্ত বা বিপজ্জনক বোধ হয়, তাহা হইলে তিনি তাহা প্রদর্শনী-ক্ষেত্রে আনা নিষেধ করিতে পারেন অথবা সে স্থান হইতে দূর করিয়া দিতে পারেন। প্রদর্শক নিজে অথবা তাঁহার প্রতিনিধি যদি কোন ক্ষতি করেন, তাহা হইলে প্রদর্শকের নিকট হইতে প্রদর্শনীর কর্তৃপক্ষ বা কর্তৃপক্ষের নিযুক্ত ব্যক্তি ক্ষতিপূরণের টাকা আদায় করিতে পারিবেন।

৯। যদি প্রদর্শনীর আরম্ভ হইতে বিলম্ব হয় অথবা প্রদর্শনী মোটেই না হয়, তাহা হইলে প্রদর্শনী-সমিতি আবেদনকারীকে প্রাপ্ত টাকা ফেরত দিবেন; কিন্তু কোনও প্রকার ক্ষতিপূরণের জন্য দায়ী হইবেন না।

১০। প্রদর্শক সমস্ত রকম বিপদ্বিপত্তির জন্য ইন্সিওর বা বীমা করিতে বাধ্য না থাকিলেও যে কোন রকম ক্ষতি হউক না কেন, তাহার জন্য প্রদর্শনী সমিতি ক্ষতিপূরণ করিতে বাধ্য থাকিবেন না। যদি প্রদর্শক তাঁহার দ্রব্যসকল বীমা করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে প্রদর্শনী-ভূমির কর্তৃমহাশয়ের নিকট দরখাস্ত করিলে তিনি তাহার বন্দোবস্ত করিবেন। অদাহ্য পদার্থের দ্বারা পণ্যমণ্ডপাদির ছাদ এবং দেওয়াল প্রস্তুত হইয়াছে। যদি অগ্নিকাণ্ড অথবা অন্য কারণে কাহারও শরীর অথবা জিনিষ পত্রের ক্ষতি হয়, তাহা হইলে প্রদর্শনী-সমিতি তাহার জন্য দায়ী হইবেন না।

১১। প্রদর্শনী-ক্ষেত্রে কেহ যাহাতে চুরি বা অন্য কোন প্রকার ক্ষতি করিতে না পারে, সেই জন্য সমিতি প্রহরীর বন্দোবস্ত করিয়াছেন। যদি কোন প্রদর্শক নিজের দায়িত্বে পাহারার বন্দোবস্ত করিতে চাহেন, তাহা হইলে তিনি প্রদর্শনী-ভূমির কর্তৃমহাশয়ের নিকট দরখাস্ত করিবেন। তাঁহার নিযুক্ত লোককে প্রদর্শনী-সমিতির নিয়মানুসারে চলিতে হইবে। প্রদর্শনী-সমিতি এই সকল নিয়মের আবশ্যক পরিবর্তন ও পরিবর্দ্ধন করিতে পারিবেন।

। প্রদর্শনীতে বিনাব্যয়ে চিকিৎসার এবং আহত ব্যক্তিকে প্রাথমিক সাহায্যের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

১৩। প্রদর্শনী ক্ষেত্রের কর্তৃপক্ষের সম্মতি লইয়া বিজ্ঞাপনের প্লাকার্ড, হাণ্ডবিল, সার্কুলার ইত্যাদি বিলি হইতে পারিবে। কর্তৃপক্ষ যে কোন বিজ্ঞাপনাদি আপত্তিজনক মনে করিবেন, তাহার প্রচার বন্ধ করিতে পারিবেন।

১৪। যদি কোন প্রদর্শক, প্রদর্শকের কর্ম্মচারী অথবা প্রতিনিধি, প্রদর্শনীর কর্তৃপক্ষের আপত্তিজনক কোন কার্য্য করেন, কর্তৃপক্ষের নিযুক্ত ব্যক্তি প্রদর্শনীতে তাঁহার প্রবেশ নিষেধ করিতে পারিবেন।

১৫। প্রত্যেক প্রদর্শকের নিকট একখানি করিয়া প্রবেশানুমতি থাকিবে, উহা হস্তান্তরিত হইতে পারিবে না।

। সমিতি পুরস্কার, পদক এবং প্রশংসা-পত্রের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

১৭। এই প্রদর্শনী-সংক্রান্ত আইনসমূহ কর্তৃপক্ষকর্তৃক পরিবর্তন ও পরিবর্দ্ধন-যোগ্য। এই পরিবর্তনাদির বিষয় যথা-সময়ে প্রদর্শকদিগকে জ্ঞাত করা হইবে। এই সমস্ত আইনের কি অর্থ হইবে অথবা কিরূপে এই সকল আইন অনুসারে কার্য্য চলিবে, সে সম্বন্ধে প্রদর্শনী-সমিতির মতই চরম বলিয়া গণ্য হইবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—শ্রীধাম মায়াপুর-নবদ্বীপ-প্রদর্শনীতে দ্রব্যাদি পাঠাইবার সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ অবশ্য জ্ঞাতব্য,—

মাল চালান

মালগাড়ীতে যে সকল দ্রব্য আসিবে, তাহা ই, বি, রেলওয়ের লালগোলা লাইনে ধুবুলিয়া ষ্টেশনে পাঠাইতে হইবে। চিত্র, স্বর্ণ-রৌপ্যাদি-নির্ম্মিত দ্রব্য এবং চারুশিল্পজাত দ্রব্যসকল যাত্রী গাড়ীতে ই, বি, রেলওয়ের শান্তিপুর লাইনের মহেশগঞ্জ অথবা নবদ্বীপ ঘাট ষ্টেশনে পাঠাইতে হইবে।

বিশেষ সুবিধা

১। মাল প্রদর্শনীতে পাঠাইবার সময় পূর্ণ ভাড়া লাগিবে এবং সাধারণ নিয়মাধীন থাকিবে।

২। মাল প্রদর্শনী হইতে ফিরাইয়া লইয়া যাইবার সময় ভাড়া দিতে হইবে না, যদি :—

(ক) মাল অথবা অংশ বিক্রয় না হয়।

(খ) যে ষ্টেশন হইতে যে পথে চালান আসিয়াছিল, সেই ষ্টেশনে সেই পথে ফেরৎ চালান যাইবে।

(গ) ক্ষতি হইলে, রেল-কোম্পানী দায়ী হইবেন না; এ জন্য ফরমে সহি করিতে হইবে।

(ঘ) সার্টিফিকেটের ফরম প্রথম মাল চালানের সময়ই লইতে হইবে। বিনা মাশুলে মাল পত্রাদি ফেরৎ লইয়া যাইবার সময় দেখাইতে এবং সহি করিতে হইবে।

কে, বিদ্যাভূষণ—সম্পাদক,
শ্রীধাম মায়াপুর-নবদ্বীপ-প্রদর্শনী
পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া।
কলিকাতা কার্য্যালয়
১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড
পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা।

সাময়িকসংবাদ

প্রদর্শনী-প্রসঙ্গ

প্রদর্শনীর নির্দ্দিষ্ট দিন ক্রমেই ঘনাইয়া আসিতেছে। শ্রীচৈতন্যানুগগণ পরা প্রদর্শনীর এই অভিনব অনুষ্ঠানে অমিত উদ্যম প্রদর্শন করিতেছেন। এই প্রদর্শনীর সর্ব্বপ্রধান উদ্দেশ্য অনাদি বহির্ম্মুখ জীবগণকে অনুক্ষণ কৃষ্ণসেবায় উদ্বুদ্ধ থাকিবার শিক্ষা ও দীক্ষা প্রদান। কি করিয়া চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে চব্বিশ ঘণ্টাকাল কৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত থাকিতে পারা যায়, কি প্রকারে মায়াপিশাচীর কুহকজাল হইতে অনন্ত কালের জন্য নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারা যায়, কি করিয়া ব্রহ্মাণ্ড-ভাণ্ডোদরে মোহ-মদিরাপানে জীবগণ প্রমত্ত হইতেছে, কিরূপে তাহারা স্ব-স্ব কর্ম্মযোগে চতুর্দ্দশ ব্রহ্মাণ্ডে পরিভ্রমণ করিতেছে, অন্যাভিলাষ-দস্যুগণের কপট ব্যবহারে আত্মবিস্মৃতগণের ভীষণ পরিণাম কি, তাহাদের করাল হইতে আত্মরক্ষার উপায় কি, পরজগৎ ও অপরজগতের একমাত্র অধীশ্বর স্বরাট্ পুরুষ কৃষ্ণচন্দ্রের সেবোপকরণে ভোগবুদ্ধি করার ফল কি, অকস্মাৎ হইয়া আত্মজ্ঞ বিষপানের কি দুর্দ্দশা ঘটে, অনুসরণ ও অনুকরণের

... ... বৈকুণ্ঠনাথদের ভীষণ ... নরক, দেবলোক, দশাভাস, উদয়, ... শুদ্ধ সনাতন বৈষ্ণব-... ভেদ, আত্মশ্লাঘাভেদ উপায়-... ভেদ, ভক্তের বৈশিষ্ট্য, ... সাধুস্থানে অসাধুকে ... ভক্তিকল্পতরুর রোপণ, ... শ্রবণ কীর্ত্তন জলসিঞ্চন, ভক্তি-লতার অঙ্কুর, ভক্তিলতার ক্রমবর্দ্ধন, ভক্তি-লতার উপশাখা (নিষিদ্ধাচার ও জ্ঞানাদির দৃষ্টান্ত), ভক্তিলতার কৃষ্ণচরণ বৃক্ষে আরোহণ এবং ভক্তিলতার প্রেমফল প্রদান প্রভৃতি ভাষায় ও চিত্রে, বক্তৃতায় ও গানে, আচারে প্রচারে, ছায়াচিত্রে ও চলন্ত চিত্রে ... ও ব্যতিরেক ভাবে প্রদর্শন করাই এই প্রদর্শনীর প্রদর্শকগণের একমাত্র উদ্দেশ্য।

প্রদর্শনের অধিকারী কে?

প্রদর্শনের অধিকারী নির্ণয় করিতে গেলে সর্ব্বপ্রথমে বিচার করিতে হইবে যে, বস্তু দর্শন করাইতে পারেন কে? যাঁহার দর্শন শেষ হইয়াছে—যিনি প্রকৃষ্টরূপে দর্শন করিয়াছেন, অক্ষের চক্ষু প্রসারণ দ্বারা দর্শন নহে, কিম্বা শব্দ শ্রবণ দ্বারা দর্শন নহে, কেবল ঘ্রাণেন্দ্রিয়ে বা কেবল ত্বগিন্দ্রিয়ে দর্শন মাত্র নহে, কিন্তু সর্ব্বেন্দ্রিয়ে দর্শন, সর্ব্ব বস্তুতে দর্শন, সর্ব্বদেশে দর্শন, এই জগতে দর্শন, অপর জগতে দর্শন, ... স্বায় দর্শন, সর্ব্বাত্মায় দর্শন, যাঁহার হইয়াছে, তিনিই কেবল দর্শন করাইতে সমর্থ। যে দর্শন লাভ করিলে আর অদর্শনের আশঙ্কা থাকে না, যে দর্শন লাভ করিলে অভাবের ভয় থাকে না, যে দর্শন লাভ করিলে কালের ভীষণ ভ্রুকুটীকুটিল নেত্র মৃত্যুাদি দর্শনের নিবৃত্তি হইয়া যায়, যে দর্শন লাভ করিলে মায়াপাশ চীর করিলে পুনঃ ... হইবার আশঙ্কা সম্যগ্রূপে দূরীভূত হয়, তাহাকেই বলি 'দর্শন'। যে দর্শন অন্যের সাহায্য ব্যতিরেকে দর্শন, তাহাই প্রকৃত দর্শন।

আমরা যে অপর প্রকৃতির বৈভব দর্শন করি, তাহাও আমাদের নিজ দর্শন-সাহায্যে মাত্র নহে, অন্যের কৃপা আশ্রয়ে আমাদের নেত্রের বিকাশ। সূর্য্য উদিত হইয়া আমাদের চক্ষুতে ঘট পটাদি প্রকাশ না করিলে আর আমাদের দর্শন ঘটে না। তাই সূর্য্যের নাম 'লোকলোচন'। কিন্তু সূর্য্যেরও এই শক্তি তাঁহার নিজস্ব নহে, ... সেই সর্ব্বতশ্চক্ষুঃ ব্রজেন্দ্রনন্দনের ... সুন্দরের। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী ... তাঁর মহিমা এইরূপে বর্ণন ... —

... ... পূর্ব্বে কৃষ্ণানন্দধাম।
... ... তাহার নিজধাম।

সেই দুই জগতেরে হইয়া সদয়।
গৌড়দেশে পূর্ব্বশৈলে করিল উদয়॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য আর প্রভু নিত্যানন্দ।
যাঁহার প্রকাশে সর্ব্বজগৎ আনন্দ॥
সূর্য্যচন্দ্র হরে যৈছে সব অন্ধকার।
বস্তু প্রকাশিয়া করে ধর্ম্মের প্রচার॥
এইমত দুইভাই জীবের অজ্ঞান।
তমো নাশ করি' করে বস্তুতত্ত্ব জ্ঞান॥

* * *

সূর্য্যচন্দ্র বাহিরের তমঃ সে বিনাশে।
বাহ্যবস্তু ঘট পট আদি সে প্রকাশে॥
দুই ভাই হৃদয়ের ক্ষালি' অন্ধকার।
দুই ভাগবত সঙ্গে করান সাক্ষাৎকার॥
এক ভাগবত বড় ভাগবতশাস্ত্র।
আর এক ভাগবত ভক্তিরসপাত্র॥
দুই ভাগবত দ্বারা দিয়া ভক্তিরস।
তাঁহার হৃদয়ে তাঁর প্রেমে হয় বশ॥
এক অদ্ভুত সমকালে দোঁহার প্রকাশ।
আর অদ্ভুত চিত্তগুহার তমো করে নাশ॥
এই দুই চন্দ্র সূর্য্য পরম সদয়।
জগতের ভাগ্যে গৌড়ে করিল উদয়॥

গৌরসুন্দরের কৃপায় ভাগবতদ্বয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎকার যাঁহার হইয়াছে, গৌরসুন্দরের মনোভীষ্ট প্রচারই যাঁহার একমাত্র উদ্দেশ্য, যিনি সাক্ষাৎ গৌর-শক্তি, যিনি গৌর-সুন্দরের ন্যায় জীবদুঃখদুঃখী, অহৈতুক-কৃপাময়, তিনিই কেবল প্রদর্শন করাইতে পারেন।

আমাদের চক্ষু অজ্ঞানযবনিকা সমাচ্ছন্ন বলিয়াই আমাদের বস্তু দর্শন ঘটে না। গৌরনিত্যানন্দের কৃপায় আমাদের সেই অজ্ঞানতমোনাশ ঘটে। তাই তাঁহার কৃপায় দুই ভাগবতের সাক্ষাৎ লাভ ঘটিলেই আমাদের প্রকৃত দর্শন লাভের সুযোগ হয়। কৃষ্ণভক্তিরসপাত্র গুরুদেবের কৃপাতেই আমাদের প্রকৃত দর্শন, সম্যক্ দর্শন বা জ্ঞানচক্ষুতে দর্শন। তাই আজ অমন্দোদয়-দয়াকারী গুরুদেব আমাদের চক্ষু প্রকাশ করিবার জন্য—আমাদের মায়ামোহ দূর করিয়া কৃষ্ণমোহ প্রদানের জন্য—অজ্ঞান-যবনিকা চিরতরে সরাইয়া দিবার জন্য তারস্বরে আহ্বান করিতেছেন—

এনেছি ঔষধি মায়া নাশিবার লাগি'।
হরিনাম মহামন্ত্র লও তুমি মাগি॥

হে আত্মমঙ্গলেচ্ছু ভ্রাতৃগণ, আসুন আমাদের অজ্ঞানান্ধকার নাশের নিমিত্ত গুরুদেবের শ্রীপাদপদ্মে প্রণত হই—

ওঁ অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন-শলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

পাদপীঠ স্থাপনে আনুকূল্য

আমরা অবগত হইলাম, ঢাকা বালি-য়াটী নিবাসী শ্রীযুক্ত রাই মোহন রায় চৌধুরী ও শ্রীযুক্ত রমণীমোহন রায় চৌধুরী ভূম্যধিকারীদ্বয় ছইটী বিভিন্ন গৌর-পদাঙ্কিত স্থানে শ্রীচৈতন্য পাদপীঠ-স্থাপন ও পাদ-পীঠ-শ্রীমন্দির-নির্ম্মাণের আনুকূল্য করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। ভগবৎকার্য্যে তাঁহাদের এতাদৃশ অনুরাগ অতীব প্রশংসার্হ।

দিল্লীমঠে মহোৎসব

ওঁবিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের অনুগত সেবকদ্বয় পণ্ডিত শ্রীপাদ রামেন্দ্রসুন্দর ভট্টাচার্য্য বি,এ এবং শ্রীপাদ অনিকারানন্দ ব্রহ্মচারীর বিপুল উৎসাহ ও উদ্যমে আকর মঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠের অষ্টম শাখামঠ দিল্লী-গৌড়ীয়মঠের বার্ষিক সংকীর্ত্তন-মহামহোৎসব মহা-সমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে। দিল্লী প্রবাসী ও নিবাসী বহু সম্ভ্রান্ত শিক্ষিত সজ্জন এই উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন।

ভজন নৈপুণ্য

(শ্রীপাদ কালিদাস বেদান্তভূষণ)

আমাদের বহু জন্মের পুঞ্জ পুঞ্জ ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতি ছিল, তাই ভগবান আজ অনায়াসে সদ্গুরু মিলাইয়া দিয়াছেন, গুরুদেব কৃপা করিয়া আমাদিগকে নাম মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া সাধুসঙ্গে নাম সংকীর্ত্তন-যজ্ঞে ভগবানের আরাধনা করিতে উপদেশ করিয়াছেন। শ্রীগুরুদেবের কৃপায় দেবদুর্লভ সাধুসঙ্গও আমাদের সুলভ হইয়াছে, কিছুরই অভাব নাই, ভজনরাজ্যে অগ্রসর হইতে হইলে যাহা কিছু প্রয়োজন, সবই হরিগুরুবৈষ্ণবকৃপায় অনায়াসে পাইয়াছি, গুরুদেবের উপদেশ মত ভজন-সাধনাদিও সাধ্যমত করিতেছি, তথাপি আমাদের ভজনোন্নতি হইতেছে না কেন? আমরা দীক্ষিত হইবার পূর্ব্বে যে ভোগপর বুদ্ধি লইয়া জগতে বিচরণ করিতেছিলাম, এখনও তাহাই করিতেছি, অন্তরে পরিবর্ত্তন ত কিছুমাত্র হয় নাই, ইহার কারণ কি? শ্রীল গুরুদেবের মুখে শুনিয়াছি সাধন-ভজনে নৈপুণ্য যোগ না করিলে সহস্র সাধনেও ফলোদয় হয় না, অতএব ভজন-নৈপুণ্য কি, তাহা আমাদের একান্ত আলোচ্য বিষয় হওয়া উচিত।

অগ্রে ভজন কথাটির অর্থ বিচার করা যাউক। ভজন অর্থে সেবা। ভগবান্ অদ্বয়জ্ঞান তত্ত্ব বস্তু, তিনি এক হইয়াও শ্রীনাম ও শ্রীবিগ্রহরূপে প্রপঞ্চে আবির্ভূত হইয়া নিত্যকাল বিরাজ করিতেছেন। অর্চ্চনমার্গে শ্রীবিগ্রহ সেবিত হন, কীর্ত্তন-মুখে শ্রীনাম সেবা হইয়া থাকেন। এই দুই প্রকার সেবা শ্রেষ্ঠ হইলেও কীর্ত্তন-মুখে শ্রীনামসেবাই শ্রেষ্ঠ, কেন না কলিকালে অর্চ্চন-মার্গ নানা প্রকারে দূষিত হইয়াছে। কলিতে নামসংকীর্ত্তন-যজ্ঞেই বিষ্ণুর পূজা বিশুদ্ধরূপে হইয়া থাকে, "কলৌ তু নাম-মাত্রেণ পূজ্যতে ভগবান্ হরিঃ।"

নামসংকীর্ত্তন-যজ্ঞে ভগবানের আরাধনা করিতে হইলে সদ্গুরুর সন্নিধানে নাম-তত্ত্ব আলোচনা করিয়া ভাল করিয়া বুঝিয়া লওয়া উচিত। শ্রীনাম, নামাভাস ও নামাপরাধে যে ভেদ আছে, তাহা গুরু-কৃপা-বলেই জানা যায়। সেব্য-সেবকগত সম্বন্ধ-জ্ঞান-শূন্য নিরপরাধে উচ্চারিত নামাক্ষর নামাভাস। সাধুনিন্দা, গুর্ব্বজ্ঞাদি দশবিধ অপরাধ-সংযুক্ত নামাক্ষর নামাপরাধ। নামাভাস ও নাম-পরাধ শূন্য নামাক্ষরই শুদ্ধ কৃষ্ণনাম। নামাপরাধের ফলে নিরয়গতি, নামাভাসের ফলে বিষয়-ভিনিবেশ হইতে মুক্ত হইয়া নাম গ্রহণের যোগ্যতা লাভ এবং শ্রীনামের ফলে কৃষ্ণ-প্রেম লাভ হইয়া থাকে। আমাদের উচ্চারিত নামাক্ষরগুলি বিশুদ্ধ নাম, কি নামাভাস বা নামাপরাধ তাহা 'ফলেন কারণমনুমীয়তে' এই ন্যায়ানুসারে ফলানু-সন্ধান পূর্ব্বক বিচার করিলে জানা যাইতে পারে। নিরপরাধে নামের সেবাই প্রকৃত ভজন নৈপুণ্য।

দশবিধ নামাপরাধের কথা গৌড়ীয় ও নদীয়া-প্রকাশে বহুবার আলোচিত হইয়াছে সুতরাং এ স্থলে তাহার পুনরালোচনা নিষ্প্রয়োজন। নামাপরাধের মূল কি তাহাই আমাদের আলোচনার বিষয়। বিশেষ বিচার করিলে জানা যাইবে, 'অহং মম' ভাবই যাবতীয় অপরাধের মূল। অহং মম ভাব বৃদ্ধি হইয়া জীবকে চরমে অহং-গ্রহোপাসক মায়াবাদী করিয়া তুলে। অহং গ্রহোপাসকগণ দুই শ্রেণীর—এক প্রকার অহংগ্রহোপাসক 'অহং ব্রহ্মাস্মি' সোঽহং বাদী মায়াবাদী, আর এক প্রকার অহং-গ্রহোপাসক ভগবানের আশ্রয় বিগ্রহ, সুতরাং তদভিন্ন বৈষ্ণব সখী নাগরী অভিমানী প্রাকৃত সহজিয়া।

নামসেবাভিনয়কারী প্রাকৃত সহজিয়া ও শুদ্ধনামাশ্রিত ভক্তের বৈশিষ্ট্য—প্রাকৃত সহজিয়াগণ স্থূল লিঙ্গদেহে আত্মবুদ্ধিবিশিষ্ট বলিয়া তাহারা এই কুক্কুর-শৃগাল-ভক্ষ্য স্থূল দেহকে কখন সখী মনে করিয়া তদনুরূপে নানা প্রকার বেশভূষা করিয়া থাকে, কখনও বা বৈষ্ণব বা সিদ্ধভক্তাভিমানে শরণাগত শুদ্ধভক্তকে নিজাপেক্ষা হীন জ্ঞান করে, কখনও বা নামসংকীর্ত্তনকে ছোট মনে করিয়া রসিক ভক্তাভিমানে কৃত্রিম ভাবে ভগবানের রূপ গুণ লীলা স্মরণের অভিনয় করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর চরণাশ্রিত আচার-প্রচার-পরায়ণ নামসংকীর্ত্তনকারী শুদ্ধভক্তের সঙ্গ হইতে দূরে থাকিয়া লোক-সমাজে নিজকে নির্জ্জনভজনানন্দী বলিয়া জাহির করে এবং আচরণকারীর কীর্ত্তনাখ্য ভক্তির প্রচারকে লাভ পূজা প্রতিষ্ঠা সংগ্রহের উপায়-স্বরূপ মনে করে।

আর এক প্রকার প্রাকৃত সহজিয়া আছে, তাহাদিগকে স্মার্ত্তবৈষ্ণব বা সামান্য বৈষ্ণব বলা যায়। শুদ্ধ ভক্তের সহিত ইহাদের স্পষ্ট পার্থক্য আছে। স্মার্ত্ত বৈষ্ণবদিগেরও অহংমম বুদ্ধি অত্যন্ত প্রবল। আমি বৈষ্ণব, আমি ধনী, আমি দরিদ্র, আমি ব্রাহ্মণ, আমি ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বা শূদ্র, আমার স্ত্রী পুত্র পরিবার, আমার গৃহ, আমার ধন জন, আমি ইহাদের রক্ষা-কর্ত্তা, পালন-কর্ত্তা, আমিই তাহাদের সুখের একমাত্র হেতু ইত্যাদি অসংখ্য প্রকার অহংমম ভাব লইয়া জগতে বৈষ্ণবাভিমানে বিচরণ করে, ইহাদের কর্ম্ম-কাণ্ডীয় বাহ্য সদাচার দর্শনে অনেকে মোহিত হইয়া পড়ে এবং শুদ্ধভক্তের অপ্রাকৃত আচরণ বাহ্যদর্শনে বুঝিতে না পারিয়া ইহাদিগকে শ্রেষ্ঠ ভক্ত বলিয়া ধারণা করিয়া বসে।

শুদ্ধভক্তগণ প্রাকৃত সহজিয়া বা স্মার্ত্ত বৈষ্ণবের ন্যায় স্থূলদেহে অহংমম ভাববিশিষ্ট নহেন। তাঁহারা কৃষ্ণকে একমাত্র রক্ষাকর্ত্তা ও পালন কর্ত্তা মানিয়া নিজ পোষণ-চিন্তা পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিশ্চিন্ত মনে কায়-মনোবাক্যে কৃষ্ণসেবায় রত। তিনি গ্রহণ ও ত্যাগ উভয় প্রকার এষণা দ্বারা চালিত হইবার পরিবর্ত্তে কৃষ্ণার্থে অখিল-চেষ্ট। কৃষ্ণেচ্ছা পূরণই প্রেম-ভক্তির স্বরূপ জানিয়া নিজ স্বতন্ত্র বাসনা যত্ন পূর্ব্বক পরিহার করিয়া কৃষ্ণেচ্ছার উপর নির্ভর করিয়া থাকেন। ঈশ্বর-নির্ভরতাই প্রকৃত বৈষ্ণবতা। সমর্পিতাত্ম শুদ্ধভক্তের চিত্ত বৃত্তি—

কৃষ্ণের যে হয় ইচ্ছা তাহাই করিব।
নিজ ইচ্ছা অনুসারে কিছু না চাহিব॥
কৃষ্ণ ইচ্ছা মতে হয় আমার সংসার।
কৃষ্ণ ইচ্ছামতে আমি এই ভাণ্ডার॥
সুখে থাকি দুঃখে থাকি আমি কৃষ্ণদাস।

'অহংমম' ভাবরূপ অপরাধকেই সর্ব্বাপরাধ-মূল বলা যায় এ-জন্য যে এই অপরাধ হইতেই অপর নয়টী অপরাধের আগম হয়। বৈকুণ্ঠ বস্তুকে—কৃষ্ণসেবোপকরণগুলিকে জড়েন্দ্রিয়-ভোগ্য জড়বস্তুর সামান্যজ্ঞানই বৈষ্ণবাপরাধ বা গুর্ব্ববজ্ঞা। অহংমম ভাব প্রবল হইলেই অগ্রে এই অপরাধটীই প্রতি পদে প্রকাশিত হয়। বৈষ্ণবে জাতি-বুদ্ধি, কৃষ্ণসম্বন্ধি বস্তু শাস্ত্র, শ্রীমূর্ত্তি, শ্রীধাম, শ্রীনাম সেবা, মন্ত্র, মহাপ্রসাদ প্রাকৃত জড়েন্দ্রিয়ের ভোগ্য জ্ঞান রূপ বৈষ্ণবাপরাধ স্থূল লিঙ্গ-দেহে আত্মবুদ্ধি হইতেই হইয়া থাকে। কর্ম্মকাণ্ডীয় সদাচার পালনের ন্যায় নিরম্বু উপবাস, নিরামিষ আহার, হবিষ্যান্ন ভোজন, দারিদ্র্যকে ধনদানরূপ জীবে দয়া, বৈষ্ণবের অনুকরণে নাম-গ্রহণাদি ভজন পদ্ধতি কতকগুলি অনুষ্ঠান করিলেই ভক্ত হওয়া হইল এইরূপ যাহাদের ধারণা, তাহারা হ্লাদিনী শক্তির সার ভক্তি দেবীকে প্রাকৃত মনে করিয়া তাঁহারা অপরাধী। ইহাদের অন্য শুভকর্ম্মের সহিত ভক্তির সাম্য জ্ঞানরূপ অপরাধ অবশ্যম্ভাবী। অন্যান্য অপরাধ গুলি অহংমম ভাবে অনুস্যূত আছে।

এই অপরাধ দূর করা বড় সহজ নহে, তবে যাঁহারা চৈতন্যচরণাশ্রিত শুদ্ধভক্তের চরণাশ্রয় করিয়াছেন, তাঁহারাই এই অপরাধ হইতে মুক্ত হইতে পারেন। অপরাধ ছাড়িয়া অবিশ্রান্ত নাম করিতে পারিলে নামাপরাধ দূর হয়, কিন্তু ভক্ত ভগবানের কৃপা ব্যতীত নিরন্তর নাম গ্রহণ হয় না। তবে উপায় কি?

নিতাই চৈতন্যে নাহি এমন বিচার।
নাম লইতে প্রেম দেন বহে অশ্রুধার॥

আমি সিদ্ধ ভক্ত, রসিক ভক্ত, রাগানুগ ভক্ত প্রভৃতি অভিমান পরিত্যাগ পূর্ব্বক অনর্থযুক্ত সাধকাভিমানে শ্রৌত পথে নাম গ্রহণ ও প্রচারই গৌরহরির ভজন। অগ্রে আচার পরায়ণ শুদ্ধভক্ত হইব, পরে প্রচার করিব এরূপ বিচারাপেক্ষা আচারবান্ হইবার উদ্দেশে নিষ্কপটে প্রচার-কার্য্যও শ্রীমন্মহাপ্রভুর মনোহভীষ্ট। আচার প্রচার যুগপৎ হওয়া আবশ্যক। গৌর হরির চরণাশ্রিত অনর্থ-মুক্ত ভক্তের আনুগত্যে জীব অতি সত্বরেই অপরাধের হস্ত হইতে মুক্ত হইতে পারেন। ইহাই ভজনে নৈপুণ্য।

মহাপ্রভুর শিক্ষা

(গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রভুর বক্তৃতার মর্ম্ম)

[পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর]

হে জগদীশ, আমি ধন, জন বা সুন্দরী কবিতা প্রভৃতি কিছুই চাই না, আমি তোমার পাদপদ্মে কেবল অনুরাগময়ী ভক্তি চাই। তাই তিনি শ্রীমদ্ভাগবতকে এ বিষয়ের প্রমাণ স্বরূপ বলেছেন। মহাপ্রভু স্বয়ং আচরণ ক'রে ভাগবত-ধর্ম্মই জীবকে শিক্ষা দিয়েছেন; আর জীবের পরমপুরুষার্থ অর্থাৎ সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ প্রয়োজনীয় বস্তু নির্দ্দেশ করলেন—'প্রেম' অর্থাৎ কৃষ্ণকে পূর্ণরূপে পরিতৃপ্ত করা। এই 'প্রেম' বস্তুটী কোন্ সাধনা দ্বারে লভ্য হয়, তা' মহাপ্রভু শিক্ষাষ্টকে ব'লেছেন—সেই শ্রীনাম। একমাত্র শুদ্ধ নাম কেউ গ্রহণ করতে পারলে এই প্রেম-মহাধন-লাভের অধিকারী হ'বেন।

কলিযুগপাবনাবতারী ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দরের শিক্ষাতে জগতের সমস্ত শিক্ষকের শিক্ষার পরিপূর্ণতা র'য়েছে। জগতের বড় বড় মনীষিগণ হাজার হাজার বৎসর চিন্তা, চেষ্টা প্রভৃতি দ্বারা যে সমস্ত সমস্যার সমাধান করতে পারেন নাই—চিরশান্তি লাভের পথ খুঁজে পান নাই, মহাপ্রভুর শিক্ষায় তাঁদের সকলের সমস্ত বিষয়ের সমাধান সুষ্ঠুরূপে নির্দ্ধারিত হ'য়ে সর্ব্বজীবের চিরশান্তির পথ উজ্জ্বলরূপে প্রকাশিত হ'য়েছে। শুধু মানুষের জন্য নয়, পশু পক্ষী, কীট, পতঙ্গাদি প্রত্যেক চেতনের জন্য, এমন কি বৃক্ষ, লতা, তৃণ, গুল্মাদির জন্যও মহাপ্রভুর শিক্ষাসৃষ্টি। সেই মহাপ্রভুর শিক্ষা গ্রহণ করতে হ'লে যাঁদের জীবন—ভাগবত—যাঁদের চরিত্রে মহাপ্রভুর সমস্ত উপদেশ প্রতিফলিত, যাঁদের জীবনের প্রত্যেক কার্য্য মহাপ্রভুর শিক্ষায় পরিচালিত—যাঁদের জীবন-মন-প্রাণ—একমাত্র মহাপ্রভু, এরূপ গৌরগত-প্রাণ শুদ্ধ মহাজনগণের শ্রীপাদপদ্মে আত্মসমর্পণ করতে পারলেই আমরা মহাপ্রভুর শিক্ষা গ্রহণ ক'রে মনুষ্যজীবনের প্রকৃত সার্থকতা সম্পাদন করতে পারব।

শ্রমিক ও মালিক

(শ্রীযুক্ত সত্যাঞ্জন সেন এম, এ)

পূর্ব্বে লোক কুটীরে বসিয়া শিল্পকার্য্যাদি করিত, পরে কলকারখানার সৃষ্টি হওয়ায় অনেকে মিলিয়া কোম্পানি অর্থাৎ দলবদ্ধ হইয়া ভাগে কারবার আরম্ভ করিল। তাহার পরে যখন দেখা গেল যে কোম্পানিতে কোম্পানিতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করায় সকলেরই লাভ কম হইতেছে, তখন ট্রাষ্ট সৃষ্ট হইল। ট্রাষ্ট্ হওয়া একপক্ষে যেমন অর্থশালী সম্প্রদায়ের সুবিধা হইল, অপরপক্ষে তেমনি যাহারা কোম্পানির নিকট অথবা কুটীর-শিল্পীর নিকট মাল খরিদ করিত, তাহাদের এক ট্রাষ্ট ভিন্ন অন্য খরিদ্দার না থাকায়, ট্রাষ্ট যে মূল্য ধার্য্য করিল, সেই মূল্যেই দ্রব্য বিক্রয় করিতে বাধ্য হইল। ধনী সম্প্রদায় নিজলাভের দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখায় শ্রমিক সম্প্রদায়ের অসুবিধার সীমা থাকিল না। ধনীরা অর্থরাশির উপর অর্থরাশি সঞ্চয় করিয়া যাইতে লাগিল এবং শ্রমিক সম্প্রদায় একেবারে নিঃস্ব হইয়া পড়িল।

এরূপ অবস্থা চিরকাল থাকিতে পারে না। শ্রমিকগণ দলবদ্ধ হইয়া আপনাদিগকে বাঁচাইবার চেষ্টা করিতে আরম্ভ করিল। তাই আজ আমরা বিলাতে শ্রমিক মন্ত্রিমণ্ডল দেখিতে পাইতেছি এবং যে রুষ রাজপরিবারের লোকেরা বিলাসে মগ্ন থাকিত, আজ তাহাদের অনেকে ফরাসী দেশের দক্ষিণ অংশে নিজ হাতে চাষ করিয়া ও গাড়ী হাঁকাইয়া কায়ক্লেশে জীবন ধারণ করিতেছে; নিজ জন্মভূমিতেও তাহাদের স্থান নাই। ভারতেও শ্রমিক জাগরণের লক্ষণ দেখা যাইতেছে। ফরাসী দেশে অভিজাত সম্প্রদায় এবং শ্রমিক সম্প্রদায়ের বিবাদ চিরস্মরণীয় ঐতিহাসিক ঘটনা।

আজকাল অনেকগুলি আন্তর্জাতিক অনুষ্ঠান এই বিষয়ের মীমাংসার চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু ইহাদের কার্য্যপ্রণালী দেখিয়া বোধ হয় যে, ইঁহাদের চেষ্টা ব্যর্থ হইবে। কেহই এই সকল ব্যাপারের মূল কি, তাহা আবিষ্কার করিতে পারেন নাই অথবা পারিলেও সেই মূল উৎপাটনের কথা বলিবার সাহস নাই।

স্পষ্টতঃ দেখা যায় যে, দেহাত্মবুদ্ধিই এই সমস্ত বিবাদ বিসম্বাদের মূল, আত্মেন্দ্রিয়প্রীতি-বাঞ্ছাই ধনী ও দরিদ্র, রাজা ও প্রজা, মালিক ও শ্রমিক সম্প্রদায়ের মধ্যে বিবাদ ও মনোমালিন্যের কারণ। ভুক্তিকামী কোন্ কালে শান্ত হয়?

নিমন্ত্রণ পত্র

শ্রী[illegible]শায় নমঃ

শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীমন্দির

১০ই মাঘ ৪৪৩ শ্রীচৈতন্যাব্দ

যথাবিহিত-সম্মানপুরঃসর-নিবেদনমিদম্—

আগামী ৩০শে ফাল্গুন ১৪ই মার্চ্চ শুক্রবার [illegible] দিবসব্যাপী শ্রীধাম নবদ্বীপ মায়াপুরে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গের জন্মোৎসব উপলক্ষে অধিবাস, নামসংকীর্ত্তন, মনোহরশাহী কীর্ত্তন, লীলাপ্রসঙ্গ, ভোগরাগ, ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণব অতিথিসেবা ও মহামহোৎসবাদি অনুষ্ঠিত হইবে। ১লা চৈত্র শনিবার অপরাহ্ণ ৩টার সময় শ্রীধামপ্রচারিণী-সভার সাধারণ অধিবেশন হইবে। ঐ সময় শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গের পরমকারুণ্যাশ্রিতগণের সদাচরিত সংবাদ স্বীকার ও সম্মান প্রদত্ত হইবে। মহাশয়ের সপরিকরে উপস্থিতি প্রার্থনীয়। শুভাগমন হইলে অত্রত্য সমাগত ভক্তবৃন্দ মহাশয়ের সঙ্গসুখে পরমানন্দিত হইবেন। বলা বাহুল্য যে মহাশয়ের ন্যায় সজ্জনদিগের সাহায্য ব্যতীত এরূপ বৃহৎ শুভকার্য্য সুশৃঙ্খলে সম্পন্ন হওয়া দুঃসাধ্য। **আগামী ২৮শে মাঘ ১১ই ফেব্রুয়ারী মঙ্গলবার হইতে দিবস-চতুষ্টয় শ্রীধাম-মায়াপুর প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীশ্রী নিত্যানন্দ প্রভুর জন্মোৎসব উপলক্ষে শ্রীনামযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইবেন। ২১শে ফাল্গুন বুধবার হইতে ২৯শে ফাল্গুন বৃহস্পতিবার পর্য্যন্ত নয়দিন নয়টী দ্বীপে পরিক্রমা হইবে।'**

(১) ২১শে ফাল্গুন—অন্তর্দ্বীপ
(২) ২২শে ফাল্গুন—সীমন্তদ্বীপ
(৩) ২৩শে ফাল্গুন—গোদ্রুমদ্বীপ
(৪) ২৪শে ফাল্গুন—মধ্যদ্বীপ
(৫) ২৫শে ফাল্গুন—কোলদ্বীপ
(৬) ২৬শে ফাল্গুন—ঋতুদ্বীপ
(৭) ২৭শে ফাল্গুন—জহ্নুদ্বীপ
(৮) ২৮শে ফাল্গুন—মোদদ্রুমদ্বীপ
(৯) ২৯শে ফাল্গুন—রুদ্রদ্বীপ

নিবেদক

শ্রীশরদিন্দুনারায়ণ রায়
(রাজর্ষি কুমার [illegible] এম, এ প্রভৃতি)
সাধারণ-সমিতি-সম্পাদক।

শ্রীনফরচন্দ্র পালচৌধুরী [illegible]
কার্য্যকরী-সমিতি-সম্পাদক।

উৎসব উপলক্ষে সমস্ত প্রণামী ইত্যাদি [illegible] শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীমন্দির, শ্রীমায়াপুর পোঃ, জেলা নদীয়া—এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

পর-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

সম্প্রতি পর-বিদ্যাপীঠে নিম্নলিখিত শিক্ষণীয় বিষয়নিচয়ের অধ্যাপকের আসনসমূহ সংস্থাপিত হইয়াছে—বিদ্যার্থিগণ আবেদন করুন।

১। সাহিত্যাসন, ২। ঐতিহ্যাসন,
৩। সম্প্রদায়বৈভবাসন, ৪। ভক্তিশাস্ত্রাসন,
৫। জ্যোতিঃশাস্ত্রাসন, ৬। বেদান্তাসন,
৭। একায়নাসন।

শ্রীনন্দলাল রায় বি, এ, কাব্যতীর্থ, বিদ্যাসাগর,
সম্পাদক পরবিদ্যাপীঠ, শ্রীধাম মায়াপুর।

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

শ্রীগৌড়ীয়মঠ প্রকাশিত হইতে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৪০, চল্লিশ টাকা।

১৭২৪ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে,
সপ্তচত্বারিংশ খণ্ডে সূচী ছাপা হইতেছে।

৪৬শ খণ্ড প্রাপ্ত নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে ১৫।৴০ সাধারণ পক্ষে ২০৸৴০। প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৵০, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ।৴০।

দশম স্কন্ধের ভিক্ষা ১২, অগ্রিম দাতাগণের পক্ষে ৮।

অধ্যায়পর্যন্ত একাদশ সংখ্যা ছাপা হইয়াছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

"শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত"

সূচী প্রভৃতি সহ সম্পূর্ণ ছাপা শেষ হইয়াছে

আদি, মধ্য, ও অন্ত্যলীলা ... সূচী ছাপা হইয়া সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছেন। যাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্বে ১০ টাকা ভিক্ষায় তৃতীয় সংস্করণ ৬ টাকায় না পাইয়া অপূর্ব সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের জন্যই এবার ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছেন। সেই ১০ টাকার বৃহৎবিরাট গ্রন্থের অল্প সংখ্যা মাত্র ৫ টাকা ভিক্ষায় দেওয়া হইতেছে। গ্রাহকগণ সত্বর হউন পরে আর এ সুযোগ থাকিবে না।

শ্রীচৈতন্য লীলার ব্যাস আখ্যাত

শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

সভাষ্য আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।
সমগ্র গ্রন্থ ৮ স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫
নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪।।০ টাকা

শ্রীচৈতন্য মঠের যাবতীয় গ্রন্থ
অধ্যক্ষ, গ্রন্থবিভাগ, শ্রীচৈতন্য মঠ
পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া
— অথবা —
শ্রীগৌড়ীয় মঠ ১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা
ঠিকানায় পাওয়া যাইবে।
(গ্রন্থ ... শ্রীচৈতন্য মঠের ঠিকানায় লিখিবেন।)

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত ভক্তি গ্রন্থাবলী

যে সব উৎকলবাসী ভক্ত বাংলা অক্ষর পড়িতে জানেন না, তাঁহাদের শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর প্রচারিত পরম উপাদেয় ভক্তি-কথা জানিবার সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে উড়িয়া-অক্ষরে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হইয়াছে বাংলা গ্রন্থের তুলনায় উড়িয়া গ্রন্থগুলির ভিক্ষাও অপেক্ষাকৃত অল্প।

গ্রন্থের নাম	ভিক্ষা
শ্রীহরিনাম চিন্তামণি, প্রতিখণ্ড	।।০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	১
সাধন পথ (শ্রীমহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টক) প্রতিখণ্ড	।০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	।০
কল্যাণ কল্পতরু প্রতিখণ্ড	৵০
একত্রে ৩খণ্ড লইলে	।০
গীতাবলী প্রতিখণ্ড	৴১০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৶১৫
শরণাগতি — প্রতিখণ্ড	৴০
একত্রে ৩খণ্ড লইলে	৵৫

প্রাপ্তিস্থান — শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ, কটক এবং শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, পুরী

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিম্নলিখিত মঠসমূহে প্রাপ্তব্য:—

১। শ্রীচৈতন্য মঠ,—পোঃ, শ্রীধামমায়াপুর, (নদীয়া)।
২। শ্রীগোরগদাধর মঠ,—চাঁপাহাটি, সমুদ্রগড় পোঃ, (বর্দ্ধমান)।
৩। শ্রীভাগবত জনান,—ভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৪। শ্রীগৌড়ীয় মঠ,—১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা।
৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ,—গোবর্দ্ধনকুটী, পুরী।
৬। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ,—উড়িয়া বাজার, কটক।
৭। শ্রীভাগবত মঠ,—চিরাদিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।
৮। শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ,—৮নং জঙ্গমবাড়ী, কাশী, ইউ, পি।
৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,—ছীপগলী, বৃন্দাবন, মথুরা, ইউ, পি।
১০। শ্রীপরমহংস মঠ—নৈমিষারণ্য পোঃ, সীতাপুর, ইউ পি।
১১। শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ,—কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল, পাঞ্জাব।
১২। শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠ,—৯নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।
১৩। শ্রীগদাইগৌরাঙ্গ মঠ,—বালিয়াটি, ঢাকা।
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম,—আমলাযোড়া, রাজগ্রাম পোঃ, বর্দ্ধমান।
১৫। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ,—দুমুরকোন্দা, চিরকুণ্ডা পোঃ, মানভূম।
১৬। শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয় মঠ,—আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী, উড়িষ্যা।
১৭। শ্রীগৌড়ীয় মঠ কার্য্যালয় ১০১ হনুমান রোড, নিউদিল্লী

এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণের নিকটও নদীয়া-প্রকাশ প্রাপ্তব্য।

১। শ্রীযুক্ত জনার্দন ঘোষ—বড় বাজার রোড, খুলনা
২। শ্রীযুক্ত রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিরত্ন—দেওয়ানগঞ্জ, হলদিবাড়ী কুচবিহার।
৩। শ্রীযুক্ত রামরঞ্জন রায়—৭৬।২নং শ্রীগোপাল মল্লিক লেন, কলিকাতা
৪। মিঃ এন ডি, মুখার্জ্জী এম, এস, ভবানীদাস দি মাল, কানপুর।
৫ শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী জ্যোতিভূষণ—কৃষ্ণগঞ্জ, নদীয়া
৬ শ্রীরাসবিহারী দাস অধিকারী, নবদ্বীপ।
৭। শ্রীবিরাজমোহন দে—মনমোহন প্রেস, নবাবপুর, ঢাকা।
৮। শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ গড়গড়ি বেড়াচাঁপা, ২৪ পরগণা।
৯। শ্রীপঞ্চানন চট্টোপাধ্যায় এ, এম, এস, মানবাদ

অন্যথা না ভজে কৃষ্ণ, দুষ্ট সঙ্গ করে। পুন সেইমত মায়া পাপে ডুবি মরে

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বিরচিত

ভক্তি-গ্রন্থাবলী

উৎকৃষ্ট কাপড়ে বিলাতী ধরণে বাঁধাই ; কলালঙ্কৃত। চতুর্থ সংস্করণ। বিস্তৃতবিষয় সূচীসহ।

জৈবধর্ম্ম

বাঁধাই ২৲ দুই টাকা

প্রকাশিত হইয়াছে

সনাতন ধর্ম্মশাস্ত্র বেদ, বেদান্ত, উপনিষৎ গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত, পুরাণ, তন্ত্রাদি সকল গ্রন্থ পাঠ করিবার অবসর অতি অল্প মানবের ঘটিয়া থাকে। অনেকের যোগ্যতা না থাকায় সেই সমস্ত গ্রন্থের মর্ম্ম অবগত হইতে পারেন না। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বাঙ্গালীর এই অসুবিধা দূরীভূত করিবার জন্য এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

বিদ্যালয়ের ছাত্র বা শিক্ষকগণের বিশেষ পাঠ্য, এই হেতু শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টর বাহাদুর ইহা সমস্ত বিদ্যালয়ের জন্য অনুমোদন করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

প্রথম খণ্ড ভিক্ষা ১৲ একটাকা

যুক্তিপূর্ণ শাস্ত্রবাক্য দ্বারা প্রত্যেক মানবের নিত্য কর্ত্তব্য ও অনিত্য সাময়িক কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। গ্রন্থের প্রতি উক্তি সনাতন শাস্ত্রবাক্য দ্বারা সমর্থিত ও প্রমাণিত হইয়াছে। দেহের, মনের ও আত্মার ধর্ম্ম কি? স্বদেশ, সমাজ, নীতি, ধর্ম্ম কি? ইত্যাদি বিষয় কলাশুসারে এমন সুন্দরভাবে যুক্তিসহকারে আলোচিত হইয়াছে যে, প্রথম পংক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত পাঠ না করিয়া নিবৃত্ত হওয়া যায় না।

শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ভিক্ষা ৵০

ঐ প্রমাণ খণ্ড ভিক্ষা ৵০

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিহার ও লীলাভূমি নয়টী দ্বীপ-সমন্বিত। এই নয় দ্বীপের প্রাচীন বিবরণ—প্রত্যেক দ্বীপে শ্রীমহাপ্রভুর লীলা—প্রত্যেক দ্বীপের পরিচয়, শ্রীধাম-মাহাত্ম্য, ধামাপরাধ কি? ইত্যাদি বিষয় বিশেষভাবে মনোহর ভাবে বর্ণিত। পকেট সাইজ প্রায় ১৬০ পৃষ্ঠা।

শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ

উজ্জ্বল ব্লোক ও [illegible] উত্তম কাগজে ছাপা—শ্রীনবদ্বীপধাম দর্শনে ভাবুক দর্শনকারীর কি প্রকার ভাবের উচ্ছ্বাস হয়, তাহা এই গ্রন্থে বর্ণিত। অতি চমৎকার। ভিক্ষা চারি আনা।

শ্রীমনঃশিক্ষা

৵০ দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভুকে উপলক্ষ্য করিয়া যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে ভক্তগণের অনুকূল ও প্রতিকূল বিচার অতি সুন্দরভাবে বর্ণিত হইয়াছে। উহা ছাড়া শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর উপদিষ্ট শিক্ষা ও উপদেশ বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

মঙ্গল।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবজগতে অভিনব গ্রন্থ !!

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতি-গ্রন্থাবলী :—

শরণাগতি

পকেট সাইজ, অষ্টম সংস্করণ, ভিক্ষা ৴০ আনা

দেহ ও মনের চেষ্টা অনিত্যবস্তু লইয়া—ইহা যখন জীব বুঝিতে পারে, তখন একমাত্র নিত্যবস্তু শ্রীভগবানের প্রতি তাহার কোন জাতীয় আবেগময়ী প্রার্থনা হয় এবং শ্রীভগবানে সর্ব্বান্তঃকরণে নিষ্কপটে কি প্রকারে শরণাপন্ন হইতে হয়, ইত্যাদি বিষয়ক প্রাণস্পর্শী প্রার্থনা ও আত্ম-সমর্পণমূলক গান। উড়িয়া সংস্করণও প্রকাশিত হইয়াছে।

ভিক্ষা প্রতি খণ্ড ৴০ এক আনা

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা— ৴০, নবদ্বীপশতক— ৴০

অর্থপঞ্চক—৴০

কল্যাণকল্পতরু

পকেট সাইজ, পঞ্চম সংস্করণ, ভিক্ষা ৵১০

আমরা প্রত্যহ নূতন অভাব ও কামনার বশবর্ত্তী হইয়া পুনঃপুনঃ যে অকল্যাণকে কল্যাণ বলিয়া গ্রহণ করি এবং যাহার নিকট কল্যাণ কামনা করি, তিনি যে নিত্য বা যথার্থ কল্যাণ প্রদানে অসমর্থ এবং কোন বস্তু আমাদের নিত্য কল্যাণপ্রদ এবং কি ভাবে আমরা সেই কল্যাণলাভে সমর্থ হইব, এই সকল কথা সরল পদ্যে লিখিত। এই গীতিগ্রন্থ বাস্তবিক কল্যাণের কল্পতরু; যদি প্রত্যেকে নিত্যকল্যাণ প্রার্থনা [illegible]

চক্রবর্ত্তি-ঠাকুরের টীকা সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠাকুর কৃত টীকা ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কৃত অনুবাদ। টীকাকারের জীবনী, শ্লোক-সূচি, বিষয়সূচি, প্রভৃতি বহু প্রয়োজনীয় বিষয় সম্বলিত প্রায় ৪২৫ পৃষ্ঠা। উৎকৃষ্ট সিল্কে বাঁধাই ২৲ দুই টাকা, কাগজে বাঁধা ১॥০

শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ-কৃত ভাষ্য সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

কাগজ ও ছাপা উৎকৃষ্ট। সিল্কে বাঁধাই, সোণার জলে নাম লেখা রাজসংস্করণ ১৲ টাকা, সাধারণ সংস্করণ ১॥০, গৌড়ীয়ের গ্রাহকপক্ষে ১৷০

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি (সম্প্রদায়কোষগ্রন্থ)

বিষয়: ১। ভাগবতের ব্যবহৃত শব্দাবলীর অর্থ, ২। চারিটি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের চরিত্র, ৩। বৈষ্ণবসম্পর্কিত শ্রীমন্দির ও শ্রীবিগ্রহের বিবরণ, ৪। বৈষ্ণবগ্রন্থ ও প্রবন্ধসমূহের তাৎপর্য্য ও বিবরণ, ৫। বিষয় বিশেষের লৌকিক ও শাস্ত্রীয় আকরসমূহে যাবতীয় তথ্য। চারিখণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ১ম খণ্ড ৸০, ২য় খণ্ড ৸৵০, ৩য় খণ্ড ৸০, ৪র্থ খণ্ড ৸০, চারিখণ্ড একত্রে ৩৲ (৫ম খণ্ড যন্ত্রস্থ)।

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ

১ম খণ্ড ১৲ এক টাকা, ২য় খণ্ড ১৲ এক টাকা—শ্রীমদ্ভাগবতের গ্রাহক ৮ জোড়ায় গ্রাহকগণ ১৷০ টাকায় দুইখণ্ড পাইবেন। বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমজ্জীব গোস্বামিপাদের রচিত গ্রন্থ। ইহাই ষট্‌সন্দর্ভের অধিক প্রয়োজনীয় অংশ। প্রতি খণ্ড ডবল ক্রাউন ৮ পেজায় ৬৪ পৃষ্ঠা আকারে মুদ্রিত হইতেছে।

শ্রীমদ্গোপালভট্ট সঙ্কলিত

সদাচারস্মৃতিঃ

ভিক্ষা ৵০ মাত্র

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

প্রকাশ [illegible] আবিষ্কৃত

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ৬ আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ছোট বোতলের সমপরিমাণ ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ৷০ আনা, পাইট ৸৵০ আনা, বোতল ১৷০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা।

রেজেষ্টরীকৃত

মদন মঞ্জরী

বটিকায় স্বপ্ন ও ধাতুবিকার, ইন্দ্রিয়শক্তির হ্রাস, প্রস্রাবে শুক্রপাত, বদহজম, মাথাঘোরা, বুক ধড় ফড়ানি, অনিদ্রা প্রভৃতি লক্ষণ সত্বর নির্দ্দোষ আরোগ্য হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টিকিকা। মূল্য ৪০ বটী ১৲ এক টাকা।

"অপুত্রসঞ্জীবনী ঘৃত"

পুত্রশক্তহানি রোগে বাহ্যপ্রয়োগ দ্বারা আরোগ্য করিয়া শক্তিসম্পন্ন করে। মূল্য ২ তোলা ১৲ টাকা।

"রমণীবিলাসিনী বটিকা"

বীর্য্যধারণ করত সম্ভোগশক্তি স্থায়ী ও বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয়। মূল্য ১৬ বটী ১৲ এক টাকা।

রাজবৈদ্য নারায়ণজী, কেশবজী

১৭৭নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

বিজ্ঞাপন

সাবধান! সাবধান!! সাবধান!!!

জে, বি, দত্তের ঢোকা শিশি বাদাম তৈল

আদি ও অকৃত্রিম এবং উপকারিতায় সর্ব্বজন পরিচিত ও বহু প্রশংসিত।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী J. B. Datta & Co. নাম দেখিয়া খরিদ করিবেন। নতুবা জুয়াচোরগণ কমদরের কৃত্রিম তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে।

বিনীত—জে, বি, দত্ত

ফেরাস কুইনিন

নূতন এবং পুরাতন ম্যালেরিয়ার যম

ইহাতে উপযুক্ত মাত্রায় আর্সেনিক, [illegible] কুইনিন আছে বলিয়া অধিক উপকারী।

এই ফেরাস কুইনিন দ্বারা ইঞ্জেকসন দিলে একটী বা দুইটী ইঞ্জেকসনে সকল প্রকার কঠিন ম্যালেরিয়া জ্বর বন্ধ করে এবং ছয় হইতে বারটী ইঞ্জেকসনে ম্যালেরিয়ার সমস্ত উপসর্গ নষ্ট করিয়া দেয়।

৬ এম্পুলপূর্ণ প্রতি বাক্স—মূল্য ২৲, ৫০ ২৲ টাকা

বাই-কেমিক্যাল এণ্ড ক্লিনিক্যাল ল্যাবরেটরী [illegible]

প্রাপ্তিস্থান [illegible]

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (প্রাচীন নবদ্বীপ) নদীয়া

পর বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

এখানে আহার এবং বাসস্থান দিয়া বিদ্যার্থিগণকে বিভিন্ন শাস্ত্রে বিনয় শিক্ষা দিবার বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। অনেক ছাত্র ইতোমধ্যেই আসিয়া পাঠ আরম্ভ করিয়াছেন। বর্তমান বর্ষে সকল ছাত্রই গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

প্রধান অধ্যাপক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রচন্দ্র কাব্য-ব্যাকরণ-সাংখ্য-বেদান্ত-ষড়দর্শন তীর্থ, সাংখ্যভূষণ, বেদান্তরত্ন, সাহিত্যশাস্ত্রী, দর্শনবাচস্পতি।

অধ্যাপক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গৌরদাস ব্রহ্মচারী ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীধাম মায়াপুর পরবিদ্যাপীঠ, (নদীয়া)

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

অধ্যক্ষ

শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম এ এফ সি এস (লণ্ডন)

ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক

(প্রফেসার)

আয়ুর্বেদীয় ঔষধ বিশুদ্ধ ও শাস্ত্রমতে নিজ তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হয়। পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ক্যাটালগ পাঠান হয়। রোগের বিবরণ জানাইলে যত্নপূর্ব্বক ব্যবস্থা দেওয়া হয়। চিঠি পত্রাদি সম্পূর্ণরূপে গোপন রাখা হয়।

মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দুর)

(বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৪৲ টাকা

উৎকৃষ্ট স্বর্ণ, পারদ ও আমলাসার গন্ধক দ্বারা যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। নিত্য প্রয়োজনীয় সর্ব্বরোগনাশক মহৌষধ

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৩৲ টাকা

উৎকৃষ্ট কাশীর আমলকী, বংশলোচন প্রভৃতি যাবতীয় উপাদানে পূর্ণ মাত্রায় যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। কফ, কাসি, সর্দি, যক্ষ্মা, ক্ষয়রোগ, হৃদরোগ প্রভৃতি রোগের মহৌষধ। সর্ব্বপ্রকার দুর্ব্বলতা নাশক অতিশয় পুষ্টিকর মহৌষধ বা খাদ্য বিশেষ।

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬৲ টাকা

ইহা সেবনে ধাতুদৌর্ব্বল্য, শুক্রতারল্য, স্বপ্নদোষ, প্রমেহ ও ধ্বজভঙ্গ সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায়। ইহা অপরিসীম আনন্দদায়ক রসায়ন।

অবলাবান্ধব যোগ

প্রদর, বাধক প্রভৃতি জরায়ুদোষ ও যোনিগত দুরারোগ্য রোগের মহৌষধ

মূল্য—১৬ মাত্রা ২৲ টাকা। ৫০ মাত্রা ৫৲ টাকা মাত্র

বেদনাঞ্জন

শ্রেষ্ঠরত্ন

কলিকাতা কংগ্রেস একজিবিসন হইতে বহু প্রশংসা প্রাপ্ত ও বহু গণ্যমান্য ভদ্রমহোদয়গণ কর্ত্তৃক প্রশংসিত।

আজকাল বাজার-চলন মিশ্রিত ও বিষাক্ত আহার্য্য সেবনে শরীরের রক্ত স্বভাবতঃই দোষিত হইয়া পড়িতেছে। রক্তই মানব-দেহের শ্রেষ্ঠ উপাদান, এই রক্ত দোষিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মানব বাত, বেদনা, মাথাধরা, মাথা-ঘোরা, দৃষ্টিশক্তির হ্রাস, দাঁতের গোড়া ফুলা, দাঁত কনকনানি, দাঁতে পোকা এবং দাদ, চুলকানি প্রভৃতি কষ্টদায়ক চর্ম্মরোগে আক্রান্ত হইতেছে। যদি আপনি একান্তই ব্যাধিমুক্ত হইতে চান, তাহা হইলে অযথা পয়সার অপব্যয় না করিয়া অল্প ব্যয়ে এক শিশি বেদনাঞ্জন ক্রয় করিয়া উহার কার্য্যকারী-শক্তি উপলব্ধি করুন। গুণের তুলনায় মূল্য অত্যল্পমাত্র, এক শিশি ।৵০ আনা মাত্র মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

প্রোপ্রাইটার্স—এ, সি, চাটার্জ্জী এণ্ড ব্রাদার্স।

৪৫নং হুলকাটি লেন, সালিকা হাওড়া।

সকল মণিহারী দোকানে ও বড় বড় ডাক্তার খানায় পাওয়া যায়।

বিশুদ্ধ জল! ভয় নাই! বিশুদ্ধ জল!

লক্ষ্মী টিউব-ওয়েল কোং

২০৫নং নবাবপুর, ঢাকা

বর্ত্তমান-যুগের নব-আবিষ্কৃত বৈজ্ঞানিক উন্নত বৈজ্ঞানিক-খনন-প্রণালীতে নলকূপ (*Tubewell*) নির্ম্মাণ করা হয়। বঙ্গের লাট বাহাদুর, গোয়েন্দা সেক্রেটারী, জিলা-ম্যাজিষ্ট্রেট, জিলা-বোর্ডের চেয়ারম্যান, ইঞ্জিনিয়ার, জমিদার, তালুকদার প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত ভদ্রমহোদয়গণ এই কোম্পানীর কার্য্য দেখিয়া প্রশংসা করিয়াছেন। রাসায়নিক পরীক্ষায় জল বিশুদ্ধ না হইলে মূল্য গৃহীত হয় না। বিস্তৃত বিবরণের জন্য পত্র লিখুন

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

যদিও অদ্যাপি প্রকৃত মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য, তথাপি যাঁহারা নানাবিধ অনিয়মিত উপায়ে অপরিমিত শক্তি নষ্ট করিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া থাকিয়াছেন এবং নানা প্রকার মেহ, প্রমেহ ধাতুদৌর্ব্বল্য, স্নায়বিক দুর্ব্বলতা, বহুমূত্র, উপদংশ, পাকসংক্রান্ত পীড়া, অর্শ এবং স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে যাহারা বাধক, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, সূতিকা, শ্বেত ও রক্তপ্রদর, হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি রোগে ভুগিয়া জীবনে নিরাশ হইয়াছেন, তাঁহারা আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটাল সাহেবের আবিষ্কৃত **ইলেক্ট্রিক সলিউসন** ব্যবহার করিয়া বাঁচিতে পারেন, তাহার শত সহস্র প্রমাণ প্রতি বৎসরেই পাওয়া যাইতেছে। যাঁহারা অন্যান্য বহুবিধ ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরোগ্য হইতে পারেন নাই, তাঁহারা একবার এই ঔষধটী ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক মাসের ব্যবহারোপযোগী এক শিশি ঔষধ ডাকমাশুল সহ ২।০ টাকা মাত্র।

সোল এজেণ্ট—ডাঃ ডি, ডি, হাজরা।

ফতেপুর, গার্ডেনরীচ পোঃ, কলিকাতা।

ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

বিজ্ঞাপিত কেন?

সাধারণের হিতার্থে, মানবের দুঃখ না হইতে পারে তাহার পন্থা ইত্যাদি সম্বলিত "কামশাস্ত্র" গ্রন্থখানি যিনি পাঠ করেন নাই, তিনি আবেদন করুন বিনামূল্যে প্রাপ্ত হউন। ইহা পাঠে উপকৃত হইয়া ১৫০০০ হাজার লোক কৃতজ্ঞ হইয়াছেন। প্রায় ৫ বৎসরের পরীক্ষিত, শুক্রতারল্য, স্বপ্নদোষ ইত্যাদির যম "আতঙ্কনিগ্রহ বটিকা" প্রতি কৌটার মূল্য ১৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান আতঙ্ক-নিগ্রহ ফার্ম্মাসী, ২১৪ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মনোমোহন প্রেস

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা

পূর্ব্ববাঙ্গালায় সুলভে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত

বৈদ্যুতিক মেশিনে দিবারাত্র কাজ চলিতেছে

বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা।

শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠের [illegible] প্রেস হইতে— শ্রী বিজয়[illegible] ব্রহ্মচারী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

স্থানীয় সংস্করণ

Registered No. C 1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১
প্রতি কলম ৬
অৰ্দ্ধ কলম ৩।০
সিকি কলম ২
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠ-বাৰ্ত্তাবহ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার- নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র।

সংবাদপত্রের হার
[illegible]
বার্ষিক ৯
ষাণ্মাসিক ৫
[illegible]
নগদ
প্রতি সংখ্যা [illegible]

৪র্থ খণ্ড] সম্পাদক—প্রত্নবিদ্যালঙ্কার শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী [২৫৯ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্য মঠ শ্রীধাম মায়াপুর ২৫শে পৌষ বৃহস্পতিবার ১৩৩৬, ৯ই জানুয়ারী ১৯৩০

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থাবলী

১ শ্রীমদ্ভাগবতম্—শ্লোক, টীকা, বিবৃতি-সহ ... প্রতি খণ্ড সাধারণ পক্ষে ... গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশ গ্রাহক পক্ষে ৷৵০
২ ... শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৪র্থ সংস্করণ ...
৩। গৌড়ীয়-গীতা ...
৪। [illegible]
৫। ভজন-রহস্য ।।০
৬ শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও শ্রীনবদ্বীপশতকম ... ১,
" " " আর্বাদ ৷৵০
৭। গীতা (শ্রীবলদেবভাষ্যসহ ...) আর্বাদ ১।০
৮। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি-টীকা-সহ ...) আর্বাদ ১।০
গীতার কেবল মূল-পাঠ ।।০
৯। ... ২,
১০ বেদান্ত-... সানুবাদ ... ।।০
১১। জৈবধর্ম্ম ২,
১২। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৷৵০
১৩। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২,
১৪। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ৷৵০
১৫। দ্বীপ-দিগ্‌দর্শন ...
১৬। ...
১৭। ...
১৮। ...
১৯ ...
২০। শ্রীনবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য
২১। নবদ্বীপধামমাহাত্ম্য (প্রমাণ খণ্ড)
২২। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ
২৩। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা, ...
২৪ ...
২৫ ...
২৬ ...
২৭। ...
২৮। ... (প্রথম চারিখণ্ড)
২৯। ...
৩০। শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর শিক্ষা
৩১। ...
৩২। ...
৩৩। ... দ্বিতীয় সংস্করণ

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া।

ইংরাজী ভাষায় ভক্তিগ্রন্থ
১ শ্রীচৈতন্যচরিত ও শিক্ষা
২ নামভজন
৩। বৈষ্ণবধর্ম্ম আসল ও নকল
৪। ভাগবতীয় দর্শননীতি ও ধর্ম্ম
৫। কাম ও প্রেমধর্ম্ম
৬। গৌড়ীয়মঠ কি করেন

শ্রীধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপ-প্রদর্শনী, নদীয়া

(৩রা ফেব্রুয়ারী হইতে ১৭ই মার্চ্চ, ১৯৩০ পর্য্যন্ত)

প্রদর্শনীর সকল জ্ঞাতব্য বিষয়ের জন্য
সেক্রেটারী মহোদয়ের নিকট
আবেদন করুন।

শ্রীকুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ,
শ্রীচৈতন্য মঠ, শ্রীধাম মায়াপুর পোঃ আঃ (নদীয়া)।

দেবনাগরাক্ষরে ভক্তিগ্রন্থ
... ।।০
... ।০

নানা কথা

বোর্ডের গাফিলতি

[illegible] ... শীঘ্র ব্যবস্থা করা আবশ্যক।

লর্ড রাসেলের উক্তি

[illegible] ... প্রকাশ করিয়াছেন :— ভারতকে [illegible] ... হইয়াছে।

পুলিশ ও প্রজা

[illegible]

ইনসলভেন্সী নোটীশ

৪৩নং ইনসলভেন্সী, ১৯২৮

দরখাস্তকারী শ্রীনগেন্দ্রনাথ মোদক

[illegible] ইনসলভেন্সী য়্যাক্টের [illegible] উপারউক্ত দেনদার [illegible] জানান যাইতেছে যে [illegible] দরখাস্ত করিয়াছে। [illegible] জানুয়ারী ১৯৩০) [illegible] দিন ধার্য্য হইয়াছে।

৪১নং ইনসলভেন্সী, ১৯২৮

দরখাস্তকারী শ্রীরামগোপাল মোদক

[illegible] মোদক সাং ও থানা নবদ্বীপ জেলা নদীয়া।

[illegible] ইনসলভেন্সী য়্যাক্টের [illegible] উপারউক্ত দেনদার [illegible] জানান যাইতেছে [illegible] মুক্তির জন্য দরখাস্ত [illegible] জানুয়ারী [illegible] শুনানীর দিন ধার্য্য হইয়াছে।

গ্রাম পত্তন

[illegible] সেইজন্য পূর্ত্ত-বিভাগের [illegible] কয়েকজন জমীদার প্রস্তাব করিয়াছেন যে শহরের চতুর্দ্দিকে [illegible] পত্তন করিতে হইবে। [illegible] কম পয়সায় সুখে থাকিতে পারিবে এবং বেকার সমস্যার সমাধান হইবে।

পূর্ব্ব কলিকাতা

কলিকাতার [illegible] এবং নারিকেল [illegible] গিয়াছে, তাহার [illegible] অংশ, তাহা নরকবিশেষ। [illegible] কর্ত্তারাও যদি [illegible] সমস্ত যন্ত্রণার [illegible] হইতে পারে।

প্যালেষ্টাইন সমিতি

[illegible] আরব জাতি ও ইহুদী [illegible] মারামারি ও খুনাখুনি [illegible] করিবার জন্য [illegible] গঠিত হয়। এই সমিতির প্রতি [illegible] বৈঠক হয়। [illegible]

ইউনিয়ন বোর্ড প্রসঙ্গ

বঙ্গদেশের নানা স্থানে ইউনিয়ন বোর্ড স্থাপন লইয়া সরকারের সহিত জনসাধারণের বিবাদ চলিতেছে বলিয়া সংবাদ পত্র সমূহে প্রকাশ। এ সম্বন্ধে কয়েকটী প্রশ্নের উত্তর জানিতে ইচ্ছা। আশা করি গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে এ বিষয়ে একটী বর্ণনাপত্র প্রকাশিত হইবে। যদি না হয় [illegible] প্রশ্ন করিলে সকলের সন্দেহ দূর হয়।

(১) [illegible] ইউনিয়ন বোর্ড চায় কি না?

(২) যদি চায় [illegible] আন্দোলন কেন?

(৩) যদি না চায় [illegible] উপর বোর্ড চাপাইবার [illegible] কেন?

(৪) [illegible] বিবাদের কথা [illegible] চলিতেছে কি না?

(৫) বঙ্গীয় [illegible] ১৪৪ ধারার নোটিশ [illegible] সমিতির অধিবেশন বন্ধের আদেশ [illegible] হইয়াছিল কি না?

(৬) [illegible] আদেশ সত্ত্বেও একটি সভার অধিবেশন হইয়াছিল কি না?

(৭) [illegible] উত্তেজক বক্তৃতা [illegible] কি না?

(৮) [illegible] উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী [illegible] ছিলেন কি না?

(৯) [illegible] চেষ্টা চলিতেছে কি না?

(১০) একটি [illegible] কিনা যে [illegible] টেক্স দেন নাই।

সাহেব খুন

ও, এ, চ, [illegible] নামক [illegible] সাহেব, [illegible] ডার নামক একজনকে হত্যা করার অভিযোগে অভিযুক্ত হয়। [illegible] দায়রা বিচারে [illegible] দোষ [illegible] হইয়াছে। [illegible] তিনবার কারাদণ্ড ভোগ করিয়াছে।

রেল ধ্বংস

বিলাতের [illegible] ডাকবিভাগের [illegible] হইয়া ২৫ ফুট [illegible] লম্বা গর্ত্ত হইয়া যায়। [illegible] লাইন ঠিকমত [illegible] এই ঘটনার [illegible]

স্ত্রীলোককে আক্রমণ

কলিকাতার [illegible] এবং [illegible] করার অভিযোগে অভিযুক্ত। [illegible] একজন স্ত্রীলোককে অবৈধভাবে আটক রাখার জন্য [illegible] আসামীরা [illegible] ছোরায় আঘাত করে।

বিলাতে দলাদলি

[illegible] ম্যাকডোনাল্ড সাহেবের [illegible] দেখা গিয়াছে [illegible] বিদ্রোহ [illegible]

জুয়া খেলা

[illegible]

খুন

[illegible] আনিয়া [illegible]

লোহার কড়ি বরগা
করগেট টীন, জানালার গরাদে
দালানের ফুলদার রেলিং ওথাম
বেড়াঘেরা কাঁটাতার ইত্যাদি
সুলভে বিক্রয় করি
[illegible]

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

[illegible] শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যাব্দ—[illegible]

শ্রেয়ঃ কথা

বিষয়ী অর্থাৎ কৃষ্ণেতর বিষয়াসক্ত ব্যক্তিগণের ভাল মন্দ বার্ত্তা শ্রবণে আগ্রহ পরমার্থিগণের পরমার্থালোচনার পথে একটী প্রধান অন্তরায়। তাঁহারা সম্বন্ধ-বিজ্ঞানহীন মনোধর্ম্মের বশবর্ত্তী হওয়ায় যাহা কিছু ভাল বা মন্দ বলিয়া বিচার করেন, তাহা সকলই ভক্তিসিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধ। তাঁহারা যাহাকে কর্ত্তব্য জ্ঞান করেন, তাহা পারমার্থিকগণের পক্ষে অকর্ত্তব্য হওয়ায় পারমার্থিকগণের বিচারের সহিত তাঁহাদের জাগতিক বিচারের সম্পূর্ণ পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। পারমার্থিকগণ যখন যে পরিমাণে জাগতিক বিচারে সহানুভূতি প্রদর্শন করিতে বাধ্য হন, তখন সেই পরিমাণেই তাঁহাদিগকে পরমার্থ লাভে বঞ্চিত হইতে হয়। অতএব জড়বিষয়াসক্ত ব্যক্তিগণের সঙ্গ হরিভজন-প্রয়াসিগণ সযত্নে বর্জ্জন করেন, ভাবেন—"কি জানি কোন্ সময়ে তাহাদের কোন বহির্ম্মুখ বিচার আমার উপর হয় ত আমার অজ্ঞাতসারেও কোন প্রভাব বিস্তার করিয়া বসিতে পারে।" "আমি মায়াজয়ী হইয়াছি, সুতরাং মায়ার নিকটবর্ত্তী হইলেও মায়া আর আমার কি করিবে,—" ইত্যাকার অহঙ্কার করিয়া মায়াসঙ্গ করিবার পরিবর্ত্তে মায়া হইতে দূরে সাধুসঙ্গে অবস্থান করাই পরমার্থার্জ্জনের অনুকূল। সাধুসঙ্গ ও অসাধুসঙ্গের প্রভাব নিরপেক্ষভাবে তুলনা করিলে উহাদের পৃথক্ পৃথক্ প্রভাব উত্তমরূপেই উপলব্ধি হইতে পারে। তথাপি [illegible], 'আমি আজ অসাধুর প্রভাব-প্রপীড়িত হইতে সর্ব্বতোভাবে প্রমুক্ত।'

আমরা ভগবদ্ভজন করিতেছি, আবার বিষয় ভোগও করিব—এই দুইটী কখনও যুগপৎ সম্ভব হয় না। আলোক এবং অন্ধকারকে যুগপৎ আলিঙ্গন করা যেরূপ অসম্ভব, সেইরূপ কৃষ্ণ সেবা ও তাঁহার বহিরঙ্গা শক্তি মায়ারূপ অন্ধকারকে একই সময়ে আলিঙ্গন করা সম্ভবপর হয় না। যে পরিমাণে আমরা বিষয়ে প্রমত্ত, সেই পরিমাণে আমরা কৃষ্ণ হইতে দূরবর্ত্তী। [illegible] বৈষ্ণব [illegible] প্রভুর [illegible]। [illegible] সহিত নিষ্কপট প্রচুর প্রীতির সহিতও

যদি কেহ মনে, প্রতিজ্ঞা, কোন কে[illegible]—

এই ছয় প্রকার সঙ্গের কোন একটী করে, তাহা হইলে অপ্রাকৃত শুদ্ধ কৃষ্ণভক্তির স্থানে ক্রমে ক্রমে ভক্তেন্দ্রিয়তর্পণমূলা মিশ্রভক্তি আসিয়া অধিকার বিস্তার করিবে। সুতরাং আত্মেন্দ্রিয়তর্পণাভিলাষী অন্যভক্তি বিষয়িগণের সঙ্গ হইতে সুদূর সম্ভব সাবধান হওয়া ভজন-প্রয়াসিগণের কর্ত্তব্য।

"ভগবদ্‌বিমুখের স্বভাব হয় সদা অন্ধ।
সেই কথা ভুলায় যাঁকে হয় ভববন্ধ॥"

বিষয়িগণ বিষয় সেবাকেই মুখ্য কর্ত্তব্য মনে করে, ভগবদ্ভজনকে তাহাদের জড় বিষয় সেবার অনুকূল বুঝিলেই স্বীকার করে, প্রতিকূল বুঝিলেই পরিত্যাগ করে। যাঁহারা ভগবদ্ভজনকেই জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য জানেন, তাঁহাদের সঙ্গই ভজনানুকূল সঙ্গ।

মহাপ্রভুর উপদেশ—

"বিষয়ীর অন্ন খাইলে দুষ্ট হয় মন॥
মন দুষ্ট হইলে নহে কৃষ্ণের স্মরণ।
কৃষ্ণস্মৃতি বিনা হয় নিষ্ফল জীবন॥"

—চৈঃ চঃ অ ১২.৫০,৫১

অন্যত্র—

বিষয়ীর অন্ন খাইলে মলিন হয় মন।
মলিন মন হইলে নহে কৃষ্ণের স্মরণ॥
বিষয়ীর অন্ন হয় রাজস নিমন্ত্রণ।
দাতা, ভোক্তা, দুঁহার মলিন হয় মন॥

—চৈঃ চঃ অ ৬.২৭৮,২৭৯

"বিষয়ীর ভালমন্দ বার্ত্তা না শুনিবু॥"

—চৈঃ চঃ অ ৬।২৩০

কৃষ্ণভজন-প্রয়াসিগণকে মহাপ্রভু সঙ্গদোষ বর্জ্জনের জন্য অশেষপ্রকারে সতর্ক করিয়াছেন। তথাপি যাঁহারা সঙ্গদোষ আনিয়নে কুণ্ঠাহীন, তাঁহাদের ভাগ্য নিতান্তই মন্দ, তাহারা সাধুসঙ্গপ্রভাবে ভজনরাজ্যে যে কিছু উন্নতাধিকার লাভ করেন, অসাধুসঙ্গপ্রভাবে তাহা হইতে অচিরেই অধঃপতিত হন। 'আমার ভক্তি আছে কিম্বা পরেশানুভূতি আছে' বলিয়া আমি যতই না কেন বড়াই করিতে যাই, কৃষ্ণেতর বিষয়াসক্তি বর্ত্তমান থাকিলে আমার সে ভক্তি ও ভগবদনুভূতি সমস্তই লোক-দেখান কপটতা মাত্রে পর্য্যবসিত হয়। কিন্তু যদি আমার, আমি বিজ্ঞের ন্যায় এ সকল বিষয় আলোচনা করিয়াও বিষয়াসক্ত। আমি সরলতা করিয়া আমার বিষয়াসক্তি গোপন না করিলেও বিষয়াসক্তিশূন্য হইবার জন্য কোন চেষ্টা না থাকায় আমার এই সরলতার কোন মূল্য নাই, উহা কপটতারই প্রকারভেদ মাত্র। অনেকে অসৎসঙ্গী হইয়াও 'আমি অসৎ' এরূপ স্পষ্টভাবে বলিবার সাহসকে দৈন্য বা সরলতা বলেন। কিন্তু কৃষ্ণের বিষয়, তাদৃশ সাহসকে সাধুগণ দৈন্যের আবরণে দাম্ভিকতা বা কপটতাই বলিয়া থাকেন। সাধু হইবার চেষ্টার নামই সরলতা। অসৎসঙ্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সাধুসঙ্গে কৃষ্ণানুশীলন করিবার সাহসই দৈন্য। তাদৃশ দীনতাপূর্ণ ব্যক্তি যতই না কেন স্পষ্টবক্তা হউন, তিনি ভক্তের বিচারে বিশেষ প্রশংসার্হই নহেন।

কৃষ্ণকৃপা সর্ব্বাপেক্ষা বলিষ্ঠ। কৃষ্ণকৃপাই জীবকে বিষয়বিষ্ঠাগর্ত্ত হইতে উদ্ধার করিতে সমর্থ। প্রাক্তন কর্ম্মফলাদি উহার সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে সমর্থ হয় না। বিষয়ে "স্বভাগী" হইলে জীব নিজ বলে তাহা ক্ষয় করিতে পারে না। কৃষ্ণকৃপাই জীবের একমাত্র ভরসা। কিন্তু সেই কৃপা পাইবার জন্য জীবের আগ্রহ থাকা আবশ্যক। শ্রীভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র বলিয়াছিলেন—

সকৃদেব প্রপন্নায় তবাস্মীতি চ যাচতে।
অভয়ং সর্ব্বদা তস্মৈ দদাম্যেতদ্‌ব্রতং মম।

অর্থাৎ যিনি একবারমাত্র প্রপন্ন হইয়া একবারও 'হে ভগবন্, আমি তোমার' এই কথা বলিয়া আমার অভয় যাচ্‌ঞা করেন, আমি তাঁহাকে সর্ব্বদা অভয় প্রদান করিয়া থাকি। ইহাই আমার ব্রত। শ্রীভগবান্ জীবকে যে স্বতন্ত্রতা দিয়াছেন এবং সেই স্বতন্ত্রতার সদ্ব্যবহার করিবার জন্য যে যোগ্যতা দিয়াছেন, তাহার সদ্ব্যবহার করিবার চেষ্টা না করিয়া অপব্যবহার করিলে জীব আত্মঘাতীর কর্ম্মের শাস্তি নিশ্চয়ই ভোগ করিবেন।

"মোর কর্ম্ম মোর হাতে গলায় বান্ধিয়া।
কুবিষয়-বিষ্ঠাগর্ত্তে দিয়াছে ফেলাইয়া॥"

অবশ্য যতক্ষণ পর্য্যন্ত জীবের কৃষ্ণেতরপ্রবৃত্তি বা জীবের আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণ-মূলক যাবতীয় কর্ম্মকে 'অসৎ' বলিয়া উপলব্ধি না হয়, যতদিন তিনি কুবিষয় বা কৃষ্ণেতর বিষয়কে বিষ্ঠার সহিত তুলনা মূলে ঘৃণা করিতে সাহসী না হন, ততদিন তিনি কুবিষয়-বিষ্ঠাগর্ত্তে পড়িয়াও তাহা হইতে উদ্ধার লাভের জন্য হাহুতাশ করেন না। যখন তিনি তাহা অর্থাৎ [illegible] মধ্যে [illegible] কৃষ্ণেতর বিষয়ের হেয়ত্ব বুঝিতে পারেন, তখন তাহা হইতে উদ্ধার লাভের জন্য তাঁহার প্রবল আগ্রহ উপস্থিত হয়, তখন তিনি কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিতে থাকেন—

"আমা উদ্ধারিতে বলী নাহি ত্রিভুবনে।
পতিতপাবন তুমি সবে তোমা বিনে॥
আমা উদ্ধারিয়া যদি দেখাও নিজ-বল।
'পতিতপাবন' নাম তবে সে সফল॥
সত্য এক বাত কহোঁ, শুন, দয়াময়!
মো-বিনু দয়ার পাত্র জগতে না হয়॥
মোরে দয়া করি কর স্বদয়া সফল।
অখিল ব্রহ্মাণ্ড দেখুক, তোমার কৃপা-বল।
আপনে অযোগ্য দেখি মনে পাঙ ক্ষোভ।
তথাপি তোমার গুণে উপজয় লোভ॥
বামন হঞা চাঁদ ধরিতে ইচ্ছা করে।
তৈছে মোর এই বাঞ্ছা উঠয়ে অন্তরে॥"

শ্রীধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপ
প্রদর্শনী সমিতির
পৃষ্ঠপোষক ও সভ্যবৃন্দ

অনারেবল্ স্যার প্রভাস চন্দ্র মিত্র, কেটী, সি, আই, ই, মেম্বর, এক্সিকিউটিভ, কাউন্সিল, গভর্ণমেণ্ট অব্ বেঙ্গল।

অনারেবল্ জষ্টিস্ স্যার সি, সি ঘোষ, কেটী বার-অ্যাট্-ল।

অনারেবল্ জষ্টিস্ স্যার জহিদ্ সুরাওয়ার্দি, কলিকাতা।

অনারেবল্ জষ্টিস্ মন্মথনাথ মুখার্জ্জি।

অনারেবল্ জষ্টিস্ দ্বারকানাথ মিত্র।

অনারেবল্ মিঃ কে, সি, দে; সি.আই, ই; আই, সি, এস্।

মিঃ এস্ এন্, মোদক, এম্,এ (কলিকাতা) বি,এ (ক্যান্টাব) আই, সি, এস, ডিষ্ট্রিক্ট এবং সেসন জজ, নদীয়া।

নাটোরের মহারাজ বাহাদুর।

দক্ষিণডিহির মহারাজাধিরাজ কুমার সাহেব।

স্যার দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী, কেটি, সি, আই, ই; এ, বি, ই, এল, এল, ডি, ইত্যাদি।

স্যার নীলরতন সরকার, কে.টী, এম, ডি,

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু, এম, এ, বি.এল, সলিসিটর।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ (সম্পাদক)।

রায়বাহাদুর চুনীলাল বসু, সি, আই, ই কলিকাতার ভূতপূর্ব্ব সেরিফ্।

রায় বিশ্বম্ভর রায় বাহাদুর সি, আই, ই; এম, বি, ই, কৃষ্ণনগর।

খাঁ বাহাদুর মৌলবী আজিজল্ হক্, বি, এল, কৃষ্ণনগর

শ্রীপাদ্ অতুলচন্দ্র গোস্বামী প্রভু।

ডাঃ সি, এ, বেণ্ট্‌লি, সি, আই, ই; ডিরেক্টর অব্ পাব্লিক হেল্থ, বেঙ্গল।

রায় বাহাদুর রমাপ্রসাদ চন্দ বি, এ, এফ, এ, এস, বি; সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট্ ইণ্ডিয়ান্ মিউজিয়াম্।

ডাঃ এইচ্ ডব্লিউ, বি, মোরেনো এম, এল, সি।

মিঃ এস, সি, বসু, জমিদার।

রায় বাহাদুর জে, এন, [illegible], এম, এ; রেজিষ্ট্রার অব্ কো-অপারেটিভ্ সোসাইটি বেঙ্গল।

পণ্ডিত রামগোপাল দত্ত বিদ্যাভূষণ এম,এ

পণ্ডিত শচীন্দ্রচন্দ্র কাব্য, ব্যাকরণ সাংখ্য-বেদান্ত ষড়্দর্শন-তীর্থ।

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, এম, এ, বি, এল ; বেদান্তরত্ন।

শ্রীযুক্ত [illegible]চারী মিত্র, মার্চেন্ট ও জমিদার।

[illegible] মিঃ রমাপ্রসাদ মুখার্জ্জি এম,এ, বি, এল ; এম, এল, এ।

ঐ, টি, ওয়েষ্টেন স্কোয়ার, এম, এস,সি, এম্, বি, সি, ই, এম্, আই, ই, (ইণ্ডিয়া) ডিরেক্টর অব্ ইণ্ডাষ্ট্রিজ, বেঙ্গল।

ঐ : জোসেফ ভ্যান্ ম্যানেন বি, আই, ই, জেনারেল সেক্রেটারী এসিয়াটিক সোসাইটী অব বেঙ্গল।

মিঃ এম, সি, রায়, মার্চেন্ট কলিকাতা।

মিঃ এ, এন্ ব্যানার্জ্জি মার্চেন্ট কলিকাতা।

মিঃ ডব্লিউ,সি ব্যানার্জ্জি মার্চেন্ট কলিকাতা।

মিঃ জি, সি, রায় মার্চেন্ট কলিকাতা

রায় বাহাদুর জানকীনাথ বসু এড্‌ভোকেট্ কটক।

রায় বাহাদুর অবিনাশচন্দ্র বসু অবসর-প্রাপ্ত সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সার্ভে অব্ ইণ্ডিয়া।

মিঃ বিশেশ্বর দাস বি, এ, হেড্ মাষ্টার শান্তিপুর।

শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র চাটার্জ্জি, মার্চেন্ট।

[illegible] বিদ্যারত্ন এম্,এ,বি,এল।

রায় দীননাথ সান্ন্যাল বাহাদুর অবসর প্রাপ্ত সিভিল সার্জ্জন, কৃষ্ণনগর।

প্রফেসার এন্,কে,সান্ন্যাল এম,এ,সিনিয়র-প্রফেসার কটক-র‍্যাভেন্‌সা কলেজ।

প্রফেসার নিত্যানন্দ দাস, বি, এজ, বি,টি, আসাম।

ডাঃ এস্, এন্, ঘোষ এম, এ।

মিঃ এস্, সেন এম, এ, বি, এল।

পণ্ডিত বিনোদ বিহারী ব্রহ্মচারী।

রায় সতীশচন্দ্র চাটার্জ্জি বাহাদুর অবসর প্রাপ্ত ডিষ্ট্রিক্ট ইঞ্জিনিয়ার।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ বি, এ।

রাজবাহেব কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায়, এম, এ, প্রোফে (নাটোর), জমিদার দিনাজপুর।

শ্রীযুক্ত [illegible]চন্দ্র পাল চৌধুরী, জমিদার নদীয়া।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি,এ, 'গৌড়ীয়' সম্পাদক।

রায় বাহাদুর নগেন্দ্রনাথ ব্যানার্জ্জি, পাব্লিক প্রোসিকিউটর, আলিপুর।

মিঃ জে, বি, দত্ত, মার্চেন্ট কলিকাতা।

রায় নগেন্দ্রনাথ মুখার্জ্জি বাহাদুর, চেয়ারম্যান ডিঃ বোর্ড, নদীয়া।

[illegible] সাহেব কে, পি, দত্ত, এম, এ, বি এল, এম, আর, এ, এস, এফ্, স, এস্, ত্রিপুরা।

[illegible] চন্দ্রনারায়ণ চন্দ্র জমিদার ও [illegible]।

[illegible]র্জ্জি বাহাদুর চেয়ারম্যান্

মিঃ জে, বসু বি, এ হেডমাষ্টার।

শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী সম্পাদক দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

প্রফেসার, জে, এম, ঘোষ এম, এ,বি, এল এ, এম, কলেজ, ময়মনসিংহ।

রায় বাহাদুর মহেন্দ্রনারায়ণ রায় চৌধুরী জমিদার

রায় সাহেব এ, কে, গুপ্ত বেঙ্গল পুলিস্।

মিঃ জে, কে, ঘোষ বি, এ।

রায় সাহেব তারকেশ্বর ভট্টাচার্য্য।

মিঃ বি, এম, দে মার্চেন্ট।

রায় সাহেব কে, এন, সেন, গুপ্তিপাড়া

শ্রীযুক্ত এ, এন, [illegible]।

রায় সাহেব এন্, [illegible], রায়, সম্পাদক, শ্রীকৃষ্ণ শাসন।

শ্রীযুক্ত মদনমোহন বর্ম্মন্।

মিঃ ললিত কুমার চাটার্জ্জি বি, এল, এড্‌ভোকেট, কৃষ্ণনগর।

মিঃ করুণাকুমার ভট্টাচার্য্য বি, এল, উকীল মধদ্বীপ।

রায় সাহেব ফণীভূষণ চক্রবর্ত্তী এসিষ্টাণ্ট্ অডিট্ অফিসার গভর্ণমেণ্ট অব্ ইণ্ডিয়া।

রায় বাহাদুর এস্, বি, বিশ্বাস, সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বৈদেশিক ও রাজনৈতিক বিভাগ, গভর্ণমেণ্ট অব্ ইণ্ডিয়া।

রায় সাহেব তারাপদ রায়, সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট হোম্ ডিপার্টমেণ্ট, গভর্ণমেণ্ট অব্ ইণ্ডিয়া

মিঃ এ, এন, ব্যানার্জ্জি, সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ডিপার্টমেণ্ট অব্ ইণ্ডাষ্ট্রি এণ্ড লেবার, গভর্ণমেণ্ট অব্ ইণ্ডিয়া।

অন্যান্য পৃষ্ঠপোষক ও সভ্যবৃন্দের নাম ক্রমশঃ প্রকাশিত হইবে।

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর অপূর্ব্বদান

শ্রীব্রহ্মসংহিতা

সংগ্রহের জন্য গ্রাহকগণ সত্বর হউন। ইহাতে শ্রীল জীবগোস্বামিকৃত টীকা এবং শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরকৃত প্রকাশিনীবৃত্তি ও 'সারকাকণা', শ্রীল প্রভুপাদকৃত 'আকরের উপলব্ধি' নামক ভূমিকা, শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, শব্দসূচী প্রভৃতি কতকগুলি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বিষয় সন্নিবেশ হওয়ায় গ্রন্থখানি অতি উৎকৃষ্ট হইয়াছে। আমরা পূর্ব্বেই নদীয়া-প্রকাশের পাঠকগণকে এই গ্রন্থখানি প্রকাশিত হইবার সংবাদ দিয়াও ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সংযোজিত না হওয়ায় যথা-সময়ে তাঁহাকে তাঁহাদের হস্তে অর্পণ করিতে পারি নাই। এক্ষণে গ্রন্থখানি উত্তমরূপে সম্পাদিত হওয়ায় আমরা অত্যন্ত আনন্দের সহিত সর্ব্ব-সাধারণের নিকট সাগ্রহে উহার প্রকটবার্ত্তা জ্ঞাপন করিতেছি।

শ্রীশ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণী

শ্রীধাম মায়াপুর-নবদ্বীপ-প্রদর্শনী উপলক্ষে শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে উৎকৃষ্ট আর্টপেপারে মোট অক্ষরে ত্রিবর্ণের কালিতে ছাপা ত্রিবর্ণের চিত্র সহ শ্রীশ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণী নাম্নী একটী পত্রিকা শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে। ভক্তিপথের পথিকগণ এই পত্রিকাখানি বাঁধাইয়া নিজেদের দৃষ্টিপথে সংরক্ষণ করিলে বিশেষ উপকৃত হইতে পারিবেন।

প্রয়াগে কুম্ভমেলায়

মহাপ্রভুর কথা

শুদ্ধগৌড়ীয়বৈষ্ণবসম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক আচার্য্যবর্য্য ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তি সিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের শ্রীমুখ-আজ্ঞা শিরে ধারণ করিয়া তাঁহার সেবকগণ আজ জগতের সর্ব্বত্র শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী ঘোষণা করিতেছেন। মহাপ্রভুর—"যারে দেখ, তারে কহ 'কৃষ্ণ' উপদেশ। আমার আজ্ঞায় গুরু হঞা তার' এই দেশ॥ কভু না বাধিবে তোমার বিষয়-তরঙ্গ।", "সেহ তাঁহা প্রেমফল দেহ যারে তারে॥", "ভারত-ভূমিতে হৈল মনুষ্য জন্ম যা'র। জন্ম সার্থক করি' কর পর-উপকার॥", "পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম। সর্ব্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম॥", "কৃষ্ণনাম উপদেশি তার' সর্ব্বজন।"—ইত্যাদি মনোহভীষ্ট সম্পাদনার্থ শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার অদম্য উৎসাহ ও উদ্যমকে নিতান্ত মৎসর ব্যতীত আর কেহই বা স্তুতি না করিয়া স্থির থাকিতে পারিবেন? মহাপ্রভুর শ্রীমুখবাণীতে জগজ্জীবের কি মহামঙ্গল নিহিত, তাহা বুঝিবার সৌভাগ্য যে দিন যাঁহার হইবে, সেই দিনই তিনি শ্রীচৈতন্যমঠ ও শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচার-বৈশিষ্ট্য উপলব্ধি করিয়া আপনাকে ধন্যাতিধন্য মনে করিবেন। গৌড়ীয়মঠও সারগ্রাহী জানিয়া তাঁহাকে সাদর অভ্যর্থনা জানাইবেন।

একদিকে গৌরনগর শ্রীধাম-মায়াপুরে এক বিরাট পারমার্থিক প্রদর্শনীর আয়োজন করিয়া যেমন তাঁহারা লক্ষ লক্ষ লোকের নিকট গৌরনাম, গৌরধাম, গৌররূপ, গৌরগুণ, গৌরলীলা-মাহাত্ম্য কীর্ত্তনের ব্যবস্থা করিতেছেন, অন্যদিকে তেমনই আগামী পৌষসংক্রান্তি হইতে সমগ্র মাঘ মাস ব্যাপিয়া গৌরপদাঙ্কপূত শ্রীরূপশিক্ষাস্থলী প্রয়াগ-ক্ষেত্রে কুম্ভমেলা-উপলক্ষে লক্ষ লক্ষ লোকের নিকট শ্রীরূপ-শিক্ষা—শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবাণী প্রচারের বিরাট আয়োজন করিতেছেন। বাঙ্গালার গবর্ণমেণ্ট বাহাদুর শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্য-মঠের সেবকগণের প্রচার-সৌকর্য্যার্থে এলাহাবাদ ষ্টেশন ও ফোর্টের অতি সন্নিহিত প্রদেশে মেলাস্থল মধ্যে ২ বিঘা ১০ কাঠা জমি বিনা ভাড়ায় প্রদান করিয়াছেন। পাঠকগণ ইতঃপূর্ব্বেই প্রয়াগে শ্রীরূপগৌড়ীয়মঠ প্রতিষ্ঠার সংবাদ পাইয়াছেন। শ্রীল প্রভুপাদের আদেশে ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ-মহারাজ কতিপয় ব্রহ্মচারী-সমভিব্যাহারে উক্ত মঠে অবস্থানপূর্ব্বক প্রয়াগক্ষেত্রের সর্ব্বত্র শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবাণী প্রচার করিতেছেন। এখন হইতেই কুম্ভমেলার যাত্রীর ভিড় আরম্ভ হইয়াছে। এবার 'এলাহাবাদ-সঙ্গম' বলিয়া একটী ষ্টেশন, খোলা হইয়াছে। যাত্রিগণ এখানে নামিয়া অল্পসময়ের মধ্যেই শ্রীরূপগৌড়ীয়মঠে যাইতে পারিবেন। শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার অন্যতম সম্পাদক শ্রীপাদ ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু শ্রীপাদ তীর্থমহারাজের প্রচারকার্য্যে সহায়তার জন্য কতিপয় ভক্ত-সহ শীঘ্রই প্রয়াগক্ষেত্রে যাত্রা করিতেছেন।

গত কুরুক্ষেত্র সূর্য্যগ্রহণ-মেলার সময়ও শ্রীল প্রভুপাদ তত্রস্থ ব্যাস-গৌড়ীয়মঠ হইতে লক্ষ লক্ষ লোকের নিকট মহাপ্রভুর কথা কীর্ত্তনের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, এবারও প্রয়াগে পূর্ণকুম্ভমেলায় লক্ষ লক্ষ লোকে মহাপ্রভুর কথা শুনিতে পাইবেন। প্রয়াগে মহাপ্রভু শ্রীরূপ-গোস্বামীকে লক্ষ্য করিয়া যে শুদ্ধভক্তি উপদেশ করিয়াছিলেন, তাহা হিন্দী, উর্দ্দু প্রভৃতি বিভিন্ন ভাষায় প্রচারের বিশেষ ব্যবস্থা হইতেছে। হরিকথা শ্রবণেচ্ছু যাত্রীগণের অবস্থানের জন্য সংকীর্ত্তন-প্রাঙ্গণস্থানে অনেকগুলি তাঁবু খাটান হইতেছে। পানীয় জলেরও সুব্যবস্থা থাকিবে।

প্রদর্শনীর মানচিত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-প্রদর্শনীর দর্শক ও প্রদর্শকগণের সুবিধার জন্য উদ্যোগীর একখানি মানচিত্র প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে শ্রীধাম ও প্রদর্শনী-সম্বন্ধীয় যাবতীয় জ্ঞাতব্য চিত্র সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। প্রদর্শনীতে আসিবার পথ, প্রদর্শনীমণ্ডপ ও তন্মধ্যস্থ স্টলসমূহ, প্রদর্শনীক্ষেত্রের প্রবেশদ্বার ও বহির্গমনের দ্বার, শ্রীধাম মায়াপুর-স্বরূপগঞ্জ রোড্, শ্রীধাম-মায়াপুর-বামনপুকুর রোড, শ্রীধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপ-ঘাট রোডের উত্তর পশ্চিমাংশে অস্থায়ী বিশ্রামাগারসমূহ, রন্ধনশালা, পটমণ্ডপসমূহ, নলকূপাদি পানীয়জলসরবরাহের স্থান, ডাক্তারখানা, ডাকঘর, পুস্তকাগার প্রভৃতি কতকগুলি অবশ্য জ্ঞাতব্যবিষয়ের একটা সাধারণ ধারণা ইহার সাহায্যে সহজেই

পাওয়া যাইবে। এতদ্ব্যতীত শ্রীধাম-মায়াপুর যোগপীঠ, যোগপীঠের শ্রীমন্দির, নাটমন্দির, গোকুণ্ড, শ্রীনৃসিংহমন্দির, শ্রীবাসঅঙ্গন, অদ্বৈতভবন, শ্রীচৈতন্যমঠ, ঊনত্রিংশ চূড়ার অপূর্ব্ব শ্রীমন্দির, নাট-মন্দির, রাধাকুণ্ড, নদীয়াপ্রকাশ-যন্ত্রালয় প্রভৃতি শ্রীধামমায়াপুরের দ্রষ্টব্য বিষয়ও প্রদর্শিত হইয়াছে। অদ্বৈতভবনের সম্মুখস্থ বিস্তৃত ময়দানে আমোদপ্রমোদ ও সার্কাসের স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। পাঠ, কীর্ত্তন ও বক্তৃতা-মঞ্চের স্থান, চিত্রালয়, রঙ্গমঞ্চ, উদ্যোদ্যান, কৃষিক্ষেত্র, জীবজন্তুর প্রদর্শনীক্ষেত্র প্রভৃতিও নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। প্রদর্শনীর পণ্যাগারসমূহের সাধারণ মাপ দৈর্ঘ্যে ১২ ফিট ও প্রস্থে ৯ ফিট করা হইয়াছে। আবশ্যক হইলে ইহা অপেক্ষা বৃহৎ মণ্ডপের ব্যবস্থা করা হইবে। মোটকথা, মানচিত্রখানি দর্শক ও প্রদর্শকমণ্ডলীর পক্ষে বিশেষ উপকারে আসিবে।

বৈষ্ণব শ্রাদ্ধ

(পণ্ডিত শ্রীপাদ কৃষ্ণবৈরী বেদান্তভূষণ)

আজ কয়েক বৎসর হইল শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীবাসঅঙ্গনের বর্ষীয়ান ভক্ত ঠাকুর ভক্তিবিলাস অপ্রকটিত হইয়াছেন, গত ১৩ই পৌষ রাত্রি ৩টার সময় তাঁহার সহধর্ম্মিণী শ্রীনাম উচ্চারণ করিতে করিতে স্বীয় স্বামীর অনুগমন করিয়াছেন। গত ২৩শে পৌষ তারিখে তাঁহার আত্মার নিত্য কল্যাণ কামনা করিয়া তাঁহাদের সুযোগ্য ভক্তপুত্র ঠাকুর শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের অনুকম্পিত শ্রীপাদ মাধবেন্দ্র প্রভু গৌড়ীয়-মঠাভিন্ন আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রমে শ্রীশ্রী-গুরু গৌরাঙ্গের অভয়পাদপদ্মে হরিভক্তি-বিলাসানুযায়ী বৈষ্ণব-শ্রাদ্ধ সম্পন্ন করিয়াছেন। পণ্ডিত শ্রীপাদ রামগোবিন্দ দেবশর্ম্মা বেদান্তভূষণ মহাশয়ের পৌরোহিত্যে শ্রাদ্ধাদি কার্য্য এবং তদুপলক্ষে ভাগবত পাঠ, সংকীর্ত্তন ও মহাপ্রসাদ-সেবন মহোৎসবাদি সম্পন্ন হইয়াছে।

বৈষ্ণব গৃহস্থই হউন বা ভক্ত-গৃহস্থ হউন তাঁহার কোন প্রকার শোক গ্রহণ বা অশৌচাদি নাই। কুলে বৈষ্ণব জন্মগ্রহণ করিবামাত্র বিনা আয়াসে ঊর্দ্ধতন পুরুষপুরুষগণ মুক্ত হন। সুতরাং তাঁহাদিগকে শাস্ত্রানুগমনে পিতৃপুরুষদিগকে প্রেতলোক হইতে উদ্ধার করিবার জন্য শ্রাদ্ধাদি করিতে হয় না, বিষ্ণুবৈষ্ণব-প্রসাদ আত্মার নিত্য আহার্য্যবস্তু বোধে ভক্তগণ উহা পরম আদরের সহিত যে কোন দিন পিতৃলোককে অর্পণ করিতে পারেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু গয়াধামে স্বীয় পিতৃকার্য্য সমাধা করিয়াছিলেন, ভগবান্ রামচন্দ্রের আচরণেও তাহাই দেখা যায়, সুতরাং বৈষ্ণব হইলে, কি বৈষ্ণব গুরুর চরণাশ্রয় করিলে পূর্ব্বপ্রথা যাহা আবহমান কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে, তাহা একেবারে শুদ্ধ করিয়া দিতে হইবে—আমরা এরূপ বিচারের পক্ষপাতী নহি।

তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন
নির্ব্বিদ্যেত যাবতা।
মৎকথা-শ্রবণাদৌ বা
শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে॥

—যতদিন পর্য্যন্ত ভক্ত ভগবানের কথায় দৃঢ় বিশ্বাস না জন্মে ততদিন পর্য্যন্ত কর্ম্মকাণ্ডীয় শ্রাদ্ধাদি কার্য্য যথাশাস্ত্র সম্পন্ন হওয়া উচিত। অধিকারানুসারে কার্য্যের ব্যবস্থা। নিম্নাধিকারীর প্রতি শাস্ত্রে যে ব্যবস্থা করিয়াছেন, উন্নতাধিকারীকেও ধর্ম্ম দৃষ্টি বশতঃ নিজ সাম্য জ্ঞান করিয়া জোর করিয়া সেই বিধি পালনে বাধ্য করিতে হইবে, এরূপ নহে। শ্রীমন্মহাপ্রভু যে সময় পর্য্যন্ত দীক্ষাগ্রহণ লীলার অভিনয় করেন নাই সেই কালে অদীক্ষিত ব্যক্তির সদাচার শিক্ষা দিতে গিয়া পিতৃ কার্য্য করিয়াছিলেন, দীক্ষিত ব্যক্তিকেও যে ঐ সকল কার্য্যে বাধ্য হইতে হইবে এরূপ শিক্ষা শ্রীমন্মহাপ্রভুর নহে।

অকৃত-চিত্তার্থং কর্ম্ম ন বিরোধি—এই শ্রৌত সিদ্ধান্ত হইতে জানা যায়, মহাজনগণ নিম্নাধিকারী শ্রদ্ধা-বিহীন ব্যক্তিকে যথেচ্ছাচার হইতে রক্ষা করিবার জন্য বাহ্য কর্ম্মের আদর করিয়াছেন, তাঁহাদের লোক-রক্ষার্থ কর্ম্ম কর্ম্ম নহে। গীতায় শ্রীভগবান বলিয়াছেন—যাঁহারা অকর্ম্মে কর্ম্ম এবং কর্ম্মে অকর্ম্ম দর্শন করেন, তাঁহারাই প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞ। ভগবান্ রামচন্দ্রের লোক-হিতার্থ কর্ম্মকে যেন কেহ সামান্য স্মার্ত্ত-বিধিপর কর্ম্ম মনে না করেন। রামচন্দ্র স্মার্ত্তমতে শ্রাদ্ধ করিবার পরিবর্ত্তে গয়া ধামে বিষ্ণু-নির্ম্মাল্য দ্বারা পিতৃ কার্য্য সমাধা করিয়াছিলেন।

আমলা যোড়া গ্রামের বিশেষত্ব এই যে—এই গ্রামস্থ আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেই বিষ্ণু-বৈষ্ণব-সেবার অনুকূল। হৃদয়-দৌর্ব্বল্য বশতঃ অনেকেই সাক্ষাদ্ ভাবে বিষ্ণু মন্ত্রে দীক্ষিত না হইলেও কেহই বৈষ্ণব বিদ্বেষী নহেন। সামাজিকগণ সকলেই সুশিক্ষিত এবং বৈষ্ণব-স্মৃতির মর্য্যাদা রক্ষা করিবার জন্য সচেষ্ট।

গৌড়ীয় মঠের গৃহস্থভক্তগণও সকলেই এক একটী আদর্শভক্ত। বৈষ্ণবের আচরণ কেবল তাঁহারই মঙ্গলের নিমিত্ত এরূপ নহে, উহা নিজের সহিত অপরের প্রভূত উপকার সাধন করে, সুতরাং আমরা ছোট বড় সকলকেই গৌড়ীয়মঠের গৃহস্থভক্তগণের অনুসরণে হরিভক্তিবিলাস, সৎক্রিয়া সার দীপিকা প্রভৃতি বৈষ্ণব স্মৃতির মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া স্বতঃ পরতঃ মঙ্গল সাধনে যত্নবান্ হইতে অনুরোধ করিতে পারি।

স্মর্ত্তব্যঃ সততং বিষ্ণুঃ বিস্মর্ত্তব্যঃ
ন জাতুচিৎ।
সর্ব্বে বিধিনিষেধাঃ স্যু-
রেতয়োরেব কিঙ্করাঃ॥

—ইহাই বৈষ্ণব স্মৃতির মূলমন্ত্র।

চলতি শিক্ষা

(শ্রীযুক্ত গগনচন্দ্র সেন এম, এ)

একজন সুপ্রসিদ্ধ ইংরাজ বৈজ্ঞানিক মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, প্রত্যেক ইংরাজ বালকবালিকার শিক্ষার ব্যবস্থা থাকিলেও শিক্ষা সম্বন্ধে সভ্যজগতের ধারণা এত অনুন্নত যে বর্ত্তমান প্রথায় শিক্ষিত বালকবালিকা রাজাদের নাম ও ঐতিহাসিক ঘটনার তারিখ অনর্গল বলিয়া যাইতে পারে অথচ স্বকীয় অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ক্রিয়া সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। অনেকে প্রাচীন ভাষায় কবিতাদি লিখিয়া পুরস্কার লাভ করে। অথচ কিরকম করিয়া মোটর চালাইতে হয়, তাহাও জানে না। যখন প্রকৃত শিক্ষাদান আরম্ভ হইবে, তখন আমরা ল্যাটিন ও গ্রীক ভাষা ভুলিয়া কোমলমতি বালকবালিকাদিগকে প্রাকৃতিক ঘটনা সম্বন্ধে জ্ঞান দান করিবার চেষ্টা করিব।

উত্তর আমেরিকার যুক্ত সাম্রাজ্য এবং অন্যান্য উন্নত ব্যবসায়ীর দেশে বিশেষজ্ঞেরা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, পুস্তক হইতে লব্ধজ্ঞান ত কোন কাজেরই নয়, এমনকি প্রাকৃতিক দ্রব্যসমূহ দর্শন করিয়া এবং সেই সম্বন্ধে চিন্তা করিয়াও যে জ্ঞান লাভ হয়, তাহাও অকিঞ্চিৎকর। কেবলমাত্র খেলাধূলা করিবার সময় এবং কাজ করিবার সময় যে ধারণাগুলি মস্তিষ্কে সঞ্চিত হয়, সেই ধারণা, সমষ্টিই প্রকৃত শিক্ষার আকর।

জেনেভার প্রথম আন্তর্জাতিক-সম্মেলনে কার্ল মার্কস্ তাঁহার শিক্ষা-পদ্ধতি সম্বন্ধে বক্তৃতায় দেখাইয়া দেন যে, কল কারখানায় এবং কৃষিক্ষেত্রে শিক্ষাস্থলী হওয়া উচিত।

রুশো, পেষ্টালজি, হারবার্ট, ফ্রিষ্ট প্রভৃতি মনীষিবর্গ পূর্ণাঙ্গ শিক্ষাপ্রাপ্তির উপায় উদ্ভাবনে ব্যস্ত ছিলেন। লুনাচারস্কি বলেন, "অপূর্ণ সমাজে পূর্ণ শিক্ষিত মনুষ্য ছাড়িয়া দিয়া তাঁহারা ভ্রান্ত পথে চলিয়াছেন।"

আমাদের মতে, শিক্ষা পূর্ণাঙ্গ করিতে হইলে তিনটী বিষয়ের মীমাংসা আবশ্যক। শিক্ষা কাহাকে দিতে হইবে? শিক্ষার উদ্দেশ্য কি? উদ্দেশ্য-সাধনের উপায় কি? এই তিনটী বিষয়ের পূর্ণ আলোচনা করিলে প্রবন্ধ দীর্ঘ হইয়া পড়িবে; সেজন্য আমরা সংক্ষেপে উত্তর দিতেছি। শিক্ষা জীবকে দিতে হইবে। শিক্ষার উদ্দেশ্য স্বরূপজ্ঞান লাভ হওয়া উচিত। উদ্দেশ্য সাধনের উপায় সাধুসঙ্গ।

প্রচার প্রসঙ্গ

বেরিলিতে

(সংবাদদাতার পত্র)

৩১।১২।২৯

কলিকাতা গৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক শ্রীযুক্ত পণ্ডিত গৌরগোবিন্দ বিদ্যাভূষণ বেরিলি সহরের বিভিন্ন স্থানে আত্যন্তিক দুঃখ-নিবৃত্তি রূপ জীবের নিত্য স্বাধীনতা যে একমাত্র গৌরানুগত্য ব্যতিরেকে লাভ হইতে পারে না, কোন ভারতের নয়, স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতলাদির সার্ব্বভৌমত্ব লাভও যে জীবের বন্ধন-পরাকাষ্ঠা, শ্রীচৈতন্য চরণাশ্রয় ব্যতীত স্বাধীনতা লাভ-প্রয়াস কেবল মৃগ-তৃষ্ণিকা বিভ্রম মাত্র,

"ন নাকপৃষ্ঠং ন চ পারমেষ্ঠ্যং
ন সার্ব্বভৌমং ন রসাধিপত্যং।
ন যোগসিদ্ধীরপুনর্ভবং বা।
সমঞ্জস ত্বা বিরহয্য কাঙ্ক্ষে॥"

—শ্রীমদ্ ভাগবতের এই বৃত্রোপাখ্যানের মাধুর্য্য, অনাদি কর্ম্মবন্ধনবদ্ধ অবিদ্যা-পিশাচগ্রস্তগণ স্বাধীনতার স্বরূপটিকে কেন আস্বাদন করিতে পারিতেছেন না, তাহা সুযুক্তি দ্বারা বহু শিক্ষিত পদস্থ ভদ্রমহোদয়-সকাশে প্রচার করিতেছেন এবং শ্রীচৈতন্য-চরণ-চারণ জ্ঞান-কর্ম্মাদি সম্বন্ধ নাশন বৈষ্ণবগণের-ভাস্কর শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুর প্রচার ও আচার-বৈশিষ্ট্য এতদ্দেশে ঘোষণা করিতেছেন।

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পাত্ররাজ আচার্য্যবরের চরণে প্রার্থনা যে, তিনি এইরূপে তাঁহার চরণ-চারণগণ প্রেরণ করিয়া এতদ্দেশে ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী প্রচার করিয়া দেশের নিত্য মঙ্গলবিধান করুন।

গৌড়ীয়মঠের প্রচারকগণ বেরিলির সাধারণের এ দেশ পরিত্যাগ করিয়া মথুরা প্রদেশ হইয়া দক্ষিণে গমন করিবেন জানিয়া এতদ্দেশবাসী ও প্রবাসী বঙ্গবাসিগণ দুঃখানুভব করিতেছেন।

পর-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

সম্প্রতি পর বিদ্যাপীঠে নিম্নলিখিত শিক্ষণীয় বিষয়নিচয়ের অধ্যাপকের আসন-সমূহ সংস্থাপিত হইয়াছে—বিদ্যার্থিগণ আবেদন করুন।

১। সাহিত্যাসন, ২। শ্রীভক্ত্যাসন,
৩। সম্প্রদায়বৈভবাসন, ৪। ভক্তিশাস্ত্রাসন,
৫। তন্ত্রশাস্ত্রাসন, ৬। বেদান্তাসন,
৭। একায়নাসন।

শ্রীনন্দলাল রায় বি, এ, কাব্যতীর্থ, বিদ্যাসাগর,
সম্পাদক—পরবিদ্যাপীঠ, শ্রীধাম মায়াপুর।

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৪০, চল্লিশ টাকা।

২৭২৪ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে,

সপ্তচত্বারিংশ খণ্ডে সূচী ছাপা হইতেছে।

৪৬শ খণ্ড গ্রন্থ নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে ১৫৸৵০ সাধারণ পক্ষে ২০৸৵০। প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ৷৵০, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ।/০।

দশম স্কন্ধের ভিক্ষা ১২, অগ্রিম সাধারণের পক্ষে ৮,।

৬১ অধ্যায়পর্যন্ত একাদশ সংখ্যা ছাপা হইয়াছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

"শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত"

সূচী প্রভৃতি সহ সম্পূর্ণ ছাপা শেষ হইয়াছে

আদি, মধ্য, ও অন্ত্যলীলা এবং সূচী ছাপা হইয়া সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে। যাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্বে ১০, টাকা ভিক্ষার তৃতীয় সংস্করণ ৪, টাকায় না পাইয়া অপূর্ব সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের জন্যই উহার ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। সেই ১০, টাকার এই বিরাট গ্রন্থের শত সংখ্যা মাত্র ৫, টাকা ভিক্ষায় দেওয়া হইতেছে। গ্রাহকগণ সত্বর হউন পরে আর এ সুযোগ থাকিবে না।

শ্রীচৈতন্য লীলার ব্যাস আদিকবি

শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

সভাষ্য আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র গ্রন্থ ৮, স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫,

নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪৷৷০ টাকা

শ্রীচৈতন্য মঠের যাবতীয় গ্রন্থ

কার্য্যাধ্যক্ষ, গ্রন্থ-বিভাগ, শ্রীচৈতন্য মঠ
পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

—অথবা—

শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা

ঠিকানায় পাওয়া যাইবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য:—টাকা পাঠাইলে শ্রীচৈতন্য মঠের ঠিকানায় লিখিবেন।

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত ভক্তি গ্রন্থাবলী

যে সব উৎকলবাসী ভক্ত বাংলা অক্ষর পড়িতে জানেন না, তাঁহাদের শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর প্রচারিত পরম উপাদেয় ভক্তি-কথা জানিবার সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে উড়িয়া-অক্ষরে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হইয়াছে। বাংলা গ্রন্থের তুলনায় উড়িয়া গ্রন্থগুলির ভিক্ষাও অপেক্ষাকৃত অল্প।

গ্রন্থের নাম	ভিক্ষা
শ্রীহরিনাম চিন্তামণি, প্রতিখণ্ড	৷৷০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	১,
সাধন পথ (শ্রীমহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টক) প্রতিখণ্ড	।০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৷০
কল্যাণ কল্পতরু প্রতিখণ্ড	৵০
একত্রে ৩খণ্ড লইলে	।০
গীতাবলী প্রতিখণ্ড	৴১৷
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৶১৫
শরণাগতি—প্রতিখণ্ড	৴০
একত্রে ৩খণ্ড লইলে	৶৫

প্রাপ্তিস্থান { শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ, কটক, এবং শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, পুরী।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিম্নলিখিত মঠসমূহে প্রাপ্তব্য:—

১। শ্রীচৈতন্য মঠ,—পোঃ, শ্রীধামমায়াপুর, (নদীয়া)।
২। শ্রীগোরগদাধর মঠ,—চাঁপাহাটি, সমুদ্রগড় পোঃ, (বৰ্দ্ধমান)।
৩। শ্রীভাগবত আসন,—ভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৪। শ্রীগৌড়ীয় মঠ,—১নং উল্টাডাঙ্গা জংসন রোড, কলিকাতা।
৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ,—চটকপর্ব্বত, পুরী।
৬। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ,—উড়িয়া বাজার, কটক।
৭। শ্রীভাগবত মঠ,—চিৎকাশী, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।
৮। শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ,—৪নং অগস্ত্যকুণ্ড, কাশী, ইউ, পি।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,—ছিপিগলি, বৃন্দাবন, মথুরা, ইউ, পি।
শ্রীপরমহংস মঠ,—নিমসার পোঃ, সীতাপুর, ইউ পি।
১১। শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ,—কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল, পাঞ্জাব।
১২। শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠ,—৯নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।
১৩। শ্রীগদাইগৌরাঙ্গ মঠ,—বালিয়াটি, ঢাকা।
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম,—আমলাযোড়া, রাজবাঁধ পোঃ, বৰ্দ্ধমান।
১৫। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ,—ডুমুরকোন্দা, চৈদকন্তী পোঃ, মালভূম।
১৬। শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয় মঠ,—আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী, উড়িষ্যা।
১৭। শ্রীগৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয় ১০।১ হনুমান রোড, নিউদিল্লি

এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণের নিকটও নদীয়া-প্রকাশ প্রাপ্তব্য।

১। শ্রীযুক্ত জনার্দ্দন ঘোষ—বসু লজ, ক্লে রোড, খুলনা।
২। শ্রীযুক্ত রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিরত্ন—দেওয়ানগঞ্জ, জমিদারবাড়ী কুচবিহার।
৩। শ্রীযুক্ত রামরঞ্জন রায়—৭৬নং শ্রীগোপাল মল্লিক লেন, কলিকাতা।
৪। মিঃ এন্ ডি, মুখার্জ্জি—এম, এম, ওয়ার্কস দি মল, কানপুর।
৫। শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী জ্যোতিভূষণ—স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া।
৬। শ্রীরাসবিহারী দাস অধিকারী, নবদ্বীপ।
৭। শ্রীবিরজামোহন দে—মদনমোহন প্রেস, নবাবপুর, ঢাকা।
৮। শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ গড়গড়ি বেড়াচাঁপা, ২৪ পরগণা।
৯। শ্রীপঞ্চানন চট্টোপাধ্যায় এ, এস্, এম্, দামনগর

চৈতন্যমঠের গ্রন্থাবলী

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বিরচিত
ভক্তি-গ্রন্থাবলী।
উৎকৃষ্ট কাপড়ে বিলাতী ধরণে বাঁধাই
স্বর্ণাঙ্কিত। চতুর্থ সংস্করণ। বিস্তারিত সূচীসহ

জৈবধর্ম্ম

বাঁধাই ২৲ দুই টাকা

প্রকাশিত হইয়াছে

সনাতন সত্যশাস্ত্র বেদ, বেদান্ত, উপনিষৎ গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত, পুরাণ, তন্ত্রাদি সকল গ্রন্থ পাঠ করিবার অবসর অতি অল্প লোকের ঘটিয়া থাকে। অনেকেই যোগ্যতা না থাকায় সেই সকল গ্রন্থের মর্ম্ম অবগত হইতে পারেন না। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বাঙ্গালীর এই অসুবিধা দূরীভূত করিবার জন্য এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

বিদ্যালয়ের ছাত্র ও শিক্ষকগণের বিশেষ পাঠ্য, এই হেতু শিক্ষাবিভাগের [illegible] সমস্ত বিদ্যালয়ের জন্য অনুমোদন করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

প্রথম খণ্ড। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা।

[illegible] প্রত্যেক মানবের নিত্য [illegible] সাময়িক কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। [illegible] সনাতন [illegible] সমাবিষ্ট [illegible] হইয়াছে। দেহের, মনের ও আত্মার [illegible] নীতি, [illegible] ইত্যাদি বিষয় [illegible] আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত পাঠ না করিয়া [illegible] থাকা যায় না।

শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ভিক্ষা ৷৵০

ঐ প্রমাণ খণ্ড ভিক্ষা ৵০

শ্রীচৈতন্যদেবের [illegible] লীলাভূমি নয়টী দ্বীপ [illegible] প্রাচীন বিবরণ— প্রত্যেক দ্বীপে শ্রীমন্মহাপ্রভুর [illegible] দ্বীপের পরিচয়, শ্রীধাম মাহাত্ম্য, [illegible] ইত্যাদি বিষয় বিশেষভাবে [illegible] প্রায় [illegible] পৃষ্ঠা।

শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ

[illegible] উত্তম কাগজে ছাপা— শ্রীনবদ্বীপধাম দর্শনে ভাবুক দর্শনকারীর কি প্রকার ভাবের উচ্ছ্বাস হয়, তাহা এই গ্রন্থে [illegible] অতি চমৎকার। ভিক্ষা চারি আনা।

শ্রীকৃষ্ণসংহিতা

৷৵০ দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীরূপ গোস্বামী এবং শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুরা উপদেশচ্ছলে যে [illegible] বলিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে ভক্তিপথের [illegible] সুন্দরভাবে [illegible] হইয়াছে। [illegible] ছাড়া শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদিষ্ট শিক্ষা ও উপদেশ [illegible] লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব-জগতে অভিনব গ্রন্থ !!
শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতি-গ্রন্থাবলী :

শরণাগতি

পকেট সাইজ
অষ্টম সংস্করণ
ভিক্ষা ৵০ আনা

[illegible] চেষ্টা [illegible] যখন জীব বুঝিতে পারে, তখন একমাত্র [illegible] শ্রীভগবানের প্রতি তাহার কোন [illegible] প্রার্থনা হয় এবং [illegible] শরণাপন্ন হইতে হয়, [illegible] প্রার্থনা ও আত্মসমর্পণমূলক গান, [illegible] প্রকাশিত হইয়াছে।

ভিক্ষা প্রতি খণ্ড ৵০ এক আনা।

প্রেম [illegible] ৵০. নবদ্বীপশতক— ৵০

[illegible] ৵০

কল্যাণকল্পতরু

পকেট সাইজ
পঞ্চম সংস্করণ
ভিক্ষা ৵১০

আমরা [illegible] পুনঃপুনঃ যে অকল্যাণকে কল্যাণ [illegible] গ্রহণ করি এবং তাহার নিকট কল্যাণ কামনা করি, তিনি [illegible] কল্যাণ প্রদানে অসমর্থ এবং কোন বস্তু আমাদের নিত্য কল্যাণদাতা এবং কি ভাবে আমরা সেই কল্যাণলাভে সমর্থ হইব [illegible] গানে লিখিত। এই গীতিগ্রন্থ [illegible] কল্যাণের [illegible] নিত্যকল্যাণ প্রদানে

শ্রীল চক্রবর্ত্তি ঠাকুরের টীকা সহ

শ্রীমদ্ ভগবদ্গীতা

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠাকুর কৃত টীকা ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কৃত [illegible] টীকাকারের জীবনী, শ্লোক-সূচী [illegible] প্রয়োজনীয় বিষয় সংবলিত প্রায় [illegible] পৃষ্ঠা, [illegible] বাঁধাই ২৲ দুই টাকা, কাগজে বাঁধা ১৷০

শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ কৃত ভাষ্য সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

কাগজ ও ছাপা উৎকৃষ্ট। সিল্কে বাঁধাই, সোনার জলে নাম লেখা রাজসংস্করণ ১৲ টাকা, সাধারণ সংস্করণ ১৷০, গৌড়ীয়ের গ্রাহকপক্ষে ১৷০

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি (সাধকোপযোগী গ্রন্থ)

[illegible] শব্দাবলীর অর্থ, [illegible] ৩। বিষ্ণু-বৈষ্ণবসম্পর্কিত শ্রীমন্দির ও [illegible] বিবরণ, ৪। বৈষ্ণবগ্রন্থ ও গ্রন্থকারগণের [illegible] বিবরণ, ৬। বিষয় বিশেষের লৌকিক ও শাস্ত্রীয় [illegible] তথ্য। চারিখণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। [illegible] খণ্ড ৸০, ২য় খণ্ড ৸৵০, ৩য় খণ্ড ৸০, ৪র্থ খণ্ড ৷৷৵০, চারি খণ্ড একত্রে ৩৲। ৫ম খণ্ড যন্ত্রস্থ)।

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ—১ম খণ্ড ১৲ এক টাকা

২য় খণ্ড ১৲ এক টাকা। শ্রীমদ্ভাগবতের গ্রাহক ও গৌড়ীয় গ্রাহকগণ [illegible] টাকায় দুইখণ্ড পাইবেন। বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমজ্জীব গোস্বামিপাদের রচিত গ্রন্থ ইহাতে ষট্সন্দর্ভের অনেক প্রয়োজনীয় অংশ [illegible] উৎকৃষ্ট [illegible] মুদ্রিত হইতেছে।

শ্রীমদ্গোপালভট্ট গোস্বামী সঙ্কলিত

সদাচারস্মৃতিঃ

ভিক্ষা ৵০ মাত্র

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (প্রাচীন নবদ্বীপ) নদীয়া

[illegible]

[illegible]

মদন মঞ্জরী

[illegible] ও [illegible] হস্তিমজ্জার [illegible] প্রমেহ, শুক্রতারল্য, [illegible] শুক্র [illegible] কাশি, [illegible] লক্ষণ [illegible] [illegible] আরোগ্য হয়। বল, [illegible] অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য [illegible] এক টাকা।

"[illegible]"

পুরুষত্বহানি [illegible] টাকা।

"[illegible] বটিকা"

[illegible] মূল্য [illegible] এক টাকা।

রাজবৈদ্য নারায়ণজী, কেশবজী
১৭৬নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

বিজ্ঞাপন

সাবধান! সাবধান!! সাবধান!!!

জে, বি, দত্তের [illegible] তৈল

আদি ও অকৃত্রিম [illegible] সর্ব্বজন [illegible]

আমরা [illegible] তৈল খরিদ করিবার সময় [illegible] J. B. Dutta & Co. [illegible] করিবেন। নতুবা [illegible] তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে।

কে. রায় [illegible]

নূতন এবং পুরাতন [illegible] হইতে [illegible] কুইনাইন, [illegible]

[illegible] একটি বা দুইটি [illegible] ম্যালেরিয়া [illegible] করে এবং [illegible] ম্যালেরিয়ার সমস্ত উপসর্গ [illegible]

৬ [illegible] প্রতি বাক্স— [illegible]

পর বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

[illegible] বিভিন্ন [illegible] শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা [illegible] হইয়াছে। [illegible] আসিয়া পাঠ আরম্ভ করিয়াছেন। [illegible] গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

প্রধান অধ্যাপক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত [illegible] ব্যাকরণ সাংখ্য-
বেদান্ত-[illegible], সাংখ্য[illegible], বেদান্তরত্ন,
[illegible], [illegible],

অধ্যাপক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত [illegible] ব্যাকরণতীর্থ
শ্রীধাম মায়াপুর পরবিদ্যাপীঠ, (নদীয়া)

বেদনাঞ্জন শ্রেষ্ঠরত্ন

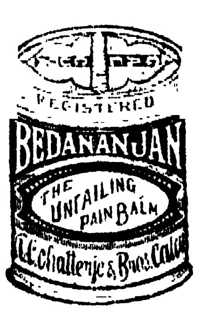

কলিকাতা [illegible] হইতে বহু প্রশংসা প্রাপ্ত ও বহু [illegible] কর্ত্তৃক প্রশংসিত।

[illegible] অনিয়মিত আহার [illegible] শরীরের [illegible] সমুদয় [illegible] বেদনা, [illegible], [illegible] দাঁতের গোড়া [illegible] [illegible] ও বক্ষ [illegible] ব্যবহারে আরোগ্য হইয়াছে। [illegible] বেদনাঞ্জন [illegible] উপকার [illegible] [illegible]

প্রাপ্তিস্থান—এ, সি, চাটার্জ্জী এণ্ড ব্রাদার্স।
[illegible], [illegible]
সকল [illegible] দোকানে [illegible] পাওয়া যায়

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

যদিও [illegible] প্রকৃত মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন [illegible] নাই সত্য, তথাপি যাঁহারা নানারূপ অনিয়মিত উপায়ে অস্বাভাবিক শক্তি নষ্ট করিয়া [illegible] হইয়া [illegible] এবং নানা প্রকার মেহ, প্রমেহ [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible] এবং স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে যাহারা [illegible], বন্ধ্যা, [illegible], শ্বেত ও রক্তপ্রদর, [illegible] রোগে ভুগিয়া জীবনে নিরাশ হইয়াছেন, [illegible] আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার [illegible] সাহেবের [illegible] ইলেক্ট্রিক সলিউসন ব্যবহার করিয়া [illegible] প্রমাণ [illegible] [illegible] অন্যান্য [illegible] ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরোগ্য হইতে পারেন নাই, তাঁহারা একবার এই ঔষধটি ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক মাসের ব্যবহারোপযোগী [illegible] টাকা মাত্র।

সোল এজেণ্ট—ডাঃ ডি, ডি, হাজরা।
[illegible], গার্ডেনরীচ পোষ্ট, কলিকাতা।
ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

অধ্যক্ষ
শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম, এ, এফ, সি, এস (লণ্ডন)
ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক
(প্রফেসার)

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ বিশুদ্ধ ও শাস্ত্রমতে নিজ তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হয়। [illegible] ক্যাটালগ পাঠান হয়। রোগের বিবরণ জানাইলে যত্নপূর্ব্বক ব্যবস্থা দেওয়া হয় [illegible] গোপন রাখা হয়

মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দুর)

(বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৪৲ টাকা

উৎকৃষ্ট স্বর্ণ, পারদ ও আমলাসার গন্ধক দ্বারা যথাশাস্ত্র প্রস্তুত
[illegible] প্রয়োজনীয় সর্ব্বরোগনাশক মহৌষধ

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৩৲ টাকা

উৎকৃষ্ট [illegible] আমলকী, [illegible] প্রভৃতি যাবতীয় উপাদানে পূর্ণ মাত্রায় যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। [illegible], কাশি, [illegible], যক্ষ্মা, [illegible], [illegible] প্রভৃতি রোগের মহৌষধ। [illegible] পুষ্টিকর মহৌষধ [illegible] বিশেষ।

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬৲ টাকা

ইহা [illegible], [illegible], স্বপ্নদোষ, প্রমেহ ও ধ্বজভঙ্গ সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায় [illegible], অত্যাশ্চর্য্য [illegible] রসায়ন

অবলাবান্ধব যোগ

প্রদর, বাধক প্রভৃতি [illegible] রোগের মহৌষধ
মূল্য—১৬ মাত্রা ২৲ টাকা। ৫০ মাত্রা ৫৲ টাকা মাত্র

বিশুদ্ধ জল! ভয় নাই! বিশুদ্ধ জল!!

লক্ষ্মী টিউব-ওয়েল কোং

২০৫নং নবাবপুর, ঢাকা

[illegible] বৈজ্ঞানিক-[illegible] *Tube-well* [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible] এই কোম্পানীর [illegible] করিয়াছেন। [illegible] বিশুদ্ধ না হইলে [illegible] বিস্তৃত বিবরণের জন্য পত্র লিখুন

ত কেন?

[illegible] "[illegible]" [illegible] পাঠ করেন নাই, তিনি আবেদন করুন; বিনামূল্যে প্রাপ্ত হইবেন। ইহা পাঠ [illegible] ৭২০০০ হাজার লোক [illegible] হইয়াছেন। প্রায় ৫০ বৎসরের পরীক্ষিত, [illegible] "আতঙ্ক-নিগ্রহ বটিকা" প্রতি কৌটার মূল্য ১৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান—আতঙ্ক নিগ্রহ ফার্ম্মাসী, ২১৬নং [illegible] স্ট্রীট, কলিকাতা।

মনোমোহন প্রেস

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা

পূর্ব্ব-বাঙ্গালায় সুলভে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত
বৈদ্যুতিক মেশিনে দিবারাত্র কাজ চলিতেছে
বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন
ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,
৯০নং নবাবপুর, ঢাকা।

শ্রীমায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে—[illegible] ব্রহ্মচারী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

স্থানীয় সংস্করণ

[illegible]egistered No. C 1544

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহ

ভারতের সর্ব্বত্র মঙ্গল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৪র্থ খণ্ড — সম্পাদক—প্রত্নবিদ্যালঙ্কার শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী — [২৬০ সংখ্যা]

শ্রীচৈতন্য মঠ শ্রীধাম মায়াপুর ২৮শে পৌষ শুক্রবার ১৩৩৬, ১০ই জানুয়ারী ১৯৩০

বিজ্ঞাপনের হার

প্রতিবারে

প্রতি ইঞ্চ ১৲

প্রতি কলম ৬৲

অর্দ্ধ কলম ৩।০

সিকি কলম ২৲

চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

[illegible] হার

[illegible] দেয়

[illegible]

[illegible] ৫

[illegible] ৸০

[illegible] ১৲

নগদ

প্রতি সংখ্যা [illegible]

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থাবলী

১।	শ্রীমদ্ভাগবত [illegible]		১৬।	[illegible] (২য় সংস্করণ)	[illegible]
	[illegible]		১৭।	[illegible]	[illegible]
	[illegible] গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশ গ্রাহক পক্ষে	৵০	১৮।	[illegible]	৸০
২।	[illegible] শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (২য় সংস্করণ)	৫৲	১৯।	[illegible] নবদ্বীপ পরিক্রমা।	৶০
৩।	গৌড়ীয়-গৌরব	[illegible]	২০।	[illegible]	[illegible]
৪।	গৌড়ীয়-[illegible]	[illegible]	২১।	[illegible]	[illegible]
৫।	[illegible]	।০	২২।	[illegible]	[illegible]
৬।	শ্রীচৈতন্য[illegible] ও শ্রী[illegible]	[illegible]	২৩।	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible] ৸০	২৪।	[illegible]	[illegible]
৭।	[illegible]	[illegible] ।০		[illegible]	[illegible]
৮।	[illegible]	[illegible] ।০	২৫।	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	।০	২৬।	[illegible]	[illegible]
৯।	[illegible]	২৲	২৭।	[illegible]	[illegible]
১০।	[illegible]	।০	২৮।	[illegible]	[illegible]
১১।	[illegible]	২৲	২৯।	[illegible]	।০
১২।	শ্রী[illegible]	৸০	৩০।	[illegible]	৸০
১৩।	গৌড়ীয়-[illegible]	[illegible]	৩১।	[illegible]	[illegible]
১৪।	[illegible]	।৵০	৩২।	[illegible]	৸০
১৫।	[illegible]	[illegible]	৩৩।	[illegible] (দ্বিতীয় সংস্করণ)	[illegible]

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

ইংরাজী ভাষায় ভক্তিগ্রন্থ

১	শ্রীচৈতন্য[illegible]	[illegible]
২	নামভজন	[illegible]
৩।	বৈষ্ণব[illegible]	[illegible]
৪।	ভাগবতীয় দর্শন[illegible]	[illegible]
৫।	কাম ও প্রেম[illegible]	[illegible]
৬।	গৌড়ীয়মঠ কি করেন	[illegible]

শ্রীধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপ-প্রদর্শনী, নদীয়া

(৩রা ফেব্রুয়ারী হইতে ১৭ই মার্চ্চ, ১৯৩০ পর্য্যন্ত)

প্রদর্শনীর সকল জ্ঞাতব্য বিষয়ের জন্য
সেক্রেটারী মহোদয়ের নিকট
আবেদন করুন।

শ্রীকুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ,
শ্রীচৈতন্য মঠ, শ্রীধাম মায়াপুর পোঃ আঃ, (নদীয়া)।

[illegible]

নানা কথা

পুরস্কার

[illegible] এক [illegible] উপলক্ষে, এর [illegible] পুরস্কার দিয়াছেন।

যুদ্ধ সম্ভাবনা

[illegible] রাজ্য [illegible] আক্রমণ [illegible] কারবার জন্য [illegible]

[illegible] ধৈর্য্য

[illegible]

[illegible] ডাকাত ধরা

[illegible] ডাকাতি [illegible] সকল স্থানে [illegible] ডাকাতি [illegible]

ভারতের বাণিজ্য

[illegible] বিলাত [illegible] একটী বৈঠক বসান, [illegible] জন্য কোন মীমাংসায় [illegible] হইতে পারেন [illegible]।

শ্রেষ্ঠ ক্রিকেট খেলোয়াড়

[illegible]

বিমান সংবাদ

[illegible] নামক একজন [illegible] হইতে কেপ [illegible] বাধ্য হন। [illegible] যাওয়ায় [illegible] স্থানেই ফেলিয়া যাইবে।

বিলাত ও কংগ্রেস

[illegible] কংগ্রেসের [illegible] সমস্ত [illegible] কংগ্রেসের প্রচার কার্য্য [illegible]

মাতালের যুক্তি

[illegible] আইন প্রচলন নাই [illegible] চেষ্টা করার কোন আবশ্যকতা নাই অতএব মদ্যপান [illegible] আইন প্রচলন করা [illegible] প্রবল [illegible] আইন প্রচলন করা [illegible]। কারণ, সে আইন [illegible] করিবে, লুকাইয়া [illegible] করিবে। [illegible] কোন দেশেই মদ্য [illegible] কারবার বিরুদ্ধে আইন করা উচিত নয়। [illegible] যুক্তি [illegible] নয়, [illegible] ব্যবসাদারের যুক্তি। কারণ, [illegible] অপেক্ষা দোকান দারের [illegible]। একটা কথা প্রচলিত আছে [illegible]; [illegible] উপর [illegible] আছে [illegible] গবর্ণমেন্ট [illegible] টাকা নেন। [illegible] গবর্ণমেন্টের [illegible] প্রকার [illegible]।

জার্ম্মাণ যুদ্ধের জের

[illegible] একটী [illegible] জার্ম্মাণদিগের [illegible] হইয়াছেন, [illegible] মন্ত্রী [illegible]। [illegible] হইয়াছেন [illegible]। আমেরিকা [illegible] হইতে [illegible] বলেন [illegible]

ভবল অপঘাত

নূতন সভ্যতার ফলে নূতন রকমের অপঘাতে মৃত্যু হইতেছে। এক সপ্তাহের মধ্যে নিম্নলিখিত তিনটি ঘটনা ঘটিয়াছিল। একজন [illegible] বৃদ্ধ, কুকুরে ধাক্কা লাগিয়া পড়িয়া যায়। তাহার পরেই তাহার উপর দিয়া এক মোটর গাড়ী চলিয়া যাওয়ায় সে তৎক্ষণাৎ মারা যায়।

একজন ষাট বৎসর বয়স্ক লোক একটী মোটর গাড়ীর ধাক্কায় পড়িয়া যায় এবং তাহার উপর দিয়া [illegible] আর একটী মোটর গাড়ী চলিয়া যাওয়ায় মারা যায়।

চারি বৎসর বয়স্কা এক বালিকা ট্রাম গাড়ীর ধাক্কা লাগিয়া ছিটকাইয়া পড়ে এবং তাহার উপর দিয়া এক মোটর বাস চলিয়া যাওয়ায় সে মারা যায়।

[illegible] নিউইয়র্কে এক বৎসরের মধ্যে দশ হাজার লোকের এই প্রকারের [illegible] মৃত্যু হইয়াছে।

রেল ধ্বংস

সম্প্রতি [illegible] বৃষ্টি হওয়ায় [illegible] এক [illegible] নষ্ট হইয়া গিয়াছে। [illegible] মাইল [illegible] নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

[illegible] একটি [illegible] একটি [illegible] দিয়া [illegible] পড়িয়া যাওয়ায় [illegible] আহত হইয়াছে।

মোটর দুর্ঘটনা

[illegible] হইতে সংবাদ [illegible] এক [illegible] মোটর দুর্ঘটনা হইয়াছে। [illegible] বাস [illegible] চালাবার সময় একটী [illegible] ধাক্কা লাগে। [illegible] একজন [illegible] হইয়াছে। [illegible] মোটর চালক [illegible] হইয়াছে। [illegible] মোটর [illegible] ঘুরাইতে না পারায় এই দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে।

[illegible] নিকট একটী মোটর গাড়ী [illegible] লোক [illegible] ঢালিতেছিল। [illegible] গাড়ী উল্টাইয়া যায়। একজন [illegible] হইয়াছে। বাকী সকলে [illegible] আহত হইয়াছে।

বিবাহ

[illegible] রাজকুমার [illegible] রাজকুমারী [illegible] বিবাহ উপলক্ষে [illegible] গিয়াছেন।

গোলটেবিল বৈঠক

সকল দলের নেতারা যাহাতে ভারত সম্বন্ধীয় কথাবার্ত্তা কহিবার জন্য মার্চ্চ কিম্বা এপ্রিল মাসে সমবেত হইতে পারেন, এজন্য পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য সমস্ত দলের নেতাদের সহিত লেখালেখি করিতেছেন।

পদত্যাগ

পণ্ডিত [illegible] নেহরু এবং মিঃ এস, শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার এবং আরও অনেকে ব্যবস্থাপক সভার পদত্যাগ করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ।

আফিম চালান

কালিকা প্রসাদ কানওয়ার নামক এক ব্যক্তি মোটর [illegible] ভিতর প্যাক করিয়া ১৭০০ টাকার আফিম কাশী হইতে কলিকাতায় [illegible] চালান দিয়াছিল, কাশীর সিটি ম্যাজিষ্ট্রেটের বিচারে তাহার এক বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড এবং একশতবার টাকা জরিমানা হইয়াছে। জরিমানার টাকা না দিলে আরও [illegible] মাস জেল।

আন্তর্জ্জাতিক ঋণ

আন্তর্জ্জাতিক ঋণ সম্বন্ধে মিটমাটের জন্য [illegible] একটী বৈঠক বসিবে। [illegible] ফরাসী গবর্ণ- [illegible] পারিবেন না।

আফগান মন্ত্রী

আফগানিস্থানের [illegible] ভারতীয় [illegible] খাঁ কাবুল হইতে [illegible] শীঘ্র দিল্লী যাইবেন।

কংগ্রেস সংবাদ

[illegible] অনেকে ব্যবস্থাপক সভার [illegible]। মান্দ্রাজের কয়েকজন [illegible] কংগ্রেস প্রস্তাবে সমর্থন জানাইয়াছেন।

মহারাষ্ট্র [illegible] সংবাদ যে সেখানকার নেতারা ব্যবস্থাপক সভাবর্জ্জনের বিরুদ্ধে চেষ্টা করিবেন। কেলকার প্রমুখ অনেকেই গোলটেবিল বৈঠকের পক্ষপাতী।

[illegible] এসেম্বিয়েশন [illegible] সাইমন কমিশনের রিপোর্ট বাহির হইবার পর যুক্তশীঘ্র সম্ভব গোলটেবিল বৈঠক বসা উচিত।

[illegible] ব্যবস্থাপক সভার পদ ত্যাগ করিয়াছেন। [illegible] কলিকাতা কর্পোরেশনের পদ ত্যাগ করিয়াছেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২৬শে পৌষ শুক্রবার—১৩৩৬

শ্রেয়ঃ কথা

(ব্রহ্মসংহিতা হইতে সংগৃহীত)

সকল জীবই পূর্ব্ব সংস্কারানুসারে স্বভাব লাভ করিয়া থাকেন, সেই স্বভাবানুসারে জীবের চেষ্টার উদয় হয়, ইহাকেই অদৃষ্ট বা কর্ম্মফল বলে। পূর্ব্বজন্মে তিনি যে সকল কর্ম্ম করিয়াছিলেন, তদনুসারেই তাঁহার স্বভাব-চেষ্টা হয়।

বদ্ধজীব দলের কর্ম্মফলদাতা [illegible] শূন্য হইয়া ঈশ্বর পূর্ব্বার্জ্জিত কর্ম্মের দ্বারা উত্তরকালীয় কর্ম্মপ্রবৃত্তি প্রদান করেন, কিন্তু ভক্তিশীল জীব বিশেষ কৃপাপূর্ব্বক কর্ম্মের মূল যে কর্ম্মবাসনা ও অবিদ্যা, তাহার সহিত তাঁহাদের কর্ম্মাদিশ্লিষ্ট কর্ম্মকে দগ্ধ করেন।

কর্ম্ম অনাদি হইলেও বিনাশ্য। যাঁহারা কর্ম্মফলের আশার সহিত কর্ম্ম করেন, তাঁহাদের কর্ম্ম অক্ষয় হয়, কখনও বিনষ্ট হয় না।

(জ্ঞানীদিগের, ব্রহ্মসাযুজ্য আত্মমোচিত কর্ম্মবিশেষ, তাহাতে ভোগস্পৃহারূপ ফলকামনা থাকায় জ্ঞানিগণ সেই ভোগবাসনাকে ত্যাগ করিলেও তাহা কামনামাত্র, সুতরাং [illegible] হয় না, তাঁহারাও কর্ম্মানুরূপ ফল পাইয়া থাকেন, এবং নিত্যই নিষ্কাম হইলেও অ [illegible] ফল পাইয়া থাকেন।

কিন্তু যাঁহারা ভক্ত, তাঁহারা অন্যাভিলাষিতা শূন্য হইয়া জ্ঞানকর্ম্মাদির স্বতন্ত্র চেষ্টা [illegible] আনুকূল্যভাবের সহিত নিরন্তর কৃষ্ণের অনুশীলন করেন। কৃষ্ণ সেই সকল লোকের কর্ম্ম, কর্ম্মবাসনা ও অবিদ্যা সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করিয়াছেন। নিরপেক্ষ হইয়াও কৃষ্ণের ভক্তপক্ষপাতিত্ব আশ্চর্য্যের বিষয়।

যস্ত্বিন্দ্রগোপমথবেন্দ্রমহো স্বকর্ম-
বন্ধানুরূপফলভাজনমাতনোতি।
কর্ম্মাণি নির্দ্দহতি কিন্তু চ ভক্তিভাজাং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥

(ব্রহ্মা বলিলেন,) 'ইন্দ্রগোপ' নামক ক্ষুদ্র কীটই হউন, বা দেবতাদিগের ইন্দ্রই হউন, কর্ম্মমার্গী জীবদিগকে যিনি পক্ষপাতশূন্য হইয়া তাহাদের স্ব স্ব কর্ম্মানুরূপ ফল প্রদান করিতেছেন, অথচ আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ভক্তিমানদিগের কর্ম্মসকল সমূলে দগ্ধ করিতেছেন, সেই আদি পুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজন করি।

পূর্ব্ব পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মবাসনানুসারে যাঁহার এজন্মে কর্ম্মময় জীবন যাপনের সংস্কারোদয় হইয়াছে, তাঁহাকে অবশ্য অনুক্ষণ সদ্গুরু-সকাশে আত্মসমর্পণ পূর্ব্বক ভক্তিসংস্কারে সংস্কৃত হইতে হইবে। যেহেতু শ্রীভগবানে অভিমান হওয়াতে জীবের [illegible] অহঙ্কার সঞ্চারিত হয়। যেহেতু কর্ম্মজ্ঞানাদিসম্বন্ধে বর্ত্তমানপর্য্যন্ত শ্রীভগবানের অনুসন্ধানে [illegible] আকাঙ্ক্ষা আদৌ [illegible] নহে। শ্রীভগবানের ভক্তপক্ষপাতিত্বকে একমাত্র কাঙ্ক্ষণীয় বিষয় জানিয়া [illegible] হইতে হইবে।

"কৃষ্ণ যদি ছুটে ভক্তে ভুক্তি মুক্তি দিয়া।
কভু প্রেমভক্তি না দেন, রাখেন লুকাইয়া॥"

কর্ম্মফলভোগপ্রার্থী হউক আর কর্ম্মফলত্যাগপ্রার্থী হউক, উভয়েই কৃষ্ণভক্তির [illegible] কৃষ্ণ উহাদের কাহারও সম্বন্ধে অপেক্ষাযুক্ত নহেন। উহারা যে যাহা [illegible] চাহিয়াছে, তাহাদিগকে [illegible] প্রদানপূর্ব্বক উহাদিগকে বঞ্চনাই করিয়া থাকেন। উহারা ভক্তের [illegible] না জানায়, তাহাকে [illegible] [illegible] করিয়া দেন। [illegible] ভগবানের [illegible] পক্ষপাতিত্বকে আদর না করিতে [illegible] হইয়াছেন।

শ্রীভগবানের প্রকৃত তপ, জপ, হোম, যজ্ঞাদি কৃষ্ণ সাধন না হইলে, তাঁহার [illegible] অংশ কৃপা, অর্চ্চনা করিয়া বর্ণী, জ্ঞানী ও যোগিগণ সংসার প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। এই জন্য উহারা কৃষ্ণ সাধনের [illegible] প্রাপ্ত হইতে পারেন নাই। অন্যাভিলাষ, কর্ম্ম, জ্ঞানাদি কৈতব বা কপটতাশূন্য শুদ্ধ নিষ্কপট। শ্রীমদ্ভাগবতের এই শুদ্ধ-পক্ষপাতিত্ব বিচার একমাত্র তাঁহারই আদরের বস্তু হয়। তিনিই শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রবণ, কীর্ত্তন ও প্রচার-পরায়ণ হইয়া ইহকাল আবিষ্কৃত জ্ঞান-বিরাগ-ভক্তি-সহিত [illegible] অবলম্বন করেন।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত সংস্কার-বশে বদ্ধজীব সংসার ক্লেশকে বরণ করিতে বাধ্য হইলেও তাহা উদ্ধারের উপায় যে একেবারে নাই তাহা নহে। সদ্গুরু-সমীপে অপ্রাকৃত কার্ত্তিকাদি সংস্কার পাইয়া পুনঃ জন্ম হইলে জীবের পূর্ব্ব পূর্ব্ব সংস্কার [illegible] উপর আর প্রাধান্য বিস্তার করিতে পারে না। বদ্ধজীব অবস্থান জীব আর কর্ম্ম-ফল-বাধ্য হইয়া থাকেন না। অপ্রাকৃত কার্ত্তিকাদি লাভের পূর্ব্বে জীবের যে অবস্থা থাকে, তাহা লোকের [illegible] বিদ্যমান থাকে, তাহা সেই [illegible] থাকিতে থাকিতে অনেক [illegible]। শুদ্ধ বদ্ধজীবদিগের যাজ্ঞিক সংস্কারের স্থলে যে দ্বিজত্ব লাভ হয়, তাহা প্রাকৃত দ্বিজত্ব নহে। যে জীব অপ্রাকৃত কার্ত্তিকাদি লাভ করিতে পারেন, তাঁহাদেরই পুনরায় অপ্রাকৃত জন্ম, সুতরাং [illegible] অপ্রাকৃত দ্বিজত্ব লাভ হয়।

কর্ম্মী ও জ্ঞানিগণের নিকটে যে [illegible] আসিয়াছে, তাহা [illegible] [illegible] মতে [illegible] হইয়াছেন, [illegible] লোক [illegible] অবস্থা নাই, তাঁহারা শুদ্রবৎ। তাঁহাদের বৈদিক কর্ম্মানুষ্ঠানে অধিকার নাই। [illegible] দীক্ষা [illegible] কোন [illegible] বলিয়াছেন— ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্তির অধিকারী [illegible] দীক্ষা বিধান দ্বারা [illegible] দ্বিজত্ব লাভ হয়। [illegible] শ্রীজীব গোস্বামী [illegible] টীকায় এইরূপ শ্লোক [illegible]—

'[illegible] দীক্ষয়া [illegible] [illegible]'।

শ্রীমদ্ভাগবতের [illegible] কর্ত্তৃক [illegible] হইলেই দ্বিজত্ব লাভ করিয়া থাকেন। যথা—

[illegible]।
[illegible]॥

—[illegible] শ্রীকৃষ্ণের [illegible] [illegible] হইয়া; [illegible] কুক্কুরভোজী [illegible]। [illegible] আদি [illegible] দ্বিজত্ব প্রাপ্ত হইলেন।'

জন্মবশতঃ হইতে অপ্রাকৃত জগতে প্রবেশ জীবের দ্বিজত্বলাভ। [illegible] দীক্ষিত হইয়া জীবের যে দ্বিজত্ব বা অপ্রাকৃত জন্মান্তর লাভ হয়, [illegible] [illegible] প্রভাবে তাঁহার [illegible] হয়। দীক্ষান্তে অপ্রাকৃত [illegible] এবং [illegible] সমুদয়। [illegible] জীব জড়ের [illegible] ও চিৎএর উপাদেয়ত্ব [illegible] উপলব্ধি করেন। [illegible] [illegible] [illegible] প্রভৃতি [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] অনন্তর [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হয়।

"দীক্ষাকালে ভক্ত করে আত্মসমর্পণ।
সেই কালে কৃষ্ণ তারে করে আত্মসম॥
সেই দেহ করে তার চিদানন্দময়।
অপ্রাকৃত দেহে তাঁর চরণ ভজয়॥"

আত্মসমর্পণ [illegible] কল্পনা বর্ত্তমান, তাঁহার [illegible] [illegible] স্বীকার করিতে হইতেছে। [illegible] [illegible] অভিধেয়ই [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] নিরুপাধি হইবে, [illegible] [illegible] [illegible] হইবে। [illegible] [illegible] উপাধি [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] করিতে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হইবে। [illegible] [illegible] [illegible] একমাত্র অনুকূল পথ। [illegible] [illegible] [illegible] কৃষ্ণ [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] বাস্তবিক [illegible] [illegible] পূর্ব্ব [illegible]; [illegible] [illegible] [illegible] হইতে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হয়। ইহাই জীবের [illegible] [illegible] দীক্ষিত হইয়া পারমার্থিক [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] পারমার্থিক পূর্ণ [illegible] অর্চ্চনা [illegible] করিতে [illegible] [illegible] [illegible] নিন্দা করিতে থাকেন, না হয় [illegible] [illegible] হইয়া কর্ম্মী জ্ঞানীর পথ অবলম্বন করেন। অতএব [illegible] পথ ছাড়িয়া জীবের [illegible] [illegible] হয়। [illegible] একমাত্র মঙ্গল [illegible] উপায়।

সাময়িক সংবাদ

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] মহাশয় [illegible] [illegible], [illegible] শ্রীধাম [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হইয়া আসিয়াছিলেন। [illegible] তাঁহাকে [illegible]

[illegible] কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। [illegible] আলোচ্য বিষয় কি, [illegible] বলেন,— [illegible] মনুষ্যকে [illegible] বলা যায় না। মনুষ্যের যথার্থ [illegible] তাঁহাকে [illegible] নির্দ্দেশ [illegible] ভাগবতে [illegible]

[illegible]

এই কথাগুলির তাৎপর্য্য [illegible] [illegible] বিচারে বুদ্ধিতে [illegible] এই সকল পুরাণ [illegible]

[illegible]

এই শ্লোকদ্বয়ের অর্থ—[illegible] [illegible]

প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই; অতএব [illegible] জ্ঞান [illegible] আমাদের [illegible] সাধন করা করিবা। [illegible] গুরুকর্ত্তৃক [illegible] নির্দ্দিষ্ট [illegible] সহকারে [illegible] আমাদের প্রয়োজন [illegible]

আমাদের প্রয়োজন কি, [illegible] আমাদের [illegible] অর্থ [illegible] বদ্ধ আছে। [illegible] জীব শুদ্ধ [illegible] একটী [illegible] [illegible]

জ্ঞানের কথা

[illegible]

জ্ঞান। "জ্ঞানতঃ অনেন ভগবত্তত্ত্বমিতি জ্ঞান"—অর্থাৎ যাহা দ্বারা ভগবৎস্বরূপ বিষয়ের উপলব্ধি হয়, তাহাকে জ্ঞান বলে। "যথো বৈ সঃ। এবং জ্ঞাতাসং পশ্যন্তি ভবতি"—এই জ্ঞানই বস্তুর আলোক, যাহা বা শুদ্ধজ্ঞান, নতুবা 'অহং ব্রহ্মাস্মি,' 'তত্ত্বমসি', 'সোহহং' প্রভৃতি বেদান্তের বহু বচনের বা মায়াবাদিক অর্থ বা জীবের [illegible] জ্ঞানকে [illegible] বলে। ইহা শুদ্ধজ্ঞানোদয়ের পথে একটী প্রবাধ বিঘ্ন মাত্র

শ্রীভগবচ্চরণে শরণাগত [illegible] নিষ্ঠয়ের ভগবদ্ভক্তকৃপাবলে শুদ্ধভক্তির অধিকারী। ভগবদ্ভক্তকৃপা না হইলে [illegible] [illegible]

[illegible] জ্ঞান বলা যায় না। [illegible]

[illegible]

শ্রীভগবানের [illegible]

প্রাপ্য ভগবতপাদিষ্ট শুদ্ধতম জ্ঞান। শ্রদ্ধাই এই জ্ঞানের মূল। শ্রীগীতোপনিষদ্ বলিতেছেন—

অশ্রদ্দধানাঃ পুরুষা ধর্ম্মস্যাস্য পরন্তপ।
অপ্রাপ্য মাং নিবর্ত্তন্তে

মৃত্যুসংসারবর্ত্মনি॥

—(৯।৩)

অর্থাৎ শ্রদ্ধাই এই জ্ঞানের মূল; যেহেতু এই জ্ঞানের স্বরূপ যে সম্বন্ধ বিশুদ্ধ রতি, তাহা সৎসঙ্গে বদ্ধজীবের হৃদয়ে শ্রদ্ধা রূপে উদিত হয়। হে পরন্তপ! যে সকল জীবের শ্রদ্ধা উদিত হয় নাই, তাহারা এই পরমধর্ম্মরূপ ভগবদ্ভক্তি-তত্ত্ব অর্জ্জন করিতে অসমর্থ হইয়া আমায় না পাইয়া নিবৃত্ত এবং মৃত্যুসংসার-বর্ত্মে পতিত হয়।

[illegible] কর্ম্মজ্ঞানাদি হইতে [illegible] [illegible] জীবের [illegible] প্রাপ্ত হইতে পারে। সাধুগুরু জীবের অজ্ঞান অন্ধকার দূর করিয়া সচ্চিদানন্দ মুক্তি প্রদান করিতে সমর্থ।

ব্যাসের অভিপ্রায়

(শ্রীযুক্ত [illegible])

যাঁহারা শাস্ত্র বিশ্বাস করেন, তাঁহারা আস্তিক; [illegible] শাস্ত্র বিশ্বাস করিতে পারেন না, তাঁহারা নাস্তিক শ্রেণীর অন্তর্গত। অনেকে শাস্ত্র-বিচার [illegible] [illegible] প্রকার উপাধিক [illegible] আমরা তাঁহাদের প্রশংসা [illegible] না।

[illegible] শাস্ত্রে [illegible]

[illegible] শাস্ত্রের মূল, [illegible] ভগবান্‌কেই সর্ব্বশাস্ত্র [illegible] শ্রীব্যাসদেব এই [illegible] ভগবদিচ্ছাক্রমে [illegible]

করেন। অতএব ব্যাসদেবকেই আমরা আদি শাস্ত্রাচার্য্য বলিয়া স্বীকার করি। ব্যাসের আশ্রয় না লইলে নিঃশ্রেয়স লাভের আর কোন উপায় নাই।

---

৭১ চতুর্যুগে এক মন্বন্তর, মন্বন্তর ১৪টী, এখন বৈবস্বত মন্বন্তরের ২৮শ চতুর্যুগ চলিতেছে এই ২৮ চতুর্যুগে ২৮ জন ব্যাস অতীত হইয়াছেন, বিষ্ণুপুরাণে ইঁহাদের নামোল্লেখ আছে। 'অষ্টাবিংশতিকৃত্বো বৈ বেদা ব্যস্তা মহর্ষিভিঃ বৈবস্বতেহন্তরে' [illegible]—এই প্রাচীন শ্লোকটী আলোচনা করিলে জানা যায়—২৮ জন ব্যাসের মধ্যে কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন বেদব্যাস ব্যতীত অন্য কাহারও অভিধান প্রচলিত সকলের সমান ছিল না। ভাগবতাদি সম্পূর্ণ [illegible] কার কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসেরই ছিল।

কেহ কর্ম্ম বা জ্ঞানকে, কেহ বা যোগকে, কেহ বা ভক্তিকে শাস্ত্র-প্রতিপাদ্য বিষয় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন; তাহাতে বহু মতের সৃষ্টি হইয়াছে, শাস্ত্রের যথার্থ তাৎপর্য্য কি বুঝিতে না পারিয়া অনেকে সংশয় সমুদ্রে হাবুডুবু খাইতে বাধ্য হইয়াছেন। শাস্ত্রকারেরা নানাপ্রকার [illegible] অনধিকারী [illegible] [illegible] উপরে [illegible] [illegible] [illegible] আচার্য্যরূপে যখন উদিত হইলেন, তখন যাবতীয় শাস্ত্র-বিরোধ প্রশমিত হইল, মুখ্য [illegible] শাস্ত্র-তাৎপর্য্য উপলব্ধি করিবার পথ প্রদর্শিত হইল। চৈতন্য-[illegible] [illegible] [illegible] চৈতন্যচন্দ্রের [illegible] [illegible] [illegible] নিজ্জন [illegible] শাস্ত্র তাৎপর্য্য [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] চরণ [illegible] [illegible] শাস্ত্র-তাৎপর্য্য [illegible] পারি, যদি তাঁহাদেরও [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]—প্রেমামৃত-মহাপ্রেম-পীযূষরস সাগর।

চৈতন্যচন্দ্র প্রকটে [illegible] [illegible]
[illegible] চৈতন্যচন্দ্র মুখ [illegible]

এবং প্রকাশ—চৈতন্য [illegible] [illegible]
[illegible]
পারস্পরিক কেমাঙ্কিত [illegible]
[illegible]

আ [illegible] [illegible] [illegible] অধিকারী [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] মতের ভেদ হইয়াছে। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] শাস্ত্র [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] শাস্ত্রে [illegible] ঈশ্বরের মাহাত্ম্য, বাক্য শাস্ত্রে [illegible] [illegible] [illegible] শিব এবং [illegible] [illegible] শাস্ত্রে নানা দেব দেবীর মাহাত্ম্য বর্ণিত

হইয়াছে। সাত্ত্বিক শাস্ত্র যাহাতে বিশুদ্ধসত্ত্ব ভগবান্ শ্রীহরির মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে, তাহাই একমাত্র শাস্ত্র উদ্দিষ্ট বিষয়, কেননা সাত্ত্বিক শাস্ত্রকেই মুখ্য প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে, অন্যান্য শাস্ত্র যদি সাত্ত্বিক শাস্ত্রের অনুকূল হয়, তবেই গ্রহণীয় নতুবা নহে, একথা নারদীয় পুরাণে [illegible] স্পষ্ট বলিয়াছেন—

সাত্ত্বিকেষু পুরাণেষু মাহাত্ম্যম্ অধিকং হরেঃ।
পুরাণং ভাগবতং বিষ্ণুং বেদ [illegible]।
অন্যৎ শৈবপুরাণাদি [illegible] [illegible] [illegible]।

পূর্বে আচার্য্যগণ শাস্ত্রসমূহ একবাক্য [illegible] সংজ্ঞা লাভ করিলেন, এখন [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] সকলে আপনাকে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] বহু বহু [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] শাস্ত্রের পৃথক [illegible] শাস্ত্রের [illegible] করায় আমাদের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] শাস্ত্র-তাৎপর্য্য [illegible] [illegible] প্রধান [illegible] হইয়া উঠিয়াছেন। শাস্ত্রের [illegible] [illegible] অবলম্বনে যে অর্থ হয়, তাহা সর্ব্বত্র একই প্রকার; [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] দ্বারা যে অর্থ করা হয়, তাহা মনোধর্ম্ম বলিয়া; সুতরাং [illegible] প্রকার [illegible] দ্বারা শাস্ত্রের প্রকৃত অর্থ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] আমাদের হানি হয়।

কর্ম্ম জ্ঞান যোগাদি শাস্ত্রের উদ্দিষ্ট নহে, ভক্তিই শাস্ত্রের একমাত্র প্রতিপাদ্য বিষয়, ভক্তির সংশ্রব [illegible] [illegible] [illegible] বর্ণন করাই ব্যাসের অভিপ্রায়। ভক্তির মাহাত্ম্য [illegible] বর্ণন করাই যদি ব্যাসের অভিপ্রায় হয়, তাহা হইলে তিনি স্থানে স্থানে কর্ম্ম জ্ঞান যোগাদির উল্লেখ করিলেন কেন? তাহার উত্তর, ভক্তির উৎকর্ষ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] করিয়াছেন। যদি তাহাই না হইবে তাহা হইলে বন্ধনের কর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা স্থাপন করিয়া, জ্ঞানকাণ্ডে আবার তিনি কর্ম্ম নিরসন পূর্ব্বক জ্ঞানের শ্রেষ্ঠতা এবং ভক্তিকাণ্ডে কর্ম্ম জ্ঞান যোগাদির হেয়তা [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] কেন? কোন শাস্ত্রে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হইলে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] করিয়াছেন, তাহা [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

[illegible]—হরেই শাস্ত্রের [illegible] হইবেন ক্রম পন্থায় ভক্তি [illegible] করিতে

হয়, তাহার আগে কর্ম্ম, পরে জ্ঞান, পরে ভক্তি। একথা বিচারে সমীচীন নহে। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], অধিকন্তু [illegible] [illegible] এবং [illegible] শাস্ত্রের মধ্যে [illegible] প্রধান, তিনি বেদ কর্ম্মকাণ্ড, জ্ঞানকাণ্ড ও ভক্তিকাণ্ড আলোচনা করিয়া দেখিয়াছেন [illegible] [illegible] [illegible] কোন কর্ম্ম বা জ্ঞান [illegible] [illegible] দিতে পারে না। কর্ম্মের [illegible] ও [illegible] সদা [illegible] [illegible] [illegible] মগ্ন আছেন কবিয়া [illegible] [illegible] [illegible] হয়, জ্ঞান বা যোগে ঈশ্বর [illegible] বাধ্য আছে, ভক্তি [illegible] [illegible] কিছু [illegible] হয়, [illegible] [illegible]
বলেন—[illegible]

স্বাধীনতা

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] স্বাধীন [illegible] [illegible] [illegible] স্বাধীন হয় না, মন স্বাধীন না হইলে স্বাধীনতা কিছুই হয় না। কিন্তু বাস্তবিক কি তাহাই ঠিক? তাহারা যে বাস্তব [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] তাহাকে আত্ম প্রকাশ করেন, [illegible] [illegible] [illegible] হইবে।

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] স্বাধীন [illegible] না, আমি [illegible] [illegible] [illegible]

হইয়া থাকিবে; [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] থাকুক, কিন্তু ঐ [illegible] হইবে না।"

"স্বদেশ" "স্বজাতি" [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] আকাশ, বাতাস, জল, মাটী, ফুল, ফল ইত্যাদি [illegible]।

লোহার কড়ি বরগা
করগেট টিন, [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

পর-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর চৈতন্যমঠ)

[illegible] পরবিদ্যাপীঠে নিম্নলিখিত [illegible] শ্রীগৌরসুন্দরের [illegible] সম্প্রদায় সম্বন্ধে [illegible]—বিভাগগুলি

[illegible] | ২। শ্রীভক্তিশাস্ত্র বিভাগ, [illegible]
৩। [illegible] | ৪। ভক্তিশাস্ত্রাদি বিভাগ,
৫। ছন্দশাস্ত্রাদি বিভাগ, | ৬। বেদাস্ত্রাদি,
৭। [illegible]।

অধ্যক্ষ, শ্রী [illegible], বি, এ, [illegible], বিদ্যাসাগর,
[illegible] পরবিদ্যাপীঠ, শ্রীধাম মায়াপুর।

শ্রীধরস্বামী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ
[illegible] খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত
শ্রীমদ্ভাগবতম্
[illegible] ভিক্ষা [illegible] টাকা।

২৭২৪ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে,
সম্পূর্ণ [illegible] খণ্ডে সূচী ছাপা হইতেছে।

[illegible] নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে [illegible] সাধারণ পক্ষে [illegible]। প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে [illegible], গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে [illegible]।
দশম স্কন্ধের ভিক্ষা [illegible], গ্রাহক সাধারণের পক্ষে [illegible]।
[illegible] ছাপা হইয়াছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

"শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত"

সূচী প্রভৃতি সহ সম্পূর্ণ ছাপা শেষ হইয়াছে

[illegible] সূচী ছাপা হইয়া সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে। [illegible] প্রথম সংস্করণ [illegible] টাকা। ইহার তৃতীয় সংস্করণ [illegible] সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের [illegible] সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছেন। [illegible] টাকার [illegible] মাত্র [illegible] টাকা ভিক্ষায় দেওয়া হইতেছে। [illegible] সুযোগ থাকিবে না।

[illegible]
শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত
[illegible] সংস্করণ
শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত
সভাষ্য আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।
সমগ্র গ্রন্থ ১০৲ স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲
নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪৷৷০ টাকা

শ্রীচৈতন্য মঠের যাবতীয় গ্রন্থ,
[illegible], গ্রন্থ বিভাগ, শ্রীচৈতন্য মঠ
পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া
—অথবা
[illegible] নং [illegible] উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা
[illegible] পাওয়া যাইবে।
বিশেষ দ্রষ্টব্য [illegible] শ্রীচৈতন্য মঠের ঠিকানায় লিখিবেন।

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত ভক্তি গ্রন্থাবলী

যে সব উৎকলবাসী ভক্ত বাংলা অক্ষর পড়িতে জানেন না, তাঁহাদের শ্রীশ্রী[illegible] প্রভুর [illegible] উপদেশ ভক্তি-কথা জানিবার [illegible] সুযোগ উপস্থিত। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে উড়িয়া-অক্ষরে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হইয়াছে [illegible] গ্রন্থগুলির ভিক্ষা ও অপেক্ষাকৃত অল্প।

গ্রন্থের নাম	ভিক্ষা
শ্রীহরিনাম চিন্তামণি, প্রতিখণ্ড	৷৷০
একত্রে [illegible] লইলে	১৲
সাধন পথ (শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টক) প্রতিখণ্ড	
একত্রে [illegible] লইলে	
কল্যাণ কল্পতরু প্রতিখণ্ড	৵০
একত্রে [illegible] লইলে	৷০
গীতাবলী প্রতিখণ্ড	⁄১০
একত্রে [illegible] লইলে	৶১৫
শরণাগতি প্রতিখণ্ড	⁄০
একত্রে [illegible] লইলে	৵৫

প্রাপ্তিস্থান { শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ, কটক
এবং
শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, পুরী

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিম্নলিখিত মঠসমূহে প্রাপ্তব্যঃ—
১। শ্রীচৈতন্য মঠ,—পোঃ, শ্রীধামমায়াপুর, নদীয়া।
২। শ্রীগোপীনাথ [illegible] মঠ,—[illegible] পোঃ, (বর্দ্ধমান)।
৩। শ্রী[illegible] আসন,—ভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৪। শ্রীগৌড়ীয় মঠ,—[illegible] উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা।
৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ,—[illegible], পুরী।
৬। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ,—উড়িয়া বাজার, কটক।
৭। শ্রী[illegible] মঠ,—[illegible], বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।
৮। শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ,—[illegible] জঙ্গমবাড়ী, কাশী, ইউ, পি।
৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,—[illegible], বৃন্দাবন, মথুরা, ইউ, পি।
১০। শ্রী[illegible] মঠ,—[illegible] পোঃ, [illegible], ইউ পি।
১১। শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ,—কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল, পাঞ্জাব।
১২। শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠ,—[illegible] নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।
১৩। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ,—বালিয়াটি, ঢাকা।
১৪। শ্রী[illegible]—আমলাজোড়া, [illegible] পোঃ, বর্দ্ধমান।
১৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ,—[illegible], [illegible] পোঃ, মানভূম।
১৬। শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয় মঠ,—আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী, উড়িষ্যা।
১৭। শ্রীগৌড়ীয় মঠ [illegible] নিউ দিল্লি

এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণের নিকটও নদীয়া-প্রকাশ প্রাপ্তব্য।

১। শ্রীযুক্ত জনার্দ্দন ঘোষ—[illegible] রোড, খুলনা
২। শ্রীযুক্ত [illegible] গোস্বামী [illegible] দেওয়ানগঞ্জ, মদনবাড়ী কুচবিহার।
৩। শ্রীযুক্ত রামরঞ্জন রায়—[illegible] নং শ্রীগোপাল মল্লিক লেন, কলিকাতা
৪। মিঃ এন্ ডি. মুখার্জ্জি এম, এস, [illegible], কানপুর।
৫। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণ[illegible] [illegible] কৃষ্ণগঞ্জ, নদীয়া
৬। শ্রী[illegible] অধিকারী, নবদ্বীপ।
৭। শ্রীব্রজমোহন দে—মনমোহন প্রেস, নবাবপুর, ঢাকা।
৮। শ্রী[illegible]নাথ গড়গড়ি [illegible], ২৪ পরগণা।
৯। শ্রী[illegible] চট্টোপাধ্যায় এ, এম, [illegible]

অন্যথা না [illegible] ভজে কভু, তুই সঙ্গ করে। পুন সেইমত মায়া পাপে ডুবি মরে

শ্রীচৈতন্যমঠের গ্রন্থাবলী

শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুর বিরচিত

ভক্তি-গ্রন্থাবলী।

উৎকৃষ্ট কাপড়ে বিলাতী ধরণে বাঁধাই স্বর্ণালঙ্কৃত। চতুর্থ সংস্করণ। বিস্তৃতবিষয়সূচীসহ

জৈবধর্ম্ম

বাঁধাই ২৲ দুই টাকা

প্রকাশিত হইয়াছে

সনাতন ধর্ম্মশাস্ত্র বেদ, বেদান্ত, উপনিষৎ গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত, পুরাণ, তন্ত্রাদি সকল গ্রন্থ পাঠ করিবার অবসর অতি অল্প মানবের ঘটিয়া থাকে। অনেকেরই যোগ্যতা না থাকায় সেই সমস্ত গ্রন্থের মর্ম্ম অবগত হইতে পারেন না। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বাঙ্গালীর এই অসুবিধা দূরীভূত করিবার জন্য এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

বিদ্যালয়ের ছাত্র বা শিক্ষকগণের বিশেষ পাঠ্য, এই হেতু শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টর বাহাদুর হইতে সমস্ত বিদ্যালয়ের জন্য অনুমোদন করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

প্রথম খণ্ড ভিক্ষা—১৲ একটাকা

শ্রীচৈতন্য শিক্ষা দ্বারা প্রত্যেক মানবের নিত্য কর্ত্তব্য ও অনিত্য সাময়িক কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। গ্রন্থের প্রতি টীকা সনাতন শাস্ত্রবাক্য দ্বারা সমর্থিত ও প্রমাণিত হইয়াছে। দেহের, মনের ও আত্মার ধর্ম্ম কি? স্বদেশ, সমাজ, নীতি, ধর্ম্ম কি? ইত্যাদি বিষয় ক্রমানুসারে এমন সুন্দরভাবে যুক্তিসহকারে আলোচিত হইয়াছে যে, প্রথম [illegible] হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত পাঠ না করিয়া নিবৃত্ত [illegible] যায়।

শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য

ভিক্ষা ৵০

ঐ প্রমাণ খণ্ড ভিক্ষা ৵০

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিহার ও লীলাভূমি নয়টী দ্বীপ-সমন্বিত। এই নব দ্বীপের প্রাচীন বিবরণ প্রত্যেক দ্বীপে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর লীলা, প্রত্যেক দ্বীপের পরিচয়, শ্রীধাম-মাহাত্ম্য বর্ণনা [illegible] ইত্যাদি বিষয় বিশেষভাবে মনোহর ছন্দে [illegible]। পকেট সাইজ প্রায় [illegible] পৃষ্ঠা।

শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ

উজ্জ্বল গ্রেট প্রাইমার অক্ষরে উৎকৃষ্ট কাগজে ছাপা—শ্রীনবদ্বীপধাম দর্শনে ভাবুক দর্শনকারীর কি প্রকার ভাবের উচ্ছ্বাস হয়, তাহা এই গ্রন্থে বর্ণিত। অতি চমৎকার। ভিক্ষা চারি আনা।

শ্রীহরিনামচিন্তামণি

৷৵০

দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীরূপ গোস্বামী ও শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভৃতি উপদেশচ্ছলে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে ভজনপথের অনুকূল ও প্রাতিকূল্য বিচার অতি সুন্দরভাবে বিবৃত হইয়াছে। ইহা ছাড়া শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদিষ্ট শিক্ষা ও উপদেশ বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব-জগতে অভিনব গ্রন্থ!!

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতি-গ্রন্থাবলী :—

শরণাগতি

পকেট সাইজ
অষ্টম সংস্করণ
ভিক্ষা ৵০ আনা

দেহ ও মনের চেষ্টা অনিত্য জানিয়া জীব যখন বুঝিতে পারে, তখন একমাত্র নিত্যবস্তু শ্রীভগবানের প্রতি তাঁহার কোন জাতীয় আবেগময়ী প্রার্থনা হয় এবং শ্রীভগবানে সর্ব্বান্তঃকরণে নিষ্কপটে কি প্রকারে শরণাপন্ন হইতে হয়, ইত্যাদি বিষয়ক প্রাণস্পর্শী প্রার্থনা ও আত্ম-সমর্পণমূলক গান। ছাড়িয়া সংস্করণও প্রকাশিত হইয়াছে।

ভিক্ষা প্রতি খণ্ড ৵০ এক আনা।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা—৵৫, নবদ্বীপশতক—৵৫

অর্থপঞ্চক ৵০

কল্যাণকল্পতরু

পকেট সাইজ
পঞ্চম সংস্করণ
ভিক্ষা ৵১০

আমরা অত্যন্ত নূতন অভাব ও কামনার বশীভূত হইয়া পুনঃপুনঃ যে অকল্যাণকে কল্যাণ বলিয়া গ্রহণ করি এবং [illegible] কল্যাণ কামনা করি, [illegible] কল্যাণ প্রদানে অসমর্থ। এবং কোন বস্তু আমাদের নিত্য কল্যাণকর এবং কি ভাবে আমরা সেই কল্যাণলাভে সমর্থ হইব, এই সকল কথা সরল গানে লিখিত। এই গীতগ্রন্থ বাস্তবিকই কল্যাণের কল্পতরু, যাঁহারা [illegible] নিত্যকল্যাণ প্রদাতা।

শ্রীল চক্রবর্ত্তি ঠাকুরের টীকা সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠাকুর কৃত টীকা ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কৃত [illegible]। টীকাকারের জীবনী, শ্লোক সূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি বহু প্রয়োজনীয় বিষয় সম্বলিত প্রায় ৮২৫ পৃষ্ঠা। উৎকৃষ্ট সিল্কে বাঁধাই ২৲ দুই টাকা, কাগজে বাঁধা ১৷০

শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ কৃত ভাষ্য সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

কাগজ ও ছাপা উৎকৃষ্ট। সিল্কে বাঁধাই, সোনার জলে নাম লেখা রাজসংস্করণ ২ টাকা, সাধারণ সংস্করণ ১৷০, গৌড়ীয়ের গ্রাহকপক্ষে ১৷০

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি

(বৈষ্ণব-অভিধান-কোষগ্রন্থ)

বিষয়:—১। ভক্তিশাস্ত্রে ব্যবহৃত শব্দাবলীর অর্থ, ২। [illegible] বৈষ্ণবগণের চরিত্র, ৩। বিষ্ণু-বৈষ্ণব-সম্পর্কিত শ্রীমন্দির ও শ্রীবিগ্রহের বিবরণ, ৪। বৈষ্ণবতীর্থ ও প্রাচীন [illegible] ও বিবরণ, ৫। বিষয় বিশেষ [illegible] শাস্ত্রীয় অকারাদিক্রমে যাবতীয় তথ্য। চারিখণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে—১ম খণ্ড [illegible], ২য় খণ্ড [illegible], ৩য় খণ্ড [illegible], ৪র্থ খণ্ড ৷০, চারিখণ্ড একত্রে ৩৲। (৫ম খণ্ড যন্ত্রস্থ)।

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ

—১ম খণ্ড ১৲ এক টাকা, ২য় খণ্ড ১৲ এক টাকা। শ্রীমদ্ভাগবতের গ্রাহক ও গৌড়ীয় গ্রাহকগণ [illegible] টাকায় দুইখণ্ড পাইবেন। [illegible] শ্রীমজ্জীব গোস্বামিপাদের [illegible] ইহাই সিদ্ধান্তের অতিব প্রয়োজনীয় অংশ। [illegible] ডবল ক্রাউন [illegible] ৯৬ পৃষ্ঠা আকারে মুদ্রিত হইতেছে।

শ্রীমদ্গৌরকিশোর সঙ্কলিত

সদাচারস্মৃতিঃ

ভিক্ষা ৵০ মাত্র

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (প্রাচীন নবদ্বীপ) নদীয়া।

গৌড়ীয়

সাপ্তাহিক পারমার্থিক পত্র [illegible]

কার্য্যালয়—১।১নং উল্টাডিঙ্গা জংশন রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা।

রেজেষ্টার্ড

মদন মঞ্জরী

বটিকা স্বপ্ন ও শুক্রতারল্য, ইন্দ্রিয়শক্তির হ্রাস, প্রস্রাবে শুক্রপাত, মস্তকঘূর্ণন, মাথা ধরা, বুক ধড়ফড়ানি, কনিষ্ঠা প্রভৃতি লক্ষণ সত্বর নিশ্চয় আরোগ্য হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ৪০ বটী ১৲ এক টাকা।

"নপুংসকারি ঘৃত"

পুরুষত্বহীন রোগে [illegible] মালিশ করিয়া [illegible]। মূল্য [illegible] ১ টাকা।

"রমণীবিলাসিনী বটিকা"

বীর্য্যধারণ করত [illegible] স্থায়ী ও দৃঢ় করিতে অত্যাশ্চর্য্য। মূল্য [illegible] বটী ১৲ এক টাকা।

বাঁকুড়ার নারায়ণজী, কেশবজী

[illegible] হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

বিজ্ঞাপন

সাবধান! সাবধান!! সাবধান!!!

জে, বি, দত্তের চৌকা শিশি বাদাম তৈল

আসল ও অকৃত্রিম এবং উপকারিতায় সর্ব্বজন পরিচিত ও বহু প্রশংসিত।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী *J. B. Datta & Co.* নাম লেখা দেখিয়া খরিদ করিবেন। নতুবা জুয়াচোরেরা অন্যদের কুৎসিত তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে।

[illegible] জে, বি, দত্ত

ফেরাস্ কুইনিন

নূতন এবং পুরাতন ম্যালেরিয়ার যম

[illegible] জ্বরের [illegible]

এই [illegible] ব্যবহার করিলে একটি [illegible] ম্যালেরিয়ার জ্বর বন্ধ হয় এবং ছয় হইতে বারটি ব্যবহারে ম্যালেরিয়ার সমস্ত উপসর্গ নষ্ট করিয়া [illegible]।

৬ এম্পুলপূর্ণ প্রতি বাক্স—মূল্য ২৲, [illegible] ৩৲ টাকা

বাই-কেমিক্যাল এণ্ড ক্লিনিক্যাল ল্যাবরেটোরীতে

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

অধ্যক্ষ

শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম.এ., এফ.সি.এস (লণ্ডন)

ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক

(প্রফেসার)

আয়ুর্বেদীয় ঔষধ বিশুদ্ধ ও শাস্ত্রমতে নিজ তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হয়। পত্র লিখিলে বাংলা ক্যাটালগ পাঠান হয়। রোগের বিবরণ জানাইলে যত্নপূর্বক ব্যবস্থা দেওয়া হয়। চিঠি পত্রাদি সম্পূর্ণরূপে গোপন রাখা হয়

মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দুর)

(বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৪৲ টাকা

উৎকৃষ্ট স্বর্ণ, পারদ ও আমলাসার গন্ধক দ্বারা যথাশাস্ত্র প্রস্তুত

[illegible] প্রয়োজনীয় সর্বরোগনাশক মহৌষধ

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৩৲ টাকা

উৎকৃষ্ট কাশীর আমলকী, বংশলোচন প্রভৃতি যাবতীয় উপাদানে পূর্ণ মাত্রায় যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। কাশ, কাস, সর্দি, যক্ষ্মা, ক্ষয়রোগ, হৃদরোগ প্রভৃতি রোগের মহৌষধ। সর্বপ্রকার দুর্বলতা নাশক অদ্বিতীয় পুষ্টিকর মহৌষধ বা খাদ্য বিশেষ।

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬৲ টাকা

ইহা সেবনে [illegible], শুক্রতারল্য, স্বপ্নদোষ, প্রমেহ ও ধ্বজভঙ্গ সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায়। ইহা অতুলনীয় আনন্দদায়ক রসায়ন।

অবলাবান্ধব যোগ

প্রদর, বাধক প্রভৃতি জরায়ুদোষ ও [illegible] দুরারোগ্য রোগের মহৌষধ

মূল্য—১৬ মাত্রা ২৲ টাকা। ৫০ মাত্রা ৫৲ টাকা মাত্র

পর বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

এখানে [illegible] এবং বাসস্থান দিয়া বিদ্যার্থিগণকে বিভিন্ন শিক্ষণীয় বিষয় শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। অনেক ছাত্র ইতোমধ্যেই আসিয়া পাঠ আরম্ভ করিয়াছেন। বর্তমান বর্ষে সকল ছাত্রই গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

প্রধান অধ্যাপক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত [illegible] ব্যাকরণ-সাংখ্য-বেদান্ত-[illegible]-তীর্থ, সাংখ্য[illegible], বেদান্তরত্ন, সাহিত্যশাস্ত্রী, [illegible]।

অধ্যাপক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গৌরদাস ব্রহ্মচারী ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীধাম মায়াপুর পরবিদ্যাপীঠ, (নদীয়া)

বেদনাঞ্জন

ছরন্ত।

কলিকাতা কংগ্রেস এক্জিবিসন হইতে বহু প্রশংসা প্রাপ্ত ও বহু গণ্যমান্য ভদ্রমহোদয়গণ কর্তৃক প্রশংসিত।

আজকাল বাঙ্গালার চারিদিকে [illegible] আমাদের শরীরের [illegible] বেদনাঞ্জন [illegible]

প্রোপ্রাইটার—এ. সি. চাটার্জ্জী এণ্ড ব্রাদার্স।

[illegible]

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

[illegible] মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন [illegible] আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য, [illegible] অপার্থিব শক্তি নষ্ট হইয়া [illegible] প্রমেহ [illegible] স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে [illegible] জীবনে নিরাশ হইয়াছেন [illegible] আবিষ্কৃত ইলেক্ট্রিক সলিউসন [illegible] প্রমাণ [illegible] একবার এই ঔষধটি ব্যবহার করিয়া দেখুন। [illegible]

সোল এজেণ্ট—ডাঃ ডি, ডি, হাজরা।

ফতেপুর, গার্ডেনরীচ পোষ্ট, কলিকাতা।

ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

বিশুদ্ধ জল! ভয় নাই! বিশুদ্ধ জল!

লক্ষ্মী টিউব ওয়েল কোং

২০৫নং নবাবপুর, ঢাকা

[illegible] (*Tube-well*) [illegible] বিশুদ্ধ না হইলে [illegible] বিস্তৃত বিবরণের জন্য পত্র লিখুন

বিজ্ঞাপিত কেন?

সাধারণের [illegible] "[illegible]-নিগ্রহ বটিকা" [illegible] প্রাপ্তিস্থান আতঙ্ক-নিগ্রহ ফার্ম্মেসী, [illegible]

মনোমোহন প্রেস

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা

পূর্ব্ববাঙ্গালায় সুলভে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত

বৈদ্যুতিক মেশিনে দিবারাত্র কাজ চলিতেছে

বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা।

[illegible] প্রিণ্টিং ওয়ার্কস [illegible] হইতে শ্রী [illegible] কান্তি [illegible] কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

মফঃস্বল সংস্করণ   Registered No. C 1544

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈষ্ণব-বার্ত্তাবহ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপাত্র।

৪র্থ বর্ষ।   সম্পাদক—প্রত্নবিদ্যালঙ্কার শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী   [২৬১ সংখ্যা।

শ্রীচৈতন্য মঠ, শ্রীধাম মায়াপুর, ২৭শে পৌষ, শনিবার ১৩৩৬, ১১ই জানুয়ারী ১৯৩০

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৲
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

সাধারণের হার
অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৷৷০
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৵৫

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থাবলী

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্ [illegible] ক সূচী, বংশ-সূচী প্রভৃতি সহ, খণ্ডে খণ্ডে [illegible]। [illegible], প্রতি খণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৵০ [illegible] নদীয়া-প্রকাশ গ্রাহক পক্ষে ।৵০
২। অনুভাষ্য সহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ) ৫৲
৩। গৌড়ীয়-গান ৵০
৪। গৌড়ীয়-[illegible] ।০
৫। [illegible] ॥০
৬। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
" " [illegible] ৸০
৭। গীতা (শ্রীবলদেবভাষ্যসহ) বাঁধাই ২৲ আবাঁধা ১॥০
৮। [illegible] (শ্রীবিশ্বনাথ টীকা-সহ) বাঁধা ২৲ আবাঁধা [illegible]
[illegible] কেবল মূল-ভাষ্য ॥০
৯। [illegible] (স্বয়ংবোধক: মধ্বাচার্য্য মাধব) ২৲
১০। বেদান্ত সূত্রের সানুবাদ (রামানুজীয়) ॥০
১১। [illegible] ২৲
১২। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৩। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৪। প্রেমবিবর্ত্ত (দ্বিতীয় সংস্করণ) ৸০
১৫। দীপ-প্রদর্শন ৵০
১৬। সাধনপথ (৩য় সংস্করণ) ।৵০
১৭। আচার ও আচার্য্য ।
১৮। নবদ্বীপ-ধাম-মাহাত্ম্য [illegible]
১৯। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৵০
২০। শ্রীনবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৵০
২১। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য (প্রমাণখণ্ড) ৵০
২২। শ্রীনবদ্বীপ [illegible] ।০
২৩। শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমা দর্পণ ।০
২৪। শরণাগতি, গীতাবলী, সাধনকণ, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, নবদ্বীপশতক, অর্থপঞ্চক ও [illegible] মোট ।৵০
২৫। কল্যাণকল্পতরু (প্রথম সংস্করণ) ও [illegible] ৵০
২৬। [illegible] ।০
২৭। [illegible] ।০
২৮। [illegible] (প্রথম চারিখণ্ড) ৩৲
২৯। ব্রহ্মসংহিতা ॥০
৩০। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ৸০
৩১। মণিমঞ্জরী সানুবাদ ।০
৩২। গৌরকৃষ্ণোদয় ৸০
৩৩। শ্রীচৈতন্যভাগবত (বিবৃতি, দ্বিতীয় সংস্করণ) ৫৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

ইংরাজী ভাষায় ভক্তিগ্রন্থ

১ শ্রীচৈতন্যচরিত ও শিক্ষা ।০
২ মায়াভুবন ।০
৩। বৈষ্ণব-ধর্ম্ম আদর্শ ও [illegible] ।০
৪। ভাগবতীয় দর্শননীতি ও ধর্ম্ম ।০
৫। কাম ও প্রেমতত্ত্ব ।০
৬। গৌড়ীয়মঠ কি করেন ।০

শ্রীধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপ-প্রদর্শনী, নদীয়া

(৩রা ফেব্রুয়ারী হইতে ১৭ই মার্চ্চ ১৯৩০ পর্য্যন্ত)

প্রদর্শনীর সকল জ্ঞাতব্য বিষয়ের জন্য
সেক্রেটারী মহোদয়ের নিকট
আবেদন করুন।

শ্রীকুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ,
শ্রীচৈতন্য মঠ, শ্রীধাম মায়াপুর পোঃ আঃ, (নদীয়া)।

দেবনাগরাক্ষরে ভক্তিগ্রন্থ

১। সার্থ [illegible] ৵০
২। সটীক [illegible] ০
৩। মধ্ব [illegible] ৵
৪। গৌড়ীয় [illegible] পরিচয়ঃ ।০
৫। সিদ্ধান্ত [illegible] দিগ্বিজয়ঃ ॥০
৬। [illegible] ।০

গভর্ণমেণ্ট হইতে রেজিষ্টারী করা—

সর্ব্বপ্রকার প্লীহা লিভার সংযুক্ত ম্যালেরিয়া

জ্বরের সাক্ষাৎ যম

পারফালিন

টনিক ও সালসা। পথ্যের বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই। এক দাগেই প্লীহা, লিভার ধ্বংস হয়। 'ফলেন পরিচীয়তে'

এক দাগে জ্বর পালায়, ফিরে জ্বর আর হয় না

একদাগে জ্বর পালায়, তিন দাগে সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়। এমন উপকারী ঔষধ আর নাই। ২।৪ দাগ ঔষধ সেবনে যদি আপনার জ্বর একেবারে আরাম হয়, সেই প্রকৃত ঔষধ খাওয়া উচিত নয় কি? এক্ষণে সাবধান হউন এবং জানিয়া রাখুন, আর মিছামিছি বাজে বোতল ২ বিষের জল খেয়ে শয্যাগত হইয়া প'ড়ে পরে হয়রান হয়েন কেন? সুতরাং ॥০ পাঁচআনার পারফালিনই একটি জ্বর রোগীর পক্ষে যথেষ্ট, এমন প্রত্যক্ষ উপকারী জ্বরের ঔষধ আর নাই। সকালে জ্বর হইলে বৈকালে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবেন, ডাক্তার ডাকিতে হয় না। মূল্য প্রতি শিশি ৸০ আনা, ডজন ৫।০ আনা।

এজেণ্ট—মেসারস্ এম, ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং, ১০ নং বনফিল্ডস্ লেন, কলিকাতা

আয়ুর্ব্বেদ সম্মত বায়ু পিত্ত বাত নাশক

যুগল মূর্ত্তি মার্কা
সর্ব্বত্র পাওয়া যায়

ত্রিগুণ তৈল

মূল্য ও প্রাপ্তি
শিশি ৸০ আনা, ডজন ৮৲
ভিঃ পিঃ ও রেলওয়ে পার্শ্বেল স্বতন্ত্র।

যুগল-মূর্ত্তি মার্কা এঃ বটকৃষ্ণ পাল দেখিয়া লইবেন।

এমন মহোপকারী তৈল আর না

গবর্ণমেণ্ট হইতে রেজিষ্টারী করা—

মহর্ষি চরক শাস্ত্রোক্ত ভৈষজ্য উপাদানে খাঁটী কাঁচা কৃষ্ণতিল তৈলে মৃগনাভি, কস্তুরী, গোলাপ, চামেলী, কেয়া, চন্দন, খসখস, বেলা, প্রভৃতি মূল্যবান্ মহাগুণাঢ্য দ্রব্য সংমিশ্রণে প্রস্তুত বিধায় ছয় ঋতুতেই সমভাবে ... গুণ ও গন্ধ উপলব্ধি হইয়া থাকে। ফলতঃ এই ... ত্রিগুণ তৈল নিত্য ব্যবহারে সাধারণতঃ দৈহিক ... দূর হইয়া থাকে। ... পুরুষের মনোজ্ঞ দাতুত্ব পলিত গুপ্ত, জটিল ..., কম্বরক্ত, দাদক, অপ্রাকৃত, মূর্চ্ছা, মাথাধরা, মাথাঘোরা, আধকপালী, নিদ্রাহীনতা এবং সর্ব্বপ্রকার বাতরোগ ও নানা প্রকার ব্যাধির কীটাণু ধ্বংসকারী অব্যর্থ মহৌষধ।

বলা বাহুল্য, ইহা এরূপ মস্তিষ্ক স্নিগ্ধকারী ঠাণ্ডা তৈল যে, পাগল ভাল হয়। যে কোন স্থানে তৈল ক্রয়কালীন শিশির গায়ের লেবেলের উপর বড় ২ অক্ষরে আসল যুগল মূর্ত্তি মার্কা এজেণ্ট বটকৃষ্ণ পাল দেখিয়া লইবেন, অন্যথায় শঠকারী দোকানদার জাল বা নকল তৈল বিক্রয় করিয়া আপনাকে ঠকাইবে। স্মরণ রাখিবেন বাজে জিনিষ বিক্রয় করিয়া ঠকাইতে পারিলেই পুনর্লাভ হয়।

এজেণ্ট—বটকৃষ্ণ পাল এণ্ড কোং ২৩নং বনফিল্ড লেন, কলিকাতা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২৭শে পৌষ শনিবার—১৩৩৬

প্রদর্শনী সংবাদ

শ্রীধাম মায়াপুর-নবদ্বীপ-প্রদর্শনী প্রকটিত হইবার নিমিত্ত যেরূপ সংকল্প হইয়া আসিতেছে, প্রদর্শনীর কার্য্য সেইরূপ দিন দিন অগ্রসর হইতেছে। ইহার মধ্যেই ৫২ ফুট × ৫২ ফুট (সভামণ্ডপ) অনেকগুলি নির্ম্মিত হইয়াছে। দেখ দিবেন হইতে দূর দূর আলোচনা সমীপবর্ত্তী হইতেছে। শ্রীমঠের সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারী অনেকেই অক্লান্ত পরিশ্রম করিতেছেন। প্রদর্শনী-ক্ষেত্রের চতুর্দ্দিক উচ্চ-নির্ম্মিত প্রাচীর ও করোগেট দ্বারা ঘিরিয়া ফেলা হইতেছে।

শ্রীযোগপীঠে শ্রীগৌরজন্মস্থান মন্দিরের যাবতীয় কার্য্য ১৩৩৬ শিবের মধ্যেই সম্পূর্ণ হইবে বলিয়া আশা করা যায়। শ্রীচৈতন্য মঠে শ্রীগুরুমন্দির ভবনের কার্য্যও যেমন করিয়া ঠিক প্রদর্শনী খুলিবার পূর্ব্বেই সমাধা করা হইবে। ইহাতে প্রদর্শনীর স্থান বাড়ান সম্ভব হইবে। অধিক বিশ্রামস্থানের ও সংখ্যা বাড়িতেছে, আরোহণ যোগ্য কতকগুলি অস্থায়ী বাসস্থানও নির্ম্মিত হইতেছে। প্রত্যেক দর্শনীর জন্য বহু পটমণ্ডপ (তাম্বু) খাটাইবার ব্যবস্থা হইতেছে। রাস্তাঘাটগুলিও অশ্ববান ও মোটরযানাদি গমনাগমনের উপযোগী সুগম করিবার জন্য সংস্কার হইতেছে। পানীয় জলের জন্য ইতোমধ্যেই চারিটি টিউব ওয়েল বসান হইয়াছে, উহা হইতে টিউব দ্বারা প্রদর্শনীক্ষেত্রের সর্ব্বত্র জল সরবরাহের ব্যবস্থা করা হইবে, তাহার আয়োজন হইতেছে। অধিকন্তু কয়েকটি কূপ ও পুষ্করিণীর জল ও পানযোগ্য আছে। গঙ্গা এবং জলঙ্গীর নিকটবর্ত্তী সুবৃহৎ ঘাটে দর্শকগণ উন্মুক্ত গঙ্গাস্নানাদিও করিতে পারিবেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু নিজপার্ষদগণ সমভিব্যাহারে যে শ্রীশ্রীবাস-অঙ্গনে ব্রজলীলার অভিনয় করিয়াছিলেন, সেই স্থানেই শ্রীচৈতন্যমঠ প্রতিষ্ঠা সংস্থাপিত হইয়াছে। শ্রীচৈতন্য মঠেই গৌড়ীয় মঠের সেই মঠে মহাপ্রভুর লীলাভিনয়াদি প্রদর্শন করিবেন। তজ্জন্য অভিনয় মঞ্চ নির্ম্মিত হইতেছে, তাহাও শীঘ্রই সমাপ্ত হইবে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমা

শ্রীগৌড়মণ্ডলভূমি, যেবা জানে চিন্তামণি
তাঁর হয় ব্রজভূমে বাস।

শ্রীনবদ্বীপধাম অভিন্ন ব্রজভূমি। ব্রজবিহারী শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরামই নবদ্বীপে শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ। এই শ্রীধামের পরিধি ষোল ক্রোশ। অষ্টদিকে অষ্টদ্বীপ অষ্টদল-পদ্মের ন্যায় এবং মধ্যস্থলে অন্তর্দ্বীপ কর্ণিকাস্বরূপ। এই অন্তর্দ্বীপের অন্তঃস্থলে শ্রীমায়াপুরে শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের জন্মভিটা। এই নবদ্বীপই শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত নবধাভক্তির পীঠস্বরূপঃ—

১। অন্তর্দ্বীপ—আত্মনিবেদনাখ্য—শ্রীমায়াপুর। ৬। ঋতুদ্বীপ—অর্চ্চনাখ্য—রাতুপুর।
২। সীমন্তদ্বীপ—শ্রবণাখ্য—সিমুলিয়া। ৭। জহ্নুদ্বীপ—বন্দনাখ্য—জান্নগর।
৩। গোদ্রুমদ্বীপ—কীর্ত্তনাখ্য—গাদিগাছা। ৮। মোদদ্রুমদ্বীপ—দাস্যাখ্য—মামগাছী।
৪। মধ্যদ্বীপ—স্মরণাখ্য—মাজিদা। ৯। রুদ্রদ্বীপ—সখ্যাখ্য—রাতুপুর।
৫। কোলদ্বীপ—পাদসেবনাখ্য—কুলিয়া (বর্ত্তমান নবদ্বীপ সহর)।

আগামী ২১শে ফাল্গুন (১৩৩৬), ইং ৫ই মার্চ্চ (১৯৩০) বুধবার হইতে নবদিবস-কাল শ্রীধাম পরিক্রমা এবং তৎপর তিন দিবস শ্রীগৌরজন্মভিটা শ্রীমায়াপুরে জন্মোৎসব হইবে। এই পরিক্রমাদি কার্য্যে শুদ্ধভক্তের আনুগত্যে সকলেই যোগদান করুন। ইহাতে কোন ভেট-প্রথা নাই। এক দ্বীপ হইতে অন্য দ্বীপে গমনাদি গমনের সুব্যবস্থা আছে। যাত্রিগণের কোনপ্রকার ব্যয় নাই।

আগামী ২৮শে মাঘ, ১১ই ফেব্রুয়ারী মঙ্গলবার হইতে চারিদিবসকাল, শ্রীধাম মায়াপুরে শ্রীশ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর জন্মোৎসবে নামযজ্ঞ ও মহামহোৎসব এবং আগামী ২০শে মাঘ, ৩রা ফেব্রুয়ারী শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-আবির্ভাব তিথি হইতে ৩রা চৈত্র, ১৭ই মার্চ্চ শ্রীশ্রীগৌরজন্মোৎসব পর্য্যন্ত শ্রীধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপ-প্রদর্শনী প্রকটিত হইবে।

শ্রীকুঞ্জবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়, (তাতপ্রাথ গোস্বামী)
শ্রীকুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ, (সম্পাদক)
শ্রীনিত্যানন্দ সান্ন্যাল, (এম্. এ, অধ্যাপক)
শ্রীবিশ্বৈকভক্তিব্রাহ্মণ ভার সম্পাদকগণ।

ভারতবর্ষের বিভিন্ন তীর্থস্থান, বিষ্ণু-মন্দির, মহাপ্রভু ও তাঁহার প্রিয় পার্ষদ-বৃন্দের পদ-স্পৃষ্ট স্থানসমূহ পরিষ্কার রূপে প্রদর্শনের জন্য একটি বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডের উপর মানচিত্র অঙ্কিত হইতেছে। এই মানচিত্রের কার্য্য অনেকটা অগ্রসর হইয়াছে।

কলিকাতার মায়িক ব্রহ্মাণ্ড, বিরজা, ব্রহ্মলোক এবং পরব্যোম ভেদ করিয়া গোলোক বৃন্দাবনে কৃষ্ণ-চন্দ্র-কল্প-বৃক্ষ গোষ্ঠে, শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য এবং মধুর রসের পর পর উৎকর্ষ, ঐশ্বর্য্য গোলোক ও মাধুর্য্যগোলোকের রস-তারতম্য বিচার এবং—

"বৈকুণ্ঠ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মথুরামণ্ডল,
তদপেক্ষা বৃন্দাবন যথা রাসস্থল।
তদপেক্ষা গোবর্দ্ধন নিত্য কেলিস্থান।
রাধাকুণ্ড তদপেক্ষা প্রেমের বিজ্ঞান॥"

—এই সুকঠিন কঠিন দার্শনিক বিদ্যা সহজে জীবগণকে শাস্ত্রযুক্তিদ্বারে দিগ্‌দর্শন করিবার ব্যবস্থা হইতেছে।

সাধারণ প্রদর্শনীর মত মনুষ্য-কৃত্রিম ভোগোপযোগী কতকগুলি দ্রব্যপ্রদর্শনই যে শ্রীধাম মায়াপুরের পারমার্থিক প্রদর্শনীর জন্ম নহে; বস্তুতঃ সর্ব্বত্র ভগবৎ এবং ভাগবত দর্শনের পন্থা নির্দ্দেশ করাই এই প্রদর্শনীর একমাত্র উদ্দেশ্য, তাহা এই প্রদর্শনীতে যোগদান না করিয়া কেহ কল্পনায়ও আনিতে পারিবেন না। ইহাতে আবাল-বৃদ্ধবনিতা সকলেরই শিক্ষার প্রচুর বিষয় থাকিবে। পরমার্থ জিনিষটা যেমন আজকাল একটি শ্রেণী শ্রেণীর বিষয় হইয়াছে বলিয়া কতকগুলি নব্যশিক্ষিতের যে ধারণা আছে, তাহা কতদূর যুক্তিসঙ্গত, তাহা শ্রীমায়াপুর-প্রদর্শনী উত্তমরূপে প্রদর্শন করিবেন।

চলচ্চিত্রে, ছায়াচিত্রে, মূর্ত্তিশিল্পে, কারুশিল্পে, বস্তু-প্রদর্শনী শিল্পে, কথকতায়, গানে, নৃত্যে, বাদ্যে ও কীর্ত্তনে, দেশকালপাত্রানুসারে সর্ব্বত্র ভগবৎ প্রদর্শনই শ্রীধাম মায়াপুর পারমার্থিক প্রদর্শনীর পারমার্থিক বৈশিষ্ট্য।

অপ্রাকৃত ও প্রাকৃত জগতের বহু প্রাচীন গ্রন্থ ও হস্তলিখিত পুঁথি সংগ্রহ করা হইতেছে। শ্রীভগবান ও তদীয় পার্ষদগণের প্রাচীন আলেখ্যাদি সংগ্রহ করা হইতেছে। কেহ প্রাচীন গ্রন্থ ও চিত্রাদি প্রদর্শনীতে দিলে তাহা সযত্নে সুরক্ষিত হইবে। সুতরাং সকলেই নির্ভয়ে তাঁহাদের গ্রন্থাদি দিতে পারেন।

সাধারণ দর্শকগণের জন্য অন্যান্য প্রদর্শনীর ন্যায় আমোদ প্রমোদেরও ব্যবস্থা থাকিবে। কিন্তু স্ত্রীলোক-ঘটিত কোন অশ্লীল ব্যাপার যাহাতে সংঘটিত না হইতে পারে, তজ্জন্য প্রদর্শনী-কর্তৃপক্ষ বিশেষ সতর্ক থাকিবেন।

নদীয়া-প্রকাশের ২৫৫ সংখ্যায় প্রদর্শনীর নিয়মাবলী প্রকাশিত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন ইংরাজীতে পৃথক কাগজে ও মুদ্রিত আছে। দর্শক ও প্রদর্শকগণ সকলেরই তৎসম্বন্ধে জ্ঞান থাকা আবশ্যক। ইংরাজী ও বাংলা ভাষায় বহু বিজ্ঞাপন, প্লাকার্ড, পুস্তিকা প্রভৃতি মুদ্রিত হইয়াছে ও হইতেছে। তাহাতেই সমস্তই শ্রীধাম মায়াপুর প্রদর্শনীর বার্ত্তা যেরূপ বিপুল ভাবে ঘোষিত হইতেছে, তাহাতে লোকসংখ্যা অত্যধিক হইবে বলিয়াই আশঙ্কা যায়।

কতকগুলি শিক্ষিত লোকের ধারণা, "পরমার্থ ব্যাপারটীতে মাথা ঘামাইবার এমন বিশেষ কিছুই নাই, সামান্য দুইচারি খানি বই পড়িলেই পরমার্থের বুঝিয়া লওয়া যায়, অর্থচেষ্টা ছাড়িয়া পরমার্থ লইয়া থাকা একটা মস্তিষ্কের বিকার মাত্র।" শ্রীভগবান্ তাঁহাদিগকে সদ্‌বুদ্ধি দিউন। ভগবৎকৃপাব্যতীত পরমার্থ-নৈপুণ্যের কি প্রয়োজন আছে না আছে, তাহা তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন। আহার, বিহার, শয়ন ও ইন্দ্রিয়তর্পণ এবং লাভ, পূজা, প্রতিষ্ঠাদি সংগ্রহ দ্বারা আত্মসুখ-সাধন-চেষ্টার বৈশিষ্ট্য কোথায় আর আত্ম-সুখ সম্পূর্ণ রূপে বলি দিয়া কেবল কৃষ্ণসুখ-সম্পাদন-চেষ্টার বৈশিষ্ট্য কোথায়, তাহার তুলনা-মূলক গবেষণা করিবার মত বুদ্ধি বৃত্তি যাঁহার উন্মেষিত হইয়াছে, তিনিই কেবল ভগবদ্ভজনের প্রয়োজনীয়তাকে বহুমানন করিতে পারেন। শত শত জড় বৈয়াকরণ, দার্শনিক, ঐতিহাসিক ও বৈজ্ঞানিকের মস্তিষ্ক একত্র করিলেও, পৃথিবীর সমস্ত রেণু পরমাণুর সংখ্যা নির্ণয় করিতে পারিলেও চিদ্রাজ্যের একটী রেণুর সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করা যায় না। অপ্রাকৃত রাজ্যের সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিতে হইলে, অপ্রাকৃত জ্ঞানের শরণাপন্ন হইতে হইবে। নতুবা কূপমণ্ডুকের সিন্ধু সমুদ্রের ধারণা করিতে যাওয়ার ন্যায় উপহাসাস্পদ হইতে হইবে।

আমরা দুই চারি খানি ইংরাজী, জার্ম্মানী, ফরাসী, গ্রীক্, ল্যাটিন কিংবা সংস্কৃত প্রভৃতি ভাষার পুঁথি পড়িয়া অজ্ঞের মত অনুকরণে রাজনীতি, দেশ বা সমাজনীতি সম্বন্ধে

আলোক [illegible] তৎসম্বন্ধে অদ্ভু-ক্ষণে কিছু নদীয়া প্রাপ্তি সঞ্চয় করিয়াছি। [illegible] আমরাই দৃষ্টিমান এবং একই [illegible] সকলকে বুঝিয়া থাকি। [illegible] বুদ্ধিমত্তার চরম নিদর্শন। ভগবদ্ ভোগ্য জগৎকে ভোগ করিবার [illegible] সুন্দর সুন্দর যুক্তি প্রদর্শন করিতে পারেন, তাঁহারা তথাকথিত শিক্ষিত সম্প্রদায়ের বিচারে খুব বুদ্ধিমান। কিন্তু হায়, কে বলিবে যে উহা আদৌ বুদ্ধিমত্তা নহে, [illegible] মহামূর্খতামাত্র! সমগ্রীতে [illegible] বিবেক। সৎ অর্থে নিত্য এবং অসৎ অর্থে অনিত্য। এই নিত্যানিত্য বিচারে রত হইয়া যিনি নিত্য বস্তুকে [illegible], তাহা করিবার যত্ন লইয়াছেন, তাঁহারা [illegible] জানে সেবা করিবার জন্য [illegible] হইতেছেন এবং অজ্ঞ সমস্ত-সমাজকে সেবকাভিমানের সদ্ব্যবহার শিক্ষা দিতেছেন, তাঁহারাই প্রকৃত বুদ্ধিমান। শ্রীধাম মায়াপুর-প্রদর্শনী সেইরূপ বুদ্ধিমত্তার প্রদর্শনী। ইহাতে [illegible], [illegible] অনেক বিষয় থাকিবে। সুতরাং জগদ্বাসী এ সুযোগ হারাইবেন না। আগামী ২০শে [illegible] পূজার দিন এই প্রদর্শনীর দ্বার উদ্ঘাটিত হইবে। আসুন, সকলেই [illegible] করুন।

বৈষ্ণব সেবা

([illegible])

কুলীনগ্রামী ভক্তদিগের প্রশ্নে গৃহস্থগণের কর্ত্তব্য বিচারে মহাপ্রভু এই আজ্ঞা করিয়াছিলেন,—

"প্রভু কহে—বৈষ্ণবসেবা, নাম সংকীর্ত্তন।"

এই আজ্ঞা শ্রবণ করিয়া আমরা বিচার করিয়া দেখিতেছি যে, বৈষ্ণব সেবা গৃহস্থের পক্ষে প্রধান ধর্ম্ম। অতএব বৈষ্ণবসেবা কিরূপে হয়, তাহা বিচার করা আবশ্যক। আজকাল প্রথা এই যে, যখন কাহারও বৈষ্ণব সেবা করিতে ইচ্ছা হয়, তিনি কোন একটী প্রভু সন্তানকে আনাইয়া তাঁহার পূজাদি করিয়া তাঁহা অনেক অর্থাদান, [illegible] প্রস্তুত করাইয়া বৈষ্ণব [illegible] আমন্ত্রণ করতঃ ভোজন করাইয়া থাকেন। এরূপ কার্য্যকে [illegible] বৈষ্ণব সেবা বলিতে পারি না। নিমন্ত্রণ করিয়া [illegible] আনা [illegible] বৈষ্ণবের [illegible] করিতে হইবে, তাঁহার কি প্রকার [illegible] কুলীনগ্রামী ভক্তের প্রশ্নে [illegible] বলিয়াছেন। যথা,

[illegible] একবার।
[illegible] সদা যার॥
[illegible]
[illegible]

যাঁহার দর্শনে মুখে আইসে কৃষ্ণনাম।
তাঁহারে জানিও তুমি বৈষ্ণব প্রধান॥
ক্রম করি কহে প্রভু বৈষ্ণব লক্ষণ।
বৈষ্ণব, বৈষ্ণবতর আর বৈষ্ণব উত্তম॥

একটী কৃষ্ণনাম লইলে বৈষ্ণব-পদবী প্রাপ্ত হন। সেই নাম কিরূপ, তাহাও [illegible] লিখিয়াছেন,—

একনামাভাসে তোমার পাপদোষ যাবে।
আর নাম লইতে কৃষ্ণচরণ পাইবে॥

এই স্থলে বুঝিতে হইবে, যতদিন নামাপরাধ থাকে, ততদিন নাম হয় না, কেবল নামাভাস হয়। নামাভাসের ফলে পাপক্ষয় হয়। পাপ ক্ষয় হইলে [illegible] হইতে নামাপরাধ অবসর পায় না। নামাপরাধ অবসর না পাইলে শুদ্ধনাম হয়। নিরপরাধে কৃষ্ণনাম লইলে তিনি বৈষ্ণব। সেইরূপ নিরন্তর নাম লইলে বৈষ্ণবতর হয়। [illegible] উদয় হইলে বৈষ্ণবোত্তম হয়।

এইরূপ বৈষ্ণব লইয়া গৃহস্থগণ বৈষ্ণব সেবা করিবেন। এইরূপ বৈষ্ণব গৃহস্থ বা বৈরাগী হইতে পারেন। বৈষ্ণব সেবায় আশ্রমসম্বন্ধের প্রয়োজন নাই। ভক্তির তারতম্যে বৈষ্ণবের তারতম্য। বর্তমান প্রথা নিতান্ত অনিষ্টকর। একজন ভক্তি-হীন [illegible] একশত বৈষ্ণব নিমন্ত্রণ করিয়া আনায়। নিমন্ত্রণ পাইয়া বৈষ্ণবগুলি [illegible] করিয়া তিলকাদি দ্বারা সজ্জীভূত হন। অন্ন ভরপেট [illegible] পাইবে এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে কিছু কিছু দক্ষিণা মিলিবে—এই [illegible] প্রকাশ করিতে লাগিলেন। শ্রীরূপ গোস্বামী ভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থে—"ধনশিষ্যাদিভির্দ্বারৈর্যা ভক্তিরুপপাদ্যতে"—ইত্যাদি বাক্যদ্বারায় এই সকল কার্য্যকে [illegible] স্বীকার করেন নাই। এই সকল কার্য্য যদি ভক্তি না হইল, তবে উহার অনুষ্ঠাতাদিগকে বৈষ্ণব বলিয়া স্বীকার করা যাইবে না। আর তাহাকে যদি বৈষ্ণব বলা [illegible] হইলে তাহাদিগকে সেবা করিলে [illegible] হইতে পারে, কিন্তু তাহাকে মহাপ্রভুর নির্দ্দিষ্ট নামপরায়ণ বৈষ্ণব সেবা বলা যায় না।

আজকাল [illegible] বৈষ্ণবদলের [illegible] একটা ব্যাপার দেখা যায়। [illegible] একটী দেবসেবা থাকে। অভ্যাগত বৈষ্ণবদিগকে দেবতা-প্রসাদ দিয়া [illegible] থাকেন। এ ব্যাপারটী মন্দ নহে, কিন্তু সেইস্থল পয়ড়াধারী বৈষ্ণবদিগকে [illegible] নিমন্ত্রণ করিয়া ভোজন ও ভোজন-দক্ষিণা [illegible] যে প্রথা হইয়া উঠিতেছে, তাহা অতি [illegible] ব্যবহার। বৈষ্ণব আত্মীয় [illegible]। বৈষ্ণব জগতের বন্ধু। বৈষ্ণব গৃহে আসিলে তাঁহার সেবা করা গৃহস্থ-দিগের কর্ত্তব্য। বৈষ্ণবের ভোজন, শয়ন ও গমনাগমনের উপকার করাই বৈষ্ণব সেবা। অভ্যাগত বৈষ্ণব আসিলে তাঁহাকে [illegible] বৈষ্ণবকে [illegible] দেওয়া নিতান্ত কর্ম্মকাণ্ডের মধ্যে পরিগণিত। বৈষ্ণবের দক্ষিণা নাই। বৈষ্ণবের দক্ষিণা-প্রথা ব্রাহ্মণভোজনের দক্ষিণা প্রথা হইতে সৃষ্টি হইয়াছে। এই প্রথা পরিত্যাগ করা নিতান্ত আবশ্যক। [illegible] শুদ্ধনাম-পরায়ণ বৈষ্ণবকে সর্ব্বপ্রকার [illegible] করুন। [illegible] বৈষ্ণবের ভোজন দক্ষিণা দিয়া বৈষ্ণব-সেবাকে কর্ম্মকাণ্ডের অঙ্গ করিবেন না। নিমন্ত্রণ করিয়া অনেকগুলি বৈরাগী বৈষ্ণবকে [illegible] সংগত নহে। যথা,—

[illegible]
[illegible] অপরাধ নাই॥

[illegible] বৈরাগী বৈষ্ণবের নাম [illegible] সেরূপ বৈষ্ণব [illegible] একটী গৃহে [illegible] তাঁহাদের সেবা করা উচিত। তাহাতেই গৃহস্থের বৈষ্ণব-সেবা হয়। অনেক বৈরাগীকে একত্র করিলে উপযুক্ত সম্মান হয় না। তাহাতে অপরাধ হয়। [illegible] নিমন্ত্রণ করিয়াছেন বৈষ্ণবের অভাগ্য [illegible] থাকে না। তাহাতে সন্ন্যাসী-ভিক্ষা হয় বটে, বৈষ্ণব-সেবা হয় না। সুবিধাক্রমে কোন বৈষ্ণবকে গৃহে আমন্ত্রণ করিলে কোন অপরাধ হয় না। কিন্তু অভিপ্রায়পূর্ব্বক অনেক বৈরাগী বৈষ্ণবকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিলে অপরাধের অবসর হয়। গৃহস্থ বৈষ্ণবগণ এ বিষয়ে বিশেষ বিচার করিয়া দেখিবেন। বৈষ্ণব-সেবাকে নিত্য ধর্ম্ম বলিয়া পালন করিবেন। কিন্তু [illegible] নিমন্ত্রিত বৈষ্ণবকে সেবা করিয়া দক্ষিণাদি প্রদান করতঃ ভক্তিবিরুদ্ধ কার্য্য করিবেন না। সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবেন যে, এ কার্য্যটী কর্ম্মকাণ্ড। যদি [illegible] প্রবৃত্ত হন, তবে তাঁহার তৎকার্য্যে বাধা দিবার জন্য অনেক কুতর্ক সৃষ্টি করে। মহাপ্রভুর চরণ ও উপদেশে যাঁহারা [illegible] দেন, তাহাতে কোন আপত্তি নাই।

দ্বিজত্ব সংস্কার

(পণ্ডিত শ্রীপাদ [illegible] দাস অধিকারী)

আজকাল সংস্কার [illegible] একটা [illegible] পড়িয়া গিয়াছে। সকল স্থানে সকল বর্ণের লোকের মুখে সংস্কারের কথাবার্ত্তাই শুনা যায়। কিছুদিন পূর্ব্বে কলিকাতাতে এক বিরাট সংস্কার-ব্যাপার ঘটিয়াছে, তাহা গ্রাম্যবার্ত্তা-বহ সমূহের পৃষ্ঠে অঙ্কিত হইয়া ভারতের সমাজকে বিলোড়িত করিয়াছিল। মধ্যে মধ্যে বিভিন্ন স্থান হইতে বিভিন্ন গ্রাম্যবার্ত্তাবহপত্রে দ্বিজত্ব সংস্কারের অনেক [illegible] পাই; কিন্তু সকল পত্রেই দেখিতে পাই যে, প্রকৃত দ্বিজত্ব সংস্কার কাহার হইতে [illegible] এ বিষয়ে প্রকৃত মর্ম্ম বৈষ্ণবগণ ব্যতীত কেহই সুষ্ঠুভাবে অবগত নহেন।

শৌক্র ব্রাহ্মণতার উপর আজকাল অনেকেরই [illegible] আর কতদিন চালাইতে পারা যাইবে? [illegible]

[illegible] পত্রিকায় [illegible] প্রবন্ধে [illegible] "যে বিবাদটী [illegible] হইতে [illegible] ইহার [illegible] প্রকাশে [illegible] যুক্তি [illegible] ইহার দোষ করিবার [illegible] কিরূপ সংস্কার করিবে বা? অতি প্রাচীন কাল হইতে ব্রাহ্মণগণ ছিলেন সমাজ-পতি, তাঁহারা [illegible] পরিচালিত হইত। ক্রমশঃ [illegible] ব্রাহ্মণগণ এই কর্ত্তব্যের অবহেলা ও অবজ্ঞা করিতেছেন; [illegible] সমাজ-বন্ধন শিথিল হইতে লাগিল। ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য [illegible] সমস্ত আচার [illegible]। ব্রাহ্মণ হইলেই যে সকল [illegible] থাকিবে, তাহা পাকুক [illegible] ব্রাহ্মণ-সন্তানের বলিয়া [illegible] সমাজ পরি-চালনা করিবার [illegible] সে অন্ধ বিশ্বাসের দিন আর নাই। [illegible] শূদ্র, বৈশ্য ও ক্ষত্রিয় যে কেহ শ্রেষ্ঠ কার্য্য করিবে, সেই ব্রাহ্মণ হইবে এবং ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াও নিকৃষ্ট কার্য্যের কর্ত্তা শূদ্র হইবে। মহামুনি [illegible] মুনিকে বলিয়াছিলেন,—"হে মুনে, [illegible] গত কিছু হয়ত বিশেষ নাই। সৃষ্টিকর্ত্তা সকলকেই প্রথমে ব্রাহ্মণ করিয়া সৃষ্টি করিয়াছিলেন। সেই একই বর্ণ [illegible] কাল-ক্রমে গুণকর্ম্মভেদে নানাজাতিতে পরিণত হইয়াছে, কিন্তু ব্রাহ্মণেতর সকল জাতিরই [illegible] করিবার অধিকার আছে।" গীতায় শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন,—চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ। তস্য কর্ত্তারমপি মাং বিদ্ধ্যকর্ত্তারমব্যয়ম্॥ (গীঃ ৪।১৩)

[illegible] জাতো ব্রাহ্মণঃ [illegible]
ন শূদ্রো ন চ [illegible]

[illegible] গুণকর্ম্মাদি [illegible]

ব্রাহ্মণঃ সমুদ্গতা [illegible]
ব্রাহ্মণাঃ।
ন বর্ণেন চ জন্মনা ব্রহ্মতেজঃ প্রপদ্যতে।

(শুক্রনীতি ১।৩৮-৩৯)

অর্থাৎ এই জগতীতলে জাতি দ্বারা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র প্রভৃতি ম্লেচ্ছ ইত্যাদি বর্ণ নির্দেশ হইতে পারে না; যেহেতু ব্রাহ্মণ প্রভৃতি মানবগণ সকলে ব্রহ্ম হইতেই উৎপন্ন, তাহা হইলেই সকলকেই ব্রাহ্মণ হইতে হয়।

প্রাকৃতিক মনুষ্যগণ স্ব স্ব কর্ম্মের দ্বারা বিভিন্ন ভাবাপন্ন হইয়া থাকেন, বর্ণ-দ্বারা অথবা জনকের দ্বারা কেহই ব্রহ্মতেজঃ লাভ করিতে পারে না। যে জাতিই হউক না কেন, যিনি তপস্যা দ্বারা সেই ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন, তিনিই ব্রাহ্মণ, তিনিই জগদ্ বরেণ্য। দেখুন,—

বেশ্যাগর্ভসমুৎপন্নো বশিষ্ঠশ্চ মহামুনিঃ।
দাসীগর্ভসমুৎপন্নো নারদশ্চ মহামুনিঃ॥
কৈবর্ত্তীগর্ভ উৎপন্নো ব্যাসশ্চৈব মহামুনিঃ।
ক্ষত্রিয়াগর্ভ-উৎপন্নো বিশ্বামিত্রো মহামুনিঃ॥
মৃগীগর্ভসমুৎপন্নো ঋষ্যশৃঙ্গো মহামুনিঃ।
কুম্ভাচ্চৈবসমুৎপন্নো অগস্ত্যশ্চ মহামুনিঃ॥
শূদ্রীগর্ভসমুৎপন্নো কৃপশ্চ মহামুনিঃ।
তপসা ব্রাহ্মণো জাতঃ তস্মাজ্জাতিরকারণম্॥
(মুদ্রারাক্ষস)"

আমরা লেখকের লেখনীর প্রশংসা করি; যদি এইরূপ বিচার বাস্তবিকই আত্মসমাজে গৃহীত ও অনুষ্ঠিত হয়, তবে অবশ্যই তাহা দেশের ও সমাজের কল্যাণদায়ক সন্দেহ নাই।

নরদেহের বৈশিষ্ট্য

(পণ্ডিত শ্রীপাদ অনীশপ্রিয় ভক্তিভূষণ্যাকর)

নিখিলবেদের সারাংশসমূহ সূত্রের আকারে বেদান্ত নামক শাস্ত্রে দর্শনে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। সূত্রাকারে গ্রথিত এই বেদান্তদর্শনের অকৃত্রিম ভাষ্যরূপ গ্রন্থ শ্রীমদ্ভাগবত নামে প্রসিদ্ধ। সেই শ্রীমদ্-ভাগবতের একাদশ স্কন্ধে বর্ণিত আছে; যথা—

"নৃদেহমাদ্যং সুলভং সুদুর্ল্লভং
প্লবং সুকল্পং গুরুকর্ণধারম্।
ময়ানুকূলেন নভস্বতেরিতং
পুমান্ ভবাব্ধিং ন তরেৎ স আত্মহা॥"

অর্থাৎ এই নর দেহটি সকল প্রকার ফলের মূল হেতু আদ্য, ইহা সুলভ ও সুদুর্ল্লভ, ইহাই পটুতর নৌকা এবং শ্রীগুরুদেবই এই নৌকার কর্ণধার। ভগবৎ কৃপারূপ অনুকূল বায়ুর দ্বারা চালিত এবম্বিধ নর দেহরূপ পটুতর নৌকা পাইয়া প্রাপ্ত হইয়াও যিনি এই ভব-সমুদ্র পার হইতে চেষ্টা না করেন, তিনি আত্মঘাতী।

২০ লক্ষবার বৃক্ষ-প্রস্তরাদিরূপ স্থাবর দেহ, ১১ লক্ষ বার কৃমি দেহ, ৯ লক্ষবার জলজন্তুরূপ দেহ, ১০ লক্ষবার পক্ষীদেহ, ৩০ লক্ষবার পশুদেহ ও ৪ লক্ষবার বানরাদি কোলভিলাদিরূপ অসভ্য মানবদেহ-ধারণের পর ভ্রমণশীল জীব সভ্য মানবদেহ লাভে সমর্থ হয়। যেহেতু ৮৪ লক্ষবার ইতরদেহ ধারণের অন্তে ভগবদ্বিমুখ জীব সভ্য মানবদেহ ধারণের সুযোগ লাভ করে, তন্নিমিত্ত শ্রীমদ্ভাগবতের উপরিউক্ত শ্লোকে সভ্য-মানব দেহকে লক্ষ্য করিয়া নরদেহ শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে এবং তাহাকে সুদুর্ল্লভ শব্দের দ্বারা অত্যন্ত দুর্ল্লভ বস্তু বলা হইয়াছে।

সুদুর্ল্লভ সভ্য মানবদেহটী ঊর্দ্ধ সংখ্যা ১০০ বৎসর বা কিঞ্চিৎ অধিক কাল মাত্র স্থায়ী। পুনশ্চ এই শত বৎসর বা কিঞ্চিৎ অধিক কাল মাত্র স্থায়ী সময়ের মধ্যে কাহাকে কোন্ সময়ে কলেবর ত্যাগ করিতে হইবে তাহাও কেহ নিশ্চিতরূপে অবগত নহে। সুতরাং ক্ষণভঙ্গুর সভ্য মানব দেহকে কোন্ দিন ত্যাগ করিতে হইবে তাহা যখন জানিবার ক্ষমতা নাই, তখন উহার দ্বারা সর্ব্বোচ্চ ফলরূপে যাহা লাভ করা যাইতে পারে, তাহারই জন্য সভ্য মানবদেহ প্রাপ্ত জীবের সর্ব্বতোভাবে যত্ন করা উচিৎ। যিনি তাহা না করিবেন তাঁহাকে স্বাভাবিক নিয়মে বাধ্য হইয়া পুনরায় ৮৪ লক্ষবার ইতরদেহ ধারণ করিতে হইবে। মায়াদেবীর এই কঠোর নিয়মকে উল্লঙ্ঘন করিতে কেহ সমর্থ হয় না, কারণ শ্রীভগবান্ নিজ মুখে বলিয়াছেন; "মম মায়া দুরত্যয়া"।

এক্ষণে আমরা বুঝিলাম যে, ৮৪ লক্ষ ইতর যোনি ভ্রমণের পর বর্ত্তমানে যে অনিত্য ও ঊর্দ্ধ সংখ্যা শত বৎসর বা কিঞ্চিৎ অধিককাল স্থায়ী সুদুর্ল্লভ সভ্য মানবদেহ প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহা কোন্ দিন পতিত হইবে, তাহার স্থিরতা নাই এবং এবম্বিধ ক্ষণভঙ্গুর দেহ দ্বারা যে চরম ফল প্রাপ্ত হইয়া, যাহা অর্জ্জন করিয়া, মন ও বাক্যের দ্বারা বিশেষভাবে যত্ন করা মানব মাত্রেরই একান্ত প্রয়োজনীয় বিষয়। অতঃপর জিজ্ঞাস্য এই যে, সেই চরম প্রয়োজনীয় বস্তুটি কি? উপরিউক্ত শ্রীমদ্ভাগবতের শ্লোক হইতে আমরা স্পষ্টই বুঝিতে পারিতেছি যে, জন্ম-মরণাত্মক যে ভব-সমুদ্র, তাহাকে অতিক্রম করাই সেই মুখ্য প্রয়োজনীয় বিষয়। শ্রীভগবান কৃপাপূর্ব্বক কখনও স্বয়ং মানুষবৎ মূর্ত্তিতে এবং কখনও বা শ্রীআচার্য্য বা ভক্তরূপ ধরিয়া ভগবদ্বিমুখ জীবগণকে সদুপদেশ দ্বারা ভব সমুদ্র পার করিবার জন্য ধরাধামে প্রকট থাকেন। আমরা যদি তাঁহার যে কোন মূর্ত্তিকে কর্ণধাররূপে বরণ করত তাঁহারই সেবায় জীবনকে উৎসর্গ করিতে পারি, তাহা হইলে আমরা সহজেই এই সুবিশাল ভব-সমুদ্রকে অনায়াসে অতিক্রম করিয়া দুঃখ-ভাব-পরিশূন্য পরম আনন্দময় বৈকুণ্ঠধামে নিত্য বাসে গমন পূর্ব্বক নিজ নিত্য অপ্রাকৃত দেহের দ্বারা নিত্যকাল অপরাপর পার্ষদবৃন্দের অধীনে থাকিয়া শ্রীভগবানের সেবা করিতে ও বিমল সেবানন্দ সুখ আস্বাদন করিতে সমর্থ হইব।

সভ্য মানবদেহ ব্যতীত অপর ৮৪ লক্ষ প্রকার ইতর দেহের দ্বারা নিত্যানিত্য-বিবেকের অভাবে ভগবৎসেবা করিবার সুযোগ হয় না। অসভ্য মানবদেহ ও পশ্বাদি ইতর দেহের দ্বারা আহার, নিদ্রা, ভয়, মৈথুনাদি হইতে কাহু উৎপের অনেক মৃদুল ... সুযোগ করিতে ... যায়। সেই অনিত্য সুখ-ভোগের জন্য আবার ভব সমুদ্র পার হইবার ... সঞ্চিত হইয়া জীবসমূহকে পুনঃ পুনঃ ... ও মৃত্যুর অধীন করিয়া রাখে। ... সভ্য মানবদেহ দ্বারা যখন ভব-সমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়া বৈকুণ্ঠগত নিত্য বিমল সেবানন্দ-রস আস্বাদন করা যাইতে পারে, তখন ঐ প্রকার দেহের দুষ্প্রাপ্যতা মনোবৃত্তিকে সুলভ শব্দের দ্বারা উপরিউক্ত শ্রীমদ্ভাগবতের শ্লোকে অযথা বর্ণিত হয় নাই। বাস্তবিকপক্ষে শ্রীগুরুদেবের প্রাপ্তিকে সুলভ অর্থাৎ সুলভরূপে ধরিয়া আমাদিগের বিবেচনা করা উচিৎ। যাহারা তাহা মনে না করিয়া অতি তুচ্ছ ও অনিত্য ভুক্তি বা অর্থ, ধর্ম্ম, কাম ও সাযুজ্য-মুক্তি আত্মঘাতের জন্য নিজ নিজ কায়, মন ও বাক্যকে নিযুক্ত করে, তাহারা পুনরায় দেহান্তে চৌরাশী লক্ষ যোনি ভ্রমণ করিতে বাধ্য হয় এবং তাহারা মানবদেহকে সুলভ বলিয়া বুঝিয়া উঠিতে পারে না; এই সুলভ মানবদেহ দ্বারা যখন বৈকুণ্ঠ প্রাপ্ত ও নিত্য বিমলসেবানন্দ সুখ আস্বাদিত হইতে পারে, তখন কায়মন-বাক্যের দ্বারা তাহারই জন্য যত্ন করা বুদ্ধিমান ব্যক্তির কর্ত্তব্য। নতুবা সুলভ-দেহ পাইয়াও কোন ফল হইল না। সুতরাং প্রত্যেক সভ্য-মানবদেহধারী ব্যক্তিরই কর্ত্তব্য সুলভদেহের দ্বারা ভগবদ্ভজনে রত থাকা। অনেক লোক পরে এ দেহ সুলভদেহ পাইয়া ভগবদ্ভজন না করিলে মৃত্যুকালে নিশ্চয়ই অনুতাপে দগ্ধ হইতে হইবে; কিন্তু তখন অনুতাপ করিলে কোন ফল হইবে না। যেদিন বৃথা নষ্ট হইয়াছে, তাহার জন্য অনুতাপ করত যাহাতে অবশিষ্ট দিনগুলি বৃথা না কাটিয়া যায়, তাহার জন্য সচেষ্ট হইলে আর ভব-সমুদ্রের ভয়ে ভীত হইতে হইবে না। যদি অবশিষ্ট দিনগুলির দ্বারা অদ্বৈত সাধনীয় অপ্রাকৃতস্বরূপ অন্যের সম্মুখে উদ্যোতন করা সম্ভবপর না হয়, তাহা হইলে দেহান্তে পুনরায় সভ্য-মানবদেহ পাইলে যাহাতে এবং সেই দেহের দ্বারা শৈশবকাল হইতে ভজনক্রিয়া সাধিত হইতে থাকে, যাহাতে আর ইহজন্ম বৃথা নষ্ট না হয় সেই দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে না।

শ্রীভগবান্ গীতার অন্যত্র বলিয়াছেন, "অনিত্যমসুখং লোকমিমং প্রাপ্য ভজস্ব মাম্।" হে পাঠকগণ! আর না দয়া করিয়া ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া দেখুন যে, আপনাদিগের সুদুর্ল্লভ মানব-জীবনকে আপনারা সুলভ ভাবিয়া বৃথাই সময় নষ্ট করিয়াছেন কিনা। যদি সময় নষ্ট হইয়া থাকেন, তাহা হইলে, যাঁহারা এখন ... বুঝিতে পারেন নাই, তাহাদিগকে কৃপাপূর্ব্বক ... বুঝাইয়া দিয়া নিজের ও তাঁহাদিগের জন্য ... প্রাপ্ত ও বাড়াইতে থাকুন। যে ... মনুষ্য অজ্ঞানতা হেতু এই সুলভ দেহ ... তাহাকে সকল বলিয়া বুঝিতে পারিতেছেন না, তাহাদিগের চক্ষুকে খুলিয়া ... বুদ্ধিমান ব্যক্তির কর্ত্তব্য। ইহার ... সুবার আর উচ্চস্থিত কেহ কখন ... করিতে পারে না।

বালিয়াটিতে প্রচার

গত ১লা অগ্রহায়ণ বালিয়াটি শ্রীশ্রীরাধা-গৌরাঙ্গ মঠের অধ্যক্ষ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ বালিয়াটি গ্রামের নিকটবর্ত্তী কাউনিয়া গ্রামে শ্রীযুক্ত কালীচরণ সাহা মহাশয়ের ভবনে শ্রীচৈতন্য-ভাগবত হইতে দৈনিক ... প্রচার কথা ও ... আলোচনা করেন। শ্রীযুক্ত ... ব্রহ্মচারী—"আমার কৃষ্ণ কীর্ত্তন বল ... সবাই। (এক) শিক্ষা দিয়া সব ... দিতেছে লোকে গান নিতাই॥ ... ভাই; জীব, কৃষ্ণদাস, এ বিশ্বাস করলে ... আর দুঃখ নাই॥ ... হবে, ... এই ... শিক্ষা ... গাথাটি কীর্ত্তন ... শ্রীমুখনিঃসৃত ... নিত্যাশ্রয় ... শুনিলেন।

লোহার বরগা কড়ি
করগেট টীন, জানালার গরাদে
দালানের ফুলদান, রেলিং ওয়াম
যেড়াজোড়া কাট ... ইত্যাদি
সুলভে বিক্রয় করি
কান্তিচন্দ্র খাঁ এণ্ড সন্স
২৭ ওল্ড চীনাবাজার ষ্ট্রীট ফোন ৪৪৯
স্থাপিত ইং ১৮৩৬ সাল কলিকাতা

পর-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

সম্প্রতি পর বিদ্যাপীঠে নিম্নলিখিত শিক্ষণীয় বিষয়াদির অধ্যাপকের আসন-সমূহ সংস্থাপিত হইয়াছে—বিদ্যার্থিগণ আবেদন করুন।

১। সাহিত্যাসন, ২। ... সন,
৩। সম্প্রদায়বৈভবাসন, ৪। ভক্তিশাস্ত্রাসন,
৫। জ্যোতিষাসন, ৬। বেদান্তাসন,
৭। একায়নাসন।

শ্রীনন্দলাল রায় বি, এ, কাব্যতীর্থ, বিদ্যাসাগর,
সম্পাদক—পরবিদ্যাপীঠ, শ্রীধাম মায়াপুর।

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী, প্রভৃতি সহ

শ্রীগৌড়ীয়ানন্দিঃ প্রথম হইতে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৪০ চল্লিশ টাকা।

২৭২৪ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে,

সপ্তচত্বারিংশ খণ্ড সূচী ছাপা হইতেছে।

৪৬শ খণ্ড এবং নদীয়া-প্রকাশের বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে ১৫৸০ সাধারণ পক্ষে ২০৸৶০। প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৶০, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ।/০।

দশম স্কন্ধের ভিক্ষা ১২৲, অগ্রিম গ্রাহকের পক্ষে ৮৲।

৬ষ্ঠ অধ্যায়পর্যন্ত একাদশ সংখ্যা ছাপা হইয়াছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

সূচী প্রভৃতি সহ সম্পূর্ণ ছাপা শেষ হইয়াছে,

আদি, মধ্য ও অন্ত্যলীলা এবং সূচী ছাপা হইয়া সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছেন। ... কয়েক বৎসর পূর্বে ১০৲ টাকা ভিক্ষায় তৃতীয় সংস্করণ ৪৲ টাকায় না পাইয়া অপূর্ব সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের জন্য উহার ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছেন। সেই ১০৲ টাকার এই বিরাট গ্রন্থের অল্প সংখ্যা মাত্র ৫৲ টাকা ভিক্ষায় দেওয়া হইতেছে। ...কগণ সত্বর হউন পরে আর এ সুযোগ থাকিবে না।

শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাস আদিলেব

শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত,

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ,

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত,

সত্বায় আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র গ্রন্থ ৮৲ স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲

নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪॥০ টাকা

শ্রীচৈতন্য মঠের যাবতীয় গ্রন্থ

কার্যাধ্যক্ষ, গ্রন্থ-বিভাগ, শ্রীচৈতন্য মঠ
পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া
—অথবা—
শ্রীগৌড়ীয় মঠ ১নং উল্টাডিঙ্গি জংশন রোড, কলিকাতা
ঠিকানায় পাওয়া যাইবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—... শ্রীচৈতন্য মঠের ঠিকানায় লিখিবেন।

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত ভক্তি গ্রন্থাবলী

যেসব উৎকলবাসী ভক্ত বাংলা অক্ষর পড়িতে জানেন না, তাঁহাদের শ্রীশ্রী প্রভুর প্রচারিত পরম উপাদেয় ভক্তি-কথা জানিবার সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে উড়িয়া অক্ষরে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হইয়াছে। বাংলা গ্রন্থের তুলনায় উড়িয়া গ্রন্থগুলির ভিক্ষাও অপেক্ষাকৃত অল্প।

গ্রন্থের নাম	ভিক্ষা
শ্রীহরিনাম চিন্তামণি, প্রতিখণ্ড	॥৴০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	১৸০
সাধন পথ (শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টক) প্রতিখণ্ড	।৹
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৸০
কল্যাণ কল্পতরু প্রতিখণ্ড	৶৹
একত্রে ৩খণ্ড লইলে	।৹
গীতাবলী প্রতিখণ্ড	/১০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৶১৫
শরণাগতি—প্রতিখণ্ড	/০
একত্রে ৩খণ্ড লইলে	৶৫

প্রাপ্তিস্থান { শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ, কটক এবং শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, পুরী

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিম্নলিখিত মঠসমূহে প্রাপ্তব্য:—

১। শ্রীচৈতন্য মঠ,—পোঃ, শ্রীধামমায়াপুর, (নদীয়া)।
২। শ্রীগোপীনাথের মঠ,—চাঁপাহাটি, সমুদ্রগড় পোঃ, (বর্দ্ধমান)।
৩। শ্রীভাগবত আসন,—ভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৪। শ্রীগৌড়ীয় মঠ,—১নং উল্টাডিঙ্গি জংশন রোড, কলিকাতা।
৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ,—চটকপর্বত, পুরী।
শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ,—উড়িয়া বাজার, কটক।
শ্রীভাগবত মঠ,—চিরাগিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।
শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ,—৪নং জগজ্জীবনপুরা, কাশী, ইউ, পি।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,—ছাপাখানা, বৃন্দাবন, মথুরা, ইউ, পি।
শ্রীপরমহংস মঠ—নিমসার পোঃ, সীতাপুর, ইউ, পি।
১১ শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ,—কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল, পাঞ্জাব।
১২ শ্রীমাধবগৌড়ীয় মঠ,—৯নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।
১৩ শ্রীমদনগোপাল মঠ,—বালিয়াটি, ঢাকা।
১৪ শ্রীরূপাশ্রম,—আমলাযোড়া, রাজবাঁধ পোঃ, বর্দ্ধমান।
১৫ শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ,—ভূমুরকোন্দা, চিরকুণ্ডা পোঃ, মানভূম।
১৬। শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয় মঠ,—আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী, উড়িষ্যা।
১৭। শ্রীগৌড়ীয় মঠ কার্যালয় ১০১ হনুমান রোড, নিউদিল্লি।

এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণের নিকটও নদীয়া-প্রকাশ প্রাপ্তব্য।

১। শ্রীযুক্ত জনার্দন ঘোষ—বঙ্গ প্রেস, কে রোড, খুলনা
২। শ্রীযুক্ত রাধাচরণ গোস্বামী ডাক্তার—দেওয়ানগঞ্জ, ... কুচবিহার।
৩। শ্রীযুক্ত রামনন্দন রায়—৭৯।২নং শ্রীগোপাল মল্লিক লেন, কলিকাতা
৪। মিঃ এন্ ডি, মুখার্জি—এম, এস, ওয়াকস দি মল, কানপুর।
৫। শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী জ্যোতিভূষণ—স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া
৬। শ্রী... দাস অধিকারী, নবদ্বীপ।
৭। শ্রী...মোহন দে—মনমোহন প্রেস, নবাবপুর, ঢাকা।
৮। শ্রী... গুরুপল্লি বেলঘরিয়া, ২৪ পরগণা
৯। ... চট্টোপাধ্যায় ... এম, এস ... সিবান

অন্যথা না ভজে কৃষ্ণ, দুষ্ট মন ... পুনঃ সেইমত মায়া পাছে ডুবি মরে

শ্রীচৈতন্যমঠের গ্রন্থাবলী

শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুর বিরচিত
ভক্তি-গ্রন্থাবলী।

উৎকৃষ্ট কাপড়ে বিলাতী ধরণে বাঁধাই
স্বর্ণালঙ্কৃত। চতুর্থ সংস্করণ। বিস্তৃতবিধ সূচীসহ

জৈবধর্ম্ম

বাঁধাই ২৲ দুই টাকা

প্রকাশিত হইয়াছে

সনাতন ধর্ম্মশাস্ত্র বেদ, বেদান্ত, উপনিষৎ গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত, পুরাণ, তন্ত্রাদি সকল গ্রন্থ পাঠ করিবার অবসর অতি অল্প মানবের ঘটিয়া থাকে। অনেকের যোগ্যতা না থাকায় সেই সমস্ত গ্রন্থের মর্ম্ম অবগত হইতে পারেন না। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বাঙ্গালীর এই অসুবিধা দূরীকৃত করিবার জন্য এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

বিদ্যালয়ের ছাত্র বা শিক্ষকগণের বিশেষ পাঠ্য, এই হেতু শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টার বাহাদুর ইহা সমস্ত বিদ্যালয়ের জন্য অনুমোদন করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

প্রথম খণ্ড ভিক্ষা—১৲ একটাকা

যুক্তিপূর্ণ শাস্ত্রবাক্য দ্বারা প্রত্যেক মানবের নিত্য কর্ত্তব্য ও অনিত্য সাময়িক কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। গ্রন্থের প্রতি উক্তি সনাতন শাস্ত্রবাক্য দ্বারা সমর্থিত ও প্রমাণিত হইয়াছে। দেহের, মনের ও আত্মার ধর্ম্ম কি? স্বদেশ, সমাজ, নীতি, ধর্ম্ম কি? ইত্যাদি বিষয় ক্রমানুসারে এমন সুন্দরভাবে যুক্তিসংকারে আলোচিত হইয়াছে যে, প্রথম পংক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত পাঠ না করিয়া নিবৃত্ত হওয়া যায় না।

শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য

ভিক্ষা ৷৵০

ঐ প্রমাণ খণ্ড ভিক্ষা ৷৵০

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিহার ও লীলাভূমি নয়টী দ্বীপসমন্বিত। এক নয় ক্রোশের প্রাচীন বিবরণ—প্রত্যেক দ্বীপে শ্রীমহাপ্রভুর লীলা—প্রত্যেক দ্বীপের পরিচয়, শ্রীধাম-মাহাত্ম্য—নামাপরাধ কি? ইত্যাদি বিষয় বিশেষভাবে মনোহর ঢঙ্গে বর্ণিত। পকেট সাইজ প্রায় ১৮০ পৃষ্ঠা।

শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ

উজ্জ্বল ব্রোঞ্জ ব্লু কালীতে উত্তম কাগজে ছাপা—শ্রীনবদ্বীপধাম দর্শনে ভাবুক দর্শনকারীর কি প্রকার ভাবের উদ্গম হয়, তাহা এই গ্রন্থে বর্ণিত। অতি চমৎকার। ভিক্ষা চারি আনা।

সাধনপথ

৷৵০ দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভুকে উপদেশচ্ছলে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে বাঙ্গালার অতুলনীয় ও প্রাঞ্জল বিচার অতি সুন্দরভাবে সমৃদ্ধ হইয়াছে। ইহা ছাড়া শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদিষ্ট শিক্ষা ও উপদেশ বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবজগতে অভিনব গ্রন্থ !!
শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতি গ্রন্থাবলী :—

শরণাগতি

পকেট সাইজ
অষ্টম সংস্করণ
ভিক্ষা /০ আনা।

দেহ ও মনের চেষ্টা অনন্তাবস্থ লইয়া—ইহা যখন জীব বুঝিতে পারে, তখন একমাত্র নিত্যবন্ধু শ্রীভগবানের প্রতি তাঁহার কোন জাতীয় আবেগময়ী প্রার্থনা হয় এবং শ্রীভগবানে সর্ব্বান্তঃকরণে নিষ্কপটে কি প্রকারে শরণাপন্ন হইতে হয়, ইত্যাদি বিষয়ক প্রাণস্পর্শী প্রার্থনা ও আত্মসমর্পণমূলক গান। ঢাকিয়া সংস্করণও প্রকাশিত হইয়াছে।

ভিক্ষা প্রতি খণ্ড /০ এক আনা।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা— /০, নবদ্বীপশতক— /০
অর্থপঞ্চক— /০

কল্যাণকল্পতরু

পকেট সাইজ
পঞ্চম সংস্করণ
ভিক্ষা /১০

আমরা প্রত্যহ নূতন অভাব ও কামনার বশবর্ত্তী হইয়া পুনঃপুনঃ যে অকল্যাণকে কল্যাণ বলিয়া গ্রহণ করি এবং যাহার নিকট কল্যাণ কামনা করি, তিনি যে নিত্য বা যথার্থ কল্যাণ প্রদানে অসমর্থ এবং কোন বস্তু আমাদের নিত্য কল্যাণপ্রদ এবং কি ভাবে আমরা সেই কল্যাণলাভে সমর্থ হইব, এই সকল কথা সরল গানে লিখিত। এই গীতিগ্রন্থ পারমার্থিক কল্যাণের কল্পতরু; যদি প্রত্যেককে নিত্যকল্যাণ প্রদানে

শ্রীল চক্রবর্ত্তি-ঠাকুরের টীকা সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠাকুর কৃত টীকা ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কৃত বঙ্গানুবাদ। টীকাকারের জীবনী, শ্লোক-সূচি, বিষয়সূচি প্রভৃতি বহু প্রয়োজনীয় বিষয় সম্বলিত প্রায় ৮২৫ পৃষ্ঠা। উৎকৃষ্ট রেক্সিনে বাঁধাই ২৲ দুই টাকা, কাগজে বাঁধা ১৷০

শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ-কৃত ভাষ্য সহ

শ্রীধাম মায়াপুর নবদ্বীপপ্রদর্শনীতে

শ্রীধর ভাণ্ডার, ঢাকা

ঢাকার প্রসিদ্ধ বস্ত্র ব্যবসায়ী শ্রীধর ভাণ্ডার শ্রীধাম মায়াপুরে আসিতেছেন। ঢাকার বিখ্যাত মসলিন ও নানাবিধ ছিটের ধুতী, সাড়ী, জামদানী কাপড় এবং খদ্দরের সাড়ী, ধুতী, জামদানী সাড়ী, চাদর, ব্লাউজপিস, মুগার কাজকরা নানাপ্রকার কাপড়, চাদর শ্রীধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপ-প্রদর্শনীতে তথা জেক্রয়ারী হইতে পাইকারী ও খুচরা বিক্রয় হইবে। পশ্চিম ও উত্তরবঙ্গ এবং এলাহাবাদ, বোম্বে, লক্ষ্ণৌ, পাঞ্জাব, মাদ্রাজ, দিল্লী প্রভৃতি স্থান হইতে আগত দর্শক ও ব্যবসায়িগণ এই স্থান হইতে প্রয়োজনীয় জিনিষাদি লইতে পারিবেন। আমাদের দোকানে সুলভ ভাল কাপড় এবং মূল্য বিচার করিলেই বুঝা যাইবে।

প্রদর্শনীর ঠিকানা
শ্রীধর ভাণ্ডার স্টল
শ্রীধাম মায়াপুর-নবদ্বীপ-প্রদর্শনী
পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর (নদীয়া)।

ঢাকার ঠিকানা
শ্রীধর ভাণ্ডার, ২০৫-২ নবাবপুর, ঢাকা।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ৬ আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ছোটবোতলের সমপরিমাণ ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। দুই প্রাঃ শিশি ৷০ আনা, পাইন্ট ৷৵০ আনা, বোতল ১৵০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা।

বেক্সেকৃত

মদন মঞ্জরী

বটিকায় শুধু ও বাহ্যিক, ইন্দ্রিয়শক্তির হ্রাস, প্রমেহ, শুক্রপাত, স্বপ্নদোষ, মাথাঘোরা, বুক ধড়ফড়ানি, অনিদ্রা প্রভৃতি সকল সত্বর নির্দ্দোষ আরোগ্য হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ৩০ বটী ১৲ এক টাকা।

"নপুংসকারি ঘৃত"

পুরুষত্বহানি রোগে বাহ্যপ্রয়োগ দ্বারা আরোগ্য করিয়া শক্তিসঞ্চার করে। মূল্য ২ তোলা ১ টাকা।

"রমণবিলাসিনী বটিকা"

স্ত্রীসম্ভোগ কালে স্তম্ভনশক্তি বৃদ্ধি ও সুখ বাড়াতে অত্যাশ্চর্য্য। মূল্য ১০ বটী ১৲ এক টাকা।

রাজবৈদ্য নারায়ণজী, কেশবজী
১৭৭নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

বিজ্ঞাপন

সাবধান! সাবধান!! সাবধান!!!

জে. বি. দত্তের চোখানিশি বাদাম তেল

খাঁটি ও অকৃত্রিম এবং উপাদেয় বিশুদ্ধ সর্ব্বজন পরীক্ষিত ও বহু প্রশংসিত।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল খরিদ করিবার সময় লেবেলের উপরে ইংরাজী J. B. Datta & Co. নাম দেখিয়া খরিদ করিবেন। নতুবা জোচ্চোরগণ নকলের কৃত্রিম তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে।

বিনীত—জে. বি. দত্ত

ফেরাসঁ কুইনিন

নূতন এবং পুরাতন ম্যালেরিয়ার ধম হইতে উপাদক মাত্রা ... ক্লোরোফর্ম কুইনিন, আর্সেনিক ... আছে।

এই ... একটা ... দুইটি ... সেবনের সঙ্গে ... ম্যালেরিয়ার জ্বর ... করে এবং ... হইতে ... অন্তত দুদিনে ম্যালেরিয়ার সমস্ত উপসর্গ ... দূর ...

৫ এম্পুলপূর্ণ প্রতি বাক্স—মূল্য ... চাক নাই ... কেমিক্যাল এণ্ড ক্লিনিক্যাল ল্যাবরেটরী ... প্রস্তুত ...

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (প্রাচীন নবদ্বীপ) নদীয়া।

পর-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

এখানে আহার এবং বাসস্থান দিয়া বিদ্যার্থিগণকে বিভিন্ন শিক্ষণীয় বিষয় শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। অনেক ছাত্র ইতোমধ্যেই আসিয়া পাঠ আরম্ভ করিয়াছেন। বর্তমান বর্ষে সকল ছাত্রই গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

প্রধান অধ্যাপক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ... কাব্য-ব্যাকরণ-সাংখ্য-বেদান্ত-...তীর্থ, ...বেদান্তরত্ন, সাহিত্যশাস্ত্রী, ...।

অধ্যাপক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গৌরদাস ব্রহ্মচারী ব্যাকরণতীর্থ।

শ্রীধাম মায়াপুর পরবিদ্যাপীঠ, (নদীয়া)।

বেদনাঞ্জন

শ্রেষ্ঠরত্ন

কলিকাতা কংগ্রেস এক্‌জিবিসন হইতে বহু প্রশংসা প্রাপ্ত ও বহু গণ্যমান্য ভদ্রমহোদয়-গণ কর্ত্তৃক প্রশংসিত।

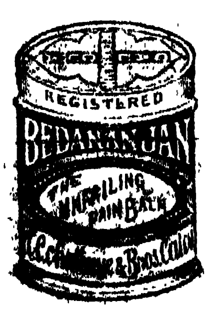

আজকাল বাজার-চলন মিশ্রিত ও বিষাক্ত আজাম বেদনাঞ্জন ... স্বতঃই দোষযুক্ত হইয়া পড়িতেছে। কিন্তু মানবদেহের শ্রেষ্ঠ উপাদান, এই রক্ত দোষিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মানব ব্যাধি, বেদনা, মাথাধরা, মাথা-ঘোরা, স্মৃতিশক্তির হ্রাস, দাঁতের গোড়া ফুলা, দাঁত কনকনানি, দাঁতে পোকা এবং দাদ, চুলকানি প্রভৃতি কষ্টদায়ক চর্ম্মরোগে আক্রান্ত হইতেছে। যদি আপনি ... নিরাপদ হইতে চান, তবে ... অল্প পয়সার অপব্যয় না করিয়া অল্প ব্যয়ে এক শিশি বেদনাঞ্জন ক্রয় করিয়া ইহার আশ্চর্য্য-শক্তি উপলব্ধি করুন। গুণের তুলনায় মূল্য ... এক শিশি ।০ আনা মাত্র মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান—এ, সি, চাটার্জ্জী এণ্ড ব্রাদার্স।

... কলিকাতা।

সকল মনিহারী দোকানে ও বড় বড় ডাক্তারখানায় পাওয়া যায়।

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

যদিও অদ্যাপি প্রকৃত মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য, তথাপি যাঁহারা নানাবিধ অনিয়মিত উপায়ে অপরিমিত শক্তি নষ্ট করিয়া জীবন্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন এবং নানা প্রকার মেহ, প্রমেহ, ধাতুদৌর্ব্বল্য, স্নায়বিক দুর্ব্বলতা, বহুমূত্র, অজীর্ণ, পারদ-সংক্রান্ত পীড়া, অর্শ এবং স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে যাঁহারা বাধক, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, স্বাতিকা, শ্বেত ও রক্তপ্রদর, হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি রোগে ভুগিয়া জীবনে নিরাশ হইয়াছেন, তাঁহারা আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার লেভাল সাহেবের আবিষ্কৃত **ইলেক্‌ট্রিক সলিউসন** ব্যবহার করিয়া বাঁচিতে পারেন, তাহার শত সহস্র প্রমাণ প্রাপ্ত হইতেছে পাওয়া যাইতেছে। যাঁহারা অন্যান্য বহুবিধ ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরোগ্য হইতে পারেন নাই, তাঁহারা একবার এর ঔষধটি ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক মাসের ব্যবহারোপ-যোগী এক শিশি ঔষধ ডাকমাশুল সহ ২।০ টাকা মাত্র।

সোল এজেণ্ট—ডাঃ ডি, ডি, হাজরা।

... পোষ্ট, কলিকাতা।

ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

অধ্যক্ষ

শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম, এ, এফ, সি, এস, (লণ্ডন)

ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক

(প্রফেসার)

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ বিশুদ্ধ ও শাস্ত্রমতে নিজ তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হয়। পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ক্যাটালগ পাঠান হয়। রোগের বিবরণ জানাইলে ... ব্যবস্থা দেওয়া হয়। চিঠি পত্রাদি সম্পূর্ণরূপে গোপন রাখা হয়।

মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দুর)

(বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৪৲ টাকা

উৎকৃষ্ট ... আয়ুর্ব্বেদীয় ... দ্বারা প্রস্তুত সর্ব্বরোগনাশক মহৌষধ।

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৬৲ টাকা

উৎকৃষ্ট কাশীর আমলকী, বংশলোচন প্রভৃতি যাবতীয় উপাদানে পূর্ণ মাত্রায় যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। কাস, কাশি, সর্দ্দি, যক্ষ্মা, ক্ষয়রোগ, অম্লরোগ প্রভৃতি রোগের মহৌষধ। সকলপ্রকার দুর্ব্বলতা নাশক অতিশয় পুষ্টিকর মহৌষধ বা খাদ্য বিশেষ।

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬৲ টাকা

ইহা সেবনে ধাতুদৌর্ব্বল্য, শুক্রতারল্য, স্বপ্নদোষ, প্রমেহ ও ধ্বজভঙ্গ সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায়। ইহা অপরিসীম আনন্দদায়ক রসায়ন।

অবলাবান্ধব যোগ

প্রদর, বাধক প্রভৃতি স্ত্রীরোগ ও ... স্ত্রীরোগ রোগের মহৌষধ।

মূল্য—১৬ মাত্রা ২৲ টাকা। ৫০ মাত্রা ৫৲ টাকা মাত্র।

বিশুদ্ধ জল! ভয় নাই! বিশুদ্ধ জল!!

লক্ষ্মী টিউব-ওয়েল কোং

২০৫নং নবাবপুর, ঢাকা

... নব আবিষ্কৃত ... বৈজ্ঞানিক-প্রণালীতে নলকূপ (Tubewell) নির্ম্মাণ করা হয়। ... এক্‌জিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার, ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের চেয়ারম্যান, ... জমিদার, তালুকদার প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত ভদ্রমহোদয়গণ এই কোম্পানীর কার্য্য দেখিয়া প্রশংসা করিয়াছেন। রাসায়নিক পরীক্ষায় জল বিশুদ্ধ না হইলে মূল্য গ্রহণ করা হয় না। বিস্তৃত বিবরণের জন্য পত্র লিখুন।

পত কেন?

সাধারণের ... মানবের দুঃখ না হইতে পারে তাহার পন্থা ... "কামশাস্ত্র" ... পাঠ করেন নাই, ... আবেদন করিলে বিনামূল্যে প্রেরিত হইবে। উহা পাঠে উপকৃত হইয়া ... হাজার লোক কৃতজ্ঞ হইয়াছেন। প্রায় ৫০ বৎসরের পরীক্ষিত, ... "...-নিবারক বটিকা" প্রতি কৌটার মূল্য ২৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান—... ২৩৪ নং ... কলিকাতা।

মনোমোহন প্রেস

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা

পূর্ব্ববাঙ্গালায় সুলভে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত

বৈদ্যুতিক মেশিনে দিবারাত্র কাজ চলিতেছে

বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা।

শ্রীমায়াপুর ... হইতে ... কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

স্থানীয় সংস্করণ

Registered No. C 1544

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচারিত—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র।

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

সডাকে মূল্যের হার
অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৷৷০
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা [illegible]

৪র্থ বর্ষ সম্পাদক—প্রত্নবিদ্যালঙ্কার শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী ২৬২ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্য মঠ শ্রীধাম মায়াপুর ২৯শে পৌষ সোমবার ১৩৩৬, ১৩ই জানুয়ারী ১৯৩০

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থাবলী

১ শ্রীমদ্ভাগবতম্—শ্লোক সূচী, বিষয়-সূচী প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত। ভিক্ষা, প্রতি খণ্ড সাধারণ পক্ষে ৷৶০ গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশ গ্রাহক পক্ষে ৷০
২। ভাষ্য-সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (২য় সংস্করণ) ৫৲
৩। গৌড়ীয়-গৌরব ৶০
৪। গৌড়ীয়-[illegible] ।০
৫। ভজনরহস্য ৷৷০
৬। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲ ,, ,, ,, আবাঁধা ৸০
৭। গীতা (শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ) বাঁধা ২৲ আবাঁধা ১৷৷০
৮। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি টীকা সহ) বাঁধা ২৲ আবাঁধা [illegible]
গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ৷৷০
৯। [illegible] (মাধ্ব) ১৲
১০। বেদান্ত-সূত্রের ভাষ্যানুবাদ (রামানুজীয়) ৷৷০
১১। জৈবধর্ম ২৲
১২। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৩। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৪। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ৷৶০
১৫। দীপ-নিদর্শন ৶০
১৬। সাধনপথ (২য় সংস্করণ) ৵০
১৭। আচার ও আচার্য্য ।
১৮। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
১৯। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৵০
২০। শ্রীনবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
২১। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য (প্রমাণখণ্ড) [illegible]
২২। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ [illegible]
২৩। শ্রীগোদ্রুম[illegible], দর্পণ ।০
২৪। শরণাগতি, গীতাবলী, [illegible], নবদ্বীপশতক, অর্থপঞ্চক ও [illegible] মোট ৷৶০
২৫। কল্যাণকল্পতরু [illegible] [illegible]
২৬। সাধককণ্ঠমণি [illegible]
২৭। [illegible] [illegible]
২৮। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড) ৩৲
২৯। [illegible] ৷৷০
৩০। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ৸০
৩১। [illegible] ।০
৩২। [illegible] ৸০
৩৩। শ্রীচৈতন্যভাগবত (বিরাট, দ্বিতীয় সংস্করণ) ৫৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

শ্রীধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপ-প্রদর্শনী, নদীয়া

(৩রা ফেব্রুয়ারী হইতে ১৭ই মার্চ্চ, ১৯৩০ পর্য্যন্ত)

প্রদর্শনীর সকল জ্ঞাতব্য বিষয়ের জন্য
সেক্রেটারী মহোদয়ের নিকট
আবেদন করুন।

শ্রীকুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ,
শ্রীচৈতন্য মঠ, শ্রীধাম মায়াপুর পোঃ আঃ, (নদীয়া)।

ইংরাজী ভাষায় ভক্তিগ্রন্থ

১ শ্রীচৈতন্যচরিত ও শিক্ষা
২ নামভজন
৩। বৈষ্ণব[illegible] ও [illegible]
৪। ভাগবতীয় দর্শননীতি ও ধর্ম্ম
৫। কাম ও প্রেমতত্ত্ব
৬। গৌড়ীয়মঠ কি করেন

দেবনাগরাক্ষরে ভক্তিগ্রন্থ

১। [illegible] ৶০
২। [illegible] ০
৩। [illegible] ৶
৪। গৌড়ীয়[illegible] পরিচয়ঃ ৴০
৫। [illegible] ৷৷০
৬। [illegible] ।০

॥

নানা কথা

কাবুলে বিদ্রোহ

কোহিস্থান নামক স্থানে বিদ্রোহ দেখা দিয়াছে। বিদ্রোহীদের খান মহম্মদ [illegible] রাজসৈন্যের সহিত যুদ্ধ করে। [illegible]

কাবুলে দরবার

কাবুলের আমীর নাদির খাঁ একটী দরবারে ঘোষণা করেন যে, [illegible] এবং [illegible] দেশ হইতে আফগানিস্থান কাবুলে [illegible]। তিনি আরও বলেন যে, [illegible] শীঘ্রই [illegible] ইচ্ছা করেন। [illegible] প্রকাশ পাইয়াছে। [illegible] পূর্বে [illegible] খাঁর বিপক্ষে [illegible]। বর্তমানে [illegible] নাদির খাঁর সপক্ষে থাকিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছে।

বেতার টেলিফোন

বিলাতের ডাক বিভাগের সাহেব জানাইয়াছেন যে, [illegible] বেতার টেলিফোন যোগে কথাবার্তা আরম্ভ হইয়াছে। বর্তমানে বিজ্ঞানবিদেরা আশা প্রকাশ করিতেছেন যে, পৃথিবীর যে কোন স্থান হইতে অন্য যে কোন স্থান পর্যন্ত বেতারে কথা বলা যাইতে পারে।

মোটর দৌড়

মোটর কত বেগে চলিতে পারে, তাহা পরীক্ষার জন্য [illegible] পুলিশ [illegible] সাহায্য [illegible]। [illegible] এখানে [illegible] প্রস্তুত করিবার জন্য দুই শত লোক [illegible] নিযুক্ত থাকিবে। ছয় লক্ষ [illegible] লোক হইতে পারে।

বিবাহ

[illegible] কুমারী [illegible] সাহেবের [illegible] বিবাহ হইয়া গিয়াছে। [illegible] সমারোহ হইয়াছিল। [illegible] দিয়াছিলেন এবং [illegible] করিয়াছিল।

নূতন এঞ্জিন

[illegible] মধ্যে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ এঞ্জিন [illegible]। সম্প্রতি বিলাতে [illegible]।

শ্রীধাম মায়াপুর নবদ্বীপপ্রদর্শনীতে

শ্রীধর ভাণ্ডার, ঢাকা।

ঢাকার [illegible] ব্যবসায়ী **শ্রীধর ভাণ্ডার** শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতেছেন। **ঢাকার বিখ্যাত মসলিন** ও নানাবিধ শিল্পের ধুতী, শাড়ী, জামদানী কাপড় এবং **খদ্দরের** শাড়ী ধুতী, [illegible] শাড়ী, চাদর, [illegible] **শুঙ্খার কাজকরা** নানাপ্রকার কাপড় [illegible] **শ্রীধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপ-প্রদর্শনীতে** [illegible] ফেব্রুয়ারী হইতে [illegible] ন্যায্য মূল্যে বিক্রয় হইবে। পশ্চিম ও উত্তরবঙ্গ এবং এলাহাবাদ, বোম্বে, লক্ষ্ণৌ, [illegible] প্রভৃতি স্থান হইতে আগত দর্শক ও ব্যবসায়িগণ এক স্থান হইতে প্রয়োজনীয় জিনিষাদি লইতে পারিবেন। আমাদের দর যে **সুলভ** তাহা কাপড় এবং মূল্য [illegible] বুঝিতে পারিবেন।

প্রদর্শনীর ঠিকানা—

শ্রীধর ভাণ্ডার ষ্টল

শ্রীধাম মায়াপুর-নবদ্বীপ-প্রদর্শনী

পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর (নদীয়া)

ঠিকানা।

[illegible] নবাবপুর, ঢাকা।

প্যাটেলের সমস্যা

[illegible] প্রেসিডেন্ট মিঃ প্যাটেল [illegible] কংগ্রেসের দলের [illegible] নিকট [illegible]। [illegible] বাহির করিলে তিনি [illegible]। [illegible] কংগ্রেসের [illegible] পদত্যাগ করিবেন কিনা [illegible] বিবেচনা করিতেছেন। আগামী [illegible] তিনি [illegible] সহিত [illegible] পরামর্শ করিয়া তিনি পদত্যাগের বিষয় স্থির করিবেন।

জুয়াচুরির মামলা

[illegible] নামক এক ব্যক্তি [illegible] কর্পোরেশনের [illegible] কর্মচারী বলিয়া পরিচয় দেয়। [illegible] ছিলেন। [illegible] তাহার নিকট হইতে [illegible] টাকা অন্যায় রূপে ফাঁকি দিয়া আদায় করায় কলিকাতার প্রধান প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের আদালতে অভিযুক্ত হইয়াছে।

বাইশ বার দণ্ডিত

[illegible] নামক এক ব্যক্তি [illegible] সৈনিক [illegible] পোষাক [illegible] মাসের কারাদণ্ডের আদেশ [illegible]। [illegible] বার [illegible] ইহার মধ্যে [illegible] জুয়াচুরির জন্য [illegible] বার দণ্ডিত হইয়াছিল।

এল্ডার হত্যার জের

পাঠকগণ অবগত আছেন যে, উড্রো এল্ডার নামক এক ব্যক্তি, বিলাত হইতে [illegible] সঙ্গে [illegible] কার্যকলাপ [illegible] তিনি [illegible] নামক এক ব্যক্তির [illegible] হইয়াছিল। [illegible] দিন পরে তাহাকে গ্রেপ্তার করা হয়। [illegible] বিচারে সে দোষী সাব্যস্ত হয়। [illegible] নির্দিষ্ট সময়কে [illegible] করিয়াছে। তাহা [illegible] উপর প্রাণদণ্ডের আদেশ হইয়াছে। [illegible] বয়স ২০ বৎসর।

সামোয়ায় বিদ্রোহ

নিউজীল্যাণ্ডের অধীন সামোয়াদ্বীপে পুলিশের সহিত আদিম নিবাসীদিগের সংঘর্ষ হয়। [illegible] একজন [illegible] এবং পাঁচ জন [illegible] আহত হয়। প্রায় [illegible] জন আদিম [illegible] লোক [illegible] হয়।

নিউজীল্যাণ্ড হইতে [illegible] এবং যুদ্ধের জাহাজ পাঠান হইয়াছে।

ক্রিকেট

[illegible] ক্রিকেট [illegible] তিনি [illegible] দৌড় [illegible] শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় [illegible]। [illegible] পূর্বে [illegible] ব্যাট্‌স্‌ম্যান [illegible] ছিলেন। তিনি [illegible] বৎসরে [illegible] ৪৩৭ দৌড় দিয়াছিলেন।

কংগ্রেসে সংবাদ

কংগ্রেসের মীমাংসা অনুসারে মিঃ এ, রঙ্গস্বামী আয়েঙ্গার ও [illegible] এসেম্ব্লির পদত্যাগ করিয়াছেন। মিঃ [illegible] কাউন্সিল অব ষ্টেটের সদস্যপদত্যাগ করিয়াছেন। ডাঃ বি, এন, [illegible] এবং শ্রীযুক্ত [illegible] মোহন মৈত্র বাংলার কাউন্সিলের সদস্যপদ ত্যাগ করিয়াছেন।

এসেম্বলির [illegible] সতোন্দ্র চন্দ্র মিত্র বঙ্গদেশীয় কংগ্রেস কমিটির সহকারী সভাপতির পদত্যাগ করিলেন। তিনি বলেন, "কংগ্রেসের আজ্ঞানুসারে আমি এসেম্ব্লির পদত্যাগ করিতে পারি। কিন্তু আমার বিশ্বাস যে আগতপ্রায় যুদ্ধে ব্যবস্থাপক সভার উপকারিতা আছে। অতএব আমি পুনরায় নির্বাচন প্রার্থী হইতে পারি।"

রেলে ধাক্কা

ই, আই, রেলওয়ের [illegible] নিকট [illegible] ষ্টেশনে [illegible] এক্সপ্রেস গাড়ী একটী মালগাড়ীর উপর আসিয়া পড়ে। এরূপ ভীষণ ধাক্কা লাগে যে এক্সপ্রেস গাড়ীর এঞ্জিন মালগাড়ীর এঞ্জিনের উপর উঠিয়া সোজা হইয়া দাঁড়ায়। [illegible] জন মারা যায় এবং [illegible] জন আহত হয়, তিনটা গাড়ী পরস্পর [illegible] যায়। [illegible] গাড়ীর অংশ সমূহে পরিপূর্ণ হয়। এখন গাড়ী যাতায়াত পুনরায় আরম্ভ হইয়াছে।

আশ্চর্যের বিষয় যে এঞ্জিনের চালকদের মধ্যে কেহ মারা যায় নাই, একজন মাত্র চালক আহত হইয়াছে।

নাক কাটা

আবদুল [illegible] নামক এক ব্যক্তি এক বৎসর পূর্বে বিবাহ করে। বিবাহের পর হইতেই স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়া চলে। একদিন আবদুল [illegible] রাগ করিয়া তাহার স্ত্রীর নাক কাটিয়া দেয়। আলিপুরের ফৌজদারি আদালতের বিচারে তাহার দুই বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছে।

নৌ-বৈঠক

বিলাতের মন্ত্রী মিঃ রামসে ম্যাকডোনাল্ড বলিয়াছেন যে, বৈঠক শেষ হইবার পূর্বে চীৎকার করা বোকামি মাত্র। প্রত্যেক দেশের আবশ্যক মত নৌবল রাখা উচিত। তাহার কম রাখা ঠিক নয় এবং বেশী রাখা অনাবশ্যক। আন্তর্জাতিক [illegible] রাখিয়া যতদূর সম্ভব নৌবল কমান যাইতে পারে। হতাশ হইবার কোন কারণ নাই।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২৯শে পৌষ সোমবার—১৩৩৬

শ্রেয়ঃ কথা

বর্ত্তমান জগতের অবস্থা

আজকাল জগতের অবস্থা সম্যক্‌রূপে আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, সকলেই খুব ব্যস্ত। কিসে ব্যস্ত? অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, সকলেই একটা অজানা বস্তুর সন্ধানে দৌড়াইতে ব্যস্ত, কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বলিবে,—"মশায়, সময় নাই।" "কেন? কি ব্যাপার?" "আরে মশায়, আপনার ত একটু আক্কেল নাই। বলছি সময় নাই, তবু আপনি বার বার আলাতন ক'রে সময় নষ্ট ক'চ্ছেন?" "তা কি হ'য়েছে, এক কথায় ব'লে ফেলুন না কেন? তা' হ'লে ত আর এত গোলমাল হয় না। অত বকতে পারলেন, আর ব্যাপারটা একটুকু বলতে বুঝি গলায় বাধলো!" "যা' হোক্ মশায় আপনার মত পাগলের সঙ্গে ব'কে লাভ নেই, আমি চল্লুম; বড় বিপদগ্রস্ত হ'য়ে প'ড়েছি এখন।" এই ব'লেই দৌড়।

ব্যস্ততার বিচিত্রতা

সকলেই ব্যস্ত, ভাল কাজেই হউক, আর মন্দ কাজেই হউক। কেহ কংগ্রেস, কেহ সমাজ-সংস্কার, কেহ দেশের সেবা, কেহ দশের সেবা। কেহ বা স্ত্রীপুত্রের সেবা আর কেহ কেহ স্কুল কলেজ প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি নানা কার্য্যে সকলেই অমূল্য সময় অতিবাহিত করিতেছেন, কিন্তু কোন্‌টা ভাল, আর কোন্‌টা মন্দ, তদ্বিষয়ে স্থির নিশ্চয়ে কেহই সমর্থ নহেন। কারণ, যদি কার্য্যাকার্য্য বিচার নিরূপিত হইত, তাহা হইলে একই ঈশ্বর-সৃষ্ট, একই ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত, এক দেশের অন্তর্গত, এক সমাজের অন্তর্ভুক্ত অথবা এক পরিবারের অন্তর্গত জীবগণের কার্য্যের মধ্যে পার্থক্য লক্ষিত হইবে কেন?

কার্য্যাকার্য্য বিচার নিরূপণে অক্ষমতার কারণ

এই যে, আমরা কে এবং আমাদের কর্ত্তব্য কি, তদ্বিষয়ে প্রকৃত সিদ্ধান্ত অবগত না হওয়া। যদি এই দুইটী সমস্যার সমাধান হইত, তাহা হইলে দেখিতে পাওয়া যাইত, বিভিন্ন দেশের, বিভিন্ন স্থানের, বিভিন্ন সমাজের, বিভিন্ন পরিবারের সকলেই একরূপ কার্য্যই করিতেছি।

পূর্ব্বোক্ত সমস্যার সমাধান

কিরূপে হইতে পারে? যদি এরূপ প্রশ্ন হয়, তদুত্তরে বলা যাইতে পারে যে, বস্তুতত্ত্ব জ্ঞান লাভ করিতে পারিলেই উপরোক্ত সমস্যার সহজেই মীমাংসা হইতে পারে।

বস্তুতত্ত্বজ্ঞান-লাভের উপায়

বিভিন্ন প্রকারের মত বলিয়া আমাদের কল্পনা হেতুই আমাদের মূল কর্ত্তব্য নিরূপিত হয় না। আমরা মায়ামুগ্ধ জীব, মায়া আমাদিগকে চালাইতেছে, ফিরাইতেছে, উঠাইতেছে, বসাইতেছে, শোয়াইতেছে, সর্ব্বক্ষণ, সর্ব্বপ্রকারে মোহিত করিয়া রাখিয়াছে ও রাখিতেছে। এই মুগ্ধাবস্থায় যাহা করিতেছি, যাহা দেখিতেছি, যাহা বিচার করিতেছি, সবই মায়াময়, সবই মোহজনক। সুতরাং মায়াতীত কোন বস্তুর নিকট না গেলে আমাদের সমস্যার সমাধান হইবে না। মায়াতীত বস্তু অর্থাৎ মায়াধীশ যিনি হয়েন, তিনিই আমাদের মোহনিদ্রার ঘোর ঘুচাইয়া আমাদের প্রকৃত কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত করিয়া দিবেন। অতএব তাদৃশ সাধুর নিকট গমন করিতে হইবে।

> যতোঽভ্যুদয়নিঃশ্রেয়সে প্রাপ্যেতে...
>
> প্রাপ্তুমস্ত ...
>
> নিঃশ্রেয়সায় ...
>
> ... সাধবঃ ॥

জ্ঞানের কথা

সাংখ্য বলেন প্রকৃতি হইতে জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে। জগৎসৃষ্টি-ব্যাপারে প্রকৃতিরই কর্তৃত্ব বর্ত্তমান। কিন্তু গীতায় স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে উপলক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন—

> ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্।
>
> হেতুনানেন কৌন্তেয় জগদ্বিপরিবর্ত্ততে ॥

—অর্থাৎ প্রকৃতি আমারই শক্তি আমার আশ্রয়েই আমার শক্তি ক্রিয়াবতী, শক্তিমান হইতে শক্তির অভেদত্ব থাকায় শক্তিমানের কর্তৃত্ব স্বীকার না করিয়া শক্তির স্বতঃকর্তৃত্ব কখনও সম্ভব হইতে পারে না। আমার চিদ্বিলাস-সম্বন্ধিনী ইচ্ছা হইতে প্রকৃতিকে যে কটাক্ষ করি, তাহাতেই সর্ব্বকালে আমার অধ্যক্ষতা আছে বলিয়া জানা যায়। সেই কটাক্ষ দ্বারা ক্ষুব্ধা বা চালিতা হইয়া প্রকৃতি এই চরাচর জগৎ প্রসব করে, এতন্নিবন্ধন অর্থাৎ আমার নিমিত্ত স্বরূপে অধিষ্ঠান-হেতু এই জগৎ পুনঃ পুনঃ প্রাদুর্ভূত হয়।

শ্রীভগবানের অধ্যক্ষতা ব্যতীত জড়া প্রকৃতির জগৎ সৃষ্টির কোন সামর্থ্য নাই। শ্রীভগবানের চিচ্ছক্তিপরিণাম—চিজ্জগৎ, জীবশক্তি-পরিণাম—জৈব জগৎ এবং মায়াশক্তি-পরিণাম মায়িক জগৎ, এই শক্তি-পরিণাম তত্ত্ব বুঝিতে পারিলেই জীবের ভগবদ্বিমুখ হওয়া প্রাকৃত-ভোগোন্মুখতারূপ নাস্তিকতা দূর হইয়া যায়, জীব কৃষ্ণোন্মুখ হইয়া কৃষ্ণসেবাকেই একমাত্র কর্ত্তব্য জ্ঞান করিতে পারেন। সুতরাং ইহাকে শুদ্ধ জ্ঞান-নিষ্ঠা বলিয়া উল্লেখ করা যাইতে পারে।

জীবাত্মা ভগবানের পরা প্রকৃতি, ক্ষিত্যপতেজোমরুদ্ব্যোম স্থূলদেহ ও মনবুদ্ধ্যহঙ্কারাত্মক সূক্ষ্মদেহ ভগবানের অপরা প্রকৃতি, ইহারাই চিৎকে আবদ্ধ করিয়া রাখে। জীবাত্মার কর্ত্তব্য মাত্র, পরন্তু জীবাত্মাকে নিত্য কৃষ্ণদাস-জ্ঞানে স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহকে সেই কৃষ্ণদাসত্বের বা কৃষ্ণসেবার সহায়করূপে স্বীকার করিতে পারিলেই দেহের দেহ-ধারণ সার্থক হয়,—ইহা না বুঝিয়া অপরা-প্রকৃতিকেই ভোক্তা বা কর্ত্তা করিয়া বসিলেই সর্ব্বনাশ।

জগৎসৃষ্টি-ব্যাপারে ভগবানের কর্তৃত্ব আছে বলিয়া পাছে অজ্ঞলোকে মায়াধীশ তাঁহাকে মায়াসঙ্গী বা মায়াধীন ভাবিয়া বসে, এই আশঙ্কায় ভগবান্ বলিতেছেন—

> ন চ মাং তানি কর্ম্মাণি নিবধ্নন্তি ধনঞ্জয়।
>
> উদাসীনবদাসীনমসক্তং তেষু কর্ম্মসু ॥

কর্ম্মসমূহই বন্ধনের হেতু। হে ধনঞ্জয়, আমি আপ্তকাম বলিয়া সৃষ্ট্যাদি কার্য্য আমাকে কখনও আবদ্ধ করিতে পারে না। কারণ আমি সেই সকল কর্ম্মে অনাসক্ত ও উদাসীনবৎ থাকি। কিন্তু অচিৎ ব্যাপারসম্বন্ধে আমি উদাসীন থাকিলেও চিদ্ব্যাপার সম্বন্ধে আমি উদাসীন নহি। আমার বহিরঙ্গা মায়াশক্তি ও তটস্থা জীবশক্তি এই চরাচর ভূতগ্রাম সৃষ্টি করিয়া থাকে, তাহাতে আমার চিদানন্দই পুষ্টিলাভ করে। আমার চিৎস্বরূপ তদ্দ্বারা আদৌ বিচলিত হয় না। ভূতসমূহ মায়ার বশবর্ত্তী হইয়া যে সৃষ্টি কার্য্য করে, তদ্দ্বারা আমার শুদ্ধচিদানন্দবিলাসেরই পুষ্টি হয়

বিভিন্ন মতবাদ

মায়াবাদ

(শ্রীযুক্ত সত্যাঞ্জন সেন এম, এ, কর্ত্তৃক সংগৃহীত)

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ, বলেন—"মিথ্যাটী প্রতীতিকালে 'সৎ' বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু 'সত্যবোধ' আসিলে, মিথ্যাবোধ থাকে না। বাস্তবিক মিথ্যা বা মায়ার নিরূপণ অসম্ভব। জীবগণ মায়া বা অজ্ঞান সকলজনের প্রত্যক্ষ। সমস্ত ব্যবহারই মায়ার বশে চলিতেছে। জীব সমষ্টিই ঈশ্বর। ঈশ্বরেই মায়ার অধিষ্ঠান স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু শঙ্কর প্রতিপন্ন করিয়াছেন—জ্ঞানে অজ্ঞান বা মায়া বা মিথ্যাজ্ঞান কোনও কালে ও কোনও দেশে নাই। ঈশ্বর জ্ঞান-স্বরূপ, অতএব অজ্ঞান বা মায়া তাঁহার স্বরূপ বা স্বভাব হইতে পারে না। তাই শঙ্কর বলেন, মায়া পরমেশ্বরাশ্রয়া। নিরধিষ্ঠান ভ্রম হইতে পারে না। ভ্রমের অধিষ্ঠান আছে। অধিষ্ঠান ব্রহ্ম। তাহাই সৎ। ভ্রম প্রতীতিকালে মাত্র আছে, জ্ঞানে নাই। জ্ঞান আশ্রয় হইলেও জ্ঞানে উহা নাই। মায়াই জগতের বীজ শক্তি এবং পরমেশ্বরাশ্রয়া। কিন্তু মায়াকে নির্দ্দেশ করা যায় না। পারমার্থিক দৃষ্টিতে এক অদ্বিতীয় ব্রহ্ম আছেন, মায়াও নাই, জগৎও নাই। ব্যবহারের দ্বারা জগৎ-প্রপঞ্চ। তাই মায়া সদসদ্‌বিলক্ষণ, অতএব অনির্ব্বচনীয়। আত্মা নিষ্ক্রিয়, নির্ব্বিশেষ, নিরাকার, সৎ, চিৎ, আনন্দ ও অখণ্ড-স্বরূপ। সবই মায়া। ঈশ্বরই মায়াবশে অবতীর্ণ হইতে পারেন। সাধকের অনুগ্রহার্থ পরমেশ্বর ইচ্ছাবশে মায়াময় রূপ ধারণ করেন।" অবতার সজ্ঞান ভাবেই মায়াকে বশীভূত করিয়া অবতীর্ণ হন। অতএব জীব মায়ার বশীভূত। সাধনবলে জীব মায়াকে বশীভূত করে।

শ্রুতি-বলেই ব্রহ্ম-বিচার সম্ভব। শ্রুতি বলেন—জগতের উৎপত্তি, স্থিতি, লয় যাহা হইতে হয়, তাহাই ব্রহ্ম। সৃষ্টি প্রপঞ্চই মায়িক। মায়িক হইলেও মায়ার আধার বা আশ্রয় ব্রহ্ম। যদিও সৃষ্টি মায়াময়, তথাপি উহার শৃঙ্খলা আছে। মায়াবীর মায়ার ন্যায় ব্রহ্মের মায়া হইতে আকাশাদি অপঞ্চীকৃত পঞ্চ মহাভূত হইতে জগতের উদ্ভব। পঞ্চীকৃত পঞ্চভূত স্থূল প্রপঞ্চের উপাদান। অপঞ্চীকৃত পঞ্চভূত সূক্ষ্ম প্রপঞ্চের কারণ। মায়াই কারণ প্রপঞ্চের মূল। ঈশ্বরের সান্নিধ্য নিবন্ধনই মায়ার বিকাশ। বেদান্তমতে মায়া ঈশ্বরের অধীন। ঈশ্বরের অধ্যক্ষতাবশেই মায়া সৃষ্টি করিতেছে। চরম জীব সর্ব্বাবস্থায়ই মুক্ত; কেবল অবিদ্যার বশে আত্মস্বরূপ বিস্মৃত। 'আমি' ও 'জ্ঞান' একই বস্তু। জ্ঞানই স্ব-স্বরূপ। বহির্জগৎ বা দৃশ্যজগৎ মিথ্যা নহে। যাহার সাহায্যে দৃশ্যজগৎ উপলব্ধ হয়, সেই মনই মিথ্যা। যতক্ষণ মন আছে, ততক্ষণ দ্বৈত আছে, জ্ঞানে অজ্ঞান বা মায়ার নিবৃত্তি হয়, মনের নিবৃত্তি হয়—দ্বৈত বা জগৎ-প্রপঞ্চ অবসান হয়। ব্যবহারিক জগৎ প্রাতিরূপে নিত্য জগতের অধিষ্ঠান চৈতন্য। ঈশ্বর নিমিত্ত ও উপাদান কারণ।

বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ

বিশিষ্ট—চেতন ও অচেতন বিশিষ্ট ব্রহ্ম। দ্বৈত—ভেদ [illegible] অভেদ বা একত্ব। সম্মিলিতার্থ—[illegible] ব্রহ্মের [illegible] সিদ্ধান্ত [illegible] মতে ব্রহ্ম দ্বিবিধ, এক—[illegible] বিশিষ্ট; অপর—[illegible] বিশিষ্ট। এই উভয়বিধ অদ্বৈত বা একত্বপ্রতিপাদক সিদ্ধান্তের নাম

নির্বিশেষবাদ। প্রলয়কালীন ব্রহ্ম সূক্ষ্ম-চেতনাচেতনবিশিষ্ট; তখন চেতনাচেতন সূক্ষ্ম অবস্থায় বিলীন থাকে। সৃষ্টি-কালীন ব্রহ্ম স্থূলচেতনাচেতনবিশিষ্ট। সেই সময় সূক্ষ্মচেতনাচেতন পদার্থগুলি আত্ম-স্ফুলিঙ্গের ন্যায় ব্রহ্ম হইতে বহির্গত হইয়া স্থূলভাবে ব্রহ্মে অবস্থান করে। জগৎ ব্রহ্মের পরিণাম, ব্রহ্মই জগদাকারে পরিণত হন। জগৎ ব্রহ্মের শরীর। ব্রহ্ম জগতের আত্মা। আত্মা ও শরীর অভিন্ন। অতএব জগৎ ব্রহ্মাত্মক। জীব ও ব্রহ্ম ভিন্ন, সজাতীয় ও বিজাতীয় ভেদ নাই, স্বগত ভেদ আছে। তিনটি মৌলিক পদার্থ—(১) চিৎ—জীব, (২) অচিৎ—জগৎ (৩) পুরুষোত্তম—ব্রহ্ম। ব্রহ্ম সর্বেশ্বর, সগুণ, অশেষগুণের নিলয়, সর্বনিয়ন্তা। জীব তাঁহার দাস।

মায়া শক্তি

(পণ্ডিত শ্রীপাদ অতীন্দ্রিয় ভক্তিগুণাকর)

খ্রীষ্টিয়ানগণের মতে ভগবানের ন্যায় সয়তানও একটি পৃথক্ এবং স্বতন্ত্র পদার্থ। তাঁহারা বলেন যে, এই সয়তান কর্তৃক প্রলুব্ধ হইয়া অজ্ঞ মানবগণ ভগবানের অস্তিত্বে ও সামর্থ্যে বিশ্বাস স্থাপন করিতে অক্ষম হয়, যাহার ফলে সেই সকল মনুষ্য ন্যায় পথ পরিত্যাগ করতঃ গর্হিত কার্য্য করিতে সঙ্কোচাপন্ন হয় না।

মায়াবাদীগণ বলেন যে, মায়ানাম্নী এক অনির্ব্বচনীয়া শক্তির প্রভাবে স্বগত-সজাতীয়-বিজাতীয়-ভেদরহিত নিরাকার ও নির্গুণ, ব্রহ্মবস্তু নষ্ট অজ্ঞ জীবরূপে সজ্জিত হইয়া নানারূপ গর্হিত কার্য্য করিতে ও তদ্ধেতু ত্রিতাপ জ্বালা উপভোগ করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

খ্রীষ্টিয়ানদিগের সয়তান্ বা মায়াবাদী-দিগের মায়া যদি ভগবান্ বা ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ ও স্বতন্ত্র পদার্থ, তখন ঐ মত বা মায়াবাদ অবলম্বনকারী সাধকগণ কখনই নির্ব্বিবাদে সাধনে রত থাকিতে ও সিদ্ধ দশায় উপনীত হইতে পারিবেন না, কারণ সয়তান বা মায়ার স্বতন্ত্রতা হেতু উপদ্রবের অভাব হইবে না এবং ভগবান বা ব্রহ্মের সয়তান বা মায়ার উপর আধিপত্য না থাকায় তিনিও উপদ্রব হইতে সাধককে রক্ষা করিতে পারিবেন না। অতএব বুঝা যাইতেছে যে, খ্রীষ্টিয়ান বা মায়াবাদ-কল্পিত সয়তান্ বা মায়ার সিদ্ধান্ত [illegible]।

[illegible] অনুসারে শ্রীভগবানই একমাত্র [illegible] ভগবদ্‌[illegible] জীবন প্রভৃতি [illegible] অজ্ঞতা, বহিরঙ্গা ও তটস্থা [illegible] প্রভাবের পরিণামরূপ [illegible] বহিরঙ্গাশক্তি নিযুক্ত [illegible] জীব অনা-দ্যন্ত স্থগিত করিয়া নিজ ভগবচ্ছক্তির বহি-রঙ্গা প্রভাবের পরিণতিরূপ অচিৎ পার্থিব বস্তুসমূহকে ভোগ করিবার জন্য উৎসুক হয়, তখন ভগবানের বহিরঙ্গা প্রভাব বা মায়ানাম্নী ভগবচ্ছক্তি, সেই ভগবৎসেবা-বিমুখ জীবের তটস্থাখ্য প্রভাব-জাত চিৎকণ সদৃশ শুদ্ধ আত্ম-স্বরূপকে, স্বরচিত স্থূল ও সূক্ষ্মদেহদ্বয় দ্বারা আবৃত করণান্তর তাহাকে এই নশ্বর জগতে আনয়ন করে ও তাহার হৃদয়ে ভোগ-বুদ্ধি প্রবেশ করাইয়া তাহাকে ত্রিতাপে দগ্ধ করিতে থাকে। ত্রিতাপ দ্বারা সংশোধন করাই মায়ানাম্নী ভগবচ্ছক্তির মুখ্য উদ্দেশ্য। যে কাল পর্য্যন্ত না ভগবদ্বিমুখ জীব প্রচুর পরিমাণে ত্রিতাপের দ্বারা দগ্ধ হইয়া নির্বেদ প্রাপ্ত হন ও নিরবচ্ছিন্ন অবস্থায় দুঃখ দূরীকরণাভিপ্রায়ে সাধুসঙ্গ লাভ করিবার সুযোগ লাভ করেন, তাবৎ-কাল তিনি মায়াখ্য ভগবচ্ছক্তির রহস্য উদ্‌ঘাটনে সামর্থ্য লাভ করিতে পারেন না। যদি ভগবৎ কৃপায় কোন সময় সাধুসঙ্গ লাভ করিতে সমর্থ হন, তাহা হইলে তিনি তখন বুঝিতে পারেন যে, ত্রিগুণ-মোহিনী মায়া শ্রীভগবানেরই শক্তি এবং তাঁহাকে শুদ্ধচিত্ত করিবার অভিপ্রায়েই ভগবৎ কর্ত্তৃক তিনি প্রেরিত হইয়াছেন। মায়িক রহস্য উদ্‌ঘাটিত হইলে মায়িক কার্য্যের প্রতি শত্রু বুদ্ধিতে দোষারোপ না করিয়া উহাকে শ্রীভগবানের কৃপা বলিয়া বুঝিতে পারে ও দুঃখজনক ঘটনাকে ভগবৎ প্রেরিত জ্ঞানে আনন্দে মগ্ন হইতে সমর্থ হয়। তখন আরও বুঝিতে পারে যে, স্ত্রী পুত্রাদিরূপে যাহারা আমার নিকটে বর্ত্তমান, তাহারা প্রকৃত পক্ষে স্বজনাপদেশী এবং তাঁহাদিগের মোহে মুগ্ধ না হইয়া পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছি জ্ঞানে সর্ব্বজীবের একমাত্র সুহৃদ্‌রূপী শ্রীভগবানের সেবার্থে আমাদিগের কায়, মন ও বাক্যকে নিত্যকালের জন্য নিয়োগ করিতে বদ্ধপরিকর হইতে ত্রুটী করি না। সে সময় মায়াখ্য ভগবচ্ছক্তির নিকট প্রার্থনা করি যথা,—

"কাত্যায়নি মহামায়ে মহাযোগি-ন্যধীশ্বরি। নন্দগোপ-সুতং দেবি পতিং মে কুরু তে নমঃ॥"

ভরত রাজার নিকট হইতে হরিণ-শিশু যখন দূরে চলিয়া গেল, তখনও তাহার মোহ গেল না। তাহার মোহ-গ্রন্থি ছিন্ন করিবার জন্য মায়া-শক্তি তখন হরিণশিশুর আকৃতি পরিত্যাগ করতঃ ভীষণ কালরূপ দেখাইলেন। এই ভীষণ কালরূপ দর্শন করিবার পর ভরত রাজার দিব্য জ্ঞান উদিত হইল এবং বুঝিলেন যে তিনি পূর্ব্বে অন্যায় ভাবে সেই মায়াশক্তিকে হরিণ-শিশু জ্ঞান করতঃ মোহজালে আবদ্ধ হইয়া ভগবৎ ধ্যান হইতে চ্যুত হইয়া-ছিলেন। হে পাঠকবর্গ, আপনারা আশীর্ব্বাদ করুন, কত দিনে মায়িক প্রত্যেক বস্তু আমার নিকট ঐরূপ ভীষণ আকার দেখাইয়া আমার দুর্ব্বাসনা দূর করিবে এবং ভোগ্য বস্তুর পরিবর্ত্তে তাহা নিখিলকে আমার ভগবৎ সেবা বুদ্ধির অতিরিক্তভাবে সহায়ক জানিয়া অন্বয় ভাবে শ্রীগুরুবৈষ্ণববর্গের সঙ্গ করিতে করিতে ভগবদ্ভক্তি লাভ করতঃ দুস্তর ভবসমুদ্র পার হইতে পারিব।

সভ্য কে ?

(শ্রীযুক্ত সত্যাঞ্জন সেন এম, এ)

পুরাকালে রাবণ বা যুধিষ্ঠির যে সমস্ত বাড়ী তৈয়ারি করাইয়াছিলেন, সেগুলি নিতান্ত মন্দ ছিল না। বিলাতে, অবশ্য, সে সময় বন্য দস্যুরা বন্য মানুষের সঙ্গে একত্রকমে দিন কাটাইত এবং আমেরিকা তখন আবিষ্কৃত হইয়াছিল কিনা, সে কথা ইতিহাস বলে না।

এখন সভ্য সমাজের মতে ভারত অসভ্য, কুসংস্কারাবৃত লোকে পূর্ণ, কেবল-মাত্র সাহেবেরা যে যে স্থানে আড্ডা করিয়া-ছেন, সেইখানে কিছু কিছু আলোকের সঞ্চার হইয়াছে।

বঙ্গদেশে যে এক শত বৎসর পূর্ব্বেও প্রত্যেক ১৮৫ জনের পিছু একটী করিয়া বিদ্যালয় ছিল এবং এক নদীয়া জেলায় প্রত্যেক ৩২ জনের পিছু একটী করিয়া বিদ্যালয় ছিল, তাহার ইতিহাস ব্যতীত অন্য সাক্ষী বোধ হয় বর্ত্তমানে নাই।

এখন আমাদের দেশ অপেক্ষা অন্য দেশ যে সভ্য তাহার কয়েকটী প্রমাণ দেখা যায়। কলিকাতায় একটী দশতলা বাড়ী তৈয়ারি হইয়াছে। কিন্তু ইংলণ্ডে সেরূপ অনেক বাড়ী আছে। আমেরিকায় ২০।২৫ তলা বাড়ী যে কোন বড় সহরে দেখিতে পাওয়া যায় এবং একটি ১০৫ তলা বাড়ী তৈয়ারি হইতেছে। সেটি ১৩৭৮ ফুট উচ্চ হইবে।

ইউরোপ ও আমেরিকার দাতারা হাঁসপাতাল, স্কুল, ইউনিভারসিটি প্রভৃতি জনহিতকর অনুষ্ঠানকে যে পরিমাণ অর্থ সাহায্য করেন, তাহা ভারতীয়ের কল্পনা-তীত।

সে সব দেশে ধনীর সংখ্যাও যেমন বেশী, এক একজন ধনীর অর্থও তেমন বেশী।

সেখানে লোকে আয়ও যেমন করেন, বাবুগিরিও তেমনি করেন।

আমাদের মতে,—ঐরূপ দান, ঐরূপ গৃহে বাস এবং ঐরূপে ইন্দ্রিয়-সেবা যদিও বহির্ম্মুখ লোকের পক্ষে চিত্তাকর্ষক, তথাপি ভক্ত ঐ সমস্তকে তুচ্ছ মনে করেন, কারণ ভগবান্ তাঁহাকে বলিয়াছেন,—"সাজী-প্রদান, বিলক্ষণযুক্ত যে গৃহ, তাহা আমার উদ্দেশে অর্থাৎ আমার জন্য সংরক্ষিত যদি অন্যরূপে আচরণ করিবে। বৃহৎ অট্টালিকায় বাসরূপ যে কাম, তাহাও আমার মন্দির-বাসস্থান নির্ম্মাণাদিলক্ষণময়ী আমার সেবার উদ্দেশ্যে আচরণ করিবে, ধন-সংগ্রহরূপ যে অর্থ, তাহাও কেবলমাত্র আমার সেবার উপযোগিরূপে আচরণ করিবে। এইরূপ করিতে করিতে, আমি ব্যতীত অপর সকলেরই আশ্রয় পরিত্যাগ করিয়া অবশেষে আমাতে শ্রবণাদিলক্ষণময়ী ও অব্যভিচারিণী ভক্তি লাভ করিবে।"

যে সভ্যতা এইরূপ ভক্তি-মতের বিরুদ্ধ, তাহাকে কি সভ্যতা বলা যায় ?

["ইংলণ্ড, আমেরিকা, জাপান, ফ্রান্স, ইটালি, গ্রীস প্রভৃতি দেশবাসী এবং ভারতবর্ষবাসীর প্রত্যেকেই স্ব স্ব ইন্দ্রিয়-তর্পণের অনুকূলে সুব্যবস্থার তারতম্য লক্ষ্য করিয়া সভ্যতা নির্ণয় করেন। কিন্তু তাদৃশ সভ্যতা মানবের মানবত্ব জ্ঞাপক নহে। পশুত্বে ও মানবত্বে যে বিচারের পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়, তাহাই মানবের সভ্যতা। পশুর সদসদ্বিবেক নাই, কিন্তু মানব সেই বিবেকসম্পন্ন হইয়া অসৎ বা অনিত্যের সঙ্গ ত্যাগ করিয়া সৎ বা নিত্যের সঙ্গ করেন, ইহাই তাঁহার সভ্যতা। সুতরাং সভ্য বলিতে আমরা ভগবদ্ভজন-পরায়ণতা-কেই বুঝি। যিনি ভজনবিষয়ে যত উন্নত, তিনি তত সভ্য এবং যিনি ভজিবিষয়ে যত অনুন্নত, তিনি তত অসভ্য।]

(নঃ প্রঃ সঃ)

প্রাপ্ত পত্র

পরম পূজনীয়

শ্রীযুক্ত নদীয়া-প্রকাশ পত্রের সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু

মহাশয়, দুই বৎসর পূর্ব্বে করুণাময় ভগবানের দয়ায় শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমায় যোগদান করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়া-ছিলাম। মহাপ্রভুর জন্মভিটা, শ্রীচৈতন্য-মঠ, শ্রীবাস অঙ্গন, কাজির সমাধি, প্রভৃতি শ্রীমায়াপুরের সম্পত্তি দর্শন করিয়া যে কি অদ্ভুত আনন্দ লাভ করিয়াছিলাম, তাহা ভাষায় বলিতে না পারিলেও বারবার শ্রীধাম মায়াপুর দর্শনের পিপাসা ছাড়িতে পারিতেছি না। সেই পরিক্রমা কালে সন্ন্যাসী মহারাজগণের নিকট হরিকথা শ্রবণ করিয়া আমার দেশবাসীকে সেইরূপ কথা শুনাইবার অভিলাষ বলবতী হইয়া-ছিল। তবে দরিদ্রের মনোরথ হৃদয়ে উত্থিত হইয়া হৃদয়েই বিলীন হওয়ার ন্যায় আমারও অভিলাষ তদ্রূপ হইয়াছিল।

শ্রীভগবান্ হৃদয়-গ্রাহী। অনেক সময় আমরা হৃদয় খুলিয়া তাঁহাকে ডাকিতে পারি না বলিয়া তাঁহার করুণা বুঝিতে পারি না। কিন্তু আমার ন্যায় হৃদয়হীনের

হৃদয়ঙ্গম হরিকথা ... শুনিয়াছেন বুঝিলাম। একদিন হঠাৎ শুনিলাম যে, শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে অনেক প্রচারক আমাদের লোকাগড়া গ্রামে হরিকথা প্রচার করিতে আসিবেন। সংবাদ শ্রবণে হৃদয় বড়ই উৎফুল্ল হইল; শুভদিনের অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। অবশেষে গত ১৪ই পৌষ রবিবার প্রাতে দেখিলাম যে, শ্রীপাদ ভারতীমহারাজ চারিজন ব্রহ্মচারীসহ শ্রীযুক্ত ভোলানাথ মজুমদার মহাশয়ের গৃহে উপস্থিত হইয়াছেন।

ঐদিন সন্ধ্যায় শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ আরম্ভ হইল। সাধারণতঃ ব্যবসায়ী পাঠকগণ কথকতাচ্ছলে যেরূপ ভাগবত পাঠ করিয়া থাকেন, তাহাতে শিক্ষিত সম্প্রদায় সন্তুষ্ট হন না। সুতরাং ভাগবতপাঠের নাম শুনিয়া অনেকে পাঠকের পাঠ ভাবিয়া প্রথমদিন আসেন নাই। কিন্তু মহারাজের মুখে অপূর্ব্ব ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া উপস্থিত শ্রোতৃবর্গ যখন গ্রামে প্রচার করিলেন, তখন পরদিন হইতে বহুলোকের সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া ক্রমাগত পাঁচদিবস একাগ্রচিত্তে ভাগবতকথা শ্রবণ করিলেন। গ্রামের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই এই অপূর্ব্ব সুযোগ গ্রহণ করিয়াছিলেন।

গত ১৯শে পৌষ শুক্রবার স্থানীয় জমিদার শ্রীযুক্ত মতিলাল সরকার ও শ্রীযুক্ত কালীপদ সরকার মহাশয়ের উদ্যোগে বাজারে এক বিরাট সভার আয়োজন হইয়াছিল। অপরাহ্ণ ৪টার সময় সংকীর্ত্তন-সহ স্বামিজী মহারাজকে অগ্রণী করিয়া শ্রীযুক্ত ভোলানাথ বাবুর বাড়ী হইতে সভাস্থলে উপস্থিত হইলেন। শ্রীগুরুবন্দনা ও কীর্ত্তনের পর "শ্রীচৈতন্যের দান" সম্বন্ধে বক্তৃতা আরম্ভ হইল। মহারাজজী প্রথম মুখে শ্রীল হরিদাস ঠাকুর ও শ্রীমল্লোকনাথ গোস্বামী প্রভুর আবির্ভাবক্ষেত্র যশোহর জেলার মাহাত্ম্য এমনভাবে কীর্ত্তন করিয়াছিলেন যে, সকলেরই প্রাণে প্রবল আবেগ আসিয়াছিল এবং সকলকেই অশ্রুজল ফেলিতে হইয়াছিল। তারপর ওজস্বিনী পাণ্ডিত্য ও ভাবপরিপূর্ণ ভাষায় বহু বহু সদ্যুক্তির দ্বারা এই অভাব পরিপূর্ণ বিশ্বে বিশ্বম্ভরের দানই যে জীবের একমাত্র আকাঙ্ক্ষিত ও বরণীয় বস্তু, তাহা উপস্থিত সকলের মধ্যে মধ্যে উপলব্ধি করিয়াছিলেন। লোহাগড়া, লক্ষ্মীপাশা, কাশীনগর, জয়পুর, কুন্দশী, মল্লিকপুর এবং হাতনা প্রভৃতি গ্রামের শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত প্রভৃতি বহুলোক সভায় উপস্থিত ছিলেন। বক্তৃতান্তে সকলেই বক্তার বহু প্রশংসা করিয়া নিজ নিজ উদ্দেশ্য-বিহীন জীবনের কথা চিন্তায় মগ্ন না হইয়া পারেন নাই।

গ্রামবাসী শ্রীচৈতন্যমঠের চেতনবাণী শ্রবণে সুপ্তোত্থিতের ন্যায় হইয়া পড়িলেন।

শ্রীশ্রীগৌরজন্মোৎসব-উপলক্ষে

(২০শে মাঘ—৩রা চৈত্র)

শ্রীচৈতন্যাব্দ—৪৪৪

বিরাট্ আয়োজন হইতেছে, সকলে যোগদান করুন

পারমার্থিক জগতে এক অভূতপূর্ব্ব আবিষ্কার

শ্রীধাম মায়াপুর নবদ্বীপ প্রদর্শনী,

পরমার্থ-প্রদর্শনী, ভাগবত-প্রদর্শনী, শ্রুতি-প্রদর্শনী, বেদান্ত-প্রদর্শনী, সাত্বত সম্প্রদায়-প্রদর্শনী, ভক্তিসিদ্ধান্ত প্রদর্শনী। গৌরবাণীবিনোদ-সেবা-প্রদর্শনী, পারমহংস্যধর্ম্ম-প্রদর্শনী, দৈব-বর্ণাশ্রমধর্ম্ম-প্রদর্শনী। সার্ব্বজনীন প্রদর্শনী, সর্ব্বচিৎসমন্বয়-প্রদর্শনী। ভগবন্নাম-মহিমা-প্রদর্শনী, ভগবদ্-রূপ-মহিমা-প্রদর্শনী, ভগবদ্গুণ-মহিমা-প্রদর্শনী, ভগবল্লীলা-প্রদর্শনী। ভগবৎ-পরিকর-মহিমা প্রদর্শনী, ভগবদ্ধাম-মহিমা-প্রদর্শনী। ভগবৎসেবোপকরণ প্রদর্শনী, সর্ব্ববৈষ্ণব-বৈভব-প্রদর্শনী, সৎসঙ্গ-মহিমা-প্রদর্শনী, সৎসঙ্গ-স্বরূপ-নির্ণয়-প্রদর্শনী। দুঃসঙ্গ-বর্জ্জন-শিক্ষা-প্রদর্শনী, দুঃসঙ্গ-স্বরূপ-নির্ণয়-প্রদর্শনী। সার্ব্বজনীন স্বদেশের সন্ধান-প্রদর্শনী, সত্যস্বরূপ-প্রদর্শনী।

আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, ধনী-নির্ধন, ছোট-বড়, জ্ঞানী-অজ্ঞানী, সবল দুর্ব্বল, অকাম-মোক্ষকাম-সর্ব্বকাম সকলেরই সর্ব্বপ্রকার শিক্ষার মন্দির, সার্ব্বজনীন সংকীর্ত্তন-বেদী এই শ্রীধাম-মায়াপুর নবদ্বীপ-প্রদর্শনীতে সবান্ধবে যোগদান করুন।

যাহাতে স্বামিজী মহারাজ ক্রমাগত ছয়-সপ্তাহ ধরিয়া শ্রীচৈতন্যদেবের কথা কীর্ত্তন করেন সেজন্য বারবার সকলে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু আগামী ফাল্গুন-মাসে শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা বিশেষতঃ আগামী ২০শে মাঘ হইতে ৩রা চৈত্র পর্য্যন্ত শ্রীধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপ-প্রদর্শনীর আড়ম্বর আয়োজনের জন্য স্বামিজী মহারাজের সময়াভাব জানাইতে লাগিলেন। পরিশেষে বিশেষ অনুরোধে বাধ্য হইয়া ২০শে পৌষ স্থানীয় সরকার বাবুদিগের বাড়ী শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করেন। সেদিনও বহুলোক মহারাজের মুখে হরিকথা শুনিয়াছিলেন।

আমরা এরূপ চেতনবাণী শুনি নাই। কিন্তু আজ কয়েকদিনের পাঠকীর্ত্তন শ্রবণে আমাদের হৃদয়ে সাড়া পড়িয়াছে। আজ গ্রামের সকলেই গ্রাম্যকথায় উদাসীন হইয়া ভগবানের চিন্তায় নিযুক্ত। ঘাটে পথে বাজারে যেখানে সেখানে পাঠ-কীর্ত্তনের কথা আলোচিত হইতেছে। সকলে পৃথক্ পৃথক্ গৃহে আত্মীয় স্বজন লইয়া বাস করিলেও শ্রীপাদ ভারতীমহারাজকে তাঁহাদের পরম আত্মীয়জ্ঞানে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া হরিকথা শুনিবার জন্য উদ্গ্রীব। এই কয়দিন গ্রামবাসী আমরা প্রবুদ্ধের ন্যায় সর্ব্বদা নিজ চিন্তায় ব্যস্ত। তবে এই সময়ে হঠাৎ স্বামিজী প্রচারকগণ অন্য গ্রামে যাওয়ায় আমরা দুঃসময়ে পতিত। ... মহারাজ যেখানে লোহাগড়া গ্রামে ... করিতেছেন সেখানে সকলেরই চক্ষে অশ্রু ... ধারে প্রবাহিত হইয়াছিল। সকলকে করুণা মধুরবাক্যে ভগবদ্ভজনের উপদেশ দিয়া গম্ভীরভাবে [illegible] ... আমরা

দুঃখ পাই তাই তাঁহার সঙ্গ অনেক দিন ধরিয়া লাভ করিতে পারিলাম না। যাহাতে তিনি সদলবলে আগামী প্রদর্শনীতে যোগদান করিয়া পুনরায় হরিকথা শুনাইবার আশা করিলাম। আশীর্ব্বাদ করুন যেন আমাদের অভিলাষ পূর্ণ হয়। আমি অতি-ক্ষুদ্র ব্যক্তি, আপনাদের আচারপ্রচারে মুগ্ধ হইয়া ... প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়াছি বিদ্যাবুদ্ধি ... না থাকায় কোন-প্রকারে মনোভাব ব্যক্ত করিলাম। সুতরাং দয়া করিয়া আপনার পত্রিকায় এই সংবাদটী প্রকাশ করিবেন। নিবেদন ইতি শ্রী * *

নিমন্ত্রণ-পত্র

শ্রীশ্রীমায়াধীশায় নমঃ

শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীমন্দির

১লা মাঘ ৪৪৩ শ্রীচৈতন্যাব্দ

যথাবিহিতসম্মানপুরঃসরনিবেদনমিদম্—

আগামী ৩০শে ফাল্গুন ১৪ই মার্চ্চ শুক্রবার হইতে দিবসত্রয় শ্রীধাম নবদ্বীপ-মায়াপুরে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গের জন্মোৎসব উপলক্ষে ভক্তসম্মেলন, নামসংকীর্ত্তন, মনোহরসাহী কীর্ত্তন, লীলাগ্রন্থপাঠ, ভোগরাগ, ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণব-অতিথিসেবা ও মহামহোৎসবাদি প্রাত্যহিক হইবে। ১লা চৈত্র শনিবার অপরাহ্ণ ... টার সময় শ্রীধামপ্রচারিণী-সভার সাধারণ অধিবেশন হইবে। ঐ সময় শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গের প্রিয়কার্য্যানুষ্ঠাতৃগণের সমাচরিত সৎকার্য্য স্বীকার ও সম্মান প্রদত্ত হইবে। মহাশয়ের সপরিকরে উপস্থিত প্রার্থনীয়। শুভাগমন হইলে অত্রস্থ সমাগত ভক্তবৃন্দ মহাশয়ের সঙ্গসুখে পরমানন্দিত হইবেন। বলা বাহুল্য যে, মহাশয়ের ন্যায় মহোদয়দিগের সাহায্য ব্যতীত এরূপ বৃহৎ শুভকার্য্য সুসম্পন্ন হওয়া অসম্ভব। **আগামী ২৮শে মাঘ ১১ই ফেব্রুয়ারী মঙ্গলবার হইতে দিবস-চতুষ্টয় শ্রীধাম-মায়াপুর প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর জন্মোৎসব উপলক্ষে শ্রীনামযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইবেন। ২১শে ফাল্গুন বুধবার হইতে ২৯শে ফাল্গুন বৃহস্পতিবার পর্য্যন্ত নয়দিন নয়টী দ্বীপে পরিক্রমা হইবে।** —

(১) ২১শে ফাল্গুন—অন্তর্দ্বীপ
(২) ২২শে ফাল্গুন—সীমন্তদ্বীপ
(৩) ২৩শে ফাল্গুন—গোদ্রুমদ্বীপ
(৪) ২৪শে ফাল্গুন—মধ্যদ্বীপ
(৫) ২৫শে ফাল্গুন—কোলদ্বীপ
(৬) ২৬শে ফাল্গুন—ঋতুদ্বীপ
(৭) ২৭শে ফাল্গুন—জহ্নুদ্বীপ
(৮) ২৮শে ফাল্গুন—মোদদ্রুমদ্বীপ
(৯) ২৯শে ফাল্গুন—রুদ্রদ্বীপ

সভ্যগণাবধেয়

শ্রীশরদিন্দু নারায়ণ রায়
[illegible]
[illegible]

শ্রীনফরচন্দ্র পালচৌধুরী ভক্তিভূষণ
[illegible]

[illegible] ... শ্রীধাম মায়াপুর ... নদীয়া—এই ঠিকানায় পাঠাইতে

পর-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

সম্প্রতি পর-বিদ্যাপীঠে নিম্নলিখিত শিক্ষণীয় বিষয়সমূহের অধ্যাপকের আসন-সমূহ সংস্থাপিত হইয়াছে—বিদ্যার্থিগণ আবেদন করুন।

১। সাহিত্যাসন, ২। ঐতিহ্যাসন,
৩। সম্প্রদায়বৈভবাসন, ৪। ভক্তিশাস্ত্রাসন,
৫। তত্ত্বশাস্ত্রাসন, ৬। বেদান্তাসন,
৭। একায়নাসন।

শ্রীনন্দলাল রায় বি, এ, কাব্যতীর্থ, বিদ্যাসাগর,
সম্পাদক—পরবিদ্যাপীঠ, শ্রীধাম মায়াপুর।

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ,

শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৪০, চল্লিশ টাকা।

২৭২৪ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে,
সপ্তচত্বারিংশ খণ্ডে সূচী ছাপা হইতেছে।

৪৬শ খণ্ড পর্য্যন্ত নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে ১৫৸৵০ সাধারণ পক্ষে ২০৸৶০। প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৶০, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ।৴০।

দশম স্কন্ধের ভিক্ষা ১২৲, অগ্রিম সাহায্যকারীর পক্ষে ৮৲।

অধ্যায়পর্য্যন্ত একাদশ সংখ্যা ছাপা হইয়াছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

সূচী প্রভৃতি সহ সম্পূর্ণ ছাপা শেষ হইয়াছে

আদি, মধ্য, ও অন্ত্যলীলা এবং সূচী ছাপা হইয়া সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছেন। যাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ১০৲ টাকা ভিক্ষার তৃতীয় সংস্করণ ৪৲ টাকায় না পাইয়া অপর সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের জন্য উহার ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছেন। সেই ১০৲ টাকার এই বিরাট গ্রন্থের শত সংখ্যা মাত্র ৫৲ টাকা ভিক্ষায় দেওয়া হইতেছে। গ্রাহকগণ সত্বর হউন পরে আর এ সুযোগ থাকিবে না।

শ্রীচৈতন্য লীলার ব্যাস আধিকারি

শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত

সুবিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীচৈতন্যভাগবত

সভাষ্য আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র গ্রন্থ ৮৲ স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲

নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪৷৷০ টাকা

শ্রীচৈতন্য মঠের যাবতীয় গ্রন্থ

কার্য্যাধ্যক্ষ, গ্রন্থবিভাগ, শ্রীচৈতন্য মঠ
পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া
—অথবা
শ্রীগৌড়ীয় মঠ ১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা
ঠিকানায় পাওয়া যাইবে।
বিশেষ দ্রষ্টব্য :—টাকা পাঠাইলে শ্রীচৈতন্য মঠের ঠিকানায় লিখিবেন।

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত ভক্তি গ্রন্থাবলী

যে সব উৎকলবাসী ভক্ত বাংলা অক্ষর পড়িতে জানেন না, তাঁহাদের শ্রীশ্রীল প্রভুর প্রচারিত পরম উপাদেয় ভক্তি-কথা জানিবার সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে উড়িয়া-অক্ষরে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হইয়াছে বাংলা গ্রন্থের তুলনায় উড়িয়া গ্রন্থগুলির ভিক্ষাও অপেক্ষাকৃত অল্প।

গ্রন্থের নাম	ভিক্ষা
শ্রীহরিনাম চিন্তামণি, প্রতিখণ্ড	৸০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	১৲
সাধন পথ (শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টক) প্রতিখণ্ড	।০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৸০
কল্যাণ কল্পতরু প্রতিখণ্ড	৶০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	।০
গীতাবলী প্রতিখণ্ড	৴১০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৶১৫
শরণাগতি—প্রতিখণ্ড	৴০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৶৫

প্রাপ্তিস্থান { শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ, কটক
এবং
শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, পুরী

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিম্নলিখিত মঠসমূহে প্রাপ্তব্যঃ—

১। শ্রীচৈতন্য মঠ,—পোঃ, শ্রীধামমায়াপুর, (নদীয়া)।
২। শ্রীগোরগদাধর মঠ,—চাঁপাহাটি, সমুদ্রগড় পোঃ, (বর্দ্ধমান)।
৩। শ্রীভাগবত আসন,—ভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৪। শ্রীগৌড়ীয় মঠ,—১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা।
৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ,—চটকপর্ব্বত, পুরী।
৬। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ,— উড়িয়া বাজার, কটক।
৭। শ্রীভাগবত মঠ,—চিরাকিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।
৮। শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ,—৪নং অগস্ত্যকুণ্ডা, কাশী, ইউ, পি।
৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,—ছিপিগলি, বৃন্দাবন, মথুরা, ইউ, পি।
১০। শ্রীপরমহংস মঠ—নৈমিষারণ্য পোঃ, সীতাপুর, ইউ পি।
১১। শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ,—কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল, পাঞ্জাব।
১২। শ্রীমাধবগৌড়ীয় মঠ,— ৯নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।
১৩। শ্রীগদাইগৌরাঙ্গ মঠ,— বালিয়াটি, ঢাকা।
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম,—আমলাযোড়া, রাজবাঁধ পোঃ, বর্দ্ধমান।
১৫। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ,—ডুমুরকোন্দা, চিরকুণ্ডা পোঃ, মানভূম।
১৬। শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয় মঠ,—আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী, উড়িষ্যা।
১৭। শ্রীগৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয় ১০।১ কুইন্স রোড নিউদিল্লি

এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণের নিকটও নদীয়া-প্রকাশ প্রাপ্তব্য।

১। শ্রীযুক্ত জনার্দ্দন ঘোষ—বয় লজ, ক্লে রোড, খুলনা
২। শ্রীযুক্ত রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিরত্ন—দেওয়ানগঞ্জ, চন্দ্রদবাড়ী কুচবিহার।
৩। শ্রীযুক্ত রামরঞ্জন রায়—৭৬।২নং শ্রীগোপাল মল্লিক লেন, কলিকাতা
৪। মিঃ এন ডি, মুখার্জ্জি—এম, এম, ওয়ার্কস দি মল, কানপুর।
৫। শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী জ্যোতির্ভূষণ—স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া
৬। শ্রীরাসবিহারী দাস অধিকারী, নবদ্বীপ।
৭। শ্রীব্রজমোহন দে—মনমোহন প্রেস, নবাবপুর, ঢাকা।
৮। শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলি বেড়াচাঁপা, ২৪ পরগণা।
৯। শ্রীপঞ্চানন চট্টোপাধ্যায় এ, এস, এম, ধানবাদ

চৈতন্যমঠের গ্রন্থাবলী

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বিরচিত

ভজন-গ্রন্থাবলী।

উৎকৃষ্ট কাগজে বিলাতী ধরণে বাঁধাই স্বর্ণালঙ্কৃত। চতুর্থ সংস্করণ। বিস্তৃত বিষয়সূচীসহ

জৈবধর্ম্ম

বাঁধাই ২৲ দুই টাকা

প্রকাশিত হইয়াছে

সনাতন ধর্ম্মশাস্ত্র বেদ, বেদান্ত, উপনিষৎ, গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত, দর্শন, পুরাণ, তন্ত্রাদি সকল গ্রন্থ পাঠ করিবার অবসর অতি অল্প মানবের ঘটিয়া থাকে। অনেকের যোগ্যতা না থাকায় লোক সমস্ত গ্রন্থের মর্ম্ম অবগত হইতে পারেন না। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বাঙ্গালীর এই অসুবিধা দূরীভূত করিবার জন্য এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

বিদ্যালয়ের ছাত্র বা শিক্ষকগণের বিশেষ পাঠ্য, এই হেতু শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টার বাহাদুর ইহা সমস্ত বিদ্যালয়ের জন্য অনুমোদন করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

প্রথম খণ্ড ভিক্ষা ১৲ একটাকা

যুক্তিপূর্ণ শাস্ত্রালোচনা দ্বারা প্রত্যেক মানবের নিত্য কর্ত্তব্য ও অনিত্য সাময়িক কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। গ্রন্থের প্রতি উক্তি সনাতন শাস্ত্রবাক্য দ্বারা সমর্থিত ও প্রমাণিত হইয়াছে। ... আত্মার স্বরূপ ... ইত্যাদি বিষয় ... আলোচিত হইয়াছে। প্রথম ... আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত পাঠ না করিয়া নিবৃত্ত হওয়া যায় না।

শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ভিক্ষা ৵০

ঐ প্রমাণ খণ্ড ভিক্ষা ৵০

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর লীলা ও শ্রীধাম নবদ্বীপ সমন্বিত। এক নয় দ্বীপের প্রাচীন বিবরণ- প্রত্যেক দ্বীপে শ্রীমহাপ্রভুর লীলা—প্রত্যেক দ্বীপের পরিচয়, শ্রীধাম-মাহাত্ম্য—ধামাপরাধ কি? ইত্যাদি বিষয় বিশেষভাবে মনোহর ছন্দে বর্ণিত। পকেট সাইজ প্রায় ... পৃষ্ঠা।

শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ

উজ্জ্বল রোমান কাগজে উত্তম কাগজে ছাপা— শ্রীনবদ্বীপধাম দর্শনে ভাবুক দর্শনকারীর কি প্রকার ভাবের উচ্ছ্বাস হয়, তাহা এই গ্রন্থে বর্ণিত। অতি চমৎকার। ভিক্ষা চার আনা।

উপদেশামৃত

৷৵০ দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীরূপ গোস্বামী এবং শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভুগণ উপদেশচ্ছলে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা গ্রন্থে ভাষ্যের অনুকূল ও প্রাঞ্জল বিচার অতি সুন্দরভাবে বিবৃত হইয়াছে। ইহা ছাড়া শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদিষ্ট শিক্ষা ও উপদেশ বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব-জগতে অভিনব গ্রন্থ !!

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতি-গ্রন্থাবলী :-

শরণাগতি

পকেট সাইজ
অষ্টম সংস্করণ
ভিক্ষা ৵০ আনা

দেহ ও মনের চেষ্টা অনিত্য জানিয়া ... যখন জীব বুঝিতে পারে, তখন একমাত্র নিত্যবস্তু শ্রীভগবানের প্রতি তাহার কোন জাতীয় আবেগময়ী প্রার্থনা হয় এবং শ্রীভগবানে সম্বন্ধজ্ঞানে নিষ্কপটে কি প্রকারে শরণাপন্ন হইতে হয়, ইত্যাদি বিষয়ক প্রাণস্পর্শী প্রার্থনা ও ... নামগানমূলক গান। ... সংস্করণ প্রকাশিত হইল।

ভিক্ষা প্রতি খণ্ড ৵০ এক আনা।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা— ৵০, নবদ্বীপশতক— ৵০

অমৃতপঞ্চক —৵০

কল্যাণকল্পতরু

পকেট সাইজ
পঞ্চম সংস্করণ
ভিক্ষা ৴১০

আমরা প্রত্যহ নূতন নূতন অভাব ও কামনার বশবর্ত্তী হইয়া পুনঃপুনঃ অকল্যাণকে কল্যাণ বলিয়া গ্রহণ করি এবং তাহা ... কামনা করি, কিন্তু যে বস্তু বা যথার্থ কল্যাণ প্রদান করিবে এবং কোন বস্তু আমাদের নিত্য কল্যাণ প্রদান করিতে পারে, আমরা ... কল্যাণলাভে সমর্থ হইব, এই সকল কথা সরল গানে লিখিত। ... বাস্তবিক কল্যাণের ... , তাঁহা ... ।

শ্রীল চক্রবর্ত্তি ঠাকুরের টীকা সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠাকুর কৃত টীকা ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কৃত ... অনুবাদ। টীকাকারের জীবনী, শ্লোক-সূচী, ... ও প্রয়োজনীয় বিষয় সংবলিত প্রায় ৮০০ পৃষ্ঠা। উৎকৃষ্ট সিল্কে বাঁধাই ২৲ দুই টাকা। কাগজে বাঁধা ১৷০

শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ কৃত ভাষ্য সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

কাগজ ও ছাপা উৎকৃষ্ট। সিল্কে বাঁধাই, সোনার জলে নাম লেখা রাজসংস্করণ ১ টাকা। সাধারণ সংস্করণ ৷৷০, গৌড়ীয়ের গ্রাহকপক্ষে ৷০

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি

(... ...)

বিষয়:—১। ... ২। চারি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের চরিত, ৩। ... শ্রীমন্দির ও শ্রীবিগ্রহের বিবরণ, ৪। বৈষ্ণবগ্রন্থ ও গ্রন্থকারগণের তালিকা ও বিবরণ, ৫। বিষয় ... অলৌকিক ও ... আকরমূলে ... প্রকাশিত হইয়াছে। ১ম খণ্ড ৸০, ২য় খণ্ড ৸০, ৩য় খণ্ড ৸০, ৪র্থ খণ্ড ৷৷০, চারি খণ্ড একত্রে ৩৲ (৫ম খণ্ড যন্ত্রস্থ)।

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ

১ম খণ্ড ১ এক টাকা ২য় খণ্ড ১৲ এক টাকা শ্রীমদ্ভাগবতের গ্রাহক ও গৌড়ীয় গ্রাহকগণ ... টাকায় ... খণ্ড ... বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীজীব গোস্বামিপাদের ... ইহাই ষট্‌সন্দর্ভের অধিক প্রয়োজনীয় অংশ। ... উৎকৃষ্ট ... পৃষ্ঠা আকারে মুদ্রিত হইতেছে।

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য সঙ্কলিত

সদাচারস্মৃতিঃ

ভিক্ষা ৵০ মাত্র

প্রাপ্তিস্থান শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (প্রাচীন নবদ্বীপ) নদীয়া

গৌড়ীয়

সর্ব্বোচ্চ ... সাপ্তাহিক পত্র

... কার্য্যালয়—১নং উল্টাডিঙ্গি জংশন রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা।

রেজেষ্টার্ড

মদন মঞ্জরী

বটিকা ... ধাতুদৌর্ব্বল্য, ... বুক ধড়্‌ফড়ানি, ... আরোগ্য হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ৩০ বটী ১ এক টাকা।

"অপূর্ব্ব ... "

... টাকা।

"... "

... মূল্য ... এক টাকা।

... কবিরাজ ... , কলিকাতা।

বিজ্ঞাপন

সাবধান! সাবধান!! সাবধান!!!

জে, বি, দত্তের ... বাদাম তৈল

...

... B. D... & Co. ...

...

ফেয়ার্স ক্রীম

... টাকা ...

পর-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

এখানে আহার এবং বাসস্থান দেয়া বিদ্যার্থিগণকে বিভিন্ন শিক্ষণীয় বিষয় শিক্ষা দিবার বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। অনেক ছাত্র ইতিমধ্যেই অধ্যয়ন আরম্ভ করিয়াছেন। বর্ত্তমান বর্ষে সকল ছাত্রই গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

প্রধান অধ্যাপক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রচন্দ্র কাব্য ব্যাকরণ-সাংখ্য-বেদান্ত-[illegible]তীর্থ, সাংখ্য[illegible], বেদান্তরত্ন, সাহিত্যশাস্ত্রী, [illegible] বাচস্পতি।

অধ্যাপক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গৌরদাস [illegible] ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীধাম মায়াপুর পরবিদ্যাপীঠ, (নদীয়া)।

বেদনাঞ্জন

শ্রেষ্ঠরত্ন

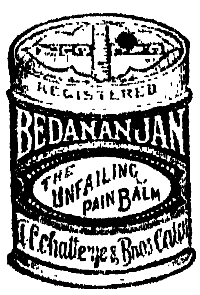

কলিকাতা কংগ্রেস এক্জিবিশন হইতে বহু প্রশংসা প্রাপ্ত ও বহু [illegible] কর্ত্তৃক প্রশংসিত।

আজকাল [illegible] অনেক [illegible] শরীরের [illegible] দোষে [illegible] হইয়া পড়িতেছে। [illegible] মানব-দেহের শ্রেষ্ঠ উপাদান, এই রক্ত দোষিত হওয়ার [illegible] মানব বাত, বেদনা, মাথাধরা, [illegible] [illegible] [illegible] দাঁতে [illegible] প্রভৃতি নানাবিধ রোগে আক্রান্ত হইতেছে। যদি আপনি [illegible] ব্যাধিযুক্ত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে [illegible] একবার বেদনাঞ্জন ব্যবহার করিয়া [illegible] উপকার [illegible]। [illegible] মূল্য [illegible]।

প্রাপ্তিস্থান—এ, সি, চাটার্জ্জী এণ্ড ব্রাদার্স।

[illegible] কলিকাতা।

[illegible] পাওয়া যায়।

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

যদিও [illegible] প্রকৃত মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য, তথাপি যাঁহারা নানাবিধ [illegible] অকালে [illegible] শক্তি নষ্ট করিয়া জীবন্মৃত হইয়া রহিয়াছেন এবং নানা প্রকার মেহ, প্রমেহ [illegible], [illegible], বহুমূত্র, [illegible], [illegible] এবং স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে যাহারা [illegible], [illegible], শ্বেত ও রক্তপ্রদর, [illegible] জীবনে নিরাশ হইয়াছেন, তাঁহারা আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার [illegible] সাহেবের আবিষ্কৃত হর্লোর্ক্স সলিউসন ব্যবহার করিয়া [illegible] প্রমাণ প্রাপ্ত বৎসরেই [illegible]। যাঁহারা [illegible] ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরোগ্য হইতে পারেন নাই, তাঁহারা একবার এই ঔষধটি ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক মাসেই ব্যবহারোপযোগী [illegible] মূল্য [illegible] টাকা মাত্র।

সোল এজেণ্ট—ডাঃ ডি, ডি, হাজরা।

[illegible], [illegible] রোড, কলিকাতা।

ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

অধ্যক্ষ

শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম,এ, এফ,সি,এস (লণ্ডন)

ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক

(প্রফেসার)

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ বিশুদ্ধ ও শাস্ত্রমতে নিজ তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হয়। পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ক্যাটালগ পাঠান হয়। রোগের বিবরণ জানাইলে যত্নপূর্ব্বক ব্যবস্থা দেওয়া হয়। চিঠি পত্রাদি সম্পূর্ণরূপে গোপন রাখা হয়।

মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দুর)

(বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৮৲ টাকা

উৎকৃষ্ট স্বর্ণ, পারদ ও আমলাসার গন্ধক দ্বারা শাস্ত্রমতে প্রস্তুত নিত্য প্রয়োজনীয় সর্ব্বরোগনাশক মহৌষধ

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৬৲ টাকা

উৎকৃষ্ট কাশীর আমলকী, বংশলোচন প্রভৃতি যাবতীয় উপাদানে পূর্ণ মাত্রায় যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। কাস, শ্বাস, যক্ষ্মা, [illegible] প্রভৃতি রোগের মহৌষধ। [illegible] মহৌষধ বা খাদ্য বিশেষ।

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬৲ টাকা

ইহা সেবনে ধাতুদৌর্ব্বল্য, শুক্রতারল্য, স্বপ্নদোষ, প্রমেহ ও ধ্বজভঙ্গ সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায়। ইহা অপরিসীম [illegible] রসায়ন

অনলবান্ধব যোগ

প্রদর, বাধক বেদনা [illegible] ও যোনিগত [illegible] রোগের মহৌষধ

মূল্য—১৬ মাত্রা ২৲ টাকা। ৫০ মাত্রা ৫৲ টাকা মাত্র

বিশুদ্ধ জল! ভয় নাই! বিশুদ্ধ জল!!

লক্ষ্মী টিউব-ওয়েল কোং

২০৫নং নবাবপুর, ঢাকা

বর্ত্তমান-যুগের নব আবিষ্কার [illegible] বা বিশুদ্ধ বৈজ্ঞানিক-খনন-প্রণালীতে নলকূপ (*Tube well*) নির্ম্মাণ করা হয়। [illegible] বাহাদুর, প্রাইভেট সেক্রেটারী, জিলা-ম্যাজিষ্ট্রেট, জিলা বোর্ডের চেয়ারম্যান, [illegible], জমিদার, তালুকদার, প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত ভদ্রমহোদয়গণ এই কোম্পানীর কার্য্য দেখিয়া প্রশংসা করিয়াছেন। [illegible] পরীক্ষায় জল বিশুদ্ধ না হইলে মূল্য গৃহীত হয় না। বিস্তৃত বিবরণের জন্য পত্র লিখুন

বিজ্ঞাপিত কেন?

সাধারণের হিতার্থে, [illegible] দুঃখ না হইতে পারে তাহারা পাঞ্জা [illegible] "[illegible]" [illegible] পাঠ করেন নাই, তিনি আবেদন করুন; বিনামূল্যে প্রাপ্ত হউন। উহা পাঠে উপকৃত হইয়া ১৫০০০ হাজার লোক [illegible] হইয়াছেন। প্রায় ৫০ বৎসরের পরীক্ষিত, শুক্রতারল্য, স্বপ্নদোষ ইত্যাদির যম "আতঙ্ক-নিগ্রহ বটীকা" প্রতি কৌটার মূল্য ১৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান—আতঙ্ক নিগ্রহ ফার্ম্মাসী, ২১৪ নং বহুবাজার [illegible], কলিকাতা।

মনোমোহন প্রেস

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা

পূর্ব্ব-বাঙ্গালায় সুলভে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত

বৈদ্যুতিক মেশিনে দিবারাত্র কাজ চলিতেছে

বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা।

[illegible] হইতে [illegible] কান্তি [illegible] কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

স্থানীয় সংস্করণ — Registered No. C 15[illegible]

বিজ্ঞাপনের হার

প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৹
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র।

[illegible]

৪র্থ বর্ষ [illegible] — সম্পাদক—প্রভুবিদ্যালঙ্কার শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী — [illegible]

শ্রীচৈতন্য মঠ শ্রীধাম মায়াপুর [illegible]

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থাবলী

১।	শ্রী[illegible]	[illegible]
	[illegible]	
	[illegible]	৵০
২।	[illegible]	[illegible]
৩।	গৌড়ীয় [illegible]	[illegible]
৪।	[illegible]	[illegible]
৫	[illegible]	৷৹
৬	শ্রী[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]
৭।	[illegible]	[illegible]
৮।	শ্রী[illegible]	[illegible]
	[illegible]	৷৹
৯।	[illegible]	[illegible]
১০	[illegible]	৷৹
১১	[illegible]	২৲
১২।	শ্রী[illegible]	[illegible]
১৩	গৌড়ীয় [illegible]	[illegible]
১৪	[illegible]	[illegible]
১৫	[illegible]	[illegible]
১৬	[illegible]	[illegible]
১৭	[illegible]	[illegible]
১৮	[illegible]	[illegible]
১৯	[illegible]	[illegible]
২০	[illegible]	[illegible]
২১	[illegible]	[illegible]
২২	শ্রী[illegible]	[illegible]
২৩	[illegible]	[illegible]
২৪	[illegible]	[illegible]
২৫	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]
২৬	[illegible]	[illegible]
২৭	[illegible]	[illegible]
২৮	[illegible]	[illegible]
২৯	[illegible]	[illegible]
৩০	শ্রী[illegible]	[illegible]
৩১	[illegible]	[illegible]
৩২	[illegible]	[illegible]
৩৩	[illegible]	[illegible]

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া।

ইংরাজী ভাষায় ভক্তিগ্রন্থ

১	শ্রীচৈতন্য[illegible]	[illegible]
২	[illegible]	[illegible]
৩।	[illegible]	[illegible]
৪।	[illegible]	[illegible]
৫।	[illegible]	।০
৬।	গৌড়ীয় মঠ [illegible]	[illegible]

শ্রীধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপ-প্রদর্শনী, নদীয়া

(৩রা ফেব্রুয়ারী হইতে ১লা মার্চ্চ ১৯৩০ পর্য্যন্ত)

প্রদর্শনীর সকল জ্ঞাতব্য বিষয়ের জন্য সেক্রেটারী মহোদয়ের নিকট আবেদন করুন।

শ্রীকুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ,
শ্রীচৈতন্য মঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (পোঃ আঃ, নদীয়া)।

নানা কথা

—:০:—

[illegible] পরলোক গমন করিয়াছেন। তাঁহার পুত্র শ্রীযুক্ত [illegible] অবশ্যম্ভাবী। [illegible] নাই।

পুলিশের উপরে অত্যাচার

[illegible] পুলিশকে [illegible] জেলা [illegible] আমাদিগকে [illegible] স্থানীয় সংবাদের [illegible] বিচার করা হইতেছে।

[illegible]

রহস্যজনক মৃত্যু

[illegible]

কুম্ভমেলা প্রসঙ্গ

[illegible]

প্রদর্শনী

[illegible] দেশীয় কলাবিদ্যা প্রদর্শনী [illegible] একদিনে ৪০ হাজার লোকের সমাগম হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

আফিম ধরা

[illegible] একটী ট্রেণ হইতে দুইজন লোক নামে। তাহাদের নিকট টিকিট নাই সন্দেহ করিয়া টিকিট কালেক্টর তাহাদিগকে ডাকিবা মাত্র একজন একটী পুঁটুলী ফেলিয়া দিয়া দৌড় পলাইয়া যায় এবং অপর লোকটী দাঁড়াইয়া থাকে। পরে [illegible] তাহাদের পুঁটুলিতে চারশত টাকার আফিম পাওয়া যায়। একজনকে পুলিশে দেওয়া হইয়াছে।

তীর্থযাত্রীর দুর্ভাগ্য

একজন পশ্চাতী শ্রীযুক্ত [illegible] ২০০০ টাকা এবং অলঙ্কারাদি [illegible] বাঁধিয়াছিল। [illegible] টাকা কাড়িয়া লইয়াছে।

নূতন চিকিৎসালয়

[illegible] আরউইন [illegible] স্থাপন করিয়াছেন। এই চিকিৎসালয়টী নির্মাণ করিতে [illegible] টাকা খরচ পড়িবে বলিয়া অনুমান করা হয়।

মদ চালান

পাঠকগণ অবগত আছেন যে, আমেরিকার যুক্তরাজ্যে মদ চালান নিষেধ। [illegible] একটী জাহাজে [illegible] মদ পাওয়া যায়। [illegible] কাপ্তেন [illegible] দোষ স্বীকার করিয়াছেন। তাহার দুই শত পাউণ্ড জরিমানা ও এক বৎসর কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছে। জাহাজের অপরাপর [illegible] এক মাস করিয়া কারাদণ্ড হইয়াছে।

পাঠানের প্রতিশোধ

[illegible] এক বা দুই মাস [illegible] পাঠানের [illegible] আর এক স্থানের [illegible] পাঠান [illegible] তাহার বাড়ী আক্রমণ করিয়া [illegible] খুন করে।

নৌ-ব্যাপার

ফরাসী এবং ইটালিদেশের নৌবহরের অনুপাত সম্বন্ধে ইটালি দেশ হইতে ফরাসীকে এক প্রস্তাব পাঠান হয়। ফরাসী গবর্ণমেণ্ট সেটী নামঞ্জুর করিয়া বলিয়াছেন যে, লণ্ডনে নৌ-বৈঠকে সমস্ত জাতি সম্মিলিত হইয়া কাহার কত নৌবল থাকিবে তাহা স্থির করিয়া দিলে ফরাসী সেই চুক্তি অনুযায়ী কার্য্য করিবেন।

রেলের মূল ধন

ভারতীয় রেল সমূহের জন্য যে মূলধন আবশ্যক হয় তাহার জন্য কর্জ্জ করিতে হয়। এই টাকার সুদের ভার ক্রমশঃই বর্দ্ধিত হইতেছে অথচ রেলের আয় যেন কমিয়াই যাইতেছে। এই অবস্থায় যাহাতে যতদূর সম্ভব কম টাকা রেলের বাবদ খাটান হয় তাহার জন্য চেষ্টা করা উচিত, এই মর্ম্মে [illegible] একটী প্রস্তাব উত্থাপন করেন।

সেনাপতি লুট

চীনদেশের প্রধান নৌ-সেনাপতি, একজন প্রাদেশিক শাসনকর্তা এবং শাসন বিভাগের অপর পাঁচজন কর্ম্মচারী একটী সরকারী ভোজ উপলক্ষে একত্র হইয়াছিলেন, এমন সময়ে প্রায় [illegible] দৈনিক [illegible] অনেক জন [illegible] হঠাৎ সেই স্থানে আসিয়া সকলকে বাঁধিয়া লইয়া যায়।

পুলিশ খুন

পাঠকগণ অবগত আছেন যে কার্ত্তিক চন্দ্র রায় [illegible] নামক একজন কনেষ্টবল [illegible] নিকট [illegible] সন্দেহজনক ভাবে [illegible] দেখিয়া তাহাকে গ্রেপ্তার করে। [illegible] তাহাকে ছোরা মারায় সে মরিয়া যায়। [illegible] অপরাধ স্বীকার করিয়া পরে তাহা অস্বীকার করে। বিচারে তাহার [illegible] বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছে।

সেনাপতির পলায়ন

চীনদেশের নৌ-সেনাপতি এবং [illegible] প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের [illegible] একটী সরকারি ভোজ উপলক্ষে সমবেত হইয়াছিলেন, এমন সময় নবগঠিত [illegible] সেনাপতি [illegible] হঠাৎ আক্রমণ করিয়া তাহাদিগকে বন্দী করিয়া লইয়া যান। প্রধান নৌ-সেনাপতি প্রচার করিয়াছেন যে তিনি বন্দী অবস্থা হইতে পলায়ন করিয়াছেন কিন্তু অপর সকলে আছেন।

বন্যা

মরিশাস দ্বীপে ভীষণ বন্যা হইয়া পোর্টলুইস নামক বন্দর এবং তন্নিকটবর্ত্তী স্থান সমূহে রাস্তা এবং পুল প্রভৃতি ভাঙ্গিয়া প্রায় দুই লক্ষ টাকা ক্ষতি হইয়াছে। পোর্টলুইসের প্রধান জলসরবরাহের স্থান ধ্বংস হইয়াছে। চিনির কারখানা অঞ্চলে [illegible] নষ্ট হইয়া গিয়াছে। ট্রাম গাড়ীর রাস্তা ভাঙ্গিয়াছে।

বিমানে মিলন

ইংলণ্ডের বিমানপোত বিভাগের মন্ত্রী লর্ড টমসনের সহিত ফরাসী বিমান মন্ত্রী এম, [illegible] কথাবার্ত্তা হইলে তাঁহারা স্বয়ং আফ্রিকা, আরব এবং পূর্ব্ব মহাদেশ সমূহের আকাশের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া উভয় দেশের সহযোগে বিমান বিভাগের উন্নতিসাধন করিবার পন্থা আবিষ্কার করিয়াছেন। তাঁহাদের আবিষ্কৃত পন্থায় কার্য্য করিলে উভয় দেশের ব্যবসায়বাণিজ্যের সুবিধা হইবে।

বিচারকের 'সাবধান' বাণী

[illegible] সাহেবের আদালতে [illegible] অভিযোগে তিন জনের প্রত্যেকের তিন বৎসর করিয়া সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছে। জজ সাহেব বলেন যে, তিনি সকলকে সাবধান করিতেছেন যে, এইরূপ অপরাধে যাহারা অপরাধী প্রমাণিত হইবে তাহাদিগকে খুব কঠোর শাস্তি দেওয়া হইবে। এই শ্রেণীর অপরাধ নিশ্চয়ই দমন করিতে হইবে।

আমরা শুনিতে পাই যে, নবদ্বীপ সহরে এইরূপ অপরাধের প্রাবল্য অত্যন্ত বেশী। ইহার কি কোন প্রতীকার নাই? এখানে স্ত্রীলোক [illegible] হয়। সম্প্রতি এই অপরাধে একজনের শাস্তি হইয়াছে।

বিপ্লব চেষ্টা

[illegible] প্রচলন করিয়া সোভিয়েট গবর্ণমেণ্টকে তাড়াইবার চেষ্টার ফলে দুইজন জাম্মান এবং [illegible] জন জাম্মান গ্রেপ্তার হইয়াছে। একজন জাম্মান পুস্তকবিক্রেতা এজাহার দিয়াছে যে,সে নোটজাল করে নাই বটে, তবে সে তাহার বন্ধুদের সহিত জর্জিয়ার গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিয়াছে। এক [illegible] ইংলণ্ডের সাহায্য প্রার্থনা করা হইয়াছিল।

গার্লগাইড প্রসঙ্গ

কলিকাতার গার্লগাইড্ দলে সকলশ্রেণীর বালিকা আছে, কুচবিহারের রাজার উড্ল্যাণ্ডস্ নামক উদ্যানে তাহাদের যোগ্যতা পরীক্ষা হইবে। এই উদ্যানটী আলিপুরে। আগামী মাসে এই ব্যাপার অনুষ্ঠিত হইবে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

৩০শে পৌষ মঙ্গলবার—১৩৩৬

তার্কিকের নিজ পরিচয়

এক সময় এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ কিছু ধনের প্রত্যাশী হইয়া কোন এক ধনীর বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত। আহারাদির অভাবে ব্রাহ্মণের কলেবর অতীব জীর্ণ শীর্ণ, কিন্তু কি করিবে, উদরের পীড়ায় অস্থির হইয়া দুর্গম পথ বহুকষ্টে অতিক্রম করিয়া আজ ব্রাহ্মণ ধনীর দ্বারে উপস্থিত হইতে বাধ্য হইয়াছেন। আসিয়াই প্রথমে দ্বারে দ্বারক দিগের সাক্ষাৎ দেখা, তাহারা ব্রাহ্মণকে কিছুতেই ভিতরে প্রবেশ করিতে দিবে না, অবশেষে ব্রাহ্মণের কাকুতি দেখিয়া তাহাদের মনে কিঞ্চিৎ দয়া হইল, তাহারা ব্রাহ্মণকে দ্বার ছাড়িয়া দিল। ব্রাহ্মণ ভিতরে প্রবেশ করিলেন, কিন্তু ভিতরে প্রবেশ করিলে কি হইবে—

বড়া বড় কত্ত ই। বড়া সে জাল খর্জ্জুর।
দৈবনকে স্থান নাহি মিলে ফল পাওনেকে
বহু দূর॥

ব্রাহ্মণ ভিতরে প্রবেশ করিলে তাঁহার সহিত আলাপ করা দূরে থাকুক, তাঁহাকে কেহ বসিতেও বলিলেন না। ব্রাহ্মণ ধনীর ব্যবহারে অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইলেও হৃদয়ের ভাব গোপন পূর্ব্বক অতীব দৈন্য সহকারে নিজ দুরবস্থার কথা পরিচয় দিয়া কিছু অর্থ ভিক্ষা করিলেন। ব্রাহ্মণের কথা শুনিয়া ধনীর মুখ গম্ভীর হইল, কোন কিছুক্ষণ মৌন থাকিয়া শেষে বলিলেন—এখানে কোন অর্থাদি প্রাপ্তির আশা নাই, আপনি অন্যত্র চেষ্টা দেখুন। কিন্তু ব্রাহ্মণ ধনীর কথায় কর্ণপাত না করিয়া কি দিতে কাঁদিতে ধনীর হাত জড়াইয়া ধরিলেন, ধনী যতই অস্বীকার করিতেছে, ব্রাহ্মণ ততই ধনীকে জড়াইয়া ধরিতেছেন; কিন্তু বিষয়ীর হৃদয় বড়ই কঠিন, কিছুতেই তাহার হৃদয় গলিল না, অবশেষে একজন কর্ম্মচারীকে ডাকিয়া আদেশ করিলেন—'এই ব্রাহ্মণকে এস্থান হইতে বাহির করিয়া দাও'। আদেশ পাইবা মাত্র কর্ম্মচারীও তাহাই করিল।

ব্রাহ্মণ এই প্রকারে অপমানিত হইয়া অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইয়াছেন। তিনি মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন—"জগতে নির্দ্ধনের কেহই নাই, আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব এমন কি পুত্র পরিবারও পর হইয়া পড়ে। তাহারা নির্ধন আত্মীয় ব্যক্তিকে সাহায্য করা দূরে থাকুক মুখে একটা কথা পর্য্যন্তও কহে না, বাড়ীতে গেলে মনে করে—বুঝি কোন কিছুর প্রত্যাশায় আসিয়াছে। এরূপ দরিদ্র ব্যক্তির বাঁচিয়া থাকা অপেক্ষা মরণই ভাল।" এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে শেষে ব্রাহ্মণ আত্মহত্যা করিতে দৃঢ়সংকল্প করিলেন। ব্রাহ্মণ আত্মহত্যা করিতে যাইবেন, এমন সময় তথায় একটা শৃগাল আসিয়া উপস্থিত। শৃগাল পূর্ব্ব জন্মে পশুযোনি প্রাপ্ত হইবার পরেও শক্তি লাভ করিয়াছিল।

শৃগাল ব্রাহ্মণকে বলিতে লাগিল—ব্রাহ্মণ! আপনি আপনাকে নির্ধন মনে করিয়া অনুতপ্ত হইয়া আত্মহত্যা করিতে যাইতেছেন কেন? ধনী ব্যক্তি কি জগতে সুখী? তাহা নহে। ঈশ্বরের নিয়মানুসারে সকলেই আপনাকে কোন না কোন বিষয়ের জন্য অভাব-গ্রস্ত এবং দুঃখী মনে করেন। আপনি একবার আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করুন। আমার গৃহনির্ম্মাণ-শক্তি না থাকায় আমি সর্ব্বদা রৌদ্র বর্ষা শীতে কষ্ট পাইতেছি। মশা মাছি সর্ব্বদা আমাকে দংশন করিতেছে কিন্তু হস্ত না থাকায় তাহাদিগকে নিবারণ করিতে পারিতেছি না, আহার্য্যও সব দিন জুটে না। এখন আপনি বিবেচনা করুন দেখি, আমা অপেক্ষা আপনি কত অধিক সুখী, ভগবান আপনাকে কৃপা করিয়া হস্ত পদাদি সংযুক্ত হরিসেবনোপযোগী নরদেহ প্রদান করিয়াছেন, আপনি নিশ্চিন্ত মনে ভগবানের সেবায় আত্মনিয়োগ করুন। এমন দেহ নষ্ট করিবেন না। মানব-জীবন যদি বৃথা নষ্ট হয়, তবে আবার আমাদের মত পশুযোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া অনন্ত কাল কষ্ট ভোগ করিতে হইবে। অতএব অবিলম্বে ভগবৎ কৃপার প্রতীক্ষা জানিবেন। আপনার অর্থই যদি একমাত্র প্রয়োজন বলিয়াই মনে হয় তাহা হইলে সামান্য ধনীর নিকট প্রার্থী হইলে কি হইবে? আপনি বিশ্বসম্রাটের উপাসনা করুন, তাহা হইলে আর আপনাকে এরূপ বিপন্ন হইতে হইবে না।

শৃগালের কথা শুনিয়া ব্রাহ্মণের বিবেকের উদয় হইল। ব্রাহ্মণ শৃগালের পরিচয় জানিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। শৃগাল তখন নিজ পরিচয় সংক্ষেপে বলিল—আমি পূর্ব্বজন্মে ব্রাহ্মণ-কুলে জন্মগ্রহণ করিয়া সংস্কৃত বিদ্যায় পারদর্শী হইয়া খুব বড় পণ্ডিত বলিয়া খ্যাতি লাভ করিবার উদ্দেশে ন্যায় পড়ি। ন্যায় পড়িয়া সভাজয় করা প্রতিষ্ঠা লাভ করা আমার জীবনের ব্রত হইয়া পড়িল। যে যাহা বলিতেন, তাহা বাস্তব সত্য, সর্ব্ব সন্দেহ-সমন্বয়পূর্ণ হইলেও আমি তাঁহার বিপক্ষে দণ্ডায়মান হইয়া সভামধ্যে তাঁহাকে অপদস্থ করিয়া ফেলিতাম, তাহাতে আমার প্রভূত আনন্দ হইত। ক্রমে ক্রমে আমার অবস্থা এমন হইল যে, ভগবানের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলাম, ভগবান মঙ্গল করিয়াছেন, তাহা প্রতিপন্ন করিবার পিপাসা আমার হৃদয়ে প্রবল হইয়া উঠিল। তাহার ফলেই আমি এই শৃগাল-জন্ম লাভ করিয়াছি।

বিজ্ঞাপন

এতদ্দ্বারা সর্ব্ব সাধারণকে জানান যাইতেছে যে—শ্রীধাম মায়াপুর-নবদ্বীপ-প্রদর্শনীতে যাঁহারা দ্রব্য প্রদর্শন করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা তদ্দ্রব্যের বিস্তারিত বিবরণ-সহ অনতিবিলম্বে প্রদর্শনী-সম্পাদকের নিকট আবেদন করুন। প্রদর্শনীর দ্রব্যাদি আনয়ন ও প্রত্যাবর্ত্তনের সুবিধার জন্য ই, বি, রেল কর্ত্তৃপক্ষ এক ভাড়ায় গমনাগমনের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

প্রদর্শনী-সম্বন্ধীয় সমস্ত বিষয় সঠিক জানিতে হইলে নিয়মাবলীর জন্য এখনই পত্র লিখুন।

কৃষ্ণবসতিস্থলে প্রীতি

ভগবানের বসতিস্থলে প্রীতি ভক্তের পক্ষে খুব একটী লক্ষণ। ভগবানের বসতিস্থল দুই প্রকার,—প্রপঞ্চ ও প্রপঞ্চাতীত। প্রাকৃত জগতে যে সমস্ত লীলাস্থান পীঠ, সে সকলই প্রপঞ্চগত। [illegible] আমাদের [illegible] প্রপঞ্চ [illegible] হয়। প্রপঞ্চাতীত [illegible] নিত্য [illegible] বিরাজমান। যে যে বদ্ধজীবগণ সেই সেই গোলোকস্থ ধামের আস্বাদন-প্রিয় সেই সেই জীবগণের চিত্তে [illegible] ভগবানের সেই [illegible] বিরাজমান আছেন। অতএব বৈকুণ্ঠ ও গোলোকের ন্যায় এই দুইটী অপ্রাকৃত ভগবদ্বসতিস্থল। ভগবানের প্রকট-প্রকাশ লীলাস্থান ও ভক্তগণের ভজন পীঠসমূহকে ভগবানের প্রপঞ্চ-বিজয় বলা যায়। শ্রীধাম বৃন্দাবন ও শ্রীধাম নবদ্বীপ প্রভৃতি ভগবল্লীলাস্থান ও দ্বাদশ পাট এবং নৈমিষারণ্যাদি বৈষ্ণব ক্ষেত্র, গয়া গঙ্গাতীর, তুলসী ক্ষেত্র, ভগবৎ অধিষ্ঠান ও শ্রীমূর্ত্তির অধিষ্ঠানসমূহ ভগবদ্‌বসতিস্থল। ঐ সমুদয় স্থানে বাস করিবার জন্য অনেক পুরুষের বিশেষ প্রীতি হয়।

সাধন ভক্তগণের পক্ষেও কৃষ্ণবসতিস্থলে প্রীতি করা আত্যন্তিক মঙ্গলের হেতু।

বৈকুণ্ঠবার্ত্তা

(শ্রীযুক্ত বঙ্কিম চন্দ্র দাসাধিকারী)

শিক্ষা গুরু ঈশ্বরেরী শিক্ষা যে না মানে।
নিজ দোষে দুঃখ পায় সেই নর জানে॥

সংসারাসক্ত জীবের মঙ্গলের জন্য পরম করুণাময় ভগবান সাধু গুরু শাস্ত্র রূপে শিক্ষা দান করেন। আবার ব্যতিরেকভাবে ভোগাসক্ত জীবকে রোগ শোক বিপদ প্রভৃতি দুঃখ দিয়া প্রকৃত সুখের অধিকারী করিবার জন্য নশ্বর সুখে বৈরাগ্য জন্মাইয়া দেন ও পুণ্য তীর্থ নিবাসে সাধুসঙ্গের সুযোগ দিয়া উদয়-প্রাপ্ত [illegible] প্রাণে আকৃষ্ট করেন।

অবিদ্যাগ্রস্ত মানব বিষয় ভোগে প্রমত্ত হইয়া শিক্ষা গুরুর উপদেশ উপেক্ষা করিয়া নিজে গুরুর আসন অধিকার করিয়া বসে। কামভোগের উপকরণ সংগ্রহার্থে ন্যায় অন্যায় বিচার-বিহীন হইয়া অর্থ সঞ্চয়ের উপদেশ দান করে। মোহ জাল-সম্বৃত হইয়া দম্ভ দর্প অভিমানে বিদ্বান বুদ্ধিমান ধনবান পরিচয় দিয়া যথাসময়ে যত্নবান হইয়া শেষে কামভোগে আসক্ত হইয়া অশুচি অবস্থায় দুঃখ ভোগ করিতে থাকে ও নরক-পথের যাত্রী হয়।

অসুর-ভাবাপন্ন জনগণ কখনও কখনও সাধকের ভাণ করিয়া সদ্‌গুরু দুর্ল্লভ বলিয়া মনোমত আকাঙ্ক্ষা পূরণের সহায়ক গুরুর স্বরূপ কল্পনা করে। বুভুক্ষু মনে করে যাহাকে গুরু করিব, তাহার যেন আমার বাসনা পূরণের ক্ষমতা থাকে। যিনি ধন ঐশ্বর্য্য দান করিতে পারেন, আমার কর্ম্মসিদ্ধির অন্তরায় বিঘ্নগুলি যিনি যোগ-বলে বা দৈববলে দূর করিয়া দিতে পারেন, কুপথ্য সেবনে বা কুক্রিয়াসক্ত থাকার জন্য ব্যাধি-গ্রস্ত হইলে যিনি আরোগ্য করিয়া দিতে পারেন, যাঁর আশীর্ব্বাদে আমার আত্মীয়-স্বজনেরা সুখে স্বচ্ছন্দে থাকিতে পারে, [illegible] করেন, [illegible] আমার [illegible] করিয়া [illegible] দেন, [illegible] করিব।

[illegible] জগতে [illegible] গুরুর প্রতি [illegible] আমাদের আত্মীয় বলিয়া জানি, তাহাদিগকে কৃষ্ণভজনে বিরোধী জানিলে [illegible]

পরিত্যাগ করিতে বলেন, যে সাধু আমার [illegible] সম্পত্তি আছে, তাহার [illegible] হইবে [illegible] কপট [illegible] পরিত্যাগ করিতে বলিয়া এক-[illegible] ভগবান ব্রজেন্দ্রনন্দনের সেবা-[illegible] সন্ধান দেন, যিনি পরমানন্দ [illegible] কৃপা বিতরণ করেন, আমি [illegible] নিজ দোষে দুঃখ পাই, [illegible] মহাশয় আমার দুঃখ [illegible]—

সৎসঙ্গ ছাড়ি কৈনু অসতে বিলাস।
তেকারণে লাগিল যে মোর কর্ম্মবন্ধ ফাঁস॥
[illegible]
আপন কর্ম্ম দোষে আপনি ডুবিনু॥

অসৎসঙ্গ অর্থে কেবল সাধুর কট [illegible] আলোচনা বা তর্ক করিয়া [illegible] নিজের [illegible] বা কোন রোগ [illegible] ঔষধ অনুসন্ধান করা নয়। সাধু চরণে প্রপন্ন হইতে হইবে, প্রেমঃ জিজ্ঞাসু হইতে হবে, তাঁর উপদেশ মত কার্য্য করিতে হইবে, সম্যক্ প্রকারে সাধুর অনুসরণ করার নাম সাধু সঙ্গ।

আদৌ গুরুপদাশ্রয় করিয়া গুরুর উপদেশ মত—

[illegible] কৃষ্ণ ভজে করে গুরুর সেবন।
মায়াজাল ছুটে পায় কৃষ্ণের চরণ॥
সাধু সঙ্গে কৃষ্ণনাম এই মাত্র চাই।
সংসার জিনিতে আর কোন বস্তু নাই॥

অসৎসঙ্গ পরিহার সর্ব্বাগ্রে আবশ্যক, অভক্ত সঙ্গ ও ইন্দ্রিয়াসক্ত বিষয়ী সঙ্গ, স্ত্রী-সঙ্গী-সঙ্গ ভক্তিপথের প্রতিকূল। শ্রদ্ধালু ভক্ত এ সকল দুঃখ পরিণাম বিষয় পরি-ত্যাগ করিয়া লৌকিক ও বৈদিক সকল ক্রিয়াই হরি-সেবার অনুকূল ভাবে করিবেন।

সুখ পাওয়া যায় কোথায়?
—শান্তি লাভ করিলে।

শান্তি লাভ কিসে হয়?—আত্মা-[illegible] প্রসন্ন হইলে।

আত্মা প্রসন্ন হয় কি প্রকারে?
—[illegible] ভক্তি-যোগ আশ্রয় করিয়া অধোক্ষজ ভগবান শ্রীহরির ভজনে প্রবৃত্ত হইলে।

ভজনের হেতু কি?—শ্রীহরির সেবা [illegible] সব জীবের কর্ত্তব্য ও ধর্ম্ম। [illegible] সকল বন্ধন-মুক্ত আত্মারাম মুনিগণও [illegible] অহৈতুকী ভক্তি করিয়া [illegible]

[illegible] আনন্দময় বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের [illegible] কোন [illegible] বিষয় প্রাকৃতি-জাত কোন অচেতন বস্তুরা ভজনে বাধা দিতে পারে না, ভগবদ্ভক্তির গতি অপ্রতিহত।

অধোক্ষজ কি?—অক্ষজ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানকে অতিক্রম করিয়া যে বস্তু বিদ্যমান। যাঁহাকে এই বাহ্য চক্ষু দ্বারা দেখা যাইতে পারে না এবং যিনি বাক্য ও মনের অগোচর, কেবলমাত্র দীক্ষাবিধানের [illegible] দিব্য চক্ষু প্রস্ফুটিত হইলে [illegible] প্রভাবে নির্ম্মল হৃদয়ে স্মরণ-পথে যদি উদিত হন। তিনি যাঁহাকে কৃপা করিয়া দেখা দেন তিনিই প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিত নিত্যনেত্রে তাঁহার আনন্দঘন মূর্ত্তি দর্শন করেন। যে বিষ্ণুর পরমপদ সূরিগণ সর্ব্বকাল দর্শন করেন, তিনিই অধোক্ষজ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ।

ভজনে বাধা কি?—[illegible], অন্য [illegible], বুদ্ধি মন পরমাত্মা শ্রীহরির [illegible] বিযুক্ত হয়, তখন চিত্ত চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়, মন বিষয়ভোগে নিযুক্ত হয়। দুর্দ্দান্ত ইন্দ্রিয় সকল নিজ নিজ রুচির অনুকূ[ল] বিষয়ে ভোগ অভিলাষ করে তাহাতে সেই সেই বিষয়ের চিন্তায় জীব নিযুক্ত হয়।

বিষয়ে আবিষ্ট মন বড়ই জঞ্জাল।
স্ত্রী পুত্র মায়াজাল এই সব কাল॥
[illegible] কৃষ্ণ-প্রেম নাহি হয়।
বিষয়ীর দূর কৃষ্ণ জানিহ নিশ্চয়॥

প্রমাথী ইন্দ্রিয়গণ [illegible] বলবান্। তাহারা অপবর্গ-পথে যত্নশীল বিবেকী পুরুষগণেরও মনকে বল পূর্ব্বক হরণ করে।

মানব বিষয় চিন্তা করিতে করিতে ক্রমশঃ কাম ক্রোধ লোভ মোহের বশীভূত হইয়া বিনাশের পথে চলিতে থাকে, তখন তাহার নানাবিধ দ্রব্য বহুপরিমাণে সংগ্রহ করার চেষ্টা হয়।

জিহ্বা-বেগের বশে নানাবিধ সুস্বাদু খাদ্য আস্বাদন করে। লোভের বশে যেখা অখেদ্য খাদ্যাখাদ্য বিচার-রহিত হয়। ভক্তি-প্রতিকূল [illegible] উদ্যম করে, অধিক সময় অনাবশ্যক গ্রাম্যকথায়, পরচর্চ্চা ও বিষয়-চিন্তায় নিয়োগ করে। কেহ বা শুচিবাই হইয়া এ ছুঁয়েছে ও ছুঁয়েছে, অনু-চিত্তান আচার আচার করিয়া আসল কাজ ভুলিয়া যায়।

আরও ভজনে প্রতিকূল—অসৎসঙ্গ [illegible] যাহারা কৃষ্ণ-বিমুখ বিষয়ী, কৃষ্ণ-বিদ্বেষী, যোষিৎ সঙ্গী বা বৃষলীপতি, যাহাদের শম দম সত্য শৌচ সন্তোষ নাই, হিংসা-পরায়ণ, অন্যাভিলাষী, নানা মতবাদী মায়াবাদী—তাহাদের সঙ্গ পরিত্যাগ করিতে হইবে।

অধিক সঞ্চয়ের চেষ্টা, অনাবশ্যক গ্রাম্যকথা, বহ্বারম্ভ বা নিয়মাগ্রহ, অসৎ-তৃষ্ণাময় মত-গ্রহণ-চাঞ্চল্য প্রভৃতি ভক্তি বিরোধী।

ভজনে অনর্থ—আমি কে, ভগবান কি, তাঁহার সহিত আমার সম্বন্ধ কি, তাঁহাকে পাইবার উপায় কি, তাঁহাকে না পাওয়ার কারণ কি, এই গুলি জানা আব-শ্যক। এই গুলি না জানাই স্বরূপ-ভ্রম বা তত্ত্বভ্রম।

অসতৃষ্ণা—ইহ জীবনে সুখের চেষ্টা বা পরলোকে সুখ ভোগের আকাঙ্ক্ষা, মুক্তি কামনা ও সিদ্ধি বাঞ্ছা বা বিভূতি লাভ এইগুলি ভজন-বিরোধী। কৃষ্ণনাম ও স্বরূপে ভেদ-জ্ঞান, [illegible] সমতা বুদ্ধি—[illegible] অপরাধ। [illegible] বিষয়ে আসক্তি, কুটিনাটী, পরদ্রোহ ও প্রতিষ্ঠা-সংগ্রহে যত্ন—এইগুলি হৃদয়-দৌর্ব্বল্য। এইসকল ভক্তির প্রতিকূল বিষয় পরিহার করিয়া ভজন-অনুকূল বিষয়ে যত্নবান হইলে বিশুদ্ধ সত্ত্বে অবস্থিত হইয়া কৃষ্ণচরণ দর্শনে সমর্থ হইবে ও প্রেমফল আস্বাদন করিবার সৌভাগ্য হইবে।

ভজনের অনুকূল কি?—সকল প্রাণীর মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী পতিতপাবন করুণা-কর হরিজনগণের সঙ্গ করা আবশ্যক, অনন্যশরণ হইয়া [illegible] দণ্ডবন্নতি পূর্ব্বক আত্মমঙ্গল লাভের উপায় জিজ্ঞাসা করা, হরিকথা শ্রবণ করা, তাঁহাকে ভোজন করান। সদ্গুরুর চরণে আত্ম নিবেদন করা, তাঁহার প্রসাদে সদাচার অনুষ্ঠান ও [illegible] অবলম্বন করিতে হইবে।

ধীরে ধীরে দুর্লভ কৃষ্ণভক্তি নিশ্চয় লাভ হইবে—এই আশায় আশান্বিত হইয়া বিশ্বাসের সহিত ভক্তির সাধন করিতে হইবে। ভজনবিজ্ঞ মহাভাগবতের সেবা শুশ্রূষা দ্বারা তাঁহার প্রীতি সম্পাদন করিতে হইবে। ভক্তের কৃপা ভিন্ন ভগবান প্রাপ্তির সম্ভাবনা নাই।

বুদ্ধি কিরূপে আত্মাতে প্রতিষ্ঠিত হয়?—পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের কৃত কর্ম্মের ফলে যে কোন অবস্থাতেই জন্ম হউক অর্থাৎ উচ্চ বা নীচকুলে, ব্রাহ্মণ বা শূদ্রবর্ণে, ধনী, মানী বা নির্ধনের গৃহে, রূপবান বা কদাকার হউক, মূর্খ বা বিদ্বান, সুখী বা দুঃখী হউক—[illegible] কর্ম্মফল ভোগ করিতে করিতে প্রেমময় ভগবানের অনুকম্পা লাভের জন্য সাধুগুরু মহাজনের অনুষ্ঠিত পথে থাকিয়া কায়মনোবাক্যে ভজন করিতে থাকিলে প্রবল ইন্দ্রিয়সকল স্ব স্ব বিষয় হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া হৃষীকেশের সেবায় নিযুক্ত হয়, আত্মা প্রসন্ন হয় ও তাহার প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত হয়।

প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত হইলে কি লাভ—তখন মনোগত সমস্ত কামনা বিদূরিত হয়। দুঃখ উপস্থিত হইলে মন উদ্বিগ্ন হয় না আর সুখলাভের জন্য কোন স্পৃহাও থাকে না, সকলবিষয়ে মমতা শূন্য, শুভলাভে আনন্দ বা অশুভ প্রাপ্তিতে বিষাদ হয় না এবং সর্ব্বপ্রকার দুঃখের অবসান হয়।

বিশুদ্ধ বুদ্ধি-যুক্ত হইয়া হরিসেবা করিতে থাকিলে চঞ্চলমন নিয়মিত হইয়া যায়। রাগদ্বেষ-বিমুক্ত, লঘুভোজী, সংযতবাক, বৈরাগ্য আশ্রিত, অহংকার বল দর্প কাম ক্রোধ পরিগ্রহ হইতে মুক্ত, নির্ম্মম ও শান্ত পুরুষ ব্রহ্মানুভবে সমর্থ হন।

(ভগবদ্ বাক্য)

তথা—

ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা
ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং
লভতে পরাম্॥
ভক্ত্যামামভিজানাতি
যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ
ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা
বিশতে তদনন্তরম্॥
তমেব শরণং গচ্ছ সর্ব্ব-
ভাবেন ভারত।
তৎ প্রসাদাৎ পরাং শান্তিং
স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্॥

প্রাকৃত কবির কবিত্ব

(পণ্ডিত শ্রীপাদ রামগোবিন্দ
দেবশর্ম্মা বেদান্তভূষণ)

বঙ্গদেশী এক বিপ্র শ্রীমন্মহাপ্রভুর চরিত্র অবলম্বন করিয়া এক নাটক রচনা করিয়াছিলেন। মহাপ্রভুর ভক্ত ভগবান-আচার্য্যের পরিচয় থাকায় সেই ব্রাহ্মণ আসিয়া তাঁহার আলয়ে আশ্রয় করিলেন। তিনি ঐ ব্রাহ্মণের রচিত নাটক প্রথমে শ্রবণ করিয়া আরও অনেক বৈষ্ণবকে ডাকিয়া তাহা শুনাইলেন। সকলেই নাটকের প্রশংসা করিয়া বলিলেন যে, ইহা মহাপ্রভুকে শুনাইতে হইবে।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটি নিয়ম ছিল যে, গীত, শ্লোক, গ্রন্থ, কবিত্ব প্রভৃতি যিনি যাহাই প্রদান করুন, প্রথমে স্বরূপ দামোদর তাহা পরীক্ষা করিয়া তবে মহাপ্রভুর নিকট শ্রবণার্থ দিতেন। কারণ যদি তন্মধ্যে সিদ্ধান্ত-বিরোধ বা রসাভাস দোষ থাকিত, তবে উহা শুনিলে মহাপ্রভুর মনে ক্রোধ প্রকাশ হইত। তজ্জন্য তিনি ঐরূপ নিয়ম করিয়াছিলেন।

একদিন ভগবান্ আচার্য্য স্বরূপ দামোদরের নিকট আসিয়া নিবেদন করিলেন যে, জনৈক কবি মহাপ্রভুর সম্বন্ধে একটী

উত্তম নাটক করিয়াছেন। আপনি তাহা অগ্রে শ্রবণ করুন। পরে যদি আপনি মহাপ্রভুকে শ্রবণ করাইবার যোগ্য বিবেচনা করেন, তবে তাঁহাকেও শ্রবণ করাইবেন।

স্বরূপ কহে তুমি গোপ পরম উদার।
যে সে শাস্ত্র শুনিতে ইচ্ছা উপজে তোমার॥
যথা তথা কবির বাক্যে হয় রসাভাস।
সিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধ শুনিতে না হয় উল্লাস॥
রস রসাভাস যার নাহিক বিচার।
ভক্তিসিদ্ধান্তসিন্ধু নাহি পায় পার॥
ব্যাকরণ নাহি জানে, না জানে অলঙ্কার
নাটকালঙ্কার জ্ঞান নাহিক যাহার॥
কৃষ্ণলীলা বর্ণিতে না জানে সেই ছার।
বিশেষে দুর্গম এই চৈতন্য-বিহার॥
কৃষ্ণলীলা গৌরলীলা সে করে বর্ণন।
গৌরপাদপদ্ম যাঁর হয় প্রাণধন॥
গ্রাম্য কবির কবিত্ব শুনিতে হয় দুঃখ।
বিদগ্ধ আত্মীয় বাক্য শুনিতে হয় সুখ॥

স্বরূপ গোসাঞি উক্ত প্রকারে ভগবান আচার্য্যকে নিষেধ করিলে তিনি পুনরায় অনুরোধ করিলে স্বরূপ দামোদর শুনিতে ইচ্ছা করিলেন। তখন সেই কবি নান্দীশ্লোক পাঠ করিলেন। স্বরূপ দামোদর তাহার ব্যাখ্যা করিতে বলিলেন—

কবি কহে—জগন্নাথ সুন্দর শরীর।
চৈতন্য গোসাঞি শরীরী মহাধীর॥
সহজ জড় জগতের চেতন করাইতে।
নীলাচলে মহাপ্রভু হৈলা আবির্ভূতে॥

ব্যাখ্যা শুনিয়া সকলেই আনন্দিত হইলেন, কিন্তু স্বরূপ দামোদর সক্রোধে বলিলেন,—

আরে মূর্খ, আপনার কৈলে সর্ব্বনাশ।
দুই ত ঈশ্বরে তোর নাহিক বিশ্বাস॥
পূর্ণানন্দ চিৎ স্বরূপ জগন্নাথ রায়।
তাঁরে কৈলি জড় নশ্বর প্রাকৃত কায়!
পূর্ণ ষড়ৈশ্বর্য্য চৈতন্য স্বয়ং ভগবান্।
তাঁরে কৈলি ক্ষুদ্র জীব স্ফুলিঙ্গ সমান!
দুই ঠাঁঞি অপরাধে পাইবি দুর্গতি।
অতত্ত্বজ্ঞ তত্ত্ব বর্ণে, তার এই গতি।
আর এক করিয়াছ পরম প্রমাদ।
দেহ-দেহীভেদ ঈশ্বরে কৈলা অপরাধ॥
ঈশ্বরের নাহি কভু দেহ-দেহী-ভেদ।
স্বরূপ, দেহ—চিদানন্দ নাহিক বিভেদ॥
কাঁহা পূর্ণানন্দৈশ্বর্য্য কৃষ্ণ মহেশ্বর।
কাঁহা ক্ষুদ্র জীব দুঃখী, মায়ার কিঙ্কর॥

স্বরূপ গোস্বামীর কথা শুনিয়া সভাস্থ সকলেই বিস্মিত হইয়া বলিলেন যে, গোসাঞি যথার্থ বলিয়াছেন। স্বরূপ দামোদরের ভর্ৎসনা শুনিয়া কবি "লজ্জিত মনে বজ্রাহত যথা" হইয়া লজ্জা, ভয় ও বিস্ময়ে নিবাক্ হইলেন। তাঁহার দুঃখ দেখিয়া স্বরূপ দামোদর তাহাকে বলিলেন,—

যাহ, ভাগবত পড় বৈষ্ণবের স্থানে।
একান্ত আশ্রয় কর চৈতন্য-চরণে॥

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীনবদ্বীপ পরিক্রমা

শ্রীগৌড়মণ্ডলভূমি, যেবা জানে চিন্তামণি,
তাঁর হয় ব্রজভূমে বাস।

শ্রীনবদ্বীপধাম অভিন্ন ব্রজভূমি। ব্রজবিহারী শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরামই নবদ্বীপে শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ। এই শ্রীধামের পরিধি ষোল ক্রোশ। অষ্টদিকে অষ্টদ্বীপ অষ্টদল-পদ্মের ন্যায় এবং মধ্যস্থলে অন্তর্দ্বীপ কর্ণিকাস্বরূপ। এই অন্তর্দ্বীপের অন্তঃস্থলে **শ্রীমায়াপুরে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেবের জন্মভিটা।** এই নবদ্বীপই শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত নবধাভক্তির পীঠস্বরূপ :—

১। **অন্তর্দ্বীপ** আত্মনিবেদনাখ্য শ্রীমায়াপুর ৬। **ঋতুদ্বীপ**—অর্চ্চনাখ্য—রাতুপুর
২। **সীমন্তদ্বীপ** শ্রবণাখ্য সিমুলিয়া। ৭। **জহ্নুদ্বীপ**—বন্দনাখ্য—জান্নগর।
৩। **গোদ্রুমদ্বীপ**—কীর্ত্তনাখ্য গাদিগাছা। ৮। **মোদদ্রুমদ্বীপ**—দাস্যাখ্য মামগাছি
৪। **মধ্যদ্বীপ** স্মরণাখ্য—মাজিদা। ৯। **রুদ্রদ্বীপ**—সখ্যাখ্য—রাতুপুর।
৫। **কোলদ্বীপ**—পাদসেবনাখ্য কুলিয়া (বর্ত্তমান নবদ্বীপ সহর)।

আগামী ২৮শে ফাল্গুন ১৩৩৬, ইং ১২ই মার্চ্চ ১৯৩০ বুধবার হইতে নবদ্বীপধাম-কাল শ্রীধাম পরিক্রমা এবং ... দিন দিবস **শ্রীগৌরজন্মভিটা** শ্রীমায়াপুরে জন্মোৎসব হইবে। এই পরিক্রমাদি কার্য্যে শুদ্ধভক্তগণ আনুগত্যে সকলেই যোগদান করুন। ইহাতে কোন **ভেট-প্রথা নাই।** এক দ্বীপ হইতে অন্য দ্বীপে গমনাদি বহনের সুব্যবস্থা আছে।

আগামী ২৮শে মাঘ, ১১ই ফেব্রুয়ারী মঙ্গলবার হইতে চারিদিবসকাল শ্রীধাম মায়াপুরে **শ্রীশ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর** জন্মোৎসবে নামযজ্ঞ ও মহামহোৎসব এবং আগামী ২০শে মাঘ, ৩রা ফেব্রুয়ারী বিদ্বৎ-প্রদর্শনী হইতে ৩রা চৈত্র ১৭ই মার্চ্চ শ্রীশ্রীগৌরজন্মোৎসব পর্য্যন্ত **শ্রীধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপ প্রদর্শনী** প্রকটিত হইবে।

শ্রীঅতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, (ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী)
শ্রীকুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ, (ভাগবতরত্ন)
শ্রীনিশিকান্ত সান্যাল (এম্, এ, ভক্তিসুধাকর)
শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভা-সম্পাদকগণ।

চৈতন্যের ভক্তগণের কর নিত্য সঙ্গ।
তবে জানিবা সিদ্ধান্ত-সমুদ্র-তরঙ্গ॥
তবে পাণ্ডিত্য তোমার হইবে সফল।
কৃষ্ণের স্বরূপলীলা বর্ণিবা নির্ম্মল॥

গ্রাম্যবার্ত্তাবর্ণনকারী ব্যক্তিগণ এইরূপ ভাবে নিজ নিজ মনোধর্ম্ম চালিত হইয়া ভগবত্তত্ত্ব বর্ণন করিতে চেষ্টা পূর্ব্বক অনেক মনঃকল্পিত কথা প্রকাশ করিয়া থাকেন। মায়ামুগ্ধ জীবেরও এইরূপ বর্ণনে অতীব প্রীতি দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু সকলশাস্ত্রশিরোমণি বেদান্তের অকৃত্রিম ভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণে আমাদের বৈরাগ্য দৃঢ় হইয়া থাকে। প্রাকৃত-জনগণের এমনি ধারণা যে, যাহা প্রাকৃত কবিগণের অনুমোদিত নহে, তাহা সাক্ষাৎ ভগবদ্ভজন হইলেও কখনই তাঁহারা গ্রহণ করেন না। কিন্তু সাত্বত-পুরাণ পদ্মে দেখিতে পাওয়া যায়—অবৈষ্ণবমুখোদ্গীর্ণং পূতং হরিকথামৃতম্। শ্রবণং নৈব কর্ত্তব্যং সর্পোচ্ছিষ্টং যথা পয়ঃ॥

অর্থাৎ দুগ্ধ অতি পবিত্র বস্তু, উহা সেবনে তুষ্টি, পুষ্টি ও ক্ষুন্নিবৃত্তি হয়। কিন্তু ঐরূপ উৎকৃষ্ট দুগ্ধ সর্পের উচ্ছিষ্ট হইলে যেমন উহা দুগ্ধের ক্রিয়া না করিয়া বিষের ক্রিয়া করিয়া থাকে, তদ্রূপ সম্পূর্ণরূপ পাবন হরিকথামৃতপানে জীবের ভক্তির দৃঢ় উন্মেষ হয়; কিন্তু নামাপরাধী অবৈষ্ণব ব্যক্তির মুখোদ্গীর্ণ উপদেশাদি বাহ্য আকারে হরিকথার ন্যায় দেখাইলেও উহা নামাপরাধ মাত্র। এইরূপ নামাপরাধ শ্রবণ করা কখনই কর্ত্তব্য নহে। উহা শ্রবণ করিলে মঙ্গল হওয়া দূরের কথা, সর্পোচ্ছিষ্ট দুগ্ধ পানের ন্যায় বিপরীত ফল ঘটাইয়া থাকে।

চলতি সভ্যতা

(শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ সেন এম, এ)

অধ্যাপক মিঃ এ, এম্ লো বলেন, যদি প্রশ্ন করা যায় 'আমরা কি সভ্য' তাহা হইলে লোকে প্রশ্নকারীকে খুব বুদ্ধিমান বলিয়া মনে করা হয়েছে আশা করা যায় না। আমরা জানি যে, আমরা সভ্য এবং অতীত অসভ্য বর্ব্বর জাতিসমূহের নিকট আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ অপেক্ষা আমরা শ্রেষ্ঠ—এ সম্বন্ধে কোন সন্দেহই হইতে পারে না। আমাদের সুবৃহৎ অট্টালিকা, রেলগাড়ী, মোটর, উড়োজাহাজ, সিনেমা, রেডিও—এ সমস্ত দেখিয়াও কি মনে কোন সন্দেহ আসিতে পারে যে আমরা সভ্য নহি?

কিন্তু সমস্ত দিক চিন্তা করিয়া দেখিলে বুঝা যায় যে সভ্যতা একটী মানসিক ব্যাপার মাত্র, কতকগুলিকোর উপর উহার অস্তিত্ব নির্ভর করে না। আমরা এখন আমাদের মধ্যে অনেকগুলি পাশ্চাত্য নিয়ম পালন করিতে পারি, কিন্তু প্রাচীন মিশরবাসীদের পিরামিড প্রস্তুত করিতে যে সময় লাগিয়াছিল এবং তাহার জন্য সহস্র সহস্র লোককে বিনা বেতনে বলপূর্ব্বক কাজ করান হইয়াছিল। তাহাদের ধারণা ছিল যে ঐ সমস্ত ক্রীতদাসের আত্মা বলিয়া কোন কিছু নাই। এই সব কারণেই আমরা তাহাদিগকে অসভ্য বলি। কিন্তু হঠাৎ যদি কেহ ভাবিয়া দেখে, লোকে ১৯২৯ সালের বৃটেনকে অসভ্য বলিবে। এমন কি এখানে সভ্যতার কোন চিহ্ন দেখিতে পাওয়া স্বীকার করিবে না।

"আমাদের সভ্যতার নিদর্শন এই যে, আমরা জীবনকে পবিত্র মনে করি এবং স্বীকার করি যে প্রত্যেকেরই বাঁচিবার অধিকার আছে। কিন্তু এ কথাও সত্য যে আমরা বর্ত্তমানে যে যুদ্ধ করি, তাহাতে পূর্ব্বকালের যুদ্ধ অপেক্ষা বেশী লোক হতাহত হয়। এমন ব্যাপার এক পক্ষে আরও ভয়ানক—যুদ্ধে কোন বিষয়েরই মীমাংসা হয় না। যুদ্ধে বিনা কারণে লোক হতাহত হয়। ইহার কোন শুভ ফলই নাই।

"আমরা মনুষ্যত্ব এবং স্বাধীনতার আদর করি। কিন্তু দরিদ্র-বেষ্টিত কোন ধনী স্ত্রী লোকের অঙ্গে দামী এবং সুন্দর পোষাক দেখিতে পাই, যে সেই সুন্দর পোষাক দ্বারা ঐ সমস্ত দরিদ্রগণের ছয় মাসের ভরণ পোষণ হইত। আমরা দুই জনকে পাশাপাশি বসাইয়া দিয়া, এক জনকে শিক্ষা দিয় এবং শিক্ষার জন্য অপরের কোন ব্যবস্থা নাই। কত ক্ষুধার্ত্ত লোক মারিয়া ফেলিয়া দিয়াছি! এক একটী বলের দাম দুই টাকা! এমন কত বল নর্দ্দমায় যায়, অথচ ঐ দুই টাকায় এমন সব লোকের দিন সুখে চলিয়া যাইত, যাহারা অর্থাভাবে শীতের রাত্রে নর্দ্দমার ধারে পড়িয়া আছে।

"আমরা নরখাদক নাই বটে, কিন্তু অস্থি মজ্জা মাংস ছিবড়ে বিনা রোধি করি না। ... কেবলমাত্র বধ করিবার জন্যই শিকারের জন্য ছুটী।

সভ্যতার পথে বাধা ... আমাদের এক কথা ... কথা বলা এবং ... বিশ্বাস ... যে কীটানু ... অসভ্য ... না, সেই কীটানু ... আমাদের ... তাহার প্রতিকার ...

আমাদের ... জীবন ... হইবে। ... হইলে, ... চালিয়া ... মানুষ ... পারিতেছি ... দ্বারা অথবা লোপ-সাধন ইহার ... ?

পর-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

সম্প্রতি পর-বিদ্যাপীঠে [illegible] [illegible] বিষয়চয়ের অধ্যাপকের আসন সমূহ [illegible] হইয়াছে—বিদ্যার্থিগণ আবেদন করুন।

১। সাহিত্যাসন, ২। ঐতিহ্যাসন,
৩। সম্প্রদায়বৈভবাসন, ৪। ভক্তিশাস্ত্রাসন,
৫। তত্ত্বশাস্ত্রাসন, ৬। বেদান্তাসন,
৭। একায়নাসন।

শ্রী[illegible] রায় বি, এ, কাব্যতীর্থ, বিদ্যাসাগর,
সম্পাদক—পরবিদ্যাপীঠ, শ্রীধাম মায়াপুর।

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

শ্রী[illegible] খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৪০, চল্লিশ টাকা।

২৭২৪ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে,
সপ্তচত্বারিংশ খণ্ডে সূচী ছাপা হইতেছে।

নবম খণ্ড [illegible] নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে [illegible] সাধারণ পক্ষে ২০৸,০। প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৵০, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ।৴০।

দশম স্কন্ধের ভিক্ষা ১২, অগ্রিম সাধারণের পক্ষে ৮,।

[illegible] একাদশ সংখ্যা ছাপা হইয়াছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

"শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত"

সূচী প্রভৃতি সহ সম্পূর্ণ ছাপা শেষ হইয়াছে

আদি, মধ্য, ও অন্ত্যলীলা এবং সূচী ছাপা হইয়া সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছেন। [illegible] কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ১০ টাকা [illegible] তৃতীয় সংস্করণ ৪, টাকায় না পাইয়া অপূর্ব্ব সংস্করণ সংগ্রহ করিতে [illegible] হইয়াছিলেন, তাঁহাদের জন্যই উহার ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছেন। সেই ১০ টাকার গ্রন্থ বিরাট গ্রন্থের [illegible] সংখ্যা মাত্র ৫, টাকা ভিক্ষায় দেওয়া হইতেছে। গ্রাহকগণ সত্বর হউন [illegible] সুযোগ আর পাইবেন না।

শ্রীচৈতন্য [illegible]

শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

সভাষ্য আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র গ্রন্থ ৯, স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫,

নদীয়া প্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪৷৷০ টাকা

শ্রীচৈতন্য মঠের দ্বিতীয় গ্রন্থ

[illegible], গ্রন্থাগার, শ্রীচৈতন্য
পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া
অথবা
শ্রীগৌড়ীয় মঠ ১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা
ঠিকানায় পাওয়া যাইবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—[illegible] শ্রীচৈতন্য মঠের ঠিকানায় লিখিবেন

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত ভক্তি গ্রন্থাবলী

যে সব উৎকলবাসী ভক্ত বাংলা অক্ষর পড়িতে জানেন না, তাঁহাদের শ্রীশ্রী[illegible] প্রভুর [illegible] পরম উপাদেয় ভক্তি-কথা জানিবার শ্রবণ সুযোগ উপস্থিত। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে উড়িয়া-অক্ষরে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হইয়াছে বাংলা গ্রন্থের তুলনায় উড়িয়া গ্রন্থগুলির ভিক্ষাও অপেক্ষাকৃত অল্প।

গ্রন্থের নাম	ভিক্ষা
শ্রীহরিনাম চিন্তামণি, প্রাকৃতগ্রন্থ	।৹
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	১,
সাধন পথ (শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টক) প্রাকৃতগ্রন্থ	।৹
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	[illegible]
কল্যাণ কল্পতরু প্রাকৃতগ্রন্থ	৵০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	।০
গীতাবলী প্রাকৃতগ্রন্থ	৴১০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৶১৫
শরণাগতি প্রাকৃতগ্রন্থ	৴০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৵৫

প্রাপ্তিস্থান { শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ, কটক
এবং
শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, পুরী

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিম্নলিখিত মঠসমূহে প্রাপ্তব্য:—

১। শ্রীচৈতন্য মঠ,—পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, (নদীয়া)।
২। শ্রীগোপীনাথের মঠ,—[illegible], [illegible] পোঃ, (বর্দ্ধমান)।
৩। শ্রীভাগবত আসন,—[illegible] গ্রাম, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৪। শ্রীগৌড়ীয় মঠ,—১নং উল্টাডাঙ্গা জংসন রোড, কলিকাতা।
৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ,—[illegible], পুরী।
৬। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ,—উড়িয়া বাজার, কটক।
৭। শ্রী[illegible] মঠ,—[illegible], বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।
৮। শ্রী[illegible] গৌড়ীয় মঠ,—[illegible] জঙ্গমবাড়ী[illegible], কাশী, ইউ, পি।
৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,—[illegible], বৃন্দাবন, মথুরা, ইউ, পি।
১০। শ্রীপরমহংস মঠ,—[illegible] পোঃ, [illegible]পুর, ইউ পি।
১১। শ্রী[illegible] গৌড়ীয় মঠ,—কুরুক্ষেত্র, [illegible], কর্ণাল, পাঞ্জাব।
১২। শ্রীমাধবগৌড়ীয় মঠ, [illegible] নং [illegible] রোড, ঢাকা।
১৩। শ্রী[illegible] মঠ, [illegible], ঢাকা।
১৪। শ্রী[illegible] মঠ,—[illegible], [illegible] পোঃ, বর্দ্ধমান।
১৫। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ,—[illegible], [illegible] পোঃ, মানভূম।
১৬। শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয় মঠ,—[illegible], [illegible] পোঃ, পুরী, উড়িষ্যা।
১৭। শ্রীগৌড়ীয় মঠ [illegible] রোড, নিউদিল্লী

এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণের নিকটও নদীয়া-প্রকাশ প্রাপ্তব্য।

১। শ্রীযুক্ত জনার্দ্দন [illegible] রোড, খুলনা।
২। শ্রীযুক্ত [illegible] গোস্বামী [illegible]—[illegible], কলাদিবাড়ী কুচবিহার।
৩। শ্রীযুক্ত [illegible] রায়—[illegible] শ্রীগোপাল মল্লিক লেন, কলিকাতা।
৪। মিঃ [illegible]—এম, এস, [illegible], কানপুর।
৫। শ্রীযুক্ত [illegible]—[illegible], নদীয়া।
৬। শ্রী[illegible] দাস অধিকারী, নবদ্বীপ।
৭। শ্রী[illegible]—[illegible] লেন, [illegible], ঢাকা।
৮। শ্রী[illegible] [illegible], ২৪ পরগণা।
শ্রী[illegible] চট্টোপাধ্যায় [illegible]

অন্যথা না ভজে কৃষ্ণ, তুষ্ট নাহি করে। পুন সেইমত মায়া পাশে ভুবি মরে।

শ্রীচৈতন্যমঠের গ্রন্থাবলী

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বিরচিত
ভক্তি গ্রন্থাবলী।
উৎকৃষ্ট কাপড়ে বিলাতী মরক্কো বাঁধাই
স্বর্ণালঙ্কৃত। চতুর্থ সংস্করণ। বিস্তৃত বিষয়সূচীসহ

জৈবধর্ম্ম

বাঁধাই ২্ দুই টাকা।

প্রকাশিত হইয়াছে।

সনাতন ধর্ম্মশাস্ত্র বেদ, বেদান্ত, উপনিষৎ গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত, পুরাণ, তন্ত্রাদি সকল গ্রন্থ পাঠ করিবার অবসর অতি অল্প মানবের ঘটিয়া থাকে। অনেকের যোগ্যতা না থাকায় সেই সকল গ্রন্থের মর্ম্ম অবগত হইতে পারেন না। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বাঙ্গালীর এই অসুবিধা দূরীভূত করিবার জন্য এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

বিদ্যালয়ের ছাত্র বা শিক্ষকগণের বিশেষ সাহায্যার্থ এই গ্রন্থ শিক্ষাবিভাগের উপকারার্থ বাঙ্গালীর জন্য সমস্ত বিদ্যালয়ের জন্য অনুমোদন করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

প্রথম খণ্ড। ভিক্ষা ১্ একটাকা

ভক্তিপূর্ণ শাস্ত্রবাক্য দ্বারা প্রত্যেক মানবের নিত্য কর্ত্তব্য ও অনিত্য সাময়িক কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। গ্রন্থের প্রতি ছত্রে সনাতন শাস্ত্রীয় ভাব সমাবেশিত ও প্রমাণিত হইয়াছে। দেহের, মনের ও আত্মার ধর্ম্ম কি? স্বদেশ, সমাজ, জাতি, ধর্ম্ম কি? ইত্যাদি বিষয় ক্রমানুসারে এমন সুন্দরভাবে সুকৌশলে আলোচিত হইয়াছে যে, গ্রন্থখানি পাঠ করিতে আরম্ভ করিলে শেষ পর্য্যন্ত পাঠ না করিয়া পারা যায় না।

শ্রীনবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য।

ভিক্ষা ৷৵০

ঐ প্রমাণ খণ্ড ভিক্ষা ৵০

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর লীলাস্থান নবদ্বীপ ধাম মাহাত্ম্য। ... প্রাচীন বিবরণ প্রত্যেক স্থানে শ্রীশ্রীঠাকুরের নাম প্রত্যেক স্থানের পরিচয়, শ্রীধাম মাহাত্ম্য ... বিষয় বিশেষভাবে মনোহর ছন্দে লিখিত। ... প্রাপ্ত হইবে।

শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ

উৎকৃষ্ট রয়েল ক্রাউন উৎকৃষ্ট কাগজে ছাপা— শ্রীনবদ্বীপধাম দর্শনে ভক্ত দর্শনকারীর কি প্রকার ভাবের উচ্ছ্বাস হয়, তাহা এই গ্রন্থে বর্ণিত। অতি চমৎকার। ভিক্ষা চার আনা।

শ্রীকৃষ্ণসংহিতা

১৷৵০ দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভুর উপদেশামৃত যে সকল কথা ... তাহা এই গ্রন্থে ভক্তগণের অনুকূল ও প্রতিকূল ... সুন্দরভাবে ব্যক্ত হইয়াছে। ... শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর চুড়ামণি শিক্ষা ও উপদেশ বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব জগতে অভিনব গ্রন্থ!!
শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতি গ্রন্থাবলী :—

শরণাগতি

পকেট সাইজ
অষ্টম সংস্করণ
ভিক্ষা ৵০ আনা।

দেহ ও মনের চেষ্টা অনিত্যবস্তু পর্য্যন্ত হইলে যখন জীব বুঝিতে পারে, তখন একমাত্র নিত্যবস্তু শ্রীভগবানের প্রতি তাঁহার কোন জাতীয় আবেগময়ী প্রার্থনা হয় এবং শ্রীভগবানে সম্বন্ধ স্থাপন করিতে নিষ্কপটে কি প্রকারে শরণাগত হইতে হয়, ইত্যাদি বিষয়ক প্রাণস্পর্শী প্রার্থনা ও অন্য সমর্পণমূলক গান। দশম সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে।

ভিক্ষা প্রতি খণ্ড ৵০ এক আনা।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা — ৵০, নবদ্বীপশতক— ৵০
অর্থপঞ্চক ৵০

কল্যাণকল্পতরু

পকেট সাইজ
পঞ্চম সংস্করণ
ভিক্ষা ৴১০

আমরা প্রত্যহ নূতন অভাব ও কামনা প্রকাশ করি। ... কল্যাণকে কল্যাণ বলিয়া গ্রহণ করি এবং তাহার নিকট কল্যাণ কামনা করি। ... কল্যাণ ... কোন বস্তু ... কল্যাণপ্রদ ... এই গীতিগ্রন্থ ... কল্যাণের জন্য ... প্রার্থনা।

শ্রীল চক্রবর্ত্তি ঠাকুরের টীকা সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠাকুর কৃত টীকা ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কৃত ... টীকাকারের বাণী, প্রাকৃত ... অনুবাদ ... ভিক্ষা পকেট বাঁধাই ২্ দুই টাকা।
কাগজে বাঁধা ১৷০

শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ কৃত ভাষ্য সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

কাগজ ও ছাপা উৎকৃষ্ট। সিল্কে বাঁধাই, সোনার জলে নাম লেখা রাজসংস্করণ ২ টাকা, সাধারণ সংস্করণ ১৷০, গৌড়ীয়ের গ্রাহকপক্ষে ১৷০

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি

... ভক্তগণের ... পরিচয়, ... শ্রীভগবানের ... বিবরণ, ... বিবরণ, ... প্রকাশিত হইয়াছে। ... খণ্ড ... ১ম খণ্ড ... ২য় খণ্ড ... ৩য় খণ্ড ... প্রস্তুত ...।

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ

—১ম খণ্ড ১ এক টাকা
২য় খণ্ড ১্ এক টাকা —শ্রীমদ্ভাগবতের গ্রাহক ও গৌড়ীয় গ্রাহকগণ ১০ টাকায় ছয়খণ্ড পাইবেন। ... শ্রীমদ্ভাগবত ... গোস্বামীপাদের ... রচিত ... সাধনভক্তির অধিক প্রয়োজনীয় অংশ। ... ভুবন ... প্রকাশিত হইতেছে।

শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য সংকলিত

সদাচারস্মৃতিঃ

ভিক্ষা ৵০ মাত্র

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (প্রাচীন নবদ্বীপ) নদীয়া।

শ্রীরাধাকৃষ্ণ ... ঔষধালয়

রেজেষ্টারীকৃত

মদন মঞ্জরী

... প্রমেহ, শুক্রতারল্য, স্বপ্নদোষ, ... ধ্বজভঙ্গ ... সত্বর নির্দ্দোষ আরোগ্য হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। ... এক টাকা।

"নপুংসকারি ঘৃত"

... "রমণবিলাসিনী বটিকা"

... এক টাকা।

রাজবৈদ্য নারায়ণজী কেশবজী
১৭৭নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

বিজ্ঞাপন

সাবধান! সাবধান!! সাবধান!!!
জে, বি, দত্তের ... বাদাম তৈল
... উপকারিতায় ... প্রশংসিত।
... J. B. Dutta & Co. ...
... জে, বি, দত্ত

কেরাসিন কুইনিন

নূতন এবং পুরাতন ম্যালেরিয়ার যম
...

পর বিদ্যা পীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

এখানে আহার এবং বাসস্থান [illegible] বিভিন্ন শিক্ষণীয় বিষয় শিক্ষা দিবার [illegible] করা হইয়াছে। অনেক ছাত্র ইতোমধ্যেই [illegible] সকল ছাত্রই গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন

প্রধান অধ্যাপক—[illegible] ব্যাকরণ [illegible]

[illegible]

অধ্যাপক—[illegible] ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীধাম মায়াপুর পরাবিদ্যাপীঠ, [illegible]

বেদনাঞ্জন

শ্রেষ্ঠরত্ন।

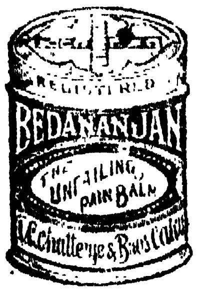

[illegible] প্রশংসা প্রাপ্ত [illegible]

[illegible] বেদনাঞ্জন [illegible]

প্রোপ্রাইটার—এ, সি, চাটার্জ্জী এণ্ড ব্রাদার্স

[illegible]

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

[illegible] মরা মানুষ বাঁচাইবার [illegible] ইলেক্‌ট্রিক সলিউসন [illegible]

সোল এজেণ্ট—ডাঃ ডি, ডি, হাজরা।

[illegible]

ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

অধ্যক্ষ

শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম, এ, এফ সি এস (লণ্ডন)

ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক

(প্রফেসার)

আয়ুর্বেদীয় [illegible] প্রস্তুত হয়। পত্র লিখিলে [illegible]

মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দূর)

(বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৮ টাকা

[illegible]

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৩ টাকা

[illegible]

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬ টাকা

[illegible]

অবলাবান্ধব যোগ

[illegible]

মূল্য—১৬ মাত্রা ২ টাকা। ৫০ মাত্রা ৫ টাকা মাত্র

বিশুদ্ধ জল! ভয় নাই বিশুদ্ধ জল!

লক্ষ্মী টিউব ওয়েল কোং

২০৫নং নবাবপুর, ঢাকা

[illegible] *Tube well* [illegible]

বিজ্ঞাপিত কেন?

[illegible]

মনোমোহন প্রেস

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা

পূর্ব্ব-বাঙ্গালায় সুলভে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত

বৈদ্যুতিক মেশিনে দিবারাত্র কাজ চলিতেছে

বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা।

[illegible] হইতে শ্রীযুক্ত [illegible] কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

স্থানীয় সংস্করণ

Registered No. C 1514

বিজ্ঞাপনের হার

প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩॥০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

[illegible]

৪র্থ খণ্ড] সম্পাদক—প্রভুবিদ্যালঙ্কার শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী [২৬২ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্য মঠ শ্রীধাম মায়াপুর ১লা মাঘ বুধবার ১৩৩৬, ১৫ই জানুয়ারী ১৯৩০

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থাবলী

১	শ্রীমদুপদেশামৃত, [illegible]			সাধনপথ [illegible] সংস্করণ	
	[illegible] প্রকাশ [illegible]		১৭।	আচার ও আচার্য্য	।
	[illegible] নদীয়া-প্রকাশ গ্রাহক পক্ষে	।৴০	১৮।	[illegible]	৷৵০
২	[illegible] শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬ষ্ঠ সংস্করণ	৫৲	১৯।	[illegible] নবদ্বীপ পরিক্রমা	৷৷০
৩।	গৌড়ীয়-গৌরব	৶০	২০।	[illegible]	[illegible]
৪।	[illegible]	০	২১।	[illegible]	[illegible]
৫	[illegible]	৷৷০	২২।	[illegible]	০
৬।	শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ [illegible]	২৲	২৩।	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	২৪	[illegible]	
৭।	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]
৮।	[illegible]	[illegible]	২৫।	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	৷৷০	২৬	[illegible]	[illegible]
৯।	[illegible]	২৲	২৭।	[illegible]	।০
১০।	[illegible]	৷৷০	২৮।	বৈষ্ণবমঞ্জুষা [illegible] প্রথম চারিখণ্ড	[illegible]
১১।	[illegible]	২৲	২৯।	[illegible]	৷৷০
১২।	[illegible] চতুর্থ সংস্করণ	[illegible]	৩০।	[illegible] শিক্ষা	[illegible]
১৩।	[illegible]	[illegible]	৩১।	[illegible]	০
১৪	[illegible] (তৃতীয় সংস্করণ)	[illegible]	৩২।	[illegible]	[illegible]
১৫।	[illegible]	[illegible]	৩৩	শ্রীচৈতন্য [illegible] দ্বিতীয় সংস্করণ	৫৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

শ্রীধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপ-প্রদর্শনী, নদীয়া

(৩রা ফেব্রুয়ারী হইতে ১৭ই মার্চ্চ, ১৯৩০ পর্য্যন্ত)

প্রদর্শনীর সকল জ্ঞাতব্য বিষয়ের জন্য
সেক্রেটারী মহোদয়ের নিকট
আবেদন করুন।

শ্রীকুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ,
শ্রীচৈতন্য মঠ, শ্রীধাম মায়াপুর পোঃ আঃ (নদীয়া)।

ইংরাজী ভাষায় ভক্তিগ্রন্থ

১ শ্রীচৈতন্যচরিত ও শিক্ষা [illegible]
২ নামভজন [illegible]
৩। বৈষ্ণব-ধর্ম্ম আসক্ত ও মোক্ষ ।০
৪। ভাগবতীয় দর্শন [illegible]
৫। কাম ও প্রেমধর্ম্ম ।০
৬। গোড়ীয়মঠ কি করেন [illegible]

দেবনাগরাক্ষরে ভক্তিগ্রন্থ

১। [illegible]
২ [illegible]
৩। [illegible]
৪। [illegible] ৵০
৫। [illegible]
৬। [illegible] ।০

নানা কথা

আফ্রিকায় ভারতবাসী

পাশ আইনের প্রবাসী ভারতবাসীকে বাসস্থান বর্জন ও সম্পত্তি রাখিবার অধিকার হইতে বঞ্চিত করিবার চেষ্টা হইতেছে।

বজেট

ভারতীয় বজেটে আয় অপেক্ষা ব্যয়ের পরিমাণ বেশী হইবার সম্ভাবনা, সে কারণে বাবদের শুল্ক বাড়াইবার প্রয়োজন অনুভূত হইবে।

শীতে মৃত্যু

চীনের উত্তরপশ্চিম অঞ্চলে এক শীত হইয়াছে যে সানসিপ্রদেশের প্রায় হাজার অধিবাসীর শীতে মৃত্যু হইয়াছে।

ইরাকে যুদ্ধ

ইরাকে বিমানপোত এবং কামানবাহী সৈন্যবাহিনীর সাহায্যে বিদ্রোহী অধিবাসীদের কায়দায় আনিবার চেষ্টা করা হইতেছে। ইরাকে ইংরাজেরা বৈমানিক বিমানপোতের আশ্রয় লইয়াছেন।

দমন নীতি

ক্রিপ্স, ট্রেভেলিয়ান এবং ল্যান্সবেরি বলেন যে, কংগ্রেসের আন্দোলন দমন করিতে গভর্ণমেন্ট যাঁহারা লোকদিগকে নিরাশ্রয় আন্দোলনে প্রোৎসাহিত করিবেন, তাহাদিগকে আশ্রয় দিবার জন্য ভারত গভর্ণমেন্ট যদি অর্ডিনান্সের আশ্রয় গ্রহণ করেন, তাহা কাজ হিসাবে আপত্তি করিবেন না। যদি এরূপ পরিস্থিতির ফলাফল খারাপ হবে, তাহা হইলে এই বিধিবদ্ধ দমন করিবার কোন হেতু নাই।

শীল্ডের উপদেশ

লণ্ডন হইতে সংবাদ যে ডা: উমাও শীল্ড ও অভ্যর্থনা করিবার জন্য প্রবাসী ভারতবাসীদের পক্ষ হইতে একটা ভোজের আয়োজন করেন। তাহাকে বলা হয় যে কোন ভারতবাসী কিছুকাল এখানে থাকিলে তাহার শীল্ড বলেন যে, ভারতীয়দের পক্ষে, রাজনীতি অপেক্ষা শিল্প, সাহিত্য ও বিজ্ঞান ...

... সমস্ত ভারতের ... উচিত ... পরিকল্পিত ...

পুলিশ-পেট

মাদারিপুরে চৈতন্যকান্তির মেলায় সাধারণ লোকের দোষ কল্পরিচিত করেছে। বালককে মারার জন্য সুরেশ ও পঞ্চানন নামক দুই বালকের ৬ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড ও ৫০ টাকা জরিমানা হয়।

...নির্দেশ সাবাস্ত ...মুক্ত পাইয়াছে।

বন্দিবিলায় গোলমাল

বন্দিবিলার একদল কর্মীর বিরুদ্ধে ফৌজদারি কার্যবিধি আইনের ১৪৪ ধারা মতে নোটিশ দিয়া তাহাদিগকে জানান হইয়াছে যে, তাহারা যেন টেক্সী আদায়-কারীর সঙ্গে না যায়, লোককে ট্যাক্স দিতে বারণ না করে এবং ভর্ৎসনা না করে। এখানে অনেক বড় বড় সরকারি কর্মচারী মোতায়েন আছেন, অনেক কংগ্রেস কর্মীকে বন্দিবিলায় পাঠান হইয়াছে।

নৌবৃত্তি

ভারত গবর্ণমেণ্ট তিন জন ছাত্রকে বিলাতে নৌ-ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার জন্য বৎসরে ২৪০ পাউণ্ড করিয়া বৃত্তি দিবেন। এই জন্য আগামী ১৫ এপ্রিল তারিখে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা হইবে।

ট্রেণ দুর্ঘটনা

পাঠকগণ জানেন যে, বোরিস হইতে ৬ মাইল দূরে রুটোবকবর্গের একটী আরোহীগাড়ী এবং একটি মালগাড়ীতে ধাক্কা লাগিয়া অনেক ক্ষতি হইয়াছে। প্রকাশ যে, বার জন হত হইয়াছে এবং ১১ জন আহত ব্যক্তিকে বোরিসের সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসার্থে প্রেরণ করা হইয়াছে। হত লোক সনাক্ত হয় নাই।

চোরের দুঃসাহস

আলিপুরের জেলাকোর্টের বেলিফ নূতন শার্ট ও শাল খুলিয়া রাখিয়া উপাসনা করিতেছিলেন সেই সুবিধা পাইয়া একজন লোক ঐ শার্ট ও শাল পরিয়া আর একজনের শার্ট কাটিতেছিল। বেলিফ তাহাকে ধরেন লোকে ঐ গাঁটকাটা শালচোরকে মারিতে থাকে। এই ব্যাপারে লইয়া ... যায়। তাহাতে অনেকে অল্প বিস্তর আঘাত পায়। যাহাহউক, বেলিফ মহাশয় তাঁহার নূতন শার্ট ফিরিয়া পাইয়াছেন।

তহবিল তছরূপ

আঞ্জুমান হেমায়েত ইসলামিয়ার সম্পাদক শামসুদ্দিন তাহাদের বিরুদ্ধে নালিশ হয় যে, উক্ত সোসাইটির নিয়ত চাঁদা তুলিয়া তাহার কোন হিসাব রাখিতেছেন না। সেই জন্য তহবিল তছরূপ করার অপরাধে তাঁহার উপর ৬ মাস সশ্রম কারাদণ্ড ও ১০০ টাকা জরিমানা হয়। টাকা অনাদায়ে আরও এক মাস জেল।

ছোরা মারা

এন্, জি, এস রেলওয়ের রাস্তাপরীক্ষক এ, কে, ফ্রেড রিক সাহেব ট্রলি করিয়া যাইতেছিলেন, এমন সময় মোল্লা তামান নামক আরব জাতীয় এক ব্যক্তি রেলের উপর দুই হয়। সাহেব তাহাকে সরিয়া যাইতে বলিলে সে অস্বীকার করে। তাহাকে ট্রলির উপর চড়াইয়া পুলিশের কাছে দিবার চেষ্টা করায় সে সাহেবের পৃষ্ঠে ছোরার আঘাত করিয়া পলাইয়া যায়। বিচারে তাহার দুই বৎসর সশ্রমকারাদণ্ডাজ্ঞা হইয়াছে।

গুপ্তকথা প্রচার

ওয়ারসা-সাধারণতন্ত্রের প্রেসিডেণ্ট এবং প্রধান মন্ত্রী ফোনে কথা বলিবার সময় একজন সংবাদপত্রওয়ালা সেই গুপ্ত-কথা ধরিয়া লইয়া একটা ছোট পুস্তকাকারে সেই সমস্ত কথা প্রচার করিয়া দেয়। এইরূপে টেলিফোনে কথা ধরা সেখানে অপরাধ বলিয়া গণ্য। বিচার চলিতেছে।

গুপ্তকথা অপ্রচার

দক্ষিণ আফ্রিকায় জোহানসবর্গ সহরে একজন সংবাদপত্রওয়ালা প্রকাশ করে যে একটি জুয়ার আড্ডায় অনেক লোক সমবেত হইয়া গুপ্তভাবে জুয়াখেলে। সংবাদটী এক হোটেলে—কিন্তু কোন্ হোটেলে—তাহা প্রকাশ করে নাই। কর্তৃপক্ষ তাহাকে বিচারালয়ে আনিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করেন, "কোথায় সেই জুয়াখেলা হয়?" আসামী উত্তর করে যে সংবাদপত্রওয়ালাহিসাবে তাহার উচিত যে, এসমস্ত কথা যাহারা তাহাকে বলে তাহাদের নাম প্রকাশ না করা। আসামীর এক সপ্তাহ জেলের হুকুম হইয়াছে।

সিরাজগঞ্জ রক্ষা সমস্যা

কয়েকজন সরকারি ও বেসরকারি ইঞ্জিনিয়ার এবং ষ্টীমার কোম্পানীর এজেণ্ট ও স্থানীয় সাবডিভিশনাল অফিসার মিলিয়া সিরাজগঞ্জ সহর ধ্বংস হইতে রক্ষা করিবার উপায় নির্দ্ধারণ জন্য একটি সভা করেন। সহর রক্ষা করিতে প্রায় এককক্ষ টাকা খরচ পড়িবে।

শ্রমিক গোলমাল

অষ্ট্রেলিয়া হইতে সংবাদ, গবর্ণমেণ্ট-রণবেরি হইতে দুই ট্রেণ ভর্ত্তি কয়লা সরাইয়া লওয়ায়, বিভিন্ন কেন্দ্রে দশ হাজার শ্রমিক সমবেত হইয়া সহরের দিকে যুদ্ধ-যাত্রা করিয়াছে শুনিয়া কর্তৃপক্ষ সিডনি হইতে ৭০জন শান্তিরক্ষক পাঠাইয়াছেন। দুইজন লোক শ্রমিক কর্মচারীর বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেওয়ায় তাহাদিগকে উলঙ্গ করিয়া তাহাদের কাপড় চোপড় পুড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে।

উড়োজাহাজের বেগ-প্রতিযোগিতা

বর্তমানে ইংলণ্ডই উড়োজাহাজের বেগপ্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়া আছে। ঘণ্টায় ৩৫৭০৭ মাইল সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রেকর্ড। ইটালি এবং ফ্রান্স ইংলণ্ডকে হারাইবার চেষ্টা করিতেছে এবং সেই জন্য তাহারা নূতন কলও তৈয়ার করিতেছে। অবশ্য ইংলণ্ড ও চুপ করিয়া বসিয়া নাই।

মোটর কেস

অসতর্কভাবে মোটর চালানর জন্য কুমিল্লার অতিরিক্ত পুলিশ সাহেব মিঃ জেন কিন্স (বর্তমানে অস্থায়ী পুলিশ সাহেব) অভিযুক্ত হইয়াছেন। জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট ফরিয়াদিপক্ষে সাক্ষ্য দিয়াছেন, প্রকাশ যে মিঃ জেনকিন্সও ফরিয়াদির বিরুদ্ধে এক পাল্টা নালিশ দায়ের করিয়াছেন।

ডন প্রতিযোগিতা

শালিখা দেশবন্ধু ব্যায়াম সমিতির সদস্য নরেন্দ্রবন্দ্যোপাধ্যায় বাদশ বৎসর বয়স্ক বালক। সে ঐ বয়সের বালকগণকে তাহার সহিত ডন প্রতিযোগিতায় আহ্বান করিতেছে। যাহারা তাহাকে পরাস্ত করিতে পারিবে তাহারা পুরস্কার পাইবে।

রাসেলের উক্তি

সহকারী ভারত সচিব আর্লরাসেল বলিতেছেন যে ভারত সম্বন্ধে তিনি যে বক্তৃতা দিয়াছেন, তাহার সরকারী রিপোর্টে ভুল থাকায় অনেক মন কষা কষি চলিতেছে। তিনি বলিয়াছেন বর্তমানে পূর্ণ স্বাধীনতা অথবা উপনিবেশ স্বাধীনতা প্রদান সম্ভব নয়। এখন পূর্ণ স্বাধীনতা ও উপনিবেশ স্বাধীনতার অর্থের বিশেষ পার্থক্য নাই।

মালয়ে ভারতবাসী

মালয়ে ভারতবাসীর দুর্দ্দশা সম্বন্ধে তদন্ত করিবার জন্য ভারত গবর্ণমেণ্ট একটী ডেপুটেশন পাঠাইবেন। এই জন্য ১৯ হাজার টাকা খরচ পড়িবে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১লা মাঘ বুধবার—১৩৩৬

জ্ঞানের কথা

শ্রীব্যাসদেব শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম স্কন্ধ তৃতীয় অধ্যায়ে শ্রীভগবানের [illegible] অবতার-সমূহ বর্ণন কালে [illegible] শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণকে অবতারাবলীর মধ্যে নির্দ্দিষ্ট [illegible] অবতার রূপে বর্ণন করিয়া পরবর্ত্তী অষ্টাবিংশ শ্লোকে কৃষ্ণতত্ত্ব এবং অবতার-তত্ত্ব স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন,—

এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।
ইন্দ্রারিব্যাকুলং লোকং মৃড়য়ন্তি যুগে যুগে॥

—অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত রাম নৃসিংহাদি অবতার আদ্য পুরুষাবতারের অংশ বা কলা, এই সকল অবতার প্রতি যুগে যখন জগৎ দৈত্য-নিপীড়িত হয়, তখন দৈত্যোপদ্রুত জগৎকে নিরুপদ্রব করেন। কিন্তু ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণ সাক্ষাৎ স্বয়ং [illegible] তত্ত্ব। [illegible] শ্রীকৃষ্ণকে [illegible] বলিতে পারেন না, শ্রীপাদ কবিরাজ গোস্বামী তাঁহাদিগকে অলঙ্কারশাস্ত্রোক্ত অনুবাদ ও বিধেয়-স্থানের প্রদর্শন দ্বারা নিরস্ত করিয়াছেন। পূর্ব্বপরিজ্ঞাত বিষয়কে অনুবাদ এবং অপরিজ্ঞাত বিষয়কে বিধেয় বলা হয়। অলঙ্কার শাস্ত্রের নিয়ম এই যে,—

অনুবাদমনুক্ত্বা তু ন বিধেয়মুদীরয়েৎ।
ন হ্যলব্ধাস্পদং কিঞ্চিৎ কুত্রচিৎ প্রতিতিষ্ঠতি॥

(অলঙ্কারিক ন্যায় একাদশীতত্ত্ব [illegible] অঙ্ক)

অনুবাদ না বলিয়া বিধেয় বলিলে, তাহার বাক্যের আশ্রয় না থাকায় তাহার প্রতিষ্ঠা হয় না। 'এই বিপ্র পরম পণ্ডিত' এই বাক্যের 'এই বিপ্র'—এই বাক্যাংশ জ্ঞাত বিষয় বলিয়া অনুবাদ এবং পাণ্ডিত্য অথবা [illegible] বাক্যাংশ অজ্ঞাত থাকায় 'পরম পাণ্ডিত্য' বাক্যাংশটী বিধেয়। সেইরূপ 'এতে'-শব্দে পূর্ব্বোক্ত অবতারগণ অনুবাদ, পুরুষের অংশ ও কলা অর্থাৎ অংশাংশ—বিধেয়, ঐ পদে কৃষ্ণকে অবতার মধ্যে জানা গেল, সুতরাং 'কৃষ্ণ' শব্দ অনুবাদ আর তাঁহার বিশেষ জ্ঞান অপরিজ্ঞাত থাকায় স্বয়ং ভগবান—এই কথাটি বিধেয়। সুতরাং কৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান—এই অর্থ ব্যতীত অন্য কোন অর্থ ব্যাখ্যা-কল্পনা হইতে পারে না। যদি অন্যরূপ ব্যাখ্যা হয়, তাহা হইলে ব্যাসকে দোষ দিতে হয়। কিন্তু আপ্তবাক্যে ভ্রম (মিথ্যা জ্ঞান—যেমন শুক্তিতে রজত-জ্ঞান), প্রমাদ (অনবধানতা—এক কথা অন্য প্রকারে উপলব্ধি করা, শ্রবণ করা বা বলা), বিপ্রলিপ্সা (বঞ্চনেচ্ছা) এবং করণাপাটব (ইন্দ্রিয়ের অপটুতা), এই দোষ চতুষ্টয়ের সম্ভাবনা থাকিতে পারে না। শ্রীব্রহ্মসংহিতায় বলিয়াছেন—

"ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্॥"

—সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণই পরমেশ্বর; তিনি স্বয়ং অনাদি ও সকলের আদি এবং সর্ব্বকারণের কারণ।

স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণের বিলাস মূর্ত্তি বলদেব সঙ্কর্ষণ-তত্ত্ব, তাঁহার স্বাংশ পরব্যোমে মহাসঙ্কর্ষণ নারায়ণ তত্ত্ব। তাঁহার অংশ কারণার্ণবশায়ী মহাবিষ্ণু আদি পুরুষাবতার তিনি শ্রীকৃষ্ণের অংশের অংশ বলিয়া তাঁহাকে 'কলা' বলা যায়। গর্ভোদশায়ী ও ক্ষীরোদশায়ী পুরুষদ্বয় এই মহাবিষ্ণুর অংশ। শ্রীবিষ্ণুপুরাণ বলিয়াছেন—

প্রথমং মহতঃ স্রষ্টৃ দ্বিতীয়ং ত্বণ্ডসংস্থিতম্।
তৃতীয়ং সর্ব্বভূতস্থং যানি জ্ঞাত্বা বিমুচ্যতে॥

—অর্থাৎ আদি পুরুষাবতার মহাবিষ্ণু মহত্তত্ত্বের স্রষ্টা, দ্বিতীয় পুরুষাবতার গর্ভোদশায়ী সমষ্টি ব্রহ্মাণ্ডগত পুরুষ এবং তৃতীয় পুরুষাবতার ক্ষীরোদশায়ী ব্যষ্টি জগৎ পুরুষ সর্ব্বজীবের অন্তর্যামী ঈশ্বর বা পরমাত্মা। [illegible] বিষ্ণুর এই তিনটি রূপ জানিতে পারিলেই জড়বুদ্ধি হইতে মুক্ত হওয়া যায়।

"এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ"—এখানে 'পুংসঃ' শব্দে 'আদিপুরুষাবতারের' বুঝিতে হইবে। মৎস্য কূর্ম্মাদি অবতারের তিনিই অবতারী বা অংশী। তিনি [illegible] তাঁহাকে ঈক্ষণ-শক্তি-প্রভাবে মায়া জগতের নিমিত্ত-কারণ এবং প্রকৃতি জগতের উপাদান বলিয়া প্রতীত হয়। বস্তুতঃ এই নিমিত্ত ও উপাদান উভয় শক্তিই ভগবৎ কর্ত্তৃক প্রদত্ত। কৃষ্ণের স্বরূপীয় নিজ শক্তি চিচ্ছক্তি দ্বারাই [illegible] অচিচ্ছক্তিকে শক্তি প্রদত্ত হয়। [illegible] জীবসেবী [illegible] হয়। বস্তুতঃ মায়া [illegible] স্বতঃ কর্ত্তৃত্ব নাই। মায়াবাদিগণ [illegible] 'ব্রহ্ম' [illegible] প্রকৃতিকে উপাদান এবং [illegible] চিন্ময় পুরুষ-জীবকে নিমিত্ত বলা হয়, কিন্তু [illegible] জগতের উপাদান বা নিমিত্ত [illegible] নাই।

আমি ও আমার দাসিকা শক্তি [illegible] হইতে সম্বন্ধিত হই। যেমন [illegible] দাহিকা-শক্তি-বিশিষ্ট [illegible] সেইরূপ [illegible] চিচ্ছক্তি [illegible] প্রকৃতি [illegible]। [illegible] মায়া [illegible] মনে করিলে [illegible] হইতে তুল্য প্রার্থনা যেমন [illegible] হয় না, সেইরূপ অচিন্ত্য প্রকৃতিকে [illegible] জগতের কারণ বলিতে যাহারা নিমিত্ত [illegible] মাত্র। মায়ার মোহে মুগ্ধ জীব তত্ত্ব বুঝিতে না পারিয়া আপনাকে ভোক্তা পুরুষাভিমানে প্রকৃতি ভজনে প্রবৃত্ত হন এবং মায়াধীশ ভগবানকে মায়াধীন তত্ত্ব জ্ঞানে মায়াবাদী হইয়া পড়েন।

অপরন্তু মহাবিষ্ণুর জগৎসৃষ্টি হেতু ঈক্ষণ কি ব্যাপারে কোন প্রকারেই মায়া-সম্বন্ধ থাকিতে পারে না, তাহা শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে উত্তম রূপে বুঝাইয়া দিয়াছেন।

যদ্যপি সর্ব্বাশ্রয় তিঁহো, তাঁহাতে সংসার।
অন্তরাত্মা রূপে তিঁহো জগত আধার॥
প্রকৃতি সহিতে তাঁর উভয় সম্বন্ধ।
তথাপি প্রকৃতি সহ নাহি স্পর্শ গন্ধ॥
এতদীশনমীশস্য প্রকৃতিস্থোঽপি তদ্গুণৈঃ।
ন যুজ্যতে সদাত্মস্থৈর্যথা বুদ্ধিস্তদাশ্রয়া॥

[অর্থাৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া প্রকৃতির গুণের বশীভূত না হওয়াই ঈশ্বরের ঈশিতা। [illegible] মায়া-সংস্পর্শে [illegible] হন না।]

এই মত গীতাতেহ পুনঃ পুনঃ কয়।
সর্ব্বদা ঈশ্বর তত্ত্ব অচিন্ত্য শক্তি হয়॥
আমি ত' জগতে বসি, জগত আমাতে।
না আমি জগতে বসি, না আমা জগতে॥
অচিন্ত্য ঐশ্বর্য্য এই জানিহ আমার।
এই ত' গীতার অর্থ কৈল পরচার॥

—চৈঃ চঃ আঃ ৫.৮২-৯০

শ্রীগীতা বলিয়াছেন—

"ময়া ততমিদং সর্ব্বং জগদব্যক্তমূর্ত্তিনা।
মৎস্থানি সর্ব্বভূতানি ন চাহং তেষ্ববস্থিতঃ॥
ন চ মৎস্থানি ভূতানি পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্।
ভূতভৃন্ন চ ভূতস্থো মমাত্মা ভূতভাবনঃ॥"

—৯।৪-৫

—অর্থাৎ অতীন্দ্রিয় মূর্ত্তি-স্বরূপ আমি এই সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া বিস্তৃত আছি। [illegible] আমাতে অবস্থিত [illegible] আমি [illegible] অবস্থিত নাই [illegible] আমার 'যোগৈশ্বর্য্য' বা [illegible] নহে; আমি [illegible] এই জগৎ [illegible] হইয়াছে, [illegible]।

আমাকেই সকলের [illegible] বলিলে [illegible] হইতে পারে [illegible] আমার পরম স্বরূপ ভূতসকলের ধারক ও পালক হইয়াও ভূতস্থ নহে। বস্তুজীবকে যেমন [illegible] প্রবেশ করিয়া অহংভাবে [illegible] থাকে, পরন্তু শুদ্ধ চৈতন্য-স্বরূপ আমাকে দেহ-দেহী-বিভাগ-নিবন্ধন [illegible] না থাকায় আমি ভূতধারক ও পালক হইয়াও ভূতসমূহে নিমগ্ন নহি।"

শ্রীভগবানের এই অচিন্ত্য স্বভাব জীব-বুদ্ধির [illegible] না পারিয়া তাঁহার নিত্য [illegible] স্বরূপকে [illegible] ও লীলাবিলাস [illegible] হইতে প্রাকৃত [illegible] বলে। শ্রীভগবানের প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত উভয় লীলাতেই মায়াতীতত্ব বা মায়াধীশত্ব [illegible]। [illegible] যদি মায়া [illegible] তাহা হইলে আর তাঁহার সর্ব্বশক্তিমত্ত্ব থাকে কেমন করিয়া?

কোন প্রাকৃত দৃষ্টিদ্বারা ভগবানের এই [illegible] বুঝিতে না পারা [illegible] গীতা আমাদিগকে দিগ্‌দর্শনদানের নিমিত্ত [illegible] শ্লোক বলিয়াছেন।

যথাকাশস্থিতো নিত্যং বায়ুঃ সর্ব্বত্রগো মহান্।
তথা সর্ব্বাণি ভূতানি মৎস্থানীত্যুপধারয়॥

"—যেমন আকাশ একটী অসঙ্গ [illegible] বস্তু, তাহাতে বায়ু [illegible] সর্ব্বদা [illegible] আকাশ [illegible] সর্ব্বদা [illegible] আমার শক্তিতে [illegible] আকাশ [illegible] অসঙ্গ [illegible]।"

শ্রীমদ্ভাগবতে [illegible] বলিয়াছেন—

যথা মহান্তি ভূতানি ভূতেষূচ্চাবচেষ্বনু।
প্রবিষ্টান্যপ্রবিষ্টানি তথা তেষু ন তেষ্বহম্॥

—এই [illegible] অপ্রাকৃত [illegible] দেখা [illegible] প্রবিষ্ট [illegible] আমার [illegible] সর্ব্বভূতে [illegible] প্রবিষ্ট [illegible] হয়।

[illegible] শ্রীভগবানের এই অচিন্ত্য [illegible] বিষয় হইতে পারে। [illegible] কৃষ্ণকথা শ্রবণ [illegible] জাতের [illegible] বিচার-চেষ্টা [illegible] হইতে পারেন। [illegible] জীবাত্ম [illegible] অবতার, [illegible] অশ্রদ্ধা, [illegible] ইত্যাদি। তাঁহাকে [illegible] শূন্য করিয়া লাভ কি? তিনি আমার

[illegible] গোস্বামীরূপ করেন বলিয়া!

[illegible]

জড়বস্তু [illegible] আকার বা নিরাকার বলিয়া নিরূপ করিলেও কি তিনি আমার [illegible] হইবেন? আমার দর্শনের [illegible] কোন হেতু [illegible] তিনি নহেন। [illegible] অহৈতুকী কৃপাবলে আমাদের [illegible] তাঁহার শুদ্ধ সচ্চিদানন্দস্বরূপের উপলব্ধি সম্ভব হইবে।

[illegible] — [illegible] স্থানে গ্রন্থাকারে [illegible] স বৌদ্ধ বেদান্ত [illegible] এবং পুরুষ [illegible] এবং [illegible] (যেমন [illegible]) [illegible] "অতু [illegible]" [illegible] তাঁহার আকৃত [illegible] করিয়াছেন, [illegible] স্থানে [illegible] নিকট সেই সকল বিষয় পুনঃ পুনঃ [illegible] [illegible] করা একান্ত কর্তব্য। নিরপেক্ষ [illegible] হইলেও উদাসীন আমাদিগের নিকট তাঁহার [illegible] প্রকট করিবেন [illegible] আমাদিগকে [illegible] প্রদান করিয়া [illegible] করিবেন। আমাদের সকল সংশয় দূর হইয়া যাইবে। বিনা [illegible] অপেক্ষা না করিয়া আমাদের ইন্দ্রিয়-লব্ধ কোনো দর্শনকে [illegible] [illegible] তত্ত্বের বিচার করিতে হইলেই [illegible] আবরণ হইয়া পড়ে, বস্তুদর্শন আর ভাগ্যে হয় না।

স্বরূপগত ও প্রকৃতিগত উপাসনা

(পণ্ডিত [illegible] কাব্যবেদ [illegible])

জীব বিশুদ্ধ চিন্ময় বস্তু। কোন কারণে বর্তমানে তিনি জড় জগতে আসিয়া নানা প্রকার [illegible] অধীন হইয়া পড়িয়াছেন, এমন তাহার বিশুদ্ধ স্বরূপটি স্থূল সূক্ষ্ম দুইটি [illegible] আবরণে [illegible] হইয়া পড়িয়াছে। [illegible] কোন কারণে [illegible] দশা হইতে [illegible] [illegible] দশা প্রাপ্ত হইয়া [illegible] সত্যের পরিচয় [illegible] প্রদান করে, সেইরূপ জীব [illegible] সম্পূর্ণভাবে আচ্ছাদিত না হইলেও [illegible] কোন আকারে নিজ স্বরূপের [illegible] কিঞ্চিৎ পরিচয় দিবেন [illegible]

—

[illegible] নিম্নলিখিত [illegible] প্রকার [illegible] আভাস লক্ষ্য করি

১। আমি আছি।

২। আমা বাহিরে অপরাপর অসংখ্য বস্তু আছে।

৩। এই জগৎটী আমার নিত্য বাসোপযোগী স্থান নয়।

৪। স্থূল দেহ হইতে আমি পৃথক।

৫। আমি ক্ষুদ্র ও পরাধীন।

৬। আমার ক্ষুদ্রসত্ত্বা কোন একটী বৃহৎ সত্ত্বার অধীন।

৭। আনন্দই আমার প্রয়োজন।

এই কয়টির মধ্যে [illegible] বা কোন একটি বা দুইটি চেতন বস্তু মাত্রে [illegible] হইবে।

ক্ষুদ্র বৃহতের অধীন, বৃহৎ এর [illegible] [illegible] নিজ [illegible] আনন্দকে আবদ্ধ [illegible] রূপ অনুভব করিবে বলে করে। [illegible] অনুসন্ধান [illegible] [illegible] জড়ের মধ্যেও এই [illegible] পাওয়া যায়। জীব আজ জড়-বদ্ধ হইয়াও তাঁহার স্বরূপের [illegible] [illegible] জড় জগতে উচ্চতর ভাবে বিচরণ করিতেছে এবং নিজের নিম্নাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বস্তু অনুসন্ধান করিতেছে, কিন্তু প্রকৃত শ্রেষ্ঠ বস্তুর সন্ধান না পাওয়ায় তাঁহার [illegible] অবসান হইতেছে না।

জীব জড় জগতে আসিয়াও নানা প্রকার [illegible] দেখিতে পাইতেছেন এবং জীব সর্বদাই [illegible] শ্রেষ্ঠ নহেন, [illegible] অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বস্তু আছে — এই বিচার অবলম্বনে শ্রেষ্ঠ বস্তুর অনুসন্ধান করিতে করিতে চরমে প্রকৃতিকে দেখিতে পান। তখন তিনি প্রকৃতিকে নিজ উপাস্য বস্তু [illegible] করিয়া আপনাকে নিজানন্দের প্রাপ্তি [illegible] সংগ্রহ করেন। প্রকৃতিকে বিশেষ ভাবে অনুভব করিবার জন্য তাঁহার [illegible] কালী দুর্গা, চণ্ডী [illegible] [illegible] নামের কল্পনা করিয়া নিজেদিগকে শাক্ত অভিমান করেন। [illegible] [illegible] কেবল [illegible] [illegible] নাস্তিকবাদ, [illegible] [illegible] প্রচলিত [illegible]। সুতরাং [illegible] প্রত্যেকে [illegible] কালী দুর্গা চণ্ডী উপাসনা স্বীকার না করিলেও হইবে। প্রকৃতির [illegible] [illegible] কর্তব্য নহে।

জীব [illegible] হইতেও চেতন এবং জড়া প্রকৃতি হইতে শ্রেষ্ঠ, সুতরাং প্রকৃতিতত্ত্ব [illegible] [illegible] আবদ্ধ থাকা তাহার স্বভাব নহে, অতএব প্রকৃতি হইতেও শ্রেষ্ঠবস্তুর অনুসন্ধান তাহার স্বভাব [illegible] থাকে। শ্রেষ্ঠ বস্তুর অনুসন্ধান করিতে করিতে জড়ের মধ্যে উপাস্যকে শ্রেষ্ঠ মনে করে এবং উপাস্যরূপে [illegible] উপাস্য বস্তু করিয়া ফেলে। কিন্তু উহাও জড় বস্তু, উপাসকের জীবাত্মা [illegible] অবরক না থাকায় জড় অপেক্ষা চেতনের শ্রেষ্ঠতা কিছু পরিমাণে উপলব্ধি করে, কিন্তু বিশুদ্ধ চেতনের সন্ধান না পাইয়া মিশ্র চেতন বা শক্তি চৈতন্যকে উপাস্য বস্তু মনে করে এবং আত্ম ও উপাসিকাকে [illegible] উপলব্ধ করিয়া আমাদিগকে [illegible] ভাবনার অবস্থান করে। কিন্তু যে কালে তাঁহার জাগতিক জ্ঞানের অবসান হয়, তখনই তিনি স্বরূপতঃ বিশুদ্ধচেতন বিষ্ণুকে [illegible] ভগবান বলিয়া বুঝিতে পারেন এবং উক্ত প্রকার দ্বিতীয় বস্তু অপেক্ষা সজাতীয় বিষ্ণু বস্তু তাঁহার অতি নিকট বলিয়া উপলব্ধি করিতে পারেন।

শক্তি-উপাসনার বৈধানিক বিচার করিলে জানা যায় স্বরূপ-বিস্মৃত জীব স্থূল সম্পদের আত্মবুদ্ধি মহতা আনন্দের প্রত্যাশী হইয়া পরতত্ত্বের অন্বেষণ করিতে [illegible] শক্তি উপাসনার সৃষ্টি করিয়াছেন। এই উপাসনাকে [illegible] উপাসনা বলা যায়। [illegible] [illegible]

[illegible] জানিতে পারিবে, [illegible] জড়ানন্দ হইতে মুক্ত হইয়া [illegible] সন্ধান পাইয়াছে বুঝিতে হইবে। অতএব বিষ্ণু উপাসনার প্রারম্ভই তাঁহার উন্নতির প্রথম সোপান। বিষ্ণু উপাসনারও অনন্ত অবস্থা আছে।

প্রাপ্ত পত্র

মহাশয়,

শীতের প্রকোপে আমাদিগকে জড়সড় করিলেও তাঁহাকে তুচ্ছ আপনারা আমাদিগের জড়তা বিদূরিত করিবার জন্য শীতে [illegible] [illegible] দেখাইয়া দ্বারে দ্বারে যে হরিনাম-সুধা বিতরণ করিতেছেন, তাহা ভাবিলে আপনাদিগের শ্রীচরণে হৃদয় আকৃষ্ট হইতে থাকে। আমাদের জন্মদাতা পিতা, গর্ভধারিণী মাতা, বন্ধুবর্গ [illegible] এবং সহবাসী স্বজন আমাদিগের প্রকৃত মঙ্গলের পথে যাইতে সাহায্য করেন না। কিন্তু না জানি আপনারা কোন সম্পর্কে আমাদিগের ন্যায় অনাত্মীয় ব্যক্তিগণকে আত্মীয় জ্ঞানে আত্মার আত্মা শ্রীভগবানের সেবায় নিযুক্ত করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন। অহৈতুকী কৃপাময় আপনারা, আপনারাই আমাদিগের তুলনা।

বর্তমান সময়ে বাঙ্গালাদেশে দুর্ভিক্ষ [illegible] দাতাশিরোমণি আপনারা সকলেই সেই অভাব দূর করিতে কৃত-সংকল্প। জগতে অনেক লোক কীর্তনীয়া ও পাঠকের দেশে যাহারা হরিকথা-দুর্ভিক্ষ দূর করিবার অভিনয় করিতেছেন, তাঁহারা নিজেরাই [illegible] দেশে সবের আত্মাভাব অভাব হইতে মুক্তি পাইতেছেন না। আমাদের [illegible] কীর্তনীয়া ও পাঠক যাঁহারা আসিয়াছেন, তাঁহাদের আহার শুদ্ধি নাই, অক্ষর-অন্ধ তাঁহাদের কথা। মনে মনে এই সমস্ত বিচার করিয়া আমাদিগের গ্রামে [illegible] আপনাদিগের ন্যায় আচারবান পাঠকের মুখে ভৌগবতিক কীর্তন [illegible] — এই বিষয়ে বলবতী হইয়াছিল। কিন্তু জীবের অর্জিত ও অপরাধের ইচ্ছায় পূর্ণ হয় কিনা, করিয়া চিত্তকে স্থির করিয়াছিলাম।

পরিব্রাজকাচার্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ [illegible] [illegible] প্রচার করিতে উপস্থিত হইলেন। প্রাণের আকুল পিপাসা মিটাইবার জন্য গ্রামের [illegible] লোক [illegible] [illegible] উপস্থিত হইলাম। [illegible] আমাদিগের গ্রামে আসিবার জন্য [illegible] বিশেষ অনুরোধ করিলাম। [illegible] [illegible] করিয়াও স্বামীজী মহারাজ [illegible] পৌষ [illegible] আমাদিগের গ্রামে উপস্থিত হইলেন। দুই হইতে [illegible] [illegible] আবাহন করিবার জন্য গ্রাম হইতে [illegible] দূরে অবস্থান করিলেন। [illegible] মহারাজ সংকীর্তনমুখে গ্রামে প্রবিষ্ট হইলেন।

সন্ধ্যায় স্থানীয় [illegible] [illegible] প্রচার পাঠকদের কথা আরম্ভ হইল। [illegible] শ্রীমন্মহাপ্রভুর [illegible] [illegible] করিতেছিলেন, সেই কালের কথা পাঠ হইতেছিল। ব্রজবাসিনী-গোপিগণ এবং এমন কি শ্রীভগবানের অঙ্কশায়িনী লক্ষ্মীদেবীও যে কালে তাঁহাকে সান্ত্বনা করিতে যাইয়া বিফল-মনোরথ হইয়া প্রত্যাবর্তনের অভিনয় করিয়াছিলেন, সেকালে ভক্তশ্রেষ্ঠ প্রহ্লাদ কি ভাবে তাঁহাকে সান্ত্বনা করাইয়াছিলেন, তাহা পাঠকালে মহারাজের মুখে ভাবপূর্ণ সুমধুর ব্যাখ্যা শ্রবণে কেহই মুগ্ধ না হইয়া থাকিতে পারেন নাই। সভায় ভাবনাতে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রমণদাস বিদ্যাসাগর-প্রমুখ সৎসমাজ এবং উচ্চ শিক্ষিত [illegible] প্রায় চারিশতাধিক উপস্থিত ছিলেন। সাধারণ কোন কার্যে এমন কি [illegible] তামাসার আসরে এতলোক একত্রিত হইলে গণ্ডগোল না হইয়া পারে না, কিন্তু অদ্যকার সম্মিলনে [illegible]

[illegible] কালে ধর্ম্ম-সভার [illegible] নিত্তব্ধতা ও একাগ্রভাবে ভাগবত-কথা শ্রবণোৎসুকতা মহারাজেরই অদ্ভুত-পূর্ব্ব ব্যাখ্যারই পরিচয় দিয়াছিল। [illegible] শ্রোতবর্গের [illegible] পাঠকের মুখে পাঠ হইলেও একদিন কেহই অমৃত-সাগর ভাগবতের [illegible] ও পুরাণ শ্রেষ্ঠ বুঝিতে পারেন নাই। কিন্তু আজ সকলেই একবাক্যে ভাগবতকে [illegible], বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। [illegible] সময়া-ভাব [illegible] অন্য [illegible] অভিলাষ করিলেও সকলের [illegible] অনু-রোধে পুনরায় পরদিনও পাঠ করিতে হইয়াছিল। [illegible] [illegible] বুঝিবার অবকাশ [illegible] লোক [illegible] উপলব্ধি করিয়াছেন। [illegible] মহারাজ [illegible] বাসীকে [illegible] পান করাইতে-ছেন।

নিঃ শ্রী[illegible]

[illegible]

[illegible]

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমা

শ্রীগৌড়মণ্ডলভূমি, যেবা জানে চিন্তামণি
তাঁর হয় ব্রজভূমে বাস।

শ্রীনবদ্বীপধাম অভিন্ন ব্রজভূমি। [illegible] শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রী[illegible] নবদ্বীপে শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ। এই শ্রীধামের [illegible] ক্রোশ। [illegible] এবং [illegible] অন্তর্দ্বীপ [illegible] এই অন্তর্দ্বীপের [illegible] **শ্রীমায়াপুরে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেবের জন্মভিটা।** এই নবদ্বীপ [illegible] পরিচয় :—

১। **অন্তর্দ্বীপ** [illegible]—শ্রীমায়াপুর। ৬। **ঋতুদ্বীপ** [illegible]
২। **সীমন্তদ্বীপ** [illegible]। ৭। **জহ্নুদ্বীপ** [illegible]
৩। **গোদ্রুমদ্বীপ** [illegible]। ৮। **মোদদ্রুমদ্বীপ**—[illegible]
৪। **মধ্যদ্বীপ** [illegible]—[illegible]। ৯। **রুদ্রদ্বীপ** [illegible]
৫। **কোলদ্বীপ** [illegible]

[illegible] **শ্রীগৌরজন্মভিটা।** [illegible] **ভেট-প্রথা নাই।** [illegible]

আগামী [illegible] **শ্রীশ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর** [illegible] **শ্রীধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপ প্রদর্শনী** [illegible]

শ্রী[illegible]
শ্রী[illegible]
শ্রী[illegible]
শ্রী[illegible]

"শিবদ"

[illegible] "শিবদ" [illegible]

[illegible] "শিবদ" [illegible] শিবদ শব্দে মঙ্গলপ্রদ ও কল্যাণপ্রদ বুঝায়। [illegible]

[illegible]

ঠাট্টা কেন?

(শ্রীযুক্ত [illegible])

[illegible]

—[illegible]

শ্রী[illegible] বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

[illegible] খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রী[illegible]

[illegible] টাকা।

১৭২৪ পৃষ্ঠায় [illegible] ছাপা হইয়াছে,

সপ্তম [illegible] খণ্ডে সূচী ছাপা হইতেছে।

[illegible] গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে [illegible] সাধারণ পক্ষে [illegible] সাধারণ পক্ষে [illegible], গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে [illegible]

[illegible] কাগজে [illegible] পক্ষে [illegible]

[illegible] ছাপা হইয়াছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

“শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত”

সূচী প্রভৃতি সহ সম্পূর্ণ ছাপা শেষ হইয়াছে

[illegible] হইয়াছে। [illegible] ও [illegible] করিতে [illegible] তাঁহাদের [illegible] প্রকাশিত হইয়াছেন। [illegible] ভিক্ষার [illegible] হইতেছে। [illegible] করেন না।

শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর বিরচিত

[illegible] দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

সুভাষ্য-আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র গ্রন্থ [illegible] অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲

নদীয়া-প্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪৷৷০ টাকা

শ্রীধাম মায়াপুর নবদ্বীপপ্রদর্শনীতে

শ্রীধর ভাণ্ডার, ঢাকা।

[illegible] শ্রীধর ভাণ্ডার [illegible] ঢাকার বিখ্যাত মসলিন [illegible] শান্তিপুরে [illegible] ধুতি, [illegible] শাড়ী, [illegible] মুগার কাজকরা [illegible] শ্রীধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপ-প্রদর্শনীতে [illegible] সুলভ [illegible]

[illegible] ঠিকানা—

[illegible] ভাণ্ডার স্টল

শ্রী[illegible] নবদ্বীপ প্রদর্শনী

পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর (নদীয়া)

[illegible]

[illegible], ঢাকা।

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত ভক্তি গ্রন্থাবলী

যে সব [illegible] বাংলা অক্ষর পাড়তে জানেন না, তাঁহাদের শ্রীশ্রী[illegible] উপস্থিত। কটক শ্রী[illegible] উড়িয়া-অক্ষরে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হইয়াছে [illegible] অপেক্ষাকৃত অল্প।

[illegible]	ভিক্ষা
শ্রীহরিনাম চিন্তামণি, [illegible]	৷৷০
[illegible]	১৲
সাধন পথ ([illegible] শিক্ষাষ্টক) প্রভৃতি	৷০
[illegible]	৸০
কল্যাণ কল্পতরু [illegible]	৵০
[illegible]	৷০
গীতাবলী [illegible]	⁄১০
[illegible]	৶১৫
শরণাগতি [illegible]	⁄০
[illegible]	৶০

প্রাপ্তিস্থান { শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ, কটক এবং শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, পুরী

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিম্নলিখিত মঠসমূহে প্রাপ্তব্যঃ—

১। [illegible] শ্রীধাম মায়াপুর, (নদীয়া)।
২। [illegible] পোঃ, (বর্দ্ধমান)।
৩। [illegible] কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৪। [illegible] রোড, কলিকাতা।
৫। [illegible] পুরী।
৬। [illegible] কটক।
৭। [illegible] মেদিনীপুর।
৮। [illegible] ইউ, পি
৯। [illegible] মথুরা, ইউ, পি।
১০। [illegible] ইউ পি।
১১। [illegible] কর্ণাল, পাঞ্জাব।
১২। [illegible] ঢাকা।
১৩। [illegible] ঢাকা।
১৪। [illegible] বর্দ্ধমান।
১৫। [illegible] মানভূম।
১৬। [illegible] পুরী, উড়িষ্যা।
১৭। শ্রী[illegible] দিনাজপুর

এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণের নিকটও নদীয়া-প্রকাশ প্রাপ্তব্য।

১। [illegible] রোড, খুলনা।
২। শ্রী[illegible] কুচবিহার।
৩। [illegible] শ্রীগোপাল মল্লিক লেন, কলিকাতা।
৪। [illegible] কানপুর।
৫। শ্রী[illegible] কৃষ্ণগঞ্জ, নদীয়া
৬। শ্রী[illegible] নবদ্বীপ।
৭। শ্রী[illegible] নবাবপুর, ঢাকা।
৮। শ্রী[illegible] ২৪ পরগণা।

শ্রী[illegible]

শ্রীচৈতন্যমঠের গ্রন্থাবলী

শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুর বিরচিত

ভক্ত-গ্রন্থাবলী।

উৎকৃষ্ট কাপড়ে বিলাতী ধরণে বাঁধাই স্বর্ণালঙ্কৃত। চতুর্থ সংস্করণ। বিস্তৃতবিষয়সূচীসহ

জৈবধর্ম্ম

বাঁধাই ২৲ দুই টাকা

প্রকাশিত হইয়াছে

সনাতন ধর্ম্মশাস্ত্র বেদ, বেদান্ত, উপনিষৎ গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত, পুরাণ, তন্ত্রাদি সকল গ্রন্থ পাঠ করিবার অবসর অতি অল্প মানবের ঘটিয়া থাকে। অনেকের যোগ্যতা না থাকায় সেই সমস্ত গ্রন্থের মর্ম্ম অবগত হইতে পারেন না। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বাঙ্গালীর এই অসুবিধা দূরীভূত করিবার জন্য এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

বিদ্যালয়ের ছাত্র বা শিক্ষকগণের বিশেষ পাঠ্য, এই হেতু শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টার বাহাদুর ইহা সমস্ত বিদ্যালয়ের জন্য অনুমোদন করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

প্রথম খণ্ড ভিক্ষা ১৲ একটাকা

যুক্তিপূর্ণ শাস্ত্রবাক্য দ্বারা প্রত্যেক মানবের নিত্য কর্ত্তব্য ও অনিত্য সাময়িক কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। গ্রন্থের প্রতি উক্তি সনাতন শাস্ত্রবাক্য দ্বারা সমর্থিত ও প্রমাণিত হইয়াছে। দেহের, মনের ও আত্মার ধর্ম্ম কি? স্বদেশ, সমাজ, নীতি, ধর্ম্ম কি? ইত্যাদি বিষয় ক্রমানুসারে এমন সুন্দরভাবে যুক্তিসংকারে আলোচিত হইয়াছে যে, প্রথম পংক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত পাঠ না করিয়া নিবৃত্ত হওয়া যায় না।

শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ভিক্ষা ।৵০

ঐ প্রমাণ খণ্ড ভিক্ষা ।৵০

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিহার ও লীলাভূমি নয়টী দ্বীপসমন্বিত। এই নয় দ্বীপের প্রাচীন বিবরণ – প্রত্যেক দ্বীপে শ্রীমহাপ্রভুর লীলা – প্রত্যেক দ্বীপের পরিচয়, শ্রীধাম-মাহাত্ম্য – ধামাপরাধ কি? ইত্যাদি বিষয় বিশেষভাবে মনোহর ছন্দে বর্ণিত। পকেট সাইজ প্রায় ১৮০ পৃষ্ঠা।

নবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ

উজ্জ্বল ব্রোঞ্জ কালীতে উত্তম কাগজে ছাপা—শ্রীনবদ্বীপধাম দর্শনে ভাবুক দর্শনকারীর কি প্রকার ভাবের উচ্ছ্বাস হয়, তাহা এই গ্রন্থে বর্ণিত। অতি চমৎকার। ভিক্ষা চারি আনা।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা

১৷০ দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভুকে উপদেশচ্ছলে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে যুক্তিপূর্ণ অনুকূল ও প্রতিকূল বিচার অতি সুন্দরভাবে ব্যক্ত হইয়াছে। ইহা ছাড়া শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর উপদিষ্ট শিক্ষা ও উপদেশ বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-জগতে অভিনব গ্রন্থ !!

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতি-গ্রন্থাবলী :—

শরণাগতি

পকেট সাইজ
অষ্টম সংস্করণ
ভিক্ষা ৵০ আনা

দেহ ও মনের চেষ্টা অনিত্যবস্তু লইয়া—ইহা যখন জীব বুঝিতে পারে, তখন একমাত্র নিত্যবস্তু শ্রীভগবানের প্রতি তাঁহার কোন জাতীয় আবেগময়ী প্রার্থনা হয় এবং শ্রীভগবানে সর্ব্বান্তঃকরণে নিষ্কপটে কি প্রকারে শরণাপন্ন হইতে হয়, ইত্যাদি বিষয়ক প্রাণস্পর্শী প্রার্থনা ও আত্ম-সমর্পণমূলক গান। ডাঙ্গা সংস্করণও প্রকাশিত হইয়াছে

ভিক্ষা প্রতি খণ্ড ৵০ এক আনা

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা— ৵০, নবদ্বীপশতক— ৵০

অর্থপঞ্চক— ৵০

কল্যাণকল্পতরু

পকেট সাইজ
পঞ্চম সংস্করণ
ভিক্ষা ৵১০

আমরা প্রত্যহ নূতন অভাব ও কামনার বশবর্ত্তী হইয়া পুনঃপুনঃ যে অকল্যাণকে কল্যাণ বলিয়া গ্রহণ করি এবং যাঁহার নিকট কল্যাণ কামনা করি, তিনি যে নিত্য বা যথার্থ কল্যাণ প্রদানে অসমর্থ এবং কোন্ বস্তু আমাদের নিত্য কল্যাণদাতা এবং কি ভাবে আমরা সেই কল্যাণলাভে সমর্থ হইব, এই সকল কথা সরল গানে লিখিত। এই গীতিগ্রন্থ বাস্তবিকই কল্যাণের কল্পতরু; ইনি প্রত্যেককে নিত্যকল্যাণ প্রদান।

শ্রীল চক্রবর্ত্তি-ঠাকুরের টীকা সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর কৃত টীকা ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কৃত অনুবাদ। টীকাকারের জীবনী, শ্লোক-সূচি, বিষয়সূচি প্রভৃতি বহু প্রয়োজনীয় বিষয়-সংবলিত প্রায় ৮২৫ পৃষ্ঠা। উৎকৃষ্ট সিল্কে বাঁধাই ২৲ দুই টাকা, কাগজে বাঁধা ১৷০।

শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ-কৃত ভাষ্য সহ

শ্রী [illegible] বদ্গীতা

কাগজ ও ছাপা উৎকৃষ্ট। সিল্কে বাঁধাই, সোণার জলে নাম লেখা রাজসংস্করণ ২ টাকা, সাধারণ সংস্করণ ১৷০, গৌড়ীয়ের গ্রাহকপক্ষে ১৷০

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি (সাম্প্রদায়িক কোষগ্রন্থ)

বিষয়:— ১। ভক্তিশাস্ত্রে ব্যবহৃত শব্দাবলীর অর্থ, ২। চারি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের চরিত্র, ৩। বিষ্ণুবৈষ্ণবসম্পর্কিত শ্রীমন্দির ও শ্রীবিগ্রহের বিবরণ, ৪। বৈষ্ণবগ্রন্থ ও প্রবন্ধসমূহের তালিকা ও বিবরণ, ৫। বিষয় নির্দেশ লৌকিক ও শাস্ত্রীয় আকরমূলে যাবতীয় তথ্য। চারিখণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ১ম খণ্ড ৷৵০, ২য় খণ্ড ৸০, ৩য় খণ্ড ৸০, ৪র্থ খণ্ড ৷৵০, চারিখণ্ড একত্রে ৩৲ (৫ম খণ্ড যন্ত্রস্থ)।

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ

১ম খণ্ড ১৲ এক টাকা, ২য় খণ্ড ১৲ এক টাকা—শ্রীমদ্ভাগবতের গ্রাহক ও গৌড়ীয় গ্রাহকগণ ১৷০ টাকায় দুইখণ্ড পাইবেন। বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমজ্জীব গোস্বামিপাদের রচিত গ্রন্থ। ইহাই ষটসন্দর্ভের অধিক প্রয়োজনীয় অংশ। প্রায় ২৫০ ডবল ক্রাউন ৮ ফর্ম্মায় ৬৪ পৃষ্ঠা আকারে মুদ্রিত হইতেছে।

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য সঙ্কলিত

সদাচারস্মৃতিঃ

ভিক্ষা ৵০ মাত্র

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

প্রকাশ সংস্করণের আবিষ্কৃত

[illegible] পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ৬ আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ছোট বোতলের সমপরিমাণ ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ৷০ আনা, পাইন্ট ৸৵০ আনা, বোতল ১৷৵০ আনা।

অফিস - ১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা।

রেজেষ্টার্ড

মদন মঞ্জরী

বটিকায় স্বপ্ন ও ধাতুবিকার, ইন্দ্রিয়শক্তির হ্রাস, প্রস্রাবে শুক্রপাত, বহুমূত্র, মাথাঘোরা, বুক ধড়্‌ফড়ান, অনিদ্রা প্রভৃতি লক্ষণ সত্বর নির্দ্দোষ আরোগ্য হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ৩০ বটী ১৲ এক টাকা।

"নপুংসকত্বারি ঘৃত"

পুরুষত্বহানি রোগে বাহ্যপ্রয়োগ দ্বারা আরোগ্য করিয়া শক্তিসম্পন্ন করে। মূল্য ২ তোলা ১৲ টাকা।

"রমণীবিলাসিনী বটিকা"

নীরোগাবস্থায় কর্ত্তব্যশক্তি স্থায়ী ও বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয়। মূল্য ১৬ বটী ১৲ এক টাকা।

রাজবৈদ্য নারায়ণজী, কেশবজী

১৭৭নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

বিজ্ঞাপন

সাবধান! সাবধান!! সাবধান!!!

জে, বি, দত্তের ঢাকা শিশি বাদাম তৈল

আদি ও অকৃত্রিম এবং উপকারিতায় সর্ব্বজন পরীক্ষিত ও বহু প্রশংসিত।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী *J. B. Datta & Co.* নাম লেখা দেখিয়া খরিদ করিবেন। নতুবা জোয়াচোরগণ কমদামের জাল তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে।

বিনীত—জে, বি, দত্ত

ফেরাস কুইনিন

নূতন এবং পুরাতন ম্যালেরিয়ার যম

ইহাতে উপযুক্ত মাত্রায় আইরন, বাইহাইড্রোক্লোরাইড কুইনিন, আর্সেনিক প্রভৃতি উপাদান আছে।

এই ফেরাস-কুইনিন দ্বারা ইনজেক্সন করিলে একটী বা দুইটী ইনজেকসনে সকলপ্রকার কঠিন ম্যালেরিয়া জ্বর বন্ধ করে এবং দেহ হইতে বারটী ইনজেকসনে ম্যালেরিয়ার সমস্ত উপসর্গ নষ্ট করিয়া দেয়। ৬ এম্পুলপূর্ণ প্রতি বাক্স—মূল্য ২৲, ৩৲ টাকা। বাই ডাক্তার কম্পাউণ্ডার এণ্ড ক্লিনিক্যাল ল্যাবরেটরী।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (প্রাচীন নবদ্বীপ) নদীয়া।

পর-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

এখানে আহার এবং বাসস্থান দিয়া বিদ্যার্থিগণকে বিভিন্ন শিক্ষণীয় বিষয় শিক্ষা দিবার বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। অনেক ছাত্র ইতোমধ্যেই আসিয়া পাঠ আরম্ভ করিয়াছেন। বর্ত্তমান বর্ষে সকল ছাত্রই গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

প্রধান অধ্যাপক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রচন্দ্র কাব্য ব্যাকরণ-সাংখ্য-বেদান্ত-দর্শন-তীর্থ, সাংখ্যভূষণ, বেদান্তরত্ন, সাহিত্যশাস্ত্রী, দর্শনবাচস্পতি।

অধ্যাপক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গৌরদাস ব্রহ্মচারী ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীধাম মায়াপুর পরবিদ্যাপীঠ, (নদীয়া)

বেদনাঞ্জন শ্রেষ্ঠরত্ন

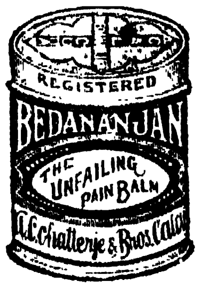

কলিকাতা কংগ্রেস একজিবিসন হইতে প্রশংসা প্রাপ্ত ও বহু গণ্যমান্য ভদ্রমহোদয়গণ কর্ত্তৃক প্রশংসিত।

আজকাল বাজার-চলন মিশ্রিত ও বিষাক্ত আহার্য্য সেবনে শরীরের রক্ত অত্যন্ত দোষিত হইয়া পড়িতেছে। রক্তই মানবদেহের শ্রেষ্ঠ উপাদান, এই রক্ত দোষিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মানব বাত, বেদনা, মাথাধরা, মাথা-ঘোরা, দৃষ্টিশক্তির হ্রাস, দাঁতের গোড়া ফুলা, দাঁত কনকনানি, দাঁতে পোকা এবং খোস, চুলকানি প্রভৃতি কষ্টদায়ক চর্ম্মরোগে আক্রান্ত হইতেছে। যদি আপনি একেবারে ব্যাধিমুক্ত হইতে চান, তাহা হইলে অযথা পয়সার অপব্যয় না করিয়া অল্প ব্যয়ে এক শিশি **বেদনাঞ্জন** ক্রয় করিয়া ইহার কার্য্যকারী-শক্তি উপলব্ধি করুন। গুণের তুলনায় মূল্য অতি সামান্য, এক শিশি ।৶০ আনা মাত্র মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান—এ, সি, চাটার্জ্জী এণ্ড ব্রাদার্স।

৪৫নং হুলোকাটি লেন, সালিকা হাওড়া।

সকল মনিহারী দোকানে ও বহু বড় ডাক্তারখানায় পাওয়া যায়।

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

যদিও অদ্যাপি প্রকৃত মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য, তথাপি যাহারা নানাবিধ অনিয়মিত উপায়ে অপরিমিত শক্তি নষ্ট করিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন এবং নানা প্রকার মেহ, প্রমেহ ধাতুদৌর্ব্বল্য, স্নায়বিক দুর্ব্বলতা, বহুমূত্র, দুঃস্বপ্ন, পারদ-সংক্রান্ত পীড়া, অর্শ এবং স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে যাহারা বাধক, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, সূতিকা, শ্বেত ও রক্তপ্রদর, হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি রোগে ভুগিয়া জীবনে নিরাশ হইয়াছেন, তাঁহারা আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটাল সাহেবের আবিষ্কৃত **ইলেক্ট্রিক সলিউসন** ব্যবহার করিয়া বাঁচিতে পারেন, তাহার শতসহস্র প্রমাণ প্রতি বৎসরেই পাওয়া যাইতেছে। যাঁহারা অন্যান্য বহুবিধ ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরোগ্য হইতে পারেন নাই, তাঁহারা একবার এই ঔষধটী ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক মাসের ব্যবহারোপযোগী এক শিশি ঔষধ ডাকমাশুল সহ ১৷০ টাকা মাত্র।

সোল এজেণ্ট—ডাঃ ডি, ডি, হাজরা।

ফতেপুর, গার্ডেনরীচ পোষ্ট, কলিকাতা।

ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

অধ্যক্ষ

শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম, এ, এফ সি এস (লণ্ডন)

ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক

(প্রফেসার)

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ বিশুদ্ধ ও শাস্ত্রমতে নিজ তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হয়। পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ক্যাটালগ পাঠান হয়। রোগের বিবরণ জানাইলে যত্নপূর্ব্বক ব্যবস্থা দেওয়া হয়। চিঠি পত্রাদি সম্পূর্ণরূপে গোপন রাখা হয়।

মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দুর)

(বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৪৲ টাকা

উৎকৃষ্ট স্বর্ণ, পারদ ও আমলাসার গন্ধক দ্বারা যথাশাস্ত্র প্রস্তুত।
নিত্য প্রয়োজনীয় সর্ব্বরোগনাশক মহৌষধ

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৩৲ টাকা

উৎকৃষ্ট কাশীর আমলকী, বংশলোচন প্রভৃতি যাবতীয় উপাদানে পূর্ণ মাত্রায় যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। কফ, কাসি, হাঁপি, যক্ষ্মা, ক্ষয়রোগ, হৃদরোগ প্রভৃতি রোগের মহৌষধ। সর্ব্বপ্রকার দুর্ব্বলতা নাশক অতিশয় পুষ্টিকর মহৌষধ বা খাদ্য বিশেষ।

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬৲ টাকা

ইহা সেবনে ধাতুদৌর্ব্বল্য, শুক্রহীনতা, স্বপ্নদোষ, প্রমেহ ও ধ্বজভঙ্গ সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায়। ইহা অপরিসীম আনন্দদায়ক রসায়ন।

অবলাবান্ধব যোগ

প্রদর, বাধক প্রভৃতি জরায়ুদোষ ও যোনিগত দুরারোগ্য রোগের মহৌষধ।

মূল্য—১৬ মাত্রা ২৲ টাকা। ৫০ মাত্রা ৫৲ টাকা মাত্র

বিশুদ্ধ জল! ভয় নাই! বিশুদ্ধ জল!!

লক্ষ্মী টিউব-ওয়েল কোং

২০৫নং নবাবপুর, ঢাকা

বর্ত্তমান-যুগের নব-আবিষ্কৃত যন্ত্রপাতি দ্বারা উন্নত বৈজ্ঞানিক-খনন-প্রণালীতে নলকূপ (*Tube-well*) নির্ম্মাণ করা হয়। বঙ্গের লাট বাহাদুর, প্রাইভেট সেক্রেটরী, জিলা-ম্যাজিষ্ট্রেট, জিলা-বোর্ডের চেয়ারম্যান, ইঞ্জিনিয়ার, জমিদার, তালুকদার প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত ভদ্রমহোদয়গণ এই কোম্পানীর কার্য্য দেখিয়া প্রশংসা করিয়াছেন। রাসায়নিক পরীক্ষায় জল বিশুদ্ধ না হইলে মূল্য গৃহীত হয় না। বিস্তৃত বিবরণের জন্য পত্র লিখুন।

বিজ্ঞাপিত কেন?

সাধারণের হিতার্থে, মানবের দুঃখ না হইতে পারে তাহার পন্থা ইত্যাদি সম্বলিত "কামশাস্ত্র" গ্রন্থখানি যিনি পাঠ করেন নাই, তিনি আবেদন করতঃ বিনামূল্যে প্রাপ্ত হউন। উহা পাঠে উপকৃত হইয়া ৭৫০০০ হাজার লোক কৃতজ্ঞ হইয়াছেন। প্রায় ৫০ বৎসরের পরীক্ষিত, শুক্রতারল্য, স্বপ্নদোষ ইত্যাদির যম "আতঙ্ক-নিগ্রহ বটিকা" প্রতি কৌটার মূল্য ১৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান—আতঙ্ক নিগ্রহ ফার্ম্মাসী, ২১৪ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা।

মনোমোহন প্রেস

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা

পূর্ব্ব-বাঙ্গালায় সুলভে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত

বৈদ্যুতিক মেশিনে দিবারাত্র কাজ চলিতেছে

বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা।

কৃষ্ণনগর নদীয়া প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রী কৃষ্ণবাঞ্ছিত ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

স্থানীয় সংস্করণ

Registered No. C 1544

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র।

৪র্থ খণ্ড] সম্পাদক—প্রত্নবিদ্যালঙ্কার শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী [২১৫ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্য মঠ শ্রীধাম মায়াপুর—২রা মাঘ বৃহস্পতিবার ১৩৩৬ ১৬ই জানুয়ারী ১৯৩০

বিজ্ঞাপনের হার

প্রাপ্তবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩॥০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়।

বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৴৫

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থাবলী

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্—শ্লোক সূচী, বিষয়-সূচী প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত। ভিক্ষা, প্রতি খণ্ড সাধারণ পক্ষে ৷৵০ গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশ গ্রাহক পক্ষে ।৴০
২। ভাষ্য-সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ) ৫৲
৩। গৌড়ীয়-গৌরব ৶০
৪। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।০
৫। ভজনরহস্য ॥০
৬। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
" " " আবাঁধা ৸০
৭। গীতা (শ্রীবলদেববিদ্যাভূষণ-সহ) বাঁধা ২৲ আবাঁধা ১॥০
৮। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি টীকা-সহ) বাঁধা ২৲ আবাঁধা ১॥০
গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ॥০
৯। সুক্তিমালিকা (গুণমালিকা সহ) সানুবাদ (মাধ্ব) ২৲
১০। বেদান্ত-কৌস্তুভার সানুবাদ (রামানুজীয়) ॥০
১১। প্রেমবিবর্ত্ত ২৲
১২। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৩। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৪। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ॥৵০
১৫। দীপ-দিগ্দর্শন ৷৴০
১৬। সাধনপথ (৩য় সংস্করণ) ।৵০
১৭। আচার ও আচার্য্য ।
১৮। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
১৯। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৵০
২০। শ্রীনবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
২১। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য (প্রমাণখণ্ড) ৶০
২২। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ৴০
২৩। শ্রীগোদ্রুম কল্পতরু দর্পণ ।০
২৪। শরণাগতি, গীতাবলী, সাধনকণ, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, নবদ্বীপশতক, অষ্টপদক ও সদাচারস্মৃতি মোট ।৶০
২৫। কল্যাণকল্পতরু পঞ্চম সংস্করণ ও অর্চ্চনকণ ৵০
২৬। সাধককণ্ঠমণি ।০
২৭। সংস্কার দীপিকা ৷০
২৮। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড) ৬৲
২৯। ব্রহ্মসংহিতা ॥০
৩০। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ৸০
৩১। মণিমঞ্জরী সানুবাদ ।০
৩২। গোবিন্দভাষ্য ৸০
৩৩। শ্রীচৈতন্যভাগবত (বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ) ৫৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

ইংরাজী ভাষায় ভক্তিগ্রন্থ

১ শ্রীচৈতন্যচরিত ও শিক্ষা
২ নামভজন
৩। বৈষ্ণবধর্ম্ম আসল ও মেকি
৪। ভাগবতীয় দর্শননীতি ও ধর্ম্ম
৫। কাম ও প্রেমধর্ম্ম
৬। গৌড়ীয়মঠ কি করেন

শ্রীধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপ-প্রদর্শনী, নদীয়া

(৩রা ফেব্রুয়ারী হইতে ১৭ই মার্চ্চ, ১৯৩০ পর্য্যন্ত)

প্রদর্শনীর সকল জ্ঞাতব্য বিষয়ের জন্য সেক্রেটারী মহোদয়ের নিকট আবেদন করুন।

শ্রীকুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ,
শ্রীচৈতন্য মঠ, শ্রীধাম মায়াপুর পোঃ আঃ (নদীয়া)।

দেবনাগরাক্ষরে ভক্তিগ্রন্থ

১। সাত্বত শিক্ষাষ্টকম্ ৵০
২। সটীক শিক্ষাষ্টকম্ ০
৩। মধ্বগুরুপরম্পরা ৶
৪। গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন ৴০
৫। সিদ্ধান্তরত্নম্ ॥০
৬। তত্ত্বসূত্রম্ ।০

নানা কথা

শ্রীধাম নবদ্বীপ

প্রদর্শনী দর্শকের দ্রষ্টব্য

যাঁহারা প্রদর্শনী দর্শন করিবার জন্য আসিবেন তাঁহাদের অবগতির জন্য বলা যাইতেছে যে তাঁহারা যেন শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের [illegible] এই কয়টী লাইন মনে রাখেন। [illegible], গড়খাই ইত্যাদির সঙ্গে [illegible] এই বিষয় বুঝান হইবে।

কোটি যে ব্রহ্মাণ্ড ভাসে বিরজার জলে ॥
অনন্ত ঐশ্বর্য্য কৃষ্ণের বৈকুণ্ঠাদি ধাম।
তার গড়খাই— কারণাব্ধি তার নাম।
তাতে ভাসে মায়া, লয়ে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড।
গড়খাই রূপে ভাসে যেন রাইপূর্ণ ভাণ্ড ॥
ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান জীব।
গুরুকৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতাবীজ ॥
মালী হঞা করে সেই বীজ আরোপণ।
শ্রবণকীর্ত্তনজলে করয়ে সেচন ॥
উপজিয়া বাড়ে লতা ব্রহ্মাণ্ড ভেদি যায়।
বিরজা, ব্রহ্মলোক ভেদি পরব্যোম পায় ॥
তবে যায় তদুপরি গোলোক-বৃন্দাবন।
কৃষ্ণচরণকল্পবৃক্ষে করে আরোহণ ॥

স্থানীয় স্বাস্থ্য

বর্ত্তমানে শ্রীধাম-মায়াপুর অঞ্চলের স্বাস্থ্য খুব ভাল। কোনরূপ অসুখ বিসুখ নাই। শ্রীচৈতন্যমঠের কর্ত্তৃপক্ষ কয়েকটী টিউবওয়েলের ব্যবস্থা করায় গ্রামের স্বাস্থ্যোন্নতি হইয়াছে।

স্থানীয় রাস্তা

শ্রীধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপ-প্রদর্শনী এবং নবদ্বীপ পরিক্রমা উপলক্ষে মোটর [illegible] আমদানি হইবে। এইজন্য রাস্তার উন্নতি সাধিত হইতেছে। রাস্তার কাজ অনেক অগ্রসর হইয়াছে।

দাঙ্গার উপক্রম

নবদ্বীপের ঘাটে কয়েক ব্যক্তি তাস খেলিতেছিল; এমন সময় একজন লোক গান গাহিতে গাহিতে হুঁকা হাতে আসিয়া তাহাদিগকে বলিল, "তাস খেলা কেন? হরি বল।" তাসখেলোয়াড়দের মধ্যে একজন বলিল "তুমি আর [illegible] জ্ঞান দিও না, তোমার [illegible] উভয়ে তামাকসাধক [illegible] পাড়াপাড়ি করিতে থাকিলে [illegible] তাসখেলার আঘাত হওয়ায় রচনা আরম্ভ হয়। লোকমারী জুটিয়া [illegible] জমিতে আরম্ভ এবং দাঙ্গার উপক্রম হয়। যাহা হউক কয়েকজন ভদ্রলোকের মধ্যস্থতায় বিবাদ মিটিয়া যায়।

রাজদ্রোহ মামলা

পাঠকগণ অবগত আছেন যে আলিপুরের ফৌজদারী আদালতে সুভাষ বাবু প্রভৃতি কয়েকজন রাজদ্রোহ মামলার আসামী। সরকার পক্ষের উকিল রায় বাহাদুর এন, এন, ব্যানার্জ্জি মন্তব্য প্রকাশ করেন, "সম্পূর্ণ স্বাধীনতার বাণী প্রচার করার অর্থ বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের ধ্বংস সাধন করা। ইহা চরম রাজদ্রোহ। রাজনৈতিক বন্দীদের অবর্ণনীয় নির্য্যাতনের অবসান করার অর্থ ভারতবর্ষে বৃটিশ রাজত্বের ধ্বংস আনয়ন করা। পরাধীনতার রজ্জু ছিন্ন করাই আসামীদিগের উদ্দেশ্য।"

মেডিক্যাল কাউন্সিল

গবর্ণমেণ্ট মেডিক্যাল কাউন্সিলের অনুরোধে ভারতীয় ডিগ্রীর যে মূল্য ও মর্য্যাদার বিচার করিয়াছেন, তাহা ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারীদের বিরোধী বলিয়া তাহার প্রতিবাদকল্পে বোম্বাইয়ের মেডিকেল ইউনিয়নের সভ্যগণের উদ্যোগে বোম্বাইয়ে এক বিরাট জনসভার অধিবেশন হয়। সভাপতি বলেন, "যদি জেনারেল মেডিকেল কাউন্সিল তাঁহাদের অযৌক্তিকতা রক্ষা করিতেই থাকেন, তাহা হইলে যত শীঘ্র উহার সহিত সম্বন্ধ ছেদন করা যায় ততই মঙ্গল।"

গঙ্গাসাগর যাত্রী

গঙ্গাসাগর মেলার যাত্রী কলিকাতায় ময়দানে সমবেত হইয়াছিল। তাহাদের জন্য অস্থায়ী ঘর নির্ম্মিত হইয়াছিল। কলিকাতা কর্পোরেশন এবং বাংলা সরকারের স্বাস্থ্য বিভাগ হইতে কলেরার টিকা দিবার ব্যবস্থা ছিল।

সভা

ই, বি, রেলওয়ের কর্ম্মচারীরা রোয়েদাদ অনুসারে কতকগুলি ছুটি পাইতেন এজেণ্ট [illegible] তাহার মধ্যে কয়েকটী কমাইয়াছেন। কর্ম্মচারীরা একটী সভা করিয়া এই ব্যাপারের প্রতিবাদ করিয়াছেন।

বেরিবেরি

[illegible] জেলার [illegible] অঞ্চলে এবং রাজসাহী জেলার অনেক স্থানে বেরিবেরি রোগের প্রকোপ অত্যন্ত বেশী হইয়াছে।

রাস্তা

কৃষ্ণনগরের ও গোয়াড়ীর রাস্তা সমূহে ধূলি অত্যন্ত বেশী হইয়াছে। কয়েকদিন বৃষ্টি হওয়ায় কিছু কমিয়াছিল। এখন আবার এত বাড়িয়াছে যে এ বিষয়ে সত্বর ব্যবস্থা করা আবশ্যক। নবদ্বীপ এবং রাণাঘাটের রাস্তার অবস্থা আবশ্যক রূপ। আশা করা যায় যে মিউনিসিপালিটির কর্ত্তৃপক্ষ এবিষয়ে অবহিত হইবেন

মোটর ধাক্কা

যশোহর—পাঁজিয়া লাইনের একটী মোটর যশোহর হইতে পাঁজিয়ার দিকে আসিবার সময় মোটরটির সহিত একটী গোযানের ধাক্কা লাগে। বিশেষ কোন ক্ষতি না হওয়া সত্ত্বেও মোটরচালক, গাড়োয়ানদের হাতে মার খাইবার ভয়ে লুকাইয়া থাকে। কাজেই মোটর গাড়ী অগ্রসর হইতে না পারায় আরোহীরা অন্য মোটরে আসিতে বাধ্য হয়।

খুন

খুলনা হইতে সংবাদ যে অক্ষয়কুমার নামক একব্যক্তি গ্রামের কয়েক জনের বিরুদ্ধে দেওয়ানি মোকদ্দমায় জয়লাভ করে। পরে মিটমাটের চেষ্টা হয়। কিন্তু চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ায় বিজিত বাদীদের আক্রোশ হয়। একদিন তাহারা [illegible] তাহাকে খুন করিয়া ভগবান দীঘি নামক পুকুরের পাড়ে মৃতদেহ রাখিয়া দেয় এই অভিযোগে তিন জনের নির্ব্বাসনদণ্ডের আদেশ হইয়াছে।

ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসনের ইস্তাহার

কংগ্রেসের মনোনীত ব্যবস্থাপক সভার সভ্যগণ পদত্যাগ করায় যে সব পদ শূন্য হইয়াছে তাহার জন্য ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের পক্ষ হইতে পদপ্রার্থী মনোনীত করা হইবে। যাহারা অবিলম্বে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত শাসন লাভের পক্ষপাতী তাঁহাদিগকেই এই এসোসিয়েশন হইতে মনোনীত করা হইবে।

কংগ্রেসে বিরোধ

বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির অস্থায়ীভাবে [illegible] মিটমাট। মিঃ মল্লিক পুনরায় অসন্তুষ্ট হইয়াছেন। মিটমাটের কোন প্রস্তাবই উভয় পক্ষের নিকট গ্রহণযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইতেছে না।

বন্দবিলা সত্যাগ্রহ

যশোহরের ম্যাজিষ্ট্রেট, পুলিশ সাহেব ও আই, বি, বিভাগের ইন্সপেক্টার বন্দবিলায় আসিয়াছিলেন। [illegible] জন সাহেব। অফিসার ও আদায়কারী বিভিন্ন দল গঠন করিয়া একই সময় বিভিন্ন দিকে ট্যাক্স আদায় করিতেছেন।

বন্দবিলা সত্যাগ্রহ

বন্দবিলার ব্যাপার জটিল হইতে জটিলতর হইয়া উঠিতেছে। এই স্থান হইতে নিরুপদ্রব আইন অমান্য আরম্ভ করিয়া এই আন্দোলনকে দেশব্যাপী করিবার চেষ্টাও চলিতেছে বলিয়া প্রকাশ। সরকার পক্ষ হইতে ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইনের ১৪৪ ধারায় নোটিশ, ধরপাকড় এবং সভাসমিতি চলিতেছে। অপর পক্ষে আইন অমান্য এবং কংগ্রেস মারফত টাকা এবং লোক সংগ্রহ চলিতেছে। এই সকলের পরিণাম জানিবার জন্য সকলেই উদ্গ্রীব হইয়া আছেন। নানারূপ সংবাদ এবং গুজব প্রকাশিত হইতেছে, সত্যাসত্য নির্ণয় করা ক্রমশঃ কঠিন হইবে। এই সম্বন্ধে সরকারপক্ষ হইতে সত্য সংবাদ প্রতিদিন বাহির হওয়া আবশ্যক।

কংগ্রেস সংবাদ

পাঠকগণ অবগত আছেন যে কংগ্রেসের গত অধিবেশনে আইনসভাবর্জ্জনের প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। কংগ্রেসের কর্ত্তৃপক্ষ আইনসভার সদস্যগণকে পদত্যাগ করিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন।

সারা ভারতে ৭৫ জন আইনসভাসদের পদত্যাগপত্র দাখিল করিয়াছেন। ইহার মধ্যে

(১) ভারতীয় রাষ্ট্র পরিষদের ৭ জন
(২) ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদের ১১ জন
(৩) বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার ৩০ জন
(৪) আসাম ব্যবস্থাপক সভার ৪ জন

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় কংগ্রেস দলের ৪৬জন সদস্য আছেন। তাঁহাদিগের মধ্যে ৩০জন পদত্যাগ করিয়াছেন; অন্যান্য প্রদেশে এত সভ্য পদত্যাগ করেন নাই।

মাদ্রাজ এবং মহারাষ্ট্র দেশে কংগ্রেসের ডাকে সাড়া পাওয়া যাইতেছে না।

বৈশ্যসাহা সভা

এক্ষণে বাঁকুড়ার গণ্যমান্য সম্ভ্রান্ত বৈশ্য সাহাদিগের এক বিরাট সভার অধিবেশনে স্থিরীকৃত হয় যে বৈশ্য সাহাজাতির মধ্যে বিবাহাদি সম্বন্ধ স্থাপন দ্বারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সামাজিক গণ্ডী বা পটী ভাঙ্গিয়া এক অখণ্ড বৈশ্য সাহা সমাজ গঠনের চেষ্টা করা হউক। বাধ্যতামূলক শিক্ষা, বালিকা বিদ্যালয়স্থাপন, দুর্ভিক্ষপীড়িতদিগকে সাহায্য সম্বন্ধে ও প্রস্তাব গৃহীত হয়। [illegible] সঞ্চালন, গদা চালন, ভারউত্তোলন কুস্তি প্রভৃতি দেখান হয়।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২রা মাঘ বৃহস্পতিবার—১৩৩৬

ধাম মায়াপুর-নবদ্বীপ-প্রদর্শনী-সংবাদ

প্রদর্শনী-ক্ষেত্রে ইতোমধ্যে শতাধিক পণ্যমণ্ডপ নির্ম্মিত হইতে চলিল, অল্পকয়েকদিনের মধ্যেই ঐ গুলির কার্য্য সম্পূর্ণ হইবে। আরও কতকগুলির ভিত্তি পত্তন হইয়াছে। কার্য্য যতশীঘ্র সম্ভব সমাধা করিবার জন্য প্রতিদিনই মজুর-সংখ্যা বৃদ্ধি করান হইতেছে।

বিশিষ্টশিল্পীয় নক্সাদর্শী শিল্পবিদ্যাবিশারদগণ কর্ত্তৃক প্রদর্শনীক্ষেত্রের প্রবেশ-দ্বার নির্ম্মিত হইয়াছে।

নদীয়ার সুদক্ষ শিল্পিগণ কর্ত্তৃক প্রায় দুই শত মৃন্ময়ী মূর্ত্তি নির্ম্মিত হইতেছে। উহাতে শ্রীভগবানের বিভিন্ন লীলাবিলাস এবং ভক্ত নামধারী বিদ্ধ বৈষ্ণব ও অপসম্প্রদায়ের কাপট্যাচরণ পরিস্ফুটভাবে প্রদর্শিত হইবে। এতদ্ভিন্ন বিভিন্ন প্রদেশের সুশিক্ষিত সুদক্ষ চিত্রকরগণও ভক্তিভাবোদ্দীপক বহুবিধ চিত্র অঙ্কন করিতেছেন। বিদ্ধ ভক্ত এবং শুদ্ধভক্তের পার্থক্য-জ্ঞাপক চিত্রাবলীও প্রদর্শিত হইবে। মূর্ত্তি ও চিত্রশিল্পের কার্য্যও দিন দিন অগ্রসর হইতেছে।

ঢাকার প্রসিদ্ধ মস্‌লিন, জামদানী, বারাণসী, কাশ্মীরী প্রভৃতি বহুমূল্যবান্ ও কারুকার্য্যখচিত বস্ত্র ব্যবসায়ী শ্রীধর ভাণ্ডার শ্রীধামমায়াপুর-নবদ্বীপ-প্রদর্শনীতে আসিতেছেন বলিয়া পূর্ব্ব হইতেই সাধারণকে বিজ্ঞাপিত করিতেছেন। ঢাকার নবাবপুর রোডে আমাদের শ্রীশ্রীমাধব-গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। তৎসূত্রে আমরা ইঁহাদিগকে বিশেষ রূপে জানি। তাঁহারা যে সমস্ত নয়ন-মনোমুগ্ধকর অকৃত্রিম দ্রব্য বিক্রয়ের জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত রাখেন এবং অর্ডার লইয়া প্রস্তুত করেন, তাহা একটী দেখিবার জিনিষ বটে। তাঁহাদের জিনিষের অনুপাতে মূল্যও খুব বিচার পূর্ব্বক নির্দ্ধারিত করা হইয়াছে। সাধারণতঃ বাহ্যচাকচিক্যবিশিষ্ট ভেজাল জিনিষের বিজ্ঞাপনের যেরূপ ছড়াছড়ি দেখা যায়, তাঁহাদের বিজ্ঞাপন সে শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত নহে, ইহা আমরা নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারি।

বাস, মোটর ও অশ্বযানাদি গমনাগমনের সুবিধার জন্য শ্রীধাম মায়াপুর-স্বরূপগঞ্জ রোড এবং শ্রীধাম মায়াপুর-নবদ্বীপ ঘাট রোডের আবশ্যক মত সংস্কার-কার্য্য চলিতেছে।

শ্রীযোগপীঠে গৌরকুণ্ডের পশ্চিম উত্তর পার্শ্বস্থ ভবনত্রয়ের কার্য্যও প্রায় সম্পূর্ণ হইয়া উঠিল, শ্রীব্রজপত্তনে ভক্তিবিনোদ ভবনের কার্য্যও দ্রুতবেগে চলিতেছে। শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীমন্মহাপ্রভু ও পার্ষদবৃন্দের নবদ্বীপাভিনয়মঞ্চের কার্য্যও অনেকটা অগ্রসর হইয়াছে।

শ্রীগোদ্রুমমণ্ডল ও ব্রজমণ্ডল অভেদ। শ্রীগোদ্রুমমণ্ডলের আশ্রয়ে না ব্রজমণ্ডলের ভজনই যথার্থ ভজন-রাজ্যে প্রবেশের উপায়। ব্রজমণ্ডলে শ্রীভগবানের যে যে লীলাস্থল আছে, গোদ্রুমমণ্ডলেও তাহা আছে, তাহা অবগতি না হইলে সাধকের সাধন ভজন সমস্তই পণ্ডশ্রম হইয়া যায়। শ্রীব্রজমণ্ডলে যেমন কৃষ্ণজন্মস্থান মথুরা হইতে শ্রীকৃষ্ণের রাসোৎসবক্ষেত্র বৃন্দাবনের শ্রেষ্ঠত্ব, বৃন্দাবন হইতে যেমন রাধাকৃষ্ণের বিহারস্থলী গোবর্দ্ধন শৈল শ্রেষ্ঠ, আবার গোবর্দ্ধন গিরিরাজ হইতে রাধাকুণ্ড শ্রেষ্ঠ, সেইরূপ গোদ্রুমমণ্ডলে গৌরজন্মস্থান অন্তর্দ্বীপ মধুপুরী হইতে গঙ্গা-তটে আনন্দ-সঙ্কীর্ত্তন-স্থল শ্রীবাস অঙ্গন শ্রেষ্ঠ, শ্রীবাসঅঙ্গন হইতে অন্তরঙ্গ-লীলা-স্থল শ্রীচন্দ্রশেখরাচার্য্যভবন শ্রেষ্ঠ, আবার তাহা হইতেও শ্রীরাধাকুণ্ড শ্রেষ্ঠ। রূপানুগ শুদ্ধভক্তগণ স্বীকার করেন। অবশ্য এ ভজনরহস্য অনধিকারিগণের ধারণাযোগ্য না হইলেও ইহাকে কেহ একটি কাল্পনিক কল্পনা মাত্র বলিয়া যেন মনে না করেন।

এতৎসম্বন্ধে শ্রীরূপ গোস্বামিচরণ ভজন-স্থানের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব নির্দ্ধারণ করিতে গিয়া তাঁহার উপদেশামৃতে বলিয়াছেন—

বৈকুণ্ঠাজ্জনিতো বরা মধুপুরী
তত্রাপি রাসোৎসবাদ্
বৃন্দারণ্যমুদারপাণিরমণাৎ
তত্রাপি গোবর্দ্ধনঃ।
রাধাকুণ্ডমিহাপি গোকুলপতেঃ
প্রেমামৃতাপ্লাবনাৎ
কুর্য্যাদস্য বিরাজতো গিরিতটে
সেবাং বিবেকী ন কঃ॥

শ্রীশ্রীস্বরূপরূপানুগবর শ্রীল প্রভুপাদ উহার অনুবাদ করিয়া গাহিয়াছেন—

বৈকুণ্ঠ হইতে শ্রেষ্ঠা মথুরা নগরী।
জনম লভিলা যথা কৃষ্ণচন্দ্র হরি॥
মথুরা হইতে শ্রেষ্ঠ বৃন্দাবন ধাম।
যথা সাধিয়াছে হরি রাসোৎসবকাম॥
বৃন্দাবন হইতে শ্রেষ্ঠ গোবর্দ্ধনশৈল।
গিরিধারী গান্ধর্ব্বিকা যথা ক্রীড়া কৈল।
গোবর্দ্ধন হৈতে শ্রেষ্ঠ রাধাকুণ্ডতট।
প্রেমামৃতে ভাসাইল গোকুল-লম্পট॥
গোবর্দ্ধন-গিরিতট রাধাকুণ্ড ছাড়ি।
অন্যত্র যে করে নিজ কুঞ্জপুষ্পবাড়ী॥
নির্ব্বোধ তাহার সম কেহ নাহি আর।
কুণ্ডতীর সর্ব্বোত্তম স্থান প্রেমাধার॥

শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবিৎ মহাজনগণ বলেন যে, এই রাধাকুণ্ড ও তটীয় সীমাবিশিষ্ট কোন স্থান বিশেষ না হওয়ায় ইহার তটদেশে কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ ভজনকারিগণের অসংখ্য কুঞ্জপুষ্পবাটিকা বিদ্যমান রহিয়াছে। তন্মধ্যে পঞ্চপঞ্চাশৎটীই প্রধান। শ্রীধাম মায়াপুর-পারমার্থিক-প্রদর্শনীর অশেষ সৌভাগ্যবন্ত সাক্ষাৎ দর্শকবৃন্দ শুদ্ধভক্তগণের অহৈতুকী কৃপায় ভক্তিনেত্রে ঐ সকল কুটীরের নিত্য প্রকটতা দৃগ্‌গোচর করিতে পারিবেন। সাধারণ দর্শকগণের স্থূল দৃষ্টি প্রবল থাকায় উহা তাঁহাদের প্রাকৃত দর্শনের বিষয়ীভূত হয় না।

জগতে যত প্রকার সাধক আছেন, সর্ব্বাপেক্ষা রাধাকুণ্ডতটবাসী ভজনকারীই শ্রেষ্ঠ ও কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ। তাই পরবর্ত্তী শ্লোকে শ্রীল রূপপাদ বলিতেছেন—

কর্ম্মিভ্যঃ পরিতো হরেঃ প্রিয়তয়া
ব্যক্তিং যযুর্জ্ঞানিনস্
তেভ্যো জ্ঞানবিমুক্তভক্তিপরমাঃ
প্রেমৈকনিষ্ঠাস্ততঃ।
তেভ্যস্তাঃ পশুপালপঙ্কজদৃশস্
তাভ্যোঽপি সা রাধিকা
প্রেষ্ঠা তদ্বদিয়ং তদীয়সরসী
তাং নাশ্রয়েৎ কঃ কৃতী॥

শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীরূপানুগণে গাহিতেছেন—

সত্ত্বগুণে অধিষ্ঠিত পুণ্যবান্ কর্ম্মী।
হরি-প্রিয়জন বলি' গায় সব ধর্ম্মী॥
কর্ম্মী হইতে জ্ঞানী হরি-প্রিয়তর জন।
সু-জ্ঞানবলেতে ভক্তি না করে পালন॥
জ্ঞানী হৈতে ভক্ত শ্রেষ্ঠ মুক্ত জ্ঞানীজন।
সাধুভক্ত সদাশ্রয় হরিপ্রিয় হন॥
ভাবসিদ্ধ জন হৈতে প্রেমনিষ্ঠ শ্রেষ্ঠ।
প্রেমনিষ্ঠ হৈতে গোপী অধিকারে শ্রেষ্ঠ॥
গোপী হৈতে শ্রীরাধিকা কৃষ্ণপ্রিয়তমা।
সে রাধিকাসম প্রিয় তার তীর সমা॥
সে কুণ্ড আশ্রয় ছাড়ি কোন্ মূঢ় জন।
অন্যত্র বাসিয়া চায় হরির সেবন॥

কৃষ্ণকান্তাশিরোমণি শ্রীমতী বার্ষভানবী যেমন কৃষ্ণের সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়তমা, তাঁহার কুণ্ডও সেইরূপ কৃষ্ণের সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়তম। সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সৌভাগ্য-বিশিষ্ট কৃষ্ণভক্তগণই অনন্যভাবে সেই কৃষ্ণপ্রিয়তম রাধাকুণ্ডতটের আশ্রয়ী হন। সেই কুণ্ডতটের শ্রীধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপ-প্রদর্শনী। সুতরাং ইহা কর্ম্মী, জ্ঞানী ও স্থূল কৃষ্ণ প্রতীতির অন্যতম কর্ম্ম বা জ্ঞানের প্রদর্শনী মাত্র নহে। শুদ্ধভক্তিমন্ত সৌভাগ্যবন্ত-জনগণই এই প্রদর্শনীর পারমার্থিক সৌন্দর্য্য বৈশিষ্ট্য হৃদয়ঙ্গম করিয়া পরমানন্দ লাভ করিতে পারিবেন। অন্যান্য দর্শকগণও তাঁহাদের স্ব স্ব অধিকারানুযায়ী আনন্দ লাভ করিবেন সন্দেহ নাই। সুতরাং সকলেই যোগদান করুন।

জীবসকল আপন আপন কর্ম্মসূত্রে নানা যোনিতে ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমণ করিতে করিতে ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতিরূপ ভাগ্যোদয়ে গুরু-কৃষ্ণ-প্রসাদে ভক্তিলতা-বীজ স্বরূপ শ্রদ্ধা লাভ করেন। সেই শ্রদ্ধা বীজ পাইবামাত্র মালিস্বরূপ হইয়া নিজ হৃদয়ক্ষেত্রে তাহা রোপণ করেন। বীজ রোপিত হইয়া অঙ্কুরিত হইতে হইতে ভগবৎকথা ও ভক্তকথার শ্রবণ-কীর্ত্তন রূপ জলে সেই ক্ষেত্র সেচন করিতে থাকিলে ভক্তিলতা উৎপন্ন হইয়া বাড়িতে বাড়িতে এই চতুর্দ্দশ-ভুবনাত্মক মায়িক ব্রহ্মাণ্ড (সপ্তঅধোলোক—অতল, বিতল, সুতল, তলাতল, মহাতল, রসাতল ও পাতাল এবং সপ্ত ঊর্দ্ধলোক—ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ, মহঃ, জন, তপস্ ও সত্য) ভেদ করিয়া বিরজা ও জ্যোতির্ময় ব্রহ্মলোক ভেদ পূর্ব্বক কি করিয়া পরব্যোমে স্থান প্রাপ্ত হয়, তথা হইতে আবার ঊর্দ্ধগামী হইয়া তদুপরি গোলোকবৃন্দাবনে গমন পূর্ব্বক কি করিয়া কৃষ্ণচরণরূপ কল্পবৃক্ষে আরোহণ করে এবং সেই কৃষ্ণচরণারূঢ় ভক্তিলতায় কিরূপ প্রেমফল ফলে, তাহা দর্শকগণকে বিশেষভাবে বুঝাইয়া দেওয়ার জন্য বিশেষ আয়োজন হইতেছে।

ভারতবর্ষে শ্রীমন্মহাপ্রভু ও তৎপার্ষদগণের পাদাঙ্কপূত তীর্থীভূত যাবতীয় স্থান, নদী, পর্ব্বতাদি সমস্তই যে শ্রীধাম নবদ্বীপে গোলোকপ্রকটক্ষেত্র শ্রীধাম মায়াপুরে বর্ত্তমান তাহার দিগ্‌দর্শন প্রদানের জন্য একটী বিস্তীর্ণ ভূভাগের উপর একখানি ভারতবর্ষের মানচিত্র অঙ্কন করা হইতেছে।

এতদ্ভিন্ন আরও অনেক দর্শনীয়ের সমাবেশ হইতেছে। এই অভিনব প্রদর্শনীতে যোগদান করিয়া সকল অধিকারীর সকল লোকই লাভবান্ হইবেন। শ্রীধামে শ্রীভগবানের নিত্যলীলা সর্ব্বক্ষণই হইতেছে। কেবল সৌভাগ্যবন্ত জনগণই তাহা সাক্ষাৎ দর্শন করিতেছেন। আমাদিগকে সেই সকল নিত্যলীলার দিগ্‌দর্শন প্রদান পূর্ব্বক তৎপ্রতি আমাদের লোভোৎপাদনের জন্য শ্রীভগবানের নিজজনগণের আজ এই বিরাট প্রদর্শনীর আয়োজন। জীবে-দয়ার পরমোৎকৃষ্ট পরিচয় এই পারমার্থিক প্রদর্শনী। যাঁহাদের ভাগ্য দোষে ইহা বুঝিবার সৌভাগ্য হয় নাই তাঁহারাও এখনও কথার মর্ম্ম আস্বাদন করিবেন। সুতরাং ইহাকে সাধারণ প্রদর্শনীর দৃষ্টিতে ভুলক্রমে কেহ যেন বঞ্চিত না হন, ইহাই আমাদের সানুনয় প্রার্থনা।

অন্তে একাদিম

[illegible] পুরাণ [illegible] নিজের আমাকে [illegible] জানান, [illegible] প্রাপ্ত [illegible] নবীন আশা, [illegible] কার্য্যক্ষেত্রে [illegible] প্রবৃত্ত হন।

[illegible] বিশ্ব সকলের স্বরূপ [illegible] প্রকাশক সূর্য্যদেব [illegible] নিকটেও প্রকাশ [illegible] অন্ধ [illegible] সকলেই [illegible] থাকেন।

[illegible] অনেক [illegible] আত্মবাদের [illegible] ধারাবাহিক [illegible] জীবের [illegible] কৃষ্ণ [illegible] আমাদের [illegible] জীবাত্মার [illegible] দিন পরমায়ুর ক্ষয়-সংবাদ জানাইতেছেন।

জীবাত্মা নিত্য ও পূর্ণচেতন [illegible] অংশ। [illegible] চেতন [illegible] শ্রীচৈতন্যদেবের [illegible] অজ্ঞান-বদ্ধ [illegible] অন্ধ [illegible] অনন্যামার [illegible] প্রতীতি [illegible] প্রতীতিক [illegible] নদের [illegible] আবদ্ধ [illegible] জীবের [illegible] করিতে পারেন।

[illegible] প্রকৃত [illegible] অনুরক্ত [illegible] অর্জ্জনের [illegible] বিষ্ণুবাচ্য [illegible] নিজের [illegible] জীবন [illegible] স্থায়ী হইবেন [illegible] জীব [illegible] অন্যথা [illegible] সম্বন্ধে [illegible] সম্বন্ধে [illegible] সামের [illegible]

করিয়াছেন, তাঁহাদের নাম কোনমতে [illegible] কোনমতে মনে [illegible] পারেন না। [illegible] করিতে [illegible] উদিত [illegible] উদয় [illegible] অজ্ঞান [illegible] থাকিলে [illegible] না।

সাপেক্ষ বিচার

(শ্রীপাদ [illegible] গোস্বামী [illegible])

[illegible] নিযুক্ত [illegible] ব্যক্তিগত [illegible] বিচার [illegible] সুতরাং [illegible] করিবে [illegible] বিচার [illegible] সাপেক্ষ [illegible] নিরপেক্ষ [illegible] বিচার [illegible]

[illegible] সাপেক্ষ [illegible] বিচার [illegible] পণ্ডিত বিচারক [illegible] বৰ্দ্ধিত [illegible]

[illegible] প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা [illegible] নিরপেক্ষ [illegible] বিচার [illegible] অন্যের [illegible] নির্দোষ [illegible] অন্যায় [illegible] অমর্যাদা [illegible] ব্যক্তিগণ [illegible]

[illegible] বৈষ্ণব [illegible] মধ্যে [illegible] বাধা আমাদের [illegible] আমাদের [illegible] পণ্ডিত [illegible] কূলীন [illegible] মর্যাদা [illegible] মর্যাদা [illegible] সদাচারী [illegible] সদাচারী সাধুর [illegible] বংশ মর্যাদা [illegible] কোন [illegible] মর্যাদা [illegible] সম্মান [illegible] মর্যাদা [illegible] দেখিনা! [illegible] আমাদিগকে গোপন [illegible] করিয়াছেন।

এই [illegible] কুল মর্যাদা সংরক্ষণ-প্রয়াসীগণ [illegible] বর্ণাশ্রম [illegible] আসনাদির দণ্ড, [illegible] মাংস, চামড়ার [illegible] পালন রাখিবার নিমিত্ত [illegible] বর্ণাশ্রম ধর্ম— সনাতন-ধর্ম্ম বিরোধী হন। [illegible] মর্যাদার [illegible] মধ্যে [illegible] পণ্ডিত ও গোস্বামী-বংশধারা [illegible] নিযুক্ত থাকেন। তাঁহাকে [illegible] অন্যের কচি [illegible] বর্দ্ধিত হওয়ায় [illegible] কোন [illegible] থাকে না। [illegible] নিবন্ধন [illegible] অর্থাৎ [illegible] উপস্থিত হইয়া [illegible] কুল [illegible] অর্থাৎ [illegible] বিপদে [illegible] হইয়া [illegible]

[illegible] মর্যাদার কুলীন [illegible] বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম [illegible] তাঁহাদের অন্তরে [illegible] আমরা [illegible] নিজেকে [illegible] বাজারে [illegible] আছে, তাহাদিগের [illegible] কোন প্রকারে [illegible] বাহির করিয়া [illegible] পারিলেই [illegible] মনে [illegible] মহাজনদের [illegible] জীবনে [illegible] আমি [illegible] মিলিতে [illegible]

[illegible] সাধু [illegible] মধ্যে [illegible] জানি আবার [illegible]

[illegible] দৈব বর্ণ [illegible] যুগে [illegible] একটী [illegible] বর্ণাশ্রম [illegible] বিচার [illegible]

নৌ-বৈঠক

(শ্রীযুক্ত [illegible] সেন [illegible])

আত্মরক্ষার [illegible] নৌ-বহর [illegible] অনেক [illegible] উপস্থিত [illegible] সকলেই এখন আশা করিতেছেন যে, [illegible] শুভ হইবে। [illegible] আত্মরক্ষ [illegible] ইচ্ছা যে তাঁহার নিজ দেশের নৌবল [illegible]

বেশী কমান' না হয়, অথচ অপর দেশের নৌবল যেন খুব কমিয়া যায়, যদিও আজকাল যুদ্ধে নৌবল তেমন বেশী কার্য্যকর হয় বলিয়া বোধ হয় না। উড়োজাহাজের যুদ্ধ বোধ হয় [illegible] হইবে।

[illegible] বলেন, যেরূপভাবে নিরস্ত্রীকরণ চলিতেছে, তাহাতে ভয়ের কারণ আছে। প্রথমতঃ, যুদ্ধজাহাজ ও ক্রুজার কমাইয়া দিলে [illegible] এবং উড়োজাহাজ দ্বারা আক্রমণে বাধা দিবার ক্ষমতা [illegible] পড়িবে। দ্বিতীয়তঃ সমুদ্রে [illegible] যুদ্ধের জাহাজ কমানর ফলে মাল [illegible] জাহাজের রক্ষণাবেক্ষণ [illegible] হইবে। যেমন একটী শূকরের [illegible] শিকারীরা অনেক গুলি কুকুর [illegible] লয়, সেইরূপ [illegible] ডুবো-জাহাজ [illegible] অনেকগুলি [illegible] দরকার হয়। [illegible] বলিয়াছেন যে, যুদ্ধ জাহাজ ইংরাজের নৌবলের মেরুদণ্ড [illegible] সময় [illegible] যখন [illegible] ছিল। কিন্তু এখন [illegible] আর [illegible] ইংরাজের [illegible] হইবে। [illegible] দেশে [illegible] এবং [illegible] উড়োজাহাজের [illegible] কমান [illegible]

আমরা কখনও যুদ্ধ দেখি নাই; তবে [illegible] কারণ [illegible] যুদ্ধ [illegible] নিশ্চয়ই [illegible] পারেন।

[illegible] বলেন, [illegible] যুদ্ধ [illegible] অথচ [illegible] যুদ্ধের [illegible] প্রস্তুত বন্ধ করেন না।

যুদ্ধের উপকরণ প্রস্তুত [illegible] চেষ্টার [illegible] কারণ আছে [illegible] অপর [illegible] কোন [illegible] এ কথা [illegible] উপকরণ [illegible] না। [illegible] অনেক [illegible] বন্ধ [illegible] পারে।

যুদ্ধের [illegible] উপর [illegible] উপ[illegible] [illegible] বাধা [illegible]

[illegible] যুদ্ধ বন্ধ করা দরকার। [illegible] অবিশ্বাস থাকিবে [illegible] প্রস্তুত বন্ধ থাকিতে পারে না।

[illegible] যদি কখন [illegible] যে, [illegible] দিকে [illegible] তাহাতেই ইহাদের

স্ফূর্তি হয়, তাহা হইলে যুদ্ধ বিগ্রহ আপনা হইতেই থামিয়া যাইবে।

যে দিন জীব কৃষ্ণ ছাড়িয়া অন্য বিষয়ে অভিনিবিষ্ট হইল, সেই দিন ভয় তাহাকে আক্রমণ করিল। সেই দিন লোলুপতা তাহার হৃদয় অধিকার করিল। ইহারই ফলে যুদ্ধ, যুদ্ধের ফলে বিশ্বব্যাপী হাহাকার, এই হাহাকারের জন্যই আজ শান্তির চেষ্টা। কিন্তু কি করিয়া এই চেষ্টা সফল হইবে—যদি যুদ্ধের মূল কারণ অপসারিত না হয়।

আজকাল কৃষ্ণবিমুখতা সভ্যতার অঙ্গ বিশেষ। [illegible] সভ্য জগতে [illegible] যুদ্ধ বিগ্রহ, অশান্তি, অর্থাৎ [illegible] থাকিবে। এই সমস্ত কথা যদি সভ্য সমাজে বলা যায়, তাহা হইলে [illegible] লোকের নিকট নিতান্ত শ্রী[illegible] হওয়া যায় না।

শ্রীশ্রীগৌরজন্মোৎসব উপলক্ষে

(২০শে মাঘ — ৩রা চৈত্র)

শ্রীচৈতন্যাব্দ—৪৫৪

বিরাট আয়োজন হইয়াছে, সকলে যোগদান করুন

পারমার্থিক জগতে এক অভূতপূর্ব আবিষ্কার

শ্রীধাম মায়াপুর নবদ্বীপ প্রদর্শনী

পরমার্থ-প্রদর্শনী, ভাগবত-প্রদর্শনী, শ্রুতি-প্রদর্শনী। বেদান্ত-প্রদর্শনী, সাত্বত সম্প্রদায়-প্রদর্শনী, [illegible]-প্রদর্শনী। গৌরবাণীনিষেবিত [illegible]-প্রদর্শনী, [illegible] প্রদর্শনী, দৈব-বর্ণাশ্রমধর্ম্ম-প্রদর্শনী। সার্ব্বজনীন প্রদর্শনী, সর্ব্বচিৎসমন্বয়-প্রদর্শনী। ভগবন্নাম-মহিমা-প্রদর্শনী, ভগবদ্-রূপ-মহিমা-প্রদর্শনী, ভগবদ্গুণ মহিমা-প্রদর্শনী, ভগবল্লীলা প্রদর্শনী। ভগবৎ-পরিকর-মহিমা প্রদর্শনী, ভগবদ্ধাম-মহিমা-প্রদর্শনী। ভগবৎসেবো-পকরণ প্রদর্শনী, সর্ব্ববৈষ্ণব-বৈভব-প্রদর্শনী, সৎসঙ্গ মহিমা-প্রদর্শনী, সৎসঙ্গ-স্বরূপ-নির্ণয় প্রদর্শনী। দুঃসঙ্গ-বর্জ্জন-শিক্ষা প্রদর্শনী, দুঃসঙ্গ স্বরূপ-নির্ণয় প্রদর্শনী। সার্ব্বজনীন স্বদেশের মঙ্গল-প্রদর্শনী, [illegible]স্বরূপ-প্রদর্শনী।

আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, ধনী-নির্ধন, ছোট-বড়, জ্ঞানী-অজ্ঞানী, সবল দুর্ব্বল, অকাম মোক্ষকাম-সর্ব্ব-কাম সকলেরই সর্ব্বপ্রকার শিক্ষার মন্দির, সার্ব্বজনীন সংকীর্ত্তন বেদী এই শ্রীধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপ-প্রদর্শনীতে সবান্ধবে যোগদান করুন।

শ্রবণ কীর্ত্তনের নিত্যতা

(পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তি[illegible])

যে সকল লোক উত্তমশ্লোক ভগবানের নামাদিতে আবিষ্ট রত থাকেন, যাঁহারা নিত্য সেই ভগবৎকথা রূপ অমৃত পান করেন ও তাঁহার চরণ-কমল স্মরণ করেন, চরম সময়েও তাঁহাদিগের বুদ্ধি বিভ্রম হয় না। শ্রীশুকদেব গোস্বামীর নিকট হইতে শ্রীভাগবত শ্রবণ করিতে করিতে, মহারাজ পরীক্ষিতের মৃত্যু কালের [illegible] হইয়াছিল। এরূপ হওয়া আশ্চর্য্য নহে। কারণ যাঁহারা উত্তমশ্লোক [illegible] পানামৃত, পানরত ও [illegible] [illegible] সাধু মুখে [illegible] করেন, তাঁহারাই অমর হন। অর্থাৎ তাঁহারা শ্রবণ দশা হইতে ক্রমে বরণ দশা, স্মরণ দশা, আপন দশা ও প্রাপণ দশা লাভ করেন। আপন দশায় স্বরূপ সিদ্ধি হয়। প্রাপণ দশায় ভগবানের সহিত সম্মিলন হয়। পরে কৃষ্ণকৃপায় দেহ বিগমে নিত্য দেহে ভগবল্লীলার পরিকর হন। [illegible] শ্রবণ কীর্ত্তনকারী ব্যক্তির অন্তকালেও বিস্মৃতি আশ্চর্য্য নহে। কারণ শ্রবণ মননাদি ক্রিয়াও শ্রবণ কীর্ত্তনেরই অধীন।

"শৃণ্বতঃ শ্রদ্ধয়া নিত্যং গৃণতশ্চ স্বচেষ্টিতম্
না তীর্থেন কালেন ভগবান্
বিশতে হৃদি॥"
(ভাঃ ২।৮।৪)

যিনি শ্রীহরির গুণানুবাদ কথা শ্রদ্ধাপূর্ব্বক নিত্য শ্রবণ অথবা স্বয়ং কীর্ত্তন করিয়া থাকেন, ভগবান অচিরকাল মধ্যেই সেই ভক্তের শ্রবণপথ দিয়া স্বয়ং সেই ভক্তের হৃদয়ে আসিয়া উদিত হন।

শ্রীহরিকথা শ্রবণ কীর্ত্তন জ্ঞান কর্ম্মাদি দ্বারা অনাবৃত শুদ্ধভক্তগণের সাধ্য ও সাধন। সেই শ্রবণ কীর্ত্তন ভক্তের কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ, তপাদির অপেক্ষা নাই। কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ, তপাদির ন্যায় হরিকথা শ্রবণ কীর্ত্তনও একটী সাধনের অঙ্গ, এরূপ [illegible] ভগবচ্চরণে অপরাধী ব্যক্তিগণের বৃথা প্রলাপ মাত্র। শুদ্ধভক্তগণের শ্রীহরি-কথা শ্রবণ কীর্ত্তনের সহিত কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগিগণের শ্রবণ কীর্ত্তনে আকাশ পাতাল পার্থক্য রহিয়াছে।

বুভুক্ষু ও মুমুক্ষু [illegible] চিত্তশুদ্ধিরূপ স্বকার্য্য সিদ্ধির জন্য হরি-কথা শ্রবণ করেন ও সাময়িক [illegible] চিত্ত শুদ্ধ হইয়াছে বলিয়া মনে করেন, বস্তুতঃ তখনও তাঁহাদিগের চিত্ত শুদ্ধ হয় নাই। কারণ, কৃষ্ণভক্তি ব্যতীত মুক্তি হয় না। [illegible] কর্ম্ম-জ্ঞানাদিতে শ্রবণ কীর্ত্তন [illegible] না। [illegible] শুদ্ধভক্তগণের [illegible] পালন করেন।

[illegible] শ্রীভগ-[illegible] অনাশ্রিত [illegible] পারে না। কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগাদির মধ্যে [illegible] কর্ম্ম-মার্গে [illegible] শুদ্ধ [illegible] হন। [illegible] মুক্তিগণ [illegible] প্রচার হয়।

[illegible] কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগাদি চেষ্টা সম্পূর্ণ রূপে পরিত্যাগ করত সাধুমুখ-বিগলিত শ্রীহরিকথামৃত পিপাসায়, প্রাণ ও [illegible] শরণাগত হইয়া শ্রবণ-পাত্রে পান করেন, তাঁহারা অজিত ভগবান্‌কে জয় করিয়া থাকেন। ভগবান্ তাঁহাদিগের নিকট নিজ নাম, রূপ, গুণ ও লীলা প্রকটিত করেন। তাঁহারা ভগবানের নিত্য [illegible] সেই [illegible] সকল উত্তর আশা হইতে নিবৃত্ত হন ও পরম শান্তি লাভ করিয়া নিত্য সেবাতেই নিযুক্ত থাকেন।

এই প্রকার শুদ্ধভক্তগণ অন্তকালে শ্রীভগবানের স্মরণ করিতে করিতে দেহ পরিত্যাগ করেন। তিনি নিত্য সেবাতেই নিযুক্ত থাকেন।

"অন্তকালে চ মামেব স্মরন্ মুক্ত্বা কলে-বরম্।
যঃ প্রয়াতি স মদ্ভাবং যাতি নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ॥
যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলে-বরম্।
তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাব-ভাবিতঃ॥"
(গীতা ৮।৫, ৬)

আমরা [illegible] আত্মার [illegible] হইয়াছি, ভগবৎ সেবা-পরায়ণ সাধু-[illegible] পরমহংস শ্রীগুরুদেবের [illegible] হইতে [illegible] হইয়া, স্বতন্ত্রতার অপ-ব্যবহার করিয়া, [illegible] দগ্ধীভূত হইতেছি, [illegible] পরদুঃখদুঃখী [illegible] [illegible] না, [illegible] [illegible] [illegible] দান করিয়াছেন, যাহাতে আমরা মরণের পরে [illegible] পতিত না হই, তজ্জন্য তিনি [illegible] করিয়াছেন।

[illegible] প্রকার নিতান্ত কথাই জানি ও জানি না কেন, এমন পরম [illegible] শ্রীগুরুদেবের ন্যায় দাতা আর কেহ নাই। [illegible] দান করিয়া [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হরি-কথা [illegible] [illegible] প্রকাশ করুন।

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

[illegible] খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সম্পূর্ণ গ্রন্থের মূল্য [illegible] টাকা ভিক্ষা।

২৭২৪ পৃষ্ঠায় দশমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে,

সপ্তচত্বারিংশ খণ্ডে সূচী ছাপা হইতেছে।

৪৩শ খণ্ড গ্রাহক, নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে [illegible] সাধারণ পক্ষে [illegible]। প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে [illegible], গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে [illegible]

দশম স্কন্ধের ভিক্ষা ১২, অগ্রিম সাধারণের পক্ষে ৮ৎ।

[illegible] ছাপা হইয়াছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

"শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত"

সূচী প্রভৃতি সহ সম্পূর্ণ ছাপা শেষ হইয়াছে

আদি, মধ্য, ও অন্ত্যলীলা এবং সূচী ছাপা হইয়া সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছেন। [illegible] ১০ৎ টাকা [illegible] তৃতীয় সংস্করণ [illegible] সংস্করণ [illegible] অসমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের [illegible] সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছেন। সেই ১০ৎ টাকার [illegible] ৫ৎ টাকা ভিক্ষায় দেওয়া হইতেছে। [illegible] পরে আর এ সুযোগ পাইবেন না।

শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

সভাষ্য আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র গ্রন্থ ৮ৎ স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫ৎ

নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪॥০ টাকা

শ্রীধাম মায়াপুর নবদ্বীপপ্রদর্শনীতে

শ্রীধর ভাণ্ডার, ঢাকা।

ঢাকার [illegible] শ্রীধর ভাণ্ডার শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতেছেন। ঢাকার বিখ্যাত মসলিন [illegible] ধুতী, [illegible] খদ্দরের [illegible] ধুতী, জামদানী সাড়ী, [illegible] মুগার [illegible] নানাপ্রকার [illegible] শ্রীধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপ-প্রদর্শনীতে [illegible] ফেব্রুয়ারী হইতে [illegible]। পশ্চিম ও উত্তরবঙ্গ এবং এলাহাবাদ, [illegible] হইতে আগত দর্শক [illegible] প্রদর্শনীর [illegible] লইতে পারিবেন। [illegible] সুলভ [illegible] কাপড় এবং মূল্য বিচার করিলেই বুঝিতে পারিবেন।

প্রদর্শনীর ঠিকানা—

শ্রীধর ভাণ্ডার ষ্টল

শ্রীধাম মায়াপুর-নবদ্বীপ-প্রদর্শনী

পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর (নদীয়া)

[illegible]

শ্রী[illegible] নবাবপুর, ঢাকা।

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত ভক্তি গ্রন্থাবলী

যে সব উৎকলবাসী [illegible] বাংলা অক্ষর পড়িতে জানেন না, তাঁহাদের শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর প্রচারিত পরম উপাদেয় ভক্তি-কথা জানিবার স্বর্ণ সুযোগ উপস্থিত। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে উড়িয়া-অক্ষরে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হইয়াছে বাংলা গ্রন্থের তুলনায় উড়িয়া গ্রন্থগুলির ভিক্ষাও অপেক্ষাকৃত অল্প।

গ্রন্থের নাম	ভিক্ষা
শ্রীহরিনাম চিন্তামণি, প্রতিখণ্ড	॥০
একত্রে [illegible] খণ্ড লইলে	১ৎ
সাধন পথ (শ্রীমহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টক) প্রতিখণ্ড	।০
একত্রে [illegible] খণ্ড লইলে	[illegible]
কল্যাণ কল্পতরু প্রতিখণ্ড	৵০
একত্রে [illegible] খণ্ড লইলে	।০
গীতাবলী প্রতিখণ্ড	⁄১০
একত্রে [illegible] খণ্ড লইলে	৶১৫
শরণাগতি প্রতিখণ্ড	⁄০
একত্রে [illegible] খণ্ড লইলে	৶৫

প্রাপ্তিস্থান { শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ, কটক এবং শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, পুরী

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিম্নলিখিত মঠসমূহে প্রাপ্তব্য:—

১। শ্রীচৈতন্য মঠ,—পোঃ, শ্রীধামমায়াপুর, (নদীয়া)।
২। শ্রী[illegible] মঠ,—চাঁপাহাটি, [illegible] পোঃ, (বর্দ্ধমান)।
৩। শ্রী[illegible],—[illegible], কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৪। শ্রীগৌড়ীয় মঠ,—[illegible] রোড, কলিকাতা।
৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ,—[illegible], পুরী।
৬। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ,—[illegible], কটক।
৭। শ্রী[illegible] মেদিনীপুর।
৮। শ্রী[illegible] কাশী, ইউ, পি।
৯। শ্রী[illegible] মথুরা, ইউ, পি।
১০। শ্রী[illegible] ইউ, পি।
১১। শ্রী[illegible] পাঞ্জাব।
১২। শ্রী[illegible] ঢাকা।
১৩। শ্রী[illegible]
১৪। শ্রী[illegible] পোঃ, বর্দ্ধমান।
১৫। শ্রী[illegible] মঠ,—[illegible] পোঃ, মানভূম।
১৬। শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয় মঠ, [illegible] পোঃ, পুরী, উড়িষ্যা।
১৭। শ্রীগৌড়ীয় মঠ কার্য্যালয় [illegible] রোড, নিউদিল্লি

এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণের নিকটও নদীয়া-প্রকাশ প্রাপ্তব্য।

১। শ্রীযুক্ত [illegible] রোড, খুলনা
২। শ্রীযুক্ত [illegible] গোস্বামী [illegible] দেওয়ানগঞ্জ, [illegible] কুচবিহার।
৩। শ্রীযুক্ত [illegible] রায়—[illegible] শ্রীগোপাল মল্লিক লেন, কলিকাতা
৪। মিঃ [illegible] ডি. [illegible]—এম. এম. ওয়ার্কস দি মল, কানপুর।
৫। শ্রীযুক্ত [illegible]—[illegible]গঞ্জ, নদীয়া
৬। শ্রী[illegible] অধিকারী, নবদ্বীপ।
৭। শ্রী[illegible] দে—[illegible], নবাবপুর, ঢাকা।
৮। শ্রী[illegible] বেড়াচাঁপা, ২৪ পরগণা।

শ্রী[illegible] চট্টোপাধ্যায় এ, [illegible] এম্. [illegible]

শ্রীচৈতন্যমঠের গ্রন্থাবলী

শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুর বিরচিত

ঠাকুর-গ্রন্থাবলী।

উৎকৃষ্ট কাপড়ে বিলাতী ধরণে বাঁধাই। স্বর্ণালঙ্কৃত। চতুর্থ সংস্করণ। বিস্তৃত বিষয়সূচীসহ

জৈবধর্ম্ম

বাঁধাই ২৲ দুই টাকা

প্রকাশিত হইয়াছে

সনাতন ধর্ম্মশাস্ত্র বেদ, বেদান্ত, উপনিষৎ গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত, পুরাণ, তন্ত্রাদি সকল গ্রন্থ পাঠ করিবার অবসর অতি অল্প মানবের ঘটিয়া থাকে। অনেকের যোগ্যতা না থাকায় সেই সমস্ত গ্রন্থের মর্ম্ম অবগত হইতে পারেন না। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বাঙ্গালীর এই অসুবিধা দূরীকৃত করিবার জন্য এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

বিদ্যালয়ের ছাত্র ও শিক্ষকগণের বিশেষ পাঠ্য, এই হেতু শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টর বাহাদুর ইহা সমস্ত বিদ্যালয়ের জন্য অনুমোদন করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

প্রথম খণ্ড। ভিক্ষা—১৲ একটাকা।

যুক্তিপূর্ণ শাস্ত্রবাক্য দ্বারা প্রত্যেক মানবের নিত্য কর্ত্তব্য ও অনিত্য সাময়িক কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। গ্রন্থের প্রতি উক্তি সনাতন শাস্ত্রবাক্য দ্বারা সমর্থিত ও প্রমাণিত হইয়াছে। দেহের, মনের ও আত্মার ধর্ম্ম কি? স্বদেশ, সমাজ, নীতি, ধর্ম্ম কি? ইত্যাদি বিষয় ক্রমানুসারে এমন সুন্দরভাবে যুক্তিসহকারে আলোচিত হইয়াছে যে, প্রথম পংক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত পাঠ না করিয়া নিবৃত্ত হওয়া যায় না।

শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য

ভিক্ষা ৷৵০

ঐ প্রমাণ খণ্ড ভিক্ষা ৵০

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিহার ও লীলাভূমি নয়টী দ্বীপ-সমন্বিত। এই নয় দ্বীপের প্রাচীন বিবরণ—প্রত্যেক দ্বীপে শ্রীমহাপ্রভুর লীলা—প্রত্যেক দ্বীপের পরিচয়, শ্রীধাম-মাহাত্ম্য—ধামাপরাধ কি? ইত্যাদি বিষয় বিশেষভাবে মনোহর ছন্দে বর্ণিত। পকেট সাইজ প্রায় ১৬০ পৃষ্ঠা।

শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ

উজ্জ্বল ব্রোঞ্জ-রু কালীতে উত্তম কাগজে ছাপা—শ্রীনবদ্বীপধাম দর্শনে ভাবুক দর্শনকারীর কি প্রকার ভাবের উচ্ছ্বাস হয়, তাহা এই গ্রন্থে বর্ণিত। অতি চমৎকার। ভিক্ষা চারি আনা।

শ্রীহরিনামচিন্তামণি

৷৵০ দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভুকে উপদেশচ্ছলে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিচার অতি সুন্দরভাবে বর্ণিত হইয়াছে। ইহা ছাড়া শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদিষ্ট শিক্ষা ও উপদেশ বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব জগতে অভিনব গ্রন্থ!!

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতি-গ্রন্থাবলী :—

শরণাগতি

পকেট সাইজ, অষ্টম সংস্করণ, ভিক্ষা ৵০ আনা

দেহ ও মনের চেষ্টা আনত্যবস্তু লইয়া—ইহা যখন জীব বুঝিতে পারে, তখন একমাত্র নিত্যবস্তু শ্রীভগবানের প্রতি তাঁহার কোন জাতীয় আবেগময়ী প্রার্থনা হয় এবং শ্রীভগবানে সর্ব্বান্তঃকরণে নিষ্কপটে কি প্রকারে শরণাপন্ন হইতে হয়, ইত্যাদি বিষয়ক প্রাণস্পর্শী প্রার্থনা ও আত্ম-সমর্পণমূলক গান। অষ্টম সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে।

ভিক্ষা প্রতি খণ্ড ৵০ এক আনা।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা— ৵০, নবদ্বীপশতক— ৵০

অর্থপঞ্চক— ৵০

কল্যাণকল্পতরু

পকেট সাইজ, পঞ্চম সংস্করণ, ভিক্ষা ৵১০

আমরা প্রত্যহ নূতন অভাব ও কামনার বশবর্ত্তী হইয়া পুনঃপুনঃ যে অকল্যাণকে কল্যাণ বলিয়া গ্রহণ করি এবং যাঁহার নিকট কল্যাণ কামনা করি, তিনি যে নিত্য বা যথার্থ কল্যাণ প্রদানে অসমর্থ এবং কোন্ বস্তু আমাদের নিত্য কল্যাণপ্রদ এবং কি ভাবে আমরা সেই কল্যাণলাভে সমর্থ হইব, এই সকল কথা সরল গানে লিখিত। এই গীতিগ্রন্থ বাস্তবিকই কল্যাণের কল্পতরু; ইনি প্রত্যেককে নিত্যকল্যাণ প্রদাতা।

শ্রীল চক্রবর্ত্তি-ঠাকুরের টীকা সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠাকুর কৃত টীকা ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কৃত অনুবাদ। টীকাকারের জীবনী, শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি বহু প্রয়োজনীয় বিষয়-সম্বলিত প্রায় ৮২৫ পৃষ্ঠা। উৎকৃষ্ট সিল্কে বাঁধাই ২৲ দুই টাকা, কাগজে বাঁধা ১৷৷০

শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ কৃত ভাষ্য সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

কাগজ ও ছাপা উৎকৃষ্ট। সিল্কে বাঁধাই, সোনার জলে নাম লেখা রাজসংস্করণ ১৲ টাকা, সাধারণ সংস্করণ ১৷৷০, গৌড়ীয়ের গ্রাহকপক্ষে ১৷০

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি

(সম্প্রদায়কোষগ্রন্থ)

বিষয়:—১। ৬ ভাগবতে ব্যবহৃত শব্দাবলীর অর্থ, ২। চারি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের চরিত্র, ৩। বিষ্ণু-বৈষ্ণবসম্পর্কিত শ্রীমন্দির ও শ্রীবিগ্রহের বিবরণ, ৪। বৈষ্ণবগ্রন্থ ও প্রবন্ধ-সমূহের তাৎপর্য্য ও বিবরণ, ৫। বিষয় বিশেষের লৌকিক ও শাস্ত্রীয় অকারাদিক্রমে যাবতীয় তথ্য। চারিখণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ১ম খণ্ড ৷৷০, ২য় খণ্ড ৷৷০, ৩য় খণ্ড ৷৷০, ৪র্থ খণ্ড ৷৷৵০, চারিখণ্ড একত্রে ২৲ (৫ম খণ্ড যন্ত্রস্থ)।

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ

—১ম খণ্ড ১৲ এক টাকা, ২য় খণ্ড ১৲ এক টাকা—শ্রীমদ্ভাগবতের গ্রাহক ও গৌড়ীয় গ্রাহকগণ ৷৷০ টাকায় দুইখণ্ড পাইবেন। বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমজ্জীব গোস্বামিপাদের রচিত গ্রন্থ। ইহাই ষট্সন্দর্ভের অধিক প্রয়োজনীয় অংশ। প্রতি খণ্ড ডবল ক্রাউন ৮ ফর্ম্মায় ৭৪ পৃষ্ঠা আকারে মুদ্রিত হইতেছে।

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য সঙ্কলিত

সদাচারস্মৃতিঃ

ভিক্ষা ৵০ মাত্র

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (প্রাচীন নবদ্বীপ) ন

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

প্রকাশ ... আবিষ্কৃত

জ্বরারি পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ৬ আঃ শিশিতে ঘনীকৃত অবস্থায় ছোটবোতলের সমপরিমাণ ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ।০ আনা, পাইট ৷৷৵০ আনা, বোতল ১৷৵০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা।

রেজেষ্ট্রীকৃত

মদন মঞ্জরী

বটিকায় স্বপ্ন ও ধাতুবিকার, ইন্দ্রিয়শক্তির হ্রাস, প্রস্রাবে শুক্রপাত, বহুমূত্র, মাথাঘোরা, বুক ধড়্ফড়ানি, কনিষ্ঠা প্রভৃতি লক্ষণ সত্বর নির্দ্দোষ আরোগ্য হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ৩০ বটী ১৲ এক টাকা।

"নপুংসকত্বারি ঘৃত"

পুরুষত্বহানি রোগে বাহ্যপ্রয়োগ দ্বারা আরোগ্য করিয়া শক্তিসম্পন্ন করে। মূল্য ২ তোলা ১৲ টাকা।

"রমণবিলাসিনী বটিকা"

বীর্য্যধারণ করত সম্ভোগশক্তি স্থায়ী ও বৃদ্ধি করিতে অত্যাশ্চর্য্য। মূল্য ১৬ বটী ১৲ এক টাকা।

রাজবৈদ্য নারায়ণজী, কেশবজী। ১৭৭নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

বিজ্ঞাপন

সাবধান! সাবধান!! সাবধান!!!

জে, বি, দত্তের চোকা শিশি বাদাম তৈল

আদি ও অকৃত্রিম এবং উপকারিতায় সর্ব্বজন পরিচিত ও বহু প্রশংসিত।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী *J. B. Datta & Co.* নাম খোদা দেখিয়া খরিদ করিবেন। নতুবা জোয়াচোরগণ কমদরের কৃত্রিম তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে।

বিনীত—জে, বি, দত্ত

ফেরাস্ কুইনিন

নূতন এবং পুরাতন ম্যালেরিয়ার যম

ইহাতে উপযুক্ত মাত্রায় আর্সেনিক, ষ্ট্রিক্নিন্ ক্লোরাইড কুইনিন, আর্সেনিক এবং আয়রণ আছে।

এই ফেরাস্-কুইনিন দ্বারা ইন্‌জেক্‌সন করিলে একটী বা দুইটী ইন্‌জেক্‌সনেই সকলপ্রকার কঠিন ম্যালেরিয়া জ্বর বন্ধ করে এবং জ্বর হইতে বারটী ইন্‌জেক্‌সনে ম্যালেরিয়ার সমস্ত উপসর্গ নষ্ট করিয়া দেয়।

৬ এম্পুলপূর্ণ প্রতি বাক্স—মূল্য ২৲, ডঃ ৫৲ টাকা

প্রাপ্তিস্থান—কেমিক্যাল এণ্ড ক্লিনিক্যাল ল্যাবরেটরীতে প্রস্তুত। ১২নং হজুরীমল লেন, কলিকাতা।

পরা-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

এখানে আহার এবং বাসস্থান দিয়া বিদ্যার্থিগণকে বিভিন্ন শিক্ষণীয় বিষয় শিক্ষা দিবার বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। অনেক ছাত্র ইতোমধ্যেই আসিয়া পাঠ আরম্ভ করিয়াছেন। বর্ত্তমান বর্ষে সকল ছাত্রই গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

প্রধান অধ্যাপক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রচন্দ্র কাব্য-ব্যাকরণ-সাংখ্য-বেদান্ত-ষড়দর্শন-তীর্থ, সাংখ্যভূষণ, বেদান্তরত্ন, সাহিত্যশাস্ত্রী, দর্শনবাচস্পতি।

অধ্যাপক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গৌরদাস ব্রহ্মচারী ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীধাম মায়াপুর পরাবিদ্যাপীঠ, (নদীয়া)

বেদনাঞ্জন

শ্রেষ্ঠরত্ন

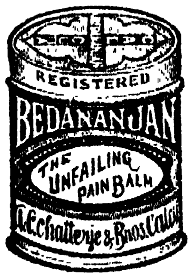

কলিকাতা কংগ্রেস একজিবিসন হইতে বহু প্রশংসা প্রাপ্ত ও বহু গণ্যমান্য ভদ্রমহোদয়গণ কর্ত্তৃক প্রশংসিত।

আজকাল বাজার-চলন মিশ্রিত ও বিষাক্ত আহার্য্য সেবনে শরীরের রক্ত স্বতঃই দোষিত হইয়া পড়িতেছে। রক্তই মানব-দেহের শ্রেষ্ঠ উপাদান, এই রক্ত দোষিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মানব বাত, বেদনা, মাথাধরা, মাথা-ঘোরা, দৃষ্টিশক্তির হ্রাস, দাঁতের গোড়া ফুলা, দাঁত কনকনানি, দাঁতে পোকা এবং দাদ, চুলকানি প্রভৃতি কষ্টদায়ক চর্ম্মরোগে আক্রান্ত হইতেছে। যদি আপনি একান্তই ব্যাধিমুক্ত হইতে চান, তাহা হইলে অযথা পয়সার অপব্যয় না করিয়া অল্প ব্যয়ে এক শিশি বেদনাঞ্জন ক্রয় করিয়া ইহার কার্য্যকারী-শক্তি উপলব্ধি করুন। গুণের তুলনায় মূল্য অতি সামান্য, এক শিশি ।৵০ আনা মাত্র মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান—এ, সি, চাটার্জ্জী এণ্ড ব্রাদার্স।

৪৫নং হলকাটি লেন, মানিকতলা, কলিকাতা।

সকল মণিহারী দোকানে ও বড় বড় ডাক্তার খানায় পাওয়া যায়।

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

যদিও অদ্যাপি প্রকৃত মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য, তথাপি যাহারা নানাবিধ অনৈসর্গিক উপায়ে অপরিমিত শক্তি নষ্ট করিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন এবং নানা প্রকার মেহ, প্রমেহ ধাতুদৌর্ব্বল্য, স্নায়বিক দুর্ব্বলতা, বহুমূত্র, দুঃস্বপ্ন, পাকস্থলী-সংক্রান্ত পীড়া, অর্শ এবং স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে যাহারা বাধক, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, সূতিকা, শ্বেত ও রক্তপ্রদর, হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি রোগে ভুগিয়া জীবনে নিরাশ হইয়াছেন, তাঁহারা আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটাল সাহেবের আবিষ্কৃত **ইলেক্ট্রিক সলিউসন** ব্যবহার করিয়া বাঁচিতে পারেন, তাহার শত সহস্র প্রমাণ প্রতি বৎসরেই পাওয়া যাইতেছে। যাঁহারা অন্যান্য বহুবিধ ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরোগ্য হইতে পারেন নাই, তাঁহারা একবার এই ঔষধটী ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক মাসের ব্যবহারোপযোগী এক শিশি ঔষধ ডাকমাশুল সহ ১।০ টাকা মাত্র।

সোল এজেণ্ট—ডাঃ ডি, ডি, হাজরা।

ফতেপুর, গার্ডেনরিচ পোষ্ট, কলিকাতা।

ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

অধ্যক্ষ

শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম,এ, এফ,সি,এস (লণ্ডন)

ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক

(প্রোফেসার)

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ বিশুদ্ধ ও শাস্ত্রমতে নিজ তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হয়। পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ক্যাটালগ পাঠান হয়। রোগের বিবরণ জানাইলে যত্নপূর্ব্বক ব্যবস্থা দেওয়া হয়। চিঠি পত্রাদি সম্পূর্ণরূপে গোপন রাখা হয়।

মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দুর)

(বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৪৲ টাকা

উৎকৃষ্ট স্বর্ণ, পারদ ও আমলাসার গন্ধক দ্বারা যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। নিত্য প্রয়োজনীয় সর্ব্বরোগনাশক মহৌষধ

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৩৲ টাকা

উৎকৃষ্ট কাশীর আমলকী, বংশলোচন প্রভৃতি যাবতীয় উপাদানে পূর্ণ মাত্রায় যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। কাশ, কাসি, শ্বাস, যক্ষ্মা, ক্ষয়রোগ, হৃদরোগ প্রভৃতি রোগের মহৌষধ। সর্ব্বপ্রকার দুর্ব্বলতা নাশক অতিশয় পুষ্টিকর মহৌষধ বা খাদ্য বিশেষ।

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬৲ টাকা

ইহা সেবনে ধাতুদৌর্ব্বল্য, শুক্রতারল্য, স্বপ্নদোষ, প্রমেহ ও ধ্বজভঙ্গ সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায়। ইহা অপরিসীম আনন্দদায়ক রসায়ন।

অবলাবান্ধব যোগ

প্রদর, বাধক প্রভৃতি জরায়ুদোষ ও যোনিগত দুরারোগ্য রোগের মহৌষধ

মূল্য—১৬ মাত্রা ২৲ টাকা। ৫০ মাত্রা ৫৲ টাকা মাত্র

বিশুদ্ধ জল! ভয় নাই! বিশুদ্ধ জল!!

লক্ষ্মী টিউব-ওয়েল কোং

২০৫নং নবাবপুর, ঢাকা

বর্ত্তমান-যুগের নব আবিষ্কৃত ভূতত্ত্ববিদ্যার উন্নত বৈজ্ঞানিক-খনন-প্রণালীতে নলকূপ (*Tube-well*) নির্ম্মাণ করা হয়। বঙ্গের লাট বাহাদুর, প্রাইভেট সেক্রেটারী, জিলা-ম্যাজিষ্ট্রেট, জিলা-বোর্ডের চেয়ারম্যান, ইঞ্জিনিয়ার, জমিদার, তালুকদার, প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত ভদ্রমহোদয়গণ এই কোম্পানীর কার্য্য দেখিয়া প্রশংসা করিয়াছেন। রাসায়নিক পরীক্ষায় জল বিশুদ্ধ না হইলে মূল্য গৃহীত হয় না। বিস্তৃত বিবরণের জন্য পত্র লিখুন

বিজ্ঞাপিত কেন?

সাধারণের হিতার্থে, মানবের দুঃখ না হইতে পারে তাহার পন্থা ইত্যাদি সম্বলিত "কামশাস্ত্র" গ্রন্থখানি যিনি পাঠ করেন নাই, তিনি আবেদন করতঃ বিনামূল্যে প্রাপ্ত হউন। উহা পাঠে উপকৃত হইয়া ৭৫০০০ হাজার লোক কৃতজ্ঞ হইয়াছেন। প্রায় ৫০ বৎসরের পরীক্ষিত, শুক্রতারল্য, স্বপ্নদোষ ইত্যাদির যম "আতঙ্ক-নিগ্রহ বটীকা" প্রতি কৌটার মূল্য ১৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান—আতঙ্ক-নিগ্রহ ফার্ম্মাসী, ২১৪ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা।

মনোমোহন প্রেস

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা

পূর্ব্ব-বাঙ্গালায় সুলভে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত

বৈদ্যুতিক মেশিনে দিবারাত্র কাজ চলিতেছে

বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা।

শ্রীমায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে— শ্রীকৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

স্থানীয় সংস্করণ — Registered No. C 1514

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহ

ভারতের সর্ব্বত্র মঙ্গল-প্রচারক—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র।

৪র্থ খণ্ড] সম্পাদক—প্রত্নবিদ্যালঙ্কার শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী [২৬৬ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্য মঠ শ্রীধাম মায়াপুর ৩রা মাঘ শুক্রবার ১৩৩৬ ১৭ই জানুয়ারী ১৯৩০

বিজ্ঞাপনের হার

প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৹
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

মাশুলাদির হার
অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸৹
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৴৫

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভাগবতম্—শ্লোক সূচী, বিষয়-সূচী প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত। ভিক্ষা, প্রতি খণ্ড সাধারণ পক্ষে ৷৵৹ গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশ গ্রাহক পক্ষে ৵৹
ভাষ্য-সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ) ৫৲
৩। গৌড়ীয়-গৌরব ৶৹
৪। গৌড়ীয়-সাহিত্য ৹
৫। ভজনরহস্য ৷৹
৬। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
" " " আবাঁধা ৸৹
৭। গীতা (শ্রীবলদেবভাষ্যসহ) বাঁধা ২৲ আবাঁধা ১৷৹
৮। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি-টীকা-সহ) বাঁধা ২৲ আবাঁধা ১৷৹
গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ৷৹
যুক্তিমল্লিকা গুণসৌরভঃ সানুবাদ (মাধ্ব) ২৲
। বেদান্তরত্নমালার সানুবাদ (রামানুজীয়) ৷৹
। জৈবধর্ম্ম ২৲
। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸৹
১৩। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৪। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ৷৵৹
১৫। দ্বীপ-দিগ্দর্শন
১৬। সাধনপথ (৩য় সংস্করণ) ৷৵৹
১৭। আচার ও আচার্য্য ৷
১৮। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸৹
১৯। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৵৹
২০। শ্রীনবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶৹
২১। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য (প্রমাণখণ্ড) ৶৹
২২। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ৹
২৩। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা দর্পণ ।৹
২৪। শরণাগতি, গীতাবলী, সাধনকণ, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, নবদ্বীপশতক, কল্যাণকল্পতরু ও মনঃশিক্ষা একত্রে মোট ৷৶৹
২৫। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ও অচ্ছেদ্য ৵৹
২৬। সাধকবন্ধুমণি ।৹
২৭। সংস্কার দীপিকা ।৹
২৮। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড) ৩৲
২৯। ব্রহ্মসংহিতা ৷৹
৩০। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ।৹
৩১। মণিমঞ্জরী সানুবাদ ৹
৩২। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸৹
৩৩। শ্রীচৈতন্যভাগবত (বিরাট্ দ্বিতীয় সংস্করণ) ৫৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

ইংরাজী ভাষায় ভক্তিগ্রন্থ

১ শ্রীচৈতন্যচরিত ও শিক্ষা
২ নামভজন
৩। বৈষ্ণবধর্ম্ম আসল ও মেকি
৪। ভাগবতীয় দর্শননীতি ও ধর্ম্ম
৫। কাম ও প্রেমধর্ম্ম ।৹
৬। গৌড়ীয়মঠ কি করেন

শ্রীধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপ-প্রদর্শনী, নদীয়া

(৩রা ফেব্রুয়ারী হইতে ১৭ই মার্চ্চ, ১৯৩০ পর্য্যন্ত)

প্রদর্শনীর সকল জ্ঞাতব্য বিষয়ের জন্য সেক্রেটারী মহোদয়ের নিকট আবেদন করুন।

শ্রীকুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ,
শ্রীচৈতন্য মঠ, শ্রীধাম মায়াপুর পোঃ আঃ, (নদীয়া)।

দেবনাগরাক্ষরে ভক্তিগ্রন্থ

১। [illegible] ৵৹
২। [illegible]
৩। [illegible] ৶
৪। [illegible] ৴৹
৫। [illegible] ৷৹
৬। [illegible] ।৹

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৪০, চল্লিশ টাকা।

২৭২৪ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে,

সপ্তচত্বারিংশ খণ্ডে সূচী ছাপা হইতেছে।

৪৬শ খণ্ড গ্রাহক নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে ১৫৸৵০ সাধারণ পক্ষে ২০৸৵০। প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৶০, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ।০।

দশম স্কন্ধের ভিক্ষা ১২, অগ্রিম সাধারণের পক্ষে ৮,।

৬২ অধ্যায়পর্য্যন্ত একাদশ সংখ্যা ছাপা হইয়াছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

"শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত"

সূচী প্রভৃতি সহ সম্পূর্ণ ছাপা শেষ হইয়াছে

আদি, মধ্য, ও অন্ত্যলীলা এবং সূচী ছাপা হইয়া সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছেন। যাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ১০, টাকা ভিক্ষার তৃতীয় সংস্করণ ৪, টাকায় না পাইয়া অপর সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের জন্যই উহার ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছেন। সেই ১০, টাকার এই বিরাট গ্রন্থের শত সংখ্যা মাত্র ৫, টাকা ভিক্ষায় দেওয়া হইতেছে। গ্রাহকগণ সত্বর হউন পরে আর এ সুযোগ থাকিবে না।

শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাস আখ্যাত

শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

সভাষ্য আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র গ্রন্থ ৮, স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫,

নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪৷৷০ টাকা

শ্রীধাম মায়াপুর পথপ্রদর্শনীতে

শ্রীধর ভাণ্ডার, ঢাকা।

ঢাকার প্রসিদ্ধ বস্ত্র ব্যবসায়ী শ্রীধর ভাণ্ডার শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতেছেন। ঢাকার বিখ্যাত মস্লিন ও নানাবিধ মিলের ধুতী, সাড়ী, জামদানী থান এবং খদ্দরের সাড়ী ধুতী, জামদানী সাড়ী, চাদর, ঢাকাই জরি ও সূতার কাজকরা নানাপ্রকার কাপড় চাদর, শ্রীধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপ-প্রদর্শনীতে ৩রা ফেব্রুয়ারী হইতে পাইকারী ও খুচরা বিক্রয় করেন। পশ্চিম ও উত্তরবঙ্গ এবং এলাহাবাদ, বোম্বে, লক্ষ্ণৌ, পাঞ্জাব, মাদ্রাজ, দিল্লী প্রভৃতি স্থান হইতে আগত দর্শক ও ব্যবসায়িগণ স্থান হইতে প্রয়োজনীয় জিনিসাদি লইতে পারিবেন। আমাদের দর যে সুলভ তাহা কাপড় এবং মূল্য বিচার করিলেই বুঝিতে পারিবেন।

প্রদর্শনীর ঠিকানা—

শ্রীধর ভাণ্ডার ষ্টল

শ্রীধাম মায়াপুর নবদ্বীপ প্রদর্শনী

পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর (নদীয়া)

ঠিকানা

[illegible], ঢাকা।

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত ভক্তি গ্রন্থাবলী

যে সব উৎকলবাসী ভক্ত বাংলা অক্ষর পড়িতে জানেন না, তাঁহাদের শ্রীশ্রীল প্রভুর প্রচারিত পরম উপাদেয় ভক্তি-কথা জানিবার স্বর্ণ সুযোগ উপস্থিত। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে উড়িয়া-অক্ষরে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হইয়াছে বাংলা গ্রন্থের তুলনায় উড়িয়া গ্রন্থগুলির ভিক্ষাও অপেক্ষাকৃত অল্প।

গ্রন্থের নাম	ভিক্ষা
শ্রীহরিনাম চিন্তামণি, প্রতিখণ্ড	৷৷০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	১৲
সাধন পথ (শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টক) প্রতিখণ্ড	।০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৷৷০
কল্যাণ কল্পতরু প্রতিখণ্ড	৵০
একত্রে ৩খণ্ড লইলে	।০
গীতাবলী প্রতিখণ্ড	⁄১০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৵১৫
শরণাগতি প্রতিখণ্ড	⁄০
একত্রে ৩খণ্ড লইলে	৵৫

প্রাপ্তিস্থান { শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ, কটক এবং শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, পুরী

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিম্নলিখিত মঠসমূহে প্রাপ্তব্য:—

১। শ্রীচৈতন্য মঠ,— পোঃ, শ্রীধামমায়াপুর, (নদীয়া)।
২। শ্রীগৌরগদাধর মঠ,— চাঁপাহাটি, সমুদ্রগড় পোঃ, (বর্দ্ধমান)।
৩। শ্রীভাগবত আসন,—ভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৪ শ্রীগৌড়ীয় মঠ,—১নং উল্টাডাঙ্গা জংসন রোড, কলিকাতা।
৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ,— চটকপর্ব্বত, পুরী।
৬। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ,—উড়িয়া বাজার, কটক।
৭। শ্রীভাগবত মঠ,—চিরকায়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।
শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ,—৪নং অগস্ত্যকুণ্ডুপুরা, কাশী, ইউ, পি।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,—ছাপাগাল, বৃন্দাবন, মথুরা, ইউ, পি।
শ্রীপরমহংস মঠ,—নিমসার পোঃ, সীতাপুর, ইউ পি।
১১। শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ,—কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল, পাঞ্জাব।
১২। শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠ,—২নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।
শ্রীগদাইগৌরাঙ্গ মঠ,—বালিয়াটি, ঢাকা।
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম,—আমলাযোড়া, রাজবাঁধ পোঃ, বর্দ্ধমান।
১৫। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ,—চুমুরকোন্দা, চিরকুণ্ডা পোঃ, মানভূম।
১৬। শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয় মঠ,—আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী, উড়িষ্যা।
১৭। শ্রীগৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয় ১০১ হনুমান রোড, নিউদিল্লি

এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণের নিকটও নদীয়া-প্রকাশ প্রাপ্তব্য।

১। শ্রীযুক্ত জনার্দ্দন ঘোষ—৫৪ নং ক্লে রোড, খুলনা
২। শ্রীযুক্ত রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিরত্ন—দেওয়ানগঞ্জ, ছোটদিবাড়ী কুচবিহার।
৩। শ্রীযুক্ত রামরঞ্জন রায়—৭৬।১নং শ্রীগোপাল মল্লিক লেন, কলিকাতা।
৪। মিঃ এন ডি, মুখার্জ্জি—এম, এম, ওয়ার্কস দি মল, কানপুর।
৫। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণবিহারী জ্যোতিঃভূষণ—স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া
৬। শ্রীরাসবিহারী দাস অধিকারী, নবদ্বীপ।
৭। শ্রীবিরজামোহন দে—মনমোহন প্রেস, নবাবপুর, ঢাকা।
৮। শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় বেতাইচাঁপা, ২৪ পরগণা।
শ্রীপঞ্চানন চট্টোপাধ্যায় এ, এ,৪ এম্, ধানবাদ

অন্তঃস্থ না ভজে কৃষ্ণ, দুষ্ট সঙ্গ করে। পুনঃ দৈবাৎ আয়া পাপে ডুবি মরে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

৩রা মাঘ শুক্রবার—১৩৩৬

জ্ঞানের কথা

শ্রীভগবানকে জড় দার্শনিকগণ যতই না কেন অণু, বৃহৎ বা অব্যক্ত প্রভৃতি অসীমভাবের শব্দ ব্যবহার দ্বারা পরিচিত করিতে চান, শ্রীভগবান কিন্তু আদৌ তাদৃশ একদেশ-দর্শনের বিষয়ীভূত বস্তু নহেন। তিনি যুগপৎ সর্ব্বব্যাপী ভূমা ও পরমাণু অপেক্ষাও ক্ষুদ্র, যুগপৎ অব্যক্ত এবং ব্যক্ত। দুইটী বিরুদ্ধধর্ম্মের যুগপৎ সামঞ্জস্য একমাত্র তাঁহাতেই সম্ভব বলিয়া তিনি আমাদের প্রাকৃত ইন্দ্রিয়-জ্ঞানের বিচারাতীত তত্ত্ব। আমি হস্তপদনেত্রাদি-বিশিষ্ট হইয়া ভগবদ্ভোগ্য জগৎকে ভোগ করিব আর ভগবান্ নিরাকার নির্বিশেষ হইয়া আমার খেয়ালের চাকর হইবেন, ইহা বড়ই মন্দবুদ্ধির ধারণা। তিনি সর্ব্বযজ্ঞের ভোক্তা ও প্রভুতত্ত্ব হইয়াও নিজের বিশিষ্টত্বের অভাব-হেতু জগদ্ভোগের জন্য তাঁহার অপাশ্রিতা মায়ার নফর আমাকে নিযুক্ত করিবেন, ইহা নিতান্ত প্রলাপিত বাক্য মাত্র। তাঁহার অপ্রাকৃত বিশেষত্ব স্বীকার না করিয়া কিছুতেই নিস্তার পাইবার উপায় নাই।

স্বতন্ত্র স্বেচ্ছাময় স্বরাট্ পুরুষোত্তম মায়াধীশ ভগবান্ লীলাবশতঃ মানব-মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিলেই যে তাঁহাকে প্রাপঞ্চিক বিধির বাধ্য হইয়া মায়াধীনত্ব স্বীকার করিতে হইবে, এ সিদ্ধান্ত কোথা হইতে আসে? তাহা হইলে তাঁহাকে স্বেচ্ছাময় স্বতন্ত্র ইত্যাদি বলা যায় কিরূপে? কোন বিশেষণে বিশেষিত করিব না বলিয়া যে নিরাকার, নির্বিশেষ, জ্যোতির্ম্ময়, ব্রহ্ম ইত্যাদি শব্দ দ্বারা তাঁহাকে আহ্বান করা হয়, তাহাতে কি তাঁহাকে সেই সেই শব্দ দ্বারা বিশিষ্ট করা হয় না? যদি তাঁহাকে নির্ব্বিশেষ বলিতে হয়, তবে তিনি যে সবিশেষ হইবেন না—ইহার প্রমাণ কি? 'নির্ব্বিশেষ' শব্দ দ্বারাই ত' তাঁহার সবিশেষত্ব প্রমাণিত। হয় বল ভগবান্ আমারই ইচ্ছাধীন, আমি তাঁহাকে যখন যে ভাবে স্বীকার করিব, তিনি তখন সেই ভাব স্বীকার করিতে বাধ্য হইবেন; নতুবা বল তিনি স্বতন্ত্র ইচ্ছাময়, তাঁহারই ইচ্ছা পূর্ণ হউক। আমার বিচারের গণ্ডীর মধ্যে আনিয়া ফেলিলেই হয় আমি তাঁহাকে আমারই ন্যায় প্রাকৃতাবয়ব সম্পন্ন করিয়া তাঁহার দেহ দেহি ভেদ বিচার করিব, না হয় তাঁহার নিত্য চিদ্বিশেষত্বে অচিদারোপ করিয়া তাঁহাকে নিরবয়ব করিয়া বসিব। নিজের বিচার-শক্তির বাহাদুরী দেখাইতে গিয়া যে আমাকে মহারৌরবে যাইতে হয়, সে কাণ্ডজ্ঞান আমার নাই।

আমার ন্যায় অচিদ্বিলাসোন্মত্ত চিদ্বিলাস-নিন্দককে লক্ষ্য করিয়া শ্রীভগবান্ স্বয়ংই বলিয়াছেন—

"অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূত-মহেশ্বরম্॥
মোঘাশা মোঘকর্ম্মাণো মোঘজ্ঞানা বিচেতসঃ।
রাক্ষসীমাসুরীঞ্চৈব প্রকৃতিং মোহিনীং শ্রিতাঃ॥
মহাত্মানস্তু মাং পার্থ দৈবীং প্রকৃতিমাশ্রিতাঃ।
ভজন্ত্যনন্যমনসো জ্ঞাত্বা ভূতাদিমব্যয়ম্॥"
(গীতা ৯।১১-১৩)

—মূঢ় লোকসকল রাক্ষসী (হিংসাদি-প্রচুরা তামসী) ও আসুরী (কামদর্পাদি-বহুলা রাজসী) মোহিনী অর্থাৎ বুদ্ধিভ্রংশকরী প্রকৃতিতে মুগ্ধ হওয়ায় আমা হইতে অন্য দেবতা শীঘ্র ফল দিবে এই ভাবিয়া স্বর্গাদি অবান্তর ফলপ্রদ লোকাশায় তাহাদের চিত্ত জপ-তপ-হোম-ব্রত-যজ্ঞাদি পুণ্যকর্ম্মে নিক্ষিপ্ত হয়। তাহাতে তাহারা বিশুদ্ধ জ্ঞানলাভে বঞ্চিত হয়। যদিও তাহারা কখনও বা বুভুক্ষা ছাড়িয়া মুমুক্ষু হয়, তাহাতেও তাহাদের জীবেশ্বরে অভেদ বাদ রূপ দুষ্টজ্ঞান প্রবল হয়, তাহারা আমার ভক্তেচ্ছাবশতঃ স্বীকৃত 'নরাকৃতি পরব্রহ্ম' শুদ্ধসত্ত্বময়ী সচ্চিদানন্দ-মূর্ত্তিকে মানব-তনু মনে করিয়া এই স্থির করে যে, আমি প্রপঞ্চাবধির বশীভূত হইয়া ঔপাধিক শরীর গ্রহণ করিয়াছি। আমি যে এই স্বরূপে সমস্ত ভূতের মহেশ্বর—আমার এই পরম ভাব জানিতে না পারিয়া অবিদ্বৎপ্রতীতিমূলে তাহারা আমাকে মায়াধীন জ্ঞানে অবজ্ঞা করে। কিন্তু হে পার্থ, বিদ্বৎপ্রতীতি সম্পন্ন মহাত্মগণ দেবস্বভাব আশ্রয়পূর্ব্বক তুচ্ছ ফলপ্রদ কর্ম্ম ও আত্মবিনাশী নির্ভেদ ব্রহ্মানুসন্ধানরূপ জ্ঞানের প্রতি আস্থা ছাড়িয়া অনন্যচিত্ত হইয়া সর্ব্বকারণ-কারণ আমার নিত্য কৃষ্ণস্বরূপকেই চরমতত্ত্ব জ্ঞানে ভজনা করেন।

যাঁহারা গীতা আলোচনা করিয়া গীতোক্ত এই সকল শ্লোকের অভিধা অর্থাৎ সহজ সরল স্বাভাবিক অর্থ ছাড়িয়া কষ্ট কল্পনা পূর্ব্বক অন্যার্থ করিয়া শ্রীভগবানের সচ্চিদানন্দ-মূর্ত্তির প্রতি অশ্রদ্ধ হন, তাঁহাদের দুর্দ্দৈবের জন্য সাধুপ্রাণিগণ অত্যন্ত দুঃখ প্রকাশ করেন। শ্রীভগবান্ তাঁহাদিগকে সদ্বুদ্ধি প্রদান করিয়া বিষম মায়াবাদ-হলাহল পান হইতে নিবৃত্ত করুন।

অন্তরে কোন একটি ভ্রান্ত সিদ্ধান্তের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস রাখিয়া বাহিরে যতই না কেন সত্য সিদ্ধান্তের আলোচনা করা যাউক, তাহা কখনই 'সত্য' বলিয়া প্রতীত হইবে না। ভ্রান্তি এমন করিয়া আমাদের হৃদয় জুড়িয়া থাকে যে, আমি যতই না কেন নিরপেক্ষ সমালোচক হইতে যাই, ততই আমাকে কোন ভ্রান্তির অপেক্ষায়ক হইতে হয়। মানব প্রথম হইতেই যদি নিজ ক্ষুদ্র বল বুদ্ধি ভরসাকে সম্বল করিয়া পরতত্ত্বের আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলে পরতত্ত্ব তাহার নিকট তাহারই ধারণার অনুরূপ একটী ক্ষুদ্র তত্ত্ববিশেষ বলিয়া প্রতীয়মান হন। কিন্তু মানব প্রথম হইতেই যদি তাহার যাবতীয় অহঙ্কার ছাড়িয়া পরতত্ত্বকে জানিবার জন্য পরতত্ত্বেরই একান্ত শরণাপত্তি যাচ্ঞা করে, তাহা হইলে তিনি অনুগ্রহ তাহাকে নিরপেক্ষ বিচার-সামর্থ্য প্রদান করিবেন। সেই বিচার-বলে মানব সদ্গুরুপাদাশ্রয়ে ক্রমপন্থায় ভজনে প্রবৃত্ত হয় এবং অনর্থ-নিবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে ভজনোন্নতি-ক্রমে নিজ নিজ অধিকারানুসারে ভগবদুপলব্ধিজনিত আনন্দ লাভে সমর্থ হয়।

গীতা, ভাগবতাদি শাস্ত্র সদ্গুরুর আনুগত্যে আলোচনা-পর না হইয়া স্বাধীন ভাবে আলোচনা করিতে গেলেই বিপরীত বুঝিয়া বসিতে হইবে। গুর্ব্বানুগত্য বুদ্ধিশূন্য হইয়া কোটীকল্প ব্যাপিয়া শাস্ত্র আলোচনা করিলেও ভগবান্ সন্তুষ্ট হইবেন না। শাস্ত্র পাঠ করিতে করিতে শাস্ত্রের উদ্দিষ্ট ভগবদ্বস্তু প্রাপ্ত না হইয়া শাস্ত্রনিষিদ্ধ সংসারাসক্তিই বাড়িয়া চলিবে।

ভক্তিসিদ্ধান্তবিরুদ্ধ ও রসাভাস

(সঃ তোঃ ৬।২)

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আমরা নিম্নলিখিত পদটী দেখিতে পাই—

ভক্তিসিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধ আর রসাভাস।
শুনিলে না হয় প্রভুর চিত্তের উল্লাস॥

এই পদ্যটীতে অনেক সারগর্ভ উপদেশ আছে। আজকাল অনেকগুলি কীর্ত্তন-সম্প্রদায় হইয়াছে। ইহারা আপনাদের সঙ্গীতকে মনোহরসাহী সঙ্গীত বলিয়া উল্লেখ করে। ইহাদের গানের প্রথা এই যে প্রথমে আসরে বসিয়া খোল বাজায়। পরে সুর সাধিয়া লয়। সুর সাধন হইলে একটী গৌরচন্দ্র সম্বন্ধীয় গীত গায়; গৌরচন্দ্রের যে রসের গীত হয় সেই রসের কৃষ্ণলীলা একটি পালা গান হয়। যে সময়ে গৌরচন্দ্রের গীত হয়, তখন গায়ক বাদক ও শ্রোতৃগণ দণ্ডায়মান থাকেন। গৌর-গীত সমাপ্ত হইলে সকলে বসিয়া কৃষ্ণগীত গান করেন ও শ্রবণ করেন। পালাগুলি পূর্ব্ব মহাজন-কৃত গীতে পরিপূর্ণ। যে গৃহস্থ ঐ গানের অনুষ্ঠান করান, তিনি মালা চন্দন ব্যবস্থা করিয়া প্রথমে মালা মৃদঙ্গের উপর দিয়া গায়ক, বাদক ও শ্রোতৃবর্গকে মালা প্রদান করেন।

যদিও এই সঙ্গীতের নাম সাধারণে মনোহরসাহী হইয়াছে, তথাপি অনুসন্ধান করিয়া জানা যায়, সকল গানই মনোহরসাহী নয়। শ্রীমন্মহাপ্রভুর সময়ে শ্রীস্বরূপ গোস্বামীর হস্তাধীনে এইরূপ কীর্ত্তন-গানের বীজ পত্তন হয়। কিন্তু সে সময় গানের এরূপ পারিপাট্য হয় নাই। শ্রীশ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর সময় গানের পারিপাট্য হয়। শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীনিবাস আচার্য্য, শ্রীনরোত্তম দাস ও শ্রীশ্যামানন্দ এই তিন মহাত্মা কিছু দিন শ্রীজীব গোস্বামীর শিক্ষা-শিষ্যরূপে অবস্থিতি করেন। শ্রীজীব গোস্বামীর অনুমোদনে ইঁহারা কীর্ত্তন-পদ্ধতি ব্যবস্থা করিলেন। তিন জনেই সঙ্গীত-শাস্ত্রে মহামহোপাধ্যায় ছিলেন। দিল্লীর কালোয়াতী বিদ্যায় তিন জনেই পারদর্শী। তিন জনেই পরস্পর এক-প্রাণ, একাশয় ও হৃদয়-বন্ধু। কিন্তু উক্ত তিন মহাত্মা ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের লোক। শ্রীশ্রীনিবাস আচার্য্য কাটোয়া প্রদেশ উজ্জ্বল করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রদেশটী মনোহরসাহী পরগণার অন্তর্গত। এতন্নিবন্ধন তাঁহার প্রবর্ত্তিত গান-পদ্ধতির নাম **মনোহরসাহী** গান। শ্রীনরোত্তম দাস রাজসাহী জেলার গরাণহাটী বা গড়েরহাট পরগণার অন্তর্গত খেতুর গ্রামের অধিবাসী, এতন্নিবন্ধন তাঁহার প্রবর্ত্তিত গান-পদ্ধতির নাম **গরাণহাটী** গান। শ্রীশ্যামানন্দ মেদিনীপুর জেলার লোক। তাঁহার প্রবর্ত্তিত গীত-পদ্ধতিকে **রেণেটি** গান বলা যায়। শ্রীজীব গোস্বামী গানাচার্য্যদিগকে উৎসাহ দিবার জন্য শ্রীনিবাস আচার্য্যকে 'প্রভু' পদ, শ্রীনরোত্তম দাসকে 'ঠাকুর' পদ ও শ্রীশ্যামানন্দকে 'প্রভু' পদ দিয়াছিলেন। শ্রীজীব গোস্বামী পরম উদার-স্বভাব ও গুণগ্রাহী। আচার্য্য প্রভু ব্রাহ্মণ, তাঁহাকে 'প্রভু' পদ দেওয়ার কোন আপত্তি ছিল না। শ্রীনরোত্তম দাস কায়স্থ-কুলোদ্ভব এবং শ্রীশ্যামানন্দ সদ্গোপ-কুলোদ্ভব। ইঁহাদের গুণ ও মাহাত্ম্য বিচার করিয়া ঠাকুর ও প্রভু পদ দেওয়া বৈষ্ণবাচার্য্যের উচিত কার্য্যই হইয়াছিল।

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুর অনুমোদনে উৎসাহিত হইয়া আচার্য্যত্রয় আপন আপন প্রদেশে গমন করিলেন। ঐ তিন মহাত্মা গৌড়-ভূমির অলঙ্কার। তাঁহারা গোস্বামীদিগের ন্যায় সংস্কৃত-বিদ্যায় অধিক পণ্ডিত ছিলেন এরূপ বোধ হয় না। কেন না তাঁহাদের বিরচিত কোন সংস্কৃত গ্রন্থ দেখা যায় না। তাঁহারা ব্রজ-রস ভজনে পরিপক্ক, বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তে পারঙ্গত ও গান বিদ্যায় বিশারদ। শ্রীমন্মহাপ্রভুর অপ্রকটের পর বৈষ্ণব-জগতে একটু উপপ্লব হইয়াছিল। প্রভু-বংশে উপযুক্ত পাত্র না থাকায় এবং নানা-মতবাদ প্রবেশ করায় গৌড়ভূমি আচার্য্য-শাসন-রহিত হইয়া পড়িয়াছিল। প্রভু বীরচন্দ্রের স্বতন্ত্র স্বভাব বশতঃ সমস্ত গৌড়ভূমিকে তিনি আয়ত্তাধীনে আনিতে পারেন নাই। শ্রীল অদ্বৈত সন্তানের মধ্যে তখন বড় গোল-যোগ। মহাপ্রভুর পার্ষদ মহাত্মগণ ক্রমে ক্রমে অপ্রকট হইতে লাগিলেন। এই সুযোগে বাউল, সহজিয়া, দরবেশ, সাঁই প্রভৃতি কুপন্থা-প্রচারকগণ স্থানে স্থানে আপন আপন প্রথা প্রচার করিতে লাগিল। শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দনামে সাধারণের বিশেষ বিশ্বাস। স্বীয় স্বীয় কার্য্যোদ্ধার করিবার জন্য তাঁহাদের দোহাই দিয়া উহারা দুর্ভাগা জীবদিগকে কুপন্থা শিখাইতে লাগিল। শ্রীজীব গোস্বামী তখন একমাত্র বৈষ্ণবাচার্য্য। তিনি ব্রজবাসী থাকায় গৌড় মণ্ডলের শোচনীয় অবস্থা শ্রবণে দুঃখিত হইয়া শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভু, শ্রীনরোত্তম দাস ঠাকুর মহাশয় ও শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুকে গৌড়ভূমির ধর্ম্ম-সংস্কারক আচার্য্য রূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়া প্রভু-পরিকর-কৃত সিদ্ধান্ত গ্রন্থ সকল গৌড়ভূমিতে প্রেরণ করিলেন। মহাপ্রভুর ইচ্ছায় ঐ সমস্ত গ্রন্থ পথিমধ্যে অপহৃত হইল। প্রেরিত প্রচারকগণ নিরাশ্র হইয়া নিজ নিজ ভজন বলে আপন আপন গীত-সঙ্গীত অবলম্বন পূর্ব্বক শুদ্ধ বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচার করিতে লাগিলেন।

ঐ সময়ে গানের পদ্ধতিত্রয় স্ব স্ব প্রদেশে প্রবল রূপে প্রচারিত হইল। আচার্য্যত্রয় মধ্যে মধ্যে খেতরি, বিষ্ণুপুর, নবগ্রাম, গোপীবল্লভপুর প্রভৃতি স্থানে মহোৎসব প্রতিষ্ঠাদি কার্য্য উপলক্ষে একত্রিত হইয়া পরস্পর বিচার ও যুক্তি করিয়া কার্য্য করিতে লাগিলেন। ইহঁাদের প্রযত্নে শুদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম্মের পুনরুত্থান হইল, পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রচার হইতে লাগিল। উক্ত তিন প্রচারক গৌড়-ভূমির প্রধান অলঙ্কার ছিলেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

বাউলগণ এরূপ ভয়ানক যে, সৎকার্য্যের বিঘ্ন উৎপাদন করিতে দেয় না। উক্ত [illegible] ও তাঁহাদের অনুচর শ্রীগোবিন্দ দাসাদি মহাজনগণের অদর্শনের সঙ্গে সঙ্গে শুদ্ধধর্ম্ম পুনরায় বিলুপ্ত হইতে লাগিল। গৌড়ভূমিতে শুদ্ধভক্তির বিচার উঠিয়া যাইতে লাগিল। বৈষ্ণবই হউন, শাক্তই হউন বা কর্ম্মকাণ্ডী হউন, আচার্য্যবংশীয়গণ বৈষ্ণবধর্ম্মের ন্যায় প্রচারক বলিয়া কার্য্য করিতে লাগিলেন। কাজে কাজে শ্রীগৌরাঙ্গ নিত্যানন্দাদ্বৈত ও তাঁহাদের প্রবর্ত্তিত শুদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম্ম ক্রমে ক্রমে সুদূর-বর্ত্তী হইয়া পড়িল। এদিকে এইরূপ আচার্য্য-বিপ্লব, আবার বাউল সহজিয়া প্রভৃতির উপদ্রব ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইল। শ্রীবৈষ্ণব ধর্ম্মের দুর্দ্দশা এই সব কারণে আজ পর্য্যন্ত প্রতীয়মান।

সংসারে এবম্ভূত অবস্থায় বৈষ্ণব-বিরুদ্ধ সিদ্ধান্ত সর্ব্বত্র লক্ষিত হইতেছে। কেহ কেহ মায়াবাদকেই বৈষ্ণবধর্ম্ম বলিতেছেন, কেহ কেহ শুদ্ধধর্ম্মের একটু অঙ্গ লইয়া তাহাতে মায়াবাদ ও কর্ম্মবাদ মিশাইয়া একপ্রকার বিকৃত বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার করিতেছেন। যাঁহারা নিরীহ, তাঁহারা "অর্চ্চায়ামেব হরয়ে যঃ পূজাং শ্রদ্ধয়েহতে। ন তদ্ভক্তেষু চান্যেষু স ভক্তঃ প্রাকৃতঃ স্মৃতঃ॥" এই ন্যায় অনুসারে কনিষ্ঠ বৈষ্ণবরূপে অবস্থিত করিতেছেন। বুদ্ধিমান্ শুদ্ধ বৈষ্ণবের নিতান্ত অভাব। শিক্ষকের অভাব হইলে জীবের যে গতি হয়, তাহাই আজকাল গৌড়মণ্ডলের অবস্থা। অন্যান্য বিষয়ে যে সকল দুরবস্থা হইয়াছে, তাহার আলোচনার অবসর এস্থলে নাই। পূর্ব্বোল্লিখিত আচার্য্যত্রয়ের প্রবর্ত্তিত সঙ্গীত-ব্যাপারে যে সকল উৎপাত উপস্থিত হইয়াছে, তদ্বিষয়ে কিছু আলোচনা করিয়া এই প্রবন্ধ সমাপ্ত করিব।

গরাণহাটী কীর্ত্তন আজকাল প্রায় উঠিয়া গিয়াছে। প্রকৃত মনোহরসাহী কীর্ত্তন কেহ কেহ জানেন। প্রকৃত মনোহরসাহী কীর্ত্তনে নূতন অক্ষর দেওয়া পদ্ধতি নাই। মহাজনগণ যে অক্ষর গানে সংযুক্ত করিয়াছেন, তাহাই মাত্র গীত হয়। মনোহরসাহী গীতের অপূর্ব্ব ধারা। দুই চারিবার সুর ফিরাইয়া পদটী গান করিতে করিতে শ্রোতৃবর্গের হৃদয়ে ভাব-সঞ্চার হয়। মহাজনের বাক্যে রসাভাস ও বৈষ্ণববিরুদ্ধ সিদ্ধান্ত নাই। অরসজ্ঞ ব্যক্তি বা গায়ক অক্ষর সংযুক্ত করিলে কাজে কাজেই রসাভাস ও সিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধ কথা হইয়া পড়ে। বৈষ্ণব-সিদ্ধান্ত অতিশয় গম্ভীর। শুদ্ধ-বৈষ্ণবধর্ম্ম যাঁহারা অধিক-দিন সাধুসঙ্গে আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহাদের সিদ্ধান্ত অবশ্যই শুদ্ধ হইবে। বৈষ্ণবরসও পরম গম্ভীর। অধ্যাপকদিগের জড়ালঙ্কারের রস ও চিন্ময় বৈষ্ণব অলঙ্কারের রস—ইহারা স্বভাবতঃ পৃথক্। ব্যবসায়ী গায়কগণ প্রকৃত সাধুসঙ্গ করেন নাই। বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তও ভালরূপ জানেন না। অতএব তাঁহাদের অক্ষরগুলি বৈষ্ণবকর্ণে বজ্রাঘাতের ন্যায় পড়িয়া থাকে। মনোহরসাহী গান অল্পলোকেই গাহিয়া থাকেন। শুদ্ধবৈষ্ণবের মুখে সেই সকল গান শ্রবণ করিলে প্রাণ জুড়াইয়া যায়। ওস্তাদজী বৈষ্ণব দাসের দেহান্তরের পর শ্রীকুলিয়া নবদ্বীপে শ্রীঅদ্বৈতদাস এবং লাখুরিয়া নিবাসী রাগভূষণ শ্রীরসিক লাল দত্ত তথা রঙ্গপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত বরদা প্রসাদ বাগচী মহাশয় প্রভৃতি মনোহরসাহী গান গাহিতেন। কিন্তু শুদ্ধবৈষ্ণবগণের গৌরবিহিত সিদ্ধান্ত সম্মত গান শুনিয়া যাঁহারা একবার রসবোধ করিয়াছেন, তাঁহারা আর অর্থ-ব্যবসায়ী ও লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠা-প্রয়াসী সম্প্রদায়পতি গায়কদিগের গান শুনিতে আর স্পৃহা করেন না। আজকাল অর্থব্যবসায়ী গায়কগণ কেবল রেণেটী পদ্ধতির রঙ্গ গান করিয়া থাকেন। বৈষ্ণবদিগের চিত্তর মান বজায় রাখিবার জন্য মাঝে মাঝে একটী একটী পাকা গান গাহিয়া থাকেন। ব্যবসায়ী গায়কদিগের মধ্যে বেণীদাসের কিছু রসবোধ ছিল। তদ্ভিন্ন আর সকলেই নামে রসিক মাত্র। তাঁহারা রস-বোধ শূন্য এবং বৈষ্ণব-সিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধভাষী। তাঁহাদের গানে রাগরাগিণী রং ঢং যথেষ্ট আছে; কিন্তু বৈষ্ণবের প্রেমভাব অধিক দেখা যায় না। তাঁহারা সমাগত স্ত্রীলোক ও মূর্খ লোক-দিগকে রঞ্জন করিবার মানসে গানে এতদূর অক্ষর দেয় যে, মহাজনের পদটি কোথায় থাকে, তাহা জানা যায় না। মূর্খ লোক বাহবা দেয়, অর্থ দেয়, তাহাতেই তাহারা অহঙ্কারে পরিপূর্ণ। আবার রসের কালাকাল বিচার নাই। বৈষ্ণব-তন্ত্রে নিশান্তলীলা সর্ব্বপ্রথমে হওয়া উচিত। এই অসাধু গায়কগণ নিশান্তলীলা অশেষে গায়। ইহা বৈষ্ণব-সিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধ। আর একটি কথা ইহার মধ্যে ভয়ানক আছে। শ্রীরাধাগোবিন্দের শৃঙ্গারলীলা গীত ও শ্রবণ উচ্চাঙ্গ প্রধান উপাসনা ও নিত্যভজন। এই ভজন-লীলা সর্ব্বসাধারণের নিকট গান করা অনুচিত ও অপরাধ। "আপন ভজন কথা না কহিবে যথা তথা" এই আচার্য্য-বাক্য বিশ্বাস করিলে অর্থ-ব্যবসায়ী গায়ক-দিগের মুখে রসগান শ্রবণ করা অপরাধ হইয়া উঠে। বিগত গানোৎসবে বীর-ভূমস্থ কোন মহাত্মা বৈষ্ণব শ্রীকুলিয়া নব-দ্বীপে গান শুনিতে গিয়াছিলেন। তথায় সর্ব্বপ্রকার অধিকারীর নিকট সম্ভোগ রসের গান হইতেছিল। তচ্ছ্রবণে তিনি ভীত হইয়া চলিয়া গেলেন। গায়ক ও শ্রোতাদিগের এরূপ অপরাধ-ক্রিয়া আজ-কাল নিরঙ্কুশ হইয়া পড়িয়াছে। জগতে অধিকাংশ মনুষ্য বিকৃত, তাহারা রং ঢং ভাল বাসে, প্রকৃত ভজনের নাম লইয়া যথেচ্ছা-চার করিয়া থাকে। যে পর্য্যন্ত এই কুপন্থা স্থগিত না হইবে, সে পর্য্যন্ত শৃঙ্গার রসের গাম্ভীর্য্য থাকিবে না।

হে ভক্তবৃন্দ! স্বার্থপর গায়ক ও ইন্দ্রিয়া-নন্দপর শ্রোতাদিগের সভায় আপনারা রসগান শ্রবণ করিবেন না। প্রাকৃত সভা ত' দূরে যাউক বৈষ্ণবদিগের আখড়ায় এ পদ্ধতি যাহাতে না থাকে, তাহার যত্ন করুন। সর্ব্ব-প্রকার অধিকারী যেখানে উপস্থিত, সেখানে নাম ও প্রার্থনা এবং দাস্যরসের গান হওয়া উচিত। যেখানে অমিশ্র শুদ্ধ রসিক বৈষ্ণব মাত্র উপস্থিত, সেখানে রসগান শ্রবণ করুন এবং রসগান শ্রবণ সময়ে নিজ সিদ্ধ স্বরূপোচিত ভজন-ভাব অনুভব করুন। ইহাতে গান-পদ্ধতি যদি উঠিয়া যায় যাউক, তাহাতেও বৈষ্ণবদিগের মঙ্গল হইবে। অর্থ-লোভে ও ইন্দ্রিয়সুখের প্রত্যাশায় যেখানে সেখানে রসগানের প্রথা থাকিতে দেওয়া নিতান্ত কলির কার্য্য।

বর্ণ-বিপ্লব

(শ্রীযুক্ত সত্যাঞ্জন সেন এম, এ, বি, এল)

"বর্ণাশ্রম-প্রথা ভাল, তবে ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে খারাপ লোকের প্রাদুর্ভাব হওয়ায় এই প্রথা আর সুফল প্রসব করিতে পারিতেছে না।" এই কথাই একজন প্রসিদ্ধ বক্তা সম্প্রতি বলিয়াছেন।

বর্ণাশ্রমকে যতই গালি দেওয়া যাউক না কেন, একথা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না যে, ইহা কোন না কোন আকারে সর্ব্বদেশের সর্ব্ব জাতির মধ্যে প্রচলিত। তবে কোথায়ও বা প্রকৃত বর্ণাশ্রম, কোথাও বা বর্ণাশ্রমের ভ্যাংচানি।

প্রথমে সর্ব্বদেশে সর্ব্ব জাতির মধ্যে ব্রাহ্মণের প্রাধান্য ছিল, পরে ক্ষত্রিয়-প্রাধান্য হয়। বর্ত্তমানে বৈশ্য-প্রাধান্যের সহিত শূদ্র-প্রাধান্যের সঙ্ঘর্ষ চলিতেছে।

ইউরোপে বহু পূর্ব্বে ব্রাহ্মণ-স্থানীয় পোপ এবং কার্ডিনালদের প্রাধান্য এবং মধ্যযুগে নাইটদিগের ক্ষাত্র ব্যবসায়ের আদর ছিল। ফরাসী বিপ্লবের সময়ও ক্ষাত্র শক্তি শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য ছিল, তাহা বার্কের কথায় প্রতিপন্ন হয়। তিনি বলিয়াছিলেন—"বীরত্বের যুগ চলিয়া গিয়াছে। এখন দোকানদারি ও প্রবঞ্চনার যুগ।" নেপোলিয়নও ইউরোপের কোন জাতি-বিশেষকে অবজ্ঞাভরে দোকানদারের জাত বলিতেন। এই সময়কে বৈশ্য শক্তির জাগরণের যুগ বলা যায়।

এখন কৃষক ও শ্রমিক সম্প্রদায়ের জাগরণের যুগ আরম্ভ মাত্র।

টলষ্টয়ের রেজারেক্শন্ নামক গ্রন্থে শ্রমিক আন্দোলনের বীজ দেখিতে পাওয়া যায়। যদি প্রত্যেক লোক সমাজের জন্য কার্য্য করে এবং সমাজ হইতে প্রত্যেককে সমান আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়, তাহা

হইলে মানব জাতির দুঃখের অবসান হইবে—এই ধারণা লইয়া এই সমস্ত আন্দোলনের প্রবর্ত্তকেরা কার্য্য আরম্ভ করেন।

দশ বৎসর পূর্ব্বে আন্তর্জ্জাতিক শ্রমিক-সঙ্ঘ স্থাপিত হয়। সেই সময় হইতে বুর্জ্জোয়াজি অর্থাৎ বৈশ্য সম্প্রদায়ের সহিত লেবর অর্থাৎ শূদ্র-সম্প্রদায়ের প্রকাশ্য সঙ্ঘর্ষ আরম্ভ হয়।

এখনও বৈশ্য-প্রাধান্য এত বেশী যে, প্রতীচ্য শ্রমিক আন্দোলনের নেতৃবর্গ ব্যবসাদার সম্প্রদায়ের নিকট আত্মসমর্পণ করিয়াছেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

ইউরোপে—বিশেষতঃ তুরস্ক ও রুষিয়ায় বৃত্ত ব্রাহ্মণ নাই বলিলেও হয়। অন্য জাতি ব্রাহ্মণের বাসাই সেখানে নাই। বর্ত্তমান ভারতে ব্রাহ্মণের সন্তান ব্রাহ্মণ এই রীতিই প্রবল, তবে তাঁহাদিগের মধ্যে যাঁহারা চাকুরি অর্থাৎ শূদ্রবৃত্তি এবং ব্যবসায় বা বৈশ্যবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছেন, তাঁহাদের সংখ্যাই অধিক। এই বৈশ্যবৃত্তির মধ্যে ভাগবতপাঠ-ব্যবসায়ও ধরা যাইতে পারে। দুঃখের বিষয়, এই সকল বৃত্তবৈশ্য ভাড়াটিয়া ভাগবত-পাঠক আপনাদিগকে ব্রাহ্মণ বলিয়া চালাইয়া এবং পারিশ্রমিক লইয়া ভাগবত-পাঠ ব্রাহ্মণ-বৃত্তি বলিয়া চালাইয়া আপনারাও ঠকিতেছেন এবং সমাজকেও ঠকাইতেছেন।

ব্রাহ্মণের কাজ না করিয়া ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দিলে সমাজে বিশেষ সম্মান পাওয়া যায়, তাহাও ত বোধ হয় না। শৌক্র শূদ্র ডেপুটি এবং শৌক্রব্রাহ্মণ আরদালি—কাহার সম্মান বেশী? তবে শৌক্র-ব্রাহ্মণের পক্ষে পাচকের কাজ পাওয়া অন্যলোক অপেক্ষা সহজ এইমাত্র সুবিধা।

ভারতের সহিত পাশ্চাত্যের পার্থক্য এই যে সেখানে শ্রমিকেরা শ্রমিক বলিয়াই পরিচয় দিয়া অর্থশালী সম্প্রদায়ের সহিত যুদ্ধ করিতেছে। ভারতে সে যুদ্ধ ত আছেই, অধিকন্তু ব্রাহ্মণেরা ইতর জাতির ব্যবসায় কাড়িয়া লইতেছেন, অথচ বর্ণ-গৌরবও ছাড়িতে পারিতেছেন না। আবার শৌক্র-শূদ্র ব্রাহ্মণের বৃত্তি অবলম্বন করিয়াও যে শূদ্র, সেই শূদ্রই থাকিয়া যাইতেছেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমা

শ্রীগৌড়মণ্ডলভূমি, যেবা জানে চিন্তামণি
তাঁর হয় ব্রজভূমে বাস।

শ্রীনবদ্বীপধাম অভিন্ন ব্রজভূমি। ব্রজবিহারী শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরামই নবদ্বীপে শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ। এই শ্রীধামের পরিধি ষোল ক্রোশ। অষ্টদিকে অষ্টদ্বীপ অষ্টদল-পদ্মের ন্যায় এবং মধ্যস্থলে অন্তর্দ্বীপ কর্ণিকাস্বরূপ। এই অন্তর্দ্বীপের অন্তঃস্থলে শ্রীমায়াপুরে **শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেবের জন্মভিটা।** এই নবদ্বীপই শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত নবধা ভক্তির পীঠস্বরূপ

১। **অন্তর্দ্বীপ**—আত্মনিবেদনাখ্য—শ্রীমায়াপুর। ৬। **ঋতুদ্বীপ**—অর্চনাখ্য—রাহুতপুর
২। **সীমন্তদ্বীপ**—শ্রবণাখ্য—সিমুলিয়া। ৭। **জহ্নুদ্বীপ**—বন্দনাখ্য—জান্নগর।
৩। **গোদ্রুমদ্বীপ**—কীর্ত্তনাখ্য—গাদিগাছা। ৮। **মোদদ্রুমদ্বীপ**—দাস্যাখ্য—মামগাছি
৪। **মধ্যদ্বীপ**—স্মরণাখ্য—মাজিদা। ৯। **রুদ্রদ্বীপ**—সখ্যাখ্য—রাতুপুর।
৫। **কোলদ্বীপ**—পাদসেবনাখ্য—কুলিয়া (বর্ত্তমান নবদ্বীপ সহর)

আগামী ২১শে ফাল্গুন (১৩৩৬), ইং ৫ই মার্চ্চ (১৯৩০) বুধবার হইতে নয়দিবস-কাল শ্রীধাম পরিক্রমা এবং তৎপর তিন দিবস **শ্রীগৌরজন্মভিটা** শ্রীমায়াপুরে জন্মোৎসব হইবে। এই পরিক্রমাদি কার্য্যে শুদ্ধভক্তের আনুগত্যে সকলেই যোগদান করুন। ইহাতে কোন **ভেট-প্রথা নাই।** এক দ্বীপ হইতে অন্য দ্বীপে শয্যাদি বহনের সুবন্দোবস্ত আছে।

আগামী ২৮শে মাঘ, ১১ই ফেব্রুয়ারী মঙ্গলবার হইতে চারিদিবসকাল শ্রীধাম মায়াপুরে **শ্রীশ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর** জন্মোৎসবে নামযজ্ঞ ও মহামহোৎসব এবং আগামী ২০শে মাঘ, ৩রা ফেব্রুয়ারী শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-জন্মতিথি হইতে ৩রা চৈত্র ১৭ই মার্চ্চ শ্রীশ্রীগৌরজন্মোৎসব পর্য্যন্ত **শ্রীধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপ-প্রদর্শনী** প্রকটিত হইবে।

শ্রীঅতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, (ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী)
শ্রীকুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ, (ভাগবতরত্ন)
শ্রীনিশিকান্ত সান্যাল, (এম্, এ, ভক্তিসুধাকর)
শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার সম্পাদকগণ।

জড় বিজ্ঞানের দৌড়

অনন্তকালের অর্দ্ধেক আমাদের সম্মুখে এবং অর্দ্ধেক আমাদের পশ্চাতে একথা বলা যায় কিনা তাহা সুধীসমাজের বিবেচ্য। ঐতিহাসিক যুগ দুই তিন সহস্র বৎসর পূর্ব্বে আরম্ভ হইয়াছে বলিলে বোধ হয় ইংরাজী শিক্ষিত সমাজ অমত করিবেন না। প্রাগৈতিহাসিক রহস্য উদ্ঘাটন করিলে আরও দুই তিন সহস্র বৎসরের কথা বলিতে পারা যায়।

নৃতত্ত্ব এবং ভূতত্ত্ব-আলোচকেরা মৃত্তিকার নিম্নে এবং পর্ব্বত-গহ্বরে যে সমস্ত প্রমাণ পাইয়াছেন, তাহার উপর নির্ভর করিয়া, জীব-জগতের প্রারম্ভ পাঁচ লক্ষ বৎসরেরও পূর্ব্বে হইয়াছিল, একথা বলিতে পারা যায়। ক্রমবিকাশ বলেন যে, জীব-জগতের সৃষ্টি দুইশত কোটি বৎসর পূর্ব্বে হইয়াছিল। বর্ত্তমানে আলোচিত বিজ্ঞান ইহার বেশী যাইতে পারে না।

পুরাণ আমাদিগকে আরও পূর্ব্বের ঘটনার কথা বলেন। প্রাচীন গ্রীক ইতিহাসের সমালোচক অধ্যাপক উড্হাউস বলেন, 'পুরাণে ঐতিহাসিক জ্ঞানের বীজ পাওয়া যায়; পূর্ব্বে একথা আমরা স্বীকার করিতাম; যতই বিজ্ঞানের উন্নতিসাধন হইবে, ততই আমরা পুরাণ হইতে ইতিহাস উদ্ধার করিতে পারিব।

গ্রীকদিগের সম্বন্ধে যাহা সত্য, জগতের অন্যান্য জাতির পক্ষেও তাহা সত্য।

নৃতত্ত্ব, জাতি-বিজ্ঞান, প্রাগৈতিহাসিক-তত্ত্ব, ভূতত্ত্ব, লিপিতত্ত্ব এবং মুদ্রাতত্ত্ব আলোচনার ফলে, ক্রমশঃ প্রাচীন ধ্বংস-প্রাপ্ত জাতিসমূহের অস্তিত্বের প্রমাণ পাই।

জড় বিজ্ঞানের সাহায্যে আমরা বড়-জোর কয়েক কোটি বৎসরের সামান্য জ্ঞান লাভ করিতে পারি। কিন্তু অনন্ত কালের কতটুকু অংশ সেই কয়েক কোটি বৎসর?

আমরা মহাজনের মুখে শুনিয়াছি যে, জীব অনাদি কাল হইতে বহির্ম্মুখ। আমাদের জ্ঞাত সময়কাল যত বেশীই হউক না কেন, তাহা অনাদি কালের অতি সামান্য অংশ বিশেষ।

সেই অনাদিকালের ইতিহাস জানিতে হইলে, তাহার একমাত্র উপায় সাধু গুরুর আশ্রয় অবলম্বন করা উচিত।

যে ইতিহাসে কে কোন্ সালে জন্মায় বা মারা যায়, তাহার হিসাব আছে কিনা জানি না, তবে, সাধুমুখে শুনা যায় যে, সেই অমৃত-নিঃস্যন্দিনী বাণী শ্রবণ করিলে অক্ষজ জ্ঞানকে বহুমানন করিবার প্রবৃত্তি থাকে না, হৃদয়-গ্রন্থির ভেদ হয় এবং সর্ব্ব-সংশয় ছিন্ন হয়।

কোন্‌দিকে?

অক্ষজজ্ঞান মানুষের চিন্তাধারাকে নিয়ত পরিবর্ত্তন করে। এক এক সময়ে ইহা এক এক প্রণালীতে ধাবিত হয়। এই প্রক্রিয়া দ্বারাই সভ্যতার যুগ নির্ণীত হয়। বিশিষ্ট সময়ে, বিশিষ্ট দেশে, বিশিষ্ট সম্প্রদায়ের জীবন-ধারাই সেই যুগের সভ্যতা নির্ণায়ক। মনুষ্যজীবনের স্ফূর্ত্তি-প্রাপিকা পারিপার্শ্বিকী অবস্থা কালে কালে পরিবর্ত্তিত হইতেছে, সুতরাং সঙ্গে সঙ্গে মানুষের জীবনের ধারা পরিবর্ত্তিত না হইয়া থাকিতে পারে না।

প্রত্নতত্ত্ববিদ্গণ কখনও বা মনুষ্য-ব্যবহৃত ধাতব পদার্থাদির নামানুসারে বিভিন্ন যুগকে প্রস্তর যুগ বা তাম্রযুগ বলেন; কখনও বা জীবনধারণের উপায় অনুসারে যাযাবর যুগ, মৃগয়া যুগ, কৃষিযুগ, শিল্পযুগ অথবা ব্যবসায়যুগ বলেন; কখন বা মানসিক বৃত্তির স্ফূর্ত্তি অনুসারে, বীরত্বের যুগ, সাহিত্যিক যুগ প্রভৃতি বলেন; অথবা মানুষের প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম বা নীতি অনুসারে পৌরাণিক যুগ, বাইবেল যুগ, বৌদ্ধ যুগ, বৈদিক যুগ, ঔপনিষদ যুগ প্রভৃতি বলেন; আবার কখনও বা শাসন-তন্ত্রানুসারে রাজতন্ত্রযুগ, প্রজাতন্ত্র যুগ প্রভৃতি বলেন।

বর্ত্তমান যুগকে সভ্য জগৎ কলকারখানার যুগ বলিয়া গণ্য করেন। ইহার পর, বোধ হয়, কলকারখানার দরকার হইবে না; বাতাস হইতে বৈদ্যুতিক শক্তি সঞ্চয় করিয়া সমস্ত কার্য্য চলিবে—এমন কি চাষ বাসেরও আবশ্যকতা থাকিবে না। তাহার পরবর্ত্তী যুগে, অনুমান করা যাইতে পারে যে, ঐ শক্তিরও আবশ্যকতা হইবে না।

সুতরাং দেখা যায় যে, এই পরিবর্ত্তনশীল জগতে অক্ষজ জ্ঞান-সম্পন্ন লোকের চিন্তাস্রোত এবং জীবন-প্রবাহ নিয়তই পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, হইতেছে এবং হইবে। কেবলমাত্র অধোক্ষজ শরণ ব্যক্তিগণের সেরূপ পরিবর্ত্তন সম্ভব নয়। অক্ষজজ্ঞানাভিভূত ব্যক্তিরা নিজ চিন্তাধারাদির অবরতা, হেয়তা ও অনুপাদেয়তা অনুভব করিয়া অপর চিন্তাধারা অবলম্বন করিবে, অপর সভ্যতার সৃষ্টি করিবে, কিন্তু কখনই শান্তি পাইবে না, তাহার ভুক্তিকামাবিষ্ট মন তাহাকে ভাড়াটিয়া গাড়ীর ঘোড়ার মত চাবুক মারিয়া মারিয়া দৌড় করাইবে। অক্ষজজ্ঞানীর কৃষ্টি ও প্রগতি পরিণামে এইরূপ ফলই প্রসব করিয়া থাকে। অতএব অধোক্ষজ জ্ঞান লাভই এই ভীষণ ব্যাধির একমাত্র চিকিৎসা।

কিন্তু মানুষ সে কথা শুনিবে না। বর্ত্তমানে ঘোরতর বুদ্ধির যুগ চলিতেছে। এখন শারীরিক যোগ-প্রাপিকা আত্মীয়িকী বিদ্যার আদর; ... অধিরোহ মার্গ অবলম্বন করিয়া ... শিখর আরোহণ করিতে ... -জীবন গর্ত্তে পড়িয়া চুরমার হইয়া যাইবে তাও স্বীকার, তথাপি অবরোহ মার্গ অবলম্বনে বিষ্ণুর পরম পদ লাভ করিবে না।

আমরা কিন্তু আশা ছাড়ি নাই। আমরা জানি যে, বর্ত্তমান যুগেও এমন সাধুগুরু আছেন, যিনি এই স্রোত ফিরাইতে সমর্থ।

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

শ্রীগৌড়ীয়প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৪০৲ চাল্লিশ টাকা।

২৭২৪ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে,

সপ্তচত্বারিংশ খণ্ডে সূচী ছাপা হইতেছে।

৪৬শ খণ্ড গ্রন্থ নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে ১৫।৴০ সাধারণ পক্ষে ১০৸৶০। প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৶০, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ।৴০।

দশম স্কন্ধের ভিক্ষা ১২৲, অগ্রিম দাতাগণের পক্ষে ৮৲।

৬২ অধ্যায়পর্য্যন্ত একাদশ সংখ্যা ছাপা হইয়াছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

"শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত"

সূচী প্রভৃতি সহ সম্পূর্ণ ছাপা শেষ হইয়াছে

আদি, মধ্য, ও অন্ত্যলীলা এবং সূচী ছাপা হইয়া সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছেন। যাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ১০৲ টাকা ভিক্ষার তৃতীয় সংস্করণ ৪৲ টাকায় না পাইয়া অপূর্ব্ব সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের জন্যই উহার ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছেন। সেই ১০৲ টাকার এই বিরাট্ গ্রন্থের শত সংখ্যা মাত্র ৫৲ টাকা ভিক্ষায় দেওয়া হইতেছে। গ্রাহকগণ সত্বর হউন পরে আর এ সুযোগ থাকিবে না।

শ্রীচৈতন্য লীলার ব্যাস আখ্যাধিকারী

শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

সভাষ্য আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র গ্রন্থ ৮৲ স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲

নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪।।০ টাকা

শ্রীধাম মায়াপুর নবদ্বীপপ্রদর্শনীতে

শ্রীধর ভাণ্ডার, ঢাকা।

ঢাকার প্রসিদ্ধ বস্ত্র ব্যবসায়ী **শ্রীধর ভাণ্ডার** শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতেছে। **ঢাকার বিখ্যাত মস্‌লিন** ও নানাবিধ মিহির ধুতী, সাড়ী, জামদানী থান এবং **খদ্দরের** সাড়ী ধুতী, জামদানী সাড়ী, চাদর, রাউকীন, **মুগার কাজকরা** নানাপ্রকার কাপড়, চাদর, **শ্রীধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপ-প্রদর্শনীতে** তথা সেক্রেটারী হইতে পাইকারী ও খুচরা বিক্রয় হইবে। পশ্চিম ও উত্তরবঙ্গ এবং এলাহাবাদ, বোম্বে, লক্ষ্ণৌ, পাঞ্জাব, মাদ্রাজ, দিল্লী প্রভৃতি স্থান হইতে আগত দর্শক ও ব্যবসায়িগণ এই স্থান হইতে প্রয়োজনীয় জিনিষাদি লইতে পারিবেন। আমাদের দর যে **সুলভ** তাহা কাপড় এবং মূল্য বিচার করিলেই বুঝিতে পারিবেন।

প্রদর্শনীর ঠিকানা—

শ্রীধর ভাণ্ডার ষ্টল

শ্রীধাম মায়াপুর-নবদ্বীপ-প্রদর্শনী

পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর (নদীয়া)

ঢাকার ঠিকানা

শ্রীধর ভাণ্ডার, [illegible] নবাবপুর, ঢাকা।

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত ভক্তি গ্রন্থাবলী

যে সব উৎকলবাসী ভক্ত বাংলা অক্ষর পড়িতে জানেন না, তাঁহাদের শ্রীশ্রীল প্রভুর প্রচারিত পরম উপাদেয় ভক্তি-কথা জানিবার সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে উড়িয়া-অক্ষরে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হইয়াছে বাংলা গ্রন্থের তুলনায় উড়িয়া গ্রন্থগুলির ভিক্ষাও অপেক্ষাকৃত অল্প।

গ্রন্থের নাম	ভিক্ষা
শ্রীহরিনাম চিন্তামণি, প্রতিখণ্ড	।।০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	১৲
সাধন পথ (শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টক) প্রতিখণ্ড	।০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	।।০
কল্যাণ কল্পতরু প্রতিখণ্ড	৵০
একত্রে ৩খণ্ড লইলে	।০
গীতাবলী প্রতিখণ্ড	৴১০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৶১৫
শরণাগতি—প্রতিখণ্ড	৴০
একত্রে ৩খণ্ড লইলে	৶৫

প্রাপ্তিস্থান { শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ, কটক এবং শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, পুরী

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিম্নলিখিত মঠসমূহে প্রাপ্তব্য:—

১। শ্রীচৈতন্য মঠ,—পোঃ, শ্রীধামমায়াপুর, (নদীয়া)।
২। শ্রীগোরগদাধর মঠ,—চাঁপাহাটি, সমুদ্রগড় পোঃ, (বৰ্দ্ধমান)।
৩। শ্রীভাগবত আসন,—ভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৪ শ্রীগৌড়ীয় মঠ,—১নং উল্টাডাঙ্গা জংসন রোড, কলিকাতা।
৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ,— পোঃ কুঠী, পুরী।
৬। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ,— উড়িয়া বাজার, কটক।
৭। শ্রীভাগবত মঠ,—চিরাকিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।
৮। শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ,—৮নং জগজ্জীবনপুরা, কাশী, ইউ, পি।
৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,—ছীপীগলি, বৃন্দাবন, মথুরা, ইউ, পি।
১০। শ্রীপরমহংস মঠ—নিমসার পোঃ, সীতাপুর, ইউ পি।
১১। শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ,—কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল, পাঞ্জাব।
১২। শ্রীমাধবগৌড়ীয় মঠ,— ৯০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।
১৩। শ্রীগদাইগৌরাঙ্গ মঠ,— বালিয়াটি, ঢাকা।
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম,—আমলাজোড়া, রাজবাঁধ পোঃ, বৰ্দ্ধমান।
১৫। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ,— ভুমুরকোন্দা, চিরকুণ্ডা পোঃ, মানভূম।
১৬। শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয় মঠ,—আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী, উড়িষ্যা।
১৭। গৌঃ মঠ কার্য্যালয় ১০১ ওয়ান্ড রোড নিউদিল্লি

এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণের নিকটও নদীয়া-প্রকাশ প্রাপ্তব্য।

১। শ্রীযুক্ত জনার্দ্দন ঘোষ—বড় লাল কে রোড, খুলনা
২। শ্রীযুক্ত রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিরত্ন—দেওয়ানগঞ্জ, হলদিবাড়ী কুচবিহার।
৩। শ্রীযুক্ত রামরঞ্জন রায়—৭৬।২নং শ্রীগোপাল মল্লিক লেন, কলিকাতা
৪। মিঃ এন্ ডি, মুখার্জ্জি—এম, এম, ওয়ার্কস দি মল, কানপুর।
৫। শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী জ্যোতির্ভূষণ—স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া
৬। শ্রীরাসবিহারী দাস অধিকারী, নবদ্বীপ।
৭। শ্রীবিরাজমোহন দে—মনমোহন প্রেস, নবাবপুর, ঢাকা।
৮। শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় বেড়াচাঁপা, ২৪ পরগণা।
শ্রীপঞ্চানন চট্টোপাধ্যায় এ, এ, বি এম, মানবাদ

অনুক্ষণ না করে কৃষ্ণ-ভুক্ত সঙ্গ করে, পুনঃ সেইসব-মায়া পাশে ডুবি মরে।

তন্ময়ঠের গ্রন্থাবলী

শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুর বিরচিত

ভক্তি-গ্রন্থাবলী।

উৎকৃষ্ট কাগজে বিলাতী ধরণে বাঁধাই

স্বর্ণালঙ্কৃত। চতুর্থ সংস্করণ। বিস্তৃতবিষয় সূচীসহ

জৈবধর্ম্ম

বাঁধাই ২৲ দুই টাকা

প্রকাশিত হইয়াছে

সনাতন ধর্মশাস্ত্র বেদ, বেদান্ত, উপনিষৎ গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত, পুরাণ, তন্ত্রাদি সকল গ্রন্থ পাঠ করিবার অবসর অতি অল্প মানবের ঘটিয়া থাকে। অনেকের যোগ্যতা না থাকায় সেই সমস্ত গ্রন্থের মর্ম্ম অবগত হইতে পারেন না। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বাঙ্গালীর এই অসুবিধা দূরীকৃত করিবার জন্য এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

বিদ্যালয়ের ছাত্র বা শিক্ষকগণের বিশেষ পাঠ্য, এই হেতু শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টার বাহাদুর ইহা সমস্ত বিদ্যালয়ের জন্য অনুমোদন করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

প্রথম খণ্ড ভিক্ষা ১৲ একটাকা

ভক্তিপূর্ণ শাস্ত্রবাক্য দ্বারা প্রত্যেক মানবের নিত্য কর্ত্তব্য ও অনিত্য সাময়িক কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। গ্রন্থের প্রতি উক্তি সনাতন শাস্ত্রবাক্য দ্বারা সমর্থিত ও প্রমাণিত হইয়াছে। দেহের, মনের ও আত্মার ধর্ম্ম কি? স্বদেশ, স্বধর্ম, নীতি, ধর্ম্ম কি? ইত্যাদি বিষয় ক্রমানুসারে এমন সুন্দরভাবে যুক্তিসহকারে আলোচিত হইয়াছে যে, প্রথম পংক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত পাঠ না করিয়া নিবৃত্ত হওয়া যায় না।

শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ভিক্ষা ৵০

ঐ প্রমাণ খণ্ড ভিক্ষা ৵০

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিহার ও লীলাভূমি নয়টী দ্বীপসমন্বিত। এই নব দ্বীপের প্রাচীন বিবরণ— প্রত্যেক দ্বীপে শ্রীমহাপ্রভুর লীলা—প্রত্যেক দ্বীপের পরিচয়, শ্রীধাম-মাহাত্ম্য—নামাপরাধ কি? ইত্যাদি বিষয় বিশেষভাবে মনোহর ছন্দে বর্ণিত। পকেট সাইজ প্রায় ৭০ পৃষ্ঠা।

শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ

উজ্জ্বল রয়েল ৮ পেজী উত্তম কাগজে ছাপা— শ্রীনবদ্বীপধাম দর্শনে ভাবুক দর্শনকারীর কি প্রকার ভাবের উচ্ছ্বাস হয়, তাহা এই গ্রন্থে বর্ণিত। অতি চমৎকার। ভিক্ষা চারি আনা।

শ্রীউপদেশামৃত

৷৵০ দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভুকে উপদেশচ্ছলে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিচার অতি সুন্দরভাবে ব্যক্ত হইয়াছে। ইহা ছাড়া শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদিষ্ট শিক্ষা ও উপদেশ বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-জগতে অভিনব গ্রন্থ !!

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতি-গ্রন্থাবলী :-

শরণাগতি

পকেট সাইজ
অষ্টম সংস্করণ
ভিক্ষা ৴০ আনা

দেহ ও মনের চেষ্টা আনন্তাবস্থ হইয়া যখন জীব বুঝিতে পারে, তখন একমাত্র নিত্যবস্তু শ্রীভগবানের প্রতি তাঁহার কোন জাতীয় আবেগময়ী প্রার্থনা হয় এবং শ্রীভগবানে সর্ব্বান্তঃকরণে নিষ্কপটে কি প্রকারে শরণাপন্ন হইতে হয়, ইত্যাদি বিষয়ক প্রাণস্পর্শী প্রার্থনা ও আত্মসমর্পণমূলক গান। আটটি সংস্করণও প্রকাশিত হইয়াছে।

ভিক্ষা প্রতি খণ্ড ৴০ এক আনা।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা— ৴০, নবদ্বীপশতক— ৴০

অর্থপঞ্চক— ৴০

কল্যাণকল্পতরু

পকেট সাইজ
পঞ্চম সংস্করণ
ভিক্ষা ৴১০

আমরা প্রত্যহ নূতন অভাব ও কামনার বশবর্ত্তী হইয়া পুনঃপুনঃ যে অকল্যাণকে কল্যাণ বলিয়া গ্রহণ করি এবং যাহার নিকট কল্যাণ কামনা করি, তিনি যে নিত্য বা যথার্থ কল্যাণ প্রদানে অসমর্থ এবং কোন বস্তু আমাদের নিত্য কল্যাণপ্রদ এবং কি ভাবে আমরা সেই কল্যাণলাভে সমর্থ হইব, এই সকল কথা সরল গানে লিখিত। এই গীতিগ্রন্থ বাস্তবিকই কল্যাণের কল্পতরু; দান প্রত্যেককে নিত্যকল্যাণ প্রদানে

শ্রীল চক্রবর্ত্তি-ঠাকুরের টীকা সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠাকুর কৃত টীকা ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কৃত বঙ্গানুবাদ। টীকাকারের জীবনী, শ্লোক-সূচি, বিষয়সূচি প্রভৃতি বহু প্রয়োজনীয় বিষয় সম্বলিত প্রায় ৮২৫ পৃষ্ঠা। উৎকৃষ্ট সিল্কে বাঁধাই ২৲ দুই টাকা, কাগজে বাঁধা ১৷০

শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ-কৃত ভাষ্য সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

কাগজ ও ছাপা উৎকৃষ্ট। সিল্কে বাঁধাই, সোনার জলে নাম লেখা রাজসংস্করণ ১৲ টাকা, সাধারণ সংস্করণ ৷০, গৌড়ীয়ের গ্রাহকপক্ষে ৷০

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি (সাম্প্রদায়িক কোষগ্রন্থ)

বিষয়:—১। ভক্তিশাস্ত্রে ব্যবহৃত শব্দাবলীর অর্থ, ২। চারি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের চরিত্র, ৩। নিকুঞ্জবৈষ্ণবসম্পর্কিত শ্রীমন্দির ও শ্রীবিগ্রহের বিবরণ, ৪। বৈষ্ণবগ্রন্থ ও প্রবন্ধসমূহের তাৎপর্য্য ও বিবরণ, ৫। বিষয় বিশেষের শ্লোক ও শাস্ত্রীয় আকরমূলে ব্যবহার্য্য তথ্য। সচিত্র প্রকাশিত হইয়াছে। ১ম খণ্ড ৷০, ২য় খণ্ড ৷৵০, ৩য় খণ্ড ৷৵০, ৪র্থ খণ্ড ৷৵০, ৫ম খণ্ড একত্রে ৩৲ (৫ম খণ্ড যন্ত্রস্থ)।

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ—১ম খণ্ড ১৲ এক টাকা

২য় খণ্ড ১৲ এক টাকা- শ্রীমদ্ভাগবতের গ্রাহক ও গৌড়ীয় গ্রাহকগণ ১৷০ টাকায় দুইখণ্ড পাইবেন। বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমজ্জীব গোস্বামিপাদের রচিত ইহা ষট্‌সন্দর্ভের অধিক প্রয়োজনীয় অংশ। প্রতি খণ্ড ডবল ক্রাউন ৮ পেজী ৩৫ পৃষ্ঠা আকারে মুদ্রিত হইতেছে।

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য সঙ্কলিত

সদাচারস্মৃতি

ভিক্ষা ৴০ মাত্র

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (প্রাচীন নবদ্বীপ) নদীয়া

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

হোলার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ৬ ড্রাঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ছোটবোতলের সমপরিমাণ ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ৬০ আনা, পাঁইট ৷৷০ আনা, বোতল ১৷০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা।

রেজেষ্টরীকৃত

মদন মঞ্জরী

বটিকায় স্বপ্ন ও ধাতুবিকার, ইন্দ্রিয়শক্তির হ্রাস, প্রস্রাবে শুক্রপাত, অজীর্ণ, মাথাধোরা, বুক ধড়ফড়ানি, অনিদ্রা প্রভৃতি লক্ষণ সত্বর নির্দ্দোষ আরোগ্য হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ৬০ বটী ১৲ এক টাকা।

"নপুংসকারি ঘৃত"

পুরুষত্বহানি রোগে বাহ্যপ্রয়োগ দ্বারা আরোগ্য করিয়া শক্তিসম্পন্ন করে। মূল্য ২ তোলা ১৲ টাকা।

"রমণবিলাসিনী বটিকা"

বীর্য্যধারণ করত সম্ভোগশক্তি স্থায়ী ও বৃদ্ধি করিতে অত্যাশ্চর্য্য। মূল্য ১৬ বটী ১৲ এক টাকা।

রাজবৈদ্য নারায়ণজী, কেশবজী,

১৭৭নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

বিজ্ঞাপন

সাবধান! সাবধান!! সাবধান!!!

জে, বি, দত্তের ঢাকাশিশি বাদাম তৈল

আদি ও অকৃত্রিম এবং উপকারিতায় সর্ব্বজন পরিচিত ও বহু প্রশংসিত।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী *J. B. Datta & Co.* নাম লেখা দেখিয়া খরিদ করিবেন। নতুবা জুয়াচোরগণ কমদরের কৃত্রিম তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে।

বিনীত—জে, বি, দত্ত

ফেরাস কুইনিন

নূতন এবং পুরাতন ম্যালেরিয়ার যম

ইহাতে উপযুক্ত মাত্রায় আয়রন, হাইড্রোক্লোর কুইনিন, আর্সেনিক এবং ষ্ট্রিক্‌নিন আছে।

এই ফেরাস কুইনিন দ্বারা ইনজেকসন করিলে একটী বা দুইটী ইনজেকসনেই সকলপ্রকার কঠিন ম্যালেরিয়া জ্বর বন্ধ করে এবং ছয় হইতে বারটী ইনজেকসনে ম্যালেরিয়ার সমস্ত উপসর্গ নষ্ট করিয়া দেয়।

৬ এম্পুলপূর্ণ প্রতি বাক্স—মূল্য ২৲, ৩৲ টাকা

বাইও-কেমিক্যাল এণ্ড ক্লিনিক্যাল ল্যাবরেটারীতে প্রস্তুত। ২৯১ [illegible], কলিকাতা।

পরবিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

এখানে আহার এবং বাসস্থান দিয়া বিদ্যার্থিগণকে বিভিন্ন শিক্ষণীয় বিষয় শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। অনেক ছাত্র ইতোমধ্যেই আসিয়া পাঠ আরম্ভ করিয়াছেন। বর্ত্তমান বর্ষে সকল ছাত্রই গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

প্রধান অধ্যাপক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রচন্দ্র কাব্য-ব্যাকরণ-সাংখ্য-বেদান্ত-ষড়দর্শন-তীর্থ, সাংখ্যভূষণ, বেদান্তরত্ন, সাহিত্যশাস্ত্রী, ষড়দর্শনাচার্য্য।

অধ্যাপক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গৌরদাস ব্রহ্মচারী ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীধাম মায়াপুর পরবিদ্যাপীঠ, (নদীয়া)।

বেদনাঞ্জন

শ্রেষ্ঠরত্ন

কলিকাতা কংগ্রেস একজিবিসন হইতে বহু প্রশংসা প্রাপ্ত ও বহু গণ্যমান্য ভদ্রমহোদয়গণ কর্ত্তৃক প্রশংসিত।

আজকাল বাজার-চলন মিশ্রিত ও বিষাক্ত আহার্য্য সেবনে শরীরের রক্ত অত্যন্ত দোষিত হইয়া পড়িতেছে। রক্তই মানব-দেহের শ্রেষ্ঠ উপাদান, এই রক্ত দোষিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মানব বাত, বেদনা, মাথাধরা, মাথাঘোরা, দর্শনশক্তির হ্রাস, দাঁতের গোড়া ফুলা, দাঁত কনকনানি, দাঁতে পোকা এবং খোস, চুলকানি প্রভৃতি কষ্টদায়ক চর্ম্মরোগে আক্রান্ত হইতেছে। যদি আপনি একেবারে ব্যাধিমুক্ত হইতে চান, তাহা হইলে অযথা পয়সার অপব্যয় না করিয়া অল্প ব্যয়ে এক শিশি বেদনাঞ্জন ক্রয় করিয়া ইহার কার্য্যকারী-শক্তি উপলব্ধি করুন। গুণের তুলনায় মূল্য অতি সামান্য, এক শিশি ।৵০ আনা মাত্র, মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান—এ, সি, চাটার্জ্জী এণ্ড ব্রাদার্স।

কলেজ স্কোয়ার কেনা, সালকিয়া হাওড়া

সকল মণিহারী দোকানে ও বড় বড় ডাক্তার খানায় পাওয়া যায়।

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

যদিও অদ্যাপি প্রকৃত মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য, তথাপি যাহারা নানাবিধ অনিয়মিত উপায়ে অপরিমিত শক্তি নষ্ট করিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন এবং নানা প্রকার মেহ, প্রমেহ ধাতুদৌর্ব্বল্য, স্নায়বিক দুর্ব্বলতা, বহুমূত্র, দুঃস্বপ্ন, পারদসংক্রান্ত পীড়া, অর্শ এবং স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে যাহারা বাধক, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, সূতিকা, শ্বেত ও রক্তপ্রদর, হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি রোগে ভুগিয়া জীবনে নিরাশ হইয়াছেন, তাঁহারা আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটার সাহেবের আবিষ্কৃত **ইলেক্ট্রিক সলিউসন** ব্যবহার করিয়া বাঁচিতে পারেন, তাহার শত সহস্র প্রমাণ প্রতি বৎসরেই পাওয়া যাইতেছে। যাঁহারা অন্যান্য বহুবিধ ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরোগ্য হইতে পারেন নাই, তাঁহারা একবার এই ঔষধটী ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক মাসের ব্যবহারোপযোগী এক শিশি ঔষধ ডাকমাশুল সহ ২।০ টাকা মাত্র।

সোল এজেণ্ট—ডাঃ ডি, ডি, হাজরা।

ফতেপুর, গার্ডেনরিচ পোষ্ট, কলিকাতা।

ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

অধ্যক্ষ

শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম,এ, এফ,সি,এস (লণ্ডন)

ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক

(প্রফেসার)

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ বিশুদ্ধ ও শাস্ত্রমতে নিজ তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হয়। পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ক্যাটালগ পাঠান হয়। রোগের বিবরণ জানাইলে যত্নপূর্ব্বক ব্যবস্থা দেওয়া হয়। চিঠি পত্রাদি সম্পূর্ণরূপে গোপন রাখা হয়।

মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দুর)

(বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৪৲ টাকা

উৎকৃষ্ট স্বর্ণ, পারদ ও আমলাসার গন্ধক দ্বারা যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। নিত্য প্রয়োজনীয় সর্ব্বরোগনাশক মহৌষধ

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৩৲ টাকা

উৎকৃষ্ট কাশীর আমলকী, বংশলোচন প্রভৃতি যাবতীয় উপাদানে পূর্ণ মাত্রায় যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। কাশ, কাশি, সর্দ্দি, যক্ষ্মা, ক্ষয়রোগ, হৃদরোগ প্রভৃতি রোগের মহৌষধ। সর্ব্বপ্রকার দুর্ব্বলতা নাশক অতিশয় পুষ্টিকর মহৌষধ বা খাদ্য বিশেষ।

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬৲ টাকা

ইহা সেবনে ধাতুদৌর্ব্বল্য, শুক্রক্ষীণতা, স্বপ্নদোষ, প্রমেহ ও ধ্বজভঙ্গ সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায়। ইহা অপরিসীম আনন্দদায়ক রসায়ন

অবলাবান্ধব যোগ

প্রদর, বাধক প্রভৃতি জরায়ুদোষ ও যোনিগত দুরারোগ্য রোগের মহৌষধ

মূল্য—১৬ মাত্রা ২৲ টাকা। ৫০ মাত্রা ৫৲ টাকা মাত্র

বিশুদ্ধ জল! ভয় নাই! বিশুদ্ধ জল!!

লক্ষ্মী টিউব-ওয়েল কোং

২০৫নং নবাবপুর, ঢাকা

বর্ত্তমান-যুগের নব-আবিষ্কৃত সর্ব্বাপেক্ষা উন্নত বৈজ্ঞানিক-খনন-প্রণালীতে নলকূপ (*Tube-well*) নির্ম্মাণ করা হয়। বঙ্গের লাট বাহাদুর, প্রাইভেট সেক্রেটারী, ডিষ্ট্রীক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট, জিলা-বোর্ডের চেয়ারম্যান, ইঞ্জিনিয়ার, জমিদার, তালুকদার প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত ভদ্রমহোদয়গণ এই কোম্পানীর কার্য্য দেখিয়া প্রশংসা করিয়াছেন। রাসায়নিক পরীক্ষায় জল বিশুদ্ধ না হইলে মূল্য গৃহীত হয় না। বিস্তৃত বিবরণের জন্য পত্র লিখুন

বিজ্ঞাপিত কেন?

সাধারণের হিতার্থে, মানবের দুঃখ না হইতে পারে তাহার পন্থা ইত্যাদি সম্বলিত "কামশাস্ত্র" গ্রন্থখানি যিনি পাঠ করেন নাই, তিনি আবেদন করতঃ বিনামূল্যে প্রাপ্ত হউন। ইহা পাঠে উপকৃত হইয়া ৭৫০০০ হাজার লোক কৃতজ্ঞ হইয়াছেন। প্রায় ৫০ বৎসরের পরীক্ষিত, শুক্রতারল্য, স্বপ্নদোষ ইত্যাদির যম "আতঙ্ক-নিগ্রহ বটীকা" প্রতি কৌটার মূল্য ১৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান—আতঙ্ক-নিগ্রহ ফার্ম্মাসী, ২১৪ নং বহুবাজার কলিকাতা।

মনোমোহন প্রেস

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা

পূর্ব্ববাঙ্গালায় সুলভে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত

বৈদ্যুতিক মেশিনে দিবারাত্র কাজ চলিতেছে

বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা।

শ্রীমায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ ব্রহ্মচারী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

স্থানীয় সংস্করণ

Registered No. C 1514

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চ ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩॥০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র।

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৴৫

৪র্থ খণ্ড] সম্পাদক—প্রত্নবিদ্যালঙ্কার শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী [২৬৭ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্য মঠ শ্রীধাম মায়াপুর ৪ঠা মাঘ শনিবার ১৩৩৬ ১৮ই জানুয়ারী ১৯৩০

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভাগবতম্—শ্লোক সূচী, বিষয়-সূচী প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত। ভিক্ষা, প্রতি খণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৶০ গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশ গ্রাহক পক্ষে ।/০
ভাষ্য-সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ) ৫৲
গৌড়ীয়-গৌরব ৶০
৪। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।০
ভজনরহস্য ॥০
৬। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
,, ,, ,, আবাঁধা ৸০
গীতা (শ্রীবলদেবভাষ্যসহ) বাঁধা ২৲ আবাঁধা ১॥০
৮। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি-টীকা-সহ) বাঁধা ২৲ আবাঁধা ১॥০
গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ॥০
৯। যুক্তিমল্লিকা গুণসৌরভঃ সানুবাদ (মাধ্ব) ২৲
বেদান্ততত্ত্বসার সানুবাদ (রামানুজীয়) ॥০
। জৈবধর্ম্ম ২৲
। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৪। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ॥৶০
১৫ দীপ-দিগ্দর্শন ৵০
১৬। সাধনপথ (৩য় সংস্করণ) ।৶০
১৭। আচার ও আচার্য্য ।
১৮। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
১৯। (ভক্তিরত্নাকর নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৵০
২০। শ্রীনবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
২১। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য (প্রমাণখণ্ড) ৶০
২২। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ /০
২৩। শ্রীগৌড়মণ্ডল-পরিক্রমা দর্পণ ।০
২৪। শরণাগতি, গীতাবলী, সাধনকণ, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, নবদ্বীপশতক, [illegible] মোট ।৶০
২৫। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ও অর্চ্চনকণ ৵০
২৬ সাধককণ্ঠমণি
২৭। সংস্কার-দীপিকা
২৮। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড) ৩৲
২৯। ব্রহ্মসংহিতা ॥০
৩০। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ৸০
৩১। মণিমঞ্জরী সানুবাদ
৩২। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ
৩৩। শ্রীচৈতন্যভাগবত (বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ)

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

শ্রীধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপ-প্রদর্শনী, নদীয়া

(৩রা ফেব্রুয়ারী হইতে ১৭ই মার্চ্চ, ১৯৩০ পর্য্যন্ত)

প্রদর্শনীর সকল জ্ঞাতব্য বিষয়ের জন্য
সেক্রেটারী মহোদয়ের নিকট
আবেদন করুন।

শ্রীকুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ,
শ্রীচৈতন্য মঠ, শ্রীধাম মায়াপুর পোঃ আঃ, (নদীয়া)।

ইংরাজী ভাষায় ভক্তিগ্রন্থ

১ শ্রীচৈতন্যচরিত ও শিক্ষা
২ নামভজন
৩। বৈষ্ণবধর্ম্ম আসল ও মেকি
৪। ভাগবতীয় দর্শননীতি ও ধর্ম্ম
৫। কাম ও প্রেমধর্ম্ম
৬। গৌড়ীয়মঠ কি করেন

দেবনাগরাক্ষরে ভক্তিগ্রন্থ

১। শ্রীশিক্ষাষ্টকম্
২। সটীক শিক্ষাদশমূলম্
৩। মধ্বগ্রন্থ[illegible]
৪। গৌড়ীয়ধর্ম্ম পরিচয়ঃ /০
৫। সিদ্ধান্তসরস্বতী-দিগ্বিজয়ঃ ॥০
৬। তত্ত্বসূত্রম্ ।০

গভর্ণমেণ্ট হইতে রেজিষ্টারী করা—

সর্ব্বপ্রকার প্লীহা লিভার সংযুক্ত ম্যালেরিয়া

জ্বরের সাক্ষাৎ যম

পারফলিন

টনিক ও সালসা। পথ্যের বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই। এক দাগেই প্লীহা, লিভার ধ্বংস হয়। ফলেন পরিচীয়তে'

এক দাগে জ্বর পালায়, ফিরে জ্বর আর হয় না

একদাগে জ্বর পালায়, তিন দাগে সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়। এমন উপকারী ঔষধ আর নাই। ২।৪ দাগ ঔষধ সেবনে যদি আপনার জ্বর একেবারে ভাল হয়, সেই প্রকৃত ঔষধ খাওয়া উচিত নয় কি? একণে সাবধান হউন এবং জানিয়া রাখুন, আর মিছামিছি বাজে বোতল ২ রবের জল খেয়ে শয্যাগত হইয়া প'ড়ে পরে হয়রাণ হয়েন কেন? সুতরাং ॥০ আনার পারফলিনই একটি জ্বর রোগীর পক্ষে যথেষ্ট; এমন প্রত্যক্ষ উপকারী জ্বরের ঔষধ আর নাই। সকালে জ্বর হইলে বৈকালে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবেন, ডাক্তার ডাকিতে হয় না। মূল্য প্রতি শিশি ৸৴০ আনা, ডজন ৫।০ আনা।

এজেণ্ট—মেসারস্ এম, ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং, ১০ নং বনফিল্ডস্ লেন, কলিকাতা

আয়ুর্ব্বেদ সম্মত বায়ু পিত্ত বাত নাশক

ত্রিগুণ তৈল

যুগল-মূর্ত্তি মার্কা

সর্ব্বত্র পাওয়া যায়।

আসল ও আদি

শিশি ৸০ আনা, ডজন ৮৴

ভিঃ পিঃ ও রেলওয়ে প্যাকিং স্বতন্ত্র।

যুগল-মূর্ত্তি মার্কা এং বটকৃষ্ণ পাল দেখিয়া লইবেন।

এমন মহোপকারী তৈল আর নাই

গভর্ণমেণ্ট হইতে রেজিষ্টারী করা-

মহর্ষি চরক শাস্ত্রোক্ত বৈধমতে উপাদানে খাঁটী কাঁচা রক্তিল তৈলে মৃগনাভি, কস্তুরী, গোলাপ, চামেলী, হেনা, চন্দন, খসখস, বেলা, প্রভৃতি মূল্যবান মহৌষধাদি দ্রব্য সংমিশ্রণে প্রস্তুত বিধায় ছয় ঋতুতেই সমভাবে ইহার অমৃতোপম গুণ ও গন্ধ উপলব্ধি হইয়া থাকে। ফলতঃ এই সর্ব্বগুণসম্পন্ন পরম পবিত্র ত্রিগুণ তৈল নিত্য ব্যবহারে সাধারণতঃ দৈহিক ও মানসিক অবসাদ নিশ্চয় দূর হইয়া থাকে।

পরন্তু সর্ব্বপ্রকার স্ত্রী বা পুরুষের জননেন্দ্রিয় ধাতুস্থ দূষিত শুক্র, জটিল ব্যাধি, শোক, প্রমেহ, প্রদর, কহরক্তঃ, বালক, সর্ব্বপ্রকার, মূর্চ্ছা, মাথাধরা, মাথাঘোরা, আধকপালী, নিদ্রাহীনতা এবং সর্ব্বপ্রকার বাতরোগ ও নানা প্রকার ব্যাধির কাটিন্য ধ্বংসকারী অব্যর্থ মহৌষধ।

বলা বাহুল্য, ইহা একপ মস্তিষ্ক স্নিগ্ধকারী ঠাণ্ডা তৈল যে, পাগল ভাল হয়। যে কোন স্থানে তৈল ক্রয়কালীন শিশির গায়ের লেবেলের উপর বড় ২ অক্ষরে আসল যুগল মূর্ত্তি মার্কা এজেণ্ট বটকৃষ্ণ পাল দেখিয়া লইবেন, অন্যথায় শঠকারী দোকানদার জাল বা নকল তৈল বিক্রয় করিয়া আপনাকে ঠকাইবে। স্মরণ রাখিবেন বাজে জিনিষ বিক্রয় করিয়া ঠকাইতে পারিলেই খুব লাভ হয়।

এজেণ্ট—বটকৃষ্ণ পাল এণ্ড কোং ২৩নং বনফিল্ড লেন, কলিকাতা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

৪ঠা মাঘ শনিবার—১৩৩৬

শ্রেয়ঃ কথা

শ্রীভগবানের সেবাই যে মানবজীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য—এইটী স্থিরসিদ্ধান্ত হইয়া গেলে 'কিরূপে তাঁহার সেবা করিব?' এই জিজ্ঞাসাটী মানুষের হৃদয়ে স্বতঃই আসিয়া পড়ে। জীবনের উদ্দেশ্যটী স্থির না হইলে মানুষের ভজন-রহস্য জানিবার প্রবৃত্তি আসিবে কোথা হইতে? আমরা, আহার, বিহার, শয়ন ও ইন্দ্রিয়তর্পণাদিকেই জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য করিয়া লই বলিয়া ভগবৎসেবা হউক বা না হউক, সে বিষয়ে আমাদের কোনই খেয়াল থাকে না। যদিও ভগবৎ সেবা বলিয়া একটা কিছু নামে মাত্র থাকে, তাহাও উপরিউক্ত আহারাদি কার্য্যের অনুকূল উদ্দেশ্য লইয়া।

সংসারী লোকসকলের মধ্যে কতক-গুলি লোক আছেন, তাঁহারা ভগবান, ভক্ত বা ভক্তির কোন ধার ধারেন না, হয় প্রকাশ্যভাবে নাস্তিকতা অবলম্বন করেন, না হয় তৎসম্বন্ধে একেবারেই উদাসীন থাকেন। আর কতকগুলি লোক ভগবান্, ভক্ত ও ভক্তি মানিলেও তাঁহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য ভগবানের ইন্দ্রিয়তর্পণ না থাকায় সর্ব্বপ্রকার ভজনাঙ্গানুষ্ঠান করিয়াও তাঁহাদের কৃষ্ণেতর বিষয়-স্পৃহাই বলবতী থাকিয়া যায়।

বহু জন্ম করে যদি শ্রবণ কীর্ত্তন।
তথাপি না কৃষ্ণপদে পায় প্রেমধন

কৃষ্ণভজনকে মুখ্য উদ্দেশ্য করিয়া সেই ভজন রহস্য জানিবার জন্য যাঁহার হৃদয় সত্যসত্যই ব্যাকুল হইতেছে, তিনি অচিরেই কৃষ্ণকৃপা-ক্রমে সাধুসঙ্গ লাভ করেন এবং সাধুর উপদেশে কৃষ্ণ-ভজনে প্রবৃত্ত হন। নিষ্কপট ভজনাভিলাষী ব্যক্তির ভজন-বাধা-সমূহ কৃষ্ণকৃপায় আপনা হইতেই অপসারিত হইয়া যায়। যাঁহারা পূর্ব্ব হইতেই বিঘ্নাশঙ্কা করিয়া বিঘ্ন দূর হইলে, পরে কৃষ্ণভজন করিব—এরূপ আশা পোষণ করেন, তাঁহাদের বিঘ্নও দূর হয় না, ভজনও হয় না। আমরা কৃষ্ণবহির্ম্মুখ হইয়াই মায়ার রাজ্যে আসিয়া পড়িয়াছি। সুতরাং মায়া আমাদের কৃষ্ণ-বিস্মৃতিজন্য পীড়ন অবশ্যই করিবেন। ক্ষুদ্রশক্তি জীব আমরা, মায়ার সেই শাসনকে নিরস্ত করার সাধ্য আমাদের আদৌ নাই। আমরা কৃষ্ণোন্মুখ হইতে থাকিলেই মায়ার পীড়ন হইতে স্বতঃই ক্রমশঃ মুক্ত থাকিব, নচেৎ নিস্তার নাই।

দিন কতক ধন, জন, দেহ, গেহ, মান, সম্ভ্রম, প্রতিপত্তিকে বেশ বর্দ্ধমান দেখিয়া আমরা সরাটাকে একখানি সরার ন্যায় দেখিতে থাকি, কিন্তু সেই ধন যখন ক্রমে ক্রমে নষ্ট হইতে থাকে, জন অর্থাৎ স্ত্রী পুত্রাদি কালের করাল কবলে কবলিত হইতে থাকে, দেহ রোগগ্রস্ত হয় বা জরাক্রান্ত হইয়া পড়ে, ধনক্ষয়ের সঙ্গে সঙ্গে যখন মান সম্ভ্রমও একটু একটু করিয়া কমিতে থাকে, তখন কেবল হা হুতাশ করিতে থাকি আর বিধির বিধানকে নিন্দা করিতে থাকি! ধন্য মহামায়ার মহামোহ যে, তখনও জগতের অনিত্যতা আমাদের বিচার্য্য বিষয় হয় না! তখনও আমরা ভগবদ্ভজনের জন্য ব্যাকুল হই না, পূর্ব্বার্জ্জিত বিদ্যা ধন কুল মানের দোহাই দিয়া তখনও লোকের নিকট হইতে প্রতিষ্ঠা আকাঙ্ক্ষা করি!

মাধুর্য্য নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের ভোক্তৃ-কর্তৃ-রূপ শ্রীকৃষ্ণভোগ্য জগৎকে ভোগ করিতে যাইবার দুষ্পরিণাম শত শত জলন্ত দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইয়া কৃষ্ণারাধনার প্রয়োজনীয়তা জ্ঞাপন করিতে আসিলে বিদ্যা-কুল-ধন-জনমদোন্মত্ত আমরা তাঁহাদিগকে ক্ষিপ্ত, মূর্খ, আলস্যপরায়ণ, পরমুখাপেক্ষী প্রভৃতি যাহা ইচ্ছা তাহা বলিয়া তাড়াইয়া দিই। মনে করি, বড়ই বাহাদুরী করিলাম! আজকাল শিক্ষার যতই উন্নতি হইতেছে, ততই আমাদের মেজাজ গরম হইতেছে আমরা ভয়ঙ্কর তার্কিক হইয়া পড়িতেছি কিন্তু তর্কের মূল অনুসন্ধান করিলে দেখা যায়, অবিদ্যা আমাদিগকে ভগবদ্বিশ্বাস-হীন নাস্তিক করিয়া তুলিয়াছে। অবিদ্যার কুহকে পড়িয়া আমরা আমাদের সনাতন ধর্ম্মশাস্ত্রকে অনাদর করিতে বসিয়াছি।

ইংরাজী ভাষায় দুই চারিটা কথা দ্রুত বলিতে পারিলে বা লিখিতে পারিলেই আজকালকার ধারণায় আমরা একটা বিদ্বান বলিয়া পরিগণিত হই। কিন্তু ভাষাভিজ্ঞতার সহিত আমাদের বিচার-শক্তির কিরূপ উন্নতি হইতেছে, তাহার সমালোচনা কে করে? দেহ-বিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞানের

একটা বিজ্ঞান আছে, তাহা না জানিলে যে আমরা কেহই বিজ্ঞ বলিয়া পরিচিত হইতে পারি না, তাহা কাহার আলোচ্য বিষয় হইতেছে?

আমাদের দেশে ইংরাজী, বাংলা ও হিন্দী ভাষায় দৈনিক, সাপ্তাহিক ও মাসিক সংবাদপত্রের বহুল প্রচার দেখা যায়। কিন্তু সাধারণতঃ সেই সমস্ত পত্র প্রচারণের উদ্দেশ্য আলোচনা করিলে দেখা যায় মানুষের আহার, বিহার, শয়ন ও ইন্দ্রিয়তর্পণের সুবিধা অসুবিধা আলোচনাই তাঁহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য। লোকেও ঐ চারিটীর একান্ত পক্ষপাতী বলিয়া উহাদের কাটতিও খুব বেশী। কিন্তু মনুষ্যজীবনের আলোচ্য সংবাদ কি আর কিছুই নাই? অক্ষজেন্দ্রিয়-তর্পণপরতাই কি মনুষ্যের যথাসর্ব্বস্ব? উহা আলোচনা করিয়াই কি মানুষ বিদ্বান্, বুদ্ধিমান, সামাজিক, নৈতিক, বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, সাহিত্যিক প্রভৃতি উপাধিমালায় ভূষিত হইবে? 'ব্রহ্মজিজ্ঞাসা' বলিয়া কি কোন কথাই মানবের আলোচ্য বিষয় নহে? নশ্বরদেহ ও নশ্বর জগতের সংবাদ ব্যতীত অবিনশ্বর চিন্ময়দেহ ও চিন্ময় জগতের কোন সংবাদই কি আমাদের জ্ঞাতব্য বিষয় হইবে না? ভগবৎসম্বন্ধী কোন কথাই কি আমাদের আলোচ্য বিষয় হইবে না? ইহাই কি আমাদের ভগবৎপ্রীতির পরিচয়? ভগবানে মনে মনে প্রীতি থাকিবে আর বাহ্যে ইতর বিষয় কথায় রুচি থাকিবে, ইহা কি কখনও সম্ভব হয়? প্রীতি কি এমনই একটা সীমাবদ্ধ বস্তু? তাহা আমাদের কি বাহ্য আচার ব্যবহারে বিন্দুমাত্রও প্রকাশ হইবে না? যে জগৎ কাহারও নিত্যনিবাসস্থল নহে, সামান্য কয়েক দিন মাত্র যেখানে থাকিতে হইবে, সেখানকার কথায় মশগুল হইয়া থাকিয়া লাভ কি? গ্রাম্যবার্ত্তা প্রচারক ও পাঠকগণ কি একথা একটু আলোচনা করিবেন?

জগৎ শান্তি চায়, আমরাও চাই জগৎকে শান্তি দিতে। কিন্তু কোথায় শান্তি? কে কাহাকে শান্তি দেয়? আমরা নিজেরাই নানা অভাব অসুবিধায় পীড়িত, এমন অবস্থায় অন্যের সুবিধা অসুবিধা দেখিবার সামর্থ্য আমাদের কোথায়? 'আমি শান্তি প্রদান করিব' বলিয়া অন্যের প্রতিষ্ঠাভাজন হই, অশান্তজন শান্তি পাইবার লোভে কিছুক্ষণ আমার মুখপানে চাহিয়া থাকে, কিন্তু যখন তাহারা আমাকেও অশান্ত দেখে, তখন তাহাদের হৃদয় শুকাইয়া যায়, আমাকে বঞ্চক বলিয়া তাড়াইয়া দেয়, আমার কোন কথাই আর শুনিতে চায় না। সুতরাং আমাকেই

উপায় কৃষ্ণকার্ষ্ণ সেবা ব্যতীত আর কিছুই নাই। নিজে ভগবদিষ্ট হইয়া জীবগণকে ভগবদিষ্ট করিতে পারিলেই জগতে প্রকৃত শান্তি স্থাপিত হয়, নতুবা অশান্তি আর ঘুচিবার নহে।

নদীয়া প্রকাশ প্রত্যহ যে বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তা ঘোষণা করিতেছেন, তাহাই জগতের একমাত্র আলোচ্য বিষয়। জগৎ যতই কুণ্ঠাযুক্ত বিষয়-কথার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছে, ততই তাহার অভাব অভিযোগ বাড়িয়া চলিতেছে। কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখতাই জগতের যাবতীয় অশান্তির মূল কারণ। এই কথাটী বুঝিয়া যিনি যতটুকু কৃষ্ণোন্মুখ হইবার চেষ্টা করিবেন, তিনি ততটুকু শান্তির পথে অগ্রসর হইবেন। কতকগুলি লোক আপাততঃ বিদ্যা-ধন-মদের অহঙ্কারবিমূঢ় হইয়া একথাকে ভণ্ডামী বলিয়া উড়াইয়া দিতে পারেন, কিন্তু একদিন যখন তাঁহাদের সে সকল অহঙ্কার দৈবক্রমে দূর হইয়া যাইবে, তখন তাঁহারা ইহার সারবত্তা বুঝিবেন। জগৎ 'নীতি' 'নীতি' বলিয়া চীৎকার করিতেছেন, কিন্তু তাঁহার প্রভুর সেবা না করা কোন্ নীতির পরিচয়? 'ভগবদ্ভক্তি' বলিয়া জিনিসটী কতকগুলি বিকৃত মস্তিষ্ক-প্রসূত ধারণা মাত্র নহে। সাপ্তাহিক গৌড়ীয় ও দৈনিক নদীয়া-প্রকাশে একথার পুনঃ পুনঃ আলোচনা হইতেছে। ইহাকেই একমাত্র আলোচ্য জ্ঞান করা সকলেরই কর্ত্তব্য।

শ্রীভূগর্ভ গোস্বামী

লীলাবিলাসী শ্রীভগবান্ লীলা ব্যতীত অবস্থান করেন না। শুধু তিনি নিত্য-লোকে নিজলীলায় নিমগ্ন থাকিয়া নিশ্চিন্ত থাকেন না, লীলাসেবা-বিমুখ জীববৃন্দের ভোগপর কর্ম্মভূমি ভূলোকে জীবোদ্ধারের জন্য ধাম-সহ অবতীর্ণ হন।

'পিতা' বলিলে সঙ্গে সঙ্গে যেমন পুত্রের অবস্থিতি জ্ঞাপন করে, ভগবান্ বলিলেও তেমনি ভক্তের অবস্থান না বুঝাইয়া পারে না; সুতরাং ভগবানের লীলায় ভক্তগণই সহায়-সম্বল। ভগবান্ যেমন ভক্তগণের আশ্রয় ও অবলম্বন, ভক্তগণও সেইপ্রকার ভগবানের সম্পদ্। একথা নিরপেক্ষ ভগবান ভক্তদ্বেষী বিরক্তাভিমানী কুদার্শনিক ব্রাহ্মণকেও না বলিয়া পারেন নাই।

রাজাধিরাজ যখন তাঁহার রাজ্যে গমন করেন, তখন পূর্ব্ব হইতেই যেমন তাঁহার ভৃত্যবর্গ তথায় গমন করিয়া স্বামীর আগমনবার্ত্তা প্রচার ও তাঁহার অবস্থিতির স্থানাদি সুন্দর রূপে সুসজ্জিত করিয়া রাখেন, সেইরূপ বিশ্বসম্রাট্ গোবিন্দের ভুবনে অবতরণের পূর্ব্বেই গোবিন্দ হৃদয়া-নন্দগণ মনুষ্যাকৃতিতে ভাগবতরূপে আবির্ভূত হন।

স্বানুভাবানন্দ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-দেব পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইবার পূর্ব্বে পিতা, মাতা, গুরু ও অন্যান্য মান্যগণকে পাঠাইলেন। শ্রীমাধব-ঈশ্বর-পুরী, শচী, জগন্নাথ, আচার্য্য অদ্বৈত ক্রমে ক্রমে আবির্ভূত হইলেন। ব্রজ, মথুরা ও

দ্বারকার সকলসঙ্গীই প্রভুর এই অদ্ভুত লীলাবিলাসের প্রেমময়ী বিতরণের সহায়স্বরূপে আসিয়াছেন। অনন্ত চৈতন্যভক্তের গুণাবলির কীর্ত্তন করিবার ক্ষমতা অনন্তদেবের নাই, এখন অন্যের কা কথা। তবুও অনন্তরূপে গুণী প্রভুময় ভক্তবর্গের মধ্যে যাঁহারই গুণ যে যে মতে কীর্ত্তন করা যায়, তাহাতেই কীর্ত্তনীয়ার সৌভাগ্যোদয় হয় এবং তৎফলে অখিল ভগবানের অপরাজেয়কারী মহামহাবদান্য ভক্তগণের নিত্যসেবা লাভ হয়। শ্রীভগবানের সেবায় কেবলমাত্র প্রভুরই সেবা হয় আর ভক্তসেবায় একসঙ্গেই ভক্ত ও ভগবানের সেবা হয়। এই সেবাবিজ্ঞান বিতরণের জন্যই ভক্তহৃদয় ভগবানের ভক্তভাবাঙ্গীকারে শ্রীচৈতন্যাবতার।

শ্রীভগবানের ন্যায় ভক্তগণও সম্মানদায়ক। বিশেষতঃ ভক্তগণ আবার সদানন্দদাতা সর্ব্বেশ্বরেশ্বর ভগবানের আনন্দবর্দ্ধক। এহেন ভক্তবৃন্দ পরস্পর আবার এমন প্রেমবান যে, চিন্তা করিলে—বিচার করিলে চিন্তা ও বিচার-ক্ষমতা শুদ্ধ হইয়া এক অপার আনন্দ প্রদান করে। ভগবদ্ভক্তগণ প্রত্যেকেই পৃথিবীর শিরোমণি। তাঁহাদের আগমনে ধারণীদেবী রত্নপূর্ণ হন একথা ধরিত্রীধৃক্ সহস্র বদনারাধ্য শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু শ্রীমুখে কীর্ত্তন করিয়াছেন।

ব্রজে যিনি প্রেমমঞ্জরী, ব্রজাভিন্ন নবদ্বীপ লীলায় তিনিই ভূগর্ভ ঠাকুর। ভূগর্ভ হইতে উত্থিত বলিয়া তাঁহার নাম ভূগর্ভ। গো বা পরাবিদ্যার অধিকারী বলিয়া তিনি গোস্বামী। বিদ্যাবধূজীবন শ্রীরূপসেবামোদে প্রমত্ত শ্রীভূগর্ভ গোস্বামী প্রভু কৃষ্ণপ্রেমপ্রদাতা। তিনি দাতাশিরোমণি, সুনির্মল এবং নিত্যানন্দবিগ্রহ। তিনি প্রভু লোকনাথের অভিন্ন-হৃদয় সুহৃৎ। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভু কৃষ্ণচৈতন্যভক্তের শাখা, উপশাখাদি বর্ণনমুখে ইঁহাকে শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর শিষ্য বলিয়া অপ্রাকৃত গোস্বামী প্রভুর অপ্রাকৃত পরিচয় দিয়াছেন।

শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর পরিচয় দিতে যাইয়া অমর কবি কৃষ্ণদাস বলিতেছেন,—

পণ্ডিতের ভাব মুদ্রা কহন না যায়।
'গদাধর-প্রাণনাথ' নাম হৈল যায় ॥
পণ্ডিতে প্রভুর প্রসাদ কহন না যায়।
"গদাই গৌরাঙ্গ" বলি যারে লোকে গায় ॥

এহেন পণ্ডিত গোস্বামীর সেবক শ্রীল ভূগর্ভ গোস্বামী প্রভুর পরিচয় বা গুণকীর্ত্তন অনন্তগুণ জনের দ্বারাই সম্ভবপর। শ্রীভূগর্ভের শিষ্য শ্রীচৈতন্যদাস, শ্রীমুকুন্দানন্দ চক্রবর্ত্তী ও প্রেমী কৃষ্ণদাস।

নিত্য ব্রজবাসী হইয়াও ভূলোকে অবতীর্ণ ভূগর্ভ প্রভু ভৌম বৃন্দাবনের অপ্রাকৃতত্ব ও নিত্যত্ব বুঝাইবার জন্য বৃন্দাবন দর্শন লীলার অভিনয় করিয়াছেন। শ্রীরূপ এবং সনাতন প্রভুদ্বয় যে কালে গোবর্দ্ধনে, গোপাল দর্শনে গমন করিয়াছিলেন সে কালে গোস্বামী ভূগর্ভ প্রভুও সেই সঙ্গে ছিলেন; গোবর্দ্ধনে আরোহণ করিয়া শ্রীগোপাল দর্শন নিষিদ্ধ বলিয়া প্রভুগণ যখন গোপাল-সৌন্দর্য্য দেখিবার বাঞ্ছা করিয়াছিলেন, সে কালে ভক্তবাঞ্ছাপূর্ণকারী প্রভু এক ছল উঠাইয়া মথুরায় বল্লভভট্টতনয় শ্রীবিঠ্ঠলনাথের গৃহে একমাস কাল অবস্থান করেন

পণ্ডিতের গণ সব,—ভাগবত ধন্য।
প্রাণবল্লভ-সবার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ॥

* * * *

যাঁ-সবার স্মরণে ভববন্ধ-বিমোচন ॥
যাঁ-সবা-স্মরণে পাই চৈতন্যচরণ।
যাঁ-সবা-স্মরণে হয় বাঞ্ছিত পূরণ ॥

শ্রৌত সিদ্ধান্ত সমাহৃতি

(পণ্ডিত শ্রীপাদ অতীন্দ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়)

(১)

শ্রুতি এবং স্মৃতিতে জীবের নিত্যত্ব কথিত হইয়াছে, নিত্য বস্তুর উৎপত্তি বা বিনাশ হইতে পারে না অথচ কোন কোন শ্রুতিতে ও স্মৃতিতে এবং বেদান্তাদি শাস্ত্রে জীবের উৎপত্তি-কথা শ্রুত হওয়া যায়। এ বিরোধের মীমাংসা এই যে, শাস্ত্রে যে সমস্ত নিত্য বস্তুসমূহের উৎপত্তি বর্ণন আছে, তাহা উপাধিকে অপেক্ষা করিয়াই বলা হইয়াছে, যথা শ্রীমাধ্বভাষ্যে—

উৎপদ্যন্তে চিদাত্মানো নিত্যানিত্যাঃ পরাত্মনঃ।
উপাধ্যপেক্ষয়া তেষামুৎপত্তিরভিধীয়তে ॥

(২)

বিশুদ্ধ চিন্ময় ভাবাপন্ন জীবসকল কৃষ্ণের নিত্যদাস। পরিপূর্ণ সচ্চিদানন্দবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের অণু অংশ বিধায় জীবও স্বরূপে সচ্চিদানন্দ হইলেও অপূর্ণ। অপূর্ণত্ব ও অণুত্ব ধর্ম্ম বশতঃই জীব প্রবলা কৃষ্ণমায়ায় বিমুগ্ধ হইয়া আপনার স্বরূপের বিশুদ্ধ চিন্ময় ভাব অর্থাৎ তিনি যে অণু-সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ নিত্য কৃষ্ণদাস একথা বিস্মৃত হন এবং মায়িক অহঙ্কার যুক্ত হইয়া আপনাকে কর্ত্তা ও ভোক্তা জ্ঞান করেন অর্থাৎ মায়াসৃষ্ট ব্রহ্মাণ্ডচয়কে ভোগ্য যোষিৎ এবং আপনাকে যোদ্ধা অভিমান করেন। যথাঃ—

'সচ্চিদানন্দরূপাণাং জীবানাং কৃষ্ণমায়য়া।
অনাদ্যবিদ্যয়া স্বরূপবিস্মৃত্যা সংসৃতিভ্রমঃ ॥'

(৩)

ভক্তিরক্ষক আচার্য্য শ্রীধর স্বামীপাদ 'তত্ত্বমসি' বাক্যের ব্যাখ্যায় চিদংশের দ্বারাই ব্রহ্মের জীব রূপ বলা যায় এই কথা বলিয়াছেন; কিন্তু মায়াবিমোহিত মায়াবাদী মধুসূদন সরস্বতী স্বামীপাদের বক্তব্য বুঝিতে না পারিয়া তাঁহাকেও স্বপর্য্যায় ভুক্ত করিবার ধৃষ্টতা করিয়াছেন। আচার্য্য স্বামীপাদ ব্রহ্মকে জীব বলেন নাই; পরন্তু ব্রহ্মের সনাতন অণুচিদংশকেই জীব বলিয়াছেন।

(৪)

অংশ দুই প্রকার স্বাংশ ও বিভিন্নাংশ। তন্মধ্যে মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ প্রভৃতি অবতারগণ কৃষ্ণের অংশ, আর জীব বিভিন্নাংশ।

অংশী ও অংশতে যে প্রকার সামর্থ্য, বিভিন্নাংশে সে প্রকার সামর্থ্য নাই।

'তদেব নাণুমাত্রোঽপি ভেদঃ স্বাংশাংশিনোঃ ক্বচিৎ।
বিভিন্নাংশোঽল্পশক্তিঃ স্যাৎ কিঞ্চিৎ সামর্থ্যমাত্রযুক্ ॥'
[বিঃ পুঃ]

অল্প সামর্থ্য-নিবন্ধনই জীব অত্যাশ্চর্য্যময়ী কৃষ্ণমায়ার সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হয়।

(৫)

মায়াবৈমুখ্যাত জীবের সংসার। কোন ভাগ্যে জীব জড়োপাধি বিমুক্ত হইতে পারিলে তিনি ব্রহ্মগত হয়েন। ব্রহ্মগত হইয়া সূক্ষ্মাকারে ব্রহ্মশক্তিরূপে ব্রহ্মেতেই অবস্থান করেন। অক্ষজ জ্ঞান-কবলিত মায়াবাদী জীবের সূক্ষ্মাকারে ব্রহ্মশক্তি রূপে ব্রহ্মে অবস্থিতি-কালে স্থূল ভেদ দর্শন করেন না বলিয়া তাঁহাকে ব্রহ্মের সহিত একীভূত কল্পনা করেন। ইহা তাঁহাদের দুর্ভাগ্যেরই পরিচয়। কার্য্যকালে ব্রহ্মশক্তির ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন পরিচয় পাইয়াই বেদশাস্ত্র জীবেশ্বরের অচিন্ত্য ভেদাভেদ সম্বন্ধ স্থির করিয়াছেন।

(৬)

মহাপ্রলয়ে বিভিন্নাংশ মুক্তামুক্ত জীবসমুদয় কৃষ্ণগত হয়েন। তন্মধ্যে কর্ম্মজালাবদ্ধ মায়িক প্রতীতি-যুক্ত জীবগণ কৃষ্ণগত হইয়াও কর্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্বাভিমান বশতঃ কৃষ্ণসেবা-সম্বন্ধ বিহীন হইয়া অবস্থান করেন। মুক্ত জীবগণ কৃষ্ণগত হইয়া নিরন্তর কৃষ্ণসেবানন্দে নিমজ্জিত থাকেন।

পুনঃ সৃষ্টিকালে বদ্ধজীবসমুদয় অনাদি কর্ম্মের সংস্কার-বশে, অহঙ্কার-যুক্ত হইয়া পুনরায় যোদ্ধাভিমানে যোষিৎ ভোগার্থ সংসার লাভ করেন। মুক্ত জীবগণের কর্ম্ম ও কর্ম্মবীজ না থাকায় মায়াবদ্ধ প্রাকৃত জীবগণের ন্যায় কর্ম্মফল-বাধ্যতা-মূলক জন্মাদি নাই।

তবে যে তাঁহাদের প্রপঞ্চ-প্রকট-লীলা দৃষ্ট হয়, তাহা কৃষ্ণের ইচ্ছায় কৃষ্ণ মহিমা প্রচারার্থে জানিতে হইবে।

মুক্তপুরুষের প্রাকৃত জন্ম নাই। কৃষ্ণের যেমন প্রকট ও অপ্রকট লীলা, মুক্তপুরুষেরও তদ্রূপ আবির্ভাব ও তিরোভাবলীলা। কেবল কৃষ্ণমহিমা প্রচার, পতিতোদ্ধার এবং কৃষ্ণলীলা পুষ্টির জন্যই তাঁহারা স্বেচ্ছায় প্রপঞ্চে পুনঃ পুনঃ লীলা বিস্তার করিয়া থাকেন, যথাঃ—

"মুক্তা অপি লীলয়া বিগ্রহং কৃত্বা ভগবন্তং ভজন্তে।"

(৭)

যেমন শক্তি দ্বারা শক্তিমানের পরিচয় পাওয়া যায়—তদ্রূপ শক্তিমানের শক্তিচালনা দ্বারাই শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। শক্তির আনুগত্য ব্যতীত শক্তিমানের সন্ধান পাওয়া যায় না এবং শক্তিমান্ বস্তু চিদ্বিলাস-বিহীন হইলে শক্তির সন্ধানও পাওয়া যায় না। শক্তিবিহীন চেতন, চেতনতা বিহীন শক্তির পরিচয় আকাশ-কুসুম বা বন্ধ্যা-পুত্র তুল্য। অতএব শক্তি ও শক্তিমানের অচিন্ত্য ভেদাভেদ সম্বন্ধ সিদ্ধ। স্বরূপ-শক্তির আনুগত্যেই সচ্চিদানন্দ শ্রীকৃষ্ণ-বিগ্রহের পরিচয় পাওয়া যায়।

(৮)

নিঃশক্তিক ব্রহ্মের পরিচয় আর বন্ধ্যা-নন্দনের পরিচয় একই প্রকারের।

জ্ঞানাদি শক্তি ব্যতীত ব্রহ্ম-পরিচয় পাওয়া যাইতে পারে না।

যদ্যপি যেই জ্ঞান সেই ব্রহ্ম, বলা যায়, তাহা হইলে একমাত্র জ্ঞানই পরতত্ত্ব বলিলে চলিত, জ্ঞানকে ব্রহ্ম বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার জন্য চেষ্টা কেন? মায়াবাদী জ্ঞানকে সর্ব্বদা এক স্বরূপে বর্তমান বলেন, যদি তাহা স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে আমি জীব, মায়োপাধি নাশে ব্রহ্ম হইয়া যাইব, ইহা কোন্ জ্ঞান, জিজ্ঞাস্য হইয়া পড়ে। অর্থাৎ যে জ্ঞান আমাকে জীব-জ্ঞান করাইতেছে এবং যে জ্ঞান স্বরূপতঃই ব্রহ্ম এই উভয় জ্ঞান কি এক? মায়াবাদী শুদ্ধ ও বদ্ধ উভয় কালে একই জ্ঞানাবস্থা বলেন বলিয়া কেবলাদ্বৈতবাদ কখনই সিদ্ধ হইতে পারে না।

নীলাম ইস্তাহার

জেলা নদীয়া মোকাম কৃষ্ণনগর সবজজ আদালত

নীলামের দিন ৮ই ফেব্রুয়ারী ১৯৩০

(১)

২ খাংজারি ২৯ দাবী ১৯৬০৶

ডিঃ শ্রীবদরী নারায়ণ চেৎলাঙ্গিয়া সাং গোয়াড়ী, থানা কোতোয়ালী

দেঃ শ্রীনগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় দিং সাং রামনগর, থানা হাঁসখালী

জেলা নদীয়া সবরেঃ কৃষ্ণনগর থানা হাঁসখালি মৌজা রামনগর গ্রামে সেঃ ১০৪ ও ৬৭৪নং খতিয়ানভুক্ত ২০৪নং দাগে ৬০ শতক জমির চিরস্থায়ী, মকররী জমা-বার্ষিক ৭।।৶ ইহাতে দেনাদারগণ কর আদায়ে অন্দর ও দখলিকার। উক্ত জমি ও তদুপরিস্থিত পাকা ইমারত মায় সাজ সরঞ্জাম, কড়ি বর্গা কপাট চৌকাট এক-তৃতীয়াংশে বাদে দেনাদার দ্বয়ের দুই তৃতীয়াংশের অনুমান মূল্য ৫০০৲ টাকা

(২)

৩৪ মনিজারি ২৯ দাবী ২৪০৸৵৩

ডিঃ শ্রীচিন্ময় ভাদুড়ী মোং ও থানা রাণাঘাট জিঃ নদীয়া

দেঃ শ্রীমথুর মোহন পাল দিং সাং ও থানা রাণাঘাট, জেলা নদীয়া

১। জেলা নদীয়া থানা রাণাঘাট মৌজা রামনগর ৬৪৫ বি ১নং তৌজি ৩২৪ নং খতিয়ানভুক্ত ৩৬ শতক জমির কাত বাগান খাজনা ৮০ জানা ও জনা মৈজদ্দিন মল্লিকের অধীনে জমাই সত্ত্বে দখলিকার দাগ নং ৩০৭, মূল্য আঃ ৫০৲ টাকা

২। ঐ মৌজে ৬৫নং খতিয়ানভুক্ত এবাকুব মণ্ডল দিং অধীনে ৫৪ শতক জমির কাত ১৶৪ টাকার জমার জমাই সত্ব তদুপরিস্থিত বাগান মূল্য আঃ ৭৫৲ টাকা

৩। ঐ মৌজে ১২৩নং খতিয়ানভুক্ত ১-৪৫ শতক জমির কাত ২।।৯ টাকার জমাই সত্ব ও তদুপরিস্থিত বাগান মূল্য আঃ ১০০৲ টাকা

৪। জেলা নদীয়া থানা ও সবরেঃ রাণাঘাট মিউনিসিপ্যালিটীর ১নং ওয়ার্ড ৭৯৭ নং খতিয়ানভুক্ত ১২৯৮নং দাগে পরিমাণ ৮ শতক ব্রহ্মোত্তর জমি মায় তদুপরিস্থিত পায়খানা প্রাচীর আং ২৫০ হাত মায় দরজা ১নং দেনাদারের ষোল আনা অংশ, মূল্য আঃ ১৭৫৲ টাকা

(৩)

৪৪খাংজারী২৯ দাবী ৩২৩৯।।৶০

ডিঃ শ্রীকানাই লাল সিংহ রায় দিং সাং সোনাডাঙ্গা থানা নাকাশীপাড়া

দেঃ শ্রীরতনলাল বিশ্বাস দিং সাং ভবানীপুর, থানা মেহেরপুর

এই আদালতের এলেকার সবরেঃ কৃষ্ণনগর থানা চাপড়ার সামিল ১৩নং মৌজা হাটরাদিগরের সেঃ ১২নং খতিয়ানে ডিক্রিদারগণের সেরেস্তায় বছিরদ্দিন বিশ্বাস ওরফে বাশীবিশ্বাসের নামে খাজনা ৬০০৲ টাকার দরপত্তনি জমা। ইহাতে দেনাদারগণের স্বত্ব ।৹ আট আনার মূল্য আং ৬০০৲ টাকা

৪৫ খাংজারী ২৯ দাবী ৪৯২৩/৯

ডিঃ ঐ

দেঃ ঐ

এই আদালতের এলেকারী সবরেঃ কৃষ্ণনগর থানা চাপড়ার সামিল ১৩নং মৌজা হাটরাদিগরের সেঃ ১২নং খতিয়ানে ডিক্রিদারগণের সেরেস্তায় বছিরদ্দিন বিশ্বাস ওরফে বাঁশী বিশ্বাসের নামে খাজনা ৬০০৲ টাকার দরপত্তনি জমা। ইহাতে দেনাদারগণের ।৹ অংশ মূল্য আঃ ৬০০৲

(৫)

৬১নং মনিজারী ২৯ দাবী ৩৪৯০৹

ডিঃ শ্রীমতী জিনী দেবী দিং তলট থানা সাঁথিয়া জেলা পাবনা

দেঃ শ্রীমন্মথনাথ কুণ্ডু দিং সাং ও থানা কুমারখালি

(ক) তফসিল

১। জেলা নদীয়া কালেক্টরীর ৩৪৩০ নং মহাল পরগনা বিরাহিম মোতালক ষ্টেসন কুমারখালির অন্তর্গত মৌজা কুমারখালির মধ্যে সেঃ ১৯ নং খতিয়ানের বার্ষিক ৩।।৶৫ জমার ১২ শতক জোত

২। ঐ মৌজার সেঃ ২০নং খতিয়ানে বার্ষিক ৪৸৵৫ জমার ২-৪ শতক

৩। ঐ মৌজার সেঃ ২২৮নং খতিয়ানে বার্ষিক ৩।৶০ জমার ১৯ শতক জোত

৪। ঐ মৌজার সেঃ ৩০০নং খতিয়ানে ১-৪২ একর নিষ্কর জমি

৫। ঐ মৌজায় সেঃ ২২৪ ও তদধীন ২২৫ নং খতিয়ানভুক্ত ৫।৴৭ পাই জমার ৩১ শতক জোত

৬। ঐ মৌজার সেঃ ২২৬নং খতিয়ানে ২৲ টাকা জমার ১৫ শতক জোত

৭। ঐ মৌজার সেঃ ২২৭নং খতিয়ানে ১৴৭ টাকা জমার ১২ শতক জোত

৮। ঐ মৌজার সেঃ ১৬৬নং খতিয়ানে ৩৲ টাকা জমার ৮০ শতক জোত

৯। ঐ মৌজার সেঃ ১৬৮ নং খতিয়ানে ৩৸০ টাকা জমার ৬৬ শতক জোত

১০। ঐমৌজার সেঃ ৪৩২নং খতিয়ানে ৩৸০ টাকা জমার ৬৬ শতক জোত

১১। ঐ মৌজার সেঃ ৪৬৫নং খতিয়ানে ১৫৲ টাকা জমার ২.৮০ একর জোত

(খ) তফসিল

১। জেলা নদীয়া কালেক্টরীর ৩৮০৪ নং মহাল দিয়াড়া কুমার খালির মধ্যে পরগণা বিরাহিমপুরের মোতালক মৌজা কুমারখালির মধ্যে সেঃ ৪৯৭ খতিয়ানভুক্ত ৭৸৵ জমার ১.৩৫ একর জোত

২। ঐ মৌজার সেঃ ৪৯৮নং খতিয়ানে ৩৲ টাকা জমার ৩৭ শতক জোত জমি

৩। ঐ মৌজার সেঃ ৪৯৯নং খতিয়ানে ৬।৴ টাকা জমার ১-১২ একর জোত

৪। ঐ মৌজার সেঃ ৫০৮নং খতিয়ানে ৩৶০ জমার ৪০ শতক জোত

৫। ঐ মৌজার সেঃ ৫০৮নং খতিয়ানে ১৫৸০ জমার ২-৮৯ একর জোত জমি

(গ) তফসিল

জেলা নদীয়া কালেক্টরীর তৌজির ৩৪৩০নং মহাল পরগণা বিরাহিমপুরের মোতালক থানা কুমারখালির অধীন মৌজা কুমারখালির ৪৫৯নং খতিয়ান ও তদধীন ৪৬০—৪৬৪নং খতিয়ানে ৯৯শতক জমির ও দুর্গাপুর মৌজার ২৫৫-২৭৫ খতিয়ানে ৩-২২ কামিন এবং মৌজা ৭ টাকা-মারি মধ্যে ৮৪৭। ৮৪৮ খতিয়ানে ১-৬৬ জমির বাবদ /৩১ জমার জোত

মজকুর (ক) (খ) (গ) তফসীলের উপস্থিত মালিক শ্রীযুক্তবাবু সুরেন্দ্র নাথ ঠাকুর, মোকাম কাছাড়ী শিলাইদহ ষ্টেশন কুমারখালি

(ঘ) তফসীল

১। জেলা নদীয়া কালেক্টরীর তৌজির ৩৪৭১।১নং মহাল পরগণা নাজিরা এনাৎপুর মোতালক বার্ষিক ৮০ টাকা সদর জমার মামুদালিপুর গোবিন্দপুর দিগর মৌজায় দায়িকগণের স্বত্ব দখলীয় যে জমিদারী সম্পত্তি লেখা যায় তাহা

(ঙ) তফসীল

১। জেলা নদীয়া কালেক্টরীর তৌজির ১৭৪১।১৭৯০ নং তৌজি পরগণা মহম্মদ সাহাব মোতালক হাসদিয়া গ্রামে সেঃ ১৫২নং খতিয়ানে ১২।।/১২ জমার ২-১৩ একর জোত জমি

২। ঐ মৌজায় সেঃ ১৫৩নং খতিয়ানে ১৫৸০ জমার ২.৮৩ একর জোত

৩। ঐ মৌজায় বার্ষিক ৮৵৬ পাই জমার ১৫৪ নং খতিয়ানে ২.৮২ জোত

৪। ঐ মৌজায় বার্ষিক ২২৵১ পাই জমার সেঃ ১৫৫নং খতিয়ানে ২.৩৮ একর জোত জমি

(৬)

৯১ খাংজারী ২৯ দাবী ১২৮৭৵৬

ডিঃ মেদিনীপুর জমিদারী কোং লিমিটেড সাং কুঠী কাথুলী থানা গাংনী

দেঃ শ্রীগোলামরসুল বিশ্বাস দিং — সাং দমখালি থানা গাংনী

১। সবরেঃ মেহেরপুর পরগণা রাজাপুরের অধীন জেলা নদীয়া কালেক্টরীর ৩৮৭নং তৌজির মহাল থানা গাংনীর অন্তর্গত সেঃ ৬৯নং মৌজা ভোমরদহ গ্রামে খাজনা ১১।।/০ টাকা জমার সেঃ ২০৬নং খতিয়ানে ৩-৬৪ একর জমির চারি আনা অংশের মূল্য মায় আকর আওলাত প্রভৃতি পুষ্করিণী, জঙ্গল সমুদয় আঃ ১৫৲ টাকা

জেলা নদীয়া কালেক্টরীর ৪৭৭ নং তৌজির মহাল থানা গাংনীর অন্তর্গত সেঃ ৪১নং তিরূপ বাড়িয়া মৌজার ৩৮৪নং খতিয়ানে ৭।৶৩ টাকা জমার ১.৩৭ একর জমির মূল্য মায় আকর আওলাত আঃ ১০৲ টাকা

৩। নদীয়া কালেক্টরীর ৩৮৭নং তৌজির মহাল থানা গাংনীর অন্তর্গত সেঃ ৩৯নং মৌজা ভোমরদহে ২০৬ খতিয়ানে ১০৲ টাকা জমার ১.৭৪ একর জমি ও তদুপরিস্থিত পোক্তা ইমারত, কড়ি, বরগা, দোয়ার, জানালা, সপ্রজা-পুষ্করিণী, জঙ্গল, সমুদয় মূল্য আঃ ৫০০৲

মৌজার ২১৩নং খতিয়ানভুক্ত ৮।।৶৯ টাকা জমার ২-৮৯ একর জমি মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত মূল্য আঃ ১০৲ টাকা

৫। ঐ মৌজায় ২০৯নং খতিয়ানে ২৭৶০ টাকা জমার ১-০৮ একর জমির ।০ চারি আনা মূল্য মায় আকর আওলাত আঃ ২০৲ টাকা

৬। ঐ মৌজায় সেঃ ২১০নং খতিয়ানে ৪৯৲ টাকা সরাসরি জমার ১৮-৪৯ শতক জমির ।০ চারি আনা অংশের মূল্য আঃ ২০৲ টাকা

৭। ঐ মৌজায় সেঃ ৫০নং খতিয়ানে ২৴০ টাকা জমার ৫৮ শতক জমির মূল্য আঃ ৫৲ টাকা

৮। ঐ মৌজায় ২১৭নং খতিয়ানে ১০৫ ধারা মতে ২৮৸৶৯ পাই টাকার জমায় ৮-২৪ একর জমি মায় আকর আওলাত মূল্য আঃ ২৫৲

৯। থানা গাংনীর অন্তর্গত সেঃ ৪০ নং দমচাকা মৌজার ৯২নং খতিয়ানে ১৮৶৯ টাকা জমাতে ৫৮ শতক জমির মূল্য মায় আকর আওলাত মূল্য আঃ ৫৲ টাকা

১০। ঐ থানায় ঐ মৌজার খতিয়ানে ৩৴৬ টাকা জমার ২-১১ একর ৫টবন্দী জোতের । চারি আনার মূল্য মায় আকর আওলাত আঃ ১০৲

১১। ঐ থানায় সেঃ ৪১ মৌজা ভজনলিখোকার ২৮২নং খতিয়ানে ০৴৫ টাকা জমার ২-১ একর জমির ।০ চারি আনা অংশের মূল্য মায় আকর আওলাত আঃ ১৫৲

১২। ঐ থানা সেঃ ৩৯নং ডোমবা-দহ মৌজায় ১১নং খতিয়ানে ৸৶০ আনা জমায় ৭১ শতক জমির ।০ অংশের মূল্য মায় আকর আওলাত আঃ ২৫৲ টাকা

১৩। ঐ থানা ঐ মৌজায় ৯৩ নং খতিয়ানভুক্ত ৩।০ পাই জমায় ১.২৫ একর জমির ।০ আনা অংশের মূল্য আঃ ১০৲

১৪। ঐ থানা সেঃ ৪০নং ধর্মদাকী মৌজায় ১৩নং খতিয়ানে ১০৶৩ টাকা জমায় ৫.৩৯ একর জমির ৵.০৬/১৮ অংশ মূল্য আঃ ২০৲ টাকা।

১৫। ঐ মৌজায় ১৩৮নং খতিয়ান-ভুক্ত ৩৪৲ টাকা খাজানার জমায় ১১.১২ একর জমির ০ চারি আনা অংশ মূল্য মায় আকর আওলাত আঃ ২০৲

১৬। ঐ মৌজায় ১৪০ নং খতিয়ানে ১১৲ টাকা জমায় ১.৮৫ একর জমির ।০ অংশের মূল্য আঃ ৫৲ টাকা

১৭। থানা গাংনীর অন্তর্গত সেঃ ৩৯ নং ডোমবাদহ মৌজায় ২১নং খতিয়ানে ৩৶৩ টাকা জমায় ১.২৪ একর জমির ।০ আনা অংশের মূল্য মায় আকর আওলাত আঃ ৫৲ টাকা

(৭)

১০৪ খাং জারী ২৯ দাবী ১৭১১৶৯

ডিঃ শ্রীখাকমান দেবী দিং—সাং হরি-রাম, থানা রাণাঘাট

দেঃ শ্রীকানাইলাল সিংহ রায়—সাং সোনাডাঙ্গা, থানা নাকাশীপাড়া

জেলা নদীয়া রাণাঘাটের অন্তর্গত ঐ কালেক্টরীর ২৮৬১নং তৌজি মহাল প্রতি-দ্দা দিগর ও ২৬৭১ নং তৌজি মহালের মধ্যে কাপাসডাঙ্গা, মহেশপুর গাড়বা কালেক্টরীর খাজনা বরাত বাদে বাদা ও মুকররী বিবাদার সেরেস্তায় মুদফৎ ৫৩০।/৪ পাই টাকা খাজনার পত্তনি মহা-লের মূল্য আঃ ২০০৲ টাকা

(৮)

১০৮ মনিজারী ২৯ দাবী ৬১২৶০

ডিঃ শ্রীমদনরাম আগরওয়ালা দিং নসীর ফার্ম সাং ও থানা কুষ্টিয়া

দেঃ শ্রীমহেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়—সাং সাহাপুর, থানা চুয়াডাঙ্গা

১। জেলা নদীয়া থানা চুয়াডাঙ্গা ৮০নং মৌজা সাহাপুর গ্রামে সেঃ ১৯০নং খতিয়ানভুক্ত ১০৮৲ টাকা জমার ১৩.৩৬ একর জমির এবং মায় আকর আওলাত আঃ ৫০০৲ টাকা

২। ঐ থানা ঐ মৌজা সেঃ ২৬৭ নং খতিয়ানে ২২ টাকা জমায় ৬.১০ একর জমির মূল্য মায় আকর আওলাত আঃ ১০

৩। ঐ থানা ৮৩ নং মৌজা চুয়াডাঙ্গা ... সেঃ ১৯৭ নং খতিয়ানে ... ... জমি মায় তদুপরিস্থিত আকর ... আঃ ৫০৲

৭। ঐ থানা সামিল ৮০ নং মৌজা সাহাপুর সেঃ ১৫৫ নং ও তদধীন ১৫৮ নং খতিয়ানে নিষ্কর খাসবাজে জমির মূল্য আঃ ৫৲ টাকা

৮। থানা চুয়াডাঙ্গা ৮৩ নং মৌজা ১৫৭ নং খতিয়ানের অধীনস্থ প্রজার ১৯৪ নং খতিয়ানভুক্ত জমি জমা ও তদুপরিস্থিত আকর আওলাত মূল্য আঃ ৪৲ টাকা

ঐ থানা ৮০ নং সাহাপুর মৌজায় ১২ নং খতিয়ানভুক্ত ও তদধীন ১১৬ নং খতিভুক্ত ২ টাকার জমার ১.৩৮ জমি ও তদুপরিস্থিত আকর আওলাতাদির মূল্য আঃ ৫৲ টাকা

১০। ঐ থানা ঐ মৌজা ১১৮ নং ও তদধীন ১১৯ নং খতিয়ানভুক্ত ১০৲ টাকা জমার ২.৩৪ একর জমি ও তদুপরিস্থিত আকর আওলাত মূল্য আঃ ১০৲ টাকা

১১। ঐ থানা ৮৩ নং মৌজা ১২১ নং খতিয়ানভুক্ত ও তদধীন ১২২।১২৩ নং খতিয়ানভুক্ত ৩০ টাকা জমায় ১.৩৩ একর জমির মূল্য আঃ ৫৲ টাকা

১২। ঐ থানা ৮০ নং মৌজা ১১৯ নং খতিয়ানভুক্ত ৫৲ টাকা জমার জমি ও তদুপরিস্থিত আকর আওলাত মূল্য আঃ ৬৲ টাকা

১৩। ঐ থানা ৮০ নং মৌজা ১২৯ খতিয়ানভুক্ত ও ১৫৪ নং খতিয়ানভুক্ত ৪১ শতক জমির খাজনা ১৲ টাকা, মূল্য মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত আঃ ৪৲ টাকা

(৯)

৮৬ খাং জারী ২৯ দাবী ১৫৯৯৭।৶০

ডিঃ শ্রীযতীন্দ্রনাথ খাঁ দিং সাং কলিকাতা ১৮ নং নয়ান চাঁদ দত্তর ষ্ট্রীট

দেঃ শ্রীমতী জয়দুর্গা দাসী দিং সাং মহেশগঞ্জ, থানা নবদ্বীপ

১। জেলা নদীয়া থানা কোতো-য়ালীর সামিল ৯২নং মৌজা কৃষ্ণনগর মধ্যে সেঃ ১৫৮৩নং খতিয়ানভুক্ত শালিয়ানা বার্ষিক ষোল আনা রকমের ৭৬/০ টাকা জমার জমি এবং দেন্দার শ্রীযুত নফর চন্দ্র পাল চৌধুরী সদর মফঃস্বল করানায়ে স্বত্ববান ও দখলকার আছেন। উক্ত জমার জমি ও তদুপরিস্থিত আওলাত গোলা হাটের বাড়ী ঘর দুয়ার জানালা কাট চৌকাঠ কড়ি বরগা সাজ সরঞ্জাম ইত্যাদি দরবস্ত হুকুক মায় সাহা নফর বাবুর কুঠী বাড়ী নামে খ্যাত মূল্য অনুমান ২০০০৲

উক্ত দেন্দার উক্ত থানার অধীন কৃষ্ণনগরের মধ্যে সেঃ ১৫৮৪নং খতিয়ানভুক্ত ষোল আনা রকম ১।০ টাকার জমার জমি এবং দেন্দার করা-দায়ে দখলকার আছেন। উক্ত জমা জমি মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত মূল্য আঃ ১০৲

৩। ঐ মৌজায় সেঃ ২৪১৯নং খতি-য়ানে জমিদার শ্রীমন্মথনাথ পালচৌধুরীর সেরেস্তায় ষোল আনা রকম ৬৮৶০ টাকার চিরস্থায়ী জমা এবং দেন্দারের করাদায়ে দখলিকার উক্ত জমি ও তদুপরিস্থিত আকর আওলাত মূল্য আঃ ৫০০৲

৪। জেলা নদীয়া কালেক্টরী ৩১৫৯ নং তৌজিভুক্ত মহাল ডিহি কৃষ্ণচন্দ্রপুরের সামিল মহাল ১২।১৩৪ নং দেন্দারগণের দখলকারীতে শালিয়ানা ষোল আনা রকম ৫৩৩৩।৶৩॥= টাকার পত্তনী জমার অর্দ্ধেক অংশে ১নং দেন্দার জয়দুর্গা দাসীর হিন্দু বিধবার স্বত্ব দখল দরবস্ত হুকুক পত্তনি জমা ॥০ আনা অংশ মূল্য আঃ ৫০০০৲

৫। ঐ কালেক্টরীর ৩১৫৯নং তৌজি ভুক্ত মহাল মৌজে বালিডাঙ্গা, থানা চাপড়ার সামিল পত্তনিদার জয়দুর্গাদাসীদিগর অধীনে ১২।৩।৪ নং দেন্দারগণের দখলকারীতে শালিয়ানা ৮১২৬৩ টাকার দরপত্তনি জমা অর্দ্ধেক ॥০ অংশ ১নং দেন্দার শ্রীমতী জয়দুর্গা দাসীর হিন্দু-বিধবা স্বত্ব। মূল্য আঃ ৫০০৲। উক্ত জমি সেঃ ৩৭নং বালি-ডাঙ্গা মৌজায় ৪নং খতিয়ান।

৬। জেলা নদীয়া কালেক্টরীর ৪২৩ নং তৌজিভুক্ত থানা চাপড়ার ২৫নং ডোম-পুকুরিয়ার মৌজায় ৭নং খতিয়ানে ১২।৩।৪ নং দেন্দারগণের দখলকারীতে শালিয়ানা ১৬৶০ টাকার পত্তনী জমার ॥০ আনা অংশ ১নং দেন্দার শ্রীমতী জয়দুর্গাদাসীর হিন্দু বিধবা-স্বত্ব মূল্য আঃ ২০০৲

৭। জেলা নদীয়া কালেক্টরীর ৩১৫৯ নং তৌজিভুক্ত মহাল থানা কৃষ্ণনগর ৩৯নং কৃষ্ণচন্দ্রপুর মৌজায় ১৯৪ খতিয়ান ও থানা চাপড়ার ২৫নং ডোমপুকুরিয়া মৌজায় শালিয়ানা ৮৭১৶৯ পাই টাকার দরপত্তনি জমা ১২।৩।৪ নং দেন্দারের নামে লেখা যায়। উক্ত জমার ॥০ আনা অংশ শ্রীমতী জয়দুর্গাদাসীর স্বত্বাংশ, মূল্য আঃ ৫০০৲

৮। উক্ত তৌজিভুক্ত মহাল ৩৯নং কৃষ্ণচন্দ্রপুর মৌজায় ১৯৫নং খতিয়ানভুক্ত এবং ২৫নং ডোমপুকুরিয়া মৌজায় ১৫নং খতিয়ানভুক্ত ১২।৩।৪ নং দেন্দারের দখল-কারীতে শালিয়ানা ৭১০॥১০ পাই টাকার সে পত্তনি জমার ॥০ অংশ শ্রীমতী জয়দুর্গা-দাসীর হিন্দু-বিধবা স্বত্বাংশ। মূল্য আঃ ৫০০৲

জেলা নদীয়া কালেক্টরীর ২২২৯নং তৌজিভুক্ত মহাল থানা কৃষ্ণনগর ৯২ নং কৃষ্ণনগর মৌজায় ৫৩২২নং খতিয়ান এবং হাসখালী থানার ২নং মুক্তিকুল পাড়ুয়া মৌজায় ৯৬নং খতিয়ানভুক্ত শালি-য়ানা ৬৪৯৲ টাকার পত্তনি জমার ॥০ অংশ শ্রীসরোজরঞ্জন সিংহ দিগরের স্বত্বাংশ দর-বস্ত হুকুক পত্তনি মহাল মূল্য আঃ ৫৮০৲

১১। ঐ তৌজিভুক্ত মহাল থানা চাপ-ড়ার সামিল মৌজে বিলশুকনীর পত্তনিদার বাবু কানাইলাল সিংহ রায় দিগরের অধীনে ৯২॥০ টাকার দরপত্তনি স্বত্বের ॥০ অংশ শ্রীযুক্ত সরোজরঞ্জন দিগর স্বত্বাংশ দরপত্তনি মহাল মূল্য আঃ ২০০৲ উক্ত জমা উক্ত মৌজার ১১নং খতিয়ানে রেকর্ড হইয়াছে এবং উক্ত মৌজা ভিন্ন ২৯নং বৃত্তিজমা জলকরসহ

১২। জেলা নদীয়া কালেক্টরীর ৪২৩ নং তৌজিভুক্ত থানা চাপড়ার সামিল মহাল মৌজে বিলশুকনির মালেক বাবু কানাইলাল সিংহ রায় দিং অধীন ৭৩/০ টাকার পত্তনিস্বত্বের ॥০ আনা অংশ শ্রীসরোজরঞ্জন সিং দিগরের স্বত্বাংশ পত্তনি মহাল মূল্য আঃ ২০০৲

সেঃ ২৫নং ডোমপুকুরিয়া মৌজায় ২নং খতিয়ান অত্র মৌজা ভিন্ন ২৯নং বৃত্তিজমা পং মৌজায় জলকরসহ।

১৩। জেলা নদীয়া থানা নবদ্বীপের সামিল মৌজে মহেশগঞ্জ গ্রামে সেঃ ১৬নং মহেশগঞ্জ মৌজায় ১১৯ নং খতিয়ানের লিখিত ১৪॥৶২ পাই টাকার মকররী জমার অন্তর্গত জমি মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত কোঠাঘর মায় প্রাচীর ইত্যাদি মূল্য আঃ ১০০০৲ টাকা মোট জমি ৩.৯০ একর।

১৪। উক্ত ১৬ নং মৌজা মহেশগঞ্জ গ্রামের জমির জমিদার শিবকুমারী দেবী ও হৃষীকেশ লাহা জমিদারের অধীনে ৬।৭।৮নং দেন্দারের দখলকারীতে শালিয়ানা ২০৲ টাকার মোকররী জমার অন্তর্গত ৬.২৮ একর জমি মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত কোঠাঘর প্রাচীর ইত্যাদি মূল্য আঃ ১০০০৲ টাকা

নানা কথা

:০:

বাসের মামলা

সত্য নারায়ণ বাস সার্ভিসের একজন কর্মচারী সোলেমান বাস সার্ভিসের মোটর চালক আজাম আলির নামে শিয়ালদহ ফৌজদারী কোর্টে নালিশ করিয়াছে যে আসামী অসতর্ক ভাবে বাস চালাইয়া ফরিয়াদির বাসের সহিত ধাক্কা লাগাইয়া বাসের ক্ষতি করিয়াছে এবং ধাক্কার ফলে চালক আহত হইয়াছে। আসামী জামিনে খালাস আছে।

শ্রীচৈতন্যমঠের গ্রন্থাবলী

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বিরচিত
ভক্ত-গ্রন্থাবলী।
উৎকৃষ্ট কাপড়ে বিলাতী ধরণে বাঁধাই স্বর্ণালঙ্কৃত। চতুর্থ সংস্করণ। বিস্তৃতবিষয়সূচীসহ

জৈবধর্ম্ম

বাঁধাই ২৲ দুই টাকা

প্রকাশিত হইয়াছে

সনাতন ধর্মশাস্ত্র বেদ, বেদান্ত, উপনিষৎ গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত, পুরাণ, তন্ত্রাদি সকল গ্রন্থ পাঠ করিবার অবসর অতি অল্প মানবের ঘটিয়া থাকে। অনেকের যোগ্যতা না থাকায় সেই সমস্ত গ্রন্থের মর্ম্ম অবগত হইতে পারেন না। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বাঙ্গালীর এই অসুবিধা দূরীভূত করিবার জন্য এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

বিদ্যালয়ের ছাত্র বা শিক্ষকগণের বিশেষ পাঠ্য, এই হেতু শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টার বাহাদুর হইতে সমস্ত বিদ্যালয়ের জন্য অনুমোদন করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

প্রথম খণ্ড ভিক্ষা ১৲ একটাকা

যুক্তিপূর্ণ শাস্ত্রবাক্য দ্বারা প্রত্যেক মানবের নিত্য কর্ত্তব্য ও অনিত্য সাময়িক কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। গ্রন্থের প্রতি উক্তি সনাতন শাস্ত্রবাক্য দ্বারা সমর্থিত ও প্রমাণিত হইয়াছে। দেহের, মনের ও আত্মার ধর্ম্ম কি? স্বদেশ, সমাজ, নীতি, ধর্ম্ম কি? ইত্যাদি বিষয় কল্যাণপথে এমন সুন্দরভাবে যুক্তিসহকারে আলোচিত হইয়াছে যে, প্রথম পংক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত পাঠ না করিয়া নিবৃত্ত হওয়া যায় না।

শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ভিক্ষা ৶০

ঐ প্রমাণ খণ্ড ভিক্ষা ৶০

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিহার ও লীলাভূমি নয়টী দ্বীপ-সমন্বিত। এই নয় দ্বীপের প্রাচীন বিবরণ প্রত্যেক দ্বীপে শ্রীমহাপ্রভুর লীলা—প্রত্যেক দ্বীপের পরিচয়, শ্রীধাম-মাহাত্ম্য—ধামাপরাধ কি? ইত্যাদি বিষয় বিশেষভাবে মনোহর ছন্দে বর্ণিত। পকেট সাইজ প্রায় ৮০ পৃষ্ঠা।

শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ

উজ্জ্বল ব্রোঞ্জ ব্লু কালীতে উত্তম কাগজে ছাপা— শ্রীনবদ্বীপধাম দর্শনে ভাবুক দর্শনকারীর কি প্রব… ভাবের উচ্ছ্বাস হয়, তাহা এই গ্রন্থে বর্ণিত। অতি চমৎকার ভিক্ষা চারি আনা।

শ্রীমনঃশিক্ষা

৶০ দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভুকে উপলক্ষ করিয়া যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রাতিকূল বিচার অতি সুন্দরভাবে ব্যক্ত হইয়াছে। ইহা ছাড়া শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর উপদিষ্ট শিক্ষা ও উপদেশ বিশেষভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-জগতে অভিনব গ্রন্থ !!
শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতি-গ্রন্থাবলী :—

শরণাগতি

পকেট সাইজ। অষ্টম সংস্করণ ভিক্ষা /০ আনা

দেহ ও মনের চেষ্টা অনিত্যবস্তু লইয়া—ইহা যখন জীব বুঝিতে পারে, তখন একমাত্র নিত্যবস্তু শ্রীভগবানের প্রতি তাঁহার কোন জাতীয় আবেগময়ী প্রার্থনা হয় এবং শ্রীভগবানে সর্ব্বান্তঃকরণে নিষ্কপটে কি প্রকারে শরণাপন্ন হইতে হয়, ইত্যাদি বিষয়ক প্রাণস্পর্শী প্রার্থনা ও আত্মসমর্পণমূলক গান। ইহা ছাড়া সংস্করণও প্রকাশিত হইয়াছে

ভিক্ষা প্রতি খণ্ড /০ এক আনা।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা — /০, নবদ্বীপশতক— /০
অর্থপঞ্চক —/০

কল্যাণকল্পতরু

পকেট সাইজ। পঞ্চম সংস্করণ। ভিক্ষা /১০

আমরা প্রত্যহ নূতন অভাব ও কামনার বশবর্ত্তী হইয়া পুনঃপুনঃ যে অকল্যাণকে কল্যাণ বলিয়া গ্রহণ করি এবং যাহার নিকট কল্যাণ কামনা করি, তিনি যে নিত্য বা যথার্থ কল্যাণ প্রদানে অসমর্থ এবং কোন বস্তু আমাদের নিত্য কল্যাণদাতা এবং কি ভাবে আমরা সেই কল্যাণলাভে সমর্থ হইব, এই সকল কথা সরল গানে লিখিত। এই গীতিগ্রন্থ বাস্তবিক কল্যাণের কল্পতরু; ইনি প্রত্যেককে নিত্যকল্যাণ প্রদানে…

শ্রীল চক্রবর্ত্তি-ঠাকুরের টীকা সহ

শ্রীমদ্ ভগবদ্গীতা

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠাকুর কৃত টীকা ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কৃত বঙ্গানুবাদ। টীকাকারের জীবনী, শ্লোক-সূচি, বিষয়সূচি প্রভৃতি বহু প্রয়োজনীয় বিষয় সংবলিত প্রায় ৮২৫ পৃষ্ঠা; উৎকৃষ্ট রেক্সিনে বাঁধাই ২৲ দুই টাকা, কাগজে বাঁধা ১৷৷০

শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ কৃত ভাষ্য সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

কাগজ ও ছাপা উৎকৃষ্ট। রেক্সিন বাঁধাই, সোনার জলে নাম লেখা রাজসংস্করণ ১৲ টাকা, সাধারণ সংস্করণ ১৷৷০, গৌড়ীয়ের গ্রাহকপক্ষে ১৷০

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি (সাম্প্রদায়িককোষগ্রন্থ)

বিষয়:—১। ভক্তিশাস্ত্রে ব্যবহৃত শব্দাবলীর অর্থ, ২। চারি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের চরিত্র, ৩। বিষ্ণুবৈষ্ণবসম্পর্কিত শ্রীমন্দির ও শ্রীবিগ্রহের বিবরণ, ৪। বৈষ্ণবগ্রন্থ ও গ্রন্থকারগণের তালিকা ও বিবরণ, ৫। বিষয় বিশেষের লৌকিক ও শাস্ত্রীয় অকারাদিক্রমে যাবতীয় তথ্য। চারিখণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ১ম খণ্ড ১০, ২য় খণ্ড ৸০, ৩য় খণ্ড ৸০, ৪র্থ খণ্ড ৸০, চারিখণ্ড একত্রে ৩৲ (৫ম খণ্ড যন্ত্রস্থ)।

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ—১ম খণ্ড ১৲ এক টাকা

২য় খণ্ড ১৲ এক টাকা—শ্রীমদ্ভাগবতের গ্রাহক ও গৌড়ীয় গ্রাহকগণ ৸০ টাকায় দুইখণ্ড পাইবেন। বেদব্যাস শ্রীমজ্জীব গোস্বামিপাদের রচিত ইহা ষট্সন্দর্ভের অধিক প্রয়োজনীয় অংশ। প্রতি খণ্ড ডবল ক্রাউন ৮ পেজায় ৯৬ পৃষ্ঠা আকারে মুদ্রিত হইতেছে।

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য সঙ্কলিত

সদাচারস্মৃতিঃ

ভিক্ষা /০ মাত্র

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (প্রাচীন নবদ্বীপ) নদীয়া।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের
হেমলার পাচন
সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।
মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ৬ আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ছোটবোতলের সমপরিমাণ ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে উহাদের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ৷০ আনা, পাইন্ট ৷৷০ আনা, বোতল ১৷০ আনা।
অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা।

রেজেষ্টার্ড
মদন মঞ্জরী
বটিকায় স্বপ্ন ও ধাতুবিকার, ইন্দ্রিয়শক্তির হ্রাস, প্রস্রাবে শুক্রপাত, বহুমূত্র, মাথাঘোরা, বুক ধড়ফড়ানি, অনিদ্রা প্রভৃতি লক্ষণ সত্বর নির্দ্দোষ আরোগ্য হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ৩০ বটী ১৲ এক টাকা।
"নপুংসকত্বারি ঘৃত"
পুরুষত্বহানি রোগে বাহ্যপ্রয়োগ দ্বারা আরোগ্য করিয়া শক্তিসম্পন্ন করে। মূল্য ২ তোলা ১৲ টাকা।
"রমণবিলাসিনী বটিকা"
বীর্য্যধারণ করত সম্ভোগশক্তি স্থায়ী ও বৃদ্ধি করিতে অত্যাশ্চর্য্য। মূল্য ১৬ বটী ১৲ এক টাকা।
রাজবৈদ্য নারায়ণজী, কেশবজী
১৭৭নং হারিসন রোড, কলিকাতা।

বিজ্ঞাপন
সাবধান! সাবধান!! সাবধান!!!
জে, বি, দত্তের চৌকা শিশি বাদাম তৈল
আদি ও অকৃত্রিম এবং উপকারিতায় সর্ব্বজন পরিচিত ও বহু প্রশংসিত।
আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী J. B. Dutta & Co. নাম লেখা দেখিয়া খরিদ করিবেন। নচেৎ জুয়াচোরগণ নকলের দ্বারা তৈল দিয়া প্রতারণা করে।
নিঃ জে, বি, দত্ত

ফেরাস কুইনিন
নূতন এবং পুরাতন ম্যালেরিয়ার যম
ইহাতে কুইনাইন আছে, আয়রণ আছে, ফসফোরাস আছে, আর্সেনিক প্রভৃতি আছে।
… সেবন করিলে একটী বা দুইটী … ম্যালেরিয়ার … এবং … রক্তহীন ম্যালেরিয়ার সমস্ত উপসর্গ নষ্ট করিয়া দেয়।
… মূল্য ২৲, … ৩৲ টাকা
প্রাপ্তিস্থান—কেমিক্যাল এণ্ড ক্লিনিক্যাল ল্যাবরেটরী ও … [illegible] কলিকাতা।

পর বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

এখানে আহার এবং বাসস্থান দিয়া বিদ্যার্থিগণকে বিভিন্ন শিক্ষণীয় বিষয় শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। অনেক ছাত্র ইতোমধ্যেই আসিয়া পাঠ আরম্ভ করিয়াছেন। বর্ত্তমান বর্ষে সকল ছাত্রই গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

প্রধান অধ্যাপক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রচন্দ্র কাব্য-ব্যাকরণ-সাংখ্য-বেদান্ত-ভূদর্শনতীর্থ, সাংখ্যভূষণ, বেদান্তরত্ন, সাহিত্যশাস্ত্রী, দর্শনবাচস্পতি।

অধ্যাপক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গৌরদাস ব্রহ্মচারী ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীধাম মায়াপুর পরবিদ্যাপীঠ, (নদীয়া)।

বেদনাঞ্জন

শ্রেষ্ঠরত্ন

কলিকাতা কংগ্রেস এক্‌জিবিসন হইতে বহু প্রশংসা প্রাপ্ত ও বহু গণ্যমান্য ভদ্রমহোদয়-গণ কর্ত্তৃক প্রশংসিত।

আজকাল বাজার-চলন, মিশ্রিত ও বিষাক্ত আহার্য্য সেবনে শরীরের রক্ত স্বতঃই দোষযুক্ত হইয়া পড়িতেছে। রক্তই মানবদেহের শ্রেষ্ঠ উপাদান, এই রক্ত দোষযুক্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মানব বাত, বেদনা, মাথাধরা, মাথাঘোরা, দৃষ্টিশক্তির হ্রাস, দাঁতের গোড়া ফুলা, দাঁত কনকনানি, দাঁতে পোকা এবং পোস, চুলকানি প্রভৃতি কষ্টদায়ক চর্ম্মরোগে আক্রান্ত হইতেছে। যদি আপনি একান্তই ব্যাধিমুক্ত হইতে চান, তাহা হইলে অযথা পয়সার অপব্যয় না করিয়া অল্প ব্যয়ে এক শিশি **বেদনাঞ্জন** ক্রয় করিয়া ইহার কার্য্যকারী-শক্তি উপলব্ধি করুন। গুণের তুলনায় মূল্য অত্যন্ত কম। এক শিশি ৷৵০ আনা মাত্র মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

প্রোপ্রাইটার—এ, সি, চাটার্জ্জী এণ্ড ব্রাদার্স।

৮৮নং হুলকাটি লেন, সালিকা হাওড়া

সকল মনিহারী দোকানে ও বড় বড় ডাক্তারখানায় পাওয়া যায়।

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

যদিও অদ্যাপি প্রকৃত মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য, তথাপি যাহারা নানাবিধ অনাচারে অপরিমিত শক্তি নষ্ট করিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন এবং নানা প্রকার মেহ, প্রমেহ ধাতুদৌর্ব্বল্য, স্নায়বিক দুর্ব্বলতা, বহুমূত্র, স্বপ্নদোষ, পাকস্থলীর পীড়া, অর্শ এবং স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে যাহারা বাধক, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, স্বেতপ্রদর ও রক্তপ্রদর, হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি রোগে ভুগিয়া জীবনে নিরাশ হইয়াছেন, তাঁহারা আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটাল সাহেবের আবিষ্কৃত **ইলেক্‌ট্রিক সলিউসন** ব্যবহার করিয়া বাঁচিতে পারেন, তাহার শত সহস্র প্রমাণ প্রত্যহ বহুস্থানে পাওয়া যাইতেছে। যাঁহারা অন্যান্য বহুবিধ ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরোগ্য হইতে পারেন নাই, তাঁহারা একবার এই ঔষধটী ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক মাসের ব্যবহারোপযোগী এক শিশি ঔষধ ডাকমাশুল সহ ২৷৷০ টাকা মাত্র।

সোল এজেণ্ট—ডাঃ ডি, ডি, হাজরা।

কতেপুর, গার্ডেনরীচ পোঃ, কলিকাতা।

ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

অধ্যক্ষ

শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম, এ, এফ, সি, এস (লণ্ডন)

ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক

(প্রফেসার)

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ বিশুদ্ধ ও শাস্ত্রমতে নিজ তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হয়। পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ক্যাটালগ পাঠান হয়। রোগের বিবরণ জানাইলে যত্নপূর্ব্বক ব্যবস্থা দেওয়া হয়। চিঠি পত্রাদি সম্পূর্ণরূপে গোপন রাখা হয়।

মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দুর)

(বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৯, টাকা

উৎকৃষ্ট স্বর্ণ, পারদ ও আমলাসার গন্ধক দ্বারা যথাশাস্ত্র প্রস্তুত।

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৩, টাকা

উৎকৃষ্ট কাশীর আমলকী, বংশলোচন প্রভৃতি যাবতীয় উপাদানে পূর্ণমাত্রায় যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। কফ কাসি, সর্দি, যক্ষ্মা, ক্ষয়রোগ, হৃদরোগ প্রভৃতি রোগের মহৌষধ। সর্ব্বপ্রকার দুর্ব্বলতা নাশক অতিশয় পুষ্টিকর মহৌষধ বা খাদ্য বিশেষ।

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬, টাকা

ইহা সেবনে ধাতুদৌর্ব্বল্য, শুক্রতারল্য, স্বপ্নদোষ, প্রমেহ ও ধ্বজভঙ্গ সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায়। ইহা অপারসীম আনন্দদায়ক রসায়ন।

অবলাবান্ধব যোগ

প্রদর, বাধক প্রভৃতি জরায়ুদোষ ও যোনিগত দুরারোগ্য রোগের মহৌষধ।

মূল্য—১৬ মাত্রা ২, টাকা। ৫০ মাত্রা ৫, শিক মাত্র

বিশুদ্ধ জল! ভয় নাই! বিশুদ্ধ জল!!

লক্ষ্মী টিউব-ওয়েল কোং

২০৫নং নবাবপুর, ঢাকা

বর্ত্তমান-যুগের নব-আবিষ্কৃত বৈজ্ঞানিক-খনন-প্রণালীতে নলকূপ (*Tube-well*) নির্ম্মাণ করা হয়। বর্দ্ধমান, চট্টগ্রাম, প্রাইভেট সেক্রেটরী, জিলা-ম্যাজিষ্ট্রেট, জিলা-বোর্ডের চেয়ারম্যান, ইঞ্জিনিয়ার, জমিদার, তালুকদার প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত ভদ্রমহোদয়গণ এই কোম্পানীর কার্য্য দেখিয়া প্রশংসা করিয়াছেন। রাসায়নিক পরীক্ষায় জল বিশুদ্ধ না হইলে মূল্য গৃহীত হয় না! বিস্তৃত বিবরণের জন্য পত্র লিখুন।

বিজ্ঞাপিত কেন?

সাধারণের উপকারার্থে, মানবের ভ্রম না হইতে পারে তাহার পন্থা ইত্যাদি সম্বলিত "কামশাস্ত্র" গ্রন্থখানি যিনি পাঠ করেন নাই, তিনি আবেদন করুন বিনামূল্যে প্রাপ্ত হউন। উহা পাঠ করিয়া ৭৫০০০ হাজার লোক কৃতজ্ঞ হইয়াছেন। প্রায় ৫০ বৎসরের পরীক্ষিত, শুক্রতারল্য, স্বপ্নদোষ ইত্যাদির যম "আতঙ্ক-নিগ্রহ বটিকা" প্রতি কৌটার মূল্য ১, টাকা। প্রাপ্তিস্থান—আতঙ্ক নিগ্রহ ফার্ম্মাসী, ২১৪ নং বহুবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা।

মনোমোহন প্রেস

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা

পূর্ব্ব-বাঙ্গালায় সুলভে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত

বৈদ্যুতিক মেশিনে দিবারাত্র কাজ চলিতেছে

বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা।

শ্রীমায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

স্থানীয় সংস্করণ   Registered No. C 1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চ ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অৰ্দ্ধ কলম ৩॥০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র।

সাহায্যের হার অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক ৯
ষাণ্মাসিক ৫
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ প্রতি সংখ্যা ৵০

৪র্থ খণ্ড]   সম্পাদক—প্রত্নবিদ্যালঙ্কার শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী   [২৬৮ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্য মঠ শ্রীধাম মায়াপুর ৬ই মাঘ সোমবার ১৩৩৬ ২০শে জানুয়ারী ১৯৩০

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থাবলী

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্ (শ্লোক সূচী, বিষয়-সূচী প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত), ভিক্ষা, প্রতি খণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৶০ গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশ গ্রাহক পক্ষে ।০
২। ভাষ্য-সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ) ৫৲
৩। গৌড়ীয়-গৌরব ৶০
৪। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।০
৫। ভজনরহস্য ॥০
৬। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপ শতকম্ (বাঁধা) ২৲ ” ” ” আবাঁধা ৸০
৭। গীতা (শ্রীবলদেবভাষ্যসহ) বাঁধা ২৲ আবাঁধা ১॥০
৮। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি টীকা সহ) বাঁধা ২৲ আবাঁধা ১॥০
গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ॥০
৯। সূত্রমালিকা (অণুভাষ্যের সানুবাদ মাধ্ব) ২৲
১০। বেদান্ততত্ত্বসার সানুবাদ (রামানুজীয়) ॥০
১১। জৈবধর্ম্ম ২৲
১২। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৩। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৪। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ।৶০
১৫। দ্বীপ-দিগ্দর্শন ৵০
১৬। সাধনপথ (৩য় সংস্করণ) ।৵০
১৭। আচার ও আচার্য্য ।
১৮। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
১৯। (ভক্তিরত্নাকর নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৵০
২০। শ্রীনবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
২১। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য (প্রমাণখণ্ড) ৶০
২২। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
২৩। শ্রীগোদ্রুম পরিক্রমা দর্পণ ।০
২৪। শরণাগতি, গীতাবলী, সাধনকল, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, নবদ্বীপশতক, অপ্রাকৃত ও সদাচারস্মৃতিঃ মোট ।৶০
২৫। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ও অর্চ্চনকণ ৵০
২৬। সাধকপ্রসঙ্গ ।০
২৭। সংস্কার দীপিকা ।০
২৮। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড) ৩৲
২৯। ব্রহ্মসংহিতা ॥০
৩০। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ৸০
৩১। সাধনশ্রেণী সানুবাদ ।০
৩২। গানকৃতদর্শন ৸০
৩৩। শ্রীচৈতন্যভাগবত (দ্বিতীয় সংস্করণ) ৫৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

শ্রীধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপ-প্রদর্শনী, নদীয়া

(৩রা ফেব্রুয়ারী হইতে ১৭ই মার্চ্চ, ১৯৩০ পর্য্যন্ত)

প্রদর্শনীর সকল জ্ঞাতব্য বিষয়ের জন্য সেক্রেটারী মহোদয়ের নিকট আবেদন করুন।

শ্রীকুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ,
শ্রীচৈতন্য মঠ, শ্রীধাম মায়াপুর পোঃ আঃ, (নদীয়া)।

ইংরাজী ভাষায় ভক্তিগ্রন্থ

১ শ্রীচৈতন্যচরিত ও শিক্ষা
২ নামভজন
৩। বৈষ্ণবধর্ম্ম আসল ও নকল
৪। ভাগবতীয় দর্শননীতি ও ধর্ম্ম
৫। কাম ও প্রেমধর্ম্ম
৬। গৌড়ীয়মঠ কি করেন

দেবনাগরাক্ষরে ভক্তিগ্রন্থ

১। সার্থদীপিকা দশমূলম্ ৵০
২। সটীক শিক্ষাদশমূলম্ ০
৩। মধ্বগ্রন্থমালাসংগ্রহণম্ ৶
৪। গৌড়ীয়সম্প্রদায় পরিচয়ঃ ।০
৫। সিদ্ধান্তসংগ্রহঃ ॥০
৬। তত্ত্বসূত্রম্

নীলাম ইস্তাহার

জেলা নদীয়া মোকাম কৃষ্ণনগর প্রথম মুন্সেফ আদালত

নীলামের দিন ৮ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৩০

(১)

৮৭৪ [illegible] ২৯ দাবী ৫৬॥৶০

ডিঃ শ্রী[illegible] ভাদুড়ী সাং গোয়াড়ী থানা কোতোয়ালী

দেঃ [illegible] সাং [illegible] থানা কোতোয়ালী

জেলা নদীয়া থানা কোতোয়ালী ৩৯৯ নং [illegible] ১৯ নং কৃষ্ণনগর মৌজা ৪০৭৮১ নং [illegible] আনা জমায় ৮১ [illegible] জমির মূল্য আঃ ২৫৲ টাকা।

(২)

১০৬৪ [illegible] ২৯ দাবী ২২৶০

ডিঃ [illegible] সাং গোয়াড়ী থানা কোতোয়ালী

দেঃ শ্রী[illegible] সাং [illegible] নগর, থানা কোতোয়ালী

সদরেঃ কৃষ্ণনগর থানা কোতোয়ালী মৌজে [illegible] খাজানাভুক্ত ৫৬৶৫ টাকা জমার [illegible] জমির মূল্য আঃ ২০৲

(৩)

১১৬৪ সাংজ্জারী ২৯ দাবী ১৮৶৩

ডিঃ শ্রীমতী রাজকুমারী [illegible] দাসী সাং কাছারী [illegible], জেলা নদীয়া

দেঃ শ্রী[illegible] দত্ত দিং সাং [illegible]পুকুর, থানা কোতোয়ালী

জেলা নদীয়া সদরেঃ কৃষ্ণনগর মৌজে [illegible]পুকুর [illegible] শ্রী[illegible]পুর সেঃ ১০৫১ নং খতিয়ানের ৫৫ শতক জমির বার্ষিক জমা [illegible] মূল্য আঃ ১৫৲

(৪)

১২০৮ [illegible] ২৯ দাবী ৪৪৶০

ডিঃ [illegible] শ্রীমতী [illegible] দাসী সাং [illegible]পুর, থানা [illegible]

দেঃ শ্রী[illegible] মুখোপাধ্যায় সাং কামদেবপুর, থানা [illegible]

১। সদরেঃ কৃষ্ণনগর থানা [illegible] অধীন কামদেবপুর গ্রামে [illegible] ভুক্ত [illegible] দেনাদারের অংশ।/৯॥=, মায় তদুপরিস্থিত আকর [illegible] মূল্য আঃ ২০৲

২। ঐ থানার ঐ গ্রামে [illegible] দেনাদারের অংশ।/৯॥= [illegible], আকর আওলাত মূল্য [illegible]

(৫)

১৪৪৭ সাংজ্জারী ২৯ দাবী ২১৩

ডিঃ শ্রীনৃসিংহচন্দ্র পালচৌধুরী সাং চকতাঁতীপাড়া, থানা নাকাশীপাড়া

দেঃ শ্রী[illegible] দিং সাং [illegible] থানা কোতোয়ালী

সদরেঃ কৃষ্ণনগর থানা কোতোয়ালী মৌজে [illegible] গ্রামে সেঃ ১১২২ নং খতিয়ানভুক্ত ৪।৶০ জমায় ৫৫ শতক জমির মূল্য মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত আঃ ২৲

(৬)

১৭১৯ সাংজ্জারী ২৯ দাবী ৮৩।৶৬

ডিঃ শ্রীতারাপদ সরকার সাং গোয়াড়ী থানা কোতোয়ালী

দেঃ শ্রী[illegible] ঘোষ দিং সাং [illegible] থানা কোতোয়ালী

সদরেঃ কৃষ্ণনগর ১০৭ নং [illegible] মৌজায় [illegible] খাজানাভুক্ত ৭-১৬ একর জমির জমা ১২৲৬ টাকা মূল্য মায় আকর আওলাত আঃ ২[illegible]

(৭)

১৭২০ সাংজ্জারী ২৯ দাবী ৮৬৶৯

ডিঃ শ্রীকৃষ্ণপদ পালচৌধুরী দিং সাং চকতাঁতীপাড়া থানা নাকাশীপাড়া

দেঃ শ্রী[illegible] মল্লিক সাং হাজরাপোতা, থানা কালীগঞ্জ

সদরেঃ কৃষ্ণনগর থানা কালীগঞ্জ মৌজা [illegible] হাজরাপোতা গ্রামে [illegible] খাজানাভুক্ত ৫৮ শতক জমির বার্ষিক [illegible] টাকা; ইহাতে দেনাদারের ॥০ অংশ মূল্য মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত আঃ ৫৲ টাকা

(৮)

১৭২১ সাংজ্জারী ২৯ দাবী ৩০৶৯

ডিঃ ঐ

দেঃ ঐ

সদরেঃ কৃষ্ণনগর থানা কালীগঞ্জ [illegible] হাজরাপোতা মৌজায় [illegible] খতিয়ানভুক্ত ২০ শতক জমির জমা ৩॥৶০ [illegible] ইহাতে [illegible] উপরিস্থিত আকর আওলাত [illegible] দেনাদারের ॥০ অংশ মূল্য আঃ ১০৲ টাকা

(৯)

১৭২২ সাংজ্জারী ২৯ দাবী ১৬॥৶৩

ডিঃ ঐ

দেঃ ঐ

সদরেঃ কৃষ্ণনগর থানা কালীগঞ্জ [illegible] হাজরাপোতা গ্রামে ২০নং খতিয়ানে [illegible] একর জমির জমা ৬৶৩। ইহাতে [illegible] দেনাদারের ॥০ অংশ, মূল্য মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত আন্দাজ ১০৲ টাকা

(১০)

১৭৬৭ সাংজ্জারী ২৯ দাবী ১৯॥৶৬

ডিঃ শ্রী[illegible] চৌধুরী সাং [illegible]গঞ্জ [illegible] নবদ্বীপ

দেঃ শ্রী[illegible] সেন—সাং কৃষ্ণনগর গোলাম নবিপাড়া

জেলা নদীয়া থানা কোতোয়ালী মৌজে ৯২ নং কৃষ্ণনগর গ্রামে সেঃ ২২৯১ খতিয়ানভুক্ত ৩ শতক জমির জমা ৬৶২। উক্ত জমি মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত মূল্য আঃ ৫৲ টাকা

(১১)

১৭৮০ সাংজ্জারী ২৯ দাবী ৯৶০

ডিঃ শ্রীনৃসিংহচন্দ্র পাল চৌধুরী সাং চকতাঁতীপাড়া

দেঃ শ্রী[illegible] সাং [illegible], থানা কালীগঞ্জ

সদরেঃ কৃষ্ণনগর থানা কালীগঞ্জ মৌজা [illegible] গ্রামে সেঃ ১১০০নং খতিয়ানের ১৲ টাকা জমার ৪৪ শতক জমির মূল্য মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত আন্দাজ ২৲ টাকা

(১২)

১৭৮২ সাংজ্জারী ২৯ দাবী ৯।৶০

ডিঃ ঐ

দেঃ শ্রী[illegible]—সাং [illegible]পোতা থানা কালীগঞ্জ

সদরেঃ কৃষ্ণনগর থানা কালীগঞ্জের [illegible] হাজরাপোতা গ্রামে সেঃ ৮৭ নং খতিয়ানভুক্ত ১৶০ টাকা জমার ৩ শতক জমি ও তদুপরিস্থিত আকর আওলাত মূল্য আঃ ২৲ টাকা

(১৩)

১৮১৯ সাংজ্জারী ২৯ দাবী ৭।৶৬

ডিঃ ঐ

দেঃ [illegible]—সাং হাজরাপোতা, থানা কালীগঞ্জ

সদরেঃ কৃষ্ণনগর থানা কালীগঞ্জের [illegible] গ্রামে সেঃ ২৮০নং [illegible] খতিয়ানভুক্ত [illegible] শতক জমির জমা [illegible], মূল্য মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত আঃ ১৲ টাকা

(১৪)

১৮২০ সাংজ্জারী ২৯ দাবী ৯৶০

ডিঃ ঐ

দেঃ [illegible]—সাং হাজরাপোতা থানা কালীগঞ্জ

সদরেঃ কৃষ্ণনগর থানা কালীগঞ্জ মৌজা হাজরাপোতা গ্রামে সেঃ ৩৩নং খতিয়ানভুক্ত ।৶৯ জমার ৮ শতক জমির মূল্য মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত আন্দাজ ২৲ টাকা

(১৫)

১৮২৫ সাংজ্জারী ২৯ দাবী ৮।৶৬

ডিঃ ঐ

দেঃ শ্রী[illegible]—সাং হাজরাপোতা, থানা কালীগঞ্জ

সদরেঃ কৃষ্ণনগর থানা কালীগঞ্জ মৌজা হাজরাপোতা গ্রামে সেঃ ৫০নং খতিয়ানে ১।৩ টাকা জমায় ২২ শতক জমির মূল্য আঃ ১৲ টাকা।

(১৬)

১৮২৩ সাংজ্জারী ২৯ দাবী ২২৶৯

ডিঃ ঐ

দেঃ শ্রী[illegible] দিং—সাং হাজরাপোতা থানা কালীগঞ্জ

সদরেঃ কৃষ্ণনগর থানা কালীগঞ্জ মৌজা হাজরাপোতা গ্রামে সেঃ ২১৯নং খতিয়ানে [illegible] জমাতে ১-৮৩ জমির মূল্য মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত আন্দাজ ৫৲ টাকা

(১৭)

১৮৩৭ সাংজ্জারী ২৯ দাবী ১৫৫৶৬

ডিঃ শ্রীগোপাল চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় সাং [illegible] থানা শান্তিপুর

দেঃ শ্রীমতী [illegible] দাসী দিং—মোং কাছারী [illegible]পোতা থানা কোতোয়ালী

সদরেঃ কৃষ্ণনগর থানা কোতোয়ালী ৯২ নং মৌজা কৃষ্ণনগর কাটালপোতা গ্রামে ৫৩৩১ খতিয়ানে ২০৶০ জমার দেনাদারের স্বত্বদখল পাকা বাড়ী মায় উপর নীচে পাকা কোঠাঘর বারান্দা, ছাদ [illegible] প্রাচীর ইন্দারা পাকা [illegible] আকর আওলাত মূল্য আঃ ৫০০৲ টাকা। জমির পরিমাণ ৮০ শতক

(১৮)

১৮৫৭ সাংজ্জারী ২৯ দাবী ১৭।৶৬

ডিঃ শ্রীমন্মথ পালচৌধুরী, সাং আমিন বাজার, থানা কোতোয়ালী

দেঃ শ্রী[illegible] নাথ মুহুরী দিং—সাং গোয়ালপাড়া থানা কোতোয়ালী

জেলা নদীয়া থানা কোতোয়ালী মৌজা গোয়ালপাড়া গ্রামে ১৫২ নং খতিয়ানভুক্ত ২৫ শতক জমির জমা বার্ষিক ১৬৶০ টাকা। উক্ত জমি মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত মূল্য আঃ ৫৲ টাকা

(১৯)

১৮৩৯ সাংজ্জারী ২৯ দাবী ৩৯॥৶৩

ডিঃ শ্রী[illegible] নাথ মুখোপাধ্যায় সাং [illegible], থানা কালীগঞ্জ

দেঃ [illegible]—সাং [illegible]ডাঙ্গা থানা কালীগঞ্জ

জেলা নদীয়া, থানা কালীগঞ্জ ১১ নং [illegible] মৌজায় সেঃ ১৭০ নং খতিয়ানভুক্ত ৮॥০ টাকা জমাতে [illegible] জমার ১-৩৯ একর জমির মূল্য আঃ ২৫৲ টাকা।

(২০)

১৯৫৪ সাংজ্জারী ২৯ দাবী ৩০৶৬

ডিঃ শ্রীমতী [illegible] দাসী সাং [illegible], থানা [illegible]

দেঃ শ্রী[illegible]—সাং [illegible]নগর থানা কোতোয়ালী

সদরেঃ কৃষ্ণনগর থানা কোতোয়ালী [illegible] গ্রামে সেঃ ৭৩নং খতিয়ানভুক্ত ৬৩ শতক জমির মূল্য আঃ ২০৲ টাকা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

৮ই মাঘ সোমবার—১৩৩৬

সাময়িক প্রসঙ্গ

ফরিদপুর জেলায় 'গোহালা'-গ্রাম। মাদারীপুর মহকুমার চক্রবর্ত্তী-প্রেসে মুদ্রিত কতগুলি বিজ্ঞাপন আমাদের হস্তগত হইয়াছে, তন্মধ্যে একখানি মুদ্রিত নিমন্ত্রণ পত্র, দ্বিতীয়টী চৈতন্য-মিশনের বার্ষিক উৎসব, তৃতীয়টী উহার কার্য্য-বিবরণী, চতুর্থটী দেশবাসীর প্রতি নিবেদন।

গোহালায় যাইবার পথের পরিচয়ে লিখিত আছে যে, খুলনা-বরিশাল হইতে ষ্টীমারে সিন্ধিয়া ঘাট; মাদারীপুর হইতেও ষ্টীমারে সিন্ধিয়া-ঘাটে যাওয়া যায়। সিন্ধিয়া ঘাট হইতে এক মাইল নৌকা-পথে গোহালা-গ্রাম। 'ফরিদপুর' রেলষ্টেশন হইতে মোটর ভাড়া করিয়া যাতায়াত করে, তথা হইতেও 'গোহালা' যাওয়া যায়।

শ্রীচৈতন্য-মিশনের অনারারি-সম্পাদক চেয়ারম্যান শ্রীযুত যদুনন্দন গোস্বামী। উক্ত মিশনের প্রেসিডেণ্ট শ্রীযুত যদুনন্দন গোস্বামী। ইহার চেয়ারের নামের পূর্ব্বে 'শ্রী' সংযুক্ত থাকায়, বোধ হয় তিনি দেশবাসীর গোসাঁইজি আপনাকে শ্রীযুত বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন। আবার, 'কাল নেমে কামানে' পল্লীগুরুগণ 'লক্ষ্মী ছেলে' না হইয়া সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারিগণের নামে 'শ্রীমান্' লিখিয়া নিজেরা শ্রীযুত হইয়া থাকিতে চান। 'লক্ষ্মী ছেলে' যত গৃহস্থ ধর্ম্মে অবস্থিত হইয়াও শ্রীমন্ নলিনীমোহন চক্রবর্ত্তী বিদ্যাভূষণ ও পরলোকগত শ্রীমান শশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহাদেরই ন্যায় লক্ষ্মীমন্ত ছেলে মনে করিয়া সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারিগণকেও শ্রীমান্ বানাইতেছেন।

বাঙ্গালা দেশে 'শ্রীমান' শব্দটি কনিষ্ঠদিগের প্রতি প্রযুক্ত হইবার প্রচলন আছে, কিন্তু পশ্চিম দেশে উহা সম্মান-বাচক শুভাশীষ উপাধি। শ্রীমান বিদ্যাভূষণ পশ্চিম-দেশীয় আচারসিদ্ধ শিরোপাধি উষ্ণীষ ধারণ এবং নিজেকে বয়স্ক-জ্ঞান করেন বলিয়া তাঁহার ন্যায় যাঁহারা 'লক্ষ্মী মন্ত পুত্র' নহেন, তাঁহাদিগের প্রতি প্রয়োগ করিবার ও অজ্ঞতাবশে বিচারে তাঁহাদের মর্য্যাদাবৃদ্ধি করিবার জন্য ঐ প্রকার সৌজন্যের পরিচয় দেন।

শ্রীচৈতন্যের মিশনে স্বদেশ-সেবা, জাতি সেবা, জন-সেবা, সকলের উপর জগৎ-সেবা, সন্ন্যাসী নয়, গৃহস্থের মধ্যে প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করাই শ্রীচৈতন্যমিশনের ব্রত।' আবার লিখিয়াছেন—'সেজন্য দরিদ্র-ভাণ্ডার, রোগি সেবা ও অন্যান্য জনহিতকর কার্য্য, জাতির ইতিহাস, ধর্ম্মকথা, সমাজসেবা, অর্থনীতি, শারীরিক চর্চ্চা প্রভৃতি নিরক্ষরগণের মধ্যেও প্রচার করিবার জন্য কেন্দ্রে কেন্দ্রে সভা সমিতি সঙ্ঘগঠন ও নৈশ-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা এবং সকলের উপর এক ভাব এক নীতি-সূত্রে হিন্দু জাতিকে সঙ্ঘবদ্ধ হওয়া পৃথিবী-বিজয়ী বিরাট শক্তি সৃষ্টি করিবার প্রচার ও প্রতিষ্ঠার জন্য শ্রীচৈতন্যমিশন চেষ্টা করিতেছেন।

গোহালার মিশনের প্রেসিডেণ্ট মহাশয় যে শ্রীচৈতন্যমিশনের আবাহন করিয়াছেন, সেই শ্রীচৈতন্য কি ঐ সকল বিষয় প্রচার করিবার জন্য হৃদয়ে স্থান দিয়াছেন? তাঁহার কোন্ ভক্ত কি ঐরূপ কোন কথায় আবদ্ধ ছিলেন? ভগবদ্বস্তু এক ও অদ্বিতীয়; অধিকন্ত বস্তু দ্বিতীয়াভিনিবেশ জন্য স্বরূপ-বিপর্য্যয়কারক। ভয়, শোক, বিপুল লোক প্রভৃতি দ্বিতীয়াভিনিবেশের ফল।

প্রেসিডেণ্ট মহাশয় সকলের উপর 'জগৎসেবা' শব্দটি ব্যবহার না করিয়া যদি **কেবলমাত্র ভগবৎসেবাই** অথবা **কেবলমাত্র ভগবদ্ভক্তসেবাই** শ্রীচৈতন্য মিশনের ব্রত বলিতেন, তাহা হইলেই ভাল হইত। সামাজিক কর্ম্মনিষ্ঠ কর্ম্মবীরগণের আদর্শ হইতে পারে, কিন্তু শ্রীচৈতন্য-মিশনের আদি আচার্য্য শ্রীরূপগোস্বামি প্রভু ও শ্রীদামোদর স্বরূপ গোস্বামিপ্রভু আধুনিক বৈষ্ণববাদ-বিরোধী কর্ম্মবীর প্রেসিডেণ্ট মহাশয়ের সহিত একমত প্রকাশ করেন নাই।

বীরভূমের শ্রীকুঞ্জদাস মল্লিক যেরূপ অভিনব চিন্তাযুক্ত, তাহারই পদাঙ্কে গোহালার মিশনের বর্ত্তমান মহাশয়ও সেইরূপ কর্ম্মবীরের অনুগামী! কিন্তু উহা শ্রীচৈতন্যদেবের উপদেশ-বিরুদ্ধ। "কর্ম্মিভ্যঃ পরিতো" [illegible] উহা সুস্পষ্ট ভাবে ব্যক্ত হইয়াছে। আমরা আশা করি, মিশনের বর্ত্তমান মহাশয় শ্রীচৈতন্যদেবের কথা ও শ্রীরূপগোস্বামী-প্রভুর কথা আলোচনা করিয়া ঐ সকল সামাজিক কার্য্য হইতে বিরাম লাভ করিবেন।

প্রয়াগে কুম্ভ মেলায়
শ্রীগৌড়ীয় মঠ

গত পৌষ-সংক্রান্তি হইতে ত্রিবেণী-সঙ্গমে প্রয়াগে পূর্ণকুম্ভমেলা আরম্ভ হইয়াছে। একমাস কাল এই মেলা থাকিবে। জগতের বহু লোক বহু উদ্দেশ্য লইয়া তথায় গিয়াছেন। ধর্ম্মাচার্য্যগণের মধ্যে ভুক্তি বা স্বর্গাদি বিনশ্বর ফলভোগানুসন্ধানকারী কর্ম্মী কর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব, মুক্তি বা ব্রহ্মসাযুজ্যকামী নির্ভেদব্রহ্মানুসন্ধানকারী জ্ঞানী জ্ঞানের মাহাত্ম্য, সিদ্ধি বা পরমাত্মসাযুজ্যকামী কৈবল্যবাদী যোগী যোগের মাহাত্ম্য প্রচার করিতেছেন, ভক্তিপন্থাবলম্বিগণের মধ্যেও কর্ম্মমিশ্রা, জ্ঞানমিশ্রা ও যোগমিশ্রা ভক্তিপ্রচারক অনেকেই আছেন; কিন্তু তথায় নিরপেক্ষ বাস্তব সত্যের প্রচারক শ্রীগৌড়ীয়মঠের একমাত্র কার্য্য—শ্রীভগবান্ গৌরসুন্দরের শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবাণী প্রচার। তাঁহারা কলিযুগ-পাবনাবতারী শ্রীভগবান গৌরসুন্দরের "যারে দেখ তারে কহ কৃষ্ণ উপদেশ" এই শ্রীমুখ-আজ্ঞা শিরে ধারণ করিয়া সকলকে "জীব, কেবল মাত্র কৃষ্ণ ভজন কর, কৃষ্ণনাম সংকীর্ত্তন কর, ইহাতেই তোমার সর্ব্বার্থ-সিদ্ধি হইবে, কিন্তু সেই কৃষ্ণনামের ফল ভুক্তি মুক্তি বা সিদ্ধি-বাঞ্ছা নহে, কৃষ্ণপ্রেমই কৃষ্ণনামের সাক্ষাৎ ফল, জগতে তীর্থস্নান, দান, ধ্যান, ব্রত, হোম, জপ, তপ, ওষধি-বিতরণ, রোগীর শুশ্রূষা, চিকিৎসালয়, বিদ্যালয় স্থাপন প্রভৃতি যত কিছু পুণ্য কার্য্য আছে, নামের সহিত সে সকলের কিছুমাত্র তুলনা হয় না, বিশেষতঃ অন্য শুভকর্ম্মের সহিত শ্রীনামকে সমান মনে করা একটী মহানামাপরাধ মাত্র, নামসংকীর্ত্তনই তোমাদের একমাত্র সাধন ও সাধ্য।"—এই উপদেশ দান করিতেছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু জগজ্জীবের প্রতি অহৈতুকী করুণাবশতঃ শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভুকে লক্ষ্য করিয়া যে শিক্ষা প্রদান করিয়াছিলেন, সেই শিক্ষাই প্রয়াগস্থ শ্রীরূপগৌড়ীয়মঠের প্রচারকবৃন্দের একমাত্র প্রচার্য্য বিষয়।

"গঙ্গা-যমুনা প্রয়াগ নারিল ডুবাইতে।
প্রভু ডুবাইল কৃষ্ণপ্রেমের বন্যাতে॥"

মহাপ্রভু তাঁহার পার্ষদ শ্রীরূপের দ্বারা কৃষ্ণপ্রেমের বন্যায় প্রয়াগ প্লাবিত করিয়াছিলেন, তাঁহার অপ্রকট লীলায়ও সেই লীলার অন্ত হয় নাই, এখনও প্রভু সেই লীলা অনুষ্ঠান করে বর্ত্তমান।

"অদ্যাপিহ সেই লীলা করে গোরা রায়।
কোন কোন ভাগ্যবানে দেখিবারে পায়॥"

শ্রীরূপ গৌড়ীয় মঠের প্রচারকগণ আজ প্রয়াগের সেই সৌভাগ্য স্মরণ করাইয়া দিতেছেন, সকলকে মহাবদান্য মহাপ্রভুর কৃষ্ণপ্রেম-প্রদান-লীলা-অনুধাবন করিতে বলিতেছেন। অমন্দোদয়-দয়ানিধি মহাপ্রভুর আচার-প্রচারলীলার প্রতি যাঁহাদের বন্ধুতার শ্রদ্ধোদয় হইয়াছে, যাঁহারা প্রভু-কথিত "ভারত ভূমিতে হৈল মনুষ্যজন্ম যা'র। জন্ম সার্থক করি কর পর-উপকার॥"—এই বাক্যোদিষ্ট 'পরোপকার' শব্দটীর যথার্থ হৃদয়ঙ্গম করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন, তাঁহারাই আজ প্রয়াগক্ষেত্রে শ্রীরূপগৌড়ীয়মঠের সেবকগণের প্রচার-বৈশিষ্ট্য স্মরণ করিয়া কৃতার্থ হইতেছেন।

জীবের আত্মকৃত বিপাক-হেতু দুঃখকে সাময়িক নিবৃত্তি করিবার চেষ্টা 'উপকার' শব্দবাচ্য হইলেও তাহা মহাপ্রভু-কথিত শ্রেষ্ঠ উপকার নহে। জীব যে কৃষ্ণকে ভুলিয়া গিয়া এত কষ্ট পাইতেছে, [illegible] কৃষ্ণকথা জীবকে স্মরণ করাইয়া দি[illegible] তাহাকে কৃষ্ণোন্মুখীকরণের চেষ্টাই প্রকৃত 'পরোপকার' শব্দবাচ্য। নিজে ও সাধু, তথা অপরকে সেইরূপ কৃষ্ণোন্মুখী করাই জীবে দয়ার চরম তাৎপর্য্য। কৃষ্ণবিস্মৃতি হওয়ায় অন্যাই জীবের কষ্ট, সেই কষ্টকে ভগবানের অনুকম্পা জ্ঞানে সহ্য করিতে করিতে কায়মনোবাক্যে ভগবদনুশীলনই জীবের প্রকৃত উপকৃত হওয়ার উপায়। কৃষ্ণবিস্মৃতিরূপ অবিদ্যাই যাবতীয় কষ্টের মূল, তাহা দূর না হইলে অন্য উপায়ে কষ্ট নিষ্কৃতি পাইবার নহে। আবার সেই কৃষ্ণোন্মুখ হইবার একমাত্র পন্থা কৃষ্ণভক্তের চরণাশ্রয়।

প্রয়াগ-স্নানাদি দ্বারা তৎকালে পাপ দূর হইলেও জীবের পাপবাসনারও যে মূল অবিদ্যা বা কৃষ্ণ[illegible]তা, তাহা দূর না হওয়া পর্য্যন্ত পাপের পুনরাক্রমণ অবশ্যম্ভাবী। এই জন্যই শ্রীল ঠাকুর মহাশয় গাহিয়াছেন—

"তীর্থজল পবিত্র গুণে লিখিয়াছে পুরাণে
সে সব ভক্তির প্রবঞ্চন।
বৈষ্ণবের পাদোদক [illegible] সম নহে এই সব
যাতে হয় বাঞ্ছিত পূরণ॥
বৈষ্ণব-সঙ্গেতে মন [illegible] আনন্দিত অনুক্ষণ
সদা হয় কৃষ্ণপরসঙ্গ॥"

একদিকে যেমন [illegible] প্রয়াগধামে [illegible] লোকের মধ্যে মহাপ্রভুর [illegible] প্রচার [illegible] অন্যদিকে [illegible] মায়াপুর-নবদ্বীপ [illegible] শিক্ষা প্রদানের [illegible] [illegible] [illegible] কামী [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] যোগী—[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] প্রেম-[illegible]

[illegible] জগতের সমস্ত [illegible] পারেন। ইহাই [illegible] ও জীবগণ [illegible] নাট্যকেন্দ্রিয়ে [illegible] শ্রীনাম কীর্ত্তনাদি দ্বারা অনুশীলন করুন। সকলেরই স্নানদানাদি [illegible] সার্থক হইবে,নচেৎ সবই নিরর্থক [illegible]।

[illegible] কোন [illegible] সম্প্রদায় বিশেষের সঙ্কীর্ণচিন্তা লইয়া জগতে আবির্ভূত হন নাই যে [illegible] মুষ্টিমেয় লোকের মধ্যে [illegible] ছিলেন। তিনি নিখিল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মঙ্গলবিধাতা, সকলেরই তাঁহার শ্রীমুখ-কথা শ্রবণের একান্ত প্রয়োজন আছে। তাঁহার উপদেশ শ্রবণে পরাঙ্মুখ থাকিয়া যে কখনই ভগবানকে চাহেন [illegible] অন্তরের আকাঙ্ক্ষা মাত্র হয় নিশ্চয়ই [illegible] হইবে। "শুদ্ধভক্ত হৈতে হয় প্রেমা উপজয়।" সেই শুদ্ধভক্ত গৌরাঙ্গগণ [illegible] লাভের কোন উপায় থাকিতে পারে না, ইহাই নিরপেক্ষ [illegible]—কোন সঙ্কীর্ণ সম্প্রদায়িকতার কথা মাত্র নহে। যাঁহারা নিরপেক্ষ ভাবে [illegible] কথা আলোচনা করিতে [illegible] তাঁহারা সঙ্কীর্ত্তন-প্রবর্ত্তক স্বভজন-বিভজন-প্রয়োজনাবতারী শ্রীভগবান্ গৌরসুন্দরের শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবাণী কখনই উল্লঙ্ঘন করিতে পারেন না। শ্রীগৌরাঙ্গগণ [illegible] যজ্ঞ-দান-তীর্থস্নানাদির চরমফল; স্নানদানাদির উদ্দেশ্য গৌরাঙ্গগণ না হইলে তাহা নিরর্থক শ্রমমাত্রে পর্য্যবসিত।

জীব এসকল কথা বুঝিতে যতই বিলম্ব করিবেন, ততই তাঁহার কৃষ্ণবিমুখতা বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষা—

"অন্য বাঞ্ছা, অন্য পূজা ছাড়ি জ্ঞান, কর্ম্ম।
আনুকূল্যে সর্ব্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণানুশীলন॥
এই শুদ্ধভক্তি হৈতে কৃষ্ণপ্রেমা হয়।
পঞ্চরাত্রে ভাগবতে এই লক্ষণ কয়॥
ভুক্তি মুক্তি আদি বাঞ্ছা যদি মনে হয়।
সাধন করিলে প্রেম উৎপন্ন না হয়॥"

কুম্ভমেলার যাত্রিগণ শ্রীকৃষ্ণগৌরাঙ্গ [illegible] নিকট মহাপ্রভুর এই সকল কথা [illegible] কুম্ভমেলায় [illegible] সাধুসঙ্গ লাভ করুন। তীর্থস্নানাদি [illegible] কৃষ্ণভক্তি না থাকিলে পণ্ডশ্রম মাত্র হয় মাত্র। সাধুদের কাছে কেবল [illegible] পূজা [illegible] বা বস্তু বৈরাগ্য প্রদর্শন করিয়া লোকের নিকট [illegible] পূজা প্রতিষ্ঠাকাঙ্ক্ষা নহে, পরন্তু [illegible] শুদ্ধভক্তির অনুশীলন করিয়া [illegible] অনুশীলনে প্রবৃত্ত করাই যথার্থ [illegible] কৃষ্ণানুশীলনপরায়ণ সাধুগণের [illegible] দর্শন হয়, তাঁহাদের [illegible] কৃপাদিগন্ত-[illegible] হয়। নিষ্কপট কৃষ্ণভক্ত সাধুসঙ্গ কৃষ্ণকৃপা [illegible] জীবমাত্রের ফল। তাহা না হইলে কোটি কোটি জন্মের একটি কোটি কোটি তীর্থবাস ও কোটি কোটি তীর্থস্নান করিলেও পুত্রকলত্রাদি অঙ্কুরে বদ্ধ করিয়া গৃহে ফিরিতে হইবে।

ধর্ম্মাড়ম্বর

(সঃ [illegible])

অনেকে বাহিরে স্বভাব দেখাইবার জন্য নানাবিধ বেশ ধারণ করিয়া থাকেন। লোকে ভক্ত বলিবে, সাত্ত্বিক বলিবে এই উদ্দেশ্যই প্রবল। ভিতরে একটু মাত্র অনুরাগ নাই, সত্য করিয়া কখন ভগবানকে ডাকেন নাই, কিন্তু বাহিরে বেশ ধার্ম্মিক বলিয়া পরিচয় দেন। এইরূপ বৈষ্ণব-চিহ্ন ধারণ করিয়া কত লোকে যে কি ভীষণ কার্য্য করিতেছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। কিন্তু হায়! যে কি গুরুতর অপরাধ, পশ্চাতে তাহাতে যে কত দূরে পড়িতে হয়, তাহা মনে একবার স্থান পায় না। একটী গীত আছে, ভগবান্ বলিতেছেন,—

"অহঙ্কারী পাপী যারা,
আমার দেখা পায় না তারা,
দীনজনের বন্ধু আমি সকলে জানে।"

এবে অমাদের অহঙ্কার কিসের? যদি যথার্থ ভগবচ্চরণ লাভ করাই উদ্দেশ্য হয় তাহা হইলে কপটতা করিয়া বাহিরে ধর্ম্মভাব দেখাইলে কি উদ্দেশ্য সফল হইবে? লোকে নাই বা ভক্ত বলিবে, নাই বা ধার্ম্মিক বলিবে, তাহাতে আমাদের কি আসিয়া যায়। শ্রীমন্মহাপ্রভু ভক্তদিগকে বলিয়াছিলেন,—

"তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥"

যদি যথার্থ ভগবচ্চরণ পাইতে হয়, যদি সেই বিমল আনন্দ উপভোগ করিতে ইচ্ছা হয় তে মানব! তাহা হইলে নীচ, অতি নীচ হও, হইয়া শুদ্ধচিত্তে শ্রীনাম কীর্ত্তন কর, প্রেম আপনি উদয় হইবেন। কীর্ত্তন কর, অথচ কেহ যেন না মনে করেন যে, [illegible] কীর্ত্তন। কীর্ত্তন অনেক প্রকার আছে। বৈষ্ণবেরা বলেন,—

"নিত্য সিদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম সাধ্য বস্তু নয়।
শ্রবণাদি শুদ্ধ চিত্তে করয়ে উদয়॥"

সাধনের দ্বারা যে সাধ্য বস্তু লাভ হয়, তাহা অনিত্য, অতএব কৃষ্ণভক্তিরূপ বিমল প্রেম সাধ্য বস্তু নয়। আপনি উদয় হয়। সূর্য্য নিত্য সিদ্ধ কিন্তু বারিদ সমূহে আবৃত করিয়া রাখিলে যেমন সূর্য্যকে দর্শন করা যায় না, কৃষ্ণভক্তিরূপ বিমল প্রেমও সেইরূপ আমাদের হৃদয়ে মায়ারূপ মেঘের দ্বারা আচ্ছন্ন। বারিদসমূহ চলিয়া গেলে সূর্য্যের যেমন প্রকাশ হয়, কৃষ্ণভক্তিরূপ বিমল প্রেমও সেইরূপ। শুদ্ধচিত্তে শ্রীনাম কীর্ত্তনাদি করিলে হৃদয় যখন নির্ম্মল হইবে অর্থাৎ মায়ারূপ মেঘসমূহ যখন হৃদয় হইতে অন্তর্হিত হইবে, তখন সেই সূর্য্যরূপ বিমল প্রেমও আপনি উদয় হইবে, নতুবা বাহিরে ধর্ম্মভাব দেখাইলে বিমল আনন্দ উপভোগ হইবে না।

ভগবান্ আমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করুন যেন আমরা নিরপরাধ হইয়া শুদ্ধচিত্তে শ্রীনামকীর্ত্তনাদি করিতে পারি।

সনাতন ধর্ম্ম

অবিদ্যের বিচার

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

(শ্রীপাদ [illegible] দাস [illegible])

দ্বিতীয় নামাপরাধ—

শিবস্য শ্রীবিষ্ণোর্য ইহ গুণনামাদি-
সকলং।
ধিয়া ভিন্নং পশ্যেৎ স খলু
হরিনামাহিতকরঃ॥

সাধুগণ উপর্য্যুক্ত শ্লোকের দুই প্রকার অর্থ করিয়া থাকেন। দুই প্রকার অর্থই সুসিদ্ধান্তপর। প্রথম অর্থ যথা:—

এই সংসারে প্রত্যেক বস্তু ও তাহার নাম, রূপ, গুণ, লীলাদি পরস্পর পৃথক্ অর্থাৎ যেটী বস্তু, সেটী নামরূপাদি নহে, যেটি নাম, সেটী বস্তু ও রূপগুণাদি হইতে পৃথক্ হইয়া থাকে। কারণ উহার প্রত্যেকটি প্রাকৃত ও মায়াধর্ম্মযুক্ত। কিন্তু শ্রীবিষ্ণু ও তাঁহার নাম, রূপ, গুণ, লীলাদি সমস্তই অপ্রাকৃত এবং বৈকুণ্ঠ বস্তু। সুতরাং উহাদিগের মধ্যে কোনরূপ ব্যবধান থাকিতে পারে না অর্থাৎ যে বিষ্ণু, সেই নাম, সেই রূপ, সেই গুণ, সেই লীলা—পরস্পরের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। যে ব্যক্তি প্রাকৃত জ্ঞান-চালিত হইয়া পরম মঙ্গলময় শ্রীবিষ্ণু ও তদীয় নাম, রূপ, গুণ, লীলাদিতে পরস্পর ভেদদর্শন করে, তাহার যে নাম-গ্রহণ ছলনা, তাহা অধিকন্তু নামাপরাধ মাত্র। ঐরূপ প্রাকৃত বুদ্ধি লইয়া শুদ্ধ শ্রীনামগ্রহণ হইতে পারে না এবং শুদ্ধ শ্রীনামগ্রহণ করিতে না পারিলে প্রয়োজন বস্তু প্রেম লাভ হয় না। তজ্জন্য শুদ্ধ শ্রীনাম-স্বরূপ অবগত হওয়া আবশ্যক। এতৎ সম্বন্ধে শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থে উপদিষ্ট হইয়াছে:—

নামচিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্যরসবিগ্রহঃ।
পূর্ণঃ শুদ্ধো নিত্যমুক্তোহভিন্নত্বা-
ন্নামনামিনোঃ॥

অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণনাম চিন্তামণিস্বরূপ, স্বয়ং কৃষ্ণ, চৈতন্যরসবিগ্রহ, পূর্ণ, মায়াতীত ও নিত্য মুক্ত। কেননা নামী শ্রীকৃষ্ণ হইতে তদীয় নামগুণাদি পরস্পর ভিন্ন নহে। বঙ্গের আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা—সকলেরই বিদিত "শ্রীকৃষ্ণের শতনাম" স্তোত্রের মধ্যেও উপদেশ আছে:—

যেই নাম সেই কৃষ্ণ ভজ নিষ্ঠা করি।
নামের সহিত ফিরেন আপনি শ্রীহরি॥

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলেন:—

দেহ-দেহী নাম-নামী কৃষ্ণে নাহি ভেদ।
জীবের ধর্ম্ম-নাম-দেহ-স্বরূপে বিভেদ॥
অতএব কৃষ্ণের নাম দেহ বিলাস।
প্রাকৃতেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য নহে, হয় স্বপ্রকাশ॥

আমাদের চিরন্তন প্রাকৃত কুসংস্কাররূপ মলিনতা দ্বারা আমরা। অতএব শ্রীকৃষ্ণের নাম, রূপাদি স্বপ্রকাশ হইলেও, আমাদের চিত্তদর্পণে প্রতিফলিত হইতে পারিতেছেন না। স্বচ্ছ দর্পণের উপর ময়লা থাকিলে যেরূপ স্বপ্রকাশ [illegible] তদুপরি প্রতিফলিত হয় না, তদ্রূপ। সাধু, শাস্ত্র ও শ্রীগুরুর উপদেশানুযায়ী সাধন [illegible] হইলে প্রাকৃত কুসংস্কারজাল ক্রমে ক্রমে অপনোদিত হইতে থাকে। তখন শ্রীকৃষ্ণ ও তদীয় নামরূপাদির স্বপ্রকাশিত ও অপৃথক্ত্ব ক্রমশঃ অনুভূত হয়। প্রাকৃত জ্ঞানমোহিত চিত্ত সেরূপ উপলব্ধি করিতে পারে না। শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু বলেন:—

অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্
গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ।
সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব
স্ফুরত্যদঃ॥

অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের নাম, রূপ, গুণ, লীলাদি প্রাকৃত চক্ষু-কর্ণ-নাসিকা-জিহ্বা-ত্বগাদি জ্ঞানেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য নহে। জীব যখন শ্রীগুরু-কৃপা লাভ করত শ্রীভগবৎ-সেবোন্মুখ হন, তখন প্রাকৃত কুসংস্কার-শূন্য নির্ম্মল চিত্তে জিহ্বাদি ইন্দ্রিয়সমূহে নামাদি স্বপ্রকাশ হইয়া স্ফূর্ত্তি লাভ করেন।

অতএব, শ্রীকৃষ্ণ ও তদীয় নাম, রূপ, গুণ, লীলাদি পরস্পর অপৃথক্ এবংবিধ বুদ্ধিতে শ্রীনামগ্রহণ কর্ত্তব্য। নচেৎ এই দ্বিতীয় নামাপরাধযুক্ত হইয়া শ্রীনামগ্রহণের ফল কালে প্রয়োজন লাভে বঞ্চিত হইতে হইবে। এতদ্দ্বারা "শিবস্য শ্রীবিষ্ণোঃ" শ্লোকের প্রথমার্থ বর্ণিত হইল।

(ক্রমশঃ)

শ্রৌত সিদ্ধান্ত সমাহৃতি

(পণ্ডিত শ্রীপাদ [illegible] বন্দ্যোপাধ্যায়)

(১)

সমস্ত ভাবাচিন্ত্য-জ্ঞানাশ্রয়-শক্তিগণ পূর্ণব্রহ্মে পূর্ণরূপে নিরন্তর বর্ত্তমান। ব্রহ্মের ইচ্ছানুসারে শক্তিগণ সৃষ্টিকার্য্যাদিরূপ নানাবিধ বিস্তার করিয়া থাকেন। বিশেষ্য

হইতে বিশেষণ যে প্রকার ভিন্ন, ব্রহ্ম হইতে ব্রহ্মশক্তিগণ তদ্রূপ ভিন্ন; কিন্তু সূর্য্যের কিরণ, অগ্নির উষ্ণতা, জলের শৈত্য প্রভৃতি গুণসমূহ যেমন তত্তৎ বস্তু হইতে অভিন্ন ভাবে বর্ত্তমান থাকে, তদ্রূপ বিশেষ্য ব্রহ্মে হ্লাদিনী, সম্বিৎ ও সন্ধিনী প্রভৃতি শক্তিসমূহ বিশেষণ রূপে অভিন্ন।

(২)

'ব্রহ্ম' শব্দ পরিপূর্ণতম বস্তু স্বয়ং ভগবানকেই উদ্দেশ করে। ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান ইহা শাস্ত্র-প্রমাণে জানা যায়, যথা:—শ্রীমদ্ভাগবতে:—

"অহো ভাগ্যমহো ভাগ্যং নন্দগোপব্রজৌকসাম্।
যন্মিত্রং পরমানন্দং পূর্ণং ব্রহ্ম সনাতনম্॥"

কৃষ্ণের ইচ্ছানুসারেই তদীয় শক্তিগণ ভিন্নাভিন্ন রূপে তাঁহার অপ্রাকৃত লীলা-বিলাসের সহায় হয়েন।

(৩)

মায়াবাদীর পূর্ণব্রহ্ম স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্র কখন মায়া-বাধ্য মায়াবাদীগণের অভিলষিত জ্ঞান বেদ্য নহেন। পূর্ণব্রহ্ম বৃন্দাবন-বিহারী কৃষ্ণচন্দ্র একমাত্র প্রেমাঞ্জন-চ্ছুরিত ভক্তি লোচনেরই বিষয়ীভূত হয়েন।

(৪)

মীমাংসক সম্প্রদায় ঈশ্বরকে কর্ম্মাঙ্গ বলিয়া স্থাপন করেন। নিরীশ্বর সাংখ্য সম্প্রদায় জড় প্রকৃতিকে জগতের কারণ বলেন। বৈশেষিক সম্প্রদায় পরমাণুর বিশ্লেষণকে কারণ বলিয়া স্থির করেন।

মায়াবাদ সম্প্রদায় নির্বিশেষ ব্রহ্মকে কারণ বলেন। পাতঞ্জল [illegible] ঈশ্বর মাত্র স্বীকার করেন। কিন্তু বেদ ব্রহ্মকে স্বয়ং ভগবান্ বলিয়া স্থাপন করেন—শ্রীমান্ ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণই সেই স্বয়ং ভগবান্।

ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণত্ব এবং সর্ব্বশক্তিমত্তা তাঁহার সাকারত্বের প্রমাণ। জড়াকার ধারণা-সমস্ত মনোধর্ম্মী জীব পাছে তাহার মনোধর্ম্মের দ্বারা অপ্রাকৃত চিন্ময় বিগ্রহ শ্রীভগবানের কোন প্রকার কল্পনা করিয়া বসে এবং তদ্দ্বারা ভগবদ্রূপ দর্শনের পরিবর্ত্তে 'মায়াশ্মশান' ভগবান্ দর্শন করিয়া অন্ধতামিস্র নরকের পথে ধাবিত হয়, এই জন্যই শ্রুতি ও স্মৃতিতে জড়াকার ধারণা নিরসন কল্পে কোথাও কোথাও নিরাকার শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। "অপাণি পাদ" শ্রুতি তাঁহার জড়াকার নিরাস করিয়া অপ্রাকৃত সচ্চিদানন্দাকার স্থাপন করিয়াছেন।

শ্রীশ্রীগৌরজন্মোৎসব উপলক্ষে

(২০শে মাঘ - ৩রা চৈত্র)

শ্রীচৈতন্যাব্দ - ৪৪৪

বিরাট আয়োজন হইয়াছে, সকলে যোগদান করুন

পারমার্থিক জগতে এক অভূতপূর্ব আবিষ্কার

শ্রীধাম মায়াপুর নবদ্বীপ প্রদর্শনী

পরমার্থ প্রদর্শনী, ভাগবত-প্রদর্শনী, শ্রুতি-প্রদর্শনী। বেদান্ত-প্রদর্শনী, সাত্বত-সম্প্রদায়-প্রদর্শনী, ভক্তিসিদ্ধান্ত প্রদর্শনী। গৌরবাণীবিনোদ সেবা-প্রদর্শনী, পারমহংস্যধর্ম্ম প্রদর্শনী, দৈব-বর্ণাশ্রমধর্ম্ম-প্রদর্শনী। সার্ব্বজনীন প্রদর্শনী, সর্ব্বচিৎসমন্বয়-প্রদর্শনী। ভগবন্নাম মহিমা-প্রদর্শনী, ভগবদ্-রূপ-মহিমা-প্রদর্শনী, ভগবদ্গুণ-মহিমা-প্রদর্শনী, ভগবল্লীলা প্রদর্শনী। ভগবৎ-পরিকর-মহিমা প্রদর্শনী, ভগবদ্ধাম-মহিমা-প্রদর্শনী। ভগবৎসেবোপকরণ প্রদর্শনী, সর্ব্ববৈষ্ণব-বৈভব-প্রদর্শনী, সৎসঙ্গ-মহিমা-প্রদর্শনী, সৎসঙ্গ-স্বরূপ নির্ণয় প্রদর্শনী। দুঃসঙ্গ-বর্জ্জন-শিক্ষা প্রদর্শনী, দুঃসঙ্গ-স্বরূপ-নির্ণয়-প্রদর্শনী। সার্ব্বজনীন স্বদেশের সন্ধান-প্রদর্শনী, সত্যস্বরূপ প্রদর্শনী।

আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, ধনী-নির্ধন, ছোট-বড়, জ্ঞানী অজ্ঞানী, সবল দুর্ব্বল, অকাম-মোক্ষকাম-সর্ব্বকাম সকলেরই সর্ব্বপ্রকার শিক্ষার মন্দির, সার্ব্বজনীন সংকীর্ত্তন বেদী এই শ্রীধাম-মায়াপুর নবদ্বীপ-প্রদর্শনীতে সবান্ধবে যোগদান করুন।

(৬)

[illegible]-ধর্ম্মাধার, ঈশ্বরাংশ, [illegible] চিৎকণ জীব। দীপাদির আলোক যেমন স্বরূপতঃ ক্ষুদ্র হইলেও সমগ্র গৃহে ব্যাপ্ত হইয়া থাকে, তদ্রূপ বালাগ্র শতভাগ [illegible] অণুজীবও দেহের এক স্থানে থাকিয়াও সমগ্র দেহকে চৈতন্যযুক্ত করেন। অংশের স্বভাবের অনুপাতে অংশীর সমুদয় গুণাংশ অংশে বর্ত্তমান থাকে।

(৭)

জীবের স্বরূপের পরিচ্ছিন্নত্ব, অণু শক্তিত্ব ও সাদৃশ্যাদি প্রযুক্ত শাস্ত্রে কোথাও কোথাও জীবকে আত্মপ্রতিবিম্ব বলা হইয়াছে—যথা:—

আত্মনঃ প্রতিবিম্বশ্চ দেহী জীবঃ স এব চ।
প্রাণদেহাদিকৃদ্দেহো স জীবঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥

মায়ামুগ্ধ মায়াবাদাচার্য্যগণ শাস্ত্র-মর্ম্ম বুঝিতে অক্ষম হওয়ায় জীবকে ব্রহ্ম-প্রতিবিম্ব বলিয়া থাকেন। যাহা অব্যাপক ও বস্তু-সাপেক্ষ তাহারই প্রতিবিম্ব সম্ভব—কারণ পরিচ্ছেদ ব্যতীত প্রতিবিম্ব হইতে পারে না। কিন্তু বেদান্তবেদী ব্রহ্মকে বিভু ও অসীম বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াও তাঁহার উপাধিতে প্রতিবিম্ব স্বরূপকেই জীব বলিয়া কল্পনা করেন

(৮)

মায়াবাদী-কল্পিত প্রতিবিম্ববাদ সম্পূর্ণ ভ্রমপূর্ণ। উক্ত মায়াবাদের [illegible] মাত্র। বেদব্যাস ব্রহ্মসূত্রে [illegible] খণ্ডন করিয়াছেন—প্রাচীন আচার্য্যগণ কেহই প্রতিবিম্ববাদের কল্পনা করেন নাই। ব্রহ্মের বিভুত্ব ও অসীমত্বই প্রতিবিম্ব ও পরিচ্ছেদ-বাদের প্রতিবাদী।

প্রতিবিম্বং ভবেদেষাং পরিচ্ছিন্নস্য বস্তুনঃ।
অপরিচ্ছিন্নরূপস্য ব্রহ্মণস্তু কথং ভবেৎ॥

[মায়াবাদশতদূষণী]

প্রতিবিম্ব-পরিচ্ছেদ-পক্ষৌ সৌগতকল্পিতৌ।
বিভুত্বাদবিষয়ত্বাচ্চ তৌ বিরুদ্ধৌ নিরাকৃতৌ॥

[প্রমেয় রত্নাবলী]

(৯)

গীতা-শাস্ত্র জীবসমূহকে পরমাত্মা গোবিন্দের অংশ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন, যথা—"মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ"। অংশ-শব্দে জীবের বিভিন্নাংশত্ব ও অণ্বাকারত্ব এবং [illegible] বুঝিতে হইবে। ঈশ্বরের সামর্থ্যাংশ গ্রহণ করিয়া জীবকে ঈশ-[illegible] বলা হয়।

জড়[illegible] বিনাশে জীব ঈশ্বরের সাধর্ম্ম্য প্রাপ্ত হয়েন, যথা:—

"ইদং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য মম সাধর্ম্ম্যমাগতাঃ।
সর্গেঽপি নোপজায়ন্তে প্রলয়ে ন ব্যথন্তি চ॥"

(১০)

ভগবদ্ভজন-প্রভাবে জীবের মায়োপাধি বিনাশপ্রাপ্ত হয় এবং স্বভাব লাভপূর্ব্বক চিদ্-গত হইয়া জীব বৈকুণ্ঠে নিত্যকাল অবস্থান করেন। কৃষ্ণগতজীবগণ কৃষ্ণাধীন রূপে কৃষ্ণধামে অবস্থিত থাকিয়া কৃষ্ণপ্রেমানন্দ লাভ করেন। জীবের কৃষ্ণবৃত্তি প্রভৃতি স্বরূপে যে আনন্দ লাভ করেন, তাহা হ্লাদিনীশক্তির বিকাশেই হইয়া থাকে। অতএব শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনীর আনুগত্য ব্যতীত জীবের শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে স্বাভাবিকী রতি হইতে পারে না।

(১১)

'সমা' ও 'সাদৃশ্যা'দি শব্দসমূহ উপমাবাচক। যেখানে উপমাবাচক শব্দের প্রয়োগ হয়, সেখানেই উপমানত্বের প্রাপ্তি ঘটে এবং এই হেতু জীবেশ্বরের ভেদও সিদ্ধ হয়। যে বস্তুর সহিত উপমা দেওয়া হয়, শাস্ত্র তাহাকে উপমান বলেন এবং যাহার উপমা, তাহাকে উপমেয় বলা হয়।

তিলফুলের ন্যায় নাসিকা, 'পদ্মসদৃশ-চক্ষু' প্রভৃতি উপমান ও উপমেয়ের দৃষ্টান্ত। তিলফুল সম নাসিকা বা পদ্মের ন্যায় চক্ষু বলিলে যেমন তিলফুল [illegible] একবস্তু [illegible] উপমান ও উপমেয়ে যে প্রকার ভেদ সিদ্ধ, তদ্রূপ মুক্ত জীব ঈশ্বরের সাম্যাদি প্রাপ্ত হইলেও তাঁহাদের পরস্পরের অংশাংশীরূপ নিত্য ভেদ সিদ্ধ।

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৩০, ত্রিংশ টাকা।

২৭২৪ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে,

সপ্তচত্বারিংশ খণ্ডে সূচী ছাপা হইতেছে।

৪৬শ খণ্ড গ্রন্থ নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে ১৫।৵০ সাধারণ পক্ষে ২৫৸৵০। প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৶০, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ।০।

দশম স্কন্ধের ভিক্ষা ১২, অগ্রিম সাধারণের পক্ষে ৮,।

৬২ অধ্যায় পর্যন্ত [illegible] সংখ্যা ছাপা হইয়াছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

"শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত"

সূচী প্রভৃতি সহ সম্পূর্ণ ছাপা শেষ হইয়াছে

আদি, মধ্য, ও অন্ত্যলীলা এবং সূচী ছাপা হইয়া সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছেন। যাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্বে ১০ টাকা ভিক্ষার তৃতীয় সংস্করণ ৪, টাকায় না পাইয়া অপর সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের জন্যই উহার ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছেন। সেই ১০, টাকার এত বিরাট গ্রন্থের অল্প সংখ্যা মাত্র ৫, টাকা ভিক্ষায় দেওয়া হইতেছে। গ্রাহকগণ সত্বর হউন পরে আর এ সুযোগ থাকিবে না।

[illegible]

শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর বিরচিত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

সভাষ্য আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র গ্রন্থ [illegible] স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫,

নদীয়া প্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪৷৹ টাকা

শ্রীধাম-মায়াপুর নবদ্বীপ প্রদর্শনীতে

শ্রীধর ভাণ্ডার, ঢাকা।

[illegible] শ্রীধর ভাণ্ডার শ্রীধাম-মায়াপুরে [illegible] ঢাকার বিখ্যাত মসলিন [illegible] ধুতী, [illegible] খদ্দরের [illegible] ধুতী, [illegible] মুগার [illegible] শ্রীধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপ-প্রদর্শনীতে [illegible] ও [illegible] বুঝিতে [illegible]

[illegible]

শ্রীধর [illegible] ঢাকা।

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত ভক্তি গ্রন্থাবলী

যে সব উৎকলবাসী ভক্ত বাংলা অক্ষর পড়িতে জানেন না, তাঁহাদের শ্রীশ্রীল প্রভুর প্রচারিত পরম উপাদেয় ভক্তি-কথা জানিবার সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে উড়িয়া-অক্ষরে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হইয়াছে বাংলা গ্রন্থের তুলনায় উড়িয়া গ্রন্থগুলির ভিক্ষাও অপেক্ষাকৃত অল্প।

গ্রন্থের নাম	ভিক্ষা
শ্রীহরিনাম চিন্তামণি, প্রতিখণ্ড	॥০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	১,
সাধন পথ (শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টক) প্রতিখণ্ড	।০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	॥০
কল্যাণ কল্পতরু প্রতিখণ্ড	৶০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	।০
গীতাবলী প্রতিখণ্ড	৴১০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৶১৫
শরণাগতি প্রতিখণ্ড	৴০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৶৫

প্রাপ্তিস্থান শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ, কটক এবং শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, পুরী

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিম্নলিখিত মঠসমূহে প্রাপ্তব্য:—

১। শ্রীচৈতন্য মঠ,—[illegible], শ্রীমায়াপুর, (নদীয়া)।
২। শ্রীগৌরগদাধর মঠ,—[illegible] (বর্দ্ধমান)।
৩। শ্রীভাগবত আশ্রম,—[illegible] কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৪। শ্রীগৌড়ীয় মঠ,—[illegible] রোড, কলিকাতা।
৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ,—[illegible], পুরী।
৬। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ,—[illegible] বাজার, কটক।
৭। শ্রী[illegible] মঠ,—[illegible], মেদিনীপুর।
৮। শ্রী[illegible] গৌড়ীয় মঠ, [illegible], কাশী, ইউ, পি।
৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,—[illegible], মথুরা, ইউ, পি।
১০। শ্রী[illegible] মঠ,—[illegible], ইউ, পি।
১১। [illegible] গৌড়ীয় মঠ,—[illegible], পাঞ্জাব।
১২। শ্রী[illegible] গৌড়ীয় মঠ, [illegible], ঢাকা।
১৩। শ্রী[illegible] মঠ, [illegible], ঢাকা।
১৪। শ্রী[illegible], বর্দ্ধমান।
১৫। [illegible] মঠ,—[illegible], মানভূম।
১৬। শ্রী[illegible] গৌড়ীয় মঠ,—[illegible], উড়িষ্যা।
১৭। শ্রীগৌড়ীয় মঠ [illegible] নিউ দিল্লি

এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণের নিকটও নদীয়া-প্রকাশ প্রাপ্তব্য।

১। [illegible]
২। শ্রীযুক্ত [illegible], [illegible]গঞ্জ, [illegible] প্রচারক।
৩ শ্রীযুক্ত [illegible]—[illegible] মল্লিক লেন, কলিকাতা
৪। [illegible], রামপুর।
৫। শ্রীযুক্ত [illegible], নদীয়া
৬। [illegible]
৭। [illegible]পুর, ঢাকা।
৮। শ্রী[illegible]
[illegible]

[illegible] প্রকাশিত [illegible] প্রেসে মুদ্রিত।

শ্রীচৈতন্যমঠের গ্রন্থাবলী

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বিরচিত

ভক্তি-গ্রন্থাবলী।

উৎকৃষ্ট কাপড়ে বিলাতী ধরণে বাঁধাই স্বর্ণালঙ্কৃত। চতুর্থ সংস্করণ। বিস্তৃত বিষয়সূচীসহ

জৈবধর্ম্ম

বাঁধাই ২৲ দুই টাকা

প্রকাশিত হইয়াছে

সনাতন সর্ব্বশাস্ত্র বেদ, বেদান্ত, উপনিষৎ গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত, পুরাণ, তন্ত্রাদি সকল গ্রন্থ পাঠ করিবার অবসর অতি অল্প মানবের ঘটিয়া থাকে। অনেকের যোগ্যতা না থাকায় সেই সমস্ত গ্রন্থের মর্ম্ম অবগত হইতে পারেন না। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ মহাশয় এই অসুবিধা দূরীভূত করিবার জন্য এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

বিদ্যালয়ের ছাত্র ও শিক্ষকগণের বিশেষ পাঠ্য, এই হেতু শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টর বাহাদুর উহা সমস্ত বিদ্যালয়ের জন্য অনুমোদন করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

প্রথম খণ্ড ভিক্ষা ১৲ একটাকা

ভক্তিপূর্ণ শাস্ত্রবাক্য দ্বারা প্রত্যেক মানবের নিত্য কর্ত্তব্য ও অনিত্য সাময়িক কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। গ্রন্থের প্রতি উক্তি সনাতন শাস্ত্রবাক্য দ্বারা সমর্থিত ও প্রমাণিত হইয়াছে। দেহের, মনের ও আত্মার ধর্ম্ম কি? স্বদেশ, সমাজ, নীতি, ধর্ম্ম কি? ইত্যাদি বিষয় ক্রমানুসারে এমন সুন্দরভাবে যুক্তিসহকারে আলোচিত হইয়াছে যে, প্রথম পংক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত পাঠ না করিয়া নিবৃত্ত হওয়া যায় না।

শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ভিক্ষা ৷৵০

ঐ প্রমাণ খণ্ড ভিক্ষা ৷৵০

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিহার ও লীলাভূমি নয়টি দ্বীপ-সমন্বিত। এই নয় দ্বীপের প্রাচীন বিবরণ, প্রত্যেক দ্বীপে শ্রীমহাপ্রভুর লীলা প্রত্যেক দ্বীপের পরিচয়, শ্রীধাম-মাহাত্ম্য বাদানুবাদ কি? ইত্যাদি বিষয় বিশেষভাবে মনোহর ছন্দে বর্ণিত। পকেট সাইজ প্রায় ১৮০ পৃষ্ঠা।

শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ

উজ্জ্বল বোল্ডের কালীতে উত্তম কাগজে ছাপা— শ্রীনবদ্বীপধাম দর্শনে ভাবুক দর্শনকারীর কি প্রকার ভাবের উচ্ছ্বাস হয়, তাহা এই গ্রন্থে বর্ণিত। অতি চমৎকার। ভিক্ষা চারি আনা।

শ্রীমনঃশিক্ষা

৷৵০ দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভৃতি উপদেশচ্ছলে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রাতিকূল্য বিচার অতি সুন্দরভাবে বিবৃত হইয়াছে। ইহা ছাড়া শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর উপদিষ্ট শিক্ষা ও উপদেশ বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-জগতে অভিনব গ্রন্থ!!

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতি-গ্রন্থাবলী :—

শরণাগতি

পকেট সাইজ
অষ্টম সংস্করণ
ভিক্ষা ৴৪ আনা

দেহ ও মনের চেষ্টা অনিত্যাবস্থ লইয়া —যখন জীব বুঝিতে পারে, তখন একমাত্র নিত্যবস্তু শ্রীভগবানের প্রতি তাঁহার কোন জাতীয় আবেগময়ী প্রার্থনা হয় এবং শ্রীভগবানে সর্ব্বান্তঃকরণে নিষ্কপটে কি প্রকারে শরণাপন্ন হইতে হয়, ইত্যাদি বিষয়ক প্রাণস্পর্শী প্রার্থনা ও আত্ম সমর্পণমূলক গান। উচ্চয়া সংস্করণও প্রকাশিত হইয়াছে

ভিক্ষা প্রতি খণ্ড ৴০ এক আনা।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা— ৴০, নবদ্বীপশতক— ৴০

অর্থপঞ্চক ৴০

কল্যাণকল্পতরু

পকেট সাইজ
পঞ্চম সংস্করণ
ভিক্ষা ৴১০

আমরা প্রত্যহ নূতন অভাব ও কামনার বশবর্ত্তী হইয়া পুনঃপুনঃ যে অকল্যাণকে কল্যাণ বলিয়া গ্রহণ করি এবং যাহার নিকট কল্যাণ কামনা করি, তিনি যে নিত্য বা যথার্থ কল্যাণ দানে অসমর্থ এবং কোন বস্তু আমাদের নিত্য কল্যাণদাতা এবং কি ভাবে আমরা সেই কল্যাণলাভে সমর্থ হইব, এই সকল কথা সরল গানে লিখিত। এই গীতিগ্রন্থ বাস্তবিক কল্যাণের কল্পতরু, ইহা প্রত্যেককে নিত্যকল্যাণ প্রদানে

শ্রীল চক্রবর্ত্তি ঠাকুরের টীকা সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠাকুর কৃত টীকা ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কৃত বঙ্গানুবাদ। টীকাকারের জীবনী, শ্লোক-সূচি বিষয়সূচি প্রভৃতি বহু প্রয়োজনীয় বিষয় সংবলিত প্রায় ৮২৫ পৃষ্ঠা। উৎকৃষ্ট সিল্কে বাঁধাই ২৲ দুই টাকা, কাগজে বাঁধা ১৷০

শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ কৃত ভাষ্য সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

কাগজ ও ছাপা উৎকৃষ্ট। সিল্কে বাঁধাই, সোনার জলে নাম লেখা রাজসংস্করণ ১ টাকা, সাধারণ সংস্করণ ১৷০, গৌড়ীয়ের গ্রাহকপক্ষে ১৷০

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি (সাম্প্রদায়িকোষগ্রন্থ)

বিষয়:— ১। ভক্তিশাস্ত্রে ব্যবহৃত শব্দাবলীর অর্থ, ২। চারি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের চরিত্র, ৩। বিষ্ণুতত্ত্বসম্পর্কিত শ্রীমন্দির ও শ্রীবিগ্রহের বিবরণ, ৪। বৈষ্ণবগ্রন্থ ও প্রবন্ধ সমূহের তাৎপর্য্য ও বিবরণ, ৫। বর্ষ বিশেষ দিনে কর্ত্তব্য ও শাস্ত্রীয় আকরমূলে যাবতীয় তথ্য। চারিখণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ১ম খণ্ড ৸০, ২য় খণ্ড ৸০, ৩য় খণ্ড ৸০, ৪র্থ খণ্ড ৸০, চারি খণ্ড একত্রে ৩৲। ৫ম খণ্ড যন্ত্রস্থ।

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ—১ম খণ্ড ১৲ এক টাকা, ২য় খণ্ড ১৲ এক টাকা—শ্রীমদ্ভাগবতের গ্রাহক ও গৌড়ীয় গ্রাহকগণ ৸০ টাকায় দুইখণ্ড পাইবেন। বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমজ্জীব গোস্বামিপাদের রচিত গ্রন্থ, ইহাই ষটসন্দর্ভের অধিক প্রয়োজনীয় অংশ। প্রতি খণ্ড ডবল ক্রাউন ৮ পেজি ৩৪ পৃষ্ঠা আকারে মুদ্রিত হইতেছে।

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য সঙ্কলিত

সদাচারস্মৃতিঃ

ভিক্ষা ৴০ মাত্র

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (প্রাচীন নবদ্বীপ) নদীয়া।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

প্রকাশ ... আবিষ্কৃত

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ৬ আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ছোটবোতলের সমপরিমাণ ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ৷০ আনা, পাঁইট ৷৵০ আনা, বোতল ১৷০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা।

বেঙ্গলীকৃত

মদন মঞ্জরী

বটিকায় স্বপ্ন ও ধাতুবিকার, ইন্দ্রিয়শক্তির হ্রাস, প্রস্রাবে শুক্রপাত, বহুমূত্র, মাথাঘোরা, বুক ধড় ফড় করি, অনিদ্রা প্রভৃতি লক্ষণ সত্বর নির্দ্দোষ আরোগ্য হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ৩০ বটী ১৲ এক টাকা।

"নপুংসকারি ঘৃত"

পুরুষত্বহানি রোগে বাহ্যপ্রয়োগে শীঘ্র আরোগ্য করিয়া শক্তিসম্পন্ন করে। মূল্য ২ তোলা ১৲ টাকা।

"রমণবিলাসিনী বটিকা"

বীর্য্যধারণ করত সম্ভোগশক্তি স্থায়ী ও বৃদ্ধি করিতে অত্যাশ্চর্য্য। মূল্য ১৬ বটী ১৲ এক টাকা।

রাজবৈদ্য নারায়ণজী, কেশবজী
১৭৩নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

বিজ্ঞাপন

সাবধান! সাবধান!! সাবধান!!!

জে, বি, দত্তের চাক লিপি বাদাম তৈল

আদি ও অকৃত্রিম এবং উপকারিতায় সর্বজন পরীক্ষিত ও বহু প্রশংসিত।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী J. B. Dutt & Co. নাম দেখিয়া খরিদ করিবেন। নতুবা জুয়াচোরগণ মদের কৃত্রিম তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে।

জে. বি. দত্ত

ফেরাস কুইনিন

নূতন এবং পুরাতন ম্যালেরিয়ার যম

ইহার উপযুক্ত ... কুইনিন, আর্সেনিক ... ইহা ...

... একটি বা দুইটি ... কঠিন ম্যালেরিয়া জ্বর ... বারটি ইন-জেকসনে ম্যালেরিয়ার সমূহ উচ্ছেদ করিবে। দাম ৬ এম্পুলপূর্ণ প্রতি বাক্স—মূল্য ২৲, ডাঃ খঃ ৷০ টাকা

বাই ও-কেমিকাল এণ্ড ক্লিনিকাল ল্যাবরেটরী

প্রস্তুতঃ ১২১ ... রোড।

পরা-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

এখানে আহার এবং বাসস্থান দিয়া বিদ্যার্থিগণকে বিভিন্ন শিক্ষণীয় বিষয় শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। অনেক ছাত্র ইতোমধ্যেই আসিয়া পাঠ আরম্ভ করিয়াছেন। বর্ত্তমান বর্ষে সকল ছাত্রই গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

প্রধান অধ্যাপক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রচন্দ্র কাব্য ব্যাকরণ-সাংখ্য-ন্যায়-ষড়দর্শন-তীর্থ, সাংখ্যভূষণ, বেদান্তরত্ন, সাহিত্যশাস্ত্রী, দর্শনবাচস্পতি।

অধ্যাপক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গৌরদাস ব্রহ্মচারী ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীধাম মায়াপুর পরাবিদ্যাপীঠ, (নদীয়া),

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

অধ্যক্ষ

শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম.এ. এফ.সি.এস (লণ্ডন)

ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক

(প্রফেসার)

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ বিশুদ্ধ ও শাস্ত্রমতে নিজ তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হয়। পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ক্যাটালগ পাঠান হয়। রোগের বিবরণ জানাইলে যত্নপূর্ব্বক ব্যবস্থা দেওয়া হয়। চিঠি পত্রাদি সম্পূর্ণরূপে গোপন রাখা হয়

মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দুর)

(বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৪ টাকা

উৎকৃষ্ট স্বর্ণ, পারদ ও আমলাসার গন্ধক দ্বারা যথাশাস্ত্র প্রস্তুত নিত্য প্রয়োজনীয় সর্ব্বরোগনাশক মহৌষধ

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৩ টাকা

উৎকৃষ্ট কাশীর আমলকী, বংশলোচন প্রভৃতি যাবতীয় উপাদানে পূর্ণ মাত্রায় যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। কফ, কাসি, সর্দ্দি, যক্ষ্মা, ক্ষয়রোগ, হৃদরোগ প্রভৃতি রোগের মহৌষধ। সর্ব্বপ্রকার দুর্ব্বলতা নাশক অতিশয় পুষ্টিকর মহৌষধ না খাইয়া বিশেষ।

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬ টাকা

ইহা সেবনে ধাতুদৌর্ব্বল্য, শুক্রতারল্য, স্বপ্নদোষ, প্রমেহ ও ধ্বজভঙ্গ সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায়। ইহা অপরিসীম আনন্দদায়ক রসায়ন

অবলাবান্ধব যোগ

প্রদর, বাধক প্রভৃতি জরায়ুদোষ ও যোনিগত দুরারোগ্য রোগের মহৌষধ

মূল্য—১৬ মাত্রা ২ টাকা। ৫০ মাত্রা ৫ টাকা মাত্র

বেদনাঞ্জন

শ্রেষ্ঠরত্ন

কলিকাতা কংগ্রেস একজিবিসন হইতে বহু প্রশংসা প্রাপ্ত ও বহু গণ্যমান্য ভদ্রমহোদয়গণ কর্ত্তৃক প্রশংসিত।

আজকাল বাজার-চলন মিশ্রিত ও বিষাক্ত আহার্য্য সেবনে শরীরের রক্ত অত্যন্ত দোষযুক্ত হইয়া পড়িতেছে। রক্তই মানব-দেহের শ্রেষ্ঠ উপাদান, এই রক্ত দোষিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মানব বাত, বেদনা, মাথাধরা, মাথা-ঘোরা, দৃষ্টিশক্তির হ্রাস, দাঁতের গোড়া ফুলা, দাঁত কনকনানি, দাঁতে পোকা এবং দাদ, চুলকানি প্রভৃতি কষ্টদায়ক চর্ম্মরোগে আক্রান্ত হইতেছে। যদি আপনি একান্তই ব্যাধিমুক্ত হইতে চান, তাহা হইলে অযথা পয়সার অপব্যয় না করিয়া অল্প ব্যয়ে এক শিশি বেদনাঞ্জন ক্রয় করিয়া ইহার আশ্চর্য্য-শক্তি উপলব্ধি করুন। গুণের তুলনায় মূল্য অত্যল্প—এক শিশি ।৴০ আনা মাত্র মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান—এ, সি, চাটার্জ্জী এণ্ড ব্রাদার্স।

৪৫।২ হলকার্ট লেন, সালিকা হাওড়া।

সকল মণিহারী দোকানে ও বড় বড় ডাক্তারখানায় পাওয়া যায়।

বিশুদ্ধ জল! ভয় নাই! বিশুদ্ধ জল!!

লক্ষ্মী টিউব-ওয়েল কোং

২০৫নং নবাবপুর, ঢাকা

বর্ত্তমানযুগের নব আবিষ্কৃত বৈজ্ঞানিক উন্নত বৈজ্ঞানিক-খনন-প্রণালীতে নলকূপ (Tube-well) নির্ম্মাণ করা হয়। বহুসংখ্যক বাহাদুর, প্রাইভেট সেক্রেটারী, জিলা-ম্যাজিষ্ট্রেট, জিলা-বোর্ডের চেয়ারম্যান, ইঞ্জিনিয়ার, জমিদার, তালুকদার প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত ভদ্রমহোদয়গণ এই কোম্পানীর কার্য্য দেখিয়া প্রশংসা করিয়াছেন। রাসায়নিক পরীক্ষায় জল বিশুদ্ধ না হইলে মূল্য গৃহীত হয় না। বিস্তৃত বিবরণের জন্য পত্র লিখুন

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

যদিও অদ্যাপি প্রকৃত মরা মানুষ বাঁচাইবার কোনও ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য, তথাপি যাঁহারা নানাবিধ অনিয়মিত উপায়ে অপরিমিত শক্তি নষ্ট করিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন এবং নানা প্রকার মেহ, প্রমেহ ধাতুদৌর্ব্বল্য, স্নায়বিক দুর্ব্বলতা, বহুমূত্র, দুঃস্বপ্ন, পারদ-সংক্রান্ত পীড়া, অর্শ এবং স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে যাহারা বাধক, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, সূতিকা, শ্বেত ও রক্তপ্রদর, হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি রোগে ভুগিয়া জীবনে নিরাশ হইয়াছেন, তাঁহারা আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটার সাহেবের আবিষ্কৃত ইলেক্ট্রিক সলিউসন ব্যবহার করিয়া বাঁচিতে পারেন, তাহার শত সহস্র প্রমাণ প্রতি বৎসরেই পাওয়া যাইতেছে। যাঁহারা অন্যান্য বহুবিধ ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরোগ্য হইতে পারেন নাই, তাঁহারা একবার এই ঔষধটি ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক মাসের ব্যবহারোপযোগী এক শিশি ঔষধ ডাকমাশুল সহ ২॥০ টাকা মাত্র।

সোল এজেণ্ট—ডাঃ ডি, ডি, হাজরা।

কতেপুর, গার্ডেনরীচ পোষ্ট, কলিকাতা।

ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

বিজ্ঞাপিত কেন?

সাধারণের হিতার্থে, মানবের দুঃখ না হইতে পারে তাহার পন্থা ইত্যাদি সম্বলিত "কামশাস্ত্র" গ্রন্থখানি যিনি পাঠ করেন নাই, তিনি আবেদন করতঃ বিনামূল্যে প্রাপ্ত হউন। উহা পাঠে উপকৃত হইয়া ১৫০০০ হাজার লোক কৃতজ্ঞ হইয়াছেন। প্রায় ৫০ বৎসরের পরীক্ষিত, শুক্রতারল্য, স্বপ্নদোষ ইত্যাদির যম "আতঙ্ক-নিগ্রহ বটীকা" প্রতি কৌটার মূল্য ১ টাকা। প্রাপ্তিস্থান—আতঙ্ক নিগ্রহ ফার্ম্মেসী, ২১৪ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা।

মনোমোহন প্রেস

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা

পূর্ব্ব-বাঙ্গালায় সুলভে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত।

বৈদ্যুতিক মেশিনে দিবারাত্র কাজ চলিতেছে

বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা।

শ্রীমায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে—শ্রী [illegible] ব্রহ্মচারী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

স্থানীয় সংস্করণ

Registered No. C 1511

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহ

ভারতের সর্ব্বত্র মঙ্গল-প্রচার-নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র।

৪র্থ খণ্ড] সম্পাদক—প্রভুবিদ্যালঙ্কার শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী [২৬৯ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্য মঠ শ্রীধাম মায়াপুর ৭ই মাঘ মঙ্গলবার ১৩৩৬ ২১শে জানুয়ারী ১৯৩০

বিজ্ঞাপনের হার

প্রাতবারে
প্রতি ইঞ্চ ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩॥০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৫

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থাবলী

১ শ্রীমদ্ভাগবতম্—শ্লোক সূচী, বিষয়-সূচী প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত। ভিক্ষা, প্রতি খণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৶০ গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশ গ্রাহক পক্ষে ।/০
২। ভাষ্য-সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ) ৫৲
৩। গৌড়ীয়-গৌরব ৶০
৪। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।০
৫। ভজনরহস্য ॥০
৬। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
" " " আবাঁধা ৸০
৭। গীতা (শ্রীবলদেবভাষ্যসহ) বাঁধা ৩৲, আবাঁধা ২॥০
৮। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি টীকা-সহ) বাঁধা ২৲, আবাঁধা ১॥০
গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ॥০
৯। যুক্তিমল্লিকা গুণসৌরভ সানুবাদ (মাধ্ব) ২৲
১০। বেদান্তসারের সানুবাদ (রামানুজীয়) ॥০
১১। জৈবধর্ম্ম ২৲
১২। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৩। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৪। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ।৶০
১৫। দীপ-নিদর্শন ৵০
১৬। সাধনপথ (৩য় সংস্করণ) ।৶০
১৭। আচার ও আচার্য্য ।
১৮। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
১৯। (ভক্তিরত্নাকর নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৵০
২০। শ্রীনবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
২১। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য (প্রমাণখণ্ড) ৶০
২২। শ্রীনবদ্বীপ-ভাবতরঙ্গ ।০
২৩। শ্রীগৌড়মণ্ডল-পরিক্রমা দর্পণ ।০
২৪। শরণাগতি, গীতাবলী, সাধনকণ, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, নবদ্বীপশতক, অষ্টপদ্যক ও সদাচারস্মৃতিঃ মোট ।৶০
২৫। কল্যাণকল্পতরু (২য় সংস্করণ ও [illegible]) ৵০
২৬ [illegible] ।০
২৭। সংস্কার দীপিকা ।০
২৮। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড) ৬৲
২৯। ব্রহ্মসংহিতা ॥০
৩০। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ৸০
৩১। [illegible] ।
৩২। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸
৩৩। শ্রীচৈতন্যভাগবত (বিরাট, দ্বিতীয় সংস্করণ) ৫৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া।

ইংরেজী ভাষায় ভক্তিগ্রন্থ

১ শ্রীচৈতন্যচরিত ও শিক্ষা
২ নামভজন
৩। বৈষ্ণবধর্ম্ম আসল ও মেকি
৪। ভাগবতীয় দর্শন নীতি ও ধর্ম্ম
৫। কাম ও প্রেমধর্ম্ম ।০
৬। গৌড়ীয়মঠ কি করেন ৵

দেবনাগরাক্ষরে ভক্তিগ্রন্থ

১। [illegible] শিক্ষাষ্টকম্ ৵০
২। সটীক [illegible]
৩। মধ্বগ্রন্থাবলী [illegible] ৶
৪। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ /
৫। সিদ্ধান্তসারসংগ্রহঃ ॥
৬। তত্ত্বসূত্রম্ ।

শ্রীধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপ-প্রদর্শনী, নদীয়া

(৩রা ফেব্রুয়ারী হইতে ১৭ই মার্চ্চ, ১৯৩০ পর্য্যন্ত)

প্রদর্শনীর সকল জ্ঞাতব্য বিষয়ের জন্য
সেক্রেটারী মহোদয়ের নিকট
আবেদন করুন।

শ্রীকুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ,
শ্রীচৈতন্য মঠ, শ্রীধাম মায়াপুর পোঃ আঃ, (নদীয়া)।

নিলাম ইস্তাহার

জেলা নদীয়া মোকাম কৃষ্ণনগর

প্রথম মুন্সেফ আদালত

নিলামের দিন ৮ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৩০

(২১)

২০২. সাংখ্যারী ২৯ দাবী ৯৭০

ডিঃ শ্রীমতী রাজকুমারী প্রকাশনলিনী দাসী দিং—মোং কাছারী বেলপুকুর থানা কোতোয়ালী

দেঃ শ্রীভোলানাথ বাগ্‌দি দিং সাং বেলপুকুর থানা কোতোয়ালী

সবরেঃ কৃষ্ণনগরের এলেকাধীন মৌজা ১০নং বেলপুকুর ডিঃ শ্রীধরপুর মধ্যে ১১২৬নং খতিয়ানে বার্ষিক ৴৬ পাই টাকার বার্ষিক জমায় ৴৴ বিঘা জমির মূল্য আঃ ২, টাকা

২২

২০৪৭ সাংখ্যারী ২৯ দাবী ২৩৩।৶৯

ডিঃ শ্রীজ্ঞানেন্দ্র মোহন লাহিড়ী দিং— সাং ও থানা শ্রীরামপুর জেলা হুগলী

দেঃ শ্রীকৃষ্ণ মণ্ডল দিং— সাং ফাকর অঙ্গ থানা কোতোয়ালি

জেলা নদীয়া থানা নবদ্বীপ ৩০ নং মৌজা মহিষপোতা অন্তর্গত মাজদিয়া ২৮৭ নং খতিয়ানে ৩৮।৴২ বার্ষিক জমায় ১৯/৲ জমির মূল্য আঃ ১০০, টাকা

(২৩)

২০৪৪ সাংখ্যারী ২৯ দাবী ৪৪।৹

ডিঃ শ্রীরামকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় দিং— সাং গোয়াড়ী থানা কোতোয়ালী

দেঃ শ্রীমিনচাঁদ সর্দ্দার সাং হাঁসা, থানা কোতোয়ালী

১। সবরেঃ কৃষ্ণনগর থানা কোতোয়ালী হাঁসা গ্রামে তৌঃ ৮৪নং মৌজা হাঁসা মহালের ৫৬৬ নং খতিয়ানভুক্ত ৭, বার্ষিক স্থিতিবান জমার ২-৪২ একর জমির মূল্য মায় আকর আওলাত আঃ ৩০,

২। ঐ মৌজার তৌঃ ৫৮৯ নং খতিয়ানভুক্ত ২, বার্ষিক জমায় ২৭ শতক জমির মূল্য মায় আকর আওলাত আঃ ৫, টাকা

(২৪)

২০৫৩ সাংখ্যারী ২৯ দাবী ৪৬।৶০

ডিঃ শ্রীদেবেন্দ্র ভট্টাচার্য্য সাং নবদ্বীপ দেয়ারাপাড়া, থানা নবদ্বীপ

দেঃ শ্রীমতী দাসী বৈরাগী—সাং নবদ্বীপ, বনচারীবাগানপাড়া, থানা নবদ্বীপ

সবরেঃ কৃষ্ণনগর থানা নবদ্বীপ, ২০নং মৌজা নবদ্বীপ গ্রামে ১৮৩২ নং খতিয়ানে ২০ শতক, জমির খাজনা ৬, টাকা ... উপরিস্থিত পাকা দালান ... মূল্য আঃ ২৫,

(২৫)

২০৬৫ সাংখ্যারী ২৯ দাবী ৭৬৬৶০

ডিঃ শ্রীনৃসিংহচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সাং ও থানা শান্তিপুর

দেঃ শ্রীঅঘোর মজুমদার সাং দিগনগর, থানা কোতোয়ালী

১। জেলা নদীয়া থানা কোতোয়ালী ৮১নং মৌজা ভাতজাংলা তৌঃ ৩৯নং খতিয়ানে ৭৬৷৹ জমায় ১-১ একর জমির মূল্য মায় আকর আওলাত আঃ ২৫,

২। ঐ মৌজায় ৩২৬নং খতিয়ানে ১২।৹ টাকা জমার ৩-৯৪ একর জমির মূল্য মায় আকর আওলাত আঃ ২০, টাকা

(২৬)

২১৩৭ সাংখ্যারী ২৯ দাবী ৩২৭৸০

ডিঃ শ্রীমন্মথনাথ পালচৌধুরী সাং আমিনবাজার থানা কোতোয়ালী

দেঃ শ্রীমতী রহিম মণ্ডল দিং সাং কৃষ্ণচন্দ্রপুর থানা কোতোয়ালী

জেলা নদীয়া থানা কোতোয়ালী মৌজা কৃষ্ণচন্দ্রপুর গ্রামে ৩৫৩নং খতিয়ানভুক্ত ৩১৭০ টাকা বার্ষিক স্থিতিবান জমার ২১-২২ একর জমির মূল্য মায় উপরিস্থিত আকর ও আওলাত মূল্য আঃ ৪০, টাকা

(২৭)

২২৩৯ সাংখ্যারী ২৯ দাবী ২২।৹৯

ডিঃ শ্রীপ্রমথকুমার গঙ্গোপাধ্যায় সাং গোয়াড়ী থানা কোতোয়ালী

দেঃ শ্রীগুরুদাস দে সাং ও থানা নবদ্বীপ

সবরেঃ কৃষ্ণনগর থানা নবদ্বীপের সামিল ২০নং নবদ্বীপ গ্রামে ৪৪৯৪ নং খতিয়ানভুক্ত বার্ষিক ৩, টাকা জমায় ৫৩ শতক জমির মূল্য মায় আকর আওলাত আঃ ১৫, টাকা।

(২৮)

২২৬৮ সাংখ্যারী ২৯ দাবী ১৩৩।৶৯

ডিঃ শ্রীকেশবচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সাং দেবগ্রাম, থানা কালীগঞ্জ

দেঃ শ্রীআবদুল সেখ সাং গঙ্গাপোতা, থানা কালীগঞ্জ

১। জেলা নদীয়া থানা কালীগঞ্জ ৬০নং দেবগ্রাম মৌজায় ১৬১নং তৌজির অন্তর্ভুক্ত ১৮১০ খতিয়ানে ৷৴২৷ টাকার রায়তি জমার ১-৩২ একর জমির দেনদারের ৷৹ অংশের মূল্য মায় উপরিস্থিত আকর আওলাত আঃ ২, টাকা।

২। ঐ মৌজায় ১৪০৯ খতিয়ানে ৩৴০ জমায় ২-৮৬ একর জমির ৷৹ অংশের মূল্য মায় উপরিস্থিত আকর আওলাত আঃ ৪২, টাকা।

৩। ঐ মৌজায় ১৫৫।৬ তৌজি-ভুক্ত ১১১২ খতিয়ানে ১১৶০ ... জমা ১৩০। ইহাতে দেনদারের ৷৹ অংশ। মূল্য আঃ ৫, টাকা।

(২৯)

১৩৯৬ মনিজারী ২৯ দাবী ১২৭৭।৩ পাই

ডিঃ শ্রীরামপদ সেন সাং মাটিয়ারী থানা কালীগঞ্জ

দেঃ শ্রীকেদারনাথ সান্যাল সাং মহৎপুর, থানা চাপড়া

১। জেলা নদীয়া থানা কালীগঞ্জ ৫৪ নং মৌজা তেঘরিয়া গ্রামে ২নং খতিয়ানে ৫০৯৷৶০ বার্ষিক রাজস্বে জমির ॥ ১১-৭ অংশের মূল্য আঃ ২০০, টাকা

২। ঐ জেলা ঐ থানা ৫৫নং মৌজা আমাদিয়া গ্রামে তৌঃ ৩নং খতিয়ানে ৬৪০, টাকা বার্ষিক রাজস্বের জমির দেনদারগণের ॥/১১-৭ অংশের মূল্য আঃ ২০

(৩০)

১৫১২ মনিজারী ২৯ দাবী ১১৭৩৷০

ডিঃ শান্তিপুর কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিমিটেড সাং ও থানা শান্তিপুর

দেঃ শ্রী...শচন্দ্র মণ্ডল দিং সাং ও থানা শান্তিপুর জেলা নদীয়া

১। জেলা নদীয়া থানা শান্তিপুর নিজ শান্তিপুরের উত্তরপাড়া ৷০ ৷৹ ছটাক জমি ও তদুপরিস্থিত পাকা কুঠরী ৩টা বারান্দা ১টি মূল্য অন্দাজ ৪৫০,

(৩১)

১৮৩৪ মনিজারী ২৯ দাবী ২১/৯

ডিঃ শ্রীনন্দলাল চৌধুরী সাং কাছারী নবদ্বীপ, থানা নবদ্বীপ

দেঃ শ্রীমিমলাসুন্দরী দাসী সাং ও থানা নবদ্বীপ।

১। জেলা নদীয়া সবরেঃ নবদ্বীপ ৫৫০নং খতিয়ান ০৭ শতক জমিরকার শামিল সান ১৸/১০ টাকার জমা সমেত আকর আওলাত মূল্য আঃ ১০,

(৩২)

১৮৭৫ মনিজারি ২৯ দাবী ১৬৪৭।৯

ডিঃ শান্তিপুর কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লোনাফিস লিমিটেড সাং ও থানা শান্তিপুর

দেঃ শ্রীশশীন্দ্র মোহন চৌধুরী দিং সাং ও থানা শান্তিপুর (নদীয়া)

১। জেলা নদীয়া থানা শান্তিপুর নিজ শান্তিপুর মতিচাঁদ পাড়ার ১৯০৭নং খতিয়ানের ব্রহ্মত্তর ১৴০ ছটাক জমি ও তদুপরিস্থিত পাকাঘর ৪কে ২... বারান্দা ২টি, রান্নাঘর১টা কূপ ১টি পায়খানা ১টি মূল্য আঃ ২০০,

২। ঐ স্থানে তৌঃ ২৬০১নং দাগের অন্তর্গত আন্দাজ ॥৩৸৴০ ব্রহ্মত্তর জমি ও তদুপরিস্থিত পাকা কোঠা বাড়ী, মূল্য আঃ ২০০, ।

(৩৩)

১৫১৪ মনিজারী ২৯ দাবী ১৬৫০৶৬

ডিঃ শ্রীউপেন্দ্রনাথ সরকার দিং সাং ৬৯নং বেনেপাটা লেন ... কলিকাতা

দেঃ শ্রীবামনদাস লাহিড়ি সাং আলামপুর ষ্টেট কুষ্টিয়া

১। জেলা নদীয়া সবরেঃ কুষ্টিয়া পরগণা মহম্মদসাহির অন্তর্গত ১০৭নং মৌজার ভগবানগ্রামে ৩১৫, টাকায় দর-পত্তনি জমাতে দেনদারের ।০ চারি আনা অংশ, মূল্য আঃ ৩৫০,

(৩৪)

১৯২৭ মনিজারী ২৯ দাবি ৬২৸০

ডিঃ শৈলজাকান্ত ভট্টাচার্য দিং সাং বেলপুকুর থানা কোতোয়ালী

দেঃ শ্রীআককাচ মণ্ডল দিং, সাং সোনডেঙ্গা থানা কোতোয়ালি

১। জেলা নদীয়া থানা কোতোয়ালি সামিল ১১নং সোনডেঙ্গা মৌজায় ৯০২নং খতিয়ানের অধীন ৩-১ একর জমির ৯/০ টাকার যে জমা আছে তাহার মূল্য আঃ ৫০, টাকা

(৩৫)

১৯৪৯ মনিজারি ২৯ দাবি ১২১॥৶৩

ডিঃ শ্রীপাঁচুগোপাল দাস সাং গোয়াড়ী থানা কোতোয়ালী (নদীয়া)

দেঃ শ্রীঅশ্বিনী কুমার পাত্র সাং কৃষ্ণনগর থানা কোতোয়ালী জেঃ নদীয়া

১। জেলা নদীয়া থানা কৃষ্ণনগর অন্তর্গত ৯২ নং কৃষ্ণনগর মৌজার জমিদার গভর্নমেন্ট দাসা চৌধুরাণী দিং সেরেস্তার ৩২৬২ নং খতভুক্ত ২৬ শতক নিষ্কর জমি মায় তদুপরিস্থিত বাগান সমেত আকর আওলাত ॥০ আনা অংশের মূল্য আঃ ২০,

২। ঐ ঐ অন্তর্গত ৯২নং কৃষ্ণনগর মৌজার জমিদার মাখন লাল চৌধুরী দিং সেরেস্তার ২১৫২ নং খতভুক্ত ৪৬ শতক জমির খাজনা ৭৶৩ টাকার যে জমা আছে তাহার উপরিস্থিত পাকা দালান, কুয়া, পায়খানা ও সরঞ্জামের রুকম ॥০ আনা অংশের মূল্য আঃ ৫০, টাকা

(৩৬)

১৯১৪ মনিজারি ২৯ দাবি ৩৪৫৶৯

ডিঃ সিন্ধুবালা দেবী সাং আমগোরে থানা কেতুগ্রাম জেলা বর্দ্ধমান

দেঃ শ্রীউমাপদ কুণ্ডু দিং সাং থানা কালিগঞ্জ জেলা নদীয়া

১। জেলা নদীয়া থানা কালিগঞ্জের সামিল ১৮ নং কালিগঞ্জ মৌজের বাবু নবীন চন্দ্র সান্যাল সেরেস্তায় ২॥৶৩ টাকার যে হস্তান্তরের যোগ্য রায়তি স্থিতিবান্ ১০৩১ খতভুক্ত জমা ইহার উপরিস্থিত পাকা দোতলা গৃহ, প্রাচীর, পায়খানা, কূপ সরঞ্জাম, ও আকর আওলাত সহ রায় দি০ অংশের মূল্য আঃ ৮০,

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১৫ মাঘ মঙ্গলবার—১৩৩৬

শ্রীধাম মায়াপুর নবদ্বীপ প্রদর্শনী সংবাদ

প্রদর্শনীর দ্রব্যাদি সংগ্রহ ও নানাপ্রকার সেবার জন্য শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার সেবকগণ ও বিভিন্ন স্থানের ভক্তবৃন্দ অক্লান্ত পরিশ্রম করিতেছেন

আমরা শুনিয়া বড়ই সুখী হইলাম যে, শ্রীপাট গোপীবল্লভপুরের গোস্বামিগণ তাঁহাদের শ্রীপাটের দ্রব্য, গ্রন্থ ও প্রসাদাদি লইয়া শ্রীধাম মায়াপুর-প্রদর্শনীতে যোগদান করিবেন। মহাপ্রভুর নিত্য পার্ষদ শ্রীল রসিকানন্দ প্রভুর অধস্তনগণ গৌরজন্মস্থানে গৌরগৌরব শুদ্ধভক্তি-প্রচারে সহানুভূতি প্রকাশ করিবেন, ইহা অপেক্ষা আনন্দের বিষয় আর কি হইতে পারে?

শ্রীধাম-মায়াপুর পরবিদ্যাপীঠের সম্পাদক পণ্ডিতবর শ্রীপাদ নন্দলাল বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি, এ মহোদয় গৌড়মণ্ডলের কয়েকটী স্থান হইতে আচার্য্যগণের শ্রীপাটের গৌরব-স্বরূপ বিভিন্ন দ্রব্য ও শ্রীবিগ্রহের চিত্রাদি সংগ্রহ করিতেছেন।

বর্দ্ধমান, আকুইগ্রামের পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত বিধুভূষণশাস্ত্রী বেদান্তভূষণ ভক্তিরঞ্জন মহোদয় ও বহু প্রাচীন হস্ত-লিখিত পুঁথি ও গ্রন্থাদি সংগ্রহ করিয়াছেন ও করিতেছেন এবং তৎসহ তিনি যথাসময়ে শ্রীধামে আসিতেছেন। আমরা শাস্ত্রীমহাশয়ের প্রবীণ বয়সেও নবীনের ন্যায় উৎসাহ দেখিয়া বিশেষতঃ শুদ্ধভক্তি-প্রচারে অকৃত্রিম সহানুভূতি দেখিয়া বড়ই প্রীত হইয়াছি। বৃদ্ধ বয়সেও তাঁহার শাস্ত্রানুরাগ ও বিদ্যোৎসাহিতা যথার্থই প্রশংসনীয়। শাস্ত্রী মহাশয় আমাদের নদীয়া-প্রকাশ পত্রের একজন নিয়মিত পাঠক। এতদ্ভিন্ন তিনি গৌড়ীয় ও হারমোনিষ্ট পত্রদ্বয়ও পাঠ করিয়া থাকেন এবং বিশ্ববৈষ্ণবরাজসভা হইতে প্রকাশিত যাবতীয় গ্রন্থের গ্রাহক হইয়াছেন।

ভাগলপুরের ধর্ম্মপ্রাণ উকিল শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার নিয়োগী এম, এ, বি, এল মহাশয় শ্রীমন্দিরের বিভিন্ন স্থানের ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর পাদপীঠার্চ্চা-মন্দিরের আলোক-চিত্র সংগ্রহ করায় তিনিও আমাদের ধন্যবাদার্হ।

পাটনা হইতে শ্রীযুক্ত কৃষ্ণপ্রসন্নদাস অধিকারী মহোদয় রাজগৃহ ও নালন্দার গৌড়বিশ্ববিদ্যালয়ের আলোকচিত্র গ্রহণ করিয়াছেন, এজন্য তাঁহাকে যথেষ্ট পরিশ্রম ও অর্থব্যয় স্বীকার করিতে হইয়াছে। তথাপি 'তোমার সেবায় দুঃখ হয় যত সেও ত' পরম সুখ জানিয়া' তিনি সেবা-সুখ-দুঃখকেই পরম সম্পদ্ বলিয়া বরণ করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন।

দেমুড় হইতে শ্রীযুক্ত পঞ্চানন গোস্বামী মহাশয়ও প্রদর্শনীতে কতকগুলি দ্রব্য প্রেরণ করিবেন এবং প্রদর্শনী উন্মুক্ত হইলে স্বয়ং শ্রীধামে আসিয়া শ্রীধাম-বৈভব দর্শন করিবেন জানাইয়াছেন।

বরিশাল, চট্টগ্রাম, ময়মনসিংহ, ঢাকা, যশোহর প্রভৃতি স্থানের ভক্তবৃন্দ স্বদেশ-প্রসিদ্ধ বহুবিধ ভগবৎ সেবোপযোগী দ্রব্য ও গৃহশিল্প প্রদর্শনীতে প্রেরণ করিবেন বলিয়া জানাইয়াছেন, ইতোমধ্যেই অনেক দ্রব্য আসিয়া পড়িয়াছে।

ময়মনসিংহ আনন্দমোহন কলেজের সংস্কৃতাধ্যাপক শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন ঘোষ এম, এ, বি, এল মহোদয় ময়মনসিংহ ও চট্টগ্রাম সহরে শ্রীধাম মায়াপুর-পারমার্থিক প্রদর্শনীর সংবাদ বহুলভাবে প্রচার করিতেছেন। বহু শিক্ষিত, সম্ভ্রান্ত ও সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তি বিভিন্ন দর্শনীয় দ্রব্যসম্ভারসহ শ্রীধামে আগমন করিবেন বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

মহাপ্রভুর প্রিয় পার্ষদ শ্রীশ্রীমৎপুণ্ডরীক বিদ্যানিধির স্থান চট্টগ্রাম। সুতরাং গৌরভক্তগণের পক্ষে চট্টগ্রাম একটী মহাতীর্থস্থান স্বরূপ। সেই চট্টগ্রামে যাহাতে গৌরসুন্দরের শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবাণী আপামরে প্রচারিত হয়, তজ্জন্য চট্টগ্রাম-নিবাসী ভক্তবৃন্দ বিশেষ যত্ন করিতেছেন। তন্মধ্যে শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠের অনুগত পরমভাগবত শ্রীপাদ যদুবর দাসাধিকারী প্রভু ও শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র ব্যাকরণতীর্থ কবিরাজ মহাশয়ের আগ্রহ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁহারাও বহু দর্শনীয় দ্রব্যসম্ভার-সহ শ্রীধামে আগমন করিবেন।

সদাশয় গভর্ণমেণ্ট বাহাদুরের কৃষি-বিভাগ তাঁহাদের কৃষিসম্বন্ধীয় যন্ত্রাদি ও অন্যান্য দর্শনীয় বিষয় প্রদর্শনের জন্য প্রদর্শনী-ক্ষেত্র মধ্যে একটী বৃহৎ স্থল চাহিয়াছেন। তাঁহারা শীঘ্রই আসিয়া তাঁহাদের প্রদর্শনীর কার্য্য আরম্ভ করিবেন, শুনা যাইতেছে।

গত ১৯শে পৌষ শুক্রবার প্রাতে শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার সম্পাদক পণ্ডিত শ্রীপাদ ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু ও আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ প্রভুর সহিত শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-প্রচারিণী সভার সভাপতি বর্ত্তমান স্বাধীন ত্রিপুরেশ্বর মহারাজ তাঁহার কলিকাতাস্থ প্রাসাদে শ্রীধাম মায়াপুর ও তত্রস্থ পারমার্থিক প্রদর্শনী সম্বন্ধে নানাবিধ আলোচনা করিয়াছেন। মহারাজের পিতৃপিতামহগণের যেরূপ শ্রীধাম মায়াপুরের সেবার প্রতি আন্তরিক আগ্রহ ও লক্ষ্য ছিল, তাঁহারও সেইরূপ আগ্রহ ও লক্ষ্য আছে, ইহা আমাদের একটি বড়ই আনন্দের সংবাদ। মহারাজ বাহাদুর শ্রীগৌরজন্মস্থান শ্রীধাম মায়াপুরের শ্রীবৃদ্ধির কথা শুনিয়া বিশেষতঃ পারমার্থিক প্রদর্শনীর কথায় বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন। আমরা শ্রীভগবান্ গৌরসুন্দরের শ্রীচরণে সত্যানুরাগী মহারাজের সুদীর্ঘ ধর্ম্মময় জীবন প্রার্থনা করিতেছি।

গত ২০শে পৌষ শনিবার সন্ধ্যারাত্রিকের সময় উড়িষ্যা ঢেঙ্কানলের মাননীয়া ভক্তিমতী রাজমাতা মহোদয়া কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে আগমন করিয়া শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত পাঠ শ্রবণ ও শ্রীবিগ্রহ দর্শন করিয়াছিলেন। অতঃপর তিনি বাগবাজারস্থ নবনির্ম্মীয়মাণ শ্রীগৌড়ীয়মঠ-ভবন দেখিয়া পরম আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর শুদ্ধভক্তিপ্রচারের প্রতি ধর্ম্মপ্রাণা রাজমাতা মহোদয়ার আগ্রহ বিশেষ প্রশংসনীয়। তাঁহার সত্যানুরাগিতা ও সরলতা বর্ত্তমান শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত মহিলা-সমাজের আদর্শস্থানীয়া হওয়া সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। আমরা মাননীয়া রাজমাতার ভক্তিময় দীর্ঘজীবনের জন্য ভগবচ্চরণে প্রার্থনা জানাইতেছি। শ্রীধাম মায়াপুর নবদ্বীপ-প্রদর্শনীর সংবাদ শ্রবণে রাজমাতা মহোদয়াও বিশেষ আনন্দ ও সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছেন।

বৈষ্ণবে জাতি বুদ্ধি

(সঃ তোঃ ২।২)

শ্রীচৈতন্যভাগবতে ঠাকুর বৃন্দাবন লিখিয়াছেন যে,—

যে সে কুলে বৈষ্ণবের জন্ম কেনে নয়।
তথাপিহ সর্ব্বোত্তম সর্ব্বশাস্ত্রে কয়॥
যে পাপিষ্ঠ বৈষ্ণবের জাতি বুদ্ধি করে॥
জন্ম জন্ম অধম যে নিতে ডুবি মরে॥

এই কথাগুলির তাৎপর্য্য অতিগূঢ়। তাৎপর্য্য না বুঝিয়া আজকাল লোকে যেরূপ ব্যবহার করিতেছেন, তাহাতে যে বৈষ্ণবের যথার্থ সম্মান হয়, তাহা কোন প্রকারেই বুঝিতে পারি না। বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের তাৎপর্য্য এই যে, শুদ্ধ বৈষ্ণব যে কুলেই উৎপন্ন হইয়া থাকুন না কেন, তাঁহাকে কোন প্রকারে হীন জ্ঞান করিবে না। যিনি শুদ্ধ বৈষ্ণব হইয়াছেন, তিনি সর্ব্বশাস্ত্র-সম্মত সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। হীন জাতিতে জন্মিয়াছেন বলিয়া শুদ্ধ বৈষ্ণবকে হীন জ্ঞান করিবে না। যিনি শুদ্ধ বৈষ্ণবকে হীন কুল-জন্মা বলিয়া হীন জ্ঞান করেন, তিনি পাপিষ্ঠ, সুতরাং তিনি অনেকবার অধম যোনিতে ভ্রমণ করেন।

বৈষ্ণব বলিয়া একটী পৃথক্ জাতি নাই। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, বা অন্ত্যজ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া যিনি শুদ্ধা ভক্তি আশ্রয় করিয়াছেন, তিনিই বৈষ্ণব; তাঁহার জাতিধর্ম্ম লইয়া তাঁহার উচ্চতা নীচতা বিচার করা উচিত নয়। কলিকালে মানবগণ অত্যন্ত স্বার্থপর। বৈষ্ণব ধর্ম্মের ছল করিয়া একটী জাতি সৃষ্টি করিয়াছেন, সেই জাতিতে যিনি জন্মিবেন, তাঁহাকেই বৈষ্ণব বলিয়া বলা হয়। এরূপ ব্যবহার নিতান্ত মন্দ। সাংসারিক ব্যবহার নির্ব্বাহের জন্য যে বর্ণধর্ম্ম বা জাতি-ধর্ম্ম চলিতেছে, তাহাতে পরমার্থ ধর্ম্মের সংস্রব নাই। পরমার্থ ধর্ম্ম চিরদিনই ব্যক্তি-নিষ্ঠ। যাঁহার ভাগ্যোদয়ে অনন্যভক্তির প্রতি শ্রদ্ধা বা বিশ্বাস হয়, তিনিই কেবল পারমার্থিক, তাঁহার পারমার্থিক ব্যবহারে জাতি বা বর্ণধর্ম্ম কোন কার্য্য করে না। তাঁহার অধমকুলে জন্ম হইয়াছিল বলিয়া যাঁহারা কুটীনাটি করেন, তাঁহারা পাপিষ্ঠ।

বৈষ্ণব-বংশ বলিয়া কোন কথা হইতে পারে না। বংশ-পরম্পরা যে কেহ বৈষ্ণব হইবে, ইহার কোন স্থিরতা নাই। আমরা দেখিতেছি যে, অনেক বৈষ্ণব-বংশে বহুতর কুলাঙ্গার জন্মগ্রহণ করিয়া অসুরের ন্যায় ব্যবহার করিয়া থাকেন, আবার চণ্ডাল ও যবন-কুলে অনেক মহাপুরুষ জন্ম গ্রহণ করিয়া শুদ্ধভক্তির-বলে বৈষ্ণব হইয়াছেন। বৈষ্ণব-আচার্য্যদিগের কুলেও বহুতর অবৈষ্ণবকে দেখা যায়। আবার নিতান্ত অনাস্থিকাদিগের বংশে অনেক বৈষ্ণব উৎপন্ন হইয়াছেন। সুতরাং বৈষ্ণব জাতি বা বৈষ্ণবাচার্য্য-বংশ বলিয়া যে সম্মান দেখিতে পাই, তাহাতে বৈষ্ণবধর্ম্মের গৌরব হয় না, বরং অবৈষ্ণবতার স্পর্দ্ধা বাড়িয়া যাইতেছে। স্বার্থপরতা ও অযোগ্যতাই ইহার মূল।

হে পাঠকবর্গ! শুদ্ধ বৈষ্ণবকে বহু আদর করিবেন, শুদ্ধ বৈষ্ণবদিগের জন্ম-দোষাদি না দেখিয়া তাঁহাদের ভক্তির উদয়ানুসারে যত সম্মান করিবেন, ততই বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি দূর হইবে। বৈষ্ণব-সঙ্গ ব্যতীত যখন ভক্তিলাভের অন্য উপায় নাই, তখন যাহাকে তাহাকে বৈষ্ণব বলিয়া সঙ্গ করিলে অথবা অধমকুল-জন্মা শুদ্ধ

বৈষ্ণবকে তাঁহার জাতি-দোষ লক্ষ্য করিয়া অনাদর করিলে, আর শুদ্ধ বৈষ্ণব-সঙ্গেরই আশা থাকে না। সকল কার্য্যেই নিরপেক্ষ ও সরল হওয়া আবশ্যক। যদি আত্ম-বঞ্চনাকে ভয় করেন, তবে বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি করিবেন না।

আর্ত্তি

(শ্রীমতী প্রফুল্লকুমারী দেবী)

(কবে) দেহপ্রাণ মন লুটিয়া পড়িবে
(গৌর) ভকত-চরণ-তলে।
হয়ে জ্ঞানহারা পাগলের পারা
(কাঁদিব) হা নিতাই-গৌরাঙ্গ বলে॥
(আমায় দয়া কর হে)
(কবে) জগতের গুরু বাঞ্ছাকল্পতরু
বৈষ্ণবে জানিয়া মনে।
অকপট চিত্তে মরমের ব্যথা
নিবেদিব ও চরণে॥
অতি দীন হীন নিরাশ্রয় দেখি
অধমে করিতে ত্রাণ।
(কবে) বৈষ্ণব ঠাকুর সদয় হইয়া
দিবে মোরে হরিনাম॥
(আমার এমন সুদিন কবে বা হবে)
(কবে) দেবের দুর্লভ ভক্তপদ রেণু
সযতনে লবে শিরে।
(দয়াল) বৈষ্ণবের দয়া দেখাব জগতে
আনন্দেতে নৃত্য করে॥
(আমার এমন ভাগ্য কবে বা হবে)

ধর্ম্ম-বিজ্ঞান

সংজ্ঞা

শ্রদ্ধা, শরণাপত্তি—আনুকূল্যস্য সঙ্কল্পঃ প্রাতিকূল্যস্য বর্জ্জনম্। রক্ষিষ্যতীতি বিশ্বাসো গোপ্তৃত্বে বরণং তথা। আত্মনিক্ষেপকার্পণ্যে ষড়্‌বিধা শরণাগতিঃ॥ (হঃ ভঃ বিঃ ১১।৪১৭)। শ্রদ্ধার আকার এই-রূপে লক্ষিত হইয়াছে:—সা চ শরণাপত্তিলক্ষণা (আম্নায়-সূত্র-২৮)

শরণাপত্তি-অর্ন্তগত শ্রদ্ধার বাহ্য লক্ষণ। শরণাপত্তি যথা—অনন্য ভক্তির যাহা অনুকূল, তাহাই করিব এবং যাহা প্রতিকূল হয়, তাহাই বর্জ্জন করিব, এইরূপ প্রতিজ্ঞা, আর ভগবানই আমার রক্ষা-কর্ত্তা, জ্ঞান-যোগাদি দ্বারা আমার কিছুই সুবিধা হইবে না—এইরূপ বিশ্বাস; আমার চেষ্টায় আমার কোন লাভ হইতে পারে না, বা আমাকে আমি পালন করিতে পারি না, আমি তাঁহার যথাসাধ্য সেবা করিব, তিনি আমাকে পালন করিতেছেন, এইরূপ নির্ভরতা; আমি কে? আমি তাঁহার এবং তাঁহার ইচ্ছাতেই আমার কার্য্য, এইরূপ আত্ম নিবেদন; আমি অকিঞ্চন, দীন ও হীন—এইরূপ কার্পণ্য বুদ্ধি—এই প্রতিজ্ঞা, এই বিশ্বাস, নির্ভরতা, আত্মনিবেদন ও দৈন্য, চিত্তে অবস্থিত হইয়া যে বৃত্তিকে উদয় করায়, তাহাই শ্রদ্ধা।

কারার কথা

(শ্রীযুক্ত সত্যাঞ্জন সেন এম,এ, বি, এল)

রুষিয়া দেশে যখন বল্‌শেভিক শাসন স্থাপিত হইল, তখন অনেক রাজপক্ষীয় লোককে সাইবিরিয়ায় নির্ব্বাসিত করা হয়। সেখানে তাহারা নির্জ্জন কারাগৃহে আবদ্ধ আছে। সময় কাটাইবার অন্য উপায় না থাকায় তাহারা এক রকম নূতন খেলার সৃষ্টি করিয়াছে। ষ্টেশনে ট্রেণ আসিলে যেরূপ শব্দ হয়, তাহারা তাহার অনুকরণ করে। নিজেরাই ঘণ্টা এবং বাঁশীর শব্দের অনুকরণ করে। একজন চীৎকার করিয়া বলে, "ট্রেণ ছাড়ল, দৌড়ে আয়।" আর কয়েকজন উত্তর দেয়, "যাই, যাই, টিকিট কাটা হয় নাই এখনও।" অপর কয়েকজন ঘণ্টা, বাঁশী, ট্রেণ ছাড়ার শব্দের অনুকরণ করিলে সকলে হতাশ স্বরে চীৎকার করিয়া সমস্বরে বলে, "হায়, হায়! আজ আর যাওয়া হ'ল না।"

এইরূপ হৃদয় বিদারক খেলা তাহারা প্রতিদিন খেলিয়া থাকে। হতভাগারা বোধ হয় "আজ আর বাড়ী যাওয়া হ'ল না"—এই খেলা খেলিতে খেলিতেই ইহজগৎ হইতে বিদায় গ্রহণ করিবে।

আর একদল লোক বাজী রাখিয়া তাস খেলিতে খেলিতে বৎসরের উপর বৎসর কাটাইয়া দিতেছে। কেহ বা কোটী কোটী টাকা জিতিতেছে, কেহ বা হারিতেছে, বিজেতা বিজিত সমাবস্থ। উভয় পক্ষই কারাগারে। টাকা আদায়েরও সম্ভাবনা নাই, টাকা দিবারও সম্ভাবনা নাই। উভয় পক্ষই সেই স্থানে জীবনান্ত-কাল পর্য্যন্ত অবস্থান করিবে বলিয়া জানে, তথাপি একপক্ষ প্রতিজ্ঞা করিতেছে যে বাড়ী যাইয়া টাকা পরিশোধ করিব, অপর পক্ষ সেই সময় পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে সম্মত হইতেছে।

ঠাকুর হরিদাস কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করার জন্য যখন তাঁহাকে কারাগারে রাখা হইল, তখন হরিদাসের ন্যায় মহাভাগবত মহাত্মার দর্শনফলে কারাবদ্ধ জনগণ তাহাদের দুঃখ লাঘব হইবে বলিয়া মনে মনে বিচার করিলেন। কিন্তু হরিদাস যখন "এখন যেমন আছ, তেমনি থাক" বলিয়া বন্দীদিগকে আশীর্ব্বাদ করিলেন, তখন তাহারা তাঁহার গূঢ় আশীর্ব্বাদ বুঝিতে না পারিয়া, দুঃখিত হইয়াছিল। তদ্দর্শনে হরিদাস তাঁহাদিগকে বলিলেন, "আমি তোমাদের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী, হাস্যসহকারে তোমাদিগকে গুপ্ত আশীর্ব্বাদই করিয়াছি, তাহাকে অন্যথাজ্ঞানে তোমরা দুঃখিত হইও না। তোমাদের মধ্যে সম্প্রতি যে যেরূপ ভাবে আছ, তাহাই তোমাদের পক্ষে মঙ্গলকর, যেহেতু তোমরা এ সময় ইতর বিষয়-চেষ্টা ছাড়িয়া ভগবদনুশীলনের সুযোগ পাইয়াছ। এ সময় তোমরা সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণনাম ও কৃষ্ণচিন্তায় নিযুক্ত থাক। এই কারাগার হইতে মুক্ত হইয়া পুনরায় বিষয়-ভোগে প্রবৃত্ত হইলে অন্য ভগবদ্‌-বহির্ম্মুখ দুষ্ট জনের সঙ্গ ক্রমে ভগবানের কথা ভুলিয়া যাইবে। আমি তোমাদিগকে কারারুদ্ধ হইয়া ক্লেশ পাইতে অনুরোধ করি না। কিন্তু এরূপ অবস্থায় থাকিয়াও তোমরা যে সর্ব্বক্ষণ ভগবন্নাম গ্রহণের সুযোগ পাইয়াছ, এই কথাই বলিতেছি।"

মিল্‌টনের প্যারাডাইস্ লষ্ট্ নামক কাব্যে দেখিতে পাওয়া যায় যে, সয়তানের অনুচর দূতেরা নরকে পতিত হইবার পর যখন সময় কাটাইবার আর কিছুই পাইল না, তখন তাহাদের কতক পরস্পর সখের মল্লযুদ্ধে নিযুক্ত হইল, অপর কয়েকজন স্বাধীন ইচ্ছা, দৈবাধীনতা প্রভৃতি সম্বন্ধে তর্ক আরম্ভ করিল। সে সকল তর্কের কোন শেষ নাই।

সকলেই বন্দিদশায় দুঃখ লাঘবের চেষ্টা করিতে বাধ্য হয়। কেবলমাত্র ভক্তের সে আবশ্যকতা নাই। ভক্ত যে অবস্থায়ই থাকুন না কেন, তাঁহার স্বাধীনতা লুপ্ত হইবার সম্ভাবনা নাই। ভক্ত সমাগমে বন্দীরও কারা-দুঃখ দূর হয়।

বন্দিত্ব দূরের কথা, মৃত্যুকেও ভক্ত ভয় করেন না। পরীক্ষিৎ ও খট্বাঙ্গ রাজার উপাখ্যান এবিষয়ে প্রমাণ। রাজ-দণ্ডপ্রাপ্ত বাণীনাথের নির্ভীক ভাবে নাম জপ ঐতিহাসিক ঘটনা।

শ্রদ্ধা

(সঃ তোঃ ৯।৫)

অনন্তকাল হইতে অনন্ত জীব মায়ামুগ্ধ হইয়া এ সংসারে ভ্রমণ করিতেছে। জীব স্বরূপতঃ কৃষ্ণদাস, সেই দাস্য বিস্মৃত হইয়া ভোগবাঞ্ছা বশতঃই জীব মায়ার দাস। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিতেছেন,—

জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস।
কৃষ্ণ ভুলি সেই জীব অনাদি বহির্ম্মুখ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসার-দুঃখ॥

চৈঃ চঃ

মায়াবদ্ধ হইয়া এ সংসারে পড়িয়া জীব অশেষ ক্লেশ ভোগ করিতেছে, সুখের আশায় মত্ত হইয়া চতুর্দ্দিকে ছুটাছুটি, করিতেছে। কোন একটী বস্তু পাইলে বড় সুখ হইবে, কত কষ্ট করিয়া তাহা পাওয়া গেল, কিন্তু ইহাতেও ত সুখ নাই, তবে বুঝি আর একটী বস্তু পাইলে সুখ হইবে। কিন্তু সুখ হইল না, আশা মিটিল না, প্রাণ জুড়াইল না। রিপুর "দাস হইয়া তার লাথি খাইয়া"ও ঘুমের ঘোর ভাঙ্গিতেছে না, তাহাকে ছাড়িতে ইচ্ছা হইতেছে না, —তাহার দাসত্বে বুঝি কি একটু সুখ আছে তাই জীব তার জন্য এত লালায়িত। ধনী ধনের গৌরবে দরিদ্রের দিকে ঘৃণায় চাহিতেছেন না, বুদ্ধিমান্ মূর্খের কথা গ্রাহ্য করিতেছেন না। অবিদ্যারূপ বিদ্যা উপার্জ্জন করিয়া সেই অভিমানে কেহ বা ফুলিয়া দাঁড়াইয়াছেন, কেহ বা তাহা না পাইয়া দুঃখে অভিভূত হইয়া পড়িতেছেন। চিন্ময় রাজ্যের দিব্যরত্ন জীব আজি সংসারের ধূলায় মলিন। যখন শ্রীভগবানে শ্রদ্ধারূপ নির্ম্মল বারি দ্বারা বিষয়াসক্তিরূপ ধূলা কাদা বিধৌত হইবে, তখনই রত্নের জ্যোতিঃ—কৃষ্ণভক্তি—আপনিই বাহির হইবে। তখনই চিন্ময়বস্তু চিন্ময়ধামে যাইবে। কিন্তু কোথায় সে শ্রদ্ধা-বারি!

এই সংসারের অশেষ ক্লেশে বাধিত হইয়া তাহা হইতে নিষ্কৃতি পাইবার ইচ্ছায় ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াই হউক, অথবা সাধুসঙ্গক্রমে সাধুর উপদেশ লাভ করিয়াই হউক, কিম্বা শাস্ত্রাদি আলোচনা করত তাহার যথার্থ অর্থ বিচার করিয়া কিম্বা অন্য যে কোন কারণেই হউক, যখন জীবের মনে দৃঢ় বিশ্বাস হয়, ঈশ্বর মহান্, সর্ব্বশক্তিমান্, জীব ক্ষুদ্র, শক্তিহীন; ঈশ্বর স্বাধীন, জীব তাঁহার অচিন্ত্যশক্তির অধীন; ঈশ্বর প্রভু, জীব দীন হীন দাস; তখনই আনন্দময়কে পাইয়া সমস্ত যাতনা জুড়াইবার, অথবা সর্ব্বাশ্রয় হরির আশ্রিত হইবার ইচ্ছা জীবের স্বভাবতঃই উদয় হইয়া পড়ে এবং তাহাকে পাইবার চেষ্টাও অল্প অল্প হয়। ইহাই শ্রদ্ধার প্রথম অবস্থা। কিন্তু জীবের স্বভাব বিকৃত হওয়ায় জীব জড়াভাবাপন্ন হইয়াছে, সুতরাং সাধুসঙ্গ অভাবে বা কুসঙ্গক্রমে এ শ্রদ্ধা একেবারে লুক্কায়িত হইতে পারে! সুতরাং এই সময় হইতে সাধুসঙ্গের প্রয়োজন। সাধুসঙ্গ-ক্রমে এই শ্রদ্ধা ক্রমশঃই বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হয় এবং শ্রদ্ধা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ব্যাকুলতাও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। তখন কি উপায়ে জীব শ্রীভগবানের চরণ পাইবেন, তাহারই অন্বেষণে যত্নবান্ হয়েন। তখন তিনি প্রথমেই দেখিতে পান, তিনি অনর্থের একান্ত বশীভূত ও তাঁহার স্বভাব সুপ্ত। তিনি তখন কোন বিগত-অনর্থ, জাগ্রত-স্বভাব সাধুর পদাশ্রয় করত একনিষ্ঠ হইয়া ভজন-কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েন। শ্রদ্ধার এই অবস্থার নামই দৃঢ় বা নির্গুণ-উদ্দেশিনী শ্রদ্ধা। ইহাই "ভক্তিলতা-বীজ।" এই সময় শ্রদ্ধাবানের যেরূপ ভাব হয়, তাহা নিম্নলিখিত বাক্যে প্রকাশ হইতেছে। যথা,

"শ্রদ্ধা শব্দে বিশ্বাস কহে সুদৃঢ় নিশ্চয়।
কৃষ্ণে ভক্তি কৈলে সর্ব্ব কর্ম্ম কৃত হয়॥"

শ্রদ্ধাবান্ জীবের মনে দৃঢ় বিশ্বাস হয়, একমাত্র কৃষ্ণভক্তিই জীবের স্বভাব, শ্রীকৃষ্ণ-সেবা ব্যতীত জীবের কর্ত্তব্য আর কিছুই নাই। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণে ভক্তি করিলে জীবের সমস্ত কার্য্যই করা হইল। কিন্তু মায়াবদ্ধ হইয়া জীব বিকৃত-স্বভাব হইয়াছেন। সুতরাং স্বভাব-প্রাপ্তি পর্য্যন্ত দেহযাত্রা সুন্দর রূপে নির্ব্বাহ করত কৃষ্ণানুশীলন করাই শ্রেয়ঃ। তাই তিনি ভক্তি-অনুকূল যাহা কিছু তাহাই মাত্র স্বীকার করেন। ভক্তি-প্রতিকূল যাহা কিছু, তাহা জীবের কর্ত্তব্য নয় বলিয়া কদাচ গ্রহণ করেন না। শ্রদ্ধাবান্ জীবের কর্ম্মাধিকার নাই, কারণ নিষ্কাম কর্ম্মের ফল যে শ্রদ্ধা, তাহা হইতে উত্তম এই শ্রদ্ধা তাঁহার স্বভাবতঃই উদয় হইয়াছে! শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলিতেছেন,—

তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্ব্বিদ্যেত যাবতা।
মৎকথা শ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে॥
(ভাগবত)

যতদিন কর্ম্মফলের প্রতি অনাসক্ত না হইবে, অথবা আমার বিষয় শ্রবণ কীর্ত্তনে শ্রদ্ধাবান্ না হইবে, ততদিন কর্ম্মানুষ্ঠান করিবে। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত শ্রদ্ধাবান্ জন আর কর্ম্মফলে আসক্ত নাই, কারণ তিনি একমাত্র কৃষ্ণভক্তি ব্যতীত আর কিছুই প্রার্থনা করেন না। তাঁহার কর্ণে হরিকথা বড় ভাল লাগে—তিনি তাহাতে অনাসক্ত নহেন। তিনি "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য" অর্থাৎ সমস্ত ধর্ম্ম কর্ম্ম, আশা ভরসা ত্যাগ করিয়া একমাত্র ভগবানের শরণাপন্ন হইয়া, "দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ বীতরাগভয়ক্রোধঃ"—দুঃখে অনুদ্বিগ্ন, সুখে স্পৃহাহীন, অনুরাগ, ভয় ও ক্রোধ-বিমুক্ত হইয়া, "অন্যাভিলাষিতা-শূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতং আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং" রূপ "উত্তমা ভক্তি" আচরণ করিতে সর্ব্বদা যত্নশীল। সুতরাং তিনি কর্ম্ম-যোগীর ধর্ম্ম কর্ম্ম অতীত করিয়া, জ্ঞান-যোগীর যুক্তি-বিচার অবহেলা করিয়া বিশুদ্ধ ভক্তিযোগে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকে পাইবার জন্য শ্রদ্ধাযোগে অবস্থিত। কারণ "শ্রদ্ধাবান্ জন হয় ভক্তি অধিকারী"। একমাত্র শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তিই ভক্তি পাইবার যোগ্যপাত্র এবং একমাত্র "ভক্তো ভগবানের অনুভব পূর্ণরূপ"—ভক্তি দ্বারাই ভগবানের পূর্ণ অনুভব হয়; জ্ঞান ও যোগ দ্বারা তাঁহার জ্যোতির্ব্রহ্ম ও তাঁহার এক অংশ পরমাত্মার অনুভব হয়। সুতরাং শ্রদ্ধা জীবের বড় আদরের ধন। শ্রদ্ধাবান্ সাধক যতদিন সাধন-ভক্তিরাজ্যে অবস্থিতি করেন, এই শ্রদ্ধাই কৃষ্ণানুশীলন-ক্রমে অবস্থানুসারে নিষ্ঠা, রুচি, আসক্তি আদি নাম ধারণ করেন। ক্রমে যখন ভাব উদয় হয়, তখনই এই শ্রদ্ধা নির্গুণ শ্রদ্ধা, রাগ বা রতি নাম প্রাপ্ত হয়। সেই রতিই প্রেম-মন্দিরে প্রবেশের দ্বারস্বরূপ।

শ্রদ্ধাবান্ জীব একমাত্র কৃষ্ণভক্তি ব্যতীত আর কিছুই প্রার্থনা করেন না। যদি সূক্ষ্মভাবেও তাঁহাদের মনে অন্য বাঞ্ছা থাকে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, তাঁহাদের শ্রদ্ধা নির্গুণ-উদ্দেশিনী হয় নাই। সাধুসঙ্গক্রমে যতদিন তাঁহারা ঐ কামনা ত্যাগ না করিতে পারিবেন, ততদিন তাঁহাদের ভক্তিলাভের আশাও কম। শুদ্ধভক্তিই জীবের সম্পত্তি। সেই ভক্তি পাইতে হইলে প্রথমতঃ শ্রদ্ধার প্রয়োজন। শ্রদ্ধা ব্যতীত তাহা লাভ হয় না।

নিমাই

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

কি সুন্দর করেই যে নিমাইকে সাজিয়ে দিলে, দেখে মনের ভেতর কেমন একটা ভাব হতে লাগলো। নিমাইকে শুধু শুধুই কত সুন্দর দেখায়, তার ওপোরে আজ আবার কপালে অর্দ্ধচন্দ্র মত চন্দন দিয়ে, তার মধ্যে গন্ধের একটা টিপ পরিয়ে দিয়েছে, থুঁতুকে করে করে চন্দনের ফোঁটা দিয়ে কপাল আর গাল কেমন সুন্দর করে চিত্রির করেছে, চোখে কাজল, কাণে কুণ্ডল, মাথায় কেমন সুন্দর একটা বাহারে টোপর (মুকুট), হলদে সূতোর ধান, দূর্ব্বো আড়ুরে হাতে বেঁধে দিয়ে সোনা বাঁধান' একখানা আর্সি ধরতে দিয়েছে. এমন সুন্দর রূপ হয়েছে যে, মনে হচ্চে যদি শত চক্ষু থাকতো, তা'হলে আজ নিমাইকে দেখে মনের খেদ মিটুতে পারতাম। আহা! আজ কি বাঁকা চেহারাই হয়েছে!

নিমাইকে সাজান হয়ে গেল। আর বেলা বেশী নেই দেখে সবাই বল্লে, আর প্রহর খানিক বেলা আছে, এই সময় বাড়ী থেকে বেরিয়ে যাওয়া যাক্, সমস্ত নদের মধ্যে এক বেলাটুকু ঘুরে গোধূলী সময়ে কনের বাড়ী গিয়ে ওঠা যাবে। এই বলে সবাই বেরুবার যোগাড় করতে লাগলো। বুদ্ধিমন্ত খাঁ একখানা দোলা পাঠিয়ে দিলেন। দোলা খানা বড় সুন্দর, দেখলে যেন চোক জুড়িয়ে যায়। সমস্ত দোলা কিংখাপ দিয়ে মোড়া, ভেতরেও সব মখমল দিয়ে মোড়ান। কারিকরেরা রেসমের সূতো আর সোনার জরি দিয়ে তাতে কত রকম মজার মজার নক্সা করেছে। দুয়োর জানালায় রংবেরঙের আয়না বসিয়ে দিয়েছে, কত রকম মজার ঝালর, কত রকম নিশেন দিয়ে এমন সুন্দর করে, সাজিয়েছে যে, দেখে মনে হয় যেন দোলা নয় ময়ূরপঙ্খী।

বরযাত্রীরা সব সেজে গুজে বেরিয়ে এলো, নিমাই মাকে (শচীদেবীকে) আর কয়েক পুরে যত বামুন ছিল, সম্মানের সঙ্গে সকলকে নমস্কার করে, ঐ দোলায় চড়ে বসল। মেয়েরা সব ঝাঁকিয়ে উলু উলু করতে লাগল, কেও বা জয় জয় ধ্বনি করতে লাগল, বামুনরা সব বেদ পড়তে লাগলেন। বাজনদারেরা অমনি ঢোল, ঢাক, জয়ঢাক, বীরঢাক, দামামা, দগড়, খোল, মাদল, শঙ্খ, ঘণ্টা, কাঁসী, কাঁসর, করতাল, খরতাল, সানাই, বাঁশী, বেণু, পঞ্চশব্দী, শিঙে, রামশিঙে, এমন কত রকম বাজনা নিয়ে এসে যে বাজাতে লাগলো তা আমি সব বলে উঠতে পারিনে। বাজনা শুনে, প্রাণের ভেতর কেমন একটা আনন্দ এসে মনকে যেন উদাস করে ফেলতে লাগলো। বারজন বেহারা সব ভাল ভাল পোষাক প'রে এসে নিমাইয়ের দোলা কাঁধে তুল্লে। নিমাই আগে গঙ্গার ধারে চল্লো। বুদ্ধিমন্ত খাঁর যত পাইক (পদাতিক) ছিল, তারা সব ভাল ভাল পোষাক পরে এসে আশা সোটা হাতে নিয়ে সকলের আগে যেতে লাগলো। আর যে সব পাটোয়ার ছিল, তারাও সব তেমনি সুন্দর পোষাক করে দুসার দিয়ে এদের পেছনে পেছনে যেতে থাকলো, শত শত লোক নিশান হাতে করে এদের পেছনে যেতে লাগলো। নিশেন ওয়ালাদের পিছনে, নাচন দারেরা কত মজার ঢং করে করে নাচতে নাচতে যেতে আরম্ভ করলে। এদের পেছনে সেই সব বাজনাদারেরা বাজাতে বাজাতে যেতে লাগলো। বাজনদারদের পেছনে হাজার হাজার ছেলে এমন রংঢং করে নাচতে নাচতে যাচ্ছে যে, সব লোক দেখে হেসে হেসে একেবারে খুন হয়ে পড়্‌চে। নিমাই ছেলেদের এত সব রং দেখে দোলায় বসে বসে হাসছে। আর মনে মনে করছে ছোঁড়ারা কি মজাই করছে। এইভাবে আমোদ আহ্লাদ করতে করতে দোলা গঙ্গার ধারে এসে পৌঁছুলো। গঙ্গার ধারে খুব খানিক নাচগান হ'লে পর, গঙ্গাকে নমস্কার করে ফুল ছড়িয়ে দিয়ে নগরের ভেতর চলে গেল।

নাচ, গান, বাজনা নিয়ে আমোদ আহ্লাদ করে সমস্ত নবদ্বীপের ভিতর এই ভাবে ঘুরে বেড়াতে লাগলো। বিয়ের শোভাযাত্রা দেখে সমস্ত লোক একেবারে আশ্চর্য্য হয়ে গেল। সকলেই বলে অনেক বড় বড় বিয়ে দেখা গিয়েছে, কিন্তু এ রকম অমানুষিক আশ্চর্য্য বিবাহ-সম্ভার কোন বিয়েতে দেখ্‌তে পাওয়া যায় নাই। বিয়ের জাঁকজমক দেখে মেয়েমর্দ্দ সকলেরই মনে বড় খুসী, সকলেই যেন আহ্লাদে ভেসে বেড়াচ্ছে, কিন্তু যাদের ঘরে রূপসী মেয়ের আছে, তাদের মনে বড় দুঃখ, তারা কেবল মনে মনে বল্‌ছে হায় হায়! এমন বরের সঙ্গে মেয়েটার বিয়ে দিতে পারলাম না। কপালে নেই তা কি করে (ক্রমশঃ)

নানা কথা

—:০:—

কুম্ভমেলায়

রামকৃষ্ণমিশন

প্রয়াগে এবার পূর্ণকুম্ভ মেলা উপলক্ষে গত পৌষ সংক্রান্তি হইতে বিপুল লোক-সমাগম আরম্ভ হইয়াছে। মাসাবধি মেলাটী থাকিবে। বহু লোকের মধ্যে আহার্য্য ও পানীয় সম্বন্ধে সাধারণ নিয়মগুলি পালন একপ্রকার দুঃসাধ্য হওয়ায় স্বাস্থ্য-বিভাগ হইতে কলেরা-প্রতিষেধক টীকা দেওয়ার ব্যবস্থা হইয়াছে। সুস্থ অবস্থায় এই টীকা লইলে ছয় মাস কাল কলেরা হইবার সম্ভাবনা থাকে না, সম্প্রতি রামকৃষ্ণমিশনের সম্পাদক শ্রীযুক্ত শুদ্ধানন্দজীও আমাদিগের পত্রে প্রচারার্থ লিখিতেছেন যে, তাঁহারা কুম্ভমেলার যাত্রীসাধারণের উপকারার্থে মেলাস্থলের স্থানে স্থানে কেন্দ্র করিয়া ঔষধাদি বিতরণের ব্যবস্থা করিয়াছেন এবং মেলাযাত্রিগণের কলেরার টীকা লইবার সুবিধার জন্য তাঁহারা নারায়ণগঞ্জ, খড়্গপুর, চাঁদপুর, শিয়ালদহ এবং হাওড়া ষ্টেশনে উপযুক্ত ডাক্তার রাখিয়া কেন্দ্রস্থাপন করিতেছেন। তাঁহারা বলেন ১৮৮২ খৃঃঅব্দ হইতে ১৯১৮ খৃঃঅব্দ পর্য্যন্ত এলাহাবাদে যতবার কুম্ভমেলা হইয়াছে, ততবারই কলেরার প্রাদুর্ভাব দেখা গিয়াছে

রেলে দুর্ঘটনা

শান্তিপুর নবদ্বীপঘাট লাইট রেলওয়েতে মধ্যে মধ্যে দুর্ঘটনার কথা শুনা যায়। আজ কয়েকদিন হইল, স্বরূপগঞ্জ-স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জের সুমুখস্থিত রাস্তায় এক ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনা হইয়াছিল। সন্ধ্যার সময় যে ট্রেণ খানা কৃষ্ণনগর সিটি হইতে ছাড়িয়া নবদ্বীপ ঘাট আইসে, সে সময় একটু অন্ধকার হয়। ট্রেণ খানা স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জের সম্মুখে আসিবার পূর্ব্বে এক পাল গরু পূর্ব্ব পার্শ্বে আসিবার জন্য রাস্তা পার হইতেছিল, হঠাৎ ট্রেণ খানা তাহাদের উপর আসিয়া পড়ায় একটা গরুর পশ্চাতের পা ইঞ্জিনের চক্রের নিম্নে পড়িয়া যায় এবং পায়ের অস্থি চূর্ণ হইয়া চলচ্ছক্তি রহিত হয়। কোন প্রকারে গাভীটিকে বাড়ী লইয়া গিয়া শুশ্রূষা করা সত্ত্বেও মারা গিয়াছে। রাস্তার উভয় পার্শ্বে তার দিয়া ঘেরা না থাকাতেই এরূপ দুর্ঘটনার কারণ বলিয়া মনে হয়।

আমরা নদীয়া-প্রকাশে এ কথা পূর্ব্বেও আলোচনা করিয়াছিলাম। এইরূপ গো-হত্যার জন্য অপরাধী কে হইবে?

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী, প্রভৃতি সহ

শ্রীগৌড়ীয়মঠ [illegible] খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য [illegible] টাকা।

২৭২৪ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে,

সপ্তচত্বারিংশ খণ্ডে সূচী ছাপা হইতেছে।

[illegible] খণ্ড [illegible] নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে [illegible] সাধারণ পক্ষে [illegible] সাধারণ পক্ষে ।৫০, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে [illegible]

দশম [illegible] ১২, অগ্রিম সাধারণের পক্ষে ৮

[illegible] ছাপা হইয়াছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

"শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত"

সূচী প্রভৃতি সহ সম্পূর্ণ ছাপা শেষ হইয়াছে

[illegible] ছাপা [illegible] প্রকাশ হইয়াছেন। [illegible] তৃতীয় সংস্করণ [illegible] টাকায় [illegible] হইয়াছেন, তাঁহাদের [illegible] প্রকাশিত হইয়াছেন। সেই [illegible] টাকার [illegible] ৫ টাকা ভিক্ষায় দেওয়া হইতেছে, [illegible] এ সুযোগ থাকিবে না।

[illegible]

শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত

সুবিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

সভাষ্য আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র গ্রন্থ ৮ স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫

নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪॥০ টাকা

শ্রীধাম মায়াপুর নবদ্বীপ প্রদর্শনীতে

শ্রীধর ভাণ্ডার, ঢাকা।

[illegible] শ্রীধর ভাণ্ডার শ্রীধাম-মায়াপুরে [illegible] ঢাকার বিখ্যাত মসলিন ও নানাবিধ [illegible] ধুতী, [illegible] জামদানী শাড়ী, [illegible] শ্রীধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপ-প্রদর্শনী [illegible] হইতে [illegible] এলাহাবাদ, বোম্বে, [illegible] হইতে আগত [illegible] লইতে পারিবেন। আমাদের [illegible] সুলভ [illegible] কাপড় [illegible] করিলেই বুঝিতে পারিবেন।

প্রদর্শনীর ঠিকানা—

শ্রীধর ভাণ্ডার স্টল

শ্রীধামমায়াপুর-নবদ্বীপ প্রদর্শনী

পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর (নদীয়া)

ডাকের ঠিকানা

শ্রীধর ভাণ্ডার, [illegible] ঢাকা।

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত ভক্তি গ্রন্থাবলী

[illegible] সব উৎকলবাসী ভক্ত বাংলা অক্ষর পাড়তে জানেন না, তাঁহাদের শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর [illegible] উপাদেয় হরিকথা [illegible] সুযোগ উপস্থিত। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ [illegible] উড়িয়া-অক্ষরে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হইয়াছে [illegible] অপেক্ষাকৃত অল্প।

গ্রন্থের নাম	ভিক্ষা
শ্রীহরিনাম চিন্তামণি, প্রাপ্তখণ্ড	১০'
[illegible]	১৲
সাধন পথ [illegible] শিক্ষাষ্টক), [illegible]	।০
[illegible]	।০
কল্যাণ কল্পতরু [illegible]	৵০
[illegible]	।০
গীতাবলী [illegible]	৴১০
[illegible]	৶১৫
শরণাগতি [illegible]	৴০
[illegible]	৵৫

প্রাপ্তিস্থান { শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ, কটক এবং শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, পুরী }

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিম্নলিখিত মঠসমূহে প্রাপ্তব্য:—

১। শ্রীচৈতন্য মঠ,— [illegible] (নদীয়া)।
২। শ্রীগোদ্রুমদ্বীপ মঠ,— [illegible] (বর্দ্ধমান)।
৩। শ্রী[illegible] মঠ,— [illegible], কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৪ শ্রীগৌড়ীয় মঠ,— [illegible] কালকাতা।
৫। শ্রী[illegible] মঠ,— [illegible] পুরী।
৬। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ,— [illegible] কটক।
৭। শ্রী[illegible], [illegible] মেদিনীপুর।
৮। শ্রী[illegible] কাশী, ইউ, পি।
৯। শ্রী[illegible], বৃন্দাবন, মথুরা, ইউ, পি।
১০। শ্রী[illegible], ইউ পি।
১১। শ্রী[illegible], কর্ণাল, পাঞ্জাব।
১২। শ্রী[illegible], ঢাকা।
১৩। শ্রী[illegible] ঢাকা।
১৪। শ্রী[illegible], বর্দ্ধমান।
১৫। শ্রী[illegible], মানভূম।
১৬। শ্রী[illegible], পুরী, উড়িষ্যা।
১৭। শ্রী[illegible], নিউ দিল্লি

এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণের নিকটও নদীয়া-প্রকাশ প্রাপ্তব্য।

১। শ্রীযুক্ত জনার্দ্দন ঘোষ—[illegible] রোড, খুলনা
২। শ্রীযুক্ত রাধাচরণ গোস্বামী [illegible], [illegible] কুচবিহার।
৩। শ্রীযুক্ত রামরঞ্জন রায়—[illegible] শ্রীগোপাল মল্লিক লেন, কলিকাতা
৪। মিঃ এল ডি, [illegible], কানপুর।
৫। শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী [illegible], নদীয়া
৬। শ্রীরাসবিহারী [illegible], নবদ্বীপ।
৭। শ্রী[illegible], নবাবপুর, ঢাকা।
৮। শ্রী[illegible], [illegible]
শ্রী[illegible] এলাহাবাদ

তন্মঠের গ্রন্থাবলী

শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুর বিরচিত
তত্ত্ব-গ্রন্থাবলী।
উৎকৃষ্ট কাপড়ে বিলাতী গরণে বাঁধাই
স্বর্ণালঙ্কত। চতুর্থ সংস্করণ। বিস্তৃতবিষয়সূচীসহ

জৈবধর্ম্ম

বাঁধাই ২৲ দুই টাকা

প্রকাশিত হইয়াছে

সনাতন ধর্মশাস্ত্র বেদ, বেদান্ত, উপনিষৎ গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত, পুরাণ, তন্ত্রাদি সকল গ্রন্থ পাঠ করিবার অবসর অতি অল্প মানবের ঘটিয়া থাকে। অনেকেরই যোগ্যতা না থাকায় সেই সমস্ত গ্রন্থের মর্ম্ম অবগত হইতে পারেন না। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বাঙ্গালীর এই অসুবিধা দূরীভূত করিবার জন্য এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

বিদ্যালয়ের ছাত্র বা শিক্ষকগণের বিশেষ পাঠ্য, এই হেতু শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টার বাহাদুর উহা সমস্ত বিদ্যালয়ের জন্য অনুমোদন করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

প্রথম খণ্ড ভিক্ষা ১৲ একটাকা

যুক্তিপূর্ণ শাস্ত্রবাক্য দ্বারা প্রত্যেক মানবের নিত্য কর্ত্তব্য ও অনিত্য সাময়িক কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। গ্রন্থের প্রতি উক্তি সনাতন শাস্ত্রবাক্য দ্বারা সমর্থিত ও প্রমাণিত হইয়াছে। দেহের, মনের ও আত্মার ধর্ম্ম কি? পুণ্য, পাপ, ধর্ম্ম, নীতি, ধর্ম্ম কি? ইত্যাদি বিষয় শাস্ত্রানুসারে এমন উজ্জ্বলভাবে সুশৃঙ্খলাকারে আলোচিত হইয়াছে যে, প্রথম পংক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত পাঠ না করিয়া নিরস্ত হওয়া যায় না।

শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ভিক্ষা ৵০

ঐ প্রমাণ খণ্ড ভিক্ষা ৵০

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিহার ও লীলাভূমি নয়টী দ্বীপ-সমন্বিত। এই নয় দ্বীপের প্রাচীন বিবরণ, প্রত্যেক দ্বীপে শ্রীমহাপ্রভুর লীলা প্রত্যেক স্থানের পরিচয়, শ্রীধাম-মাহাত্ম্য শাস্ত্রপ্রমাণ কি? ইত্যাদি বিষয় বিশেষভাবে মনোহর ছন্দে বর্ণিত। পকেট সাইজ প্রায় ৬০ পৃষ্ঠা।

শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ

উজ্জ্বল রেশমী ও কালীতে উত্তম কাগজে ছাপা—শ্রীনবদ্বীপধাম দর্শনে ভাবুক দর্শনকারীর কি প্রকার ভাবের উচ্ছ্বাস হয়, তাহা এই গ্রন্থে বর্ণিত। অতি চমৎকার। ভিক্ষা চারি আনা।

শ্রীমনঃশিক্ষা

৵০ দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীরূপ গোস্বামী ও শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভুর উপদেশামৃতে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে ভক্তগণের অনুকূল ও প্রাতিকূল্য বিচার অতি সুন্দরভাবে ব্যক্ত হইয়াছে। ইহা ছাড়া শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর উপদিষ্ট শিক্ষা ও উপদেশ বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-জগতে অভিনব গ্রন্থ!!
শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতি-গ্রন্থাবলী :-

শরণাগতি

পকেট সাইজ। অষ্টম সংস্করণ ভিক্ষা ৵০ আনা

দেহ ও মনের চেষ্টা আনত্যবশ নহয়া হত যখন জীব বুঝিতে পারে, তখন একমাত্র নিত্যবস্তু শ্রীভগবানের প্রতি তাহার কোন প্রকার আবেগময়ী প্রার্থনা হয় এবং শ্রীভগবানে সর্ব্বাত্মকরণে নিষ্কপটে কি প্রকারে শরণাপন্ন হইতে হয়, ইত্যাদি বিষয়ক প্রাণস্পর্শী প্রার্থনা ও আত্মসমর্পণমূলক গান। ছাড়য়া সংস্করণও প্রকাশিত হইয়াছে

ভিক্ষা প্রতি খণ্ড ৵০ এক আনা।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা— ৵০, নবদ্বীপশতক— ৵০
অধপঞ্চক— ৵০

কল্যাণকল্পতরু

পকেট সাইজ পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা ৵১০

আমরা প্রত্যহ নূতন অভাব ও কামনার বশবর্ত্তী হইয়া পুনঃপুনঃ যে অকল্যাণকে কল্যাণ বলিয়া গ্রহণ করি এবং যাহার নিকট কল্যাণ কামনা করি, তিনি যে নিজেই বা যথার্থ কল্যাণ প্রদানে অসমর্থ এবং কোন বস্তু আমাদের নিত্য কল্যাণদাতা এবং কি ভাবে আমরা সেই কল্যাণলাভে সমর্থ হইব, এই সকল কথা সরল গানে লিখিত। এই গীতিগ্রন্থ প্রত্যেকের কল্যাণের জন্যই, তাহা প্রত্যেককে নিত্যকল্যাণ প্রদানে

শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের টীকা সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর কৃত টীকা ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কৃত অনুবাদ। টীকাকারের জীবনী, শ্লোক-সূচী, বর্ণসূচী প্রভৃতি বহু প্রয়োজনীয় বিষয় সংবলিত প্রায় ৮২৫ পৃষ্ঠা। উৎকৃষ্ট সিল্কে বাঁধাই ২৲ দুই টাকা, কাগজে বাঁধা ১৷০

শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ-কৃত ভাষ্য সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

কাগজ ও ছাপা উৎকৃষ্ট। সিল্কে বাঁধাই, সোণার জলে নাম লেখা রাজসংস্করণ ২৲ টাকা, সাধারণ সংস্করণ ১৷০, গৌড়ীয়ের গ্রাহকপক্ষে ১৷০

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি (সারবত্তোনকোষগ্রন্থ)

বিষয়:—১। ভক্তিশাস্ত্রে ব্যবহৃত শব্দাবলীর অর্থ, ২। চারি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের চরিত, ৩। বৈষ্ণবসম্পর্কিত শ্রীমন্দির ও শ্রীবিগ্রহের বিবরণ, ৪। বৈষ্ণবগ্রন্থ ও গ্রন্থকারদের তালিকা ও বিবরণ, ৫। বিষয় বিশেষ লৌকিক ও পারমার্থিক ভাবসমূহে ব্যবহার্য্য তথ্য। প্রকাশিত হইয়াছে ১ম খণ্ড ৷০, ২য় খণ্ড ৷০, ৩য় খণ্ড ৷০, ৪র্থ খণ্ড ৷০ ৫ম খণ্ড একত্রে ৩৲ (যন্ত্রস্থ)।

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ—১ম খণ্ড ১৲ এক টাকা ২য় খণ্ড ১৲ এক টাকা—শ্রীমদ্ভাগবতের গ্রাহক ও গৌড়ীয় গ্রাহকগণ ১০ টাকায় দুইখণ্ড পাইবেন। বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমজ্জীব গোস্বামিপাদের, ষট্সন্দর্ভ ২ৎ খণ্ড হইতে যথাক্রমে আবক প্রয়োজনীয় অংশ। প্রায় ৬ খণ্ড ভবন গ্রন্থ ৮ হাজার ৬৪ পৃষ্ঠা আকারে মুদ্রিত হইতেছে।

শ্রীমদ্গোপালভট্ট সঙ্কলিত

সদাচারস্মৃতিঃ

ভিক্ষা ৵০ মাত্র

গৌড়ীয়

কার্য্যালয়—১২৫ নং উল্টাডাঙ্গা মেইন রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা।

রেজেষ্টীকৃত

মদন মঞ্জরী

বটিকায় ধ্বজ ও ধাতুবিকার, ইন্দ্রিয়শক্তির হ্রাস, প্রস্রাবে শুক্রপাত, বহুমূত্র, স্নায়ু দৌর্ব্বল্য, বুক ধড়ফড়ানি, অনিদ্রা প্রভৃতি লক্ষণ সত্বর নির্দ্দোষ আরোগ্য হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ৩০ বটী ১৲ এক টাকা।

"নপুংসকারি ঘৃত"

পুরুষত্বহানি রোগে বহুকালের ও বাহ্য আরোগ্য করিয়া শক্তিসঞ্চার করে। মূল্য ১ তোলা ১৲ টাকা।

"রমণবিলাসিনী বটিকা"

স্ত্রীরোগ করত ... শক্তি ... অভাবনীয়। মূল্য ১৬ বটী ১৲ এক টাকা।

রাজবৈদ্য নারায়ণজী, কেশবজী

১৭৭নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

বিজ্ঞাপন

সাবধান! সাবধান!! সাবধান!!!

জে, বি, দত্তের ঢাকাপাশ বাদাম তৈল

আদি ও অকৃত্রিম এবং উপকারিতায় সর্ব্বজন পরিচিত ও বহু প্রশংসিত।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী *J. B. Datta & Co.* নাম লেখা দেখিয়া খরিদ করিবেন। নতুবা জুয়াচোরগণ কমদরের কৃত্রিম তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে।

বিনীত জে, বি, দত্ত

ফেরাস কুইনিন

নূতন এবং পুরাতন ম্যালেরিয়ার যম

... উপযুক্ত মাত্রায় সেবন ... ঔষধে নিজে ... আছে।

এক ... সেবন করিলে একটী বা দুইটী ইনজেকসনেই সকলপ্রকার কঠিন ম্যালেরিয়া জ্বর বন্ধ করে এবং জ্বর হইতে বারটী ইন-জেকসনে ম্যালেরিয়ার সমস্ত উপসর্গ নষ্ট করিয়া দেয়।

৬ এম্পুলপূর্ণ প্রতি বাক্স—মূল্য ২৲, ডাঃ মাঃ ৷০ টাকা

বাই ... ক্লিনিকাল লাবরেটারী ... ২২১ ... লেন, কলিকাতা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (প্রাচীন নবদ্বীপ) নদীয়া

পর-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

এখানে আহার এবং বাসস্থান দিয়া বিদ্যার্থিগণকে বিভিন্ন শিক্ষণীয় বিষয় শিক্ষা দিবার বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। অনেক ছাত্র ইতোমধ্যেই আসিয়া পাঠ আরম্ভ করিয়াছেন। বর্ত্তমান বর্ষে সকল ছাত্রই গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

প্রধান অধ্যাপক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রচন্দ্র কাব্য-ব্যাকরণ-সাংখ্য-বেদান্ত-ন্যায়-দর্শন-তীর্থ, সাংখ্যভূষণ, বেদান্তরত্ন, সাহিত্যশাস্ত্রী, দর্শনবাচস্পতি।

অধ্যাপক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গৌরদাস ব্রহ্মচারী ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীধাম মায়াপুর পরবিদ্যাপীঠ, (নদীয়া)।

বেদনাঞ্জন

শ্রেষ্ঠরত্ন

কলিকাতা কংগ্রেস এক্জিবিসন হইতে বহু প্রশংসা প্রাপ্ত ও বহু গণ্যমান্য ভদ্রমহোদয়গণ কর্তৃক প্রশংসিত।

আজকাল বাজার-চলন মিশ্রিত ও বিষাক্ত আহার্য্য সেবনে শরীরের রক্ত স্বতঃই দোষিত হইয়া পড়িতেছে। প্রকৃত মানব-দেহের শ্রেষ্ঠ উপাদান, এই রক্ত দোষিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মানবজাতি, বেদনা, মাথাধরা, মাথাঘোরা, দৃষ্টিশক্তির হ্রাস, দাঁতের গোড়া ফুলা, দাঁত কনকনানি, দাঁতে পোকা এবং দাদ, চুলকানি প্রভৃতি কষ্টদায়ক চর্ম্মরোগে আক্রান্ত হইতেছে। যদি আপনি একান্তই ব্যাধিমুক্ত হইতে চান, তাহা হইলে অযথা পয়সার অপব্যয় না করিয়া অল্প ব্যয়ে এক শিশি বেদনাঞ্জন ক্রয় করিয়া ইহার কার্য্যকারী-শক্তি উপলব্ধি করুন। গুণের তুলনায় মূল্য অতি সামান্য, এক শিশি ।০ আনা মাত্র মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

প্রোপ্রাইটার্স—এ, সি, চাটার্জ্জী এণ্ড ব্রাদার্স।

৪৪নং কলুটোলা লেন, সাকিম ঢাকা।

সকল মনিহারী দোকানে ও বড় বড় ডাক্তারখানায় পাওয়া যায়।

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

যদিও অদ্যাপি প্রকৃত মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য, তথাপি যাঁহারা নানাবিধ অসংযমিত উপায়ে অপরিমিত শক্তি নষ্ট করিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন এবং নানা প্রকার মেহ, প্রমেহ, ধাতুদৌর্ব্বল্য, স্নায়বিক দুর্ব্বলতা, বহুমূত্র, দুঃস্বপ্ন, পারদ-সংক্রান্ত পীড়া, অর্শ এবং স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে যাঁহারা বাধক, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, সূতিকা, শ্বেত ও রক্তপ্রদর, হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি রোগে ভুগিয়া জীবনে নিরাশ হইয়াছেন, তাঁহারা আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটাল সাহেবের আবিষ্কৃত ইলেক্ট্রিক সলিউসন ব্যবহার করিয়া বাঁচিতে পারেন, তাহার শত সহস্র প্রমাণ প্রতি বৎসরেই পাওয়া যাইতেছে। যাঁহারা অন্যান্য বহুবিধ ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরোগ্য হইতে পারেন নাই, তাঁহারা একবার এই ঔষধটী ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক মাসের ব্যবহারোপযোগী এক শিশি ঔষধ ডাকমাশুল সহ ২।০ টাকা মাত্র।

সোল এজেন্ট—ডাঃ ডি, ডি, হাজরা।

কতেপুর, গার্ডেনরিচ পোষ্ট, কলিকাতা।

ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

শ্রীযোগেশ চন্দ্র ঘোষ এম.এ. এফ.সি.এস (লণ্ডন)

ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক

(প্রফেসার)

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ বিশুদ্ধ ও শাস্ত্রমতে নিজ তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হয়। পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ক্যাটালগ পাঠান হয়। রোগের বিবরণ জানাইলে যত্নপূর্ব্বক ব্যবস্থা দেওয়া হয়। চিঠি পত্রাদি সম্পূর্ণরূপে গোপন রাখা হয়।

মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দুর)

(বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৪. টাকা

উৎকৃষ্ট স্বর্ণ, পারদ ও আমলাসার গন্ধক দ্বারা যথাশাস্ত্র প্রস্তুত নিত্য প্রয়োজনীয় সর্ব্বরোগনাশক মহৌষধ।

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৬ টাকা

উৎকৃষ্ট কাশীর আমলকী, বংশলোচন প্রভৃতি যাবতীয় উপাদানে পূর্ণ মাত্রায় যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। কফ, কাশি, সর্দ্দি, যক্ষ্মা, ক্ষয়রোগ, হৃদ্রোগ প্রভৃতি রোগের মহৌষধ। সর্ব্বপ্রকার দুর্ব্বলতা নাশক অতিশয় পুষ্টিকর মহৌষধ বা খাদ্য বিশেষ।

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬ টাকা।

ইহা সেবনে ধাতুদৌর্ব্বল্য, শুক্রতারল্য, স্বপ্নদোষ, প্রমেহ ও ধ্বজভঙ্গ সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায়। ইহা অপরিসীম আনন্দদায়ক রসায়ন।

অবলাবান্ধব যোগ

প্রদর, বাধক প্রভৃতি জরায়ুদোষ ও যোনিগত যাবতীয় রোগের মহৌষধ।

মূল্য—১৬ মাত্রা ২. টাকা। ৫০ মাত্রা ৫. টাকা মাত্র।

বিশুদ্ধ জল! ভয় নাই! বিশুদ্ধ জল!!

লক্ষ্মী টিউব-ওয়েল কোং

২০৫নং নবাবপুর, ঢাকা

বর্ত্তমান-যুগের নব আবিষ্কৃত [illegible] উন্নত বৈজ্ঞানিক-খনন-প্রণালীতে নলকূপ (Tube-well) নির্ম্মাণ করা হয় [illegible] বাহাদুর, প্রেসিডেন্ট সেক্রেটারী, জিলা-ম্যাজিষ্ট্রেট, জিলা-বোর্ডের [illegible] জমিদার, তালুকদার, প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত ভদ্রমহোদয়গণ এক বাক্যে [illegible] প্রশংসা করিয়াছেন। রাসায়নিক পরীক্ষায় জল বিশুদ্ধ না হইলে মূল্য [illegible]। বিস্তৃত বিবরণের জন্য পত্র লিখুন।

বিজ্ঞাপিত কেন?

সাধারণের হিতার্থে, [illegible] না হইতে পারে তাহার পন্থা ইত্যাদি সম্বলিত "কামশাস্ত্র" [illegible] যিনি পাঠ করেন নাই, তিনি আবেদন করতঃ বিনামূল্যে প্রাপ্ত হউন। উহা পাঠে উপকৃত হইয়া ৭৫০০০ হাজার লোক কৃতজ্ঞ হইয়াছেন। প্রায় ৫০ বৎসরের পরীক্ষিত, শুক্রতারল্য, স্বপ্নদোষ ইত্যাদির যম "আতঙ্ক-নিগ্রহ বটিকা" প্রতি কৌটার মূল্য ১. টাকা। প্রাপ্তিস্থান—আতঙ্ক নিগ্রহ ফার্ম্মেসী, ২১৪নং বহুবাজার [illegible] কলিকাতা।

মনোমোহন প্রেস

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা

পূর্ব্ব-বাঙ্গালায় সুলভে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত বৈদ্যুতিক মেশিনে দিবারাত্র কাজ চলিতেছে।

বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন।

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা।

শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ [illegible] হইতে শ্রী [illegible] ব্রহ্মচারী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

স্থানীয় সংস্করণ

[illegible]tered No. C 1511

বিজ্ঞাপনের হার

প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩॥০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহ
ভারতের সর্ব্বত্র হরিকীর্ত্তন-প্রচারক নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

অগ্রিম মূল্যের হার
[illegible]
বার্ষিক ৯
ষাণ্মাসিক ৫
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা [illegible]

৪র্থ খণ্ড — সম্পাদক—প্রভুবিদ্যালঙ্কার শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী — [২৭০ সংখ্যা]

শ্রীচৈতন্য মঠ শ্রীধাম মায়াপুর ৮ই মাঘ বুধবার ১৩৩৬ ২২শে জানুয়ারী ১৯৩০

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থাবলী

১ [illegible]
৩ [illegible] /০
৪। [illegible] ৫৲
৫। [illegible]
৬। [illegible]
৭। [illegible] ॥০
৮। [illegible]
৯। [illegible]
১০। [illegible] ॥০
১১। [illegible] ২৲
১২। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৩। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৪। প্রেমবিবর্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ।৵০
১৫। [illegible]
১৬। [illegible]
১৭। [illegible]
১৮। [illegible]
১৯। [illegible] নবদ্বীপ-পরিক্রমা)
২০। [illegible]
২১। [illegible] ৫০
২২। [illegible]
২৩। [illegible] ।০
২৪। [illegible]
২৫। [illegible]
২৭। [illegible]
২৮। [illegible] (প্রথম চারিখণ্ড)
২৯। [illegible]
৩০। [illegible]
৩১। [illegible]
৩২। [illegible]
৩৩। [illegible] সংস্করণ

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

ইংরাজী ভাষায় ভক্তিগ্রন্থ

১ শ্রীচৈতন্যচরিত ও শিক্ষা
২ নামভজন
৩। বৈষ্ণবধর্ম্ম আসল ও মেকি
৪। ভাগবতীয় দর্শননীতি ও ধর্ম্ম
৫। কাম ও প্রেমতত্ত্ব
৬। গৌড়ীয়মঠ কি করেন

দেবনাগরাক্ষরে ভক্তিগ্রন্থ

১। [illegible] ৵০
২। [illegible]
৩। [illegible]
৪। [illegible] /০
৫। [illegible] ।০
৬। [illegible] ।০

শ্রীধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপ-প্রদর্শনী, নদীয়া

(৩রা ফেব্রুয়ারী হইতে ১৭ই মার্চ্চ ১৯৩০ পর্য্যন্ত)

প্রদর্শনীর সকল জ্ঞাতব্য বিষয়ের জন্য
সেক্রেটারী মহোদয়ের নিকট
আবেদন করুন।

শ্রীকুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ,
শ্রীচৈতন্য মঠ, শ্রীধাম মায়াপুর পোঃ আঃ (নদীয়া)।

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী, প্রভৃতি সহ

শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে ... খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবত

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ... টীকা।

২৭২৪ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে,

সপ্তচত্বারিংশ খণ্ডে সূচী ছাপা হইতেছে।

সওপ খণ্ড গ্রন্থ নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে ১৫।৷৵০ সাধারণ পক্ষে ২০৸৵০। প্রাহক সাধারণ পক্ষে ১৫০, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ১৵০

দশম স্কন্ধের ভিক্ষা ১২৲, অগ্রিম সাধারণের পক্ষে ৮৲।

৬: অধ্যায়পর্য্যন্ত একাদশ সংখ্যা ছাপা হইয়াছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

"শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত"

সূচী প্রভৃতি সহ সম্পূর্ণ ছাপা শেষ হইয়াছে

আদি, মধ্য, ও অন্ত্যলীলা এবং সূচী ছাপা হইয়া সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছেন। ... কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ১০৲ টাকা ভিক্ষার তৃতীয় সংস্করণ ৯৲ টাকায় না পাইয়া অনেকে সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের জন্যই উহার ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছেন। সেই ১০৲ টাকার এই বিরাট গ্রন্থের শত সংখ্যা মাত্র ৫৲ টাকা ভিক্ষায় দেওয়া হইতেছে। গ্রাহকগণ সত্বর হউন পরে আর এ সুযোগ থাকিবে না।

শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে ... প্রকাশিত

শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর বিরচিত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

সভাষ্য আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র গ্রন্থ ৮৲ স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲

নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪৷৷০ টাকা

শ্রীধাম মায়াপুর নবদ্বীপ প্রদর্শনীতে

শ্রীধর ভাণ্ডার, ঢাকা।

ঢাকার ... শ্রীধর ভাণ্ডার শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিয়াছেন। ঢাকার বিখ্যাত মসলিন ও নানাবিধ ... ধুতী, ... খদ্দরের ... ধুতী, জামদানী সাড়ী, চাদর ... সুতার কাজকরা নানাপ্রকার কাপড়, চাদর, শ্রীধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপ-প্রদর্শনীতে ... ফেব্রুয়ারী হইতে ... পাইকারী ... এলাহাবাদ, বোম্বে, ... আমাদের দোকানে ... খরিদ করিতে পারিবেন। ... করিলেই বুঝিতে পারিবেন।

প্রদর্শনীর ঠিকানা :—

শ্রীধর ভাণ্ডার স্টল

শ্রীধাম মায়াপুর-নবদ্বীপ-প্রদর্শনী

পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর (নদীয়া)

... ঠিকানা

... ঢাকা

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত ভক্তি গ্রন্থাবলী

যে সব উৎকলবাসী ভক্ত বাংলা অক্ষর পড়িতে জানেন না, তাঁহাদের শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর প্রচারিত পরম উপাদেয় ভক্তি-কথা জানিবার সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে উড়িয়া-অক্ষরে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হইয়াছে বাংলা গ্রন্থের তুলনায় উড়িয়া গ্রন্থগুলির ভিক্ষাও অপেক্ষাকৃত অল্প।

পুস্তক নাম	ভিক্ষা
শ্রীহরিনাম চিন্তামণি, প্রতিখণ্ড	৷০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	১৲
সাধন পথ (... প্রভুর শিক্ষাষ্টক) প্রতিখণ্ড	।০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৷০
কল্যাণ কল্পতরু প্রতিখণ্ড	৵০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	।০
গীতাবলী প্রতিখণ্ড	⁄১০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৵১৫
শরণাগতি প্রতিখণ্ড	⁄০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৵৫

প্রাপ্তিস্থান { শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ, কটক এবং শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, পুরী

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিম্নলিখিত মঠসমূহে প্রাপ্তব্য:—

১। শ্রীচৈতন্য মঠ,—পোঃ শ্রীধামমায়াপুর, (নদীয়া)।
২। শ্রীগোরগদাধর মঠ,—চাঁপাহাটি, সমুদ্রগড় পোঃ, (বর্দ্ধমান)।
৩। শ্রীভাগবত আসন,—ভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৪ শ্রীগৌড়ীয় মঠ,—১নং উল্টাডাঙ্গা জংসন রোড, কলিকাতা।
৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ,—সাতাসনকুঠী, পুরী।
৬। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ,—উড়িয়া বাজার, কটক।
৭। শ্রী... মঠ,—... বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।
৮। শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ,—৪নং অগস্ত্যকুণ্ড, কাশী, ইউ, পি।
৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,—ছিপিগলি, বৃন্দাবন, মথুরা, ইউ, পি।
১০। শ্রীপরমহংস মঠ,—নিমসার পোঃ, সীতাপুর, ইউ পি।
১১। শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ,—কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল, পাঞ্জাব।
১২। শ্রীমাধবগৌড়ীয় মঠ, ৯ নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।
১৩। শ্রীগদাইগৌরাঙ্গ মঠ, বালিয়াটি, ঢাকা।
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম,—আমলাযোড়া, রাজবাঁধ পোঃ, বর্দ্ধমান।
১৫। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ,—চুমুরকোলা, চিরকুণ্ডা পোঃ, মানভূম।
১৬। শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয় মঠ,—আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী, উড়িষ্যা।
১৭। শ্রীগৌড়ীয় মঠ কার্য্যালয় ১০১ ... রোড নিউদিল্লি

এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণের নিকটও নদীয়া-প্রকাশ প্রাপ্তব্য।

১। শ্রীযুক্ত জনার্দ্দন ঘোষ—... রোড, খুলনা
২। শ্রীযুক্ত রাধাচরণ গোস্বামী ঠাকুর—দেওয়ানগঞ্জ, কদমিবাড়ী কুচবিহার।
৩। শ্রীযুক্ত রাধিকারঞ্জন রায়—... নং শ্রীগোপাল মল্লিক লেন, কলিকাতা
৪। মিঃ এস ডি. মুখার্জ্জি—এম, এস. ওয়ার্কস দি মল, কানপুর।
৫। শ্রীযুক্ত ... জ্যোতিভূষণ—স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া
৬। শ্রীরামবিহারী দাস অধিকারী, নবদ্বীপ।
৭। শ্রীবিনোদমোহন দে—শ্রীমদনমোহন প্রেস, নবাবপুর, ঢাকা।
৮। শ্রীশৈলজারঞ্জন গঙ্গোপাধ্যায় বেড়াচাঁপা, ২৪ পরগণা।

শ্রীপঞ্চানন ... মালবাদ

... মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

৮ই মাঘ বুধবার—১৩৩৬

মনুষ্যসমাজ ও বৈষ্ণবধর্ম

[সংকোচঃ২]

যাহাকে পবিত্র জৈব-ধর্ম বলে, তাহারই নাম বৈষ্ণব ধর্ম। জীবের নিত্য ধর্মের নাম সেবা ধর্ম। জীব যখন উপাধি শূন্য হয় তখন তাহার স্বরূপও শুদ্ধচিন্ময়। তখন তাহার নিত্য ধর্ম কি? নিরুপাধিক প্রেম। যখন জড়গ্রন্থিরূপ উপাধিযুক্ত হয়, তখন তাহার ধর্ম বিকৃত প্রেম বা জড়োপাধি-মিশ্রিত প্রেম। শুদ্ধ জীবের বৈষ্ণব ধর্ম বদ্ধ জীবে অনেকটা বিকৃত ভাবে প্রকাশ পায়।

বদ্ধ জীব জড় দেহে আবদ্ধ হইয়া জড় বিধির অধীন। শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক যত প্রকার বিধি আছে, সকলই জড় বিধি। জড় সম্বন্ধ ত্যাগ করিয়া স্ব-স্বরূপ লাভ করিতে হইলেও জড়বিধি সহসা পরিত্যক্ত হইতে পারে না। জড় শরীরে অবস্থিত হইয়াই জীবকে জড় ত্যাগের উপযুক্ত উপায় অবলম্বন করিতে হইবে। জড় সম্বন্ধ ভাল নয় বলিয়া জড়-দেহ নাশ করিলে কোন লাভ হইবে না। বরং আত্মঘাত পাপে অধিকতর বন্ধনের আশঙ্কা আছে। অতএব স্ব স্বরূপ লাভেচ্ছু জীবের পক্ষে দেহ-রক্ষার কার্য্য নিতান্ত প্রয়োজন। কেবল দেহ-রক্ষা নয়, দেহের পুষ্টিবর্দ্ধন ও দৈহিক নানাবিধ অভাব নিবৃত্তির জন্যও যত্ন করা আবশ্যক।

উক্তমতে দেহযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হইলে অন্যোন্যাশ্রয়ের একটী উপায় অবলম্বন করা নিতান্ত প্রয়োজন। দেহযাত্রা নিষ্পাপ রূপে নির্ব্বাহিত হয়, এজন্য একটি আশ্রম ও সংসার স্বীকার করা আবশ্যক। বিবাহিত হইয়া গৃহস্থ থাকুন বা অবিবাহিত অবস্থায় ব্রহ্মচর্য্য বা সন্ন্যাস গ্রহণ করুন, একটী আশ্রম অবশ্য গ্রহণ করিতে হইবে। সেই আশ্রম-উপযোগী একটী সমাজকে আশ্রয় গঠন করিতে হইবে। অতএব বিষয়ী, মুমুক্ষু ও মুক্ত সকলেরই একটী একটী সমাজ আছে।

কেহ কেহ মনে করেন যে, সামাজিক লোককে বৈষ্ণব বলা যায় না। এরূপ সিদ্ধান্ত ভ্রমাত্মক। সমাজ বাস্তবিক তিন প্রকার অর্থাৎ বিষয়ী-সমাজ, মুমুক্ষু-সমাজ ও মুক্ত-সমাজ। জীব কোন সময়ে সমাজ-শূন্য হয় না। জীবের স্বভাব সামাজিক। জড়মুক্ত হইলেও জীবের শুদ্ধ-ভক্ত-সমাজ অনিবার্য্য। অতএব জীব বনেই থাকুন, বা গৃহেই থাকুন, বা বৈকুণ্ঠে থাকুন, তিনি সর্ব্বদাই সামাজিক। বৈষ্ণব জীব ও ইতর জীবের ভেদ এই যে, বৈষ্ণব জীবের বৈষ্ণব-সমাজ এবং ইতর জীবের ইতর সমাজ। এ স্থলে এই মাত্র সিদ্ধান্ত হইল যে, বৈষ্ণব-ধর্ম ও বৈষ্ণব-সমাজে কোন ভেদ নাই।

বৈষ্ণব-সমাজ ও ইতর সমাজের ভেদ এই যে, বৈষ্ণব সমাজের একমাত্র চরম উদ্দেশ্য ভগবৎ প্রেম এবং ইতর সমাজের উদ্দেশ্য স্বার্থপর কাম। ইতর সমাজে যাহারা অবস্থিত, তাহারা দেহ-পুষ্টি, ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি, নীতি, জড়ীয় বিজ্ঞান আলোচনা দ্বারা বুদ্ধি তৃপ্তি-কারক বিষয়াবিষ্কার এবং জড়ীয় ক্লেশ নাশক নিবৃত্তি—এইরূপ কামকেই জীবের ও সমাজের চরম উদ্দেশ্য বলিয়া জানেন। ইহাদের কেহ কেহ [illegible] স্বর্গকে, কেহ কেহ পারত্রিক [illegible] এবং কেহ কেহ জীবের আত্যন্তিক [illegible] নির্ব্বাণকে বহুমানন করিয়া থাকেন। বৈষ্ণব সমাজাশ্রিত জীবসকল দেহপুষ্টি, ইন্দ্রিয়তৃপ্তি, বিজ্ঞান, নীতি ও অবশেষে নিবৃত্তির দ্বারা ভগবৎ প্রীতি অনুশীলনের আনুকূল্য লাভ করেন। উভয় সমাজের আকৃতি এক, কিন্তু প্রকৃতি ভিন্ন।

যাঁহারা সমাজ-বিজ্ঞান সম্বন্ধে যথেষ্ট আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা এক বাক্যে ইহাই সিদ্ধান্ত করেন যে, বর্ণাশ্রম-ব্যবস্থাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট সামাজিক ব্যবস্থা। বর্ণাশ্রম ধর্ম্মে অবস্থিত হইলে জীবের প্রকৃতি লোপ হইতে পারে না, বরং ইহার সাহায্যে অনেক অবকাশ ও সুবিধাজনক ভাবে ভগবৎ প্রেমালোচনার কার্য্য হইতে পারে। বর্ণাশ্রম ধর্ম্মই বৈষ্ণবের, বদ্ধ দশার, এক মাত্র সমাজ। বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম কি প্রকার তাহা শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃতে প্রথম ও দ্বিতীয় বৃষ্টিতে বিশেষ রূপে আলোচিত হইয়াছে। অতএব ঐ ধর্ম্মের যথার্থ তত্ত্ব এস্থলে পুনরালোচিত হইল না। কেবল এই মাত্র জানা যে, মনুষ্য নিজের স্বভাব বশতঃ একটি বর্ণ এবং অবস্থা বশতঃ একটী আশ্রম স্বীকার করিয়া জীবন নির্ব্বাহ পূর্ব্বক ঈশ্বরকে পরিতুষ্ট করিবে। নানা কর্ম্ম ও ঘটনা দ্বারা স্বভাব নির্ণীত হয়; তন্মধ্যে জন্মও একটী ঘটনা বিশেষ।

ঘটনাক্রমে আপাততঃ কেবল জন্ম দ্বারা বর্ণ নির্ণীত হওয়ায় বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম অপদস্থ হইয়াছে। তাহাতে ফল এই হইয়াছে যে, সেই ধর্ম্মে অবস্থিত ব্যক্তিগণের কোন কার্য্যের সাফল্য হয় না। বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের এই প্রকার বিকৃতি দৃষ্টি করিয়া অনেক মহোদয় লোক ভারতের পারমার্থিকগণের বিষয়ে নিরাশ হইয়া পড়িয়াছেন। এই অবস্থায় কতকগুলি লোক ভারত হইতে বর্ণ ধর্ম্মের উৎপাদন করি-বার নানাবিধ চেষ্টা করিয়া থাকেন। আমরা দেখিতেছি বর্ণ ধর্ম্মের বিনাশ দ্বারা ভারতের উন্নতি হইতে পারে না, বর্ণধর্ম্মই সামাজিক মানবের জীবন স্বরূপ। বর্ণাশ্রম দূর হইলে মানবের বৈজ্ঞানিক সমাজ বিনষ্ট হইবে। মানবগণ দুর্ব্বিবেক বশতঃ এই সুবাহন অভিশাপ প্রাপ্ত হইয়া স্বেচ্ছাচারী ম্লেচ্ছদিগের ন্যায় অবৈধ জীবনের সুবিধা লাভ করিবে। বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম বিনাশ করা কোন দেশহিতৈষী ব্যক্তির অভিপ্রেত নয়। বর্ণাশ্রম ধর্ম্মে যে মল প্রবেশ করিয়াছে, তাহাই দূর করা কর্ত্তব্য। (ক্রমশঃ)

ধর্ম্মবিজ্ঞান

নিত্য ও নৈমিত্তিক স্বভাব

বিশ্লেষণ করিলে সমস্ত স্বভাব দুই প্রকার—এক প্রকার যাহার উদিত হইয়াছে, নিত্য [illegible] অধিকারী। ইহাই নিত্য মুক্ত শুদ্ধ জীবদিগের স্বভাবের প্রথমাবস্থা অতএব ইহাই জীবের নিত্য স্বভাব। অন্য প্রকার সকল স্বভাবই নৈমিত্তিক।

নিত্য ও নৈমিত্তিক সুকৃতি

যে সুকৃতি দ্বারা সাধুসঙ্গ ও ভক্তিলাভ হয়, তাহা নিত্য। যে সুকৃতি দ্বারা ভুক্তি ও নির্ভেদ মুক্তি লাভ হয়, তাহা নৈমিত্তিক। যাহার ফল নিত্য সেই সুকৃতিই নিত্য। যাহার ফল নিবৃত্তশীল সেই সুকৃতিই অনিত্য। ভুক্তি স্পষ্টই নিবৃত্তশীল, যেহেতু উহা নিত্য নয়। মুক্তিকে অনেকে নিত্য মনে করেন, কিন্তু মুক্তির স্বরূপ না জানিয়াই সেরূপ সিদ্ধান্ত হয়। আত্মা শুদ্ধ, নিত্য ও সনাতন। জীবাত্মার জড় বা মায়া-সংসর্গই তাঁহার বন্ধনের কারণ বা নিমিত্ত। তাহা সম্পূর্ণ রূপে ছেদন করার নাম মুক্তি। বন্ধন মোচন এক ক্ষণে হইয়া থাকে। মোচন কার্য্য নিত্য নয়। যে ক্ষণে মোচন হইল—মুক্তির আলোচনাও তথায় শেষ হইল। নিমিত্তনাশই মুক্তি। অতএব ব্যতিরেক ভাবে মুক্তির নৈমিত্তিকতা আছে। হরিচরণে ভক্তির শেষ নাই। ভক্তি নিত্য ধর্ম্ম—অতএব তাহার কোন অংশ বা অঙ্গকে শুদ্ধ বিচারে নৈমিত্তিক বলা যায় না। যে ভক্তি মুক্তি উৎপন্ন করিয়া নিরস্ত হয়, তাহা নৈমিত্তিক কর্ম্ম বিশেষ। যে ভক্তি মুক্তির পূর্ব্বে, মুক্তির সঙ্গে ও মুক্তির পর বর্ত্তমান থাকে, সেই ভক্তি একটী পৃথক্‌ নিত্যতত্ত্ব—তাহাই জীবের নিত্য ধর্ম্ম। মুক্তি তাহার নিকট একটী অবান্তর ফল মাত্র। কর্ম্ম জ্ঞান যোগাদি কেবল নৈমিত্তিক সুকৃতি। ভক্তসঙ্গ ও ভক্তি-ক্রিয়া সম্বন্ধ নিত্য সুকৃত।

ভক্তসঙ্গ—যাঁহারা শুদ্ধ ভক্ত, তাঁহাদের সাক্ষাৎ কথোপকথন, তাঁহাদের সেবা ও তাঁহাদের কথা শ্রবণ—এই সকল কার্য্যকে ভক্তসঙ্গ বলা হয়।

ভক্তিক্রিয়াসঙ্গ—ভক্তগণ নগর-কীর্ত্তনাদি ভক্তিক্রিয়া করিয়া থাকেন। সেই সকল ভক্তিকার্য্যে কোন প্রকার যোগ দান বা স্বয়ং কোন ভক্তিক্রিয়া করিলে ভক্তিক্রিয়া সঙ্গ হয়।

মুক্ত জীব, মুক্ত দশা, বদ্ধজীব, সংসার-দশা—শুদ্ধ কৃষ্ণভক্ত জীব, যিনি কখনই মায়াবদ্ধ হন নাই বা কৃষ্ণ-কৃপায় মায়িক জগৎ হইতে পরিমুক্ত হইয়াছেন, তিনিই মুক্ত জীব এবং তাঁহার দশাই মুক্ত দশা। কৃষ্ণবহির্ম্মুখ হইয়া অনাদি মায়ার কবলে যিনি পড়িয়া আছেন, তিনি বদ্ধজীব এবং তাঁহার দশাই সংসার দশা।

অহংতা—জীব সংসারে প্রবেশ পূর্ব্বক একটী নূতন রকম আমিত্ব বরণ করিয়াছেন। শুদ্ধাবস্থায় ‘আমি কৃষ্ণদাস’ এইরূপ আমিত্বে অভিমান ছিল। এখন আমি মনুষ্য, আমি রাজা, আমি ব্রাহ্মণ, আমি দাতা—এইরূপ কত রকমের আমিত্ব হইয়াছে। ইহার নাম অহংতা।

মমতা—আমার পুত্র, আমার ধন, আমার শরীর ইত্যাদি কত প্রকারের আমার হইয়াছে। ইহার নাম মমতা।

সংসার—“আমি” ও ‘আমার’ লইয়া যে একটী প্রকাণ্ড ব্যাপার দেখা যাইতেছে, তাহার নাম সংসার।

পরাগাত্মা—বিষয়াভিমুখী আত্মার নাম পরাগাত্মা।

প্রত্যগাত্মা—বিষয়-ত্যাগী আত্মার নাম প্রত্যগাত্মা।

শ্রীধাম মায়াপুরে

দর্শনীয় বিষয়

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীগৃহ বা শ্রীযোগপীঠ, শ্রীবাস অঙ্গন, অদ্বৈত-[illegible] ভাঙ্গা, শ্রীঅদ্বৈত [illegible] শ্রীগৌরকুণ্ড, শ্রীরাধাকুণ্ড, শ্রীচন্দ্রশেখর ভবন, মাধাইর ঘাট, বারকোণা ঘাট, গঙ্গানগর, ভক্তিকুটীর, কাজীর বাড়ী ও সমাধি, শ্রীধরের গৃহ, ভক্ত-কবি জয়দেবের গৃহ, বল্লালসেনের রাজ-প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ, মহাপ্রভুর মন্দির চাঁদকাজির [illegible] শ্রীচৈতন্যমঠের [illegible] চূড়ার মন্দির, শ্রীগৌরগদাধর বিগ্রহ, শ্রীরাধা-গোবিন্দ বিগ্রহ, শ্রীজগন্নাথদেব, শ্রীনৃসিংহ-দেব, বৈষ্ণব মহাজনাদির ভজনসাধন স্থান, পরাবিদ্যাপীঠ প্রভৃতি বহু দর্শনীয় বিষয় [illegible] স্থানে দেখা যাইবে।

নীলাম ইস্তাহার

জেলা নদীয়া মোকাম কৃষ্ণনগর প্রথম মুন্সেফ আদালত

নীলামের দিন ৮ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৩০

(৩৭)

১৯৯১ মনিজারি ২৯ দাবি ৫৪॥৶৯

ডিঃ শ্রীনির্ম্মল চন্দ্র বিদ সাং বেল-পুকুর থানা কোতোয়ালি

দেঃ শ্রীঅক্রুর ঘোষ সাং হাঁসাডাঙ্গা থানা কোতোয়ালী

১। জেলা নদীয়া থানা কোতোয়ালি মৌজে চোগাছা হাঁসাডাঙ্গা গ্রামের ৩৭নং খতিয়ানে ৬-২২ একর জমির ১৸৶০ টাকা কিস্তিতে ৬ ৮/ কিস্তিতে রায়তি দখলি স্বত্বের জমা তদুপরিস্থিত আকর আওলাত সহ মুল্য আঃ ১০৲

(৩৮)

২০০৩ মানিজারী ২৯ দাবী ১৬৩॥৶০

ডিঃ শ্রীছোবান সেখ পাগল সাং দোগাছিয়া ওলাদাম হাঁসাডাঙ্গা থানা কোতোয়ালি (নদীয়া)

দেঃ শ্রীহাবেজ সেখ পাগল সাং দোগাছিয়া থানা কোতোয়ালি জেঃ নদীয়া

১। জেলা নদীয়া সদরেঃ কৃষ্ণনগর থানা কোতোয়ালীর সামিল মৌজে সোনডাঙ্গা গ্রামে ৫৯নং খতিয়ানভুক্ত ১৩-০৪ একর জমির কাত বার্ষিক ৩৩৸৴৩ টাকার ।৶১৩।৴ অংশের মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দি মুল্য আঃ ৫০৲

২। ঐ জেলা ঐ মহকুমা ঐ পরগণার অন্তর্গত ১০৮নং মৌজা গজনীপুর উপেন্দ্রনাথ সাহা দিগের সেরেস্তায় রকম ।৶—২ দখিল দস্তুর মধ্যে ৪৪৶১ পাই জমা ও দখলীকার মধ্যে ৪০৸৴১১ টাকার জমা ও ৪॥৴১০ টাকার জমার রকম ।৶—২ মধ্যে অংশ দেনদারগণের যে অংশ আছে তাহার মুল্য আঃ ১০০৲

৩। ঐ জেলা ঐ মহকুমা পরগণা বাগদিয়া অন্তর্গত নদীয়া কালেক্টরীর ২০নং তৌজির মহাল ৯নং মৌজায় মোদীবাগান গ্রামে রাখালদাস চাটুয্যে ও হরিদাস চাটুয্যের রকম ।৴১২॥ অংশ জমিদারী মধ্যে ৴১৮৴ অংশ নদপত্তনী। উহাতে দেনদারের ॥০ আনা অংশের মূল্য আঃ ৫০৲ টাকা

৪। জেলা ঐ থানা ঐ পরগণা ঐ নদীয়া কালেক্টরীর ৬৮নং তৌজীর মহাল ২৮নং মৌজে বৃন্দাবন বাগাইল গ্রামে আঃ অংশ দাসদাসীর দেনদারের ৶১১৴ অংশ সহ মুল্য আঃ ২৫৲

৫। ঐ জেলা ঐ থানা পঃ মহম্মদশাহী অন্তর্গত ১০৭নং মৌজা উজনগ্রামে ২৮ একর জমির কাত ৭০৲ দরমৌরশী মোকররী জমার ।০ অংশের মুল্য আঃ ১৫৲ টাকা

৬। ঐ জেলা ঐ মহকুমা ঐ পরগণে ঐ মৌজে ২০৭নং খতিয়ানে বার্ষিক ৮/০ জমার জমির ॥০ অংশের মুল্য আঃ ২০৲

৭। ঐ এলেকাধীন ঐ মৌজায় ২৯৫ নং খতিয়ানে বার্ষিক ১৮৶১০ টাকা জমার ১২ শতক জমির ॥০ অংশের মুল্য আঃ ২০৲ টাকা

৮। ঐ এলেকাধীন ঐ মৌজায় ২৯১ নং খতিয়ানে বার্ষিক ৮০ আনা জমার ॥০ আনা অংশের জমির মুল্য আঃ ১

৯। ঐ এলেকাধীন ২২৫নং খতিয়ানে নিস্কর মধ্যে ৯-১৪ একর জমির রকম ৶০ আনা অংশের মুল্য আঃ ৫০৲ টাকা

১০। ঐ অন্তর্গত ১০৭নং উজন গ্রামের ১৭৭নং তৌজির অধীন ২৫৯নং খতিয়ানে রকম ।০ অংশের মুল্য আঃ ২৫৲

১১। ঐ অন্তর্গত ১০৭নং মৌজে উজনগ্রামে মালেক জোদ্দার আক্কাসদালি বিশ্বাস দিং সেরেস্তায় ২৭৭০ চরাণে রকম ॥০ আনা অংশের মুল্য ৫৲

১২। ঐ মহম্মদ সাহির অন্তর্গত ১০৭নং মৌজে উজনগ্রামে ২০/৮ পাই টাকার জমার ॥০ আনা অংশের মুল্য আঃ ১০৲

১৩। ঐ এলাকাধীন ১০৭নং মৌজে উজনগ্রামে ২১ শতক জমির কাত ।৶০ আনা জমার ॥০ আট আনা অংশের মুল্য আঃ ৪৲ টাকা

(৩৯)

২০৭১ মানজারী ২৯ দাবী ২০৸৶৬

ডিঃ শ্রীলোকারাম গঙ্গোপাধ্যায় সাং গোয়াড়ী থানা কোতয়ালী

দেঃ সাবিনী ভূষণ পাল সাং গোয়াড়ী থানা কোতয়ালী

১। জেলা নদীয়া সদরেঃ কৃষ্ণনগর থানা কোতয়ালির সামিল মৌজে ঘূর্ণি গ্রামে ১নং খতিয়ানের আন্দাজ ২৮ শতক জমির উপরিস্থিত দুই কোঠা ১টী পায়খানা ১টী

২। ঐ ১নং খতিয়ানভুক্ত ৩ শতক মোট ৫৮ শতক জমির মুল্য আঃ ২৫৲

(৪০)

২০৭৪ মনিজারী ২৯ দাবী ১৯৭।৶

ডিঃ শ্রীশশিভূষণ চট্টোপাধ্যায়—সাং বেলপুকুর থানা কোতয়ালী

দেঃ শ্রীভোলানাথ বাগচি—সাং বেলপুকুর কোতয়ালী

জেলা নদীয়া থানা নবদ্বীপ ৫০২ রুদ্রপাড়া মৌজা মধ্যে ৫৩৫, ৫৩১ ও ৫৩৮নং খতিয়ানের বার্ষিক ৪১৶০ টাকা রায়তি স্থিতিবান জমাতে ১২-৮৭ একর জমিতে দেনদারের ॥০ অংশ মুল্য আঃ ৫০৲

২। ঐ থানায় ঐ মৌজায় ২২৯ ও ৪ধীন ২২ ২৩০, ২৩১ খতিয়ানে ১৮॥৶৬ জমার ৫-৮০ একর জমিতে দেনদারের ॥০ অংশ মুল্য আঃ ২৫৲ টাকা

৩। ঐ থানা ঐ মৌজায় ২৩৬নং খতিয়ানভুক্ত ৪৸৬ টাকার রায়তি স্থিতিবান জমাতে ৩০ শতক জমি ; দেনদারের অংশ ।০ আনা, মুল্য আঃ ২৲

৪। ঐ থানা ঐ মৌজায় ১২০নং খতিয়ানভুক্ত ॥৬ জমাতে ১৬ শতক জমিতে দেনদারের ॥০ অংশ। মুল্য আন্দাজ ২৲ টাকা

৫। জেলা নদীয়া থানা কোতয়ালী মৌজে ১০নং বেলপুকুর মধ্যে ৮৯১নং খতিয়ানে ২৲ টাকা রায়তি মকরারী জমার জমিতে দেনদারের ॥০ অংশ, মুল্য আন্দাজ ৫৲

৬। ঐ থানা ঐ মৌজে ২৫নং খতিয়ানে ১০৫ দাগের বার্ষিক ১॥৶১০ জমাতে ৬৩ শতক জমিতে দেঃ ।০ অংশ, মুল্য মায় তদুপরিস্থিত বাগান আঃ ১৫৲ টাকা

৭। ঐ থানা ১৫নং তৌজিভুক্ত ৯নং চন্দ্রঘোনা মৌজায় ১৭৫নং খতিয়ানে ৮৸৶০ টাকা জমাতে ১-১৫ একর জমির মুল্য আঃ ৫৲ টাকা

৮। ঐ থানা ঐ তৌজির অন্তর্গত ঐ মৌজায় ৯৫নং ও এধীন ২৬—১ খতিয়ানের ৫১৸৶০ টাকা জমাতে ১৫-১২ একর জমিতে দেনদারের ।০ অংশ। মুল্য আঃ ১৫৲ টাকা

(৪১)

২০১৬ মানিজারী ২৯ দাবী ১৮৩/০

ডিঃ শ্রীহরিদাস রাহা—সাং মাটিয়ারী থানা কালীগঞ্জ

দেঃ শ্রীপুস্তান চন্দ্র বুনা—সাং ঐ থানা ঐ

১। জেলা নদীয়া থানা কালীগঞ্জ ৮০ নং মৌজা অকন্দা বাড়িয়ার সীমানা স্থিত ১৭নং খতিয়ানভুক্ত ৩৮ শতক জমির খাজনা বিঘাপ্রতি ৸৶১০ মুল্য আঃ ২২৲

২। ঐ জেলা ঐ থানা মাটিয়ারী মৌজায় ২৩২নং খতিয়ানভুক্ত ৬ শতক জমির জমা ॥৮ আনা। উক্ত জমির মূল্য মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত আঃ ২৫৲ টাকা

(৪২)

১৬৯৩ মনিজারি ২৯ দাবি ২৬৸৴

ডিঃ নির্ম্মল চন্দ্রবিদ সাং বেলপুকুর থানা কোতয়ালি

দেঃ ভবানী ঘোষ দিং সাং চৌগাছা থানা কোতয়ালি

১। জেঃ নদীয়া থানা কোতয়ালির মৌজে ৩৪নং কাঠালিয়া মাঠ ২০নং খতিয়ান ২-৯৬ একর জমির ১১।১ টাকায় যে জমা আছে তাহার উপরিস্থিত আকর আওলাত সহ মুল্য আঃ ১০৲

২। ঐ জেলা ঐ থানা মৌজে ৩৫নং চৌগাছা হাঁসাডাঙ্গা গ্রামে ১৯ খতিয়ান ৭-৬০ একর জমির ১০॥/২ টাকার জমা ও তাহার উপরিস্থিত আকর আওলাত মুল্য আঃ ১০৲

৩। ঐ জেলা ঐ থানা ঐ মৌজে ৮০নং খতিয়ানে ১-৫২ একর জমির ৫/৬ টাকার জমা তদুপরিস্থিত আকর আওলাত সহ মুল্য আঃ ১০৲

৪। ঐ জেলা ঐ থানা ঐ মৌজের ৭৮নং খতিয়ানের ৩-৯৯ একর জমির ১১/৬ টাকার যে জমা তাহার উপরিস্থিত আকর আওলাত সহ মুল্য আঃ ২৫৲

(৪৩)

১৬৯৪ মনিজারি ২৯ দাবি ৩৩৶৬

ডিঃ শ্রীনির্ম্মল চন্দ্রবিদ সাং বেলপুকুর থানা কোতয়ালি

দেঃ শ্রীনীলাম্বর সাং চৌগাছা থানা কোতয়ালি

১। জেলা নদীয়া থানা কোতয়ালি মৌজে ৩৪নং কাঠালিয়া মাঠ ২০নং খতিয়ানের ২-৯৬ একর জমির ১১।১ টাকার জমা তদুপরিস্থিত আকর আওলাত সহ মুল্য আঃ মুল্য ১০৲

২। ঐ জেলা ঐ থানা মৌজে ৩৫নং চৌগাছা হাঁসাডাঙ্গা গ্রামে ১৯ খতিয়ানে ৭-৬০ একর জমির ১০॥/২০ টাকার জমা তদুপরিস্থিত আকর আওলাত সহ মুল্য আঃ ১০৲

৩। ঐ জেলা ঐ থানা ঐ মৌজায় ৮০নং খতিয়ানে ১ ৫২ একর জমির ৫।/৬ টাকা জমা তদুপরিস্থিত আকর আওলাত সহ মুল্য আঃ ১০৲

৪। ঐ জেলা ঐ থানা ঐ মৌজায় ৭৮নং খতিয়ানে ৩০৯৯ একর জমির ১১/৬ টাকা জমা তদুপরিস্থিত আকর আওলাত সহ মুল্য আঃ ৫৲ টাকা

(৪৪)

১৭১৭নং মনিজারি ২৯ দাবি ১৩০॥৶০

ডিঃ শ্রীকৃষ্ণনারায়ণ মুখোপাধ্যায় সাং কৃষ্ণনগর থানা কোতয়ালি

দেঃ মৃত অবিনাশচন্দ্র দাস [illegible]

১। জেলা নদীয়া থানা কোতয়ালি সদরে কৃষ্ণনগর আমিন বাজার কুমার পাড়ার মধ্যে ২৮৫ খতিয়ানে ৪ একর ১৲৫ টাকার যে জমা তাহা নিজ অংশে ২ একর জমি তদুপরিস্থিত ৩ কুঠুরী কোঠা মায় বারান্দা রোয়াক পাকা পায়খানা ইত্যাদি সহ মুল্য আঃ ২৫৲

লোহার কড়ি বরগা

করগেট টীন, জানালার গরাদে দালানের ফুলদার রেলিং ও থাম বেড়া ঘেরা কাঁটাতার ইত্যাদি সুলভে বিক্রয় করি

কান্তি চন্দ্র মুখার্জ্জি এণ্ড সন্স

২৭ ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট, ফোন ৪৪১

স্থাপিত ইং ১৮৩৬ সাল, কলিকাতা

দ্বিতীয় মুন্সেফ আদালত

(১)

১৫০১ মনিজারী ২৯ দাবী ৩০৮৸৴০

ডিঃ শ্রীগৌর চন্দ্রনাথ সাং বেথুয়াডহরী থানা নাকাশীপাড়া

দেঃ শ্রীশ্রীকান্ত মোদক সাং বেথুয়াডহরী বেলবাজার থানা নাকাশীপাড়া

জেলা নদীয়া থানা নাকাশীপাড়া সবরেঃ কৃষ্ণনগর পরগণে বাগোয়ান ২৬৬ নং তৌজির ডিহি জগদানন্দপুরের বেথুয়াডহরী বেলবাজারের মধ্যে সেঃ ২০৯ খতিয়ানে ৬৲ টাকা খাজনার ৵৪ কাঠা জমির মূল্য আঃ ৫০৲ টাকা

(২)

১০০০ মনিজারী ২৯ দাবী ১১৪৻৩

ডিঃ শ্রীমথ মল্লিক সাং রাধানগর থানা নাকাশীপাড়া

দেঃ শ্রীমোকাম সেখ সাং রহনগর থানা নাকাশীপাড়া

১। সবরেঃ কৃষ্ণনগর থানা নাকাশীপাড়ার রহনগর গ্রামে সেঃ ১৪৮নং খতিয়ানভুক্ত ৪-৯৩ একর জমির মূল্য আঃ ৬০৲

২। ঐ গ্রামে সেঃ ১৬৫নং খতিয়ানভুক্ত ১-২ একর পীরস্তর জমি ও তদুপরিস্থিত আম্র কাঁঠালের বাগান, মূল্য আঃ ৫০৲

(৩)

১০৯৭ মনিজারী ২৯ দাবী ৭২৸৴০

ডিঃ শ্রীকালীপদ বিশ্বাস সাং রহনগর থানা নাকাশীপাড়া

দেঃ শ্রীনাথ [illegible] পক্ষে গার্জেন উকীল বাবু সুনীল প্রসাদ চক্রবর্ত্তী সাং চণ্ডীপুর, থানা নাকাশীপাড়া

১। সবরেঃ কৃষ্ণনগর থানা নাকাশীপাড়া ৩০নং মৌজা চণ্ডীপুর গ্রামে সেঃ ৩৭৪নং খতিয়ানভুক্ত ২৭ শতক জমি ও তদুপরিস্থিত আম বাগান বৃক্ষাদি ও আকর আওলাতাদিতে দেনদারের ৴২ গণ্ডা অংশ মূল্য আঃ ৫৲ টাকা

২। ঐ মৌজে সেঃ ১২৩নং খতিয়ানভুক্ত ১-৬২ একর জমি ও তদুপরিস্থিত আকর আওলাতাদিতে দেনদারের ॥০ অংশ মূল্য আঃ ২০৲ টাকা

৩। ঐ মৌজে ১২২০নং খতিয়ানভুক্ত ৩৮০ একর জমির খাজনা (খাতওয়ারে) [illegible] ১৬৮/০৩ ও আনা ৬ পাই। উহাতে দেনদারের ॥০ অংশ, মূল্য আঃ ২৫৲ টাকা

(৪)

১২৫১ মনিজারী ২৯ দাবী ৮১/৬

ডিঃ সুরেশচন্দ্র হালদার সাং কলিঙ্গ, থানা চাপড়া

দেঃ শ্রীমতী মৃণালিনী দাসী সাং [illegible]পুর, থানা চাপড়া

সবরেঃ কৃষ্ণনগর থানা চাপড়া সেঃ ৬৮ নং মৌজা [illegible]পুর গ্রামে ২১১ খতিয়ানে ২৭ শতক জমির খাজনা ৪৶১১। টাকা, মূল্য আঃ ৫০৲ টাকা

(৫)

১২৫৪ মনিজারী ২৯ দাবী ৭০৸৴০

ডিঃ শ্রীফণীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য সাং ও থানা চাপড়া

দেঃ শ্রীফরমান মণ্ডল দিং সাং মান্দিয়া-খাঁপা লক্ষ্মীপুর, থানা চাপড়া

সবরেঃ কৃষ্ণনগর থানা চাপড়ার ৩২নং মৌজা মান্দিয়া খাঁপাচন্দ্র গ্রামে সেঃ ৩৯নং খতিয়ানভুক্ত অধীন ৬৭নং ও ৬৮নং খতিয়ানে ১৩.২৫ জমির জমা কলজারগনমতে ৩৫/৩ উক্ত জমা জমির ১২নং দেনদারের দুই তৃতীয়াংশের মূল্য আঃ ৫০৲ টাকা

(৬)

১২৭৭ মনিজারী ২৯ দাবী ৮০৸৴৯

ডিঃ শ্রীবিভূতিভূষণ দে সাং দশরথ থানা নাকাশীপাড়া

দেঃ শ্রীআশুতোষ কুমার মিস্ত্রি নমঃশূদ্র সাং বাহাদুরপুর, থানা নাকাশীপাড়া

জেলা নদীয়া থানা নাকাশীপাড়া মৌজে দক্ষিণ বাহাদুরপুর গ্রামে ১৮৯২ খতিয়ানভুক্ত ২৸৴০ টাকা জমার ২৩ শতক জমি ও তদুপরিস্থিত আকর আওলাতাদিতে দেনদারের এক তৃতীয়াংশের মূল্য আঃ ১০৲ টাকা

(৭)

১৩০৫ মনিজারী ২৯ দাবী ৫২১/৯

ডিঃ শ্রীফণীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য সাং ও থানা চাপড়া

দেঃ শ্রীএমারত খাঁ দিং গোকর্ণপোতা থানা চাপড়া

১। সবরেঃ কৃষ্ণনগর থানা চাপড়া সেঃ ৩০নং মৌজা গোকর্ণপোতা গ্রামে ২৮৭নং খতিয়ানে ৩/৬ পাই জমার ৩৯ শতক জমির মূল্য মায় আকর আওলাত বৃক্ষাদি সামিল উহাতে ১নং দেনদারের এক তৃতীয়াংশের মূল্য আঃ ৫৲ টাকা

২। ঐ সবরেঃ ঐ মৌজায় ২৮৭ খতিয়ানের অধীন ২৯২নং খতিয়ানভুক্ত খাজনা ১৩।৬ পাই জমার ৮-৮৪ একর জমির ২।৩নং দেনদারের দুই তৃতীয়াংশের মূল্য আঃ ৫৲ টাকা।

(৮)

১৪২৮ মনিজারী ২৯ দাবী ৭৮৴০

ডিঃ—শ্রীকালীপদ বিশ্বাস—সাং রহনগর থানা নাকাশীপাড়া

দেঃ শ্রীমহমদ সেখ—সাং চণ্ডীপুর থানা নাকাশীপাড়া

সবরেঃ কৃষ্ণনগর থানা নাকাশীপাড়া ৩০নং মৌজা চণ্ডীপুর গ্রামে ১৯০নং খতিয়ানভুক্ত ৬.৩৬ একর জমির জমা দিয়া খাজনা [illegible] ১৬/৩ ও আনা ৬ পাই [illegible] উক্ত জমির মূল্য মায় আকর আওলাত আঃ ৫০৲

(৯)

১৪৩৪ মনিজারী ২৯ দাবী ১৬৪৸৴০

ডিঃ শ্রীমতী সাবিত্রীদেবী সাং গোয়াড়ী থানা কোতয়ালী

দেঃ লালমোহন দে—সাং বড়-আন্দুলিয়া থানা চাপড়া

১। সবরেঃ কৃষ্ণনগর থানা চাপড়ার মামজুয়ান ৯নং ডিহি গ্রামে রেকর্ড অব রাইটস এর ২৮নং খতিয়ানভুক্ত ১২৸১ পাই টাকা জমার ১২-৫৫ একর জমি ও তদুপরিস্থিত আকর আওলাতাদিতে দেনদারের ।০ আনা অংশ, মূল্য আঃ ২৫৲ টাকা

২। উক্ত মৌজায় ১০০নং খতিয়ানভুক্ত ৯।৶৩ পাই টাকা জমার ১০-৮০ একর জমি ও তদুপরিস্থিত আকর আওলাতাদি দেনদারের ৷৹ অংশ স্বত্বাংশ মূল্য আঃ ১০৲

(১০)

৯১৩ মনিজারী ২৯ দাবী ২৬৪৸৴৩

ডিঃ রাধাশ্যাম তরফদার,—সাং দক্ষিণপুর থানা মেহেরপুর

দেঃ নবদ্বীপচন্দ্র মণ্ডল দিং—সাং শিবপুর, থানা নাকাশীপাড়া

সবরেঃ কৃষ্ণনগর থানা নাকাশীপাড়া মৌজে ৮৫নং শিবপুর গ্রামে ১৮৯নং খতিয়ানে ৬৬৸০ টাকা রায়তি জমার জমি ও তদুপরিস্থিত আকর আওলাত মূল্য আঃ ১০০৲ টাকা

(১১)

১০২১ মনিজারী ২৯ দাবী ২৭॥৶

ডিঃ শ্রীগোপাল বিশ্বাস সাং আমানুনগর থানা হাঁসখালি

দেঃ এমাজউদ্দিন হোসেন বিশ্বাস দিং সাং জীবনপুর থানা চাপড়া

সবরেঃ কৃষ্ণনগর থানা চাপড়া মৌজে ৯১ নং জীবনপুর গ্রামে ৩৩১ নং খতিয়ানভুক্ত ৬০ শতক জমি বার্ষিক জমা ৮।০ টাকা মূল্য মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত আঃ ১০৲

(১২)

১০৪৩ মনিজারী ২৯ দাবী ৮১/৯

ডিঃ মনোরঞ্জন সিংহরায় সাং কৃষ্ণনগর কাঁটালপোতা, থানা কোতয়ালী

দেঃ শ্রীকালীপদ ঘোষ সাং মাধনগর থানা চাপড়া

সবরেঃ কৃষ্ণনগর থানা চাপড়া মৌজে মালমগাছা গ্রামে সেঃ ১৫০২ খতিয়ানভুক্ত ১.৪৮ একর উঠবন্দী জোত জমি মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত মূল্য আঃ ১০৲ টাকা

(১৩)

১০৪৬ মনিজারী ২৯ দাবী ২৮৴০

ডিঃ শ্রীমতী রামদোহিনী দাসী সাং [illegible]পুর

দেঃ [illegible] সেখ সাং [illegible] থানা চাপড়া

সবরেঃ কৃষ্ণনগর থানা চাপড়া মৌজে ২৬ নং [illegible] ৪০৯ নং খতিয়ানে ১-৯৪ একর উঠবন্দী জোত জমির মূল্য আঃ ১০৲ টাকা

(১৪)

১০৫৫ মনিজারী ২৯ দাবি ৫৬॥/৯

ডিঃ শ্রীমনোরঞ্জন সিংহ রায় সাং কৃষ্ণনগর কাটালপোতা থানা কোতোয়ালী

দেঃ শ্রীমোহর মণ্ডল সাং রাজিবপুর থানা চাপড়া

সবরেঃ কৃষ্ণনগর থানা চাপড়া মৌজে রাজিবপুর গ্রামে ১৮৬ নং খতিয়ানভুক্ত ১-৬৯ একর উঠবন্দী জমি মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত মূল্য আঃ ১০৲

(১৫)

১০৮৫ মনিজারী ২৯ দাবি ৫৫৻৯

ডিঃ শ্রীমতী অন্নপূর্ণা দাসী মোং কাটালপোতা থানা কোতোয়ালী

দেঃ শ্রীমাত মণ্ডল সাং পোনাপুকুর থানা চাপড়া

সবরেঃ কৃষ্ণনগর থানা চাপড়া মৌজে পোনাপুকুর মধ্যে সেঃ ১৮৭নং খতিয়ানে ৬-২২ একর জমির মূল্য মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত আঃ ১০৲

(১৬)

১০৮৬ মনিজারী ২৯ দাবী ৭৪॥৶৯

ডিঃ শ্রীমনোরঞ্জন সিংহ রায় সাং কৃষ্ণনগর কাঁটালপোতা থানা কোতয়ালী

দেঃ শ্রীবাদল পাড়ুই—সাং ডোমপুকুরিয়া, থানা চাপড়া

সবরেঃ কৃষ্ণনগর থানা চাপড়া মৌজে ডোমপুকুরিয়া গ্রামে সেঃ ৪৫৫নং খতিয়ানভুক্ত ২৻৩ টাকা জমার ১০ শতক জমি মায় তদুপরিস্থিত বাটীঘর ইত্যাদি মূল্য আঃ ৫৲ টাকা

(১৭)

১০৮৭ মনিজারী ২৯ দাবী [illegible]

ডিঃ শ্রীমনোরঞ্জন সিংহ রায় সাং কৃষ্ণনগর কাঁটালপোতা থানা [illegible]

দেঃ শ্রীপ্রকাশ সেখ—সাং [illegible]পুর থানা চাপড়া

সবরেঃ কৃষ্ণনগর থানা চাপড়া মৌজে রাজিবপুর গ্রামে সেঃ ২৩০নং খতিয়ানে ২-৩৬ একর জমির মূল্য মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত আঃ ১০৲

(১৮)

১০৮৯ মনিজারী ২৯ দাবী ১৯৶৬

ডিঃ শ্রীমনোরঞ্জন সিংহ রায় সাং কৃষ্ণনগর কাটালপোতা থানা কোতয়ালী

দেঃ শ্রী[illegible] সাং পোনাপুকুরিয়া থানা চাপড়া

সবরেঃ কৃষ্ণনগর থানা চাপড়া মৌজে পোনাপুকুরিয়া গ্রামে সেঃ ২৭০নং খতিয়ানভুক্ত [illegible] একর জমির মূল্য মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত আঃ ১০৲

(১৯)

১০৯১ মনিজারী ২৯ দাবী ৬২/৬

ডিঃ শ্রীমতী [illegible] দাসী সাং গোয়াড়ী থানা [illegible]

দেঃ শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঘোষ সাং বালিয়া-ডাঙ্গা থানা চাপড়া

সবেঃ কৃষ্ণনগর থানা চাপড়ার সামিল মৌজে বাদশাহীর মধ্যে দেঃ ৪২৬নং খং ভুক্ত ০-৩৯ একর জমির মূল্য মায় চতুর্দিবিষ্টত আকর আওলাত আঃ ২৫৲

(২০)

১১০৫ খাজনারী ২৯ দাবী ২।৷৯/৬

ডিঃ শ্রীমনোরঞ্জন মিত্র দিং সাং কৃষ্ণনগর কাঠালপোতা থানা কোতওয়ালী

দেঃ শেখ মোজাফর—সাং কালিয়া দহ, থানা চাপড়া

জেলা নদীয়া থানা চাপড়া সবেঃ কৃষ্ণনগর মৌজে [illegible] গ্রামে দেঃ ৪৩৬নং খতিয়ানভুক্ত [illegible] জমির মূল্য মায় চতুর্দিবিষ্টত আকর আওলাত আঃ ১০৲ টাকা

(২১)

১১৯৬ খাজনারী ২৯ [illegible]

ডিঃ শ্রীমতী [illegible] দাসী সাং কাটালপোতা [illegible]

দেঃ [illegible] অবদার থানা চাপড়া

সবেঃ কৃষ্ণনগর [illegible] থানা মৌজে রাজিবপুর [illegible] দেঃ [illegible] খং ভুক্ত ১.৬৯ একর জমির মূল্য [illegible] চতুর্দিবিষ্টত আকর আওলাত আঃ [illegible]

(২২)

১২০৩ খাজনারী ২৯ দাবী ২৮৷৯

ডিঃ শ্রীমতী অন্নপূর্ণা দাসী সাং গোয়াড়ী থানা দামুড়হুদা

দেঃ প্রমোদ মণ্ডল দিং সাং বালিয়াডাঙ্গা থানা চাপড়া

সবেঃ কৃষ্ণনগর থানা চাপড়া মৌজে বাদশাহী মধ্যে দেঃ ৪২৬নং খতিয়ানের একর ভতিবন্দী জমির মূল্য মায় চতুর্দিবিষ্টত আকর আওলাত আঃ ৫৲

(২৩)

১২০০ খাজনারী ২৯ দাবী ২৫৷৬

ডিঃ শ্রীমাধব চন্দ্র রায় দিং সাং রামনগর থানা মেহেরপুর

দেঃ শ্রীমনমোহন প্রামানিক—সাং উটিয়া থানা চাপড়া

১। সবেঃ কৃষ্ণনগর থানা চাপড়ার সামিল মৌজে [illegible] মধ্যে ৭৮৪নং খতিয়ানভুক্ত [illegible] জমির মূল্য [illegible] আওলাত আঃ [illegible]

২। [illegible] ৭৮৫নং [illegible] গ্রামে [illegible] জমির [illegible] আকর আওলাত আঃ [illegible] টাকা

(২৪)

১২০০ খাজনারী ২৯ দাবী ২৪৷৬

ডিঃ [illegible] দিং সাং [illegible]

দেঃ [illegible] মণ্ডল সাং উটিয়া থানা চাপড়া

সবেঃ কৃষ্ণনগর থানা চাপড়া মৌজে ৬০২ জয়রামপুর মধ্যে বার্ষিক ৮/৩ টাকা খাজনার খতিয়ানে জমায় ১-১৮ একর জমির মূল্য মায় চতুর্দিবিষ্টত আকর আওলাত আঃ ১০৲

(২৫)

১২১৮ খাজনারী ২৯ দাবী ১৫৸৬

ডিঃ শ্রীমতী অন্নপূর্ণা দাসী—মোং কাঠালপোতা

দেঃ শেখ রহিম মণ্ডল—সাং রাজিবপুর, থানা চাপড়া

সবেঃ কৃষ্ণনগর থানা চাপড়া মৌজে রাজিবপুর মধ্যে দেঃ ১৪০নং খতিয়ানে ১.৭৪ একর ভতিবন্দী জমির মূল্য মায় আকর আওলাত আঃ ২০৲

(২৬)

১২৪৪ খাজনারী ২৯ দাবী ৪৪৷৬

ডিঃ শ্রীমতী জয়দুর্গা দাসী সাং গোয়াল-মারি থানা দামুড়হুদা

দেঃ শ্রীকালীপদ ঘোষ সাং মালম গাছা থানা চাপড়া

সবেঃ কৃষ্ণনগর থানা চাপড়া মৌজে মালমগাছা মধ্যে দেঃ [illegible] খতিয়ানভুক্ত ৫.৭১ একর ভতিবন্দী জমির মূল্য মায় আকর আওলাত আঃ ১৫৲

(২৭)

১২৪৫ খাজনারী ২৯ দাবী ৫২৷৷৬/৯

ডিঃ ঐ

দেঃ শ্রীমতী [illegible] দিং—সাং রাজাপুর থানা চাপড়া

সবেঃ কৃষ্ণনগর, থানা চাপড়া মৌজে রাজিবপুর দেঃ ২২১নং খতিয়ানভুক্ত ৪০৮ একর জমির মূল্য মায় চতুর্দিক আকর আওলাত মূল্য আঃ ৬০৲ টাকা

২৮

১২৭৩ খাজনারী ২৯ দাবী ১০৮৫

ডিঃ শ্রীমহেন্দ্রনারায়ন চৌধুরী—মোকাম গোয়াড়ী থানা কোতওয়ালী

দেঃ শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মণ্ডল দিং—সাং ভাণ্ডারপুর থানা চাপড়া

সবেঃ কৃষ্ণনগর থানা চাপড়া মৌজে ভীমপুর মধ্যে ১০৫—১১৬,১০৪১২, ১১৭-১১৮ খতিয়ানভুক্ত বার্ষিক ১৪/৩ টাকা জমায় ১৫-১১ একর জমির মূল্য মায় আকর আওলাত আঃ ৭০৲ টাকা

(২৯)

১২৭৪ খাজনারী ২৯ দাবী ২৬৷৷/

ডিঃ ঐ

দেঃ শ্রীরাজকৃষ্ণ গড়াই দিং—সাং ঘূর্ণী থানা কোতওয়ালী

সবেঃ কৃষ্ণনগর থানা হাঁসখালি মৌজে বগুলা গ্রামে ১০৪৯ খতিয়ানভুক্ত [illegible] টাকা জমা ২৪ শতক জমির মূল্য মায় আকর আওলাত আঃ ৮৲

(৩০)

১২৭৬ খাজনারী ২৯ দাবী ১৫৷৯

ডিঃ শ্রীমদন গোপাল চৌধুরী— সাং চৌগাছা থানা নাকাশীপাড়া

দেঃ শ্রীকৃষ্ণ ঘোষ—সাং গোপালপুর, থানা নাকাশীপাড়া

সবেঃ কৃষ্ণনগর থানা নাকাশীপাড়া মৌজে ৭০নং গোপালপুর গ্রামে ১৩২নং খতিয়ানভুক্ত ২-৪৬ একর জমি খাজনা দাখিল ১৲ টাকা নিরিখে আদায় হয়। উক্ত জমি মায় চতুর্দিবিষ্টত আকর আওলাত আঃ ৫৲ টাকা

(৩১)

১২৯৭ খাজনারী ২৯ দাবী ১১/৬

ডিঃ শ্রীমতী জয়দুর্গাদাসী সাং গোয়ালমারী থানা দামুড়হুদা

দেঃ শ্রীইজ্জালী শেখ—সাং শোনপুর থানা চাপড়া

সবেঃ কৃষ্ণনগর থানা চাপড়া মৌজে শোনপুর মধ্যে দেঃ ১০২নং খতিয়ানভুক্ত ৪-১৩ একর ভতিবন্দী জমি মায় আকর আওলাত মূল্য আঃ ৪০৲ টাকা

১৩০১ খাজনারী ২৯ দাবী ৩৭৷৷৫

ডিঃ শ্রীনরেন্দ্রচন্দ্র পালচৌধুরী সাং নাটুদহ থানা দামুড়হুদা

দেঃ শ্রীআরফিন শেখ মিস্ত্রি সাং বালিয়াডাঙ্গা থানা চাপড়া

সবেঃ কৃষ্ণনগর থানা চাপড়া মৌজে বালিয়াডাঙ্গাগ্রামে দেঃ ১৯০নং খতিয়ানের উত্তরদিকস্থ ১৯৫—১৯০নং খতিয়ানভুক্ত ৯-২৬ একর জমির মূল্য ২২৭৫ টাকা, মূল্য মায় আকর আওলাত আঃ ২৫৲ টাকা

(৩৩)

১৩০১ খাজনারী ২৯ দাবী ২৫৷৷/০

ডিঃ শ্রীদেবেশ্বর গঙ্গোপাধ্যায় দিং—সাং গোয়াড়ী থানা কোতওয়ালী

দেঃ শ্রীহেমেন্দ্র দাস—সাং বিজয়পুর, থানা কৃষ্ণগঞ্জ

জেলা নদীয়া থানা কৃষ্ণগঞ্জ অধীন ৪৯নং চাঁদপুর মৌজার ১০নং খতিয়ানভুক্ত খাজনা ৪৷৷০ টাকা জমায় ২৬৪ একর জমির মূল্য আঃ ২৲

(৩৪)

১৩১৫ খাজনারী ২৯ দাবী ১৮/৯

ডিঃ শ্রীনরেন্দ্র চন্দ্র পাল চৌধুরী সাং নাটুদহ থানা দামুড়হুদা

দেঃ শ্রীমুল মুস্তান—সাং হাতীগাছি থানা চাপড়া

সবেঃ কৃষ্ণনগর থানা চাপড়া মৌজে হাতীগাছি গ্রামে দেঃ ২০০নং খতিয়ানভুক্ত ৩২ শতক ভতিবন্দী জমির মূল্য মায় আকর আওলাত আঃ ৫৲ টাকা

(৩৫)

১৩৪৬ খাজনারী ২৯ দাবী ১১৪৷৯

ডিঃ—শ্রীমতী শরৎকুমারী দাসী সাং গোয়াড়ী থানা কোতওয়ালী

দেঃ শ্রীঅদ্বৈত দাস গাঙ্গুলী সাং ক্ষেত্রগাছি থানা চাপড়া

সবেঃ কৃষ্ণনগর থানা চাপড়া অধীন কুলবেড়ে মৌজার উকিলদের সহোদর ও বিচিত্র ও মৌকিলদেরে নামে ১৭৲ বিঘা জমার জমির মূল্য আঃ ২০৲ টাকা

(৩৬)

১৩৫২ খাজনারী ২৯ দাবী ১৬৮৷/০

ডিঃ শ্রীঅবনিভূষণ চট্টোপাধ্যায় সাং বাড়িপালা থানা চাপড়া

দেঃ শ্রীবিভূপদ গঙ্গোপাধ্যায় সাং তেঘরি থানা নাকাশীপাড়া

জেলা নদীয়া থানা নাকাশীপাড়া ৮৯নং মৌজে তেঘরি দেঃ ১২৬নং খতিয়ানভুক্ত বার্ষিক ২৫/০ টাকা জমার ১০-১৯ একর জমির মূল্য মায় আকর আওলাত আঃ ৪০৲

(৩৭)

১৪০৪ খাজনারী ২৯ দাবী ১৬৷৷/০

ডিঃ শ্রীক্ষেত্রনাথ মুখোপাধ্যায় সাং ছোটকাদোয়া থানা নাকাশীপাড়া

দেঃ শ্রীগোবিন্দ স্বর্ণকার—সাং ঐ থানা ঐ

জেলা নদীয়া থানা নাকাশীপাড়ার সামিল মৌজে ১০৫নং ছোটকাদোয়া গ্রামে দেঃ ১৪০নং খতিয়ানভুক্ত ২/৯৫—টাকা জমার [illegible] একর জমির মূল্য আঃ ৫৲

(৩৮)

১৪১৪ খাজনারী ২৯ দাবী ৬৬৫৷০

ডিঃ শ্রীকালী নাথ মিত্র রায়—সাং সোনাডাঙ্গা থানা নাকাশীপাড়া

দেঃ শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ ভাদুড়ী দিং—সাং ও থানা মহকুমা শ্রীরামপুর, জেলা হুগলি

জেলা নদীয়া কালেক্টরীর ৪২৩৪নং তৌজির মহাল পরগণে মুড়াগাছা অন্তর্গত থানা চাপড়ার সামিল ১৩নং মৌজা হাটরা দেঃ ৩২নং খতিয়ানভুক্ত ও ১৪নং মৌজা ছোট আন্দুলিয়া ২৪২নং খতিয়ানভুক্ত ও ১৫নং বালিয়াডাঙ্গার ৪৬২নং খতিয়ানভুক্ত মৌজা হাটরা ৩৭ দেনাদারগণের ৷৷/১২ গণ্ডা অংশ খাজনা জমা বার্ষিক ৮৫৲ টাকা, মূল্য আঃ [illegible] টাকা

(৩৯)

১৪৮৮ খাজনারী ২৯ দাবী ১১৭৸৬

ডিঃ শ্রীরাধাগোবিন্দ সেন দিং সাং মাটিয়ারী থানা কালীগঞ্জ

দেঃ শ্রীকালীচরণ মণ্ডল সাং কুলগাছি থানা কালীগঞ্জ

জেলা নদীয়া থানা কৃষ্ণনগরের সামিল ৪০নং মৌজা কুলগাছি গ্রামে দেঃ ৬৪ খতিয়ানভুক্ত ১৬.০৫ একর জমা জমির ২১৬৷/০ মূল্য আঃ ৫০৲ টাকা

(৪০)

১৫১৫ খাজনারী ২৯ দাবী ২৩৷৷/০

ডিঃ শ্রীঈশানচন্দ্র কুণ্ডু মোঃ বাড়ারী মধুপুর থানা চাপড়া

দেঃ শ্রীকোরমান মণ্ডল দিং সাং মধুপুর থানা চাপড়া

জেলা নদীয়া থানা চাপড়া ৪৬নং মৌজা মধুপুর গ্রামে ২২নং খতিয়ানভুক্ত ১৯ শতক জমির খাজনা বন্দোবস্তমতে ১৷/০ মূল্য মায় আকর আওলাত আঃ ৫৲

শ্রীচৈতন্যমঠের গ্রন্থাবলী

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বিরচিত

গ্রন্থাবলী।

উৎকৃষ্ট কাপড়ে বোর্ডে বাঁধাই স্বর্ণালঙ্কৃত। চতুর্থ সংস্করণ। বিস্তারিত সূচীসহ

জৈবধর্ম্ম

বাঁধাই ২৲ দুই টাকা

প্রকাশিত হইয়াছে

সনাতন সদ্ধর্ম্ম বেদ, বেদান্ত, উপনিষৎ, গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত, দর্শন, পুরাণ, তন্ত্র প্রভৃতি সকল গ্রন্থ পাঠ করিবার অবসর অতি অল্প মানবের ঘটিয়া থাকে। অনেকের যোগ্যতা না থাকায় সেই সমস্ত গ্রন্থের মর্ম্ম অবগত হইতে পারেন না। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বাঙ্গালীর এই অসুবিধা দূরীভূত করিবার জন্য এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

বিদ্যালয়ের ছাত্র ও শিক্ষকগণের বিশেষ পাঠ্য, এই হেতু শিক্ষাবিভাগের ডাইরেক্টার বাহাদুর উক্ত সমস্ত বিদ্যালয়ের জন্য অনুমোদন করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

প্রথম খণ্ড ভিক্ষা—১৲ একটাকা

যুক্তিপূর্ণ শাস্ত্রবাক্য দ্বারা প্রত্যেক মানবের নিত্য কর্ত্তব্য ও অনিত্য সাময়িক কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। গ্রন্থের প্রত্যেক উক্তি সনাতন শাস্ত্রবাক্য দ্বারা সমর্থিত ও প্রমাণিত হইয়াছে। দেহের, মনের ও আত্মার ধর্ম্ম কি? বর্ণাশ্রম, দান, নীতি, ধর্ম্ম কি? ইত্যাদি বিষয় অপূর্ব্বভাবে সুন্দরভাবে সুক্রমসংস্কারে আলোচিত হইয়াছে যে, প্রথম দিক হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত পাঠ না করিয়া নিবৃত্ত হওয়া যায় না।

শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য

ভিক্ষা ৵০

প্রমাণ খণ্ড ভিক্ষা ৵০

শ্রীচৈতন্যদেবের জন্মস্থান ও লীলাভূমি নবদ্বীপধামের ... বিবরণ — প্রত্যেক দ্বীপের বিবরণ, শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলা ... মাহাত্ম্য ... বিষয় বিশেষভাবে মনোহরভাবে ... প্রায় ... পৃষ্ঠা।

শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ

উৎকৃষ্ট কাগজে উত্তম কাগজে ছাপা— শ্রীনবদ্বীপধাম দর্শনে ভক্তগণ দর্শনকারীর কি প্রকার ভাবের উদ্রেক হয়, তাহা এই গ্রন্থে বর্ণিত। অতি চমৎকার। ভিক্ষা চারি আনা।

শ্রীমনঃশিক্ষা

৷৵০ তৃতীয় সংস্করণ

শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভুকে উপদেশচ্ছলে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে ভক্তগণের অনুকূল ... বিচার ... সুন্দরভাবে বিবৃত হইয়াছে। ইহা ছাড়া শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদিষ্ট শিক্ষা ও উপদেশ বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

গৌড়ীয়-বৈষ্ণব জগতে অভিনব গ্রন্থ !!

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতি-গ্রন্থাবলী :—

শরণাগতি

পকেট সাইজ
অষ্টম সংস্করণ
ভিক্ষা /০ আনা

দেহ ও মনের চেষ্টা অনিত্যতাবশ্য লইয়া ... যখন জীব বুঝিতে পারে, তখন একমাত্র নিত্যবস্তু শ্রীভগবানের প্রতি তাহার কোন ও তাঁয় আবেগময়ী প্রার্থনা হয় এবং শ্রীভগবানে সর্ব্বান্তঃকরণে নিষ্কপটে কি প্রকারে শরণাপন্ন হইতে হয়, ইত্যাদি বিষয়ক প্রাণস্পর্শী প্রার্থনা ও আত্মনিবেদনমূলক গান। ছাড়া সংস্করণও প্রকাশিত হইয়াছে।

ভিক্ষা প্রতি খণ্ড /০ এক আনা।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা— /০, নবদ্বীপশতক— /০

অর্চনপঞ্চক— /০

কল্যাণকল্পতরু

পকেট সাইজ
পঞ্চম সংস্করণ
ভিক্ষা ⁄১০

আমরা সতত নূতন অভাব ও কামনার বশবর্ত্তী হইয়া পুনঃপুনঃ যে অকল্যাণকে কল্যাণ বলিয়া গ্রহণ করি এবং যাহার নিকট কল্যাণ কামনা করি, তাহা যে নিত্য বা যথার্থ কল্যাণ প্রদানে অসমর্থ এবং কোন বস্তু আমাদের নিত্য কল্যাণপ্রদ এবং কি ভাবে আমরা সেই কল্যাণলাভে সমর্থ হইব, এই সকল কথা সরল গানে লিখিত। এই গীতিগ্রন্থ বাস্তবিক কল্যাণের কল্পতরু, ইনি প্রত্যেককে নিত্যকল্যাণ প্রদান করে।

শ্রীল চক্রবর্ত্তি ঠাকুরের টীকা সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর কৃত টীকা ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কৃত অনুবাদ। টীকাকারের মন্তব্য, শ্লোকসূচি, বিষয়সূচি প্রভৃতি প্রয়োজনীয় বিষয় সংযোজিত। প্রায় ৮০০ পৃষ্ঠা। উৎকৃষ্ট কাপড়ে বাঁধাই ২৲ দুই টাকা, কাগজে বাঁধা ১৷০

শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ কৃত ভাষ্য সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

কাগজ ও ছাপা উৎকৃষ্ট। সিল্কে বাঁধাই, সোনার জলে নাম লেখা রাজসংস্করণ ২ টাকা, সাধারণ সংস্করণ ১৷০, গৌড়ীয়ের গ্রাহকপক্ষে ১৷০

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি (গৌড়ীয় বৈষ্ণব কোষগ্রন্থ)

... গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের ... প্রকাশিত ... বিবরণ ... শাস্ত্রীয় ... প্রমাণ ... প্রকাশিত হইয়াছে ... ১ম খণ্ড ... ২য় খণ্ড ... ৩য় খণ্ড ... ৪র্থ খণ্ড ... একত্রে ... মূল্য ... ।

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ

১ম খণ্ড ১৲ এক টাকা, ২য় খণ্ড ১৲ এক টাকা। শ্রীমদ্ভাগবতের গ্রাহক ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণ ... টাকায় দুইখণ্ড পাইবেন। ... শ্রীমদ্ভাগবত শ্রীজীব গোস্বামীপাদের ... ষট্সন্দর্ভের অধিক প্রয়োজনীয় অংশ। প্রতি খণ্ড ... ফর্ম্মা ... পৃষ্ঠা অধিকে মুদ্রিত হইতেছে।

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য সঙ্কলিত

সদাচারস্মৃতিঃ

ভিক্ষা /০ মাত্র

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (প্রাচীন নবদ্বীপ) নদীয়া।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

... জ্বর ... প্লীহা ও যকৃৎ সংযুক্ত অবস্থায় ছোটবড় সকলের সমপরিমাণ ঔষধ ... ইহাতে উপাদানের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ৷০ আনা, ... ৷৵০ আনা, ... ।

আফিস ১১নং ... রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা।

বটিকার স্বপ্ন ও ... ইন্দ্রিয়শক্তির হ্রাস, ... বুক ধড়ফড়ানি, ... লক্ষণ সত্বর নিবারিত হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ৩০ বটী ১৲ এক টাকা।

"নপুংসকত্বারি ঘৃত"

পুরুষত্বহীন ... ব্যবহারে ... আরোগ্য ... ১৲ টাকা।

"রমণীবিলাসিনী বটিকা"

... ৩০ বটী ১৲ এক টাকা।

রাজবৈদ্য নারায়ণজী কেশবজী

১৭৩নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

সাবধান ! সাবধান !! সাবধান !!!

জে, বি, দত্তের ... বাদাম তৈল

... অবিকল ... নকল ... সাবধান ...

আমরা ... বাদাম তৈল ... J. B. Dutta & Co. ... ক্রয় করিবেন। নতুবা ... প্রতারিত ...

জে, বি, দত্ত

কেরাসিন কুইনিন

নূতন এবং পুরাতন ম্যালেরিয়ার যম

... উপযুক্ত ... আছে।

... ইঞ্জেকসন করিলে একটি ... ইঞ্জেকসনে ... ম্যালেরিয়ার ... রোগ বীজাণু নষ্ট করিয়া দেয়। ... প্রতি বাক্স—মূল্য ২৲, ... ৩৲ টাকা

... কেমিক্যাল এণ্ড ক্লিনিক্যাল ল্যাবরেটারীজ ... হরচন্দ্র সেন, কলিকাতা

পর-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

এখানে আহার এবং বাসস্থান দিয়া বিদ্যার্থিগণকে বিভিন্ন শিক্ষণীয় বিষয় শিক্ষা দিবার বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। অনেক ছাত্র ইতোমধ্যেই আসিয়া পাঠ আরম্ভ করিয়াছেন। বর্তমান বর্ষে [illegible] ছাত্র গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

প্রধান অধ্যাপক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রচন্দ্র [illegible] ব্যাকরণ-সাংখ্য-বেদান্ত-[illegible]-তীর্থ, সাংখ্যভূষণ, বেদান্তরত্ন, সাহিত্যশাস্ত্রী, [illegible]বাচস্পতি;

অধ্যাপক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গৌরদাস ব্রহ্মচারী ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীধাম মায়াপুর পরবিদ্যাপীঠ, (নদীয়া)

বেদনাঞ্জ

শ্রেষ্ঠরত্ন

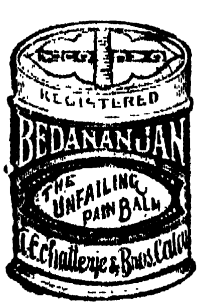

কলিকাতা কংগ্রেস একজিবিসন হইতে বহু প্রশংসা প্রাপ্ত ও বহু গণ্যমান্য ভদ্রমহোদয়গণ কর্ত্তৃক প্রশংসিত।

আজকাল বাজার-চলতি মিশ্রিত ও বিষাক্ত আহার্য্য সেবনে শরীরের [illegible] বেদনাঞ্জন [illegible]

প্রাপ্তিস্থান—এ, সি, চাটার্জ্জী এণ্ড ব্রাদার্স।

[illegible]

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

অধ্যক্ষ

শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম.এ., এফ.সি.এস (লণ্ডন)

ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক

(প্রোফেসার)

আয়ুর্বেদীয় ঔষধ বিশুদ্ধ ও শাস্ত্রমতে নিজ তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হয়। পত্র [illegible] রোগের বিবরণ জানাইলে যত্নপূর্ব্বক [illegible] গোপন রাখা হয়।

মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দুর)

(বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৪৲ টাকা

[illegible] প্রস্তুত

[illegible]

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৬৲ টাকা

[illegible]

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬৲ টাকা

[illegible]

[illegible] যোগ

[illegible]

মূল্য—১৬ মাত্রা ২৲ টাকা। [illegible] মাত্রা ৫৲ টাকা মাত্র

বিশুদ্ধ জল! [illegible] বিশুদ্ধ জল!!

লক্ষ্মী টিউব-ওয়েল কোং

২০৫নং নবাবপুর, ঢাকা

[illegible] *Tube well* [illegible]

[illegible]জ্ঞাপিত কেন?

[illegible]

মনোমোহন প্রেস

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা

পূর্ব্ব-বাঙ্গালায় সুলভে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত

বৈদ্যুতিক মেশিনে দিবারাত্র কাজ চলিতেছে

বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা।

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

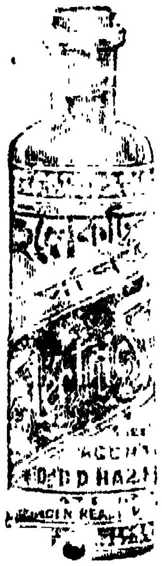

[illegible] মরা মানুষ বাঁচাইবার [illegible] ইলেক্ট্রিক মেডিসিন [illegible]

সোল এজেণ্ট—ডাঃ ডি, ডি, হাজরা

ফতেপুর, গার্ডেনরিচ পোষ্ট, কলিকাতা।

ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

[illegible]

স্থানীয় সংস্করণ

Registered No. C 1541

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অৰ্দ্ধ কলম ৩৷৹
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র।

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸৹
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৵৹

খণ্ড । সম্পাদক—প্রত্নবিদ্যালঙ্কার শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী [২৭১ সংখ্যা।

শ্রীচৈতন্য মঠ শ্রীধাম মায়াপুর—৯ই মাঘ বৃহস্পতিবার ১৩৩৬ ২৩শে জানুয়ারী ১৯৩০

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থাবলী

১।	শ্রীমদ্ভাগবতম্—শ্লোক সূচী, বিষয়-সূচী প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত। ভিক্ষা, প্রতি খণ্ড সাধারণ পক্ষে ১৷৵৹ গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশ গ্রাহক পক্ষে	৵৹
২।	ভাষ্য-সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ)	৫৲
৩।	গৌড়ীয়-গৌরব	৶৹
৪।	গৌড়ীয়-সাহিত্য	।৹
৫।	ভজনরহস্য	॥৹
৬।	শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা)	১৲
	,, ,, ,, আবাঁধা	৸৹
৭।	গীতা (শ্রীবলদেবভাষ্যসহ) বাঁধা ২৲ আবাঁধা	১॥৹
৮।	গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি-টীকা-সহ) বাঁধা ২৲ আবাঁধা	১॥৹
	গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য	॥৹
৯।	যুক্তিমল্লিকা গুণসৌরভঃ সানুবাদ (মাধ্ব)	২৲
১০।	বেদান্ততত্ত্বসার সানুবাদ (রামানুজীয়)	॥৹
১১।	জৈবধর্ম্ম	২৲
১২।	শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ)	৸৹
১৩।	গৌড়ীয়-কণ্ঠহার	২৲
১৪।	প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ)	॥৵৹
১৫।	দ্বীপ-দিগ্‌দর্শন	৵৹
১৬।	সাধনপথ (৩য় সংস্করণ)	।৵৹
১৭।	আচার ও আচার্য্য	।
১৮।	নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা	৸৹
১৯।	ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা)	৶৹
২০।	শ্রীনবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য	৶৹
২১।	নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য (প্রমাণখণ্ড)	৶৹
২২।	শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ	।৹
২৩।	শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা দর্পণ	।৹
২৪।	শরণাগতি, গীতাবলী, সাধনকণ, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, নবদ্বীপশতক, অর্থপঞ্চক ও সদাচারস্মৃতিঃ মোট	।৶৹
২৫।	কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ও অর্চ্চনকণ	৵৹
২৬।	সাধককণ্ঠমণি	।৹
২৭।	সংস্কার-দীপিকা	।৹
২৮।	বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড)	৩৲
২৯।	ব্রহ্মসংহিতা	॥৹
৩০।	শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা	৸৹
৩১।	মণিমঞ্জরী সানুবাদ	।৹
৩২।	গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ	৸৹
৩৩।	শ্রীচৈতন্যভাগবত (বিরাট্ দ্বিতীয় সংস্করণ)	৫৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

ইংরাজী ভাষায় ভক্তিগ্রন্থ

১	শ্রীচৈতন্যচরিত ও শিক্ষা	।৹
২	নামভজন	।৹
৩।	বৈষ্ণবধর্ম্ম আসল ও মেকি	৹
৪।	ভাগবতীয় দর্শননীতি ও ধর্ম্ম	৹
৫।	কাম ও প্রেমধর্ম্ম	।৹
৬।	গৌড়ীয়মঠ কি করেন	৹

শ্রীধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপ-প্রদর্শনী, নদীয়া

(৩রা ফেব্রুয়ারী হইতে ১৭ই মার্চ্চ, ১৯৩০ পর্য্যন্ত)

প্রদর্শনীর সকল জ্ঞাতব্য বিষয়ের জন্য সেক্রেটারী মহোদয়ের নিকট আবেদন করুন।

শ্রীকুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ,
শ্রীচৈতন্য মঠ, শ্রীধাম মায়াপুর পোঃ আঃ, (নদীয়া)।

দেবনাগরাক্ষরে ভক্তিগ্রন্থ

১।	সানুবৃত্তি শিক্ষাষ্টকম্	৵৹
২।	সটীক শিক্ষাদশমূলম্	৹
৩।	মধ্বগ্রন্থ নবপশুবধনম্	৶৹
৪।	গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ	৴৹
৫।	সিদ্ধান্তসরস্বতী-দিগ্দর্শনম্	॥৹
৬	তত্ত্বসূত্রম্	।৹

শ্লোকসুচী, বিষয়সুচী প্রভৃতি সহ

শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৪০ চল্লিশ টাকা।

২৭২৪ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে,

সপ্তচত্বারিংশ খণ্ডে সূচী ছাপা হইতেছে।

নবম খণ্ড গ্রাহক নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে ১৫৷৶ সাধারণ পক্ষে ২০৸৶০। প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৵০, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ।/০।

দশম স্কন্ধের ভিক্ষা ১২, অগ্রিম সাধারণের পক্ষে ৮।

৬ঃ অধ্যায়পর্য্যন্ত একাদশ সংখ্যা ছাপা হইয়াছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

সূচী প্রভৃতি সহ সম্পূর্ণ ছাপা শেষ হইয়াছে

আদি, মধ্য, ও অন্ত্যলীলা এবং সূচী ছাপা হইয়া সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছেন। যাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ১০ টাকা ভিক্ষার তৃতীয় সংস্করণ ৪ টাকায় না পাইয়া অপূর্ব্ব সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের জন্যই উহার ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছেন। সেই ১০ টাকার এই বিরাট গ্রন্থের শত সংখ্যা মাত্র ৫ টাকা ভিক্ষায় দেওয়া হইতেছে। গ্রাহকগণ সত্বর হউন পরে আর এ সুযোগ থাকিবে না।

শ্রীচৈতন্য লীলার ব্যাস আখ্যাত

শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীচৈতন্যভাগবত

সভাষ্য আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র গ্রন্থ ৮ স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫

নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪৷০ টাকা

শ্রীধাম মায়াপুর নবদ্বীপ প্রদর্শনীতে

শ্রীধর ভাণ্ডার, ঢাকা।

ঢাকার প্রসিদ্ধ বস্ত্র ব্যবসায়ী **শ্রীধর ভাণ্ডার** শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতেছেন। **ঢাকার বিখ্যাত মসলিন** ও নানাবিধ মিহির ধুতী, সাড়ী, জামদানী কাপড় এবং **খদ্দরের** সাড়ী ধুতী, জামদানী সাড়ী, চাদর, রাউজপিস, **মুগার কাজকরা** নানাপ্রকার কাপড়, চাদর, **শ্রীধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপ-প্রদর্শনীতে** ৩রা ফেব্রুয়ারী হইতে পাইকারী ও খুচরা বিক্রয় হইবে। পশ্চিম ও উত্তরবঙ্গ এবং এলাহাবাদ, বোম্বে, লক্ষ্ণৌ, পাঞ্জাব, মাদ্রাজ, দিল্লী প্রভৃতি স্থান হইতে আগত দর্শক ও ব্যবসায়িগণ এক স্থান হইতে প্রয়োজনীয় জিনিষাদি লইতে পারিবেন। আমাদের দর যে সুলভ তাহা কাপড় এবং মূল্য বিচার করিলেই বুঝিতে পারিবেন।

প্রদর্শনীর ঠিকানা—

শ্রীধর ভাণ্ডার ষ্টল

শ্রীধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপ-প্রদর্শনী

পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর (নদীয়া)

ঢাকার ঠিকানা

শ্রীধর ভাণ্ডার, ২০৫নং নবাবপুর, ঢাকা।

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত ভক্তি গ্রন্থাবলী

যে সব উৎকলবাসী ভক্ত বাংলা অক্ষর পড়িতে জানেন না, তাঁহাদের শ্রীশ্রীলপ্রভুর প্রচারিত পরম উপাদেয় ভক্তি-কথা জানিবার সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে উড়িয়া-অক্ষরে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হইয়াছে বাংলা গ্রন্থের তুলনায় উড়িয়া গ্রন্থগুলির ভিক্ষাও অপেক্ষাকৃত অল্প।

গ্রন্থের নাম	ভিক্ষা
শ্রীহরিনাম চিন্তামণি, প্রতিখণ্ড	॥০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	১
সাধন-পথ (শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টক) প্রতিখণ্ড	।০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৷০
কল্যাণ কল্পতরু প্রতিখণ্ড	৵০
একত্রে ৩খণ্ড লইলে	।০
গীতাবলী প্রতিখণ্ড	/১১
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৶১৫
শরণাগতি প্রতিখণ্ড	/০
একত্রে ৩খণ্ড লইলে	৶৫

প্রাপ্তিস্থান { শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ, কটক এবং শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, পুরী

দৈনিক নদীয়া—প্রকাশ

নিম্নলিখিত মঠসমূহে প্রাপ্তব্যঃ—

১। শ্রীচৈতন্য মঠ,—পোঃ, শ্রীধামমায়াপুর, (নদীয়া)।
২। শ্রীগোরগদাধর মঠ,— চাঁপাহাটি, সমুদ্রগড় পোঃ, (বর্দ্ধমান)।
৩। শ্রীভাগবত জনানন্দ,—ভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৪। শ্রীগৌড়ীয় মঠ,—১নং উল্টাডাঙ্গা জংসন রোড, কলিকাতা।
৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ,— পোঃ চটকপর্ব্বত, পুরী।
৬। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ,— উড়িয়া বাজার, কটক।
৭। শ্রীভাগবত মঠ,—চিরাইয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।
৮। শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ,— ৪নং অগস্ত্যকুণ্ড, কাশী, ইউ, পি।
৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,—ছিপিগলি, বৃন্দাবন, মথুরা, ইউ, পি।
১০। শ্রীপরমহংস মঠ—নৈমিষারণ্য পোঃ, সীতাপুর, ইউ পি।
১১। শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ,—কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল, পাঞ্জাব।
১২। শ্রীমাধবগৌড়ীয় মঠ,— ৯ নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।
১৩। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ,— বালিয়াটি, ঢাকা।
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম,—আমলাযোড়া, রাজবাঁধ পোঃ, বর্দ্ধমান।
১৫। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ,—ডুমুরকোন্দা, চিরকুণ্ডা পোঃ, মানভূম।
১৬। শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয় মঠ,— আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী, উড়িষ্যা।
১৭। শ্রীগৌড়ীয় মঠ কার্য্যালয় ১০১ হনুমান রোড নিউদিল্লি

এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণের নিকটও নদীয়া-প্রকাশ প্রাপ্তব্য।

১। শ্রীযুক্ত জনার্দ্দন ঘোষ—বড় বাজার ক্লে রোড, খুলনা
২। শ্রীযুক্ত রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিরত্ন—দেওয়ানগঞ্জ, হলদিবাড়ী কুচবিহার।
৩। শ্রীযুক্ত রামরঞ্জন রায়—১৬।২নং শ্রীগোপাল মল্লিক লেন, কলিকাতা
৪। মিঃ এন ডি. মুখার্জ্জি—এম, এম, ওয়ার্কস দি মল, কানপুর।
৫। শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী জ্যোতিভূষণ—স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া
৬। শ্রী রাসবিহারী দাস অধিকারী, নবদ্বীপ।
৭। শ্রীবিরাজমোহন দে—মনমোহন প্রেস, নবাবপুর, ঢাকা।
৮। শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ গড়গড়ি বেড়াচাঁপা, ২৪ পরগণা।
শ্রীপঞ্চানন চট্টোপাধ্যায় এ, এম, এম. ধানবাদ

অন্যথা না ভজে কৃষ্ণ, দুষ্ট সঙ্গ করে। পুন সেইমত মায়া পাশে ডুবি মরে

আধুনিক বিচারক

(শ্রীপাদ রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিরত্ন)

অধুনা আমরা প্রত্যেকেই এক এক জন বিচারক। আমাদিগের সম্বল দেহ আর মন। মন দেহেন্দ্রিয়ের সাহায্যে পরিদৃশ্যমান জগতের দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও বেধবিশিষ্ট দ্রব্যের পরিমাপটা না হয় করিতে পারে; কিন্তু এই তৃতীয় মানের অতীত চতুর্থ পঞ্চম মানাদির অর্থাৎ তুরীয় রাজ্যের কোনও সীমানাতেও পৌঁছাইতে পারে না। দেহেন্দ্রিয়ের জ্ঞান-পটুতানুসারে বিভিন্ন রুচির অনুকূলে যে বিচার, তাহা জ্ঞানের আবরণে অজ্ঞান ও কুতর্কের আস্ফালন মাত্র। যেখানে একটু বিবাদ উপস্থিত, সেখানেই কামক্রোধাদি স্বয়ং সদস্যরূপে সাক্ষাৎ রূপে মূর্তিমান। অতএব লক্ষ্যশূন্য স্থানে অনুমানের অভ্যুত্থানে তথাকথিত দেহেন্দ্রিয়ের পুষ্টির বিচার অর্থাৎ চার্বাক নীতির অধ্যাপনা, অধ্যয়ন ও অনুসন্ধান আরম্ভ হয়। এমতাবস্থায়ই ধর্ম-জগতে অধর্মের স্রোত প্রবাহিত হইয়া মহা বিপ্লব বাধ উপস্থিত করিয়া থাকে। এই প্রবন্ধে তেমন কয়েকটী বিপ্রলম্ভবাদের সংক্ষিপ্ত তালিকার আলোচনা করাই উদ্দেশ্য; যাহা বর্ত্তমান জগতে তোমরা তোমরাগণেরও কৌতূহল বর্দ্ধন করিয়া থাকে।

১। কোন কোন বিচারক-সম্প্রদায় বলেন—ঈশ্বর নিরাকার, তাঁহার কোন আকার বা মূর্ত্তি নাই, অতএব তিনি শুধু শব্দ বা জ্যোতিঃ মাত্র।

২। কোন কোন বিচারক সম্প্রদায় বলেন—ঈশ্বর সাকার; চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র, বৃক্ষ, লতা, প্রস্তর প্রভৃতি স্থাবর, জঙ্গম, সবই ঈশ্বরের মূর্ত্তি; সুতরাং যে কোন একটী বস্তুর পূজাতেই ঈশ্বরের পূজা হয়, তদ্দ্বারাই ঈশ্বর পাওয়া যায়।

৩। কোন কোন বিচারক-সম্প্রদায় বলেন—মাতা পিতা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ইঁহারাই ঈশ্বর, ইঁহাদিগের সেবায় ঈশ্বর-সেবা হয়, সুতরাং মাতা পিতা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সেবাই মনুষ্য জাতির একমাত্র কৃত্য। অতএব মাতা পিতা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যদি অনীশ্বর সেবায় বিরত থাকিয়া ঈশ্বর সেবায়ই নিরত থাকেন, তাহা হইলে তাঁহাদের কথায় অনাদর করিবার কোনও উপযোগিতা নাই। তাহা হইলে শুধু মাতা পিতা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কেন, যে কোন ভক্তের সেবাই কৃত্য।

৪। কোন কোন বিচারক-সম্প্রদায় বলেন—ঈশ্বর বলিতে কোনও বস্তু নাই, উহা কেবল মানবের একটা আশ্বাসবাণী মাত্র। অর্থাৎ মানব জাতি যখন নিরাশ্রয় নিরুপায় হইয়া উদ্বেগাবস্থায় উপস্থিত হয়, তখন অসহায়ের সহায়-স্বরূপ একটী আশ্বাসবাণী দিয়া ঈশ্বরকে খাড়া করান হয়। তাহাতে চিত্তে বলের সঞ্চার হইয়া থাকে।

৫। কোন কোন বিচারক সম্প্রদায় বলেন—আত্মা বলিতে পৃথক্ কোনও বস্তু নাই। দেহ ও মনই সব। প্রাকৃত নিয়মানুসারে জন্মাদি ক্রিয়া ও দেহাদি বর্দ্ধন এবং শিক্ষার উচ্চাবচ হিসাবে মনের বিকাশ, চিন্তাশক্তির প্রাখর্য্য লাভ হয়। দেহনাশে সব নাশ হইয়া যায়, পুনর্জ্জন্ম পরজন্ম বলিয়া কোন কথা হইতে পারে না। এক জীবনেই সব শেষ।

৬। কোন কোন বিচারক সম্প্রদায় বলেন—স্বর্গ নাই, মোক্ষ নাই, সুখই স্বর্গ আর দুঃখই নরক। সুতরাং সময় সময় সুখের সহিত একটু দুঃখ মিশ্রিত থাকে বলিয়া কি সুখের আশা ছাড়িয়া দিতে হয়? ভূমিকম্পের ভয়ে কি দালানে বাস ছাড়িয়া দিতে হয়? খাওয়ার কিছুক্ষণ পরে ক্ষুধা হয় বলিয়া কি আর আহার করিতে নাই? (ইঁহাদিগের বিচারে যতদিন বাঁচিয়া থাকা যাইবে, ততদিন আহার বিহারে খুব মজা লুটিতে হইবে। অর্থাভাবে ঋণ করিয়াও ঘৃতাদি ভোজন করিতে হইবে এবং ঋণ গ্রস্ত হইয়া মরিলে, অর্থাৎ পরের অর্থে ঘৃতাদি ভক্ষণে স্থূলদেহটী নষ্ট হইলেও কোন ক্ষতি নাই। ঋণদায় মৃত্যুর পরেও ভোগ করিতে হয় কথাটা সংসারে শৃঙ্খলা রক্ষার একটা ভয়াক মাত্র। বর্ত্তমানে এই নীতিপুষ্ট লোকের অভাব নাই, কারণ ঋণ-ভয় অনেকের কুষ্ঠিতেই স্থান পায় নাই)।

৭। কেহ বলেন—মালা জপিয়া, ঠাকুর সেবা করিয়া বৃথা সময় নষ্ট করার চেয়ে চরকা কাটা, গরু রাখা, বস্তুনের গাছ, তুলার গাছকে যত্ন করা ঢের বেশী বড় কার্য্য, সুতরাং এরূপ দেশ ও সমাজ হিতকর কার্য্যে মনোনিবেশ না করিয়া মালাজপ ও ঠাকুর সেবা করিয়া অযথা তাকে প্রশ্রয় দেওয়া মাত্র। গাছতো ঠাকুরের, আবার পৃথক্ করিয়া ঠাকুর সেবার কি প্রয়োজন? এরূপ অলস ব্যক্তিগণের দ্বারা দেশে ও সমাজে নানা প্রকার অভাব অনটন আসিয়া উপস্থিত হয়।

৮। কেহ বলেন—সংযমই সকল রোগের মূল। আকাঙ্ক্ষা মনে উদিত হইলে, তাহা ভোগ করা উচিত। নতুবা প্রকৃতির নিয়মের বিরুদ্ধে বাধা প্রদান করিলে, মানসিক উদ্বেগ ও বিবিধ রোগোৎপত্তি হইয়া থাকে। ("অশনাচ্ছাদনাচ্ছন্নসুখস্য পুষ্টতা।" নীতির প্রধান সমর্থকগণই এই সকল গ্রাম্য কথা কপ্চাইয়া স্বীয় স্বীয় ইন্দ্রিয়-চাঞ্চল্যতার আমরণ ব্যস্ত থাকেন)।

৯। কোন কোন বিচারক-সম্প্রদায় বলেন—মালা, তিলক, শিখাই অনর্থের মূল। ইহা হিন্দু মুসলমান মিলনে বাধা প্রদান করে। সুতরাং মালা ছেঁড়, তিলক মোছ, টিকি কাট! একেবারেই সব এক দল হইয়া যাও। অর্থাৎ তাঁহারা বর্ণাশ্রম-বিচারকে একেবারেই উঠাইয়া দিতে চান। তাহা সম্পূর্ণ অসম্ভব। কোন লৌকিক বিচার দ্বারা বর্ণাশ্রমবিচার অনুল্লঙ্ঘ্য হইতে পারে না বলিয়া গুণকর্ম্ম বিভাগানুসারে দৈববর্ণাশ্রম বিচারকেও উল্লঙ্ঘন করিতে হইবে, ইহা নিতান্ত স্বেচ্ছাচারিতা, ইহাতে সমাজে বিশৃঙ্খলা অবশ্যম্ভাবী!

১০। কোন কোন বিচারক সম্প্রদায় বলেন—আহার বিহারে যথেচ্ছাচার চালাও! উপবীত ছিঁড়িয়া ফেলাও, সব জাতি এক জাতি হইয়া যাও! উপবীতকে স্বেচ্ছা পূর্ব্বক আহার বিহারে পরিবর্জ্জী হয়। শুধু তাহাই নহে, উপবীত অনেক সময় ছিঁড়িয়া যায় ও তাহারা অবশিষ্টে জল বসিয়া নানা প্রকার ব্যাধি সৃষ্টি করে। (এই শ্রেণীর বিচারকগণ এত অদূরদর্শী যে, কেবল উপবীত থাকিলেই যে আহার বিহারে সংযমী হওয়া যায় না, যাহাদিগের উপবীত নাই তাহারাও ব্যাধিগ্রস্ত হন, এ কথাটা ইঁহাদিগের আলোচনার বিষয় এ যাবৎ হয় নাই।

১১। কোন কোন বিচারক-সম্প্রদায় বলেন—চিরকালের প্রথানুসারে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ, আহার বিহার, ঠাকুর পূজা, গুরুকরণ প্রভৃতি করিলেই হিন্দুর সনাতনত্ব রক্ষিত হইয়া সমাজ শৃঙ্খলা বজায় থাকিবে ইঁহারা অন্য পূর্ব্বোক্ত বিচারক-সম্প্রদায়ের অনুপাতে বর্ত্তমান শিক্ষায় ততদূর অগ্রসর হন নাই, ইঁহাদিগের অধিকাংশই অশিক্ষিত বা অর্দ্ধ শিক্ষিত, সেজন্য প্রাচীন প্রথার অনুকরণে কয়েকটী মাত্র রেখা গতির বজায় রাখিতে পারেন। ইহ লোকের গায় গতির ফুরফুরে হাওয়া এখনও লাগে নাই বলিয়া, পারলৌকিক ভাবনায় ভাবান্বিত।

১২। কোন কোন বিচারক বলেন—সবই নারায়ণ, আমিও নারায়ণ, তুমিও নারায়ণ, মৎস্যও নারায়ণ, কুকুরও নারায়ণ, দরিদ্র নারায়ণ, দাতাও নারায়ণ, সুতরাং যে কোনও জীবের সেবা করিলেই, খাইতে, পরিতে, থাকিতে দিলেই নারায়ণ সন্তুষ্ট হন। তাহাতেই নারায়ণ সেবা হইয়া যায়।

১৩। কোন কোন বিচারক বলেন—হরি, রাম, কৃষ্ণ, রাম, নিতাই, গৌর, গোবিন্দ, নারায়ণ, শ্যাম প্রভৃতি ভগবন্নাম সহযোগে যে কোনও একটা ছড়া তৈয়ার করিয়া হারমোনিয়মাদির প্রাণারাম সুরে গাহিয়া, নাচিয়া কাঁদিয়া বড় দল পাকাইতে পারিলেই জগদুদ্ধার কার্য্য সমাধা করা যাইবে।

১৪। কোন কোন বিচারক সম্প্রদায় বলেন—কিছু মাটি খুঁড়িয়া কোন রাজরাজা বড়লোকের গৃহের ভগ্নাবশেষ বা কোন কূপ বা মসজিদের বা মাজারের ভগ্ন নিদর্শন কয়েক খানা ইট পাটকেল বাহির করিবার সহায়তা করিয়া যান। ধামনির্দেশ বাদ জমাইতে পারিলেও জীবন ধন্য হইবে।

১৫। কেহ বলেন, আমরা যে যাহাই করিয়া থাকি, তাহাই ভগবানের ইচ্ছায় জন্মাবলেগো। সুতরাং কাহাকেও কিছু বলিতে নাই। তুমিও চুপ, আমিও চুপ। বোবার কোন শত্রু নাই।

যাঁহারা ত্রিমানী অর্থাৎ তৃতীয়মানের অধ্যাপক ও অধ্যায়ী তাঁহাদিগের নিকট উল্লিখিত বিচার প্রণালীর আপাততঃ সুপ্রণালীরূপে যথেষ্ট আদর পাইলেও তুরীয় বিশুদ্ধ জ্ঞানবিশিষ্ট প্রদীপ্তজীব নিকট কাণা কড়ির ন্যায় অগ্রাহ্য। তাঁহারা অনর্থের প্রশ্রয় প্রদান করেন না।

যাঁহারা চতুর্থ বা পঞ্চম মানে উন্নীত হওয়ার চেষ্টার পরিবর্ত্তেই অধঃমন প্রচেষ্টার তৃতীয় মানের অতৈতন্য বিশ্ববিচার পরিহার পূর্ব্বক চতুর্থ পঞ্চমাদি মানের নিষ্কপট চৈতন্যবাদী পণ্ডিত অধ্যাপকমণ্ডলীর নিকট শিক্ষা গ্রহণ করিবেন, তাঁহারাই জানিবেন, তথাকথিত বিচারপ্রণালী আবর্জ্জনা-পূর্ণ হইয়া অবরুদ্ধ থাকায় বর্দ্ধমান শাখায় নিরুদ্ধ। আর শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের বিচার-প্রণালী সুসিদ্ধান্ত-প্রবাহে সুনিয়ন্ত্রিত থাকায় একমাত্র সেই পথপ্রদর্শী বা আলোকে পৌঁছাইয়া দিবার সুপ্রণালী।

ইহা আশ্চর্য্য অবাক হইলেও শ্রীচৈতন্যচন্দ্র বিশ্বাগারে শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের চরিতামৃত প্রকাশ করিয়া থাকেন। ইহা গল্প গুজব নহে, ভাবপ্রবণ ধোকা দেওয়ার অভিপ্রায় নহে, ইহা নিত্য সত্য কথা, নিষ্কপট-পুরুষ গৌর কথা, যাহা শ্রীগুরুদেব নিরন্তর কীর্ত্তন করিয়া জগজ্জীবের অজ্ঞান তমো নিরাকরণে প্রত্যেকটী জীবকে খুঁজিয়া বাহির করত উদ্ধার করিতেছেন। ইহা বর্ত্তমান বিচারক-সম্প্রদায়ের চিন্তনীয় বিষয় না হইলেও সমদ্রষ্টারা শুধু এই চিন্তার জন্য অযথা ব্যাকুল হইবেন, নতুবা শান্তি তাহা স্থাপিত হইবে না!

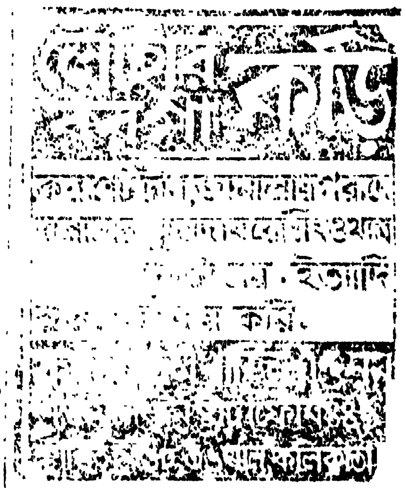

নীলাম ইস্তাহার

জেলা নদীয়া মোকাম কৃষ্ণনগর

দ্বিতীয় মুন্সেফ আদালত

নীলামের দিন ৮ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৩০

(৪১)

১৫১৮ খাজানারী ২৯ দাবী ১২[illegible]

ডিঃ শ্রীঈশানচন্দ্র কুণ্ডু মোং কাছারী মধুপুর থানা চাপড়া

দেঃ শ্রীফটিক মণ্ডল সাং মধুপুর, থানা চাপড়া

জেলা নদীয়া থানা চাপড়া ৪৬নং মৌজা মধুপুর গ্রামে ১০নং খতিয়ানভুক্ত ১০ শতক ভটাদী বার্ষিক খাজনা ৪৴৩ পঙা মূল্য আঃ ৭৲ টাকা।

(৪২০)

১৫২২ খাজানারী ২৯ দাবী ৩১৸/০

ডিঃ শ্রীঈশানচন্দ্র কুণ্ডু মোং কাছারী মধুপুর, থানা চাপড়া

দেঃ শ্রীকাসেম কালেমানা— সাং হাটখোলা থানা চাপড়া

জেলা নদীয়া থানা চাপড়া ৪৬নং মধুপুর মৌজায় ২৭নং খতিয়ানভুক্ত ১৩৩ একর জমির অংশ ৫৲০, মূল্য সায় আকর আন্দাজ আঃ ১০৲

(৮৩)

১৫২৩ খাজানারী ২৯ দাবী ২১/০

ডিঃ শ্রীঈশানচন্দ্র কুণ্ডু মোং কাছারী মধুপুর থানা চাপড়া

দেঃ শ্রীআব্দুল শেখ সাং হাটখোলা থানা চাপড়া

জেলা নদীয়া থানা চাপড়া ৪৬নং মধুপুর মৌজায় ১১৭নং খতিয়ানভুক্ত ১৵০ জমার ৫৬ শতক ভটবন্দী জমির মূল্য আঃ ৪৲ টাকা

নানা কথা

বিমান কথা

শ্যামদেশ হইতে যে উড়োজাহাজ ভারতে আসিয়া এলাহাবাদের নিকট ভাঙ্গিয়া যায়, তাহার আরোহিদ্বয় রেঙ্গুনে পৌছিয়াছে। শীঘ্র শ্যাম হইতে উড়োজাহাজ আসিয়া তাহাদিগকে লইয়া যাইবে।

অভ্যর্থনা

যে সমস্ত প্রতিনিধি ভিন্ন ভিন্ন দেশ হইতে বিলাতের নৌ বৈঠকে আসিয়াছেন, তাঁহাদিগকে বৃটিশ রাজ স্বয়ং গত সোমবারে অভ্যর্থনা করিয়াছেন এবং তাঁহাদের সহিত আলাপ করিয়াছেন।

বার্লিনে অশান্তি

বার্লিনে কমিউনিষ্টদের সহিত ফ্যাসিষ্টদের এবং পুলিশের প্রায় প্রত্যহ বিরাট সঙ্ঘর্ষ চলিতেছিল। এই কারণে এক শত লোককে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে দুইজন রিকস্‌ট্যাগ অর্থাৎ জার্মানীর শাসনসভার সদস্য। প্রাসিয়াদেশে প্রকাশ্য সভাসমিতির অধিবেশন বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

দাঙ্গা

তমলুকের ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে এক দাঙ্গা মামলা চলিতেছে। আসামীর সংখ্যা ১৯। তমলুকের চরে, রূপনারায়ণ নদীর গতির পরিবর্তন জন্য অনেক নূতন জমি হইয়াছে। ঐ সমস্ত জমি শাসমলদের প্রজারা কয় বৎসর যাবৎ দখল করিয়া আসিতেছে বলিয়া প্রকাশ। আসামীগণ অস্ত্র-শস্ত্র লইয়া ঐ জমি বল পূর্ব্বক দখল করিবার অভিপ্রায়ে ফসল কাটিতে গিয়াছিল। এই সংবাদ পাইয়া মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট স্বয়ং সশস্ত্র পুলিশ লইয়া দাঙ্গাকারীদিগকে তাড়াইয়া দেন এবং কয়েক জনকে গ্রেপ্তার করেন। এই মোকদ্দমা লইয়া ঐ অঞ্চলে সাড়া পড়িয়া গিয়াছে।

স্ত্রী-হত্যা

মগরা হাটের আমেদ ফকিরের সহিত তাহার স্ত্রীর সদ্ভাব ছিল না। একদিন সে তাহার স্ত্রীকে পান তৈয়ারি করিয়া দিতে বলে। পান তৈয়ারি করিতে কিছু বিলম্ব হওয়ায় আমেদ নিষ্ঠুর ভাবে স্ত্রীকে মারিতে থাকে। তাহাতেই তাহার স্ত্রী তৎক্ষণাৎ মারা যায়। আমেদ তাহার স্ত্রীর মুখে কিছু আফিম পুরিয়া প্রচার করে যে, তাহার স্ত্রী আত্মহত্যা করিয়াছে। পুলিশের সন্দেহ হওয়ায় লাস পরীক্ষার জন্য চালান দেয়। ডাক্তার পরীক্ষা করিয়া প্রকাশ করেন যে বিষপানে মৃত্যু হয় নাই। মারধরের ফলে স্ত্রীলোকটী মারা গিয়াছে।

আলিপুরে আমেদের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা চলিতেছে। সে নিজেকে নির্দ্দোষ বলে।

মিথ্যা খুনের মামলা

পাটনা হাইকোর্টে গবর্ণমেণ্ট এডভোকেট এক দরখাস্ত পেশ করেন যে, দারোগা দ্বারকানাথ বসু ও অপর তিনজন মিথ্যা খুনের মামলা উপস্থিত করার জন্য ফৌজদারি সোপর্দ্দ হউক।

প্রধান বিচারপতি আসামিগণকে সঙ্গে সঙ্গে গ্রেপ্তার করিয়া হাইকোর্টে হাজির করিবার আদেশ দিয়াছেন।

কংগ্রেস ইস্তাহার

কংগ্রেসের প্রেসিডেণ্ট পণ্ডিত জহরলাল নেহরু এক বর্ণনা-পত্র বাহির করিয়াছেন। ইহা কার্য্যকরী সমিতির পক্ষ হইতে পূর্ণস্বরাজ দিবস আগামী ২৬শে জানুয়ারী তারিখে সমগ্র ভারতে সভাসমিতিতে গ্রহণ করিবার জন্য উদ্দিষ্ট।

বর্ণনা পত্রের সারম এই,—

ভারতীয়গণের, অন্যান্য জাতির ন্যায় স্বাধীনতা, স্বকীয় পরিশ্রমের ফল এবং জীবনধারণের অত্যাবশ্যক দ্রব্য সমূহ উপভোগ করিয়া সমৃদ্ধি লাভ করিবার অধিকার আছে। যদি শাসক-সম্প্রদায় এই সমস্ত অধিকার হইতে প্রজাকে বঞ্চিত করিয়া তাহাদের উপর অত্যাচার করে, তাহা হইলে প্রজাগণ ঐ শাসনতন্ত্র পরিবর্ত্তিত বা উচ্ছেদ করিতে পারে। বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট ঐরূপ কার্য্য করায় ভারত নিশ্চয়ই ইংরাজদের সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া পূর্ণ স্বরাজ অর্থাৎ স্বাধীনতা লাভ করিবে। অর্থনৈতিক হিসাবে ভারত ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে। লোকের গড়পড়তা দৈনিক আয় সাত পয়সা। রাজকর অতিরিক্ত দিতে হয়। কুটীর শিল্প ধ্বংস হওয়ায় লোকে বৎসরে অন্ততঃ চার মাস বসিয়া থাকে। আমদানি ও রপ্তানীর উপর শুল্ক এরূপ ভাবে করা হইয়াছে, যাহাতে ভারতীয় কৃষকের উপর অতিরিক্ত করভার পড়ে এবং বিলাতি মালের আমদানি বেশী হয়। মুদ্রা বিনিময়ের ফলে অর্থের স্রোত বিলাতে চলিয়া যাইতেছে। ভারতের রাজনৈতিক দুর্দ্দশা ইংরাজের আমলে যেমন হইয়াছে তেমন কখনও হয় নাই। বিদ্যাচর্চ্চার পদ্ধতি ভারতীয়কে দাস-ভাবাপন্ন করিয়া নিরস্ত্রীকরণের ফলে ভারতবাসী মনুষ্যত্ব হারাইয়াছে এবং বিদেশীয় সৈন্য ভারতকে ইংরাজের অধীনে রাখার জন্য স্থাপিত করার ফলে আমরা মনে করিতে শিখিয়াছি যে আমরা বিদেশীয়ের আক্রমণ হইতে—এমনকি, চোর ডাকাতের হস্ত হইতে আমাদিগকে রক্ষা করিতে অসমর্থ। অহিংস নীতিতে আমরা সহজে স্বাধীনতা লাভ করিতে পারিব না। এইজন্যই সরকারকে টেক্স দেওয়া বন্ধ করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে।

ভাওয়ালে ভীষণ আপত্তি

কোর্টঅব্ ওয়ার্ডস্ কর্ত্তৃক ভাওয়াল প্রজাদের বিরুদ্ধ সার্টিফিকেট জারি সম্পর্কে প্রায় আট শত ভাওয়াল প্রজা ঢাকার সার্টিফিকেট অফিসার মিঃ এস. সি ঘোষের এজলাসে আপত্তি-নামা দাখিল করিয়াছে। তাহারা জানাইয়াছে যে তাহারা কুমার রমেন্দ্র নারায়ণকে খাজনা দিয়াছে। তিনি জীবিত, সুতরাং স্বাধী-[illegible] খাজনা পাইতে পারেন এবং যে কর্ম্মচারী সার্টিফিকেট জারির আদেশ দিয়াছেন, তাঁহার সার্টিফিকেট জারির আদেশ দিবার ক্ষমতা নাই। তিনি বেআইনী ভাবে কার্য্য করিয়াছেন।

প্রজাদের পক্ষে মিঃ বি, সি, চ্যাটার্জ্জি ব্যারিষ্টার বলেন "কোর্ট অবওয়ার্ডস্ যদি কোন প্রজাদের পক্ষে খাজনা দাবী করে, তবে প্রজারা খাজনা দিতে বাধ্য নয়। এমন বেআইনী কার্য্য চলিতেছে যাহাতে প্রজার উপর অত্যাচার বলা যাইতে পারে। দৃষ্টান্ত;—১। কোর্ট অবওয়ার্ড্‌সের ম্যানেজার—প্রজাদের ক্ষেতের শস্য ক্রোক করিবার জন্য প্রার্থনা করায়—তাহাদের শস্য বাছুর নীলাম করা হইয়াছে।

২. ম্যানেজার মিঃ মার্টিনের স্বাক্ষর যুক্ত নোটীশ দ্বারা ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্টগণকে লক্ষ্য রাখিতে বলা হইয়াছে যাহাতে প্রজারা কুমারকে খাজনা না দেয়।

সমস্যা

মধ্য প্রদেশের অস্থায়ী লাট পূর্ব্বে ঐ প্রদেশের এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের সদস্য ছিলেন, এখনও আছেন এবং তিনিই লীডার অব দি হাউস। তিনি মন্তব্য করিয়াছেন যে, তিনি কাউন্সিলে বসিবেন না। ফলে, শাসন সম্বন্ধীয় এবং আইনপ্রণয়ন সম্বন্ধীয় বিষয়ের প্রশ্নের উত্তর দিবার সময় তাঁহার না থাকায় সভার অসুবিধা। কাউন্সিল, তাঁহার এরূপ ব্যবহার অভদ্রতা-সূচক মনে করিয়া দুঃখপ্রকাশ করিয়াছেন।

জনৈক সদস্য মিঃ [illegible] প্রশ্ন করিয়াছেন "মিঃ [illegible] এখনও কাউন্সিলের সদস্য কিনা, যদি তিনি সদস্য হন, তাহা হইলে তিনি সভায় উপস্থিত থাকিবেন কিনা।" উত্তরে বলা হয় যে গবর্ণর আইন সভার সভ্য নহেন। প্রত্যুত্তরে তিনি বলেন যে, "একথা কেবলমাত্র রাজার দ্বারা নিযুক্ত গবর্ণরের সম্বন্ধে খাটে।" সমস্যার মীমাংসা জানিবার জন্য অনেকে উৎসুক।

ইরাক ও নেজদ

ইরাক এবং নেজদের রাজা এক বৈঠকে স্থির করিবেন কিরূপে সীমান্তে আক্রমণ লুণ্ঠন, হত্যা প্রভৃতি বন্ধ হয়। এই সমস্ত সম্প্রতি এত বৃদ্ধি পাইয়াছে যে, এই দুই দেশের মধ্যে বন্ধুত্ব প্রায় অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে।"

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

৯ই মাঘ বৃহস্পতিবার—১৩৩৬

শ্রেয়ঃ কথা

শাস্ত্র তাঁহাকেই পণ্ডিত বলেন, যিনি নিত্যানিত্য-বিবেকবান্ হইয়া অনিত্যসঙ্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিত্যসঙ্গ স্বীকারে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ। কৃষ্ণ ও কার্ষ্ণই নিত্যবস্তু, কৃষ্ণ-কার্ষ্ণজ্ঞানের অভাবই অনিত্যের বিজ্ঞাপক। কৃষ্ণকার্ষ্ণে ভক্তি-শূন্য ব্যক্তি জগতে যতই না কেন বিদ্বান্, বুদ্ধিমান্, বিচক্ষণ, পণ্ডিত প্রভৃতি বলিয়া পরিচিত হন, তাঁহার সেই সকল বিশেষণ নির্ব্বিশেষবস্তুকেই উদ্দেশ করে বলিয়া ভক্তগণ তাঁহাকে আত্মঘাতী বলিয়া থাকেন। শ্রীভগবানকে চিদিন্দ্রিয়-বিশিষ্ট জানিয়া তাঁহার সেই চিদিন্দ্রিয়ের তোষণ-কার্য্যই জীবচৈতন্যের চেতন-পরিচয়; অকিঞ্চন জীব সব তুল্য। তিনি জগতে উত্তম কর্ম্মী বা জ্ঞানী প্রভৃতি বলিয়া প্রতিষ্ঠা পাইলেও তাঁহার যে কর্ম্ম বা জ্ঞানাদি কৃষ্ণ-প্রীতির অপেক্ষা করে নাই, তাহা নিতান্তই হেয়, অনুপাদেয়।

যুক্তিবাদিগণ এই সকল কথার যুক্তি [illegible] পূর্ণ পৃথক তর্কে প্রবৃত্ত হইয়া ক্রমশঃ নাস্তিক্যকেই বহুমানন করেন। যেহেতু শ্রীভগবান্ যুক্তি তর্কের অতীত বস্তু বিধায় তাঁহাদের অক্ষেন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত হইতেছেন না, সেহেতু তিনি একজন থাকুন আর না থাকুন, তাহাতে আমাদের আসিয়া যায় কি ইত্যাকার একটী ধারণা তাঁহাদের প্রবল হয়, তাহাতে কেবল শারীর ও মানস-চর্চ্চাই তাঁহাদের একমাত্র কর্ত্তব্য বলিয়া জ্ঞান হয়। শ্রীভগবান্ জীবকে যে তাঁহারই নিজ অংশ সনাতনী পরা প্রকৃতি বলিয়াছেন, সেই ভগবচ্ছক্তির ভগবানের প্রতি যে কোন কর্ত্তব্য নাই, ইহাই নাস্তিকের অভিব্যক্তি। জগতের প্রায় সকলেই আজ এই নাস্তিক্য-কলরবে ভরপুর। স্বেন্দ্রিয়-তোষণ-কার্য্যে বিন্দুমাত্র অবহেলা সহ্য করিয়া উঠিতে না পারিয়া কেহ বা প্রকাশ্যেই 'ভগবান্ নাই' বলিয়া মনকে প্রবোধ দিতেছে, কেহ বা 'আমার ইন্দ্রিয় ভোগের অনুকূল হইলে ভগবানকে স্বীকার করিতে বাধা কি?' ভাবিয়া আস্তিকাভিমান স্বীকার করিয়াও কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তোষণ-কল্পে আদৌ চেষ্টাপর না হওয়ায় তাহার কে আস্তিক্য নাস্তিকতারই নামান্তর হইতেছে মাত্র। এইরূপ আস্তিকম্মন্য দলের কেহ বা কৃষ্ণেতর বিষয়াভিলাষরূপ কাম দ্বারা হৃতজ্ঞান হইয়া আশু-ফলভোগ-কামনায় বহ্বীশ্বর বাদাশ্রয়ে নানা দেবোপাসক হয়, কেহ বা ফলভোগের নশ্বরত্ব উপলব্ধি করিয়া একেশ্বর-বাদী হইয়াও অবিদ্বৎপ্রতীতি-প্রাবল্যে অচিৎ নিরসন করিতে করিতে একেবারে ভগবানের চিন্ময় সত্তাকেও নিরসন করিয়া বসে এবং তাঁহাকে একটী নিরাকার নির্ব্বিশেষ তত্ত্ব কল্পনা করিয়া তাঁহার সহিত মিলিয়া যাইবার বা নিজেই ভগবান্ হইয়া যাইবার দুষ্ট স্পর্দ্ধা করে। তাহাতে যে সে ভগবানকে কাহারই একটী মনগড়া বস্তু করিতে গিয়া, যে পৌত্তলিকতাকে সে নিরসন করিতে যাইতেছে পুনরায় যে সেই পৌত্তলিকতায়ই সে হইয়া পড়িতেছে, ইহা তাহার ধারণায় একেবারেই আসে না। "শ্রীভগবানের সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহকে মায়িক বলিতে পারিলে আমার আত্মেন্দ্রিয়তর্পণের খুব সুবিধা হইয়া যায়, সেব্যসেবক-সম্বন্ধ থাকিলেই ত' একটা সেবানুকূল্যের বন্ধন পড়িয়া যায়, তাহাই যদি না থাকিল, তখন আমার স্বেচ্ছাচারিতায় আর বাধা দেয় কে?" ইত্যাকার জ্ঞানে তাহার মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়া যায়, সে কখনও বা নিজেকে ভগবান্ বুদ্ধিতে অবাধে স্ত্রীসঙ্গাদি দ্বারা বিষয় ভোগে প্রবৃত্ত হয়, কখনও তাহা ত্যাগ করিয়া নির্ব্বিশেষ ধ্যানের নামে অলস হইয়া কাল যাপন করে এবং পরিণামে স্থাবরত্ব লাভ করে। ইহারা শাস্ত্র পাঠ করিয়া অভিমান করিলেও আরোহবাদাশ্রয়ে শাস্ত্রার্থ বুঝিতে গিয়া এইরূপ মধুপুষ্পিত বাক্যবিতানে জড়িত হইয়া নিতান্ত মূর্খ হইয়া পড়ে। অবরোহ-পন্থাশ্রয়ে সচ্চিদানন্দবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের চিদ্বিলাস-সেবায় প্রবৃত্ত হইলেই জীবের মূর্খত্ব অপসারিত হইয়া যায়, আত্মেন্দ্রিয় দ্বারা কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণই জীবের প্রকৃত পাণ্ডিত্য।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কুব্জার অভীষ্টবাঞ্ছা পূর্ণ করিয়া অক্রূরকে হস্তিনাপুরে পাঠাইবার ইচ্ছায় শ্রীবলদেবের সহিত তাঁহার গৃহে উপস্থিত হইলে অক্রূর তাঁহাদিগকে বন্দনা করিতে করিতে স্তব করিতেছেন—

"কঃ পণ্ডিতস্ত্বদপরং শরণং সমীয়া-
দ্ভক্তপ্রিয়াদৃতগিরঃ সুহৃদঃ কৃতজ্ঞাৎ।
সর্ব্বান্ দদাতি সুহৃদো ভজতোঽভিকামা-
নাত্মানমপ্যুপচয়াপচয়ৌ ন যস্য॥
(ভাঃ ১০।৪৮।২৬)

—হে ভগবন্, আপনি ভক্তপ্রিয়, সত্যবাক্, সুহৃদ্ অর্থাৎ হিতকারী এবং কৃতজ্ঞ; অতএব কোন্ পণ্ডিত জন আপনাকে ত্যাগ করিয়া অন্য দেবতাকে আশ্রয় করে? কোন কালে কোন ভক্ত আপনার যৎকিঞ্চিৎ ভজন করিলেও আপনি হৃদ্বিনিময়ে তাঁহাকে যাবতীয় বিষয় প্রদান করেন, ভক্ত কখন আপনার কি করিয়াছেন বা না করিয়াছেন ভুলিয়া গেলেও আপনি তাহা বিস্মৃত হন না। ভক্ত-প্রেমের প্রতিদান করেন, কেবল তাঁহাদের আপনি তুষ্ট হন না, অপচয় উপচয় অর্থাৎ হ্রাস বৃদ্ধি শূন্য আপনাকেই আপনি দান করিয়া থাকেন। অর্থাৎ কোটি কোটি ব্রহ্মাদি দেবগণ কর্ত্তৃক উপাসিত হইয়াও আপনার বৃদ্ধি হয় না ও আপনাকে ভক্ত-সমীপে প্রদান করিলেও আপনার কিছু হ্রাস হয় না, যেহেতু আপনি অচিন্ত্যশক্তিসম্পন্ন।

ভক্তবৎসল, কৃতজ্ঞ, সমর্থ, বদান্য।
হেন কৃষ্ণ ছাড়ি' পণ্ডিত নাহি ভজে অন্য॥

পণ্ডিত কৃষ্ণভক্ত কৃষ্ণকে ভক্তবৎসল-রূপে দেখিতে পান; অভক্ত কৃষ্ণবহির্ম্মুখতা-বশতঃ কৃষ্ণকে তাহার ইন্দ্রিয়তর্পণ করিতে তৎপর না দেখিয়া তাঁহাকে নির্দ্দয়, নিষ্ঠুর, অকরুণ, অবিবেচক প্রভৃতি বলে, কিন্তু ভক্ত তাঁহার স্বেন্দ্রিয়তর্পণের বিন্দুমাত্র ইচ্ছা হৃদয়ে পোষণ না করিয়াও কৃষ্ণকৃপার উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিয়া থাকেন। ধন, জন, পাণ্ডিত্যাদির সংযোগ বা বিয়োগ উভয়াবস্থাকেই কৃষ্ণানুকম্পা জ্ঞানে তুষ্ট থাকেন। ধনাদি থাকিলে তদ্দ্বারা কৃষ্ণ-সেবা করেন, না থাকিলেও অভাবগ্রস্ত বলিয়া ক্ষুব্ধ হন না, আবার ধনজনাদির অভাবও তাঁহার কিছু হয় না। কৃষ্ণেচ্ছার প্রতি সম্পূর্ণ নির্ভরতা থাকায় সর্ব্বাবস্থাতেই তিনি কৃষ্ণবাৎসল্য উপলব্ধি করেন। কৃষ্ণপ্রীতিই ভক্তের যথাসর্ব্বস্ব।

অলব্ধে বা বিনষ্টে বা ভক্ষ্যাচ্ছাদনসাধনে।
অবিক্লবমতির্ভূত্বা হরিমেব ধিয়া স্মরেৎ॥
শোকামর্ষাদিভির্ভাবৈরাক্রান্তং যস্য মানসম্।
কথং তস্য মুকুন্দস্য স্ফূর্ত্তিঃ সম্ভাবনা ভবেৎ॥
(ভঃরঃসিঃ পূঃবিঃ ২৫২-৫৩ পাদ্ম বাক্য)

—শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-কৃত অনুবাদ, যথা,—

"ভক্ষ্য আচ্ছাদন যদি সহজে না পায়।
অথবা পাইয়া কোন গতিকে হারায়॥
নামাশ্রিত-ভক্ত অবিক্লব মতি হঞা।
গোবিন্দ-শরণ লয় আসক্তি ছাড়িয়া॥"
পুত্রকলত্রের শোক, ক্রোধ, অভিমান
যে হৃদয়ে তাহে কৃষ্ণ স্ফূর্ত্তি নাহি পান

ভক্ত শ্রীভগবানকে ভজনা করিয়া তাহার প্রতিদান স্বরূপ নিজেন্দ্রিয়তর্পণার্থে কিছু চাহেন না, পরন্তু কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণই বা কৃষ্ণপ্রেমই তাঁহার একমাত্র বাঞ্ছিত বিষয়। ভক্তবাঞ্ছা পূর্ণকারী কৃষ্ণ, ভক্তকে সেই প্রেমধন প্রদান করিয়া ভক্ত-সমীপে তাঁহার কৃতজ্ঞতার পূর্ণ পরিচয় দিয়া থাকেন। যাঁহারা কৃষ্ণসেবার প্রতিদান স্বরূপ ভুক্তি, মুক্তি ও সিদ্ধিবাঞ্ছা আকাঙ্ক্ষা করেন, তাঁহাদিগকেও কৃষ্ণ তত্তৎফল প্রদান করিলেও তাহা কৃষ্ণের সাক্ষাৎ কৃপা নহে। যে যাহা চায়, কৃষ্ণ তাহাকে তাহাই দিয়া থাকেন।

কৃষ্ণ যদি ছুটে ভক্তে ভুক্তি মুক্তি দিয়া।
ভক্তিধন কভু না দেন রাখেন লুকাইয়া॥

ভক্তিধনের উপাদেয়ত্ব যাঁহারা জানেন না, তাঁহারা ভুক্তি মুক্তি রূপ বঞ্চনাই লাভ করিয়া থাকেন। ভুক্তি অর্থাৎ ফলভোগ-কামী হইয়া পুনঃ পুনঃ সংসার লাভ হয়, আর মুক্তি অর্থাৎ ব্রহ্ম-সাযুজ্য প্রার্থী হইয়া জীবের আত্মবিনাশই লাভ হইয়া থাকে। কৃষ্ণভক্তি ব্যতীত অন্যাভিলাষীর কামনার কিছুতেই শান্তি নাই বলিয়া সে তাহার প্রার্থিত বিষয় পাইয়াও কৃষ্ণকে কৃতজ্ঞ বলিতে পারে না। এক প্রার্থনা পূর্ণ হইতে না হইতে, অন্য প্রার্থনা আসিয়া তাহার হৃদয় অধিকার করে, সুতরাং সে কৃষ্ণের কোন ব্যবস্থাতেই সন্তুষ্ট হয় না। শ্রীভগবানের "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ," "মন্মনা ভব মদ্ভক্তো...মামেবৈষ্যসি..." ইত্যাদি বাক্য না শুনিয়া যাহারা বুভুক্ষা বা মুমুক্ষাকেই বরণ করে, কৃষ্ণ তাহাদিগকে তাহাই দিয়া তাহার নিরর্থকতা বুঝিবার অবসর দেন। মূর্খেরা হাতে কলমে শিক্ষা না পাইলে তাহা হইতে নিবৃত্ত হইতে চাহে না। অজ্ঞ অবোধ বালক প্রদীপ ধরিতে গিয়া যখন তাপ অনুভব করে, তখনই তাহা নিরর্থক কষ্টদায়ক জ্ঞানে ছাড়িয়া দেয়, তৎপূর্ব্বে তাহা পাইবার প্রবল লালসা তাহার কিছুতেই যাইতে চাহে না। সেইরূপ যাহারা শ্রীভগবান্ ও তদাশ্রিত সাধু-শাস্ত্র-বাক্য শ্রবণ করিয়া ভুক্তি ও মুক্তি বাসনার নিরর্থকতা বিশ্বাস করিয়া উঠিতে পারে না, তাঁহাদের অবাধ্য হইয়া তাহাই পাইবার জন্য জেদ করে, সেই সকল হতভাগ্যেরা তাহাই লাভ করিয়া জন্মজন্মান্তর পরে তাহার হেয়ত্ব বুঝিতে পারিয়া পুনরায় ভক্তি-পথের পথিক হয়। পণ্ডিতেরা সাধু-শাস্ত্র-বাক্য বুঝিতে পারিয়া পূর্ব্ব হইতেই কৃষ্ণেতর বিষয়াভিলাষ পরিত্যাগ করিয়া কৃষ্ণার্থে অখিল-চেষ্ট হন ও তৎপ্রতিফল-স্বরূপ তাঁহাদের শুদ্ধ হৃদয়ে নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণ-প্রেমের স্ফূর্ত্তি অনুভব করিয়া কৃষ্ণকে কৃতজ্ঞ অর্থাৎ ভক্তপ্রেম-প্রতিদানকারী রূপে উপলব্ধি করেন।

কামদ্বারা হৃতজ্ঞান-অন্য দেবোপাসকগণ, কৃষ্ণ যে তদেকশরণ ভক্তের বর্ণ এবং আশ্রম-ধর্ম্ম ত্যাগ-জনিত বা দেবতা, ঋষি, অন্য প্রাণী, আত্মীয় স্বজন, মনুষ্য ও পিতৃগণের প্রতি কর্ত্তব্য অকরণ-জন্য তাঁহাকে নিখিল পাপ হইতে মুক্ত করিতে পারেন, পাপ পুণ্যের বন্ধ হইতে নিষ্কৃতি প্রদান করিয়া তাঁহার শ্রীচরণামৃত দিতে পারেন, শরণাগতের মাতা পিতা পুত্র কলত্রাদির শরীর পোষণ-ভার বহন করিতে পারেন, তাঁহার কথা দূরে থাকুক, তাঁহার অংশাংশাংশ অবতারগণই যে নিখিল বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের ভার হরণ করিতে পারেন, তিনি যে তাঁহার ভক্তগণকে সর্ব্বানর্থ হইতে রক্ষা

করিতে সমর্থ, তাঁহার কৃপাই যে সর্ব্বাপেক্ষা বলিষ্ঠ, জগতের কোন বস্তু যে তাঁহার বলের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে সমর্থ নহে, তিনি যে সম্পূর্ণরূপে মায়াধীশ ভগবান্, তাঁহা কর্তৃক প্রদত্ত শক্তিবলে পাইয়াই যে ব্রহ্মাদি দেবগণ সামর্থ্যবান্, সূর্য্য, অগ্নি, চন্দ্র, বায়ু, বরুণাদি দেবতাবৃন্দ যে তাঁহার আজ্ঞাকারী ভৃত্য মাত্র,—"একলে ঈশ্বর কৃষ্ণ, আর সব ভৃত্য। যারে যৈছে নাচায়, সে তৈছে করে নৃত্য॥"—এসকল কথা ধারণা করিতে উঠিতে পারে না

স্বয়ং ব্রহ্মা গোপাল এক সময়ে শ্রীকৃষ্ণকে মায়াধীন জ্ঞান করিয়া ভ্রম প্রদর্শনের লীলা দ্বারা কৃষ্ণ সামর্থ্য সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন—

অথাপি তে দেব পদাম্বুজদ্বয়-
প্রসাদ-লেশানুগৃহীত এব হি।
জানাতি তত্ত্বং ভগবন্মহিম্নো
ন চান্য একোঽপি চিরং বিচিন্বন্॥

—(ভাঃ ১০।১৪।২৯)

অর্থাৎ শ্রীভগবৎকৃপানুগৃহীত ব্যক্তিই ভগবন্মহিমা জানিতে সমর্থ, অন্যে চিরকাল শাস্ত্র বিচার করিয়াও তাহা জানিতে পারে না।

অনুমান প্রমাণ নহে ঈশ্বর তত্ত্ব জ্ঞানে।
কৃপা বিনা ঈশ্বরেরে কেহ নাহি জানে॥
পাণ্ডিত্যাদ্যে ঈশ্বর-তত্ত্ব কভু জ্ঞান নহে।

—(চৈঃ চঃ ম ৬।৮২, ৮৭)

কৃষ্ণ-কৃপাই সর্ব্বাপেক্ষা বলিষ্ঠ জানিয়া কৃষ্ণকেই সর্ব্বাপেক্ষা সামর্থ্যবান্ জানিতে পারিলে আর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফলকামী হইয়া দেবতান্তরের উপাসনায় প্রবৃত্ত হইতে হয় না। কৃষ্ণভক্তদের নিকট ভুক্তি-মুক্তিফল কত তুচ্ছ, ইহা বুঝিতে চেষ্টা করিলেই জীব কৃষ্ণভজনারূঢ় হইয়া পড়েন, কৃষ্ণে ভক্তি করিলেই সর্ব্বার্থসিদ্ধ হয় এইরূপ সুদৃঢ় বিশ্বাস হইতে জীবের কৃষ্ণভক্ত সাধুসঙ্গ-প্রভাবে লাভ হয় এবং এইরূপ দৃঢ় মত ভজন করিতে করিতে কৃষ্ণপাদপদ্ম লাভ করিতে পারেন। নতুবা 'সব ছাড়িয়া কৃষ্ণভজন করিতে আসিলে কৃষ্ণ কি আমাকে সম্পূর্ণরূপে রক্ষা করিতে সমর্থ হইবেন?'— এ প্রকার সংশয় আসিয়া জীবকে বিনাশের পথে লইয়া যায়। কৃষ্ণভজনকারীকে শ্রীভগবান্ সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করিয়া থাকেন, কৃষ্ণের যে সামর্থ্য আছে, ভক্তই তাহা বিশ্বাস করিতে সমর্থ।

কৃষ্ণ, ভক্তবৎসলা-হেতু আপনাকে পর্য্যন্ত বিলাইয়া দেন, ইহা অপেক্ষা তাঁহার বড় পরিচয় আর কি থাকিতে পারে?

তুলসীদলমাত্রেণ জলস্য চুলুকেন বা।
বিক্রীণীতে স্বমাত্মানং ভক্তেভ্যো ভক্ত-
বৎসলঃ॥

এই শ্লোকার্থ আচার্য্য করেন চিন্তন।
কৃষ্ণকে তুলসীজল দেয় যেই জন।

তার ঋণ শোধিতে কৃষ্ণ করেন চিন্তন।
জল তুলসীর সম কিছু ঘরে নাহি ধন॥
তবে আত্মা বেচি' করে ঋণের শোধন।
এত ভাবি' আচার্য্য করেন আরাধন॥

অতএব, শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য কৃষ্ণের সাক্ষাৎ স্বরূপকে অবতীর্ণ করাইবার জন্য গঙ্গাজল তুলসী মঞ্জরীর সহিত কৃষ্ণপাদপদ্মে অর্পণ করিতে থাকিলেন। সদ্যের সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার নিঃশেষ বিতরণরূপ ভাব-ইচ্ছা পূরণার্থ অবতীর্ণ হন তাই পরমভক্ত অদ্বৈতাচার্য্যের প্রার্থনায় মহাবদান্য শ্রীচৈতন্যের অবতার। ভক্তবৎসল ভগবানে নিজভক্তকে নিজ প্রেমসম্পৎপ্রদানই তাঁহার মহাবদান্যতা। স্বয়ং কৃষ্ণ এবং সেই কৃষ্ণানুগত ভক্ত ব্যতীত এই প্রেমপ্রদান ক্ষমতা আর কাহারও নাই। এমন প্রেমের ঠাকুরের উপাসনা ছাড়িয়া জীব আর কাহার শরণাপন্ন হইতে চাহেন? সুতরাং কৃষ্ণভক্তই একমাত্র বুদ্ধিমান্ পণ্ডিত।

সনাতন ধর্ম্ম

অভিন্নের বিচার

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

(শ্রীপাদ নরোত্তম দাসাধিকারী

দ্বিতীয় অর্থ যথা :—

শিবাদি দেবতাকে পরমেশ্বর শ্রীবিষ্ণুর প্রতিদ্বন্দ্বিরূপে পৃথক্ ঈশ্বর অথবা যেই শিব, সেই বিষ্ণু এবংবিধ বুদ্ধিকে যে শ্রীনাম গ্রহণ-ছলনা, তাহাও অতিভয়ঙ্কর নামাপরাধ মাত্র।

শ্রীবিষ্ণু ও শিবাদি দেবগণ পৃথক্ পৃথক্ ঈশ্বর জ্ঞান করিলে বহ্বীশ্বরবাদ দোষ আসিয়া পড়ে। তদ্রূপ সিদ্ধান্ত শাস্ত্রসম্মত হইতে পারে না। আবার যেই শিব সেই বিষ্ণু এবংবিধ বুদ্ধি করিলেও মায়াবাদ দোষ উপস্থিত হয়। এরূপ বিচারও সাত্বত শাস্ত্রসমূহ স্বীকার করেন না। তবে কিরূপ বুদ্ধিতে উপাসনা করিবা, এইটিই বিচার্য্য।

আমরা গুরুপরম্পরাক্রমে এবং সাত্বত শাস্ত্রসমূহ হইতে আমরা শ্রীবিষ্ণুর পরতমতা এবং শিবাদি দেবগণ ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুর অনুগৃহীত এবং তদীয় বিভূতি-সম্পন্ন কিঙ্কর-স্বরূপ জীবোত্তম বিশেষ এবংবিধ অভিজ্ঞান লাভ করি। এতদ্বিষয়ক কতকগুলি শাস্ত্র-প্রমাণ প্রদর্শন না করিলে সংশয়চ্ছেদন হইবে না, তজ্জন্য নিম্নে উল্লেখ করিতেছি। ঋগ্বেদে উক্ত হইয়াছে :—

ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততম্।

অর্থাৎ সূর্য্যালোকে চক্ষু যেমন অবাধে সমস্ত পদার্থ পরিষ্কাররূপে দর্শন করিয়া থাকে, সেইরূপ শিবাদি দেবগণ পরমেশ্বর শ্রীবিষ্ণুর পরমপদ নিরন্তর ব্যবধান-রহিত ভাবে দর্শন করিয়া থাকেন। ব্রহ্মসংহিতা বলিতেছেন :—

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণ-
কারণম্॥

অর্থাৎ সৎ, চিৎ ও আনন্দময় বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণই পরমেশ্বর। তিনি স্বয়ংরূপ, অনাদি সর্ব্ব বিষ্ণু ও বৈষ্ণবতত্ত্বের আদি এবং সর্ব্ব-কারণের কারণ। স্কন্দপুরাণে কথিত হইয়াছে :—

সেইনৈব হেতুভূতেন বয়ং জাতা
মহেশ্বরি।
কারণং সর্ব্বভূতানাং স একঃ
পরমেশ্বরঃ॥

অর্থাৎ শিব স্বয়ং পার্ব্বতীকে বলিতেছেন—হে মহেশ্বরি, আমরা সেই নিমিত্ত-পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ হইতেই জাত হইয়াছি। তিনিই একমাত্র পরমেশ্বর এবং সর্ব্বভূতের কারণ। দশমূল পাঠে অবগত হইয়াছি :—

"হরিস্ত্বেকং তত্ত্বং বিধিশিবসুরেশ-
প্রণমিতঃ"

অর্থাৎ ব্রহ্মা, শিব, ইন্দ্রাদি-প্রণমিত শ্রীহরিই একমাত্র পরমতত্ত্ব। শ্রীমদ্ভাগবত শিক্ষা দিতেছেন :—

"কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং"

অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্। শ্রীমদ্ভাগবতে অন্যত্র :—

যং ব্রহ্মা বরুণেন্দ্ররুদ্রমরুতঃ স্তুন্বন্তি
দিব্যৈঃ স্তবৈ-
র্বেদৈঃ সাঙ্গপদক্রমোপনিষদৈর্গায়ন্তি
যং সামগাঃ।
ধ্যানাবস্থিততদ্গতেন মনসা পশ্যন্তি
যং যোগিনো
যস্যান্তং ন বিদুঃ সুরাসুরগণা দেবায়
[illegible]

অর্থাৎ ব্রহ্মা, বরুণ, ইন্দ্র, রুদ্র (শিব) ও মরুদ্গণ দিব্যস্তবে যাঁহাকে স্তব করেন, সামবেদীয় অঙ্গ, পদক্রম ও উপনিষদের সহিত বেদসকল যাঁহার গান করিয়া থাকেন, ধ্যান অবস্থায় তদ্গতচিত্ত হইয়া যোগিগণ যাঁহাকে হৃদয়ে দর্শন করেন এবং সুরাসুরগণ যাঁহার অন্ত জানেন না, সেই পরমদেবতা শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার করি। পুনশ্চ :—

শিবঃ শক্তিযুক্তঃ শশ্বৎ ত্রিলিঙ্গো গুণ-
সংবৃতঃ।
বৈকারিকস্তৈজসশ্চ তামসশ্চেত্যহং
ত্রিধা॥
হরিহি নির্গুণঃ সাক্ষাৎ পুরুষঃ প্রকৃতেঃ
পরঃ।
স সর্ব্বদৃগুপদ্রষ্টা তং ভজন্ নির্গুণো
ভবেৎ॥

অর্থাৎ শ্রীল শুকদেব গোস্বামী মহারাজ পরীক্ষিৎকে উপদেশ করিতেছেন—হে মহারাজ, বৈকারিক, তৈজস ও তামস এই তিন প্রকার অহঙ্কার দ্বারা সংবৃত এবং সর্ব্বদা মায়াশক্তিযুক্ত হওয়ায় শিব এবং শ্রীহরি প্রকৃতির অতীত সাক্ষাৎ নির্গুণ পুরুষ। তিনি সর্ব্বদৃক্ এবং সকলের উপদ্রষ্টা, তাঁহাকে ভজন করিলে জীব নির্গুণ হয়। অন্যত্র চ—

যচ্ছৌচনিঃসৃতসরিৎপ্রবরোদকেন
তীর্থেন মূর্দ্ধ্ন্যধিকৃতেন শিবঃ
শিবোঽভূৎ।
ধ্যাতুর্মনঃশমলশৈলনিসৃষ্টবজ্রং
ধ্যায়েচ্চিরং ভগবতশ্চরণারবিন্দম্॥

অর্থাৎ যে চরণ-প্রক্ষালন সলিল হইতে সমুৎপন্না সরিৎশ্রেষ্ঠা, গঙ্গার পবিত্র জল মস্তকে ধারণ করিয়া শিবও শিবস্বরূপ অর্থাৎ মঙ্গলময় হইয়াছেন, যে ব্যক্তি সেই চরণ ধ্যান করেন, বজ্র-নিক্ষেপ ফলে পর্ব্বতের ন্যায় তাঁহার মনের কল্মষ ধ্বংস হয়; অতএব সেই ভগবানের চরণারবিন্দ সর্ব্বদা ধ্যান করিবে। পুনশ্চ :—

অথাপি যৎপাদনখাবসৃষ্টং
জগদ্বিরিঞ্চোপহৃতার্হণাম্ভঃ।
সেশং পুনাত্যন্যতমো মুকুন্দাৎ
কো নাম লোকে ভগবৎপদার্থঃ॥

অর্থাৎ যাঁহার পদনখবিনিঃসৃত সলিল ব্রহ্মা কর্ত্তৃক অর্ঘ্য স্বরূপে প্রদত্ত হইয়া মহাদেবের সহিত সমস্ত জগৎ পবিত্র করিতেছেন, উক্ত জগতে সেই মুকুন্দ ব্যতীত অন্য কে 'ভগবৎ' শব্দবাচ্য হইতে পারে? শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে উক্ত আছে :—

একলা ঈশ্বর কৃষ্ণ আর সব ভৃত্য।
যারে যৈছে নাচায়, সে তৈছে করে
নৃত্য॥
অবতার হয় কৃষ্ণের ষড়্‌বিধ প্রকার।
পুরুষাবতার এক, লীলাবতার আর॥
গুণাবতার, আর মন্বন্তরাবতার।
যুগাবতার, আর শক্ত্যাবেশাবতার॥"
ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, তাঁর গুণাবতার।
সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়ে তিনের অধিকার॥
নিজাংশ কলায় কৃষ্ণ তমো গুণ
অঙ্গীকরি।
সংহারার্থে মায়াসঙ্গে রুদ্ররূপ ধরি॥
মায়াসঙ্গে বিকারে রুদ্র ভিন্নাভিন্নরূপ।
জীবতত্ত্ব নয়, নহে কৃষ্ণের স্বরূপ॥
শিব মায়া-শক্তি-সঙ্গী, তমো গুণাবেশ।
মায়াতীত, গুণাতীত বিষ্ণু পরমেশ॥
ব্রহ্মা, শিব আজ্ঞাকারী ভক্ত অবতার।
পালনার্থে বিষ্ণু কৃষ্ণের স্বরূপ আকার॥

(ক্রমশঃ)

শ্রীচৈতন্যমঠের গ্রন্থাবলী

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বিরচিত,

ভক্তি-গ্রন্থাবলী।

উৎকৃষ্ট কাপড়ে বিলাতী ধরণে বাঁধাই স্বর্ণালঙ্কৃত। চতুর্থ সংস্করণ। বিস্তৃত বিষয়সূচীসহ

জৈবধর্ম্ম

বাঁধাই ২৲ দুই টাকা

প্রকাশিত হইয়াছে

সনাতন ধর্ম্মশাস্ত্র বেদ, বেদান্ত, উপনিষৎ গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত, পুরাণ, তন্ত্রাদি সকল গ্রন্থ পাঠ করিবার অবসর অতি অল্প মানবের ঘটিয়া থাকে। অনেকের যোগ্যতা না থাকায় সেই সমস্ত গ্রন্থের মর্ম্ম অবগত হইতে পারেন না। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বাঙ্গালীর এই অসুবিধা দূরীভূত করিবার জন্য এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

বিদ্যালয়ের ছাত্র বা শিক্ষকগণের বিশেষ পাঠ্য, এই হেতু শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টার বাহাদুর ইহা সমস্ত বিদ্যালয়ের জন্য অনুমোদন করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

প্রথম খণ্ড ভিক্ষা—১৲ একটাকা

যুক্তিপূর্ণ শাস্ত্রবাক্য দ্বারা প্রত্যেক মানবের নিত্য কর্ত্তব্য ও অনিত্য সাময়িক কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। গ্রন্থের প্রতি উক্তি সনাতন শাস্ত্রবাক্য দ্বারা সমর্থিত ও প্রমাণিত হইয়াছে। দেহের, মনের ও আত্মার ধর্ম্ম কি? স্বদেশ, সমাজ, নীতি, ধর্ম্ম কি? ইত্যাদি বিষয় ক্রমানুসারে এমন সুন্দরভাবে যুক্তিসংকারে আলোচিত হইয়াছে যে, প্রথম পংক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত পাঠ না করিয়া নিরস্ত হওয়া যায় না।

শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ভিক্ষা ৷৵০

ঐ প্রমাণ খণ্ড ভিক্ষা ৷৵০

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিহার ও লীলাভূমি নয়টী দ্বীপ-সমন্বিত। এই নয় দ্বীপের প্রাচীন বিবরণ—প্রত্যেক দ্বীপে শ্রীমহাপ্রভুর লীলা—প্রত্যেক দ্বীপের পরিচয়, শ্রীধাম-মাহাত্ম্য—ধামাপরাধ কি? ইত্যাদি বিষয় বিশেষভাবে মনোহর ছন্দে বর্ণিত। পকেট সাইজ প্রায় ১৭০ পৃষ্ঠা।

শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ

উজ্জ্বল গ্রেট প্রাইমার অক্ষরে উত্তম কাগজে ছাপা—শ্রীনবদ্বীপধাম দর্শনে ভাবুক দর্শনকারীর কি প্রকার ভাবের উচ্ছ্বাস হয়, তাহা এই গ্রন্থে বর্ণিত। অতি চমৎকার। ভিক্ষা চারি আনা।

সাধনপথ

৷৵০

দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভুকে উপদেশচ্ছলে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিচার অতি সুন্দরভাবে বর্ণিত হইয়াছে। ইহা ছাড়া শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদিষ্ট শিক্ষা ও উপদেশ বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-জগতে অভিনব গ্রন্থ !!

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতি-গ্রন্থাবলী :—

শরণাগতি

পকেট সাইজ অষ্টম সংস্করণ ভিক্ষা ৴০ আনা

দেহ ও মনের চেষ্টা অনিত্যবস্তু লইয়া—ইহা যখন জীব বুঝিতে পারে, তখন একমাত্র নিত্যবস্তু শ্রীভগবানের প্রতি তাঁহার কোন আত্মায় আবেগময়ী প্রার্থনা হয় এবং শ্রীভগবানে সর্ব্বান্তঃকরণে নিষ্কপটে কি প্রকারে শরণাপন্ন হইতে হয়, ইত্যাদি বিষয়ক প্রাণস্পর্শী প্রার্থনা ও আত্মসমর্পণমূলক গান। উড়িয়া সংস্করণও প্রকাশিত হইয়াছে

ভিক্ষা প্রতি খণ্ড ৴০ এক আনা

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা—৴০, নবদ্বীপশতক—৴০

অর্থপঞ্চক—৴০

কল্যাণকল্পতরু

পকেট সাইজ পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা ৵১০

আমরা প্রত্যহ নূতন অভাব ও কামনার বশবর্ত্তী হইয়া পুনঃপুনঃ যে অকল্যাণকে কল্যাণ বলিয়া গ্রহণ করি এবং যাহার নিকট কল্যাণ কামনা করি, তিনি যে নিত্য বা যথার্থ কল্যাণ প্রদানে অসমর্থ এবং কোন বস্তু আমাদের নিত্য কল্যাণদাতা এবং কি ভাবে আমরা সেই কল্যাণলাভে সমর্থ হইব, এই সকল কথা সরল গানে লিপিত। এই গীতিগ্রন্থ বাস্তবিকই কল্যাণের কল্পতরু; ইহা প্রত্যেককে নিত্যকল্যাণ প্রদানে সমর্থ।

শ্রীল চক্রবর্ত্তি-ঠাকুরের টীকা সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর কৃত টীকা ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কৃত বঙ্গানুবাদ, টীকাকারের জীবনী, শ্লোকসূচি, বিষয়সূচি প্রভৃতি বহু প্রয়োজনীয় বিষয় সংবলিত প্রায় ৮২৫ পৃষ্ঠা। উৎকৃষ্ট সিল্কে বাঁধাই ২৲ দুই টাকা, কাগজে বাঁধা ১॥০

শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ-কৃত ভাষ্য সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

কাগজ ও ছাপা উৎকৃষ্ট। সিল্কে বাঁধাই, সোণার জলে নাম লেখা রাজসংস্করণ ১৲ টাকা, সাধারণ সংস্করণ ১॥০, গৌড়ীয়ের গ্রাহকপক্ষে ১।০

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি (সার্ব্বভৌমকোষগ্রন্থ)

বিষয়:—১। ভক্তিশাস্ত্রে ব্যবহৃত শব্দাবলীর অর্থ, ২। চারি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের চরিত্র, ৩। বিষ্ণুবৈষ্ণবসম্পর্কিত শ্রীমন্দির ও শ্রীবিগ্রহের বিবরণ, ৪। বৈষ্ণবগ্রন্থ ও প্রবন্ধসমূহের তাৎপর্য্য ও বিবরণ, ৫। বিষয় বিশেষের লৌকিক ও শাস্ত্রীয় আকরমূলে যাবতীয় তথ্য। চারিখণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ১ম খণ্ড ৮০, ২য় খণ্ড ৮০, ৩য় খণ্ড ৮৫, ৪র্থ খণ্ড ৷৷৵০। চারিখণ্ড একত্রে ৩৲ (৫ম খণ্ড যন্ত্রস্থ)।

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ—১ম খণ্ড ১৲ এক টাকা ২য় খণ্ড ১৲ এক টাকা। শ্রীমদ্ভাগবতের গ্রাহক ও গৌড়ীয় গ্রাহকগণ ১৷০ টাকায় দুইখণ্ড পাইবেন। বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমজ্জীব গোস্বামিপাদের রচিত গ্রন্থ। ইহাই ষট্‌সন্দর্ভের অধিক প্রয়োজনীয় অংশ। প্রায় ২খণ্ড ডবল ক্রাউন ৮ ফর্ম্মায় ৬৪ পৃষ্ঠা আকারে মুদ্রিত হইতেছে।

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য সঙ্কলিত

সদাচারস্মৃতিঃ

ভিক্ষা ৴০ মাত্র

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠভরণের

প্রকাশ বৎসরের আবিষ্কৃত

হেলার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ৬ আঃ শিশিতে ঘনীকৃত অবস্থায় ছোটবোতলের সমপরিমাণ ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ॥০ আনা, প্যাকেট ৷৵০ আনা, বোতল ১৷৵০ আনা।

আফিস ১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা।

রেজেষ্টারীকৃত

মদন মঞ্জরী

বটিকায় ধাতু ও ধাতুবিকার, ইন্দ্রিয়শক্তির হ্রাস, প্রস্রাবে শুক্রপাত, বহুমূত্র, মাথাঘোরা, বুক ধড়ফড়ানি, অনিদ্রা প্রভৃতি লক্ষণ সত্বর নির্দ্দোষ আরোগ্য হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ৩০ বটী ১৲ এক টাকা।

"নপুংসকারি ঘৃত"

পুরুষত্বহানি রোগে বাহ্যপ্রয়োগ দ্বারা আরোগ্য করিয়া শক্তিসঞ্চার করে। মূল্য ২ তোলা ১৲ টাকা।

"রমণবিলাসিনী বটিকা"

বীর্য্যধারণ করত সঙ্গমশক্তি স্থায়ী ও বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয়। মূল্য ১৬ বটী ১৲ এক টাকা।

রাজবৈদ্য নারায়ণজী কেশবজী

১৭৭নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

বিজ্ঞাপন

সাবধান! সাবধান!! সাবধান!!!

জে, বি, দত্তের ঢাকা শিশি বাদাম তৈল

অতি বিশুদ্ধ অকৃত্রিম এবং উপকারিতায় সর্ব্বজন পরিচিত ও বহু প্রশংসিত।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী *J. B. Dutta & Co.* নাম দেখিয়া লইবেন। নতুবা জুয়াচোরগণ কমদরের কৃত্রিম তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে।

বিনীত—জে, বি, দত্ত

ফেরাস্‌ কুইনিন

নূতন এবং পুরাতন ম্যালেরিয়ার যম

ইহাতে উপযুক্ত মাত্রায় আইরন, হাইড্রোক্লোরেট কুইনিন, আর্সেনিক এবং ষ্ট্রিকনিন আছে।

এই ফেরাস্‌-কুইনিন দ্বারা ইনজেকসন করিলে একটী বা দুইটী ইনজেকসনে সকলপ্রকার কম্প জ্বর বা ম্যালেরিয়া জ্বর বন্ধ করে এবং ছয় হইতে বারটী ইনজেকসনে ম্যালেরিয়ার সমস্ত উপসর্গ নষ্ট করিয়া দেয়।

৬ এম্পুলপূর্ণ প্রতি বাক্স—মূল্য ২৲, ১২ ৩৲ টাকা

বাথ্‌ গুণ-কেমিক্যাল এণ্ড ক্লিনিক্যাল ল্যাবরেটারীতে প্রস্তুত। ২২১ হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (প্রাচীন নবদ্বীপ) নদীয়া

পর-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

এখানে আহার এবং বাসস্থান দিয়া বিদ্যার্থিগণকে বিভিন্ন শিক্ষণীয় বিষয় শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। অনেক ছাত্র ইতোমধ্যেই আসিয়া পাঠ আরম্ভ করিয়াছেন। বর্ত্তমান বর্ষে সকল ছাত্রই গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

প্রধান অধ্যাপক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রচন্দ্র কাব্য-ব্যাকরণ-সাংখ্য-বেদান্ত-ষড়্‌দর্শন-তীর্থ, সাংখ্যভূষণ, বেদান্তরত্ন, সাহিত্যশাস্ত্রী, দর্শনবাচস্পতি।

অধ্যাপক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গৌরদাস ব্রহ্মচারী ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীধাম মায়াপুর পরবিদ্যাপীঠ, (নদীয়া)

বেদনাঞ্জন

শ্রেষ্ঠরত্ন

কলিকাতা কংগ্রেস একজিবিসন হইতে বহু প্রশংসা প্রাপ্ত ও বহু গণ্যমান্য ভদ্রমহোদয়গণ কর্ত্তৃক প্রশংসিত।

আজকাল বাজারে চর্বি মিশ্রিত ও বিষাক্ত আহার্য্য সেবনে শরীরের রক্ত স্বতঃই দোষযুক্ত হইয়া পড়িতেছে। রক্ত মানব-দেহের শ্রেষ্ঠ উপাদান, এই রক্ত দোষিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মানব বাত, বেদনা, মাথাধরা, মাথাঘোরা, দৃষ্টিশক্তির হ্রাস, দাঁতের গোড়া ফুলা, দাঁত কনকনানি, দাঁতে পোকা এবং দাদ, চুলকানি প্রভৃতি কষ্টদায়ক চর্ম্মরোগে আক্রান্ত হইতেছে। যদি আপনি একেবারে ব্যাধিমুক্ত হইতে চান, তাহা হইলে অযথা পয়সার অপব্যয় না করিয়া অল্প দামে এক শিশি **বেদনাঞ্জন** ক্রয় করিয়া ইহার কার্য্যকারী-শক্তি উপলব্ধি করুন। গুণের তুলনায় মূল্য অত্যন্ত সামান্য, এক শিশি ।৵০ আনা মাত্র, মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান—এ, সি, চাটার্জ্জী এণ্ড ব্রাদার্স।

৪৫নং হলকাট লেন, সালিকা হাওড়া

সকল মণিহারী দোকানে ও বড় বড় ডাক্তারখানায় পাওয়া যায়।

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

যদিও অদ্যাপি প্রকৃত মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য, তথাপি যাঁহারা নানারূপ অনিয়মিত উপায়ে অপরিমিত শক্তি নষ্ট করিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন এবং নানা প্রকার মেহ, প্রমেহ, ধাতুদৌর্ব্বল্য, স্নায়বিক দুর্ব্বলতা, বহুমূত্র, দুঃস্বপ্ন, পারদ-সংক্রান্ত পীড়া, অর্শ এবং স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে যাহারা বাধক, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, সূতিকা, শ্বেত ও রক্তপ্রদর, হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি রোগে ভুগিয়া জীবনে নিরাশ হইয়াছেন, তাঁহারা আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটাপ সাহেবের আবিষ্কৃত **ইলেক্ট্রিক সলিউসন** ব্যবহার করিয়া বাঁচিতে পারেন, তাহার শত সহস্র প্রমাণ প্রতি বৎসরেই পাওয়া যাইতেছে। যাঁহারা অন্যান্য বহুবিধ ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরোগ্য হইতে পারেন নাই, তাঁহারা একবার এই ঔষধটী ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক মাসের ব্যবহারোপযোগী এক শিশি ঔষধ ডাকমাশুল সহ ১।০ টাকা মাত্র।

সোল এজেণ্ট—**ডাঃ ডি, ডি, হাজরা।**

কতেপুর, গার্ডেনরিচ পোষ্ট, কলিকাতা।

ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

অধ্যক্ষ

শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম এ, এফ সি এস (লণ্ডন)

ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক

(প্রফেসার)

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ বিশুদ্ধ ও শাস্ত্রমতে নিজ তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হয়। পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ক্যাটালগ পাঠান হয়। রোগের বিবরণ জানাইলে যত্নপূর্ব্বক ব্যবস্থা দেওয়া হয়। চিঠি পত্রাদি সম্পূর্ণরূপে গোপন রাখা হয়।

মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দুর)

(বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৪৲ টাকা

উৎকৃষ্ট স্বর্ণ, পারদ ও আমলাসার গন্ধক দ্বারা যথাশাস্ত্র প্রস্তুত নিত্য প্রয়োজনীয় সর্ব্বরোগনাশক মহৌষধ

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৩৲ টাকা

উৎকৃষ্ট কাশীর আমলকী, বংশলোচন প্রভৃতি যাবতীয় উপাদানে পূর্ণ মাত্রায় যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। কফ, কাসি, সর্দ্দি, যক্ষ্মা, ক্ষয়রোগ, হৃদরোগ প্রভৃতি রোগের মহৌষধ। সর্ব্বপ্রকার দুর্ব্বলতা নাশক অতিশয় পুষ্টিকর মহৌষধ বা খাদ্য বিশেষ।

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬৲ টাকা

ইহা সেবনে ধাতুদৌর্ব্বল্য, শুক্রহীনতা, স্বপ্নদোষ, প্রমেহ ও ধ্বজভঙ্গ সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায়। ইহা অপরিসীম আনন্দদায়ক রসায়ন।

অবলাবান্ধব যোগ

প্রদর, বাধক প্রভৃতি জরায়ুদোষ ও যৌনিগত দুরারোগ্য রোগের মহৌষধ।

মূল্য—১৬ মাত্রা ২৲ টাকা। ৫০ মাত্রা ৫৲ টাকা মাত্র

বিশুদ্ধ জল ভয় নাই! বিশুদ্ধ জল!!

লক্ষ্মী টিউব-ওয়েল কোং

২০৫নং নবাবপুর, ঢাকা

বর্ত্তমান-যুগের নব আবিষ্কৃত যন্ত্রপাতি দ্বারা উন্নত বৈজ্ঞানিক-খনন-প্রণালীতে নলকূপ (*Tube-well*) নির্ম্মাণ করা হয়। বঙ্গের লাট বাহাদুর, প্রাইভেট সেক্রেটরী, জিলা-ম্যাজিষ্ট্রেট, জিলা-বোর্ডের চেয়ারম্যান, ইঞ্জিনিয়ার, জমিদার, তালুকদার, প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত ভদ্রমহোদয়গণ এই কোম্পানীর কার্য্য দেখিয়া প্রশংসা করিয়াছেন। রাসায়নিক পরীক্ষায় জল বিশুদ্ধ না হইলে মূল্য গৃহীত হয় না। বিস্তৃত বিবরণের জন্য পত্র লিখুন

বিজ্ঞাপিত কেন?

সাধারণের হিতার্থে, মানবের দুঃখ না হইতে পারে তাহার পন্থা ইত্যাদি সম্বলিত "কামশাস্ত্র" গ্রন্থখানি যিনি পাঠ করেন নাই, তিনি আবেদন করতঃ বিনামূল্যে প্রাপ্ত হউন। উহা পাঠে উপকৃত হইয়া ৭৫০০০ হাজার লোক কৃতজ্ঞ হইয়াছেন। প্রায় ৫০ বৎসরের পরীক্ষিত, শুক্রতারল্য, স্বপ্নদোষ ইত্যাদির যম "আতঙ্ক-নিগ্রহ বটীকা" প্রতি কৌটার মূল্য ১৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান—আতঙ্ক নিগ্রহ ফার্ম্মাসী, ২১৪ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা।

মনোমোহন প্রেস

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা

পূর্ব্ব-বাঙ্গালায় সুলভে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত

বৈদ্যুতিক মেশিনে দিবারাত্র কাজ চলিতেছে

বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা।

শ্রীমায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীকৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

স্থানীয় সংস্করণ

Registered No. C 1544

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

সংবাদপত্রের হার অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯
ষাণ্মাসিক ৫
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১
নগদ প্রতি সংখ্যা ৴৫

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র।

৪র্থ খণ্ড] সম্পাদক—প্রত্নবিদ্যালঙ্কার শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী [২৭২ সংখ্যা।

শ্রীচৈতন্য মঠ শ্রীধাম মায়াপুর ১০ই মাঘ শুক্রবার ১৩৩৬ ২৪শে জানুয়ারী ১৯৩০

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থাবলী

১ শ্রীমদ্ভাগবতম্—[illegible] ... সহ [illegible] ... প্রতি খণ্ড সাধারণ পক্ষে [illegible] ... নদীয়া-প্রকাশ গ্রাহক পক্ষে ৵০
২। [illegible] (৪র্থ সংস্করণ) ৫
৩ গৌড়ীয়-[illegible] ৶০
৪। গৌড়ীয়-[illegible] ●
৫ [illegible]
৬। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ [illegible] ৸০
৭। গীতা (শ্রীবলদেব ভাষ্যসহ [illegible]) ॥০
৮। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি-টীকাসহ [illegible]) ॥০
গীতার [illegible] ॥০
৯। যুক্তকর্ম্মক [illegible] সানুবাদ [illegible]
১০। বেদান্ত [illegible] সানুবাদ [illegible]
১১। [illegible]
১২। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ)
১৩। গৌড়ীয়-[illegible]
১৪। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ১৷০
১৫। দীপ-দিগ্দর্শন
১৬ সাধনপথ (৩য় সংস্করণ)
১৭। [illegible] আচার্য্য ।
১৮। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
১৯। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৶০
২০। শ্রীনবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
২১। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য (প্রমাণখণ্ড) ৶০
[illegible] ।০
[illegible] পরিক্রমা দর্পণ ।০
২৫ [illegible], গীতাবলী, সাধকক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা,
[illegible] ও সদাচারস্মৃতি একত্রে ৷৶০
[illegible] ৷০
২৬ [illegible] ।০
[illegible] ।০
[illegible] প্রথম চরিত্র
[illegible] শিক্ষা
[illegible] ।০
[illegible] ৸০
[illegible] (দ্বিতীয় সংস্করণ) ৫

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

শ্রীধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপ-প্রদর্শনী, নদীয়া

(৩রা ফেব্রুয়ারী হইতে ১৭ই মার্চ্চ ১৯৩০ পর্য্যন্ত)

প্রদর্শনীর সকল জ্ঞাতব্য বিষয়ের জন্য
সেক্রেটারী মহোদয়ের নিকট
আবেদন করুন।

শ্রীকুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ,
শ্রীচৈতন্য মঠ, শ্রীধাম মায়াপুর পোঃ আঃ, (নদীয়া)।

ইংরাজী ভাষায় ভক্তিগ্রন্থ

১ শ্রীচৈতন্যচরিত ও শিক্ষা ।০
২ নামভজন ।০
৩। বৈষ্ণবধর্ম্ম [illegible] ●
৪। ভাগবতীয় [illegible] ●
৫। কাম ও প্রেম [illegible] ।০
৬। গৌড়ীয়মঠ কি করেন ●

দেবনাগরাক্ষরে ভক্তিগ্রন্থ

১। [illegible] ৶০
২। [illegible] ●
৩। [illegible] ৶
৪। [illegible] ৴০
৫। [illegible] ॥০
৬। [illegible] ।০

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

[illegible] প্রকাশিত

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

[illegible] ভিক্ষা [illegible]

২৭২৪ পৃষ্ঠায় বঙ্গাক্ষরে ছাপা হইয়াছে,

সংস্কৃত [illegible] সূচী ছাপা হইতেছে।

[illegible] নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে [illegible] সাধারণ পক্ষে [illegible] প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৫০, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে [illegible]

[illegible] সংস্করণ [illegible] সাধারণের পক্ষে ৮

[illegible] ছাপা হইয়াছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

"শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত"

সূচী প্রভৃতি সহ সম্পূর্ণ ছাপা শেষ হইয়াছে

আদি, মধ্য, ও অন্ত্যলীলা এবং সূচী ছাপা হইয়া [illegible] হইয়াছেন। [illegible] টাকায় [illegible] সংস্করণ [illegible] তাহাদের [illegible] সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছেন [illegible] টাকার এই বিরাট গ্রন্থের [illegible] টাকা ভিক্ষায় দেওয়া হইতেছে। গ্রাহকগণ [illegible] আর [illegible] সুযোগ থাকিবে না।

শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত

[illegible] দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

সভাষ্য আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র গ্রন্থ [illegible] স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲

নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪।।০ টাকা

শ্রীধাম মায়াপুর নবদ্বীপ প্রদর্শনীতে

শ্রীধর ভাণ্ডার, ঢাকা।

[illegible] শ্রীধর ভাণ্ডার [illegible] ঢাকার বিখ্যাত মসলিন [illegible] খদ্দরের [illegible] মুগার কাজকরা [illegible] শ্রীধাম মায়াপুর-নবদ্বীপ-প্রদর্শনীতে [illegible]

দর্শনীর ঠিকানা

[illegible]

[illegible] নদীয়া

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত ভক্তি গ্রন্থাবলী

যে সব উড়িষ্যাবাসী [illegible] বাংলা অক্ষর পড়িতে জানেন না, তাঁহাদের শ্রীশ্রী [illegible] উপদেশ [illegible] জানিবার [illegible] উপস্থিত। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে উড়িয়া-অক্ষরে নিম্নলিখিত গ্রন্থ [illegible] প্রকাশিত হইয়াছে [illegible]

[illegible]	ভিক্ষা
শ্রীহরিনাম চিন্তামণি, [illegible]	
[illegible]	
সাধন পথ [illegible]	
[illegible]	
কল্যাণ কল্পতরু [illegible]	৵০
[illegible]	।০
গীতাবলী [illegible]	৵১০
[illegible]	৶১৫
শরণাগতি [illegible]	৴০
[illegible]	৶৫

প্রাপ্তিস্থান { শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ, কটক
এবং
শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, পুরী

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিম্নলিখিত মঠসমূহে প্রাপ্তব্য:—

১। [illegible]
২। [illegible]
৩। [illegible]
৪। [illegible]
৫। [illegible]
৬। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ, [illegible] কটক।
৭। [illegible]
৮। [illegible] কাশী, ইউ, পি।
৯। [illegible] বৃন্দাবন, মথুরা, ইউ, পি।
১০। [illegible] ইউ পি।
১১। [illegible] পাঞ্জাব।
১২। [illegible] ঢাকা।
১৩। [illegible]
১৪। [illegible] বর্দ্ধমান।
১৫। [illegible] মানভূম।
১৬। [illegible] পুরী, উড়িষ্যা।
১৭। শ্রীগৌড়ীয় মঠ [illegible] নিউদিল্লি

এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণের নিকটও নদীয়া-প্রকাশ প্রাপ্তব্য।

১। [illegible]
২। শ্রীযুক্ত [illegible] গোস্বামী [illegible] মেদিনীপুর।
৩। শ্রীযুক্ত [illegible] গোপাল মল্লিক লেন, কলিকাতা।
৪। [illegible] কানপুর।
৫। শ্রীযুক্ত [illegible] নদীয়া।
[illegible]
৭। শ্রী [illegible]
৮। [illegible] ২৪ পরগণা
৯। [illegible]

[illegible] প্রতিকৃতি [illegible] মায়াপুরে মুদ্রিত [illegible]

[illegible]

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

[illegible]

১০ই মাঘ শুক্রবার—১৩৩৬

শ্রীধাম মায়াপুর
নবদ্বীপ প্রদর্শনী সংবাদ

প্রদর্শনীর [illegible]-নির্মাণকার্য্য প্রায় শেষ হইয়া আসিল। [illegible] ও অন্যান্য কার্য্য চলিতেছে। [illegible] শুরু করা হইয়াছে।

[illegible] বাবস্থা [illegible] দর্শকগণ [illegible] প্রদর্শনী [illegible] করিবার [illegible] হইবে না।

[illegible] প্রদর্শনীর [illegible] হইয়াছে এবং [illegible] ও খাদ্যাদির ব্যবস্থা [illegible] কোন [illegible] শ্রী শ্রী [illegible] নদীয়ার [illegible] করিয়াছেন।

[illegible]

শ্রীশ্রী[illegible] শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া [illegible] গোস্বামী ও শ্রীবৃন্দাবন [illegible] [illegible] শ্রীশ্রীমায়াপুর [illegible] শ্রীধাম-নবদ্বীপ-[illegible] হইতে [illegible]) থাকায় এবং [illegible] হইতে দশ বার দিন নবদ্বীপ [illegible] লোক-সমাগম যথেষ্ট হইবে।

একটি [illegible] শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর পদাঙ্কপূত [illegible] ও নদনদী এবং [illegible] [illegible] একখানি ভারতবর্ষের মানচিত্র প্রকাশিত হইবে। উহার কার্য্য অনেকটা অগ্রসর হইয়াছে। মানচিত্র-[illegible]-বিষয়ে পণ্ডিতপ্রবর শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভু বিশেষ সহায়তা করিতেছেন।

শ্রীশ্রীরাধাকুণ্ডের [illegible] [illegible]পুষ্পবাটিকা নির্মিত হইতেছে। উহাতেও কার্য্য অনেকটা অগ্রসর হইয়াছে। [illegible] উদারচেতা শ্রীযুক্ত [illegible] বন মহারাজ বিশেষ সাহায্য করিতেছেন।

[illegible] প্রকাশ [illegible] নির্মিত শ্রীকৃষ্ণ, ব্রহ্মলোক ও [illegible] দর্শন করিয়া [illegible] ও তথায় [illegible] মধুকর [illegible] দিবার জন্য একটি সুন্দর ব্যবস্থা হইয়াছে। [illegible] বন মহারাজ বিশেষ সহায়তা করিতেছেন। [illegible] অনেকটা অগ্রসর হইয়াছে।

শ্রীশ্রীগোকুলের [illegible] [illegible] [illegible] করা যায়। [illegible] অনেকটা অগ্রসর হইয়াছে। [illegible] অনেক [illegible] হইয়াছে। [illegible] হইয়াছে। [illegible]

[illegible] শ্রীযুক্ত [illegible] তাঁহার [illegible] [illegible] ও উৎসাহ [illegible] [illegible] করিতেছেন, [illegible] [illegible] [illegible] শ্রীমন্মহাপ্রভুর [illegible] প্রার্থনা করি।

ভারতবর্ষের [illegible] প্রদর্শনীতে [illegible]

[illegible] অনেক [illegible] [illegible] প্রবেশ [illegible] অনেক [illegible] সকলের [illegible] করুন।

যুক্তি ও চিত্র [illegible] শ্রীভগবান্ ও [illegible] বিবিধ লীলা [illegible] প্রদর্শিত হইবে এবং তাহার শিক্ষার বিষয়ও দর্শকগণকে বুঝাইয়া দেওয়া হইবে। উহাতে বিশুদ্ধ ভক্তি ও শুদ্ধভক্তির প্রতিকূল [illegible] প্রদর্শিত হইবে।

এতদ্ভিন্ন সাধারণ দর্শকগণের আমোদ-প্রমোদাদির জন্য যাত্রা, বায়স্কোপ [illegible] নাচ, [illegible] ও [illegible] থাকিবে। [illegible] নীতিবিগর্হিত কোন দৃশ্য যাহাতে না থাকে, [illegible] প্রদর্শনীর কর্তৃপক্ষগণের বিশেষ নিষেধাজ্ঞা থাকিবে।

দর্শক এবং প্রদর্শকগণকে [illegible] [illegible] নিয়মের অধীন হইয়া চলিতে হইবে, [illegible] ঘোষিত হইয়াছে ও [illegible] হইতেছে। [illegible] তাঁহারা [illegible] পারেন। প্রদর্শনী সম্বন্ধীয় যাবতীয় বিষয় জানিতে হইলে প্রদর্শনীর সম্পাদক মহোদয়ের নিকট আবেদন করুন।

প্রদর্শনীর [illegible] [illegible] আবেদন করুন।

পণ্ডিত কাশীশ্বর

[illegible] অলৌকিক চরিত্র [illegible] [illegible] লাভ করি [illegible] [illegible] দর্শনে সমর্থ করুন।

[illegible] [illegible] পাইয়াছিলেন, [illegible] প্রথম [illegible] শ্রীপাদ মাধবেন্দ্র পুরী গোস্বামী [illegible] শ্রীঈশ্বরপুরী [illegible] [illegible] [illegible] সম্বন্ধে [illegible] সম্প্রদায়ের [illegible] মহাপুরুষগণের সম্পর্কে।

[illegible] শ্রীঈশ্বরপুরী [illegible] [illegible] [illegible] সকল [illegible] শুশ্রূষা করিয়াছিলেন।

পণ্ডিত কাশীশ্বর শ্রীঈশ্বরপুরী [illegible] পাদপদ্মে বাস করিয়া [illegible] সেবাকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। [illegible] প্রেমের সাগর পুরীপাদ ভৌম লীলা ছাড়িয়া নিত্য লীলায় প্রবেশ করিলেন, সেকালে শ্রীগুরুদেবের আজ্ঞায় পণ্ডিত গোস্বামী প্রভু ও গোবিন্দ মহাপ্রভুর সেবা করিবার জন্য নীলাচলে আগমন করেন। গোবিন্দ শ্রীঈশ্বরপুরীর [illegible] [illegible] প্রভুর চরণ আশ্রয় করিয়াছিলেন, আর ইনি অন্যান্য তীর্থ [illegible] করিয়া মহাপ্রভুর নিকটে আসিলা[illegible] গৌরগণোদ্দেশদীপিকায় [illegible],—

[illegible] বৃন্দাবনে চেটৌ স্থিতৌ
ভৃঙ্গারভৃঙ্গ [illegible]।
শ্রীকাশীশ্বর [illegible] তৌ জাতৌ
প্রভুসেবকৌ॥

[illegible] বাসুদেব ভট্টাচার্য্যের পুত্র—শ্রীকাশীশ্বর পাণ্ডিত্য। শ্রীরামপুর [illegible] হইতে এক মাইল দূরে চাতরা-গ্রামে [illegible] প্রতিষ্ঠিত শ্রীরাধা-গোবিন্দ ও শ্রীগৌরাঙ্গ বিগ্রহ আছেন। ইনি খুব বলবান ছিলেন [illegible] জগন্নাথ দর্শনে শ্রীমন্মহাপ্রভুর গমনকালে ইনি অগ্রবর্ত্তী হইয়া লোকের ভিড় ঠেলিয়া পথ সুগম করিয়া দিতেন। [illegible] সকলেই বলবান। তবে [illegible] আমরা [illegible] অথবা [illegible] সেবা না করিয়া মায়ার [illegible] হইয়া পড়ি আর প্রভুসেবক-[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ইনি [illegible] [illegible] প্রসাদ বিতরণ [illegible]।

শ্রেয়ঃ কথা

[illegible] শ্রীভগবান্ গৌরসুন্দর স্বয়ং [illegible] জীবের [illegible] শিক্ষা দিয়াছেন এবং [illegible] রায় রামানন্দের মুখে [illegible] উত্তর প্রদান করাইয়া জীবের [illegible] করিয়াছেন। আমরা [illegible] [illegible] আলোচনা করিবার [illegible] আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম। মহাপ্রভুর প্রশ্ন ও রায় রামানন্দের উত্তর যথা—

১। প্রশ্ন—কোন্ বিদ্যা বিদ্যা মধ্যে সার?

উত্তর—কৃষ্ণভক্তি বিনা বিদ্যা নাহি আর।

২। প্রশ্ন—কীর্ত্তি মধ্যে জীবের কোন্ বড় কীর্ত্তি?

উত্তর—কৃষ্ণভক্ত [illegible] [illegible] [illegible]।

৩। প্রশ্ন—সম্পত্তি মধ্যে জীবের কোন্ সম্পত্তি [illegible]?

উত্তর—[illegible] প্রেম যাঁর, সেই বড় ধনী।

৪। প্রশ্ন—দুঃখ মধ্যে কোন্ দুঃখ হয় গুরুতর

উত্তর—কৃষ্ণভক্ত-বিরহ বিনা দুঃখ নাহি দেখি পর।

প্রশ্ন—মুক্ত মধ্যে কোন জীব মুক্ত করি' মানি?

উত্তর—কৃষ্ণপ্রেম যাঁর সেই মুক্ত-শিরোমণি।

৬। প্রশ্ন—গান-মধ্যে কোন্ গান—জীবের নিজ-ধর্ম?

উত্তর—রাধাকৃষ্ণের প্রেমকেলি যে গীতের মর্ম।

৭। প্রশ্ন—শ্রেয়ো মধ্যে কোন শ্রেয়ঃ জীবের হয় সার?

উত্তর—কৃষ্ণভক্ত-সঙ্গ বিনা শ্রেয়ঃ নাহি আর।

৮। প্রশ্ন—কাহার স্মরণ জীব করিবে অনুক্ষণ?

উত্তর—কৃষ্ণনাম-গুণ-লীলা—প্রধান স্মরণ।

৯। ধ্যেয় মধ্যে জীবের কর্তব্য কোন্ ধ্যান?

উত্তর—রাধাকৃষ্ণ-পদাম্বুজধ্যান প্রধান।

১০। প্রশ্ন—সর্ব ত্যজি' জীবের কর্তব্য কাঁহা বাস?

উত্তর—শ্রীবৃন্দাবনভূমি—যাঁহা নিত্য লীলারাস।

১১। প্রশ্ন—শ্রবণ মধ্যে জীবের কোন্ শ্রেষ্ঠ শ্রবণ?

উত্তর—রাধাকৃষ্ণ-প্রেমলীলা কর্ণ-রসায়ন।

১২। প্রশ্ন—উপাস্যের মধ্যে কোন্ উপাস্য প্রধান?

উত্তর—শ্রেষ্ঠ উপাস্য যুগল রাধাকৃষ্ণ নাম।

১৩। প্রশ্ন—মুক্তি ভুক্তি বাঞ্ছে যেই, কাঁহা দুঁহার গতি?

উত্তর—স্থাবর-দেহ, দেবদেহ যৈছে অবস্থিতি।

বিদ্যা, যশঃ বা প্রতিষ্ঠা, ধন, দুঃখ, মুক্ত, গান, শ্রেয়ঃ, স্মরণীয়, ধ্যেয়, বাসস্থান, শ্রোতব্য, কীর্তনীয়, বুভুক্ষু ও মুমুক্ষুর গতি—এই ত্রয়োদশটী বিষয় সম্বন্ধে যথার্থ জ্ঞান না থাকায় জীবের অসৎ বা অনিত্য-সঙ্গস্পৃহা প্রবল হয়।

মনুষ্য সমাজ
ও
বৈষ্ণবধর্ম্ম

প্রথম প্রবন্ধ

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ২৭০ সংখ্যার পর)

বর্ণাশ্রম ধর্ম্মকে পুনরায় শাস্ত্রলক্ষণে ... করিতে হইলে নিম্নলিখিত কয়েকটী ... পুনঃ প্রচলিত করিতে হয়, যথা—

১। কেবল জন্মবশতঃ কোন ব্যক্তির বর্ণ নির্ণয় করা হইবে না।

২। বাল্য সঙ্গ ও জ্ঞান-সংস্কার-ক্রমে, যে স্বভাব যাহাতে প্রবল দেখা যায়, সেই স্বভাব অনুসারে প্রতি ব্যক্তির বর্ণ নির্ণয় করা উচিত।

৩। বর্ণ নির্ণয়-কালে স্বভাব ও রুচির সহিত পিতা মাতার বর্ণ-সম্বন্ধ একটু বিচার করিয়া বর্ণ নির্ণয় করিতে হইবে।

৪। পুরুষের উপযুক্ত বয়স হইলে অর্থাৎ ১৫ বৎসর বয়সের পর কুল-পুরোহিত ভূস্বামী, পিতা মাতা ও গ্রামস্থ কতিপয় নিঃস্বার্থ বিদ্বান ব্যক্তি বসিয়া বর্ণ নির্ণয় করিবেন।

৫। প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষের কি বর্ণ হওয়া উচিত, এরূপ প্রশ্ন উত্থাপিত হইবে না। কিন্তু প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ পৈতৃ বর্ণ প্রাপ্তির যোগ্যতা লাভ করিয়াছে কি না এইরূপ প্রশ্ন উঠিবে।

৬। যদি দেখা যায় যে, পিতৃবর্ণের যোগ্যতা হইয়াছে, তদনুরূপ সংস্কার করা যাইবে। যদি দেখা যায় উচ্চ বর্ণ লাভের যোগ্যতা লাভ করিয়াছে, তাহা হইলে তাহার সংস্কার হইবে। যদি দেখা যায় যে, পিতৃ বর্ণের অধম বর্ণের উপযোগিতা হইয়াছে, তবে বালককে আর দুই বৎসর সময় দেওয়া যাইবে।

৭। দুই বৎসরের পর পুনর্ব্বার পূর্ব্ববৎ বিচার পূর্ব্বক তাহার বর্ণ নিরূপণ হইবে।

৮। প্রতি গ্রামে একটী সমাজ-সংরক্ষণ বিধান ভূস্বামী ও পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক প্রচলিত রাখিতে হইবে।

৯। এই সমস্ত কার্য্য যথা-বিধি প্রচলিত থাকে, তজ্জন্য সম্রাটের সাহায্য লইতে হইবে। সম্রাট্‌ই বাস্তবিক বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের রক্ষক।

১০। যাহার যে বর্ণ হইবে, তাহার তদনুরূপ বিবাহাদি সংস্কার ও অন্যান্য অধিকার হইবে। তদ্বিপরীত ক্রমকারীর রাজদণ্ড বিধান করিতে হইবে।

এখন দেখা যাউক যে, এই প্রকার সমাজ-সংস্কার অল্প কাল হইতে পারে কি না। আমাদের বিবেচনায় এরূপ কার্য্য হইবার সুবিধা নাই। আদৌ রাজসাহায্য পাওয়া কঠিন। দ্বিতীয়তঃ রাজসাহায্য পাওয়া গেলেও তাহা সহসা গ্রহণ করা উচিত নয়, যেহেতু রাজা যে পর্য্যন্ত বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ না করেন, সে পর্য্যন্ত তাঁহার তাদৃশ নিরপেক্ষ সাহায্য পাওয়া অসম্ভব। নিরপেক্ষ এবং সরল সাহায্য ব্যতীত এরূপ বৃহৎ সংস্কার কোন ক্রমেই ঘটিতে পারে না। ভারতবাসীদিগেরও এ বিষয়ে সম্যক্ সাহায্য পাইবার আশা নাই। স্বার্থপরতা ক্রমে অনেকেই এই প্রার্থনীয় পরিবর্ত্তনে মত দিবেন না। এবং সংস্কার-সময়ে অনেক প্রকার ব্যাঘাত উপস্থিত করিবেন। নিম্ন বর্ণের লোকেরা মূর্খতা ও অসভ্যতা বশতঃ বর্ত্তমান কুসংস্কারকে সহসা পরিত্যাগে অক্ষম হইবে। অতএব কতিপয় সহৃদয় ব্যক্তি মিলিত হইলেও এই বৃহৎ কার্য্য সহসা ঘটনীয় নহে।

যে স্বভাব যাহাতে প্রবল দেখা যায়, সেই অনুসারে প্রতি ব্যক্তির বর্ণ নির্ণয় করা উচিত।

এখন দেখুন দুই দিকেই বিপদ। একদিকে কুসংস্কার-কীট আমাদের সমাজকে নিঃসত্ত্ব করিতেছে। চুপ করিয়া থাকিলে অমঙ্গল বই মঙ্গল নাই। আমাদের সামাজিক বল-বীর্য্য সৌভাগ্য সকলই ক্রমে ক্রমে লুপ্ত হইতেছে। যে আর্য্য-বংশের প্রতাপে বহুকালাবধি বসুন্ধরা কম্পমানা ছিল, সেই আর্য্য-সন্তানগণ এখন ম্লেচ্ছগণ অপেক্ষাও হীন হইয়াছে এবং ক্রমে ক্রমে অধিকতর হীন হইতেছে। যাঁহার হৃদয় আছে, তিনি এই সকল আলোচনা করিয়া ক্রন্দন করিতেছেন। যাহার হৃদয় নাই, তিনি নিশ্চিন্ত হইয়া ক্রমশঃ অধোগতি লাভ করিতেছেন। অন্যদিকে দৃষ্টি করিলেও নানাবিধ বিপদ দেখা যায়। যদি বর্ণাশ্রম-ব্যবস্থা ত্যাগ করিয়া নূতনরূপে সমাজ স্থাপন করি, তাহা হইলে আর আমাদের আর্য্যত্ব থাকে না, যেহেতু বৈজ্ঞানিক সমাজ তিরোহিত হয়। উদাহরণস্থলে দৃষ্ট হইবে যে, বৌদ্ধ সমাজ, জৈন সমাজ, দেশীয় খৃষ্টান সমাজ, ব্রাহ্ম-সমাজ প্রভৃতি বর্ণাশ্রম-রহিত ব্যবস্থাসমূহ কখনই ভারত ভূমিতে প্রতিষ্ঠা-লাভ করিল না। বৌদ্ধ-সমাজ ও জৈন-সমাজ পরস্পরের মধ্যে লুক্কায়িত হইল। দেশীয় খৃষ্টান-সমাজ কেবল ম্লেচ্ছানুগত্যে লুপ্ত হইল, ব্রাহ্মসমাজ কুটিরস্থ হইয়া পড়িল! তন্মধ্যে আর কাহারও সামাজিক স্বাধীন জীবন নাই। কোথায় বা বৌদ্ধ তান্ত্রিকতা, কোথায় বা নববিধান! কেহই কোন কাজে লাগিল না! কখনও এই বিজ্ঞানপীঠ ভারতে কোন কাজে লাগিবে না। যদি আমরা সহসা বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের সংস্কার আরম্ভ করি, তবে আরও হুলস্থূল পড়িয়া যাইবে। সকল দিকে অন্ধকার দেখা যাইতেছে।

এখন উপায় কি? মঙ্গলের প্রয়োজন। কিন্তু মঙ্গল কিসে সহজে লভ্য হয়, তাহা বিবেচনা করা উচিত। বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম যে পর্য্যন্ত সংস্কৃত হইয়া প্রকৃতিস্থ না হয় সে পর্য্যন্ত সামাজিক, আধ্যাত্মিক ও পারমার্থিক অমঙ্গলসমূহ আমাদিগকে জর্জ্জরিত করিবে। সমস্ত মঙ্গলের বিধানস্বরূপ ভগবানই সেই মঙ্গল বিধান করিবেন সন্দেহ নাই।

পুরাণ অবলম্বন পূর্ব্বক কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, কলির অবসানে শ্রীশ্রীকল্কিদেব অবতীর্ণ হইয়া মরু ও দেবাপি রাজদ্বয়ের সাহায্যে বর্ণাশ্রমধর্ম্ম পুনর্ব্বার সংস্থাপন করিলে সত্যযুগের উদয় হইবে; কিন্তু আমরা বলি যে, এই কলিযুগ সাধারণ কলিযুগ নয়। ইহাকে পূর্ব্ব মহাজনগণ ধন্য কলি বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। সাধারণ কলিযুগের কেবল কলিকালের অবসানে ধর্ম্ম সংস্থাপিত হয়। ধন্য কলিযুগে আর কল্কি-অবতারের অপেক্ষা নাই। যে কলিযুগে পরিপূর্ণ-শক্তি, পরম কারুণিক, পরমপ্রেম-মূর্ত্তি শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব অবতীর্ণ হইয়াছেন, সে কলিযুগের আর কথা কি? সেই করুণ ময় মহাপ্রভুর কৃপায় অবিলম্বে সমস্ত সামাজিক অমঙ্গল দূরীভূত হইবে সন্দেহ নাই। অকৃত্রিম রূপে সেই মহাপ্রভুর চরণাশ্রয় করিলে আর কোন বিষয়ের চিন্তা থাকিবে না।

এই সংখ্যায় আমরা এই পর্য্যন্ত বলিলাম। সামাজিক মঙ্গল-সাধন ও বর্ণাশ্রম রূপ প্রধান ধর্ম্মের সংস্কার বিষয়ে যে উৎকৃষ্ট উপায় আছে, তাহা আগামী সংখ্যায় আমরা প্রস্তাব করিব। আশা করি যে সহৃদয় পাঠকবর্গ বিশেষ মনোনিবেশ পূর্ব্বক আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধটী পাঠ করিয়া আগামী সংখ্যার দ্বিতীয় প্রবন্ধ পাঠ করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া থাকুন। যে বিষয়ে আমরা হস্তক্ষেপ করিলাম, তাহা অত্যন্ত গম্ভীর। সংযত অন্তঃকরণে এই বিষয়টীর আলোচনা করা আবশ্যক। অনেক নিগূঢ় কথা ক্রমশঃ প্রকাশিত হইতে থাকিবে। সংক্ষেপতঃ আমরা এই বলি যে জীবীয় সমাজের পক্ষে আর অধিক গুরুতর বিষয় হওয়া অপেক্ষা নাই।

বৈকুণ্ঠ কথা

(শ্রীপাদ বঙ্কিমচন্দ্র দাসাধিকারী)

সংসারে মায়া-মোহিত হইয়া জীব যে কত প্রকার যাতনা ভোগ করিতেছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। ক্ষুধা তৃষ্ণা আদি ব্যাধি শোক মোহ ভয় জরা মৃত্যুর হস্ত হইতে কাহার নিষ্কৃতি নাই। আধ্যাত্মিক আধিদৈবিক, আধিভৌতিক ত্রিবিধ তাপ সকলকেই জর্জ্জরিত করিতেছে—সকল, দুঃখের আকর অবিদ্যাবন্ধন হইতে পরিত্রাণ লাভ করিতে কাহারও শক্তি নাই। কেবল মাত্র যাঁহারা শরণাগত-পালক শ্রীহরিচরণে প্রপন্ন ও ভজন-পরায়ণ তাঁহারাই সংসার হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভে সমর্থ।

ভগবদ্ ভজন-বিমুখ জনগণ মনোমুগ্ধকরী প্রকৃতির আপাত-সুখকর পরিণাম-বিষময় ইন্দ্রিয়-ভোগ্য বিষয়সমূহ দেখিয়া তাহা ভোগ করিবার আকাঙ্ক্ষায় আত্মবিস্মৃত হইয়া অনাত্মপ্রতীতিতে অবস্থিত হন। দ্বিতীয় অভিনিবেশ বশতঃই জীব মহামোহমিকার রাজ্যে অনুক্ষণ পূর্ব্বক

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমা

শ্রীগৌড়মণ্ডলভূমি, যেবা জানে চিন্তামণি
তাঁর হয় ব্রজভূমে বাস।

শ্রীনবদ্বীপধাম অভিন্ন ব্রজভূম। ব্রজবিহারী শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরামই নবদ্বীপে শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ। এই শ্রীধামের পরিধি ষোল ক্রোশ। অষ্টদিকে অষ্টদ্বীপ অষ্টদল-পদ্মের ন্যায় এবং মধ্যস্থলে অন্তর্দ্বীপ কর্ণিকাস্বরূপ। এই অন্তর্দ্বীপের অভ্যন্তরে **শ্রীমায়াপুরে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেবের জন্মভিটা।** এই নবদ্বীপই শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত নবধাভক্তির পীঠস্বরূপ :-

১। **অন্তর্দ্বীপ** —আত্মনিবেদনাখ্য—শ্রীমায়াপুর।	৬। **ঋতুদ্বীপ**—অর্চনাখ্য—রাতুপুর।
২। **সীমন্তদ্বীপ** —শ্রবণাখ্য—সিমুলিয়া।	৭। **জহ্নুদ্বীপ**—বন্দনাখ্য—জান্নগর।
৩। **গোদ্রুমদ্বীপ** —কীর্তনাখ্য—গাদিগাছা।	৮। **মোদদ্রুমদ্বীপ**—দাস্যাখ্য—মাউগাছী।
৪। **মধ্যদ্বীপ** —স্মরণাখ্য—মাজিদা।	৯। **রুদ্রদ্বীপ**—সখ্যাখ্য—রাতুপুর।
৫। **কোলদ্বীপ** —পাদসেবনাখ্য—কুলিয়া (বর্তমান নবদ্বীপ সহর)।	

আগামী ২১শে ফাল্গুন (১৩৭৬, ইং ৫ই মার্চ্চ ১৯৭০) বুধবার হইতে নয়দিবস-কাল শ্রীধাম পরিক্রমা এবং তৎপর তিন দিবস **শ্রীগৌরজন্মভিটা** শ্রীমায়াপুরে জন্মোৎসব হইবে। এই পরিক্রমাদি কার্যে শুদ্ধভক্তের আনুগত্যে সকলেই যোগদান করুন। ইহাতে কোন **ভেট-প্রথা নাই।** এক দ্বীপ হইতে অন্য দ্বীপে দ্রব্যাদি বহনের সুব্যবস্থা আছে।

আগামী ২৮শে মাঘ, ১১ই ফেব্রুয়ারী মঙ্গলবার হইতে চারিদিবসকাল শ্রীধাম মায়াপুরে **শ্রীশ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর** জন্মোৎসবে নামযজ্ঞ ও মহামহোৎসব এবং আগামী ২০শে মাঘ, ৩রা ফেব্রুয়ারী শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-জন্মতিথি হইতে ৩রা চৈত্র ১৭ই মার্চ্চ শ্রীশ্রীগৌরজন্মোৎসব পর্যন্ত **শ্রীধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপ-প্রদর্শনী** প্রকটিত হইবে।

শ্রীঅতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, (ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী)
শ্রীকুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ, (ভাগবতরত্ন)
শ্রীনিশিকান্ত সান্যাল, (এম্, এ, ভক্তিসুধাকর)
শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার সম্পাদকগণ।

পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্মেন্দ্রিয়গণকে নিযুক্ত করিয়া, ভোগী বিষয় সংগ্রহে চেষ্টান্বিত হইয়া নানাবিধ ক্লেশ সহ্য করে, শীত তাপ, পঠন প্রভৃতি জনীয় পরমার্থ-পথ পরিত্যাগ করাই জীবের পক্ষে সাধিত হয়। অল্প-বিদ্যা জীব স্থূল বিচার অবলম্বন করিয়া বলেন, জগতে এত সুখের উপকরণ থাকিতে সে সব সংগ্রহ না করিয়া ভোগের পরিবর্তে বিপাসিত মনকে নিপীড়িত করিয়া জাতি কুল মান রক্ষণে উদাসীন বৈরাগ্যবান ভজন-ত্যক্ত ভিক্ষুর উপদেশ গ্রহণ করিবার কি আবশ্যক? আজ বৈজ্ঞানিক, বণিক্, জড়ীয় সাহিত্যিক, ধনী ইহাদের সঙ্গ ক্রমে অনেক সুখের সামগ্রী সংগ্রহ করিয়া সুখী হইতে পারিব, কিন্তু প্রকৃতি প্রতি মুহূর্তে পরিবর্তিত হইতেছে। প্রত্যেক দ্রব্য পরিবর্তনশীল নশ্বর, বিনাশী, হেয়। আমরা যে ইন্দ্রিয়গুলিদ্বারা ভোগ করিব তাহাও দিন দিন পরিবর্তিত হইয়া কোন কোনটী অযোগ্য অকর্মণ্য হইয়া যাইতেছে। দেহটিও ক্ষণভঙ্গুর।

যে মনের দ্বারা চালিত হইয়া সুখ-ভোগ বাসনা করিতেছি, তাহাও ক্ষণে ক্ষণে নূতন নূতন মত আবিষ্কার করিতেছে। নিদ্রান্তে প্রভাতে মনের যে অবস্থা, ক্ষুধা হইলে অন্য রকম, আহারান্তে অন্য রকম, মধ্যাহ্নে, সায়াহ্নে ভিন্ন ভিন্ন ভাব। কখন অতীত ঘটনা স্মরণ করিয়া, কখন বর্তমান অবস্থা, কখন ভবিষ্যৎ সুখের নেশায় বিভোর। বাল্যকালে মন যাহা পাইলে সুখী হইবে কল্পনা করিয়াছিল, যৌবনে তাহার ধারণা পরিবর্তন করিয়াছে। বার্দ্ধক্যে দুষ্পূরণীয় আশা আক্ষেপ ভয় শোক জড়িত হইয়া বড়ই বিব্রত, এই মনের অনুগত হইয়া জগতে কি সুখ ভোগ করা যাইতে পারে? কোন বস্তু ভোগ করিয়াও তাহার ভোগের আকাঙ্ক্ষা শেষ হয় না বরং আশা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়, অতিরিক্ত ভোগের পর রোগ আসিয়া কষ্ট দেয়।

আগুনে ঘৃতাহুতি দিলে, আগুন যেরূপ আরও বেশী জ্বলিয়া উঠে, সেইরূপ অতৃপ্ত আশা যতই কেন পূরণ করিবার চেষ্টা করা যায়, ততই তাহা নানাভাবে আরও বৃদ্ধি পাইতে থাকে। পৃথিবীর সমস্ত ধন সম্পত্তি, সমস্ত সুখ সম্ভার সংগ্রহ করিয়া সহস্র সহস্র বৎসর পরমায়ু লইয়া ভোগে প্রমত্ত হইলেও কোন লোকের তৃপ্তি মিটিবে না।

আমি প্রথমে টাকা বা কিছু ভূসম্পত্তির অধিকারী হইয়া সামান্য বা কোটিপতি হইতে ইচ্ছা করিতেছি, কিম্বা একটা দেশের রাজা হইতে আশা করিতেছি, কিছুদিন পরে ত্রিভুবনের রাজা হইয়া চন্দ্র সূর্য্য বায়ু বরুণ প্রভৃতি—দেবগণকে অধীন করিতে বাসনা হইবে। পরে তাহাও পাইলে ব্রহ্মলোক জয় করিব, মৃত্যুকে জয় করিব, পরে তাহাও যদি লাভ হয়, তখন আমি ঈশ্বর, আমার নিয়ন্তা যদি কেহ থাকে, তাহাকে বধ করিয়া সর্বেশ্বর হইলে নির্বিবাদে সুখ ভোগ করিব, এইরূপ দুরাশা বাড়িয়া যায় এই জন্যই কি জ্ঞান সম্প্রদায় বা সোহহংবাদিগণ নিজেকে ব্রহ্ম বলেন? এইরূপ শেষফল-সুখের আশায় মরুভূমিতে জল অন্বেষণের ন্যায় যাবজ্জীবন দুঃখ ভোগই সার হয়। ইহ-জীবনে ভোগ উপকরণ সংগ্রহ করিতেও অনেক কষ্ট পাইতে হয়, অনেক লাঞ্ছনা সহ্য করিতে হয়। শেষে সেই সব দ্রব্য-স্ত্রী পুত্র কন্যা কুটুম্ব, এমন কি প্রতিবাসী, দেশবাসী সকলেই কিছু কিছু গ্রহণ করিবার উদ্দেশ্যে লোলুপ দৃষ্টিতে ওৎ পাতিয়া বসিয়া থাকে।

অনেক কষ্টে সঞ্চিত চর্ব্য চূষ্য লেহ্য পেয় সম্মুখে সজ্জিত আছে, কিন্তু অজীর্ণ অম্ল রোগ উপস্থিত হওয়ায় রসনার তৃপ্তি সাধনে বাধা দিল। উদরের রোগ অহঙ্কার না ছাড়ি জল পান্তুভাত, তুচ্ছ করল, দৃষ্টিশক্তিহীন আসিয়া জগতের অতুলনীয় শোভা সম্পদ, রমণীয় বন উপবন নদী পাহাড় প্রদেশের শোভা, মণিময় কারুকার্য খচিত অট্টালিকার সৌন্দর্য, চিত্রাবলী, সুবেশ সুহাস প্রভৃতি আকাঙ্ক্ষিত দৃশ্য দর্শন বঞ্চিত করিল। কর্ণ বধির হইল, দন্তশূন্য, কফ কাশী বাত জরা আক্রমণ করিয়া অশেষ দুঃখে জর্জ্জরিত করিতে লাগিল, মৃত্যু ভয় আসিয়া উপস্থিত, দেহ দ্রবিণ চিন্তার কিছুতেই সুখী হইতে দিল না। তখন "কারি নীরে বস গেলনা পিয়াস আপনা করম ফেরে।"

এত কষ্ট করিয়া ভোগের সামগ্রী যোগাড় করিলাম, কিন্তু ইন্দ্রিয়গুলি অকর্মণ্য হওয়ায় কিছুই ভোগ করিতে পারিলাম না অথচ আমার সাক্ষাতে দশ জনে লুটিয়া খাইতেছে, ইহা কি কম পরিতাপের বিষয়?

পরকালে পরলোকে সুখভোগের আশায় দান ব্রত তপ যজ্ঞাদি ক্রিয়ার নানাবিধ ফলশ্রুতি শাস্ত্রে বর্ণিত আছে, সে ভোগকালও সীমাবদ্ধ, 'ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্যলোকং বিশন্তি'—পুণ্য শেষ হইয়া গেলে স্বর্গ হইতে নামাইয়া দিবে আবার মর্ত্যভূমিতে জন্মিতে হইবে, আবার বহু ভোগ, নিস্তার নাই।

এই কর্ম্মযোগি সম্প্রদায়, জ্ঞানি সম্প্রদায়, ত্যাগি সম্প্রদায় ভোগ-আকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ করিয়া মোক্ষ-বাসনা করে, অনেক কষ্ট সাধ্য সাধন করিয়া মুক্তাভিমানি সিদ্ধ পুরুষগণ পরম পদে আরোহণ করিয়াও পুণ্ডরীকাক্ষ শ্রীহরির চিন্তা বিমুখ হওয়ায় অবিশুদ্ধ বুদ্ধি-প্রযুক্ত অধঃপতিত হন।

জ্ঞানী জীবন্মুক্ত দশা পাইনু করি মানে।
বস্তুতঃ বুদ্ধি শুদ্ধ নহে কৃষ্ণভক্তি বিনে॥

চিত্ত যখন বিষয়ে আসক্ত হয়, তখন জীবের বন্ধন হয় এবং পরম পুরুষ ভগবানে নিযুক্ত হইলে সংসার মুক্ত প্রাপ্ত হয়। পণ্ডিতগণ বলেন, আসক্তি জীবাত্মার পক্ষে দৃঢ় বন্ধন স্বরূপ আবার সেই আসক্তি যদি সাধু পুরুষে কৃত হয়, তাহা হইলে উহাই মোক্ষের দ্বার স্বরূপ হইয়া থাকে। বৈষ্ণবগণই সাধু পুরুষ—

"বৈষ্ণবের বর্ণ কৈলা সর্ব শাস্ত্রে কয়।
এই সব জানি তত্ত্ব বৈষ্ণব নিশ্চয়॥"

(ক্রমশঃ)

প্রচার প্রসঙ্গ

প্রচারই প্রচারকের ধর্ম। তবে আচার-বিহীন প্রচার প্রচারককে পৃথিবীতে প্রকৃষ্ট রূপে পরিচিত না করিয়া প্রতারক সাজাইয়া দেয়। সেই জন্য প্রচারক-কুলোপাস্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব বলিয়াছেন,—

আপনি আচরি ধর্ম জীবেরে শিখায়।
আপনে না কৈলে ধর্ম শিখান না যায়॥

শ্রীচৈতন্যদেবের এই চেতনবাণী আজ শ্রীচৈতন্যসরস্বতী আচরণ করিয়া প্রচার করিতেছেন। কীর্তন-প্রতিকূল-রাক্ষসী আজ কলিত জীবকুলকে জীবন্মৃত করিয়া রাখিয়াছে, অমর বৃক্ষের যে ছবি লোক-লোচনের সম্মুখে ধরিয়াছে, তাহা দেখিবার বুঝিবার ক্ষমতা না দেখিয়া শুনিয়া প্রতিকার করিবার প্রচেষ্টা কাহার প্রাণে জাগিয়াছে? জগতে জনগণকে ধর্ম-গ্লানি ভোগ-পিশাচীর কবলে কবলিত করিবার মন্ত্র প্রদান নেতৃত্ব গুণে, সকলেই করিতে উন্মুখ, কিন্তু তাহাদের বিমুখতা চিরতরে বিনাশ করিয়া মহামন্ত্র সাধনে প্রবুদ্ধ করিতে পরম দয়ালু প্রভুপাদের মত আর কে আছে?

শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম প্রচারক পরিব্রাজকাচার্য ত্রিদণ্ডি স্বামী শ্রীমদ্ভক্তি...ভারতী মহারাজ মঙ্গলবার ...জেলার ...বাজারে দুই দিন শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সাধারণ লোকগণ আলোচনা শ্রবণ করিয়া বাহ্য ...লেন। ...কোনও ...আছে ...সংবাদ ...না। আর যদি ...পত্রিকার প্রতি মাঝে মাঝে প্রবৃত্তি-পথের

[illegible] বৈজ্ঞানিক [illegible] ... [illegible] সম্মুখে আমরা [illegible] আনন্দ [illegible] কিন্তু [illegible] অলৌকিক [illegible] ... [illegible] হইয়া থাকে।

নানা কথা

মদ আমদানি

[illegible] মার্কিন [illegible] মদ্যপান-নিবারণের [illegible] আইনটি উঠিয়া যাইবে [illegible] ... প্রচলন [illegible] প্রধান মদ্যপান-নিবারণ-কমিশনার মিঃ ডোরান বলেন যে, যে সকল লোক গোপনে মদ চালান করে তাহাদের মধ্যে [illegible] প্রধান, তাহারা গ্রেপ্তার হইয়াছে, [illegible] বর্তমানে গোপনে মদ আনে। তাহাদিগকে শীঘ্র ধরা হইবে আশা করা যায়।

জাহাজ লুট

[illegible] কোম্পানীর একখানি জাহাজ [illegible] বন্দরের নিকট [illegible] কয়েকজন জলদস্যু [illegible] জাহাজে আরোহণ করে [illegible] [illegible] থাকে। একজন চীনদেশীয় আরোহী [illegible] এবং কয়েকজন আহত হইয়াছে। [illegible] কোন বৈদেশিকের [illegible] নাই। [illegible] লইয়া গিয়াছে।

জীবন্ত সমাধি

[illegible] ... [illegible] চাপা পড়িয়াছে। [illegible] ... [illegible] চলিতেছে।

[illegible] দল

[illegible] মার্কিন [illegible] ২৪ জন [illegible] ... [illegible]

[illegible] প্রতিবাদ

[illegible] ... [illegible]

কলিকাতা বাজারে [illegible]

[illegible] ... এ সকল লোক [illegible] প্রার্থী ছিলেন তাঁহারা সকলে [illegible] দাখিল করিতে ও ডেপুটি [illegible] তাঁহাদের মধ্যে তিন জনকে মনোনীত করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ। তাঁহাদের মধ্যে একজন [illegible] করা [illegible] হইয়াছে।

ভারতীয়ের বিমান যাত্রা

বিলাত বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র [illegible] বিলাতের [illegible] বিমান [illegible] কিন্তু তিনি [illegible] পারেন নাই। [illegible] নিকট হইতে [illegible] বিমানপোতে [illegible] প্রত্যাবর্তন করিতে [illegible]

বিলাতে [illegible] তাহার বিমানপোত [illegible] মেরামত হইলেই তিনি আবার যাত্রা করিবেন।

সরকারী কর্মচারী হত্যা

[illegible] যুক্তরাজ্যে [illegible] দুই জন কর্মচারী কোন [illegible] বাটীতে [illegible] আঘাতে হত হইয়াছে।

ডাকাতি

[illegible] অন্তর্গত [illegible] একদিন [illegible] ... [illegible] টাকা [illegible]

[illegible] যুদ্ধ

[illegible] ... [illegible]

বিলাতে [illegible]

[illegible] ... [illegible] হইয়াছে।

দাম [illegible]

[illegible] ... [illegible] উচিত নয়।

নৌ-বৈঠক

নৌ-বৈঠকে কি হইবে এখন [illegible] ... [illegible] জাহাজ কমান সম্বন্ধে মতদ্বৈধ হইয়াছে। [illegible] বলে, আমেরিকা [illegible] হয় না।

চিনি ও রাজনীতি [illegible]

[illegible] ১২.১৩ কোটি মণ চিনি [illegible] ... [illegible] হইয়াছে।

পুলিশের সঙ্গে বিবাদ

দিল্লীর [illegible] ... [illegible] পুলিশ [illegible] ... [illegible] চালান দেন।

[illegible]

[illegible] ... [illegible]

জাপানে গোলযোগ

[illegible] ... [illegible] গ্রহণ করেন।

অহিফেন সম্মেলন

[illegible] আন্তর্জাতিক অহিফেন-সম্মেলনের [illegible] ...

বন্যা

আমেরিকার যুক্তরাজ্যে সেন্ট ফ্রান্সিস নদীর বাঁধ ভাঙ্গিয়া [illegible] পূর্ব মিসৌরী ও উত্তর পূর্ব আর্কান্সাসের পঞ্চাশ হাজার একর জমি জলে প্লাবিত হইয়াছে। [illegible] শত পরিবার ঘরবার ছাড়িয়া পলায়ন করিয়াছে।

শ্রীচৈতন্যমঠের গ্রন্থাবলী

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বিরচিত

গ্রন্থাবলী

উৎকৃষ্ট কাগজে বিলাতি ধরণে বাঁধাই

অলঙ্কৃত। চতুর্থ সংস্করণ। বিস্তারিত সূচীসহ

জৈবধর্ম

বাঁধাই ২, দুই টাকা

প্রকাশিত হইয়াছে

সনাতন ধর্মশাস্ত্র বেদ, বেদান্ত, উপনিষৎ, গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত, পুরাণ, তন্ত্র ইত্যাদি সকল গ্রন্থ পাঠ করিবার অবসর অতি অল্প মানবের ঘটিয়া থাকে। অনেকের যোগ্যতা না থাকায় সেই সমস্ত গ্রন্থের মর্ম অবগত হইতে পারেন না। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ... গ্রন্থ ... করিবার জন্য এই গ্রন্থ ... করিয়াছেন।

বিদ্যালয়ের ছাত্র ও শিক্ষকগণের বিশেষ পাঠ্য। এই গ্রন্থ ... শিক্ষাবিভাগের ... সমস্ত বিদ্যালয়ের জন্য অনুমোদন করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

প্রথম খণ্ড ভিক্ষা ১, একটাকা

... মানবের নিত্য কর্তব্য ও ... নৈমিত্তিক কর্তব্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। ... সনাতন শাস্ত্রবাক্য ... সম্বন্ধ ও প্রয়োজন ... দেহের, মনের ও আত্মার ... প্রদেশ, সমাজ, নীতি, ... ইত্যাদি বিষয় ... আলোচিত হইয়াছে। ... প্রথম ... শেষ পর্য্যন্ত পাঠ না করিয়া ... থাকা যায় না।

শ্রীনবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ভিক্ষা ৵০

ঐ প্রমাণ খণ্ড ভিক্ষা ৵০

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর লীলার স্থান নবদ্বীপের নয়টী দ্বীপ-সমন্বিত ... প্রাচীন বিবরণ ... শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলা ... স্থানের পরিচয়, শ্রীধাম মাহাত্ম্য ... ইত্যাদি বিষয় বিশেষভাবে মনোহর ভাবে ... প্রায় ১৫০ পৃষ্ঠা।

শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ

উজ্জ্বল ... কাগজে ছাপা— শ্রীনবদ্বীপধাম দর্শন ... কি প্রকার ভাবের উদয় হয়, তাহা এই গ্রন্থে ... অতি চমৎকার। ভিক্ষা চারি আনা।

... ৶০

... সংস্করণ

শ্রীরূপ গোস্বামী ও শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভৃতি ... যে সকল কথা ... তাহা এই গ্রন্থে ... শ্রীমন্মহাপ্রভুর ... বিশেষভাবে ... হইয়াছে।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব জগতে অভিনব গ্রন্থ !!

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের রচিত গ্রন্থাবলী হইতে

শরণাগতি

পকেট সাইজ অষ্টম সংস্করণ ভিক্ষা /০ আনা

... শ্রীরূপাদের প্রতি ... কীর্ত্তন ... প্রার্থনা ... শরণাগতি ... প্রার্থনা ... সঙ্গীত ... চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে।

ভিক্ষা প্রতি খণ্ড /০ এক আনা।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা — ১০, ...

অর্থপঞ্চক /০

কল্যাণকল্পতরু

পকেট সাইজ পঞ্চম সং ... ভিক্ষা ।১০

... কল্যাণ ... কল্যাণ ... আমাদের ... কল্যাণ ... বাস্তবিক কল্যাণের ...

শ্রীল চক্রবর্ত্তি ঠাকুরের টীকা সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠাকুর কৃত টীকা ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কৃত ... টীকাকারের ... শ্লোক সূচি ... বিষয় ... প্রায় ... পৃষ্ঠা। উৎকৃষ্ট ... বাঁধাই ২, দুই টাকা, কাগজে বাঁধা ১৷৷০

শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ কৃত ভাষ্য সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

কাগজ ও ছাপা উৎকৃষ্ট। সিল্কে বাঁধাই, সোণার জলে নাম লেখা রাজসংস্করণ ৩, টাকা, সাধারণ সংস্করণ ১৷৷০, গ্রাহকগণের ১৷০

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি

... বৈষ্ণবগণের ... বিবরণ ... প্রকাশিত ... খণ্ড ... খণ্ড ... একত্রে ...

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ—১ম খণ্ড ১ এক টাকা

২য় খণ্ড ১, এক টাকা শ্রীমদ্ভাগবতের ... গ্রাহকগণ ... ছয় খণ্ড ...

শ্রীমদ্ ... গোস্বামী সঙ্কলিত

সদাচারস্মৃতিঃ

ভিক্ষা /০ আনা

প্রাপ্তিস্থান শ্রীচৈতন্য মঠ, শ্রীধাম মায়াপুর, প্রাচীন নবদ্বীপ, নদীয়া।

রেজেষ্টীকৃত

মদন মঞ্জরী

বটিকায় ধ্বজ ও ধাতুবিকার, ইন্দ্রিয়শক্তির হ্রাস, ... শুক্রপাত, স্বপ্নদোষ, মাথাঘোরা, বুক ধড় ফড়ানি, ... লক্ষণ সত্বর নিশ্চয় আরোগ্য হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ... বটী ১, এক টাকা।

"নপুংসকারি ঘৃত"

... মূল্য ... ১, টাকা।

"রমণবিলাসিনী বটিকা"

... মূল্য ... ১, এক টাকা।

বৈদ্য নারায়ণজী, কেশবজী

... রোড, কলিকাতা।

বিজ্ঞাপন

সাবধান! সাবধান!! সাবধান!!!

জে, বি দত্তের ... গোলাম ...

পর বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

এখানে আহার এবং বাসস্থান দিয়া ছাত্রদিগকে বিভিন্ন শিক্ষণীয় বিষয় শিক্ষা দিবার বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। অনেক ছাত্র ইতোমধ্যেই আসিয়া পাঠ আরম্ভ করিয়াছেন। বর্তমান বর্ষে সকল ছাত্রই গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

প্রধান অধ্যাপক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রচন্দ্র কাব্য ব্যাকরণ-সাংখ্য-
বেদান্ত-ষড়দর্শন-তীর্থ, সাংখ্যভূষণ, বেদান্তরত্ন,
সাহিত্যশাস্ত্রী, সুদর্শনাচার্য্য

অধ্যাপক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীধাম মায়াপুর পরবিদ্যাপীঠ, (নদীয়া)

বেদনাঞ্জন

শ্রেষ্ঠরত্ন।

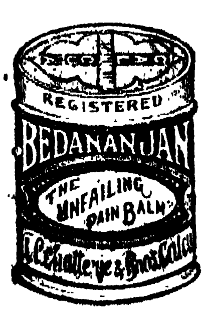

কলিকাতা কংগ্রেস এক্জিবিসন হইতে বহু প্রশংসা প্রাপ্ত ও বহু গণ্যমান্য ভদ্রমহোদয়গণ কর্ত্তৃক প্রশংসিত।

আজকাল বাজারে চলন মিশ্রিত ও বিষাক্ত আহার সেবনে শরীরের রক্ত অত্যন্ত দোষিত হইয়া পড়িতেছে। রক্তই মানবদেহের শ্রেষ্ঠ উপাদান, এই রক্ত দোষিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মানব বাত, বেদনা, মাথাধরা, মাথাঘোরা, দৃষ্টিশক্তির হ্রাস, দাঁতের গোড়া ফুলা, দাঁত কনকনানি, দাঁতে পোকা এবং ঘা, চুলকানি প্রভৃতি কষ্টদায়ক রোগে আক্রান্ত হইতেছে। যদি আপনি একেবারে ব্যাধিমুক্ত হইতে চান, তবে [illegible] পয়সার অপব্যয় না করিয়া অল্প দামে এক শিশি বেদনাঞ্জন ক্রয় করিয়া ইহার কার্যকারী-শক্তি উপলব্ধি করুন। [illegible] [illegible] মাত্র [illegible]

প্রাপ্তিস্থান—এ, সি, চ্যাটার্জ্জী এণ্ড ব্রাদার্স।

[illegible], কলিকাতা

সকল মণিহারী দোকানে ও বড় বড় ডাক্তারখানায় [illegible]

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

[illegible] প্রকৃত মরা [illegible] ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য, কিন্তু [illegible] অনিয়মিত উপায়ে অপরিমিত শক্তি নষ্ট করিয়া যাঁহারা মরা হইয়া রহিয়াছেন এবং নানা প্রকার মেহ, প্রমেহ, ধাতুদৌর্ব্বল্য, স্নায়বিক দুর্ব্বলতা, বহুমূত্র, উপদংশ, পারদ-সংক্রান্ত পীড়া, অর্শ এবং স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে যাঁহারা বাধক, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, সূতিকা, শ্বেত ও রক্তপ্রদর, হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি রোগে জীবনে নিরাশ হইয়াছেন, তাঁহারা আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটার সাহেবের আবিষ্কৃত ইলেক্ট্রিক সলিউসন ব্যবহার করিয়া বাঁচিতে পারেন, তাহার শত সহস্র প্রমাণ প্রতি বৎসরেই পাওয়া যাইতেছে। যাঁহারা অন্যান্য বহুবিধ ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরোগ্য হইতে পারেন নাই, তাঁহারা একবার এই ঔষধটি ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক মাসের ব্যবহারোপযোগী এক শিশি ঔষধ ডাকমাশুল সহ [illegible] টাকা মাত্র।

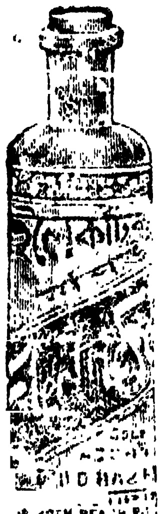

সোল এজেণ্ট—ডাঃ ডি, ডি, হাজরা

কড়েপুর, গার্ডেনরিচ পোষ্ট, কলিকাতা।

ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

অধ্যক্ষ

শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম এ, এফ সি এস (লণ্ডন)

ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক

(প্রফেসার)

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ বিশুদ্ধ ও শাস্ত্রমতে নিজ তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হয়। পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ক্যাটালগ পাঠান হয়। রোগের বিবরণ জানাইলে যত্নপূর্ব্বক ব্যবস্থা দেওয়া হয়। চিঠি পত্রাদি সম্পূর্ণরূপে গোপন রাখা হয়।

মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দুর)

(বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৪৲ টাকা

উৎকৃষ্ট স্বর্ণ, পারদ ও আমলাসার গন্ধক দ্বারা যথাশাস্ত্র প্রস্তুত নিত্য প্রয়োজনীয় সর্ব্বরোগনাশক মহৌষধ

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৩৲ টাকা

উৎকৃষ্ট কাশীর আমলকী, বংশলোচন প্রভৃতি যাবতীয় উপাদানে পূর্ণ মাত্রায় যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। কাস, শ্বাস, হাঁপ, যক্ষ্মা, অগ্নিমান্দ্য, হৃদ্রোগ প্রভৃতি রোগের মহৌষধ। সকলপ্রকার দুর্ব্বলতা নাশক ও বিশেষ পুষ্টিকর আহার্য্য বা খাদ্য বিশেষ।

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬৲ টাকা

ইহা সেবনে ধাতুদৌর্ব্বল্য, শুক্রতারল্য, স্বপ্নদোষ, প্রমেহ ও ধ্বজভঙ্গ সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায়। ইহা অপরিসীম আনন্দদায়ক রসায়ন।

অবলাবান্ধব যোগ

প্রদর, বাধক প্রভৃতি স্ত্রীরোগের ও যাবতীয় জরায়ুরোগের মহৌষধ

মূল্য—১৬ মাত্রা ২৲ টাকা, ৫০ মাত্রা ৫৲ টাকা মাত্র

বিশুদ্ধ জল! ভয় নাই বিশুদ্ধ জল!!

লক্ষ্মী টিউব-ওয়েল কোং

২০৫নং নবাবপুর, ঢাকা

[illegible] বৈজ্ঞানিক [illegible] প্রণালীতে নলকূপ (*Tube-well*) [illegible] বসাইয়াছেন। প্রাইভেট সেক্রেটারী, জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট, [illegible] চেয়ারম্যান, ইঞ্জিনিয়ার, জমিদার, তালুকদার, প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত ভদ্রমহোদয়গণ এই কোম্পানীর কার্য্য দেখিয়া প্রশংসা করিয়াছেন। রাসায়নিক পরীক্ষায় জল বিশুদ্ধ না হইলে মূল্য গ্রাহ্য হয় না। বিস্তৃত বিবরণের জন্য পত্র লিখুন।

বিজ্ঞাপিত কেন?

সাধারণের হিতার্থে, মানবের দুঃখ না দেখিতে পারিয়া [illegible] ইত্যাদি সর্ব্বদা "[illegible]" [illegible] যিনি পাঠ করেন নাই, তিনি আবেদন করিবামাত্র বিনামূল্যে প্রাপ্ত হউন। উহা পাঠে উপকৃত হইয়া ৭৫০০০ হাজার লোক [illegible] হইয়াছেন। প্রায় ৫ বৎসরের পরীক্ষিত, শুক্রতারল্য, স্বপ্নদোষ [illegible] "অনঙ্গ-নিগ্রহ বটিকা" প্রতি কৌটার মূল্য ১৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান—অনঙ্গনিগ্রহ ফার্ম্মেসী, [illegible] নং [illegible], কলিকাতা।

মনোমোহন প্রেস

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা

পূর্ব্ববাঙ্গালায় সুলভে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত।

বৈদ্যুতিক মেশিনে দিবারাত্র কাজ চলিতেছে

বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা।

শ্রীমায়াপুর নদীয়া প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীকৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

স্থানীয় সংস্করণ

Registered No. C 1544

বিজ্ঞাপনের হার

প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩।০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

মূল্যের হার অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ প্রতি সংখ্যা ৴৫

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র।

৪র্থ খণ্ড] সম্পাদক—প্রত্নবিদ্যালঙ্কার শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী [২৭৩ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্য মঠ শ্রীধাম মায়াপুর ১১ই মাঘ শনিবার ১৩৩৬ ২৫শে জানুয়ারী ১৯৩০

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থাবলী

১।	শ্রীমদ্ভাগবতম্—শ্লোক সূচী, বিষয়-সূচী প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত ; ভিক্ষা, প্রতি খণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৶০ গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশ গ্রাহক পক্ষে	৶০
২।	ভাষ্য-সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ)	৫৲
৩।	গৌড়ীয়-গৌরব	৶০
৪।	গৌড়ীয়-সাহিত্য	।০
৫।	ভজনরহস্য	॥০
৬।	শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা	১৲
	” ” ” আবাঁধা	৸০
৭।	গীতা (শ্রীবলদেবভাষ্যসহ) বাঁধা ২৲ আবাঁধা	১॥০
৮।	গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি-টীকা-সহ) বাঁধা ২৲ আবাঁধা	১॥০
	গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য	॥
৯।	যুক্তিমল্লিকা গুণসৌরভঃ সানুবাদ (মাধ্ব)	২৲
১০।	বেদান্ততত্ত্বসার সানুবাদ (রামানুজীয়)	॥০
১১।	জৈবধর্ম্ম	২৲
১২।	শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ)	৸০
১৩।	গৌড়ীয়-কণ্ঠহার	২৲
১৪।	প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ)	॥৶০
১৫।	দ্বীপ-দিগ্দর্শন	
১৬।	সাধনপথ (৩য় সংস্করণ)	।৶০
১৭।	আচার ও আচার্য্য	।
১৮	নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা	৸০
১৯।	ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা)	৶০
২০	শ্রীনবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য	৶০
২১।	নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য (প্রমাণখণ্ড)	৶০
২২।	শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ	
২৩।	শ্রীগৌড়মণ্ডল-পরিক্রমা দর্পণ	
২৪।	শরণাগতি, গীতাবলী, সাধনকণ, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, নবদ্বীপশতক, অর্থপঞ্চক ও সদাচারস্মৃতিঃ মোট	।৶০
২৫।	কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ও অর্চ্চনকণ	৶০
২৬	সাধককণ্ঠমণি	।০
২৭।	সংস্কার-দীপিকা	।০
২৮।	বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড)	৩৲
২৯।	ব্রহ্মসংহিতা	॥০
৩০।	শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা	৸০
৩১।	মণিমঞ্জরী সানুবাদ	।০
৩২।	গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ	৸০
	শ্রীচৈতন্যভাগবত (বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ)	৫৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

ইংরাজী ভাষায় ভক্তিগ্রন্থ

১ শ্রীচৈতন্যচরিত ও শিক্ষা
২ নামভজন
৩। বৈষ্ণবধর্ম্ম আসল ও মেকি
৪। ভাগবতীয় দর্শননীতি ও ধর্ম্ম
৫। কাম ও প্রেমধর্ম্ম
৬। গৌড়ীয়মঠ কি করেন

ধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপ-প্রদর্শনী, নদীয়া

(৩রা ফেব্রুয়ারী হইতে ১৭ই মার্চ্চ, ১৯৩০ পর্য্যন্ত)

প্রদর্শনীর সকল জ্ঞাতব্য বিষয়ের জন্য
সেক্রেটারী মহোদয়ের নিকট
আবেদন করুন।

শ্রীকুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ,
শ্রীচৈতন্য মঠ, শ্রীধাম মায়াপুর পোঃ আঃ, (নদীয়া)।

দেবনাগরাক্ষরে ভক্তিগ্রন্থ

১।	[illegible]	৶০
২।	সটীক শিক্ষাদশমূলম্	[illegible]
৩।	[illegible]	[illegible]
৪।	গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ	৴০
৫।	সিদ্ধান্তসরস্বতী-দিগ্বিজয়ঃ	॥০
৬।	তত্ত্বসূত্রম্	।০

গভর্ণমেণ্ট হইতে রেজিষ্টারী করা—

সর্ব্বপ্রকার প্লীহা লিভার সংযুক্ত ম্যালেরিয়া ও

জ্বরের সাক্ষাৎ যম

মারফালীন

টনিক ও সালসা। পথ্যের বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই। এক দাগেই প্লীহা, লিভার ধ্বংস হয়। কলেন পরিচীয়তে

এক দাগে জ্বর পালায়, ফিরে জ্বর আর হয় না

একদাগে জ্বর পালায়, তিন দাগে সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়। এমন উপকারী ঔষধ আর নাই। ... ঔষধ সেবনে যদি আপনার জ্বর একেবারে ভাল হয়, সেই প্রকার ঔষধ খাওয়া উচিত নয় কি? এক্ষণে সাবধান হউন এবং জানিয়া রাখুন, আর মিছামিছি বাজে বোতল ২ ... জল খেয়ে শয্যাগত হইয়া প'ড়ে পরে হয়রান হয়েন কেন? সুতরাং ... আনার মারফালীনই একটি জ্বর রোগীর পক্ষে যথেষ্ট; এমন প্রত্যক্ষ উপকারী জ্বরের ঔষধ আর নাই। সকালে জ্বর হইলে বৈকালে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবেন, ডাক্তার ডাকিতে হয় না। মূল্য প্রতি শিশি ৷৶০ আনা, ডজন ৫৷০ আনা।

এজেণ্ট—মেসারস্ এম, ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং, ১০ নং বনফিল্ডস্ লেন, কলিকাতা।

আয়ুর্ব্বেদ সম্মত বায়ু পিত্ত বাত নাশক

ত্রিগুণ তৈল

যুগল-মূর্ত্তি মার্কা সর্ব্বত্র পাওয়া যায়।

আসল ও আসি
শিশি ৸০ আনা, ডজন ৮৲
ডিঃ পিঃ ও রেলওয়ে পার্শ্বেল স্বতন্ত্র।

যুগল-মূর্ত্তি মার্কা এবং বটকৃষ্ণ পাল দেখিয়া লইবেন।

এমন মহোপকারী তৈল আর নাই

গবর্ণমেণ্ট হইতে রেজিষ্টারী করা-

মহর্ষি চরক শাস্ত্রোক্ত ভৈষজ্য উপাদানে খাটী কাঁচা কৃষ্ণতিল তৈলে মৃগনাভি, কস্তুরী, গোলাপ, চামেলী, হেনা, চন্দন, খসখস, বেলা, প্রভৃতি মূল্যবান মহাগন্ধ দ্রব্য ... প্রস্তুত বিধায় ছয় ঋতুতেই সমভাবে ইহার অমৃত ... উপলব্ধি হইয়া থাকে। ফলতঃ এই সর্ব্বগুণসম্পন্ন ... নিত্য ব্যবহারে সুধারণতঃ দৈহিক ও মানসিক ... থাকে ... পরন্তু সর্ব্ব ... মনোপ্রিয় বাতুষ্ণ বৃণিত গুপ্ত, জটিল, ব্যাধি, মেহ, প্র... অনিক, অগ্নিবিকার, মূর্চ্ছা, মাথাধরা, মাথাঘোরা, আধকপালী, নিদ্রাহীনতা এবং সর্ব্বপ্রকার বাতরোগ ও নানা প্রকার ব্যাধির কীটাণু ধ্বংসকারী অব্যর্থ মহৌষধ।

বলা বাহুল্য, ইহা একরূপ মস্তিষ্ক স্নিগ্ধকারী ঠাণ্ডা তৈল যে, পাগল ... হয়। যে কোন স্থানে তৈল ক্রয়কালীন শিশির গায়ের লেবেলের উপর বড় ২ অক্ষরে আসল যুগল মূর্ত্তি মার্কা এজেণ্ট বটকৃষ্ণ পাল দেখিয়া লইবেন, অন্যথায় শঠকারী দোকানদার জাল বা নকল তৈল বিক্রয় করিয়া আপনাকে ঠকাইবে ... বাজে জিনিষ বিক্রয় করিয়া ঠকাইতে পারিলেই খুব লাভ হয়।

বটকৃষ্ণ পাল এণ্ড কোং ২৩নং বনফিল্ড লেন, কলিকাতা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১১ই মাঘ শনিবার—১৩৩৬

মনুষ্য সমাজ ও বৈষ্ণবধর্ম

দ্বিতীয় প্রবন্ধ

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ২৭২ সংখ্যার পর)

সনাতন বৈষ্ণব ধর্ম্মের সহিত মানব-সমাজের যে নিগূঢ় সম্বন্ধ তাহা পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে। সম্প্রতি ভারতবর্ষে যে প্রকার সমাজ প্রচলিত, তাহাতে সনাতন ধর্ম্মের যথেষ্ট বাধা হইতেছে। কেবল জন্মগত ব্রাহ্মণাদি বর্ণ-চতুষ্টয় ব্যবস্থাপিত হওয়ায় সনাতন ধর্ম্মের যে কতদূর অবনতি হয়, তাহা বলা দুঃসাধ্য। উপযুক্ত পাত্র, উপযুক্ত কার্য্য না পাইলে না দেশের উন্নতি, না পাত্রের উন্নতি হয়। এই জন্যই ধর্ম্মের এত দুর্গতি। অতএব সমাজ-সংস্কারের নিতান্ত প্রয়োজন।

পরম কারুণিক চৈতন্য-পার্ষদ প্রভু নিত্যানন্দ সমাজের এই প্রকার দুর্দ্দশা দেখিয়া এই বঙ্গভূমিতে একটী অদ্ভুত বর্ণের বীজ বপন করিয়াছিলেন। সেই বীজ প্রভু বীরচন্দ্রের হস্তে অঙ্কুরিত হয়। ক্রমশঃ সেই অঙ্কুর আজ কাল একটী বৃক্ষরূপে বর্ত্তমান আছে। হে পাঠকবর্গ, আপনারা যে একটী বৈষ্ণব জাতির কথা শুনিয়া আসিতেছেন, তাহাই আমাদের উল্লিখিত বৃক্ষ।

বৈষ্ণব জাতি কি প্রকার এবং ঐ জাতির মধ্যে কি প্রকার ব্যক্তি সকল বর্ত্তমান, তাহা অবগত হওয়া আবশ্যক। আমরা ১৮৮১ সালের নর-সংখ্যা দৃষ্টি করিয়া জানিতেছি যে, সম্প্রতি বঙ্গভূমিতে নিম্নলিখিত মত একটি জাতি (যাহাদিগকে বৈষ্ণব জাতি বলে) বাস করে, যথা:—

বর্দ্ধমান ২৮৬৫২, বাঁকুড়া ২০৩২৫, বীরভূম ২১৪১১, মেদিনীপুর ৮১৮৮৮, হুগলী ১২১০৭, হাবড়া ১৫২৮৪, ২৪পরগণা ১৮০২৩, কলিকাতার চারি পার্শ্বে ৮৬৩৫, কলিকাতা ৭১৭০, নদীয়া ০২১৩৩০, যশোহর ১৪৮৩১, খুলনা ১২৯৭৯, মুর্শিদাবাদ ২৫০৩৪, দিনাজপুর ১৯৩৪৯, রাজসাহি ১৭০৮১, রংপুর ২৬৯১৪, বগুড়া ১৭১১১, পাবনা ১৩১৫৭, দার্জিলিং ৫৭৬, জলপাইগুড়ি ৩৪২০, ঢাকা ১৭২৩৯, ফরিদপুর ৭৬৫৫, বাখরগঞ্জ ৫১৪৯, মৈমনসিংহ ১৮০২৪, চট্টগ্রাম ২০৩১, নোয়াখালী ২৯৮৩, ত্রিপুরা ৬১৬৪, বালেশ্বর ২৩০৫৭, অনগুল ৬৪৩, কটক ২৯৬১৪, বাঁকি ১৯৮, পুরী ৭২৭৩ চট্টগ্রাম পার্ব্বতীয়ভূমি ৫—সর্ব্বসাকল্য ৪৯৯৩২৬।

বৈষ্ণব জাতি বলিয়া যাহারা পরিচয় দেয়, তাহারা প্রায় পাঁচ লক্ষ। ইহাদের মধ্যে ষোড়শ অংশের দশ অংশ স্ত্রীলোক এবং ছয় অংশ পুরুষ।

আমাদের পাঠকবর্গ এরূপ মনে না করেন যে, বঙ্গদেশ ও উড়িষ্যার মধ্যে কেবল পাঁচ লক্ষ বৈষ্ণব বই নাই। যাঁহারা বর্ণাশ্রম ধর্ম্মে অবস্থিত হইয়া বৈষ্ণব ধর্ম্ম আশ্রয় করিয়াছেন, তাঁহারা অনেক এবং যাঁহারা সংসার পরিত্যাগ পূর্ব্বক অভ্যাগত পদ লাভ করিয়াছেন, তাঁহারাও নিতান্ত কম নন। সে সকল মহাত্মাদিগকে এই সংখ্যার মধ্যে বুঝিতে হইবে না।

এই পাঁচলক্ষ বৈষ্ণব বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের গুণ দোষ হইতে পৃথক্। ইহারা পতি পত্নী রূপে সংসারে বর্ত্তমান হইয়া সন্তানাদি উৎপত্তি করেন। ইহাদের বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম সম্মত দশবিধ সংস্কার নাই। সংস্কার উপলক্ষে ইহাদের যে সকল ক্রিয়া আছে, তাহা বর্ণাশ্রমীদের ক্রিয়া হইতে বিলক্ষণ। বৈষ্ণব জাতির মধ্যে কোন ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক ক্রিয়া হয় না। তাহারা সকল কার্য্যই কৃষ্ণ সম্বন্ধে করিয়া থাকে। অন্য দেব দেবীর পূজা হোম শ্রাদ্ধ ইত্যাদি কিছুই করে না। মৃতাশৌচ ও জাতাশৌচ অঙ্গীকার করে না। বিবাহে কেবল মালা বদল করে। কোন বৈষ্ণব পরিবারের মধ্যে ক্রমশঃ বর্ণাশ্রম-নির্দ্দিষ্ট কতকগুলি ক্রিয়া দেব-দেবীর আরাধনা এবং স্ত্রীলোক পরম্পরা কতকগুলি ব্যবহার দেখা যায়। এই সকল বৈষ্ণবদিগের মধ্যে রাধাকৃষ্ণের সেবা, পর্ব্বদিনে উৎসব, বিশেষ বিশেষ কার্য্যে মহোৎসব, হরিবাসর প্রভৃতির অনুষ্ঠান দেখা যায়।

এই বৈষ্ণব জাতির উৎপত্তি বিচার করিলে বোধ হয় যে উহারা আদৌ বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম-বিপরীত কার্য্য দ্বারা তাড়িত হইয়া পরে আপনাদিগকে বৈষ্ণবাভিধান অর্পণ করিয়াছে। কোন কোন স্থলে বিরক্ত পুরুষগণ বৈষ্ণবাপরাধ ক্রমে ভক্তিপথ হইতে চ্যুত হইয়া স্ত্রী-সংসর্গ করায় সন্তান উৎপত্তি হইলে ঐ সন্তানগণ অগত্যা বৈষ্ণব-জাতি-ভুক্ত হইয়া পড়িয়াছে। বৈষ্ণব বৈষ্ণবীর অসবর্ণ সংযোগ দ্বারা উৎপন্ন হওয়ায় উহাদিগকে সাধারণে সংযোগী বৈষ্ণব বলে।

ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ ভেক ধারণ করিয়াও কুটুম্ব-সহ গৃহস্থ ভাবে কাল যাপন করে।

এই বৈষ্ণব জাতি প্রায়ই ভিক্ষা দ্বারা জীবন নির্ব্বাহ করে। কোন কোন স্থলে উহারা অন্যান্য ব্যবহার দ্বারাও অর্থ সঞ্চয় করে। কোন কোন প্রদেশে উহারা কৃষিকার্য্য করে, কোন কোন প্রদেশে অন্যান্য বাণিজ্য ব্যবসায় দ্বারা জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে। ইহাদের মধ্যে অধিক অংশই গীত বাদ্যাদি অভ্যাস করত তদ্দ্বারা উদর পালন করে।

প্রভু বীরচন্দ্র যে সময়ে সংযোগী বৈষ্ণবের পত্তন করেন, তখন তাঁহার এক মাত্র অনুমতি ছিল যে, তোমরা যদি ইন্দ্রিয়পরবশ হও, তথাপি শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তন দ্বারাই সংসার নির্ব্বাহ করিবে। কেহ কেহ বলেন তাঁহার সময় কেবল বার শত নেড়া নেড়ী ছিল। কিন্তু আজ কাল সেই বার শত নেড়া নেড়ীর স্থলে আমরা সমস্ত বঙ্গভূমিতে প্রায় পাঁচলক্ষ বৈষ্ণব বৈষ্ণবী দেখিতেছি। বার শত ব্যক্তির অবশ্যই গান কীর্ত্তন ব্যবসায় দ্বারা জীবন নির্ব্বাহ হইতে পারিত। কিন্তু পাঁচলক্ষ জীবন কেবল কীর্ত্তন ও ভিক্ষার দ্বারা রক্ষা পাইতে পারে না। অতএব বৈষ্ণব জাতি যে অন্যান্য ব্যবসায় করিতেছে, তাহা তাহাদের পক্ষে দূষণীয় নয়।

এই বৈষ্ণব জাতির প্রকৃত সামাজিক অবস্থান কোথায়, তাহা স্থির করা উচিত। বর্ণাশ্রমধর্ম্মাচার্য্যদিগকে জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা বলিবে যে চতুর্ব্বর্ণ ব্যতীত আর যত জাতি সকলই অন্ত্যজ। অতএব বৈষ্ণব জাতি অপকৃষ্ট সঙ্কর জাতি মধ্যে পরিগণিত হইবে। যদি পরমার্থ-পরায়ণ বৈষ্ণবাচার্য্যদিগকে জিজ্ঞাসা করা হয়, তবে তাঁহারা এই কথা বলিবেন যে যখন উহাদের ধর্ম্ম-প্রধান [illegible] ক্রমে ক্লিষ্ট সংসার তখন উহাদিগকে বিশেষ মান্য করা উচিত। তাঁহাদের এই উপদেশ অনুসারে বর্ণধর্ম্মাবস্থিত বৈষ্ণবগণ অনেক সময়ে ঐ বৈষ্ণব জাতিকে নিমন্ত্রণ করিয়া মহোৎসব করিয়া থাকেন। এখন দেখা উচিত যে বৈষ্ণব জাতি বস্তুতঃ কিরূপে ব্যবহৃত হওয়া উচিত।

পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে যে বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম স্বাস্থ্য অবস্থায় থাকিলে বৈষ্ণব-ধর্ম্মের সহিত তাহার অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ থাকিত। সেই ধর্ম্মে কতকগুলি উৎপাত উপস্থিত হওয়ায় সমাজ সংস্কারের আবশ্যকতা হইয়াছে। বৈষ্ণবজাতিও যদি সেই বর্ণধর্ম্মের মল আকর্ষণ করে, তবে এই জাতির উভয় কুল নষ্ট হয়। অতএব বৈষ্ণব-জাতি সর্ব্ব-বিষয়ে পবিত্র না থাকিতে পারিলে, উহা সকল সমাজের অধম হইবে সন্দেহ নাই। বৈষ্ণব-জাতি হয় সর্ব্ব-সমাজের মস্তক সমাজ হইবে, নতুবা সকল সমাজের হেয় হইয়া পড়িবে। এই বৈষ্ণব জাতির কোন মধ্যবর্ত্তী অবস্থান নাই। কিরূপে থাকিলে এই বৈষ্ণব-জাতি সর্ব্বোচ্চ জাতি হইতে পারে তাহা বিচার করা যাউক। আমাদের বিবেচনায় নিম্নলিখিত বিধি-বিধান মত কার্য্য করিলে তাহারা পূজনীয় হইবে।

১। [illegible] সমাজনীতিকে একমাত্র কৃষ্ণসেবার [illegible] করিয়া জানুন। বহির্ম্মুখ জ্ঞান, কর্ম্ম একেবারে দূর করুন। কৃষ্ণসেবার বাধক হইতে পারে না, এরূপ যে সমস্ত সামাজিক ক্রিয়া ও ব্যবহার আছে তাহা সৎকর্ত্তার সহিত অবলম্বন করুন।

২। সমাজে থাকিতে হইলে সমাজ অবশ্য বৈধানিক গঠন বিধি পরিত্যাগ করিয়া থাকিতে পারে না। অতএব শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত সনাতন বর্ণ ও আশ্রম-বিধান গ্রহণ করুন। বিশেষ সতর্ক থাকা উচিত যে, কোন প্রকারে সমাজ যেন জন্ম দ্বারা নির্ণীত অথবা বর্ণানুগ ও অনধিকার দূষিত আশ্রম-বিধি গ্রহণ না করে।

৩। এই পত্রিকার ২৭২ সংখ্যায় এক দুই ক্রমে যে দশটী বিধি সঙ্কলন হইয়াছে সেই বিধিগুলি বিশেষ সতর্কতার সহিত পালিত হউক।

৪। আশ্রম সম্বন্ধে নিম্নলিখিত কয়েকটী বিধি প্রতিপালিত হউক যথা:—

(ক) বিবাহযোগ্য স্ত্রীপুরুষ মহাজনগণের অনুমোদন সহকারে বিবাহিত হইয়া এক-পত্নী এক-পতি-ব্রতগ্রহণপূর্ব্বক সংসার নির্ব্বাহ করুন।

(খ) বিদ্যার্থী বালক দেশ সম্মত ব্রহ্মচর্য্য ও গুরুকুলে বাস দ্বারা শিক্ষা উপার্জ্জন করুন। এবম্বিধ অবস্থায় সমস্ত পৃথিবী পর্য্যটন করিয়াও তিনি শুদ্ধ থাকিতে পারিবেন।

(গ) অধিক বয়স অবস্থা বিবেচনা পূর্ব্বক বানপ্রস্থ অবলম্বিত হউক।

(ঘ) ব্রাহ্মণ-লক্ষণ-যুক্ত পুরুষের কৃষ্ণভক্তি-জ্ঞান বিরক্তি উদিত হইলে সন্ন্যাসাশ্রম অর্থাৎ ভিক্ষাশ্রম স্বীকৃত হউক।

(ঙ) সাক্ষ্য লাভ হইলে স্ত্রী বা পুরুষ-সমাজ বহিষ্কৃত হইবেন।

৫। যে কেহ সৎলোক, সৎকারে এই বৈষ্ণব সমাজে প্রবিষ্ট হইতে ইচ্ছা করিবেন, তিনি গৃহীত হইবেন।

৬। সমাজের উন্নতির জন্য কৃষ্ণভক্তির সাধক সমস্ত পার্থিব ও পারমার্থিক বিদ্যা ও শিল্পের অনুশীলন দ্বারা জাতীয় মূল উন্নতির চেষ্টা করা যাউক।

বৈষ্ণব জাতি এইরূপে সংস্থাপিত হইলে আর এতদ্দেশে কোন ক্লেশ থাকিবে না। বোধ হয় সকল জাতিসম্প্রদায় অল্প কালের মধ্যেই এই জাতিকে গ্রহণ করিবে। উপযুক্ত ব্রাহ্মণ, উপযুক্ত ক্ষত্রিয়, উপযুক্ত বৈশ্য ও উপযুক্ত শূদ্র দ্বারা ভারতের মুখ-শ্রী পুনরায় উজ্জ্বল হইবে। হয়ত তাঁহারাই সত্য যুগ আনিয়া জগতে পুনরায় রাজ্য করিবে। শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর কৃপায় আমরা এই উন্নতির বীজ মাত্র দেখিতেছি। এখন প্রার্থনা করি যে, সমস্ত সজ্জন পুরুষ এ বিষয়টীর বিশেষ আলোচনা করিয়া কার্য্য আরম্ভ করুন।

তৃতীয় প্রবন্ধে এই বিষয় সম্বন্ধে আরও অনেক কথা বলিব। এই বিষয়ে যদ

কারণে ভারতবাসীর, বিশেষতঃ বঙ্গবাসীর, সকল লাভ হইবে। জাতি-সংস্কার, বিবাহ-বিধি-সংস্কার ও অন্য সংস্কার ও শরীর-সংস্কার সম্বন্ধে আজ কাল যে সকল নানা উদ্যম হইতেছে, সে সকল উহাদের আর প্রয়োজন থাকিবে না। বৈষ্ণব সমাজকে যথোচিত উন্নত করিয়া তাহাতে সকলের প্রবেশ করাই কর্ত্তব্য। তাহাতে সমস্ত ফল লাভ করা পাওয়া যাইবে। বৈষ্ণবগণ জগতের ভূষণ। তাঁহারা কৃপা পূর্ব্বক এ বিষয়ে বিশেষ সাহায্য করুন। তাঁহাদের চরণে দণ্ডবৎ করিয়া অদ্য এই স্থলে নিবৃত্ত হইলাম।

বৈকুণ্ঠ কথা

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

(শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র দাসাধিকারী)

সাধু পুরুষের লক্ষণ :—

তিতিক্ষবঃ কারুণিকাঃ সুহৃদঃ সর্ব্বদেহিনাম্।
অজাতশত্রবঃ শান্তাঃ সাধবঃ সাধুভূষণাঃ॥
ময্যনন্যেন ভাবেন ভক্তিং কুর্ব্বন্তি যে দৃঢ়াম্।
মৎকৃতে ত্যক্তকর্ম্মাণস্ত্যক্তস্বজনবান্ধবাঃ॥
মদাশ্রয়াঃ কথা মৃষ্টাঃ শৃণ্বন্তি কথয়ন্তি চ।
তপন্তি বিবিধাস্তাপা নৈতান্ মদ্গতচেতসঃ॥

ভাঃ ৩।২৫।২১-২৩

সাধুর তটস্থ লক্ষণ সম্বন্ধে বলিতেছেন :—তাঁহারা হরিকীর্ত্তনে বৃক্ষের ন্যায় সহিষ্ণু, প্রাণি মাত্রের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী, তাহাদের দুঃখে কাতর, সকল জীবকে ভগবানের সেবক বলিয়া জানেন, সেই জন্য তাঁহাদের শত্রু কেহই নাই, তাঁহারা নিষ্কাম অতএব শান্ত; শাস্ত্রসম্মত সুশীলতাই তাঁদের ভূষণ স্বরূপ।

সাধুর স্বরূপ লক্ষণ সম্বন্ধে ভগবান বলিয়াছেন,—সাধুগণ আমাকেই একমাত্র অনন্য প্রিয় জানে আমাতে ঐকান্তিক ভক্তি করিয়া থাকেন। আমার সেবা-ধর্ম তাৎপর্য্যে সমস্ত কর্ম্ম পরিত্যাগ করেন। আমার জন্য স্বজন বন্ধু বান্ধবাদি সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া মদ্বিষয়ক পবিত্র কথা শ্রবণ ও অন্যের কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। আমাতে চিত্ত ঐ সকল সাধুগণকে বিবিধ তাপ বাধিত করিতে পারে না। উক্ত গুণ-সম্পন্ন সাধুগণ ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ এই চতুর্বর্গ লাভে আসক্তি-শূন্য; তাঁহারা অন্যসঙ্গ-জনিত দোষ হরণ করিতে

তাঁহারা একান্ত ভাবে ভগবানের সেবা করেন, ইহলোক ও পরলোকের সুখ-সকল ঈশ্বর-ভজন-বিহীন লোকদের পালন-কর্ত্তা বদ্ধজীব নহেন। তাঁহারা স্বজন বান্ধব প্রভৃতিতে অনাসক্ত সেই জন্য অনিকেত মানাপমানে নির্বিকার, শান্ত, হৃষীকেশপর, বিজিত-ষড়্গুণ। তাঁহারা অষ্টৈশ্বর্য্য বাঞ্ছা করেন না, সেই জন্য কেহ কেহ মনে করিতে পারেন যে ভক্তগণ ইহকালে ও পরকালে কখনও সুখ ভোগ করিতে পায় নাই, চিরকাল কষ্টভোগ করিয়া জীবন কাটায়, তাহা নহে, ভাগবত বলিতেছেন :—

অথো বিভূতিং মম মায়াবিনস্তা-
মৈশ্বর্য্যমষ্টাঙ্গমনুপ্রবৃত্তম্।
শ্রিয়ং ভাগবতীং বা স্পৃহয়ন্তি ভদ্রাং
পরস্য মে তেহশ্নুবতে তু লোকে॥

ভাঃ ৩।২৫।৩৭

অবিদ্যা নিবৃত্তির পর সেই মুক্ত পুরুষগণ যদিও উর্দ্ধ লোক-গত ভোগ সম্পত্তি এমন কি ভক্তির সঙ্গে সঙ্গে প্রাপ্য অষ্টৈশ্বর্য্য অথবা বৈকুণ্ঠ লোকের যে সব ঐশ্বর্য্য সে সব কিছুই লক্ষ্য করেন না তথাপি বৈষ্ণবগণ আমার বৈকুণ্ঠ লোকে গমন করিয়া নিত্যানন্দময়ী ভাগবতী সম্পত্তি ভোগ করিতে থাকেন।

ন কর্হিচিন্মৎপরাঃ শান্তরূপে
নঙ্ক্ষ্যন্তি নো মেহনিমিষো লেঢ়ি
হেতিঃ।
যেষামহং প্রিয় আত্মা সুতশ্চ
সখা গুরুঃ সুহৃদো দৈবমিষ্টম্॥

ভাঃ ৩।২৫।৩৮

স্বর্গাদি লোকে ভোক্তা এবং ভোগ্য বস্তুর কোন না কোন এক সময়ে বিনাশ সাধিত হয়, কিন্তু বৈকুণ্ঠলোকে ভগবৎ-সেবা-পরায়ণ বৈষ্ণবগণের কখনও ভক্তি ভোগ্য বস্তু নষ্ট হইবার কোনও আশঙ্কা নাই, ভগবানের কালচক্রও তাহাদিগকে গ্রাস করিতে সমর্থ হয় না। ভগবান শ্রীকৃষ্ণই তাঁহাদের আত্মার প্রিয়, পুত্রবৎ স্নেহ পাত্র, সখার ন্যায় বিশ্বাসাস্পদ, গুরুর তুল্য উপদেষ্টা, সুহৃদের মত হিতকারী এবং ইষ্টদেব সম পূজ্য। এইরূপ সাধু মহাত্মাগণের চরণে শরণ লইয়া ভজন আরম্ভ করা কর্ত্তব্য।

আশ্রয় লইয়া ভজে সেই কৃষ্ণ তারে ভজে
আর সব মরে অকারণ॥

তাঁহারা ইহলোক পরলোকগামী অস্থায়ী বস্তু এবং এ সম্বন্ধে আত্মীয় স্বজন কলত্রাদি ধন ঐশ্বর্য্য পশু গৃহ এবং অন্যান্য যথা সর্ব্ব পরিত্যাগ করিয়া ঐকান্তিক ভক্তি সহকারে বিশ্বরূপের নিয়ন্তা স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের ভজনা করেন, তাঁহারা সংসার হইতে পরিত্রাণ লাভ করিয়া ভগবানের অভয় পাদপদ্ম আশ্রয়ে নিঃশ্রেয়স বিষয় লাভ করিয়া শান্তি লাভ করেন।

কৃষ্ণভক্ত নিষ্কাম অতএব শান্ত।
ভুক্তি মুক্তি সিদ্ধিকামী সকলি অশান্ত॥

বিষয় গরলময় তাহে মান সুখচয়
সেই সুখ দুঃখ করি মান।
গোবিন্দ বিষয় রস সঙ্গ কর তার দাস
প্রেমভক্তি সত্য করি জান॥
প্রেমভক্তি সুধানিধি তাহে ডুব নিরবধি
আর যত ক্ষার নিধি প্রায়॥
নিরন্তর সুখ পাবে সকল সন্তাপ যাবে
পরতত্ত্ব করিনু উপায়।

পূর্ণ কে?

(পণ্ডিত শ্রীপাদ অতীন্দ্রিয় ভক্তিগুণাকর)

যাহাকে লাভ করিলে "অতি কৃতার্থ হইয়াছি" ইত্যাকার ভাব মানব-হৃদয়ে স্বতঃই ফুটিয়া উঠে ও নিত্যকাল জাগরূক থাকে, তাহাই পূর্ণ বস্তু। শাস্ত্র হইতে আমরা জানিতে পারি যে, ভগবত্তত্ত্বের সাক্ষাৎকার লাভ হইলে মানব নিত্যকালের জন্য তৃপ্তিলাভ করে। সুতরাং স্থিরীকৃত হইয়াছে যে শ্রীভগবানই একমাত্র পূর্ণ বস্তু।

উপনিষদ্ বলিতেছেন "যো বৈ ভূমা তৎ সুখং নাল্পে সুখমস্তি"। এই শাস্ত্রোক্তি হইতে অবগত হওয়া যায় যে, বৃহৎ বা পূর্ণস্বরূপ শ্রীভগবানই সুখদানে সমর্থ এবং অল্প বা অপূর্ণ পদার্থে সুখ নাই ও তাহা সুখদানে অপারগ।

এক্ষণে বিচার করিয়া দেখা যাউক যে, অল্প বা অপূর্ণ বস্তু সংজ্ঞায় কোন্ কোন্ জাতীয় পদার্থ সংজ্ঞিত হইবার যোগ্য। যে জাতীয় বস্তু দেশ ও কালের অধীন (অর্থাৎ নশ্বর) তাহাই অপূর্ণ। আমাদের চক্ষুরাদি বাহ্যেন্দ্রিয় ও মনআদি অন্তরিন্দ্রিয়ের সাহায্যে আমরা যে সকল বস্তুর সত্তা এবং তাহাদিগের সহিত পর-পর সম্বন্ধ ও ভাগ্য বা তদ্ভাব অনুভব করি, তৎসমুদয় কালে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। সুতরাং চক্ষু ও মনআদিগম্য ধ্বংসশীল ধনজনাদি ও তাহাদিগের সহিত সম্বন্ধাদি এই সকলই অপূর্ণ সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত হইবার যোগ্য।

জলের আশায় মরীচিকার প্রতি ধাবিত হইলে যেমন পিপাসা নিবৃত্তির পরিবর্ত্তে উহা অধিকতর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, সেইপ্রকার সুখের আশায় অপূর্ণ স্ত্রী পুত্র-ধনাদির ভরণ পোষণে প্রমত্ত হইলে সুখের পরিবর্ত্তে সুখাভাব রূপ দুঃখই বৃদ্ধি পাইতে থাকে। যেহেতু অপূর্ণ বস্তুর সঙ্গপ্রভাবে সুখাভাব বর্দ্ধিত হয়, তজ্জন্য আমাদিগের উচিৎ শাস্ত্র-অনুসারে চিত্তকে ধীরে ২ ভগবৎ চিন্তায় নিমগ্ন রাখা। ভগবানই যখন একমাত্র পরিপূর্ণ বস্তু এবং তাঁহার স্মরণ ব্যতিরেকে যখন কৃত-কৃতার্থ ভাবকে নিত্যকাল হৃদয়ে জাগাইয়া রাখা সম্ভবপর নহে, তখন অপূর্ণ বস্তুর দ্বারে নিত্যসুখ-লাভের জন্য থাকিলে তাহা বিড়ম্বনা ও বৃথা কালক্ষেপণ মাত্র।

সদ্ বুদ্ধির দ্বারা অপূর্ণ বস্তু ব্যতীত পূর্ণ বস্তুর সন্ধান লাভ সম্ভবপর নহে। শ্রৌত-পন্থা অবলম্বন করত সাধুসঙ্গ হইতে ভগবত্তত্ত্ব-জ্ঞান লভ্য। সুতরাং কালবিলম্ব না করিয়া সত্বর সাধুসঙ্গ হইতে ভগবত্তত্ত্ব-জ্ঞান লাভ করিবার জন্য যত্ন করা নিতান্ত আবশ্যক। যাঁহারা সুদুর্ল্লভ মনুষ্য জন্ম পাইয়া পূর্ণ ভগবত্তত্ত্বের জ্ঞানলাভের জন্য যত্ন না করেন, তাঁহারা আত্মঘাত করিবার জন্য যে উদ্যত, ইহা কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি না স্বীকার করিবে?

স্ত্রী পুত্রাদির দেহ এ বিশাল আকাশের কোন কোন অংশস্থানে কিয়ৎকালের জন্য মাত্র বর্ত্তমান থাকে এবং শ্রীভগবান্ নিত্যকাল স্বীয় স্বরূপে যুগপৎ সর্ব্বত্র বিরাজমান থাকেন। স্ত্রীপুত্রাদির সহিত সম্বন্ধ কালে নষ্ট হয়। কিন্তু শ্রীভগবানের সহিত আমাদিগের যে সম্বন্ধ নিত্যকাল আছে, তাহা কখনও নাশ পায় না। স্ত্রীপুত্রাদির জ্ঞান ও শক্তি সীমাবদ্ধ এবং শ্রীভগবান্ ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ ও সর্ব্বজ্ঞ। স্ত্রীপুত্রাদি ইচ্ছা করিলে, আমাকে এমন কি তাহাদিগের জীবিত-কালপর্য্যন্ত, নিরবচ্ছিন্নভাবে সুখে রাখিতে পারে না। কিন্তু সর্ব্বশক্তি-সম্পন্ন শ্রীভগবান্ ইচ্ছা করিলে এই মুহূর্ত্ত হইতে, আমাকে চিরকাল সুখসাগরে নিমগ্ন রাখিতে পারেন। ভগবত্তত্ত্ব ব্যতীত যাবতীয় ইন্দ্রিয়গোচর বস্তু ভগবত্তত্ত্বের অধীন তত্ত্ব এবং শ্রীভগবানই একমাত্র অসমোর্দ্ধ তত্ত্ব ও দেশকালের অতীত পদার্থের নিত্যকাল সেব্য বস্তু। ভগবৎ সম্বন্ধ শূন্য ভাবে বিবিধ প্রকার জগৎ দর্শনকে আংশিক দর্শন বা নাস্তিক্য দর্শন কহে। কেবলমাত্র ভগবৎ-সম্বন্ধ-যুক্ত দর্শনই পূর্ণ দর্শন বা ভক্তিমার্গীয় দর্শন নামে প্রসিদ্ধ। নাস্তিক্য দর্শনশীল ব্যক্তি ত্রিতাপ-ক্লিষ্ট ও ভক্তিমার্গীয় দর্শনশীল ভক্ত নিত্যানন্দে মগ্ন। নাস্তিকগণ অভক্ত ও ভগবৎপরায়ণ-ব্যক্তিগণ ভক্ত নামে খ্যাত। অভক্ত ভাবনা-বর্ত্মে গতিশীল ও সদাই ভাবনা-চক্রে ভ্রাম্যমাণ; কিন্তু ভক্তগণ ভাবনা-বর্ত্মকে অতিক্রম করত চমৎকার আনন্দময় রাজ্যে বিচরণ-পরায়ণ। এহেন দেহ অভক্ত দশা কাটিয়া গেলে তবে আমরা পরম মনোহর ভক্তপদবীতে বিচরণ করিতে ও কৃষ্ণ-কার্য্য-যুক্ত দর্শনজ নির্মল আনন্দ আস্বাদন করিতে সমর্থ হইব। ইহাই পূর্ণদর্শনের অমল অবস্থা। যাঁহার কৃপা ব্যতিরেকে উহা লাভ করা যায় না, তিনিই পূর্ণ পুরুষ।

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৪০্ চল্লিশ টাকা।

২৭২৪ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে,

সপ্তচত্বারিংশ খণ্ডে সূচী ছাপা হইতেছে।

৪৬শ খণ্ড প্রান্ত নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে ১৫।৵০ সাধারণ পক্ষে ২০৸৵০। প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৶০, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ।/০।

দশম স্কন্ধের ভিক্ষা ১২্, অগ্রিম সাধারণের পক্ষে ৮্।

৬৫ অধ্যায়পর্য্যন্ত একাদশ সংখ্যা ছাপা হইয়াছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

"শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত"

সূচী প্রভৃতি সহ সম্পূর্ণ ছাপা শেষ হইয়াছে

আদি, মধ্য, ও অন্ত্যলীলা এবং সূচী ছাপা হইয়া সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছেন। যাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ১০্ টাকা ভিক্ষার তৃতীয় সংস্করণ ৪্ টাকায় না পাইয়া অপূর্ব্ব সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের জন্যই উহার ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছেন। সেই ১০্ টাকার এই বিরাট্ গ্রন্থের শত সংখ্যা মাত্র ৫্ টাকা ভিক্ষায় দেওয়া হইতেছে। গ্রাহকগণ সত্বর হউন পরে আর এ সুযোগ থাকিবে না।

শ্রীচৈতন্য লীলার ব্যাস আখ্যাধারী

শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

চৈতন্যভাগবত

সভাষ্য আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র গ্রন্থ ৮্ স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫্

নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪৷৷০ টাকা

শ্রীধাম মায়াপুর নবদ্বীপ প্রদর্শনীতে

শ্রীধর ভাণ্ডার, ঢাকা।

ঢাকার প্রসিদ্ধ বস্ত্র ব্যবসায়ী **শ্রীধর ভাণ্ডার** শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতেছেন। **ঢাকার বিখ্যাত মস্‌লিন** ও নানাবিধ মিহির ধুতী, শাড়ী, জামদানী কাপড় এবং **খদ্দরের** শাড়ী ধুতী, জামদানী শাড়ী, চাদর, রাউজপিস, **মুগার কাজকরা** নানাপ্রকার কাপড়-চাদর, **শ্রীধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপ-প্রদর্শনীতে** ৩রা ফেব্রুয়ারী হইতে পাইকারী ও খুচরা বিক্রয় হইবে। পশ্চিম ও উত্তরবঙ্গ এবং এলাহাবাদ, বোম্বে, লক্ষ্ণৌ, লাহোর, মান্দ্রাজ, দিল্লী প্রভৃতি স্থান হইতে আগত দর্শক ও ব্যবসায়িগণ এই স্থান হইতে প্রয়োজনীয় জিনিষাদি লইতে পারিবেন। আমাদের দর যে **সুলভ** তাহা কাপড় এবং মূল্য বিচার করিলেই বুঝিতে পারিবেন।

প্রদর্শনীর ঠিকানা—

শ্রীধর ভাণ্ডার ষ্টল

শ্রীধাম মায়াপুর-নবদ্বীপ-প্রদর্শনী

পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর (নদীয়া)

ঢাকার ঠিকানা

শ্রীধর ভাণ্ডার, ১০নং নবাবপুর, ঢাকা।

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত ভক্তি গ্রন্থাবলী।

যে সব উৎকলবাসী ভক্ত বাঙ্গলা অক্ষর পড়িতে জানেন না, তাঁহাদের শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর শিক্ষার পরম উপাদেয় শুদ্ধ কথা জানিবার প্রবল সুযোগ উপস্থিত। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে উড়িয়া-অক্ষরে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হইয়াছে বাঙ্গলা গ্রন্থের তুলনায় উড়িয়া গ্রন্থগুলির ভিক্ষাও অপেক্ষাকৃত অল্প।

গ্রন্থের নাম	ভিক্ষা
শ্রীহরিনাম চিন্তামণি, প্রতিখণ্ড	॥০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	১৸
সাধন পথ (শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টক) প্রতিখণ্ড	।০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	॥০
কল্যাণ কল্পতরু প্রতিখণ্ড	৵০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	।০
গীতাবলী প্রতিখণ্ড	১৫
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৶১৫
শরণাগতি প্রতিখণ্ড	৵০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৵৫

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ, কটক এবং শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, পুরী

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিম্নলিখিত মঠসমূহে প্রাপ্তব্য:—

১। শ্রীচৈতন্য মঠ,—পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, (নদীয়া)।
২। শ্রীগৌরগদাধর মঠ,—চাঁপাহাটি, সমুদ্রগড় পোঃ, (বর্দ্ধমান)।
৩। শ্রীভাগবত জনানন্দ মঠ—ভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৪। শ্রীগৌড়ীয় মঠ,—১নং উল্টাডিঙ্গি জংশন রোড্, কলিকাতা।
৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ,—চটকপর্ব্বত, পুরী।
৬। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ,—উড়িয়া বাজার, কটক।
৭। শ্রীগোপীনাথ মঠ,—[illegible], বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।
৮। শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ,—৯নং অগস্ত্যকুণ্ড, কাশী, ইউ, পি।
৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,—ছিপিগলি, বৃন্দাবন, মথুরা, ইউ, পি।
১০। শ্রীপরমহংস মঠ—নৈমিষারণ্য পোঃ, সীতাপুর, ইউ, পি।
১১। শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ,—কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল, পাঞ্জাব।
১২। শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠ,—৯নং নবাবপুর রোড্, ঢাকা।
১৩। শ্রীমদনগোপাল মঠ,—বালিয়াটি, ঢাকা।
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম,—আমলাজোড়া, রাণীগঞ্জ পোঃ, বর্দ্ধমান।
১৫। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ,—ঢুলুবকোনা, চিরকুণ্ডা পোঃ, মানভূম।
১৬। শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয় মঠ,—আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী, উড়িষ্যা।
১৭। শ্রীগৌড়ীয় মঠ কার্য্যালয়, ৫০, ক্যানিং রোড্, নিউদিল্লি

এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণের নিকটও নদীয়া-প্রকাশ প্রাপ্তব্য।

১। শ্রীযুক্ত [illegible] সাহা বস্ত্র মঞ্জরী [illegible] রোড, খুলনা।
২। শ্রীযুক্ত রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিরত্ন [illegible], জমিদারবাড়ী, পুরাণবাজার।
৩। শ্রীযুক্ত রামরঞ্জন রায়—৭নং শ্রীগোপাল মল্লিক লেন, কলিকাতা।
৪। মিঃ এন ডি. মুখার্জী এম, এম, [illegible], কানপুর।
৫। শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী গোস্বামী [illegible], নদীয়া।
৬। শ্রীরাসবিহারী দাস অধিকারী, নবদ্বীপ।
৭। শ্রীবিনোদমোহন দে—মনমোহন প্রেস, নবাবপুর, ঢাকা।
৮। শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, বড়চাপা, ২৪ পরগণা।
শ্রী[illegible]

নানা কথা

সভা ও পুলিশ

ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার প্রেসিডেন্ট মিঃ প্যাটেলের সভাগৃহ হইতে পুলিশ—উঠান লইয়া বিষম গোলযোগ আরম্ভ হইয়াছে। মিঃ ক্রেরার সভাপতিকে বলেন যে তাঁহার কিছু বলিবার আছে। সভাপতি উত্তর করেন যে বাহিরের লোক সভা হইতে চলিয়া যাইবার পূর্ব্বে তিনি কোন কথা শুনিতে প্রস্তুত নহেন।

এই সকল ব্যাপার লইয়া ক্রেরার সাহেব মিঃ প্যাটেলকে একখানি কড়া চিঠি লিখিয়াছেন।

সরকারের প্রতিবাদ

ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার প্রেসিডেন্ট মিঃ প্যাটেল সভা হইতে পুলিশ তাড়ানর বিরুদ্ধে সরকারের পক্ষ হইতে প্রতিবাদ হইয়াছে। সরকার বলেন যে সভা গৃহ পাহারা রাখার ভার আইন অনুসারে সরকারের উপর ন্যস্ত। প্যাটেল সাহেব সেখান হইতে পুলিশ তাড়াইয়া স্বীয় ক্ষমতার অতিরিক্ত কার্য্য করিয়াছেন। পুলিশের কার্য্য সভার ভিতরে বাহিরের লোক না আসিতে দেওয়া এবং পুলিশ গ্রাহ্য অপরাধীকে গ্রেপ্তার করা। পুলিশ আইন অনুসারে সভায় প্রবেশ করে এবং পুলিশের সভায় প্রবেশ নূতন ব্যাপার নহে।

মহিষ বাথানে গোলযোগ

২৪ পরগণা জেলার বারাসত মহকুমার অন্তর্গত বসিরহাট থানার অধীন মহিষ বাথানে বিষম গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে। এক পক্ষে সরকার বাহাদুর স্বয়ং অপর পক্ষে স্থানীয় জন সাধারণ। কারণ যে জন সাধারণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে ইউনিয়ন বোর্ড স্থাপন করিবার চেষ্টা হইবার জন্য প্রেসিডেন্ট গোলাম রব্বানিকে ভোটারের তালিকা প্রস্তুত করিবার জন্য আদেশ করিলে তিনি জানান যে জন সাধারণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তিনি তালিকা প্রস্তুত করিতে অসমর্থ। এ অবস্থায় সরকার তাহাকে ডিসমিস করেন এবং মিঃ পি, সি, দাস নামক একজন খৃষ্টান পাদরীকে প্রেসিডেন্ট নিযুক্ত করা হয়। তিনি স্থানীয় লোক নহেন। যাহা হউক, একটী বোর্ড গঠন হইল বটে কিন্তু লোকে ট্যাক্স দিতে অস্বীকৃত হওয়ায় নয়জন ব্যক্তির বিরুদ্ধে ফৌজদারী মোকদ্দমা দায়ের হইল এবং পরে ঐ সমস্ত মোকদ্দমা উঠাইয়া লওয়া হইল।

[illegible] অবস্থা এরূপ দাঁড়াইল, বোর্ডের [illegible] জন [illegible] পদত্যাগ করায় সাহেব [illegible] খাজনা আদায় করিতে লাগিলেন। ট্যাক্স বৃদ্ধি হইল; লোকে ট্যাক্স দেওয়া বন্ধ করিল, তাহাদের দ্রব্যাদি নিলামে চড়িল। দশজন চৌকীদার ছয় মাসের বেতন না পাইয়া কর্মচ্যুত হইল এবং তাহাদের স্থলে ৪ জন লোক নিযুক্ত হইল। তাহাদের বেতন পাঁচ টাকা স্থলে পনর টাকা করিয়া হইল। ৮জন কংগ্রেস কর্মীর বিরুদ্ধে ১০৭ ধারায় মামলা চলিল। মুচলেকা দিতে অস্বীকার করায় তাহাদের উপর এক বৎসরের কারাদণ্ডের হুকুম হইল। আপীল চলিতেছে। বর্ত্তমান অবস্থা এই যে বোর্ডে কোন মেম্বর নাই। সকলেই পদত্যাগ করিয়াছেন, বোর্ডের অস্তিত্ব মাত্র নাই। তথাপি ট্যাক্স আদায়ের চেষ্টা এবং তাহা বিফল হওয়ায় নীলাম ক্রোক চলিতেছে।

দুইটী পাপ

মিঃ রাম গোপাল আচারিয়ার বলেন গবর্ণমেন্ট এবং প্রজারা মিলিয়া ভারতবর্ষে দুইটী পাপকার্য্য করিতেছি। গবর্ণমেন্ট মদ্য বিক্রয় করেন, উহা দ্বারা মনুষ্য পশুত্ব প্রাপ্ত হয়। প্রজারা নিজেদের মধ্যে অনেককে পশু অপেক্ষা নিকৃষ্ট জ্ঞান করে এবং তাহাদিগকে অস্পৃশ্য বলিয়া তাহাদিগের—মন্দির প্রবেশ পর্য্যন্ত বন্ধ করিয়াছে।

চারি হস্ত শিশু

চকার মহম্মদ মিয়ার স্ত্রী এক চারি হস্ত ও চারি পদ বিশিষ্ট বালিকা প্রসব করেন। এমদাদ নামক এক ব্যক্তি তাহাদিগকে দিয়া এক সাদা কাগজে সহি করাইয়া লয় এবং পরে তাহাকে নিয়া লয় যে সে ঐ শিশু সাধারণকে দেখাইয়া পয়সা রোজগার করিবে। প্রদর্শনের সময় শিশুর মাতৃ অদর্শনে অত্যন্ত কষ্ট হওয়ায় মহম্মদ শিশুকে ফিরাইয়া লইতে চায় কিন্তু এমদাদ ও অপর দুই ব্যক্তি শিশু ফিরাইয়া দেয় নাই। এই মধ্যে মহম্মদ কলিকাতার পুলিশ কোর্টে এমদাদ প্রভৃতির বিরুদ্ধে নালিশ করে। কোর্টে শিশুকে হাজির করা হয়।

গাড়ী চাপা

কুষ্টিয়া সহরে বাজারের বড় রাস্তা দিয়া একজন বৃদ্ধ মুসলমান যাইতেছিল। একখানি ভাড়াটিয়া ঘোড়ার গাড়ীর ধাক্কায় সে রাস্তার উপর পড়িয়া যায়। গাড়ীর একটী চাকা তাহার ফুসফুসের উপর দিয়া চলিয়া যাওয়ায় তাহার অবস্থা সঙ্কটাপন্ন হইয়াছে। তাহাকে হাসপাতালে পাঠান হয়

বঙ্গ বিলা সংবাদ

বঙ্গবিলায় ইউনিয়ন বোর্ডের বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ এখনও চলিতেছে। আরও দুইজন গ্রেপ্তার হইয়াছে। জন সাধারণ মিলিত হইয়া তাহাদের গলায় মালা পরাইয়া দিয়া সম্মান জ্ঞাপন করিয়াছে।

খুলনা কংগ্রেস কমিটির সভাপতি শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ সেন বঙ্গবিলা পরিদর্শনে আসিয়া এই আন্দোলনে সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন, তিনি কম্বল ও কাপড় পাঠাইয়াছেন, কয়েকজন কর্ম্মী ও পাঠাইয়াছেন। ৪জন কর্ম্মীকে আমিনে গালাগালি দিয়া, তৎক্ষণাৎ তাহাদের উপর ফৌজদারি কার্য্য বিধি আইনের ১৪৪ ধারায় নোটিশ দেওয়া হইয়াছে

নিরীশ্বরতা

রুসিয়া দেশের নিরীশ্বরবাদ প্রচারের বিরুদ্ধে খৃষ্টান জগৎ যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছেন। খৃষ্ট প্রতিবাদ আন্দোলনের সভাপতি হইয়াছেন—লর্ড হ্যমস গো এবং লর্ড ব্রেণ্টফোর্ড। লণ্ডনের বিশপ বলিতেছেন "বর্ব্বরতা এবং ধর্ম্মের নামে অত্যাচার অনেক শতাব্দি ধরিয়া অজ্ঞাত ছিল, এখন আবার দেখা দিয়াছে। স্বাধীনতা প্রিয় সকলেরই ইহার প্রতীকার চেষ্টা করা উচিত।

বেরি বেরি

যশোহরে একশত লোকের বেরি বেরি রোগ হইয়াছে। সহর এবং সহরতলীতেই রোগের প্রকোপ বেশী। অনেকে অনুমান করেন যে, ভেজাল খাবার খাওয়ার জন্য এই রোগের উৎপত্তি। আবার অনেক লোকে মনে করেন যে, অতিরিক্ত শীতের জন্য এরূপ হইতেছে। ভেজাল দ্রব্য বাজারে প্রচুর পরিমাণে বিক্রীত হইতেছে। কয়েকজন দোকানদারের কুড়ি টাকা করিয়া জরিমানা হইয়াছে। আরও কয়েকজনের মালের নমুনা কলিকাতায় পাঠান হইয়াছে। পরীক্ষা হইবে।

কালীনামে নরহত্যা

কলিকাতার উত্তরে আনন্দবাজার নামক স্থানে একজন লোক "কালী কালী" বলিয়া একখানি খাঁড়া ঘুরাইতে ঘুরাইতে রাস্তায় যাহাকে পাইল তাহাকেই চোট মারিতে লাগিল। অনেকে আহত হইয়া সরকারী ডাক্তার খানায় প্রেরিত হয়। একজন মারা গিয়াছে।

জয়দেব মেলা

প্রসিদ্ধ জয়দেব মেলায় বিশ হাজারের উপর লোক আসিয়াছিল।

বিদ্রোহ সূচক বাণী

আগ্রা সহরের কলেজ হোষ্টেলের ফটকে কতকগুলি পুস্তিকা পাওয়া যায়। এক সপ্তাহ পূর্ব্বেও ঐ রূপ পুস্তিকা পাওয়া গিয়াছিল। ইহাতে এইরূপ ধরণের কথা লেখা আছে—

বিপ্লব দীর্ঘজীবী হউক।

স্বাধীনতা-হীনতায় জীবন দারুণ দুঃখ। অত্যাচারের অধীনতা স্বীকার করিয়া যুবকগণ স্বদেশের প্রতি বিশ্বাস ঘাতকতা করিতেছে। ইংরাজ ভারতবাসীর উপর যে সমস্ত অত্যাচার করে তাহারই চিত্র দিতেছে ইহাই পত্রিকার সারমর্ম্ম

জাল স্বামী

ময়জদ্দি নামক একব্যক্তি সোভান বিবি নামে অষ্টাদশবর্ষবয়স্কা এক বালিকাকে তাহার স্বামী আমোয়াদালের বাড়ী হইতে ফুসলাইয়া লইয়া যাওয়ার অভিযোগে এক বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ড এবং একশত টাকা অর্থ-দণ্ডে দণ্ডিত হয়। প্রকাশ যে, আসামী সোভানকে ফুসলাইয়া লইয়া যায় কিন্তু বাদী তাহার স্ত্রীকে পুলিশের সাহায্যে উদ্ধার করে। আসামী বলে যে সে ঐ স্ত্রীলোকটীকে দুই বৎসর পূর্ব্বে বিবাহ করিয়াছিল। তাহার শ্বশুরের সহিত বিবাদ হওয়ায় সে একজন স্বামী খাড়া করিয়া এই মিথ্যা মোকদ্দমা করিয়াছে। হাইকোর্টে আপীল চলিতেছে।

বিমান সংবাদ

আমেরিকার যুক্ত রাজ্যে একখানি যাত্রিবাহী বিমান পোতের ইঞ্জিন খারাপ হইয়া যাওয়ায় অন্ধকারে নামিবার চেষ্টা করিবার সময়ে তাহাতে আগুন ধরিয়া যায়। ষোল জন আরোহী পুড়িয়া মারা যায়।

সন্তান হত্যা

২৪ পরগণার বকতলা গ্রামের এক মুসলমান রমণীর বিধবাবস্থায় এক জারজ সন্তান হয়। সে লোকলজ্জা এড়াইবার জন্য ঐ সন্তানকে এক পুকুরে পুতিয়া ফেলিয়াছিল। কয়েক ব্যক্তি উক্ত শিশুকে কাদার মধ্য হইতে জীবিত অবস্থায় বাহির করে। অল্পক্ষণ পরেই শিশুটী মারা যায়। আলিপুর পুলিশ এই মর্ম্মে সংবাদ পাইয়া এ বিষয় তদন্ত করিতেছেন।

হিন্দু সভা ও আইন

যিনি হিন্দু মহাসভার সদস্য পদ প্রার্থীর পক্ষ অবলম্বন করিবেন তিনি রাজনীতি বিষয়ে জাতীয় দল ভুক্ত হইবেন এবং হিন্দুর স্বার্থ অক্ষুন্ন রাখিবেন।

শ্রীচৈতন্যমঠের গ্রন্থাবলী

শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুর বিরচিত

ভক্তি-গ্রন্থাবলী।

উৎকৃষ্ট কাপড়ে বিলাতী ধরণে বাঁধাই স্বর্ণাক্ষরে। চতুর্থ সংস্করণ। বিস্তৃতবিষয় সূচীসহ

জৈবধর্ম্ম

বাঁধাই ২৲ দুই টাকা

প্রকাশিত হইয়াছে

সনাতন ধর্মশাস্ত্র বেদ, বেদান্ত, উপনিষৎ গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত, পুরাণ, তন্ত্রাদি সকল গ্রন্থ পাঠ করিবার অবসর অতি অল্প মানবের ঘটিয়া থাকে। অনেকের যোগ্যতা না থাকায় সেই সমস্ত গ্রন্থের মর্ম্ম অবগত হইতে পারেন না। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বাঙ্গালীর এই অসুবিধা দূরীভূত করিবার জন্য এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

বিদ্যালয়ের ছাত্র বা শিক্ষকগণের বিশেষ পাঠ্য, এই হেতু শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টার বাহাদুর ইহা সমস্ত বিদ্যালয়ের জন্য অনুমোদন করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

প্রথম খণ্ড ভিক্ষা ১৲ এক টাকা

যুক্তিপূর্ণ শাস্ত্রবাক্য দ্বারা প্রত্যেক মানবের নিত্য কর্ত্তব্য ও অনিত্য সাময়িক কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। গ্রন্থের প্রতি উক্তি সনাতন শাস্ত্রবাক্য দ্বারা সমর্থিত ও প্রমাণিত হইয়াছে। দেহের, মনের ও আত্মার ধর্ম্ম কি? স্বদেশ, সমাজ, নীতি, ধর্ম্ম কি? ইত্যাদি বিষয় ক্রমানুসারে এমন সুন্দরভাবে যুক্তিসহকারে আলোচিত হইয়াছে যে, প্রথম পংক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত পাঠ না করিয়া নিবৃত্ত হওয়া যায় না।

শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য

ভিক্ষা ৵০

ঐ প্রমাণ খণ্ড ভিক্ষা ৵০

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিহার ও লীলাভূমি নয়টী দ্বীপ-সমন্বিত। এই নয় দ্বীপের প্রাচীন বিবরণ প্রত্যেক দ্বীপে শ্রীমহাপ্রভুর লীলা—প্রত্যেক দ্বীপের পরিচয়, শ্রীধাম-মাহাত্ম্য—ধামাপরাধ কি? ইত্যাদি বিষয় বিশেষভাবে মনোহর ছন্দে বর্ণিত। পকেট সাইজ প্রায় ৮০ পৃষ্ঠা।

শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ

উজ্জ্বল রোজ-বর্ণ কালীতে উত্তম কাগজে ছাপা—শ্রীনবদ্বীপধাম দর্শনে ভাবুক দর্শনকারীর কি প্রকার ভাবের উচ্ছ্বাস হয়, তাহা এই গ্রন্থে বর্ণিত। অতি চমৎকার ভিক্ষা চারি আনা।

শ্রীমন্মনঃশিক্ষা

।৵০ দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু, শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভৃতি উপদেষ্টাগণে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিচার অতি সুন্দরভাবে স্মরিত হইয়াছে। ইহা ছাড়া শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদিষ্ট শিক্ষা ও উপদেশ বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব-জগতে অভিনব গ্রন্থ !!

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতি-গ্রন্থাবলী :—

শরণাগতি

পকেট সাইজ, অষ্টম সংস্করণ ভিক্ষা ৴০ আনা

দেহ ও মনের চেষ্টা অনিত্যবস্তু লইয়া—ইহা যখন জীব বুঝিতে পারে, তখন একমাত্র নিত্যবস্তু শ্রীভগবানের প্রতি তাঁহার কোন জাতীয় আবেগময়ী প্রার্থনা হয় এবং শ্রীভগবানে সর্ব্বান্তঃকরণে নিষ্কপটে কি প্রকারে শরণাপন্ন হইতে হয়, ইত্যাদি বিষয়ক প্রাণস্পর্শী প্রার্থনা ও আত্ম-সমর্পণমূলক গান। পড়ুয়া সংস্করণও প্রকাশিত হইয়াছে

ভিক্ষা প্রতি খণ্ড ৴০ এক আনা

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা—৴০, নবদ্বীপশতক—৵০,

অমৃতপঞ্চক—৴০

কল্যাণকল্পতরু

পকেট সাইজ পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা ।১০

আমরা প্রত্যহ নূতন অভাব ও কামনার বশবর্ত্তী হইয়া পুনঃপুনঃ যে ভগবানকে কল্যাণ বাসনায় গ্রহণ করি এবং তাহার নিকট কল্যাণ কামনা করি, তিনি যে নিত্য বা যথার্থ কল্যাণ প্রদানে অসমর্থ এবং কোন্ বস্তু আমাদের নিত্য কল্যাণপ্রদ এবং কি ভাবে আমরা সেই কল্যাণলাভে সমর্থ হইব, এই সকল কথা সরল গানে লিখিত। এই গীতিগ্রন্থ বাস্তবিক কল্যাণের কল্পতরু; ইনি প্রত্যেককে নিত্যকল্যাণ দান করেন।

শ্রীল চক্রবর্ত্তি-ঠাকুরের টীকা সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর কৃত টীকা ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কৃত বঙ্গানুবাদ। টীকাকারের জীবনী, শ্লোক সূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি বহু প্রয়োজনীয় বিষয় সংবলিত প্রায় ৪২৫ পৃষ্ঠা। উৎকৃষ্ট সিল্কে বাঁধাই ২৲ দুই টাকা, কাগজে বাঁধা ১॥০

শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ-কৃত ভাষ্য সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

কাগজ ও ছাপা উৎকৃষ্ট। সিল্কে বাঁধাই, সোণার জলে নাম লেখা রাজসংস্করণ ২৲ টাকা, সাধারণ সংস্করণ ১॥০, গৌড়ীয়ের গ্রাহকপক্ষে ১॥০

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি (সাম্প্রদায়িক কোষগ্রন্থ)

বিষয়:—১। ভক্তিশাস্ত্রে ব্যবহৃত শব্দাবলীর অর্থ, ২। চারি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের চরিত্র, ৩। বিষ্ণুবৈষ্ণবসম্পর্কিত শ্রীমন্দির ও শ্রীবিগ্রহের বিবরণ, ৪। বৈষ্ণবগ্রন্থ ও প্রবন্ধ-সমূহের তাৎপর্য্য ও বিবরণ, ৫। বিষয় বিশেষের লৌকিক ও শাস্ত্রীয় আকরমূলে যাবতীয় তথ্য। চারিখণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ১ম খণ্ড ৸০, ২য় খণ্ড ৸৵০, ৩য় খণ্ড ৸০, ৪র্থ খণ্ড ॥৵০, চারিখণ্ড একত্রে ৩৲ (৫ম খণ্ড যন্ত্রস্থ)।

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ—১ম খণ্ড ১৲ এক টাকা ২য় খণ্ড ১৲ এক টাকা শ্রীমদ্ভাগবতের গ্রাহক ও গৌড়ীয় গ্রাহকগণ ১৷০ টাকায় দুইখণ্ড পাইবেন। বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমজ্জীব গোস্বামিপাদের রচিত এই গ্রন্থ ষট্‌সন্দর্ভের অন্যতম প্রয়োজনীয় অংশ। প্রায় ৬খণ্ড ডবল ক্রাউন ৮ পেজীর ৬০ পৃষ্ঠা আকারে মুদ্রিত হইতেছে।

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য সঙ্কলিত

সদাচারস্মৃতিঃ

ভিক্ষা ৴০ মাত্র

[illegible]

রেজেষ্টারিকৃত

মদন মঞ্জরী

বটিকায় স্বপ্ন ও ধাতুবিকার, ইন্দ্রিয়শক্তির হ্রাস, প্রস্রাবে শুক্রপাত, বহুমূত্র, অম্লরোগ, বুক ধড়ফড়ানি, অনিদ্রা প্রভৃতি লক্ষণ সত্বর নিবৃত্তি আরোগ্য হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ৩০ বটী ১৲ এক টাকা।

"নপুংসকারি ঘৃত"

পুরুষত্বহানি রোগে বাহ্যপ্রয়োগ দ্বারা আরোগ্য করিয়া শক্তিসঞ্চার করে। মূল্য ২ তোলা ১৲ টাকা।

"রমণবিলাসিনী বটিকা"

শীঘ্রস্খলন ও ধ্বজভঙ্গ রোগে স্থায়ী ও বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয়। মূল্য ১৬ বটী ১৲ এক টাকা।

রাজবৈদ্য নারায়ণজী, কেশবজী

১৭৭নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

বিজ্ঞাপন

সাবধান! সাবধান!! সাবধান!!!

জে, বি, দত্তের চোখ মার্কা বাদাম তৈল

আদি ও অকৃত্রিম এবং উপকারিতায় সর্ব্বজন পরিচিত ও বহু প্রশংসিত।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী *J. B. Datta & Co.* নাম দেখিয়া লইবেন। নতুবা জুয়াচোরগণ বদমায়েসী করিয়া তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে।

বিনীত—জে, বি, দত্ত

ফেরাস কুইনিন

নূতন এবং পুরাতন ম্যালেরিয়ার যম

[illegible]

এই ফেরাস কুইনিন দ্বারা [illegible] একটী বা দুটী [illegible] ম্যালেরিয়া জ্বর বন্ধ করে [illegible] উপসর্গ নষ্ট করে। [illegible]

৬ প্রস্তুতপূর্ণ প্রতি বাক্স—মূল্য ২৲, [illegible]

[illegible]

প্রাপ্তিস্থান:—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (প্রাচীন নবদ্বীপ) নদীয়া

পর-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

এখানে আহার এবং বাসস্থান দিয়া বিদ্যার্থিগণকে বিভিন্ন শিক্ষণীয় বিষয় শিক্ষা দেবার বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। অনেক ছাত্র ইতোমধ্যেই আসিয়া পাঠ আরম্ভ করিয়াছেন। বর্ত্তমান বর্ষে সকল ছাত্রই গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

প্রধান অধ্যাপক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রচন্দ্র বাবা ব্যাকরণ-সাংখ্য-বেদান্ত-ষড়দর্শন-তীর্থ, সাংখ্যভূষণ, বেদান্তরত্ন, সাহিত্যশাস্ত্রী, ষড়দর্শনবাচস্পতি।

অধ্যাপক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গৌরদাস ব্রহ্মচারী ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীধাম মায়াপুর পরাবিদ্যাপীঠ, (নদীয়া)

বেদনাঞ্জন

শ্রেষ্ঠরত্ন

কলিকাতা কংগ্রেস একজিবিসন হইতে বহু প্রশংসা প্রাপ্ত ও বহু গণ্যমান্য ভদ্রমহোদয়-গণ কর্ত্তৃক প্রশংসিত।

আজকাল বাজার-চলন মিশ্রিত ও বিষাক্ত আহার্য সেবনে শরীরের রক্ত স্বতঃই দোষিত হইয়া পড়িতেছে। রক্তই মানব-দেহের শ্রেষ্ঠ উপাদান, ঐ রক্ত দোষিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মানব বাত, বেদনা, মাথাধরা, মাথা-ঘোরা, দৃষ্টিশক্তির হ্রাস, দাঁতের গোড়া ফুলা, দাঁত কনকনানি, দাঁতে পোকা এবং খোস, চুলকানি প্রভৃতি কষ্টদায়ক চর্ম্মরোগে আক্রান্ত হই-তেছে। যদি আপনি একান্তই ব্যাধিমুক্ত হইতে চান, তাহা হইলে অযথা পয়সার অপব্যয় না করিয়া অল্প ব্যয়ে এক শিশি **বেদনাঞ্জন** ক্রয় করিয়া ইহার কার্যকারী-শক্তি উপলব্ধি করুন। গুণের তুলনায় মূল্য অতি সামান্য, এক শিশি ।৵০ আনা মাত্র মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান—এ, সি, চাটার্জ্জী এণ্ড ব্রাদার্স।

৪৫নং হলকাট লেন, সালিকা হাওড়া

সকল মণিহারী দোকানে ও বড় বড় ডাক্তারখানায় পাওয়া যায়।

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

যদিও অদ্যাপি প্রকৃত মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য, তথাপি যাঁহারা নানাবিধ অনিয়মিত উপায়ে অপরিমিত শক্তি নষ্ট করিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন এবং নানা প্রকার মেহ, প্রমেহ ধাতুদৌর্ব্বল্য, স্নায়বিক দুর্ব্বলতা, বহুমূত্র, দুঃস্বপ্ন, পারদ-সংক্রান্ত পীড়া, অর্শ এবং স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে যাহারা বাধক, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, সূতিকা, শ্বেত ও রক্তপ্রদর, হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি রোগে ভুগিয়া জীবনে নিরাশ হইয়াছেন, তাঁহারা আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটাল সাহেবের আবিষ্কৃত **ইলেক্‌ট্রিক সলিউসন** ব্যবহার করিয়া বাঁচিতে পারেন, তাহার শত শত প্রমাণ প্রতি বৎসরেই পাওয়া যাইতেছে। যাঁহারা অন্যান্য বহুবিধ ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরোগ্য হইতে পারেন নাই, তাঁহারা একবার এই ঔষধটী ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক মাসের ব্যবহারোপ-যোগী এক শিশি ঔষধ ডাকমাশুল সহ ১॥০ টাকা মাত্র।

সোল এজেণ্ট—ডাঃ ডি, ডি, হাজরা।

ফতেপুর, গার্ডেনরিচ পোষ্ট, কলিকাতা।

ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

অধ্যক্ষ

শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম.এ. এফ.সি.এস (লণ্ডন)

ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক

(প্রফেসার)

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ বিশুদ্ধ ও শাস্ত্রমতে নিজ তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হয়। পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ক্যাটালগ পাঠান হয়। রোগের বিবরণ জানাইলে যত্নপূর্ব্বক ব্যবস্থা দেওয়া হয়। চিঠি পত্রাদি সম্পূর্ণরূপে গোপন রাখা হয়।

মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দুর)

(বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৪৲ টাকা

উৎকৃষ্ট স্বর্ণ, পারদ ও আমলাসার গন্ধক দ্বারা যথাশাস্ত্র প্রস্তুত নিত্য প্রয়োজনীয় সর্ব্বরোগনাশক মহৌষধ

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৩৲ টাকা

উৎকৃষ্ট কাশীর আমলকী, বংশলোচন প্রভৃতি যাবতীয় উপাদানে পূর্ণ মাত্রায় যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। কফ, কাসি, সর্দ্দি, যক্ষ্মা, ক্ষয়রোগ, হৃদরোগ প্রভৃতি রোগের মহৌষধ। সর্ব্বপ্রকার দুর্ব্বলতা নাশক অতিশয় পুষ্টিকর মহৌষধ বা খাদ্য বিশেষ।

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬৲ টাকা

ইহা সেবনে ধাতুদৌর্ব্বল্য, শুক্রহীনতা, স্বপ্নদোষ, প্রমেহ ও ধ্বজভঙ্গ সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায়। ইহা অপরিসীম আনন্দদায়ক রসায়ন

অবলাবান্ধব যোগ

প্রদর, বাধক প্রভৃতি জরায়ুদোষ ও যোনিগত চিররোগ্য রোগের মহৌষধ

মূল্য—১৬ মাত্রা ২৲ টাকা। ৫০ মাত্রা ৫৲ টাকা মাত্র

বিশুদ্ধ জল! ভয় নাই! বিশুদ্ধ জল!!

লক্ষ্মী টিউব-ওয়েল কোং

২০৫নং নবাবপুর, ঢাকা

বর্ত্তমান-যুগের নব-আবিষ্কৃত যন্ত্রপাতি দ্বারা উন্নত বৈজ্ঞানিক-খনন-প্রণালীতে নলকূপ (*Tube-well*) নির্ম্মাণ করা হয়। বঙ্গের লাট বাহাদুর, প্রাইভেট সেক্রেটারী, জিলা-ম্যাজিষ্ট্রেট, জিলা-বোর্ডের চেয়ারম্যান, ইঞ্জিনিয়ার, জমিদার, তালুকদার, প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত ভদ্রমহোদয়গণ এই কোম্পানীর কার্য্য দেখিয়া প্রশংসা করিয়াছেন। রাসায়নিক পরীক্ষায় জল বিশুদ্ধ না হইলে মূল্য গৃহীত হয় না। বিস্তৃত বিবরণের জন্য পত্র লিখুন

বিজ্ঞাপিত কেন?

সাধারণের হিতার্থে, মানবের দুঃখ না হইতে পারে তাহার পন্থা ইত্যাদি সম্বলিত "কামশাস্ত্র" গ্রন্থখানি যিনি পাঠ করেন নাই, তিনি আবেদন করতঃ বিনামূল্যে প্রাপ্ত হউন। উহা পাঠে উপকৃত হইয়া ৭০০০০ হাজার লোক কৃতজ্ঞ হইয়াছেন। প্রায় ৫০ বৎসরের পরীক্ষিত, শুক্রতারল্য, স্বপ্নদোষ ইত্যাদির যম "আতঙ্ক-নিগ্রহ বটিকা" প্রতি কৌটার মূল্য ১৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান—আতঙ্ক-নিগ্রহ ফার্ম্মেসী, ২১৪ নং বহুবাজার কলিকাতা।

মনোমোহন প্রেস

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা

পূর্ব্ব-বাঙ্গালায় সুলভে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত।

বৈদ্যুতিক মেশিনে দিবারাত্র কাজ চলিতেছে

বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা।

শ্রীমায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীকৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

স্থানীয় সংস্করণ

Registered No. C 1514

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহ

ভারতের সর্ব্বত্র মঙ্গল-প্রচারক-নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র।

৪র্থ বর্ষ | সম্পাদক—প্রত্নবিদ্যালঙ্কার শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী | [২৭৪ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্য মঠ শ্রীধাম মায়াপুর ১৩ই মাঘ সোমবার ১৩৩৬, ২৭শে জানুয়ারী ১৯৩০।

বিজ্ঞাপনের হার

প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চ ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩।০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৴৫

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থাবলী

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্ — [illegible] প্রভৃতি সহ [illegible] প্রকাশিত [illegible] গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশ গ্রাহক পক্ষে
২। [illegible] শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত [illegible] সংস্করণ)
৩। গৌড়ীয় গৌরব
৪। [illegible]
৫। [illegible]
৬। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ [illegible] আবাঁধা
৭। [illegible] আবাঁধা
৮। গীতা [illegible] আবাঁধা
গীতার কেবল [illegible]
৯। [illegible]
১০। বেদান্তসূত্র [illegible]
১১। জৈবধর্ম্ম
১২। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ)
১৩। গৌড়ীয় কণ্ঠহার
১৪। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ)
১৫। [illegible]
১৬। [illegible] (২য় সংস্করণ)
১৭। আচার ও আচার্য্য
১৮। [illegible]
১৯। [illegible] নবদ্বীপ পরিক্রমা
২০। শ্রীনবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য
২১। [illegible]
২২। [illegible]
২৩। শ্রীগৌড়ীয় [illegible]
২৪। কল্যাণকল্পতরু, গীতাবলী, গীতমালা, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, [illegible] একত্রে
২৫। কল্যাণকল্পতরু [illegible] সংস্করণ [illegible]
২৬। [illegible]
২৭। সংস্কারদীপিকা
২৮। [illegible] (প্রথম চারিখণ্ড)
২৯। [illegible]
৩০। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা
৩১। [illegible]
৩২। [illegible]
৩৩। শ্রীচৈতন্যভাগবত [illegible] দ্বিতীয় সংস্করণ)

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

ইংরাজী ভাষায় ভক্তিগ্রন্থ

১ শ্রীচৈতন্যচরিত ও শিক্ষা
২ নামভজন
৩। বৈষ্ণবধর্ম্ম আসল ও মেকি
৪। ভাগবতীয় দর্শননীতি ও ধর্ম্ম
৫। কাম ও প্রেমতত্ত্ব ।০
৬। গৌড়ীয়মঠ কি করেন

শ্রীধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপ-প্রদর্শনী, নদীয়া

(৩রা ফেব্রুয়ারী হইতে ১৭ই মার্চ্চ, ১৯৩০ পর্য্যন্ত)

প্রদর্শনীর সকল জ্ঞাতব্য বিষয়ের জন্য
সেক্রেটারী মহোদয়ের নিকট
আবেদন করুন।

শ্রীকুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ,
শ্রীচৈতন্য মঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (পোঃ আঃ, নদীয়া)।

দেবনাগরাক্ষরে ভক্তিগ্রন্থ

১। [illegible]
২। [illegible]
৩। [illegible]
৪। [illegible]
৫। [illegible]
৬ [illegible]

নানা কথা

অমানুষিক অত্যাচার

নওরাদা কানুকের ফৌজদার একদল লোকের উপর অমানুষিক অত্যাচার করিয়াছে বলিয়া প্রকাশ। এই সকল লোক সাহারপুর হইতে আসিয়াছিল। এখানে আসিবার কারণ এই যে, তাহাদের ফসল গঙ্গাপানে নষ্ট করিয়া দেওয়ায় তাহারা অন্যত্র কাজকর্মের সন্ধানে বাহির হইতে বাধ্য হইয়াছে। একটী চুরির অনুসন্ধানের অজুহাতে এই সমস্ত লোককে ধরিয়া আনা হয়। তাহাদিগকে উলঙ্গ করিয়া, ভাইকে ভগিনীর সম্মুখে, কন্যাকে পিতার সম্মুখে দাঁড় করাইয়া গুলি করিবার ভয় দেখাইয়া এমন ভাবে অত্যাচার করে যে তাহা প্রকাশ করা অসম্ভব। দুইজন স্ত্রীলোকের সতীত্ব নষ্ট করা হয়। একজন ১২।১৩ বৎসর বয়স্কা বালিকার উপর এরূপভাবে পাশবিক অত্যাচার করে যে সে বালিকা মারা গিয়াছে। শুনা যাইতেছে যে ফৌজদার জামীনে খালাস আছে।

কংগ্রেসের গৃহবিবাদ

বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর যে গৃহবিবাদ চলিতেছিল, পাণ্ডিত মতিলাল নেহেরু তাহার মীমাংসা করিয়া দিয়াছেন। শিলেট এবং দার্জ্জিলিং হইতে নির্ব্বাচিত সদস্যগণ থাকিবেন। চট্টগ্রামের সদস্যগণ থাকিবেন না। বোগড়ার সদস্যও থাকিবেন না।

কতকগুলি দলিল জাল কিনা সে সম্বন্ধে তিনি বলেন যে এমন কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নাই যাহাতে বলা যাইতে পারে যে এগুলি জাল। তবে এই মাত্র বলিতে পারে যে, নির্ব্বাচন ব্যাপারে এক সন্দেহজনক ব্যাপার ঘটিয়াছে।

২০শে সেপ্টেম্বর তাঁহাদের সভায় যে গোল হইয়াছিল সে সম্বন্ধে কংগ্রেসের উভয় দলই কতক দায়ী বলিয়া মতিলালের ধারণা।

বিবাহ-বিচ্ছেদ

ফুলকুমারীর স্বামী বিষ্ণুপদের জীবিত অবস্থাতেই সে চৈতন্যদাসকে বিবাহ করে। বিষ্ণুপদ নালিশ করায় বাঁকুড়ার ম্যাজিষ্ট্রেট চৈতন্যদাস ও ফুলকুমারীকে দণ্ড দেন। আসামীরা হাইকোর্টে আপীল করিয়া জামীনে খালাস আছে। আসামীরা বলে যে, বিষ্ণুপদের কুষ্ঠব্যাধি হওয়ায় বিবাহ বিচ্ছেদ হইয়াছিল।

বালিকা হরণ

সাকীদ নাম্নী এক স্ত্রীলোক ভবানী নাম্নী এক বালিকাকে তাহার শ্বশুর শাশুড়ীর রক্ষণাবেক্ষণ হইতে ফুসলাইয়া লইয়া যাওয়ায় ওয়ারেসামনের আলিপুরে অভিযুক্ত হইয়াছে। বালিকাটীর বয়স মাত্র এগার বৎসর। সে তাহার শ্বশুর শাশুড়ীর নিকট আলিপুরে থাকিত। তাহারা খুব দরিদ্র লোক। একদিন ভবানী তাহাদের খাবার দিয়া বাসায় ফিরিতেছিল এমন সময় আসামী তাহাকে ভুলাইয়া লইয়া যায়। পরে তাহার সমস্ত অলঙ্কার কাড়িয়া লইয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিলে ভবানী কিছুকাল তাহার নিকট দুই দিন বাস করে। অবশেষে এক ব্যক্তি বালিকাটিকে লইয়া কাশী চলিয়া যায়। সেখানে পুলিশ বালিকাকে উদ্ধার করিয়াছে। আসামীর ছয়মাস সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছে।

ক্ষতিপূরণ

হটালি এবং মেক্সিকো গভর্ণমেন্টের মধ্যে ক্ষতিপূরণ সমস্যা মিটিয়া গিয়াছে। মিঃ স্নোডেনের মধ্যস্থতায় স্থির হইয়াছে যে মেক্সিকো গভর্ণমেন্ট হটালিকে এক কোটি সোনার মার্ক দিবে। পূর্ব্বে এক কোটি দশ লক্ষ দিবার কথা ছিল।

শীঘ্র হাঙ্গেরীর সমস্যার মীমাংসার জন্য বৈঠক বসিবে।

নৌ-বৈঠক

লণ্ডনে সমস্ত প্রধান নৌ-শক্তি-সম্পন্ন জাতির প্রতিনিধিগণের বৈঠক ইংলণ্ডের রাজা পঞ্চম জর্জ্জ উদ্বোধন করেন। পঞ্চম জর্জ্জ অত্যন্ত পীড়িত ছিলেন। আরোগ্যের পর ইহাই তাঁহার এই প্রথম বক্তৃতা। তিনি যখন বৈঠকে যান তখন কোন পুলিশ বন্দোবস্ত হয় নাই।

সাতশত কোটি লোকের প্রতিনিধিস্বরূপ দেড়শত লোক উপস্থিত ছিলেন। সম্রাট, লেডীদের গ্যালারী সম্মুখে অবস্থান করেন। উপস্থিত ছিলেন। তাঁহার সম্মুখে একটী মাইক্রোফোন স্থাপিত হওয়ায় তাঁহার কথা সর্ব্বত্র প্রচারিত হইবার সুবিধা হইয়াছে।

সকলে আশা করেন যে, এই বৈঠকে একটী নিষ্পত্তি হইলে পৃথিবীতে শান্তি স্থাপিত হইবে।

মৃত্যু

সরদেহরাদুনের আফতাব আমেদ খাঁ আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার ছিলেন। তিনি সম্প্রতি পরলোকগমন করিয়াছেন।

খেলায় মৃত্যু

বরফের উপর দিয়া এক রকম গাড়ী চালান হয়। সেই গাড়ী চড়িয়া লোকে বরফের উপর খেলা ধুলা করে। সম্প্রতি সাইলেসিয়ায় এইরূপ খেলা ধুলা করিতে করিতে একটা গাড়ী উল্টাইয়া হাওয়ার্ড এডওয়ার্ড জোন্স নামক এক ব্যক্তি মারা যায়, মিঃ জেমস মুলহেড নামক এক ব্যক্তি বিশেষ আহত হয়; চালক এবং অপর একজন আরোহী অল্প আঘাত পায়।

ফাঁসিতে মৃত্যু

রজনী মণ্ডল নামক এক ব্যক্তি ওসমান মণ্ডলের বাটীর নিকট শিকার করিতেছিল। ওসমান আসিয়া নিষেধ করে। নিষেধ সত্ত্বেও সে শিকার করিতে থাকে। ইহাতে ওসমান আপত্তি করে কিন্তু রজনী সে কথায় কান দেয় নাই। একটি গুলি দিয়া ওসমান মারা গিয়াছে।

নরখাদক

মেক্সিকো দেশে একজন নিগ্রো তিন জন বালককে গ্রাস করিয়াছিল। এজন্য কয়েকজন লোক উত্তেজিত হইয়া নরখাদককে নিষ্ঠুর ভাবে বন্দুকের গুলি দ্বারা মারিয়া ফেলিয়াছে।

গ্রেপ্তার

বসিরহাট মহকুমার জয়নগর থানার ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইনের ১৪৪ ধারার নোটিশ দেওয়া হয়। সেই নোটিশ অমান্য করায় কংগ্রেসকর্মী মৌলানা আশরাফ উদ্দিন চৌধুরী গ্রেপ্তার হইয়াছেন।

সুভাষ বাবুর পদত্যাগ

সুভাষ বাবু কলিকাতা কর্পোরেশনের নির্ব্বাচিত সভ্য ছিলেন। তিনি পদত্যাগ পত্র দাখিল করার কথা ছিল কিন্তু সভা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। কর্পোরেশনের এক সভায় অনেক কথা কাটাকাটির পর স্থির হইয়াছে যে, কর্পোরেশনের সমুদয় সভ্যের পক্ষ হইতে সুভাষ বাবুকে পদত্যাগ পত্র প্রত্যাহার করিবার জন্য অনুরোধ করা হউক। বর্ত্তমানে সুভাষ বাবুর উপর এক বৎসর কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছে।

নিয়োগ

কলিকাতা কর্পোরেশনে স্থির হইয়াছে যে, একশত টাকা বেতনে একজন ফ্রাইব্রেরী ইনস্পেক্টার এবং কালী পার্ক এবং চেতলা পার্কে দুইজন ব্যায়ামশিক্ষক নিযুক্ত করা হউক।

বরদলৈ সত্যাগ্রহ

বরদলৈয়ে ট্যাক্স বন্ধ লইয়া যে গোলযোগ চলিতেছে তাহার মীমাংসার জন্য সরকার বাহাদুর বরদলৈয়ে ছয় জন সার্কেল অফিসার, একজন ডেপুটী ও দুই জন দারোগা পাঠাইয়াছেন।

লোককে গ্রেপ্তার করিবার সময় কনষ্টেবল পাঠান হয়। আরও ছয় জনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

১৪৪ ধারার নোটিশ দেওয়া সত্ত্বেও এক মৌলবী সভা করিয়া সত্যাগ্রহের পক্ষে প্রচার আরম্ভ করে। কংগ্রেসকর্মী মৌলানা জসিমুদ্দীন আহমেদ আসিয়াও সভা ভাঙ্গিয়া যায় এবং আহমেদ সাহেবের জয়জয়কার পড়ে।

এখানে বিশেষ চাঞ্চল্যসৃষ্টি হইয়াছে। কংগ্রেস কর্ম্মীগণ প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া শান্তিরক্ষা করিতেছেন।

ডাকাতি

চব্বিশ পরগণার অন্তর্গত আমতলা গ্রামে প্রায় জন ডাকাত কেদার ঘোষ নামক ধনী ব্যবসায়ীর সদর দরজা ভাঙ্গিয়া প্রবেশ করে। পুরুষদিগকে আটক করিয়া বাড়ীর উঠানে জড় করে এবং তাহারা মেয়েদের চুপ করাইয়া রাখে। তাহারা গহনা 'জিনিসপত্র লইয়া চলিয়া গেছে। কয়েকজন ডাকাতকে বাড়ীর লোক চিনিতে পারে। একজনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

প্যাটেলের সিদ্ধান্ত

মিঃ প্যাটেল কংগ্রেসের অনুরোধ সত্ত্বেও ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার প্রেসিডেন্ট পদ ত্যাগ করেন। তিনি কোন কংগ্রেস সদস্যকে প্রেসিডেন্ট পদ ত্যাগ করিবেন না। কারণ, তাঁহার মতে, যে যুক্তিতে তিনি প্রেসিডেন্ট হইয়াছেন সেই যুক্তিতে তিনি দলাদলির অতীত হইয়াছেন।

জাপান পার্লামেণ্ট

জাপান সম্রাট পার্লামেণ্ট ভাঙ্গিবার আদেশ দিয়াছেন। এই আদেশ অনুসারে পার্লামেণ্ট ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইয়াছে। সরকার পক্ষ সংখ্যায় অল্প হইয়া পড়ায় বিরুদ্ধ পক্ষ পদে পদে সরকারকে অপদস্থ করিতেছেন।

সংস্কারের পরাজয়

বিহার ও উড়িষ্যা সভায় হোতার সংস্কার বিল নির্দ্দেশের আলোচনায় সরকার পক্ষের ভোটের পরাজয় হইয়াছে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১৩ই মাঘ সোমবার—১৩৩৬

প্রয়াগে কুম্ভমেলায়

শ্রীরূপ গৌড়ীয়মঠ

প্রয়াগে কুম্ভমেলা উপলক্ষে, সমাগত যাত্রিগণের নিকট কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীভগবান গৌরসুন্দরের শ্রীমুখ-নিঃসৃত শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবাণী প্রচারের জন্য প্রয়াগস্থ শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ হইতে মেলাস্থলে অনেকগুলি পটমণ্ডপ (তাঁবু) স্থাপন করা হইয়াছে। পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপতীর্থ মহারাজ ও শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু কতিপয় ব্রহ্মচারী সমভিব্যাহারে কুম্ভ যাত্রিগণের নিকট হরিকথাশিক্ষা প্রদান করিতেছেন। তাঁহারা বলেন, গত কুরুক্ষেত্রে সূর্য্যগ্রহণ উপলক্ষে সমাগত যাত্রিসংখ্যা অপেক্ষা এবার প্রয়াগে কুম্ভের যাত্রিসংখ্যা ও আড়ম্বর অধিক হইবে বলিয়াই অনুমান হয়।

শ্রীপ্রদর্শনী প্রসঙ্গ

শ্রীধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপ প্রদর্শনী ব্যাপারে অনেক জ্ঞানবান স্বনামধন্য শিক্ষিত সজ্জন সহানুভূতি প্রদর্শন করিতেছেন। যাঁহারা সত্য-সুস্থ-হৃদয় নহেন, সত্যের আদর জানেন না, তাঁহারা মৎসরতার বশবর্ত্তী হইয়া সত্যের প্রচারে বাধা দেন। মৎসরগণ কখনও সত্যের অভ্যুদয় সহ্য করিতে পারে না। পেচক যেমন নৈশতিমিরকেই বহুমানন পূর্ব্বক দিবালোককে গর্হণে প্রবৃত্ত হয়, পেচক-ধর্ম্মাবলম্বী লোক সকলও সেইরূপ অজ্ঞানান্ধকারকেই আদর করিয়া জ্ঞানালোককে ধিক্কার প্রবৃত্ত হয়; যেহেতু জ্ঞানালোক অজ্ঞানান্ধ জীব সকলের সমস্ত কুপ্রবৃত্তি সর্ব্বসমক্ষে প্রকাশ করিয়া দেয়, তাহাতে তাহাদের স্বার্থহানি ঘটে। কিন্তু পেচক সূর্য্যের নিন্দা করে বলিয়া সূর্য্যের যেমন তাহাতে ভ্রূক্ষেপও নাই, সত্য-সূর্য্যের প্রচারকগণও সেইরূপ অজ্ঞ মৎসর কুলের চীৎকারে কর্ণপাত করেন না। তাঁহারা শ্রীভগবৎ কৃপাকেই সর্ব্বাপেক্ষা বলিষ্ঠ জানিয়া সর্ব্বতোভাবে তাঁহারই শরণাপত্তি স্বীকার করিয়াছেন।

আমরা ৮ম বর্ষ ২৩শ সংখ্যা 'গৌড়ীয়' হইতে অবগত হইলাম—গত ২৪শে পৌষ ৮ই জানুয়ারী দিবস মহামহোপাধ্যায় ডাঃ শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম, এ, ডি লিট, সি, আই, ই মহোদয়ের সহিত শ্রীগৌড়ীয় মঠের শ্রীগৌড়ীয় পত্রের সম্পাদক মহোদয় ও কয়েকজন ভক্তের আগামী শ্রীধাম-মায়াপুর প্রদর্শনী সম্বন্ধে অনেক আলোচনা হইয়াছিল। মহামহোপাধ্যায় শাস্ত্রী মহাশয় প্রদর্শনীর সংবাদ শ্রবণে বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন এবং প্রদর্শনীতে তাঁহার সংগৃহীত কতিপয় দুর্ল্লভ গ্রন্থ প্রদান করিতে ইচ্ছুক হইয়াছেন। এতদ্ব্যতীত শাস্ত্রী মহাশয় শ্রীগৌড়ীয় মঠের সেবা-চেষ্টা ও গৌড়ীয় সাহিত্যানুরাগের বিশেষ প্রশংসা করেন। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য ও পদ্মনাভস্বামীর মূর্ত্তি ও প্রাচীন প্রভৃতি চম্পু গ্রন্থ প্রকাশের জন্য তিনি বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করেন। শ্রীধাম মায়াপুরে উড়ুবা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সংবাদেও শাস্ত্রী মহাশয় খুব আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত তিনি শ্রীধাম মায়াপুর প্রদর্শনীর একজন সভ্যরূপে তাঁহার নাম প্রকাশ করিতে সম্মতি প্রদান করিয়াছেন। আমরা প্রবীণ অধ্যাপক শাস্ত্রী মহাশয়ের সহৃদয়তা ও সত্যানুরাগিতার জন্য বিশেষ প্রীতিলাভ করিলাম। আরও অবগত হইলাম—গত ২৮শে পৌষ, ১২ই জানুয়ারী রবিবার বেলা ৩॥ ঘটিকার সময় ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সহিত মহামহোপাধ্যায় প্রবীণ পণ্ডিতপ্রবর শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রায় ২ ঘণ্টাকাল নানাবিধ শাস্ত্রীয় এবং ঐ বিষয় সম্বন্ধীয় আলাপ হইয়াছিল। শাস্ত্রী মহাশয় বিশেষ মনোযোগের সহিত পুনঃ পুনঃ প্রশ্ন করিয়া শ্রীল প্রভুপাদের নিকট নিম্ব বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের ইতিহাস, নিম্বার্ক আচার্য্যের অভ্যুদয় কাল, পঞ্চরাত্র, গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায় এবং মহাপ্রভুর সম্বন্ধে অনেক তথ্যরাজি শ্রবণ করিয়াছিলেন। শ্রীল প্রভুপাদ ও শাস্ত্রী মহাশয়ের কথোপকথন-কালে শাস্ত্রী মহাশয়ের কোন পরিচিত ব্যক্তি তাঁহাদের একটী ফটো তুলিয়া লন। শ্রীগৌড়ীয় পত্রে তাঁহাদের কথোপকথন বিস্তারিত প্রকাশিত হইবে।

ইণ্ডিয়ান মিউজিয়মের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ বি, এ, এফ, এ, এস, বি মহোদয় শ্রীধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপ-প্রদর্শনী সমিতির অন্যতম সভ্য। আমরা জানিয়া সুখী হইলাম যে তিনি ইণ্ডিয়ান মিউজিয়ম হইতে সুপ্রাচীন বিষ্ণু-মন্দির ও বিষ্ণু বিগ্রহের আলোকচিত্রসমূহ শ্রীধাম-মায়াপুর-প্রদর্শনীতে প্রদর্শনার্থ গ্রহণে অনুমতি প্রদান করিয়াছেন।

অধ্যাপক ডাঃ শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম, এ, ডিলিট্ মহাশয় শ্রীধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপ-প্রদর্শনী সংবাদ শ্রবণে আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন। গত ২৪শে পৌষ ৮ই জানুয়ারী দিবস তাঁহার সহিত শ্রীযুক্ত গৌড়ীয়-সম্পাদক মহোদয়ের নিম্ব বৈষ্ণব-ধর্ম্ম ও মহাপ্রভু কথিত শুদ্ধ বৈষ্ণব-ধর্ম্ম সম্বন্ধে অনেক আলোচনা হয়। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র নাথ ঘোষ এম, এ, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত জগদ্বন্ধু অধিকারী বি, এ প্রভৃতি সজ্জনগণ তৎকালে উপস্থিত ছিলেন। সুনীতি বাবু বর্ত্তমান জগতে শুদ্ধভক্তি-প্রচারের মূল মহাপুরুষ শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুরের কোন কোন গ্রন্থ পাঠ করিয়াছেন। তিনি সাহিত্যপরিষদের পক্ষ হইতে একটী চণ্ডীদাসের পদাবলীর সংস্করণ প্রকাশ করিবার জন্য সচেষ্ট আছেন। তিনি বলেন যে তিনি চণ্ডীদাসের পদাবলী আলোচনা করিয়া দেখিয়াছেন, মূল চণ্ডীদাসের পদ বড় জোর একশত টীর অধিক হইবে না, এতদ্ব্যতীত সবই প্রক্ষিপ্ত। তদুত্তরে তাঁহাকে বলা হয় যে গৌড়ীয়পত্রে ৭।৮ বৎসর পূর্ব্বে এ সম্বন্ধে যথেষ্ট আলোচনা করা হইয়াছে। প্রাকৃত সাহিত্যিকগণ অনধিকার-চর্চ্চা মূলে অপ্রাকৃত সাহিত্যিক চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি প্রভৃতি আলোচনা করিতে গিয়া নানা প্রকার সিদ্ধান্ত-বিরোধ ও রসাভাস দোষ ঘটাইয়া দেন। সৌখিন-সম্প্রদায় তাঁহাদের ইন্দ্রিয়তর্পণ অবাধে চালাইবার জন্য প্রসিদ্ধ মহাজনের নাম দিয়া কতকগুলি পদ রচনা করে এবং তাহা মহাজন-পদাবলী বলিয়া চালাইতে থাকে। যাঁহারা শুদ্ধভক্তি-সিদ্ধান্তাচার্য্য শ্রীস্বরূপ-রূপানুগত্য লাভ করিবার সৌভাগ্য অর্জ্জন করেন, তাঁহারাই কেবল সেই সকল প্রক্ষিপ্তাংশ সিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধ বলিয়া ধরিয়া ফেলেন। যে মহাপ্রভু 'সন্দর্শনং বিষয়িণামথ যোষিতাঞ্চ হা হন্ত হন্ত বিষভক্ষণতোঽপ্যসাধু' বলিলেন, সেই মহাপ্রভু যে চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি ও রায়ের নাটকগীতির আদর করিয়াছেন, তাহা যে কখনই কোন সিদ্ধান্ত বা রসাভাস-দোষযুক্ত হইতে পারে না, ইহা প্রমাণের আবশ্যক হয় না। প্রাকৃত স্ত্রী পুরুষে কামভাব বর্ত্তমান থাকা অবস্থায় যাঁহারা অপ্রাকৃত রাধাগোবিন্দলীলা রসাস্বাদনের অভিনয় করেন, তাঁহারা নানা প্রকার অনর্থের সৃষ্টি করেন। অপ্রাকৃত সাহিত্য প্রাকৃত সাহিত্যিকের 'সখের পণ্য দ্রব্য, কৌতূহল চরিতার্থতার উপকরণ বা অনর্থযুক্ত ব্যক্তির ভোগ্য ইন্ধন ও আলোচনার বিষয় নহে।' সুনীতি বাবু এ সকল আলোচনায় বিশেষ প্রীতিলাভ করিয়াছেন।

রায়বাহাদুর ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন ডিলিট্ মহাশয়ও শ্রীধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপ-প্রদর্শনীর কথা শ্রবণে বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন। গত ২৫শে পৌষ ৯ই জানুয়ারী বৃহস্পতিবার দিবস শ্রীগৌড়ীয় পত্রের সম্পাদক মহোদয়ের সহিত তাঁহার অনেকক্ষণ কথাবার্ত্তা হইয়াছিল। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত জগদ্বন্ধু অধিকারী বি, এ তথায় উপস্থিত ছিলেন। দীনেশবাবু নবনির্ম্মিত শ্রীগৌড়ীয় মঠের শ্রীমন্দিরাদি দেখিয়া বড়ই আনন্দ লাভ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন,—"যাঁহারা গৌড়ীয় মঠের বিরোধাচরণ করিতে ইচ্ছুক, আমি মুক্ত কণ্ঠে বলিতে পারি, তাঁহারা দেশের শত্রু, সমাজের শত্রু। গৌড়ীয় মঠের সহিত আমার কোন কোন বিষয়ে ব্যক্তিগত মতানৈক্য থাকিতে পারে, কিন্তু গৌড়ীয়মঠ আজ জগতের মঙ্গলের জন্য—মহাপ্রভুর সেবার জন্য যে সেবা-বীর্য্য প্রদর্শন করিতেছেন, তাহাতে মুগ্ধ ও আকৃষ্ট না হইয়া থাকিতে পারা যায় না। এখন আমার প্রতীতি হইয়াছে যে, **পৃথিবীতে যত ধর্ম্ম আছে, মহাপ্রভুর ধর্ম্মের মত এত বড় ধর্ম্ম আর নাই।**" তিনি আরও বলিয়াছেন যে—"যে মহাপুরুষের শক্তিতে অনুপ্রাণিত হইয়া এতগুলি ব্যক্তি সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জনপূর্ব্বক দ্বারদেশের দ্বারে দ্বারে বাঙ্গালীর ঠাকুর মহাপ্রভুর বাণী বিঘোষিত করিতেছেন, সেই মহাপুরুষকে আমি পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিতেছি। সেই মহাপুরুষের অসাধারণ শক্তি। আমি যদি পূর্ব্বে জানিতাম যে শ্রীগৌড়ীয় মঠের এইরূপ সুবৃহৎ মন্দির নির্ম্মিত হইতেছে, তাহা হইলে আমি আমার নিকট সংগৃহীত বহু সুপ্রাচীন প্রস্তরময়ী বিষ্ণুমূর্ত্তি গৌড়ীয় মঠেই প্রদান করিতাম। কিন্তু আমি সেই মূর্ত্তিগুলিকে আমার নবনির্ম্মিত গৃহের প্রাচীরগাত্রে সংলগ্ন করিয়া ফেলিয়াছি। আমাদের দেশে কিছু কাজ না করিয়াও অনেকে কথার ঢোঁটে ভুবন ফাটাইয়া দেয়, আর আপনারা আমার বাড়ীর অতি সন্নিকটস্থ স্থানে নীরবে এত বৃহৎ ব্যাপার করিয়াছেন, এত বড় প্রতিষ্ঠান রচনা করিয়াছেন, অথচ আমি পর্য্যন্ত তাহা জানিতে পারি নাই। আপনাদের এই সেবা-বীরত্ব বিশ্বকে আচিরেই আমন্ত্রণ করিয়া আনিবে।"

সর্ব্বসিদ্ধি লাভ

(শ্রীপাদ রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিরত্ন)

শ্রীশ্রীমদ্‌ব্যাস নারায়ণ-কথিত শ্রীমদ্ভাগবতের শ্লোকাবলীতে জীবের সর্ব্বসিদ্ধি-লাভ হয়। এইজন্য শ্রীমদ্ভাগবত ব্যতীত আর ইতর শাস্ত্রের আবশ্যকতা নাই। শ্রীমদ্ভাগ-

এত পাঠ করিলেই সদা সর্ব্বদাই কোন প্রকার বাধা বিঘ্ন উপস্থিত না হইয়া ভগবান্ ভক্তের ভজনীয় বস্তুরূপে আবদ্ধ হন। যাঁহারা ভগবৎকথা সাধুর মুখে শ্রবণ করেন, তাঁহারাই সৌভাগ্যবান, তাঁহারাই ভগবানকে প্রেমে আবদ্ধ করিতে পারেন।

শ্রীযশোদা যখন শ্রীকৃষ্ণকে দাম (রজ্জু) দ্বারা বন্ধন করিবার নিমিত্ত চেষ্টা করিয়াছিলেন, তখন সীমাবদ্ধ রজ্জু দ্বারা বৈকুণ্ঠ বস্তু শ্রীকৃষ্ণকে বন্ধন করা যায় নাই, ইহাই জানিয়াছিলেন। তিনি ক্রমে ক্রমে বহু রজ্জু সংগ্রহ করিয়াও বালকরূপী শ্রীকৃষ্ণের উদর বন্ধন করিতে সমর্থা হন নাই, প্রতিবারেই সেই দুই অঙ্গুল পরিমাণ রজ্জু কম পড়িল। কিন্তু যে কালে শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হইয়া, তাঁহার প্রীতি সেবায় রত হইয়াছিলেন, সেই সময় কৃষ্ণ তাঁহার বাৎসল্য প্রেমাধীন হন।

শ্রীকৃষ্ণ এই লীলা দ্বারা ইহাই শিক্ষা দিলেন যে, নিজের চেষ্টায় আমাকে বন্ধন করা যায় না, আমি যদি ধরা না দেই তবে আমাকে কেহই ধরিতে পারিবে না। আর আমাতে শরণাগত আমার প্রীত্যর্থে সেবা-প্রয়াসী জনই আমাকে আবদ্ধ করিতে সমর্থ, আমি বাধ্য হইয়া সেই অহৈতুকী সেবা চেষ্টা গ্রহণ করিয়া থাকি। সেই সেবা প্রণালী একমাত্র শ্রীমদ্ভাগবতেই কীর্ত্তিত। শ্রীমদ্ভাগবতাখ্য ভক্ত ভাগবতের শ্রীমুখবিনিঃসৃত শ্রীমদ্ভাগবত কীর্ত্তিত হইয়া যে সেবা-প্রণালী প্রদর্শিত হয়, একমাত্র তদ্দ্বারাই নিহৈতুক সেবা-শুশ্রূষা প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহার শ্রবণ সৌভাগ্য অতি অল্প সংখ্যক জীবের ভাগ্যেই ঘটিয়া থাকে। বিশেষতঃ এই কলিকালে শুদ্ধ ভক্তিপথ কোটি কণ্টকে আবদ্ধ।

জগতে ঔপাধিক বাক্য শ্রবণ করিবার বিশেষ সুযোগ রহিয়াছে, কারণ বহু অর্থাদি ব্যয়ে সেই সকল বক্তৃগণকে আবাহন করা হইয়া থাকে, কিন্তু শুদ্ধ হরিকথার বিষম দুর্ভিক্ষ। সেই নিষ্কপট হরিকথা শ্রবণেচ্ছু সৌভাগ্যবান ব্যক্তিগণ বিষয় কথার নশ্বরতা উপলব্ধি করিয়া দুঃসঙ্গ পরিত্যাগপূর্ব্বক শাশ্বত নিত্য সনাতন বস্তুকেই নিজ ইন্দ্রিয়ের ভজনীয় বস্তুরূপে প্রাপ্ত হন।

সকল পুরুষার্থের উপায় স্বরূপ এই গ্রন্থ কল্পবৃক্ষ। তাঁহার প্রকাশক শ্রীমদ্ভাগবত। অতএব সকলেরই পরম আদরের সহিত শ্রীমদ্ভাগবতের সেবা করা কর্ত্তব্য। এই ফলটী বৈকুণ্ঠের। ইহা শ্রীনারদ আনিয়া শ্রীব্যাসদেবকে দেন, শ্রীব্যাস আবার তাহা শ্রীশুকদেবের মুখে অর্পণ করিয়াছিলেন। শ্রীশুকদেব হইতে [illegible] শিষ্য প্রশিষ্য [illegible] পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছেন, ঊর্দ্ধলোক হইতে আগমন হেতু কোন প্রকার বিদীর্ণ হয় নাই। ইহা অমৃত-রসসংযুক্ত।

যে শ্রীমদ্ভাগবতের সেবায় একত্রে সকল সিদ্ধি সমাবিষ্ট, কোন্ বুদ্ধিমান ব্যক্তি তাঁহার সেবা না করিয়া উদাসীন থাকিবেন? অবশ্য শ্রীমদ্ভাগবতকে পণ্য রূপে ব্যবহার করিয়া পঠন ও শ্রবণ কোনটিই সেবা নহে। যিনি পাঠক তিনি কিছু কনককাঞ্চন পাইবেন বলিয়া আশা এবং যিনি শ্রবণ করেন তাঁহার গৃহের কল্যাণে সুখ বৃদ্ধি হইতে পারে আশা—ইহার কোনটিই শুদ্ধভক্তের বাঞ্ছনীয় নহে।

বক্তা ও শ্রোতা উভয়েরই উদ্দিষ্ট বস্তু বিপরীত থাকায় শ্রীমদ্ভাগবতের সেবার স্থলে শ্রীমদ্ভাগবত দ্বারা নিজেদের সেবা করাইয়া লওয়া হয়, অর্থাৎ শালগ্রাম দ্বারা বাদাম ভাঙ্গিয়া খাওয়ার ন্যায় কার্য্য হইয়া যায়। উহা কখনও সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদ

বস্তু ও অবস্তু

'বস্' ধাতুর অর্থ থাকা, তাহাতে "তু" প্রত্যয় হেতু বস্তু শব্দটী নিষ্পন্ন হইয়াছে। বস্তু শব্দ সত্য, সার-অর্থপ্রকাশক। বৈকুণ্ঠ ও মায়িক-ভেদে বস্তু দ্বিবিধ। যাহা নিত্যকাল একই ভাবে অবস্থান করিতে সমর্থ, ধ্বংস ও পরিবর্ত্তন-শীল নহে, তাহাই বৈকুণ্ঠ-বস্তু। মায়িকবস্তু চিরদিন নিজত্ব রক্ষা করিতে সমর্থ নহে বলিয়া তাহাই অবস্তু।

বৈকুণ্ঠ-বস্তু নিত্য। সেই নিত্য-বস্তু-সম্বন্ধি যাবতীয় বস্তুর কোনরূপ ধ্বংস বা পরিবর্ত্তন ঘটে না। অবাস্তব বস্তুগুলি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বলিয়া, অধোক্ষজবস্তু শ্রীকৃষ্ণকেই বাস্তববস্তু বলা হয়। বাস্তববস্তু অতীন্দ্রিয় অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহেন। অবাস্তব বস্তু ইন্দ্রিয়বর্গের পটুতাক্রমে ইন্দ্রিয়গোচরীভূত হইয়া থাকে; কিন্তু অধোক্ষজবস্তুর অনুগ্রহ ভিন্ন বস্তুর ভাব, রূপ, গুণ ও ক্রিয়া দেখা হয় না। সদ্গুরু-চরণাশ্রয় বা আনুগত্য দ্বারাই একমাত্র অধোক্ষজ বস্তু লাভ হয়।

আনুগত্যের অভাব হেতুই অহংগ্রহোপাসনার ভাব আসিয়া জীবকে ভক্তি-পথ হইতে বিচ্যুত করে। সেই সময়েই জীবের বাস্তববস্তু জ্ঞান-বিহীনাবস্থায় মায়িক অবাস্তব বস্তু জ্ঞান করিবার অবসর ঘটে। বাস্তবে জ্ঞানই জীবাত্মার সম্বন্ধজ্ঞান। অতীন্দ্রিয় প্রকোষ্ঠের ভাব বা সেবা বৃত্তি, শুদ্ধ জ্ঞান লুপ্ত হয়।

জীবের চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বগাদি ইন্দ্রিয়গণ বাস্তববস্তুজ্ঞান গ্রহণ করিতে অসমর্থ। এই নিমিত্ত প্রত্যক্ষ জ্ঞানীর পরিহার করিয়া সাধুর মুখে কীর্ত্তিত, ভগবৎ-সম্বন্ধী কথা শ্রবণ করত কায়মনোবাক্যে আনুগত্য করিলে দুর্জ্জয় জ্ঞেয়-বস্তু শ্রীভগবানকে জয় করা যায়। আনুগত্য ভিন্ন বস্তুজ্ঞানলাভের প্রয়াস পণ্ডশ্রম মাত্র। বন্ধ্যা-নারীর সেবা দ্বারা যেমন শ্রম জনিত ক্লেশই লাভ, সেই প্রকার শ্রীরূপানুগ মহাজন শ্রীগুরুদেবাচার্য্যের আনুগত্য ব্যতীত বাস্তব-জ্ঞান-লাভের চেষ্টা ক্লেশমাত্র।

জীব, ভক্তিবলেই ভগবানকে সর্ব্বতোভাবে জানিতে পারেন। যাঁহারা নিজের বিশেষত্বকে প্রাকৃত উপাধির সহিত সমন্বয় করিয়া ফেলিয়াছেন, তাঁহারা বাস্তববস্তু-বিজ্ঞানলাভে অসমর্থ।

বৈকুণ্ঠ বস্তুই বস্তু, মায়িক বস্তুই অবস্তু। অতএব আমরা যতদিন মায়িক অবস্তুতে বস্তুবুদ্ধি করিয়া তৎসেবায় নিযুক্ত থাকিব ততদিন আমরাও অবস্তুর সেবক হইব অবস্তু। আবার কোন ভাগ্যে যদি কোন দিন শ্রদ্ধার উদয় হইয়া সাধুসঙ্গপ্রভাবে বৈকুণ্ঠ বস্তু সাধুর সেবা বুদ্ধি লাভ করিতে পারি তাহা হইলে আমাদিগেরও বাস্তববস্তুর সেবক হওয়ার যোগ্যতা রহিয়াছে তাহাই জানিতে পারিব।

এখন আমরা মায়িক অবস্তুতে এত জড়ীভূত হইয়া পড়িয়াছি যে, ইন্দ্রিয়জ-জ্ঞানলব্ধ বস্তুর অতীত আরও কিছুই রহিয়াছে, তাহার একটা ধারণাই হয় না। হইবেই বা কেন? যিনি কখনও সমুদ্র দেখেন নাই তাঁহার পক্ষে সমুদ্রের অপার জ্ঞান প্রত্যক্ষ করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। অনন্ত সমুদ্রের সম্যক্ জ্ঞান নিজের চেষ্টাধীনে সম্ভব হইলেও, অতীন্দ্রিয়জ্ঞানলাভ অসম্ভব। সদ্গুরুর চরণাশ্রয় ভিন্ন অতীন্দ্রিয় বস্তুর সাক্ষাৎকার কোন কালেও হয় নাই। সর্ব্বাগ্রে অকৈতবাশ্রয়ীর ন্যায় শ্রীগুরুদেবের যাবতীয় বাক্য প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবা সহকারে শ্রবণ করিতে হয়, তাঁহার নির্দ্দেশানুসারে আদিষ্ট বাণীর সেবা করিতে হয়, তাহা হইলে সেই বৈকুণ্ঠ বাণীই মায়িক জগৎ হইতে বৈকুণ্ঠ জগতে লইয়া যাইয়া অধোক্ষজ শ্রীকৃষ্ণ সান্নিধ্যে পৌঁছাইয়া দিবেন, তখনই জানা যাইবে কোনটী বস্তু ও কোনটী অবস্তু।

কেন ?

(শ্রীযুক্ত সত্যরঞ্জন সেন এম, এ, বি, এল)

কুম্ভকর্ণের নিদ্রাবাড়ী বোধ হয় মেরু-প্রদেশে ছিল। তিনি ঘুমাইতেন ছয় মাস এবং জাগ্রত থাকিতেন একদিন। ভূগোলবিদেরা জানেন যে সেখানে ছয় মাসে এক দিন এবং ছয় মাসে একরাত্রি। অরোরা বোরিয়ালিস নামক এক প্রকার আলোক মেরু প্রদেশের রাত্রির অন্ধকার দূর করিয়া থাকে।

সেই আলোক কোথা হইতে আসে, তাহা কোন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার করিতে পারেন নাই।

কান্ত কবি গাহিয়াছেন;—

ডাক দেখি তোর বৈজ্ঞানিকে।
কটা কেন'র উত্তর পারে দিতে সে॥

বাস্তবিক অধিকাংশ কেন'র উত্তর বৈজ্ঞানিকের নিকট পাওয়া যায় না। হঠাৎ এবং মেঘশূন্য সময়ে, মধ্যে মধ্যে কামানের ন্যায় গর্জ্জন শুনা যায় কেন, তাহা কেহ বলিতে পারে না।

বসন্তের কোকিল কেন কুহুরবে দিগন্ত মাতায়, মেঘ দেখিয়া কেন ময়ূর আনন্দে নৃত্য করে, আলোকে পতঙ্গ কেন ঝাঁপাইয়া পড়ে, কে বলিতে পারে?

যদি প্রাকৃত জগতের এই সমস্ত সাধারণ [illegible] মীমাংসা না হয়, তাহা হইলে ঈশ্বর-তত্ত্বের মীমাংসা কেমন করিয়া হইবে?

এই সমস্ত দেখিয়া ইংরাজ কবি শেলি বলিয়াছিলেন যে বিশ্বব্যাপী এক মহাশক্তির অস্তিত্ব স্বীকার করা যাইতে পারে কিন্তু স্রষ্টা ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করা যায় না।

যে সময় তিনি এই কথা প্রবন্ধাকারে প্রকাশ করেন, তখন তিনি মাত্র অষ্টাদশ বৎসর বয়স্ক কলেজের ছাত্র। বিদ্যালয়ের মহাপণ্ডিতগণ তাঁহার যুক্তি খণ্ডন করিতে না পারিয়া তাঁহাকে কলেজ হইতে তাড়াইয়া আপনাদের শ্রেষ্ঠত্ব এবং ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিতে বাধ্য হইলেন।

প্রকৃত ব্যাপার এই যে:—

অনুমান প্রমাণ নহে ঈশ্বরতত্ত্বজ্ঞানে।
কৃপা বিনা ঈশ্বরেরে কেহ
নাহি জানে॥
ঈশ্বরের কৃপালেশ হয়ত যাহারে।
সেই ত ঈশ্বর-তত্ত্ব জানিবারে পারে॥

শক্তিমান্ হইতে শক্তি অভিন্ন। শক্তির পৃথক্ অস্তিত্ব সম্ভব হইতে পারে না। অগ্নি ও দাহিকা শক্তির পৃথক্ অবস্থান কি কখনও সম্ভব হয়? সন্দেহ ও সিদ্ধান্ত একই কথা নহে। কতকগুলি লোক নিজ নিজ অদূরদর্শনের ফলে ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ করিলেই যে তাহাকে সিদ্ধান্ত বলিতে হইবে, তাহা নহে। সূর্য্যোদয়েই যেমন সূর্য্যকে দেখা যাইতে পারে, সেইরূপ ভগবানের কৃপালোকে উদ্ভাসিত হইয়াই ভগবদ্দর্শন সম্ভব হয়। নাস্তিকগণ ঈশ্বর নাই বলিয়া কখনও সুখানুভব করিতে পারেন না। তাঁহাদের হৃদয় সর্ব্বদা সংশয়দোলায়িত থাকে। ঈশ্বরই আনন্দ, তাঁহাকে জানিলেই জীব আনন্দী হইতে পারেন।

শ্রীশ্রীগৌরজন্মোৎসব উপলক্ষে

(২০শে মাঘ - ৩রা চৈত্র)

শ্রীচৈতন্যাব্দ—৪৪৪

বিরাট আয়োজন হইতেছে, সকলে যোগদান করুন

পারমার্থিক জগতে এক অভূতপূর্ব্ব আবিষ্কার

শ্রীধাম মায়াপুর নবদ্বীপ প্রদর্শনী

পরমার্থ প্রদর্শনী, ভাগবত-প্রদর্শনী, শ্রুতি-প্রদর্শনী। বেদান্ত প্রদর্শনী, সাত্বত-সম্প্রদায়-প্রদর্শনী, ভক্তিসিদ্ধান্ত প্রদর্শনী। গৌরবাণীবিনোদ-মেলা-প্রদর্শনী, পারমহংস্যধর্ম্ম প্রদর্শনী, দৈব-বর্ণাশ্রমধর্ম্ম-প্রদর্শনী। সার্ব্বজনীন প্রদর্শনী, সর্ব্বচিৎসমন্বয়-প্রদর্শনী। ভগবন্নাম-মহিমা-প্রদর্শনী, ভগবদ্রূপ-মহিমা-প্রদর্শনী, ভগবদ্গুণ-মহিমা-প্রদর্শনী, ভগবল্লীলা প্রদর্শনী। ভগবৎ-পরিকর মহিমা প্রদর্শনী, ভগবদ্ধাম-মহিমা প্রদর্শনী। ভগবৎসেবোপকরণ প্রদর্শনী, সর্ব্ববৈষ্ণব-বৈভব-প্রদর্শনী, সৎসঙ্গ মহিমা-প্রদর্শনী, সৎসঙ্গ-স্বরূপ নির্ণয় প্রদর্শনী। দুঃসঙ্গ-বর্জ্জন-শিক্ষা প্রদর্শনী, দুঃসঙ্গ-স্বরূপ-নির্ণয় প্রদর্শনী। সার্ব্বজনীন স্বদেশের সন্ধান-প্রদর্শনী, সত্যস্বরূপ প্রদর্শনী।

আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, ধনী-নির্ধন, ছোট-বড়, জ্ঞানী অজ্ঞানী, সবল, দুর্ব্বল, অকাম-মোক্ষকাম-সর্ব্বকাম সকলেরই সর্ব্বপ্রকার শিক্ষার মন্দির, সার্ব্বজনীন সংকীর্ত্তন বেদী এই শ্রীধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপ-প্রদর্শনীতে সবান্ধবে যোগদান করুন।

নিমাই

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

(শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী জ্যোতির্ভূষণ)

এই রকম ক'রে ক'রে সমস্ত নবদ্বীপ বেড়িয়ে, যেমন গোধূলি সময় এসে পড়েছে, অমনি নিমাইয়ের দোলা রাজপণ্ডিত সনাতন মিশ্রের দরজায় এসে উপস্থিত হোলো। বর এয়েছে বর এয়েছে ব'লে চারদিকে মহা হৈ চৈ শব্দ হ'তে লাগলো, মেয়েরা খুব উলু উলু ক'রতে লাগলো, কেউ কেউ জয় জয় ধ্বনি দিতে আরম্ভ করলো। বরপক্ষ আর ক'নে পক্ষ দু'দলেরই বাজনদারেরা খুব বাজাতে লাগলো। ভারি আনন্দ। রাজপণ্ডিত সনাতন মিশ্র তাড়াতাড়ি করে এসে নিমাইকে দোলা থেকে কোলে করে নিয়ে গিয়ে ছাদনা তলায় বসিয়ে দিলেন। বড় সুন্দর জামাই। এমন সুন্দর জামাই হ'বে, তা' কেউ জানেও না, মনেও করতে পারে নি; এমন জামাইয়ের চেহারা দেখে, সকলেই বড় খুশী হোলো। আহ্লাদে সব ফুল ছড়াতে লাগলো। সনাতন মিশ্র জামাই দেখে ভারি খুশী হ'লেন, তিনিও আনন্দে ফুল ছড়াতে লাগলেন।

খানিক পরে একখানা ডালায় করে জামাই-বরণের সব সামগ্রী এসে পোঁছোলো। সনাতন মিশ্র সেই সব নিয়ে জামাই বরণ করতে বসলেন। পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয়, কাপড়, গহনা, যা' যা' দরকার আছে, নিয়ম মত সেই সব দিয়ে মনের আহ্লাদে জামাই বরণ করলেন। বরণ করা হয়ে গেল, গিন্নী (সনাতন মিশ্রের স্ত্রী) সব মেয়েদের সঙ্গে করে নিয়ে এসে নিমাইয়ের মাথায় ধান দুব্বো দিয়ে আরতি করতে লাগলেন, বস্ত্র কাপড় প্রভৃতি দিয়ে মনের আহ্লাদে সৎকার করলেন, আর যত লোকাচার আছে, মনের খুশীতে সে সবও করলেন। বড় আনন্দ হ'তে লাগলো সকলেরই মনে আনন্দ আর ধরে না।

এই ভাবে সব মেয়ে আচার হ'য়ে গেলে পরে, ক'নেকে (বিষ্ণুপ্রিয়াকে) কাপড় চোপড় গহনা গাঁটি সব পরিয়ে দিব্য ক'রে সাজিয়ে আস্তে আস্তে ছাদনা তলায় নিয়ে এলো, নিমাইয়ের সব লোকেরাও নিমাইকে আসন থেকে তুললো। তার পর নিমাই আর বিষ্ণুপ্রিয়ার মধ্যে একখানা চাদর (অন্তরপট) দিয়ে বিষ্ণুপ্রিয়াকে নিমাইয়ের চারদিকে সাতবার পাক ঘুরিয়ে সম্মুখে দাঁড় করিয়ে দিলে, বিষ্ণুপ্রিয়া নিমাইয়ের সম্মুখে দাঁড়িয়ে নিমাইকে নমস্কার করলে, তার পর যেমন ফুল ফেলাফেলি হ'তে লাগলো, অমনি দু'দলের বাজনদারেরা খুব রগড় করে করে বাজাতে আরম্ভ করলে, মেয়ে মদ্দ চারদিক থেকে জয় জয় ধ্বনি করতে লাগলো, কত মেয়ে কেবল উলু উলু করতে লাগলো। আনন্দে গোটা বাড়ীখানা ভরে গেল। এত আনন্দের মধ্যে বিষ্ণুপ্রিয়া একছড়া মালা নিয়ে নিমাইয়ের পায়ের গোড়ায় রেখে বল্লে, 'প্রভো! আমার জীবন, যৌবন, দেহ, মন, প্রাণ সবই তোমার চরণে সঁপে দিলাম, তুমি যা ইচ্ছা করতে পার, তাতে আমার কোন দায় নেই।' কথাগুলো শুনে নিমাই একটু হাসলে, হেসে নিমাইও আবার একছড়া মালা নিয়ে বিষ্ণুপ্রিয়ার গলায় পরিয়ে দিলে। তার পর নিমাই ও বিষ্ণুপ্রিয়া দুজনা মনের আহ্লাদে ফুল ফেলাফেলি করতে লাগলো। নিমাই বিষ্ণুপ্রিয়ার গায় ফুল ফেলে দেয়, বিষ্ণুপ্রিয়া নিমাইয়ের গায়ে ফুল ফেলে দেয়; সে যে মজা, দেখলে মনের ভেতর কেমন একটা ভাব হয়। আকাশ থেকেও ফুল পড়তে লাগলো—ফুল প'ড়ে প'ড়ে ঢিবি হয়ে গেল, সবাই বল্লে দেবতারা অদৃশ্য ভাবে ফুল ফেলে দিচ্চে।

তার পর ক'নে পক্ষের লোকেরা বিষ্ণুপ্রিয়ার আসন ধরে নিমাইয়ের মাথার চেয়ে উঁচু করে তোলে আর বলে, ক'নে উঁচু না বর উঁচু। আবার বর পক্ষের লোকেরা নিমাইয়ের আসন ধরে বিষ্ণুপ্রিয়ার মাথার চেয়ে উঁচু করে তোলে আর বলে, বর বড় না ক'নে বড়। এই ভাবে দুপক্ষে আমোদে আনন্দের ঝগড়া হতে লাগলো, কেউ কাকেও হারাতে পারে না। নিমাই বসে বসে এই সব মজা দেখে আর হাসে। খানিকক্ষণ এই রকম হোলাহুলি করে দুজনাকে ছাদনা তলায় আসনে দিলে পর কুলপুরোহিত সনাতন মিশ্র কন্যা সম্প্রদান করতে বসলেন। যেমন নিয়ম আছে, সেই রকম নিয়মে পাদ্য অর্ঘ্য আচমনী দিয়ে সঙ্কল্প ক'রে [illegible] লাগলেন. তার পর বিষ্ণুপ্রীতিকামনা করে নিমাইয়ের হাতে বিষ্ণুপ্রিয়ার হাতখানা দিয়ে কন্যাদান করলেন। কন্যাদানের পর, বাসন, খাট পালঙ্ক, বিছানা, গরু জমী, চাকর চাকরাণী আরও কত যে দান করলেন তার আর বলে শেষ নেই। মনের আনন্দে এই সব দান করে বিষ্ণুপ্রিয়াকে নিমাইয়ের বাঁ দিকে বসিয়ে হোম করতে লাগলেন। তার পর যে সব লোকাচার আছে, সে সমস্ত সেরে বর কন্যা ঘরে তুলে নিয়ে গেলেন। রাত্রিতে খাওয়ার পর বিষ্ণুপ্রিয়া আর নিমাই এক ঘরেই শুয়ে থাকলো। সকালে বাসি বিয়ে সেরে আর আর যে সব লোকাচার, সে সবও তারা সেরে ফেল্লেন। বাজনা নাচ গান খুব হতে লাগলো, আনন্দ আর ধরে না। সকলেরই মনে কি আনন্দ যে হতে লাগলো তা আর বলে শেষ করা যায় না। এই ভাবে আমোদ আহ্লাদ করতে বেলা দুপুর হ'য়ে গেল। খাওয়া দাওয়ার পর নিমাই বাড়ী আসবার জন্য যাত্রা করলে। আবার সেই রকম নাচ, গান, বাজনা আরম্ভ হোলো। চারদিক থেকে সকলে জয়ধ্বনি করতে লাগলো, মেয়েরা সব উলু দিতে আরম্ভ করলে, বামুনদের মধ্যে কতক লোক আশীর্ব্বাদ করতে লাগলেন, কেউ কেউ যাত্রার সময় যে সব শ্লোক বলতে হয়, সেই সব শ্লোক বলতে আরম্ভ করলেন। নিমাই সব গণ্য মান্য লোকদের নমস্কার ক'রে বধূটিকে নিয়ে দোলায় চড়লেন। সবাই তার জয় ব'লে জয়ধ্বনি দিতে লাগলেন, নিমাইয়ের দোলা আস্তে আস্তে বাড়ী মুখো আসতে লাগলো।

(ক্রমশঃ)

কলিকাতা

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৩০্, ত্রিংশৎ টাকা।

২৭২৪ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে, সপ্তচত্বারিংশ খণ্ডে সূচী ছাপা হইতেছে।

৪৬শ খণ্ড পর্য্যন্ত নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে ১৫।০ সাধারণ পক্ষে ২০৸৶০। প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৫০, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ।০

দশম স্কন্ধের ভিক্ষা ১১্, অগ্রিম দাতাগণের পক্ষে ৮্।

ঐ অধ্যায়গুলির একাদশ সংখ্যা ছাপা হইয়াছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

সূচী প্রভৃতি সহ সম্পূর্ণ ছাপা শেষ হইয়াছে

আদি, মধ্য, ও অন্ত্যলীলা এবং সূচী ছাপা হইয়া সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছেন। যাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্ব্বের ১০্ টাকা ভিক্ষার তৃতীয় সংস্করণ ৪ টাকায় না পাইয়া অপর সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের জন্য উক্ত ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছেন। সেই ১০ টাকার গ্রন্থ বিরাট গ্রন্থের শেষ সংখ্যা মাত্র ৫্ টাকা ভিক্ষায় দেওয়া হইতেছে। গ্রাহকগণ সত্বর হউন পরে আর এ সুযোগ থাকিবে না।

শ্রীচৈতন্য লীলার ব্যাস অবতার

শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

সভাষ্য আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে। সমগ্র গ্রন্থ ৮্ স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫্ নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪॥০ টাকা

শ্রীধাম মায়াপুর নবদ্বীপ প্রদর্শনীতে

শ্রীধর ভাণ্ডার, ঢাকা।

ঢাকার সুপ্রসিদ্ধ বস্ত্র ব্যবসায়ী **শ্রীধর ভাণ্ডার** শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিয়াছেন। **ঢাকার বিখ্যাত মসলিন** ও নানাবিধ মিহিন ধুতী, শাড়ী, জামদানী কাপড় এবং **খদ্দরের** শাড়ী ধুতী, জামদানী শাড়ী, চাদর, রুমাল, **সুতার কাজকরা** নানাপ্রকার কারু চাদর **শ্রীধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপ-প্রদর্শনীতে** অর্থ ফেব্রুয়ারী হইতে পাইকারী ও খুচরা বিক্রয় হইবে। পশ্চিম ও উত্তরবঙ্গ এবং এলাহাবাদ, বোম্বে, লক্ষ্ণৌ পাঞ্জাব, মাদ্রাজ, দিল্লী প্রভৃতি স্থান হইতে আগত দর্শক ও ব্যবসায়িগণ এক স্থান হইতে প্রয়োজনীয় জিনিষ লইতে পারিবেন। আমাদের দর যে **সুলভ** তাহা কাপড় এবং মূল্য বিচার করিলেই বুঝিতে পারিবেন।

প্রদর্শনীর ঠিকানা—

শ্রীধর ভাণ্ডার ষ্টল

শ্রীধাম মায়াপুর-নবদ্বীপ-প্রদর্শনী

পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর (নদীয়া)

ঢাকার ঠিকানা

শ্রীধর ভাণ্ডার, [illegible] নবাবপুর, ঢাকা।

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত ভক্তি গ্রন্থাবলী

যে সব উৎকলবাসী ভক্ত বাঙ্গলা অক্ষর পড়িতে জানেন না, তাঁহাদের শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত পরম উপাদেয় ভক্তি-কথা জানিবার সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে উড়িয়া-অক্ষরে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হইয়াছে বাঙ্গলা গ্রন্থের তুলনায় উড়িয়া গ্রন্থগুলির ভিক্ষাও অপেক্ষাকৃত অল্প।

গ্রন্থ	ভিক্ষা
শ্রীহরিনাম চিন্তামণি, প্রতিখণ্ড	॥০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	১্
সাধন পথ (শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টক) প্রতিখণ্ড	।০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৷৹০
কল্যাণ কল্পতরু প্রতিখণ্ড	৵০
একত্রে ৩খণ্ড লইলে	।০
গীতাবলী প্রতিখণ্ড	১০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৶১৫
শরণাগতি প্রতিখণ্ড	৴০
একত্রে ৩খণ্ড লইলে	৵৫

প্রাপ্তিস্থান { শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ, কটক এবং শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, পুরী

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিম্নলিখিত মঠসমূহে প্রাপ্তব্য:—

১। শ্রীচৈতন্য মঠ,—পোঃ, শ্রীমায়াপুর, (নদীয়া)।
২। শ্রীগোপীনাথের মঠ,—চাঁপাহাটি, সমুদ্রগড় পোঃ, (বর্দ্ধমান)।
৩। শ্রীভাগবত আসন,—ভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৪। শ্রীগৌড়ীয় মঠ,—১নং উল্টাডাঙ্গা জংসন রোড, কলিকাতা।
৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ,—[illegible], পুরী।
৬। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ,—উড়িয়া বাজার, কটক।
৭। শ্রীভাগবত মঠ,—চিনাইডাঙ্গা, বালিঘাট, মেদিনীপুর।
৮। শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ,—[illegible], কাশী, ইউ, পি।
৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,—[illegible], বৃন্দাবন, মথুরা, ইউ, পি।
১০। শ্রীপরমহংস মঠ,—[illegible] পোঃ, সীতাপুর, ইউ পি।
১১। শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ,—কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল, পাঞ্জাব।
১২। শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠ,—[illegible] নবাবপুর রোড, ঢাকা।
১৩। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ,—বালিয়াটি, ঢাকা।
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম,—আমলাজোড়া, বাজিনাথ পোঃ, বর্দ্ধমান।
১৫। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ,—[illegible], চিরকুণ্ডা পোঃ, মানভূম।
১৬। শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয় মঠ,—আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী, উড়িষ্যা।
১৭। শ্রীগৌড়ীয় মঠ কার্য্যালয় [illegible], নিউদিল্লী

এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণের নিকটও নদীয়া-প্রকাশ প্রাপ্তব্য।

১। শ্রীযুক্ত জনার্দ্দন ঘোষ—[illegible] রোড, খুলনা।
২। শ্রীযুক্ত রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিরত্ন দেওয়ানগঞ্জ, হলদিবাড়ী কুচবিহার।
৩। শ্রীযুক্ত রামরঞ্জন রায়—৭৬।২ নং শ্রীগোপাল মল্লিক লেন, কলিকাতা
৪। মিঃ এন ডি, মুখার্জ্জি—এম এস, ওয়াকস মিল, কানপুর।
৫। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণবিহারী জ্যোতির্ভূষণ—স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া
। শ্রীরাসবিহারী দাস অধিকারী, নবদ্বীপ।
৭ শ্রীবিরজামোহন দে—মনমোহন প্রেস, নবাবপুর, ঢাকা।
৮। শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ গড়গড়ি বেড়াচাঁপা, ২৪ পরগণা।
শ্রীপঞ্চানন চট্টোপাধ্যায় এ, এল এম, [illegible]

'অন্যথা না ভজে কৃষ্ণ, দুষ্ট সঙ্গ করে। পুনঃ সেইমত মায়া পাপে ডুবি মরে'

চৈতন্যমঠের গ্রন্থাবলী

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বিরচিত

তত্ত্ব-গ্রন্থাবলী।

উৎকৃষ্ট কাপড়ে বিলাতী ধরণে বাঁধাই স্বর্ণাক্ষরে। চতুর্থ সংস্করণ। বিস্তৃত বিষয়সূচীসহ

জৈবধর্ম্ম

বাঁধাই ২৲ দুই টাকা

প্রকাশিত হইয়াছে

সনাতন ধর্মশাস্ত্র বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত, পুরাণ, তন্ত্রাদি সকল গ্রন্থ পাঠ করিবার অবসর অতি অল্প মানবের ঘটিয়া থাকে। অনেকের যোগ্যতা না থাকায় সেই সমস্ত গ্রন্থের মর্ম্ম অবগত হইতে পারেন না। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বাঙ্গালীর এই অসুবিধা দূরীভূত করিবার জন্য এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

বিদ্যালয়ের ছাত্র বা শিক্ষকগণের বিশেষ পাঠ্য, এই হেতু শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টর বাহাদুর হইতে সমস্ত বিদ্যালয়ের জন্য অনুমোদন করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

প্রথম খণ্ড ভিক্ষা ১৲ একটাকা

যুক্তিপূর্ণ শাস্ত্রবাক্য দ্বারা প্রত্যেক মানবের নিত্য কর্ত্তব্য ও অনিত্য সাময়িক কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। গ্রন্থের প্রতি উক্তি সনাতন শাস্ত্রবাক্য দ্বারা সমর্থিত ও প্রমাণিত হইয়াছে। দেহের, মনের ও আত্মার ধর্ম্ম কি? স্বদেশ, সমাজ, নীতি, ধর্ম্ম কি? ইত্যাদি বিষয় ক্রমানুসারে এমন সুন্দরভাবে যুক্তিসহকারে আলোচিত হইয়াছে যে, প্রথম হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত পাঠ না করিয়া নিবৃত্ত হওয়া যায় না।

শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ভিক্ষা ৵০

ঐ প্রমাণ খণ্ড ভিক্ষা ৵০

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিহার ও লীলাভূমি নয়টী দ্বীপ সমন্বিত। এই নয় দ্বীপের প্রাচীন বিবরণ— প্রত্যেক দ্বীপে শ্রীমহাপ্রভুর লীলা— প্রত্যেক দ্বীপের পরিচয়, শ্রীধাম-মাহাত্ম্য—সাম্প্রদায়িক কি? ইত্যাদি বিষয় বিশেষভাবে মনোহর ছন্দে বর্ণিত। পকেট সাইজ প্রায় ৮০ পৃষ্ঠা।

শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ

উজ্জ্বল বোর্ডের কভারে উত্তম কাগজে ছাপা— শ্রীনবদ্বীপধাম দর্শনে ভাবুক দর্শনকারীর কি প্রকার ভাবের উচ্ছ্বাস হয়, তাহা এই গ্রন্থে বর্ণিত। অতি চমৎকার। ভিক্ষা চারি আনা।

উপদেশামৃত

৵০ দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু ও শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভুদ্বয়ে উপদেশচ্ছলে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রাতিকূল্য বিচার অতি সুন্দরভাবে বিবৃত হইয়াছে। ইহা ছাড়া শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর উপদিষ্ট শিক্ষা ও উপদেশ বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব-জগতে অভিনব গ্রন্থ !!

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতি-গ্রন্থাবলী :—

শরণাগতি

পকেট সাইজ অষ্টম সংস্করণ ভিক্ষা ৵০ আনা

দেহ ও মনের চেষ্টা আনুগত্য লইয়া— জীব যখন জীব বুঝিতে পারে, তখন একমাত্র নিত্যানন্দ শ্রীভগবানের প্রীতি তাঁহার কোন জাতীয় আবেগময়ী প্রার্থনা হয় এবং শ্রীভগবানে সর্ব্বাঙ্গঃকরণে সঙ্কটে কি প্রকারে শরণাপন্ন হইতে হয়, ইত্যাদি বিষয়ক প্রাণস্পর্শী প্রার্থনা ও আত্মসমর্পণমূলক গান। উড়িয়া সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে।

ভিক্ষা প্রতি খণ্ড ৵০ এক আনা।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা— ৵০, নবদ্বীপশতক —৴০

অমৃতপঞ্চক ৴০

কল্যাণকল্পতরু

পকেট সাইজ পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা ৴১০

আমরা প্রত্যহ নূতন অভাব ও কামনা লইয়া ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়াই, কল্যাণকে কল্যাণ বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি না। কিন্তু কল্যাণ কি? তিনি যে নিত্য বা সকলের কল্যাণ প্রদানে অসমর্থ এবং কোন বস্তু আমাদের নিত্য কল্যাণপ্রদ এবং কি ভাবে আমরা সেই কল্যাণলাভে সমর্থ হইব, এই সকল কথা সরল গানে বর্ণিত। এই গীতগ্রন্থ বাস্তবিক কল্যাণের কল্পতরু। ইহা প্রত্যেকের নিত্যপাঠ্য।

শ্রীল চক্রবর্ত্তি-ঠাকুরের টীকা সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর কৃত টীকা ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কৃত অনুবাদ। টীকাকারের ভাবনা, শ্লোক সূচি, বিষয়সূচি প্রভৃতি সহ প্রয়োজনীয় বিষয় সহ প্রায় ৪৫০ পৃষ্ঠা। উৎকৃষ্ট সিল্ক বাঁধাই ২৲ দুই টাকা, কাগজে বাঁধা ১৷০

শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ কৃত ভাষ্য সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

কাগজ ও ছাপা উৎকৃষ্ট। সিল্কে বাঁধাই, সোনার জলে নাম লেখা রাজসংস্করণ ২ টাকা, সাধারণ সংস্করণ ১৷০, গৌড়ীয়ের গ্রাহকপক্ষে ১৷০

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি (গৌড়ীয় বৈষ্ণব কোষগ্রন্থ)

বিষয়:—১। ভক্তিশাস্ত্রে ব্যবহৃত শব্দাবলীর অর্থ, ২। চারি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের তালিকা, ৩। বিষ্ণুবৈষ্ণবতত্ত্ব ও শ্রীমন্দির ও শ্রীবিগ্রহের বিবরণ, ৪। বৈষ্ণবতীর্থ ও প্রাচীন মন্দিরের তালিকা ও বিবরণ, ৫। বৈষ্ণব বিশেষের পরিচয় ও শাস্ত্রীয় আকরগ্রন্থ বিবরণ ইত্যাদি। চারিখণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ১ম খণ্ড ১৲, ২য় খণ্ড ৸০, ৩য় খণ্ড ১৲, ৪র্থ খণ্ড ৸০, চারিখণ্ড একত্রে ৩৲।

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ—১ম খণ্ড ১ এক টাকা ২য় খণ্ড ১৲ এক টাকা—শ্রীমদ্ভাগবতের গ্রাহক ও গৌড়ীয় গ্রাহকগণ ১৲০ টাকায় দুইখণ্ড পাইবেন। বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমজ্জীব গোস্বামীপাদের কৃত গ্রন্থ। ইহাতে ষট্‌সন্দর্ভের অধিক প্রয়োজনীয় অংশ। প্রায় ৫০০ ডবল ক্রাউন ৮ পেজী ৮৫ পৃষ্ঠা থাকিবে মুদ্রিত হইতেছে।

শ্রীমদ্গোপাল ভট্ট গোস্বামী সঙ্কলিত

সদাচারস্মৃতিঃ

ভিক্ষা ৵০ মাত্র

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (প্রাচীন নবদ্বীপ) নদীয়া।

গৌড়ীয়

সাপ্তাহিক পারমার্থিক পত্রিকা

রেজেষ্টার্ড

মদন মঞ্জরী

বটিকায় স্বপ্ন ও ধাতুদৌর্ব্বল্য, ইন্দ্রিয়শক্তির হ্রাস, প্রমেহ, শুক্রতারল্য, অজীর্ণ, মাথাঘোরা, বুক ধড়ফড় করা, অনিদ্রা প্রভৃতি লক্ষণ সত্বর নিবারণ করে। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ৩০ বটী ১৲ এক টাকা।

"নপুংসকারি ঘৃত"

পুরুষত্বহানি রোগে বাহ্যপ্রয়োগে ধ্বজভঙ্গ আরোগ্য করিয়া পুরুষত্ব প্রদান করে। মূল্য ২ তোলা ১৲ টাকা।

"রমণীবিলাসিনী বটিকা"

বীর্য্যধারণ করিতে সঞ্চিত শক্তি বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয়। মূল্য ১৬ বটী ১৲ এক টাকা।

রাজবৈদ্য নারায়ণজী, কেশবজী

১৭৭নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

বিজ্ঞাপন

সাবধান! সাবধান!! সাবধান!!!

জে, বি, দত্তের ঢাকা শিশি বাদাম তৈল

আদি ও অকৃত্রিম এবং উপকারিতায় সর্বজন পরীক্ষিত ও প্রশংসিত।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী *J. B. Datta & Co.* নাম দেখিয়া খরিদ করিবেন। নতুবা জুয়াচোরগণ কমদরের কৃত্রিম তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে।

নিবেদক জে, বি, দত্ত।

ফেরাস কুইনিন

নূতন এবং পুরাতন ম্যালেরিয়ার যম

ইহা সেবনে পালাজ্বর, কম্পজ্বর, প্লীহা, যকৃৎ প্রভৃতি আরোগ্য হয়।

এক শিশি সেবন করিলে ফল বুঝিবেন। আমাদের নিকট প্রশংসাপত্র আছে। মূল্য প্রতি শিশি ১৲, ডাকমাশুল স্বতন্ত্র।

বি, কে, পাল এণ্ড কোং, কলিকাতা।

পর-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

এখানে আহার এবং বাসস্থান দিয়া ছাত্রদিগকে বিভিন্ন শিক্ষণীয় বিষয় শিক্ষা দিবার বন্দোবস্ত হইয়াছে। অনেক ছাত্র ইতোমধ্যেই আসিয়া পাঠ আরম্ভ করিয়াছেন। বর্তমান বর্ষে সকল ছাত্রই গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

প্রধান অধ্যাপক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রচন্দ্র কাব্য ব্যাকরণ-সাংখ্য-বেদান্ত-ষড়দর্শন-তীর্থ, সাংখ্যভূষণ, বেদান্তরত্ন, সাহিত্যশাস্ত্রী, দর্শনবাচস্পতি।

অধ্যাপক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গৌরদাস ব্রহ্মচারী ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীধাম মায়াপুর পরবিদ্যাপীঠ, (নদীয়া)

বেদনাঞ্জন

শ্রেষ্ঠরত্ন

কালকাতা কংগ্রেস একজিবিসন হইতে বহু প্রশংসা প্রাপ্ত ও বহু গণ্যমান্য ভদ্রমহোদয়গণ কর্ত্তৃক প্রশংসিত।

আজকাল বাজার-চলন মিশ্রিত ও বিষাক্ত আহার্য্য সেবনে শরীরের রক্ত স্বভাবতঃই দোষযুক্ত হইয়া পড়িতেছে। এবং মানবদেহের শ্রেষ্ঠ উপাদান, এই রক্ত দোষিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মানব বাত, বেদনা, মাথাধরা, মাথাঘোরা, দক্রি-কাউর, ব্রণ, দাঁতের গোড়া ফুলা, দাঁত কনকনানি, দাঁতে পোকা এবং ঘোস, চুলকানি প্রভৃতি কষ্টদায়ক চর্ম্মরোগে আক্রান্ত হইতেছে। যদি আপনি একান্তই ব্যাধিযুক্ত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে অযথা পয়সার অপব্যয় না করিয়া অল্প দামে এক শিশি বেদনাঞ্জন ক্রয় করিয়া ইহার কার্য্যকারী-শক্তি উপলব্ধি করুন। গুণের তুলনায় মূল্য অতি সামান্য, এক শিশি ।০ আনা মাত্র মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

প্রোপ্রাইটার্স—এ, সি, চাটার্জ্জী এণ্ড ব্রাদার্স।

৪৪নং হুগলী লেন, বাগবাজার, কলিকাতা।

সকল মণিহারী দোকানে ও ঔষধালয়ে পাওয়া যায়

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

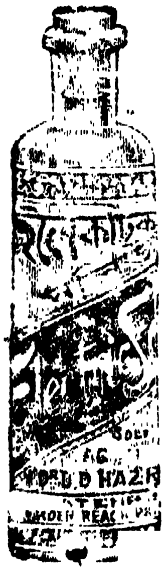

যদিও অদ্যাপি প্রকৃত মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য, তথাপি যাহারা নানা রকম অনিয়মিত উপায়ে অতিরিক্ত শক্তি নষ্ট করিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন এবং নানা প্রকার মেহ, প্রমেহ, ধাতুদৌর্ব্বল্য, স্নায়বিক দুর্ব্বলতা, অজীর্ণ, উদরাময়, শারীরিক পীড়া, অথবা স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে যাহারা বাধক, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, প্রদর ও রক্তপ্রদর, হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি রোগে ভুগিয়া জীবনে নিরাশ হইয়াছেন, তাঁহারা অনায়াসে এই আবিষ্কৃত ইলেক্ট্রিক মেডিসিন ব্যবহার করিয়া বাঁচিতে পারেন, ইহার বহু প্রমাণ প্রাপ্ত হইয়াছি। যাঁহারা অন্যান্য ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরোগ্য হইতে পারেন নাই, তাঁহারা একবার এই ঔষধটী ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক মাসের ব্যবহারোপযোগী প্রতি শিশির মূল্য ২॥০ টাকা মাত্র।

সোল এজেণ্ট—ডাঃ ডি, ডি, হাজরা।

কলেজপুর, পাতেলঘাট পোষ্ট, কলিকাতা।

ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

অধ্যক্ষ

শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম্‌এ, এফসিএস (লণ্ডন)

ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক

(প্রফেসার)

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ বিশুদ্ধ ও শাস্ত্রমতে নিজ তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হয়। পত্র লিখিলে ক্যাটালগ পাঠান হয়। রোগের বিবরণ জানাইলে যত্নপূর্ব্বক ব্যবস্থা দেওয়া হয়। চিঠি পত্রাদি সম্পূর্ণরূপে গোপন রাখা হয়।

মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দুর)

(বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৪ টাকা

উৎকৃষ্ট স্বর্ণ, পারদ ও আমলাসার গন্ধক দ্বারা যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। বিশুদ্ধ প্রয়োগনীয় সর্ব্বরোগনাশক মহৌষধ

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৬ টাকা

উৎকৃষ্ট টাটকা আমলকী, দশমূল প্রভৃতি যাবতীয় উপাদানে পূর্ণ মাত্রায় যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। কাশ, শ্বাস, যক্ষ্মা, স্বরভঙ্গ, হৃদরোগ প্রভৃতি রোগের মহৌষধ। সর্ব্বপ্রকার দুর্ব্বলতা নাশক অত্যাশ্চর্য্য পুষ্টিকর মহৌষধ বা খাদ্য বিশেষ।

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬ টাকা

ইহা সেবনে ধাতুদৌর্ব্বল্য, শুক্রক্ষীণতা, স্বপ্নদোষ, প্রমেহ ও ধ্বজভঙ্গ সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায়। ইহা অপরিসীম আনন্দদায়ক রসায়ন

অবলাবান্ধব যোগ

প্রদর, বাধক প্রভৃতি জরায়ুদোষ ও যোনিগত ভূগরোগ রোগের মহৌষধ

মূল্য—১৬ মাত্রা ২ টাকা। ৫০ মাত্রা ৫ টাকা মাত্র

বিশুদ্ধ জল! ভয় নাই! বিশুদ্ধ জল!!

লক্ষ্মী টিউব-ওয়েল কোং

২০৫নং নবাবপুর, ঢাকা

বর্ত্তমান যুগের নব আবিষ্কৃত বৈজ্ঞানিক প্রণালীদ্বারা উন্নত বৈজ্ঞানিক উপায়ে ভূগর্ভস্থ জল-প্রণালীতে নলকূপ (Tubewell) স্থাপন করা হয়। বঙ্গের লাট বাহাদুর, গভর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী, জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেট, ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের চেয়ারম্যান, ইঞ্জিনিয়ার, জমিদার, তালুকদার প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত ভদ্রমহোদয়গণ এই কোম্পানীর কার্য্য দেখিয়া প্রশংসা করিয়াছেন। রাসায়নিক পরীক্ষায় জল বিশুদ্ধ না হইলে মূল্য গ্রহণ করা হয় না। বিস্তৃত বিবরণের জন্য পত্র লিখুন

বিজ্ঞাপিত কেন?

সাধারণের হিতার্থে, মানবের অকাল মৃত্যু না হইতে পারে তাহার পন্থা ইত্যাদি সম্বলিত "কামশাস্ত্র" গ্রন্থখানি যিনি পাঠ করেন নাই, তিনি আবেদন করুন; বিনামূল্যে প্রাপ্ত হইবেন। উহা পাঠে উপকৃত হইয়া ৭৫০০০ হাজার লোক কৃতজ্ঞ হইয়াছেন। প্রায় ৫০ বৎসরের পরীক্ষিত, শুক্রতারল্য, স্বপ্নদোষ ইত্যাদির যম "আতঙ্ক-নিগ্রহ বটিকা" প্রতি কৌটার মূল্য ১ টাকা। প্রাপ্তিস্থান—আতঙ্ক নিগ্রহ ঔষধালয়, ২১৪ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মনোমোহন প্রেস

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা

পূর্ব্ব-বাঙ্গালায় সুলভে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত

বৈদ্যুতিক মেশিনে দিবারাত্র কাজ চলিতেছে

বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা।

মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীযুক্ত ... ব্রহ্মচারী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

স্থানীয় সংস্করণ।

Registered No. C 1514

বিজ্ঞাপনের হার

প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩॥০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার- নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র।

সাহায্যের হার অগ্রিম দেয়।

বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ প্রতি সংখ্যা ৵৫

৪র্থ খণ্ড] সম্পাদক—প্রত্নবিদ্যালঙ্কার শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী [২৭৫ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্য মঠ শ্রীধাম মায়াপুর ১৪ই মাঘ মঙ্গলবার ১৩৩৬ ২৮শে জানুয়ারী ১৯৩০

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থাবলী

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্—শ্লোক সূচী, বিষয়-সূচী প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত। ভিক্ষা, প্রতি খণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৶০ গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশ গ্রাহক পক্ষে ॥০
২। ভাষ্য-সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ) ৫৲
৩। গৌড়ীয়-গৌরব ৶০
৪। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।০
৫। ভজনরহস্য ॥০
৬। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম ও শ্রীনবদ্বীপশতকম (বাঁধা) ১৲
" " " আবাঁধা ৸০
৭। গীতা (শ্রীবলদেবভাষ্যসহ) বাঁধা ২৲ আবাঁধা ১॥০
৮। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি-টীকা-সহ) বাঁধা ২৲ আবাঁধা ১॥০
গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ॥০
৯। যুক্তিমল্লিকা গুণসৌরভঃ সানুবাদ (মাধ্ব) ২৲
১০। বেদান্ততত্ত্বসার সানুবাদ (রামানুজীয়) ॥০
১১। জৈবধর্ম্ম ২৲
১২। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৩। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৪। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ।৶০
১৫। দীপ-দিগ্‌দর্শন ৵০
১৬। সাধনপথ (৩য় সংস্করণ) ।৶০
১৭। আচার ও আচার্য্য ।
১৮। শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
১৯। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৵০
২০। শ্রীনবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
২১। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য (প্রমাণখণ্ড) ৶০
২২। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
২৩। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা দর্পণ ।০
২৪। শরণাগতি, গীতাবলী, গীতমালা, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, নবদ্বীপশতক, অষ্টপঞ্চক ও সদাচারস্মৃতি মোট ।৶০
২৫। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ও অর্চ্চনকণ ৵০
২৬। সাধককণ্ঠমণি ।০
২৭। সংস্কার-দীপিকা ।০
২৮। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড) ৩৲
২৯। ব্রহ্মসংহিতা ॥০
৩০। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ৸০
৩১। মণিমঞ্জরী সানুবাদ ।০
৩২। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৩৩। শ্রীচৈতন্যভাগবত (বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ) ৫৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

ইংরাজী ভাষায় ভক্তিগ্রন্থ

১ শ্রীচৈতন্যচরিত ও শিক্ষা ।০
২ নামভজন ।০
৩। বৈষ্ণবধর্ম্ম আসল ও মেকি ০
৪। ভাগবতীয় দর্শননীতি ও ধর্ম্ম ০
৫। কাম ও প্রেমধর্ম্ম ।০
৬। গৌড়ীয়মঠ কি করেন ০

ধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপ-প্রদর্শনী, নদীয়া

(৩রা ফেব্রুয়ারী হইতে ১৭ই মার্চ্চ, ১৯৩০ পর্য্যন্ত)

প্রদর্শনীর সকল জ্ঞাতব্য বিষয়ের জন্য সেক্রেটারী মহোদয়ের নিকট আবেদন করুন।

শ্রীকুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ,
শ্রীচৈতন্য মঠ, শ্রীধাম মায়াপুর পোঃ আঃ (নদীয়া)।

দেবনাগরাক্ষরে ভক্তিগ্রন্থ

১। সাত্বতবৃত্তি শিক্ষাষ্টকম ৶০
২। সটীক শিক্ষাদশমূলম ০
৩। মধ্বগ্রন্থমালাবলোকনম্ ৵
৪। গৌড়ীয়মঠ পরিচয়ঃ ৵০
৫। সিদ্ধান্তদর্পণ শ্রীশ্রীবৃত্তঃ ॥০
৬। হরিস্তবম্ ।০

নানা কথা

শ্রীধাম-মায়াপুরে বৈদ্যুতিক আলোক

শ্রীধাম মায়াপুর পদর্শনী ক্ষেত্রের সর্বত্র বৈদ্যুতিক আলোক সরবরাহের জন্য ডাইনামো ফিট করা হইতেছে। গত ২৬শে জানুয়ারী রবিবার দিবস হইতে ফিটার মিস্ত্রী সকল কার্য্য আরম্ভ করিয়াছে।

চুরি

হীরালাল [illegible] কলিকাতা বাটী হইতে [illegible] টাকা চুরি হয়। [illegible] হইতে সিন্দুক ভাঙ্গিয়া চুরি হয়। [illegible] আসামী গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। [illegible] নামক ব্যক্তির স্থান হইতে [illegible] টাকা পাওয়া গিয়াছে। বাড়ীর [illegible] লোকদিগের মধ্যে একজন—এই সন্দেহে ধৃত হইয়াছে। একজন আসামী স্বীকারোক্তি করিয়া পরে সমস্ত অস্বীকার করিতেছে। সে বলে [illegible] কথায় স্বীকারোক্তি করিয়াছে।

উৎকোচের মামলায় ভূতপূর্ব্ব সবজজ

পূর্ণিয়ার ভূতপূর্ব্ব সবজজ মিঃ [illegible] উৎকোচগ্রহণের মামলায় [illegible] হেন। মুঙ্গেরের জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ কে. ভূলীর এজলাসে মোকদ্দমা চলিতেছে।

বেশ্যার মামলা

বেশ্যাবৃত্তি এবং বেশ্যালয়ে [illegible] করার অভিযোগে কুসুম [illegible] ও অপর তিনজন স্ত্রীলোকের প্রত্যেকের [illegible] [illegible] তাহারা [illegible] [illegible] যত দিনের [illegible] দিন ২৲ দুই টাকা করিয়া জরিমানা দিবার হুকুম হয়। [illegible] জরিমানাদের উপরও তাহাদিগকে [illegible] হুকুম দেওয়া হয় এবং পরে একই দণ্ড [illegible] এই মোকদ্দমা হাইকোর্ট পর্য্যন্ত গড়ায়।

[illegible] মুক্তি পাইয়াছে।

জুয়াচুরি

বালিগঞ্জে এক [illegible] কোম্পানী নিকট কয়েকটী [illegible] ক্রয় করিয়া আনে। [illegible] কয়েকজন লোক [illegible] আসিয়া [illegible] যে [illegible] চাহিতেছে। [illegible] কুলি মনে করিয়া [illegible] ছাড়িয়া দেয়। [illegible] যায়।

আবার কলিকাতায় বোমা

জোড়াসাঁকো অঞ্চলে

কলিকাতা জোড়াসাঁকো অঞ্চলে উক্ত থানার অধীন মদন চ্যাটার্জ্জী লেনের [illegible] পঞ্চু [illegible] লেনে গত [illegible] পুলিশ একটি বোমার কারখানা আবিষ্কার করিয়াছে বলিয়া প্রকাশ। উক্ত কারখানায় একটি [illegible] [illegible] খোল, কিছু রাসায়নিক দ্রব্য, কয়েক শিশি নাইট্রিক এসিড এবং কিছু তার পাওয়া গিয়াছে। উক্ত কারখানার উপস্থিত একজন যুবক পুলিশ কর্ত্তৃক ধৃত হইয়াছেন।

প্রতাপ ঘোষের লেনে,

উপরিউক্ত [illegible] সম্পর্কে গোয়েন্দাবিভাগের বিশেষ শাখার পুলিশ কর্ম্মচারিগণ ঐ দিনই জোড়াসাঁকো থানার অধীন প্রতাপ ঘোষের লেনের একটি বাটীতে উপনীত হইয়া একজন যুবককে ধৃত করিয়াছে এবং কতকগুলি পত্র ও আপত্তিকর অন্যান্য কিছু দ্রব্য প্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

অন্যান্য স্থানে

উক্ত [illegible] প্রাপ্তি সম্পর্কে গোয়েন্দা পুলিশের বিশেষ শাখার কয়েকজন কর্ম্মচারী ঐ দিন শ্যামপুকুর থানার অধীন কুমারটুলিতে একটী মেসবাটীতে খানাতল্লাসী করিয়া কতকগুলি চিঠী এবং আপত্তিকর কিছু কিছু দ্রব্য পাইয়াছেন। এতৎসম্পর্কে একজন যুবক ধৃত হইয়াছে।

এই সম্পর্কে উত্তর কলিকাতার [illegible] স্থানে খানাতল্লাসী হইয়াছে, ফলে একজন যুবক ধৃত হইয়াছে এবং কতকগুলি আপত্তিকর দ্রব্য পাওয়া গিয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

কে কে মুক্ত হইলেন

প্রকাশ, উপরি উক্ত খানাতল্লাসীর ফলে শ্রীযুক্ত [illegible], শ্রীযুক্ত প্রবোধরঞ্জন [illegible], শ্রীযুক্ত [illegible]নাথ দত্ত, শ্রীযুক্ত মহেন্দ্র [illegible], শ্রীযুক্ত সুধাংশুরঞ্জন মজুমদার, শ্রীযুক্ত বিহারীলাল বিশ্বাস, শ্রীযুক্ত [illegible] ও শ্রীযুক্ত [illegible] [illegible] নামক [illegible] মুক্ত হইয়াছেন।

লরি চাপা

[illegible] জমীদারের এগার বৎসর বয়স্ক পুত্র [illegible] নিকটের রাস্তার উপর খেলা করিতেছিল, একটী লরি ভীষণ বেগে [illegible] বালকের [illegible] গিয়াছে। [illegible] আঘাত লাগিয়াছে। মোটর [illegible] পুলিশে দেওয়া হইয়াছে।

জাতীয় পতাকা উপলক্ষে

কর্পোরেশনের বিশেষ অধিবেশন

গত ২৩শে জানুয়ারী শনিবার অপরাহ্ণে কলিকাতা কর্পোরেশনের একটী বিশেষ অধিবেশন হয়। তাহাতে এই মর্ম্মে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে যে স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে এবং সমস্ত প্রকার উৎসব দিবস মিউনিসিপ্যাল ভবনে জাতীয় পতাকা উত্তোলিত হইবে। উক্ত প্রস্তাবের পক্ষে ৩৮ এবং বিপক্ষে ৭ ভোট হইয়াছিল।

কর্পোরেশনের মেয়র মিঃ জে, এম্, সেনগুপ্ত অসুস্থ থাকা সত্ত্বেও সভায় উপস্থিত হইয়া সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার উপস্থিতিতে দর্শকবৃন্দের গ্যালারী হইতে জয়ধ্বনি উত্থিত হয়। কিন্তু ইউরোপীয় সদস্যগণ একযোগে অনুপস্থিত ছিলেন।

মুসলমান কাউন্সিলারগণের প্রতিবাদ

জাতীয় পতাকা উত্তোলন প্রস্তাবের বিপক্ষে ভোট-প্রদানকারী সাতজন মুসলমান কাউন্সিলারের মুখপাত্ররূপে মিঃ মহম্মদ আলি খাঁ বলেন—কর্ত্তাদের নির্দ্দেশ অনুযায়ী তাঁহারা রবিবারের স্বাধীনতা উৎসবে যোগদান করিবেন না।

মেয়রের বক্তব্য

মেয়র মিঃ সেনগুপ্তের অসুস্থতা নিবন্ধন তিনি বক্তৃতা করিতে অসমর্থ হওয়ায় ডিপুটী মেয়র মিঃ [illegible]কে তাঁহার যে বক্তব্য পাঠ করিয়াছিলেন তাহার সারমর্ম নিম্নে প্রদত্ত হইল,—

"বুঝাইবার প্রয়োজন নাই—আমরা যখন আমাদের জাতীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের উপর যুনিয়ন জ্যাক উত্তোলন করি, তখন উহা আমাদের লজ্জার বিষয় এবং মনোকষ্টের কারণ ঘটে। কলিকাতার মেয়ররূপে আমার সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য অত্যকার সভায় উপস্থিত হইয়া আপনাদের নিকট যে প্রস্তাব উত্থাপিত হইয়াছে, তৎসম্পর্কে আমার অভিমত ব্যক্ত করা। তজ্জন্য আমি চিকিৎসকদের প্রতিবাদ সত্ত্বেও এই সভায় উপস্থিত হইয়াছি। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমি বক্তৃতা করিতে সমর্থ নহি।

আমি আজ আমার স্বদেশবাসীকে লক্ষ্য করিয়া কিছু বলিব না। যে সকল সদস্যের আমাদের অপেক্ষা [illegible] জাতীয় পতাকা আছে, তাঁহাদিগকে আমি কয়েকটি কথা বলিতে চাই। আমি যুনিয়ন পতাকার প্রতি অসম্মান প্রদর্শন করিতে চাই না। কিন্তু আমি যদি বলি, আমার নিকট [illegible] [illegible] অপর পতাকা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তাহা হইলে আমি তাঁহাদের [illegible] প্রতি [illegible] প্রদর্শনের অভিযোগে অপরাধী হইব না।

ইংরাজগণ পৃথিবীর সর্ব্বত্রই তাঁহাদের ক্লাব, আফিস প্রভৃতিতে তাঁহাদের জাতীয় পতাকা উত্তোলন করিয়া থাকেন, তাঁহাদের কোনও প্রতিষ্ঠানে জার্ম্মাণ কিংবা অপর কোনও বিদেশী পতাকা উত্তোলিত দেখিলে তাঁহাদের মনে আঘাত লাগা স্বাভাবিক। ভারতবাসীর পক্ষেও তদ্রূপ। কলিকাতা কর্পোরেশন ভারতীয় প্রতিষ্ঠান। উহা ভারতে অবস্থিত এবং ভারতবাসিগণ কর্ত্তৃক তাঁহাদের হিতের জন্য পরিচালিত, অন্যান্য দেশের লোকও উহার এলাকার মধ্যে বাস করেন। কর্পোরেশন তাঁহাদিগকে সর্ব্ব প্রকার অধিকার প্রদান করিয়া তাঁহাদের সহযোগিতা চাহে। জাতীয় পতাকা উত্তোলন দ্বারা আমাদের কাহাকেও মনঃক্ষুণ্ণ করিবার ইচ্ছা নাই। উহা তাঁহাদের নাগরিক অধিকারের পক্ষে কোনওরূপ হানিকর নহে।

আজ আমরা জাতীয় [illegible] সম্পাদন করিতে আহূত হইয়াছি। [illegible] পূর্ণ করা আমাদের কর্ত্তব্য। [illegible] প্রকাশ করিলেই [illegible] না। দেশ [illegible]। জাতীয় পতাকা উত্তোলন করার ন্যায় আমাদের পক্ষে শ্রেষ্ঠ কার্য্য আর কিছুই নাই। [illegible], আপনাদের সম্মুখে যে প্রস্তাব উপস্থিত হইল, আশা করি, আপনারা সর্ব্বসম্মতিক্রমে উহা গ্রহণ করিবেন।

নেতাদের কারাদণ্ড

[illegible] সম্পাদক হইয়াছিলেন বলিয়া [illegible] বাবু ও ডাঃ কে, এম, দাস গুপ্ত [illegible] এক বৎসরের জন্য সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছে।

বৈদ্যশাস্ত্র পাঠ

ত্রিপুরার মহারাজ বীরবিক্রম কিশোর মাণিক্য বাহাদুর আপার সারকুলার রোডে কলিকাতা কর্পোরেশন প্রদত্ত দুই বিঘা জমীর উপর বৈদ্যশাস্ত্রপীঠের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছেন।

সম্পাদক অভিযুক্ত

"জীবনের আলো" নামক মাসিকের সম্পাদক "স্ত্রীজাতীর যৌন বোধ" শীর্ষক প্রবন্ধে অশ্লীলতা প্রচার করার অভিযোগে কলিকাতার প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে অভিযুক্ত হইয়াছেন।

রাজবন্দী

[illegible] সভায় স্থির হইয়াছে যে রাজনৈতিক ও সাম্প্রদায়িক [illegible] বন্দীদিগকে মুক্তি দেওয়া হউক।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১৪ই মাঘ মঙ্গলবার—১৩৩৬

শ্রেয়ঃ কথা

বদ্ধাবস্থায় 'আমি ঠিক আছি'—এই ধারণা যেন আমার সত্ত্বেই না কেন নিরপেক্ষ সত্যানুসন্ধিৎসু বলিয়া পরিচয় দিতে যাই, কোন প্রকারেই নিরপেক্ষ হইতে পারি না। যতক্ষণ না আমাদের বুদ্ধি শ্রৌতপন্থার আনুগত্য না করে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত আমাদের কোন বিচারই নিঃসন্দেহ-সত্য হইতে পারে না। এই মাত্র সত্যকে নিজের বলিয়া প্রচার করিতে যাই, প্রকৃতপক্ষেই আবার তাহা কিছু নয় বলিয়া উড়াইয়া দিই। শ্রীভগবৎ-ভক্ত-জনের বৃত্তিকে অমর্য্যাদা দ্বারা আমাদের বিচারের মর্য্যাদা ধার্য্য করিয়া কোন মঙ্গলই সাধন করিতে পারি না। পারি কেবল নিষ্কণ্টক একটী দল সংগ্রহ করিয়া লোকের নিকট কনক, কামিনী ও প্রতিষ্ঠা সংগ্রহ করিতে। যাহা হয় ত বা আলোকের উজ্জ্বলতে নিভৃত্য দেখাইতে পারি কিন্তু অন্তরে উহা আদৌ মঙ্গল আর কিছুই না থাকে।

"কৃষ্ণ আমার নিত্য প্রভু, আমি কৃষ্ণের নিত্যদাস, কৃষ্ণসেবাই আমার একমাত্র অভিধেয়, কৃষ্ণপ্রেমই আমার একমাত্র প্রাপ্তি" এইরূপ জ্ঞান জীবের বিশুদ্ধ জ্ঞান। শ্রীভগবৎ-কৃপা-লব্ধ শ্রীগুরুর নিজ-জনের পাদপদ্মে জীবের এই জ্ঞানের স্ফূর্ত্তি সম্ভব হয়। ঐরূপ জ্ঞানোদয়ে জীবের শুদ্ধ কৃষ্ণোদ্দেশ্যপ্রণোদিত ব্যতীত আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণ-মূলা ভুক্তি, মুক্তি, প্রতিষ্ঠাদি ভোগের আশা বিন্দুমাত্রও থাকে না। তখনই জীবকে শুদ্ধ জীব বলা যায়। স্বর্গ দিব্য-ভোগ-প্রয়াসী হওয়া, বা ব্রহ্মের সহিত মিশিয়া যাইবার প্রবৃত্তি হওয়া জীবের জন্মজন্মান্তরের পাপ-ফলেই হইয়া থাকে। শুদ্ধ আত্মার একান্তভাবে কৃষ্ণসেবা ব্যতীত আর দ্বিতীয় উদ্দেশ্য থাকিতে পারে না। যেখানে নিজের জন্য কিছু চেষ্টা দেখা যায়, সেখানে জীবের দ্বিতীয়াভিনিবেশ প্রবল হইয়াছে জানিতে হইবে। সে-কালে জীব কখনও সংসারী-সজ্জায় অনাত্মিক হইয়া ঐহিক সম্পদে প্রমত্ত হয়, কখনও বা তাহাতে বিতৃষ্ণা দেখাইয়া সাধু-সজ্জায় প্রতিষ্ঠা সংগ্রহে নিরত হয় এবং পরোপকারের যথার্থ না বুঝিয়া জীবে দয়া নাম করিয়া জীবকে স্থূল এবং সূক্ষ্মদেহচিন্তাতেই নিযুক্ত করায়, তাহাতে জীবের কৃষ্ণ-বহির্মুখতাই বৃদ্ধি পাইতে থাকে মাত্র। শুদ্ধভক্ত সাধুগণ মায়ামুগ্ধ জীবকুলকে এসকল কথা বলিতে আসিলে তাহারা তাঁহাদের কথায় কর্ণপাত করিবার প্রয়োজন বুঝে না। এমন করিয়াই আমরা "আপন করম দোষে আপনি ডুবিনু"।

অপরিচিত হওয়ায় জন্য সমাজে মুখ দেখান অসম্ভব হইয়া উঠিলে অনেকেই বৈরাগীর বেশ গ্রহণ করে। আবার নিজেদের দেশে থাকিলে পাছে পরিচিত লোক তাহাদের অসৎ জীবনের কথা উল্লেখ করিয়া অন্য লোকের নিকট তাহাদিগকে হেয় করিয়া দেয়, এই ভয়ে তাহারা দেশত্যাগী হইয়া অন্যদেশে অন্য ভাষায় সাধুর বেশ হইয়া পড়ে এবং কিছু দিন পরে মাথায় জটা করিয়া চেহারাটা যখন বেশ সাধুর মত হইয়া পড়ে, তখন নিজেও চেলা জুটাইতে থাকে ও স্বয়ং একজন সাধু হইয়া যায়। আমরা কয়েকটী শিক্ষিত লোককেও এই পন্থায় বড় সাধু বলিয়া যাইতে দেখিয়াছি। অবশ্য প্রকৃত সাধুর পূর্ব দোষ অনুসন্ধান করিতে নাই। স্ব স্বরূপ-জ্ঞান-রাহিত্যাবস্থায় জীব কখনও পাপাচারী আবার কখনও বা পুণ্যার্থী হইলেও সদ্গুরু-পাদাশ্রয়ের পর শুকদেবের পাপপুণ্যবিচারাতীত হইয়া হরিভজন-পরায়ণ হইলে সেই ভক্তকে আর পূর্ব্বদোষযুক্তরূপে দর্শন করিয়া তাঁহাকে পূর্ব্বমত নিন্দাই জ্ঞান করা উচিত নহে, বরং অপরাধী হইতে হয়; কিন্তু সাধু-বেশধারী প্রতিষ্ঠাকাঙ্ক্ষী ভণ্ডের দল যে কুসিদ্ধান্ত প্রচার করিয়া জগতের কতপ্রকার অনিষ্ট সাধন করিতেছে তাহা সমালোচনার বিষয়। দেশের অশান্তময় এই উচ্চশিক্ষিত যুবকবৃন্দ যদি পরমার্থ-চর্চ্চায় একটু মন দেন, তাহা হইলে দেশের অনেক মঙ্গল হয়।

প্রয়াগে বার পূর্ণকুম্ভ উপলক্ষে জগতের বহু সম্প্রদায়ের বহু সাধু তথায় উপস্থিত হইয়াছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই স্ব স্ব প্রাধান্য প্রচার করিবার জন্য পরস্পর বিরোধে প্রবৃত্ত। সাধু-সম্মেলনে কোথায় সাধু ভগবৎপ্রসঙ্গ আলোচনা হইবে, লোকের পাপ-পুণ্য-বিচার দূর হইয়া "হরি-পদধূলি আর ভক্তপদ জল। ভক্তভুক্তশেষ তিন সাধনের বল॥" এই বিচার প্রবল হইবে, তাহা না হইয়া তাঁহাদের হয় কনক, কামিনী, না হয় প্রতিষ্ঠাকাঙ্ক্ষাই বাড়িয়া উঠিয়াছে। অনেক সাধু মোহন্ত হইয়া অন্যান্য সাধুর উপর কর্ত্তৃত্ব করিতে চান, কেহ বা তাঁহার সে মোহন্তী স্বীকার করিল, আর কেহ বা তাহা উড়াইয়া দিলেই কলহের উৎপত্তি। আবার তত্ত্ববিচার লইয়াও মারামারি। কেহ বলিতেছে নারায়ণ বড়, কেহ বলিতেছে কৃষ্ণ বড়—তাহা লইয়াই রক্তারক্তি! ইহারই নাম কি সাধুসম্মেলন? আবার কতকগুলি গুণ্ডার দলও সাধু সাজিয়া মজা লুটিতে নামিয়াছে! আবার গাঁজা খাওয়ার প্রতিযোগিতা লইয়াও সাধুদের মধ্যে বচসা ও সাধুত্বে বড় ছোট বিচার চলে! অনেক শিক্ষিত লোকও আবার এই গাঁজা খাওয়া দলের পক্ষপাতী হন ও যে যত বেশী গাঁজা উড়াইতে পারিবে, সে তত বেশী 'সিদ্ধ সাধু বাবা' হইবে, ইহাই তাঁহাদের ধারণা। মাথায় ঝাঁকড় ঝাঁকড় জটা, গায়ে ভস্ম, চক্ষু লাল রক্তবর্ণ, তাহার উপর চেহারাটি মোটা সোটা হইলে আর কথা কি! তিনি একজন মহাযোগীপুরুষ। আবার সেই সাধুবাবার শ্রীমুখ হইতে যদি দুই চারিটা ইংরাজী বচন বাহির হয়, তিনি যদি কোন ইউনিভার্সিটির উপাধিধারী হন বা সংস্কৃত পাঠ করিয়া দুই চারিটা শ্লোক আওড়াইতে পারেন, তবে ত কথাই নাই! তখন তাহার লোক তাঁহার কৃপা-কটাক্ষ পাইবার জন্য দাঁড়াইয়া থাকে। আবার যদি কোন প্রকারে জানিতে পারে যে, সেই সাধু এ জন্ম-সংযোগী, তবে আর দ্বিরুক্তি না করিয়া তাঁহার নিকট মন্ত্র লইয়া বসে! ভক্তিহীন লোকের সাধুসঙ্গ এরূপ এবং গুরুকরণও তাদৃশ হইয়া পড়ে! এইরূপেই লোক বঞ্চিত হয়, আর সেই বঞ্চিত জীবনেই সমস্ত জীবন কাটাইয়া প্রাপ্ত হয়। হা ভগবন্! এ প্রান্ত হইতে জীব আর কবে উদ্ধার পাইয়া সত্য সত্য সদ্গুরুচরণাশ্রয়-ক্রমে তোমার কোটিচন্দ্র-সুশীতল পাদপদ্মছায়া লাভ করিয়া প্রাণ জুড়াইবে!

শ্রীভগবান্ স্বয়ং ভক্তভাবাঙ্গীকার করিয়া আচার্য্যলীলা প্রকট পূর্ব্বক অজ্ঞকল্প-প্রায় নানামত-গ্রাহ-গ্রস্ত কলিহত জীবকুলকে উদ্ধার করিবার জন্য যে কৃষ্ণনাম-সংকীর্ত্তন-মাহাত্ম্য প্রচার করিলেন, ভাগ্যহীন জীবগণ তাহা শ্রবণ করিতে না চাহিয়া কত যে অনর্থ বরণ করিতেছে, তাহা বর্ণনাতীত। তাহারা মহাপ্রভুর কথা কিছুমাত্র আলোচনা না করিয়া নিজ নিজ মনের খেয়াল অনুসারে এক একটি সম্প্রদায় গঠন করিতেছে, আর কতকগুলি নিরীহ লোকের ইহপরকাল নষ্ট করিতেছে। এদিকে অদূরদর্শী লোকসকল কতকগুলি ব্যভিচার-পরায়ণ ভণ্ডকে গৌড়ীয় বৈষ্ণব বলিয়া পরিচিত হইতে দেখিয়া মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত ধর্ম্মের নিন্দায় প্রবৃত্ত হইতেছে! ইহা অপেক্ষা দুঃখের বিষয় জীবের আর কি হইতে পারে? অমন্দোদয়দয়ানিধি পরমোদার্য্যময় বিগ্রহ শ্রীগৌরহরি কলিজীবের প্রতি অত্যন্ত দয়াপরবশ হইয়া আপামর সকলকেই হরিনাম কীর্ত্তনের অধিকার দিলেন, দেখিয়া উচ্চবর্ণাভিমানিগণ মহাপ্রভুকে দুষিয়া ছাড় হইতে লাগিল এবং বলিতে লাগিল আমাদের নিম্ন ছোট লোকের, আমাদের নহে! সমাজে কে ছোট আর কে বড়! মহাপ্রভু বলিলেন—

"নীচ জাতি নহে কৃষ্ণ-ভজনে অযোগ্য।
সৎকুল বিপ্র নহে ভজনের যোগ্য॥
যেই ভজে, সেই বড়, অভক্ত হীন ছার।
কৃষ্ণ-ভজনে নাহি জাতিকুলাদি বিচার॥"

কৃষ্ণ ভজনের সঙ্গে যাহাদের খোঁজ নাই, তাহারাই কেবল বিদ্যা, কুল, ধন, মান লইয়া ব্যস্ত থাকে। বস্তুতঃ তাহারাই সে নিতান্ত মূর্খ, কুলমর্য্যাদাশূন্য, দরিদ্র ও মানহীন তাহা তাহারা অহঙ্কার-মত্ত হইয়া বুঝিতে পারে না। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণই তাঁহাকে জানাইবার জন্য করুণাবতার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে অবতীর্ণ হওয়ায় শ্রীচৈতন্যচরণাশ্রয়ে চৈতন্য ভজন ব্যতীত কাহারও কৃষ্ণ-ভজন হইতে পারে না। ইহা কোন একটী সম্প্রদায়ের কথা মাত্র নহে। যেন গৌরানুগত্য করিতে হইবে, তাহার বক্তা গৌরানুগ সাধুর নিকট জানিলে তবেই গৌরানুগত্যের প্রয়োজন উপলব্ধি হইবে। মহাপ্রভুর কোন কথা না শুনিয়া তাঁহার কথা শ্রবণের প্রয়োজনাপ্রয়োজন বিচার আদৌ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় নহে। কৃষ্ণভজনই যাহার একমাত্র উদ্দেশ্য হয়, তাহারই গৌরানুগত ভক্তগণের নিকট গৌরানুগত্যের প্রয়োজন আছে কি না আছে জিজ্ঞাসার উদয় হয়। তাদৃশ জিজ্ঞাসা-হীন ব্যক্তিকে কখনও নিষ্কপট সত্যানুসন্ধিৎসু বলা যায় না।

এরূপ হইতে পারে, যাহারা মহাপ্রভুর সম্বন্ধে কোন কথাই শুনেন নাই, তাঁহারা মহাপ্রভুর কথা শ্রবণের প্রয়োজনাপ্রয়োজন বিচার করিবার অবসর পান নাই; কিন্তু যাঁহারা সংকীর্ত্তন-প্রবর্ত্তক অনর্পিতচর কৃষ্ণপ্রেমপ্রদাতা শ্রীগৌরসুন্দরের প্রেমনামসংকীর্ত্তন প্রচার-লীলা জগদ্ব্যাপিনী জানিয়াও তাহাতে কর্ণপাত করা আবশ্যক বোধ করেন না বা গৌরানুগত্যের প্রয়োজন অনুভব করেন না, তাঁহারা সত্যানুসন্ধান ও চাহেনও না, এবং ভগবদ্বিদ্বেষী নাস্তিক মাত্র। আবার যদি কেহ নিজে নিজে মহাপ্রভুর প্রচার-কৌশল্য আলোচনা করিবার মহাপ্রভুর চরণাশ্রয় সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করিতে চাহেন, তাহা হইলেও তাঁহাকে কপটী, দাম্ভিক, সত্যানুসন্ধিৎসু নহেন—ইহা বলিতে বাধ্য হইতে হইবে। নিজে নিজে বা কোন অনুগত

লোকের নিকট মহাপ্রভুর কথা না শুনিয়া মহাপ্রভুর অনুগত কোন যোগ্য জনের সমীপে শাস্ত্রপাঠ, নামগ্রহণ ও সেবাবৃত্তি গ্রহণ করিয়া সত্যাশ্রয়-মূলে শুশ্রূষু হইয়া মহাপ্রভুর কথা শুনিতে হইবে। নিষ্কপট সত্যানুসন্ধিৎসু হইলে সেই শুশ্রূষু অচিরেই মহাপ্রভুর কৃপায় তাঁহার চরণাশ্রয়ের আবশ্যকতা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। দাম্ভিকতা-মূলে ভগবদ্বস্তুলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া কেহই জ্ঞানও লাভবান হইতে পারে নাই, বরং নানা অনর্থের দাস হইয়া জন্ম জন্ম মানব জীবনটীর সর্ব্বনাশ সাধন করিয়াছে।

অতি ক্ষুদ্রবুদ্ধি মানুষ কি করিয়া তাহার বুদ্ধিজ্ঞার বাহাদুরী দেখিতে চায়? শৈশব হইতে মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত অশেষ সাহায্য গ্রহণ ব্যতীত যে ব্যক্তি এক পদও অগ্রসর হইতে পারে না, সে ব্যক্তি বিনা সাহায্যে এক আত্মা অপূর্ব্ব অতীন্দ্রিয় ভগবত্তত্ত্বের সমাধান করিয়া লইবে, ইহা কি কখনও সম্ভবপর হইতে পারে? একমাত্র শ্রীকৃষ্ণের অহৈতুকী কৃপাবলেই জীব কৃষ্ণতত্ত্ব জানিতে সমর্থ হন। লক্ষ্মী জগতে সাধু বলিয়া প্রতিষ্ঠালাভ সহজ হইয়া পড়ে। লোকের নিকট প্রতিষ্ঠা লাভ ও ভগবত্তত্ত্বজ্ঞান কি একই কথা? তাই বলি, হে জগদ্বাসি, সদ্গুরুচরণাশ্রয়ে মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টক শ্রবণ করুন। সমস্ত অবতারের পর, মহাপ্রভুর আগমনের কারণ অবগত হউন। যে যেখানে আছে, সকলকে কৃপা করিবার জন্য মহাপ্রভুর নামপ্রেমাবতরণলীলা। সকল সম্প্রদায়ের সকল লোকই মহাপ্রভুর কৃপা প্রার্থনা করুন, মহাপ্রভু সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িক মত-প্রচারক নহেন। তিনি সমস্ত সাম্প্রদায়িক বাদ প্রতিবাদের চূড়ান্ত মীমাংসক। তাঁহার অবতীর্ণ হওয়ার পর তাঁহার উপদেশ শ্রবণে না চাহিয়া নিজের মনগড়া সম্প্রদায় স্বীকার দ্বারা কখনই মঙ্গল হইবে না। আমরা দেখি, চারিটী বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের মধ্যে পরস্পর কেবল বাদানুবাদ চলিতেছে, এই সেদিন ও নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের সহিত রামানুজীয়দের খুব বাদানুবাদ হইয়া গেল। সেই বিবাদের জের অদ্যাপি আছে। [illegible] দায়ের সহিত রামানুজসম্প্রদায়ের [illegible] নাই। নিম্বার্কসম্প্রদায়ের বৈষ্ণবসংখ্যা বড়ই কম। যাহা হউক, মহাপ্রভু ঐ চারিসম্প্রদায়ের চারি আচার্য্যের মত গ্রহণ পূর্ব্বক সকলকেই কৃপা করিয়া গৌড়ীয়দের উন্নত উজ্জ্বল মধুর রসাস্বাদন [illegible] করিতেছেন এবং রামানুজীয়গণের উপাস্যরূপ অপ্রাকৃত [illegible] সকলের শ্রেষ্ঠ প্রদর্শন [illegible] কবিরাজের [illegible] নাম, ভাগবতোচিত অনুশীলন; বিশুদ্ধভাবে ভগবদারাধনায় যে যত্ন না থাকায় অথচ তজ্জন্য [illegible] মানবতা পরিপূর্ণ নষ্ট একমাত্র নামসঙ্কীর্তনেই লভ্য হইবে ইহা জানাইয়া মহাপ্রভু জীবের প্রতি যে কৃপা প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা উপলব্ধি করিবার চেষ্টা না করা নিতান্তই দুর্ভাগ্যের পরিচয় সন্দেহ নাই। শ্রীনামের সাধন এবং নামের সাধ্য অবস্থায় জীবের কৃষ্ণপ্রেম প্রাপ্তির এরূপ সুযোগ আর কি হইতে পারে? এ সকল কথা গৌড়ীয়দের নিকট নিরপেক্ষ হইয়া শ্রবণ করিলেই তাহার রহস্য বোধগম্য হইবে, নচেৎ সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণবুদ্ধি অর্থাৎ আমি বড়, তুমি ছোট— এইরূপ মৎসরতা প্রবল হইয়া পড়িবে। মৎসরগণ কখনও ভগবৎকৃপালাভের যোগ্য হইতে পারে না।

অতএব পুনঃ বলি [illegible]
বৈষ্ণব [illegible] কুহক ছাড়িয়া

মনুষ্য সমাজ ও বৈষ্ণবধর্ম্ম

তৃতীয় প্রবন্ধ

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

(সঃ তোঃ ২য় বর্ষ)

এ বিষয়ে আমরা দুইটী প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছি। আমাদের অনেক বক্তব্য আছে তাহা ক্রমশঃ বলিব। সম্প্রতি কতকগুলি সংযোগী বৈষ্ণব আমাদের ব্যবস্থায় সম্মত না হইয়া তাহার প্রতিবাদ করিয়াছেন। তৎসম্বন্ধে দুই একটী কথা বলা আবশ্যক। আমরা সংযোগী বৈষ্ণবগণ প্রথার বিরোধী নই, কেবল তাঁহাদের [illegible] সম্বন্ধে আমাদের মত কথা। নিরপেক্ষগণের প্রবন্ধ শ্লোক উক্ত আছে যে সন্ন্যাসীর [illegible] ভগবানকে ভজন করিবে, কিন্তু অপ্রাকৃত [illegible] দেবতার উপাসনা [illegible]। যাঁহারা এরূপ করেন, তাঁহারা সমাজই বর্ণাশ্রমী এবং বহু দেবতা ও কর্ম্মাশ্রমী। যদি গৃহস্থ বর্ত্তমান হইয়া অন্য দেবতা পরিত্যাগ পূর্ব্বক কেবল একমাত্র অচ্যুতাশ্রয় হইতে পারে, তাহা হইলে [illegible] নাম [illegible]। ঐ শ্লোকেই উক্ত হইয়াছে যথা:—

অকামঃ সর্ব্বকামো বা
মোক্ষকাম উদারধীঃ।
তীব্রেণ ভক্তিযোগেন যজেত
পুরুষং পরম্॥

সংসারী লোক যেই সর্ব্বকাম। সকাম [illegible] অন্য কামনাশূন্য [illegible] ভজন [illegible] পূর্ব্বক [illegible] পুরুষকেই ভজনা করা যায়, তবে সন্ন্যাসীর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতা [illegible] হয় তাহাতে সন্দেহ নাই।

তীব্রেণ ভক্তিযোগেন এই শব্দ দ্বারা ইহা বুঝিতে হইবে যে তীব্র ভক্তিযোগ অভাবে অচ্যুত-গোত্রের সম্ভব হয় না। অনাদি বেদ-সম্মত যে বর্ণাশ্রম ব্যবস্থা, তাহাতে নিষ্ঠা পূর্ব্বক বর্ত্তমান হইলে মানব সমাজ নির্দ্দোষ। কিন্তু অচ্যুত-গোত্র লাভ করিতে তীব্র ভক্তির অভাব হইলে উভয় পথ চ্যুত হয়। তীব্র ভক্তিই একমাত্র অচ্যুত কুলের জীবন। আমাদের বক্তব্য এই যে গৃহস্থ বৈষ্ণব বলিলে বর্ণাশ্রমী ও সংযোগী উভয় বৈষ্ণবই গৃহীত হইবেন, কিন্তু সংযোগীর পক্ষে কঠিন এই যে, যে সংযোগীর তীব্র ভক্তি দেখা যায় না, তিনি উভয় কুলচ্যুত। কৃষ্ণভক্তির জন্য বর্ণাশ্রম পরিত্যাগে কিছুমাত্র দোষ নাই। কিন্তু বর্ণাশ্রম-ত্যাগীর যদি কৃষ্ণভক্তি দূর হয়, তবে তাহাকে কি বলা যাইবে। সে অবশ্য বর্ণাশ্রম ত্যাগের জন্য দোষী এবং অপকৃষ্ট ফলভোগী হইবে, তাহাকে বৈষ্ণব বলিয়া আদর করা যাইবে না।

সমাজ সম্বন্ধে বৈষ্ণব তিন প্রকার, যথা বর্ণাশ্রমী অর্থাৎ বর্ণাশ্রমে অবস্থিত অথচ কৃষ্ণভক্ত, পারিনিষ্ঠিত অর্থাৎ কর্ম্মকাণ্ড-ত্যাগী অচ্যুতাশ্রিত ব্যক্তি বিশেষ। উভয়েই গৃহস্থ, নিরপেক্ষ অর্থাৎ স্বরূপতঃ কর্ম্মত্যাগী। নিরপেক্ষ ব্যক্তিই অগৃহস্থ। ইহারা উত্তরোত্তর শ্রেষ্ঠ লক্ষণ-বিশিষ্ট বৈষ্ণব। কিন্তু কৃষ্ণভক্তি তিন জনেরই জীবন। উত্তরোত্তর কৃষ্ণভক্তির উন্নতির প্রয়োজন। যে স্থলে পারিনিষ্ঠিত বা নিরপেক্ষের কৃষ্ণভক্তি লঘু হয়, সে স্থলে তদনুসারে তাঁহাদের পতন স্বীকার করা যায়।

বর্ণাশ্রম স্বীকার, বর্ণাশ্রম ত্যাগ, বা ভেকাদি গ্রহণই যে বৈষ্ণবতা, তাহা নয়, একমাত্র কৃষ্ণভক্তিই বৈষ্ণবতার লক্ষণ। বৈষ্ণব বিচারে সকলের দিকে দেখিলে যে পরিমাণ কৃষ্ণভক্তি থাকে, তাহার প্রতি লক্ষ্য করা চাই।

ইহাতে আর একটী নিগূঢ় কথা এই যে যাঁহারা পারিনিষ্ঠিত উভয় গৃহস্থ, অতএব কৌপীন গ্রহণে অনধিকারী। অধিকার না থাকিলে যাহা করা যায়, তাহা দোষ বই গুণ নয়। নিরপেক্ষ বৈষ্ণবদিগের পক্ষে কৃষ্ণনাম গ্রহণ পূর্ব্বক বৈষ্ণবতার পরিচয়। পারিনিষ্ঠিত ব্যক্তির সন্ন্যাসের স্থলে যথা [illegible] নামাশ্রয় গ্রহণ দ্বারা [illegible] সিদ্ধ হয়। তাঁহাদের কৌপীন গ্রহণ হইতে পারে না। নিরপেক্ষ ব্যক্তির পক্ষে কৌপীন গ্রহণ বৈষ্ণবতার বাহ্য পরিচয়। ইহাই সর্ব্বশাস্ত্রসিদ্ধ। পারিনিষ্ঠিত ব্যক্তির কৌপীন গ্রহণে অপরাধ হয়। কৌপীন গৃহীতা আর কখনই স্ত্রীসঙ্গ করিতে পারিবে না, ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে। অতএব সংযোগী বৈষ্ণবদিগের যে সমস্যা বা তর্ক উপস্থিত হয় তাহার সংস্কার নিতান্ত আবশ্যক। এ কথা অদ্য আমরা সংক্ষেপে বলিলাম।

পারিনিষ্ঠিত ব্যক্তিদিগের পরিবার পোষণের জন্য অর্থ সঞ্চয় আবশ্যক। সেই অর্থ সঞ্চয় সম্বন্ধেও অনেকগুলি বিচার আছে। এই স্থলে সংক্ষেপে বলা যায় যে বর্ণাশ্রম-লক্ষণ স্বীকার না করিলে তাহাদের ভিক্ষা দ্বারা সংসার নির্ব্বাহ করার পথ [illegible] সুতরাং সম্ভব নয়। তাঁহারা [illegible] পতিত হইবেন, যেহেতু নিরপেক্ষ ব্যতীত কাহারও ভিক্ষাধিকার নাই। অতএব পারিনিষ্ঠিত ব্যক্তিদিগের স্বভাব অনুসারে একটী একটী বর্ণ নিরূপণ পূর্ব্বক তদ্বৃত্তি দ্বারা জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিবেন।

খুলনার পত্র

শ্রীল নদীয়া-প্রকাশ-পত্রিকার সম্পাদক মহোদয় সমীপেষু

মহাশয়!

আপনাদের ন্যায় গৌরভক্তগণের কৃপাদৃষ্টি যখন কোন ব্যক্তি বা দেশের উপর পতিত হয়, তখন সেই ব্যক্তি ও দেশের পক্ষে যে কি মঙ্গল উপস্থিত হয়, তাহা বর্ণনা করিবার ক্ষমতা উপলব্ধি কারক ব্যতীত অপরের নাই।

ভগবদ্বিমুখ আধ্যাত্মিক ত্রিতাপ-প্রপীড়িত জীবকুলের দুর্দ্দশার অবধি নাই। তাহারা কৃষ্ণবিমুখ, [illegible] মুহুর্মুহুঃ ক্লিষ্ট হইতেছে। কামাদি ও [illegible] ভয়ে [illegible] হইয়া কোন অজ্ঞানান্ধকারে প্রধাবিত হইতেছে, তাহা বুঝিবার ক্ষমতা তাহাদিগের নাই। এখন [illegible] সংসার-সাগরের [illegible] প্রদান করিতে আপনাদের ব্যতীত আর কেহই নাই।

কলিকাল আমাদিগকে তাহার অধীনে পাইয়া [illegible] ভগবানের বিপরীত দিকে রাখিয়া আবার দাম্ভিকের বেশে আমাদিগকে সৎপথে লইবার প্রলোভন দিয়া ভীষণ অধর্মের পথে লইয়া যাইতেছে। এতৎসঙ্গে [illegible]-নাম্নী পরিচারিকাকে আমাদিগের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত করিয়াছে। কলির কবলে কবলিত হওয়া কৃষ্ণভক্তিবর্জ্জিত আমাদিগকে কৃষ্ণনামামৃতপানে আস্বাদী হইতে দিতেছে না। কিন্তু আজ আপনারা কলিবৈরী শ্রীগৌরাঙ্গ পার্ষদের সহিত কলি-মল বিধ্বংস করিয়া কলিকল্মষনাশিনী হরিনামসঙ্কীর্তনী প্রচার করিতেছেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর মনোবাঞ্ছিত [illegible] আপনারা দেশে দেশে যে ভাবে গৌরবাণী ও হরিকীর্তনের প্রচার করিতেছেন, তাহাতে ভারতের সর্ব্বত্র এক চেতনার সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। গত ২রা পৌষ তারিখে শ্রীচৈতন্যমঠের [illegible] প্রচার-

শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ আমাদিগের খুলনা সহরে শুভাগমন করেন। স্থানীয় আর্য্যধর্ম্মসভায় ক্রমাগত চারি দিবস আর্য্য, সনাতন বা ভাগবত ধর্ম্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়াছেন। তাঁহার জ্বালাময়ী বিবিধ জ্ঞান-ভাব-সমন্বিতা, শাস্ত্রসম্মত যুক্তি-প্রমাণ সুসজ্জিতা চেতনবাণী আমাদিগের ন্যায় অজ্ঞানাচ্ছন্ন ভাববিহীনের হৃদয়-কপাট উন্মুক্ত করিয়া এক অপূর্ব্ব ভাবনাতীত রাজ্যের ভাবনালোকে উদ্ভাসিত করিয়াছে। যে ধর্ম্মসভায় ধর্ম্মকথা শ্রবণে শ্রোতার অভাব হইত, আজ সেই স্থানে আচারবান প্রচারকের মুখে জীবন্ত কথা শ্রবণ করিবার জন্য সহরের বাঙ্গালীয় বিচারক সম্প্রদায়, ব্যবহারজীবীগণ, শিক্ষকগণ, চিকিৎসকগণ, ব্যবসায়ীগণ, বালকবৃন্দ, যুবকগণ এবং শিক্ষিতা ও মহিলাগণও প্রতি দিন উপস্থিত হইতেন। লোকসংখ্যা এত অধিক হইত যে, সভাকালে বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির স্থানাভাব বশতঃ বাহিরে দণ্ডায়মান থাকিয়া অতৃপ্ত কর্ণ ... কথামৃতপানে পরিতৃপ্ত হইতেন। শ্রীবিগ্রহের বিষয়ে পরিবর্ত্তনশীল চঞ্চল চিত্ত সুস্থির হইবার বুঝা এবার খুলনাবাসীর অজ্ঞানান্ধ খুলিয়া দর্শন করিবার সৌভাগ্য হইয়াছে।

খুলনা সহরে অনেক বার অনেক ধর্ম্মবক্তা আগমন করিয়াছেন। শুধু আগমন কেন বক্তৃতায় শ্রোতৃ মণ্ডলীকে সাময়িক উত্তেজিত করিবার জন্য ... দিগের আচার-বিহীন জীবন ও ... বৈরাগীর সে ... আমাদের ... করিয়াছে। ... অনুগত ... আমাদিগকে ... বিষয় ... আমরা যতটুকু গ্রহণ করিতে পারিয়াছি, ... আমাদিগের ... প্রবুদ্ধ ... শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত-চরণে ... উপস্থিত হইয়াছে। যে ... একদিন যশোহর জেলার অধীনে কিয়ৎ ... যশোহরের ... শ্রীহরিদাসের ... যশোহরের ... বিশেষণা করিয়াছিলেন, এবং ... খুলনা, ... যশোহরের আশ্রিত ... কিন্তু আমার ... বিজ্ঞাপন দিয়াছিল, ... হরিদাস ... ঠাকুর ... নিজ ... করিয়া ... অভিমান ... আজ আনন্দের ... নিত্যানন্দ ... ঠাকুর হরিদাসের শুভদৃষ্টি খুলনার উপর পতিত হইয়াছে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমা

শ্রীগৌড়মণ্ডলভূমি, যেবা জানে চিন্তামণি
তাঁর হয় ব্রজভূমে বাস।

শ্রীনবদ্বীপধাম অভিন্ন ব্রজভূমি। ব্রজবিহারী শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরামই নবদ্বীপে শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ। এই শ্রীধামের পরিধি ষোল ক্রোশ। অষ্টদিকে অষ্টদ্বীপ অষ্টদল-পদ্মের ন্যায় এবং মধ্যস্থলে অন্তর্দ্বীপ কর্ণিকাস্বরূপ। এই অন্তর্দ্বীপের অন্তর্গত শ্রীমায়াপুরে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেবের জন্মভিটা। এই নবদ্বীপ শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত নবধা ভক্তির পীঠস্বরূপ :—

১। **অন্তর্দ্বীপ** আত্মনিবেদনাখ্য—শ্রীমায়াপুর। ৬। **ঋতুদ্বীপ**—অর্চ্চনাখ্য—রাতুপুর।
২। **সীমন্তদ্বীপ** শ্রবণাখ্য—সিমুলিয়া। ৭। **জহ্নুদ্বীপ**—বন্দনাখ্য—জাননগর।
৩। **গোদ্রুমদ্বীপ**—কীর্ত্তনাখ্য—গাদিগাছা। ৮। **মোদদ্রুমদ্বীপ**—দাস্যাখ্য—মামগাছি।
৪। **মধ্যদ্বীপ**—স্মরণাখ্য—মাজিদা। ৯। **রুদ্রদ্বীপ**—সখ্যাখ্য—রাতুপুর।
৫। **কোলদ্বীপ**—পাদসেবনাখ্য—কুলিয়া (বর্ত্তমান নবদ্বীপ সহর)।

আগামী ২০শে ফাল্গুন (১৩৩৬), ইং ৫ই মার্চ্চ (১৯৩০) বুধবার হইতে নবদিবসকাল শ্রীধাম পরিক্রমা এবং তৎপর তিন দিবস শ্রীগৌরজন্মভিটা শ্রীমায়াপুরে জন্মোৎসব হইবে। এই পরিক্রমাদি কার্য্যে ভক্তগণ আসিতে ... যোগদান করুন। ইহাতে কোন **ভেট-প্রথা নাই**। এক দ্বীপ হইতে অন্য দ্বীপে গমনাদি বহনের সুবন্দোবস্ত আছে।

আগামী ২৮শে মাঘ, ১১ই ফেব্রুয়ারী মঙ্গলবার হইতে চারিদিবসকাল শ্রীধাম মায়াপুরে **শ্রীশ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর** জন্মোৎসবে নামযজ্ঞ ও মহামহোৎসব এবং আগামী ১০শে মাঘ, ... ফেব্রুয়ারী শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-... হইতে ... শ্রীশ্রী ... মহোৎসব পর্য্যন্ত **শ্রীধাম-মায়াপুর নবদ্বীপ প্রদর্শনী** পরিচালিত হইবে।

শ্রীঅতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, (ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী)
শ্রীকুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ, ...
শ্রীনিশিকান্ত সান্যাল, এম, এ, ভক্তিসুধাকর
শ্রী... নিবেদক।

আমাদিগের ... নহে, ... আমরা ... আপনারা আমাদিগের অন্তর জানিয়া অন্তর্য্যামীর আত্মা শ্রীভগবানের সেবাপোষক দৈনিক পত্র শ্রীনদীয়া-প্রকাশে ... সংবাদটী প্রচার করিয়া বাধিত করিবেন। এবার অত্র অঞ্চল হইতে শ্রীমায়াপুর-নবদ্বীপ ধাম-প্রদর্শনীতে এ অঞ্চলের বহু ... লোক সবান্ধবে তথায় উপস্থিত হইবেন ... আশীর্ব্বাদ করুন যেন আমাদের সেই ... পূর্ণ হয়।

করেন, তাহা হইলে আমাদের বক্তব্য কিছুই নাই, তবে যদি তাঁহারা বালক বিদ্যার্থীর ভাব লইয়া সদ্গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের মঙ্গল লাভের সম্ভাবনা আছে। আমরা কয়েকটী বিষয় নিম্নে লিখিতেছি। ... আরও লিখিবার ... আছে, ... কয়েকটী স্বীকার ... হইতেছে।

সৌন্দর্য্য নির্ণয়

(১) ঈশ্বর আছেন।
(২) বেদবাক্য সত্য।
(৩) ভগবান সচ্চিদানন্দ ও সৎ, আনন্দ স্বরূপ।
(৪) ভগবানের অনন্ত ...।
(৫) ... ঈশ্বর বশ।
(৬) ... ও ঈশ্বর অনাদি।
(৭) শুদ্ধ জীব ও ঈশ্বর চৈতন্য।
(৮) ঈশ্বর পূর্ণ, জীব অপূর্ণ।
(৯) কৃষ্ণ ঈশ্বর; জীব ঈশ্বর...।
(১০) কৃষ্ণ প্রভু, জীব দাস।
(১১) কৃষ্ণ বিভু; জীব অণু।
(১২) কৃষ্ণ সর্ব্ব শক্তিমান, জীব কৃষ্ণের তটস্থা-শক্তিগত কৃষ্ণ ...।

ধর্ম্মবিজ্ঞান

(শ্রীযুক্ত ... এম, এ, বি, এল)

আধ্যাত্মিক প্রত্যেক শাস্ত্রে যেমন কতক জ্ঞান মতবাদ, স্বীকার্য্য বিষয় এবং স্বতঃসিদ্ধ বিষয় আছে, ধর্ম্মশাস্ত্রেও সেইরূপ আছে, এই সকল বিষয় শব্দ প্রমাণের অনুগত। প্রত্যক্ষপ্রসূত, শব্দ স্বতঃ শুদ্ধ প্রমাণের নহে। যাঁহাদের এই অন্তর্দৃষ্টি হয় নাই, তাঁহারা যদি এই সমস্ত বিষয় সম্বন্ধে অনুসন্ধান না করিয়া মিথ্যা বাদানুবাদ ...

(১৩) আত্মা হইতে বিভিন্ন বুদ্ধি অর্থাৎ অনাত্ম বস্তুকে আত্মস্বরূপ ভেদবাদী আত্মাবাদের ... অনিশ্চিত হন, আত্মা আছে বা নাই—এরূপ বিবাদে প্রবৃত্ত হন। বহির্ম্মুখ জীবগণ স্বকাল্পনিক আত্মতত্ত্বে বিবাদ করিতে নিবৃত্ত হন না।

(১৪) যে কালে হৃদয় পাপবাসনাতে মলিন থাকে, সে কালে শাস্ত্র সকল বুঝিতে এবং সদ্গুরুকে সদ্গুরু বলিয়া বুঝা যায় না। অনেক জন্মের সঞ্চিত সুকৃতিবলে সৎসঙ্গ এবং শাস্ত্র-শ্রবণ হইতে প্রেম লাভ হয়।

(১৫) পরতত্ত্ব নির্ণয়ে অভিধেয় ভগবৎসাম্মুখ্য। উহার বিরোধী বহির্ম্মুখতার প্রণালী। সেই অভিধেয় উপাসনা-সাধন-বৃত্তিক। প্রয়োজন বলিলে ভগবদনুভবকেই বুঝায়। ইহা ভিতরে ও বাহিরে বস্তু সাক্ষাৎকার-প্রদর্শক। প্রয়োজন হইতেই আপনা আপনি ... নিবৃত্তি হয়।

(১৬) ভগবন্মায়া হইতে জগতের সৃষ্টি। ... হইতে লয় হয়।

(১৭) ভগবান স্বপ্রকাশ।

(১৮) শ্রীভগবানের বাক্য সত্য।

—— ——

প্রথম প্রতিজ্ঞা

ভগবদিতর বস্তুর অভিনিবেশ ত্যাগ করিয়া তারতম্য করিতে হইবে।

ভগবন্মায়া হইতে জগতের সৃষ্টি হয় বলিয়া বুদ্ধিমান ভক্তগণেরই ভজনা বা উপাসনা করিবেন। ত্রিগুণাভিনিবেশ হইতেই জগতের উদয় হয়। ঈশ্বরবিমুখ জীবগণেরই মায়ার প্রভাবে স্বরূপের অনুভব ঘটে। কারণ জীব তটস্থশক্তি (...) ... অর্থাৎ ... একরূপ বুদ্ধি হয়। ... আত্মাভিমান হইতে ... হয়। ভগবানে প্রণত বাসনা মায়া হইতে উদ্ধার হয় ...

আবার, ভগবানের ... আশ্রয় ... অপ্রাকৃত; তিনি নিজজনকে অনুগ্রহ করিয়া প্রকাশ করেন। ... ভগবান ... অনন্তশক্তি ... সকলের ... ভগবান ... অন্তর্যামী ... আনন্দময় ... করান।

ভগবান বাসুদেব ... হইলে ... উপাসনা ... উদিত হয়। ... মায়াকে ... করেন, ... বিজ্ঞান ... করেন ... জ্ঞান ... আত্মা ... ভক্তির ... প্রাপ্ত হয়, ... শ্রীভগবানের ... বন্ধন ... অভিনিবেশ ত্যাগ করিয়া ... তারতম্য ...

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

শ্রীগৌড়ীয়মঠ [illegible] খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৬০, ষাইট টাকা।

১৭২৪ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে,

সপ্তচত্বারিংশ খণ্ডে সূচী ছাপা হইতেছে।

৪৬শ খণ্ড গ্রন্থ নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে ১৫৷৶০ সাধারণ পক্ষে ২০৸৶০। প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ৷৵০, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ।৵০।

দশম স্কন্ধের ভিক্ষা ১২, অগ্রিম সাহায্যকের পক্ষে ৮৲।

অধ্যায়সমূহের একাদশ সংখ্যা ছাপা হইয়াছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

"শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত"

সূচী প্রভৃতি সহ সম্পূর্ণ ছাপা শেষ হইয়াছে

আদি, মধ্য, ও অন্ত্যলীলা এবং সূচী ছাপা হইয়া সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছেন। যাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ১০ টাকা ভিক্ষার তৃতীয় সংস্করণ ৪৲ টাকায় না পাইয়া অপর সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের জন্যই উহার ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছেন। সেই ১০৲ টাকার এই বিরাট্ গ্রন্থের শত সংখ্যা মাত্র ৫৲ টাকা ভিক্ষায় দেওয়া হইতেছে। গ্রাহকগণ সত্বর হউন পরে আর এ সুযোগ থাকিবে না।

শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাস আদিকবি

শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

সভাষ্য আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র গ্রন্থ ৮৲ স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲

নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪৷৹ টাকা

শ্রীধাম মায়াপুর নবদ্বীপ প্রদর্শনীতে

শ্রীধর ভাণ্ডার, ঢাকা।

ঢাকার প্রসিদ্ধ বস্ত্র ব্যবসায়ী **শ্রীধর ভাণ্ডার** শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিয়াছেন। **ঢাকার বিখ্যাত মস্‌লিন** ও নানাবিধ মিহি ধুতী, শাড়ী, জামদানী কাপড় এবং **খদ্দরের** সাচা ধুতী, জামদানী শাড়ী, চাদর, [illegible] **সূতার কারুকরা** নানাপ্রকার কাপড় চাদর, **শ্রীধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপ-প্রদর্শনীতে** [illegible] ফেব্রুয়ারী হইতে পাইকারী ও খুচরা বিক্রয় হইবে। [illegible] এবং এলাহাবাদ, বোম্বে, লক্ষ্ণৌ, [illegible] দিল্লী [illegible] প্রভৃতি স্থান হইতে আগত দর্শক ও ব্যবসায়িগণ এই স্থান হইতে প্রয়োজনীয় জিনিস খরিদ করিতে পারিবেন। আমাদের দর যে **সুলভ** তাহা কাপড় এবং মূল্য বিচার করিলেই বুঝিতে পারিবেন।

প্রদর্শনীর ঠিকানা—

শ্রীধর ভাণ্ডার স্টল

শ্রীধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপ-প্রদর্শনী

পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর (নদীয়া)

ঢাকার ঠিকানা

শ্রীধর ভাণ্ডার, ১০৫নং নবাবপুর, ঢাকা।

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত ভক্তি গ্রন্থাবলী

যে সব উৎকলবাসী ভক্ত বাংলা অক্ষর পড়িতে জানেন না, তাঁহাদের শ্রীশ্রীল প্রভুর প্রচারিত পরম উপাদেয় ভক্তি-কথা জানিবার স্বর্ণ সুযোগ উপস্থিত। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে উড়িয়া-অক্ষরে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হইয়াছে বাংলা গ্রন্থের তুলনায় উড়িয়া গ্রন্থগুলির ভিক্ষাও অপেক্ষাকৃত অল্প।

গ্রন্থের নাম	ভিক্ষা
শ্রীহরিনাম চিন্তামণি, [illegible]	॥০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	১৲
সাধন পথ (শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টক) [illegible]	।০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	॥০
কল্যাণ কল্পতরু [illegible]	৶০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	।০
গীতাবলী [illegible]	/১০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৶১৫
শরণাগতি [illegible]	/০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৶৫

প্রাপ্তিস্থান { শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ, কটক এবং শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, পুরী

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিম্নলিখিত মঠসমূহে প্রাপ্তব্যঃ—

১। শ্রীচৈতন্য মঠ,— পোঃ শ্রীধামমায়াপুর, (নদীয়া)।
২। শ্রী[illegible] মঠ,— চাঁপাহাটি, সমুদ্রগড় পোঃ, (বর্দ্ধমান)।
[illegible]। [illegible],—ভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৪ শ্রীগৌড়ীয় মঠ,— ১নং উল্টাডাঙ্গা জংশন রোড্, কলিকাতা।
৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ,— [illegible], পুরী।
৬। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ,— উড়িয়া বাজার, কটক।
৭। শ্রী[illegible] মঠ, [illegible], বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।
৮। শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ, ৮০নং অগস্ত্যকুণ্ডা, কাশী, ইউ, পি।
৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,—[illegible], বৃন্দাবন, মথুরা, ইউ, পি।
১০। শ্রীপরমহংস মঠ,— নৈমিষার পোঃ, সীতাপুর, ইউ পি।
১। শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ,—কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল, পাঞ্জাব।
২। শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠ,— [illegible] নবাবপুর রোড্, ঢাকা।
৩। শ্রীগদাইগৌরাঙ্গ মঠ, বালিয়াটি, ঢাকা।
৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম, আমলাজোড়া, রাজবাঁধ পোঃ, বর্দ্ধমান।
৫। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ,—ঢুমুরকোন্দা, চিরকুণ্ডা পোঃ, মানভূম।
৬। শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয় মঠ,— আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী, উড়িষ্যা।
। শ্রীগৌড়ীয় মঠ কার্য্যালয় ১০/১ হনুমান রোড্, নিউদিল্লি

এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণের নিকটও নদীয়া-প্রকাশ প্রাপ্তব্য।

১। শ্রীযুক্ত জনার্দ্দন ঘোষ — বয়রা লঞ্চ ক্রস রোড, খুলনা
২। শ্রীযুক্ত রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিরত্ন—দেওয়ানগঞ্জ, হলদিবাড়ী কুচবিহার।
৩। শ্রীযুক্ত রামরঞ্জন রায় —৭৮।২নং শ্রীগোপাল মল্লিক লেন, কলিকাতা
৪। মিঃ এন ডি, মুখার্জ্জি —এম, এম, ওয়ার্কস দি মল, কানপুর।
৫। শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী জ্যোতিভূষণ— স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া
। শ্রীরাসবিহারী দাস অধিকারী, নবদ্বীপ।
৭ শ্রীবিরাজমোহন দে—মনমোহন প্রেস, নবাবপুর, ঢাকা।
৮। শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ গড়গড়ি বেড়াচাঁপা, ২৪ পরগণা।
শ্রীপঞ্চানন চট্টোপাধ্যায় এ, এ,ঃ এম, [illegible]

[illegible] না ভজে কৃষ্ণ, দুষ্ট লক্ষ করে পুন সেইমত মায়া পাশে ডুবি' মরে

শ্রীচৈতন্যমঠের গ্রন্থাবলী

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বিরচিত
ভক্তিগ্রন্থাবলী।

উৎকৃষ্ট কাগজে, কলিকাতা মুদ্রণে বাঁধাই বর্ণালঙ্কৃত চতুর্থ সংস্করণ। বিস্তৃত বিষয়সূচীসহ

জৈবধর্ম

বাঁধাই ২, দুই টাকা

প্রকাশিত হইয়াছে

সনাতন ধর্মশাস্ত্র বেদ, বেদান্ত, উপনিষৎ, গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত, পুরাণ, ইত্যাদি সকল গ্রন্থ পাঠ করিবার অবসর অতি অল্প মানুষের ঘটিয়া থাকে। অনেকের যোগ্যতা না থাকায় সেই সমস্ত গ্রন্থের মর্ম অবগত হইতে পারেন না। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বাঙ্গালীর এই অসুবিধা দূরীভূত করিবার জন্য এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

বিদ্যালয়ের ছাত্র ও শিক্ষকগণের বিশেষ পাঠ্য, এই হেতু শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টর বাহাদুর ইহা সমস্ত বিদ্যালয়ের জন্য অনুমোদন করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

প্রথম খণ্ড ভিক্ষা ১, একটাকা

বর্ণাশ্রম শাস্ত্রবাক্য দ্বারা প্রত্যেক মানবের নিত্য কর্ত্তব্য ও অনিত্য সাময়িক কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। গ্রন্থের প্রতি উক্তি সনাতন শাস্ত্রবাক্য দ্বারা সমর্থিত ও প্রমাণিত হইয়াছে। দেহের, মনের ও আত্মার ধর্ম কি? স্বদেশ, নীতি, জাতি, ধর্ম কি? ইত্যাদি বিষয় ক্রমানুসারে এমন সুন্দরভাবে যুক্তিসহকারে আলোচিত হইয়াছে যে, প্রথম হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত পাঠ না করিয়া নিবৃত্ত হওয়া যায় না।

শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ভিক্ষা ৵০

ঐ প্রমাণ খণ্ড ভিক্ষা ৵০

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিহার ও লীলাভূমি নয়টি দ্বীপ-সমন্বিত। এই নয় দ্বীপের প্রাচীন বিবরণ, প্রত্যেক দ্বীপে শ্রীমহাপ্রভুর লীলা, প্রত্যেক দ্বীপের পরিচয়, শ্রীধাম-মাহাত্ম্য, পরিমাণাদি কি? ইত্যাদি বিষয় বিশেষভাবে মনোহর ছন্দে বর্ণিত। পকেট সাইজ প্রায় ১৬০ পৃষ্ঠা।

নবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ

উজ্জ্বল রোমান অক্ষরে উত্তম কাগজে ছাপা— শ্রীনবদ্বীপধাম দর্শনে ভাবুক দর্শনকারীর কি প্রকার ভাবের উচ্ছ্বাস উদয় হয় তাহা এই গ্রন্থে বর্ণিত। অতি চমৎকার। ভিক্ষা চারি আনা।

শ্রী[illegible]

।৶০ দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীরূপ গোস্বামী ও শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভৃতি উপদেশচ্ছলে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে ভাবুকগণের অনুকূল ও প্রতিকূল বিচার অতি সুন্দরভাবে বিবৃত হইয়াছে। ইহা ছাড়া শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদিষ্ট শিক্ষা ও উপদেশ বিস্তৃতভাবে নিবদ্ধ হইয়াছে।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবজগতে অভিনব গ্রন্থ !!
শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতি-গ্রন্থাবলী :—

শরণাগতি

পকেট সাইজ, অষ্টম সংস্করণ, ভিক্ষা আনা

দেহ ও মনের চেষ্টা অনিত্যানন্দ লইয়া— ইহা যখন জীব বুঝিতে পারে, তখন একমাত্র নিত্যানন্দ শ্রীভগবানের প্রতি তাহার কোন জাতীয় আবেগময়ী প্রার্থনা হয় এবং শ্রীভগবানে সর্ব্বান্তঃকরণে নিষ্কপটে কি প্রকারে শরণাপন্ন হইতে হয়, ইত্যাদি বিষয়ক প্রাণস্পর্শী প্রার্থনা ও আত্মসমর্পণমূলক গান। উড়িয়া সংস্করণও প্রকাশিত হইয়াছে।

ভিক্ষা প্রতি খণ্ড /০ এক আনা

শ্রী[illegible]চন্দ্রিকা— /০, নবদ্বীপশতক— /০
অর্থপঞ্চক—/।

কল্যাণকল্পতরু

পকেট সাইজ, পঞ্চম সংস্করণ, ভিক্ষা /১০

আমরা প্রত্যহ নূতন অভাব ও কামনার বশবর্ত্তী হইয়া পুনঃপুনঃ যে সকলকে কল্যাণ বলিয়া গ্রহণ করি এবং যাহার নিকট কল্যাণ কামনা করি, তিনি যে নিত্য বা যথার্থ কল্যাণ প্রদানে অসমর্থ এবং কোন বস্তু আমাদের নিত্য কল্যাণপ্রদ এবং কি ভাবে আমরা সেই কল্যাণলাভে সমর্থ হইব এই সকল কথা সরল গানে লিখিত। এই গীতিগ্রন্থ বাস্তবিকই কল্যাণের কল্পতরু, ইনি প্রত্যেককে নিত্যকল্যাণ প্রদানে

শ্রীল চক্রবর্ত্তি ঠাকুরের টীকা সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠাকুর কৃত টীকা ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কৃত অনুবাদ, টীকাকারের জীবনী, শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি বহু প্রয়োজনীয় বিষয় সংবলিত প্রায় ৮২৫ পৃষ্ঠা। উৎকৃষ্ট সিল্কে বাঁধাই ২, দুই টাকা, কাগজে বাঁধা ১৷০

শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ কৃত ভাষ্য সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

কাগজ ও ছাপা উৎকৃষ্ট। সিল্কে বাঁধাই, সোনার জলে নাম লেখা রাজসংস্করণ ২, টাকা, সাধারণ সংস্করণ ১৷০, গৌড়ীয়ের গ্রাহকপক্ষে ১৷০

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি (গৌড়ীয়বৈষ্ণবকোষগ্রন্থ)

বিষয়:—১। ভক্তিশাস্ত্রে ব্যবহৃত শব্দাবলীর অর্থ, ২। চারি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের চরিত্র, ৩। বিষ্ণুবৈষ্ণবসম্বন্ধীয় শ্রীমন্দির ও শ্রীবিগ্রহের বিবরণ, ৪। বৈষ্ণবগ্রন্থ ও প্রবন্ধসমূহের তাৎপর্য্য ও বিবরণ, ৫। বিষয় বিশেষের লৌকিক ও শাস্ত্রীয় আকরমূলে যাবতীয় তথ্য। চারিখণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ১ম খণ্ড ৸৹, ২য় খণ্ড ৸০, ৩য় খণ্ড ৸০, ৪র্থ খণ্ড ৸০, চারিখণ্ড একত্রে ৩, (৫ম খণ্ড যন্ত্রস্থ)।

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ—১ম খণ্ড ১, এক টাকা, ২য় খণ্ড ১, এক টাকা। শ্রীমদ্ভাগবতের গ্রাহক ও গৌড়ীয় গ্রাহকগণ ৸০ টাকায় প্রত্যেক খণ্ড পাইবেন। বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমজ্জীব গোস্বামিপাদের রচিত টীকা, ইহাতে ষট্‌সন্দর্ভের অধিক প্রয়োজনীয় অংশ। প্রতি খণ্ড ডবল ক্রাউন ৮ পেজি ৩৮ পাতা আকারে মুদ্রিত হইতেছে।

শ্রীমদ্গোপাল ভট্ট গোস্বামি সঙ্কলিত

সদাচারস্মৃতিঃ

ভিক্ষা /০ মাত্র

প্রাপ্তিস্থান- শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর, (প্রাচীন নবদ্বীপ) নদীয়া।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ৬ আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ফোটবোতলের সমপরিমাণ ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে গুণের কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ।০ আনা, পাইট ৸৵০ আনা, বোতল ১৷০ আনা।

অফিস ৭১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা।

রেজেষ্টার্ড

মদন মঞ্জরী

বটিকায় স্বপ্ন ও ধাতুবিকার, ইন্দ্রিয়শক্তির হ্রাস, প্রস্রাবে শুক্রপাত, বহুমূত্র, মাথাঘোরা, বুক ধড়ফড়ানি, অনিদ্রা প্রভৃতি লক্ষণ সত্বর নিবারণ আরোগ্য হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ৩০ বটী ১, এক টাকা।

"নপুংসকারি ঘৃত"

পুরুষত্বহানি রোগে বাহ্যপ্রয়োগ দ্বারা আরোগ্য করিয়া শক্তিসম্পন্ন করে। মূল্য ২ তোলা ১, টাকা।

"রমণীবিলাসিনী বটিকা"

স্তম্ভনশক্তি ও স্ফূর্ত্তি স্থায়ী ও বৃদ্ধি করিতে অত্যাশ্চর্য্য। মূল্য ১৬ বটী ১, এক টাকা।

রাজবৈদ্য নারায়ণজী, কেশবজী,
১৭৭নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

বিজ্ঞাপন

সাবধান! সাবধান!! সাবধান!!!

জে, বি, দত্তের চৌকাশি বাদাম তৈল

আদি ও অকৃত্রিম এবং উপকারিতায় সর্ব্বজন পরিচিত ও বহু প্রশংসিত।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী *J. B. Datta & Co.* নাম খোদা দেখিয়া খরিদ করিবেন। নতুবা জুয়াচোরগণ কমদরের কৃত্রিম তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে।

বিনীত- জে, বি, দত্ত

ফেরাস্ কুইনিন্

নূতন এবং পুরাতন ম্যালেরিয়ার যম

ইহাতে উপযুক্ত মাত্রায় আয়রন, হাইড্রোক্লোরাইড কুইনিন, আর্সেনিক এবং ষ্ট্রিকনিন আছে।

এই ফেরাস-কুইনিন দ্বারা ইনজেকশন করিলে একটী বা দুইটী ইনজেকশনেই সর্ব্বপ্রকার কঠিন ম্যালেরিয়া জ্বর বন্ধ করে এবং ছয় হইতে বারটী ইনজেকশনে ম্যালেরিয়ার সমস্ত উপসর্গ নষ্ট করিয়া দেয়।

৬ এম্পুলপূর্ণ প্রতি বাক্স—মূল্য ২, , ৩, টাকা

[illegible] কেমিক্যাল ল্যাবরেটরীতে

পর-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

এখানে আহার এবং বাসস্থান দিয়া বিদ্যার্থিগণকে বিভিন্ন শিক্ষণীয় বিষয় শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। অনেক ছাত্র ইতোমধ্যেই আসিয়া পাঠ আরম্ভ করিয়াছে। বর্ত্তমান বর্ষে সকল ছাত্রই গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

প্রধান অধ্যাপক— পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রচন্দ্র কাব্য-ব্যাকরণ-সাংখ্য-বেদান্ত-ষড়দর্শন-তীর্থ, সাংখ্যভূষণ, বেদান্তরত্ন, সাহিত্যশাস্ত্রী, ষড়দর্শনবাচস্পতি।

অধ্যাপক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গৌরদাস ব্রহ্মচারী ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীধাম মায়াপুর পরবিদ্যাপীঠ, (নদীয়া)

বেদনাঞ্জন

শ্রেষ্ঠরত্ন

কলিকাতা কংগ্রেস একজিবিসন হইতে বহু প্রশংসা প্রাপ্ত ও বহু গণ্যমান্য ভদ্রমহোদয়গণ কর্ত্তৃক প্রশংসিত।

আজকাল বাজার-চলন মিশ্রিত ও বিষাক্ত আহার্য্য সেবনে শরীরের রক্ত স্বতঃই দোষিত হইয়া পড়িতেছে। বস্তুত মানব-দেহের শ্রেষ্ঠ উপাদান, এই রক্ত দোষিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মানব বাত, বেদনা, মাথাধরা, দাদ-খোস, দৃষ্টিশক্তির হ্রাস, দাঁতের গোড়া ফুলা, দাঁত কনকনানি, দাঁতে পোকা এবং খোস, চুলকানি প্রভৃতি কষ্টদায়ক চর্ম্মরোগে আক্রান্ত হইতেছে। যদি আপনি একান্তই ব্যাধিমুক্ত হইতে চান, তাহা হইলে অযথা পয়সার অপব্যয় না করিয়া অল্প ব্যয়ে এক শিশি বেদনাঞ্জন ক্রয় করিয়া ইহার কার্য্যকারী-শক্তি উপলব্ধি করুন। গুণের তুলনায় মূল্য অতি সামান্য, এক শিশি ।৵০ আনা মাত্র মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান—এ, সি, চাটার্জ্জী এণ্ড ব্রাদার্স।

৪নং ইলেকট্রিক লেন, সালকিয়া হাওড়া।

সকল মণিহারী দোকানে ও বড় বড় ডাক্তারখানায় পাওয়া যায়।

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

যদিও অদ্যাপি প্রকৃত মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য, তথাপি যাহারা নানাবিধ অনিয়মিত উপায়ে অপরিমিত শক্তি নষ্ট করিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন এবং নানা প্রকার মেহ, প্রমেহ ধাতুদৌর্ব্বল্য, স্নায়ুসক চঞ্চলতা, বহুমূত্র, দুঃস্বপ্ন, পারদ-সংক্রান্ত পীড়া, ঋণ এবং স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে যাহারা বাধক, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, সূতিকা, শ্বেত ও রক্তপ্রদর, হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি রোগে ভুগিয়া জীবনে নিরাশ হইয়াছেন, তাহারা আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটাল সাহেবের আবিষ্কৃত ইলেক্ট্রিক সলিউসন ব্যবহার করিয়া বাঁচিতে পারেন, তাহার শত শত প্রমাণ প্রতি বৎসরেই পাওয়া যাইতেছে। যাঁহারা অন্যান্য বহুবিধ ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরোগ্য হইতে পারেন নাই, তাঁহারা একবার এই ঔষধটী ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক মাসের ব্যবহারোপযোগী এক শিশি ঔষধ ডাকমাশুল সহ ১৸০ টাকা মাত্র।

সোল এজেণ্ট—ডাঃ ডি, ভি, হাজরা।

ফতেপুর, গার্ডেনরীচ পোষ্ট, কলিকাতা।

ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

অধ্যক্ষ

শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম.এ. এফ.সি.এস (লণ্ডন)

ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক

(প্রফেসার)

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ বিশুদ্ধ ও শাস্ত্রমতে নিজ তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হয়। পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ক্যাটালগ পাঠান হয়। রোগের বিবরণ জানাইলে যত্নপূর্ব্বক ব্যবস্থা দেওয়া হয়। চিঠি পত্রাদি সম্পূর্ণরূপে গোপন রাখা হয়।

মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দূর)

(বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৪৲ টাকা

উৎকৃষ্ট স্বর্ণ, পারদ ও আমলাসার গন্ধক দ্বারা যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। নিত্য প্রয়োজনীয় সর্ব্বরোগনাশক মহৌষধ

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৬৲ টাকা

উৎকৃষ্ট কাশীর আমলকী, বংশলোচন প্রভৃতি যাবতীয় উপাদানে পূর্ণ মাত্রায় যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। কফ, কাসি, সর্দ্দি, যক্ষ্মা, ক্ষয়রোগ, হৃদরোগ প্রভৃতি রোগের মহৌষধ। সর্ব্বপ্রকার দুর্ব্বলতা নাশক অতিশয় পুষ্টিকর মহৌষধ ও খাদ্য বিশেষ।

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬৲ টাকা

ইহা সেবনে ধাতুদৌর্ব্বল্য, শুক্রহীনতা, স্বপ্নদোষ, প্রমেহ ও ধ্বজভঙ্গ সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায়। ইহা অপরিসীম আনন্দদায়ক রসায়ন

অবলাবান্ধব যোগ

প্রদর, বাধক প্রভৃতি জরায়ুদোষ ও যোনিগত দুরারোগ্য রোগের মহৌষধ

মূল্য—১৬ মাত্রা ২৲ টাকা। ৫০ মাত্রা ৫৲ টাকা মাত্র

বিশুদ্ধ জল! ভয় নাই! বিশুদ্ধ জল!!

লক্ষ্মী টিউব-ওয়েল কোং

২০৫নং নবাবপুর, ঢাকা

বর্ত্তমান-যুগের নব-আবিষ্কৃত যন্ত্রপাতিদ্বারা উন্নত বৈজ্ঞানিক-খনন-প্রণালীতে নলকূপ (Tube-well) নির্ম্মাণ করা হয়। বঙ্গের লাট বাহাদুর, প্রাইভেট সেক্রেটারী, জিলা-ম্যাজিষ্ট্রেট, জিলা-বোর্ডের চেয়ারম্যান, ইঞ্জিনিয়ার, জমিদার, তালুকদার, প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত ভদ্রমহোদয়গণ এই কোম্পানীর কার্য্য দেখিয়া প্রশংসা করিয়াছেন। রাসায়নিক পরীক্ষায় জল বিশুদ্ধ না হইলে মূল্য গৃহীত হয় না। বিস্তৃত বিবরণের জন্য পত্র লিখুন

বিজ্ঞাপিত কেন?

সাধারণের হিতার্থে, মানবের দুঃখ না হইতে পারে তাহার পন্থা ইত্যাদি সম্বলিত "কামশাস্ত্র" গ্রন্থখানি যিনি পাঠ করেন নাই, তিনি আবেদন করতঃ বিনামূল্যে প্রাপ্ত হউন। উহা পাঠে উপকৃত হইয়া ৭৫০০০ হাজার লোক কৃতজ্ঞ হইয়াছেন। প্রায় ৫০ বৎসরের পরীক্ষিত, শুক্রতারল্য, স্বপ্নদোষ ইত্যাদির যম "আতঙ্ক-নিগ্রহ বটিকা" প্রতি কৌটার মূল্য ১৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান—আতঙ্ক-নিগ্রহ কোম্পানী, ২১৪ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা।

মনোমোহন প্রেস

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা

পূর্ব্ব-বাঙ্গালায় সুলভে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত বৈদ্যুতিক মেশিনে দিবারাত্র কাজ চলিতেছে বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা।

শ্রীমায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রী কৃষ্ণবাসি ব্রহ্মচারী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

মফঃস্বলীয় সংস্করণ

Registered No. C 1514

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অৰ্দ্ধ কলম ৩৷৷৹
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র।

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸৹
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৵৫

খণ্ড] সম্পাদক—প্রত্নবিদ্যালঙ্কার শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী [২৭৬ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্য মঠ শ্রীধাম মায়াপুর—১৫ই মাঘ বুধবার ১৩৩৬ ২৯শে জানুয়ারী ১৯৩০

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভাগবতম্—শ্লোক সূচী, বিষয়-সূচী প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত। ভিক্ষা, প্রতি খণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৵৹ গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশ গ্রাহক পক্ষে ৷৹

ভাষ্য-সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ) ৫৲

৩। গৌড়ীয়-গৌরব ৷৶৹
৪। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।৹
৫। ভজনরহস্য ৷৷৹
৬। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
" " " আবাঁধা ৸৹
৭। গীতা (শ্রীবলদেবভাষ্যসহ) বাঁধা ২৲৹ আবাঁধা ১৷৷৹
৮। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি-টীকা-সহ) বাঁধা ২৲ আবাঁধা ১৷৷৹
গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ৷৷৹
৯। মুক্তমল্লিকা গুণসৌরভঃ সানুবাদ (মাধ্ব) ২৲
১০। বেদান্তসূত্রের সানুবাদ (রামানুজীয়) ৷৷৹
১১। জৈবধর্ম্ম ২৲
১২। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸৹
১৩। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৪। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ৷৷৵৹
১৫। দ্বীপ-দিগ্দর্শন
১৬। সাধনপথ (৩য় সংস্করণ) ।৵৹
১৭। আচার ও আচার্য্য ।
১৮। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸৹
১৯। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৷৵৹
২০। শ্রীনবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৷৶৹
২১। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য (প্রমাণখণ্ড) ৷৶৹
২২। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।৹
২৩। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা দর্পণ ।৹
২৪। শরণাগতি, গীতাবলী, সাধনকণ, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, নবদ্বীপশতক, অর্থপঞ্চক ও সদাচারস্মৃতি মোট ।৶৹
২৫। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ও অর্চ্চনকণ ৵৹
২৬। সাধককণ্ঠমণি ।৹
২৭। সংস্কার দীপিকা ।৹
২৮। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড) ৩৲
২৯। ব্রহ্মসংহিতা ৷৷৹
৩০। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ৸৹
৩১। মণিমঞ্জরী সানুবাদ
৩২। গোবিন্দভাষ্যোদয়ঃ ৸৹
৩৩। শ্রীচৈতন্যভাগবত (বিরাট্ দ্বিতীয় সংস্করণ) ৫৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

শ্রীধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপ-প্রদর্শনী, নদীয়া

(৩রা ফেব্রুয়ারী হইতে ১৭ই মার্চ্চ, ১৯৩০ পর্য্যন্ত)

প্রদর্শনীর সকল জ্ঞাতব্য বিষয়ের জন্য সেক্রেটারী মহোদয়ের নিকট আবেদন করুন।

শ্রীকুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ,
শ্রীচৈতন্য মঠ, শ্রীধাম মায়াপুর পোঃ আঃ, (নদীয়া)।

ইংরাজী ভাষায় ভক্তিগ্রন্থ

১ শ্রীচৈতন্যচরিত ও শিক্ষা
২ নামভজন
৩। বৈষ্ণবদর্শন আসল ও মেকি
৪। ভাগবতীয় দর্শননীতি ও ধর্ম্ম
৫। কাম ও প্রেমধর্ম্ম
৬। গৌড়ীয়মঠ কি করেন

দেবনাগরাক্ষরে ভক্তিগ্রন্থ

১। সানুবৃত্তি শিক্ষাষ্টকম্ ৵৹
২। সটীক শিক্ষাদশমূলম্ ১০
৩। মধ্বমতসারসংগ্রহণম্ ৶
৪। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ ৴৹
৫। সিদ্ধান্তসরস্বতী-দিগ্বিজয়ঃ ৷৹
৬। তত্ত্বসূত্রম্ ।৹

নানা কথা

—:০:—

স্থানীয় সংবাদ

পাঠকগণের স্মরণ থাকিতে পারে যে, গতবার দোলযাত্রা উপলক্ষে বামুনপুকুরের বাজারে যে অবৈধভাবে দাঙ্গা হাঙ্গামা করিয়াছিলেন, তাহাতে ফৌজদারি আদালতে তাঁহাদের কতিপয় ব্যক্তির কারাদণ্ডের আদেশ হয়। পরে ঐ অপরাধ উচ্চ আদালতে দোষ প্রমাণ না হওয়ায় ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুর নিকট দণ্ডাদেশ রদ হইয়া তাঁহাদিগকে মুক্তি প্রদান করেন।

আমরা সম্প্রতি জানিতে পারিলাম মহেশগঞ্জ রোড ষ্টেশন হইতে আগমনকারী যাত্রিগণকে ভুলাইয়া জাল মায়াপুরে লইয়া যাইবার উদ্দেশ্যে কতিপয় মতলববাজ ব্যক্তি মহেশগঞ্জ ষ্টেশনের নাম বদলাইতে চাহেন না। আমাদের নিকট ঐ শ্রেণীর দুরভিসন্ধিমূলক লোকের দ্বারা প্রায় অনেক স্থলে যাত্রিকের জাল মায়াপুরে চালান যাইবার সংবাদ আসিয়াছে।

যাত্রিগণ! সাবধান। বাবাজীর মতলববাজ লোকের দ্বারা মেকি মায়াপুরের আবিষ্কার হইয়াছে, সেই প্রান্তরে কেহ যেন পতিত না হন। ঐ মেকি মায়াপুরের প্রাচীন অধিবাসিগণ বিলক্ষণ জানেন যে, ঐ স্থানে মিঞাগণের একটি বৃহৎ মসজিদ ছিল এবং ঐ স্থান কোন দিনও প্রসিদ্ধ নামে পরিচিত ছিল না। এক্ষণ ঐ স্থানটিকে মিঞাপুর নাম দিয়া প্রকৃত শ্রীধাম মায়াপুরের একটী জাল সংস্করণ প্রস্তুত করিবার প্রয়াস হইতেছে।

শ্রীযুক্ত রণজিৎ পাল চৌধুরীর কর্মচারিগণ ষ্টেশনের নাম শ্রীমায়াপুর রোড করিয়া মহেশগঞ্জ পরিবর্তনে যে যত্ন করিতেছেন, তাহাতে বাজারের এক দল হাঙ্গামাকারিগণ যোগদান করিয়া এক প্রকার বিবাদ সৃষ্টি করিতেছেন কিনা, উক্ত লোকদিগের আত্মীয় আবদুল বারি নামক জনৈক ব্যক্তি কয়েকজন মুসলমানদিগকে অবৈধভাবে প্ররোচনা করিবার জন্য কতকগুলি লোকের সামাজিক বিবাদ উপস্থিত করাইয়াছেন কি না। যদি সত্য সত্য করিয়া থাকেন আইনানুসারে উহার প্রতিকার হওয়া আবশ্যক।

প্রকৃত সাম্প্রদায়িক বিবাদকারিগণ যে দোষমুক্ত করিতেছেন বলিয়া শুনা যায়, তাহার অনুসন্ধানের জন্য আমরা সদর ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুরের নিকট ... সদর মহকুমার ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুর এই বিষয়ে অনুসন্ধান করিলেই জানিতে পারিবেন দাঙ্গা হাঙ্গামাকারিগণ প্রতিশোধমূলে সামাজিক বিপ্লব উপস্থিত করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত রণজিৎ পালচৌধুরী মহাশয় তাঁহার কর্মচারিগণের দ্বারা শ্রীমায়াপুর গ্রাম যাহাতে বর্জ্জিত না হয় এবং তাঁহার জমির নিকটবর্ত্তী স্থানে যাহাতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মস্থান নূতন করিয়া কল্পিত হয়, সেই উদ্দেশ্যের বশবর্ত্তী হইয়া একটি বৈরাগী বৈষ্ণবকে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রকৃত জন্মস্থানের বিরুদ্ধে প্রচার করিবার জন্য নিযুক্ত করিয়া প্রকৃত তীর্থস্থানের যাত্রী ও দর্শকগণকে ভ্রমপথে চালিত করিতেছেন কি না এবং উক্ত দাঙ্গা-হাঙ্গামাকারী আসামিগণের যোগে যোগে শ্রীমায়াপুর রোড বদল করাইবার যত্ন করিতেছেন কি না?

নিরপেক্ষ মুসলমান-সম্প্রদায় এই দাঙ্গাকারী আসামিগণের দ্বারা নানা প্রকারে নির্য্যাতিত হইতেছেন, শুনা যায়। সুযোগ্য সদর মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুর এ বিষয়ে অনুসন্ধান করিয়া দাঙ্গাকারী ব্যক্তিগণের ও তাঁহাদের আত্মীয় অনুচরবর্গের নিকট হইতে ঐ স্থানের শান্তিরক্ষার্থ মুচলিকা গ্রহণ করিবার সময় আসিয়াছে কি না বিবেচনা করিবেন ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

যে দিন লেফ্‌টনাণ্ট কর্ণেল বারওয়েল ব্যারিষ্টার সাহেব মহোদয় জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুরের আদালতে এত সকল অত্যাচারিগণের কাহিনী বর্ণন করিয়াছিলেন, সেই দিন কৃষ্ণনগরের ব্যবহারজীবী অনেকেই উপস্থিত থাকিয়া উহাদের ব্যবহার সম্বন্ধে সকল কথা শুনিতে পাইয়াছিলেন। যাহা হউক, পরমদয়ালু জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুর যদিও দাঙ্গাকারিগণের প্রথম অপরাধ প্রযুক্ত বিচার করিয়াই বোধ হয় অপরাধিগণের যে দণ্ডের লাঘব করিয়াছেন, তথাপি তাহাতে হিন্দু মুসলমান গ্রামবাসিগণ অনেক দিন হইতেই শ্রীধাম-মায়াপুরের বিরোধিগণের দ্বারা উৎপীড়িত হইতেছেন।

দাঙ্গা-হাঙ্গামাকারিগণের আত্মীয় শ্রীমায়াপুর ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট শ্রীযুত মোল্লা আবদুল হালিম এই কার্য্যের অগ্রণী হইয়াছেন ও সদাশয় শ্রীযুত বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী মহাশয়ের সহিত অবৈধভাবে বিবাদ করিবার উদ্দেশ্যে সাম্প্রদায়িক বিবাদের আবাহন করিতেছেন কি না?

যদি এ সকল কথা প্রকৃত হয় তাহা হইলে এইরূপ দলাদলির সৃষ্টিকারী ব্যক্তি ইউনিয়নবোর্ডের প্রেসিডেণ্ট হওয়ায় ইউনিয়নবোর্ডের কার্য্য ন্যায়ানুসারে গ্রাম্য দলাদলিতেই পরিণত হইবে। ঘটনা শঙ্কা হইলেও নবীন ম্যাজিষ্ট্রেট যেন শ্রীমায়াপুর রোড নিষ্পন্ন গ্রাম্যদলাদলির প্রশ্রয় না দেন। তৎসত্ত্বেও তিনি যদি ইউনিয়নবোর্ডে প্রেসিডেণ্ট পদ গ্রহণ করিয়া বিবাদকারী আত্মীয়ের উপকার করিতে উদ্যত হন, তাহা হইলে হিন্দু ও মুসলমানের শান্তিলাভ অসম্ভব।

আমরা বলি—গ্রাম্য-দলাদলি ও সাম্প্রদায়িক বিবাদের উদ্দেশ্যে তিনি কতিপয় অসৎ ব্যক্তির সাহায্য গ্রহণ করিয়া জনসাধারণের হিতসাধনের পরিবর্তে অহিতসাধন করিতে যেন উদ্যত না হন। এ বিষয়ে আমরা প্রকৃত তথ্যানুসন্ধানের জন্য সুযোগ্য সার্কেল অফিসার মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

ক্ষমা না দুর্ব্বলতা

গত শনিবার ১১ই মাঘ বেলা তৃতীয় সময় রতি পাটনী নামক জনৈক ব্যক্তির বৃদ্ধা মাতা স্বরূপগঞ্জ হইতে তাহার নিজ বাটী মহেশগঞ্জ অভিমুখে আসিতেছিল যখন জালঙ্গী সুপদ কুমার সম্মুখবর্ত্তী রেলের রাস্তা পার হইবার উপক্রম করে, তখন পশ্চাৎ হইতে একখানা ঘোড়ার গাড়ী বেগে আসিয়া বৃদ্ধার উপর পতিত হয়। সে পড়িয়া গেলে তাহার পদের উপর দিয়া গাড়ীর চক্র চলিয়া যায়। রেলের রাস্তার উপর পড়িয়া যাওয়ায় তাহার মুখ ও মস্তক ভয়ানকরূপে আহত হয় এবং রাস্তার খোয়ায় লাগিয়া ক্ষত বিক্ষত হইয়া রক্তপাত হইতে থাকে। বৃদ্ধা উহার ফলে অচৈতন্য হইয়া পড়ে। কয়েকজন ধরিয়া বৃদ্ধাকে বাটী পৌঁছাইয়া দেয়। সন্ধ্যার প্রাক্কালেই বৃদ্ধা ইহলীলা ত্যাগ করে। বৃদ্ধার সন্তান মাতৃহন্তাকে দণ্ড দেওয়াইয়া মাতৃহত্যার প্রতিশোধ লইবার প্রত্যাশা পরিত্যাগ করিয়া বলে "আমার মা তো মরিয়াই যাইত, তোমাদিগকে আর কষ্ট দিয়া কি করিব?" মাতার জন্য শোক বোধহয় তাহার পক্ষে কষ্টকর হইয়া থাকিবে।

মুন্সীগঞ্জ-সত্যাগ্রহ

ঢাকা জিলা হিন্দুসভায় স্থির হইয়াছে যে মুন্সীগঞ্জ এবং অন্যান্য স্থানে মন্দির-প্রবেশাধিকারসম্বন্ধে মীমাংসার জন্য মন্দির সমূহের কর্তৃপক্ষ এবং জনসাধারণের প্রতিনিধি সমূহ একত্র হইয়া হিন্দু সমাজের কল্যাণসাধনোদ্দেশে ঢাকায় একটী সম্মেলন আহ্বান করিবেন।

শ্রীযুক্ত হরিদাস গোস্বামী মহাশয়ের একখানি পত্র

শ্রীশ্রীগৌরগোবিন্দায় নমঃ

কেঃ অঃ বি. সি. রায় স্কোয়ার, ইলেকট্রিক ইঞ্জিনিয়ার, লক্ষ্মীনিবাস,
সাহিবাগ রোড, আমেদাবাদ
পোঃ (বোম্বে) ২৪।১।৩০

পরমশ্রদ্ধাস্পদেষু

প্রিয়তম কৃষ্ণ বাবু! আপনার পত্র ৩য় ৩৫৫ ২৯।১২।২৯ আমি এখানে যথাসময় পাইয়া পুলক সুখী হইয়াছি। আমি সপরিবারে স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য নানাদেশ ভ্রমণ করিয়া এখন এখানে আছি।

শ্রীধাম মায়াপুর-প্রদর্শনীতে যোগদান করিতে বড়ই ইচ্ছা ছিল। কিন্তু এত দূরদেশ হইতে তাহা সম্ভব নয়। এই মহৎ কার্য্যে আমার সম্পূর্ণ সহানুভূতি আছে জানিবেন। আমি দেশে থাকিলে আমার সাধ্যমত কিছু সাহায্য করিতে পারিতাম, আমাকে অভ্যর্থনা কমিটির মেম্বর করিতে চাহিয়াছেন। তাহাতে আমার কোন প্রকার আপত্তি নাই। শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের চরণে প্রার্থনা করি আপনাদিগের এই শুভকার্য্য সাফল্যমণ্ডিত হউক।

পূজনীয় সিদ্ধ স্বরূপ মহোদয়কে আমার দণ্ডবৎ প্রণাম জানাইবেন। আপনি আমার নমস্কার গ্রহণ করিবেন।

জয় গৌর!

নিঃ দীন হরিদাস গোস্বামী

অদ্ভুত

জি, আই, পি রেলওয়ের ম্যাকডোনাল্ড নামক একজন কর্মচারী এবং মিঃ জীবরাজ মেস্ত্রী এক গাড়ীতে যাইতেছিলেন। সাহেব মেস্ত্রীকে মিঃ গান্ধি মনে করিয়া তাহাকে মারিতে চেষ্টা করে এবং তাঁহাকে গাড়ী হইতে ফেলিয়া দিতে চায়। সে বলে যে জীবরাজই মিঃ গান্ধি। তিনিই বড়লাটকে বোমা মারিতে চেষ্টা করেন। পুলিশ আসিয়া সাহেবকে গ্রেপ্তার করিতে চেষ্টা করে কিন্তু পারে নাই। পুনরায় সাহেব জীবরাজকে মারিতে চেষ্টা করিলে সকলে তাহাকে বাধা দেয়। ইহার পর মিঃ মেস্ত্রী গার্ডের গাড়ীতে বসিয়া অবশিষ্ট রেল ভ্রমণ শেষ করেন।

সাহেব অধ্যক্ষের মামলা

কটক ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের অধ্যক্ষ মিঃ পারকিনসন সরকারি উকিলগণের মোকদ্দমায় মারধর অভিযোগে তিন মাস সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ পাইয়াছেন। আপীল চলিতেছে। তিনি জামিনে মুক্ত আছেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১৫ই মাঘ বুধবার—১৩৩৬

শ্রীধাম মায়াপুর রেল ষ্টেসন

শ্রীধাম মায়াপুরে শ্রীধাম মায়াপুর-নবদ্বীপ প্রদর্শনীর দ্বার উন্মুক্ত হইবার সময় অতীব সন্নিকটস্থ হইয়াছে। প্রতিবৎসর এই দোলপূর্ণিমায় এবং পরে শ্রীধাম নবদ্বীপ-পরিক্রমা ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মোৎসবে লক্ষ লক্ষ যাত্রী এই শ্রীধাম-মায়াপুর দর্শন করিতে আসিয়া থাকেন। এবৎসর প্রদর্শনী হওয়াতে যাত্রীর সংখ্যা পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা অসংখ্য গুণিত হইবে বলিয়াই অনুমিত হইতেছে।

যদিও কয়েক বৎসর হইল কৃষ্ণনগর সিটি হইতে নবদ্বীপ-ঘাট লাইট রেলওয়ে হওয়াতে পূর্ব্ববঙ্গ এবং উত্তর বঙ্গের যাত্রীগণের ধামদর্শনের বিশেষ সুবিধা হইয়াছে, তবুও এক বিশিষ্ট ভদ্র যাত্রিগণের নিকট হইতে আমরা কয়েকটী অসুবিধার কথা সর্ব্বদা শুনিতে পাই।

যাত্রিগণ সাধারণতঃ নবদ্বীপ ঘাট ষ্টেশনে নামিয়া খাড়ুয়া নদী পার হইয়া প্রায় তিন মাইল পথ অতিক্রম করিলে শ্রীধাম মায়াপুরে আসিয়া পৌঁছিতে পারেন। শ্রীধাম-মায়াপুর হইতে এক মাইলের মধ্যে মহেশগঞ্জ ষ্টেসন থাকা সত্ত্বেও ষ্টেসনের নামের সহিত শ্রীধাম মায়াপুরের নামের কোন সংযোগ না থাকায় এই ষ্টেসনে নামিলে যাত্রিগণের সুবিধা হইবে ইহা বুঝিতে না পারিয়া তাঁহারা ভ্রমে পতিত হইতেছেন। মহেশগঞ্জ ষ্টেসনটী প্রায় সম্পূর্ণ ভাবেই শ্রীধাম-মায়াপুরে আগত যাত্রিগণের আয়ের উপর নির্ভর করে। শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর জন্মস্থান, বল্লালসেন রাজার সময়ের রাজধানী এবং তাহারও বহু পূর্ব্বেকার সুপ্রাচীন নবদ্বীপ নগরী। বর্ত্তমানেও এইস্থান বহু মন্দিরাদি, একটী সংস্কৃত অবৈতনিক বিদ্যাপীঠ, শ্রীধাম মায়াপুর পোষ্ট অফিস, সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে একমাত্র ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় দৈনিক সংবাদ পত্রের মুদ্রণ এবং প্রকাশের স্থান প্রভৃতি দ্বারা সমৃদ্ধ। এই শ্রীধাম মায়াপুরের নামে যদি মহেশগঞ্জ ষ্টেসনটি নামকরণ হইত, তবে যাত্রিগণকে অযথা অবশতঃ নবদ্বীপ ঘাট ষ্টেসনে নামিয়া তিন মাইল পথ অতিক্রমের কষ্ট ভোগ করিতে হইত না। মহেশগঞ্জ ষ্টেসন হইতে মায়াপুর পর্য্যন্ত 'মহেশগঞ্জ মায়াপুর রোড্' নামে একটী ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের সিডিউল্ ভুক্ত রাস্তা আছে। বৎসরের সকল সময়েই এই রাস্তাতে লোকজন যাতায়াত করিতে পারে।

মহেশগঞ্জ, তেঘরখালি গ্রামের একটী ক্ষুদ্র পাড়া বিশেষ। এখানে একঘর জমিদারের বাস থাকায় স্থানীয় কতকগুলি লোক এই স্থানের সহিত পরিচিত হইলেও বিদেশী লোকে এরূপ একটী ক্ষুদ্র গ্রামের কথা আদৌ জানেন না। পরন্তু সমগ্র ভারতে শ্রীধামমায়াপুরের নাম সুপরিচিত। এই ষ্টেসনটীর নাম 'শ্রীধাম মায়াপুর রোড্' হইলে সমগ্র ভারতের দর্শনার্থী যাত্রিগণের পক্ষে বিশেষ সুবিধার কারণ হয়। পশ্চিম দেশবাসী ই, আই রেলের যাত্রিগণ এবং দক্ষিণ দেশবাসী বি, এন রেলের যাত্রিগণ ই, বি, আর লাইনে এই 'শ্রীধাম মায়াপুর রোড' ষ্টেসনের নামটী দেখিলেই তাঁহারা কলিকাতা হইতে ই,বি রেলযোগে এই ষ্টেসনে অবতরণ করিয়া রেল কোম্পানীর আয় বিশেষ ভাবে বর্দ্ধিত করাইতে পারেন। বর্ত্তমানে ঐ সব শ্রীধাম মায়াপুর দর্শনার্থী যাত্রিগণ ই, আই, রেলে নবদ্বীপ ষ্টেসনে নামিয়া প্রায় ৬ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া অতিকষ্টে শ্রীধাম মায়াপুরে আসিয়া উপস্থিত হন।

যাত্রিসাধারণের এই অসুবিধা দূরীকরণার্থে এই মহেশগঞ্জ ষ্টেসনটীর নাম পরিবর্ত্তন করিয়া 'শ্রীধাম মায়াপুর রোড্' করিয়া দিবার জন্য শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার সম্পাদক মহাশয় ই, বি, রেলের কর্ত্তৃপক্ষের নিকট একটী আবেদন প্রেরণ করিয়াছেন। বর্ত্তমান প্রদর্শনীর দর্শক এবং প্রদর্শকগণের জন্য এখনই এই ষ্টেসনের নামটি পরিবর্ত্তন একান্ত আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। আমরা এ বিষয়ে রেল-কর্ত্তৃপক্ষের নিকট জানাইতেছি যেন তাঁহারা অতি সত্বর এই বিষয়টির যথাযথ ব্যবস্থা করিয়া সমগ্র জনসাধারণের ধন্যবাদ-ভাজন হইতে পারেন। একটি জমিদারের স্বার্থ সংরক্ষণ অপেক্ষা সমগ্র ভারতের দর্শনার্থী যাত্রিগণের অসুবিধা দূরীকরণের জন্য যে রেল-কর্ত্তৃপক্ষ বিশেষ যত্নবান্ হইবেন, ইহা আমরা নিঃসন্দেহে আশা করিতে পারি। তাহা ছাড়া কোম্পানীর আয়ও অনেক পরিমাণে বৃদ্ধি পাইবে।

শ্রীশ্রীগৌরজন্মভূমি শ্রীধাম মায়াপুর

বিগত ৪২৪ চৈতন্যাব্দ, ১৩১৭ বঙ্গাব্দ ১১ই চৈত্র শনিবার অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকার সময় শ্রীমায়াপুরে শ্রীযোগপীঠে শ্রীমন্দির-প্রাঙ্গণে শ্রীশ্রীনবদ্বীপ-ধাম-প্রচারিণী সভার সপ্তদশ বার্ষিক অধিবেশন হয়। তৎকালে সেই সভাস্থলে উপস্থিত ছিলেন—ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর, ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ, মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত যদুনাথ সার্ব্বভৌম, সভা-পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অজিতনাথ ন্যায়রত্ন, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত আশুতোষ তর্কভূষণ, শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন চূড়ামণি, শ্রীযুক্ত শশীভূষণ স্মৃতিভূষণ, শ্রীযুক্ত নৃসিংহপ্রসাদ স্মৃতিভূষণ, শ্রীযুক্ত রামযাদব শিরোমণি, শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র তর্করত্ন, শ্রীযুক্ত ভবেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত নীলমণি ব্যাকরণতীর্থ, শ্রীযুক্ত শিতিকণ্ঠ ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত গুরুদাস ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত রামরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত বেণীমাধব তর্কসিদ্ধান্ত ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত জগদীশ ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত শশাঙ্কভূষণ ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ ভক্তিকণ্ঠবাচস্পতি, শ্রীযুক্ত গোপাল জীবন গোস্বামী, শ্রীযুক্ত হীরালাল গোস্বামী (নলদী), শ্রীযুক্ত সাতকড়ি চট্টোপাধ্যায় সিদ্ধান্তভূষণ, টাকীর প্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারী শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম, এ, বি, এল, শ্রীযুক্ত কিশোরীলাল সরকার এম, এ, বি, এল, শ্রীযুক্ত শম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত শরদিন্দু মিত্র (যশোহর) ইত্যাদি ইত্যাদি।

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত যদুনাথ সার্ব্বভৌম তথা সভাপণ্ডিত শ্রীযুক্ত অজিতনাথ ন্যায়রত্ন মহাশয়-প্রমুখ নবদ্বীপধামের যাবতীয় পণ্ডিতমণ্ডলী তৎকালে একবাক্যে গঙ্গার পূর্ব্বপারস্থ শ্রীধাম মায়াপুরকেই প্রাচীনতম নবদ্বীপক্ষেত্র ও নিঃসংশয়িতরূপে গৌরজন্মস্থান বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন। শ্রীধাম প্রচারিণী-সভার সভা-পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অজিতনাথ ন্যায়রত্ন মহাশয় তাঁহার স্বাভাবিক মনোমুগ্ধকর বাক্য দ্বারা প্রাচীন নবদ্বীপস্থিত শ্রীশ্রীযোগপীঠ শ্রীমায়াপুর, শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর জন্মভিটার মাহাত্ম্য এবং তথায় সেই রজনীতে শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর-সম্মুখে পণ্ডিত-মণ্ডলী ও বিদ্বজ্জন-বেষ্টিত গম্ভীর সভার প্রীতিকর অধিবেশন বিষয়ে মুক্ত-কণ্ঠে প্রচার করিয়া উপস্থিত সমস্ত ব্যক্তিকে বিশেষ আনন্দ প্রদান করিয়াছিলেন। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হীরালাল গোস্বামী মহাশয় নিম্নলিখিত অভিভাষণ দ্বারা শ্রীশ্রীধাম ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবজগৎ সম্বন্ধে আলোচনা করেন। সহর নবদ্বীপের বর্ত্তমান পণ্ডিত-সমাজও শ্রীধামপ্রচারিণী-সভার সভ্যরূপে বিদ্যমান থাকিয়া সত্যের মর্য্যাদা অক্ষুন্ন রাখুন, ইহাই আমাদের একান্ত ইচ্ছা। সহর নবদ্বীপের কতিপয় নব্য ব্যক্তি সার্ব্বভৌম মহাশয় ও ন্যায়রত্ন মহাশয়-প্রমুখ প্রাচীনগণের সম্মান রক্ষণে ত্রুটী প্রদর্শন করিতেছেন দেখিয়া আমরা বড়ই দুঃখানুভব করিতেছি। শ্রীধামে যাঁহারা বাস করেন, তাঁহারা সকলেই সত্যপ্রিয়, নির্ম্মৎসর ও ধার্ম্মিক হইবেন, শ্রীধামনিষ্ঠাই তাঁহাদের জীবাতু হওয়া কর্ত্তব্য; কিন্তু ধামবাসী অভিধান গ্রহণ করিয়া ধামবাসোচিত স্বভাব বা কর্ত্তব্যের ত্রুটী দেখিলে বড়ই দুঃখ হয়। মৎসরতা নিতান্ত পাশবিক ধর্ম্ম; মনুষ্যের উহা থাকা কর্ত্তব্য নহে। আমরা সহর নবদ্বীপবাসী পণ্ডিত সজ্জন সকলকেই আগামী শ্রীধাম মায়াপুর নবদ্বীপ প্রদর্শনীতে যোগদানের জন্য আমন্ত্রণ করিতেছি। সত্যানুরাগই জীবের উদারতার পরিচয়। আমরা সহর নবদ্বীপকে গৌরধামের বহির্ভূত কোন প্রদেশ বলিতেছি না, উহা নবদ্বীপেরই অন্তর্গত একটী দ্বীপ বলিয়া আমরা জানি। সুতরাং সহর-নবদ্বীপবাসী কাহারও কোন স্বার্থে আমরা আঘাত প্রদান করিতেছি না। তবে সহর নবদ্বীপের ভেটপ্রথা প্রভৃতি কয়েকটী অশাস্ত্রীয় ব্যাপারকে আমরা বহুমানন করিতে পারি না। আর শুধু আমরা কেন, কোন সজ্জনই বা উহা বহুমানন করিতে পারেন? সুতরাং আমরা তাঁহাদের সকলকেই বৃথা বাদাবিসম্বাদ হইতে নিবৃত্ত হইয়া সত্য সত্য ধামবাসের পরিচয় প্রদানের জন্য অনুরোধ করিতেছি।

অভিভাষণ

(শ্রীধাম-প্রচারিণী সভা—৪২৪ গৌরাব্দ)।

"আনন্দলীলাময় বিগ্রহায়,
হেমাভদিব্যচ্ছবি সুন্দরায়।
তস্মৈ মহাপ্রেমরস-প্রদায়,
চৈতন্যচন্দ্রায় নমো নমস্তে॥
নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেম-প্রদায় তে।
কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্যনাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ॥

সমাগত ভক্ত মহোদয়গণ,

আমাদের বড়ই সৌভাগ্য যে একটি বৎসর অতিক্রম করিয়া অদ্য পুনরায় আমরা **শ্রীমন্মহাপ্রভুর সর্ব্বজন-সেবিত শ্রীজন্মভিটায়** উপস্থিত হইয়াছি। যদিও শ্রীমন্মহাপ্রভু ও তদীয় পার্ষদ ভক্তবৃন্দ সম্প্রতি আমাদের জড়চক্ষুর অগোচর রহিয়াছেন, তথাপি সেই নয়নরঞ্জন শ্রীবিগ্রহ ৪২৪ বৎসর পরে ও সমাগত ভক্তগণ আমাদের সম্মুখে বিরাজমান হইয়া আমাদিগের হৃদয়ে সেই প্রকট লীলা উদ্দীপন করিতেছেন। যদিও গঙ্গার গতি পরিবর্ত্তনে এই শ্রীনবদ্বীপ ধামের প্রচুর পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, তথাপি বিদ্বজ্জন অনুসন্ধিৎসুর চক্ষে এই স্থানই সেই প্রাচীন নবদ্বীপ ক্ষেত্র এবং শ্রীগৌরের অপূর্ব্ব লীলা-ভূমি বলিয়া নিঃসংশয়রূপে স্বীকৃত হইতেছে।

শ্রীচৈতন্য-তৃতীয় শতাব্দীর শেষ পাদে শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর তৃতীয় অধস্তন শ্রীল নরহরি দাস শ্রীভক্তিরত্নাকর গ্রন্থে এই অপ্রাকৃত লীলাভূমির যে ভৌগোলিক সংস্থান

নির্দ্দেশ করিয়াছেন, উহাই শ্রীধাম-প্রচারিণী সভার সভ্যগণ কর্ত্তৃক প্রদর্শিত হইয়াছে ও বৈষ্ণবগণের এবং ঐতিহাসিকগণের নিকট অনুমোদন লাভ করিতেছে দেখিয়া আমরা আনন্দিত। শ্রীচৈতন্য-পাদপদ্মভক্ত শ্রীল বেদব্যাস শ্রীঠাকুর বৃন্দাবন তাঁহার ভাগবত গ্রন্থে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সাময়িক ঐতিহ্য সংশ্লিষ্ট স্থানের যে পরিচয় দিয়াছেন, উহাই অবিকৃতভাবে শ্রীল নরহরি দাস ও বর্ত্তমান কালে ধাম-প্রচারিণী-সভা লোকচক্ষের গোচর করিতেছেন। যদিও কাল-প্রভাবে নদীর গতি-বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে ঘটিতেছে, ও তাহা হইলেও তাৎকালিক লীলাস্থানের স্থান নির্দ্দেশ উদ্দেশে যে সকল স্থান বর্ত্তমানে আমরা দেখিতেছি, ঐগুলি অন্যত্র স্থাপিত হইবার কিছুমাত্র যোগ্যতা নাই। বৈদেশিক ধর্ম্ম ও তদবলম্বিগণের অধিষ্ঠান হেতু প্রাচীন পল্লীসমূহ ও ক্রিয়াকলাপ লোপ পাইলেও আজ আমরা চাঁদকাজীর সমাধি ও সেনবংশীয় রাজগণের প্রাসাদ ও ভগ্নস্তূপ ও তত্সংলগ্ন দীর্ঘিকা দেখিতেছি। নরহরি দাসের সময়ের উল্লিখিত গ্রামসমূহ আজও শ্রীমায়াপুরকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। গঙ্গানগর, ভারুইডাঙ্গা, বল্লালদীঘি, বামনপুকুর প্রভৃতি গ্রামগুলি বর্ত্তমান থাকিয়া অপ্রকটিত অন্তর্দ্বীপ প্রভৃতি কয়েকখানি গ্রামের সংস্থান নিরূপণ করিবার ব্যাঘাত করিতেছে না। যদিও কেহ কেহ অন্য উদ্দেশ্যে চালিত হইয়া প্রকৃত ঘটনায় সন্দেহ উৎপাদনে যত্নবান্ আছেন, তথাপি এতগুলি প্রমাণের বিরুদ্ধে তাঁহাদের কপোলকল্পিত কথা গুলির অধিক মান নাই জানিয়া তাঁহারা গৌণভাবে মৌনাবলম্বনে বাধ্য হইয়াছেন। কালপ্রভাবে নানা প্রকার তাৎকালিক উত্তেজনা নিবৃত্ত হইলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রকটভূমি নির্ব্বিবাদে সজ্জন-সমাদৃত হইবে। শ্রীধাম প্রচারিণী সভা কেবল যে লুপ্ত ধামের প্রকট সাধনে যত্নবান আছেন, এমত নহে, তাঁহাদের অশ্রান্ত উদ্যমে বৈষ্ণব জগৎ নানাপ্রকারে নিত্য আনন্দ লাভ করিতেছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত ধর্ম্ম বিশুদ্ধ ভাবে ... ব্যক্তিগণের মধ্যে প্রচার হয়, তজ্জন্য শ্রীধাম-প্রচারিণী-সভার সভ্যগণের ... যত্ন ও উদ্যম সম্বন্ধে ... কতকগুলি ব্যক্তি এ বিষয়ের প্রতিকূল চেষ্টায় অগ্রসর হইয়াছেন ইহা আমরা লক্ষ্য করিতেছি। শ্রীধাম-প্রচারিণী-সভার সহকারী সম্পাদক ভক্তবর শ্রীযুক্ত রায় বাহাদুর রাধাবল্লভ চৌধুরী ভাগবত-মহোদয় ভক্তিবিরোধী কোন ... সম্বন্ধে দুঃখিত হইয়া কয়েকটি ... অনুকার সভার আলোচ্যাঙ্গীভূত ... করিয়াছেন। তাহা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে কোন এক ব্যক্তি সমস্ত-শাস্ত্র-শিরোমণি চিরন্তন-নিখিল-বিবুধকুল-সেবিত-পদ, অপ্রাকৃত পরমহংসজনোপাস্য অষ্টোত্তরশতশ্রীক শ্রীমদ্ভাগবত, গ্রন্থকে অযথা কটাক্ষপাত পূর্ব্বক শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর সজ্জন-উপকারক একান্ত বেদসম্মত মতের অবমাননা করিয়াছে। ঐ প্রকার অযথা কটাক্ষ বা ঐ শ্রেণীর অপারিপক্ক অর্বাচীনগত-তাৎপর্য্য বৃথাভিমানিগণের ব্যক্তিগত সাম্প্রদায়িক মতসমূহ পরম প্রেমময় উদার মতের কুণ্ঠতা সাধন করিতে ব্যস্ত হওয়ায় আমাদের বক্তব্য এই যে, এই শ্রেণীর উপদেশকগণ উপদেশ লাভের জন্য পারমার্থিক শাস্ত্রে শিক্ষিত ব্যক্তিগণের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া জগতের মঙ্গল সাধন করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের মুখের এইরূপ অসংযত বাক্য আমাদের আর অধিক শুনিতে হইবে না এবং ইহাঁদের ক্রিয়াকলাপ যাহাতে অচিরে সংস্কার লাভ করে তৎসম্বন্ধে ধামপ্রচারিণী সভার কার্য্যকরী সমিতি হইতে তাঁহাদিগকে সংযত হইবার ও প্রকৃত শাস্ত্রাভ্যাসের উপদেশ প্রদান করা হয়। বলা বাহুল্য শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত ধর্ম্ম অপেক্ষা অর্দ্ধবিকসিত জ্ঞানচেষ্টার প্রাধান্য স্থাপন বালোচিত ক্রীড়ামাত্র। ঐ সকল অসংযত প্রচারকদিগকে সংযত করিবার উদ্দেশে ভক্তিশাস্ত্রের অধ্যাপকগণ স্ব স্ব গ্রামে চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়া প্রকৃত প্রস্তাবে ভক্তিশাস্ত্রের আলোচনায় অযোগে বদ্ধপরিকর হউন। বর্ত্তমান সভার বিগত অধিবেশনে সভাপতি মহাশয়ের উক্তিতে এই বিষয়ে কয়েকটী কথা প্রকাশিত হইয়াছে। পরম জ্ঞানীদিগের যিনি একমাত্র প্রাপ্য বস্তু, ভক্তগণের যিনি একমাত্র সেবনীয় হৃদয়ের ধন, প্রারব্ধশীল অনুষ্ঠান-প্রিয় জনগণের আরাধ্য যজ্ঞেশ্বর, শ্রীনন্দনন্দনাভিন্নবিগ্রহ শ্রীশচীদুলাল জগতের মঙ্গলের জন্য জগৎকে যথা-যোগ্য স্বীয় অকৈতব করুণা বিতরণ করুন। শ্রীশচীনন্দনের কৃপা ব্যতীত তদতিরিক্ত অন্য কোন বস্তুই যে জীবগণের আরাধ্য নহে, এই বিশুদ্ধ জ্ঞান লাভ হয় না। এই জ্ঞান যাহাদিগের হয় না, তাদৃশ কৃপণগণের সৌভাগ্য উদয়ের জন্য শ্রীমন্মহাপ্রভুর চরণে আমাদিগের ঐকান্তিক প্রার্থনা।"

একপয়সার গল্প

(শ্রীযুক্ত সত্যব্রত সেন এম, এ, বি, এল)

যে সময় বঙ্গ দেশে, দারিদ্র্য সন্তান আলপ্তুগিন বঙ্গপথ দিয়া যাইতেছিলেন: উদ্দেশ্য জীবিকা উপার্জ্জন। মধ্য পথে তিনি দস্যু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলেন। দস্যুগণ তাঁহাকে বলিল, "তোর কাছে যা কিছু আছে, আমাদিগকে দে। নৈলে তা ক'রে ছেড়ে দেওয়া হবে"। আলপ্তুগিন উত্তর করিলেন, 'কিছুতেই না'। তখন দস্যুগণ তাঁহাকে এক বৃক্ষের কাণ্ডের সহিত বন্ধন করিয়া দাঁড় করাইয়া, দূর হইতে তাঁহার দিকে লক্ষ্য করিয়া তীর ধনুক ধারণ করিল। দস্যুদলের ভবিষ্যৎ নায়ক এবং বিশাল সাম্রাজ্যের একচ্ছত্র সম্রাট্, বীর আলপ্তুগিন তখনও অচল, অটল। দস্যুগণ আলপ্তুগিনের অর্থের পরিবর্ত্তে তাঁহার জীবন দান করিতে স্বীকৃত, কিন্তু আলপ্তুগিন বার বার বলিলেন, 'যতক্ষণ শরীরে এক বিন্দু সামর্থ্য থাকিবে, ততক্ষণ তিনি নিজ ধন ত্যাগ করিবেন না।"

তখন দস্যুদের মধ্যে একজন তীর নিক্ষেপ করিয়া আলপ্তুগিনের বক্ষ বৃক্ষের কাণ্ডের সহিত গাঁথিয়া ফেলিল। আলপ্তুগিন কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন না।

দস্যুগণ অনুসন্ধান করিয়া আলপ্তুগিনের নিকট মাত্র এক পয়সা পাইলেন।

নিজের ধন যদি এক পয়সাও হয়, তাহার মূল্য জীবন অপেক্ষা অধিক। আর আমরা অমূল্য ধন ভগবৎ প্রেম কিসের পরিবর্ত্তে ত্যাগ করি?

তবে কথা এই যে, ভগবৎ প্রেমই যে অমূল্য নিধি, তাহা বুঝিতেছে কে? যেদিন মানুষ বুঝিবে, ভগবদ্বহির্ম্মুখ ভোগিকুলের ভোগ্য জ্ঞানে স্বীকৃত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অতুল ঐশ্বর্য্য ভগবৎ প্রেমসম্পদের তুলনায় অন্ধকণিকা তুল্য, যখন মানুষ বুঝিবে যাবতীয় ঐশ্বর্য্য ভগবৎ সেবোপকরণ জ্ঞানে পূজ্য, তাহাদের ভোগ্য নহে, যেদিন মানব জড়ীয় সম্পদে 'আমার' বুদ্ধি ছাড়িয়া ভগবৎ সেবার্থেই প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্যকে উৎসর্গ করিবে, সেই দিনই মানবের বীরত্বের—মনুষ্যত্বের পরিচয় দেওয়া হইবে। আলপ্তুগিন কেবলমাত্র পয়সার জন্য নহে, বীরত্ব প্রকাশের জন্য যেরূপ প্রাণের মায়া ত্যাগ করিলেন, ভগবৎসেবার জন্যই যদি সেইরূপ বীরত্ব প্রদর্শন হয়, তাহা হইলেই বল বীর্য্য ও সাহসের বাহাদুরী, নচেৎ তাদৃশ বীরত্বের কোন মূল্যই নাই। বীর তিনিই, যিনি মায়াকে পরাস্ত করিয়া ভগবৎসেবা-সৌভাগ্য বরণ করিতেছেন। "তুরা অযুত হস্তীর বল ধারণ করিয়াও তিনি অত্যন্ত দুর্ব্বল। "নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"—এই উপনিষদ্ বাক্যের উদ্দেশ্য শারীর বল সংগ্রহ নহে, ক্ষণভঙ্গুর শরীরের বলকে সম্বল করিয়া যাঁহারা আজ বিষ্ণু-বৈষ্ণবের সহিত স্পর্দ্ধা করিতে আসিতেছেন, তাঁহারা জানুন যে, ঐ উপনিষদ্বাণীর অর্থ নিখিল-বলাধার বলদেবাভিন্ন শ্রীগুরুদেবের নিকট প্রাপ্ত চিদ্বলে বলীয়ান্ হইয়াই ভগবানকে লাভ করা যায়। সুতরাং, মায়াজয়ী ভগবৎসেবকই প্রকৃত বলবান। বীর আলপ্তুগিনের ঐ একটী মাত্র পয়সার জন্য জীবনকে বিপন্ন করা সার্থক হইত,—যদি ঐ একটী পয়সা-রক্ষণ-কার্য্য ভগবৎ প্রীতিকে উদ্দেশ করিত। ভগবৎপ্রীতিকাম ভক্ত যে তাঁহার জীবনকে বিপন্ন করিয়া থাকেন, তাহা কেবলমাত্র প্রতিষ্ঠার জন্য নহে। ভক্ত প্রহ্লাদ বিষ্ণুবৈরী হিরণ্যকশিপুর শত নিষেধ সত্ত্বেও হরিনাম ত্যাগ করেন নাই, এমন কি হিরণ্যকশিপু যখন নানাপ্রকারে তাঁহার জীবন নাশের চেষ্টা করিয়াছিল, তখনও তিনি অচল অটল ভাবে সমস্ত নির্য্যাতন সহ্য করিয়াছিলেন, তথাপি হরিনাম ত্যাগ করেন নাই। ইহাকেই নাম বীরত্ব নহে কি? ঠাকুর হরিদাস যবনকুলোদ্ভূত হইয়াও কলমা না পড়িয়া হরিনাম করিয়াছিলেন বলিয়া তদানীন্তন মুসলমান শাসন-কর্ত্তা তাঁহাকে কত না নির্য্যাতন করিয়াছিলেন—একটী দুইটী নহে, বাইশটী বাজারে বেত্রাঘাত করাইয়াছিলেন—কিন্তু সহিষ্ণুতার মূর্ত্ত আদর্শ হরিদাস তখন কি বলিয়াছিলেন? হরিদাস বলিয়াছিলেন—

খণ্ড খণ্ড যদি হই যায় দেহ প্রাণ।
তবু আমি বদনে না ছাড়ি হরিনাম॥

আহা! এমন বীরত্বের পরিচয় আর কোথায় পাওয়া যাইবে? এ বীরত্ব কি শত শত সিংহবিক্রমকেও ধিক্কার প্রদান করিতেছে না? এই বীরত্বের নাম কৃষ্ণানুভব বা শরণাপত্তি। শরণাগত ভক্ত "কৃষ্ণই রক্ষা করিবেন কৃষ্ণই পালন করিবেন" এইরূপ দৃঢ়বিশ্বাস হৃদয়ে ধারণ পূর্ব্বক নিখিল বিঘ্নরাশির মস্তক পদদলিত করিয়া অকুতোভয়ে কৃষ্ণোন্মুখতোষণ-কল্পে বিশ্বে বিচরণ করিয়া থাকেন। তিনি তাঁহার সম্মুখে আগত মায়ারাক্ষসীর কোন বিভীষিকা দেখিয়াই বিচলিত হন না—কৃষ্ণে বিশ্বাস করেন না, অচল অটল স্থির ধীর ভাবে তাঁহার গন্তব্য পথে চলিতে থাকেন, বিঘ্নরাশি তাঁহাকে দেখিয়া দূরে পলায়ন করে। জগৎ কৃষ্ণার্থে অখিল-চেষ্ট শরণাগত ভক্তকে দাম্ভিক বলিবে? ভক্ত জগতের লোকের কোন মতামতকেই গ্রাহ্য করেন না, কৃষ্ণকার্য্য সেবাই তাঁহার প্রাণ, তদর্থে প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে তাঁহার বিন্দুমাত্র দ্বিধা বোধ নাই। কিন্তু তাই বলিয়া তিনি জগতের লোকের নিকট বীরত্ব দেখাইবার জন্য অর্থাৎ প্রতিষ্ঠা সংগ্রহের জন্য লালায়িত নহেন যে, তাঁহার মহামূল্য হরিভজনের জীবনটিকে লোকের প্রশংসাপ্রশংসার অপেক্ষায় লোকের দেয়ালের ছাড়া থাটিবার জন্য নিযুক্ত করিবেন। ভক্ত তাঁহার প্রত্যেক কার্য্যে কৃষ্ণপ্রীতিকে লক্ষ্য করেন বলিয়া তিনি তাঁহার জীবনের সদ্ব্যবহার উত্তমরূপেই

জানেন। যাঁহারা কেবলমাত্র কনক, কামিনী বা প্রতিষ্ঠা লাভের জন্য তাঁহাদের সুদুর্লভ মনুষ্য জীবনটাকে নিযুক্ত করিতেছেন, তাঁহাদের বুদ্ধি কিরূপে প্রশংসনীয়া হইতে পারে, তাহা সুধী-সমাজেরই বিবেচ্য।

নঃ প্রঃ সঃ]

শ্রীশ্রীগৌরজন্মোৎসব উপলক্ষে

(২৩শে মাঘ—৩রা চৈত্র)

শ্রীচৈতন্যাব্দ—৪৪৪

বিরাট আয়োজন হইতেছে, সকলে যোগদান করুন।
পারমার্থিক জগতে এক অভূতপূর্ব্ব আবিষ্কার

শ্রীধাম মায়াপুর নবদ্বীপ প্রদর্শনী

পরমার্থ-প্রদর্শনী, ভাগবত-প্রদর্শনী, শ্রুতি-প্রদর্শনী। বেদান্ত-প্রদর্শনী, সাত্বত-সম্প্রদায়-প্রদর্শনী, ভক্তিসিদ্ধান্ত প্রদর্শনী। গৌরবাণীবিনোদ-সেবা-প্রদর্শনী, পারমহংস্যধর্ম্ম প্রদর্শনী, দৈব-বর্ণাশ্রমধর্ম্ম-প্রদর্শনী। সার্ব্বজনীন প্রদর্শনী, সর্ব্বচিৎসমন্বয়-প্রদর্শনী। ভগবন্নাম-মহিমা-প্রদর্শনী, ভগবদ্-রূপ-মহিমা-প্রদর্শনী, ভগবদ্গুণ-মহিমা-প্রদর্শনী, ভগবল্লীলা প্রদর্শনী। ভগবৎ-পরিকর-মহিমা-প্রদর্শনী, ভগবদ্ধাম-মহিমা-প্রদর্শনী। ভগবৎসেবো-পকরণ প্রদর্শনী, সর্ব্ববৈষ্ণব-বৈভব-প্রদর্শনী, সৎসঙ্গ-মহিমা-প্রদর্শনী, সৎসঙ্গ-স্বরূপ-নির্ণয়-প্রদর্শনী। দুঃসঙ্গ-বর্জ্জন-শিক্ষা-প্রদর্শনী, দুঃসঙ্গ-স্বরূপ-নির্ণয়-প্রদর্শনী। সার্ব্বজনীন স্বদেশের সজ্ঞান-প্রদর্শনী, সত্যস্বরূপ প্রদর্শনী।

আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, ধনী-নির্ধন, ছোট-বড়, জ্ঞানী-অজ্ঞানী, সবল, দুর্ব্বল, অকাম-মোক্ষকাম-সর্ব্ব-কাম সকলেরই সর্ব্বপ্রকার শিক্ষার মন্দির, সার্ব্বজনীন সংকীর্ত্তন বেদী এই শ্রীধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপ-প্রদর্শনীতে সবান্ধবে যোগদান করুন।

"মৎসরতা"

(শ্রীপাদ রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিরত্ন)

পরশ্রী-কাতর অর্থাৎ অপরের সৌন্দর্য্য বা উন্নতি দেখিয়া যাহাদের মনঃকষ্ট উপস্থিত হইয়া পাঁজর ধসিয়া যায় এবম্বিধ পরসুখাসহিষ্ণুকেই মৎসর বলা হয়। এই মৎসরতার ন্যায় প্রায় শত্রু মনুষ্য জাতির আর একটীও নাই। এই মৎসরতা মানুষকে পশু অপেক্ষা হীনাতিহীন দীনাতিদীন করিয়া অশান্তিময়, সাগরের উত্তাল তরঙ্গে নিক্ষেপ করে। যাঁহারা অপরের ভাল দেখিয়া চক্ষুঃশূল অনুভব করেন, সংসারে তাঁহারাই সর্ব্বাপেক্ষা দুঃখী। ঐ প্রকার মৎসর ব্যক্তির নিরন্তর চেষ্টা, কি উপায়ে পাড়া প্রতিবেশীর অনিষ্ট সাধিত হইবে। অপরের অনিষ্ট দ্বারায় নিজের কোন লাভ না হইলেও মৎসরগণ অপরের অনিষ্ট চিন্তা ছাড়েন না; বরং অনিষ্ট সাধনে যাবতীয় উদ্যম প্রয়োগ করিতেও দ্বিধা বোধ করেন না।

কোন সময় কোন গ্রামে একটী মৎসর লোকের বাস ছিল। তিনি জাতিতে গৌড় ব্রাহ্মণ। তাঁহার ঐ পরশ্রী-কাতরতা-হেতু নানাকর্ম্ম-বিপাকে সংসারে সুখ মোটেই ছিল না। দুই বেলা উদর ভরিয়া আহার্য্য ও যথা-রীতি বসন ভূষণাদি সংস্থান করা তাঁহার পক্ষে বড়ই কষ্টকর ছিল। গ্রামের অন্যান্য ব্যক্তিগণ তাঁহার দুঃখ দৈন্য-দশা দেখিয়া যথেষ্ট সাহায্য করিতেন। কিন্তু তাঁহার মৎসর স্বভাব-হেতু সেই সকল উপকারী ব্যক্তিদিগেরও উন্নতি দেখিলে গাত্র-জ্বালা উপস্থিত হইত এবং মনে মনে তাহাদের অনিষ্ট কামনা করিতেন। তাঁহার নিজের পুত্র কন্যাগণকে বহু প্রকার চেষ্টা করিয়াও লেখা পড়া শিখাইতে পারিলেন না। সকল গুলি ছেলে মেয়েই মূর্খ হইয়া কাজ কর্ম্মে অকর্ম্মণ্য; কিন্তু পর-পীড়ন কার্য্যে যথেষ্ট দক্ষ। গ্রামবাসী কেহই ভালবাসেন না ও ভাল বলেন না; কিন্তু ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী তাঁহাদের গুণধর ছেলে মেয়ের প্রশংসায় শত মুখ।

ঐ ব্রাহ্মণের পরম হিতাকাঙ্ক্ষী নিকট-বর্ত্তী প্রতিবাসী কোন এক ধনাঢ্য অপুত্রকের একটী পুত্র হইল। ছেলেটী বেশ সুন্দর ও সুস্থকায়। ব্রাহ্মণটী যে পরশ্রী-কাতরতায় খুব মজবুত, তাহা গ্রামস্থ আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেই অবগত আছেন। তাই সময় সময় ঠাকুর মহাশয়কে খেপাইবার নিমিত্ত অনেকেই চেষ্টা করিতেন। ঐ ধনাঢ্য ব্যক্তির পুত্র হওয়ার পর কোনও এক ব্যক্তি কৌতুক করিয়া বলিলেন, "দেখুন ঠাকুর মহাশয়! ঐ বাটীর ধনীর কি সুন্দর একটী ছেলে হইয়াছে।" ব্রাহ্মণ উত্তর দিলেন—"ছেলে হইলে কি হইবে, এক পুত্রের বিশ্বাস কি? না ও বাঁচিতে পারে।" কিছুদিন পরে যখন ঐ ছেলেটী বয়ঃ প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে লেখা পড়ায় উন্নতি করিয়া এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়া সকোচ্চ বৃত্তি লাভ করিল, তখনও ঐ কৌতুকপ্রিয় ব্যক্তি বলিলেন, "কৈ ঠাকুর মহাশয়! আপনার কথা তো ঠিক রহিল না, ছেলেটী এবার এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়া—সরকারী বৃত্তি লাভ করিল; এখন কলেজে অধ্যয়ন করিতে যাইতেছে"। ব্রাহ্মণ উত্তর করি-লেন—'উহার পড়াশোনা এই পর্য্যন্তই শেষ, আর বেশী কিছু হইবে না।" তার পর এফ, এ, ও বি, এ, এবং এম, এ, পাশ করিয়া যখন আইন পড়িতে যায় তখন আবার ঐ ব্যক্তি বলিলেন, "কি ঠাকুর মহাশয়! দেখিলেন তো আপনার কথা সবই মিথ্যা হইয়া যাইতেছে। ছেলেটী এবার আইন পড়িতে গেল, যদি ও আইন পরীক্ষায় ভাল ফল করিতে পারিলে একটা বড় চাকুরী পাইবে।" তখন ব্রাহ্মণ উত্তর করিলেন, "আইন পরীক্ষায় পাশ করা বাবা গোজা নহে, তাহা কখনই হবে না।" যাহা হউক কিছু দিনান্তে ছেলেটী আইন পরীক্ষায় বিশেষ প্রশংসার সহিত উত্তীর্ণ হইয়া মুন্সেফ্ হইল। তারপরও যখন ঐ কৌতুকপ্রিয় ব্যক্তি বলিলেন,—"দেখুন ঠাকুর মহাশয়, আমি যাহা বলিয়াছিলাম তাহাই হইল। ছেলেটি মুনসেফ্ হই-য়াছে।" ব্রাহ্মণটীর গাত্র-জ্বালা নিবাইবার জন্য কোনও উপায় না পাইয়া ক্রোধে ওষ্ঠদ্বয় দংশন করিতে করিতে আরক্ত লোচনে বলিতে লাগিলেন,—"যাও যাও বাপু আমাকে এত বিরক্ত কর কেন? মুনসেফ্ হইলে কি হইবে, মাহিনা পাইবে না। উহা পরের চাকুরী আমরা করিতে চাহি না" (অর্থাৎ "আঙ্গুর ফল বড়ই টক্, পাই না তাই খাইনা), পরের তাঁবেদারী করিতে হইবে জানিয়াই আমার ছেলেরা বি, এ, এম, এ, পাশ করিয়া আইন পড়িতে যায় নাই। তাহারা স্বাধীন ভাবে আছে বেশ আছে। খায় দায়, বেড়ায়, ঘুমায়, তাহাদের মত কি আর মুনসেফ্ সুখী?"

এই চিত্রটী যেমন মৎসরতার একটী নিখুঁৎ চিত্র, তেমন চিত্রের অভাব আজকাল এই মৎসরতার চিত্রাগার সংসারে অতি বিরল। সর্ব্বত্রই দেখা যায়, কেহ কাহারও ভাল বা উন্নতি দেখিতে পারে না, উপকার করিবার ক্ষমতা না থাকিলেও অপকার করিবার বহু চেষ্টা দেখায়।

বর্ত্তমান কালে শ্রীশ্রীবিশ্ব বৈষ্ণব-রাজ-সভার প্রচারকবৃন্দের প্রশংসাবাদ মহিমা কীর্ত্তন-ধ্বনিতে বিশ্ব সম্পূরিত হইতেছে। দেখিয়া শুনিয়া তথাকথিত মৎস্যরবাজ কতকগুলি মৎসর ব্যক্তি ধৃষ্টতা পূর্ব্বক "উহা কিছু নয়, উহা কিছু নয়, উহা কিছু নয়" বলিয়া চীৎকার করিতে লজ্জা বোধ করিতেছেন না। তাঁহারা অনন্ত যোজন ব্যাপী সূর্য্যকে, করতল দ্বারা আচ্ছাদন করিতে যায়। ইহাতে যে দিনদিন বুদ্ধিহীনতার পরিচয় বাহির হইয়া পড়িতেছে, সেদিকে খেয়াল নাই। স্ব স্ব অবস্থা দুঃখ দৈন্যের প্রতি নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে নজর করিলে আর এরূপ বৃথা শ্রম করিয়া অনিবার্য্য গাত্র-জ্বালায় বিদগ্ধ হইতে হয় না।

কি আশ্চর্য্য! মানব জাতি পরস্পর পরস্পরের হিতাকাঙ্ক্ষী থাকিবেন; যদি কাহারও হিত করিতে সমর্থ না হন, তবুও অহিত কামনা করিবেন কেন! ইহাও যদি হইত যে, অপরের অহিত চিন্তা দ্বারা কিছু লাভ আছে, তাহাও যখন নাই এবং অপরের অহিত চিন্তা করিতে যাইয়া হৃদয়ে তুষানলের ন্যায় ধুধু আগুনের উপস্থিত হয়; সুতরাং এরূপ নৈসর্গিক ব্যাপারে লিপ্ত হওয়া বা থাকা আত্মকল্যাণেচ্ছু মানব মাত্রেরই কর্ত্তব্য নহে। অতএব যাঁহারা আত্মমঙ্গলের মঙ্গল ঘটটী পদাঘাতে চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া অমঙ্গলময় রাজ্যে বিচরণ-প্রয়াসী, তাঁহাদের চিরন্তন স্বভাব মৎসরতা।

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

শ্রীগৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয় হইতে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৪০, চল্লিশ টাকা।

১৭২৪ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে,

সপ্তচত্বারিংশ খণ্ডে সূচী ছাপা হইতেছে।

৪৬শ খণ্ড গ্রন্থ নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে ১৫।।০ সাধারণ পক্ষে ১০৸৶০। প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৶০, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ।০।

দশম স্কন্ধের ভিক্ষা ১২, অগ্রিম সাধারণের পক্ষে ৮, ।

৪৩ অধ্যায়ের ১৮ প্রাদশ সংখ্যা ছাপা হইয়াছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

“শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত”

সূচী প্রভৃতি সহ সম্পূর্ণ ছাপা শেষ হইয়াছে

আদি, মধ্য, ও অন্ত্যলীলা এবং সূচী ছাপা হইয়া সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছেন। যাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ২০, টাকা ভিক্ষার তৃতীয় সংস্করণ ৪, টাকায় না পাইয়া অপরের সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের জন্য চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছেন। সেই ২০, টাকার এই বিরাট গ্রন্থের শেষ সংখ্যা মাত্র ৫, টাকা ভিক্ষায় দেওয়া হইতেছে। গ্রাহকগণ সত্বর হউন পরে আর এ সুযোগ থাকিবে না।

শ্রীচৈতন্য লীলার ব্যাস অবতার

শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

সভাষ্য আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র গ্রন্থ ৮, স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫,

নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪।।০ টাকা

শ্রীধাম-মায়াপুর নবদ্বীপ প্রদর্শনীতে

শ্রীধর ভাণ্ডার, ঢাকা।

ঢাকার প্রসিদ্ধ বস্ত্র ব্যবসায়ী **শ্রীধর ভাণ্ডার** শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিয়াছেন। **ঢাকার বিখ্যাত মসলিন** ও নানাবিধ মিহিন ধুতী, সাড়ী, জামদানী কাপড় এবং **খদ্দরের** সাড়ী ধুতী, জামদানী সাড়ী, চাদর, ও উৎকৃষ্ট **মুগার কাজকরা** নানাপ্রকার কাপড় চাদর **শ্রীধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপ-প্রদর্শনীতে** এবং দোকানেও হইতে পাইকারী ও খুচরা বিক্রয় হইবে। পশ্চিম ও উত্তরবঙ্গ এবং এলাহাবাদ, বোম্বে, লক্ষ্ণৌ, পাঞ্জাব, মাদ্রাজ, দিল্লী প্রভৃতি স্থান হইতে আগত ভক্ত ও বাবুদিগণ এই স্থান হইতে প্রয়োজনীয় জিনিষ খরিদ করিতে পারিবেন। আমাদের দরের **সুলভতা**, কাপড় এবং মূল্য তাহা খরিদের বুঝিতে পারিবেন।

প্রদর্শনীর ঠিকানা—

শ্রীধর ভাণ্ডার ষ্টল

শ্রীধাম মায়াপুর-নবদ্বীপ-প্রদর্শনী

পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর (নদীয়া)

দোকানের ঠিকানা

শ্রীধর ভাণ্ডার, ৮নং নবাবপুর, ঢাকা।

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত ভক্তি গ্রন্থাবলী

যে সব উৎকলবাসী ভক্ত বাংলা অক্ষর পড়িতে জানেন না, তাঁহাদের শ্রীশ্রীল প্রভুর প্রচারিত পরম উপাদেয় ভক্তি-কথা জানিবার সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে উড়িয়া-অক্ষরে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হইয়াছে। বাংলা গ্রন্থের তুলনায় উড়িয়া গ্রন্থগুলির ভিক্ষাও অপেক্ষাকৃত অল্প।

গ্রন্থের নাম	ভিক্ষা
শ্রীহরিনাম চিন্তামণি, প্রতিখণ্ড	।।০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	১,
সাধন পথ (শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টক) প্রতিখণ্ড	।০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	।৵০
কল্যাণ কল্পতরু প্রতিখণ্ড	৵০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	।০
গীতাবলী প্রতিখণ্ড	৴১০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৵১৫
শরণাগতি প্রতিখণ্ড	৴০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৵৫

প্রাপ্তিস্থান { শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ, কটক এবং শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, পুরী

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিম্নলিখিত মঠসমূহে প্রাপ্তব্যঃ—

১। শ্রীচৈতন্য মঠ,—পোঃ শ্রীধামমায়াপুর, (নদীয়া)।
২। শ্রীগোরগদাধর মঠ,—চাঁপাহাটি, সমুদ্রগড় পোঃ, (বর্দ্ধমান)।
৩। শ্রীভাগবত আসন,—ভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৪ শ্রীগৌড়ীয় মঠ,—১নং উল্টাডাঙ্গা জংশন রোড, কলিকাতা।
৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ,—সাতাসন, পুরী।
৬। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ,—উড়িয়া বাজার, কটক।
৭। শ্রীভাগবত মঠ,—চিন্দাগ্রাম, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।
৮। শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ,—৪৩নং অগস্ত্যকুণ্ড, কাশী, ইউ, পি।
৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,—চিরঘাট, বৃন্দাবন, মথুরা, ইউ, পি।
১০। শ্রীপরমহংস মঠ—নৈমিষারণ্য পোঃ, সীতাপুর, ইউ, পি।
১১। শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ,—কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল, পাঞ্জাব।
১২। শ্রীমাধবগৌড়ীয় মঠ,—৩নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।
১৩। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ,—বালিয়াটি, ঢাকা।
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম,—আমলাযোড়া, রাজবাঁধ পোঃ, বর্দ্ধমান।
১৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ,—ঝুমরকোন্দা, চিরকুণ্ডা পোঃ, মানভূম।
১৬। শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয় মঠ,—আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী, উড়িষ্যা।
১৭। শ্রীগৌড়ীয় মঠ কার্য্যালয় ১০১ ক্লেমান রোড, নিউদিল্লি

এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণের নিকটও নদীয়া-প্রকাশ প্রাপ্তব্য।

১। শ্রীযুক্ত জনার্দন ঘোষ—ক্লে রোড, খুলনা
২। শ্রীযুক্ত রাধাচরণ গোস্বামী ডাক্তার—দেওয়ানগঞ্জ, হলদিবাড়ী কুচবিহার।
৩। শ্রীযুক্ত রামরঞ্জন রায়—১৩।২নং শ্রীগোপাল মল্লিক লেন, কলিকাতা
৪। মিঃ এল ডি, মুখার্জ্জি—এম, এস, ওয়ার্কস দি মল, কানপুর।
৫। শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী জ্যোতিভূষণ—স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া
৬। শ্রীরাসবিহারী দাস অধিকারী, নবদ্বীপ।
৭ শ্রীনিরাজমোহন দে—মনমোহন প্রেস, নবাবপুর, ঢাকা।
৮। শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় বেড়াচাঁপা, ২৪ পরগণা।
৯। শ্রীপদ্মনাভ চট্টোপাধ্যায় এ, এ,৮ এম্, ধানবাদ

অন্যথা না ভজে কৃষ্ণ, ভজে সঙ্গ করে। পুন সেইমত মায়া পাশে ডুবি মরে

শ্রীচৈতন্যমঠের গ্রন্থাবলী

শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুর বিরচিত

ভক্তি-গ্রন্থাবলী।

উৎকৃষ্ট কাপড়ে বিলাতী ধরণে বাঁধাই স্বর্ণালঙ্কৃত। চতুর্থ সংস্করণ। বিস্তৃতবিষয়সূচীসহ

জৈবধর্ম্ম

বাঁধাই ২৲ দুই টাকা।

প্রকাশিত হইয়াছে

সনাতন ধর্মশাস্ত্র বেদ, বেদান্ত, উপনিষৎ গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত, পুরাণ, ইত্যাদি সকল গ্রন্থ পাঠ করিবার অবসর অতি অল্প মানবের ঘটিয়া থাকে। অনেকের যোগ্যতা না থাকায় সেই সমস্ত গ্রন্থের মর্ম্ম অবগত হইতে পারেন না। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বাঙ্গালীর এই অসুবিধা দূরীকৃত করিবার জন্য এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

বিদ্যালয়ের ছাত্র বা শিক্ষকগণের বিশেষ পাঠ্য, এই হেতু শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টার বাহাদুর উক্ত সমস্ত বিদ্যালয়ের জন্য অনুমোদন করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

প্রথম খণ্ড ভিক্ষা—১৲ একটাকা

যুক্তিপূর্ণ শাস্ত্রবাক্য দ্বারা প্রত্যেক মানবের নিত্য কর্ত্তব্য ও অনিত্য সাময়িক কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। গ্রন্থের প্রতি উক্তি সনাতন শাস্ত্রবাক্য দ্বারা সমর্থিত ও প্রমাণিত হইয়াছে। দেহের, মনের ও আত্মার ধর্ম্ম কি? স্বদেশ, সমাজ, নীতি, ধর্ম্ম কি? ইত্যাদি বিষয় ক্রমানুসারে এমন সুন্দরভাবে যুক্তিসহকারে আলোচিত হইয়াছে যে, প্রথম পংক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত পাঠ না করিয়া নিবৃত্ত হওয়া যায় না।

শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ভিক্ষা ৵০

ঐ প্রমাণ খণ্ড ভিক্ষা ৵০

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিহার ও লীলাভূমি নয়টী দ্বীপ-সমন্বিত। এই নয় দ্বীপের প্রাচীন বিবরণ প্রত্যেক দ্বীপে শ্রীমহাপ্রভুর লীলা—প্রত্যেক দ্বীপের পরিচয়, শ্রীধাম-মাহাত্ম্য সাধারণবাদ কি? ইত্যাদি বিষয় বিশেষভাবে মনোহর ছন্দে বর্ণিত। পকেট সাইজ প্রায় ১৬০ পৃষ্ঠা।

শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ

ডবল ক্রাউন-র কালীতে উত্তম কাগজে ছাপা—শ্রীনবদ্বীপধাম দর্শনে ভাবুক দর্শনকারীর কি প্রকার ভাবের উচ্ছ্বাস হয়, তাহা এই গ্রন্থে বর্ণিত। অতি চমৎকার। ভিক্ষা চারি আনা।

সাধনপথ

৶০ দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভুকে উপদেশচ্ছলে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে ভাগবতের অনুকূল ও প্রতিকূল বিচার অতি সুন্দরভাবে বিবৃত হইয়াছে। ইহা ছাড়া শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর, উপরিউক্ত শিক্ষা, ও উপদেশ বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব-জগতে অভিনব গ্রন্থ !!

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতি-গ্রন্থাবলী :-

শরণাগতি

পকেট সাইজ অষ্টম সংস্করণ ভিক্ষা /০ আনা

দেহ ও ধনের চেষ্টা অনিত্যবস্তু লইয়া—ইহা যখন জীব বুঝিতে পারে, তখন একমাত্র নিত্যবস্তু শ্রীভগবানের প্রতি তাঁহার কোন জাতীয় আবেগময়ী প্রার্থনা হয় এবং শ্রীভগবানে সর্ব্বান্তঃকরণে নিষ্কপটে কি প্রকারে শরণাপন্ন হইতে হয়, ইত্যাদি বিষয়ক প্রাণস্পর্শী প্রার্থনা ও আত্মসমর্পণমূলক গান। তৃতীয় সংস্করণও প্রকাশিত হইয়াছে।

ভিক্ষা প্রতি খণ্ড /০ এক আনা

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা— /০, নবদ্বীপশতক— ৷০

অর্চ্চনপদ্ধতি—/০

কল্যাণকল্পতরু

পকেট সাইজ পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা /১০

আমরা প্রত্যহ নূতন অভাব ও কামনার বশবর্ত্তী হইয়া পুনঃপুনঃ যে অকল্যাণকে কল্যাণ বলিয়া গ্রহণ করি এবং যাহার নিকট কল্যাণ কামনা করি, তিনি যে নিত্য বা যথার্থ কল্যাণ প্রদানে অসমর্থ এবং কোন বস্তু আমাদের নিত্য কল্যাণপ্রদ এবং কি ভাবে আমরা সেই কল্যাণলাভে সমর্থ হইব, এই সকল কথা সরল গানে লিখিত। এই গীতিগ্রন্থ বাস্তবিক কল্যাণের কল্পতরু; যদি প্রত্যেককে নিত্যকল্যাণ প্রদানে [illegible]

বিজ্ঞাপন

বেঙ্গল লেজিস্‌লেটিভ কাউন্সিল নদীয়া অমুসলমান সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি পুনর্নির্ব্বাচন।

এতদ্বারা সর্ব্ব সাধারণকে জানান যাইতেছে যে নদীয়া জেলার অমুসলমান সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি শ্রীযুক্ত রণজিৎ পাল চৌধুরী মহাশয়ের বঙ্গীয় লেজিস্‌লেটিভ কাউন্সিলের সদস্য পদত্যাগে মাননীয় বঙ্গীয় গভর্ণর সাহেব মহোদয় পুনর্নির্ব্বাচনের জন্য আদেশ প্রদান করিয়াছেন।

আমি উক্ত নির্ব্বাচন ব্যাপারে রিটার্ণিং অফিসারের কার্য্য করিব। নির্ব্বাচন পত্রাদি আগামী ৫ই ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত রবিবার ব্যতীত অন্য দিবস বেলা এগারটা হইতে তিনটার মধ্যে আমি স্বয়ং অথবা হেডকোয়াটার হইতে আমার অনুপস্থিতিকালে সিনিয়র ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট কর্তৃক কালেক্টরেট আফিসে আমার খাস কামরায় কিম্বা সিনিয়র ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের আফিসে গৃহীত হইবে।

আমি স্বয়ং কালেক্টরেট আফিসে আমার খাস কামরায় আগামী ১৯৩০ সালের ৬ই ফেব্রুয়ারী বেলা এগার টা ত্রিশ মিনিটের সময় নির্ব্বাচন পত্র সমূহ পরীক্ষা করিব।

নির্ব্বাচন-পত্র আমার আফিস হইতে পাওয়া যাইবে।

নদীয়া ম্যাজিষ্ট্রেসী	(স্বাক্ষর) টি সি রায়
২৩-১-৩০	ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ও
	রিটার্ণিং অফিসার,
	নদীয়া।

রেজেষ্টরীকৃত

মদন মঞ্জরী

বটিকায় ধ্বজ ও ধাতুবিকার, ইন্দ্রিয়শক্তির হ্রাস, অতিরিক্ত শুক্রক্ষয়, বহুমূত্র, মাথাঘোরা, বুক ধড়্‌ফড়ানি, অনিদ্রা প্রভৃতি লক্ষণ সত্বর নির্দ্দোষ আরোগ্য হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ৩০ বটী ১৲ এক টাকা,

"অপূর্ব্ব সর্ব্বপাখারি ঘৃত"

পুরুষত্বহানি রোগে বাহ্যপ্রয়োগ দ্বারা আরোগ্য করিয়া শক্তিসঞ্চার করে। মূল্য ২ তোলা ১ টাকা।

"রমণবিলাসিনী বটিকা"

বীর্য্যধারণ করত সম্ভোগশক্তি স্থায়ী ও বৃদ্ধি করিতে অত্যাশ্চর্য্য। মূল্য ১০ বটী ১৲ এক টাকা।

রাজবৈদ্য আর্য্যাশ্রমজী, কেশরঞ্জী

১৭৭নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

বিজ্ঞাপন

সাবধান! সাবধান!! সাবধান!!!

জে, বি, দত্তের ঢাকা 'শশি বাদাম তৈল

খাঁটি ও অকৃত্রিম এবং উপকারিতায় সর্ব্বজন-পরিচিত ও বহু প্রশংসিত।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী *J. B. Datta & Co.* নাম লেখা দেখিয়া খরিদ করিবেন। নতুবা জুয়াচোরগণ কমদরের কৃত্রিম তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে।

নিবেদক—জে, বি, দত্ত

ফেরাস কুইনিন

নূতন এবং পুরাতন ম্যালেরিয়ার যম

ইহাতে উপযুক্ত মাত্রায় আইরণ, হাইড্রোক্লোরেট কুইনিন, আর্সেনিক এবং [illegible] আছে।

এই ফেরাস-কুইনিন দ্বারা ইনজেকশন করিলে একটী বা দুইটী ইনজেকশনেই সকলপ্রকার কঠিন ম্যালেরিয়া জ্বর বন্ধ করে এবং ছয় হইতে [illegible] টী ইনজেকশনে ম্যালেরিয়ার সমস্ত উপসর্গ নষ্ট করে। [illegible]

৬ এম্পুলপূর্ণ প্রতি বাক্স—মূল্য ২৲, [illegible] টাকা

বাইও-কেমিক্যাল এণ্ড ক্লিনিক্যাল [illegible] প্রাপ্তব্য। ২৯১ [illegible] লেন, [illegible]

পর-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

এখানে আহার এবং বাসস্থান দিয়া ছাত্রদিগকে বিভিন্ন শিক্ষণীয় বিষয় শিক্ষা দিবার বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। অনেক ছাত্র ইতোমধ্যেই আসিয়া পাঠ আরম্ভ করিয়াছেন। বর্তমান বর্ষে সকল ছাত্রই গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

প্রধান অধ্যাপক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রচন্দ্র কাব্য ব্যাকরণ-সাংখ্য-বেদান্ত-ষড়দর্শনতীর্থ, সাংখ্যভূষণ, বেদান্তরত্ন, সাহিত্যশাস্ত্রী, সুদর্শনবাচস্পতি।

অধ্যাপক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গোবর্দ্ধন ব্রহ্মচারী ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীধাম মায়াপুর পরবিদ্যাপীঠ, (নদীয়া)।

বেদনাঞ্জন

শ্রেষ্ঠরত্ন

কলিকাতা কংগ্রেস একজিবিশন হইতে বহু প্রশংসা প্রাপ্ত ও বহু গণ্যমান্য ভদ্রমহোদয়গণ কর্তৃক প্রশংসিত।

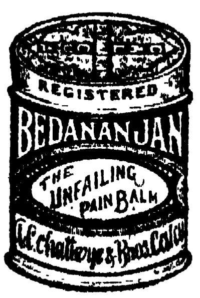

আজকাল বাজার-চলন মিশ্রিত ও বিষাক্ত আহার্য সেবনে শরীরের রক্ত সহজেই দোষিত হইয়া পড়িতেছে; রক্তই মানব-দেহের শ্রেষ্ঠ উপাদান, এই রক্ত দোষিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মানব বাত, বেদনা, মাথাধরা, মাথা-ঘোরা, দৃষ্টিশক্তির হ্রাস, দাঁতের গোড়া ফুলা, দাঁত কনকনানি, দাঁতে পোকা এবং দাগ, চুলকানি প্রভৃতি কষ্টদায়ক চর্মরোগে আক্রান্ত হইতেছে। যদি আপনি একান্তই ব্যাধিমুক্ত হইতে চান, তাহা হইলে অযথা পয়সার অপব্যয় না করিয়া অল্প ব্যয়ে এক শিশি বেদনাঞ্জন ক্রয় করিয়া ইহার কার্যকারী-শক্তি উপলব্ধি করুন। অন্যের তুলনায় মূল্য অত্যন্ত অল্প। এক শিশি ।৹ আনা মাত্র মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান—এ, সি, চাটার্জ্জী এণ্ড ব্রাদার্স।

৬৫নং হুগলী লেন, শালকিয়া, হাওড়া।

সকল মনিহারী দোকানে ও বড় বড় ডাক্তারখানায় পাওয়া যায়।

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

যদিও অদ্যাপি প্রকৃত মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য, তথাপি যাঁহারা নানাবিধ অনিয়মিত উপায়ে অপরিমিত শক্তি নষ্ট করিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন এবং নানা প্রকার মেহ, প্রমেহ, ধাতুদৌর্বল্য, স্নায়বিক দুর্বলতা, বহুমূত্র, স্বপ্নদোষ, পারদ-সংক্রান্ত পীড়া, অম্ল এবং স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে বাধক, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, প্রদর, শ্বেত ও রক্তপ্রদর, হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি রোগে ভুগিয়া জীবনে নিরাশ হইয়াছেন তাঁহারা আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটাল সাহেবের আবিষ্কৃত **ইলেক্ট্রিক সলিউসন** ব্যবহার করিয়া বাঁচিতে পারেন, তাহার শত সহস্র প্রমাণ প্রাপ্ত হইতেছে। যাঁহারা অন্যান্য বহুবিধ ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরোগ্য হইতে পারেন নাই, তাঁহারা একবার এই ঔষধটী ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক মাসের ব্যবহারোপযোগী এক শিশি ঔষধ ডাকমাশুল সহ ১॥৹ টাকা মাত্র।

সোল এজেণ্ট—ডাঃ ডি, ডি, হাজরা।

ফতেপুর, গার্ডেনরিচ পোঃ, কলিকাতা।

ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

অধ্যক্ষ

শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম.এ., এফ.সি.এস (লণ্ডন)

ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক

(প্রোফেসারের)

আয়ুর্বেদীয় ঔষধ বিশুদ্ধ ও শাস্ত্রমতে নিজ তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হয়। পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ক্যাটালগ পাঠান হয়। রোগের বিবরণ জানাইলে যত্নপূর্বক ব্যবস্থা দেওয়া হয়। চিঠি পত্রাদি সম্পূর্ণরূপে গোপন রাখা হয়।

মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দুর)

(বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৮ টাকা

উৎকৃষ্ট স্বর্ণ, পারদ ও আমলাসার গন্ধক দ্বারা যথাশাস্ত্র প্রস্তুত।

নিত্য প্রয়োজনীয় সর্ব্বরোগনাশক মহৌষধ

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৩৲ টাকা

উৎকৃষ্ট কাশীর আমলকী, বংশলোচন প্রভৃতি যাবতীয় উপাদানে পূর্ণ মাত্রায় যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। কাশ, হাঁপানি, সর্দি, যক্ষ্মা, স্বরভঙ্গ, হৃদরোগ প্রভৃতি রোগের মহৌষধ। সর্বপ্রকার দুর্বলতা নাশক ও বলকারক পুষ্টিকর রসায়ন না খাইয়া বিশেষ।

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬৲ টাকা

ইহা সেবনে ধাতুদৌর্বল্য, শুক্রতারল্য, স্বপ্নদোষ, প্রমেহ ও ধ্বজভঙ্গ সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায়। ইহা অপরিসীম আনন্দদায়ক রসায়ন

অবলাবান্ধব যোগ

প্রদর, বাধক প্রভৃতি জরায়ুদোষ ও যোনিগত জরায়ুরোগ রোগের মহৌষধ।

মূল্য—১৬ মাত্রা ২৲ টাকা। ৫০ মাত্রা ৫৲ টাকা মাত্র।

বিশুদ্ধ জল! ভয় নাই! বিশুদ্ধ জল!!

লক্ষ্মী টিউব-ওয়েল কোং

২০৫নং নবাবপুর, ঢাকা

বর্তমান বিজ্ঞানের নব-আবিষ্কৃত যন্ত্রাদি দ্বারা উন্নত বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে নলকূপ (*Tubewell*) নির্মাণ করা হয়। ... ম্যাজিষ্ট্রেট, জিলা-বোর্ডের চেয়ারম্যান, ইঞ্জিনিয়ার, জমিদার, তালুকদার প্রভৃতি গণ্যমান্য ভদ্রমহোদয়গণ এই কোম্পানীর কার্য দেখিয়া প্রশংসা করিয়াছেন। রাসায়নিক পরীক্ষায় জল বিশুদ্ধ না হইলে মূল্য গৃহীত হয় না। বিস্তৃত বিবরণের জন্য পত্র লিখুন।

বিজ্ঞাপিত কেন?

সাধারণের বিশ্বাস, মানবের দুঃখ না হইতে পারে তাহার পন্থা ইত্যাদি সম্বলিত "আনন্দ" গ্রন্থখানি যিনি পাঠ করেন নাই, তিনি আবেদন করুন: বিনামূল্যে প্রাপ্ত হউন। উহা পাঠে উপকৃত হইয়া ১৫০০০ হাজার লোক কৃতজ্ঞ হইয়াছেন। প্রায় ৫০ বৎসরের পরীক্ষিত, শুক্রতারল্য, স্বপ্নদোষ ইত্যাদির যম "আতঙ্ক-নিগ্রহ বটিকা।" প্রতি কৌটার মূল্য ১৲ টাকা। প্রোপ্রাইটার—আতঙ্ক নিগ্রহ ফার্ম্মেসী, ২১৪ নং বহুবাজার কলিকাতা।

মনোমোহন প্রেস

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা

পূর্ব্ব-বাঙ্গালায় সুলভে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত
বৈদ্যুতিক মেশিনে দিবারাত্র কাজ চলিতেছে
বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,
৯০নং নবাবপুর, ঢাকা।

কৃষ্ণনগর নদীয়া প্রকাশ প্রেস হইতে শ্রীকৃষ্ণ ... ব্রহ্মচারী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

স্থনামা সংস্করণ   Registered No. C 1511

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১
প্রতি কলম ৬
অর্দ্ধ কলম ৩।০
সিকি কলম ২
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র।

[illegible]

৪র্থ খণ্ড]   সম্পাদক—প্রত্নবিদ্যালঙ্কার শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী   [২৭ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্য মঠ শ্রীধাম মায়াপুর ১৬ই মাঘ বৃহস্পতিবার ১৩৩৬ ৩০শে জানুয়ারী ১৯৩০

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভাগবতম্ [illegible] প্রভৃতি সহ	[illegible]	১৬।	[illegible]
[illegible]	[illegible]	১৭।	[illegible]
[illegible] নদীয়া-প্রকাশ গ্রাহক পক্ষে	/০	১৮।	[illegible]
[illegible] শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৪র্থ সংস্করণ	৫	১৯।	[illegible] নবদ্বীপ পরিক্রমা।
গৌড়ীয়-গীতা [illegible]	[illegible]	২০।	শ্রীনবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য
[illegible]	[illegible]	২১।	নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য [illegible]
[illegible]	।০	২২।	শ্রীনবদ্বীপ [illegible]
শ্রীচৈতন্য [illegible] ও শ্রীনবদ্বীপ [illegible]	[illegible]	২৩।	[illegible]
,, ,, ,,	আর্ট [illegible] ৸০	২৪।	[illegible] সাধনকল্প [illegible]
[illegible]	আর্ট [illegible] ।০		[illegible]
[illegible]	আর্ট [illegible] ।০	২৫।	[illegible]
[illegible]	।০	২৬	[illegible]
[illegible]	[illegible]	২৭।	[illegible]
[illegible]	।০	২৮।	[illegible] প্রথম [illegible]
[illegible]	[illegible]	২৯।	[illegible]
শ্রীহরিনামচিন্তামণি [illegible] সংস্করণ	[illegible]	৩০।	শ্রীমহাপ্রভুর শিক্ষা
[illegible]	[illegible]	৩১।	[illegible]
(প্রেমবিবর্ত্ত [illegible] সংস্করণ)	[illegible]	৩২।	[illegible]
[illegible]	[illegible]	৩৩।	[illegible] দ্বিতীয় সংস্করণ।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

শ্রীধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপ-প্রদর্শনী, নদীয়া

(৬ই ফেব্রুয়ারী হইতে ১৭ই মার্চ্চ ১৯৩০ পর্য্যন্ত)

প্রদর্শনীর [illegible] জ্ঞাতব্য বিষয়ের জন্য
সেক্রেটারী মহোদয়ের নিকট
আবেদন করুন।

শ্রীকুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ,
শ্রীচৈতন্য মঠ, শ্রীধাম মায়াপুর পোঃ আঃ (নদীয়া)।

ইংরাজী ভাষায় ভক্তিগ্রন্থ

১। [illegible]
২। [illegible]
৩। [illegible]
৪। [illegible]
৫। [illegible]
৬। [illegible]

দেবনাগরাক্ষরে ভক্তিগ্রন্থ

১। [illegible]
২। [illegible]
৩। [illegible]
৪। [illegible]
৫। [illegible]
৬। [illegible]

[illegible]

নির্বাচন তারিখ

[illegible]

কারাবন্দীদের প্রতিবাদ

[illegible]

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১৬ই মাঘ বৃহস্পতিবার—১৩৩৬

প্রদর্শনী প্রসঙ্গ.

প্রদর্শনীর পণ্যমণ্ডপ-নির্ম্মাণ-কার্য্য একরূপ শেষ হইয়াছে। প্রদর্শনী-ক্ষেত্রে প্রচুর আলোক সরবরাহের জন্য বৈদ্যুতিক আলোকের ব্যবস্থা হইয়াছে। গত ২৬শে জানুয়ারী হইতে ইলেক্‌ট্রিক মিস্ত্রীসকল কার্য্য আরম্ভ করিয়াছে। কার্য্যও অনেকটা অগ্রসর হইয়াছে।

শ্রীধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপ-প্রদর্শনী ব্যাপারে সমস্ত ভারতে এক মহা [illegible] পড়িয়াছে। ভারতের বিভিন্ন অংশ হইতে দর্শক ও প্রদর্শক সংবাদে বহু লোক আসিতেছেন। শ্রীচৈতন্যমঠের সেবকগণ দিবারাত্র পরিশ্রম করিতেছেন। প্রদর্শনী ক্ষেত্র উত্তর পার্শ্বে ইষ্টকপ্রাচীর এবং দক্ষিণ ও পশ্চিম পার্শ্বে করোগেটের প্রাচীর ও পূর্ব্ব পার্শ্বে শ্রীমঠ, মন্দিরাদি দ্বারা উত্তমরূপে বেষ্টিত। শান্তিরক্ষার জন্য যথোপযুক্ত পুলিশ পাহারার বন্দোবস্ত থাকিবে। এতদ্ভিন্ন স্বেচ্ছাসেবকগণ দলে দলে দর্শক ও প্রদর্শকগণের অভাব অসুবিধা পর্য্যবেক্ষণ করিবেন। যাঁহারা স্বেচ্ছাসেবক হইতে চাহেন তাঁহারা অচিরেই প্রদর্শনীর সম্পাদক মহোদয়ের নিকট আবেদন করুন।

শ্রীধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপ-প্রদর্শনী ফলভোগাভিলাষী কর্ম্মিগণের কর্ম্মকাণ্ডের অন্তর্গত একটী নগণ্য-ব্যাপার মাত্র নহে যে উহাতে ২।৪ দিন বাজনা হৈ চৈ করা মাত্রই সার হইবে, ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য ভগবৎ প্রীতিকামনা থাকায় ইহার প্রতি যিনি যেমন ভাবে যেমন কার্য্যই করুক না কেন, যেহেতু [illegible] প্রদর্শন করিবেন, তিনি সেই পরমার্থে নিশ্চয়ই লাভবান্ হইবেন। শুদ্ধভক্তগণ কোন কর্ম্মকাণ্ডের আবাহন পূর্ব্বক লোকসকলকে কাম্যপুণ্যার্জ্জনে ব্যাপৃত করিয়া বঞ্চনা করেন না। তাঁহারা নিত্যের সেবক বলিয়া তাঁহাদের কোন কর্ম্মই অনিত্য নহে। তত্ত্বান্বেষী সুধী সম্প্রদায় অনায়াসেই প্রদর্শনীর এই পারমার্থিক উদ্দেশ্যটি লক্ষ্য করিতে পারিবেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচার-প্রচার-লীলা-

বৈশিষ্ট্য জগতে যত প্রচারিত হইবে, ততই জগতের মঙ্গলোদয় হইবে। ভারত আজ 'স্বাধীনতা' 'স্বাধীনতা' বলিয়া চীৎকার করিতেছেন, শুধু চীৎকার নহে, এক একটী মহামূল্য জীবন পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করিতেছেন, তাঁহারা যদি একবার মহাপ্রভু তাঁহাদিগকে কি অপূর্ব্ব স্বাধীনতার সংবাদ দিয়া গিয়াছেন, তাহার একটুও সন্ধান রাখিতেন, তাহা হইলে আজ আর তাঁহাদিগকে এমন করিয়া 'হা হতোস্মি' করিতে হইত না। আজ ভারতের শিক্ষিত সম্প্রদায় যে 'স্বদেশ' 'স্বদেশ' বলিয়া ক্রন্দন করিতেছেন, সে স্বদেশ তাঁহাদের কোথায়? কর্ম্ম-বন্ধন জীব-সংশোধনের কারাগারকেই কি তাঁহারা স্বদেশ বলিবেন? কারাগারে কি কোন সুখ সম্ভব হইতে পারে? হে স্বদেশপ্রিয় ভারতবাসি, তোমরা আস্তিক হও, ভগবৎপাদপদ্মে বিশ্বাস কর, ভগবদ্ধামকেই স্বদেশ বল, যে স্বদেশ লাভের জন্য বৈদেশিক বিচার অবিচারের জন্য তোমাদিগকে বিন্দুমাত্র উদ্বেগ পাইতে হইবে না। হে [illegible], মায়িক এশ্বর্য্যের মায়ামুগ্ধ আবদারের নিকট সুবিচার প্রার্থনা করিও না, তাহারা মায়িক ঐশ্বর্য্যে অন্ধ হইয়া সকলেই সদসদ্বিবেক শূন্য হইয়াছে, স্ব স্ব ইন্দ্রিয়তর্পণই মায়ামুগ্ধ জীবের প্রধান সাধন হইয়াছে, সুতরাং তাহাদের নিকট নিরপেক্ষ বিচার প্রার্থনা করা বা মান অভিমান প্রকাশ করা বৃথা। তোমরাও মায়ামুগ্ধ হইয়া নিজ নিজ অভীষ্ট ভুলিয়াছ, যাহা আপন নয়, তাহাকে আপন করিতে ছুটিয়াছ, আবার যাহারা তোমাদিগের সে ভ্রান্ত বিচারের অনুমোদন করিতেছে না, তাহারাও [illegible] ভুলিয়াছে। বন্ধুগণ! তোমাদের উভয়পক্ষের এ ভুলের সমাধান হউক। যে পরমার্থ ব্যাপারটীকে তোমরা একেবারেই অগ্রাহ্য করিতেছ, সেই ব্যাপারটীই তোমাদের সকল সুখদুঃখের হর্ত্তা-কর্ত্তা। পরমার্থ-হীনতাই যে তোমাদের দুঃখ এবং পরমার্থ-পূর্ণতাই যে তোমাদের সুখ, তাহাই তোমাদের একমাত্র অনুসন্ধেয় বিষয় হউক। তোমরা আজ যাহাকে স্বাধীনতা মনে করিয়া তাহা পাইতেছ না বলিয়া দুঃখে শোকে ক্ষোভে তাপে নিতান্ত ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িতেছ অথবা বিজাতীয় ক্রোধ বা বিদ্বেষ আসিয়া তোমাদের হৃদয় অধিকার করিতেছে, তাহা যে তোমাদের নিতান্ত মায়াবদ্ধতার পরিচয়, তাহা চিন্তা কর। যদি বল যে আমরা ভগবদিচ্ছাতেই স্বাধীনতার জন্য পুরুষকার প্রদর্শন করিতেছি, কিন্তু যাহা অনিত্যের অনিত্য, তাহার প্রতি পুরুষকার প্রদর্শন ভগবানের আদৌ অভিপ্রেত নহে। শ্রীভগবান বলেন-

"আমি বিজ্ঞ সেই মূর্খে 'বিষয়' কেনে দিব।
স্বচরণামৃত দিয়া বিষয় ভুলাইব॥"

তোমরা যে প্রাণপণ করিয়াও তোমাদের ঈপ্সিত স্বাধীনতা পাইতেছ না, তাহা কেবলই অহৈতুকী কৃপা-ক্রমে। হে ভারতবাসি, আমরা মূর্খ হইলেও কৃষ্ণ ত' বিজ্ঞ, তিনি কেন আমাদিগকে অনিত্য বিষয়ভোগ দিয়া বঞ্চিত করিবেন? ইহাকে 'শৃগালের অনেক আকাঙ্ক্ষিত পরম আঙ্গুর ফল ধরিতে না পাইয়া আঙ্গুর ফলকে টক বলার ন্যায় আত্ম-প্রবোধ মাত্র' বলিয়া মনে করিও না। শ্রীভগবান্ তোমাদিগকে কৃপা করিয়া যে স্বাধীনতা দিতে চান, তোমরা তাঁহার পদে সেই স্বাধীনতা পাইবার জন্য প্রস্তুত হও। হে ভারত, নিত্যের জন্য সংগ্রাম কর, নিত্যের জন্য জীবন বিসর্জ্জন দাও—সমস্ত সমস্যা [illegible] কর, অশান্তির উদয় হইবে না, আনন্দ পাইবে; কর্ম্ম অনিত্যের চেষ্টায় আত্মনিয়োগ কখনই প্রশস্ত কার্য্য নহে, [illegible] কর্ত্তা-কর্ত্তা বিধির পূর্ব্বভোগ পূর্ব্বক শ্রীভগবানে সমাশ্রয় সহিত শরণাপত্তির সম্বন্ধে স্বাধীনতা; দেব, পশু, পক্ষী, মনুষ্য [illegible] ভক্তগণ কেহই এই স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ করিতে পারেন না, কেন না, ভক্ত ইহাদের কাহারও নিকট কোন [illegible] নহেন। তিনি [illegible] মস্তক পদদলিত করিয়া বিচরণ করেন।

যেষাং স এষ ভগবান্ দয়য়েদনন্তঃ
সর্ব্বাত্মনাশ্রিতপদো যদি নির্ব্যলীকম্।
তে দুস্তরামতিতরন্তি চ দেবমায়াং
নৈষাং মমাহমিতি ধীঃ শ্ব-শৃগাল-ভক্ষ্যে॥
(ভাঃ ২।৭।৪২)

সেই অনন্ত ভগবানই (অন্য দেবতা নহে) যাঁহাদের প্রতি কৃপা করেন, তাঁহারা যদি কায়মনোবাক্যে নিষ্কপট (ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষবাঞ্ছা-রহিত) হইয়া ভগবচ্চরণে শরণাপত্তি স্বীকার করেন, তাহা হইলে তাঁহারা সেই দুস্তরা দৈবী মায়ার পারে গমন করিতে পারেন এবং মায়ার বৈভব জানিতে পারেন। এই সকল শরণাগত ভক্তের কুক্কুর-শৃগাল-ভক্ষ্য দেহে 'আমি' ও 'আমার' বুদ্ধি নাই।

সুতরাং ঐরূপ দেহাত্মবুদ্ধি শূন্য হইয়া ভগবচ্চরণে শরণাপত্তিই যথার্থ স্বাধীনতা। ঐরূপ স্বাধীনতা-প্রাপ্ত ব্যক্তিসকল বলিয়া থাকেন-

অশ্নীমহি বয়ং ভিক্ষামাশাবাসো বসীমহি।
শয়ীমহি মহীপৃষ্ঠে কুর্ব্বীমহি কিমীশ্বরৈঃ॥
(ভঃ রঃ সিঃ দঃ ৪।১৬)

বিজ্ঞাপন

এতদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, যাঁহারা শ্রীধাম মায়াপুর-নবদ্বীপ-প্রদর্শনীক্ষেত্রে ষ্টল সংগ্রহ করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা অবিলম্বে প্রদর্শনী-সম্পাদক মহোদয়ের নিকট আবেদন করুন। প্রদর্শনী-ক্ষেত্র বৈদ্যুতিক আলোকে উদ্ভাসিত হওয়ার ব্যবস্থা হইয়াছে। শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মস্থান বলিয়া সকল সময়ে স্বভাবতঃই এখানে বহু যাত্রিসমাগম হইয়া থাকে। তাহার উপর এবার প্রদর্শনীর আয়োজন, সুতরাং যাত্রি সংখ্যার অত্যধিকতাই অবশ্যম্ভাবী। ভারতের সর্ব্বত্র প্রদর্শনীর বিষয় বিজ্ঞাপন পুস্তিকা ও সাময়িক পত্রিকা দ্বারা এবং লোকমুখে বিশেষ ভাবে প্রচার করা হইয়াছে ও এখনও হইতেছে। লোক-সংগ্রহের জন্য যাত্রা, থিয়েটার, বায়স্কোপ, সার্কাস প্রভৃতির ব্যবস্থা আছে। দর্শনীয় পারমার্থিক বিভাগেও বহুবিধ দর্শনীয় বিষয়ের সমাবেশ আছে।

— ভগবদ্ভক্ত জ্ঞানাহরণ করিতে পারিলে যদি অন্যভাবে ভিক্ষায় ভোজন করিতে হয়, তাহাও ভাল, যদি বস্ত্রাভাবে বিবসনে থাকিতে হয়, তাহাও উত্তম এবং যদি শয্যাভাবে ভূমিতলে শয়ন করিয়া থাকিতে হয়, তাহাও স্বীকার, তথাপি ঐশ্বর্য্যশালী রাজাদিগের সেবার প্রয়োজন নাই। ভক্তেরা অর্থাশা ও যাহা পূর্ব্বে নষ্ট হইয়াছে, ইহার জন্য দুঃখানুভব করেন না, তাঁহারা লোকের মতামতের ধার না ধারিয়া প্রেমে মত্ত হইয়া ভগবন্নামগান করেন, বলেন—

পরিবদতু জনো যথা তথা বা
ননু মুখরো ন বয়ং বিচারয়ামঃ।
হরিরসমদিরা-মদাতিমত্তা
ভুবি বিলুঠাম নটাম নির্ব্বিশামঃ॥

অর্থাৎ মুখর জগতের লোক আমাকে যাহা ইচ্ছা তাহা বলুক, আমি তাহার কথায় কর্ণপাত করিব না। আমি হরিরস-মদিরাপানে অত্যন্ত উন্মত্ত হইয়া নির্লজ্জ হইয়া ভূমিতে গড়াগড়ি দিব এবং উদ্দণ্ড নৃত্য করিব। [illegible] জীবের স্বাধীনতার পূর্ণাদর্শ [illegible] প্রচারকারী শ্রীনাম-সংকীর্ত্তন [illegible] শ্রীভগবান্ গৌরসুন্দর জগৎকে [illegible] স্বাধীনতা-সম্পাদনের

(চতুর্থ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

মধ্যে প্রকাশ করিয়াছেন। অপ্রাকৃত শব্দ-ব্রহ্ম শ্রীনাম-সংকীর্ত্তনই সেই স্বাধীনতা লাভের পন্থা, আবার যাহা সর্ব্বা লোকই পাইয়া স্বাধীনতা। গোলোকগত শুদ্ধ ভক্তগণ জগৎকে সেই স্বাধীনতার বার্ত্তা ঘোষণা করিবার জন্য শ্রীধাম মায়াপুরে অত্র বিজয় বৈজয়ন্তী উড্ডীন করিয়াছেন। হে জগদ্-বাসি, সর্ব্বাকার সুশীতল ছায়ায় তোমরা যে যেখানে আছ, সকলেই সমবেত হইতে পারিবে, সকলের সকল বাদ বিসম্বাদের চূড়ান্ত মীমাংসা হইবে। শ্রীধাম মায়াপুর-নবদ্বীপ-প্রদর্শনী সার্ব্বজনীন স্বদেশের সন্ধান-প্রদর্শনী, নিত্য সত্য-স্বরূপ-প্রদর্শনী।

সাধুপদেশ

জীবের স্ব-স্বরূপ কৃষ্ণদাস্য বিস্মৃতি হইলেই তিনি এজগতের সম্বন্ধকে বহুমানন করিতে প্রস্তুত হন। এজগতের বিদ্যা, ধন, কুল, প্রতিষ্ঠাদিই তাঁহার পরিচয়ের বিষয় হইয়া পড়ে। কখনও ঐগুলির অহঙ্কারে অত্যন্ত উন্মত্ত হন, কখনও বা ঐগুলির অভাবে বড়ই দুঃখশোকাকুল হন। কৃষ্ণদাস জীবকে ঐরূপ বিজাতীয় অভিমানে প্রবৃত্ত দেখিয়া ভগবান্ আদৌ সন্তুষ্ট হন না। ঐরূপ অভিমান-মত্ত লোকের তপ-জপাদি সমস্তই নিষ্ফল হয়। কৃষ্ণ কার্ষ্ণ-পরিচয়ই জীবের স্বরূপ-পরিচয়, "আমি কৃষ্ণদাসানুদাস, কৃষ্ণ কার্ষ্ণ সেবাই আমার একমাত্র কৃত্য"—ইহাই জীবের স্বরূপাভিমান। এই অভিমান শূন্য হইলেই জীবের 'আমি বড়, তুমি ছোট' ইত্যাকার ভেদবুদ্ধি আসিয়া পড়ে। শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু গৌরসুন্দর জগজ্জীবকে এই বৃথাভিমান পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বরূপাভিমান স্বীকার করিয়া কৃষ্ণভজন করিতে উপদেশ দিয়াছেন। কৃষ্ণভজনে জাতিকুলাদি রূপ জড়োপাধাদের কোন বাধা নাই।

শ্রীভগবদ্ভজনরত হইয়া বালবৃদ্ধ বনিতা এমন কি, অন্ত্যজেরাও 'আচার্য্য' হইয়া জগদুদ্ধারে সমর্থ আছে। বৃন্দাবনবাসিগণ মহাপ্রভুকে বলিয়াছিলেন—

স্ত্রী, বাল, বৃদ্ধ আর 'চণ্ডাল', 'যবন',।
যেই তোমার একবার পায় দরশন ॥
কৃষ্ণনাম লয়, নাচে হঞা উন্মত্ত।
'আচার্য্য হইল সেই, তারিল জগৎ ॥
দর্শনের কার্য্য আছুক, যে
তোমার 'নাম' শুনে।
সেই কৃষ্ণপ্রেমে মত্ত তারে ত্রিভুবনে।
তোমার নাম শুনি হয় শ্বপচ 'পাবন'।
অলৌকিক শক্তি তোমার না যায় কথন।

শ্রীমদ্ভাগবতে (৩।৩৩।৬)—

যন্নামধেয় শ্রবণানুকীর্ত্তনাদ্
যৎপ্রহ্বণাদ্ যৎস্মরণাদপি ক্বচিৎ।
শ্বাদোঽপি সদ্যঃ সবনায় কল্পতে
কুতঃ পুনস্তে ভগবন্নু দর্শনাৎ।

অর্থাৎ হে ভগবন্, যাঁহার নাম শ্রবণ, অনুকীর্ত্তন, উচ্চারণ ও স্মরণ করিবামাত্র চণ্ডাল পর্য্যন্ত কুলোদ্ভূত ব্যক্তির ন্যায় পূজ্য হইয়া উঠে, এমন যে প্রভু তুমি, তোমার দর্শন হইলে কি না হয়? অর্থাৎ ভগবন্নামের শ্রবণ, কীর্ত্তন বা স্মরণেই অন্ত্যজেরও শুদ্ধি, আর সাক্ষাৎ দর্শনের ত' কথাই নাই।

কৃষ্ণকে ভুলিবার জন্যই জীবের মায়িক সংসার স্বীকার করিতে হয়। কৃষ্ণবহির্ম্মুখ জীবসকল কেহ পাপ-ফলে কেহ বা পুণ্য-ফলে উচ্চাবচ যোনি প্রাপ্ত হইয়া জড় বিষয় ভোগেই প্রমত্ত থাকে—"কেহ পাপে, কেহ পুণ্যে করে বিষয়-ভোগ। ভক্তিগন্ধ নাহি যাতে যায় ভবরোগ॥"—(চৈঃ চঃ আদি ৮।২৬)। যতদিন পর্য্যন্ত না জীব কৃষ্ণভজনে প্রবৃত্ত হয়, ততদিন পর্য্যন্ত তাহার মায়িক পীড়ন হইতে নিস্তার লাভের কোন উপায় নাই। পাপের ভয়ে, পুণ্যের নিরবচ্ছিন্ন সুখাভাব, পুণ্য ফলে, ব্রহ্মা বা দেবযোনি লাভ হইয়া স্বর্গাদি লোক-প্রাপ্তি ঘটিতে পারে, পুণ্যক্ষয়ে আবার যে সেই হইতে হয়। ব্রাহ্মণ বা দেবতা-জন্মে কেবলমাত্র জন্মাভিমানে প্রমত্ত না হইয়া কৃষ্ণভজন করিলেই মায়ার হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভ হইতে পারে, নতুবা কৃষ্ণভজনহীনের ভবরোগ দূর হইবার নহে। ব্রাহ্মণ বা দেবতাগণ যখন নিজ নিজ বর্ণ-স্ফীত হইয়া বর্ণান্তরকে ঘৃণা করিবেন এবং তাহাদিগকে ভগবৎসেবা পূজাদি হইতে বঞ্চিত করিবেন, তখন তাহারা নিকৃষ্টযোনি লাভ করিবার যোগ্যতা লাভ করিয়া নিকৃষ্ট কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইবেন। শ্রীভগবান্ জীবের পাপপুণ্যাদির বন্ধন বুঝিতে অসমর্থ হওয়ায় নানাবিধ সংসার-গত জীব পাপকর্ম্মপরায়ণ হইয়া যখন অশান্তির অনলে জ্বলিতে থাকে, তখন পুণ্য কর্ম্ম করিয়া সেই অশান্তি কিছু কমাইতে চাহে, কিন্তু পাপ ও পুণ্য উভয় বিচারেই বিষয়-ভোগই জীবের চরম উদ্দেশ্য থাকে। কৃষ্ণভক্তির বাধক পাপপুণ্য-বিচারোত্থ সমস্ত কর্ম্মই জীবের অনাত্মধর্ম্ম।

কৃষ্ণভক্তির বাধক যত শুভাশুভ কর্ম্ম
সেহ এক জীবের অজ্ঞানতমো ধর্ম্ম॥

অধুনা সদ্গুরুপাদাশ্রিত হইয়া কৃষ্ণ-নামাশ্রয় পূর্ব্বক কৃষ্ণভজনে প্রবৃত্ত হইয়া পারমার্থিক বর্ণাশ্রম স্বীকার করিবার পরিবর্ত্তে কেহ ব্যবহারিক অর্থাৎ শৌক্র বর্ণাশ্রম বিচারকেই পরমোন্নত জ্ঞান করিতেছেন, কেহ বা ঐ ব্যবহারিক বিচারকে গ্রহণ পূর্ব্বক পারমার্থিকের উদার বিচারকে স্বীকার করিতে গিয়া পারমার্থিকের শুদ্ধ পারমার্থ-সদাচার হীনতা-হেতু প্রাকৃত সহজিয়া হইয়া পড়িতেছেন। ইহাঁরা পরমার্থ-বিচার-সম্মত দৈববর্ণাশ্রমধর্ম্ম না বুঝিতে পারিয়া যথেচ্ছাচারিতাকেই বৈষ্ণবতা বলিয়া পরিচয় দিতেছেন। বস্তুতঃ একদেশদর্শী বিচারই পরমার্থ-বিরোধী হওয়ায় মনুষ্য-সমাজের ক্রমোন্নতিপক্ষে বিশেষ বিরোধী হইয়া পড়িতেছে। আমরা তাদৃশ অজ্ঞতা বা উচ্ছৃঙ্খলতার আদৌ পক্ষপাতী নহি। কৃষ্ণভক্তিরসশূন্য ব্যবহার-রস-মত্ত লোক-সকলের সদসদ্বিচারে সম্যগ্ অধিকার না থাকায় দোষ-দুষ্ট হওয়ায় উহাঁরা জগতের কোন মঙ্গল বিধান করিতে পারেন না। স্ব স্ব আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণাত্মক বিচার ছাড়িয়া, সকলেরই ভগবদ্ভজনানুকূল বিচার স্বীকার করা কর্ত্তব্য। এই অনুকূল বিচার শুদ্ধ ভজন বিজ্ঞ মহাজনের অনুগত হইয়াই প্রয়োজন, নতুবা নানাপ্রকার অনর্থোদয়ের সম্ভাবনা।

মনুষ্য জন্মের গুরুত্ব বিচার করিয়া প্রত্যেকেরই শৌক্রসংস্কারে তাহার মনুষ্যত্বের চিন্তা করা আবশ্যক। এই চিন্তাশীলতাই জীবকে উত্তরোত্তর অধিক অগ্রসর হইতে সাহায্য করিতেছে। যাঁহারা এত বড় একটা বিষয়ে চিন্তার সময় না পাইয়া আহার-বিহারাদির চিন্তায় ব্যস্ত থাকেন, তাঁহারা পুনরায় পশুযোনি লাভ করিয়া পশুধর্ম্মে রত হন। নাস্তিকগণের কথা কি বলা যাইবে, তাঁহারা বড়ই দুর্ভাগ্য; তবে সৌভাগ্যক্রমে যাঁহারা ভগবানকে স্বীকার করিতে পারিয়াছেন, তাঁহারা যেন আর বৃথা জন্মকর্ম্মাভিমানে মত্ত হইয়া ভগবানকে ভুলিয়া না যান, ভগবদ্ভজনের প্রয়োজনীয়তা যেন তাঁহাদের বিচার্য্য বিষয় হয়, কৃষ্ণভক্তের জাতিকুলাদি বিচার করিয়া যেন আর নিরয়গামী না হন। —ইহাই শাস্ত্রের ও সাধুগণের উপদেশ।

হ'লো কি?

সেদিন স্নানের জন্য ঘাটে গিয়েছি, কতকগুলি ছেলেও সেই ঘাটে স্নান করছে দেখলাম। ইহাদের একজন বলিয়া উঠিল—নবী, পাঠ মুখস্থ হ'য়েছে ত? এবার পাঠ বলতে যদি ভাবিয়ে দিস্ তবে কিন্তু পিটাব।

নবী—যা যা রেখে দে। এবার আর ভয় পাব না। দেখ, বাবা ও মা বড় বকাবকী করে। যদি কোন গতিকে গেজেটে নামটা উঠাতে পারি, তবে আর আমায় পায় কে?

অন্য বালক বলিয়া উঠিল—এবার ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দিয়ে পাশ সম্মানে গ্রেট করবো। দেখ, আমি যখন ছেলেদের মধ্যে থিয়েটার করবার বাহবা চুকাই, তখন আমাকে অনেক বেগ পেতে হয়েছিল। সবাই আমার বিপক্ষে ছিল। কিন্তু আজ কাল আর সে দিন নাই। এখন থিয়েটারে আমার ডাক হয়, সকলেই আমার আদর নিচ্ছে।

নবী—যাক ভাই, বেশ দেশাটা গরিয়েছ। তবে যাতে করে দেশটা বজায় থাকে, তার ব্যবস্থা কর। দেখ, আর বছর বাদের নিমন্ত্রণ করে পাণ দিয়েছিলাম, তাদের চা ও চুরুট দিয়েছিলাম। তাতে ভাল ভাল লোক একটু অসন্তুষ্ট হয়েছিল। এবার এক ফন্দি এঁটেছি।

সকলে চীৎকার করে বলিয়া উঠিল কি? কি?

নবী—দেখ, বাড়ী বাড়ী বক্তৃতা দিয়ে চাঁদা ভিক্ষা করবো। উদ্দেশ্য—কাঙ্গালীকে চাউল বিতরণ করবো। এইভাবে সকলেই ভিক্ষা দেবে। আর লোকে ও দর্শকের সংখ্যা বেড়ে যাবে। আমরা কিন্তু আমাদের চা ও চুরুটের বাবদ খরচ করে বাকীটা কাঙ্গালীকে বিলিয়ে দিব। লোকে দেখলো আমরা বড়ই হিতৈষী আর সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সখ্টাও মিটলো।

সকলেই এই প্রস্তাব আনন্দভরে গ্রহণ করলো বটে কিন্তু আমার প্রাণে বড়ই লাগলো। মন একেত মলন কাদা নিয়ে আছে তাতে আবার তার খাদ্য পেয়ে সে বড়ই চঞ্চল হয়ে উঠলো। স্নানের পর খাওয়া দাওয়া হলো কিন্তু অন্যদিন যেমন খাবার জন্যে পেটে খায়, আজ আর সে ভাব নাই। অন্যমনস্ক হয়ে পেটটা ভরবার জন্য যা' পেলাম, খেয়ে নিলাম।

শিক্ষা, অশিক্ষিতকে শিক্ষিত করে তোলা ছিল; আজ দেখলাম আজ কাল যে শিক্ষা চলছে তাতে আর মুখ বলে কেউ থাকবে না। সকলেই পণ্ডিত হবে পাণ্ডা বা দেহজন বুদ্ধি লাভ না করে, কাষ্যত গুরু হচ্ছে। আর সঙ্গে সঙ্গে পাণ্ডা বা মোড়ল সেজে লোকদিগকে কুপথে, বিপথে নিয়ে যাচ্ছে। পিচ্ছিল পথের পা পিছলে যায়। কিন্তু সেই পথে চলতে পদে পদে সাবধান না হয়ে যদি অন্যমনস্ক হয়ে চলতে থাকে তা'হলে পথিকের পথক্লেশ আর অধিকক্ষণ ধরে ভোগ করতে হয় না। অল্পক্ষণেই পথকে সুখশয্যা করে নিতে হয়।

কালের গতিটা বড়ই কুটিল। যদিও সে সকল জীবের সঙ্গেই বাস করে, তবুও সে কাহারও গতির বা সম্মান করে না। কাহারও মন রেখে চলে না। নিজের মনেই নিজে চলে। বর্ত্তমান কালটা হচ্ছে কলি। কপটতা বা ছলনা এই যুগের সহজ বৃত্তি। বাহিরের চাকচিক্য, ভাবভাবে সব কাজ নষ্ট করেছে। উন্মত্ত জীবকে যেমন যা' তা' দেখিয়ে ভুলান যায়, তেমনি কাম-ক্রোধাদি প্রমত্ত জীবকুলকে ভোগ দিয়ে কুপথে নিতে কলি বা কলিচরগণের আদৌ অসুবিধা নাই।

ভদ্রতাই লোককে ভদ্র করে।

আধুনিক ভদ্রতা বা সভ্যতাকে কপটতা বলিলে আপত্তি করবার কিছুই নাই। শিক্ষিত বলে যারা অভিমান করেন, তাদের অনেকেই যে সংজ্ঞায় শিক্ষিত তা বলবার সাহস করা যায় না। হায়! হায়! যে বিদ্যা জীবকে অবিদ্যার বা অজ্ঞানের হাত থেকে ছুটী করে পরবিদ্যা বা জ্ঞানের সন্ধান দেয়, আজ সেই বিদ্যা অবিদ্যা দূর করা ত' দূরে থাকুক সাধারণ সভ্যতা ও ভদ্রতা বিমুখ করে দিচ্ছে। যে বালকগণ ভাবীকালের দেশের দশের ভরসা, যারা আবার কিছুদিন পরে সংসারের কর্ত্তা সেজে ছেলে মেয়ের পিতা হ'য়ে বসবে, তারা যদি এখন থেকেই এই ভাবে বিভাবিত হয় তা হ'লে সংসারের উন্নতি, তাদের অধীনের লোকদিগের উন্নতি ... না হইয়া অবনতিই এনে দেবে।

সেদিন দেশে কবে আসবে? যে দিন লোকে পরবিদ্যার আলোচনার পক্ষপাতী হবে। অপরাবিদ্যাদানের অনধিকারী শিক্ষকগণের হাত থেকে প্রাথমিক আত্মজগণকে ছাড়াইয়া—পরবিদ্যাপীঠের আচারবান্ আচার্য্যগণের হস্তে সমর্পণ করিয়া দুর্ল্লভ মানবজন্মের সার্থকতা সম্পাদনের সুযোগ দিয়ে আদর্শ জনকের চরিত্র দেখাবেন। মৃত্যু নিত্য সব সময় সামনে থেকে আমাদিগের যে কত তাগিদ করে দিতেছে, তা কি বুঝবার অবকাশ আমরা পাব না? এই মৃত্যুর পাথারে যাবার সুবিধা যাতে নাই, সে বিদ্যার আদর, ভাববাদী বুঝবেন কি?

ভাঙ্ক বিদ্যা ... মায়ার বৈভব

জীবকে করয়ে গাধা।

ভাই সাবধান হও। আত্মঘাতী হইও না। সম্মুখে মৃত্যু, ভাল করে বুঝে দেখ। পরপার হতে আগত পরলোকদিগের অনুগত হয়ে পরবিদ্যাপীঠের ছাত্র হও। তোমার সব অসুবিধা দূরে যাবে। অমৃতের সন্তান তুমি। তুমি তোমার স্বরূপ চিনে বিরূপের অভিমান ছাড়তে পারবে। সময় থাকতে সাবধান হও। তা হলে তোমার বিদ্যার্জ্জন, তোমার শিক্ষা যদি তোমাকে অসুবিধায় ফেলে দেয় তা হ'লে ফলো কি?

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমা

শ্রীগৌড়মণ্ডলভূমি, যেবা জানে চিন্তামণি
তাঁর হয় ব্রজভূমে বাস।

শ্রীনবদ্বীপধাম অভিন্ন ব্রজভূম। ব্রজবিহারী শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরামই নবদ্বীপে শ্রীগৌরনিত্যানন্দ। এই শ্রীধামের পরিধি ষোল ক্রোশ। অষ্টদিকে অষ্টদ্বীপ অষ্টদল-পদ্মের ন্যায় এবং মধ্যস্থলে অন্তর্দ্বীপ কর্ণিকাস্বরূপ। এই অন্তর্দ্বীপের অন্তঃস্থলে **শ্রীমায়াপুরে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেবের জন্মভিটা।** এই নবদ্বীপই শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত নবধাভক্তির পীঠস্বরূপ :—

১। **অন্তর্দ্বীপ**—আত্মনিবেদনাখ্য—শ্রীমায়াপুর। ৬। **ঋতুদ্বীপ**—অর্চ্চনাখ্য—রাহুতপুর।
২। **সীমন্তদ্বীপ**—শ্রবণাখ্য—সিমুলিয়া। ৭। **জহ্নুদ্বীপ** বন্দনাখ্য—জাননগর।
৩। **গোদ্রুমদ্বীপ** কীর্ত্তনাখ্য—গাদিগাছা। ৮। **মোদদ্রুমদ্বীপ**—দাস্যাখ্য—মাউগাছি।
৪। **মধ্যদ্বীপ**—স্মরণাখ্য—মাজিদা। ৯। **রুদ্রদ্বীপ**—সখ্যাখ্য—রাতুপুর।
৫। **কোলদ্বীপ** পাদসেবনাখ্য—কুলিয়া (বর্ত্তমান নবদ্বীপ সহর)।

আগামী ২০শে ফাল্গুন (১৩৩৬), ইং ৪ঠা মার্চ্চ (১৯৩০) বুধবার হইতে নয়দিনকাল শ্রীধাম পরিক্রমা এবং তৎপর তিন দিবস **শ্রীগৌরজন্মভিটা** শ্রীমায়াপুরে জন্মোৎসব হইবে। এই পরিক্রমাদি কার্য্যে শুদ্ধভক্তির আনুগত্যে সকলেই যোগদান করুন। ইহাতে কোন **ভেট-প্রথা নাই।** এক দ্বীপ হইতে অন্য দ্বীপে দ্রব্যাদি বহনের সুব্যবস্থা আছে।

আগামী ২৮শে মাঘ, ১১ই ফেব্রুয়ারী মঙ্গলবার হইতে চারিদিনব্যাপী শ্রীধাম মায়াপুরে **শ্রীশ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর** জন্মোৎসবে নামযজ্ঞ ও মহামহোৎসব এবং আগামী ২০শে মাঘ, ৩রা ফেব্রুয়ারী শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-জন্মতিথি হইতে ৩রা চৈত্র ১৭ই মার্চ্চ শ্রীশ্রীগৌরজন্মোৎসব পর্য্যন্ত **শ্রীধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপ-প্রদর্শনী** প্রকটিত হইবে।

শ্রীঅতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, (ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী)।
শ্রীকুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ, (ভাগবতভূষণ)।
শ্রীনিশিকান্ত সান্যাল, (এম, এ, ভক্তিসুধাকর)।
শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার সম্পাদকগণ।

ময়মনসিংহে প্রচার

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত মহারাজ ময়মনসিংহের বাজিতপুর অঞ্চলে প্রচার-কার্য্য শেষ করিয়া মাইজহাটী, পাঁচকাহনিয়া প্রভৃতি গ্রামে প্রচারে আগমন করিয়াছিলেন। গত সপ্তাহে তিনি রূপাপাড়ী, তারাটি মুক্তাগাছা প্রভৃতি গ্রামে প্রচার করিয়া সম্প্রতি চাহরপাড়া গ্রামে অবস্থান করিতেছেন। তারাটী গ্রামে শ্রীযুক্ত শরৎ চন্দ্র দত্ত, হরিদাস রায়, শিবনাথ দেব মহাশয়গণের সহায়তা ও সেবাপরায়ণতা বিশেষ প্রশংসনীয়। উক্ত সকল স্থানে বহু বহু লোক, এই অভিনব অদ্ভুতপূর্ব্ব ও অশ্রুতপূর্ব্ব পারমার্থিক প্রদর্শনীতে যোগদান করিবার অভিপ্রায় ও আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীপাদ মনোভিরাম দাসাধিকারী মহাশয় শ্রীল পর্ব্বত মহারাজের সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া প্রচার-কার্য্যে বিশেষ উৎসাহ ও সহায়তা প্রদর্শন করিতেছেন।

তারাটি গ্রামে অবস্থান কালে ময়মনসিংহ কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র মোহন ঘোষ এম, এ, বি, এল মহাশয়ও তাঁহার অবকাশানুযায়ী ইঁহাদের সহিত যোগদান করেন। শ্রীল পর্ব্বত মহারাজ এই গ্রামে ও মুক্তাগাছা জমিদারগণের মধ্যে অধ্যাপক মহাশয়কে লইয়া প্রদর্শনী ও পরিক্রমার বিষয় প্রচার করিয়াছেন এবং সকলের সহানুভূতি আকর্ষণ করিয়াছেন। তন্মধ্যে মুক্তাগাছার জমিদার শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্র কিশোর আচার্য্য চৌধুরী, শ্রীযুক্ত সরোজ কুমার আচার্য্য চৌধুরী, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র কিশোর আচার্য্য চৌধুরী মহাশয়গণের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

গত পরশ্ব সোমবার ত্রিদণ্ডিপ্রবর মুক্তাগাছার কার্য্য শেষ করিয়া চাহরপাড়া গ্রামে শুভাগমন করিয়াছেন। তথায় সেদিন রাত্রে স্থানীয় মধ্য ইংরেজী স্কুল গৃহে এক বিরাট সভায় শ্রীপাদ পর্ব্বত মহারাজ, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন ঘোষ এবং শ্রীপাদ মনোভিরাম দাসাধিকারী মহাশয় শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শিক্ষাষ্টক অর্থাৎ জীব মাত্রের আত্মার নিত্য ধর্ম্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। শ্রোতৃবর্গ এই দারুণ শীতের মধ্যেও তিন ঘণ্টাকাল নিবিষ্টচিত্তে বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া পরম আনন্দ লাভ করেন।

পরদিন মঙ্গলবার বিকাল বেলা নিকটবর্ত্তী গাবতলী বাজারে জমিদার রাজা শ্রীযুক্ত জগৎ কিশোর আচার্য্য চৌধুরী মহাশয়ের কাছারীর বিস্তৃত প্রাঙ্গণে এক বিরাট সভা আহূত হয়। নিকটবর্ত্তী চতুষ্পার্শ্বস্থ গ্রামসমূহের সকলকেই নিমন্ত্রণ করা হয় এবং ৩।৪ মাইল দূরবর্ত্তী স্থান হইতেও বহু শিক্ষিত ভদ্র লোক সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। বেলা সাড়ে তিন ঘটিকার সময় কীর্ত্তন মুখে সভার কার্য্য আরম্ভ হয় এবং রাত্রি প্রায় নয় ঘটিকার সময় কীর্ত্তনান্তে কার্য্য শেষ হয়। শ্রীপাদ মনোভিরাম মহোদয়ের অনুগত্য, ও হরিকথা শ্রবণের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে প্রায় ১ ঘণ্টাকাল নানা গল্পের ছলে অতি হৃদয়-গ্রাহিণী বক্তৃতা করেন, তৎপরে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র মোহন ঘোষ মহাশয় ভগবচ্চরণাশ্রয়ের আবশ্যকতা ও উপাদেয়তা এবং স্বয়ং মহাপ্রভুর শ্রীমুখ-কথিত শ্লোকের ব্যাখ্যা বিষয়ে দেড় ঘণ্টাকাল অতি ওজস্বিনী ভাষায় হৃদয়গ্রাহীরূপে বক্তৃতা করেন। তখন রাত্রি কিঞ্চিৎ অধিক হইলেও শ্রোতৃগণের আগ্রহাতিশয্যে শ্রীপাদ পর্ব্বত মহারাজ প্রাণস্পর্শী ভাষায় পরমহংস ব্রাহ্মণের—মহাভাগবতের—প্রকৃত সাধুর—বৈষ্ণবের প্রকৃত স্বরূপ উত্তমরূপে দেড় ঘণ্টা বক্তৃতা করেন। বক্তৃতায় তাঁহার বৈষ্ণব সিদ্ধান্তের এরূপ চরম উৎকর্ষ, সুবর্ণ সমাবেশ ও উদ্ভাবনা পূর্ণ হইয়াছিল যে, বক্তৃতা ও শ্রোতৃবর্গ ... করিতে পারেন নাই। বৃদ্ধ হইতে বালক পর্য্যন্ত ও দারুণ শীত উপেক্ষা করিয়া প্রোতৃমণ্ডলী হরিকথামৃতরস পানে বিভোর হইয়া এই দীর্ঘকাল অবস্থান করিয়াছিলেন। এইরূপ সাফল্যমণ্ডিত দীর্ঘকালব্যাপী সভা সচরাচর দৃষ্টিগোচর হয় না। কাছারীর নায়েব শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র তালুকদার মহাশয় ও তাঁহার অধীন শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র নাথ পাল প্রমুখ কর্ম্মচারীবৃন্দের এবং স্থানীয় ডাক্তার শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রচন্দ্র কর মহাশয়ের উৎসাহ ও শ্রম বিশেষ প্রশংসনীয় এবং অনুকরণীয়। ৩।৪ ঘণ্টা সময়ের মধ্যেই তাঁহারা সভার সমস্ত আয়োজন এবং ৩।৪ মাইল দূরবর্ত্তী গ্রামসমূহে নিমন্ত্রণ কার্য্য সম্পন্ন করাইয়াছিলেন।

শ্রীগুরুদেব

(শ্রীযুক্তা প্রফুল্লকুমারী দেবী)

শ্রীগুরুর মত ত্রিভুবনে নাহিক কেহই বন্ধু।
স্মরণ কৃপায় অমৃত লোক পার ... সিন্ধু।
... কাছে ... সেথেছে,
দেবে কি তার ভাবনা আছে,
... করে গেছে।
...
গুরু ... তব ...
... ...
... ...
... গুরু কৃপা-বিন্দু।
অজ্ঞানতা অন্ধকারে ... পূর্ণ ইন্দু॥

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

শ্রী[illegible] হইতে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৩০ ত্রিশ টাকা।

১৭২৪ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে,

সপ্তচত্বারিংশ খণ্ডে সূচী ছাপা হইতেছে।

[illegible] নদীয়া-প্রকাশের বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে [illegible] সাধারণ পক্ষে [illegible]। [illegible] সাধারণ পক্ষে [illegible], গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে [illegible]।

দশম, স্কন্ধের [illegible] ১২৲, অগ্রিম সাধারণের পক্ষে ৮৲।

[illegible] একাদশ সংখ্যা ছাপা হইয়াছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

"শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত"

সূচী প্রভৃতি সহ সম্পূর্ণ ছাপা শেষ হইয়াছে

আদি, মধ্য, ও অন্ত্যলীলা এবং সূচী ছাপা হইয়া সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছেন। [illegible] কয়েক বৎসর পূর্বে [illegible] টাকা ভিক্ষার তৃতীয় সংস্করণ ৪৲ টাকায় না পাইয়া [illegible] সংস্করণ [illegible] হইয়াছিলেন, তাঁহাদের [illegible] ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছেন। সেই ১০৲ টাকার এক বিরাট গ্রন্থের [illegible] মাত্র ৫৲ টাকা ভিক্ষায় দেওয়া হইতেছে। [illegible] হইলে পরে আর এ সুযোগ থাকিবে না।

[illegible]

শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

সভাষ্য আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র গ্রন্থ ৮৲ স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲

নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪॥০ টাকা

শ্রীধাম মায়াপুর ও নবদ্বীপ প্রদর্শনীতে

শ্রীধর ভাণ্ডার, ঢাকা।

[illegible] শ্রীধর ভাণ্ডার শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতেছেন। ঢাকার বিখ্যাত মসলিন [illegible] শাড়ী, আমদানী কাপড় [illegible] অন্দরের [illegible] ধুতী, [illegible] শাড়ী, চাদর, [illegible] মুগার কাজকরা নানাপ্রকার বস্ত্রাদি শ্রীধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপ-প্রদর্শনীতে [illegible] সুচনা [illegible]। [illegible] এবং [illegible] প্রভৃতি [illegible] বাবুগণ এক স্থান হইতে প্রয়োজনীয় [illegible] লইতে পারিবেন। আমাদের [illegible] সুলভ [illegible] কাপড় এবং [illegible] বিচার করিলেই বুঝিতে পারিবেন।

প্রদর্শনীর ঠিকানা—

শ্রীধর ভাণ্ডার স্টল

শ্রীধাম মায়াপুর-নবদ্বীপ-প্রদর্শনী

পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর (নদীয়া)

[illegible] ঠিকানা,

[illegible], ঢাকা।

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত ভক্তি গ্রন্থাবলী

যে সব উৎকলবাসী ভক্ত বাংলা অক্ষর পড়িতে জানেন না, তাঁহাদের শ্রীশ্রী[illegible] উপাদেয় ভক্তি-কথা জানিবার [illegible] সুযোগ উপস্থিত। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে উড়িয়া-অক্ষরে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হইয়াছে [illegible]।

গ্রন্থের নাম	ভিক্ষা
শ্রীহরিনাম চিন্তামণি, প্রাকৃত	॥০
একত্রে [illegible] লইলে	১৲
সাধন পথ [illegible] প্রাকৃত	।০
একত্রে [illegible] লইলে	
কল্যাণ কল্পতরু প্রাকৃত	
[illegible] লইলে	
গীতাবলী প্রাকৃত	৴১০
[illegible] লইলে	৶১৫
শরণাগতি প্রাকৃত	/০
একত্রে [illegible] লইলে	৶৫

প্রাপ্তিস্থান — শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ, কটক এবং শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, পুরী

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিম্নলিখিত মঠসমূহে প্রাপ্তব্যঃ—

১। শ্রীচৈতন্য মঠ,—পোঃ শ্রীমায়াপুর, (নদীয়া)
২। শ্রীগোপীনাথ মঠ,—[illegible] পোঃ, (বর্দ্ধমান)।
৩। শ্রী[illegible]—[illegible] গ্রাম, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৪। শ্রীগৌড়ীয় মঠ,—১নং উল্টাডাঙ্গা জংসন রোড, কলিকাতা।
৫। শ্রীপুরু[illegible] [illegible], পুরী।
৬। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ,—[illegible], কটক।
৭। শ্রীভাগবত মঠ,—[illegible], [illegible], মেদিনীপুর।
৮। শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ,—[illegible] অগস্ত্যকুণ্ড, কাশী, ইউ, পি।
৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,—[illegible], বৃন্দাবন, মথুরা, ইউ, পি।
১০। শ্রী[illegible] মঠ—[illegible] পোঃ [illegible], ইউ পি।
১১। শ্রী[illegible]গৌড়ীয় মঠ,—কুরুক্ষেত্র, [illegible], কর্ণাল, পাঞ্জাব।
১২। শ্রীমাধবগৌড়ীয় মঠ,—[illegible] নবাবপুর রোড, ঢাকা।
১৩। শ্রীগদাই[illegible] মঠ,—বালিয়াটি, ঢাকা।
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম,—আমলাজোড়া, রাজবাঁধ পোঃ, বর্দ্ধমান।
১৫। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ,—ভুবনেশ্বর, [illegible] পোঃ, মানভূম।
১৬। শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয় মঠ,—আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী, উড়িষ্যা।
১৭। শ্রী[illegible] মঠ [illegible] নিউদিল্লী

এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণের নিকটও নদীয়া-প্রকাশ প্রাপ্তব্য।

১। শ্রীযুক্ত জনার্দন [illegible]—[illegible] রোড, খুলনা,
২। শ্রীযুক্ত [illegible] গোস্বামী [illegible], জমাদারবাড়ী কুচবিহার।
৩। শ্রীযুক্ত [illegible] রায়—[illegible] শ্রীগোপাল মল্লিক লেন, কলিকাতা।
৪। মিঃ [illegible] এম, এম, [illegible], কানপুর।
৫। শ্রীযুক্ত [illegible]—[illegible], নদীয়া।
৬। শ্রী[illegible], নবদ্বীপ।
৭। শ্রী[illegible]—[illegible] লেন, নবাবপুর, ঢাকা।
৮। শ্রী[illegible], [illegible], ২৪ পরগণা।
শ্রী[illegible] এম, [illegible]

[illegible] সকলে [illegible] সেইমত ছায়া পাবে

শ্রী চৈতন্যদেব গ্রন্থাবলী

প্রকাশিত হইয়াছে

বিজ্ঞাপন

বেঙ্গল লেজিসলেটিভ কাউন্সিল
নদীয়া মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি পুনর্নির্বাচন।

মদন মঞ্জরী

বিজ্ঞাপন

পর বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

এখানে আহার এবং বাসস্থান দিয়া বিদ্যার্থিগণকে বিভিন্ন শিক্ষণীয় বিষয় শিক্ষা দিবার বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। অনেক ছাত্র উচ্চোপাধি অর্জন করিয়াছেন। বর্তমান বর্ষে সকল ছাত্রই গবর্ণমেন্ট সংস্কৃত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

প্রধান অধ্যাপক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত [illegible] ব্যাকরণ-সাংখ্য-বেদান্ত-[illegible]-তীর্থ, সাংখ্যভূষণ, বেদান্তরত্ন, সাহিত্যশাস্ত্রী, [illegible]।

অধ্যাপক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত [illegible] ব্রহ্মচারী ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীধাম মায়াপুর পরবিদ্যাপীঠ, নদীয়া।

বেদনাঞ্জন শ্রেষ্ঠরত্ন

কলিকাতা কংগ্রেস একজিবিসন হইতে বহু প্রশংসা প্রাপ্ত ও বহু গণ্যমান্য ভদ্রমহোদয়গণ কর্তৃক প্রশংসিত।

আজকাল বাজার-চলিত মিশ্রিত ও বিষাক্ত আহার্য সেবনে শরীরের রক্ত সহজেই দোষিত হইয়া পড়িতেছে। [illegible] রক্ত দোষিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মাথাধরা, বেদনা, মাথাধরা, [illegible] পৃষ্ঠদেশের [illegible], দাঁতের গোড়া ফুলা, দাঁত কনকনানি, দাঁতে পোকা এবং খোস, চুলকানি প্রভৃতি কষ্টদায়ক চর্মরোগে আক্রান্ত হইতেছে। যদি আপনি একান্তই ব্যাধিমুক্ত হইতে চান, তাহা হইলে অযথা পয়সার অপব্যয় না করিয়া অল্প [illegible] এক শিশি বেদনাঞ্জন এর [illegible] উপলব্ধি করুন। [illegible]

প্রাপ্তিস্থান—এ, সি, চ্যাটার্জ্জী এণ্ড ব্রাদার্স।

[illegible]

[illegible]

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

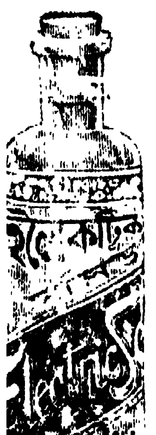

যদিও অদ্যাপি প্রকৃত মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য, তথাপি যাঁহারা নানাবিধ অনিয়মিত [illegible] অপরিমিত শক্তি নষ্ট করিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন এবং নানা প্রকার মেহ, প্রমেহ, [illegible], অগ্নিমান্দ্য, বহুমূত্র, [illegible] এবং স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে যাঁহারা [illegible], শ্বেত ও রক্তপ্রদর, [illegible] প্রভৃতি রোগে ভুগিয়া জীবনে নিরাশ হইয়াছেন, তাঁহারা [illegible] ডাক্তার [illegible] আবিষ্কৃত ইলেক্ট্রিক সলিউসন ব্যবহার করিয়া বাঁচিতে পারেন, [illegible] প্রমাণ [illegible] পাওয়া যাইতেছে। [illegible] ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরোগ্য হইতে পারেন নাই, তাঁহারা একবার এই ঔষধটি ব্যবহার করিয়া দেখুন। [illegible] ব্যবহার-প্রণালী [illegible] টাকা মাত্র।

সোল এজেণ্ট—ডাঃ ডি, ডি, হাজরা।

[illegible], [illegible] পোঃ, কলিকাতা।

ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

অধ্যক্ষ

শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম.এ., এফ.সি.এস. (লণ্ডন)

ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক

(প্রফেসার)

আয়ুর্বেদীয় ঔষধ বিশুদ্ধ ও শাস্ত্রমতে [illegible] প্রস্তুত হয়। [illegible] ক্যাটালগ পাঠান হয়। রোগের বিবরণ জানাইলে যত্নপূর্বক ব্যবস্থা দেওয়া হয়। [illegible] গোপন রাখা হয়।

মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দুর)

(বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৪ টাকা

[illegible] প্রস্তুত। [illegible] সর্বরোগনাশক মহৌষধ।

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৬ টাকা।

উৎকৃষ্ট [illegible] আমলকী, [illegible] প্রভৃতি যাবতীয় উপাদানে পূর্ণ মাত্রায় যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। [illegible] কাশি, [illegible], যক্ষ্মা, [illegible], হৃদরোগ প্রভৃতি রোগের মহৌষধ। [illegible]

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬ টাকা।

ইহা সেবনে ধাতুদৌর্বল্য, শুক্রতারল্য, স্বপ্নদোষ, প্রমেহ ও ধ্বজভঙ্গ সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায়। ইহা অপরিসীম আনন্দদায়ক রসায়ন।

অবলাবান্ধব যোগ

প্রদর, বাধক প্রভৃতি জরায়ুদোষ ও যোনিগত স্ত্রীরোগ রোগের মহৌষধ।

মূল্য—১৬ মাত্রা ২ টাকা। ৫০ মাত্রা ৫ টাকা মাত্র

বিশুদ্ধ জল! ভয় নাই! বিশুদ্ধ জল!!

লক্ষ্মী টিউব-ওয়েল কোং

৩৫নং নবাবপুর, ঢাকা

[illegible] *Tube-well* [illegible] প্রস্তুত করা হয়। [illegible], [illegible], জমিদার, তালুকদার, প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত ভদ্রমহোদয়গণ এই কোম্পানীর দ্বারা [illegible] প্রশংসা করিয়াছেন। রাসায়নিক পরীক্ষায় জল বিশুদ্ধ না হইলে মূল্য গৃহীত হয় না। বিস্তৃত বিবরণের জন্য পত্র লিখুন

বিজ্ঞাপিত কেন?

[illegible] মানবের [illegible] পারে তাহার [illegible] "[illegible]" গ্রন্থখানি যিনি পাঠ করেন নাই, তিনি আবেদন করিলে বিনামূল্যে প্রাপ্ত হউন। ইহা পাঠে উপকৃত হইয়া ৭৫০০০ হাজার লোক কৃতজ্ঞ হইয়াছেন। প্রায় ৫০ বৎসরের পরীক্ষিত, [illegible] "[illegible]-বটিকা" প্রতি কৌটার মূল্য [illegible] টাকা। প্রাপ্তিস্থান—[illegible] ফার্ম্মাসী, [illegible] কলিকাতা।

মনোমোহন প্রেস

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা।

পূর্ব্ব-বাঙ্গালায় সুলভে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত।

বৈদ্যুতিক মেশিনে দিবারাত্র কাজ চলিতেছে

বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা।

শ্রীমায়াপুর নদীয়া প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে [illegible] কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

স্থানীয় সংস্করণ

Registered No. C 1511

বিজ্ঞাপনের হার

প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চ ১
প্রতি কলম ৬
অর্দ্ধ কলম ৩॥০
সিকি কলম ২
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার— নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র।

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক ৯
ষাণ্মাসিক ৫
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৫

৪র্থ খণ্ড] সম্পাদক—প্রত্নবিদ্যালঙ্কার শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী [২৭৮ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্য মঠ শ্রীধাম মায়াপুর- ১৭ই মাঘ শুক্রবার ১৩৩৬ (৩১শে জানুয়ারী ১৯৩০)

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থাবলী

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,— শ্লোক সূচী, বিষয়-সূচী প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত। ভিক্ষা, প্রতি খণ্ড সাধারণ পক্ষে ১৷০ গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশ গ্রাহক পক্ষে ৸০
২। ভাষ্য-সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ) ৫
৩। গৌড়ীয়-গৌরব ৩০
৪। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।০
৫। ভজন-রহস্য ॥০
৬। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১
" " " আবাঁধা ৸০
৭। গীতা (শ্রীবলদেবভাষ্যসহ) (বাঁধা ২) আবাঁধা ১॥০
৮। গীতা, শ্রীচক্রবর্ত্তি-টীকা সহ (বাঁধা ২) আবাঁধা ১॥০
গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ॥০
৯। শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতম্ সানুবাদ (মাধ্ব) ২
১০। বেদান্তসূত্রের সানুবাদ রামানুজীয় ॥০
১১। জৈবধর্ম্ম ২
১২। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৩। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২
১৪। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ১৷০
১৫। দীপ-দিগ্দর্শন ৩০
১৬। সাধনপথ (৩য় সংস্করণ) ১৷০
১৭। আচার ও আচার্য্য ।
১৮। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
১৯। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৷০
২০। শ্রীনবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৩০
২১। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য (প্রমাণখণ্ড) ৫০
২২। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ০
২৩। শ্রীগোদ্রুম-পরিক্রমা দর্পণ ।০
২৪। শরণাগতি, গীতাবলী, গীতমালা, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, নবদ্বীপশতক, অর্থপঞ্চক ও সদাচারস্মৃতি (মোট) ১৷০
২৫। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ ও অঙ্কন) ৷০
২৬। সাধকবৃত্তি ।০
২৭। সংস্কার দীপিকা ।০
২৮। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড) ৩
২৯। ব্রহ্মসংহিতা ॥০
৩০। শ্রীমহাপ্রভুর শিক্ষা ৸০
৩১। মণিমঞ্জরী সানুবাদ ০
৩২। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৩৩। শ্রীচৈতন্যভাগবত (বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ) ৫

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

শ্রীধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপ-প্রদর্শনী, নদীয়া

(৩রা ফেব্রুয়ারী হইতে ১৭ই মার্চ্চ, ১৯৩০ পর্য্যন্ত)

প্রদর্শনীর সকল জ্ঞাতব্য বিষয়ের জন্য সেক্রেটারী মহোদয়ের নিকট আবেদন করুন।

শ্রীকুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ,
শ্রীচৈতন্য মঠ, শ্রীধাম মায়াপুর পোঃ আঃ, (নদীয়া)।

ইংরাজী ভাষায় ভক্তিগ্রন্থ

১ শ্রীচৈতন্যচরিত ও শিক্ষা ।০
২ নামভজন ০
৩। বৈষ্ণবধর্ম্ম আগম ও লোক ০
৪। ভাগবতীয় দর্শননীতি ও ধর্ম্ম ০
৫। কাম ও প্রেম ।০
৬। গৌড়ীয়মঠ কি করেন ০

দেবনাগরাক্ষরে ভক্তিগ্রন্থ

১। মাধুর্য্য কাদম্বিনী ৷০
২। সটীক উপদেশামৃতম্ ০
৩। মহাপ্রভোঃ শিক্ষাষ্টকম্ ৷
৪। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ ৷০
৫। দিক্প্রদর্শনী-টীকা ৸০
৬। হরেকৃষ্ণম্ ।০

নানা কথা

ষড়যন্ত্র মামলা

মীরাট ষড়যন্ত্র মামলা যাহাতে হাইকোর্টে বিচার হয়, তাহার জন্য দরখাস্ত করা হয়। চীফ জষ্টিস সেই দরখাস্ত নামঞ্জুর করেন।

বড়লাটের বক্তৃতা

সম্প্রতি বড়লাট ব্যবস্থা-পরিষদে যে বক্তৃতা দিয়াছেন, দিল্লীতে তাহার সমালোচনা চলিতেছে।

গ্রেপ্তার

বেনারসে যুবসঙ্ঘের দুইজন গ্রেপ্তার হইয়াছেন এবং গান্ধী আশ্রম খানাতল্লাস হইয়াছে।

আঘাত

সিন্ধু কলেজে কয়েকজন লোক রেলিং ভাঙ্গিয়া পড়ায় আহত হয়।

খুন

একজন পাশ্চাত্য লোক তাহার স্ত্রীকে খুন করিয়া জোড়াসাঁকো থানার পুলিসের নিকট আত্মসমর্পণ করিয়াছে। তদন্ত চলিতেছে।

খানাতল্লাস

কালীঘাটে তরুণ সঙ্ঘ অফিস খানাতল্লাস হইয়া গিয়াছে।

রাজদ্রোহ মামলা

সুনীল বাবু প্রভৃতি এক বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, ইহা পাঠকগণ অবগত আছেন। হাইকোর্টে আপীল করা হয়। আপীল মঞ্জুর হইয়াছে।

দাহে মৃত্যু

বিভাবতী নাম্নী এক বালিকাবধূ অগ্নিদাহে মৃত্যু হইয়াছে। কলিকাতায় করোনারের কোর্টে প্রকাশ পায় যে শ্বশুর বাড়ীর লোকেরা বালিকাটীর উপর অত্যাচার করিত। বালিকার পিতা প্রকাশ করেন যে বালিকার মুখ উনানের দিকে দিয়া রাখায় তাহার মৃত্যু হয়।

ঢাকায় দাঙ্গা

ঢাকায় শোভাযাত্রা করিয়া স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠান হইয়াছিল। একটী মসজিদের নিকট দিয়া শোভাযাত্রা যাইবার সময় মুসলমানগণ আপত্তি করে। দাঙ্গা বাধিয়া কয়েকজন লোক আহত হয়। কেহ কেহ প্রকাশ করেন যে হিন্দুরা মসজিদে আসিয়া কোরাণ নষ্ট করিয়া দিয়াছে।

মেথাতে ও বাবুবাজারে দাঙ্গার মত হয়। পুলিশ আসিয়া শান্তি স্থাপন করে। সশস্ত্র পুলিশ সহরময় পাহারা দিতেছে।

নারিন্দা রোডে ছাত্রদিগের সহিত মুসলমানদিগের দাঙ্গা হয়। এই সমস্ত শোভাযাত্রায় কংগ্রেসের মত ছিল না।

সহরের নানা স্থানে মারামারি ও দাঙ্গা চলে।

কাগজটোলায় বড় দাঙ্গা হয়, পুলিশ আসিয়া থামাইয়া দেয়।

উয়ারীর নিকট মুসলমানগণ এক ছাত্রাবাস আক্রমণ করে। মারপিট গুরুতর হইয়াছিল।

রায়সাহেব বাজারে দাঙ্গা হয়। পুলিশ আসিয়া পড়ায় দাঙ্গাকারীরা পলায়। ১৪৪ ধারার নোটীশ জারি হইয়াছে।

স্থানীয়ভাবে বিকেলে পরও দাঙ্গা চলিতেছিল, মুসলমানগণ হিন্দুর বাড়ী আক্রমণ করে। ২ জন ভদ্রলোক আপত্তি করায় তাঁহাদিগকে মারপিট করে। ম্যাজিষ্ট্রেট এক সভা করিয়া শান্তি স্থাপনের চেষ্টা করিতেছেন এবং একটী শান্তি কমিটী গঠন করিয়া স্থানসকল পরিদর্শন করিতেছেন।

ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের মতে ছাত্রেরা পাশ না লইয়া শোভাযাত্রা করায় এই দাঙ্গা হয়। এই সমস্তর কারণ এই যে ছাত্রগণ রাজনৈতিক অত্যাচারের নীতি প্রচার করিতেছে। ম্যাজিষ্ট্রেট আশা করেন যে, শান্তি স্থাপন বিষয়ে কংগ্রেসকমিটীও সাহায্য করিবেন।

সাতজন হিন্দু ও সাতজন মুসলমানকে লইয়া এক শান্তিসমিতি স্থাপিত হয়, ঢাকার নবাব প্রেসিডেন্ট হন।

রাজদ্রোহ মামলা

সিউড়ীর জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে বীরভূম জেলার যুবক সমিতির সম্পাদক, বীরভূম জেলা কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক এবং সিউড়ীর কংগ্রেস কমিটির সহকারী সম্পাদক মহাশয়গণের বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের মামলা চলিতেছে।

কুম্ভমেলায় দাঙ্গা

এলাহাবাদ, ২৩শে জানুয়ারী তারিখের সংবাদে প্রকাশ ঐ দিবস অপরাহ্নে কুম্ভমেলায় ৫ শত নাগা সাধু, ২ শত পুলিশ ও নিখিল ভারত সেবা সমিতির ৫ শত লোকের মধ্যে ঘণ্টাধিক ব্যাপী এক দাঙ্গা হইয়াছে প্রথমতঃ পুলিশ পরাজিত হওয়ায়, টেলিফোনে টাউন পুলিসকে সংবাদ দেওয়া হয়। তাহারা ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া গুলী বর্ষণ করে। উভয় দিকে কেহ কেহ গুরুতর জখম হইলেও কাহারও মৃত্যুসংবাদ পাওয়া যায় নাই।

এলাহাবাদ কুম্ভমেলায় বৈরাগী সম্প্রদায় ও পুলিশের মধ্যে যে দাঙ্গা হয়, তাহাতে সাত জন বৈরাগী, কুড়িজন কনষ্টেবল এবং দশজন স্কাউটের লোক আহত হয়।

শুনা যায় যে বৈরাগীরা প্রথম সেবা সমিতির ভোলাণ্টিয়ার ও পুলিশকে আক্রমণ করে। তাহাতেই সংঘর্ষ হাঙ্গামা হয়। অনেক বৈরাগীকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

পাঁচ হাজার সাধু, পাঁচ শত পুলিশের লোক এবং তিন হাজার স্কাউট এই দাঙ্গার সংশ্লিষ্ট।

জাল ডাক্তার

প্রকাশ যে একজন কবিরাজ কলিকাতায় ডাক্তার বলিয়া পরিচয় দিয়া এবং কলেজ অব ফিজিসিয়ান্স ও সার্জ্জেন্সের নামে লোককে ডাক্তারি পাশ করায়। সার্টিফিকেট দিয়া এক শত হইতে আড়াই শত টাকা পর্য্যন্ত করিয়া গ্রহণ করিতেন। ঐ কলেজ অনেক দিন পূর্ব্বে উঠিয়া গিয়াছে। কলিকাতার ফৌজদারী আদালতে মোকদ্দমা চলিতেছে। আসামী জামিনে খালাস আছে।

দাহে মৃত্যু

কলিকাতা [illegible] ষ্ট্রীটে একজন বালিকা রন্ধন করিতেছিল। হঠাৎ তাহার কাপড়ে আগুন লাগিয়া যায়। তাহাকে হাসপাতালে পাঠান হয়, সেখানে তাহার মৃত্যু হইয়াছে।

ভারতীয় অধ্যক্ষ

লেফ্‌টেনান্ট কর্ণেল দ্বারকা প্রসাদ গাঙ্গুলি কলিকাতা মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হইয়াছেন।

ডাক্তার কে, কে, চট্টোপাধ্যায় ক্যাম্বেল মেডিকেল স্কুলের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হইয়াছেন।

বালিকার বীরত্ব

কিরণবালার স্বামী কলিকাতায় থাকে, এবং কিরণবালা শ্বশুর বাড়ীতে থাকে। এই সুবিধা পাইয়া সাতরাম নামক এক ব্যক্তি কিরণবালার সতীত্ব নষ্ট করিবার চেষ্টা করায় সে সাতরামকে এরূপ ভীষণভাবে দায়ের আঘাত করে যে তাহাকে তিনমাস কাল যাবৎ হাসপাতালে থাকিতে হয়। সম্প্রতি আলিপুরের বিচারে সাতরামের ছয় মাস সশ্রম কারাদণ্ড হইয়াছে। বিচারক বালিকার বীরত্বের প্রশংসা করিয়াছেন।

প্যাটেল প্রসঙ্গ

পাঠকগণ অবগত আছেন যে ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদের সভাপতি মিঃ প্যাটেল সভার দর্শকদিগের মঞ্চ বন্ধ করিবার আদেশ দিয়াছেন। মিঃ আর্থার মুর এই জন্য সভাপতির নিন্দা প্রস্তাব উত্থাপনের চেষ্টা করেন কিন্তু সভাপতি তাঁহাকে থামাইয়া দেন।

এই বিষয় লইয়া বড়লাট বাহাদুরের সহিত বিভিন্ন দলের নেতাদিগের কথাবার্ত্তা চলিতেছে।

সাহিত্য সম্মেলন

২৮শে ফেব্রুয়ারী হইতে তিনদিন ভবানীপুর গোখেলমেমোরিয়াল [illegible] স্কুলে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের উনবিংশ অধিবেশন এবং প্রত্নতত্ত্ব ও কারুশিল্প সম্বন্ধীয় প্রদর্শনী হইবে।

নারীসমিতি

বোম্বাইয়ে নারীসমিতির এক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। কুমারী টাটা প্রস্তাব করেন যে, নাবালক নাবালিকাদের উপর পিতা ও মাতার অভিভাবক হিসাবে তুল্য অধিকার থাকিবে। বিধবা হইলে অভিভাবকত্বে দাবী মাতার সর্ব্বপ্রথম বলিয়া গণ্য হইবে। পুরুষ ও নারীর সামাজিক অধিকার একই প্রকার থাকিবে। অস্পৃশ্যতা ও আমাচার সমস্যা বর্জনীয়। বেশ্যাবৃত্তি নিরোধ করিতে হইবে। যে সকল নারী অন্তঃস্থ বেশ্যা তাহাদিগকেও সমভাবে শাসন করা দরকার। পর্দ্দা তুলিতে হইবে।

বুদ্ধের হাড়

গণ্টুর জিলার নাগার্জ্জুন কোণ্ড পাহাড়ে বুদ্ধের হাড় পাওয়া গিয়াছে বলিয়া শুনা যাইতেছে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১৭ই মাঘ শুক্রবার—১৩৩৬

শ্রীধামে আহ্বান

যুগে যুগে শ্রীভগবান্ জগতে স্বীয় স্বাভাবিক কারুণ্যদর্শে আগমন করিলেও শ্রীগৌরাবতারে কারুণ্যদয় পূর্ণ মাত্রায় প্রকাশিত হইয়াছে। অন্যাবতারে অবতার-লীলায় শ্রীভগবান্ অপ্রত্যক্ষভাবেই স্বভজনের উপদেশ প্রদান করিয়াছেন আর এই অবতারে নিজেই নিজের আদর্শ দেখাইয়া আরাধকের বেশে নিজভজন শিক্ষা দিয়াছেন।

মহাবদান্য শ্রীমন্মহাপ্রভু ভক্তসেবামাত্র প্রচার করিয়া জীবের পক্ষে ভগবদ্ভজন বহুত সুলভ করিয়া দিয়াছেন। যে ভগবান অগ্র হইতে অকাতরভাবে প্রেমভক্তি অঙ্গীকার করিয়াছেন, কিন্তু তাহাতেও ভক্তের হস্তে বন্ধন স্বীকার করিয়া নিত্যসেব্য আত্মা লাভ করিয়াছেন, এবং প্রাচীন হইয়াও ভক্তাধীন অঙ্গীকার করিয়াছেন সেই আত্মদান তত্ত্ব শ্রুতিগণ ও কতজন তাহা ভক্তবাৎসল্যকারী মহাপ্রভুর পূর্বে বিশেষভাবে কেহই জানিতেন না।

শুদ্ধভক্তগণের ... শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী ঠাকুর বলিয়াছেন যে,—লোকে বর্ণাশ্রম ধর্ম যথাযথ আচরণ করিয়া, বিষ্ণুর পরিচর্যা করিয়া, তীর্থ সমূহ বিচরণ করিয়া, বেদান্ত শাস্ত্র বিচার করিয়াও যদি গৌরচরণাশ্রিত না হয়, তবে তাহার ভক্তি পদ দুষ্প্রাপ্য পদ লাভ হয় না।

মহামহিম শ্রীশ্রীচৈতন্যপ্রভুর জীবের চৈতন্যধর্মের উদ্বোধনের জন্য যেভাবে চেষ্টাবিশিষ্ট, তাহা শ্রীচৈতন্য সরস্বতীর অনুগত হইয়া তাঁহার প্রতি কার্য্যে লক্ষ্য করিলেই দেখা যাইবে। শ্রীল গুরুদেব শ্রীল প্রভুপাদ মহাপ্রভুর কথা প্রচার করিবার জন্য দিকোঁঙ্গকে সমস্ত পাঠাইয়া নবধা ভক্তির মুখ্যাঙ্গ আত্মনিবেদন-ক্ষেত্র শ্রীধাম মায়াপুরে শ্রীচৈতন্যবাণীভবনের প্রচারকার্য্য প্রবর্ত্তনে শ্রীচৈতন্য মঠে চৈতন্যধর্ম্মের কেন্দ্র করিয়া জগতের সমস্ত অংশে প্রচারের অনুষ্ঠান করিয়া ভূলোকে গোলোকরূপ সেবাসুষমা নন্দনের সুবিধা করিয়াছেন।

শাস্ত্র ও সাধু শ্রীভগবানের প্রভু ভগবদ্বিগ্রহ জীবকুল নিজ নিজ চেষ্টা ও বুদ্ধি দ্বারা ভূলোকে সেই গুণগান দ্বিতীয় বিগ্রহস্বরূপে উপলব্ধি করিতে পারে না। স্বয়ংপ্রকাশ বস্তুর তত্ত্বজ্ঞান সেই বস্তুর কৃপা ব্যতীত কাহারও লাভ হয় না। আজ শ্রীচৈতন্যমঠোদ্ভূত প্রচারক প্রভুপাদগণ ভগবত্তত্ত্ব, ভাগবততত্ত্ব, ধামতত্ত্ব, নামতত্ত্ব, প্রসাদতত্ত্ব, বিগ্রহতত্ত্বাদির অলৌকিকত্ব প্রচার করিবার জন্যই যে জগতে অবতীর্ণ—একথা বুঝিতে এখনও কোন ভাগ্যবানের বাকী নাই।

শ্রীচৈতন্যদেবের আচার প্রচারের ন্যায় শ্রীচৈতন্যপ্রতিনিধি প্রভুপাদ লুপ্ততীর্থ উদ্ধার, শ্রীনামপ্রচার, শ্রীবিগ্রহ-সেবা-প্রতিষ্ঠা ও শাস্ত্রপ্রচার করিয়া নিযুক্ত হইয়াছেন; এখানে শ্রীনবদ্বীপ ধামের স্বরূপ সাধারণে প্রকাশ করিবার জন্য এবার শ্রীধাম মায়াপুর-নবদ্বীপ-প্রদর্শনী প্রদর্শনের যে মায়াতীত জ্ঞানাতীত ভাবের জীবন্ত অভিনয় আরম্ভ করিয়াছেন, তাহা ভাবিলে আর স্থির থাকা যায় কি? শ্রীচৈতন্যভাগবতে গৌরলীলার ব্যাসাবতার শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর নবদ্বীপধামের যে প্রচার-প্রসঙ্গের কথা লিখিয়া গিয়াছেন আজ মুখ্য শ্রীচৈতন্যভাগবত শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর সেই বাক্যের যথার্থ সংরক্ষণ করিয়াছেন। মায়ার কাম-ক্রোধাদিপীড়িত, উদরাদিসেবাপর বেষধারী সাধুর অভিনয়কারিগণ শ্রীভগবানের নাম লইয়া যেমন কাম-সেবায় নিযুক্ত থাকেন, সেই সমস্ত পরমহংস মত ভাগবত বা আপ্রাকৃত গুরুগণ ধাম সেবায় নিজেও অপ্রাকৃত ধামের সেবা করেন এবং আনুকূল্য জগতের সকলকেই সেই নিত্যসেবাধিকার প্রদান করেন। প্রভুপাদের ভাবে দয়ার আদর্শ দেখিলে অবাক্ হইতে হয়।

আগামী ২০শে মাঘ সমাগত বাণীপূজার দিন সেই অপ্রাকৃত ধাম প্রদর্শনীর দ্বার উন্মুক্ত হবে! ওহে ভাগ্যবান! আপনারা যে যেখানে আছেন ছুটিয়া আসুন। একা আসিবেন না, আত্মীয়স্বজন সঙ্গে লইয়া আসুন; আর অমন বর্ণ জাতি-বিচার-অভিমান ছাড়িয়া দর্শন করে, আর দেখুন সেই প্রদর্শনী, ধর্ম্ম-প্রদর্শক প্রভুপাদের আশ্রয়ে। তাই বলিয়া, এবার আসিলেই অবেশী নয় সবই পাইবে, কিন্তু তিনি আপনার বিস্মৃতির সেবাসুষমা দেখিবার সুযোগ ... চলিয়া গেলে আর পাইবে না। ওহে শ্রীকৃষ্ণ, কৃষ্ণ অন্য-অন্য-শোভন। বিবিধ ভগবদ্বিগ্রহগণ এবং বহু দেবতা ও তাহা অপেক্ষা নরাকৃতির শ্রীকৃষ্ণ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এক জন্মে ভগবান হৃষীকেশের যশঃকীর্ত্তন-প্রভাবে নির্মল ও মহাভাগবতগণের সমাগমের সম্ভাবনা। হরি-হরি! সংসারে কাজ মিটিবে না। নদীর তেউএর অবসান নাই দেখিবে শ্রীভগবান্ আমাদিগের এই শুভ সুযোগ দিন দিন অবকাশ দিয়া—

গুরুকৃপা বিচারে বদ্ধজীবের ভ্রান্তি

কেহ কেহ বলেন, সদ্‌গুরুর সাক্ষাৎ মাত্রেই বদ্ধ জীবের সংসার বন্ধন ঘুচিয়া যায়। তাঁহাদিগের ধারণা সদ্‌গুরু যখন শ্রীভগবানের প্রকাশ-বিগ্রহ, তখন সাধনের আয়াস ব্যতিরেকে বদ্ধ জীবকে উদ্ধার করিবার সামর্থ্য নিশ্চয়ই তাঁহাতে আছে এবং জীবোদ্ধার-কল্পে শ্রীভগবান্ যখন আচার্য্যরূপে অবতরণ করিয়াছেন, তখন সমীপাগত বদ্ধ জীবকে উদ্ধার করাই তাঁহার একমাত্র কার্য্য। ঐসকল সাধুদের উদ্ধার-কাহিনী বর্ণন করত তাঁহারা বলিয়া থাকেন যদি কোন আচার্য্য সমাগত বদ্ধ জীবকে অনায়াসে উদ্ধার করিতে না পারেন, তাহা হইলে সেই আচার্য্যকে সাধারণ মনুষ্য (অর্থাৎ শ্রীভগবানের প্রকাশ-বিগ্রহ নহে) বলিয়া বুঝিতে হইবে এবং অন্য অবিলম্বে তাঁহার সঙ্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্য যথার্থ সদ্‌গুরুর অনুসন্ধান করিতে হইবে।

উপরিউক্ত প্রকার ব্যক্তিগণের ধারণা সম্বন্ধে সূক্ষ্মভাবে বিচারে নিযুক্ত হইতে হইলে অগ্রে জীব ও ভগবত্তত্ত্ব সম্বন্ধে কথঞ্চিৎ আলোচনা আবশ্যক। এই মত নিরূপিত হইতেছে যে, জীব চেতন কি অচেতন? জীব যদি অচেতন পদার্থ হয়, তাহা হইলে বন্ধন দশার অনুভূতি তাহার পক্ষে সম্ভবপর হয় না; সুতরাং অনর্থরূপ বন্ধনকে ঘুচাইবার জন্য সদ্‌গুরু ও শাস্ত্রের আদৌ আবশ্যক নাই। অপর পক্ষে জীব যদি চেতন পদার্থ হয়, তবে তাহলে সে স্বতন্ত্র না পরতন্ত্র? জগতে দেখা যায় যে, অচেতন প্রস্তরাদি স্বয়ং গমনাগমন করিতে পারে না। কোন মনুষ্য তাহাদিগকে উঠাইয়া অন্যত্র লইয়া গেলে তাহাদেরও গমন সিদ্ধ হয়। সুতরাং বুঝা যাইতেছে যে অচেতন প্রস্তরাদি স্বতন্ত্র নহে অর্থাৎ তাহারা পরতন্ত্র। মানবগণ যখন যথা ইচ্ছা গতিবিধি করিতে কাহারও মুখাপেক্ষা করেন না, তখন তাঁহারা নিশ্চয়ই স্বতন্ত্র অর্থাৎ অচেতন প্রস্তরাদির ন্যায় পরতন্ত্র নহেন। যেহেতু চেতন ধর্ম্মযুক্ত মানবগণ স্বতন্ত্র, তাহারাও তাঁহারা ইচ্ছা করিলে শাস্ত্রানুগাবে চরিত্র গঠন করিতে পারেন এবং ইচ্ছা করিলে শাস্ত্রকে উল্লঙ্ঘন করত যথেচ্ছাচারী হইতে পারেন, শাস্ত্রানুসারে চিত্তবৃত্তিকে স্বতন্ত্রতার সদ্ব্যবহার এবং তদ্বিপরীত আচরণকে স্বতন্ত্রতার অসদ্ব্যবহার বলা হয়। সুতরাং মত-সুবর্ণসুযোগ সঞ্চয় হেতু গ্রহণ করুন। ঐ দেখুন! চৈতন্যবাণী আমাদিগকে চেতনরূপে অহ্বান করিতেছেন।

তার কথা। অতএব বুঝা যাইতেছে যে, চেতন মানবই স্বতন্ত্রতার সদ্ব্যবহার বা অসদ্ব্যবহার করিতে সক্ষম। অতঃপর জিজ্ঞাস্য এই যে শ্রীভগবান চেতন বস্তু কি না? যদি তিনি চেতন বস্তু হন, তাহা হইলে তিনি স্বতন্ত্র কি না? এবং যদি স্বতন্ত্র হন, তাহা হইলে তিনি মানবের ন্যায় নিজ স্বতন্ত্রতার সৎ ও অসৎ উভয় প্রকার ব্যবহার করিতে পারেন কি না? শাস্ত্র হইতে আমরা জানিতে পারি যে শ্রীভগবান্ই এক মাত্র পূর্ণচেতন ও পুরুষ, স্বতন্ত্র বস্তু। আর জীব সমস্ত অগ্নির স্ফুলিঙ্গের ন্যায় ভগবদ্বস্তু হইতে নির্গত হওয়ায় তাহারা অণু পরিমিত চেতন বিশিষ্ট। যেহেতু জীব মাত্রই অণুপরিমাণ চেতনসমযুক্ত, তন্নিমিত্ত অজ্ঞানের দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া স্বতন্ত্রতার অসদ্ব্যবহার করা তাহাদের স্বভাব। চেতন বস্তু পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান থাকা হেতু শ্রীভগবানকে কখনও জীবের ন্যায় অজ্ঞানাচ্ছন্ন হইতে ও স্বতন্ত্রতার অসদ্ব্যবহার করিতে হয় না।

এক্ষণে আমরা বুঝিলাম যে, জীব মাত্রেই স্বতন্ত্র। তাহা পরতন্ত্র নহে, তখন তাহাদিগের স্বতন্ত্রতার উপর হস্তক্ষেপ করা শ্রীভগবানের অভিপ্রেত নহে। পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে যে, শ্রীভগবান স্বতন্ত্র এবং স্বতন্ত্রতায় তাঁহাতে পূর্ণ মাত্রায় বিদ্যমান। জীবের স্বতন্ত্রতার উপর হস্তক্ষেপ করা যখন তাঁহার অভিপ্রায় নহে, তখন কাহার সাধ্য আছে যে তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কার্য্য করিতে পারে? তাঁহার স্বতন্ত্রতার উপর হস্তক্ষেপ করত তাঁহার দ্বারা জোর পূর্ব্বক স্বতন্ত্রতার অসদ্ব্যবহারশীল জীবের উদ্ধার সাধন করাইবে? সুতরাং বুঝা যাইতেছে যে আচার্য্যরূপধারী শ্রীভগবানের সাক্ষাৎ মাত্রেই বদ্ধ জীবের সংসার-বন্ধন ঘুচিয়া যাইবার আশা করা দুরাশা মাত্র। যে সমস্ত ব্যক্তি ঐ প্রকার দুরাশা পোষণ করেন, তাঁহারা দম্ভ এবং স্বতন্ত্রতার অসদ্ব্যবহারপটু।

অজ্ঞানের দ্বারা আচ্ছন্ন থাকা হেতু বদ্ধ জীবগণ বুঝিতে পারেন না যে তাঁহারা অসৎ। যে কালে তাঁহারা বলেন যে অমুক সাধু যেরূপ বিনা সাধনে উদ্ধার লাভ করিয়াছিলেন, সেইরূপ ভাবে যদি কোন সদ্‌গুরু তাঁহাদিগকে উদ্ধার করিতে না পারেন, তাহা হইলে তাঁহাকে অসদ্‌গুরু বুঝিতে হইবে, সেই সময় তাঁহারা যে স্বতন্ত্রতার পরিচয় দিয়া থাকেন, তাহা কি তাহারা বুঝিতে পারেন? যদি তাহারা স্বীকার করেন যে, উহা তাঁহাদিগের স্বতন্ত্রতার পরিচায়ক, তাহা হইলে তাঁহাদিগের আচরণ বুঝিবার চেষ্টা করা উচিত যে এই প্রকার স্বতন্ত্রতার পরিচয় সদ্ব্যব-

হেতু মূলক না অসদ্ব্যবহার মূলক ? শাস্ত্র হইতে আমরা জানিতে পারি যে যাঁহারা শ্রীগুরুদেবের আজ্ঞা পালনে তৎপর, তাঁহারাই সংসার-বন্ধন হইতে মুক্ত হন। সুতরাং যাঁহারা শ্রীগুরুদেবের আজ্ঞা পালনে পশ্চাৎপদ ও বিনা সাধনে সংসার-বন্ধন মুক্তিবার বাসনা পোষণ করেন, তাঁহারা শাস্ত্র-বাক্যকে লঙ্ঘন করিতে উদ্যত এবং সেইহেতু তাঁহাদিগকে স্বতন্ত্রতার অসদ্ব্যবহারশীল বলাই যুক্তিসঙ্গত। যে সকল ব্যক্তি শ্রীসদ্গুরুদেবের আজ্ঞানুবর্ত্তী, তাঁহারাই কল্যাণের দিকে অগ্রসর হইতেছেন এবং যাঁহারা তাঁহাদিগকেই স্বতন্ত্রতার সদ্ব্যবহারশীল বলা যুক্তিযুক্ত। স্বতন্ত্রতার অসদ্ব্যবহারশীল ব্যক্তিগণ অকল্যাণের দিকে গতিশীল। তাঁহারাও তাঁহারা যে আত্মঘাত করিতে উদ্যত হইয়াছেন, ইহা কোন সুধীজন স্বীকার না করিবেন ?

আজ্ঞানুসারে জগাই মাধাই পুনঃ পুনঃ জন্মে বহু সুকৃতি সঞ্চয় করিয়াছিলেন; ইহ জন্মে শ্রীমৎ নিত্যানন্দ প্রভুর দর্শনে যে সুকৃতিটুকু অবশিষ্ট ছিল, তাহা সঞ্চিত সুকৃতির সহিত তাঁহাদিগের সৌভাগ্য পূর্ণ মাত্রায় উদিত হইয়াছিল, যাহার ফলে তাঁহারা উপদেশ প্রাপ্তিমাত্রেই অনর্থ ত্যাগে সমর্থ হইয়াছিলেন ও জীবনের শেষকাল পর্য্যন্ত সর্ব্বদা ভগবদ্ভাবে বিভোর থাকিতে পারিয়াছিলেন। যে সকল স্বতন্ত্রতার অসদ্ব্যবহারশীল ব্যক্তি মনে করেন যে, শ্রীমৎ নিত্যানন্দ প্রভু হেতু অর্থাৎ বিনা পূর্ব্বার্জ্জিত সুকৃতি অবলম্বনে তাঁহাদিগকে উদ্ধার করিয়াছিলেন এবং যেহেতু ইহ জীবনে তাঁহারা অত্যন্ত পাপাচরণে রত ছিলেন, তন্নিমিত্ত তাঁহাদিগের কোন প্রকার পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত সুকৃতি থাকা সম্ভবপর নহে; তাঁহারা কি সজ্ঞ না অসজ্ঞ ? যদি তাঁহারা নিজদিগকে সজ্ঞ বলিয়া অভিমান করেন, তাহা হইলে জিজ্ঞাস্য হইবে যে কল্যাণ লাভের প্রকৃষ্ট উপায় যখন গুরুর অনুবর্ত্তী হওয়া তখন কি হেতু তাঁহারা ইহা বুঝিতে পারিতেছেন না ? যদি দৃঢ় বিশ্বাস সহকারে শ্রীগুরুদেবের আজ্ঞানুবর্ত্তী হইতে না পারেন, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, তাঁহারা কখনও সজ্ঞ নহে এবং অজ্ঞতাই উহার মূল কারণ। অতএব অজ্ঞ ব্যক্তিগণের ঐরূপ স্বতন্ত্রতার অসদ্ব্যবহার দ্বারা শ্রীগুরুদেবের আজ্ঞা পালনে তৎপর হওয়া, জগাই মাধাইয়ের দৃষ্টান্ত দেখাইয়া শ্রীগুরুদেবকে তাচ্ছিল্য বুদ্ধি করা তাঁহাদিগের পক্ষে হিতকর বিষয় নহে।

শাস্ত্রে অসদ্গুরুর সঙ্গ ত্যাগ করিবার বিধি আছে। তাই বলিয়া সদ্গুরুর বিধি পরিত্যাগের ব্যবস্থা কোন শাস্ত্রে দেখিতে পাই নাই। যদি কোন পুণ্যফলে কাহারও ভাগ্যে সদ্গুরুর চরণাশ্রয়ের সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে, তাঁহার উচিৎ কায়-মন-বাক্যে সেই শ্রীগুরুদেবের আজ্ঞাধীন হওয়া। শ্রীগুরুদেবের আজ্ঞা পালনে যে সমস্ত বিঘ্ন উপস্থিত হইবে, স্বতন্ত্রতার সদ্ব্যবহার-নিষ্ঠ বিচার দ্বারা তাহাদিগকে তাড়াইতে হইবে। যিনি তাহা না করিবেন, তিনি ক্রমশঃ স্বতন্ত্রতার অসদ্ ব্যবহার নিষ্ঠ বিচার দ্বারা চালিত হইতে থাকিবেন ও তৎফলে শ্রীগুরুদেবে সাধারণ নর বুদ্ধি স্থাপন করত তাঁহাতে প্রীতি হারাইয়া কোন অসদ্গুরুকে সদ্গুরু বুদ্ধিতে আশ্রয় করিয়া নরক যাত্রার অভিনয় করিতে থাকিবেন। হে পাঠকবর্গ ! আপনারা আশীর্ব্বাদ করুন, যেন আমার ভাগ্যে সদ্গুরুর পরিবর্ত্তে কুলগুরু কোন অসদ্গুরুর সঙ্গ লাভে রুচি না জন্মে। আমি নরক-যাত্রীকে অভিনয় ভাবত ব্যাপার বলিয়া বুঝি এবং পুনঃ পুনঃ জীবনে অসদ্গুরুর অধীনতা স্বীকার করায় আমাকে বহুবার গর্ভ-যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইয়াছে। গর্ভবাসে যে কি কষ্ট হয়, তাহা বর্ণনার অতীত। অতএব আমার সানুনয় নিবেদন, যেন আপনারা আমার প্রতি অপ্রসন্ন না হন। আপনারা সকলে মিলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলে আমার বিশ্বাস কখনই আমার বুদ্ধি স্বতন্ত্রতার অসদ্ ব্যবহার করিতে ও শ্রীগুরুদেবে নর বুদ্ধি স্থাপন করিতে সমর্থ হইবে না।

সনাতন ধর্ম

অভিধেয় বিচার

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

(শ্রীযুক্ত নরোত্তম দাসাধিকারী

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে একটি পৌরাণিক উপাখ্যান বর্ণিত আছে, তাহা এই :—

একদা এই ব্রহ্মাণ্ডস্থিত চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম দর্শন করিবার নিমিত্ত দ্বারকা পুরে আগমন করিলেন। দ্বারপাল শ্রীকৃষ্ণকে ব্রহ্মার আগমন-সংবাদ জ্ঞাপন করিলে, শ্রীকৃষ্ণ দ্বারপালকে বলিলেন, 'কোন্ ব্রহ্মা আসিয়াছেন, জিজ্ঞাসা করিয়া আইস'। তখন দ্বারপাল ব্রহ্মার সমীপে গমন করত ঐ পরিচয় জিজ্ঞাসা করেন। ব্রহ্মা উত্তর করিলেন, 'সনক-পিতা চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা, একথা শ্রীকৃষ্ণকে জানান'। শ্রীকৃষ্ণকে জানাইয়া দ্বারপাল ব্রহ্মাকে তৎসমীপে লইয়া গেলেন। ব্রহ্মার ধারণা ছিল তিনি ব্যতীত আর দ্বিতীয় ব্রহ্মা নাই। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের ঐরূপ প্রশ্নে সন্দিগ্ধচিত্ত হইয়া তৎসমীপে আগমনকারণ নিবেদন করিবার পূর্ব্বেই জিজ্ঞাসা করিলেন —'প্রভো, কোন্ ব্রহ্মা, এ প্রশ্ন কেন করিলেন? আমি ছাড়া আর কোন ব্রহ্মা আছে কি ?' কৃষ্ণ একটু হাসিয়া যাবতীয় ব্রহ্মা, শিব, ইন্দ্রাদিকে স্মরণ করিলেন। তৎপরবর্ত্তী ঘটনা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের ভাষায় উল্লেখ করিতেছি :—

অসংখ্য ব্রহ্মার গণ আইল তৎক্ষণ ॥
দশ-বিশ-শত-সহস্র অযুত-লক্ষ-বদন।
কোট্যর্বুদ মুখ কারো, না যায় গণন।
রুদ্রগণ আইলা লক্ষ কোটি বদন ॥
ইন্দ্রগণ আইলা লক্ষ কোটী নয়ন।
যোড় হাতে ব্রহ্মারুদ্রাদি করয়ে স্তবন।
বড় কৃপা করিলে প্রভু দেখাইলে চরণ ॥
ভাগ্য, মোরে বোলাইলা দাস
অঙ্গীকরি।
কোন্ আজ্ঞা হয়, তাহা করি শিরে
ধরি ॥

দেখি চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা ফাঁপর হইলা।
হস্তিগণ মধ্যে যেন মশক রহিলা ॥

অনেক কথোপকথনের পর শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্ম-রুদ্রাদিকে বিদায় দিলেন। চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা তখন শ্রীকৃষ্ণচরণে আসিয়া নমস্কার করিয়া কহিলেন :—

ব্রহ্মা বলে, পূর্ব্বে আমি যে নিশ্চয়
করিলুঁ।
তার উদাহরণ আমি আজি ত'
দেখিলুঁ ॥
কৃষ্ণ কহেন, 'এই ব্রহ্মাণ্ড পঞ্চাশৎ
কোটী যোজন।
অতি ক্ষুদ্র, তাতে তোমার চারি
বদন ॥
কোন ব্রহ্মাণ্ড শত কোটি, কোন লক্ষ
কোটী।
কোন নিযুত কোটী কোন কোটী
কোটী ॥
ব্রহ্মাণ্ডানুরূপ ব্রহ্মার শরীর-বদন;
এইরূপে পালি আমি ব্রহ্মাণ্ডের গণ ॥
'একপাদ বিভূতি', ইহার নাহি
পরিমাণ।
'ত্রিপাদ বিভূতির' কেবা করে
পরিমাণ ॥
তবে কৃষ্ণ ব্রহ্মারে দিলেন বিদায়।
কৃষ্ণের বিভূতি-স্বরূপ জানন না যায় ॥

এতদ্বিষয়ক মীমাংসক বাক্য যাহা আছে, তাহাও এস্থলে বিশেষ আলোচ্য বিষয় বলিয়া মনে করি। তদ্ধেতু তাহাও উল্লেখ করিতেছি :—

অয়ং নেতা সুরম্যাঙ্গঃ সর্ব্বসল্লক্ষণান্বিতঃ
রুচিরস্তেজসা যুক্তো বলীয়ান্ বয়সা-
ন্বিতঃ ॥
বিবিধাদ্ভুতভাষাবিৎ সত্যবাক্যঃ
প্রিয়ংবদঃ।
বাবদূকঃ সুপাণ্ডিত্যো বুদ্ধিমান্
প্রতিভান্বিতঃ ॥
বিদগ্ধশ্চতুরো দক্ষঃ কৃতজ্ঞঃ সুদৃঢ়ব্রতঃ
দেশকালসুপাত্রজ্ঞঃ শাস্ত্রচক্ষুঃ
শুচির্বশী ॥
স্থিরো দান্তঃ ক্ষমাশীলো গম্ভীরো
ধৃতিমান্ সমঃ।
বদান্যো ধার্ম্মিকঃ শূরঃ করুণো মান্যমা
নকৃৎ ॥
দক্ষিণো বিনয়ী হ্রীমান্ শরণাগত-
পালকঃ।
সুখী ভক্তসুহৃৎ প্রেমবশ্যঃ সর্ব্বশুভঙ্করঃ
প্রতাপী কীর্ত্তিমান্ রক্তলোকঃ সাধু-
সমাশ্রয়ঃ।
নারীগণ-মনোহারী সর্ব্বারাধ্যঃ সমৃদ্ধিমান
বরীয়ানীশ্বরশ্চেতি গুণাস্তস্যানু-
কীর্ত্তিতাঃ।
সমুদ্রা ইব পঞ্চাশদ্ দুর্বিগাহা হরেরমী ॥
জীবেষ্বেতে বসন্তোঽপি বিন্দু বিন্দুতয়া
ক্বচিৎ।
পরিপূর্ণতয়া ভান্তি তত্রৈব পুরুষোত্তমে
অথ পঞ্চগুণা যে স্যুরংশেন গিরিশাদিষু
সদা স্বরূপসংপ্রাপ্তঃ সর্ব্বজ্ঞো নিত্য
নূতনঃ ॥
সচ্চিদানন্দসান্দ্রাঙ্গঃ সর্ব্ব সিদ্ধি-
নিষেবিতঃ।
অথোচ্যন্তে গুণা পঞ্চ যে লক্ষ্মীশাদি-
বর্ত্তিনঃ ॥
অবিচিন্ত্য মহাশক্তিঃ কোটী ব্রহ্মাণ্ড-
বিগ্রহঃ।
অবতারাবলী বীজং হতারিগতি-
দায়কঃ ॥
আত্মারামগণাকর্ষী ইত্যমী কৃষ্ণে
কিলাদ্ভুতাঃ।
সর্ব্বাদ্ভুত চমৎকার-লীলা-কল্লোল-
বারিধিঃ ॥
অতুল্য-মধুর-প্রেম-মণ্ডিত-প্রিয়মণ্ডলঃ।
ত্রিজগন্মানসাকর্ষী মুরলী-কল-কূজিতঃ ॥
অসমানোর্দ্ধরূপ শ্রীবিস্মাপিতচরাচরঃ।
লীলাপ্রেম্ণাপ্রিয়াধিক্যং মাধুর্য্যে
বেণুরূপয়োঃ ॥
ইত্যসাধারণং প্রোক্তং গোবিন্দস্য
চতুষ্টয়ং ॥

উপরিউক্ত চৌষট্টিটী গুণ সম্পূর্ণ মাত্রায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে বিরাজমান। শেষোক্ত চারিটী গুণ বাদে বাকী ষাটটী গুণ শ্রীনারায়ণাদি বিষ্ণুতত্ত্বসমূহে বর্ত্তমান। প্রথমোক্ত পঞ্চাশটি গুণের বিন্দু বিন্দু পরিমাণ প্রত্যেক জীবে অবস্থান করিতেছে, জীবে যে পরিমাণে ঐ ঐ গুণ গুলি আছে, শিবাদি দেবগণে তাহা অপেক্ষা অধিক পরিমাণে ঐ গুণ গুলি এবং তদ্ব্যতীত আর পাঁচটী গুণ আংশিকভাবে বর্ত্তমান।

এই সমস্ত শাস্ত্র-বাক্য হইতে আমরা শিক্ষা লাভ করি যে, শ্রীকৃষ্ণই পরম তত্ত্ব। দেবগণ তাঁহা হইতে উদ্ভূত, তাঁহার অনুগৃহীত এবং তদীয় বিভূতি-সম্পন্ন বিষ্ণুবিশেষ। সুতরাং শিবাদিদেবগণকে শ্রীকৃষ্ণের প্রতিদ্বন্দ্বরূপে পৃথক্ ঈশ্বরবোধ, অথবা যেই কৃষ্ণ সেই শিব এবম্বিধ বুদ্ধি সজ্জাস্ত্র-সম্মত নহে। এরূপ বুদ্ধি ত্যাগ করত শাস্ত্রানুযায়ী বুদ্ধি গঠিত করিয়া শ্রীনাম

গ্রহণ করিলে এই দ্বিতীয় নামাপরাধ হইতে মুক্ত হওয়া যায়। ইহাই "শিবস্য শ্রীবিষ্ণোর্যঃ" শ্লোকের দ্বিতীয়ার্থ।

(ক্রমশঃ)

শ্রীশ্রীগৌরজন্মোৎসব উপলক্ষে

(২০শে মাঘ—৩রা চৈত্র)

শ্রীচৈতন্যাব্দ—৪৪৪

বিরাট্ আয়োজন হইতেছে, সকলে যোগদান করুন

পারমার্থিক জগতে এক অভূতপূর্ব্ব আবিষ্কার

শ্রীধাম মায়াপুর নবদ্বীপ প্রদর্শনী

পরমার্থ-প্রদর্শনী, ভাগবত-প্রদর্শনী, শ্রুতি-প্রদর্শনী। বেদান্ত-প্রদর্শনী, সাত্বত সম্প্রদায়-প্রদর্শনী, ভক্তিসিদ্ধান্ত প্রদর্শনী। গৌরবাণীবিনোদ সেবা-প্রদর্শনী, পারমহংস্যধর্ম্ম প্রদর্শনী, দৈব-বর্ণাশ্রমধর্ম্ম-প্রদর্শনী। সার্ব্বজনীন প্রদর্শনী, সর্ব্বচিৎসমন্বয়-প্রদর্শনী। ভগবন্নাম-মহিমা-প্রদর্শনী, ভগবদ্-রূপ-মহিমা-প্রদর্শনী, ভগবদ্গুণ-মহিমা-প্রদর্শনী, ভগবল্লীলা প্রদর্শনী। ভগবৎ-পরিকর-মহিমা-প্রদর্শনী, ভগবদ্ধাম-মহিমা-প্রদর্শনী। ভগবৎসেবো-পকরণ প্রদর্শনী, সর্ব্ববৈষ্ণব-বৈভব-প্রদর্শনী, সৎসঙ্গ-মহিমা-প্রদর্শনী, সৎসঙ্গ-স্বরূপ-নির্ণয়-প্রদর্শনী। দুঃসঙ্গ-বর্জ্জন-শিক্ষা-প্রদর্শনী, দুঃসঙ্গ-স্বরূপ-নির্ণয়-প্রদর্শনী। সার্ব্বজনীন স্বদেশের সন্ধান-প্রদর্শনী, সত্যস্বরূপ প্রদর্শনী।

আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, ধনী-নির্ধন, ছোট-বড়, জ্ঞানী-অজ্ঞানী, সবল, দুর্ব্বল, অকাম-মোক্ষকাম-সর্ব্ব-কাম সকলেরই সর্ব্বপ্রকার শিক্ষার মন্দির, সার্ব্বজনীন সংকীর্ত্তন বেদী এই শ্রীধাম-মায়াপুর নবদ্বীপ-প্রদর্শনীতে সবান্ধবে যোগদান করুন।

আসল ও নকল রেশম

(শ্রীযুক্ত সত্যাঞ্জন সেন এম, এ, বি. এল,

দৈনিক বসুমতী "আসল ও নকল রেশম" শীর্ষক প্রবন্ধে লিখিতেছেন :—

নকল রেশমে ত বাজার ছাইয়া গেল এখন আসল রেশমের দশা কি হইবে? নকল রেশম দেখিতে প্রায় আসলেরই মত—অথচ দর অত্যন্ত সস্তা। কাজেই জিনিষটি যে বিলক্ষণ জনপ্রিয় হইয়াছে, তাহা বলা বাহুল্য। ফলে কিন্তু আসল রেশমের সর্ব্বনাশের উপক্রম হইয়াছে। ভেজিটেবল প্রডাক্ট যেমন আসল ঘিকে বাজার হইতে তাড়াইয়াছে, নকল রেশমও সেইরূপ আসল রেশমকে তাড়াইয়া বাজার একচেটিয়া করিয়া ফেলিয়াছে। ফলে, আসল রেশম কোথায় আশ্রয় পায়, ইহা চিন্তার বিষয় হইয়া উঠিয়াছে।

চীনদেশ রেশমের আদি ভূমি বলিয়া প্রসিদ্ধ। চীনের রেশমের গুটির ব্যবসায় খুব বিস্তৃত ছিল। নকল রেশমের সর্ব্বত্র অবাধ-গতি দেখিয়া জন চায়না ম্যানের চক্ষু স্থির হইয়াছে, সে এখন ভাবিতেছে তাহার রেশমের পৈতৃক ব্যবসায়ের দশা কি হইবে? বাজারে নকল রেশমের প্রাদুর্ভাব কতদিন স্থায়ী হইবে? নকল রেশম কতদিন লোকের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করিয়া তাহাকে ভুলাইয়া রাখিতে পারিবে?

ধর্ম্ম জগতেও ঐরূপ ব্যাপার। মহাপ্রভু-প্রচারিত যে প্রেম-ধর্ম্ম এক সময় দেশ প্লাবিত করিয়াছিল, তাহা আজ কোথায়? লোকচক্ষে আজ বৈষ্ণবধর্ম্ম ম্লান, উপেক্ষিত, অবজ্ঞাত।

কারণ আর কিছুই নহে—কেবল নকল ঘৃত এবং নকল রেশমের ন্যায় নকল বৈষ্ণব-ধর্ম্মের সৃষ্টি; কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখ লোক সমূহ নকল বৈষ্ণবধর্ম্ম পাইয়া আসল ত্যাগ করিল। ফলে, অপসম্প্রদায় সমূহ গঠিত হইল। অপসম্প্রদায়ের ব্যভিচার ফলে ঐ সম্প্রদায়ের লোক সমাজের ঘৃণার পাত্র হইয়া উঠিল। কিন্তু যে সময় তাহারা ঐ দশা প্রাপ্ত হইল, সে সময় আসল বৈষ্ণব-ধর্ম্ম বক্ষে লুকাইয়া রাখিয়া, মাত্র কয়েক-জন শুদ্ধবৈষ্ণব লোক-লোচনের অন্তরালে রহিলেন।

এ' কালরাত্রির অবসান হইয়া আসিয়াছে। অন্ধকারের পর ঈষৎ আলোক-রশ্মি দেখা দিয়াছে। যাঁহারা জাগ্রত, তাঁহারা সেই অরুণরেখা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছেন।

বাহাদের নকল রেশম, আসল রেশমেরই মত, নকল বৈষ্ণবধর্ম্ম, আসল বৈষ্ণব-ধর্ম্মেরই মত; কুপথ প্রদর্শক গুরুব্রুবগণ, প্রকৃত গুরুর ন্যায়; মেকি টাকা, আসল টাকার মত দেখিতে; বাজাইয়া লইতে হইবে।

———

জৈবধর্ম্ম

দি লাইট অব্ দি ইষ্ট নামক ক্যাথলিক খৃষ্টান বলেন, "যদি একমাত্র সত্য ধর্ম্ম না থাকে তবে একমাত্র সত্য বিজ্ঞান, একমাত্র সত্য দর্শন অথবা একমাত্র সত্য গণিত শাস্ত্র কি করিয়া থাকিতে পারে? আমাদের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় ব্যাপারেই আমাদের সন্দেহ থাকিয়া যাইবে, অথচ অপেক্ষাকৃত অল্প আবশ্যক বিষয়ে নিঃসন্দিগ্ধ থাকিব, ইহা হয় কেমন?

"একটী ধর্ম্ম একমাত্র সত্য ধর্ম্ম—এ কথা বলিলে এমন বুঝায় না যে, অন্য সমস্ত ধর্ম্ম সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বাংশে ভ্রম পরিপূর্ণ। ইহাতে এই মাত্র বুঝায় যে, ঐ সকল ধর্ম্ম আংশিক মিথ্যা অথবা কোন কোন বিষয়ে ভ্রান্ত। এইরূপ ভ্রান্ত বলিবার কারণই এই যে, ঐ সকল ধর্ম্ম একমাত্র সত্য ধর্ম্ম হইতে কোন কোন বিষয়ে পৃথক।

"মিথ্যা বা ভ্রম যুক্ত ধর্ম্ম বলিলে এমন বুঝায় না যে ঐ ধর্ম্মের সমস্তই মিথ্যা, সমস্তই ভুল, কারণ এরূপ ধর্ম্ম থাকিতেই পারে না। এ কথায় এই মাত্র বুঝায় যে, ইহা সত্য মিথ্যার মিশ্রণ।"

আমাদের মতে ধর্ম্ম এক—দুই বা নানা নহে। জীব মাত্রেরই একটি ধর্ম্ম। সেই ধর্ম্মের নাম বৈষ্ণব ধর্ম্ম। ভাষা ভেদে, দেশ ভেদে জাতি ভেদে ধর্ম্ম ভিন্ন হইতে পারে না। অনেকে নানা নামে জৈব ধর্ম্মকে অভিহিত করেন, কিন্তু পৃথক্ ধর্ম্মের সৃষ্টি করিতে পারেন না। পরম বস্তুতে অণু বস্তুর যে নিসর্গ সিদ্ধ প্রেম, তাহাই জৈব ধর্ম্ম অর্থাৎ জীব সম্বন্ধীয় ধর্ম্ম। জীব সকল নানা প্রকৃতি সম্পন্ন হওয়ায় জৈব ধর্ম্মটী কতকগুলি প্রাকৃত আকারের দ্বারা বিকৃত রূপে লক্ষিত হয়। এত অন্য বৈষ্ণব ধর্ম্ম নাম দিয়া জৈব ধর্ম্মের শুদ্ধাবস্থাকে অভিহিত করা হইয়াছে। অন্যান্য ধর্ম্মে যে পরিমাণে বৈষ্ণব ধর্ম্ম আছে, সেই পরিমাণে সে ধর্ম্ম শুদ্ধ।

আমরা যদি ধর্ম্ম বিষয়ে অভ্রান্ত মীমাংসায় উপনীত হইতে চাই, তাহা হইলে সর্ব্বধর্ম্মের সার, এই কথাগুলি বলিয়া রাখা কর্ত্তব্য যে, কৃষ্ণ বৃহৎ চিদ্বস্তু এবং জীব তাঁহার অণু চিদ্বস্তু। চিদ্ধর্ম্মে উভয়ের ঐক্য আছে; কিন্তু পূর্ণতা ও অপূর্ণতা ভেদে উভয়েরই স্বভাবভেদ অবশ্যই সিদ্ধ হয়।

কৃষ্ণ জীবের নিত্যপ্রভু, জীব কৃষ্ণের নিত্যদাস, ইহা স্বাভাবিক বলিতে হইবে। কৃষ্ণ আকর্ষক, জীব আকৃষ্ট। কৃষ্ণ ঈশ্বর, জীব ঈশিতব্য। কৃষ্ণ দ্রষ্টা, জীব দৃষ্ট। কৃষ্ণ পূর্ণ, জীব দীন ও ক্ষুদ্র। কৃষ্ণ সর্ব্বশক্তিমান, জীব কৃষ্ণের তটস্থা শক্তির পরিণত কৃষ্ণেচ্ছার অধীন। অতএব কৃষ্ণের নিত্য অধীনতা বা দাস্যই জীবের নিত্য স্বভাব বা ধর্ম্ম।

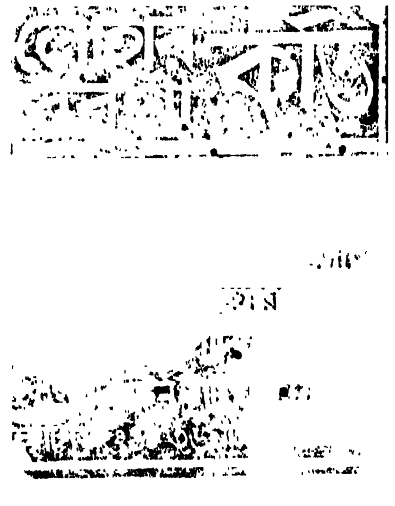

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য [illegible] টাকা।

১৭২৪ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে,

সপ্তচত্বারিংশ খণ্ডে সূচী ছাপা হইতেছে।

প্রতি খণ্ড [illegible] নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে [illegible] সাধারণ পক্ষে [illegible]। [illegible] সাধারণ পক্ষে ।৫০, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে [illegible]

দশম [illegible] ভিক্ষা ১২, [illegible] সাধারণের পক্ষে ৮৲

[illegible] একাদশ সংখ্যা [illegible] হইয়াছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

"শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত"

সূচী প্রভৃতি সহ সম্পূর্ণ ছাপা শেষ হইয়াছে

আদি, মধ্য, ও অন্ত্যলীলা এবং সূচী ছাপা হইয়া সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে। যাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্বে ১০ টাকা ভিক্ষার তৃতীয় সংস্করণ [illegible] না পাইয়া [illegible] সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের জন্যই [illegible] ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। সেই ১০৲ টাকার [illegible] বিরাট গ্রন্থের [illegible] মাত্র ৫৲ টাকা ভিক্ষায় দেওয়া হইতেছে। গ্রাহকগণ সত্বর হউন পরে আর এ সুযোগ থাকিবে না।

শ্রীচৈতন্য [illegible]

শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর বিরচিত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

সভাষ্য আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র গ্রন্থ ৮৲ স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲

নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪৷৷০ টাকা

শ্রীধাম মায়াপুর নবদ্বীপ প্রদর্শনীতে

শ্রীধর ভাণ্ডার, ঢাকা।

[illegible] বহু [illegible] শ্রীধর ভাণ্ডার শ্রীধাম-মায়াপুরে [illegible] বিখ্যাত মসলিন ও নানাবিধ [illegible] ধুতী, শাড়ী, [illegible] সাড়ী ধুতী, [illegible] শাড়ী চাদর, [illegible] প্রভৃতি কাপড় চাদর শ্রীধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপ-প্রদর্শনীতে [illegible] ও সুচারু [illegible]। [illegible] এলাহাবাদ, বোম্বে, [illegible] দর্শক ও [illegible] এক স্থান হইতে প্রয়োজনীয় [illegible] করিতে পারিবেন। আমাদের দর যে সুলভ তাহা [illegible] বুঝিতে পারিবেন।

প্রদর্শনীর ঠিকানা

শ্রীধর ভাণ্ডার ষ্টল

শ্রীধাম মায়াপুর-নবদ্বীপ-প্রদর্শনী

পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর (নদীয়া)

ঢাকার ঠিকানা

শ্রীধর ভাণ্ডার, [illegible], ঢাকা।

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত ভক্তি গ্রন্থাবলী

যে সব উৎকলবাসী ভক্ত বাংলা অক্ষর পড়িতে জানেন না, তাঁহাদের শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত পরম উপাদেয় ভক্তি-কথা জানিবার সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে উড়িয়া-অক্ষরে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হইয়াছে। [illegible] গ্রন্থগুলির ভিক্ষাও অপেক্ষাকৃত অল্প।

গ্রন্থের নাম	ভিক্ষা
শ্রীহরিনাম চিন্তামণি, [illegible]	৷৷০
একত্রে [illegible] লইলে	৵৲
সাধন পথ [illegible]	
একত্রে [illegible] লইলে	
কল্যাণ কল্পতরু [illegible]	
একত্রে [illegible] লইলে	
গীতাবলী [illegible]	৵১০
একত্রে [illegible] লইলে	৵১৫
শরণাগতি [illegible]	⁄০
একত্রে [illegible] লইলে	৵৫

প্রাপ্তিস্থান — শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ, কটক এবং শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, পুরী

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিম্নলিখিত মঠসমূহে প্রাপ্তব্যঃ—

১। শ্রীচৈতন্য মঠ,—পোঃ, শ্রীধামমায়াপুর, (নদীয়া)।
২। শ্রীগোরগদাধর মঠ,—চাঁপাহাটি, [illegible] পোঃ, (বৰ্দ্ধমান)।
৩। শ্রীভাগবত আসন,—[illegible], কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৪। শ্রীগৌড়ীয় মঠ,—[illegible] রোড, কলিকাতা।
৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, [illegible], পুরী।
৬। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ,—[illegible] বাজার, কটক।
৭। শ্রীভাগবত মঠ, [illegible], বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।
৮। শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ, [illegible], কাশী, ইউ, পি।
৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,—[illegible], বৃন্দাবন, মথুরা, ইউ, পি।
১০। শ্রীপরমহংস মঠ [illegible] পোঃ, [illegible]পুর, ইউ পি।
১১। শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ,—কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল, পাঞ্জাব।
১২। শ্রীমাধবগৌড়ীয় মঠ, [illegible] নবাবপুর রোড, ঢাকা।
১৩। শ্রীগদাইগৌরাঙ্গ মঠ, বালিয়াটি, ঢাকা।
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম,—আমলাযোড়, [illegible] পোঃ, বৰ্দ্ধমান।
১৫। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ,—[illegible]কোন্দা, [illegible] পোঃ, মানভূম।
১৬। শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয় মঠ,—আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী, উড়িষ্যা।
১৭। শ্রীগৌড়ীয় মঠ কার্য্যালয় [illegible] রোড, নিউদিল্লী

এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণের নিকটও নদীয়া-প্রকাশ প্রাপ্তব্য।

১। শ্রীযুক্ত জনার্দন ঘোষ—[illegible] রোড, খুলনা।
২। শ্রীযুক্ত রাধাচরণ গোস্বামী [illegible] দেওয়ানগঞ্জ, [illegible] কুচবিহার।
৩। শ্রীযুক্ত রামবল্লভ রায়—[illegible] গোপাল মল্লিক লেন, কলিকাতা
৪। মিঃ এন ডি. মুখার্জ্জি—এম, এম, [illegible], কানপুর।
৫। শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী জ্যোতিভূষণ [illegible], নদীয়া
শ্রীরাসবিহারী দাস অধিকারী, [illegible]
৭ শ্রীবিনোদমোহন দে—[illegible], ঢাকা।
৮। শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় [illegible]
শ্রী[illegible] বন্দ্যোপাধ্যায় [illegible]

মনখানি ভক্তে [illegible] করে। [illegible] সেইমত মায়া পাপে ডুবি মর।

শ্রীচৈতন্যমঠের গ্রন্থাবলী

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বিরচিত

ভাষ্য-গ্রন্থাবলী।

উৎকৃষ্ট কাপড়ে বিলাতী ধরণে বাঁধাই স্বর্ণালঙ্কৃত। চতুর্থ সংস্করণ। বিস্তৃত বিষয়সূচীসহ

জৈবধর্ম্ম

বাঁধাই ২্, দুই টাকা

প্রকাশিত হইয়াছে

সনাতন ধর্ম্মশাস্ত্র বেদ, বেদান্ত, উপনিষৎ গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত, পুরাণ, তন্ত্রাদি সকল গ্রন্থ পাঠ করিবার অবসর অতি অল্প মানবের ঘটিয়া থাকে। অনেকের যোগ্যতা না থাকায় সেই সমস্ত গ্রন্থের মর্ম্ম অবগত হইতে পারেন না। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বাঙ্গালীর এই অসুবিধা দূরীভূত করিবার জন্য এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

বিদ্যালয়ের ছাত্র বা শিক্ষকগণের বিশেষ পাঠ্য, এই হেতু শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টার বাহাদুর তাঁহার সমস্ত বিদ্যালয়ের জন্য অনুমোদন করিয়াছেন।

শ্রীশ্রী ... শিক্ষা ।৩

প্রথম খণ্ড। ভিক্ষা—১্, একটাকা

যুক্তিপূর্ণ শাস্ত্রবাক্য দ্বারা প্রত্যেক মানবের নিত্য কর্ত্তব্য ও অনিত্য সাময়িক কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। গ্রন্থের প্রতি উক্তি সনাতন শাস্ত্রবাক্য দ্বারা সমর্থিত ও প্রমাণিত হইয়াছে। দেহের, মনের ও আত্মার বৈজ্ঞানিক স্বদেশ, বিদেশ, নীতি, সামাজিক ইত্যাদি বিষয় ক্রমানুসারে এমন সুন্দরভাবে যুক্তিসহকারে আলোচিত হইয়াছে যে, প্রথম পাঠ হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত পাঠ না করিয়া নিরস্ত হওয়া যায় না।

শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য

ভিক্ষা ৵০

ঐ প্রমাণ খণ্ড ভিক্ষা ৵০

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিহার ও লীলাভূমি নয়টী দ্বীপসমন্বিত। এই নয় দ্বীপের প্রাচীন বিবরণ—প্রত্যেক দ্বীপে শ্রীমহাপ্রভুর লীলা—প্রত্যেক দ্বীপের পরিচয়, শ্রীধাম-মাহাত্ম্য—ধামাপরাধ কি? ইত্যাদি বিষয় বিশেষভাবে মনোহর ছন্দে বর্ণিত। পকেট সাইজ প্রায় ১৬০ পৃষ্ঠা।

শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ

উজ্জ্বল ব্রোঞ্জ ব্লু কালীতে উত্তম কাগজে ছাপা—শ্রীনবদ্বীপধাম দর্শনে ভাবুক দর্শনকারীর কি প্রকার ভাবের উচ্ছ্বাস হয়, তাহা এই গ্রন্থে বর্ণিত। অতি চমৎকার। ভিক্ষা চারি আনা।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (?)

।৶০

দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভুকে উপদেশচ্ছলে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিচার অতি সুন্দরভাবে অঙ্কিত হইয়াছে। ইহা ছাড়া শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদিষ্ট শিক্ষা ও উপদেশ বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

বিজ্ঞাপন

বেঙ্গল লেজিস লেটিভ কাউন্সিল নদীয়া অমুসলমান সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি পুনর্নির্ব্বাচন।

এতদ্দ্বারা সর্ব্ব সাধারণকে জানান যাইতেছে যে নদীয়া জেলার অমুসলমান সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি শ্রীযুক্ত রণজিৎ পাল চৌধুরী মহাশয়ের বঙ্গীয় লেজিস্‌লেটিভ কাউন্সিলের সদস্য পদত্যাগে মাননীয় বঙ্গীয় গভর্ণর সাহেব মহোদয় পুনর্নির্ব্বাচনের জন্য আদেশ প্রদান করিয়াছেন।

আমি উক্ত নির্ব্বাচন ব্যাপারে রিটার্নিং অফিসারের কার্য্য করিব। নির্ব্বাচন পত্রাদি আগামী ৫ই ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত রবিবার ব্যতীত অন্য দিবস বেলা এগার টা হইতে তিনটার মধ্যে আমা কর্ত্তৃক অথবা হেডকোয়ার্টার হইতে আমার অনুপস্থিতিকালে সিনিয়র ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট কর্ত্তৃক ব্যবস্থানুযায়ী কালেকটরেট্ আফিসে আমার খাস কামরায় কিম্বা সিনিয়র ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের আফিসে গৃহীত হইবে।

আমি স্বয়ং কালেক্টরেট আফিসে আমার খাস কামরায় আগামী ১৯৩০ সালের ৬ই ফেব্রুয়ারী বেলা এগার টা ত্রিশ মিনিটের সময় নির্ব্বাচন পত্র সমূহ পরীক্ষা করিব।

নির্ব্বাচন-পত্র আমার আফিস হইতে পাওয়া যাইবে।

নদীয়া ম্যাজিষ্ট্রেসী
২৩-১-৩০

(স্বাঃ) টি সিরায়
ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ও
রিটার্নিং অফিসার,
নদীয়া।

গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-জগতে অভিনব গ্রন্থ!!

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতি গ্রন্থাবলী:—

শরণাগতি

পকেট সাইজ
অষ্টম সংস্করণ
ভিক্ষা ৴০ আনা

দেহ ও মনের চেষ্টা আনুকূল্য সত্ত্বেও যখন জীব ... পায়, তখন একমাত্র নিত্যবস্তু শ্রীভগবানের প্রতি তাঁহার কোন জাতীয় আবেগময়ী প্রার্থনা হয় এবং শ্রীভগবানে সর্ব্বান্তঃকরণে নিষ্কপটে কি প্রকারে শরণাপন্ন হইতে হয়, ইত্যাদি বিষয়ক প্রাণস্পর্শী প্রার্থনা ও আত্মসমর্পণমূলক গান। উড়িয়া সংস্করণ ও প্রকাশিত হইয়াছে।

ভিক্ষা প্রতি খণ্ড ৴০ এক আনা।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা—৴০, নবদ্বীপশতক—৴০, অপশতক—৴০

কল্যাণকল্পতরু

পকেট সাইজ
পঞ্চম সংস্করণ
ভিক্ষা ।৴০

আমরা প্রত্যহ নূতন নূতন অভাব ও কামনার বশবর্ত্তী হইয়া পুনঃপুনঃ যে অকল্যাণকে কল্যাণ বলিয়া গ্রহণ করি এবং যাহার নিকট কল্যাণ কামনা করি, তিনি যে নিত্য বা যথার্থ কল্যাণ প্রদানে অসমর্থ এবং কোন বস্তু আমাদের নিত্য কল্যাণদাতা এবং কি ভাবে আমরা সেই কল্যাণলাভে সমর্থ হইব, এই সকল কথা সরল গানে লিপিত। এই পুস্তিকা বাস্তবিকই কল্যাণের কল্পতরু; যদি প্রত্যেকে নিত্যকল্যাণ প্রার্থ...

রেজেষ্টার্ড

মদন মঞ্জরী

বটিকায় স্বপ্ন ও ধাতুদৌর্ব্বল্য, ইন্দ্রিয়শক্তির হ্রাস, প্রস্রাবে শুক্রপাত, বদহজম, মাথা ঘোরা, বুক ধড়ফড়ানি, অনিদ্রা প্রভৃতি লক্ষণ সত্বর নির্দ্দোষ আরোগ্য হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ৩০ বটী ১্, এক টাকা।

"নপুংসকত্বারি ঘৃত"।

পুরুষত্বহানি রোগে বাহ্যপ্রয়োগ দ্বারা আরোগ্য করিয়া থাকে। মূল্য ১ তোলা ১্ টাকা।

"রমণীবিলাসিনী বটিকা"

স্ত্রীধারণ করিবার শক্তি বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয়। মূল্য ১৬ বটী ১্, এক টাকা।

রাজবৈদ্য নারায়ণজী, কেশবজী,
১৭৩নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

বিজ্ঞাপন

সাবধান! সাবধান!! সাবধান!!!

জে, বি, দত্তের চোকা শিশি বাদাম তৈল

আদি ও অকৃত্রিম এবং উপকারিতায় সর্ব্বজন পরিচিত ও বহু প্রশংসিত।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী *J. B. Datta & Co.* নাম দেখিয়া খরিদ করিবেন। নতুবা জুয়াচোরগণ বন্ধুবের কৃত্রিম তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে।

বিনীত—জে, বি, দত্ত

ফেরাস্ কুইনিন

নূতন এবং পুরাতন ম্যালেরিয়ার যম

ইহাতে উপযুক্ত মাত্রায় আইরণ, হাইপোফস্ফেট কুইনীন, আর্সেনিক এবং ষ্ট্রিক্‌নিন আছে।

এই ফেরাস্ কুইনিন দ্বারা ইন্‌জেকসন করিলে একটী বা দুইটী ইন্‌জেকসনেই সকলপ্রকার কঠিন ম্যালেরিয়া জ্বর বন্ধ করে এবং শরীর হইতে বারটী ইন্‌জেকসনে ম্যালেরিয়ার সমস্ত উপসর্গ নষ্ট করিয়া দেয়। ... এম্পুলপূর্ণ প্রতি বাক্স—মূল্য ২্, ... টাকা

বাইওকেমিক্যাল এণ্ড ক্লিনিক্যাল ল্যাবরেটারী ... প্রস্তুত। ২৯১ ... কলি...

পর-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

এখানে আহার এবং বাসস্থান দিয়া বিদ্যার্থিগণকে বিভিন্ন শিক্ষণীয় বিষয় শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। অনেক ছাত্র ইতোমধ্যেই আসিয়া পাঠ আরম্ভ করিয়াছেন। বর্ত্তমান বর্ষে সকল ছাত্রই গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

প্রধান অধ্যাপক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রচন্দ্র কাব্য ব্যাকরণ-সাংখ্য-বেদান্ত-ষড়্দর্শন তীর্থ, সাংখ্যভূষণ, বেদান্তরত্ন, সাহিত্যশাস্ত্রী, মহামহোপাধ্যায়।

অধ্যাপক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গৌরদাস ব্রহ্মচারী ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীধাম মায়াপুর পরবিদ্যাপীঠ, (নদীয়া)।

বেদনাঞ্জন

শ্রেষ্ঠরত্ন

কলিকাতা কংগ্রেস একজিবিসন হইতে বহু প্রশংসা প্রাপ্ত ও বহু গণ্যমান্য ভদ্রমহোদয়গণ কর্ত্তৃক প্রশংসিত।

আজকাল বাজারচলতি মিশ্রিত ও বিষাক্ত আহার্য্য সেবনে শরীরের রক্ত অত্যন্ত দোষিত হইয়া পড়িতেছে। রক্তই মানবদেহের শ্রেষ্ঠ উপাদান, এই রক্ত দোষিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মানব গাত্র বেদনা, মাথাধরা, মাথা-ঘোরা, দৃষ্টিশক্তির হ্রাস, দাঁতের গোড়া ফুলা, দাঁত কনকনানি, দাঁতে পোকা এবং নাক, চুলকানি প্রভৃতি কষ্টদায়ক চর্ম্মরোগে আক্রান্ত হইতেছে। যদি আপনি একেবারে ব্যাধিমুক্ত হইতে চান, তাহা হইলে ঔষধ পয়সার অপব্যয় না করিয়া অদ্যই এক শিশি বেদনাঞ্জন ক্রয় করিয়া ইহার আশ্চর্য্য শক্তি উপলব্ধি করুন। গুণের তুলনায় মূল্য অত্যল্প। এক শিশি ।০ আনা মাত্র মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান—এ, সি, চাটার্জ্জী এণ্ড ব্রাদার্স।

৪৫ নং ক্লাইভ রো, কলিকাতা।

সকল মনিহারী দোকানে ও বড় বড় ডাক্তারখানায় পাওয়া যায়।

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

যদিও অদ্যাপি প্রকৃত মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য, তথাপি যাহারা নানাবিধ অনিয়মিত উপায়ে অপরিমিত শক্তি নষ্ট করিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন এবং নানা প্রকার মেহ, প্রমেহ, ধাতুদৌর্ব্বল্য, স্নায়বিক দুর্ব্বলতা, বহুমূত্র, দুঃস্বপ্ন, পারদ-সংক্রান্ত পীড়া, অম্ল এবং স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে যাহারা বাধক, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, সূতিকা, শ্বেত ও রক্তপ্রদর, হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি রোগে ভুগিয়া জীবনে নিরাশ হইয়াছেন, তাঁহারা আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটার সাহেবের আবিষ্কৃত ইলেক্ট্রিক সলিউসন ব্যবহার করিয়া বাঁচিতে পারেন, তাহার শত শত প্রমাণ প্রতি বৎসরেই পাওয়া যাইতেছে। যাঁহারা অন্যান্য বহুবিধ ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরোগ্য হইতে পারেন নাই, তাঁহারা একবার এই ঔষধটী ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক শীশির বাবুদেশ্রেণী যোগীকে শিশি ঔষধ ডাকমাশুল সহ ১৷০ টাকা মাত্র

সোল এজেণ্ট—ডাঃ ডি, ডি, হাজরা।

কম্বেপুর, পাটেলবাগ পোষ্ট, কলিকাতা।

ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

অধ্যক্ষ

শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম.এ. এফসিএস (লণ্ডন)

ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক

(প্রফেসার)

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ বিশুদ্ধ ও শাস্ত্রমতে নিজ তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হয়। পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ক্যাটালগ পাঠান হয়। রোগের বিবরণ জানাইলে যত্নপূর্ব্বক ব্যবস্থা দেওয়া হয়। চিঠি পত্রাদি সম্পূর্ণরূপে গোপন রাখা হয়।

মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দুর)

(বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৪৲ টাকা

উৎকৃষ্ট স্বর্ণ, পারদ ও আমলাসার গন্ধক দ্বারা যথাশাস্ত্র প্রস্তুত।
নিত্য প্রয়োজনীয় সর্ব্বরোগনাশক মহৌষধ।

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৩৲ টাকা

উৎকৃষ্ট কাশীর আমলকী, দশমূলাদি প্রভৃতি যাবতীয় উপাদানে পূর্ণ মাত্রায় যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। কাশ, কাস, সর্দ্দি, যক্ষ্মা, ক্ষয়রোগ, হৃদরোগ প্রভৃতি রোগের মহৌষধ। সর্ব্বপ্রকার দুর্ব্বলতানাশক অত্যন্ত পুষ্টিকর মহৌষধ বা খাদ্য বিশেষ।

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬৲ টাকা

ইহা সেবনে ধাতুদৌর্ব্বল্য, শুক্রহীনতা, স্বপ্নদোষ, প্রমেহ ও ধ্বজভঙ্গ সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায়। ইহা অপরিসীম আনন্দদায়ক রসায়ন।

অবলাবান্ধব যোগ

প্রদর, বাধক প্রভৃতি জরায়ুদোষ ও যোনিগত যাবতীয় রোগের মহৌষধ।

মূল্য—১৬ মাত্রা ২৲ টাকা। ৫০ মাত্রা ৫৲ টাকা মাত্র

বিশুদ্ধ জল! ভয় নাই! বিশুদ্ধ জল!!

লক্ষ্মী টিউব-ওয়েল কোং

২০৫নং নবাবপুর, ঢাকা

বর্ত্তমান যুগের নব আবিষ্কৃত সর্ব্বাপেক্ষা উন্নত বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে নলকূপ (*Tube-well*) নির্ম্মাণ করা হয়। বঙ্গের লাট বাহাদুর, প্রাইভেট সেক্রেটারী, জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেট, জিলা-বোর্ডের চেয়ারম্যান, ইঞ্জিনিয়ার, জমিদার, তালুকদার প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত ভদ্রমহোদয়গণ এই কোম্পানীর কার্য্য দেখিয়া প্রশংসা করিয়াছেন। রাসায়নিক পরীক্ষায় জল বিশুদ্ধ না হইলে মূল্য গৃহীত হয় না। বিস্তৃত বিবরণের জন্য পত্র লিখুন

বিজ্ঞাপিত কেন?

সাধারণের উপকারে, মানবের দুঃখ না হইতে পারে তাহার পন্থা ইত্যাদি সম্বলিত "কামশাস্ত্র" গ্রন্থখানি যিনি পাঠ করেন নাই, তিনি আবেদন করুন বিনামূল্যে প্রাপ্ত হউন। উহা পাঠে উপকৃত হইয়া ৭৫০০০ হাজার লোক কৃতজ্ঞ হইয়াছেন। প্রায় ৫০ বৎসরের পরীক্ষিত, শুক্রতারল্য, স্বপ্নদোষ ইত্যাদির যম "আতঙ্ক-নিগ্রহ বটিকা" প্রত্যেক কৌটার মূল্য ১৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান—আতঙ্ক নিগ্রহ ফার্ম্মেসী, ২১৪ বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা

মনোমোহন প্রেস

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা

পূর্ব্ব-বাঙ্গালায় সুলভে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত

বৈদ্যুতিক মেশিনে দিবারাত্র কাজ চলিতেছে

বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা।

ইন্দ্রপুর নদীয়া প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীহরিদাস ব্রহ্মচারী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

স্থানীয় সংস্করণ | Registered No. C 1544

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৪র্থ বর্ষ | সম্পাদক—প্রত্নবিদ্যালঙ্কার শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী | ২৭৯ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্য মঠ শ্রীধাম মায়াপুর ১৮ই মাঘ শনিবার ১৩৩৬ ১লা ফেব্রুয়ারী ১৯৩০

বিজ্ঞাপনের হার

প্রতিবারে
প্রতি লাইন ১
প্রতি কলম ৬
অর্দ্ধ কলম ৩।০
সিকি কলম ২
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র

সাপ্তাহিক হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯
ষাণ্মাসিক ৫
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১
নগদ
প্রতি সংখ্যা ১৫

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থাবলী

	শ্রীমদ্ভাগবতম্ ... শ্লোক সূচী, বিষয়-সূচী প্রভৃতি সহ		১৬।	সাধনপথ (... সংস্করণ)	
	... প্রকাশিত ...		১৭।	আচার ও আচার্য্য	
	গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশ গ্রাহক পক্ষে	।৵০	১৮।	নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা	
	ভাষ্য-সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (২য় সংস্করণ)	৫৲	১৯।	ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা)	৸০
	গৌড়ীয়-গৌরব	১০	২০।	শ্রীনবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য	৫০
৮।	গৌড়ীয়-সাহিত্য	০	২১।	নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য (প্রমাণখণ্ড)	৫০
৫।	ভজনরহস্য	॥০	২২।	শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ	।০
৬।	শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা)	১৲	২৩।	শ্রীগোদ্রুমকল্পাটবীকথা দর্পণ	।০
	” ” ”	আবাঁধা ৸০	২৪।	শরণাগতি, গীতাবলী, গীতমালা, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা,	
	গীতা (শ্রীবলদেবভাষ্যসহ) বাঁধা ২৲	আবাঁধা ১॥০		নবদ্বীপশতক, অর্থপঞ্চক ও সদাচারস্মৃতি মোট	১৸০
	গীতা শ্রীচক্রবর্ত্তি টীকা-সহ বাঁধা ২৲	আবাঁধা ১॥০	২৫।	কল্যাণকল্পতরু (... সংস্করণ) ও অর্চ্চন-কণ	৸০
	গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য	॥০	২৬	সাধককণ্ঠহার	।০
	... সাম্যবাদ মাধব	২৲	২৭।	সংস্কার-দীপিকা	।০
	বেদান্তসূত্রের সাম্যবাদ (রামানুজীয়)	॥০	২৮।	বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড)	৩৲
	জৈবধর্ম্ম	২৲	২৯।	ব্রহ্মসংহিতা	॥০
	শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ)	৸০	৩০।	শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা	৸০
১৩।	গৌড়ীয়-কণ্ঠহার	২৲	৩১।	মণিমঞ্জরী সম্বাদ	
	প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ)	৷৷০	৩২।	গোবর্দ্ধনোদয়ঃ	
	দীপ-নির্দ্দেশন	৸০	৩৩।	শ্রীচৈতন্যভাগবত (... দ্বিতীয় সংস্করণ)	

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

শ্রীধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপ-প্রদর্শনী, নদীয়া

(৩রা ফেব্রুয়ারী হইতে ১৭ই মার্চ্চ, ১৯৩০ পর্য্যন্ত)

প্রদর্শনীর সকল জ্ঞাতব্য বিষয়ের জন্য
সেক্রেটারী মহোদয়ের নিকট
আবেদন করুন।

শ্রীকুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ,
শ্রীচৈতন্য মঠ, শ্রীধাম মায়াপুর পোঃ আঃ (নদীয়া)।

ইংরাজী ভাষায় ভক্তিগ্রন্থ

১ শ্রীচৈতন্যচরিত ও শিক্ষা
২ নামভজন
৩। বৈষ্ণবধর্ম্ম আদর্শ ও মোক্ষ
৪। ভাগবতের দর্শন ... ও ...
৫। কাম ও প্রেমধর্ম্ম
৬। গৌড়ীয়মঠ কি করেন

দেবনাগরাক্ষরে ভক্তিগ্রন্থ

১। মাধুর্য্য ... ৸০
২। সটীক শিক্ষাষ্টকম্ ।০
৩। মধ্বাচার্য্য ... ৵
৪। গৌড়ীয়বৈষ্ণব পরিচয়ঃ ৴০
৫। ... দিগ্বিজয়ঃ ॥০
৬। ... ।০

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

গভর্ণমেণ্ট হইতে রেজিষ্টারী করা—

সর্ব্বপ্রকার প্লীহা লিভার সংযুক্ত ম্যালেরিয়া

জ্বরের সাক্ষাৎ যম

সারফ্লীন

টনিক ও সালসা। পথ্যের বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই। এক দাগেই প্লীহা। লিভার ধ্বংস হয়। [illegible]

এক দাগে জ্বর পালায়, ফিরে জ্বর আর হয় না

একদাগে জ্বর পালায়, তিন দাগে সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়। এমন উপকারী ঔষধ আর নাই। [illegible] দাগ ঔষধ সেবনে যদি আপনার জ্বর এক দাগেই পলায় হয়, সেই প্রকার ঔষধ খাওয়া উচিত নয় কি? এক্ষণে [illegible] এবং জানিয়া রাখুন, আর [illegible] বাক্সে বোতল [illegible] জল খেয়ে [illegible] পড়ে পরে হয়রান হবেন কেন? [illegible] আনার সারফ্লীনই একটি জ্বর রোগীর পক্ষে যথেষ্ট, এমন প্রত্যক্ষ উপকারী জ্বরের ঔষধ আর নাই। সকালে জ্বর [illegible] বৈকালে সম্পূর্ণ আরোগ্য [illegible] ডাক্তার ডাকিতে হয় না। মূল্য প্রতি শিশি [illegible] আনা, ডজন [illegible] আনা।

এজেণ্ট—মেসারস্ এম, ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং, ১০ নং বনফিল্ডস্ লেন, কলিকাতা।

যুগল-মূর্ত্তি মার্কা
সর্ব্বত্র পাওয়া যায়।

আয়ুর্ব্বেদ সম্মত বায়ু পিত্ত বাত নাশক

ত্রিগুণ তৈল

আসল ও তাজা
শিশি ৸৹ আনা, ডজন ৮৲
ডিঃ পিঃ ও প্যাকিং মাশুল স্বতন্ত্র।

যুগল-মূর্ত্তি মার্কা এবং বটকৃষ্ণ পাল দেখিয়া লইবেন।

এমন মহোপকারী তৈল আর নাই

গবর্ণমেণ্ট হইতে রেজিষ্টারী করা—

[illegible] শাস্ত্রোক্ত ভৈষজ্য উপাদানে খাটী কাঁচা [illegible] তৈলে [illegible], [illegible], গোলাপ, চামেলী, [illegible], চন্দন, খসখস, বেলা, প্রভৃতি [illegible] সংমিশ্রণে প্রস্তুত [illegible] সমভাবে ইহার [illegible] ও গন্ধ উপলব্ধি হইয়া থাকে। ফলতঃ এই [illegible] নিত্য ব্যবহারে সাধারণতঃ দৈহিক ও মানসিক অবসাদ [illegible] থাকে।

[illegible] স্ত্রী বা পুরুষের [illegible] ধাতুস্থ মুর্চ্ছিত [illegible] গুপ্ত, জটিল [illegible], প্রদর, [illegible], বাধক, [illegible], মূর্চ্ছা, মাথাধরা, মাথাঘোরা, অর্দ্ধকপালী, নিদ্রাহীনতা এবং সর্ব্বপ্রকার বাতরোগ ও নানা প্রকার ব্যাধির কাটানু ধ্বংসকারী অব্যর্থ মহৌষধ।

বলা বাহুল্য, ইহা একপ মস্তিষ্ক স্নিগ্ধকারী ঠাণ্ডা তৈল যে, পাগল ভাল হয়। যে কোন স্থানে তৈল ক্রয়কালীন শিশির গায়ের লেবেলের উপর বড় বড় অক্ষরে আসল যুগল মূর্ত্তি মার্কা এজেণ্ট বটকৃষ্ণ পাল দেখিয়া লইবেন, অন্যথায় অর্থলোভী দোকানদার জাল বা নকল তৈল বিক্রয় করিয়া আপনাকে ঠকাইবে। [illegible] বিক্রয় করিয়া ঠকাইতে পারিবে [illegible]।

এজেণ্ট—বটকৃষ্ণ পাল এণ্ড কোং ২৩নং বনফিল্ডস্ লেন, কলিকাতা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১৮ই মাঘ শনিবার—১৩৩৬

শ্রেয়ঃ কথা

"এ সংসার—সারহীন,
জেতে মজে অর্বাচীন,
ইহাতে বিরক্ত মহাশয়।
সাধুসঙ্গে কৃষ্ণ ভজে,
রাধাকৃষ্ণ সেবে ব্রজে,
নিরন্তর কৃষ্ণনামাশ্রয়॥"

এই মহাজন-বাক্য হৃদয়ে ধারণ করিয়া যিনি কৃষ্ণভজনানুকূল জীবন যাপন করিতে পারেন, তিনিই সার্থক-জন্মা।

সভ্যতার যুগে ধর্ম্মমত

"কেন কৃষ্ণ ভজন করিতে হইবে? একটা অজানা অচেনা বস্তুর জন্য কেন আমরা আমাদের সম্মুখস্থ ভোগ্য বস্তুগুলিকে উপেক্ষা করিব? কেন আমরা আমাদের ইচ্ছামত এই জগৎকে ভোগ করিতে পারিব না? ভোগে যখন একেবারে অসমর্থ হইব, তখন যাহা হয় হইবে, সে চিন্তার এখন দরকার কি? এখন কেন আমরা সেই চিন্তা করিয়া মনের সুখ শান্তি হারাই? আর কতকগুলি 'ভক্ত' নামধারী লোক কেনই বা 'কৃষ্ণ ভজন কর' বলিয়া আমাদের সংসার-সুখ ভোগে বাধা প্রদান করিতে যাইতেছে? কেনই বা তাহারা আমাদের মনে একটা উদ্বেগ আনিয়া দিতেছে? তাহাদের ইচ্ছা হয়, তাহারাই 'ভগবান্' 'ভগবান্' করুক, আমাদিগকে কেন তাহারা সেজন্য বিরক্ত করিতে চায়? আমাদিগের সুখ শান্তির প্রতি কেন তাহারা হস্তক্ষেপ করিতে চায়? অবশ্য যাহাতে করিয়া আমাদের জীবদ্দশায় এই সংসার-ভোগে কোন প্রকার বাধা না পড়ে, এমন কতকগুলি নীতি না হয় মানা যায়; আহার, বিহার, শয়ন ও ইন্দ্রিয়তর্পণাদি ব্যাপারে একেবারে উচ্ছৃঙ্খল হইয়া চলিলে ভোগ-সুখ শীঘ্রই নষ্ট হইবে, অধিকন্তু নানা রোগাক্রান্ত হইয়া পড়িতে হইবে, সুতরাং সেগুলি না হয় মানা চলে, তবে কতকগুলি লোক, যে আমাদিগকে নরক-ভয় দেখায়, যমদণ্ড হইতে হইবে বলিয়া শাস্ত্রীয় শ্লোক আবৃত্তি করে, তাহাদের কি মাথা খারাপ হইয়া গিয়াছে, তাহা আমরা বুঝি না। তাহারা যে এইরূপ আমাদের মানসিক শান্তি নষ্ট করে, ভগবদ্ভজন বলিয়া একটা ব্যাপার আমাদের মাথায় ঢুকাইয়া দিয়া আত্মীয় স্বজন বন্ধুবান্ধবের প্রতি আমাদের যে প্রীতি বা টান তাহা শিথিল করিতে চায়, আমাদের প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি, বাক্য লইয়া টানাটানি করে, এজন্য তাহাদের নামে প্রকাশ্য দণ্ডবিধি-করণে তাহারা আমাদের শান্তিভঙ্গকারী বলিয়া নালিশ রুজু করিয়া দেওয়া উচিত নহে কি? এইরূপ ধরণের কতকগুলি লোক দেশকে আলস্যে খানা করিয়া তুলিতে বসিয়াছে! তাহারা ব্যবসা বাণিজ্য বা চাকরী বাকরী ছাড়িয়া দেশের প্রতি কর্ত্তব্য—সমাজের প্রতি কর্ত্তব্য—এমন কি তাহাদের নিজেদের মাতা পিতা ভ্রাতা ভগিনীর লালন পালনাদি কর্ত্তব্য পর্য্যন্ত অবহেলা করিয়া 'ভগবান' 'ভগবান্' করিয়া লোকের দুয়ার দুয়ার ছুটাছুটি করিতেছে, লোকের কষ্টোপার্জ্জিত অর্থের প্রতি লোলুপ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছে, আর 'দেহ কিছু নয়, মন কিছু নয়, সংসারাসক্তি কিছু নয়, আমাদের মত ভগবদ্ভক্ত ভবঘুরে সাজাই যত কিছু'—ইহাই তাহাদের কথা। তাহাদের মত লোক পরের মাথায় কাঁঠাল ভাঙ্গিয়া খাওয়া—পরমুখাপেক্ষী হওয়া আর দেশকে কুঁড়ের আড্ডা করিয়া তুলা ব্যতীত আর কিছু মনে হয় না। এই বিংশ শতাব্দীর নব জাগরণের যুগেও এরূপ কতকগুলি লোক থাকিবে, ইহা বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়!" —এইরূপ চিন্তা-ব্যাধি আজকালকার ইংরেজী শিক্ষিত সমাজের মধ্যে একরূপ সংক্রামক হইয়া পড়িয়াছে। তাহারা ভগবান্, ভক্তি ও ভক্ত প্রভৃতি জিনিষগুলি যে নেহাৎ পারভার্টেড্ ব্রেণের কাজ অথবা বিকৃত মস্তিষ্ক-প্রসূত তাহা প্রকাশ্যে বলিতে একটুও দ্বিধা মনে করেন না। তাহারা রিলিজিয়াস্ ইনষ্টিটিউশনগুলিকে একেবারে উঠাইয়াই দিতে চান।

আবার কেহ কেহ বলেন—ভগবান্ ও তাঁহার অলৌকিকী শক্তির গল্প মানবের আদিম অসভ্যাবস্থার একটী ভ্রান্ত সংস্কার মাত্র। আমরা বুড়ো ঠাকুরদা ঠাকুরমার কাছে প্রায়ই অদ্ভুত অদ্ভুত ভূতের গল্প শুনিতাম। যত ভূত প্রেত কেবল তাহাদের চোখেই পড়িত, অবশ্য তাহারা মিথ্যা গল্প সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহাও নয়, তবে প্রকৃতির কতকগুলি ব্যাপারকে তাঁহারা ভূতের কার্য্য বলিয়া ধরিয়া লইতেন। আবার তাঁহাদের সেই ভ্রান্ত সংস্কার আমাদের মনের উপরও বাল্যকাল হইতে প্রভাব বিস্তার করিয়া বসে; এখনও আমরা ভূতের ভয়ে শিহরিয়া উঠি। কতকগুলি দুষ্ট প্রকৃতির লোক দুষ্টামি করিয়া দুপুর রাত্রে বাড়ীতে ঢিল ফেলে, দিন দুপুরে অন্যের অসাক্ষাতে আমরা ঘরে আগুন দেয় ইত্যাদি ব্যাপারগুলি যেমন ভূতের কার্য্য বলিয়া চলিয়া আসিতেছে, ভগবানের অস্তিত্ব স্বীকারও এরূপ কতকগুলি সেকেলে লোকের কল্পনা-প্রসূত মাত্র! সেকেলে লোক নদী, পর্ব্বত, আকাশ, জলস্থলের সৌন্দর্য্য দেখিয়া ভগবান্ সম্বন্ধে নানারূপ আজগবি আজগুবি উপকথার সৃষ্টি করিয়া গিয়াছে মাত্র। বস্তুতঃ ভগবান বলিয়া কিছু নাই। এক একটী লোক এক একটী মনের খেয়ালে চলিয়া মনে শান্তি পায় বলিয়া অন্যেরও যে তাহাতে শান্তি পাইতে হইবে তাহার মানে কি? প্রকৃতির নিয়মে বাধ্য মানব স্বজন-বিয়োগাদি-জনিত শোকাদি-দ্বারা অভিভূত হইয়া শান্তিলাভের এক একটি পথ কল্পনা করে, সেই পথ অনুসরণে সকলেই যে শান্তি পাইবে, তার মানে কি? সুতরাং কতকগুলি নীতি মাত্র পালন করিয়া শান্তি লাভের জন্য যা'র যেমন ইচ্ছা সে সেইরূপ পন্থা গ্রহণ করিতে পারে; ইহাতে সাধু শাস্ত্র প্রভৃতির অপেক্ষার কোন আবশ্যক করে না। অবশ্য কাহারও মন যদি সাধু, শাস্ত্রের অনুশীলনে শান্তি পায়, সে তাহাই করুক, তাই বলিয়া যে সে অপরকেও সেই উপায়ে শান্তি পাইতে বাধ্য করিবে, তাহা হইবে না।"—এইরূপ এক একজনের এক এক প্রকার কথা। মোটকথা যথেচ্ছ আহার, বিহার, শয়ন ও ইন্দ্রিয়তর্পণ যে করিয়া চালান যায়, সেই করিয়া চলাই বর্ত্তমান শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মত, তাঁহারা সমস্ত শাস্ত্রাদির বাধ্য বাধকতা স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন অর্থাৎ আত্মেন্দ্রিয়তর্পণে যাহাতে কিছু মাত্র বিঘ্ন উপস্থিত হইবে, তাহা তাঁহাদের মতে ধর্ম্ম বলিয়া স্বীকার্য্য নহে; যে ধর্ম্ম যতটা তাঁহাদের আত্মেন্দ্রিয়তর্পণানুকূল হয়, সেই ধর্ম্মকেই তাঁহারা ততটা বহুমানন করিতে প্রস্তুত। সাধুগুরু তাঁহাদেরই খেয়ালমত ব্যবস্থা দিবেন, ইহাই তাঁহাদের অভিপ্রায়। শারীরিক বা মানসিক শান্তিভঙ্গের কোন ব্যাপারই তাঁহারা স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন। ইহাই নাকি তাঁহাদের স্বভাবসুগতা বা প্রকৃতি-প্রিয়তা।

অনেকে আবার বলিতেছেন,—"ভগবানকে স্বীকার করিতে হয়, তাঁহাকে আরাধনা করিতে হয়, মনে মনে করিব, তা'র জন্য আবার অন্যের অপেক্ষা যুক্ত হইয়া অন্যের বাধা বাধকতার মধ্যে পড়িব কেন? সম্প্রদায় স্বীকার করা, গুরুকরণ, মঠাদিতে বা গুরুগৃহে বাস প্রভৃতি ব্যাপারগুলি মূর্খতার পরিচায়ক, উহা দ্বারা হৃদয়কে সঙ্কীর্ণ করা হয় মাত্র, প্রকৃতির নিয়মে বাধা প্রদান করা হয়, স্বতন্ত্রতাকে নষ্ট করা হয়, শান্তির বিরুদ্ধে অশান্তিকে জোর করিয়া আহ্বান করা হয় মাত্র। 'সুখে থাকতে ভূতে কিলায়" বলিয়া একটা চলিত কথা আছে, উহাও সেইরূপ। লেখাপড়া শেখ, ব্যবসা বাণিজ্য কর বা চাকরী বাকরী কর, আত্মীয় স্বজন প্রতিপালন কর, যখন যেমন, তখন তেমন থাক, তা' না সব ছাড়িয়া স্বজনবর্গকে কাঁদাইয়া 'ভগবদ্ভজন করিব' বলিয়া গৃহত্যাগ আবার একটা কি কথা? নিতান্ত অলস প্রকৃতির লোক যাহারা, যাহারা সংসারের ঘাত-প্রতিঘাত সহ্য করিতে ভয় করে, তাহারা কোন গতিকে সংসার পালন করার ঝঞ্ঝাট হইতে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য সাধুর বেশ ধরে। ঘরে বসিয়া মনে মনে কি আর ভগবানকে ডাকা হয় না?"

মোটের উপর জগৎ কৃষ্ণভজনানুকূল অপ্রাকৃত বর্ণাশ্রম বিধান ছাড়িয়া প্রাকৃত বৈশ্য বা দেশীয়-গিরি এবং শূদ্রত্ব বা দাসত্বকেই বহুমানন করিতে প্রস্তুত। বর্ত্তমানে কেহ বা প্রাকৃত ক্ষত্রিয়ত্ব দেখাইয়া রাজ্য শাসনের ভার গ্রহণ করিতে যাইতেছেন, কিন্তু পরমপুরুষ ভগবানকে ছাড়িয়া সে পুরুষত্ব দেখান'র কোন মূল্য নাই। ভগবানকে ছাড়িয়া যে শৌর্য্য বীর্য্য প্রদর্শন করা হয়, তাহার ফল কখনও শুভ হইতে পারে না। পরহিংসা, দ্বেষ, বৃথাভিমানই বাড়িয়া উঠে, তাহাতে তপ্ততৈল-পূর্ণ লৌহ-কটাহ ছাড়িয়া অগ্নিকুণ্ডেই লম্ফ-প্রদান করা হয় মাত্র। শাস্ত্রপাঠাদি ও ভগবৎসেবাপূজাদি যে ব্রাহ্মণবৃত্তি দেখা যায়, তাহাও অপবৈশ্যত্ব ও অপশূদ্রত্বেরই অন্তর্গত। মোটকথা বর্ত্তমানে ভগবদ্বিশ্বাসরহিত এই সমস্ত লোকের চিত্ত হইতে ভগবচ্চিন্তা ক্রমেই নির্ব্বাসিত করিয়া দিতেছে। ভাল করিয়া বিচার করিলে দেখা যায়, বর্ত্তমান জগৎ ভগবানের সহিত তাহার কোন সম্বন্ধ রাখিতে চাহে না!

ভগবদ্ভজন-ব্যাপারটী জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য না হইলে জীবের ভগবদারাধনা বলিয়া কিছু থাকে না, যাহা কিছু দেখা যায়, তাহা নিজেরই ইন্দ্রিয়ারাধনা মাত্র। জানি না জীবের এইরূপ বিমুখাবস্থা আর কতদিনে দূর হইবে! ভগবান, ভক্ত ও ভক্তিতত্ত্ব বুঝিবার পক্ষে সাধুশাস্ত্রানুশাসন স্বীকার না করিয়া প্রাকৃত যুক্তিতর্ককে আহ্বান করিলে উক্ত তত্ত্বত্রয় আমাদের প্রাকৃত বিচারের বিষয়ীভূত হইয়া পড়েন; কিন্তু বস্তুতঃ তাঁহারা অতীন্দ্রিয় তত্ত্ব, মানুষের সকল বিচার তাঁহাদিগকে স্পর্শ করিতে পারে [illegible] শব্দব্রহ্ম [illegible] তর্কপন্থায় উক্ত তত্ত্বত্রয়ের সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়, তাহাতে কখনও নাস্তিক হইতে হয়, কখনও বা আস্তিক হইয়াও ভগবানকে দি[illegible] নির্ব্বিশেষরূপে দেখাইয়া সংসার সমুদ্রে আসে, তাহার প্রীতির উদ্দেশ্যে তাহার সেবা—এইরূপ বুদ্ধির উদয়

হয় না, তর্কজাল ছাড়িয়া শ্রোতপন্থায় সদ্‌গুরু পাদাশ্রয় ব্যতীত ভগবদারাধনার মর্ম্ম বুঝিবার উপায় নাই।

বদ্ধজীবের প্রাকৃত অভিজ্ঞতা প্রবল থাকায় তাঁহার বুদ্ধি কখনও প্রাকৃতাতীত বস্তুর বিষয় ধারণা করিয়া উঠিতে পারে না, অতএব ভগবদ্ ভজনের মর্ম্ম বদ্ধজীবের স্বাভাবিক বিষয় হয় না, যতক্ষণ শ্রদ্ধা করিতে থাকেন তাঁহার জীবন চলিয়া যায়। শ্রীভগবৎ কৃপায় তাঁহার ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতির উদয় হইলে তিনি সাধু-সঙ্গ-ক্রমে স্ব-স্বরূপ-তত্ত্ব কৃষ্ণদাস্য উপলব্ধি করিয়া সমস্ত জগৎকে কৃষ্ণসম্বন্ধি জ্ঞানে কৃষ্ণেন্দ্রিয় তোষণ অনুকূল রূপে দর্শন করেন, তখন সাধুসঙ্গে কীর্ত্তন ভিন্ন তাঁহার একমাত্র কাম্য হয়, কৃষ্ণনাম-রূপ-গুণ-পরিকর-বৈশিষ্ট্য-লীলা-কথাই তাঁহার একমাত্র কথা হয়, সর্ব্বেন্দ্রিয় কৃষ্ণ ভিন্ন আর কাহাকেও চাহে না। বদ্ধজীব কৃষ্ণকে পাইবে কি না এ বিষয়ে সন্দেহযুক্ত হয় বলিয়া কৃষ্ণ তাহাদিগের নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিয়াছেন যে, মদ্ভাবিত হইয়া মদনুশীলন কর, নিশ্চয়ই আমাকে পাইবে। যাঁহারা শব্দব্রহ্ম শাস্ত্রবাক্য স্বীকার না করিয়া নাস্তিকবাদাবলম্বন পূর্ব্বক সংসারাসক্ত হওয়াই যথেষ্ট মনে করেন, তাঁহাদিগের সহিত তর্ক করিয়া সময়াতিপাত করিবার সময় আমাদের নাই। তবে যাঁহারা ভগবান আছেন বলিয়া বিশ্বাস করিবার সৌভাগ্য পাইয়াছেন, তাঁহারা আরোহপন্থা পরিত্যাগ পূর্ব্বক সাধুসঙ্গে শাস্ত্রানুশীলন করুন। প্রকৃত ভাবে সত্যানুসন্ধিৎসু হইলে ভগবানই কৃপা করিয়া তাঁহার নিজজনের সঙ্গদান করেন এবং তাঁহাকে বুঝিবারও যোগ্যতা দান করেন। ভগবান, ভক্ত ও ভক্তি তত্ত্বত্রয়কে মূঢ় সত্য জানিবার চেষ্টা এক, আর তর্ক করিয়া উহাকে নবতর প্রতিপন্ন করার চেষ্টা এক। তবে সত্যানুসন্ধানের পন্থা একটী, তাহা শ্রৌতপন্থা, ভিন্ন সত্য বস্তু জানিবার কোন উপায় নাই। নাস্তিকতা ছাড়িয়া আস্তিক হউন; আবার আস্তিক হইয়া শ্রৌত-পন্থাবলম্বী হউন, নতুবা আমরা ভগবান আছেন বলিয়া স্বীকার করি আর না করি, তাহাতে ভগবানের কিছু যায় আসে না। নিষ্কপটে ... ... দেখ, ... মহাজনগণ নিজেরা ... ... বলিয়া গিয়াছেন। আমাদের ... নিজেদেরই ক্ষতি, বিশ্বাসে ... মঙ্গল-লাভ। সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ ... ... ব্যতীত জীবের সুখ ... ... থাকিতে পারে না। ... ... নিখিল পরমানন্দ-

পূর্ণ অমৃত সমুদ্র; হে অমৃতের সন্তানগণ সেই অমৃত পান করিয়া নিত্যানন্দ লাভ কর।

প্রেম প্রদীপ

[উপন্যাস]

(ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রণীত ও ৪০০ চৈতন্যাব্দে শ্রীচৈতন্য-যন্ত্রে মুদ্রিত)

প্রথম প্রভা

একদা মধু মাসের প্রারম্ভে প্রচণ্ড কিরণমালী অদিতি-নন্দন অস্তগত হইলে সন্ধ্যা বন্দনাদি সমাপন করত সাধুগণ-শিরোমণি শ্রীহরিদাস বাবাজী স্বীয় কুঞ্জ হইতে বাহির হইয়া তপনকুমারীর তটস্থিত বর্ত্মপথে চলিতে লাগিলেন। চলিতে চলিতে প্রেমানন্দময় বাবাজীর কত কত অনির্ব্বচনীয় ভাব উঠিতে লাগিল, তাহা বর্ণন করা অসাধ্য। কোথাও বাবাজী হরিলীলা স্মারক রজঃপুঞ্জ দর্শন করত তথায় গড়াগড়ি দিয়া, হা ব্রজেন্দ্রনন্দন! হে গোপীজন বল্লভ! বলিয়া উচ্চস্বরে ডাকিতে লাগিলেন। তখন বাবাজীর নয়নযুগল হইতে আনন্দবারি অনবরত গলিত হইয়া গণ্ডদেশের অঙ্কিত হরিনাম-নিচয় ধৌত করিতে লাগিল। বাবাজীর অঙ্গ সমুদায় পুলকপূর্ণ হইয়া কদম্বপুষ্পের ন্যায় সুশোভিত হইল। ক্রমে এরূপ অবশ হইল যে জপমালা আর ধৃত থাকিতে পারিল না। ক্রমশঃ বাহ্যজ্ঞান শূন্য হইয়া বাবাজী উন্মত্তের ন্যায় নৃত্য করিতে লাগিলেন। স্বরভঙ্গ, কম্প, স্বেদ, বৈবর্ণ্য প্রভৃতি সাত্ত্বিক ভাবসকল উদিত হইয়া বাবাজীকে একেবারে প্রকৃতির অতীত রাজ্যে নীত করিল। তখন বাবাজী এক এক বার নিঃশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে, হা কৃষ্ণ! হা প্রাণনাথ! বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। যে সময়ে হরিদাস বাবাজী এবম্বিধ বৈকুণ্ঠানন্দ ভোগ করিতেছিলেন, তখন কেশী-ঘাট উত্তীর্ণ হইয়া সুপ্রসিদ্ধ প্রেমদাস বাবাজী তথায় উপস্থিত হইলেন। অকস্মাৎ বৈষ্ণব দর্শনে বৈষ্ণবের যে অপ্রাকৃত সখ্য ভাবের উদয় হয়, তখন উভয়ের দর্শনে উভয়ের মুখশ্রীতে সেই ভাব দৃশ্য হইতে লাগিল। পরস্পরের প্রতি কোন প্রকার বাক্যালাপন হইবার পূর্ব্বেই নৈসর্গিক প্রেম দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া উভয়ের পবিত্র শরীর পরস্পর আলিঙ্গনে সংযুক্ত হইলেন। উভয়ের নয়ন বারিতে উভয়েই স্নাত হইলেন। কিয়ৎকাল পরে উভয়েই উভয়কে দর্শন করত আনন্দময় বাক্য প্রয়োগ করিতে লাগিলেন।

প্রেমদাস কহিলেন, বাবাজী! আপনাকে কয়েকদিন সাক্ষাৎ না করিয়া আমার চিত্ত বিকৃত হইয়াছিল, অতএব অদ্য আপনাকে দর্শন করিয়া পবিত্র হইবার মানসে আপনার কুঞ্জে যাইতেছিলাম। আমি কয়েক দিবস, হোদল, যাবট, নন্দগ্রাম প্রভৃতি জনপদে ভ্রমণ করিতেছিলাম।

হরিদাস বাবাজী প্রত্যুত্তর করিলেন, বাবাজী! আপনার দর্শন পাওয়া কি স্বল্প সৌভাগ্যের কর্ম্ম? আমি কয়েক দিবস শ্রীপণ্ডিত বাবাজীর সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য গোদ্রুম প্রদেশে অবস্থিতি করিতেছিলাম। অদ্য প্রাতে আসিয়াছি, আপনার চরণ দর্শন করিয়া তীর্থযাত্রার ফল লাভ করিলাম।

পণ্ডিত বাবাজীর নাম শ্রবণ করিবা মাত্র প্রেমদাস বাবাজীর উদ্ধপুণ্ড্র-শোভিত মুখমণ্ডল প্রেমে পরিপ্লুত হইল। যে সময়ে বাবাজী শেষ বারে পূর্ব্বক পণ্ডিত বাবাজীর একটি শ্রীশ্রীহরিভক্তিরসামৃতসিন্ধু ও শ্রীশ্রীউজ্জ্বলনীলমণি গ্রন্থদ্বয় পাঠ করিয়াছিলেন, সেই প্রথম কাল স্মরণ করিয়া একটী অপূর্ব্ব ভাব দ্বারা পণ্ডিত বাবাজীর প্রতি অকৃত্রিম ভক্তির একটী পরিচয় দিলেন। কিয়ৎকাল তূষ্ণীম্ভূত হইয়া প্রেমদাস কহিলেন, বাবাজী! পণ্ডিত বাবাজীর বিদ্বৎ সভায় আজকাল কি কি বিষয়ের আলোচনা হইতেছে? আমার নিতান্ত বাসনা যে আপনার সহিত একবার তাঁহার নিকটস্থ হই।

এই কথা শুনিবামাত্র হরিদাস বাবাজী, প্রেমদাস বাবাজীকে প্রেমালিঙ্গন প্রদান পূর্ব্বক কহিলেন বাবাজী! গুরু বাবাজীর সমস্ত কার্য্যই অলৌকিক। আমি এক দিবসের জন্য নিকটস্থ হইয়া সপ্তাহ পর্য্যন্ত তাঁহার চরণ ত্যাগ করিতে পারিলাম না। তাঁহার পবিত্র কুটীরে আজকাল অনেক মহোদয় ব্যক্তি উপস্থিত আছেন। বোধ করি আগামী কুম্ভক মেলা পর্য্যন্ত তাঁহারা অবস্থান করিবেন। প্রতিদিন তথায় নূতন নূতন বিষয়ের আলোচনা হইতেছে। জ্ঞান সম্বন্ধীয়, কর্ম্ম সম্বন্ধীয় ও শুদ্ধভক্তি সম্বন্ধীয় নানাবিধ বিষয়ের প্রশ্নোত্তর হইতেছে।

এ পর্য্যন্ত কথিত হইলে প্রেমদাস বাবাজী সহসা কহিলেন, বাবাজী! আমরা শুনিয়াছি যে পরমভাগবতগণ কেবল হরিরসাস্বাদনেই প্রমত্ত থাকেন, কর্ম্মজ্ঞান সম্বন্ধীয় প্রশ্নোত্তরে প্রবৃত্ত হন না। তবে কেন আমাদের পরমারাধ্য পণ্ডিত বাবাজী মহোদয় তদ্রূপ প্রশ্নোত্তরে সময় অতিবাহিত করেন?

হরিদাস বাবাজী কহিলেন, বাবাজী! আমারও পূর্ব্বে মনে সে প্রকার সংশয় হইয়াছিল, কিন্তু যখন পণ্ডিত বাবাজীর পবিত্র সভায় ঐ সকল প্রশ্নোত্তর শ্রবণ করিলাম, তখন জানিতে পারিলাম যে কৃষ্ণভক্তদিগের কর্ম্ম-জ্ঞান-সম্বন্ধীয় কথা-সকল হরিকথা বিশেষ, বহির্ম্মুখদিগের বাহ্যমুখ কথার ন্যায় চিত্তবিক্ষেপক নয়। ... বৈষ্ণব সভায় ঐ সকল কথা অনবরত শ্রবণ করিলে জীবের কর্ম্ম বন্ধ ও জ্ঞান-বন্ধ দূরীভূত হয়।

প্রেমদাস বাবাজী তাহা শ্রবণ করিবামাত্র রোদন করিয়া কহিলেন, বাবাজী মহাশয়! আপনার সিদ্ধান্ত কি অমৃত-স্বরূপ। হবেই বা না কেন? আপনি শ্রীনবদ্বীপবাসী সিদ্ধ গোবর্দ্ধন দাস বাবাজীর অতি প্রিয় শিষ্য বলিয়া মণ্ডলত্রয়ে (ব্রজমণ্ডল, গৌড়মণ্ডল ও ক্ষেত্রমণ্ডল) পরিচিত আছেন, আপনার কৃপা হইলে কাহারই বা সংশয় থাকে। আপনার চরণ-প্রসাদে সুপ্রসিদ্ধ জ্ঞানশাস্ত্রের অধ্যাপক শ্রীলোকনাথ ন্যায়ভূষণ নামধেয় ভট্টাচার্য্য মহাশয় যখন ন্যায়শাস্ত্রের অন্ধকূপ হইতে উদ্ধৃত হইয়া শ্রীগোবিন্দদাস ভেকধারী নামগ্রহণপূর্ব্বক সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবধর্ম্মের আশ্রয় লইয়াছেন, তখন সংশয়-নিবৃত্তিকার্য্যে আপনকার অসাধ্য কি আছে? চলুন অদ্যই আমরা হরিগুণ-গান করিতে করিতে গিরি-গোবর্দ্ধনের উপত্যকা প্রদেশে প্রবেশ করি।

এই কথোপকথন সমাপ্ত হইতে না হইতেই উভয়ে নিম্নলিখিত হরিগুণ-গানে মত্ত হইয়া নৃত্য করিতে করিতে গোবর্দ্ধন প্রদেশে যাত্রা করিলেন।

একবার এসো শ্রীহরি।
আমার হৃৎকমলে, বামে হেলে দাঁড়িয়ে
বাজাও বাঁশরী।
এসো নিত্যধামে, বিনোদ ঠামে,
বামে বামে কিশোরী॥
দেখে যুগল নয়ন, যুগল মিলন,
দর্শন সফল করি।
পরে শ্যাম পীত ধড়া, মোহন চূড়া,
নটবর বেশ ধরি॥
দিলে চরণ তরি, বংশীধারি,
অকূল সাগর যাই তরি।
আমার মন বাসনা, কে জানে না,
পুরাও হে কৃপা করি॥
আমার মুখ দেখে, মুখ রুখাও,
যেন বলে হে হরি হরি॥

বাবাজীদ্বয় উক্ত গানটী গাইতে গাইতে যখন চলিতেছিলেন, তখন প্রকৃতি দেবী যেন ঐ গীত শ্রবণে প্রফুল্ল হইয়া চন্দ্রবদনে জগতের শোভা বিস্তার করিতে লাগিলেন। বসন্তাবসান-কালীয় মলয় বায়ু অত্যন্ত কোমলভাবে বহিতে লাগিল। দ্বিজরাজ কুমুদনাথ অতি স্বচ্ছ কিরণচ্ছলে বাবাজীদ্বয়ের বৈষ্ণব কলেবরে সুধা বর্ষণ করিতে লাগিলেন। কালিন্দনন্দিনী যমুনাদেবী হরিগুণ-গানে মোহিতা হইয়া কলকল স্বরে বাবাজীদিগের গানে তাল দিতে লাগিলেন। দেবদারু প্রভৃতি উচ্চ বৃক্ষসকল সন্‌সন্‌ শব্দে উচ্চৈঃস্বরে হইয়া হরি-

কীর্ত্তনের পতাকার ন্যায় শোভা বিস্তার করিতে লাগিল। বাবাজীর উদ্দণ্ড নৃত্য করিতে করিতে চলিতে লাগিলেন। হরিগুণ-গানে এতদূর মত্ত হইয়াছিলেন যে সে সুখময়ী রজনী কখন কিরূপে প্রভাত হইল তাহা জানিতে পারেন নাই। যখন তাঁহাদের নৃত্যগীত ভঙ্গ হইল, তখন বাবাজী মহাশয়েরা দেখিলেন যে, অংশুমালী পূর্ব্বদিক্ আলোকিত করিয়া গোবর্দ্ধনের এক প্রান্তে উদিত হইয়াছেন।

গোবর্দ্ধন পর্ব্বতের কিয়দ্দূরে প্রাতঃক্রিয়া সমস্ত সমাপ্ত করত চারিদণ্ড দিবস না হইতেই পণ্ডিত বাবাজীর গুহায় প্রবেশ করিলেন।

প্রথম প্রভা সমাপ্ত

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমা

শ্রীগৌড়মণ্ডলভূমি, যেবা জানে চিন্তামণি
তাঁর হয় ব্রজভূমে বাস।

শ্রীনবদ্বীপধাম অভিন্ন-ব্রজভূম। ব্রজবিহারী শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরামই নবদ্বীপে শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ। এই শ্রীধামের পরিধি ষোল ক্রোশ। অষ্টদিকে অষ্টদ্বীপ অষ্টদল-পদ্মের ন্যায় এবং মধ্যস্থলে অন্তর্দ্বীপ কর্ণিকাস্বরূপ। এই অন্তর্দ্বীপের অন্তঃস্থলে **শ্রীমায়াপুরে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেবের জন্মভিটা।** এই নবদ্বীপই শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত নবধা ভক্তির পীঠস্বরূপ :—

১। **অন্তর্দ্বীপ**—আত্মনিবেদনাখ্য—শ্রীমায়াপুর। ৬। **ঋতুদ্বীপ**—অর্চ্চনাখ্য—রাতুপুর।
২। **সীমন্তদ্বীপ**—শ্রবণাখ্য—সিমুলিয়া। ৭। **জহ্নুদ্বীপ**—বন্দনাখ্য—জান্নগর।
৩। **গোদ্রুমদ্বীপ**—কীর্ত্তনাখ্য—গাদিগাছা। ৮। **মোদদ্রুমদ্বীপ**—দাস্যাখ্য—মাউগাছী
৪। **মধ্যদ্বীপ**—স্মরণাখ্য—মাজিদা। ৯। **রুদ্রদ্বীপ**—সখ্যাখ্য—রাতুপুর।
৫। **কোলদ্বীপ**—পাদসেবনাখ্য—কুলিয়া (বর্ত্তমান নবদ্বীপ সহর)।

আগামী ২১শে ফাল্গুন (১৩৩৬), ইং ৫ই মার্চ্চ ১৯৩০ বুধবার হইতে নয়দিবস-কাল শ্রীধাম পরিক্রমা এবং তৎপর তিন দিবস **শ্রীগৌরজন্মভিটা** শ্রীমায়াপুরে জন্মোৎসব হইবে। এই পরিক্রমাদি কার্য্যে শুদ্ধভক্তের আনুগত্যে সকলেই যোগদান করুন। ইহাতে কোন **ভেট-প্রথা নাই।** এক দ্বীপ হইতে অন্য দ্বীপে দ্রব্যাদি বহনের সুব্যবস্থা আছে।

আগামী ২৮শে মাঘ, ১১ই ফেব্রুয়ারী মঙ্গলবার হইতে চারিদিবসকাল শ্রীধাম মায়াপুরে **শ্রীশ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর** জন্মোৎসবে নামযজ্ঞ ও মহামহোৎসব এবং আগামী ২০শে মাঘ, ৩রা ফেব্রুয়ারী শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াবির্ভাব তিথি হইতে ৩রা চৈত্র ১৭ই মার্চ্চ শ্রীশ্রীগৌরজন্মোৎসব পর্যন্ত **শ্রীধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপ-প্রদর্শনী** প্রকটিত হইবে।

শ্রীঅতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, (ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী)
শ্রীকুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ, (ভাগবতভূষণ)
শ্রীনিশিকান্ত সান্যাল (এম্ এ, ভক্তিসুধাকর)
শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার সম্পাদকগণ।

সত্য প্রচার

এ জগতে বিশেষতঃ ভারতবর্ষে প্রচার-কার্য্যের অভাব আদৌ লক্ষিত হয় না; বহু লোক প্রচারকের বেশে দেশে বিদেশে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন সত্য, কিন্তু সত্যকথা বলিতে গেলে বলিতে হইবে যে, তাঁহারা যে কোন্ বিষয়ের প্রচার করেন এবং পরিণাম কি তাহা তাঁহারা নিজেরাই অবগত নন।

কোনও বিষয় বলিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে বিষয়ের বিচার একান্ত কর্ত্তব্য। বিষয়টী সৎ কি অসৎ যদি বিচার না করা হয়, তবে প্রচারককে, শুধু প্রচারক নহে প্রচারক সহ শ্রোতৃবর্গকে আত্মপোদকের পশ্চাৎ প্রধাবনের ন্যায় আত্মনাশই লাভ করিতে হয়। প্রচারকের নিজ পরিচয় পূর্ব্বে না জানিয়া শ্রোতৃমণ্ডলীর স্বরূপের পরিচয় প্রদানের জন্য যদি সত্য বস্তুর সন্ধান দেওয়া হয়, তবে না শ্রোতা-সহ প্রচারক পরম শ্রেয়ঃ লাভ করেন, নতুবা আপাতসুখকর দুঃখদ সুখের সন্ধান প্রদানে জীবের শুভোদয়ের সম্ভাবনা কোথায়?

ভোগময় ভুবনে ভুবনপতির সেবা ভুলিয়া ভোগবাসনাক্রমে অনাদিকাল জীবকুল এই সংসারাটবীতে প্রবেশ করিয়াছে। শুভাশুভ কর্ম্মফলানুসারে দেবতির্য্যগাদি নানা-যোনিতে ভ্রমণ করিতে করিতে, সেই জীব সুখদুঃখাদি কর্ম্মফল ভোগ করিতেছে। জীবদেহস্থিত পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও মন সংসারানুভূতির দ্বারস্বরূপ। উহারা দস্যুর ন্যায় আত্মেন্দ্রিয় বাবুকে বিষয়ভোগ করাইয়া জীবের পরমার্থ ধন অপহরণ করিতেছে। কুটুম্বগণ বৃক শৃগালাদির ন্যায় জীবের সর্ব্বস্ব রাক্ষসের ন্যায় অপহরণ করিতেছে। এতেই পুত্র কলত্রে, পিতামাতায়, বন্ধুতে, ভূসম্পত্তিতে মমতা এবং পঞ্চভূতে বুদ্ধি করতঃ মহাভ্রমে পতিত হইয়াছে।

গৃহে আসক্ত পুরুষই গৃহস্থ। 'গৃহ' শব্দের অর্থ বিচারে বাসোপযোগী গৃহকে বুঝায়। আর একটু অগ্রসর হইলে বুদ্ধিমানেরা 'গৃহ' বলে, আবার কেহ কেহ বিচারে উপনীত হইয়া পঞ্চমহাভূতাত্মক শরীরকেই 'গৃহ' বলে, অজ্ঞানপ্রাপ্ত জীবকুল আজ ভোগায়তন গৃহকে আত্ম বুদ্ধি করিয়া শুধু অপর অষ্টটী গৃহ নহে, দৃশ্য জগৎকে ভোগের উপাদান বলিয়া মনে করিয়া নিজে সর্ব্বভোক্তা সাজিয়া বসিয়াছে। সুতরাং এতেন মূঢ় দুর্দ্দশাগ্রস্ত জীবগণের নিকট যদি বিশেষভাবে সেই ভোগের কথাই প্রচার করা যায়, তাহা হইলে তাহাদিগের সর্ব্বনাশ করা হয় না কি? কারাগৃহ অপরাধীর অপরাধ মোচনের জন্য শাস্তিগৃহ। কিন্তু সেই গৃহে যদি বসবাসের জন্য চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করা যায়, তবে মুক্তির কথা হয় কি?

ভ্রান্ত জীবকুলকে উত্তরোত্তর ভ্রান্তির দিকেই লওয়া যায় এতেন ভ্রান্ত হইতে তাহাদিগের উদ্ধারের উপায় অবলম্বনে কখনও সম্ভাবনা নাই। এই দুর্গত জীবের দুর্গতি দর্শনে দয়াময় ভগবান শ্রীগৌরহরি শ্রীধাম মায়াপুর-নবদ্বীপে প্রকট হইয়া গার্হস্থ্যাশ্রমে অবস্থান করিবার অভিনয়ে সকল গৃহব্রতকে মুক্তির পথে লইবার জন্য সত্যের প্রচার করিয়াছিলেন। নামাচার্য্য শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু ও শ্রীল হরিদাস ঠাকুর মহাপ্রভুর আজ্ঞায় প্রত্যেক গৃহস্থের দ্বারে দ্বারে যাইয়া কৃষ্ণপাদ-জ্ঞান, মাতাপিতৃজ্ঞান বন্ধুজ্ঞান, প্রভুজ্ঞান এবং প্রাণপদ হতে পূজ্য বুদ্ধি করাইবার জন্য প্রভুর আজ্ঞা বিঘোষণা করিয়াছিলেন। তাঁহারা উচ্চৈঃ আরও বিশেষভাবে বলিলেন যে,—সকল সম্বন্ধই কৃষ্ণে অবাস্তব, এবং নশ্বর ভোগময় সম্বন্ধ অকিঞ্চিৎকর।

লোকে মুখে সত্যের আদর করিলেও প্রকৃতপক্ষে তাৎকালিক সত্যেরই গ্রাহক। বাস্তব সত্য সম্বন্ধে ধারণা তাহাদিগের আদৌ নাই এবং যদি স্বয়ং প্রকাশ বস্তু সেই বাস্তব সত্য প্রচার করিতে আসেন, তবুও তাঁহাকে অনাদর বই আদর করিবার সৌভাগ্য তাহাদের হয় না।

শ্রীগৌরসুন্দর সত্যপ্রচার কার্য্য দৈববর্ণাশ্রমবর্ণে যে একমাত্র পন্থা দেখাইয়াছেন এবং আজও প্রভুপাদের নিত্য পূর্ব নিষ্কপট করুণা সংরক্ষিত হয় সেই কাণ্ড তিনি দেখাইয়াছেন, তাহা জানিয়া শুনিয়াও লোকে এই পরমসত্যকে অনাদর করিয়া অসৎ বিষয়ের প্রচারের আবশ্যকতা উপলব্ধি করিতেছেন দেখিয়া জীবের দুর্ভাগ্য চিন্তা করিয়া নির্জ্জনে শ্রীগৌরনারায়ণের পাদপদ্মে নিবেদন ব্যতীত আর উপায় আছে কি?

ব্যাসাবতার শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর তাই বাহু তুলিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিয়াছেন—"চৈতন্য দেবই অবতারসার।" তাঁহার প্রচারই সত্য প্রচার।

নিমাই

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

(শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী জ্যোতিভূষণ)

কি রূপ? এ রূপরূপ দেখে কে ভুলতে পারবে? চারদিক থেকে ছেলে বুড়ো জোয়ান, মেয়ে মদ্দ ছুটে এসে রাস্তার দুধারে কাতার দিয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলো। যে দেখে সেই দণ্ড দণ্ড ক'রে প্রণাম করতে লাগলো। মেয়েদের আক্ষেপ তো ধরে না, কেহ বলে এমন ভাগ্যবতী আর দেখা যায় না, কত কাল ধরে সাধে কমলা পার্ব্বতীর পায় ফুল বেলপাতা দিইছিল তা বলা যায় না, নইলে এমন বর কোথায় মিলবে? কেউ বলে এ দুজন হরগৌরী, কেউ বলে এদুজন কমলা শ্রীহরি, কেউ বলে এরা দুজন মানুষ নয়, কামদেব আর রতি, কেহ বলে আমার যেন মনে হচ্চে এরা ইন্দ্র আর শচী, কেউ কেউ বলে এরা রামচন্দ্র আর সীতা, নইলে এত রূপ কোথায় পাবে?

সমস্ত পথই মেয়েদের মুখে এই ভাবের সব কথা শুনতে পাওয়া গেল। এই ভাবে নাচ, বাজনা আর গান করতে করতে আর পথে ফুল ছড়াতে ছড়াতে শুভক্ষণে মঙ্গল মত নিমাই বাড়ী এসে

যেমন রূপ নিমাইয়ের, তেমনি রূপ বৌয়ের। চারদিক থেকে কেবল উলু উলু শব্দ আর শঙ্খধ্বনি হতে লাগলো। সে যে কি আনন্দ, তা আমি বলে বোঝাতে পারি নে। শচীদেবী জয়শ্রী মেয়েদের সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে বৌটি ঘরে তুলে নিয়ে এলেন। লক্ষ্মীনারায়ণ ঘরে এসে বসলেন দেখে সবার বড় মনে বড় আনন্দ। তার পর যত সব ভাট ভিকিরী এসেছিল তাদের টাকা পয়সা কাপড় দিয়ে দিয়ে বিদেয় করলেন। যে সব আপনার লোক আর বামুন এসেছেন, নিমাই নিজে তাদের সকলকে কাপড় দিয়ে বিদেয় করলে নিমাই বিয়ে করে বৌ নিয়ে এলো দেখে বুদ্ধিমন্ত খাঁর যে আনন্দ, তা আর মুখে বলে উঠা যায় না। নিমাই তার সঙ্গে কোলাকুলি করলে ভদ্রলোক আহ্লাদে যেন ডগমগ করতে লাগলেন।

বিদেয় পেয়ে সব লোক আনন্দ মনে আপন আপন বাড়ী চলে গেল, নিমাই লক্ষ্মীপ্রিয়াকে নিয়ে সুখে স্বচ্ছন্দে ঘর সংসার করতে লাগলো।

(ক্রমশঃ)

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৪০, চল্লিশ টাকা।

২৭২৪ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে,

সপ্তচত্বারিংশ খণ্ডে সূচী ছাপা হইতেছে।

৪৬শ খণ্ড গ্রন্থ নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে ১৫।৴০ সাধারণ পক্ষে ২০৮৴০। প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৵০, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে।৴০।

দশম স্কন্ধের ভিক্ষা ১২, অগ্রিম সাধারণের পক্ষে ৮, ।

ঐ অধ্যায়পর্যন্ত একাদশ সংখ্যা ছাপা হইয়াছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

সূচী প্রভৃতি সহ সম্পূর্ণ ছাপা শেষ হইয়াছে

আদি, মধ্য, ও অন্ত্যলীলা এবং সূচী ছাপা হইয়া সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছেন। যাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্বে ১০, টাকা ভিক্ষার তৃতীয় সংস্করণ ৪, টাকায় না পাইয়া অপূর্ব সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের কৃপাই উহার ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছেন। সেই ১০, টাকার এই বিরাট গ্রন্থের শত সংখ্যা মাত্র ৫, টাকা ভিক্ষায় দেওয়া হইতেছে। গ্রাহকগণ সত্বর হউন পরে আর এ সুযোগ থাকিবে না।

শ্রীচৈতন্য লীলার ব্যাস আদিকবি

শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

সভাষ্য আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র গ্রন্থ ৮, স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫,

নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪॥০ টাকা

শ্রীধাম মায়াপুর নবদ্বীপ প্রদর্শনীতে

শ্রীধর ভাণ্ডার, ঢাকা।

ঢাকার প্রসিদ্ধ বস্ত্র ব্যবসায়ী **শ্রীধর ভাণ্ডার** শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতেছেন। **ঢাকার বিখ্যাত মসলিন** ও নানাবিধ মিহির ধুতী, সাড়ী, জামদানী কাপড় এবং **খদ্দরের** সাদা ধুতী, জামদানী সাড়ী চাদর ও উৎকৃষ্ট **মুগার কাজকরা** নানাপ্রকার কাপড়, চাদর **শ্রীধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপ-প্রদর্শনীতে** ৩রা ফেব্রুয়ারী হইতে পাইকারী ও খুচরা বিক্রয় হইবে। পশ্চিম ও উত্তরবঙ্গ এবং এলাহাবাদ, বোম্বে, লক্ষ্ণৌ, লাহোর, মাদ্রাজ, দিল্লী প্রভৃতি স্থান হইতে আগত দর্শক ও যাত্রিগণ এক স্থান হইতে প্রয়োজনীয় জিনিষাদি লইতে পারিবেন। আমাদের দর যে **সুলভ** তাহা কাপড় এবং মূল্য বিচার করিলেই বুঝিতে পারিবেন।

প্রদর্শনীর ঠিকানা—

শ্রীধর ভাণ্ডার ষ্টল

শ্রীধাম মায়াপুর-নবদ্বীপ-প্রদর্শনী

পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর (নদীয়া)

ঢাকার ঠিকানা

শ্রীধর ভাণ্ডার, ২০৫নং নবাবপুর, ঢাকা।

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত ভক্তি গ্রন্থাবলী

যে সব উৎকলবাসী ভক্ত বাংলা অক্ষর পড়িতে জানেন না, তাঁহাদের শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত পরম উপাদেয় ভক্তি-কথা জানিবার সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ, হইতে উড়িয়া-অক্ষরে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হইয়াছে বাংলা গ্রন্থের তুলনায় উড়িয়া গ্রন্থগুলির ভিক্ষাও অপেক্ষাকৃত অল্প।

গ্রন্থের নাম	ভিক্ষা
শ্রীহরিনাম চিন্তামণি, প্রতিখণ্ড	॥০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	১,
সাধন পথ (শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টক) প্রতিখণ্ড	।০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	॥০
কল্যাণ কল্পতরু প্রতিখণ্ড	৵০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	।০
গীতাবলী প্রতিখণ্ড	⁄১০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৶১৫
শরণাগতি—প্রতিখণ্ড	⁄০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৵৫

প্রাপ্তিস্থান { শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ, কটক এবং শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, পুরী

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিম্নলিখিত মঠসমূহে প্রাপ্তব্য:—

১। শ্রীচৈতন্য মঠ,—পোঃ, শ্রীধামমায়াপুর, (নদীয়া)।
২। শ্রীগৌরগদাধর মঠ,—চাঁপাহাটি, সমুদ্রগড় পোঃ, (বর্দ্ধমান)।
৩। শ্রীভাগবত আসন,—ভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৪ শ্রীগৌড়ীয় মঠ,—১নং উল্টাডিঙ্গি জংশন রোড, কলিকাতা।
শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, —চটকপর্বত, পুরী।
শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ,— উড়িয়া বাজার, কটক।
শ্রীভাগবত মঠ, —চিরাকিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।
শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ,—৮নং জঙ্গমবাড়ী, কাশী, ইউ, পি।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,—ছিপিগলি, বৃন্দাবন, মথুরা, ইউ, পি।
শ্রীপরমহংস মঠ —নৈমিষার পোঃ, সীতাপুর, ইউ পি।
১১ শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ,—কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল, পাঞ্জাব।
১২ শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠ, —৯নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।
১৩ শ্রীগদাইগৌরাঙ্গ মঠ,— বালিয়াটি, ঢাকা।
১৪ শ্রীপ্রপন্নাশ্রম,—আমলাযোড়া, রাজবাঁধ পোঃ, বর্দ্ধমান।
১৫ শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ,—ডুমুরকোন্দা, চিরকুণ্ডা পোঃ, মানভূম।
১৬ শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয় মঠ, —আলালনাথ, ব্রহ্মাগিরি পোঃ, পুরী, উড়িষ্যা।
১৭ শ্রীগৌড়ীয় মঠ কার্য্যালয় ১০১ রেমান রোড, নিউদিল্লি

এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণের নিকটও নদীয়া-প্রকাশ প্রাপ্তব্য।

১। শ্রীযুক্ত জনার্দ্দন ঘোষ—বস্তু লজ ক্লে রোড, খুলনা
২। শ্রীযুক্ত রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিরত্ন দেওয়ানগঞ্জ, কলাদহাড়ী কুচবিহার।
৩। শ্রীযুক্ত রামরঞ্জন রায়—৭৬।২নং শ্রীগোপাল মল্লিক লেন, কলিকাতা
৪। মিঃ এন ডি, মুখার্জ্জি—এম, এম, ওয়ার্কস দি মল, কানপুর।
৫। শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী জ্যোতিভূষণ—স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া
। শ্রীরাসবিহারী দাস অধিকারী, নবদ্বীপ।
৭ শ্রীবিনোদমোহন দে—মনমোহন লেন, নবাবপুর, ঢাকা।
৮। শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ গড়গড়ি বেড়াচাঁপা, ২৪ পরগণা।
শ্রীপ্রাণ চট্টোপাধ্যায় এ, এ,ডি এম নবাব

অন্যথা না ভজে রস, তুচ্ছ সর্ব করে। পুন সেইমত মায়া পাশে

নানা কথা

—:•:—

আবিষ্কার

দক্ষিণ মেরু অঞ্চলে বিশাল ভূখণ্ড আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইংলণ্ডের পক্ষ হইতে সেই দেশ দখল লওয়া হইয়াছে।

স্পেনে বিপ্লব

প্রাইমো ডি রিভেরা স্পেনের ডিক্টেটর ছিলেন। সেভিল সহরে তাঁহার আত্মীয় ইনফ্যাণ্ট কার্লস ক্যাপ্টেন জেনারেল ছিলেন। সেখানে বিদ্রোহাশঙ্কা করিয়া তিনি কার্য্যে ইস্তফা দেন। ফলে, প্রাইমো ডি রিভেরার পতন হইয়াছে। তিনি তাঁহার পরম শত্রু বেরেনগুয়ারকে বন্দী রাখিয়াছিলেন। বর্ত্তমানে সেই বেরেনগুয়ার ডিক্টেটর অর্থাৎ সর্ব্বে সর্ব্বা হইলেন।

—

নৌ-বৈঠক

জগতে প্রধান নৌশক্তিসম্পন্ন জাতিগণ লণ্ডনের এক বৈঠকে প্রতিনিধি পাঠাইয়া জগতে শান্তি আনয়ন জন্য কত যুদ্ধ জাহাজ কমান যাইতে পারে তাহা বিচার করিতেছেন তাহা পাঠকগণ অবগত আছেন; বর্ত্তমানে সুফল আশা করা যাইতে পারে। কারণ, সমস্ত আপত্তি খণ্ডিত হইয়া মোট ছয়টী বিষয় বিচারের জন্য আছে। আরও দুই একটী বিষয় আলোচিত হইলেও হইতে পারে।

—

গীর্জ্জা সমস্যা

ভারতে নানা সম্প্রদায়ের খৃষ্টান আছে। তাহাদের সাম্প্রদায়িক বিবাদ মিটাইয়া একতা স্থাপনের চেষ্টা হইতেছে। এই একতার সহিত বিলাতের ধর্ম্মসম্প্রদায়ের কোন সম্পর্ক থাকিবে না।

শ্রমিক বিপ্লব

রুষিয়া হইতে সংবাদ যে, বিপ্লব বাদীরা স্থির করিয়াছেন যে ধর্ম্মঘট প্রভৃতিতে অধিক সাহায্য করিবার জন্য চেষ্টা করা হউক এবং পেরু, কিউবা, অষ্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জে এবং ভারতবর্ষে ধর্ম্মঘট এবং বিপ্লব উপস্থিত করা হউক।

—

জালের মামলা

একটি মোকদ্দমায় প্রকাশ যে, বেঞ্জামিন নামক একজন ই, বি, রেলের কর্ম্মচারী কার্য্যচ্যুত হয়। আসামীর চেষ্টায় তাহার কিছু গ্রাচুইটি প্রাপ্য হয়। গ্রাচুইটির টাকা মনি-অর্ডারে আসিলে আসামী ঐ টাকা লইয়া আর বেঞ্জামিনকে দেয় নাই। বিশ্বাসভঙ্গ ও জাল করিবার অভিযোগে আসামীর দুই বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড ও ২৫ টাকা জরিমানা হইয়াছে। উক্ত আদেশের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপীল হয়। ফলে ঐ মোকদ্দমার পুনর্বিচারের আদেশ হইয়াছে।

—

কুম্ভমেলার সংবাদ

শুনা যাইতেছে, কুম্ভমেলা উপলক্ষে সমাগত ব্যক্তিগণের মধ্যে প্রতিদিন ৪।৫ জন করিয়া সংক্রামক ব্যাধিতে মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে। গত ২৯শে জানুয়ারী অমাবস্যার স্নান উপলক্ষে খুব বেশী ভিড় হইয়াছিল। আর একটী বড় স্নান আছে আগামী পূর্ণিমা উপলক্ষে। শুনা যায়, অত্যধিক লোক সংখ্যার ফলে স্বাস্থ্যভঙ্গের ভয়ে অনেকেই মেলাস্থল ছাড়িয়া যাইতেছে।

ডাকাতি

কলিকাতা মানিকতলা স্ট্রীট দিয়া একজন দ্বারওয়ান টাকা লইয়া যাইতেছিল, এমন সময় কয়েকজন লোক এক গলির ভিতর হইতে বাহির হইয়া তাহাকে ছোরা মারিয়া রাস্তায় ফেলিয়া দিয়া টাকার থলি কাড়িয়া লইয়া যায়। শ্যাম কাহার নামক একজন সন্দেহে ধৃত হইয়াছে।

শ্যামে অযোধ্যা

শ্যাম দেশে কয়েক শত বৎসর পূর্ব্বে একটী সহর অযোধ্যা নাম দিয়া পত্তন হয়। সেই সহরই যে রামের অযোধ্যা তাহা প্রমাণ করিবার জন্য রাম নামক ছয় জনকে রাজা করা হয়।

—

আবার সত্যাগ্রহ

পাঠকগণ মুন্সীগঞ্জের কালীবাড়ী প্রবেশ-সম্পর্কীয় তথাকথিত অস্পৃশ্যদিগের সত্যাগ্রহের বিষয় অবগত আছেন। বন্দবিলায় ইউনিয়ন বোর্ড সম্পর্কীয় সত্যাগ্রহও জানেন। সম্প্রতি কেরুপী ইউনিয়ন ও ইউনিয়নট্যাক্সের বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ ঘোষণা করিয়া বন্দবিলার সহিত যোগ দিয়াছে।

আবার নাসিকেও তথাকথিত অস্পৃশ্যগণ কালরামের মন্দিরে প্রবেশজন্য আন্দোলন চালাইতেছে। যদি তাহারা প্রবেশাধিকার না পায় তাহা হইলে সত্যাগ্রহ করিবে।

সাইমনপ্রসঙ্গ

কর্ণওয়ালনামক এক ব্যক্তির মিথ্যা সংবাদের উপর নির্ভর করিয়া বিলাতের ডেলি এক্সপ্রেস একটী প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। তাহা লইয়া পার্লামেণ্টে চাঞ্চল্য সৃষ্ট হয়। কর্ণওয়াল বলেন যে, সাইমনকমিশনসম্বন্ধীয় এইরূপ কথা মূল্যে বিকাইবে এবং তাহার নিজেরও টাকার অত্যন্ত দরকার। এই জন্যই তিনি এরূপ কথা প্রকাশ করেন।

৫৩ ঘণ্টা আকাশে

বিলাতে একখানি বিমানপোত পুরা ৫৩ ঘণ্টা আকাশে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। তিন হাজার মাইলের উপর ভ্রমণ হইয়া গিয়াছে।

ছত্রিশ জনের ফাঁসি

রুষিয়া দেশে ছত্রিশ জন লোক ধর্ম্ম প্রচার এবং নাস্তিকতাবিনাশের চেষ্টা করায় প্রাণদণ্ড প্রাপ্ত হইয়াছে।

—

ছাত্র বিদ্রোহ

স্পেন দেশের ছাত্রগণ সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছে। তাহারা ডিক্টেটর বা একজন সর্ব্বময় কর্ত্তা চায় না। তাহারা সাধারণ তন্ত্র চায়। পুলিসের সহিত তাহাদের সংগ্রাম চলিতেছে। মাদ্রিদ ও বার্সিলোনা সহরে গুলি ছোড়াছুড়ি হয়। শ্রমিকগণ ছাত্রদিগের সহিত যোগ দিয়াছে।

ভারতের রেল

স্যর হেনরি বার্ট বলিতেছেন, "ভারতে সরকার বাহাদুর যে নীতি অবলম্বন করিয়াছেন তাহাতে নূতন রেল প্রস্তুত এক প্রকার বন্ধ হইল।"

—

নূতন সাপ্তাহিক

'ষ্টুডেণ্ট্‌স্ ওয়ার্ল্ড' নামক একখানি নূতন সাপ্তাহিক বাহির হইয়াছে। ইহা ছাত্রসমাজের মুখপত্র হইবে।

রেজেষ্টারীকৃত

মদন মঞ্জরী

বটিকা স্বপ্ন ও ধাতুবিকার, ইন্দ্রিয়শক্তির হ্রাস, প্রস্রাবে শুক্রপাত, অজীর্ণ, মাথাঘোরা, বুক ধড়ফড়ানি, অনিদ্রা প্রভৃতি লক্ষণ সত্বর নির্দ্দোষ আরোগ্য হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ৪০ বটী ১৲ এক টাকা।

"নপুংসকতারি ঘৃত"

পুরুষহানি রোগে বাহ্যপ্রয়োগ দ্বারা আরোগ্য করিয়া শক্তিসঞ্চার করে। মূল্য ২ তোলা ১৲ টাকা।

"রমণীবিলাসিনী বটিকা"

বীর্য্যধারণ করত রমণীশক্তি স্থায়ী ও বৃদ্ধি করিতে অত্যাশ্চর্য্য। মূল্য ১৬ বটী ১৲ এক টাকা।

রাজবৈদ্য নারায়ণজী, কেশবজী,

১৭৭নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

বিজ্ঞাপন

সাবধান! সাবধান!! সাবধান!!!

জে, বি, দত্তের ঢোকা শিশি বাদাম তৈল

আদি ও অকৃত্রিম এবং উপকারিতায় সর্ব্বজন পরিচিত ও বহু প্রশংসিত।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী *J. B. Datta & Co.* নাম খোদা দেখিয়া খরিদ করিবেন। নতুবা জুয়াচোরগণ কমদরের কৃত্রিম তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে।

বিনীত জে, বি, দত্ত

ফেরাস কুইনিন

নূতন এবং পুরাতন ম্যালেরিয়ার যম

ইহাতে উপযুক্ত মাত্রায় আয়রন, হাইড্রোক্লোর কুইনিন, আর্সেনিক এবং ষ্ট্রিকনাইন আছে।

এই ফেরাস কুইনিন দ্বারা ইঞ্জেকসন করিলে একটী বা দুইটী ইঞ্জেকসনেই সকলপ্রকার কঠিন ম্যালেরিয়া জ্বর বন্ধ করে এবং ছয় হইতে বারটী ইঞ্জেকসনে ম্যালেরিয়ার সমস্ত উপসর্গ নষ্ট করিয়া দেয়।

৬ এম্পুলপূর্ণ প্রতি বাক্স—মূল্য ২৲, ডাঃ মাঃ চার বাই ও কেমিক্যাল এণ্ড ক্লিনিক্যাল ল্যাবরেটারীতে প্রাপ্তব্য

কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

পরবিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

এখানে [illegible] বিনা ব্যয়ে [illegible] শিক্ষণীয় বিষয় শিক্ষা দিবার বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। অনেক ছাত্র ইতোমধ্যেই অধ্যয়ন আরম্ভ করিয়াছেন। বর্ত্তমান বর্ষে সকল ছাত্রই গবর্ণমেন্ট সংস্কৃত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

প্রধান অধ্যাপক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত [illegible] কাব্য-ব্যাকরণ-সাংখ্য-বেদান্ত-[illegible]তীর্থ, [illegible], বেদান্তরত্ন, সাহিত্যশাস্ত্রী, [illegible]

অধ্যাপক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত [illegible] ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীধাম মায়াপুর পরবিদ্যাপীঠ, [illegible]

বেদনাঞ্জন

শ্রেষ্ঠরত্ন

কালিকাতা কংগ্রেস একজিবিসন হইতে [illegible] প্রাপ্ত ও বহু [illegible] প্রশংসিত।

আজকাল বাজারে [illegible] আরোগ্য [illegible] শরীরের [illegible] দোষে [illegible] পাইতেছে। [illegible] মাথা ধরা, [illegible] বাত, [illegible], দাঁতের গোড়া ফুলা, [illegible] প্রভৃতি কষ্টদায়ক [illegible] হইয়াছে। যদি আপনি [illegible] হইতে চান, তাহা হইলে অল্প পয়সায় [illegible] ক্রয় করিয়া [illegible] বেদনাঞ্জন ক্রয় করিয়া ইহার আশ্চর্য্য-[illegible] উপলব্ধি করুন। [illegible]

প্রাপ্তিস্থান—এ, সি, চাটার্জ্জী এণ্ড ব্রাদার্স।

[illegible] কলিকাতা।

সকল [illegible] পাওয়া যায়।

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

যদিও [illegible] প্রকৃত মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য, তথাপি যাঁহারা নানা রূপ [illegible] উপায়ে [illegible] নষ্ট করিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন এবং নানা প্রকার মেহ, প্রমেহ, ধাতুদৌর্ব্বল্য, [illegible], অজীর্ণ, [illegible], পারদ সংক্রান্ত পীড়া, অল্প এবং স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে যাঁহারা বাধক, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, [illegible], শ্বেত ও রক্তপ্রদর, হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি রোগে ভুগিয়া জীবনে নিরাশ হইয়াছেন, তাঁহারা আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার [illegible] সাহেবের আবিষ্কৃত ইলেক্ট্রিক সলিউসন ব্যবহার করিয়া বাঁচিতে পারিবেন, তাহার শত শত প্রমাণ প্রতি বৎসরেই পাওয়া যাইতেছে। যাঁহারা অন্যান্য [illegible] ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরোগ্য হইতে পারেন নাই, তাঁহারা একবার এই ঔষধটি ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক মাসের ব্যবহারোপযোগী এক শিশি [illegible] সহ [illegible] টাকা মাত্র।

সোল এজেণ্ট—ডাঃ ডি, ডি, হাজরা।

ফতেপুর, গার্ডেনরিচ পোঃ, কলিকাতা।

ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

অধ্যক্ষ

শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম.এ. এফ.সি.এস. (লণ্ডন)

ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক

(প্রফেসার)

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ বিশুদ্ধ ও শাস্ত্রমতে নিজ তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হয়। পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ক্যাটালগ পাঠান হয়। রোগের বিবরণ জানাইলে যত্নপূর্ব্বক ব্যবস্থা দেওয়া হয়। চিঠি পত্রাদি সম্পূর্ণরূপে গোপন রাখা হয়।

মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দুর)

(বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৪ টাকা

উৎকৃষ্ট [illegible] শাস্ত্রীয় প্রণালীতে প্রস্তুত নিত্য প্রয়োজনীয় সর্ব্বরোগনাশক মহৌষধ।

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৬ টাকা

উৎকৃষ্ট [illegible] আমলকী [illegible] প্রভৃতি যাবতীয় উপাদানে পূর্ণ মাত্রায় যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। কাশ, কাসি, শ্বাস, যক্ষ্মা, [illegible] প্রভৃতি রোগের মহৌষধ। [illegible] পুষ্টিকর [illegible] বিশেষ।

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬ টাকা

[illegible] ধাতুদৌর্ব্বল্য, শুক্রতারল্য, স্বপ্নদোষ, প্রমেহ ও ধ্বজভঙ্গ সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায়। ইহা অসাধারণ [illegible] রসায়ন।

অবলাবান্ধব যোগ

প্রদর, বাধক প্রভৃতি [illegible] রোগের মহৌষধ।

মূল্য—১৬ মাত্রা ২ টাকা। ৫০ মাত্রা ৫ টাকা মাত্র।

বিশুদ্ধ জল! ভয় নাই! বিশুদ্ধ জল!!

লক্ষ্মী টিউব-ওয়েল কোং

২০৫নং নবাবপুর, ঢাকা

[illegible] বৈজ্ঞানিক-প্রণালীতে নলকূপ (Tube-well) নির্ম্মাণ করা হয়। [illegible] ম্যাজিষ্ট্রেট, [illegible] চেয়ারম্যান, ইঞ্জিনিয়ার, জমিদার, তালুকদার প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত ভদ্রমহোদয়গণ এই কোম্পানীর কার্য্য দেখিয়া প্রশংসা করিয়াছেন। রাসায়নিক পরীক্ষায় জল বিশুদ্ধ না হইলে মূল্য গ্রহণ করা হয় না। বিস্তৃত বিবরণের জন্য পত্র লিখুন।

বিজ্ঞাপিত কেন?

সাধারণের উপকারে, মানবের দুঃখ না ঘুচিতে পারে তাহার পন্থা ইত্যাদি সম্বলিত "[illegible]" গ্রন্থখানি যিনি পাঠ করেন নাই, তিনি আবেদন করুন; বিনামূল্যে প্রাপ্ত হউন। উহা পাঠে উপকৃত হইয়া [illegible] হাজার লোক কৃতজ্ঞ হইয়াছেন। প্রায় [illegible] বৎসরের পরীক্ষিত, শুক্রতারল্য, স্বপ্নদোষ ইত্যাদির যম "[illegible]-নিগ্রহ বটিকা" প্রতি কৌটার মূল্য [illegible] টাকা। প্রাপ্তিস্থান—আতঙ্ক নিগ্রহ ফার্ম্মেসী, [illegible] নং [illegible] কলিকাতা।

মনোমোহন প্রেস

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা

পূর্ব্ববাঙ্গালায় সুলভে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত

বৈদ্যুতিক মেশিনে দিবারাত্র কাজ চলিতেছে

বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা।

শ্রীমায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে—শ্রীকৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

স্থানীয় সংস্করণ

Registered No. C 1544

বিজ্ঞাপনের হার

প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চ ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩॥০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র।

সাহায্যের হার।
অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৷৷০
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৴৫

৪র্থ খণ্ড | সম্পাদক—প্রত্নবিদ্যালঙ্কার শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী | [২৮০ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্য মঠ, শ্রীধাম মায়াপুর ২০শে মাঘ সোমবার ১৩৩৬ ৩রা ফেব্রুয়ারী ১৯৩০

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থাবলী

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্—শ্লোক সূচী, বিষয়-সূচী ও ভাষ্য সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত। ভিক্ষা, প্রতি খণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৵০ গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশ গ্রাহক পক্ষে ৷৴০
২। ভাষ্য-সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ) ৫৲
৩। গৌড়ীয়-গোবিন্দ ৶০
৪। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।০
৫। ভজনরহস্য ॥০
৬। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
" " " আবাঁধা ৸০
৭। গীতা (শ্রীবলদেব ভাষ্যসহ) বাঁধা ২৲ আবাঁধা ১॥০
৮। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি-টীকা-সহ) বাঁধা ২ আবাঁধা ১॥০
গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ॥০
৯। মুক্তিমুক্তিকা (?) গুণসোমক্ষৃত সানুবাদ (মাধ্ব) ২৲
১০। বেদান্তসার সানুবাদ (রামানুজীয়) ॥০
১১। জৈবধর্ম্ম ২৲
১২। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৩। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৪। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ১৵০
১৫। দীপ-দিগ্দর্শন ৵০
১৬। সাধনপথ (৩য় সংস্করণ) ১৵০
১৭। আচার ও আচার্য্য ।
১৮। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৷৸০
১৯। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৶০
২০। শ্রীনবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
২১। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য (প্রমাণখণ্ড) ৶০
২২। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
২৩। শ্রীগোদ্রুম-কল্পাটবী (?) দর্পণ ।০
২৪। শরণাগতি, গীতাবলী, সাধনকল্প, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, নবদ্বীপশতক, অপরাধক ও সদাচারস্মৃতির গৌট ১৶০
২৫। কল্যাণকল্পতরু (?) সংস্করণ ও অন্তিকরণ ৵০
২৬। সাধককণ্ঠমণি ।০
২৭। সংস্কার দীপিকা ।০
২৮। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড) ৩৲
২৯। ব্রহ্মসংহিতা ॥০
৩০। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ১।০
৩১। মণিমঞ্জরী সানুবাদ ।০
৩২। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৩৩। শ্রীচৈতন্যভাগবত (বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ) ৫৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

শ্রীধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপ-প্রদর্শনী, নদীয়া

(৩রা ফেব্রুয়ারী হইতে ১৭ই মার্চ্চ, ১৯৩০ পর্য্যন্ত)

প্রদর্শনীর সকল জ্ঞাতব্য বিষয়ের জন্য
সেক্রেটারী মহোদয়ের নিকট
আবেদন করুন।

শ্রীকুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ,
শ্রীচৈতন্য মঠ, শ্রীধাম মায়াপুর পোঃ আঃ (নদীয়া)।

ইংরাজী ভাষায় ভক্তিগ্রন্থ

১ শ্রীচৈতন্যচরিত ও শিক্ষা
২ নামভজন
৩। বৈষ্ণবধর্ম্ম আসল ও মেকি
৪। ভাগবতীয় দর্শননীতি ও ধর্ম্ম
৫। কাম ও প্রেমধর্ম্ম
৬। গৌড়ীয়মঠ কি করেন

দেবনাগরাক্ষরে ভক্তিগ্রন্থ

১। মাধুর্য্য শিক্ষাষ্টকম্ ৵০
২। সটীক শিক্ষাদশমূলম্ ।০
৩। মধ্বগ্রন্থসারাংশবর্ণনম্ ৶০
৪। গৌড়ীয়মঠস্থ পরিচয়ঃ ৴০
৫। সিদ্ধান্তমনস্থীদীপিকা (?) ।০
[illegible] ।০

শ্রীধাম মায়াপুরে

বিরাট মেলা

(সহর নবদ্বীপের নিকট গঙ্গার পূর্ব্ব পারে)

২৬শে মাঘ ৯ই ফেব্রুয়ারী এই শ্রীধাম মায়াপুর নবদ্বীপ প্রদর্শনীর দ্বার খোলা হইয়া ৩রা চৈত্র ১৭ই মার্চ্চ পর্য্যন্ত থাকিবে। যাত্রিগণ এখানে যাত্রা, থিয়েটার, বায়স্কোপ, সার্কাস প্রভৃতি প্রত্যহ নানাপ্রকার আমোদ প্রমোদ দেখিতে ও শুনিতে পাইবেন। ভারতবর্ষের সকল স্থান হইতে নানাবিধ মাল-মসলা মুগ্ধকর জিনিসপত্র প্রদর্শনের জন্য এখানে আসিয়াছে। সর্ব্ব প্রকার নানাবিধ অনুকূল দ্রব্য, সকল তীর্থের জল, ধুলি, সমগ্র [illegible] প্রণালী, সমস্ত ধর্ম্মের সারউপদেশ প্রভৃতি নানাস্থান হইতে আনাইয়া বহুতর মূর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া এবং ম্যাজিক [illegible] দেখাইবার ব্যবস্থা হইয়াছে। বহু বিস্ময়-জনক পৌরাণিক মূর্ত্তি প্রস্তুত হইয়াছে এবং ইলেকট্রিক আলোকে আলোকিত হইয়া মেলাস্থল অতীব মনোরম শোভায় সুসজ্জিত হইয়াছে। [illegible] তাস কাপড়, জামা পোষাক, পরিচ্ছদ [illegible] জিনিষপত্র খরিদ বিক্রয়ের বিশেষ ব্যবস্থা হইয়াছে। [illegible] সহরের পূর্ব্বে গঙ্গার অপর পার হইতে মেলাস্থলে মোটর, মোটরবাস প্রভৃতি চলিতেছে। মেলাস্থলের নিকটে মনী দরিদ্র সক। হিন্দু ও মুসলমানের জন্য পৃথক পৃথক হোটেল হইয়াছে। পানীয় জলের সুব্যবস্থাও আছে। বহু পুলিশকর্ম্মচারী এবং ভলাণ্টিয়ার দ্বারা মেলাস্থলে বিশেষ ভাবে শান্তিরক্ষার ব্যবস্থা আছে। যাত্রীগণ রাত্রে ওখানে থাকিলে তাঁহাদের থাকিবার স্থানেরও সুবিধা আছে। [illegible] এই প্রদর্শনী দেখিবার জন্য বিশেষ-ভাবে উদ্‌গ্রীব হইয়া ওখানে যাইতেছেন। আজ পর্য্যন্ত সমস্ত ভারতবর্ষে এরূপ ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় প্রদর্শনী হয় নাই। সকলেই এখানে আসুন এবং ইহা দর্শন করিয়া নিজ নিজ অভীষ্ট লাভ করুন।

নদীয়াপ্রকাশের গ্রাহকগণের প্রতি

নিবেদন

নদীয়া-প্রকাশের পরমাশ্রয়দাতা [illegible] বর্গের সহায়তায় শ্রীনদীয়া-প্রকাশ চতুর্থ বর্ষ অতিক্রম করিয়া পঞ্চম বর্ষে পদার্পণ করিতে চলিলেন। নদীয়া-প্রকাশের [illegible] পাঠকমাত্রই [illegible] আছেন, [illegible] বাঙ্গালা [illegible] আদৌ আলোচনা হয় না, [illegible] পৃথিবীর [illegible] প্রকার [illegible] বিরুদ্ধে সর্ব্বদা ব্যস্ত, [illegible] শ্রীভগবানের সেবা সম্বন্ধ [illegible] সকলের এক মাত্র [illegible] জগদ্বন্ধ্যালোক-পাদন-কারিণী [illegible] প্রোজ্জ্বল [illegible] বিবেচিত হইয়াছে, সে যুগে অজ্ঞান জ্ঞানের চরম সোপানে আরোহণ করিয়াও লোকগণ কোন প্রকার শান্তি পাইতেছেন না, পরন্তু [illegible] প্রকারের অমঙ্গলোৎ-পাদন করিতেছে [illegible] নৈতিক [illegible] অমনো-যোগী [illegible] প্রত্যহ প্রতি [illegible] বৈকুণ্ঠালোক-বিকরণদ্বারা অজ্ঞান-তিমির-ধ্বংস করিয়া তাঁহাদের পরম মঙ্গল, পরা শান্তি বিধান করিতে [illegible]
"শ্রীনদীয়া-প্রকাশ"।

সহৃদয় গ্রাহকবর্গের নিকট বিনীত নিবেদন—[illegible] নদীয়া-প্রকাশ-সেবার চতুর্থ বর্ষের [illegible] প্রদান করিয়া আমাদিগকে কৃতার্থ করেন।

নিবেদক
ডাঃ কৃষ্ণকান্ত ব্রহ্মচারী [illegible]
ম্যানেজার, নদীয়া-প্রকাশ

নানা কথা

দারোগা নিরুদ্দেশ

[illegible] নামক এক [illegible] কৰিবার জন্য [illegible] জমাদার যান। [illegible] দেন। কিন্তু [illegible] গোয়ালিনী পুলিশকে [illegible] বাড়ির [illegible] দারোগা হুকুমজারী [illegible] পড়েন। সংবাদ [illegible] একজন পুলিশ [illegible] দারোগা [illegible] করেন [illegible] লোককে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

আবিষ্কারক

কমাণ্ডার ডাজট একজন বিখ্যাত আবিষ্কারক। তিনি নানাদেশ আবিষ্কার করিয়াছেন। কর্ণেল ফসেট অপর একজন দেশ-আবিষ্কারক। তিনি দক্ষিণ আমেরিকার বিশাল জঙ্গল দেশে আবি-ষ্কার [illegible] তাঁহার সন্ধান করিবার জন্য সেখানে গিয়া-ছিলেন। যে সর্দার ফসেটকে বধ করিয়া-ছিলেন তাঁহার সহিত [illegible] সাক্ষাৎ হয়। সর্দার ফসেটের ফটো [illegible] [illegible] কিন্তু পুলিশ [illegible] পারিয়া সে স্থানে [illegible] সেখানে [illegible] [illegible] বিশ্রাম লাভ করিবার জন্য [illegible] আসিয়াছেন।

কলিকাতায় জলনিকাশ

কলিকাতার জলনিকাশ [illegible] বিধান করিবার জন্য [illegible] নিযুক্ত [illegible] তাঁহার [illegible] মাসিক [illegible] টাকা [illegible] একটি [illegible] এক বৎসরের জন্য [illegible] হইবে।

ঢাকায় দাঙ্গা

ঢাকায় [illegible] দাঙ্গা [illegible] হইয়াছে। [illegible] একজন যুবক আহত হইয়াছে। আরও কয়েকজন ছোরার আঘাত পাইয়াছে। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব একটী কমিটি [illegible] সুপারিন্টেণ্ডেণ্টগণকে ডাকিয়া উপদেশ দিয়াছেন যেন তাঁহারা ছাত্রদিগকে বাহিরে যাইতে অথবা নিকটে অস্ত্র রাখিতে নিষেধ করেন।

মাসিক ভোজ

ইউরোপীয়ান এসোসিয়েশনের কলি-কাতা শাখার কর্ত্তৃপক্ষ দেখিতেছেন যে তাঁহাদের দলের লোকেরা রাজনীতি বা সাধারণের কাজে যোগদান করিতে বিশেষ [illegible] করেন না [illegible] মাসের শেষ [illegible] একটি করিয়া ভোজের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

খুন

বিপিন সরদার [illegible] কালু অত্যন্ত মদ খাইত। তাহার মাতা প্রতিবাদ করায় কালু তাহাকে ছোরার দ্বারা আহত করে এবং তাহার ৪ বৎসর বয়স্ক ভগিনীকে [illegible]

ধর্ম্মঘট

নাগপুরে একটি সভায় স্থির হয় যে ফেব্রুয়ারি মাসে জি, আই, পি রেলের সমস্ত মজুর ধর্ম্মঘট করিবে।

ডাকাতি

[illegible]পুরের নৃপেন্দ্র বাবুর বাটীতে প্রায় ১২ জন ডাকাত প্রবেশ করিয়া বাড়ীর পুরুষদিগকে বাঁধিয়া অনেক টাকার জিনিষ লইয়া গিয়াছে।

বিলাতে ভারতীয়

[illegible] পার্লিয়ামেণ্টে সরকার [illegible] প্রকাশ পায় যে, সরকার স্বীকার করেন যে ভারতীয়গণ সকলেই বৃটীশ প্রজা, তাহাদের সকলেরই নাগরিক অধিকার আছে। সকলের [illegible] বিলাতের অধিবাসী প্রত্যেক ভারতীয়েরই পূর্ণ নাগরিক অধিকার আছে।

'কুম্ভমেলা'

অমাবস্যা উপলক্ষে সাড়ে চারি লক্ষ লোক স্নান করিয়াছে। সেবাসমিতির নিকট এক হাজার স্ত্রীলোক এবং শিশু-উপস্থিত হইয়া বলে যে, তাহারা ভিড়ে হারাইয়া গিয়াছে। শতকরা পঞ্চাশ জনকে তাহাদের অভিভাবকের নিকট পৌঁছাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

পান-নিবারণ

আমেরিকার যুক্ত রাজ্যের প্রেসিডেণ্টের আজ্ঞানুসারে সরকারি কর্ম্মচারিগণের সম্বন্ধে মদ্যপান নিবারিত হইয়াছে। এমন কি দেশের বাহিরে মদ্যপান করিলেও চাকুরি হইতে ডিসমিস হইবে।

যুদ্ধ-সংবাদ

বলিভিয়া এবং প্যারাগুয়ে দক্ষিণ আমে-রিকার এই দুইটী দেশের সীমান্তে যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে। দুই দেশের বহু লোক হতাহত হইয়াছে।

প্যারিসস্থিত প্যারাগুয়ের রাজদূত জাতি সঙ্ঘের নিকট তার করিয়া জানাইয়াছেন যে বলিভিয়া গবর্ণমেণ্ট যুদ্ধের জন্য সৈন্য সমাবেশ করিতেছেন। বলিভিয়া-গবর্ণমেণ্ট উত্তরে বলিয়াছেন যে কোন সৈন্য সমাবেশ হয় নাই।

নৌ-বৈঠক

বিলাতে নৌ বৈঠকে কি পদ্ধতি অনু-সারে কার্য্য করা হইবে তাহা নিরূপণ করিবার জন্য একটী কমিটি নিযুক্ত হইয়াছে। পূর্ব্বে এ সম্বন্ধে অনেক মতানৈক্য ছিল। বর্ত্তমানে অনেকটা মীমাংসা হইয়া আসিয়াছে। ফরাসী ও ইংরাজ সর্ব্ববিষয়ে একমত হইয়াছেন।

শ্রীয়ের আবরণে চালাবার সুব্যবস্থা করেছিলেন, আজ তাতেও সুবিধা না পেয়ে কলিপ্রভুর নিকট পরামর্শ নিলেন। ভৃত্য পালক কলি মহাশয় চেলাকে কাণে কাণে কি ব'লে দিলেন। চেলা মশায় এতদিন টাকায় নিজ স্বরূপটী ঢেকে রেখে শিষ্যের সম্পত্তি রক্ষা করছিলেন। টাকার নেশা তাঁকে আর ঠিক থাকতে দেয় কি? তিনি হাতে পেয়ে বেশ দু' পয়সা মেরে দিলেন। তখন কলির চেলার চেলা ধনী মহাশয় প্রভুর প্রভুত্বাধীনে থাকতে নারাজ হলেন। প্রভুত্বাধীন থেকে পয়সা রোজগারের ফন্দী, কলি প্রভুর পরামর্শটা কাজে লাগিয়ে দিলেন। 'ঢাকুন খুলো না' বলে মিল মোহন মারা দেশে উপস্থিত হয়ে এক দণ্ডধ্বজী কর্মচারীকে চেলা করে নিলেন। অনেক দিনের পর মনের মত চেলাকে বাগে পেয়ে চেলার কাঁধের উপর সশরীরে উঠে পড়লেন। বেশ করে গড়গড়ায় তামাক খেয়ে চেলা দিয়ে পা টিপিয়ে, আশে পাশে বালিশ নিয়ে দিনটা কাটাতে লাগলেন। আর ভাগবত পাঠ আরম্ভ করে টিকেট বিক্রী করতে লাগলেন। লোকে বারবণিতার কীর্ত্তন ও যাত্রায় যেমন টিকেট ক'রে একসঙ্গে পয়সা রোজগার করে ও রস মিটায় তেমনি কলির চেলা মহাশয় বেশ আড়ম্বরের রসান দিয়ে, হাব ভাব দেখিয়ে মায়া-ভুলান পুরুষগণকে ভাল ক'রে ভুলালেন। তখন কলির চেলা বেশ বাবসাটা গুলজার করে বসলেন। কৃষ্ণ প্রয়াজীকে সন্তুষ্ট করতে যেয়ে শবতুল্য দেহে 'আমি' বুদ্ধি ক'রে গদ্দভ হয়ে ভারবাহী শ্রেণীভুক্ত হলেন।

হায় কলি! তুমি কপটতা কর ক্ষতি নাই, তোমাকে মহারাজ পরীক্ষিৎ যে পাঁচটী স্থান দিয়েছেন, সেই স্থানে বাস কর। তুমি আবার ধার্ম্মিক-বেশে বেড়াচ্ছ কেন? সাবধান! তোমার চেলাকেও সাবধান কর! তোমার স্বরূপটা দেখিয়ে দেবার জন্য সাক্ষাৎ প্রভুপাদ এসেছেন। তোমার সব বাহাদুরী নষ্ট হয়ে যাবে।

শ্রীশ্রীগৌরজন্মোৎসব উপলক্ষে

(২০শে মাঘ—৩রা চৈত্র)

শ্রীচৈতন্যাব্দ—৪৪৪

বিরাট্ আয়োজন হইতেছে, সকলে যোগদান করুন

পারমার্থিক জগতে এক অভূতপূর্ব্ব আবিষ্কার

শ্রীধাম মায়াপুর নবদ্বীপ প্রদর্শনী

পরমার্থ প্রদর্শনী, ভাগবত-প্রদর্শনী, শ্রুতি-প্রদর্শনী। বেদান্ত-প্রদর্শনী, সাত্বত-সম্প্রদায়-প্রদর্শনী, ভক্তিসিদ্ধান্ত প্রদর্শনী। গৌরবাণীবিনোদ-সেবা-প্রদর্শনী, পারমহংস্যধর্ম্ম-প্রদর্শনী, দৈব-বর্ণাশ্রমধর্ম্ম-প্রদর্শনী। সার্ব্বজনীন-প্রদর্শনী, সর্ব্বচিৎসমন্বয়-প্রদর্শনী। ভগবদ্ধাম-মহিমা-প্রদর্শনী, ভগবদ্-রূপ-মহিমা-প্রদর্শনী, ভগবদ্গুণ-মহিমা-প্রদর্শনী, ভগবল্লীলা প্রদর্শনী। ভগবৎ-পরিকর মহিমা-প্রদর্শনী, ভগবদ্ধাম-মহিমা-প্রদর্শনী। ভগবৎসেবোপকরণ প্রদর্শনী, সর্ব্ববৈষ্ণব-বৈভব-প্রদর্শনী, সৎসঙ্গ-মহিমা-প্রদর্শনী, সৎসঙ্গ-স্বরূপ-নির্ণয়-প্রদর্শনী। দুঃসঙ্গ-বর্জ্জন-শিক্ষা-প্রদর্শনী, দুঃসঙ্গ-স্বরূপ-নির্ণয়-প্রদর্শনী। সার্ব্বজনীন স্বদেশের সন্ধান-প্রদর্শনী, সত্যস্বরূপ-প্রদর্শনী।

আবাল-বৃদ্ধ বনিতা, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, ধনী-নির্ধন, ছোট-বড়, জ্ঞানী-অজ্ঞানী, সবল, দুর্ব্বল, অকাম-মোক্ষকাম-সর্ব্বকাম সকলেরই সর্ব্বপ্রকার শিক্ষার মন্দির, সার্ব্বজনীন সংকীর্ত্তন বেদী এই শ্রীধাম-মায়াপুর নবদ্বীপ-প্রদর্শনীতে সবান্ধবে যোগদান করুন।

সাধু ও অসাধু সঙ্গ

(শ্রীযুক্ত সত্যাপ্রিয় সেন এম, এ, বি, এল.)

নগেন দে তামাক, সিগারেট খাইত বলিয়া তাহার পিতা কলিকাতার "অশান্ত বালক শান্ত করিবার স্কুলে" তাহাকে ভর্ত্তি করিয়া দিলেন। আশা যে, তাঁহার পুত্র সুশীল ও সুবোধ বালক হইবে। ফলে সে সুশীল ও সুবোধ বালকই হইল। যাহা পাইত, তাহাই খাইত। অর্থাৎ তামাক, গাঁজা, বিড়ি, সিগারেট কিছুই বাদ দিত না।

কিরূপে এরূপ হইল, তাহা জানিতে হইলে তাহার স্কুল জীবনের কিছু ইতিহাস জানা আবশ্যক। এই স্কুলে এক সরকারী দাদা ছিল। সব স্কুলেই থাকে। ৩,৪ দিন তামাক খাইতে না পাইয়া নগেন, দাদার শরণাপন্ন হইল। দাদা গম্ভীর ভাবে চিন্তার পর বলিলেন, "তামাকের যোগাড় নাই বটে, তবে গাঁজা খাস ত' ছাদে চল্।

কিরূপে চাকরের দ্বারা নেশার দ্রব্য সংগ্রহ হইত, তাহার ইতিহাস দিলাম না। পাঠক অনুমান করিয়া লইবেন। যাহা হউক এইরূপে নগেনের শিক্ষা সমাপ্ত হইল।

সভ্য জগতের ইতিহাস আলোচনায় জানিতে পারা যায় যে, অপরাধ ও অপরাধীর সংখ্যা হ্রাস করাইবার জন্যই কারাগারের উৎপত্তি বটে, কিন্তু তাহাতে সে উদ্দেশ্য খুব অল্পই সাধিত হয়। কারাগার হইতে বহু ব্যক্তি অপরাধ করিবার নূতন প্রেরণা লইয়া বাহিরে গিয়া থাকে।

রোমান ক্যাথলিক ধর্ম্মযাজক ফাদার ডোনাল্ড্ ক্লেয়ারি আমেরিকার অবার্ণ জেলের কয়েদীদের বিদ্রোহ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, যাহারা নরহত্যা করিয়াছে, আমি তাহাদিগকে ভয়ানক অপরাধী বলিয়া মনে করি না। তাহাদের মধ্যে অনেকেরই অপরাধের প্রবৃত্তি একেবারেই নাই। কেবল ক্রোধ বা ঘৃণায় আত্মহারা হইয়া, হয়ত কাহাকে খুন করিয়া ফেলিয়াছে। যাহারা বারম্বার অপরাধ করে, তাহাদেরই আমি বন্ধনযোগ্য মনে করি। অবার্ণ জেলের একটা ব্যবস্থা আমাকে বড়ই মর্ম্মাহত করিয়াছে। অল্প-বয়স্ক কতকগুলি ছেলে হঠাৎ অপরাধ করিয়া ফেলিয়াছে। সেই জন্য তাহাদিগকে জেলে রাখা হয়। কিন্তু সেখানে তাহাদের মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নতি করিবার কোন চেষ্টাই করা হয় না; উপরন্তু ধীরে ধীরে অধঃপতন হইতে থাকে। অপরাধীরাও যে মানুষ, একথাটা কেহই মনে করিতে চাহেন না। দণ্ডদানের উদ্দেশ্য কেবল দৈহিক বা মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করিতে বাধ্য করা নহে, কারাগারে বাস করিয়া যাহাতে অপরাধী নিজের ত্রুটি উপলব্ধি করিতে পারে, যাহাতে তাহার মনে অনুশোচনা জাগে, তাহাই দণ্ডদানের প্রধান উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। কিন্তু বর্ত্তমান কালের কারাগার গুলিতে যে নীতি অবলম্বন করা হয়, তাহাতে ইহার উপলব্ধি হওয়া কঠিন এবং এই জন্যই বিদ্রোহ ও উৎপাত। মনীষী ম্যাথু আর্নল্ড্ কখনও ছাত্রদিগকে অবিশ্বাস করিতেন না। ফলে এই দাঁড়ায় যে, ছাত্রগণও তাঁহাকে মিথ্যা কথা বলিত না।

সাধুদর্শন মাত্রই যে মানুষের অন্তঃকরণে পবিত্রতার উদয় হয়, তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়।

যাহাতে বিদ্যার্থিগণ এবং কারাবাসিগণ সাধুদর্শন করিয়া তাঁহাদিগের সঙ্গলাভ করিতে পারে, তাহার বন্দোবস্ত করিলে সুফল হইতে পারে।

এক হিসাবে জগতে সকলেই কারাবাসী এবং বিদ্যার্থী। সকলেরই সাধুসঙ্গ করা আবশ্যক; নচেৎ এই ভবকারাগারে বা বিদ্যালয়ে থাকিয়া কোন লাভ নাই। জীবের স্বরূপ সু গোচর হইলেই অনর্থ দূর হয়। ইহার একমাত্র উপায় সাধুসঙ্গ। নিরহঙ্কার মুনিগণ গুরূপদেশ ক্রমে ভগবৎ তত্ত্ব ও সারাসার-বিবেক অবগত হইয়া সকল বিষয় পরিহার পূর্ব্বক মহৎসঙ্গে সেই সকল কথা দৃঢ়রূপে জানিবার উদ্দেশে পৃথিবীতে অবস্থানকালে পুণ্যতীর্থ ক্ষেত্র-সমূহ 'পর্য্যটন' করেন। এই শ্রুতিতত্ত্বানুসারে তথায় মহৎসঙ্গই হইয়া থাকেন।

লোহার কড়ি বরগা

করগেট টীন, জানালার গরাদে দালানের ফুলদার রেলিং ও থাম ঘেরা কাটাতার ইত্যাদি সুলভে বিক্রয় করি

কান্তিচন্দ্র মুখার্জ্জি এণ্ড সন্স

৭৩ ওয়েলিংটন স্ট্রীট ফোন ৪৪৯

স্থাপিত ইং ১৮৩৬ সাল, কলিকাতা

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৪০, চল্লিশ টাকা।

২৭২৪ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে,

সপ্তচত্বারিংশ খণ্ডে সূচী ছাপা হইতেছে।

৪৬শ খণ্ড প্রেষণ নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে ১৫।৴০ সাধারণ পক্ষে ২০৸৶০। প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৶০, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে।৴০।

দশম স্কন্ধের ভিক্ষা ১২৲, অগ্রিম সাধারণের পক্ষে ৮৲।

৬০ অধ্যায়পর্য্যন্ত একাদশ সংখ্যা ছাপা হইয়াছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

"শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত"

সূচী প্রভৃতি সহ সম্পূর্ণ ছাপা শেষ হইয়াছে

আদি, মধ্য, ও অন্ত্যলীলা এবং সূচী ছাপা হইয়া সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছেন। যাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ১০ টাকা ভিক্ষায় তৃতীয় সংস্করণ ৪ টাকায় না পাইয়া অপূর্ব্ব সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের জন্যই উহার ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছেন। সেই ১০, টাকার এত বিরাট্ গ্রন্থের শত সংখ্যা মাত্র ৫৲ টাকা ভিক্ষায় দেওয়া হইতেছে। গ্রাহকগণ সত্বর হউন পরে আর এ সুযোগ থাকিবে না।

শ্রীচৈতন্য লীলার ব্যাস অধিকার

শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

সভাষ্য আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র গ্রন্থ ৮৲ স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲

নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪৷৷০ টাকা

শ্রীধাম মায়াপুর নবদ্বীপ প্রদর্শনীতে

শ্রীধর ভাণ্ডার, ঢাকা।

ঢাকার প্রসিদ্ধ বস্ত্র ব্যবসায়ী **শ্রীধর ভাণ্ডার** শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিয়াছেন। **ঢাকার বিখ্যাত মসলিন** ও নানাবিধ সিটের ধুতী, সাড়ী, জামদানী কাপড় এবং **খদ্দরের** বাছা ধুতী, জামদানী সাড়ী চাদর এতদ্ভিন্ন **মুগার কারুকরা** নানাপ্রকার কাপড় চাদর **শ্রীধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপ-প্রদর্শনীতে** ৭ই ফেব্রুয়ারী হইতে পাইকারী ও খুচরা বিক্রয় হইবে। পশ্চিম ও উত্তরবঙ্গ এবং এলাহাবাদ, বোম্বে, কাশী পাঞ্জাব, মাদ্রাজ, দিল্লী প্রভৃতি স্থান হইতে আগত দর্শক ও যাত্রিগণ এই স্থান হইতে প্রয়োজনীয় জিনিষাদি লইতে পারিবেন। আমাদের দর যে **সুলভ** তাহা কাপড় এবং মূল্য বিচার করিলেই বুঝিতে পারিবেন।

প্রদর্শনীর ঠিকানা—

শ্রীধর ভাণ্ডার স্টল

শ্রীধাম মায়াপুর নবদ্বীপ প্রদর্শনী

পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর (নদীয়া)

ঢাকার ঠিকানা

শ্রীধর ভাণ্ডার, ১২৫নং নবাবপুর, ঢাকা।

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত ভক্তি গ্রন্থাবলী

যে সব উৎকলবাসী ভক্ত বাংলা অক্ষর পড়িতে জানেন না, তাঁহাদের শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর প্রচারিত পরম উপাদেয় ভক্তি-কথা জানিবার সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে উড়িয়া-অক্ষরে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হইয়াছে বাংলা গ্রন্থের তুলনায় উড়িয়া গ্রন্থগুলির ভিক্ষাও অপেক্ষাকৃত অল্প।

গ্রন্থের নাম	ভিক্ষা
শ্রীহরিনাম চিন্তামণি, প্রতিখণ্ড	৷৷০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	১৲
সাধন পথ শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টক ; প্রতিখণ্ড	।০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৷৷০
কল্যাণ কল্পতরু প্রতিখণ্ড	৶০
একত্রে ৩খণ্ড লইলে	।০
গীতাবলী প্রতিখণ্ড	৴১০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৶১৫
শরণাগতি প্রতিখণ্ড	৴০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৶৫

প্রাপ্তিস্থান— শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ, কটক এবং শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, পুরী

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিম্নলিখিত মঠসমূহে প্রাপ্তব্যঃ-

১। শ্রীচৈতন্য মঠ,— পোঃ শ্রীমায়াপুর, (নদীয়া)।
২। শ্রীগৌরগদাধর মঠ,— চাঁপাহাটি, সমুদ্রগড় পোঃ, (বর্দ্ধমান)।
৩। শ্রীভাগবত আসন,— [illegible] পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৪ শ্রীগৌড়ীয় মঠ,— ১নং উল্টাডিঙ্গি জংশন রোড, কলিকাতা।
৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, [illegible] চটকপর্ব্বত, পুরী।
৬। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ,— উড়িয়া বাজার, কটক।
৭। শ্রীগোপাল মঠ, [illegible], মেদিনীপুর।
৮। শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ, ৮৬ নং অগস্ত্যকুণ্ড, কাশী, ইউ, পি।
৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,—[illegible], বৃন্দাবন, মথুরা, ইউ, পি।
১০। শ্রীপরমহংস মঠ—নৈমিষারণ্য পোঃ, সীতাপুর, ইউ পি।
১১। শ্রীলাহোর গৌড়ীয় মঠ, — [illegible], [illegible], লাহোর, পাঞ্জাব।
১২। শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠ, ১ নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।
১৩। শ্রীগদাইগৌরাঙ্গ মঠ, বালিয়াটি, ঢাকা।
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম,— আমলাজোড়া, পানাগড় পোঃ, বর্দ্ধমান।
১৫। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ,—[illegible], [illegible] পোঃ, [illegible]
১৬। শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয় মঠ, - আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী, উড়িষ্যা।
১৭। শ্রীগৌড়ীয় মঠ কার্য্যালয় ১০১ ফেম্যান রোড, নিউ দিল্লী

এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণের নিকটও নদীয়া-প্রকাশ প্রাপ্তব্য।

১। শ্রীযুক্ত জনার্দ্দন ঘোষ - [illegible] রোড, খুলনা
২। শ্রীযুক্ত রাধাচরণ গোস্বামী ঠাকুর [illegible] দেওয়ানগঞ্জ, হলদিবাড়ী কুচবিহার।
৩। শ্রীযুক্ত রামরঞ্জন রায়—[illegible] শ্রীগোপাল মল্লিক লেন, কলিকাতা
৪। মিঃ এস্ ডি, মুখার্জ্জি — এম, এস, ওয়ার্কস দি মল, কানপুর।
৫। শ্রীযুক্ত [illegible] [illegible] [illegible] কৃষ্ণগঞ্জ, নদীয়া
৬। শ্রীরামগতি [illegible] দাস অধিকারী, নবদ্বীপ।
৭ শ্রীনিবারণমোহন দে [illegible] লেন, নবাবপুর, ঢাকা।
৮। শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ গড়গড়ি [illegible], ২৪ পরগণা।
শ্রীপদ্মনাভ চট্টোপাধ্যায় [illegible] [illegible] মানবাদ

মন্মথা না ভজে কৃষ্ণ, দুঃখ সব করে। পুন সেইমত মায়া পাশে তুমি মরে,

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২০শে মাঘ সোমবার—১৩৩৬

লেবার কমিশন

বিলাতে ভারতবর্ষের শ্রমিক সম্প্রদায়ের উপর ক্যাপিট্যালিষ্টদের (ধনিক সম্প্রদায়ের) আদৌ কোন সহানুভূতি নাই, অতিরিক্ত কার্য্য করাইয়া অল্প মজুরী (যাহা গ্রাসাচ্ছাদনের পক্ষেও যথেষ্ট নহে) দিয়া নিজেরা লাভবান হইতেছেন, উহাদের বাসস্থান এক একটী শূকরের খোঁয়াড়, আহার্য্য কুৎসিত, পীড়া হইলে চিকিৎসার ভাল ব্যবস্থা নাই, শরীরের কোন ক্ষতি হইলে পেন্সন্ অথবা দৈবাৎ মৃত্যু হইলেও উচিত ক্ষতিপূরণও দেয় না—ইত্যাকার নানাপ্রকারের অভিযোগ হওয়ায় তদ্বিষয়ে অনুসন্ধানের জন্য পার্লিয়ামেন্টের কএকজন সদস্য এবং ভারতবর্ষের কতিপয় প্রথম শ্রেণীর গণ্য মান্য বিদ্বান ধনী ব্যক্তিকে লইয়া একটী রয়েল কমিশন লণ্ডন হইতে বাহির হইয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে প্রেসিডেণ্ট হইয়াছেন মিঃ ডব্লিউ এইচ্ হুইট্লি।

কমিশনের কার্য্য

ভারতবর্ষীয় ভ্রমণের মধ্যে প্রথম শ্রেণীর স্থান—কিরকেণ্ড কলিয়ারী এবং কলিয়ারীর স্বত্বাধিকারী ধর্ম্মপ্রাণ দানবীর শ্রীযুক্ত ইন্দ্রনারায়ণ চন্দ্র মহোদয়। শ্রীযুক্ত আই এন চন্দ্র মহাশয়কে নদীয়া-প্রকাশের পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন। তিনি দয়াপরবশ হইয়া পরমার্থ-পথের যাত্রিগণের জন্য শ্রীধাম মায়াপুর যোগপীঠের নিকট গৌরকুণ্ডতটে একটী বৃহৎ ধর্ম্মশালা করিয়া দিয়াছেন। চন্দ্রবাবু ইংরেজী ভাষায় বেশ সুশিক্ষিত এবং প্রথমশ্রেণীর মাইনিং ইঞ্জিনিয়ার। তাহাদের কোন মাইনিং বিদ্যায় তাঁহার অনুপম কৃতিত্ব জানিয়া তাঁহারই কলিয়ারীতে শ্রমজীবী কমিশনের সদস্য প্রথমেই পদার্পণ হইয়াছে। শ্রমজীবি রয়েল কমিশনের প্রেসিডেণ্ট মিঃ হুইট্লি ভারতীয় কয়লার খনগুলিতে পদার্পণ করিয়া প্রথমেই ২৪শে জানুয়ারী তারিখে কিরকেণ্ড কলিয়ারীতে শ্রীযুক্ত চন্দ্রমহাশয়ের কৃতিত্ব দর্শন করেন। শুক্রবার বেলা ১০-৩০ মিনিট হইতে ৩॥০ ঘণ্টা কাল কলিয়ারী পরিদর্শন করিয়া শ্রমিকদিগের বাসস্থান, চিকিৎসার ব্যবস্থা, পানীয় জল সম্বন্ধে এবং স্বত্বাধিকারী চন্দ্রমহাশয়ের ম্যানেজার বাবুকে ও স্বয়ং তাঁহাকে নানাবিধ প্রশ্ন, শ্রমজীবি- [illegible] নির্বিশেষ সকলের নিকট বিবিধ প্রশ্ন করিয়াছিলেন। প্রেসিডেণ্ট পত্নী এবং পার্লিয়ামেণ্টের সভ্যা মিস্ পাওয়ার শ্রমজীবি নারীগণকে নানাবিধ প্রশ্ন করেন। পরে কমিশনারগণ শ্রীযুক্ত চন্দ্রমহাশয়ের জোয়ার ফাইনারি স্কুলটী পরিদর্শন করেন। উক্ত কমিশনের সদস্য উপস্থিত সকলেই চন্দ্রমহাশয়ের নিকট প্রচুর সাহায্য ও সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার কৃতিত্বের বহু উচ্চ প্রশংসা করিয়াছেন। তথাকার ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ভারতবর্ষীয় কয়লার খনিগুলির ইন্স্পেক্টার জেনারেল প্রভৃতি উচ্চ রাজকর্ম্মচারিবর্গ প্রবীণ শ্রীযুক্ত চন্দ্রমহাশয়ের কর্ম্মদক্ষতায় পরম সন্তোষ লাভ করেন।

শ্রীযুত আই এন্ চন্দ্র

শ্রীযুত আই এন চন্দ্র মহাশয় কেবল যে শ্রীধাম-মায়াপুরে বৃহৎ ধর্ম্মশালা করিয়া দিলেন, এরূপ নহে; তিনি নিজের কয়লার খনি হইতে কাভগায় ওয়াগন কয়লাও শ্রীধামের শোভা-সম্বর্দ্ধনার্থ ইষ্টক তৈয়ারী করিবার জন্য প্রদান করিয়াছেন। তাঁহার জীবনব্যাপী অদম্য উৎসাহের ফল কয়লা-খনির স্বত্বাধিকারিগণ ন্যূনাধিক লাভ করিয়াছেন। এক্ষণে তিনি শেষবয়সে সকল পার্থিবকর্ম্মের শেষ ফল শ্রীভগবানের ধাম-সেবায় যে প্রবল উৎসাহ প্রদর্শন করিতেছেন, তাহা নবীন যুবকদলেরও সম্ভব হয় না। বর্ষীয়ান চন্দ্র মহাশয় স্বীয় সুতীক্ষ্ণ প্রতিভা-বলে পরমার্থই যে জীবনের একমাত্র কৃত্য, তাহার আদর্শ জগতের জীবের নিকট প্রদর্শন করিতেছেন। শ্রীধাম-প্রদর্শনীতে তাঁহার এই প্রতিভার ফলস্বরূপ ধর্ম্মশালা দেখিয়া বঙ্গদেশের সকল সজ্জন ব্যক্তিই পরমানন্দিত হইবেন।

শ্রীমায়াপুর-ইন্দ্রনারায়ণ ধর্ম্মশালা

এই ধর্ম্মশালা কতকগুলি মামলাবাজের আশ্রয়স্বরূপ সহরে বাজারের ধর্ম্মশালা নহে; কিন্তু ইহা কেবলমাত্র শ্রীধাম-দর্শনকারিগণের আশ্রয়স্থল, সুতরাং এই ধর্ম্মশালা পরমার্থের একটী প্রধান সোপান। দাক্ষিণাত্যে চৌলট্রি ধর্ম্মশালা বা ছত্রসত্রে বাজারে দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু তথায় কেবল মামলাকারিগণ আশ্রয় গ্রহণ করেন। সাধু-ধর্ম্মপ্রাণ গৃহস্থ ভক্তগণ সেই সকল ধর্ম্মশালা হইতে কোনই উপকার পান না। অকাম্য-সাধন-রত স্বার্থপরগণের অপস্বার্থসিদ্ধির জন্য যে সকল ধর্ম্মশালা নির্ম্মিত হয়, তাহা তীর্থযাত্রিগণের কোন উপকারে লাগে না।

কমিশনারগণকে শ্রীযুত চন্দ্র মহাশয় শ্রীগৌড়ীয়মঠের কার্য্য প্রণালীর বিষয় এবং শ্রমজীবিগণের দেশীয় 'শিল্পোন্নতি' বিষয়ে গৌণ সহযোগিতা প্রভৃতি কথা উপস্থাপিত করিলে তাঁহারা উহাতে পরমানন্দ প্রকাশ করেন। সকল জাতির ও সকল শ্রমজীবীর শেষ তাৎপর্য্য নিত্যশান্তি। 'হারমোনিষ্ট' সাময়িক পত্রটী ইংরেজী ভাষায় এই সকল কথা আলোচনা করেন জানিতে পারিয়া তাঁহাদের সকলেই আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন।

ভক্তিসুহৃৎ-তোরণ ও মিত্রভ্রাতৃদ্বয়

শ্রীধাম-মায়াপুর-প্রদর্শনীতে এবার একটী বিশেষ দ্রষ্টব্য বিষয় এই যে, ভক্তিসুহৃৎ-তোরণের দুই পার্শ্বের সুরম্য গৃহগুলিতে বাসিষ্ট তীর্থযাত্রিগণ স্থান লাভ করিতে পারিবেন। ভক্তিসুহৃৎ মহাশয়ের স্মৃতিরক্ষা-কল্পে শ্রীধাম-মায়াপুর-প্রদর্শনীর আদি তোরণ যাত্রিগণের পরম-কৌতূহল উদ্রেক করিবে। ভক্তিসুহৃৎ মহাশয়ের সুযোগ্য পুত্রদ্বয় শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী মিত্র বিদ্যাভূষণ ও শ্রীযুক্ত পুলিন বিহারী মিত্র মহাশয়দ্বয়ের স্বর্গগত পিতৃদেবের সম্ভোগ-যোগ্য স্মৃতির স্মারকরূপে এই সম্বন্ধ দান এই নরজগতে মহা-বিস্ময় উৎপাদন করিবে।

শ্রীচৈতন্যমঠের উদ্যম

হরিপ্রসাদ ধর্ম্মশালাকেও উৎসবকালে যাত্রিগণের থাকিবার স্থান আশা করা যাইতেছে। ভক্তিবিজয় ভবন প্রদর্শনীর অন্তর্গত প্রদেশে সন্নিবিষ্ট হওয়ায় উহা যাত্রিগণের আবাসস্থলীতে বর্ত্তমান বর্ষে পরিণত হইবে না। শ্রীচৈতন্যমঠের ট্রষ্টি মহোদয়গণ তাঁহাদের মঠের ভূমিতে প্রদর্শনী করিতে দিয়া এবং নানা ভাবে প্রদর্শনীর সাহায্য করায় জন-সাধারণের বিশেষতঃ নদীয়ার অধিবাসিগণের পরম শ্রদ্ধার পাত্র হইয়াছেন। তাঁহাদের ঐকান্তিকী ভগবৎ-সেবা-প্রবৃত্তি জগতের আদর্শ-স্থানীয়া—এই কথা উপলব্ধি করিবার সৌভাগ্য যাঁহাদের হইবে, তাঁহারা প্রদর্শনীর উদ্যোক্তৃবর্গের নিরপেক্ষ চেষ্টা ও জন-হিতকর কার্য্য লক্ষ্য করিয়া তাহার অভিনবত্ব বুঝিতে পারিবেন। মৎসর ঈর্ষা-পরায়ণ ভক্তিবিরোধি জনগণেরও এবার মুক্তি হইবে। নিজেন্দ্রিয়তর্পণ ও ভগবৎ-সেবা—এই দুইটী কার্য্য সমশ্রেণীতে অবস্থিত বলিয়া বিষম অজ্ঞান উক্ত অনভিজ্ঞ জনগণের নিকট হইতে এবার বিদায় লাভ করিবে। এইজন্যই শ্রীধাম-মায়াপুর-প্রদর্শনী।

শ্রীধাম প্রদর্শনীর উদ্যোক্তৃগণ

শ্রীধাম-মায়াপুর-প্রদর্শনীর উদ্যোক্তৃগণ যে আদর্শে গঠিত, তাহা পার্থিব চতুর্দ্দশ ভুবনের পরমোচ্চ উজ্জ্বল স্তরে গঠিত—এবার ইহা বুঝিবার সুযোগ পাইবেন আত্ম-সৌভাগ্যবান্ পার্থিব পরম বিজ্ঞ সমাজ। কুরুক্ষেত্রের স্তর অতিক্রম করিয়া নিম্নে অবস্থিত, তদুপরি সৎকর্ম্মিগণের লোক-সমূহ অবস্থিত, তদুপরি নিরপেক্ষ ধাম শান্ত-জ্ঞানী নির্ব্বিশেষবাদী অবস্থিত। তদুপরি উক্ত চিন্ময় গগনে মর্য্যাদা-পথের পথিকগণ নিষ্কিঞ্চন আশ্রয় করিয়া নারায়ণ-লোকে অবস্থিত। বৈকুণ্ঠের আদর্শ যে সর্ব্বোচ্চ, তাহা বুঝিবার জগদ্বাসী আর কাহারও বাকী থাকিবে না। আবার তদুপরি মাধুর্য্য বৈকুণ্ঠের—যাহাকে 'গোলোক' বলে, তথাকার নিত্য অধিবাসিগণ প্রদর্শনী আবরণ করিয়া যে আত্ম-প্রদর্শনী বা ভক্তি-বৈভব-মাহাত্ম্য দেখাইতেছেন, তাহাতে স্থূল-সূক্ষ্ম বৈচিত্র্য-দর্শনের অপূর্ব্ব সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে। আবাল—বিশ্ববাসি চরম কল্যাণার্থি সমাজ, অনিত্য কল্যাণার্থি সমাজ, সকলে মিলিয়া প্রদর্শনীতে সমাগত হইয়া শ্রীধাম-প্রদর্শনীর কথা আলোচনা করুন।

আনুকূল্যকারিগণ

বৈশ্যকুলতিলক শ্রেষ্ঠাগ্র্য ভক্তিরঞ্জন স্বনাম-প্রসিদ্ধ শ্রীযুক্ত জগদ্বন্ধু দত্ত এবং শ্রীযুক্ত ইন্দ্র নারায়ণ চন্দ্র মহাশয়-দ্বয় শ্রীধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপ প্রদর্শনীর সাফল্য-কল্পে স্ব স্ব উদার হৃদয়ের যথেষ্ট পরিচয় দিতেছেন। রাজর্ষিকুল-তিলক স্বাধীন ত্রিপুরেশ্বর মহারাজ বাহাদুর, রাজসাহেব কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় মহোদয়, শ্রীযুক্ত বিপিন বিহারী মিত্র বিদ্যাভূষণ, শ্রীযুক্ত ললিতা প্রসাদ দত্ত দেববর্ম্মা প্রভৃতি শ্রীধাম-নবদ্বীপ-প্রদর্শনীতে যে সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা কৃতজ্ঞ দর্শকগণ উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

শ্রীধাম সেবায় ব্যতিরেকভাবে সহায়তা

নবশাখকুলতিলক পরলোকগত মহারাজ নন্দী বাহাদুরের ভোগী-সেবা প্রদর্শকগণের আনন্দ বর্দ্ধন করিবে। ব্যতিরেক ভাবে যাঁহারা শ্রীধাম-প্রদর্শনীর সেবা করিতেছেন ও করিবেন, তাঁহাদিগকেও প্রদর্শনী-সমিতি ধন্যবাদ জানাইতেছেন। তাঁহারা পরদ্রোহ ও মৎসর স্বভাব পরিচালনা করিয়া জগতের যে অমঙ্গল বিধান করিতেছেন, উহা সরস্বতী সেবক বিষ্ণুভক্তিবিরোধী জনগণের জিহ্বা ও 'লিঙ্গবাদ' নামে প্রচারিত অভিজাত ও ঈর্ষা-বিদ্বেষ-মূলক অত্যাচার প্রদর্শন করিয়াছেন, শ্রীমৎ সরস্বতী ঠাকুর প্রভুপাদের ঐকান্তিক চেষ্টায় সুফল উৎপাদক হইয়া গৌড়ীয়-মঠের শ্রীবৃন্দ দর্শনদ্বয়ের ও মঠ-স্থাপনাদির মাহাত্ম্য প্রচারিত হইয়াছে।

দৈনিক জ্যোতিঃ সম্পাদক

চট্টগ্রামে দৈনিক পত্রিকা "জ্যোতিঃ"র সম্পাদকবর শ্রীযুক্ত মহিমচন্দ্র দাস বি, এল

মহাশয় একজন বিশেষ পণ্ডিত, সাহিত্যিক ও সজ্জন ব্যক্তি। অসহযোগ আন্দোলনের সময় তিনি দেশের জন্য ওকালতি পরিত্যাগ করিয়া অদ্যাবধি আর গ্রহণ করেন নাই। তিনি শ্রীধাম মায়াপুর-নবদ্বীপ-প্রদর্শনীর পারমার্থিক উদ্দেশ্য হৃদয়ঙ্গম করিয়া চট্টগ্রাম প্রদেশে এই প্রদর্শনীর সংবাদ সকল ভাবে প্রচারিত হইবার জন্য তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ দৈনিক পত্রিকায় প্রদর্শনীর বাঙ্গালা পুস্তকখানি সমগ্র ৪ ৫ সংখ্যায় প্রকাশিত করিয়াছেন। প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি, বাক্য—যাঁহার যাহা আছে, তাহা দিয়াই তিনি ভগবৎসেবা করিতে পারেন! আমরা সহৃদয় সম্পাদক মহোদয়কে শ্রীধাম প্রদর্শনী ও পরিক্রমা মহোৎসবে যোগদান করিবার জন্য সাগ্রহে সাদর আহ্বান জানাইতেছি। আমাদের পরম দয়াল পতিতপাবন গৌরহরির শুদ্ধভক্তি-সিদ্ধান্তবাণী-প্রচার-বিষয়ে যাঁহারা বিন্দুমাত্র সহানুভূতি প্রদর্শন করিতেছেন, আমরা তাঁহাদের গুণগাথা সহস্রমুখে কীর্ত্তন করিয়াও তৃপ্তিবোধ করি না। জগতে শ্রীভগবান্ গৌরসুন্দরের শুদ্ধভক্তিকথা যত বেশী প্রচারিত হইবে, ততই জগতের দুর্দ্দিন ঘুচিবে। শিক্ষিত সম্প্রদায় এবিষয়ে একটু মনোযোগ দিলে পরম আনন্দের বিষয় হয়। মহাপ্রভুর অনুগত পরিচয়ে কতকগুলি লোক ধর্ম্মজগতে ব্যভিচার আনিতেছে বলিয়া তাহাদিগকে দেখিয়াই মহাপ্রভুর আনুগত্য অপ্রয়োজনীয় জ্ঞান করিতে হইবে না। সংবাদপত্রসমূহে পারমার্থিক সংবাদের মুখ্য স্থান দেখিতে পাইয়া আমরা বড়ই সুখী হই। 'জ্যোতিঃ'র সম্পাদক মহোদয় তাঁহার পত্রিকায় পরমার্থপ্রসঙ্গ স্থান দিয়া আমাদের বিশেষ ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন।

প্রদর্শনী প্রসঙ্গ

শ্রীধাম মায়াপুর-নবদ্বীপ-প্রদর্শনীর সংবাদ ভারতের প্রায় সর্ব্বত্র প্রচারিত হওয়ায় বিভিন্ন স্থান হইতে দর্শনার্থিগণ এখন হইতেই শ্রীধাম মায়াপুরে আগমন করিতেছেন। বিদেশীয় যাত্রীর মধ্যে অনেকেই শ্রীধাম মায়াপুরে আসিয়া সহজ পথ না জানিয়া নবদ্বীপ সহর ঘুরিয়া অনেক কষ্টে এখানে আসিতেছেন, কেহ বা কপট লোকের প্রতারণায় পড়িয়া জাল মিঞাপুর বা মঙ্গপুরে গিয়া পড়িতেছেন এবং সেখানে কিছুই না দেখিয়া হতাশ হইয়া অনেক খোঁজে ঘুরিতে ঘুরিতে শেষে এখানকার সন্ধান পাইতেছেন। ইহাতে তাঁহাদের অশেষ [illegible] যে কষ্ট ভোগ করিতে হইতেছে, তাহা সহজেই অনুমেয়। আমরা ইতঃপূর্ব্বে এবিষয়ে সদয় রেলওয়ে কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ পূর্ব্বক কৃষ্ণনগর নবদ্বীপঘাট লাইট রেলওয়ের মহেশগঞ্জ নামক ষ্টেসনটির নাম 'শ্রীধাম মায়াপুর রোড্' করিয়া দিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছি। আশা করি ই, বি, রেলকর্ত্তৃপক্ষগণ এবিষয়ে অবহিতভাবে করিবেন।

শ্রীধাম মায়াপুর সমগ্র ভারতে একটী সুপরিচিত তীর্থ ক্ষেত্র। এই নামে রেল ষ্টেসন থাকিলে বিদেশীয় যাত্রিগণের আর ভ্রমে পতিত হইবার আশঙ্কা থাকিবে না। মহেশগঞ্জ হইতে শ্রীমায়াপুর এক মাইলের মধ্যে হয়। আর নবদ্বীপঘাট হইতে শ্রীমায়াপুর আসিতে হইলেও মাইল পথ অতিক্রমের কষ্ট ভোগ করিতে হয়। মহেশগঞ্জ মায়াপুর রোড্ বাঁধা ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের একটি মেটাল্ড রাস্তাও আছে। বৎসরের সব সময়েই এই রাস্তায় লোকজন যাতায়াত করিতে পারে।

মহেশগঞ্জে একঘর জমিদারের বাস ছাড়া ওখানকার প্রয়োজনীয়তা আর কিছুই নাই। এক **শ্রীধাম মায়াপুরের প্রয়োজনীয়তা উদ্দিষ্ট না হইলে** আমঘাটা ও নবদ্বীপঘাটের মধ্যে আমঘাটার এত নিকটে একটী লোকসমাগমশূন্য ফাঁকা মাঠের মধ্যে ২।১টী যাত্রীর জন্য একটী বৃথা *establishment* রাখার কোনই প্রয়োজন হইত না। কিন্তু ঐ ষ্টেশনের নাম শ্রীধাম মায়াপুর রোড্ হইলেই ঐ স্থানের *Importance* বাড়িয়া যাইবে।

মহেশগঞ্জের জমিদার শ্রীযুক্ত পালচৌধুরী মহাশয়েরা যে বংশখ্যাতি বজায় রাখিবার জন্য ষ্টেশনের নাম মহেশগঞ্জ রাখিতে ব্যস্ত হইয়াছেন বলিয়া শুনা যায়, সেই বংশখ্যাতি তাঁহাদের শতগুণে বর্দ্ধিত হয়, যদি তাঁহারা একটী সত্যের সেবায় তাঁহাদের স্বার্থানুসন্ধান একটু কম করেন। ষ্টেশনের নাম মহেশগঞ্জ না থাকিয়া 'মায়াপুর রোড্' থাকিলে তাঁহাদের স্বার্থ কোন প্রকারেই ক্ষুণ্ণ হইতে পারে না। যে শ্রীধাম মায়াপুরের সেবার জন্য কত দেশদেশান্তরের রাজা, মহারাজা, জমিদার, শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত লোকসকল আত্মোৎসর্গ করিতেছেন, সেই শ্রীধাম মায়াপুরের সেবার প্রতি রুচি প্রদর্শন ত' দূরের কথা, তাহার বিরুদ্ধাচরণ করা কখনও মনুষ্যত্বের পরিচায়ক হয় না। যে ধন সম্পত্তি লইয়া মানুষ বড় গর্ব্ব করে, সে ধনসম্পত্তির গর্ব্ব কয় দিন থাকে? সম্পত্তির আয় বাড়াইতে গিয়া বা কোন ব্যক্তিগত স্বার্থ বজায় রাখিতে গিয়া পরমার্থ-বিরোধ কখনই মহত্ত্বের পরিচয় দেয় না।

শ্রীধাম মায়াপুর ভগবানের স্থান, সুতরাং ভগবানের সেবাই সেস্থানের অধিবাসিগণের একমাত্র স্বার্থ; সেই স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখিতে কাহার প্রাণ না ব্যাকুল হইবে? ভগবৎ সেবা ভিন্ন জীবের যে কিছু স্বার্থ থাকে, তাহা অপস্বার্থ, জীবকে নিরয় পথের যাত্রী করায়। মনুষ্যের স্বার্থগতি একমাত্র ভগবৎপাদপদ্ম-সেবা না হইলে শ্রীমদ্ভাগবত তাঁহাকে মনুষ্য-পদবাচ্য করেন না।

অসত্যকে সত্য বলিয়া আর কতদিন লোক-প্রতারণা চলিবে? নিত্য সত্য সনাতন বস্তু শ্রীভগবান্ স্বয়ংই তাহার ব্যবস্থা করিতেছেন। তাই আজ বিশ্ব জুড়িয়া এক বিরাট্ সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। শ্রীচৈতন্যের চেতনবাণী আজ সমগ্র বিশ্বকে আহ্বান করিতেছেন! এ মহত্ত্ব—এ উদারত্বের নিকট তুচ্ছ বিনাশী আকাঙ্ক্ষিত ধন সম্পত্তির মহত্তা কতটুকু, তাহা সুধীজনের বিচার্য্য বিষয় হউক। যাহাদের হৃদয় অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ, অপস্বার্থানুসন্ধানে পরিপূর্ণ, তাহারাই কেবল পরমোদার-বিগ্রহ শ্রীভগবান্ গৌরসুন্দরের নিজজনগণের এই সার্ব্বজনীন প্রদর্শনীর মহৎ উদ্দেশ্য ধারণা করিয়া উঠিতে না পারিয়া স্ব স্ব ক্ষুদ্র স্বার্থ-সংরক্ষণ চেষ্টায় বিভ্রান্তমতি হইতেছে। মানব! এ সঙ্কীর্ণতা দূরে ফেলিয়া দাও, অমন্দোদয় দয়া-বারিধি গৌরভক্তগণের মহামহাবদান্যতা হৃদয়ঙ্গম করিবার চেষ্টা কর, তাঁহাদের বিশ্বহিত-প্রদর্শনীর সাথে তোমার ক্ষুদ্র হীন স্বার্থ-প্রদর্শনীর একবার তুলনা করিয়া দেখ। ভক্তগণ ভগবৎসেবা মাত্র উদ্দেশ্য করিয়া আজ জীবে দয়ার যে পরমোচ্চ আদর্শ প্রদর্শনী স্থাপন করিতেছেন, হে ভ্রাতৃগণ, তোমাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বার্থ-চেষ্টা বিসর্জ্জন করিয়া তাঁহাদের সেই মহতী চেষ্টা বুঝিবার জন্য যত্ন কর—মানবত্বের পরিচয় দাও। শ্রীভগবান্ ও ভক্তের সুখসম্পদে হিংসা করিতে গেলে যে নরকেও স্থান হয় না, তাহা সকলেরই চিন্তার বিষয় হউক। নির্ম্মৎসর ব্যক্তিই যথার্থ মনুষ্য বলিয়া পরিচিত হওয়ার যোগ্য। তিনিই সত্যের সন্ধান লাভ করেন।

কলির চেলা

রাজা যেমন, তার চেলাও তেমনি। যে চেলা বা ভৃত্য প্রভুর মন যে পরিমাণে জুগিয়ে চল্‌তে পারে, সেই চেলা সেই পরিমাণে প্রভুর প্রিয় হয়

কলি বা ছলনা বর্ত্তমানের রাজা। আবার প্রজা-বর্গের ভিতর অন্ততঃ তাঁ'র বার আনা। সুতরাং রাজা কলি মহাশয় এই যুগে মনের সাধে রাজত্ব করছেন। তাঁর প্রতিপক্ষে কথা বল্‌বার কেহই নাই।

কলির প্রভাব ষোল আনা হলেও, কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব করুণা ক'রে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। তাঁর আগমনে কলি মহাশয় ভীত-চকিত-চিত্তে কিছুদিন লুকিয়ে ছিলেন। আবার প্রভুর অপ্রকটে কপট কলি কুনাট্য কর্‌তে থাক্‌লেন! দয়াময়ের হৃদয় গলিল। আচার্য্য তিন জনকে পাঠিয়ে দিলেন। তাঁরা এসে নিজেরা আচরণ করে প্রভু-প্রচারিত ধর্ম্ম প্রচার কর্‌লেন। দুষ্ট কলি তখন আবার দিনকয়েকের জন্য শিষ্ট হয়ে থাক্‌লো। আবার আচার্য্যত্রয়ের অপ্রকটে নিজের স্বরূপ প্রকট করে বস্‌লো। প্রভু দেখলেন কলি জীবের গত্যন্তর নাই। কলির হাতে পড়ে জীবের দুর্দ্দশার অন্ত পাচ্ছে না, বিচার করে পুনরায় পরমহংস ভাগবতকুল-চূড়ামণিকে পাঠিয়েছেন।

কলির একটা বিশেষ কেরামতী আছে, সে বড় অনুকরণ ক'র্‌তে পারে। সে অনুকরণের মধ্যে মায়াজালটা এমন ভাবে বিস্তার করে যে, সে নকলকে কেহ আসল না ব'লে পারে না। ভক্তিবিহীন জীবকুলকে ভক্তিপথে চালাবার জন্য আদর্শ ভাগবতগণ ভগবানের চরণে সব সমর্পণ করে কত প্রকারে না ভক্তির অনুষ্ঠান কর্‌ছেন আর কলি সেই আদর্শের নকল নিয়ে অভক্তকুলকে ভক্ত ক'রবার অছিলায় একেবারেই ভক্তিরাজ্যের বিপরীত দিকে নিয়ে যাচ্ছে

শ্রীমদ্ভাগবত সাক্ষাৎ ভগবদবতার। ভক্তগণ এই অবতারকে ভক্তিভাবে ভজনা করে ভোগরাজ্যের পরপারে চলে যান। কলি মহাশয় জীবের এই সদ্‌গতির অন্তরায় হয়েছেন। তিনি দেশ মন্ত্রণা দিয়ে ভাগবত-ব্যবসায়ী নামে একদল অনুচর নিযুক্ত করেছেন। তারা বেশ হাব ভাব দেখিয়ে স্ত্রী জাতি এবং তদনুগ স্ত্রৈণ পুরুষগণকে ভুলিয়ে পুণ্যের বিনিময় দক্ষিণা গ্রহণ করে নিজ নিজ স্ত্রী এবং স্ত্রী-পক্ষীয় সন্তানাদির বিবিধ ভোগ-সম্ভার সংগ্রহ কর্‌ছে। এই শ্রেণীর কালচরগণ প্রথম প্রথম ভাগবত পাঠ করে বেশ পয়সা পেতেন। কিন্তু বেশীদিন এক ব্যবসা চল্লে যেমন শেষে আয়ের দিকে মন্দা পড়ে যায় তেমনি দক্ষিণার পরিমাণ কম্‌ছে দেখে শ্রীহীন কালচরগণ এবার এক নূতন ফন্দী এঁটেছেন। আগে ফুরন করে পাঠ হতো আর শ্রোতাদের নিকট হতে টাকাটা সিকেটা, কাপড়টা গামছাটা, চাউলটা চিড়েটা লাভ হতো। এখন সবদিকেই অসুবিধা—টাকা সিকের পরিমাণ কম, কাপড় গামছা আকারে ছোট এবং চাউল ও চিড়ের প্রকার ও পরিমাণ আশাপ্রদ নয়।

অভাব মানুষকে বুদ্ধির সন্ধান দেয় এবং অলসকে নিরলস করে। পাঠক মহাশয় অভাব মিটাবার জন্য যে অদ্ভুত কাণ্ডটা

শ্রীচৈতন্যমঠের গ্রন্থাবলী

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বিরচিত

ভাগবত-গ্রন্থাবলী।

উৎকৃষ্ট কাপড়ে বিলাতী ধরণে বাঁধাই

স্বর্ণালঙ্কৃত। চতুর্থ সংস্করণ। বিস্তৃত বিষয় সূচীসহ

জৈবধর্ম্ম

বাঁধাই ২৲ দুই টাকা

প্রকাশিত হইয়াছে

সনাতন ধর্ম্মশাস্ত্র বেদ, বেদান্ত, উপনিষৎ গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত দর্শন, পুরাণ, তন্ত্রাদি সকল গ্রন্থ পাঠ করিবার অবসর অতি অল্প মানবের ঘটিয়া থাকে। অনেকের যোগ্যতা না থাকায় সেই সমস্ত গ্রন্থের মর্ম্ম অবগত হইতে পারেন না। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বাঙ্গালীর এই অসুবিধা দূরীভূত করিবার জন্য এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

বিদ্যালয়ের ছাত্র বা শিক্ষকগণের বিশেষ পাঠ্য, এই হেতু শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টার বাহাদুর উক্ত সমস্ত বিদ্যালয়ের জন্য অনুমোদন করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

প্রথম খণ্ড ভিক্ষা—১৲ একটাকা

যুক্তিপূর্ণ শাস্ত্রবাক্য দ্বারা প্রত্যেক মানবের নিত্য কর্ত্তব্য ও অনিত্য সাময়িক কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। গ্রন্থের প্রতি উক্তি সনাতন শাস্ত্রবাক্য দ্বারা সমর্থিত ও প্রমাণিত হইয়াছে। দেহের, মনের ও আত্মার ধর্ম্ম কি? স্বদেশ, সমাজ, নীতি, ধর্ম্ম কি? ইত্যাদি বিষয় কথোপকথনে এমন সুন্দরভাবে পুরস্কৃত করিয়া আলোচিত হইয়াছে যে, প্রথম পংক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত পাঠ না করিয়া নিবৃত্ত হওয়া যায় না।

শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ভিক্ষা ৵০

ঐ প্রমাণ খণ্ড ভিক্ষা ৵০

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিহার ও লীলাভূমি নয়টী দ্বীপ-সমন্বিত। এই নয় দ্বীপের প্রাচীন বিবরণ—প্রত্যেক দ্বীপে শ্রীমহাপ্রভুর লীলা—প্রত্যেক দ্বীপের পরিচয়, শ্রীধাম-মাহাত্ম্য—ধামাপরাধ কি? ইত্যাদি বিষয় বিশেষভাবে মনোহর ছন্দে বর্ণিত। পকেট সাইজ। প্রায় ১৭০ পৃষ্ঠা

শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ

উজ্জ্বল ব্রোঞ্জ ব্লু কালীতে উত্তম কাগজে ছাপা— শ্রীনবদ্বীপধাম দর্শনে ভাবুক দর্শনকারীর কি প্রকার ভাবের উচ্ছ্বাস হয়, তাহা এই গ্রন্থে বর্ণিত। অতি চমৎকার। ভিক্ষা চারি আনা।

শ্রীহরিনামচিন্তামণি

।৵০ দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভুকে উপদেশচ্ছলে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিচার অতি সুন্দরভাবে ব্যক্ত হইয়াছে। ইহা ছাড়া শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদিষ্ট শিক্ষা ও উপদেশ বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-জগতের অভিনব গ্রন্থ !!

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতি-গ্রন্থাবলী :—

শরণাগতি

পকেট সাইজ, অষ্টম সংস্করণ ভিক্ষা ৵০ আনা

জীবের দৈন্য ও মনের চেষ্টা অনিত্যাবস্থ হইয়া যখন জীব বুঝিতে পারে, তখন একমাত্র নিত্যাবস্থ শ্রীভগবানের প্রতি জীবের কোন ভক্তির আবেগময়ী প্রার্থনা হয় এবং শ্রীভগবানে সর্ব্বাত্মকরণে নিষ্কপটে কি প্রকারে শরণাপন্ন হইতে হয়, ইত্যাদি বিষয়ক প্রাণস্পর্শী প্রার্থনা ও আত্মসমর্পণমূলক গান। ষষ্ঠ সংস্করণও প্রকাশিত হইয়াছে।

ভিক্ষা প্রতি খণ্ড ৵০ এক আনা।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা—৵০, নবদ্বীপশতক—৵০

অমৃতপ্রবাহ ৵০

কল্যাণকল্পতরু

পকেট সাইজ, পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা ৵১০

আমরা প্রত্যহ নূতন অভাব ও কামনার বশবর্ত্তী হইয়া পুনঃপুনঃ যে অকল্যাণকে কল্যাণ মনে করি এবং যাহাকে নিত্য কল্যাণ কামনা করি, তাহা যে নিত্য বা যথার্থ কল্যাণ প্রদানে অসমর্থ এবং কোন বস্তু আমাদের নিত্য কল্যাণপ্রদ এবং কি ভাবে আমরা নিত্য কল্যাণলাভে সমর্থ হইব এই সকল কথা সরল গানে লিখিত। এই গীতিগ্রন্থ যথার্থ কল্যাণের কল্পতরু; ইনি প্রত্যেককে নিত্যকল্যাণ প্রদানে

শ্রীল চক্রবর্ত্তি ঠাকুরের টীকা সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠাকুর কৃত টীকা ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কৃত বঙ্গানুবাদ। টীকাকারের জীবনী, শ্লোক-সূচী, বিষয়সূচী, গীতা এবং প্রয়োজনীয় বিষয় সংবলিত প্রায় ৮২৫ পৃষ্ঠা। উৎকৃষ্ট সিল্কে বাঁধাই ২৲ দুই টাকা, কাগজে বাঁধা ১৸০

শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ-কৃত ভাষ্য সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

কাগজ ও ছাপা উৎকৃষ্ট। সিল্কে বাঁধাই, সোনার জলে নাম লেখা রাজসংস্করণ ১ টাকা, সাধারণ সংস্করণ ১৷০, গৌড়ীয়ের গ্রাহকপক্ষে ১৷০

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি (বৈষ্ণবকোষগ্রন্থ)

বিষয়:—১। ভক্তিশাস্ত্রে ব্যবহৃত শব্দাবলীর অর্থ, ২ চারি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের চরিত্র, ৩। বিষ্ণুবৈষ্ণবসম্পর্কিত শ্রীমন্দির ও শ্রীমঠাদির বিবরণ, ৪। বৈষ্ণবগ্রন্থ ও গ্রন্থকারগণের পরিচয় ও বিবরণ, ৬। বিষয় বিশেষের লৌকিক ও শাস্ত্রীয় আকরমূলে যাবতীয় তথ্য। চারিখণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ১ম খণ্ড ৸৴০, ২য় খণ্ড ৸৵০, ৩য় খণ্ড ৸০, ৪র্থ খণ্ড ৸৵০, চারিখণ্ড একত্রে ২৲ (৫ম খণ্ড যন্ত্রস্থ)।

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ

১ম খণ্ড ১৲ এক টাকা, ২য় খণ্ড ১৲ এক টাকা—শ্রীমদ্ভাগবতের গ্রাহক ও গৌড়ীয় গ্রাহকগণ ৸০ টাকায় দুইখণ্ড পাইবেন। বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীজীব গোস্বামীপাদের রচিত গ্রন্থ। ষট্‌সন্দর্ভের অধিক প্রয়োজনীয় অংশ। প্রতি খণ্ড ডবল ক্রাউন ৮ পেজীর ৯৬ পৃষ্ঠা আকারে মুদ্রিত হইতেছে।

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য সঙ্কলিত

সদাচারস্মৃতিঃ

ভিক্ষা ৵০ মাত্র

প্রাপ্তিস্থান— শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (প্রাচীন-নবদ্বীপ) নদীয়া

রেজেষ্টার্ড

মদন মঞ্জরী

বটিকায় স্বপ্ন ও প্রমেহাদি রোগ, ইন্দ্রিয়শক্তির হ্রাস, প্রস্রাবে শুক্রপাত, অজীর্ণ, মাথাঘোরা, বুক ধড়্‌ফড়্‌ানি, অনিদ্রা প্রভৃতি লক্ষণ সত্বর নির্দ্দোষ আরোগ্য হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ৩০ বটী ১৲ এক টাকা।

"নপুংসকান্তারি ঘৃত"

পুরুষত্বহানি রোগে ঐ ঘৃতপ্রয়োগে স্বাস্থ্য আরোগ্য করিয়া পুরুষত্বের রক্ষা করে। মূল্য ২ তোলা ২৲ টাকা।

"রমণবিলাসিনী বটিকা"

বীর্য্যধারণ করে স্তম্ভনশক্তি স্থায়ী ও বৃদ্ধি করিতে অত্যাশ্চর্য্য। মূল্য ১৬ বটী ১৲ এক টাকা।

রাজবৈদ্য নারায়ণজী, কেশবজী

১৭৭নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

বিজ্ঞাপন

সাবধান! সাবধান!! সাবধান!!!

জে, বি, দত্তের চোকাশিশি বাদাম তৈল

আদি ও অকৃত্রিম এবং উপকারিতায় সর্ব্বজন পরিচিত ও বহু প্রশংসিত।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী *J. B. Datta & Co.* নাম খোদা দেখিয়া গ্রহণ করিবেন। নতুবা জুয়াচোরগণ আমাদের নামে জাল তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে।

মালিক—জে. দত্ত

ফেরাসর্ কুইনিন

নূতন এবং পুরাতন ম্যালেরিয়ার যম

ইহাতে উপযুক্ত মাত্রায় আর্সেনিক, স্ট্রিক্‌নিন, ক্যালসিয়াম ও কুইনিন আছে।

এই ফেরাসর্ কুইনিন দ্বারা ইন্‌জেক্‌সন করিলে একটী বা দুইটী ইন্‌জেক্‌সনে সকল প্রকার কঠিন ম্যালেরিয়া জ্বর বন্ধ করে এবং ছয় হইতে বারটী ইন্‌জেক্‌সনে ম্যালেরিয়ার সমস্ত উপসর্গ নষ্ট করিয়া দেয়।

৯ এম্পুলপূর্ণ প্রতি বাক্স—মূল্য ২৲ দুই টাকা

বাই-ডেকোমিক্যাল এণ্ড ক্লিনিক্যাল ল্যাবরেটরী

পর-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

এখানে আহার এবং বাসস্থান দিয়া বিদ্যার্থিগণকে বিভিন্ন শিক্ষণীয় বিষয় শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। অনেক ছাত্র ইতোমধ্যেই আসিয়া পাঠ আরম্ভ করিয়াছেন। বর্ত্তমান বর্ষে সকল ছাত্রই গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

প্রধান অধ্যাপক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রচন্দ্র কাব্য-ব্যাকরণ-সাংখ্য-বেদান্ত-ষড়্দর্শন-তীর্থ, সাংখ্যভূষণ, বেদান্তরত্ন, সাহিত্যাচার্য্য, দর্শনবাচস্পতি।

অধ্যাপক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গৌরদাস ব্রহ্মচারী ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীধাম মায়াপুর পরবিদ্যাপীঠ, (নদীয়া)

বেদনাঞ্জন

শ্রেষ্ঠরত্ন

কলিকাতা কংগ্রেস একজিবিসন হইতে বহু প্রশংসা প্রাপ্ত ও বহু গণ্যমান্য ভদ্রমহোদয়গণ কর্ত্তৃক প্রশংসিত।

* * *

আজকাল বাজারের চলিত মিশ্রিত ও বিষাক্ত আহার্য্য সেবনে শরীরের রক্ত স্বভাবতঃই দোষিত হইয়া পড়িতেছে। রক্তই মানবদেহের শ্রেষ্ঠ উপাদান, এই রক্ত দোষিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মানব বাত, বেদনা, মাথাধরা, মাথা-ঘোরা, দৃষ্টিশক্তির হ্রাস, দাঁতের গোড়া ফুলা, দাঁত কনকনানি, দাঁতে পোকা এবং পোড়া, চুলকানি প্রভৃতি কষ্টদায়ক রোগে আক্রান্ত হইতেছে। যদি আপনি কোনরূপ ব্যাধিমুক্ত হইতে চান, তাহা হইলে অযথা পয়সার অপব্যয় না করিয়া অল্প দামে এক শিশি বেদনাঞ্জন ক্রয় করিয়া ইহার আশ্চর্য্য-শক্তি উপলব্ধি করুন। মূল্য ... আনা ...।

প্রাপ্তিস্থান—এ, সি, চাটার্জ্জী এণ্ড ব্রাদার্স।

৬৬নং হলকাটি লেন, মানিকতলা।

সকল মণিহারী দোকানে ও বড় বড় ডাক্তারখানায় পাওয়া যায়।

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

যদিও অদ্যাপি প্রকৃত মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য, তথাপি যাঁহারা নানাবিধ অনিয়মিত উপায়ে অস্বাভাবিক শক্তি নষ্ট করিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন এবং নানা প্রকার মেহ, প্রমেহ, শুক্রদৌর্ব্বল্য, স্নায়বিক দুর্ব্বলতা, নপুংসকত্ব, দুঃস্বপ্ন, পারদ-সংক্রান্ত পীড়া, অম্ল এবং স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে যাঁহারা বাধক, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, স্বল্পরক্ত, শ্বেত ও রক্তপ্রদর, হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি রোগে ভুগিয়া জীবনে নিরাশ হইয়াছেন, তাঁহারা আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটাল সাহেবের আবিষ্কৃত **ইলেক্ট্রিক সলিউসন** ব্যবহার করিয়া বাঁচিতে পারেন, তাহার শত সহস্র প্রমাণ প্রতি বৎসরেই পাওয়া যাইতেছে। যাঁহারা অন্যান্য বহুবিধ ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরোগ্য হইতে পারেন নাই, তাঁহারা একবার এই ঔষধটী ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক মাসের ব্যবহারোপযোগী এক শিশি ঔষধ ডাকমাশুল সহ ... টাকা মাত্র।

সোল এজেণ্ট—ডাঃ ডি, ডি, হাজরা।

ফতেপুর, গার্ডেনরিচ পোষ্ট, কলিকাতা।

ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

অধ্যক্ষ

শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম.এ. এফ.সি.এস. (লণ্ডন)

ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক

(প্রফেসার)

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ বিশুদ্ধ ও শাস্ত্রমতে নিজ তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হয়। পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ক্যাটালগ পাঠান হয়। রোগের বিবরণ জানাইলে যত্নপূর্ব্বক ব্যবস্থা দেওয়া হয়। চিঠি পত্রাদি সম্পূর্ণরূপে গোপন রাখা হয়।

মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দুর)

(বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৪৲ টাকা

উৎকৃষ্ট স্বর্ণ, পারদ ও আমলাসার গন্ধক দ্বারা যথাশাস্ত্র প্রস্তুত।

নিত্য প্রয়োজনীয় সর্ব্বরোগনাশক মহৌষধ

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৩৲ টাকা

উৎকৃষ্ট কাশীর আমলকী, বংশলোচন প্রভৃতি যাবতীয় উপাদানে পূর্ণ মাত্রায় যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। কফ, কাসি, সর্দ্দি, যক্ষ্মা, ক্ষয়রোগ, হৃদরোগ প্রভৃতি রোগের মহৌষধ। সর্ব্বপ্রকার দুর্ব্বলতা নাশক অতিশয় পুষ্টিকর মহৌষধ বা খাদ্য বিশেষ।

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬৲ টাকা

ইহা সেবনে ধাতুদৌর্ব্বল্য, শুক্রহীনতা, স্বপ্নদোষ, প্রমেহ ও ধ্বজভঙ্গ সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায়। ইহা অপরিসীম আনন্দদায়ক রসায়ন।

অবলাবান্ধব যোগ

প্রদর, বাধক প্রভৃতি জরায়ুদোষ ও যোনিগত তাবতীয় রোগের মহৌষধ।

মূল্য—১৬ মাত্রা ২৲ টাকা। ৫০ মাত্রা ৫৲ টাকা মাত্র

বিশুদ্ধ জল! ভয় নাই! বিশুদ্ধ জল!!

লক্ষ্মী টিউব-ওয়েল কোং

২০৫নং নবাবপুর, ঢাকা

বর্ত্তমান-যুগের নব আবিষ্কৃত সর্ব্বাপেক্ষা উন্নত বৈজ্ঞানিক-খনন-প্রণালীতে নলকূপ (*Tube-well*) নির্ম্মাণ করা হয়। বাঙ্গলার লাট বাহাদুর, প্রাইভেট সেক্রেটারী, জিলা-ম্যাজিষ্ট্রেট, জিলা-বোর্ডের চেয়ারম্যান, ইঞ্জিনিয়ার, জমিদার, তালুকদার প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত ভদ্রমহোদয়গণ এই কোম্পানীর কার্য্য দেখিয়া প্রশংসা করিয়াছেন। রাসায়নিক পরীক্ষায় জল বিশুদ্ধ না হইলে মূল্য গৃহীত হয় না। বিস্তৃত বিবরণের জন্য পত্র লিখুন

বিজ্ঞাপিত কেন?

সাধারণের হিতার্থে, মানবের দুঃখ না হইতে পারে তাহার পন্থা ইত্যাদি সম্বলিত "কামশাস্ত্র" গ্রন্থখানি যিনি পাঠ করেন নাই, তিনি আবেদন করতঃ বিনামূল্যে প্রাপ্ত হউন। উহা পাঠে উপকৃত হইয়া ৭৫০০০ হাজার লোক কৃতজ্ঞ হইয়াছেন। প্রায় ৫০ বৎসরের পরীক্ষিত, শুক্রতারল্য, স্বপ্নদোষ ইত্যাদির যম "আতঙ্ক-নিগ্রহ বটিকা" প্রতি কৌটার মূল্য ১ টাকা। প্রাপ্তিস্থান—আতঙ্ক-নিগ্রহ ঔষধালয়, ২১৪ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা।

মনোমোহন প্রেস

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা

পূর্ব্ব-বাঙ্গালায় সুলভে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত

বৈদ্যুতিক মেশিনে দিবারাত্র কাজ চলিতেছে

বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন-ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার,—মনোমোহন প্রেস,

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা।

শ্রীমায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে—শ্রীকৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

স্থানীয় সংস্করণ

Registered No. C 1514

বিজ্ঞাপনের হার

প্রাপ্তস্থানে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩॥০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র।

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়।

বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৴৫

৪র্থ খণ্ড

সম্পাদক—প্রত্নবিদ্যালঙ্কার শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী

[২৮১ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্য মঠ, শ্রীধাম মায়াপুর ২১শে মাঘ মঙ্গলবার ১৩৩৬ ৪ঠা ফেব্রুয়ারী ১৯৩০

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থাবলী

১ শ্রীমদ্ভাগবতম্—শ্লোক সূচী, বর্ণানুক্রমিক সূচী প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত। ভিক্ষা, প্রতি খণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৶০ গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশ গ্রাহক পক্ষে ৷/০
২। ভাষ্য-সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ) ৫৲
৩। গৌড়ীয়-গীতি ৶০
৪। গৌড়ীয়-সপ্তক ।০
৫। ভজনরহস্য ॥০
৬। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
,, ,, ,, আবাঁধা ৸০
৭। গীতা (শ্রীবলদেবভাষ্যসহ) বাঁধা ৩৲ আবাঁধা ২॥০
৮। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি-টীকা-সহ) বাঁধা ২ আবাঁধা ১॥০
গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ॥০
৯। শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত (সানুবাদ মাধ্ব) ২৲
১০। বেদান্ততত্ত্বসার সানুবাদ (রামানুজীয়) ॥০
১১। কৈবল্য ২৲
১২। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৩। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৪। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ৷৶০
১৫। দীপ-দিগ্দর্শন ৵০
১৬। সাধনপথ (৩য় সংস্করণ) ।৶০
১৭। আচার ও আচার্য্য ।
১৮। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
১৯। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৶০
২০। শ্রীনবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৷০
২১। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য (প্রমাণখণ্ড) ৷০
২২। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
২৩। শ্রীগোদ্রুমকুঞ্জ-পরিক্রমা দর্পণ ।০
২৪। শরণাগতি, গীতাবলী, সাধনকণ, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, নবদ্বীপশতক, অষ্টপদক ও সদাচারস্মৃতি মোট ।৶০
২৫। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ ও অঙ্গনাকণ) ৵০
২৬। সাধককণ্ঠমণি ।০
২৭। সংস্কার-দীপিকা ।০
২৮। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড) ৩৲
২৯। ব্রহ্মসংহিতা ॥০
৩০। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ৸০
৩১। মণিমঞ্জরী সানুবাদ ।০
৩২। গোবিন্দভাষ্যোদয়ঃ ৸০
৩৩। শ্রীচৈতন্যভাগবত (বিরাট, দ্বিতীয় সংস্করণ) ৫৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

শ্রীধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপ-প্রদর্শনী, নদীয়া

(৩রা ফেব্রুয়ারী হইতে ১৭ই মার্চ্চ, ১৯৩০ পর্য্যন্ত)

প্রদর্শনীর সকল জ্ঞাতব্য বিষয়ের জন্য
সেক্রেটারী মহোদয়ের নিকট
আবেদন করুন।

শ্রীকুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ,
শ্রীচৈতন্য মঠ, শ্রীধাম মায়াপুর পোঃ আঃ, (নদীয়া)।

ইংরাজী ভাষায় ভক্তিগ্রন্থ

১ শ্রীচৈতন্যচরিত ও শিক্ষা ।০
২ নামভজন ।০
৩। বৈষ্ণবধর্ম্ম আসল ও মেকি ০
৪। ভাগবতীয় দর্শননীতি ও ধর্ম্ম ০
৫। কাম ও প্রেমধর্ম্ম ।০
৬। গৌড়ীয়মঠ কি করেন ০

দেবনাগরাক্ষরে ভক্তিগ্রন্থ

১। সাধুবৃত্তি শিক্ষাষ্টকম্ ৶০
২। সটীক শিক্ষাদশমূলম্ ।০
৩। মধ্বগ্রন্থসারসংগ্রহণম্ ৶০
৪। গৌড়ীয়মঠস্থ পরিচয়ঃ ৴০
৫। শিক্ষাষ্টকসংবলিত-দিগ্দর্শনী ॥০
৬। তত্ত্বসূত্রম্

নদীয়া প্রকাশের গ্রাহকগণের প্রতি

নিবেদন

নদীয়াপ্রকাশের পরমার্থপ্রয়াসী গ্রাহকবর্গের সহৃদয়তায় শ্রীনদীয়া-প্রকাশ চতুর্থ বর্ষ অতিক্রম করিয়া পঞ্চম বর্ষে পদার্পণ করিতে চলিলেন। নদীয়াপ্রকাশের সৌভাগ্যবান্ পাঠকমাত্রই অবগত আছেন,—যে যুগে ঘরে ঘরেই প্রত্যহ প্রতি মুহূর্তে গ্রাম্যবার্ত্তা ব্যতীত অন্য বার্ত্তার আদৌ আলোচনা হয় না, যে যুগে পৃথিবীর সর্ব্বত্র গ্রাম্যবার্ত্তাবহসমূহ পরস্পর নানা প্রকার (নাস্তিকতার) তর্ক বিতর্কে সর্ব্বদা ব্যস্ত, যে যুগে যে-ভগবৎ-সেবা সর্ব্বসুখ ও চরম-শান্তির মূল, যাহা সকলের একমাত্র কৃত্য সেই ঈশ-সেবাকে জগজ্জঞ্জালোৎপাদন-কারিণী বলিয়া তথা-কথিত প্রাজ্ঞগণ দ্বারা বিবেচিত হইয়াছে, যে যুগে অক্ষজ জ্ঞানের চরম সোপানে আরোহণ করিয়াও লোকগণ কোন প্রকার শান্তি পাইতেছেন না, পরন্তু জগতে নানা প্রকারের অমঙ্গলোৎপাদন করিতেছে তথাপি মরীচিকা-ভ্রমে পতিতের ন্যায় তাহা পরিত্যাগে অনুদ্যোগী সেই ঘোর নাস্তিকতার যুগে প্রত্যহ প্রতি জীবের ঘরে ঘরে বৈকুণ্ঠ-লোক-বিতরণদ্বারা অজ্ঞান তিমির-ধ্বংস করিয়া তাহাদের পরম মঙ্গল, পরা শান্তি বিধান করিতে একমাত্র যত্নশীল সেই সূনা “শ্রীনদীয়া প্রকাশ।”

সহৃদয় গ্রাহকবর্গের নিকট বিনীত নিবেদন,—তাঁহারা যেন আশু সত্বর শ্রীনদীয়াপ্রকাশ সেবায় চতুর্থ বর্ষ পর্য্যন্ত দেয় ভিক্ষা প্রদান করিয়া আমাদিগকে কৃতার্থ করেন।

নিবেদক

ডাঃ কুঞ্জকান্তি ব্রহ্মচারী (এল্, এম্, এফ্)

ম্যানেজার, নদীয়াপ্রকাশ

শ্রীধাম মায়াপুরে

বিরাট মেলা

(সহর নবদ্বীপের নিকট গঙ্গার পূর্ব্ব পারে)

২৬শে মাঘ ৯ই ফেব্রুয়ারী এই শ্রীধাম মায়াপুরে নবদ্বীপ প্রদর্শনীর দ্বার খোলা হইয়া ২রা চৈত্র ১৭ই মার্চ্চ পর্য্যন্ত থাকিবে। যাত্রিগণ এখানে যাত্রা, থিয়েটার, বায়স্কোপ, সার্কাস প্রভৃতি প্রত্যহ নানাপ্রকার আমোদ প্রমোদ দেখিতে ও শুনিতে পাইবেন। ভারতবর্ষের সকল স্থান হইতে নানাবিধ নয়ন-মনো মুগ্ধকর জিনিষপত্র প্রদর্শনের জন্য এখানে আসিয়াছে। ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় নানাবিধ অনুকূল দ্রব্য, সকল তীর্থের জল, ধূলি, সমগ্র দেবালয়ের প্রসাদ, সমস্ত ধর্ম্মের সারউপদেশ প্রভৃতি নানাস্থান হইতে আনাইয়া বহুতর মূর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া এবং ম্যাজিক লণ্ঠন দ্বারা দেখাইবার ব্যবস্থা হইয়াছে। বহু বিস্ময়-জনক পৌরাণিক মূর্ত্তি প্রস্তুত হইয়াছে এবং ইলেকট্রিক আলোকে আলোকিত হইয়া মেলাস্থল অতীব মনোরম শোভায় সুশোভিত হইয়াছে। সকলপ্রকার ভাল ভাল কাপড়, জামা, পোষাক, পরিচ্ছদ শাল, জামেয়ার জুতা, মনিহারী জিনিষপত্র খরিদ বিক্রয়ের বিশেষ ব্যবস্থা হইয়াছে। নবদ্বীপ সহরের পূর্ব্বে গঙ্গার অপর পার হইতে মেলাস্থলে মোটর মোটরবাস প্রভৃতি চলিতেছে। মেলাস্থলের সন্নিকটে ধনী দরিদ্র সকল হিন্দু ও মুসলমানের জন্য পৃথক্ পৃথক্ হোটেল হইয়াছে। পানীয় জলের সুব্যবস্থাও আছে। বহু পুলিশকর্ম্মচারী এবং ভলাণ্টিয়ার দ্বারা মেলাস্থলে বিশেষভাবে শান্তিরক্ষার ব্যবস্থা আছে। যাত্রীগণ রাত্রে ওখানে থাকিলে তাঁহাদের থাকিবার স্থানেরও সুবিধা আছে। প্রত্যহ সহস্র সহস্র যাত্রী এই প্রদর্শনী দেখিবার জন্য বিশেষ-ভাবে উদ্‌গ্রীব হইয়া ওখানে যাইতেছেন। আজ পর্য্যন্ত সমস্ত ভারতবর্ষে এরূপ ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় প্রদর্শনী হয় নাই। সকলেই এখানে আসুন এবং ইহা দর্শন করিয়া নিজ নিজ অভীষ্ট লাভ করুন।

বেতার বন্ধ

দি ইণ্ডিয়ান ব্রডকাষ্টিং কোম্পানী নামক বেতারবার্ত্তা প্রেরক সঙ্ঘ বাৎসরিক দুই লক্ষ টাকা লোকসান দিয়া বর্ত্তমানে লিকুইডেশনে যাইবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট কোম্পানীকে সাহায্য করিতে অস্বীকার করিয়াছেন।

প্রাণদণ্ড

বিচারে সমাজের অনিষ্টকারী সাব্যস্ত হওয়ায় ৭৬ জন লোক রুশিয়া-দেশে প্রাণ দণ্ড প্রাপ্ত হইয়াছে। এই সকল দণ্ডিত ব্যক্তিগণের মধ্যে দুই জন সম্পাদক। ৫৩ জন লোককে গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধবাদী বলিয়া আদালতে উপস্থিত করা হয় তাহাদিগের মধ্যে ৪৮ জন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন।

কোকেন-বাহক পায়রা

আমেরিকার যুক্তরাজ্যের আবগারি বিভাগ বলেন যে কানাডা হইতে পায়রার সাহায্যে যুক্তরাজ্যে কোকেন গোপনে চালান দেওয়া হয়। ধাতু-নির্ম্মিত পাত্রে এক আউন্স পর্য্যন্ত কোকেন পায়রার পায়ে বাঁধিয়া পাঠান যাইতে পারে।

উপকূল বাণিজ্য আইন

মিঃ এস্, এন মল্লিক, সি, আই, ই মহোদয় কলিকাতার এক সভায় বলেন যে, মিঃ হাজির উপকূল-বাণিজ্যের বিলটী জাতীয় বিদ্বেষ পরিপূর্ণ। জাহাজ প্রভৃতি বাজেয়াপ্ত করা অথবা, জাতিবিশেষের জাহাজকে সাহায্য করার নীতি অসহনীয় এবং অর্ব্বাচীন। ঐ সভায় বিলের বিরুদ্ধে একটী প্রস্তাব গৃহীত হয়।

জেড্ডায় মন্ত্রী

বৃটিশরাজের পক্ষ হইতে স্যার এন্ড্রু রায়েন, কে, বি, ই মহাশয় জেড্ডার মন্ত্রী নিযুক্ত হইলেন।

নির্ব্বাচন

মিঃ জে, এন, গুপ্ত (অবসরপ্রাপ্ত আই, সি, এস) বাঁকুড়া হইতে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন। মহারাজ শ্রীশচন্দ্র নন্দী কাশিমবাজার হইতে এবং শ্রীযুক্ত কিশোরী মোহন চৌধুরী মহাশয় রাজসাহী হইতে নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

ঢাকায় দাঙ্গার উৎপত্তি

বর্ত্তমানে ঢাকায় দাঙ্গা থামিয়াছে বটে, কিন্তু এই শান্তি কতদিন স্থায়ী হইবে তাহা বলিতে পারা যায় না। কংগ্রেসের স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষ শোভাযাত্রার বিরোধী ছিলেন। ছাত্রসঙ্ঘ তাঁহাদের মতের বিরুদ্ধে শোভাযাত্রা করায় এই বিপত্তি হইয়াছে।

ছাত্রগণ হ্যাণ্ডবিল বিলি করিয়া প্রচার করে যে, তাহারা শোভাযাত্রা করিবে। পুলিশ কর্ত্তৃপক্ষ মনে করিলেন যে, শোভাযাত্রায় বাধা দিলে গোলমাল হইবে, এই জন্য তাঁহারা কোন বাধা দিলেন না।

স্বাধীনতা দিবসে বেলা সাড়ে তিনটার সময় ছাত্রগণ বাজারে শোভাযাত্রা আরম্ভ করিল। বেলা সাড়ে চারিটার সময় তাহারা মাণিকগঞ্জ বাজার অভিমুখে যাত্রা করিল।

মুসলমানেরা চীৎকার শুনিয়া উত্তেজিত হইয়া ইট ছুঁড়িতে থাকে। এইরূপে দাঙ্গার উৎপত্তি।

সশস্ত্র পুলিশ সংবাদ পাইবামাত্র ঘটনা স্থলে যাত্রা করে। মদের দোকান বন্ধ করিয়া দেওয়া হয় এবং লোককে অস্ত্রহস্তে বাহির হইতে নিষেধ করা হয়। তথাপি দাঙ্গা চলিতে থাকে। গুণ্ডাশ্রেণীর লোকই এই সমস্ত গোলমালের কর্ত্তা। দলবদ্ধভাবে মারামারি করিতে দেখা যায় নাই। আরমানিটোলায় কয়েকজন হিন্দু মুসলমানদিগের কুটীর সমূহে আগুন লাগাইয়া দেয়। পরের দিন মুসলমানেরা প্রতিশোধ লয়। ম্যাজিষ্ট্রেট শান্তি কমিটি গঠন করিয়াছেন। বর্ত্তমানে কোন গোলমাল না থাকিলেও যে কোন মুহূর্ত্তে দাঙ্গা পুনরায় আরম্ভ হইতে পারে এইরূপ আশঙ্কা হয়।

দক্ষিণ আমেরিকার উপকূলের নিকট একখানি জাহাজ অন্তরীপ পাহাড়ে ধাক্কা লাগিয়া ডুবিয়া যায়। ষাট শত আরোহী একটী দ্বীপে আশ্রয় লয়। সেখানে আর্জ্জেণ্টাইন সাধারণতন্ত্রের দুর্দ্দান্ত অপরাধীরা নির্ব্বাসিত হইয়া বাস করে। যাহা হউক, বর্ত্তমানে তাহাদিগকে লোকালয়ে আনা হইয়াছে। জাহাজের ক্যাপ্টেন সমস্ত লোককে নিরাপদে উঠাইয়া দেন। এবং শেষমুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত কর্ত্তব্য পালন করিয়া জাহাজের সহিত জলমগ্ন হন।

ভারতে কোকেন

জাতি-সঙ্ঘের আফিং-কমিশনের বৈঠকে ভারতের প্রতিনিধি স্যার ম্যালকম হেলি প্রকাশ করেন যে জাপান হইতে অনেক পরিমাণ কোকেন ভারতে চালান হইতেছে। জাপানের প্রতিনিধি বলেন যে জাপান গবর্ণমেণ্ট কোকেন প্রস্তুত কমাইয়া দেওয়া সাব্যস্ত করিয়াছেন

নানা কথা

—:০:—

নৌ বৈঠক

বিলাতের নৌ-বৈঠক সুন্দর কাজ করিতেছেন। বৃটেন ও ফ্রান্স একমত হইয়াছেন। কিন্তু ইহার অনুসারে নৌবল হ্রাস করা হইবে তাহা স্থিরীকৃত হইয়াছে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২০শে মাঘ মঙ্গলবার—১৩৩৬

শ্রীধাম মায়াপুর প্রদর্শনী

পারমার্থিক বিভাগ (ভক্তিপথ)

১। **চিত্রপরিচয়**—গজকচ্ছপের যুদ্ধ ও গজেন্দ্রমোক্ষণ।

প্রতিপাদ্য বিষয়—শুদ্ধভক্তকর্ত্তৃক কর্ম্ম বা ভোগপ্রবৃত্তি ও জ্ঞান বা ত্যাগ-। প্রবৃত্তির বিনাশ-সাধন

শিক্ষণীয় বিষয়—গজরাজ-ফলভোগমূলক কর্ম্মকাণ্ডীয় দুর্বুদ্ধির মূর্ত্তি এবং কচ্ছপ কাঠিন্য বা ফলত্যাগমূলক জ্ঞান-কাঠিন্যের মূর্ত্তি। শ্রীগরুড় বিষ্ণুভক্তিপর বেদবচনময় ভক্তরাজ। তিনি বেদ-প্রতিপাদ্য অদ্বিতীয় ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুর নিত্য বাহন এবং জ্ঞান ও কর্ম্মপ্রবৃত্তির বিনাশ-সাধন করিয়া শুদ্ধভক্তির অলৌকিক বীর্য্য প্রদর্শন করিতেছেন।

২। **চিত্রপরিচয়**—খোলাবেচা শ্রীধর ও শ্রীমহাপ্রভু।

প্রতিপাদ্য বিষয়—ভগবানের ভক্তবশ্যতা।

শিক্ষণীয় বিষয়—শ্রীধাম-মায়াপুরের অধিবাসী শ্রীধর প্রত্যহ কলার মোচা ও খোলা বিক্রয় করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন, কিন্তু বাহ্য দৃষ্টিতে নির্ধন হইলেও বস্তুতঃ পরমার্থ কৃষ্ণভজন ধনে মহাধনী। ভগবান্ গৌরসুন্দর ভক্তরাজ শ্রীধরকে নিজচরণে সর্ব্বস্ব সমর্পণকারী জানিয়াই প্রত্যহ তাঁহার বিক্রেয় কলার মোচা ও খোলাগুলি বলপূর্ব্বক লইবার জন্য কাড়াকাড়ি করিতেন। শ্রীধরও প্রচ্ছন্নলীল প্রভুকে চিনিতে না পারায় ঐগুলি কিছুতেই ছাড়িতেন না। শ্রীধরের সহিত বিশ্রম্ভ-সখ্য-ব্যবহার দ্বারা মহাপ্রভু তাঁহাকে নিজজন জ্ঞানে কৃপা করিতেন।

৩। **চিত্রপরিচয়**—শচীদেবী ও বর্জ্য হাণ্ডির উপর শ্রীমহাপ্রভু।

প্রতিপাদ্য বিষয়—অদ্বয়-জ্ঞানদর্শনে প্রাকৃত স্মার্ত্তের শুদ্ধাশুদ্ধি-বিচারের লোপ।

শিক্ষণীয় বিষয়—"দ্বৈতে ভদ্রাভদ্র জ্ঞান—সব মনোধর্ম্ম।
এই ভাল, এই মন্দ—এই সব ভ্রম॥"

প্রতিবাদ না শয়তানী

আমাবাজারস্থ দৈনিক বসুমতীর ১৩০ সংখ্যায় নবদ্বীপে বিরাট্ প্রতিবাদ সভার এক কলম সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। কতকগুলি নবদ্বীপবাসীর মহা মাথা-ব্যথা জন্মিয়াছে যে শ্রীমায়াপুর, না ফাসিউদ্দ ভাষার মায়াপুর—ইহা বিচারণকরা। কতকগুলি ব্যক্তি মৎলব আঁটিয়া কাকড়ার মাঠে প্রাচীন নবদ্বীপ লইয়া যাইবার ফন্দি করিয়াছেন। আর কতকগুলি লোক সহর নবদ্বীপে শুরতানী আঁকাইয়া কি করিতে বসিয়াছেন, তাহার আলোচনা হওয়া আবশ্যক।

কপটতাই যদি মূল মন্ত্র হয়, তাহা হইলে উহা আবিষ্কৃত হইয়া পড়িলেই অপস্বার্থগুলি স্বতঃই প্রকাশিত হইয়া পড়িবে। এই প্রতিবাদ-সভাকারী প্রত্যেকের কি কি উদ্দেশ্য এবং সেই উদ্দেশ্য গুলির মনুষ্যত্বার বিচারে কতটুকু প্রয়োজন, তাহার একটা বিচার হওয়াও আবশ্যক।

নিরঞ্জন বিদ্যাভূষণ লোকটী কে? তাহার পুরা ঠিকানা নদীয়া প্রকাশ অফিসে পাওয়া যাইতেছে না। সুতরাং এই সভার সভাপতিকে যদি নদীয়া প্রকাশ না জানেন তাহা হইলে তাঁহার মর্য্যাদা-স্থাপন বিষয়ে আর একটা সভা হওয়া উচিত। নবদ্বীপ-পোড়ামা-তলায় প্রতিবাদ-সভা হইয়াছিল। যাহারা সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন, তাঁহারা পোড়া মা-শব্দের অর্থ বিদগ্ধজননী, কেহ বা প্রৌঢ়া মায়া, কেহ বা 'পুরা মায়া' বলিয়া জানিয়াছেন। কেহ বা শ্রীধাম-মায়াপুরের অধিবাসিগণ পোড়ামার নিন্দা করেন বলিয়া একটা মিথ্যা জনরব প্রচার করিয়াছেন। যদি শ্রীধাম মায়াপুরবাসিগণ প্রৌঢ়া মায়ার নিন্দা না করিয়া থাকেন এবং তাঁহাদের নামে অযথা কলঙ্ক আরোপ করায় যদি অপরাধিগণের অপরাধ, সাব্যস্ত হয়, তাহা হইলে অপরাধিগণ কিরূপ ভাবে রাজদ্বারে দণ্ডিত হইতে ইচ্ছা করেন, তাহা শ্রীমায়াপুর-নিবাসিগণের জানা আবশ্যক। ফৌজদারী ও দেওয়ানী আদালত সমূহে এরূপ কল্পনাকারী দলের বিরুদ্ধে কেন অভিযোগ উপস্থিত হইতেছে না, তাহা আমরা বুঝিতে পারিতেছি না।

পোড়ামা-তলায় গুণ্ডার গাড়ী বোঝাই করিয়া দৌরাত্ম্য করা ও হট্টগোল কেলের দ্বারা শ্রীনবদ্বীপের পরিক্রমার যাত্রিগণকে আক্রমণ কাহার দ্বারা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল? এক্ষণে দেখা যাউক, এই প্রতিবাদ সভায় যাহারা যোগদান করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে কাহার কাহারও ঐ দৌরাত্ম্যের সংঘটনে কোন সম্বন্ধ ছিল কিনা? যদি সম্বন্ধ থাকে, তবে এরূপ দৌরাত্ম্য ক্রম করায় উহারা ব্যাপার ক্রমশঃ যারপরনাই বাড়াবাড়ি করিয়া তুলিতেছে এবং তাহারা কেনই বা এরূপ অবাধে দৌরাত্ম্য করিবার সাহস করে, বুঝা যায় না।

কাহার দ্বারা উত্তেজিত হইয়া শ্রীযুত সদানন্দ ভট্টাচার্য্য প্রতিবাদ সভার উদ্দেশ্য বিকৃতভাবে বিবৃত করিলেন, জানা আবশ্যক। তাঁহার সহিত প্রাকৃত জীবেষধারী সখীভেকী দলের জয়গোপাল ভট্টাচার্য্যের কিরূপ বন্ধুত্ব আছে এবং সেই বন্ধু অবগতিতেই কি তিনি শ্রীধামমায়াপুরের বিরোধী? নন্দী ও ভট্টাচার্য্য কোম্পানীর মালিক কাহারা? ঐ ভট্টাচার্য্য কোম্পানীর সহিত সদানন্দবাবুর কোন সম্বন্ধ আছে কি না? সদানন্দবাবুর কোন কোন ব্যবসায় আছে? তাঁহার জীবনের প্রধান ঘটনা-সমূহের পবিত্রতা আলোচনা করিলে শ্রীধাম মায়াপুরের সহিত তাঁহার বিরোধ আমরা কখনই কল্পনা করিতে পারি না। তাঁহার বিরুদ্ধে [illegible] মিথ্যা মোকদ্দমা করিয়াছিল ও মিউনিসিপ্যালিটীর চেয়ারম্যানপদে আপত্তি করিয়াছিল, তাঁহাদের দ্বারা নিয়োজিত হইয়াই কি ভট্টাচার্য্য মহাশয় শ্রীধাম-মায়াপুরের বিরুদ্ধে অযথা আক্রমণ করিয়াছেন? চিত্তবাদী-সাম্যবাদীদের এই সদানন্দবাবুই কি দৈব-বর্ণাশ্রমের বিরোধকল্পে কতিপয় দৌরাত্ম্যপূর্ণ কার্য্য ছিলেন, যাহা চিত্তবাদীর দল সম্প্রেরকের প্রতি নিবেদন-স্তম্ভ স্ফুর্ত্তির মধ্যে নিক্ষেপ করিয়াছিল? সত্যেন্দ্রবাবু, সদানন্দবাবুর সহিত বন্ধুত্ব সূত্রে ও জালালপুরের বসুবংশজ মহাশয়ের অনুগ্রহলাভ-লোভে যে সকল কার্য্য করিয়াছেন, সেইগুলির সঠিক সংবাদ নদীয়া-প্রকাশে আমরা প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করি।

সত্যেন্দ্রবাবু ওকালতি ব্যবসায়ী, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যপ্রচারিণী সভার সম্পাদকদের সম্পত্তির জনৈক ট্রাষ্টি, ব্রজমোহনদাসের উকিল ও মোকদ্দমার তদ্বিরকারক কিনা? সে সকল বিষয়ে নদীয়া-প্রকাশ কার্য্যালয়ে যে সকল সংবাদ আছে, তাহা চিত্তবাদীর স্বত্বাধিকারিগণের জানিয়া রাখা উচিত।

নবদ্বীপ নামে যে একখানি সাময়িকপত্র প্রকাশিত হইয়াছিল, সেই পত্রের সম্পাদক শান্তিপুরের মদনগোপাল গোস্বামীর শিষ্য শশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র। এই নবীন সম্পাদকটী কিছুদিন পূর্ব্বে টাঙ্গাইলে ভাগবত পড়িয়া জীবিকার্জনের জন্য ব্যস্ত হইয়াছিলেন, শুনা যায়। বীরনগরের শ্রীযুত বীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সেনেন্দুবাবুকে একদিন ট্রেনে কতকগুলি কথা বুঝাইয়া দিয়াছিলেন, তৎসত্ত্বেও বৈষ্ণবগণের প্রতি তাঁহার বড়ই উদ্বেগ হইয়াছিলেন। তিনি একজন শ্রীধাম মায়াপুরের বিরোধী! সেই সূত্রে থাকিয়া মধুর রসের উপাসনার পক্ষপাতী পশ্চিমদেশের কএকটী বৈষ্ণব আছেন বটে, তবে বঙ্গদেশের প্রত্যেক শুদ্ধ ব্রাহ্মণ শ্মশ্রুগুম্ফাদি মুণ্ডন করিবারও পক্ষপাতী। পাঠকগণের স্মরণ থাকিতে পারে, এক ইন্দুবাবুই গৌড়ীয়ের লেখনীর প্রভাবে কৃষ্ণচতুর্দ্দশীর চন্দ্রের ন্যায় ক্ষীণপ্রভ হইয়াছিলেন। আবার বে—দিগ্দর্শনীর লেখকের দ্বারা উত্তেজিত হইয়া এই কৃষ্ণচতুর্দ্দশীর ইন্দুবাবু শুক্ল প্রতিপদের চন্দ্রের ন্যায় অহংগ্রহোপাসনা-রতে দীক্ষিত হইয়া নবদ্বীপাকাশে উঁকি ঝুঁকি মারিতেছেন। তাঁহার জানা নাই যে, বর্ষাকালে চাঁদের সুমো মেঘে ঢাকা থাকে। তিনি মনে করিতে পারেন যে, জালালপুরের বাবুর সাহায্যে তিনি নবদ্বীপে শুক্ল প্রতিপদের চন্দ্রমাকে পূর্ণিমা করিয়া ফুটাইয়া তুলিবেন; কিন্তু সে গুড়ে বালি!! মেঘ হইলেই চাঁদ ঢাকিয়া যায়, অতটুকু আলোও পাওয়া যায় না। কুলগাছের তলায় পূর্ণিমাপ্রাপ্তির সময় ফুল পাড়বার কথা, সব বাহির হইয়া

পড়িতেছিল। গৌড়ীয়ের প্রকটিত কথা যদি সত্য হয় তাহা হইলে প্রতিবাদ কারী সভায় যোগদানকারীরা মঠের বিরোধী হইয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের যে সকল বিবৃতি সংগৃহীত আছে, তাহা আমরা প্রকাশ করিলে শ্রীধাম মায়াপুরবিরোধী দল দৌরাত্ম্য ও অত্যাচার করিবার উদ্দেশে শ্রীগৌর-ভক্তগণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ছলনার শরণাপন্ন হইবেন কি না, তাহা পাঠকগণের বিবেচ্য।

প্রয়াগে

শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠে

শ্রীমূর্ত্তি-প্রতিষ্ঠা-মহামহোৎসব

গত ১৩ই মাঘ ১৩৩৬, ২৭শে জানুয়ারী, ১৯৩০ সোমবার 'দৈব' শ্রীশ্রীবিশ্ব-বৈষ্ণবরাজসভার পাত্ররাজ শ্রীশ্রীমদ্রূপ-পদাশ্রয়বর প্রভুপাদ ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের অনুমোদনে তাঁহার অনুগ্রহে পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডি গোস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ ও শ্রীশ্রীমদ্ভিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী গৌড়ীয়প্রবর শ্রীমদ্ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু কতিপয় ব্রহ্মচারী ও ভক্তসমভিব্যাহারে শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্য-মঠের অন্যতম শাখামঠ শ্রীরূপশিক্ষাক্ষেত্র প্রয়াগধামস্থ শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠে মুহুর্মুহুঃ শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা গিরিধারীর জয়-ধ্বনি-সহ মহানাম-সংকীর্ত্তন-মুখে শুভবাসরে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ বিনোদকিশোরজীর শ্রীঅর্চ্চা-প্রতিষ্ঠা-মহোৎসব সুসম্পন্ন করিয়াছেন। শ্রীপাদ তীর্থ মহারাজ এবং ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু উক্ত উৎসবোপলক্ষে সমবেত সহস্র সহস্র যাত্রিগণের নিকট শ্রীরূপশিক্ষা কীর্ত্তন এবং মহাপ্রসাদ বিতরণ করিয়াছেন।

যে প্রয়াগ-ক্ষেত্রে দশাশ্বমেধ ঘাটে শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহার প্রিয়তম পার্ষদ শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভুকে লক্ষ্য করিয়া দশ দিবস-ব্যাপী শুদ্ধভক্তি-কথা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, কালপ্রভাবে সেই মহাতীর্থক্ষেত্রে বহুদিন হইতেই মহাপ্রভুর শ্রীমুখনিঃসৃত ভক্তি-শাস্ত্র সনাতন সেবা লুপ্ত ছিল। আজ পরদুঃখদুঃখী মহামহোদার শ্রীল প্রভুপাদ আবার সেই লুপ্ত সেবার পুনরুদ্ধার করিয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণবজগতের তথা সমগ্র পারমার্থিক জগতের প্রতি যে কি মহতী করুণা বিতরণ করিলেন, তাহা নিরপেক্ষ ভাগ্যবান জন ব্যতীত আর কাহারই বা উপলব্ধির বিষয় হইবে?

শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীসনাতনশিক্ষাক্ষেত্র বারাণসী ধামেও শ্রীসনাতন-গৌড়ীয়মঠ ও শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা পূজা প্রতিষ্ঠা করিয়া শুদ্ধভক্তি-মন্দাকিনী প্রবাহিত করিয়াছেন। চতুঃশতাব্দীর পর আবার কাশীবাসী শুদ্ধভক্ত-মুখে গৌরগাথা শ্রবণ-সৌভাগ্য লাভ করিয়া ধন্য হইতেছেন। মহাপ্রভু সন্ন্যাসলীলা প্রকটের পর তাঁহার প্রিয়পার্ষদ শ্রীরূপসনাতনকে দেখিবার জন্য যে রামকেলি গ্রামে গমন করিয়াছিলেন, সে স্থানেও গৌরপাদপীঠ স্থাপন করিয়া শ্রীরূপসনাতন-শিক্ষা প্রচারের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

শ্রীল প্রভুপাদের কৃপায় তাঁহার অনুগতগণ এবার কুম্ভমেলায় লক্ষ লক্ষ যাত্রীর নিকট হিন্দী, বাংলা, উর্দ্দু প্রভৃতি ভাষায় অদম্য উৎসাহের সহিত মহাপ্রভুর কথা কীর্ত্তন করিতেছেন। আবার শ্রীশ্রীগৌরজন্মস্থান শ্রীধাম মায়াপুরেও এক বিরাট্ পারমার্থিক প্রদর্শনীর আয়োজন করিয়া সমগ্র বিশ্ববাসীকে মহাপ্রভুর কথা শ্রবণ করাইবার জন্য আহ্বান করিতেছেন।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণপ্রেষ্ঠ প্রভুপাদ স্বীয় অভীষ্টের কথা জগৎকে জানাইবার জন্য যে কত প্রকার আয়োজনই করিতেছেন, তাহা বর্ণনাতীত—ভাবনাতীত। তথাপি উদ্দেশ আমাদের, তাই আমরা কৃপাময় প্রভুপাদের কৃপাকণা লাভের জন্য এখনও তাঁহার পাদমূলে লুটাইয়া পড়িতেছি না।

পরমভাগবত শ্রীযুক্ত বৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহোদয় মহাসৌভাগ্যবান্, তাই তিনি শ্রীপ্রয়াগধামে শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠে সপরিবারে উপস্থিত থাকিয়া শ্রীহরিকথা শ্রবণ ও সাধুসঙ্গানন্দ আস্বাদন করিবার সুযোগ পাইয়াছেন। তাঁহার প্রাচীন বয়সেও কর্ম্ম-জড় স্মার্ত্তশাসন ত্যাগ করিয়া শুদ্ধভক্তি-মার্গ প্রিয় শ্রীশ্রীহরিগুরু-বৈষ্ণব সেবোৎসাহ বিশেষ প্রশংসনীয়। বর্ত্তমান ব্রহ্মজ্ঞান শূন্য অথচ ব্রহ্মসূত্রগর্ব্বিত ব্রাহ্মণ সমাজ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের পদাঙ্ক অনুসরণ করিলে যথার্থ ব্রাহ্মণ নামের সার্থকতা রক্ষা হয়। 'ব্রহ্ম' অর্থে শ্রীভগবানের শ্রীমুখবাণী বেদ, সেই বেদের শ্রবণ-কীর্ত্তন দি-মুখে অনুশীলনই যথার্থ ব্রহ্মজ্ঞতা বা ব্রাহ্মণতা। এই ব্রাহ্মণতার উন্নত সোপানই বৈষ্ণবতা। এই বৈষ্ণবতা জীবের নিত্য স্বরূপ-বৃত্তি। ভট্টাচার্য্য মহাশয় তদনুশীলনপর হওয়ায় আমাদের বিশেষ সম্মানের পাত্র।

শ্রীধাম মায়াপুর নবদ্বীপ প্রদর্শনী

স্বেচ্ছাসেবকগণের জন্য আবেদন

এতদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণের নিকট আবেদন করা যাইতেছে যে, শ্রীচৈতন্যদেবের জন্মোৎসব উপলক্ষে আগামী ৩রা ফেব্রুয়ারী হইতে ১৭ই মার্চ্চ পর্য্যন্ত শ্রীধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপ-ক্ষেত্রে একটী বিরাট্ প্রদর্শনী খোলা হইতেছে। এই উপলক্ষে লক্ষ লক্ষ যাত্রীর সমাগম হইবে। প্রদর্শনীর ব্যবস্থা, গঙ্গাস্নান ও নদী পারাপার প্রভৃতি বিষয়ে যাত্রিগণের সাহায্যের জন্য বহু সংখ্যক স্বেচ্ছাসেবকের প্রয়োজন। তজ্জন্য আমরা সর্ব্বসাধারণের নিকট প্রার্থনা জানাইতেছি যে, সাহায্য-প্রদানেচ্ছু স্বেচ্ছাসেবকগণ সত্বর প্রদর্শনীর সেক্রেটারীর নিকট স্ব স্ব নাম ও ঠিকানা জানাইয়া বাধিত করিবেন। প্রদর্শনীর কর্ত্তৃপক্ষ স্বেচ্ছাসেবকগণের উপযুক্ত আহার ও বাসস্থানের সমস্ত বন্দোবস্ত করিবেন। স্বেচ্ছাসেবকগণ স্ব স্ব শয্যা ও বস্ত্রাদি সঙ্গে আনয়ন করিবেন।

শ্রীকুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ
সেক্রেটারী, শ্রীধাম মায়াপুর-নবদ্বীপ-প্রদর্শনী
শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া, অথবা ১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা।

প্রেম প্রদীপ

দ্বিতীয় প্রভা

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ২৭৯ সংখ্যার পর)

হরিদাস ও প্রেমদাস সম্পূর্ণরূপে সজ্জিত হইয়া পণ্ডিত বাবাজীর আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। গোপীচন্দন নির্ম্মিত ঊর্দ্ধপুণ্ড্র তাঁহাদের ললাটে দীপ্তি লাভ করিয়াছিল। ত্রিকণ্ঠি তুলসী মালা তাঁহাদের গলদেশে লক্ষিত হইতেছিল। দক্ষিণ করে ঝুলি-কার মধ্যে হরিনামের মালা নিরন্তর নাম-সংখ্যা রাখিতেছিল। কৌপীন ও বহির্ব্বাস দ্বারা অধোদেশ আচ্ছাদিত, মস্তকের উপর শিখা শোভমানা এবং সর্ব্বাঙ্গ হরিনামাঙ্কিত। "হরে কৃষ্ণ" "হরে কৃষ্ণ" এই শব্দ-যুগল তাঁহাদের ওষ্ঠ হইতে নিঃসৃত হইতেছিল। রাত্রে নিদ্রা হয় নাই, প্রায় দ্বিযোজন পথ চলিয়াছেন, তথাপি তাঁহাদিগকে শ্রান্ত বা ক্লান্ত বোধ হইতেছিল না। বৈষ্ণব দর্শনের জন্য তাঁহাদের উৎসাহ এতদূর বৃদ্ধি হইয়াছিল যে, গুহার বহির্ভূত অনেকগুলি লোককে তাঁহারা লক্ষ্য করেন নাই।

পণ্ডিত বাবাজী যদিও গুহার মধ্যে ভজন করিতেন, তথাপি আগত সাধুগণের সহিত আলাপ করিবার জন্য গুহার বাহিরে কয়েকখানি কুটীর ও মধ্যস্থলে একটী মাধবীলতার মণ্ডপ প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। বাবাজীদ্বয় গুহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া পণ্ডিত বাবাজীকে দণ্ডবৎ প্রণতি পূর্ব্বক দর্শন করিলেন। পণ্ডিত বাবাজী তাঁহাদিগকে দর্শন করিয়া অতিশয় আনন্দিত হইলেন। কিয়ৎক্ষণ পরেই অন্যান্য সাধু-সমাগম হইতেছে শ্রবণ করত বাবাজী-দ্বয়কে লইয়া মণ্ডপে বসিলেন। সেইকালে বীরভূম নিবাসী একজন কীর্ত্তনকারী বৈষ্ণব, সম্মুখীন হইয়া অনুমতি লাভ করত গীতা-বলী হইতে একটি পদ কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন।

(ললিত রাগেণ)

নাকর্ণয়ত সুহৃদুপদেশং।
মাধব চাটু পটলমপি লেশং॥ ১
সীদতি সখি মম হৃদয়মধীরং।
যদভজমিহ নহি গোকুল বীরং॥ ২
নালোকয়মপি ক মুকুন্দ ভাবং।
প্রাণমহম দয়িতে নতিভাবং॥ ৩
কুরু সনাতন গুণমহিম্নাখ্যং।
কিমধারয়মত সুপালন কাঙ্ক্ষং॥ ৪

কীর্ত্তন শ্রবণে সকলেই পরিতৃপ্ত হইয়া গায়ক বাবাজীকে আলিঙ্গন প্রদান করিলেন। কীর্ত্তন সমাপ্ত হইলে ক্রমশঃ অনেক সাধুগণ তথায় আসিয়া বসিতে লাগিলেন। নানাবিধ কথা হইতে লাগিল। এমত সময় হরিদাস বাবাজী কহিলেন, কৃষ্ণ সেবকের ই ধন্য। তাঁহারা যেখানেই থাকুন, তাঁহাদের মার্গ সমীচীন। আমরা তাঁহাদের দাসানুদাস। প্রেমদাস বাবাজী ঐ কথার পোষণ পূর্ব্বক কহিলেন, বাবাজী সত্য কহিয়াছেন, শ্রীমদ্ভাগবতে এইরূপ কথিত হইয়াছে,—

যমাদিভির্যোগপথৈঃ কাম-লোভ-
হতোমুহুঃ।
মুকুন্দ-সেবয়া যদ্বত্তথাদ্ধাত্মা ন শাম্যতি॥

যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধ্যান, ধারণা ও সমাধি এই অষ্টাঙ্গ যোগ। ইহা অভ্যাস করিলে আত্মা শান্তি লাভ করিতে পারে বটে, কিন্তু ঐ সকল প্রক্রিয়াক্রমে কোন কোন অবস্থায় মানব, কাম ও লোভের বশীভূত হইয়া চরমফল শান্তি পর্য্যন্ত না গিয়া অবান্তর ফল বিভূতি ভোগ করিতে করিতে পতিত হয়। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ সেবা-ক্রমে কোন অবান্তর ফলের

আশঙ্কা না থাকায় কৃষ্ণ-সেবকের পক্ষে শান্তি নিশ্চিত রূপে লব্ধ হয়।

পণ্ডিত বাবাজীর কুটীরে ঐ সময় একজন অষ্টাঙ্গ যোগী উপস্থিত ছিলেন। তিনি যদিও বৈষ্ণব বটেন, তথাপি বহুকাল প্রাণায়াম অভ্যাস করত সিদ্ধ হইয়াছেন। ফলতঃ নবধা ভক্তি অপেক্ষা, তিনি অষ্টাঙ্গ যোগের অধিক মাহাত্ম্য স্বীকার করিতেন। তিনি প্রেমদাস বাবাজীর কথায় কিছু অসন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, বাবাজী! যোগশাস্ত্রকে অবহেলা করিও না। যোগিগণ চিরজীবী হইয়াও আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া থাকিতে পারেন। তাঁহারা যেরূপ গাঢ়রূপে কৃষ্ণভজন করিবেন, তুমি কি সেরূপ পারিবে? অতএব ভক্তিমার্গ অপেক্ষা যোগমার্গকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া জান। বৈষ্ণবেরা স্বভাবতঃ তর্ক ভাল বাসেন না, তাহাতে আবার ভক্তির অঙ্গ সকলকে যোগের অঙ্গ অপেক্ষা সামান্য বলিয়া বর্ণিত হওয়ায়, যোগী বৈষ্ণবের কথায় কাহারও রুচি হইল না। সকলেই নিস্তব্ধ রহিলেন। যোগী তাহাতেই অপমানিত-প্রায় হইয়া পণ্ডিতবাবাজীর সিদ্ধান্ত প্রার্থনা করিলেন।

বাবাজী প্রথমে তর্কে প্রবেশ করিতে অস্বীকার হন, পরে যোগী তাঁহার সিদ্ধান্ত অবশ্য গ্রহণ করিবেন, এরূপ বারম্বার বলায় বাবাজী বলিতে লাগিলেন,—

সমস্ত যোগমার্গ ও ভক্তিমার্গের একমাত্র উদ্দেশ্য যে ভগবান্, তাঁহাকেই জীবমাত্র উপাসনা করে। জীব মূল বিচারে দুই প্রকার অর্থাৎ শুদ্ধজীব ও বদ্ধজীব। জড়ীয় সম্বন্ধ-রহিত আত্মার নাম শুদ্ধজীব। জড়ীয় সম্বন্ধ-বিশিষ্ট আত্মার নাম বদ্ধজীব। বদ্ধজীবই সাধক, শুদ্ধজীবের সাধনা নাই। বদ্ধ ও শুদ্ধের মূল ভেদ এই যে, শুদ্ধজীব বিশুদ্ধ আত্মধর্ম্মে অবস্থিত, আত্মধর্ম্ম-চালনাই তাঁহার কার্য্য এবং নিরুপাধিক আনন্দই তাঁহার স্বভাব। বদ্ধজীব জড়ীয় সম্বন্ধে জড়ীভূত হইয়া জড় ও আত্মধর্ম্মমিশ্রিত একটী ঔপাধিক ধর্ম্ম স্বীকার করিয়াছেন। ঔপাধিকধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বীয় নিরুপাধিক ধর্ম্ম প্রাপ্তির নাম মোক্ষ। বিশুদ্ধ প্রেমই আত্মার নিরুপাধিক ধর্ম্ম। বিশুদ্ধ প্রেমলাভ ও মোক্ষ ভিন্ন ভিন্ন বস্তু হইতে পারে না। যোগমার্গে যে মোক্ষের অনুসন্ধান আছে, তাহাই ভক্তিমার্গের ফলরূপ প্রেম। অতএব উভয় সাধনেরই চরম ফল এক। 'একজন্মে' ভক্তপ্রধান শুকদেবকে মহাযোগী ও যোগী প্রধান মহাদেবকে পরম ভক্ত বলিয়া শাস্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছে। যোগ ও ভক্তিমার্গের প্রভেদ এই যে, যোগমার্গ ক্রমশঃ অর্থাৎ আত্মার উপাধি নিবৃত্তি পূর্ব্বক সমাধি-কালে আত্মার স্বধর্ম্ম অর্থাৎ প্রেমকে উদ্দীপ্ত করায়। তাহাতে আশঙ্কা এই যে, উপাধি নিবৃত্তির চেষ্টা করিতে করিতে অনেক স্থলে সাধক বিঘ্নবিশেষে চরমফল লাভ হইবার পূর্ব্বেই কোন না কোন ক্ষুদ্র ফলে আবদ্ধ হইয়া সাধক ভ্রষ্ট হইয়া পড়েন। পক্ষান্তরে ভক্তিমার্গে প্রেমেরই সাক্ষাৎ আলোচনা আরম্ভ। ভক্তি প্রেমান্তর অনুশীলন মাত্র। যে স্থলে সকল কার্য্যই চরমফলের অনুশীলন, সেস্থলে অবান্তর ক্ষুদ্র ফলের আশঙ্কা নাই। সাধনই ফল এবং ফলই সাধন। অতএব ভক্তিমার্গ যোগমার্গ অপেক্ষা সহজ ও সর্ব্বতোভাবে আশ্রয়ণীয়। যোগমার্গে যে লৌকিক অবান্তর ফল আছে, অণিমাদি সিদ্ধি, সে সব ঔপাধিক ফল মাত্র। তাহাতে চরম ফলের সাধকতা দূরে থাকুক, কখন কখন বাধকতা লক্ষিত হয়। যোগমার্গে পদে পদে ব্যাঘাত আছে। আদৌ যম নিয়ম সাধনকালে ধার্ম্মিকতারূপ ফলের উদয় হয়। তাহাতে এবং তাহার ক্ষুদ্রফলে আসক্ত হইয়া অনেকেই ধার্ম্মিক বলিয়া পরিচিত হন, আর প্রেমরূপ ফলসাধনে প্রবৃত্ত হন না। দ্বিতীয়তঃ আসন ও প্রাণায়াম কালে বহুক্ষণ কুম্ভক করিতে সমর্থ হইয়া দীর্ঘজীবন ও রোগশূন্যতা লাভ করেন। তাহাতে যদি প্রেমসম্বন্ধ না থাকে, তবে সে দীর্ঘ জীবন ও রোগ-শূন্যতা কেবল অনর্থের মূল হয়। প্রত্যাহার-ক্রমে ইন্দ্রিয়-সংযম সাধিত হইলেও যদি প্রেমাভাব হয়, তবে তাহাকে শুষ্ক ও তুচ্ছ বৈরাগ্য বলি। যেহেতু পরমার্থের জন্য ত্যাগ বা গ্রহণ উভয়ই তুল্য ফলপ্রদ। নিরর্থক ত্যাগ, কেবল জীবকে পাষাণবৎ করিয়া ফেলে। ধ্যান, ধারণা ও সমাধি-কালে যদি জড়চিন্তা দূর হইয়া যায়, অথচ প্রেমোদয় না হয়, তাহা হইলে চৈতন্যরূপ জীবের নাস্তিত্ব সাধিত হয়, 'আমি ব্রহ্ম' এই বোধটী যদি বিশুদ্ধ প্রেমকে উৎপন্ন না করে, তবে তাহা স্বীয় অস্তিত্বের বিনাশক হইয়া পড়ে। অতএব বিবেচনা করিয়া দেখুন, যোগের চরম উদ্দেশ্য উৎকৃষ্ট হইলেও পথটী অত্যন্ত কণ্টকময়। ভক্তিমার্গে এরূপ কণ্টক নাই। আপনি বৈষ্ণব, অথচ যোগী, অতএব আপনি আমার কথা পক্ষপাত-শূন্য হইয়া বুঝিতে পারিবেন।

পণ্ডিত বাবাজী বাক্য সমাপ্ত না করিতে করিতেই সমস্ত বৈষ্ণবগণ "সাধু সাধু" বলিয়া উচ্চধ্বনি করিলেন। যোগী বাবাজী বলিলেন—বাবাজী আপনার সিদ্ধান্ত উৎকৃষ্ট বটে, কিন্তু তৎসম্বন্ধে আমার আর একটী কথা আছে, তাহা বলি। আমি যোগশিক্ষা করিবার পূর্ব্বে শ্রবণ কীর্ত্তনাদি নব প্রকার ভক্তির অঙ্গ সম্যক্ রূপে অভ্যাস করিয়াছিলাম। কিন্তু বলিতে কি আমার ইন্দ্রিয়-চেষ্টাসকল এরূপ প্রবল ছিল যে, সকল কার্য্যেই ইন্দ্রিয়-সুখের অনুসন্ধান করিতাম। বিশেষতঃ বৈষ্ণব ধর্ম্মে যেরূপ শৃঙ্গার প্রেমের উপদেশ আছে, তাহাতে আমার চিত্ত নিরুপাধিক হইতে পারিত না। আমি প্রত্যাহার সাধন করিয়া শৃঙ্গাররস আস্বাদন করিয়াছি, এখন আর ইন্দ্রিয়-তর্পণ করিতে কিছু মাত্র বাসনা হয় না। আমার স্বভাব পরিবর্ত্তিত হইয়াছে; অর্চ্চনমার্গে যে প্রাণায়ামের ব্যবস্থা দেখা যায়, তাহা বোধ হয় বৈষ্ণবসকলের প্রত্যাহার সাধন রূপে ভক্তিমার্গে উপদিষ্ট হইয়াছে। অতএব আমার বিবেচনায় যোগমার্গের প্রয়োজনীয়তা আছে।

পণ্ডিত বাবাজী যোগী বাবাজীর কথা শ্রবণ করিয়া কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিলেন, পরে কহিতে লাগিলেন, বাবাজী! আপনি সত্য, যেহেতু প্রত্যাহার অভ্যাস করিতে গিয়া সমস্ত বিস্মৃত হন নাই। শুষ্ক চিন্তা ও শুষ্ক অভ্যাসক্রমে আত্মার অনেক স্থলে পতন হয়, যেহেতু আত্মা সময়, কখনই শূন্য-সঙ্গ করিতে পারেন না। আত্মা অনুরাগী স্বভাব বশতঃ উপযুক্ত বিষয় হইতে চ্যুত হইয়া ইতর বিষয়ে অনুরাগ করে; তজ্জন্যই আত্মার্পণ সুদূরবর্ত্তী হওয়ায় সুতরাং ইন্দ্রিয়তর্পণই প্রবল হইয়া উঠে। ইন্দ্রিয় পরতন্ত্র আত্মা যখন স্বীয় উপযুক্ত রস দর্শন করে, তখন তাহাতে স্বভাব-সিদ্ধ রতির উদয় হয়, জড়ীয় রতি সুতরাং খর্ব্ব হইয়া থাকে।

প্রেমের আলোচনাই ভক্তিমার্গ, তাহাতে অনুরাগ যত গাঢ় হয়, ইন্দ্রিয় চেষ্টা স্বভাবতঃ ততই খর্ব্বিত হইয়া পড়ে। বোধ হয় আপনি যে কালে ভক্তি-মার্গে প্রবেশ করেন, তখন আপনকার প্রকৃত সাধুসঙ্গ হয় নাই। তজ্জন্যই আপনি ভক্তিরস লাভ করেন নাই। ভক্তির অঙ্গসকলকে কর্ম্মাঙ্গের ন্যায় শুষ্করূপে ও স্বার্থপরতার সহিত সাধন করিতেন, তাহাতে পরানন্দ-রসের কিছুমাত্র উদয় হয় নাই। তজ্জন্যই বোধ হয় আপনকার ইন্দ্রিয়লালসা পরিবর্দ্ধিত হইতেছিল। সেস্থলে যোগমার্গে কিছু উপকার পাইবারই সম্ভাবনা। ভক্তিসাধকদিগের পক্ষে, ভক্ত সঙ্গে ভক্তিরসাস্বাদন করাই প্রয়োজন। সমস্ত জড়ীয় বিষয় ভোগ করিয়াও ভোগের ফল যে ভোগবাঞ্ছা, তাহা উদিত হয় না। ভক্তদিগের বিষয়-ভোগই বিষয়-বৈরাগ্যের প্রধান হেতু।

এই কথা বলিতে বলিতে বৈষ্ণব যোগী কহিলেন, বাবাজী! আমার এ বিষয় অবগত ছিল না, আমি সন্ধ্যাকালে আমার যে কিছু সংশয় আছে, তাহা নিবৃত্তি করিবার যত্ন পাইব। কলিকাতা হইতে অদ্য একটী ভদ্র লোক আসিবেন, কথা আছে, আমি বিদায় হইলাম। আপনি কৃপা রাখিবেন।

যোগী বাবাজী বাহির হইয়া গেলেন, বাবাজীর সভা ভঙ্গ হইল

দ্বিতীয় প্রভা সমাপ্ত

ছবির দেশ

(শ্রীযুক্ত সত্যাঞ্জন সেন এম, এ, বি, এল্)

মেক্সিকো দেশে বর্ণমালার প্রচলন না থাকায়, সেখানে ছবির সাহায্যে সাহিত্য রচনা হইত। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, "কুকুর" কথাটী না লিখিয়া শৃগালের ছবি অঙ্কিত করিলেই হইত। মিশর দেশেও ঐরূপ ব্যাপার। মিশরের "হায়রো গ্লিফিক্স" এবং মেক্সিকোর পিক্চার রাইটিং উক্ত দেশদ্বয়ের সাহিত্যের দ্বার স্বরূপ। উহাদিগকে অতিক্রম করিতে না পারিলে ঐ দুই সাহিত্যে প্রবেশ অসম্ভব।

যাঁহারা শৃগাল অথবা কুকুরের ছবি দেখিয়া ঐ জন্তুই বুঝিবেন, তাঁহারা কিছুই সুবিধা করিতে পারিবেন না। যাঁহারা ঐ বিদ্যায় অভিজ্ঞ, শৃগাল ও কুকুরের প্রতিকৃতির অর্থ যাঁহারা জানেন, তাঁহাদের আশ্রয় গ্রহণ ব্যতীত এই সমস্ত দেশের সাহিত্য আয়ত্ত করা অসম্ভব। যদি কেহ সে চেষ্টা করেন, তাহা হইলে তাঁহার পরিশ্রম 'গাধার খাটুনি'তে পর্য্যবসিত হইবে।

শাস্ত্রে কথিত আছে যে, যিনি শ্রীভগবানের সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহে মূর্ত্তিশিলাদি বুদ্ধি করিবেন, তাঁহারও শ্রীমূর্ত্তিদর্শন গাধার খাটুনি হইবে—তাঁহাকে নরকগতি লাভ করিতে হইবে। যাঁহারা ঐ শ্রীমূর্ত্তির প্রকৃত তত্ত্ব কি, তাহা ঠিক জানেন, তাঁহাদের আশ্রয় গ্রহণ ব্যতীত অপ্রাকৃত সাহিত্যে প্রবেশ করিবার চেষ্টা, শৃগাল-প্রতিকৃতির অর্থানভিজ্ঞ মেক্সিকান সাহিত্য-প্রবেশ-চেষ্টাকারীর পরিশ্রমের ন্যায় নিষ্ফল।

জ্যামিতি শাস্ত্র-মতে সূর্য্য ও পৃথিবীকে দুইটী বিন্দু কল্পনা করিয়া ঐ দুইটী বিন্দু একটী রেখায় সংযুক্ত করিয়া সেই রেখাকে এক দিকে বাড়াইতে বাড়াইতে তাহার পিছনে মনকে সারা জীবন দৌড় করাইলেও প্রাকৃত রাজ্যের সীমানা পাওয়া যায় না।

আবার, বস্তুকে খণ্ড খণ্ড করিয়া অণু, পরে পরমাণু, পরে অ্যাটম এবং শেষে ইলেকট্রন পর্য্যন্ত পৌঁছিয়া বৈজ্ঞানিক স্তব্ধ হইতে বাধ্য হইলেন।

যেদিক দিয়াই চিন্তা করা যায়, সেই দিক দিয়াই অনুভূত হয়, যে মানুষ প্রাকৃত জগতের ইয়ত্তা করিতে পারে না, সেই মানুষ কিরূপে অপ্রাকৃত রাজ্যে, নূতন রাজ্যে বিনা সাহায্যে প্রবেশ করিবে?

যিনি অপ্রাকৃত রাজ্যে প্রবেশ করিয়া, সেই রাজ্য সম্বন্ধে পূর্ণ জ্ঞান লাভ করিয়া, কেবল মাত্র পতিত জীবকে উদ্ধার করিবার জন্য আমাদিগের মধ্যে বিচরণ করিতেছেন, তাঁহার শরণ লাভ করিলেই জীব কৃতার্থ হইবে। কিন্তু এমনই দুর্ভাগ্য যে, আমরা তাঁহার অপ্রাকৃত স্বরূপ উক্তির সত্ত্বেও নিদর্শন পাইয়াও সন্দেহ-দোলায় দোলায়মান আছি। আমরা জানিয়াও জানিতে চাহি না যে, দোলা আমাদের চিরকালের আবাসস্থল নহে; আমাদিগকে শক্ত মাটির উপর প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিতে হইবে।

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৪০, চল্লিশ টাকা।

২৭২৪ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে,

সপ্তচত্বারিংশ খণ্ডে সূচী ছাপা হইতেছে।

সকল খণ্ড গ্রাহক নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে ১৫।০ সাধারণ পক্ষে ১০॥৶০। প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ৷৵০, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ৷৴০।

দশম স্কন্ধের ভিক্ষা ১২৲, অগ্রিম সাধারণের পক্ষে ৮৲।

ঐ অধ্যায়পর্যন্ত একাদশ সংখ্যা ছাপা হইয়াছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত"

সূচী প্রভৃতি সহ সম্পূর্ণ ছাপা শেষ হইয়াছে

আদি, মধ্য, ও অন্ত্যলীলা এবং সূচী ছাপা হইয়া সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছেন। যাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্বে ১০৲ টাকা ভিক্ষার তৃতীয় সংস্করণ ৪ টাকায় না পাইয়া অপর সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের জন্যই উহার ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছেন। সেই ১০৲ টাকার এই বিরাট গ্রন্থের অল্প সংখ্যা মাত্র ৫৲ টাকা ভিক্ষায় দেওয়া হইতেছে। গ্রাহকগণ সত্বর হউন পরে আর এ সুযোগ থাকিবে না।

শ্রীচৈতন্য লীলার ব্যাস আদিকবি

শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

সভাষ্য আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র গ্রন্থ ৮৲ স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲

নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪৷৷০ টাকা

শ্রীধাম মায়াপুর নবদ্বীপ প্রদর্শনীতে

শ্রীধর ভাণ্ডার, ঢাকা।

ঢাকার প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী শ্রীধর ভাণ্ডার শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিয়াছেন। ঢাকার বিখ্যাত মসলিন ও নানাবিধ মিহিন ধুতী, শাড়ী, ও নানাবিধ শাড়ী ও খদ্দরের শাড়ী ধুতী, জামদানী শাড়ী চাদর প্রভৃতি সূতার কারুকার্য নানাপ্রকার কাপড় লইয়া শ্রীধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপ-প্রদর্শনীতে তথা মেলাতে আসিয়াছেন। পাইকারী ও খুচরা বিক্রয় হয়। পশ্চিম ও উত্তরবঙ্গ এবং এলাহাবাদ, লক্ষ্ণৌ, কাশী, মাদ্রাজ, প্রভৃতি স্থান হইতে আগত দর্শক ও ব্যবসায়িগণ এই স্থান হইতে প্রয়োজনীয় জিনিষ লইতে পারিবেন। আমাদের দর যে সুলভ তাহা বাজার এবং মূল্য হিসাব করিলেই বুঝিতে পারিবেন।

প্রদর্শনীর ঠিকানা—

শ্রীধর ভাণ্ডার ষ্টল

শ্রীধাম মায়াপুর-নবদ্বীপ-প্রদর্শনী

পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর (নদীয়া)

ঢাকার ঠিকানা

শ্রীধর ভাণ্ডার, ২৩০নং নবাবপুর, ঢাকা।

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত ভক্তি গ্রন্থাবলী

যে সব উৎকলবাসী ভক্ত বাংলা অক্ষর পড়িতে জানেন না, তাঁহাদের শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত পরম উপাদেয় ভক্তি-কথা জানিবার সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে উড়িয়া-অক্ষরে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হইয়াছে বাংলা গ্রন্থের তুলনায় উড়িয়া গ্রন্থগুলির ভিক্ষাও অপেক্ষাকৃত অল্প।

গ্রন্থের নাম	ভিক্ষা
শ্রীহরিনাম চিন্তামণি, প্রতিখণ্ড	৷৷০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	১৲
সাধন পথ (শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টক) প্রতিখণ্ড	৷০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৷৷০
কল্যাণ কল্পতরু প্রতিখণ্ড	৶০
একত্রে ৩খণ্ড লইলে	৷০
গীতাবলী প্রতিখণ্ড	৴১০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৶১৫
শরণাগতি প্রতিখণ্ড	৴০
একত্রে ৩খণ্ড লইলে	৶৫

প্রাপ্তিস্থান — শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ, কটক এবং শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, পুরী

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিম্নলিখিত মঠসমূহে প্রাপ্তব্যঃ—

শ্রীচৈতন্য মঠ—পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, (নদীয়া)।

শ্রীগোদ্রুমদ্বীপ মঠ,—চাঁপাহাটি, সমুদ্রগড় পোঃ, (বর্দ্ধমান)।

শ্রীভাগবত প্রেস,—ভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

৪ শ্রীগৌড়ীয় মঠ,—১নং উল্টাডিঙ্গি জংশন রোড, কলিকাতা।

৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, চটকপর্বত, পুরী।

৬। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ,—ওড়িয়া বাজার, কটক।

৭। শ্রীভাগবত মঠ,—চিদাবেড়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

৮। শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ,— ৮নং হনুমানঘাট, কাশী, ই, আই, পি।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,—ছিপিগলি, বৃন্দাবন, মথুরা, ই, আই, পি।

শ্রীপরমহংস মঠ— নৈমিষারণ্য পোঃ, সীতাপুর, ই, আই, পি।

১। শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ,—কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল, পাঞ্জাব।

২। শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠ, ৯নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

৩। শ্রীগদাধর মঠ, বালিয়াটি, ঢাকা।

৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম,—আমলাজোড়া, পাণাগড় পোঃ, বর্দ্ধমান।

৫। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ,—চুমুরকোলা, চিবকুন্দা পোঃ, মানভূম।

৬। শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয় মঠ,—আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী, উড়িষ্যা।

৭। শ্রীগৌড়ীয় মঠ কার্য্যালয় ১০৩ স্ট্র্যাণ্ড রোড, বেঙ্গুন।

এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণের নিকটও নদীয়া-প্রকাশ প্রাপ্তব্য।

১। শ্রীযুক্ত জনার্দ্দন ঘোষ—বসু বাজার রোড, খুলনা

২। শ্রীযুক্ত রাধাচরণ গোস্বামী ডাক্তার—দেওয়ানগঞ্জ, জগাদিবাড়ী কুচবিহার।

৩। শ্রীযুক্ত রামরঞ্জন রায়—৭নং শ্রীগোপাল মল্লিক লেন, কলিকাতা।

৪। মিঃ এন ডি. মুখার্জ্জি—এম, এম, ওয়ার্কস দি মল, কানপুর।

৫। শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী জ্যোতির্ভূষণ—স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া

। শ্রীরাসবিহারী দাস অধিকারী, নবদ্বীপ।

৭ শ্রীবিরাজমোহন দে—মদনমোহন লেন, নবাবপুর, ঢাকা।

৮। শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ গড়গড়ি বেড়াচাঁপা, ২৪ পরগণা।

শ্রীপঞ্চানন চট্টোপাধ্যায় এ, এ,বি এম. খানবাদ

অন্যথা না ভজে কৃষ্ণ, দুঃখ সহ করে। পুনঃ সেইমত মায়া পাশে ডুবি মরে॥

শ্রীচৈতন্যমঠের গ্রন্থাবলী

শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুর বিরচিত
ভক্তি-গ্রন্থাবলী।
উৎকৃষ্ট কাপড়ে বিলাতী ধরণে বাঁধাই
স্বর্ণালঙ্কৃত। চতুর্থ সংস্করণ। বিস্তারিত সূচীসহ

জৈবধর্ম্ম

বাঁধাই ২৲ দুই টাকা

প্রকাশিত হইয়াছে

সনাতন সদ্ধর্ম্মশাস্ত্র বেদ, বেদান্ত, উপনিষৎ গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত, পুরাণ, তন্ত্রাদি সকল গ্রন্থ পাঠ করিবার অবসর অতি অল্প মানবের ঘটিয়া থাকে। অনেকের সুযোগ্যতা না থাকায় সেই সমস্ত গ্রন্থের মর্ম্ম অবগত হইতে পারেন না। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বাঙ্গালীর এই অসুবিধা দূরীকৃত করিবার জন্য এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

বিদ্যালয়ের ছাত্র বা শিক্ষকগণের বিশেষ পাঠ্য, এই হেতু শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টার বাহাদুর ইহা সমস্ত বিদ্যালয়ের জন্য অনুমোদন করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

প্রথম খণ্ড ভিক্ষা ১৲ একটাকা

যুক্তিপূর্ণ শাস্ত্রবাক্য দ্বারা প্রত্যেক মানবের নিত্য কর্ত্তব্য ও অনিত্য সাময়িক কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। গ্রন্থের প্রতি উক্ত সনাতন শাস্ত্রবাক্য দ্বারা সমর্থিত ও প্রমাণিত হইয়াছে। দেহের, মনের ও আত্মার ধর্ম্ম কি? সাধন, সমাধি, নীতি, সম্বন্ধ কি? ইত্যাদি বিষয় ক্রমানুসারে এমন সুন্দরভাবে যুক্তিসহকারে আলোচিত হইয়াছে যে, প্রথম পংক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত পাঠ না করিয়া নিবৃত্ত হওয়া যায় না।

শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ভিক্ষা ৵০

ঐ প্রমাণ খণ্ড ভিক্ষা ৵০

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অবতার ও লীলাভূমি নবদ্বীপ-সম্বন্ধে। এই নয় দ্বীপের প্রাচীন বিবরণ—প্রত্যেক দ্বীপে শ্রীমহাপ্রভুর লীলা—প্রত্যেক দ্বীপের পরিচয়, শ্রীধাম-মাহাত্ম্য—ধামাপরাধ কি? ইত্যাদি বিষয় বিশেষভাবে মনোহর ছন্দে বর্ণিত। পকেট সাইজ প্রায় ১৬০ পৃষ্ঠা।

নবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ

উজ্জ্বল ব্রোঞ্জ কালীতে উত্তম কাগজে ছাপা—শ্রীনবদ্বীপধাম দর্শনে ভাবুক দর্শনকারীর কি প্রকার ভাবের উচ্ছ্বাস হয়, তাহা এই গ্রন্থে বর্ণিত। অতি চমৎকার। ভিক্ষা চারি আনা।

সাধনপথ

৵০ দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভুকে উপদেশচ্ছলে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিচার অতি সুন্দরভাবে ব্যক্ত হইয়াছে। ইহা ছাড়া শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদিষ্ট ও উপদেশ বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-জগতের অভিনব গ্রন্থ!!
ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতি-গ্রন্থাবলী :—

শরণাগতি

পকেট সাইজ
অষ্টম সংস্করণ
ভিক্ষা /০ আনা

দেহ ও মনের চেষ্টা অনিত্যবস্তু লইয়া। ইহা যখন জীব বুঝিতে পারে, তখন একমাত্র নিত্যবস্তু শ্রীভগবানের প্রতি তাঁহার কোন জাতীয় আবেগময়ী প্রার্থনা হয় এবং শ্রীভগবানে সর্ব্বান্তঃকরণে নিষ্কপটে কি প্রকারে শরণাপন্ন হইতে হয়, ইত্যাদি বিষয়ক প্রাণস্পর্শী প্রার্থনা ও আত্ম-সমর্পণমূলক গান। ষষ্ঠ সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে।

ভিক্ষা প্রতি খণ্ড /৹ এক আনা।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা— /০, নবদ্বীপশতক— /০
অর্থপঞ্চক—/০

কল্যাণকল্পতরু

পকেট সাইজ
পঞ্চম সংস্করণ
ভিক্ষা /১০

আমরা প্রত্যহ নূতন অভাব ও কামনার বশবর্ত্তী হইয়া পুনঃপুনঃ যে অকল্যাণকে কল্যাণ বলিয়া গ্রহণ করি এবং যাহার নিকট কল্যাণ কামনা করি, তাহা যে নিত্য বা যথার্থ কল্যাণ প্রদানে অসমর্থ এবং কোন বস্তু আমাদের নিত্য কল্যাণদাতা এবং কি ভাবে আমরা সেই কল্যাণলাভে সমর্থ হইব, এই সকল কথা সরল গানে লিখিত। এই গীতিগ্রন্থ বাস্তবিক কল্যাণের কল্পতরু, যাহা প্রত্যেককে নিত্যকল্যাণ প্রদানে

শ্রীল চক্রবর্ত্তি-ঠাকুরের টীকা সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর কৃত টীকা ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কৃত বঙ্গানুবাদ। টীকাকারের জীবনী, শ্লোক-সূচী, বিষয়সূচী সম্বলিত ও প্রয়োজনীয় বিষয় সংবলিত প্রায় ৮২৫ পৃষ্ঠা। উৎকৃষ্ট সিল্কে বাঁধাই ২৲ দুই টাকা, কাগজে বাঁধা ১৷০

শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ-কৃত ভাষ্য সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

কাগজ ও ছাপা উৎকৃষ্ট। সিল্কে বাঁধাই, সোণার জলে নাম লেখা রাজসংস্করণ ১৲ টাকা, সাধারণ সংস্করণ ১৷০, গৌড়ীয়ের গ্রাহকপক্ষে ১৷০

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি। (সাম্প্রদায়িক কোষগ্রন্থ)

বিষয়:—১। ভক্তিশাস্ত্রে ব্যবহৃত শব্দাবলীর অর্থ, ২। চারি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের চরিত্র, ৩। বিষ্ণুবৈষ্ণবসম্পর্কিত শ্রীমন্দির ও শ্রীবিগ্রহের বিবরণ, ৪। বৈষ্ণবগ্রন্থ ও গ্রন্থকারগণের তাৎপর্য্য ও বিবরণ ৫। বিষয় বিশেষের লৌকিক ও শাস্ত্রীয় আকরমূলে যাবতীয় তথ্য। চারিখণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ১ম খণ্ড ৸৵০, ২য় খণ্ড ৸৶০, ৩য় খণ্ড ৸০, ৪র্থ খণ্ড ৷৵০, চারিখণ্ড একত্রে ৩৲ (৫ম খণ্ড যন্ত্রস্থ)।

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ—১ম খণ্ড ১৲ এক টাকা ২য় খণ্ড ১৲ এক টাকা—শ্রীমদ্ভাগবতের গ্রাহক ও গৌড়ীয় গ্রাহকগণ ১০ টাকায় দুইখণ্ড পাইবেন। বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমজ্জীব গোস্বামিপাদের রচিত গ্রন্থ। ছয়টি সন্দর্ভের অধিক প্রয়োজনীয় অংশ। প্রতি খণ্ড ডবল ক্রাউন ৮ কর্মায় ৬৪ পৃষ্ঠা আকারে মুদ্রিত হইতেছে।

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য সঙ্কলিত
সদাচারস্মৃতিঃ
ভিক্ষা /০ মাত্র

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের
বেহলার পাচন
সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।
অবস্থার ছোটবোতলে স্বপরিমাণ ঔষধ ... ভিঃ পিঃ ৮০ আনা
পাইট ৸০ আনা, বোতল ... আনা।
ফার্ম—১১নং উড ডাক্তার রোড, শ্যামবাজার, কলিকাতা।

রেজেষ্টারিকৃত
মদন মঞ্জরী

বটিকায় স্বপ্ন ও ধাতুবিকার, ইন্দ্রিয়শক্তির হ্রাস, প্রস্রাবে শুক্রপাত, বহুমূত্র, মাথাঘোরা, বুক ধড়ফড়ানি, অনিদ্রা প্রভৃতি লক্ষণ সত্বর নির্দ্দোষ আরোগ্য হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ৪০ বটী ১৲ এক টাকা।

"নপুংসকারি ঘৃত"
পুরুষত্ব নিস্তেজ বাহ্যপ্রয়োগ দ্বারা আরোগ্য করিয়া শক্তিসম্পন্ন করে। মূল্য ২ তোলা ১ টাকা।

"রমণবিলাসিনী বটিকা"
বীর্য্যধারণ করত সম্ভোগশক্তি স্থায়ী ও বৃদ্ধি করিতে অত্যাশ্চর্য্য। মূল্য ১৬ বটী ১৲ এক টাকা।

রাজবৈদ্য নারায়ণজী, কেশবজী
১৭৭নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

বিজ্ঞাপন

সাবধান! সাবধান!! সাবধান!!!

জে, বি, দত্তের ঢাকা বিখ্যাত বাদাম তৈল
আদি ও অকৃত্রিম এবং উপকারিতায় সর্ব্বজন পরিচিত ও বহু প্রশংসিত।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী *J. B. Datta & Co.* নাম খোদা দেখিয়া খরিদ করিবেন। নতুবা জুয়াচোরগণ কদর্য্য ভেজাল তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে।

বিনীত—জে, বি, দত্ত।

ফেরাস কুইনিন

নূতন এবং পুরাতন ম্যালেরিয়ার যম

ইহাতে উপযুক্ত মাত্রায় আয়রণ, হাইড্রোক্লোরাইড কুইনিন, আর্সেনিক এবং ষ্ট্রিক্‌নিন আছে।

এই ফেরাস কুইনিন দ্বারা ইন্‌জেক্‌সন করিলে একটী বা দুইটী ইন্‌জেক্‌সনেই সকল প্রকার কঠিন ম্যালেরিয়া জ্বর বন্ধ করে এবং ছয় হইতে বারটী ইন্‌জেক্‌সনে ম্যালেরিয়ার সমস্ত উপসর্গ নষ্ট করিয়া দেয়।

৬ এম্পুলপূর্ণ প্রতি বাক্স—মূল্য ২৲, ৪৲, ৩৲ টাকা
বাই-কেমিক্যাল এণ্ড ক্লিনিক্যাল ল্যাবরেটরীতে
[illegible]

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (প্রাচীন নবদ্বীপ) নদীয়া।

পর-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

এখানে আহার এবং বাসস্থান দিয়া বিদ্যার্থিগণকে বিভিন্ন শিক্ষণীয় বিষয় শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। অনেক ছাত্র ইতোমধ্যেই আসিয়া পাঠ আরম্ভ করিয়াছেন। বর্ত্তমান বর্ষে সকল ছাত্রই গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

প্রধান অধ্যাপক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রচন্দ্র কাব্য-ব্যাকরণ-সাংখ্য-বেদান্ত-ষড়্দর্শন-তীর্থ, সাংখ্যভূষণ, বেদান্তরত্ন, সাহিত্যশাস্ত্রী, ভুবনবাচস্পতি।

অধ্যাপক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গৌরদাস ব্রহ্মচারী ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীধাম মায়াপুর পরবিদ্যাপীঠ, (নদীয়া)

বেদনাঞ্জন

শ্রেষ্ঠরত্ন

কলিকাতা কংগ্রেস এক্জিবিসন হইতে বহু প্রশংসা প্রাপ্ত ও বহু গণ্যমান্য ভদ্রমহোদয়গণ কর্ত্তৃক প্রশংসিত।

আজকাল বাজার-চলন মিশ্রিত ও বিষাক্ত আহার সেবনে শরীরের রক্ত অত্যন্ত দোষযুক্ত হইয়া পড়িতেছে। … মানব বাত, বেদনা, মাথাধরা, … দাঁতের গোড়া ফুলা, … রোগে আক্রান্ত হইতেছে। যদি আপনি … বেদনাঞ্জন … ব্যবহার করিয়া … করুন। …

প্রোপ্রাইটার্স—এ, সি, চাটার্জ্জী এণ্ড ব্রাদার্স।

৪৪নং ইলকাটি লেন, সাঁকারিপাড়া।

সকল মনিহারী দোকানে ও বড় বড় ডাক্তারখানায় পাওয়া যায়

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

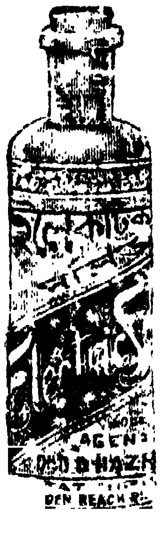

যদিও অদ্যাপি প্রকৃত মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য, তথাপি যাঁহারা নানাবিধ অনিয়মিত উপায়ে অপরিমিত শক্তি নষ্ট করিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন এবং নানা প্রকার মেহ, প্রমেহ ধাতুদৌর্ব্বল্য, স্নায়বিক দুর্ব্বলতা, বহুমূত্র, ধ্বজভঙ্গ, পারদ-সংক্রান্ত পীড়া, পুং এবং স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে যাঁহারা বাধক, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, স্বল্পঋতু, শ্বেত ও রক্তপ্রদর, হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি রোগে ভুগিয়া জীবনে নিরাশ হইয়াছেন, তাঁহারা আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটার সাহেবের আবিষ্কৃত ইলেক্ট্রিক সলিউসন ব্যবহার করিয়া বাঁচিতে পারেন, তাহার শত সহস্র প্রমাণ প্রতি বৎসরেই পাওয়া যাইতেছে। যাঁহারা অন্যান্য বহুবিধ ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরোগ্য হইতে পারেন নাই, তাঁহারা একবার এই ঔষধটি ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক মাসের ব্যবহারোপযোগী এক শিশি ঔষধ ডাকমাশুল সহ … টাকা মাত্র।

সোল এজেণ্ট—ডাঃ ডি, ডি, হাজরা।

ফতেপুর, গার্ডেনরিচ পোষ্ট, কলিকাতা।

ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

অধ্যক্ষ

শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম, এ, এফ, সি, এস (লণ্ডন)

ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক

(প্রফেসার)

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ বিশুদ্ধ ও শাস্ত্রমতে নিজ তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হয়। পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ক্যাটালগ পাঠান হয়। রোগের বিবরণ জানাইলে যত্নপূর্ব্বক ব্যবস্থা দেওয়া হয়। চিঠি পত্রাদি সম্পূর্ণরূপে গোপন রাখা হয়।

মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দুর)

(বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৪, টাকা

উৎকৃষ্ট স্বর্ণ, পারদ ও আমলাসার গন্ধক দ্বারা যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। নিত্য প্রয়োজনীয় সর্ব্বরোগনাশক মহৌষধ

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৬, টাকা

উৎকৃষ্ট কাশীর আমলকী, বংশলোচন প্রভৃতি যাবতীয় উপাদানে পূর্ণ মাত্রায় যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। কফ, কাসি, হাঁপি, যক্ষ্মা, কণ্ঠরোগ, হৃদরোগ প্রভৃতি রোগের মহৌষধ। সকলপ্রকার দুর্ব্বলতা নাশক অতিশয় পুষ্টিকর মহৌষধ বা খাদ্য বিশেষ।

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬, টাকা

ইহা সেবনে ধাতুদৌর্ব্বল্য, শুক্রহীনতা, স্বপ্নদোষ, প্রমেহ ও ধ্বজভঙ্গ সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায়। ইহা অপরিসীম আনন্দদায়ক রসায়ন।

অবলাবান্ধব যোগ

প্রদর, বাধক প্রভৃতি জরায়ুদোষ ও যোনিগত সর্ব্বরোগ রোগের মহৌষধ

মূল্য—১৬ মাত্রা ২, টাকা। ৫০ মাত্রা ৫, টাকা মাত্র

বিশুদ্ধ জল! ভয় নাই! বিশুদ্ধ জল!!

লক্ষ্মী টিউব-ওয়েল কোং

২০৫নং নবাবপুর, ঢাকা

বর্ত্তমান-যুগের নব আবিষ্কৃত যন্ত্রপাতিদ্বারা উন্নত বৈজ্ঞানিক-নলকূপ-প্রণালীতে নলকূপ (Tube-well) নির্ম্মাণ করা হয়। বঙ্গের লাট বাহাদুর, প্রাইভেট সেক্রেটারী, জিলা-ম্যাজিষ্ট্রেট, জিলা-বোর্ডের চেয়ারম্যান, ইঞ্জিনিয়ার, জমিদার, তালুকদার, প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত ভদ্রমহোদয়গণ এই কোম্পানীর কার্য্য দেখিয়া প্রশংসা করিয়াছেন। রাসায়নিক পরীক্ষায় জল বিশুদ্ধ না হইলে মূল্য গৃহীত হয় না। বিস্তৃত বিবরণের জন্য পত্র লিখুন

বিজ্ঞাপিত কেন?

সাধারণের হিতার্থে, মানবের দুঃখ না হইতে পারে তাহার পন্থা ইত্যাদি সম্বলিত "কামশাস্ত্র" গ্রন্থখানি যিনি পাঠ করেন নাই, তিনি আবেদন করুন: বিনামূল্যে প্রাপ্ত হউন। উহা পাঠে উপকৃত হইয়া ৭৫০০০ হাজার লোক কৃতজ্ঞ হইয়াছেন। প্রায় ৫০ বৎসরের পরীক্ষিত, শুক্রতারল্য, স্বপ্নদোষ ইত্যাদির যম "আতঙ্ক নিগ্রহ বটীকা" প্রতি কৌটার মূল্য ১ টাকা। প্রাপ্তিস্থান—আতঙ্ক-নিগ্রহ ফার্ম্মেসী, … নং বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা।

মনোমোহন প্রেস

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা

পূর্ব্ব-বাঙ্গালায় সুলভে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত

বৈদ্যুতিক মেশিনে দিবারাত্র কাজ চলিতেছে

বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন-ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা।

শ্রীমায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে—শ্রীকৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

স্থানীয় সংস্করণ

Registered No: C .544.

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চ ১
প্রতি কলম ৬
অর্দ্ধ কলম ৩॥০
সিকি কলম ১৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহ

ভারতের সর্ব্বত্র মঙ্গল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র।

সাহায্যের হার অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক ৯
ষাণ্মাসিক ৫
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ প্রতি সংখ্যা ৴৫

৪র্থ খণ্ড] সম্পাদক—প্রত্নবিদ্যালঙ্কার শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী [২৮২ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্য মঠ, শ্রীধাম মায়াপুর ২২শে মাঘ বুধবার ১৩৩৬, ৫ই ফেব্রুয়ারী ১৯৩০

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভাগবতম্ (শ্লোক সূচী, বিষয়-সূচী প্রভৃতি সহ) ২৫ খণ্ডে প্রকাশিত (ভিক্ষা, প্রতি খণ্ড সাধারণ পক্ষে ১৶০ গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশ গ্রাহক পক্ষে	।৵০	১৬। সাধনপথ (৩য় সংস্করণ)	।৵০
অনুভাষ্য-সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ)	৫৲	১৭। আচার ও আচার্য্য	।
গৌড়ীয় গৌরব	৶০	১৮। নবদ্বীপ-নাম-তত্ত্বমালা	৸০
গৌড়ীয়-সাহিত্য	০	১৯। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা)	৵০
ভজনরহস্য	॥০	২০। শ্রীনবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য	৶০
শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা)	১৲	২১। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য (প্রমাণখণ্ড)	৶০
" " " আবাঁধা	৸০	২২। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ	০
গীতা (শ্রীবলদেবভাষ্যসহ) বাঁধা ২৲ আবাঁধা	১॥০	২৩। শ্রীগোদ্রুম [illegible] দর্পণ	।০
গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি-টীকা-সহ) বাঁধা ২৲ আবাঁধা	১॥০	২৪। শরণাগতি, গীতাবলী, সাধনকল, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, নবদ্বীপশতক, অষ্টপদক ও [illegible] মোট	।৶০
গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য	॥০	২৫। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ ও [illegible])	৵০
[illegible] সানুবাদ মাধ্ব	২৲	২৬। সাধককণ্ঠমণি	।০
বেদান্ত-তত্ত্বসার সানুবাদ (রামানুজীয়)	॥০	২৭। সংস্কৃত [illegible]	।০
জৈবধর্ম্ম	২৲	২৮। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড)	৩৲
শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ)	৸০	২৯। ব্রহ্মসংহিতা	॥০
গৌড়ীয় কণ্ঠহার	২৲	৩০। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা	৸০
প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ)	৸৵০	৩১। মণিমঞ্জরী সানুবাদ	
দ্বীপ-দিগ্দর্শন	৵০	৩২। [illegible]	
		৩৩। শ্রীচৈতন্যভাগবত (বিরাট, দ্বিতীয় সংস্করণ)	৫৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

শ্রীধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপ-প্রদর্শনী, নদীয়া

(৩রা ফেব্রুয়ারী হইতে ১৭ই মার্চ্চ, ১৯৩০ পর্য্যন্ত)

প্রদর্শনীর সকল জ্ঞাতব্য বিষয়ের জন্য সেক্রেটারী মহোদয়ের নিকট আবেদন করুন।

শ্রীকুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ,
শ্রীচৈতন্য মঠ, শ্রীধাম মায়াপুর পোঃ আঃ, (নদীয়া)।

ইংরাজী ভাষায় ভক্তিগ্রন্থ

১ শ্রীচৈতন্যচরিত ও শিক্ষা
২ নামভজন
৩। বৈষ্ণবধর্ম্ম আসল ও মেকি
৪। ভাগবতীয় দর্শননীতি ও ধর্ম্ম
৫। কাম ও প্রেমধর্ম্ম
৬। গৌড়ীয়মঠ কি করেন

দেবনাগরাক্ষরে ভক্তিগ্রন্থ

১। [illegible] শিক্ষাষ্টকম্ ৵০
২। [illegible]
৩। [illegible] ৶
৪। গৌড়ীয়মঠ পরিচয় ৴
৫। সিদ্ধান্তসরস্বতী-দিগ্বিজয়ঃ ॥
৬। তত্ত্বসূত্রম্

নদীয়াপ্রকাশের গ্রাহকগণের প্রতি

নিবেদন

নদীয়াপ্রকাশের পরমার্থপ্রয়াসী গ্রাহকগণের সহৃদয়তায় শ্রীনদীয়াপ্রকাশ চতুর্থ বর্ষ অতিক্রম করিয়া পঞ্চম বর্ষে পদার্পণ করিতে চলিলেন। নদীয়া-প্রকাশের সৌভাগ্যবান পাঠকমাত্রই অবগত আছেন, যে যুগে ঘরে ঘরেই প্রত্যহ প্রতি মুহূর্তে ভগবদারাধনা-সংগীত অথবা বাণীর আদৌ আলোচনা হয় না, যে যুগে পৃথিবীর সর্বত্র গ্রামবাসিবৃন্দ পরস্পর নানা প্রকার (নাস্তিকতার) তর্ক বিতর্কে সর্বদা ব্যস্ত, যে যুগে যে-ভগবৎ সেবা সর্বশ্রেষ্ঠ ও চরম শান্তির মূল, যাহা সকলের একমাত্র কৃত্য সেই ঈশ-সেবাকে জগজ্জঞ্জালোৎপাদনকারিণী বলিয়া তথাকথিত প্রাজ্ঞগণ দ্বারা বিবেচিত হইয়াছে, যে যুগে অমঙ্গ জ্ঞানের চরম সোপানে আরোহণ করিয়াও লোকগণ কোন প্রকার শান্তি পাইতেছেন না, পরন্তু জগতে নানা প্রকারের অমঙ্গলোৎপাদন করিতেছে তথাপি মরীচিকা-ভ্রান্ত পথিকের ন্যায় তাহা পরিত্যাগে অমনোযোগী, সেই ঘোর নাস্তিকতার যুগে প্রত্যহ প্রতি জীবের দ্বারে দ্বারে বৈকুণ্ঠালোক বিতরণদ্বারা অজ্ঞান তমির ধ্বংস করিয়া তাহাদের পরম মঙ্গল, পরা শান্তি বিধান করিতে একমাত্র বদ্ধপরিকর করুণাবতার মহাত্মা "শ্রীনদীয়া প্রকাশ।"

সহৃদয় গ্রাহকবর্গের নিকট বিনীত নিবেদন, তাঁহারা যেন অতি সত্বর শ্রীনদীয়া প্রকাশ সেবায় চতুর্থ বর্ষ পর্যন্ত দেয় ভিক্ষা প্রদান করিয়া আমাদিগকে কৃতার্থ করেন।

নিবেদক

ডাঃ কৃষ্ণকান্তি অধিকারী (এল্, এম্, এফ্)

ম্যানেজার, নদীয়া প্রকাশ

শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-নিকুঞ্জের মহোৎসব

গত ... শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠে এবং ... সংকীর্তন যজ্ঞদ্বারা ... সম্পন্ন হইয়াছে।

নানা কথা

মাটিয়ারী সংবাদ

পুণ্য কর্ম্ম

মাটিয়ারীর ধনী ব্যবসায়ী শ্রীযুক্ত রামপদ দত্ত মহাশয়ের পত্নী দরিদ্রগণকে গত ... দুই শত এবং গত ... পূজার দিন দুইশত শীত বস্ত্র প্রদান করিয়াছেন।

মাদক দ্রব্য বর্জ্জন

আমরা ... সন্তুষ্ট হইলাম যে, মাটিয়ারীর শ্রীযুক্ত ... ভট্টাচার্য্য নামক জনৈক যুবকের চেষ্টায় অনেক যুবক মিলিত হইয়া একটী সভা আহ্বান পূর্ব্বক ... মাদক দ্রব্য সর্ব্ব-সাধারণ কর্তৃক সম্পূর্ণরূপে বর্জ্জিত হইতে পারে ... চেষ্টা করিতেছেন। এই মাটিয়ারী গ্রামে মাদক দ্রব্যের প্রচলন এত বেশী যে, অল্পবয়স্ক ছেলেরাও নাকি সিগারেটের সহিত ... মিশ্রিত করিয়া সেবন করিয়া থাকে।

স্বেচ্ছাসেবকগণের সচ্চেষ্টা

মাটিয়ারী গ্রামের আশপাশ লোকেরা যাহাতে সরস্বতী পূজোপলক্ষে মদ্য পান না করিতে পারে তজ্জন্য তথাকার স্বেচ্ছাসেবকগণ বিশেষ চেষ্টা করিয়াছেন।

বেতার-বার্ত্তা

অধ্যাপক দ্বিজেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্যের লোকান্তর

গত ... সংবাদ—লণ্ডনে বৃটিশ মিউজিয়ামে যেখানে ভারতীয় দ্বিজগণের ... আছে, সেইখানে সকলের কাছে ... একটা বোমা পাওয়া গিয়াছে। কেহ বলেন, মিউজিয়াম ধ্বংসের জন্য, কেহবা বলেন উহা একটা দাঙ্গা মাত্র।

একটী অজানিত লোক টেলিফোনে বলিয়াছে, ভারতীয় ছাত্রদের ভিতর এক বোমার আলোচনা হইতেছিল উহা তিনি পরোক্ষে জানিতে পারেন, এ সম্বন্ধে অনুসন্ধান চলিতেছে।

বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনীর

ভবানীপুর অধিবেশনে সভাপতি ... অভিভাষণ যাহা অভ্যর্থনা-সমিতি ... ছাপাইয়াছে, তাহা পাঠ না করিবার কারণ জিজ্ঞাসা করায় শ্রীযুক্ত ... বলেন, তাঁহার অনুপস্থিতিতে উহা পাঠ হইবে না। ৪র্থ পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়া দেখা যাইবে।

সাইকেলে পৃথিবী পর্য্যটন

পাঠকগণের স্মরণ থাকিতে পারে, ১৯২৬ সালের ১২ই ডিসেম্বর বিমল বাবু, আনন্দ মুখোপাধ্যায়, অশোক বাবু এবং আর একজন ঘোষ সাইকেলে যাত্রা করেন। ৪ জনের মধ্যে বিমল বাবু এখনও ভ্রমণ করিতেছেন, তাঁহার ৩০০০০ মাইল ভ্রমণ হইয়া গিয়াছে। তিনি বেলুচিস্থান, পারস্য, ইটালী, জার্ম্মানি, ফ্রান্স হইয়া লণ্ডনে আসিয়াছেন, লণ্ডন হইতে চলিয়া যাইবার জন্য একখানি গ্রন্থ রচনা করিতেছেন। তিনি সেই গ্রন্থ বিক্রয়লব্ধ অর্থ দ্বারা পথ খরচ নির্ব্বাহ করিবেন। তিনি লণ্ডনে তাঁহার বহু ভ্রমণ জনিত অভিজ্ঞতা অর্জ্জনের জন্য এফ, আর, জি, এস্ উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। দেড় উইন হইতে ইউরোপ পর্য্যন্ত সকলেই তাঁহাকে সম্মান দিয়াছেন, এখন লণ্ডন হইতে সাহারার মধ্য দিয়া আফ্রিকা মহাদেশ ভ্রমণ করিবার তাঁহার ইচ্ছা আছে। তথা হইতে অষ্ট্রিয়া, নিউজিল্যাণ্ড, জাপান, চীন হইয়া ফিরিবেন। পথমধ্যে তিনি অনেক বিপদের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছেন। অনেক বার তাঁহাকে ব্যাঘ্রাদি হিংস্র জন্তু কর্তৃক আক্রান্ত হইতে হইয়াছিল, ভগবানের কৃপায় রক্ষা পাইয়াছেন।

স্বাধীন ব্যবসায়

অষ্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী মিঃ ব্রুসেল বলেন যে সাম্রাজ্যের মধ্যে স্বাধীন অর্থাৎ শুল্কহীন বাণিজ্যের প্রচলন বিষয়ে অষ্ট্রেলিয়া কখনই মত দিবে না। অষ্ট্রেলিয়া নিজের ঘরের শিল্পোন্নতির জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছে এবং করিবে। অষ্ট্রেলিয়া সর্ব্বাগ্রে দেশোৎপন্ন দ্রব্যের বিক্রয়েই সাহায্য করিবে। বিলাতী দ্রব্য কিম্বা সাম্রাজ্যের অপর স্থানের দ্রব্যের স্থান স্বদেশী দ্রব্যের নীচে।

খ্রীষ্টান ভারত

ভারতবর্ষ, ব্রহ্ম ও সিংহলের এংলিক্যান গীর্জাসমূহে ১৯২৮ সালে নূতন প্রার্থনা পুস্তক ব্যবহৃত হইবার অনুমতি দেওয়া হইয়াছে। এই প্রার্থনাপুস্তক ব্যবহার বিলাতের ধর্ম্মযাজক সম্মিলনী মঞ্জুর করিয়াছেন। কলিকাতায় গীর্জ্জাসমূহে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে উক্ত প্রার্থনা পুস্তকই ব্যবহৃত হইবে।

বিলাতের পার্লামেণ্টে যে সমস্ত অংশ আপত্তি-জনক বোধ হইয়াছিল সে সকল অংশ পরিত্যক্ত হইয়াছে।

পার্লামেণ্টের বাতিলের পরও এই পুস্তক বিলাতের কোন কোন গীর্জ্জায় ব্যবহৃত হয়। কনভোকেশনে স্থির হইয়াছে যে স্থানীয় গীর্জ্জার কর্তৃপক্ষ অনুমোদন করিলে ইহা ব্যবহার করা যাইতে পারে।

জার্ম্মাণে দাঙ্গা

জার্ম্মানির হ্যাম্বার্গ সহরে পুলিশ ও কমিউনিষ্টদলের মধ্যে ভীষণ সংঘর্ষ হইয়া গিয়াছে। ইট ছোড়াছুড়ি এবং গুলিচালাচালি হইয়াছিল।

ডাকাতি

পুনার নিকট কালাম নামক গ্রামে ভীষণ ডাকাতি হইয়া গিয়াছে। একদল ডাকাত একজন ধনী চাষীর গৃহ আক্রমণ করে। বাড়ীর লোকে বাধা দেয়। ডাকাতেরা একজনকে খুন করে এবং ছয় জনকে আহত করিয়া লুণ্ঠনে প্রবৃত্ত হয়। জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট খবর পাইয়া একদল পুলিশ পাঠাইয়াছেন।

বোম্বাইয়ে কারখানা বন্ধ

পেটিট কোম্পানীর ... কারখানা বন্ধ হইবে বলিয়া শুনা যাইতেছে। বর্ত্তমানে ব্যবসায়ের অবস্থা অত্যন্ত খারাপ বলিয়া ... বন্ধ থাকিবে। ... বেকার থাকিবে। আরও কয়েকটী কারখানা মাসে আট দিন করিয়া বন্ধ থাকিবে।

বিলাতের রাজস্ব

যদি বিলাতে আয়কর হইতে বেশী আয় না হয় তাহা হইলে গত বৎসরের বাজেটে যাহা ধরা হইয়াছে তাহা হইতে আয় কম পড়িবে।

ষ্ট্যাম্প বিক্রয় হইতে আয়ও কম হইয়াছে। গত বৎসরে ... হইতে ১০ লক্ষ পাউণ্ড আয় হইয়াছে। এ পর্য্যন্ত এত আয় কোন বৎসর হয় নাই।

ভারতের রাজস্ব

ভারতের জমীর উপর ... নীতি অত্যন্ত কঠোর বলিয়া বিলাতের কেহ কেহ মত প্রকাশ করিয়াছেন। ভারতে শীঘ্রই আয়র্লণ্ডের ন্যায় একটা জমীদারবিরোধী দল গঠিত হইবে ইহাই তাঁহাদের আশঙ্কা।

সাহেবের মামলা।

যশোবন্ত নামক একব্যক্তি বোম্বাইয়ে এপোলোবন্দর পোষ্ট আফিসে ষ্ট্যাম্প বিক্রয় করেন। বিবি পামর তাঁহার নিকট ষ্ট্যাম্প কিনিয়া তাঁহাকে লাগাইয়া দিতে বলেন। তাহার টিকিট লাগান বিবির পছন্দমত না হওয়ায় পুনরায় লাগাইতে বলেন। তখন বন্ত বলেন যে ভদ্রতার খাতিরে তিনি একবার টিকিট লাগাইয়াছেন। বার বার লাগাইলে কাজের ক্ষতি হইবে। ইহাতে চটিয়া গিয়া বিবি ... সাহেবকে ডাকিয়া আনেন। সাহেব আসিয়া যশোবন্তকে মার ধর করেন। বোম্বাইয়ের প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে বিচার চলিতেছে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২৩শে মাঘ বুধবার—১৩৩৬

খাজা.বোকামো

'বসুমতী' পত্রে প্রকাশ যে, একটী নগণ্য প্রতিবাদ সভায় উকীল সত্যেন্দ্রনাথ বসু এম, বিএ মহাশয় নদীয়ার ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুর সমস্ত প্রমাণ অগ্রাহ্য করিয়া অন্যায় ভাবে মুসলমান-পল্লীকে শ্রীমায়াপুর বলিয়া ঘোষণা করায় তীব্রভাষায় তাহার প্রতিবাদ করেন। ইনি নাকি কলিকাতা হইতে আগত। ইঁহার বাড়ী খুলনা জেলায় মৌভোগ গ্রামে। ব্রজমোহন দাসের সহিত ইনি সম্পাদক। চতুর্থ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতের আসামী ব্রজমোহন দাসের উকিল স্বরূপ [illegible] তাঁহাকে নির্দোষ প্রমাণ করিবার জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন এবং বাড়ী বাড়ী তাঁহার জন্য ভিক্ষা সংগ্রহ করিয়া সেই মোকদ্দমা চালাইয়াছিলেন, আর ইহারা ইনি অন্য তিন জন সহকারী থাকায় উক্ত কার্য্যে এক্ষণে দাসের [illegible] হইয়া মায়াপুরের বিরুদ্ধ প্রবন্ধ লিখেন। নদীয়া জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুর অন্যায় ভাবে বিচার করিয়াছেন, একথা কথা বলিবার উকিল মহাশয়ের কতদূর অধিকার আছে, তাহা আমরা জানি না। তিনি ডিষ্ট্রিক্ট কমিশনার নহেন বা বোর্ডের মেম্বার নহেন বা প্রাদেশিক গভর্ণর নহেন, অথচ ম্যাজিষ্ট্রেটের সুচিন্তিত নিরপেক্ষ রায়কে গালাগালি দিবার বেলায় নিজেকে উপযুক্ত বোধ করেন। স্থানীয় পৌড়ামাতলার সভায় তাঁহার মিথ্যা প্রতিবাদের আমরা তদপেক্ষা যুক্তিযুক্ত ও অ ও স্পষ্টতর ভাষায় প্রতিবাদ করিতেছি। ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুরের নিকট উভয়পক্ষই প্রমাণ লইয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। তাহাতে নিরপেক্ষ ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুর কোন পক্ষের কথায় স্বীকার না করিয়া তাঁহার বিচার অনুসারে যে নিরপেক্ষতা দেখাইয়াছিলেন, উহাতে সাম্প্রদায়িক দলাদলি বৃদ্ধি করাইবার উদ্দেশ্যে সত্যেন্দ্র বাবু যে সকল উপদেশ পোড়ামাতলার সভাকারীগণকে দিয়াছিলেন, তাহাও বিশেষ ভাবে প্রতিবাদ যোগ্য।

সত্যেন বাবু মনে করেন যে, তাঁহার প্রতিবাদী কাগজে যাহা কিছু আন্দোলন করিয়া লিখিলেই তাহাই প্রতিবাদ বলিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুর গ্রহণ করিবেন। যে সত্যেন্দ্র বাবু শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাব কাল ১৩০৬ খ্রীঃ ও ১৪০৭ চৈতন্যদেবের অস্বীকার এবং বিধবা-বিবাহ প্রবর্তিত হইয়াছে, বিশ্বাস করেন, সেই সত্যেন্দ্রবাবুর বিশ্বাসকে গ্রহণ করিতে [illegible] নারাজ হইয়াছেন বলিয়াই তিনি অন্যায় ভাবে শ্রীধামের নাম বদল করিয়া দিয়াছেন—এরূপ অবৈধ দৌরাত্ম্যমূলক কথার সমর্থনীয় আপত্তি ও প্রতিবাদ আমরা করি দেখি।

এক সত্যেন্দ্র বাবু ব্রজমোহন দাসের পক্ষ সমর্থন করিতে গিয়া কাঁকড়ার মাঠে গৌরাঙ্গ দেবের জন্মস্থান নিরূপণ করিবার জন্য ব্যস্ত, সুতরাং তাঁহার কথা জনসাধারণ এবং গভর্ণমেণ্টের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ প্রলাপিত বাক্য-জ্ঞানে কখনই সমর্থন করিবেন না। অপপ্রমাণাদির জন্য যে সকল অবৈধ আবদার, তাহা নিরপেক্ষ বিচারক কখনই গ্রাহ্য করেন না। আমরা শ্রীধাম মায়াপুরের অধিবাসী; আমাদিগকে মুসলমান বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার অধিকার সত্যেন্দ্রবাবুর কোন দিন হইতে পারে শ্রীধাম-মায়াপুরকে বর্তমানকালে মুসলমান-পল্লী বলিয়া বলায় আমাদের প্রতি তিনি যে অত্যাচার ও দৌরাত্ম্য করিলেন, তজ্জন্য তাঁহার কিরূপ দণ্ড গ্রহণ করা আবশ্যক, তাহা শীঘ্র সমাজ চিন্তা করিতেছেন আছেন। শ্রীধাম মায়াপুরের বর্তমান অধিবাসী অধিকাংশই নিষ্ঠ হিন্দু, সুতরাং শ্রীধামকে মুসলমান-পল্লী বলা কতদূর অন্যায় , তাহা আইন জানা থাকিলে সত্যেন্দ্র বাবু অবশ্য বুঝিতে পারেন। সত্যেন্দ্র বাবু শ্রীমায়াপুরের ইতিহাস জানেন না বলিয়াই এরূপ অনভিজ্ঞতা প্রচার করিয়াছেন। শ্রীধাম প্রাচীন মায়াপুরে সহস্র বর্ষ হইতে অদ্যাবধি অধিবাসীগণের মধ্যে অধিকাংশ হিন্দুগণই অবস্থান করিয়া আছেন। গায়ের বড় কাজী পুত্র মিয়া [illegible] নামক একজন মুসলমান ঢাকা হইতে আসিয়া প্রাচীন শ্রীধাম মায়াপুরের বল্লাল-স্তূপের সান্নিধ্য প্রদেশে নিবাস স্থাপন পূর্ব্বক নিকটস্থ মুসলমানিক ভূমি সংগ্রহ করেন। মায়াপুরের বর্তমান অধিবাসী অহিন্দুগণের একমাত্র পূর্ব্বপুরুষ সেই রমজান [illegible] গাছিতে শ্রীধাম মায়াপুরে সরস্বতী ও গঙ্গার সঙ্গমস্থলে উপনিবেশ স্থাপন করেন। তাহা হইতে বর্তমানকালে ৮।৫ পুরুষ কতিপয় মুসলমানের বাস শ্রীধাম মায়াপুরে হইয়াছে। কিন্তু কলাপাতির মেম-চারু চাষার অনভিজ্ঞ ব্যবসায়ী সত্যেন্দ্র বাবু ও সদানন্দ বাবু এসকল কথা আদৌ জানেন না। তাঁহারা যদি "ভক্তির ভাব" নামক একখানি পরম মূল্যবান গ্রন্থ মস্তিষ্ক উত্তেজিত না করিয়া নিরপেক্ষ ভাবে স্থির ভাবে পাঠ করেন, তাহা হইলেই জানিতে পারিবেন যে, তাঁহারা কিরূপভাবে অতি স্বার্থ সাধনায় বিপথগামী হইয়াছেন। আদিম নদীয়ার কথা ও প্রতিষ্ঠিত প্রাচীন গ্রন্থ প্রভৃতি না পড়ার দরুণ কেদারেশ্বর ইস্তিরিয়ার বাবু ও সদানন্দ বাবু অন্ধকার মতের যে মণ্ডুককূপে ডুবিয়া আছেন তাহার প্রবৃত্তি হইয়াছে, সেই কূপ হইতে তাহারা উঠিতে পারিবেন, যদি তাঁহারা ঐ সকল প্রামাণিক গ্রন্থ স্থির ভাবে আলোচনা করেন। তখন আর কাকে কাণ লইয়া গিয়াছে বলিয়া কাকের পশ্চাতে দৌড়িয়া হাঁপাইতে হইবে না।

শ্রীমদ্ভাগবত মানব জাতিকে নিয়মসহ ও হিংসাশূন্য হইতে বলেন, সুতরাং নিরপেক্ষ ম্যাজিষ্ট্রেটের প্রতি অমর্য্যাদা সূচক বাক্য-বিন্যাসকরণ শাসনবাক্য প্রয়োগ আমরা আদর করিতে পারিলাম না। তবে পূর্ব্বেই সাবধান করিয়া দিতেছি যে, সদানন্দ বাবু, মেদার কুম, সত্যেন্দ্র বাবু ও কেদারেশ্বর বাবুপ্রভৃতি তাঁহাদিগের কুত্রিম নন্দনবন হিন্দু মুসলমানের মধ্যে সাম্প্রদায়িক বিরোধ সৃষ্টি না করেন। ব্রজমোহন দাস প্রভৃতি কয়েক ব্যক্তি শ্রীবৃন্দাবন অপেক্ষা অধিক [illegible] সম্পদকে যে প্রকার বিবাদ বাধাইবার জন্য উৎসাহিত করিয়াছিল এবং বামুনপুকুর দারোগা দলাদলিগণের দ্বারা যে প্রকার সাম্প্রদায়িক বিবাদ বাধাইবার চেষ্টা করিয়াছিল, সেই কথা লইয়া [illegible] মোহন দাস প্রভৃতি বর্তমান দ্বারা সাম্প্রদায়িক বিবাদ সৃষ্টি করা কখনই কর্ত্তব্য নহে। সত্যেন্দ্র বাবু ও সদানন্দ বাবু অবশ্যই জানিয়াছেন যে, সাম্প্রদায়িক বিবাদের পরিবর্তে সাম্প্রদায়িক শান্তি ও নিশ্চিন্ততার জন্যই শ্রীধাম মায়াপুর, বামনপুকুর ও নিকটবর্তী হিন্দু মুসলমান গ্রামসমূহের অধিবাসীগণ সকলেই চেষ্টিত। এ কথা স্মরণ না থাকিলে মকদ্দমা তিষ্ঠিবে না ইহা অবগত আছেন। কাল্পনিক ভাবে বহুকগুলি সহকারী কথার আবাহন যাহা করেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ ১২০ ধারার অভিযোগের অন্তর্গত, তাহা উকিল সত্যেন্দ্র বাবু বিবেচনা করিবেন।

ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুরের নিকট মায়াপুর-বিদ্বেষিগণের ভিতর হইতে [illegible] ন তাহার বিপক্ষদলের প্রমাণ অভাবে পরাস্ত হইবার অব্যবহিত পরেই শ্রীধাম মায়াপুরবাসিগণের উক্ত দিক প্রমাণ সেকশন বলিয়া প্রমাণ করিয়াছিল। একথা বোধ হয় সত্যেন্দ্র বাবু জানিয়াও জানা নাই বলিয়া ভাণ করিতেছেন। সুতরাং ইহা কি সত্যেন্দ্র বাবুর সত্য-প্রিয়তা? তিনি নামেও সত্যেন্দ্র, সুতরাং তাঁহাকে আমরা সত্য আশা করিতেই বলি। তিনি কায়স্থ-সন্তান হইয়া কায়স্থ কৌস্তভের প্রমাণ মানেন না, এবং জাতীয় গৌরব কলঙ্কিত করিবার জন্য কায়স্থবিদ্বেষিগণের [illegible] না হইলে নিরপেক্ষ ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুরকে অন্যায় ভাবে গ্রামের নামকরণ করিয়াছেন বলিবার সম্পূর্ণ মিথ্যা বাক্য বলিতে সাহসী হইতেন না। নদীয়া-প্রকাশ শুদ্ধ বর্ণাশ্রমীন, ব্রাহ্মণগণের সহিত উক্ত [illegible] গণের মুখপত্র হওয়া সত্ত্বেও নদীয়া জেলার মুসলমান, সুতরাং সকল সম্প্রদায়ই কয়েকটি [illegible] ব্যক্তির কাছে ঠিক থাকা ইত্যাদির মর্য্যাদা সাধারণ মর্য্যাদা—[illegible] মর্য্যাদা কখনই অনাদর করিতে পারে না। প্রাচীন কোলদ্বীপ কোথায়?—তাহারা একবারও কি আলোচনা করিয়াছে? কাজীর সমাধি, বল্লাল-দীঘি প্রভৃতি নবদ্বীপে ও চন্দ্রদ্বীপে প্রাচীন উঠাইয়া দিয়া কুলিয়া-পাহাড়ী [illegible] সমর্থন নাই, তবে সেই বর্ণের পরিচিত নবীন চেয়ারম্যান মহাশয় কেন বিপক্ষে গমন করেন, বুঝা যায় না। চেয়ারম্যান-সূত্রে আজকালকার অভিজাতবর্গের সঙ্কীর্ণতায় সদানন্দ বাবু আক্রান্ত হইলেন কেন?

শ্রীধাম-মায়াপুরে অধিবাসী আছেন হইয়াছে, তাহার অনুকরণে কাঁকড়ার মাঠের অধিবাসী কখনই অগ্রসর হইবে না। [illegible] স্বপ্ন মাত্র। [illegible] কখনই নিত্যধামকে স্বপ্ন হইতে কল্পনা পর্য্যন্ত অবতরণ করাইতে পারিবে না। [illegible] প্রাচীন [illegible] করিয়া দিবে সেই কাঁকড়ার মাঠে প্রাচীন [illegible] নবদ্বীপের [illegible] কোন [illegible] শ্রীধাম মায়াপুরের সহিত বিরোধ করিবার কোন অধিকার নাই। কেন না, সত্য যে পক্ষে, ভগবান সেই পক্ষে। সত্যই জয় হয়। [illegible] বা সরকারী অধিকার দিলে না। [illegible] বলেন—কপটতা থাকিলে প্রতিষ্ঠাদেবের দয়া হয় না। সাধুর অন্তরঙ্গ থাকে।

কাঁকড়ার মাঠকে প্রাচীন মায়াপুর বলিয়া প্রতারণা করা কি বর্তমান অধিবেশ দ্বারা সমর্থিত হইতে পারে? যাহারা পুনঃ পুনঃ দৌরাত্ম্য করিতেছে, সেই সকল লোকের চরিত্রের সন্ধান লইবার জন্য জন-সাধারণ কি একটী অনুসন্ধান-সমিতির ব্যবস্থা করিতে পারেন না? অবৈধভাবে দলাদলি করিবার জন্য কাঁকড়ার মাঠকে গৌরাঙ্গের জন্মস্থান বলিবার চেষ্টা কেন, কোন সময় হইতে কিরূপে উত্থিত হইয়াছে, তাহার সাময়িক ইতিহাস উদ্ঘাটিত হইলেই জানা যাইবে যে, শ্রীগৌরসুন্দরের অনুগমনকারী শুদ্ধ-ভক্তসম্প্রদায় ছলনাপূর্ব্বক প্রতিষ্ঠা সুবিধাবাদী অনুকরণকারীদের সঙ্কল্পের বিঘ্ন হইয়াছেন। কিন্তু সত্য-নিত্যধামই সত্য, প্রাচীন নদীয়ার গৌরব চিরদিনই সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে। শ্রীনবদ্বীপধাম-প্রচারিণী-সভার [illegible] সম্পাদক। [illegible] তাঁহারা [illegible] ৬০ [illegible] বৎসর ধরিয়া শ্রীগৌরভক্তগণের সাহায্যে যে সকল কার্য্য করিয়াছেন,তাহার

বাধা দিবার জন্য কোন প্রকার স্বভাব-বিশিষ্ট ব্যক্তি যত্ন করেন, সে বিষয় জনসাধারণ বিচার করুন। তাহা হইলেই জানা যাইবে যে, নদীয়ার পুরা গৌরব ঢাকা দিয়া বর্ত্তমান কালের হিংসা পরায়ণ জনগণের কথাকেই প্রবল করা যাহাদিগের উদ্দেশ্য, ঐ প্রকার তামস ব্যক্তিগণ কখনও সাত্ত্বিক স্বভাব বিশিষ্ট ভগবদ্ভক্তগণের সমশ্রেণীস্থ নহেন।

শ্রীধাম মায়াপুর প্রদর্শনী

পারমার্থিক বিভাগ (ভক্তিপথ)

৪। চিত্রপরিচয়—মুমূর্ষু অমোঘের প্রতি মহাপ্রভুর কৃপা ও উক্তি।

প্রতিপাদ্য ও শিক্ষণীয় বিষয়—

"সহজে নির্ম্মল এই ব্রাহ্মণ-হৃদয়।
কৃষ্ণের বসিতে এই যোগ্য স্থান হয়॥
মাৎসর্য্য-চণ্ডাল কেনে ইহাঁ বসাইলা।
পরম পবিত্র স্থান অপবিত্র কৈলা॥
সার্ব্বভৌম-সঙ্গে তোমার কলুষ হৈল ক্ষয়।
কল্মষ ঘুচিলে জীব কৃষ্ণনাম লয়॥
উঠহ, অমোঘ, তুমি লও কৃষ্ণনাম।
অচিরে তোমারে কৃপা করিবে ভগবান্॥"

৫। চিত্রপরিচয়—দশাবতার।

শিক্ষণীয় বিষয়—জীবের চিন্ময়ী বৃত্তির দশবিধ ক্রমোন্নতি-বিকাশের অনুরূপ সচ্চিদানন্দবিগ্রহ ভগবান্ বিষ্ণুর দশরূপে আবির্ভাব ও স্বীয় শক্তি-বৈচিত্র্যের ক্রমবিকাশ-প্রদর্শন দ্বারা কৃপা বিতরণ। যথা—

(১) জীবের নির্দ্দণ্ডাবস্থায় মৎস্যরূপি-বিষ্ণু
(২) জীবের বক্রদণ্ডাবস্থায়—কূর্ম্মরূপি-বিষ্ণু
(৩) জীবের মেরুদণ্ডাবস্থায়—বরাহরূপি বিষ্ণু
(৪) জীবের নরপশুভাবাবস্থায় নৃসিংহরূপি-বিষ্ণু
(৫) জীবের ক্ষুদ্রমানবাবস্থায় বামনরূপি বিষ্ণু
(৬) জীবের অসভ্যাবস্থায় পরশুরামরূপি-বিষ্ণু
(৭) জীবের সভ্যাবস্থায় রাঘবরূপি-বিষ্ণু
(৮) জীবের সম্পূর্ণ সভ্যাবস্থায় স্বয়ংরূপ কৃষ্ণ
(৯) জীবের তর্কনিষ্ঠাবস্থায়—বুদ্ধরূপি-বিষ্ণু
(১০) জীবের নাস্তিকাবস্থায়—কল্কি রূপি-বিষ্ণু

গ্রন্থপ্রচার

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের রচিত শ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃত নামক গ্রন্থ বঙ্গদেশের বহু ব্যক্তির ভক্তিপথের নিদর্শন হইয়াছে। পরলোকগত রায় বনমালি রায় বাহাদুর লিখিয়াছিলেন যে, শ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃত গ্রন্থখানি পাঠ করিয়াই তিনি ভক্তিপথের পথিক হইয়াছিলেন। কলিকাতা গৌড়ীয় প্রিন্টিংওয়ার্কস হইতে সম্প্রতি এই গ্রন্থের [illegible] সংস্করণ ছাপা শেষ হইল। প্রদর্শনীকালের মধ্যেই এই অমূল্য গ্রন্থ পাইতে পারিবেন। এই সংস্করণে গ্রন্থখানি শ্রীবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের ভূমিকা ও সূচী-সম্বলিত হওয়ায় পাঠকগণের পক্ষে আরও বহু মূল্যবান্ হইয়াছে। সকলেরই এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত।

জৈবধর্ম্ম হিন্দীসংস্করণ

শ্রীবৃন্দাবনের পণ্ডিত শ্রীমধুসূদন গোস্বামী মহোদয় সর্ব্বদাই শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয়ের রচিত জৈবধর্ম্ম গ্রন্থখানি নিকটে রাখেন এবং সেই গ্রন্থখানিই তাঁহার হৃদয়ের কীর্ত্তন করিবার সম্বল হয়, বলিতেন। তাঁহার সুযোগ্য পুত্র শ্রীযুত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গোস্বামী মহোদয় সম্প্রতি জৈবধর্ম্ম গ্রন্থখানি হিন্দী ভাষায় অনুবাদ করিয়া প্রচার করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি পত্রে জানাইয়াছেন, "আজ দশ বৎসর আমার একান্ত ইচ্ছা যে 'জৈবধর্ম্ম' নামক পুস্তকের হিন্দী অনুবাদ প্রকাশিত হইলে হিন্দীভাষাভিজ্ঞ লোকের বিশেষ উপকার হইবে।" এবিষয়ে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল প্রভুপাদের স্বীকৃতি উক্ত গোস্বামী-মহাশয়ের বিশেষভাবে বাঞ্ছনীয় হইয়াছে। তিনি শ্রীল প্রভুপাদের সম্মতি পাইলে বড় উপকৃত হইবেন, লিখিয়াছেন।

শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামী

[illegible] শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর [illegible] গোস্বামী প্রভুর [illegible] জীবনচরিত

মুদ্রিত হইয়া প্রদর্শনী উন্মুক্ত হওয়ার সময়েই পাঠকগণ ক্রয় করিতে পারিবেন।

সিদ্ধান্ত দর্পণ

গৌড়ীয় বেদান্তাচার্য্য শ্রীশ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু-বিরচিত শ্রীসিদ্ধান্তদর্পণ নামক সংস্কৃত গ্রন্থখানি ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের বঙ্গানুবাদ সহ শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। এই গ্রন্থে বেদান্তসিদ্ধান্তসকল সহজবোধ্য যুক্তি-মূলে বিচারিত আছে। শ্রবণেচ্ছুগণ ইহা পাঠে বিশেষ আনন্দলাভ করিবেন।

'চিত্রে নবদ্বীপ'

শ্রীনবদ্বীপের নয়টী দ্বীপের অন্তর্গত [illegible] ও তীর্থসমূহের বিবরণ-সহ একখানি অপূর্ব্ব গ্রন্থ 'গৌড়ীয় প্রিন্টিংওয়ার্কস' হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থখানি আর্ট-পেপারে উত্তম কালিতে ছাপা হইয়াছে। শ্রীধাম নবদ্বীপ সম্বন্ধে জানিবার সমস্ত বিষয়, বিশেষতঃ তীর্থসমূহ ক্রমানুসারে দর্শনের প্রণালী [illegible], মহাপুরুষগণের জীবন চরিত সংক্ষেপে থাকায় গ্রন্থখানি সনাতন ধর্ম্ম পিপাসু মাত্রেরই নিত্য [illegible] রূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। আমরা প্রদর্শনীর সময়েই এই গ্রন্থখানি প্রকাশিত দেখিতে পাইব বলিয়া আশা করিতেছি।

শ্রীমদ্ভাগবত-শ্রবণ-কীর্ত্তনে

অধিকার

(শ্রীপাদ [illegible] গোস্বামী লিখিত)

শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রবণাধিকার সকল বর্ণেরই আছে। শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করিয়া [illegible] বর্ণ-সাধক [illegible] লাভ করিবেন [illegible] অধি-

সাবে দীক্ষিত হন, তিনি আগম-লক্ষণ সম্পন্ন হইয়া ব্রাহ্মণ লক্ষণ বিশিষ্ট হন।"

"শম, দম, তপঃ, শৌচ, সন্তোষ, শান্তি, আর্জ্জব, জ্ঞান, দয়া, ভগবদ্ভক্তি ও সত্য,—এই কয়েকটী ব্রাহ্মণ-লক্ষণ,—

"শমো দমস্তপঃ শৌচং সন্তোষঃ ক্ষান্তিরার্জ্জবম্।
জ্ঞানং দয়াচ্যুতাত্মত্বং সত্যঞ্চ ব্রহ্মলক্ষণম্॥" (ভাঃ ৭।১১।২১)

এই বৃত্ত বা লক্ষণ বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ সাবিত্র্য সংস্কারের যোগ্য, কিন্তু সংস্কার গ্রহণের পূর্ব্বে সর্ব্বাগ্রে তাঁহার যাহা কার্য্য সেই ক্রিয়া, সাধারণে লোক বহিঃপ্রজ্ঞাদ্বারা লক্ষ্য করিতে পারে না। সে জন্য দীক্ষাদাতৃগণ পঞ্চরাত্রোক্ত বৈদিক বিধান অনুসারে দীক্ষা বিধানের অনুষ্ঠান দীক্ষাত্ত সমস্ত পাপ-নাশকারী সংস্কারসমূহ প্রদান করেন।

শ্রীযুক্ত [illegible] গোস্বামী ব্রাহ্মণের কুলে উদ্ভূত হইয়াছিলেন। তিনি আদর্শ কুলে উদ্ভূত হইয়াও শ্রীগুরুদেবের নিকট শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করিয়া সম্বন্ধ জ্ঞান রূপ দীক্ষা ও শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ রূপ শিক্ষা লাভ করিয়া,—"নিগমকল্পতরোর্গলিতং ফলং শুকমুখাদমৃতদ্রবসংযুতম্" এই উক্তি দ্বারা জীবন গঠন করিয়া শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তনকারী রূপে, [illegible] শ্রীবিষ্ণুর [illegible], সেখানে বর্ত্তমান [illegible] ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ শ্রীগোদ্রুমচন্দ্র মঠ প্রকটিত করিয়া শ্রীমদ্ভাগবত পাঠশালার পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, সেই [illegible] প্রাচীন কালে এই [illegible] গোস্বামী মহারাজ [illegible] জ্ঞান [illegible] দীক্ষিত ঋষির নিকট তাঁহাদিগের [illegible] বাক্যের নির্দ্দেশক হইয়া [illegible] পরমহংস [illegible] বলিয়া পূজ্য হইয়াছেন।

তিনি সূতপুত্র বা দৌহিত্র এবং দক্ষ [illegible] অধ্যাপক বক্তারূপে সেবা কীর্ত্তনকারী বলিয়া শৌনকাদি ঋষি-সম্প্রদায় তাঁহাকে পুরাণ, ইতিহাস ও ধর্ম্মশাস্ত্রের বক্তা মাত্র মনে করিয়াছেন। শ্রীযুত গোস্বামীর নিকট ভাগবত শ্রবণের সময়ে ঋষিগণ [illegible], জ্ঞান [illegible] পুরুষ অধোক্ষজ হয়। অধোক্ষজ শ্রীবিষ্ণু বস্তুতে অহৈতুকী ও অপ্রতিহতা সেবাবুদ্ধি বিশিষ্ট হইয়াছিলেন। ঋষিগণের ভাগবত শ্রবণের পূর্ব্ববর্ত্তী ও পরবর্ত্তী অবস্থাকে আমরা [illegible] ভাবাধ্যয়ে লক্ষ্য করিতে পারি।

যোগ্য বক্তার নিকট শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ সৌভাগ্য উদিত হইলে, সেই শ্রবণকারী, সম্বন্ধজ্ঞান লাভ করিয়া ক্রমে অক্ষজ [illegible] সেবা অধিকার [illegible] লাভ করিয়া

থাকেন। শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রবণাধিকার সকলেরই রহিয়াছে, কিন্তু শ্রবণ করিয়া যিনি সম্বন্ধ-জ্ঞান-বিশিষ্ট লব্ধদীক্ষ হন না, যিনি অক্ষজ জ্ঞান-নির্মুক্ত হইয়া অধোক্ষজের অহৈতুকী সেবাপর হন না, শ্রীযুক্ত গোস্বামী-প্রমুখ বংশকুলকে ব্রাহ্মণের কুলে আবির্ভূত মনে করিয়া বৃত্ত-ব্রাহ্মণতার অভাব স্থাপন মানসে শৌক্র ব্রাহ্মণ্য-অভাব স্থাপন করিয়া স্ব স্ব প্রাকৃত বিচার-মূলে অবজ্ঞা করিবার সুযোগ খুঁজিয়া বেড়ান; তাঁহারা কোন কালেই ভাগবত শ্রবণ করেন নাই বা কীর্ত্তনের যোগ্য নহেন। তাঁহাদের ভাগবত শ্রবণ আদৌ হয় নাই, শ্রবণ না করিলে কীর্ত্তন করিবেন কি? ভাগবত শ্রবণের ফল সম্বন্ধ জ্ঞান দীক্ষা লাভ। সুতরাং সম্বন্ধ-জ্ঞান বিহীন অদীক্ষিত ব্যক্তি সম্বন্ধ-জ্ঞান লাভ না হওয়া পর্য্যন্ত কেবল সাধুর মুখে ভাগবত শ্রবণ করিতে থাকিবেন। শ্রবণ ব্যতীত কীর্ত্তনের চেষ্টা বৃথা বাগাড়ম্বর মাত্র, উহাতে ভীষণ অমঙ্গলজাল উপস্থিত হইয়া থাকে। আত্ম-কল্যাণ-প্রার্থী জন কেহই একপ ধৃষ্টতা প্রকাশ করিয়া অযত্নে স্বীয় মস্তকে কুঠারা-ঘাত করেন না। শাস্ত্রীয় প্রমাণমূলে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠে অধিকারী ও অনধিকারী সম্বন্ধে পৃথক্ স্তরে সমালোচনার আশা রহিল। এখন কেবল ভাগবত ও শ্রীমদ্ভাগবতের কথা।

শ্রীধাম মায়াপুর নবদ্বীপ প্রদর্শনী

স্বেচ্ছাসেবকগণের জন্য আবেদন

এতদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণের নিকট আবেদন করা যাইতেছে যে, শ্রীচৈতন্যদেবের জন্মোৎসব উপলক্ষে আগামী ৩রা ফেব্রুয়ারী হইতে ১৭ই মার্চ্চ পর্য্যন্ত শ্রীধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপ ক্ষেত্রে একটা বিরাট্ প্রদর্শনী খোলা হইতেছে। এই উপলক্ষে লক্ষ লক্ষ যাত্রীর সমাগম হইবে। প্রদর্শনীর ব্যবস্থা, গঙ্গাস্নান ও নদী পারাপার প্রভৃতি বিষয়ে যাত্রিগণের সাহায্যের জন্য বহু সংখ্যক স্বেচ্ছাসেবকের প্রয়োজন। তজ্জন্য আমরা সর্ব্বসাধারণের নিকট প্রার্থনা জানাইতেছি যে, সাহায্য প্রদানেচ্ছু স্বেচ্ছাসেবক-গণ সত্বর প্রদর্শনীর সেক্রেটারীর নিকট স্ব স্ব নাম ও ঠিকানা জানাইয়া বাধিত করিবেন। প্রদর্শনীর কর্তৃপক্ষ স্বেচ্ছাসেবক-গণের উপযুক্ত আহার ও বাসস্থানের সমস্ত বন্দোবস্ত করিবেন। স্বেচ্ছাসেবকগণ স্ব স্ব শয্যা ও বস্ত্রাদি সঙ্গে আনয়ন করিবেন।

শ্রীকুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ
সেক্রেটারী, শ্রীধাম মায়াপুর-নবদ্বীপ-প্রদর্শনী
শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া অথবা ১নং উল্টাডাঙ্গা জংসন রোড, কলিকাতা।

জীবের প্রয়োজন কি

(শ্রীপাদ নরোত্তম দাসাধিকারী)

"জীবতীতি জীবঃ" অর্থাৎ যাহার জীবন আছে, তাহাই জীব। সুতরাং জীব বলিতে আমরা সাধারণতঃ দেব, মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ প্রভৃতি বুঝিয়া থাকি। বৃক্ষ, গুল্ম, লতা, প্রস্তরাদিরও জীবন আছে, একটু স্থির চিত্তে বিচার করিলে আমরা বুঝিতে পারি। বৃক্ষাদির জীবিতাবস্থা ও মৃতাবস্থা পর্য্যালোচনা করিলে, তদ্বিষয়ে আমাদের জ্ঞান স্পষ্ট হইতে পারে। স্যার জগদীশ চন্দ্র বসু এতদ্বিষয়ে বহু গবেষণাময় বৈজ্ঞানিক-তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন।

সাধারণ স্থূল বিচারে আমাদের বোধগম্য হয় যে—জীব যখন বহুপ্রকার, তখন তাহার প্রয়োজনও বিভিন্ন প্রকার হইবে, ইহা স্বতঃসিদ্ধ। বহু জাতীয় জীবের প্রয়োজন বস্তু কখনও এক প্রকার হইতে পারে না। আহার-নিদ্রা-প্রমুখ প্রয়োজন বস্তু বিভিন্ন প্রকার হইবেই, এমন কি এক জাতীয় জীবের মধ্যেও নানারুচি বশতঃ প্রত্যেকের প্রয়োজনের বিভিন্নতা লক্ষিত হইয়া থাকে। এক আহার্য্য বস্তু বিচার করিলে আমরা জানিতে পারি যে—আহার্য্য সকলেরই প্রয়োজন হইলেও, দেব, মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, বৃক্ষ, লতা, গুল্ম, প্রস্তরাদির আবশ্যক আহার্য্যের নানাত্ব প্রতীয়মান হয়, এমন কি এক মনুষ্যের মধ্যেও নানারুচিবশতঃ প্রত্যেকের প্রয়োজনীয় আহার্য্যের পৃথকত্ব দৃষ্ট হইয়া থাকে।

সাধারণ মানবগণ নিজেদের ভোগময় দেহ-মাত্রকে স্থূলদেহকেই আত্মা বা জীববুদ্ধি করিয়া থাকে। এই শ্রেণীর লোকের বিভিন্ন প্রকার প্রয়োজন-বস্তুর ধারণা পরিলক্ষিত হয়। গঞ্জিকাসেবী গাঁজার, মদ্যপায়ী মদের, লম্পট পরস্ত্রীর, ধূমপায়ী তামাকের প্রয়োজন বোধ করে এবং তত্তৎ বস্তু প্রাপ্তির নিমিত্ত যত্ন করিয়া থাকে। কেহ বা 'ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ যাবজ্জীবেৎ সুখং জীবেৎ' হেতু প্রয়োজন বোধ করেন; তাঁহাদের ধারণা এই যে—যদি অর্থের অভাব থাকে, তবে ঋণ করিয়াও ঘৃত পান করিবে, তাহা হইলে শরীর সুস্থ এবং সবল থাকিবে, সুতরাং আনন্দে জীবন যাপন করিতে পারিবে। ঋণ শোধ করিবার জন্য কোনরূপ যত্নের আবশ্যকতা নাই। কারণ 'ভস্মীভূতস্য দেহস্য পুনরাগমনং কুতঃ' অর্থাৎ পরকাল বা পুনর্জন্ম নাই, সুতরাং ঐ ঋণশোধ না করা হেতু পাপভোগের সম্ভাবনা থাকিতে পারে না। ইংরাজী ভাষাতেও এবংবিধ একটি কথা দেখিতে পাওয়া যায়—"ইট্, ড্রিঙ্ক, এ্যাণ্ড বি মেরি" অর্থাৎ এই জন্মই যখন সব, ইহার পরে যখন আর জন্ম নাই, তখন পানাহারে মত্ত হইয়া আনন্দ কর। আবার কেহ কেহ বলেন পরজন্ম আছে, সুতরাং পরজন্মের সুখ-সুবিধার জন্য কিছু কিছু করা আবশ্যক। তাঁহারা ইহজন্মের কর্ম্মানুসারে পরজন্মের চিন্তা করিয়া তদনুকূলে নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন; ইঁহাদিগকে কর্ম্মী বলা হয়। ইঁহাদের প্রয়োজন ত্রিবর্গ অর্থাৎ ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম। ধর্ম্ম অর্থাৎ পুণ্য—পরজন্মের সুখসুবিধার জন্য প্রয়োজন, সুতরাং পুণ্যজনক কর্ম্ম যথা,—ব্রত, দান, তপস্যা, পুষ্করিণীখনন, পথ নির্ম্মাণ, পান্থশালা প্রস্তুত, দাতব্যচিকিৎসালয় স্থাপন, আতুর শুশ্রূষা, অনাথাশ্রম প্রতিষ্ঠা, দেশসেবা প্রভৃতি বহু বহু সৎকর্ম্মের আবাহন প্রয়োজন বোধ করেন। ইহ জগতে জীবিতকাল পর্য্যন্ত অর্থ ও কাম ভোগের জন্য তাহার আবশ্যকতা স্বীকার করেন। অর্থ—যাহা দ্বারা ইহ জগতে আত্মীয়স্বজনের ইন্দ্রিয়তৃপ্তিকর দ্রব্যাদি সংগৃহীত হইয়া থাকে। কাম—বাসনা পূর্ণকরণ। প্রত্যেকের বাসনা বহু প্রকার থাকে। কেহ কেহ বাসনা নিজ চেষ্টায় পূর্ণ করিতে যত্ন করিয়া থাকে এবং বাকিগুলি পূর্ণ করিবার জন্য বিভিন্ন দেবদেবীর পূজার আবশ্যকতা স্বীকার করে, যেমন—পুত্রার্থে ষষ্ঠী পূজা, ধনার্থে লক্ষ্মী পূজা, বিদ্যার্থে সরস্বতী পূজা, বিঘ্ননাশ নিমিত্ত গণেশ পূজা ইত্যাদি।

পাশ্চাত্য শিক্ষিত সুধী ব্যতীত আমাদের আর একটী সূক্ষ্ম দেহ আছে, তাহাকে লিঙ্গ দেহ বলে—তাহা মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কারাত্মক। জগতে সেই লিঙ্গ দেহে আত্মা বা জীব বুদ্ধি সম্পন্ন আর এক শ্রেণীর লোক দুঃখ হইতে মুক্তি চাহেন। তাহাদের বিচার এই যে—জন্ম অর্থাৎ পাঞ্চভৌতিক স্থূলদেহ প্রাপ্তি আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক এই ত্রিতাপের মূল। আধ্যাত্মিক তাপ দ্বিবিধ, যথা—শারীর ও মানস। বাত, পিত্ত ও কফ এই ধাতু-ত্রয়ের বৈষম্য হইতে উৎপন্ন দুঃখকে শারীর তাপ এবং কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য, বিষাদ, ভয়, বিরহ, অশোকাদি হইতে উৎপন্ন দুঃখকে মানস তাপ কহে। গ্রহাদির আবেশ ও যক্ষরাক্ষসাদি হইতে উৎপন্ন দুঃখকে আধিদৈবিক তাপ এবং মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট, সরীসৃপাদি হইতে উৎপন্ন দুঃখকে আধিভৌতিক তাপ বলে। মরিয়া সব ফুরাইয়া যায় না বা পুণ্য কর্ম্মের দ্বারা পুনর্জন্মের হস্ত হইতে নিস্তার পাওয়া যায় না, পুনরায় কর্ম্মফল অনুসারে জন্ম গ্রহণ করিতে বাধ্য হইতে হয় এবং জন্মান্তরে হইলেই ত্রিতাপভোগ অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়ে। সুতরাং 'আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তিরেব মোক্ষঃ'—এতদেব প্রয়োজনম্' অর্থাৎ দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তিরূপ মোক্ষলাভই প্রয়োজন, যাহাতে পুনরায় জন্ম গ্রহণ করিতে না হয়। এবংবিধ বিচারকারী বিচার অবলম্বন করত তাঁহাদের চতুর্থ বর্গ মোক্ষ-সাধন-পথ আবিষ্কৃত হইয়া থাকে। এতাদৃশ মুনিগণের মধ্যে কেহ শ্রীশঙ্করোপদিষ্ট জ্ঞান-পথ, কেহ পাতঞ্জলোক্ত যোগপথ, কেহ বা বুদ্ধ-প্রচারিত শূন্যবাদ অবলম্বন করিয়া প্রয়োজনলাভে যত্নবান হন। (ক্রমশঃ)

বাঁকুড়া প্রচার

বাঁকুড়া ২৬।১।৩০

বাঁকুড়ার অন্তর্গত গবর্ণমেণ্ট পেন্সনার শ্রীযুক্ত কেদার নাথ পাল মহাশয় পত্র দ্বারা জানাইতেছেন—'শ্রীগৌড়ীয় মঠের অন্যতম প্রচারক পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরগোবিন্দ বিদ্যাভূষণ মহোদয় কাত্যায় রক্ষচারিব সমভি-ব্যাহারে গত ২৪।১।৩০ শ্রীআরনামের দিবসে স্থানীয় ধর্ম্মশালায় হরিকথা কীর্ত্তন ও বর্ত্তমান জগতের একমাত্র সনাতন ধর্ম্ম-সংরক্ষক আচার্য্য পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের হরিভক্তি-প্রচারণী শ্রীধাম মায়াপুর প্রদর্শনীর পারমার্থিক প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বহু জ্ঞানগর্ভ বিষয় বর্ণন করায় অনেকেই প্রদর্শনীতে যাইবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন। স্থানীয় শ্রীযুক্ত উপেন্দ্র নাথ সেন মহাশয়ের সেবা প্রবৃত্তি বিশেষ প্রশংসনীয়।'

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

[illegible] খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

[illegible] মূল্য [illegible] ভিক্ষা।

১৭২৪ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে,

সপ্তচত্বারিংশ খণ্ডে সূচী ছাপা হইতেছে।

[illegible] খণ্ড নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে [illegible] সাধারণ পক্ষে [illegible]। [illegible] সাধারণ পক্ষে ।৫০, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ।০।

দশম স্কন্ধের [illegible] ১২, [illegible] সাধারণের পক্ষে ৮৲।

[illegible] একাদশ সংখ্যা ছাপা হইয়াছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

"শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত"

সূচী প্রভৃতি সহ সম্পূর্ণ ছাপা শেষ হইয়াছে

আদি, মধ্য, ও অন্ত্যলীলা এবং সূচী ছাপা হইয়া সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে। [illegible] ১০ [illegible] তৃতীয় সংস্করণ ৪ টাকায় [illegible] হইয়াছিলেন, তাঁহাদের [illegible] ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছেন। সেই ১০ টাকার এত বিরাট গ্রন্থের [illegible] টাকা ভিক্ষায় দেওয়া হইতেছে। [illegible] আর এ সুযোগ [illegible] না।

[illegible]

শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

সভাষ্য আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র গ্রন্থ ৮৲ স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲

নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪॥০ টাকা

শ্রীধাম মায়াপুর ও নবদ্বীপ প্রদর্শনীতে

শ্রীধর ভাণ্ডার, ঢাকা।

[illegible] শ্রীধর ভাণ্ডার শ্রীধাম-মায়াপুরে [illegible] ঢাকার বিখ্যাত মসলিন ও নানাবিধ [illegible] ধুতী, [illegible] শাড়ী ধুতী, জামদানী শাড়ী [illegible] নানাপ্রকার [illegible] শ্রীধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপ প্রদর্শনীতে [illegible] এবং [illegible] হইতে আগত দর্শক ও [illegible] পারিবেন। [illegible] সুলভ [illegible] বুঝিতে [illegible]।

প্রদর্শনীর ঠিকানা—

শ্রীধর ভাণ্ডার স্টল

শ্রীধাম মায়াপুর-নবদ্বীপ-প্রদর্শনী

পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর (নদীয়া)

শ্রীধর ভাণ্ডার [illegible] নবাবপুর, ঢাকা।

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত ভক্তি গ্রন্থাবলী

যে সব উৎকলবাসী ভক্ত বাংলা অক্ষর পড়িতে জানেন না, তাঁহাদের শ্রীশ্রী[illegible] প্রচারিত পরম উপাদেয় [illegible] জানিবার [illegible] উপস্থিত। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে উড়িয়া-অক্ষরে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হইয়াছে [illegible] অপেক্ষাকৃত অল্প।

গ্রন্থের নাম	ভিক্ষা
শ্রীহরিনাম চিন্তামণি, [illegible]	॥০
একত্রে [illegible] লইলে	১৲
সাধন পথ, [illegible]	।০
একত্রে [illegible] লইলে	৷০
কল্যাণ কল্পতরু [illegible]	৵০
একত্রে [illegible] লইলে	।০
গীতাবলী [illegible]	৵১০
একত্রে [illegible] লইলে	৶১৫
শরণাগতি [illegible]	৴০
একত্রে [illegible] লইলে	৶৫

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ, কটক এবং শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, পুরী

[illegible]

নিম্নলিখিত মঠসমূহে প্রাপ্তব্য:

১। শ্রী[illegible] মঠ, [illegible], নদীয়া।
২। শ্রী[illegible] মঠ, [illegible] পোঃ, বর্দ্ধমান।
৩। শ্রী[illegible] প্রেস, [illegible], নদীয়া।
৪। শ্রী[illegible] মঠ, [illegible] রোড, কলিকাতা।
৫। শ্রী[illegible] মঠ, [illegible], পুরী।
৬। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ, [illegible], কটক।
৭। শ্রী[illegible] মঠ, [illegible], মেদিনীপুর।
৮। শ্রী[illegible] গৌড়ীয় মঠ, [illegible], কাশী, ইউ, পি।
৯। শ্রী[illegible] মঠ, [illegible], বৃন্দাবন, মথুরা, ইউ, পি।
১০। শ্রী[illegible] মঠ [illegible], [illegible], ইউ, পি।
১১। শ্রী[illegible] গৌড়ীয় মঠ, [illegible], কর্ণাল, পাঞ্জাব।
১২। শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠ,—[illegible] নবাবপুর রোড, ঢাকা।
১৩। শ্রী[illegible] মঠ, [illegible], ঢাকা।
১৪। শ্রী[illegible], [illegible] পোঃ, বর্দ্ধমান।
১৫। শ্রী[illegible] মঠ,—[illegible], [illegible] পোঃ, মানভূম।
১৬। শ্রী[illegible] গৌড়ীয় মঠ,—[illegible], [illegible] পোঃ, পুরী, উড়িষ্যা।
১৭। শ্রীগৌড়ীয় মঠ [illegible]

এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণের নিকটও নদীয়া-প্রকাশ প্রাপ্তব্য।

১। শ্রীযুক্ত [illegible] রোড, খুলনা
২। শ্রীযুক্ত রাধাচরণ গোস্বামী [illegible] দেওয়ানগঞ্জ, [illegible] কুচবিহার।
৩। শ্রীযুক্ত রামরঞ্জন রায় —১৬/২নং শ্রীগোপাল মল্লিক লেন, কলিকাতা
৪। [illegible] এম, এম, [illegible], কানপুর।
৫। শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী [illegible] স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া
৬। শ্রী[illegible] অধিকারী, [illegible]।
৭। শ্রী[illegible] —[illegible] প্রেস, নবাবপুর, ঢাকা।
৮। শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ [illegible], বেড়াচাপা, ২৪ পরগণা।

শ্রী[illegible] চট্টোপাধ্যায় এ, এ[illegible] এম, ধানবাদ

[illegible] সেইমত মায়া পাশে ডুবি মরে

শ্রীচৈতন্যমঠের গ্রন্থাবলী

শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুর বিরচিত
ভক্ত গ্রন্থাবলী।
উৎকৃষ্ট কাপড়ে বিলাতী ধরণে বাঁধাই
স্বর্ণালঙ্কৃত। চতুর্থ সংস্করণ। বিস্তৃত বিষয়সূচীসহ

জৈবধর্ম্ম

বাঁধাই ২৲ দুই টাকা

প্রকাশিত হইয়াছে

সনাতন সম্প্রদায় বেদ, বেদান্ত, উপনিষৎ গীতা, শ্রীমদ্ দর্শন, পুরাণ, তন্ত্রাদি সকল গ্রন্থ পাঠ করিবার অবসর অতি অল্প মানবের ঘটিয়া থাকে। অনেকের যোগ্যতা না থাকায় সেই সমস্ত গ্রন্থের মর্ম্ম অবগত হইতে পারেন না। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বাঙ্গালীর এই অসুবিধা দূরীভূত করিবার জন্য এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

বিদ্যালয়ের ছাত্র বা শিক্ষকগণের বিশেষ পাঠ্য, এই হেতু শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টর বাহাদুর উহা সমস্ত বিদ্যালয়ের জন্য অনুমোদন করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

প্রথম খণ্ড ভিক্ষা ১৲ এক টাকা

যুক্তিপূর্ণ শাস্ত্রবাক্য দ্বারা প্রত্যেক মানবের নিত্য কর্ত্তব্য ও অনিত্য সাময়িক কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। গ্রন্থের প্রতি উক্তি সনাতন শাস্ত্রবাক্য দ্বারা সমর্থিত ও প্রমাণিত হইয়াছে। দেহের, মনের ও আত্মার ধর্ম্ম কি? স্বদেশ, সমাজ, নীতি, ধর্ম্ম কি? ইত্যাদি বিষয় ক্রমানুসারে এমন সুন্দরভাবে সুশৃঙ্খলে আলোচিত হইয়াছে যে, প্রথম পৃষ্ঠা হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত পাঠ না করিয়া নিবৃত্ত হওয়া যায় না।

শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ভিক্ষা ৷৵০

ঐ প্রমাণ খণ্ড ভিক্ষা ৷৵০

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিহার ও লীলাভূমি নয়টী দ্বীপ-সমন্বিত। এই নব দ্বীপের প্রাচীন বিবরণ—প্রত্যেক দ্বীপে শ্রীমহাপ্রভুর লীলা, প্রত্যেক দ্বীপের পরিচয়, শ্রীধাম-মাহাত্ম্য—ধামাপরাধ কি? ইত্যাদি বিষয় বিশেষভাবে মনোহর ছন্দে বর্ণিত। পকেট সাইজ প্রায় ৯০ পৃষ্ঠা।

শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ

উজ্জ্বল ব্রোঞ্জ কালীতে উত্তম কাগজে ছাপা—শ্রীনবদ্বীপধাম দর্শনে ভাবুক দর্শনকারীর কি প্রকার ভাবের উদ্গম হয়, তাহা এই গ্রন্থে বর্ণিত। অতি চমৎকার। ভিক্ষা চারি আনা।

শ্রীভজনপথ

৷৵০ দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভুর উপদেশচ্ছলে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে ভক্তগণের অনুকূল ও প্রাঞ্জল টীকার অতি সুন্দরভাবে ব্যক্ত হইয়াছে। তদ্ভিন্ন শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদিষ্ট শিক্ষা ও উপদেশ বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব-জগতে অভিনব গ্রন্থ!!
শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতি-গ্রন্থাবলী :—

শরণাগতি

পকেট সাইজ
অষ্টম সংস্করণ
ভিক্ষা ৵০ আনা

দেহ ও মনের চেষ্টা অনিত্য বস্তু লইয়া—তাহা যখন জীব বুঝিতে পারে, তখন একমাত্র নিত্য বস্তু শ্রীভগবানের প্রতি তাহার কোন জাতীয় আবেগময়ী প্রার্থনা হয় এবং শ্রীভগবানে সর্ব্বান্তঃকরণে নিষ্কপটে কি প্রকারে শরণাপন্ন হইতে হয়, ইত্যাদি বিষয়ক প্রাণস্পর্শী প্রার্থনা ও আত্মসমর্পণমূলক গান। ভিড়িয়া সুবর্ণে প্রকাশিত হইয়াছে।

ভিক্ষা প্রতি খণ্ড ৵০ এক আনা

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা—৵০, নবদ্বীপশতক—৵০
অমৃতাষ্টক—৵০

কল্যাণকল্পতরু

পকেট সাইজ
পঞ্চম সংস্করণ
ভিক্ষা ৶১০

আমরা প্রত্যহ নূতন অভাব ও কামনার বশবর্ত্তী হইয়া পুনঃপুনঃ যে অকল্যাণকে কল্যাণ বলিয়া গ্রহণ করি এবং যাহার নিকট কল্যাণ কামনা করি তিনি যে নিত্য বা যথার্থ কল্যাণ প্রদানে অসমর্থ এবং কোন বস্তু আমাদের নিত্য কল্যাণপ্রদ এবং কি ভাবে আমরা সেই কল্যাণলাভে সমর্থ হইব এই সকল কথা সরল গানে লিখিত। এই গীতিগ্রন্থ বাস্তবিক কল্যাণের কল্পতরু, যিনি প্রত্যেককে নিত্যকল্যাণ দিবেন।

শ্রীল চক্রবর্ত্তি ঠাকুরের টীকা সহ

শ্রীমদ্‌ভগবদ্গীতা

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠাকুর কৃত টীকা ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কৃত বঙ্গানুবাদ। টীকাকারের জীবনী, শ্লোক-সূচি বিষয়সূচি প্রভৃতি সহ প্রয়োজনীয় বিষয় সংবলিত প্রায় ৮২৫ পৃষ্ঠা। উৎকৃষ্ট সিল্কে বাঁধাই ২৲ দুই টাকা, কাগজে বাঁধা ১॥০

শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ কৃত ভাষ্য সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

কাগজ ও ছাপা উৎকৃষ্ট। সিল্কে বাঁধাই, সোণার জলে নাম লেখা রাজসংস্করণ ২ টাকা, সাধারণ সংস্করণ ১॥০, গৌড়ীয়ের গ্রাহকপক্ষে ১।০

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি (সম্প্রদায়কোষগ্রন্থ)

বিষয়: ১। ভক্তিশাস্ত্রে ব্যবহৃত শব্দাবলীর অর্থ, ২। চারি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের চরিত্র, ৩। বৈষ্ণবসম্প্রদায়াশ্রিত গ্রাম নগর ও তীর্থাদির বিবরণ, ৪। বৈষ্ণবগ্রন্থ ও গ্রন্থকারগণের নাম ও বিবরণ, ৫। বিষয় বিশেষের শ্লোক ও শাস্ত্রীয় আকরসূচী যাবতীয় তথ্য। চারিখণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ১ম খণ্ড ১৲, ২য় খণ্ড ১৲, ৩য় খণ্ড ১৲, ৪র্থ খণ্ড ১৲ চারিখণ্ড একত্রে ৩৲ (যন্ত্রস্থ)।

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ

—১ম খণ্ড ১৲ এক টাকা
২য় খণ্ড ১৲ এক টাকা—শ্রীমদ্ভাগবতের গ্রাহক ও গৌড়ীয় গ্রাহকগণ ১০ টাকায় দুই খণ্ড পাইবেন। একাধারে শ্রীমজ্জীব গোস্বামিপাদের রচিত গ্রন্থ। ইহাই ষট্‌সন্দর্ভের অধিক প্রয়োজনীয় অংশ। প্রতি খণ্ড ডবল ক্রাউন ৮ পেজি ৯৫ পৃষ্ঠা আকারে মুদ্রিত হইতেছে।

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য সঙ্কলিত

সদাচারস্মৃতিঃ

ভিক্ষা ৵০ মাত্র

গৌড়ীয়

রেজেষ্টার্ড

মদন মঞ্জরী

বটিকায় স্বপ্ন ও বাত্যাদিকের ইন্দ্রিয়শক্তির হ্রাস, প্রস্রাবে শুক্রপাত, দৌর্ব্বল্য, মাথা ঘোরা, বুক ধড়ফড়ানি, কটিদেশে বেদনা প্রভৃতি লক্ষণ সত্বর নির্দ্দোষ আরোগ্য হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ৩০ বটী ১৲ এক টাকা।

"নপুংসকারি ঘৃত"

পুরুষত্বহানি রোগে বহিঃপ্রয়োগ দ্বারা আরোগ্য করিয়া শক্তিসম্পন্ন করে। মূল্য ২ তোলা ১৲ টাকা।

"রমণবিলাসিনী বটিকা"

বীর্য্যধারণ করিতে ও স্তম্ভন শক্তি বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয়। মূল্য ১৬ বটী ১৲ এক টাকা।

রাজবৈদ্য নারায়ণজী, কেশবজী
১৭৭নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

বিজ্ঞাপন

সাবধান! সাবধান!! সাবধান!!!

জে, বি, দত্তের চোলাশিশি বাদাম তৈল

আদি ও অকৃত্রিম এবং উপকারিতায় সর্বজন পরিচিত ও বহু প্রশংসিত।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী *J. B. Datta & Co.* নাম খোদা দেখিয়া খরিদ করিবেন। নতুবা প্রতারকগণ কমদামের কৃত্রিম তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে।

বিনীত জে, বি, দত্ত

ফেরাস কুইনিন

নূতন এবং পুরাতন ম্যালেরিয়ার যম

ইহাতে উপযুক্ত মাত্রায় আর্সেনিক, হাইড্রোক্লোরিক কুইনিন, আয়রণ প্রভৃতি মিশ্রিত আছে।

এই ঔষধ সেবনে যাঁহার উপকার দর্শিবে একটী বা দুটী দ্রব্য সেবনের ক্রমে বহু শিশির ম্যালেরিয়া জ্বর দূর হয় এবং উহার পুনরাক্রমণ হয় না। ... ম্যালেরিয়া পথ্য অনুসরণ করিতে হয়। ... প্রাপ্তি স্থান—... ... কলিকাতা ...

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (প্রাচীন নবদ্বীপ) নদীয়া

পর: বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

এখানে আহার এবং বাসস্থান দিয়া ছাত্রদিগকে বিবিধ শিক্ষণীয় বিষয় শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। অনেক ছাত্র ভারতের নানা স্থান হইতে আসিয়া পাঠ আরম্ভ করিয়াছেন। গতবৎসর এখানকার সকল ছাত্রই গবর্নমেণ্ট সংস্কৃত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

প্রধান অধ্যাপক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রচন্দ্র বাবা ব্যাকরণ-সাংখ্য-বেদান্ত-ষড়্দর্শন-তীর্থ, কাব্যব্যাকরণ, বেদান্তরত্ন, সাহিত্যশাস্ত্রী, ন্যায়ব্যাচস্পতি

অধ্যাপক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গৌরদাস ব্রহ্মচারী ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীধাম মায়াপুর পরবিদ্যাপীঠ, নদীয়া।

বেদনাঞ্জন

শ্রেষ্ঠরত্ন।

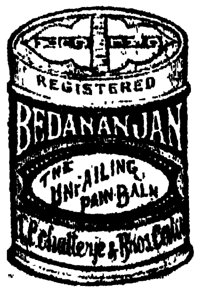

কলিকাতা কংগ্রেস এক্‌জিবিসন হইতে বহু প্রশংসা প্রাপ্ত ও বহু গণ্যমান্য ভদ্রলোকদিগের প্রশংসিত।

আজকাল বাজার-চলন মিশ্রিত ও বিষাক্ত আহার্য সেবনে শরীরের রক্ত স্বতঃই দোষিত হইয়া পড়িতেছে। এবং সকলেরই কোন না কোন উপসর্গ, এই রক্ত দোষিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মাথাধরা, বেদনা, মাথাঘোরা, মাথা ভোরা, দৃষ্টিশক্তির হ্রাস, দাঁতের গোড়া ফুলা, দাঁত কনকনানি, দাঁতে পোকা এবং বাত, চুলকানি প্রভৃতি কষ্টদায়ক উপসর্গে আক্রান্ত হইতেছে। যদি আপনি একান্তই ব্যাধিমুক্ত হইতে চান, তাহা হইলে অযথা পয়সার অপব্যয় না করিয়া অল্প দামে এক শিশি বেদনাঞ্জন ক্রয় করিয়া উহার কার্যকারী-শক্তি উপলব্ধি করুন। ... মূল্য ... এক শিশি ... আনা মাত্র ... স্বতন্ত্র।

প্রোপ্রাইটার—এ, সি, চাটার্জ্জী এণ্ড ব্রাদার্স।

... নং ... কলিকাতা

সকল মনিহারী দোকানে ও বড় বড় ডাক্তারখানায় পাওয়া যায়।

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

যদিও অদ্যাপি প্রকৃত মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য, তথাপি যাঁহারা নানাবিধ অনিয়মিত উপায়ে অস্বাভাবিক শক্তি নষ্ট করিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন এবং নানা প্রকার মেহ, প্রমেহ ধাতুদৌর্বল্য, স্নায়বিক দুর্বলতা, বহুমূত্র, স্বপ্নদোষ, পারদ সংক্রান্ত পীড়া, অর্শ এবং স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে যাঁহারা বাধক, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, সূতিকা, শ্বেত ও রক্তপ্রদর, হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি রোগে ভুগিয়া জীবনে নিরাশ হইয়াছেন, তাঁহারা আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটার সাহেবের আবিষ্কৃত ইলেক্‌ট্রিক সলিউসন ব্যবহার করিয়া বাঁচিতে পারেন, তাহার শত শত প্রমাণ প্রতি বৎসরেই পাওয়া যাইতেছে। যাঁহারা অন্যান্য নানাবিধ ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরোগ্য হইতে পারেন নাই, তাঁহারা একবার এই ঔষধটী ব্যবহার করিয়া দেখুন; এক মাসের ব্যবহারোপযোগী এক শিশি ঔষধ ডাকমাশুল ... টাকা মাত্র।

সোল এজেণ্ট—ডাঃ ডি, ডি, হাজরা।

... পুর, গার্ডেনরিচ পোষ্ট, কলিকাতা।

ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

অধ্যক্ষ

শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম,এ, এফ,সি,এস (লণ্ডন)

ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক

(প্রফেসার)

আয়ুর্বেদীয় ঔষধ বিশুদ্ধ ও শাস্ত্রমতে নিজ তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হয়। পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ক্যাটালগ পাঠান হয়। রোগের বিবরণ জানাইলে যত্নপূর্ব্বক ব্যবস্থা দেওয়া হয় ও চিঠি পত্রাদি সম্পূর্ণরূপে গোপন রাখা হয়।

মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দুর)

(বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৪৲ টাকা

উৎকৃষ্ট স্বর্ণ, পারদ ও আমলাসার গন্ধক দ্বারা যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। নিত্য প্রয়োজনীয় সর্ব্বরোগনাশক মহৌষধ।

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৬৲ টাকা

উৎকৃষ্ট কাশীর আমলকী, নবমালতী প্রভৃতি যাবতীয় উপাদানে পূর্ণ মাত্রায় যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। কাস, শ্বাস, যক্ষ্মা, ক্ষয়রোগ, হৃদরোগ প্রভৃতি রোগের মহৌষধ। ... পুষ্টিকর মহৌষধ ...।

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬৲ টাকা

ইহা সেবনে ধাতুদৌর্বল্য, শুক্রতারল্য, স্বপ্নদোষ, প্রমেহ ও ধ্বজভঙ্গ সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায়। ইহা অপরিসীম আনন্দদায়ক রসায়ন।

অবলাবান্ধব যোগ

প্রদর, বাধক প্রভৃতি জরায়ুদোষ ও যোনিগত দুরারোগ্য রোগের মহৌষধ।

মূল্য—১৬ মাত্রা ২৲ টাকা। ৫০ মাত্রা ৫৲ টাকা মাত্র।

বিশুদ্ধ জল! ভয় নাই! বিশুদ্ধ জল!!

লক্ষ্মী টিউব-ওয়েল কোং

২০৫নং নবাবপুর, ঢাকা

... নব আবিষ্কৃত ... বৈজ্ঞানিক ... প্রণালীতে নলকূপ (Tube well) ... মহকুমা ... প্রাইভেট সেক্রেটারী, ... ম্যাজিষ্ট্রেট, ডিষ্ট্রিক্ট ইঞ্জিনিয়ার, জমিদার, তালুকদার, প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত ভদ্রমহোদয়গণ এই কোম্পানীর কার্য দেখিয়া প্রশংসা করিয়াছেন। রাসায়নিক পরীক্ষায় জল বিশুদ্ধ না হইলে মূল্য গৃহীত হয় না। বিস্তৃত বিবরণের জন্য পত্র লিখুন।

বিজ্ঞাপিত কেন?

সাধারণের ... না হইতে পারে তাহার পক্ষ ... "কামশাস্ত্র" গ্রন্থখানি যিনি পাঠ করেন নাই, তিনি আবেদন করতঃ বিনামূল্যে প্রাপ্ত হউন। উহা পাঠে উপকৃত হইয়া ১৫০০০ হাজার লোক কৃতজ্ঞ হইয়াছেন। প্রায় ৫০ বৎসরের পরীক্ষিত, শুক্রতারল্য, স্বপ্নদোষ ইত্যাদির যম "আতঙ্ক-নিগ্রহ বটিকা" প্রতি কৌটার মূল্য ১৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান—আতঙ্ক-নিগ্রহ ফার্ম্মাসী, ২১৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা।

মনোমোহন প্রেস

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা

পূর্ব্ববাঙ্গালায় সুলভে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত

বৈদ্যুতিক মেশিনে দিবারাত্র কাজ চলিতেছে

বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা।

ঢাকা ... মনোমোহন প্রেস হইতে ... দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত

স্থানীয় সংস্করণ

Registered No. C 1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১
প্রতি কলম ৬
অর্দ্ধ কলম ৩৷০
সিকি কলম ২
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার- নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র।

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক ৯
ষাণ্মাসিক ৫
ত্রৈমাসিক ২৷০
মাসিক ১
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৴৫

৪র্থ বর্ষ] সম্পাদক—প্রত্নবিদ্যালঙ্কার শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী [২৮৩ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্য মঠ শ্রীধাম মায়াপুর ২৩শে মাঘ বৃহস্পতিবার ১৩৩৬, ৬ই ফেব্রুয়ারী ১৯৩০

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থাবলী

	শ্রীমদ্ভাগবতম্, শ্রীধর স্বামী, বিশ্বনাথ [illegible] প্রভৃতি সহ			সাধনপথ ৩য় সংস্করণ	
	[illegible]		১৭।	আচার ও আচার্য	
	[illegible]	৵০	১৮।	[illegible]	৸০
	[illegible] শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত [illegible] ৪র্থ সংস্করণ	৫	১৯।	ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা)	[illegible]
	গৌড়ীয়-গৌরব	২০	২০।	শ্রীনবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য	[illegible]
	গৌড়ীয়-[illegible]	০	২১।	নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য (প্রমাণখণ্ড)	২০
	[illegible]	৷০	২২।	শ্রীনবদ্বীপ [illegible]	০
	শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ বাঁধা	১	২৩।	শ্রী[illegible] দর্পণ	।০
	,, ,, ,, আবাঁধা	৸০	২৪	[illegible]	
	গীতা (শ্রী[illegible] বাঁধা ১	আবাঁধা ৸৷০		[illegible]	০
	গীতা (শ্রী[illegible] বাঁধা ১	আবাঁধা ১৷০	২৫।	কল্যাণকল্পতরু [illegible] সংস্করণ ও [illegible]	০
	গীতার কেবল [illegible]	৷০	২৬	[illegible]	।০
	[illegible]	১	২৭।	[illegible]	০
	[illegible]	৷০	২৮।	[illegible] (প্রথম চারিখণ্ড)	[illegible]
	জৈবধর্ম্ম	২	২৯।	[illegible]	৭৷০
	শ্রী[illegible] চতুর্থ সংস্করণ	৸০	৩০।	[illegible] শিক্ষা	৸০
	গৌড়ীয় [illegible]	১	৩১।	[illegible]	
১৮	প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ)	১০০	৩২।	[illegible]	
১৫	[illegible]	৩০	৩৩।	শ্রীচৈতন্য[illegible] দ্বিতীয় সংস্করণ	

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

শ্রীধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপ-প্রদর্শনী, নদীয়া

(৩রা ফেব্রুয়ারী হইতে ১৭ই মার্চ্চ, ১৯৩০ পর্য্যন্ত)

প্রদর্শনীর সকল জ্ঞাতব্য বিষয়ের জন্য
সেক্রেটারী মহোদয়ের নিকট
আবেদন করুন।

শ্রীকুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ,
শ্রীচৈতন্য মঠ, শ্রীধাম মায়াপুর পোঃ আঃ, (নদীয়া)।

ইংরাজী ভাষায় ভক্তিগ্রন্থ

১ শ্রীচৈতন্যচরিত ও শিক্ষা
২ নামভজন
৩। বৈষ্ণবধর্ম্ম আপিল ও শোক
৪। ভাগবতীয় দর্শননীতি ও ধর্ম্ম
৫। কাম ও প্রেমধর্ম্ম
৬। গৌড়ীয়মঠ কি করেন

দেবনাগরাক্ষরে ভক্তিগ্রন্থ

১। [illegible] ৵০
২। [illegible] ০
৩। [illegible] ৶০
৪। গৌড়ীয়[illegible] ৴০
৫। [illegible] ৷০
৬। [illegible] ।৶

নদীয়াপ্রকাশের গ্রাহকগণের প্রতি

নিবেদন

নদীয়াপ্রকাশের পরমাগ্রহী গ্রাহকবর্গের সহৃদয়তায় শ্রীনদীয়া-প্রকাশ চতুর্থ বর্ষ অতিক্রম করিয়া পঞ্চম বর্ষে পদার্পণ করিতে চলিলেন। নদীয়া-প্রকাশের সৌভাগ্যবান পাঠক-মাত্রই অবগত আছেন, যে যুগে ঘরে ঘরেই প্রত্যহ প্রতি মুহূর্তে আমাদের বাহ্যিক অন্য বার্তার আলোচনা হয় না, যে যুগে পৃথিবীর সর্বত্র ভ্রাতৃবিরোধসম্ভূত পরস্পর নানা প্রকার (নাস্তিকতার) এক [illegible] সম্বন্ধ বাহু, যে যুগে যে ভগবৎ-সেবা সর্বসুখ ও চরম শান্তির মন্ত্র, যাহা সকলের একমাত্র সুখ্য সেই ঈশ-সেবাকে জগদ্ভ্রমের প্রধান বাহিনী বলিয়া তথা-কথিত প্রাজ্ঞগণ দ্বারা বিবেচিত হইয়াছে, যে যুগে মানব জ্ঞানের চরম সোপানে আরোহণ করিয়াও লোকগণ কোন প্রকার শান্তি পাইতেছেন না, পরন্তু জগতে নানা প্রকারের অমঙ্গলোৎপাদন করিতেছে তথাপি মরীচিকা [illegible] পতিতের ন্যায় [illegible] অনেকাংশেই সেই ঘোর নাস্তিকতার যুগে, [illegible] জীবের ঘরে ঘরে শ্রীকৃষ্ণ-লোক বিতরণার্থ [illegible] [illegible] করিয়া তাহাদের পরম মঙ্গল, পরা শান্তি বিধান করিতে এক [illegible] করুণাবতার [illegible] "শ্রীনদীয়া প্রকাশ।"

সহৃদয় গ্রাহকগণের নিকট বিনীত নিবেদন, [illegible] সত্বর শ্রীনদীয়াপ্রকাশ [illegible] চতুর্থ বর্ষ [illegible] দেয় [illegible] প্রদান করিয়া আমাদিগকে কৃতার্থ করেন।

নিবেদক

ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী (এম, এম, কে)

ম্যানেজার, নদীয়া প্রকাশ

নানা কথা

মুসলমান কন্‌ফারেন্স

মুসলমান কনফারেন্সের কার্যকরী সমিতি স্থির করিয়াছেন যে আগামী [illegible] মার ইব্রাহিম রহিম [illegible] মুসলমান কনফারেন্সের অধিবেশন হইবে।

কাউন্সিল সংবাদ

[illegible] মিঃ [illegible] চট্টোপাধ্যায় কাউন্সিলের সদস্যপদ ত্যাগ করায় [illegible] নামক একজন [illegible] কাউন্সিলে কার্য করিবেন [illegible] সম্মতি প্রকাশিত হইয়াছে।

একজন [illegible] তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। [illegible] নামঞ্জুর করেন।

ধর্মঘট

বি, এন, আর রেলওয়ের ধর্মঘট সংবাদ পাঠক পাইয়াছেন। এই ধর্মঘটে সমস্ত কার্য বন্ধ হইবে বলিয়া বোধ হয় না। রেলওয়ে [illegible] কর্তৃপক্ষ [illegible] ধর্মঘটীগণের উপর নির্ভর করিতেছেন।

শ্রমিকদিগের প্রতিনিধি রেলওয়ে বোর্ডের মেম্বরদিগের সহিত সাক্ষাতে অবগত হন যে [illegible] কিছু সুবিধা দিতে রাজী হইলেও তাহা পর্যাপ্ত নহে এবং নিকট ভবিষ্যতে কোন সুবিধা পাইবার আশা নাই।

আত্মহত্যা

শ্রীমতী [illegible] নিবাসিনী [illegible] পাগল [illegible] কার্য করিয়া শরীর খারাপ হওয়ায় এবং স্নায়ু দুর্বল হওয়ায় [illegible] তাঁহার বয়স ৫২ বৎসর হইয়াছিল। একদিন [illegible] নামক এক ব্যক্তির গৃহে পাওয়া যায়। করোনারের বিচারে পাগল অবস্থায় আত্মহত্যা সাব্যস্ত হইয়াছে।

উইলের মামলা

[illegible] রায় এবং তাহার মাতা [illegible] দাসী [illegible] করিয়া [illegible] টাকা আত্মসাৎ করা এবং একটা উইল জাল করার অভিযোগে কলিকাতার প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে অভিযুক্ত হইয়াছেন।

[illegible] নামক একজন পাটের মহাজন একটি উইল করিয়া মারা যান। তাঁহার কন্যা এবং বর্তমান মোকদ্দমার আসামীগণ [illegible] প্রকাশ যে আসামীগণ মৃতব্যক্তির [illegible] সম্পত্তি বিক্রয় করেন এবং [illegible] টাকা আত্মসাৎ করেন। [illegible] অংশের টাকা দাবী করিলে আসামীগণ বলেন যে তাঁহার নাম উইলে নাই। পরে উইলটী পাওয়া গেলে দেখা যায় যে কন্যা এক [illegible] অংশের অধিকারী।

ধরপাকড়

কলিকাতায় [illegible] ষ্ট্রীট [illegible] নামক একজন [illegible] অনেক অবস্থায় মারা যায়। সেই সম্পর্কে [illegible] পুলিশ [illegible] গ্রেপ্তার করিয়াছে। তাহাদের মধ্যে একজন বলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আণ্ডার গ্রাজুয়েট আছেন।

প্রকাশ যে একদিন [illegible] এক হাজার টাকা [illegible] আসিতেছিল, এমন সময় দুইজন লোক আসিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করে। একজন তাঁহার হাত ধরে এবং আর জন তাঁহাকে ছোরার আঘাত করে। পরে তাহারা [illegible] নিকট হইতে সমস্ত কাড়িয়া লইয়া পলায়ন করে। [illegible] হাসপাতালে [illegible] মারা যায়।

মারধর ও কাড়াকাড়ি

প্রকাশ যে [illegible] একজন বাঙ্গালী একজন সাহেবকে মারে। সেইজন্য পুলিশ তাহাকে ধরে। [illegible] নামক [illegible] বাঙ্গালী [illegible] পুলিশের হাত হইতে [illegible] এবং কনেষ্টবলের [illegible] করিয়া লয়। [illegible] বিরুদ্ধে আলিপুর ফৌজদারি আদালতে নালিশ চলিতেছে।

রোগে মৃত্যু

কোলাপুর [illegible] ৪০ জনের [illegible] হয়। তাহাদের মধ্যে ৩২ জন মারা গিয়াছে।

গীর্জ্জার মামলা

[illegible] চার্চ্চ নামক কলিকাতার এক গীর্জ্জার [illegible] নামক এক ব্যক্তি কেরাণী ছিল। তাহার [illegible] টাকা কড়ির ভার ছিল। গত মাসের [illegible] দিবার সময় [illegible] বলে যে তাহার টাকা নাই। পরে প্রকাশ পায় যে সে প্রায় দশহাজার টাকা আত্মসাৎ করিয়াছে।

কংগ্রেস সংবাদ

বঙ্গীয় কংগ্রেস কমিটি [illegible] বলিতেছেন যে আগামী কর্পোরেশনের নির্বাচনের সময় কংগ্রেস হইতে প্রার্থী দাঁড় করান হইবে।

মৃত্যু

রাজকোটের ভূতপূর্ব রাজা [illegible] রাজ ইহলীলা ত্যাগ করিয়াছেন। তিনি রাজ্যভার প্রাপ্ত হইয়া প্রজাবর্গকে [illegible] স্বর্ণ দান করিয়াছিলেন।

মহারাজের উক্তি

[illegible] মহারাজ একটি দরবারে বলিয়াছেন যে, যদি ভারতের দেশীয় রাজন্যবর্গের সাহায্য আবশ্যক বোধ হয়, তাহা হইলে কংগ্রেস যেন স্বাধীনতা দাবী না করেন। কংগ্রেস আলেয়ার পশ্চাতে ছুটিতেছে। ইংলণ্ড যদি ভারতের সহিত সম্পর্ক ত্যাগ করেন, তাহা হইলে দেশীয় রাজন্যবর্গের সহিত বৃটিশ ভারতের সম্পর্ক বহিত হইবে। ভারতের দিক হইতে, ইংলণ্ডের দিক হইতে এবং সমস্ত মানব জাতির দিক হইতে দেখিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, উপনিবেশ অধিকারযুক্ত ভারত স্বাধীন ভারত অপেক্ষা অধিক বাঞ্ছনীয় দ্রব্য।

নাইট মিলন

ইউরোপে ১৪২৯ খৃষ্টাব্দে কয়েকজন রাজা ও রাজপুত্র মিলিত হইয়া [illegible] জন্য একটি সঙ্ঘ গঠন করেন। তাহার নাম হয় [illegible] অর্ডার অব নাইট্‌স্ অব দি গোল্ডেন ফ্লীস। ১৫০৮ খ্রীষ্টাব্দের পর এই সঙ্ঘের অধিবেশন হয় নাই। শীঘ্রই [illegible] একটি সম্মেলন হইবে।

দুর্ঘটনা

দুটী বালিকা স্কুলের ছাত্রীদিগের [illegible] উপস্থিত হইবার জন্য মোটরে যাইতেছিল। মোটর উল্টিয়া [illegible] কলিকাতার রাজবাটীর নিকট [illegible] আহত হয়। রাজবাটীতে লইয়া তাহাদের শুশ্রূষা করা হয়।

[illegible] পুরের [illegible] সাহেবের ছোট ছেলে একটী চৌবাচ্চায় পড়িয়া যায়। [illegible] ডাকে তাহার মাতা আসিয়া উপস্থিত হয়। কিন্তু তখন বালক মারা গিয়াছে।

নোয়াখালি রক্ষা

নোয়াখালি সহর রক্ষার জন্য স্থানীয় মিউনিসিপ্যালিটী এবং ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড খালের এক পার হইতে অপর পার পর্যন্ত বাঁধ দিবার চেষ্টা করিতেছেন, যদিও ইঞ্জিনিয়ারেরা এই প্রস্তাব পক্ষপাতী নহেন। তথাপি গবর্ণমেণ্ট স্থানীয় লোকের উদ্যমের প্রশংসা করেন এবং উৎসাহ দিতেছেন।

বাঘের লড়াই

লাহোর পশুশালায় রক্ষকের অসাবধানতায় একটা বাঘ ও একটা বাঘিনী মিলিয়া দুইটি বাঘিনীকে আক্রমণ করিবার সুযোগ পায়। শোকের বিষয় বাঘিনী দুইটাই মারা গিয়াছে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২৩শে মাঘ বৃহস্পতিবার—১৩৩৬

প্রদর্শনী প্রসঙ্গ

নানা দেশ হইতে নানা দ্রব্য-সম্ভার আসিতেছে। শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার অন্যতম সম্পাদক শ্রীপাদ ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা, কাশী, প্রয়াগ, আগ্রা, দিল্লী, অযোধ্যা, জয়পুর প্রভৃতি স্থান হইতে নানা প্রকার ভগবৎ-সেবোপকরণ সংগ্রহ করিয়া প্রদর্শনীতে পাঠাইয়াছেন। গোস্বামীজী জয়পুর হইতে শ্রীগোবিন্দজীর চিত্র, প্রসাদ, বিভিন্ন প্রকার শ্রীমূর্ত্তি, প্রাচীন পুঁথি ও অন্যান্য সেবোপকরণ সংগ্রহ করিয়াছেন। গোবর্দ্ধন হইতে গোবর্দ্ধনশিলা, শ্রীরাধাকুণ্ড শ্যামকুণ্ডের অপ্রাকৃত বারি, বৃন্দাবন, মথুরা, গোকুল, রাধাকুণ্ড প্রভৃতি স্থানের রজঃ, মথুরা ও বৃন্দাবনের বিভিন্ন প্রকার বস্ত্র, মালা ও শৃঙ্গার সামগ্রী প্রদর্শনীতে প্রেরণ করিয়াছেন, এই সকল দ্রব্যই প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত হইবে।

ঢাকা হইতে বহু কারুকার্য্য-খচিত মূল্যবান দ্রব্য-সম্ভার আসিয়াছে ও এখনও আসিতেছে। ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম, খুলনা, যশোহর, বরিশাল, বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর ও উড়িষ্যা প্রদেশের পুরী, কটক, বালেশ্বর, মাদ্রাজ, বোম্বে, উড়ুপী (শ্রীমধ্বাবির্ভাব স্থান) প্রভৃতি স্থান হইতেও বহু দ্রব্য আসিয়াছে ও আসিতেছে।

প্রদর্শনীক্ষেত্র বৈদ্যুতিক আলোকে উদ্ভাসিত হওয়ার ব্যবস্থা হওয়ায় অতি মনোরম দর্শন হইয়াছে। শ্রীগৌরধামে গৌরনগরের অপূর্ব্ব শোভা সন্দর্শনের জন্য প্রত্যহ সহস্র সহস্র যাত্রি সমাগম হইতেছে।

বর্দ্ধমান জেলার আকুই গ্রামের বর্ষীয়ান পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ শাস্ত্রী বেদান্তভূষণ ভক্তিরঞ্জন মহাশয় তাঁহার সমগ্রজীবন-ব্যাপী অতি যত্নে সংগৃহীত ও সংরক্ষিত বিপুল গ্রন্থভাণ্ডার শ্রীধাম-মায়াপুর-প্রদর্শনীতে প্রদর্শনের জন্য দিতেছেন। শাস্ত্রীমহাশয়ের গ্রন্থরাশি দেখিলেই তাঁহার বিদ্যানুরাগিতার পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি আমাদের দৈনিক নদীয়া প্রকাশ, সাপ্তাহিক গৌড়ীয় ও মাসিক ইংরাজী হারমোনিষ্ট এই তিনখানি সাময়িক পত্রেরই একজন নিয়মিত পাঠক। উক্ত সাময়িক পত্রের কোন সংখ্যা পাইতে একদিনও বিলম্ব হইলে শাস্ত্রী মহাশয় যেরূপ ব্যাকুল হইয়া আমাদিগকে পত্র লিখেন, তাহাতে তাঁহার শুদ্ধ-ভক্তিসিদ্ধান্তের প্রতি যে কত শ্রদ্ধা তাহা আমরা বুঝিতে পারি। এতদ্ব্যতীত তিনি গৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত যাবতীয় গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়াছেন। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীপ্রভুপাদের ভক্তিসিদ্ধান্ত-বাণী তিনি অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও আগ্রহের সহিত শ্রবণ করিয়া থাকেন।

শ্রীধাম-মায়াপুরের বিরুদ্ধ কোন কিছুকেই শাস্ত্রী মহাশয় আদর করেন না এবং তাহার তীব্র প্রতিবাদ করিয়া থাকেন, ইহা শাস্ত্রী মহাশয়ের জীবনের একটী প্রধান বৈশিষ্ট্য। পণ্ডিত অনেকেই থাকেন এবং শাস্ত্র পাঠও অনেকে করিয়া থাকেন, কিন্তু শাস্ত্রের সার সিদ্ধান্তের আদর যাঁহারা করেন, তাঁহারাই সারগ্রাহী বলিয়া কথিত হন। শ্রীধাম মায়াপুরে ডাকঘর খোলা হওয়ায় শাস্ত্রী-মহাশয় যে আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং শ্রীধাম-বিরোধি সম্প্রদায়কুলের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছিলেন, তাহা পাঠকগণ ইতঃপূর্ব্বেই নদীয়া প্রকাশে পাঠ করিয়া তাঁহার সৎসাহসিকতার পরিচয় পাইয়াছেন। অধুনাও তিনি শ্রীধাম-মায়াপুরে প্রদর্শনী খোলা হইবে জানিয়া অত্যন্ত আনন্দ সহকারে তাঁহার অতি যত্নে রক্ষিত সকল গ্রন্থ জন-সাধারণের জ্ঞান লাভের জন্য প্রদর্শনার্থ দিতেছেন। এতদ্ব্যতীত প্রবীণ পণ্ডিত শাস্ত্রী মহাশয়ের [illegible] দরিদ্রকে [illegible] পথ্য ও বস্ত্রাদি দানের যথেষ্ট প্রশংসা আমরা শ্রবণ করিয়াছি। ইংরাজী, বাংলা ও সংস্কৃত ভাষায় তাঁহার যথেষ্ট পাণ্ডিত্য থাকিলেও তাঁহাকে অহঙ্কারী দেখা যায় না। আমরা শাস্ত্রী-মহাশয়কে তাঁহার সহায়তা ও উদারতার জন্য আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

শ্রীপাটগোপীবল্লভপুরের সত্য প্রচারে উৎসাহ

আজ আমাদের প্রকাশ করিতে বড়ই আনন্দ হইতেছে যে, গত ২০শে মাঘ সোমবার দিবস প্রাতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রিয় পার্ষদ শ্রীশ্রীশ্যামানন্দ রসিকানন্দ প্রভুর শ্রীপাট গোপীবল্লভপুরের স্বধাম-প্রাপ্ত পণ্ডিতপ্রবর শ্রীমদ্ বিশ্বম্ভরানন্দ দেব গোস্বামী মহোদয়ের সুযোগ্য কনিষ্ঠ পুত্র পরম ভাগবত শ্রীযুক্ত গোপীবল্লভানন্দ দেব গোস্বামী মহোদয় সপুত্রক শ্রীপাটের বহু প্রাচীন দ্রব্য-সম্ভার লইয়া শ্রীধাম মায়াপুরে আগমন করিয়াছেন। এই সকল দ্রব্যের তালিকা যথাসময়ে প্রদত্ত হইবে, তথাপি বর্ত্তমানে আমরা পাঠকগণের আগ্রহ বর্দ্ধনের নিমিত্ত একটি দিগদর্শন প্রদান করিতেছি।

দেবনাগর ও বঙ্গাক্ষরে হস্ত-লিখিত পুঁথি ৫০।৬০ খানি, উৎকল অক্ষরে তালপাতে লেখা পুঁথি ৪০।৫০ খানি, নরসিংহ, [illegible] প্রভৃতি আকারের অষ্টদলপদ্ম পুঁথি কয়েকখানি, অতি সূক্ষ্ম অক্ষরে লিখিত পুঁথি, পুঁথির উপর গোস্বামিগণের অঙ্কিত কৃষ্ণলীলা-চিত্র আছে। কৃষ্ণগণোদ্দেশ বৃক্ষের চিত্র, শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর ব্যবহৃত কম্বল, চাদর, মালিকা, গীত-গোবিন্দ লেখা তাল-পত্র মালিকা ও বংশী প্রভৃতি এবং রাসমণ্ডল [illegible] নিদর্শন, বদনা, [illegible], কাঁসা, ঘণ্টা, [illegible] পঞ্চপাত্র, পিকদানী, বৃহৎ থালা, ঝারি, [illegible], [illegible] প্রভৃতি প্রাচীন চিত্রাদি মহাপ্রসাদ প্রভৃতি বহু দ্রব্য আসিয়াছে।

ঐ শ্রীপাটের মহান্ত প্রভু শ্রীনন্দনন্দনানন্দ দেব গোস্বামী মহোদয় অনুগ্রহপূর্ব্বক [illegible] খানি [illegible] পাঠাইয়াছেন। [illegible] মুসলমান গভর্ণমেণ্ট [illegible] সরকার হইতে তাঁহাদের প্রতি যে সকল সম্মান প্রদান করিয়াছিলেন, তাহার উল্লেখ আছে। [illegible] হইতে সেই গোস্বামী [illegible] প্রাপ্ত হন।

মহান্ত মহারাজের শ্রীধাম মায়াপুর-প্রদর্শনীতে যোগদানের জন্য বিশেষ ইচ্ছা থাকিলেও শারীরিক অসুস্থতার জন্য আসিয়া উঠিতে পারেন নাই বলিয়া বিশেষ দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন। আমরা শ্রীভগবচ্চরণে প্রার্থনা করি, তিনি শীঘ্র সুস্থ হউন এবং সুস্থ হইয়া শ্রীধামের আনন্দোৎসবে যোগদান পূর্ব্বক আমাদের আনন্দ বর্দ্ধন করুন। প্রদর্শনী মাসাবধি কাল স্থায়ী হইবে, সুতরাং এখনো মহান্ত মহারাজ একবার অবশ্যই শ্রীধামে আসিয়া আমাদের আনন্দ বর্দ্ধন করিবেন বলিয়া আশা করি। ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমা-কালে সপার্ষদ ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীপাট গোপীবল্লভপুরে শুভবিজয় করিয়াছিলেন; তৎকালে শ্রীপাটের গোস্বামী মহোদয়গণ অত্যন্ত আনন্দসহকারে শ্রীল প্রভুপাদকে যথোচিত সম্মান প্রদান করিয়াছিলেন এবং তাঁহার অনুগত জনগণকেও যথাযোগ্য সম্মান সহকারে অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। গোস্বামী মহোদয়গণের বিনয়-নম্র-স্বভাবে ও সৌজন্যে প্রভুপাদ ও তাঁহার অনুগণ বিশেষ প্রীত হইয়াছিলেন।

বর্ত্তমানে তাঁহারা যে দীর্ঘ পথক্লেশ ও অসুবিধা সহ্য করিয়া শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীশ্যামানন্দ রসিকানন্দ প্রভুর ব্যবহৃত জিনিষ জন-সাধারণে দর্শন করাইবার জন্য শ্রীগৌরমণ্ডলে আনয়ন পূর্ব্বক জীবের সুকৃতি অর্জ্জনের সুযোগ দিতেছেন, তজ্জন্য আমরা তাঁহাদিগকে আন্তরিক শত শত ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

পরমভাগবত শ্রীপাদ নন্দলাল বেদান্তসাগর কাব্যতীর্থ বিএ মহোদয় শ্রীপাট গোপীবল্লভপুরে গমন করিয়া শ্রীপাটের দ্রব্যাদি আনয়ন সম্বন্ধে যে যত্ন ও পরিশ্রম স্বীকার করিয়াছেন, আমরা তজ্জন্য তাঁহাকেও ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

প্রয়াগে কুম্ভমেলায়

মহাপ্রভুর কথা প্রচার

প্রয়াগে কুম্ভমেলায় শ্রীরূপ গৌড়ীয়-মঠের সেবকগণ এখনও স্নানদানাদি কর্ম্ম-প্রবৃত্তির পথে যাত্রী সাধারণের নিকট শ্রীশ্রীমহাপ্রভু ও শ্রীরূপগোস্বামিপ্রভুর কথা সহস্র মুখে কীর্ত্তন করিতেছেন। যতদিন না জীব মহাপ্রভুর শুদ্ধভক্তি-সিদ্ধান্তবাণী শ্রবণ-সৌভাগ্য না পায়, ততদিন তাহাদের কর্ম্মপ্রতিষ্ঠা প্রবল থাকে। মহাপ্রভুর কথা শ্রবণ করিয়াও যাঁহারা কেবল পুণ্যার্জ্জনের জন্য ব্যস্ত হন এবং তারকব্রহ্ম নামময় শ্রীহরিনাম অপেক্ষাও ঐ সকল স্নানদানাদি কর্ম্মকাণ্ডের বহুমানন করেন, তাঁহাদের মহাপ্রভুর পাদপদ্মে ও তাঁহার শ্রীমুখ-নিঃসৃত নামব্রহ্মে আদৌ বিশ্বাস হয় নাই জানিতে হইবে। তাঁহাদের বড়ই দুর্ভাগ্য। অবশ্য যতদিন না মহাপ্রভুর কথা শ্রবণে তাঁহাদের বাস্তব শ্রদ্ধা উদিত হইতেছে, ততদিন আর তাঁহাদের এ কর্ম্মাসক্তি যাইবার নহে। শ্রীহরিনামে সমস্ত অর্থের সারার্থ পঞ্চম পুরুষার্থ প্রেমধন লাভ হয়, এ বিশ্বাস না হইলেই জীবের অন্য শুভকার্য্যকে নাম অপেক্ষা অধিক মূল্যবান বা নামের সমান বলিয়া জ্ঞান হয়। আবার শ্রীনাম-সম্বন্ধ শুদ্ধভক্তগণের স্নানাদি কর্ম্ম কেবল [illegible] উদ্দেশ করে বলিয়া তাহা কর্ম্ম-প্রাকৃতগণের কর্ম্মতুল্য নহে। শ্রীরূপানুগ শ্রীরূপগৌড়ীয়মঠ এই সকল কথা কর্ম্মাসক্ত জীবগণের নিকট কীর্ত্তন করিয়া তাঁহাদের কর্ম্মবন্ধন বিদূরিত করিবার প্রয়াস করিতেছেন। ভগবান [illegible] তাঁহাদের এই মহৎ চেষ্টা জয়যুক্ত করিয়া দয়া করিতেছেন।

বিষম প্রতারণা !

জনসাধারণ সতর্ক হউন

শ্রীধাম মায়াপুর-নবদ্বীপ-প্রদর্শনীর বার্ত্তা সমগ্র বিশ্বে প্রচারিত হইতেছে দেখিয়া কতকগুলি সঙ্কীর্ণহৃদয় ধর্ম্মধ্বজী মৎসর লোক একেবারে উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছে। তাহারা ভক্তিবাদের নাম করিয়া তাহাদের সঙ্কীর্ণ আড়ম্বর আড্ডায় অভক্তিবাদ প্রচার আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। আমরা লোক-পরম্পরায় শুনিলাম, সেদিনও নাকি নবদ্বীপে তথা-কথিত ভক্তিবাদীর দল এক বক্তৃতা ঝাড়িয়াছে, বক্তৃতার উদ্দেশ্য আর কিছু নয়, কেবল শ্রীমন্মহাপ্রভুর শুদ্ধভক্তি-প্রচার বিরোধ। জগতে শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবাণীর অধিক-প্রচার হইতে থাকায় কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা প্রিয় ধর্ম্মধ্বজী সম্প্রদায়ের ধর্ম্ম-ব্যবসায় প্রচলনে বিশেষ অসুবিধা হইয়া পড়িতেছে, তাই মৎসরকুল নিরন্তর কুহক, বাস্তব সত্য-প্রচারক, পরম নির্ম্মৎসর সাধু-গণের সত্য প্রচার বিষয়ে প্রাণপণে প্রাতিকূল্য করিতেছে। কিন্তু বিশ্বম্ভর ভগবদিচ্ছায় উঁহাদের সমস্ত কুচক্রান্ত প্রকাশ হইয়া পড়িতেছে। উঁহাদের অসচ্চেষ্টার শত শত বিবরণ আমরা প্রত্যহ পাইয়া তাহা উপেক্ষণীয় জ্ঞান করিলেও নিরীহ জন-সাধারণের উপকারার্থ নিম্নলিখিত ব্যাপারে আমরা জন-সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

১। শ্রীধাম মায়াপুর-নবদ্বীপ-প্রদর্শনীর দর্শনার্থী হইয়া দেশ বিদেশ হইতে যে সকল যাত্রী আসিতেছেন, কতকগুলি মৎসর প্রকৃতির লোক তাঁহাদিগের মধ্যে অনেককে ভুলাইয়া জাল মায়াপুর রামচন্দ্রপুর কাঁকড়ার মাঠে লইয়া যাইবার চেষ্টা করিতেছে এবং কাহাকেও কাহাকেও তথায় লইয়া গিয়া নানারূপ অসুবিধার মধ্যে ফেলিতেছে। আমরা সম্প্রতি এরূপ কয়েকটী ঘটনা বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিয়াছি।

২। ঐ সকল দুষ্ট প্রকৃতির লোক ভদ্রলোক বা বাবাজী বেশের বশে ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে আড্ডা স্থাপন করিয়া যাত্রি-সাধারণের নিকট শ্রীধাম মায়াপুরের পথ ঘাট সম্বন্ধে কতকগুলি বিসম্বাদ ও অযথা ধারণা জন্মাইয়া দিতেছে। তাহারা বলিতেছে—প্রদর্শনী প্রভৃতি সকলই মিথ্যা, শ্রীধাম মায়াপুর প্রকৃত মায়াপুর নহে, রাস্তা ১০।১৫ মাইল হইবে, চোর ডাকাতের ভয় আছে, তথায় কোন মঠ মন্দির নাই ইত্যাদি।

৩। কতকগুলি লোক মুসলমান ভদ্র-লোকগণকে শ্রীধাম মায়াপুরের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিতেছে, শ্রীধাম মায়া-পুরের উদ্দেশ্য তাঁহাদিগকে অন্য প্রকারে বুঝাইয়া একটা সাম্প্রদায়িক কলহ সৃষ্টি করাবার প্রয়াস করিতেছে।

৪। স্থানে স্থানে শ্রীধাম মায়াপুরের বিরুদ্ধে বক্তৃতা দিয়া জনসাধারণের মনে মায়াপুর সম্বন্ধে একটী বিদ্বেষ ভাবের উদয় করাইতেছে।

পথোক্ত লোক সকলের এরূপ কুচেষ্টার ফলে যাত্রিসাধারণের মনে শ্রীধাম মায়াপুর সম্বন্ধে নানা প্রকার ভ্রান্তিমূলা ধারণা হইতে পারে, তাহাতে প্রদর্শনীতে যোগদান সম্বন্ধে তাঁহাদের নানারূপ বিভ্রা-টের সম্ভাবনা থাকায় এবং এরূপ কয়েকটী ঘটনা ইতোমধ্যে সংঘটিত হইয়াছে জানিতে পারায় আমরা জনসাধারণকে এ বিষয়ে সতর্ক হইবার জন্য প্রার্থনা করি। দুষ্ট লোক সত্যের অপলাপ করিয়া যাহাতে যাত্রি-সাধারণকে ভ্রান্ত পথে পরিচালিত না করে, এজন্য সজ্জন মাত্রেরই বিশেষ সতর্ক থাকা আবশ্যক।

শ্রীধাম মায়াপুর প্রদর্শনী

পারমার্থিক বিভাগ (ভক্তিপথ)

৬। চিত্রপরিচয়—জগাই মাধাই-উদ্ধার

প্রতিপাদ্যবিষয়—শ্রীনিত্যানন্দের উক্তি

"সেই দুই'র নাম, প্রভু!—জগাই মাধাই।
'সুব্রাহ্মণ-পুত্র দুই, জন্ম এই ঠাঁই॥
সঙ্গ-দোষে সে দোঁহার হৈল হেন মতি।
আজন্ম মদিরা বই আন নাহি গতি॥
সে দুইর ভয়ে নদীয়ার লোক ডরে'।
হেন নাহি যার ঘরে, চুরি নাহি করে॥
সে দুইর পাতক কহিতে নাহি ঠাঁই।

* * *

স্বভাবেই ধার্ম্মিক বলয়ে কৃষ্ণনাম।
এ দুই বিকর্ম্ম বই নাহি জানে আন॥
এ দুই উদ্ধার' যদি দিয়া ভক্তি-দান।
তবে জানি' পাতকিপাবন' হেন নাম॥

* * *

'অবধূত' নাম শুনি' মাধাই কুপিয়া।
মারিল প্রভুর শিরে মুট্‌কী তুলিয়া॥

* * *

প্রভু বলে, "অপরাধ কৈলে তুমি বড়।
নিত্যানন্দচরণ ধরিয়া তুমি পড়॥"
পাইয়া প্রভুর আজ্ঞা মাধাই তখন।
ধরিল অমূল্যধন নিতাই-চরণ॥

* * *

প্রভু বলে,—"তোরা আর না করিস্ পাপ।
জগাই মাধাই বলে,—"আর নারে বাপ॥"

শিক্ষণীয়বিষয়

ওরে মন! নিতাই-গৌরাঙ্গ বিনে নাহি আর।
হেন অবতার হবে কি হ'য়েছে
হেন প্রেম-পরচার॥
দুরমতি অতি পতিত পাষণ্ডী
প্রাণে না মারিল কারে।
হরি নাম দিয়া হৃদয় শোধিল
যাচি' গিয়া ঘরে ঘরে॥

শ্রবণ, সাধুসঙ্গ, শ্রীধাম দর্শন, মহাপ্রসাদ সেবন প্রভৃতিই শ্রীধামে আসার একমাত্র উদ্দেশ্য। বহুদূর দেশদেশান্তর হইতে বহু ক্লেশে বহু অর্থ ব্যয়ে শ্রীধামে আসিয়া ঐরূপে শ্রীধাম-দর্শনের সার্থকতা সম্পাদিত না হইলে বড়ই দুঃখের বিষয় হয়, পথক্লেশ, অর্থব্যয়ই সার হয়। শ্রীনবদ্বীপের অন্তর্দ্বীপ আত্ম নিবেদন-ক্ষেত্র শ্রীগৌরজন্মভূমি শ্রীধাম-মায়াপুর দর্শন না করিলে নবদ্বীপের দর্শন সফল হয় না। তাহাতে এবার শ্রীধাম-মায়াপুরে ২৬শে মাঘ হইতে আগামী ৩রা চৈত্র পর্য্যন্ত মাসাধিক কাল এক বিরাট্ প্রদর্শনী খোলা হইয়াছে। ইহাতে দর্শকজগতের নানাবিধ শিক্ষার অপূর্ব্ব ব্যবস্থা হইয়াছে। ভগবৎ সেবানুকূল দ্রব্যাদি দর্শন করুন। চিত্র ও মূর্ত্তি শিল্পে শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচার-প্রচার-লীলাবৈশিষ্ট্য দর্শন করিয়া জীবন সফল করুন। শ্রীরাধাকুণ্ডতটে কুঞ্জপুষ্প-বাটিকা গিরিরাজ গোবর্দ্ধন দর্শন করুন। ভারতের মানচিত্রে 'মহাপ্রভুর পদ রজঃপূত তীর্থস্থান' ও সপ্ত মোক্ষদায়িকা পুরী দর্শন করুন। মায়িক প্রপঞ্চ হইতে ভক্তি-লাভেচ্ছু জীব কিরূপে বিরজা স্নাত হইয়া ব্রহ্মলোক ভেদ করিয়া পরব্যোমে উপনীত হইতে পারেন এবং তথা হইতে গোলোক বৃন্দাবনে, কৃষ্ণচরণ কল্পবৃক্ষমূলে উপস্থিত হন, তাহার যাবদশেষ শিক্ষা লাভ করুন, বৈকুণ্ঠ ও গোলোক বৃন্দাবনের রস-বিচার সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করুন, বিদ্বান্ মূর্খ, ধনী দরিদ্র, উচ্চ নীচ—সকলেরই দেখিবার শিখিবার অসংখ্য অসংখ্য বিষয় আছে। শ্রীধাম মায়াপুর ভগবল্লীলাক্ষেত্র বলিয়া এখানে অনন্ত দর্শনীয়ের সমাবেশ আছে। ধামবাসী শুদ্ধভক্তগণের কৃপায়ই এসকল দেখিবার ও বুঝিবার প্রকৃত সামর্থ্য হইবে। নতুবা দুষ্ট লোকের প্রতারণায় পড়িয়া ইহকাল পরকাল উভয়ই নষ্ট হইবে।

যাত্রিগণ সাবধান !

দুষ্টলোকের প্রতারণায় ভুলিয়া হৃদপার-কাদের সকল সম্বল হারাইবেন না। শ্রীধাম মায়াপুর নবদ্বীপ প্রদর্শনী পারমার্থিক জগতের এক অভূতপূর্ব্ব দর্শন। এখানে আহার বাসস্থানের কোনও অভাব হইবে না। অধিকন্তু শ্রীধামে আসিবার সকল উদ্দেশ্য সফল হইবে। সাধু মুখে কৃষ্ণকথা

প্রফেসার আর নিকসন

শ্রীধাম মায়াপুরে

শ্রীধাম-মায়াপুরে লণ্ডনস্থ মহার-মায়ারের অধিবাসী অধ্যাপকচর রোণাল্ড-নিকসন এম, এ (কেম্ব্রিজ) গত ১লা ফেব্রুয়ারী শনিবার দিবস সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার সম্পাদক আচার্য্য-ত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ প্রভু ও গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরা-নন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রভুর সহিত কলিকাতা হইতে শ্রীশ্রীগৌ-জন্মস্থান শ্রীধাম-মায়াপুর দর্শনার্থ আগমন করিয়াছিলেন। তিনি ঐ দিবস রাত্রে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের

ধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপ প্রদর্শনী

স্বেচ্ছাসেবকগণের জন্য আবেদন

এতদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণের নিকট আবেদন করা যাইতেছে যে, শ্রীচৈতন্যদেবের জন্মোৎসব উপলক্ষে আগামী ৩রা ফেব্রুয়ারী হইতে ১৭ই মার্চ্চ পর্য্যন্ত শ্রীধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপ-ক্ষেত্রে একটা বিরাট প্রদর্শনী খোলা হইতেছে। এই উপলক্ষে লক্ষ লক্ষ যাত্রীর সমাগম হইবে। প্রদর্শনীর ব্যবস্থা, গঙ্গাস্নান ও নদী পারাপার প্রভৃতি বিষয়ে যাত্রিগণের সাহায্যের জন্য বহু সংখ্যক স্বেচ্ছাসেবকের প্রয়োজন। তজ্জন্য আমরা সর্ব্বসাধারণের নিকট প্রার্থনা জানাইতেছি যে, সাহায্য-প্রদানেচ্ছু স্বেচ্ছাসেবকগণ সত্বর প্রদর্শনীর সেক্রেটারীর নিকট স্ব স্ব নাম ও ঠিকানা জানাইয়া বাধিত করিবেন। প্রদর্শনীর কর্তৃপক্ষ স্বেচ্ছাসেবকগণের উপযুক্ত আহার ও বাসস্থানের সমস্ত বন্দোবস্ত করিবেন। স্বেচ্ছাসেবকগণ স্ব স্ব শয্যা ও বস্ত্রাদি সঙ্গে আনয়ন করিবেন।

শ্রীকুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ
সেক্রেটারী, শ্রীধাম মায়াপুর-নবদ্বীপ-প্রদর্শনী

শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া অথবা ১নং উল্টাডিঙ্গি জংশন রোড, কলিকাতা।

শ্রীপাদপদ্মে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত পূর্ব্বক কৃষ্ণকথা শুনিবার বাঞ্ছা জ্ঞাপন করিলে পরমারাধ্য প্রভুপাদ তাঁহার প্রতি কৃপা-পরবশ হইয়া অভিন্ন-ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টক ইংরাজীতে ব্যাখ্যা করেন। অধ্যাপক মহোদয় প্রায় ৩ঘণ্টাকাল বিশেষ মনোযোগ সহকারে প্রভুপাদের শ্রীমুখ-নিঃসৃত বাণী শ্রবণ করিয়া পরম পরিতৃপ্তি লাভ করেন। তিনি কয়েকদিন এখানে অবস্থান করিয়া গত ৪ঠা ফেব্রুয়ারী মঙ্গলবার আলমোড়া নামক স্থানে যাত্রা করিয়াছেন।

তিনি লণ্ডনের কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এম, এ উপাধি প্রাপ্ত হন। পরে ভারতবর্ষে আসিয়া লক্ষ্ণৌ এবং কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরাজী সাহিত্যের প্রধান অধ্যাপক হন। অধ্যাপনা-কার্য্যে, বিশেষতঃ তাঁহার অমায়িক ব্যবহারের জন্য তিনি সর্ব্বত্রই প্রশংসাভাজন ছিলেন। লণ্ডনে থাকিতেই তাঁহার বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রতি আস্থা হয়, পরে সত্যানুসন্ধিৎসা-ক্রমে বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রতি তাঁহার বিশেষ শ্রদ্ধা হয়। তিনি শ্রীমদ্ভাগবত, গৌড়ীয় বেদান্তাচার্য্য শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুর গোবিন্দভাষ্য এবং আরও অনেক ভক্তিগ্রন্থ পাঠ করিয়াছেন ও মহাপ্রভুর সম্বন্ধেও অনেক কথা শ্রবণ করিয়াছেন। ইতঃপূর্ব্বে কাশী ও বৃন্দাবনে তাঁহার সহিত আমাদের কয়েকবার আলাপ হইয়াছিল। তিনি বলেন, আমার স্বদেশস্থ ভ্রাতৃবৃন্দ পাছে আমার আচার ব্যবহার সম্বন্ধে কটাক্ষ করেন, এজন্য আমি তাঁহাদের সহিত বেশী মিশি না। তিনি কণ্ঠদেশে তুলসীমালা এবং ললাটে ঊর্দ্ধপুণ্ড্র ধারণ করেন এবং ত্রিসন্ধ্যা পূজা আহ্নিক করিয়া থাকেন। তাঁহার বর্ত্তমান নাম স্বামী কৃষ্ণপ্রেম। ভারতীয় সাধুর আদর্শে তিনি গৈরিক বসন ধারণ করিয়াছেন। অবশ্য শুদ্ধভক্তি-সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে তাঁহার এখনও স্পষ্ট শ্রবণ না হইলেও একজন খাস বৃটীশের আধুনিক পক্ষে বৈষ্ণবের আচার ব্যবহারাদি স্বীকার যে কতটা প্রশংসনীয়, তাহা বলাই বাহুল্য। যাঁহারা 'পৌত্তলিক' 'পৌত্তলিক' করিয়া আমাদিগের বাস্তব ধর্ম্মকে একেবারে আলোচনার যোগ্য বলিয়াই স্বীকার করিতে চাহেন না, তাঁহাদের পক্ষে শ্রীভগবানের সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ স্বীকার বড়ই আনন্দের কথা। ইহা দেখিয়া শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের 'এমন একদিন আসিবে, যখন আমাদের ইউরোপ, আমেরিকা প্রভৃতি দেশবাসী ভ্রাতৃবৃন্দ ভারতবাসীর সহিত মিলিত হইয়া জয় গৌর নিত্যানন্দ বলিয়া উদ্দণ্ড নৃত্য করিবেন"—এই ভবিষ্যদ্‌ বাণীর কথা মনে পড়ে।

ধর্ম্মক্ষেত্র ভারতের অধিবাসিগণ কিছু ইংরাজী শিক্ষা পাইয়া আজ যে ভাবে নাস্তিকতাকেই বহুমানন করিতেছেন, তাঁহারা আজ একবার ভাবেন বিদেশীয় ভ্রাতা কি করিতেছেন সেইদিকে লক্ষ্য করুন। শিক্ষার চরম ফল বৈষ্ণবতার পরিবর্ত্তে নাস্তিকতা হইলে বড়ই দুঃখের বিষয় হয়। অবশ্য পৌত্তলিকতা নিন্দনীয় বটে, কিন্তু সচ্চিদানন্দ ভগবদ্বিগ্রহের আরাধনা যে কত বড় উচ্চ দর্শনের কথা, তাহা শিক্ষিতাভিমানিগণ একটু স্থির চিত্তে বিচার করুন।

অধ্যাপক নিক্সন দর্শন শাস্ত্রে বিশেষ অভিজ্ঞ। তিনি হিন্দী ভাষা বলিতে ও লিখিতে পারেন, সংস্কৃত ভাষায়ও তাঁহার কিছু কিছু জ্ঞান আছে। বর্ত্তমানে তাঁহার বয়স ৩২ বৎসর মাত্র। তিনি শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্য মঠের সুশিক্ষিত ভক্তবৃন্দের নিকট শ্রীমন্মহাপ্রভুর শুদ্ধভক্তি-সিদ্ধান্ত বিষয়ে অনেক কথা শ্রবণ করিয়া বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়াছেন। শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণব রাজসভা হইতে প্রকাশিত কয়েকখানি ইংরাজী পুস্তক তাঁহাকে দেওয়া হইয়াছে।

তিনি যখন শ্রীলপ্রভুপাদের পাদতলে উপবিষ্ট হইয়া তাঁহার শ্রীমুখনিঃসৃত দিব্য বাণী বৈষ্ণবোচিত দীনতা-সহকারে অতি আগ্রহের সহিত শ্রবণ করিতে থাকেন, তখন তাঁহার বৈষ্ণবোচিত ব্যবহারে ও কৃষ্ণকথা শ্রবণাগ্রহে প্রভুপাদের অনুগতাভিমানী আমাদেরও অনেক শিক্ষণীয় বিষয় দেখিতে পাইয়াছিলাম। তিনি এস্থান হইতে বিদায়গ্রহণের সময় শ্রীল প্রভুপাদ ও ভক্তবৃন্দের নিকট যেরূপ বৈষ্ণবোচিত দৈন্য প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, তাহা বাস্তবিকই উল্লেখযোগ্য।

মিঃ নিক্সন শ্রীধাম-মায়াপুর প্রদর্শনীর পারমার্থিক বিষয় দর্শন ও শ্রবণ পূর্ব্বক বিশেষ অপূর্ব্ব উপলব্ধি করিয়া চমৎকৃত হইয়াছেন।

শ্রীধাম মায়াপুর প্রদর্শনীতে 'রেডিও ফোন'

কলিকাতা বিদ্যাসাগর কলেজের ইংরাজীর অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিজয় নাথ ভট্টাচার্য্য এবং তাঁহার ভ্রাতা শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য্য মহোদয় গত ২রা ফেব্রুয়ারী তারিখে তাঁহাদের রেডিও যন্ত্র লইয়া শ্রীধাম মায়াপুরে আগমন করিয়াছেন এবং বেতার-বার্ত্তা শ্রবণ করাইয়া সকলের আনন্দ বর্দ্ধন করিতেছেন। অধ্যাপক ভ্রাতৃদ্বয়ের সৌজন্যে নদীয়া-প্রকাশে বেতার-বার্ত্তা প্রকাশিত হইতে পারিবে।

প্রচার প্রসঙ্গ

শ্রীধাম-মায়াপুর নবদ্বীপের শ্রীচৈতন্য-মঠের অন্যতম প্রচারক পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ গত ১৩ই মাঘ হইতে ১৬ই মাঘ পর্য্যন্ত চারিদিবস খুলনা সহরের আর্য্যধর্ম্ম সভায় আর্য্যধর্ম্ম বা সনাতন ধর্ম্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়াছেন। সহরের সকল রকমের লোক বিশেষতঃ সবজজ, মুন্সেফ, ডেপুটী, উকীল, মোক্তার এবং বহু শিক্ষিত ভদ্র মহোদয় এই বক্তৃতায় যোগদান করিয়াছিলেন। রায় যতীন্দ্র নাথ ঘোষ বাহাদুর, চেয়ারম্যান খুলনা ... বোর্ড এবং শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদক আর্য্যধর্ম্ম সভা উক্ত সভা আহ্বান করিয়া শ্রোতৃবর্গকে যথোচিত অভ্যর্থনার দ্বারা আচারবান্ প্রচারকের মুখে শ্রীভগবানের কথা শুনিবার সুযোগ প্রদান করিয়া সকলের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত যতীন বাবু শ্রীধাম মায়াপুর নবদ্বীপ-প্রদর্শনীর অন্যতম মেম্বর হইয়া প্রদর্শনীর সংবাদ খুলনা জেলার স্থানে স্থানে বিশেষ ভাবে প্রচার করিতেছেন। খুলনা বানিয়াখামার নিবাসী প্রবীণ ভক্ত শ্রীযুক্ত ব্রজলাল ঘোষ মহাশয় প্রচারকগণকে স্বগৃহে বাসস্থান প্রদান করিয়া এবং বিবিধ ভাবে প্রচার-কার্য্যের সহায়তা করিয়া প্রকৃত উদার-হৃদয়ের পরিচয় দিয়াছেন। আমরা মহাপ্রভুর নিকট তাঁহার ভক্তি-রাজ্যের উত্তরোত্তর উন্নতি প্রার্থনা করি। সেবা কার্য্যে পরম ভাগবত শ্রীযুক্ত জনার্দ্দন ঘোষ মহাশয়ের প্রচেষ্টা বিশেষ প্রশংসনীয়।

খুলনা সহরের কয়েক স্থানে এবং সাতবাড়িয়া ও অন্যান্য ... গ্রামে প্রচার করিয়া স্বামিজী মহারাজ গত ১০ই ও ১১ই মাঘ বাগেরহাট টাউনহল ক্লাবে 'শ্রীচৈতন্যের দান' সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। জমিদার শ্রীযুক্ত শুকলাল নাগ এবং ডাঃ শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম, বি মহাশয় বিশেষ যত্ন সহকারে এই প্রচারে মনোযোগ দিয়াছেন।

শুনা গেল কয়েকমাস পূর্ব্বে অনেক ভূতক পাঠক কয়েকদিন ধরিয়া উক্ত টাউনহলে বক্তৃতা ও ভাগবত পাঠ করিয়াছিলেন। অবশ্য কালপক্ষের অন্যতম ধূম্রপানাদিতে পাঠক মহাশয় বিশেষ আসক্ত আছেন এবং সাত্বত পারিশ্রমিক লইয়া পাঠ করিতেছিলেন। তবে এবার তিনি অর্থোপার্জ্জনের এক নূতন উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন। আজ কাল যেমন সহরের বা গ্রামের কয়েকজন লোক অংশীদার হইয়া টাকাকড়ি বা সাজসজ্জা বায়না করিয়া টিকেট বিক্রয়ের দ্বারা দলাবদ্ধায় করিয়াও বেশ কিছু লাভ করেন উক্ত পাঠকজীও সেইরূপ টিকেট বিক্রয় করিয়া বেশ দু' পয়সা রোজগার করিয়াছেন। কলিকালে কাল বা বঞ্চনা-মায়াপ্রি আর চোখে অঙ্গুলী দিয়া দেখাইতে হইবে কি? যে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করিয়া অর্থাদি গ্রহণে পাঠক পশুত্ব বা নরক লাভ কথিত হয়, আজ সেই কিংবদন্তি অবাধে চালাইবার জন্য অনাচারী আচার্য্য নামধারী যে অত্যাচারে কালিমা লেপন করিতেছে ইহা দূরীভূত প্রতীকার করিবার হৃদয় বা বল কাহারও নাই কি? বোধ হয় পাঠক মহাশয়ের স্থানকলাপ আয়ের কিছু কিছু অংশ তাঁহাদের ভক্তবান্ধব নিবৃত্তির জন্য পাঠাইয়াছেন। যে অদ্বৈত প্রভু একদিন জীবের দুর্দশায় কাতর-হৃদয় হইয়া গঙ্গাজল তুলসী অর্পণে শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যদেবের আবির্ভাব করাইয়া জগৎ কৃষ্ণকীর্ত্তনে প্লাবিত করিয়াছিলেন, আজ সেই অদ্বৈত প্রভুর বংশধর না সাজিয়া জীব আচার্য্যের আসন গ্রহণে লিপ্সাযুক্ত হইয়া যে সর্ব্বনাশ করিতেছেন তাহা বিপন্নগণের বুঝিতে বাকী থাকিবার বিষয় নহে। হা শ্রীচৈতন্য! হা নিত্যানন্দ! হা শ্রীঅদ্বৈত প্রভো! আপনারা কলিজীবের প্রতি পুনরায় কি বিশেষ দৃষ্টিপাত করিবেন না?

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

... খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ... টাকা।

১৭২৪ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে,

সপ্তচত্বারিংশ খণ্ডে সূচী ছাপা হইতেছে।

৪৬শ খণ্ড পর্যন্ত নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে ২৫।৵০ সাধারণ পক্ষে ৩০৸৵০। প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৵০, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ।০।

দশম স্কন্ধের ভিক্ষা ১২৲, অগ্রিম সাধারণের পক্ষে ৮৲।

... অধ্যায় পর্যন্ত একাদশ সংখ্যা ছাপা হইয়াছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

“শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত”

সূচী প্রভৃতি সহ সম্পূর্ণ ছাপা শেষ হইয়াছে

আদি, মধ্য, ও অন্ত্যলীলা এবং সূচী ছাপা হইয়া সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছেন। যাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্বে ১০৲ টাকা ভিক্ষার তৃতীয় সংস্করণ ৪৲ টাকায় না পাইয়া অপূর্ব সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের জন্যই উহার ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছেন। সেই ১০৲ টাকার এই বিরাট গ্রন্থের অল্প সংখ্যা মাত্র ৫৲ টাকা ভিক্ষায় দেওয়া হইতেছে। আবশ্যক সত্বর হউন পরে আর এ সুযোগ থাকিবে না।

... অধিকার

শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর বিরচিত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

সভাষ্য আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র গ্রন্থ ৮৲ স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲

নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪৷৷০ টাকা

শ্রীধাম মায়াপুর নবদ্বীপ প্রদর্শনীতে

শ্রীধর ভাণ্ডার, ঢাকা

ঢাকার প্রসিদ্ধ বস্ত্র ব্যবসায়ী **শ্রীধর ভাণ্ডার** শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিয়াছেন। **ঢাকার বিখ্যাত মসলিন** ও নানাবিধ মিহির ধুতী, শাড়ী, জামদানী কাপড় এবং **খদ্দরের** শাড়ী ধুতী, জামদানী শাড়ী চাদর, রং ... **সুতার কারুকরা** নানাপ্রকার কাপড় চাদর **শ্রীধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপ-প্রদর্শনীতে** ... পাইকারী ও খুচরা বিক্রয় হইবে। পশ্চিম ও উত্তর ... এবং ... দাবাদ, ... কলিকাতা, ... প্রভৃতি স্থান হইতে আগত দর্শক ও ব্যবসায়িগণ এক স্থান হইতে প্রয়োজনীয় জিনিষাদি লইতে পারিবেন। আমাদের দর যে **সুলভ** তাহা কাপড় এবং মূল্য বিচার করিলেই বুঝিতে পারিবেন।

প্রদর্শনীর ঠিকানা—

শ্রীধর ভাণ্ডার ষ্টল

শ্রীধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপ-প্রদর্শনী

পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর (নদীয়া)

ঢাকার ঠিকানা

শ্রীধর ভাণ্ডার, ... নং নবাবপুর, ঢাকা।

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত ভক্তি গ্রন্থাবলী

যে সব উৎকলবাসী ভক্ত বাংলা অক্ষর পড়িতে জানেন না, তাঁহাদের শ্রীশ্রী প্রভুর প্রচারিত পরম উপাদেয় ভক্তি-কথা জানিবার প্রবণ সুযোগ উপস্থিত। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে উড়িয়া-অক্ষরে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হইয়াছে। বাংলা গ্রন্থের তুলনায় উড়িয়া গ্রন্থগুলির ভিক্ষাও অপেক্ষাকৃত অল্প।

গ্রন্থের নাম	ভিক্ষা
শ্রীহরিনাম চিন্তামণি, প্রতিখণ্ড	৷৷০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	১৲
সাধন পথ, (শ্রীমদ্ভাগবত অনুশীলনাত্মক) প্রতিখণ্ড	।০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৷৷০
কল্যাণ কল্পতরু প্রতিখণ্ড	৵০
একত্রে ৩খণ্ড লইলে	।০
গীতাবলী প্রতিখণ্ড	৴১০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৵১৫
শরণাগতি প্রতিখণ্ড	৴০
একত্রে ৩খণ্ড লইলে	৵৫

প্রাপ্তিস্থান { শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ, কটক
এবং
শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, পুরী }

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিম্নলিখিত মঠসমূহে প্রাপ্তব্যঃ—

১। শ্রীচৈতন্য মঠ,—পোঃ, শ্রীধামমায়াপুর, (নদীয়া)।
২। শ্রীগৌরগদাধর মঠ,— চাঁপাহাটি, সমুদ্রগড় পোঃ, (বর্দ্ধমান)।
৩। শ্রীভাগবত আসন,—ভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৪ শ্রীগৌড়ীয় মঠ,— ...নং উল্টাডাঙ্গা জংসন রোড, কলিকাতা।
৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ,—চটকপর্বত, পুরী।
৬। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ,— উড়িয়া বাজার, কটক।
৭। শ্রীভাগবত মঠ,—চিদাপুর, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।
৮। শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ,—৪নং অগস্ত্যকুণ্ড, কাশী, ইউ, পি।
৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,—ছাতাবাজার, বৃন্দাবন, মথুরা, ইউ, পি।
১০। শ্রীপরমহংস মঠ,— নৈমিষারণ্য পোঃ, সীতাপুর, ইউ পি।
১১। শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ,—কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল, পাঞ্জাব।
১২। শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠ,— ...নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।
১৩। শ্রীগদাইগৌরাঙ্গ মঠ, বালিয়াটি, ঢাকা।
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম, আমলাযোড়া, বাজবাঁধ পোঃ, বর্দ্ধমান।
১৫। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ,—ডুমুরকোন্দা, চিরকুণ্ডা পোঃ, মানভূম।
১৬। শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয় মঠ,— আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী, উড়িষ্যা।
১৭। শ্রীগৌড়ীয় মঠ কার্য্যালয় ... হনুমান রোড, নিউদিল্লি

এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণের নিকটও নদীয়া-প্রকাশ প্রাপ্তব্য।

১। শ্রীযুক্ত জনার্দন ঘোষ —বসু মল্লিক রোড, খুলনা
২। শ্রীযুক্ত রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিরত্ন—দেওয়ানগঞ্জ, হলদিবাড়ী কুচবিহার।
৩। শ্রীযুক্ত রামরঞ্জন রায় —১৬।২নং শ্রীগোপাল মল্লিক লেন, কলিকাতা
৪। মিঃ এন ডি, মুখার্জি এম, এম, ওয়াকস দি মল, কানপুর।
৫। শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী জ্যোতিভূষণ—স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া
৬। শ্রীরাসবিহারী দাস অধিকারী, নবদ্বীপ।
৭ শ্রীবিরাজমোহন দে—মদনমোহন প্রেস, নবাবপুর, ঢাকা।
৮। শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ গড়গড়ি বেড়াচাঁপা, ২৪ পরগণা।

শ্রীপঞ্চানন চট্টোপাধ্যায় এ, এ, ... এম, ধানবাদ

অজ্ঞথা মা ভজে কৃষ্ণ, তুই সঙ্গ করে। পুন সেইমত মায়া পাপে ডুবি মরে

শ্রীচৈতন্যমঠের গ্রন্থাবলী

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বিরচিত
ভক্তি-গ্রন্থাবলী
উৎকৃষ্ট কাগজে বিলাতী ধরণে বাঁধাই
স্বর্ণালঙ্কৃত। চতুর্থ সংস্করণ। বিস্তৃত বিষয়সূচীসহ

জৈবধর্ম

বাঁধাই ২৲ দুই টাকা

প্রকাশিত হইয়াছে

সনাতন ধর্মশাস্ত্র বেদ, বেদান্ত, উপনিষৎ গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত, পুরাণ, তন্ত্রাদি সকল গ্রন্থ পাঠ করিবার অবসর অতি অল্প মানবের ঘটিয়া থাকে। অনেকের যোগ্যতা না থাকায় সেই সমস্ত গ্রন্থের মর্ম অবগত হইতে পারেন না। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বাঙ্গালীর এই অসুবিধা দূরীভূত করিবার জন্য এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

বিদ্যালয়ের ছাত্র বা শিক্ষকগণের বিশেষ পাঠ্য, এই হেতু শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টর বাহাদুর ইহা সমস্ত বিদ্যালয়ের জন্য অনুমোদন করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

প্রথম খণ্ড ভিক্ষা ১৲ একটাকা

যুক্তিপূর্ণ শাস্ত্রবাক্য দ্বারা প্রত্যেক মানবের নিত্য কর্তব্য ও অনিত্য সাময়িক কর্তব্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। গ্রন্থের প্রতি উক্তি সনাতন শাস্ত্রবাক্য দ্বারা সমর্থিত ও প্রমাণিত হইয়াছে। দেহের, মনের ও আত্মার ধর্ম কি? স্বদেশ, সমাজ, নীতি, ধর্ম কি? ইত্যাদি বিষয় ক্রমানুসারে এমন সুন্দরভাবে যুক্তিসহকারে আলোচিত হইয়াছে যে, প্রথম পংক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত পাঠ না করিয়া নিরস্ত হওয়া যায় না।

শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য

ভিক্ষা ৵০

ঐ প্রমাণ খণ্ড ভিক্ষা ৵০

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিহার ও লীলাভূমি নয়টী দ্বীপ-সমন্বিত। এই নয় দ্বীপের প্রাচীন বিবরণ—প্রত্যেক দ্বীপে শ্রীমহাপ্রভুর লীলা—প্রত্যেক দ্বীপের পরিচয়, শ্রীধাম মাহাত্ম্য—ধামাপরাধ কি? ইত্যাদি বিষয় বিশেষভাবে মনোহর ছন্দে বর্ণিত। পকেট সাইজ প্রায় ১৫০ পৃষ্ঠা।

শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ

উজ্জ্বল ব্রোঞ্জ-ব্লু কালীতে উত্তম কাগজে ছাপা—শ্রীনবদ্বীপধাম দর্শনে ভাবুক দর্শনকারীর কি প্রকার ভাবের উচ্ছ্বাস হয়, তাহা এই গ্রন্থে বর্ণিত। অতি চমৎকার। ভিক্ষা চারি আনা।

শ্রীমনঃশিক্ষা

৵০ দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভুকে উপদেশচ্ছলে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে ভক্তগণের অনুকূল ও প্রাঞ্জল বিচার অতি সুন্দরভাবে বর্ণিত হইয়াছে। তদ্ব্যতীত শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদিষ্ট শিক্ষা ও উপদেশ বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

গৌড়ীয়-বৈষ্ণব জগতে অভিনব গ্রন্থ !!
শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতি-গ্রন্থাবলী :—

শরণাগতি

পকেট সাইজ অষ্টম সংস্করণ ভিক্ষা ৵০ আনা

দেহ ও মনের চেষ্টা অনিত্যানন্দ জনক—ইহা যখন জীব বুঝিতে পারে, তখন একমাত্র নিত্যানন্দ শ্রীভগবানের প্রতি তাঁহার কোন জাতীয় আবেগময়ী প্রার্থনা হয় এবং শ্রীভগবানে সর্বান্তঃকরণে নিষ্কপটে কি প্রকারে শরণাপন্ন হইতে হয়, ইত্যাদি বিষয়ক প্রাণস্পর্শী প্রার্থনা ও আত্মসমর্পণমূলক গান। উড়িয়া সংস্করণও প্রকাশিত হইয়াছে।

ভিক্ষা প্রতি খণ্ড ৵০ এক আনা।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা—৵০, নবদ্বীপশতক—৵০
অর্থপঞ্চক—৵০

কল্যাণকল্পতরু

পকেট সাইজ পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা ৵১০

মানব প্রত্যহ নূতন অভাব ও কামনার বশবর্ত্তী হইয়া পুনঃপুনঃ যে অকল্যাণকে কল্যাণ বলিয়া গ্রহণ করে এবং যাহার নিকট কল্যাণ কামনা করে তিনি যে নিত্য বা যথার্থ কল্যাণ প্রদানে অসমর্থ এবং কোন বস্তু আমাদের নিত্য কল্যাণপ্রদ এবং কি ভাবে আমরা সেই কল্যাণলাভে সমর্থ হইব, এই সকল কথা সরল গানে লিখিত। এই গীতিগ্রন্থ বাস্তবিক কল্যাণের কল্পতরু, যিনি প্রত্যেককে নিত্যকল্যাণ প্রদানে...

শ্রীল চক্রবর্ত্তি ঠাকুরের টীকা সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠাকুর কৃত টীকা ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কৃত অনুবাদ। টীকাকারের জীবনী, শ্লোক সূচী, বিস্তৃত প্রয়োজনীয় বিষয় সম্বলিত প্রায় ৮০০ পৃষ্ঠা। উৎকৃষ্ট সিল্কে বাঁধাই ২ দুই টাকা, কাগজে বাঁধা ১৷০

শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ কৃত ভাষ্য সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

কাগজ ও ছাপা উৎকৃষ্ট। সিল্কে বাঁধাই, সোনার জলে নাম লেখা রাজসংস্করণ টাকা, সাধারণ সংস্করণ ১৷০, গৌড়ীয়ের গ্রাহকপক্ষে ১৷০

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি

(অভিধান কোষগ্রন্থ) ... ভক্তিসিদ্ধান্ত সম্বলিত অর্থ, ২। চারি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের চরিত্র, ৩। বিষ্ণুবৈষ্ণবসম্পর্কিত শ্রীমন্দির ও শ্রীবিগ্রহের বিবরণ, ৪। বৈষ্ণবগ্রন্থ ও প্রবন্ধসমূহের নাম ও বিবরণ, ৫। বিষয় বিশেষের লৌকিক ও শাস্ত্রীয় সংজ্ঞা ও তথ্য। চারিখণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ১ম খণ্ড ৸০, ২য় খণ্ড ৸০, ৩য় খণ্ড ৸০, ৪র্থ খণ্ড ৸০, চারিখণ্ড একত্রে ৩৲ (৫ম খণ্ড যন্ত্রস্থ)।

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ

—১ম খণ্ড ১৲ এক টাকা, ২য় খণ্ড ১৲ এক টাকা। শ্রীমদ্ভাগবতের গ্রাহক ও গৌড়ীয় গ্রাহকগণ ৸০ টাকায় দুইখণ্ড পাইবেন। বেদান্তাচার্য্য শ্রীমজ্জীব গোস্বামিপাদের রচিত গ্রন্থ। ইহাই ষটসন্দর্ভের অধিক প্রয়োজনীয় অংশ। প্রতি খণ্ড ডবল ক্রাউন ৮ পেজীর ৯৬ পৃষ্ঠা আকারে মুদ্রিত হইতেছে।

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য সঙ্কলিত

সদাচারস্মৃতিঃ

ভিক্ষা ৵০ মাত্র

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (প্রাচীন নবদ্বীপ)

গৌড়ীয়

রেজেষ্টারীকৃত

মদন মঞ্জরী

বটিকায় স্বপ্ন ও প্রমেহাদি রোগ, ইন্দ্রিয়শৈথিল্য, ধাতুদৌর্ব্বল্য, শুক্রতারল্য, বহুমূত্র, মাথাঘোরা, বুক ধড়ফড়ানি, অনিদ্রা প্রভৃতি লক্ষণ সত্বর নির্দ্দোষ আরোগ্য হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ৪০ বটী ১ এক টাকা।

"নপুংসকত্বারি ঘৃত"

পুরুষত্বহীনতায় বাহ্যপ্রয়োগ দ্বারা আশ্চর্য্য ফল প্রদান করিয়া থাকে। মূল্য ২ তোলা ১ টাকা।

"রমণীবিলাসিনী বটিকা"

ঋতুকালে ... শক্তি বৃদ্ধি করিতে অত্যাশ্চর্য্য। মূল্য ১৬ বটী ১৲ এক টাকা।

রাজবৈদ্য নারায়ণজী, কেশবজী
১৭৭নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

বিজ্ঞাপন

সাবধান! সাবধান!! সাবধান!!!

জে, বি, দত্তের ঢাকাই বাদাম তৈল

আদি ও অকৃত্রিম এবং উপকারিতায় সর্বজন পরিচিত ও বহু প্রশংসিত।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী *J. B. Datta & Co.* নাম লেখা দেখিয়া খরিদ করিবেন। নতুবা জুয়াচোরগণ কমদরের কৃত্রিম তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে।

বিনীত জে, বি, দত্ত

ফেরাস কুইনিন

নূতন এবং পুরাতন ম্যালেরিয়ার যম

ইহাতে উপযুক্ত মাত্রায় আয়রন, হাইড্রোক্লোর কুইনিন, আর্সেনিক এবং স্ট্রিকনিন আছে।

এই ফেরাস-কুইনিন দ্বারা ইনজেকশন করিলে একটী বা দুইটী ইনজেকশনেই সকলপ্রকার কঠিন ম্যালেরিয়া জ্বর বন্ধ করে এবং ছয় হইতে বারটী ইনজেকশনে ম্যালেরিয়ার সমস্ত উপসর্গ নষ্ট করিয়া দেয়।

৬ এম্পুলপূর্ণ প্রতি বাক্স—মূল্য ২৲, ডাঃ মাঃ ৩৲ টাকা।

সাইন্টিফিক কেমিক্যাল এণ্ড ক্লিনিক্যাল ল্যাবরেটরী
... ইষ্টার্ণ লেন, কলিকাতা

পর-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

এখানে আবার এবং ব্রাহ্মণার্থ [illegible] বিদ্যার্থীগণকে [illegible] শিক্ষণীয় বিষয় শিক্ষা দিবার [illegible] হইয়াছে। অনেক ছাত্র ইতোমধ্যেই আসিয়া পাঠ আরম্ভ করিয়াছেন। [illegible] সকল ছাত্রই গবর্ণমেন্ট সংস্কৃত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

প্রধান অধ্যাপক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত [illegible] ব্যাকরণ-সাংখ্য-বেদান্ত-[illegible] তীর্থ, [illegible] বেদান্তরত্ন, সাহিত্যাচার্য্য, [illegible]।

অধ্যাপক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত [illegible] ব্রহ্মচারী ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীধাম মায়াপুর পর বিদ্যাপীঠ, [illegible]

বেদনাঞ্জন

শ্রেষ্ঠরত্ন।

কলিকাতা [illegible] একজিবিশন হইতে বহু প্রশংসা প্রাপ্ত ও বহু [illegible] প্রশংসিত।

আজকাল বাজার-চলতি মিশ্রিত [illegible] ব্যবহারে [illegible] দোষে [illegible] পড়িয়াছে। [illegible] শরীরের সঙ্গে সঙ্গেই [illegible] মাথা ধরা, [illegible] বিছার কামড়, [illegible] ইত্যাদি [illegible] বেদনাঞ্জন [illegible] করিয়া [illegible]।

প্রোপ্রাইটার—এ, সি, চাটার্জ্জী এণ্ড ব্রাদার্স।

[illegible]

সকল [illegible] পাওয়া যায়।

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

যদিও অদ্যাপি প্রকৃত মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য, তথাপি যাঁহারা [illegible] অনবধানতা [illegible] আরোগ্য লাভ করিয়া [illegible] মরা হইয়া বাঁচিয়াছেন এবং নানা প্রকার মেহ, প্রমেহ, [illegible], স্বায়বিক দুর্ব্বলতা, বহুমূত্র, উদরাময়, [illegible] পীড়া, [illegible] এবং স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে বাধক, [illegible], মূর্চ্ছা, শ্বেত ও রক্তপ্রদর, হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি রোগে [illegible] ভুগিয়াছেন, তাঁহারা [illegible] উপকার পাইতে [illegible] আবিষ্কৃত ইলেক্ট্রিক মার্কিউরি ব্যবহার করিয়া বাঁচিতে পারেন, তাহার [illegible] প্রমাণ প্রাপ্ত হইতেছে। [illegible] ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরোগ্য হইতে পারেন নাই, তাঁহারা একবার এই ঔষধটী ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক মাসের ব্যবহারোপযোগী [illegible] ডাকমাশুল [illegible] টাকা মাত্র।

সোল এজেন্ট—ডাঃ ডি, ডি, হাজরা।

[illegible], গার্ডেনরিচ পোষ্ট, কলিকাতা।

ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

অধ্যক্ষ

শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম.এ., এফ.সি.এস. (লণ্ডন)

ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক

(প্রফেসার)

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ বিশুদ্ধ ও শাস্ত্রমতে নিজ তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হয়। পত্র [illegible] ক্যাটালগ [illegible] হয়। রোগের বিবরণ জানাইলে যত্নপূর্ব্বক ব্যবস্থা [illegible] গোপন রাখা হয়।

মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দুর)

(বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৪. টাকা

[illegible] দ্বারা যথাশাস্ত্র প্রস্তুত [illegible] সর্ব্বরোগনাশক মহৌষধ

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৩. টাকা

[illegible] প্রভৃতি যাবতীয় উপাদানে পূর্ণ মাত্রায় [illegible] কাস, [illegible], যক্ষ্মা, ক্ষয়রোগ, হৃদরোগ প্রভৃতি রোগের [illegible] অতিশয় পুষ্টিকর মহৌষধ বা খাদ্য বিশেষ।

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬. টাকা

[illegible], স্বপ্নদোষ, প্রমেহ ও [illegible] সম্পূর্ণরূপে [illegible] রসায়ন।

অবলাবান্ধব যোগ

প্রদর, বাধক [illegible] ও যোনিগত দুরারোগ্য রোগের মহৌষধ।

মূল্য- ১৬ মাত্রা ২. টাকা। ৫০ মাত্রা ৫. টাকা মাত্র

বিশুদ্ধ জল   ভয় নাই!   বিশুদ্ধ জল!!

লক্ষ্মী টিউব-ওয়েল কোং

২০৫নং নবাবপুর, ঢাকা

[illegible] উন্নত বৈজ্ঞানিক-প্রণালীতে নলকূপ (Tube well) [illegible] প্রাইভেট সেক্রেটারী, [illegible] জমিদার, তালুকদার, প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত [illegible] প্রশংসা করিয়াছেন। [illegible] পরীক্ষার [illegible]। বিস্তৃত বিবরণের জন্য পত্র লিখুন

বিজ্ঞাপিত কেন?

[illegible] পারে তাহার পন্থা [illegible] যিনি পাঠ করেন নাই, তিনি আবেদন করুন [illegible] প্রাপ্ত হউন। উহা পাঠে উপকৃত হইয়া [illegible] প্রায় ৫০ বৎসরের পরীক্ষিত, [illegible] "আতঙ্ক-নিগ্রহ বটিকা" প্রাপ্ত [illegible] মূল্য ১. [illegible] প্রাপ্তিস্থান—আতঙ্ক-নিগ্রহ ফার্ম্মাসী, ২১৪ নং বহুবাজার [illegible]।

মনোমোহন প্রেস

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা

পূর্ব্ব-বাঙ্গালায় সুলভে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত

বৈদ্যুতিক মেশিনে দিবারাত্র কাজ চলিতেছে

বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা।

[illegible] শ্রীকৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

স্থানীয় সংস্করণ

Registered No. C 1514

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার- নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র।

৪র্থ খণ্ড — সম্পাদক—প্রভুবিদ্যালঙ্কার শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী — [২৮৪ সংখ্যা]

শ্রীচৈতন্য মঠ, শ্রীধাম মায়াপুর [illegible] মাঘ [illegible] ১৩৩৬ [illegible] ফেব্রুয়ারী [illegible]

বিজ্ঞাপনের হার

প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চ ১.
প্রতি কলম ৬.
অৰ্দ্ধ কলম ৩৷৹
সিকি কলম ২.
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

[illegible] হার
[illegible] দেয়।
[illegible] ৯
[illegible] ৫.
ত্রৈমাসিক [illegible]
মাসিক [illegible]
[illegible]
প্রতি সংখ্যা [illegible]

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থাবলী

১ শ্রীমদ্ভাগবতম্ — [illegible] প্রকাশিত [illegible] ৷৶৹ গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশ গ্রাহক পক্ষে ./০
২। [illegible]
৩। গৌড়ীয়-গৌরব ৶০
৪। গৌড়ীয়-নাট্য [illegible]
৫। ভজনরহস্য ৷৹
৬। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ [illegible] ১. [illegible] ৷৹
৭। গীতা ([illegible]) [illegible] ৷৹
৮। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি-টীকা [illegible]) [illegible] ৷৹
গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ৷৹
৯। [illegible] ১.
১০। বেদান্তসূত্রের [illegible] (রামানুজীয়) ৷৹
১১। [illegible] ২.
১২। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ([illegible] সংস্করণ) ৸৹
১৩। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২.
১৪। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) [illegible]
১৫। দীপ-দিগ্দর্শন [illegible]
১৬। সাধনপথ ([illegible] সংস্করণ) [illegible]
১৭। [illegible] ও [illegible] ।
১৮। [illegible] ৸৹
১৯। [illegible] (নবদ্বীপ পরিক্রমা) [illegible]
২০। শ্রীনবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য [illegible]
২১। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য (প্রমাণখণ্ড) [illegible]
২২। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ [illegible]
২৩। শ্রীগোদ্রুমকল্পাটবী দর্পণ [illegible]
২৪। [illegible], [illegible], [illegible], [illegible] [illegible] [illegible]
২৫। কল্যাণকল্পতরু ([illegible] সংস্করণ) [illegible]
২৬। [illegible] ।০
২৭। [illegible] ।০
২৮। [illegible] (প্রথম চারিখণ্ড) [illegible]
২৯ [illegible] ৷৹
৩০ শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ৸৹
৩১। [illegible] ।০
৩২। [illegible]
৩৩। শ্রীচৈতন্যভাগবত [illegible] সংস্করণ [illegible]

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

ইংরাজী ভাষায় ভক্তিগ্রন্থ

শ্রীচৈতন্যচরিত ও শিক্ষা ।০
নামভজন ।০
বৈষ্ণবধর্ম্ম [illegible] [illegible]
ভাগবতীয় [illegible] [illegible]
কাম ও প্রেম [illegible] ।০
গৌড়ীয়মঠ কি করেন

শ্রীধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপ-প্রদর্শনী, নদীয়া

(৩রা ফেব্রুয়ারী হইতে ১৭ই মার্চ্চ, ১৯৩০ পর্য্যন্ত)

প্রদর্শনার্থ সকল [illegible] জন্য সেক্রেটারী মহোদয়ের নিকট আবেদন করুন।

শ্রীকুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ,
শ্রীচৈতন্য মঠ, শ্রীধাম মায়াপুর পোঃ আঃ (নদীয়া)।

দেবনাগরাক্ষরে ভক্তিগ্রন্থ

১ [illegible] [illegible]
২ [illegible] [illegible]
৩ [illegible] [illegible]
৪ [illegible] [illegible]
৫ [illegible] ৷৹
৬ [illegible] ।০

শ্রীধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপ প্রদর্শনী

[illegible] পি. সি. রায় কর্ত্তৃক দ্বারোদ্ঘাটন

আগামী [illegible] মাঘ, ২৫ [illegible] রবিবার অপরাহ্নে [illegible] পি. সি. রায় মহোদয় কর্ত্তৃক শ্রীধাম মায়াপুর-নবদ্বীপ-প্রদর্শনীর দ্বার উদ্ঘাটিত হইবে। সর্ব্বসাধারণের [illegible] প্রার্থনীয়।

যাত্রিগণের অপূর্ব্ব সুযোগ!!

যে সকল যাত্রী নবদ্বীপ [illegible] অথবা [illegible] শ্রীধাম-মায়াপুর-প্রদর্শনী দেখিতে আসিতে ইচ্ছা করেন তাঁহাদের [illegible] স্থবর্ণ সুযোগ [illegible], [illegible] হইতে [illegible] আনা [illegible] প্রদর্শনী ক্ষেত্রে [illegible] হইবে। [illegible], এই অপূর্ব্ব সুযোগ হারাইবেন না।

শ্রীধাম মায়াপুরে

ব্রাঞ্চ পোষ্ট অফিস ও টেলিগ্রাফ অফিস

[illegible] হইতে শ্রীধাম মায়াপুর [illegible] অস্থায়ী [illegible] পোষ্ট-অফিস [illegible] এবং [illegible] হইতে টেলিগ্রাফ [illegible] আরম্ভ হইয়াছে।

রাজদ্রোহ মামলা

[illegible] শ্রীঅমৃতলাল [illegible] কাঁথি [illegible] বিরুদ্ধে [illegible] রাজদ্রোহের মামলা চলিতেছে।

আদালত পরিদর্শন

[illegible] শ্রীযুক্ত [illegible] পরিদর্শন করিয়াছেন। স্থানীয় উকিলগণ তাঁহাকে [illegible] অভ্যর্থনা করেন।

[illegible]

[illegible] কৃষ্ণনগর [illegible]।

নির্ব্বাচন

নদীয়া জেলার [illegible] সদস্য শ্রীযুক্ত [illegible] চৌধুরী নদীয়ার ব্যবস্থাপক সভার [illegible] নির্ব্বাচিত [illegible] হইয়াছেন।

১। শ্রীযুক্ত বাবু [illegible] রায়, [illegible]।

২। [illegible] মুখার্জ্জি বাহাদুর, [illegible]।

৩। শ্রীযুক্ত [illegible] কুমার সরকার, [illegible]।

৪। [illegible] কুমার বসু, [illegible]।

৫। শ্রীযুক্ত [illegible] সিংহ, [illegible]।

[illegible] মনোনয়ন [illegible] হইয়াছে। [illegible] পর্য্যন্ত আবেদন [illegible]। ২৪শে এবং [illegible] ভোট গ্রহণ হইবে।

স্বাভাবিক রেডিও

[illegible] একজন [illegible] ডাক্তার। তিনি [illegible] অনুসন্ধানে অবগত হইয়াছেন [illegible] কোন কোন লোক [illegible] পাগল নহে, অথচ তাহাদিগকে সেখানে রাখা হইয়াছে। [illegible] লোক [illegible] অনেকক্ষণ কথা কহেন। কথায় [illegible] ছিলেন। সে [illegible] গান শুনিতে পায়। যে সকল গানের বাজনার শব্দ সে মোটেই জানে না, তাহাও [illegible] শুনিয়া আবৃত্তি করে।

নৌ-বৈঠক

বিলাতে নৌ-বৈঠকের ব্যাপার মিটি মিট [illegible] মিটিতেছে না। ফরাসী ও [illegible] হইয়াছে। তবে একটু [illegible]। এ সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞেরা [illegible]।

[illegible] অধিবেশন [illegible], বিস্ময়ের কথা এই যে, [illegible] নায়কগণের মধ্যে কেহই এ অধিবেশনে উপস্থিত ছিল নাই।

মজার প্রতিদ্বন্দ্বিতা

[illegible] একজন [illegible] এবং [illegible] নামক অপর এক [illegible] মধ্যে, এই [illegible] "[illegible]" [illegible]। কোন [illegible] উপনীত হইতে না পারিয়া [illegible] ভোট লওয়া হয়। একজন রিটার্নিং অফিসার নিযুক্ত হন এবং একটী [illegible] নীচে [illegible] হন। [illegible] ৪৫০০ ভোটে [illegible]।

এসেম্বলিতে গোলমাল

[illegible] হইতে পুলিশ তাড়ান লইয়া সভাপতির সঙ্গে [illegible] লোকের তুমুল কথা-কাটাকাটি হয়। পাঠকগণ অবগত আছেন যে, [illegible] সভাপতি [illegible] অবগত করেন যে তিনি বড়লাটের নিকট হইতে একটা গোপনীয় [illegible] পাইয়াছেন। তাহার মর্ম্ম এই যে [illegible] অনুরোধ করেন [illegible] প্রবেশ [illegible] পূর্ব্বে পুলিশ তাড়ান সম্বন্ধে [illegible] কোন কথা না বলেন। [illegible] এবং টেলিফোন করিয়া প্যাটেল সাহেবের সহিত [illegible]। কিন্তু [illegible] কর্ণেল [illegible] উত্তরে মিঃ প্যাটেল বলেন যে [illegible] সাহেবের চিঠির মধ্যে যাহা ছিল তাহা হইতে [illegible] প্রশ্নের উত্তরে মিঃ প্যাটেল বলেন যে সভাপতিকে [illegible] অধিকার নাই। [illegible] তাঁহার বক্তৃতা [illegible]। [illegible] সাহেব [illegible]।

[illegible] এবং [illegible] কথা কাটাকাটির সময় [illegible]।

যাদুঘরে বোমা

[illegible] যাদুঘরে [illegible] পাওয়া গিয়াছে। পুলিশ বলে যে, [illegible]। পুলিশ [illegible] অনুসন্ধান করিতেছে। [illegible] বলেন যে [illegible] টিকেট [illegible] প্রবেশ করিবার সময় দুই জনের [illegible] কথাবার্ত্তা [illegible]। যখন [illegible] প্রবেশ করিয়া [illegible] তখন তাহার [illegible] কি [illegible]। [illegible] বিষয় বলেন।

ছাত্রাবাস আক্রমণ

[illegible] তিনজন [illegible] চালাইতে থাকে। ফলে [illegible] আহত হয়। শুনা যাইতেছে যে [illegible] লইবার জন্য এরূপ করিয়াছে।

---

৪৫০ জন হত

[illegible] দিগের মধ্যে যুদ্ধ হইতেছে। [illegible] ৪৫০ জন হত হইয়াছে।

বাণিজ্য বন্ধ

রুষীয় গবর্ণমেণ্ট আদেশ করিয়াছেন যে, খাদ্য পদার্থ, কাপড়, ঔষধ [illegible], বৈজ্ঞানিক সরঞ্জাম, ইমারতের মসলা, [illegible], কেরোসিন, চিনি, লবণ, দিয়াশলাই, তামাক এবং সিগারেট কোন দোকানদার বিক্রয় করিতে পারিবে না। গবর্ণমেণ্টই এই সমস্ত ব্যবসায় চালাইবেন। [illegible] রাজ্যের কর্ত্তৃপক্ষকর্ত্তৃক সমস্ত ব্যবসায় চালাইবার চেষ্টা চলিতেছে।

রূপার দর

ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় স্যার পুরুষোত্তমদাস ঠাকুরদাস রূপার দর কমা সম্বন্ধে প্রশ্ন করেন। রাজস্বসচিব স্যার [illegible] উত্তর দেন যে, চীন প্রভৃতি দেশ হইতে অধিক পরিমাণে রূপা আমদানী হইতেছে, [illegible] রূপার ব্যবহার কমিতেছে এবং [illegible] কমাইতেছে না। এইসব কারণে রূপার দর কমিয়াছে।

রয়েল কমিশন

[illegible] কমিশন বর্ত্তমানে বঙ্গদেশে [illegible] অনুষ্ঠান, [illegible] দিগের অবস্থা—বিশেষতঃ ভারতীয় এবং [illegible] অবস্থা এবং [illegible] কিরূপ [illegible] সমস্ত বিষয় [illegible] আলোচনা করিতেছেন।

সাম্প্রদায়িক বিবাদ

[illegible] হিন্দুদের [illegible] এক মুসলমান [illegible] অবমাননাজনক [illegible] মুসলমানগণ দাঙ্গা আরম্ভ করে। একজন [illegible] মারা গিয়াছে, অনেকে আহত হইয়াছে।

জেলে দাঙ্গা

কোলোরাডোর কারাগার হইতে [illegible] জন বন্দী পলাইবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করে। কলের কামান আনিয়া তাহাদিগকে দমন করিতে হয়। কারাগারে আগুন লাগায় [illegible] ক্ষতি হয়। সেই সুযোগে তাহারা পলাইবার চেষ্টা করে। এই দাঙ্গায় একজন জেল-কর্ম্মচারী [illegible] আঘাত পাইয়াছেন।

পদত্যাগ

ভারতীয় এবং প্রাদেশিক ব্যবস্থা-পরিষদে [illegible] জন কংগ্রেস-মনোনীত সদস্য ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে [illegible] জন পদত্যাগ করিয়াছেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২৪শে মাঘ শুক্রবার—১৩৩৬

সাময়িক প্রসঙ্গ

গঙ্গার পশ্চিমতীরে কাঁকড়ার মাঠ জাল মায়াপুরে একটী দুরলক্ষ্য কপটতা প্রকাশ পাইয়াছে। জনৈক উকিল বাবু একটী স্ত্রীলোকের মুখে শুনিলেন যে, কাঁকড়ার মাঠে দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের রামসীতার মন্দিরের পুনরুদ্ধার করাইতে পারিলেই তাহারা দেওয়ানের বংশধরগণের নিকট হইতে আইনের সাহায্যে তাহাদের স্বার্থ, মর্কট বৈরাগিগণের সেবার জন্য টাকা আদায় করিয়া লইতে পারিবে। সম্প্রতি দেওয়ানের বংশধরগণ বাধ্য হইয়া মোকদ্দমার ভয়ে উঁহাদিগকে তাড়াইয়া দেওয়া সত্ত্বেও পুনরায় তথায় সংস্থাপিত করিতে বাধ্য হইয়াছেন। আমরা বলি, এই প্রকার জঘন্য নেড়ানেড়ীর দলের দৌরাত্ম্যপূর্ণ শাসনবলে জমিদারগণ ভীত ও শঙ্কিত হইয়া সেই পাপাচার প্রবর্দ্ধনের জন্য ইঁহাদিগকে কেন সাহায্য করিলেন? যে সকল ব্যক্তি ধর্ম্মের ব্যভিচারে সাহায্য করেন বা মর্কট নেড়ানেড়ীগণের প্রশ্রয়দাতা, তাঁহাদিগকে আমরা জনহিতকারী বলিতে পারি না।

মর্কট-বৈরাগিগণের ব্যভিচার পুষ্ট করাইবার জন্য অসৎ আন্দোলনের সাহায্য যাঁহারা করিতেছেন, তাঁহাদিগের অধোপতন করা ব্যতীত সম্প্রদায়গণের নৈতিক চরিত্র ধ্বংস করাই হইয়া যায়। ভগবান নিত্য সত্য বস্তু। সেই ভগবানের আশ্রিত বলিয়া পরিচয়ে কপটতা-ক্রমে যে ব্যভিচার জগতে উৎপাত সৃষ্টি করে, সাম্প্রদায়িকগণ তাহা কখনই আদর করেন না। যে সকল মর্কট-বৈরাগী মহাপ্রভুর প্রকটকালে ব্যভিচারাদির প্রশ্রয় দিয়াছিল, সেই সকল মনুষ্যকে মহাপ্রভু কখনই নিকটে আসিতে দিতেন না। জাল মায়াপুরে একটী বিরাট সভা হওয়া আবশ্যক, যে সভায় মর্কট-বৈরাগিগণের মিথ্যাভক্তির ছলনা ও চাতুরী উন্মুক্ত হইতে পারে—এরূপ প্রদর্শনী হওয়া আবশ্যক বটে। জিজ্ঞাসা করি, যেখানে সন্ন্যাসাশ্রমের বেষ গ্রহণ করিয়া ব্যভিচার চলিতেছে, তাহার সামাজিক প্রতীকার কি হইতে পারে না? তাহা হইলে কি নৈতিক সমাজ ধ্বংস হইয়াছে জানিতে হইবে? ব্যভিচাররত সমাজ গৃহস্থের পোষাকে বা সন্ন্যাসীর পোষাকে থাকুন না কেন, তাঁহাদিগের চরিত্র যাহাতে শোধিত হয়,—ইহা সামাজিকগণের প্রধান কর্ত্তব্য। লোকদেখান' মর্কট-বৈরাগ্য ব্যভিচার পোষণ করে। উহা শ্রীচৈতন্যদেবের মত নহে। সমাজ নেড়ানেড়ীদিগকে অত্যন্ত ঘৃণা করেন এবং বৈষ্ণবদিগকে শ্রীগুরুদেবের ন্যায় তুল্য ব্যক্তি জানেন। কাঁকড়ার মাঠের প্রদর্শনীতে শুদ্ধবৈষ্ণব ও বিষ্ণুমর্কটের চরিত্র বিশ্লেষণ হওয়া আবশ্যক।

আর্কিওলজিক্যাল ডিপার্টমেণ্টের অবসরপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী শ্রীযুক্ত কেদারেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়। অবসর পাইবার পূর্ব্বে এই কেদারেশ্বর বাবু বল্লালঢিপিকে *preserved* করাইবার জন্যই নিযুক্ত ছিলেন। ঐ কার্য্য হইতে অকালে অবসর পাওয়ায় ইনি শ্রীধাম মায়াপুরের বিরোধী হইয়া পড়েন। এই কেদারেশ্বর বাবু সেদিন কোমর বাঁধিয়া জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুরের বিচারাসনে রূপালেক বলিতে গিয়াছিলেন এবং আপনাকে *interested party* বলিয়া অভিমান করিয়াছেন। ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুর ঐ অধীন তাঁহার জন্য রাস্তা হয় নাই বলায় তাঁহাকে বাধ্য হইয়া সরল পথে দণ্ডায়মান হইতে হইয়াছিল। এক্ষণে তিনিই কি ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুরের রায় শোধন করিবার জন্য গোয়াড়ীতলায় উপস্থিত হইয়াছিলেন? ব্যক্তিগত অমর্য্যাদা লাভে শ্রীগৌরাঙ্গের নিক্ষাচরণ করিতে গিয়া প্রাচীন নবদ্বীপের গৌরব সংস্থাপন পাণ্ডিত্যের অন্তরায় হওয়া কি ন্যায়সঙ্গত? শ্রীমদ্ভাগবত নিন্দকগণকে বহুত প্রশংসা করিয়াছেন, যুক্ত বলে আমাদিগের এই সকল বিষয় আলোচনা করা উচিত।

গৌড়ীয় মঠ হইতে পঞ্চশত প্রমাণ উপস্থাপিত হইতে দেখিয়া এই কেদারেশ্বর বাবুর সেই দিবস স্তম্ভিত হইয়াছিলেন এবং বিরোধী পক্ষের একটীও প্রমাণ না থাকায় তাঁহার স্বপক্ষ পক্ষ সমর্থন করিবার কোন সুযোগই হয় নাই। সুতরাং তাঁহার দ্বারা অমর্য্যাদা-সূচক অসভ্যতা বাক্য বাহির হইবে, ইহাতে আর বিচিত্রতা কি?

বাগচী মহাশয় কোমর বাঁধিয়া এলবাটিতলে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তাঁহার ইটের খোলার ব্যবসায় আছে। সেই খোলায় ইট ও টালী প্রস্তুত হয়। সদানন্দ বাবুর খেলা আর তারাবাবুর খোলার ইটগুলি ও পোড়া মাটীগুলি বড় পুষ্ট হইতেছে শ্রীধাম মায়াপুরের সেবায় ক্রীত হইতেছে না, উহা সহরের লোকেরা খরিদ করে। সুতরাং তাঁহাদের শ্রীধামমায়াপুরের বিরোধী হওয়া বিচিত্র নহে, এবং হইলে তাঁহাদের উপকার আছে। মধ্যে মধ্যে তারা বাবু মিউনিসিপ্যালিটির ভাইস্ চেয়ারম্যান হন। আমরা বুঝিতে পারি না, আর কোন কারণে তাঁহারা সত্য বিষয়ে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ।

আনুকরণিক প্রথা সকল সময়ে কার্য্যকারী হয় না—একথা অনভিজ্ঞ উদ্ধত বালকগণও বুঝিতে পারে না। উদ্ধত জনগণের অনুবর্ত্তী বয়স্কগণও যদি অনুকরণ প্রবৃত্তির মুখভঙ্গী করিতে থাকেন, তাহা হইলে তাঁহাদের বুদ্ধিভ্রংশ হইয়াছে জানিতে হইবে। অল্পবয়স্ক কাল্‌না নিবাসী কাব্যতীর্থ যে অনুকরণের প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার সরলতা কতটুকু আছে? তবে ইহা ঠিক যে সেইরূপ অনুকরণ-কার্য্যে যে বিষময় ফল উৎপত্তি লাভ করিবে, তাহা ভোগ করিবেন অনুসন্ধানকারীর দল। অনুসরণ ও অনুকরণের পার্থক্য নিত্যকালই আছে। কপটতার বাজার জগতে অশান্তি উৎপাত লাভ করিতেছে। ধর্ম্মের নামে ঐরূপ চালান উচিত নহে।

অনুকরণকারীর দল শ্রীধামের অনুকরণ করিবে, শ্রীমায়াপুরের অনুকরণ করিবে, শ্রীমহাপ্রভুর অনুসরণ করিবে শ্রীনামেরও সেবা করিবে ধর্ম্মে বসিয়া সঙ্কীর্ণ বুদ্ধির পরিচয় দিবে। অনুকরণকারীর সরলতা নাই, অনুসরণকারীর মহিমা সে বুঝিতে পারে না বলিয়াই তাহার এই দুর্গতি। কপটতা করিয়া চক্ষুতে অশ্রু নির্গত করা, অঙ্গ কম্পন, মুখে ফেণোদগার করিয়া নিস্তেজ হওয়া যায়, কিন্তু তাহা কি করা উচিত? উহা যে আত্মবঞ্চনা! অনুসরণ করিলে মঙ্গল হয়, অনুকরণ করিলে আত্মনাশ হয়। ঐরূপ প্রকার অপসম্প্রদায়ের আশ্রিত জনগণ ভ্রান্ত হইয়া যতপ্রকার অমঙ্গল সৃষ্টি করে, তাহা কখনও ধর্ম্মের অনুষ্ঠান ও সত্যের অনুগমন নহে।

শান্তি

সংসারে সকলেই অভাবগ্রস্ত, অভাব মিটাইবার বাসনা সকলের থাকিলেও অভাব-দৈন্য তাহাদিগের সঙ্গ ছাড়িতে পারে না। অভাব অশান্তির কারণ। আবার শান্তিই সেই অশান্তি বিদূর করিতে সমর্থ। তাই দৃশ্য জগতের যে দিকেই দৃষ্টিপাত করা যায়, শান্তি-প্রার্থীর অভাব পরিলক্ষিত হয় না।

পরিবর্ত্তনশীল পৃথিবীতে শান্তি-প্রার্থকের অভাব না হইলেও শান্তি প্রাপ্ত পুরুষেরই অভাব। 'শান্তি' বলিয়া একটী কথা কিম্বদন্তী থাকিলেও প্রকৃত পক্ষে শান্তির স্বরূপ সকলের নিকটেই অবিদিত। জগতে অশান্তি ভক্ত-লোকেই মত্ত। সুতরাং ভোগ্য দেওয়া ভোগের প্রথম মুখে আপাতমধুর সুখে যে শান্তির দৃশ্য দেখা যায়, তাহা পদে পদে অশান্তিই প্রদান করে।

ভোগের স্বরূপই অশান্তি। ভোগ্যবস্তুর অভাব, ভোগ্য বস্তু প্রাপ্তি এবং অবশেষে বিনাশ সর্ব্বাবস্থায় ভোগীর সর্ব্বাপহরণকারিণী অশান্তি। জগতে জীবকুল জড়ভোগ প্রাপ্তির জন্য যে দেহ প্রাপ্ত হইয়াছে, সেই দেহ ও ভোগ্য বিষয়সমূহে এক অবাধ প্রীতি বর্ত্তমান। দেহ-পরিচালক ইন্দ্রিয়াধিপতি মন, এই দেহ বা পুর সৃজন করিয়াছে বাসনাই সেই মনের সহধর্ম্মিণী এবং সহকর্ম্মিণী। সুতরাং মনে যেমন বিষয়স্পৃহা নিত্য বর্ত্তমানা, বিষয়ে তেমনি বিষয়ীকে ভববন্ধনে আবদ্ধ করা বুদ্ধি বিরাজমানা। এহেন অশান্ত মনে আত্মার বিশুদ্ধ নির্ম্মল শান্তির ছায়াও দেখিতে দেয় না। তবে 'আকাশকুসুম' শব্দবৎ 'শান্তি' শব্দের পর্য্যবসিত।

বুদ্ধি অন্তঃকরণের সত্ত্বাদি অর্থ অববোধন-সামর্থ্য। সেই বুদ্ধি আবার দুই প্রকার—আত্মপরা ও বিষয়পরা। বিষয় প্রধান বুদ্ধিক জড়মুগ্ধ জীবগণ জড়াময় ভোগে প্রমত্ত হইয়া শান্তির পরিবর্ত্তে শোক মোহাদিরূপ অশান্তি ভোগ করে আর আত্মপরা বুদ্ধি সম্পন্ন লোকের সুখ-দুঃখপ্রদ শ্রাবকাকৃষ্ট বিষয় সকলে উদাসীনতা আনিয়া দেয়। যিনি সেই বুদ্ধির আনুগত্যে বিষয় সমূহ পরিত্যাগপূর্ব্বক বিষয় হইতে মনকে প্রত্যাহৃত করিয়া আত্মালোচনায় সতত নিযুক্ত, তিনিই শান্তির অধিকারী।

জড়দেহে 'আমি' বুদ্ধি অহঙ্কার এবং 'আমার' প্রভৃতি মমতা। এই অহঙ্কার ও মমতাই জীবের অনিত্য জীবনে অশান্তির কারণ। অনিত্য বস্তুতে নিত্যবুদ্ধি তাহাকে প্রকৃত বুদ্ধিহীন করিয়াছে। অতএব কামসকল পরিত্যাগপূর্ব্বক যিনি সমস্ত বিষয়ে নিস্পৃহ হইয়া নিরহঙ্কার ও মমতা-শূন্যভাবে বিচরণ করেন, তিনিই শান্তি লাভ করেন। কিন্তু জীব নিজ-চেষ্টায় বিষয় হইতে চঞ্চল মনকে প্রত্যাহার করিতে কোন প্রকারেই সমর্থ নয়। একমাত্র সাধুসঙ্গে সাধুসেবায় এবং সাধু-নির্দ্দিষ্ট ভজন-পথে একান্ত যত্ন ও আগ্রহের সহিত অগ্রসর হইলে অশান্তির হাত হইতে —যে অশান্তি তাহার নিজেরই প্রাপ্য, দূরে যাইয়া শুধু শান্তি নহে, পরাশান্তি লাভ করে।

অসতে সৎ বুদ্ধি জীবকে এই অনিত্য লোকবাসী করিয়াছে। সেই লোকে লৌকিক বিষয়সকল ভোগোপযোগী দেহ ও মনোবন্ধনে সেই জীব বদ্ধ হইয়া আবদ্ধ।

অবার যে সমস্ত লোকের সঙ্গ তাহার বর্ত্তমান ভাবাবেগ জড়াবেশ-প্রবণ বুদ্ধির সাথে উহারা অসৎসঙ্গ ত্যাগ করিয়া "সৎসঙ্গ সদা সর্বদা সেবা নিরত" জীবের স্বরূপ উদ্বোধনের সহায় এবং সেই স্বরূপ জ্ঞানে সবার হৃদয়ে শান্তি মঙ্গল-লাভ।

সাধুসঙ্গ সাধুসঙ্গ সর্বশাস্ত্রে কয়।
সাধুসঙ্গে সর্বজীবের মঙ্গল লাভ হয় ॥

নকলে বেশ পটু

আসলে শুধুই ফাঁকি

নকলে কি আর আসলের সাধ মিটে? নিজে ঠকবার সঙ্গে সঙ্গে অন্য লোককেও ঠকাইয়া সেই অপরাধে নরকগামী হইতে হয়। নকলকে মুক্ত না কেন আসলের মত করা যাউক, সে তাহার নিজস্বরূপ বেশী দিন গোপন রাখিতে পারে না। পিতলের সোনা নূতন নূতন খাঁটি সোনাকেও হার মানাইতে পারে, কিন্তু তাহার সে জৌলুষ কয়দিন? কিছু দিন পরে তাহার সমস্ত ফাঁকি প্রকাশ হইয়া পড়ে; চুণগোলা জলে দুধের এক প্রকার রঙের আস্বাদন হয় বটে। আজ কাল নকল সোনার জলুষ চারিদিকে ছড়াইয়াছে, কিন্তু তাই বলিয়া সে কখনও আসলের স্থান অধিকার করিতে পারে না। প্রথম প্রথম নকলের উজ্জ্বলতা অথচ সুলভ মূল্য দেখিয়া সকলেই নকলের পক্ষপাতী হয়, শত মুখে নকলের গুণ গাহিতে থাকে, নকল তখন একেবারে অহঙ্কারে ফাটিয়া মরে, ভাবে এমন করিয়াই দিন যাইবে, আসলকে এমন করিয়াই উড়াইয়া দিব! কিন্তু তাও কি আর সম্ভব হয়? নকল যখন আসলের সহিত প্রতিযোগিতায় দৌড়াইয়া পাল্লা দিতে থাকে, তখন—লোকে যখন আমাকে আসল জ্ঞানে আদর করিতেছে, তখন ওরে আসল, তুমি থাক একটা কোণে! তখন আসলও তাহার সকল গর্ব চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া সত্যের ঢাক বাজাইয়া দেয়।

কতকগুলি লোক নিজে সাজা শুদ্ধ সনাতনধর্মের প্রচারক শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচার কার্য্যে বাধা দিতে না পারিয়া, মঠের কার্য্যকলাপের নকল করিতে আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। নকলের দলের নিজেদের মস্তিষ্ক খাটাইয়া কিছুই নাই, কেবল তাঁহারা যাহা করিতেছেন, তাহার নকল করিয়া নিজেরা ঠকিবে ও লোক-সমাজকেও ঠকাইবে! হরিহে হইয়াছে তাহাদের বাসনা! বৃদ্ধ্বদুর্ব্বৃত্ত প্রকাশ্য-ভাবের নিত্য নব নব উপায় উদ্ভাবন করিতে ব্যস্ত হন, যাহাদের ভক্তি নাই, যাহারা সর্বক্ষণ সংকীর্ত্তন-দ্বারে সর্বতোভাবে কেবল আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণেই নিযুক্ত, তাহারা কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণেচ্ছাবানগণের সে ... হইবে?

শ্রীধাম মায়াপুর প্রদর্শনী

পারমার্থিক বিভাগ (কর্মপথ)

৭। চিত্রপরিচয়—

ভাগবত বিরোধী পণ্ডিতাভিমানী দেবানন্দের উদ্ধার।

প্রতিপাদ্য বিষয়—

কুলিয়াগ্রামের অনতিদূরবর্ত্তী কুলিয়ার; বর্ত্তমান সহর নবদ্বীপের এক প্রান্তের অধিবাসী ভাগবত-পাঠকাভিমানী দেবানন্দ কর্ত্তৃক ভক্তরাজ শ্রীবাসের অপমান, তাহাতে স্বীয় ভক্ত বৈষ্ণবের নিকট অপরাধ স্মরণ করিয়া ভাগবত-প্রচারক-বিগ্রহ শ্রীগৌরসুন্দরের কুলিয়া অবস্থান কালে ক্রোধোক্তি, পরে ভক্তরাজ বক্রেশ্বর পণ্ডিতের নিকট অপরাধ ক্ষালন করাইয়া কৃপা বিতরণ।

"মহাভাগবত শ্রীবাস ছাড়ে ঘনশ্বাস।
পাপিষ্ঠ পড়ুয়া বলে 'হইল জঞ্জাল।'
পাড়িতে না পাই, ভাই! ব্যর্থ যায় কাল ॥
পাপিষ্ঠ পড়ুয়া সব যুকতি করিয়া।
বাহিরে এড়িল নিঞা শ্রীবাসে টানিয়া ॥
দেবানন্দ পণ্ডিতো না কৈল নিবারণ।
গুরু যথা ভক্তিশূন্য তথা শিষ্যগণ ॥"
জ্ঞানবন্ত তপস্বী আজন্ম উদাসীন।
ভাগবত পড়ায় তথাপি ভক্তিহীন ॥
'ভাগবতে মহা অধ্যাপক' লোকে ঘোষে।
মর্ম্ম অর্থ না জানেন ভক্তিহীন দোষে ॥
কোপে বলে প্রভু "বেটা কি অর্থ বাখানে"।
ভাগবত অর্থ কোন জন্মেও না জানে ॥
ভক্তি বিনে ভাগবতে যে আন বাখানে।
প্রভু বলে; সে অধম কিছুই না জানে ॥
মহাচিন্ত্য ভাগবত সর্ব্বশাস্ত্রে গায়।
ইহা না বুঝিয়ে বিদ্যা-তপ প্রতিষ্ঠায় ॥
'ভাগবত বুঝি' হেন যার আছে জ্ঞান।
সে না জানে কভু ভাগবতের প্রমাণ ॥
বুঝিলাও তুমি যে পড়াও ভাগবত।
কোন জন্মে না জান' গ্রন্থের অভিমত ॥"

* * *

"চৈতন্যের দণ্ড মহাসুকৃতি সে পায়।
যার দণ্ডে মরিলে বৈকুণ্ঠলোক পায় ॥
চৈতন্যের দণ্ড যে মস্তকে করি লয়।
সেই দণ্ডে তার মহা প্রেমভক্তি হয় ॥"

—

অথচ কৃষ্ণভক্তের প্রাণের প্রতিষ্ঠা দেখিয়া তাহাকেও লোভ হয়, তাই নকল করা ছাড়া আর গত্যন্তর দেখে না। শুদ্ধভক্তি-প্রচারক শ্রীশ্রীমদ্বৈষ্ণবরাজগণ যেমন কলিকাতায় গৌড়ীয় মঠ নামে একটা প্রচার-কেন্দ্র স্থাপন পূর্ব্বক শুদ্ধভক্তি প্রচার করিতে লাগিলেন, উহারাও অমনি উহার দেখাদেখি চালাইতে লাগিল এক নকল গৌড়ীয়মঠ করিয়া তুলিল এবং গৌড়ীয় মঠের অনুকরণে তথায় মাঝে মাঝে পাঠ কীর্ত্তন চালাইতে লাগিল, কিন্তু ভাড়াটিয়া দিয়া কি আর শুদ্ধভক্তি প্রচার চলে? ভাড়াটিয়ার মুখের পাঠ কীর্ত্তন যতই না কেন শ্রুতিমধুর হউক, তাহাতে প্রাণের একটা উন্মাদনা আসে না। তাই লোকেরা তাহা শুনিয়া কৃষ্ণকথায় রতি বৃদ্ধি হওয়ার পরিবর্ত্তে যাত্রা থিয়েটার দেখিবারই সাধ বাড়ে মাত্র। আদর্শ না পাইলে লোকে কিসের অনুসরণ করিবে? নকলকে মুখে ভাল বলিলেও অন্তরে তাহার কোন উপদেশ শুনিতে চাহে না। অন্তর চায় খাঁটি আদর্শ, অবশ্য যাহারা ভগবদ্ভজন চায়, তাহাদেরই পক্ষে এই কথা বলা হইতেছে। যাহারা নিষ্কপটে হরিভজন চায়, তাহারা হরিকথা শ্রবণ কীর্ত্তনকে তাহাদের জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য জ্ঞান করিতে পারে না, একটা সাময়িক আমোদ প্রমোদের অঙ্গ বলিয়া জ্ঞান করে। হরিকথা শ্রবণ কীর্ত্তন

জীবের চেতনবৃত্তি। অসৎসঙ্গে জীবের সেই বৃত্তিটি সুপ্ত হইয়া থাকে, শুদ্ধভক্তসঙ্গেই সেই সুপ্ত বৃত্তিটী পুনরায় উদ্বোধিত হয়। কিন্তু নকলের সঙ্গে জীবের আসল ভাবটী কখনই প্রস্ফুটিত হইতে পারে না।

শ্রীগৌড়ীয় মঠ যেমন শ্রীশ্রীগৌরজন্মস্থান শ্রীধাম মায়াপুরের কথা প্রচার করিতে লাগিলেন এবং তাঁহাদের প্রচার-ফলে যেমন চারিদিকের লোক গৌরজন্মস্থান দেখিবার জন্য ছুটিতে লাগিল, অমনি বাবসাদার দল তাঁহাদের স্বার্থহানি হয় দেখিয়া শ্রীধাম মায়াপুরের অনুকরণে আর একটী নকল মায়াপুর সৃষ্টি করিল; 'নূতন কিছু চাই, একটা নূতন কিছু চাই'—এই দলের লোকও অনেক জুটিয়া গিয়া নকলকে আসল করিয়া দাঁড় করিবার প্রাণপণ প্রয়াস করিতে লাগিল। কিন্তু তাও কি কখন হয়? সত্যের উপর টেক্কা মারিতে যাওয়া বড় সহজ কথা নয়, এবার তাঁহাদের সমস্ত কীর্ত্তি বাহির হইয়া পড়িয়াছে। নকল করার ভাইর সাধ্যও আছে, সেই সাধ্য পাওয়ার জন্য নকলকারীর দল এখন হইতেই প্রস্তুত হইয়া থাকুন। সত্যের বিরুদ্ধে অভিযান কেমন মজার, তাহা ত্রেতায় একদিন রাবণ, শূর্পণখা প্রভৃতি, দ্বাপরে কংস, বক, পুতনা, প্রলম্ব দিয়ে বেশ ভালরূপেই বুঝিতে পারিয়াছিল। রাবণ ত্রিদণ্ডী সাধুর বেশ ধারণ করিয়া গিয়াছিল জগন্মাতা সীতাদেবীকে হরণ করিতে, সীতাদেবী তাঁহার ছায়া দিয়া তাহাকে বঞ্চনা করিলেন আর ভগবান রামচন্দ্র সবংশে সেই ছায়ার রাবণের নিধন সাধন করিলেন; অন্য কালে অসুরগণ বাল কৃষ্ণকে মারিবার নানা মতলব আঁটিয়াছিল, তাহাতে সর্ব্বান্তর্যামী ভগবান তাহাদের সমস্ত দুরভিসন্ধি ধরিয়া ফেলিয়া কপটীদের কাহাকেও বধের সমুচিত দণ্ডবিধান করিয়াছিলেন। মহাপ্রভুর সময়েও কপটভক্ত চিরদিনই কুচক্র করে বিষম প্রমাদ হইয়া কাপট্য চরণের পরিণাম বেশ ভালরূপেই বুঝিতে পারিয়াছিল। সুতরাং শ্রীধাম-মায়াপুরের নকলকারিগণও নকলের পরিণাম অচিরেই বুঝিতে পারিবেন।

শ্রীধাম মায়াপুরে পোষ্টাফিস খোলা হইল, মতলব নকলকারিদল অমনিই তাহাদের নকলের আড্ডায় আর একটী পোষ্টাফিস খুলিবার জন্য লাফালাফি করিতে লাগিল। কিন্তু হায়, কি যে কি হইল, কপালগুণে সকলই বিফল হইল! এখন তাহাদের দিনে কপালচারি সার হইতেছে। এ দুঃখ কি আর সহ্য হয়? যেন পরাণ কাঁদিতে আর দিন ভুল হারি! অনবরত বুকের সুখে বিষম কাঁপিতে কাঁপিতে এখন হাটফেল হওয়ার উপক্রম! আহো! মাৎসর্য্যচণ্ডালের কি ভীষণ প্রতাপ, উহা জীবকে মর্ম্মে মর্ম্মে প্রতিকারে

ধ্বংস করিয়া দেয়, অনীতিক পন্থায় অধর্ম করিয়া ফেলে। তাহার পুণ্যশক্তি সমস্ত নষ্ট করিয়া দেয়। তথাপি হতভাগ্য জীব মৎসরতা ছাড়িতে চাহিবে না।

শ্রীধাম-মায়াপুরে প্রদর্শনী খোলা হইয়াছে, আমুকরণিক দল অমনি তাহাদের এক আড্ডায় একটী প্রদর্শনী খোলা হউক বলিয়া হাঁকিয়া হাঁকিয়া জানাইতে আরম্ভ করিয়াছে। গৌড়ীয়মঠ যাহা করিবে, আমুকরণিক দল তাহা করিয়া গৌড়ীয়মঠের সমস্ত চেষ্টায় বাধা দিতে চাহিবে। গৌড়ীয়মঠ নবদ্বীপ পরিক্রমা করেন, উঁহাদেরও তাহার অনুকরণ করিবার সাধ হয়। কিন্তু তাঁহাদের হিংসা না করিয়া অনুসরণ করিলেই ত হয়, পরিক্রমাও হয়, শুদ্ধভক্তমুখে হরিকথা শ্রবণ করিয়া ইহ পরকালের মঙ্গল লাভ হয়। সেদিকে অমঙ্গল দলের চেষ্টা নাই! দুর্লভ মনুষ্য জন্ম লাভ করিয়া কিসে অমঙ্গল মোচন হইয়া আত্মমঙ্গল লাভ হইবে, সে চেষ্টা না করিয়া কেবল গৌড়ীয় মঠের হিংসা করিতে করিতেই তাহাদের জীবন যাইবে! হিংসার ফল যে কি মহারৌরব, তাহা কি মৎসর দলের জানা নাই?

কৃষ্ণভক্ত কৃষ্ণপ্রীতির জন্য যে সমস্ত কার্য্য করেন, তাহার অনুকরণ চেষ্টা না করিয়া অনুসরণ করিলেই ত' আর কথা থাকে না। কৃষ্ণই ভক্তহৃদয়ে তাঁহাকে তুষ্ট করিবার বিবিধ চেষ্টার স্ফূর্ত্তি দেন। সেই ভক্তের অনুসরণেই মঙ্গল হয়। অনুকরণে মৎসরতাই বৃদ্ধি পায়।

এবার শ্রীগৌড়ীয়মঠ 'চক্রে নবদ্বীপ' নামক যে গ্রন্থখানি বাহির করিয়াছেন, তাহাতেই অনুকরণকারীদের সমস্ত কপটতা ধরা পড়িয়া যাইবে। আরও কতকগুলি গুপ্ত রহস্য আমরা অবগত হইয়াছি। তাহা সময় আসিলেই উদ্ঘাটিত করা হইবে। নকলের বাহাদুরী আর বেশী দিন চালাইতে হইবে না, সময় আসন্ন হইয়াছে।

জ্ঞানাঞ্জন

(শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র দাসাধিকারী)

অনেকের ধারণা যে শাস্ত্রাদি না জানাই ভাল। অজ্ঞানে যে সকল দূষণীয় কার্য্য করিব, তাহার জন্য আমার কোন দোষ স্পর্শ করিবে না, কারণ আমি বলিব, ঐ কার্য্য করিলে যে দোষ হয়, তাহা আমার জানা নাই, যদি কেহ জানাইয়া দিতে আসে, তাহাকে বলি সেই কার্য্যে আমার কিছুই জানিবার আবশ্যক নাই, আমি সংসারী লোক যে কোন উপায়েই হউক উপার্জ্জন রোজগার করতে হবে, সংসারের অতগুলি লোক প্রতিপালন ক'রতে হ'বে মাছ, মাংস, খাদ্যাখাদ্য বিচার ক'রলে, গেলে তারা এই দুর্ভিক্ষের দিনে কি ক'রে বাঁচবে আর ঐ সকল শাস্ত্র ধর্ম্ম-কর্ম্ম বিচার করতে গিয়ে দেশটা উচ্ছন্ন গেছে, লোক সব দুর্ব্বল রোগী অল্পায়ু উদাসীন। এ সব শাস্ত্র রেখে দাও, ঐসব বিচার ছেড়ে দিয়ে যাতে ভাল ভাল আহার জোটে, গায় জোর হয়, তার চেষ্টা করতে হবে।

গুরু সম্বন্ধে ধারণা যে কুলগুরু পরিত্যাগ করা বড়ই দোষ, গুরু যে রকমই হউক না কেন তাঁহার আচরণ আমার দেখবার দরকার নাই। আমি সদসৎ বুঝে নিয়ে চলব। মন চাঙ্গা ত কাঠুয়ায় গঙ্গা। বৎসরান্তে বার্ষিক দিলেই হল, তিনি এক একবার পায়ের ধুলো দিয়ে থাকেন তাই যথেষ্ট মনে হয়।

ঈশ্বর সকলের একজন, মুসলমানের ঈশ্বর, খৃষ্টানের ঈশ্বর, হিন্দুর ঈশ্বর এমন ভেদ করবার কি দরকার। যেখানে সিঁদুর মাখানো উঁচু ঢিপি দেখি, সেই খানে মাথা নোয়াই। যে দেশের লোক যে ভাষায় ডাকুক না কেন সকলেই ত' এক খাতে। কেহ রাস্তার পাথর নুড়ী পূজুন, কেহ কাঠ মাটী জল যাহাই কেন ঈশ্বর বলে পূজা করুন তাহাতে একই ফল, এইরূপ অনেকের ধারণা, আবার বলে আত্মা যাহা চায় সেই সব খাওয়া পরা দেখা শুনা ভাল; আত্মাকে কষ্ট দেওয়া ভাল নয়।

এই প্রকার বহু মনোধর্ম্মী বহু মতবাদ লইয়া স্ব স্ব রুচির তোষণে ব্যস্ত, এই সব দেখিয়া কবি গাহিয়াছেন,—"কেশব, তুয়া জগৎ বিচিত্র। করম বিপাকে ভব-বন ভ্রমই পেখলু রঙ্গ বহু চিত্র।"

শৌনকাদি ঋষিগণ বলেছেন যে সংসারে যে সকল লোক গৃহাসক্ত দেহারামী আত্মতত্ত্বে অনভিজ্ঞ, তাহাদের সমস্ত দিন সহস্র সহস্র কথা বলিবার ও শুনিবার আছে, তাহারা দিবাভাগে কুটুম্ব ভরণের জন্য অর্থ অর্জনে ব্যস্ত থাকে, নিশাকাল ব্যসন বা নিদ্রায় অতিবাহিত করে।

মনুষ্য জন্ম যে দুর্লভ ও ক্ষণভঙ্গুর এবং পরম পুরুষার্থ লাভের যে উপায় পরমায়ু চলিয়া যাইতেছে, সে বিষয়ে একবারে উদাসীন।

তাহারা জানে না যে, আমি কে? আমার কর্ত্তব্য কি? ভগবান্ কি বস্তু, তাঁহার সহিত আমার কি সম্বন্ধ? এই জগতে কি শুধু আহার নিদ্রায় কাল কাটিয়া গেলেই যথেষ্ট হইল, না আর কিছু প্রয়োজন আছে,—এই সকল বিষয়ে যাহার জানিবার কৌতূহল উপস্থিত হয় নাই, তাহার ভাগ্যের প্রশংসা করিতে পারা যায় না।

অনভিজ্ঞ জনগণ সংসারে অশেষ ক্লেশ ভোগ করিয়া থাকে। "অজ্ঞশ্চাশ্রদ্দধানশ্চ সংশয়াত্মা বিনশ্যতি।" যথেচ্ছাচারী মনোধর্ম্মী ন্যায়বিগর্হিত কার্য্য করিবার বাসনায় নীতিমার্গ অতিক্রম করিতে অনিচ্ছুক, অন্যায় কর্ম্মের অধোগতিরূপ বিনাশ অবশ্যম্ভাবী।

মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি তত্ত্বদর্শী সাধুর চরণে প্রপন্ন হয়ে শ্রেয়ঃপথ অবলম্বন করিবেন। পরদুঃখদুঃখী সাধু সেই বিনীত জিজ্ঞাসু ব্যক্তির সংশয় ছেদন ও অজ্ঞান দূর করিয়া দিব্য জ্ঞান প্রদান করেন। দীক্ষা-গ্রহণের পর শিষ্য আর অজ্ঞ না থাকিয়া অসৎ কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন না। যদি কেহ তথাকথিত গুরুর নিকট দীক্ষার অভিনয় মাত্র করিয়া যথাপূর্ব্ব কুকার্য্যে রত থাকেন, তবে তাঁহার দিব্য জ্ঞান লাভ হয় নাই, বুঝিতে হইবে, আবার সদ্গুরুর নিকট দীক্ষিত হইয়াও নাম-অপরাধ বা সেবাপরাধ ফলে তাহা পূজা প্রতিষ্ঠার আশায় অজ্ঞানান্ধ হইতে নিচুত হইয়া গুরু ত্যাগী হয়।

গুরুকৃপাশালী দীক্ষিত শিষ্য ভজনপরায়ণ হইয়া গুরুসেবারত থাকেন, তখন অজ্ঞানান্ধকার বিদূরিত হওয়ায় জ্ঞানালোকে দেখিতে পান,—এই সব বন্ধুবান্ধব এরা আমার কে? আমার কিরূপ হিতাকাঙ্ক্ষী? যাদের সুখী করবার জন্য আমি প্রাণপণে পরিশ্রম ক'রে, পরমার্থ পথে যাওয়ার জন্য কে আমার সহায়? আমি কিসের সংসারী?

> সংসার সংসার করে বৃথা গেল কাল।
> লাভ না হইল কিছু ঘটিল জঞ্জাল॥
> গন্ধর্ব্বের মত আমি করি পরিশ্রম।
> কার লাগি এত করি নাহি গেল ভ্রম॥
> এদেহ পতন হলে কি রবে আমার।
> কেহ সুখ নাহি দিবে পুত্র পরিবার॥
> দিন যায় মিছা কাজে নিশা নিদ্রাবশে॥
> নাহি ভাবি মরণ নিকটে আছে বসে॥
> ভাল মন্দ খাই, হেরি, পরি, চিন্তাহীন।
> নাহি ভাবি এদেহ ছাড়িব কোন দিন॥
> দেহ গেহ কলত্রাদি চিন্তা অবিরত।
> জাগিছে হৃদয়ে মোর বুদ্ধি করি হত॥
> হায় হায় নাহি ভাবি অনিত্য এ সব।
> জীবন বিগতে কোথা রহিবে বৈভব॥

যে দেহের পুষ্টি সাধনে বা বিলাসের জন্য এত যত্ন করিলাম, তাহার পরিণাম ফল কি হয়?—

> শ্মশানে শরীর মম পড়িয়া রহিবে।
> বিহঙ্গ পতঙ্গ তায় বিহার করিবে॥
> শৃগাল কুক্কুর সব আনন্দিত হৈয়া।
> মহোৎসব করিবে আমার দেহ লয়া॥
> যে দেহের এই গতি তার অনুগত।
> সংসার বৈভব আর বন্ধুজন যত॥

এই ত সংসারের গতি। আর না এখন মায়ামোহ ভোগে উদাস-স্বরূপ সর্ব্বতত্ত্ব মায়াধীশ ভগবানের শ্রীচরণাশ্রয় বিনা আর উপায় নাই।

> অতএব মায়ামোহ ছাড়ি বুদ্ধিমান্।
> নিত্যতত্ত্ব কৃষ্ণভক্তি করুন সন্ধান॥

যাঁহার অভয় চরণারবিন্দে শরণ গ্রহণ করিলে সমূহ ভয় বিদূরিত হয়, অনন্ত আনন্দ লাভ হয়, শাশ্বত শান্তি পাওয়া যায়, তাহার পথ প্রদর্শক কি যে সে লোক? যাহাকে তাহাকে গুরু করে কি বাস্তব বস্তুর সন্ধান পাওয়া যায়? —যে কোন লোক কি নিত্য বস্তুর সন্ধান দিতে পারে? যাহার হৃদয়ের দোষ যায় নাই, সে কি প্রকারে আমাকে দোষমুক্ত করিবে? যে স্বয়ং পথের পথিক নয়, যার অজ্ঞানান্ধকার দূর হয় নাই, সে কিরূপে কোটি কণ্টকাকীর্ণ দুর্গম পথের আলোক দান করিবে? সামান্য ব্যবহারিক কোন জ্ঞান লাভ করিতে হলে কত শিক্ষিত গুরু আবশ্যক, তবে চতুর্দ্দশ ভুবনের অতীত অপ্রাকৃত বৈকুণ্ঠ রাজ্যের তত্ত্ব জানিবে একজন ইন্দ্রিয়-তর্পণ-রত কপটী? তাহা নয়, সত্য সত্যই বৈকুণ্ঠ দূত শ্রীগুরুদেবের সহৃদয়তার অকৃত্রিম অনুগ্রহে ভক্তির [illegible] তিনিই সত্য বস্তুর সন্ধান ও নিত্যসুখের কি শিক্ষা দিবেন।

আমি যে অমৃতের সন্ধানে বাহির হইয়াছি, রাস্তার পাথর নুড়ীর মাহাত্ম্য অল্প। বলিব শালগ্রামের মাহাত্ম্য কার, সিঁদুর মাখান কাহার মাটি হইতে হয় পূজ্য কার, অন্য দেবতাকে চিন্ময় বলায় উপাসনার ফল কার; চিন্ময় স্বরূপ-প্রকাশক সদ্গুরুই আমার সমস্ত সন্দেহ নিরসন করিয়া প্রকৃত বস্তুর জ্ঞান শিক্ষা দিবেন। সকলের উদ্দেশ্য যে এক নহে, সকল উপাসনা কারীর সকল সাধনা অনুযায়ী ফললাভ যে ভিন্ন, সকল দেবতা যে সকলশক্তি-সম্পন্ন পরমেশ্বর নহেন, বিভিন্ন দেবতা নারায়ণ নহে ইত্যাদি বিষয় জানাইয়া দিবেন। জীবাত্মা, পরমাত্মা, ঈশ্বর, পরব্রহ্ম, তত্ত্ব, অতত্ত্ব, নাম নামী প্রভৃতি তত্ত্ব জানিলেই অন্যথা বুদ্ধি শিক্ষা করাইতে পারিলে গীতোক্ত বিভিন্ন প্রকার ভাবের অভাব থাকিবে না।

শ্রীগুরু-প্রসাদে শিক্ষালব্ধ জ্ঞান লাভ করিলে তাহাকে পুত্র কলত্রাদি পরিত্যাগ করিলেও বিচ্ছিন্ন কিরূপে জীবন যাপন করিবে এরূপ ভয় থাকে না। আত্মীয়স্বজনের প্রতি মমতা-শূন্য হয়, ধন জন জন্ম কুল বিদ্যাদি দর্প অভিমান থাকে না। আত্মশ্লাঘা রহিত হওয়া মাত্র, পরনিন্দা-পরচর্চ্চা ত্যাগ করায় স্থির, অন্তরে বাহিরে শান্তি-সম্পন্ন, মনোবিষয়ে মহান্ ইন্দ্রিয়-বিষয়ে বৈরাগ্য যুক্ত হয়। সংসারে জন্ম মৃত্যু জরা ব্যাধি দোষ দর্শন করিয়া সর্ব্বদা উদ্বিগ্ন হইয়া চিত্ত-প্রসাদ লাভ করে।

সাধুসঙ্গ-প্রভাবে গুরুদত্ত জ্ঞান লাভ করিয়া ভক্তিযোগে ভগবানে অনন্যা অব্যভিচারিণী ভক্তি আচরণ করিতে থাকেন। আত্মস্বরূপের অধিষ্ঠান করে শ্রীকৃষ্ণের সেবা[illegible] অধ্যাত্ম জ্ঞানের অনুশীলন করেন।

নিত্য কৃষ্ণের সুখের জন্য শ্রীকৃষ্ণ পুজক শ্রীগুরুর ভজন করেন, ভগবান তাঁহাদের প্রতি প্রসন্ন হইয়া অন্তরে বুদ্ধিযোগ প্রদান করেন। ভগবান্ নিজ-জ্ঞান-স্বরূপে [illegible]।

> ঈশ্বর [illegible] যাহারে।
> [illegible]
> [illegible] কৃষ্ণকাম।
> [illegible] কৃষ্ণনাম॥

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

শ্রীগোড়ীয় পাঠিঃ প্রকাশ হইতে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৭০, চৌত্রিশ টাকা।

২৭২৪ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে,

সপ্তচত্বারিংশ খণ্ডে সূচী ছাপা হইতেছে।

প্রত্যেক খণ্ড গ্রন্থ নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে ১০।৵০ সাধারণ পক্ষে ১০৸৵০। প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৫০, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে।০।

দশম স্কন্ধের ভিক্ষা ১২, অগ্রিম সাহায্যের পক্ষে ৮।

ডাঃ রামায়ণের একাদশ সংখ্যা ছাপা হইয়াছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

"শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত"

সূচী প্রভৃতি সহ সম্পূর্ণ ছাপা শেষ হইয়াছে

আদি, মধ্য, ও অন্ত্যলীলা এবং সূচী ছাপা হওয়ায় সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছেন। যাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্বে ১০, টাকা ভিক্ষায় তৃতীয় সংস্করণ ৪ টাকায় না পাইয়া অপূর্ব সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের জন্যই উহার ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছেন। সেই ১০, টাকার ঐ বিরাট গ্রন্থের শত সংখ্যা মাত্র ৫, টাকা ভিক্ষায় দেওয়া হইতেছে। গ্রাহকগণ সত্বর হউন পরে আর এ সুযোগ থাকিবে না।

প্রত্যেক গৌড়ীয়ের পাঠ্য

শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

সভাষ্য আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র গ্রন্থ ৮৲ স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲

নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪৷৹ টাকা

শ্রীধাম মায়াপুর নবদ্বীপ প্রদর্শনীতে

শ্রীধর ভাণ্ডার, ঢাকা।

ঢাকার প্রসিদ্ধ বস্ত্র ব্যবসায়ী শ্রীধর ভাণ্ডার শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতেছেন। ঢাকার বিখ্যাত মসলিন ও নানাবিধ শিল্পের ধুতী, সাড়ী, ... বঙ্গের সাড়ী ধুতী, জামদানী সাড়ী চাদর, ... মুগার কাজকরা নানাপ্রকার কাপড় চাদর শ্রীধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপ-প্রদর্শনীতে ... ফেব্রুয়ারী হইতে পাইকারী ও খুচরা বিক্রয় হইবে। পাঞ্জাব ও যুক্তপ্রদেশ এবং এলাহাবাদ, বোম্বে, কাশী ... প্রভৃতি স্থান হইতে আগত দর্শক ও ব্যবসায়িগণ এই স্থান হইতে প্রয়োজনীয় জিনিষাদি লইতে পারিবেন। আমাদের দর যে সুলভ তাহা কাপড় এবং মূল্য বিচার করিলেই বুঝিতে পারিবেন।

প্রদর্শনীর ঠিকানা—

শ্রীধর ভাণ্ডার ষ্টল

শ্রীধাম মায়াপুর-নবদ্বীপ-প্রদর্শনী

পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর (নদীয়া)

ঢাকার ঠিকানা

শ্রীধর ভাণ্ডার, ... নবাবপুর, ঢাকা।

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত ভক্তি গ্রন্থাবলী

যে সব উৎকলবাসী ভক্ত বাংলা অক্ষর পড়িতে জানেন না, তাঁহাদের শ্রীশ্রীল প্রভুর প্রচারিত পরম উপাদেয় ভক্তি-কথা জানিবার শুভ সুযোগ উপস্থিত। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে উড়িয়া-অক্ষরে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হইয়াছে বাংলা গ্রন্থের তুলনায় উড়িয়া গ্রন্থগুলির ভিক্ষাও অপেক্ষাকৃত অল্প।

গ্রন্থের নাম	ভিক্ষা
শ্রীহরিনাম চিন্তামণি, প্রতিখণ্ড	।০
একত্রে ২ খণ্ড লইলে	১৲
সাধন পথ (শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টক) প্রতিখণ্ড	।০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	।০
কল্যাণ কল্পতরু প্রতিখণ্ড	৵০
একত্রে ৩খণ্ড লইলে	।০
গীতাবলী প্রতিখণ্ড	৴১০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৶১৫
শরণাগতি প্রতিখণ্ড	৴০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৵৫

প্রাপ্তিস্থান { শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ, কটক এবং শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, পুরী

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিম্নলিখিত মঠসমূহে প্রাপ্তব্যঃ—

১। শ্রীচৈতন্য মঠ,— পোঃ শ্রীধাম-মায়াপুর, (নদীয়া)।
২। শ্রীগৌরগদাধর মঠ,—চাঁপাহাটি, সমুদ্রগড় পোঃ, (বর্দ্ধমান)।
৩। শ্রীভক্তিবিনোদ আসন,— ... প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৪। শ্রীগৌড়ীয় মঠ,— ... নং ... রোড, কলিকাতা।
৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, পোঃ ... পুরী।
৬। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ,— উড়িয়া বাজার, কটক।
৭। শ্রীভাগবত মঠ, ... বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।
৮। শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ, ... নং জগজ্জীবনপুরা, কাশী, ইউ, পি।
৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,—ছাপাখানা, বৃন্দাবন, মথুরা, ইউ, পি।
। শ্রীপরমহংস মঠ নিমসার পোঃ সীতাপুর, ইউ পি।
। শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ,—কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল, পাঞ্জাব।
। শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠ, ... নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।
১। শ্রীগদাধরগৌরাঙ্গ মঠ,—বালিয়াটি, ঢাকা।
। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম, আমলাজোড়া, রাজবাঁধ পোঃ, বর্দ্ধমান।
। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ,—ভুবনেশ্বর, চিনকুড়া পোঃ, মানভূম।
৬। শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয় মঠ,— আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী, উড়িষ্যা।
৭। শ্রীগৌড়ীয় মঠ কার্য্যালয় ... হনুমান রোড, নিউদিল্লী

এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণের নিকটও নদীয়া-প্রকাশ প্রাপ্তব্য।

১। শ্রীযুক্ত জনার্দ্দন ঘোষ—বঙ্গ ... রোড, খুলনা
২। শ্রীযুক্ত রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিরত্ন—দেওয়ানগঞ্জ, [redacted] হলদিবাড়ী কুচবিহার।
৩। শ্রীযুক্ত রামরঞ্জন রায় —১৯২নং শ্রীগোপাল মল্লিক লেন, কলিকাতা
৪। মিঃ এন ডি. মুখার্জ্জি —এম, এস. ওয়াকস দি মল, কানপুর।
৫। শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী জোতিষ ... —স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া
। শ্রীরাসবিহারী দাস অধিকারী, নবদ্বীপ।
৭ শ্রীবিরাজমোহন দে—মনমোহন প্রেস, নবাবপুর, ঢাকা।
৮। শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়—ঘোড়াচাপা, ২৪ পরগণা।
শ্রীদেবানন চট্টোপাধ্যায় এ, এ, বি এম, মানবাদ

মনুষ্য না ভজে কৃষ্ণ, দুষ্ট সঙ্গ করে। পুনঃ সেইমত মায়া গ্রাসে ডুবি মরে

শ্রীচৈতন্যমঠের গ্রন্থাবলী

শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুর বিরচিত গ্রন্থাবলী।

উৎকৃষ্ট কাপড়ে বিলাতী ধরণে বাঁধাই স্বর্ণালঙ্কৃত। চতুর্থ সংস্করণ। বিস্তৃত বিষয় সূচীসহ।

জৈবধর্ম

বাঁধাই ২্ দুই টাকা

প্রকাশিত হইয়াছে

সনাতন ধর্মশাস্ত্র বেদ, বেদান্ত, উপনিষৎ, গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত, পুরাণ, তন্ত্রাদি সকল গ্রন্থ পাঠ করিবার অবসর অতি অল্প মানবের ঘটিয়া থাকে। অনেকের যোগ্যতা না থাকায় সেই সমস্ত গ্রন্থের মর্ম্ম অবগত হইতে পারেন না। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বাঙ্গালীর এই অভাব দূরীভূত করিবার জন্য এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

বিদ্যালয়ের ছাত্র বা শিক্ষকগণের বিশেষ পাঠ্য, এই হেতু শিক্ষাবিভাগের ডাইরেক্টার বাহাদুর হইতে সমস্ত বিদ্যালয়ের জন্য অনুমোদন করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

প্রথম খণ্ড ভিক্ষা ১্ একটাকা

যুক্তিপূর্ণ শাস্ত্রবাক্য দ্বারা প্রত্যেক মানবের নিত্য কর্ত্তব্য ও অনিত্য নৈমিত্তিক কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। প্রায় প্রতি উক্তি সনাতন শাস্ত্রবাক্য দ্বারা সমর্থিত ও প্রমাণিত হইয়াছে। দেহের, মনের ও আত্মার ধর্ম্ম কি? বর্ণ, আশ্রম, নীতি, ধর্ম্ম কি? ইত্যাদি বিষয় জনসাধারণের প্রাঞ্জল সুন্দরভাবে সুকৌশলে আলোচিত হইয়াছে যে, প্রথম পংক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত পাঠ না করিয়া নিবৃত্ত হওয়া যায় না।

শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য

ভিক্ষা ৵০

ঐ প্রমাণ খণ্ড ভিক্ষা ৵০

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিহার ও লীলাভূমি নয়টী দ্বীপসমন্বিত। ঐ নয় দ্বীপের প্রাচীন বিবরণ, তাহাদের শ্রীমহাপ্রভুর লীলা—প্রত্যেক দ্বীপের পরিচয়, শ্রীধাম-মাহাত্ম্য—নামাপরাধ কি? ইত্যাদি বিষয় বিশেষভাবে মনোহর ছন্দে বর্ণিত। পকেট সাইজ প্রায় ১৬০ পৃষ্ঠা।

শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ

উজ্জ্বল রেশমের কালীতে উত্তম কাগজে ছাপা— শ্রীনবদ্বীপধাম দর্শনে ভাবুক দর্শনকারীর কি প্রকার ভাবের উচ্ছ্বাস হয়, তাহা এই গ্রন্থে বর্ণিত। অতি চমৎকার। ভিক্ষা চারি আনা।

শ্রীমন্মণিঃ

৷৵০

দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভৃতি উপদেশচ্ছলে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে ভক্তগণের অনুকূল ও প্রতিকূল বিচার অতি সুন্দরভাবে ব্যক্ত হইয়াছে। তদ্ভিন্ন শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদিষ্ট শিক্ষা ও উপদেশ বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-জগতে অভিনব গ্রন্থ!!

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতি গ্রন্থাবলী:—

শ্রীশরণাগতি

পকেট সাইজ

অষ্টম সংস্করণ

ভিক্ষা ⁄০ আনা

দেহ ও মনের চেষ্টা অনর্থযুক্ত হইয়া জীব যখন জীব বুঝিতে পারে, তখন একমাত্র সম্বন্ধ শ্রীভগবানের প্রতি তাঁহার কোন জাতীয় আবেগময়ী প্রার্থনা হয় এবং শ্রীভগবানে বশ্যতাস্বীকারপূর্ব্বক নিষ্কপটে কি প্রকারে শরণাপন্ন হইতে হয়, ইত্যাদি বিষয়ক প্রাণস্পর্শী শ্রীমদ্ভাগবত ও শাস্ত্র সমর্থনমূলক গান। ডাইরেক্ট সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে।

ভিক্ষা প্রতি খণ্ড ⁄০ এক আনা

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা— ⁄০, নবদ্বীপশতক — ⁄০

অমৃতপঞ্চক ⁄০

কল্যাণকল্পতরু

পকেট সাইজ

পঞ্চম সংস্করণ

ভিক্ষা ⁄১০

আমরা প্রত্যহ নূতন অভাব ও কামনার বশবর্ত্তী হইয়া পুনঃপুনঃ যে অবস্থায় কল্যাণ চাহিয়া থাকি এবং যাহার নিকট কল্যাণ কামনা করি, তিনি যে কি বা কি প্রকারে কল্যাণ প্রদানে সমর্থ এবং কোন পথ আমাদের নিত্য কল্যাণপ্রদ এবং কি ভাবে আমরা সেই কল্যাণপ্রাপ্তে সমর্থ হইব এই সকল কথা সরল গানে লিপিবদ্ধ। এই গীতগ্রন্থ মানবের কল্যাণের কল্পতরু; গান প্রত্যেককে নিত্যকল্যাণ প্রদানে।

শ্রীল চক্রবর্ত্তি-ঠাকুরের টীকা সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠাকুর কৃত টীকা ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কৃত অনুবাদ। টীকাকারের জীবনী, শ্লোকসূচী বিষয়সূচী প্রভৃতি বহু প্রয়োজনীয় বিষয় সংবলিত প্রায় ৮২৫ পৃষ্ঠা। উৎকৃষ্ট সিল্কে বাঁধাই ২্ দুই টাকা, কাগজে বাঁধা ১৷০

শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ কৃত ভাষ্য সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

কাগজ ও ছাপা উৎকৃষ্ট। সিল্কে বাঁধাই, সোনার জলে নাম লেখা রাজসংস্করণ ২ টাকা, সাধারণ সংস্করণ ১৷০, গ্রাহকগণের গ্রাহকপক্ষে ১৷০

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি

(সংকলকোষগ্রন্থ)

বিষয়—১। ভক্তগণের ব্যবহৃত শব্দাবলীর অর্থ, ২। চারি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের চরিত্র, ৩। বিষ্ণুবৈষ্ণবসম্বন্ধীয় গ্রন্থসমূহ ও শ্রীবিগ্রহের বিবরণ, ৪। বৈষ্ণবগ্রন্থ ও গ্রন্থকারগণের বিবরণ, ৫। বিষয় বিশেষের শ্লোক ও শাস্ত্রীয় অকারাদিক্রমে যাবতীয় তথ্য। চারিখণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ১ম খণ্ড ৸০, ২য় খণ্ড ৸০, ৩য় খণ্ড ৸০, ৪র্থ খণ্ড ৷৵০, ৫ম খণ্ড একত্রে ৩্ (যন্ত্রস্থ)।

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ

—১ম খণ্ড ১ এক টাকা

২য় খণ্ড ১্ এক টাকা—শ্রীমদ্ভাগবতের গ্রাহক ও গৌড়ীয় গ্রাহকগণ ১০ টাকায় দুইখণ্ড পাইবেন। বেদব্যাসাদি শ্রীমন্মহাপ্রভুর গোস্বামিপাদের রচিত গ্রন্থ। ছয়টি সন্দর্ভের অধিক প্রয়োজনীয় অংশ। প্রতি খণ্ড উত্তম কাগজে ৮ ফর্ম্মায় ৬৪ পৃষ্ঠা আকারে মুদ্রিত হইতেছে।

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য সঙ্কলিত

সদাচারস্মৃতিঃ

ভিক্ষা ⁄০ মাত্র

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (প্রাচীন নবদ্বীপ) নদীয়া

গৌড়ীয়

সাপ্তাহিক পত্রিকা

ঠিকানা—১নং উল্টাডাঙ্গা জংশন রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

বেঙ্গলীকৃত

মদন মঞ্জরী

বটিকায় স্বপ্ন ও ধাতুদৌর্ব্বল্য, ইন্দ্রিয়শৈথিল্য হ্রাস, প্রমেহ, শুক্রতারল্য, মেহ, মাথাঘোরা, বুক ধড়ফড়ানি, কামোদ্রেক লক্ষণ সমস্ত নির্দ্দোষ আরোগ্য হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিবে। অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ৩০ বটী ১্ এক টাকা।

"নপুংসকত্বারি ঘৃত"

পুরুষত্বহানি রোগে বাহ্য প্রয়োগ দ্বারা আরোগ্য করিয়া শক্তিসম্পন্ন করে। মূল্য ২ তোলা ১ টাকা।

"রমণবিনোদিনী বটিকা"

শীঘ্রস্খলন দমন ও সঙ্গমশক্তি স্থায়ী ও বৃদ্ধি করিতে অতুলনীয়। মূল্য ১৬ বটী ১্ এক টাকা।

রাজবৈদ্য নারায়ণজী কেশবজী

১৬৭নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

বিজ্ঞাপন

সাবধান! সাবধান! সাবধান!!!

জে, বি, দত্তের ঢাকা পিওর বাদাম তৈল

আদি ও অকৃত্রিম এবং উপকারিতায় বিখ্যাত পরীক্ষিত ও বহু প্রশংসিত।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী J. B. Dutt & Co. নাম দেখিয়া খরিদ করিবেন। নতুবা অন্যায় লোভী ব্যবসায়ীদের কৃত্রিম তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে।

বিনীত জে, বি, দত্ত

ফেরাস কুইনিন

নূতন এবং পুরাতন ম্যালেরিয়ার যম

জ্বর, প্লীহা, যকৃৎ, রক্তহীনতা, দুর্ব্বলতা প্রভৃতি নিরাময়ে ইহা অব্যর্থ।

এই ফেরাস কুইনিন প্রত্যহ সেবন করিলে একটী নূতন জীবন লাভ হয় এবং সকলপ্রকার কঠিন ম্যালেরিয়া জ্বর দূর করে এবং হইতে পারে না। ইহা সেবনে ম্যালেরিয়ার সমস্ত উপসর্গ নষ্ট হয়।

ঔষধালয়—মূল্য ২্, ৩্ টাকা

নাইড্রোকোমিকাল এণ্ড ফ্রাকার্স ল্যাবরেটরীতে পাওয়া যায়।

পর-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

[illegible]

প্রধান অধ্যাপক— [illegible]

[illegible]

শ্রীধাম মায়াপুর পর-বিদ্যাপীঠ, [illegible]

বেদনাঞ্জন

শ্রেষ্ঠরত্ন।

কালিকাতা [illegible] হইতে বহু প্রশংসা প্রাপ্ত ও [illegible] কর্ত্তৃক প্রশংসিত।

[illegible] বেদনাঞ্জন [illegible]

প্রাপ্তিস্থান—এ, সি, চাটার্জ্জী এণ্ড ব্রাদার্স।

[illegible]

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

[illegible] আবিষ্কৃত ইলেক্ট্রিক সল্যিউসন [illegible]

সোল এজেণ্ট—ডাঃ ডি, ডি, হাজরা

[illegible] কলিকাতা।

ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

অধ্যক্ষ

শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম.এ. এফ.সি.এস (লণ্ডন)

ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক

([illegible])

[illegible]

মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দুর)

(বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৪ টাকা

[illegible]

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৩ টাকা

[illegible]

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬ টাকা

[illegible]

অবলাবান্ধব যোগ

[illegible]

মূল্য—১৬ মাত্রা ২ টাকা। ৫০ মাত্রা ৫ টাকা মাত্র

বিশুদ্ধ জল! ভয় নাই! বিশুদ্ধ জল!!

লক্ষ্মী টিউব ওয়েল কোং

২০৫নং নবাবপুর, ঢাকা

[illegible] Tube well [illegible]

বিজ্ঞাপিত কেন?

[illegible]

মনোমোহন প্রেস

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা

পূর্ব্ববাঙ্গালায় সুলভে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত

বৈদ্যুতিক মেশিনে দিবারাত্র কাজ চলিতেছে

বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা।

[illegible] মুদ্রিত ও প্রকাশিত

স্থানীয় সংস্করণ। Registered No. C 1514

বিজ্ঞাপনের হার
প্রত্যেকবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩॥০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচারিত—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র।

সাপ্তাহিকের হার অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ প্রতি সংখ্যা ৴০

৪র্থ খণ্ড সম্পাদক—প্রত্নবিদ্যালঙ্কার শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী

শ্রীচৈতন্য মঠ শ্রীধাম মায়াপুর ২৫শে মাঘ শনিবার ১৩৩৬ ৮ই ফেব্রুয়ারী ১৯৩০

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থাবলী

১	শ্রীমদ্ভাগবতম্—শ্লোক টীকা, বঙ্গানুবাদ প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত। ভিঃ পিঃ প্রতি খণ্ড সাধারণ পক্ষে ১৷০ গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশ গ্রাহক পক্ষে	৷৴০	১৬।	সাধনপথ (৩য় সংস্করণ)	
২।	ভাষ্যসহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ)	৫৲	১৭।	আচার ও আচার্য্য	
৩।	গৌড়ীয়-গৌরব	৶০	১৮।	নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা	৸০
৪।	গৌড়ীয়-মাহাত্ম্য	।০	১৯।	ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা)	৶০
৫।	ভজনরহস্য	॥০	২০।	শ্রীনবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য	৷৴০
৬।	শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা)	১৲	২১।	নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য (প্রমাণখণ্ড)	৷০
	" " " আবাঁধা	৸০	২২।	শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ	।০
৭।	গীতা (শ্রীবলদেবভাষ্যসহ) বাঁধা ২৲ আবাঁধা	১॥০	২৩।	শ্রীগোদ্রুম [illegible] দর্পণ	।০
৮।	গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি-টীকা-সহ) বাঁধা ২৲ আবাঁধা	১॥০	২৪।	শরণাগতি, গীতাবলী, সাধনকল, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, নবদ্বীপশতক, অর্থপঞ্চক ও সদাচারস্মৃতি মোট	১৷০
	গীতার কেবল মাধব-ভাষ্য	॥০	২৫।	কল্যাণকল্পতরু পঞ্চম সংস্করণ ও [illegible]	৷৴০
৯।	মুণ্ডকোপনিষদ্ [illegible] সানুবাদ মাধ্ব	২৲	২৬	সাধককণ্ঠমণি	।০
১০।	বেদান্তসূত্রসার সানুবাদ (রামানুজীয়)	॥০	২৭।	সংস্কারদীপিকা	।০
১১।	জৈবধর্ম্ম	২৲	২৮।	বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড)	৩৲
১২।	শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ)	৸০	২৯।	ব্রহ্মসংহিতা	॥০
১৩।	গৌড়ীয়-কণ্ঠহার	২৲	৩০।	শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা	৸০
১৪।	প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ)	॥৵০	৩১।	মণিমঞ্জরী সানুবাদ	।০
১৫।	দীপ-দিগ্দর্শন	৵০	৩২।	গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ	৸০
			৩৩।	শ্রীচৈতন্যভাগবত (বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ)	৫৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

ইংরাজী-ভাষায় ভক্তিগ্রন্থ

১ শ্রীচৈতন্যচরিত ও শিক্ষা
২ নামভজন
৩। বৈষ্ণবধর্ম্ম আদর্শ ও নীতি
৪। ভাগবত দর্শন [illegible]
৫। কাম ও প্রেম
৬। গৌড়ীয়মঠ কি করেন

শ্রীধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপ-প্রদর্শনী, নদীয়া

(৯ই ফেব্রুয়ারী হইতে ১৭ই মার্চ্চ, ১৯৩০ পর্য্যন্ত)

প্রদর্শনীর সকল জ্ঞাতব্য বিষয়ের জন্য
সেক্রেটারী মহোদয়ের নিকট
আবেদন করুন।

শ্রীকুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ,
শ্রীচৈতন্য মঠ, শ্রীধাম মায়াপুর পোঃ আঃ (নদীয়া)।

দেবনাগরাক্ষরে ভক্তিগ্রন্থ

সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্	৶০
সটীক উপদেশামৃতম্	।০
[illegible]	৶
[illegible]	৴০
[illegible]	।০
[illegible]	।০

দৈনিকে সদায় প্রকাশ

গভর্ণমেণ্ট হইতে রেজিষ্টারী করা—

সর্ব্বপ্রকার প্লীহা লিভার সংযুক্ত ম্যালেরিয়া

জ্বরের সাক্ষাৎ যম

সারফলীন

টনিক ও সালসা। পথ্যের বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই। এক দাগেই প্লীহা লিভার ধ্বংস হয়। ফলেন পরিচীয়তে।

এক দাগে জ্বর পালায়, ফিরে জ্বর আর হয় না

একদাগে জ্বর পালায়, তিন দাগে সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়। এমন উপকারী ঔষধ আর নাই। [illegible] দাগ [illegible] সেবনে যদি আপনার জ্বর একেবারে নাশ হয়, সেই প্রকৃত ঔষধ খাওয়া উচিত নয় কি? একজে সাবধান হইন এবং আনিয়া রাখুন, আর [illegible] বাক্সে বোতল ২ বিষের জল খেয়ে শয্যাগত হইয়া প'ড়ে পরে হয়রান হবেন কেন? সুতরাং ৷৷০ আনার সারফলিনই একটি জ্বর রোগীর পক্ষে যথেষ্ট, এমন প্রত্যক্ষ উপকারী জ্বরের ঔষধ আর নাই। সকালে জ্বর হইলে বৈকালে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবেন, ডাক্তার ডাকিতে হয় না। মূল্য প্রতি শিশি ৸০ আনা, ডজন ৫৷০ আনা।

এজেণ্ট—মেসারস্ এম, ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং, ১০ নং বনফিল্ডস্ লেন, কলিকাতা।

যুগল-মূর্ত্তি মার্কা দেখিয়া লইবেন।

আয়ুর্ব্বেদ সম্মত বায়ু পিত্ত বাত নাশক

ত্রিগুণ তৈল

যুগল-মূর্ত্তি মার্কা এঃ বটকৃষ্ণ পাল দেখিয়া লইবেন।

ডাক্তার ও তার [illegible] শিশি ৸০ আনা, ডজন ৮৲ ভিঃ পিঃ ও রেলওয়ে পার্শ্বেল স্বতন্ত্র।

এমন মহোপকারী তৈল আর নাই

গবর্ণমেণ্ট হইতে রেজিষ্টারী করা—

মহর্ষি চরক শাস্ত্রোক্ত ভৈষজ্য উপাদানে খাটী কাঁচা রক্তচন্দন তৈলে মৃগনাভি, কস্তুরী, গোলাপ, চামেলী, হেনা, চন্দন, খসখস, বেলা, প্রভৃতি মূল্যবান মহৌষধ [illegible] সংমিশ্রণে প্রস্তুত বিধায় ছয় ঋতুতেই সমভাবে ইহার অনুপম গুণ ও গন্ধ উপলব্ধি হইয়া থাকে। ফলতঃ এই সর্ব্বগুণসম্পন্ন পরম পবিত্র [illegible] তৈল নিত্য ব্যবহারে সাধারণতঃ দৈহিক ও মানসিক অবসাদ নিশ্চয় দূর হইয়া থাকে।

এবং সর্ব্বপ্রকার স্ত্রী বা পুরুষের কর্ণেন্দ্রিয় ধাতুস্থ দূষিত শুক্র, জটিল [illegible] প্রদাহ, বহুমূত্র, বাধক, সন্ন্যাস রোগ, মূর্চ্ছা, মাথাধরা, মাথাঘোরা, আধকপালী, নিদ্রাহীনতা এবং সর্ব্বপ্রকার বাতরোগ ও নানা প্রকার ব্যাধির কারণ ধ্বংসকারী অব্যর্থ মহৌষধ।

বলা বাহুল্য, ইহা এরূপ মস্তিষ্ক স্নিগ্ধকারী ঠাণ্ডা তৈল যে, পাগল ভাল হয়। যে কোন স্থানে তৈল ক্রয়কালীন শিশির গায়ের লেবেলের উপর বড় ২ অক্ষরে আসল যুগল মূর্ত্তি মার্কা এজেণ্ট বটকৃষ্ণ পাল দেখিয়া লইবেন, অন্যথায় শঠকারী দোকানদার জাল বা নকল তৈল বিক্রয় করিয়া আপনাকে ঠকাইবে। স্বরণ রাখিবেন বাজে জিনিষ বিক্রয় করিয়া ঠকাইতে পারিলেই খুব লাভ হয়।

এজেণ্ট—বটকৃষ্ণ পাল এণ্ড কোং ২৩নং বনফিল্ড লেন, কলিকাতা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২৩শে মাঘ শনিবার—১৩৩৬

প্রদর্শনী-প্রসঙ্গ

আগামী ২৬শে মাঘ ৯ই ফেব্রুয়ারী রবিবার প্রাতে জগদ্বিখ্যাত রসায়নাচার্য্য ডাক্তার স্যার প্রফুল্ল চন্দ্র রায় মহাশয় অনুগ্রহ পূর্ব্বক শ্রীধাম মায়াপুর নবদ্বীপ প্রদর্শনীর দ্বার উদ্ঘাটন করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন।

গত ৮ই মাঘ বুধবার রাত্রি হইতে নবদ্বীপ ঘাট হইতে প্রদর্শনী ক্ষেত্র পর্য্যন্ত মোটর বাস্ চলাচল আরম্ভ হইয়াছে। প্রদর্শনীর যাত্রী এ বৎসরের জন্য রেলওয়ে ও নবদ্বীপঘাট ষ্টেশনে গরুর গাড়ী কিম্বা মোটরের সাহায্যের ব্যবস্থা আছে।

গত ২২শে মাঘ বুধবার হইতে শ্রীধাম মায়াপুর সহর পোষ্ট অফিস খোলা হইয়াছে। টেলিগ্রাফ অফিসও খোলা হইতেছে। সুতরাং প্রদর্শনীর দর্শক ও প্রদর্শকবৃন্দের সংবাদ আদান প্রদানের কোনই অসুবিধা থাকিবে না।

হিন্দু ও মুসলমানগণের জন্য পৃথক্ হোটেল ও অন্যান্য খাবার দোকানের ব্যবস্থা আছে। বৈদ্যুতিক আলোক মালায় প্রদর্শনীক্ষেত্র উদ্ভাসিত হইয়াছে। শান্তিরক্ষার জন্য পুলিশ প্রহরী নিযুক্ত আছে। নলকূপ ও কূপের নির্ম্মল জল, উন্মুক্ত প্রাঙ্গনে উন্মুক্ত বায়ু এবং বিশুদ্ধ খাদ্য দ্রব্যের ব্যবস্থা থাকায় লক্ষ লক্ষ লোক-সমাবেশেও স্বাস্থ্যহানির আশঙ্কা হইবে না।

প্রদর্শনীর কর্ত্তৃপক্ষ জাতি-ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে সর্ব্বসাধারণকে প্রদর্শনীতে যোগদান করিবার জন্য আহ্বান করিতেছেন। সাময়িকপত্রসমূহ দর্শনীয় বিষয়ে পরমার্থ অনুসন্ধান করিবেন, বাংলা জগতও তাঁহাদের দর্শনানুসারে অভিজ্ঞতা লাভ করিবেন।

প্রেমপ্রদীপ

তৃতীয় প্রভা

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ২৮, সংখ্যার পর)

যোগী বাবাজী পণ্ডিত বাবাজীর আশ্রম পরিত্যাগ করিয়া পাপ নিবৃত্তির উপায় প্রতি নিরীক্ষণ করত জানিলেন যে, বেলা প্রায় ॥০ প্রহর হইয়াছে। কিঞ্চিৎ দ্রুতপদে নিজ কুঞ্জাভিমুখে চলিতে লাগিলেন। কদম্ব বৃক্ষের নিকটবর্ত্তী হইয়া দেখিতে পাইলেন, তিনটী ভদ্রলোক অপেক্ষা করিতেছেন। তখন বিবেচনা করিলেন ইঁহাদের মধ্যেই মল্লিক মহাশয় আসিয়াছেন। বাবাজী পূর্ব্বেই তাঁহার আসিবার সংবাদ পাইয়া কুঞ্জ পরিষ্কার করিয়া রাখিয়াছিলেন। তিনটী ভদ্রলোক যখন নিকটস্থ হইলেন, তখন বাবাজী জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনাদের নিবাস কোথা? কোথায় যাইবেন? তিন জনের মধ্যে একটী বয়সে বিজ্ঞ, এমন কি ৬০ বৎসর বয়স্ক। গোঁপ ও চুল প্রায় সকলই শুক্ল হইয়াছে। মাথায় একটী মসলিনের পাগড়ী, পরণে ধুতি চাদর, গায়ে জামা ও পায়ে চিনের বাড়ীর জুতা। অপর দুইটীর বয়স ৩০ হইতে ৩৫ বৎসর হইবে দেখা যায়। নাকে চশমা, হাতে ছড়ি ও ঘড়ি। পায়ে বিলাতি জুতা। সকলেরই মাথায় ছোট ছোট টিকি। বিজ্ঞ বাবুটি অগ্রসর হইয়া বলিলেন, আমরা কলিকাতা হইতে আসিয়াছি। যোগী বাবাজীর আশ্রমে যাইব। তাঁহাকে অগ্রেই নিত্যানন্দদাস বাবাজীর দ্বারা পত্র লেখা হইয়াছে।

যোগী-বাবাজী যোগী বাবাজী কহিলেন, তবে আপনি আমাকেই অন্বেষণ করিতেছেন, আপনি কি মল্লিক মহাশয়? বাবু কহিলেন, আজ্ঞে, হাঁ। বাবাজী যত্নপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে নিজ কুঞ্জে লইয়া গেলেন।

কুঞ্জটী অতিশয় পবিত্র। চতুর্দ্দিকে বৃক্ষের বেড়া, মধ্যে তিন চারি খানি কুটীর। একটী ঠাকুর ঘর। বাবাজী চেলাদিগকে অতিথি সেবায় নিযুক্ত করিয়া বাবুদিগের প্রসাদ সেবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। বাবুরা স্নান-সন্ধ্যাদি সমাপ্ত করিয়া প্রসাদ পাইলেন। অপরাহ্নে একটী বকুলবৃক্ষের তলে বসিয়া পরস্পর কথোপকথন করিতে লাগিলেন। মল্লিক মহাশয় বলিলেন, বাবাজী মহাশয়! আপনকার যশ কলিকাতায় সকলেই গান করেন। আমরা কিছু জ্ঞানোপদেশ পাইবার প্রত্যাশায় আপনকার শ্রীচরণে আসিয়াছি।

বাবাজী হাসিতে হাসিতে কহিলেন, মহাশয় আমি মহাত্মা নাই। নিত্যানন্দদাস বাবাজী আমাকে ভালবাসেন, আপনকার স্থায় বিজ্ঞগণের নিকট হিন্দু শাস্ত্রের মাহাত্ম্য যায় না। আপনি অনেক যোগশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া যোগাভ্যাস করিয়াছেন।

মল্লিক বাবু কিঞ্চিৎ হাস্য সহকারে কহিলেন, অদ্য আমার সুপ্রভাত। আপনার ন্যায় যোগীর সহিত আমার সাক্ষাৎ হইল।

বলিতে বলিতে মল্লিকবাবু যোগী বাবাজীর চরণে পড়িয়া কহিলেন, বাবাজী! আমার একটী অপরাধ হইয়াছে, ক্ষমা করিবেন। আপনার সহিত প্রথম হইতে আমি আপনাকে [illegible] বাবাজী বলিলেন [illegible] কাল পূর্ব্বেও আমার এইরূপ বুদ্ধি হইয়াছে যে, আমাদের গুরুজন দর্শন দণ্ডবৎ প্রণতি করা ভাল না। এখনই নিজকে আপনকার চরণ-রেণু স্পর্শ সুখ অনুভব করি। আমার ইতিবৃত্ত এই যে, প্রথম বয়সে আমি নাস্তিক ছিলাম। পরে খৃষ্টানদিগের শিক্ষা পাইয়া তাহাদের ধর্ম্ম আমাদের ধর্ম্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া জানিলাম। কিছুদিন গির্জায় গিয়া উপাসনা করিলাম। পরে রাজা রামমোহন রায় প্রবর্ত্তিত ব্রাহ্মধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিলাম। দিন কতক থিওসফি ও কেবল [illegible] ও মেসমেরিজম নামক সম্প্রদায়ের আলোচনা করি। গত বৎসর ঐ বিদ্যা উত্তমরূপে সাধন করিবার জন্য আমেরিকা দেশের [illegible] নিকট গিয়াছিলাম। [illegible] আমি মৃত মহাত্মাদিগকে মনে করিলে আনিতে পারি। অনেক অদ্ভুত [illegible] চালাইতে পারি। আমার এই সমস্ত ক্ষমতা দেখিয়া নিত্যানন্দদাস বাবাজী একদিন বলিলেন বাবু! যদি যোগী বাবাজীর নিকট আপনি যাইতে পারেন, তবে অনেক অলৌকিক শক্তি অর্জ্জন করিতে পারেন। যে সময় হইতে আমি হিন্দু-শাস্ত্র [illegible] বিশ্বাস করিয়াছি। আমি আর মদ্য-মাংস [illegible] করি না এবং সর্ব্বদা পবিত্র থাকি। ক্রমশঃ চরিত্র ক্রমে আমার অধিকতর ভাল হইয়াছে। আমি এখন অনেক হিন্দু [illegible] করিয়া থাকি। গঙ্গাজল পান করি। বিলাতীয় লোকের স্পর্শিত কোন খাদ্য স্বীকার করি না। প্রাতে ও সন্ধ্যাকালে আহ্নিক করি।

আমার সহিত নরেন বাবু ও আনন্দ বাবু আসিয়াছেন। ইঁহারা ব্রাহ্ম দলের লোক নহেন, তথাপি যোগ-শাস্ত্রে যে কিছু সত্য আছে, তাহা স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত নন। আমি ইঁহাদিগকে অনেকটা যোগফল দেখাইয়াছি। ইঁহারাও এখন যোগত ইঁহাদের সম্প্রদায়কে বিশ্বাস করেন, আমাকেও অনেকটা বিশ্বাস করেন। হিন্দু-তীর্থ-প্রদেশে আসিতে ইঁহাদের ইচ্ছা ছিল না, কেন না এখানে আসিলে অনেক পৌত্তলিক বিষয়ে প্রশ্রয় দিতে হয়। অদ্য প্রসাদ পাইবার সময় নরেন বাবুর কিছু মনে কষ্ট হইয়াছিল, তাহা তাঁহার মুখ ভঙ্গিতে বোধ হইল। যাহা হউক, আমি বিবেচনা করি, ইঁহারাও আমার ন্যায় অনতিবিলম্বে হিন্দুশাস্ত্রে শ্রদ্ধা করিবেন। আমি আপনার চরণে শরণ লইলাম। আপনি আমাকে কিছু রাজযোগ শিক্ষা দিবেন।

মল্লিক বাবুর প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া যোগী বাবাজী কহিলেন সে সব [illegible] কর্ম্মী অধিকারীর অধিকার [illegible] করিয়া বলিলেন বাবাজী! আমি বিনীত, আমার সম্প্রদায় সহিত [illegible] সম্বন্ধ নাই। [illegible] এখন প্রায় বৈষ্ণবদিগের [illegible] একটী [illegible] [illegible] শুকদেবের সহিত সাক্ষাৎ হওয়ায়, সম্প্রদায়গত ব্যবহার আমাকে এখানে আগমন করিতে অনুমতি করেন [illegible] বাবাজীদিগের সহিত [illegible] সম্বন্ধে সংসারী হইয়াছি, তথাপি নিতান্ত সংসারপ্রিয় লোকদিগের সহিত বাস করি না। আপনকার পরিচ্ছদ, আহার ও সঙ্গ ও প্রভৃতি নিতান্ত সংসারীর ন্যায় আছে। [illegible] আমি এরূপ সংসার-সঙ্গ করিলে যোগ-ভ্রষ্ট হই।"

বাবাজীর ঐ বাক্য শ্রবণ করিয়া মল্লিক বাবু কহিলেন, আমি আপনকার আদেশ মত বেশ ও আহারাদি স্বীকার করিতে প্রস্তুত আছি, কিন্তু আমার সঙ্গীদ্বয়কে কিরূপে নিষেধ করিতে পারি? আমি এরূপ ঠিক করিতেছি নরেন বাবু ও আনন্দবাবু দুই একদিন এখানে থাকিয়া বৃন্দাবনে শ্রীঅঙ্গ-দর্শনে গমন করুন, আমি আপনকার চরণে থাকিয়া যোগ অভ্যাস করি।

নরেনবাবু ও আনন্দবাবু ঐ প্রস্তাব সম্পূর্ণ স্বীকার করিয়া বলিলেন এই দুই দিবসের মধ্যে আমরা বৃন্দাবনে যাইব, তথায় ভূত সকল আমাদের অপেক্ষায় আছে। এই কথাই অবশেষে স্থির হইল।

নরেনবাবু ও আনন্দবাবু প্রাতঃকালে বেলা দর্শন করিবার জন্য ভ্রমণ করিতে গেলেন। মল্লিক বাবাজীকে একক দেখিয়া বলিতে লাগিলেন, বাবাজী! উক্ত বিষয়ে কাহারও আমার ভাল লাগে নাই, যেহেতু উহাদের পরিচ্ছদ দেখিলে সকলেই অবহেলা করেন। আপনি যদি কৃপা করেন, তবে আমি শীঘ্র অন্যান্য সংসর্গ সমুদায় পরিত্যাগ করিব।

বাবাজী কহিলেন, অনেকে বৈষ্ণব-পরিচ্ছদ ও সংসর্গ দেখিয়াই সঙ্গ পরিত্যাগ করেন। আমার সেরূপ রীতি নাই। আমি বনবাসিদিগের সহিত একত্র অবস্থান করিতে কখনই কুণ্ঠিত হই নাই। বৈষ্ণবদিগের স্বাভাবিক মাত্র, তবু তাহাদের জন্য বৈষ্ণব-পরিচ্ছদ ও আহার স্বীকার করা কর্ত্তব্য বোধ হয়।

একদিনরূপ উপদেশে কখনই কেহ বৈষ্ণব বেশ স্বীকার করে না, সেজন্য পূর্ব্ব সংস্কার ক্রমেই উহা [illegible] যোগী বাবাজীর শ্রদ্ধা সংগ্রহের জন্যই হউক, মল্লিক বাবু ৩২ খানা ৫১ টাকার চক্ষপাদুকা

[illegible] ... কেন? [illegible] শুনিয়া [illegible] ধারণ করত [illegible] কাঁদিলেন। বাবাজী [illegible] দণ্ডবৎ প্রণাম করিতে অগ্রসর হইলেন। [illegible] তাঁহাকে ধরিতে [illegible] পারিলেন না।

বাবু ও আনন্দ বাবু

বাবাজী অদ্য মল্লিক মহাশয়কে [illegible] দেখিয়া [illegible] লাগিলেন, এ আবার কি ভাব! আমাদের [illegible] প্রকারে [illegible] বোধ হয় না। [illegible] অনেক পাণ্ডিত্য ও অনুষ্ঠান [illegible] কেশব মল্লিক বাবু আর [illegible] কি রূপ ধারণ করিলেন? [illegible] কি হইবে। আমরা [illegible] ব্রাহ্মদলের [illegible] না করি [illegible]। [illegible] দর্শন [illegible] পরীক্ষা করিতে থাকিব।

নরেন বাবু ও আনন্দ বাবু [illegible] হইলেন দেখিয়া মল্লিক মহাশয় একটু আশ্চর্য হইয়া কহিলেন, নরেন! দেখ [illegible] কি হইয়া উঠি! আনন্দ! তুমি অবাক হইতেছ?

নরেন ও আনন্দ উভয়ে বলিলেন, আপনি আমাদের শ্রদ্ধার পাত্র। আপনকার কোন কার্য্যে আমরা অসুখী নই।

বাবাজী কহিলেন, আপনারা বিদ্যা [illegible] বিষয়ে [illegible] কি [illegible] চর্চা করিয়াছেন?"

নরেন বাবু একজন ব্রাহ্মচারী, অনেক সময় তিনি উপাচার্য্য হইয়া ব্রাহ্মদিগকে শিক্ষা দিতেন। বাবাজীর প্রশ্নে উত্তর দিতে তিনি [illegible] বলিতে লাগিলেন।

"[illegible] বহুদিন হইতে কয়েকটী দোষে দূষিত আছে। [illegible] মানব মাত্রই একটি [illegible] [illegible] আর দূরে থাকুক, ক্রমশঃ [illegible] হইতেছে। বিশেষতঃ [illegible] নিকট [illegible] হইয়াছে। [illegible] নিরাকার ঈশ্বরকে [illegible] পূর্ব্বক অনেক [illegible] দেবদেবীর উপাসনা করিয়া [illegible] হইতে [illegible] ভক্তগণকে [illegible] হইয়াছে। [illegible] নির্বোধ [illegible] বহু দেব [illegible] অনেক [illegible] [illegible] [illegible] শুদ্ধ [illegible] আত্মার [illegible] এক সময় [illegible] হইতে [illegible] তাঁহার [illegible] ঈশ্বরকে [illegible] আর্য্যগণ [illegible] ব্রাহ্মধর্মের [illegible] উত্থাপন করিয়া [illegible] সংস্কারের [illegible] ব্রাহ্মধর্মের [illegible] আছে। আমরা [illegible] নিকট প্রার্থনা করি, [illegible] ব্রাহ্মধর্ম্মে [illegible] স্বীকার করেন। বাবাজী! এমন দিন কবে হইবে [illegible] আমরা সকলে একত্রে ঈশ্বর প্রার্থনা করিব।

নরেন বাবু [illegible] চুপ করিয়া রহিলেন। নিরস্ত হইলে আর কেহ কিছু বলিলেন না। বাবাজী একটু স্থির হইয়া বলিলেন, হাঁ, [illegible] অনেক [illegible] কথা [illegible] স্মরণ [illegible] আমি কোন্নগরে [illegible] ত্রিপুর [illegible] শুনিয়াছিলাম। আর এ বিষয়ে [illegible] কিছু শুনি নাই। ভাল, একটি মূল কথা জিজ্ঞাসা করি। ঈশ্বরের স্বরূপ কি? জীবের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ কি? কি করিলে তাঁহাকে সন্তুষ্ট করা যায়? তিনি সন্তুষ্ট হইলে আমাদের কি হয়? তাঁহাকে কেন উপাসনা করিব?

আনন্দ বাবু একজন উচ্চ-বংশজাত নব্য যুবক। তিনি যজ্ঞোপবীত পরিত্যাগ পূর্ব্বক ব্রাহ্ম ধর্ম্মের নব-প্রচারক হইয়াছেন। তিনি বাবাজীর বৈজ্ঞানিক প্রশ্ন শ্রবণ করিবামাত্র উৎসাহিত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। বলিলেন, হে মহাত্মন্! শ্রবণ করুন। ব্রাহ্মধর্ম্মে আপনার সকল প্রশ্নের উত্তর আছে। ব্রাহ্মধর্ম্মের পুস্তক নাই বলিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মকে তুচ্ছ বোধ করিবেন না। যে সকল ধর্ম্মে কোন বিশেষ পুস্তকের সম্মান আছে, সে সকল ধর্ম্মে অনেক [illegible] দোষ দুষ্ট হয়। আমাদের [illegible] ব্রাহ্মধর্ম্ম-দর্শন [illegible] তুলনা করিলে, একটী [illegible] [illegible] [illegible] পাওয়া যায়। আমাদের ধর্ম্মের [illegible] পুস্তক নাই, কেবল [illegible] বলিয়া যে একখানি পুস্তক হইয়াছে, তাহাতে আপনকার সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দর্শনের [illegible] লিখিত হইয়াছে।"

আনন্দ বাবু [illegible] খুলিয়া আপনার পুস্তকটি বাহির দিলেন। বাবাজী মহাশয় একখানি ক্ষুদ্র পুস্তক লইয়া পাঠ করিতে লাগিলেন।

"ঈশ্বর নিরাকার স্বরূপ। জীবের সহিত তাঁহার পিতা-পুত্র সম্বন্ধ। তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন করিলে, তিনি সন্তুষ্ট হইলে আমরা ভূমানন্দ লাভ করি। তিনি [illegible] উৎকৃষ্ট [illegible] ও [illegible] মধ্যে আমাদের জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন, অতএব আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে তাঁহার উপাসনা করিতে বাধ্য আছি।"

দেখুন দোষ, কত অল্প অক্ষরে আমাদের ধর্ম্মাচার্য্য প্রয়োজন কথাগুলি লিখিয়াছেন। এই পাঁচটী কথা লিখিতে হইলে আপনারা একখানা মহাভারত লিখিতেন। ধন্য রাজা রামমোহন রায়! তাঁহার জয় হউক! ব্রাহ্মধর্ম্মের নিশান পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অন্যপ্রান্ত পর্য্যন্ত উড্ডীয়মান হউক।

বাবাজী মহাশয়দিগের আনন্দ বাবুর নৌর নয়ন ও মুখ দর্শন করিয়া বলিলেন, আপনাদিগের মঙ্গল হউক। পরমেশ্বর প্রভু আপনাদিগকে একবার আকর্ষণ করুন। অদ্য আপনারা আমার অতিথি হইয়াছেন, কোন বাক্যের দ্বারা আপনাদিগের উদ্বেগ দেওয়া আমার কর্তব্য হয় না। গোরাধনের [illegible] অন্য বিষয়ে সমুদায় বিষয়ের আলোচনা করিব।

বাবাজীর বিনয় বাক্য শ্রবণান্তে নরেন বাবু ও আনন্দ বাবু চিন্তা করিয়া সন্তুষ্টমনে বলিলেন,—যে আজ্ঞা। আপনার সিদ্ধান্ত আমি ক্রমশঃ শ্রবণ করিব।

সকলে নিস্তব্ধ হইলে মল্লিক মহাশয় পুনর্ব্বার কহিতে লাগিলেন, বাবাজী মহাশয়! অনুগ্রহ পূর্ব্বক রাজযোগ ব্যাখ্যা করুন। (ক্রমশঃ)

ভক্তের প্রার্থনা

(শ্রীপাদ রাধাচরণ গোস্বামী ঠাকুররত্ন)

ভক্তিযোগো বহুবিধো মার্গৈর্ভামিনি ভাব্যতে।
স্বভাব গুণমার্গেণ পুংসাং ভাবো বিভিদ্যতে॥

(ভাঃ ৩।২৯।৭)

শ্রীভগবান্ কপিল দেব কহিলেন,—অভিপ্রায় যুক্ত পুরুষে প্রকার ভেদে ভক্তিযোগ বহু ভাবে প্রকাশিত; পুরুষের স্বভাবকৃত সত্ত্ব, রজঃ, তমোগুণ ভেদে অভিপ্রায় ভেদ অর্থাৎ ফল-লক্ষ্য ভেদ বশতঃ ভক্তি ভেদ দুষ্ট হইয়া থাকে।

ভক্ত ত্রিবিধ — সগুণ ও নির্গুণ। সগুণ ভক্ত আবার সত্ত্ব, রজঃ, তমো ভেদে ত্রিবিধ গুণাত্মক।

অভিসন্ধায় যো হিংসাং দম্ভং মাৎসর্য্যমেব বা।
সংরম্ভী ভিন্নদৃগ্‌ভাবং ময়ি কুর্য্যাৎ স তামসঃ॥

(ভাঃ ৩।২৯।৮)

ক্রোধী, ভেদদর্শী পুরুষ, হিংসা, দম্ভ, মাৎসর্য্যের উদ্দেশে আমার প্রতি যে ভক্তি করিয়া থাকে, সেই ব্যক্তি 'তামস ভক্ত' বলিয়া কথিত হয়।

বিষয়ানভিসন্ধায় যশ ঐশ্বর্য্যমেব বা।
অর্চ্চাদাবর্চ্চয়েদ্ যো মাং পৃথগ্ভাবঃ স রাজসঃ॥

(ভাঃ ৩।২৯।৯)

যে ব্যক্তি বিষয় যশঃ ঐশ্বর্য্যের উদ্দেশে ভেদদর্শী হইয়া আমার পূজা করে; সে ব্যক্তি 'রাজস' ভক্ত।

কর্ম্মনির্হারমুদ্দিশ্য পরস্মিন্ বা তদর্পণম্।
যজেদ্ যষ্টব্যমিতি বা পৃথগ্ভাবঃ স সাত্ত্বিকঃ॥

(ভাঃ ৩।২৯।১০)

আমার 'যাঁ'দ পাপক্ষয়, পরমেশ্বরে কর্ম্মার্পণ অথবা কর্ত্তব্যবোধে ভগবদর্চ্চন করিতে হয় এরূপ বুদ্ধিতে ভেদদর্শী হইয়া আমার পূজা করেন, তিনি সাত্ত্বিক ভক্ত।

এই তামস, রাজস ও সাত্ত্বিক ত্রিবিধ ভক্ত সগুণ। এক্ষণে নির্গুণ ভক্তের লক্ষণ কথিত হইতেছে—

মদ্গুণশ্রুতিমাত্রেণ ময়ি সর্ব্বগুহাশয়ে।
মনোগতিরবিচ্ছিন্না যথা গঙ্গাম্ভসোঽম্বুধৌ॥

লক্ষণং ভক্তিযোগস্য নির্গুণস্য হ্যুদাহৃতম্।
অহৈতুক্যব্যবহিতা যা ভক্তিঃ পুরুষোত্তমে॥

(ভাঃ ৩।২৯।১১-১২)

কপিলদেব দেবহূতিকে কহিতেছেন মাতঃ—ত্রিবিধ ভক্ত সগুণ, এতদ্ভিন্ন নির্গুণ ভক্তও আছে। আমার গুণ শ্রবণ মাত্র সর্ব্বান্তর্যামী আমাতে সাগরের প্রতি গঙ্গা-প্রবাহের ন্যায় যে অবিচ্ছিন্ন মনোগতি হয়, তাহাই নির্গুণ ভক্তগণের লক্ষণ; পুরুষোত্তম স্বরূপ আমাতে সেই ভক্তিফল অনুসন্ধান-রহিত ও [illegible] নিরোধে জ্ঞানাদি ভেদ-স্পর্শ-রহিত।

জ্ঞান কর্ম্মাদি ব্যবধান-শূন্যা যে ভক্তি তাহাই নির্গুণা ভক্তি। এই নির্গুণ ভক্তগণকেই শুদ্ধভক্ত বলা হয়।

ভক্তির সংজ্ঞা,—"সা পরানুরক্তিরীশ্বরে"
(শাণ্ডিল্য ভক্তিসূত্র ১।২)

ঈশ্বরে পরানুরক্তিই ভক্তি।

অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতম্।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা॥

(ভঃ রঃ সিঃ পূঃ বিঃ ১।৯)

অনুকূল ভাবে কৃষ্ণ-বিষয়ক অনুশীলনই উত্তমা ভক্তি। এরূপ ভক্তিতে কৃষ্ণ-সেবা ব্যতীত অন্য কোন অভিলাষ নাই; তাহা নিত্য নৈমিত্তিকাদি কর্ম্ম, নির্ভেদ ব্রহ্মানুসন্ধান-পর জ্ঞান ও যোগ প্রভৃতি দ্বারা আবৃত নহে।

অন্য বাঞ্ছা অন্য পূজা ছাড়ি জ্ঞান কর্ম্ম।
আনুকূল্যে সর্ব্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণানুশীলন।

সর্ব্বোপাধি-বিনির্ম্মুক্তং তৎপরত্বেন
নির্ম্মলম্।
হৃষীকেণ হৃষীকেশ-সেবনং ভক্তিরুচ্যতে ॥
(ভঃ রঃ সিঃ পূঃ বিঃ ১।১০ ধৃত নারদ
পঞ্চরাত্রম্)

(অপ্রাকৃত) ইন্দ্রিয় দ্বারা (অপ্রাকৃত) ইন্দ্রিয়াধিপতি শ্রীকৃষ্ণের সেবাই ভক্তি। অন্যাশী ভক্তি ঔপাধিক অর্থাৎ দেহ ও মনোধর্ম্মের বাসনা-রহিত কৃষ্ণার্থে অখিল চেষ্টাপর এবং নির্ম্মল অর্থাৎ জ্ঞান-কর্ম্মরূপ আবিলতা দ্বারা আচ্ছন্ন নহে।

শ্রুতি [illegible] বলিয়াছেন,—ভক্তিরেবৈনং নয়তি ভক্তিরেবৈনং দর্শয়তি, ভক্তিবশঃ পুরুষো ভক্তিরেব ভূয়সী ॥
([illegible] শ্রুতি বচন)

ভক্তিই জীবকে ভগবানের নিকট লইয়া যান, ভক্তিই জীবকে ভগবদ্দর্শন করান। সেই পরম পুরুষ ভগবান একমাত্র ভক্তির বশ। ভক্তিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

"[illegible]"
ভক্তি অমৃত স্বরূপিণী।

যল্লব্ধ্বা পুমান্ সিদ্ধো ভবত্যমৃতো ভবতি তৃপ্তো ভবতি। সেই ভক্তিকে প্রাপ্ত হইলে জীব সিদ্ধ হন, অমৃত অর্থাৎ মোক্ষ লাভ করেন এবং আত্মতৃপ্ত হন।

যৎ প্রাপ্য ন কিঞ্চিদ্ বাঞ্ছতি ন শোচতি ন দ্বেষ্টি ন রমতে নোৎসাহী ভবতি।
(নারদ-সূত্র, ১।৪-৫)

ভক্তি লাভ করিলে জীবের কোন বিষয়-বাসনা, শোক, ভয় এই ভগবদেতর কার্য্যে উৎসাহ থাকে না।

আর শুদ্ধভক্ত, কৃষ্ণপ্রেম সেবা বিনে।
স্বসুখার্থ সালোক্যাদি না করে গ্রহণে ॥
(চৈঃ চঃ আঃ ৪ পঃ)

সালোক্য সার্ষ্টি সামীপ্য সারূপ্যৈকত্বম-
প্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং
জনাঃ ॥

কপিলদেব বলিয়াছেন,—মাতঃ, আমার শুদ্ধ নিষ্কাম ভক্তগণকে সালোক্য (বৈকুণ্ঠ বাস) সার্ষ্টি (সমান ঐশ্বর্য্য) সারূপ্য (সমান রূপতা) সামীপ্য (নৈকট্য লাভ) একত্ব (সাযুজ্য) প্রদত্ত হইলেও তাঁহারা গ্রহণ করেন না। যেহেতু আমার অপ্রাকৃত নিত্য সেবা-সম্পদ ব্যতীত তাঁহাদের আর অন্য কিছুই প্রার্থনা নাই।

নাস্থা ধর্ম্মে ন বসুনিচয়ে নৈব কামোপ-
ভোগে।
যদ্ যদ্ ভব্যং ভবতু ভগবন্ পূর্ব্ব কর্ম্মানু-
রূপম্ ॥
এতৎ প্রার্থ্যং মম বহুমতং জন্ম জন্মান্তরে-
ঽপি।
ত্বৎ পাদাম্ভোরুহযুগগতা নিশ্চলা ভক্তি-
রস্তু ॥
([illegible])

শ্রীধাম মায়াপুর প্রদর্শনী

পারমার্থিক বিভাগ (কর্ম্মপথ)

৮। চিত্রপরিচয়—

শালগ্রাম দিয়া বাদাম ভাঙ্গিয়া খাওয়া।

প্রতিপাদ্য বিষয়—

(১) এস্থলে নিত্যপূজ্য শ্রীবিগ্রহকে নিজের ইন্দ্রিয়-তর্পণের যন্ত্ররূপে নিয়োগ। ইহা প্রাকৃত সহজিয়া ধর্ম্ম বা বিষ্ণুভক্তির বিরুদ্ধ অভক্তি। (২) শ্রীশালগ্রাম সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুরই অভিন্ন অর্চ্চামূর্ত্তি। এস্থলে তাঁহাকে জড় প্রস্তরখণ্ডের সহিত সমান জাতীয় জ্ঞান।

কর্ত্তব্য—

নিত্যপূজ্য বিগ্রহকে সর্ব্বস্ব সমর্পণ পূর্ব্বক পূজা কর্ত্তব্য। এস্থলে অন্য কোথাও হইতে অন্য যন্ত্র দিয়া বাদাম ভাঙ্গিয়া ভাল নৈবেদ্য রূপে ভগবান্ শ্রীশালগ্রামের নিকট ভোগ অর্পণ করা উচিত। শালগ্রামকে অন্য পাথরের বা খোয়ার সহিত সমান জ্ঞান করিয়া নিজের ইন্দ্রিয়ের সুখভোগ বিধান করা উচিত নহে। নিত্য মঙ্গলেচ্ছু ব্যক্তি মাত্রেরই এই মহা-অপরাধ বা পাষণ্ডতা অবশ্য পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য।

৯। চিত্রপরিচয়—মহাপ্রভু ও পাষণ্ডি পড়ুয়া।

প্রতিপাদ্য বিষয়—

মহাপ্রভুর কৃষ্ণবিরহিণী রাধাভাবে সকল ভগবদ্ভক্তগণের শিরোমণি অপ্রাকৃত গোপীর নাম মহিমা কীর্ত্তনের নিমিত্ত 'গোপী' শব্দোচ্চারণ; কিন্তু মূর্ত্তরস-বিগ্রহ গোপীজন বল্লভ শ্রীকৃষ্ণের চিদ্বিলাসবিরোধী প্রভুর মহাভাবমর্ম্মানভিজ্ঞ নির্ব্বিশেষবাদ জাতিমদমত্ত পাষণ্ডি পড়ুয়ার গোপীহীন কৃষ্ণে বা নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মে আগ্রহ এবং সিদ্ধান্ত বিরোধ ও রসাভাস-দোষ দর্শন করিয়া গোপীমহিমা প্রচারক মহাপ্রভুর ক্রোধ ও তাড়ন।

শিক্ষণীয় বিষয়—

কৃষ্ণবিরহিণী গোপীগণই কৃষ্ণের সর্ব্বোত্তম সেবা-প্রদর্শিকা। তাঁহাদের বা তাঁহাদের ভাব সুবলিত গৌর-সুন্দরের আনুগত্য বিনা গোপী কিঙ্করী মহাভাগবত জনের চেষ্টা প্রাকৃত বিদ্যাবলে দুরধিগম্য।

১০। চিত্র পরিচয়—ভেট আদায়।

প্রতিপাদ্য বিষয়—

ভগবান্ বিষ্ণুর নিত্য পূজ্য অর্চ্চামূর্ত্তিকে ব্যবসার মাল বিশেষ জ্ঞানে তাঁহাকে দেখাইয়া পয়সা রোজগার করিয়া নিজের ভোগের সংসার অর্থাৎ ব্যবসায় চালান' পুণ্য ব্রাহ্মণ বৃত্তি ত' নহেই, পুণ্য বৈশ্যবৃত্তিও নহে, পরন্তু ইহা অপরাধ-ময়ী বণিগ্‌ বৃত্তি।

কর্ত্তব্য

স্ত্রী-পুরুষ-ধনী-নির্ধন নির্ব্বিশেষে আচণ্ডাল ব্রাহ্মণ সকলেরই শ্রীবিষ্ণুবিগ্রহের দর্শন ও কৃপা ফল সুকৃতি-লাভে অধিকার আছে। শ্রীবিগ্রহের পূজন ব্রাহ্মণেরই ধর্ম্ম আর নিষ্কপট আস্তিক শ্রদ্ধাই ভগবদ্দর্শনের ভেট। শ্রীবিগ্রহ-দর্শনে ভেট নিলে ও নিলে একাধারে শ্রীবিগ্রহের পূজন-রূপ ধর্ম্মের নামে সৎকর্ম্মসজ্জিত অ উপায়ে সংসার চালাইবার, অর্থ উপার্জ্জন করিবার স্বার্থময়ী বণিগ্‌বৃত্তি চালাইবার চেষ্টা ও সহায়তা করা হয়। সকল মানুষই এই অতি জঘন্য অপস্বার্থপর কুপ্রথার সমূলে উচ্ছেদ সাধন কর্ত্তব্য।

ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং কবিতাং বা
জগদীশ কাময়ে।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাদ্ভক্তি-
রহৈতুকী ত্বয়ি ॥
(শিক্ষাষ্টক)

[illegible] সকল প্রার্থনায় নির্ব্বাণ [illegible] ইন্দ্রিয় [illegible] নির্ব্বাণ [illegible] কেবলা [illegible] প্রার্থনা [illegible] 'ভুক্তি মুক্তি নরকতুল্য [illegible]!' অর্থাৎ ভক্তগণ মুক্তিকে নরক তুল্য বোধ করেন, যেহেতু ইহার মধ্যে স্বসুখ বাঞ্ছা আছে।

নারায়ণপরাঃ সর্ব্বে ন কুতশ্চন বিভ্যতি।
স্বর্গাপবর্গনরকেষ্বপি তুল্যার্থদর্শিনঃ ॥
([illegible])

কারণ, বৈকুণ্ঠ [illegible] মুক্তগণ কামনা নরক মনে করেন যথা নরক-বিশেষ [illegible] ভগবদ্ভক্ত [illegible] অতএব [illegible] প্রার্থনা করেন না। [illegible] শুদ্ধ [illegible] সেবা [illegible]।

"ন ধর্ম্মং কামমর্থং বা মোক্ষং বা বরদেশ্বর।
প্রার্থয়ে তব পাদাব্জে দাস্যমেবাভিকাময়ে॥"
(পদ্ম পুঃ [illegible])

ভবাব্ধিচ্ছিদে [illegible] মুক্তয়ে ন [illegible]
[illegible] ॥
([illegible])

ধর্ম্মার্থকাম মোক্ষেষু নেচ্ছা মম কদাচন।
তৎপাদপঙ্কজস্যাধো জীবিতং দীয়তাং
মম ॥

মোক্ষ সালোক্য সারূপ্যান্ প্রার্থয়ে ন
ধরাধর।
ইচ্ছামি হি মহাভাগ কারুণ্যং তব সুব্রত ॥
(শ্রীনারদপঞ্চরাত্র)

শ্রীঅদ্বৈতাবির্ভাব

[illegible] শ্রীধাম মায়াপুরে মহা [illegible] শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য প্রভুর আবির্ভাব-উৎসব মহা-নামসংকীর্ত্তন মুখে মহাসমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। সমাগত [illegible] যাত্রীকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছে। সন্ধ্যায় শ্রীচৈতন্যমঠে একটী বিশেষ অধিবেশনে [illegible] ঠাকুর শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য প্রভুর [illegible]

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

[illegible] খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

[illegible] ত্রিংশ টাকা।

১৭২৪ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে,

সপ্তচত্বারিংশ খণ্ডে সূচী ছাপা হইতেছে।

[illegible] খণ্ড [illegible] নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে [illegible] সাধারণ পক্ষে ২০৸৵০। প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৫০, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ।৴০।

[illegible] সংখ্যা ১২, অগ্রিম [illegible] পক্ষে ৮৲।

[illegible] একাদশ সংখ্যা ছাপা হইয়াছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

"শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত"

সূচী প্রভৃতি সহ সম্পূর্ণ ছাপা শেষ হইয়াছে

আদি, মধ্য, ও অন্ত্যলীলা এবং সূচী [illegible] সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছেন। [illegible] টাকা ভিক্ষার তৃতীয় সংস্করণ ৪ [illegible] সংস্করণ [illegible] হইয়াছিলেন, তাঁহাদের [illegible] ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছেন। [illegible] টাকার এই বিরাট গ্রন্থের [illegible] টাকা ভিক্ষায় দেওয়া হইতেছে। [illegible] পরে আর এ সুযোগ থাকিবে না।

[illegible]

শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত

[illegible] সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

সভাষ্য আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র গ্রন্থ ৮৲ [illegible] অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲

নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪৷৷০ টাকা

শ্রীধাম মায়াপুর [illegible] নবদ্বীপ প্রদর্শনীতে

শ্রীধর ভাণ্ডার, ঢাকা।

ঢাকার [illegible] শ্রীধর ভাণ্ডার শ্রীধাম-মায়াপুরে [illegible] ঢাকার বিখ্যাত মসলিন [illegible] শাড়ী, [illegible] খদ্দরের শাড়ী ধুতি, [illegible] মুগার কাজ করা নানাপ্রকার [illegible] শ্রীধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপ-প্রদর্শনীতে [illegible] এবং [illegible] পাইবেন। [illegible] বুঝিতে পারিবেন।

প্রদর্শনীর ঠিকানা—

শ্রীধর ভাণ্ডার স্টল

শ্রীধাম মায়াপুর নবদ্বীপ-প্রদর্শনী

পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর (নদীয়া)

ঠিকানা,

শ্রীধর ভাণ্ডার, [illegible], ঢাকা।

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত ভক্তি গ্রন্থাবলী

যে সব উৎকলবাসী [illegible] বাংলা অক্ষর পড়িতে জানেন না, তাঁহাদের শ্রীশ্রী [illegible] পরম [illegible] জানিবার সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে উড়িয়া-অক্ষরে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হইয়াছে, [illegible] গ্রন্থগুলির ভিক্ষা অপেক্ষাকৃত অল্প।

গ্রন্থের নাম	ভিক্ষা
শ্রীহরিনাম চিন্তামণি, প্রতিখণ্ড	৷৷০
[illegible]	১৲
সাধন পথ (শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টক) প্রতিখণ্ড	।০
[illegible]	[illegible]
কল্যাণ কল্পতরু প্রতিখণ্ড	৵০
[illegible]	।০
গীতাবলী প্রতিখণ্ড	৴১০
[illegible]	৶১৫
শরণাগতি প্রতিখণ্ড	৴০
[illegible]	৶৫

প্রাপ্তিস্থান { শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ, কটক এবং শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, পুরী

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিম্নলিখিত মঠসমূহে প্রাপ্তব্যঃ—

১। শ্রীচৈতন্য মঠ,— [illegible], (নদীয়া)।
২। শ্রী[illegible] মঠ,— [illegible], বর্দ্ধমান।
৩। শ্রী[illegible]—[illegible], কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৪। শ্রীগৌড়ীয় মঠ,— [illegible], কলিকাতা।
৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ,— [illegible], পুরী।
৬। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ,— [illegible] বাজার, কটক।
৭। শ্রী[illegible] মঠ,— [illegible], মেদিনীপুর।
৮। শ্রী[illegible] গৌড়ীয় মঠ,— [illegible], কাশী, ই, আই, পি।
৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,—[illegible], বৃন্দাবন, মথুরা, ই, আই, পি।
১০। শ্রী[illegible] মঠ,— [illegible], ই, আই, পি।
১১। শ্রী[illegible] গৌড়ীয় মঠ,— [illegible], কমাল, আসাম।
১২। শ্রী[illegible] মঠ,— [illegible]।
১৩। শ্রী[illegible] মঠ,— [illegible], ঢাকা।
১৪। শ্রী[illegible]—[illegible], বর্দ্ধমান।
১৫। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ,— [illegible], মানভূম।
১৬। শ্রী[illegible] গৌড়ীয় মঠ,— [illegible], পুরী, উড়িষ্যা।
১৭। শ্রীগৌড়ীয় মঠ কার্য্যালয় [illegible] রোড, [illegible]

এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণের নিকটও নদীয়া-প্রকাশ প্রাপ্তব্য।

১। শ্রীযুক্ত জনার্দ্দন ঘোষ—[illegible] রোড, খুলনা।
২। শ্রীযুক্ত রাধাচরণ গোস্বামী [illegible]—[illegible], হলদিবাড়ী কুচবিহার।
৩। শ্রীযুক্ত [illegible] রায়—[illegible] শ্রীগোপাল মল্লিক লেন, কলিকাতা।
৪। মিঃ [illegible]—[illegible], কানপুর।
৫। শ্রীযুক্ত [illegible]— [illegible], নদীয়া।
৬। শ্রী[illegible] দাস অধিকারী, [illegible]।
৭। শ্রী[illegible] দে—[illegible], ঢাকা।
৮। শ্রী[illegible]—[illegible], ২৪ পরগণা।
৯। শ্রী[illegible] চট্টোপাধ্যায় [illegible] এম, [illegible]

অন্যথা না ভজে কৃষ্ণ, [illegible] করে। পুন সেইমত [illegible]

শ্রীচৈতন্যমঠের গ্রন্থাবলী

শ্রীল শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর বিরচিত
ভক্তি গ্রন্থাবলী

উৎকৃষ্ট কাপড়ে বিলাতী ধরণে বাঁধাই স্বর্ণাক্ষরে। চতুর্থ সংস্করণ। বিস্তৃত বিষয়সূচীসহ

জৈবধর্ম্ম

বাঁধাই ২৲ দুই টাকা

প্রকাশিত হইয়াছে।

সনাতন শাস্ত্র বেদ, বেদান্ত, উপনিষৎ, গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত, পুরাণ, তন্ত্রাদি সকল গ্রন্থ পাঠ করিবার অবসর অতি অল্প লোকেরই ঘটিয়া থাকে। অনেকের যোগ্যতা না থাকায় সেই সমস্ত গ্রন্থের মর্ম্ম অবগত হইতে পারেন না। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ মহাশয় এই অসুবিধা দূরীভূত করিবার জন্য এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

বিদ্যালয়ের ছাত্র বা শিক্ষকগণের বিশেষ পাঠ্য, এই হেতু শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টর বাহাদুর ইহা সমস্ত বিদ্যালয়ের জন্য অনুমোদন করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

প্রথম খণ্ড ভিক্ষা ১৲ একটাকা

যুক্তিপূর্ণ শাস্ত্রবাক্য দ্বারা প্রত্যেক মানবের নিত্য কর্তব্য ও অনিত্য সাময়িক কর্তব্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। গ্রন্থের প্রতি ছত্রে সনাতন শাস্ত্রবাক্য দ্বারা সমর্থিত ও প্রমাণিত হইয়াছে। দেহের, মনের ও আত্মার ধর্ম্ম কি? সদাচার, নীতি, ধর্ম্ম কি? ইত্যাদি বিষয় জনসাধারণের এমন সুন্দরভাবে সুস্পষ্টরূপে আলোচিত হইয়াছে যে, প্রথম পংক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত পাঠ না করিয়া নিবৃত্ত হওয়া যায় না।

শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ভিক্ষা ৷৵০

ঐ প্রমাণ খণ্ড ভিক্ষা ৷৵০

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিহার ও লীলাভূমি নয়টী দ্বীপ-সমন্বিত। এই নয় দ্বীপের প্রাচীন বিবরণ—প্রত্যেক দ্বীপে শ্রীমহাপ্রভুর লীলা—প্রত্যেক দ্বীপের পরিচয়, শ্রীধাম-মাহাত্ম্য বাসোপকার কি? ইত্যাদি বিষয় বিশেষভাবে মনোহর ছন্দে বর্ণিত। পকেট সাইজ প্রায় ১৮০ পৃষ্ঠা।

শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ

উজ্জ্বল রেশমী কাপড়ে উত্তম কাগজে ছাপা—শ্রীনবদ্বীপধাম দর্শনে ভাবুক দর্শনকারীর কি প্রকার ভাবের উচ্ছ্বাস হয়, তাহা এই গ্রন্থে বর্ণিত। অতি চমৎকার। ভিক্ষা চারি আনা।

শ্রীমনঃশিক্ষা

৷৵০ দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভুকে উপদেশচ্ছলে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিচার অতি সুন্দরভাবে বর্ণিত হইয়াছে। ইহা ছাড়া শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর উপদিষ্ট শিক্ষা ও উপদেশ বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব-জগতে অতুলন গ্রন্থ !!
শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতি গ্রন্থাবলী :—

শরণাগতি

পকেট সাইজ
অষ্টম সংস্করণ
ভিক্ষা ৵০ আনা

দেহ ও মনের চেষ্টা আমতানন্দ লইয়া—জীব যখন জীব বুঝিতে পারে, তখন একমাত্র নিত্যবস্তু শ্রীভগবানের প্রতি তাঁহার কোন আতায়...আবেগময়ী প্রার্থনা হয় এবং শ্রীভগবানে সর্ব্বস্বাঙ্গীকরণে নিষ্কপটে কি প্রকারে শরণাপন্ন হইতে হয়, ইত্যাদি বিষয়ক প্রাণস্পর্শী প্রার্থনা ও আত্ম-সমর্পণমূলক গান, ষষ্ঠবার সংস্করণও প্রকাশিত হইয়াছে।

ভিক্ষা প্রতি খণ্ড ৵০ এক আনা

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা—৵০, নবদ্বীপশতক—৵০
অর্থপঞ্চক -৵০

কল্যাণকল্পতরু

পকেট সাইজ
পঞ্চম সংস্করণ
ভিক্ষা ৵১০

আমরা প্রত্যহ নূতন অভাব ও কামনায় বশবর্ত্তী হইয়া পুনঃপুনঃ যে ভগবানকে কল্যাণ বলিয়া গ্রহণ করি এবং যাহা বিকৃত কল্যাণ কামনা করি তিনি যে নিত্য বা যথার্থ কল্যাণ প্রদানে অসমর্থ এবং কোন পথে আমাদের নিত্য কল্যাণ হয় এবং কি ভাবে আমরা সেই কল্যাণলাভে সমর্থ হইব, এই সকল কথা সরল গানে লিখিত। এই গীতিগ্রন্থ যথার্থই কল্যাণের কল্পতরু, দান প্রত্যেককে নিত্যকল্যাণ প্রদানে।

শ্রীল চক্রবর্ত্তি-ঠাকুরের টীকা সহ

শ্রীমদ্‌ভগবদ্গীতা

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠাকুর কৃত টীকা ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কৃত অনুবাদ। টীকাকারের জীবনী, শ্লোক-সূচি, বিষয়সূচি প্রভৃতি বহু প্রয়োজনীয় বিষয় সংযোজিত প্রায় ৮২৫ পৃষ্ঠা। উৎকৃষ্ট সিল্কে বাঁধাই ২৲ দুই টাকা, কাগজে বাঁধা ১৷০

শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ কৃত ভাষ্য সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

কাগজ ও ছাপা উৎকৃষ্ট। সিল্কে বাঁধাই, সোণার জলে নাম লেখা রাজসংস্করণ ১৲ টাকা, সাধারণ সংস্করণ ১৷০, গৌড়ীয়ের গ্রাহকপক্ষে ১৷০

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি (সাধারণকোষগ্রন্থ)

বিষয়:—১। ভক্তিশাস্ত্রের ব্যবহৃত শব্দাবলীর অর্থ, ২। চারি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের চরিত্র, ৩। বিষ্ণুবৈষ্ণবসম্পর্কিত শ্রীধামের ও শ্রীবিগ্রহের বিবরণ, ৪। বৈষ্ণবগ্রন্থ ও গ্রন্থকারের পরিচয় ও বিবরণ, ৫। বিষয় বিশেষের লৌকিক ও শাস্ত্রীয় আকরমূলে যাবতীয় তথ্য। চারিখণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ১ম খণ্ড ৫০, ২য় খণ্ড ৬০, ৩য় খণ্ড ৫০, ৪র্থ খণ্ড ৮০, চারিখণ্ড একত্রে ৩৲ (যন্ত্রস্থ)।

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ

১ম খণ্ড ১৲ এক টাকা, ২য় খণ্ড ... এক টাকা—শ্রীমদ্ভাগবতের গ্রাহক ও গৌড়ীয় গ্রাহকগণ ১০ টাকায় দুইখণ্ড পাইবেন। বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীল জীব গোস্বামিপাদের রচিত গ্রন্থ। ইহাতে ষট্‌সন্দর্ভের অধিক প্রয়োজনীয় অংশ। প্রায় ৭৫০ পৃষ্ঠা ডবল ক্রাউন ৮ পেজি ৩৪ পৃষ্ঠা আকারে মুদ্রিত হইতেছে।

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য সঙ্কলিত

সদাচারস্মৃতিঃ

ভিক্ষা ৵০ মাত্র

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (প্রাচীন নবদ্বীপ) নদীয়া।

রেজেষ্টার্ড

মদন মঞ্জরী

বটিকায় ধ্বজ ও ধাতুবিকার, ইন্দ্রিয়শক্তির হ্রাস, প্রমেহ, শুক্রপাত, স্বপ্নদোষ, মাথাঘোরা, বুক ধড়ফড়ানি, অনিদ্রা প্রভৃতি লক্ষণ সত্বর নিশ্চয় আরোগ্য হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ৩০ বটী ১৲ এক টাকা।

"নপুংসকত্বারি ঘৃত"

পুরুষত্বহানি রোগে বাহ্যপ্রয়োগ দ্বারা আরোগ্য করায় শক্তিসঞ্চার করে। মূল্য ২ তোলা ১৲ টাকা।

"রমণবিলাসিনী বটিকা"

স্ত্রীধারণ করত সন্তোষোৎপাদক স্তম্ভন ও বৃদ্ধি করিতে অতুলনীয়। মূল্য ১৬ বটী ১৲ এক টাকা।

রাজবৈদ্য নারায়ণজী কেশবজী
১৭৭নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

বিজ্ঞাপন

সাবধান! সাবধান!! সাবধান!!!

জে, বি, দত্তের চোকা দাগি বাদাম তৈল

আদি ও অকৃত্রিম এবং উপকারিতায় সকলের পরীক্ষিত ও বহু প্রশংসিত।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী J. B. Datta & Co. নাম লেখা দেখিয়া খরিদ করিবেন। নচেৎ জুয়াচোরগণ নকলের কৃত্রিম তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে।

বিনীত—জে, বি, দত্ত

ফেরাস কুইনিন

নূতন এবং পুরাতন ম্যালেরিয়ার যম

ইহাতে উপযুক্ত মাত্রায় আইরন, ফস্ফরাস, কুইনিন, আর্সেনিক প্রভৃতি উপাদান আছে।

এই ফেরাস কুইনিন দ্বারা ইন্‌জেকসন করিলে একটা বা দুইটা ইন্‌জেকসনেই সকলপ্রকার কঠিন ম্যালেরিয়া জ্বর নষ্ট করে এবং জ্বর হইতে পুনর্ব্বার জ্বরের উপসর্গ নষ্ট করিয়া দেয়।

২৫ এম্পুলপূর্ণ প্রতি বাক্স—মূল্য ২৲, ৫০টা ৩৲ টাকা।

বাই-ও-কেমিক্যাল এণ্ড ক্লিনিক্যাল ল্যাবরেটারীজ্ পুরাতন ১২২ হরিতকী বাগান লেন, কলিকাতা।

পর-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

এখানে আহার এবং বাসস্থান দিয়া বিদ্যার্থিগণকে বিভিন্ন শিক্ষণীয় বিষয় শিক্ষা দিবার বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। অনেক ছাত্র ইতোমধ্যেই আসিয়া পাঠ আরম্ভ করিয়াছেন। বর্তমান বর্ষে সকল ছাত্রই গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

প্রধান অধ্যাপক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রচন্দ্র কাব্য ব্যাকরণ-সাংখ্য-বেদান্ত-ষড়দর্শনতীর্থ, সাংখ্যভূষণ, বেদান্তরত্ন, সাহিত্যশাস্ত্রী, সুদর্শনবাচস্পতি।

অধ্যাপক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গৌরদাস ব্রহ্মচারী ব্যাকরণতীর্থ,

শ্রীধাম মায়াপুর পরবিদ্যাপীঠ, নদীয়া।

বেদনাঞ্জন

শ্রেষ্ঠরত্ন

কলিকাতা কংগ্রেস এক্জিবিসন হইতে সর্ব্ব প্রশংসা প্রাপ্ত ও বহু গণ্যমান্য ভদ্রমহোদয়গণ কর্ত্তৃক প্রশংসিত।

আজকাল বাজার-চলন মিশ্রিত ও বিষাক্ত আহার্য্য সেবনে শরীরের রক্ত স্বতঃই দোষযুক্ত হইয়া পড়িতেছে। রক্তই মানবদেহের শ্রেষ্ঠ উপাদান, সেই রক্ত দোষিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মানব বাত, বেদনা, মাথাধরা, মাথাঘোরা, দৃষ্টিশক্তির হ্রাস, দাঁতের গোড়া ফুলা, দাঁত কনকনানি, দাঁতে পোকা এবং দাদ, চুলকানি প্রভৃতি কষ্টদায়ক চর্ম্মরোগে আক্রান্ত হইতেছে। যদি আপনি একান্তই ব্যাধিমুক্ত হইতে চান, তাহা হইলে অযথা পয়সার অপব্যয় না করিয়া অল্প দামে এক শিশি বেদনাঞ্জন ক্রয় করিয়া ইহার কার্য্যকারী-শক্তি উপলব্ধি করুন। গুণের তুলনায় মূল্য অত্যল্প, এক শিশি ।৵০ আনা মাত্র মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

প্রোপ্রাইটার—এ, সি, চাটার্জ্জী এণ্ড ব্রাদার্স।

৪৫নং হলকাটি লেন, সাঁকো ঢাকা।

সকল মণিহারী দোকানে ও বড় বড় ডাক্তারখানায় পাওয়া যায়।

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

যদিও অদ্যাপি প্রকৃত মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য, তথাপি যাহারা নানাবিধ অনিয়মিত উপায়ে অস্বাভাবিক শক্তি নষ্ট করিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন এবং নানা প্রকার মেহ, প্রমেহ, শুক্রতারল্য, স্নায়বিক দুর্ব্বলতা, বহুমূত্র, ধ্বজভঙ্গ, পারদ সংক্রান্ত পীড়া, অশ্ব এবং স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে যাহারা বাধক, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, সূতিকা, শ্বেত ও রক্তপ্রদর, হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি রোগে ভুগিয়া জীবনে নিরাশ হইয়াছেন, তাঁহারা আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটার সাহেবের আবিষ্কৃত ইলেক্ট্রিক ও সলিউসন ব্যবহার করিয়া বাঁচিতে পারেন, তাহার শত শত প্রমাণ প্রতি বৎসরেই পাওয়া যাইতেছে। যাঁহারা অন্যান্য বহুবিধ ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরোগ্য হইতে পারেন নাই, তাঁহারা একবার এই ঔষধটী ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক মাসের ব্যবহারোপযোগী এক শিশি ঔষধ ডাকমাশুল সহ ২৸০ টাকা মাত্র।

সোল এজেণ্ট—ডাঃ ডি, ডি, হাজরা।

ফতেপুর, গার্ডেনরিচ পোষ্ট, কলিকাতা।

ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

অধ্যক্ষ

শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম.এ, এফ.সি.এস (লণ্ডন)

ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক

(প্রফেসার)

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ বিশুদ্ধ ও শাস্ত্রমতে নিজ তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হয়। পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ক্যাটালগ পাঠান হয়। রোগের বিবরণ জানাইলে যত্নপূর্ব্বক ব্যবস্থা দেওয়া হয়। চিঠি পত্রাদি সম্পূর্ণরূপে গোপন রাখা হয়।

মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দূর)

(বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৪৲ টাকা

উৎকৃষ্ট স্বর্ণ, পারদ ও আমলাসার গন্ধক দ্বারা যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। নিত্য ব্যবহার্য্য সর্ব্বরোগনাশক মহৌষধ।

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৩৲ টাকা

উৎকৃষ্ট কাশীর আমলকী, বংশলোচন প্রভৃতি যাবতীয় উপাদানে পূর্ণ মাত্রায় যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। কাশ, শ্বাস, সর্দ্দি, যক্ষ্মা, হৃদ্‌রোগ, অম্লরোগ প্রভৃতি রোগের মহৌষধ। সর্ব্বপ্রকার দুর্ব্বলতা নাশক অদ্বিতীয় পুষ্টিকর রসায়ন বা খাদ্য বিশেষ।

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬৲ টাকা

ইহা সেবনে ধাতুদৌর্ব্বল্য, শুক্রক্ষীণতা, স্বপ্নদোষ, প্রমেহ ও ধ্বজভঙ্গ সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায়। ইহা অপরিসীম আনন্দদায়ক রসায়ন।

অবলাবান্ধব যোগ

প্রদর, বাধক প্রভৃতি জরায়ুদোষ ও যোনিগত যাবতীয় রোগের মহৌষধ।

মূল্য—১৬ মাত্রা ২৲ টাকা। ৫০ মাত্রা ৫৲ টাকা মাত্র।

বিশুদ্ধ জল! ভয় নাই! বিশুদ্ধ জল!!

লক্ষ্মী টিউব-ওয়েল কোং

২০৫নং নবাবপুর, ঢাকা

বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার নব আবিষ্কৃত প্রণালী দ্বারা উন্নত বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে নলকূপ (*Tube-well*) নির্ম্মাণ করা হয়। বঙ্গের ছোট লাট বাহাদুর, গভর্ণমেণ্ট সেক্রেটারী, জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট, জিলা বোর্ডের চেয়ারম্যান, ইঞ্জিনিয়ার, জমিদার, তালুকদার প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত ভদ্রমহোদয়গণ এই কোম্পানীর কার্য্য দেখিয়া প্রশংসা করিয়াছেন। রাসায়নিক পরীক্ষায় জল বিশুদ্ধ না হইলে মূল্য গ্রহণ হয় না। বিস্তৃত বিবরণের জন্য পত্র লিখুন।

ভয় কেন?

সাধারণের হিতার্থে, মানবের দুঃখ না হইতে পারে তাহার পথ ইত্যাদি সম্বলিত "কামশাস্ত্র" গ্রন্থখানি যিনি পাঠ করেন নাই, তিনি আবেদন করিবামাত্র বিনামূল্যে প্রাপ্ত হউন। উহা পাঠে উপকৃত হইয়া ৭৫০০০ হাজার লোক কৃতজ্ঞ হইয়াছেন। প্রায় ৫০ বৎসরের পরীক্ষিত, শুক্রতারল্য, স্বপ্নদোষ ইত্যাদির যম "অতঙ্ক-নিগ্রহ বটিকা" প্রতি কৌটার মূল্য ১৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান—আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়, ২১৪নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মনোমোহন প্রেস

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা

পূর্ব্ব-বাঙ্গালায় সুলভে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত বৈদ্যুতিক মেশিনে দিবারাত্রি কাজ চলিতেছে। বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন।

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা।

ইং আর ... কর্ত্তৃক ... প্রকাশিত

স্থানীয় সংস্করণ

Registered No. C 1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১
প্রতি কলম ৬
অর্দ্ধ কলম ৩।০
সিকি কলম ২
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহ

ভারতের সর্ব্বত্র সমূহ-প্রচার — নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

মূল্যের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯
ষাণ্মাসিক ৫
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৴৫

৪র্থ বর্ষ] সম্পাদক—প্রত্নবিদ্যালঙ্কার শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী [২৮ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্য মঠ, শ্রীধাম মায়াপুর—২৭শে মাঘ সোমবার ১৩৩৬ ১০ই ফেব্রুয়ারী ১৯৩০

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থাবলী

	শ্রীমদ্ভাগবতম্—শ্লোক সূচী, বর্ণন-সূচী প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত ; ভিক্ষা, প্রতি খণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৶০, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশ গ্রাহক পক্ষে	৵০
	ভাষ্য-সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ২য় সংস্করণ,	৫৲
৩।	গৌড়ীয়-গৌরব	৶০
৪।	গৌড়ীয়-সাহিত্য	।০
৫।	ভক্তি-তত্ত্ব	॥০
৬।	শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা)	১৲
	” ” ” আবাঁধা	৸০
৭।	গীতা (শ্রীবলদেবভাষ্যসহ) বাঁধা ২৲ আবাঁধা	১॥০
৮।	গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি-টীকা-সহ) বাঁধা ২৲ আবাঁধা	১॥০
	গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য	॥০
৯।	মুণ্ডমালিকা শুদ্ধসারাংশ সানুবাদ (মাধ্ব)	১৲
১০।	বেদান্ততত্ত্বসার সানুবাদ (রামানুজীয়)	॥০
১১।	জৈবধর্ম্ম	২৲
১২।	শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ)	৸০
১৩।	গৌড়ীয়-কণ্ঠহার	২৲
১৪।	প্রেমাবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ)	।৶০
১৫।	দীপ-দিগ্দর্শন	
১৬।	সাধনপথ (৩য় সংস্করণ)	।৵০
১৭।	আচার ও আচার্য্য	।
১৮।	নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা	৸০
১৯।	ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা)	৵০
২০।	শ্রীনবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য	৶০
২১।	নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য (প্রমাণখণ্ড)	৴০
২২।	শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ	০
২৩।	শ্রীগোদ্রুম-পরিক্রমা দর্পণ	।০
২৪।	শরণাগতি, গীতাবলী, সাধনাকল্প, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, নবদ্বীপশতক, অপরাধক ও সদাচারস্মৃতি মোট	।৶০
২৫।	কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ ও অঙ্কিত কণা	৵০
২৬।	সাধককণ্ঠমণি	।০
২৭।	সংস্কার-দীপিকা	।০
২৮।	বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড)	৩৲
২৯।	ব্রহ্মসংহিতা	॥০
৩০।	শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা	৸০
৩১।	মণিমঞ্জরী সানুবাদ	।০
৩২।	গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ	৸০
৩৩।	শ্রীচৈতন্যভাগবত (বিরাট্ দ্বিতীয় সংস্করণ)	৫৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

অপূর্ব্ব সুযোগ !   অপূর্ব্ব সুযোগ !

শ্রীধাম মায়াপুর প্রদর্শনী

আমোদপ্রমোদের বিপুল আয়োজন।

অভাবনীয় বিরাট ব্যাপার

৯ই ফেব্রুয়ারী হইতে যাত্রা বায়স্কোপ প্রভৃতির প্রচুর ব্যবস্থা

সকলেই যোগদান করুন।

শ্রীধাম-মায়াপুর নবদ্বীপ প্রদর্শনী

বিজ্ঞানাচার্য্য স্যার পি, সি, রায় কর্ত্তৃক দ্বারোদ্ঘাটন

গত ৯ই ফেব্রুয়ারী রবিবার ভারতের কৃতি সন্তান বিশ্ব-বিশ্রুত বিজ্ঞানাচার্য্য ডাঃ স্যার শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায় কেটি, সি-আই-ই, এম্-এ, পি-এইচ্-ডি মহোদয় কর্ত্তৃক শ্রীধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপ প্রদর্শনীর দ্বার বেলা ৯টার সময় উন্মুক্ত হইয়াছে।

—:০:—

প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীধাম মায়াপুরে

বিরাট মেলা

আমোদ প্রমোদের বিপুল আয়োজন

অভাবনীয় সুযোগ

(সহর নবদ্বীপের নিকট গঙ্গার পূর্ব্ব পারে)

২৬শে মাঘ ৯ই ফেব্রুয়ারী রবিবার এই শ্রীধাম মায়াপুর নবদ্বীপ প্রদর্শনীর দ্বার শ্রীযুক্ত ডাক্তার স্যার্ প্রফুল্লচন্দ্র রায় কর্ত্তৃক খোলা হইয়া ৩রা চৈত্র ১৭ই মার্চ্চ পর্য্যন্ত থাকিবে। যাত্রিগণ এখানে ম্যাজিক-লণ্ঠন, যাত্রা, থিয়েটার, বায়স্কোপ, সার্কাস পুতুলনাচ প্রভৃতি প্রত্যহ নানাপ্রকার আমোদ প্রমোদ দেখিতে ও শুনিতে পাইবেন। ভারতবর্ষের সকল স্থান হইতে নানাবিধ নয়ন-মনো-মুগ্ধকর জিনিষপত্র প্রদর্শনের জন্য এখানে আসিয়াছে। ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় নানাবিধ অনুকূল দ্রব্য, সকল তীর্থের জল, ধূলি, সমগ্র দেবালয়ের প্রসাদ, সমস্ত ধর্ম্মের সার উপদেশ প্রভৃতি নানাস্থান হইতে আনাইয়া, বহুতর মূর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া এবং ম্যাজিক লণ্ঠন দ্বারা দেখাইবার ব্যবস্থা হইয়াছে। বহু বিস্ময়জনক পৌরাণিক মূর্ত্তি প্রস্তুত হইয়াছে এবং ইলেকট্রিক্ আলোকে আলোকিত হইয়া মেলাস্থল অতীব মনোরম শোভায় সুশোভিত হইয়াছে। সকলপ্রকার ভাল ভাল কাপড়, জামা, পোষাক, পরিচ্ছদ শাল, জামেয়ার, জুতা, মনিহারী জিনিষপত্র খরিদ বিক্রয়ের বিশেষ ব্যবস্থা হইয়াছে। নবদ্বীপ সহরের পূর্ব্বে গঙ্গার অপর পার হইতে মেলাস্থলে মোটর, মোটরবাস প্রভৃতি চলিতেছে। মেলাস্থলের সন্নিকটে ধনী দরিদ্র সকল হিন্দু ও মুসলমানের জন্য পৃথক্ পৃথক্ হোটেল হইয়াছে। মেলাস্থলে একটী সাব্ পোষ্ট অফিস এবং টেলিগ্রামের সুবন্দোবস্ত আছে। পানীয় জল ও পাইখানার সুব্যবস্থা আছে। বহু পুলিশ-কর্ম্মচারী এবং ভলান্টিয়ার দ্বারা মেলাস্থলে বিশেষ ভাবে শান্তিরক্ষার ব্যবস্থা হইয়াছে। যাত্রিগণ রাত্রে ওখানে থাকিলে মেলাস্থলের নিকটে তাঁহাদের থাকিবার স্থানেরও সুবিধা আছে। প্রত্যহ সহস্র সহস্র যাত্রী এই প্রদর্শনী দেখিবার জন্য বিশেষভাবে উদ্গ্রীব হইয়া ওখানে যাইতেছেন। আজ পর্য্যন্ত সমস্ত ভারতবর্ষে এরূপ ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় প্রদর্শনী হয় নাই। সকলেই এখানে আসুন এবং ইহা দর্শন করিয়া নিজ নিজ অভীষ্ট লাভ করুন।

নানা কথা

বিলাতে বেকার

বিলাতে যে সকল লোক চেষ্টা করিয়াও কাজ পায় না তাহাদিগকে সাহায্য করিবার জন্য বর্ত্তমান মন্ত্রিমণ্ডলী একটি আইনের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করেন। হাউস অব লর্ডসে এই আইন সম্বন্ধে আলোচনা শেষ হইয়া গিয়াছে। এই আইন এক বৎসরের জন্য কার্য্যকরী হইবে এইরূপ একটী প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

বিমান

মনোমোহন সিং নামক একজন ভারতীয় ছাত্র আগাখান প্রতিশ্রুত পুরস্কার লাভের জন্য বিলাত হইতে ভারত-অভিমুখে একা বিমানপোতে যাত্রা করেন। তিন বার খারাপ আবহাওয়ার অবস্থার জন্য তাঁহাকে ফিরিতে হয়। পরে তাঁহার ইঞ্জিন বিকল হয়। এখন পোতের ইঞ্জিন একেবারে খারাপ হওয়ায় তিনি ইটালির পাওলা নামক স্থানে নামিতে বাধ্য হন। তিনি [illegible] আছেন। তাঁহার পোতটিও চূর্ণপ্রায়।

মিশর ও ইংরাজ

মিশরের প্রধান মন্ত্রী নাহাস পাশা চেষ্টা করেন যে ইংরাজদিগের প্রস্তাবমত ইঙ্গ-মিশর-সন্ধির সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা চালাইবার জন্য তাঁহাকে অনুমতি দেওয়া হউক। তাঁহার আশা আছে যে ইংরাজের সাহায্য এই ভাবে লাভ করিলে উহা দেশের পক্ষে মঙ্গলজনক এবং সম্মানজনক হইবে।

হত্যাকাণ্ড

কানাডাদেশে [illegible] অনেক লোক বর্ত্তমান শাসনতন্ত্র মানিতে চান না। উহাদিগকে হত্যা করা হইল। কানাডাদেশে বিদ্রোহের পর হইতে এত বড় হত্যাকাণ্ড আর হয় নাই।

বাড়ীর ছাদ

নিউইয়র্কের [illegible] জীবন বীমা কোম্পানী [illegible] নির্মাণ করিতেছেন। [illegible] হোটেলের কর্তৃপক্ষ একটী [illegible] প্রাসাদ নির্মাণ করিতেছেন। [illegible] টাকা খরচ পড়িবে। [illegible] ফিট উচ্চ বাড়ী নির্মাণ হইবে। [illegible] ১০৫০ ফুট এবং ম্যানহাটান [illegible] ফুট উচ্চ।

জাপানী ও বিলাতী

ভারতে অনেক রকমের কাপড় তৈয়ারি হওয়ায় ল্যাঙ্কেশায়ারের ব্যবসায়ের ক্ষতি হইয়াছে বটে কিন্তু জাপানী কাপড় বাজারে এত বেশী প্রচলিত হইয়াছে যে, দাম কোন রকমে না কমিলে ল্যাঙ্কেশায়ারকে ঠকিতে হইবে। জাপানীরা ভিন্ন ভিন্ন দেশে ব্যবসায়ের আমদানী পাঠাইতে অনেক টাকা খরচ করিয়াছে। এখন তাহারই ফল ভোগ করিতে আরম্ভ করিয়াছে মাত্র। ইহার পরে আরও কি হইবে বলা যায় না।

বক্তৃতায় প্রসিদ্ধ

দুইজন রাসেল আছেন। একজন আর্ল রাসেল এবং অপর জন লিভারপুলের লর্ড রাসেল বলিয়া খ্যাত। আর্ল রাসেল, কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করেন। স্যার বাসিল ব্ল্যাকেট "ভারতের আর্থিক উন্নতি সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। এখন ভারত সম্বন্ধে বিলাতে আলোচনা আরম্ভ হইয়াছে। পূর্ব্বে ভারতের কথা বিলাতে মোটেই আলোচিত হইত না।

পারস্যের কথা

ভূতপূর্ব মহাযুদ্ধের পর যে সমস্ত ব্যক্তি দেশের শান্তি [illegible] করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে পারস্যের কাজার শাহ, রিজা খাঁ পহলবীর নাম উল্লেখযোগ্য। পারস্যরাজ রিজা খাঁ বিনা আড়ম্বরে পারস্যের বহু উন্নতিসাধন করিয়াছেন। রাজকোষ হইতে অর্থ সাহায্য করিয়া পারস্যের ছাত্রদিগকে যুদ্ধ বিদ্যা কলকব্জার কাজ এবং বিমানপোত চালান শিক্ষার জন্য ফ্রান্সে, বিমানপোত-চালান ও বিজ্ঞান-শিক্ষার জন্য জার্ম্মানিতে, নৌ-চালান ও নৌযুদ্ধ শিক্ষার জন্য ইটালিতে এবং বেতারবার্ত্তা প্রেরণের কাজ ও ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার জন্য ইংলণ্ডে পাঠান হয়।

ভারতে শর্টহ্যাণ্ড

লর্ড বার্ণহাম মত প্রকাশ করিয়াছেন যে ভারতবর্ষে অতি প্রাচীনকালে শর্টহ্যাণ্ডের প্রচলন ছিল। ভারতে যত রকম অক্ষর প্রচলিত আছে তত রকম অক্ষর আর কোথাও প্রচলিত নাই।

রোগের বীজাণু

যাহারা পাখী পোষে তাহাদের মধ্যে এক প্রকার রোগ দেখা যায়। বিশেষজ্ঞরা মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, পাখীকে চুম্বন করা উচিত নয়। মুখের কিছু নীচে পাখীকে রাখিয়া আদর করিলে ঐ রোগ আক্রমণ করিতে পারে না।

কুকুরকে যত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা যাউক না কেন তাহার লোমের মধ্যে রোগের বীজাণু থাকিবেই থাকিবে।

বিলাতে শ্রমিক সমস্যা

বিলাতে বেকার সমস্যা অত্যন্ত কঠিন হইয়া উঠিয়াছে। গত বৎসরে বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন লক্ষিত না হইলেও ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে বেকারের সংখ্যা হ্রাস হইয়াছে। মজুরের দর কিছু কমিয়াছে।

শ্রমিক দলের সহিত ধনিকদিগের সংঘর্ষ পূর্ব্ব বৎসরের মতই শান্ত হইয়াছে।

দ্রব্যের মূল্যের সহিত বেতনের তুলনা করিলে জানা যায় যে শ্রমিকগণ বর্ত্তমানে অপেক্ষাকৃত সুখে স্বচ্ছন্দে থাকিতে পারে।

শ্রমিক সমস্যা মিটাইবার জন্য ১৬ জন শ্রমিক সম্প্রদায়ের লোক এবং ৮ জন ধনিক প্রতিনিধি লইয়া একটী সমিতি গঠিত হয়। সমস্ত বিষয় তদন্ত করিবার জন্য এক সাব-কমিটি গঠিত হইয়াছে। এই সাব কমিটির বর্ণনা দাখিল করিলে মূল কমিটি সমস্ত মীমাংসা করিবেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২১শে মাঘ সোমবার—১৩৩৬

সত্যের ভগবান্

মিথ্যার কেহই নহেন

কৃষ্ণেন্দ্রিয় তর্পণই যাঁহাদের জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য হইয়াছে, তাঁহারা তদুদ্দেশ্য-সিদ্ধি [illegible] অন্য কাহারও প্রতি মৎসরভাবযুক্ত হন না। যাঁহাদের অন্তরে কৃষ্ণেতর বিষয়াভিলাষ বর্তমান, তাঁহাদের বাহ্য [illegible] থাকিলেও তাঁহারাই কৃষ্ণ [illegible] কোন কার্য্যে সহানুভূতি প্রকাশ করিতে পারেন না, বরং তাহার সমস্ত চেষ্টায় বাধা দিতেই প্রবৃত্ত হন। 'কৃষ্ণ আমার প্রভু' এই বুদ্ধি থাকিলে [illegible] কৃষ্ণের লোককে তাঁহার সেবা কার্য্যে বিঘ্ন উৎপাদন করার প্রবৃত্তি [illegible] আসে না। [illegible] কৃষ্ণ-[illegible] বিদ্বেষী [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] করিয়া আসিয়াছে [illegible] প্রবৃত্তির [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] অনু-[illegible] করে, তাঁহারা [illegible] [illegible] করিয়া কৃষ্ণভক্তের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] সকল যুক্তি অবলম্বন করেন, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] নিযুক্ত হউন। [illegible] মনুষ্য [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] করিয়া [illegible] [illegible] আমরা যে [illegible] মুহূর্তে যে কোন বাহাই করি না কেন, তাহার উদ্দেশ্য যদি [illegible] না হয়, তাহা হইলে আমার আর কোথায় [illegible] একটু চিন্তার সহিত বুঝিলেন [illegible] [illegible] [illegible] করিবা। [illegible] [illegible] করিয়া অসতকে সহজে [illegible] [illegible] অনুসরণ [illegible] [illegible] [illegible] অসতকে [illegible] [illegible] 'সৎ' বলিয়া চালাইতে চাহিলেও সত্যের [illegible] ভগবানের [illegible] [illegible] [illegible] করিবে না।

বর্তমানে কতকগুলি লোক শ্রীধাম মায়াপুরের শুদ্ধভক্তি[illegible] নানাপ্রকারের [illegible] উপস্থাপিত করিতেছেন। যাঁহারা এরূপ করিতেছেন, তাঁহাদের ব্যক্তিগত চরিত্র বিশ্লেষণ করিলে বিশেষ করিয়া জানা যায় যে তাঁহারা [illegible] গুরুভক্তি কাহাকে বলে, তাহার কোন অনুসন্ধানই রাখেন না; অথচ [illegible] [illegible] যে একটা [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হইয়াছে, তাঁহারা স্ব স্ব রুচি অনুসারে কখনও তাহা গ্রহণ এবং কখনও বা তাহা গ্রহণ করিতে গিয়া শুদ্ধভক্তেরই নিন্দা করিয়া বসিতেছেন। গ্রহণ করিতে গিয়া অভক্তিকেই ভক্তি ভাবিয়া ভ্রান্তিতে পতিত হইতেছেন আবার বর্জন করিতে গিয়া, ভক্তিটাও কিছু নয়, উহা জীবকে একটা দাসত্ব ভাব আনিয়া দিয়া তাহাকে অকর্মণ্য করিয়া ফেলে ইত্যাদি ধারণা তাঁহাদের আসিয়া উপস্থিত হয়। তাহাতে জীব কখনও বা জ্ঞানী হইয়া সোঽহংবাদী হইয়া পড়েন, কখনও বা নাস্তিক হইয়া ভগবান কেই উড়াইয়া দেন। এইরূপ প্রবৃত্তি [illegible] করিতে থাকে এবং [illegible] বটে, বহুলোক আত্মবঞ্চিত হইতেছেন। সেই [illegible] দলই শ্রীমায়াপুরের বিরোধী। কিন্তু মায়াপুরচন্দ্রের কৃপায় বহুলোকই মাতিয়াছে এমন কি সর্বস্ব ত্যাগ করিয়া মায়াপুরের অধিবাসী হইবার জন্য ছুটিয়াছে।

—

মনুষ্য তাহা অপেক্ষা উন্নত আদর্শ দেখিয়াই তাহার মস্তক নত করে। [illegible] কোন কথাই যে তাহার [illegible] উদ্দেশক নহে, ইহা তাহার অন্তঃকরণ [illegible] বলে। মনুষ্য যে [illegible] যেখানে, যাহার তাহার কথায়, কাহারও কোন প্রকার উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য তাহার অমূল্য জীবনকে উৎসর্গ করিতে চাহে না। যখন সে দেখে, যে কেহ তাহার জীবনের মূল্য উত্তমরূপে বুঝে। সেই জীবনকে নিরর্থক বা বৃথা হইতে দিবে না, তাহাকে সর্বক্ষণ ভগবৎসেবায় নিযুক্ত করিয়া তাহার জীবনের সার্থকতা সম্পাদন করিবেন, তখন সে তাঁহারই পাদপদ্মে আত্মসমর্পণ করিতে বসে। অবশ্য [illegible] [illegible] [illegible] সত্য [illegible] [illegible] এইরূপে [illegible] [illegible] প্রবৃত্ত [illegible] হয়। নিজেরা সত্যানুসন্ধানের জন্য বিন্দুমাত্র যত্ন না করিয়া যাহারা অপরের সত্যানুসন্ধানে বাধা প্রদান করিতে চায়, তাহারা কি মনুষ্য নামের যোগ্য? [illegible] পাঠকগণই তাহা বিচার করুন।

আমরা সাধারণতঃ লোকচরিত্র বিশ্লেষণ করিয়া দেখিতে পাই, কোন একটি সৎকার্য্যে সহানুভূতি প্রকাশ করিবার লোক খুবই কম পাওয়া যায়, অথচ তাহার ছিদ্র অন্বেষণ করিবার লোকের কোন সময়ের অভাব দেখা যায় না। মৎসরতা মানুষকে এতই কুটিল করিয়া তুলে যে, সে কথাও সরল বলিয়া আর কিছু দেখিতে পায় না, মহামায়ার প্রভাবে তাহার সমশ্রেণীর কুটিল লোকেরই সঙ্গ জুটিয়া যায়, সেইরূপ সকল সঙ্গে থাকিতে থাকিতে তাহাদের প্রভাব তাহাকে সরল বলিয়া যে জগতে নিন্দুকদের কিছু থাকিতে পারে, এ বিশ্বাস তাহার একেবারে লোপ করিয়া দেয়। সেই জন্য সর্বদাই সংশয় চিত্ত হয় এবং সাধুকেও তাহার মত ভাবিয়া বসে, কুটিল লোক কোন সরল লোককেও সরল ভাবিয়া [illegible] করে না অপরাধ সঞ্চয় করে। [illegible] দোষযুক্ত মানব তাহার বুদ্ধিতে সরলতাকে বিচার করিতে গিয়া যে কত অনর্থই ঘটাইতেছে, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না।

কতকগুলি [illegible] [illegible] যে মহাপ্রভুর [illegible] [illegible] প্রচার ও প্রেম ধর্মকে তাঁহাদের স্ব স্ব [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] করিয়া তাঁহারই [illegible] একটা বিকৃত [illegible] দিতেছিল, শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভা সেই মহাপ্রভুর সম্বন্ধে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] করিলেন, অমনিই [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] করিতে।

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] যে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] তাহারা তাঁহাদের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] দিতেছে। কিন্তু শ্রীভগবানের [illegible] তাঁহাদের সকল চেষ্টায় বাধা হইতেছে। [illegible] [illegible] তাহাদের [illegible] [illegible] [illegible] না, তাহা আমরা বুঝিতে পারিতেছি না। [illegible] সত্য [illegible] [illegible] [illegible] তাহার শ্রীভক্তি [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] করিয়া দেন, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] বুঝিয়া তাহাদের মৎসর চেষ্টা হইতে নিবৃত্ত হউক।

— —

সত্য কখনও লুক্কায়িত [illegible] [illegible] না, তিনি তাঁহার আপন প্রভাবে আপনিই [illegible] [illegible] [illegible] হইয়া তাঁহার বিরুদ্ধবাদী [illegible] [illegible] [illegible] ইচ্ছা হইলে [illegible] [illegible] লোকলোচন হইতে লুক্কায়িত রাখিয়া [illegible] [illegible] [illegible] বঞ্চনা করেন। শ্রী [illegible] [illegible] জীবের [illegible] [illegible] নিমিত্তক কোন বস্তু হইলে অবশ্য তাঁহাকে লইয়া মানুষ যাহা ইচ্ছা তাহা করিতে পারিত, কিন্তু তিনি অপ্রাকৃত, অধোক্ষজ, শুদ্ধভক্তিগম্য বস্তু হওয়ায় ভক্তই কেবল তাঁহাকে তাঁহার [illegible] দর্শন করেন এবং তিনি যাহাকে কৃপা করিয়া দর্শন করান, তিনিই তাঁহাকে দর্শন করিতে পারেন। [illegible] থাকিতে মানুষ কখনও শ্রীভগবান্ বা তাঁহার ধাম দর্শন করিতে পারে না। এসকল কথা নিরপেক্ষ হইয়া বিচার না করিতে পারিলেই নানা প্রকারে জীবের নানা অসুবিধা আসিয়া পড়ে। সুতরাং এবিষয়ে [illegible] [illegible] সাধুর অনুসরণ করা ভাল। [illegible] [illegible] না কি [illegible]। নিরপেক্ষ হইয়া সত্যানুসন্ধান করিতে থাকিলেই সত্যের কৃপা হইবে, সত্য স্বতঃই হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত হইবেন। যিনি [illegible] আদর করিয়া থাকেন। [illegible] [illegible] [illegible] শ্রীধাম বলিয়া চালাইবার প্রবৃত্তি হইবে না। [illegible] [illegible] ভগবানের প্রকট হয়, তিনিই দয়া করিয়া তাহা বাহিরে প্রকট করেন। সুতরাং [illegible] উদ্ভাবন করিয়া ধামপ্রকাশ করার বৃথা চেষ্টা ছাড়িয়া দিয়া [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হইয়া [illegible] অনুগত।

ছলনা না করুণা

(শ্রীপাদ [illegible] গোস্বামী [illegible])

আমরা অনেক সময় [illegible] [illegible] [illegible] দিগের [illegible] [illegible] মহারাজের তুলনা দিয়া থাকি; [illegible] মহারাজ কি প্রকারের দাতা ছিলেন, তিনি কি দিয়াছিলেন, কাহাকে দিয়াছিলেন এবং সেই দানের ফলে তাঁহার কি লাভ হইয়াছিল, সে সম্বন্ধে [illegible] একটু আলোচনা আমরা করি না। আমরা [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] শিক্ষাদের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] উপাখ্যান গ্রহণ করি বটে; কিন্তু মহারাজের ন্যায় দাতা ও শ্রীবামনদেবের ন্যায় [illegible] যে [illegible] [illegible], সে হিসাবটা আমরা [illegible] [illegible] করিয়া দেখি না। যে বলি মহারাজ সমগ্র [illegible] আত্মনিবেদনের প্রমাণস্বরূপে কীর্তিত হইতেছেন, তাঁহার ন্যায় ভক্ত [illegible] জগতে কোথাও নাই।

[illegible] [illegible] দানের মহিমা [illegible] [illegible] [illegible] বুদ্ধিশা [illegible] [illegible] করিয়া থাকি [illegible] [illegible] ভগবান্ শ্রীবামনদেব ছলনা করিয়া বলি মহারাজকে ঠকাইয়া ছিলেন বলিয়া আমাদের বিচারে [illegible] [illegible] প্রতারক বলিয়া প্রতিপন্ন হন।

[illegible] সাধারণ।

[illegible] [illegible] [illegible] নিরপেক্ষ বিচার [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] আমাদের ন্যায় [illegible] [illegible]

নারদের সার্থক কেয়ারী [illegible] বুদ্ধি অপেক্ষা সম্রাটের জ্ঞান, বিচার অপর অপরাধাংশে বেশী, সে সম্বন্ধে সন্দেহ কাহারও থাকিতে পারে না। এই প্রকার চেষ্টা এক সময় ট্রেন সম্রাট্ বলি বলি মহারাজার জ্ঞান বিচার আমাদের চেয়ে কম ছিল এরূপ ধারণা পাগলদিগেরই নিজস্ব সম্পত্তি জ্ঞান। অবশ্য বলি মহারাজা ঐ সমস্ত ত্যাগ করিয়ে আদর্শ প্রদর্শনার্থে স্বীয় গুরু স্বজাতীয় শুক্রাচার্য্যকে বর্জ্জন করিয়াছিলেন। যাঁহারা এখনও সেইরূপ শুক্রাচার্য্যের গুরুবাদী করেন, তাঁহাদের বিচারে বলি মহারাজ গুরু ত্যাগী হইবেন ও শ্রীবামনদেব বঞ্চক বলিয়া বঞ্চিত হইবেন, তাহা বেশী আশ্চর্য্যের বিষয় কিছু নহে।

বস্তুতঃ শ্রীবামনদেব বলি মহারাজের নিকট দানের ছলে কি দিয়াছেন এবং বলি বামনদেবকে কি দিয়াছেন, তাহা আলোচনা করিতে হইবে। শ্রীভগবানকে সর্ব্বস্ব দিলে শ্রীভগবানও তাঁহার সর্ব্বস্ব দিয়া থাকেন, ইহাই শিক্ষা। আমরা জাগতিক মঙ্গলামঙ্গল সুখ দুঃখ বিচারে যতই দক্ষ হই না কেন, ভগবান ও ভক্তের বিচার করিতে যাইয়া বিশ্ব সংসার দক্ষতা হারাইয়া ফেলে।

আমরা প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবা বৃত্তি দ্বারা পরিচালিত হইয়া শ্রীগুরুদেবের শ্রীচরণ নিকটে যদি ছল, গুরু ও ভগবানের লীলা-কথা আলোচনা করিতে পারি, তাহা হইলে শ্রীগুরুদেব ইহাই জানাইয়া দিবেন যে,—ভগবান শ্রীবামনদেব বলি মহারাজকে ছলনা করেন নাই। সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ করুণাই করিয়াছেন। বলি মহারাজ ইন্দ্রপদ-প্রত্যাশী হইয়া দান-কার্য্য আরম্ভ করিয়া থাকিলেও শ্রীভগবান তাঁহার নিষ্কপট প্রার্থীরূপে উপস্থিত হইয়া তাঁহার মনোভীষ্টাপেক্ষা সর্ব্বোত্তম পরম শ্রেয়ঃ শ্রীচরণপদ্ম মস্তকে অর্পণ করিয়াছেন। [illegible] পাদপদ্মের একটী পরাগ লাভ করিয়া কোটী কোটী ইন্দ্রের ইন্দ্রত্বকেও অতি তুচ্ছ বোধ হইতে পারে, যে পাদপদ্মের নখ-প্রভা দর্শনার্থে ব্রহ্মাদি দেবগণ নিরন্তর ধ্যানে বসে, বলি মহারাজ বলি সেই পাদপদ্মকে স্বীয় মস্তকে ধারণ করিয়া নিত্যকাল আত্মদানের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া গেলেন। বামনজী আর ইন্দ্রপদ লাভ করিয়া শ্রীচরণামৃতরূপ ভোগে ক্ষুদ্র ইন্দ্রত্বের অভিলাষ করিতেছেন না। শ্রীবামনদেব সেবাতেই নিযুক্ত হইয়াছেন, সুতরাং ইহা ভগবান শ্রীবামনদেবের ছলনা নহে করুণা।

লৌকিক ব্যক্তিগণ করুণাকেও ছলনা [illegible], আর ভক্ত ও ভগবান্ ছলনা ছলে [illegible] হইতে ভক্ত ও ভগবানের [illegible]।

মোহিনীর মায়া

মা যশোদা [illegible] সর্ব্বাকর্ষক সর্ব্বাহ্লাদক প্রাণপ্রিয়তম পুত্র শ্রীকৃষ্ণকে কোলে লইয়া কত আনন্দে অনিমেষ নেত্রে বাছার শ্রীমুখ মণ্ডল দর্শন করিতে- [illegible]

সময় যেন কত কালের আত্মীয়া সহোদরা ভগ্নী অপেক্ষা নৈকট্য [illegible]

একটী পরমা রূপসী রমণী দিব্য, দিব্য বলিয়া অতিশয় সোহাগ-ভরে যশোদার অঙ্কশায়ী বালকরূপী শ্রীকৃষ্ণকে আকর্ষণ করিয়া কোলে লইল। সহস্র সহস্র বার বালকের মুখ চুম্বন করিয়া মা যশোদার প্রীতি আকর্ষণের চেষ্টা করিল।

তাহাতে নহে, স্বীয় বাৎসল্যের সহিত স্তন্য পান করাইবার নিমিত্ত আয়োজন করিল।

নন্দরাণী যশোদা জানে না, যে বালকটিকে সে অঙ্কে ধারণ করিয়াছে, সেই বালকটীর এক মুহূর্ত্তেই বালকের হস্তে তাহার প্রাণবায়ু শেষ বিদায় গ্রহণ করিবে। অতঃপর সেই দানবী মায়াবিনী রাক্ষসী বকাসুর ভগিনী পুতনার কি দশা ঘটিয়াছিল, তাহা আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেই অবগত আছেন।

এই প্রকারে বর্ত্তমান কালে কতকগুলি নারী স্বীয় স্বীয় অসৎস্বার্থ সিদ্ধি উদ্দেশে মোহিনীর বেশে নানাবিধ মায়াজাল বিস্তার করিয়া অর্থাৎ বহুরূপী সাজে জনসমাজে উপস্থিত হইয়া আকৃষ্ট আত্মীয়তা ঘনিষ্ঠতা দেখাইয়া থাকে। মূলে সেই পুতনা রাক্ষসীর ন্যায় অসৎস্বার্থ সাধনের উদ্দেশ্যে কিছু অপহরণ করিবার বাসনা রাখিয়া বিষকুম্ভ-পয়োমুখ হইয়া থাকে।

কৃষ্ণ-কাঙ্গালকে সে পুতনা রাক্ষসী মোহিনী মায়া-দ্বারা বিমুগ্ধ করিতে সমর্থা নহে, এবং নিত্যকালই সে সম্মুখে আসিতে অসমর্থা। কিন্তু মর্ত্ত্য মায়িক সাধারণ বিশ্ব রকমের কতকগুলি ব্যক্তি শ্রেণীর বালক অজ্ঞ সমাজে নানারূপ রং ঢং দেখিয়া মোহিনীর মায়ার বেড়াজালে আবদ্ধ হইয়া পড়েন। তাঁহাদিগের জন্যই প্রকৃত স্বীয় সহচরগণকে প্রেরণ করিয়া দ্বারে দ্বারে নানাপ্রকারে জাগরণ-বাণী ঘোষণা করাইয়া দিতেছেন যে, "ওহে বিশ্ববাসি! জাগো জাগো! তোমাদের গ্রামে কংসাসুরের চরগণ, পুতনা রাক্ষসীর সেবকগণ সাধুর পোষাকে, গুরুর সাজে নানাপ্রকার পশরা মাথায় লইয়া, কেহ ভাগবত পাঠকের পোষাকে, কেহ কীর্ত্তন গায়ক সাজে [illegible] পশারি সাজিয়া নানাবিধ প্রদর্শনী খুলিয়া দ্বারে দ্বারে ফেরি করিয়া তোমাদিগকে ভুলাইবার চেষ্টা করিতেছে। সাবধান ঐ জাল দেখিতে যাহা, বাস্তব পক্ষে ফলে তাহার বিপরীত।

ইহা দেখিয়া ফাঁদে যাঁহারা পড়িবেন, তাঁহারা চিরকাল কাঁদিয়া কাঁদিয়া ইহ সংসার ছাড়িতে বাধ্য হইবেন, ইহা ধ্রুব সত্য।"

বাঁকুড়া প্রচারপ্রসঙ্গ

([illegible] উপলক্ষে)

গত কয়েক দিন যাবৎ [illegible] সনাতন [illegible]

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য বর্য্য অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের শিষ্য শ্রীধাম মায়াপুরস্থ শ্রীচৈতন্য মঠের প্রধান শাখা শ্রীবাঁকুড়া [illegible] শ্রীগৌরগোপাল মন্দিরের মঠ রক্ষক [illegible] বাঁকুড়া সহরে শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা ও প্রদর্শনী দর্শনার্থ বাঁকুড়া জেলা-বাসীকে আহ্বান [illegible] শুভ গমন করায় সহর-বাসী কৃতার্থ হইয়াছেন।

স্থানীয় ভক্তপ্রবর শ্রীপাদ বিদ্যাভূষণ প্রভুর শ্রীমুখ-বিগলিত হরিকথামৃত কর্ণপুটে পান করিবার সৌভাগ্য আমাদের। বিদ্যাভূষণ প্রভু তাঁহার স্বভাবসুলভ [illegible] বক্তৃতা দিয়া সকলকে মুগ্ধ [illegible] জনসাধারণকে পরম আনন্দ দিয়াছেন।

[illegible] স্থানীয় গোরক্ষণী সভার সভাপতি শ্রীযুক্ত কেদারনাথ দে মহাশয় ও [illegible] বিদ্যাভূষণ মহাশয়কে প্রার্থনা জানান যে, আমাদের কোন্ ধর্ম্ম ঠিক তাহা গোরক্ষণী সভার [illegible] প্রকাশ্য সভায় বিচার মূলে সিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়া আমাদের ভ্রম অপনোদন করিলে বহু লোকের উপকার সাধিত হইবে।

বিদ্যাভূষণ মহাশয় তাঁহাদের প্রার্থনায় সম্মত হইয়া ঐ স্থানে [illegible] আরও বহু বিশিষ্টজন [illegible] স্থানীয় ঐ [illegible] বিরাট সভা হইয়াছিল। উক্ত সভায় [illegible] হিন্দুস্কুলের হেডপণ্ডিত [illegible] শ্রীশরৎ চন্দ্র দাস, শ্রীগোপীনাথ দত্ত, শ্রীরাজেন্দ্র নাথ মল্লিক, [illegible] চন্দ্র গুপ্ত, শ্রীমন্মথ সিং, শ্রীশরৎ চন্দ্র দে, শ্রীকেদার নাথ দে, শ্রীগোলোকবিহারী দত্ত, শ্রীরাম শরণ মোদক, শ্রীকালীপদ রক্ষিত, শ্রীনলিন বিহারী দত্ত, শ্রীসূর্য্যনারায়ণ দে, শ্রীরামকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীতারাপদ গুপ্ত, শ্রীশিবরাম রায় প্রভৃতি ছিলেন। [illegible] বক্তৃতার সার মর্ম্ম এই যে—শ্রীনাম গ্রহণ সনাতন ধর্ম্ম। শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বয়ং পরমেশ্বর হইয়াও এই কলিহত জগৎ, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা, করণাপাটব দোষদুষ্ট জীবের প্রাণের জন্য ভক্ত ভাব অঙ্গীকার করিয়া কৃষ্ণ-ভজনের কলি সম্বন্ধে ও সরল পন্থা করে

কৃষ্ণ তারকব্রহ্ম নাম মহামন্ত্রই সাধ্য ও সাধন উপদেশ দিয়াছেন। [illegible] গুরুর আনুগত্যে দীক্ষিত ব্যক্তি মাত্রই শিব ব্রহ্মাদির এবং দেব ও মুনীন্দ্রগণের দুর্ল্লভ পঞ্চম পুরুষার্থ শ্রীকৃষ্ণপ্রেম ধনে ধনবান হইয়া নিত্য মঙ্গল লাভ করিবেন। কৃষ্ণ-ভক্তের পতন নাই।

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে। এই [illegible]

পুরাণাদি তার সাথে আবহমান কাল কীর্ত্তন করিতেছেন। এই তারকব্রহ্ম [illegible] মন্ত্র যে উপাসকের উপাস্য বস্তু তাহা শিব, ব্রহ্মা, নারদ, সনক-সনাতনাদি এবং রূপ, সনাতন, নরোত্তম ঠাকুর, ঠাকুর শ্রীনিবাস আচার্য্য, বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী, বেদান্তাচার্য্য বলদেব বিদ্যাভূষণ মহাশয়, বৈষ্ণব-সম্রাট্ জগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজ, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ এবং সর্ব্বশেষ তাঁহাদের বর্ত্তমান সনাতন ধর্ম্ম-সংরক্ষক ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ এই হরেকৃষ্ণনাম মহামন্ত্রের উপাসক ও উপদেষ্টা। ইহা ছাড়া অন্য কোন আচার্য্য [illegible] বা অন্য কোন মন্ত্রাদির উপদেশ করেন নাই।

অতএব এই [illegible] হওয়া ব্যতীত যে কোন মত বা পথ এবং তাহা উপাস্য বা উপাসনা [illegible] সোহং মতবাদ ইহা সম্পূর্ণ কাল্পনিক মায়াবাদ। ইহা বৈষ্ণব ধর্ম্ম। অর্থাৎ নিত্য ধর্ম্ম নহে, যে কালে ভারতে বৌদ্ধ ধর্ম্ম অবৈদিক শূন্যবাদ প্রচার করিয়া জীবকুলকে নাস্তিক করিয়া নরক-পথের পথিক করিয়াছিল, সেই সময় পরম করুণাময় ভগবান্ শঙ্করকে আদেশ দেন যে, ভারতে শঙ্করাচার্য্যরূপে ব্রাহ্মণকুলে অবতীর্ণ হইয়া বেদের [illegible] দ্বারা সোহং মতবাদ ইত্যাদি চিন্মাত্রবাদ স্থাপন কর। এজন্য অবতার ভগবান শঙ্করাচার্য্য ভগবানের আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া বেদের প্রামাণিক বাক্য প্রচার করিয়া [illegible] জীবকুলকে [illegible] এবং জীব মাত্রকে চেতন বস্তু জানাইয়া দেন। অজ্ঞ জীবকুল শঙ্করের গূঢ় উদ্দেশ্য উপলব্ধি করিতে না পারিয়া স্বয়ং ভগবান হইবার দুষ্টতা করিতেছে। এবং সেই অপরাধে বিমুখ-মোহিনী মায়াদেবী সেই সকল মানবগণকে এমনই ভাবে মোহিত করিয়া রাখিয়াছেন যে, তাহাদের কর্ণকুহরে শত শত কৃষ্ণনাম মহামন্ত্রের অহরহঃ নিনাদিত হইলেও মোহ নিদ্রা কাটিতেছে না।

আজ মদীয় আচার্য্যদেব সনাতন ধর্ম্মের একমাত্র সংরক্ষক আমার ন্যায় তাঁহার বহু উচ্ছিষ্ট ভোজী বিদ্যার্থী বৃন্দকে ভারতের সর্ব্বত্র দ্বারে দ্বারে এই সনাতন ধর্ম্মের কথা প্রচার করিবার জন্য যেরূপ

ব্যবস্থা করিতেছেন, এরূপ আর কুত্রাপি দেখা যায় না। অধিক কি দেখার কথা দূরে থাকুক কর্ণেও শোনা যায় না।

উপসংহারে বিদ্যাভূষণ মহোদয় গোস্বামীকে লক্ষ্য করিয়া জিজ্ঞাসা করেন যে, আপনার কিছু বক্তব্য থাকিলে এই প্রকাশ্য সভায় বলুন। তিনি বলেন নাম দশটি ঠিক। এই কাগজে বেশী দশ নাই। এ বিষয়ে আমাদের কোন মতভেদ নাই। তখন পুনরায় বিদ্যাভূষণ প্রভু বলেন নাম দশটি ঠিক, কিন্তু সেই নাম বৈষ্ণবের মুখে কীর্ত্তন হওয়া চাই। অসৎ অবৈষ্ণবের মুখে উহা নাম কীর্ত্তিত হয় না। শ্রোতৃমণ্ডলী পরমানন্দিত হইয়া পুনঃপুনঃ শ্রীগৌড়ীয়মঠের জয় ঘোষণা করিতে লাগিলেন। ঠিক সময়ে শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা ও প্রদর্শনীর আহ্বান করিলে শ্রীযুক্ত উপেন্দ্র নাথ সাম মহাশয় পরমোৎসাহের সহিত নিমন্ত্রণ পত্র ও প্রদর্শনীর হ্যাণ্ডবিল বহু লোককে বিতরণ করিয়া সভার কার্য্য সম্পূর্ণ করেন।

শ্রীধাম মায়াপুর প্রদর্শনী

পারমার্থিক বিভাগ (কর্ম্মপথ)

১১। চিত্রপরিচয়—গৌরনাগরীর গৌর বিরোধ।

প্রতিপাদ্য ও শিক্ষণীয় বিষয়—

গৌরসুন্দর কৃষ্ণ স্বরূপ হইয়াও ঔদার্য্যলীলাময় রাধাভাবযুক্ত বিপ্রলম্ভরসবিগ্রহ, আর কৃষ্ণ গৌরস্বরূপ হইয়াও মাধুর্য্যলীলাময় সম্ভোগরসবিগ্রহ। একই স্বয়ংরূপবিগ্রহের উভয়লীলায় নিত্যবৈচিত্র্য বর্ত্তমান। বিশেষতঃ গৌরসুন্দর স্বয়ং ভগবান্ হইয়াও জগদ্গুরু লোকশিক্ষক সন্ন্যাসীর বেষ ও আচরণদ্বারা প্রচার-ব্রত গ্রহণকারী; গৌরসুন্দর লীলায় নিজে কখনও শৃঙ্গার রসাশ্রিত নাগরীর নাগরত্ব বা সম্ভোক্তৃত্ব প্রদর্শন করেন নাই; পরন্তু শৃঙ্গাররসের আশ্রয়-বিগ্রহ কৃষ্ণ-বিরহিণী শ্রীরাধার অপ্রাকৃতভাববিভাবিত, সুতরাং কৃষ্ণলীলা ও গৌরলীলার বৈচিত্র্য ধ্বংস করিয়া উভয় লীলাকে সমজাতীয় জ্ঞান করিলে এবং জড়-কাম কলুষিত প্রাকৃত নরনারী গৌরসুন্দরের প্রতি কামজ দৃষ্টিপাত করিলে বা স্ত্রৈণ্যব্যভিচার আরোপ করিলে গৌরতত্ত্বানভিজ্ঞতা, সিদ্ধান্তবিরোধ ও রসাভাস ব্যক্ত হয়। তাহাতে গৌরসুন্দরের অত্যন্ত অকৃপা ও অপ্রীতি, সুতরাং ইন্দ্রিয়তর্পণ মাত্রই সার এবং তৎফলে নরকলাভ অনিবার্য্য।

"এই মত চাপল্য করেন সবা' সনে।
সবে স্ত্রী-মাত্র না দেখেন দৃষ্টিকোণে॥
'স্ত্রী' হেন নাম প্রভু এই অবতারে।
শ্রবণেও না করিলা, বিদিত-সংসারে॥
অতএব যত মহামহিম সকলে।
'গৌরাঙ্গ নাগর' হেন স্তব নাহি বলে॥
যদ্যপি সকল স্তব সম্ভবে তাহানে।
তথাপিহ স্বভাব সে গায় বুধজনে॥"

১২। চিত্রপরিচয়—ভাড়াটিয়া শাস্ত্রপাঠক।

সাত্বত শাস্ত্র, বিশেষতঃ শ্রীমদ্ভাগবত ও তদনুগ শাস্ত্রাদি ভগবদভিন্ন অক্ষর, শব্দ ও পদবাক্যাবলীর আধার বলিয়া শাব্দিক অর্চ্চাবিগ্রহ। তাহার মর্ম্মার্থ সদ্গুরু বা শুদ্ধভক্ত বৈষ্ণব বা ভাগবতের নিকট প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবাদ্বারাই পরিজ্ঞেয়। যোগ্যতা বা অধিকার বিচার না করিয়া সকল শ্রেণীর শ্রোতার নিকট পরমমুক্তশিরোমণিগণের নিত্যালোচ্য শ্রীরাধা-গোবিন্দের নিগূঢ়লীলা পাঠ করিলে অথবা সাত্বতশাস্ত্র পাঠ করিয়া নিজের ভোগের সংসার চালাইবার জন্য, স্ফুরণ করিয়া তাহাকে পয়সা রোজগার করিবার যন্ত্রবিশেষ জ্ঞান করিলে 'ধর্ম্মাচার্য্য' বা 'গুরু গোস্বামী' নামের বদলে ভাড়াটিয়া বা ব্যবসাদার গুরুব্রুব পাঠক বলিয়া জগতে পরিচয় হয়। তাহার ভীষণ নামাপরাধ-ফলে শ্রোতার সহিত নরকলাভ অনিবার্য্য। সুতরাং নিত্যমঙ্গলেচ্ছু কাহারও ঐরূপ পয়সা দিয়া ও লইয়া পাঠ-কীর্ত্তন ও শ্রবণ করা কর্ত্তব্য নহে।

১৩। চিত্রপরিচয়—বোষ্টমের আখড়া বাড়ী।

প্রতিপাদ্য ও শিক্ষণীয় বিষয়—

হরিনামোচ্চারণেচ্ছু ব্যক্তি এই পাঁচ প্রকার কলির স্থান বা অধর্ম্ম অবশ্যই পরিত্যাগ করিবেন—(১) দ্যূত—কপটতা, জুয়াচুরি, (২) পান অর্থাৎ যাবতীয় বা কোন একটী নেশার অভ্যাস, (৩) স্ত্রী—অবৈধভাবে পরস্ত্রী-সঙ্গ, (৪) সূনা—সর্ব্বপ্রকার প্রাণিহিংসা, (৫) জাতরূপ—অন্যায় ভাবে ইন্দ্রিয়তর্পণের জন্য অর্থ-লালসা। অতএব

"অথৈতানি ন সেবেত বুভূষুঃ পুরুষঃ ক্বচিৎ।
বিশেষতো ধর্ম্মশীলো রাজা লোকপতির্গুরুঃ॥"

১৪। চিত্রপরিচয়—সখী-ভেকীর অভক্তি।

প্রতিপাদ্য ও শিক্ষণীয় বিষয়—

পুরুষ বা স্ত্রী, উভয়-জাতীয় সখীভেকী কনক-কামিনী প্রতিষ্ঠাশায় নিজের রক্ত মাংসমেদমজ্জাদিসপ্তধাতু-গঠিত অনিত্য জড়দেহে চিন্ময়ত্ব আরোপ করিয়া 'গোখর' গরুও বটে গাধাও বটে অর্থাৎ গরুর মত গাধা ও প্রাকৃত সহজিয়া নামটী লাভ করেন।

পরমমুক্তশিরোমণিগণের নিত্যারাধ্য সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ শ্রীরাধাগোবিন্দের অতিপ্রিয়া কিঙ্করী বা অনুচরীগণই সখী নামে প্রসিদ্ধ। তাঁহারা নশ্বর অজ্ঞান ও নিরানন্দময় জড় দেহধারিণী নহেন, পরন্তু মায়াতীতা, নিত্যা চিন্ময়ী ও আনন্দময়ী গুরুস্থানীয়া এবং স্বয়ংরূপ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অচিন্ত্য স্বরূপ-শক্তির অভিন্নাংশ মূর্ত্তপ্রকাশ-বিগ্রহ। কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠালোলুপ কর্ম্মফলবাধ্য যমদণ্ড্য জীব অনর্থ দশায় নিজেকে বা নিজের জড় পুরুষ ও স্ত্রী দেহকে নিত্য গুরুস্থানীয়া সচ্চিদানন্দময়ী গুরুরূপা সখীজ্ঞানে সাজাইলে অপ্রাকৃত চিন্ময়ী সখী হওয়া যায় না। এরূপ প্রাকৃত সহজিয়ার চেষ্টা অহংগ্রহোপাসনামূলা সুতরাং অত্যন্ত ঘৃণ্য। সকল শুদ্ধভক্তিলাভেচ্ছু ব্যক্তির এইরূপ দুঃসঙ্গ সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য।

১৫। চিত্রপরিচয়—বালকৃষ্ণের দ্বারা পুতনা বধ।

প্রতিপাদ্য ও শিক্ষণীয় বিষয়—

পুতনা মাতৃবেশ-ধারিণী মহাকপটী-প্রচ্ছন্নপ্রাণঘাতিনী, বস্তুতঃ মাতা নহে। সে ভুক্তি ও মুক্তির শিক্ষক বা অভিলাষী কপট সাধুব্রুব বা গুরুব্রুব। শুদ্ধভক্তের প্রতি কৃপা করিয়া বালকৃষ্ণ শুদ্ধভক্তের হৃদয়ে স্বীয় নব উদিত ভাবকে রক্ষা করিবার জন্য পুতনা-বধ করেন।

পারমার্থিক বিভাগ (কর্ম্মপথ)

১৬। চিত্র পরিচয়—বালককৃষ্ণের বকাসুর বধ।

প্রতিপাদ্য ও শিক্ষণীয় বিষয়—

কুটিনাটী, ধূর্ত্ততা ও শঠতা হইতে যে মিথ্যা ব্যবহার, উহাই বকাসুর। তাহাকে নাশ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় আশ্রিত ভক্তের হৃদয় কাপট্যশূন্য করেন।

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

শ্রীগৌড়ীয় পত্রিকায় ধারাবাহিকরূপে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৪০ চল্লিশ টাকা।

২৭২৪ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে,

সপ্তচত্বারিংশ খণ্ডে সূচী ছাপা হইতেছে।

৪৬শ খণ্ড গ্রন্থ নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে [illegible] সাধারণ পক্ষে [illegible]। প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৫০, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ।/০।

দশম স্কন্ধের ভিক্ষা ১২, অগ্রিম সাধারণের [illegible] ৮

[illegible] অধ্যায়পর্য্যন্ত একাদশ সংখ্যা ছাপা হইয়াছে

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

"শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত"

সূচী প্রভৃতি সহ সম্পূর্ণ ছাপা শেষ হইয়াছে

আদি, মধ্য, ও অন্ত্যলীলা এবং সূচী ছাপা হইয়া সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছেন। যাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে [illegible] টাকা ভিক্ষায় তৃতীয় সংস্করণ ৪ টাকায় না পাইয়া অপর সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়া [illegible], তাঁহাদের জন্যই উহার ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছেন। [illegible] টাকার এই বিরাট গ্রন্থের শত সংখ্যা মাত্র [illegible] টাকা ভিক্ষায় দেওয়া হইতেছে। গ্রাহকগণ সত্বর হউন পরে আর এ সুযোগ থাকিবে না।

শ্রীচৈতন্য লীলার ব্যাস অবতার

শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর বিরচিত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

সভাষ্য আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র গ্রন্থ ৮৲ স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲

নদীয়া প্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪॥০ টাকা

শ্রীধাম মায়াপুর নবদ্বীপ প্রদর্শনীতে

শ্রীধর ভাণ্ডার, ঢাকা।

ঢাকার প্রসিদ্ধ বস্ত্র ব্যবসায়ী শ্রীধর ভাণ্ডার শ্রীধাম-মায়াপুরে [illegible] ঢাকার বিখ্যাত মসলিন ও নানাবিধ [illegible] ধুতী, শাড়ী, জামদানী কাপড় এবং খদ্দরের শাড়ী ধুতী, জামদানী শাড়ী [illegible] সুতার কাজকরা নানাপ্রকার কাপড় [illegible] শ্রীধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপ-প্রদর্শনীতে [illegible] হইতে [illegible] সুলভ বিক্রয় হইবে। পশ্চিম ও উত্তরবঙ্গ এবং [illegible], [illegible], মান্দ্রাজ, দিল্লী প্রভৃতি স্থান হইতে আগত দর্শক ও ব্যবসায়িগণ এই স্থান হইতে প্রয়োজনীয় [illegible] পারিবেন। আমাদের দর সুলভ তাহা কাপড় এবং [illegible] বুঝিতে পারিবেন।

প্রদর্শনীর ঠিকানা—

শ্রীধর ভাণ্ডার ষ্টল

শ্রীধাম মায়াপুর-নবদ্বীপ প্রদর্শনী

পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর (নদীয়া)

ঢাকার ঠিকানা

শ্রীধর ভাণ্ডার, [illegible] পুর, ঢাকা।

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত ভক্তি গ্রন্থাবলী

যেসব উৎকলবাসী ভক্ত বাংলা অক্ষর পড়িতে জানেন না, তাঁহাদের শ্রীশ্রী[illegible] প্রভুর প্রচারিত পরম উপাদেয় হরিকথা জানিবার প্রবল সুযোগ উপস্থিত। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে উড়িয়া-অক্ষরে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হইয়াছে [illegible] অপেক্ষাকৃত অল্প।

গ্রন্থের নাম	ভিক্ষা
শ্রীহরিনাম চিন্তামণি, [illegible]	॥০
একত্রে [illegible] লইলে	
সাধন পথ (শ্রী[illegible] শিক্ষাষ্টক) প্রাতঃস্মৃত	।৶০
একত্রে [illegible] লইলে	
কল্যাণ কল্পতরু [illegible]	
একত্রে [illegible] লইলে	
গীতাবলী [illegible]	।৴১০
একত্রে [illegible] লইলে	৶১৫
শরণাগতি [illegible]	৴০
একত্রে [illegible] লইলে	৶৫

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ, কটক এবং শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, পুরী

দৈনিক নদীয়া—প্রকাশ

নিম্নলিখিত মঠসমূহে প্রাপ্তব্য:

১। শ্রীচৈতন্য মঠ — পোঃ শ্রীমায়াপুর, (নদীয়া)।
২। শ্রীগোপীনাথ মঠ,— [illegible] (বৰ্দ্ধমান)।
৩। শ্রী[illegible] — [illegible] কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৪। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, [illegible] রোড, কলিকাতা।
৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, [illegible] পুরী।
৬। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ,— [illegible] বাজার, কটক।
৭। শ্রী[illegible] মঠ,— [illegible], বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।
৮। শ্রী[illegible] গৌড়ীয় মঠ,— [illegible] কাশী, ইউ, পি।
৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ — [illegible], বৃন্দাবন, মথুরা, ইউ, পি।
১০। শ্রী[illegible] মঠ [illegible] পোঃ [illegible], ইউ পি।
১১। শ্রী[illegible] গৌড়ীয় মঠ, [illegible], কণাল, পাঞ্জাব।
১২। শ্রী[illegible] মঠ, [illegible] নবাবপুর রোড, ঢাকা।
১৩। শ্রী[illegible] মঠ, [illegible], ঢাকা।
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম,— আমলাজোড়া, [illegible] পোঃ, বৰ্দ্ধমান।
১৫। শ্রী[illegible] গৌড়ীয় মঠ — [illegible], মানভূম।
১৬। শ্রী[illegible] গৌড়ীয় মঠ, — [illegible], পুরী, উড়িষ্যা।
১৭। শ্রীগৌড়ীয় মঠ [illegible] নিউদিল্লী

এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণের নিকটও নদীয়া-প্রকাশ প্রাপ্তব্য।

১। শ্রীযুক্ত জনার্দ্দন ঘোষ [illegible] রোড, খুলনা,
২। শ্রীযুক্ত রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিরত্ন — [illegible] হরিদেবপুর বুকডিপো।
৩। শ্রীযুক্ত রামরঞ্জন রায় — [illegible] শ্রীগোপাল মল্লিক লেন, কলিকাতা।
৪। মিঃ এন্, ডি, মুখার্জি এম, এম, ওয়ার্কস দি মল, কানপুর।
৫। শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী জ্যোতিভূষণ — [illegible], নদীয়া।
৬। শ্রীরাসবিহারী দাস অধিকারী, নবদ্বীপ।
৭। শ্রীবিরজামোহন দে—মদনমোহন [illegible], ঢাকা।
৮। শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ গড়গড়ি বেড়াচাঁপা, [illegible]
[illegible] শ্রীগোপাল [illegible] এবং [illegible]

অর্থাৎ [illegible] চাই সব করে। পুন সেইমত [illegible] পাশে ভুবি [illegible]

শ্রীচৈতন্যমঠের গ্রন্থাবলী

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বিরচিত

ভক্তি-গ্রন্থাবলী।

উৎকৃষ্ট কাপড়ে বিলাতী ধরণে বাঁধাই স্বর্ণালঙ্কৃত। চতুর্থ সংস্করণ। বিস্তৃত বিষয়সূচীসহ

জৈবধর্ম্ম

বাঁধাই ২, দুই টাকা

প্রকাশিত হইয়াছে

সনাতন ধর্ম্মশাস্ত্র বেদ, বেদান্ত, উপনিষৎ গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত, পুরাণ, তন্ত্রাদি সকল গ্রন্থ পাঠ করিবার অবসর অতি অল্প মানবের ঘটিয়া থাকে। অনেকের যোগ্যতা না থাকায় সেই সমস্ত গ্রন্থের মর্ম্ম অবগত হইতে পারেন না। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ মহাশয় এই অসুবিধা দূরীভূত করিবার জন্য এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

বিদ্যালয়ের ছাত্র বা শিক্ষকগণের বিশেষ পাঠ্য, এই জন্য শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টর বাহাদুর উহা সমস্ত বিদ্যালয়ের জন্য অনুমোদন করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

প্রথম খণ্ড ভিক্ষা ১, একটাকা

শাস্ত্রপূর্ণ শাস্ত্রবাক্য দ্বারা প্রত্যেক মানবের নিত্য কর্ত্তব্য ও অনিত্য সাময়িক কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। গ্রন্থের প্রতি উক্তি সনাতন শাস্ত্রবাক্য দ্বারা সমর্থিত ও প্রমাণিত হইয়াছে। দেহের, মনের ও আত্মার ধর্ম্ম কি? স্বদেশ, সমাজ, নীতি ধর্ম্ম কি? ইত্যাদি বিষয় শাস্ত্রানুসারে এমন সুন্দরভাবে গ্রন্থকারের আলোচিত হইয়াছে যে, প্রথম পংক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত পাঠ না করিয়া নিবৃত্ত হওয়া যায় না।

শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ভিক্ষা ৶০

ঐ প্রমাণ খণ্ড ভিক্ষা ৶০

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিহার ও লীলাভূমি নয়টী দ্বীপসমষ্টি। এই নবদ্বীপের প্রাচীন বিবরণ, প্রত্যেক দ্বীপে শ্রীমহাপ্রভুর লীলা—প্রত্যেক স্থানের পরিচয়, শ্রীধাম-মাহাত্ম্য নবদ্বীপধাম কি? ইত্যাদি বিষয় বিশেষভাবে মনোহর ছন্দে বর্ণিত। ডবল ক্রাউন সাইজ প্রায় ১৫০ পৃষ্ঠা।

শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ

উজ্জ্বল রেঙ্গুন কালীতে ডবল কাগজে ছাপা—শ্রীনবদ্বীপধাম দর্শনে ভাবুক দর্শনকারীর কি প্রকার ভাবের উচ্ছ্বাস হয়, তাহা এই গ্রন্থে বর্ণিত। অতি চমৎকার। ভিক্ষা চারি আনা।

শ্রীউপদেশামৃত

৶০

দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীরূপ গোস্বামী কৃত শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভুকে উপদেশচ্ছলে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিচার অতি সুন্দরভাবে ব্যক্ত হইয়াছে। উহা ছাড়া শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদিষ্ট শিক্ষা ও উপদেশ বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-জগতে অভিনব গ্রন্থ !!

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতি-গ্রন্থাবলী ঃ—

শরণাগতি

পকেট সাইজ

অষ্টম সংস্করণ

ভিক্ষা /০ আনা

দেহ ও মনের চেষ্টা অনিত্যবস্তু লক্ষ্য—ইহা যখন জীব বুঝিতে পারে, তখন একমাত্র নিত্যবস্তু শ্রীভগবানের প্রতি তাঁহার কোন জাতীয় আবেগময়ী প্রার্থনা হয় এবং শ্রীভগবানে সর্ব্বান্তঃকরণে নিষ্কপটে [illegible] প্রকারে শরণাপন্ন হইতে হয়, ইত্যাদি বিষয়ক প্রাণস্পর্শী প্রার্থনা ও আত্মসমর্পণমূলক গান। উড়িয়া সংস্করণও প্রকাশিত হইয়াছে।

ভিক্ষা প্রতি খণ্ড /০ এক আনা

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা— /০, নবদ্বীপশতক— /০

অর্থপঞ্চক—/০

কল্যাণকল্পতরু

পকেট সাইজ

পঞ্চম সংস্করণ

ভিক্ষা /১০

আমরা প্রত্যহ নূতন অভাব ও কামনার বশবর্ত্তী হইয়া পুনঃপুনঃ যে অকল্যাণকে কল্যাণ বলিয়া গ্রহণ করি এবং ভগবানের নিকট কল্যাণ কামনা করি তাহা যে নিত্য বা যথার্থ কল্যাণ প্রদানে অসমর্থ এবং কোন বস্তু আমাদের নিত্য কল্যাণপ্রদ এবং কি ভাবে আমরা সেই কল্যাণলাভে সমর্থ হইব এই সকল কথা সরল গানে লিখিত। এই গীতগ্রন্থ বাস্তবিকই কল্যাণের কল্পতরু, যিনি প্রত্যেককে নিত্যকল্যাণ প্রদানে।

শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের টীকা সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর কৃত টীকা ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কৃত বঙ্গানুবাদ। টীকাকারের জীবনী, শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী, সঙ্গতি ও প্রয়োজনীয় বিষয় সংবলিত প্রায় ৮২৫ পৃষ্ঠা। উৎকৃষ্ট সিল্কে বাঁধাই ২, দুই টাকা, কাগজে বাঁধা ১৷০

শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ কৃত ভাষ্য সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

কাগজ ও ছাপা উৎকৃষ্ট। সিল্কে বাঁধাই, সোণার জলে নাম লেখা রাজসংস্করণ ১ টাকা, সাধারণ সংস্করণ ১৷০, গৌড়ীয়ের গ্রাহকপক্ষে ১৷০

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি (সাধক ও অভিধানগ্রন্থ)

[illegible] ভক্তিশাস্ত্রে ব্যবহৃত শব্দাবলীর অর্থ, ২। [illegible] বৈষ্ণবগণের চরিত্র, ৩। বিষ্ণুবৈষ্ণবসম্পর্কিত শ্রীমন্দির ও শ্রীবিগ্রহের বিবরণ, ৫। বৈষ্ণবগ্রন্থ ও প্রবন্ধ [illegible] ও বিবরণ, ৬। বিষয় বিশেষের লৌকিক ও শাস্ত্রীয় আকরমূলে ব্যবহার্য তথ্য। চারিখণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। [illegible] খণ্ড ৸০, ২য় খণ্ড ৸০, ৩য় খণ্ড ৸০, ৪র্থ খণ্ড ৷৶০, চারিখণ্ড একত্রে ৩, (৫ম খণ্ড যন্ত্রস্থ)।

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ—১ম খণ্ড ১, এক টাকা ২য় খণ্ড ১, এক টাকা—শ্রীমদ্ভাগবতের গ্রাহক ও গৌড়ীয় গ্রাহকগণ ১৷০ টাকায় দুইখণ্ড পাইবেন। বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীজীব গোস্বামিপাদের রচিত গ্রন্থ। ইহাতে ষট্সন্দর্ভের আবশ্যক প্রয়োজনীয় অংশ। প্রায় ৪০০ ডবল ক্রাউন ৮ পেজীয় ৩৪ পৃষ্ঠা আকারে মুদ্রিত হইতেছে।

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য সঙ্কলিত

সদাচারস্মৃতিঃ

ভিক্ষা /০ মাত্র

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

প্রবাস বৎসরের আবিষ্কৃত

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ৬ আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ছোটবোতলের সমগুণবিশিষ্ট ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ৷০ আনা, পাইট ৷৶০ আনা, বোতল ১৶০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা।

রেজেষ্টার্ড

মদন মঞ্জরী

বটিকায় স্বপ্ন ও ধাতুবিকার, ইন্দ্রিয়শক্তির হ্রাস, প্রস্রাবে শুক্রপাত, বদহজম, মাথাঘোরা, বুক ধড়ফড়ানি, অনিদ্রা প্রভৃতি লক্ষণ সত্বর নির্দ্দোষ আরোগ্য হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ৪০ বটী ১, এক টাকা।

"নপুংসকারি ঘৃত"

পুরুষত্বহানি রোগে বহুপ্রয়োগ দ্বারা আরোগ্য করিয়া শক্তিসম্পন্ন করে। মূল্য ২ তোলা ১, টাকা।

"রমণবিলাসিনী বটিকা"

বীর্য্যধারণ করত সম্ভোগশক্তি স্থায়ী ও বৃদ্ধিকরিতে অত্যাশ্চর্য্য। মূল্য ১৬ বটী ১, এক টাকা।

রাজবৈদ্য নারায়ণজী, কেশবজী,

১৭৭নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

বিজ্ঞাপন

সাবধান! সাবধান!! সাবধান!!!

জে, বি, দত্তের ছোকা পাশ বাদাম তৈল

আদি ও অকৃত্রিম এবং উপকারিতায় সর্ব্বজন পরিচিত ও বহু প্রশংসিত।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী *J. B. Datta & Co.* নাম খোদা দেখিয়া খরিদ করিবেন। নতুবা জুয়াচোরগণ কদর্য্যের কৃত্রিম তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে।

বিনীত জে, বি, দত্ত

ফেরাস কুইনিন

নূতন এবং পুরাতন ম্যালেরিয়ার নাশ

হইতে উপযুক্ত [illegible] আর্সেনিক [illegible] কুইনিন, আর্সেনিক এবং [illegible] হইতে।

এই ফেরাস-কুইনিন [illegible] করিলে, একটী বা দুইটী [illegible] ম্যালেরিয়া জ্বর বন্ধ করে এবং ছয় [illegible] একেবারে ম্যালেরিয়ার সমস্ত উপসর্গ নষ্ট করে। [illegible]

৬ আউন্সপূর্ণ শিশি বাক্স—মূল্য ২, [illegible] টাকা

[illegible]

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (প্রাচীন নবদ্বীপ) নদীয়া

পরবিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

এখানে আহার এবং বাসস্থান দিয়া বিদ্যার্থিগণকে বিভিন্ন শিক্ষণীয় বিষয় শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। অনেক ছাত্র ইতোমধ্যেই আসিয়া পাঠ আরম্ভ করিয়াছেন। বর্তমান বর্ষে সকল ছাত্রই গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

প্রধান অধ্যাপক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রচন্দ্র কাব্য ব্যাকরণ-সাংখ্য-বেদান্ত-ষড়দর্শন-তীর্থ, সাহিত্যরত্ন, বেদান্তরত্ন, সাহিত্যশাস্ত্রী, সুদর্শনবাচস্পতি।

অধ্যাপক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গৌরদাস ব্রহ্মচারী ব্যাকরণতীর্থ, শ্রীধাম মায়াপুর পরবিদ্যাপীঠ, (নদীয়া)

বেদনাঞ্জন

শ্রেষ্ঠরত্ন

কলিকাতা কংগ্রেস এক্‌জিবিসন হইতে বহু প্রশংসা প্রাপ্ত ও বহু গণ্যমান্য ভদ্রমহোদয়গণ কর্ত্তৃক প্রশংসিত।

আজকাল বাজার চলন মিশ্রিত ও বিষাক্ত আহার্য্য সেবনে শরীরের রক্ত অত্যন্ত দোষিত হইয়া পড়িতেছে। রক্তই মানব-দেহের শ্রেষ্ঠ উপাদান, এই রক্ত দোষিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মানব বাত, বেদনা, মাথাধরা, মাথাঘোরা, দৃষ্টিশক্তির হ্রাস, দাঁতের গোড়া ফুলা, দাঁত কনকনানি, দাঁতে পোকা এবং দাদ, চুলকানি প্রভৃতি কষ্টদায়ক চর্ম্মরোগে আক্রান্ত হইতেছে। যদি আপনি ঐ সকল ব্যাধিমুক্ত হইতে চান, তাহা হইলে অযথা পয়সার অপব্যয় না করিয়া অল্প দামে এক শিশি বেদনাঞ্জন ক্রয় করিয়া হাতে কার্য্যকারী-শক্তি উপলব্ধি করুন। গুণের তুলনায় মূল্য [illegible], এক শিশি ।৵০ আনা মাত্র মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান—এ, সি, চাটার্জ্জী এণ্ড ব্রাদার্স।

৪৪নং হুলকাট লেন, পাথুরিয়া ঘাটা।

সকল মণিহারী দোকানে ও বড় বড় ডাক্তার খানায় পাওয়া যায়।

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

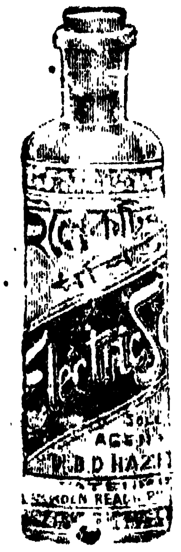

যদিও অদ্যাপি প্রকৃত মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য, তথাপি যাঁহারা নানাবিধ অনিয়মিত উপায়ে অস্বাভাবিক শক্তি নষ্ট করিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন এবং নানা প্রকার মেহ, প্রমেহ, ধাতুদৌর্ব্বল্য, স্নায়বিক দুর্ব্বলতা, বহুমূত্র, স্বপ্নদোষ, পাকস্থলীর পীড়া, অর্শ এবং স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে যাঁহারা বাধক, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, সূতিকা, শ্বেত ও রক্তপ্রদর, হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি রোগে ভুগিয়া জীবনে নিরাশ হইয়াছেন, তাঁহারা আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটার সাহেবের আবিষ্কৃত **ইলেক্‌ট্রিক সলিউসন** ব্যবহার করিয়া বাঁচিতে পারেন, তাহার শত সহস্র প্রমাণ প্রাপ্ত হইয়াছে। যাঁহারা অন্যান্য বহুবিধ ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরোগ্য হইতে পারেন নাই, তাঁহারা একবার এই ঔষধটি ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক মাসের ব্যবহারোপযোগী এক শিশি ঔষধ ডাকমাশুল সহ [illegible] টাকা মাত্র।

সোল এজেণ্ট—ডাঃ ডি, ডি, হাজরা।

ফতেপুর, গার্ডেনরিচ পোষ্ট, কলিকাতা।

ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

অধ্যক্ষ

শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম, এ, এফ

ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক

(প্রফেসার)

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ বিশুদ্ধ ও শাস্ত্রমতে বিশেষ যত্নসহকারে প্রস্তুত হয়। পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ক্যাটালগ পাঠান হয়। রোগের বিবরণ জানাইলে যত্নপূর্ব্বক ব্যবস্থা দেওয়া হয় ... চিঠি পত্রাদি সম্বন্ধে গোপনীয় রাখা হয়।

মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দূর)

(বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৪ টাকা

উৎকৃষ্ট স্বর্ণ, পারদ ও আমলাসার গন্ধক দ্বারা শাস্ত্রমতে প্রস্তুত। নিত্য প্রয়োজনীয় সর্ব্বরোগনাশক মহৌষধ।

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৬৲ টাকা

উৎকৃষ্ট কাশীর আমলকী, বংশলোচন প্রভৃতি যাবতীয় উপাদানে পূর্ণ মাত্রায় শাস্ত্রমতে প্রস্তুত। কফ, কাস, শ্বাস, যক্ষ্মা, ক্ষয়রোগ, অর্শরোগ প্রভৃতি রোগের মহৌষধ। [illegible] উপকারী বলকারক আয়ুবর্দ্ধক ও পুষ্টিকারক খাদ্য বিশেষ।

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬৲ টাকা

ইহা সেবনে ধাতুদৌর্ব্বল্য, শুক্রতারল্য, স্বপ্নদোষ, প্রমেহ ও ধ্বজভঙ্গ সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায়। ইহা অত্যাশ্চর্য্য আনন্দদায়ক রসায়ন।

অবলাবান্ধব যোগ

প্রদর, বাধক প্রভৃতি জরায়ুদোষ ও যোনিগর্ভ [illegible] রোগের মহৌষধ।

মূল্য—১৬ মাত্রা ২৲ টাকা। ৫০ মাত্রা ৫৲ টাকা মাত্র।

বিশুদ্ধ জল! ভয় নাই! বিশুদ্ধ জল!!

[illegible] কোং

২০৫নং নবাবপুর, ঢাকা

বর্ত্তমান-যুগের নব আবিষ্কৃত [illegible] ফিল্টারে [illegible] (Tube-wells) [illegible] করা হয়। বঙ্গের লাট বাহাদুর, গভর্ণমেণ্ট সেক্রেটারী, জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট, জিলা-বোর্ডের চেয়ারম্যান, ইঞ্জিনিয়ার, জমিদার, তালুকদার, প্রভৃতি সম্রান্ত ভদ্রমহোদয়গণ এই কোম্পানীর কার্য্য দেখিয়া প্রশংসা করিয়াছেন। রাসায়নিক পরীক্ষায় জল বিশুদ্ধ না হইলে মূল্য গৃহীত হয় না। বিস্তৃত বিবরণের জন্য পত্র লিখুন।

বিজ্ঞাপিত কেন?

সাধারণের হিতার্থে, মানবের দুঃখ দূর হইবে বলিয়া [illegible] ইত্যাদি সম্বলিত "[illegible]" গ্রন্থখানি যিনি পাঠ করেন নাই, তিনি আবেদন করিলে বিনামূল্যে প্রাপ্ত হইবেন। উহা পাঠে উপকৃত হইয়া ৭৫০০০ হাজার লোক কৃতজ্ঞ হইয়াছেন। প্রায় ৫০ বৎসরের পরীক্ষিত, শুক্রতারল্য, স্বপ্নদোষ ইত্যাদির যম "[illegible] বটিকা" প্রতি কৌটার মূল্য ১৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান—আতঙ্ক নিগ্রহ ফার্ম্মেসী, ২১৪নং বহুবাজার [illegible], কলিকাতা।

মনোমোহন প্রেস

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা

পূর্ব্ববাঙ্গালায় সুলভে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত বৈদ্যুতিক মেশিনে দিবারাত্র কাজ চলিতেছে বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা।

শ্রীমায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ [illegible] হইতে শ্রীসুদর্শনচন্দ্র চৌধুরী [illegible] কর্ত্তৃক প্রকাশিত

স্থানীয় সংস্করণ

Registered No. C 1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩।০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

মূল্যের হার
অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ৩॥০
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৴৫

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার— নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র।

৪র্থ খণ্ড] সম্পাদক—প্রত্নবিদ্যালঙ্কার শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী [২৮৭ সংখ্যা।

শ্রীচৈতন্য মঠ, শ্রীধাম মায়াপুর ২৮শে মাঘ মঙ্গলবার ১৩৩৬ ১১ই ফেব্রুয়ারী ১৯৩০

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থাবলী

১। শ্রীমদ্ভাগবত—শ্লোক টীকা, বিবৃতি প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইল। প্রতি খণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৵০ গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশ গ্রাহক পক্ষে ৵০
২। ভাষ্য-সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ) ৫৲
৩। গৌড়ীয়-গৌরব ৶০
৪। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।০
৫। ভজনরহস্য ॥০
৬। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
" " " আবাঁধা ৸০
৭। গীতা (শ্রীবলদেবভাষ্যসহ) বাঁধা ২৲ আবাঁধা ১॥০
৮। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি-টীকা-সহ) বাঁধা ২৲ আবাঁধা ১॥০
গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ॥০
৯। যুক্তিমল্লিকা গুণসৌরভম্ সানুবাদ (মাধ্ব) ২৲
১০। বেদান্ততত্ত্বসার সানুবাদ (রামানুজীয়) ॥০
১১। জৈবধর্ম্ম ২৲
১২। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৩। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৪। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ॥৵০
১৫। দ্বীপ-দিগ্দর্শন ৵০
১৬। সাধনপথ (৩য় সংস্করণ) ।৵০
১৭। আচার ও আচার্য্য ।
১৮। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
১৯। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৵০
২০। শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ৶০
২১। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য (প্রমাণখণ্ড) ৶০
২২। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
২৩। শ্রীগোদ্রুম-পরিক্রমা দর্পণ ।০
২৪। শরণাগতি, গীতাবলী, গীতমালা, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, নবদ্বীপশতক, অর্থপঞ্চক ও সদাচারস্মৃতি মোট ।৶০
২৫। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ও অর্চ্চনকণ ৴০
২৬। সাধককণ্ঠমণি ।০
২৭। সংস্কার-দীপিকা ।০
২৮। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড) ৫৲
২৯। ব্রহ্মসংহিতা ॥০
৩০। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ৸০
৩১। মণিমঞ্জরী সানুবাদ ।০
৩২। গৌরকৃষ্ণোদয় ৸০
৩৩। শ্রীচৈতন্যভাগবত বিরাট (দ্বিতীয় সংস্করণ) ৪৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

অপূর্ব্ব সুযোগ! অপূর্ব্ব-সুযোগ!

শ্রীধাম মায়াপুর প্রদর্শনী

আমোদপ্রমোদের বিপুল আয়োজন

অভাবনীয় বিরাট ব্যাপার

৯ই ফেব্রুয়ারী হইতে যাত্রা বায়স্কোপ প্রভৃতির প্রচুর ব্যবস্থা।

সকলেই যোগদান করুন

নানা কথা

শ্রীধাম-মায়াপুর-প্রদর্শনীর প্রধান প্রধান ষ্টলসমূহ

শ্রীধাম মায়াপুর নবদ্বীপ প্রদর্শনীতে আসিয়াছেন—বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিল, বেঙ্গল কেমিক্যাল এণ্ড ফারমাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস, বট কৃষ্ণ পাল কেমিষ্টস এণ্ড [illegible] হোম, মুর্শিদাবাদ [illegible], [illegible] এনামেল ফ্যাক্টরী, গভর্ণমেণ্ট [illegible] ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ডিপার্টমেণ্ট [illegible], [illegible] কৃষি, উদ্ভিদ ও জুট বিভাগ), ঐ [illegible] ডিপার্টমেণ্ট, ঐ বেঙ্গল এগ্রিকালচারাল ডিপার্টমেণ্ট, আসাম [illegible]-ফ্যাক্টরী, খুদীন এম. সি এণ্ড কে. সি. পাল (মাটির পুতুল ও ফল মূল ব্যবসায়ী), কলিকাতার নন্দলাল চ্যাটার্জী মহাশয়ের হিন্দুস্থানাগার, মাদ্রাজ বেঙ্গল [illegible] চন্দ্রাশ্রম, ঢাকার শ্রীধর ভাণ্ডার প্রভৃতি; আর আনিয়াছেন সেই জগদ্বিখ্যাত সুরাক কালি, শটীফুড, গারকিউ-[illegible] ইত্যাদি পেটেণ্ট জিনিষের [illegible], দত্ত। আরও বহু বহু [illegible] তাঁহারা প্রাণ, [illegible] দিয়া দেশীয় শিল্প [illegible] প্রাণপণ যত্ন করিতেছেন, তাহা সত্যই প্রশংসার্হ।

প্রদর্শনীর দ্বারোদ্ঘাটন
শ্রীধাম মায়াপুরে
সার পি. সি. রায়

[illegible] বিখ্যাত রসায়নশাস্ত্র [illegible] দেশীয় শিল্প [illegible] সার প্রফুল্লচন্দ্র রায় শ্রীধাম মায়াপুরে আগমন করেন।

[illegible] সময় তিনি শ্রীধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপ-প্রদর্শনীর দ্বারোদ্ঘাটন করেন। [illegible] শ্রীধাম-মায়াপুরের বৈষ্ণবগণ [illegible] সঙ্কীর্ত্তন করিতেছিলেন।

তিনি প্রদর্শনী ক্ষেত্রে আগমন করিলে শ্রীধাম-মায়াপুর পরবিদ্যাপীঠের পক্ষ হইতে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত শচীন্দ্র চন্দ্র পঞ্চতীর্থ দর্শনবাচস্পতি [illegible] সংস্কৃত ভাষায় রচিত অভিনন্দন পত্র এবং শ্রীপাদ অনন্ত বাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি. এ মহোদয় [illegible] রচিত "অভিনন্দন" [illegible] পাঠ করেন।

সংস্কৃত অভিভাষণটি ৪র্থ পৃষ্ঠায় [illegible] [illegible] অভিভাষণটী এবং অভিভাষণ [illegible] বলিয়াছেন তাহা [illegible] প্রকাশিত হইবে। ডাঃ [illegible] [illegible]

প্রতিনিধিদের [illegible] নদীয়া ডিষ্ট্রিক্ট [illegible] ম্যাজিষ্ট্রেট খাঁ বাহাদুর আব্দুল [illegible] সাহেব নদীয়ার [illegible] আগমনের এবং শ্রীধাম মায়াপুর প্রদর্শনীর দ্বারোদ্ঘাটনের নিমিত্ত [illegible] বাসীর পক্ষ হইতে তাঁহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

প্রদর্শনীক্ষেত্রে সস্ত্রীক ও সবান্ধব নদীয়ার পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট পোয়র সাহেব, [illegible] শ্রীযুক্ত অনঙ্গ মোহন ব্যানার্জ্জী, আলিপুরের পাবলিক প্রসিকিউটার রায় [illegible] নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বাহাদুর, ডিষ্ট্রিক্ট ইঞ্জিনিয়ার রায় সতীশ চট্টোপাধ্যায় বাহাদুর, খান বাহাদুর মৌলবি আব্দুল [illegible], ডেপুটি পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট রায় সতীশ চন্দ্র মজুমদার বাহাদুর, রায় সাহেব কে, এন, সেন, বিদ্যাসাগর কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য্য, এম, এস-সি, মিঃ এস. সি বসু জমীদার, শ্রীযুক্ত [illegible] চন্দ্র পাল চৌধুরী জমীদার, মিঃ জে, বি, দত্ত, মার্চ্চেণ্ট ও ম্যানুফ্যাক্চারার, শ্রীযুক্ত রাম গোপাল বিদ্যাভূষণ, এম, এ, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রনাথ ঘোষ, এম, এ শ্রীযুক্ত প্রমথ নাথ বসু, বি, এ, ম্যানেজার শ্রীযুক্ত সুশীল কুমার বসু, সাব ইন্সপেক্টর, নবদ্বীপ, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র নাথ সরকার, বি, এ, বি টি প্রভৃতি গণ্য মান্য ভদ্র মহোদয়গণ প্রদর্শনীক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন।

গো বৈঠক

আমেরিকার প্রতিনিধিবর্গের নায়ক, মিঃ এইচ, এস, [illegible] তাঁহার বর্ণনা পত্রে [illegible] ও আমেরিকার [illegible] অনুপাত সম্বন্ধে তাঁহার মত প্রকাশ করিয়াছেন।

আমেরিকার পক্ষের মত এই যে ১৯৪২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত অপেক্ষা না করিয়া ১৯৩৩ সালেই [illegible] দেশের [illegible] কর্ত্তব্য সমান করা হয়।

চিনির ব্যবসায়

পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে উৎপন্ন চিনির ব্যবসায় চালান অসম্ভব হইয়া পড়িবার উপক্রম হইয়াছে। রাজকোষ হইতে সাহায্য করিলেও বিশেষ সুবিধা হইবার সম্ভাবনা নাই। ব্যবহারের জন্য যাহা আবশ্যক তাহা অপেক্ষা অধিক চিনি উৎপন্ন হওয়ায় ব্যবসায়ের এইরূপ দুর্দ্দশা হইয়াছে।

বেত্রাঘাত

[illegible] প্রশ্ন উঠি[illegible] [illegible] বেত্রাঘাত করিয়া অপরাধীকে যে দণ্ড দিবার ব্যবস্থা আছে তাহা উঠিয়া [illegible] যাইতে পারে কি না?

সম্প্রতি [illegible] নামক এক ব্যক্তিকে বেত্রদণ্ড ভোগ করিবার জন্য [illegible] কারাগার হইতে লইয়া যাইবার সময় সে উচ্চ হইতে লাফ দিয়া আত্মহত্যা করে। এই ব্যাপারের পর হইতেই এরূপ প্রশ্নের উদ্ভব হয়। ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে ২১ বৎসর অপেক্ষা অধিক বয়স্ক ১৩জনকে এবং ১৬ ও ২১ বৎসরের মধ্যে বয়স এমন তিন জনকে বেত্রাঘাত করা হয়। [illegible] ক্লাইন্স উত্তর করেন,—কেহ কেহ মনে করেন যে কোন কোন অপরাধীর পক্ষে বেত্রাঘাতই উপযুক্ত শাস্তি। তবে এ বিষয়ে আলোচনা চলিতে পারে।

বড়লাটের বক্তৃতা

বঙ্গের লাট স্যার ষ্টানলি জ্যাকসন সাহেব ইউরোপীয়ান এসোসিয়েশনের একটী ভোজের বক্তৃতায় বলেন যে বঙ্গের বর্ত্তমান মন্ত্রিদল পূর্ব্ব পূর্ব্ব দল অপেক্ষা অধিকতর গঠনশীল বলিয়া অনুমিত হইতেছে। মন্ত্রিদল লাট সাহেবের মনে যেরূপ ধারণা জন্মাইয়া দিয়াছেন, জন সাধারণের মনে সেইরূপ ধারণা উৎপন্ন করিলে সকলেই তাঁহাদিগকে সাহায্য করিবেন।

ইউরোপীয়ান এসোসিয়েশনের কার্য্য করিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে এবং সত্যই ইউরোপীয়দিগের স্বত্ব রক্ষা করিবে, আবার ভারতীয়দিগেরও উপকার করিবে। এইরূপে কার্য্য করিলেই সমস্ত বুদ্ধিমান্ ভারতবাসীর সহানুভূতি লাভ করিবে।

লাহোরের কংগ্রেস স্বাধীনতার প্রস্তাব এবং ইংরাজের সহিত সম্পর্ক ত্যাগের যে সমস্ত প্রস্তাব করিয়াছেন সে সমস্ত না করিলেই যে ভাল হইত তাহা কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ শীঘ্রই বুঝিতে পারিবেন।

জাহাজের দুরবস্থা

দক্ষিণ মেরুর নিকট স্যার হিউবার্ট উইল্কিন্স সাহেবের উইলিয়াম স্কোর্সবি নামক জাহাজ আটক হইয়া গিয়াছে। সম্ভবতঃ [illegible] বেতারযন্ত্র খারাপ হইয়া গিয়াছে। সেই জন্য কোন খবর পাওয়া যাইতেছে না। [illegible] নামক জাহাজও এই অঞ্চলে গিয়াছিল। ইহা বর্ত্তমানে ডিসেপসন দ্বীপে আছে।

ইঙ্গ-মিশর সন্ধি

মিশরের প্রধানমন্ত্রী নাহাস পাশা ইংরাজের সহিত সম্মানজনক সন্ধি করিবার ইচ্ছা করেন একথা তিনি মিশর পার্লামেণ্টকে অবগত করেন। পার্লামেণ্ট তাঁহাকে ঐরূপ সন্ধি করিবার অনুমতি দিয়াছেন।

গুলির আঘাত

[illegible] প্রেসিডেণ্ট [illegible] পদ গ্রহণ করিবার [illegible] বন্দুকের গুলি দ্বারা আহত হন। তাঁহার দাঁতের চোয়াল ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। দুইবার অস্ত্রোপচার করা হইয়াছে।

মোক্তারের দণ্ড

রহিম বক্স নামক একজন সিরাজগঞ্জের মোক্তার স্থানীয় ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এস, সি দত্তকে, একটী মোকদ্দমা সম্পর্কে তিন শত টাকা উৎকোচ দিতে চাহিয়াছিলেন বলিয়া অভিযুক্ত হন। বিচারে তাঁহার প্রতি এক বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ড এবং দুইশত টাকা জরিমানা হয়। হাইকোর্টেও আপীল নামঞ্জুর হয়।

জজ এই বিষয় হাইকোর্টে জানাইয়া মোক্তারের বিরুদ্ধে বিভাগীয় শাস্তি দিবার জন্য বলেন। হাইকোর্ট হুকুম দিয়াছেন যে তিনি ছয় বৎসর মোক্তারী ব্যবসায় করিতে পারিবেন না।

খুনের দায়

হাওড়ার দায়রায় প্রকাশ পায় যে মুলচাঁদ নামক একব্যক্তি গঙ্গাধর নামক অপর এক ব্যক্তিকে মদ্যপান করিয়া উন্মত্ত অবস্থায় খুন করিয়াছে বলিয়া অভিযুক্ত হয়। যে সময় পুলিশ এই খুনের প্রথম খবর পায় সেই সময় মুলচাঁদও উপস্থিত হইয়া এজাহার করে যে সকলে মদ্যপান করিয়া মারামারি করিতেছিল। সেই সময় হতব্যক্তির ভাগিনেয় কেদার তাহাকে আঘাত করে। মুলচাঁদ আঘাতের চিহ্নও দেখাইয়াছিল। পুলিশকে প্রথম সংবাদ দিবার সময় মুলচাঁদের নামোল্লেখ হয় নাই। জুরিরা মুলচাঁদকে নির্দ্দোষ সাব্যস্ত করেন। জজ সাহেব জুরির সহিত একমত না হইয়া মোকদ্দমা হাইকোর্টে পাঠান। হাইকোর্টের বিচারে মুলচাঁদ খালাস পাইয়াছে।

জি. আই. পি রেল ধর্ম্মঘট

ভারত সরকার একটী ইস্তাহার দিয়া বিজ্ঞাপিত করিয়াছেন যে, শ্রমিক সঙ্ঘ শ্রমিকদিগের অধিক উন্নতির জন্যই যে ধর্ম্মঘটের সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা নহে। বাহিরের লোকের প্ররোচনায় এই ধর্ম্মঘট সৃষ্টি॥

এজেণ্ট বলিয়াছেন যে, এক লক্ষ শ্রমিকের মধ্যে মোট [illegible] হাজার লোক ধর্ম্মঘট করিয়াছে।

ম্যাজগাঁর রেলওয়ে কারখানা, ইঞ্জিন ঘর এবং ষ্টেশনের শ্রমিকগণ ধর্ম্মঘটে যোগ দিয়াছে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২৮শে মাঘ মঙ্গলবার—১৩৩৬

নৃসোম

প্রাণি-জগতে বহু প্রাণী বাস করিলেও সকলেই প্রাণি-নাম। তবে সংখ্যাবিচারে মানব সর্ব্বপ্রাণী অপেক্ষা অল্পসংখ্যক।

অতীব জগৎ [illegible] সৃষ্টিচাতুর্য্য চারি বিষয়ে সর্ব্বজীবের সাধারণ ধর্ম্ম পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু [illegible] মনুষ্যের বিশেষ, [illegible] বিশেষ প্রবৃত্তিকে সাধারণ ধর্ম্ম [illegible] বিশেষ ধর্ম্ম অর্থাৎ সদসদ বিচার-পূর্ব্বক সদনুশীলনে সামর্থ্য [illegible] হয়।

সামর্থ্য ব্যক্তিবিশেষকে সাধারণ সমুন্নত করে। [illegible] সামর্থ্য থাকিলেও [illegible] সদ্ব্যবহার না করিলে [illegible] [illegible] [illegible] অধিকন্তু [illegible] [illegible] [illegible] করিয়া থাকে। যিনি [illegible] বশে [illegible] আশাতীত [illegible] নিয়মিত করিয়া নিখিল-[illegible] প্রদান করিয়াছেন আমরা যদি [illegible] সেই [illegible] দানকে অনাদর করি তবে আমাদের [illegible] সীমা কোথায়?

বিষয় ভোগ সকল জন্মেই সম্ভবপর। কেন না ভোগ-প্রবৃত্তি [illegible] প্রদান করিয়া [illegible] বা শ্রেষ্ঠ বৈকুণ্ঠবাসী [illegible] অংশ [illegible] আনয়ন করিয়াছে। সেই [illegible] সমগ্রাগামী ভোগ, [illegible] পরিবর্দ্ধনে এতদূর [illegible] আনয়ন করে যে, তাহার স্বরূপের সম্বন্ধ জ্ঞান বিকাশের অন্তরায় আবৃত করে [illegible] স্বরূপে জীব আপনাকে জড় বিষয়ের ভোক্তাভিমানে [illegible] পশু [illegible] হইয়া সমাজে সুখে বাস করিবার [illegible] করে। আবার কখনও বা নীতিকে বহুমানন করিয়া সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টিকর্ত্তার অস্তিত্ব বিষয়ে সন্দিহান হয়।

[illegible] সর্ব্বজ্ঞতাদী। [illegible] স্বরূপ [illegible] অনাত্মবস্তুতে অভিনিবেশ [illegible] জীবকে দেহাদি জড়দ্রব্যের [illegible] প্রদান করিয়াছে [illegible] [illegible] তাহার বিশ্বরক্ষক [illegible] [illegible] কিন্তু [illegible] পাইয়াও [illegible] যিনি সেই কৃপাতেই [illegible] নিশ্চিন্ত চিন্তা [illegible]

শ্রীধাম মায়াপুর প্রদর্শনী

পারমার্থিক বিভাগ (কর্ম্মপথ)

১৭। চিত্রপরিচয় রাবণের সিঁড়ি।

প্রতিপাদ্য ও শিক্ষণীয় বিষয়—

দশানন রাবণ বিংশ বাহুর সাহায্যে পাশববলদৃপ্ত রাক্ষস. সে দশদিকে কামতৃপ্তি ও প্রতিষ্ঠাশাপূরণে ব্যস্ত। যে প্রাকৃত কাম ও প্রতিষ্ঠাশা-পীড়িত হইয়া, প্রাকৃত অক্ষজজ্ঞান সম্বল করিয়া অপ্রাকৃত অধোক্ষজ মহালক্ষ্মী সীতাদেবীকে হরণ করিবার চেষ্টা করিয়া নিধন-ফল লাভ করিয়াছিল এবং প্রাকৃত সীমাতীত স্বর্গে আরোহণ করিবার জন্য প্রাকৃত দ্রব্যের উপাদান সম্বল লইয়া সসীম সোপান বাঁধিবার চেষ্টা করিয়াও অতীন্দ্রিয় স্বর্গের সান্নিধ্য লাভ করিতে পারে নাই. জড়োপাদানময় সোপানগুলিও চিরস্থায়ী আশ্রয়লাভের অভাবে ভগ্ন হইয়া পড়িয়াছিল। এই দৃষ্টান্তটী আধ্যক্ষিক বা অক্ষজজ্ঞানীর অশ্রৌত তর্কপথের আশ্রয়ে মায়াতীত অপ্রাকৃত অধোক্ষজ বৈকুণ্ঠ তত্ত্বের ব্যর্থ পরিমাণ বা উপলব্ধি চেষ্টার সহিত তুলনীয়। ইহা সর্ব্বথা অসম্ভব, কারণ—

"অপ্রাকৃত বস্তু নহে প্রাকৃত গোচর"
"অধোক্ষজ নহে কভু অক্ষজ জ্ঞান-গম্য"

১৮। চিত্র-পরিচয়—ভক্তরাজ অম্বরীষ ও দুর্ব্বাসা মুনি

প্রতিপাদ্য ও শিক্ষণীয় বিষয়—

মহারাজ অম্বরীষ ক্ষত্রিয়কুলে জন্মগ্রহণ করিবার অভিনয় করিলেও সর্ব্বেন্দ্রিয়দ্বারা ভগবান্ হৃষীকেশের সর্ব্বক্ষণ সেবা করায় স্বতঃই পরমহংস এবং যাবতীয় ব্রাহ্মণের ও সন্ন্যাসীর গুরুস্থানীয় ছিলেন। কিন্তু জাতিমদমত্ত ক্রোধ-রিপুর দাস ব্রাহ্মণব্রুব দুর্ব্বাসা মুনি মায়ার বশে ব্রাহ্মণাভিমানে তাহা না জানিয়া পরমহংস ভক্তরাজ অম্বরীষকে ক্ষত্রিয় জাতি বুদ্ধি করিয়া অন্যায় ভাবে অভিসম্পাত করেন। ইহাতে সর্ব্বব্যাপক সর্ব্বপালক সর্ব্বান্তর্যামী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তদীয় অপ্রাকৃত অস্ত্র সুদর্শন (সর্ব্বত্র বিষ্ণুসেবাময় শুদ্ধসত্ত্ব-দর্শন) চক্রকে নিজাশ্রিত প্রিয়ভক্ত অম্বরীষকে রক্ষা করিবার জন্য পাঠাইলেন। অস্ত্ররাজ সুদর্শনচক্রও ভক্তবিদ্বেষী বৈষ্ণবাপরাধী দুর্ব্বাসার কুদর্শন সমূলে নাশ করিয়া তাঁহাকে সুশিক্ষা দিবার জন্য ধাবিত হইলেন। তাঁহার কোটি সূর্য্যনিভ জ্যোতি দর্শনে মহাভীত হইয়া দুর্ব্বাসা সমস্ত ত্রিভুবন ভ্রমণ করিতে করিতে একে একে ব্রহ্মা, রুদ্র ও অবশেষে ভগবান্ বিষ্ণুর নিকট আশ্রয় ভিক্ষা করিয়াও না পাইয়া অবশেষে ভগবানের আদেশে পুনরায় তাঁহার প্রিয়ভক্ত অম্বরীষের শ্রীচরণে নিপতিত হইয়া ক্ষমা যাচ্ঞা করিয়া স্বীয় বৈষ্ণবাপরাধ ক্ষালন করিলেন এবং সুদর্শনচক্রও প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। অতএব বিদ্যা, [illegible] জাতিমদবশে কাহারও বর্ণ-শ্রেষ্ঠ গুরু পরমহংস বৈষ্ণবে জড়জাতিসামান্যবুদ্ধি ও তজ্জনিত অসূয়া না করিয়া [illegible] তাঁহার সেবা করাই কর্ত্তব্য।

প্রাপ্ত হন। এহেন জ্ঞানবান্, ভগবদ্বিশ্বাসী বা ভক্ত বলিয়া ভুবন-বিখ্যাত।

অনুশীলন বা ভক্ত ভগবদ্ভজনে [illegible] তারতম্যে নিরপেক্ষ বিচারে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত—কনিষ্ঠ, মধ্যম এবং উত্তম। [illegible] শাস্ত্র ও সাধুবাক্যে কোমলশ্রদ্ধ তিনি কনিষ্ঠ, যিনি দৃঢ়-শাস্ত্র যুক্তিতে অনভিজ্ঞ হইয়াও শ্রদ্ধাবান তিনি মধ্যম আর যিনি শাস্ত্র যুক্তো [illegible] নিপুণ ও দৃঢ়শ্রদ্ধা-বিশিষ্ট তিনিই উত্তম।

ভাগবতগণের মধ্যে উত্তম ভাগবতাবস্থা জগতে সুদুর্লভ হইলেও সুদুর্লভ। যিনি নিখিল বস্তুকে সকলের নিয়ন্তৃরূপে অধিষ্ঠিত পরমাত্মা শ্রীহরির 'বিভূতি' বলিয়া দর্শন করেন এবং ভগবানকে সর্ব্বভূতকে দর্শন করেন এমন সুদার্শনিকই, নরোত্তম বা নৃ-সোম।

প্রকৃত পতিপূজা

(শ্রীপাদ [illegible] [illegible])

এক ব্রহ্ম ও তাঁর অনন্ত জীবগণ চৌরাশী লক্ষ যোনিতে করয়ে ভ্রমণ। অনন্তশক্তিসম্পন্ন ভগবানের তটস্থা শক্তি বা জীব-শক্তি হইতে জাত জীবগণ অসংখ্য; তাহারা স্থাবর ও জঙ্গমভেদে স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহে চতুর্দ্দশ ভুবন ভরিয়া রহিয়াছে। অজস্র প্রাণিগণ জলচর, স্থলচর, খেচর, দেব, দানব, মনুষ্য, সিদ্ধ গন্ধর্ব্ব, বিদ্যাধর, কিন্নর যক্ষ, রক্ষ পিশাচ, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ প্রভৃতি নানা দেহে স্ত্রী পুরুষ রূপে স্ব স্ব কর্ম্মফল ভোগ করিতেছে।

জীবাত্মার স্বরূপে কোন বর্ণ, জাতি বা স্ত্রী-পুরুষ-ভেদ নাই। জীবগণ নিজ নিজ ভোগ-প্রবৃত্তি অনুসারে মায়াগ্রস্ত হইয়া পুরুষ দেহ, স্ত্রী দেহ [illegible] আমি স্ত্রী, আমি পুরুষ, এইরূপ অভিমানে সংসারে বদ্ধ হইয়াছে। বস্তুত, জীবাত্মার স্ত্রীত্ব বা পুংত্ব কিছুই নাই। [illegible] দেহগত ভেদ উপস্থিত হইয়াছে।

সৃষ্টির প্রারম্ভে প্রজাপতি (ব্রহ্মা) মৈথুন-দ্বারা সৃষ্টি বৃদ্ধির জন্য [illegible] [illegible] নিজ অর্দ্ধাঙ্গ রূপে স্ত্রীসৃষ্টি করিয়াছিলেন সেই স্ত্রীগণের দ্বারাই পুরুষের [illegible] হইয়া থাকে।

স্ত্রীগণ পুরুষসঙ্গ কামনা করে আবার পুরুষগণ স্ত্রী-দেহ [illegible] করিবার তীব্র বাসনায় [illegible] চিন্তা করিতে করিতে [illegible] স্ত্রীলোক হইয়া জন্ম গ্রহণ করে। [illegible] চিন্তার [illegible] পুরুষগণ স্ত্রী হইয়া থাকে; [illegible] [illegible] [illegible] নহে। [illegible] [illegible]

নারী বিভিন্ন লোকে বিভিন্ন যোনিতেও জন্ম হইতে পারে।

নারীগণ অবলা, অস্বতন্ত্রা, নিজ নিজ রক্ষা বিধানে অসমর্থা, সেই জন্য পুরুষগণের আশ্রিতা।

নারীগণের পতিই পরম দেবতা। পতিব্রতা রমণীরা স্বামীর অভিপ্রায় অনুযায়ী শুশ্রূষা, অনুরাগ, নম্রতা, দম ও পরম ভক্তিপূর্ব্বক মনোরম মধুর বাক্য প্রয়োগ ঈষৎ হাস্য যুক্ত অপাঙ্গ দৃষ্টিতে পতির সন্তোষ বিধান করিয়া থাকেন। তাহাতে তাহাদের অপ্রাপ্য কিছুই থাকে না। স্বামী সন্তুষ্ট হইলে স্ত্রীর ইহকালে বা পরকালে সকল কামনা সিদ্ধ হয়।

অন্য পক্ষে কোন কোন রমণী এতদূর ভোগকামী যে, নিজ অভীষ্ট পূরণের উদ্দেশ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়তমা রূপে প্রতীয়মান হয়, তখন তাহার বদন শরৎকালীন পদ্মের ন্যায় প্রফুল্ল, বাক্যগুলি শ্রবণের প্রীতিদায়ক কিন্তু হৃদয় ক্ষুরধারতুল্য অতীব তীক্ষ্ণ, তাহাদের কার্য্য কলাপ কে বুঝিতে সমর্থ হয়?

প্রকৃত পক্ষে তাহাদের প্রিয় কেহ নাই, স্বার্থের জন্য তাহারা পতিকে বিষ প্রদান করে, পুত্রকে হত্যা করে, ভ্রাতার সর্ব্বনাশ করে বা অপরের দ্বারা করাইয়া থাকে। অসতী স্ত্রীর অসাধ্য কিছুই নাই। তাদৃশ পুরুষ ও কামিনীগণের মৈথুন-সুখ-যুক্ত সূত্রে ক্রীড়া মৃগের ন্যায় ইতস্ততঃ পরিচালিত হইয়া থাকে।

মূঢ়গণ ইন্দ্রিয়পরিতৃপ্তির লালসায় এই অমেধ্যপূর্ণ, কৃমিজালসঙ্কুল, ঘর্ম্ম-মল মূত্র শ্লেষ্ম-পরিপূর্ণ স্ত্রী-শরীর ভোগের জন্য বিমোহিত হইয়া দৈর্য্য রহিত হয়, শেষে নরক পথে গমন করে, কিন্তু বিবেকীগণ যোষিৎ-সঙ্গ বা যোষিৎ সঙ্গীর সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া থাকেন।

নারীগণের পতিই পরম দেবতা—মায়াবদ্ধ কর্ম্মফলভোগী মনুষ্যবংশের শরীর-ধারী জীব কিরূপে পরম দেবতা হইতে পারেন এবং সেই জীবের সেবা করিয়া রমণীরা কি কল্যাণ লাভ করিতে পারেন?

লক্ষ্মীপতি বাসুদেব যেরূপ ভিন্ন ভিন্ন নাম রূপে বিভিন্ন দেব-মূর্ত্তিতে বিরাজমান থাকিয়া ভিন্ন ভিন্ন ফলকামী কর্ম্মিগণের পূজকের সঙ্কল্পানুযায়ী ফলদাতা পূজার পাত্র হ'ন, সেইরূপ সর্ব্বান্তর্যামী ভগবানই পতিরূপে স্ত্রীগণের পূজার বিষয় হইয়া থাকেন। সতী, সাবিত্রী প্রভৃতি বহু পতি-সেবাপরায়ণা রমণীরা স্বামী-সেবার ফলে যে অলৌকিক ঘটনা সকল ঘটাইয়াছিলেন তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ—রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ প্রভৃতি শাস্ত্রে উল্লেখ আছে।

লৌকিক বা বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডে পরলোকগত পাত্র সঙ্কল্প-কামনায় বা পরজন্মে সেই পতিলাভ করিয়া সুখী হইবার জন্য নানাবিধ যজ্ঞ-তপঃ-ব্রতাদির ব্যবস্থা ও ফলশ্রুতি শাস্ত্রে বর্ণিত আছে কিন্তু যিনি পতিরপতি, সকলের পতি, জগতের পতি সেই সর্ব্বান্তর্যামী শ্রীহরিকে একমাত্র স্বামীপতি প্রাণপতি জানিয়া তাঁহার সেবায় নিযুক্ত হইলে সর্ব্বার্থ ও সর্ব্বার্থ সিদ্ধ হয় এবং এই ভগবৎ প্রেমাই যে জীব মাত্রের পরম প্রয়োজনীয় বিষয় তাহা মায়ামোহিত জীবের বোধগম্য হয় নাই।

বিবেকমতী পতিব্রতা নারীগণ ঐকান্তিক চিত্ত হইয়া পরম ভক্তির সহিত সর্ব্বান্তর ঈশ্বরকেই পতিরূপে পূজা করিয়া থাকেন।

পতিব্রতা স্ত্রীদিগের চারিটী লক্ষণ—পতিই দেবতা, পতি-শুশ্রূষা বা সেবার আনুকূল্য, পতিবন্ধুগণের প্রতি শ্রদ্ধা এবং সর্ব্বদা তাহার ব্রত ধারণ।

এই প্রকার সাধ্বী স্ত্রী নিত্য স্বয়ং অলঙ্কৃতা ও শুদ্ধ-পরিচ্ছদে ভূষিতা হইয়া গৃহ-সম্মার্জ্জন, উপলেপন, গৃহোপকরণগুলির শুদ্ধি সম্পাদন, গৃহে ধূপাদিদ্বারা সুগন্ধীকরণ, বিনয়, দম, সত্যবাক্য ও শ্রীভজনক কার্য্যদ্বারা পতির সেবা করিবে।

যথালাভে সন্তুষ্টা অলুব্ধা নিপুণা ধর্ম্মজ্ঞা, সত্যপ্রিয়বাদিনী, সাবধানা, শুচি ও স্নেহযুক্ত হইয়া হরিভজন পরায়ণ পতির ভজনা করিবে।

যে নারী লক্ষ্মীর ন্যায় পতিপরায়ণা হইয়া হরিভক্ত ভর্ত্তার কৃষ্ণ-ভজনে সাহায্য করে ও পতি সেবা করে সেইরূপ ভক্ত পতির সহ বৈকুণ্ঠে সুখলাভ করে।

দ্বারকা পুরীতে একদিন লক্ষ্মীরূপিণী রুক্মিণী দেবী করুণাময় ভগবানের পরিহাস বাক্য শ্রবণ করিয়া বিনীত ভাবে বলিয়াছিলেন:—

হে নিখিল গুণালয়, আপনার পাদপদ্ম-সৌরভ আস্বাদনে মুনিগণের প্রশংসিত, স্বয়ং লক্ষ্মীদেবীর সেব্য এবং জন সমূহের মোক্ষ-স্বরূপ; মনুষ্য লোকে—কোন্ রমণী উহা লাভ করিবার উপায় অনাদর পূর্ব্বক অর্থ কামনার নিরন্তর সংশয়গ্রস্ত মরণশীল পুরুষান্তরের আশ্রয় করিতে পারে?

অতএব সর্ব্বতোভাবে অনুকূল জগদীশ্বর সর্ব্বান্তর্যামী এবং ইহ লোক ও পরলোকে সর্ব্বাভীষ্ট প্রদাতা আপনাকে আমি আশ্রয় করিয়াছি। আপনি সেবকগণের সংসার বন্ধন বিনাশপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে আপনার নিকট গ্রহণ করিয়া থাকেন, অতএব আপনার পাদপদ্ম জন্ম-জন্মান্তরেও আমার শরণ হউক।

হে শত্রুবিনাশন, ব্রহ্মা মহেশ্বরের সভায় নিরন্তর কীর্ত্তিত ভবদীয় চরণ বৃত্তান্ত যে নারীর কর্ণ-প্রান্তে উপস্থিত হয় নাই তাদৃশ রমণী জনেই গৃহ গর্দ্দভ, গো, অশ্ব, বিড়াল, ও কুকুরের ন্যায় অবস্থিত জনগণকেই তাহারা পতিরূপে প্রাপ্ত হউক।

যদি কোন কন্যার বিবাহের পূর্ব্বে কোনও পুরুষের প্রতি অনুরাগ জন্মিয়া থাকে বা স্বেচ্ছাচারিণী স্ত্রী পরিণীতা হইলেও নূতন নূতন পুরুষের আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকে, অতএব প্রাজ্ঞ পুরুষ অসতীকে বিবাহ করিবেন না, যেহেতু তাদৃশ কন্যার গ্রহণে পুরুষ ইহলোক এবং পরলোকে পতিত হইয়া থাকেন।

যাহারা বিষয় ভোগাসক্ত চিত্তে তপস্যা ও ব্রহ্মচর্য্যদ্বারা প্রেমভক্তি প্রদাতা শ্রীহরিকে সাধারণ দাম্পত্য সুখাভিলাষে আরাধনা করে তাহারা ভগবন্মায়ায় মোহিত হইয়া থাকে।

যে সকল বিষয় অতি নিকৃষ্ট যোনিতেও সুলভ, যাহারা তদ্রূপ বিষয়সমূহ শ্রীহরির নিকট প্রার্থনা করিয়া থাকে ঐ সকল পুরুষের পক্ষে বিষয়াত্মক নিকৃষ্ট যোনিই সুসঙ্গত হইয়া থাকে অতএব তাহারা মন্দভাগ্য।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র একমাত্র বিচিত্র শক্তিসম্পন্ন পরম পুরুষ। জীবগণ তাঁহার তটস্থা শক্তি হইতে জাত পরা প্রকৃতি, শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র প্রভু ভর্ত্তা, শরণাগত সুহৃৎ; প্রকৃতি তাঁহার অধীন সেবিকা; নিখিল-প্রজ্ঞান-সম্পন্ন জগদ্গুরু শ্রীহরি সকলের নিত্য প্রভু, জীবগণ তাঁহার নিত্য সেবক।

কেহ মানে কেহ না মানে
সবে তাঁর দাস
যে না মানে তার হয়
সেই পাপে নাশ॥

মজার সংবাদ

(প্রেরিত পত্র)

মাঘ মাস। কনকনে শীত। সূর্য্য উঠলেও লোকে শীতের প্রকোপে প্রভাতে শয্যাসক্তি ছাড়তে পারে না।

চব্বিশ পরগণার সহরের কোন গৃহের সদর দরজার কড়া নড়িয়া উঠিল! একবার, দুইবার, তিনবার এবং ক্রমাগত যখন সজোরে নাড়া পড়তে লাগিলো তখন বাড়ীর বৃদ্ধা-বাধ্য হ'য়ে অগ্রসর হ'লেন। দরজা খুলেই দেখেন সুপ্রভাত, শ্রীগুরুদেব পাচকসঙ্গেই দাঁড়িয়ে।

শ্রীগুরুদেব বল্লেন—আমরা ভোরে এতদূর হেঁটে এসেছি আর তোমরা এখনও ঘুমিয়ে? যাক্, গুরুদাস বাড়ী আছে ত'?—

বৃদ্ধা একটু জড়সড় হয়ে বল্লেন, বাবা ঠাকুর, আজ কয়দিন বড্ড শীত পড়ছে, তাই উঠতে দেরী হয়েছে। গুরুদাস আজ তিন দিন হলো কুম্ভমেলায় গিয়েছে।

গুরু-ঠাকুরেরা সর্ব্বক্ষণ গৌরবে থাকেন বলে ক্রোধরিপুটাকে একটু বেশী ভাল বাসেন। কথায় কথায় শিষ্যদিগের নিকট ভালবাসার বস্তুটি না দেখায়ে পারেন না। শীতে সব জড়সড় হ'লেও অগ্নিশর্ম্মা ঠিকই থাকেন। সুতরাং ক্রোধাগ্নির আবির্ভাবের বিলম্ব হ'লো না। একটু কড়া-সুরে গুরুদেব গর্জ্জিয়ে উঠলেন—কি, কুম্ভমেলায়? আমি আসবো বলে সংবাদ দিয়েছি, আর সে বেটা কিনা আমি আসবার আগেই চলে গেল? বেশ গুরুভক্তি শিখেছে। যে গুরুপদে সর্ব্বতীর্থ থাকে সেই পদসেবা ছেড়ে আবার পৃথক ক'রে তীর্থ ভ্রমণ করতে হয় নাকি?

বৃদ্ধা মুস্কিলে পড়লেন। দরজা খুলতে এসে কৈফিয়তের দায়! একটু ঢোক গিলে বল্লেন, বাবা ঠাকুর, বাড়ীর ভিতর আসুন। বাহিরে বড় হাওয়া লাগছে।

গুরুদেব অগত্যা বাড়ীর মধ্যে গেলেন, সঙ্গে সঙ্গে খাটের উপর লেপ তোষক দিয়ে গদী করে দেওয়া হলো। গাড়ু ত জল দিয়ে উপরে একখানা নূতন গামছা রেখে বসবার জন্য চৌকী দেওয়া হলো।

সম্মানপ্রার্থী গুরুমহাশয় যখন দেখলেন যে, গৃহকর্ত্তা গুরুদাস বাড়ী না থাকলেও গুরুসেবার কোন প্রকার ত্রুটী হচ্ছে না তখন ভিতরে ভিতরে একটু নরম হ'লেও কাজ আদায়ের জন্য বাহিরে পূর্ব্ববৎ রহিলেন।

পা ধুইতে ব'সে জিজ্ঞাসা করলেন, কাঙ্গালকে যে দেখছি না? আমি এলে তার ত আর আনন্দ ধরে না। সব সময়েই আমার ধারে থেকে সেবা করে। এই যে পা ধু'তে বসছি, এখনই দৌড়ে এসে পা দুটি ধুয়ে মাথার চুল দিয়ে মুছে দিত।

বৃদ্ধা বললেন—কাঙ্গালও গুরুদাসের সঙ্গে গিয়েছে। ছোটকাল থেকে সে আমাদের এখানে আছে, আমরা যদি তা'র পরকালের দিকে না তাকাই তবে আর কে দেখবে?

এইভাবে কথাবার্ত্তা হচ্ছে এমন সময় একটী যুবক ঘর থেকে বাহিরে এসে বসলেন। যুবকটি বেশ সুপুরুষ দেখলে শিক্ষিত বলে বোধ হয়। এতক্ষণ তিনি ঘরে শুয়ে শুয়ে সব শুনছিলেন, সহ্য না হওয়ায় বাহিরে এসেছেন।

গুরু ঠাকুর একটু কুটীল দৃষ্টিতে যুবকের দিকে চেয়ে বল্লেন, ইনি কে?

গুরুদাসের জ্যেষ্ঠপুত্র বললো—আমাদের স্কুলের প্রধান শিক্ষক।

গুরুঠাকুর আর বেশী কিছু না বলে মনের দুঃখে নিজেই পা ধুলেন। নূতন গামছায় পা মুছে সেখানা নিজের ব্যাগেই বাঁধলেন।

তখন বাড়ীতে একটা সাড়া পড়ে গেল। গুরুদেবের ভোজনের আয়োজন

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

কলিকাতাবিজ্ঞানশিক্ষাগারাধ্যক্ষ-জগদ্বিখ্যাতরসায়নশাস্ত্রাচার্য্য
ডাঃ-সার-শ্রীযুক্ত-প্রফুল্লচন্দ্র রায়-মহোদয়ায় কেটি, সি-আই-ই, এম-এ, পি-এইচ-ডি,
ডি-এস্ সি-প্রভৃত্যুপাধিবিভূষণায় প্রদত্তম্

অভিনন্দনপত্রমিদম্

(১)

সুস্বাগতং ভারতপুত্ররত্ন
রসায়নাচার্য্যবরায়মান্য!
ধন্যা বয়ং তে শুভসঙ্গমে স্ম
আনন্দপূর্ণাম্বুনিধৌ নিমগ্নাঃ॥

(২)

দেশে বিদেশে বিদুষাং সমাজে
সম্বর্দ্ধিতো নিত্যমসি প্রকামম্।
দীনৈস্ততস্তে কথমর্দা তুষ্টিঃ
সম্পাদনীয়েতি বিচিন্তনীয়ম্॥

(৩)

বিদ্যানুরাগী বিবুধাগ্রগণ্যো
বিদ্যার্থিষু স্নেহযুতঃ সদা ত্বম্।
ইত্যেব হেতোর্বয়মত্র কুর্ম্মঃ
সম্বর্দ্ধনে সাহসমদ্য নূনম্॥

(৪)

প্রফুল্লচন্দ্রে ভবতি প্রপন্নে
মায়াপুরব্যোমতলং বিচিত্রম্।
দিবাপি চেতঃকুমুদানি সদ্যঃ
সতাং প্রফুল্লানি তদেব চিত্রম্॥

(৫)

স্বরূপতঃ ক্ষেত্রমিদং পবিত্রং
স্বদেশ উক্তং খলু শাস্ত্রবিদ্ভিঃ।
স্বদেশসেবানুরতস্য তস্মাৎ
প্রীতিঃ সুযুক্তা ভবতঃ সদাত্র॥

(৬)

অস্পৃশ্যতা-বর্জ্জন-নিম্নবর্ণ-
সমুন্নতি-জ্ঞানবলপ্রচারৈঃ।
জাতা ত্বয়া খদ্দরশিল্পবৃদ্ধ্যা
জাতীয়-সম্বর্দ্ধিরভীপ্সমানা॥

(৭)

প্রকাশিতং প্রাচ্যরসায়নস্য
তত্ত্বং সুগূঢ়ং ভবতা সযত্নম্।
ভূমণ্ডলে তে বহবঃ প্রসিদ্ধাঃ
শিষ্যা-প্রশিষ্যাশ্চ ততোঽত্র সিদ্ধাঃ

(৮)

নিত্যাং রসানাময়নং হি যস্মিন্
রসায়নং নাম তদেব তত্ত্বম্।
রসায়নজ্ঞস্য তবাত্র নিত্যা
রতিঃ পরাত্মামিতি কামনীয়ম্॥

ত্রিচত্বারিংশদধিকচতুঃশত-শ্রীচৈতন্যাব্দীয়-
গৌরমাঘস্য ষড়্বিংশদিবসে

বিনীত—
শ্রীধাম-মায়াপুর-পরবিদ্যাপীঠস্থিত-সভ্যাধ্যাপকবৃন্দেন

হতে থাকলো। সকলেই সেই কার্যে ব্যস্ত থাকায় গুরুদেবকে বাধ্য হয়ে পাচক বামুনের সঙ্গে নির্জ্জন বাস করতে হলো। কিন্তু স্বভাব নিজের ভাব না দেখিয়ে থাকতে পারে কি? কিছুক্ষণ এইভাবে থাকবার পর ঠাকুর মশায় চীৎকার করে বল্লেন—তোমরা সব কে কোথায় আছ? এদিকে এস। গুরুদেবের আহ্বানে সকলেই এসে হাজির। প্রভুও বলতে আরম্ভ করলেন—দেখ, আজকাল আর লোকের আগের মত গুরু-ভক্তি নেই। আমার মত গুরু এসে বসে আছে, আর তোরা কিনা নিজের কাজেই ব্যস্ত।

বৃদ্ধা বলিলেন—বাবা ঠাকুর, আমরা আপনার ভোগের আয়োজনই করছি।

ক্রোধবহ্ন বল্লেন—বেটি, আমাকে না জানিয়ে ভোগের আয়োজন? কে বলেছে যে আমি এখানে খাবো? আমি এখনি যাচ্ছি।

বৃদ্ধা অমনি গলায় কাপড় জড়িয়ে প্রভু-পদে পড়লেন। চোখের জলে পা ভাসিয়ে বল্লেন—বাবা ঠাকুর, আমরা আপনার সন্তান, আশ্রিত। আমাদের উপর রাগ করতে আছে কি? আর আমাদের ত কোন ত্রুটি দেখছি না।

আগুনে জল দিলে নিবে যায়, ঘি'তে বৃদ্ধি করে। বাবা ঠাকুর ত্রুটী নাই শুনে তেলে বেগুনে জলে উঠলেন। মনের ক্ষোভ না চাপতে পেরে বল্লেন—কি, ত্রুটী হয় নি? আমার পা ধোয়া জলটা খেয়েছিস? গুরু-পাদোদকে অনাদর অপরাধ নয় কি?

তখন সকলেই এসে পাদোদকের সম্মান করলেন। প্রভুও প্রীত হ'লেন। তার পর পুনরায় অনুরোধের পর বল্লেন—দেখ, খাওয়া দাওয়া করবো। তবে কিনা ঐ যে ঘরের মধ্যে আখের গুড়ের চ'টী কলসী দেখছি ওর দুটি কলস আমাকে দিতে হবে।

বৃদ্ধা বল্লেন, ঐ কলস চ'টী গুরুদাস মামার বাড়ী পাঠাবে বলে রেখেছে। তার মামার দেশে আখের গুড় পাওয়া যায় না।

গুরুঠাকুর সুর উঠিয়ে বল্লেন—মামা বড় না গুরু বড়? যা, যা বলছি, তাই কর।

বৃদ্ধা সম্মত হ'লেন। গুরুঠাকুর মশায়ই উদর ভরে খেয়ে গুড়ের কলস লয়ে বিদায় হ'লেন।

হায়! হায়! গৌড়দেশে এরূপ শত শত গুরুর দর্শনে শুদ্ধগুরুগণের পিপাসা শুকাইয়া যায়। আজ যদি গৌরাঙ্গদেবের আচরিত প্রচারিত পথের কথা শ্রীগৌরাঙ্গের জন্মস্থান শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে আচরিত ও প্রচারিত না হ'ত, তা'হ'লে এই কালের গুরুগণের ও স্বামী বুদ্ধি পাইয়া সকল গৃহস্থগণ সর্ব্বনাশ সাধন করিত।

—জনৈক প্রত্যক্ষদর্শী শিক্ষক

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা ধর্ম্মাকাশ হইতে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৪০, চল্লিশ টাকা।

২৭২৪ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে,

সপ্তচত্বারিংশ খণ্ডে সূচী ছাপা হইতেছে।

৪৬শ খণ্ড পর্য্যন্ত নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে ১৫।০ সাধারণ পক্ষে ১০৮৶০। প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৵০, গৌড়ীয় ও নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ।৶০।

সমগ্র গ্রন্থের ভিক্ষা ১২, অগ্রিম সাধারণের ৮২।

৬ঃ অধ্যায়পর্য্যন্ত একাদশ সংখ্যা ছাপা হইয়াছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

"শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত"

সূচী প্রভৃতি সহ সম্পূর্ণ ছাপা শেষ হইয়াছে।

আদি, মধ্য, ও অন্ত্যলীলা এবং সূচী ছাপা হইয়া সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছেন। যাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ১০, টাকা ভিক্ষায় তৃতীয় সংস্করণ ... ... না পাইয়া অপর সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন, ... উহার ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছেন। সেই ১০, ... গ্রন্থের শত সংখ্যা মাত্র ৫, টাকা ভিক্ষায় দেওয়া হইতেছে। ... সত্বর হউন পরে আর এ সুযোগ থাকিবে না।

শ্রীচৈতন্য লীলার ব্যাস অবতার

শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

সভাষ্য আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র গ্রন্থ ৮, স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫,

নদীয়া-প্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪॥০ টাকা

শ্রীধাম মায়াপুর ও নবদ্বীপ প্রদর্শনীতে

শ্রীধর ভাণ্ডার, ঢাকা।

... বৃহৎ ব্যবসায়ী শ্রীধর ভাণ্ডার শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিয়াছেন। ঢাকার বিখ্যাত নম্রশিল্প ... ... মিহি ধুতী, শাড়ী, জামদানী কাপড় এবং খদ্দরের সাদা ধুতী, জামদানী শাড়ী চাদর, ... মুগার কারুকরা নানাপ্রকার কাপড় চাদর, শ্রীধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপ-প্রদর্শনীতে ... ফেব্রুয়ারী হইতে পাইকারী ও খুচরা বিক্রয় করিতেছে। পশ্চিম ও উত্তর বঙ্গ এবং এলাহাবাদ, বোম্বে, ... ব্যবসায়িগণ এক স্থান হইতে প্রয়োজনীয় জিনিষ লইতে পারিবেন। আমাদের ... সুলভ ... কাপড় এবং মূল্য বিচার করিলেই বুঝিতে পারিবেন।

প্রদর্শনীর ঠিকানা—

শ্রীধর ভাণ্ডার স্টল

শ্রীধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপ-প্রদর্শনী

পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর (নদীয়া)

... নবাবপুর, ঢাকা।

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত ভক্তি গ্রন্থাবলী

যে সব উৎকলবাসী ভক্ত বাংলা অক্ষর পড়িতে জানেন না, তাঁহাদের শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর প্রচারিত পরম উপাদেয় ভক্তি-কথা জানিবার সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে উড়িয়া-অক্ষরে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হইয়াছে বাংলা গ্রন্থের তুলনায় উড়িয়া গ্রন্থগুলির ভিক্ষাও অপেক্ষাকৃত অল্প।

গ্রন্থের নাম	ভিক্ষা
শ্রীহরিনাম চিন্তামণি, প্রতিখণ্ড	॥০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	১,
সাধন পথ (শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টক) প্রতিখণ্ড	।০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৷৷০
কল্যাণ কল্পতরু প্রতিখণ্ড	৶০
একত্রে ৩খণ্ড লইলে	।০
গীতাবলী প্রতিখণ্ড	৴১০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৶১৫
শরণাগতি — প্রতিখণ্ড	৴০
একত্রে ৩খণ্ড লইলে	৶৫

প্রাপ্তিস্থান { শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ, কটক এবং শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, পুরী

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিম্নলিখিত মঠসমূহে প্রাপ্তব্যঃ—

১। শ্রীচৈতন্য মঠ,— পোঃ, শ্রীধামমায়াপুর, (নদীয়া)।
২। শ্রীগৌরগদাধর মঠ,—চাঁপাহাটি, সমুদ্রগড় পোঃ, (বর্দ্ধমান)।
৩। শ্রীভাগবত আসন,—ভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৪। শ্রীগৌড়ীয় মঠ,—১নং উল্টাডাঙ্গা জংসন রোড, কলিকাতা।
৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ,—চটকপর্ব্বত, পুরী।
৬। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ,—উড়িয়া বাজার, কটক।
৭। শ্রীভাগবত মঠ,—চিড়াকুঠী, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।
৮। শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ, ৪নং অগস্ত্যকুণ্ড, কাশী, ইউ, পি।
৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,—ছাপিয়াবাগ, বৃন্দাবন, মথুরা, ইউ, পি।
১০। শ্রীপরমহংস মঠ নৈমিষার পোঃ, সীতাপুর, ইউ পি।
১১। শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ,—কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল, পাঞ্জাব।
১২। শ্রীমাধবগৌড়ীয় মঠ, ১নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।
১৩। শ্রীগদাইগৌরাঙ্গ মঠ,— বালিয়াটি, ঢাকা।
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম,—আমলাযোড়া, রাজবাঁধ পোঃ, বর্দ্ধমান।
১৫। শ্রীসরস্বতী গৌড়ীয় মঠ,—ভুবনেশ্বর... চিরকুণ্ডা পোঃ, মানভূম।
১৬। শ্রী... গৌড়ীয় মঠ,— আঠারনালা, ব্রহ্মাগার পোঃ, পুরী, উড়িষ্যা।
১৭। শ্রীগৌড়ীয় মঠ কার্য্যালয় ... হনুমান রোড, নিউদিল্লি

এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণের নিকটও

নদীয়া-প্রকাশ প্রাপ্তব্য।

১। শ্রীযুক্ত জনার্দ্দন ঘোষ—৭ম লর্ড ক্রে রোড, খুলনা।
২। শ্রীযুক্ত রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিরত্ন—দেওয়ানগঞ্জ, ডলাদিবাড়ী কুচবিহার।
৩। শ্রীযুক্ত রামরঞ্জন রায় —৭৬।২নং শ্রীগোপাল মল্লিক লেন, কলিকাতা।
৪। মিঃ এন ডি. মল্লিক—এন, এম, ওয়ার্কস দি মল, কানপুর।
৫। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণবিহারী গোস্বামী মণ্ডল—স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া।
৬। শ্রীনবদ্বীপ ... অধিকারী, নবদ্বীপ।
৭। শ্রীব্রজমোহন দে —মদনমোহন প্রেস, নবাবপুর, ঢাকা।
৮। শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় —বড়চাপা, ২৪ পরগণা।
শ্রী... ... ...

... আমরা তাকে কৃষ্ণ ... করে! ... ... মায়া পালে ...

শ্রীচৈতন্যমঠের গ্রন্থাবলী

শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুরের বিরচিত
ভক্তি গ্রন্থাবলী।

উৎকৃষ্ট কাগজে বিলাতী ধরণে বাঁধাই
স্বর্ণালঙ্কৃত। চতুর্থ সংস্করণ। বিস্তারিত সূচীসহ

জৈবধর্ম্ম বাঁধাই ২, দুই টাকা

প্রকাশিত হইয়াছে

সনাতন সর্ব্বশাস্ত্র বেদ, বেদান্ত, উপনিষৎ গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত, পুরাণ, স্মৃত্যাদি সকল গ্রন্থ পাঠ করিবার অবসর অল্প মানবের ঘটিয়া থাকে। অনেকের যোগ্যতা না থাকায় সেই সমস্ত গ্রন্থের মর্ম্ম অবগত হইতে পারেন না। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বাঙ্গালীর এই অসুবিধা দূরীভূত করিবার জন্য এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

বিদ্যালয়ের ছাত্র বা শিক্ষকগণের বিশেষ পাঠ্য, এই হেতু শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টর বাহাদুর উহা সমস্ত বিদ্যালয়ের জন্য অনুমোদন করিয়াছেন।

শ্রীশিক্ষাষ্টক

প্রথম খণ্ড ভিক্ষা ১, একটাকা

শ্রীকৃষ্ণ সাধনায় বারা প্রত্যেক মানবের কর্ত্তব্য ও আনিত্য সাময়িক কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। গ্রন্থের প্রতি উক্ত বিষয় সাধারণ বোধগম্য ও প্রদর্শিত হইয়াছে। দেহের, মনের ও আত্মার পরিচয়, সমাজ, নীতি প্রভৃতি ইত্যাদি বিষয় ক্রমানুসারে এমন সুন্দরভাবে সুঅলঙ্কারে আলোচিত হইয়াছে যে, প্রথম পংক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত পাঠ না করিয়া নিবৃত্ত হওয়া যায় না।

শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ভিক্ষা ৮০

প্রমাণ খণ্ড ভিক্ষা ৮০

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিহার ও লীলাভূমি নবদ্বীপ ধাম কি? এক নব দ্বীপের প্রাচীন বিবরণ প্রত্যেক দ্বীপে শ্রীমহাপ্রভুর লীলা প্রত্যেক দ্বীপের পরিচয়, শ্রীধাম-মাহাত্ম্য ধামাপরাধ কি? ইত্যাদি বিষয় বিশেষভাবে মনোহর ছন্দে বর্ণিত। পকেট সাইজ প্রায় ১৬০ পৃষ্ঠা।

শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ

উজ্জ্বল রোজ-রু কালীতে উত্তম কাগজে ছাপা—শ্রীনবদ্বীপধাম দর্শনে ভাবুক দর্শনকারীর কি প্রকার ভাবের উদ্গম হয়, তাহা এই গ্রন্থে বর্ণিত। অতি চমৎকার। ভিক্ষা চারি আনা।

শ্রীউপদেশামৃত ।৶০ দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভৃতি উপদেশচ্ছলে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে ভক্তগণের অনুকূল ও প্রতিকূল বিচার অতি সুন্দরভাবে বিবৃত হইয়াছে। টীকা ভাষ্য শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদিষ্ট শিক্ষা ও উপদেশ বিস্তৃতভাবে দীপিত হইয়াছে।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব-জগতে অভিনব গ্রন্থ !!
শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীত-গ্রন্থাবলী

শরণাগতি পকেট সাইজ। অষ্টম সংস্করণ ভিক্ষা /০ আনা

দেহ ও মনের চেষ্টা অনিত্যবস্তু লইয়া—চিত্তে যখন জীব বুঝিতে পারে, তখন একমাত্র নিত্যবস্তু শ্রীভগবানের প্রতি তাঁহার কোন জাতীয় আবেগময়ী প্রার্থনা হয় এবং শ্রীভগবানে সর্ব্বান্তঃকরণে নিষ্কপটে কি প্রকারে শরণাপন্ন হইতে হয়, তত্ত্বাদি বিষয়ক প্রাণস্পর্শী প্রার্থনা ও আত্ম-নিবেদনমূলক গান; চতুর্থ সংস্করণও প্রকাশিত হইয়াছে

ভিক্ষা প্রতি খণ্ড /০ এক আনা

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা— /০, নবদ্বীপশতক— /০
অর্থপঞ্চক—/০

কল্যাণকল্পতরু পকেট সাইজ পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা /১০

আমরা প্রত্যহ নূতন অভাব ও কামনার বশবর্ত্তী হইয়া পুনঃপুনঃ যে অকল্যাণকে কল্যাণ বলিয়া গ্রহণ করি এবং যাহার নিকট কল্যাণ কামনা করি, কোন্ বস্তু নিত্য বা যথার্থ কল্যাণ প্রদানে সমর্থ এবং কোন্ বস্তু আমাদের নিত্য কল্যাণদাতা এবং কি ভাবে আমরা সেই কল্যাণদাতার নিকট হইতে কল্যাণ লাভ করিতে পারি, এই সকল কথা সরল গানে লিখিত। এই গ্রন্থ সর্ব্বজীবের কল্যাণের কল্পতরু, যিনি প্রত্যেককে নিত্যকল্যাণ প্রদান করেন।

শ্রীল চক্রবর্ত্তি ঠাকুরের টীকা সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠাকুর কৃত টীকা ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কৃত বঙ্গানুবাদ, টীকাকারের জীবনী, শ্লোক-সূচী বিস্তৃত সূচী প্রভৃতি বহু প্রয়োজনীয় বিষয় সংবলিত প্রায় ৮০০ পৃষ্ঠা। উৎকৃষ্ট কাপড়ে বাঁধাই ২, দুই টাকা, কাগজে বাঁধা ১॥০

শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ কৃত ভাষ্য সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

কাগজ ও ছাপা উৎকৃষ্ট। সিল্কে বাঁধাই সোণার জলে নাম লেখা রাজসংস্করণ ৩ টাকা, সাধারণ সংস্করণ ১॥০, গৌড়ীয়ের গ্রাহকপক্ষে ১॥০

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি (বৈষ্ণব অভিধান গ্রন্থ)

বিষয়—১। ... কথাকে বাচক সংজ্ঞাদি, ... ২। গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের চরিত্র, ৩। বৈষ্ণবসম্প্রদায়-সম্বন্ধীয় শ্রীমন্দির ও শ্রীবিগ্রহের বিবরণ, ৪। বৈষ্ণবতত্ত্ব ও গ্রন্থসমূহের তাৎপর্য্য ও বিবরণ, ৫। বৈষ্ণব সিদ্ধান্তের ... শাস্ত্রীয় আকরমূলে বর্ণিত তথ্য। চারিখণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ১ম খণ্ড ১০, ২য় খণ্ড ১০, ৩য় খণ্ড ১০, ৪র্থ খণ্ড ॥০, চারিখণ্ড একত্রে ৩, (ডাক খরচ স্বতন্ত্র)।

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ—১ম খণ্ড ১, এক টাকা ২য় খণ্ড ১, এক টাকা শ্রীমদ্ভাগবতের গ্রাহক ও গৌড়ীয় গ্রাহকগণ ১০ টাকায় দুইখণ্ড পাইবেন। বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমজ্জীব গোস্বামিপাদের রচিত গ্রন্থ। উহা ষট্সন্দর্ভের অধিক প্রয়োজনীয় অংশ। প্রতি খণ্ড ... ফর্ম্মায় ৬৪ পৃষ্ঠা আকারে মুদ্রিত হইতেছে।

শ্রীমদ্ধ্যানচন্দ্র গোস্বামী সম্পাদিত

সদাচারস্মৃতিঃ

ভিক্ষা ।০ মাত্র

প্রাপ্তিস্থান— শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীমায়াপুর (প্রাচীন নবদ্বীপ) নদীয়া।

[illegible]

রেজেষ্টার্ড

মদন মঞ্জরী

বটিকায় স্নায়ু ও ধাতুদৌর্ব্বল্য, ইন্দ্রিয়শক্তির হ্রাস, প্রস্রাবের সহিত শুক্রপাত, বদহজম, মাথাঘোরা, বুক ধড়ফড়ানি, অনিদ্রা প্রভৃতি লক্ষণ সত্বর নির্দ্দোষ আরোগ্য হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ৩০ বটী ১, এক টাকা।

"অপুং সন্তানারি ঘৃত"

পুরুষত্বহানি রোগে ব্যবহারে নিশ্চয় আরোগ্য করিয়া সন্তানপ্রদ করে। মূল্য ২ তোলা ১, টাকা।

"রমণবিলাসিনী বটিকা"

বীর্য্যধারণ করত দেহের শক্তি স্ফূর্ত্তি ও বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয়। মূল্য ১৬ বটী ১, এক টাকা।

রাজবৈদ্য নারায়ণজী, কেশবজী।
১৭৭নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

বিজ্ঞাপন

সাবধান! সাবধান!! সাবধান!!!

জে, বি, দত্তের ঢোকা শিশি বাদাম তৈল

আদি ও অকৃত্রিম এবং উপকারিতায় সর্ব্বজন পরীক্ষিত ও বহু প্রশংসিত।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী *J. B. Datta & Co.* নাম লেখা দেখিয়া খরিদ করিবেন। নতুবা অসাধু লোকেরা বাজারের কৃত্রিম তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে।

বিনীত— জে, বি, দত্ত

ফেরাস্ কুইনিন

নূতন এবং পুরাতন ম্যালেরিয়ার যম

ইহাতে উপযুক্ত মাত্রায় আয়রন, হাইড্রোক্লোরাইড কুইনিন, আর্সেনিক এবং ... আছে।

এই ফেরাস্ কুইনিন দ্বারা ইন্জেকসন করিলে একটী বা দুইটী ইন্জেকসনেই সকলপ্রকার কঠিন ম্যালেরিয়া জ্বর বন্ধ করে এবং ছয় হইতে বারটী ইন্জেকসনে ম্যালেরিয়ার সমস্ত উপসর্গ নষ্ট করিয়া দেয়।

৬ এম্পুলপূর্ণ প্রতি বাক্স—মূল্য ..., ...
...

পর-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

এখানে আহার এবং বাসস্থান দিয়া বিদ্যার্থিগণকে বিভিন্ন শিক্ষণীয় বিষয় শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। অনেক ছাত্র ইতোমধ্যেই আসিয়া পাঠ আরম্ভ করিয়াছেন। বর্ত্তমানে ... সকল ছাত্রই গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

প্রধান অধ্যাপক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রচন্দ্র কাব্য-ব্যাকরণ-সাংখ্য-বেদান্ত-ষড়্দর্শন-তীর্থ, সাংখ্যভূষণ, বেদান্তরত্ন, সাহিত্যশাস্ত্রী, সুদর্শনবাচস্পতি।

অধ্যাপক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গৌরদাস ব্রহ্মচারী ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীধাম মায়াপুর পরবিদ্যাপীঠ, (নদীয়া)

বেদনাঞ্জন

শ্রেষ্ঠরত্ন

কলিকাতা কংগ্রেস একজিবিসন হইতে বহু প্রশংসা প্রাপ্ত ও বহু গণ্যমান্য ভদ্রমহোদয়গণ কর্ত্তৃক প্রশংসিত।

আজকাল বাজারে চলিত মিশ্রিত ও বিষাক্ত আহার্য্য সেবনে শরীরের রক্ত স্বভাবতঃ দোষিত হইয়া পড়িতেছে। রক্তই মানবদেহের শ্রেষ্ঠ উপাদান, এই রক্ত দোষিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মানব বাত, বেদনা, মাথাধরা, মাথা-ঘোরা, দক্ষিণাঙ্গের ব্যথা, শরীরের গোড়া ফুলা, দাঁত কনকনানি, দাঁতে পোকা এবং গোস, চুলকানি প্রভৃতি কষ্টদায়ক চর্ম্মরোগে আক্রান্ত হইতেছে। যদি আপনি একান্তই ব্যাধিমুক্ত হইতে চান, তাহা হইলে অযথা পয়সার অপব্যয় না করিয়া অল্প ব্যয়ে, এক শিশি বেদনাঞ্জন ক্রয় করিয়া ইহার কার্য্যকারী-শক্তি উপলব্ধি করুন। গুণের তুলনায় মূল্য অত্যন্ত কম, এক শিশি ।৵০ আনা মাত্র, মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান—এ, সি, চাটার্জ্জী এণ্ড ব্রাদার্স।

৬৬নং ... লেন, সালকিয়া হাবড়া।

সকল মণিহারী দোকানে ও বড় বড় ডাক্তারখানায় পাওয়া যায়।

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

যদিও অদ্যাপি প্রকৃত মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য, তথাপি যাঁহারা নানাবিধ অনিয়মিত উপায়ে অপরিমিত শক্তি নষ্ট করিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন এবং নানা প্রকার মেহ, প্রমেহ ধাতুদৌর্ব্বল্য, স্নায়বিক দুর্ব্বলতা, বহুমূত্র, দুঃস্বপ্ন, পারদ-সংক্রান্ত পীড়া, অর্শ এবং স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে যাঁহারা বাধক, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, সূতিকা, শ্বেত ও রক্তপ্রদর, হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি রোগে ভুগিয়া জীবনে নিরাশ হইয়াছেন, তাঁহারা আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটাল সাহেবের আবিষ্কৃত **ইলেক্ট্রিক সলিউসন** ব্যবহার করিয়া বাঁচিতে পারেন, তাহার শত সহস্র প্রমাণ প্রতি বৎসরেই পাওয়া যাইতেছে। যাঁহারা অন্যান্য বহুবিধ ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরোগ্য হইতে পারেন নাই, তাঁহারা একবার এই ঔষধটী ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক মাসের ব্যবহারোপযোগী এক শিশি ঔষধ ডাকমাশুল সহ ২৷০ টাকা মাত্র।

সোল এজেণ্ট—ডাঃ ডি, ডি, হাজরা।

ফতেপুর, গার্ডেনরিচ পোষ্ট, কলিকাতা।

ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

অধ্যক্ষ

শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম.এ. এফ.সি.এস (লণ্ডন)

ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক

(প্রফেসার)

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ বিশুদ্ধ ও শাস্ত্রমতে নিজ তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হয়। পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ক্যাটালগ পাঠান হয়। রোগের বিবরণ জানাইলে যত্নপূর্ব্বক ব্যবস্থা দেওয়া হয়। চিঠি পত্রাদি সম্পূর্ণরূপে গোপন রাখা হয়।

মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দূর)

(বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৮৲ টাকা

উৎকৃষ্ট স্বর্ণ, পারদ ও আমলাসার গন্ধক দ্বারা যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। নিত্য প্রয়োজনীয় সর্ব্বরোগনাশক মহৌষধ

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৬৲ টাকা

উৎকৃষ্ট কাশীর আমলকী, দশমূলাদি প্রভৃতি যাবতীয় উপাদানে পূর্ণ মাত্রায় যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। কফ, কাসি, সর্দ্দি, যক্ষ্মা, ক্ষয়রোগ, হৃদরোগ প্রভৃতি রোগের মহৌষধ। সর্ব্বপ্রকার দুর্ব্বলতা নাশক অতিশয় পুষ্টিকর মহৌষধ বা খাদ্য বিশেষ।

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬৲ টাকা

ইহা সেবনে ধাতুদৌর্ব্বল্য, শুক্রতারল্য, স্বপ্নদোষ, প্রমেহ ও ধ্বজভঙ্গ সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায়। ইহা অপরিসীম আনন্দদায়ক রসায়ন।

অবলাবান্ধব যোগ

প্রদর, বাধক প্রভৃতি জরায়ুদোষ ও যাবতীয় স্ত্রীরোগ রোগের মহৌষধ।

মূল্য—১৬ মাত্রা ২৲ টাকা। ৫০ মাত্রা ৫৲ টাকা মাত্র

বিশুদ্ধ জল! ভয় নাই! বিশুদ্ধ জল!!

লক্ষ্মী টিউব-ওয়েল কোং

২০৫নং নবাবপুর, ঢাকা

বর্ত্তমান-যুগের নব আবিষ্কৃত যন্ত্রপাতিদ্বারা উন্নত বৈজ্ঞানিক-খনন-প্রণালীতে নলকূপ (*Tube-wells*) নির্ম্মাণ করা হয়। বঙ্গের লাট বাহাদুর, প্রাইভেট সেক্রেটারী, জিলা-ম্যাজিষ্ট্রেট, জিলা-বোর্ডের চেয়ারম্যান, ইঞ্জিনিয়ার, জমিদার, তালুকদার, প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত ভদ্রমহোদয়গণ এই কোম্পানীর কার্য্য দেখিয়া প্রশংসা করিয়াছেন। রাসায়নিক পরীক্ষায় জল বিশুদ্ধ না হইলে মূল্য গৃহীত হয় না। বিস্তৃত বিবরণের জন্য পত্র লিখুন

বিজ্ঞাপিত কেন?

সাধারণের হিতার্থে, মানবের দুঃখ না হইতে পারে তাহার পন্থা ইত্যাদি সম্বলিত "কামশাস্ত্র" গ্রন্থখানি যিনি পাঠ করেন নাই, তিনি আবেদন করিলে বিনামূল্যে প্রাপ্ত হউন। উহা পাঠে উপকৃত হইয়া ৭৫০০০ হাজার লোক কৃতজ্ঞ হইয়াছেন। প্রায় ৫০ বৎসরের পরীক্ষিত, শুক্রতারল্য, স্বপ্নদোষ ইত্যাদির যম "আতঙ্ক-নিগ্রহ বটিকা" প্রতি কৌটার মূল্য ১৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান—আতঙ্ক-নিগ্রহ ফার্ম্মাসী, ২১৪ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা।

মনোমোহন প্রেস

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা।

পূর্ব্ব-বাঙ্গালায় সুলভে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত বৈদ্যুতিক মেশিনে দিবারাত্র কাজ চলিতেছে বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা।

শ্রীমায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীকৃষ্ণ কান্তি ব্রহ্মচারী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

স্থানীয় সংস্করণ

Registered No. C 1544

বিজ্ঞাপনের হার।
প্রতিবারে
প্রতি লাইন ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩॥০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

দৈনিক
নদীয়া-প্রকাশ
নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহ
ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৬৲
ষাণ্মাসিক ৩৲
ত্রৈমাসিক ১৸০
মাসিক ৸৵০
নগদ
প্রতি সংখ্যা /৫

৪র্থ খণ্ড — সম্পাদক—প্রত্নবিদ্যালঙ্কার শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী — [২৮৮ সংখ্যা]

শ্রীচৈতন্য মঠ শ্রীধাম মায়াপুর ২৯শে মাঘ বুধবার ১৩৩৬ ১২ই ফেব্রুয়ারী ১৯৩০

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থাবলী

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্, শ্লোক সটীক, বিবৃতি প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত। ভিক্ষা, প্রতি খণ্ড সাধারণ পক্ষে ১৷০ গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশ গ্রাহক পক্ষে ৷৴০
২। ভাষ্য সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ) ৫৲
৩। গৌড়ীয়-গীতা ৶০
৪। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।০
৫। ভজনরহস্য ॥০
৬। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
" " " আবাঁধা ৸০
৭। গীতা (শ্রীবলদেবভাষ্যসহ) বাঁধা ২৲ আবাঁধা ১॥০
৮। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তী টীকা-সহ) বাঁধা ২৲ আবাঁধা ১॥০
গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ॥০
৯। [illegible] সানুবাদ (মাধ্ব) ২৲
১০। বেদান্ততত্ত্বসার সানুবাদ (রামানুজীয়) ॥০
১১। জৈবধর্ম্ম ২৲
১২। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৩। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৪। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ১৵০
১৫। দ্বীপ-দিগ্দর্শন ৵০
১৬। সাধনপথ (৩য় সংস্করণ) ।৵০
১৭। আচার ও আচার্য্য ।
১৮। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
১৯। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৵০
২০। শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ৵০
২১। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য (প্রমাণখণ্ড) ৶০
২২। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ৵০
২৩। শ্রী[illegible] পরিক্রমা দর্পণ ।০
২৪। শরণাগতি, গীতাবলী, গীতমালা, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, নবদ্বীপাষ্টক, অর্থপঞ্চক ও সদাচারস্মৃতি মোট ১৷০
২৫। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ও অচঞ্চল ৵০
২৬। সাধককণ্ঠমণি ।০
২৭। সংস্কার-দীপিকা ।৶০
২৮। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড) ৩৲
২৯। পঞ্চরাত্র [illegible] ॥০
৩০। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ৸০
৩১। মণিমঞ্জরী সানুবাদ ৷০
৩২। গৌরকৃষ্ণোদয় ৸০
৩৩। শ্রীচৈতন্যভাগবত (বিরাট, দ্বিতীয় সংস্করণ) ৫৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

অপূর্ব্ব সুযোগ! অপূর্ব্ব সুযোগ!

শ্রীধাম মায়াপুর প্রদর্শনী

আমোদপ্রমোদের বিপুল আয়োজন
অভাবনীয় বিরাট ব্যাপার
২ই ফেব্রুয়ারী হইতে যাত্রা বায়স্কোপ প্রভৃতির প্রচুর বন্দোবস্ত।
সকলেই যোগদান করুন

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৮০, [illegible] টাকা।

২৭২৪ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে,

সপ্তচত্বারিংশ খণ্ডে সূচী ছাপা হইতেছে।

৪৬শ খণ্ড পর্য্যন্ত নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে ২৫।৵০ সাধারণ পক্ষে ২০৸৵০। প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৵০, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ।/০।

দশম স্কন্ধের ভিক্ষা ১২৲, অগ্রিম সাধারণের পক্ষে ৮৲।

৬২ অধ্যায় পর্য্যন্ত একাদশ সংখ্যা ছাপা হইয়াছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

"শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত"

সূচী প্রভৃতি সহ সম্পূর্ণ ছাপা শেষ হইয়াছে

আদি, মধ্য, ও অন্ত্যলীলা এবং সূচী ছাপা হইয়া [illegible] প্রকাশিত হইয়াছেন। যাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ১০৲ টাকা ভিক্ষার তৃতীয় সংস্করণ ৪ টাকায় না পাইয়া অপর সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের জন্যই উহার ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছেন। সেই ১০৲ টাকার এই বিরাট গ্রন্থের শত সংখ্যা মাত্র ৫৲ টাকা ভিক্ষায় দেওয়া হইতেছে। গ্রাহকগণ সত্বর হউন পরে আর এ সুযোগ থাকিবে না।

শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাস আখ্যাত

শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

সভাষ্য আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র গ্রন্থ ৮৲ স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲

নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪৷৷০ টাকা

শ্রীধাম মায়াপুর নবদ্বীপ প্রদর্শনীতে

শ্রীধর ভাণ্ডার, ঢাকা।

ঢাকার প্রসিদ্ধ বস্ত্র ব্যবসায়ী শ্রীধর ভাণ্ডার শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিয়াছেন। ঢাকার বিখ্যাত মসলিন [illegible] ধুতী, শাড়ী, জামদানী কাপড় এবং খদ্দরের শাড়ী ধুতী, বানারসী শাড়ী চাদর, [illegible] মুগার কাপড় নানাপ্রকার কাপড়, চাদর শ্রীধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপ-প্রদর্শনীতে [illegible] হইতে পাইকারী ও খুচরা বিক্রয় [illegible] হইতেছে। [illegible] এলাহাবাদ, বোম্বে, [illegible] মাদ্রাজ, [illegible] হইতে [illegible] দর্শক [illegible] হইতে পারিবেন। আমাদের দর যে সুলভ [illegible] বুঝিতে পারিবেন।

প্রদর্শনীর ঠিকানা—

শ্রীধর ভাণ্ডার ষ্টল

শ্রীধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপ-প্রদর্শনী

পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর (নদীয়া)

শ্রীধর ভাণ্ডার, [illegible] নবাবপুর, ঢাকা।

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত ভক্তি গ্রন্থাবলী

যে সব উৎকলবাসী ভক্ত বাংলা অক্ষর পড়িতে জানেন না, তাঁহাদের শ্রীশ্রীল প্রভুর প্রচারিত পরম উপাদেয় ভক্তি-কথা জানিবার সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে উড়িয়া-অক্ষরে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হইয়াছে বাংলা গ্রন্থের তুলনায় উহার গ্রন্থগুলির ভিক্ষাও অপেক্ষাকৃত অল্প।

গ্রন্থের নাম	ভিক্ষা
শ্রীহরিনাম চিন্তামণি, প্রতিখণ্ড	৷৷০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	১৲
সাধন [illegible] (শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টক) প্রতিখণ্ড	।০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৷০
কল্যাণ কল্পতরু প্রতিখণ্ড	৵০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	।০
গীতাবলী প্রতিখণ্ড	/১০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৵১৫
শরণাগতি প্রতিখণ্ড	/০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৵৫

প্রাপ্তিস্থান— শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ, কটক এবং শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, পুরী

দৈনিক নদীয়া—প্রকাশ

নিম্নলিখিত মঠসমূহে প্রাপ্তব্য:—

১। শ্রীচৈতন্য মঠ,— পোঃ শ্রীধামমায়াপুর, (নদীয়া)।
২। শ্রীগোরগদাধর মঠ,— চাঁপাহাটি, সমুদ্রগড় পোঃ, (বর্দ্ধমান)।
৩। শ্রীভাগবত আসন,— ভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৪। শ্রীগৌড়ীয় মঠ,— [illegible] নং উল্টাডাঙ্গা জংসন রোড, কলিকাতা।
৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ,— [illegible], পুরী।
৬। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ,— উড়িয়া বাজার, কটক।
৭। শ্রীভাগবত মঠ,— [illegible], বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।
৮। শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ,— [illegible] নং অগস্ত্যকুণ্ডা[illegible], কাশী, ইউ, পি।
৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,— [illegible], বৃন্দাবন, মথুরা, ইউ, পি।
১০। শ্রীপরমহংস মঠ,— নৈমিষারণ্য পোঃ, [illegible], ইউ পি।
১১। শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ,— কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল, পাঞ্জাব।
১২। শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠ,— [illegible] নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।
১৩। শ্রীগদাইগৌরাঙ্গ মঠ,— বালিয়াটি, ঢাকা।
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম,— আমলাযোড়া, রাজবাঁধ পোঃ, বর্দ্ধমান।
১৫। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ,— [illegible] কোনা, চিরকুণ্ডা পোঃ, মানভূম।
১৬। শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয় মঠ,— আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী, উড়িষ্যা।
১৭। শ্রীগৌড়ীয় মঠ কার্য্যালয় [illegible] রোড নিউ দিল্লী

তদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণের নিকটও নদীয়া-প্রকাশ প্রাপ্তব্য।

১। শ্রীযুক্ত জনার্দ্দন ঘোষ—বড় বাজার [illegible] রোড, খুলনা।
২। শ্রীযুক্ত রাধাচরণ গোস্বামী ডাক্তার [illegible] ওয়ানগঞ্জ, কদমবাড়ী কুচবিহার।
৩। শ্রীযুক্ত রামবল্লভ রায় [illegible] নং শ্রীগোপাল মল্লিক লেন, কলিকাতা।
৪। মিঃ এন ডি. মুখার্জ্জি—এম, এস, ওয়ার্কস দি মল, কানপুর।
৫। শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী [illegible]—স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া।
৬। শ্রীরাসবিহারী দাস অধিকারী, নবদ্বীপ।
৭। শ্রীব্রজমোহন [illegible] মনমোহন প্রেস, নবাবপুর, ঢাকা।
৮। [illegible] নাথ গড়গড়ি [illegible], ২৪ পরগণা
[illegible]

অপরাধে না ভজে কৃষ্ণ, দুষ্ট সঙ্গ করে। পুন সেইমত যায় পাপে [illegible]

করিতে হয়, প্রাণায়াম করিতে হইলে তাহার দেশ ও কালের নিয়ম আছে। আহার সম্বন্ধে কতকগুলি বিধি আছে। কার্য্যারম্ভ কালে সে সকল বিষয় জানিবেন। প্রথমে নাড়ী শুদ্ধির আবশ্যক। নাড়ী শুদ্ধির পর কুম্ভক করিতে হয়। নাড়ী শুদ্ধি কার্য্যে প্রায় তিন মাস লাগে। কুম্ভক অষ্ট প্রকার অর্থাৎ সহিত, সূর্য্যভেদী, উজ্জায়ী, শীতলী, ভস্ত্রিকা, ভ্রামরী, মূর্চ্ছা ও কেবলী। রেচক, পূরক ও কুম্ভক রূপ অভ্যাস নিয়মিতরূপে সাধিত হইলে, শেষে কেবল কুম্ভক হইতে পারে।

১৮। প্রাণায়াম দ্বারা লাঘব হইলে সাধক আসন, পরে ধারণা ও অবশেষে সমাধি করিতে পারেন। ইহার বিশেষ বিবরণ কার্য্য-কালে উপদেশ করিব।

এবম্বিধ হঠযোগের সাধনা করিলে মনুষ্য অনেক আশ্চর্য্য কার্য্য করিতে পারে। তাহা ফল দৃষ্টে বিশ্বাস করা যায়। আধুনিকেরা যোগাঙ্গ বিষয়ে বিভিন্ন মত প্রকাশ করিয়াছেন, যথা, নিরীশ্বর সাংখ্যে, চতুর্থ পটলে, :—

আসনং প্রাণসংরোধঃ প্রত্যাহারশ্চ
ধারণা।
ধ্যানং সমাধিরেতানি যোগাঙ্গানি
বদন্তিষট্॥

আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি এই ছয়টি যোগের অঙ্গ। এবম্বিধ দত্তাত্রেয়াদির মত ভিন্ন প্রকার হইলেও তাঁহাদের প্রণালী সকলই মূলে এক প্রকার। আমি হঠযোগ সাধন করিয়া সন্তোষ লাভ করি নাই, যেহেতু মুদ্রা সাধনে এক প্রকার শক্তি উদয় হয় যে, সাধক আর অগ্রসর হইতে পারেন না। বিশেষতঃ নেতি, ধৌতি প্রভৃতি যে কার্য্য এতদূর উৎকট, যে সাধক নিকটে না থাকিলে অনেক সময় প্রাণনাশের আশঙ্কা আছে। আমি কাশী হইতে নবদ্বীপে গমন করিলে, একজন রাজযোগী আমাকে কৃপা করিয়া রাজযোগ শিক্ষা দেন। তদবধি আমি হঠযোগকে পরিত্যাগ করিয়াছি।

এই কথা বলিয়া বাবাজী কহিলেন, অদ্য এই পর্য্যন্ত থাকুক, আর এক দিবস রাজযোগের বিষয় উপদেশ করিব। বেলা প্রায় অবসান হইল। একবার পূজ্যপাদ পণ্ডিত বাবাজীর আশ্রমে যাইতে বাসনা হইতেছে।

যে সময়ে যোগী বাবাজী হঠযোগ ব্যাখ্যা করিতেছিলেন, তখন তাঁহার গাম্ভীর্য্য দর্শন করিয়া নরেন বাবু ও আনন্দ বাবু অনেকটা শ্রদ্ধালু হইয়া তাঁহার কথা মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ করিতেছিলেন।

শুনিতে শুনিতে বাবাজীর প্রতি তাঁহাদের একটু বিশ্বাস ও ভক্তি জন্মিল। প্রাণে একটু ভক্তির উদয় হইল। উভয়েই বলিলেন, "বাবাজী! ... নরেন

সহিত তত্ত্বালোচনা করিতে বড়ই সুখী হই। অতএব এখানে কয়েক দিবস অবস্থিতি করিব, মানস করিয়াছি। আপনকার কৃপায় আমাদের বিশেষ শিক্ষা হইয়াছে।"

বাবাজী কহিলেন, "ভগবান কৃপা করিলে, অচিরে আপনারা শুদ্ধ ভক্ত হইবেন, তাহাতে সন্দেহ কি?"

নরেন বাবু কহিলেন, "পৌত্তলিক মত স্বীকার করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব, কিন্তু এখন ... দেখিতেছি, বৈষ্ণবেরা নিতান্ত সারহীন নহেন, বরং তাঁহাদিগকে অপেক্ষা অধিকতর তত্ত্বজ্ঞানী বোধ হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, তত্ত্বজ্ঞানী হইলেও পৌত্তলিক পূজা কেন পরিত্যক্ত হয় না বুঝিতে পারি না। বৈষ্ণব ধর্ম্ম পৌত্তলিক হইলে, ব্রাহ্ম ধর্ম্মের সহিত ঐক্য হইলে, আমরাও অনায়াসে আপনাদিগকে বৈষ্ণব বলিতে কুণ্ঠিত হইব না।"

বাবাজী নিতান্ত গম্ভীর। অল্পবয়স্ক ব্যক্তিগণকে কিরূপে ভক্তিপথ দেখাইতে হয় তাহা জানেন। অতএব সে সময় কহিলেন, আজ ও সকল কথা থাকুক।

মল্লিক মহাশয় বাবাজীর জ্ঞান ও প্রেমে মুগ্ধ হইয়া নিস্তব্ধ ছিলেন। বিশেষতঃ তিনি হঠযোগের বৃত্তান্তগুলি মনে মনে স্মরণ করিয়া এই চিন্তা করিতেছিলেন। অহো! আমরা কি মূর্খ! সামান্য মেস্মেরিজম্, কিম্বা হঠযোগের বৃত্তান্ত ও ভূতবিদ্যার জন্য মেডেম্ ব্লাভেৎস্কির নিকট মান্দ্রাজে গিয়াছিলাম। এতাদৃশ মহানুভব যোগীবরকে এ পর্য্যন্ত দর্শন করি নাই। নিত্যানন্দ দাসের কৃপায় আমার শুভদিন ঘটিয়াছে, সন্দেহ নাই।

নরেন বাবু ও আনন্দ বাবু কয়েকদিন বাবাজীর সহিত অনেক তত্ত্ব-বিষয়ের আলোচনা করিতে লাগিলেন। তাহাতে বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রতি তাঁহাদের অনেকটা শ্রদ্ধা হইল, শুদ্ধভক্তির তত্ত্ব অনেকটা বুঝিতে পারিলেন। বৈষ্ণবধর্ম্মে যে এত ভাল কথা আছে, তাহা তাঁহারা পূর্ব্বে জানিতেন না। ধিওডোর পার্কার যে শুদ্ধভক্তির বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা নরেন বাবুর ভাল বুঝি বৈষ্ণব ধর্ম্মের ... দেখিতে পাইল। আনন্দ বাবু শুদ্ধভক্তির বিষয় অনেক ইংরাজী গ্রন্থে পড়িয়াছিলেন, কিন্তু পুরাতন বৈষ্ণব ধর্ম্মে তাহার অধিকতর আলোচনা দেখিয়া একটু আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। কিন্তু উভয়েই এ বিষয় বিতর্ক করিতে লাগিলেন, যে, যাহারা এতদূর শুদ্ধভক্তির তত্ত্বালোচনা করিতে পারে, তাহারা কিরূপে রামকৃষ্ণাদি মানবের পূজা ও পৌত্তলিক ধর্ম্ম প্রচার করিয়া থাকে।

একদিন যোগী বাবাজী কহিলেন, চলুন পণ্ডিত বাবাজীকে দর্শন করি। বেলা অবসান হইলে সকলেই পুলকিত ... বাবাজীর আশ্রমে যাত্রা করিলেন।

তৃতীয় খণ্ড সমাপ্ত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গঙ্গার পূর্ব্বপারে শাস্ত্র ও ইতিহাস-প্রসিদ্ধ

শ্রীধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপ

দর্শন করুন! দর্শন করুন!! দর্শন করুন!!!

আপনি কি প্রত্নতত্ত্বে কৌতূহলী?

শ্রীধাম-মায়াপুরে আসুন। ব্রাল-স্তূপ, বল্লালদীঘী, মহাপ্রভুর জন্মস্থান, গোলভাঙ্গার ডাঙ্গা, চাঁদকাজির সমাধি, সুবর্ণ-বিহার, শরডাঙ্গা, ক্ষেত্রডাঙ্গা প্রভৃতি কত কত বিষয় দেখিবেন, আসুন।

আপনি কি ঐতিহাসিক?

শ্রীধাম মায়াপুরে আসুন। যেস্থান গৌড়দেশের সুপ্রাচীন রাজধানী ছিল, মহর্ষি পাণিনি যাহাকে 'গৌড়পুর' বা 'গৌড়বালেন্দ্রপুর' বলিয়াছেন,—যেস্থানে—বৌদ্ধধর্ম্মের বিস্তারকালের নিদর্শন স্বরূপ সুবর্ণ-বিহার আজও দণ্ডায়মান রহিয়াছে,—যেস্থানে স্বাধীন সেনরাজ ও পালরাজগণের বহু কীর্ত্তিস্তম্ভের ধ্বংসাবশেষ আজও প্রাচীন স্মৃতির উদ্দীপনা করিয়া দিতেছে—যেস্থানে বাঙ্গালার স্বাধীনতার গৌরব-রবি অস্তমিত হইয়াছিল—যেস্থান হইতে লক্ষ্মণসেন বক্তিয়ারের আগমনে পলায়ন করিয়াছিলেন—আবার যেস্থানে বিশ্বের গৌরব রবি শ্রীগৌরাঙ্গদেব উদিত হইয়া জগতের পূজা পেম জ্ঞাপন করিয়াছিলেন, সেই স্থান দর্শন করুন।

আপনি কি কবি?

শ্রীধাম মায়াপুরে আসুন। জয়দেব কবির মধুর মাধুর কোমল কান্ত-পদাবলীতে যেস্থানে সুরধুনী উজান বহিত—যেস্থানে সর্ব্বপ্রথমে বাঙ্গালার নাটামঞ্চ আবিষ্কৃত হইয়াছিল—যেস্থানে সর্ব্বপ্রথমে মৃদঙ্গ-করতালের সহিত সঙ্কীর্ত্তন আবিষ্কৃত হইয়াছিল—যে স্থানে আবহাওয়া কাব্যভরা, সেই শ্রীধাম-মায়াপুর দর্শন করুন।

আপনি কি স্বদেশানুরাগী?

শ্রীধাম-মায়াপুরে আসুন। যেস্থানে বিশ্বের গৌরব বাঙ্গালীর দেশে বাঙ্গালা ভাষায় অমৃতের কথা কহিয়াছিলেন, সেস্থান সর্ব্বাগ্রে দর্শন না করিলে আপনার স্বদেশ-প্রীতি, জাতীয়তা কোথায়? গোলোকের ঠাকুর কিরূপে ভূলোকে বাঙ্গালীর রূপে স্বদেশ-প্রীতি শিক্ষা দিয়াছিলেন, তাহা শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিয়া দর্শন করুন।

আপনি কি ধর্ম্মাচারী?

শ্রীধাম মায়াপুরে আসুন। ধর্ম্মরাজ্যের একচ্ছত্র অধিনায়ক শ্রীগৌরসুন্দরের জন্মস্থান, লীলাস্থান দর্শন করুন—সাধুমুখে হরিকীর্ত্তন, বক্তৃতা, ভাগবত-ব্যাখ্যা শ্রবণ করুন, সকল প্রশ্নের সমাধান লাভ করিবেন। শ্রীধাম-নবদ্বীপ পরিক্রমা করুন, তীর্থভ্রমণের ফল পাইবেন—শ্রীচৈতন্যদেবের ধর্ম্মে সকল ধর্ম্মের যথার্থ সমন্বয় দেখিতে পাইবেন। যদি উদারতম ধর্ম্মের—বাস্তব সত্যের সন্ধান পাইতে চান, তাহা হইলে উদারবিগ্রহ মহাপ্রভুর লীলাস্থলী শ্রীধাম-মায়াপুর দর্শন করুন।

এখানে কপট-প্রথা নাই, কোন প্রকার অবৈধ ব্যাপার নাই, জল-বায়ু অত্যুত্তম, থাকিবার স্থান ও আহার্য্যের বন্দোবস্ত আছে, যান-বাহনাদি সবই পাইবেন, আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই শ্রীধাম-মায়াপুরে সবান্ধবে আসিয়া ভগবানের লীলাস্থলী দর্শন করুন। এ বৎসর শ্রীধাম-মায়াপুরে বিরাট প্রদর্শনী উন্মুক্ত হইয়াছে। তাহাতে দেখিবার, শুনিবার, জানিবার সহস্র সহস্র বিষয় রহিয়াছে।

পথ

কলিকাতা হইতে ই, বি, রেলে কৃষ্ণনগর, কৃষ্ণনগর হইতে লাইট রেলওয়ে মহেশগঞ্জ বা নবদ্বীপঘাট ষ্টেশনে পৌঁছিলে তথা হইতে শ্রীধাম-মায়াপুর-প্রদর্শনীর স্থান অতি নিকটবর্ত্তী। প্রদর্শনীতে যাইবার জন্য মোটরবাস, টাঙ্গা, ঘোড়ার গাড়ী, গরুর গাড়ী সকল প্রকার বন্দোবস্তই আছে।

শ্রীকুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ
শ্রীধাম মায়াপুর নবদ্বীপ প্রদর্শনী
পোঃ অঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

[illegible] কথা

প্রদর্শনী

মায়াপুর-নবদ্বীপ-প্রদর্শনী উপলক্ষে [illegible] ছায়াচিত্র প্রদর্শন [illegible]। [illegible] সহস্রেরও অধিক দর্শক [illegible]।

শ্রীধাম মায়াপুর নবদ্বীপ প্রদর্শনী স্বেচ্ছাসেবক বিভাগ

[illegible] কলিকাতা [illegible] শ্রীধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপ-প্রদর্শনীর কর্তৃপক্ষের সাহায্যার্থে [illegible] স্বেচ্ছাসেবক প্রেরণ [illegible] স্বেচ্ছা[illegible] [illegible] সকল কলিকাতাবাসী যুবকবৃন্দ পল্লীগ্রামের সমস্ত প্রকার অসুবিধা অগ্রাহ্য করিয়া শীত, রৌদ্র এবং বৃষ্টির মধ্যে যেরূপ ভাবে কঠোর পরিশ্রম করিতেছেন, তাহা বাস্তবিকই প্রশংসার যোগ্য এবং প্রদর্শনী সম্পর্কিত সকলেই সেই জন্য তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞ।

যাত্রা

শ্রীধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপ-প্রদর্শনীতে [illegible] অবৈতনিক নাট্যসম্প্রদায় [illegible] দর্শকবৃন্দের আনন্দবর্দ্ধন করিতেছেন বলিয়া তাঁহারা সাধারণের নিকট ধন্যবাদার্হ। ম্যানেজার শ্রীযুক্ত বাবু নারায়ণ দাস বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ, এবং ডিরেক্টার শ্রীযুক্ত বাবু নরেন্দ্র নাথ [illegible]।

এই সমস্ত বিশিষ্ট ভদ্র লোক আপনাদের বহুমূল্য সময় ব্যয় করিয়া শ্রীগৌরসুন্দরের সেবার জন্য প্রায় দশ দিন এখানে যাপন করিবেন, এজন্য তাঁহারা প্রশংসার যোগ্য। তাঁহারা অতি সুন্দরভাবে নিম্নলিখিত নাটকগুলির অভিনয় করিতেছেন। ১। [illegible] ২। জয়মাল্য ৩। [illegible] ৪। রাজশ্রী ৫। যুগল বীর ৬। কুমার ৬। [illegible]। [illegible] যাত্রা হইয়া গিয়াছে আরও [illegible] দিন হইবে।

ম্যানেজার বাবু উচ্চশিক্ষিত ও বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিপ্রাপ্ত। তাঁহার তত্ত্বাবধানে বন্দোবস্ত সর্বাঙ্গ সুন্দর হইয়াছে।

ধর্ম্মঘট

জি, আই, পি, রেলের শ্রমিকগণ ধর্ম্মঘট করায় ট্রেন চলাচলে গোলযোগ হইতেছে। অনেক যাত্রী বিপদের আশঙ্কায় [illegible] পরিত্যাগ করিয়াছে। ধর্ম্মঘটে [illegible] লোকেরাও যোগদান করিয়াছে।

[illegible]

[illegible] এবং [illegible] এক [illegible] হইতে [illegible] সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। [illegible] দাঙ্গায় একজন [illegible] আহত হয়। পুলিশ [illegible] দাঙ্গাকারীরা পলায়ন করে।

চল্লিশবার দাগী

মহেশ কাহার নামক এক ব্যক্তি যমুনাপ্রসাদ সাকসেনা নামক একজন পুলিশের দারোগার পকেট হইতে [illegible] টাকা চুরি করার অভিযোগে হাইকোর্টে দায়রা সোপর্দ্দ হইয়াছে। পাবলিক প্রসিকিউটর মহাশয় প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটকে বলেন যে আসামী ইহার পূর্ব্বে ৪০ বার [illegible] ফৌজদারী মোকদ্দমায় দণ্ডিত হইয়াছে।

পুলিশ প্রহসন

[illegible] এবং [illegible] এই উভয় থানায় [illegible] রাত্রিতে একটী ডাকাতি হইবে। উভয় [illegible] হইতে পুলিশ ডাকাতির স্থলাভিমুখে গমন করে। কোন থানার লোকই জানিত না যে অপর থানা হইতে লোক আসিবে। ফলে মধ্য রাত্রিতে মধ্য পথে উভয় পক্ষে সংঘর্ষ হয়। উভয় দলই অপরকে ডাকাত মনে করিয়া প্রহার করিতে ও ধরিতে চেষ্টা করে। বেদম প্রহারে পাঁচ জন আহত হইবার পর ভুল ধরা পড়ে। ইতোমধ্যে ডাকাতের দল নিজ কার্য্য সুসম্পন্ন করিয়া ফেলে। পুলিশ তিন জনকে চুঁচুড়া ষ্টেশনে ধরিয়াছে। ষ্টেশনের নিকট কতক জিনিসপত্র পাওয়া গিয়াছে।

আফগানিস্থান সংবাদ

আফগানিস্থানে কিছু কিছু খাজনা আদায় হইতেছে, সেন্যগণ [illegible] বৃদ্ধির জন্য আবেদন করিয়াছে এবং [illegible] সর্দার মহম্মদ আলাম খাঁ কাবুলে আসিয়া বশ্যতা স্বীকার করিয়াছে।

নববর্ষ

নববর্ষ উপলক্ষে ১লা বৈশাখ তারিখে ছুটীর প্রস্তাব বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় উঠিলে [illegible] সাহেব বলেন যে এবিষয়ে হাইকোর্টের, জেলা জজদিগের এবং অন্যান্য লোকের মত জানিবেন।

বৈদ্য শাস্ত্রপীঠ

ত্রিপুরার মহারাজ শ্রীযুক্ত বীর বিক্রম কিশোর মাণিক্য বাহাদুর কলিকাতায় বৈদ্য শাস্ত্র পীঠের নবভবনের ভিত্তি-স্থাপন করিয়াছেন।

আফ্রিকা ফেরত

[illegible] আফ্রিকা [illegible] ভারতে ফিরিয়া আফ্রিকা হইতে প্রত্যাগত ভারতীয় শ্রমিকদিগের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন। তিনি বলেন যে এখানে তাহারা অত্যন্ত দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছে, আহার ও বাসস্থান জুটে না, তাহাদের স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়াছে। এবিষয়ের তদন্তের জন্য ভারত গবর্ণমেন্টের উচিত একটি কমিশন নিযুক্ত করা।

অহিফেন প্রসঙ্গ

ভাপি নামক জাহাজের প্রধান কর্ম্মচারী গিবসন সাহেব ২০।৪ তোলা অহিফেন বিনা ছাড়ে আমদানি করার অপরাধে রেঙ্গুনের ম্যাজিষ্ট্রেটের দ্বারা এক হাজার টাকা অর্থদণ্ড এবং দশ দিন সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। ৩০০ তোলা অহিফেন আমদানির জন্য তাঁহার পাঁচশত টাকা জরিমানা হয় এবং কাষ্টমস ইন্সপেক্টারকে [illegible] প্রহার করার জন্য তাঁহার আরও পাঁচশত টাকা জরিমানা হয়।

গবর্ণমেন্ট হইতে হাইকোর্টে আবেদন করা হয় যে আসামীর দণ্ড বৃদ্ধি হউক। হাইকোর্ট প্রথম অপরাধের দণ্ড বৃদ্ধি করিয়া চারি মাসের জন্য সশ্রম কারাদণ্ড এবং [illegible]০ টাকা জরিমানা করেন। অপর দুইটি অপরাধের পূর্ব্ব দণ্ড বাহাল থাকে।

বেঙ্গল সোশ্যাল সার্ভিস লীগ। বঙ্গীয় হিতসাধন মণ্ডলী

শ্রীধাম মায়াপুর নবদ্বীপ প্রদর্শনীক্ষেত্রে বঙ্গীয় হিতসাধন মণ্ডলীর প্রচারক ও কর্ম্মী শ্রীযুক্ত বাবু [illegible] বাগচি মহোদয় স্বাস্থ্য, শিক্ষা প্রভৃতি বিষয়ে আলোক চিত্রাদি সহকারে বক্তৃতা দান করিতেছেন। ৮টি প্রতিষ্ঠানের সাহায্যে সমবেত বালকগণকে স্বাস্থ্য, শিক্ষা, কৃষি, শিল্প ইত্যাদি বিষয়ে উপদেশ দেবার জন্য ৮টি প্রকোষ্ঠ সর্ব্বদাই প্রদর্শনীক্ষেত্রে খোলা থাকে এবং মিঃ এম, সি, বাগচী সর্ব্বদাই লোকদিগকে শিক্ষণীয় বিষয় বুঝাইয়া দিবার জন্য উপস্থিত থাকেন

নির্ব্বাচন

এ পর্য্যন্ত বিহারে ব্যবস্থাপক সভায় ১৭জন বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

বিলাতের নৌবল

ইংরাজ গবর্ণমেন্ট স্থির করিয়াছেন যে বর্ত্তমান বৎসরে জাহাজ নির্ম্মাণ শতকরা পঞ্চাশেরও বেশী কমান হইবে।

বড়লাটের উক্তি

লক্ষ্ণৌএর দরবারে বড় লাট সাহেব বলেন যে, ১৯২৬ সালের প্রজাস্বত্ব আইনে প্রজাবর্গের অনেক উপকার সাধিত হইয়াছে।

ভারতবর্ষের পক্ষে এখন দুইটী পথ উন্মুক্ত—হয় ভারত বৃটিশ সাম্রাজ্যের সহিত একসূত্রে গ্রথিত থাকিবে এবং উপনিবেশশাসন পদ্ধতি অনুসারে শাসিত হইবে, নচেৎ জগতের মধ্যে বিচ্ছিন্নভাবে একা অবস্থিত থাকিবে।

আইন-অমান্য কখনই নিরুপদ্রব হইতে পারে না। আইন-অমান্যকারিগণের নেতৃবৃন্দের হাতে অথবা অন্যত্র শান্তিভঙ্গ হইবেই হইবে।

মিশরজের মৃত্যু

রাজা টুটানখামেন তিন সহস্র বৎসর পূর্ব্বে মিশরের রাজা ছিলেন। তাঁহার সমাধিস্তূপে অসংখ্য মণিরত্নাদি পাওয়া গিয়াছে। যে সকল ব্যক্তি টুটানখামেনের সমাধিখননের সহিত প্রধানতঃ লিপ্ত ছিলেন তাঁহাদের মধ্যে আঠার জন মারা গিয়াছেন। একটী প্রবাদ আছে যে যিনিই মিশররাজের সমাধিস্থ দেহ স্পর্শ করিবেন তিনিই শীঘ্র মৃত্যুমুখে পতিত হইবেন।

সেনাপতি হরণ

ফরাসী দেশে যে সমস্ত রুশরাজের অনুগত রুশীয় সেনাপতি বাস করেন তাঁহাদের মধ্যে কুটেপফকে পাওয়া যাইতেছে না। এক সপ্তাহ ধরিয়া সন্ধান চলিতেছে। অনেকে অনুমান করেন যে বর্ত্তমান রুশ-গবর্ণমেন্টের লোকে তাঁহাকে সরাইয়াছে।

ইটালি-অষ্ট্রীয়া-সন্ধি

ইটালি এবং অষ্ট্রিয়াদেশের মধ্যে সন্ধি স্থাপিত হইল। ইটালির পক্ষে সিনিয়র মাসোলিনি এবং অষ্ট্রিয়ার পক্ষে চ্যান্সেলার হার শোবার সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিয়াছেন।

আমেরিকার চাষ

আমেরিকার যুক্তরাজ্যের প্রেসিডেন্ট হার্বার্ট হুভার নির্ব্বাচনের সময় চাষীদিগকে আশা দিয়াছিলেন যে তিনি তাহাদিগকে সাহায্য করিবেন। তাঁহার প্রতিশ্রুতি অনুসারে একটী আইন প্রণীত হয়। তদ্দ্বারা চাষী সমবায় সমিতিসমূহকে পঞ্চাশ কোটি টাকা কর্জ্জদিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। ফেডারেল ফার্ম বোর্ড নামক একটী সমিতির হাতে এই টাকা বিতরণের ভার আছে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২৯শে মাঘ বুধবার—১৩৩৬

বিশ্ব বিখ্যাত বিজ্ঞানাচার্য্য

ডাঃ স্যার শ্রীযুক্ত প্রফুল্ল চন্দ্র রায় কেটি, সি, আই, ই, এম, এ পি এইচ ডি; ডি, এস্ সি মহোদয়ের শ্রীধাম-মায়াপুর নবদ্বীপ প্রদর্শনীর দ্বারোদ্ঘাটনোপলক্ষ্যে

অভিনন্দন

হে স্বদেশানুরাগি, আজ তোমাকে স্বদেশের শিরোরত্ন এবং গৌড়রাজেন্দ্ররূপ সাদর অভ্যর্থনা করিতেছি। ইতিহাস-প্রসিদ্ধ এই পুণ্যতম ভূমিতে শুভাগমন করিয়া তুমি আজ তোমার স্বদেশ-প্রেমিক নামের প্রবাদ পূর্ণ করিলে। তুমি বঙ্গের সুকৃতি সন্তান, বঙ্গ-মাতার মুখোজ্জ্বলকারী কর্ম্মবীর, ত্যাগবীর, বিশ্ব-বিজ্ঞানবীর—আত্মত্যাগী বাঙ্গালীর রত্ন। যে স্থানে বাঙ্গালীর শেষ এক অভিমানী মহাপুরুষ বঙ্গের এক ঘোরতর বিশৃঙ্খলতার যুগে জন্ম-গ্রহণ করিয়াও নিজে প্রকৃত স্বদেশ-প্রেম শিক্ষা দিয়াছিলেন, সেই পবিত্র ক্ষেত্রে তোমাকে অভ্যর্থনা করিতেছি। কিরূপে অপর-বিচার-পর শাসন ও অনুকূল হইতে পারে কিরূপে জাতি-কুল-নির্ব্বিশেষে সকলকে আপনার করিয়া লইতে পারিতে পারে, তাহার প্রত্যক্ষ সাক্ষী-স্বরূপ আজিও এই শ্রীমায়াপুরে গৌড়েশ্বর বাদসাহ হুসেন সাহের শিক্ষক ও কর্ম্মচারী নদীয়ার ভূত-পূর্ব্ব প্রবল পরাক্রান্ত কোতোয়াল মৌলানা সিরাজুদ্দিন বা চাঁদকাজীর সমাধি বর্ত্তমান থাকিয়া সেই পরমোদার বার্ত্তা বিঘোষিত করিতেছে।

হে স্বাধীনতা-মন্ত্রের চির-উপাসক, তোমাকে আমরা এই স্বরাটের দেশে সাদর অভ্যর্থনা করিতেছি। যে স্থানে বাঙ্গালার নৃপতিগণের অস্থায়ী স্বাধীনতা-গৌরব-রবি অস্তমিত হইবার কিছুকাল পরেই চিরস্থায়ী স্বাধীনতার সাম্রাজ্য-সিংহাসন সংস্থাপিত হইয়াছিল—সুধীগণকে বাস্তব স্বাধীনতার স্বরূপ তুলনামূলক প্রত্যক্ষ উদাহরণের দ্বারা বুঝাইয়া দিয়াছিল, আমরা তোমাকে সেই স্বাধীনতার ক্ষেত্রে অভ্যর্থনা করিতেছি। আজিও যেন সেই শিক্ষা জীবন্ত করিয়া রাখিবার জন্য বিধাতা সেনবংশীয় নৃপতিগণের রাজপ্রাসাদ ও কীর্ত্তিস্তম্ভের ধ্বংসাবশেষ স্বরূপ বল্লাল-স্তূপ ও 'বল্লালদীঘী' এবং তৎপার্শ্বে গৌরাঙ্গসুন্দরের অপার্থিব প্রেমে বশীভূত চাঁদকাজীর সমাধি বর্ত্তমান রহিয়াছে। তাহার অদূরেই সুবর্ণবিহার—কলিযুগের স্বরাট্ স্বাধীনতার সাক্ষীস্বরূপে দণ্ডায়মান।

হে বিদ্যোৎসাহি, হে বিদ্বন্, যে স্থানের বিদ্যা-সম্পদের খ্যাতি দর্শন একদিন সমগ্র বিশ্বের বিদ্যা-পিপাসু ও বিদ্বদ্গণকে আকর্ষণ করিয়া এই বিদ্যাক্ষেত্রে লইয়া আসিত,—যেস্থানে জয়দেব কবির মধুর কোমলকান্তপদাবলী বিশ্বাকাশ মুখরিত করিয়া সারবোধের পরসীমা স্পর্শ করিত—যে স্থানে বাঙ্গালার আদি কবি ঠাকুর বৃন্দাবন তাঁহার সহজ, সরল ছন্দের মধ্যে বাঙ্গালার ইতিহাস, বিজ্ঞান, শিল্প, কলা, দর্শন, ব্যবহারিক জীবন ও বাস্তব জীবনের কাহিনী পরিপূরিত করিয়া রাখিয়াছেন, অধিক কি, যে স্থানে স্বয়ং বিদ্যার নায়ক বিদ্যার অর্থ শিক্ষা দিয়াছিলেন, সেই বিদ্যার ক্ষেত্রে আমরা তোমাকে অভ্যর্থনা করিতেছি। আনন্দের সংবাদ এই যে, কেবল অতীতের স্মৃতিময় অলস স্বপ্ন লইয়া আমরা কাল কর্ত্তনের দুর্ভাগ্য লাভ করি নাই, আচার্য্যের কৃপায় আবার সেই অতীতের যুগ বর্ত্তমানের উপযোগিতায় লাভ করিবার সন্ধান পাইয়াছি।

হে বিজ্ঞানাচার্য্য, আপনি আজ শ্রীধাম মায়াপুর-নবদ্বীপ-প্রদর্শনীর দ্বারোদ্ঘাটন-কারীর বেশে বাস্তব বিজ্ঞানের মূল রসায়না-গারের দ্বারে আগমন করিয়াছেন, ইহাতে আমরা আচার্য্যের বিশ্বদর্শন-শক্তি প্রত্যক্ষ করিতেছি। জগতের অন্যান্য প্রদর্শনী হইতে এই প্রদর্শনীর বৈশিষ্ট্য সম্যক্‌রূপে জানাইতে গেলে বলিতে হয়, এই প্রদর্শনী একটী—বাস্তব-বিজ্ঞান-প্রদর্শনী! নানাপ্রকার আদর্শ ও স্থূল প্রদর্শনের দ্বারা বাস্তব-বিজ্ঞান ও রসায়ন—যাহা বাস্তব বিজ্ঞানাচার্য্য বা অলৌকিক রসায়নাচার্য্য শ্রীরূপ গোস্বামীর আরাধ্য শ্রীচৈতন্যদেব একদিন বিশ্ব-মানবের নিকট প্রচার করিয়াছিলেন, তাহাই শ্রীধাম মায়াপুর-প্রদর্শনীর মূল বিষয়। তাহাই বর্ত্ত-মানকালের সমস্ত অশান্তির একমাত্র উপশম।

জাতীয় সমস্যা, জাতীয় অভাব, অভিযোগ, ভাবনা সাধন ও দুঃখের একমাত্র ঔষধ ও উপায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর অমৃতময় উপদেশের দ্বারা উৎপাদিত হইয়াছে।

উপসংহারে আমরা আপনাকে আমাদের আন্তরিক অভিনন্দন ও অভিবাদন জানাইতেছি। আপনি স্বদেশের বহু হিতকর কার্য্যে আত্মনিয়োগ ব্যাপৃত থাকিয়াও এবং বিবিধ শারীরিক ক্লেশ ও নানা প্রকার অসুবিধা ভোগ করিয়াও যে, আপনার বহুমূল্য সময় আমাদের মধ্যে নিয়োগ করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন, তাহাতে আমরা আপনার মহদ্ হৃদয়ের ও স্বদেশ প্রেমিক-তার সাক্ষাৎ পাইতেছি। আপনি আবার আমাদের আভিবাদন গ্রহণ করুন। পর-রসই যেন আমাদের একমাত্র অয়ন অর্থাৎ আশ্রয়, গতি ও জীবাতু হয়, বাস্তব বিজ্ঞানের আরাধনাই যেন আমাদের জীবনের চিরব্রত হয়।

শ্রীধাম মায়াপুর নবদ্বীপ প্রদর্শনীর

দ্বার উদ্ঘাটন উপলক্ষ্যে শ্রীধাম মায়াপুরে বিজ্ঞানাচার্য্য ডাঃ স্যার প্রফুল্ল চন্দ্র রায়মহাশয়ের প্রদত্ত অভিভাষণের সারাংশ

আপনারা যে রকম ভাষায় আমাকে অভিনন্দন প্রদান ক'রেছেন, আমি সেরূপ যোগ্য নই। আপনাদের ভাষার নিকট আমার বাক্য স্ফুরণ হচ্ছে না। ইংরেজীতে একটী কথা আছে "দেয়ার্ ইজ্ অকেশন হোয়েন্ স্পীচ্ ইজ্ সিল্ভার্ সাইলেন্স ইজ্ গোল্ডেন"—অর্থাৎ অনেক সময় বাক্য-স্ফুরণ অপেক্ষা মৌনাবলম্বনই শ্রেয়ঃ।

আপনারা অভিনন্দনে যে রসায়নের কথা ব'লেছেন, সেই রসায়ন অতি উচ্চ দরের কথা। এই ভারতবর্ষে চারশত বারশ' বৎসর পূর্ব্বে রসায়ন শাস্ত্র খুব আদৃত হ'তো। রসায়নের একজন ছাত্র ব'লছেন—"যাদশানি চ বর্ষাণি মহৎ ক্লেশং কুরুৎ ময়া"। আমি রসায়নের দ্বাদশ বর্ষ অর্চ্চনা ক'রেছি এবং তা'তে বহু ক্লেশ স্বীকার ক'রেছি। এখনও আমাদের এম, এস্সি, বি-এস্সি ছেলেদের বলি, "তোমরা ছ'বৎসর অধ্যয়ন কর, তা'র মধ্যে বছরে সাত মাসই ছুটি। আর তোমরা যেরূপ সুখের কোলে অধ্যয়ন কর, তা'তে সাধনা ব'লে একটা জিনিষ তোমাদের মোটেই হয় না।

'রসায়ন' তাকেই বলে যা' জরাব্যাধি বিনাশ ক'র্তে পারে। রসায়নঞ্চ তজ্জ্ঞেয়ং জরা ব্যাধি-বিনাশনং। জরা দু'প্রকার, একটা দৈহিক জরা আর একটী মানসিক জরা। বুদ্ধদেব মানসিক জরাব্যাধি বিধ্বংসী রসায়নের কথা প্রচার ক'রেছেন। শ্রীচৈতন্যদেবও সেই রকম মানসিক জরাব্যাধি বিধ্বংসিনী বিদ্যার কথা প্রচার ক'রেছেন। শ্রীচৈতন্য, বুদ্ধ প্রভৃতির শ্রীমুখ-নিঃসৃত উপদেশ যে এক পুরুষ নয়। শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে পরমার্থের সংবাদ যেমন শুনলাম আমাকে ব'লেন, চৈতন্যের বাণী যুগ যুগ থেকে নয়। সে বাণী এক পারমার্থিক স্রোত প্রণালী বা শ্রৌত ধারাবাহিকভাবে নেমে এসেছে।

আজ আমার বড় সৌভাগ্য, আমি এমন একটা পবিত্র স্থানে এসেছি, যেখানকার প্রত্যেক রেণু পরমাণুতে বহু মহাপ্রভুর স্মৃতি বিজড়িত। যেখানকার প্রত্যেক রেণু পরমাণুর এক একটা মহান্ ইতিহাস আছে। যেখানকার জলবায়ু পবিত্রতা ভরা। এখানে আমাদের একথাটী মেনে চলা উচিৎ—"ট্রেড্ লাইটলি দিস্ ইজ্ হোলি গ্রাউণ্ড।" এখানকার রেণু পরমাণু—প্রত্যেক স্থানেই পূজা আমাদের করা কর্ত্তব্য,—এটা পৌত্তলিকতা নয়। আমরা এমন পাতক, আমরা আমাদের দেশের মধ্যে কত বড় মহাপুরুষ এসেছিলেন, তাঁর কোন খোঁজ খবর রাখি না, অথচ বহিঃসমুদ্র জোনপদন্নি অপা থেকে গোড়া পর্য্যন্ত উদ্ঘাটন ক'রতে পারি।

আমি বড়ই আনন্দিত হ'য়েছি যে, এখানে শ্রীচৈতন্যদেবের স্মৃতিরক্ষার্থে একটা বিরাট্ সাধনাময় প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। এটা বাস্তবিকই আমাদের দেশের একটা বড় গৌরবের কথা। এই প্রতিষ্ঠানের একটা বৈশিষ্ট্য এই যে, এখানকার সকলেই সুশিক্ষিত, ত্যাগী। এঁরা ইংরেজী জানেন, সংস্কৃত জানেন, এঁদের প্রচার কার্য্য আছে, আর তা'র সঙ্গে আছে এঁদের সাধনাময় অনুষ্ঠ জীবন, যেটা আমাদের দেশে খুবই দুর্লভ।

চৈতন্যদেব জাতি-ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে সকলকে আলিঙ্গন ক'রেছিলেন, এমনকি আমরা কত পদাবলী-রচয়িতা মুসলমান কবির নাম দেখ্‌তে পাই। চৈতন্যের ধর্ম্ম কাল-প্রভাবে আবৃত হ'য়ে পড়েছিল, তা'তে এত লেওনা-মালজ্জনা জমেছে যে, শিক্ষিত লোকের তা'তে অনেক সময়ে নানাপ্রকার অনাদর এসে উপস্থিত হয়। কিন্তু এই প্রতিষ্ঠানের শিক্ষিত ব্যক্তিগণ ইহাকে পরিমার্জ্জিত ও পরিশুদ্ধ ক'রছেন। চৈতন্যদেবের নাম দিয়ে এমন জিনিষ নাই, যা এখন প্রচলিত না হ'চ্ছে। সব ধর্ম্মেরই এই ব্যবস্থা। কালে কালে মহাপুরুষগণ সেই ধর্ম্মের গ্লানি দূর ক'রে থাকেন।

আমাকে একদিন প্রিন্সিপাল ডাঃ জি, সি, বসু ব'ল্লেন যে, আমার বাড়ী মৌলানা দরগার কাছে। আমি জানি যে হিন্দুরা যদি দরগায় মানত না ক'রত, তা'

হাতে মৌলানা সাহেবের হয়ত উপোস ক'র্তে হ'তো। বায়োস্কোপে দেখেছি, যীশুখৃষ্টের মূর্তি দেখে দর্শকেরা ভক্তি করে। এখন আর এক হাতে তলোয়ার, আর এক হাতে ধর্মশাস্ত্র নিয়ে প্রচার সম্ভব না। এখন খ্রীষ্টানদের মত প্রেম দিয়ে লোকের হৃদয় জয় ক'র্তে হবে। এর চেয়ে বড় অস্ত্র আর কিছু নেই।

আমার সৌভাগ্য আমি শ্রীধাম-মায়াপুর-প্রদর্শনীতে আস্বার সুযোগ পেয়েছি। আর বড়ই আনন্দের বিষয়, এখানে আমাদের স্বদেশীয় বিভিন্ন দ্রব্যাদি প্রদর্শিত হ'চ্ছে। আমাদের দেশের কারুকার্য—আমার আটি [illegible] এমন সুন্দর অবস্থা। এই প্রদর্শনীতে ঢাকার যে সকল কারুকার্য দেখলাম, তা' বাস্তবিকই সুশোভন। এক এক চুরুট আমাদের দেশের [illegible] বরিশালে পোড়াল এক আনার টাকার চুরুট বিক্রী হয়। একটা শ্রমিক চুরুট খায়। একটা ৩০, টাকা মাহিনার কেরাণী, যার পরিবার উপোস করে, অথচ তার দশ পয়সা প্যাকেটের গু'প্যাকেট সিগারেটে পাঁচ আনা ব্যয় ক'র্তে হবে। আবার আজকাল সিনেমা হ'য়ে বহু লোকের অর্থ নষ্ট করাচ্ছে। সেদিন একটা সিনেমার মালিক আমাকে ব'ল্লেন যে, আমি যখন টাকা গুণি, তখন আমার আনন্দ হয় বটে, কিন্তু অনেক সময়েই তা'তে সিঁদুরের ছাপ দেখ্তে পাই। সিঁদুরের ছাপের অর্থ কি, বুঝ্লেন ত'? যখন সমস্ত টাকা খরচ হ'য়ে গিয়েছে, তখন ছেলেরা মা বা স্ত্রীর সিঁদুরের কৌটা থেকে টাকা এনে সিনেমার মালিককে সেগুলিকে উপহার দেয়। এতে কত আত্মহত্যা হ'চ্ছে, তা'র ইয়ত্তা নাই। আমাদের দেশের লোক যেন অর্থনৈতিক আত্মহত্যার (ইকনমিক সুইসাইডের) জন্য প্রতিজ্ঞা ক'রেছে। আমি "ইকনমিক ড্রেন অব্ বেঙ্গল" ব'লে একটা বই লিখেছি। ১৮৭৪ সালে আমাদের দেশ থেকে বিলাতে চিনি যেতো, পাটাপেশ ছিল লণ্ডনে [illegible]। যেদিকে চাই, উইকে ব'ল্তে আমাদের দেশের লোকের আত্মহত্যার পথে অভিযান দেখ্তে পাই। ফরিদপুরে গেলাম, চাষা বাদের এবার পাটের দর নেই, কারো [illegible] চিল সিল্কের গা ঢেকে দিচ্ছে। একটা দোকানে গিয়ে একটা চাষা দোকানদারকে ব'লছে, আমাকে একটা 'টর্চ্চ' দাও। দোকানদার চাষাকে দেখে একটা ছোট [illegible] রকমের 'টর্চ্চ' বের ক'রে দেওয়াতে সে ব'লে উঠেছে,—'আমি এত ছোট [illegible] চাই না, খুব একটা বড় এক হাত [illegible] টর্চ্চ চাই'। দেখুন যেতে হয় না, [illegible] একটা 'টর্চ্চ' কেনা [illegible] বাড়ী গিয়ে পাড়া [illegible] তা'দের আর দোষ দেবো কি, আমরা শিক্ষিত, তা'রা ত' আমাদেরই অনুকরণ ক'র্বে? আমি সাড়ে তিন বছর পূর্ব্বে বিলেত থেকে ফিরে এসে ব'ল্লাম, বিলেতের বিলাসিতাই আমাদের দেশের বড় শত্রু। তা'দের দেখে আবার আমাদের দেশের সকলে নানা প্রকার অনুকরণ করেন। বাবুরা যা' ক'র্বেন, চাষা-ভূষা ত' তাই ক'র্বে? সত্য কথা ব'ল্তে, কলেজের পাশ যে বাড়িয়েছে, তা'র পাপ যা প্রধান শত্রু। ৮০০ উকিল আলিপুরে, আবার বছর বছর বৃদ্ধি হচ্ছে। সেই জন্য আমি ব'লে [illegible] 'ব্যাক টু দি ভিলেজেস্' [illegible]

আমি এই প্রদর্শনীর উদ্যোগকারিগণকে আন্তরিক ধন্যবাদ দিচ্ছি। আমাকে তারা অনুগ্রহ ক'রেই এমন সুপ্রাচীন, ঐতিহাসিক স্থানে নিয়ে এসেছেন। আর তাঁরা আমার প্রতি যে আদর-যত্ন দেখাচ্ছেন, এত কৃপা বিতরণ ক'চ্ছেন যে, আমি জীবনে কখনও তা' ভুল্তে পারবো না। তাঁদের আন্তরিকতা ও অভ্যর্থনা সব আমাকে মুগ্ধ ক'রেছে। আমি সর্ব্বশেষে ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানিয়ে আমার অভিভাষণের উপসংহার ক'চ্ছি।

অতঃপর

রায়বাহাদুর নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় পাব্লিক প্রসিকিউটার মহোদয় বলিলেন—

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহোদয় অনেক কষ্ট স্বীকার ক'রে যে মায়াপুরে এসেছেন এবং শ্রীধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপ-প্রদর্শনীর দ্বার উদ্ঘাটন ক'রেছেন, তজ্জন্য আমরা নদীয়াবাসীর পক্ষ হ'তে আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। আমার কিছুদিন তাঁহার পাদপদ্মে বিদ্যাশিক্ষার সুযোগ হ'য়েছিল। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র চৈতন্যদেবের জন্মস্থানে জাহ্নবীর তীরে মায়াপুরে এসে আমাদিগকে আজ পরম উৎসাহিত ক'রেছেন। মায়াপুরের মঠ ভক্তসম্প্রদায় ভগবৎসেবায় নিমগ্ন থেকেও যে, আজ স্বদেশের উপকারের দিকে দৃষ্টিপাত ক'রেছেন, তজ্জন্য আমরা তাঁদের নিকটও বিশেষ কৃতজ্ঞ।

তৎপর

খাঁবাহাদুর এম্ আজিজুল হক এম. এল, সি. মহোদয় বলিলেন—

আমরা আজ নদীয়াবাসীর পক্ষ হইতে আচার্য্য মহাশয়কে ধন্যবাদ প্রদান ক'রছি। আচার্য্য মহাশয় জগতে অনেকে শিক্ষা দিয়ে [illegible] কিন্তু সেই শিক্ষায় মনে হয় [illegible] ফল হয় নাই। আজ তিনি যে শিক্ষা দিলেন, সেই শিক্ষায় আমাদের ভক্তি ক'র্তে হবে এবং মনে হয় তা'তেই আমাদের সুফল লাভ হ'বে। তিনি আজ মায়াপুর-প্রদর্শনী উন্মোচন ক'রে আমাদিগকে বিশেষ বাধিত ক'রলেন, আমরা সকলে তাঁকে আন্তরিক ধন্যবাদ এবং অভ্যাগত সকলকে ধন্যবাদ প্রদান কচ্ছি।

প্রেম প্রদীপ

তৃতীয় প্রভা

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ২৮৩ সংখ্যার পর)

যোগী বাবাজী তথাস্তু বলিয়া (রাজযোগ-ব্যাখ্যা) আরম্ভ করিলেন—

দার্শনিক ও পৌরাণিক পণ্ডিতেরা যে যোগ অভ্যাস করেন, তাহার নাম রাজযোগ। তান্ত্রিক পণ্ডিতেরা যে যোগের ব্যবস্থা করিয়াছেন তাহার নাম হঠযোগ। হঠযোগে আমার অধিক রুচি নাই, যেহেতু তদ্দ্বারা বৈষ্ণবধর্ম্মের বিশেষ ব্যাঘাত হয়। শাক্ত ও শৈব তন্ত্রনকালে এবং ঐ সকল তন্ত্র হইতে যে সকল হঠযোগ-দীপিকা, যোগচিন্তামণি প্রভৃতি গ্রন্থ হইয়াছে, ঐ সমস্ত গ্রন্থে হঠযোগ বর্ণিত আছে। তন্মধ্যে শিবসংহিতা ও ঘেরণ্ড-সংহিতা গ্রন্থদ্বয় আমার বিবেচনায় সর্ব্বোৎকৃষ্ট। কাশীধামে অবস্থান-কালে আমি ঐ সকল গ্রন্থ পাঠ করিয়া হঠযোগীদের ন্যায় কিছু কিছু অভ্যাস করিয়াছিলাম, কিন্তু অবশেষে দেখিলাম যে, ঐ যোগমার্গে কেবল শারীরিক সামান্য ফলের উদয় হয়। সমাধি তাহাতে সম্ভব নয়। সংক্ষেপতঃ হঠযোগের তত্ত্ব এই—

১। সুকৃত দুষ্কৃত কর্ম্মদ্বারা জীবের শরীর-রূপ ঘট উৎপন্ন হইয়াছে। ঘটস্থ জীবের কর্ম্মবশে জন্মমৃত্যু হয়।

২। ঐ ঘট আমকুম্ভ স্বরূপ অর্থাৎ দগ্ধীভূত হইয়া পক্ক হয় নাই; সংসার-সমুদ্রে সর্ব্বদা বিপদ-প্রবণ আছে। হঠযোগ দ্বারা ঐ ঘট দগ্ধ হইয়া শোধিত হয়।

৩। ঘট শোধন সপ্তবিধ—(১) শোধন, (২) দৃঢ়ীকরণ, (৩) স্থিরীকরণ, (৪) ধৈর্য্য, (৫) লাঘব, (৬) প্রত্যক্ষ, (৭) নির্লিপ্তীকরণ।

৪। ষট্ কর্ম্ম দ্বারা শোধন, আসন দ্বারা দৃঢ়ীকরণ, মুদ্রাদ্বারা স্থিরীকরণ, প্রত্যাহার দ্বারা ধৈর্য্য, প্রাণায়াম দ্বারা লাঘব, ধ্যানের দ্বারা প্রত্যক্ষ এবং সমাধি দ্বারা নির্লেপ সাধিত হয়।

৫। ধৌতি, বস্তি, নেতি, লৌলিকী, ত্রাটক, এবং কপালভাতি এই ষট্‌কর্ম্ম দ্বারা ঘট শোধিত হয়।

ধৌতি চারি প্রকার অর্থাৎ অন্তর্দ্ধৌতি, দন্তধৌতি, হৃদ্ধৌতি এবং মলধৌতি।

(ক) বাতসার, বারিসার, বহ্নিসার এবং বহিস্কৃতি এই চারি প্রকার অন্তর্দ্ধৌতি।

(খ) দন্তমূল, জিহ্বামূল, কর্ণরন্ধ্র-দ্বয় ও কপালরন্ধ্র এই পাঁচটি ধৌতির নাম দন্তধৌতি।

(গ) দণ্ডদ্বারা, বমন দ্বারা, ও বস্ত্র দ্বারা তিন প্রকার হৃদ্ধৌতি।

(ঘ) দণ্ড, অঙ্গুলী ও জলদ্বারা মল শোধন করিবে।

৭। বস্তি দুই প্রকার, (১) জলবস্তি, (২) শুষ্কবস্তি। নাভিপর্য্যন্ত জলে বসিয়া আকুঞ্চন প্রসারণ দ্বারা জলবস্তি হয়।

৮। এক বিতস্তি পরিমাণ সূত্র নাক দিয়া প্রবিষ্ট করাইয়া মুখের দ্বারা বাহির করার নাম নেতি।

৯। অমন্দ বেগে মস্তককে উভয় পার্শ্বে ভ্রমণ করানর নাম লৌলিকী।

১০। নিমীলন ও উন্মীলন ত্যাগ করিয়া অশ্রুপাত পর্য্যন্ত কোন সূক্ষ্ম লক্ষ্য নিরীক্ষণ করার নাম ত্রাটক।

১১। বামক্রম, ব্যুৎক্রম এবং শীৎক্রম দ্বারা তিন প্রকার কপালভাতি সাধিত হয়।

১২। আসন দ্বাত্রিংশৎ প্রকার উপদিষ্ট আছে। ঘট শোধিত হইলেই তাহার দৃঢ়ীকরণের জন্য আসনের ব্যবস্থা। ইহাই হঠযোগের দ্বিতীয় প্রক্রিয়া। সিদ্ধাসন, পদ্মাসন, ভদ্রাসন, মুক্তাসন, বজ্রাসন, স্বস্তিকাসন, সিংহাসন, গোমুখাসন, বীরাসন, ধনুরাসন, মৃতাসন, গুপ্তাসন, মৎস্যাসন, মৎস্যেন্দ্রাসন, গোরক্ষাসন, পশ্চিমোত্তানাসন, উৎকটাসন, সঙ্কটাসন, ময়ূরাসন, কুক্কুটাসন, কূর্ম্মাসন, উত্তান কূর্ম্মাসন, মণ্ডুকাসন, উত্তানমণ্ডুকাসন, বৃক্ষাসন, গরুড়াসন, বৃষাসন, শলভাসন, মকরাসন, উষ্ট্রাসন, ভুজঙ্গাসন এবং যোগাসন। কোন একটী আসন অভ্যাস করিলেই হয়।

১৩। আসন অভ্যাস দ্বারা ঘট দৃঢ় হইলে মুদ্রাসাধন দ্বারা উহা স্থিরীকৃত হয়। অনেকগুলি মুদ্রার মধ্যে পঞ্চবিংশতি মুদ্রা সম্বন্ধে উপদিষ্ট আছে। যথা মহামুদ্রা, নভোমুদ্রা, উড্ডীয়ান, জালন্ধর, মূলবন্ধ, মহাবন্ধ, মহাবেধ, খেচরী, বিপরীতকরণী, যোনিমুদ্রা, বজ্রোলি, শক্তিচালনী, তড়াগী, মাণ্ডুকী, শাম্ভবী, অধোধারণা, উন্মনী, বৈশ্বানরী, বায়বী, নভোধারণা, অশ্বিনী, পাশিনী, কাকী, মাতঙ্গী ও ভুজঙ্গিনী। একটি একটী মুদ্রার একটী একটি বিশেষ ফল আছে।

১৪। মুদ্রার দ্বারা ঘট স্থিরীকৃত হইলে প্রত্যাহার দ্বারা ঘটের ধৈর্য্য সাধিত হয়। মনকে বিষয় হইতে ক্রমশঃ আকর্ষণ করত স্বস্থ করার নাম প্রত্যাহার।

১৫। প্রত্যাহার দ্বারা মন নিয়মিত হইলে ঘটের ধৈর্য্য সাধিত হয়। তাহা হইলে প্রাণায়াম দ্বারা শরীরকে লাঘব

.. শ্রীচৈতন্যমঠের গ্রন্থাবলী ..

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বিরচিত
ভক্ত-গ্রন্থাবলী।
উৎকৃষ্ট কাপড়ে বিলাতী ধরণে বাঁধাই
স্বর্ণালঙ্কৃত। চতুর্থ সংস্করণ। বিস্তৃতবিষয় সূচীসহ

জৈবধর্ম্ম

বাঁধাই ২॥ দুই টাকা

প্রকাশিত হইয়াছে

সনাতন ধর্ম্মশাস্ত্র বেদ, বেদান্ত, উপনিষৎ, গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত, পুরাণ, তন্ত্রাদি সকল গ্রন্থ পাঠ করিবার অবসর অতি অল্প মানবেরই ঘটিয়া থাকে। অনেকের যোগ্যতা না থাকায় সেই সমস্ত গ্রন্থের মর্ম্ম অবগত হইতে পারেন না। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বাঙ্গালার এই অভাব দূরীভূত করিবার জন্য এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

বিদ্যালয়ের ছাত্র বা শিক্ষকগণের বিশেষ পাঠ্য, এই হেতু শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টার বাহাদুর বঙ্গের সমস্ত বিদ্যালয়ের জন্য অনুমোদন করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

প্রথম খণ্ড ভিক্ষা ১॥ একটাকা

যুক্তিপূর্ণ শাস্ত্রবাক্য দ্বারা প্রত্যেক মানবের নিত্য কর্ত্তব্য ও অনিত্য [illegible] কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। গ্রন্থের প্রতি উক্তি সনাতন শাস্ত্রবাক্য দ্বারা সমর্থিত ও প্রমাণিত হইয়াছে। দেহের, মনের ও আত্মার ধর্ম্ম কি? বিদেশ, নাস্তিক, নীতি, ধর্ম্ম কি? ইত্যাদি বিষয় [illegible] এমন সুন্দরভাবে তুলনামূলকভাবে আলোচিত হইয়াছে যে, প্রথম পাঠ হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত পাঠ না করিয়া নিরস্ত থাকা যায় না।

শ্রীনবদ্বীপ ধাম-মাহাত্ম্য ভিক্ষা ৵০

ঐ প্রমাণ খণ্ড ভিক্ষা ৵০

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিহার ও লীলাভূমি নয়টী দ্বীপ-সমন্বিত। এই নয় দ্বীপের প্রাচীন বিবরণ—প্রত্যেক দ্বীপে শ্রীমহাপ্রভুর লীলা—প্রত্যেক দ্বীপের পরিচয়, শ্রীধাম-মাহাত্ম্য [illegible] কি? ইত্যাদি বিষয় বিশেষভাবে মনোহর ছন্দে বর্ণিত। পকেট সাইজ প্রায় ১৬০ পৃষ্ঠা।

শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ

উজ্জ্বল রোয়েল কার্ডের উত্তম কাগজে ছাপা—শ্রীনবদ্বীপধাম দর্শনে ভাবুক দর্শনকারীর কি প্রকার ভাবের উচ্ছ্বাস হয়, তাহা এই গ্রন্থে বর্ণিত। অতি চমৎকার। ভিক্ষা চারি আনা।

শ্রীশ্রীমনঃশিক্ষা

৵০ দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু, শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামী প্রভুকে উপদেশচ্ছলে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিচার অতি সুন্দরভাবে বিবৃত হইয়াছে। টীকা ভাষ্য, শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর উপাদেয় শিক্ষা ও উপদেশ বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব-জগতে অভিনব গ্রন্থ !!
শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতি-গ্রন্থাবলী :—

শরণাগতি

পকেট সাইজ
অষ্টম সংস্করণ
ভিক্ষা ৵০ আনা

দেহ ও মনের চেষ্টা অনিত্যবস্তু লইয়া। উহা যখন জীব বুঝিতে পারে, তখন একমাত্র নিত্যবস্তু শ্রীভগবানের প্রতি তাঁহার কোন প্রকার আবেগময়ী প্রার্থনা হয় এবং শ্রীভগবানে সর্ব্বান্তঃকরণে নিষ্কপটে কি প্রকারে শরণাপন্ন হইতে হয়, ইত্যাদি বিষয়ক প্রাণস্পর্শী প্রার্থনা ও আত্ম-সমর্পণমূলক গান। ডাক্তয়া সংস্করণ ও প্রকাশিত হইয়াছে।

ভিক্ষা প্রতি খণ্ড ৵০ এক আনা

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা— ৵০, নবদ্বীপশতক— ৵০
অর্থপঞ্চক—৵০

কল্যাণকল্পতরু

পকেট সাইজ
পঞ্চম সংস্করণ
ভিক্ষা ৵১০

আমরা প্রত্যহ নূতন অভাব ও কামনার বশবর্ত্তী হইয়া পুনঃপুনঃ যে অকল্যাণকে কল্যাণ বলিয়া গ্রহণ করি এবং যাহাকে নিকট কল্যাণ কামনা করি, কিসে নিত্য বা সর্ব্বাপেক্ষা কল্যাণ প্রদানে অসমর্থ এবং কোন বস্তু আমাদের নিত্য কল্যাণদাতা এবং কি ভাবে আমরা সেই কল্যাণলাভে সমর্থ হইব, এই সকল কথা সরল গানে লিখিত। এই গীতিগ্রন্থ আত্মাবিক কল্যাণের জন্য; যাহা প্রত্যেককে নিত্যকল্যাণ প্রদানে।

শ্রীল চক্রবর্ত্তি-ঠাকুরের টীকা সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠাকুর কৃত টীকা ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কৃত অনুবাদ। টীকাকারের জীবনী, শ্লোক-সূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি বহু প্রয়োজনীয় বিষয় সংবলিত প্রায় ৮০০ পৃষ্ঠা। উৎকৃষ্ট সিল্কে বাঁধাই ২॥ দুই টাকা, কাগজে বাঁধা ১॥০

শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ কৃত ভাষ্য সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

কাগজ ও ছাপা উৎকৃষ্ট। সিল্কে বাঁধাই, সোণার জলে নাম লেখা রাজসংস্করণ ২ টাকা, সাধারণ সংস্করণ ১৷৷০, গৌড়ীয়ের গ্রাহকপক্ষে ১৷০

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি (সাম্বন্ধেত্মকোষগ্রন্থ)

[illegible] ভক্তিপথের বাধক [illegible] বর্ণাবলীর অর্থ, ২। [illegible] সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের চরিত্র, ৩। বিষ্ণুবৈষ্ণবসম্পর্কিত শ্রীমন্দির ও শ্রীবিগ্রহের বিবরণ, ৪। বৈষ্ণবগ্রন্থ ও গ্রন্থকারের তালিকা ও বিবরণ, ৫। বিষয় বিশেষের লৌকিক ও শাস্ত্রীয় আকরমূলে ব্যবহার্য্য তথ্য। চারিখণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ১ম খণ্ড [illegible], ২য় খণ্ড [illegible], ৩য় খণ্ড [illegible], ৪র্থ খণ্ড [illegible], চারিখণ্ড একত্রে [illegible] (৫ম খণ্ড যন্ত্রস্থ)।

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ—১ম খণ্ড ১ এক টাকা

২য় খণ্ড ১৲ এক টাকা—শ্রীমদ্ভাগবতের গ্রাহক ও গৌড়ীয় গ্রাহকগণ ১৷০ টাকায় দুইখণ্ড পাইবেন। [illegible] শ্রীমজ্জীব গোস্বামীপাদের রচিত গ্রন্থ। [illegible] ষট্‌সন্দর্ভের অধিক প্রয়োজনীয় অংশ। প্রতি খণ্ড ডবল ক্রাউন ৮ কর্ম্মায় ৯৬ পৃষ্ঠা থাকিবে মুদ্রিত হইতেছে।

শ্রীমদ্ব্যাসাচার্য্য সংকলিত

সদাচারস্মৃতিঃ

ভিক্ষা ৵০ মাত্র

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (প্রাচীন নবদ্বীপ) নদীয়া

রোগজীবন

মদন মঞ্জরী

বটিকায় স্বপ্ন ও অত্যধিকার, ইন্দ্রিয়শক্তির হ্রাস, প্রমেহ শুক্রপাত, বহুমূত্র, মাথা ঘোরা, বুক ধড়ফড়ানি, ক্ষুধা মন্দ প্রভৃতি সকল উপদ্রব নিশ্চয় আরোগ্য হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ৩০ বটী ১৲ এক টাকা।

"নপুংসকারি ঘৃত"

পুরুষত্বহানি হেতু বাহ্যপ্রয়োগ দ্বারা আরোগ্য করিয়া শক্তিসম্পন্ন করে। মূল্য ২ তোলা ১৲ টাকা।

"রমণবিনোদিনী বটিকা"

[illegible] অত্যাশ্চর্য্য। মূল্য ১৬ বটী ১৲ এক টাকা।

রাজবৈদ্য নারায়ণজী, কেশবজী
১৭৭নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

বিজ্ঞাপন

সাবধান! সাবধান!! সাবধান!!!

জে, বি, দত্তের ঢাকাশিশি বাদাম তৈল

খাঁটি ও অকৃত্রিম এবং উপকারিতায় সর্ব্বজন পরিচিত ও বহু প্রশংসিত।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী *J. B. Datta & Co.* নাম দেখিয়া খরিদ করিবেন। নতুবা জুয়াচোরগণ বাদামের কৃত্রিম তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে।

বিনীত জে, বি, দত্ত

ফেরার্স কুইনিন

নূতন এবং পুরাতন ম্যালেরিয়ার যম

[illegible]

পর-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

এখানে আহার এবং বাসস্থান দেয় বিদ্যার্থিগণকে বিভিন্ন শিক্ষণীয় বিষয় শিক্ষা দিবার বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। অনেক ছাত্র উৎসাহের সহিত আসিয়া পাঠ আরম্ভ করিয়াছেন। বর্তমান বর্ষে সকল ছাত্রই গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

প্রধান অধ্যাপক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত [illegible] ব্যাকরণ-সাংখ্য-বেদান্ত-ষড়্দর্শন-তীর্থ, সাংখ্যভূষণ, বেদান্তরত্ন, সাহিত্যশাস্ত্রী, দর্শনবাচস্পতি।

অধ্যাপক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গৌরদাস ব্রহ্মচারী ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীধাম মায়াপুর পরবিদ্যাপীঠ, (নদীয়া)

বেদনাঞ্জন

শ্রেষ্ঠরত্ন

কলিকাতা কংগ্রেস এক্‌জিবিসন হইতে বহু প্রশংসা প্রাপ্ত বহু গণ্যমান্য ভদ্রমহোদয়গণ কর্ত্তৃক প্রশংসিত।

আজকাল বাজার-চলন মিশ্রিত ও বিষাক্ত আহার্য্য সেবনে শরীরের রক্ত ক্রমশঃ দোষযুক্ত হইয়া পড়িতেছে। রক্তই মানব-দেহের শ্রেষ্ঠ উপাদান, এই রক্ত দোষিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মানব বাত, বেদনা, মাথাধরা, মাথাঘোরা, দক্ষিণাঙ্গের ব্যথা, দাঁতের গোড়া ফুলা, দাঁত কনকনানি, দাঁতে পোকা এবং খোস, চুলকানি প্রভৃতি কষ্টদায়ক চর্মরোগে আক্রান্ত হইতেছে। যদি আপনি একান্তই ব্যাধিমুক্ত হইতে চান, তাহা হইলে অযথা পয়সার অপব্যয় না করিয়া অল্প দামে এক শিশি বেদনাঞ্জন ক্রয় করিয়া ইহার কার্য্যকারী-শক্তি উপলব্ধি করুন। অপেক্ষাকৃত মূল্য [illegible], এক শিশি ।৵০ আনা মাত্র, মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান—এ, সি, চাটার্জ্জী এণ্ড ব্রাদার্স।

[illegible] হলকাটি লেন, মানিকতলা, কলিকাতা।

সকল মনিহারী দোকানে ও বড় বড় ডাক্তারখানায় পাওয়া যায়।

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

যদিও আজ্‌ও প্রকৃত মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য, তথাপি যাহারা নানাবিধ অনিয়মিত উপায়ে অপরিমিত শক্তি নষ্ট করিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন এবং নানা প্রকার মেহ, প্রমেহ, ধাতুদৌর্ব্বল্য, স্নায়বিক দুর্ব্বলতা, বহুমূত্র, স্বপ্নদোষ, পারদসংক্রান্ত পীড়া, অর্শ এবং স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে যাহারা বাধক, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, সূতিকা, শ্বেত ও রক্তপ্রদর, হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি রোগে ভুগিয়া জীবনে নিরাশ হইয়াছেন, তাঁহারা আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার [illegible] সাহেবের আবিষ্কৃত **ইলেক্‌ট্রিক সলিউসন** ব্যবহার করিয়া বাঁচিতে পারেন, তাহার শত সহস্র প্রমাণ প্রত্যহ বহসরেই পাওয়া যাইতেছে। যাঁহারা অন্যান্য বহুবিধ ঔষধ ব্যবহার করিয়াও আরোগ্য হইতে পারেন নাই, তাঁহারা একবার এই ঔষধটী ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক মাসের ব্যবহারোপযোগী এক শিশি ঔষধ ডাকমাশুল সহ ২।০ টাকা মাত্র।

সোল এজেণ্ট—ডাঃ ডি, ডি, হাজরা।

ফতেপুর, গার্ডেনরীচ পোষ্ট, কলিকাতা।

ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

অধ্যক্ষ

শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম. এ., এফ. সি. এস. (লণ্ডন)

ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক

(প্রফেসার)

আয়ুর্বেদীয় ঔষধ বিশুদ্ধ ও শাস্ত্রমতে নিজ তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হয়। পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ক্যাটালগ পাঠান হয়। রোগের বিবরণ জানাইলে যত্নপূর্ব্বক ব্যবস্থা দেওয়া হয়। চিঠি পত্রাদি সম্পূর্ণরূপে গোপন রাখা হয়।

মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দূর)

(বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৮ টাকা

উৎকৃষ্ট স্বর্ণ, পারদ ও আমলাসার গন্ধক দ্বারা যথাশাস্ত্র প্রস্তুত নিত্য প্রয়োজনীয় সর্ব্বরোগনাশক মহৌষধ

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৩৲ টাকা

উৎকৃষ্ট কাশীর আমলকী, [illegible] প্রভৃতি যাবতীয় উপাদানে পূর্ণ মাত্রায় যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। কফ, কাশি, সর্দি, যক্ষ্মা, ক্ষয়রোগ, অজীর্ণরোগ প্রভৃতি রোগের মহৌষধ। [illegible] বিশেষ।

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬৲ টাকা

ইহা সেবনে ধাতুদৌর্ব্বল্য, শুক্রতারল্য, স্বপ্নদোষ, প্রমেহ ও ধ্বজভঙ্গ সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায়। ইহা অপরিসীম আনন্দদায়ক রসায়ন।

অবলাবান্ধব যোগ

প্রদর, বাধক প্রভৃতি জরায়ুদোষ ও যোনিগত [illegible] রোগের মহৌষধ

মূল্য—১৬ মাত্রা ২৲ টাকা। ৫০ মাত্রা ৫৲ টাকা মাত্র

বিশুদ্ধ জল! ভয় নাই! বিশুদ্ধ জল!!

লক্ষ্মী টিউব-ওয়েল কোং

২০৫নং নবাবপুর, ঢাকা

বর্তমান-যুগের নব আবিষ্কৃত [illegible] বৈজ্ঞানিক-প্রণালীতে নলকূপ (*Tube-well*) নির্মাণ করা হয়। [illegible] ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট, জিলা বোর্ডের চেয়ারম্যান, [illegible] প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত ভদ্রমহোদয়গণ এই কোম্পানীর কার্য্যের প্রশংসা করিয়াছেন। রাসায়নিক পরীক্ষায় জল বিশুদ্ধ না হইলে মূল্য গ্রহণ হয় না। বিস্তৃত বিবরণের জন্য পত্র লিখুন

বিজ্ঞাপিত কেন?

সাধারণের [illegible] পারে তাহার জন্য [illegible] "[illegible]" পুস্তকখানি [illegible] করেন নাই, তিনি আবেদন করুন বিনামূল্যে প্রাপ্ত হইবেন। [illegible] ১৫০০০ হাজার লোক [illegible] হইয়াছেন। প্রায় [illegible] বৎসরের পরীক্ষিত, শুক্রতারল্য, স্বপ্নদোষ ইত্যাদির যম "[illegible] বটিকা" প্রতি কৌটার মূল্য ১৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান—আতঙ্ক নিগ্রহ ঔষধালয়, [illegible] নং বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা।

মনোমোহন প্রেস

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা

পূর্ব্ববাঙ্গালায় সুলভে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত

বৈদ্যুতিক মেশিনে দিনরাত্র কাজ চলিতেছে

বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা।

শ্রীমায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ [illegible] হইতে শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ ব্রহ্মচারী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

স্থানীয় সংস্করণ

Registered No. C 1514

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৪র্থ খণ্ড] সম্পাদক—প্রত্নবিদ্যালঙ্কার শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী [২৮৯ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্য মঠ, শ্রীধাম মায়াপুর ১লা ফাল্গুন বৃহস্পতিবার ১৩৩৬ ১৩ই ফেব্রুয়ারী ১৯৩০।

বিজ্ঞাপনের হার

প্রত্যেকবারে

প্রতি ইঞ্চি ১৲

প্রতি কলম ৬৲

অৰ্দ্ধ কলম ৩॥০

সিকি কলম ২৲

চুক্তির হার

পত্রে জ্ঞাতব্য।

সাধারণের হার

অগ্রিম দেয়।

বার্ষিক ৯৲

ষাণ্মাসিক ৫৲

ত্রৈমাসিক ২৸০

মাসিক ১৲

নগদ

প্রতি সংখ্যা ৫

[illegible]-প্রকাশনী

১।	শ্রীমদ্ভাগবতম্‌—শ্লোক সূচী, বিষয়-সূচী প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত। ভিক্ষা, প্রতি খণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৶০ গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশ গ্রাহক পক্ষে	।৵০	১৬।	সাধনপথ (৩য় সংস্করণ)	।৶০
			১৭।	আচার ও আচার্য	।
			১৮।	নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা	৸০
২।	অনুভাষ্য সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ)	৫৲	১৯।	ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা)	৵০
৩।	গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-অভিধান	৶০	২০।	শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য	৶০
৪।	গৌড়ীয়-সাহিত্য	।০	২১।	নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য (প্রমাণখণ্ড)	৶০
৫।	ভজনরহস্য	॥০	২২।	শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ	।০
৬।	শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা)	১৲	২৩।	শ্রীগোদ্রুমপ্রভু পরিক্রমা দর্পণ	।০
	আবাঁধা	৸০	২৪।	শরণাগতি, গীতাবলী, সাধনকণ, কেশবভক্তিচন্দ্রিকা, নবদ্বীপশতক, অষ্টপদক ও সদাচারসূত্র মোট	৶০
৭।	গীতা (শ্রীবলদেবভাষ্যসহ) বাঁধা ২৲	আবাঁধা ১॥০	২৫।	কল্যাণকল্পতরু পঞ্চম সংস্করণ ও অন্যান্য	৶০
৮।	গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি-টীকা-সহ) বাঁধা ২৲	আবাঁধা ১॥০	২৬	সাধনকণিকা	।০
	গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য	॥০	২৭	সংস্কার-দীপিকা	।০
৯।	মুক্তাফল (গুণসারভঃ সানুবাদ) মাধব	২৲	২৮।	বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড)	৩৲
১০।	বেদান্ততত্ত্বসার সানুবাদ (রামানুজীয়)	॥০	২৯।	প্রজল্প তত্ত্ব	॥০
১১।	জৈবধর্ম্ম	২৲	৩০।	শ্রীমহাপ্রভুর শিক্ষা	৸০
১২।	শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ)	৸০	৩১।	মণিমঞ্জরী সানুবাদ	।০
১৩।	গৌড়ীয়-কণ্ঠহার	২	৩২।	গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ	৸০
১৪।	প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ)	।৶০	৩৩।	শ্রীচৈতন্যভাগবত (বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ)	৫৲
১৫।	দীপ-দিগ্‌দর্শন	৵০			

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

অপূর্ব্ব সুযোগ! অপূর্ব্ব-সুযোগ!

শ্রীধাম মায়াপুর প্রদর্শনী

আমোদপ্রমোদের বিপুল আয়োজন

অভাবনীয় বিরাট ব্যাপার

৯ই ফেব্রুয়ারী হইতে যাত্রা বায়স্কোপ প্রভৃতির প্রচুর ব্যবস্থা

সকলেই যোগদান করুন

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৪০, চল্লিশ টাকা।

২৭২৪ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে,

সপ্তচত্বারিংশ খণ্ডে সূচী ছাপা হইতেছে।

৪৬শ খণ্ড গ্রন্থ নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে ১৫৷৵০ সাধারণ পক্ষে ২০৸৶০। প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ৷৶০, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ৷৵০।

দশম, স্কন্ধের ভিক্ষা ১২৲, অগ্রিম সাধারণের পক্ষে ৮৲।

৬২ অধ্যায়পর্য্যন্ত একাদশ সংখ্যা ছাপা হইয়াছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

"শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত"

সূচী প্রভৃতি সহ সম্পূর্ণ ছাপা শেষ হইয়াছে

আদি, মধ্য, ও অন্ত্যলীলা এবং সূচী ছাপা হইয়া সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছেন। যাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ১০৲ টাকা ভিক্ষার তৃতীয় সংস্করণ ৪৲ টাকায় না পাইয়া অপূর্ব্ব সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের জন্যই উহার ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছেন। সেই ১০৲ টাকার এই বিরাট গ্রন্থের শত সংখ্যা মাত্র ৫৲ টাকা ভিক্ষায় দেওয়া হইতেছে। গ্রাহকগণ সত্বর হউন, পরে আর এ সুযোগ থাকিবে না।

শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাস আদিকার

শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

সভাষ্য আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র গ্রন্থ ৮৲ স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲

নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪৷০ টাকা

শ্রীধাম মায়াপুর নবদ্বীপ প্রদর্শনীতে

শ্রীধর ভাণ্ডার, ঢাকা।

ঢাকার প্রসিদ্ধ বস্ত্র-ব্যবসায়ী **শ্রীধর ভাণ্ডার** শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিয়াছেন। **ঢাকার বিখ্যাত মসলিন** ও নানাবিধ মিহি ধুতী, সাড়ী, জামদানী কাপড় এবং **খদ্দরের** সাড়া ধুতী, জামদানী সাড়ী চাদর, রুমাল, **সুতার কাজকরা** নানাপ্রকার কাপড়, চাদর, **শ্রীধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপ-প্রদর্শনীতে** ৯ই ফেব্রুয়ারী হইতে পাইকারী ও খুচরা বিক্রয় হইতেছে। পশ্চিম ও উত্তরবঙ্গ এবং এলাহাবাদ, বোম্বে, লক্ষ্ণৌ, পাঞ্জাব, মাদ্রাজ, দিল্লী প্রভৃতি স্থান হইতে আগত দর্শক ব্যবসায়িগণ এক স্থান হইতে প্রয়োজনীয় জিনিষ লইতে পারিবেন। আমাদের দর যে **সুলভ** তাহা কাপড় এবং মূল্য বিচার করিলেই বুঝিতে পারিবেন।

প্রদর্শনীর ঠিকানা—

শ্রীধর ভাণ্ডার ষ্টল

শ্রীধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপ-প্রদর্শনী

পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর (নদীয়া)

ঢাকার ঠিকানা

শ্রীধর ভাণ্ডার, [illegible] নবাবপুর, ঢাকা।

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত ভক্তি গ্রন্থাবলী

যে সব উৎকলবাসী ভক্ত বাংলা অক্ষর পড়িতে জানেন না, তাঁহাদের শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর প্রচারিত পরম উপাদেয় ভক্তি-কথা জানিবার স্বর্ণ সুযোগ উপস্থিত ; কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে উড়িয়া-অক্ষরে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হইয়াছে। বাংলা গ্রন্থের তুলনায় উড়িয়া গ্রন্থগুলির ভিক্ষাও অপেক্ষাকৃত অল্প।

গ্রন্থের নাম	ভিক্ষা
শ্রীহরিনাম চিন্তামণি, প্রতিখণ্ড	৷০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৲
সাধন পথ (শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টক) প্রতিখণ্ড	৷০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৷০
কল্যাণ কল্পতরু প্রতিখণ্ড	৵০
একত্রে ৩খণ্ড লইলে	৷০
গীতাবলী প্রতিখণ্ড	১০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৶১৫
শরণাগতি - প্রতিখণ্ড	৴০
একত্রে ৩খণ্ড লইলে	৶৫

প্রাপ্তিস্থান { শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ, কটক এবং শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, পুরী }

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিম্নলিখিত মঠসমূহে প্রাপ্তব্যঃ—

১। শ্রীচৈতন্য মঠ,—পোঃ, শ্রীধামমায়াপুর, (নদীয়া)।
২ শ্রীগৌরগদাধর মঠ,—চাঁপাহাটি, সমুদ্রগড় পোঃ, (বৰ্দ্ধমান)।
৩ শ্রীভাগবত আসন,—ভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৪ শ্রীগৌড়ীয় মঠ,—১নং উল্টাডাঙ্গা জংসন রোড, কলিকাতা।
৫ শ্রীপুরুষোত্তম মঠ,—পোঃ চটক পর্ব্বত, পুরী।
৬ শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ,—উড়িয়া বাজার, কটক।
৭ শ্রীভাগবত মঠ,—চিকাজিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।
৮ শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ,—[illegible]নং জগজ্জীবনপুরা, কাশী, ইউ, পি।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,—ছীপগাঁও, বৃন্দাবন, মথুরা, ইউ, পি।
শ্রীপরমহংস মঠ—নিমসার পোঃ, সীতাপুর, ইউ পি।
১১ শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ,—কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল, পাঞ্জাব।
১২ শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠ,—৯-নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।
১৩। শ্রীগদাইগৌরাঙ্গ মঠ,—বালিয়াটি, ঢাকা।
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম,—আমলাযোড়া, রাজবাঁধ পোঃ, বৰ্দ্ধমান।
১৫। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ,—ঢুমুরকোন্দা, চিরকুণ্ডা পোঃ, মানভূম।
১৬। শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয় মঠ,—আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী, উড়িষ্যা।
১৭। শ্রীগৌড়ীয় মঠ কার্য্যালয় [illegible] নিউদিল্লি

এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণের নিকটও নদীয়া-প্রকাশ প্রাপ্তব্য।

১। শ্রীযুক্ত জনার্দ্দন ঘোষ—বসু লজ ক্লে রোড, খুলনা
২। শ্রীযুক্ত রাধাচরণ গোস্বামী ডাক্তার—দেওয়ানগঞ্জ, হলদিবাড়ী কুচবিহার।
৩। শ্রীযুক্ত রামরঞ্জন রায়—১৩৷২নং শ্রীগোপাল মল্লিক লেন, কলিকাতা
৪। মিঃ এন জি, মুখার্জ্জি—এম, এম, ওয়ার্কস দি মল, কানপুর।
৫। শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী জ্যোতিষ্ণু মণ—স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া
৬। শ্রীরাসবিহারী দাস অধিকারী, নবদ্বীপ।
৭ শ্রীবিনোদমোহন দে—মনমোহন প্রেস, নবাবপুর, ঢাকা।
৮। শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় সেক্রেটারী, ২৪ পরগণা [illegible]
[illegible]

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১লা ফাল্গুন বৃহস্পতিবার—১৩৩৬

শ্রীনিত্যানন্দ-চরণান্তিকে—

(শ্রীপাদ রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিরত্ন)

আজি মরি মরি কি আনন্দ !
মিশিয়াছে দেবে নরে, হাড়াই পাণ্ডিত ঘরে,
হেরিবারে শিশু মুখ-চন্দ্র ॥ ১
মাঘ শুক্লা ত্রয়োদশী, সব শুভলগ্ন আসি,
মিলনে হইল অনুরাগ।
একচাকা পুর ধন্য, দূরে গেল সব দৈন্য,
আবির্ভাব নিত্যানন্দ রাম ॥ ২
ব্রহ্মা আদি দেব যত, পুষ্প বরিষয়ে কত,
অসংখ্যাত দেখা জুখা নাই।
উঠিল আনন্দ ধ্বনি, কম্পমানা মেদিনী,
ধন্য ধন্য পদ্মাবতী আই ॥ ৩
বিশ্বজন দিশ হেরে, যে তাঁরে উদরে ধরে,
সেই মাতা বিশ্বমাঝে মান্য।
এবার শ্রীমতী সেই, যাঁহারে রোহিণী সুই,
কলিযুগে পদ্মা, নহে অন্য ॥ ৪
ত্রেতাযুগে রামানুজ, দ্বাপরেতে কৃষ্ণাগ্রজ,
কলিতে দাদা ধন্য নিতাই।
ত্রিজগতের জীবপ্রাণ, প্রকটিয়া দিল দান,
হেন গুণ কেহ দেখে নাই ॥ ৫
ধরণ স্মরণ ক'রে, মিছে লোকে কেঁদে মরে,
কোটী স্বর্গ নিত্যানন্দ-পায়।
কবিত্ব স্মরণ সুখ, ভোগ অন্তে পায় দুঃখ,
তবু কেন সেই সুখ চায় ॥ ৬
মহা সেবা নিত্যানন্দ, কেবল আনন্দ-কন্দ
আনন্দ-মূরতি গুণধাম।
গুণাতীত গুণমণি, প্রেমময় চিন্তামণি,
প্রেমের মূরতি প্রেম নাম ॥ ৭
পতিত বান্ধব সেই, কৃপার সমুদ্র সেই,
হেন প্রভু ত্রিভুবনে নাই।
জীবেরে করিতে দয়া, দিয়া পদ-তরু-ছায়া,
অবতীর্ণ হৈলা নিতাই ॥ ৮
যাঁহার করুণা দেখ, তরু লতা পশু পাখী,
তারাও তুলসী স্মরিয়া তাঁরে।
নিতাইর গুণ শুনে, ভাবে তারা নিশিদিনে,
পাসরিতে কভু নাহি পারে ॥ ৯
হেন কৃপাসিন্ধু প্রভু, দেখি শোনে নাই কভু,
কোন যুগে কোন ঋষি জন।
যাঁহাদের হেন নিধি, আসিয়া মিলিল যদি,
(মন) ধর ধর তাঁহার চরণ ॥ ১০
তবায় বঞ্চিত হ'লে, না হইবে কোন কালে
তেন দয়ালের শিরোমণি।
রাধাচরণ দাস, নিজে কৈল সর্ব্বনাশ,
না শুনিল নিজ-হিতবাণী ॥ ১১

শ্রীশ্রীনিত্যানন্দাবির্ভাব

শ্রীধাম মায়াপুরে মহামহোৎসব

মাঘী শুক্লা ত্রয়োদশী তিথি শুদ্ধ-বৈষ্ণব-মণ্ডলী কর্ত্তৃক সমাদরে পূজিত হ'নার কারণ আমাদের পরম-দয়ালু প্রভু নিত্যানন্দ মত্ত্য জীবগণের দুঃখে অতীব ব্যথিত হইয়া তাহাদিগকে উদ্ধার করিয়া চিদানন্দ—যে আনন্দে মায়িক অবস্থা নাই—যে আনন্দের ক্ষয় হয় না—যে আনন্দ-জাহ্নবী ক্রমশঃ বর্দ্ধমানা, সেই নিরবচ্ছিন্ন নিত্যানন্দ দান করিবার জন্য ভূলোকে আগমন করিয়াছিলেন এই ভাগ্যবতী তিথিতে

তাই গত ২৮শে মাঘ ১১ই ফেব্রুয়ারী মঙ্গলবার এই শুভ তিথিতে শ্রীশ্রীবিশ্ব-বৈষ্ণবরাজসভার শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ মঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠের এবং তদন্তর্গত ভারতের অন্যান্য মঠের সেবকবৃন্দ নিরম্বু উপবাসে শ্রীশ্রীগুরুদেব নিত্যানন্দ প্রভুর প্রদত্ত শ্রীনাম সংকীর্ত্তনে দিবারাত্র অতিবাহিত করিয়াছেন, তদ্ব্যতীত সমাগত ভক্ত-মণ্ডলীকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ প্রদান করা হইয়াছে।

পারমার্থিক ল্যাণ্টার্ণ লেকচার

অভিন্ন-বলদেব শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু জীবগণকে চৈতন্য প্রদান করিবার নিমিত্ত শ্রীগুরুদেব রূপে প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হ'ন। তাই গত ১১ই ফেব্রুয়ারী শ্রীশ্রীনিত্যানন্দা-বির্ভাব তিথিতে সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীচৈতন্যমঠের সুবৃহৎ নাটমন্দিরে ল্যাণ্টার্ণযোগে সর্ব্বপ্রথম শ্রীশ্রীগুরু-পরম্পরা প্রদর্শন করা হয়। তদ্ব্যতীত শ্রৌত পন্থার আবশ্যকতা, সম্প্রদায়ের প্রয়োজনীয়তা, শ্রীগুরুদেবের তত্ত্ব ও মাহাত্ম্য, কৃষ্ণ ও কার্ষ্ণগণের ভূলোকে আগমনের কারণ, মুকুন্দ-প্রেষ্ঠবরা অভিন্ন ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের পাদপীঠ বিভিন্ন স্থানে সংস্থাপন ও সংস্থাপনের কারণ, শুদ্ধ-ভক্তি-ধর্ম্ম-প্রচারোদ্দেশে বিভিন্ন স্থানে প্রচার-কেন্দ্র বা মঠাদি সংস্থাপন—প্রভৃতি বিষয়গুলি সুপ্রসিদ্ধ পারমার্থিক শ্রীগৌড়ীয়ের সম্পাদক শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি, এ মহোদয় ল্যাণ্টার্ণ যোগে অতি প্রাঞ্জলভাষায় সর্ব্ব সাধারণকে বুঝাইয়া দেন

বরাহ মহাদ্বাদশী

গত ১০ই ফেব্রুয়ারী সোমবার মাঘী শুক্লা দ্বাদশী তিথিতে, শ্রীচৈতন্যমঠ ও তদন্তর্গত মঠ সমূহের শুদ্ধভক্তগণ দশাবতারের অন্যতম শ্রীবরাহদেবের প্রপঞ্চ অবতারতিথিতে নিরম্বু উপবাস থাকিয়া দিবারাত্র শ্রীহরিকীর্ত্তন ও হরিকথালোচনা করিয়াছেন।

প্রদর্শনী-প্রসঙ্গ

সকলেই অবগত আছেন—গত ৯ই ফেব্রুয়ারী শ্রীধাম-মায়াপুর নবদ্বীপ-প্রদর্শনীর দ্বার উন্মুক্ত হইয়াছে। এই প্রদর্শনীকে সাধারণ জড়দ্রব্য-প্রদর্শনীর সহিত এক মনে করিয়া যেন কেহ বঞ্চিত না হ'ন, ইহাই আমাদের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ। পরমার্থানুসন্ধানই বিজ্ঞত্ব—মনুষ্যত্বের পরিচয়। এই প্রদর্শনী আমাদিগকে সেই বিজ্ঞত্ব—মনুষ্যত্ব প্রদানের জন্যই যত্নবান, তাই এই প্রদর্শনীর প্রদর্শকগণই আমাদের পরম বন্ধু মনুষ্যের বন্ধুগণ আমাদিগকে সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণেতর বিষয়ে অভিনিবিষ্ট করিয়া রাখিতে চান, কিন্তু কৃষ্ণ-বিষয়ে অভিনিবিষ্ট হওয়া তাহাদের মতে সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ। তাহারা নিজেরা আহার-বিহারাদি-কেই মানব-জীবনের সর্ব্বস্ব জ্ঞান করে, অপরকেও তদনুগামী করিয়া তাদের সম্প্রদায়ের বৃদ্ধি করিতে চায়। কেহ কোন ভাগ্য-ফলে হরিভজনে প্রবৃত্ত হ'ন, তাহা হইলে তাহাদের একটী প্রধান কণ্টক পড়িয়া যায়, তাঁহাকে সেই কার্য্য হইতে প্রতিনিবৃত্ত করে। অবশ্য কোন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির উপরই তাহাদের প্রভাব বেশী বলে দুর্ব্বল ব্যক্তিগণের নিকটস্থ হইতে পারে না। তদপেক্ষা কোমলশ্রদ্ধ ব্যক্তির নিকট তাহারা নানাভাবে বিষয়-কথার অবতারণা করিয়া তাঁহার মনকে বিষয়াকৃষ্ট করিবার চেষ্টা করে, তাঁহার সুখদুঃখের কেহ না অংশীদার থাকিতে চায়, কিন্তু যেমনই তাহারা সেই ভক্তাধিচিত্ত, মনোমাত্র ভজন প্রয়াসী ব্যক্তিকে তাঁহাদের সম্মুখে দেখিতে পায়, অমনই তাহাদের সকল বন্ধুত্ব ছুটিয়া যায়, তাঁহাকে তাঁহাদের সুখভোগের প্রতিবন্ধিরূপে দর্শন করিয়া তাঁহার প্রতি অসদ্ব্যবহার করে। আত্মেন্দ্রিয়তর্পণে বিন্দুমাত্র অসুবিধা ঘটিলে আর তাহাদের বন্ধুত্ব বলিয়া কিছুই থাকে না। ইহাই জাগতিক বন্ধুত্বের রীতি; কিন্তু আমাদের ইহ পরকালের একমাত্র বন্ধু কৃষ্ণভক্তগণ আমাদিগকে সর্ব্বক্ষণ শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিবার জন্য কতই না তেন প্রকারেন মনঃ কৃষ্ণে নিবেশয়েৎ' এই মন্ত্র প্রদান করিয়া আমাদিগের হৃদয়ে সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণস্মৃতি জাগরূক রাখিবার জন্য কত চেষ্টাই না করিতেছেন! নিরপেক্ষ, কৃষ্ণোপকারী কারকারী মহাশয় ব্যক্তিগণই নিষ্কপট কৃষ্ণভক্তের এতরূপ অমন্দোদয়া দয়া উপলব্ধি করিবার সৌভাগ্য লাভ করেন এবং তাঁহাদের শ্রীপাদপদ্মে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া ধন্য হ'ন। কৃষ্ণভক্তের নিত্য মঙ্গলবিধায়িনী চেষ্টা ধারণা করিতে না পারিয়া সংসারিগণ তাঁহাদিগকে তাহাদেরই প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করে! জানিনা, আর কতদিনে তাহারা ভক্ত ও ভগবৎকরুণা উপলব্ধি করিয়া ধন্য হবে!

শ্রীধাম-মায়াপুর-শ্রীচৈতন্যমঠের সেবকগণ প্রদর্শনীর সর্ব্বত্র ভগবৎ যাত্রীর নিকট জীবগণের আত্মধর্ম্ম ভক্তি'র কথা কীর্ত্তন করিতেছেন। 'ভক্তি' বলিতে জগতে যাহা প্রচলিত, তাহাতে কতটুকু কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণ বা প্রেম বর্ত্তমান অথবা কেবলই আত্মেন্দ্রিয়তর্পণ কাম বর্ত্তমান, তাহা উচ্চকণ্ঠে কীর্ত্তন করিয়া জগতে শুদ্ধভক্তি-সিদ্ধান্তবাণী ঘোষণা করিতেছেন। অনাদ্যাবধি ভগবদ্বহির্মুখ জীব আজ যাঁহাকে 'মিথ্যা' বলিয়া ভগবদ্ভক্তিকে একেবারেই অপ্রয়োজনীয় মনে করিয়া অজ্ঞতার পরিচয় দিতেছে, শ্রীধাম-মায়াপুর প্রদর্শনী অদ্য তাহাদেরই জন্য পরবিদ্যা-প্রদর্শনীর দ্বার উন্মুক্ত করিলেন। নিতান্ত সঙ্কীর্ণহৃদয় ব্যতীত জগতের কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি না এই প্রদর্শনীর পারমার্থিক উদ্দেশ্য অবগত না হইয়া বঞ্চিত হইবেন

লোকে কত কষ্ট করে কত অর্থব্যয় করিয়া তীর্থস্থানে যায়, তথাকার পবিত্র বারি ও রজঃ স্পর্শ করিতে, কিন্তু কি সৌভাগ্যের কথা আমাদের সেই সমস্ত তীর্থ আজ গৌরধন দর্শন-স্পর্শনের জন্য মালায়িত হইয়া শ্রীধাম-মায়াপুরে আবির্ভূত হইয়াছেন। ভাগ্যবান জনগণ তাহা দর্শন করিয়া প্রাণ পরিতৃপ্ত করিতেছেন। যে বামনাদেব প্রভৃতি তীর্থ, পুরী, দ্বারকা, জগন্নাথ প্রভৃতি দর্শনের জন্য লোক কত কষ্ট করিয়া শতাধিক ক্রোশ দূরে যাইয়া থাকেন, সেই সকল পরমরমণীয় ধাম স্বেচ্ছায় শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীধাম-মায়াপুরে আগমন পূর্ব্বক জগজ্জীবের কত না সুকৃতি বিধান করিতেছেন। ভাগ্যবান্ জনগণ আজ ভগবৎ পার্ষদ মহাজনের ব্যবহৃত ও পূজিত দ্রব্যাদি দর্শন করিয়া কতই না আনন্দলাভ করিতেছেন প্রকৃতিজাত নয়নমনো-মুগ্ধকর অনেক জড়বস্তু জিনিষ এক-স্থানে থাকিয়া সৃষ্টি-কর্ত্তার সৃষ্টি-বৈচিত্র্য ঘোষণা করে, তাহাতে জীবগণ কেবল সুখে কিছুক্ষণ সৃষ্টিকর্ত্তার প্রশংসা করিলেও তাহাদের ভগবদ্ধারণার জগদ্ধারণা বর্ত্তমান থাকায় তাহারা ভক্তের সর্ব্বাবতারী শ্রীভগবানে অহৈতুকী ভক্তি লাভ করিতে পারে না। আত্মেন্দ্রিয়তর্পণ-হেতু মৃদ কিছুক্ষণ ভগবৎস্মৃতির কারণেও তাহা মুমুক্ষা বা বুভুক্ষারই সৃষ্টি হইয়া পড়ে। কিন্তু বাস্তব সত্যের উপাসক মহাজনগণ এবং তাঁহাদের সম্বন্ধীয় যাবতীয় বস্তু জীবগণকে শুদ্ধ অহৈতুকী সুকৃতি-লাভের সহায়তা করেন। কৃষ্ণ চেতন, তাঁহার ভক্ত চেতন, তাঁহাদের সম্বন্ধীয় যাবতীয় বস্তুও চেতন। সুতরাং তাঁহাদের শ্রদ্ধাপূর্ব্বক দর্শন জীবের অশেষ সুকৃতি সঞ্চয় করাইয়া থাকে। ভক্তের থাকিলেই

অনুগ্রহে সকল কথা ভাসিয়া উড়াইয়া দিন। ভগবান্ জনার্দন ইহার মর্ম উপলব্ধি করুন।

"যাঁ'কে দেখ্‌তে নারি, তাঁ'র চলন বাঁকা"— এই ন্যায়াবলম্বনে যাঁহারা শ্রীধাম দর্শন করিতে আসেন, তাঁহারা তামাসা দেখিয়াই গৃহে ফিরিয়া যা'ন। কপট চিত্র-প্রদর্শনকারী ব্যক্তির ভাগ্যে কখনও বাস্তব বস্তুর দর্শন-সৌভাগ্য লাভ হয় না। তাহারা তাহাদের সঙ্কীর্ণ ধারণানুযায়ী মায়াবাদী ভক্তগণকেও তাহাদেরই ন্যায় অন্যের ছিদ্রান্বেষণকারী দেখিয়া দুঃখানুভবে প্রতারিত হ'ন। আমরা সেই ভাগ্যের জন্য অত্যন্ত দুঃখানুভব করিতেছি। দোষগুণ বিচার করিবার ক্ষমতা আমার ন্যায় মনো-ধর্ম্মীর উপর থাকিলে গেলেই আমি মুস্কিলে পড়িয়া যাই, কিংবা বিপরীত ঘটাইয়া বসি। আমার অশুভের কারণ কৃষ্ণবহির্মুখতাকেই দূরে রাখিতে জানিবার পরিবর্তে যখন অন্যকে আমার অশুভ-বিধাতারূপে দর্শন পূর্ব্বক তাহার উপর ক্রোধ প্রকাশ করি, তখন মায়া আমাকে যে কত দ্রুতবেগে নরক-পথে ধাবিত করায়, তাহা আমি আদৌ বুঝিতে পারি না। জগতে যা' কিছু আমরা অশুভ বলিয়া ধারণা করি, তাহা কৃষ্ণেরই কৃপা জানিয়া সহ্য করিয়া কৃষ্ণানুশীলন করা ব্যতীত কিছুতেই আমাদের মঙ্গল নাই। এই সকল শ্রীধাম-মায়াপুরবাসী ভক্তগণ কত না কত প্রকারে আমাদের ন্যায় দুর্বুদ্ধিগ্রস্ত জীবকে শিক্ষা প্রদান করিতেছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। তাঁহারা ছায়াচিত্রে, মূর্ত্তি-শিল্প, প্রদর্শনীতে নানা প্রকার শিক্ষণীয়ের সমাবেশ করিয়া জীবের যে মঙ্গল-বিধান করিতেছেন, সুধীজন তাহা একবার আস্বাদন করুন, নিরপেক্ষ হইয়া তাঁহাদের কথা শ্রবণ করুন, কীর্ত্তন করুন ও বিচার করিয়া ধন্য হউন।

গত ৯ই ফেব্রুয়ারী হইতে প্রত্যহ সন্ধ্যায় শ্রীধাম মায়াপুরে 'ম্যাজিক লেক্‌চার' হইতেছে অর্থাৎ ছায়াচিত্র দেখাইয়া লৌকিক চিত্রের শিক্ষণীয় বিষয় বুঝাইয়া দেওয়া হইতেছে। প্রত্যহ নূতন নূতন স্লাইড দেওয়া হইতেছে। সুগভীর দার্শনিক তত্ত্ব বুঝাইবার পক্ষে এই পদ্ধতিটি নিতান্ত মন্দ নহে। মায়ার বিক্ষেপাত্মিকা [illegible] বদ্ধজীবের মনে কোন গভীর চিন্তাই স্থান পাইতে দেয় না। সে শুধু কনক-কামিনী প্রতিষ্ঠা সংগ্রহের জন্য চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে চব্বিশ ঘণ্টাই কর্ম্মের অনুশীলন করিতে থাকিবে, তাহাতে তাহার বিন্দুমাত্রও আলস্য বোধ হইবে না; কিন্তু সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজন-তত্ত্ব-বিষয়ক শ্রীহরিকথায় অত্যল্প সময় ব্যয় করিতেও তাহার নিদ্রার অভাব দূর হয় না। এমতাবস্থায় [illegible] বিষয় হইতে আকৃষ্ট করিয়া তাহাকে কিছু সময়ের জন্য ভগবৎ কথা শ্রবণে উৎসাহিত করিবার পক্ষে এ ব্যবস্থাটী মন্দ নহে।

শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্য মঠে গত ২৮শে মাঘ শ্রীশ্রীনিত্যানন্দাবির্ভাব-মহোৎসব মহাসমারোহে কীর্ত্তন-মুখে সুসম্পন্ন হইয়াছে। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল প্রভুপাদ অনন্যবদনে অনন্ত দেব শ্রীশ্রীনিত্যানন্দাবির্ভাব সম্বন্ধে অনেক কথা কীর্ত্তন করিয়াছেন। শ্রীনিত্যানন্দ অভিন্ন-বলদেব মূল সঙ্কর্ষণ তত্ত্ব। তাঁহার কৃপা ব্যতীত অদ্বয় ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীগৌরসুন্দরের কৃপা লাভ করিবার কোন উপায়ই নাই।

"হেন নিতাই বিনে ভাই,
রাধাকৃষ্ণ পাইতে নাই,
দৃঢ় করি' ধর নিতাইয়ের পায়।"

প্রেম প্রদীপ

চতুর্থ প্রভা

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

বেলা প্রায় অবসান। সূর্য্য-তেজ নরম পড়িয়াছে। মন্দ মন্দ পশ্চিম বায়ু বহিতেছিল। অনেকেই তীর্থ পরিক্রমণে বাহির হইয়াছেন। কতকগুলি সাধ্বী রমণী উচ্চৈঃস্বরে এই গানটী গাইতে গাইতে চলিতেছেন—

ত্যাজ রে মন হরি-বিমুখ লোকসঙ্গ।
যাক সঙ্গ হি, কুমতি উপজতহি,
ভজনহি পড়ত বিভঙ্গ॥
সতত অসত পথ, লেই যো যায়ত,
উপজত কামিনী-সঙ্গ।
শমন-দূত, পরমায়ু পরখত,
দূরহি নেহারত রঙ্গ॥
অতএব সো হরিনাম সার পরম মধু,
পান করহ ছোড় ঢঙ্গ কহ মাধব চরণ-
সরোরুহে মাতি রহু অন্তভৃঙ্গ॥

গানটী শুনিতে শুনিতে মল্লিক মহাশয় নরেন বাবু ও আনন্দ বাবুর প্রতি একটু কটাক্ষ দৃষ্টি করিলে তাঁহাদের মনে একটু বিকার উদয় হইল। নরেন বাবু রহস্য করিয়া বলিলেন, না আজ হইতে আমরা আর বৈষ্ণব-সম্প্রদায়কে নিন্দা করিব না। দেখিতেছি ব্রাহ্মধর্ম্মে ও বৈষ্ণব-ধর্ম্মে কিছুই ভেদ নাই, কেবল পৌত্তলিকতার তাৎপর্য্য বুঝিতে পারি না। সে কথায় আর কেহ উত্তর করিলেন না। সকলেই অগ্রসর হইতে লাগিলেন। যোগী বাবাজী কহিলেন আমরাও একটী গীত গাইতে গাইতে যাই। বাবাজী সুর ধরিয়া গান আরম্ভ করিলে সকলেই গাইতে লাগিলেন—

হাহা কবে হব বৃন্দাবন বাসী।
নিরখিব নয়নে যুগল রূপ রাশি॥
ত্যজিয়া শয়ন-সুখ বিচিত্র পালঙ্ক।
কবে ব্রজের ধূলাতে ধূসর হবে অঙ্গ।
ষড় রস ভোজন দূরে পরিহরি।
কবে যমুনার জল খাব কর পূরি॥
নরোত্তম দাসে কয় করি পরিহার।
কবে বা এমন দশা হইবে আমার॥

প্রার্থনা গান করিতে করিতে প্রায় সকলেরই নৃত্য করিতে ইচ্ছা হয়। নরেন বাবু ও আনন্দ বাবু কলিকাতায় ব্রহ্ম নগর-কীর্ত্তনে অনেকদিন নৃত্য করিয়াছিলেন, অতএব যোগী বাবাজীর সহিত ব্রাহ্মণদের নৃত্য করিতে কোন আপত্তি দেখিলেন না, কেবল যখন বাবাজী যুগল রূপরাশি বলেন, তখন উঁহারা অপরূপরূপ-রাশি এই শব্দ গাইতে লাগিলেন। তাহাতে একটী অপূর্ব্ব শোভা হইল। এক জন প্রকৃত বাবাজী, এক জন সংসারী বৈষ্ণব তাঁহার শিখা নাই, আর দুই জন জুতা পায় চশমা নাকে। উঁহারা যখন অগ্রসর হইতেছিলেন, তখন অনেকে সতৃষ্ণ নয়নে তাঁহাদিগকে নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। বাবাজী কি অগাধ সাধনাই উদ্ধার করিতেছেন?

কীর্ত্তনানন্দ সমুদ্রে সন্তরণ করিতে করিতে তাঁহারা পণ্ডিত বাবাজীর আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। কীর্ত্তন শুনিয়া পণ্ডিত বাবাজী সমস্ত বাবাজী মণ্ডলীর সহিত অগ্রসর হইয়া কীর্ত্তনের সম্মুখে দণ্ডবৎ প্রণাম করত ঐ কীর্ত্তনে মত্ত হইলেন। কীর্ত্তন সমাপ্ত হইবার সময় দুই দণ্ড রাত্রি হইয়াছে।

সকলে মণ্ডপে বসিলে মল্লিক মহাশয় বাবাজীদিগের চরণরেণু সর্ব্বাঙ্গে মুক্ষণ করিতে করিতে তাঁহার স্বীয় সঙ্গী দ্বয়ের দেহে ঘর্ষণ করিয়া কহিলেন, সমস্ত সংশয় দূর হউক। তাঁহারা উত্তর করিলেন, এরূপ মহাত্মা সকলের পদরেণু পাইতে পারে, কিন্তু অদ্য আমাদের হৃদয়ে একটী নবীন ভাবের উদয় হইল। যেন আমরা প্রাতঃস্নান করিয়া পবিত্র হইলাম। কিন্তু ভয় হয় পাছে এরূপ বিশ্বাস করিতে করিতে পৌত্তলিক হইয়া পড়ি। কিন্তু সত্য বলিতে কি অনেক ব্রহ্ম-কীর্ত্তন করিয়াছি ও দেখিয়াছি, কিন্তু বৈষ্ণব-কীর্ত্তনে যেরূপ প্রেম, সেরূপ প্রেম কোথাও পাই নাই। দেখি নিরাকার হরি আমাদের শেষ কি করেন।

তাঁহাদের কথা শুনিয়া প্রেমদাস বাবাজী ও হরিদাস বাবাজী কিছু আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহারা কোথা হইতে আসিয়াছেন? যোগী বাবাজী তাঁহাদের সমস্ত কথা বলিলে প্রেমদাস কহিলেন, গৌরচন্দ্র আপনার দ্বারা এই দুই মহাত্মাকে আকর্ষণ করিলেন সন্দেহ নাই। (ক্রমশঃ)

উপবাস

(শ্রীপাদ রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিরত্ন)

উপ (সমীপে) বস্ (থাকা, অবস্থান করা); উপবাস অর্থে নিকটে অবস্থান করা। এখন, আমরা কাহার নিকটে অবস্থান করি? কিরূপভাবে অবস্থান করা যায়? তাহার কোন সন্ধানই অবগত নহি। সাধারণতঃ অনাহারে থাকিলেই আমরা উপবাস করিয়া লই। এরূপ ধরণের বিচারধারা শুধু নির্ব্বুদ্ধির হইয়া থাকে; বস্তুতঃ উপবাসের যে ফল তাহা লাভ হয় না। উপবাসই হয় না, আর তাহার বাস্তব ফল কোথা হইতে আসিবে?

উপবাসটী সাধারণতঃ শ্রীএকাদশী, জন্মাষ্টমী প্রভৃতি হরিতোষণ ব্রতোপলক্ষেই অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। আমরা যে ভাবে পাকস্থলীর বিশ্রাম দানার্থে উপবাস করিয়া থাকি তাহাতে সত্য সত্যই শ্রীহরির তোষণ হয় কি না? সে সংবাদ আমরা সঠিক জানি না। না জানিবার কারণ,— যাঁহারা শ্রীহরি-তোষণ-প্রণালী অবগত আছেন, তাঁহাদের শ্রীচরণধূলিদ্বারা আমাদের শিরোদেশ অভিষিক্ত করি নাই। ঐশ্বর্য্য এবং শ্রীমদে মত্ত হইয়া সেই হরিজনকে নিজ সমান বা ন্যূন বিচার দ্বারা অনর্থ সাগরের অতল তলে নিমজ্জমান হইবার চেষ্টাতেই দিবানিশি কাটাইয়া দিতেছি।

কেহ মনোধর্ম্মিগণ উদর পোষণ ব্যাপারকেই উপবাস বা কায়ক্লেশ যাহাকে "উপাস" বা "উপোষ" বলে, তাহাই মানিয়া—যথেচ্ছাচার করিয়া থাকেন। অবশ্য শ্রীএকাদশী দিবসে ভোজনাদি সম্ভাবিত পাপরাশি অধিষ্ঠিত থাকায় তদ্‌ভক্ষণে পাপরাশি সঞ্চিত বা বর্দ্ধিত হওয়ার অবকাশ ঘটে না বরং পুণ্য সঞ্চিত হইয়া থাকে। অন্যরা মোক্ষকামী যোগিকুলের কথঞ্চিৎ সুবিধা হইতে পারে, তাই এবম্বিধ উপবাসে লাভ হয়। কিন্তু তাই বলিয়া শ্রীএকাদশ্যাদি উপবাস দিনে, তাম্বুল আদি চর্ব্বণ, তামাকাদির ধূমপান, গ্রাম্য কথালাপ, নিশি-জাগরণ, উপবাসের কথা অর্থাৎ ক্ষুধা যাহাতে তাড়না করিতে না পারে সেইজন্য বাজে আমোদ প্রমোদ রচনার প্রশ্রয় দেওয়া অর্থাৎ নানাবিধ খেলা, সং তামাসায়, গান-বাজনায়, গাজি কালুর গল্পে, কাঞ্চন মালার বেহুলার যোগ দিয়া উপবাসের কথা বিস্মৃত হওয়ার উপায় করা অতিশয় গর্হিত ব্যাপার। শাস্ত্রানভিজ্ঞ মূঢ় অনেকেই উদর পোষণেই উপবাস হয় মনে করিয়া একপ্রকার অনর্থের অযথা সমাবেশ করিয়া থাকেন। আর কোন কোন বুদ্ধি-ভ্রষ্ট মনধর্ম্মী শাস্ত্রীয় কোন ধার না ধারিয়া ফলাহার [illegible]

—"সধবা স্ত্রীলোকের কখনও উপবাস করিতে হয় না, বরং উপবাস তিথিতে আমিষ ভক্ষণে স্বামীর পরমায়ু বর্দ্ধিত হয়।" কি অশাস্ত্রীয় ব্যবস্থা!—যাহা শুনিলে শাস্ত্র সেবী বালকেও হাস্য সম্বরণ করিতে পারে না।

এই সমস্ত জগজ্জঞ্জাল আর কত কাল জীবের কর্ম্ম-প্রবাহের, জোয়ার ভাটার সঙ্গে সঙ্গে ভাসিয়া বেড়াইবে? আমার মনে হয় অতি শীঘ্র শ্রীশ্রীগুরুদেবের সিদ্ধান্ত বাণী প্রবাহে কর্ম্মের জোয়ার অন্তর্হিত হইয়া শুধু ভাটার দ্বারা সেখানের জঞ্জাল সেই খানে প্রেরিত হইবে।

ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ স্বরূপ একটী উদাহরণ,— ত দিন যাবৎ শ্রীক্ষেত্রে যাইয়া কেহই শ্রীএকাদশীর উপবাস করিতেন না। তথায় নাকি একাদশী বাঁধা রহিয়াছেন বলিয়া একটী প্রবাদ বাক্য প্রচলিত আছে। সেই প্রবাদ বাক্যের উপর নির্ভর করিয়াই শ্রীক্ষেত্রে যাইয়া সকলেই একাদশী বাদ দিতেন। এমন কি স্মার্ত্তের স্মৃতির বন্ধনে থাকিয়া বিধবারা একাদশী দিনে জল স্পর্শ করেন না, তাঁহারাও সেই প্রবাদের জোরে ভরপেট মহাপ্রসাদ ভোজন করিতেন।

সুধাচার্য্য ও বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের কৃপায় সেই শ্রীক্ষেত্রে বহু ব্যক্তি চিরাচরিত কুসংস্কার পরিহার করিয়া—শ্রীএকাদশী দিনে শ্রীশ্রীমহাপ্রসাদ বন্দনা করিয়া উপবাস ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন, পারণা দিনে সেই মহাপ্রসাদ সেবন দ্বারা পারণা করিয়া থাকেন।

শ্রীগুরুদেবানুগত্যে আমরা যতদিন প্রত্যেকটী পন্থা নিষ্কপটে বুদ্ধি দ্বারা অন্তর্যামীনের সৌভাগ্য লাভ না করিব, ততদিন অন্ধব্যক্তির ন্যায় অন্ধকার গৃহে তার খুঁজিতে যাইয়া সাপ গলায় পরিব। ইক্ষু-দণ্ড চুষিতে যাইয়া শক্ত বংশ-দণ্ড চুষিব। আর বলিতে পারিব না কি মিষ্ট নাই। সেইরূপ নিরন্তর হরিকীর্ত্তন না দিয়া উদর পোষণদ্বারা পিত্ত বৃদ্ধি করিব আর বলিব উপবাস করিয়া লাভ নাই, ব্যারাম হয়।

প্রচার প্রসঙ্গ

খুলনা জেলায়

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্-ভক্তি-বিবেক-ভারতী মহারাজ খুলনা সহরে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা প্রচারান্তে ঐ জেলার বিষ্ণুপুর নামক গ্রামে গত ১৫ই মাঘ শুভাগমন করেন। স্থানীয় উদারহৃদয় জমিদার শ্রীযুক্ত কিশোর মোহন সরদার মহাশয়ের গৃহে কয়েক দিবস ব্যাপিয়া বক্তৃতা, শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ এবং কীর্ত্তন হইয়াছে।

বিষ্ণুপুর গ্রামটী খুব বড় না হইলেও অতি মনোরম, বিশেষতঃ সরদার বংশ সদ্গুণে সুবিখ্যাত। এক বংশে বহু লোক একত্রে বসবাস অনেক স্থানে মিলে না। যদিও কোথাও কোথাও দেখা যায় কিন্তু সকলেই যে ধর্ম্মপরায়ণ তাহা নহে। যাহা হউক প্রচারকবৃন্দ বিষ্ণুপুরের সরদার বংশের বিষ্ণু-প্রীতি দর্শন করিয়া বড়ই প্রীতি লাভ করিয়াছেন। প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্য মঠের আচার-প্রচার-কার্য্যে আবালবৃদ্ধ বনিতার ঐকান্তিকী প্রীতি বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। তন্মধ্যে শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র সরদার, রাজকৃষ্ণ সরদার, কুঞ্জবিহারী সরদার, চারুচন্দ্র সরদার প্রভৃতি সহৃদয় ব্যক্তিগণের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

স্বামিজী মহারাজের মুখে শাস্ত্র-মহিমা, সাধু-মহিমা, শ্রীনাম-মহিমা, শ্রীবিগ্রহ-মহিমা ও শ্রীমহাপ্রসাদ-মহিমা শ্রবণ করিয়া সকলেই পরম প্রীতি লাভ করিয়াছেন, এবং আগামী শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমায় যোগদান করিয়া শ্রীধাম মায়াপুর-নবদ্বীপ-প্রদর্শনী দর্শন করিবার অভিলাষ অনেকেই জানাইয়াছেন।

গত ১০ই মাঘ সোমবার বিষ্ণুপুরবাসিগণ বিষ্ণু-ভক্তি-স্বরূপিণী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর আবির্ভাব মহামহোৎসব মহারাজের আনুগত্যে অনুষ্ঠান করিয়া বিষ্ণুভক্তির মর্য্যাদা সংরক্ষণ করিয়াছেন। তাঁহারা এমন কি স্বামিজী মহারাজকে অনুরোধ করিয়া রাখিয়া গত ২২শে মাঘ শ্রীগৌর-আনা ঠাকুর মহাবিষ্ণুর অবতার শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর আবির্ভাব বাসরে সঙ্কীর্ত্তন হরিকীর্ত্তন শ্রবণ ও মহাপ্রসাদ সেবনে মানব-জীবনের সার্থকতা সম্পাদন করিয়াছেন।

রাণীগঞ্জে

(প্রাপ্ত)

পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরগোবিন্দ বিদ্যা-ভূষণ মহাশয় কতিপয় ব্রহ্মচারী সহ এতদঞ্চলে শুভাগমন করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত প্রচারিত সার্ব্বজনীন বৈষ্ণব-ধর্ম্মের কণ্টক দূরীকরণকারী অমিত প্রভাবশালী ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য অষ্টোত্তর-শতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের শ্রীমুখবিগলিত অন্যাভিলাষ শূন্য জ্ঞান কর্ম্মাদি নিরাস পর শুদ্ধভক্তির কথা অকাতরে বিতরণ করিয়া এতদ্দেশবাসীকে কৃতার্থ করিতেছেন। বিদ্যাভূষণ মহোদয়ের স্বভাব-সুলভ বাগ্মিতার গুণে বহু শিক্ষিত ব্যক্তি আচার্য্য-প্রবরের শ্রীচরণ দর্শনাভিলাষী হইয়াছেন। শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা এবং প্রদর্শনী দর্শন উপলক্ষে বহু লোকের শুভাগমন হইবে।

গত ৪।১৩০ তারিখে শৈব-প্রধান কাজোড়া গ্রামে ধনবান শ্রীযুক্ত রামপদ হাজরা বাবুদের আগ্রহাতিশয্যে একটী সভা আহূত হইয়াছিল। উক্ত সভায় বক্তৃতার বিষয় ছিল—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের দান। বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের শ্রীমুখে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর মহাবদান্যতার কথা শ্রবণ করিয়া সকলেই আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছেন। উক্ত কাজোড়া গ্রামে একটি টোল আছে। উক্ত টোলের অধ্যাপক শ্রীলক্ষ্মণ নারায়ণ স্মৃতিরত্ন মহাশয় ও কয়েকটি ছাত্র বিদ্যাভূষণ মহোদয়ের নিকট পঞ্চোপাসনা নিরাস পর শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবাণী শ্রবণ করিয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার-কৌশলের বহু প্রশংসা করিয়াছেন।

দক্ষিণ খণ্ডের ঠাকুর নরহরি সরকার-বংশাবতংসগণ এই সকল কথা শুনিয়া বিদ্যাভূষণ মহাশয়কে দর্শনার্থ প্রায়ে আগমন করিয়া শ্রীযুক্ত রামরঞ্জন ঠাকুর, বি, এ, বি, এল, মহাশয়ের মুখে অবগত হইলেন যে, তিনি বাঁকুড়া কয়লা বলিতে গিয়াছেন। বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের দর্শনাভাবে বিশেষ দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন এবং রামরঞ্জন বাবু বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের অসাধারণ পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিলে তিনি বলেন শ্রীগৌড়ীয় মঠই ভারতের একমাত্র সম্প্রদায়ের শীর্ষ স্থান অধিকার করিয়াছেন। শ্রীগৌড়ীয়মঠ সকলের আদর্শ-স্থানীয়

নানা কথা

প্রদর্শনীদর্শনে

ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব

গত ১২ই ফেব্রুয়ারী নদীয়ার সুযোগ্য সদাশয় ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত তারকচন্দ্র রায় মহোদয়, নদীয়া ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের চেয়ারম্যান রায় শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বাহাদুর, সদর সাবডিভিসন্যাল অফিসার রায় সাহেব শ্রীযুক্ত অদ্বৈতচরণ সামন্ত মহোদয় এবং সার্কেল অফিসার শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ দে মহাশয় শ্রীধাম মায়াপুর নবদ্বীপ প্রদর্শনী দর্শনে আসিয়াছিলেন। তাঁহারা নানাপ্রকার অপূর্ব্ব জিনিষ দেখিয়া অতীব সন্তুষ্ট হইয়াছেন। এই সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ আগামী সংখ্যায় প্রকাশিত হইবে।

যাত্রা

শ্রীধাম মায়াপুর-নবদ্বীপ-প্রদর্শনী উপলক্ষে গুপ্তিপাড়ার আর্য্যসমাজকর্ত্তৃক গত ১১ই ফেব্রুয়ারী মঙ্গলবার 'জাহ্নবা' এবং ১২ই ফেব্রুয়ারী 'রাজা হরিশ্চন্দ্র' সুন্দরভাবে অভিনীত হইয়াছে। প্রত্যহ বাজী, বায়স্কোপ, ম্যাজিক লণ্ঠন প্রভৃতি হইতেছে।

পোপের উক্তি

রোমান ক্যাথলিক জগতের শীর্ষস্থানীয় পোপ খৃষ্টান জগৎকে অনুরোধ করিয়াছেন যে, প্রত্যেক খৃষ্টান যেন রুশিয়ার ধর্ম্ম-বিশ্বাসিগণের উপর অত্যাচারের প্রতীকারের জন্য ১৯শে মার্চ্চ তারিখে তাঁহার উপাসনায় যোগদান করেন। তিনি ঐ দিবসে সেণ্টপীটার্স গির্জ্জায় তাঁহাদের মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা করিবেন।

বিপ্লব-দিবস

নয়া জোয়ান সভা নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি গ্রহণ করেন—

আগামী ১৩ই মে তারিখে সমগ্র ভারতে বিপ্লব দিবস পালন হউক। সেদিন লাল পতাকা লইয়া শোভাযাত্রা বাহির হউক। শ্রমিক ও কৃষকদিগকে উহাতে যোগদানের জন্য বিশেষভাবে বলা হউক। স্বেচ্ছাসেবক দল গঠন করা হউক।

নাপিতের ধর্ম্মঘট

লোয়ালাল মিউনিসিপালিটির কর্ত্তৃপক্ষ নরসুন্দরদিগকে রাস্তার ধারে বসিয়া কামান ব্যবসায় চালাইতে দিবেন না বলায় তাহারা ধর্ম্মঘট করিয়াছে। মিউনিসিপ্যালিটি মিট মাটের চেষ্টা করিতেছে। সহরের লোকের অত্যন্ত অসুবিধা হইতেছে।

টুপি ভীতি

গৌহাটী মুরারি চাঁদ কলেজের অধ্যক্ষ একজন ছাত্রকে গান্ধি টুপি পরিধান করার অপরাধে বাহির করিয়া দেন। পর দিবস সমস্ত ছাত্র ঐ রূপ টুপি পরিয়া কলেজে আসেন। অধ্যক্ষ সাহেব সেদিন স্বকীয় অফিস হইতে বাহির হন নাই। দরজা বন্ধ করিয়া ভিতরে অবস্থান করেন।

ভারতের ঋণ

বিলাতের সংবাদপত্রসমূহে প্রকাশ যে, ভারতে গবর্ণমেণ্টের অবস্থা অত্যন্ত বিশৃঙ্খল হওয়ায় উচ্চহারে সুদ দিয়া টাকা কর্জ্জ করিতে বাধ্য হইতেছেন। এই আরউইন ভারতকে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসন প্রদান করিবার প্রস্তাব ঘোষণা করায় ভারতের কোম্পানীর কাগজের দর যেরূপ নামিয়াছে, তাহাতে এইরূপ উচ্চহারে সুদ দিবার আবশ্যক হইয়াছে।

ঠাকুর চুরি

নোয়াখালির অন্তর্গত বেগমগঞ্জ ঠাকুরবাড়ী হইতে অষ্টধাতু বিগ্রহ চুরি গিয়াছে। কে বা কাহারা জোরপূর্ব্বক মন্দিরে প্রবেশ করিয়া নিয়াছে। পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট নিজে তদন্ত করিতেছেন।

কন্‌ভোকেশন

আর্কুহার্টের বক্তৃতা

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি-বিতরণ উৎসবে ভাইস্ চ্যান্সেলার ডাঃ আর্কুহার্ট বলেন—

গত বৎসর এই বিশ্ববিদ্যালয়-সংশ্লিষ্ট দুইজন অধ্যাপক বিদেশে প্রভূত যশঃ উপার্জ্জন করিয়াছেন। অধ্যাপক সার সি, ভি, রমন ইংলণ্ডে ও ইউরোপের নানা বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা করিয়া অশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। অধ্যাপক রাধাকৃষ্ণ অক্সফোর্ডে বক্তৃতা দিয়া সমগ্র শিক্ষিত জগতের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছেন।

এ বৎসর স্যাডলার্স বোর্ডের প্রতিষ্ঠা হওয়ায় শিক্ষকগণ স্ব স্ব পদের স্থায়িত্ব সম্বন্ধে অনেকটা নিশ্চিন্ত হইয়াছেন। কোন বদান্য ব্যক্তি প্রাথমিক শিক্ষার উন্নতির জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্তে দশ লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন।

দেশের বর্ত্তমান সঙ্কটক্ষণে দেশের ভাবী নেতৃগণকে ভবিষ্যৎ কঠোর জীবনের জন্য উপযুক্তভাবে শিক্ষাদানের অভিপ্রায়ে উন্মুক্ত হস্তে এই বিশ্ববিদ্যালয়কে পরিপুষ্ট করিতে হইবে।

রাজনীতি সম্বন্ধে লোকদের ভিতর মতভেদ থাকিতে পারে, কিন্তু ভারতবাসীর যে বিশিষ্ট চিন্তাধারা ও কর্ম্মশক্তি আছে সে বিষয়ে কাহারও অমত নাই। দেশের অতীত ইতিহাস এবং বর্ত্তমান ঘটনাবলী নিবিষ্টচিত্তে আলোচনা করিয়া সেই সকল চিন্তাধারা ও কর্ম্মশক্তি দ্বারা চালিত হওয়াই সকলের কর্ত্তব্য। চরকার কার্য্যকারিতা সম্বন্ধে লোকদিগের ভিতর মতভেদ থাকিতে পারে, কিন্তু উহা যে একটা আদর্শের প্রতীক, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। শিল্পের উন্নতি সাধন করিতে হইলে পাশ্চাত্যদেশসমূহে শ্রমশিল্পের অত্যধিক প্রসারের ফলে যে বিষময় ফল উৎপন্ন হইয়াছে, সে দিকে লক্ষ্য রাখিয়া ভারতকে সে বিপদ হইতে রক্ষা করিতে হইবে। নিরক্ষরতা দূরীকরণে এবং স্ত্রীশিক্ষার প্রচারে দেশের ভিতর একটা শক্তির সঞ্চার হইয়াছে। এই শক্তি সুপরিচালিত করাই সকলের কর্ত্তব্য।

ছাত্র চাঞ্চল্য

মাদারীপুর স্কুলে জাতীয় পতাকা উড্ডীন থাকায় স্কুলকে সরকারি সাহায্য বন্ধ করিয়া দিবার ভীতি প্রদর্শন করা হইয়াছে।

যেখানে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের বাংলা থাকে, তাহার সম্মুখেও পতাকা উড্ডীন থাকে।

লাটসাহেবের বক্তৃতা

লাট সাহেব ঢাকায় বলেন—

সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি আপনাদের পাঠ্যতালিকার অন্তর্গত নহে, সকলগুলি বিষয়গুলি বিদ্যালয়ের বাহিরে শিক্ষা করিতে হইবে। পুস্তক হইতে যেরূপ শিক্ষালাভ করিতে হয় বহির্জ্জগৎ হইতেও সেরূপ শিক্ষা লাভ না করিলে, শিক্ষার পূর্ণফল লাভ করিতে পারা যায় না। কিছু অত্যাচার এবং সমাজে বাস করিবার কিছু কলাকৌশল শিক্ষা না করিলে শিক্ষা সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হয় না। জাতীয় সমৃদ্ধি রাজনৈতিক পদ্ধতি, একতা, পরস্পর সাহায্যের সুদৃঢ় বন্ধন, সমাজ-গঠন, শিল্প ও কৃষির উন্নতির উপর নির্ভর করে। কিন্তু জাতির প্রকৃত মহত্ত্ব প্রধানতঃ নাগরিকগণের মহৎ চরিত্রের ফল। **নেতৃত্ব করিতে হইলে কেবল উচ্চ শিক্ষিত হইলেই হয় না, আদর্শ-চরিত্রবান্ হইতে হইবে।**

ঘটনাটী সত্য কি?

বরিশালায় সত্যাগ্রহ পুরাদমে চলিতেছে। পুলিশ এবং অন্যান্য কর্ম্মচারী স্বেচ্ছাসেবকদিগকে বেদম প্রহার করিয়াছে। শ্রীমন্ মহিমচন্দ্র ব্রহ্মচারী নামক একজন স্বেচ্ছাসেবক মনোনীত প্রেসিডেন্ট হরিদাস গাঙ্গুলির পায়ে ধরিয়া অনুরোধ করেন যে, নিরীহ জন সাধারণের উপর যেরূপ ব্যবহার চলিতেছে তাহাতে যেন তিনি সাহায্য না করেন। প্রকাশ, সেই সময় পুলিশের লোক মহিম বাবুকে ধরিয়া টান দেওয়ায় হরিদাস বাবু চেয়ার হইতে পড়িয়া যান। তাহার পর ভলণ্টিয়ারদিগের উপর পুলিশ লাঠি চালাইতে থাকে। মহিম বাবু অজ্ঞান হইয়া পড়েন। তাঁহাকে স্বেচ্ছাসেবকগণ স্থানান্তরিত করিলে এক মুসলমান রমণী মাতার ন্যায় তাঁহার সেবা শুশ্রূষা করেন।

ধর্ম্মঘট

জি, আই, পি রেল শ্রমিক ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট বলেন যে, ধর্ম্মঘটকারিগণের সংখ্যা পঞ্চাশ হাজারের কম নহে। সংখ্যা প্রত্যহ বাড়িতেছে। রেলের সমস্ত বড় বড় কেন্দ্রে ধর্ম্মঘট দেখা দিয়াছে। শ্রমিকদের ধর্ম্মঘটের কারণ যে আছে তাহা সরকার বাহাদুর স্বীকার করেন।

সরকার বলেন যে ধর্ম্মঘট কেবল মাত্র যে শ্রমিকদিগের স্বার্থ সাধনের জন্য হইয়াছে তাহা নহে। বাহিরের লোকেরও প্ররোচনা আছে।

শ্রমিক সঙ্ঘের প্রেসিডেন্ট একথা স্বীকার করেন না যে সকল শ্রমিক ধর্ম্মঘট করে নাই তাহাদের নাকি দ্বিগুণ বেতন দিবার প্রস্তাব করায় তাহারা এজেন্টকে টেলিগ্রাম করিয়াছে, যে এরূপ প্রস্তাব তাহাদের পক্ষে অপমানজনক। সালিসী কমিটি গঠিত না হইলে তাহারাও ধর্ম্মঘট করিবে। কর্ত্তৃপক্ষ শ্রমিকদের পাশ কাড়িয়া লইতেছেন।

ফরিদপুর প্রদর্শনী

ডাঃ আর্কুহার্ট ফরিদপুর কৃষি-শিল্প প্রদর্শনীর দ্বারোদ্ঘাটন করেন।

কন্যা হরণ

চব্বিশপরগণার হাসনাবাদের নগেন্দ্র বাবুর কন্যা লক্ষ্মীমণিকে বিবাহের পরদিন হইতে খোঁজে পাওয়া যাইতেছে না। এই সম্পর্কে পুলিশ জোর তদন্ত করিতেছেন। কন্যার বয়স পনর বৎসর। অনেকে এই ব্যাপারে বাড়ীর গৃহশিক্ষককে সন্দেহ করিতেছেন। গৃহশিক্ষক পূর্ব্বে কন্যাকে বিবাহ করিবার প্রস্তাব করেন কিন্তু তাঁহার আশা সফল না হওয়ায় প্রত্যাখ্যাত হন।

জেল

নাগমণির হাটের শিক্ষক শ্রীযুক্ত প্রফুল্ল চন্দ্র দাস স্বাধীনতা দিবসে শোভাযাত্রায় নেতৃত্ব করিয়াছিলেন। মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহাকে ডাকবাংলায় ডাকিয়া আনিয়া শান্তিরক্ষার মুচলেকা দিতে অথবা কাজে জবাব দিতে বলেন। প্রফুল্ল বাবু তাঁহার আদেশ অমান্য করায় মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুর নাকি স্কুলের সম্পাদক মহাশয়কে অনুরোধ করিয়াছেন যে, যেন শিক্ষক প্রফুল্ল বাবুকে কর্ম্মচ্যুত করা হয়।

ত্রিজতলার গোলযোগ

কালকাতা ত্রিজতলার শিবমন্দিরের গোলযোগ একবার এত বেশী হইয়াছিল যে লাট সাহেবকে অসময়ে মফঃস্বল হইতে কালকাতায় ফিরিয়া আসিয়া তাহার মীমাংসা করিতে হইয়াছিল।

এখানে আবার গোলযোগ বাধিয়াছে। মন্দিরের জনৈক ট্রাষ্টী ও পূজারী কালকাতার পুলিশ কমিশনারের নিকট এই মর্ম্মে আবেদন করিয়াছেন যে জনৈক পুলিশ কর্ম্মচারী ঠাকুরের চাঁদোয়া, পতাকা ও ঘণ্টা লইয়া গিয়াছে।

খাদ্য উল্লাস

ঢাকায় সিন্ধু হানে সমস্ত লোকদিগের বাটী খাদ্য উল্লাস হইতেছে।

গ্রেপ্তার

আফগানিস্থানের সর্দ্দার আমির উল্লা খান এবং আবদুল হাকিম খাঁকে গ্রেপ্তার করিয়া পেশোয়ার জেলে আবদ্ধ রাখা হইয়াছে। কারণ জানা যায় নাই, তবে অনেকে বলেন যে আফগানিস্থানের গবর্ণমেণ্টকে উচ্ছেদ করিবার জন্য ষড়যন্ত্র করার জন্য তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

এগ্রিজিবিশন্ সংবাদ

বহু স্বেচ্ছাসেবক শ্রীধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপ প্রদর্শনীতে কার্য্য করিতেছেন। তাঁহাদের কার্য্য অতীব প্রশংসনীয়। মেজর এডজুটাণ্ট শ্রীযুক্ত রসিক লাল দেবভূতি, লেফ্‌টেনাণ্ট শ্রীযুক্ত ভগবতীচরণ চক্রবর্ত্তী, সার্জ্জেন মেজর শ্রীযুক্ত অবিনাশ দত্ত, বিউগ্‌লার শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী পাল, শ্রীযুক্ত রাম চন্দ্র ঘোষ, শ্রীযুক্ত মণিভূষণ নাথ, শ্রীযুক্ত নিকুঞ্জ বিহারী রুদ্র, শ্রীযুক্ত কিশোরী মোহন নাথ, শ্রীযুক্ত সারদারঞ্জন পণ্ডিত, শ্রীমান্ রাধিকা প্রসাদ দত্ত, শ্রীমান্ ললিত মোহন নাথ, শ্রীমান কুমুদরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীমান্ ললিত মোহন দাস—এই কয়জনের অক্লান্ত কর্ম্ম, অমায়িক ব্যবহার এবং মধুর কথাবার্ত্তায় সমস্ত দর্শক মুগ্ধ। কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাদের হস্তে প্রদর্শনীর তত্ত্বাবধানের ভার দিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিয়াছেন। শ্রীমৎ কৌশলানন্দ ব্রহ্মচারী মহোদয় তাঁহাদের G. O. C. পদের ভার গ্রহণ করিয়া স্বীয় স্বাভাবিক যোগ্যতার পরিচয় প্রদান করিতেছেন। এই সমস্ত ভলাণ্টিয়ারদের শৃঙ্খলা-রক্ষা-পদ্ধতি অত্যুৎকৃষ্ট—একথা সকলে এক বাক্যে স্বীকার করিতেছেন।

লোহার কড়ি বরগা
করগেট টীন, জানালার গরাদে
দালানের ফুলদার রেলিং ও থাম
বেড়াঘেরা কাঁটাতার ইত্যাদি
সুলভে বিক্রয় করি
ফোন ৪৪৯
কলিকাতা

শ্রীচৈতন্যমঠের গ্রন্থাবলী

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বিরচিত ও

ভক্তি-গ্রন্থাবলী।

উৎকৃষ্ট কাপড়ে বিলাতী ধরণে বাঁধাই স্বর্ণালঙ্কৃত। চতুর্থ সংস্করণ। বিস্তৃতবিষয়সূচীসহ

জৈবধর্ম্ম

বাঁধাই ২৲ দুই টাকা

প্রকাশিত হইয়াছে

সনাতন ধর্ম্মশাস্ত্র বেদ, বেদান্ত, উপনিষৎ গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত, পুরাণ, তন্ত্রাদি সকল গ্রন্থ পাঠ করিবার অবসর অতি অল্প মানবের ঘটিয়া থাকে। অনেকের যোগ্যতা না থাকায় সেই সমস্ত গ্রন্থের মর্ম্ম অবগত হইতে পারেন না। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বাঙ্গালীর এই অসুবিধা দূরীভূত করিবার জন্য এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

বিদ্যালয়ের ছাত্র বা শিক্ষকগণের বিশেষ পাঠ্য, এই হেতু শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টার বাহাদুর তাহা সমস্ত বিদ্যালয়ের জন্য অনুমোদিত করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

প্রথম খণ্ড ভিক্ষা ১৲ এক টাকা

যুক্তিপূর্ণ শাস্ত্রবাক্য দ্বারা প্রত্যেক মানবের নিত্য কর্ত্তব্য ও অনিত্য সাময়িক কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। গ্রন্থের প্রতি উক্তি সনাতন শাস্ত্রবাক্য দ্বারা সমর্থিত ও প্রমাণিত হইয়াছে। দেহের, মনের ও আত্মার ধর্ম্ম কি? স্বদেশ, সমাজ, নীতি, ধর্ম্ম কি? ইত্যাদি বিষয় ক্রমানুসারে এমন সুন্দরভাবে যুক্তিসংকারে আলোচিত হইয়াছে যে, প্রথম পংক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত পাঠ না করিয়া নিরস্ত হওয়া যায় না।

শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য

ভিক্ষা ৷৶০

ঐ প্রমাণ খণ্ড ভিক্ষা ৷৶০

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর লীলার ও লীলাভূমি নবটী দ্বীপ-সমন্বিত। এই নব দ্বীপের প্রাচীন বিবরণ—প্রত্যেক দ্বীপে শ্রীমহাপ্রভুর লীলা—প্রত্যেক দ্বীপের পরিচয়, শ্রীধাম-মাহাত্ম্য-বর্ণনাদি ইত্যাদি বিষয় বিশেষভাবে মনোহর ছন্দে বর্ণিত। পকেট সাইজ প্রায় ১৬০ পৃষ্ঠা।

নবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ

ডবল ক্রাউন-এ কালীতে উত্তম কাগজে ছাপা—শ্রীনবদ্বীপধাম দর্শনে ভাবুক দর্শনকারীর কি প্রকার ভাবের উচ্ছ্বাস হয়, তাহা এই গ্রন্থে বর্ণিত। অতি চমৎকার। ভিক্ষা চারি আনা।

শ্রীসজ্জনতোষণী

৷৶০ দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভুকে উপদেশচ্ছলে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিচার অতি সুন্দরভাবে ব্যক্ত হইয়াছে। ইহা ছাড়া শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদিষ্ট শিক্ষা ও উপদেশ বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-জগতে অভিনব গ্রন্থ !!

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতি-গ্রন্থাবলী :—

শরণাগতি

পকেট সাইজ
অষ্টম সংস্করণ
ভিক্ষা ৴০ আনা

দেহ ও মনের চেষ্টা অনিত্যবস্তু লইয়া। তাহা যখন জীব বুঝিতে পারে, তখন একমাত্র নিত্যবস্তু শ্রীভগবানের প্রতি তাঁহার কোন আত্মার আবেগময়ী প্রার্থনা হয় এবং শ্রীভগবানে সর্ব্বান্তঃকরণে নিষ্কপটে কি প্রকারে শরণাপন্ন হইতে হয়, ইত্যাদি বিষয়ক প্রাণস্পর্শী প্রার্থনা ও আত্ম-সমর্পণমূলক গান। উড়িয়া সংস্করণও প্রকাশিত হইয়াছে।

ভিক্ষা প্রতি খণ্ড ৴০ এক আনা

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা—৴০, নবদ্বীপশতক—৴০

অর্থপঞ্চক—৴০

কল্যাণকল্পতরু

পকেট সাইজ
পঞ্চম সংস্করণ
ভিক্ষা ৴১০

আমরা প্রত্যহ নূতন অভাব ও কামনার বশবর্ত্তী হইয়া পুনঃপুনঃ যে অকল্যাণকে কল্যাণ বলিয়া গ্রহণ করি এবং যাঁহার নিকট কল্যাণ কামনা করি, তিনি যে নিত্য বা যথার্থ কল্যাণ প্রদানে অসমর্থ এবং কোন বস্তু আমাদের নিত্য কল্যাণপ্রদ এবং কি ভাবে আমরা সেই কল্যাণলাভে সমর্থ হইব, এই সকল কথা সরল গানে লিপিবদ্ধ। এই গীতিগ্রন্থ বাস্তবিক কল্যাণের কল্পতরু; যদি প্রত্যেককে নিত্যকল্যাণ প্রদানে

শ্রীল চক্রবর্ত্তি ঠাকুরের টীকা সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর কৃত টীকা ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কৃত অনুবাদ। টীকাকারের জীবনী, শ্লোক-সূচি, বিষয়সূচি প্রভৃতি বহু প্রয়োজনীয় বিষয় সম্বলিত প্রায় ৪২৫ পৃষ্ঠা। উৎকৃষ্ট সিল্কে বাঁধাই ২৲ দুই টাকা, কাগজে বাঁধা ১৷০

শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ কৃত ভাষ্য সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

কাগজ ও ছাপা উৎকৃষ্ট। সিল্কে বাঁধাই, সোণার জলে নাম লেখা রাজসংস্করণ ২৲ টাকা, সাধারণ সংস্করণ ১৷০, গৌড়ীয়ের গ্রাহকপক্ষে ১৷০

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি

(সার্ব্বভৌমকোষগ্রন্থ

বিষয়:—১। ভক্তিশাস্ত্রে ব্যবহৃত শব্দাবলীর অর্থ, ২ চারি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের চরিত্র, ৩। বিষ্ণুবৈষ্ণবসম্পর্কিত শ্রীমন্দির ও শ্রীবিগ্রহের বিবরণ, ৪। বৈষ্ণবগ্রন্থ ও প্রবন্ধসমূহের তাৎপর্য্য ও বিবরণ, ৫। বিষয় বিশেষের লৌকিক ও শাস্ত্রীয় আকরমূলে যাবতীয় তথ্য। চারিখণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ১ম খণ্ড ৸০, ২য় খণ্ড ৷৷৶০, ৩য় খণ্ড ৸০, ৪র্থ খণ্ড ৷৶০, চারিখণ্ড একত্রে ৩৲ (৫ম খণ্ড যন্ত্রস্থ)।

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ

—১ম খণ্ড ১৲ এক টাকা ২য় খণ্ড ১৲০ এক টাকা—শ্রীমদ্ভাগবতের গ্রাহক ও গৌড়ীয় গ্রাহকগণ ১৷০ টাকায় দুইখণ্ড পাইবেন। বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমজ্জীব গোস্বামিপাদের রচিত গ্রন্থ। ইহাই ষট্সন্দর্ভের অধিক প্রয়োজনীয় অংশ। প্রতি খণ্ড ডবল ক্রাউন ৮ কর্ম্মায় ৬৪ পৃষ্ঠা আকারে মুদ্রিত হইতেছে।

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য সঙ্কলিত

সদাচারস্মৃতিঃ

ভিক্ষা ৷৶০ মাত্র

[illegible]

রেজেষ্টারিকৃত

মদন মঞ্জরী

বটিকার ধ্বজ ও ধাতুবিকার, ইন্দ্রিয়শক্তির ক্ষুণ্ণতা প্রভৃতি যে শুক্রপাত, স্বপ্নদোষ, মাথাঘোরা, বুক ধড়ফড়ানি, অনিদ্রা প্রভৃতি লক্ষণ সত্বর নির্দ্দোষ আরোগ্য হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ৩০ বটী ১৲ এক টাকা।

"নপুংসকত্বারি ঘৃত"

পুরুষত্বহানি রোগে বাহ্যপ্রয়োগ দ্বারা আরোগ্য করিয়া শক্তিসম্পন্ন করে। মূল্য ২ তোলা ১৲ টাকা।

"রমণীবিলাসিনী বটিকা"

বীর্য্যধারণ করত সম্ভোগশক্তির স্থায়ীত্ব বৃদ্ধি করিতে অত্যাশ্চর্য্য। মূল্য ১০ বটী ১৲ এক টাকা।

রাজবৈদ্য নারায়ণজী, কেশবজী

১৭৭নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

বিজ্ঞাপন

সাবধান! সাবধান!! সাবধান!!!

জে, বি, দত্তের চোকা শিশি বাদাম তৈল

আদি ও অকৃত্রিম এবং উপকারিতায় সর্ব্বজন পরিচিত ও বহু প্রশংসিত।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী *J. B. Dutta & Co.* নাম খোদা দেখিয়া খরিদ করিবেন। নতুবা জোয়াচোরগণ কমদরের বাজে তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে।

বিনীত—জে, বি, দত্ত

ফেরাস কুইনিন

নূতন এবং পুরাতন ম্যালেরিয়ার যম

ইহাতে উপযুক্ত মাত্রায় আয়রন, বাইকার্ব্বোনেট কুইনিন, আর্সেনিক এবং ষ্টিকনিন আছে।

এই ফেরাস-কুইনিন দ্বারা ইনজেকসন করিলে একটী বা দুইটী ইনজেকসনেই সকলপ্রকার কঠিন ম্যালেরিয়া জ্বর বন্ধ করে এবং দুর্ব্বলতা বারণ করিয়া একসঙ্গে ম্যালেরিয়ার সমস্ত উপসর্গ নষ্ট করিয়া দেয়। ৬ এম্পলপূর্ণ প্রতি বাক্স—মূল্য ... বাই কেমিক্যাল ও কিনিক্যাল ...

পর-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

এখানে আহার এবং বাসস্থান দিয়া বিদ্যার্থিগণকে বিভিন্ন শিক্ষণীয় বিষয় শিক্ষা দিবার বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। অনেক ছাত্র ইতোমধ্যেই আসিয়া পাঠ আরম্ভ করিয়াছেন। বর্ত্তমান বর্ষে সকল ছাত্রই গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

প্রধান অধ্যাপক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রচন্দ্র কাব্য-ব্যাকরণ-সাংখ্য-বেদান্ত-ন্যায়দর্শনতীর্থ, সাংখ্যভূষণ, বেদান্তরত্ন, সাহিত্যশাস্ত্রী, সুদর্শনবাচস্পতি।

অধ্যাপক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গৌরদাস ব্রহ্মচারী ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীধাম মায়াপুর পরবিদ্যাপীঠ, (নদীয়া।)

বেদনাঞ্জন

শ্রেষ্ঠরত্ন

কলিকাতা কংগ্রেস একজিবিসন হইতে স্বর্ণ প্রশংসা প্রাপ্ত ও বহু গণ্যমান্য ভদ্রমহোদয়গণ কর্ত্তৃক প্রশংসিত।

আজকাল বাজার-চলন মিশ্রিত ও বিষাক্ত আহার্য্য সেবনে শরীরের রক্ত স্বতঃই দোষিত হইয়া পড়িতেছে। রক্তই মানবদেহের শ্রেষ্ঠ উপাদান, এই রক্ত দোষিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মানব বাত, বেদনা, মাথাধরা, দৃষ্টিশক্তির হ্রাস, দাঁতের গোড়া ফুলা, দাঁত কনকনানি, দাঁতে পোকা এবং দাদ, চুলকানি প্রভৃতি কষ্টদায়ক চর্ম্মরোগে আক্রান্ত হইতেছে। যদি আপনি একান্তই ব্যাধিমুক্ত হইতে চান, তাহা হইলে অযথা পয়সার অপব্যয় না করিয়া অল্প ব্যয়ে এক শিশি বেদনাঞ্জন ক্রয় করিয়া ইহার কার্য্যকারী-শক্তি উপলব্ধি করুন। গুণের তুলনায় মূল্য অত্যল্পমাত্র, এক শিশি ৷৵০ আনা মাত্র মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান—এ, সি, চাটার্জ্জী এণ্ড ব্রাদার্স।

৪৫নং হুলকাটি লেন, মাণিকতলা

সকল মনিহারী দোকানে ও বড় বড় ডাক্তারখানায় পাওয়া যায়।

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

যদিও অদ্যাপি প্রকৃত মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য, তথাপি যাহারা নানা বহু অনিয়মিত উপায়ে অপরিমিত শক্তি নষ্ট করিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন এবং নানা প্রকার মেহ, প্রমেহ ধাতুদৌর্ব্বল্য, স্নায়বিক দুর্ব্বলতা, বহুমূত্র, স্বপ্নদোষ, পারদ সংক্রান্ত পীড়া, অর্শ এবং স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে যাহারা বাধক, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, কাকবন্ধ্যা, শ্বেত ও রক্তপ্রদর, হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি রোগে দুঃসাধ্য জীবনে নিরাশ হইয়াছেন, তাঁহারা আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটান সাহেবের আবিষ্কৃত ইলেক্ট্রিক সলিউসন ব্যবহার করিয়া বাঁচিতে পারেন, তাহার শত শত প্রমাণ প্রতি বৎসরেই পাওয়া যাইতেছে। যাঁহারা অন্যান্য বহুবিধ ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরোগ্য হইতে পারেন নাই, তাঁহারা একবার এই ঔষধটী ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক মাসের ব্যবহারোপযোগী এক শিশি ঔষধ ডাকমাশুল সহ ৩।০ টাকা মাত্র।

সোল এজেণ্ট—ডাঃ ডি, সি, হাজরা।

কতেপুর, গার্ডেনরিচ পোষ্ট, কলিকাতা।

ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

অধ্যক্ষ

শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম.এ. এফ.সি.এস (লণ্ডন)

ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক

(প্রফেসার)

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ বিশুদ্ধ ও শাস্ত্রমতে নিজ তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হয়। পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ক্যাটালগ পাঠান হয়। রোগের বিবরণ জানাইলে যত্নপূর্ব্বক ব্যবস্থা দেওয়া হয়। চিঠি পত্রাদি সম্পূর্ণরূপে গোপন রাখা হয়।

মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দুর)

(বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৮৲ টাকা

উৎকৃষ্ট স্বর্ণ, পারদ ও আমলাসার গন্ধক দ্বারা যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। বিনা প্রয়োজনীয় সর্ব্বরোগনাশক মহৌষধ।

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৬৲ টাকা

উৎকৃষ্ট কাশীর আমলকী, দশমূলাদি প্রভৃতি যাবতীয় উপাদানে পূর্ণ মাত্রায় যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। কাশ, কাসি, সর্দ্দি, যক্ষ্মা, স্বরভঙ্গ, হৃদরোগ প্রভৃতি রোগের মহৌষধ। সকলপ্রকার দুর্ব্বলতা নাশক অতিশয় পুষ্টিকর মহৌষধ বা খাদ্য বিশেষ।

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬৲ টাকা

ইহা সেবনে ধাতুদৌর্ব্বল্য, শুক্রতারল্য, স্বপ্নদোষ, প্রমেহ ও ধ্বজভঙ্গ সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায়। ইহা অপরিসীম আনন্দদায়ক রসায়ন।

অবলাবান্ধব যোগ

প্রদর, বাধক প্রভৃতি জরায়ুদোষ ও যোনিগত যাবতীয় রোগের মহৌষধ।

মূল্য—১৬ মাত্রা ২৲ টাকা। ৫০ মাত্রা ৫৲ টাকা মাত্র

বিশুদ্ধ জল! ভয় নাই! বিশুদ্ধ জল!!

লক্ষ্মী টিউব-ওয়েল কোং

২০৫নং নবাবপুর, ঢাকা

বর্ত্তমান যুগের নব আবিষ্কৃত স্বাস্থ্যরক্ষার উন্নত বৈজ্ঞানিক-জল-প্রণালীতে নলকূপ (Tube well) নির্ম্মাণ করা হয়। এ যাবৎ লাট বাহাদুর, প্রাইভেট সেক্রেটারী, ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট, ডিষ্ট্রিক্ট-বোর্ডের চেয়ারম্যান, ইঞ্জিনিয়ার, জমিদার, তালুকদার, কোম্পানী সম্ভ্রান্ত ভদ্রমহোদয়গণ এই কোম্পানীর দ্বারা নলকূপ বসাইয়া লইয়াছেন। রাসায়নিক পরীক্ষায় জল বিশুদ্ধ না হইলে মূল্য গ্রহণ করা হয় না। বিস্তৃত বিবরণের জন্য পত্র লিখুন

বিজ্ঞাপিত কেন?

সাধারণের হিতার্থে, যাহাদের রোগ সারিতে পারে তাহার পথ্য ইত্যাদি সম্বন্ধে "কামশাস্ত্র" গ্রন্থখানি যিনি পাঠ করেন নাই, তিনি আবেদন করিলে বিনামূল্যে প্রাপ্ত হউন। উহা পাঠে উপকৃত হইয়া ৭২০০০ হাজার লোক মুক্ত হইয়াছেন। প্রায় ৫০ বৎসরের পরীক্ষিত, শুক্রতারল্য, স্বপ্নদোষ ইত্যাদির যম "আতঙ্ক-নিগ্রহ বটিকা" প্রতি কৌটার মূল্য ১৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান—আতঙ্ক-নিগ্রহ ফার্ম্মেসী, ২১৪ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা।

মনোমোহন প্রেস

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা

পূর্ব্ববাঙ্গালায় সুলভে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত

বৈদ্যুতিক মোশিনে দিবারাত্র কাজ চলিতেছে

বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা।

শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ, দৈনিক নদীয়া প্রকাশ ... শ্রী কুঞ্জবিহারী ব্রহ্মচারী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

স্থানীয় সংস্করণ Registered No. C 1514

বিজ্ঞাপনের হার
প্রান্তবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬
অর্দ্ধ কলম ৩।০
সিকি কলম ২
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহ
ভারতের সর্ব্বত্র মঙ্গল-প্রচার- নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

অগ্রিম মূল্য
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৴৫

৪র্থ খণ্ড] সম্পাদক—প্রত্নবিদ্যালঙ্কার শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী [২৯০ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্য মঠ, শ্রীধাম মায়াপুর ২রা ফাল্গুন শুক্রবার ১৩৩৬ ১৪ই ফেব্রুয়ারী ১৯৩০

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভাগবতম্— শ্লোক, টীকা, বিবৃতি প্রভৃতি সহ
খণ্ডে খণ্ড প্রকাশিত, [illegible] গ্রাহক ও সাধারণের পক্ষে
১৸০ গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশ গ্রাহক পক্ষে ৷৵০
ভাষ্য-সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৩য় সংস্করণ) ৫৲
গৌড়ীয়-গৌরব ৫৷০
৪। গৌড়ীয়-সাহিত্য [illegible]
৫। ভক্তি-রহস্য ॥০
শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম (বাঁধা) ১৲
" " " আবাঁধা ৸০
গীতা (শ্রীবলদেবভাষ্যসহ বাঁধা ২৲ আবাঁধা ১॥০
৮। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি-টীকা সহ) বাঁধা ২ আবাঁধা ১॥০
গীতার [illegible] মাধব-ভাষ্য ॥০
সূত্রমালা (উপদেশের সানুবাদ ভাষ্য) ২৲
বেদান্তসূত্রের সানুবাদ (রামানুজীয়) ॥০
জৈবধর্ম্ম ২৲
শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৪। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ৷৵০
১৫। দীপ-নিদর্শন ৵০
১৬। নামভজন (৩য় সংস্করণ) ।৶০
১৭। আচার ও আচার্য্য ।
১৮। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
১৯। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৵০
২০। শ্রীনবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য [illegible]
২১। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য (প্রমাণখণ্ড) [illegible]
২২। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ [illegible]
২৩। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা দর্পণ ।০
২৪। নবদ্বীপশতক, গীতাবলী, সাধনকণ, প্রেমবিবর্ত্ত,
নবদ্বীপশতক, আত্মশতক ও সদাচারস্মৃতি মোট ।১০
২৫। কল্যাণকল্পতরু (নূতন সংস্করণ, ২ খণ্ড একত্রে) [illegible]
২৬। সাধককণ্ঠমণি ।০
২৭। সংস্কার দীপিকা ।০
২৮। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড) ৬৲
২৯। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ॥০
৩০। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ৷০
৩১। মণিমঞ্জরী সানুবাদ ।০
৩২। [illegible] ৸০
৩৩। শ্রীচৈতন্যভাগবত (বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ) ৫৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

অপূর্ব্ব সুযোগ! অপূর্ব্ব সুযোগ!

শ্রীধাম মায়াপুর প্রদর্শনী

আমোদপ্রমোদের বিপুল আয়োজন
অভাবনীয় বিরাট ব্যাপার
৯ই ফেব্রুয়ারী হইতে যাত্রা বায়স্কোপ প্রভৃতির প্রচুর ব্যবস্থা
সকলেই যোগদান করুন

নানা কথা

প্রদর্শনীর কৃষিবিভাগ

[illegible] সরকারী কৃষিবিভাগের [illegible] শ্রীযুক্ত [illegible] এবং শ্রীযুক্ত বাবু অমূল্য কুমার দাস মহাশয় [illegible] প্রদর্শনীর যথেষ্ট সাহায্য করিতেছেন।

অমূল্য বাবু দর্শকগণকে কৃষিসংক্রান্ত ব্যাপার সুন্দরভাবে বুঝাইয়া দিতেছেন। তিনি দর্শক এবং বিশেষ [illegible] সমাগত চাষী প্রজাগণকে উন্নত প্রকার সার এবং [illegible] সম্বন্ধে তাঁহার গভীর গবেষণামূলক জ্ঞান দান করিতেছেন। তাঁহার [illegible] সরল এবং সুন্দরভাবে [illegible] অমায়িক ব্যবহারে সকলে মুগ্ধ।

রুশিয়ায় নাস্তিকতা

এই বৎসরের প্রথমভাগে রুশিয়া দেশে দুই সহস্রের অধিক উপাসনা মন্দিরের দ্বার বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ফেব্রুয়ারি মাসে ধর্মের বিরুদ্ধে অত্যন্ত অত্যাচার অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। সেরূপ আর কখনও হয় নাই।

মুলতানে হরতাল

বাড়ী এবং জলের ট্যাক্স [illegible] মুলতানে [illegible] হরতাল চলিতেছে, দরিদ্রদিগকে বিনা ব্যয়ে খাওয়াইবার জন্য অন্ন[illegible] খোলা হইয়াছে। [illegible] গৃহে মিউনিসিপাল কমিশনার [illegible] সভা করিয়া [illegible] মীমাংসার ব্যবস্থা করিয়াছেন বলিয়া শুনা যায়।

তুষার পাত

সিমলাতে ভীষণ তুষার পাত ও ঝড় হইতেছে। অনেক রাস্তাঘাট বন্ধ।

নারী ও কাউন্সিল

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশনে মিঃ [illegible] কর্তৃক উপস্থিত নারীদের পক্ষে ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্বাচিত হইবার বাধা দূরীভূত করিবার প্রস্তাব অগ্রাহ্য হইয়াছে। হিন্দু এবং সরকারী ইউরোপীয়ান সদস্যগণ প্রস্তাব সমর্থন করিয়াছিলেন। হিন্দু মহাসভার [illegible] [illegible]দের বিপক্ষে ছিলেন।

অমানুষিক অত্যাচার

শিয়ালদহ পুলিশ কোর্টে একটী মোকদ্দমা চলিতেছে। [illegible] পঞ্চানন [illegible] স্ত্রী একটী [illegible] বৎসরের শিশু কন্যা [illegible] পঞ্চানন [illegible] বিবাহ করে। পর হইতে মাতৃহীন বালিকার উপর অত্যাচার চলিতে থাকে। বালিকাকে উক্ত [illegible] শৃঙ্খলে [illegible] এমন [illegible] এখনও তাহার দাগ [illegible] পুলিশ এই বিষয়ে [illegible]।

রেঙ্গুনে শোভাযাত্রা

[illegible] দিন প্রাতঃকালে [illegible] রেঙ্গুন [illegible] শোভাযাত্রা [illegible] লোক উপস্থিত ছিলেন।

দুর্ঘটনা

সশস্ত্র পুলিসের একজন সিপাহী চলতি ট্রামে উঠিতে [illegible] ট্রাম গাড়ীর [illegible] পড়িয়া যায় এবং তাহার শরীরের উপর দিয়া গাড়ী চলিয়া যাওয়ায় সে সাংঘাতিকরূপে আহত হয়। সে সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় চিকিৎসাগারে আছে।

মহোৎসব

গত বৃহস্পতিবারে শ্রীশ্রীঠাকুর হরিদাস ঠাকুরের জন্মোৎসব উপলক্ষে তাঁহার [illegible] স্থান [illegible] মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত [illegible] মিত্রের সভাপতিত্বে এক সভার অধিবেশন হয় এবং [illegible] দিবস ব্যাপী মহোৎসবের অনুষ্ঠান হয়।

ডাকাতি

সিংভূমের পোষ্টাল [illegible] মহাশয়ের [illegible] বাসা। রাত্রিতে তিনি স্থানান্তরে ছিলেন। রাত্রি [illegible] ৯.৩০ টার সময় ডাকাতেরা তাঁহার বাসায় হানা দেয়। প্রথমে তাহারা চাকরকে এবং পরে তাঁহার পুত্রকে আক্রমণ করে। তাঁহার স্ত্রী পুত্রের রক্ষার্থে [illegible] আহত হন এবং ডাকাতেরা তাঁহার অলঙ্কারাদি কাড়িয়া লয়। পাড়ার একজন লোক এই ডাকাতি দেখিয়াও [illegible] সাহায্য করিতে পারেন নাই। [illegible] থানায় খবর দেন। কিন্তু পুলিশ আসিবার পূর্বেই ডাকাতেরা পলায়ন করে।

সতী

দিল্লীর [illegible] দেওয়ান চাঁদ একজন [illegible] লোক ছিলেন। তিনি দেহত্যাগ করিলে তাঁহার স্ত্রী [illegible] যন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারিয়া বাথরুমে [illegible] আত্মহত্যা করিতে চেষ্টা করেন।

[illegible] তিনি এখনও জীবিত, তবে তাঁহার [illegible] অত্যন্ত [illegible] চোটাটী অস্ত্রোপচারদ্বারা [illegible] হইয়াছে।

২৪ বার দাগী

আব্দুল করিম নামক এক ব্যক্তি পুর্বে ২৩ বার দণ্ড প্রাপ্ত হইয়াছিল। [illegible] বৎসর কারাদণ্ডের আদেশ [illegible] হইয়াছে। [illegible] মাদ্রাজের [illegible] এক ব্যক্তির পকেট হইতে [illegible] এবং একখানি [illegible] তুলিয়া লইয়াছিল।

দা হস্তে নারী

কালীকুমার দাস নামে [illegible] কয়েকজন লোক লাঠি লইয়া এবং দুইজন স্ত্রীলোক দা লইয়া [illegible] লোকজনকে আক্রমণ করে। একজন [illegible] গুলিবিদ্ধ [illegible] পলায়ন করে। [illegible] ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট আক্রমণকারীদিগকে শাস্তি দান করেন। পুরুষ আসামীদের কারাদণ্ড এবং স্ত্রীলোক আসামীদিগের জরিমানা হয়। হাইকোর্টে আপিল চলিতেছে।

ধর্মঘট

জি, আই, পি, রেলওয়ে শ্রমিক [illegible] ধর্মঘট [illegible] চলিতেছে। ধর্মঘটকারীদিগকে কাজে যোগ দান করিবার জন্য [illegible] ঘণ্টার নোটিশ দেওয়া হইয়াছে এবং নূতন শ্রমিক সংগ্রহের চেষ্টা দেখা যাইতেছে। বোম্বাই সহরে কয়লার অভাবে কলকারখানার অত্যন্ত অসুবিধা হইতেছে এবং অনেক কারখানা সম্পূর্ণ বন্ধ হইয়াছে। ট্রেন সকল দেরীতে পৌঁছিয়া অত্যন্ত দেরিতে ছাড়িতেছে।

পদত্যাগ

গুজরানওয়ালা মিউনিসিপালিটীর গৃহে জাতীয় পতাকা উত্তোলনে অনুমতি দেওয়ায় মিউনিসিপালিটির [illegible] প্রেসিডেন্ট সরকার বাহাদুর কর্তৃক পদ হইতে অপসৃত হইয়াছেন। এই ব্যাপারের প্রতিবাদের জন্য ছয় জন জাতীয় দলের সদস্য পদত্যাগ করিয়াছেন এবং আরও অন্যান্য সদস্য পদত্যাগ করিবেন বলিয়া শুনা যাইতেছে।

সত্যাগ্রহ

মুন্সিগঞ্জের সত্যাগ্রহ সম্পর্কে স্বামী সচ্চিদানন্দ [illegible] আসিয়া উকীলদিগের সহিত পরামর্শ করেন এবং [illegible] এক সভার অধিবেশন হয়। তাহাতে তিনি বলেন যে যদি [illegible] না হয়, তবে [illegible] অবস্থা এরূপ দাঁড়াইবে যে আর মিটমাটের সম্ভাবনা থাকিবে না।

আদেশ অমান্য

ঢাকায় পুলিশের আদেশ অমান্য করিয়া [illegible] দিবসে ঢাকার ছাত্রগণ এক সভার অধিবেশন করে।

ষড়যন্ত্র

পেশোয়ারে [illegible] আফগান ট্রেড এজেন্ট আব্দুল [illegible]কে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। এই গ্রেপ্তারের সহিত আফগান সরকারের কোন সম্পর্ক নাই। [illegible]দিগের সহিত যোগে আফগান সীমান্তে গোলযোগ করিবার চেষ্টা করার জন্য ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে বন্দী করেন।

সিংহলে ভারতীয়ের অধিকার

ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদে পণ্ডিত হৃদয় নাথ কুঞ্জরু প্রস্তাব করেন যে ভারত সচিবকে এবং তাঁহার গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করা হউক, যাহাতে উপনিবেশ সচিব কর্তৃক গৃহীত ভারতীয় উপনিবেশিকদিগের [illegible] অধিকার সম্পর্কে সিংহল সরকারের প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করা না হয়। কারণ উক্ত প্রস্তাবে [illegible] সিংহলে বাস এবং ভারত সরকারের [illegible] সার্টিফিকেটদ্বারা ভোটাধিকার প্রদানের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

ডোনোমোর কমিশনের মূল নির্দ্দেশ যাহাতে গৃহীত হয় তাহার ব্যবস্থা করা উচিত।

পত্নী হত্যা

স্ত্রীর চরিত্রে সন্দিহান হইয়া কলিকাতার ব্রজ কিশোর [illegible] স্ত্রীহত্যা করার অভিযোগে কলিকাতায় চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট দ্বারা হাইকোর্টের দায়রা সোপর্দ্দ হইয়াছে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২রা ফাল্গুন শুক্রবার—১৩৩৬

সাংখ্য বাণী

এক

কৃষ্ণভক্তিবিগ্রহ দীক্ষাগুরু; পরমোদার-বিগ্রহ গৌরসুন্দর; অদ্বয়জ্ঞান স্বয়ং-ভগবান্ ব্রজেন্দ্রনন্দন; পরাশক্তি রাধিকা; প্রিয়তম ধাম শ্রীরাধাকুণ্ড; স্বতঃপ্রমাণ শব্দ-প্রমাণ বেদ; হরিভক্তিবিলাস-ব্রহ্মসূত্র ভাষ্য পুরাণ-সম্রাট্ শ্রীমদ্ভাগবত, পরম সম্বন্ধ—কৃষ্ণ; পরম অভিধেয় বা উপায়—কৃষ্ণনাম-কীর্তনাশ্রিত এক কৃষ্ণভক্তি; পরম প্রয়োজন বা পুরুষার্থ—কৃষ্ণপ্রেমা; চিকাব্যক্তির সত্য গৌরকৃষ্ণ; পরম পথ বা ধর্ম—ভাগবত-ধর্ম; মূল বেদ যজুঃ—একায়ন বর্তমান কাল; পরাত্মা; বিষ্ণু বৈষ্ণব বিরোধি-সঙ্গ।

দুই

অদ্বয় বিভু—শ্রীগৌর ও নিত্যানন্দ বা শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম; অদ্বয় বিষয়-বিগ্রহ—চিদ্যুগল-মিথুন—শ্রীরাধা গোবিন্দ বা শ্রীরাধাকৃষ্ণ-মূর্ত্তি; দীক্ষাগুরু ও শিক্ষাগুরু; বৈকুণ্ঠ ও গোলোকধাম; সিদ্ধ ও সাধক ভক্ত; বৈধী ও রাগানুগা ভক্তি; সম্ভোগ ও বিপ্রলম্ভ শৃঙ্গার।

পরস্পর বিপরীত—কাম ও প্রেম; দৈবী ও আসুরী সৃষ্টি; অনুসরণ ও অনুকরণ; শুদ্ধা ও বিদ্ধা বা মিশ্রা ভক্তি; যুক্ত ও ফল্গু বৈরাগ্য; বদ্ধ ও মুক্ত; ভক্তি-গন্ধ ও ভক্তি-স্বরূপ; ঈশ্বর ও জীব-পূজা, অপ্রাকৃত সাহজিক ও প্রাকৃত সাহজিক; চিদ্বস্তু ও জড়বস্তু; চিদ্বিলাস ও জড় বিলাস; বিলাস ও বিলাস; পরমার্থ ও অর্থ; বিদ্যা ও অবিদ্যা অনুশীলন ও বর্জন; মায়াধীশ কৃষ্ণ ও মায়া; সেবা ও ভোগ; সেবা ও ত্যাগ; পাপ ও পুণ্য, কর্ম ও জ্ঞান

ও ত্যাগ বা ভুক্তি ও মুক্তি এবং বুভুক্ষু ও মুমুক্ষু; স্বর্গ ও নরক; জীবন্মুক্ত ও ক্রমমুক্ত ব্রহ্মসাযুজ্য ও ঈশ্বর-সাযুজ্য; নামাভাস ও নামাপরাধ; বর্ণ ও আশ্রম, পূর্ব ও উত্তর মীমাংসা; নিরীশ্বর কপিল সাংখ্য ও সেশ্বর সাংখ্য দর্শন; কপিল ও গৌতমের ন্যায় দর্শন; সাকার ও নিরাকার।

তিন

সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজন-বিচার এই তিনটি সাধ্য-সাধন-বিচার; বেদ—বেদাঙ্গ ও আরণ্যক সম্বন্ধ ও অন্বয় প্রয়োজনের অধিষ্ঠাতা ত্রিদেবগণের মূর্ত্তিত্রয়—

গোবিন্দ, গোপীনাথ ও মদনমোহন—ত্রিকুল ঠাকুর; নিতাই, গৌর, অদ্বৈত; কারণার্ণবশায়ী, গর্ভোদকশায়ী ও ক্ষীরোদকশায়ী পুরুষাবতার; ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্; শক্তিত্রয়—শ্রী, ভূ ও লীলা, হ্লাদিনী সন্ধিনী ও সম্বিৎ এবং অন্তরঙ্গা, বহিরঙ্গা ও তটস্থা বা স্বরূপশক্তি, মায়াশক্তি ও জীবশক্তি; ত্রিগুণ-বৈভব, বৈকুণ্ঠ, গোলোক ও শ্বেতদ্বীপ; ক্ষেত্রমণ্ডল, গৌড়মণ্ডল ও ব্রজমণ্ডল বা দ্বারকা, মথুরা ও বৃন্দাবন; ঐশ্বর্য, মাধুর্য ও ঔদার্য; সাধনভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তি; সাধারণী, সমঞ্জসা ও সমর্থা রতি; হরিভজনে কায়, মন ও বাক্যের দমনরূপ ত্রিদণ্ড; ত্রিবিধ গোপীভাবের তিন কারণ; ত্রিপথগামিনী মন্দাকিনী গঙ্গা ও ভোগবতী; ভার্গব রাম, রাঘব রাম ও রৌহিণেয় রাম; ত্রিভুবন ত্রিলোকী বা স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল; সাবিত্র ও দৈক্ষ জন্ম; পূর্বাহ্ণ মধ্যাহ্ন ও অপরাহ্ণ ত্রিসন্ধ্যা-স্নান (ত্রিস্নান); সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ; জন্ম, স্থিতি ও লয়; বাল্য, যৌবন ও জরা; ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর; ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান; ভূঃ, ভুবঃ ও স্বঃ; স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও পাতাল বা লোক; কর্মকাণ্ডের জ্ঞান ও অজ্ঞান-যোগ; ভোগী, যোগী ও ত্যাগী; কামিনী ও প্রতিষ্ঠা; পাপ, পাপবীজ ও অবিদ্যা—ক্লেশ; আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক তাপ; ধর্ম, অর্থ ও কামরূপ ত্রিবর্গ, ত্রিধাতু, অনুভাব ও সাত্ত্বিক—বর্গত্রয়।

চার

বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ—চতুর্ব্যূহ; স্বরূপ, তদেক-বৈভব, জীব ও প্রধান—পরতত্ত্বের অবস্থান; শুক্ল, রক্ত, শ্যাম ও কৃষ্ণ বা পীত—চতুর্যুগাবতার; শঙ্খ চক্র গদা ও পদ্মযুক্ত বিষ্ণুর চতুর্ভুজ; সর্বলোকচমৎকার-লীলা-কল্লোল-বারিধি, অতুল্য প্রেম-শোভা বিশিষ্ট, ত্রিজগন্মানস কর্ষিমুরলীকলকূজিত, অসমোর্দ্ধ রূপশ্রী-বিস্মাপিত চরাচর—এই স্বাভাবিক গুণযুক্ত কৃষ্ণ,—কৃষ্ণের ঐশ্বর্য মাধুরী, ক্রীড়ামাধুরী, বেণুমাধুরী ও বিগ্রহ-মাধুরী; শ্রী, ব্রহ্ম, রুদ্র ও সনক-নামক সৎ সম্প্রদায়, রামানুজ, মধ্ব, বিষ্ণুস্বামী ও নিম্বার্ক—সাম্প্রদায়িক আচার্য-চতুষ্টয়; সনক, সনৎকুমার, সনন্দন ও সনাতন—চতুঃসন; পূর্বরাগ মান, প্রেম-বৈচিত্ত্য ও প্রবাস—বিপ্রলম্ভ; সংক্ষিপ্ত, সঙ্কীর্ণ, সম্পন্ন ও সমৃদ্ধিমান্—সম্ভোগ, বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক ও ব্যভিচারী—সামগ্রী; চর্ব্য, চূষ্য, লেহ্য ও পেয়—চতুর্বিধ প্রসাদ; ঋক, সাম, যজুঃ ও অথর্ব বেদ; ব্রহ্মার চতুর্মুখ; অন্যাভিলাষ, কর্ম, জ্ঞান ও যোগাদিরূপ অন্তর্ভক্তিমার্গ; আর্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী ও জ্ঞানীর কাম; ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ কৈতব; ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—চতুর্বর্ণ; ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস—চারি আশ্রম।

পাঁচ

নিতাই, গৌর, অদ্বৈত, গদাধর, শ্রীবাস, পঞ্চতত্ত্ব, পঞ্চোপাসক; পঞ্চবিধ জ্ঞান—স্বরূপ, পর-স্বরূপ, পুরুষার্থ-স্বরূপ, উপায়-স্বরূপ, বিরোধী-স্বরূপ—এই অর্থ-পঞ্চক-জ্ঞান, ব্যক্তিগত ভক্ত, মুক্ত, বদ্ধ, কেবল ও মুমুক্ষু জীবের স্ব-স্বরূপ, পর, ব্যূহ, বিভব, অন্তর্যামী ও অর্চাকপ পর-স্বরূপ; ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ ও ভগবৎকৈঙ্কর্য-রূপ পুরুষার্থ-স্বরূপ; কর্ম, জ্ঞান, ভক্তি, প্রপত্তি ও আচার্যাভিমান রূপ উপায়-স্বরূপ; স্বরূপ-বিরোধী, পরতত্ত্ব-বিরোধী, পুরুষার্থ-বিরোধী, উপায়-বিরোধী, প্রাপ্য বিরোধী—বিরোধী স্বরূপ; তাপ, পুণ্ড্র, নাম, মন্ত্র ও যাগ সংস্কার; সাধুসঙ্গ, নামকীর্তন, ভাগবত-শ্রবণ, মথুরাবাস ও শ্রীমূর্তি-সেবা—পঞ্চাঙ্গ সাধনাঙ্গ; শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর রতি; শান্ত, বরণ, স্মরণ, আপন ও সম্পত্তি দশা; কালের পঞ্চমুখ; ঈশ্বর, জীব, প্রকৃতি কাল ও কর্ম; সর্গ, প্রতিসর্গ, বংশ, মন্বন্তর, বংশানুচরিত—এই পুরাণ-লক্ষণ; পঞ্চোপচারে বিষ্ণুসেবা; দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, গোময় ও গোমূত্ররূপ গব্য; দুগ্ধ, দধি, ঘৃত, মধু ও চিনিরূপ অমৃত; পাদ্য, অর্ঘ্য ও মধুপর্ক পঞ্চাঙ্গ প্রণাম; গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ ও নৈবেদ্য—পঞ্চোপচার; নিত্যপূজা, নিত্য-তর্পণ, নিত্যহোম, নিত্য জপ ও ব্রাহ্মণভোজন—পঞ্চ মহাযজ্ঞ; দক্ষিণ, গার্হপত্য, আহবনীয়, সভ্য ও আবসথ্য—পঞ্চাগ্নি; নির্বিশেষ ব্রহ্ম সাযুজ্যলাভার্থ সূর্য, গণেশ, দেবী, রুদ্র ও বিষ্ণুর পূজা-রূপ পঞ্চোপাসনা; সালোক্য, সামীপ্য, সারূপ্য, সার্ষ্টি ও সাযুজ্য-রূপা মুক্তি, অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ পঞ্চ ক্লেশ; মৎস্য, মাংস, মদ্য, মুদ্রা, মৈথুন—পঞ্চ 'ম' কার; বিষ্ণু বলিবৈশ্বদেব স্বাধ্যায়, অতিথিসেবা, পিতৃতর্পণ, ভূতবলি ও অতিথি পূজা—পঞ্চমহাযজ্ঞ, মহাপাপ (ব্রহ্মহত্যা, সুরাপান, চৌর্য, গুরু-তল্পগমন ও তৎসংসর্গ); পঞ্চমহাভূত (শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ বা ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, মরুৎ ও ব্যোম); উদুম্বর, শিরীষ, বোধি, বট ও অশ্বত্থ—পঞ্চ পল্লব; কদলীপাতা—এই পঞ্চসূনা।

ছয়

গুরু, কৃষ্ণ, ভক্ত, অবতার, প্রকাশ ও শক্তিতত্ত্ব; শ্রীরূপ, শ্রীসনাতন, শ্রীভট্ট রঘুনাথ, শ্রীদাস রঘুনাথ, শ্রীগোপাল ভট্ট ও শ্রীজীব—গোস্বামী; শ্রীবাস, নিত্যানন্দ, শ্যামদাস, শিবানন্দ, গোবিন্দ ও শ্রীরঘুনন্দন—চক্রবর্তী; পুরুষাকার, লীলাবতার, গুণাবতার, যুগাবতার ও শক্ত্যাবেশাবতার; মান, প্রতিমান, প্রকাশ, অভ্যাস, পার্থিব

স্বভাব ও অভিব্যক্তিরূপ ষড়ঙ্গ; উৎসাহ, নিশ্চয়, ধৈর্য, তত্তৎকর্ম-প্রবর্তন, অসৎসঙ্গ-ত্যাগ ও সাধুবৃত্তিরূপ ভক্ত্যনুকূল ক্রিয়া, অনুকূল বিষয় সঙ্কল্প, প্রাতিকূল্য বিষয় বর্জন, রক্ষা করিবেন বলিয়া দৃঢ় বিশ্বাস, গোপ্তৃত্বে বরণ, আত্মনিক্ষেপ ও কার্পণ্যরূপ শরণাগতি; বাল্য, পৌগণ্ড, কৈশোর, যৌবন ও শক্ত্যাবেশ—কৃষ্ণের বিলাস; ঐশ্বর্য, বীর্য, যশঃ, শ্রী, জ্ঞান ও বৈরাগ্যরূপ ঐশ্বর্য; উপক্রম, উপসংহার, অভ্যাস, অপূর্বতা, ফল, অর্থবাদ ও উপপত্তিরূপ শাস্ত্র-তাৎপর্য-নির্ণয়-লিঙ্গ; ষড়ক্ষর মন্ত্র, শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দঃ ও জ্যোতিষরূপ বেদাঙ্গ; যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপন, দান ও প্রতিগ্রহ বা ত্রিসন্ধ্যা স্নান, জপঃ, হোম, দেবপূজা, আতিথ্য ও বৈশ্বদেব বা উঞ্ছ, প্রতিগ্রহ, ভিক্ষা, বাণিজ্য, পশুপালন ও কৃষিকর্ম—এই ষট্‌কর্ম; দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, গোময় ও গোমূত্র, গোরোচনা—এই ষট্ মাঙ্গলিক দ্রব্য; বাক্যবেগ, মনোবেগ, ক্রোধবেগ, জিহ্বাবেগ, উদরবেগ ও উপস্থবেগ; অত্যাহার, প্রয়াস, প্রজল্প, নিয়মাগ্রহ, জনসঙ্গ ও লৌল্যরূপা ভক্তিপ্রতিকূল ক্রিয়া; কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য্য রিপু বা দর্শন, কণাদের বৈশেষিক, গৌতমের ন্যায়, কপিলের সাংখ্য, পতঞ্জলির যোগ, জৈমিনীর পূর্বমীমাংসা ও উত্তরমীমাংসা বা বেদান্তের নির্বিশেষ ব্যাখ্যা; মধুর, লবণ, তিক্ত, কষায়, অম্ল ও কটু রস।

সাত

ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ, মহঃ, জনঃ, তপঃ ও সত্য—সাত ঊর্দ্ধ্ব লোক; অতল, বিতল, সুতল, তলাতল, মহাতল, রসাতল ও পাতাল—অধোলোক; শ্রদ্ধা, সাধুসঙ্গ, ভজন-ক্রিয়া অনর্থ-নিবৃত্তি, নিষ্ঠা, রুচি ও আসক্তি—সাধনভক্তির ক্রম; অযোধ্যা, মথুরা, মায়াপুর, কাশী, কাঞ্চী, অবন্তী ও দ্বারকা—মোক্ষদায়িকা পুরী; সাতপ্রহরব্যাপী সপ্ত সম্প্রদায় সঙ্কীর্তন; সাপ্তাহিক ভাগবত-পারায়ণ; সপ্তকাণ্ড রামায়ণ; মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু ও বশিষ্ঠ—সপ্তর্ষি; জম্বু, প্লক্ষ, শাল্মলি, কুশ, ক্রৌঞ্চ, শাক, পুষ্কর—সপ্তদ্বীপ; লবণ, ইক্ষু, সুরা, সর্পিঃ, দধি, দুগ্ধ ও জল—সপ্তসমুদ্র, ষড়্জ, ঋষভ, গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবত ও নিষাদ—স্বর বা গান-ধ্বনি; গায়ত্রী, উষ্ণিক্, অনুষ্টুপ্, বৃহতী, পঙ্‌ক্তি, ত্রিষ্টুপ্ ও জগতী—বৈদিকছন্দঃ; হরি-বিমুখ সপ্ত অধোলোক ও ঊর্দ্ধ্বলোক।

আট

অষ্টসখী, চিত্রক, পত্রী, কপোতাক্ষ, মন ও বাক্যের দ্বারা, অষ্টসাত্ত্বিক, অষ্টসখা, অষ্টাঙ্গ, দণ্ড, পদদ্বয়, জানুদ্বয়, বাক্য ও দৃষ্টি বা দর্শন, জানুদ্বয়, করদ্বয়, বক্ষ, ললাট...

দ্বিজ, শ্লোক ও মন্ত্রের দ্বারা প্রণাম; গুর্বষ্টক; শিক্ষাষ্টক; চৈতন্যাষ্টক; কৃষ্ণের নেত্র-দ্বয়, নাভি, বদন, কর ও চরণদ্বয়রূপ পদ্ম; অষ্টপদী শ্রীগীতগোবিন্দ; শ্রীরূপ, সনাতন, ভট্ট রঘুনাথ, দাস রঘুনাথ, গোপাল ভট্ট, শ্রীজীব, লোকনাথ ও ভূগর্ভ—অষ্টগোস্বামী; রামচন্দ্র, গোবিন্দ, কর্ণপুর, নৃসিংহ, ভগবান, বল্লভদাস, গোকুল ও গোপীরমণ—অষ্ট কবিরাজ; ললিতা, বিশাখা, চিত্রা, চম্পকলতা, তুঙ্গবিদ্যা, ইন্দুরেখা, রঙ্গদেবী ও সুদেবী—অষ্টসখী; রূপমঞ্জরী, লবঙ্গমঞ্জরী রসমঞ্জরী, রতিমঞ্জরী, গুণ-মঞ্জরী, বিলাসমঞ্জরী, মঞ্জুলালী মঞ্জরী ও প্রেমমঞ্জরী—অষ্টমঞ্জরী; অষ্টযাম ভজন; শৈলী, দারুময়ী, লৌহী, লেপ্যা, লেখ্যা, সৈকতী, মনোময়ী ও মণিময়ী—অষ্টবিধা প্রতিমা; স্তম্ভ, স্বেদ, রোমাঞ্চ, স্বরভেদ, বেপথু, বৈবর্ণ্য, অশ্রু ও প্রলয়—অষ্ট সাত্ত্বিক বিকার; অষ্টাক্ষর মন্ত্র; অষ্টমহাদ্বাদশী: ব্রাহ্মণ, গাভী, অগ্নি, হিরণ্য, সর্পিঃ, সূর্য, জল, রাজা—মঙ্গল বস্তু; পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু, আকাশ, সূর্য, চন্দ্র ও সোমযাজী—শিবের মূর্ত্তি; জল, দুগ্ধ, কুশাগ্র, দধি, ঘৃত, তণ্ডুল, যব ও সরিষা—অর্ঘ্য; অষ্টাঙ্গ মৈথুন, যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি-যোগ; অষ্টপাশ মায়া।

নয়

অন্তর্দ্বীপ শ্রীমায়াপুর, সীমন্ত দ্বীপ, গোদ্রুমদ্বীপ, মধ্যদ্বীপ, কোলদ্বীপ, ঋতুদ্বীপ, জহ্নুদ্বীপ, মোদদ্রুম দ্বীপ ও রুদ্রদ্বীপ—এই নবদ্বীপ ধাম; ত্রৈলোক্য নিস্তারিণী-কারিণা, বিশদা, প্রেমলীলামোদা, সাঙ্গোপাঙ্গ প্রবিবাদা, রসদা, চিত্তাপিনোন্মাদা, শব্দ ভক্তিবিনোদা, স-মদা, মাধুর্য্য-মর্য্যাদা—নবধা চৈতন্য দয়া; শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, অর্চ্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য ও আত্মনিবেদন—নবধা ভক্তি; ক্ষান্তি, অব্যর্থকালত্ব, কৃষ্ণেতর বিষয়-বৈরাগ্য, মানশূন্যতা, আশাবন্ধ, সমুৎকণ্ঠা, নামগানে সদারুচি, কৃষ্ণগুণাখ্যানে আসক্তি, কৃষ্ণবসতিস্থলে প্রীতি—নব প্রীত্যঙ্কুর; অর্চ্চন, মন্ত্রপঠন, যোগ, যাগ, বন্দন, নামসঙ্কীর্ত্তন, সেবা, চিহ্নদ্বারা অঙ্কন, বৈষ্ণবারাধন—ইজ্যা, বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ, নারায়ণ, নৃসিংহ, হয়গ্রীব, মহাবরাহ ও ব্রহ্মা—নব ব্যূহ; ভারত, কিন্নর (কিম্পুরুষ), হরি, কুরু, হিরণ্ময়, রম্যক, ইলাবৃত, ভদ্রাশ্ব, কেতুমাল—নবখণ্ড বা বর্ষ; কবি, হবি, অন্তরীক্ষ, প্রবুদ্ধ, পিপ্পলায়ন, আবির্হোত্র, দ্রুমিল, চমস ও করভাজন—নব যোগেন্দ্র; বিষ্ণুই পরমতত্ত্ব; বিষ্ণু অখিল বেদবেদ্য, বিশ্ব সত্য, জীব বিষ্ণু হইতে ভিন্ন, জীবসমূহ নিত্য হরি-সেবক, বদ্ধ ও মুক্তভেদে জীবের তারতম্য, বিষ্ণুপাদপদ্ম লাভই জীবের মুক্তি, বিষ্ণুর অপ্রাকৃত ভজনই মুক্তির কারণ, শব্দ বা শ্রুতি, অনুমান ও প্রত্যক্ষই প্রমাণ—নববিধ মাধ্ব গৌড়ীয় প্রমেয়; নবরন্ধ্রে ভোগ; পদ্ম, মহা-পদ্ম, শঙ্খ, মকর, কচ্ছপ, মুকুন্দ, কুন্দ, নীল ও খর্ব—নিধি।

দশ

মহাপ্রভুর দশমূল শিক্ষা অর্থাৎ আম্নায় বাক্যই প্রধান প্রমাণ এবং নয়টী প্রমেয়, যথা—কৃষ্ণ স্বরূপ হরিই পরমতত্ত্ব সর্ব্বশক্তিমান, অখিল রসামৃতসিন্ধু; জীবসকল হরির বিভিন্নাংশ স্বরূপ, তটস্থ গঠন-বশতঃ জীব বদ্ধদশায় প্রকৃতি-কবলিত, তটস্থ ধর্ম্ম-বশতঃ জীব মুক্তদশায় প্রকৃতি মুক্ত, জীব ও জড়াত্মক সমস্ত বিশ্ব শ্রীহরি হইতে যুগপৎ ভেদ ও অভেদ, শুদ্ধভক্তিই জীবের সাধন, শুদ্ধকৃষ্ণপ্রীতিই জীবের সাধ্য; মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, পরশুরাম, দাশরথি রাম, রৌহিণেয় রাম, বুদ্ধ ও কল্কি—দশ অবতার; ছত্র, পাদুকা, শয্যা, উপাধান, বসন, ভূষণ, আরাম, আবাস, যজ্ঞসূত্র ও সিংহাসন—অনন্তের দশদেহ; দশাক্ষর মন্ত্র; সর্গ, বিসর্গ, স্থান, উতি, পোষণ, মন্বন্তর-কথা, ঈশকথা, নিরোধ, মুক্তি ও আশ্রয় দশবিধ পুরাণ-লক্ষণ; চিন্তা, জাগরণ, উদ্বেগ, তনু-ক্ষীণতা, মলিনাঙ্গতা, প্রলাপ, ব্যাধি, উন্মাদ, মোহ ও মৃত্যু—দশ দশা।

নামতত্ত্ববিৎ সাধু নিন্দা, দেবতান্তরে স্বতন্ত্র-বুদ্ধি, গুরুর অবজ্ঞা, শ্রুতিশাস্ত্রের নিন্দা, নামে অর্থবাদ নাম-বলে পাপবুদ্ধি, শ্রদ্ধাহীনজনে নামোপদেশ, অন্য শুভকর্ম্মসহ নামের সাম্য বুদ্ধি, অনবধান, অহংমম ভাব—এই দশ নামাপরাধ, ধাম-প্রদর্শক শ্রীগুরুর অবজ্ঞা, ধামে অনিত্যবুদ্ধি, ধামবাসী ও পরিক্রমা-কারীর প্রতি হিংসা ও জাতি-বুদ্ধি, ধামে বসিয়া বিষয়-কার্য্যাদির অনুষ্ঠান, ধাম-সেবাচ্ছলে নাম-বিক্রয়ের ব্যবসায়, জড়দেশ ও অন্য দেবতীর্থের সহিত সমজ্ঞান ও পরিমাণ-চেষ্টা, ধামবাসচ্ছলে পাপাচরণ, নবদ্বীপ ও বৃন্দাবনে ভেদ-জ্ঞান, ধাম-মাহাত্ম্য-মূলক শাস্ত্রের নিন্দা, ধাম-মাহাত্ম্যে অর্থবাদ ও কল্পনাজ্ঞান—এই দশবিধ ধামাপরাধ; চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্‌, বাক্‌, পাণি, পায়ু, পাদ ও উপস্থ—এই দশেন্দ্রিয়ের বহির্ম্মুখী সেবা; পাপ—কায়িক পাপত্রয় (অন্যায় ভাবে অদত্ত দ্রব্য-গ্রহণ, হিংসা ও পরদারমর্ষণ); বাচিক পাপচতুষ্টয় (কর্কশবাক্য, মিথ্যা কথা, খলতা ও অসম্বদ্ধপ্রলাপ) ও মানসিক পাপত্রয় (পরদ্রব্যে লোভধ্যান অনিষ্টচিন্তা ও মিথ্যাভিনিবেশ)।

বৈষ্ণব নিন্দার ফল

(শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র অধিকারী)

শিবয়-মদান্ধ সব কিছুই না জানে।
বিদ্যা-ধন-কুল-মদে বৈষ্ণব না চিনে॥

স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে মরীচি, অত্রি অঙ্গিরা প্রভৃতি বিশ্ব-স্রষ্টৃগণ একটী যজ্ঞ করিয়াছিলেন, তাহাতে প্রধান প্রধান ঋষি, দেবতা, মুনিগণ, অগ্নিগণ সকলেই অনুচরবর্গের সহিত উপস্থিত ছিলেন। সেই সময়ে প্রজাপতি দক্ষ সভা-মণ্ডপে আগমন করিয়া মুখ্য সভাগণের যথাযোগ্য সম্ভাষণ পূর্ব্বক লোক-গুরু ব্রহ্মাকে প্রণাম করিয়া তাঁহার আজ্ঞাক্রমে আসন গ্রহণ করিলেন। তাঁহার অঙ্গ-প্রভায় সভাস্থল উজ্জ্বল হইয়া উঠিল এবং তাঁহাকে সভামণ্ডপে প্রবেশ করিতে দেখিয়া দেবতাগণ ও বহু সভাবৃন্দ স্ব স্ব আসন হইতে উঠিয়া প্রজাপতির অভ্যর্থনা করিলেন। কিন্তু নিজ জামাতা মহাদেব নিজ আসন হইতে উত্থিত হওয়া বা কোন প্রকার সম্মান দেখাইলেন না।

বৈষ্ণব-প্রবর শম্ভু সর্ব্বদা শ্রীহরি-চিন্তায় নিভোর, বাহ্য ব্যাপারে অমনোযোগী হওয়া কর্ম্মকাণ্ড-নিপুণ দক্ষের অপরিজ্ঞাত বিষয়।

দক্ষ অত্যন্ত অপমান বোধ করিলেন। সক্রোধে বক্র দৃষ্টি করিয়া আরক্ত নেত্রে মহাদেবকে যেন দগ্ধ করিতে উদ্যত হইয়া বলিতে লাগিলেন—

হে দেবতাবৃন্দ, হে অগ্নিগণ, মহর্ষিগণ, আমি মূর্খের মত মাৎসর্য্যবশে কোন কথা বলিতে চাই না। সমাজে যাহাতে সাধুদিগের আচার ও সম্মান বজায় থাকে সেইরূপ কিছু বলিতেছি:—

আজ এই যথোচিত-কর্ত্তব্য-বিমুখ নির্লজ্জ (শিব) সাধুগণের আচরিত পথকে দূষিত করিয়াছে আর লোকপালগণের যশঃ নষ্ট করিয়াছে।

বালহরিণ-নয়না দুহিতা সতীকে উহার হস্তে সম্প্রদান করিয়াছি। সাবিত্রী তুল্যা কন্যার পাণি-গ্রহণ করায় ঐ মর্কটলোচন শিবের আমি ত' সর্ব্বদা পূজ্য। আগে নোথিত হইয়া আমার সম্মান করা তাহার উচিত ছিল। এই সদাচার-বিহীন অশুচি অভিমানী শিব ভূত প্রেত লইয়া উলঙ্গ অবস্থায় নৃত্য করে, কখন কাঁদে, কখন হাসে, কেশগুলি আলু থালু, গায়ে চিতাভস্ম মাখা, গলে হাড়ের মালা, সর্ব্বদা উন্মত্ত, প্রমথগণপতিদিগের পতি। আমি ব্রহ্মার কথায় বিশ্বাস করিয়া এই অশুচি দুষ্টচিত্ত ব্যক্তিকে দুহিতা দান করিয়াছি।

ক্রোধান্ধ দক্ষ গিরিশকার শিবকে এইরূপ নিন্দা করিয়াও ক্ষান্ত হইলেন না; পরন্তু জল স্পর্শ করিয়া অভিশাপ দিতে উদ্যত হইলেন। সভা-মণ্ডপস্থ প্রধান প্রধান বিজ্ঞসভাগণ নিষেধ করিলেও দক্ষ অভিশাপ দিতে নিবৃত্ত হইলেন না।

এই দেবাধম ভব যজন-সময়ে ইন্দ্র ও উপেন্দ্র প্রভৃতি দেবতাগণের সহিত যজ্ঞ ভাগ প্রাপ্ত হইতে পারিবে না।

এদিকে এই অভিশাপের কথা শ্রবণ করিয়া শিবের অনুচরগণ ক্রোধে অরুণ বর্ণ হইয়া উঠিল, গিরীশের প্রধান অনুচর নন্দীশ্বর ক্রুদ্ধ হইয়া সৃষ্টি-কার্য্যে নিপুণ দক্ষ ও তাহার বাক্যের অনুমোদনকারী সমস্ত দ্বিজগণকে অভিশাপ প্রদান করিলেন—

"প্রজাপতির শুক্র-শোণিত-জাত নশ্বর মাংস-অস্থি পূর্ণ দেহকে 'আমি' জ্ঞান করিয়া জাতি-বিদ্যা রূপ-কুল-ধন-মদে মত্ত হইয়া যে ব্যক্তি ভগবান্‌ অভিন্ন-হৃদ্‌ শিবের দ্রোহাচরণ করে, সেই তত্ত্বজ্ঞান-হীন মূঢ় পরমার্থ হইতে বঞ্চিত হউক।

এইরূপ ব্যক্তির বুদ্ধি বেদের পুষ্পিত বাক্যে মুগ্ধ হইয়া স্ত্রী সম্ভোগাদি গ্রাম্য সুখের ইচ্ছায় গৃহমেধীয় ধর্ম্মে আসক্ত হইয়া কর্ম্মজাল বিস্তার করুক।

এই দক্ষ আত্ম তত্ত্ব-জ্ঞানহীন হইয়া দেহে আত্ম-বুদ্ধি করায় পশুতুল্য বুদ্ধিবিশিষ্ট, সুতরাং স্ত্রীতে অত্যন্ত আসক্ত ছাগলের ন্যায় স্ত্রী-কামনা-পরায়ণ ছাগমুণ্ডবিশিষ্ট হউক।

যে সকল দ্বিজ দক্ষের বাক্য অনুমোদন করিয়াছে, তাহারাও সংসারে বার বার জন্ম মরণাদি ক্লেশ ভোগ করুক এবং বেদের অর্থবাদরূপ আপাত রমণীয় বহুবিধ প্ররোচক বাক্যের দ্বারা বিমোহিত হইয়া কর্ম্মকাণ্ডে আসক্ত ও সম্যগ্রূপে মোহগ্রস্ত হউক।

এই সকল ব্রাহ্মণ ভক্ষ্যাভক্ষ্য বিচারশূন্য হউক। কেবল দেহ-অপত্য-কলত্রাদি পোষণের নিমিত্ত বিদ্যা-তপস্যা-ব্রতধারী হইয়া ধন ও ইন্দ্রিয়-সুখের জন্য যাচকবেশে এই পৃথিবীতে বিচরণ করুক।"

ব্রাহ্মণগণের প্রতি নন্দীর এইরূপ অভিশাপ-বাক্য শ্রবণ করিয়া ভৃগু ব্রহ্মদণ্ডরূপ প্রতিশাপ প্রদান করিলেন—

"যাহারা শিবব্রত ধারণ করিবে কিম্বা যাহারা শিবব্রতধারি ব্যক্তিগণের অনুবর্ত্তী হইবে, তাহারা সৎশাস্ত্রের বিরোধী ও পাষণ্ড হইবে।

ঐ সকল পুরুষ নষ্ট-শৌচ, মূঢ়বুদ্ধি, জটা ভস্ম আস্থি-ধারী হইয়া সুরা দৈত্যী, মাধ্বী প্রভৃতি আসবকে দেবতার ন্যায় পূজ্য জ্ঞান করিবে।

বর্ণাশ্রমীপুরুষগণের ধারক বেদ ও বেদমার্গানুসারী ব্রাহ্মণগণের নিন্দা করার জন্য তোমরা পাষণ্ডধর্ম্মাশ্রিত হইবে। বেদলক্ষণযুক্ত পথই মঙ্গলপ্রদ সনাতন পথ, ঋষিগণ এই বেদকেই আশ্রয় করিয়াছিলেন, শ্রীজনার্দ্দনই বেদের মূল ও একমাত্র প্রতিপাদ্য বিষয়। তোমরা পরম বিশুদ্ধ সাধুগণের অবলম্বনীয় বেদের নিন্দা করিলে, অতএব যে স্থানে তামস ভূতগণের পতি অবস্থান করিতেছে, তোমরা সেই স্থানে সেই পাষণ্ড দেবতাকে প্রাপ্ত হও।"

(ক্রমশঃ)

শ্রীচৈতন্যমঠের গ্রন্থাবলী

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বিরচিত
উক্ত গ্রন্থাবলী।

উৎকৃষ্ট কাপড়ে বিলাতী ধরণে বাঁধাই স্বর্ণালঙ্কৃত। চতুর্থ সংস্করণ। বিস্তৃত বিষয়সূচীসহ

শ্রীজৈবধর্ম

বাঁধাই ২৲ দুই টাকা

প্রকাশিত হইয়াছে

সনাতন ধর্মশাস্ত্র বেদ, বেদান্ত, উপনিষৎ, গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত, পুরাণ, তন্ত্রাদি সকল গ্রন্থ পাঠ করিবার অবসর অতি অল্প মানবের ঘটিয়া থাকে। অনেকের যোগ্যতা না থাকায় সেই সমস্ত গ্রন্থের মর্ম অবগত হইতে পারেন না। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ মহাশয় এই অসুবিধা দূরীভূত করিবার জন্য এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

বিদ্যালয়ের ছাত্র ও শিক্ষকগণের বিশেষ পাঠ্য, এই হেতু শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টার বাহাদুর উচ্চ সমস্ত বিদ্যালয়ের জন্য অনুমোদন করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

প্রথম খণ্ড ভিক্ষা ১৲ একটাকা

যুক্তিপূর্ণ শাস্ত্রবাক্য দ্বারা প্রত্যেক মানবের নিত্য কর্তব্য ও মানসিক দৈহিক কর্তব্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। গ্রন্থের প্রতি উক্তি সনাতন শাস্ত্রবাক্য দ্বারা সমর্থিত ও প্রমাণিত হইয়াছে। দেহ, মনের ও আত্মার পক্ষে কি? স্বদেশ, সমাজ, নীতি, ধর্ম কি? ইত্যাদি বিষয় কালানুসারে এমন সুন্দরভাবে সুশৃঙ্খলরূপে আলোচিত হইয়াছে যে, প্রথম পংক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত পাঠ না করিয়া নিবৃত্ত হওয়া যায় না।

শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য

ভিক্ষা ৷৵০

ঐ প্রমাণ খণ্ড ভিক্ষা ৷৵০

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিহার ও লীলাভূমি নয়টী দ্বীপ সমন্বিত। এক একটী দ্বীপের প্রাচীন বিবরণ, প্রত্যেক দ্বীপে শ্রীমহাপ্রভুর লীলা প্রত্যেক দ্বীপের পরিচয়, শ্রীধাম মাহাত্ম্য—ধামাপরাধ কি? ইত্যাদি বিষয় বিশেষভাবে মনোহর ছন্দে বর্ণিত। পকেট সাইজ প্রায় ১৬০ পৃষ্ঠা।

শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ

উজ্জ্বল বৌর্জ্জ-র কালীতে উত্তম কাগজে ছাপা—শ্রীনবদ্বীপধাম দর্শনে ভাবুক দর্শনকারীর কি প্রকার ভাবের উচ্ছ্বাস হয়, তাহা এই গ্রন্থে বর্ণিত। অতি চমৎকার। ভিক্ষা চারি আনা।

শ্রীশ্রীমনঃশিক্ষা

৷৵০

দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভুকে উপদেশচ্ছলে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিচার অতি সুন্দরভাবে বর্ণিত হইয়াছে। ইহা ছাড়া শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদিষ্ট শিক্ষা ও উপদেশ বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব-জগতে অভিনব গ্রন্থ!!
শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতি-গ্রন্থাবলী :—

শরণাগতি

পকেট সাইজ
অষ্টম সংস্করণ
ভিক্ষা ৵০ আনা

দেহ ও মনের চেষ্টা অনাত্মবস্তু লইয়া—যখন জীব বুঝিতে পারে, তখন একমাত্র নিত্যবস্তু শ্রীভগবানের প্রতি তাঁহার কোন অহৈতুক আবেগময়ী প্রার্থনা হয় এবং শ্রীভগবানে সর্ব্বান্তঃকরণে নিষ্কপটে প্রকারে শরণাপন্ন হইতে হয়, ইত্যাদি বিষয়ক প্রাণস্পর্শী প্রার্থনা ও আত্মসমর্পণমূলক গান। চতুর্থ সংস্করণও প্রকাশিত হইয়াছে।

ভিক্ষা প্রতিখণ্ড ৵০ এক আনা

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা— ৵০, নবদ্বীপশতক— ৵০

অর্থপঞ্চক— ৵

কল্যাণকল্পতরু

পকেট সাইজ
পঞ্চম সংস্করণ
ভিক্ষা ৴১০

আমরা প্রত্যহ নূতন অভাব ও কামনার বশবর্ত্তী হইয়া পুনঃপুনঃ যে অকল্যাণকে কল্যাণ বলিয়া গ্রহণ করি এবং যাহাকে নিত্য কল্যাণ কামনা করি, তাঁহা যে নিত্য বা যথার্থ কল্যাণ প্রদানে অসমর্থ এবং কোন বস্তু আমাদের নিত্য কল্যাণদাতা এবং কি ভাবে আমরা সেই কল্যাণলাভে সমর্থ হইব, এই সকল কথা সরল গানে লিখিত। এই গীতগ্রন্থ বাস্তবিকই কল্যাণের কল্পতরু; ইনি প্রত্যেককে নিত্যকল্যাণ প্রদানে।

শ্রীল চক্রবর্ত্তি-ঠাকুরের টীকা সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠাকুর কৃত টীকা ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কৃত বঙ্গানুবাদ। টীকাকারের জীবনী, শ্লোক সূচী, বিস্তৃত বিষয় সূচী প্রভৃতি সংযোজিত প্রায় ৮২০ পৃষ্ঠা। উৎকৃষ্ট সিল্কে বাঁধাই ২৲ দুই টাকা, কাগজে বাঁধা ১৷০

শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ কৃত ভাষ্য সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

কাগজ ও ছাপা উৎকৃষ্ট। সিল্কে বাঁধাই, সোনার জলে নাম লেখা রাজসংস্করণ ১৲ টাকা, সাধারণ সংস্করণ ১৷০, গৌড়ীয়ের গ্রাহকপক্ষে ১০

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি

(সম্প্রদায়কোষগ্রন্থ)

বর্ণানুক্রমে ভক্তিশাস্ত্রে ব্যবহৃত শব্দাবলীর অর্থ, চারি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের চরিত্র, বিষ্ণুবৈষ্ণব সম্পর্কিত শ্রীমন্দির ও শ্রীবিগ্রহের বিবরণ, ভক্তিগ্রন্থ ও প্রবন্ধসমূহের তাৎপর্য্য ও বিবরণ, বিষয় বিশেষের লৌকিক ও শাস্ত্রীয় আকরমূলে যাবতীয় তথ্য। চারিখণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ১ম খণ্ড ৸০, ২য় খণ্ড ৸৵০, ৩য় খণ্ড ৸০, ৪র্থ খণ্ড ৷৵০, ৫ খণ্ড একত্রে ৩৲। ৫ম খণ্ড যন্ত্রস্থ।

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ

১ম খণ্ড ১৲ এক টাকা ২য় খণ্ড ১৲ এক টাকা—শ্রীমদ্ভাগবতের গ্রাহক ও গৌড়ীয় গ্রাহকগণ ১৷০ টাকায় দুইখণ্ড পাইবেন। বিশ্ববিখ্যাত শ্রীজীব গোস্বামিপাদের ষট্‌সন্দর্ভের একটী। ষট্‌সন্দর্ভের অধিক প্রয়োজনীয় অংশ। প্রতি খণ্ড ডবল ক্রাউন ৮ ফর্ম্মায় ৬৪ পৃষ্ঠা আকারে মুদ্রিত হইতেছে।

শ্রীমদ্গোপালভট্ট গোস্বামী সঙ্কলিত

সদাচারস্মৃতিঃ

ভিক্ষা ৵০ মাত্র।

গৌড়ীয়

রেজেষ্টার্ড

মদন মঞ্জরী

বটিকা ধ্বজভঙ্গ ও ধাতুদৌর্ব্বল্য, ইন্দ্রিয়শক্তির হ্রাস, প্রস্রাবে শুক্রপাত, অজীর্ণ, মাথাঘোরা, বুক ধড়ফড়ানি, অনিদ্রা প্রভৃতি লক্ষণ সত্বর নির্দ্দোষ আরোগ্য হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ৩২ বটী ১৲ এক টাকা।

"অপূর্ব্ব মহাভৃঙ্গরাজ ঘৃত"

পুরাতন শিরোরোগ, মস্তিষ্কের দুর্ব্বলতা ও মাথাধরা আরোগ্য করে। মূল্য ১ তোলা ১৲ টাকা।

"রমণীবশীকরণী বটিকা"

স্ত্রীলোকের গর্ভপাত নিবারণ করিয়া ও হৃদয় শক্তি বৃদ্ধি করিতে অব্যর্থ। মূল্য ১৬ বটী ১৲ এক টাকা।

রাজবৈদ্য নারায়ণজী কেশবজী
১৭৭নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

বিজ্ঞাপন

সাবধান! সাবধান!! সাবধান!!!

জে, বি, দত্তের খোসবাস বাদাম তৈল

আদি ও অকৃত্রিম এবং উপকারিতায় সর্ব্বজন পরিচিত ও উচ্চ প্রশংসিত।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী *J. B. Dutta & Co.* নাম দেখিয়া লইবেন। নতুবা জুয়াচোরগণ আমাদের কৃত্রিম তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে।

বশংবদ জে, বি, দত্ত

ফেরাস কুইনিন

নূতন এবং পুরাতন ম্যালেরিয়ার যম

ইহাতে উপযুক্ত মাত্রা আর্সেনিক, হাইড্রোক্লোর কুইনিন, আয়রন এবং অন্যান্য ঔষধ আছে।

এই ফেরাস কুইনিন দ্বারা ইনজেকসন করিলে একটী বা দুইটী ইনজেকসনেই সর্ব্বপ্রকার কঠিন ম্যালেরিয়া জ্বর বন্ধ করে এবং ছয় হইতে বারটী ইন্‌জেকসনে ম্যালেরিয়ার সমস্ত উপসর্গ নষ্ট করিয়া দেয়।

৬ এম্পুলপূর্ণ প্রতি বাক্স—মূল্য ১৲, ডাঃ মাঃ ৷৵০
সমস্ত ঔষধালয়ে ও ডাক্তারদের নিকট পাইবেন।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ; শ্রীধাম মায়াপুর (প্রাচীন নবদ্বীপ) নদীয়া

পর বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

এখানে আহার এবং বাসস্থান দিয়া বিদ্যার্থিগণকে বিভিন্ন শিক্ষণীয় বিষয় শিক্ষা দিবার বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। অনেক ছাত্র ইতোমধ্যেই আসিয়া পাঠ আরম্ভ করিয়াছেন। বর্ত্তমান বর্ষে সকল ছাত্রই গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

প্রধান অধ্যাপক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রচন্দ্র কাব্য ব্যাকরণ-সাংখ্য-বেদান্ত-ষড়দর্শনতীর্থ, সাংখ্যভূষণ, বেদান্তরত্ন, সাহিত্যশাস্ত্রী, দর্শনবাচস্পতি।

অধ্যাপক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গোরদাস ব্রহ্মচারী ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীধাম মায়াপুর পরবিদ্যাপীঠ, (নদীয়া)

বেদনাঞ্জন

শ্রেষ্ঠরত্ন

কলিকাতা কংগ্রেস একজিবিসন হইতে বহু প্রশংসা প্রাপ্ত ও বহু গণ্যমান্য ভদ্রমহোদয়গণ কর্ত্তৃক প্রশংসিত।

আজকাল বাজারে চর্বি মিশ্রিত ও বিষাক্ত আহার্য্য সেবনে শরীরের রক্ত অত্যন্ত দোষিত হইয়া পড়িতেছে। রক্তই মানবদেহের শ্রেষ্ঠ উপাদান, সে রক্ত দোষিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মানব বাত, বেদনা, মাথাধরা, মাথাঘোরা, দৃষ্টিশক্তির হ্রাস, দাঁতের গোড়া ফুলা, দাঁত কনকনানি, দাঁতে পোকা এবং পোড়া, চুলকানি প্রভৃতি কষ্টদায়ক চর্ম্মরোগে আক্রান্ত হইতেছে। যদি আপনি একেবারে ব্যাধিমুক্ত হইতে চান, তাহা হইলে অল্প পয়সার ঔষধের পরিবর্ত্তে অন্ততঃ একবার বেদনাঞ্জন ক্রয় করিয়া ইহার কার্য্যকারী শক্তি উপলব্ধি করুন। ব্যবহার প্রণালীর মূল্য ... এবং শিশি ।০ আনা মাত্র মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান—এ, সি, চাটার্জ্জী এণ্ড ব্রাদার্স।

৬৪।২ হলকাটি লেন, ... হাওড়া

সকল মনিহারী দোকানে ও বড় বড় ডাক্তারখানায় পাওয়া যায়।

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

যদিও অদ্যাপি প্রকৃত মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য, তথাপি যাঁহারা নানাবিধ অনিয়মে উহাদের অপরিমিত শক্তি নষ্ট করিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন এবং নানা প্রকার মেহ, প্রমেহ ধাতুদৌর্ব্বল্য, স্নায়বিক দুর্ব্বলতা, বহুমূত্র, স্বপ্নদোষ, পারদসংক্রান্ত পীড়া, অশ এবং স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে যাঁহারা বাধক, বন্ধ্যা, মৃতবৎস, হিষ্টিরিয়া, শ্বেত ও রক্তপ্রদর, ভিষ্টিরিয়া প্রভৃতি রোগে দুঃসহ জীবনে নিরাশ হইয়াছেন, তাঁহারা আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটান সাহেবের আবিষ্কৃত **ইলেক্ট্রিক সলিউসন** ব্যবহার করিয়া বাঁচিতে পারেন, তাহার শত সহস্র প্রমাণ প্রতি বৎসরেই পাওয়া যাইতেছে। যাঁহারা অন্যান্য বহুবিধ ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরোগ্য হইতে পারেন নাই, তাঁহারা একবার এই ঔষধটি ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক মাসের ব্যবহারোপযোগী এক শিশি ঔষধ ডাকমাশুল সহ ৩।০ টাকা মাত্র।

সোল এজেণ্ট—ডাঃ ডি, ডি, হাজরা।

কর্ণেলপুর, গার্ডেন রিচ পোঃ, কলিকাতা।

ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

অধ্যক্ষ

শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম. এ. এফ. সি. এস (লণ্ডন)

ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক

(প্রফেসার)

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ বিশুদ্ধ ও শাস্ত্রমতে নিজ তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হয়। পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ক্যাটালগ পাঠান হয়। রোগের বিবরণ জানাইলে সদুপদেশ ব্যবস্থা দেওয়া হয় ... চিঠি পত্রাদি সম্পূর্ণরূপে গোপন রাখা হয়।

মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দুর)

(বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৮৲ টাকা

উৎকৃষ্ট স্বর্ণ, পারদ ও আমলাসার গন্ধক দ্বারা যথাশাস্ত্র প্রস্তুত।

নিত্য প্রয়োজনীয় সর্ব্বরোগনাশক মহৌষধ।

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৩৲ টাকা

উৎকৃষ্ট কাশীর আমলকী, বংশলোচন প্রভৃতি যাবতীয় উপাদানে পল মাত্রায় যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। কাশ, কাসি, হাঁপ, যক্ষ্মা, ক্ষয়রোগ, অম্লরোগ প্রভৃতি রোগের মহৌষধ। রক্তপ্রকার দুর্ব্বলতা নাশক আশ্চর্য্য পুষ্টিকর মহৌষধ। বাতুল বিশেষ।

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬৲ টাকা

ইহা সেবনে ধাতুদৌর্ব্বল্য, শুক্রতারল্য, স্বপ্নদোষ, প্রমেহ ও ধ্বজভঙ্গ সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায়। ইহা অপরিসীম আনন্দদায়ক রসায়ন।

অবলাবান্ধব যোগ

প্রদর, বাধক প্রভৃতি জরায়ুদোষ ও যাবতীয় স্ত্রীরোগ রোগের মহৌষধ

মূল্য—১৬ মাত্রা ২৲ টাকা। ৫০ মাত্রা ৫৲ টাকা মাত্র

বিশুদ্ধ জল! ভয় নাই! বিশুদ্ধ জল!!

লক্ষ্মী টিউব-ওয়েল কোং

২০৫নং নবাবপুর, ঢাকা

বর্ত্তমান যুগের নূতন আবিষ্কৃত স্বাস্থ্যবিধানের উন্নত বৈজ্ঞানিক-নল-প্রণালীতে নলকূপ (Tube-well) নির্মাণ করা হয়। বঙ্গের লাট বাহাদুর, গোয়েন্দা সেক্রেটারী, জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট, জিলা-বোর্ডের চেয়ারম্যান, ইঞ্জিনিয়ার, জমিদার, তালুকদার প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত ভদ্রমহোদয়গণ এই কোম্পানীর কার্য্য দেখিয়া প্রশংসা করিয়াছেন। রাসায়নিক পরীক্ষায় জল বিশুদ্ধ না হইলে মূল্য গৃহীত হয় না। বিস্তৃত বিবরণের জন্য পত্র লিখুন

বিজ্ঞাপিত কেন?

সাধারণের হিতার্থে, মানবের দুঃখ না হইতে পারে তাহার পন্থা ইত্যাদি সম্বলিত "কামশাস্ত্র" গ্রন্থখানি যিনি পাঠ করেন নাই, তিনি আবেদন করুন বিনামূল্যে প্রাপ্ত হউন। উহা পাঠে উপকৃত হইয়া ৭৫০০০ হাজার লোক রোগমুক্ত হইয়াছেন। প্রায় ৫০ বৎসরের পরীক্ষিত, শুক্রতারল্য, স্বপ্নদোষ ইত্যাদির যম "আতঙ্কনিগ্রহ বটিকা" প্রতি কৌটার মূল্য ১৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান—আতঙ্কনিগ্রহ ফার্ম্মেসী, ২১৪ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা।

মনোমোহন প্রেস

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা

পূর্ব্ববাঙ্গালায় সুলভে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত

বৈদ্যুতিক মেশিনে দিবারাত্র কাজ চলিতেছে

বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা।

উত্তরপাড়া নদীয়া প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে—শ্রীবৃহস্পতি ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

স্থানীয় সংস্করণ   Registered No. C 1511

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১
প্রতি কলম ৬
অর্দ্ধ কলম ৩॥০
সিকি কলম ২
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহ

অগ্রিম মূল্য
বার্ষিক ৯
ষাণ্মাসিক ৫
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১
প্রতি সংখ্যা

জগতের সর্ব্বত্র মঙ্গল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র।

৪র্থ খণ্ড — সম্পাদক—প্রত্নবিদ্যালঙ্কার, শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী — ২৯১ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্য মঠ, শ্রীধাম মায়াপুর ৩রা ফাল্গুন শনিবার ১৩৩৬ ১৫ই ফেব্রুয়ারী ১৯৩০

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থাবলী

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্—শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত। ভিক্ষা, প্রতি খণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৶০ গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশ গ্রাহক পক্ষে ⁄৯
২। ভাষ্য-সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ) ৫
৩। গৌড়ীয়-গৌরব ⁄৹০
৪। গৌড়ীয়-পঞ্জিকা ।০
৫। ভজন-রহস্য ॥০
৬। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১ ,, ,, ,, আবাঁধা ৸০
৭। গীতা (শ্রীবলদেবভাষ্যসহ) বাঁধা ২ আবাঁধা ১॥০
৮। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি টীকা-সহ) বাঁধা ২ আবাঁধা ১॥০
গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ॥০
৯। মুণ্ডকোপনিষৎ (শ্রীমধ্বাচার্য্যকৃত ভাষ্য সহ) (মাধ্ব) ২
১০। বেদান্তসূত্রের সানুবাদ (রামানুজীয়) ॥০
১১। বৈষ্ণবধর্ম্ম ২
১২। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৩। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২
১৪। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ৷৶০
১৫। দীপ-দিগ্দর্শন ৵০
১৬। সাধনপথ (৩য় সংস্করণ) ।৶০
১৭। আচার ও আচার্য্য ।
১৮। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
১৯। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৵০
২০। শ্রীনবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ⁄৹০
২১। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য (প্রমাণখণ্ড) ⁄৹০
২২। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
২৩। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা দর্পণ ।০
২৪। শরণাগতি, গীতাবলী, গীতমালা, কল্যাণকল্পতরু, নবদ্বীপশতক, বৈষ্ণবাষ্টক ও মহাজনগীতিকা মোট ।৫০
২৫। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ও অর্চ্চনকণ ৵০
২৬। সাধকদর্পমণি ।০
২৭। সংস্কার-দীপিকা ।০
২৮। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড) ৩
২৯। ব্রহ্মসংহিতা ॥০
৩০। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ৸০
৩১। মণিমঞ্জরী সানুবাদ ।০
৩২। গোবিন্দভাষ্য ৸০
৩৩। শ্রীচৈতন্যভাগবত (বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ) ৫

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

অপূর্ব্ব সুযোগ! অপূর্ব্ব সুযোগ!

শ্রীধাম মায়াপুর প্রদর্শনী

আমোদপ্রমোদের বিপুল আয়োজন

অভাবনীয় বিরাট ব্যাপার

৯ই ফেব্রুয়ারী হইতে যাত্রা বায়স্কোপ প্রভৃতির বিপুল ব্যবস্থা

সকলেই যোগদান করুন

গভর্ণমেণ্ট হইতে রেজিষ্টারী করা—

সর্ব্বপ্রকার প্লীহা লিভার সংযুক্ত ম্যালেরিয়া

জ্বরের সাক্ষাৎ যম

ম্যারফালিন

টনিক ও সালসা। পথ্যের বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই। এক দাগেই প্লীহা, লিভার ধ্বংস হয়। 'ফলেন পরিচীয়তে'

এক দাগে জ্বর পালায়, ফিরে জ্বর আর হয় না

একদাগে জ্বর পালায়, তিন দাগে সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়। এমন উপকারী ঔষধ আর নাই। ২।৪ দাগ ঔষধ সেবনে যদি আপনার জ্বর একেবারে ভাল হয়, সেই প্রকৃত ঔষধ খাওয়া উচিত নয় কি? এক্ষণে সাবধান হউন এবং জানিয়া রাখুন, আর মিছামিছি বাজে বোতল ২ বিষের জল খেয়ে শয্যাগত হইয়া প'ড়ে পরে হয়রান হয়েন কেন? সুতরাং ॥০ আনার ম্যারফালিনই একটি জ্বর রোগীর পক্ষে যথেষ্ট, এমন প্রত্যক্ষ উপকারী জ্বরের ঔষধ আর নাই। সকালে জ্বর হইলে বৈকালে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবেন, ডাক্তার ডাকতে হয় না। মূল্য প্রতি শিশি ।৵০ আনা, ডজন ৪।০ আনা।

এজেণ্ট—মেসারস্ এম, ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং, ১০ নং বনফিল্ডস্ লেন, কলিকাতা।

যুগল-মূর্ত্তি মার্কা
সর্ব্বত্র পাওয়া যায়।

আয়ুর্ব্বেদ সম্মত বায়ু পিত্ত বাত নাশক

ত্রিগুণ তৈল

আসল ও আদি
শিশি ৸০ আনা, ডজন ৮৲
ভিঃ পিঃ ও রেলওয়ে পার্শেল খরচা।

যুগল-মূর্ত্তি মার্কা এঃ বটকৃষ্ণ পাল দেখিয়া লইবেন।

এমন মহোপকারী তৈল আর নাই

গবর্ণমেণ্ট হইতে রেজিষ্টারী করা-

মহর্ষি চরক শাস্ত্রোক্ত ভৈষজ্য উপাদানে খাটী কাঁচা কৃষ্ণতিল তৈলে মৃগনাভি, কস্তুরী, গোলাপ, চামেলী, হেনা, চন্দন, খসখস, বেলা, প্রভৃতি মূল্যবান মহাসুগন্ধি দ্রব্য সংমিশ্রণে প্রস্তুত বিধায় ছয় ঋতুতেই সমভাবে ইহার অমৃতোপম গুণ ও গন্ধ উপলব্ধি হইয়া থাকে। ফলতঃ এই সর্ব্বগুণসম্পন্ন পরম পবিত্র ত্রিগুণ তৈল নিত্য ব্যবহারে সাধারণতঃ দৈহিক ও মানসিক অবসাদ নিশ্চয় দূর হইয়া থাকে।

পরন্তু সর্ব্বপ্রকার স্ত্রী বা পুরুষের জননেন্দ্রিয় ধাতুস্থ দূষিত শুক্র, জটিল ব্যাধি, মেহ, প্রমেহ, প্রদর, কষ্টরজঃ, বাধক, অপ্সারকার, মূর্চ্ছা, মাথাধরা, মাথাঘোরা, আধকপালী, নিদ্রাহীনতা এবং সর্ব্বপ্রকার বাতরোগ ও নানা প্রকার ব্যাধির কীটাণু ধ্বংসকারী অব্যর্থ মহৌষধ।

বলা বাহুল্য, ইহা এরূপ মস্তিষ্ক স্নিগ্ধকারী ঠাণ্ডা তৈল যে, পাগল ভাল হয়। যে কোন স্থানে তৈল ক্রয়কালীন শিশির গায়ের লেবেলের উপর বড় ২ অক্ষরে আসল যুগল মূর্ত্তি মার্কা এজেণ্ট বটকৃষ্ণ পাল দেখিয়া লইবেন, অন্যথায় শঠকারী দোকানদার জাল বা নকল তৈল বিক্রয় করিয়া আপনাকে ঠকাইবে। স্মরণ রাখিবেন বাজে জিনিষ বিক্রয় করিয়া ঠকাইতে পারিলেই খুব লাভ হয়।

এজেণ্ট—বটকৃষ্ণ পাল এণ্ড কোং ২৩নং বনফিল্ড লেন, কলিকাতা।

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

৩রা ফাল্গুন শনিবার—১৩৩৬

সাময়িক প্রসঙ্গ

পুরাতন মানচিত্র হইতে জানা যায় যে, গঙ্গার পশ্চিম পারে ওসমানপুর গ্রাম। ওসমানপুরকে কিছুদিন হইতে 'নবদ্বীপ' বলা হইতেছে। কুলিয়া-ওসমানপুরে মুসলমান ও হিন্দুর বাস ছিল। শ্রীধাম-মায়াপুরে ১৩৫ বৎসর হইল একজন মুসলমানের বংশ ও কুটুম্বগণ বাস করিতে আরম্ভ করিয়াছে। তাহারা শিক্ষিত না হওয়ায় শ্রীমায়াপুরের উচ্চারণ বিষয়ে গোলমাল করিয়া ফেলিয়াছে। কতিপয় ঈর্ষাপরায়ণ জনগণ নিজ নিজ প্রবৃত্তিবশে ওসমানপুরকে শ্রীধাম-মায়াপুরের নাম জাল করিয়া অন্য নাম দিবার চেষ্টা করিতেছে। তাহাদের মধ্যে শুনা যায় ওসমানপুর-বাসী দেওয়ার বক্স মিঞা সাবটিকা-বাসী বগীর পাড়ায় পড়িয়া দেশাবধ্যাত প্রকাণ্ড মসজিদ বর্তমান ছিল বলিয়া কাঁকড়ার মাঠকেও 'মিঞাপুর' বলিতেছে।

সরল-প্রাণ অনেক ব্যক্তি-বিশেষের সহায়তায় এদানীংকালে শ্রীধামের বিরুদ্ধে ভীষণ ষড়যন্ত্র-মূলে যে এক-যন্ত্র বাজাইয়াছিল, তাহাই ছয়রিপুর ষড়যন্ত্র। কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ-মদ—এই পাঁচটী পূর্ণ হইলেই ষষ্ঠ মাৎসর্য্য আনিয়া ষড়যন্ত্র করাইয়া ফেলে। ঐ ভীষণ ষড়যন্ত্রের মধ্যে যাহারা প্রবেশ করিয়াছিল, তাহাদিগের দ্বারা 'জাল মায়াপুর' বলিয়া চালাইবার চেষ্টা হইতেছিল, কিন্তু সেইরূপ সয়তানী সকলেই ধরিয়া ফেলিয়াছেন।

"মেগেল পাঠান হদ্দ হ'লো পাশি পড়ে তাঁতী। চন্দ্র সূর্য্য অস্ত গেল জোনাকী দের বাতি।" আজ দেখছি কাঁকড়ার মেঠোদলের চালাকীতে প্রত্নতত্ত্ব দূরে গেল, শাস্ত্র ঐতিহ্য বাতিল হ'লো; ভীষণ ষড়যন্ত্রকারিগণ তাঁদের ষড়যন্ত্র বিস্তার করবার জন্য যবন-পাগলাদিগের আশ্রয়ে সয়তানী আরম্ভ ক'রে দিল। সয়তানী চক্র কত রকমে আত্ম-গোপন ক'র্‌তে পারে ও সত্য গোপন করবার চেষ্টা করে, তাহার ইয়ত্তা নাই। আমরা বলি,—ব্যভিচার কখনই ধর্ম্মের অঙ্গ নয়, মিথ্যা কখনও সত্য হয় না। স্ত্রীলোকের কাপড় পরিলেই মধুর রসের ভক্ত হওয়া যায় না বা মর্কট বৈরাগী হইলেও 'নেড়া-নেড়ী বোষ্টম' অপবাদ দূর হয় না। সুতরাং ঐ সব সয়তানদের বাজা বোকামো শুনীগণ কোন ক্রমেই আদর না ক'রে দূরে ফেল্‌তে পারেন

মাতির দ্বীপকে 'অন্তর্দ্বীপ' বলিতে যাওয়ার দুরভিসন্ধি যন্ত্র দেখা যায়, উহা ঐ ষড়যন্ত্রের একটী যন্ত্র। কানকে কাণ লইয়া গেল বলিয়া তা'র পিছনে ধাবিত হওয়া দ্বিতীয় যন্ত্র। নদীয়া ও কুলিয়ার মধ্যে গঙ্গা চিরকালই প্রবাহিতা; এই ঐতিহ্য প্রমাণ নষ্ট করিয়া গোদ্রুম গ্রাম ও কাঁকড়ার মাঠকে কুলিয়া নদীয়া বলিতে যাওয়া কুলিয়া-ওসমানপুর কাঁকড়া-মেঠোদলের তৃতীয় যন্ত্র। বল্লাল ঢিপি ও চাঁদকাজীর কবর লোপ করিবার চেষ্টা—চতুর্থ যন্ত্র। ঐতিহাসিক গ্রামগুলি নষ্ট করিয়া কপটতা করিতে গিয়া নয়কে 'ছয়' করা—পঞ্চম যন্ত্র। কাঁচড়াপাড়া থেকে দিয়ে সয়তানী চালান—ষষ্ঠ যন্ত্র। সুতরাং এই ষড়যন্ত্রকারীগণ ভীষণ ষড়যন্ত্রকারী হওয়ায় সেই দোষ এখন পরের ঘাড়ে চাপাইতেছে।

তেরো প্রকার সয়তানীর প্রশ্রয়-দেওয়া-বদলোকের অভাব নাই। ভাল কথা শুনিবার লোক কম। বাস্তবিক সত্য জানিবার ইচ্ছা হয় ক'জন লোকের? কলিকালে ভক্তিপথের আদর নাই, সয়তানির আদর আছে। জিজ্ঞাসা করি—মিথ্যা গল্প রচনা, সত্যকে বিকৃত করা, লোকের চোখে ধূলো দেওয়া আর কতদিন চলিবে? নূতনকে পুরাতন বলা, জালকে সাচ্চা বলা, কল্পিতকে সত্য বলা কাঁকড়ামেঠোদলের নৈতিক চরিত্রের বেশ পরিচয় দিতেছে। দ্যূত, পান, স্ত্রী ও সূনা-সম্বন্ধি সমস্ত পাপ-কার্য্যই অধর্ম্ম। অধর্ম্ম বা পাপাচারগুলি নানা প্রকার ছলনা করিয়া বোকা লোককে প্রতারণা করে ও অসদ্‌বুদ্ধির প্রশ্রয় দেয়, আবার ধরা পড়িয়া গেলে পদে পদে অপদস্থও হয়। তাই বলি—কাঁকড়ার মাঠ কোন দিনই শ্রীগৌরজন্মস্থান নহে ও হইতে পারে না; সুতরাং সয়তানী করিয়া কোন ফল নাই।

বৃন্দাবনকে অর্ব্বাচীন লোকেরা 'বিন্দ্রাবন' বলে, অর্ব্বাচীন লোকের অনুমোদনে বৃন্দাবন ষ্টেশনে 'বিন্দ্রাবন' লেখা আছে। সাবটিকা-বাসীর এ'র পাল্লায় পড়িয়া 'এ'তে অতিরিক্ত অনুরাগী কতকগুলি ব্যক্তি বৃন্দাবনকে মোমিনাবাদ করিবার চেষ্টা করিতেছিল, কিন্তু সফল হয় নাই। সাবটিকার লেখাধারী ও তাঁহার চেলার দল কোন দিনও শ্রীধাম মায়াপুরের নাম পরিবর্ত্তন করিতে পারিবে না। শ্রীনবদ্বীপ ধাম-প্রচারিণী সভা ও সমস্ত শিক্ষিত জনগণ মোমিনাবাদী ও ওসমানপুরী কাঁকড়ামেঠোদলের কথায় [illegible] দিবে না। শ্রীধাম মায়াপুরের [illegible]। অদ্য-সঙ্গ-ক্রমে এ'তেন পাপ নাই।—যাহা অনুভব না করিয়া বিষ্ণুধাম-সবায় কোন নৈতিক ব্যভিচার নাই—ইহা ধ্রুব সত্য। যাহারা ঐরূপ আরোপ করে, সেইরূপ নিন্দাকারীরা শ্রীধামের বিরোধী হইয়া পড়ে। শ্রীধাম—মুক্তপুরুষদিগের বাসস্থান। বদ্ধজীবগণ মুক্ত জীবের সহিত স্পর্দ্ধা করিতে পারে না, বামনের চাঁদ ধরিবার ন্যায় কেবল আত্ম-বঞ্চনা করে মাত্র।

শ্রীধাম মায়াপুরে

ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব

গত ১২ই ফেব্রুয়ারী বুধবার নদীয়ার সুযোগ্য সহৃদয় মাননীয় ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুর শ্রীযুক্ত এ. কে. রায় মহোদয় শ্রীধাম-মায়াপুর প্রদর্শনী দর্শনার্থ আগমন করিয়াছিলেন। তাঁহার জন্য স্বরূপগঞ্জ ঘাটে মোটরযান অপেক্ষা করিতেছিল, কিন্তু তথাপি মহেশগঞ্জ হইতে শীঘ্র শ্রীধামে আসিতে পারা যায় বলিয়া তিনি উক্ত ষ্টেশনে অবতরণ করিয়া পদব্রজে আগমন করেন।

প্রদর্শনী-ক্ষেত্রে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব

ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব আসিয়াই সর্ব্বপ্রথম শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্য মঠস্থ নদীয়া-প্রকাশ মুদ্রাযন্ত্রালয়ের উত্তরদিকে প্রদর্শিত ভারতবর্ষের রিলিফ মানচিত্র দর্শন করেন। এই মানচিত্রটীতে গৌর-পদ পূত ভারতের প্রসিদ্ধ তীর্থ এবং পবিত্র নদীসমূহ ও সপ্ত মোক্ষদায়িকা পুরী প্রদর্শিত হইয়াছে; তদ্ব্যতীত ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের আনুগত্যে শ্রীচৈতন্য মঠের সেবকগণ ভারতের বিভিন্ন স্থানে শুদ্ধ-ভক্তি প্রচারের নিমিত্ত যে সকল মঠ স্থাপন করিয়াছেন, তাহাও এই মানচিত্রটিতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। মানচিত্রটি দেখিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব যখন শ্রীরাধাকুণ্ডাভিমুখে গমন করিতেছিলেন, সেই সময় নদীয়া ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের চেয়ারম্যান গবর্ণমেণ্ট প্লীডার রায় শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বাহাদুর, সাবডিভিশনাল অফিসার রায় সাহেব শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র সামন্ত মহোদয়, সাকেল অফিসার শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ দে মহাশয় মোটরযোগে প্রদর্শনী দর্শনের জন্য শ্রীচৈতন্যমঠে উপস্থিত হইয়া তাঁহার সহিত মিলিত হন।

তাঁহারা সকলেই শ্রীরাধাকুণ্ড ও তৎতটস্থিত প্রশস্ত গ্যারেজ [illegible]। শ্রীরাধা-গোবিন্দের মধ্যাহ্ন বিহারস্থলী এবং অপ্রাকৃত গোপীগণের কুঞ্জসমূহ দেখিয়া অতীব সন্তুষ্ট হন। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব এক প্রভুপাদের নিকট জিজ্ঞাসা করেন যে, এমতকল [illegible] আর পূর্ব্বে দেখা না এখন [illegible] কারণ কি? তাহাতে এল প্রভুপাদ না-বলেন—"এতকুল নিত্যকাল অপ্রকট-প্রকট ধাম শ্রীধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপে শ্রীব্রজপত্তনে বর্তমান আছেন। মুক্ত পুরুষগণ ইহা নিত্যকাল দর্শন করেন। মহাপ্রভু বলিয়াছেন—'আমের হৃদয় মন, মোর মন বৃন্দাবন, মনে বনে এক করি মানি।' শ্রীভগবানের প্রকট ও অপ্রকট-লীলায় কিছু মাত্র ভেদ নাই। প্রকট-লীলায় যাহা, অপ্রকটলীলায়ও ঠিক তাহাই আছে। অস্মাদৃশ স্থূল দর্শন জীবের প্রতি সদয় হইয়া শ্রীগুরুদেবের প্রেষ্ঠ ভক্তগণ উক্তীয় শ্রীভগবল্লীলাসমূহ অবতারণে লোক লোচনের গোচরীভূত করিয়া জীবের হৃদয়ে সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণস্মৃতি জাগরূক রাখার চেষ্টা করেন। ভক্তগণ কৃষ্ণলীলার উদ্দীপক ভাবসমূহ তাঁহাদের অন্তর হইতে বাহিরে অচ্চারূপ প্রকট করেন বলিয়া আমরা জগদ্‌ভোগা-ক এক রূপ আবির্ভাব-লীলা-ময়ীন হইতে। নিষ্কিঞ্চন মাত্রপুরুষ চৈতন্যলীলা-সেবা-সৌভাগ্য লাভের সাধ্যসাধন অনুভব করিয়া থাকেন।"

তৎপর তাঁহারা অন্যান্য পারমার্থিক প্রদর্শনীর দ্রব্যসমূহ দর্শন করিতে থাকেন। এই সময় বৈকুণ্ঠ চতুর্দ্দশ ব্রহ্মাণ্ড, বিরজা, ব্রহ্মলোক, বৈকুণ্ঠ, গোলোক এবং শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতোক্ত—

"ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্‌ জীব।
গুরু-কৃষ্ণ প্রসাদে পায় ভক্তিলতা বীজ॥
মালী হঞা সেই বীজ করে আরোপণ।
শ্রবণ-কীর্ত্তন-জলে করয়ে সেচন॥
উপজিয়া বাড়ে লতা ব্রহ্মাণ্ড ভেদি' যায়।
'বিরজা,' 'ব্রহ্মলোক' ভেদি' পরব্যোম পায়॥
তবে যায় তদুপরি গোলোক বৃন্দাবন।
কৃষ্ণচরণ-কল্পবৃক্ষে করে আরোহণ॥"

—প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহা সর্ব্বপ্রথম তাঁহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। শ্রীল প্রভুপাদ এই বিষয়গুলি অতি প্রাঞ্জল ভাষায় তাঁহাদিগকে বুঝাইয়া দেন। অতঃপর তাঁহারা পারমার্থিক বিষয়ের অন্যান্য অত্যাশ্চর্য্য চিত্র (যাঁহাদের ব্যাখ্যা পারমার্থিক বিষয় এবং শিক্ষণীয় বিষয় সমূহ ইতঃপূর্ব্বে নদীয়া প্রকাশে প্রকাশিত হইয়াছে) দর্শন করেন। বলা বাহুল্য যে এই সকল অপূর্ব্ব কল্পনাতীত বিষয়সমূহ দেখিয়া তাঁহারা অতীব প্রীত হইয়াছেন।

তৎপর পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা, সাপ্তাহিক পত্রিকা, দৈনিক পত্রিকা এবং শ্রীচৈতন্যমঠ ও শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত গ্রন্থসমূহ তাঁহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

অতঃপর [illegible] মিলের প্রস্তুত সূক্ষ্ম [illegible] প্রস্তুত উত্তম [illegible] মুর্শিদাবাদের [illegible] ঢাকার [illegible] শ্রীরাধাকুণ্ডের [illegible] সুন্দর [illegible] দ্রব্যাদি দেখিয়া তাঁহারা

[illegible] পুষ্প [illegible] দেবের [illegible] বস্ত্র [illegible] অর্পণ করেন।

[illegible] ইন্স্‌পেক্টর, [illegible] কমিটির [illegible] জেলার [illegible] বিভাগের [illegible] দেখিয়া [illegible] দর্শন করিয়া [illegible] শ্রীপাদের [illegible] কিছুকাল [illegible] করেন।

বর্ণাশ্রমধর্ম্ম সম্বন্ধে আচার্য্য বাণী

[illegible] শাস্ত্রে [illegible] ভাগবত, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত [illegible] শাস্ত্র-প্রমাণ উল্লেখ করিয়া জীব মাত্রেরই [illegible] অধিকার-মূলে ব্রহ্ম বা শ্রীভগবানের [illegible] বেদজ্ঞতা রূপ শুদ্ধ ব্রাহ্মণতা [illegible] বুঝাইয়া দেন। অনাদি [illegible] ভগবদ্ভজন স্পৃহা উদয় [illegible] না, তখনই জীবের ব্রাহ্মণে-[illegible] ; কিন্তু ভগবৎ কৃপায় [illegible] ভগবদ্ভজনেচ্ছা রূপ সৌভাগ্যের উদয় হয়, তখন তিনি সদ্গুরু সকাশে [illegible] হইয়া অপ্রাকৃত দ্বিজত্ব [illegible] এবং ভগবৎ সেবাধিকার প্রাপ্ত হন। শ্রীগুরু-পাদপদ্মে দীক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেরই উপনয়ন বা দেব-সমাপে নীত হওয়ার অধিকার আছে। ইহা শাস্ত্র-সম্মত। [illegible] বলিয়া ভগবদ্ বাহ্মুখাবস্থায় যে কেহ বাহার তাহার নিকট উপনীত হইলে ভগবৎ কৃপালাভের কোন সম্ভাবনা নাই, প্রতিষ্ঠা মাত্রই লাভ হইয়া জীবকে আরও বহির্ম্মুখ হইতে হয়। [illegible] বর্ণাশ্রম-বিধান জীবকে ক্রমাগত অজ্ঞান-নিমুক্ত করিয়া কৃষ্ণবিমুখ করিয়াছে। [illegible] প্রতিষ্ঠিত হওয়াই আবশ্যক। এ সকল কথা শুনিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুর খুব সন্তুষ্ট হইয়াছেন।

বৈষ্ণব নিন্দার ফল

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ২৯০ সংখ্যার পর)

বৈষ্ণবপ্রবর শম্ভু সর্ব্বক্ষণ হরি-সেবা-পরায়ণ, স্থূল ও সূক্ষ্ম সকল প্রকার বস্তুর বাহ্য দর্শনে নিরপেক্ষ হইয়, সর্ব্বদা পরতত্ত্ব-সেবায় নিপুণ। [illegible] আপন দর্শনাদি স্থূল দেহ-পর, তিনি তাদৃশ অভিবাদন না করিয়াও দক্ষের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করেন নাই।

যাহারা [illegible] তাহারা [illegible] অপরকে অসম্মান করিতে [illegible] জানে না। যে [illegible] বস্তু [illegible] সম্বন্ধ [illegible] তত্ত্বের [illegible] দর্শন করিয়া, তাঁহার চরণে [illegible] করিয়া থাকে।

একদা পরে [illegible] দক্ষ [illegible] আরম্ভ করিয়া [illegible] সর্ব্বদা [illegible] অগ্রাহ্য [illegible] যজ্ঞ অনুষ্ঠান পূর্ব্বক [illegible] একটী বৃহস্পতিসব যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন। [illegible] ব্রহ্মর্ষি, দেবর্ষি [illegible] যজ্ঞ মহোৎসবে [illegible] দেখিয়া দক্ষ-দুহিতা সতী আত্মীয় স্বজনবর্গ [illegible] উৎকণ্ঠিত হইয়া মহাদেবের [illegible] আপনার অভিলাষ প্রকাশ [illegible] —

[illegible] যাওয়া যায়; [illegible] দয়ালু, কৃপাপূর্ব্বক আমার বাসনা পূর্ণ করুন।'

[illegible] প্রাণে [illegible] করিয়া [illegible] দুর্ব্বাক্য প্রয়োগের কথা স্মরণ করিয়া কহিতে লাগিলেন:—

[illegible] বন্ধু-গৃহে [illegible] যাওয়া যায়, কিন্তু যদি [illegible] দেহাভিমানে অহঙ্কার-নিমিত্ত [illegible] ক্রোধবশতঃ দোষ দর্শন না করেন, তাহা হইলেই মঙ্গল।

বিদ্যা, তপস্যা, ধন, সুন্দর দেহ, যৌবন ও কুল—এই ছয়টী সাধুদিগের গুণ কিন্তু অসাধু ব্যক্তিগণ ঐ সকল গুণের দ্বারা অহঙ্কারী হইয়া বিবেকবিহীন হয় সুতরাং [illegible] হইয়া সাধুগণের তেজঃ দর্শন করিতে পারে না। এরূপ অসংযতচিত্ত [illegible] দৃক্পাত করাও কর্ত্তব্য নহে। কুটিল-বুদ্ধি আত্মীয়গণ ভ্রুকুটী-কর [illegible] ক্রোধ দৃষ্টি ও কটু কথায় অভ্যাগত ব্যক্তিগণের মর্ম্মভেদ ও ব্যথিত করে।

শত্রুগণবাণে বাণবিদ্ধ ব্যক্তি নিদ্রা-সুখ লাভ করিতে পারে কিন্তু স্বজন কর্ত্তৃক বাক্যবাণদ্বারা ব্যথিত হইলে দিবানিশি অন্তর্হৃদয়ে তাপ অনুভব করে।

হে সুন্দরি, তোমার পিতা অত্যুৎকৃষ্ট মর্য্যাদাশালী, তাঁহার কন্যাগণের মধ্যে তুমিও মনোরমা আদরের তাহা আমি জানি তথাপি তুমি আমার আশ্রিতা ও আমার সম্বন্ধ-গন্ধ থাকাতে তোমার পিতার নিকট হইতে সম্মান লাভ করিতে পারিবে না।

অজ্ঞগণ যেমন শ্রেষ্ঠ বস্তু [illegible] অসমর্থ হইয়া [illegible] যাহাদের অহঙ্কার [illegible] পুরুষগণের [illegible] দর্শনে দ্বেষ করিয়া থাকে।

হে [illegible], দক্ষ তোমার দেহের জন্ম-দাতা [illegible] তাঁহাকে দর্শন করা উচিত নয় এবং তাঁহার [illegible] দর্শন যোগ্য নয়; যদি তুমি আমার বাক্য লঙ্ঘন করিয়া গমন কর তবে তোমার মঙ্গল হইবে না।

সতী পতির বাক্য লঙ্ঘন করিয়া পিতৃ-গৃহে গমন করিলেন, তাঁহার জননী ও [illegible] ব্যতীত আর কেহই সম্ভাষণ করিলেন না। যজ্ঞে রুদ্রের কোনও ভাগ নাই দেখিয়া [illegible] স্বামীর অবমাননা সহ্য করিতে পারিলেন না, ক্রোধে দাক্ষ [illegible] পিতৃ বাক্যাদের গর্হণ করিতে লাগিলেন।

যাহারা [illegible] দেহকেই আত্মা বলিয়া জানেন তাদৃশ অসৎ পুরুষগণ মহাজনগণের নিন্দা করিয়া থাকেন। মহাপুরুষগণ [illegible] নিন্দা সহ্য করিয়া থাকেন কিন্তু তাঁহাদের পাদরেণু সমূহ নহে [illegible] নিন্দা সহ্য করিতে পারে না।

কোন উচ্ছৃঙ্খল ব্যক্তি ধর্ম্মপালক [illegible] নিন্দা করিতে আরম্ভ করিলে প্রভুগণ [illegible] অসমর্থ পক্ষে, [illegible] আচ্ছাদন পূর্ব্বক সেই স্থান হইতে চলিয়া যাইবে আর যদি [illegible] থাকে তাহা হইলে ঐ অসতের জিহ্বাকে বল-পূর্ব্বক ছেদন করাই [illegible] প্রাণ পরিত্যাগ করা উচিত।

অধিক কি—আপনি শিবনিন্দী, অতএব [illegible] আমার এই কুৎসিৎ দেহে কোনও প্রয়োজন নাই। আপনি কুজন, আপনার সহিত সম্বন্ধ থাকায় আমি বড়ই লজ্জিত হইয়াছি। মহজ্জনের আশ্রয়কর্ত্তা হইতে যে জন্ম হয়, সেই জন্ম ধিক্। অজ্ঞানে কেহ কুখাদ্য ভক্ষণ করিলে বমনদ্বারাই তাহার বিশুদ্ধি হয় অতএব এই দেহকে আমি আর ধারণ করিব না।

এই বলিয়া সতী যজ্ঞস্থলে উত্তরমুখী হইয়া ভূমিতে উপবেশন করিলেন। জল স্পর্শ করিয়া আচমনান্তে যোগপথের সাধক হইলেন। অনন্তর সতীদেবী জগদ্-গুরু শম্ভুর পাদপদ্ম চিন্তা করিতে করিতে কৃষ্ণ ও কার্ষ্ণ দর্শন ব্যতীত অন্য দর্শন রহিত হইয়া তাঁহার দেহ সমাধি-জাত অগ্নির দ্বারা প্রদীপ্ত হইল।

নারদমুখে ভবানীর দেহ-ত্যাগ-বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া রুদ্র অতিশয় ক্রোধান্বিত হইলেন। মস্তক হইতে জটা উৎপাটিত করিয়া ভূমিতে নিক্ষেপ করায় তাহা হইতে সুদীর্ঘকায় কপালমালী বীরভদ্র উদ্ভূত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, প্রভো! আজ্ঞা করুন, কি করিতে হইবে।

ভূতপতি রুদ্র সম্বোধন করিয়া কহিলেন হে [illegible]! যুদ্ধকুশল মৎপার্ষদ সেনা-[illegible] নায়ক হইয়া দক্ষকে ও তাহার যজ্ঞকে সহিত বিনাশ কর।

"[illegible] সঙ্গী কৃষ্ণ হইবে [illegible]

পুরাণম্।

[illegible] স্তুতিং [illegible]

নিশ্চয়ম্॥

কুপিত বীরভদ্র ত্রিশূল উত্তোলন করত ভীষণশব্দকারী অনুচরবর্গের সহিত মিলিত হইয়া দক্ষযজ্ঞের প্রতি প্রবলবেগে ধাবিত হইল। অনতি-বিলম্বে সেই মহতী যজ্ঞভূমি বিনষ্ট করিয়া ফেলিল। মণ্ডপশালা, পাকশালা, যজমান-গণের গৃহ ভস্ম করিয়া দিল। যজ্ঞকুণ্ড-সমূহে মূত্র ত্যাগ করিল।

বীরভদ্র, হোম [illegible] ভৃগুর শ্মশ্রুরাজী উৎপাটন করিয়া দিলেন কারণ [illegible] সভাস্থলে মহাদেবকে শ্মশ্রু প্রদর্শন করিয়া হাস্য করিয়াছিল। শিবনিন্দা-সময়ে [illegible] দক্ষকে উৎসাহিত করিয়াছিল এইজন্য ক্রোধভরে বীরভদ্র তাঁহার চক্ষুদ্বয় উৎপাটিত করি-লেন। শিব-নিন্দা শুনিয়া পূষাদেব হাস্য করিয়াছিলেন সেইজন্য তাঁহার দন্ত-সমূহ উৎপাটন করিলেন।

অতঃপর [illegible] বীরভদ্র দক্ষের বক্ষঃস্থলে আরোহণ করিয়া তীক্ষ্ণ তরবার দ্বারা তাহার মস্তক ছেদন করিতে না পারায় যজ্ঞীয় পশুমারণের ন্যায় শরীর হইতে মস্তক বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন। পরে ঐ ছিন্নমুণ্ড দক্ষিণাগ্নিতে আহুতি প্রদান করিলেন। শেষে যজ্ঞশালা দগ্ধ করিয়া কৈলাসে প্রস্থান করিলেন।

যজ্ঞসম্পাদনার্থ দেবগণের প্রার্থনায় ব্রহ্মা পরম সৌন্দর্য্যশালী কৈলাস পর্ব্বতে গমন পূর্ব্বক আশুতোষের সন্তোষ বিধানার্থ নানাবিধ স্তব স্তুতি করিতে লাগিলেন।

যাহারা ভেদদর্শী, যাহাদের দৃষ্টি জড় কর্ম্মতেই আবদ্ধ, যাহারা ক্ষুদ্রাশয়, পরের সম্পদ দর্শনে যাহাদের হৃদয়ে সতত [illegible] বেদনা উপস্থিত হয় এবং কটূক্তি-প্রয়োগ দ্বারা যাহারা পরের মর্ম্মস্থলে পীড়া উৎ-পাদন করে দৈব স্বয়ং তাহাদের দণ্ডবিধান করিয়া থাকে। অতএব ভবাদৃশ নিরুপম সাধুপুরুষেরা তাহাদিগকে বধ করা উচিত মনে করেন না।

হে দেব! আপনার কৃপায় এই যজ-মান দক্ষ পুনর্ব্বার জীবিত হইয়া উঠুন। ভগদেব তাঁহার চক্ষু পুনঃ প্রাপ্ত হউন। ভৃগুদেবের শ্মশ্রু ও পূষাদেবের দন্তরাজী পুনর্ব্বার পূর্ব্ববৎ হউক, অস্ত্র, শস্ত্র ও প্রস্তরাদির আঘাতে যাহাদের গাত্র ভগ্ন ও ছিন্ন হইয়াছে আপনার অনুগ্রহে তাহারা আশু আরোগ্য লাভ করুন।

যজ্ঞের যাহা কিছু অবশেষ থাকিবে তাহা আপনারই অংশ, আপনি আপনার যজ্ঞভাগ গ্রহণ করিয়া যজ্ঞ সম্পাদন করুন

শ্রীচৈতন্যমঠের গ্রন্থাবলী।

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বিরচিত
ভক্তি-গ্রন্থাবলী

উৎকৃষ্ট কাগজে বিলাতী ধরণে বাঁধাই
স্বর্ণাক্ষরে। চতুর্থ সংস্করণ। বিস্তারিত সূচীসহ

জৈবধর্ম্ম

বাঁধাই ২৲ দুই টাকা।

প্রকাশিত হইয়াছে

সনাতন সদ্ধর্ম্ম বেদ, বেদান্ত, উপনিষৎ গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত, পুরাণ, তন্ত্রাদি সকল গ্রন্থ পাঠ করিবার অবসর অতি অল্প মানবের ঘটিয়া থাকে। অনেকের যোগ্যতা না থাকায় সেই সমস্ত গ্রন্থের মর্ম্ম অবগত হইতে পারেন না। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বাঙ্গালীর এই অসুবিধা দূরীভূত করিবার জন্য এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

বিদ্যালয়ের ছাত্র বা শিক্ষকগণের বিশেষ পাঠ্য, এই হেতু শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টার বাহাদুর উহা সমস্ত বিদ্যালয়ের জন্য অনুমোদন করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

প্রথম খণ্ড ভিক্ষা একটাকা

যুক্তিপূর্ণ শাস্ত্রবাক্য দ্বারা প্রত্যেক মানবের নিত্য কর্ত্তব্য ও অনিত্য, সাময়িক কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। গ্রন্থের প্রতি উক্তি সনাতন শাস্ত্রবাক্য দ্বারা সমর্থিত ও প্রমাণিত হইয়াছে। দেহের, মনের ও আত্মার ধর্ম্ম কি? স্বদেশ, সমাজ, নীতি, ধর্ম্ম কি? ইত্যাদি বিষয় ক্রমানুসারে এমন সুন্দরভাবে যুক্তিসহকারে আলোচিত হইয়াছে যে, প্রথম পংক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত পাঠ না করিয়া নিবৃত্ত হওয়া যায় না।

শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ভিক্ষা ৶০

ঐ প্রমাণ খণ্ড ভিক্ষা ৶০

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিহার ও লীলাভূমি নয়টী দ্বীপ-সমন্বিত। এই নয় দ্বীপের প্রাচীন বিবরণ—প্রত্যেক দ্বীপে শ্রীমহাপ্রভুর লীলা—প্রত্যেক দ্বীপের পরিচয়, শ্রীধাম-মাহাত্ম্য ও নামাপরাধ কি? ইত্যাদি বিষয় বিশেষভাবে মনোহর ছন্দে বর্ণিত। পকেট সাইজ প্রায় ১৬০ পৃষ্ঠা।

শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ

উজ্জ্বল গ্রেট-প্রাইমার অক্ষরে উত্তম কাগজে ছাপা—শ্রীনবদ্বীপধাম দর্শনে ভাবুক দর্শনকারীর কি প্রকার ভাবের উচ্ছ্বাস হয়, তাহা এই গ্রন্থে বর্ণিত। অতি চমৎকার। ভিক্ষা চারি আনা।

শ্রীভজনপথ

৷৴০ দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভৃতি শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভৃতি উপদেশচ্ছলে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে ভক্তগণের অনুকূল ও প্রতিকূল বিচার অতি সুন্দরভাবে, বর্ণিত হইয়াছে। উহা ছাড়া শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদিষ্ট শিক্ষা ও উপদেশ বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-জগতে অভিনব গ্রন্থ !!
শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতি-গ্রন্থাবলী :—

শরণাগতি

পকেট সাইজ
অষ্টম সংস্করণ
ভিক্ষা ৴০ আনা

দেহ ও মনের চেষ্টা অনিত্যাবস্থ সকল—যখন জীব বুঝিতে পারে, তখন একমাত্র নিত্যবস্তু শ্রীভগবানের প্রতি তাহার, কোন্ ভাবায় আবেগময়ী প্রার্থনা হয় এবং শ্রীভগবানে সর্ব্বাত্মকরণে নিষ্কপটে কি প্রকারে শরণাপন্ন হইতে হয়, ইত্যাদি বিষয়ক প্রাণস্পর্শী প্রার্থনা ও আত্ম-সমর্পণমূলক গান। ছাত্রিশ সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে।

ভিক্ষা প্রতি খণ্ড ৴০ এক আনা

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা— ৴০, নবদ্বীপশতক— ৴০
অর্চ্চপঞ্চক—৴০

কল্যাণকল্পতরু

পকেট সাইজ
পঞ্চম সংস্করণ
ভিক্ষা ৴১০

আমরা প্রত্যহ নূতন অভাব ও কামনার বশবর্ত্তী হইয়া পুনঃপুনঃ যে অকল্যাণকে কল্যাণ বলিয়া গ্রহণ করি এবং যাহার নিকট কল্যাণ কামনা করি তিনি যে নিত্য বা যথার্থ কল্যাণ প্রদানে অসমর্থ এবং কোন্ বস্তু আমাদের নিত্য কল্যাণদাতা এবং কি ভাবে আমরা সেই কল্যাণলাভে সমর্থ হইব, এই সকল কথা সরল গানে লিপিত। এই গীতিগ্রন্থ বাস্তবিক কল্যাণের কল্পতরু; ইহা প্রত্যেককে নিত্যকল্যাণ প্রদানে

শ্রীল চক্রবর্ত্তি ঠাকুরের টীকা সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর কৃত টীকা ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কৃত অনুবাদ। টীকাকারের জীবনী, শ্লোক-সূচী বিষয়সূচী প্রভৃতি বহু প্রয়োজনীয় বিষয় সংবলিত প্রায় ৮২৫ পৃষ্ঠা। উৎকৃষ্ট সচিত্র বাঁধাই ২৲ দুই টাকা, কাগজে বাঁধা ১৷০

শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ কৃত ভাষ্য সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

কাগজ ও ছাপা উৎকৃষ্ট। সিল্কে বাঁধাই, সোণার জলে নাম লেখা রাজসংস্করণ ২ টাকা, সাধারণ সংস্করণ ১৷০, গৌড়ীয়ের গ্রাহকপক্ষে ১৷০

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি (সার্ব্বভৌমকোষগ্রন্থ)

বিষয়:—১। ভক্তিশাস্ত্রে ব্যবহৃত শব্দাবলীর অর্থ, ২। চারি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের চরিত্র, ৩। বিষ্ণুবৈষ্ণবসম্পর্কিত শ্রীমন্দির ও শ্রীবিগ্রহের বিবরণ, ৪। বৈষ্ণবগ্রন্থ ও গ্রন্থকারগণের তালিকা ও বিবরণ, ৫। বিষয় বিশেষের লৌকিক ও শাস্ত্রীয় আকরমূলে যাবতীয় তথ্য। চারিখণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ১ম খণ্ড ৸০, ২য় খণ্ড ৸০, ৩য় খণ্ড ৸৶০, ৪র্থ খণ্ড ৷৶০, চারিখণ্ড একত্রে ৩৲ (৫ম খণ্ড যন্ত্রস্থ)।

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ

—১ম খণ্ড ১৲ এক টাকা, ২য় খণ্ড ১৲ এক টাকা—শ্রীমদ্ভাগবতের গ্রাহক ও গৌড়ীয় গ্রাহকগণ ১০ টাকায় ষট্‌সন্দর্ভ পাইবেন। বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমজ্জীব গোস্বামিপাদের রচিত গ্রন্থ। এই ষট্‌সন্দর্ভের অধিক প্রয়োজনীয় অংশ। প্রতি খণ্ড ডবল ক্রাউন ৮ পেজীয় ৬৪ পৃষ্ঠা আকারে মুদ্রিত হইতেছে।

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য সঙ্কলিত

সদাচারস্মৃতিঃ

ভিক্ষা ৴০ মাত্র

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (প্রাচীন নবদ্বীপ) নদীয়া।

গৌড়ীয়

রেজেষ্টার্ড

মদন মঞ্জরী

বটিকায় ধ্বজ ও ধাতুবিকার, ইন্দ্রিয়শক্তির হ্রাস, প্রস্রাবে শুক্রপাত, অজীর্ণ, মাথা ঘোরা, বুক ধড়্ ফড়্ করা, অনিদ্রা প্রভৃতি লক্ষণ সত্বর নিশ্চয় আরোগ্য হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ৪০ বটী ১৲ এক টাকা।

"নপুংসকত্বারি ঘৃত"

পুরুষত্বহানি রোগে বহিঃপ্রয়োগ দ্বারা আরোগ্য করিয়া থাকে। মূল্য ২ তোলা ১৲ টাকা।

"স্বপ্নদোষবিধ্বংসিনী বটিকা"

বীর্য্যধারণ করত স্বপ্নদোষ স্থায়ী ও দূর করিতে অদ্বিতীয়। মূল্য ১৬ বটী ১৲ এক টাকা।

রাজবৈদ্য নারায়ণজী, কেশবজী
১৭৭নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

বিজ্ঞাপন

সাবধান! সাবধান!! সাবধান!!!

জে, বি, দত্তের ছোকাশাল বাদাম তৈল

আদি ও অকৃত্রিম এবং কলিকাতার সর্ব্বজন পরিচিত ও বহু প্রশংসিত।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী *J. B. Datta & Co.* নাম সোনালী লেবেল আছে কিনা দেখিয়া লইবেন। নতুবা জুয়াচোরগণ কদর্য্য কৃত্রিম তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে।

বিনীত জে. বি. দত্ত

ফেরাস্ কুইনিন

নূতন এবং পুরাতন ম্যালেরিয়ার যম

ইহাতে উপযুক্ত মাত্রায় আয়রণ, হাইড্রোক্লোরিক, কুইনিন, আর্সেনিক এবং উদ্ভিজ্জ আছে।

এক বোতল ফেরাস্ কুইনিন সেবন করিলে একটী বা দুইটী ইনজেকসনের সমতুল্য কাজ করিয়া ম্যালেরিয়া জ্বর বন্ধ করে এবং শরীর হইতে যাবতীয় বিষ একেবারে নষ্ট করিয়া দেয় এবং সর্ব্ব উপসর্গ নষ্ট হয়।

[illegible]

পর-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

এখানে আহার এবং বাসস্থান দিয়া ছাত্রদিগকে বিভিন্ন শিক্ষণীয় বিষয় শিক্ষা দিবার বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। অনেক ছাত্র ইতোমধ্যে আসিয়া পাঠ আরম্ভ করিয়াছেন। বর্তমান বর্ষে সকল ছাত্রই গভর্ণমেণ্ট সংস্কৃত পরীক্ষা [illegible] হইয়াছেন।

প্রধান অধ্যাপক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত [illegible] কাব্য-ব্যাকরণ-সাংখ্য-বেদান্ত-[illegible]-তীর্থ, [illegible], বেদান্তরত্ন, [illegible], [illegible]।

অধ্যাপক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গৌরদাস ব্রহ্মচারী ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীধাম মায়াপুর পরবিদ্যাপীঠ, (নদীয়া)

বেদনাঞ্জন

শ্রেষ্ঠরত্ন

কলিকাতা কংগ্রেস একজিবিসন হইতে বহু প্রশংসা প্রাপ্ত ও বহু গণ্যমান্য ভদ্রমহোদয়গণ কর্তৃক প্রশংসিত।

আজকাল বাজারে চলন মিশ্রিত ও বিষাক্ত আহার্য সেবনে শরীরের রক্ত স্বভাবতঃ দোষিত হইয়া পড়িতেছে। সেইজন্য মানব-দেহের শ্রেষ্ঠ উপাদান, এই রক্ত দোষিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মানব বাত, বেদনা, মাথাধরা, মাথা-ঘোরা, কটিশূলের ব্যথা, দাঁতের গোড়া ফুলা, দাঁত কনকনানি, দাঁতে পোকা [illegible], চুলকানি প্রভৃতি কষ্টদায়ক চর্মরোগে আক্রান্ত হইতেছে। যদি [illegible] একান্তই ব্যাধিমুক্ত হইতে চান, তাহা হইলে অযথা পয়সার অপব্যয় না করিয়া অল্প ব্যয়ে এক শিশি বেদনাঞ্জন ক্রয় করিয়া ইহার আশ্চর্য্য-শক্তি [illegible] করুন। গুণের তুলনায় মূল্য [illegible], এক শিশি ।৹ আনা মাত্র মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান—এ, সি, চাটার্জ্জী এণ্ড ব্রাদার্স।

৪৫।১ হালসীবাগান রোড, কলিকাতা [illegible]।

সকল মণিহারী দোকানে ও বড় বড় ডাক্তার খানায় পাওয়া যায়।

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

যদিও অদ্যাপি প্রকৃত মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য, তথাপি যাঁহারা নানাবিধ অনিয়মিত উপায়ে অপরিমিত শক্তি নষ্ট করিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন এবং নানা প্রকার মেহ, প্রমেহ ধাতুদৌর্ব্বল্য, স্নায়বিক দুর্ব্বলতা, বহুমূত্র, দুঃস্বপ্ন, পাকস্থলী-[illegible] পীড়া, অর্শ এবং স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে যাঁহারা বাধক, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, সূতিকা, শ্বেত ও রক্তপ্রদর, হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি রোগে ভুগিয়া জীবনে নিরাশ হইয়াছেন, তাঁহারা আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটাল সাহেবের আবিষ্কৃত ইলেক্ট্রিক সলিউসন ব্যবহার করিয়া বাঁচিতে পারেন, তাহার শত সহস্র প্রমাণ প্রতি বৎসরেই পাওয়া যাইতেছে। যাঁহারা অন্যান্য বহুবিধ ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরোগ্য হইতে পারেন নাই, তাঁহারা একবার এই ঔষধটী ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক মাসের ব্যবহারোপযোগী এক শিশি ঔষধ ডাকমাশুল সহ ১৷৹ টাকা মাত্র।

সোল এজেণ্ট—ডাঃ ডি, ডি, হাজরা।

[illegible], গার্ডেনরীচ পোষ্ট, কলিকাতা।

ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন.

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

অধ্যক্ষ

শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম.এ. এফ.সি.এস (লণ্ডন)

ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক

(প্রফেসার)

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ বিশুদ্ধ ও শাস্ত্রমতে নিজ তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হয়। পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ক্যাটালগ পাঠান হয়। রোগের বিবরণ জানাইলে যত্নপূর্ব্বক ব্যবস্থা দেওয়া হয়। চিঠি পত্রাদি [illegible] গোপন রাখা হয়।

মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দুর)

(বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৪৲ টাকা

উৎকৃষ্ট স্বর্ণ, পারদ ও [illegible] গন্ধক দ্বারা [illegible] প্রস্তুত। [illegible] প্রয়োজনীয় সর্ব্বরোগনাশক মহৌষধ।

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৩৲ টাকা

উৎকৃষ্ট [illegible] আমলকী, [illegible] উপাদানে পূর্ণ মাত্রায় যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। কাশ, [illegible], সর্দ্দি, [illegible] প্রভৃতি রোগের মহৌষধ। [illegible] পুষ্টিকর [illegible]।

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬৲ টাকা

ইহা সেবনে ধাতুদৌর্ব্বল্য, শুক্রতারল্য, স্বপ্নদোষ, প্রমেহ ও ধ্বজভঙ্গ সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায়। ইহা অপরিসীম আনন্দদায়ক রসায়ন।

অবলাবান্ধব যোগ

প্রদর, বাধক [illegible] জরায়ুদোষ ও [illegible] রোগের মহৌষধ।

মূল্য—১৬ মাত্রা ২৲ টাকা। ৫০ মাত্রা ৫৲ টাকা মাত্র

বিশুদ্ধ জল! ভয় নাই! বিশুদ্ধ জল!!

লক্ষ্মী টিউব-ওয়েল কোং

২০৫নং নবাবপুর, ঢাকা

বর্ত্তমান-যুগের নব আবিষ্কৃত ও [illegible] উন্নত বৈজ্ঞানিক-খনন-প্রণালীতে নলকূপ (Tube-well) নির্ম্মাণ করা হয়। [illegible] লাট বাহাদুর, প্রাইভেট সেক্রেটারী, জিলা-ম্যাজিষ্ট্রেট, জিলা-বোর্ডের চেয়ারম্যান, ইঞ্জিনিয়ার, জমিদার, তালুকদার প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত ভদ্রমহোদয়গণ এই কোম্পানীর কার্য্য দেখিয়া প্রশংসা করিয়াছেন। রাসায়নিক পরীক্ষায় জল বিশুদ্ধ না হইলে মূল্য গ্রহণ করা হয় না। বিস্তৃত বিবরণের জন্য পত্র লিখুন

বিজ্ঞাপিত কেন?

সাধারণের হিতার্থে, মানবের [illegible] না হইতে পারে তাহার পন্থা ইত্যাদি সম্বলিত "[illegible]" গ্রন্থখানি [illegible] করেন নাই, তিনি আবেদন করতঃ বিনামূল্যে প্রাপ্ত হউন। উহা পাঠে উপকৃত হইয়া ৭৫০০০ টাকার লোক [illegible] হইয়াছেন। প্রায় ৫০ বৎসরের পরীক্ষিত, শুক্রতারল্য, স্বপ্নদোষ ইত্যাদির যম "[illegible] বটিকা" প্রতি কৌটার মূল্য ১৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান—আতঙ্ক নিগ্রহ ফার্ম্মেসী, ২১৪ নং বহুবাজার কলিকাতা।

মনোমোহন প্রেস

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা

পূর্ব্ব-বাঙ্গালায় সুলভে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত বৈদ্যুতিক মেশিনে দিবারাত্র কাজ চলিতেছে বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা।

শ্রীমায়াপুর [illegible]-[illegible] প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে— শ্রীকৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

স্থানীয় সংস্করণ

Registered No. C 1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩॥০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য, বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র।

[illegible] হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৴৫

৪র্থ খণ্ড] সম্পাদক—প্রত্নবিদ্যালঙ্কার শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী [২৯২ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্য মঠ, শ্রীধাম মায়াপুর—৫ই ফাল্গুন সোমবার, ১৩৩৬, ১৭ই ফেব্রুয়ারী ১৯৩০

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থাবলী

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—শ্লোক সূচী, বিষয়-সূচী প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত, ভিক্ষা, প্রতি খণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৶০ গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশ গ্রাহক পক্ষে ।০

২। ভাষ্য-সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ) ৫৲

৩। গৌড়ীয়-গৌরব ৶০

৪। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।০

৫। ভজনরহস্য ॥০

৬। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
" " " আবাঁধা ৸০

৭। গীতা (শ্রীবলদেবভাষ্যসহ) বাঁধা ২৲ আবাঁধা ১॥০

৮। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি-টীকা-সহ) বাঁধা ২৲ আবাঁধা ১॥০
গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ॥০

৯। মুণ্ডকোপনিষদ্ (শ্রীমধ্বাচার্য্য ভাষ্যসহ) সানুবাদ (মাধ্ব) ২৲

১০। বেদান্তস্যমন্তক সানুবাদ (রামানুজীয়) ॥০

১১। জৈবধর্ম্ম ২৲

১২। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০

১৩। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲

১৪। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ৸৶০

১৫। দীপ-দিগ্দর্শন ৶০

১৬। সাধনপথ (৩য় সংস্করণ) ।৶০

১৭। আচার ও আচার্য্য ।

১৮। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০

১৯। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৶০

২০। শ্রীনবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০

২১। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য (প্রমাণখণ্ড) ৶০

২২। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০

২৩। শ্রীগোদ্রুম গুরু-পরিক্রমা দর্পণ ।০

২৪। শরণাগতি, গীতাবলী, সাধনকণ, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, নবদ্বীপশতক, অষ্টপঞ্চক ও সদাচারস্মৃতি মোট ।৶০

২৫। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ও অচ্চনকণ ৶০

২৬। সাধককণ্ঠমণি ।০

২৭। সংস্কার দীপিকা ।০

২৮। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড) ৫৲

২৯। ব্রহ্মসংহিতা ॥০

৩০। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ৸০

৩১। মণিমঞ্জরী সানুবাদ ।০

৩২। গোবিন্দভাষ্যোদয়ঃ ৸০

৩৩। শ্রীচৈতন্যভাগবত (বিরাট, দ্বিতীয় সংস্করণ) ৫৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

অপূর্ব্ব সুযোগ! অপূর্ব্ব সুযোগ!

শ্রীধাম মায়াপুর প্রদর্শনী

আমোদপ্রমোদের বিপুল আয়োজন

অভাবনীয় বিরাট ব্যাপার

৯ই ফেব্রুয়ারী হইতে যাত্রা বায়স্কোপ প্রভৃতির প্রচুর ব্যবস্থা।

সকলেই যোগদান করুন

শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী প্রভৃতি সহ

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবত

সাধারণ গ্রাহকের মূল্য ... টাকা।

১৭২৪ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে,

সপ্তচত্বারিংশ খণ্ডে সূচী ছাপা হইতেছে।

মতন্ত্র খণ্ড গ্রন্থ নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে ... সাধারণ পক্ষে ... । প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ..., গৌড়ীয় নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ... ।

দশম স্কন্ধের ভিক্ষা ... , অগ্রিম সাধারণের ... ।

... অধ্যায়পর্য্যন্ত একাদশ সংখ্যা ছাপা হইয়াছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

"শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

সূচী প্রভৃতি সহ সম্পূর্ণ ছাপা শেষ হইয়াছে

আদি, মধ্য, ও অন্ত্যলীলা এবং সূচী ছ... হইয়া সম্পূর্ণ গ্রন্থ ... হইয়াছেন। যাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্বে ... টাকা ভিক্ষার তৃতীয় সংস্করণ ... পাইয়া অপূর্ব সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের জন্যই উহার ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। সেই ... টাকার এত বিরাট গ্রন্থের শত সংখ্যা মাত্র ৫ টাকা ভিক্ষায় দেওয়া হইতেছে। গ্রাহকগণ সত্বর হউন পরে আর এ সুযোগ থাকিবে না।

শ্রীচৈতন্য লীলার ব্যাস আদিকবি

শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

"শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

সভাষ্য আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র গ্রন্থ ৮৲ স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲

নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪৷৷০ টাকা

শ্রীধাম মায়াপুর নবদ্বীপ প্রদর্শনীতে

শ্রীধর ভাণ্ডার, ঢাকা।

ঢাকার প্রসিদ্ধ বস্ত্র ব্যবসায়ী শ্রীধর ভাণ্ডার শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিয়াছেন। ঢাকার বিখ্যাত মসলিন ও নানাবিধ ছিটের ধুতী, শাড়ী, জামদানী কাপড় এবং খদ্দরের শাড়ী ধুতী, জামদানী শাড়ী চাদর, ... মুগার কাজকরা নানাপ্রকার কাপড়, চাদর, শ্রীধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপ-প্রদর্শনীতে ... ফেব্রুয়ারী হইতে পাওয়া যাইতেছে। পশ্চিম ও উত্তরবঙ্গ এবং এলাহাবাদ, বোম্বে ... দিল্লী প্রভৃতি স্থান হইতে আগত দর্শক ... নিজ ... পাইবেন। আমাদের দর ও সুলভ ... কাপড় ... পারিবেন।

প্রদর্শনীর ঠিকানা—

শ্রীধর ভাণ্ডার স্টল

শ্রীধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপ প্রদর্শনী

পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর (নদীয়া)

... ঠিকানা

... নবাবপুর, ঢাকা।

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত ভক্তি-গ্রন্থাবলী

যে সব উৎকলবাসী ... বাংলা অক্ষর পড়িতে জানেন না, তাঁহাদের শ্রীশ্রী ... প্রভুর প্রচারিত পরম উপাদেয় ভক্তি-কথা জানিবার সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে উড়িয়া-অক্ষরে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হইয়াছে। বাংলা গ্রন্থের তুলনায় উড়িয়া গ্রন্থগুলির ভিক্ষাও অপেক্ষাকৃত অল্প।

গ্রন্থের নাম	ভিক্ষা
শ্রীহরিনাম চিন্তামণি, প্রতিখণ্ড	॥০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	১৷০
সাধন পথ (শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টক) প্রতিখণ্ড	।০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৷৷০
কল্যাণ কল্পতরু প্রতিখণ্ড	৵০
একত্রে ৩খণ্ড লইলে	।০
গীতাবলী প্রতিখণ্ড	৴১০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৵১৫
শরণাগতি — প্রতিখণ্ড	৴০
একত্রে ৩খণ্ড লইলে	৵৫

প্রাপ্তিস্থান { শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ, কটক এবং শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, পুরী

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিম্নলিখিত মঠসমূহে প্রাপ্তব্য:—

১। শ্রীচৈতন্য মঠ,—পোঃ শ্রীধামমায়াপুর, (নদীয়া)।
২। শ্রীগোরগদাধর মঠ,—চাঁপাহাটি, সমুদ্রগড় পোঃ, (বর্দ্ধমান)।
৩। শ্রীভাগবত আসন,—ভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৪। শ্রীগৌড়ীয় মঠ,—১নং উল্টাডাঙ্গা জংসন রোড, কলিকাতা।
৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ,—পোড়াকুঠী, পুরী।
৬। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ,—উড়িয়া বাজার, কটক।
৭। শ্রীভাগবত মঠ,—চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।
শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ,—... জঙ্গমবাড়ীপুরা, কাশী, ইউ, পি।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,—ছীপীগলি, বৃন্দাবন, মথুরা, ইউ, পি।
শ্রীপরমহংস মঠ—নিমসার পোঃ, সীতাপুর, ইউ পি।
১১। শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ,—কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল, পাঞ্জাব।
১২। শ্রীমাধবগৌড়ীয় মঠ,—...নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।
১৩। শ্রীগদাইগৌরাঙ্গ মঠ,—বালিয়াটি, ঢাকা।
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম,—আমলাযোড়া, বাজবাঁধ পোঃ, বর্দ্ধমান।
১৫। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ,—ডুমুরকোন্দা, চিরকুণ্ডা পোঃ, মানভূম।
১৬। শ্রীএকায়নগৌড়ীয় মঠ,—আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী, উড়িষ্যা।
১৭। শ্রীগৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয় ১০১ হনুমান রোড, নিউদিল্লি

এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণের নিকটও নদীয়া-প্রকাশ প্রাপ্তব্য।

১। শ্রীযুক্ত জনার্দ্দন ঘোষ—বড় বাজার রোড, খুলনা
২। শ্রীযুক্ত রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিরত্ন—দেওয়ানগঞ্জ, হলদিবাড়ী কুচবিহার।
৩। শ্রীযুক্ত রামরঞ্জন রায়—১৭২নং শ্রীগোপাল মল্লিক লেন, কলিকাতা
৪। মিঃ এন ডি, মুখার্জ্জি—এম, এম, ওয়ার্কস দি মল, কাণপুর।
৫। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণবিহারী ... —শক্তিনগর, নদীয়া।
৬। শ্রীরাসবিহারী দাস অধিকারী, নবদ্বীপ।
৭। শ্রী... মোহন দে—মনমোহন প্রেস, নবাবপুর, ঢাকা।
৮। শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ ... বেড়াচাঁপা, ২৪ পরগণা।
... মানবাদ

বৈষ্ণব-সেবা প্রকাশ শ্রীশ্রীসজ্জনতোষণী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২৩শে [illegible] সোমবার—১৩৩৬

সাময়িক প্রসঙ্গ

প্রদর্শনী-ক্ষেত্রাগারে ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানের দ্রব্য সংগৃহীত হইয়াছে এবং [illegible] সংগৃহীত হইতেছে। শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠের সেবকগণ অনেক প্রাসিদ্ধ প্রাচীন বিষ্ণুতীর্থসমূহ ভ্রমণ করিয়া তীর্থবস্তু, তীর্থোদক, মহাপ্রসাদ ও তত্তৎতীর্থ প্রসিদ্ধ ভগবৎ সেবোপকরণসমূহ সংগ্রহ করিয়াছেন। লক্ষ লক্ষ মুদ্রা ব্যয় করিয়া যাহার দর্শন সৌভাগ্য হয় না, এমন দুর্লভ বস্তুসমূহ দর্শনসৌভাগ্য দান করিবার জন্য [illegible] তাঁহারা [illegible] উদ্যোগ করিতেছেন।

শ্রীধামে আসার [illegible] শ্রীধামবাসী [illegible] দর্শন ও [illegible] শ্রীমূর্তি [illegible] পুস্তক [illegible] যদি তাহাকে না হয়, তাহা হইলে তীর্থ-ভ্রমণ কেবল বৃথা শ্রম বা [illegible] আমাদের উপ-[illegible] করিয়া [illegible] বিনষ্ট হয় মাত্র। আমরা [illegible] বিষয়-[illegible] আসিয়াও সেই বিষয় ভোগেরই অন্বেষণ চালাইতে [illegible] তীর্থ-[illegible] উদ্দেশ্য কিরূপে [illegible] হইল? এসকল কথা [illegible] চেষ্টা করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয় গাহিয়াছেন,—

মন তুমি তীর্থে সদা রত।
অযোধ্যা মথুরা মায়া কাশী কাঞ্চী অবন্তিকা
দ্বারাবতী আর আছে যত॥
তুমি চাহ ভ্রমিবারে এ সকল বারে বারে
মুক্তিলাভ করিবার তরে।
সে কেবল তব ভ্রম নিরর্থক পরিশ্রম
চিত্তস্থির তীর্থে নাহি করে॥
তীর্থফল সাধুসঙ্গ সাধুসঙ্গে অন্তরঙ্গ
শ্রীকৃষ্ণ-ভজন মনোহর।
যথা সাধু তথা তীর্থ স্থির করি নিজ চিত্ত
সাধুসঙ্গ কর নিরন্তর॥
যে তীর্থে বৈষ্ণব নাই সে তীর্থেতে নাহি যাই
কি লাভ হাঁটিয়া দূর দেশ।
যথায় বৈষ্ণবগণ সেই স্থান বৃন্দাবন
সেইস্থানে আনন্দ অশেষ॥
কৃষ্ণভক্তি যেই স্থানে মুক্তিদাসী সেইখানে
সলিল তথায় মন্দাকিনী।
গিরি তথা গোবর্দ্ধন, ভূমি তথা বৃন্দাবন
আবির্ভূতা আপনি হ্লাদিনী॥
বিনোদ কহিছে ভাই ভ্রমিয়া কি ফল পাই
বৈষ্ণব সেবন মোর ব্রত॥

'বৈষ্ণব' অর্থে বিষ্ণুর প্রিয় ভক্ত, তাঁহার নিজজন। সর্ব্বক্ষণ সর্ব্বতোভাবে কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণ ব্যতীত আত্মেন্দ্রিয়তর্পণের বিন্দুমাত্র স্পৃহা তাঁহাতে নাই। যাঁহারা 'পট্‌কা বাস্তে' কৌপীন গ্রহণ করিয়াছেন বা তিলক মালা ধারণ করিয়াছেন, তাঁহারা 'বৈষ্ণব' বা 'বিষ্ণুভক্ত' নহেন কারণ, তাঁহাদিগকে 'বৈষ্ণব' বলিয়া যাঁহারা তাঁহাদের ইন্দ্রিয়তর্পণকেই বৈষ্ণব সেবা মনে করেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই বঞ্চিত হওয়ার জন্য দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ। আমার উদরায় [illegible] যাঁহার পদধূলে নাই হইবে? কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা-লোলুপ [illegible] কথাটি জীবনের উদ্দেশ্য? না, তাঁহা কখনই হইতে পারে না। আমার [illegible] একমাত্র তাঁহারই পাদপদ্মে [illegible] ক্রমশঃ [illegible] যাঁহার নিকট [illegible] সুতরাং যিনি [illegible] আমার প্রাণ [illegible] কৃষ্ণ-পাদপদ্মে পৌঁছাইয়া দিতে পারেন। ছয় প্রকার সঙ্গ (দান প্রতিগ্রহ, গুহ্য নিবেদন ও শ্রবণ, ভোজন ও ভোজন প্রদান এক-মাত্র তাঁহাদের সহিত বিধেয়। তিনিই আমার প্রকৃত মঙ্গল-প্রদান পূর্ব্বক আমার ভজনের সহায়তা করিতে পারেন, অন্যথা অবৈষ্ণবকে বৈষ্ণব বলিয়া তাঁহার সঙ্গ-গত হইলে আমাদের নরকানলমধ্যে বাসস্থান করিয়া লইতে হইবে।

শ্রীধাম শ্রীভগবানের [illegible] বস্তু অপ্রাকৃত বিষয়। সম্বন্ধজ্ঞানহীন অজ্ঞানুভ কৃষ্ণের বিষয়াসক্ত ব্যক্তিগণ [illegible] হউন না কেন আপনাদিগকে ধামবাসী বৈষ্ণব মনে করুক, তাঁহারা কখনও শ্রীধামে বাস করা দূরের কথা, তথায় প্রবেশ করিতে পারিবে না [illegible] কারণ [illegible] এবং বর্তমানে কালকর্ম্মোত্তীর্ণের দর্শন, বৈকুণ্ঠ ভাব করিয়াও বুঝি মহাপ্রভুর শ্রীচৈতন্য [illegible] হয়; কিন্তু তাহা সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক ধারণা। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীপ্রভু শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া গিয়াছেন, "প্রভু কহে,বৈরাগী করে প্রকৃতি সম্ভাষ। দেখিতে না পারি মুঞি তাহার বদন॥" মহাপ্রভু গোবিন্দদাসকে বিষয়ক্ষণ অপেক্ষাও অসাধু কার্য্য বলিয়াছেন। অতএব অনংশ্রাবী প্রাকৃত সহজিয়াগণ যে কোন কালেই শ্রীধাম দর্শন করিতে পারে না, ইহা প্রমাণ করিবার জন্য অধিক বাক্যবিন্যাসের [illegible] আবশ্যক নাই। অথচ অনেক লোক নিজকে শ্রীধামবাসী হইবার ঐরূপ অসৎ-সঙ্গকে [illegible] মোসাহেবের অনুকরণ করিয়া [illegible] হইবে [illegible] ইহা বড়ই আক্ষেপের বিষয়।

বৈষ্ণব শ্রীনাম, প্রদর্শন করাইতে পারেন, অন্য লোকে বৈষ্ণব সাজিয়া তাঁহার অনুকরণ করিতে গিয়া যাহা দর্শন করায়, তাহা ব্রহ্মকামুক বিশ্বরূপ শ্রীমূর্ত্তি নহে, তাহা কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা ও তৎপ্রিয় লোকসমূহের প্রচার মাত্র। অনুকরণ ও অনুসরণে পার্থক্য আছে। বৈষ্ণবের অনুকরণ করিতে গেলে নরক লাভ হয়, আর অনুসরণ করিতে গেলে ব্রহ্মপদলাভ হয়। অনুকরণের জন্য তথাকথিত সকলেরই যত্ন করা উচিত। "বৈষ্ণব মহত্তম, সাধুসঙ্গে জাতিকুল শ্রীকৃষ্ণভজন" এই কথাটি বুঝিতে না পারিলে তীর্থ-ভ্রমণ নিরর্থক হইয়া পড়ে। বৈষ্ণবগণ কৃষ্ণস্মৃতির উদ্দীপক, তীর্থবাসীঅক্ষপ্রদেশের সেই উদ্দীপনা দ্বারাই উন্মুক্ত হইয়া জীবের কৃষ্ণ-ভক্তবাচ্ছা বদ্ধ হয়। শ্রীধাম-মায়াপুর-প্রদর্শনী শুদ্ধভক্তগণ এই সকল কথাই বক্তৃতায়, গানে, চিত্রে নানা ভাবে লোকের বিচার্য-বিষয় করাইয়া দিতেছে। সুতরাং শ্রীধাম-মায়াপুর-প্রদর্শনী জীবের একমাত্র নিত্য মঙ্গলের পথ-প্রদর্শক শ্রীচৈতন্য-পদাশ্রিত শ্রীমদ্‌গৌড়ের নিগূঢ় সিদ্ধান্তসকল নানা ভাবে বুঝাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে বলিয়া ইহার অন্য নাম—"সিদ্ধান্ত-প্রদর্শনী"। সুতরাং এই প্রদর্শনীকে সাধারণ প্রদর্শনীর সহিত তুল্য জ্ঞানে কেহ বঞ্চিত হইবেন না।

প্রদর্শনী-পুস্তকাগারে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, ষড় দর্শন, ভাগবত, পুরাণ, সংহিতা, গীতা, চম্পূ, স্মৃতি, জ্যোতিষ, ধর্ম্মশাস্ত্র, নাটক, গীতি, কোষ (অভিধান) প্রভৃতি সংস্কৃত প্রাচীন গ্রন্থ ও পুঁথি প্রদর্শিত হইতেছে। আজ এত অধিক [illegible] পাওয়া যায়। [illegible] প্রমাণ অনেক [illegible] আরও [illegible] বৃন্দ পর্য্যন্ত প্রায় সকলের অগোচর। [illegible] অন্য অনেক কিছু পড়িবার দরকার হয় পড়ে। বাকী অনেকটা কেবল [illegible] আমাদের নাটক নভেল [illegible] কাটাইতেছেন। দেশের [illegible] গীতা, ভাগবত [illegible] পড়িতে [illegible] প্রয়োজনীয়তা বৈষ্ণবের আনুগত্যে পাঠ [illegible] পাঠের না করায়, [illegible] বিক্ষিপ্ত [illegible] নহে। আত্মশ্লাঘাতপ্রদ শাস্ত্রালোচনার উদ্দেশ্য নহে; কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণই শাস্ত্রালোচনার উদ্দেশ্য। এই জন্যই গৌড়ীয়েশ্বর শ্রীল স্বরূপ দামোদর প্রভু বলিয়াছিলেন, "যাহ ভাগবত পড় বৈষ্ণবের স্থানে। একান্ত আশ্রয় কর চৈতন্যচরণে॥" চৈতন্যের ভক্তগণের নিত্য কর সঙ্গ। তবে ত' জানিবা সিদ্ধান্ত-সমুদ্র-তরঙ্গ॥" শাস্ত্রকারের দ্বারা সদ্‌গ্রন্থের অনুশীলন ও যথার্থ শাস্ত্রালোচনাকারীর সংখ্যা বড়ই কম দেখা যায়। শাস্ত্রের [illegible] সিদ্ধান্ত অনুভব আয়ুর্বেদ [illegible] কারণে দেশে বর্তমান আলোচক অনেক [illegible] একবারে নাই বলিলেই [illegible] নানা কথার ভগবৎ কথাকে 'একটি' করিয়া লইলে ভগবৎ কথালোচনার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধির বিষয় হয় না। শাস্ত্রকথালোচনা দ্বারা আমাদের মনুষ্য-জন্মের একমাত্র ফল—এই জ্ঞান ভাগ্যক্রমে উদিত হইলে জীবের শাস্ত্র পাঠে আগ্রহ হয়, শাস্ত্রদর্শনের জন্য হৃদয় ব্যাকুল হইয়া উঠে। ইতিহাস বাস্তবগণই সজ্জন প্রদর্শনীর মূল্য বুঝিতে পারেন।

সাত্বত শাস্ত্র শ্রীভগবানের শাব্দিক অবতার—শ্রীমূর্ত্তি—শ্রীভগবদ্‌ বিগ্রহ। তাঁহার পূজা ব্যতীত জীবের নিত্য মঙ্গল লাভের কোন সম্ভাবনা নাই থাকিতে পারে না। সদ্‌গুরু-পাদাশ্রিত ব্যক্তি ব্যতীত শাস্ত্র আর কাহারও পূজা গ্রহণ করেন না। সুতরাং সকলেরই সদ্‌গুরুপদাশ্রয় পূর্ব্বক শাস্ত্র আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া আবশ্যক।

অনেকে শাস্ত্রালোচনাকে শ্রেষ্ঠ না করিয়া নিজের মনগড়া সিদ্ধান্ত প্রচার করিতে থাকেন। কখনও বা আপনাকে ভগবদবতার খাড়া করেন, কখনও বা বৈষ্ণবাভিমানী হইয়া নিজেই শাস্ত্র-কর্ত্তা সাজিয়া বসেন। এরূপ 'ছাম খোদকে' বুদ্ধিমান লোকগুলি সম্প্রদায়ে নানা ব্যভিচার আনয়ন করিতেছেন। শ্রীভগবান সাধু শাস্ত্র রূপে অবতীর্ণ হইয়া তাঁহাকে পাইবার যে সদুপায় উপদেশ দিয়া গিয়াছেন, তাহার প্রতি অবহেলা প্রদর্শন কখনই কৃষ্ণপ্রীতির উদ্দীপক নহে। আজকালকার শিক্ষিত যুবকবৃন্দ শাস্ত্রালোচনাকে অত্যন্ত অবহেলার চক্ষে দেখিয়া থাকেন। আমরা যেন ভুলিয়া না যাই যে, পূর্ব্বতন মহাজনগণ তাঁহাদের লেখনী-মুখে আমাদের সকল সমস্যার সমাধান করিয়া গিয়াছেন, ইহা বিশ্বাস করিয়া বৈষ্ণবের নিকট শাস্ত্র শ্রবণ করুন। অন্য শাস্ত্র পাঠের উদ্দেশ্য [illegible] যাহা একমাত্র শ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণের সেবা উদয় করিয়াছে। স্কন্দ পুরাণ বলেন—চতুর্বেদ, মহাভারত, পঞ্চরাত্র, মূল রামায়ণ, শ্রীমদ্ভাগবত এবং তাঁহাদের অনুগত শাস্ত্রই শাস্ত্র।

পুরুলিয়ায় শুদ্ধভক্তি-প্রচারে

অতুলাক্ষ বাবু

মানভূম জেলার অন্তর্গত পুরুলিয়া সহরবাসী পরম ভাগবত শ্রীযুক্ত অতুলাক্ষ সরকার এম্, এ, বি, এল্ গবর্ণমেণ্ট প্লীডার মহোদয় আমাদের একজন পুরাতন বান্ধব। তিনি শ্রীসজ্জনতোষণীতে শুদ্ধভক্তিসম্বন্ধে অনেক সুন্দর সুন্দর বিচার-প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের 'জৈব ধর্ম্ম' গ্রন্থখানি তিনিই সর্ব্বপ্রথম ইংরাজীতে অনুবাদ করিবার সঙ্কল্প করেন। সাংসারিক নানা কারণ বশতঃ তিনি যদিও তাঁহার সে সঙ্কল্প অদ্যাপি কার্য্যে পরিণত করিতে সমর্থ হন নাই, তথাপি ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীল প্রভুপাদের শুদ্ধভক্তিপ্রচার-কার্য্যে তাঁহার বিশেষ সহানুভূতি আছে জানিয়া আমরা বিশেষ আনন্দ লাভ করিয়াছি। গৌড়ীয় বৈষ্ণবজগৎ তাঁহার ন্যায় যোগ্যব্যক্তির নিকট হইতে অনেক আশা করিয়া থাকেন। শ্রীমহাপ্রভুর কথা দেশে বিদেশে প্রচারের জন্য তাঁহার আন্তরিক আগ্রহ এবং যোগ্যতাও যথেষ্ট আছে। কএকমাস পূর্ব্বে তিনি শ্রীগৌড়ীয় মঠের অন্যতম প্রচারক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গোবিন্দগোবিন্দ বিদ্যাভূষণ মহাশয় পুরুলিয়ায় শুদ্ধভক্তিপ্রচারে বিশেষ উদ্যোগ ও উৎসাহ দেখাইয়াছেন। আমরা তাঁহার সেই সদুদ্যমের বিশেষ পক্ষপাতী, কারণ তাহা জগন্মঙ্গলকর, তাই ভূয়সী প্রশংসা করিতেছি। নিজেরা শুদ্ধআচারবান্ হইয়া অপরকে শুদ্ধ আচারে প্রতিষ্ঠিত করাই পরোপকার। 'সদাচার' বলিতে শাস্ত্রে শুদ্ধভক্তি-যাজনই লক্ষিত। জগতে এইরূপ সদাচার বা শুদ্ধভক্তির প্রচার যত অধিক হইতে থাকিবে, ততই লোকে বিদ্ধভক্তিতে অনাদর করিতে শিখিবে।

বৈষ্ণবনিন্দার ফল

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ২৯১ সংখ্যার পর)

শ্রীমহাদেব ব্রহ্মাদি দেবতাগণের স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন, হে প্রজাপতে, আমি ভগবন্মায়াবিমোহিত দক্ষের অপরাধের কথা মনেও চিন্তা করি না। কেবল মর্য্যাদা রক্ষার্থ দক্ষ-যজ্ঞে আমাকে দণ্ডবিধান করিতে হইয়াছে।

প্রজাপতি দক্ষের মস্তক দগ্ধ হইয়াছে। [illegible] মস্তক হউক এবং [illegible] প্রাপ্ত হউক আর ছাগের মুণ্ডই তুণ্ডর মুণ্ড হউক।

দেবগণ মহাদেবকে আমন্ত্রণ করিয়া ঋষিগণের সহিত পুনর্ব্বার সেই যজ্ঞ-স্থানে গমন করিলেন। প্রজাপতি দক্ষ সুপ্তোত্থিতের ন্যায় উত্থিত হইয়া মহাদেবের কৃপায় তাঁহার অন্তঃকরণ নির্ম্মল হওয়ায় শিবের স্তব করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন কিন্তু দুহিতাকে স্মরণ করিয়া উৎকণ্ঠায় তাঁহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল। পরে চিত্ত সংযম করিয়া মহাদেবের নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিতে লাগিলেন।

দক্ষ মহাদেবকে সান্ত্বনা করিয়া ব্রহ্মার আজ্ঞায় ঋত্বিকগণের সহিত পুনরায় যজ্ঞ কার্য্য আরম্ভ করিলেন। দক্ষ বিশুদ্ধচিত্তে ধ্যানস্থ হইবামাত্র শ্রীহরি দশদিক সমুজ্জ্বল করিয়া গরুড়ের পৃষ্ঠে আরোহণ পূর্ব্বক তথায় উপস্থিত হইলেন। সকলেই সর্ব্বযজ্ঞেশ্বর ভগবান্ হৃষীকেশের স্তব করিতে লাগিলেন।

শ্রীভগবান কহিলেন,—আমি জগতের পরম কারণ আত্মা ঈশ্বর ও সাক্ষিস্বরূপ, আমি স্বপ্রকাশ ও জড়-উপাধি-রহিত অপ্রাকৃত বস্তু। আমিই আবার গুণাবতার ব্রহ্মা ও শিবরূপে প্রকাশিত থাকি। আমার অনুগত ব্যক্তি আমাদিগকে ভেদাভেদ-তত্ত্ব স্বরূপে পরস্পর অভিন্ন বলিয়া দর্শন করেন।

যজ্ঞ সমাপনান্তে দক্ষের অভীষ্ট সিদ্ধ হইয়াছিল। তথাপি দেববৃন্দ তাঁহাকে 'ধর্ম্মে মতি হউক'—এই বর প্রদান পূর্ব্বক স্বর্গে গমন করিলেন।

দক্ষ-দুহিতা সতী পূর্ব্বোক্ত প্রকারে দেহত্যাগ করিয়া পরে হিমালয়ের পত্নী মেনকার গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

শূলপাণি সম যদি বৈষ্ণবেরে নিন্দে।
তথাপিও নাশ পায় কহে শাস্ত্র-বৃন্দে।

শ্রীগৌড়ীয়ের সৌন্দর্য্য

(শ্রীপাদ রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিরত্ন)

সৌন্দর্য্য বস্তুটী সকলেরই চিত্তাকর্ষক। ছোট-বড়, পণ্ডিত-মূর্খ, সকলেই সৌন্দর্য্যের কাঙ্গাল। কোন কোন ব্যক্তি সৌন্দর্য্যের প্রতি অত্যাকৃষ্ট হইয়া সৌন্দর্য্যটী যাহাতে বিনষ্ট না হয় তৎপ্রতি বিশেষ যত্নবান্ থাকিয়া সেই সৌন্দর্য্যকে ভোগ করেন। আবার কোন কোন ব্যক্তি ঐকান্তিক ভোগাক্রান্ত থাকিয়া সৌন্দর্য্যকে ভোগ করিতে যাইয়া প্রাপ্ত-সৌন্দর্য্য হারাইয়া বসেন; ইহারা উভয়েই সৌন্দর্য্যের বাস্তব মর্য্যাদা অবগত না থাকায় বড়ই অসুবিধায় পতিত হইয়া থাকেন।

যাঁহারা সৌন্দর্য্য দ্বারা সুন্দর-সুন্দর শ্রীগৌরসুন্দরের পূজা বিধান করিয়া থাকেন তাঁহারাই সৌন্দর্য্যের মহিমা অবধারণ করিতে সমর্থ। যাবতীয় সৌন্দর্য্যই সুন্দর-সুন্দর শ্রীগৌরসুন্দরের সর্ব্বাঙ্গসুন্দর-সেবা-সৌষ্ঠব বিধানার্থে সৃষ্ট। সেই সেবোপকরণ ভোগ করিবার যোগ্যতা আর কাহারও থাকিতে পারে না। ভোগীর ভোগ-পিপাসার প্রবলাকর্ষণে সৌন্দর্য্যের নিত্যতা বা চেতনতা যথা স্থানে অন্তর্হিত হইয়া যায়।

সৌন্দর্য্যের বাহিরের চাকচিক্য দেখিয়া আমরা আকৃষ্ট হই, কিন্তু সৌন্দর্য্যের বাস্তব স্বরূপ তাহা নহে। আমরা যদি অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম রূপে সৌন্দর্য্যের উদ্ভব, অবস্থান ও অন্তর্দ্ধান সম্বন্ধে নিরপেক্ষানুসন্ধান করি তাহা হইলে ইহাই জানিব, সৌন্দর্য্যের দ্বারা যাবতীয় সৌন্দর্য্যের মালিক চৈতন্য কৃষ্ণ শ্রীগৌরসুন্দরেরই সেবা হইয়া থাকে। এ'দর্শন শ্রীগুরুদেবের কৃপা সাপেক্ষ। এই দর্শন সংস্থাপনার্থেই স্বয়ং শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীধাম মায়াপুরে আবির্ভূত হইয়া প্রতি জীবের দ্বারে দ্বারে ভোগ বা ফল্গু ত্যাগের অসারতা সপ্রমাণ করিয়া যুক্ত-বৈরাগ্যের বাণী ঘোষণা করিয়াছেন। সমস্ত সুন্দরের আকর সৌন্দর্য্য-কেন্দ্র শ্রীগৌরসুন্দর। একমাত্র শ্রীগৌরসুন্দরের একনিষ্ঠ সেবকগণই সৌন্দর্য্যের নিত্যতা ও মহিমা প্রকৃষ্টরূপে অবগত হইয়াছেন।

আমরা সৌন্দর্য্যের বিষয় অত্যাভিনিবিষ্টচিত্তে ভজাই বুঝিয়া থাকি যে, চেতন ভূতের গুণ রূপ, এই রূপাধিক্যেই সৌন্দর্য্যাধিক্য পরিস্ফুট হয়। বাস্তব বিচার তাহা নহে। চৈতন্যচন্দ্রাশ্রিত চেতন বস্তুর আশ্রয় ব্যতীত রূপের স্বতন্ত্র অবস্থান নাই, থাকিতেও পারে না, ইহা স্বতঃসিদ্ধ কথা। গণিত শাস্ত্রের স্বীকার্য্য বিষয়গুলি প্রতিপন্ন করিতে হইলে যেরূপ দশ গুণোত্তর সংখ্যার মধ্যে ১—৯ পর্য্যন্ত সংখ্যাগুলি একেরই যোগ বা সঙ্কলন-বিজ্ঞাপক আর শূন্যটী উক্ত নববিধ সংখ্যার সহিত যুক্ত না হইলে যেরূপ শূন্য শূন্যবাদেরই বিজ্ঞাপন, সেই প্রকারই সমগ্র সৌন্দর্য্যকেন্দ্র শ্রীগৌরসুন্দরের সহিত সৌন্দর্য্যরাশি নিত্য অভিযুক্ত কথাটী সুষ্ঠুভাবে পরিজ্ঞাত না হইলে ভীষণ নাস্তিক তার আক্রমণে পড়িয়া যাবতীয় সৌন্দর্য্যকে হারাইতে হয়। যে সৌন্দর্য্য যে পরিমাণে শ্রীচৈতন্যকৃষ্ণাশ্রিত বা যুক্ত সেই পরিমাণে সেই সৌন্দর্য্যের উৎকর্ষতা বা মহিমা পরিস্ফুট ও পরিবর্দ্ধিত হইতেছেন।

এ'কথার স্থির সিদ্ধান্ত বা সুমীমাংসা শ্রীগৌরসুন্দরের সেবকগণই অবগত আছেন আমরা যদিও সৌন্দর্য্য দর্শনে সময়োচিত বাহবা দিয়া থাকি, তথাপি সৌন্দর্য্য মাধুর্য্যাদ্ভুর্য্য ও প্রাচুর্য্য সম্বন্ধে নিতান্ত অনভিজ্ঞ, সে সম্বন্ধে সন্দেহ মোটেই নাই; থাকিতেও পারে না। বাস্তব পক্ষে সৌন্দর্য্যের পূজা আমরা মোটেই অবগত নহি, পায়ের গহনা গলায় দিলে, অথবা গলার গহনা কোমরে দিলে, যে প্রকার গহনার অবমাননা বা অসদ্ব্যবহার করা হয়, সেইরূপ যে বস্তুর যে প্রকার ব্যবহার তাহা সুষ্ঠুভাবে অবগত না হইয়া সেই সেই বস্তুর অপব্যবহার বা অবমাননা করা হইয়া থাকে।

যে বস্তু দ্বারা যে কার্য্য সম্পাদিত হওয়া উচিত, সেই বস্তুর দ্বারা বাস্তব পক্ষে সেই কার্য্য সাধন করাই সেই বস্তুর পূজা; অর্থাৎ নিজের জন্য কোন বস্তুকে বশ বা ভোগ না করিয়া সেই বস্তুর বাস্তব ব্যবহার যাহা—তাহাতে প্রয়োগ করিয়া সেই পূজ্যর উৎকর্ষে সাহায্য করাই পূজা। স্বীয় ভোগতৃষ্ণা দূরী করণার্থে যে বস্তুর আদর তাহা সেই বস্তুর পূজা ত' নহেই পক্ষান্তরে সেই বস্তুদ্বারা নিজেরই পূজা করাইয়া লওয়া হয়। আমরা, বদ্ধ জীব সংজ্ঞেই এ'বিধ কাম কামী পূজ্য বস্তুর পূজা গ্রহণে তৎপর।

গৌড়ীয় আজ শ্রীবৈকুণ্ঠ ধাম হইতে আবির্ভূত হইয়া স্বয়ং আচার ও প্রচারবান্ হওয়া সুন্দর-সুন্দর শ্রীগৌরসুন্দরের নিত্য পূজায় ব্রতী থাকিয়া ইহ ও পর জগতের যাবতীয় সৌন্দর্য্যের দান করিয়াছেন। গৌড়ীয়ের এই অপ্রাকৃত সৌন্দর্য্যরাশি অপ্রাকৃত ধাম-নিবাসী ও গৌরপুর যাত্রী গৌড়ীয়গণই দর্শন করিতেছেন। গৌড়ীয়ের প্রত্যেকটি সংবাদ, প্রত্যেকটি ছত্র প্রত্যেকটি শব্দ অপ্রাকৃত সৌন্দর্য্য-পুরিত।

এই গৌড়ীয়ের অপ্রাকৃত সৌন্দর্য্যানুভূতিতে আমি সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ থাকিলেও আমার মনে হয়, আজ যদি গৌড়ীয়, নিষ্কাম বান্ধবরূপে এই অপ্রাকৃত সৌন্দর্য্যের পসরা লইয়া আমার ন্যায় সৌন্দর্য্য-ভোগলিপ্সু বদ্ধজীবের দ্বারে দ্বারে উপস্থিত না হইতেন, তাহা হইলে সৌন্দর্য্য একমাত্র আমাদেরই ভোগের জন্য—এই কথাটীই জানিতাম, ইহা জানিয়া অনাদিকালের ন্যায় ভাবীকালেও অনন্ত কোটি জন্ম স্বকর্ম্মানুযায়ী প্রাপ্য ফল লাভার্থে নিরয়গামী হইবারই বন্দোবস্ত করিতে থাকিতাম। যদিও বা পথভ্রষ্ট পারত্যাগে স্বভাব-দোষ যাওয়া সম্ভবপর নহে, সৌন্দর্য্য-ভোগ-স্পৃহা পরিপূর্ণ মাত্রায় শয়নে, স্বপনে, জাগরণে হৃদয়ে জাগরূক রহিয়াছে; তথাপি গৌড়ীয়ের প্রসাদে ইহাতো—বুঝিবার অবকাশ ঘটিয়াছে যে, সৌন্দর্য্য-ভোগ-পিপাসায় প্রধাবিত হওয়া অগ্নিতে পতঙ্গ ঝম্প প্রদান করিবার প্রকার ভেদ। ইহা মৃত্যুকে আলিঙ্গন করা ভিন্ন আর কিছুই নহে। কোন প্রকার সৌন্দর্য্য ভোগের মালিক আমরা নহি। এমন কি ভগবদ্রূপ, ভগবন্নাম, ভগবল্লীলা, ভগবদ্গুণ, ইহারও সৌন্দর্য্যের ভোক্তা শ্রীভগবান। অনেকে ভোগের প্রকার

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমা

গৌড়মণ্ডলভূমি, যেবা জানে চিন্তামণি
তাঁর হয় ব্রজভূমে বাস।

শ্রীনবদ্বীপধাম অভিন্ন-ব্রজভূমি। ব্রজবিহারী শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরামই নবদ্বীপে শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ। এই শ্রীধামের পরিধি ষোল ক্রোশ; চারিদিকে অষ্টদ্বীপ অষ্টদল-পদ্মের ন্যায় এবং মধ্যস্থলে অন্তর্দ্বীপ কর্ণিকাস্বরূপ। এই অন্তর্দ্বীপের অন্তঃস্থলে **শ্রীমায়াপুরে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেবের জন্মভিটা।** এই নবদ্বীপই শ্রীমুখোক্ত নবধা ভক্তির পীঠস্বরূপ :—

১। **অন্তর্দ্বীপ**—আত্মনিবেদনাখ্য—শ্রীমায়াপুর।
২। **সীমন্তদ্বীপ**—শ্রবণাখ্য—সিমুলিয়া।
৩। **গোদ্রুমদ্বীপ**—কীর্ত্তনাখ্য—গাদিগাছা।
৪। **মধ্যদ্বীপ**—স্মরণাখ্য—মাজিদা।
৫। **কোলদ্বীপ**—পাদসেবনাখ্য—কুলিয়া (বর্ত্তমান নবদ্বীপ সহর)।
৬। **ঋতুদ্বীপ**—অর্চ্চনাখ্য—রাহুতপুর।
৭। **জহ্নুদ্বীপ**—বন্দনাখ্য—জান্নগর।
৮। **মোদদ্রুমদ্বীপ**—দাস্যাখ্য—মামগাছী।
৯। **রুদ্রদ্বীপ**—সখ্যাখ্য—রাতুপুর।

আগামী ২১শে ফাল্গুন (১৩৩৬), ইং ৫ই মার্চ্চ (১৯৩০) বুধবার হইতে নয়দিবস-কাল শ্রীধাম পরিক্রমা এবং তৎপর তিন দিবস **শ্রীগৌরজন্মভিটা** শ্রীমায়াপুরে জন্মোৎসব হইবে। এই পরিক্রমাদি কার্য্যে শুদ্ধভক্তের আনুগত্যে সকলেই যোগদান করুন। ইহাতে **কোন ভেট-প্রথা নাই।** এক দ্বীপ হইতে অন্য দ্বীপে দ্রব্যাদি বহনের সুব্যবস্থা আছে।

শ্রীঅতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, (ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী)
শ্রীকুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ, (ভাগবতরত্ন)
শ্রীনিশিকান্ত সান্ন্যাল (এম্. এ, ভক্তিসুধাকর)
শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার সম্পাদকগণ।

এখনকারই বাউল ভগবদ্ রূপ, ভগবন্নাম, ভগবল্লীলা ও ভগবদ্ গুণ শ্রবণাদিদ্বারা তুষ্ট হ'ন এবং প্রার্থনা করেন, 'হে ভগবান্! তুমি অমুক বেশে ও অমুকরূপে আমার হৃদয়ে বসিয়া থাক, আমার চিত্তাকর্ষণ প্রাণ জুড়াই' প্রভৃতি, ইহাও সৌন্দর্য্য ভোগের বিশুদ্ধ সংস্করণ। ভগবদ্রূপ, ভগবন্নাম, ভগবল্লীলা ও ভগবদ্গুণ শ্রবণ-কীর্ত্তনদ্বারা শ্রীভগবানেরই পূজার বিধি রহিয়াছে। গৌড়ীয় এবম্বিধ সৌন্দর্য্য প্রকাশ করিয়াই আজ জড়াকৃষ্ট বদ্ধজীবেরও চিত্ত আকর্ষণ করিতেছেন।

সমগ্র সৌন্দর্য্যের একমাত্র মালিক শ্রীকামদেব মদনমোহন। ঐ সৌভাগ্য কোথায় পাইলাম, এত বড় কথা যাহা শ্রীগৌরসুন্দর ব্যতীত কেহই কীর্ত্তন করেন নাই, তাহার সন্ধান দিলেন কে? শ্রীগৌড়ীয়। যে মহাপুরুষের প্রত্যেকটী কথা সুতীক্ষ্ণ অস্ত্রের ন্যায় হৃদয়ের অনাদি-কালের গ্রন্থিগুলি খণ্ড বিখণ্ড হইয়া যায়, সেই যুগাচার্য্যবর্য্য ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামিবরের সন্ধান কে দিলেন?—শ্রীগৌড়ীয়।

যে শাস্ত্র-বাণী ও ধর্ম্ম লইয়া এতদিন ছিনি মিনি খেলায় লিপ্ত ছিলাম, তাহা যে অতিশয় কঠোর ব্যাপার এবং অন্যাভিলাষজনিত ভক্তির আবরণে ঘোর অভক্তি আচরণ তাহা শিক্ষা দিলেন কে? একমাত্র শ্রীগৌড়ীয়।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধ প্রেম-ধর্ম্ম, যুক্ত বৈরাগ্যের কথা শিক্ষা দিলেন ও বর্ত্তমানে অপ, উপ, ছল, মিছা ও কপট ধর্ম্মীদিগকে নিরস্ত করিলেন কে? শ্রীগৌড়ীয়।

"রাধাকৃষ্ণ-লীলা এই অতি গূঢ়তর। দাস্য-বাৎসল্যাদি ভাবে না হয় গোচর॥ সবে এক সখীগণের ইহা অধিকার। সখী হৈতে হয় এই লীলার বিস্তার॥" এ'কথার নিগূঢ় তত্ত্ব ও গাম্ভীর্য্য জানাইলেন কে? অর্থাৎ শ্রীরাধা-গোবিন্দের-লীলা অন্যে পরে কা কথা শ্রীনন্দ যশোমতীরও গোচর হয় নাই! সুতরাং হাট বাজারে শ্রীরাধা গোবিন্দ লীলারস, কীর্ত্তন করিয়া সংসারে শুধুই অনর্থের আমন্ত্রণ করা হইতেছে; এ'কথা স্পষ্ট ভাষায় মেঘ-গম্ভীরনাদে ব্যক্ত করিবার সাহস কাহার—যে কথা দ্বারা লক্ষ্যাতুরসিদ্ধিংসু সজ্জনমণ্ডলীর প্রাণে অপরিমিত বল সঞ্চার করিলেন? একমাত্র শ্রীগৌড়ীয়।

"অন্তরে লয় হরিনাম, নিতাই দিব পাসরিয়া না বাঁধ সাধে মা মানি।" এই মহাকোলাহলের প্রমাণ দেখাইলেন কে? শ্রীগৌড়ীয়।

গৌড়ীয় কৃপা করিয়া স্বপ্রকাশ শক্তি দ্বারা যৎটুকু সৌন্দর্য্য দর্শন করাইবেন তাহাই কীর্ত্তন করিয়া সৌভাগ্য লাভ করা যাইতে পারে ভরসায় গৌড়ীয়গণ গণের শ্রীচরণ-রেণু-প্রার্থী রহিলাম।

— —

অনর্থ ও তন্মুক্তির উপায়

(শ্রীপাদ বিলাস-বিগ্রহ দাসাধিকারী)

আমরা অনেক সময় মুখে বলিবার সময় কথাটী ঠিক বলি, কিন্তু কার্য্যে করিবার সময় ঠিক তাহার বিপরীত করি। আবার সেটী যদি পরমার্থ সম্বন্ধে হয়, তা হলে ত কথাই নাই। যথা সদ্গুরু চরণ আশ্রয় করিয়া নাম করিলে নাম ঠিক হয়, কথাটী ঠিক, কিন্তু কার্য্যেতে সে সদ্গুরু চরণ আশ্রয় করা কাহাকে বলে, নাম করা জিনিষটী কি, সেটী কাহার মুখে উচ্চারিত হইতে পারে, এগুলি আদৌ বিচার না করিয়া নিজের পছন্দ মত এক ব্যক্তিকে গুরুরূপে স্বীকার করিয়া শব্দটীকে মন্ত্র নিজের মত বেশ সঙ্গত চিত্তে তাড়াতাড়ি করিতে থাকি। আবার কখনও বা মন চাঙ্গা ত কেঠোই গঙ্গা এইরূপ বলিয়া নিজ মনোধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া নিজের গড়া কুকুরটীকে ঠাকুর বলিয়া মহা আনন্দে দিন কাটাই। এ গুলিতে আমরা এতদূর আচ্ছন্ন যে পাগলিনী যেমন তাহার মৃত পুত্রকে জীবিত বলিয়া লইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা বোধ করে না, এমন কি তাহাতে দুর্গন্ধ উঠিলেও নহে। আমরাও ঐরূপ যেটী লইয়া আছি, সেটীর অনুপাদেয়তা উপলব্ধি করিতেও কারণে চাহি না। যদিবা কখন কোন সাধু কৃপা করিয়া আমাদিগকে ওগুলি বুঝাইতে আসেন, তখন আমরা নিজের স্বার্থ বলিয়া থাকি পরমার্থ ব্যাপারে অত কুটী নাটী ভাল নহে। বিশ্বাসে মিলয়ে বস্তু তর্কে বহু দূর। আচ্ছা বেশ, আমরা বড় বুদ্ধিমান্ ঐ অকর্ম্মণ্য বিকৃত বুদ্ধি-বিশিষ্ট লোকগুলির কথা না শুনাই ভাল। আর উহারা ত ঐ টৈ শুনা পড়ে ঐ কথা শুনা বলিবে তা সে শুনা ত যখন দিগা পড়া শিখেছি, আমরাও পড়ে জেনে নিতে পারিব।

তাই ত অনেকে ত যত গোল, আমরা মুখে বলবার সময়ও যেমন বলি, যদি পড়িবার সময়ও ঠিক তেমনই পড়ি। আসল কথা ছেড়ে দিয়ে গোলা গুলা টানাটানি করি। যে বাক্যে আছে—

অলৌকিক লীলা এই পরম নিগূঢ়।
বিশ্বাসে পাইবে, তর্কে হয় বহুদূর॥

আবার সেই বলিতেছে যে আছে—

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-দয়া করহ বিচার।
বিচার করিলে চিত্তে পাবে চমৎকার॥
সিদ্ধান্ত বলিয়া চিত্তে না কর অলস।
ইহা হইতে কৃষ্ণে লাগে সুদৃঢ় মানস॥

—তাহা দেখিতে পাই না। ইহারই নাম দৈবী মায়া যাহার প্রভাবে আমরা বুঝিয়াও বুঝি না, ঠেকিয়াও শিখি না। সেই জন্য সাধুগণ আমাদিগকে বলিয়া থাকেন অকপটে হবে না কারণ গীতাতে শ্রীভগবান্ নিজ মুখে বলিয়াছেন, কাহাকে প্রপন্ন না হলে তাঁহার দুরত্যয়া মায়াকে কেহ অতি-ক্রম করিতে পারিবে না। অতএব ভাই সব বৃথা চেষ্টা ছাড়িয়া দিয়া আমাদের বদ্ধ অবস্থায় যখন সেই কৃষ্ণের সাক্ষাৎকার পাই না, তখন তিনিই কৃপা করিয়া আমাদিগের উদ্ধারার্থে তাঁহারই প্রকাশ-বিগ্রহ-স্বরূপ শ্রীগুরুদেবকে পাঠাইয়া দেন। এস সদ্গুরুকে বিচার করিয়া আজ তাঁহার চরণ নিষ্কপটে আশ্রয় করিয়া সেই দুরত্যয়া মায়ার হাত হইতে পরিত্রাণ পাইবার চেষ্টা করি। সাবধান, যেন ভুল করিও না। আশ্রয় করা মানে কুলে ভক্তি হইয়া পলাইয়া যাওয়া নহে বা কুলে থাকিয়া উদাসীন থাকাও নহে, শ্রীগুরুদেবের সেবায় অর্থাৎ উদ্দিষ্ট বিষয়ে কায়, মন, বাক্য, অর্থ সমস্ত নিয়োগ করা। এতদপেক্ষা কোন প্রকৃষ্টার ক্রটী হইলে হইবে না। কারণ ব্যাধি বহু-শত। একদিন, আধদিন, বা দুই দশ বৎসরেরও নহে; কত অনাদি অনন্ত কাল হইতে ভোগ বাঞ্ছা-জন্য এইরূপে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। অতএব ভাই সব এখনও যাহারা সদ্গুরুর সন্ধান পাও নাই, তাহারা অণুমাত্র বিলম্ব না করিয়া তাঁহার সন্ধানে প্রবৃত্ত হও, আর যাহারা পাইয়াছ, তাহারা শ্রীগুরুদেবের সেবাতে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের এই পয়ার কয়টী সর্ব্বক্ষণ স্মরণ রাখিয়া আত্মনিয়োগ কর এবং এ অনর্থ যাহাতে কাটিতে পারে তজ্জন্য আশীর্ব্বাদ কর।

লোকধর্ম্ম, বেদধর্ম্ম, দেহধর্ম্ম-কর্ম্ম।
লজ্জা, ধৈর্য্য, দেহসুখ, আত্মসুখমর্ম্ম॥
দুস্ত্যজ্য, আর্য্যপথ, নিজ পরিজন।
স্বজনে করয়ে যত তাড়ন-ভর্ৎসন॥
সর্ব্বত্যাগ করি, করে কৃষ্ণের ভজন।
কৃষ্ণসুখ-হেতু করে প্রেম—সেবন॥
ইহাকে কহিয়ে কৃষ্ণে দৃঢ় অনুরাগ।
স্বচ্ছ ধৌত বস্ত্র যৈছে নাহি কোন দাগ॥

নানা কথা

শ্রীধাম-মায়াপুর নবদ্বীপ প্রদর্শনী সংবাদ

[illegible] প্রদর্শনীতে [illegible] দেশীয়, বিদেশীয় বহু বিজ্ঞানবিৎ আসিয়া [illegible] বাঙ্গালী মহাশয় নূতন স্বাস্থ্য [illegible] বিষয়ে [illegible] দান করিয়াছেন। তাহার বক্তৃতার সারাংশ এই যে শরীর ও মনের সমান [illegible] শরীর ও মনের ভিতর দৃঢ় সম্বন্ধ আছে [illegible] এবং কায়ালিক সম্বন্ধ [illegible] তিনি অনেক [illegible] আধ্যাত্মিক সুর বা জীবনের কোন মহৎ [illegible] একটি কার্য্যের সুর মিলাইয়া চলা আবশ্যক। [illegible] সম্বন্ধ রাখে না সে স্বাস্থ্য থাকে না। [illegible] সহিত [illegible] সম্বন্ধ থাকা আবশ্যক। [illegible] উন্মুক্ত [illegible] শরীরে বাতাস লাগান, এবং [illegible] স্বাস্থ্যের পক্ষে অত্যন্ত আবশ্যক। টিউবার-কিউলোসিস রোগে ডাক্তারেরা অলট্রা ভায়োলেট রে নামক [illegible] ব্যবস্থা করেন। তাহাতে রোগীর সকল সংক্রা[illegible] হয়। অথচ প্রাতঃকালীন সূর্য্যালোকে, আমরা সেই কিরণ পাইতে পারি। ঐ কিরণ শরীর স্পর্শ করিলে টিউবার্কিউলোসিস অঙ্কুরে হইতে পারে না। অস্পৃশ্যতা [illegible] আত্মপ্রবঞ্চনা স্বরূপ। একটি কুকুর কূপ স্পর্শ করিলে তাহা অপবিত্র হয় না, অথচ একজন তথাকথিত অস্পৃশ্য হিন্দু তাহা স্পর্শ করিলে কূপ অপবিত্র হয়।

বলপূর্ব্বক কেহ নারী ধর্ষণ করিলে যদি সেই নারী সমাজে থাকিতে চায় তবে [illegible] বলেন যে এখনও [illegible] হয় নাই, [illegible] ধর্ষিত নারী সমাজে স্থান পাইবে ? অথচ সমাজ-পতিত হয় ত' [illegible] ব্যভিচারী। পুরুষের ব্যভিচার দোষ বলিয়াই গণ্য নয়। এরূপ প্রথার জন্য কত সোনার সংসার ছারখার হইয়া যাইতেছে।

প্রদর্শনীর কৃষিবিভাগ

কৃষ্ণনগর [illegible] এগ্রিকালচারেল ফার্ম হইতে শ্রীযুক্ত বাবু [illegible] দাস মহাশয় প্রদর্শনী-ক্ষেত্রে আগমন করিয়া [illegible] হইতে সমাগত চাষীদিগকে নূতন প্রণালীর চাষ, বীজ, সার প্রভৃতি সম্বন্ধে উত্তমরূপে বুঝাইয়া দিতেছেন। [illegible] আউস, কচকচ[illegible] এবং [illegible] বীজ লইবার জন্য একান্ত আগ্রহ প্রকাশ করিতেছে। ইহা অমুক বাবুর কৌশলের ফল। তিনি অতি যত্ন সহকারে, পরিশ্রমপূর্ব্বক নিজ কর্ত্তব্য সম্পন্ন করিতেছেন।

বায়োস্কোপ

শ্রীধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপ-প্রদর্শনীক্ষেত্রে কলিকাতা হইতে আগত—[illegible] বায়োস্কোপ কোম্পানী [illegible] ছবি দেখাইতেছেন।

যাত্রা

শ্রীধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপ-প্রদর্শনীতে [illegible] হইতে [illegible] যাত্রার দল [illegible] করিয়াছেন। পল্লীগ্রামের সঙ্গে [illegible] একপ [illegible] এতদ্ব্যতীত [illegible] অভিনয় [illegible] প্রশংসনীয়।

মাদ্রাজের শ্রীযুক্ত বাবু নারায়ণ দাস [illegible] [illegible] বক্তৃতা [illegible] যেমন মধুর, তাঁহার অভিনয় [illegible] কাব্যের [illegible] বাবু [illegible] সেন মহাশয়ের [illegible] চট্টোপাধ্যায়, প্রভাস [illegible], অতুলকৃষ্ণ বিদ্যান্ত, কানাইলাল চট্টোপাধ্যায়, কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, [illegible] চন্দ্র হালদার, [illegible] রায়, [illegible] দাস প্রভৃতির আগমনে ও সঙ্গীত সম্বাদ[illegible] হওয়ায় শ্রোতৃবর্গ প্রেমে [illegible] নিষ্পন্দ ও মুগ্ধভাবে শ্রবণ করিতেছিলেন। [illegible] ভাবপূর্ণ হইয়াছিল।

আইন অমান্য

নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি মিঃ গান্ধিকে অসহ-যোগ [illegible] আইন অমান্য করিবার কার্য্য করিতে ক্ষমতা প্রদান করিয়াছেন।

কমিটির অধিবেশন অত্যন্ত গুপ্তভাবে হয়। এমন কি সাংবাদিককে বিশেষভাবে নিমন্ত্রণ করা হয়, তাহাদিগকেও উপস্থিত হইতে দেওয়া হয় নাই।

মিঃ গান্ধিকে পূর্ণ ক্ষমতা দেওয়া হয়। তিনি [illegible] যেখানে যখন ইচ্ছা আইন অমান্য আরম্ভ করিতে পারিবেন। তাঁহার কার্য্যপ্রণালী সম্বন্ধে কেহ প্রশ্ন করিতে পারিবেন না।

বিশেষ কিছু জানা যায় নাই তবে অনেকের বিশ্বাস এই যে যাহারা অহিংসাকে ধর্ম্মস্বরূপ জ্ঞান করেন, তাঁহারাই তাঁহার সহিত একযোগে কার্য্য আরম্ভ করিবেন, এবং যাঁহারা অহিংসাকে রাজনীতির অঙ্গস্বরূপ মনে করেন তাঁহারা এই অহিংস যুদ্ধের সময় অন্যান্য কার্য্য করিবেন।

নৌ-বৈঠক

ফরাসী দেশের প্রতিনিধি মিঃ টার্ডিউ বলেন যে যুদ্ধের প্রাক্কাল হইতে একমাত্র ফ্রান্সই যুদ্ধের জাহাজের বহর কম করিয়াছেন।

প্রায়োপবেশন

কাকোরি রাজদ্রোহের আসামীগণ পুনরায় প্রায়োপবেশন আরম্ভ করিয়াছেন। তাঁহাদিগকে অন্যান্য দাগী আসামীর মত রাখা হয় বলিয়াই তাঁহারা একপ করিতেছেন। পূর্ব্বে তাঁহারা প্রায়োপবেশন করায় তাঁহাদিগের জন্য উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। বর্ত্তমানে তাঁহাদিগকে দুগ্ধ দেওয়া বন্ধ করা হইয়াছে।

বাংলায় মন্ত্রী

বাংলার মন্ত্রী কুমার শিব শেখরেশ্বর রায় ভৈরবনদীর জন্য টাকা রাখা সম্বন্ধীয় ব্যাপারে ভোটে পরাজিত হইয়া কর্ম্মে ইস্তফা দিবেন কি না সে সম্বন্ধে কাউন্সিলের সদস্য-দিগের সহিত দেখাশোনা করিতেছেন এবং কলিকাতায় কাউন্সিলে [illegible] একটি ক্লাব খুলিতেছেন।

নবদম্পতী হত

মিঃ হজেন নামক একজন অষ্ট্রেলিয়ান বৈমানিক নৌবিমানে বিবাহের পর বিমানপোতে আরোহণ করিয়া আমোদ প্রমোদ করিতেছিলেন, [illegible] বিমানপোতটি পড়িয়া চূর্ণ হইয়া গিয়াছে এবং দম্পতী মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন।

জাল ডাক্তার

[illegible] সি, পাণ্ডা নামক একজন ব্যক্তি আপনাকে ডাক্তার এবং একটী কলেজের প্রিন্সিপ্যাল বলিয়া পরিচয় দেন এবং [illegible] সোসাইটির নাম দিয়া লোককে এল, সি, পি, এস উপাধি দান করিতে থাকেন। তিনি একটি কাগজে এল, সি, পি, এস উপাধি প্রাপ্ত ব্যক্তিগণের তালিকা প্রকাশ করেন।

উক্ত ব্যক্তি ফৌজদারীতে সোপর্দ্দ হইলে আদালতে দোষ স্বীকার করায় তাঁহার এক হাজার টাকা জরিমানা হয়। জরিমানার টাকা না দিতে পারিলে তিন মাস সশ্রম কারা-দণ্ড।

দুর্ঘটনা

কুমারটুলি হইতে একটী এঞ্জিন রেলের উপর দিয়া যাইতেছিল। এমন সময় এক খানা মোটর কার তাহার উপর গিয়া পড়ায় মোটরের দুইজন আরোহী ভীষণভাবে আহত এবং পাঁচজন অল্প আহত হয়।

ধর্ম্মঘট

জি, আই, পি, রেলওয়ে ধর্ম্মঘট প্রায় পনর দিন ধরিয়া চলিতেছে। এজেণ্ট জানাইয়াছেন যে অবস্থা ভালর দিকে আসিতেছে। নূতন লোক নিযুক্ত করা হইয়াছে। রেলওয়ে দুই সহস্র নূতন লোক পাওয়ায় ট্রেন ঠিক সময়ে চালাইবার ব্যবস্থা হইয়াছে।

কোন উচ্ছৃঙ্খল লোক লাইনের পয়েন্ট খারাপ করিয়া দেওয়ায় ওয়াদি বন্দরে দুইটী এঞ্জিনে ধাক্কা লাগিয়াছে।

জব্বলপুরে কেহ ধর্ম্মঘটে যোগদান করে নাই।

জোড়া খুন

সেখপুরার রাজা খান দয়াল সিংহের প্রাইভেট সেক্রে-টারি মিঃ দীন দয়াল দিল্লীতে থাকা কালে তাঁহার কিশোর ও জওয়ান সিং স্থিত বাটীতে তাঁহার ১৮ এবং ২০ বৎসর বয়স্কা ভগ্নীদ্বয়কে কে বা কাহারা হত্যা করিয়াছে। বাড়ীর একজন চাকরকে ধরা হইয়াছে। অনেকের ধারণা এই যে প্রকৃত অপরাধী এখনও ধরা পড়ে নাই। দীনদয়াল এক পত্র পাইয়াছিলেন। তাহার মর্ম্ম এই যে যদি তিনি পাঞ্জাবের কোন রাজার সহিত তাঁহার ভগ্নীদ্বয়ের বিবাহ দেন তাহা হইলে তাহাকে অসুবিধার মধ্যে পড়িতে হইবে।

রেশমের উপর শুল্ক

মিঃ স্নোডেন হাউস অব কমন্স সভায় বলেন যে রেশমের শুল্ক সম্বন্ধে তাঁহার মত স্থির। তিনি কাহারও কথায় শুল্ক হ্রাস বা রহিত করিবেন না অথবা উঠাইবেন না। ডিসেম্বরে ম্যাকেঞ্জার চেষ্টায় অব কমন্স তাঁহার কার্য্যের সমর্থন করেন। ইহা উঠাইয়া দিলে অনেক লোক কর্ম্মচ্যুত হইয়া বেকার থাকিবে। কারণ বিদেশ হইতে আমদানি রেশম সস্তায় বিলাতে বিক্রয় হইলে বিলাতে প্রস্তুত রেশমের মাল লোকে কিনিবে না। সেইজন্যই আমদানি রেশমের উপর কর স্থাপ।

শ্রীচৈতন্যমঠের গ্রন্থাবলী

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের বিরচিত
তত্ত্ব-গ্রন্থাবলী।

উৎকৃষ্ট কাপড়ে বিলাতী ধরণে বাঁধাই স্বর্ণালঙ্কৃত। চতুর্থ সংস্করণ। বিস্তৃত বিষয়সূচী সহ

জৈবধর্ম্ম

বাঁধাই ২৲ দুই টাকা

প্রকাশিত হইয়াছে

সনাতন ধর্ম্মশাস্ত্র বেদ, বেদান্ত, উপনিষৎ গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত, পুরাণ, তন্ত্রাদি সকল গ্রন্থ পাঠ করিবার অবসর অতি অল্প মানবের ঘটিয়া থাকে। অনেকের যোগ্যতা না থাকায় সেই সমস্ত গ্রন্থের মর্ম্ম অবগত হইতে পারেন না। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বাঙ্গালীর এই অসুবিধা দূরীভূত করিবার জন্য এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

বিদ্যালয়ের ছাত্র বা শিক্ষকগণের বিশেষ পাঠ্য, এই হেতু শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টর বাহাদুর উক্ত সমস্ত বিদ্যালয়ের জন্য অনুমোদন করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

প্রথম খণ্ড। ভিক্ষা একটাকা

ভক্তিপূর্ণ শাস্ত্রযুক্তি দ্বারা প্রত্যেক মানবের নিত্য কর্ত্তব্য ও অনিত্য সাংসারিক কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। গ্রন্থের প্রতি উক্তি সনাতন শাস্ত্রবাক্য দ্বারা সমর্থিত ও প্রমাণিত হইয়াছে। দেহের, মনের ও আত্মার ধর্ম্ম কি? স্বদেশ, সমাজ, নীতি, ধর্ম্ম কি? ইত্যাদি বিষয় ক্রমানুসারে এমন সুস্পষ্টভাবে সুকৌশলে আলোচিত হইয়াছে যে, প্রথম পংক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত পাঠ না করিয়া নিরস্ত হওয়া যায় না।

শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ভিক্ষা ৵০

ঐ প্রমাণ খণ্ড ভিক্ষা ৵০

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর লীলা ও আবির্ভাবভূমি নবদ্বীপ-মণ্ডল। এই নব দ্বীপের প্রাচীন বিবরণ। প্রত্যেক দ্বীপে শ্রীমহাপ্রভুর লীলা। প্রত্যেক দ্বীপের পরিচয়, শ্রীধাম মাহাত্ম্য … কি? ইত্যাদি বিষয় বিশেষভাবে মনোহর ছন্দে বর্ণিত। পকেট সাইজ প্রায় ১৬০ পৃষ্ঠা।

শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ

উজ্জ্বল রোজ … কালিতে উত্তম কাগজে ছাপা … বাঙ্গালার … ভাবুক দর্শনকারীর কি প্রকার ভাবের উদয় হয়, … পুস্তক। অতি চমৎকার। ভিক্ষা চারি আনা।

১৵০ দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু … গোস্বামী প্রভুর উপদেশকালে যে সকল কথা … ভক্তগণের অনুকূল ও প্রাতিকূল্য … হইয়াছে … শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদেশ বিশেষভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব জগতে অভিনব গ্রন্থ!!
শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতি-গ্রন্থাবলী :—

শরণাগতি

পকেট সাইজ
অষ্টম সংস্করণ
ভিক্ষা ৴০ আনা

দেহ ও মনের চেষ্টা আর … জীব … পারে, তখন একমাত্র নিত্যবস্তু শ্রীভগবানের প্রতি তাহার কোন জাতীয় আবেগময়ী প্রার্থনা হয় এবং শ্রীভগবানে সর্ব্বান্তঃকরণে নিষ্কপটে কি প্রকারে শরণাপন্ন হইতে হয়, ইত্যাদি বিষয়ক প্রাণস্পর্শী প্রার্থনা ও আত্ম-সমর্পণমূলক গান ছাপিয়া সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে।

ভিক্ষা প্রতি খণ্ড ৴০ এক আনা

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা— ৴০, নবদ্বীপশতক— ৴০

অর্থপঞ্চক ৴০

কল্যাণকল্পতরু

পকেট সাইজ
পঞ্চম সংস্করণ
ভিক্ষা ৴১০

আমরা প্রত্যহ নূতন অভাব ও কামনার বশবর্ত্তী হইয়া পুনঃপুনঃ যে অকল্যাণকে কল্যাণ মনে করি এবং যাহার নিকট কল্যাণ প্রার্থনা করি, তিনি যে নিত্য বা আমার কল্যাণ প্রদানে অসমর্থ এবং কোন বস্তু আমাদের নিত্য কল্যাণপ্রদ এবং কি ভাবে আমরা সেই কল্যাণলাভে সমর্থ হইব, এই সকল কথা সরল গানে লিখিত। এই গীতিগ্রন্থ … কল্যাণের কল্পতরু, … প্রত্যেককে নিত্যকল্যাণ প্রদান …

শ্রীল চক্রবর্ত্তি ঠাকুরের টীকা সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠাকুর কৃত টীকা ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কৃত অনুবাদ। টীকাকারের জীবনী, শ্লোক-সূচী, নির্ঘণ্ট ও প্রয়োজনীয় বিষয় সম্বলিত প্রায় ৮২৫ পৃষ্ঠা। উৎকৃষ্ট সিল্কে বাঁধাই ২৲ দুই টাকা, কাগজে বাঁধা ১॥০

শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ কৃত ভাষ্য সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

কাগজ ও ছাপা উৎকৃষ্ট। সিল্কে বাঁধাই, সোণার জলে নাম লেখা রাজসংস্করণ ২, টাকা, সাধারণ সংস্করণ ১॥০, গৌড়ীয়ের গ্রাহকপক্ষে ১।০

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি (অভিধানকোষগ্রন্থ)

বিষয়—১। ভক্তিশাস্ত্রে ব্যবহৃত শব্দাবলীর অর্থ, ২। … সম্প্রদায়ের … গণের চরিত্র, ৩। বৈকুণ্ঠবৈষ্ণবসম্পর্কিত শ্রীমন্দির ও শ্রীবিগ্রহের বিবরণ, ৪। বেদশাস্ত্র ও প্রবন্ধসমূহের তাৎপর্য্য ও বিবরণ, ৫। বিষয় বিশেষের শ্লোক ও শাস্ত্রীয় আকরমূলে যাবতীয় তথ্য। চারিখণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ১ম খণ্ড ৮০, ২য় খণ্ড ৸০, ৩য় খণ্ড ৸০, ৪র্থ খণ্ড ॥৵০, চারিখণ্ড একত্রে ৩৲। (৫ম খণ্ড যন্ত্রস্থ)।

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ—১ম খণ্ড ১ এক টাকা ২য় খণ্ড ১৲ এক টাকা শ্রীমদ্ভাগবতের গ্রাহক ও গৌড়ীয় গ্রাহকগণ ১॥০ টাকায় দুইখণ্ড পাইবেন। বেদব্যাস শ্রীমজ্জীব গোস্বামিপাদের রচিত গ্রন্থ। … ষট্সন্দর্ভের অধিক প্রয়োজনীয় অংশ। প্রতি খণ্ড … কাগজে … ৬৪ পৃষ্ঠা আকারে মুদ্রিত হইতেছে।

শ্রীমদ্গোপালভট্ট … সঙ্কলিত

সদাচারস্মৃতি

ভিক্ষা ৵০ মাত্র

প্রাপ্তিস্থান— শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (…) পোঃ নদীয়া

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠভরণের

ম্যালেরিয়ার পাঁচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ৬ আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ছোটবোতলের সমপরিমাণ ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি … পাইট ॥৵০ আনা, বোতল ৸০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

রেজেষ্টরীকৃত

মদন মঞ্জরী

বটিকায় স্বপ্ন ও ধাতুবিকার, ইন্দ্রিয়শক্তির হ্রাস, প্রস্রাবে শুক্রপাত, বদহজম, মাথাঘোরা, বুক ধড়ফড়ানি, অনিদ্রা প্রভৃতি লক্ষণ সত্বর নির্দ্দোষ আরোগ্য হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ৪০ বটী ১৲ এক টাকা।

"এপুং সকাশ্মারি ঘৃত"

পুরুষত্বহানি রোগে বহিঃপ্রয়োগ দ্বারা আরোগ্য করিয়া শক্তিসম্পন্ন করে। মূল্য ২ তোলা ১৲ টাকা।

"রমণবিলাসিনী বটিকা"

বীর্য্যধারণ করত সম্ভোগশক্তি স্থায়ী ও বৃদ্ধি করিতে অত্যাশ্চর্য্য। মূল্য ১৬ বটী ১৲ এক টাকা।

রাজবৈদ্য নারায়ণজী, কেশবজী
১৭৭নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

বিজ্ঞাপন

সাবধান! সাবধান!! সাবধান!!!

জে, বি, দত্তের চোকা শিশি বাদাম তৈল

আদি ও অকৃত্রিম এবং উপকারিতায় সর্ব্বজন পরিচিত ও বহু প্রশংসিত।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী *J. B. Dutta & Co.* নাম খোদা দেখিয়া খরিদ করিবেন। নতুবা জুয়াচোরগণ কমদরের কৃত্রিম তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে।

বিনীত জে, বি, দত্ত

ফেরাস কুইনিন

নূতন এবং পুরাতন ম্যালেরিয়ার যম

ইহাতে উপযুক্ত মাত্রায় আয়রণ, হাইড্রোক্লোর কুইনিন, আর্সেনিক এবং … আছে।

এক ফেরাস কুইনিন দ্বারা ইনজেক্সন করিলে একটী বা দুইটী ইনজেক্সনে সকলপ্রকার কঠিন ম্যালেরিয়া জ্বর বন্ধ করে এবং … হইতে … একসঙ্গে ম্যালেরিয়ার সমস্ত উপসর্গ নষ্ট করিবে। … মূল্য … টাকা। … পাওয়া যায়। … কলিকাতা।

পর-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

এখানে আহার এবং বাসস্থান দিয়া বিদ্যার্থিগণকে বিভিন্ন শিক্ষণীয় বিষয় শিক্ষা দিবার বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। অনেক ছাত্র ইহারমধ্যেই আসিয়া পাঠ আরম্ভ করিয়াছেন। বর্তমান বর্ষে সকল ছাত্রই গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

প্রধান অধ্যাপক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শচীশচন্দ্র কাব্য-ব্যাকরণ-সাংখ্য-বেদান্ত-ষড়দর্শন-তীর্থ, সাংখ্যভূষণ, বেদান্তরত্ন, সাহিত্যশাস্ত্রী, সুদর্শনবাচস্পতি।

অধ্যাপক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গৌরদাস ব্রহ্মচারী ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীধাম মায়াপুর পরবিদ্যাপীঠ, (নদীয়া)

বেদনাঞ্জন

শ্রেষ্ঠরত্ন

কলিকাতা কংগ্রেস একজিবিশন হইতে বহু প্রশংসা প্রাপ্ত ও বহু গণ্যমান্য ভদ্রমহোদয়-গণ কর্তৃক প্রশংসিত।

আজকাল বাজার-চলন মিশ্রিত ও বিষাক্ত আহার্য সেবনে শরীরের রক্ত স্বতঃই দোষিত হইয়া পড়িতেছে। রক্তই মানব-দেহের শ্রেষ্ঠ উপাদান, এই রক্ত দোষিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মানব বাত, বেদনা, মাথাধরা, মাথা-ঘোরা, দৃষ্টিশক্তির হ্রাস, দাঁতের গোড়া ফুলা, দাঁত কনকনানি, দাঁতে পোকা এবং খোস, চুলকানি প্রভৃতি কষ্টদায়ক চর্মরোগে আক্রান্ত হই-তেছে। যদি আপনি একান্তই ব্যাধিমুক্ত হইতে চান, তাহা হইলে অযথা পয়সার অপব্যয় না করিয়া অল্প ব্যয়ে এক শিশি বেদনাঞ্জন ক্রয় করিয়া ইহার কার্যকারী-শক্তি উপলব্ধি করুন। গুণের তুলনায় মূল্য অত্যল্প, এক শিশি ।৵০ আনা মাত্র মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান—এ, সি, চাটার্জ্জী এণ্ড ব্রাদার্স

৫৫নং হালকাটি লেন, শালিকা হাওড়া।

সকল মণিহারী দোকানে ও বড় বড় ডাক্তার খানায় পাওয়া যায়।

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

যদিও অদ্যাপি প্রকৃত মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য, তথাপি যাঁহারা নানাবিধ অনিয়মিত উপায়ে অপরিমিত শক্তি নষ্ট করিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন এবং নানা প্রকার মেহ, প্রমেহ ধাতুদৌর্বল্য, স্নায়বিক চঞ্চলতা, বহুমূত্র, দুঃস্বপ্ন, পারদ-সংক্রান্ত পীড়া, অর্শ এবং স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে যাহারা বাধক, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, সূতিকা, শ্বেত ও রক্তপ্রদর, হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি রোগে ভুগিয়া জীবনে নিরাশ হইয়াছেন, তাঁহারা আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটাল সাহেবের আবিষ্কৃত **ইলেক্ট্রিক সলিউসন** ব্যবহার করিয়া বাঁচিতে পারেন, তাহার শত সহস্র প্রমাণ প্রতি বৎসরেই পাওয়া যাইতেছে। যাঁহারা অন্যান্য নানাবিধ ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরোগ্য হইতে পারেন নাই, তাঁহারা একবার এই ঔষধটী ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক মাসের ব্যবহারোপ-যোগী এক শিশি ঔষধ ডাকমাশুল সহ ২।০ টাকা মাত্র।

সোল এজেণ্ট—ডাঃ ডি, ডি, হাজরা।

গার্ডেনরীচ, কলিকাতা।

[illegible]

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

অধ্যক্ষ

শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম.এ. এফ.সি.এস (লণ্ডন)

ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক

(প্রফেসার)

আয়ুর্বেদীয় ঔষধ বিশুদ্ধ ও শাস্ত্রমতে নিজ তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হয়। পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ক্যাটালগ পাঠান হয়। রোগের বিবরণ জানাইলে যত্নপূর্ব্বক ব্যবস্থা দেওয়া হয়। চিঠি পত্রাদি সম্পূর্ণরূপে গোপন রাখা হয়।

মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দূর)

(বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৮৲ টাকা

উৎকৃষ্ট স্বর্ণ, পারদ ও আমলাসার গন্ধক দ্বারা যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। নিত্য প্রয়োজনীয় সর্ব্বরোগনাশক মহৌষধ।

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৬৲ টাকা

উৎকৃষ্ট কাশীর আমলকী, বংশলোচন প্রভৃতি যাবতীয় উপাদানে পূর্ণ মাত্রায় যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। কফ, কাস, সর্দ্দি, যক্ষ্মা, ক্ষয়রোগ, হৃদরোগ প্রভৃতি রোগের মহৌষধ। সর্ব্বপ্রকার দুর্ব্বলতা নাশক অতিশয় পুষ্টিকর মহৌষধ, বা খাদ্য বিশেষ।

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬৲ টাকা

ইহা সেবনে ধাতুদৌর্ব্বল্য, শুক্রহীনতা, স্বপ্নদোষ, প্রমেহ ও ধ্বজভঙ্গ সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায়। ইহা অপার্থিব আনন্দদায়ক রসায়ন।

অবলাবান্ধব যোগ

প্রদর, বাধক প্রভৃতি জরায়ুদোষ ও যোনিগত তাবৎরোগ রোগের মহৌষধ।

মূল্য—১৬ মাত্রা ২৲ টাকা। ৫০ মাত্রা ৫৲ টাকা মাত্র।

বিশুদ্ধ জল! ভয় নাই! বিশুদ্ধ জল!!

লক্ষ্মী টিউব-ওয়েল কোং

২০৫নং নবাবপুর, ঢাকা

বর্ত্তমান-যুগের নব আবিষ্কৃত বৈজ্ঞানিক উন্নত বৈজ্ঞানিক-খনন-প্রণালীতে নলকূপ (*Tube-well*) নির্ম্মাণ করা হয়। বহু লাট বাহাদুর, প্রাইভেট সেক্রেটারী, জিলা-ম্যাজিষ্ট্রেট, জিলা-বোর্ডের চেয়ারম্যান, ইঞ্জিনিয়ার, জমিদার, তালুকদার, প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত ভদ্রমহোদয়গণ এই কোম্পানীর কার্য দেখিয়া প্রশংসা করিয়াছেন। রাসায়নিক পরীক্ষায় জল বিশুদ্ধ না হইলে মূল্য গৃহীত হয় না। বিস্তৃত বিবরণের জন্য পত্র লিখুন।

বিজ্ঞাপিত কেন?

সাধারণের হিতার্থে, মানবের দুঃখ না হইতে পারে তাহার পন্থা ইত্যাদি সম্বলিত "কামশাস্ত্র" গ্রন্থখানি যিনি পাঠ করেন নাই, তিনি আবেদন করুন বিনামূল্যে প্রাপ্ত হউন। উহা পাঠে উপকৃত হইয়া ৭৫০০০ হাজার লোক কৃতজ্ঞ হইয়াছেন। প্রায় ৫০ বৎসরের পরীক্ষিত, শুক্রতারল্য, স্বপ্নদোষ ইত্যাদির যম "আতঙ্ক-নিগ্রহ বটিকা" প্রতি কোটার মূল্য ১৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান—আতঙ্ক-নিগ্রহ ফার্ম্মাসী, ২১৪ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা।

মনোমোহন প্রেস

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা

পূর্ব্ববাঙ্গালায় সুলভে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত

বৈদ্যুতিক মেশিনে দিবারাত্র কাজ চলিতেছে

বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা।

শ্রীমায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে— শ্রীকৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত

স্থানীয় সংস্করণ শ্রীব্যাসপূজা সংখ্যা Registered No. C 1514

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহ

ভারতের সর্ব্বত্র মঙ্গল-প্রচার— নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র।

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চ ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৷০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

সংবাদের হার
অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক ৬৲
ষাণ্মাসিক ৪৲
ত্রৈমাসিক ২৷৷০
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা [illegible]

৪র্থ বর্ষ — সম্পাদক—প্রত্নবিদ্যালঙ্কার শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী — [২৯৬ সংখ্যা]

শ্রীচৈতন্য মঠ, শ্রীধাম মায়াপুর ৬ই ফাল্গুন মঙ্গলবার ১৩৩৬ ১৮ই ফেব্রুয়ারী ১৯৩০

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থাবলী

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্—শ্লোক সূচী, বিষয়-সূচী প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত। ভিক্ষা, প্রতি খণ্ড সাধারণ পক্ষে ১৷৶০ গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশ গ্রাহক পক্ষে ৵০
২। ভাষ্য-সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৩য় সংস্করণ) ৫৲
৩। গৌড়ীয়-গৌরব ৶০
৪। গৌড়ীয়-গাথা ।০
৫। ভজনরহস্য ৷৷০
৬। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
" " " আবাঁধা ৸০
গীতা (শ্রীবলদেব ভাষ্য সহ) বাঁধা ২৲ আবাঁধা ১৷৷০
৮। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি-টীকা-সহ) বাঁধা ২৲ আবাঁধা ১৷৷০
গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ৷৷০
[illegible] সানুবাদ (মাধ্ব) ২৲
। বেদান্তসূত্রের সানুবাদ (রামানুজীয়) ৷৷০
। জৈবধর্ম ২৲
। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৪। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ৷৶০
১৫। দ্বীপ-দিগ্দর্শন ৵০
১৬। সাধনপথ (৩য় সংস্করণ) ৷৶০
১৭। আচার ও আচার্য্য ।
১৮। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
১৯। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৶০
২০। শ্রীনবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৷০
২১। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য (প্রমাণখণ্ড) ৷০
২২। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
২৩। শ্রীগোদ্রুম [illegible] ।০
২৪। শরণাগতি, গীতাবলী, গীতমালা, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, নবদ্বীপশতক, [illegible] ও সদাচারস্মৃতি মোট ৷৶০
২৫। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ও [illegible] ৵০
২৬। সাধককণ্ঠমণি ।০
২৭। সংস্কার-দীপিকা
২৮। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড) ৩৲
২৯। ব্রহ্মসংহিতা ৷৷০
৩০। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ৸০
৩১। মণিমঞ্জরী সানুবাদ ।০
৩২। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৩৩। শ্রীচৈতন্যভাগবত (বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ) ৫৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

অপূর্ব্ব সুযোগ! অপূর্ব্ব সুযোগ!

শ্রীধাম মায়াপুর প্রদর্শনী

আমোদপ্রমোদের বিপুল আয়োজন
অভাবনীয় বিরাট ব্যাপার
৯ই ফেব্রুয়ারী হইতে যাত্রা বায়স্কোপ প্রভৃতির প্রচুর ব্যবস্থা
সকলেই যোগদান করুন

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

[illegible] হইতে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৪০, চল্লিশ টাকা।

২৭২৪ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে,

সপ্তচত্বারিংশ খণ্ডে সূচী ছাপা হইতেছে।

সকল খণ্ড একত্রে নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে ১৫।৵০ সাধারণ পক্ষে ২০৸৵০। প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৵০, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ।৴০।

[illegible] গ্রন্থের ভিক্ষা ১২, অগ্রিম সাহায্যকারীর পক্ষে ৮২।

[illegible] অধ্যায়পর্য্যন্ত একাদশ সংখ্যা ছাপা হইয়াছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

"শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত"

সূচী প্রভৃতি সহ সম্পূর্ণ ছাপা শেষ হইয়াছে

আদি, মধ্য, ও অন্ত্যলীলা এবং সূচী ছাপা হইয়া সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছেন। যাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ১০, টাকা ভিক্ষার তৃতীয় সংস্করণ ৪, টাকায় না পাইয়া অপূর্ব্ব সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের জন্যই উহার ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছেন। সেই ১০, টাকার গ্রন্থ বিরাট গ্রন্থের [illegible] সংখ্যা মাত্র ৫, টাকা ভিক্ষায় দেওয়া হইতেছে। [illegible] সত্বর গ্রহণ করুন পরে আর এ সুযোগ থাকিবে না।

[illegible]

শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

সভাষ্য আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র গ্রন্থ ৮২ স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫২

নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪।০ টাকা

শ্রীধাম মায়াপুর নবদ্বীপ প্রদর্শনীতে

শ্রীধর ভাণ্ডার, ঢাকা।

ঢাকার প্রসিদ্ধ বস্ত্র ব্যবসায়ী **শ্রীধর ভাণ্ডার** শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিয়াছেন। **ঢাকার বিখ্যাত মস্‌লিন** ও নানাবিধ মিহিন ধুতী, শাড়ী, জামদানী কাপড় এবং **খদ্দরের** শাড়ী ধুতী, জামদানী শাড়ী চাদর, রাউর্ন্নিস, **জুগার কাজকরা** নানাপ্রকার কাপড়, চাদর, **শ্রীধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপ-প্রদর্শনীতে** ২৫ ফেব্রুয়ারী হইতে পাইকারী ও খুচরা বিক্রয় হইতেছে। পশ্চিম ও উত্তরাঞ্চল এবং এলাহাবাদ, বোম্বে, দিল্লী, পাঞ্জাব, মাদ্রাজ, বেনারস প্রভৃতি স্থান হইতে আগত ধনিক ব্যবসায়িগণ এই স্থান হইতে প্রয়োজনীয় জিনিষাদি লইতে পারিবেন। আমাদের দর যে **সুলভ** তাহা কাপড় এবং মূল্য বিচার করিলেই বুঝিতে পারিবেন।

প্রদর্শনীর ঠিকানা—

শ্রীধর ভাণ্ডার ষ্টল

শ্রীধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপ-প্রদর্শনী

পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর (নদীয়া)

ঢাকার ঠিকানা

শ্রীধর ভাণ্ডার, ১০৫নং নবাবপুর, ঢাকা।

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত ভক্তি গ্রন্থাবলী

যে সব উৎকলবাসী ভক্ত বাঙ্গলা অক্ষর পড়িতে জানেন না, তাঁহাদের শ্রীশ্রীল প্রভুর প্রচারিত পরম উপাদেয় ভক্তি-কথা জানিবার সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে উড়িয়া-অক্ষরে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হইয়াছে বাঙ্গলা গ্রন্থের তুলনায় উড়িয়া গ্রন্থগুলির ভিক্ষাও অপেক্ষাকৃত অল্প।

গ্রন্থের নাম	ভিক্ষা
শ্রীহরিনাম চিন্তামণি, প্রাতিখণ্ড	।০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	১২
সাধন পথ (শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টক) প্রতিখণ্ড	।০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	।০
কল্যাণ কল্পতরু প্রতিখণ্ড	৵০
একত্রে ৩খণ্ড লইলে	।০
গীতাবলী প্রতিখণ্ড	৴১০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৶১৫
শরণাগতি প্রতিখণ্ড	৴০
একত্রে ৩খণ্ড লইলে	৵৫

প্রাপ্তিস্থান | শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ, কটক
এবং
শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, পুরী

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিম্নলিখিত মঠসমূহে প্রাপ্তব্যঃ—

১। শ্রীচৈতন্য মঠ,—পোঃ শ্রীমায়াপুর, (নদীয়া)।
২। শ্রীগোরগদাধর মঠ,—চাঁপাহাটি, সমুদ্রগড় পোঃ, (বর্দ্ধমান)।
৩। শ্রীভাগবত আসন,—ভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৪ শ্রীগৌড়ীয় মঠ,—১নং উল্টাডাঙ্গা জংসন রোড, কলিকাতা।
৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ,—সাতাসন, পুরী।
৬। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ,—উড়িয়া বাজার, কটক।
৭। শ্রীভাগবত মঠ,—চিরকাবিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।
৮। শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ,—৬নং অগস্ত্যকুণ্ড, কাশী, ইউ, পি।
৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,—ছিপিগলি, বৃন্দাবন, মথুরা, ইউ, পি।
১০। শ্রীপরমহংস মঠ—নিমসার পোঃ, সীতাপুর, ইউ পি।
১১। শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ,—কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল, পাঞ্জাব।
১২। শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠ,—৯০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।
১৩। শ্রীগদাইগৌরাঙ্গ মঠ, বালিয়াটি, ঢাকা।
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম,—আমলাযোড়া, রাণীগঞ্জ পোঃ, বর্দ্ধমান।
১৫। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ,—ভুবনেশ্বর চিরকুণ্ডা পোঃ, মানভূম।
১৬। শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয় মঠ, আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী, উড়িষ্যা।
১৭। শ্রীগৌড়ীয় মঠ [illegible] ১০। [illegible] রোড, নিউদিল্লি

এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণের নিকটও নদীয়া-প্রকাশ প্রাপ্তব্য।

১। শ্রীযুক্ত জনার্দ্দন ঘোষ—[illegible] রোড, খুলনা।
২। শ্রীযুক্ত রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিরত্ন—দেওয়ানগঞ্জ, হলদিবাড়ী কুচবিহার।
৩ শ্রীযুক্ত রামবল্লভ রায়—[illegible] নং শ্রীগোপাল মল্লিক লেন, কলিকাতা।
৪। [illegible] ডি. মুখার্জ্জি এম, এস. [illegible], কানপুর।
৫। শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী [illegible]—কৃষ্ণগঞ্জ, নদীয়া।
[illegible]। শ্রীরাসবিহারী দাস-অধিকারী, নবদ্বীপ।
৭ শ্রীনিত্যানন্দ [illegible]—মনোমোহন প্রেস, নবাবপুর, ঢাকা।
৮। শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ [illegible], ২৪ পরগণা।
[illegible]

[illegible]

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

... ফাল্গুন মঙ্গলবার—১৩৩৬

ব্যাসপূজা-মহোৎসব

শ্রীভগবান্ গৌর-নিত্যানন্দ গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সমাজে শ্রীব্যাসপূজার প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্য-লীলার ব্যাস ঠাকুর বৃন্দাবনদাস তাঁহার শ্রীচৈতন্যভাগবত গ্রন্থের মধ্যখণ্ড ৫ম অধ্যায়ে এই ব্যাসপূজা-মহোৎসব সবিস্তারে বর্ণনা করিয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর সন্ন্যাস-গ্রহণ-লীলার পূর্ব্বে নদীয়া-বিহার-কালে একদিন মহাপ্রভু নিত্যানন্দ প্রভুর নিকট ব্যাসপূজার প্রস্তাব উত্থাপন করিয়া বলিলেন,—"নিত্যানন্দ, আগামী কল্য পৌর্ণমাসী, তুমি এবার ব্যাসপূজা কোন্ স্থানে করিবে?" নিত্যানন্দ বলিলেন—"এই শ্রীবাস পণ্ডিতের ঘরে ব্যাসপূজা হইবে।" তচ্ছ্রবণে মহাপ্রভু সপার্ষদে শ্রীবাস-ভবনে গমন করিলেন। ব্যাসপূজার অধিবাস-কীর্ত্তনোৎসব আরম্ভ হইল। মহাপ্রেমোন্মত্ত হইয়া সপার্ষদ মহাপ্রভু নৃত্যকীর্ত্তন করিতে লাগিলে অনন্ত প্রভৃতির ঈশ্বর তাঁহার অভিন্নবিগ্রহ শ্রীবলদেব-নিত্যানন্দকে প্রকাশ করিবার জন্য বলরাম-ভাবে খট্টার উপর উঠিলেন ও মহামত্তভাবে 'মদ আন, মদ আন' বলিয়া ঘন ঘন হুঙ্কার করিতে লাগিলেন এবং নিত্যানন্দপ্রভুকে শীঘ্র করিয়া হল মুষল প্রদান করিতে বলিলেন। মহাপ্রভুর আজ্ঞা পাইয়া শ্রীনিত্যানন্দ মহাপ্রভুর করে নিজ কর পাতিয়া দিলেন। ভাগ্যবান্ ভক্তগণ হলমুষল দেখিলেন। নিত্যানন্দ-স্থানে হলমুষল পাইয়া মহাপ্রভু 'বারুণী' 'বারুণী' বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন। সকলে কি করিবেন বুঝিতে না পারিয়া পরস্পরের বদন নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। অতঃপর যুক্তি করিয়া সকলে ঘট ভরিয়া গঙ্গাজল লইয়া মহাপ্রভুকে দিলেন। মহাপ্রভু সন্তোষে সেই জল দিয়া নিজেও পান করিতে লাগিলেন। ভক্তগণ সকলেই বলদেব-স্তব গান করিতে লাগিলেন। অতঃপর মহাপ্রভু 'নাড়া' 'নাড়া' বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন। সকলে বলিলেন, "প্রভু, 'নাড়া' বলিয়া কাহাকে ডাকিতেছ?" মহাপ্রভু বলিলেন—"যাঁহার হুঙ্কারে আমার এই অবতার, সেই অদ্বৈতাচার্য্যকেই 'নাড়া' বলিতেছি। আমাকে সেই অদ্বৈতই বৈকুণ্ঠ হইতে আনিয়াছে। সংকীর্ত্তন আরম্ভে আমার অবতার, আমি ঘরে ঘরে কীর্ত্তন প্রচার করিব। আমি পতিত অধম সকলেরে প্রেমধন বিলাইব, কেবল আমার শ্রীচরণে অপরাধিগণই প্রেমে বঞ্চিত থাকিবে।

"বিদ্যা ধন কুল জ্ঞান তপস্যার মদে।
মোর ভক্তস্থানে যার আছে অপরাধে॥
সে অধম সবারে না দিব প্রেমযোগ।
নাগরিক প্রতি দিমু ব্রহ্মাদির ভোগ॥"

মহাপ্রভুর এই কথা শ্রবণে সকলে আনন্দসমুদ্রে ভাসিতে লাগিলেন, ক্ষণপরে মহাপ্রভু সুস্থির হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'আমি কি জানি কহিনু, না চাঞ্চল্য প্রকাশ করিলাম?' ভক্তগণ বলিলেন, উহা আদৌ চাঞ্চল্য নহে। মহাপ্রভু সকলকেই প্রেমালিঙ্গন করিয়া বলিলেন, "তোমরা যেন কেহ আমার অপরাধ লইও না।" সকল ভক্ত এই কথা শুনিয়া হাসিতে লাগিলেন। মহাধীর নিত্যানন্দ প্রভু প্রেমোন্মত্ত হইয়া ভাবাবেশে কখনও হাস্য, কখনও ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। কোথায় বা তাঁহার দণ্ড কমণ্ডলু, আর কোথায় বা তাঁহার শ্রীঅঙ্গাবরণ। প্রভু বালভাবে বিভোর হইলেন। মহাপ্রভু তখন নিতাইকে সুস্থির করিয়া আগামী কল্যকার ব্যাস-পূজার কথা মনে করাইয়া দিলেন। একমাত্র শ্রীচৈতন্যের বচন-অঙ্কুশই মত্তগজ নিত্যানন্দকে স্থির করিতে সমর্থ। মহাপ্রভু নিত্যানন্দপ্রভুকে স্থির করিয়া নিজ ভবনে গমন করিলেন। ভক্তগণ আপনাপন ঘরে চলিলেন। নিত্যানন্দ শ্রীবাস-অঙ্গনে থাকিলেন। কতক্ষণ রাত্রে কিজানি কি ভাবে বিভোর হইয়া প্রভু নিত্যানন্দ হুঙ্কার করিতে করিতে নিজ দণ্ড কমণ্ডলু ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। ভগবানের চরিত্র ভক্ত ভিন্ন আর কে বুঝিবে? এইরূপে জগদ্গুরু আদিবলদেব শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু ব্যাসপূজার আভ্যুদয়িক মহোৎসব সম্পন্ন করিলেন। অথ নিত্যানন্দ প্রভু শিক্ষা দিলেন; "এত সব ছাড়ি' আর বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম। অকিঞ্চন হঞা লয় কৃষ্ণের শরণ॥" সর্ব্বধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক শ্রীগুরু-পাদ-পদ্মে শরণাগত না হইলে ব্যাসপূজার পূজারী হওয়া যায় না। বর্ণ এবং আশ্রম-গত বা দেহ ও মনোগত কিঞ্চিন্মাত্র নিজ-বাসনা বর্ত্তমান থাকিতে সম্যক্ প্রকারে শ্রীগুরু-পাদ-পদ্মে শরণাগতি স্বীকৃত হয় না, সুতরাং ব্যাস-পূজার যোগ্যতা অর্জ্জন হয় না। শ্রীব্যাসপূজা অর্থে গুরুপূজা—শ্রীগুরুদেবের প্রকট তিথি-পূজা। মহাপ্রভু তাহার ইঙ্গিত করিয়াছেন। পূর্ণিমা তিথি মহাপ্রভুর আবির্ভাব-কাল, সেই পূর্ণিমা তিথিতেই শ্রীব্যাসপূজার আয়োজনের জন্য মহাপ্রভুর ইঙ্গিত পাইয়া লোক-ভগবান্ বলদেব নিত্যানন্দ সেবা-ভগবান্ শচীনন্দন শ্রীগৌর-সুন্দরের পূজা বা ব্যাসপূজা বা গুরুদেবের প্রকটতিথি-পূজা প্রচার করিলেন। শ্রীব্যাসদেব বেদ বিভাগ করিয়া বিস্তার-কর্ত্তা। বেদ শ্রীভগবানের শ্রীমুখ বচন। ব্যাসদেব সেই বেদবাণী জগজ্জীবের নিকট কীর্ত্তন করেন। এইজন্য শ্রীগুরুদেবের অপর নাম ব্যাসদেব। মহাপ্রভু সেই ব্যাসপূজা বা গুরুপূজার শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন।

গুরুদেবের পাদপদ্ম পূজা ব্যতীত ভগবৎকৃপা লাভের কোন উপায়ই নাই। শ্রীগুরুতত্ত্ব সাক্ষাৎ শ্রীবলদেবতত্ত্ব। বলদেব নিখিল চিদ্বলের আধার। বলদেবের চিদ্বলে বলীয়ান হইয়াই জীব মহামায়ার মহামোহ ভেদ করিতে সমর্থ হয়। সকলেরই এই গুরুপূজায় যে সমানের অধিকার আছে? গুরুতত্ত্বে 'আমার গুরু, তোমার গুরু' এরূপ সঙ্কীর্ণতা নাই। অর্ব্বাচীন লোক-সকল গুরুতত্ত্বকে 'গুরু' বলে বলিয়া গুরুতত্ত্ব না বুঝিতে পারিয়া গুরুদেবে মর্ত্ত্যবুদ্ধি করে এবং গুরুপাদপদ্ম পূজা বা ব্যাসপূজা-মহোৎসবে যোগদানে অসমর্থ হয়। জগদ্গুরু শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু সম্যক্‌ভাবে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শরণাগত হইয়া আমাদিগকে ব্যাসপূজার একমাত্র উপায় যে গুরুপাদপদ্মে আত্মসমর্পণ, তাহা শিক্ষা দিলেন।

অদ্য ব্যাসপূজা। রামাই পণ্ডিত প্রভাতে উঠিয়া দেখিলেন—নিত্যানন্দের দণ্ডকমণ্ডলু ভাঙ্গা। বিস্মিত হইয়া সমস্ত কথা শ্রীবাস পণ্ডিতকে জানাইলেন। শ্রীবাস রামাইকে মহাপ্রভুর নিকট পাঠাইলেন। মহাপ্রভু শ্রীবাস ভবনে আসিয়া দেখেন—প্রেমোন্মত্ত নিত্যানন্দের বাহ্যস্মৃতি নাই, তিনি মন্দ মন্দ হাসিতেছেন। মহাপ্রভু নিত্যানন্দপ্রভুর ভগ্নদণ্ড নিজ হস্তে তুলিয়া লইলেন এবং নিত্যানন্দপ্রভু ও অন্যান্য সকল ভক্তগণকে লইয়া গঙ্গাস্নানে গমন করিলেন। স্বয়ং মহাপ্রভু নিত্যানন্দের দণ্ড গঙ্গাবক্ষে রক্ষা করিলেন। মহামত্ত নিত্যানন্দ মহোল্লাসে নৃত্য করিতেছেন। এখনও বাহ্য জ্ঞান নাই, ভীষণাকার এক কুম্ভীর দেখিয়া তাহাকে ধরিবার জন্য সন্তরণ দিতে লাগিলেন। মহাপ্রভুর কথাতেই কেবল নিত্যানন্দ শান্ত হইতেন; তাই মহাপ্রভু ডাকিয়া কহিলেন,—"নিত্যানন্দ অদ্য যে তোমার ব্যাসপূজা, এস শীঘ্র গৃহে গিয়া ব্যাসপূজা করিতে হইবে।" মহাপ্রভুর বাক্য শ্রবণে প্রভু নিত্যানন্দ তখনই গঙ্গা হইতে উঠিয়া মহাপ্রভুর সহিত শ্রীবাস-ভবনে আসিলেন। ভক্তগণ তুমুল সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। কৃষ্ণ-কোলাহলে দশ দিগন্ত মুখরিত হইতে লাগিল। ব্যাস-পূজার আচার্য্য হইলেন শ্রীবাস পণ্ডিত। মহাপ্রভুর কৃপায় শ্রীবাস সর্ব্বশাস্ত্র-জ্ঞাতা, বিধিবিহিত যাহা কিছু কার্য্য সকলই সুষ্ঠুভাবে নির্ব্বাহ করিয়া শ্রীবাস দিব্যগন্ধযুক্ত সুন্দর একটি বনমালা নিত্যানন্দের হস্তে দিয়া কহিতে লাগিলেন,—

"প্রভু নিত্যানন্দ এই মালা ধর।
বচন পড়িয়া ব্যাসদেবে নমস্কার॥
শাস্ত্রবিধি আছে মালা আপনে সে দিবা।
ব্যাস তুষ্ট হৈলে সর্ব্ব অভীষ্ট পাইবা॥"

প্রভু নিত্যানন্দ যত যত শুনেন, 'হয় হয়' করিতে থাকেন—"কিসের বচন পাঠ প্রবোধ না যায়॥ কিবা বলে ধীরে ধীরে বুঝন না যায়। হাতে করি পুনঃ চারিদিকে চায়॥" পরে উদার আচার্য্য-শ্রীবাস মহাপ্রভুকে ডাকিয়া বলিলেন- "না পূজেন ব্যাস শ্রীপাদ তোমার॥" শ্রীবাসের বাক্য শুনিয়া নিত্যানন্দের অন্তর্যামী মহাপ্রভু ছুটিয়া তাঁহার সম্মুখে আসিলেন এবং নিত্যানন্দকে মালা দ্বারা ব্যাসপূজা করিবার জন্য বলিলেন। নিত্যানন্দ আনন্দমনে মহাপ্রভুর শ্রীমুখশোভা নিরীক্ষণ করিতে করিতে ধীরে ধীরে মহাপ্রভুর মস্তকোপরি মালা তুলিয়া দিলেন, চতুর্দ্দিকে জয় জয় ধ্বনি উত্থিত হইল। মহাপ্রভুর চাঁচর চিকুরে নিত্যানন্দ-দত্ত মালা অতি মনোহরভাবে শোভা পাইতে লাগিল। মহাপ্রভু শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-শ্রীহল-মুষল-ধারী ষড়্ভুজ মূর্ত্তি ধারণ করিলেন। নিত্যানন্দ সেই শ্রীমূর্ত্তি দর্শনে মূর্চ্ছাপ্রাপ্ত হইয়া পৃথিবীতলে পড়িয়া গেলেন, সংজ্ঞার লেশ মাত্র নাই। ভক্তগণ প্রভুর সেই দশা দর্শনে ভয় পাইলেন। তখন মহাপ্রভু স্বয়ং তাঁহার শ্রীহস্ত নিত্যানন্দের গায়ে বুলাইতে বুলাইতে বলিতে লাগিলেন—

"উঠ উঠ নিত্যানন্দ স্থির কর চিত্ত।
সংকীর্ত্তন শুন তোমার সমীহিত॥
যে কারণে নিমিত্ত তোমার অবতার।
সে তোমার সিদ্ধ হৈল কিবা চাহ আর॥
তোমার সে প্রেমভক্তি তুমি ভক্তিময়।
বিনা তুমি দিলে কার ভক্তি নাহি হয়॥
আপনা সম্বরি উঠ নিজজন চাহ।
যাহারে তোমার ইচ্ছা তাহারে বিলাহ॥
তিলার্দ্ধেক তোমারে যাহার দ্বেষ রহে।
ভজিলেও সে আমার প্রিয় কভু নহে॥"

মহাপ্রভুর এইরূপে নিত্যানন্দ চৈতন্য পাইলেন। নিত্যানন্দের ব্যাসপূজা সম্পূর্ণ হইল। গৌরদাস্যই নিত্যানন্দ-স্বভাব। নিত্যানন্দ সাক্ষাৎ সেবা-বিগ্রহ। গৌরদাস্যেই তাঁহার অনুক্ষণ প্রীতি। তিনি স্বয়ং নিজহস্তে মহাপ্রভুর সেবা করিয়া জগজ্জীবকে শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা শিক্ষা দিয়া থাকেন। সেই লোক-শিক্ষক লীলা-বিনয়কারী আদি-বলদেব শ্রীনিত্যানন্দ-পাদপদ্ম-সেবা ব্যতীত জীবের গৌর-পাদপদ্ম সেবা লাভের কোনই সম্ভাবনা নাই। শ্রীনিত্যানন্দই গুরুতত্ত্ব; তিনিই শ্রীগুরুরূপে অবতীর্ণ হইয়া জীবগণকে কৃষ্ণচরণকল্পবৃক্ষমূলে লইয়া যাইবার জন্য সচেষ্ট। তাঁহার শ্রীপাদপদ্ম হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করাই সত্য সত্য ব্যাসপূজা। [illegible]

সম্ভব হয়। কনককামিনীপ্রতিষ্ঠাশা যে হৃদয়ে নৃত্য করে, সে হৃদয়ে কি আর গুরুপাদপদ্মের উদয় হইতে পারে? অমন্দোদয়-দয়ানিধি গৌর-নিত্যানন্দ-কৃপায় যে [illegible] অন্যাভিলাষ, কর্ম, [illegible] ভক্তি বাধাশূন্য হয়, সেই হৃদয়েই গুরুপাদ-পদ্ম প্রতিষ্ঠিত হইতে পারেন, একমাত্র তিনি-ই গুরুপাদ-পদ্ম পূজা করিয়া ব্যাসপূজা-মহোৎসব সুসম্পন্ন করিতে পারেন।

শ্রীনিত্যানন্দ বাহ্য পাইয়া প্রেমভরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। তাঁহার দুই কমল নয়নে যেন মহানদী প্রবাহিত হইতে লাগিল।

ভক্তগণ মহাসঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। অচম্বিতে চৌদিকে কৃষ্ণধ্বনি উঠিল। সমস্ত বৈষ্ণবগণ মহাকুতূহলে মহাসংকীর্ত্তন-মুখে ব্যাসপূজা-মহামহোৎসব সুসম্পন্ন করিলেন। অতঃপর মহাপ্রভু শ্রীবাসাচার্য্যকে ব্যাসপূজার নৈবেদ্য আনিতে বলিলেন। শ্রীবাস সমস্ত উপহার আনিলে মহাপ্রভু নিজ হস্তে সকল ভক্তকে সেই সকল দ্রব্য বণ্টন করিয়া দিলেন। প্রভুর শ্রীহস্ত-দত্ত দ্রব্য পাইয়া ভক্তগণ আনন্দে আস্বাদ করিলেন। মহানামসংকীর্ত্তন-মুখে শ্রীবাস-ভবনে ব্যাসপূজা-মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইল।

আজ শ্রীচৈতন্যমঠে শ্রীশ্রীনিত্যানন্দানুগত্যে ভক্তগণ সেই ব্যাসপূজা বা গুরুপাদপদ্ম-পূজা মহামহোৎসব অনুষ্ঠিত করিতেছেন। অন্যান্য বৎসর কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে ব্যাসপূজা উৎসব অনুষ্ঠিত হইত, এবার শ্রীধাম মায়াপুরে শ্রীচৈতন্য মঠেই সেই উৎসব অনুষ্ঠিত হইতেছে। শুদ্ধভক্তগণ তাঁহাদের শুদ্ধান্তঃকরণে শ্রীগুরুদেবের পাদপীঠার্চ্চা স্থাপন করিয়া তাঁহার সম্যক্ পূজা বিধান পূর্ব্বক ব্যাসপূজা মহোৎসব সমাধা করিতেছেন। ব্যাসপূজাতেই গৌরানুগত্য বর্ত্তমান। ব্যাসদেব গুরুদেব গৌরপ্রিয়জন, সুতরাং যে যেখানে আছেন, সকলেই আসিয়া আজ গুরুপাদপদ্মপূজা-মহোৎসবে যোগদান করুন।

সাময়িক প্রসঙ্গ

কৃষ্ণভক্ত এক মুখে কৃষ্ণকীর্ত্তন করিয়া শান্তি পান না, তাই কোটী মুখ প্রার্থনা করেন, দুইকর্ণে কৃষ্ণকথা শ্রবণ করিয়া সাধ মিটে না, তাই তাঁহার অর্বুদ কর্ণের [illegible] হয়, দুই চক্ষুতে কৃষ্ণমুখ দর্শন করিয়া তৃপ্তি হয় না, তাই কোটি নেত্রের কামনা করেন, কোটিহস্ত, কোটিপদ, কোটি কোটি [illegible] কৃষ্ণসেবা করিবার জন্য ব্যাকুল [illegible] শ্রী [illegible] স্বভাবই এই, [illegible] কিছুতেই যেন তৃপ্তি পাওয়া যায় না, [illegible] তাই ভালবাসি-বার আর তত তৃষ্ণা বৃদ্ধি পাইতে থাকে—সাধ আর মিটে না; যিনি ভালবাসিয়া তৃপ্ত হইতে চান, তিনি বিন্দুমাত্রও ভালবাসিতে শিখেন নাই, বুঝিতে হইবে। জাগতিক কামেরও তৃপ্তি নাই, কিন্তু সেই অতৃপ্তি দুঃখদায়ক—অশান্তি-জনক; পরন্তু প্রেম-জন্য যে অতৃপ্তি, তাহা ক্ষণে ক্ষণে পরমানন্দ-পয়োনিধির বর্দ্ধক। কৃষ্ণভক্তের এইরূপ সৌভাগ্য বরণ করিবার জন্য যাঁহার হৃদয় ব্যাকুল হইতেছে না, তাঁহার জড়াসক্তি ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছে জানিতে হইবে।

কৃষ্ণান্তক মৎসরদল কৃষ্ণভক্তের সুখ শান্তি—আনন্দ-কোলাহল সহ্য করিতে পারে না, ভক্ত যখন প্রেমানন্দ ভরে নৃত্য করিতে থাকেন, কৃষ্ণসুখবিধানার্থ আনন্দ-উৎসবের অনুষ্ঠান করেন, তখন তাহার হৃদয় বিদীর্ণ হইতে থাকে; কৃষ্ণভক্তের সকল কার্য্যে বাধা প্রদান করিবার জন্য কৃষ্ণভক্তকে নিন্দা করিবার জন্য সে অত্যন্ত ব্যগ্র হইয়া পড়ে, কোটি কোটি ইন্দ্রিয় কামনা করে। ইহাতে তাহার সর্ব্বনাশ যে কি হয়, তাহা কে বুঝিবে? অনন্ত মহারৌরব যে সেই ভক্তদ্বেষীর জন্য অপেক্ষা করিতেছে, তাহা কি একবার তাহার চিন্তার বিষয় হইবে না? মাৎসর্য্য-চণ্ডালের দাস ত' কোন সদ্গুণেরই অধিকারী হইতে পারে না।

কুলিয়া-ওসমানপুরী মৎসরদল শ্রীধাম মায়াপুর প্রদর্শনী দেখিতে আসিয়া পরমার্থ [illegible] করিবার পরিবর্ত্তে হিংসায় ফাটিয়া মরিতেছে। ওসমানপুরী মুখে অসভ্য ভাষা ব্যতীত সম্ভ্রান্ত শুদ্ধভাষা বাহির হইবার উপায় নাই, তাহারা নানাপ্রকারে শ্রীধামকে এবং ধামবাসী ভক্তবৃন্দকে গালাগালি দিবে, ভক্তগণ তাহাদিগকে কৃপা করিয়া ধামনিন্দা পরিহার করিতে বলিলে তাহাদের দলের লোক ধামবাসিগণের তৃণাদপি সুনীচতা ও তরোরপি সহিষ্ণুতা গুণের অভাব লক্ষ্য করে। শ্রীভগবান্ এবং তদীয় ধাম শ্রীধাম-নিন্দকের জিহ্বা সমর্থ পক্ষে ছেদন কর্ত্তব্য [illegible] ছেদন-রূপ কৃপা এবং অসমর্থ পক্ষে নিন্দককে অনন্ত নরক লাভের জন্য ছাড়িয়া দিয়া উপেক্ষা দ্বারা কৃপাপ্রকাশের ব্যবস্থা শ্রীমদ্ভাগবত দিয়া থাকেন। যাঁহারা এই দুইপ্রকার কৃপার কোনটী অবলম্বন করিবার মত বল হৃদয়ে না রাখেন, তাঁহারা বিষ্ণুবৈষ্ণবের প্রতি বিন্দুমাত্র প্রীতিবিশিষ্ট হইতে পারেন নাই, ইহাই বুঝিতে হইবে। ভক্ত ও ভগবন্নিন্দা সহ্য করিয়া যিনি সহিষ্ণুতা ও সুনীচতাগুণের বড়াই করেন, তিনি মনুষ্যাকৃতাকার [illegible]।

শ্রীভগবানে যদি আমাদের বিন্দুমাত্রও প্রীতি থাকিত, তাহা হইলে তাঁহার প্রীতির উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত ও অনুষ্ঠেয় সকল কার্য্যেই আমাদের সহানুভূতি থাকিত। মহাপ্রভুর শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবাণী প্রচারের জন্য আজ শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভা প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি, বাক্য—যথাসর্ব্বস্ব দিয়া যে প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছেন, তাঁহাদের সেই চেষ্টার প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করিতে কোন্ সহৃদয় ব্যক্তির হৃদয় না ব্যাকুল হইয়া উঠে। মহাপ্রভুর আনুগত্য অস্বীকার-কারী দলের কথা দূরে থাকুক, যাঁহারা মহাপ্রভুর অনুগত বলিয়া পরিচয়াকাঙ্ক্ষী, তাঁহারাও কি মহাপ্রভুর কথা সর্ব্বত্র প্রচার হউক—ইহা সহ্য করিতে পারেন না? ধন্য মৎসরতা! শ্রীধাম মায়াপুরবাসী শুদ্ধভক্তগণ আজ দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক পত্র, ভক্তি-সিদ্ধান্ত গ্রন্থাদি প্রচার, স্থানে স্থানে শুদ্ধ ভক্ত-মঠ-মন্দিরাদি স্থাপন, শ্রীগ্রন্থ পাঠ, কীর্ত্তন ও বক্তৃতা-মুখে দেশে দেশে শুদ্ধ-ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী প্রচার দ্বারা জগজ্জীবের যে মঙ্গল বিধানের চেষ্টা করিতেছেন, সেই চেষ্টার প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন ত' দূরের কথা, তাহাতে বাধা প্রদানের চেষ্টা কি নিতান্ত পশু-হৃদয়ের কার্য্য নহে? স্বার্থান্বেষী দল তাহাদের স্বার্থের খাতিরে না পারে এমন কার্য্য নাই! যেখানে কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণ-চেষ্টা বর্ত্তমান, সেখানে আত্মেন্দ্রিয়তর্পণ-চেষ্টায় যে ব্যাঘাত পড়িবেই, তাহাতে কিছু মাত্র সন্দেহ নাই। তবে ইহাও ধ্রুবসত্য যে স্বার্থান্বেষী কামুকদল কখনও সত্য প্রচারে বাধা দিতে পারিবে না, এবং তাহারা যত বাধা দিতে আসিবে, সত্য ততই দ্বিগুণ উৎসাহে তাহাদের কৃত সমস্ত বাধা বিঘ্ন অপসারিত করিয়া অপ্রতিহত বেগে পূর্ণাভিমুখে অগ্রসর হইতে থাকিবেন।

আমরা ওসমানপুরী দলে এমন একটী ভদ্রলোক খুঁজিয়া পাই না, যাহার অন্ততঃ একটুও নৈতিক চরিত্র-বল আছে। যাহারা ভক্তিসিদ্ধান্তের কোন সংবাদই রাখে না, ভগবদ্বারাধনা বলিয়া যাহাদের মধ্যে কিছুই নাই, তাহারা যে কোন্ সাহসে শ্রীধাম নির্ণয়ের স্পর্দ্ধা করে, তাহা আমরা বুঝি না। অনধিকারচর্চ্চা করিতে গেলেই হিতে বিপরীত হইয়া বসে, দেব গাছুতে গিয়া বাঁদর গড়িয়া ফেলিতে হয়, শ্রীধাম আবিষ্কার করিবার পরিবর্ত্তে ওসমানপুর কাঁকড়ার মাঠই আবিষ্কার করিয়া বসিতে হয়। যাহাদের ব্যক্তিগত চরিত্র বিশ্লেষণ করিতে গেলে ঘৃণায় মুখ-বিকৃতি হয়, পুনঃ পুনঃ নিষ্ঠীবন পরিত্যাগের ইচ্ছা হয়, তাহাদের মতের অনুবর্ত্তন করিতে যাওয়া যে কতদূর অজ্ঞতার ফল, তাহা বলিয়া ইয়ত্তা করা যায় না। জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে যাঁহারা ঐরূপ অজ্ঞতার প্রশ্রয় দিতেছেন, আমরা তাঁহাদিগকে এখনও সাধুবর্ত্ম প্রবর্ত্তন করিবার জন্য অনুরোধ জানাইতেছি। অন্ধ বিষয়-ভোগাসক্তি পূর্ণ মাত্রায় বজায় রাখিয়া কৃষ্ণসুখান্বেষণের বিজ্ঞাপন প্রচার নিতান্তই হাস্যাস্পদ। পশ্চিম দিগাভিমুখে গমনশীল ব্যক্তির পক্ষে পূর্ব্ব-দিগ্-মুখী হওয়া কখনই সম্ভবপর নহে। দুইটী বিভিন্নদিকে একই সময়ে গতি কখনও সম্ভব হইতে পারে না। আলোক ও অন্ধকার একই সময়ে হস্তগত করা যায় না। হয় আলোক ধরিতে হইবে, না হয় অন্ধকারে থাকিতে হইবে। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি অন্ধকার ছাড়িয়া আলোককে বরণ করেন। আমরাও কুলিয়া ওসমানপুরী-দলকে শ্রীধামবিদ্বেষ ছাড়িয়া শ্রীধাম সেবা বরণ করিতে অনুরোধ করিতেছি। তাহা হইলেই তাঁহাদের জিহ্বার জড়তা ভাঙ্গিবে—'শ্রীধাম-মায়াপুর' শব্দ উচ্চারণ করিবার সামর্থ্য হইবে। গঙ্গার পূর্ব্বপারস্থ বল্লালদীঘী, বল্লালঢিপি, চাঁদকাজির সমাধিক্ষেত্র প্রভৃতি নিদর্শন যেখানে এখনও জাজ্বল্যমান, সেই স্থানকেই সুপ্রাচীন শ্রীধাম মায়াপুর-নবদ্বীপ ধাম বলিয়া জ্ঞান হইবে।

সাধারণ লোকে ভূগর্ভ হইতে মন্দির বা শ্রীবিগ্রহ বাহির হইয়াছে বলিলে তাহার প্রতি অধিক শ্রদ্ধাবিশিষ্ট হয় অর্থাৎ সাধারণতঃ লোককে প্রাচীনত্বের পক্ষপাতী দেখা যায়। কিন্তু ঐরূপ প্রবাদ-বাক্যের একটু সত্যতা নিরূপণ করিতে গেলে সকল ফাঁকই বাহির হইয়া পড়ে। আমরা একটা সত্য ঘটনা শুনিয়াছি,—"এক ব্যক্তি একটী প্রকাণ্ড জীবিত কচ্ছপ মৃত্তিকা বিবরে রাখিয়া তাহার উপর এক কালী মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া ঘোষণা করিতে থাকে যে, এই কালী একেবারে জীবন্ত কালী, পূজা কালে নড়িতে থাকে। ঐরূপ প্রচার-ফলে বহু লোক আসিয়া সেই কালীর পূজা দেয়, মানত করে; তাহাতে লোকটীর অনেক উপায় হইতে লাগিল, সকলে বলিতে লাগিল—'মা ভক্তকে যখন বরাভয় দান করিতে উদ্যত হন, তখনই নড়িতে থাকেন।' যাহা হউক, এইরূপ একটা অন্ধ বিশ্বাসের ফলে অনেক লোকের জাক-জালীর জ্বায়ে অনেক রোগ ব্যাধি সারিতে লাগিল, তাহাতে কালীর মাহাত্ম্য খুব প্রচার হইতে লাগিল। লোকটী অল্প-দিনের মধ্যেই অনেক ধনের মালিক হইল। কিন্তু দুঃখের বিষয় সেই স্থানের একজন সি, আই, ডি পুলিসের ঐ কালীর নড়া-চড়া দেখিয়া একটু সন্দেহের উদয় হইল; তিনি লোকজন লইয়া ঐ কালী মূর্ত্তি নিকটস্থ একটী স্থানে সরাইয়া রাখিয়া যেমন কালী পীঠের মাটি সরাইতে গিয়াছেন, অমনি দেখেন প্রকাণ্ড এক কচ্ছপ! তখন

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য অষ্টোত্তরশতশ্রী

শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী

মহারাজের ষষ্ঠ-পঞ্চাশৎ জন্মমহোৎসব উপলক্ষে

ভক্তিপ্রসূনাঞ্জলি

নমঃ শ্রীগুরবে বার্ষভানবীদয়িতায় চ।
অভিন্নগৌরদেহায় কৃষ্ণপ্রেমপ্রদায় তে॥

গীত

জয় শ্রীসিদ্ধান্ত-সরস্বতী বলি',
গাও সবে আজ মিলি একতানে।
হৃদয় খুলিয়া, শ্রদ্ধা মিশাইয়া,
ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি দাও শ্রীচরণে।

(আজ) গুরুদেব মোর বসি' ব্যাসাসনে,
দেখিছেন সবে সকৃপ নয়নে,
হৃদি অন্ধকার, ঘুচিবে সবার,
শ্রীমুখনিঃসৃত বেদবাণী শুনে।

দেখরে দেখরে অপূর্ব্ব মূরতি,
চৌদিকে ছুটিছে অপ্রাকৃত জ্যোতি,
পাদপদ্ম-গন্ধ-লুব্ধ ভক্তবৃন্দ,
মুগ্ধ নেত্রে চাহিয়াছে পদপানে।

প্রকৃতি হাসিছে ফুলের ছটায়,
শ্রীজাহ্নবী-বক্ষে তরঙ্গ নাচায়,
প্রেমবন্যা বহে ভকত-হিয়ায়,
মত্ত সবে আহা, সুনৃত্য কীর্ত্তনে।

ভক্তিপ্রদর্শনী খুলি' মায়াপুরে,
কি খেলা খেলিছ কে বুঝিতে পারে,
তোমার বৈভব এই মায়াপুরে,
দেখিতেছে আজ সর্ব্ব সাধারণে।

শ্রীমায়াপুরে রঙ্গমঞ্চ পরে,
শ্রীগৌরাঙ্গলীলা অভিনয় ক'রে,
শুদ্ধভক্ত মিলে তোষিবে সকলে,
অপূর্ব্ব অদ্ভুত সুগীত কীর্ত্তনে।

কুমারিকা হ'তে অদ্রি হিমালয়,
মধ্যে নরনারী যে যথায় আছয়,
কেহ আসে চ'লে, কেহ আসে রেলে,
এ'বৈভব তব দেখিতে নয়নে।

পূ-জ সবে প্রভুপাদ সরস্বতী,
জন্-নম পেয়েছ সুদুর্ল্লভ অতি,
জন্-ত্য নিত্য অপ্রাকৃত এ মূরতি,
ব্রজ-গোপা বলি জান মনে মনে।

প্র-পন্ন হইয়া ঐ পদতলে
ভু-ঞ্জ চির শান্তি তাঁর কৃপাবলে,
পা-ইয়া অভয় তাঁর পদাশ্রয়,
দ-গ্ধ প্রাণ-জ্বালা জুড়াও যতনে।

জন-দৈন্যে মাগিছে দীন অভাজন,
দু-জনী দিবস ও রাঙ্গাচরণ,
শ্র-চরণ-পাশে নটবর দাসে,
স্ত্রী-ব্রজেশে টানি লহ এই ক্ষণে।

৪৪৩ শ্রীগৌরাব্দ
৬ই ফাল্গুন মঙ্গলবার

কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠের সেবকগণের দাসানুদাস
শ্রীনটবর মুখোপাধ্যায় (ভক্তিরত্ন)

লোকটীকে গ্রেপ্তার করিয়া শ্রীঘরে প্রেরণ করিলেন? আবার বিগত মৃত্তিকা-বিবরে রাখিয়া কয়েক বৎসর পরে স্বপ্নে দেখিয়াছি বলিয়া লোকজন লইয়া মহাসমারোহে সেই বিগ্রহকে মৃত্তিকা-বিবর হইতে বাহির করারও অনেক ঘটনা শুনিতে পাওয়া যায়। স্বপ্নে ঠাকুর পাওয়া গিয়াছে বা ঠাকুর মৃত্তিকা-বিবর হইতে স্বেচ্ছায় উত্থিত হইয়াছেন—এইরূপ একটী যাহা তাহা গুজব রটনা করিয়া অনেক ব্যবসাদার অনেক কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা লুটিয়া থাকে। সম্প্রতি কাঁকুড়ার মাঠের ভূগর্ভস্থ মন্দিরের সন্ধান পাওয়াও নাকি ঐরূপ একটা ব্যবসাদারী চাল বলিয়া আমরা শুনিতেছি। যদি তাহার গুপ্ত রহস্য উদ্ঘাটিত হইয়া পড়ে, তাহা হইলেই ষড়যন্ত্রকারিদলের সকলই ষড়যন্ত্র ধরা পড়িয়া যাইবে। জাল জুয়াচুরীর দণ্ডাবলম্বনে কি [illegible] সত্যের আবিষ্কার [illegible] হয়?

কুলিয়ায় ধুলোট

গত রবিবারে কুলিয়া বা সহর নবদ্বীপে ধুলোট হইয়া গিয়াছে। ধুলোট উৎসবে সহরের রাস্তায় দলে দলে কীর্ত্তন বাহির হইয়া কীর্ত্তন করা যেমন তেমন, ধূলা ছড়াছড়িই নাকি সেখানকার এক প্রধান ব্যাপার। কীর্ত্তনকারিদল উন্মত্তের মত হইয়া রাস্তার ধূলা লইয়া ছড়াইতে থাকেন। ভদ্রলোকের মেয়েছেলেরা ঐ দিবস আর গঙ্গাস্নানে বাহির হইতে পারেন না। কীর্ত্তনদল নাকি রাস্তার কাহাকেও ছাড়িয়া কথা কহেন না। এ কি অদ্ভুত [illegible] শ্রীদামের অপ্রাকৃত- [illegible] প্রেমভরে সর্ব্বাঙ্গে ধূলা [illegible], তাঁহাকে সেবা স্থানে [illegible] কিন্তু তাহা কি ঐরূপ একটি খেলার সামগ্রী? কৃষ্ণকীর্ত্তন করিয়া আত্মেন্দ্রিয়তর্পণ করার নাম কৃষ্ণকীর্ত্তন নহে; কৃষ্ণ-কীর্ত্তনে শুদ্ধ কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণ বর্ত্তমান। প্রাকৃত ধূলা দর্শনে অপ্রাকৃত শ্রীদামরজঃ দর্শন—গোবর্দ্ধনের পরিচয়। অপ্রাকৃত দর্শনে প্রাকৃত দর্শনের লেশমাত্র অবশিষ্ট থাকে না। প্রাকৃত দর্শনকে অপ্রাকৃত বলিয়া মনে করিয়া লওয়া ও সাক্ষাৎ অপ্রাকৃত দর্শন সম্পূর্ণ পৃথক্ বিষয়। নিজেরা কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ সদ্গুরুচরণাশ্রয় গ্রহণ না করিয়া কৃষ্ণকীর্ত্তন করিবার স্পর্দ্ধা করিলে কৃষ্ণ ব্যতীত অন্য কিছুর কীর্ত্তন হইয়া পড়ে, তাহাকে কীর্ত্তনিয়া ও [illegible]—কাহারও [illegible] স্বজোদর্শনাভাব হেতু আমরা [illegible] লোককে কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণোৎসব বলিতে পারি না বলিয়া ত্রুটী স্বীকার করিতেছি। এরূপ অপরাধময়ী চেষ্টা হতে শীঘ্র উঠিয়া যায় ততই মঙ্গল।

প্রেম প্রদীপ

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ২৮৯ সংখ্যার পর)

মণ্ডপে সকলেই সুখাসীন। একটী প্রদীপ এক প্রান্তে মিট্ মিট্ করিয়া জ্বলিতেছে। অনেকেরই হস্তে মালা ঝুলিকার ভিতর তুলসী মালা হরিনাম সংখ্যা রাখিতেছে। যোগী বাবাজী পণ্ডিত বাবাজীকে বলিলেন, বাবাজী! আপনকার উপদেশ আমার হৃদয়ের অন্ধকার অনেকটা নিবৃত্তি করিয়াছে। কিন্তু একটি [illegible] যে, যদি আমরা যোগাঙ্গের প্রাণায়াম, ধ্যান ও ধারণা স্বীকার ও

অনেকে মনে ... যে কিরূপে আমরা ... পারি? কিন্তু বিষয়কে ... করিলে ... সাধনার প্রয়োজন হয়। রাগ ... সাধন কি?

প্রশ্নটি শ্রবণ করিয়া সকলেই সতৃষ্ণ নয়নে পণ্ডিত বাবাজীর গম্ভীর মুখশ্রীতে দৃষ্টিপাত করিলেন। মল্লিক মহাশয় একটু আশ্চর্যান্বিত হইলেন। বোধ হয় তিনি যোগী বাবাজীকে সর্বশ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছিলেন। তাঁহার পরে বুঝিতে পারিলেন যে, তিনি পণ্ডিত বাবাজীকে গুরুর ন্যায় শ্রদ্ধা করেন। এখন পণ্ডিত বাবাজীর প্রতি তাঁহার সম্বন্ধ ... পতিত হইল।

পণ্ডিত বাবাজী বলিতে লাগিলেন :—

বদ্ধ আত্মার পক্ষে তাঁহার স্বধর্ম রূপ বিশুদ্ধ বৈকুণ্ঠ-রাগ কিয়ৎপরিমাণে দুঃসাধ্য ব্যাপার হইয়াছে। বিশুদ্ধ বৈকুণ্ঠ-রাগই বিকৃত হইয়া জড়ীয় বিষয়-রাগ রূপে পরিণত হইয়াছে। বিষয়-রাগ যতদূর বর্দ্ধিত হয়, বৈকুণ্ঠ-রাগ ততদূর খর্বিত হইয়া পড়ে। বৈকুণ্ঠ-রাগ যত দূর পরিবর্দ্ধিত হয়, বিষয়-রাগ ততদূর খর্বিত হয়। ইহাই জীবের নৈসর্গিক ধর্ম। বিষয়-রাগকে দমন করিলেই যে বৈকুণ্ঠ-রাগ হয়, তাহা নহে। অনেক লোক বৈরাগ্য আশ্রয় করিয়া কেবল বিষয়-রাগকে দমন করিতে চেষ্টা করেন, কিন্তু বৈকুণ্ঠ-রাগের সম্বর্দ্ধনের চেষ্টা করেন না। তাহাতে শেষে অমঙ্গলই ঘটে। ধ্যান, প্রত্যাহার, ধারণা প্রভৃতি চিন্তা ও ব্যাপারসকল যদিও রাগোদয় ফলোদ্দেশে ... হইয়াছে ও বহু জন কর্তৃক সাধিত হয়, কিন্তু তাহাদের মধ্যে যথেষ্ট ... নাই। তজ্জন্যই যে গাঁহারা ... হইয়া চরমে রাগ ... না। পক্ষান্তরে বৈষ্ণব সাধনই ... দেখুন সাধন মাত্রেই কর্ম ... মনুষ্য জীবনে যে সকল কর্ম ... তা যে তে ... কার্য্য হউক এবং ... কার্য্য সকলে কেবল চিন্তা ও ... হউক, এরূপ যাঁহাদের চেষ্টা, তাঁহারা কি বৈকুণ্ঠ-রাগোদয় করিতে শীঘ্র সমর্থ হইতে পারেন? জীবন হইতে বৈকুণ্ঠ-রাগের চেষ্টা সকলকে পৃথক রাখিলে সাধককে একদিকে বিষয়-রাগে ... এবং অন্য দিকে বৈকুণ্ঠচিন্তা লইয়া থাকিতে থাকিবে। সে স্থলে যে দিকে রাগের আধিক্য, সেই দিকেই জীবের গতি হইবে। নৌকা দাঁড়ের জোরে চলিতে থাকে, কিন্তু যেস্থলে জলের রাগরূপ স্রোত তাহাকে আকর্ষণ করে, সেস্থলে স্রোতের ... দাঁড়ের ... হয়। সেই-... সময়ে ধ্যান, প্রত্যাহার ... দ্বারা মানস ... করিতে চেষ্টা করেন, কিন্তু

... স্রোত আকর্ষণই তাহাকে বিষয়ে নিক্ষেপ করে। বৈষ্ণব সাধন রাগমার্গ দ্বারা সাধিত হয়। রাগের সাহায্যে সাধক ... অবশেষে বৈকুণ্ঠ রাগ প্রাপ্ত হন। রাগের স্রোত কাহাকে বলে ইহা জানা ... বদ্ধ জীবের চিত্ত স্বভাবতঃ যাহা ভালবাসে এবং শরীর পোষণের জন্য যাহা যাহা ... প্রিয় বলিয়া যুক্ত হইয়াছে, সে সমুদয়ে মানব-জীবনের বিষয়-রাগ। ভালরূপ বিচার করে দেখা গিয়াছে যে পাঁচটী ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধে পঞ্চ প্রকার রাগ আছে; চিত্ত ইন্দ্রিয় দ্বারা বিষয়-রাগ ক্রমে ... হয়। জিহ্বার দ্বারা আহার, নাসিকা দ্বারা ঘ্রাণ, কর্ণের দ্বারা শ্রবণ, ত্বকের দ্বারা স্পর্শ, চক্ষুর দ্বারা দর্শন। বদ্ধ জীবের চিত্ত অনবরতই কোন না কোন বিষয়ে সংলগ্ন আছে। বিষয় হইতে চিত্তকে কাহার বলে উঠাইতে পারা যায়? যদিও অন্য ব্রহ্ম-চিন্তা দ্বারা বিষয়ের কিছু সাহায্য হইতে পারে, তথাপি ব্রহ্মের নিষ্ক্রিয়তা প্রযুক্ত সাধক সম্যক্ বল পাপ্ত হন না। অতএব যোগিগণের ও ব্রহ্মজ্ঞানীদিগের অনেক ক্লেশ হয়। ভক্তিমার্গে ক্লেশ নাই। কৃষ্ণভক্তের জীবন ব্রহ্ম হইতে পৃথক নয়। বিষয় রাগ ও বৈকুণ্ঠ-রাগ ঐ সাধনে পৃথক্ নয়। মন চক্ষুদ্বারা বিষয় দর্শন করিতে চায়— উত্তম, শ্রীমূর্ত্তির অনির্বচনীয় সৌন্দর্য্য দর্শন করুক! সেখানে বিষয়-ভোগ ও ব্রহ্ম-সম্ভোগ একই কার্য্য। শ্রবণ করিবে? কৃষ্ণ-গুণ গান ও কৃষ্ণ-কথা শ্রবণ করুক! উপাদেয় দ্রব্য আহার করিবে? সর্ব প্রকার সুখ ও দ্রব্য শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ করিয়া প্রসাদ পাউক! ঘ্রাণার্থে অর্পিত তুলসী চন্দন প্রভৃতি আছে! এরূপ সমস্ত বিষয়ই কৃষ্ণসাধকের পক্ষে ব্রহ্ম মিশ্রিত। কৃষ্ণ-সাধক সর্বত্র ব্রহ্মময়। তাঁহার সকল কার্য্যে বৈকুণ্ঠ-রাগের অনুশীলন, তাঁহার পক্ষে ইন্দ্রিয়পরতা বাধক নয় বরং প্রেমকল-সাধক। আমি সংক্ষেপে রাগমার্গ ও অপর সাধন মার্গের সম্বন্ধ দেখাইলাম। আপনি মহামুভব বৈষ্ণব, আমি আর কিছু বলিব না, নিবস্ত হইলাম। যদি ভ্রান্ত হইয়া থাকি, ক্ষমা করিবেন।

পণ্ডিত বাবাজীর বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া সকলেই চমৎকৃত হইলেন। ভিন্ন ভিন্ন লোকের মনে ভিন্ন ভিন্ন ভাবের উদয় হইল। যোগী বাবাজী যদিও যোগ বিষয়ে পারদর্শী ছিলেন, তথাপি তাঁহার বৈষ্ণব রসে সম্যক্ অধিকার ছিল। তিনি এখন নিঃসংশয় হইয়া পণ্ডিত বাবাজীর চরণ-রেণুর আস্বাদ লইলেন। পণ্ডিত বাবাজী তাঁহাকে প্রেমালিঙ্গন দান করিলেন। মল্লিক মহাশয় তখন কি বোধ করিলেন তাহা কেহই বুঝিতে পারিল না।

নরেন বাবু ও আনন্দ বাবু কএক দিন হইতে শ্রীমূর্ত্তি পূজাদির মূল তত্ত্ব বিচার করিতেছিলেন। যোগী বাবাজী তাঁহাদিগকে শ্রীচৈতন্য-শিক্ষা গ্রন্থ পড়িতে দেন, তাহা পড়িয়া এবং নানাবিধ বিচার করিয়া বিগ্রহ পূজার তাৎপর্য্য অনেকটা জানিয়াছেন, কিন্তু শ্রদ্ধা হয় নাই। পণ্ডিত বাবাজীর গভীর প্রেমগর্ভ উপদেশ শ্রবণ করিয়া পরস্পর বলিতে লাগিলেন, হায়! আমরা কেবল বিদেশীয় বিদ্যায় মুগ্ধ আছি! নিজ দেশে কি কি অমূল্য রত্ন আছে, তাহা জানি না! নরেন বাবু কহিলেন—আনন্দ বাবু! রাজা রামমোহন রায় তবে কি বুঝিয়া শ্রী বিগ্রহ-তত্ত্বের অবহেলা করিয়াছেন! বোধ হয় তাঁহার এ বিষয়ে কিছু ভ্রম হইয়াছিল। রামমোহন রায়ের ভ্রম? এ কথা বলিতে ভয় হয়। যে রামমোহন রায়ের কথায় আমরা ব্যাস, নারদকে ভ্রমাত্মক বলিয়া বিশ্বাস করি, আজ কোন মুখে তাঁহাকে ভ্রান্ত বলিব? আনন্দ বাবু বলিলেন ভয় কি! সত্যের জন্য আমরা রামমোহন রায়কেও ত্যাগ করিতে পারি।

রাত্রি অনেক হইল। যোগী বাবাজী স্বীয় সঙ্গীদের লইয়া চলিলেন। পথে নিম্নলিখিত গানটী গাইতে গাইতে চারিজনে কুঞ্জে পৌঁছিলেন, :—

কেন আর কর দ্বেষ, বিদেশী জনভজনে।
ভজনের লিঙ্গ নানা, নানাদেশে নানা
জনে॥
কেহ মুক্তকচ্ছে ভজে, কেহ হাঁটু গাড়ি
পূজে,
কেহ বা নয়ন মুদি, থাকে ব্রহ্ম
আরাধনে॥
কেহ যোগাসনে পূজে, কেহ সংকীর্তনে
মজে,
সকলে ভজিছে সেই, একমাত্র কৃষ্ণধনে॥
অতএব ভ্রাতৃভাবে থাক সবে সুসদ্ভাবে,
হরিভক্তি সাধ সদা, এ জীবনে বা
মরণে॥

গানের সময় আনন্দ বাবু ও নরেন বাবু 'কৃষ্ণধনে' বলিতে লজ্জা বোধ করিয়া 'ভগবানে' শব্দ ব্যবহার করিয়া সুর দিতে-ছিলেন, তাহা যোগী বাবাজী তৎক্ষণাৎ লক্ষ্য করেন। কিন্তু সে সময় কিছু বলিলেন না।

সকলে ভক্তি ... কিছু কিছু প্রসাদ পাইয়া শয়ন করিলেন।

চতুর্থ প্রস্তাব সমাপ্ত।

ব্যাসপূজায় আহ্বান

শ্রীকৃষ্ণ সেবা নিরবচ্ছিন্ন পরাশক্তি-প্রধানা ... আত্মমঙ্গলেচ্ছু জীবমাত্রেরই একমাত্র কৃত্য শ্রীকৃষ্ণ ভজন, আর সেই ... সদগুরুর কৃপায় ... কৃষ্ণভজনে অধিকার জন্মে। তাই শাস্ত্র সর্বপ্রথমে গুরু-পূজার ব্যবস্থা দিতেছে ... মুখ-প্রশস্ত

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ পত্রিকা-প্রবাহ-যুগে জীব-মঙ্গলেচ্ছু পরিব্রাজক শ্রীগুরুদেবের কৃপালাভের জন্য সম্বৎসর উপদেশ প্রদান করিয়া থাকেন। আজ নদীয়া-প্রকাশ সেবকগণের শ্রীগুরুপূজার বিশেষ দিন—এই দিনে তাঁহারা বিশ্ববাসীর প্রত্যেককেই শ্রীগুরুদেবের পূজায় নিযুক্ত হইবার জন্য আহ্বান করিতেছেন।

কাগজ বন্ধ

শ্রীব্যাসপূজা বা শ্রীগুরু-পূজোপলক্ষে অদ্য নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস বন্ধ। তাই আগামী কল্য শ্রীনদীয়া-প্রকাশ প্রকাশিত হইবেন না। নদীয়া-প্রকাশ সেবকগণ নদীয়া-প্রকাশে ইতঃপূর্ব্বে প্রকাশিত বিষয়গুলি পর্য্যালোচনা করিবেন।

প্রদর্শনীতে লোক সংখ্যা

গত ১লা ফাল্গুন বৃহস্পতিবার হইতে শ্রীধাম মায়াপুর-নবদ্বীপ প্রদর্শনীতে যাত্রি সংখ্যা উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতেছে। প্রত্যহ সহস্র সহস্র স্ত্রীপুরুষ প্রদর্শনী দেখিবার জন্য আসিতেছেন। গৌড়মণ্ডলে গোলকগৌরের মহাপ্রভু দর্শনের জন্য এত অধিক যাত্রি-সমাগম দেখিয়া আবার সেই প্রাচীন নদীয়ার প্রাচীন স্মৃতি ... হৃদয়ে জাগরুক হইয়া উঠে, হৃদয় আনন্দে উৎফুল্ল হয়। স্বার্থান্বেষী দল যদিও নানা-প্রকারে সত্য প্রচারে বাধা প্রদান করিতেছে, তথাপি সত্যের অপ্রতিহতা গতি রোধ করিতে তাহারা সম্পূর্ণ অসমর্থ। সত্যই সত্যকে প্রচার করেন। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীমুখবাণী "পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম। সর্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম॥"—ইহার কি আর কখনও অন্যথা হইতে পারে? এমন এক দিন আসিতেছে, যখন ষড়যন্ত্রকারি প্রতারক-দলের কোন কথায় কর্ণপাত না করিয়া লক্ষ লক্ষ লোকে আত্মনিবেদনক্ষেত্র অন্তর্দ্বীপ শ্রীধাম মায়াপুরে আসিয়া আত্মনিবেদন করিবেন। স্বতন্ত্র ইচ্ছাময় ভগবান্, ভক্ত-প্রেমাধীন ভগবান, ভক্তের ইচ্ছাই তাঁহার ইচ্ছা; তাঁহারই ইচ্ছা পূর্ণ হইবে। সত্যের বিজয়-বার্ত্তা সমগ্র বিশ্বে বিঘোষিত হইবে।

গত ১৬।২।৩০ রবিবারের কলিকাতা-সংস্করণ বঙ্গবাসী লিখিতেছেন—"এবার মাঘী পূর্ণিমায় নবদ্বীপে (কুলিয়ায়) বেশী যাত্রীর সমাগম হইতেছে না। সকলেই শ্রীমায়াপুর প্রদর্শনী দেখিতে যাইতেছে।"

যাত্রা গান

শ্রীধাম মায়াপুর প্রদর্শনীক্ষেত্রে আগামী ৯ই, ১০ই ও ১১ই ফাল্গুন শুক্র, শনি ও রবিবার তিন দিবস কলিকাতা সহরের ভাল অপেরা পার্টি অভিনয় হইবে।

শ্রীচৈতন্যমঠের গ্রন্থাবলী

শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুর বিরচিত ভক্তি গ্রন্থাবলী।

উৎকৃষ্ট কাগজে বিলাতী গরণে বাঁধাই অলঙ্কৃত, চতুর্থ সংস্করণ। বিস্তারিত সূচীসহ

জৈবধর্ম

বাঁধাই ২॥ দুই টাকা।

প্রকাশিত হইয়াছে

সনাতন সর্বশাস্ত্র বেদ, বেদান্ত, উপনিষৎ গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত, পুরাণ, তন্ত্রাদি সকল গ্রন্থ পাঠ করিবার অবসর অতি অল্প লোকের ঘটিয়া থাকে। অনেকের যোগ্যতা না থাকায় সেই সকল গ্রন্থের মর্ম অবগত হইতে পারেন না। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বাঙ্গালীর এই অসুবিধা দূরীকৃত করিবার জন্য এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

বিদ্যালয়ের ছাত্র ও শিক্ষকগণের বিশেষ পাঠ্য, এই হেতু শিক্ষাবিভাগের [illegible] সমস্ত বিদ্যালয়ের জন্য অনুমোদন করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

প্রথম খণ্ড ভিক্ষা ১৲ এক টাকা

যুক্তিপূর্ণ শাস্ত্রব্যাখ্যা দ্বারা প্রত্যেক জীবের নিত্য কর্ত্তব্য ও অনিত্য সাময়িক কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। [illegible] সনাতন শাস্ত্রব্যাখ্যা দ্বারা সমাধিত [illegible] হইয়াছে। দেহের, মনের ও আত্মার ধর্ম কি? স্বদেশ, বিদেশ, জাতি, ধর্ম কি? ইত্যাদি বিষয় [illegible] এমন সুন্দরভাবে যুক্তিসহকারে আলোচিত হইয়াছে যে, প্রথম পংক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্যন্ত পাঠ না করিয়া নিবৃত্ত হওয়া যায় না।

শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ভিক্ষা ৵০

ঐ প্রমাণ খণ্ড ভিক্ষা ৵০

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিহার ও লীলাভূমি নবটী দ্বীপসমন্বিত। এই নবদ্বীপের প্রাচীন বিবরণ— প্রত্যেক দ্বীপে শ্রীমহাপ্রভুর লীলা, প্রত্যেক দ্বীপের পরিচয়, শ্রীধাম মাহাত্ম্য [illegible] কি? ইত্যাদি বিষয় বিশেষভাবে মনোহর ছন্দে বর্ণিত। পকেট সাইজ প্রায় ১৬০ পৃষ্ঠা।

শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ

উজ্জ্বল ব্রোঞ্জ কালীতে উত্তম কাগজে ছাপা— শ্রীনবদ্বীপধামদর্শনে ভাবুক দর্শনকারীর কি প্রকার ভাবের উচ্ছ্বাস হয়, তাহা এই গ্রন্থে বর্ণিত। অতি চমৎকার! ভিক্ষা চারি আনা।

[illegible] ।৵০ দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীল [illegible] গোস্বামী প্রভু শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভু [illegible] উপদেশ [illegible] সকল [illegible] শ্রীল ভক্তিবিনোদ [illegible] ভক্তগণের অনুকরণ ও শ্রীভক্তি [illegible] সুন্দরভাবে বর্ণন হইয়াছে। তা ছাড়া শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদিষ্ট শিক্ষা ও উপদেশ বিশদভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব-জগতে অভিনব গ্রন্থ !!

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতি-গ্রন্থাবলী :—

শরণাগতি

পকেট সাইজ অষ্টম সংস্করণ ভিক্ষা ৵০ আনা।

যেই জীব মনের চেষ্টা অনিত্যাবস্থ হইয়া— যখন যখন কিছু বুঝিতে পারে, তখন একমাত্র নিত্যবস্তু শ্রীভগবানের প্রতি তাঁহার কোন স্বভাব আবেগময়ী প্রার্থনা হয় এবং শ্রীভগবানে সর্বান্তঃকরণে নিষ্কপটে কি প্রকারে শরণাপন্ন হইতে হয়, ইত্যাদি বিষয়ক প্রাণস্পর্শী প্রার্থনা ও আত্মসমর্পণমূলক গান। উড়িয়া সংস্করণও প্রকাশিত হইয়াছে।

ভিক্ষা প্রতি খণ্ড ৵০ এক আনা।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা— ৵০, নবদ্বীপশতক— ৵০

অর্থপঞ্চক— ৵০

কল্যাণকল্পতরু

পকেট সাইজ পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা ১৵০

আমরা প্রত্যহ নূতন নূতন অভাব ও কামনার বশবর্ত্তী হইয়া পুনঃপুনঃ যে অকল্যাণকে কল্যাণ বলিয়া গ্রহণ করি এবং তাহার নিকট কল্যাণ কামনা করি, তাহা যে নিত্য বা যথার্থ কল্যাণ প্রদানে অসমর্থ এবং কোন বস্তু আমাদের নিত্য কল্যাণদাতা এবং কি ভাবে আমরা সেই কল্যাণলাভে সমর্থ হইব এই সকল কথা সরল গানে লিখিত। এই পরিত্রাণ [illegible] কল্যাণের আকর, যিনি প্রত্যেককে নিত্যকল্যাণ প্রদানে [illegible]

শ্রীল চক্রবর্ত্তি ঠাকুরের টীকা সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠাকুরকৃত টীকা ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কৃত [illegible] অনুবাদ। টীকাকারের বন্দনা, শ্লোকসূচি, বিষয়সূচি প্রভৃতি ও প্রয়োজনীয় বিষয় সংবলিত প্রায় ৩২০ পৃষ্ঠা। উৎকৃষ্ট সিল্ক বাঁধাই ২৲ দুই টাকা, কাগজে বাঁধা ১৷০

শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ কৃত ভাষ্য সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

কাগজ ও ছাপা উৎকৃষ্ট। সিল্কে বাঁধাই, সোণার জলে নাম লেখা রাজসংস্করণ ২৲ টাকা, সাধারণ সংস্করণ ১৷০, গৌড়ীয়ের গ্রাহকপক্ষে ১৷০

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি (শ্রীমদ্বৈষ্ণবকোষগ্রন্থ)

বিষয়:— ১। ভক্তিশাস্ত্রে ব্যবহৃত শব্দাবলীর অর্থ, ২। চারি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের চরিত্র, ৩। বিষ্ণুবৈষ্ণবসম্পর্কিত শ্রীধামের ও শ্রীবিগ্রহের বিবরণ, ৪। বৈষ্ণবগ্রন্থ ও গ্রন্থকারের তালিকা ও বিবরণ, ৫। বিষয় বিশেষের লোকক ও শাস্ত্রীয় অকারাদিক্রমে যাবতীয় তথ্য। চারিখণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। (১ম খণ্ড ৸৵০, ২য় খণ্ড ৸০, ৩য় খণ্ড ৷৵০, ৪র্থ খণ্ড ॥৵০, চারিখণ্ড একত্রে ৩৲। ৫ম খণ্ড যন্ত্রস্থ)।

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ—১ম খণ্ড ১৲ এক টাকা ২য় খণ্ড ১৲ এক টাকা - শ্রীমদ্ভাগবতের গ্রাহক ও গৌড়ীয় গ্রাহকগণ ৸০ টাকায় [illegible] পাইবেন। বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমজ্জীব গোস্বামিপাদের রচিত গ্রন্থ। [illegible] বহুদর্শনের অধিক প্রয়োজনীয় অংশ। প্রত্যেক খণ্ড ডবল ক্রাউন ফর্মায় ৬৪ পৃষ্ঠা আকারে মুদ্রিত হইতেছে।

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ্যাচার্য্য সঙ্কলিত

সদাচারস্মৃতিঃ

ভিক্ষা ৵০ মাত্র

প্রাপ্তিস্থান— শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (প্রাচীন নবদ্বীপ) নদীয়া।

রেজেষ্টার্ড

মদন মঞ্জরী

বটিকায় স্বপ্ন ও ধাতুবিকার, ইন্দ্রিয়শক্তির হ্রাস, প্রস্রাবে শুক্রপাত, বদহজম, মাথাঘোরা, বুক ধড়ফড়ানি, অনিদ্রা প্রভৃতি সকল সত্বর নির্দ্দোষ আরোগ্য হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ৪০ বটী ১৲ এক টাকা।

"নপুংসকত্বারি ঘৃত"

পুরুষত্বহানি রোগে বাহ্যপ্রয়োগ দ্বারা আরোগ্য করিয়া শক্তিসম্পন্ন করে। মূল্য ২ তোলা ১৲ টাকা।

"রমণীবিলাসিনী বটিকা"

বীর্য্যধারণ করতঃ রমণশক্তি স্থায়ী ও বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয়। মূল্য ১৬ বটী ১৲ এক টাকা।

রাজবৈদ্য নারায়ণজী, কেশবজী

১৭৭নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

বিজ্ঞাপন

সাবধান! সাবধান!! সাবধান!!!

জে, বি, দত্তের চোকাপাণি বাদাম তৈল

আদি ও অকৃত্রিম এবং উপকারিতায় সর্বজন পরিচিত ও বহু প্রশংসিত।

আমরা সর্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী *J. B. Datta & Co.* নাম খোদা দেখিয়া খরিদ করিবেন। নতুবা জুয়াচোরগণ কমদরের কৃত্রিম তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে।

বিনীত—জে, বি, দত্ত

ফেরাস কুইনিন

নূতন এবং পুরাতন ম্যালেরিয়ার যম

ইহাতে উপযুক্ত মাত্রায় আয়রন, হাইড্রোক্লোর কুইনিন, আর্সেনিক এবং [illegible] আছে।

এই [illegible] দ্বারা [illegible] করিলে একটী বা দুইটী [illegible] সকলপ্রকার জ্বর [illegible] জ্বর বন্ধ করে এবং [illegible] হইতে [illegible] ম্যালেরিয়ার সমস্ত উপসর্গ নষ্ট করিয়া দেয়।

[illegible] প্রতি বাক্স— মূল্য [illegible] টাকা

[illegible]

পর-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

এখানে আহার এবং বাসস্থান দিয়া বিদ্যার্থিগণকে বিভিন্ন শিক্ষণীয় বিষয় শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। অনেক ছাত্র ইতোমধ্যেই আসিয়া পাঠ আরম্ভ করিয়াছেন। বর্ত্তমান বর্ষে সকল ছাত্রই গবর্ণমেন্ট সংস্কৃত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

প্রধান অধ্যাপক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রচন্দ্র কাব্য ব্যাকরণ-সাংখ্য-বেদান্ত-সতুদর্শন-তীর্থ, সাংখ্যভূষণ, বেদান্তরত্ন, সাহিত্যশাস্ত্রী, সুদর্শনবাচস্পতি।

অধ্যাপক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গৌরদাস ব্রহ্মচারী ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীধাম মায়াপুর পরবিদ্যাপীঠ, (নদীয়া)

বেদনাঞ্জন

শ্রেষ্ঠরত্ন

কলিকাতা কংগ্রেস একজিবিসন হইতে বহু প্রশংসা প্রাপ্ত ও বহু গণ্যমান্য ভদ্রমহোদয়গণ কর্ত্তৃক প্রশংসিত।

আজকাল বাজার-চলন মিশ্রিত ও বিষাক্ত আহার্য সেবনে শরীরের রক্ত স্বতঃই দোষিত হইয়া পড়িতেছে। রক্তই মানবদেহের শ্রেষ্ঠ উপাদান, এই রক্ত দোষিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মানব বাত, বেদনা, মাথাধরা, মাথাঘোরা, দৃষ্টিশক্তির হ্রাস, দাঁতের গোড়া ফুলা, দাঁত কনকনানি, দাঁতে পোকা এবং ঘা, চুলকানি প্রভৃতি কষ্টদায়ক, চর্ম্মরোগে আক্রান্ত হইতেছে। যদি আপনি একান্তই ব্যাধিমুক্ত হইতে চান, তাহা হইলে অযথা পয়সার অপব্যয় না করিয়া অল্প ব্যয়ে এক শিশি **বেদনাঞ্জন** ক্রয় করিয়া ইহার কার্য্যকারী-শক্তি উপলব্ধি করুন। গুণের তুলনায় মূল্য অত্যল্প। এক শিশি ।৵০ আনা মাত্র মাশুল স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান—এ, সি, চাটার্জ্জী এণ্ড ব্রাদার্স।

৪৪নং ইলকাট লেন, মানিকতলা।

সকল মণিহারী দোকানে ও বড় বড় ডাক্তারখানায় পাওয়া যায়।

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

যদিও অদ্যাপি প্রকৃত মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য, তথাপি যাঁহারা নানাবিধ অনিয়মিত উপায়ে অপরিমিত শক্তি নষ্ট করিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন এবং নানা প্রকার মেহ, প্রমেহ ধাতুদৌর্ব্বল্য, স্নায়বিক চঞ্চলতা, বহুমূত্র, দুঃস্বপ্ন, পারদ-সংক্রান্ত পীড়া, অর্শ এবং স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে যাঁহারা বাধক, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, প্রদর, শ্বেত ও রক্তপ্রদর, হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি রোগে ভুগিয়া জীবনে নিরাশ হইয়াছেন, তাঁহারা আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটাল সাহেবের আবিষ্কৃত **ইলেক্ট্রিক সলিউসন** ব্যবহার করিয়া বাঁচিতে পারেন, তাহার শত সহস্র প্রমাণ প্রতি বৎসরেই পাওয়া যাইতেছে। যাঁহারা অন্যান্য বহুবিধ ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরোগ্য হইতে পারেন নাই, তাঁহারা একবার এই ঔষধটী ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক মাসের ব্যবহারোপযোগী এক শিশি ঔষধ ডাকমাশুল সহ ২।০ টাকা মাত্র।

সোল এজেন্ট—ডাঃ ডি, ডি, হাজরা।

…, গার্ডেনরীচ পোষ্ট, কলিকাতা।

ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

অধ্যক্ষ

শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম.এ. এফ.সি.এস.(লণ্ডন)

ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক

(প্রফেসার)

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ বিশুদ্ধ ও শাস্ত্রমতে নিজ তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হয়। পত্র লিখিলে ক্যাটালগ পাঠান হয়। রোগের বিবরণ জানাইলে যত্নপূর্ব্বক ব্যবস্থা দেওয়া হয় … চিঠি পত্রাদি সম্পূর্ণরূপে গোপন রাখা হয়।

মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দুর)

(বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৪৲ টাকা

উৎকৃষ্ট স্বর্ণ, পারদ ও আমলাসার গন্ধক দ্বারা যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। নিত্য প্রয়োজনীয় সর্ব্বরোগনাশক মহৌষধ।

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৬৲ টাকা

উৎকৃষ্ট কাশীর আমলকী, … প্রভৃতি যাবতীয় উপাদানে পূর্ণ মাত্রায় যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। কাশ, কাশি, সর্দ্দি, যক্ষ্মা, … প্রভৃতি রোগের মহৌষধ। … বিশেষ।

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬৲ টাকা

ইহা সেবনে ধাতুদৌর্ব্বল্য, শুক্রতারল্য, স্বপ্নদোষ, প্রমেহ ও … সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায়। ইহা অপরিমিত আনন্দদায়ক রসায়ন।

অবলাবান্ধব যোগ

প্রদর, বাধক প্রভৃতি জরায়ুদোষ ও … রোগের মহৌষধ।

মূল্য—১৬ মাত্রা ২৲ টাকা। ৫০ মাত্রা ৫৲ টাকা মাত্র।

বিশুদ্ধ জল! ভয় নাই! বিশুদ্ধ জল!!

লক্ষ্মী টিউব-ওয়েল কোং

২০৫নং নবাবপুর, ঢাকা

বর্ত্তমান-যুগের নব আবিষ্কৃত … বৈজ্ঞানিক-খনন-প্রণালীতে নলকূপ (*Tube-well*) নির্ম্মাণ করা হয়। … সাহেব, প্রাইভেট সেক্রেটারী, জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট, ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের চেয়ারম্যান, ইঞ্জিনিয়ার, জমিদার, … প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত ভদ্রমহোদয়গণ এই কোম্পানীর কার্য্যে … প্রশংসা করিয়াছেন। রাসায়নিক পরীক্ষায় জল বিশুদ্ধ না হইলে মূল্য গৃহীত হয় না। বিস্তৃত বিবরণের জন্য পত্র লিখুন।

বিজ্ঞাপিত কেন?

সাধারণের হিতার্থে, মানবের … না হইলে পারে তাহার পত্রা ইত্যাদি সম্বলিত "…" গ্রন্থখানি যিনি পাঠ করেন নাই, তিনি আবেদন করিলে বিনামূল্যে প্রাপ্ত হইবেন। উহা পাঠে উপকৃত হইয়া ১৫০০০ হাজার লোক কৃতজ্ঞ হইয়াছেন। প্রায় ৫০ বৎসরের পরীক্ষিত, শুক্রতারল্য, স্বপ্নদোষ ইত্যাদির যম "…-বটিকা" প্রতি কৌটার মূল্য ১৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান—আতঙ্ক নিগ্রহ ফার্ম্মেসী, ২১৪ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা।

মনোমোহন প্রেস

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা

পূর্ব্ব-বাঙ্গালায় সুলভে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত

বৈদ্যুতিক কৌশলে দিবারাত্র কার্য্য চলিতেছে

বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,

৯০নং, নবাবপুর, ঢাকা।

শ্রীমায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে— শ্রীকৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

স্থানীয় সংস্করণ · ব্যাসপূজা সংখ্যা · Registered No. C 1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

সাধারণের হার
অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৶০

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুলপ্রচার—নদীয়া-জেলার একমাত্র মুখপত্র।

৪র্থ খণ্ড। সম্পাদক—প্রত্নবিদ্যালঙ্কার শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী [২৯৪ সংখ্যা]

শ্রীচৈতন্য মঠ, শ্রীধাম মায়াপুর ৮ই ফাল্গুন বৃহস্পতিবার ১৩৩৬ ২০শে ফেব্রুয়ারী ১৯৩০

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থাবলী

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্—শ্লোক সূচী, বিষয়-সূচী প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত। প্রতি খণ্ড সাধারণ পক্ষে ১০ গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশ গ্রাহক পক্ষে ৵০
২। ভাষ্য-সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ) ৫৲
৩। গৌড়ীয়[illegible] ৶০
৪। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।০
৫। ভজনরহস্য ॥০
৬। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
,, ,, ,, আবাঁধা ৸০
৭। গীতা (শ্রীবলদেবভাষ্যসহ) বাঁধা ২৲ আবাঁধা ১৸০
৮। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি-টীকা-সহ) বাঁধা ২৲ আবাঁধা ১৸০
গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ॥০
[illegible] (মাধ্ব) ২৲
১০। বেদান্ত-[illegible] (রামানুজীয়) ॥০
১১। জৈবধর্ম্ম ২৲
১২। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৩। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৪। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ॥৵০
১৫। দীন-দিগ্দর্শন ৵০
১৬। সাধনপথ (৩য় সংস্করণ) ।৵০
১৭। আচার ও আচার্য্য ।
১৮। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
১৯। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৵০
২০। শ্রীনবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
২১। নবদ্বীপধামমাহাত্ম্য (প্রমাণখণ্ড) ৶০
২২। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
২৩। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা দর্পণ ।০
২৪। শরণাগতি, গীতাবলী, সাধনকণ, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, নবদ্বীপশতক, [illegible] ও সদাচারস্মৃতি: মোট ।৶০
২৫। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ও অর্চ্চনকণ ৵০
২৬ সাধককণ্ঠমণি
২৭। সংস্কার-দীপিকা
২৮। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড) ৩৲
২৯। ব্রহ্মসংহিতা ॥০
৩০। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ৸০
৩১। মণিমঞ্জরী সানুবাদ ।০
৩২। [illegible] ৸০
৩৩। শ্রীচৈতন্যভাগবত (বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ) ৫৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

অপূর্ব্ব সুযোগ! অপূর্ব্ব-সুযোগ!

শ্রীধাম মায়াপুর প্রদর্শনী

আমোদপ্রমোদের বিপুল আয়োজন

অভাবনীয় বিরাট ব্যাপার

৯ই ফেব্রুয়ারী হইতে যাত্রা বায়স্কোপ প্রভৃতির প্রচুর ব্যবস্থা

সকলেই যোগদান করুন।

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

অখণ্ড শ্রীমদ্ভাগবত খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৯০ নব্বই টাকা।

২৭২৪ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে,

সপ্তচত্বারিংশ খণ্ডে সূচী ছাপা হইতেছে।

৪৬শ খণ্ড গ্রন্থ নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে ১৫।৵০ সাধারণ পক্ষে ২০৸৶০। প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৵০, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ।/০।

দশম স্কন্ধের ভিক্ষা ১২৲; অগ্রিম দাতাগণের পক্ষে ৮৲।

৬৮ অধ্যায়পর্য্যন্ত একাদশ সংখ্যা ছাপা হইয়াছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

"শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত"

সূচী প্রভৃতি সহ সম্পূর্ণ ছাপা শেষ হইয়াছে

আদি, মধ্য, ও অন্ত্যলীলা এবং সূচী ছাপা হইয়া সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে। যাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ১০৲ টাকা ভিক্ষায় তৃতীয় সংস্করণ ৪৲ টাকায় না পাইয়া অপূর্ব্ব সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের জন্যই উহার ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। সেই ১০৲ টাকার এত বিরাট গ্রন্থের শত সংখ্যা মাত্র ৫৲ টাকা ভিক্ষায় দেওয়া হইতেছে। গ্রাহকগণ সত্বর হউন পরে আর এ সুযোগ থাকিবে না।

শ্রীচৈতন্য-লীলার ব্যাস আদিকবি

শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

চৈতন্যভাগবত

সভাষ্য আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র গ্রন্থ ৮৲ স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲

নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪॥০ টাকা

শ্রীধাম মায়াপুর নবদ্বীপ প্রদর্শনীতে

শ্রীধর ভাণ্ডার, ঢাকা।

ঢাকার প্রসিদ্ধ বস্ত্র ব্যবসায়ী শ্রীধর ভাণ্ডার শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিয়াছেন। ঢাকার বিখ্যাত মসলিন ও নানাবিধ শিল্পীর ধুতী, সাড়ী, জামদানী কাপড় এবং খদ্দরের মোটা ধুতী, জামদানী সাড়ী চাদর, রাউরানিস, মুগার কাজকরা নানাপ্রকার কাপড়, চাদর, শ্রীধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপ-প্রদর্শনীতে ৯ই ফেব্রুয়ারী হইতে পাইকারী ও খুচরা বিক্রয় হইতেছে। পশ্চিম ও উত্তরবঙ্গ এবং এলাহাবাদ, বোম্বে, লক্ষ্ণৌ, পাঞ্জাব, মাদ্রাজ, দিল্লী প্রভৃতি স্থান হইতে আগত দর্শক ব্যবসায়িগণ এক স্থান হইতে প্রয়োজনীয় জিনিষাদি লইতে পারিবেন। আমাদের দর যে সুলভ তাহা কাপড় এবং মূল্য বিচার করিলেই বুঝিতে পারিবেন।

প্রদর্শনীর ঠিকানা—

শ্রীধর ভাণ্ডার ষ্টল

শ্রীধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপ-প্রদর্শনী

পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর (নদীয়া)

ঢাকার ঠিকানা

শ্রীধর ভাণ্ডার, ২০৫নং নবাবপুর, ঢাকা।

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত ভক্তি গ্রন্থাবলী

যেসব উৎকলবাসী ভক্ত বাংলা অক্ষর পড়িতে জানেন না, তাঁহাদের শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ প্রচারিত পরম উপাদেয় ভক্তি-কথা জানিবার সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে উড়িয়া-অক্ষরে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হইয়াছে বাংলা গ্রন্থের তুলনায় উড়িয়া গ্রন্থগুলির ভিক্ষাও অপেক্ষাকৃত অল্প।

গ্রন্থের নাম	ভিক্ষা
শ্রীহরিনাম চিন্তামণি, প্রতিখণ্ড	॥০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	১৲
সাধন পথ (শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টক) প্রতিখণ্ড	।০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	॥০
কল্যাণ কল্পতরু প্রতিখণ্ড	৶০
একত্রে ২খণ্ড লইলে	।০
গীতাবলী প্রতিখণ্ড	৵১০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৶১৫
শরণাগতি—প্রতিখণ্ড	/০
একত্রে ৩খণ্ড লইলে	৶৫

প্রাপ্তিস্থান { শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ, কটক এবং শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, পুরী

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিম্নলিখিত মঠসমূহে প্রাপ্তব্য:—

১। শ্রীচৈতন্য মঠ,—পোঃ শ্রীধামমায়াপুর, (নদীয়া)।
২। শ্রীগৌরগদাধর মঠ,—চাঁপাহাটি, সমুদ্রগড় পোঃ, (বর্দ্ধমান)।
৩। শ্রীভাগবত আসন,—ভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৪ শ্রীগৌড়ীয় মঠ,—১নং উল্টাডাঙ্গা জংসন রোড, কলিকাতা।
৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ,—চটকপর্ব্বত, পুরী।
৬। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ,—উড়িয়া বাজার, কটক।
৭। শ্রীভাগবত মঠ,—চিরাকোয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।
৮। শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ,—৪নং অগস্ত্যকুণ্ড জীবনপুরা, কাশী, ইউ, পি।
৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,—ছীপগলি, বৃন্দাবন, মথুরা, ইউ, পি।
১০। শ্রীপরমহংস মঠ—নিমসার পোঃ সীতাপুর, ইউ পি।
১১। শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ,—কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল, পাঞ্জাব।
১২। শ্রীমাধবগৌড়ীয় মঠ,—৯০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।
১৩। শ্রীগদাইগৌরাঙ্গ মঠ,—বালিয়াটি, ঢাকা।
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম,—আমলাযোড়া, রাজবাঁধ পোঃ, বর্দ্ধমান।
১৫। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ,—ভুবনকোন্দা, চিরকুণ্ডা পোঃ, মানভূম।
১৬। শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয় মঠ,—আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী, উড়িষ্যা।
১৭। শ্রীগৌড়ীয় মঠ কার্য্যালয় ১০।১ হনুমান রোড নিউদিল্লি

এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণের নিকটও নদীয়া-প্রকাশ প্রাপ্তব্য।

১। শ্রীযুক্ত জনার্দ্দন ঘোষ—বসু বাজার লেন রোড, খুলনা
২। শ্রীযুক্ত রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিরত্ন—দেওয়ানগঞ্জ, হলদিবাড়ী কুচবিহার।
৩। শ্রীযুক্ত রামরঞ্জন রায়—১৬।২নং শ্রীগোপাল মল্লিক লেন, কলিকাতা
৪। মিঃ এন জি, মুখার্জ্জি—এম, এম, ওয়ার্কস দি মল, কানপুর।
৫। শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী জ্যোতিভূষণ—স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া
৬। শ্রীরাসবিহারী দাস অধিকারী, নবদ্বীপ।
৭ শ্রীবিনোদমোহন দে—মনমোহন ঘোষ, নবাবপুর, ঢাকা।
৮। শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ গড়গড়ি বোড়াচাঁপা, ২৪ পরগণা।
শ্রীযুক্ত ...নাথ ... এম, ...

অধ্যক্ষ শ্রী... কর্ত্তৃক ... শ্রীমায়াপুর ... মায়াপুর ... মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২৮শে ফাল্গুন, শুক্রবার,—১৩৭৬

সাময়িক প্রসঙ্গ

গত ৬ই ফাল্গুন মঙ্গলবার শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল প্রভুপাদের ষট্‌পঞ্চাশৎ আবির্ভাব-বাসরে শ্রীব্যাসপূজা-মহোৎসব সুসম্পন্ন হইয়াছে। শুদ্ধসাত্ত্বিক ভাগ্যবান্ ভক্তগণ ঐ দিবস তাঁহাদের হৃদয়-মন্দিরে শ্রীশ্রীগুরুপাদপীঠ প্রতিষ্ঠিত করিয়া শ্রীব্যাসপূজা-মহোৎসবের পূর্ণতা সম্পাদন করিয়াছেন। বহু দেশ-দেশান্তরের শত শত ভাগ্যবান্ সজ্জন এবার শ্রীধাম মায়াপুরে শ্রীচৈতন্য মঠে শ্রীচৈতন্য-প্রেষ্ঠজনের শ্রীপাদপদ্ম দর্শন ও বন্দন করিবার সৌভাগ্য বরণ করিয়া ধন্য হইয়াছেন।

দিনাজপুরের পরমভাগবত রায় শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম. এ. প্রাজ্ঞ মহোদয় ঐ দিবস শ্রীধামে উপস্থিত হইয়া শ্রীগুরুপাদপদ্মে ভক্ত্যর্ঘ্য প্রদান পূর্ব্বক সকলকেই উৎসাহিত করিয়াছেন। তাঁহার সহিত পরলোকগত শ্রীযুক্ত অদ্বৈত দাস বাবাজী মহাশয়ের জামাতা শ্রীযুক্ত বিমল বিহারী মজুমদার মহাশয়ের পিতা মহাশয় উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারা শ্রীধাম-মায়াপুর-বৈভব দর্শন করিয়া অতীব প্রীত হইয়াছেন। সরলতার প্রতিমূর্ত্তি রায় প্রাজ্ঞ মহোদয় বলিলেন—কুলিয়ার কতকগুলি স্বার্থপর প্রকৃতির সম্প্রদায়ী ব্যক্তি তাঁহার নিকট শ্রীধাম-মায়াপুরের অনেক নিন্দা করিতে আরম্ভ করে, তিনি তাহাদিগের সেই অকল্যাণ-বাদিনী জিহ্বাকে নিরস্ত করিয়া সত্যের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন। মায়াপুর-বিদ্বেষি-সজ্জন প্রাজ্ঞ মহোদয়ের সহিত গৌড়মণ্ডলেশ্বর শ্রীধাম-মায়াপুরের—সত্যের—শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবাণীর কি সম্বন্ধ, তাহা না জানিয়া তাঁহাকে তাহাদের ন্যায় সত্যের বিদ্বেষী সাজাইবার যে বৃথা প্রয়াস করিয়াছিল, তাহা সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হইয়াছে। তিনি তাহাদিগকে বলিয়া দিয়াছেন—"যেখানে সত্যের প্রচার আছে, যেখানে অনন্ত আচারময় আদর্শ জীবন বর্ত্তমান, যেখানে শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবাণীর পূজায় আজ লক্ষ লক্ষ লোক জীবন উৎসর্গ করিতেছেন, সেখানেই শ্রীভগবান্, তাঁহার পরিকর-বৈশিষ্ট্যসহ নিত্যকাল অবস্থান করিতেছেন।"

তিনি আরও বলেন—"**যথা সাধু তথা তীর্থ**, ইহা কর নিজ চিত্ত, সাধুসঙ্গ কর নিরন্তর॥ যে তীর্থেতে বৈষ্ণব নাই, সে তীর্থেতে নাহি যাই, কি লাভ হাঁটিয়া দূরদেশ। **যথায় বৈষ্ণবগণ সেই স্থান বৃন্দাবন**, সেই স্থানে আনন্দ অশেষ॥ কৃষ্ণভক্তি যেই স্থানে, মুক্তিদাসী সেই খানে, সলিল তথায় মন্দাকিনী। গিরি তথা গোবর্দ্ধন, ভূমি তথা বৃন্দাবন আবির্ভূতা আপনি হ্লাদিনী॥"

যাহারা কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা-লোলুপ, যাহারা ভক্তিসিদ্ধান্তের কোন সংবাদই রাখে না, যাহারা ভক্তের বেশে না করিতেছে, এমন অপকর্ম্ম নাই, যাহারা বৈরাগীর বেষ লইয়াও স্ত্রীসঙ্গীগণকে দূষণীয় মনে করিতেছে না, মহাপ্রভুর প্রীতি অর্জ্জন সম্বন্ধে যাহাদের দৃক্‌পাতও নাই, যাহারা সর্ব্বক্ষণ অত্যন্ত প্রাকৃত অপরাধী কৃষ্ণনামে প্রমত্ত হইবার নামে কৃষ্ণভোগ্য বিষয়কে নিজভোগ্য জ্ঞানে গ্রহণ করিতে প্রবৃত্ত, তাহারা কোন কালেও শ্রীভগবান্ ও তাঁহার ধামের কোন সংবাদই রাখিতে পারে না। আমরা পরমভক্ত প্রাজ্ঞ মহোদয়ের সত্যনিষ্ঠা—সত্যের মর্য্যাদা সংরক্ষণে নির্ভীকতা—নিরপেক্ষতা অনেক দিন হইতেই লক্ষ্য করিতেছি। শ্রীভগবান্ গৌরসুন্দর তাঁহাকে ভক্তির দীর্ঘজীবন প্রদান করুন, তিনি সর্ব্বত্র সত্যের জয় ঘোষণা করুন। সত্যেরই জয় হউক, সত্যের প্রচারক-সূত্রে তাঁহারও জয় হউক। আমরা বিমান বাবুকেও প্রাজ্ঞ মহোদয়ের আদর্শ অনুসরণ করিবার জন্য অনুরোধ করিতেছি। আমরা অনেক সময় হয়ত না জানিয়া অসৎ লোকের পরামর্শে [illegible] বলিয়া গ্রহমানে প্রবৃত্ত হই। কিন্তু সাধুর সহিত নিষ্কপটে সত্যালোচনায় প্রবৃত্ত হইলে আমাদের সত্য সম্বন্ধে সকল সংশয় নিরাকৃত হইতে পারে—আমরা সত্যে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারি।

রায়বাহাদুর প্রাজ্ঞ মহোদয় কার্য্যোপলক্ষ্যে বিশেষ ব্যস্ত থাকায় অধিককাল প্রভুপাদপদ্মে অবস্থান করিতে না পারিলেও তিনি শ্রীধাম-প্রদর্শনীর পারমার্থিক বিষয়সমূহ দর্শন ও শ্রবণ করিয়া পরম প্রীত হইয়াছেন। তিনি ভক্তিপূত চিত্তে শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীপাদপদ্মে কুসুমাঞ্জলি প্রদান করিয়া তাঁহার ব্যাসপূজা সম্পূর্ণ করিয়াছেন। প্রভুপাদপদ্মে তাঁহার প্রীতি-পরাকাষ্ঠা সন্দর্শন করিয়া আমরা আনন্দাশ্রু সম্বরণ করিতে পারি নাই। যাঁহারা ভক্তিসিদ্ধান্তবাণীর পূজায় কায়মনোবাক্যে ব্রতী হইতে পারিয়াছেন, এ জগৎ ত কেবল তাঁহারাই ধন্য, তাঁহাদের আদর্শ অনুসরণ করিলেই জগৎ ধন্য হইবে—জগতে সত্যের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ থাকিবে।

সত্যযুগে হিরণ্যকশিপু, হিরণ্যাক্ষ; ত্রেতায়ও রাবণ, কুম্ভকর্ণাদি; দ্বাপরে কংস, জরাসন্ধাদি কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাসক্ত থাকিয়া নিত্য সত্য সনাতন ধর্ম্মের আদর করিতে পারে নাই, এবং তাহারা বিষ্ণু-বৈষ্ণবদ্বেষী হইয়াছে; যুগে যুগে ভগবান্ অবতীর্ণ হইয়া তাহাদিগের নিধন সাধনও করিয়াছেন। এবার কলিতে পরম দয়াল আচার্য্যের আবার কেন সেই বিষ্ণু-বৈষ্ণব-দ্বেষের পুনরভিনয়—আবার কেন তাহার অনুকরণ প্রয়াস? যাহাতে মঙ্গলের লেশমাত্র বর্ত্তমান নাই, এমন পন্থানুসরণ হইতে আমরা সকলকেই বিরত হইবার জন্য অনুরোধ করিতেছি।

শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মে ভক্তি-অর্ঘ্য প্রদানের জন্য [illegible] হইতে শ্রীপাদ অতীন্দ্রিয় ভক্তিসুধাকর প্রভু, নরোত্তম প্রভু প্রভৃতি, কটক হইতে শ্রীপাদ নারায়ণ দাস ভক্তিসুধাকর প্রভু, সদানন্দ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি, চট্টগ্রাম হইতে শ্রীপাদ সুন্দর দাসাধিকারী প্রভু প্রভৃতি, ময়মনসিংহ হইতে শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, কৃষ্ণচন্দ্র নিয়োগী, প্রভৃতি, খুলনা হইতে শ্রীপাদ বিধুভূষণ দাসাধিকারী মহোদয় সপরিবারে, ঢাকা, বরিশাল, আসাম, মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, বর্দ্ধমান, পুরী, বালেশ্বর, মাদ্রাজ, দিল্লী, লক্ষ্ণৌ, এলাহাবাদ, কাশী, বৃন্দাবন, নৈমিষারণ্য, কুরুক্ষেত্র প্রভৃতি ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে বহু ভক্ত আসিয়া শ্রীধামে সমবেত হইয়াছেন।

কুলিয়া হইতে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল জগন্নাথ দাস বাবাজী সার্ব্বভৌম মহারাজের শিষ্য বলিয়া পরিচিত বিশুদ্ধবেষধারী কয়েকমূর্ত্তি বাবাজীও শ্রীব্যাসপূজা-মহোৎসবে যোগদান করিয়া আমাদের আনন্দ বর্দ্ধন করিয়াছেন। সার্ব্বভৌম বাবাজী মহাশয়কে জানেন না এরূপ সাধু গৌড়মণ্ডল ও ব্রজমণ্ডলে নাই। সেই বাবাজী মহাশয়ই এই শ্রীধাম মায়াপুরের প্রধান নির্দ্দেশক। আজ তাঁহাকে অমান্য করিয়া যে সয়তানি চক্রান্ত চারিদিকে চলিতেছে, তাহার পরিণাম যে কি ভয়ঙ্কর, তাহা এখনও লোকের চিন্তার বিষয় হউক। কুলিয়া হইতে আগত বাবাজী মহাশয়গণকে শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবাণীর আদর করিতে দেখিয়া আমরা বড়ই আনন্দ লাভ করিয়াছি।

শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্ম পূজার পর অপরাহ্ণে শ্রীচৈতন্য মঠের নাট্য মন্দিরে এক বিরাট্ সভার অধিবেশন করেন। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল প্রভুপাদ ভক্তমণ্ডলীর মধ্যে উপবিষ্ট হইলে [illegible] হইতে সঙ্গীত কার্য্য আরম্ভ হয়। সর্ব্বপ্রথমে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের গুর্ব্বষ্টক গীত হয়, তৎপরে ভক্তগণ [illegible] শ্লোক বলিয়া প্রণাম করেন—

নম ওঁ বিষ্ণুপাদায় কৃষ্ণপ্রেষ্ঠায় ভূতলে।
শ্রীমতে ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতীতি নামিনে॥
শ্রীবার্ষভানবীদেবীদয়িতায় কৃপাব্ধয়ে।
কৃষ্ণসম্বন্ধবিজ্ঞানদায়িনে প্রভবে নমঃ॥
মাধুর্য্যোজ্জ্বলপ্রেমাঢ্যশ্রীরূপানুগভক্তিদ।
শ্রীগৌরকরুণাশক্তিবিগ্রহায় নমোঽস্তু তে॥
নমস্তে গৌরবাণীশ্রীমূর্ত্তয়ে দীনতারিণে।
রূপানুগবিরুদ্ধাপসিদ্ধান্তধ্বান্তহারিণে॥

অনন্তর কটক-প্রবাসী পরম ভাগবত শ্রীযুক্ত নটবর দাস মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রদত্ত ভক্তি-প্রসূনাঞ্জলি গান করা হয়। তৎপর শ্রীধাম মায়াপুর পরবিদ্যাপীঠের অধ্যাপক-প্রবর পণ্ডিত পঞ্চতীর্থ মহাশয় পরবিদ্যাপীঠের ছাত্র ও অধ্যাপকগণের পক্ষ হইতে দুইটী এবং দাসগণের ভক্তমণ্ডলীর পক্ষ হইতে একটী সংস্কৃত পদ্য অভিভাষণ পাঠ করেন, তৎপর শ্রীল অপ্রাকৃত ভক্তি-সারঙ্গ গোস্বামী প্রভু মহাশয় শ্রীরূপ গৌড়ীয় মঠের পক্ষ হইতে তাঁহার প্রদত্ত একটী অভিভাষণ পাঠ করিলেন। পরে পরবিদ্যাপীঠের উচ্চ ছাত্র শ্রীমান্ ভাগবত কুমার মিশ্র কটক সচ্চিদানন্দ মঠের পক্ষ হইতে প্রদত্ত উচ্ছ্বাস অভিভাষণ পাঠ করেন। তৎপর প্রণবানন্দ ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিরত্ন মহাশয়ের প্রদত্ত বাংলা পদ্য অভিভাষণ পাঠ করেন। অতঃপর পাণ্ডিত্যপ্রবর শ্রীপাদ অনন্ত বাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভু শ্রীপাদ কিশোরী মোহন দাসাধিকারী মহাশয় দত্ত বাংলা পদ্য অভিভাষণ পাঠ করেন। তৎপর শ্রীপাদ [illegible] দাস [illegible] প্রভু পরম ভক্তিমতী মহিলা শ্রীমতী অপর্ণাদেবী প্রদত্ত বাংলাপদ্য অভিভাষণ পাঠ করেন। আসাম হইতে শ্রীপাদ নিমানন্দ [illegible]কারী প্রভু ও অন্যান্য স্থানের ভক্তবৃন্দ যে সকল অভিভাষণ প্রদান করিয়াছেন, তাহা সময়াভাবে আর পাঠ করা হইয়া উঠিল না, অতঃপর শ্রীল প্রভুপাদ বক্তৃতা-মুখে প্রত্যভিভাষণ প্রদান করেন। শ্রীল [illegible]দেব বক্তৃতার সারাংশ পরে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা থাকিল। অতঃপর আরাত্রিক কীর্ত্তনান্তে সুপ্রসিদ্ধ পারমার্থিক সাপ্তাহিক শ্রীগৌড়ীয়-সম্পাদক পণ্ডিতবর শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রভু ছায়াচিত্রে শ্রীল প্রভুপাদের প্রচারিত বিষয়সমূহ দেখাইয়া তাহা সর্ব্বসাধারণের নিকট ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়া দেন। অতঃপর রাত্রি প্রায় ১১ ঘটিকার সময় সভা ভঙ্গ হয়। দিবসে ভোগারাত্রিকের পর হইতে প্রায় রাত্রি ১টা পর্য্যন্ত সহস্র সহস্র যাত্রীকে অকাতরে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছে।

শাস্ত্র-সার-সঙ্কলন

প্রাকৃত বা কনিষ্ঠ ভক্ত

"অর্চায়ামেব হরয়ে যঃ পূজাং শ্রদ্ধয়েহতে।
ন তদ্ভক্তেষু চান্যেষু স ভক্তঃ প্রাকৃতঃ স্মৃতঃ॥

মধ্যম ভক্ত

ঈশ্বরে, তদধীনেষু, বালিশেষু, দ্বিষৎসু চ।
প্রেম, মৈত্রী, কৃপোপেক্ষা যঃ করোতি
স মধ্যমঃ॥

উত্তম ভক্ত

সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ।
ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ॥"

ভক্তের মনই বৃন্দাবন

অন্যের হৃদয় মন, মোর মন বৃন্দাবন,
মনে বনে এক করি জানি।
তাহে তোমার পদদ্বয়, করাহ যদি উদয়,
তবে তোমার পূর্ণ কৃপা মানি।

শ্রীনাম-মহিমা

চেতো দর্পণ-মার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি-
নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকা-বিতরণং বিদ্যাবধূ-
জীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং
পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্ম-স্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণ-
সঙ্কীর্ত্তনম্॥
"নাম্নামকারি বহুধা নিজ সর্ব্বশক্তি-
স্তত্রার্পিতা নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ।
এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্মমাপি
দুর্দ্দৈবমীদৃশমিহাজনি নানুরাগঃ॥
নামরূপে কলিকালে কৃষ্ণ অবতার।
নাম হৈতে হয় সর্ব্ব জগৎ নিস্তার॥
কৃষ্ণমন্ত্র হৈতে হয় সংসার মোচন।
কৃষ্ণনাম হৈতে পাবে কৃষ্ণের চরণ॥
নাম বিনা কলিকালে নাহি আর ধর্ম্ম।
সর্ব্ব-মন্ত্র-সার নাম এই শাস্ত্র মর্ম্ম॥

সার মত কি?

চৈতন্য গোসাঞি যেই কহে সেই মত
সার।
আর যত মত সেই সব ছার খার॥

মহাপ্রভুর উপদেশ-বাণী

হর্ষে প্রভু কহে শুন স্বরূপ-রাম রায়।
নামসঙ্কীর্ত্তন কলৌ পরম উপায়॥
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥
হরেনাম হরেনাম হরেনামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব
গতিরন্যথা॥

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥

কৃষ্ণ-প্রেম প্রাপ্তির উপায়

প্রভুর উপদেশামৃত শুনে যেই জন।
আচরাতে মিলে তার কৃষ্ণপ্রেমধন॥

ভজন-ক্রম

আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গোহথ ভজন-
ক্রিয়া।
ততোহনর্থ-নিবৃত্তিঃ স্যাত্ততো নিষ্ঠা-
রুচিস্ততঃ॥
অথাসক্তিস্ততো ভাবস্ততঃ
প্রেমাভ্যুদঞ্চতি॥

অসাধু কে?

অসৎসঙ্গ ত্যাগ—এই বৈষ্ণব আচার।
স্ত্রীসঙ্গী এক অসাধু কৃষ্ণাভক্ত আর॥

বৈষ্ণব কৃষ্ণৈকশরণ

এত সব ছাড়ি আর বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম
অকিঞ্চন হঞা লয় কৃষ্ণৈকশরণ॥

জ্ঞান বৈরাগ্য ভক্তির অঙ্গ নহে

জ্ঞান বৈরাগ্যাদি ভক্তির কভু নহে অঙ্গ।
অহিংসা যম নিয়মাদি বুলে কৃষ্ণভক্তসঙ্গ॥
ঐশ্বর্য্যাদি মাধুর্য্য প্রভৃতীনদপেক্ষতে।
নাত্র শ্রদ্ধং ন সুকৃতং ভক্তোভোগ্যাদি-
লক্ষণম্॥

ভক্তের প্রার্থনা কি?

ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং কবিতাং বা
জগদীশ কাময়ে।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাদ্ভক্তি-
রহৈতুকী ত্বয়ি॥
নামগানে সদারুচি লয় কৃষ্ণনাম।
বাহ্যে সাধক-দেহে করে শ্রবণ কীর্ত্তন।
কৃষ্ণনাম (রূপ) গুণ লীলা প্রধান স্মরণ॥
মনে নিজ সিদ্ধ দেহ করিয়া ভাবন।
রাত্রি দিনে করে ব্রজে কৃষ্ণের সেবন॥
নিজাভীষ্ট কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ পাছে ত লাগিয়া।
নিরন্তর সেবা করে অন্তর্মনা হঞা॥
অয়ি নন্দতনুজ কিঙ্করং পতিতং মাং
বিষমে ভবাম্বুধৌ
কৃপয়া তব পাদপঙ্কজস্থিতধূলীসদৃশং
বিচিন্তয়॥

অনর্থ-নিবৃত্ত নামনিষ্ঠ ভক্তের কৃষ্ণ-নাম ব্যতীত অন্য নামনামে রুচি হয় না। নিরন্তর [illegible] নামানুষ্ঠান একমাত্র [illegible] [illegible] [illegible] অন্যত্র সাধনে [illegible] স্বভাবতঃ [illegible] ধ্যানপূজাদি কুর্য়ুঃ।" নিরন্তরার্থ একান্তি নামৈকরুচিবিশিষ্ট ব্যক্তির নামভজনাদিক্রিয়াতেই যে ভাব নামক অবস্থা হয়, তাহাই কৃষ্ণপ্রেমের কারণ।

অতঃপর সাধক শ্রীমহাপ্রভুর কথিত "নয়নং গলদশ্রুধারয়া বদনং গদগদরুদ্ধয়া গিরা।
পুলকৈর্নিচিতং বপুঃ কদা তব নাম-গ্রহণে
ভবিষ্যতি॥"

—অবস্থা লাভ করেন। এস্থলে বিবেচ্য এই যে, বর্ত্তমান কালে বৈষ্ণবাভিমানী অনেকেই দশাপরাধকে পরিত্যাগ না করিয়া আদৌ শ্রদ্ধা প্রভৃতি ক্রমকে অবজ্ঞা পূর্ব্বক যে ভজন প্রদর্শন করেন, তাহা শাস্ত্রীয়, অথবা লোক সংগ্রহের জন্য জানিতে হইবে। শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের মাধুর্য্যসারং টীকা দ্রষ্টব্য। উপশাখা-দুষ্ট ভজনাভাসকে তাঁহারা ভক্তি বলিয়া মনে করেন।

কিন্তু যদি বাড়ে সঙ্গে উঠে উপশাখা।
ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধি-কাম অসংখ্য তার লেখা॥
নিষিদ্ধাচার কুটিনাটী জীব-হিংসন।
লাভ পূজা প্রতিষ্ঠাদি উপশাখাগণ॥
সেকজল পাঞা উপশাখা বাড়ি যায়।
স্তব্ধ হঞা মূলশাখা বাড়িতে না পায়

সে জন্য ভাগবতগণের শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভুপাদের উপদেশগুলি সর্ব্বদা স্মরণ করিতে হইবে।

অত্যাহারঃ প্রয়াসশ্চ প্রজল্পো
নিয়মাগ্রহঃ।
জনসঙ্গশ্চ লৌল্যঞ্চ ষড়্ভির্ভক্তির্বিনশ্যতি॥

শুদ্ধ বৈষ্ণব ব্যতীত অন্যলোকে বা অন্য কারণে অশুদ্ধকে শুদ্ধ জ্ঞানে বৈষ্ণবের অন্তর্গত জ্ঞান করিয়া আপনাকে অপরাধী না জানিয়া সমর্থনকারী উহার সঙ্গে করিলে বৈষ্ণবাপরাধ হয়। তৎকালে শ্রীস্বরূপ, রূপ, রঘুনাথ প্রভৃতির অন্য সাধকগণ হইতে সুদূরে অবস্থানের দ্বারা বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ পায়। সে জন্য নিরন্তর ভাগবত (নিজ-স্বার্থ শরীর পোষণাদির জন্য অর্থ সংগ্রহ কল্পে বা যে কোন কারণেই হউক) বৈষ্ণবাপরাধ ও উপশাখার জন্য হইতে সর্ব্বদা নিরপেক্ষ থাকিবেন।

নীলাম ইস্তাহার

জেলা নদীয়া মোকাম কৃষ্ণনগর সবজজ আদালত

নিলামের দিন ৮ই মার্চ, ১৯৩০

(১)

১১০ মাংজারী ২৯, দাবী ৩১৯৬০/৬
ডিঃ শ্রীকানাইলাল সিংহরায় দিং—
সাং সোনাতলা
দেঃ শ্রীজ্ঞানেন্দ্রমোহন ভাদুড়ী দিং
সাং [illegible] শ্রীরামপুর

জেলা নদীয়া কালেক্টরীর ৩২২৯ নং তৌজির মহাল পরগণে উখড়ার অন্তর্গত সবরেঃ কৃষ্ণনগর থানা নবদ্বীপের সামিল [illegible] মহাল্লা মৌজার [illegible] খতিয়ান-ভুক্ত, থানা কৃষ্ণনগরের অধীন [illegible] নং মৌজা উদয়পুর [illegible] খতিয়ানভুক্ত, সবরেঃ ঐ থানা শান্তিপুরের অধীন [illegible] মানিকনগর মৌজার [illegible] খতিয়ানভুক্ত, [illegible] মৌজার [illegible] খতিয়ানভুক্ত, [illegible] মৌজার [illegible] খতিয়ানভুক্ত, [illegible] মৌজার [illegible] পাওয়া ভুক্ত মৌজা [illegible] দেনাদার-গণের [illegible] অংশ মালিক সত্ব দেনাদারগণ স্বত্বান [illegible]। উক্ত সম্পত্তি [illegible] তৌজির মহাল [illegible] বার্ষিক [illegible] পাই টাকা সদর জমা আপনার দেনাদারগণের নামে নদীয়া কালেক্টরীতে লেখা যায়, উক্ত সম্পত্তির মূল্য আঃ ২০০০৲ টাকা।

(২)

৮১ দেওয়ানী ২৯ দাবী ৩০১৬০২১/৯
ডিঃ শ্রীরামরঞ্জন দাস বাগচি দিং
সাং [illegible] স্ট্রিট, কলিকাতা
দেঃ শ্রীনন্দলাল চট্টোপাধ্যায় দিং
সাং [illegible], থানা [illegible], জেং বর্দ্ধমান

জেলা নদীয়া কালেক্টরীর [illegible] নং তৌজির মহাল পরগণে [illegible] অন্তর্গত থানা ও সবরেঃ চাকদহের অধীন মাঝের চরে [illegible] বিঘা জমির [illegible] বিঘা প্রতি বার্ষিক ১০৲ টাকা, মূল্য মাত্র তদুপরিস্থিত ইষ্টক ও ইষ্টক-প্রস্তুতের কারখানাদি আঃ ২৫০০৲ টাকা।

(৩)

১৪৪ দেওয়ানী ২৮ দাবী ১৪৫৫৫৯
ডিঃ শ্রীমণীন্দ্রমোহন সিংহরায় সাং কড়ুই গাছ, থানা তেহট্ট জেলা নদীয়া
দেঃ এমদাদ আমীনদিন বিশ্বাস কড়ুই গাছি, থানা তেহট্ট জেলা নদীয়া
[illegible] তেহট্টর [illegible] তৌজির [illegible] অবস্থে [illegible] খতিয়ান

জুম্‌লা ৩ একর ৯১ শতক জমির রায়তি মোকররী জমা ৯/১। ইহার এক তৃতীয়াংশের মূল্য আঃ ৮০্ টাকা

২। ঐ জেলা ঐ থানা ঐ মৌজায় ২৮৫,২৮৬,২৮৭ খতিয়ানভুক্ত ৩-৮০ একর জমির রায়তি স্থিতিবান জমা ১৯৵১১। টাকা। ইহার এক তৃতীয়াংশের মূল্য আঃ ৭৫্ টাকা

৩। ঐ জেলা ঐ থানা ঐ মৌজায় সেঃ ৭৯৩নং খতিয়ানভুক্ত ১.৪৩ একর জমির মৌকররী জমা ৪৵৮। ইহার এক তৃতীয়াংশের মূল্য আঃ ২৫্ টাকা

৪। ঐ জেলা ঐ থানা ঐ মৌজায় সেঃ ২৮৮০২ খতিয়ানভুক্ত ২০.৯৫ একর জমির রায়তি মোকররী জমা ৫৬৸৵.২॥। ইহার এক তৃতীয়াংশের মূল্য আঃ ২১০্ টাকা

৫। ঐ জেলা ঐ থানা ঐ মৌজায় সেঃ ২৮০০নং খতিয়ানভুক্ত ১৪ একর জমির কাত ৩৮৸৵১১ টাকার ঐ ॥৵.৩ অংশে ২৪৬৸৵৮ পাই জমা ৭ পাই।৵ ॥— অংশে নাম মাত্র উঠবন্দী জমা। তাহার এক তৃতীয়াংশের মূল্য আঃ ১৫০্ টাকা

৬। ঐ জেলা ঐ থানা ঐ মৌজায় সেঃ ২৫১।২৮২।২৮৯।২৮৪ খতিয়ান ভুক্ত ৬-১২ একর জমির রায়তি স্থিতিবান জমা ১৩॥৵ তাহার নয় অংশের এক অংশের মূল্য আঃ ৩৫্ টাকা

৭। ঐ জেলা ঐ থানা ঐ মৌজায় সেঃ ৮৯০ নং খতিয়ানভুক্ত ৭.৫৫ একর জমি জমা ২৫॥৬ ইহার এক তৃতীয়াংশের মূল্য আঃ ১৮৫্ টাকা

(৪)

১১৭নং দেওয়ানী ২৯ দাবী ২৭০২৸৵০

ডিঃ শ্রীমোহনমোহন সরকার দিং সাং নাকাশীপাড়া সেঃ সোয়াদী থানা কোয়ালী

দেঃ শ্রীমাধব মণ্ডল দিং সাং নাকাশীপাড়া থানা দামুরহুদা

১। জেলা নদীয়া থানা দামুরহুদা ১৫২ নং তৌজিভুক্ত পরগণা কিঃ নাকাশীপাড়া গ্রামে মুং নারায়ণমণ্ডলের নামীয় ৭০/২॥ বিঘা ৫০৬১০ টাকার জমা, মূল্য আঃ ৫০০্ টাকা

২। ঐ জেলা ঐ থানা ঐ গ্রামে ঐ নামীয় মোট ৯০ বিঘা ১০॥২৫ টাকার জমা, মূল্য আঃ ৫০্

৩। ঐ জেলা ঐ থানার তপা নাকাশীপাড়া তরফে ভগীরথপুর গ্রামে ঐ নামে মোট ১৵০॥ বিঘা জমির জমা ॥৵২০ মূল্য আঃ ১০্ টাকা

৪। জেলা নদীয়া কালেক্টরীর ১৫২ নং তৌজিভুক্ত পরগণা কিঃ নাকাশীপাড়া গ্রামে ঐ নামে [illegible] জমা ১৪॥০ মূল্য আঃ ১০০্

৫। ঐ জেলা ঐ তৌজি ঐ গ্রামে মুং অক্ষয়দাসের নামীয় ৮ কাঠা জমির জমা ৵১১০ টাকা মূল্য আঃ ৫্

৬। ঐ জেলা ঐ তৌজি ঐ গ্রামে মুং রত্নেশ্বর সরকারের অধীন মোট ২৮ বিঘা জমির জমা ৭্ টাকা, মূল্য আঃ ২০০্

৭। ঐ জেলা ঐ তৌজি ঐ গ্রামে গোকুলচন্দ্র চৌধুরীর অধীন ২ কাঠা জমির জমা ২॥০ মূল্য আঃ ৫্

নীলামের দিন ২২শে মার্চ ১৯৩০

(৫)

৬নং মনিজারী ২৯ দাবী ৩৭৷৬০

ডিঃ শ্রীবিজয় কুমার আঢ্য দিং সাং ৬৮৫০ থানা আলিপুর জেলা ২৪ পরগণা

দেঃ শ্রীমথুরা মোহন পাল দিং সাং ঐ থানা বগুলা ঘাট জেলা নদীয়া

১। জেলা নদীয়া থানা ও সদরেঃ কৃষ্ণনগর কিঃ বাগাছাটি গ্রামে সেঃ ১৯৩০ নং খতিয়ানভুক্ত ১১ শতক জমির চিরস্থায়ী মোকররী জমা ১৩ পাই মূল্য মায় তদুপরির দ্বিতল দালান সাজসরঞ্জাম আঃ ১০০্

২। ঐ জেলা ঐ থানায় ঐ গ্রামে সেঃ ২৬০০নং খতিয়ানভুক্ত ৮ শতক জমির জমা ৶১৩, মূল্য মায় তদুপরিস্থিত দালানঘর সাজসরঞ্জাম আঃ ১০০্

৩। ঐ ঐ এলেকায় ঐ গ্রামে সেঃ ৭৯৭ নং খতিয়ানভুক্ত ৮ শতক নিষ্কর জমির মূল্য মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত আঃ ২৫্

৪। ঐ ঐ এলেকায় ঐ গ্রামে সেঃ ১০৩৮ খতিয়ানভুক্ত ২ শতক ব্রহ্মোত্তর জমার জমিতে দেনাদারগণের ।০ আনা অংশ, মূল্য মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত আঃ ১০্

৫। ঐ ঐ এলেকায় ঐ গ্রামে সেঃ ২০২৭ খতিয়ানভুক্ত মোট ৬ শতক জমির কাত ১৮/১০ টাকার মধ্যস্বত্ব চিরস্থায়ী জোত, ইহাতে দেনাদারগণের ॥০ আনা অংশ মূল্য আঃ ৭৫্ টাকা

৬। ঐ ঐ এলেকায় রায় নগর গ্রামে সেঃ ৬৫নং খতিয়ানভুক্ত ৫৪ শতক জমির দখলিস্বত্ব বিশিষ্ট জমা ১৮/৪ পাই মূল্য মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত আঃ ১০্ টাকা

৭। ঐ ঐ এলেকায় রায় নগর গ্রামে সেঃ ৮২ নং খতিয়ানভুক্ত ১.১৪ একর জমির কাত ২১০ টাকা কোর্ফা জমা মূল্য মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত আঃ ২৫্

৮। ঐ ঐ এলেকায় রায় নগর গ্রামে সেঃ ১২৩নং খতিয়ানভুক্ত ১.৪৫ একর জমির জমা ২৪৯ পাই টাকা মূল্য মায় তদুপরিস্থিত বাগানাদি আকর আওলাত আঃ ২৫্

৯। ঐ ঐ এলেকায় ঐ মৌজায় সেঃ ৩৫২নং খতিয়ানভুক্ত [illegible] শতক জমির কাত [illegible] জমা ৭০ আনা [illegible] মূল্য মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত আঃ ২০্

১০। ঐ ঐ এলেকায় ঐ মৌজায় সেঃ ৯৮৭ নং খতিয়ানভুক্ত ৩.২৯ একর জমির চিরস্থায়ী জমা কমবেশ মতে ৯॥০ টাকা, মূল্য মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত বাগান পুষ্করিণী ইত্যাদি আঃ ৫০০

১১। ঐ ঐ এলেকায় মাটিয়ারি গ্রামে সেঃ ২৭৪ নংখতিয়ানভুক্ত ও অধীন ২৭২।২৭৬।২৭৭নং খতিয়ানভুক্ত ৩.২২ একর জমির মৌরশী মোকররী জমা ৩২৮ পাই মূল্য মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত আঃ ২৫্

১২। ঐ ঐ এলেকায় মাজদিয়াপুলি গ্রামে সেঃ ১৮৯নং খতিয়ানভুক্ত ও অধীন ৬১ শতক ব্রহ্মোত্তর জমির মূল্য মায় আকর আওলাত আঃ ২০্

১৩। ঐ ঐ এলেকায় মৌজে নাগরা গ্রামে সেঃ ১৭৮ নং খতিয়ানভুক্ত ১.০৬ একর নিষ্কর ব্রহ্মোত্তর জমিতে দেনাদারের ॥০ অংশ মূল্য মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত আঃ ৫০্

১৪। ঐ ঐ এলেকায় ঐ মৌজায় ২৫৮০২ খতিয়ানভুক্ত ২৯ শতক নিষ্কর ব্রহ্মোত্তর জমিতে দেনাদারের ॥০ আনা অংশ মূল্য মায় তদুপরিস্থিত বাগান, পুকুর আঃ ১০০্

১৫। ঐ ঐ এলেকায় মৌজে রাণাঘাট গ্রামে সেঃ ২২৫২ নং খতিয়ানভুক্ত ১৪ শতক জমির জমা ৵৬ পাই টাকা মূল্য মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত আঃ ২৫্ টাকা

(৬)

১১৪ মনিজারী ২৯ দাবী ২০৬৮৵

ডিঃ শ্রীঅমরনাথ সাহা এণ্ড কোং [illegible] মোং ৩নং নীলমণি মিত্রের রোড, থানা নিউপুর জেলা ২৪পরগণা

দেঃ শ্রীউপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সাং রামনগর থানা হাঁসখালি জেঃ নদীয়া

১। জেলা নদীয়া থানা ও সদরেঃ রাণাঘাটের অধীন ১৫২নং রাণাঘাট গ্রামে ১৩৬০নং খতিয়ানভুক্ত ১৬ শতক জমির খাজনা ৪্ টাকা। মূল্য মায় তদুপরিস্থিত পাকা ইমারত ও কুঠরী সমেত সাজসরঞ্জাম আকর ও তদুপরি বসতবাটী আঃ ২৫০্

২। জেলা নদীয়া সদরেঃ কৃষ্ণনগর থানা হাঁসখালির অধীন মৌজে রামনগর কুমারীপাড়া গ্রামে ১০৬১।১০৪৯।১০৫০ খতিয়ানভুক্ত ৮২ একর জমিতে দেনাদারের ৮০ পাই অংশের সমেত আকর আওলাত আঃ ৫০্ টাকা

৩। ঐ জেলা ঐ থানা ঐ মৌজে ঐ [illegible] ১০৩৮, ১৩৩১ [illegible] ২০, ৪৪০ [illegible] ৪০৬—৫০৬, ৩২৮, ৩৭৭, ৫০০নং খতিয়ান [illegible] জুম্‌লা মোট ৪৫ একর ৫০ শতক জমির মধ্যে দেনাদারের ৩৮ অংশে ৭০২৬ একর জমির মূল্য মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত আঃ ২৫০্ টাকা

৪। ঐ জেলা ঐ থানা ঐ গ্রামে সেঃ [illegible] খতিয়ানে ৮০ [illegible] জমার ২৬ পাই জমির ৩০ পাই অংশের মূল্য মায় আকর আওলাত আঃ ২৫্ টাকা

৫। ঐ এলেকায় ঐ গ্রামে সেঃ ৪২৩ ও অধীন ৫৫৮—৬৮০নং খতিয়ানভুক্ত ও ১০৫৩নং [illegible] ১০৩৬ ১০৩৬নং খতিয়ানভুক্ত [illegible] জমার ২১-২৬ একর জমির ১০ আনা অংশে মূল্য মায় আকর আওলাত আঃ ১০০্

(৭)

১৮নং মনিজারী ২৯ দাবী ২৮২৵৩

ডিঃ শ্রীমতী শোভনা সুন্দরী দাসী সাং [illegible] জেলা মুর্শিদাবাদ

দেঃ শ্রীনারায়ণ চন্দ্র দাস—সাং পাঁচ [illegible] থানা চাপড়া জেলা নদীয়া

১। জেলা নদীয়া সদরেঃ মেহেরপুর, থানা চাপড়া, পরগণে পলাশী ৬০২ তৌজি পাঁচবেড়ে, অনন্তপুর গ্রামে ২০৬৫ একর নিষ্কর জমির খতিয়ান নং ৬১৫।৬৬১। ৬৬২।৬৬৬, ইহাতে ২নং দেনাদারের এক-পঞ্চমাংশ, মূল্য আঃ ২৫্ টাকা

২। ঐ জেলা ঐ সদরেঃ ঐ থানার ঐ পরগণে ৬০২নং তৌজি মধ্যে মৌজে গোবিন্দপুর গ্রামে পত্তনি হক ১০ আনা অংশে ৪৩৩৵॥০ টাকা খাজনা সেঃ ১২ নং ৩০ [illegible] মূল্য আঃ ২৫্ টাকা যাহাতে ২নং দেনাদারের এক সপ্তমাংশ।

৩। ঐ জেলা ঐ সদরেঃ ঐ থানার ঐ পরগণে ৬০২নং তৌজির মহাল ৪০নং মৌজে পালঙ্গীপাড়া গ্রামের জমিদার শ্রীবঙ্কিম্বিহারী পালচৌধুরী দিগের সেরেস্তায় ৩০১০ টাকা জমার এক জোত স্থিতিবান জোত সেঃ ২৫০২ খতিয়ানে আমান ও আউস জমির পরিমাণ ১১০১৬ একর। ২নং দেনাদারের এক সপ্তমাংশ, মূল্য আঃ ২৫্ টাকা।

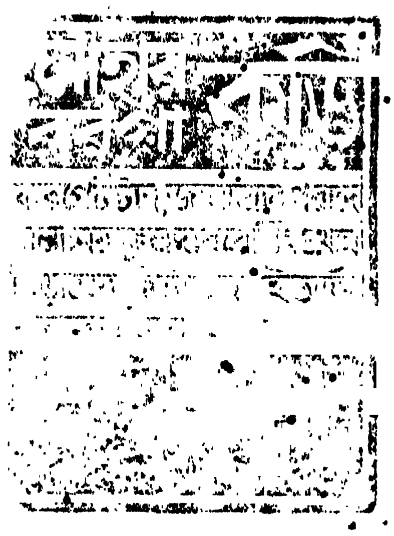

নানা কথা

শ্রীধাম মায়াপুর নবদ্বীপ প্রদর্শনী সরোজ নলিনী দত্ত নারীমঙ্গল-সমিতি।

গত রবিবারে শ্রীধাম মায়াপুর নবদ্বীপ প্রদর্শনীতে সরোজ নলিনী দত্ত নারীমঙ্গল-সমিতির প্রচারক পণ্ডিত [illegible] কামাখ্যাচরণ শাস্ত্রী মহোদয় ছায়া-চিত্র-সহযোগে [illegible] সম্বন্ধে একটী হৃদয়-গ্রাহী বক্তৃতা দেন। তিনি [illegible] দেশের এই অর্থ-নৈতিক দুর্দ্দিনে নারীদের বসিয়া [illegible] না। স্ত্রীপুরুষে একত্র কাজ না করিলে [illegible] 'হারাকারি' বলে, [illegible] অর্থ-নৈতিক সংগ্রামে আজ বাঙ্গালী পরাজিত [illegible] আজ পরের হাতে। রাজপুত যখন মোগলদিগের [illegible] অস্ত্রহীন, তখন রাজপুত রমণীরাই স্বীয় কেশদাম [illegible] কাটিয়া ধনুকের ছিলা তৈয়ারী করিয়াছিল। [illegible] স্ত্রীলোকের তাহা অপেক্ষা বেশী ত্যাগের [illegible]।

[illegible] নিজেরা রোজগার করিতে পারেন, চরকা, [illegible] শিল্প, বাগানের কাজ প্রভৃতির উন্নতি করা তাঁহা-[illegible]।

কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্প

কৃষ্ণনগরের মৃৎ শিল্প জগদ্বিখ্যাত। প্রদর্শনীতে এস, সি ও [illegible] সি পাল [illegible] মাটির তৈয়ারী ফল দেখিয়া গাছের [illegible] বলিয়াই ভ্রম হয়। এমন সুন্দর জিনিষ আর কোথাও [illegible] যায় না [illegible] হয় না।

মুর্শিদাবাদ সিল্ক ষ্টোর্সের ষ্টলে

গরদ ছাপা শাড়ী ও থান, গরদ এম্ব্রয়ডারি শাড়ী, [illegible] পাড় শাড়ী ও ধুতি, মুর্শিদাবাদী চাদর, ক্যালিকো [illegible] শাড়ী, বেনারসী শাড়ী, মারাঠী শাড়ী ও অন্যান্য বহুবিধ [illegible] দেখিতে পাওয়া যায়। কলিকাতা [illegible] মার্কেটে [illegible]। প্রদর্শনীতে ইঁহাদের একটী দর্শনীয় স্থান। এই কোম্পানী ভারতের মধ্যে [illegible]।

শ্রীযুক্ত সুরেশ বাবুর সৌজন্য

[illegible] সাধারণের বিশেষ অনুরোধে বঙ্গীয় হিতসাধন [illegible] একান্ত শ্রীযুক্ত বাবু সুরেশ চন্দ্র বাগচী মহো-[illegible] তারিখে ছায়া-চিত্র সাহায্যে একটি অতিরিক্ত [illegible] দিয়াছেন। তাঁহার বহু মূল্য সময় ব্যয় করিয়া তিনি [illegible] এই বক্তৃতাটী দেওয়ায় দর্শকগণ তাঁহার [illegible]। প্রদর্শনীর কর্তৃপক্ষও তাঁহার অযাচিত [illegible] জন্য ধন্যবাদ দিয়াছেন।

স্পেন দেশে অশান্তি

স্পেন দেশে [illegible] বিরাজ করিতেছে। স্পেনের [illegible] ক্ষমতা চালাইতেছে এবং [illegible] চলিতেছে। এই [illegible] নূতন ডিক্টেটর [illegible] করিতে পারিতেছেন না। একমাত্র [illegible] করিতে পারিতেছেন।

মৃত্যু

লর্ড [illegible] ক্যামিস্ক ডাক্তার লেফ্টেনান্ট কর্ণেল এস, পি, [illegible] ৭৩ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিলেন।

চুরি

[illegible] আত্মীয়ের কন্যার বিবাহ উপলক্ষে, সাত সহস্র টাকা মূল্যের শাড়ী দুইটি পাঠাইবার জন্য একটি সুট কেসে রাখা হইয়াছিল। শাড়ী ও সুট কেশ চুরি গিয়াছে [illegible] সাহেবের সেখ [illegible] নামক এক চাকরকে সন্দেহ বশে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

দায়ে খালাস

[illegible] উল্লা ও ইসমাইল নামক দুই ব্যক্তি [illegible] নামক অপর এক ব্যক্তিকে জাহাজ হইতে সমুদ্র গর্ভে ফেলিয়া দেওয়ার অভিযোগে কলিকাতার প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে অভিযুক্ত হয়। [illegible] অজ্ঞান অবস্থায় [illegible] পাওয়া যায়। সে আসামীদের নামে অভিযোগ করে। মোকদ্দমার দিন ফরিয়াদিকে আদালতে পাওয়া না যাওয়ায় বিচারক আসামীদ্বয়কে খালাস দিয়াছেন।

টাকার মূল্য

ফেডারেশন অব্ ইণ্ডিয়ান চেম্বার অব্ কমার্স এর [illegible] স্যার [illegible] ঠাকুর বলেন যে গবর্ণমেণ্টের টাকার মূল্য এক শিলিং ছয় পেন্স রাখিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন এবং গবর্ণমেণ্টের সে সাধ্য আছে। ভারতের আর্থিক অবস্থা এখন খুব ভাল। স্যার পুরুষোত্তম দাস ঠাকুর দাস বলেন যে টাকার এইরূপ উচ্চ মূল্য ধার্য্য করায় ভারতের বাণিজ্যের ক্ষতি হইতেছে।

[illegible] বলেন যে পৃথিবীর সর্ব্বত্রই বাণিজ্যের অবস্থা খারাপ সেই জন্যই ভারতও ক্ষতিগ্রস্ত।

এসেম্বলি সমস্যা

ভারতীয় ব্যবস্থা-পরিষৎ মন্দিরে পুলিশ থাকিতে দেওয়া হইবে কিনা, সে সম্বন্ধে মিঃ প্যাটেলের সহিত বড়লাট ও হোম মেম্বরের কথা বার্ত্তা শেষ হইয়াছে। প্রেসিডেণ্ট প্যাটেল হোম মেম্বরের বর্ণনা অসম্পূর্ণ ও ভুল বলিয়াছিলেন। সে জন্য তিনি ক্ষমা প্রার্থনা করিবেন না।

সীমান্ত-সংবাদ

ভারতের আফগান সীমান্তে শান্তি স্থাপিত হইয়াছে; সেখানে তরবারি ভাঙ্গিয়া লাঙ্গল তৈয়ারির সময় আসিয়াছে। গত বৎসরের রিপোর্ট পড়িয়া অবস্থা ভাল বোধ হয়।

রাস্তার উন্নতি

সিমলাতে এসেম্বলির বৈঠকে রাস্তার উন্নতি-সাধন সম্পর্কীয় যে বিতর্ক আরম্ভ হইয়াছিল, বর্ত্তমানে দিল্লীর বৈঠকে সেই বিতর্ক আরম্ভ হইয়াছিল। মিঃ [illegible] সংশোধনী প্রস্তাব বিনা আপত্তিতে গৃহীত হইয়াছে।

মিঃ [illegible] বলেন যে, গবর্ণমেণ্ট কেবলমাত্র সামরিক [illegible] জন্য রাস্তার ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন করিতেছেন। গবর্ণমেণ্টের শিল্প দপ্তরের ভূপেন্দ্রনাথ মিত্র সরকার পক্ষ হইতে এই কথার প্রতিবাদ করিয়া বলেন গবর্ণমেণ্টের কোন খারাপ মতলব নাই।

দীর্ঘায়ু

১৮১৫ খৃষ্টাব্দে [illegible] যুদ্ধ হয়। এক জন অষ্টাদশ বর্ষ বয়স্ক বালক ঐ যুদ্ধে যোগদান করিয়াছিল। সে যখন ৬০ বৎসর বয়স্ক বৃদ্ধ, তখন সে এক যুবতীকে বিবাহ করে। সেই স্ত্রী এখন বিধবা। গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে পেন সেন দিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন।

রাজপুত্র

ভারত-সম্রাটের পুত্র প্রিন্স অব্ ওয়েল্‌স্ আফ্রিকার কেনিয়া উপনিবেশের রাজধানী, মোম্বাসায় পৌঁছিয়াছেন। তিনি কোনরূপ ধুমধাম না করিয়া, সাধারণ ভদ্রলোকের ন্যায় গবর্ণরের বাটীতে যান। এইবার তিনি মৃগয়ায় বহির্গত হইবেন।

মুক্তি

[illegible] ভূষণ দাস নামক এক ব্যক্তি একটী রাজনৈতিক ডাকাতির অভিযোগে পাঁচ বৎসর কারাদণ্ডের আদেশ পায়। সে আর কোন গোলযোগ করিবে না বলিয়া মুচলেকা দেওয়ায় মুক্ত হইয়াছে। তাহাকে আরও তিন বৎসর দেশে থাকিতে হইবে।

সুন্নি শিয়া বিবাদ

শিয়া ও সুন্নিদিগের মধ্যে [illegible] নামক উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের নিকটবর্ত্তী স্থানে বিবাদ [illegible] চলিতেছে গত বৎসর সুন্নিরা শিয়াদিগকে দেশ হইতে তাড়াইয়া দিয়াছিল। কতক শিয়া তাহাদের পূর্ব্ব স্থানে ফিরিয়া যাইতে চাহে। কর্তৃপক্ষ সে বন্দোবস্ত করিয়া দেন।

রাজ বৈঠক

আগামী ২৫শে ফেব্রুয়ারি তারিখে চেম্বার অব্ প্রিন্সেসের সভার অধিবেশন হইবে। এই সভা প্রকাশ্য ভাবেই বসিবে। এই অধিবেশনে বাটলার রিপোর্ট ও সাইমন রিপোর্টের সম্বন্ধে আলোচনা হইবে বলিয়া ভারতীয় রাজন্যবর্গের মহলে খুব সাড়া পড়িয়া গিয়াছে।

সিংহল সংবাদ

সিংহলে জুয়াখেলা এবং বালক ক্রীতদাস ব্যবসায়ের প্রচলন অত্যন্ত বেশী। মোল্লাগণ এই সমস্ত কুপ্রথা নিবারণের জন্য সরকার বাহাদুরের নিকট আবেদন করিবার যোগাড় করিতেছেন।

বাণিজ্যে সাহায্য

বিলাতের গবর্ণমেণ্ট স্থির করিয়াছেন যে, বিলাতে [illegible] পণ্যের দ্রব্যের কাটতি যাহাতে বেশী হয়, তাহার জন্য গবর্ণমেণ্ট কয়েক বৎসর তিন হাজার পাউণ্ড করিয়া [illegible] সাহায্য করিবেন।

বোমার মামলা

আলিপুরে একটা বড় বোমার মামলা চলিতেছে। তাহার জন্য একটী বিশেষ আদালত সৃষ্ট করিতে হইয়াছে। [illegible] বসু নামক একজন আসামী স্বীকারোক্তি করায় আদালত হইতে তাহাকে সম্পূর্ণরূপে দায়মুক্ত করা হইয়াছে।

শ্রীচৈতন্যমঠের গ্রন্থাবলী

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বিরচিত

ভক্তি গ্রন্থাবলী।

উৎকৃষ্ট কাগজে বিলাতী ধরণে বাঁধাই, চিত্রালঙ্কৃত। চতুর্থ সংস্করণ। বিস্তৃতবিষয় সূচীসহ

জৈবধর্ম

বাঁধাই ২৲ দুই টাকা

প্রকাশিত হইয়াছে

সনাতন ধর্মশাস্ত্র বেদ, বেদান্ত, উপনিষৎ গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত, দর্শন, পুরাণ, তন্ত্রাদি সকল গ্রন্থ পাঠ করিবার অবসর অতি অল্প মানবেরই ঘটিয়া থাকে। অনেকের যোগ্যতা না থাকায় সেই সমস্ত গ্রন্থের মর্ম অবগত হইতে পারেন না। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বাঙ্গালীর এই অসুবিধা দূরীভূত করিবার জন্য এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

বিদ্যালয়ের ছাত্র বা শিক্ষকগণের বিশেষ পাঠ্য, এই হেতু শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টার বাহাদুর উহা সমস্ত বিদ্যালয়ের জন্য অনুমোদন করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

প্রথম খণ্ড ভিক্ষা ১৲ এক টাকা

যুক্তিপূর্ণ শাস্ত্রবাক্য দ্বারা প্রত্যেক মানবের নিত্য কর্ত্তব্য ও অনিত্য সাময়িক কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। গ্রন্থের প্রতি উক্তি সনাতন শাস্ত্রবাক্য দ্বারা সমর্থিত ও প্রমাণিত হইয়াছে। দেহের, মনের ও আত্মার ধর্ম কি? স্বদেশ, সমাজ, নীতি, ধর্ম কি? ইত্যাদি বিষয় ক্রমানুসারে এমন সুন্দরভাবে যুক্তিসহকারে আলোচিত হইয়াছে যে, প্রথম পংক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত পাঠ না করিয়া নিবৃত্ত হওয়া যায় না।

শ্রীনবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ভিক্ষা ৵০

ঐ প্রমাণ খণ্ড ভিক্ষা ৵০

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিহার ও লীলাভূমি নয়টী দ্বীপ-সমন্বিত। এই নয় দ্বীপের প্রাচীন বিবরণ—প্রত্যেক দ্বীপে শ্রীমহাপ্রভুর লীলা—প্রত্যেক দ্বীপের পরিচয়, শ্রীধাম-মাহাত্ম্য—নামাপরাধ কি? ইত্যাদি বিষয় বিশেষভাবে মনোহর ছন্দে বর্ণিত। পকেট সাইজ প্রায় ১৬০ পৃষ্ঠা।

শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ

উজ্জ্বল ব্রোঞ্জ-ব্লু কালীতে উত্তম কাগজে ছাপা—শ্রীনবদ্বীপধাম দর্শনেচ্ছুক দর্শনকারীর কি প্রকার ভাবের উচ্ছ্বাস হয়, তাহা এই গ্রন্থে বর্ণিত। অতি চমৎকার। ভিক্ষা চারি আনা।

[illegible]

।৵০ দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভু উপদেশচ্ছলে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিচার অতি সুন্দরভাবে বিবৃত হইয়াছে। টীকা ছাড়া শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর উপদিষ্ট শিক্ষা ও উপদেশ বিশদভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-জগতে অভিনব গ্রন্থ !!

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতি-গ্রন্থাবলী :—

শরণাগতি

পকেট সাইজ
অষ্টম সংস্করণ
ভিক্ষা ৵০ আনা

দেহ ও মনের চেষ্টা আনুকূল্য লইয়া—জীব যখন জীব বুঝিতে পারে, তখন একমাত্র নিত্যানন্দ শ্রীভগবানের প্রতি তাহার কোন জাতীয় আবেগময়ী প্রার্থনা হয় এবং শ্রীভগবানে সর্বান্তঃকরণে নিষ্কপটে কি প্রকারে শরণাপন্ন হইতে হয়, ইত্যাদি বিষয়ক প্রাণস্পর্শী প্রার্থনা ও আত্মসমর্পণমূলক গান। দ্বাদশ সংস্করণও প্রকাশিত হইয়াছে।

ভিক্ষা প্রতি খণ্ড ⁄০ এক আনা

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা—৵০, নবদ্বীপশতক—⁄০

অর্থপঞ্চক—⁄০

কল্যাণকল্পতরু

পকেট সাইজ
পঞ্চম সংস্করণ
ভিক্ষা ৵১০

আমরা অত্যন্ত নূতন অভাব ও কামনার বশবর্ত্তী হইয়া পুনঃপুনঃ অকল্যাণকে কল্যাণ বলিয়া গ্রহণ করি এবং তাহার নিকট কল্যাণ কামনা করি। তিনি যে নিত্য বা যথার্থ কল্যাণ প্রদানে অসমর্থ এবং কোন বস্তু আমাদের নিত্য কল্যাণদাতা এবং কি ভাবে আমরা সেই কল্যাণলাভে সমর্থ হইব, এই সকল কথা সরল গানে লিখিত। এই গ্রন্থ বাস্তবিকই কল্যাণের কল্পতরু; ইনি প্রত্যেককে নিত্যকল্যাণ প্রদানে[illegible]

শ্রীল চক্রবর্ত্তি-ঠাকুরের টীকা সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠাকুর কৃত টীকা ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কৃত অনুবাদ। টীকাকারের জীবনী, শ্লোক-সূচি, বিষয়সূচি সহিত এবং প্রয়োজনীয় বিষয় সংবলিত প্রায় ৪২৫ পৃষ্ঠা। উৎকৃষ্ট সঙ্কে বাঁধাই ২৲ দুই টাকা, কাগজে বাঁধা ১॥০

শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ কৃত ভাষ্য সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

কাগজ ও ছাপা উৎকৃষ্ট। সিল্কে বাঁধাই, সোণার জলে নাম লেখা রাজসংস্করণ ২৲ টাকা, সাধারণ সংস্করণ ১॥০, গৌড়ীয়ের গ্রাহকপক্ষে ১।০

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি (সাম্প্রদায়িক কোষগ্রন্থ)

বিষয়:—১। ভক্তিশাস্ত্রে ব্যবহৃত শব্দাবলীর অর্থ, ২। চারি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের চরিত্র, ৩। বিষ্ণু-বৈষ্ণবসম্পর্কিত শ্রীমন্দির ও শ্রীবিগ্রহের বিবরণ, ৪। বৈষ্ণবগ্রন্থ ও প্রবন্ধ-সমূহের তাৎপর্য্য ও বিবরণ, ৬। বিষয় বিশেষের লৌকিক ও শাস্ত্রীয় আকরমূলে যাবতীয় তথ্য। চারিখণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ১ম খণ্ড ৸৹০, ২য় খণ্ড ৸৹০, ৩য় খণ্ড ৸০, ৪র্থ খণ্ড ॥৵০. চারিখণ্ড একত্রে ৩৲ (৫ম খণ্ড যন্ত্রস্থ)।

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ—১ম খণ্ড ১৲ এক টাকা

২য় খণ্ড ১৲ এক টাকা—শ্রীমদ্ভাগবতের গ্রাহক ও গৌড়ীয় গ্রাহকগণ ১৷০ টাকায় দুইখণ্ড পাইবেন। বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমজ্জীব গোস্বামিপাদের রচিত গ্রন্থ। ছয়টি ষট্সন্দর্ভের অধিক প্রয়োজনীয় অংশ। প্রতি খণ্ড ডবল ক্রাউন ৮ পেজি ৬৪ পৃষ্ঠা আকারে মুদ্রিত হইতেছে।

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য সঙ্কলিত

সদাচারস্মৃতিঃ

ভিক্ষা ⁄০ মাত্র

গৌড়ীয়

রেজেষ্টারীকৃত

মদন মঞ্জরী

বটিকায় স্বপ্ন ও ধাতুবিকার, ইন্দ্রিয়শক্তির হ্রাস, প্রস্রাবে শুক্রপাত, অজীর্ণ, মাথাঘোরা, বুক ধড় ফড়ানি, অনিদ্রা প্রভৃতি লক্ষণ সত্বর নিশ্চয় আরোগ্য হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ৩০ বটী ১৲ এক টাকা।

“নপুংসকত্বারি ঘৃত”

পুরুষত্বহানি রোগে বাহ্যপ্রয়োগ দ্বারা আরোগ্য করিয়া শক্তিসম্পন্ন করে। মূল্য ২ তোলা ১৲ টাকা।

“রমণবিলাসিনী বটিকা”

বীর্য্যধারণ করত রমণশক্তি স্থায়ী ও বৃদ্ধি করিতে অত্যাশ্চর্য্য। মূল্য ১৬ বটী ১৲ এক টাকা।

রাজবৈদ্য নারায়ণজী, কেশবজী

১৭৭নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

বিজ্ঞাপন

সাবধান! সাবধান!! সাবধান!!!

জে, বি, দত্তের ঢাকা শিশি বাদাম তৈল

স্বাদ ও অকৃত্রিম এবং উপকারিতায় সর্বজন পরিচিত ও বহু প্রশংসিত।

আমরা সর্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী J. B. Datta & Co. নাম খোদা দেখিয়া খরিদ করিবেন। নতুবা জুয়াচোরগণ কমদরের কৃত্রিম তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে।

বিনীত—জে, বি, দত্ত

ফেরার্স কুইনিন

নূতন এবং পুরাতন ম্যালেরিয়ার যম

ইহাতে উপযুক্ত মাত্রা। আইরন, হাইড্রোক্লোরেট কুইনিন, আর্সেনিক এবং ট্রাইক্নিন আছে।

এই [illegible] দ্বারা ইঞ্জেকসন [illegible] একটী বা দুইটী ইঞ্জেকসনেই সকলপ্রকার [illegible] ম্যালেরিয়া জ্বর বন্ধ করে এবং জ্বর হইতে [illegible] উপসর্গ নষ্ট [illegible]

ও এম্পুলপূর্ণ [illegible] বাক্স—মূল্য ২৲ [illegible]

[illegible]

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (প্রাচীন নবদ্বীপ) নদীয়া

পর বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

এখানে আহার এবং বাসস্থান দিয়া শিক্ষার্থিগণকে বিভিন্ন শিক্ষণীয় বিষয় শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। অনেক ছাত্র ইতোমধ্যেই আসিয়া পাঠ আরম্ভ করিয়াছেন। বর্ত্তমান বর্ষে সকল ছাত্রই গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

প্রধান অধ্যাপক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রচন্দ্র কাব্য-ব্যাকরণ-সাংখ্য-বেদান্ত-ষড়দর্শন-তীর্থ, সাংখ্যভূষণ, বেদান্তরত্ন, সাহিত্যশাস্ত্রী, সুদর্শনবাচস্পতি।

অধ্যাপক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গৌরদাস ব্রহ্মচারী ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীধাম মায়াপুর পরবিদ্যাপীঠ, (নদীয়া)

বেদনাঞ্জন শ্রেষ্ঠরত্ন

কলিকাতা কংগ্রেস একজিবিসন হইতে বহু প্রশংসা প্রাপ্ত ও বহু গণ্যমান্য ভদ্রমহোদয়গণ কর্ত্তৃক প্রশংসিত।

আজকাল বাজার-চলন মিশ্রিত ও বিষাক্ত আহার্য্য সেবনে শরীরের রক্ত অত্যন্ত দোষিত হইয়া পড়িতেছে। রক্তই মানবদেহের শ্রেষ্ঠ উপাদান, এই রক্ত দোষিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মানব বাত, বেদনা, মাথাধরা, মাথাঘোরা, দৃষ্টিশক্তির হ্রাস, দাঁতের গোড়া ফুলা, দাঁত কনকনানি, দাঁতে পোকা এবং পাঁচড়া, চুলকানি প্রভৃতি কষ্টদায়ক চর্ম্মরোগে আক্রান্ত হইতেছে। যদি আপনি একেবারে ব্যাধিমুক্ত হইতে চান, তাহা হইলে অযথা পয়সার অপব্যয় না করিয়া অল্প ব্যয়ে এক শিশি বেদনাঞ্জন ক্রয় করিয়া ইহার আরোগ্যকারী-শক্তি উপলব্ধি করুন। গুণের তুলনায় মূল্য অতি সামান্য, এক শিশি ।৵০ আনা মাত্র মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান—এ, সি, চাটার্জ্জী এণ্ড ব্রাদার্স।

৪৫নং ইলকাটি লেন, সালিকা হাওড়া।

সকল মণিহারী দোকানে ও বড় বড় ডাক্তারখানায় পাওয়া যায়।

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

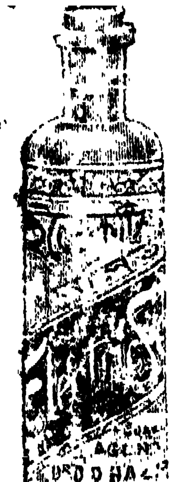

যদিও অদ্যাপি প্রকৃত মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য, তথাপি যাঁহারা নানাবিধ অনৈসর্গিক উপায়ে অপরিমিত শক্তি নষ্ট করিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন এবং নানা প্রকার মেহ, প্রমেহ ধাতুদৌর্ব্বল্য, স্নায়বিক দুর্ব্বলতা, বহুমূত্র, দুঃস্বপ্ন, পারদ-সংক্রান্ত পীড়া, অর্শ এবং স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে বাধক, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, সূতিকা, শ্বেত ও রক্তপ্রদর, হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি রোগে ভুগিয়া জীবনে নিরাশ হইয়াছেন, তাঁহারা আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটান সাহেবের আবিষ্কৃত ইলেক্ট্রিক সলিউসন ব্যবহার করিয়া বাঁচিতে পারেন, তাহার শত সহস্র প্রমাণ প্রতি বৎসরেই পাওয়া যাইতেছে। যাঁহারা অন্যান্য বহুবিধ ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরোগ্য হইতে পারেন নাই, তাঁহারা একবার এই ঔষধটী ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক মাসের ব্যবহারোপযোগী এক শিশি ঔষধ ডাকমাশুল সহ ১।০ টাকা মাত্র।

সোল এজেণ্ট—ডাঃ ডি, ডি, হাজরা।

[illegible], গার্ডেনারি রোড, কলিকাতা।

ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

অধ্যক্ষ

শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম.এ. এফ.সি.এস. (লণ্ডন)

ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক

(প্রফেসার)

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ বিশুদ্ধ ও শাস্ত্রমতে নিজ তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হয়। পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ক্যাটালগ পাঠান হয়। রোগের বিবরণ জানাইলে যত্নপূর্ব্বক ব্যবস্থা দেওয়া হয়। চিঠি পত্রাদি সম্পূর্ণরূপে গোপন রাখা হয়।

মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দূর)

(বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৪৲ টাকা

উৎকৃষ্ট স্বর্ণ, পারদ ও আমলাসার গন্ধক দ্বারা যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। নিত্য প্রয়োজনীয় সর্ব্বরোগনাশক মহৌষধ।

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৩৲ টাকা

উৎকৃষ্ট কাশীর আমলকী, বংশলোচন প্রভৃতি যাবতীয় উপাদানে পূর্ণ মাত্রায় যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। কাশ, কাস, সর্দ্দি, যক্ষ্মা, স্বরভঙ্গ, হৃদরোগ প্রভৃতি রোগের মহৌষধ। সকলপ্রকার দুর্ব্বলতা নাশক অতিশয় পুষ্টিকর মহৌষধ বা খাদ্য বিশেষ।

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬৲ টাকা

ইহা সেবনে ধাতুদৌর্ব্বল্য, শুক্রতারল্য, স্বপ্নদোষ, প্রমেহ ও ধ্বজভঙ্গ সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায়। ইহা অপরিসীম আনন্দদায়ক রসায়ন।

অবলাবান্ধব যোগ

প্রদর, বাধক প্রভৃতি জরায়ুদোষ ও স্ত্রীজননেন্দ্রিয়গত দুরারোগ্য রোগের মহৌষধ।

মূল্য—১৬ মাত্রা ২৲ টাকা। ৫০ মাত্রা ৫৲ টাকা মাত্র

বিশুদ্ধ জল! ভয় নাই বিশুদ্ধ জল!!

লক্ষ্মী টিউব-ওয়েল কোং

২০৫নং নবাবপুর, ঢাকা

বর্ত্তমান-যুগের নব আবিষ্কৃত যন্ত্রপাতি দ্বারা উন্নত বৈজ্ঞানিক-খনন-প্রণালীতে নলকূপ (Tube-well) নির্ম্মাণ করা হয়। নওয়াব বাহাদুর, প্রাইভেট সেক্রেটারী, জিলা-ম্যাজিষ্ট্রেট, জিলাবোর্ডের চেয়ারম্যান, ইঞ্জিনিয়ার, জমিদার, তালুকদার প্রভৃতি সম্রান্ত ভদ্রমহোদয়গণ এই কোম্পানীর কাজের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। রাসায়নিক পরীক্ষায় জল বিশুদ্ধ না হইলে মূল্য গৃহীত হয় না। বিস্তৃত বিবরণের জন্য পত্র লিখুন

বিজ্ঞাপিত কেন?

সাধারণের হিতার্থে, মানবের কষ্ট না হইতে পারে তাহার পন্থা ইত্যাদি সম্বলিত "[illegible]" গ্রন্থখানি যিনি পাঠ করেন নাই, তিনি আবেদন করিলেই বিনামূল্যে প্রাপ্ত হইবেন। উহা পাঠে উপকৃত হইয়া ৭৫০০০ হাজার লোক কৃতজ্ঞ হইয়াছেন। প্রায় ৫০ বৎসরের পরীক্ষিত, শুক্রতারল্য, স্বপ্নদোষ ইত্যাদির যম "[illegible]-বটিকা" প্রতি কৌটার মূল্য ১৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান—[illegible], ২১৪ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা।

মনোমোহন প্রেস

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা,

পূর্ব্ব-বাঙ্গালায় সুলভে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত বৈদ্যুতিক মেশিনে দিবারাত্র কাজ চলিতেছে বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা।

শ্রীমায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে—শ্রীকৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

স্থানীয় সংস্করণ. Registered No. C 1544.

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চ ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩॥০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৴৫

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহ
ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র।

৪র্থ খণ্ড। সম্পাদক—প্রত্নবিদ্যালঙ্কার শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী [১৯৫ সংখ্যা।

শ্রীচৈতন্য মঠ, শ্রীধাম মায়াপুর—৯ই ফাল্গুন শুক্রবার ১৩৩৬ ২১শে ফেব্রুয়ারী ১৯৩০

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থাবলী

১ শ্রীমদ্ভাগবতম্‌—শ্লোক টীকা, বিবৃতি প্রভৃতি সহ খণ্ডশঃ প্রকাশিত হইতেছে, প্রতি খণ্ড সাধারণ পক্ষে ৷৵০ গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশ গ্রাহক পক্ষে ৵০
২। ভাষ্য-সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ) ৫৲
৩। গৌড়ীয়-গৌরব ৶০
৪। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।০
৫। ভজনরহস্য ॥০
৬। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্‌ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্‌ (বাঁধা) ১৲
" " " আবাঁধা ৸০
৭। গীতা (শ্রীবলদেবভাষ্যসহ) বাঁধা ৩৲ আবাঁধা ২॥০
৮। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) বাঁধা ২৲ আবাঁধা ১॥০
গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ॥০
৯। [illegible] সানুবাদ (মাধ্ব) ২৲
১০। বেদান্ততত্ত্বসার সানুবাদ (রামানুজীয়) ॥০
১১। [illegible] ২৲
১২। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৩। গৌড়ীয় কণ্ঠহার ২৲
১৪। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ॥৵০
১৫। [illegible] ৵০
১৬। সাধনপথ (৩য় সংস্করণ) ৷৵০
১৭। অনাচার ও আচার্য্য ।
১৮। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
১৯। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৵০
২০। শ্রীনবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৷০
২১। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য (প্রমাণখণ্ড) ৶০
২২। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
২৩। শ্রীগোদ্রুম [illegible] দর্পণ ।০
২৪। শরণাগতি, গীতাবলী, সাধনকল্প, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, নবদ্বীপশতক, [illegible] ও সদাচারস্মৃতি মোট ৸০
২৫। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ও [illegible] ৵০
২৬। সাধককণ্ঠমণি ।০
২৭। সংস্কার-দীপিকা ।০
২৮। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড) ৩৲
২৯। ব্রহ্মসংহিতা ॥০
৩০। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ৸০
৩১। মণিমঞ্জরী সানুবাদ ।০
৩২। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৩৩। শ্রীচৈতন্যভাগবত (বিবৃতি, দ্বিতীয় সংস্করণ) ৫৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

অপূর্ব্ব সুযোগ! অপূর্ব্ব সুযোগ!

শ্রীধাম মায়াপুর প্রদর্শনী

আমোদপ্রমোদের বিপুল আয়োজন
অভাবনীয় বিরাট ব্যাপার
৯ই ফেব্রুয়ারী হইতে যাত্রা, বায়স্কোপ প্রভৃতির সুব্যবস্থা।
সকলেই যোগদান করুন

৪৮ বিষয়ব্যাপী প্রভৃতি সহ
শ্রীমদ্ভাগবত ... খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত
শ্রীমদ্ভাগবতম্
সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৮০ ... টাকা।
২৭১৪ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে,
সপ্তচত্বারিংশ খণ্ডে সূচী ছাপা হইতেছে।

৪৬শ খণ্ড গ্রন্থ নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে ১৫৷৹ সাধারণ পক্ষে ২০৸৹। প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ৷৶৹, গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ৷৹

দশম স্কন্ধের ভিক্ষা ১২৲, অগ্রিম দাতাদের পক্ষে ৮৲।

ঐ অধ্যায়ের একাদশ সংখ্যা ছাপা হইয়াছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

"শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত"

সূচী প্রভৃতি সহ সম্পূর্ণ ছাপা শেষ হইয়াছে

আদি, মধ্য, ও অন্ত্যলীলা এবং সূচী ছাপা হইয়া সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছেন। যাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্বে ১০৲ টাকা ভিক্ষায় তৃতীয় সংস্করণ ৪ ... না পাইয়া অপূর্ব সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের জন্যই উহার ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছেন। সেই ১০৲ টাকা ... গ্রন্থের শত সংখ্যা মাত্র ৫৲ টাকা ভিক্ষায় দেওয়া হইতেছে। গ্রাহকগণ সত্বর হউন পরে আর এ সুযোগ থাকিবে না।

শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাস অবতার
শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত
বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

সভাষ্য আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।
সমগ্র গ্রন্থ ৮৲ স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲
নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪৷৹ টাকা

শ্রীধাম মায়াপুর নবদ্বীপ প্রদর্শনীতে

শ্রীধর ভাণ্ডার, ঢাকা।

ঢাকার প্রসিদ্ধ বস্ত্র ব্যবসায়ী শ্রীধর ভাণ্ডার শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিয়াছেন। ঢাকার বিখ্যাত মসলিন ও নানাবিধ ... শাড়ী, জামদানী কাপড় এবং খদ্দরের শাড়া ধুতী, জামদানী শাড়ী চাদর, ... মুগার কাজকরা নানাপ্রকার কাপড়, চাদর, শ্রীধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপ-প্রদর্শনীতে ... ফেব্রুয়ারী হইতে পাইকারী ও খুচরা বিক্রয় হইতেছে। পশ্চিম ও উত্তরবঙ্গ এবং এলাহাবাদ, বোম্বে লক্ষ্ণৌ, মাদ্রাজ, দিল্লী প্রভৃতি স্থান হইতে আগত ... ব্যবসায়ীগণ এক স্থান হইতে প্রয়োজনীয় জিনিষাদি লইতে পারিবেন। আমাদের দর ও ... কাপড় এবং মূল্য বিচার করিলেই বুঝিতে পারিবেন।

প্রদর্শনীর ঠিকানা—
শ্রীধর ভাণ্ডার ষ্টল
শ্রীধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপ-প্রদর্শনী
পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর (নদীয়া)

ঢাকার ঠিকানা
শ্রীধর ভাণ্ডার, ... নং নবাবপুর, ঢাকা।

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত ভক্তি গ্রন্থাবলী

যে সব উৎকলবাসী ভক্ত বাংলা অক্ষর পড়িতে জানেন না, তাঁহাদের শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর প্রচারিত পরম উপাদেয় ভক্তি-কথা জানিবার সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে উড়িয়া-অক্ষরে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হইয়াছে বাংলা গ্রন্থের তুলনায় উড়িয়া গ্রন্থগুলির ভিক্ষাও অপেক্ষাকৃত অল্প।

গ্রন্থের নাম	ভিক্ষা
শ্রীহরিনাম চিন্তামণি, প্রতিখণ্ড	৷৹
একত্রে ... খণ্ড লইলে	১৲
সাধন পথ (শ্রীনবদ্বীপ ... শিক্ষাষ্টক) প্রতিখণ্ড	৷৹
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৷৹
কল্যাণ কল্পতরু প্রতিখণ্ড	৵৹
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৷৹
গীতাবলী প্রতিখণ্ড	৴১০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৶১৫
শরণাগতি প্রতিখণ্ড	৴৹
একত্রে ... লইলে	৶৫

প্রাপ্তিস্থান { শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ, কটক এবং শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, পুরী

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিম্নলিখিত মঠসমূহে প্রাপ্তব্য:—

১। শ্রীচৈতন্য মঠ,—পোঃ, শ্রীধামমায়াপুর, (নদীয়া)।
২। শ্রীগৌরগদাধর মঠ,—চাঁপাহাটি, সমুদ্রগড় পোঃ, (বর্দ্ধমান)।
৩। শ্রীভাগবত আসন,—ভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৪ শ্রীগৌড়ীয় মঠ,—১নং উল্টাডাঙ্গা জংসন রোড্, কলিকাতা।
৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ,—চটকপর্বত, পুরী।
৬। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ,—উড়িয়া বাজার, কটক।
৭। শ্রীভাগবত মঠ,—চিরাকারা, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।
৮। শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ,—৪নং জগৎজীবনপুরা, কাশী, ইউ, পি।
৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,—ছিপিগলি, বৃন্দাবন, মথুরা, ইউ, পি।
১০। শ্রীপরমহংস মঠ,—নৈমিষার পোঃ, সীতাপুর, ইউ পি।
১১। শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ,—কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল, পাঞ্জাব।
১২। শ্রীমাধবগৌড়ীয় মঠ,—৯০নং নবাবপুর রোড্, ঢাকা।
১৩। শ্রীগদাইগৌরাঙ্গ মঠ,—বালিয়াটি, ঢাকা।
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম,—আমলাযোড়া, রাজবাঁধ পোঃ, বর্দ্ধমান।
১৫। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ,—ভুমুরকোন্দা, চিরকুণ্ডা পোঃ, মানভূম।
১৬। শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয় মঠ,—আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী, উড়িষ্যা।
১৭। শ্রীগৌড়ীয় মঠ কার্য্যালয় ... হনুমান্ রোড্, নিউদিল্লী

এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণের নিকটও নদীয়া-প্রকাশ প্রাপ্তব্য।

১। শ্রীযুক্ত জনার্দ্দন ঘোষ—... ক্লে রোড, খুলনা।
২। শ্রীযুক্ত রাধাচরণ গোস্বামী ভাগবত—দেওয়ানগঞ্জ, ইন্দিরাবাড়ী কুচবিহার।
৩। শ্রীযুক্ত রামরঞ্জন রায়—৭৩।২নং শ্রীগোপাল মল্লিক লেন, কলিকাতা।
৪। মিঃ এন ডি, মুখার্জ্জি—এম, এম, ওয়ার্কস দি মল, কানপুর।
৫। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণবিহারী জ্যোতির্ভূষণ—স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া।
৬। শ্রীরাসবিহারী দাস অধিকারী, নবদ্বীপ।
৭। শ্রীবিনোদ ... দে—নবমোহন প্রেস, নবাবপুর, ঢাকা।
৮। শ্রীশৈলেন্দ্র ... বড়বাড় ... ২৪ পরগণা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২০ ফাল্গুন শুক্রবার—১৩৩৬

সাময়িক প্রসঙ্গ

গত ১৭ই ফেব্রুয়ারী সোমবার দিবস কলিকাতা শ্যামবাজারের বিখ্যাত এটর্ণি দেশনেতা ভূপেন্দ্রনাথ বসু পরিবারের কয়েকজন শিক্ষিতা ভক্তিমতী মহিলা শ্রীধাম-মায়াপুর-প্রদর্শনী দর্শনের জন্য উৎসাহে আসিয়াছিলেন। তাঁহারা শ্রীধাম মায়াপুর-বৈভব দর্শন ও ধামবাসী ভক্তবৃন্দের নিকট হরিকথা শ্রবণ এবং মহাপ্রসাদ সম্মান করিয়া বিশেষ প্রীতিলাভ করিয়াছেন।

[illegible] এণ্ড [illegible] কোম্পানী শ্রীধাম-মায়াপুর-প্রদর্শনীতে আসিয়া সমবেত জনসাধারণের নিকট তাঁহাদের [illegible] বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে দেশীয় গাছগাছড়া হইতে প্রস্তুত ঔষধাদির গুণাবলী এবং প্রয়োগ, মূল্যের [illegible] কীর্ত্তন করিয়া আমাদের দেশের প্রাচীন চিকিৎসা-শাস্ত্র অর্থাৎ যাহাতে দেশীয় লোকের আবহমান বিশ্বাস, চরক, সুশ্রুতাদি প্রাচীন আয়ুর্ব্বেদগণের চিকিৎসা-বিজ্ঞান আবার যাহাতে দেশের লোক আদরের সহিত গ্রহণ করে, তাহা ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিতেছেন। আমাদের দেশের আয়ুর্ব্বেদ কবিরাজগণ বিবিধ ঔষধাদি প্রস্তুত করিতে পারেন না বলিয়া ঔষধ সেবনে প্রত্যক্ষ ফল পাওয়া যায় না। ইঁহাদের ঔষধ বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে প্রস্তুত এবং শোধিত করা হইয়া থাকে। মাণিকতলা ও পানিহাটিতে ইঁহাদের বিরাট কারখানা আছে। প্রায় দেড় হাজার লোক ঐ দুই কারখানায় কাজ করে। পানিহাটিতে ইঁহাদের ১৩৮ বিঘা জমি দখলে আছে। কোম্পানীর মূলধন এক্ষণে ১০ লক্ষ টাকা, রিজার্ভ ফণ্ডেও ৮ লক্ষ টাকা আছে। সুতরাং কোম্পানী সুশৃঙ্খলরূপেই চলিতেছে বুঝা যায়। দেশীয় ডাক্তার কবিরাজেরা ইঁহাদের প্রস্তুত ঔষধ ব্যবহারে অনেক ফল পাইতেছেন। ইঁহাদের কারখানায় ঔষধাদি ছাড়া নানাপ্রকার রাসায়নিক দ্রব্য, বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদি, বোতল, কটন, ব্যাণ্ডেজ, ভ্যাক্সিন, সিরা ও ইনজেকসনের ঔষধাদি, সাবান উৎপাদক দ্রব্য, আয়ুর্ব্বেদীয় দ্রব্য, বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগারের বৈজ্ঞানিক বহু দ্রব্য প্রস্তুত হয়। বিদেশীয় দ্রব্য অপেক্ষা ইঁহাদের দ্রব্য কোন অংশে নিকৃষ্ট নহে, অথচ মূল্য সুলভ হওয়ায় দেশীয় জনসাধারণের বিশেষ সুবিধা হইয়াছে।

কোম্পানির প্রতিনিধি-স্বরূপ কোটালিপাড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত শ্যামাপদ ভট্টাচার্য্য মহাশয় শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিয়াছেন। তিনি একজন ভাল সাহিত্যিক। শ্রীল প্রভুপাদের নিকট তিনি শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত কিছু কিছু শ্রবণ করিয়া বিশেষ আনন্দলাভ করিয়াছেন। মহাপ্রভু এবার তাঁহার কথা তাঁহার নিজজনের মুখ হইতে শ্রবণ করাইবার জন্যই বোধ হয় শ্যামাপদ বাবুকে শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিবার সুযোগ প্রদান করিয়াছেন। সুতরাং তিনি অতঃপর অধিক মনোনিবেশ পূর্ব্বক মহাপ্রভুর কথা শ্রবণ করিয়া চিৎসাহিত্য-সৌন্দর্য্য আস্বাদনের যত্ন করুন, ইহাই আমাদের ইচ্ছা।

শ্রীশ্রীব্যাসপূজায় আসাম দেশীয় ভক্তগণের

অভিনন্দন পত্র

—:০:—

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের ষষ্ঠ পঞ্চাশতম জন্মতিথিতে শ্রীব্যাসপূজার উপলক্ষে তাঁহার শ্রীশ্রীচরণকমলে

ভক্তিকুসুমাঞ্জলি

অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥
জয় জয় শ্রীগুরু চৈতন্য-প্রকাশ।
নিত্যানন্দ অবতার [illegible] দাস॥
জয় [illegible] পতিতপাবন।
জীবের উদ্ধার লাগি যাঁর আগমন॥
গুরুকে না ভজি ভজে কৃষ্ণের চরণ।
ভজিতে না জানে [illegible] ভাবে মন॥
গুরু তুষ্ট হলে হয় ভগবান তুষ্ট।
তার সর্ব্বনাশ যার গুরু হয় রুষ্ট॥
কৃষ্ণের ভক্তি হলো [illegible]।
গুরুর পরম দান [illegible]॥
চৈতন্য-কৃপাতে মো গুরুতে আসক্তি।
গুরুদাস বর ভগবান মহাশক্তি॥
বন্দো গুরু গুরু-দাস [illegible]।
বায়ু আকাশ যেন নহে ভিন্ন তায়॥

আজ এটি বড় আনন্দের দিন। আজ বৈকুণ্ঠের বাস্তবতা শ্রীশ্রীগুরুদেবের জন্মতিথি। জগতের ধর্ম্ম-বুভুক্ষুর এটা বড় পুণ্যের দিন। আজ ভাগবতের অদ্বিতীয় বক্তা, [illegible] বৈষ্ণব [illegible] [illegible] দিন।

[illegible] দিগন্তব্যাপি-অন্ধকারে [illegible] এই বর্ষের ভূতাকাশে আস্তিকতার আলোকমালা যে উদয় হোল এই আচার্য্য ভাস্কর পরমকারুণিক দাতা-শিরোমণি শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবেরই দান বুঝি জানিতে পারি শ্রদ্ধাভক্তি সহ কৃতজ্ঞতায় হৃদয় উথলি উঠিছে। [illegible] আমার চিত্ত এবং [illegible] উপলব্ধি করিতে পারি না। কিন্তু যে সকল ভাগ্যবান পুরুষ শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের কৃপাস্রোতে [illegible] বিশেষ যোগ্যতা লাভ করেছে, সে সকলকে পুরোহিত রূপে বরণ করি আমাদেরকে এই বিশেষ দিন যে সম্মান দেখাইবে [illegible] হক।

বর্ত্তমান কালের [illegible] অবস্থা। প্রাচীন যুগের [illegible] নারদাদি ঋষি-ঋষি সকলের [illegible] প্রভো! যে যুগে [illegible] সমস্ত প্রাণীকে প্রকৃত মুক্তির পথ [illegible] করিয়াছিল, যে যুগে [illegible] পঞ্চরাত্র আদি [illegible] আলোকপুঞ্জের [illegible] ধর্ম্মপথের ভ্রান্ত পথিকসকলের [illegible] সঞ্চার করিয়াছিল; যে যুগে চারিশত বৎসর আগেয়ে শ্রীচৈতন্যদেব মনোহর [illegible] [illegible] উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল, [illegible] বাউল, সহজিয়া, কর্ত্তাভজা, অতিবাড়ী প্রভৃতি মতবাদীসকলে, আউল, বাউল প্রভৃতি অসৎ-সম্প্রদায়ভুক্ত লোকসকলে [illegible] মায়াবাদী [illegible] 'মায়াবাদ' [illegible], যে তোমার [illegible] বিশদভাবে প্রমাণ করি ভক্তি-জীবনের পরম উৎকর্ষ [illegible] ঘোষণা করিতেছে, [illegible] প্রভাব বিস্তার করিছে তাহা কোনো মতে অস্বীকার করিতে পারিবে না। তোমার এই সুমধুর ঝঙ্কারে আকৃষ্ট হয়েছে [illegible] দেশের মনীষীবৃন্দ তোমার শ্রীমুখ নিঃসৃত কৃষ্ণভক্তির গভীর সিদ্ধান্ত লাভ করি পরম কৃতার্থ মানছে। হিমাচলের পদা কুমারিকা থেকে সমগ্র ভারতবর্ষে ভাব-রাজ্যে উচ্চতম প্রদেশের সিদ্ধান্তসমূহ তোমার শ্রীমুখের বাণী [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

[illegible] কোন [illegible] আছে [illegible] আছে [illegible]

তারকব্রহ্ম [illegible] কৃষ্ণভক্তির শান্তি-বাণী প্রচার-কার্য্যে তোমার বিপুল উদ্যম [illegible] মহতী অমূল্য কার্য্য। তোমার আনুগত্যে আজি যে নানাদেশের কৃতবিদ্য পুরুষসকলে কৃষ্ণভক্তি সংবাদ প্রচারণে [illegible] অদ্ভুত [illegible] যে কোন [illegible] পরিচায়ক।

[illegible] বৃক্ষরোপণ অপ্রাকৃত [illegible] শ্রীধামে প্রতিষ্ঠিত [illegible] [illegible] [illegible] শ্রীনামপ্রচার দ্বারা শ্রীকৃষ্ণভক্তির সন্ধান প্রদান, শ্রীনাম-সংকীর্ত্তন আর বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ে [illegible], বর্ণাশ্রম বিবিধ পুরাণ [illegible] [illegible] প্রতিপাদন করি গৌর-বৈভবের বিমল [illegible] প্রদর্শন, [illegible] উজ্জ্বল নকার তোমার জীবন [illegible], কাব্যের উপদেশ প্রদান [illegible] উজ্জ্বল মরকত মণিমালা-বিমণ্ডিত তোমার [illegible] গৌরব [illegible] অনুরাগীরও লোকমাত্রেরই চিত্ত আকর্ষণ করিছে।

হে ভক্তির ভাণ্ডার, দয়াময়, যুগাচার্য্য! আমি দীন আর জ্ঞানবিহীন [illegible] তোমার [illegible] এই পবিত্র [illegible] [illegible] [illegible] সামান্য ভক্তি-পুষ্প [illegible] তোমার শ্রীশ্রীপাদপদ্মে অর্পণ করিতেছি [illegible]। আমার সকলো প্রকার ত্রুটী আর অপরাধ মার্জ্জনা করি [illegible] গ্রহণ কর। আর—

কর আশীর্ব্বাদ প্রভু সদয়-হৃদয়।
তব চরণে যেন সদা মতি রয়॥
করযোড়ে বন্দী [illegible] সদয়ে।
[illegible] পাই॥
সর্ব্বভাবে তোমাকেই স্বামী জ্ঞান করি,
দিবানিশি ভজো যেন শ্রীগৌরহরি॥

ইতি—

প্রণত—
তোমার আশ্রিত
নিঃ [illegible] সেবকমণ্ডল।
আসাম, ৬ই ফাল্গুন ১৩৩৬।

আমার বিশ্বাস

(শ্রীপাদ রাধাচরণ গোস্বামী [illegible])

আমার বিশ্বাস প্রত্যক্ষ জ্ঞানের উপরে। আমার বিশ্বাস আমার মনের [illegible]। আমার বিশ্বাস, [illegible] প্রকাশের বুদ্ধজলী [illegible] সাধু। আমার বিশ্বাস, যে সাধুর [illegible] [illegible] [illegible]। আমার [illegible] প্রায় বৈষ্ণব [illegible] মাত্র সকল বৈষ্ণব [illegible] একত্রে [illegible], এক

শ্রীধাম-মায়াপুর নবদ্বীপ প্রদর্শনী ক্ষেত্রে গৌরনগরে

শ্রীশ্রীব্যাসপূজা উপলক্ষে

জনৈক দীন-হীন কাঙ্গাল দাসানুদাসের ভক্ত্যুপহৃত

দূর্ব্বাদল

এ প্রকট-বাসরে তোমার চরণ-সরোজ-কিরণ-তলে,
দুঃখ-দৈন্য-ব্যথিত প্রাণের, আকুল অর্ঘ্য দিবার ব'লে,
নরক হইতে টানিয়া আনিলা, এ পাতকীদের কিসের তরে
চাহিয়া দেখিনু এ কী এ বিরাট, পূজা আয়োজন নিখিল ভ'রে।

বিশ্ব মাঝারে প'ড়ে গেছে সাড়া, সুপ্ত হৃদয় জাগিয়া উঠি'
তোমার চরণে আত্মনিবেদনে, ঝঞ্ঝার মত আসিছে ছুটি'।
আবিলতাহীন স্বচ্ছ প্রাণের, ষোড়শোপচার অর্ঘ্য দিয়া
ধন্য হইবে মানবজনম কর্ম্মবন্ধ উজারিয়া॥

তোমার করুণা কর্ম্ম-কারার, সুদৃঢ় লৌহ-প্রাচীর ভেদি'
জড়ীয় জ্ঞানের তামস বন্ধ, কুদার্শনিক শাস্ত্রে ছেদি'
যুগ-যুগান্তের আবর্জ্জনা-স্তূপ, মুক্তি-পবনে সরায়ে দূরে
ভক্তি-গঙ্গা-প্রবাহ-স্রোত, আত্মায় স্থাপিলা গৌড়পুরে॥

পরাধীনতার গ্লানি-লজ্জা-ম্লান, নিঠুর বিদেশী শাসন সম
নিপীড়িত জীব দুর্গতিক্রমা, মায়ার পেষণে কাতরতম
বিশ্ব-আত্মা মুকুন্দমাধবে, আকুল আহ্বানে ডাকিল যবে
হে জগদ্গুরো! তব আবির্ভাব, মুক্তি-বারতা ঘোষিত ভবে॥

দুঃখ-ক্লিষ্ট বিশ্বমানব, সকলে নিরত মুক্তি চাহে,
জানে না কেহই মুক্তি-স্বরূপ, প্রকৃত মুক্তি নিহিত যাহে।
তুমি দয়া করি শিখালে সবায়, স্বাধীনতাটির প্রকৃত ভাষা
ব্রহ্ম ও জীবের সম্বন্ধ স্থাপি, নিত্য সর্ব্বতঃ কৃষ্ণ-দাস্য॥

নেতৃত্বে তোমার ভক্ত সারথির, স্বাধীনতা-পথে হইল যাত্রী
ভক্তিসিদ্ধান্ত-সূর্য্যালোকে, প্রভাত অজ্ঞান-তিমির-রাত্রি।
কৃষ্ণভক্তি-বিরোধী পাষণ্ডী, পিশাচ রাক্ষস উলুকগণ,
সভয়ে লুকাল অন্ধগুহায়, কেহ বা উন্মাদে তেজিল প্রাণ॥

পৃথিবীতে যত গ্রাম ও নগরে, প্রচারিতে শ্রীচৈতন্য নাম
সহস্র প্রকারে তব আয়োজন, অদ্ভুত পূর্ণ অভিযান।
স্বাধীনচিত্ত অযুত সেনানী, ঘোষিতে নবীন আনন্দ-কথা
দিকে দিকে ধায় মূর্ত্তিমন্ত, বিনয় দৈন্য পবিত্রতা॥

ভারতের মত নগরে নগরে, গৌরপদাঙ্ক-ভূষিত স্থানে
চৈতন্যবাণী সদাপ্রচারের, বিরাট্ কেন্দ্র নির্ম্মাণে
মূর্ত্তিমন্ত কত ভাগ্যবান, মঠ-মন্দির দিতেছে রচি'
ভক্ত-প্রাণের পূত অবদান, বিচিত্র সুচারু সম্ভারে সাচি'॥

সপ্তাহে মাসে প্রতিটি দিবসে, স্বাধীনতাকামী তৃষিত তরে
সজ্জনতোষণী নদীয়া-প্রকাশ, গৌড়ীয় খোলিছে সবার দ্বারে
নিখিল প্রকৃত সত্য নিংড়ি, সর্ব্ব-দিকদেশে করাতে পান
মায়াকবলিত মানবজাতিরে, তুলনারহিত বিরাট্ দান॥

শ্রীগৌরধামে ভক্তি-প্রদর্শনী, শ্রীল ভাগবত আচার্য্যাকারে
প্রকটিত এবে তোমার কৃপায়, দৃষ্টি দানিতে অন্ধ নরে।

* * * * * *

এস ছুটে এস কে আছে কোথায়, গৌর-নগরে শ্রীমায়াপুরে
পরমার্থধন লভ'রে এখন, অনর্থ সকলে ফেলিয়া দূরে॥

নাম্না
মদনমোহন চক পোঃ
মেদিনীপুর

শ্রীচরণ-রেণু প্রার্থী দাসানুদাসাভাস
শ্রীবনোয়ারী মোহন দাস অধিকারী
সাং ভাদুসল পুরন্দর

পুতুলকে ভোজনাদি করাতে কুণ্ঠা বোধ করেন না, তিনি নিশ্চয়ই গুরুত্বে সর্ব্বোত্তম। আমার বিশ্বাস, যিনি অতুল ঐশ্বর্য্যের মালিক হইয়াও তাহা তৃণবৎ বোধে পরিত্যাগ করিয়া বৃন্দাবনবাসী হইয়াছেন তিনিই মহা বিরক্ত সাধু। আমার বিশ্বাস যিনি অসাধারণ পাণ্ডিত্যে বিশ্ব- কিংবা বিদ্বৎ জন-সমাজে অতুলনীয় পাণ্ডিত্য দেখাইয়া পরিচিত হইতে পারেন, তিনিই সত্য ও শুদ্ধ ভাগবতের অদ্বিতীয় বক্তা। আমার বিশ্বাস, যিনি শৌক্র ধারায় আচার্য্য-বংশের বড় বাড়ীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তিনিই বড় আচার্য্য, দীক্ষা-শিক্ষা-দাতা গুরুদেব। আমার বিশ্বাস, যিনি রাধাকুণ্ডে নির্জ্জন [illegible] নিরন্তর আস্বাদন করেন, তিনিই সর্ব্বোত্তম, পরমহংস ভজনানন্দী। আমার বিশ্বাস

যিনি চং করিয়াও কপট কান্না কাটি করিতে পারেন, তিনিও রসিক চূড়ামণি। আমার বিশ্বাস গোস্বামী গোস্বামী নামধারী ব্যক্তিগণের মধ্যে যিনি নির্লজ্জ হইয়া অনেক সময় রমণী-সমাজে নিশিদিশি থাকিতে পারেন, তিনি তত বড় ভাগবত, [illegible] মধুর রসাশ্রিত সিদ্ধ মহাপুরুষ বা অবতার। আমার বিশ্বাস, যিনি যত বেশী পরিমাণ গাঁজা একদমে টানিয়া ভস্ম করিতে পারেন, তিনি তত বড় উচ্চদরের সন্ন্যাসী বা ব্রহ্মচারী মহারাজ—শিব-ভক্ত-চূড়ামণি। আমার বিশ্বাস যিনি যত বেশী রকমে সুর ভাঁজিয়া রং বিরঙ্গের গান গাহিয়া লোকের মন মুগ্ধ করিতে পারেন, তিনি তত বড় ভক্ত। আমার বিশ্বাস, যাহার যত বেশী সংখ্যক শিষ্য শিষ্যা সংগৃহীত হইয়াছে, তিনি তত বড় গোঁসাই

প্রভু, তাঁহার মন্ত্রের শক্তি অনেক বেশী, তাঁহার নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিলে সত্ত্বর সিদ্ধি লাভ হইতে পারে। আমার বিশ্বাস, যিনি আহার বিহারে কোন প্রকার বিচার অপেক্ষা না করিয়া অবিচারে মন্ত্রাদি দান করেন অর্থাৎ মানুষ মাত্রেই সংসার ভোগ গাহিয়া…হইতেছেন তার বোষ্টমের দলে যোগ দেওয়া যাইতে পারে বলিয়া ফতোয়া দেন, তাহারাই বেশ দয়া। আমার বিশ্বাস, যে গোস্বামী বা আচার্য্য অথবা মহান্ত, সমাজে আমি জলাচরণীয় না হইলেও সমাজের ভয়ে প্রকাশ্য ভাবে আমার হাতের পাচিত অন্ন না খাইলেও গোপনে ঘরে দরজা বন্ধ করিয়া শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর পূর্ব্বাচারে শ্রীরাম পূজে শ্রীরাম-গৃহিণী শ্রীমালিনী দেবীর জল পান, রন্ধের তোলা, ভোজন প্রভৃতির লীলাভিনয়

দেখাইতে পারে তিনিই সাক্ষাৎ নিত্যানন্দের অবতার, পতিত পাবন ঠাকুর। এই প্রকারে আমার অনন্ত রকমের বিশ্বাস। এই প্রকারের একটী নিখুঁত তালিকা প্রস্তুত করিতে হইলে একখানা প্রকাণ্ড বই হইয়া যায়। শিশুকাল হইতে শুনিয়া আসিতেছি "বিশ্বাসে মিলয়ে বস্তু তর্কে বহু দূর"; সুতরাং আমার বিশ্বাস যেখানে যেখানে হয়, সেখানে আমার কোনও তর্ক নাই। তর্ক কেবল,— যেখানে আমার ত্রুটী ধরা পড়ে সেই খানেই আমার সেই খানেই তর্ক। মনের মতন কথা, মনের মতন ভাব, মনের মত আচার বিচার না পাইলে আমি বিশ্বাস করি না। যাঁহারা আমার ত্রুটী ধরিয়া দিয়া আমাকে সংশোধন করিতে চাহেন, আমি তাঁহাদিগকে তো বিশ্বাস করিই না,

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

পরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্যাষ্টোত্তরশতশ্রী-
শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতীগোস্বামি
মহারাজস্য ষট্পঞ্চাশত্তমাবির্ভাব-মহোৎসববাসরে প্রদত্তম্

অভিনন্দনপত্রমিদম্।

(১)

লোকে যে [illegible] ইহ প্রায়েণ নঃ কুর্ব্বতে
মায়াবদ্ধতয়া ন ভবন্তি বিপদাং [illegible] নিশ্চয়ং সর্ব্বদা।
মায়াবন্ধনতঃ [illegible] সততং শ্রীকৃষ্ণপ্রেমামৃতং
দাতুং যদ্‌যততে ভবান্ প্রভুবরস্তস্মাদ্ জগদ্বন্দ্যঃ॥

(২)

[illegible]
[illegible] মঙ্গলকৃতে [illegible] সদ্ভক্তৈঃ।
[illegible] তথা পরিহরন্ তে দেব নঃ সর্ব্বদঃ
শিষ্যাণাং কুশলং ভবানিহ দিনং শ্রীঃ [illegible] দদাতি॥

(৩)

শ্রীধর্ম্মাণি [illegible] সততং সন্তি প্রভো যদ্যপি
[illegible] তথাপি ভক্তিরিহ শ্রীবিগ্রহে [illegible]।
[illegible] মধুরতা কৃষ্ণে যথা [illegible]
শ্রীমূর্ত্তাবপি তে তথা [illegible]॥

(৪)

চিত্তাঃ [illegible] যদি তে কৃষ্ণং [illegible]
[illegible]
[illegible] যথা [illegible]
[illegible] ভবতু [illegible]॥

(৫)

শ্রীধামো [illegible] যৎ [illegible]
দীনানাং [illegible] লোকত্রয়ে বিক্রমম্।
তস্মাৎ [illegible] তে পদযুগে [illegible] তে প্রভো
ভবতা [illegible] কৃপাকাঙ্ক্ষতে॥

৪৪৩ সংখ্যকশ্রীগৌরাব্দীয়-
ফাল্গুনমাসস্য ষষ্ঠদিবসে

ভবদীয়চরণকৃপাকাঙ্ক্ষি-
শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয়মঠ-ধানবাদস্থিতাশ্রমবাসিভিঃ।

পরন্তু [illegible] গোলায় তাঁহাদিগকে উড়াইয়া দিতে চেষ্টাও করিয়া থাকি।

আমার এই সকল বাউলিয়া ও প্রাকৃত সহজিয়া বিশ্বাস যে আমারই সর্ব্বনাশক, তাহা বুঝি না। কেহ বুঝাইলেও বুঝিতে চাহি না। আমার যে বুদ্ধি আছে তাহা সাড়ে ষোল আনা মনে করিয়া আমি এক জন বড় [illegible] সাজিয়া বসিয়াছি।

যাহা হউক ঐ সকল বিশ্বাসের মূলে অপকর্ম্ম—পাপকর্ম্ম নিহিত থাকায় [illegible] ক্লেশের দাও প্রাণঘাতে জ্ঞানাভাস উপস্থিত হয়, তথাপি আমি তাহা [illegible] না। আমি [illegible], আমি গোড়া অনর্থ সেবী, আমি যে আমার মঙ্গলের দ্বারে অর্গল দিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছি,—"আমি কোন মঙ্গলামঙ্গলের ধার ধারি না।" আমি চাই আমার কর্ম্মানুগামী প্রাপ্য অন্ধতামিস্র বা কুম্ভীপাক রৌরব। আমি অনন্তকাল নরকেই পচিতে থাকিব। তবুও যাঁহারা আমার [illegible] প্রতিকূলে আছেন, তাঁহাদিগকে [illegible] থাকে প্রাণপণে [illegible] প্রচারে বাধা [illegible]

বজায় রাখিতে চেষ্টা করিব। ইহাই আমার একমাত্র সুদৃঢ় প্রতিজ্ঞা। আমি যাহা হিরণ্যাক্ষ, হিরণ্যকশিপু, রাবণ, কুম্ভকর্ণ, শিশুপাল, জরাসন্ধ প্রভৃতি রাজন্যবর্গের নিকট হইতে শিক্ষা পাইয়া আসিতেছি, সে শিক্ষার কেশাগ্র পরিমাণও আমার অপালনীয় থাকিবে না। আমি শুদ্ধভক্তি-ধর্ম্মের বিরুদ্ধে শুদ্ধভক্তগণের প্রচার-কেন্দ্র মঠসমূহের বিরুদ্ধে, চিরকাল অন্তরায় উপস্থিত করিতে পারিব ইহা আমার বিশ্বাস।

হায় বিশ্বাস-ঘাতক বিশ্বাস! তুমি আমার খাইয়া আমার ঘাড়ে চড়িয়া আর কতকাল আমার সর্ব্বনাশ করিবে? এখন আমার ঘাড়টা ছাড়িয়া অন্যত্র যথাস্থানে আশ্রয় লইলেই তো অন্ততঃ এবারের মনুষ্য জন্মটা—মনুষ্য জন্মের বাকী কয়টা দিন কাটা বাইত আমার পরম হিতাকাঙ্ক্ষী সাধুদিগের সঙ্গ করিয়া তাঁহাদের শ্রীচরণে শরণ ভিক্ষা করিয়া এই বিশ্বাস নামক ঘোর অ[illegible] হইতে মুক্ত হইতাম। [illegible] সাধু [illegible] অদোষদর্শী, [illegible] তাঁহারা নিশ্চয় আমাকে ক্ষমা করিবেন [illegible] প্রত্যক্ষ প্রমাণ হইতেছেন, যদি আমার দেহ মনের প্রাণস্বরূপ বিশ্বাস ছাড়িয়া তাঁহাদের নিকট হইতে বিশ্বাসের স্বরূপ অবগত হওয়ার মত বুদ্ধি লাভ করিতে পারিতাম। কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য সে সুযোগ পাইয়াও আমার বিশ্বাস আমি আঁকড়াইয়া ধরিয়া আছি।

প্রচার-প্রসঙ্গ

দুবরাজপুর

গত ১১।২।৩০ তারিখ [illegible] অন্যতম প্রচারক পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌর-গোবিন্দ বিদ্যাভূষণ মহাশয় কলিকাতা হইতে এক নিমন্ত্রণ পত্র পাইয়া দুবরাজপুর গ্রামে উকীল শ্রীযুক্ত বাবু [illegible] মহাশয়ের বাটীতে অনাড়ম্বরভাবে স্থানীয় ভদ্রমণ্ডলীর সমক্ষে আধ্যাত্মিকভাবে দুবরাজপুর হাটতলার অ ট্টালিকায় সনাতন ধর্ম্মের কথা অতি সরল ও প্রাঞ্জল ভাষায় বক্তৃতা করিয়া শ্রোতৃবর্গের আনন্দ বর্দ্ধন করিয়াছেন।

[illegible] বিদ্যাভূষণ মহাশয় বলেন, আমি সনাতনধর্ম্মের বিষয় বলিতে [illegible], সম্পূর্ণ অযোগ্য ও অক্ষম। কিন্তু আমি যাঁহার কৃপায় সনাতনধর্ম্মের দিগ্‌দর্শন করিতে উদ্যত হইয়াছি আমার সেই ঠাকুরের সনাতন ধর্ম্মের সংস্থাপক ও বিশ্বপাবন পরমহংস জগদ্‌গুরু অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের জয় যুক্ত হউন। যিনি আজ শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মভূমি শ্রীধাম মায়াপুর-আবিষ্কার করে তথায় সনাতন ধর্ম্মের প্রদর্শনী উন্মুক্ত করিয়া জগৎ মহাজনদের সুকোমল স্থান নির্দ্দেশ করিয়াছেন, যাহাতে অনায়াসে আপামর জনসাধারণ বৌদ্ধ, জৈন, খৃষ্টান, মুসলমান, [illegible] সকলে অনায়াসে [illegible] সংস্কার করিতে পারেন এবং সকলকে সমান অধিকার প্রদান করিয়াছেন। [illegible] সেই বৈকুণ্ঠ পুরুষ জয়যুক্ত হউন।

আমি তাঁহার দূত [illegible] সনাতন ধর্ম্মের [illegible] করিতে আসিয়াছি। আসুন, সকলে যোগদান করুন। [illegible] ভাবিবেন না। [illegible] কি না সন্দেহ। [illegible] আসিবে না।

হেতমপুর

দিবস হেতমপুর কৃষ্ণচন্দ্র [illegible] শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের দান সম্বন্ধে তাঁহার স্বভাবসুলভ ওজস্বিনী ভাষায় বহু গণ্য মান্য অধ্যাপক ও ছাত্রমণ্ডলীর সমক্ষে প্রায় দুই ঘণ্টাকাল বক্তৃতা দেন। শ্রোতাগণ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের দানের সমযোচিত [illegible] আলোচনা শ্রবণ করিয়া আকৃষ্ট হইয়াছেন। তাঁহারা অনেকেই শ্রীমন্দিরকায় [illegible] দান করিতে আন্তরিক ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন।

নানা কথা

গোজাতির উন্নতি-সাধন

[শ্রীঅমূল্য কুমার রায়
লাইভ্ষ্টক্ অফিসার
নদীয়া সার্কল]

দেশে উন্নত জাতীয় বৃষ সংরক্ষণ-দ্বারা ও পুষ্টিকর ঘাস প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন করিয়া গো-জাতির উন্নতি সাধন করিতে হইবে।

যে দেশের বৃষ, সেখানকার গো-জাতি উন্নত। এক কথায় গো-জাতিই দেশের শিল্প, স্বাস্থ্য ও সম্পদ, অতএব দেশের গো-জাতিও উন্নত।

আমার বিনীত অনুরোধ যে,—ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড, ইউনিয়ন বোর্ড, মিউনিসিপ্যালিটী তাঁহাদের নিজ নিজ এলাকায় উৎকৃষ্ট জাতীয় গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক অনুমোদিত বৃষ সংরক্ষণ করুন এবং যাহাতে ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্টগণ গ্রামে গ্রামে বন্দোবস্ত করিতে পারেন যে উৎকৃষ্ট জাতীয় **পুষ্টিকর ঘাস যথা,—গায়া, বর্সিম, গিনিঘাস, নেপিয়ার ঘাস** আবাদ হয়, উহাপ্রতি যত্নবান হউন। এই সব ঘাসের বীজ বা শিকড় স্থানীয় কৃষি অফিসে পাওয়া যায়। অতি অল্প ব্যয়ে ঐ পরিমাণেই এই সকল ঘাস বপন পারেন যে আমাদের দেশে সকলেই আবাদ করিতে পারেন।

শ্রীধামমায়াপুর নবদ্বীপ প্রদর্শনীতে বেঙ্গল গ্ল্যাস ওয়ার্কস্ লিমিটেড

ভারতের মূল ধন, ভারতের [illegible] ও ভারতবাসীর দ্বারা পরিচালিত বেঙ্গল গ্লাস ওয়ার্কস্ লিমিটেড কোম্পানীর কাঁচের দ্রব্য ব্যবহার [illegible] [illegible]

দেখুন। প্রদর্শনীর মধ্যে শ্রীযুক্ত ন বু গজেন্দ্র নাথ ভাদুড়ী আই যত্নের সহিত সমস্ত জিনিষের ব্যবহার উত্তম ভাবে বুঝাইয়া দিতেছেন। কারখানা দম্ দম্ ক্যাণ্টন মেণ্ট অথবা গোড়া-বাজার ই, বি, রেলওয়ে।

দেশের অবস্থা

শ্রীধাম মায়াপুর নবদ্বীপ প্রদর্শনীতে বেঙ্গল সোস্যাল সার্ভিস লীগের সুযোগ্য বক্তা শ্রীযুক্ত সুরেশ চন্দ্র বাগচী মহাশয় আমাদের দেশের ক্রম অবনতির বিষয় অতি সুন্দর ভাবে বুঝাইয়া দিয়াছেন। তিনি বলেন যে দেশ ত্যাগ করাই সকল অবনতির কারণ। ১৮৭২ হইতে ১৯২১ খৃঃ পর্য্যন্ত লোক সংখ্যা বৃদ্ধি শতকরা ২০ হইতে ১-২তে নামিয়াছে। বাংলা দেশে শতকরা ৪৮ জন খৃষ্টান, ৪ জন মুসলমান এবং ১১ জন হিন্দু শিক্ষিত। জাপানে শতকরা ৯৮ জন শিক্ষিত।

বলা হইয়াছে যে, ২৫ বৎসরে ভারতবাসীর পরমায়ু গড়পড়তায় ৩২ হইতে ২২ এ নামিয়াছে। আমেরিকায় ৪২ হইতে ৫৮ তে উঠিয়াছে। সমস্ত সভা দেশে বাড়িয়াছে।

আমেরিকার দৈনিক আয় ১৪৷৷/০ ইংলণ্ডে ৬৷৷০ আর ভারতে /১০ ছয় পয়সা মাত্র।

বাংলায় শতকরা দুইজন নারীর শিক্ষিতা নয়। ত্রিবাঙ্কুরে শতকরা বার জন নারী শিক্ষিতা।

শ্রীধাম মায়াপুর নবদ্বীপ প্রদর্শনীতে নারীমঙ্গল সমিতি

সম্পাদক নলিনী দত্ত ও নারীমঙ্গল-সমিতির অন্যতম প্রচারক [illegible] কামাখ্যা [illegible] মহাশয় ম্যাজিক লণ্ঠন সংযোগে বক্তৃতা করেন।

প্রবন্ধের উপাদান বর্ণনা করিয়া তিনি বলেন যে, মাতা এবং পুত্রের আদর্শ ধ্রুব এবং ধ্রুবের মাতা। মাতৃমঙ্গল সম্বন্ধে বক্তৃতায় তিনি বলেন যে, দাই এবং আঁতুড়ঘরের সংস্কার আবশ্যক। আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে লিখিত ব্যবস্থা অনুসারে চলা উচিত। শিশু পালন করিতে হইলে শিশু মাতৃমা মায়ের শিশুর সঙ্গে খেলাধূলা করা আবশ্যক।

[illegible] শিশু-পালন-সম্বন্ধীয় শিক্ষা দিবার জন্য নারী মঙ্গল-সমিতি [illegible] [illegible]

[illegible]

ডাঃ এস্. কে, বর্ম্মণ

প্রদর্শনীতে কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার এস্, কে, বর্ম্মণ তাঁহার জগদ্বিখ্যাত পেটেণ্ট ঔষধাবলী পাঠাইয়াছেন। এই সমস্ত ঔষধ নিকটে রাখিলে অনেক চিকিৎসার ব্যয় বাঁচিয়া যায়। সকলে ডাক্তার এস, কে, বর্ম্মণের ষ্টল পরিদর্শন করিতেছেন, ভবিষ্যতে তাঁহারা উপকৃত হইবেন। ডাঃ বর্ম্মণের কেশরঞ্জন তৈল গুণে ও গন্ধে অনুপম।

বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিল

বাঙ্গালার গৌরব, বাঙ্গালীর প্রাণ, ভারতের মান, "এক অদ্বিতীয় "বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিল" যাহার নাম আজ বাঙ্গালায়, শুধু বাঙ্গলায় নয়, ভারতের প্রতি ঘরে ঘরে সুপরিচিত, তাহার সম্বন্ধে বিশেষ লেখা বাহুল্য। এই মিলের প্রাণ—নামা সুধী মা ম্যানেজার শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের অক্লান্ত পরিশ্রম ও সুচারু পরিচালনে আজ এই মিল ভারতের শীর্ষস্থান অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছে এবং মিলের অক্লান্ত সুদক্ষ কর্ম্মচারীগণ, বিশেষতঃ শ্রীযুক্ত [illegible] ও শ্রীযুক্ত তুলসী চরণ দে মহাশয়ের কার্য্য-কুশলতায় এই মিলের কাপড়, ছিট, ইত্যাদি বিদেশী বস্ত্রের প্রতিযোগিতায় সমকক্ষ হইয়াছে। ম্যানেজিং এজেণ্ট শ্রীযুক্ত সচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্য্য ও রায় সতীশ চন্দ্র চৌধুরী বাহাদুর মহাশয়দ্বয় অনুগ্রহ করিয়া শ্রীধাম মায়াপুর প্রদর্শনীতে তাঁহাদের সুযোগ্য কর্ম্মচারী শ্রীযুক্ত জ্যোতিষ মৈত্র মহাশয়কে কি ভাবে মিলের সূতা হইতে কাপড় প্রস্তুত হয় বুঝাইবার জন্য পাঠাইয়া আমাদের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন।

শ্রীযুক্ত জ্যোতিষ চন্দ্র মৈত্র মহাশয় অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া উপস্থিত সকল সাধারণকে কি ভাবে মিলে কাপড় প্রস্তুত হয় এবং তাহার ক্রমবিকাশের পদ্ধতি অতি সুন্দর ও প্রাঞ্জল ভাষায় বক্তৃতা দ্বারা বুঝাইয়া সকলেরই প্রাণে স্বদেশ-জাত দ্রব্যের প্রতি আগ্রহ বাড়াইয়া তুলিয়াছেন। আমরা আশা করি, ভারতের প্রতি ঘরে ঘরে এই মিলের কাপড়ের প্রচলন হোক।

ইণ্ডিপেণ্ডেন্স লীগ

ইণ্ডিপেণ্ডেন্স লীগ নামক একটী সঙ্ঘ সংগঠিত হইয়াছে। এই লীগের নেতা পণ্ডিত জহরলালের নিকট জিজ্ঞাসা করেন যে, পূর্ণ স্বরাজের স্বাধীনতা দাবী করিতেছেন, কিন্তু [illegible] কংগ্রেসের [illegible] সাধ্য আছে কি না [illegible] [illegible] ঘোষণা করিতে [illegible]।

সাইমন কমিশন

ভারতের ভবিষ্যৎ শাসন-প্রণালী কিরূপ হওয়া উচিত তাহা নিরূপিত করিবার জন্য স্যার জন সাইমন প্রভৃতি মিলিয়া গবেষণা করিতেছেন। প্রথমে প্রকাশিত হয় যে, গত ডিসেম্বরে রিপোর্ট বাহির হইবে, পরে জানুয়ারি, ফেব্রুয়ারি এবং অবশেষে শুনা যায় যে, মার্চ্চ মাসের শেষ পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে হইবে। এখন জানা যাইতেছে যে, আরও অনেক বেশী সময় লাগিবে। প্রতিদিন ১৮ ঘণ্টা করিয়া পরিশ্রম করিয়াও তাঁহারা কাজ শেষ করিতে পারিতেছেন না।

রুষিয়ায় ধর্ম্মদলন

রুষিয়া দেশে খৃষ্টান এবং অন্যান্য ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের উপর গবর্ণমেণ্ট অত্যাচার করিতেছেন বলিয়া ইংল্যাণ্ডে ফ্রি চার্চ্চ বিচলিত হইয়া পড়িয়াছেন এবং প্রতিকারের চেষ্টা করিতেছেন।

চন্দ্র-লোকে গমন

চন্দ্রলোকে গমনের কথা উপন্যাসেই পাওয়া যায়। চন্দ্রে পৌঁছাইবার চেষ্টা করার কথা, শুনিলেই পাগলের কাণ্ড বলিয়া অনুমিত হয়। জুলিস্ ভার্ণের উপন্যাসে ঐ রূপ কথা পাওয়া যায় বটে, কিন্তু বাস্তবিক মানুষকে হাউইয়ের সাহায্যে চন্দ্রে পাঠাইবার চেষ্টা চলিতেছে শুনিলে কি মনে হয়? প্রফেসার আর, এইচ, গডার্ড বাস্তবিকই এইরূপ চেষ্টা করিতেছেন। তিনি এর জন্য ১৯১৪ সালে এক প্রকার হাউই গবর্ণমেণ্ট হইতে পেটেণ্ট করিয়া লইয়াছেন। প্রফেসার ওবার্থ ও এইরূপ রকেট প্রস্তুত জন্য একটী জার্ম্মাণ ফিল্ম কোম্পানীর দ্বারা নিযুক্ত হইয়াছেন।

আফ্‌গানিস্থানে যুদ্ধ

নাদির খাঁর সৈন্য কলের কামান প্রভৃতি লইয়া টর্কজামের দিকে অগ্রসর হইবামাত্র সর্দ্দারেরা পলায়ন করে। যাহারা যুদ্ধস্থলে ছিল, তাহারাও বেগ সহ্য করিতে না পারিয়া পরাজয় স্বীকার করে। অতি সত্বরই টর্কজাম নাদিরের বশ্যতা স্বীকার করে।

দক্ষিণ মেরু

পাঠক অবগত আছেন যে দক্ষিণ মেরুতে উইলকিন্স নামক একজন আবিষ্কারকের জাহাজ হারাইয়া গিয়াছিল। সম্প্রতি খবর আসিয়াছে যে সে জাহাজ নিরাপদে আছে।

শ্রীচৈতন্যমঠের গ্রন্থাবলী

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বিরচিত

গ্রন্থাবলী।

উৎকৃষ্ট, কাগজে বিলাতী ধরণে বাঁধাই স্বর্ণালঙ্কৃত। চতুর্থ সংস্করণ। বিস্তৃত বিষয়সূচীসহ

জৈবধর্ম

বাঁধাই ২৲ দুই টাকা

প্রকাশিত হইয়াছে।

সনাতন ধর্মশাস্ত্র বেদ, বেদান্ত, উপনিষৎ গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত, পুরাণ, তন্ত্রাদি সকল গ্রন্থ পাঠ করিবার অবসর অতি অল্প মানবের ঘটিয়া থাকে। অনেকের যোগ্যতা না থাকায় সেই সমস্ত গ্রন্থের মর্ম অবগত হইতে পারেন না। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ মহাশয়ের এই অসুবিধা দূরীভূত করিবার জন্য এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

বিদ্যালয়ের ছাত্র বা শিক্ষকগণের বিশেষ পাঠ্য। ডিরেক্টর শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টর বাহাদুর ইহা সমস্ত বিদ্যালয়ের জন্য অনুমোদন করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

প্রথম খণ্ড ভিক্ষা ১৲ একটাকা

যুক্তিপূর্ণ শাস্ত্রবাক্য দ্বারা প্রত্যেক মানবের নিত্য কর্তব্য ও অনিত্য সাময়িক কর্তব্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। গ্রন্থের প্রতি উক্তি সনাতন শাস্ত্রবাক্য দ্বারা সমর্থিত ও প্রমাণিত হইয়াছে। দেহের, মনের ও আত্মার ধর্ম কি? স্বদেশ, সমাজ, জাতি, ধর্ম কি? ইত্যাদি বিষয় ক্রমানুসারে এমন সুন্দরভাবে যুক্তিসহকারে আলোচিত হইয়াছে যে, প্রথম পংক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত পাঠ না করিয়া নিবৃত্ত হওয়া যায় না।

শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ভিক্ষা ৵০

ঐ প্রমাণ খণ্ড ভিক্ষা ৵০

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিহার ও লীলাভূমি নয়টী দ্বীপ-সমন্বিত। এই নয় দ্বীপের প্রাচীন বিবরণ—প্রত্যেক দ্বীপে শ্রীমহাপ্রভুর লীলা—প্রত্যেক দ্বীপের পরিচয়, শ্রীধাম-মাহাত্ম্য—ধামাপরাধ কি? ইত্যাদি বিষয় বিশেষভাবে মনোহর ছন্দে বর্ণিত। পকেট সাইজ প্রায় ১৬০ পৃষ্ঠা।

নবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ

উজ্জ্বল ব্রোঞ্জ-ব্লু কালীতে উত্তম কাগজে ছাপা—শ্রীনবদ্বীপধাম দর্শনে ভাবুক দর্শনকারীর কি প্রকার ভাবের উচ্ছ্বাস হয়, তাহা এই গ্রন্থে বর্ণিত। অতি চমৎকার। ভিক্ষা চারি আনা।

সাধনপথ

।৵০ দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভুর উপদেশচ্ছলে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিচার অতি সুন্দরভাবে বর্ণিত হইয়াছে। ইহা ছাড়া শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদিষ্ট শিক্ষা ও উপদেশ বিশুদ্ধভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-জগতে অভিনব গ্রন্থ !!

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতি-গ্রন্থাবলী ১—

শরণাগতি

পকেট সাইজ
অষ্টম সংস্করণ
ভিক্ষা ১০ আনা

দেহ ও মনের চেষ্টা অনিত্যবস্তু লইয়া—ইহা যখন জীব বুঝিতে পারে, তখন একমাত্র নিত্যানন্দ শ্রীভগবানের প্রতি তাঁহার কোন জাতীয় আবেগময়ী প্রার্থনা হয় এবং শ্রীভগবানে সর্ব্বান্তঃকরণে নিষ্কপটে কি প্রকারে শরণাগত হইতে হয়, ইত্যাদি বিষয়ক প্রাণস্পর্শী প্রার্থনা ও আত্ম-সমর্পণমূলক গান। ভাড়য়া সংস্করণও প্রকাশিত হইয়াছে।

ভিক্ষা প্রতি খণ্ড /০ এক আনা।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা— /০, নবদ্বীপশতক— /০

অর্থপঞ্চক— /০

কল্যাণকল্পতরু

পকেট সাইজ
পঞ্চম সংস্করণ
ভিক্ষা ১৵০

আমরা প্রত্যহ নূতন অভাব ও কামনার বশবর্ত্তী হইয়া পুনঃপুনঃ যে অকল্যাণকে কল্যাণ বলিয়া গ্রহণ করি এবং যাহার নিকট কল্যাণ কামনা করি, তিনি যে নিত্য বা যথার্থ কল্যাণ প্রদানে অসমর্থ এবং কোন বস্তু আমাদের নিত্য কল্যাণপ্রদ এবং কি ভাবে আমরা সেই কল্যাণলাভে সমর্থ হইব, এই সকল কথা সরল গানে লিখিত। এই গীতিগ্রন্থ বাস্তবিকই কল্যাণের কল্পতরু; ইনি প্রত্যেককে নিত্যকল্যাণ প্রদানে,

শ্রীল চক্রবর্ত্তি-ঠাকুরের টীকা সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠাকুর কৃত টীকা ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কৃত অনুবাদ। টীকাকারের জীবনী, শ্লোক-সূচি, বিষয়সূচি সম্বলিত এবং প্রয়োজনীয় বিষয় সংবলিত প্রায় ৮২৫ পৃষ্ঠা। উৎকৃষ্ট সিল্কে বাঁধাই ২৲ দুই টাকা, কাগজে বাঁধা ১।৵

শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ-কৃত ভাষ্য সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

কাগজ ও ছাপা উৎকৃষ্ট। সিল্কে বাঁধাই, সোনার জলে নাম লেখা রাজসংস্করণ ২৲ টাকা, সাধারণ সংস্করণ ১॥০, গৌড়ীয়ের গ্রাহকপক্ষে ১।০

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি (সাঙ্কেতিককোষগ্রন্থ)

বিষয়:—১। ভক্তিশাস্ত্রে ব্যবহৃত শব্দাবলীর অর্থ, ২। চারি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের চরিত্র, ৩। বিষ্ণুবৈষ্ণবসম্পর্কিত শ্রীমন্দির ও শ্রীবিগ্রহের বিবরণ, ৪। বৈষ্ণবগ্রন্থ ও গ্রন্থকারগণের তাৎপর্য্য ও বিবরণ, ৬। বিষয় বিশেষের শ্লোকক ও শাস্ত্রীয় আকরমূলে যাবতীয় তথ্য। চারিখণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ১ম খণ্ড ৸৵০, ২য় খণ্ড ৸৵০, ৩য় খণ্ড ৸০, ৪র্থ খণ্ড ॥৵০, চারিখণ্ড একত্রে ৩৲। (৫ম খণ্ড যন্ত্রস্থ)।

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ—১ম খণ্ড ১৲ এক টাকা

২য় খণ্ড ১৲ এক টাকা—শ্রীমদ্ভাগবতের গ্রাহক ও গৌড়ীয় গ্রাহকগণ ১॥০ টাকায় দুইখণ্ড পাইবেন। বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমজ্জীব গোস্বামিপাদের রচিত গ্রন্থ। ছয়টি ষট্সন্দর্ভের অধিক প্রয়োজনীয় অংশ। প্রায় ৫৬ ডবল ক্রাউন ৮ কর্মায় ৬৪ পৃষ্ঠা আকারে মুদ্রিত হইতেছে।

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য সঙ্কলিত

সদাচারস্মৃতিঃ

ভিক্ষা /০ মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর (প্রাচীন নবদ্বীপ) নদীয়া।

কবিরাজ শ্রী...

অফিস—১৬নং উল্টাডাঙ্গা মেন রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা।

রেজেষ্টারীকৃত

মদন মঞ্জরী

বটিকায় স্বপ্ন ও ধাতুবিকার, ইন্দ্রিয়শক্তির হ্রাস, অসময়ে শুক্রপাত, বদহজম, মাথা ঘোরা, বুক ধড়-ফড়ানি, অনিদ্রা প্রভৃতি লক্ষণ সত্বর, নির্দ্দোষ আরোগ্য হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ৩০ বটী ১৲ এক টাকা।

“নপুংসকতাহারি ঘৃত”

পুরুষত্বহানি রোগে বহিঃপ্রয়োগ দ্বারা আরোগ্য, করিয়া শক্তিসম্পন্ন করে। মূল্য ২ তোলা ১৲ টাকা।

“রমণীবিলাসিনী বটিকা”

বীর্য্যধারণ করত সম্ভোগশক্তি স্থায়ী ও বৃদ্ধি করিতে অত্যাশ্চর্য্য। মূল্য ১৬ বটী ১৲ এক টাকা।

রাজবৈদ্য নারায়ণজী, কেশবজী,

১৭৭নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

বিজ্ঞাপন

সাবধান! সাবধান!! সাবধান!!!

জে, বি, দত্তের চোকা শিশি বাদাম তৈল

আদি ও অকৃত্রিম এবং উপকারিতায় সর্বজন-পরিচিত ও বহু প্রশংসিত।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজীতে J. B. Dutta & Co. নাম খোদা দেখিয়া খরিদ করিবেন। নতুবা জুয়াচোরগণ কেমিকেলের কৃত্রিম তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে।

বিনীত—জে. বি, দত্ত

ফেরাস কুইনিন

নূতন এবং পুরাতন ম্যালেরিয়ার যম

ইহাতে উপযুক্ত মাত্রায় আইরন, হাইড্রোক্লোর কুইনিন, আর্সেনিক এবং ইউরিয়া আছে।

এই ফেরাস-কুইনিন দ্বারা ইনজেকসন কঠিন একটী বা দুইটী ইনজেকসনে সকলপ্রকার কঠিন ম্যালেরিয়া জ্বর বন্ধ করে এবং ইহা হইতে যাবতীয় ইন্জেকসনে ম্যালেরিয়ার ... নির্মূল করিয়া দেয়। ৬ এম্পুলপূর্ণ প্রতি বাক্স—মূল্য ... টাকা

বাটলিওয়ালা-কোম্পানী ... লিঃ ... হইতে প্রস্তুত ...

পর বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

এখানে আহার এবং বাসস্থান দিয়া বিদ্যার্থিগণকে বিভিন্ন শিক্ষণীয় বিষয় শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। অনেক ছাত্র উত্তোমরোক্ত আসিয়া পাঠ আরম্ভ করিয়াছেন। বর্ত্তমান বর্ষে সকল ছাত্রই গবর্ণমেন্ট সংস্কৃত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

প্রধান অধ্যাপক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রচন্দ্র কাব্য-ব্যাকরণ-সাংখ্য-বেদান্ত-ষড়্‌দর্শন-তীর্থ, সাংখ্যভূষণ, বেদান্তরত্ন, সাহিত্যশাস্ত্রী, ষড়্‌দর্শনবাচস্পতি।

অধ্যাপক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গৌরদাস ব্রহ্মচারী ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীধাম মায়াপুর পরবিদ্যাপীঠ, (নদীয়া)।

বেদনাঞ্জন শ্রেষ্ঠরত্ন

কলিকাতা কংগ্রেস এক্‌জিবিসন হইতে বহু প্রশংসা প্রাপ্ত ও বহু গণ্যমান্য ভদ্রমহোদয়গণ কর্ত্তৃক প্রশংসিত।

আজকাল বাজার-চলন মিশ্রিত ও বিষাক্ত আহার্য্য সেবনে শরীরের রক্ত প্রায়ই দোষিত হইয়া পড়িতেছে। রক্তই মানবদেহের শ্রেষ্ঠ উপাদান, এই রক্ত দোষিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মানব বাত, বেদনা, মাথাধরা, মাথাঘোরা, দৃষ্টিশক্তির হ্রাস, দাঁতের গোড়া ফুলা, দাঁত কনকনানি, দাঁতে পোকা এবং খোস, চুলকানি প্রভৃতি কষ্টদায়ক চর্ম্মরোগে আক্রান্ত হইতেছে। যদি আপনি একান্তই ব্যাধিমুক্ত হইতে চান, তাহা হইলে অযথা পয়সার অপব্যয় না করিয়া অল্প ব্যয়ে এক শিশি **বেদনাঞ্জন** ক্রয় করিয়া ইহার আশ্চর্য্য-কারী-শক্তি উপলব্ধি করুন। গুণের তুলনায় মূল্য অত্যন্ত সামান্য, এক শিশি ।৴০ আনা মাত্র মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান—এ, সি, চাটার্জ্জী এণ্ড ব্রাদার্স।

৪৫নং হুঁকাকাটি লেন, সালকিয়া হাওড়া।

সকল মণিহারী দোকানে ও বড় বড় ডাক্তারখানায় পাওয়া যায়।

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

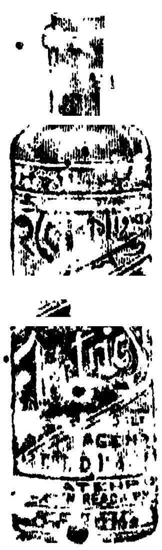

যদিও অদ্যাপি প্রকৃত মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য, তথাপি যাঁহারা নানাবিধ অনিয়মিত উপায়ে অপরিমিত শক্তি নষ্ট করিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন এবং নানা প্রকার মেহ, প্রমেহ, ধাতুদৌর্ব্বল্য, স্নায়বিক দুর্ব্বলতা, বহুমূত্র, দুঃস্বপ্ন, পারদ-সংক্রান্ত পীড়া, অর্শ এবং স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে যাহারা বাধক, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, সূতিকা, শ্বেত ও রক্তপ্রদর, হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি রোগে ভুগিয়া জীবনে নিরাশ হইয়াছেন, তাঁহারা আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটান সাহেবের আবিষ্কৃত **ইলেক্‌ট্রিক সঞ্জিভনস** ব্যবহার করিয়া বাঁচিতে পারেন, তাহার শত সহস্র প্রমাণ প্রতি বৎসরেই পাওয়া যাইতেছে। যাঁহারা অন্যান্য বহুবিধ ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরোগ্য হইতে পারেন নাই, তাঁহারা একবার এই ঔষধটি ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক মাসের ব্যবহারোপযোগী এক শিশি ঔষধ ডাকমাশুল সহ ২॥০ টাকা মাত্র।

সোল এজেন্ট—ডাঃ ডি, ডি, হাজরা।

ফতেপুর, গার্ডেনরিচ পোষ্ট, কলিকাতা।

ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

অধ্যক্ষ

শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম.এ. এফ.সি.এস. (লণ্ডন)

ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক

(প্রফেসার)

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ বিশুদ্ধ ও শাস্ত্রমতে নিজ তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হয়। পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ক্যাটালগ পাঠান হয়। রোগের বিবরণ জানাইলে যত্নপূর্ব্বক ব্যবস্থা দেওয়া হয়। চিঠি পত্রাদি সম্পূর্ণরূপে গোপন রাখা হয়।

মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দুর)

(বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৪ টাকা

উৎকৃষ্ট স্বর্ণ, পারদ ও আমলাসার গন্ধক দ্বারা যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। নিত্য প্রয়োজনীয় সর্ব্বরোগনাশক মহৌষধ।

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৩৲ টাকা

উৎকৃষ্ট কাশীর আমলকী, বংশলোচন প্রভৃতি যাবতীয় উপাদানে পূর্ণ মাত্রায় যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। কাস, কাশি, সর্দ্দি, যক্ষ্মা, ক্ষয়রোগ, হৃদরোগ প্রভৃতি রোগের মহৌষধ। সকলপ্রকার দুর্ব্বলতা নাশক অতিশয় পুষ্টিকর মহৌষধ বা খাদ্য বিশেষ।

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬৲ টাকা

ইহা সেবনে ধাতুদৌর্ব্বল্য, শুক্রহীনতা, স্বপ্নদোষ, প্রমেহ ও ধ্বজভঙ্গ সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায়। ইহা অপরিসীম আনন্দদায়ক রসায়ন।

অবলাবান্ধব যোগ

প্রদর, বাধক প্রভৃতি জরায়ুদোষ ও যোনিগত দুরারোগ্য রোগের মহৌষধ।

মূল্য—১৬ মাত্রা ২৲ টাকা। ৫০ মাত্রা ৫৲ টাকা মাত্র

বিশুদ্ধ জল! ভয় নাই! বিশুদ্ধ জল!!

লক্ষ্মী টিউব-ওয়েল কোং

২০৫নং নবাবপুর, ঢাকা

বর্ত্তমান-যুগের নব আবিষ্কৃত জলপ্রাপ্তিদ্বারা উন্নত বৈজ্ঞানিক-খনন-প্রণালীতে নলকূপ (*Tube-well*) নির্ম্মাণ করা হয়। বঙ্গের লাট বাহাদুর, প্রাইভেট সেক্রেটারী, জিলা-ম্যাজিষ্ট্রেট, জিলা-বোর্ডের চেয়ারম্যান, ইঞ্জিনিয়ার, জমিদার, তালুকদার, প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত ভদ্রমহোদয়গণ এই কোম্পানীর কার্য্য দেখিয়া প্রশংসা করিয়াছেন। রাসায়নিক পরীক্ষায় জল বিশুদ্ধ না হইলে মূল্য গৃহীত হয় না। বিস্তৃত বিবরণের জন্য পত্র লিখুন

বিজ্ঞাপিত কেন?

সাধারণের হিতার্থে, মানবের দুঃখ দূর হইতে পারে তাহার পন্থা ইত্যাদি সম্বলিত "কামশাস্ত্র" গ্রন্থখানি যিনি পাঠ করেন নাই, তিনি আবেদন করতঃ বিনামূল্যে প্রাপ্ত হউন। উহা পাঠে উপকৃত হইয়া ৭৫০০০ হাজার লোক কৃতজ্ঞ হইয়াছেন। প্রায় ৫০ বৎসরের পরীক্ষিত, শুক্রতারল্য, স্বপ্নদোষ ইত্যাদির যম "অতঙ্ক-নিগ্রহ বটিকা" প্রতি কৌটার মূল্য ১৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান—আতঙ্ক নিগ্রহ ফার্ম্মাসী, ২১৪ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা।

মনোমোহন প্রেস

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা

পূর্ব্ব-বাঙ্গালায় সুলভে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত
বৈদ্যুতিক মেশিনে দিবারাত্র কাজ চলিতেছে
বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা।

শ্রীমায়াপুর, নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে— শ্রীকৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

স্থানীয় সংস্করণ। Registered No. C 1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রত্যেকবারে
প্রতি ইঞ্চি ১.
প্রতি কলম ৬.
অর্দ্ধ কলম ৩॥০
সিকি কলম ২.
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

সাহায্যের হার অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯.
ষাণ্মাসিক ৫.
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১.
নগদ প্রতি সংখ্যা ৫

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহ।

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচারিত—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৪র্থ খণ্ড] সম্পাদক—প্রত্নবিদ্যালঙ্কার শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী [২৯৬ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্য মঠ, শ্রীধাম মায়াপুর, ১০ই ফাল্গুন শনিবার ১৩৩৬ ২২শে ফেব্রুয়ারী ১৯৩০

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থাবলী

১।	শ্রীমদ্ভাগবতম্।—শ্লোক সূচী, বিষয়-সূচী প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত। ভিক্ষা, প্রতি খণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৵০ গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশ গ্রাহক পক্ষে	৵০	১৬।	সাধনপথ (৩য় সংস্করণ)	।৵০
			১৭।	আচার ও আচার্য্য	।
			১৮।	নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা	৸০
২।	ভাষ্য সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ)	৫.	১৯।	ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা)	৶০
৩।	গৌড়ীয়-গৌরব	৶০	[illegible]	[illegible]দ্বীপধাম-মাহাত্ম্য	৶০
৪।	গৌড়ীয়-সাহিত্য	।০	২১।	নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য (প্রমাণখণ্ড)	৶০
৫।	ভজনরহস্য	৷০	২২।	শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ	৴৹
৬।	শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা)	১.	২৩।	শ্রীগোদ্রুমাঙ্ক পরিক্রমা দর্পণ	।০
	” ” ” আবাঁধা	৸০	২৪।	শরণাগতি, গীতাবলী, সাধনকণা, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, নবদ্বীপশতক, অর্থপঞ্চক ও সদাচারস্মৃতি মোট	।৶০
৭।	গীতা (শ্রীবলদেবভাষ্যসহ) বাঁধা ২. আবাঁধা	১॥০			
৮।	গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি টীকা-সহ) বাঁধা ২. আবাঁধা	১॥০	২৫।	কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ও অর্চ্চনকণ	৵০
	গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য	॥০	২৬	সাধককণ্ঠমণি	৸০
৯।	দ্বাদশস্তোত্র (অনুবাদ)				
৯।	মুক্তাফল (গুণসারস্তব) সানুবাদ (মাধ্ব)	২.	২৭।	সংস্কার-দীপিকা	।০
১০।	বেদান্তদর্শন সানুবাদ (রামানুজীয়)	॥০	২৮।	বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড)	৩.
১১।	জৈবধর্ম্ম	২.	২৯।	ব্রহ্মসংহিতা	॥০
১২।	শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ)	৸০	৩০।	শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা	৸০
১৩।	গৌড়ীয়-কণ্ঠহার	২.	৩১।	মানমঞ্জরী সানুবাদ	।০
১৪।	প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ)	৸৶০	৩২।	গোবিন্দস্তোত্রোদয়ঃ	৸০
১৫।	দীপ-দিগ্দর্শন	৵০	৩৩।	শ্রীচৈতন্যভাগবত (বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ)	৫.

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

অপূর্ব্ব সুযোগ অপূর্ব্ব-সুযোগ!

শ্রীধাম মায়াপুর প্রদর্শনী

আমোদপ্রমোদের বিপুল আয়োজন

অভাবনীয় বিরাট ব্যাপার

৯ই ফেব্রুয়ারী হইতে যাত্রা সায়ঙ্কালে অন্তর্ভুক্ত প্রচুর ব্যবস্থা

সকলেই যোগদান করুন

শ্রী [illegible] গৌড়ীয় [illegible]

১০ ফাল্গুন শনিবার—১৩৩৮

পরমারাধ্য শ্রীশ্রীগুরুদেবের শ্রীচরণারবিন্দে

প্রপত্তিপ্রসূনাঞ্জলি

(গত ৬ই ফাল্গুন ১৩৩৮ ব্যাসপূজা-বাসরে পঠিত)

(ঢাকা-নিবাসিনী জনৈকা মহিলা-লিখিত)

গোবর্দ্ধন পঞ্চমী   হে তিথি-প্রবর
  বান্দতে তোমা আজ।
কীৰ্ত্তন-সেবা   পর-বিদ্যাপীঠে
  প্রদান এনেছে সাজ॥
হে কল্যাণ-দাতা   তিথি বন্দনীয়!
  কি আছে মোদের ধন।
শ্রদ্ধা শিশির-   সিক্ত কুসুমে
  পূজার এ আয়োজন॥
শুদ্ধা ভকতি-   সিদ্ধান্তবাণী
  (তুমি) প্রকাশিলে ধরায়।
অচৈতন্য-বাণী   মুখর জগৎ
  (আজি) গোলোকের গীত গায়॥
গৌড়পুরে শুভ   তিথি উৎসব
  সমাগত বিশ্বজন।
শুদ্ধ চেতন-   বাণীর চরণে
  করে অর্ঘ্য নিবেদন॥
আজি নিখিলের   মরম বীণায়
  বাজিছে মোহন সুর।
বিশ্ব মাঝে   সেবা সাধনার
  একতান সুমধুর॥
আকাশ ভুবন   হরষ-উত্তল
  স্থায় নব অভিনন্দন।
বসন্ত লক্ষ্মীর   সম্পদ শোভা
  করে তিথি অর্চ্চন॥
বসন্তের পিক   গাহিছে হরষে
  শ্রীগুরু-বন্দন-গীতি।
"এস হে পূজার্হ!   পূজা তার নিয়ে
  বহু পূজা যথা রীতি॥"

দেব!
মায়াবাদ ঘোরে   আবৃতা ধরা
  আলোর না ছিল রেখা।
চিন্ময় জ্যোতিঃ   প্রকাশিয়া ভবে
  পুণ্যাঙ্গে দিলে দেখা॥ (১)
অশেষ ক্লেশের   নাশিলে নিদান
  কৃপা-মন্দাকিনী নীরে।
অমন্দ-উদয়া   দয়া যে তোমার
  জীবউদ্ধারের তরে॥ (২)
জনম মরণ   ক্লিষ্ট মানব
  ভব ভ্রম তাপ-ভারে।
হতাশা দগ্ধ   ত্রিতাপ বাহিছে
  পুণ্য পুণ্য হাহাকারে॥ (৩)
মানবের মাঝে   মানবের মাঝে
  পসরা আনিলে অমৃতের।
তব কৃপা [illegible]   মৃত্যু বিজয়ী
  গাহে জয় জয় আচার্য্যের॥ (৪)
শ্রীচৈতন্য দেবের   মহান দানের
  মুখ্য প্রকাশ তুমি।
নাম-প্রেমদানে   জাগালে জগৎ
  [illegible] তুমি স্বামী॥ (৫)
[illegible] সাধু [illegible]   [illegible]
  মনের [illegible]!
[illegible]   [illegible] দিয়ে যারা
  [illegible]॥ (৬)

উদিত তোমার   [illegible]
  [illegible]
[illegible]   [illegible]
  [illegible]॥ (৭)
অমৃত পথের   যাত্রী করিছে
  মায়া-মুগ্ধ যত জন
গোলোক পুরীর   বার্ত্তা বহিয়া
  তোমা তব আগমন॥ (৮)
(তব) বিশ্ব-নির্ঘোষ   চেতন শব্দের
  নাশিল সকল সুপ্ত প্রেমের;
বিশ্ব অ মরণ   চেতন-সঙ্গীত-
  লোকে চালাবে চৈতন্যের॥ (৯)
প্রভো!
দীন-শিরোমণি   সিন্ধু করুণার
  কে আছে তোমার প্রায়।
পরমবদান্য   শ্রীগৌরহরির
  বিতরিলে যদি মনুষ্যায়॥ (১০)
মায়ার মোহন   [illegible] মানব
  [illegible] কে [illegible] আছে?
অমৃত সোপানে   অমৃতের পথ
  এ বাধা তোমার বাজে॥ (১১)
প্রতিটি জীবনে   পূর্ণ চেতন
  ভকতি নিত্যপূর্ণ।
মৃত্যু পাথরে   দিলে সঞ্জীবনী
  এ তব অতুল কীর্ত্তি॥ (১২)
এ বিশ্ব মাঝার   খুঁজিছে স্বরাজ
  সাম্য স্বাধীনতা মন।
প্রেয়ঃকামী দল   পিপাসা আকুল
  (আজ) তাই তব আগমন॥ (১৩)
নিত্য প্রভাতে   মহান মন্ত্র
  সমুখ দেশের কথা।
প্রচারিছ দেব!   শ্যামসুন্দরের
  সাম্যের শান্তি-গাথা॥ (১৪)
ভেদ বিবাদ   নাহিক সে দেশে
  বর্ণ বিভেদ নাই।
তরুণ প্রাণের   আরতি লইয়া
  (সেথা) পূজা রচে সব ভাই॥ (১৫)
এক লক্ষ্য সেথা   তরুণ সুন্দর
  মহান্ স্বরাষ্ট্র-পাঠ।
এক অন্ন আর   এক ভাষা নিয়ে
  গাহে সবে নাম-গীত॥ (১৬)
এক প্রভাতে   অপূর্ব উজ্জ্বল
  [illegible] প্রভু।
নিত্য নব বেশে   বৈকুণ্ঠ-সম্পদ
  [illegible]॥ (১৭)
আচার্য প্রচার   কর গুরুবর
  [illegible] প্রভাবের!
বান্ধব বেশে   [illegible] প্রভো!
  [illegible]॥ (১৮)
মায়ার রাজ্যে   কারলে প্রকাশ
  নিত্য ভাগবত-যুগ।
ভাগবতী দীক্ষা   দিলে ধরণীরে
  [illegible]॥ (১৯)
কালের ধর্ম   [illegible] বিবাদ
  সমস্যার নাহি অন্ত।
বিশ্ব সমস্যার   সমাধান-তরে
  এনেছ হে কৃপাবন্ত॥ (২০)
কৃষ্ণ-বহির্মুখ   জড় জগতেরে
  [illegible] কৃষ্ণ-দান।
[illegible]   হে নরোত্তম প্রভো!
  [illegible] তব প্রাণ॥ (২১)
কোটি [illegible]   [illegible]
  [illegible] তুমি।
বিপদে [illegible]   [illegible]
  [illegible] চাহি॥
প্রতিটি [illegible]   [illegible]
  শ্রীচৈতন্য [illegible]।
তুমি [illegible]   [illegible]
  জীবাধম ক্ষুদ্র কীট॥ (২৩)

গোলোকের [illegible]   [illegible]
  [illegible]।
নিজ [illegible]   [illegible] আজি
  [illegible]॥ (২৬)
তোমার প্রসাদে   [illegible]
  শ্রীচৈতন্য-পাদপীঠে রাজে।
কাঙ্গাল-তারা কত   প্রাণ পুলকে
  লভিল সেখায় সত্য কাজে॥ (২৫)
জড়-প্রদর্শনী   ধরণীর মাঝে
  [illegible] সাজ।
করিলে সজ্জিত   ভক্তি-প্রদর্শনী
  তুমিও এ বিশ্বমাঝে॥ (২৬)
বৈকুণ্ঠ-ভাণ্ডার   সাজালে দয়ায়
  আনিলে গোলোকধন।
জানালে আজিকে   সব জিনিষের
  প্রভু যে 'গোবর্দ্ধন'॥ (২৭)
নরক-পুরীর   [illegible] উপচার
  সে যে শ্রীহরির ভোগ।
মরণ-লক্ষ্মী   জড়ের পূজায়
  নয় নয় তাহা যোগ্য॥ (২৮)
সাবিত্রীর মত   জীবের মঙ্গল
  প্রকাশিলে প্রদর্শনী।
জড় ভোগ-তৃষ্ণা   কারলে নিবাস
  বিতরি' কল্যাণ-খনি॥ (২৯)
পরাবিদ্যাপীঠ   কারলে স্থাপন
  বৈকুণ্ঠ গৌরব দীপ্ত।
প্রকৃত শাস্ত্রের   অমর কিরণে
  ভারত লভিছে সত্য॥ (৩০)
গরজি বাড়িছে   কালের প্রবাহ
  ভীষণ আবর্ত্তময়।
তীরেতে বিশাল   'গৌড়-মণ্ডলিকা'
  ঝাঁপায়ে পাড়িছে তায়॥ (৩১)
মরণ দানব   পশ্চাতে থাকি'
  হাসিছে অট্ট হাস।
সে হাসির রবে   আরো দলে দলে
  বাড়িছে সাগর গ্রাস॥ (৩২)
করাল-কালের   স্রোত-ধারা হ'তে
  উদ্ধারিতে জীবচয়।
নিত্য স্বদেশে   নিতে মুক্ত দলে
  এসেছ হে দয়াময়॥ (৩৩)
জড়বাদী দল   প্রবল গরবে
  বিজ্ঞান-কথা প্রচারে।
জড় বৈজ্ঞানিকের   নব উদ্ভাবন
  সৃষ্টির নাশ তরে॥ (৩৪)
সব বিজ্ঞানের   মুকুটের মণি
  শ্রেষ্ঠ যে কৃষ্ণজ্ঞান।
জ্ঞানহীন দেশে   দিলে এ শিক্ষা
  এ তব গোলোক-দান॥ (৩৫)
নব বিজ্ঞানের   শ্রেষ্ঠ অবদান
  বিজ্ঞান-সম্পদ্ যত।
কৃষ্ণ-সেবা তরে   কারলে নিয়োগ
  হে নিত্য-বিজ্ঞান-ব্রত॥ (৩৬)
জগতে শিখাতে   রূপ-শিক্ষাচ্ছলে
  দিয়াছেন গৌর যে মহা-শিক্ষা।
ভুলেছিল সবে   অমূল্য সে বাণী
  দিলে পুনঃ তাই ভক্তি-দীক্ষা॥ (৩৭)
রূপশিক্ষাস্থলী   শ্রীপ্রয়াগ-মাঝে
  স্থাপিলে শুদ্ধভক্তি-কেন্দ্র।
(আজ) কুম্ভমেলা-ভূমে শোনে তীর্থকামী
  ভক্তির দিব্য গূঢ় মন্ত্র॥ (৩৮)
এদিকে কপট   [illegible] দল
  সবারে ভুলায় প্রায়।
সেবক করিছে   শ্রীগুরু সেবায়
  শক্তি অপরাজেয়॥ (৩৯)
প্রভো!
শুভ প্রদীপ্ত   জ্যোতির্ধারা
  মন্দাকিনী [illegible]।
সগর-সন্তানে   [illegible] আনিলে
  মরুভূম্যে ধারা॥ (৪০)?

চার আচার্য্যের   কাহার প্রচার
  [illegible] মহিমা-গাথা।
[illegible]   [illegible]
  কেহ না জানিত যেথা॥ (৪১)
কত মহামণি   প্রকাশিলে তুমি
  অজ্ঞান করিতে দূর।
"শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ"   চেতন-গৌরব
  নাশিতে সংশয় ঘোর॥ (৪২)
গৌরকিশোর   বঙ্গ গোস্বামীর
  অতুল অমিয় দান।
পূর্ণ যাতে সুধা   সিদ্ধান্ত-সাগর
  জুড়াতে তৃষিত প্রাণ॥ (৪৩)
করিলে তুমিও   জগতে প্রচার
  মধ্য জানালে "সাত্বতোত্তম"।
তব পদছায়ে   মনীষি সমাজ
  ব্যাখ্যা শুনিছে বেদান্তের॥ (৪৪)
তোমারি কৃপায়   দীন মর্ত্ত্যবাসী
  দেখিছে গোলোক-শোভা।
দেখে নিত্য নব   দিব্য মহোৎসব
  অপ্রাকৃত লীলা-প্রভা॥ (৪৫)
তব বলে বলী   আদর্শ চরিত্র
  প্রচারক সন্ন্যাসী।
তোমারি আদেশ   বহিছে সতত
  ধরে পদে অনুরাগী॥ (৪৬)
হিমাচল হ'তে   কুমারিকা আর
  সারাটী জগৎ ধ'রে।
পরম মঙ্গল   অমিয় বারতা
  গাহিছে জীবের তরে॥ (৪৭)
ওগো শোকাতুর   শোন তব বাণী
  (এবে) অমঙ্গল অবসান।
তব বেদনার   অশ্রু মুছাতে
  করিতে বিপদে ত্রাণ॥ (৪৮)
নিজ প্রিয়তম   কোন মহাজনে
  পাঠালেন পরমেশ।
জগদ্ বন্দিত   ওই পদযুগে
  শরণে না থাকে ক্লেশ॥ (৪৯)
অভয় অশোক   স্বদেশের পানে
  এস এস সব ভাই।
কেন কারাগারে   বন্দীর প্রায়?
  চল যেথা ব্যথা নাই॥ (৫০)
উড়িছে শোভন   বিজয়-কেতন
  কলির গরব নাশি'।
তব আবাহনে   অধীর পরাণে
  সমবেত বিশ্ববাসী॥ (৫১)
উঠে জয় ধ্বনি   ভেদিয়া অবনী
  শুভ কৃষ্ণ-কোলাহল।
দেব গুরুবর!   দিলে প্রেমামর-
  তরুর অমৃত ফল॥ (৫২)
শ্রীগৌর-প্রেমিক   অযুত পথিক
  মিলিয়াছে এক ঠাঁই।
(গাহে) ললিত ছন্দে   পরমানন্দে
  হরষের সীমা নাই॥ (৫৩)
হে পতিতপাবন,   পতিতে তারিতে
  আসিয়াছ এ ধরায়।
কৃপা ক'রে লহ,   এ দুরাচারের
  কোটি নতি রাঙ্গা পায়॥ (৫৪)
দেব!
কুয়াশার রাতে   ফুটালে যাহারে
  তুচ্ছ সে অতিশয়।
পুষ্পসম্ভার   সকলেরি কাছে
  মেনেছে সে পরাজয়॥ (৫৫)
তোমার পূজার   যোগ্য পুষ্প-ভার
  আহরণ-শক্তি নাই।
দিতে অর্ঘ্যাঞ্জলি   দিলে কুন্দকলি
  কৃপা করি' লহ তাই॥ (৫৬)
হে পতিতত্রাণ,   আমি অভাজন,
  এ দৃঢ় ভরসা মনে।
দীনের অর্ঘ্য   সফল করিবে
  শ্রীচরণ-রেণু দানে॥ (৫৭)

১। জেলা নদীয়া থানা কালিগঞ্জের অধীন সুন্দলপুর মৌজায় সালিয়ানা ৩৭৵৫ খাজনা, খতিয়ান নং ২, মূল্য আঃ ৫০৲

(৪৪)

২৩৪৭ পাংজারি ২৯ দাবী ১১৬৵০

ডিঃ শ্রীমতি রাজকুমারী প্রফুল্লনন্দিনী দাসী দিং—মোং বেলপুকুর কাছারী থানা কোতয়ালি জেলা নদীয়া

দেঃ শ্রীকেদারনাথ গোপ সাং ইন্দ্রাকপুর থানা নবদ্বীপ জেলা নদীয়া

১। জেলা নদীয়া কালেক্টরির ২৩নং তৌজি থানা নবদ্বীপ সবরেজেষ্টারী কৃষ্ণনগর ২নং শঙ্করপুর মৌজায় ৩২নং খতিয়ানে ১০-১১ একর জমির বার্ষিক ৩৬৬৵৬ টাকার জমা যাহা বৃদ্ধি করত ৩৭॥৵৯ টাকা ধার্য্য হইয়াছে, উহার মূল্য আঃ ৬০৲

(৪৫০)

২৩৪৮ পাংজারী ২৯ দাবী ২

ডিঃ শ্রীমতী রাজকুমারী প্রফুল্ল নন্দিনী দাসী দিং সাং বেলপুকুর

দেঃ শ্রীকেদারনাথ গোপ সাং ইন্দ্রাকপুর থানা নবদ্বীপ, নদীয়া

১। জেলা নদীয়া কালেক্টরির ২৮৯ নং তৌজি থানা নবদ্বীপ সবরেজেষ্টারী কৃষ্ণনগর ৫নং মৌজে ৪৪৩নং খতিয়ানে ২৭ ৯৫ একর জমির বার্ষিক ৮৯৵০ টাকার জমা তাহার মূল্য আঃ ১০০৲

(৪৬)

২৩৭৬ পাংজারী ২৯ দাবী ৪২৮৭

ডিঃ শ্রীত্রিগুণপ্রসাদ পাল চৌধুরী সাং চকতাতিশালা থানা নাকাশীপাড়া

দেঃ শ্রীসতীশ বিশ্বাস দিং সাং সেজুয়া থানা কালিগঞ্জ

১। জেলা নদীয়া সবরেজেষ্টারী কৃষ্ণনগর থানা কালিগঞ্জ সেজুয়া গ্রামে ৩৪৪ নং খতিয়ানের ৮-৩০ একর জমির কাত ১৫॥৩ টাকা রায়তি মকরবী জমা অত্র পরিমিত আকর আগুলাত মূল্য আন্দাজ ২৫৲

(৪৭)

২৩৭৮ পাংজারী ২৯ দাবী ৩৫৸/৬

ডিঃ ঐ

দেঃ শ্রীরমজান বিশ্বাস—সাং সেজুয়া থানা কালীগঞ্জ

সবরেঃ কৃষ্ণনগর থানা কালীগঞ্জ মৌজা ৫নং সেজুয়া গ্রামে ১৬২ নং খংতুক্ত ৪-৫৪ একর জমির জমা ১৮৵৬. মূল্য আঃ ১৫৲

(৪৮)

২৪১৫ পাংজারী ২৯ দাবী ৪০৸৵৬

ডিঃ রাজা ক্ষৌণীশচন্দ্র রায় দিং গোয়াড়ী কাছারী গোয়াড়ী থানা কোতয়ালী

দেঃ শ্রীহেমন্ত কুমার মল্লিক—সাং স্বরূপগঞ্জ থানা নবদ্বীপ

জেলা নদীয়া থানা নবদ্বীপের অধীন ৩৫৬২নং চরগাদিগাছা মৌজার অন্তর্গত ১০০নং খংতুক্ত ২-৪০ একর জমির জমা ১১॥৵০ মূল্য আঃ ২৫৲

(৪৯)

২৪১৭ পাংজারী ২৯ দাবী ২৫॥৵০

ডিঃ ঐ

দেঃ শ্রীমতী বিজয়বালা দাসী সাং স্বরূপগঞ্জ থানা নবদ্বীপ

জেলা নদীয়া থানা নবদ্বীপের অধীন মহেশগঞ্জ গ্রামে ৩১০২ খংতুক্ত ১০ শতক জমির জমা ৬৲ টাকা, মূল্য আঃ ১০৲ টাকা

(৫০)

২৪০৮ পাংজারী ২৯ দাবী ১৩॥৵০

ডিঃ শ্রীত্রিগুণ প্রসাদ পাল চৌধুরী সাং চকতাতিশালা থানা নাকাশীপাড়া

দেঃ নাবালক ও জুমাগুল পক্ষে গার্জ্জেন শ্রীমতী সন্তানবালা দাসী সাং সেজুয়া থানা কালী

সবরেঃ কৃষ্ণনগর থানা কালীগঞ্জের এলেকাধীন ৫নং সেজুয়া গ্রামে ৩৪৯নং খংতুক্ত ৬ শতক জমির জমা ১॥০ মূল্য আঃ ৫৲ টাকা

(৫১)

২৪১৯ পাংজারী ২৯ দাবী ২০৸৵৩

ডিঃ ঐ

দেঃ ঐ

সবরেঃ কৃষ্ণনগর থানা কালীগঞ্জের এলেকাধীন ৫নং সেজুয়া গ্রামে ১৬৭নং খংতুক্ত ১-৭৫ একর জমির জমা ৫৵০ মূল্য আঃ ১০৲ টাকা

(৫২)

২৪২০ পাংজারী ২৯ দাবী ৩৩॥/০

ডিঃ ঐ

দেঃ ঐ

সবরেঃ কৃষ্ণনগর থানা কালীগঞ্জের অধীন ৫নং সেজুয়া গ্রামে ৩৪৬নং খংতুক্ত ৬-৩১ একর জমির জমা ১৪৲৩ মূল্য আঃ ২০৲ টাকা

(৫৩)

২৪৪০ পাংজারী ২৯ দাবী ৩২।/৬

ডিঃ শ্রীমতী সুনীতিবালা দেবী সাং কৃষ্ণনগর চাঁদসড়ক, থানা কোতয়ালী

দেঃ শ্রীকেদার সর্দ্দার সাং মাধবপুর, থানা নবদ্বীপ

সবরেঃ কৃষ্ণনগর থানা নবদ্বীপের সামিল ২৮নং মৌজা গাদখালি গ্রামে ১২৭ নং খংতুক্ত ৭৮ শতক জমির জমা ৪৸০ মূল্য আঃ ১৫৲ টাকা

(৫৪)

২৪৪৩ পাংজারী ২৯ দাবী ৫২॥৩

ডিঃ শ্রীমতী জামিলেশা বিবি সাং ও থানা কৃষ্ণনগর

দেঃ শ্রীওয়াকুব খাঁ দিং সাং ঝিট্কিপোতা থানা কৃষ্ণনগর

সবরেঃ ও থানা কৃষ্ণনগরের এলেকার মৌজা ঝিট্কিপোতা গ্রামে ২৮১নং খংতুক্ত ও ১৩৬১নং খংতুক্ত মোট ৬৮৯ একর জমির জমা বার্ষিক ৭৲ টাকা মূল্য আঃ ২০৲ টাকা

(৫৫)

২৪৪৪ পাংজারী ২৯ দাবী ৩২৵০

ডিঃ শ্রীমতী নেকজান্নেসা বিবি দিং সাং ও থানা কৃষ্ণনগর

দেঃ শ্রীমোকাব খাঁ দিং সাং ঝিট্কিপোতা থানা কৃষ্ণনগর

সবরেঃ ও থানা কৃষ্ণনগরের অধীন ঝিট্কিপোতা গ্রামে ১৮২ নং খংতুক্ত ২-৭ একর জমির বার্ষিক জমা ৪৵৮, মূল্য আঃ ২০৲ টাকা

(৫৬)

২৪৪৬ পাংজারী ২৯ দাবী ৫২১

ডিঃ শ্রীনেকজান্নেসা বিবি দিং সাং ও থানা কৃষ্ণনগর

দেঃ শ্রীতাসের সখ দিং সাং ঝিট্কিপোতা, থানা কৃষ্ণনগর

সবরেঃ ও থানা কৃষ্ণনগরের অধীন ঝিটকিপোতা গ্রামে ২০২ নং খংতুক্ত ৫-৪২ একর জমির বার্ষিক জমা ৭।/৮, মূল্য আঃ ২০৲ টাকা

(৫৭)

২৫০১ পাংজারী ২৯ দাবী ৪৯৸৵৬

ডিঃ শ্রীঅন্নদাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় দিং সাং সড়াঙ্গা থানা কোতয়ালী

দেঃ শ্রীমুলুক সর্দ্দার দিং সাং কুরলী থানা কৃষ্ণনগর

সবরেঃ ও থানা কৃষ্ণনগরের অধীন ৯৫নং মৌজা কুরলী গ্রামে মোঃ ৫৭নং হইতে ৭৪ নং খংতুক্ত ২৫-২১ একর জমির জমা ৩৭॥৵০ টাকা মূল্য আঃ ২৫৲ টাকা

বিশেষ দ্রষ্টব্য—নিম্ন লিখিত জারিগুলির মধ্যে শেষ ৬৩টী অর্থাৎ ২২৭৮ মণিজারী ২৯ ও ২২৮১ মণিজারী ২৯ ৮ই মার্চ্চ নীলাম হইবে, অবশিষ্ট গুলির নীলামের দিন ২২ ৩.৩০।

(৫৮)

১১৯৮ পাংজারী ২৯ দাবী ৮৫৬॥/৬

ডিঃ নাবালক মহারাজ কুমার শ্রীক্ষৌণীশ চন্দ্র রায় বাহাদুর পক্ষে ওয়ার্ড ম্যানেজার শ্রীগিরীন্দ্র লাল রায় সাং ও থানা কৃষ্ণনগর

দেঃ নাবালক শ্রীঅবনীশ চন্দ্র দত্ত দিং পক্ষে গার্জ্জেন শ্রীঈশানী দাসী সাং সুবর্ণবিহার থানা শান্তিপুর

১। জেলা নদীয়া সবরেঃ ও থানা রানাঘাটস্থ ২০নং মৌজা সুবর্ণবিহার মধ্যে ২৭৪নং খংতুক্ত ১১/৮ টাকার জমার রকম ।/৯॥= অংশের মূল্য মায় আকর আগুলাত আঃ ৫৲

২। ঐ থানায় ঐ মৌজায় ১৬১৪নং খতিয়ানভুক্ত ১৲ টাকা জমার জমির ।/৯॥= অংশের মূল্য মায় তদুপরিস্থিত আকর আগুলাত আঃ ২৫৲। জমির পরিমাণ ৭ শতক

৩। ঐ ঐ এলেকাধীন ১৫৯০নং খতিয়ানভুক্ত ৸৵০ আনা রায়তি মোকররী স্বত্বের জমার ।/৯॥= অংশের মূল্য মায় আকর আগুলাত আঃ ২৫৲। জমির পরিমাণ ৪ শতক

৪। ঐ ঐ এলেকাধীন ১৫৪১নং খতিয়ানে ২॥৵৩ আনা জমার জমির ৵০ পাই অংশের মূল্য মায় আকর আগুলাত আঃ ২৫৲ জমির পরিমাণ ১৯ শতক

৫। ঐ ঐ এলেকাধীন ১৬১৬নং খতিয়ানভুক্ত সলামত বিশ্বাসী খাজনা বৃদ্ধির যোগ্য স্বত্ব ১৪.০ টাকা জমার ৵১০ আনা অংশ মায় আকর আগুলাত আঃ ২৫৲

(৫৯)

১৪১৭ পাংজারী ২৯ দাবী ১০৵৩

ডিঃ ঐ

দেঃ শ্রীনন্দরাণী দাসী দিং সাং ও থানা নবদ্বীপ, চাঁপাহাটী

সবরেঃ কৃষ্ণনগর থানা নবদ্বীপের অধীন মৌজে নবদ্বীপ মধ্যে ১০২৬ নং খতিয়ান মধ্যে ॥৵১০ জমার মধ্যে ৵ আনা জমির মূল্য মায় তদুপরিস্থিত ঘরবাড়ী গাছ মায় আকর আগুলাত আঃ ৫৲

(৬০)

১৪২৮ পাংজারী ২৯ দাবী ১২৸৵৬

ডিঃ ঐ

দেঃ মৃত নফুর সেখের ওয়ারেশ নাবালক শ্রীনূরজান সেখ পক্ষে গার্জ্জেন মাতা বিবি

১। সবরেঃ কৃষ্ণনগর থানা নবদ্বীপাধীন মৌজে বেলপুকুর মধ্যে ৭২৭ নং খংতুক্ত একর জমির মূল্য মায় আকর আগুলাত আঃ ৫৲

২। ঐ সবরেঃ ঐ থানার ঐ মৌজে ১০২৮ নং খংতুক্ত ॥০ টাকা জমার একর জমির মূল্য মায় আকর আগুলাত আঃ ১৫৲

৩। ঐ ঐ এলেকাধীন ৩২৪ নং খংতুক্ত ।৵৬ আনা খাজনার ২৪ শতক জমি মায় তদুপরিস্থিত ঘর, দালান, গাছগাছড়া মূল্য আঃ ২৫৲ টাকা

(৬১)

১৪২৯ পাংজারী ২৯ দাবী ১০৲৩

ডিঃ ঐ

দেঃ শ্রীএসমাইল সেখ—সাং ও থানা কৃষ্ণনগর

১। সবরেঃ কৃষ্ণনগর থানা কোতয়ালী মৌজে মহেশপুর মধ্যে ১নং খংতুক্ত ৩-৫২ একর জমির খাজনা ১৫৸৩ টাকা, মূল্য আঃ ১৫৲

২। ঐ ঐ এলেকাধীন ২৮০২ খংতুক্ত ১-৩৭ একর জমির খাজনা ২৵২, মূল্য আঃ ৫৲

৩। ঐ সবরেঃ ও থানায় ২২২১নং মৌজে কালীনগর মধ্যে ৫২৮৬ খংতুক্ত ৮৬ শতক জমির জমা ৸৵০ মূল্য আঃ ৫৲

৪। ঐ ঐ এলেকাধীন ৫০১২নং খংতুক্ত ৫৪ শতক জমির জমা ২।৵ মূল্য আঃ ৫৲

(৬২)

১৮৬৮ খাজানী ২৯ দাবী ২২৯৵০

ডিঃ ঐ

দেঃ শ্রীএসমাইল সেখ

সবরেঃ কৃষ্ণনগর থানা কোতয়ালী মৌজে যাত্রাপুরের মধ্যে ১৯নং খতভুক্ত ৩-৫২ একর জমির খাজনা ১৩৶৩ টাকা মূল্য আঃ ১৫৲

২। ঐ ঐ এলেকাধীন ২৮নং খতভুক্ত .৭৭ একর জমির খাজনা ২॥৶৬ মূল্য

৩। ঐ সবরেঃ ঐ থানায় ২২৩৬নং মৌজে ... মধ্যে কৃষ্ণনগর মধ্যে ৫২৮৬ খতভুক্ত ১৪ শতক জমির জমা ৮৶০ মূল্য আঃ ৫৲

৪। ঐ ঐ এলেকাধীন ৫০৬২নং খতভুক্ত ৫৪ শতক জমির জমা ২,৯ মূল্য আঃ ৫৲

(৬৩)

১৬৮৯ খাজানী ২৯ দাবী ১৮৬

ডিঃ শ্রীশিবেন্দ্র নাথ সিংহরায় দিং— সাং ও থানা নাকাশীপাড়া

দেঃ শ্রীমতী ফতেমা বিবি দিং— সাং ...চাঁদপুর থানা নাকাশীপাড়া

জেলা নদীয়া কালেকটরীর অন্তর্গত থানা কালীগঞ্জ মৌজে জাগামধ্যে ৩৫নং খতভুক্ত বার্ষিক ১০৫ বাদ, বৃদ্ধি সমেত ১॥৶৩ টাকা জমার ৪৪ একর জমির মূল্য আঃ ৮৲

( )

১৩৩৮ খাজানী ২৯ দাবী ১০৶০

ডিঃ শ্রীনৃসিংহচন্দ্র পালচৌধুরী দিং সাং চককাশীপাড়া, থানা নাকাশীপাড়া

শ্রীউমানাথ ভট্টাচার্য্য—সাং দেবগ্রাম, থানা কালীগঞ্জ।

সবরেঃ কৃষ্ণনগর থানা কালীগঞ্জের অধীন ... গ্রামে ৪২নং খতভুক্ত ৭২ শতক জমির জমা ১৸৪, মূল্য মায় আকর আওলাত আঃ ..৲

(৬৫)

১৬১৫ খাজানী ২৯ দাবী ৮৶৩

ডিঃ ঐ

দেঃ শ্রীবৈদ্যনাথ সেখ দিং—সাং জাজরা ... থানা কালীগঞ্জ

সবরেঃ কৃষ্ণনগর থানা কালীগঞ্জ মৌজে ... গ্রামে সেঃ ২৬নং খতভুক্ত ৩৮ শতক জমির জমা ৮/০ পাই, মূল্য মায় আকর আওলাত আঃ ১৲

( )

১৮২৬ খাজানী ২৯ দাবী ৫১৮০

ডিঃ ঐ

দেঃ শ্রী... বিবি দাবী সাং ... থানা কালীগঞ্জ

সবরেঃ কৃষ্ণনগর থানা কালীগঞ্জের ... গ্রামে সেঃ ২৪নং খতভুক্ত ... জমির খাজনা ১৮৶/১, মূল্য মায় আকর ... আঃ ১০৲

(৬৭)

১৮৭৭ খাজানী ২৯ দাবী ৮৬৶৩

ডিঃ ঐ

দেঃ শ্রীমতী খদী বিবি দিং—সাং জাজরাপোতা, থানা কালীগঞ্জ

সবরেঃ কৃষ্ণনগর থানা কালীগঞ্জ মৌজে জাজরাপোতা মধ্যে সেঃ ৬৪৮ ও ৯১১ খতভুক্ত ১-৭৭ একর জমির জমা ১৩/৮, মূল্য মায় আকর আওলাত আঃ ৫৲

(৬৮)

১৯২৯ খাজানী ২৯ দাবী ৭৶০

ডিঃ শ্রীবিশ্বেশ্বর প্রসাদ পালচৌধুরী— সাং চককাশীপাড়া, থানা নাকাশীপাড়া

দেঃ শ্রীহেচক সেন দিং—সাং মিড়া থানা কালীগঞ্জ

সবরেঃ কৃষ্ণনগর থানা কালীগঞ্জের এলেকাধীন মিড়া মৌজায় ৭২নং খতভুক্ত ১ শতক জমির জমা ।৶৩, মূল্য মায় আকর আওলাত আঃ ৫৲

(৬৯)

১৯৫৬ খাজানী ২৯ দাবী ১৫৷০

ডিঃ ঐ

দেঃ শ্রীমতী রমণবিবি—সাং জাজরাপোতা, থানা কালীগঞ্জ

সবরেঃ কৃষ্ণনগর থানা কালীগঞ্জাধীন মৌজা জাজরাপোতা গ্রামে সেঃ ১১৬নং খতভুক্ত ১ ৭৫ একর জমির জমা ৪৸৬, মূল্য মায় আকর আওলাত আঃ ৫৲

(৭০)

২০১৪ খাজানী ২৯ দাবী ১১৯৻৬

ডিঃ রাজা হৃষীকেশ লাহা সি, আই, ই—সাং গোয়াড়ী, থানা কোতয়ালী

দেঃ শ্রী ... মজুমদার—সাং মহেশপুর, ... সাং গোয়াড়ী

জেলা নদীয়া থানা নবদ্বীপের সামিল ১৭নং মৌজা গাদগাছার অধীন ৩৫৬১ এর গাদিগাছা গ্রামের ৭০০নং খতিয়ানভুক্ত ৩৪৶০ টাকা জমার ৫-৬৯ একর জমির ॥০ অংশের মূল্য মায় আকর আওলাত আঃ ৫০৲

(৭১)

২১৯১ খাজানী ২৯ দাবী ১৪১॥৶৬

ডিঃ শ্রীনৃসিংহ প্রসাদ পালচৌধুরী দিং সাং চককাশীপাড়া, থানা নাকাশীপাড়া

দেঃ শ্রীতিক সেখ—সাং সোনাতলা থানা কোতয়ালী

সবরেঃ কৃষ্ণনগর থানা কোতয়ালী মৌজে সোনাতলা গ্রামে সেঃ ৮৪৭নং খতভুক্ত ৫ ৮৬ একর জমির জমা ৪৫ ৩, মূল্য মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত আঃ ২৫৲ টাকা।

(৭২)

২০৫৩ খাজানী ২৯ দাবী ৭৫৷৶৩

ডিঃ শ্রীমতী সরলা বালা দাসী সাং গোয়াড়ী থানা কোতয়ালী

দেঃ শ্রীরাধিকা দাস সাং সুজাপুর, থানা কেতুগ্রাম, জেলা বর্দ্ধমান

জেলা নদীয়া সবরেঃ কৃষ্ণনগর, থানা কালীগঞ্জ ১৭নং মৌজে চরলাখুরিয়া গ্রামে সেঃ ৪১নং খতভুক্ত ৩৫৩২ একর জমির মূল্য মায় আকর আওলাত আঃ ৫০৲

(৭৩)

২২৫৫ খাজানী ২৯ দাবী ৮০॥৶৯

ডিঃ ঐ

দেঃ শ্রীঅম্বিকা ঘোষ—সাং সুজাপুর থানা কেতুগ্রাম, জেলা বর্দ্ধমান

সবরেঃ কৃষ্ণনগর থানা কালীগঞ্জ ১৭নং মৌজা চরলাখুরিয়া গ্রামে ৮নং খতভুক্ত ২-৫৮ একর জমির জমা ২৸০, মূল্য আঃ ৩০৲

(৭৪)

২২৫৬ খাজানী ২৯ দাবী ২০০৶৩

ডিঃ ঐ

দেঃ শ্রীক্ষুদিরাম ঘোষ দিং—সাং সুজাপুর, থানা কেতুগ্রাম, জেলা বর্দ্ধমান

জেলা নদীয়া সবরেঃ কৃষ্ণনগর থানা কালীগঞ্জ ১৭নং চরলাখুরিয়া গ্রামে ২১নং খতিয়ানভুক্ত ৬ ৩১ একর জমির জমা ৩১৶০ মূল্য মায় বাকীপড়া সম্পত্তি আঃ ১০০৲ টাকা।

(৭৫)

২৩১৩ খাজানী ২৯ দাবী ৮৯৶৬

ডিঃ ঐ

দেঃ শ্রীদেবীপদ ঘোষ—সাং সুজাপুর, থানা কেতুগ্রাম, জেলা বর্দ্ধমান

সবরেঃ কৃষ্ণনগর থানা কালীগঞ্জের অধীন ১৭নং মৌজে চরলাখুরিয়া গ্রামে ২৩নং খতভুক্ত ৩-০৬ একর জমির জমা খাজিয়ানা ১৫৶০, মূল্য আঃ ৪০৲ টাকা

(৭৬)

২৩৭৭ খাজানী ২৯ দাবী ৮৩॥৪

ডিঃ শ্রীত্রিগুণ প্রসাদ পালচৌধুরী দিং সাং চককাশীপাড়া, থানা নাকাশীপাড়া

দেঃ শ্রীনরঞ্জন মণ্ডল দিং—সাং সেজুয়া, থানা কালীগঞ্জ

সবরেঃ কৃষ্ণনগর, থানা কালীগঞ্জ মৌজে ৫নং সেজুয়া গ্রামে ৭১৪ খতিয়ানভুক্ত ২০ ৮৫ একর জমির জমা ৪০৻৩, মূল্য মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত আঃ ৫০ টাকা

(৭৭)

২০৮৯ খাজানী ২৯ দাবী ৫৫৶৩

ডিঃ শ্রীনৃসিংহ চন্দ্র পালচৌধুরী দিং সাং চককাশীপাড়া থানা নাকাশীপাড়া

দেঃ শ্রী ... দিং—সাং সোনাতলা, থানা কৃষ্ণনগর

সবরেঃ কৃষ্ণনগর থানা কোতয়ালীর অধীন মৌজে সোনাতলা গ্রামে সেঃ ৮৩৭০২ খতভুক্ত ১৬৶০ টাকা জমার ৩-৬৪ একর জমির মূল্য মায় আকর আওলাত আঃ

(৭৮)

২১৯০ খাজানী ২৯ দাবী ৩৭৷৩

ডিঃ ঐ

দেঃ শ্রীচিক্ক সেখ—সাং সোনাতলা থানা কোতয়ালী

সবরেঃ ঐ থানা, কৃষ্ণনগরের অধীন সোনাতলা গ্রামে সেঃ ৩৭৭নং খতভুক্ত ৫-৮০ একর জমির জমা ২২৲ টাকা, মূল্য মায় আকর আওলাত আঃ ২০৲

(৭৯)

২৩৫২ খাজানী ২৯ দাবী ৪৭৬৸৯

ডিঃ শ্রীশ্রীনাথ কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় দিং— সাং গোয়াড়ী থানা কোতয়ালী

দেঃ শ্রীরঘুনাথ মুখোপাধ্যায় দিং— সাং ও থানা মেহেরপুর

সব ডিভিসন মেহেরপুর সবরেঃ শিকারপুর থানা করিমপুরের অধীন পরগণে রাজাপুর জেলা নদীয়া, কালেক্টরীর ২১৪০২ তৌজিভুক্ত মহাল ডিহি গাবুরডাঙ্গার অন্তর্গত ও গাবুরা ডাঙ্গার নিজ গাবুর ডাঙ্গা তরফে বাজিতপুরের নিজ বাজিতপুর গোপালপাড়া নূতন বাজিতপুর সুন্দরপুর দিং মৌজা গণের রকম ৶৫৸ অংশ হিসাবে ১নং বাদীর অংশ ২১৪।১১ নং ও ২নং বাদীর ২০৪১২নং ও ৩নং বাদীর ২১৪ ১৩ ও ৪নং বাদীর ডিক্রীদারের ২১৪,৫ নং ... খাজিয়ানা ২৪১৲ টাকা খাজনা বাবৎ বাকীপড়া ... জমার মূল্য

(৮০)

২২৭৮ খাজানী ২৯ দাবী ৯৬৸০

ডিঃ শ্রীতুলসী নারায়ণ দে—সাং বেলপুখুরিয়া থানা কোতয়ালী

দেঃ শ্রীআপেলাদ্দি সেখ মণ্ডল—সাং কাঠালেপোতা, থানা নবদ্বীপ

১। সবরেঃ কৃষ্ণনগর থানা নবদ্বীপের অধীন ৮নং মৌজে চরকাষ্টশালী তরফে কাঠালেপোতা গ্রামে ২৫নং খতভুক্ত ১৮ শতক জমির জমা ১৶৩, মূল্য মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত আঃ ৫৲ টাকা,

২। সবরেঃ কৃষ্ণনগর, থানা নবদ্বীপের সামিল ৮নং মৌজে চরকাষ্টশালী তরফে কাঠালেপোতা গ্রামে ২৬নং খতিয়ানে ৭-২৩ একর জমির জমা ৯৸৯, মূল্য মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত আঃ ৫০৲

(৮১)

২২৮৭ খাজানী ২৯ দাবী ১৫২৸৬

ডিঃ শ্রীমধুভূষণ দত্ত—সাং দেবগ্রাম থানা কালীগঞ্জ

দেঃ শ্রী... সেখ—সাং ধবলপুকুর থানা কালীগঞ্জ

সবরেঃ কৃষ্ণনগর থানা কালীগঞ্জ ৩৫নং মৌজা ধবলপুকুর গ্রামে ৯৬নং খতভুক্ত ২-৯ একর জমির জমা ।৶। প্রতি আমন ॥৶০, আউস ৸৶০ বাস্তু ৫।০ উদাস্ত ৩॥৶০ ভিটা ১৲ বাগ ৷৶ মূল্য মায় আকর আওলাত আঃ ৪৫৲

নীলাম ইস্তাহার

জেলা নদীয়া মোকাম কৃষ্ণনগর প্রথম মুন্সেফ আদালত

নিলামের দিন ৮ই মার্চ, ১৯৩০

(১)

১৪৩৭ খাংজারী ২৯ দাবী ৫৫৶৯

ডিঃ মহারাজ কুমার শ্রীসৌরীশচন্দ্র রায় বাহাদুর সাং ও থানা কৃষ্ণনগর

দেঃ শ্রীবিনোদ কুণ্ডু সাং কালীনগর থানা নবদ্বীপ

জেলা নদীয়া সবরেঃ কৃষ্ণনগর নবদ্বীপের অন্তর্গত মৌজে কালীনগর মধ্যে ৪৫২নং খাংভুক্ত ১·৪১ একর জমির জমা ১৩৶৯, মূল্য মায় আকর আওলাত আঃ ২১৲

(২)

১১১২ খাংজারী ২৯ দাবী ৩৶৩

ডিঃ শ্রীনৃসিংহচন্দ্র পালচৌধুরী দিং সাং চককাতীশালা থানা নাকাশীপাড়া

দেঃ শ্রীনন্দদাস গড়াই—সাং হাঁসরা পোতা, থানা কালীগঞ্জ

সবরেঃ কৃষ্ণনগর থানা কালীগঞ্জের সামিল মৌজে হাঁসরাপোতা গ্রামে সেঃ ১৭৫০নং খাংভুক্ত ২৪ শতক জমির জমা ২৶৮ টাকা মূল্য আঃ ১৲

(৩)

১১১৩ খাংজারী ২৯ দাবী ১০৶৩

ডিঃ ঐ

দেঃ শ্রীনগেন্দ্রনাথ বিশ্বাস সাং মিড়া থানা কালীগঞ্জ

সবরেঃ কৃষ্ণনগর থানা কালীগঞ্জের অধীন সেজুগা গ্রামে সেঃ ১০২নং খাতয় নে ৩৮ শতক জমির জমা ৮৶৩, মূল্য মায় আকর আওলাত আঃ ১৲

(৪)

১১১৬ খাংজারী ২৯ দাবী ১৩৷৶৬

ডিঃ ঐ

দেঃ শ্রীমধুদাস গড়াই

সবরেঃ কৃষ্ণনগর থানা কালীগঞ্জের সামিল মৌজে হাঁসরাপোতা গ্রামে সেঃ ১৮৬নং খতিয়ানভুক্ত ৩৬ শতক জমির জমা ১৷৶৯, মূল্য মায় আকর আওলাত আঃ ১৲

(৫)

১১৬৮ খাংজারী ২৯ দাবী ২৫৷৶

ডিঃ ঐ

দেঃ শ্রীনিবারণ মোদক—সাং সেজুগা থানা কালীগঞ্জ

সবরেঃ কৃষ্ণনগর থানা কালীগঞ্জের অধীন মৌজে সেজুগা গ্রামে সেঃ ১৯২নং খাংভুক্ত ২·০৩ একর জমির বার্ষিক জমা ৫৷৶, মূল্য মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত আঃ ৫৲ টাকা

(৬)

১৮৪১ খাংজারী ২৯ দাবী ২১৶৩

ডিঃ শ্রীমতী শরৎকুমারী দাসী সাং পোড়াগাছা থানা কোতোয়ালী

দেঃ শ্রীশশধর রায় উকীল সাং কৃষ্ণনগর মোং ও থানা চুয়াডাঙ্গা

সবরেঃ ও থানা কৃষ্ণনগর এলেকাধীন ৯৯নং তালুক মৌজায় সেঃ ৩১০নং খাংভুক্ত ১৯·১৫ বিঘা ব্রহ্মোত্তর জমিতে দেনদারের ৶১৩৷—অংশ মূল্য মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত ইত্যাদি আঃ ১৫৲ টাকা

(৭)

১৮৯৩ খাংজারী ২৯ দাবী ১০৷৶০

ডিঃ শ্রীত্রিগুণপ্রসাদ পাল চৌধুরী দিং সাং চককাতীশালা সাং নাকাশীপাড়া

দেঃ শ্রীভুতু সেখ সাং মিড়া থানা কালীগঞ্জ

জেলা নদীয়া সবরেঃ কৃষ্ণনগর থানা কালীগঞ্জের এলেকাধীন মৌজা ৮নং মিড়া গ্রামে ১২৭নং খাংভুক্ত ৬৭ শতক জমির জমা ১৶০, মূল্য মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত আঃ ৫৲

(৮)

১৮৯৮ খাংজারী ২৯ দাবী ১৪৶৬

ডিঃ ঐ

দেঃ শ্রীফকিরচাঁদ বাউড়ী সাং মিড়া থানা কালীগঞ্জ

সবরেঃ কৃষ্ণনগর থানা কালীগঞ্জের অধীন ৮ নং মিড়া মৌজার ১০৯নং খাংভুক্ত ৫৫ শতক জমির কাঠ ডিক্রীদার ও তাহাদের অন্য সরিকানদের মোরেস্তায় ।৶১।—আনা রকমে ১৶৩ টাকা জমার স্থায়ী হইয়া ও আর সারিকগণের মোরেস্তায় ৷৶১৷— আনার যে ওটবন্দী লেখা যায় তাহাতে দেনদারগণ বার আনা স্বত্ববান ও দখলিকার। মূল্য মায় আকর আওলাত আঃ ৫৲

(৯)

১৯০৩ খাংজারী ২৯ দাবী ৮৷৩

ডিঃ শ্রীসরোজরঞ্জন সিংহরায় সাং চককাতীশালা থানা নাকাশীপাড়া

দেঃ শ্রীনরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস সাং মিড়া থানা কালীগঞ্জ

সবরেঃ কৃষ্ণনগর থানা কালীগঞ্জের এলেকাধীন ৫নং মৌজা সেজুগা গ্রামে ৬৩০নং খাংভুক্ত ৫২ শতক জমির মূল্য আঃ ৫৲

(১০)

১৯০৪ খাংজারী ২৯ দাবী ৬৷৶৯

ডিঃ ঐ

দেঃ শ্রীমণিদাস সাং সেজুগা থানা কালীগঞ্জ

জেলা নদীয়া সবরেঃ কৃষ্ণনগর থানা কালীগঞ্জ এলেকাধীন ৫নং সেজুগা মৌজায় ৭১৫·২ খতিয়ানভুক্ত ২২ শতক জমির মূল্য মায় আকর আওলাত আঃ ৫৲ টাকা

(১১)

১৯০৭ খাংজারী ২৯ দাবী ১৩৮।৶৬

ডিঃ শ্রীমতী রাজকুমারী প্রফুল্ল কিনী দাসী দিং মোং বেলপুকুর

দেঃ শ্রীবসি উল্লা সেখ—সাং কুড়ুয়া, থানা মঙ্গলকোট, জেলা বর্দ্ধমান

সবরেঃ কৃষ্ণনগর থানা নবদ্বীপ এলেকাধীন ২নং মৌজে শঙ্করপুর গ্রামে সেঃ ১৯৮নং খাংভুক্ত ৪০৶৯ টাকা মোকররী মৌরসী জমার জমির মূল্য আঃ ১০০৲

(১২)

১৯০৮ খাংজারী ২৯ দাবী ১৭৷৶০

ডিঃ ঐ

দেঃ ঐ

সবরেঃ কৃষ্ণনগর থানা নবদ্বীপ এলেকাধীন ২নং মৌজে শঙ্করপুর গ্রামে সেঃ ১৯৯নং খতিয়ানভুক্ত ৩৷৶৩ টাকা মোকররী মৌরসী জমার জমির মূল্য আঃ ১০৲

(১৩)

১৯১৮ খাংজারী ২৯ দাবী ২১৷৶৯

ডিঃ শ্রীত্রিগুণপ্রসাদ পাল চৌধুরী দিং সাং চককাতীশালা, থানা নাকাশীপাড়া

দেঃ শ্রীমতী জ্ঞানী দাসী সাং সেজুগা থানা কালীগঞ্জ

সবরেঃ কৃষ্ণনগর থানা কালীগঞ্জ মৌজা ৫নং সেজুগা গ্রামে খতিয়ানভুক্ত ৫·১৩ একর জমির খাজানা পাওনা ১০৲ টাকা মূল্য মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত আঃ ১০৲ টাকা

(১৪)

১৯১৯ খাংজারী ২৯ দাবী ৮৮৶৬

ডিঃ ঐ

দেঃ ঐ

সবরেঃ কৃষ্ণনগর থানা কালীগঞ্জের এলেকাধীন ৫নং সেজুগা মৌজা ১৭১নং খাংভুক্ত ৫৭ শতক জমির জমা ১৶৬ টাকা, মূল্য আঃ ৫৲ টাকা

(১৫)

১৯২০ খাংজারী ২৯ দাবী ২২৷৶৬

ডিঃ ঐ

দেঃ শ্রীমহিম মণ্ডল সাং হাঁসরাপোতা থানা কালীগঞ্জ

সবরেঃ কৃষ্ণনগর থানা কালীগঞ্জের এলেকাধীন ৬নং হাঁসরাপোতা গ্রামে ২৩৯ নং খাংভুক্ত ৬·৯৩ শতক জমির জমা ১০৷৶২, মূল্য মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত আঃ ১০৲ টাকা

(১৬)

১৯৬০ খাংজারী ২৯ দাবী ৫৮৷৶৬

ডিঃ শ্রীমতী অন্নপূর্ণা দাসী—সাং বোয়ালমারী থানা দামুড়হুদা

দেঃ শ্রীকাদের সেখ—সাং সাহেবনগর থানা কোতয়ালী

সবরেঃ কৃষ্ণনগর থানা কোতয়ালীর সামিল মৌজা সাহেবনগর গ্রাম মধ্যে সেঃ ১১১নং খাংভুক্ত ৬·৮৩ একর জমির মূল্য মায় আর্শির আওলাত আঃ ১৫৲ টাকা

(১৭)

১৯৬১ খাংজারী ২৯ দাবী ২০৶৬

ডিঃ ঐ

দেঃ শ্রীফটিক সেখ দিং—সাং সাহেবনগর থানা কোতয়ালী

সবরেঃ কৃষ্ণনগর থানা কোতয়ালী মৌজে সাহেবনগর মধ্যে ৬৩নং খাংভুক্ত ১-১৮ ডিকর জমির ওটবন্দী রেকর্ড হইয়াছে। মূল্য মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত আঃ ৫৲ টাকা

(১৮)

১৯৬৩ খাংজারী ২৯ দাবী ৩০৷৶৬

ডিঃ ঐ

দেঃ ঐ

সবরেঃ কৃষ্ণনগর থানা কোতয়ালী মৌজে বৃত্তি কৃষ্ণচন্দ্রপুর মধ্যে সেঃ ১১১নং খাংভুক্ত ২·১১ একর উটবন্দী জমির মূল্য আঃ ৫৲

(১৯)

১৯৬৪ খাংজারী ২৯ দাবী ৩৬৲ টাকা

ডিঃ ঐ

দেঃ শ্রীনন্দ সেখ—সাং সাহেবনগর থানা কোতয়ালী

সবরেঃ কৃষ্ণনগর থানা কোতয়ালীর সামিল মৌজে সাহেবনগরের অধীন ৩১০২ খাংভুক্ত ৩-১৩ একর উটবন্দী জমির মূল্য আঃ ১০৲

(২০)

১৯৬৫ খাংজারী ২৯ দাবী ৪১৲৬

ডিঃ ঐ

দেঃ ঐ

সবরেঃ কৃষ্ণনগর থানা কোতয়ালী মৌজে বৃত্তি কৃষ্ণচন্দ্রপুর মধ্যে ১০৪নং খাংভুক্ত ৩-১৫ ওটবন্দী জোতের মূল্য আঃ ১০৲

(২১)

১৯৬৬ খাংজারী ২৯ দাবী ৭০৷৶২

ডিঃ শ্রীজিতেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় দিং —সাং মুড়াগাছা থানা নাকাশীপাড়া

দেঃ আকবর সেখ—সাং সিংহাটি থানা কোতয়ালী

সবরেঃ কৃষ্ণনগর, থানা কোতয়ালীর সামিল মৌজে সিংহাটি গ্রামে সেঃ ৬নং খাংভুক্ত ৭২ শতক জমির জমা ৩৶৫

(২২)

১৯৮৪ খাংজারী ২৯ দাবী ৮৮৷৶৩

ডিঃ শ্রীতারাপদ সরকার মোং গোয়াড়ী থানা কোতয়ালী

দেঃ শ্রীহেমমণ্ডল—সাং ডিঙ্গুলী সাং কোতয়ালী

থানা ও সবরেঃ কৃষ্ণনগর এলেকাধীন ১০৭নং ডিঙ্গুলী মৌজায় সেঃ ৩১নং খাংভুক্ত ১০-৯৮ জমির মকররী জমা খাজানা ১৭৲০ টাকা, মূল্য ৩০৲।

(২৩)

২০০১ থাংজারী ২৯ দাবী ৫৩॥৫

ডিঃ মৃত সৌলভানেসা বিবির ওয়ারেশ জায় দাসী বিবি সাং কৃষ্ণনগর থানা কোতয়ালী

দেঃ শ্রী শ্রীদ ওস্তাগর—সাং ও থানা কৃষ্ণনগর

সবরেঃ কৃষ্ণনগর থানা কোতয়ালী মৌজে কৃষ্ণনগর মধ্যে ৬১৭২নং সংভুক্ত ১৫ শতক জমির জমা ৫॥০ টাকা, মূল্য আঃ ২০৲

(২৪)

২০২২ থাংজারী ২৯ দাবী ৮৭১০

ডিঃ শ্রীমতী রাজকুমারী প্রফুল্ল নন্দিনী দাসী, মোঃ বেলপুকুর থানা কোতো-য়ালী

দেঃ শ্রীঅর্দিত্য চন্দ্র বাগচি সাং মাঝ তা থানা পুর্বস্থলী

সবরেঃ কৃষ্ণনগর থানা নবদ্বীপের অধীন ২নং শঙ্করপুর মৌজার ৩৯নং সংভুক্ত ১৮৮/৩ টাকা জমায় ৪.৯৪ একর জমির মূল্য আঃ ৫০৲ টাকা

(২৫)

২০৪২ থাংজারী ২৯ দাবী ১০৮৮০

ডিঃ শ্রীজ্ঞানেন্দ্র মে হন ভাদুড়ী সাং ও থানা শ্রীরামপুর, নদীয়া

দেঃ শ্রীনাথচ মণ্ডল সাং মাঝের চর থানা নবদ্বীপ

জেলা নদীয়া থানা নবদ্বীপ মৌজে ৩০নং মুড়গাছা ৪১০।৫৯৬ নং সংভুক্ত ৫৫/৩॥৶০ বিঘা জমির বার্ষিক জমা ১১/১৫ মূল্য আঃ ২৫৲

(২৬)

২০৭৮ থাংজারী ২৯ দাবী ২৮/৯

ডিঃ শ্রীমনোজরঞ্জন পাল চৌধুরী সাং চকহাতীশালা থানা নাকাশীপাড়া

দেঃ শ্রীমতী ভোরা বিবি দিং সাং হাজরাপোতা থানা কালীগঞ্জ

সবরেঃ কৃষ্ণনগর থানা কালীগঞ্জের অধীন ৬নং উক্ত হাজরাপোতা গ্রামে ১২৬নং সংভুক্ত ২-২৮ একর জমির জমা ৬৮৬ টাকা মূল্য মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত আঃ ১০৲

(২৭)

২০৭৯ থাংজারী ২৯ দাবী ৫২॥/০

ডিঃ ঐ

দেঃ শ্রীমতী ওলাবিবি সাং হাজরা পোতা থানা কালীগঞ্জ

জেলা নদীয়া সবরেঃ কৃষ্ণনগর থানা কালীগঞ্জের এলেকাধীন ৬নং উক্ত হাজরা-পোতা গ্রামে সেঃ ২৬৭ নং সংভুক্ত ১২-৪৮ একর জমির জমা ২৯৫৬ মূল্য ১০৲

(২৮)

২০..থাংজারী ২৯ দাবী ৪৭৮৶৬

ডিঃ ঐ

দেঃ শ্রীমতী জোবেদানেছা বিবি সাং হাজরাপোতা থানা কালীগঞ্জ

সবরেঃ কৃষ্ণনগর থানা কালীগঞ্জ অনং উত্তর হাজরাপোতা মৌজায় ৫০২ নং সংভুক্ত ৫৮.শতক জমির জমা ৭৶৬, মূল্য আঃ ৫৲

(২৯)

২০৮২ থাংজারী ২৯ দাবী ৩১৶৯

ডিঃ ঐ

দেঃ শ্রীমতী গোলেজান বিবি সাং হাজরাপোতা, থানা কালীগঞ্জ

সবরেঃ কৃষ্ণনগর থানা কালীগঞ্জের অধীন ৬নং উত্তর হাজরাপোতা গ্রামে ১৯৬নং সংভুক্ত ৫.৫৮ একর জমির জমা ১৪। মূল্য মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত আঃ ২৫৲

(৩০)

২১৩২ থাংজারী ২৯ দাবী ৫৯৶০

ডিঃ শ্রীনৃসিংহ চন্দ্র পাল চৌধুরী সাং চকহাতীশালা থানা নাকাশীপাড়া

দেঃ শ্রীআবদুল মোল্লা সাং সোনা-তলা থানা কোতোয়ালী

সবরেঃ কৃষ্ণনগর থানা কোতোয়ালী মৌজে সোনাতলা গ্রামে সেঃ ৪১০নং সংভুক্ত ৩.২৩ একর জমির জমা ২২॥/৩ মূল্য মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত আঃ ২০৲

(৩১)

২১৩৩ থাংজারী ২৯ দাবী ৪৭৫

ডিঃ ঐ

দেঃ শ্রীআবদুল মোল্লা—সাং সোনা-তলা থানা কোতয়ালী

সবরেঃ কৃষ্ণনগর থানা কোতয়ালী মৌজে সোনাতলা গ্রামে চরমহৎপুর মধ্যে ২৮নং সংভুক্ত ৯২ শতক জমির জমা ৬৮/০, মূল্য মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত আঃ ৫৲

(৩২)

২১৩৪ থাংজারী ২৯ দাবী ১৬।৶৯

ডিঃ ঐ

দেঃ ঐ

সবরেঃ কৃষ্ণনগর থানা কোতয়ালী মৌজে সোনাতলা গ্রামে সেঃ ৪১১ নং সংভুক্ত ১২ শতক জমির জমা ১৭, মূল্য মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত আঃ ৲

(৩৩)

২১৩৫ থাংজারী ২৯ দাবী ১১৯৶০

ডিঃ ঐ

দেঃ শ্রীনেমোমল্লিক—সাং সোনাতলা থানা কোতয়ালী

সবরেঃ কৃষ্ণনগর থানা কোতয়ালী মৌজা সোনাতলা গ্রামে চরমহৎপুর মধ্যে ১৫৯নং সংভুক্ত ৮-৮০ একর জমির জমা ৫৩৮/৪ পাই, মূল্য মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত আঃ ২৫৲

(৩৪)

২১৫৯ থাংজারী ২৯ দাবী ১৪৪৮০

ডিঃ শ্রীনলীভূষণ সাহা দিং—সাং ও থানা শান্তিপুর

দেঃ শ্রীমণীন্দ্রকুমার রায়—সাং আড়-পাড়া থানা নাকাশীপাড়া

জেলা নদীয়া কালেক্টরীর ৩০৬নং তৌজির মহাল পরগণে মোসানপুরের অন্তর্গত কিসমত দেবগ্রাম দিগেং ডিক্রীদার গণের মালের দিঃ ইজারা স্বত্ব ছিল. তদন্তর্গত থানা কালীগঞ্জ সামিল মৌজা দেবগ্রাম বন্দবস্ত সেঃ ২৮৯১ ং খতিয়ানভুক্ত ৭৪ একর ১৮ শতক জমির জমা ১২॥৶০ মূল্য আঃ ১০০৲

(৩৫)

২১৮৫ থাংজারী ২৯ দাবী ৬৯৶০

ডিঃ শ্রীনৃসিংহচন্দ্র পাল চৌধুরী দিং সাং চকহাতীশালা থানা নাকাশীপাড়া

দেঃ শ্রীগিয়াসুদ্দিন মল্লিক সাং সোনাতলা থানা কোতোয়ালী

সবরেঃ কৃষ্ণনগর থানা কোতোয়ালী মৌজা সোনাতলা গ্রামে সেঃ ৮৪০ নং সংভুক্ত ২১-২০ একর জমির জমা ৪২৲ মূল্য মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত আঃ ২৫৲

(৩৬)

২১৮৬ থাংজারী ২৯ দাবী ৩৮৮৩

ডিঃ ঐ

দেঃ শ্রীআবদুল মোল্লা সাং সোনা-তলা থানা কোতোয়ালী

সবরেঃ কৃষ্ণনগর থানা কোতোয়ালীর সামিল মৌজা সোনাতলা গ্রামে সেঃ ৪১১ নং সংভুক্ত ১-৮৩ একর জমির জমা ৫॥/৩ মূল্য আঃ ৫৲

(৩৭)

২১৮৭ থাংজারী ২৯ দাবী ১৩॥/৩

ডিঃ ঐ

দেঃ শ্রীমতি সেখ দিং সাং সোনা-তলা থানা কোতোয়ালী

সবরেঃ কৃষ্ণনগর থানা নাকাশীপাড়ার অধীন মৌজে সোনাতলা গ্রামে সেঃ ৬৮২ নং সংভুক্ত ১০-৫২ একর জমির জমা ২৩৬৬, মূল্য মায় আকর আওলাত আঃ ১০৲

(৩৮)

২১৮৮ থাংজারি ২৯ দাবী ৩০৶৯

ডিঃ শ্রীনৃসিংহচন্দ্র পাল চৌধুরী দিং সাং চকহাতীশালা থানা নাকাশীপাড়া

দেঃ শ্রীমতি সেখ দিং সাং সোনা-তলা থানা কোতোয়ালী

সবরেঃ কৃষ্ণনগর থানা কোতোয়ালী মৌজে সোনাতলা গ্রামে সেঃ ১৪৪ নং সংভুক্ত ২.৪৬ একর জমির জমা ১৬৶৮, মূল্য মায় আকর আওলাত আঃ ১০৲

(৩৯)

২২১১ থাংজারী ২ দাবী ৮১॥৶৯

ডিঃ শ্রীমহেন্দ্রনাথ সিংহ রায় দিং সাং ও থানা নাকাশীপাড়া

দেঃ শ্রীমুকুন্দ মণ্ডল দিং সাং সোনা-চাঁদপুর থানা কালীগঞ্জ

জেলা নদীয়া থানা কালীগঞ্জের অধীন মৌজা পাতিগড়ুর মধ্যে ৬৯নং সংভুক্ত ৩ একর জমির জমা দিয়া প্রতি-দাল ১৶১০, পিচা ॥/৫, ভিটি ১॥/০; মূল্য আঃ ৬২৲ টাকা

(৪০)

২২৫৯ থাংজারী ২৯ দাবী ৪৭॥০

ডিঃ শ্রীমতী নিরুপমাসিনী দেবী সাং কৃষ্ণনগর থানা কোতয়ালী

দেঃ শ্রীমতী মলিনাবালা দেবী সাং দেউলী থানা কোতয়ালী

১। থানা ও সবরেঃ কৃষ্ণনগরের অধীন ৯২নং মৌজা কৃষ্ণনগরের সেঃ ৩৮৬২ নং সংভুক্ত ১-৮৭ একর জমির ॥০ অংশের মূল্য আঃ ৫৲

২। ঐ ঐ এলেকাধীন সেঃ ৩৮৫৪ সংভুক্ত ১-৭৭ একর জমির ৶ আনা অংশের মূল্য আঃ ৫৲

৩। ঐ ঐ এলেকাধীন সেঃ ৩৭৯০।২ সংভুক্ত ২-৩১ একর জমির জমা ৪৶, মূল্য আঃ ৫৲

৪। ঐ ঐ এলেকাধীন সেঃ ৩৭৯০।৪ নং সংভুক্ত ৪-৭৬ একর জমির বার্ষিক জমা ৭৶০, মূল্য আঃ ১০৲

(৪১)

২২৮৬ থাংজারী ২৯ দাবী ১২৮৶৩

ডিঃ শ্রীমন্মথ পাল চৌধুরী সাং আমিন বাজার থানা কৃষ্ণনগর

দেঃ শ্রীমতী নিকারণবিবি—সাং কৃষ্ণচন্দ্রপুর, থানা কোতয়ালী

জেলা নদীয়া থানা কোতয়ালী মৌজে কৃষ্ণচন্দ্রপুর গ্রামে সেঃ ৩৩৭ নং সংভুক্ত ১৫/০৶০ বিঘা জমির জমা কলক্তারমন-মতে ২০৶১৫, মূল্য মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত আঃ ২৫৲ টাকা

(৪২)

২৩১৪ থাংজারী ২৯ দাবী ৩৫॥০

ডিঃ শ্রীব্রিগুণ প্রসাদ পাল চৌধুরী দিং—সাং চকহাতীশালা, থানা নাকাশীপাড়া

দেঃ শ্রীমোচাকি সেখ সাং হাজরা-পোতা, থানা কালীগঞ্জ

সবরেঃ কৃষ্ণনগর থানা কালীগঞ্জের এলেকাধীন মৌজে ৬নং উত্তর হাজরাপোতা গ্রামে সেঃ ২৪৪নং সংভুক্ত ৬.৮২ একর জমির জমা ১৮৶১১, মূল্য মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত আঃ ৪০৲ টাকা

(৪৩)

২৩২০ থাংজারী ২৯ দাবী ২৭২৲

ডিঃ শ্রীবৈদ্যনাথ চট্টোপাধ্যায় দিং সাং সীতাহাটী থানা কেতুগ্রাম জেঃ বর্দ্ধমান

দেঃ শ্রীকেলু ঘোষ—সাং ফুলবাগান থানা কালিগঞ্জ জেঃ নদীয়া

[illegible]

গভর্ণমেণ্ট হইতে রেজিষ্টারী করা—

সর্ব্বপ্রকার প্লীহা লিভার-সংযুক্ত ম্যালেরিয়া

জ্বরের সাক্ষাৎ যম

ম্যারফালীন

টনিক ও জোলাপ। পথ্যের বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই। এক দাগেই প্লীহা, লিভার ধ্বংস হয়। 'ফলেন পরিচীয়তে'

এক দাগে জ্বর পালায়, ফিরে জ্বর আর হয় না

একদাগে জ্বর পালায়, তিন দাগে সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়। এমন উপকারী ঔষধ আর নাই। ২।৪ দাগ ঔষধ সেবনে যদি আপনার জ্বর একেবারে আরোগ্য হয়, তবে প্রকৃত ঔষধ খাওয়া উচিত নয় কি? এক্ষণে সাবধান হউন এবং জানিয়া রাখুন, আর মিছামিছি বাজে বোতল ২ ঔষধের জল খেয়ে শয্যাগত হইয়া প'ড়ে পরে হয়রান হ'ন কেন? সুতরাং ॥০ আনার ম্যারফালীনই একটি জ্বর রোগীর পক্ষে যথেষ্ট; এমন প্রত্যক্ষ উপকারী জ্বরের ঔষধ আর নাই। সকালে জ্বর হইলে বৈকালে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবেন, ডাক্তার ডাকিতে হয় না। মূল্য প্রতি শিশি ৷৵০ আনা, ডজন ৪৷০ আনা।

এজেণ্ট—মেসারস্ এম, ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং, ১০ নং বনফিল্ডস্ লেন, কলিকাতা

যুগল-মূর্ত্তি মার্কা
সর্ব্বত্র পাওয়া যায়

আয়ুর্ব্বেদ সম্মত বায়ু পিত্ত বাত নাশ

ত্রিগুণ তৈল

আসল ও খাঁটি
শিশি ৸০ আনা, ডজন ৮৲
ভিঃ পিঃ ও প্যাকিং খরচ স্বতন্ত্র।

যুগল-মূর্ত্তি মার্কা এবং বটকৃষ্ণ পাল দেখিয়া লইবেন।

এমন মহোপকারী তৈল আর নাই

গবর্ণমেণ্ট হইতে রেজিষ্টারী করা—

মহর্ষি চরক শাস্ত্রোক্ত ভৈষজ্য উপাদানে খাটী কাঁচা কৃষ্ণতিল তৈলে মৃগনাভি, কস্তুরী, গোলাপ, চামেলী, হেনা, চন্দন, খসখস, বেলা, প্রভৃতি মূল্যবান মহাসুগন্ধ দ্রব্য সংমিশ্রণে প্রস্তুত বিধায় ছয় ঋতুতেই সমভাবে ইহার অমৃতোপম গুণ ও গন্ধ উপলব্ধি হইয়া থাকে। ফলতঃ এই সর্ব্বগুণসম্পন্ন পরম পবিত্র ত্রিগুণ তৈল নিত্য ব্যবহারে সাধারণতঃ দৈহিক ও মানসিক অবসাদ নিশ্চয় দূর হইয়া থাকে।

পরন্তু সর্ব্বপ্রকার স্ত্রী বা পুরুষের জননেন্দ্রিয় প্রভৃতি দূষিত গুপ্ত, জটিল ব্যাধি, মেহ, প্রমেহ, প্রদর, কষ্টরজঃ, বাধক, শ্বেতপ্রদর, মূর্চ্ছা, মাথাধরা, মাথাঘোরা, আমকপালী, নিদ্রাহীনতা এবং সর্ব্বপ্রকার বাতরোগ ও নানা প্রকার ব্যাধির কীটাণু ধ্বংসকারী অব্যর্থ মহৌষধ।

বলা বাহুল্য, ইহা এরূপ মস্তিষ্ক স্নিগ্ধকারী ঠাণ্ডা তৈল যে, পাগল ভাল হয়। যে কোন স্থানে তৈল ক্রয়কালীন শিশির গায়ের লেবেলের উপর বড় ২ অক্ষরে আসল যুগল মূর্ত্তি মার্কা এজেণ্ট বটকৃষ্ণ পাল দেখিয়া লইবেন, অন্যথায় শঠকারী দোকানদার জাল বা নকল তৈল বিক্রয় করিয়া আপনাকে ঠকাইবে। স্মরণ রাখিবেন বাজে জিনিষ বিক্রয় করিয়া ঠকাইতে পারিলেই প্রচুর লাভ হয়।

এজেণ্ট—বটকৃষ্ণ পাল এণ্ড কোং ২৩নং বনফিল্ড লেন, কলিকাতা

পর-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

এখানে আহার এবং বাসস্থান দিয়া বিদ্যার্থিগণকে বিভিন্ন শিক্ষণীয় বিষয় শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। অনেক ছাত্র ইতোমধ্যেই আসিয়া পাঠ আরম্ভ করিয়াছেন। বর্ত্তমান বর্ষে সকল ছাত্রই গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

প্রধান অধ্যাপক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রচন্দ্র কাব্য-ব্যাকরণ-সাংখ্য-বেদান্ত-ষড়দর্শন-তীর্থ, সাংখ্যভূষণ, বেদান্তরত্ন, সাহিত্যশাস্ত্রী, সুদর্শনবাচস্পতি।

অধ্যাপক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গৌরদাস ব্রহ্মচারী ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীধাম মায়াপুর পরবিদ্যাপীঠ, (নদীয়া)।

বেদনাঞ্জন

শ্রেষ্ঠরত্ন।

কলিকাতা কংগ্রেস একজিবিসন হইতে বহু প্রশংসা প্রাপ্ত ও বহু গণ্যমান্য ভদ্রমহোদয়গণ কর্ত্তৃক প্রশংসিত।

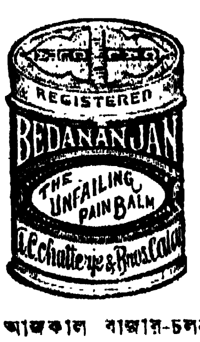

আজকাল বাজার-চলন মিশ্রিত ও বিষাক্ত আহার্য্য সেবনে শরীরের রক্ত স্বতঃই দোষিত হইয়া পড়িতেছে। রক্তই মানব-দেহের শ্রেষ্ঠ উপাদান, এই রক্ত দোষিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মানব বাত, বেদনা, মাথাধরা, মাথা-ঘোরা, দৃষ্টিশক্তির হ্রাস, দাঁতের গোড়া ফুলা, দাঁত কনকনানি, দাঁতে পোকা এবং পোস, চুলকানি প্রভৃতি কষ্টদায়ক চর্ম্মরোগে আক্রান্ত হইতেছে। যদি আপনি একান্তই ব্যাধিমুক্ত হইতে চান, তাহা হইলে অযথা পয়সার অপব্যয় না করিয়া অল্প ব্যয়ে এক শিশি বেদনাঞ্জন ক্রয় করিয়া ইহার কার্য্যকারী-শক্তি উপলব্ধি করুন। গুণের তুলনায় মূল্য অতিসামান্য, এক শিশি ।৵০ আনা মাত্র মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান—এ, সি, চাটার্জ্জী এণ্ড ব্রাদার্স।

৪৫নং হলকার্ট লেন, সালিকা হাওড়া।

সকল মণিহারী দোকানে ও বড় বড় ডাক্তারখানায় পাওয়া যায়।

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

যদিও অদ্যাপি প্রকৃত মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য, তথাপি যাহারা নানাবিধ অনিয়মিত উপায়ে অপরিমিত শক্তি নষ্ট করিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন এবং নানা প্রকার মেহ, প্রমেহ ধাতুদৌর্ব্বল্য, স্নায়বিক দুর্ব্বলতা, বহুমূত্র, দুঃস্বপ্ন, পায়ু-সংক্রান্ত পীড়া, অর্শ এবং স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে যাহারা বাধক, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, সূতিকা, শ্বেত ও রক্তপ্রদর, হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি রোগে ভুগিয়া জীবনে নিরাশ হইয়াছেন, তাঁহারা আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটান সাহেবের আবিষ্কৃত ইলেক্ট্রিক সলিউসন ব্যবহার করিয়া বাঁচিতে পারেন, তাহার শত সহস্র প্রমাণ প্রতি বৎসরেই পাওয়া যাইতেছে। যাঁহারা অন্যান্য নানাবিধ ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরোগ্য হইতে পারেন নাই, তাঁহারা একবার এই ঔষধটী ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক মাসের ব্যবহারোপযোগী এক শিশি ঔষধ ডাকমাশুল সহ ১৸০ টাকা মাত্র।

সোল এজেণ্ট—ডাঃ ডি, ডি, হাজরা।

ফতেপুর, গার্ডেনরীচ পোষ্ট, কলিকাতা।

ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

অধ্যক্ষ

শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম.এ., এফ.সি.এস (লণ্ডন)

ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক

(প্রফেসার)

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ বিশুদ্ধ ও শাস্ত্রমতে নিজ তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হয়। পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ক্যাটালগ পাঠান হয়। রোগের বিবরণ জানাইলে যত্নপূর্ব্বক ব্যবস্থা দেওয়া হয়। চিঠি পত্রাদি সর্ব্বতোভাবে গোপন রাখা হয়।

মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দুর)

(বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৮৲ টাকা

উৎকৃষ্ট স্বর্ণ, পারদ ও আমলাসার গন্ধক দ্বারা যথাশাস্ত্র প্রস্তুত।

নিত্য প্রয়োজনীয় সর্ব্বরোগনাশক মহৌষধ

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৩৲ টাকা

উৎকৃষ্ট কাশীর আমলকী, বংশলোচন প্রভৃতি যাবতীয় উপাদানে পূর্ণ মাত্রায় যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। কফ, কাসি, সর্দ্দি, যক্ষ্মা, ক্ষয়রোগ, হৃদরোগ প্রভৃতি রোগের মহৌষধ। সর্ব্বপ্রকার দুর্ব্বলতা নাশক অতিশয় পুষ্টিকর মহৌষধ বা খাদ্য বিশেষ।

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬৲ টাকা

ইহা সেবনে ধাতুদৌর্ব্বল্য, শুক্রহীনতা, স্বপ্নদোষ, প্রমেহ ও ধ্বজভঙ্গ সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায়। ইহা অপরিসীম আনন্দদায়ক রসায়ন।

অবলাবান্ধব যোগ

প্রদর, বাধক প্রভৃতি জরায়ুদোষ ও যোনিগত দুরারোগ্য রোগের মহৌষধ।

মূল্য—১৬ মাত্রা ২৲ টাকা। ৫০ মাত্রা ৫৲ টাকা মাত্র

বিশুদ্ধ জল! ভয় নাই বিশুদ্ধ জল

লক্ষ্মী টিউব-ওয়েল কোং

২০৫নং নবাবপুর, ঢাকা

বর্ত্তমান-যুগের নব আবিষ্কৃত যন্ত্রপাতিদ্বারা উন্নত বৈজ্ঞানিক-খনন-প্রণালীতে নলকূপ (*Tube-well*) নির্ম্মাণ করা হয়। বঙ্গের লাট বাহাদুর, প্রাইভেট সেক্রেটারী, জিলা-ম্যাজিষ্ট্রেট, জিলা-বোর্ডের চেয়ারম্যান, ইঞ্জিনিয়ার, জমিদার, তালুকদার, প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত ভদ্রমহোদয়গণ এই কোম্পানীর কার্য্য দেখিয়া প্রশংসা করিয়াছেন। রাসায়নিক পরীক্ষায় জল বিশুদ্ধ না হইলে মূল্য গৃহীত হয় না। বিস্তৃত বিবরণের জন্য পত্র লিখুন

বিজ্ঞাপিত কেন?

সাধারণের হিতার্থে, মানবের দুঃখ না হইতে পারে তাহার পন্থা ইত্যাদি সম্বলিত "কামশাস্ত্র" গ্রন্থখানি যিনি পাঠ করেন নাই, তিনি আবেদন করতঃ বিনামূল্যে প্রাপ্ত হউন। উহা পাঠে উপকৃত হইয়া ৭৫০০০ হাজার লোক কৃতজ্ঞ হইয়াছেন। প্রায় ৫০ বৎসরের পরীক্ষিত, শুক্রতারল্য, স্বপ্ন দোষ ইত্যাদির যম "আতঙ্ক-নিগ্রহ বটীকা" প্রতি কৌটার মূল্য ১৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান—আতঙ্ক নিগ্রহ ফার্ম্মাসী, ২১৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা।

মনোমোহন প্রেস

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা

পূর্ব্ব-বাঙ্গালায় সুলভে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত

বৈদ্যুতিক মেশিনে দিবারাত্র কাজ চলিতেছে

বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা।

শ্রীমায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রেস হইতে শ্রীকৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

স্থানীয় সংস্করণ

Registered No. C 1544

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

সাহায্যের হার অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ প্রতি সংখ্যা ৵৫

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র।

৪র্থ খণ্ড] সম্পাদক—প্রত্নবিদ্যালঙ্কার শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী [২৯৭ সংখ্যা।

শ্রীচৈতন্য মঠ শ্রীধাম মায়াপুর—১২ই ফাল্গুন সোমবার ১৩৩৬ ২৪শে ফেব্রুয়ারী ১৯৩০

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থাবলী

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্—শ্লোক সূচী, বিষয়-সূচী প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত। ভিক্ষা, প্রতি খণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৶০ গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশ গ্রাহক পক্ষে ৷০
২। ভাষ্য-সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ) ৫৲
৩। গৌড়ীয়-গৌরব ৶০
৪। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।০
৫। ভজনরহস্য ৷০
৬। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
,, ,, ,, আবাঁধা ৸০
৭। গীতা (শ্রীবলদেবভাষ্যসহ) বাঁধা ২৲ আবাঁধা ১॥০
৮। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি-টীকা-সহ) বাঁধা ২৲ আবাঁধা ১॥০
গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ॥০
৯। দুঃসঙ্গমালিকা ভগবৎসন্দর্ভঃ সানুবাদ (মাধ্ব) ২৲
১০। বেদান্তস্যমন্তক সানুবাদ (রামানুজীয়) ॥০
১১। জৈবধর্ম্ম ২৲
১২। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৩। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৪। প্রেমাম্ভোজ (তৃতীয় সংস্করণ) ৸৶০
১৫। দীপ-দিগ দর্শন ৵০
১৬। সাধনপথ (৩য় সংস্করণ) ।৶০
১৭। আচার ও আচার্য্য
১৮। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
১৯। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৶০
২০। শ্রীনবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
২১। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য (প্রমাণখণ্ড) ৶০
২২। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
২৩। শ্রীগৌড়মণ্ডল-পরিক্রমা দর্পণ ।০
২৪। শরণাগতি, গীতাবলী, সাধনকণ, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, নবদ্বীপশতক, অর্থপঞ্চক ও সদাচারস্মৃতি; মোট ।৶০
২৫। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ও অর্চ্চনকণ ৶০
২৬। সাধককণ্ঠমণি ।০
২৭। সংস্কার-দীপিকা ।০
২৮। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড) ৬৲
২৯। ব্রহ্মসংহিতা ॥০
৩০। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ৸০
৩১। মণিমঞ্জরী সানুবাদ ।০
৩২। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৩৩। শ্রীচৈতন্যভাগবত (বিরাট্ দ্বিতীয় সংস্করণ)

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

অপূর্ব্ব সুযোগ! অপূর্ব্ব-সুযোগ!

শ্রীধাম মায়াপুর প্রদর্শনী

আমোদ প্রমোদের বিপুল আয়োজন

অভাবনীয় বিরাট ব্যাপার

৯ই ফেব্রুয়ারী হইতে যাত্রা বায়স্কোপ প্রভৃতির প্রচুর ব্যবস্থা

সকলেই যোগদান করুন

সূচী, বিবৃতি প্রভৃতি সহ

শ্রীমদ্ভাগবত

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৪০, ভাগ্রণ টাকা।

২৭২৪ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে,

সপ্তচত্বারিংশ খণ্ডে সূচী ছাপা হইতেছে।

৪৬শ খণ্ড গ্রাহক নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে ১৫৷৵০ সাধারণ পক্ষে ২০৸৵০। প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ৸০, গৌড়ীয় বা নদীয়াপ্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ।৵০

দশম স্কন্ধের ভিক্ষা ১২, অগ্রিম সাধারণের।

৬২ অধ্যায়পর্যন্ত একাদশ সংখ্যা ছাপা হইয়াছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

সূচী প্রভৃতি সহ সম্পূর্ণ ছাপা শেষ হইয়াছে

আদি, মধ্য, ও অন্ত্যলীলা এবং সূচী ছাপা হইয়া সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছেন। যাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্বে ১০, টাকা ভিক্ষার তৃতীয় সংস্করণ ৯, টাকায় না পাইয়া অপূর্ব সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের জন্যই উহার ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছেন। সেই ১০, টাকার এই বিরাট গ্রন্থের শত সংখ্যা মাত্র ৫, টাকা ভিক্ষায় দেওয়া হইতেছে। গ্রাহকগণ সত্বর হউন পরে আর এ সুযোগ থাকিবে না।

শ্রীচৈতন্য-লীলার ব্যাস আদিকবি

শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

সভাষ্য আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র গ্রন্থ ৮, স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫,

নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪৷০ টাকা

শ্রীধাম মায়াপুর নবদ্বীপ প্রদর্শনীতে

শ্রীধর ভাণ্ডার, ঢাকা।

ঢাকার প্রসিদ্ধ বস্ত্র ব্যবসায়ী শ্রীধর ভাণ্ডার শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিয়াছেন। ঢাকার বিখ্যাত মসলিন ও নানাবিধ মিহির ধুতী, সাড়ী, জামদানী কাপড় এবং খদ্দরের সাড়ী ধুতী, জামদানী সাড়ী, চাদর, রাউজপিস, সুতার কাজকরা নানাপ্রকার কাপড়, চাদর, শ্রীধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপ-প্রদর্শনীতে ৯ই ফেব্রুয়ারী হইতে পাইকারী ও খুচরা বিক্রয় হইতেছে। পশ্চিম ও উত্তরবঙ্গ এবং এলাহাবাদ, বোম্বাই, লক্ষ্ণৌ, পাঞ্জাব, মাদ্রাজ, দিল্লী প্রভৃতি স্থান হইতে আগত ব্যবসায়ীগণ এই স্থান হইতে প্রয়োজনীয় জিনিষাদি লইতে পারিবেন। আমাদের যে সুলভ তাহা কাপড় এবং মূল্য বিচার করিলেই বুঝিতে পারিবেন।

প্রদর্শনীর ঠিকানা—

শ্রীধর ভাণ্ডার ষ্টল

শ্রীধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপ-প্রদর্শনী

পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর (নদীয়া)

ঢাকার ঠিকানা

শ্রীধর ভাণ্ডার, ১০নং নবাবপুর, ঢাকা।

অক্ষরে প্রকাশিত ভক্তি গ্রন্থাবলী

যে সকল উৎকলবাসী ভক্ত বাংলা অক্ষর পড়িতে জানেন না, তাঁহাদের শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর প্রচারিত পরম উপাদেয় ভক্তি-কথা জানিবার প্রবল সুযোগ উপস্থিত। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে উড়িয়া-অক্ষরে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হইয়াছে। বাংলা গ্রন্থের তুলনায় উড়িয়া গ্রন্থগুলির ভিক্ষাও অপেক্ষাকৃত অল্প।

গ্রন্থের নাম	ভিক্ষা
প্রেমবিবর্ত ৩ খণ্ড (প্রত্যেক খণ্ড)	৷০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	১,
সাধন পথ (শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টক) প্রত্যেক খণ্ড	৷০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৷০
কল্যাণ কল্পতরু প্রত্যেক খণ্ড	৵০
একত্রে ৩খণ্ড লইলে	৷০
গীতাবলী প্রত্যেক খণ্ড	৴১০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৵১৫
শরণাগতি প্রত্যেক খণ্ড	৴০
একত্রে ৩খণ্ড লইলে	৵৫

প্রাপ্তিস্থান { শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ, কটক এবং শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, পুরী }

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিম্নলিখিত মঠসমূহে প্রাপ্তব্যঃ—

১। শ্রীচৈতন্য মঠ,—পোঃ, শ্রীধামমায়াপুর, (নদীয়া)।
২। শ্রীগোপীনাথ মঠ,—চাঁপাহাটি, সমুদ্রগড় পোঃ, (বর্দ্ধমান)।
৩। শ্রীভাগবত আসন,—ভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৪। শ্রীগৌড়ীয় মঠ,—১নং উল্টাডাঙ্গা জংসন রোড, কলিকাতা।
৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ,—চটকপর্বত, পুরী।
৬। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ,—উড়িয়া বাজার, কটক।
৭। শ্রীভাগবত মঠ,—চিকলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।
৮। শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ,—৬নং জঙ্গমবাড়ী, কাশী, ইউ, পি।
৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,—ছাপপাল, বৃন্দাবন, মথুরা, ইউ, পি।
১০। শ্রীপরমহংস মঠ,—নিমসার পোঃ, সীতাপুর, ইউ পি।
১১। শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ,—কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল, পাঞ্জাব।
১২। শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠ,—৯নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।
১৩। শ্রীগদাধরগৌরাঙ্গ মঠ,—বালিয়াটি, ঢাকা।
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম,—আমলাযোড়া, রাজবাঁধ পোঃ, বর্দ্ধমান।
১৫। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ,—ডুমুরকোন্দা, চিরকুণ্ডা পোঃ, মানভূম।
১৬। শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয় মঠ,—আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী, উড়িষ্যা।
১৭। শ্রীগৌড়ীয় মঠ কার্যালয় ১০১ হনুমান রোড, নিউদিল্লি

এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণের নিকটও নদীয়া-প্রকাশ প্রাপ্তব্য।

১। শ্রীযুক্ত জনার্দ্দন ঘোষ—বড় বাজার রোড, খুলনা
২। শ্রীযুক্ত রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিতীর্থ—দেওয়ানগঞ্জ, হলদিবাড়ী কুচবিহার।
৩। শ্রীযুক্ত রামরঞ্জন রায়—৭৬।২নং শ্রীগোপাল মল্লিক লেন, কলিকাতা।
৪। মিঃ এন, ডি, মুখার্জ্জি—এম, এম, ওয়ার্কস দি মল, কানপুর।
৫। শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী জ্যোতিভূষণ—অগ্রদ্বীপগঞ্জ, নদীয়া।
৬। শ্রীব্রজবিহারী দাস অধিকারী, নবদ্বীপ।
৭। শ্রীবিরাজমোহন দে—মনমোহন প্রেস, নবাবপুর, ঢাকা।
৮। শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ বসুপতি দেউলটিপা, ২৪ পরগণা।

শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি, এ, কর্ত্তৃক ...

কলিকাতা ১নং উল্টাডাঙ্গা জংসন রোড, শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ও মুদ্রিত।

দাওাজিবাবারের তরফ সমসপুরের নিজ সমসপুর ও রঘুনাথপুর ও চকহরিপুর ও জলকর পাখুরিনা গ্রাম লায়ের ৬/ বিঘা জমির কাত রকম (১১৮৶ কাশি ছামে ৪৶৯॥ পাই টাকার ও রকম।/৬॥= ছামে ২/৪৮ টাকার ও রকম ॥৬ পাই আনার ছামে ১৭./২॥ বিঘা জমির কাত ২২॥/॥ পাই টাকার ও রকম ৵০ আনা ছামে ১/২॥ বিঘা জমির কাত ॥৶৬ পাই টাকার মোট দুই পত্তনি তালুকের ৪ ছামে ৪ খণ্ডে ২৪৸০ বিঘা জমির কাত ৩০॥৮ টাকা মূল্য আঃ ৪০০০৲ টাকা

দেঃ ৪২নং মৌজা চকহরিপুরের ২১৩, ২১৩।১, ২১৩২নং খতিয়ান ৪০নং সমাসপুর মৌজায় ৪৮২নং খতিয়ান ও ৪১ নং খতিয়ান। রঘুনাথপুর মৌজায় ১৫৯ ও ১৬০নং খতিয়ান।

২। ঐ জেলা ঐ থানা ঐ সবরেঃ ঐ মৌজা দ্বারের মধ্যে মৃত আবদুল রসিদ সেখের মধ্যসত্ত্বাবিশিষ্ট কমান অন্তর্গত আছিরদ্দেছা বিবির নামে মৌজা সমসপুর ও চকহরিপুরগ্রামে ৪/১ কাঠা জমির কাত ৩৲ টাকা দর মৌরশী জমা ও উক্ত জমিস্থিত তাহার বসতবাটী, করগেট টিনের ৮ চালা ঘর ও পানা ও অন্যান্য ঘর সমেত সাজসরঞ্জাম, মূল্য আঃ ২০০৲

দেঃ সমসপুর মৌজায় ১৬৪নং ও ১৬৫নং খতিয়ান চকহরিপুর মৌজায় ১০২নং খতিয়ান, সোমেশপুর মৌজায় ১২০নং ও ১২১ নং খতিয়ান।

(৯১)

২০৫৯ দেঃজারী ২৯ দাবী ১৩৩৫৶/১৫

ডিঃ শ্রীমতী সরলাবালা বিশ্বাস—কাল মোং ও থানা নবদ্বীপ

দেঃ শ্রীগৌরালাল মণ্ডল—সাং পাঁচবাড়িয়া থানা মীরপুর

জেলা নদীয়া মহকুমা কুষ্টিয়া সবরেঃ মিরপুরের এলেকাধীন পরগণে রাজাপুর ডিহি বারুই পাড়ার অন্তর্গত মৌজে পাঁচবাড়িয়া গ্রামে—

(ক) গ্রামের মধ্যে রামগতি মণ্ডলের বাটীর পূর্ব ও উত্তরে ॥৵১০ আনা খাজনায় ৷০ কাঠা কায়েমী মৌরশী স্বত্বের মূল্য আঃ ২০৲

(খ) ঐ গ্রামে মহিম মিঞার বাটীর উত্তর ও পশ্চিমে ৩৶০ জমায় ১ একর জমির মূল্য আঃ ১৩০৲ টাকা

(গ) ১। ঐ গ্রামে কুড়ান মণ্ডলের জমির উত্তরে ৮০ কাটা জমি

২। মাঠ বিলের মধ্যে ভগবান্ মণ্ডলের জমির উত্তরে /৩ বিঘা জমি। একুনে মকররী মৌরশী জমা ৩৮/৬ টাকা মূল্য আঃ ১৫০৲ টাকা

(৯২)

২১৩০ দেঃজারী ২৯ দাবী ৬৬৪॥/৩

ডিঃ শ্রীযুক্ত বিহারী সাহা সাং পলাশী থানা কালীগঞ্জ

দেঃ শ্রীমহম্মদ হবিবুল্লা মণ্ডল—সাং ১শী, থানা কালীগঞ্জ

জেলা নদীয়া থানা কালীগঞ্জ মৌজা পলাশীর অধীন ৭৮১ নং খতিয়ানভুক্ত শালিয়ানা টাকা রাইয়তী স্থিতিবান্ জমার ২১৩ বিঘা জমির মূল্য সহ তদুপরিস্থিত আকর আওলাত আঃ ১৫০৲

(৯৩)

২০২৩ দেঃজারী ২৯ দাবী ১৩৬৯৲ টাকা

ডিঃ শ্রীবৈদ্যনাথ পাল—সাং ও থানা কৃষ্ণনগর

দেঃ শ্রীমতী প্রফুল্লকুমারী দাসী দিং সাং কৃষ্ণনগর চাঁদ সড়ক থানা কোতয়ালী

থানা ও সবরেঃ কৃষ্ণনগরের এলেকাধীন মৌজে ৯২০৫ কৃষ্ণনগর চাঁদসড়ক গ্রামে ১১৯নং খতিয়ান ৮০ কাঠা কায়েমী মৌরশী জমার জমি ও তদুপরিস্থিত দালান কোঠা সাজসরঞ্জাম মূল্য আঃ ৮০০৲ টাকা

(৯৪)

২০২৭ দেঃজারী ২৯, দাবী ৯১৫৶

ডিঃ শ্রীসুষ্টিধর রক্ষিত সাং নূতনগ্রাম, থানা চাকদহ

দেঃ শ্রীতারিণীচরণ দাস দিং সাং পুরাতন চাকদহ, থানা চাকদহ

জেলা নদীয়া থানা চাকদহ মৌজে ঘোষপাড়া গ্রামে ৭৮০ বিঘা মৌরশী মোকররী জমা ও নিষ্কর ৯২৷০ বিঘা ও মৌজে যশড়া গ্রামে ৪টী জমার ৩২/৮৶০ বিঘা মৌরশী মকররী ও মৌজে কাঁঠালবুলি গ্রামে নিষ্কর ৪।২॥০ কাঠা মোট সকর ও নিষ্কর ৫০৮০৮৶০ বিঘা জমি সহ তদুপরিস্থিত আকর আওলাত আঃ ৫০০৲

(৯৫)

২৩৫৩ দেঃজারী ২৯ দাবী ৪৭৪।৶৬

ডিঃ শ্রীঅখিলেশ্বর সাহা প্রামাণিক সাং ও থানা নবদ্বীপ

দেঃ শ্রীমতী লবঙ্গদাসী বৈষ্ণবী সাং ও থানা নবদ্বীপ

সবরেঃ কৃষ্ণনগর থানা নবদ্বীপ নিজ নবদ্বীপ মৌজায় ৩৮৪৪ নং খতিয়ান ৪২৫৫ দাগস্থিত আন্দাজ /৪ কাঠা জমির জমা শালিয়ানা ৪৲ মূল্য আঃ ২৫০৲ টাকা

(৯৬)

২৩৬২ দেঃজারী ২৯ দাবী ৯০৪॥/১০

ডিঃ শ্রীযোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়—সাং কড়কড়িয়া থানা নাকাশীপাড়া

দেঃ শ্রীভোলানাথ বাগচি—সাং বেলপুকুর থানা কোতয়ালী

১। থানা ও সবরেঃ কৃষ্ণনগর মৌজে বেলপুকুর গ্রামে দেনদারের নিজাংশে মোট ১৪৪॥ বিঘা জমির মূল্য সহ তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দালান, প্রাচীর, গাছা, আগাছা ইত্যাদি আঃ ৫০৲

২। ঐ থানার ২৩নং তৌজি পরগণে বাগোয়ানের সামিল মৌজা দুর্গাবাস ৫২।৩॥ বিঘা জমির বার্ষিক মৌরশী জমা ১৩৮/১০

৩। ঐ থানায় মৌজে বেলপুকুর সদর কাছারীতে মালিক শ্রীমতী রাজকুমারী প্রফুল্লনলিনী দাসী দিং সেরেস্তার মৌজে বাগোয়ান মধ্যে ৯৭॥০॥ জমির বার্ষিক জমা ৩৬॥৶৪; মূল্য আঃ ২০৲

(৯৭)

২৪৮৬ দেঃজারী ২৯ দাবী ২৮৭।৶০

ডিঃ মোল্লা মহম্মদ আবদুল হালিম সাং বামনপুকুর, থানা নবদ্বীপ

দেঃ শ্রীপাঁচুগোপাল গড়াই সাং বল্লালদিঘি থানা নবদ্বীপ

১। জেলা নদীয়া থানা নবদ্বীপ সবরেঃ কৃষ্ণনগরের সামিল মৌজে মোল্লাপাড়া গ্রামে সেঃ ৪৩নং খতিয়ান ০.০২ একর নিষ্কর মহাত্রানজমির ৷০ আনা অংশ

২। ঐ ঐ এলেকাধীন সেঃ ১৬৭নং খতিয়ান ৩৩ পাই রায়তি মোকররী জমায় জমাতে দেনদারের ॥০ আনা অংশ। জমির পরিমাণ ১-৯০ একর

৩। ঐ জেলা ঐ থানা মৌজে রাজাপুর গ্রামে সেঃ ২৮১নং খতিয়ান ১১৯ পাই রায়তি স্থিতিবান জমাতে দেনদারের ॥০ আনা অংশ, জমির পরিমাণ ৪৬ শতক মূল্য আঃ ৪৲ টাকা

৪। ঐ জেলা ঐ থানার অধীন মৌজে বল্লালদিঘি গ্রামে সেঃ ৩১নং খতিয়ান ১৫৶৯ পাই টাকার রায়তি মকররী সত্ত্বে প্রতিবাদীর /৬॥= অংশ। অধীন খতিয়ান ৩১ক, ৩২নং হইতে ৪০নং পর্য্যন্ত মোট জমি ১২-৫৫ একর

৫। ঐ ঐ এলেকাধীন জমিদার শ্রীশ্রীমদ্ বিমলাপ্রসাদ সিদ্ধান্ত সরস্বতী মহোদয়ের সেরেস্তায় ২॥/৯ টাকার জমাতে দেনদারের ॥০ অংশ

দ্বিতীয় মুন্সেফ আদালত

নীলামের দিন ২২শে মার্চ্চ, ১৯৩০

)

১৮৩০ দেঃজারী ২৯ দাবী ৭১৩।৶০

ডিঃ শ্রীশরচ্চন্দ্র গড়াই দিং সাং মাটিয়া থানা চাপড়া

দেঃ শ্রীপাঁচুবালা দিং সাং ভাতছালা থানা চাপড়া

জেলা নদীয়া সবরেঃ কৃষ্ণনগর এলেকাধীন থানা চাপড়ার সামিল মৌজে ভাতছালা গ্রামে দেনদারের নিজাংশে ১৫।২॥ কাঠা জমির কাত ৬৶৮০ টাকা জমা মূল্য আঃ ৩০০৲

(২)

১৮৩১ দেঃজারী ২৯, দাবী ১২৫।৶০

ডিঃ ঐ

দেঃ মৃত সহাচরণ রায়ের ওয়ারেশ কন্যা ভোলাদাসী সাং ভাতছালা থানা চাপড়া

জেলা নদীয়া সবরেঃ কৃষ্ণনগর এলেকাধীন থানা চাপড়ার অধীন মৌজা ভাতছালা গ্রামে দেনদারের নিজাংশে ১৫।২৮০ বিঘা জমির কাত ৬৶৮০ মূল্য আঃ ৩০০৲

(৩)

১৮৩২ দেঃজারী ২৯ দাবী ৫৩২।৶০

ডিঃ ঐ

দেঃ শ্রীপদরাজবংশী সাং ভাতছালা থানা চাপড়া

জেলা নদীয়া সবরেঃ কৃষ্ণনগর থানা চাপড়ার সামিল মৌজে ভাতছালা গ্রামে মৃত রাজবংশীর নামে ১৮৮৯ বিঘা জমির কাত সহ সেস খাজনা ৯৶/২॥ মূল্য আঃ ২৮০

(৪)

১৮৩৩ দেঃজারী ২৯ দাবী ৩৭॥৶৯

ডিঃ ঐ

দেঃ শ্রীমতী দৈরব বিবি দিং সাং ডাংলা

জেলা নদীয়া থানা চাপড়ার সামিল মৌজে জগদোড়িয়া গ্রামের জমিদার শ্রীমতী শিবকুমারী দেবীর সেরেস্তায় ১০॥৮ বিঘা জমির খাজনা সহ সেস ৫॥৶০; মূল্য আঃ ২০০৲ টাকা

(৫)

১৪৭৫ দেঃজারী ২৯ দাবী ৩৮৪৸০

ডিঃ শ্রীনরেন্দ্রনারায়ণ চেৎলাঙ্গিয়া-মোং গোয়াড়ী থানা কোতোয়ালী

দেঃ শ্রীপঞ্চানন সাধ ওরফে দুলাল পানবোয়ালিয়ার থানা কৃষ্ণগঞ্জ

সবরেঃ কৃষ্ণনগর থানা কৃষ্ণগঞ্জের অধীন মৌজে বিষ্ণুপুর গ্রামে (১) শিবকুমারী দেবীর অধীনে বার্ষিক ৭৮১ টাকার জমায় সেঃ বিষ্ণুপুর মৌজার ৫৭১নং খতিয়ান ৩১-১৯ একর জমি (২) ১৮৶০ টাকা জমার ৭১২নং খতিয়ান ৭-৩৪ গ্রাম (৩) মাজদিয়া নিবাসী শ্রীমতী রাজবালা চৌধুরী মহাশয়ার অধীনে ১০৲ টাকা জমা—একুনে ১০৯৸৶০ টাকা জমার ৩টী জমির মূল্য পুষ্করিণী বাগান ইত্যাদি আঃ ২০০৲

বিশেষ দ্রষ্টব্য

নিম্নলিখিত নম্বর জারীগুলির মধ্যে ১০৩৫,২৯, ১০৫৪।২৯, ১১১০।২৯, ১২৪৯। ২৯, ১২৫৭।২৯, ১২৬৪।২৯, ১২১৮।২৯ ১২৯৮,২৯, ১৩৫৪।২৯, ১৪১১২৯, ১৫৩১। ২৯, নং জারীগুলি ২২শে মার্চ্চ ১৯৩০, নীলাম হইবে, অবশিষ্টগুলির নীলামের দিন ৮ই মার্চ্চ ১৯৩০

(৬)

৪০৮ দেঃজারী ২৯ দাবী ১৩৮৶০

ডিঃ শ্রীমতী রামমোহিনী দাসী দিং মোং আড়ংঘাটা থানা চাপড়া

দেঃ শ্রী ॥৫ মণ্ডল সাং ঐ থানা ঐ

জেলা নদীয়া থানা চাপড়ার অধীন ১৬ নং মৌজা গাংনী গ্রামে সেঃ ১০৯ নং সংভুক্ত ৫ শতক জমির খাজনা এক মৌজার ১৩৯ নং সংভুক্ত, মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত মূল্য আঃ ১৲

(৭)

৯০০ খাংজারী ২৯ দাবী ২

ডিঃ শ্রীনৃসিংহচন্দ্র পাল চৌধুরী সাং চকতাতীশালা থানা নাকাশীপাড়া

দেঃ শ্রীমকবুল আহাম্মদ খাঁ মোং বেথুয়াডহরী বন্দর

সদরেঃ কৃষ্ণনগর থানা নাকাশীপাড়ার অধীন মৌজা শিবিরপুর গ্রামে সেঃ ২৮০ নং সংভুক্ত ১৫৲ টাকা জমায় ৩১ শতক, জমি মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত মূল্য আঃ ৫৲

(৮)

৭৪১ খাংজারী ২৯ দাবী ১৩/০

ডিঃ ঐ

দেঃ শ্রীলক্ষ্মীকান্ত মোদক সাং বেথুয়াডহরী বেলবাজার থানা নাকাশীপাড়া

সদরে কৃষ্ণনগর থানা নাকাশীপাড়ার অধীন মৌজা জগদা নন্দপুর গ্রামে সেঃ ২০১ নং সংভুক্ত ৮৶ টাকা জমায় ৩ শতক জমি মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত মূল্য আঃ ৯

(৯)

৯৪৪ খাংজারী ২৯ দাবী ২০॥/৯

ডিঃ ঐ

দেঃ শ্রীকেদারনাথ রায় দিং —সাং কড়ুকড়িয়া থানা নাকাশীপাড়া

সদরে কৃষ্ণনগর থানা নাকাশীপাড়ার অধীন মৌজা কড়ুকড়িয়া গ্রামে সেঃ ১২৭। ১২৮।১২৯ সংভুক্ত ৩৮৮/৯ টাকা জমায় ১০-৪৬ একর জমি; মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত মূল্য আঃ ১০৲

৯৭৭ খাংজারী ২৯ দাবী ৩৬.০

ডিঃ ঐ

দেঃ শ্রীকাঙ্গালী সর্দ্দার সাং বেলপুকুর থানা নাকাশীপাড়া

সদরে কৃষ্ণনগর থানা নাকাশীপাড়ার অধীন মৌজা বেলা গ্রামে সেঃ ১৮৭ নং সংভুক্ত ৪-৩১ একর ওটবন্দী জমি, মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত মূল্য আঃ ১০৲

(১১)

৯৮১ খাংজারী ২৯ দাবী ১৩॥৶৯

ডিঃ

দেঃ শ্রী... সেখ সাং ... থানা নাকাশীপাড়া

সদরে ... থানা নাকাশীপাড়ার ... গ্রামে সেঃ ৩৪১ নং সংভুক্ত ১-৫৮ একর ওটবন্দী জমি, মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত মূল্য আঃ ৫৲

(১২)

১০৩৪ খাংজারী ২৯ দাবী ৮২৸/১

ডিঃ শ্রীসুরোজরঞ্জন সিংহ মোং কাঠালপোতা, থানা কৃষ্ণনগর

দেঃ শ্রী... সেখ সাং রাজিবপুর থানা চাপড়া

সদরে কৃষ্ণনগর থানা চাপড়ার অধীন মৌজা রাজিবপুর গ্রামে সেঃ ২৮ নং সংভুক্ত ৫-১৬ একর ওটবন্দী জমি; মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত মূল্য আঃ ২০৲

(১৩)

১০৩৪ খাংজারী ২৯ দাবী ২৯৸/৬

ডিঃ ঐ

দেঃ শ্রীদদার মণ্ডল সাং রাজিবপুর থানা চাপড়া

সদরে কৃষ্ণনগর থানা চাপড়ার অধীন মৌজা রাজিবপুর গ্রামে সেঃ ১১৫ নং সংভুক্ত ৫-২৯ একর জমির জমা ৮৸/১০ টাকা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত মূল্য আঃ ১৫৲

(১৪)

১০৫৪ খাংজারী ২৯ দাবী ৮২৶০

ডিঃ শ্রীরাজেন্দ্রলাল বিশ্বাস সাং গোয়াড়ী সুতার পাড়া থানা কোতয়ালী

দেঃ শ্রীকালীপদ বিশ্বাস সাং মাজদিয়া থানা কৃষ্ণগঞ্জ

সদরে কৃষ্ণনগর থানা কৃষ্ণগঞ্জের অধীন ৯নং মৌজা মাজদিয়া গ্রামে সেঃ ২৩৮ নং সংভুক্ত ১৩॥০ টাকা জমায় ৮-৪৬ একর জমি মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত মূল্য আঃ ২৫৲

(১৫)

১০৬০ খাংজারী ২৯ দাবী ১৫৶১০

ডিঃ শ্রীনফর চন্দ্র পাল চৌধুরী সাং নাটুদহ থানা দামুরহুদা

দেঃ শ্রীঅবোর খাঁ দিং সাং গোংরা থানা চাপড়া

১। জেলা নদীয়া থানা চাপড়ার অধীন মৌজা গোংরা গ্রামে সেঃ ৩ নং সংভুক্ত ১/১২ টাকা জমায় ৩ শতক জমি, মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত মূল্য আঃ ২৲

২। জেলা ঐ থানা ঐ অধীন মৌজা ঐ গ্রামে সেঃ ৪ নং সংভুক্ত ২৮৶০ টাকা জমায় ১০-৪৭ একর জমি, মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত মূল্য আঃ ১০৲

(১৬)

১০৭০ খাংজারী ২৯ দাবী ২৩৶

ডিঃ শ্রীসরোজরঞ্জন সিংহ দিং সাং কৃষ্ণনগর কাঠালপোতা

দেঃ শ্রীগোবিন্দ বিবি সাং বাঙ্গালাঝি, থানা চাপড়া

১। সদরেঃ কৃষ্ণনগর থানা চাপড়ার অধীন ... বাঙ্গালাঝি গ্রামে সেঃ ... নং সংভুক্ত ২-২৬ একর ওটবন্দী জমি মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত মূল্য আঃ ১০৲

(১৭)

১০৭১ খাংজারী ২৯ দাবী ৮০৸/৬

ডিঃ ঐ

দেঃ শ্রীকরিম বিশ্বাস সাং হটারঝেড়িয়া থানা হাঁসখালি

জেলা নদীয়া থানা হাঁসখালির অধীন মৌজা মুচিকুলবেরিয়া গ্রামে সেঃ ১২৪ নং সংভুক্ত ৮০৶১০ টাকা জমায় ২৪-২০ একর জমি, মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত মূল্য আঃ ২০৲

(১৮)

১০৯১ খাংজারী ২৯ দাবী ৭২৶৯

ডিঃ শ্রীমতী অন্নপূর্ণা দাসী সাং বোয়ালমারী থানা দামুরহুদা

দেঃ শ্রীওসমান বিশ্বাস দিং সাং রাজিবপুর থানা চাপড়া

সদরেঃ কৃষ্ণনগর থানা চাপড়ার অধীন মৌজা রাজিবপুর গ্রামে সেঃ ২৮ নং সংভুক্ত ৫-১৬ ওটবন্দ জমি, মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত মূল্য আঃ ১৫৲

(১৯)

১১১০ খাংজারী ২৯ দাবী ১১৭৶৬

ডিঃ শ্রীশিবানী বালা দেবী সাং গোয়াড়ী, থানা কৃষ্ণনগর

দেঃ শ্রীভরত মণ্ডল সাং মাটিয়ারী, থানা কৃষ্ণগঞ্জ

জেলা নদীয়া থানা কৃষ্ণগঞ্জের অধীন ৫২ নং মৌজা মাটিয়ারী গ্রামে সেঃ ১৬৭১ নং সংভুক্ত ১৮৸/৯ টাকা জমায় ৭-১৬ একর জমি মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত মূল্য আঃ ২৫৲

(২০)

১১১১ খাংজারী ২৯ দাবী ২।৯

ডিঃ শ্রীসরোজরঞ্জন সিংহ দিং —সাং কৃষ্ণনগর কাঠালপোতা

দেঃ শ্রীদিদার মণ্ডল দিং—সাং রাজাপুর, থানা চাপড়া

সদরে কৃষ্ণনগর থানা চাপড়ার অধীন মৌজা রাজিবপুর গ্রামে সেঃ ২৪২ নং সংভুক্ত ১২-০৭ একর জমি; মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত মূল্য আঃ ১৫৲

(২১)

১১১৫ খাংজারী ২৯ দাবী ২৸৶৩

ডিঃ শ্রীনফর চন্দ্র পাল চৌধুরী সাং নাটুদহ থানা দামুরহুদা

দেঃ শ্রীঅ...সেখ দিং—সাং পাটুলিডাঙ্গা, থানা নাকাশীপাড়া

সদরে কৃষ্ণনগর থানা নাকাশীপাড়ার অধীন মৌজা পাটুলী ডাঙ্গা গ্রামে সেঃ ৯৫১ নং সংভুক্ত ৮৫ শতক ওটবন্দী জমি, মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত মূল্য আঃ ১০৲

(২২)

১১১৮ খাংজারী ২৯ দাবী ১৭৶৩

ডিঃ শ্রীক্ষিতীশপ্রসাদ পাল চৌধুরী দিং সাং চকতাতীশালা থানা নাকাশীপাড়া

দেঃ শ্রীমতী শরৎ সুন্দরী দেবী সাং কালিবাগ থানা নাকাশীপাড়া

সদরে কৃষ্ণনগর থানা নাকাশীপাড়ার অধীন মৌজা চেচা গ্রামে সেঃ ২৮৪ নং সংভুক্ত বিঘা প্রতি ১৲ টাকা নিরিখে ৮-৮৬ একর জমি, মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত মূল্য আঃ ১৫৲

(২৩)

১১২২ খাংজারী ২৯ দাবী ৫৮॥৶৬

ডিঃ শ্রীশিবেন্দ্র নাথ সিংহ রায় দিং সাং ও থানা নাকাশীপাড়া

দেঃ শ্রীসুবান কারিকর সাং বিক্রমপুর থানা নাকাশীপাড়া

জেলা নদীয়া থানা নাকাশীপাড়ার অধীন ০২ মৌজা গ্রামে সেঃ ২৫৩।২৫৭ নং সংভুক্ত কনকারমন মধ্যে ৭৭৶৩ টাকা জমায় ২-৮১ জমি; মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত মূল্য আঃ ৪৫৲

(২৪)

১২৪৬ খাংজারী ২৯ দাবী ১৬৩৸০

ডিঃ শ্রীবদ্রীনারায়ণ চেৎলাঙ্গিয়া মোং গোয়াড়ী থানা কোতয়ালী

দেঃ শ্রীসামসুদ্দিন বিশ্বাস দিং সাং ভগবানপুর থানা কৃষ্ণগঞ্জ

সদরে কৃষ্ণনগরই থানা কৃষ্ণগঞ্জের অধীন মৌজা শ্যামনগর গ্রামে সেঃ ৩৪৪—৩৫২ ও চকশ্যামনগর ১২৭ নং সংভুক্ত ৩২॥৶৬ টাকা জমায় ১২-৬৫ একর, মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত মূল্য আঃ ১০০৲

(২৫)

১২৫৭ খাংজারী ২৯ দাবী ১০৭৯

ডিঃ শ্রীত্রিগুণপ্রসাদ পাল চৌধুরী সাং চকতাতীশালা থানা নাকাশীপাড়া

দেঃ শ্রীপুলিন ঘোষ সাং গোপালপুর থানা নাকাশীপাড়া

সদরে কৃষ্ণনগর থানা নাকাশীপাড়ার অধীন ৭০নং মৌজা গোপালপুর গ্রামে সেঃ ৫৬ নং সংভুক্ত লাল জমি ১৲ টাকা নিরিখে ১-৭১ ওটবন্দী জমি, মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত মূল্য আঃ ৫৲

(২৬)

১২৫৮ খাংজারী ২৯ দাবী ৭।৶৩

ডিঃ ঐ

দেঃ শ্রীভিখারী ঘোষ থানা নাকাশীপাড়া

সদরে কৃষ্ণনগর থানা নাকাশীপাড়ার অধীন ৭০ নং মৌজা গোপালপুর গ্রামে সেঃ ৭১ নং সংভুক্ত লাল জমি ১৲ টাকা নিরিখে ৩৫ শতক জমি, মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত মূল্য আঃ ৫৲

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১২ই ফাল্গুন, সোমবার—১৩৩৬

প্রদর্শনী সংবাদ

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ প্রত্যহ সন্ধ্যায় ছায়াচিত্র-সংযোগে বক্তৃতা-মুখে শ্রীধাম প্রদর্শনীর পারমার্থিক শিক্ষা সমবেত যাত্রিসাধারণকে বুঝাইয়া দিতেছেন। স্বামিজী মহারাজ বলেন—ঈশ্বরের প্রেরণা-ক্রমে জীব এই ছায়াচিত্র-প্রণালী আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইয়াছেন, অতএব তাঁহারই সেবায় ইহাকে নিযুক্ত করিয়া শ্রীল প্রভুপাদ আবিষ্কারকের অজ্ঞাত প্রকৃত বিধান করিলেন। এতদিন এই ছায়াচিত্র জগতের লোকের ইন্দ্রিয়-তর্পণে নিযুক্ত থাকিয়া লোককে ইন্দ্রিয়-তর্পণের বিভিন্ন প্রকার ভেদমাত্র শিক্ষা দিতেছিল। আজ ইহা নিত্য সত্য ভগবদ্ভক্তি প্রচারের সহায়-স্বরূপ হইয়া কৃষ্ণ-সম্বন্ধ বস্তু রূপে গৃহীত হইল। ভক্তি-অনুকূল্যমাত্র কার্য্যের স্বীকার, ভক্তি-প্রতিকূল কার্য্যের অঙ্গীকার—ইহাই ভক্তিরাজ্যের বিধান। যাঁহারা বৈরাগ্য দেখাইতে গিয়া ভক্তি-অনুকূল বস্তুকেও পরিত্যাগ করিতে চান, তাঁহারা ভক্তি-বিজ্ঞানের কোন সংবাদই রাখেন না। ভগবৎ সৃষ্ট জগতের প্রত্যেক বস্তুকে নিজেন্দ্রিয়তর্পণে নিযুক্ত করিবার বুদ্ধিটী পরিত্যাগ করিয়া তাহাকে ভগবৎসেবায় নিযুক্ত করাই তাহার যথার্থ সদ্ব্যবহার। তাহাতে সকলেরই মঙ্গল নিহিত। নাস্তিকতা পরিত্যাগ পূর্ব্বক যাঁহারা আস্তিক্য-দর্শনের অনুগামী হইতে পারিয়াছেন, তাঁহারা ঈশোপনিষদের—"ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ। তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনম্॥" ...এই প্রথম মন্ত্রের অর্থ উপলব্ধি করিতে পারেন। অর্থাৎ তাঁহারা জানেন—"পৃথিবীতে যে কিছু নশ্বর বস্তু আছে, তৎসমুদয়েই পরমেশ্বরের সত্তা ও চৈতন্য অন্তঃস্যূত ভাবে ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে। অতএব পরমেশ্বরের উচ্ছিষ্ট বস্তু যুক্ত-বৈরাগ্যের সহিত গ্রহণ করিতে হইবে, ভগবৎসম্পত্তিকে ভোক্তৃরূপে গ্রহণ করিবার কামনা করিতে হইবে না। সমস্ত বস্তুতে চিন্ময়ীসম্বন্ধ দৃষ্টি থাকিলে আর [illegible] মানুষ এই [illegible] উপাদান হইতে [illegible] 'আমি কর্ত্তা' 'আমি ভোক্তা' [illegible] অভিমানে মত্ত হইয়া [illegible] নিজ-ভোগ্য জ্ঞানে ভোগ করিতে গিয়া নানা অনর্থের আবাহন করিয়া থাকিতেছেন। আজ কৃপাবতার প্রভুপাদ শ্রীভগবদিচ্ছায় জগতে অবতীর্ণ হইয়া সেই অনর্থের হস্ত হইতে জগজ্জীবকে উদ্ধার করিবার জন্য কতই না আয়োজন করিতেছেন। তিনি ফল্গুবৈরাগিগণের ন্যায় আধুনিক বিজ্ঞানোন্নতিকে নিরর্থক-জ্ঞানে নিরাকরণ করিতেছেন না, বরং তিনি বলিতেছেন—প্রত্যেক বস্তুর সৃষ্টি-ব্যাপারে ভগবচ্ছক্তিসম্বন্ধ স্বীকার করিলে কোন বস্তুকেই অপ্রয়োজনীয়, বা নিজ নিজ বিলাস-সহচর জ্ঞান করিবার প্রবৃত্তি হইবে না। শ্রীভগবানই জীব-হৃদয়ে বুদ্ধি-প্রেরণা দিয়াছেন, তাহারই বুদ্ধিবলে জীব যাহা আবিষ্কার করিতে পারেন, তাহার ভগবৎসেবা-যোগ্যতা না থাকিবার কোন কারণ নাই। অনেক সাধু ধাতু দ্রব্য স্পর্শ করিতে পারেন না, স্পর্শ করিলে হাত বাঁকিয়া যায় ইত্যাদি যে 'বাহাদুরী' প্রখ্যাপন করেন তাহার কোনই মূল্য নাই। পরং ভগবৎসেবায় যে অর্থ সংগৃহীত হয়, তাহার স্পর্শে জীবের ভোগ-বাসনা দূরীভূত হয়—অশেষ মঙ্গল সাধিত হয়। ভগবদ্ভোগ্য বস্তুতে ভোগ বুদ্ধই গর্হণীয়, কিন্তু তাহাকে ভগবৎসেবোপকরণ জ্ঞান কখনই নিন্দনীয় নহে। তাই শ্রীল প্রভুপাদ আজ ছায়াচিত্র দ্বারে ভগবৎকথা প্রচার করিয়া জীবগণকে তাহার যথার্থ সদ্ব্যবহার শিক্ষা দিতেছেন। এই ছায়াচিত্রে শ্রীভগবানের বিবিধ লীলাবিলাস দেখাইয়া তাহার মর্ম্ম দর্শকগণকে বুঝাইয়া দেওয়া হয় তাহাতে দর্শকগণের দুর্গম দার্শনিক তত্ত্বগুলি বুঝিবার পক্ষে অনেক সুবিধা হয়।

শ্রীধাম প্রদর্শনী সম্বন্ধে স্বামিজী বলেন, এই প্রদর্শনী সাক্ষাৎ শ্রীমদ্ভাগবত-প্রদর্শনী। শ্রীমদ্ভাগবতের সমস্ত শিক্ষণীয় বিষয়ের সার-সমাবেশ ইহাতে বর্ত্তমান। জগতের লোক সাধারণতঃ ভোগ-প্রবণ-চিত্ত, তাহারা সর্ব্বদাই নিজ ভোগানুসন্ধানে লিপ্ত থাকে বলিয়া তাহাদের দর্শন কেবল ভোগসুখের স্ফূর্ত্তি বা বাহুল্য নিরূপণেই নিযুক্ত থাকে। রং তামাসা যেখানে যত অধিক বর্ত্তমান, সেখানকার প্রশংসা তাহাদের মুখে তত অধিক স্ফূর্ত্তি পাইয়া থাকে, কিন্তু শ্রীধাম-প্রদর্শনী তাদৃশ অক্ষেন্দ্রিয়তর্পণ-বহুল রং তামাসা দেখাইবার একটী আয়োজন বিশেষ নহে। এই প্রদর্শনীর মূল দর্শন শ্রীমদ্ভাগবত, তাহা দর্শনের জন্যই দর্শক বৃন্দের তৎপর হওয়া আবশ্যক। শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াবির্ভাব-বাসর হইতে শ্রীশ্রীরাধামাধবমিলিততনু শ্রীগৌরাঙ্গ-বাসর পর্য্যন্ত সুদীর্ঘ মাসাধিক-কাল ব্যাপী [illegible] শ্রীশ্রী [illegible] বহুতর, তাহার [illegible] জীবের [illegible] বা বৈষ্ণব [illegible] কোন উপায়ান্তর নাই। তাঁহার কৃপায় জীব-হৃদয়ে হইতে অন্যাভিলাষ, বুভুক্ষা ও মুমুক্ষা দূর হইলে জীব উত্তমা ভক্তির প্রতি শ্রদ্ধা-বিশিষ্ট হ'ন। তখন তাঁহার সেই শ্রদ্ধা-রস-সিক্ত হৃদয়ক্ষেত্রে স্মৃতি-কল্পতরুর শ্রীনিত্যানন্দপ্রদর্শিত অভিষিক্ত হন। শ্রীনিত্যানন্দ-পাদাশ্রয়ে শুদ্ধ ভজন-মুদ্রা স্বীকারপূর্ব্বক ভজনপর হইলেই জীব হৃদয়ে গৌরকৃষ্ণ-পাদপদ্মের আবির্ভাব সম্ভব হয়; শ্রীগৌরকৃষ্ণপাদপদ্মাশ্রিত জীবের ভক্তি পরাকাষ্ঠা।

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্যাষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের ষট্পঞ্চাশত্তম প্রকটোৎসব উপলক্ষে

দীনের অর্ঘ্য

সংসার-দাবানল-লীঢ় লোকত্রাণায়
কারুণ্য-ঘনাঘনত্বম্
প্রাপ্তস্য কল্যাণ-গুণার্ণবস্য বন্দে
গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্॥

সর্ব্ব সদ্গুণ-যুক্ত এই গোবিন্দ পঞ্চমী।
যাতে শ্রীগুরুদেব আবির্ভাব হ'লেন আপনি॥
শ্রীমাঘ শুক্লা পঞ্চমী গোবিন্দ পূর্ণিমা
কেমনি জানিব এই তিথির মহিমা॥
এতিথিতে আরাধনা করে সব জন।
দণ্ডবৎ হ'য়ে বন্দি সবার চরণ॥

গুরুদেব!
শিশুঅল্পমতি আমি, নাহি জ্ঞানলেশ,
তোমার পূজার রীতি কভু শিখি নাই,
শুনি নাই ভক্তিভাবে হ'য়ে অনুগত;
পামর দুর্ম্মতি আমি থাকি বহুদূরে।
তথাপি মনের সাধ পূজিতে ও রাঙ্গা-
চরণ কমল দু'টী; কুড়ায়ে এনেছি
যথা-সাধ্য-মত, দিয়া মোর মন প্রাণ;
ধর লও অঞ্জলি! এদীনের অর্ঘ্য।
অদোষদরশী তুমি কিঙ্কর-পালক,
বিচারক নহে কভু কিঙ্কর-কিঙ্কর-
যোগ্যতার। তবু জানি কোটী কোটী কোটী
মাতা-পিতৃ স্নেহ নহে তুল্য, তব সেই
অহৈতুকী কৃপা-কণা-লব সম আর।
সংসার-দাবাগ্নি হ'য়ে প্রজ্বলিত আজ,
কাঁদিতেছে চারিধার এবিশ্ব মানবে;
তাই দেখে প্রভুবর! ছাড়িয়া বৈকুণ্ঠ-
বাস, হইয়াছ অবতীর্ণ ধরা-ধামে;
নিভাইতে দাবানল করুণা-বর্ষণে।
অভিমান-চাঁদ যিনি ছিলেন শির হ'তে
বুঝিবারে [illegible] হন আশ্রিত, (তিনিই)
দয়াল [illegible], [illegible]
এ নহে [illegible];
[illegible] তোমার।
গোরা করে পালাইয়া, সুখের শান্তিতে
তোমারই কৃপা গুণে, তার সাক্ষী নহ,
নাস্তিক অজ্ঞতা কভু; আপনার বুকে
যদি দেখে হাত দিয়া, তাহ'লে জীবিত
বাস জন যেই, সত্য কথা অস্বীকার
পারে না করিতে, নিজে অসত্য-আশ্রয়ী
দুরন্ত কলির দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ আজ
কোথায় গেছে সিংহ জন বুদ্ধদেব
মত, কাঁদের বাণী আগে গ্রস্ত হবে।
অধিকে সঙ্গে [illegible] শ্রীমুখে ঘনে
তেমনি সিংহনাদ দাবিতে পাপ-
পাষণ্ডী গণে, হুহুঙ্কার ধ্বনি উঠিয়াছে
গগন পবন সব করি, মুখরিত।
কৃষ্ণ-অন্বেষণ-লীলা করিতে প্রকট
প্রভো! সপার্ষদ তুমি হ'য়ে আবির্ভূত,
যে লীলা করিছ এ পুণ্য ভারত-মাঝে,
তোমার তুলনা শুধু তোমারই তুমি;
অসমোর্দ্ধ নর্ত্ত্য মাঝে সুপাচার বর!
কে জানিত শ্রীচৈতন্যচরণের চিহ্ন
কোথায় রয়েছে প্রকটিত এ বিশ্বে,
শ্রীচৈতন্য-মনোভীষ্ট জন তুমি বিনে!
তাই আজ সর্ব্বত্র জাগিছে তুমি আছ
মহাজন জয় বল শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-
পাদপীঠে করিবারে সংস্থাপিত পুনঃ।
শ্রীকানাই নাটশালা আর শ্রীমন্দারে
শ্রীচৈতন্যপাদ-চিহ্ন স্ব-করে স্থাপিয়া
দেখায়েছ পূজা-বিধি কৃষ্ণ-সেবা-ক্রম;
নহ যথা করে যদি কৃষ্ণ-আরাধন,
শ্রীচৈতন্য-সেবা বিনা কভু নাহি পায়
এক্ষের নিগূঢ় তত্ত্ব ব্রজজনাশ্রম।
এ সব লীলার মর্ম্ম তব নিজ জন,
জানে মাত্র; আর জানে তাঁদের কৃপা
পৃথিবীর ধূলি রাশি আকাশের তারা
গণিতে সক্ষম যদি কেহ হইয়াছে
তথাপি তোমার আর সেবক-জনের
অনন্ত মহিমা কেহ না পারিবে সীমা।
খদ্যোতের চেষ্টা আলো করিতে নিশা
ক্ষুদ্র রাজা টুনি চায় সমুদ্র ছিঁচিতে
তেমনি আমার যত্ন তব পূজা লাগি।
দেব! এ দাসাচরণ দাস তোমার বাল
ক্ষমিও সকল দোষ তুমি হে পালক।

শ্রীশ্রীচরণ-সেবাকাঙ্ক্ষী
শ্রীরাধাচরণ গোস্বামী। ভক্তি[illegible]

নীলাম ইস্তাহার

জেলা নদীয়া মোকাম কৃষ্ণনগর প্রথম মুন্সেফ আদালত

নীলামের দিন সম্বন্ধে বিশেষ দ্রষ্টব্য—

নিম্নলিখিত জারীগুলির মধ্যে ২৪১৬ মণিজারী ২৯, ১৯নং দেওয়ানী ৩০, ২৪৫৬ দেওয়ানী ২৯—এই জারীজয়ের নীলামের দিন ২২শে মার্চ ১৯৩০, অবশিষ্টগুলির নীলামের দিন ৮ই মার্চ ১৯৩০।

(৮২)

২০০৫ মণিজারি ২৯ দাবী ১৪০০৷৷৴

ডিঃ মেসার্স কৃষ্ণবিহারী যোগেন্দ্রনাথ কানাইলাল সাহা, ৩৪নং দুর্গাচরণ মুখার্জ্জী ষ্ট্রিট কলিকাতা

দেঃ শ্রীপ্রসন্ন কুমার ঘোষ দিং সাং গোপালপুর থানা মীরপুর, জেলা নদীয়া

১। জেলা নদীয়া থানা মীরপুর সামিল ৭১নং গোপালপুর মৌজায় ২১৫ নং খংভুক্ত ৬-৩৫ একর জমির জমা ৯।৴; ইহার ।৶১১।৴ আনা অংশের মূল্য মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত আঃ ১০৲

২। ঐ মৌজার ২৭১ নং খংভুক্ত ১-৬৯ একর জমির জমা ২৷৷১১ টাকা। ইহার ৷৶০ আনা অংশের মূল্য মায় আকর আওলাত আঃ ২০৲

৩। ঐ মৌজায় ২৫৫নং খংভুক্ত ৭-৮৪ একর জমির জমা ১৫৶১৷ ইহার ৷৷০ আনা অংশের মূল্য মায় আকর আওলাত আঃ ১০০৲

৪। ঐ মৌজায় ২৬১ নং খংভুক্ত ৪-৪৭ একর জমির জমা ৬৶২, মূল্য মায় আকর আওলাত আঃ ৫০৲

৫। ঐ মৌজায় ২৩৫ নং খংভুক্ত ৩-০৫ একর জমির জমা ৪৲৪ মূল্য মায় আকর আওলাত আঃ ২৫৲

৬। ঐ মৌজায় ৬২৪ নং খংভুক্ত ১৬-১০ একর জমির জমা ২৫৷৷৶৬ ইহার ৶০ অংশের মূল্য মায় আকর আওলাত আঃ ৫০৲

৭। ঐ মৌজায় ৬১২ নং খংভুক্ত ২-০৯ একর জমির জমা ৫৸৶ মূল্য মায় আকর আওলাত আঃ ৫০৲

৮। ঐ মৌজায় ৮২৯ খংভুক্ত ২-৩২ একর জমির জমা ৮৷৷৴৫ ইহার ৴৩৷৴ আনা অংশের মূল্য মায় আকর আওলাত আঃ ৫০৲

৯। ঐ মৌজায় ১০৯নং খংভুক্ত ৬-৮৪ একর জমির জমা ১১।৶৩ মূল্য মায় আকর আওলাত আঃ ৭৫৲

১০। ঐ মৌজায় ৬৪৬নং খংভুক্ত ২৯ ৪৪ একর জমির জমা ৩৪৸১০; ইহার ।১৩৷৴০ অংশের মূল্য মায় আকর আওলাত আঃ

১১। জেলা নদীয়া থানা মীরপুরের অধীন চেংগাড়ি মৌজায় ৫০নং খংভুক্ত ৫-৪৬ একর জমির জমা ১০৸৴৬ মূল্য মায় আকর আওলাত আঃ ১০০৲

ঐ থানার অধীন ৬৯নং ঘোড়ামারা মৌজার ৩০নং খংভুক্ত ৪৫ শতক জমির জমা ২৩৷১০, ইহার ।৴৩৷=ক্র না অংশের মূল্য আঃ ৫৲

১৩। ঐ থানা ঐ মৌজার অধীন ৩১নং খংভুক্ত ৮-৩৯ একর জমির জমা ৪১।৶১০ ইহার ।৴৩৷= অংশের মূল্য আঃ ৪০৲

১৪। ঐ থানার অধীন ৭০নং মীরজা নগর মৌজায় ৫৬৩নং খংভুক্ত ১২-৬৭ একর জমির জমা ৩১৷৷৶৬। ইহার ৶১৩৷৴ আনা অংশের মূল্য মায় আকর আওলাত আঃ ১০

১৫। ঐ থানার অধীন ৭১নং গোপাল নগর মৌজায় ১৫নং খংভুক্ত ৬৫-৪৭ একর জমির জমা ৫৭৴৮। ইহার ।১৭দ্ ৭ আনা অংশের মূল্য মায় আকর আওলাত আঃ ৫০৲

১৬। জেলা পাবনা থানা সারা সামিল ৬৮নং রাধাকান্তি মৌজায় ১৩নং খংভুক্ত ৭২ শতক জমির জমা ৪২।৶০ ইহার ।৴৩৷= অংশের মূল্য আঃ ১০৲

১৭। ঐ ঐ একেকাদীন ১৪নং খংভুক্ত ৪১।৶১০ টাকা জমার ১০একর জমির ।৴৩৷= আনা অংশের মূল্য মায় আকর আওলাত আঃ ৫৲

১৮। ঐ ঐ অধীন ১৫নং খংভুক্ত ২৩।১ টাকা জমার ৬৬ শতক জমির ।৴৩৷= আনা অংশের মূল্য মায় আকর আওলাত আঃ ২৲

১৯। ঐ ঐ অধীন ৪৮নং খংভুক্ত ৭-২২ একর জমির জমা ২৩।১ টাকা। ইহার ।৴৩৷ আনা অংশের মূল্য আঃ ৫৲ টাকা

২০। ঐ ঐ অধীন ৪২৫নং খংভুক্ত ৮-৫১ একর জমির জমা ৪১।৶১০। ইহার ।৴৷= আনা অংশের মূল্য মায় আকর আওলাত আঃ ২০৲

২১। ঐ ঐ একেকাদীন ৪৪৪নং খংভুক্ত ২৷৷৶১ টাকা জমার ১৪ শতক জমির ।৴৩৷= আনা অংশের মূল্য আঃ ৫৲

২২। ঐ ঐ একেকাধীন ৯৬নং খংভুক্ত ৪২৶০ টাকা জমায় ৪-৫৩ একর জমির ।৴৩৷= আনা অংশের মূল্য আঃ ৫৲

২৩। ঐ ঐ একেকাদীন ১০৮ নং খংভুক্ত ১-৩৭ একর জমির জমা ২৲ টাকা। ইহার ।৴৩৷= আনা অংশের মূল্য মায় আকর আওলাত আঃ ৫৲

(৮৩)

২০৯৩ মণিজারী ২৯ দাবী ৬৩।৶০

ডিঃ শ্রীহরি মোহন মুখোপাধ্যায় সাং গোয়াড়ী থানা কোতয়ালী

দেঃ শ্রীমতী হেমনলিনী দেবী সাং গোয়াড়ী থানা কোতয়ালী

সদরেঃ ও থানা কৃষ্ণনগরের অধীন সেঃ মৌজা গো বিন্দসড়ক মধ্যে ৫২১ নং খংভুক্ত ৫ শতক জমির জমা ১৴৯, মূল্য মায় গৃহাদি আকর আওলাত সাজ সরঞ্জাম আঃ ৩০৲

(৮৪)

২১৯৪ মণিজারী ২৯ দাবী ৯১৫৸৴৯

ডিঃ শ্রীমতী জয়দুর্গা দাসী সাং বোয়ালমারী থানা দামুরহুদা

দেঃ শ্রীরাধানন্দ বিশ্বাস দিং সাং পুটিমারী থানা ঐ

১। সদরে মেহেরপুর থানা চিত্রকূট অধীন ১০২নং মৌজা পুটিমারী গ্রামে সেঃ ৪৫০ নং খংভুক্ত ১৪ ৫৪ একর উটবন্দী জমি মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত মূল্য আঃ ৭০৲

২। সদরে ঐ থানা ঐ মৌজা ঐ গ্রামে সেঃ ৭৯৭ নং খংভুক্ত ১৭৷৴ টাকা জমার ৩-৫৮ একর জমি, মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত মূল্য আঃ ২০৲

৩। সদরেঃ ঐ থানা ঐ অধীন মৌজা ঐ গ্রামে সেঃ ৪৬৬ নং খংভুক্ত ৩৪৷৷৶৬ টাকা জমায় ১১-২৩ শতক জমির ৷৷০ অংশ মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত মূল্য আঃ ৭৫৲

৪। সদরেঃ ঐ থানা ঐ অধীন মৌজা ঐ গ্রামে সেঃ ৪৬৯ নং খংভুক্ত ৪৴৭ টাকা জমার ৫৬ শতক জমি, মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত মূল্য আঃ ১০৲

(৮৫)

২২৪০ মণিজারী ২৯ দাবী ৬৯৷৷৴৯

ডিঃ বসরকোলা ১নং কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক সাং বসরকোলা থানা কালীগঞ্জ

দেঃ শ্রীগুরুসাদ সেখ সাং বসরকোলা থানা কালীগঞ্জ

১। জেলা নদীয়া থানা কালীগঞ্জ ৫৬নং মৌজা বসরকোলা ৮৫নং খংভুক্ত ১৸৴১৫ টাকা জমায় ১০০১ একর উটবন্দী জমির মূল্য আঃ ৫৲

২। ঐ থানায় ৫৮নং মৌজা নওপাড়ায় ৬৭নং খংভুক্ত ১৷৷৶২৷৷ টাকা জমায় ৯২ শতক স্বত্বশূন্য জমির মূল্য আঃ ৫৲

৩। জেলা নদীয়া থানা কালীগঞ্জ মৌজা বসরকোলা ২৮৯নং খংভুক্ত ২০ টাকা জমায় ১৪ শতক জমির মূল্য আঃ ২০

৪। ঐ থানায় আশাচিয়া মৌজায় ৩নং খংভুক্ত ৩৷৷৶১০ টাকা জমার ৩৪৷৷৶০ বিঘা উটবন্দী জমির মূল্য আঃ ১০৲

(৮৬)

২৩৫৫ মণিজারী ২৯ দাবী ১৭১৷৷৶০

ডিঃ শ্রীমতী পাঁচমতি দাসী দিং—সাং পলাশী থানা কালীগঞ্জ

দেঃ শ্রীউনহার মণ্ডল—সাং পলাশী থানা কালীগঞ্জ

১। সদরেঃ কৃষ্ণনগর থানা কালীগঞ্জ মৌজা ৪নং পলাশীপাড়া গ্রামে সেঃ ১০২নং খংভুক্ত সাকিক ৯৶১০ জমায় ৫০৭১ একর জমির, একতৃতীয়াংশের মূল্য মায় আকর আওলাত আঃ ২৪৲ টাকা

২। ঐ মৌজায় ১০১নং খংভুক্ত ৩৷৷০ টাকা জমার ১-৩৬ একর জমির এক-ষষ্ঠাংশের মূল্য মায় আকর আওলাত আঃ ৬৲ টাকা

৩। ঐ মৌজায় সেঃ ৯নং খংভুক্ত ২৸৴০ টাকা জমার ১-৮০ একর জমির একতৃতীয়াংশের মূল্য মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত আঃ ৮৲ টাকা

(৮৭)

২৪১৬ মণিজারী ২৯ দাবী ১৪৭৴৯

ডিঃ শ্রীউপেন্দ্রনাথ কুণ্ডু—সাং ও থানা নবদ্বীপ

দেঃ শ্রীতারাপদ ঘোষ—সাং ও থানা নবদ্বীপ

জেলা নদীয়া থানা নবদ্বীপ ২০০২ মৌজা নবদ্বীপ গ্রামে ২৭৬৩ নং খংভুক্ত ৬ শতক নিষ্কর ব্রহ্মত্তর জমির মূল্য মায় কোঠা ঘর সাজ সরঞ্জাম ইত্যাদি আঃ ১০০৲

(৮৮)

১৯ নং দেওয়ানী ৩০ দাবী ১২৪৶০

ডিঃ শ্রীমতী বীণাপাণি দেবী সাং গোয়াড়ী থানা কোতয়ালী

দেঃ শ্রীগঙ্গা চামার দিং—সাং গোয়াড়ী চামার পাড়া

১। সদরেঃ ও থানা কৃষ্ণনগরের অধীন গোয়াড়ী চামারপাড়া মধ্যে রাখাল নিকারীর বাটীর উত্তরে ১৲ টাকা জমার ৴৩ কাঠা জমির মূল্য মায় ৮ চালাঘর ১ খানা সাজসরঞ্জাম মূল্য আঃ ১০৲

২। ঐ পাড়ার যত্ন চামারের বাটীর উত্তর ৴২ কাঠা জমির মূল্য মায় সাজসরঞ্জাম আঃ ৫৲।

৩। ঐ পাড়ায় বিদেশী চামারের বাটীর উত্তরে ২৲ টাকা জমায় ৴২৷৷ কাঠা জমি মায় তদুপরিস্থিত খড়ুয়া ঘর মূল্য আঃ ৫৲

৪। ঐ পাড়ায় মিঘা চামারের বাটীর উত্তরে ২৲ টাকা খাজনায় ৴৩৷ কাঠা জমির মূল্য মায় সাজসরঞ্জাম আঃ ৫৲ টাকা

(৮৯)

২৪৫৬ দেওয়ানী ২৯ দাবী ২৩৯৸৶০

ডিঃ শ্রীমতী বিধুমুখী দাসী সাং বৈদ্যনাথপুর থানা জীবননগর

দেঃ শ্রীঅক্ষয় কুমার ঘোষ—সাং ঐ থানা ঐ

জেলা নদীয়া থানা জীবননগরের অধীন মৌজা বৈদ্যনাথপুর গ্রামে সেঃ ২০২ নং খংভুক্ত ৬৭৲ টাকা জমার ১৯ শতক বাস্তু মোকররী জমি মায় তদুপরিস্থিত পাকা বাড়ী সাজসরঞ্জাম আঃ ১৫০৲

(৯০)

২০৬১ দেওয়ানী ২৯ দাবী ১৪২৮৸০

ডিঃ শ্রীমতী দক্ষবালা ঘোষ—সাং মদনপুর থানা খোকসা

দেঃ শ্রীআব্দুল আজাদ সেখ—সাং বিজলাবট থানা খোকসা

১। জেলা নদীয়া মহকুমা কুষ্টিয়া ষ্টেশন খোকসা সদরেঃ কুমারখালি পরগণা

তত্ত্বমঠের

শ্রীল শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর বিরচিত

ভক্তি-গ্রন্থাবলী।

উৎকৃষ্ট কাগজে বিলাতী ধরণে বাঁধাই স্বর্ণালঙ্কৃত। চতুর্থ সংস্করণ। বিস্তৃত বিষয়সূচীসহ

জৈবধর্ম্ম

বাঁধাই ২৲ দুই টাকা

প্রকাশিত হইয়াছে

সনাতন ধর্ম্মশাস্ত্র বেদ, বেদান্ত, উপনিষৎ গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত, পুরাণ, তন্ত্রাদি সকল গ্রন্থ পাঠ করিবার অবসর অতি অল্প মানবের ঘটিয়া থাকে। অনেকের যোগ্যতা না থাকায় সেই সমস্ত গ্রন্থের মর্ম্ম অবগত হইতে পারেন না। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বাঙ্গালীর ঐ অসুবিধা দূরীভূত করিবার জন্য এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

বিদ্যালয়ের ছাত্র বা শিক্ষকগণের বিশেষ পাঠ্য, এইহেতু শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টার বাহাদুর ইহা সমস্ত বিদ্যালয়ের জন্য অনুমোদন করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

প্রথম খণ্ড ভিক্ষা—১৲ একটাকা

যুক্তিপূর্ণ শাস্ত্রবাক্য দ্বারা প্রত্যেক মানবের নিত্য কর্ত্তব্য ও অনিত্য সাময়িক কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। গ্রন্থের প্রতি উক্তি সনাতন শাস্ত্রবাক্য দ্বারা সমর্থিত ও প্রমাণিত হইয়াছে। দেহের, মনের ও আত্মার ধর্ম কি? স্বদেশ, সমাজ, নীতি, ধর্ম্ম কি? ইত্যাদি বিষয় ক্রমানুসারে এমন সুন্দরভাবে যুক্তিসহকারে আলোচিত হইয়াছে যে, প্রথম পংক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত পাঠ না করিয়া নিবৃত্ত হওয়া যায় না।

শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য

ভিক্ষা ৵০

ঐ প্রমাণ খণ্ড ভিক্ষা ৵০

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিহার ও লীলাভূমি নয়টী দ্বীপময় ক্ষেত্র। এই নবদ্বীপের প্রাচীন বিবরণ—প্রত্যেক দ্বীপে শ্রীমহাপ্রভুর লীলা—প্রত্যেক দ্বীপের পরিচয়, শ্রীধাম-মাহাত্ম্য—ধামাপরাধ কি? ইত্যাদি বিষয় বিশেষভাবে মনোহর ছন্দে বর্ণিত। পকেট সাইজ প্রায় ১৬০ পৃষ্ঠা।

শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ

উজ্জ্বল ব্রোঞ্জ-ব্লু কালীতে উত্তম কাগজে ছাপা—শ্রীনবদ্বীপধাম দর্শনে ভাবুক দর্শনকারীর কি প্রকার ভাবের উচ্ছ্বাস হয়, তাহা এই গ্রন্থে বর্ণিত। অতি চমৎকার। ভিক্ষা চারি আনা।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা

৵০ দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভুকে উপদেশচ্ছলে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিচার অতি সুন্দরভাবে ব্যক্ত হইয়াছে। টীকা দ্বারা শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদেশ শিক্ষা ও উপদেশ বিশুদ্ধভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-জগতে অভিনব গ্রন্থ!!

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতি-গ্রন্থাবলী :—

শরণাগতি

পকেট সাইজ, অষ্টম সংস্করণ, ভিক্ষা ৵০ আনা

দেহ ও মনের চেষ্টা অনিত্যবস্তু লইয়া—ইহা যখন জীব বুঝিতে পারে, তখন একমাত্র নিত্যবস্তু শ্রীভগবানের প্রতি তাহার কোন জাতীয় আবেগময়ী প্রার্থনা হয় এবং শ্রীভগবানে সর্ব্বান্তঃকরণে নিষ্কপটে প্রকারে শরণাপন্ন হইতে হয়, ইত্যাদি বিষয়ক প্রাণস্পর্শী প্রার্থনা ও আত্মসমর্পণমূলক গান। ডাবল সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে।

ভিক্ষা প্রতি খণ্ড ৵০ এক আনা।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা—৵০, নবদ্বীপশতক—৵০

অথ পঞ্চক—৵০

কল্যাণকল্পতরু

পকেট সাইজ, পঞ্চম সংস্করণ, ভিক্ষা ৵১০

আমরা প্রত্যহ নূতন অভাব ও কামনার বশবর্ত্তী হইয়া পুনঃপুনঃ যে সুকল্যাণকে কল্যাণ বলিয়া গ্রহণ করি এবং যাঁহার নিকট কল্যাণ কামনা করি, তিনি যে নিত্য বা যথার্থ কল্যাণ প্রদানে অসমর্থ এবং কোন্ বস্তু আমাদের নিত্য কল্যাণপ্রদ এবং কি ভাবে আমরা সেই কল্যাণলাভে সমর্থ হই, এই সকল কথা সরল গানে লিখিত। এই গীতিগ্রন্থ বাস্তবিক কল্যাণের কল্পতরু; ইনি প্রত্যেককে নিত্যকল্যাণ প্রদানে

শ্রীল চক্রবর্ত্তি-ঠাকুরের টীকা সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর কৃত টীকা ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কৃত বঙ্গানুবাদ। টীকাকারের জীবনী, শ্লোক-সূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি বহু প্রয়োজনীয় বিষয় সংবলিত প্রায় ৮২৫ পৃষ্ঠা। উৎকৃষ্ট সিল্কে বাঁধাই ২৲ দুই টাকা, কাগজে বাঁধা ১৷০।

শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ-কৃত ভাষ্য সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

কাগজ ও ছাপা উৎকৃষ্ট। সিল্কে বাঁধাই, সোণার জলে নাম লেখা রাজসংস্করণ ২৲ টাকা, সাধারণ সংস্করণ ১৷০, গৌড়ীয়ের গ্রাহকপক্ষে ১৷০

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি (সার্ব্বভৌমকোষগ্রন্থ)

বিষয়:—১। ভক্তিশাস্ত্রে ব্যবহৃত শব্দাবলীর অর্থ, ২। চারি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের চরিত্র, ৩। বিষ্ণুবৈষ্ণবসম্পর্কিত শ্রীমন্দির ও শ্রীবিগ্রহের বিবরণ, ৪। বৈষ্ণবগ্রন্থ ও প্রবন্ধসমূহের তাৎপর্য্য ও বিবরণ, ৫। বিষয় বিশেষের লৌকিক ও শাস্ত্রীয় আকরমূলে যাবতীয় তথ্য। চারিখণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ১ম খণ্ড ৸০, ২য় খণ্ড ৸০, ৩য় খণ্ড ৸০, ৪র্থ খণ্ড ৷৵০। চারিখণ্ড একত্রে ৩৲ (৫ম খণ্ড যন্ত্রস্থ)।

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ—১ম খণ্ড ১৲ এক টাকা ২য় খণ্ড ১৲ এক টাকা—শ্রীমদ্ভাগবতের গ্রাহক ও গৌড়ীয় গ্রাহকগণ ১৷০ টাকায় দুইখণ্ড পাইবেন। বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমজ্জীব গোস্বামিপাদের রচিত গ্রন্থ। ছয়টি ষট্‌সন্দর্ভের অধুনা প্রয়োজনীয় অংশ। প্রায় ৬৫ ডবল ক্রাউন ৮ কর্ম্মায় ৬৫ পৃষ্ঠা আকারে মুদ্রিত হইতেছে।

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য সংকলিত

সদাচারস্মৃতিঃ

ভিক্ষা ৵০ মাত্র

প্রাপ্তিস্থান শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (প্রাচীন নবদ্বীপ) নদীয়া।

রেজেষ্টারি

মদন মঞ্জরী

বটিকায় স্বপ্ন ও ধাতুবিকার, ইন্দ্রিয়শক্তির হ্রাস, প্রস্রাবে শুক্রপাত, অজীর্ণ, মাথা ঘোরা, বুক ধড়ফড়ানি, অনিদ্রা প্রভৃতি লক্ষণ সত্বর নির্দ্দোষ আরোগ্য হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ৪০ বটী ১৲ এক টাকা।

"অপুংসকান্তারি ঘৃত"

পুরুষত্বহানি রোগে বাহ্যপ্রয়োগ দ্বারা আরোগ্য করিয়া শক্তিসম্পন্ন করে। মূল্য ২ তোলা ১৲ টাকা।

"রমণবিলাসিনী বটিকা"

বীর্য্যধারণ করত সম্ভোগশক্তি স্থায়ী ও বৃদ্ধি করিতে অত্যাশ্চর্য্য। মূল্য ১৬ বটী ১৲ এক টাকা।

রাজবৈদ্য নারায়ণজী, কেশবজী

১৭৭নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

বিজ্ঞাপন

সাবধান! সাবধান!! সাবধান!!!

জে, বি, দত্তের চোকাশিশি বাদাম তৈল

আদি ও অকৃত্রিম এবং উপকারিতায় সর্ব্বজন পরিচিত ও বহু প্রশংসিত।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী *J. B. Datta & Co.* নাম খোদা দেখিয়া খরিদ করিবেন। নতুবা জুয়াচোরগণ কমদরের কৃত্রিম তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে।

জে. দত্ত

ফেরাস কুইনাইন

নূতন এবং পুরাতন ম্যালেরিয়ার যম

ইহাতে উপযুক্ত মাত্রায় আইরন, কুইনাইন, কুচিলা, আর্সেনিক এবং ইন্ডিয়ান পার্ট আছে।

এই ঔষধ বটিকা দ্বারা ইনজেকসন করিলে একটী বা দুইটী ইনজেকসনেই সকল প্রকার কঠিন ম্যালেরিয়া জ্বর বন্ধ করে এবং [illegible] জেনেরল [illegible] উপসর্গ নষ্ট করে।

৬ এম্পুলপূর্ণ প্রতি বাক্স—মূল্য [illegible]

[illegible]

পর-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর, শ্রীচৈতন্যমঠ)

এখানে আহার এবং বাসস্থান দিয়া বিদ্যার্থিগণকে বিভিন্ন শিক্ষণীয় বিষয় শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। অনেক ছাত্র ইতোমধ্যেই আসিয়া পাঠ আরম্ভ করিয়াছেন। বর্ত্তমান বর্ষে সকল ছাত্রই গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

প্রধান অধ্যাপক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রচন্দ্র কাব্য ব্যাকরণ-সাংখ্য-বেদান্ত-ষড়দর্শন-তীর্থ, সাংখ্যভূষণ, বেদান্তরত্ন, সাহিত্যশাস্ত্রী, সুদর্শনবাচস্পতি।

অধ্যাপক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গৌরদাস ব্রহ্মচারী ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীধাম মায়াপুর পরবিদ্যাপীঠ, (নদীয়া)

বেদনাঞ্জন

শ্রেষ্ঠরত্ন

কলিকাতা কংগ্রেস একজিবিসন হইতে বহুপ্রশংসা প্রাপ্ত ও বহু গণ্যমান্য ভদ্রমহোদয়গণ কর্ত্তৃক প্রশংসিত।

আজকাল বাজার-চলন মিশ্রিত ও বিষাক্ত আহার্য্য সেবনে শরীরের রক্ত স্বতঃই দোষিত হইয়া পড়িতেছে। রক্তই মানব-দেহের শ্রেষ্ঠ উপাদান, এই রক্ত দোষিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মানুষ বাত, বেদনা, মাথাধরা, মাথাঘোরা, দৃষ্টিশক্তির হ্রাস, দাঁতের গোড়া ফুলা, দাঁত কনকনানি, দাঁতে পোকা এবং পোস, চুলকানি প্রভৃতি কষ্টদায়ক চর্ম্মরোগে আক্রান্ত হইতেছে। যদি আপনি একান্তই ব্যাধিমুক্ত হইতে চান, তাহা হইলে অযথা পয়সার অপব্যয় না করিয়া অল্প ব্যয়ে এক শিশি **বেদনাঞ্জন** ক্রয় করিয়া ইহার কার্য্যকারী-শক্তি উপলব্ধি করুন। গুণের তুলনায় মূল্য অত্যন্ত অল্প, এক শিশি ।৵০ আনা মাত্র মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান—এ, সি, চাটার্জ্জী এণ্ড ব্রাদার্স।

৪৫নং হুলকাট লেন, সালিকা হাওড়া।

সকল মণিহারী দোকানে ও বড় বড় ডাক্তার খানায় পাওয়া যায়।

মরা মানুষ বাচাইবার উপায়

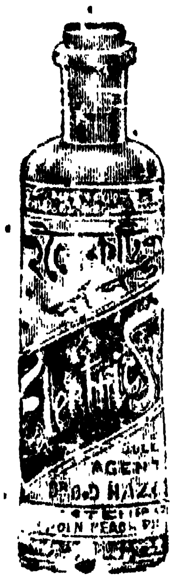

যদিও অদ্যাপি প্রকৃত মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য, তথাপি যাঁহারা নানাবিধ অনিয়মিত উপায়ে অপরিমিত শক্তি নষ্ট করিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন এবং নানা প্রকার মেহ, প্রমেহ ধাতুদৌর্ব্বল্য, স্নায়বিক দুর্ব্বলতা, বহুমূত্র, দুঃস্বপ্ন, পারদ-সংক্রান্ত পীড়া, অশ এবং স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে যাহারা বাধক, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, সূতিকা, শ্বেত ও রক্তপ্রদর, হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি রোগে ভুগিয়া জীবনে নিরাশ হইয়াছেন, তাঁহারা আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটাল সাহেবের আবিষ্কৃত **ইলেক্ট্রিক সলিউসন** ব্যবহার করিয়া বাঁচিতে পারেন, তাহার শত সহস্র প্রমাণ প্রতি বৎসরেই পাওয়া যাইতেছে। যাঁহারা অন্যান্য নানাবিধ ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরোগ্য হইতে পারেন নাই, তাঁহারা একবার এই ঔষধটী ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক মাসের ব্যবহারোপযোগী এক শিশি ঔষধ ডাকমাশুল সহ ১॥০ টাকা মাত্র।

সোল এজেণ্ট—ডাঃ ডি, ডি, হাজরা।

কড়েপুর, গাড়েনরিচ পোঃ, কলিকাতা।

ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

অধ্যক্ষ

শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম.এ., এফ.সি.এস (লণ্ডন)

ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক

(প্রফেসার)

আয়ুর্বেদীয় ঔষধ বিশুদ্ধ ও শাস্ত্রমতে নিজ তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হয়। পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ক্যাটালগ পাঠান হয়। রোগের বিবরণ জানাইলে যত্নপূর্ব্বক ব্যবস্থা দেওয়া হয়। চিঠি পত্রাদি সম্পূর্ণরূপে গোপন রাখা হয়।

মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দুর)

(বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৪৲ টাকা

উৎকৃষ্ট স্বর্ণ, পারদ ও আমলাসার গন্ধক দ্বারা যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। নিত্য প্রয়োজনীয় সর্ব্বরোগনাশক মহৌষধ

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৩৲ টাকা।

উৎকৃষ্ট কাশীর আমলকী, বংশলোচন প্রভৃতি যাবতীয় উপাদানে পূর্ণ মাত্রায় যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। কফ, কাসি, সর্দ্দি, যক্ষ্মা, ক্ষয়রোগ, হৃদরোগ প্রভৃতি রোগের মহৌষধ। সর্ব্বপ্রকার দুর্ব্বলতা নাশক অতিশয় পুষ্টিকর মহৌষধ বা খাদ্য বিশেষ।

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬৲ টাকা।

ইহা সেবনে ধাতুদৌর্ব্বল্য, শুক্রহীনতা, স্বপ্নদোষ, প্রমেহ ও ধ্বজভঙ্গ সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায়। ইহা অপরিসীম আনন্দদায়ক রসায়ন।

অবলাবান্ধব যোগ

প্রদর, বাধক প্রভৃতি জরায়ুদোষ ও যোনিগত দুরারোগ্য রোগের মহৌষধ।

মূল্য—১৬ মাত্রা ২৲ টাকা। ৫০ মাত্রা ৫৲ টাকা মাত্র

বিশুদ্ধ জল! ভয় নাই! বিশুদ্ধ জল!!

লক্ষ্মী টিউব-ওয়েল কোং

২০৫নং নবাবপুর, ঢাকা

বর্ত্তমান-যুগের নব আবিষ্কৃত যন্ত্রপাতি দ্বারা উন্নত বৈজ্ঞানিক-খনন-প্রণালীতে নলকূপ (*Tube-well*) নির্ম্মাণ করা হয়। বঙ্গের লাট বাহাদুর, প্রাইভেট সেক্রেটারী, জিলা-ম্যাজিষ্ট্রেট, জিলা-বোর্ডের চেয়ারম্যান, ইঞ্জিনিয়ার, জমিদার, তালুকদার প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত ভদ্রমহোদয়গণ এই কোম্পানীর কার্য্য দেখিয়া প্রশংসা করিয়াছেন। রাসায়নিক পরীক্ষায় জল বিশুদ্ধ না হইলে মূল্য গৃহীত হয় না। বিস্তৃত বিবরণের জন্য পত্র লিখুন

বিজ্ঞাপিত কেন?

সাধারণের হিতার্থে, মানবের দুঃখ না হইতে পারে তাহার পন্থা ইত্যাদি সম্বলিত "কামশাস্ত্র" গ্রন্থখানি যিনি পাঠ করেন নাই, তিনি আবেদন করতঃ বিনামূল্যে প্রাপ্ত হউন। উহা পাঠে উপকৃত হইয়া ১৫০০০ হাজার লোক কৃতজ্ঞ হইয়াছেন। প্রায় ৩০ বৎসরের পরীক্ষিত, শুক্রতারল্য, স্বপ্নদোষ ইত্যাদির যম "আতঙ্ক-নিগ্রহ বটীকা" প্রতি কৌটার মূল্য ১৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান—আতঙ্ক-নিগ্রহ কোম্পানী, ২১৪ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা।

মনোমোহন প্রেস

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা

পূর্ব্ব-বাঙ্গালায় সুলভে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত বৈদ্যুতিক মেশিনে দিবারাত্র কাজ চলিতেছে বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস.

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা

স্থানীয় সংস্করণ

Registered No. C 1544.

বিজ্ঞাপনের হার

প্রতিবারে
প্রতি লাইন ১৲
প্রতি কলম ৫৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৹
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহ

ভারতের সর্ব্বত্র বিজ্ঞাপন-প্রচারে—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র।

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়।

বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸৹
মাসিক ১৲

নগদ
প্রতি সংখ্যা ৵৹

৪র্থ খণ্ড | সম্পাদক—প্রত্নবিদ্যালঙ্কার শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী | ২৯৮ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্য মঠ শ্রীধাম মায়াপুর—১৩ই ফাল্গুন মঙ্গলবার ১৩৩৬ ২৫শে ফেব্রুয়ারী ১৯৩০

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থাবলী

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্—শ্লোক সূচী, বিষয়-সূচী প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত। ভিক্ষা, প্রতি খণ্ড সাধারণ পক্ষে ৷৶৹ গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশ গ্রাহক পক্ষে ৵৹
২। ভাষ্য-সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ) ৫৲
৩। গৌড়ীয়-গৌরব ৶৹
৪। গৌড়ীয়-সাহিত্য ৷৹
৫। ভজনরহস্য ৷৹
৬। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম ও শ্রীনবদ্বীপশতকম (বাঁধা) ১৲
" " " আবাঁধা ৸৹
৭। গীতা (শ্রীবলদেবভাষ্যসহ) বাঁধা ২৲ আবাঁধা ১৷৹
৮। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি-টীকা-সহ) বাঁধা ২৲ আবাঁধা ১৷৹
গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ৷৹
৯। মুক্তাফলিকা শুণশোধন সানুবাদ (মাধব) ২৲
১০। বেদান্তসূত্রের সানুবাদ (রামানুজীয়) ৷৹
১১। জৈবধর্ম্ম ২৲
১২। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸৹
১৩। গোস্বামি-কণ্ঠহার ২৲
১৪। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ৷৶৹
১৫। দীপ-দিগ দর্শন ৵৹
১৬। সাধনপথ (৩য় সংস্করণ) ৷৶৹
১৭। আচার ও আচার্য্য
১৮। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸৹
১৯। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৶৹
২০। শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ৶৹
২১। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য (প্রমাণখণ্ড) ৶৹
২২। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ৷৹
২৩। শ্রীগৌড়মণ্ডল-পরিক্রমা দর্পণ ৷৹
২৪। শরণাগতি, গীতাবলী, সাধনকণ, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, নবদ্বীপশতক, অর্থপঞ্চক ও সদাচারস্মৃতিঃ মোট ৷৶৹
২৫। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ, ও অর্চ্চনকল) ৵৹
২৬। সাধককণ্ঠমণি ৷৹
২৭। সংস্কার-দীপিকা ৷৹
২৮। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড) ৩৲
২৯। ব্রহ্মসংহিতা ৷৹
৩০। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ৸৹
৩১। মানমঞ্জরী সানুবাদ ৷৹
৩২। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸৹
৩৩। শ্রীচৈতন্যভাগবত (বিরাট, দ্বিতীয় সংস্করণ) ৫৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

অপূর্ব্ব সুযোগ! অপূর্ব্ব সুযোগ!

শ্রীধাম মায়াপুর প্রদর্শনী

আমোদপ্রমোদের বিপুল আয়োজন

অভাবনীয় বিরাট ব্যাপার

৯ই ফেব্রুয়ারী হইতে যাত্রা বায়স্কোপ প্রভৃতির প্রচুর ব্যবস্থা

সকলেই যোগদান করুন।

নানা কথা

প্রদর্শনী-প্রসঙ্গ

প্রদর্শনী-ক্ষেত্রে শান্তি ও সুশৃঙ্খলা বিধানের জন্য স্বেচ্ছাসেবক শ্রীযুক্ত নলিনাক্ষ দত্ত, দুর্গাচরণ চক্রবর্ত্তী মদনমোহন দাস, রাম চন্দ্র ঘোষ, বিভূতিভূষণ নাথ, অম্বিকাপ্রসাদ দত্ত, ও নরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় দিবারাত্র যেরূপ অক্লান্ত পরিশ্রম করিতেছেন, তাহা বাস্তবিকই উল্লেখযোগ্য। তাঁহাদের কার্য্য দর্শনে প্রদর্শনীর কর্তৃপক্ষ বিশেষ প্রীত হইয়াছেন। এই প্রদর্শনীর মূল উদ্দেশ্য বৈষ্ণব ধর্ম ও তাঁহার ধাম-সেবা থাকায় তাঁহারাও প্রভুর কৃপা লাভ করিয়া ভক্তিমুক্তি সুকৃতি অর্জন করিতেছেন। অন্যান্য সেবার ন্যায় এই প্রদর্শনীর সেবা কোন অংশে প্রতিষ্ঠা-লাভের যত্ন নহে বলিয়া আমরা তাঁহাদের সেবাভাবের যথেষ্ট প্রশংসা করিতেছি।

বঙ্গীয় শিল্প বিভাগ

বেঙ্গল ট্যানিং ইন্‌ষ্টিটিউট

শ্রীধাম মায়াপুর-প্রদর্শনীতে বঙ্গীয় শিল্প-বিভাগের বেঙ্গল ট্যানিং ইনষ্টিটিউট শ্রীযুক্ত ভূপতি মোহন গুপ্ত মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে তাঁহাদের কারখানায় পাকা করা নানাবিধ প্রকারের চামড়া পাঠাইয়াছেন উহার প্রত্যেকটিই যে কোন বিদেশী চামড়ার সহিত প্রতিযোগিতায় দাঁড়াইতে পারে। দুঃখের বিষয় দেশে এইরূপ উৎকৃষ্ট চামড়া পাকা সত্ত্বেও এখনও বৈদেশিক চামড়া এদেশে আদর পায়; বোধ হয় অজ্ঞতাই ইহার কারণ, এবং এই হিসাবে আমাদের মনে হয় শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিয়া এই অজ্ঞতা নিরাকরণে সাহায্য করার দরুণ ইনষ্টিটিউট আমাদের ধন্যবাদার্হ।

দেশের শিল্প-সম্বন্ধে অজ্ঞতা শিল্পের অভ্যুদয়ের পরিপন্থী। চামড়া-শিল্প যে এদেশের অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধানে কতদূর কার্য্যকরী হইতে পারে তাহা মাত্র এই হইতেই বুঝা যায় যে বর্ত্তমানে মাত্র কলিকাতা বন্দর হইতে ৭ কোটি টাকা মূল্যের কাঁচা চামড়া রপ্তানী হয়। এই চামড়া বিদেশে গিয়া যখন পাকাই হইয়া ফিরিয়া আসে তখন উহার মূল্য প্রায় তিনগুণ। অথচ এই পাকাইর দরুণ যে তিন-গুণ দাম দিতে হয় ঐ টাকা এদেশেই থাকিতে পারিত।

ইনষ্টিটিউট উন্নত প্রণালীর পাকাই শিক্ষা দিবার জন্য বিশেষরূপে লোক দিয়া গ্রামে গ্রামে চামড়া শিল্পের উন্নতির চেষ্টা করিতেছেন। ১৮ জন শিক্ষার্থী একত্র হইয়া আবেদন করিলেই শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করা হয়। আমরা আশা করি জনসাধারণ এই সুযোগ গ্রহণ করিয়া দেশের অন্ন সমস্যার একটা সমাধান করিতে পারিবেন। এই প্রসঙ্গে আর একটা কথা এই যে ইনষ্টিটিউটের বর্ত্তমান সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট আমাদের একজন বাঙ্গালী—তিনি ইংলণ্ড জার্ম্মানী প্রভৃতি স্থানে চামড়ার কার্য্য শিক্ষা করিয়াছেন তাঁহার নাম—শ্রীযুক্ত বিরাজ মোহন দাস (এম, এ, কলিঃ) এম, এস, সি [লীড্‌স]।

চামড়া-শিল্পের সম্ভাবনা সম্বন্ধে ভূপতি বাবু অজ্ঞ জনসাধারণকে যেরূপ ভাবে শিক্ষা দিতেছেন, বাঙ্গলা দেশের সর্ব্বত্র যদি এইরূপ ভাবে প্রচার কার্য্য চালান যায়, তাহা হইলে এই সময় ঐ প্রকার বহু অল্প সাধিত হইবে এবং শিল্পের অভ্যুদয় হইলে তাহা হইতে জাতীয় ধনভাণ্ডার অনেকাংশে পুষ্ট হইতে পারে।

গোজাতির উন্নতি-সাধন

গত ২২শে ফেব্রুয়ারী নদীয়া সার্কেলের লাইভষ্টক অফিসার ডাঃ শ্রীযুক্ত অতুলকুমার রায় শ্রীধাম-মায়াপুর-প্রদর্শনীক্ষেত্রে ছায়াচিত্র সহযোগে গোজাতির উন্নতি-সাধন-সম্বন্ধে এক নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, সরকার বাহাদুর দুগ্ধ-দেশে গোজাতির উন্নতি বিধান কল্পে যে সকল পন্থা অবলম্বন করিতেছেন, তাহাতে দেশীয় রাজা, জমিদার, শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত লোক সকলের সহানুভূতি থাকা আবশ্যক। গোজাতির অবনতির জন্য আমাদের দেশ ক্রমেই অধঃপাতে যাইতেছে। উপযুক্ত আহার, বিহার ও পালনের অভাবে গোজাতি ক্রমেই দুর্ব্বল হইয়া কর্ম্মক্ষমতা হারাইতেছে, গাভী সকল অধিক দুগ্ধ দিতে পারিতেছে না, বিশেষতঃ নানা উৎকট রোগ প্রপীড়িত হইয়া আমাদিগকে যে দুগ্ধ দান করিতেছে, তাহাতে পুষ্টিকর অংশ ত' কিছুই থাকে না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, অধিকন্তু তাহা নানা রোগের বীজাণু আমাদের শরীরে প্রবেশ করাইয়া দেয়। অতএব রোগাক্রান্ত গাভীর দুগ্ধ আমাদের শরীরকে পুষ্ট করা দূরের কথা নানা দুরারোগ্য ব্যাধিগ্রস্ত করিয়া ফেলে, বিশেষতঃ যক্ষা রোগটিকে ঐরূপ গোদুগ্ধ হইতেই অধিক পরিমাণে উদ্ভূত হইতে দেখা যায়। আমাদের ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর হইতে মৃত্যুর পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত যে দুগ্ধ আমাদের জীবন, সেই দুগ্ধদাত্রী গাভীসকলের প্রতি আমাদের দেশের আদৌ যত্ন নাই—ইহা অপেক্ষা পরিতাপের বিষয় আর কি থাকিতে পারে? প্রত্যেক ব্যক্তির প্রতিদিন অন্ততঃ তিনপোয়া খাঁটি দুগ্ধ পান করা অত্যাবশ্যক। কিন্তু তিন পোয়া ত দূরের কথা, এক ছটাক খাঁটি দুধ মিলানই দুষ্কর।

মানুষের খাদ্যাভাবের সঙ্গে সঙ্গে গরুর খাদ্যাভাবও হইয়াছে একটী প্রধান সমস্যা। শুষ্ক বিচালী বা তৃণ গো-সকলের পুষ্টিকর খাদ্য কিছুই নাই বলিলেও হয়। কাঁচা ঘাসই উহাদের জীবন। বার মাস যাহাতে উহাদিগকে কাঁচা ঘাস খাওয়ান যাইতে পারে, তজ্জন্য সরকার বাহাদুর প্যারা, নেপিয়র প্রভৃতি ঘাসের আবাদ করার জন্য কৃষকগণকে উৎসাহ দিতেছেন। ঢাকা, কৃষ্ণনগর প্রভৃতি স্থানে সরকার বাহাদুরের কৃষিবিভাগের আফিসে বহু লোককে ঐ সকল ঘাসের বীজ দেওয়া হয়। এবং এতদ্ব্যতীত তাঁহারা পশুচিকিৎসারও উপদেশ দেন, এমন কি বিনামূল্যে ঔষধাদিও দিয়া থাকেন। গো-মড়ক নিবারণের জন্য তাঁহারা ইন্‌জেক্‌শন দিয়া থাকেন, তাহাতে বিশেষ ফল দেখা যায়।

তাঁহারা আরও বলেন—সবল পিতা মাতা হইতে যে সন্তান উৎপন্ন হয়, তাহাও সবল হয়। এজন্য সবল নীরোগ ষাঁড়ের আবশ্যক। আমাদের দেশের ষাঁড়ের চেহারা দেখিলে হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়। সরকার হইতে সবল ষাঁড়ও সরবরাহ করা হইয়া থাকে। গোধন কি হিন্দু, কি মুসলমান সকলেরই জীবনদাতা মাতাপিতা স্বরূপ; হিন্দু মুসলমান সকলেই গোজাতির উন্নতি-বিধানের যত্ন করুন, তাহাদের আহার বিহার বিষয় সুব্যবস্থা করুন, ইহাই তাঁহাদের বক্তব্য বিষয়। অধিক গরু রাখিয়া তাহাদের যত্ন-করা অপেক্ষা অল্প গরু রাখিয়া তাহাদের প্রতি যত্ন হইলে তাহারাই অধিক সংসার রক্ষা করে; আমাদের দেশ অপেক্ষা অন্যান্য দেশে গো সকলের প্রতি বিশেষ যত্ন লওয়া হয়, তাহাতে আমাদের দেশীয় গাভী অপেক্ষা তাহারা কিরূপ অধিক পরিমাণে দুগ্ধ দেয়, তাহা ছায়াচিত্র প্রদর্শনের দ্বারা বুঝাইয়া তাঁহারা সাধারণকে অনেক বিষয় জানিবার সুযোগ দিয়াছেন। শ্রীধাম মায়াপুর-প্রদর্শনীর কর্তৃপক্ষ তাঁহাদিগকে এখানে আনাইয়া গোজাতির উন্নতি-সাধন-বিষয়ে আলোচনার অবসর দিয়াছেন বলিয়া তাঁহারা প্রদর্শনীর কর্তৃপক্ষের নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহারা গো-পালন সম্বন্ধে আরও একটী বক্তৃতা প্রদান করিবেন। সর্ব্ব সাধারণের যোগদান প্রার্থনীয়। প্রদর্শনীক্ষেত্রে তাঁহারা একটী ষ্টল লইয়া তাহাতে গোপালন ও কৃষি-বিভাগের অনেক প্রয়োজনীয় বিষয় শিক্ষা দিতেছেন। সরকার বাহাদুর কৃষিবিভাগের উন্নতিকল্পে যে সকল চেষ্টা করিতেছেন, তাহা অতীব প্রশংসনীয়, তবে দেশের লোকের সহানুভূতি না থাকিলে তাঁহারা আর কি করিতে পারেন?

শ্রীধাম মায়াপুর-প্রদর্শনীতে অদ্ভুত যাদুকর

বিখ্যাত যাদুকর গণপতি বাবুর শিষ্য প্রফেসার মজুমদার শ্রীধাম-মায়াপুর-প্রদর্শনীতে আসিয়া নানাপ্রকার অদ্ভুত ইন্দ্রজাল প্রদর্শন করিতেছেন। তাঁহার তাসের খেলা অতি চমৎকার। এতদ্ব্যতীত পাখীর খেলা, আংটীর খেলা, টাকার খেলা, উইলকেন্‌ প্রভৃতি বহু সুন্দর সুন্দর খেলাগুলিও দিয়া আছে। তাঁহার সমস্ত খেলাই তিনি দর্শকগণকে দেখাইয়া দেখাইয়া তাঁহাদের সন্দেহ উদয়ের কোন পথ না রাখিয়া যেভাবে করেন, তাহা বাস্তবিকই বিস্ময় ও কৌতুহলোদ্দীপক।

ওয়েলিংটন সিনেমা

কলিকাতার বিখ্যাত 'ওয়েলিংটন সিনেমা' আসিয়া প্রত্যহ রাত্রে বায়স্কোপ দেখাইতেছেন। তাঁহাদের দর্শনীয় বিষয়গুলি দর্শকগণের হৃদয়ে হর্ষ ও বিস্ময়ের সৃষ্টি করিতেছে। প্রত্যহ বহু বহু দর্শকের সমাবেশ হইতেছে।

শ্রীধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপ-প্রদর্শনীতে সিল্ক হোম

যাহা কখনও আশা করা যায় না এমন ব্যাপার করিয়াছেন সিল্ক হোম। মুর্শিদাবাদের মটকা, গরদের ছাপা শাড়ী, চাদর, জামার কাপড়, তসরের ধুতি, শাড়ী, কাশ্মীর, সুরাট, বেনারস, ভাগলপুর প্রভৃতি স্থানের স্বদেশী সিল্কের সমুদয় বস্ত্রাদি বিশেষ সুবিধায় বিক্রয় করিতেছেন। প্রদর্শনীতে তাঁহাদের ষ্টল দেখুন।

কলিকাতার ঠিকানা—১৯৭ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট

শ্রীধাম-মায়াপুর নবদ্বীপ প্রদর্শনীতে কমলিনী সাহিত্য মন্দির

কলিকাতা ১১৪নং আহিরী টোলা ষ্ট্রীটের প্রসিদ্ধ পুস্তক বিক্রেতা কমলিনী সাহিত্য মন্দিরের প্রদর্শনীর ষ্টল একটা বিশেষ দ্রষ্টব্য স্থান। এখানে বঙ্গ-সাহিত্য রথিগণের শ্রেষ্ঠ পুস্তক সমূহ সাজান আছে।

নিমন্ত্রণ পত্র

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপ প্রদর্শনী

শ্রীচৈতন্যমঠ

পোঃ শ্রীধাম-মায়াপুর (নদীয়া)

৭ই ফাল্গুন, ১৩৩৬

বিপুল সম্মান পুরঃসর নিবেদনমেতৎ

গত ৯ই ফেব্রুয়ারী হইতে প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুরে "শ্রীধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপ-প্রদর্শনী" নাম্নী একটী প্রদর্শনী উন্মুক্ত হইয়াছে। আগামী ১৭ই মার্চ্চ পর্য্যন্ত এই প্রদর্শনী উন্মুক্ত থাকিবে। এই প্রদর্শনীতে শিল্প, কৃষি, বিজ্ঞান, স্বাস্থ্য ও পশুচিকিৎসা-সম্বন্ধীয় দ্রষ্টব্য বিষয়-সমূহের সমাবেশ হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত এই প্রদর্শনীর পারমার্থিক বিভাগে বিভিন্ন ধর্ম্মসম্বন্ধীয় বহু আদর্শ, চিত্র, পুস্তকাগার ও প্রত্নতত্ত্বাত্মক দ্রব্যাদি প্রদর্শিত হইতেছে। আপনার ন্যায় কৌতূহলী মনীষী এই প্রদর্শনী পরিদর্শন করিয়া নিশ্চয়ই আনন্দ লাভ করিবেন, আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। এই প্রদর্শনীতে আপনি সবান্ধবে যোগদান করিলে আমাদের পরমানন্দের বিষয় হয়। ইতি—

বিনয়াবনত—

শ্রীকুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ

সম্পাদক

পুনশ্চ—আপনার এখানে পৌঁছিবার তারিখ জানিতে পারিলে ষ্টেশন হইতে আপনাকে আনিবার ব্যবস্থা করিব।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১৩ই ফাল্গুন মঙ্গলবার—১৩৩৬

প্রদর্শনী প্রসঙ্গ

গত ৯ই ফাল্গুন রবিবার ২টার সময় পরম ভাগবত রায় সাহেব শ্রীযুক্ত শরদিন্দু-নারায়ণ রায় প্রমুখ মহোদয় শ্রীধাম-মায়াপুর প্রদর্শনী দর্শনার্থ আগমন করিয়াছিলেন। ইতঃপূর্ব্বে শ্রীশ্রীব্যাসপূজার দিনও তিনি আসিয়াছিলেন। পরমারাধ্য শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহাকে বিশেষ অনুগত করিয়া থাকেন। প্রভুপাদ নিজেই তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া শ্রীচৈতন্যমঠের উনত্রিংশ চূড়ার মন্দির এবং শ্রী, ব্রহ্ম, রুদ্র ও সনক এই চারি সম্প্রদায়ের আচার্য্য মহাপ্রভু ও গান্ধর্ব্বিকা গিরিধারীর শ্রীমূর্ত্তি দর্শন করাইয়া তাঁহার নিকট চারি আচার্য্যের ও শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর দার্শনিক মতবাদমূহ ব্যাখ্যা করিলেন। অতঃপর তাঁহাকে লইয়া শ্রীরাধাকুণ্ড-তটে শ্রীরাধা-গোবিন্দের মাধ্যাহ্নিক লীলা ও কৃষ্ণ-প্রেষ্ঠালীগণের কুঞ্জপুষ্প পাটিকাসমূহ এবং শ্রীগোবর্দ্ধন দর্শন করাইলেন। শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীল রূপ-গোস্বামিপাদের উপদেশামৃত হইতে রাধাকুণ্ড-মাহাত্ম্য কীর্ত্তন-কালে বলিতে লাগিলেন—'ঐশ্বর্য্যময় পরব্যোম বৈকুণ্ঠ হইতে শ্রীকৃষ্ণের জন্মনিবন্ধন মাথুর-মণ্ডল শ্রেষ্ঠ, আবার সেই মাথুর মণ্ডলের মধ্যে কৃষ্ণের রাসোৎসব নিবন্ধন রাসস্থলী শ্রীবৃন্দাবন শ্রেষ্ঠ; সেই রাসস্থলী হইতে উদারপাণি শ্রীকৃষ্ণের স্বচ্ছন্দ রমণস্থান বলিয়া শ্রীগোবর্দ্ধন শ্রেষ্ঠ এবং কৃষ্ণপ্রেমামৃতের পূর্ণতম প্লাবন-ক্ষেত্র বলিয়া শ্রীরাধাকুণ্ড শ্রেষ্ঠ। শ্রীরাধাকুণ্ড সেবাই শ্রীগৌরহরির হৃদয়ের সঙ্গোপ্যতম ভাব—শ্রীরূপানুগগণের সেবার পরম পরাকাষ্ঠা। একমাত্র রূপানুগ গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণই সেই সেবানুসন্ধান জানেন; তাঁহারাই শ্রীগৌড়মণ্ডল ও ব্রজমণ্ডলকে অভেদ জানিয়া গৌরধামেই কৃষ্ণধাম দর্শন করেন; শ্রীগৌরজন্মভূমিকে অভিন্ন মথুরা জ্ঞান করেন, শ্রীগৌরাঙ্গের কীর্ত্তন-বিলাস স্থলী শ্রীবাস-অঙ্গনকে অভিন্ন-শ্রীরাসস্থলী শ্রীবৃন্দাবন দর্শন করেন, শ্রীচন্দ্রশেখরাচার্য্য-ভবন শ্রীব্রজপত্তনকে অভিন্ন গোবর্দ্ধন ও রাধাকুণ্ড দর্শন করেন। যাঁহারা গৌড় মণ্ডলকে অভিন্ন-ব্রজমণ্ডল জ্ঞান করিতে পারেন না, তাঁহারা গৌরানুগত্য উপেক্ষা করিয়া কৃষ্ণভজন হইতে বঞ্চিত। গৌরভজনই কৃষ্ণভজনের পরাকাষ্ঠা!" তখন পরমাহ্লাদিত রায় মহোদয় আর অশ্রু সম্বরণ করিতে পারেন নাই।

অতঃপর শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহাকে কৃষ্ণ-বিমুখ জীবের চতুর্দ্দশ ভুবন ভ্রমণ করিতে করিতে ভক্ত্যুন্মুখ সুকৃতি-ক্রমে গুরু-কৃষ্ণ-প্রসাদে ভক্তিলতার বীজ লাভ ও সেই বীজকে হৃদয় ক্ষেত্রে বপন করিয়া তাহাতে সদ্গুরু মুখপদ্ম-বিনির্গত পরমপূত হরিকথামৃত শ্রবণ-কীর্ত্তন-রূপ জল-সেক ক্রমে তাহার অঙ্কুরোদ্গম, পরে লতাকারে বর্দ্ধন এবং বিরজা, ব্রহ্মলোক ভেদ করিয়া ঐশ্বর্য্যময় সার্ষ্ট্যাদি রসের স্থান পরব্যোম প্রাপ্তি, পরে তথা হইতে পূর্ণ পঞ্চরসের স্থান গোলোক-বৃন্দাবনে কৃষ্ণচরণ-কল্পবৃক্ষ-মূলে আরোহণ প্রভৃতি বুঝাইয়া দেন।

অতঃপর তাঁহাকে গ্রন্থবিভাগে লইয়া যাওয়া হয়; তথায় তিনি প্রাচীন পুঁথি ও শাস্ত্র সমূহ সন্দর্শন করিয়া বিশেষ সন্তুষ্ট হন। শ্রীধাম সম্বন্ধেও অনেক আলোচনা হইয়াছিল। সারটীপত্র বেকধারী বাবাজী সাজাই কতগুলোর বিরুদ্ধে যেরূপ দিনকে রাত্রি, রাত্রিকে দিন বলিয়া হয়কে নয় ও নয়কে হয় বলিবার ভ্রান্তি পোষণ করিতেছে, তাহা নিতান্ত উন্মত্ত ব্যতীত যে আর কেহই অনুমোদন করিতে পারেন না, ঐতিহাসিক কোন সামঞ্জস্য যে তাহার নাই, প্রমাণ ও যুক্তির কথা প্রামাণ্যতাও যে তাহার নাই, এ কথা প্রাজ্ঞ মহোদয় উত্তমরূপেই বুঝিতে পারিয়াছেন।

অতঃপর তাঁহাকে শিক্ষার গ্যালারীতে লইয়া যাওয়া হয়, তথায় মহাপ্রভুর পদ-স্পৃষ্ট বিভিন্ন তীর্থস্থানের ও শ্রীবল্লভের চিত্র, মহাপ্রভুর শিক্ষা এবং নবনির্ম্মীয়মাণ গৌড়ীয়মঠ ও সাধু মহাজনের চিত্রাদি দর্শন করিয়া তিনি বিশেষ আনন্দ লাভ করিয়াছেন। শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার নিকট দ্বিতীয় নামাপরাধ শিবাদি দেবতাকে স্বতন্ত্র ভগবদ্ বুদ্ধি ব্যাখ্যা-মুখে 'যেহপ্যন্যদেবতা ভক্তা' প্রভৃতি শ্লোক ব্যাখ্যাদ্বারা 'একলে ঈশ্বর কৃষ্ণ আর সব ভৃত্য, যারে যৈছে নাচায় সে তৈছে করে নৃত্য'—এই সিদ্ধান্ত-দ্বারা অনন্যভাক্ হইয়া কৃষ্ণ ভজনের কথা কীর্ত্তন করেন।

তথা হইতে প্রাজ্ঞ মহোদয়কে দ্রব্য বিভাগে লইয়া যাওয়া হয়, তথায় মহাপ্রভুর নিজজন শ্রীল নিত্যানন্দ প্রভুর কন্থা, বংশী, শ্রীগোবিন্দ ও ভাগবত লেখা পুঁথির মালা, অষ্টোত্তরশত জপ-মালা প্রভৃতি, সিদ্ধ মহাত্মা বংশীদাস বাবাজী মহারাজের কন্থা, মহাপ্রভুর পদাঙ্কপূত বিভিন্ন তীর্থোদক এবং তীর্থরজঃ, মহারাজ প্রতাপরুদ্রের সমসাময়িক বলিয়া প্রসিদ্ধ উড়িষ্যার সুপ্রাচীন শ্রীগৌরাঙ্গ-মূর্ত্তি, ভিন্ন ভিন্ন তীর্থের মহাপ্রসাদ, বৃন্দাবনের পীলুফল, বনজদ্রব্য, রাধিকার রাজা নি (উহার তালিকা পরে দেওয়া হইবে), জয়পুরের রাধাগোবিন্দ মূর্ত্তি, শ্রীহট্টে গোপীনাথপুরের সনন্দ, চাকি মহাপ্রভুর চিত্র এবং আরও বহু বহু মূল্যবান উপকরণসমূহ তাঁহাকে দর্শন করান হয়।

অতঃপর তাঁহাকে পুত্তলিকা-সন্ধ, বজ্রধর বস, চণ্ডীপ্রভৃতি চিত্র দেখাইয়া অনুকরণকারীদের দুর্দ্দশা কি, তাহা বুঝাইয়া দেওয়া হয়। যাহারা পুত্তলা, বক, প্রভৃতির ন্যায় অনুকরণ-প্রিয় হইয়া শ্রীধাম মায়াপুরের অবৈধ অনুকরণে ভগবানপুরের কাঁকড়ার মাঠকে 'মায়াপুর' বলিতেছেন, যাহারা শ্রীধাম-মায়াপুর-প্রদর্শনীর অনুকরণে কাল্পনিক মায়াপুরেও কাল্পনিক প্রদর্শনী খুলিয়া লোক ঠকাইতে যায়, যাহাদের মস্তিষ্কে কৃষ্ণসেবা-বুদ্ধি আদৌ নাই, কেবল মৎসরতার বশবর্ত্তী হইয়াই যাহারা কৃষ্ণভক্তের সেবা-বুদ্ধির অনুসরণের পরিবর্ত্তে অনুকরণ-প্রয়াসী, তাহারা যে জগতের কোন মঙ্গল সাধন করিতে পারে না, বরং জগৎকে সত্য হইতে ভ্রষ্ট করিয়া বিপথে চালিত করে, সুতরাং কোন মঙ্গলময় যে ভগবান্ তাহাদিগকে কেমন দণ্ড দেন, তাহা বুদ্ধিমান্ কুমার বাহাদুর উত্তমরূপেই বুঝিতে পারেন।

অতঃপর প্রাজ্ঞ মহোদয়কে শালগ্রাম দিয়া বাদাম ভাঙ্গার দৃশ্যটী দেখাইয়া বর্ত্তমান প্রাকৃত সম্প্রদায় শ্রীবিগ্রহ সেবার নাম করিয়া কিরূপে শ্রীবিগ্রহ-দ্বারা নিজ নিজ ইন্দ্রিয়তর্পণ করাইয়া লইতেছেন, নাম-মন্ত্র-বিক্রয়, ভাগবত-ব্যবসায় দ্বারা উদর-ভরণ করিতেছেন, তাহা বুঝাইয়া দেওয়া হয়। বাদাম ভাঙ্গা বস্তু দিয়া তাহারা শালগ্রাম সেবার নিয়োগ করা এক কথা, আর শালগ্রামকেই বাদাম ভাঙ্গা কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া আত্মেন্দ্রিয়-তোষণ আর এক কথা। একটীতে কেবল কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণই উদ্দেশ্য, আর একটীতে কৃষ্ণেন্দ্রিয়ের নাম করিয়া আত্মেন্দ্রিয়তর্পণ ব্যতীত আর কিছুই উদ্দেশ্য নাই। অথচ আজ এইরূপ ভণ্ডামিরই প্রশ্রয় দিবার জন্য অজ্ঞ লোক সকলের যাবতীয় চেষ্টা নিযুক্ত। অপরাধ ছাড়িয়া কৃষ্ণ নাম করিলে, হইবে, অপরাধ রাখিয়া বহু জন্ম ধরিয়া কৃষ্ণকীর্ত্তন করিলেও যে কৃষ্ণ-কীর্ত্তন হইবে না, কৃষ্ণ ব্যতীত অন্য কিছুরই কীর্ত্তন হইয়া যাইবে,—ইহা যে কেন আমাদের বোধের বিষয় হয় না, ইহাই আমাদের পরিতাপের বিষয়। সেই জন্যই বলিয়াছেন ভাগবত, শ্রীবিগ্রহ, শ্রীনামকে সেই চাকচিক্য যন্ত্র করিয়া রাখিতে হইবে, ইহা কোন্ শাস্ত্র, কোন্ মহাজন বলিয়া থাকেন? এই সমস্ত সত্য কথা বলিতে গিয়াই আজ গৌড়ীয়-মঠ ব্যবসাদারগণের নিকট বড়ই অপরাধী! শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী বলেন—'অদ্বৈতের অধার নিন্দা-সংসার-দুঃখ, জীবের দুঃখাদার্থ কথা যদি সাধ্য হরিকথা হইলেও তাহাকে

সর্বোচ্ছিষ্ট তৃণবৎ জ্ঞান করিতে হইবে। কুমার বাহাদুর এই সকল বিষয় শ্রবণ করিয়া বড়ই সন্তুষ্ট হন এবং গৌড়ীয় মঠের শুদ্ধ ভক্তি-প্রচার-প্রণালীর শত মুখে প্রশংসা করিতে থাকেন।

তেউ আমাদের দৃশ্যটী দর্শনে কুমার বাহাদুর বিপ্র-ব্যবসায়ীদের অজ্ঞতার কথা উল্লেখ করিয়া বড়ই দুঃখ প্রকাশ করিতে থাকেন। তেউটী কেবল-কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণে নিযুক্ত হইলে তাহাতে কোন দোষের বিষয় ছিল না, কিন্তু তাহা কেবল-বদ্ধজীবের অক্ষেন্দ্রিয়-তোষণকার্য্যে নিয়োজিত হয় বলিয়া তাহার ন্যায় দোষের বিষয় আর কিছুই হইতে পারে না।

অতঃপর সখিভেকী, গৌরাঙ্গনাগরী, প্রভৃতি সিদ্ধান্ত ও রসাভাস-দোষ-দুষ্ট অপ-সম্প্রদায়ের চিত্র এবং অক্ষজ জ্ঞানবাদী, অপসদ্ ভোগ্যবস্তুতে ভোগবুদ্ধিকারী রাবণ প্রভৃতি আসুরিক ভাবের চিত্র দর্শন করিয়া এবং তাহাদের শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ অবগত হইয়া কুমার বাহাদুর মহাপ্রভুর শুদ্ধভক্তি-প্রচার-লীলার চিত্রসমূহ দর্শন ও তাহাদের শিক্ষণীয় বিষয় সমূহ শ্রবণে বিশেষ প্রীতি লাভ করেন। শুদ্ধাভক্তি ও বিদ্ধাভক্তির পার্থক্য বিচার দ্বারা শুদ্ধাভক্তির উপাদেয়ত্ব-প্রচার-চেষ্টা দর্শন করিয়া তিনি খুব সন্তুষ্ট হন।

তাঁহার সহিত কুমারের ছোট আখড়ার বাবাজীও উপস্থিত ছিলেন। তিনিও এই সকল বিষয় দেখিয়া শুনিয়া খুব সন্তুষ্ট হন এবং প্রভুপাদপদ্মে পতিত হইয়া পুনঃ পুনঃ তাঁহার চিরানুগত্য প্রার্থনা করেন। আমরা বাবাজী মহাশয়ের শুদ্ধভক্তের প্রতি শ্রদ্ধা দেখিয়া বিশেষ প্রীত হইয়াছি।

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্যাষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের ষট্পঞ্চাশৎ আবির্ভাবতিথি উপলক্ষে সঙ্কলিত

ভক্তিকুসুমাঞ্জলি

অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।

আইসহ প্রভো ! করুণা-সাগর
আজ শ্রীব্রজপত্তনে।
অপ্রাকৃত লীলা কর অভিনয়
অ-ভব-শ্রীবৃন্দাবনে ॥ ১
ত্রিতাপ-তাপিত মায়াবিমোহিত
সদা জন্ম ব্যাধি-গ্রস্ত।

(অপর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্যাষ্টোত্তরশতশ্রী-শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি মহা-রাজস্য ষট্পঞ্চাশত্তমাবির্ভাবমহোৎসব-বাসরে শ্রীব্যাসপূজাবসরে

প্রশস্তিপত্রমিদম্

যত্র ত্রিভুবনাদভূত্তিথিরিয়ং পুণ্যালয়া পঞ্চমী
শ্রীক্ষেত্রঞ্চ পরং প্রিয়ং পরিগতং স্বাধিষ্ঠিতং সর্বতো।
যস্যাঃ শোকা তদা প্রভুত্রয়দিনং সদ্ভক্তিশক্ত্যুক্ত-
বৃষ্টেনান্দাশতমেব তস্য ভুবনে সিন্ধুবলো শান্তি ॥

যন্নামশ্রবণাদসৌ ক্ষিতিতলে শ্রীকৃষ্ণপাদাশ্রয়া
ভক্তিঃ শক্তিমুপাগমিৎ কলিমল-প্রক্ষালনে সক্ষমা।
সিদ্ধান্তোহপি সুসিদ্ধতাং প্রতিগতো মুক্তোহস্তু ইংগ্রাসকঃ
দেবী সা চ সরস্বতী স্তবমাতুনিকুঞ্জিরাজায়ত ॥

শোকঃ শ্রৌত ভগীরথং নিজসুহৃদ্বন্ধোদিতো অধপঃ
স্বর্গাদ্ ব্রহ্মপদে, তথাং শান্তিকলং যোহপ্রাপয়দ্‌যন্ত্রঃ।
বৈকুণ্ঠাদয়লোকগাং ভারকথ্যানিঃস্যন্দিনীঃ ভুক্তলং
সন্দেশাং শিবদাং নয়ংস্তমপি যো জিত্বৈব সংরাজতে ॥

যদ্বৈষ্ণবাননপদ্মজাদ্বিগলিতং শ্রীকৃষ্ণনাম মুহুঃ
লব্ধ্বা শান্তিমুপাগতে ভবদবোত্তপ্তে জনে সর্বতঃ।
লজ্জাসঙ্কুচিতা সুধা তদবধি স্বর্গং গতা ভূতলাৎ
শঙ্কাপঙ্কলাঙ্কিতশ্চ মলিনঃ শান্তঃ সুধাংশুঃ স্বয়ম্ ॥

গঙ্গা পুণ্যতরঙ্গিণী হরিকথাস্রোতশ্চ যৎ প্রাপিতং
শ্রীগৌরাঙ্গপদাঙ্কিতে শিবপদে বারাণসীনামনি।
দৃষ্ট্বা লোকসমাকুলা কলকলধ্বানা পরাবর্ত্তিতে
তৎকীর্ত্তিং বদিতুং শুভাং সুমহতীং বৈকুণ্ঠনাথায় সা ॥

শুদ্ধা যত্র সরস্বতী সমুদিতা কুম্ভে প্রয়াগাবনেঃ
পেদং লুপ্তসরস্বতীকৃতমলো নীত্বা চিরং সঙ্গমম্।
শ্রদ্ধাভক্তিতরপ্রণম্রমনসাং তীর্থাভিষেকার্থিনাং
ক্ষেমং শাশ্বতমালয়ং বিতনুতে সংসেবিতা সজ্জনৈঃ ॥

শ্রীমদ্‌ভাগবতং পুরা মুনিগণৈঃ পৃষ্টেন সঙ্কীর্ত্তিতং
শ্রীসূতেন মহাত্মনা হি পুরতস্তেষাং পরং নৈমিষে।
যত্রাস্মিন্ সমুপাগতঃ সকলতত্ত্বং কীর্ত্তয়ন্ স্বেচ্ছয়া
সন্দেহোঽপহৃতবান্ মুক্তাং কালযুগে যত্নে নৃণাং শান্তিদঃ ॥

দুষ্টক্ষাত্রবলং বিনাশ্য ভগবান্ কৃষ্ণঃ কুরুক্ষেত্রকে
ভূমের্ভারমপাচকার সুহৃদা গাণ্ডীবিনা দ্বাপরে।
পশ্চাদব্রহ্মবলপ্রচারণপরং সংপ্রেক্ষ্য যং স্বপ্রিয়ং
মত্তো শান্তিসুধাং করোতি মহতীং সম্পাদয়ন্ বিশ্বগাম্ ॥

শ্রীমায়াপুরদিব্যধামপ্রবরে যেনৈকধীশীলনং
জীবানুগ্রহতৎপরেণ ভগবৎপ্রেম্ণা সদাশিতম্।
বিশ্বেষাং সুমতিং সুখং সুবিপুলাং ভক্তিং তথা বিস্ময়ং
চিত্তে সজ্জনবৎ সদা বিজয়তে লোকত্রয়েহলোককম্ ॥

তস্মাদ্দেশবিদেশবিশ্রুতদিশঃ স্বঃপ্রেমগোদোহক
সাক্ষাৎ ভবতো ভবেদবিষয়ো বাগীশবাচামপি।
তস্মাৎ সাম্প্রতমত্র যৎ স্তুতিপদে ধীমা বয়ং কুর্ম্মহে
তদ্বয়ং কৃপয়া স্বতঃ প্রভবয়া তৎ সর্ব্বদা ভোঃ প্রভো ! ॥

৪৪৩ সংখ্যক
শ্রীগৌরাব্দীয়-ফাল্গুন-
মাসস্য কৃষ্ণদিবসে

তবদীয় নিত্যপদাশ্রিত-
শ্রীধাম-মায়াপুরপরবিদ্যাপীঠ-
বিদ্যাধ্যাপকৈঃ প্রদত্তম্ ॥

জীববৃন্দ তরে কাঁদে সব ভুলি,
ব্যাকুল হোইলা চিত্ত ॥ ২
পতিতপাবন আচার্য্য-রতন
মর্ত্ত্যধামে অবতরি।
ধর্মধ্বজিতর কৈতব নাশিলে
ভক্তিসিদ্ধান্ত প্রচারি ॥ ৩
পতিত জীবকু উদ্ধারিবা পাঁই
ভ্রমিলে ভারতসারা।
কোমল হৃদয় জন দুখ দেখে
সহিতে লোতক ধারা ॥ ৪
শুদ্ধভক্তি-মঠ স্থাপি নানা স্থানে
সাধ্য সাধন প্রচারে।
নামসঙ্কীর্ত্তন আচার্য্য-প্রবর !
বিতরিল আপামরে ॥ ৫
কর্ম্ম জ্ঞান যোগ মর্কট বৈরাগ্য
কেবল বিষয় ভাণ্ড।
বিশুদ্ধ ভকতি- সিদ্ধান্ত-দীপ্তাস্ত্রে
করিল খণ্ড বিখণ্ড ॥ ৬
অহৈতুক কৃপা করি ছলে বলে
ভবরোগগ্রস্ত প্রতি।
হরিনাম-প্রেম মহাপ্রসাদাদি
দান কর দিবা রাতি ॥ ৭
শুদ্ধক্রব আদি সহ মায়াবাদী
হয়ন্তি মরমাহত।
চিন্তিত প্রাকৃত- সহজিয়া-চিত্ত
দেখি লীলা অপ্রাকৃত ॥ ৮
ধর্ম্ম-ব্যবসায়ী ব্যথিত অন্তরে
মরমে মরমে মরে।
করে হাহাকার না পুরে উদর
সর্ব্বদা ভাবনা করে ॥ ৯
মায়া-মোহ-গ্রস্ত জীবকু তারিল
নিবিদানুষ্ঠান করি ॥
অধম পাপিষ্ঠ নরকর কীট
সর্ব্বদা কৃপা-ভিখারী ॥ ১০
কি দেই পূজিব চরণ-সরোজ
কি সম্বল অছি মোর।
ন জানে ভকতি সদা স্ফুট মতি
সদা ব্যাকুল অন্তর ॥ ১১
আত্মদানে প্রভো ! করতে নিযুক্ত
অহৈতুককৃপাময় !
ভকতি-প্রসূন অর্পিলি চরণে
প্রকাশে হৃদ্য সদয় ॥ ১২

দীন সেবকাধম
শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত
উৎকলবাসি ছাত্রবৃন্দ
তাং ৫ই ফাল্গুন, ১৩৩৬
শ্রীব্যাসপূজা-বাসর।

নিলাম ইস্তাহার

জেলা নদীয়া মোকাম কৃষ্ণনগর দ্বিতীয় মুন্সেফ আদালত

নীলামের দিন ২২শে মার্চ্চ, ১৯৩০

বিশেষ দ্রষ্টব্য

নিম্নলিখিত খাজনা জারীগুলির মধ্যে ১২৬৪।২৯, ১২৬৮।২৯ ১২৯৮।২৯, ১৩৫৪।২৯, ১৫০৭।২৯, ১৫৩৯। ২৯, নং জারীগুলি ২২শে মার্চ্চ ১৯৩০, নীলাম হইবে, অবশিষ্টগুলির নীলামের দিন ৮ই মার্চ্চ ১৯৩০

(২৭)

১২৬০ খাংজারী ২৯ দাবী ২৪৩৸৹

ডিঃ শ্রীতারাপদ সরকার দিং—সাং পোড়াগাছা মোং গোয়াড়ী থানা কোতয়ালী

দেঃ শ্রীরামদাস বিশ্বাস দিং সাং পাটুরা থানা কৃষ্ণগঞ্জ

সবরে কৃষ্ণনগর থানা চাপড়ার অধীন ৯৫ নং মৌজা রামপুর ওরফে কাকুরহুদা গ্রামে সেঃ ৪২৬নং খংভুক্ত ৩৵ টাকা জমায় ১৯-৭৫ একর জমি, মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত মূল্য আঃ ১০০৲

(২৮)

১২৬৪ খাংজারী ২৯ দাবী ১৪২৶৯

ডিঃ শ্রীশংকর চন্দ্র পাল চৌধুরী সাং নাটুদহ থানা দামুরহুদা

দেঃ শ্রীইনছানমোল্লা দিং সাং ভাতজাংগি, থানা চাপড়া

সবরে কৃষ্ণনগর থানা চাপড়ার অধীন মৌজা ভাতজাংগি গ্রামে সেঃ ৪৭ নং খংভুক্ত ১০-৪১ একর জমি, মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত মূল্য আঃ ১০০৲

(২৯)

১২৬৫ খাংজারী ২৯ দাবী ১৫৩৶৬

ডিঃ শ্রীশংকরচন্দ্র পালচৌধুরী সাং নাটুদহ থানা দামুরহুদা

দেঃ শ্রীকেশব মণ্ডল দিং—সাং ভাতজাংগি, থানা চাপড়া

সবরেঃ কৃষ্ণনগর থানা চাপড়ার অধীন মৌজা ভাতজাংগি গ্রামে সেঃ ৯০ নং খংভুক্ত ৩২-৪৯ জমি, মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত মূল্য আঃ ৫০৲

(৩০)

১২৬৬ খাংজারী ২৯ দাবী ১৩৷৶৯

ডিঃ ঐ

দেঃ শ্রীজোহন খৃষ্টান দিং সাং ভাতজাংগি, থানা চাপড়া

সবরেঃ কৃষ্ণনগর থানা চাপড়ার অধীন মৌজা ভাতজাংগি গ্রামে সেঃ ১৪৮ নং খংভুক্ত ৬ শতক জমি, মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত মূল্য আঃ ৩৲

(৩১)

১২৬৭ খাংজারী ২৯ দাবী ৭৩৷৬

ডিঃ ঐ

দেঃ শ্রীহাবেল গরামী সাং ভাতজাংগি থানা চাপড়া

সবরে কৃষ্ণনগর থানা চাপড়ার অধীন মৌজা ভাতজাংগি গ্রামে সেঃ ১৩৭ নং খংভুক্ত ৩৪ শতক জমি, মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত মূল্য আঃ ৭৲

(৩২)

১২৬৮ খাংজারী ২৯ দাবী ৩০৸৩ পাই

ডিঃ ঐ

দেঃ শ্রীএব্রাহিম মোল্লা সাং ভাতজাংগি থানা চাপড়া

সবরে কৃষ্ণনগর থানা চাপড়ার অধীন মৌজা ভাতজাংগি গ্রামে সেঃ ৩৭১ ও ৫৮২ খংভুক্ত ১-০৬ একর জমি; মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত মূল্য আঃ ১৫৲

(৩৩)

১২৬৯ খাংজারী ২৯ দাবী ২৭৸৭

ডিঃ ঐ

দেঃ শ্রীএক্তবারি মোল্লা সাং ভাতজাংগি, থানা চাপড়া

সবরে কৃষ্ণনগর থানা চাপড়ার অধীন মৌজা ভাতজাংগি গ্রামে সেঃ ৬০৫ ও ৩০৫ নং খংভুক্ত ৯১ শতক জমি, মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত মূল্য আঃ ১২৲

(৩৪)

১২৯০ খাংজারী ২৯ দাবী ২২৸৬

ডিঃ শ্রীশিবেন্দ্র নাথ সিংহ রায় সাং ও থানা নাকাশীপাড়া

দেঃ শ্রীচানেমান বেগুয়া সাং বিক্রমপুর থানা নাকাশীপাড়া

জেলা নদীয়া থানা নাকাশীপাড়া অধীন মৌজা বিক্রমপুর গ্রামে সেঃ ৮৪৫ নং খংভুক্ত ৬২ শতক উটবন্দী জমি, মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত মূল্য আঃ ১২৲

(৩৫)

১২৯৮ খাংজারী ২৯ দাবী ২৭৸৶৬

ডিঃ শ্রীমতী জয়দুর্গাদাসী সাং বোয়ালমারী থানা দামুরহুদা

দেঃ শ্রীচন্দন হুসেন বিশ্বাস দিং সাং রাজিবপুর থানা চাপড়া

সবরে কৃষ্ণনগর থানা চাপড়ার অধীন মৌজা রাজিবপুর গ্রামে সেঃ ৬৮ নং খংভুক্ত ৪৮৷৷৯ টাকা জমায় ৩-৫৬ একর জমি; মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত মূল্য আঃ ১০৲

(৩৬)

১৩০০ খাংজারী ২৯ দাবী ২৯৪৷৶৯

ডিঃ শ্রীশংকরচন্দ্র পালচৌধুরী সাং নাটুদহ থানা দামুরহুদা

দেঃ শ্রীহেমন্ত কুমার সিংহ সাং ঐ থানা ঐ

সবরে কৃষ্ণনগর থানা চাপড়ার অধীন মৌজা আলফা গ্রামে সেঃ ৫৩, ৬৫, ৭৬, ১০২, ১৩৮, ৩২৭, ৩৪৯, ৩৭৫, ৪১৯, ৪৯১, ৪৭২ ও ৫৯২ নং খংভুক্ত কনজারমনমতে ১৪৬৲১৫ টাকা জমায় ৬৫-৯৯ একর জমি, মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত মূল্য আঃ ২০০৲

(৩৭)

১৩০৬ খাংজারী ২৯ দাবী ২৪৷৷৶৯

ডিঃ শ্রীমতী জয়দুর্গা দাসী সাং বোয়ালমারি থানা দামুরহুদা

দেঃ শ্রীরজব আলি সেখ দিং—সাং বাদলাজী, থানা চাপড়া

সবরে কৃষ্ণনগর থানা চাপড়ার অধীন মৌজা বাদলাজী গ্রামে সেঃ ৩৬৯ নং খংভুক্ত ৫১৩৸ টাকা জমায় ১-৮৮ জমি মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত মূল্য আঃ ১০৲

(৩৮)

১৩৩৭ খাংজারী ২৯ দাবী ২৫৷৷৬

ডিঃ শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র রায় দিং সাং রামনগর থানা মেহেরপুর

দেঃ শ্রীনলিনী মোহন ব্রহ্ম সাং গুটিয়া থানা চাপড়া

১। সবরেঃ কৃষ্ণনগর থানার চাপড়ার অধীন ৬ নং মৌজা জুদরপুর গ্রামে সেঃ ৪৭০ নং খংভুক্ত ৪৶১০ টাকা জমায় ৩ ০১ একর জমি, মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত মূল্য আঃ ২০৲

২। সবরেঃ ঐ থানা ঐ অধীন মৌজা ঐ গ্রামে সেঃ ৪৫৫নং খংভুক্ত ১৶০ টাকা জমায় ১-১১ একর জমি, মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত মূল্য আঃ ৫

(৩৯)

১৩৪১ খাংজারী ২৯ দাবী ৬১৸৬

ডিঃ শ্রীমতী অতুলা কুমারী দেব্যা সাং মাধবপুর থানা চাপড়া

দেঃ শ্রীপূর্ণচন্দ্র সরকার সাং ঐ থানা চাপড়া

জেলা নদীয়া থানা চাপড়া অধীন মৌজে মাধবপুর গ্রামে সেঃ ২১৭ নং খংভুক্ত ৯৲ টাকা জমায় ২-৮৫ একর জমি, মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত মূল্য আঃ ২৫৲

(৪০)

১৩৫৪ খাংজারী ২৯ দাবী ৭৯৲৩

ডিঃ শ্রীনিত্যভূষণ পাল চৌধুরী সাং চকতাতীপাড়া থানা নাকাশীপাড়া

দেঃ শ্রীতারিণী প্রসাদ গোস্বামী সাং কাঠালবেড়িয়া থানা নাকাশীপাড়া

জেলা নদীয়া থানা নাকাশীপাড়ার অধীন ৫৭নং মৌজা কাঠালবেড়িয়া গ্রামে সেঃ ১৭০ নং খংভুক্ত ৪০৲৩ টাকা জমায় ৩৩-৪৩ একর জমি; মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত মূল্য আঃ ৪০৲

(৪১)

১৩৭৭ খাংজারী ২৯ দাবী ৬৯৸৬

ডিঃ শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় দিং সাং আনন্দনগর মোং কৃষ্ণনগর গোবিন্দ সড়ক, থানা কোতয়ালী

দেঃ শ্রীআবদুল সেখ সাং আদাপোতা, থানা চাপড়া

সবরে কৃষ্ণনগর থানা চাপড়ার অধীন ৮৮নং মৌজা আদাপোতা গ্রামে সেঃ ১০৭নং খংভুক্ত ১০৷৶০ টাকা জমায় ২-৮৬ একর জমি; মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত মূল্য আঃ ২০৲

(৪২)

১৪৮৯ খাংজারী ২৯ দাবী ৭৮৷৷৶৬

ডিঃ শ্রীরাধাগোবিন্দ সেন দিং সাং মাটিয়ারী থানা কালীগঞ্জ

দেঃ শ্রীফকিরমামা বিশ্বাস সাং ঘুঘরাগাছি, থানা কৃষ্ণগঞ্জ

জেলা নদীয়া থানা কৃষ্ণগঞ্জের অধীন ৮ নং মৌজা ঘুঘরাগাছি গ্রামে সেঃ ৬০ নং খংভুক্ত ১৷০ টাকা জমায় ২-৬০ জমি, মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত মূল্য আঃ ৫৲

(৪৩)

১৪৮০ খাংজারী ২৯ দাবী ৫০৸৶৬

ডিঃ শ্রীরাধাগোবিন্দ সেন দিং সাং মাটিয়ারী থানা কালীগঞ্জ

দেঃ শ্রীফকির চাঁদ মল্লিক সাং ঘুঘরাগাছি, থানা কৃষ্ণগঞ্জ

জেলা নদীয়া থানা কৃষ্ণগঞ্জের অধীন ১০ নং মৌজা ঘুঘরাগাছি গ্রামে সেঃ ১৪০ নং খংভুক্ত ৮।৯ পাই টাকা জমায় ২-৬৫ জমি; মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত মূল্য আঃ ৫৲

(৪৪)

১৫০৭ জারী ২৯ দাবী ৮৩৸৬ পাই

ডিঃ শ্রীমতী জয়দুর্গা দাসী সাং বোয়ালমারী থানা দামুরহুদা

দেঃ শ্রীকালীসেখ ফকির সাং কালিদহ, থানা চাপড়া

সবরে কৃষ্ণনগর থানা চাপড়ার অধীন মৌজা বাদলাজী গ্রামে সেঃ ৪৩১নং খংভুক্ত ১১-৫৭ উটবন্দী জমি, মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত মূল্য আঃ ৫০৲

(৪৫)

১৫৩৮ খাংজারী ২৯ দাবী ৬৩৷৯

ডিঃ শ্রীবদ্রীনারায়ণ চেংজারিয়া সাং গোয়াড়ী থানা কোতয়ালী

দেঃ শ্রীগোকাই সেখ হালসানা দিং সাং মাটিয়ারী থানা কৃষ্ণগঞ্জ

সবরে কৃষ্ণনগর থানা কৃষ্ণগঞ্জের অধীন মৌজা কমনা মাটিয়ারী গ্রামে সেঃ ২৭৯নং খংভুক্ত ১-০১ একর উটবন্দী জমি, মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত মূল্য আঃ ১০৲

(৪৬)

১৫৩৯ খাংজারী ২৯ দাবী ৫৩৷৶৬

ডিঃ ঐ

দেঃ গোকাই সেখ হালসানা দিং সাং মাটিয়ারী থানা কৃষ্ণগঞ্জ

সবরে কৃষ্ণনগর থানা কৃষ্ণগঞ্জের অধীন মৌজা কমনা মাটিয়ারী গ্রামে সেঃ ২৭৬নং খংভুক্ত ৩৶০ টাকা জমায় ১-৯৫ একর জমি, মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত মূল্য আঃ ১০৲

পরবিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

এখানে আহার এবং বাসস্থান দিয়া বিদ্যার্থিগণকে বিভিন্ন শিক্ষণীয় বিষয় শিক্ষা দিবার বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। অনেক ছাত্র ভারতের নানা স্থান হইতে আসিয়া পাঠ আরম্ভ করিয়াছেন। বহুগ্রাম হইতে সকল ছাত্রই গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

প্রধান অধ্যাপক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ... কাব্য-ব্যাকরণ-সাংখ্য-
বেদান্ত-ষড়দর্শন-তীর্থ, সাংখ্যভূষণ, ...
সাহিত্যশাস্ত্রী, ...।

অধ্যাপক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গোরদাস ব্রহ্মচারী ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীধাম মায়াপুর পরবিদ্যাপীঠ, (নদীয়া)।

বেদনাঞ্জন

শ্রেষ্ঠরত্ন

কলিকাতা কংগ্রেস একজিবিসন হইতে বহু প্রশংসা প্রাপ্ত ও বহু গণ্যমান্য ভদ্রমহোদয়গণ কর্ত্তৃক প্রশংসিত।

আজকাল পাশ্চাত্য-চলন মিশ্রিত ও বিলাতি আহার্য্য সেবনে শরীরের রক্ত অত্যন্ত দোষযুক্ত হইয়া পড়িতেছে। একই মানবদেহের শ্রেষ্ঠ উপাদান, এই রক্ত দোষিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মানব বাত, বেদনা, মাথাধরা, মাথাঘোরা, দৃষ্টিশক্তির হ্রাস, দাঁতের গোড়া ফুলা, দাঁত কনকনানি, দাঁতে পোক এবং পোকা, চুলকানি প্রভৃতি কষ্টদায়ক চর্মরোগে আক্রান্ত হইতেছে। যদি আপনি একান্তই ব্যাধিমুক্ত হইতে চাহেন, তাহা হইলে অযথা পয়সার অপব্যয় না করিয়া অল্প ব্যয়ে এক শিশি বেদনাঞ্জন ক্রয় করিয়া উহার কার্য্যকারী-শক্তি উপলব্ধি করুন। গুণের তুলনায় মূল্য অত্যন্ত সুলভ। এক শিশি ।৹ আনা মাত্র মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান—এ, সি, চাটার্জ্জী এণ্ড ব্রাদার্স।

৪৫নং হালকাটি লেন, শ্যামবাজার, ...।

সকল মনিহারী দোকানে ও বড় বড় ডাক্তারখানায় পাওয়া যায়।

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

যদিও অদ্যাপি প্রকৃত মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য, তথাপি যাহারা নানাবিধ অনিয়মিত উপায়ে অপরিমিত শক্তি নষ্ট করিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন এবং নানা প্রকার মেহ, প্রমেহ, মাতৃদোষজনিত, স্নায়বিক দুর্বলতা, বহুমূত্র, ধ্বজভঙ্গ, পাকস্থলী সংক্রান্ত পীড়া, অর্শ এবং স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে যাহারা বাধক, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, সূতিকা, শ্বেত ও রক্তপ্রদর, হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি রোগে ভুগিয়া জীবনে নিরাশ হইয়াছেন, তাঁহারা আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটার সাহেবের আবিষ্কৃত ইলেক্ট্রিক সলিউসন ব্যবহার করিয়া বাঁচিতে পারেন, তাহার শত সহস্র প্রমাণ প্রতি বৎসরেই পাওয়া যাইতেছে। যাহারা অন্যান্য বহুবিধ ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরোগ্য হইতে পারেন নাই, তাঁহারা একবার এই ঔষধটী ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক মাসের ব্যবহারোপযোগীকে শিশি ঔষধ ডাকমাশুল সহ ২।৹ টাকা মাত্র।

সোল এজেণ্ট—ডাঃ ডি, ডি, হাজরা।

ফতেপুর, গার্ডেনরিচ পোষ্ট, কলিকাতা।

ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

অধ্যক্ষ

শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম, এ, এফ, সি, এস (লণ্ডন)

ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক

(প্রফেসার)

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ বিশুদ্ধ ও শাস্ত্রমতে ঠিক তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হয়। পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ক্যাটালগ পাঠান হয়। রোগের বিবরণ জানাইলে যত্নপূর্ব্বক ব্যবস্থা দেওয়া হয় ... পত্রাদি সম্পূর্ণরূপে গোপন রাখা হয়।

মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দুর)

(বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৪৲ টাকা

উৎকৃষ্ট স্বর্ণ, পারদ ও আমলাসার গন্ধক দ্বারা যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। নিত্য প্রয়োজনীয় সর্ব্বরোগনাশক মহৌষধ।

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৩৲ টাকা

উৎকৃষ্ট তাজা আমলকী, বংশলোচন প্রভৃতি যাবতীয় উপাদানে পূর্ণ মাত্রায় যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। কফ, কাশি, হাঁপ, যক্ষ্মা, ক্ষয়রোগ, হৃদরোগ প্রভৃতি রোগের মহৌষধ। সর্ব্বপ্রকার দুর্ব্বলতা নাশক অতিশয় পুষ্টিকর ... বা খাদ্য বিশেষ।

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬৲ টাকা

ইহা সেবনে ধাতুদৌর্ব্বল্য, শুক্রতারল্য, স্বপ্নদোষ, প্রমেহ ও ধ্বজভঙ্গ সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায়। ইহা অপরিসীম আনন্দদায়ক রসায়ন।

অবলাবান্ধব যোগ

প্রদর, বাধক প্রভৃতি জরায়ুদোষ ও বন্ধ্যাত্ব দূরীকরণে অব্যর্থ মহৌষধ।

মূল্য—১৬ মাত্রা ২৲ টাকা। ৫০ মাত্রা ৫৲ টাকা মাত্র

বিশুদ্ধ জল! ভয় নাই! বিশুদ্ধ জল!!

লক্ষ্মী টিউব-ওয়েল কোং

২০৫নং নবাবপুর, ঢাকা

বর্ত্তমানযুগের নব আবিষ্কৃত প্রণালী অনুযায়ী উন্নত বৈজ্ঞানিক-খনন-প্রণালীতে নলকূপ (*Tube-well*) নির্ম্মাণ করা হয়। বঙ্গের লাট বাহাদুর, প্রাদেশিক সেক্রেটারী, জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট, জিলা-বোর্ডের চেয়ারম্যান, ইঞ্জিনিয়ার, জমিদার, তালুকদার প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত ভদ্রমহোদয়গণ এই কোম্পানীর কার্য্য দেখিয়া প্রশংসা করিয়াছেন। রাসায়নিক পরীক্ষায় জল বিশুদ্ধ না হইলে মূল্য গৃহীত হয় না। বিস্তৃত বিবরণের জন্য পত্র লিখুন।

বিজ্ঞাপিত কেন?

সাধারণের হিতার্থে, মানবের দুঃখ না হইতে পারে তাহার জন্য ইত্যাদি সম্বলিত "কামশাস্ত্র" গ্রন্থখানি যিনি পাঠ করেন নাই, তিনি আবেদন করুন; বিনামূল্যে প্রাপ্ত হউন। উক্ত পাঠে উপকৃত হইয়া ১৫০০০ হাজার লোক কৃতজ্ঞ হইয়াছেন ... বৎসরের পরীক্ষিত, শুক্রতারল্য, স্বপ্নদোষ ইত্যাদির যম অত্যাশ্চর্য্য-নিগ্রহ বটিকা" প্রতি কৌটার মূল্য ১৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান—আতঙ্ক নিগ্রহ ফার্ম্মাসী, ২১৪ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা।

মনোমোহন প্রেস

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা

পূর্ব্ববাঙ্গালায় সুলভে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত

বৈদ্যুতিক মেসিনে দিবারাত্রি কাজ চলিতেছে

বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা।

শ্রীধাম পুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীকৃষ্ণ... ব্রহ্মচারী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

স্থানীয় সংস্করণ। Registered No. C 1544

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

প্রাপ্তিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১
প্রতি কলম ৬
অর্দ্ধ কলম ৩॥০
সিকি কলম ২
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

[illegible]

মিত্রপাঠ্য বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহ

ভারতের সর্ব্বত্র মঙ্গল-প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৪র্থ খণ্ড সম্পাদক—প্রত্নবিদ্যালঙ্কার, শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী [২৪৯ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্য মঠ শ্রীধাম মায়াপুর [illegible] ফাল্গুন বুধবার [illegible] ফেব্রুয়ারী [illegible]

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থাবলী

১।	শ্রীব্রহ্মসংহিতা [illegible] [illegible] পক্ষে [illegible] পক্ষে	/০	১৬।	[illegible] (৩য় সংস্করণ)	[illegible]
২।	[illegible]	৫,	১৭।	[illegible]	[illegible]
৩।	গৌড়ীয়-গৌরব	[illegible]	১৮।	[illegible]	[illegible]
৪।	[illegible]	[illegible]	১৯।	[illegible] নবদ্বীপ পরিক্রমা)	[illegible]
৫	[illegible]	[illegible]	২০।	শ্রীনবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য	[illegible]
৬	শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) বাঁধা	৬০	২১।	[illegible] (প্রথম খণ্ড)	[illegible]
৭।	গীতা (শ্রীবলদেবভাষ্যসহ [illegible]) বাঁধা	১॥০	২২।	শ্রী[illegible]	।০
৮।	গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি-টীকা সহ [illegible]) বাঁধা	১॥০	২৩।	শ্রী[illegible]	।০
	গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য	॥০	২৪।	[illegible]	[illegible]
৯।	[illegible] মাধব	২,	২৫।	[illegible]	[illegible]
১০	বেদান্তসূত্র [illegible] রামানুজীয়	॥০	২৬।	[illegible]	।০
১১	[illegible]	২,	২৭।	[illegible]	।০
১২।	শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ)	৬০	২৮।	বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড)	৬,
১৩।	গৌড়ীয়-কণ্ঠহার	২,	২৯।	[illegible]	॥০
১৪	প্রেমবিবর্ত (তৃতীয় সংস্করণ)	[illegible]	৩০।	শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা	৬০
১৫	শ্রী[illegible]	[illegible]	৩১।	[illegible]	।০
			৩২।	[illegible]	৬০
			৩৩।	শ্রীচৈতন্যভাগবত (বিরাট, দ্বিতীয় সংস্করণ)	৫,

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

অপূর্ব্ব সুযোগ! অপূর্ব্ব সুযোগ!

শ্রীধাম মায়াপুর প্রদর্শনী

আমোদপ্রমোদের বিপুল আয়োজন

অভাবনীয় বিরাট ব্যাপার

৯ই ফেব্রুয়ারী হইতে যাত্রা বায়স্কোপ প্রভৃতির প্রচুর ব্যবস্থা

সকলেই যোগদান করুন

নানা কথা

শ্রী শ্রীমায়াপুর নবদ্বীপ-প্রদর্শনীতে

কেমিক্যাল এণ্ড ড্রাগ ইন্‌ষ্টিটিউট

... এবার প্রদর্শনীতে ... গন্ধদ্রব্য ... 'কুমু' নামক একখানি ... কেশের ... ব্যবহার করুন। ইহা বিশুদ্ধ দ্রব্যে প্রস্তুত। ... ব্যবহারে সন্তুষ্ট। প্রদর্শনীতে ... দেখিয়া ... ক্রয় করেন। গৃহস্থের পক্ষে এরূপ সুবিধার ... হইতে পারে না।

... বাটি, স্নান সামগ্রি ইত্যাদি সমস্তই পাওয়া যায়।

কলিকাতার ঠিকানা—১৪ নং হ্যারিসন রোড।

ডাক্তার এস, কে, বর্ম্মন

কলিকাতার বিখ্যাত ডাক্তার এস্, কে, বর্ম্মন তাঁহার ... বৎসরের পরীক্ষিত পেটেণ্ট ঔষধ জন সাধারণে প্রচার করিবার জন্য শ্রীশ্রীমায়াপুর প্রদর্শনীতে আসিয়াছেন। তাঁহার ঔষধগুলির গুণ দেখাইবার জন্য নমুনা ... নাম মাত্র মূল্যে বিতরণ করিতেছেন।

১। সুগন্ধযুক্ত, স্নিগ্ধ মাথার তৈল ১ শিশি ৵০ আনা মাত্র

২। সুগন্ধযুক্ত দীর্ঘকালস্থায়ী আলতা ১ শিশি ... আনা মাত্র।

৩। ... দাঁত ও ... যন্ত্রণা নাশক ১ শিশি ৵০ আনা

৪। কাটা, পোড়া, ক্ষত ও ... মলম ১ কৌটা ... আনা

৫। গোলাপের বাড়ি বা কোষ্ঠ-পরিষ্কারের জন্য ২ ... আনা

৬। দাদের মলম ১ কৌটা—৵০ আনা

৭। ... বড়ি ৪টা—৵০ আনা

৮। বলকারক সিরাপ ১ শিশি—৵০ আনা

৯। ... দূর করা ও ... নাশক করার ... ১ শিশি ৵০ আনা

১০। মাথা ধরা ও মাথার যন্ত্রণা নাশক করার ঔষধ ১ শিশি—৵০ আনা

উপরোক্ত যে কোন ঔষধের নমুনা লইলে বিনা মূল্যে ... সুন্দর ক্যালেণ্ডার পাইবেন। ... হইতে হইলে ক্যাটালগ দেখুন। ইহা ছাড়া অন্যান্য রোগের ঔষধ আছে ... প্রার্থনীয়।

অলঙ্কারের ষ্টল

ঢাকার প্রসিদ্ধ অলঙ্কার বিক্রেতা যদুনাথ রায় এণ্ড ... শ্রীমায়াপুর-নবদ্বীপ-প্রদর্শনীর মধ্যে ... প্রধান দ্রষ্টব্য ... সুন্দর অলঙ্কার ... অন্য কোথাও ... পাওয়া যায় না।

আবিষ্কারকের পুরস্কার

... একজন ... একটি যন্ত্র আবিষ্কার করিয়াছেন, ... একটি ... ... হিসাবে ... ... পরে সরকারী ... আবিষ্কারক বলিয়া ... অনেক বাদকের অর্থ নাশ হইবে। ... গভর্ণমেণ্টের ... এই যন্ত্র প্রথম পরীক্ষা হয়। ... তাঁহাদের আবিষ্কারক ... দেখাইয়াছেন যে যদি ... এই যন্ত্র ... করেন, তাহা হইলে একটী বোতাম সাহায্যে তাঁহার ... বিষ্ফোরিত করিয়া দেওয়া হইবে।

প্রায়োপবেশন

আলিপুরে একটি বড় রাজনীতি সম্পর্কীয় ফৌজদারী মোকদ্দমা চলিতেছে। আসামীগণ বলিতেছেন যে তাঁহাদের পক্ষ সমর্থনের জন্য কোন সুবিধা দেওয়া হইতেছে না। বিচারক বলেন যে, তিনি এসম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টকে জানাইবেন।

তাঁহাদের আহার বাসস্থানাদির অসুবিধাও জানান হয়। তাঁহারা বলেন যে এই সমস্ত অসন্তোষের কারণ দূর না করিলে তাঁহারা প্রায়োপবেশন আরম্ভ করিবেন।

বোম্বাইয়ের রাজস্ব

বোম্বাইয়ের রাজস্ব আদায় অত্যন্ত কম হওয়ায় অনেক বিভাগ উঠাইয়া দেওয়া হইল। নানারূপে খরচ কমাইয়া কোনও রকমে আয় ব্যয় মিলাইয়া বজেট প্রস্তুত হইয়াছে।

অধ্যবসায়

পাঠকগণ অবগত আছেন যে, আগা খাঁর প্রতিশ্রুত পুরস্কার লাভের জন্য মনোমোহন সিং নামক ভারতীয় ছাত্র বিলাত হইতে দুইবার একা বিমানপোতে ভারতে আসিবার চেষ্টা করেন। দুইবারই দুর্ভাগ্য বশতঃ পোত ভাঙ্গিয়া যায়। তিনি পুনরায় চেষ্টা করিতেছেন।

রুষিয়ায় ভীষণ ব্যাপার

রুষিয়া দেশে সোভিয়েট গবর্ণমেণ্ট ব্যবস্থা করিয়াছেন যে, সমস্ত কুলক অর্থাৎ অবস্থাপন্ন চাষীদিগকে দেশত্যাগ করিতে হইবে। তবে স্থানীয় শাসকবর্গ ইচ্ছা করিলে কোন কোন কুলককে থাকিতে দিতে পারিবেন। বিতাড়িত লোকদিগকে এমন দূরদেশে পাঠান হইবে, যেখানে খবর পাওয়া যায় না। তাহাদিগের সম্পত্তি সরকারে বাজেয়াপ্ত হইবে।

মেডিকেল ইন্‌ষ্টিটিউট

কলিকাতা মেডিকেল ইন্‌ষ্টিটিউটে পারিতোষিক বিতরণ-সভার সভাপতি অনারেবল কুমার শিবশেখরেশ্বর রায় বলেন যে, আমাদের দরিদ্র দেশবাসী অর্থাভাবে বিনা চিকিৎসায় মারা যাইতেছে। এরূপ অবস্থায় যুবক চিকিৎসকদিগের উচিত যেন তাঁহারা কলেজ হইতে বাহির হইয়া দেশসেবকরূপে কার্য্য করেন।

তৈলব্যবসায়

বর্ম্মা অয়েল কোম্পানী নিউইয়র্কের ষ্ট্যাণ্ডার্ড অয়েল কোম্পানীর সহিত মিলিত হইবার প্রস্তাব করিয়াছেন। ষ্ট্যাণ্ডার্ড অয়েল কোম্পানীর মূলধন ... কোটি পাউণ্ড এবং বর্ম্মা অয়েল কোম্পানীর মূলধন আড়াই কোটি পাউণ্ড।

কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভার গোলমাল

মিঃ প্যাটেলের ... অনাস্থাজ্ঞাপক ভোটের ব্যাপার লইয়া ইউরোপীয় ... মিঃ মুর তাঁহার দলের নেতৃত্ব পরিত্যাগ করিলেন।

ব্যাপার মিটিয়া গিয়াছে, তথাপি মিঃ মুর তাঁহার কার্য্য দ্বারা তাঁহার দল তাঁহার কার্য্য সমর্থন করিতে পারে নাই।

ভারতে বেতার

ভারতে বেতার কোম্পানী উঠিয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছিল। এখন গবর্ণমেণ্ট প্রস্তাব করিতেছেন যে, কোম্পানীর মালপত্র গবর্ণমেণ্ট দেড় লক্ষ টাকায় কিনিয়া লইবেন।

আফগানিস্থানে পাশ্চাত্য ভাব

আফগানিস্থানে পাশ্চাত্য ভাব আমদানি করায় আমানুল্লা রাজ্যচ্যুত হইয়াছেন বটে, কিন্তু ঐ পাশ্চাত্য প্রভাব কিছুতেই যাইতেছে না। কাবুলে লোকে খাইতে পায় না, কিন্তু মেয়েদের ঘোমটা চায়। সেখানে ইউরোপীয় পোষাক পরিলে লোকে অত্যাচার করে। তথাপি কয়েকজন পাশ্চাত্য ভাব বুকে করিয়া রাখিয়াছে। নাদির খাঁ মিলনকামী। তিনি উভয় পক্ষকে ঠাণ্ডা রাখিবার চেষ্টা করিতেছেন।

কুকুর প্রেম

লণ্ডনে কুকুর রাখিতে হইলে লাইসেন্স দরকার। বিনা লাইসেন্সে কুকুর রাখিলে কুকুরকে মারিয়া ফেলা হয়। একজন মহিলা ৭০ তম জন্মদিন উপলক্ষে ৭০টী কুকুরের লাইসেন্সের টাকা ব্যাটারসীর কুকুরাশ্রমে দিয়াছেন। যাহারা দারিদ্র্যবশতঃ কুকুরের লাইসেন্সের টাকা দিতে পারে না, কুকুরাশ্রমের কর্ত্তৃপক্ষ তাহাদিগকে সাহায্য করেন।

সম্মোহন ও যৌবন

বার্লিনে এক নূতন প্রথায় যৌবন চিরস্থায়ী করিবার চেষ্টা চলিতেছে। ইহাতে বানরের গ্রন্থির আবশ্যক নাই। একমাত্র সম্মোহন বিদ্যার সাহায্যে এই কার্য্য হয়। স্ত্রীলোকেরা দলে দলে সম্মোহিত হইবার জন্য ছুটিতেছেন।

এক বৎসর শয়নে মৃত্যু

প্যারিসের উইলিয়াম ক্রিচেল নামক ৬৩ বৎসর বয়স্ক একব্যক্তি পূর্ণ এক বৎসর শয্যাশায়ী ছিল, কেহ ডাকিলেও উঠিত না। প্রথম দিন শয়নের সময় সে সুস্থ ছিল। কিন্তু ক্রমাগত শয়নের ফলে তাহার ফুসফুস খারাপ হয় এবং এক বৎসর পরে মারা যায়।

আমেরিকা ও ইংলণ্ড

আমেরিকা এবং ইংলণ্ডে একটা বিষয়ে বিশেষ পার্থক্য দাঁড়াইতেছে। ইংলণ্ডে যে সমস্ত বাজারের জিনিস তৈয়ারি হয় তাহা দেখিতে আমেরিকার জিনিস অপেক্ষা অধিক সুন্দর, কারণ আমেরিকার লোকদিগকে এত ... তৈয়ারি করিতে হয় যে তাহারা সৌন্দর্য্যের দিকে তাকাইবার সময় পায় না।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যো জয়তঃ

১৪ই ফাল্গুন বুধবার ১৩৩৬

পরিক্রমা-প্রসঙ্গ

আবার শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমার দিন নিকটবর্তী হইয়া আসিল। আগামী ২০শে ফাল্গুন পরিক্রমার অধিবাস দিবস। ২১শে ফাল্গুন হইতে পরিক্রমা আরম্ভ হইবে। ইতোমধ্যেই পরিক্রমার অনেক যাত্রী আসিয়া পড়িয়াছেন এবং প্রত্যহ দলে দলে আসিতেছেন। এবার পরিক্রমার যাত্রিসংখ্যা অন্যান্য বৎসর অপেক্ষা অনেক বেশী হইবে বলিয়া আশা করা যায়, যেহেতু শ্রীধাম প্রদর্শনীর ব্যাপারে দেশে সমস্ত ভারতেই একটি বিরাট্ সাড়া পড়িয়া গিয়াছে।

—:—

এবার পরিক্রমা-যাত্রিগণের থাকিবার সুবিধার জন্য ভক্তিবিনোদ তোরণ, ইশোদ্যানে অতিথিশালা, হরিপ্রসাদ ধর্মশালা, ভক্তিবিজয়ভবন—এই কয়টি নূতন বিল্ডিং ও একতলা পাকাবাড়ী নির্ম্মিত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন তাঁবু ও করোগেটশেড অনেকগুলি করা হইয়াছে। পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা দুটি টিউবওয়েল ও ২টী পাতকুয়া অধিক নির্ম্মিত হইয়াছে, এতদ্ভিন্ন গৌরকুণ্ড ও রাধাকুণ্ডেও অনেক জল আছে। নবদ্বীপ ঘাট হইতে বাস, মোটর, গোযান, মনুষ্য-যান ও অশ্বযান নিরন্তর যাতায়াত করিতেছে। মহেশগঞ্জ ও নবদ্বীপঘাট ষ্টেশনে স্বেচ্ছাসেবকগণ উপস্থিত থাকিয়া যাত্রিগণের যাতায়াতের সুবিধা করিয়া দিতেছেন। ইলেকট্রিক্ লাইট, পেট্রোম্যাক্স, ডে-লাইট ও য়্যাসিটিলিন গ্যাস লাইটে শোভিত হইয়া শ্রীধাম এক অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছেন।

প্রদর্শনী-ক্ষেত্র এক অপূর্ব্ব দর্শন। প্রত্যহই নূতন নূতন দর্শনীয়ের সমাবেশ হইতেছে। যাঁহারা সন্ধ্যা সভাই এই প্রদর্শনী দর্শন করিবার সৌভাগ্য লাভ করিতেছেন, তাঁহারা সমগ্র শ্রীমদ্ভাগবত-গ্রন্থখানির শব্দ-প্রাণ-সমূহ সুবস্তুরূপে সুসজ্জিত দেখিতে পাইয়া ধন্য হইতেছেন। যাঁহাদের তাদৃশ দর্শনের সৌভাগ্য নাই, তাঁহারা ইহাকে জগদ্দর্শনের সহিত সাম্য জ্ঞানে বঞ্চিত হইলেও কিছু না কিছু অজ্ঞাত-সুকৃতি লাভ করিতেছেন, কেহই বিনালাভে [illegible] যাইতেছেন না। সুতরাং প্রদর্শনী-দর্শন পরিক্রমা-যাত্রিগণের পক্ষে এবার এক মহা সুবর্ণ সুযোগ। শ্রীমদ্ভাগবতের সুগভীর দার্শনিক তত্ত্বগুলি লোককে সহজ-বোধ্য করিবার জন্য শ্রীল প্রভুপাদ এই প্রদর্শনী-ব্যপদেশে যে সুন্দর ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহার [illegible] পরিক্রমা-যাত্রিগণের পক্ষে এক পরম সৌভাগ্যের বিষয়।

ভক্তিকুসুমাঞ্জলিরয়ম্

(১)

কস্ত্বং ভো ধরণী-তলে নরবপুঃ রূপেণ সংবাজসে
কিং ব্রহ্মা গিরিশাগ্রিবিক্রম ইতি জ্ঞাতো ন চেৎ সংস্তুতঃ।
অপাস্তং কুযুগে কটিং সুবিপুলং মায়ান্ধরং বা কৈটভং
ভিদ্বে সংশয়মি প্রসন্নহৃদয়ং কোমলং দর্শয়ে সত্তাম্ ॥

(২)

আশ্চর্য্যং প্রতিভাতি দেব ভবতো নামস্তবোঽয়ং মম
সংযুক্তা গুণগৌরবৈর্নিগদিতে সেবাং সুরাঃ সর্ব্বদা।
সর্ব্বেষাং হৃদয়ে দধাতি বিমলং দেবী প্রসাদং হরেঃ
ভ্রাতারং কমলা তনোতি নিজবং বাণী যশো গায়তি ॥

(৩)

লোকে নৈব-ষ্টা জয়ন্তি জগতীমত্র প্রাপ্তৈঃ সদা
ভক্ত্যা সাধিকৃতা বিনায়ুধধৃতিং হে দেব কিং স্তুয়তঃ।
আর্থেভ্যো নিভবন বহুনি বহুধঃ ক্রীণাতি তদ্দীনতাং
ভক্ত্যর্থং দদতস্তথাপি ভবতস্ত্বম্মনঃ সত্তম ॥

(৪)

মায়ারাজন্ বৃত্তাশ্চ বিষয়া একান্তিকস্মিন্ যতো
নানাযন্ত্রমুখেষ্বজ্ঞানমানেশং বদ্ধং নরান্ কল্পতে
অজ্ঞানিবিষয়ানলাদতিশয়ং সংরক্ষিতুং ভূতলে
যোঽবিদ্যাং ভজতে বাণাং ন লভতে স্বাঃ বৈ পরাং সম্পদম্ ॥

(৫)

হে আচার্য্য চিরং কৃপা তব জনে নির্হৈতুকা স্থাদয়াৎ
তৎসঙ্গং ক্রমশস্তথা চপলপ্রাপিকিকোপাদরঃ।
বাগ্ ঠুষ্ঠা হৃদয়ে ন তস্য বসতিং প্রাপ্নোতি পাপং ন চ
মায়ামুক্ত বিমুক্ত গচ্ছতি পরং বিষ্ণোঃ প্রসাদস্য সঃ ॥

(৬)

মাতাপিত্রো পূর্ণ্যতমো মাতৃগুণে বাচস্পতিস্তেজসি
সেনানীস্থমসি প্রভো ত্রিভুবনে কন্দর্পকোটিস্থিম।
আবিদ্যাবৃতান্ নরাধমগণানায়াতি গোপ্তা ভুং
দীনৈস্ত্বচ্চরণে গৃহাণ কৃপয়া পুষ্পাঞ্জলিং কল্পিতম্ ॥

৪৪৭ সংখ্যক
শ্রীগৌরাব্দীয়-ফাল্গুন-
মাসস্য সপ্তদশে

শ্রবণাশ্রিত—

শ্রীধাম-মায়াপুর-পরবিদ্যাপীঠ-স্থিতান্তেবাসিনাম্ ॥

সহ মহাবদান্য গৌরভক্তগণ আমাদের ন্যায় জড় বিষয়াসক্ত জীবগণের বিষয়-তৃষ্ণা কমাইয়া আমাদিগকে কৃষ্ণপাদ-পদ্মে আকৃষ্ট করিবার জন্য যে প্রাণপণ চেষ্টা করিলেন, তাহা বুঝিবার সৌভাগ্য যাঁহাদের হইয়াছে, তাঁহারা আজ শত সহস্র মুখে গৌরভক্তের গুণ-কীর্ত্তন করিয়া তৃপ্তি বোধ করিতেছেন না। কিন্তু যাঁহাদের গৌরভক্তের সে দয়া বুঝিবার সামর্থ্য নাই, তাঁহারা তাঁহাদের সঙ্কীর্ণ দর্শন দ্বারা ভক্তের কুটিনাটি বিচার পূর্ব্বক ভক্তনিন্দায় সতৃষ্ণমুখ হইতেছেন। ইহাই কালের স্বভাব, জগতের গুণ-গ্রহণ কালের বিপরীত ধর্ম্ম। আমরা আমাদের নশ্বর-সংযুক্ত দেহ-রূপ গৃহ ও তৎসম্বন্ধীয় বস্তুকে নিজ-স্বরূপ করিয়া সর্ব্বদাই সেই গৃহের চতুষ্পার্শ্বে পরিক্রমায় ব্যস্ত থাকি, ভগবান, ভক্ত ও ভক্তির কোন সংবাদই রাখিতে চাহি না, জড়োন্মাদ-সেবায় উন্মত্ত থাকিয়া নরকাভিমুখে দ্রুত অভিযান করিতে থাকি দেখিয়া পরদুঃখদুঃখী প্রভুপাদ আমাদিগকে আজ শ্রীধামে আকর্ষণ পূর্ব্বক শ্রীধাম পরিক্রমায় নিযুক্ত করিবার জন্য আহ্বান করিতেছেন। আমাদের গৃহারামে একটু কম হইলেও পাছে আমরা বিরক্ত হইয়া ভোগাগারে ফিরিয়া না যাই, এজন্য পরম-দয়াল বৈষ্ণবঠাকুরগণ আমাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের যাহাতে কোন প্রকার ত্রুটী না হয়, তাহার যথাসম্ভব ব্যবস্থা করিয়াছেন। শ্রীধামে সাধুসঙ্গে কৃষ্ণকথা-রঙ্গে দিন ও মহাপ্রসাদ সেবন—ইহা অপেক্ষা সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের সুন্দর ব্যবস্থা জগতে আর কি থাকিতে পারে? আমাদিগকে নরকপাত হইতে রক্ষা করিয়া গোলোকের পরাশান্তি প্রদানের ব্যবস্থা করিবার মত আমাদের এমন বান্ধব আর কে আছেন? আজ আমরা আমাদের নিত্য বাসস্থলী শ্রীধাম ছাড়িয়া ইতস্ততঃ ঘুরিয়া মরিতেছি, মায়া-রাক্ষসীর পীড়নে কত না যন্ত্রণা পাইতেছি, তাই আমাদের পরমাত্মীয় ধামবাসী ভক্তগণ আমাদিগকে গৃহে ফিরিবার জন্য আহ্বান করিতেছেন। হে বিশ্ববাসি তাঁহাদের কথা একবার অবধান করুন।

প্রদর্শনী প্রসঙ্গ

গত ১২ই ফাল্গুন রবিবার দিবসে টাকী শ্রীপুরের পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরিভূষণ ভট্টাচার্য্য মহাশয় শ্রীধাম-মায়াপুর-প্রদর্শনী দর্শনের জন্য আগমন করিয়াছিলেন। তিনি প্রদর্শনী ও শ্রীধামের সমস্ত দর্শনীয় বিষয় দর্শন ও তাহাদের পরিচয় শ্রবণ করিয়া বিশেষ প্রীতিলাভ করিয়াছেন। পরমারাধ্য শ্রীল প্রভুপাদের নিকট তিনি অনেকক্ষণ যাবৎ হরিকথা শ্রবণ করিয়া আপনাকে অত্যন্ত সৌভাগ্যবান মনে করেন এবং তাঁহার স্বভাব-সুলভ দৈন্যের সহিত বারম্বারই বলিতে থাকেন—আপনার ন্যায় মহাপুরুষের সাক্ষাৎ লাভ করিয়া আজ আমি বড়ই ধন্য হইলাম। শ্রীল প্রভুপাদ যে ঐতিহাসিক ও শাস্ত্রীয় প্রমাণ উল্লেখ পূর্ব্বক প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি ও ধাম-মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলে তিনি এই শ্রীধাম-মায়াপুরই যে সেই চতুর্দ্দশ শতাব্দী পূর্ব্বের বঙ্গের গৌরব—ভারতের গৌরব—সমগ্র বিশ্বের গৌরব শ্রীচৈতন্যদেবের জন্মস্থান, তাহা উপলব্ধি করিয়া পরম আনন্দ লাভ করেন। আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ প্রভু যখন মোটরে করিয়া [illegible] প্রদর্শনীক্ষেত্র হইতে নবদ্বীপ ঘাটে পৌঁছাইবার ব্যবস্থা করায় পণ্ডিত মহাশয় বিশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। আমরা পণ্ডিত মহাশয়ের সত্যানুরাগ দর্শনে পরম প্রীত হইয়াছি। কথায় কথায় জানা গেল,

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র পণ্ডিত মহাশয়ের জামাতা। তর্কভূষণ মহাশয় শ্রীল প্রভুপাদকে বিশেষ শ্রদ্ধা ও সম্মান করিয়া থাকেন।

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজকে ষট্‌পঞ্চাশত্তম প্রকট-তিথি বাসরকে শুভঅবসর পর শ্রীপ্রয়াগ শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠকে সেবকবৃন্দ কী ওর সে।

শ্রীব্যাসপূজোপচার

যস্য প্রসাদাৎ ভগবৎ প্রসাদো
যস্যা প্রসাদান্ন গতিঃ কুতোঽপি।
ধ্যায়ংস্তুবং স্তস্য যশস্ত্রিসন্ধ্যম্
বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্॥
প্রিয়-স্বরূপে দয়িতস্বরূপে
প্রেম-স্বরূপে সহজাভিরূপে।
নিজানুরূপে প্রভুরেকরূপে
ততান রূপে স্ববিলাসরূপে॥
নৈষ্কর্ম্মস্তম্ভ-কলাদ্ বিকুণ্ঠনাথ
সম্প্রীণিতে চরিত-দুষ্টমসাধুজীবম্।
কামাতুরাং হর্ষশোকভয়ৈষণার্ত্তম্
জানন্ কথং তব গতিং বিমৃশানি দীনঃ।
অকিঞ্চিনো যস্তু ন কর্ম্মনাথম্
বাঞ্ছন্তু যে বৈ ভগবৎ প্রপন্নাঃ।
অন্তাস্তু তং কৃচ্ছারতং শুভমঙ্গলম্
গায়ন্তু আনন্দসমুদ্রমগ্নাঃ॥

অয়ি কৃপাম্বুধবর শ্রীগুরুমহারাজ!

(১) হম লোগ ভোগোন্মুখ হৈঁ, আনন্দকন্দ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকা দাসত্ব ছোড়কর ভোগোঁ কী লালসা মেঁ পথভ্রষ্ট হো রহে হৈঁ। শ্রীকৃষ্ণ ভগবান্‌কে নাম, রূপ, গুণ, লীলাদি কী সেবা ছোড়কর শ্রীকৃষ্ণ ভোগ্য বস্তু মেঁ কী হমারী ভোগবুদ্ধি হো গঈ হৈ। হম লোগ অবিদ্যাগ্রস্ত ওর অন্ধ হৈঁ। আপকে অপ্রাকৃত পাদপদ্ম দর্শন করনে মেঁ অসমর্থ হৈঁ। আপ প্রসন্ন হোকর হমকো অপ্রাকৃত বুদ্ধি প্রদান করেঁ। হম আশা করতে হৈঁ কি আপকে সুযোগ্য শিষ্যবৃন্দ কে শুভবচন মেঁ দ্বারা দীনহীন স্বর ভিক্ষ্য হো আপকে চরণ কমলোঁ মেঁ প্রাপ্ত হোগা।

অয়ি দীন দয়াময় ঠাকুর!

(২) শ্রীপ্রয়াগক্ষেত্র মেঁ দশাশ্বমেধঘাট পর কলিযুগপাবনাবতার শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু নে শ্রীরূপ গোস্বামী কো যো ভক্তিরসামৃত পান করায়া থা, কালপ্রভাব সে গঙ্গা-যমুনা-সঙ্গম মেঁ বহ বাগ্‌দেবীকী ধারা অদৃশ্য হোগঈ থী, আপনে অসীম করুণা কা পরিচয় দেতে হুএ উক্ত সঙ্গম মেঁ শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ স্থাপিত কর আপকী সুযোগ্য শিষ্যমণ্ডলী-দ্বারা পরম পবিত্র শ্রীচৈতন্যবাণীকে প্রচার সে ত্রিবেণীমেঁ শুদ্ধরূপ সে বহ রহী সরস্বতী কো পুনঃ প্রকট করকে আপনে শুদ্ধ নাম কো সার্থক কর দিয়া। ক্যা হম আশা করেঁ কি হম ভী ইসকে সৌভাগ্যবান্ হোংগে কি ইস শুদ্ধভক্তিরূপ সঙ্গম মেঁ স্নান কর সকেঁ ওর পরব্রহ্ম শ্রীবেণীমাধবজী কা সাক্ষাৎকার কর সকেঁ?

অয়ি পতিতপাবন মুকুন্দপ্রেষ্ঠ!

(৩) শ্রীপ্রয়াগ ক্ষেত্রকে গত কুম্ভ মহোৎসবমেঁ কর্ম্মকাণ্ডমেঁ ফঁসে হুএ মনুষ্যোঁ মেঁ শুদ্ধভক্তিকে সঞ্চারার্থ শ্রীবিনোদ কিশোরজী কী নয়নাভিরাম চিত্তাকর্ষক শ্রীমূর্ত্তি প্রকট করকে ওর ইস প্রকার ভগবদ্দর্শন, চরণামৃত পান ওর প্রসাদ-প্রাপ্তিকা শুভাবসর প্রদান করকে আপ অসংখ্য যাত্রিয়োঁকে সৌভাগ্যোদয়কে কারণ বনে হৈঁ। কুম্ভ স্নানকে সময় অপরিমিত জনসমূহ মেঁ আপকী সুযোগ্য শিষ্যমণ্ডলী নে শ্রীরূপ গোস্বামীজী কী বিজয়-পতাকা লেকর হরিকীর্ত্তন আদি সে অমৃতবর্ষা করতে হুএ শ্রীত্রিবেণীজী কী জো পরিক্রমা কী থী, উসমে অনেক নরনারিয়োঁ কা অবশ্য হী সুকৃত সঞ্চয় হুআ হৈ। আপকী জয় হো, শ্রীগৌরকিশোরকী জয় হো, শ্রীবিনোদ কিশোর কী জয় হো।

অয়ি অগুযানিন্ প্রভো!

(৪) কুম্ভমেলা কে অগণিত যাত্রিয়োঁ কে সানন্দ অনুরোধ সে অব হমনে শ্রীবিনোদকিশোরজী কী প্রতিষ্ঠা মহোৎসব মেঁ শ্রীধাম মায়াপুর সে আপকা আবাহন কিয়া থা উসী সময় আপনে বহুত সী বাধাওঁ ওর বিঘ্নোঁ কী উপেক্ষা করকে শ্রীপ্রয়াগ ক্ষেত্র মে আনে কে লিয়ে যো উৎকণ্ঠা প্রকাশিত কী থী উসসে হম কৃতার্থ হো গয়ে হৈ ওর ভগবান্ কী ভাঁতি আপকো ভী পতিতপাবন স্বরূপ সুনিশ্চয় কিয়ে হৈঁ। উস দিন আপকী বিনা মূর্ত্তি যদ্যপি স্থূলরূপ সে বিরাজমান নহী থী তথাপি দিব্য চক্ষু দ্বারা সুযোগ্য শিষ্যবৃন্দ আপকে দর্শন সে কৃতকৃত্য হো রহে থে। ক্যা হমকো ভী আপকে অপ্রাকৃত পাদপদ্ম কে দর্শন কা সৌভাগ্য প্রাপ্ত হোগা?

অয়ি মহানুভব আচার্য্যবর্য্য!

(৫) আপনে শ্রীধাম মায়াপুর নবদ্বীপ প্রদর্শনী খোল কর সর্ব্ব সাধারণ কো কৃতার্থ কিয়া হৈ। উসী সম্বন্ধ মেঁ আপনে অপনে একান্তানুগত ভৃত্যোঁ কো দো বৈষ্ণব-মঞ্জুষা উদ্‌ঘাটন করকে দিখলায়ী থী ক্যা হমারে নেত্র ভী উস যোগ্য হোংগে কি উসকে দর্শন কর সকেঁ, ওর ক্যা শ্রীদয়িত দাস কে দাসাভিমান কর শ্রীগৌরকিশোর ওর শ্রীবিনোদ কিশোর কী পূজা কা সৌভাগ্য প্রাপ্ত করনে কে যোগ্য কভী হম লোগ ভী হোংগে?

শ্রীশ্রীচরণ সেবাকাঙ্ক্ষী শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠকে সেবকবৃন্দ—শ্রীরূপ গৌড়ীয় মঠ, দারাগঞ্জ, প্রয়াগ তাং ৯ ফাল্গুন, চৈতন্যাব্দ ৪৪৩

নীলাম ইস্তাহার

জেলা নদীয়া মোকাম কৃষ্ণনগর
দ্বিতীয় মুন্সেফ আদালত
নীলামের দিন ৮ই মার্চ, ১৯৩০

(৪৭)

১৫৪০ খাজনারী ২৯ দাবী ২৬৸৵৯

ডিঃ শ্রীনরেন্দ্রনাথ ঘোষ দিং সাং গাজনা থানা হাঁসখালী

দেঃ শ্রীবিষ্ণুপদ সরকার দিং সাং ঐ থানা ঐ

১। জেলা নদীয়া থানা হাঁসখালী অধীন ১৮ নং মৌজা গাজনা গ্রামে সেঃ ৩৪৬ ও ৩৪৭ নং খংভুক্ত ৩।৵৮ টাকা জমার ১-৩৬ একর জমি দাবের অংশ ।৴৩॥= মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত মূল্য আঃ ৫৲

২। সবরে কৃষ্ণনগর থানা হাঁসখালীর অধীন ১৮ নং মৌজা গাজনা গ্রামে সেঃ ২৯৬ নং খংভুক্ত ২৸৵৭ টাকা জমায় ৭২ শতক জমি মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত মূল্য আঃ ৩৲

(৪৮)

১৫৬০ খাজনারী ২৯ দাবী ২৯১৩ পাই

ডিঃ শ্রীধীরেন্দ্রনাথ ঘোষ দিং মোঃ কাছারী আড়ংঘাটা থানা রাণাঘাট

দেঃ শ্রীবিপ্রপদ সরকার দিং সাং গাজনা থানা হাঁসখালি।

সবরেঃ কৃষ্ণনগর থানা হাঁসখালির অধীন ১৮ নং মৌজা গাজনা গ্রামে সেঃ ৩৪৬ ও ৩৪৭ নং খংভুক্ত ২৷২॥ টাকা জমার ৪/২॥ কাঠা জমি, মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত মূল্য আঃ ৫৲

(৪৯)

১৭১১ খাজনারী ২৯ দাবী ৩৯৵৩

ডিঃ ঐ

দেঃ শ্রীবিশ্বম্ভর [illegible] সাং চুনারী থানা হাঁসখালি

সবরেঃ কৃষ্ণনগর থানা হাঁসখালির অধীন ২৫ নং মৌজা চুনারী গ্রামে সেঃ ৭৪-৮৬ নং খংভুক্ত খাজনা ১৯৸১১ পাই টাকা জমায় ২৩-০৮ একর ও ২৬ নং বাজিতপুর মৌজা ১৪৩।১৪৪ খংভুক্ত ১-৩ একর একুনে দুই মৌজায় ২৪-১১ একর জমি, মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত মূল্য আঃ ২০৲

(৫০)

১৭১২ খাজনারী ২৯ দাবী ৮৩৸/৬

ডিঃ ঐ

দেঃ শ্রীউদয় তরফদার দিং সাং নিধিপোতা, থানা হাঁসখালি

সবরেঃ কৃষ্ণনগর থানা হাঁসখালির অধীন ১২ নং মৌজা নিধিপোতা গ্রামে সেঃ ১৫৪ হইতে ১৫৯ নং খংভুক্ত ১১৵৪॥ টাকা জমায় ৯-৭৫ জমি, মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত মূল্য আঃ ২০৲

(৫১)

১৪৯৪ মনিজারী ২৯ দাবী ৭৫॥৹

ডিঃ শ্রীবামন দাস সিংহ সাং বোয়ালমারি থানা দামুড়হুদা

দেঃ শ্রীনবাবজান বিশ্বাস দিং সাং বাদলাঙ্গি থানা চাপড়া

জেলা নদীয়া সবরেঃ কৃষ্ণনগর থানা চাপড়ার অধীন মৌজা বাদলাঙ্গি গ্রামে সেঃ ৩৩৮ নং খংভুক্ত ৭-৩৬ একর জমি, মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত মূল্য আঃ ২৫৲ টাকা

(৫২)

১২৭৮ মনিজারি ২৯ দাবী ২৫৪॥৶

ডিঃ মানিক চন্দ্র সান্যাল সাং ১২৭নং মুক্তারাম বাবু ষ্ট্রিট কলিকাতা

দেঃ শ্রীভোলানাথ দাস সাং বড়কাড়ুয়া থানা নাকাশীপাড়া নদীয়া

জেলা নদীয়া থানা নাকাশীপাড়ার অধীন মৌজা বড়কাড়ুয়া গ্রামে সেঃ ১৩০ নং খংভুক্ত ১।১০ টাকা জমার ৷৹ আনা অংশের জমি, মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত মূল্য আঃ ১০০৲

(৫৩)

২৩ মনিজারি ৩০ দাবী ৬৫১।/৩

ডিঃ শ্রীগোলাম মস্তফা মণ্ডল সাং নওপাড়া থানা কোতোয়ালী

দেঃ শ্রীআহাদ মণ্ডল সাং পুখরিয়া থানা চাপড়া

১। সবরেঃ কৃষ্ণনগর থানা চাপড়ার অধীন ১০০ নং মৌজা নজরপুর গ্রামে সেঃ ৩৫৬১ নং খংভুক্ত ৪৸৵ রায়তি জমায় ১৪-৯৫ একর ৵১৩—অংশ জমি, তদুপরিস্থিত আকর আওলাত মূল্য আঃ ১৫০৲

২। সবরেঃ কৃষ্ণনগর থানা চাপড়ার অধীন মৌজা মহৎপুর গ্রামে সেঃ ১২০৪নং খংভুক্ত ২৯৲ টাকা জমার ৪-১ একর জমি, মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত তাহার মূল্য আঃ ৩০৲

৩। সবরেঃ ঐ থানা ঐ অধীন মৌজা ঐ গ্রামে সেঃ ১২০৯ নং খংভুক্ত ৭৲ টাকা জমায় ৩-০৮ জমি, মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত মূল্য আঃ ৬৲

৪। সবরেঃ ঐ থানা ঐ অধীন মৌজা গ্রামে সেঃ ১৮৮৯ নং খংভুক্ত ৪৸৵ টাকা জমায় ১-৩৯ একর জমি, মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত মূল্য আঃ ২০৲

৫। সবরে ঐ থানা ঐ অধীন মৌজা ঐ গ্রামে সেঃ ২০৪৪নং খংভুক্ত সাল ১১০ প্রতি বিঘা ৩ আনা ৬ টাকা জমায় ১-৮৭ একবিংশ জমি, মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত তাহার মূল্য আঃ ৫৲

৬। সবরে ঐ থানা ঐ অধীন মৌজা ঐ গ্রামে সেঃ ২৩৯৮ নং খংভুক্ত ৫।/০ টাকা জমায় ১-৫৩ একর জমি, মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত তাহার মুল্য আঃ ৫৲

৭। সবরে ঐ থানা ঐ অধীন মৌজা গ্রামে সেঃ ২৬৫৯নং খংভুক্ত দাগ ১৮/০ প্রতি বিঘা ওআশা ৩ বাঁশ ৫৲ টাকা কাঠাল ৩৸০ জমায় ৮-৩২ শতক জমি, মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত একষষ্ঠাংশের মুল্য আঃ ৫৲

৮। সবরে ঐ থানা ঐ অধীন মৌজা ঐ গ্রামে সেঃ ২৬৯০ নং খংভুক্ত ১৲ টাকা জমায় ৩৯ শতক জমির এক ষষ্ঠাংশের মুল্য মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত আঃ ১৲

৯। সবরে ঐ থানা ঐ অধীন মৌজা ঐ গ্রামে সেঃ ৩৪৪৮নং খংভুক্ত ৯॥০ টাকা জমায় ৩-০৮ একর জমির এক ষষ্ঠাংশের মুল্য মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত আঃ ১০৲

১০। সবরে ঐ থানা ঐ অধীন মৌজা ঐ গ্রামে সেঃ ৩১৯নং খংভুক্ত প্রতি বিঘা ২॥০ টাকা জমায় ৫৮ শতক জমি, মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত মুল্য আঃ ৫৲

১১। সবরেঃ ঐ থানা ঐ অধীন মৌজা ঐ গ্রামে সেঃ প্রতিবিঘা ৩৲ টাকা জমার জমি, মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত মুল্য আঃ ১০

(৫২)

মণিজারী ১৭৩০।২৯ দাবী ৯৩৸৶৬ পাই

ডিঃ শ্রীদেবরাণী দাসী সাং আন্দুলিয়া থানা চাপড়া

দেঃ শ্রীতাবিল সেখ সাং ঐ থানা ঐ

১। জেলা নদীয়া থানা চাপড়ার অধীন মৌজা বড় আন্দুলিয়া গ্রামে সেঃ ২৭ নং খংভুক্ত ১৫॥০ ॥৶০ জমি; তাহার ষোল আনা মুল্য আঃ ২০৲

২। সবরে ঐ থানা ঐ অধীন মৌজা ঐ গ্রামে সেঃ ৫ নং খংভুক্ত জোত জমায় ৬৸১।/ জমি, মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত মুল্য আঃ ১০৲

(৫৫)

মণিজারী ১৭৬১।২৯ দাবী ২৪০।/৩

ডিঃ শ্রীগোবচন্দ্র ঘোষ দিং সাং [illegible] থানা চাপড়া জেলা নদীয়া

দেঃ শ্রীহিমাংশু ভূষণ সমদ্দার দিং সাং ঐ থানা ঐ

জেলা নদীয়া সবরে কৃষ্ণনগর থানা চাপড়া অধীন মৌজা শুটীয়া গ্রামে সেঃ ১১৬১ নং খংভুক্ত নিষ্কর ব্রহ্মত্তর ৩৮-৯৯ একর জমি মুল্য আঃ ২০০৲

(৫৬)

মণিজারী ১৬৩৪।২৯ দাবী ৪৫।৯ পাই

ডিঃ শ্রীভূপাল ভূষণ দত্ত সাং বাঙ্গালঝি থানা চাপড়া জেঃ নদীয়া

দেঃ শ্রীমনতছি সেখ দিং সাং বাঙ্গালঝি থানা ঐ

১। জেঃ নদীয়া সবরে কৃষ্ণনগর থানা চাপড়ার অধীন মৌজা বাঙ্গালঝি গ্রামে সেঃ ১০০ নং খংভুক্ত ১৲০ টাকা জমায় ১ শতক জমি; মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত মুল্য আঃ ১৫৲

২। সবরে ঐ থানা ঐ অধীন মৌজা ঐ গ্রামে সেঃ ১০১ নং খংভুক্ত ১১৸৩ টাকা জমায় ১৩॥২ বিঘা জমি তন্মধ্যে দেনদারের ৩/১।৶০ বিঘার জমা ২॥৶৪ টাকা মুল্য আঃ ১৫৲

(৫৭)

মণিজারি ১৭৬২।২৯ দাবী ২৩॥/০

ডিঃ শ্রীমইন উদ্দিন মল্লিক সাং ডোম পুখুরিয়া থানা চাপড়া জেঃ নদীয়া

দেঃ শ্রীফকির চাঁদ সরকার সাং ঐ থানা ঐ

১। জেঃ নদীয়া সবরে কৃষ্ণনগর থানা চাপড়া অধীন ২৫ নং মৌজা ডোমপুখুরিয়া গ্রামে সেঃ ২৩১ নং খংভুক্ত ॥৶২ টাকা জমায় ২৭ শতকের এক তৃতীয়াংশের মুল্য মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত আঃ ৫৲

২। সবরে ঐ থানা ঐ অধীন ২৫ নং মৌজা ঐ গ্রামে সেঃ ৪৯ ও ২৩২ নং খংভুক্ত ৩৸/৬ টাকা জমায় ১-৩৮ ষোল আনার জমি, মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত মুল্য আঃ ১০৲

নীলামের দিন ২২শে মার্চ্চ ১৯৩০

(৫৮)

মণিজারী ১৬১৪।২৯ দাবী ১৫৲/৩

ডিঃ শ্রীজীবনবালা দাসী সাং গোয়াড়ী থানা কোতয়ালী (নদীয়া)

দেঃ শ্রীনদীয়ার চাঁদ সদ্দার দিং

১। জেলা নদীয়া থানা চাপড়া অধীন ৬৬ নং মৌজা হাটছাপুর গ্রামে সেঃ ৫০ নং খংভুক্ত ২॥৶৫ টাকা জমায় ৯০ শতক জমির রকম ॥০ অংশের মুল্য আঃ ১৫৲

২। জেলা নদীয়া থানা চাপড়া অধীন ৬৬ নং মৌজা হাটছাপুর গ্রামে সেঃ ৭ নং খংভুক্ত ১।০ টাকা জমায় ১-৩৭ শতক রকম ॥০ অংশের মুল্য আঃ ১৫৲

(৫৯)

মণিজারী ১৫৫২।২৯ দাবী ১৪৭/৯

ডিঃ শ্রীবনয়ারীলাল দে সাং দাড়পুর থানা নাকাশীপাড়া

দেঃ শ্রীকামিনী কুমার সরকার ঐ

জেলা নদীয়া সবরে কৃষ্ণনগর থানা নাকাশীপাড়া অধীন ৫৮ নং মৌজা শিশড়াগাছি গ্রামে সেঃ ৪৯০ নং খংভুক্ত ৯/১১ টাকা জমায় ৭-১৩ একর জমির এক তৃতীয়াংশ জমি মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত বাগান পুষ্করিণী ইত্যাদি মুল্য আঃ ২০৲

(৬০)

মণিজারী ১৭৭৫।২৯ দাবী ৬০৸৬

ডিঃ শ্রীজীবন বালা দাসি সাং গোয়াড়ী থানা কোতয়ালী জেলা নদীয়া গার্জ্জিয়ান মামা বিহারী মল্লিক

দেঃ শ্রীবিধু সদ্দার সাং এলাঙ্গি থানা চাপড়া নদীয়া জেলা

জেলা নদীয়া থানা চাপড়া অধীন ৬৬ নং মৌজা হাটছাপুর গ্রামে সেঃ ২০৪৫ নং কৌফি ৫০ নং খংভুক্ত ২॥৶৫ টাকা জমায় ৯০ শতক জমির রকম ॥০ অংশ জমি; মুল্য আঃ ১৫৲

২। সবরে ঐ থানা ঐ অধীন ৬৬ নং মৌজা হাটছাপুর গ্রামে সেঃ ২০৪৫ কৌফির সামিল ২০১ নং খংভুক্ত ১৲ জমায় -৮ একর জমির ॥০ অংশ মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত মুল্য আঃ ১০৲

(৬১)

মণিজারী ১৬৯৭।২৯ দাবী ২০৬৷৶৯

ডিঃ শ্রীজীবন বালা দাসী সাং গোয়াড়ী থানা কোতয়ালি নদীয়া জেলা

দেঃ শ্রীদাসরথি সদ্দার সাং হাটছাপুর থানা চাপড়া (নদীয়া)

জেলা নদীয়া থানা চাপড়ার অধীন মৌজা হাটছাপুর গ্রামে সেঃ ১০৩ নং খংভুক্ত ১৯॥২ টাকা জমায় ॥০ অংশের মুল্য আঃ ১০০৲

(৬২)

মণিজারী ১৭০৫।২৯ দাবী ১৬১৸৶৯

ডিঃ শ্রীসুরাজ বালা দে সাং ও থানা চাপড়া

দেঃ শ্রীশরচ্চন্দ্র নাথ দে দিং সাং থানা চাপড়া

জেলা নদীয়া সবরে কৃষ্ণনগর থানা চাপড়ার অধীন ৩৯ নং মৌজা চাপড়া গ্রামে সেঃ ৪২২ নং খংভুক্ত ৫।৶ টাকা জমায় ৩-৪৩ শতক জমি; মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত মুল্য আঃ ২০৲

(৬৩)

মণিজারী ১৬১৬।২৯ দাবী ৫৫/৩

ডিঃ সুশীলা বালা দেব্যা সাং কাশিয়াডাঙ্গা থানা নাকাশিপাড়া (নদীয়া)

দেঃ শ্রীবেহারী সেখ মেছৌলি দিং সাং সুধাকরপুর থানা নাকাশিপাড়া (নদীয়া)

১। জেলা নদীয়া থানা নাকাশিপাড়া অধীন মৌজা সুধাকরপুর গ্রামে সেঃ ২০২ নং খংভুক্ত ১৫॥৶০ টাকা জমায় ৪-৯৮ একর মুল্য আঃ ২৫৲

২। ঐ সবরে ঐ থানা ঐ অধীন মৌজা ঐ গ্রামে ৪৶৭ টাকা জমা আছে তাহার মুল্য আঃ ১০৲

(৬৪)

মণিজারী ১৭৪৪।২৯ দাবী ১৮০।৶৬ পাই

ডিঃ শ্রীআবদুল আজিজ মুন্সি দিং সাং বগুলা থানা হাঁসখালি

দেঃ শ্রীইছলাম সর্দ্দার দিং বগুলা সাং থানা হাঁসখালি

জেলা নদীয়া সবরেঃ কৃষ্ণনগর থানা হাঁসখালির অধীন ৬৯ নং মৌজা বগুলা গ্রামে ১৬৶১ টাকা বাদজি মকররি যে জমি তাহার মুল্য আঃ ১০০৲

(৬৫)

মণিজারি ১২৭৮.৬৫ দাবী ১৮৲

ডিঃ শ্রীত্রৈলোক্য নাথ কর্ম্মকার সাং বালিডাঙ্গা থানা চাপড়া

দেঃ শ্রীআজের সেখ দিং সাং বাঙ্গালঝি থানা চাপড়া

জেঃ নদীয়া সবরে কৃষ্ণনগর থানা চাপড়া অধীন মৌজা বাঙ্গালঝি গ্রামে সেঃ ১৫৮ নং খংভুক্ত ১৫৸২. টাকা জমায় ৬-৫৫ একর জমি, তাহার মুল্য আঃ ৬০৲

চাঁদকাজীর বংশধর

মহাপ্রভুর ভক্ত মাত্রেই অবগত আছেন যে, চাঁদকাজী তাঁহার বিশেষ অনুগত ছিলেন। ভাগ্যবান্ চাঁদকাজীর বাটীতে তাঁহার বংশধরগণ এখনও বাস করেন। চাঁদকাজীর ভিটা এবং সমাধি শ্রীধাম-মায়াপুরের সন্নিকটে বামনপুকুর বাজারের পার্শ্বে। চাঁদকাজীর বংশধরগণ কাহারও দাসত্ব না করিয়া স্বাধীন ভাবে ব্যবসায় করিতেছেন। শ্রীধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপ-প্রদর্শনীতে তাঁহাদের স্টলে নানাবিধ পোষাক শ্রীশ্রীগৌরনামের ঝোলা প্রভৃতি পাওয়া যায়। ঐ স্টলটী বৈষ্ণবগণের দ্রষ্টব্য।

লোহার কড়ি বরগা কড়ি
করগেট টীন, জানালার গরাদে দালানের ফুলদার রেলিং ও থাম ভোজোরা কাঁটাতার ইত্যাদি সুলভে বিক্রয় করি
কান্তিচন্দ্র [illegible]
[illegible]

শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি সহ

শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবত

সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৮০, আশী টাকা।

২৭২৪ পৃষ্ঠায় নবমস্কন্ধ ছাপা হইয়াছে,

সপ্তচত্বারিংশ খণ্ডে সূচী ছাপা হইতেছে।

৪৬শ খণ্ড প্রাপ্ত নদীয়া-প্রকাশ বা গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে ১৫।৴০ সাধারণ পক্ষে ২০৸৴০। প্রতিখণ্ড সাধারণ পক্ষে ।৶০, গৌড়ীয় ও নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক পক্ষে ।৴০।

১০ম স্কন্ধের ভিক্ষা ১৫, অগ্রিম সাহায্যের [illegible] ৮।

[illegible] অধ্যায়পর্যন্ত একাদশ সংখ্যা ছাপা হইয়াছে।

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

"শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত"

সূচী প্রভৃতি সহ সম্পূর্ণ ছাপা শেষ হইয়াছে

আদি, মধ্য, ও অন্ত্যলীলা এবং সূচী ছাপা হইয়া সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে। যাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্বে ১০, টাকা ভিক্ষার তৃতীয় সংস্করণ ও [illegible] না পাইয়া অপূর্ব সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের জন্যই উহার ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছেন। সেই ১০, টাকার এই বিরাট গ্রন্থের শত সংখ্যা মাত্র ৫, টাকা ভিক্ষায় দেওয়া হইতেছে। [illegible] সত্বর হউন পরে আর এ সুযোগ থাকিবে না।

শ্রীচৈতন্য-লীলার ব্যাস আদিকবি

শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীচৈতন্যভাগবত

সভাষ্য আদিখণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র গ্রন্থ ৮, স্থলে অগ্রিম ভিক্ষা ৫,

নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ৪॥০ টাকা

শ্রীধাম মায়াপুর নবদ্বীপ প্রদর্শনী উপলক্ষে

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বিরাট চতুর্থ সংস্করণ	১০,	স্থলে	৫,
গীতমালা	৵১০	,,	৴০
অবদান্তি	২,	,,	১॥০
গৌড়ীয় কণ্ঠহার	২,	,,	১॥০
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা (চক্রবর্ত্তী) বাঁধাই	২,	,,	
ঐ ,, আধাঁধা (সাধারণ কাগজ)	১॥০	,,	১,
প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা	৴০	,,	৴১০
নবদ্বীপ শতক	৴০	,,	৴১০
চৈতন্যচন্দ্রামৃত(আবাঁধা)	৸০	,,	॥০
[illegible]	৸০	,,	॥০
মহাপ্রভুর শিক্ষা	৸০	,,	॥০
শ্রীচৈতন্য শিক্ষামৃত	১॥০	,,	১,
শ্রীচৈতন্যমঙ্গল	২॥০	,,	১॥০
শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য প্রমাণখণ্ড	৵০	,,	৵১০
শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমা	৵০	,,	৴০
শ্রী[illegible]	২,	,,	১॥০

[illegible] সত্বর হউন, পরে আর এ সুযোগ পাইবেন না।

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত ভক্তি গ্রন্থাবলী

যে সব উৎকলবাসী ভক্ত বাংলা অক্ষর পড়িতে জানেন না, তাঁহাদের শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত পরম উপাদেয় ভক্তি-কথা জানিবার সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে উড়িয়া-অক্ষরে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হইয়াছে বাংলা গ্রন্থের তুলনায় উড়িয়া সংস্করণের ভিক্ষাও অপেক্ষাকৃত অল্প।

গ্রন্থের নাম	ভিক্ষা
শ্রীহরিনাম চিন্তামণি, প্রতিখণ্ড	॥০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	১,
সজ্জন পথ (শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টক) প্রতিখণ্ড	।০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	॥০
কল্যাণ কল্পতরু প্রতিখণ্ড	৵০
একত্রে ৩খণ্ড লইলে	।০
গীতাবলী প্রতিখণ্ড	৴১০
একত্রে ৩ খণ্ড লইলে	৵১৫
শরণাগতি প্রতিখণ্ড	৴০
একত্রে ৩খণ্ড লইলে	৵৫

প্রাপ্তিস্থান { শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ, কটক এবং শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, পুরী

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিম্নলিখিত মঠসমূহে প্রাপ্তব্য:—

১। শ্রীচৈতন্য মঠ,—পোঃ, শ্রীধামমায়াপুর, (নদীয়া)।
২। শ্রীগৌরগদাধর মঠ,—চাঁপাহাটি, সমুদ্রগড় পোঃ, (বর্দ্ধমান)।
৩। শ্রীভাগবত আসন,—ভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৪। শ্রীগৌড়ীয় মঠ,—১নং উল্টাডাঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা।
৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ,—চোড়াকুঠী, পুরী।
৬। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ,—উড়িয়া বাজার, কটক।
৭। শ্রীভাগবত মঠ,—চিরকালীয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।
৮। শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ,—৮নং অগস্তকুণ্ড জঙ্গমবাড়ী, কাশী, ইউ, পি।
৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,—ছাপগালি, বৃন্দাবন, মথুরা, ইউ, পি।
১০। শ্রীপরমহংস মঠ—নিমসার পোঃ, সীতাপুর, ইউ পি।
১১। শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ,—কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল, পাঞ্জাব।
১২। শ্রীমাধবগৌড়ীয় মঠ,—৯০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।
১৩। শ্রীগদাইগৌরাঙ্গ মঠ,—বালিয়াটি, ঢাকা।
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম,—আমলাযোড়া, রাজবাঁধ পোঃ, বর্দ্ধমান।
১৫। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ,—ডুমুরকোন্দা, চিরকুণ্ডা পোঃ, মানভূম।
১৬। শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয় মঠ,—আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী, উড়িষ্যা।
১৭। শ্রীগৌড়ীয় মঠ কার্যালয় [illegible] হনুমান রোড, নিউদিল্লি

এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণের নিকটও নদীয়া-প্রকাশ প্রাপ্তব্য।

১। শ্রীযুক্ত জনার্দ্দন ঘোষ—বন্ধ লজ [illegible] রোড, খুলনা
২। শ্রীযুক্ত রাধাচরণ গোস্বামী ও কুমার—দেওয়ানগঞ্জ, হলদিবাড়ী কুচবিহার।
৩। শ্রীযুক্ত রামরঞ্জন রায়—১৬।২নং শ্রীগোপাল মল্লিক লেন, কলিকাতা
৪। মিঃ এন্ ডি. মুখার্জ্জি—এম, এস, ওয়ার্কস দি মল; কানপুর।
৫। শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী জ্যোতিভূষণ—স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া
৬। শ্রীরাসবিহারী দাস অধিকারী, নবদ্বীপ।
৭ শ্রীবিরাজমোহন দে—মনমোহন প্রেস, নবাবপুর, ঢাকা।
৮। শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী বেড়াচাঁপা, ২৪ পরগণা।
শ্রীপশুপতি চট্টোপাধ্যায় এ, এ, এম, ধানবাদ

[illegible] পুনঃ [illegible] আত্মা পাশে মুক্তি হবে

শ্রীচৈতন্যমঠের গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-বিরচিত

উৎকৃষ্ট কাগজে বিলাতী বাঁধাই
স্বর্ণাক্ষরে। চতুর্থ সংস্করণ। বিস্তারিত নির্ঘণ্ট সহ

জৈবধর্ম
বাঁধাই ২৲ দুই টাকা

প্রকাশিত হইয়াছে

সনাতন ধর্মশাস্ত্র বেদ, বেদান্ত, উপনিষৎ, গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত, পুরাণ, তন্ত্রাদি সকল গ্রন্থ পাঠ করিবার অবসর অতি অল্প লোকেরই ঘটিয়া থাকে। অনেকেরই যোগ্যতা না থাকায় সেই সমস্ত গ্রন্থের মর্ম অবগত হইতে পারেন না। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বাঙ্গালীর এই অসুবিধা দূরীভূত করিবার জন্য এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

বিদ্যার্থীদের ছাত্র বা শিক্ষকগণের বিশেষ পাঠ্য, এই হেতু শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টর বাহাদুর উক্ত সমস্ত বিদ্যালয়ের জন্য অনুমোদন করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

প্রথম খণ্ড ভিক্ষা ১৲ এক টাকা

শিক্ষাপূর্ণ শাস্ত্রবাক্য দ্বারা প্রত্যেক মানবের নিত্য কর্তব্য ও নৈমিত্তিক কর্তব্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। … শাস্ত্রবাক্য দ্বারা সমর্থিত … দেহের, মনের ও আত্মার … কল্যাণ বিষয়ে এমন সুন্দরভাবে … আলোচিত হইয়াছে যে, প্রথম হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত পাঠ না করিয়া নিবৃত্ত হওয়া যায় না।

শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ভিক্ষা ৮০

ঐ প্রমাণ খণ্ড ভিক্ষা ৵০

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর লীলাভূমি নবদ্বীপ … শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর … শ্রীধাম মাহাত্ম্য … বিশেষভাবে … পকেট সাইজ প্রায় ১৫০ পৃষ্ঠা।

শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ

উৎকৃষ্ট এন্টিক কাগজে উত্তম কাগজে ছাপা। শ্রীনবদ্বীপধাম … দর্শনকারীর কি প্রকার ভাবের উদয় হয়, তাহাই এই গ্রন্থে বর্ণিত। অতি চমৎকার। ভিক্ষা চারি আনা।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা
৷৵০ তৃতীয় সংস্করণ

শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু, শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভৃতি … উপদেশ … ভক্তগণের … শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদিষ্ট শিক্ষা ও উপদেশ … লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব-জগতে অতুলনীয় গ্রন্থ !!

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতি-গ্রন্থাবলী

শরণাগতি
পকেট সাইজ
দ্বিতীয় সংস্করণ
ভিক্ষা /০ আনা

দেহ ও মনের চেষ্টা অনিত্য … যখন জীব … তখন একমাত্র নিত্যানন্দ শ্রীভগবানের প্রতি … কোন … আবেগময়ী প্রার্থনা … শ্রীভগবানে সম্পূর্ণ শরণাগতি … প্রাণস্পর্শী প্রার্থনা ও আত্মনিবেদনমূলক গান। চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে।

ভিক্ষা প্রতি খণ্ড /০ এক আনা।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা— /৫. নবদ্বীপশতক— /০

অর্থপঞ্চক ৵০

কল্যাণকল্পতরু
পকেট সাইজ
পঞ্চম সংস্করণ
ভিক্ষা ১০

আমরা … কল্যাণ … এই গীতগ্রন্থ … কল্যাণের …

শ্রীল চক্রবর্ত্তি ঠাকুরের টীকা সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠাকুর কৃত টীকা ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কৃত … টীকাকারের … শ্লোক … প্রয়োজনীয় বিষয় সংবলিত প্রায় ৮২৫ পৃষ্ঠা। উৎকৃষ্ট সিল্কে বাঁধাই ২৲ দুই টাকা। কাগজে বাঁধা ১৷০

শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ-কৃত ভাষ্য সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

কাগজ ও ছাপা উৎকৃষ্ট। সিল্কে বাঁধাই, সোনার জলে নাম লেখা রাজসংস্করণ ২৲ টাকা, সাধারণ সংস্করণ ১৷০, গৌড়ীয়ের গ্রাহকপক্ষে ১৷০

বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি (বৈষ্ণব অভিধান)

… বৈষ্ণবাচার্য্যগণের … বিবরণ … শাস্ত্রীয় … প্রকাশিত হইয়াছে। … খণ্ড … একত্রে …

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ—১ম খণ্ড ১ এক টাকা
২য় খণ্ড ১৲ এক টাকা—শ্রীমদ্ভাগবতের গ্রাহক ও গৌড়ীয় গ্রাহকগণ … টাকায় … পাইবেন। … গোস্বামীপাদের … প্রয়োজনীয় … ৭০ পৃষ্ঠা …

শ্রীমদ্গোপালভট্ট গোস্বামী সঙ্কলিত

সদাচারস্মৃতিঃ
ভিক্ষা /০ মাত্র

বৈজ্ঞানিক

মদন মঞ্জরী

… পুরাতন … ও … ক্ষয়, অজীর্ণ … ধাতু … এক টাকা।

"নপুংসকান্তারি ঘৃত"

… ১৲ টাকা।

"প্রমদাবিলাসিনী বটিকা"

… এক টাকা।

রাজবৈদ্য নারায়ণজী কেশবজী
… রোড, কলিকাতা।

বিজ্ঞাপন

সাবধান! সাবধান!! সাবধান

জে, বি, দত্তের … বাদাম তৈল

… আমরা … *J. B. Datta & Co.* … কারবেন। … প্রতারণা করে।

বিনীত জে, বি, দত্ত

কুইনিন

… ম্যালেরিয়ার …

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর, (পোঃ নবদ্বীপ) নদীয়া।

পর-বিদ্যাপীঠ

(প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ)

এখানে আহার এবং বাসস্থান দিয়া বিদ্যার্থিগণকে বিভিন্ন শাস্ত্রীয় বিষয় শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। অনেক ছাত্র [illegible] পাঠ আরম্ভ করিয়াছেন। বর্তমান বর্ষে সকল ছাত্রই গবর্ণমেন্ট সংস্কৃত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

প্রধান অধ্যাপক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত [illegible] কাব্য ব্যাকরণ-সাংখ্য-

[illegible]-তীর্থ, [illegible], বেদান্তরত্ন,

সাহিত্যশাস্ত্রী, [illegible]।

অধ্যাপক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত [illegible] ব্রহ্মচারী ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীধাম মায়াপুর পরাবিদ্যাপীঠ, নদীয়া।

বেদনাঞ্জন

শ্রেষ্ঠরত্ন।

কলিকাতা কংগ্রেস এক্‌জিবিসন হইতে বহু প্রশংসা প্রাপ্ত ও বহু গণ্যমান্য ভদ্রমহোদয়গণ কর্ত্তৃক প্রশংসিত।

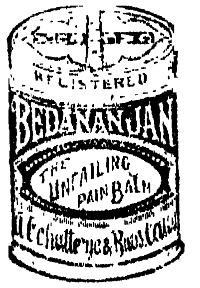

আজকাল বাজারে [illegible] মিশ্রিত ও বিষাক্ত [illegible] [illegible] বোধ হইয়া পড়িয়াছে। [illegible] বাত, বেদনা, [illegible] মাথা ধরা, [illegible] ও [illegible] [illegible] বেদনাঞ্জন [illegible] [illegible]।

প্রাপ্তিস্থান—এ, সি, চাটার্জ্জী এণ্ড ব্রাদার্স।

[illegible] হাটখোলা রোড, কলিকাতা।

সকল [illegible] বড় বড় [illegible] পাওয়া যায়।

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

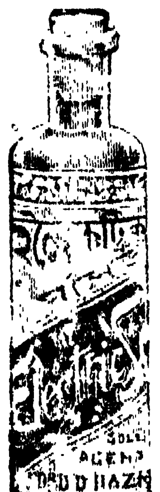

যদিও অদ্যাপি প্রকৃত মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য, তথাপি যাঁহারা নানাবিধ অস্বাভাবিক উপায়ে অস্বাভাবিক শক্তি নষ্ট করিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন এবং নানা প্রকার মেহ, প্রমেহ, ধাতুদৌর্ব্বল্য, স্নায়বিক দুর্ব্বলতা, বহুমূত্র, [illegible], পারদ-সংক্রান্ত পীড়া, অর্শ এবং স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে যাঁহারা বাধক, বন্ধ্যা, [illegible], [illegible], শ্বেত ও রক্তপ্রদর, হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি রোগে ভুগিয়া জীবনে নিরাশ হইয়াছেন, তাঁহারা আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার [illegible] সাহেবের আবিষ্কৃত **ইলেক্ট্রিক সলিউসন** ব্যবহার করিয়া বাঁচিতে পারেন, তাহার শত শত প্রমাণ প্রতি বৎসরেই পাওয়া যাইতেছে। যাঁহারা অজ্ঞাত নানাবিধ ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরোগ্য হইতে পারেন নাই, তাঁহারা একবার এই ঔষধটি ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক মাসের ব্যবহারোপযোগী [illegible] ডাকমাশুল [illegible] টাকা মাত্র।

সোল এজেন্ট—ডাঃ ডি, ডি, হাজরা।

[illegible], গার্ডেনরিচ পোঃ, কলিকাতা।

ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

অধ্যক্ষ

শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম,এ, এফ,সি,এস (লণ্ডন)

ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক

(প্রফেসার)

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ বিশুদ্ধ ও [illegible] প্রস্তুত [illegible]। [illegible] পাওয়া যায়। রোগের বিবরণ জানাইলে বহুপুরাতন [illegible] হয়।

মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দুর)

(বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৪ টাকা

উৎকৃষ্ট স্বর্ণ, পারদ ও [illegible] যথাশাস্ত্র প্রস্তুত।

[illegible] সর্ব্বরোগনাশক মহৌষধ।

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৩ টাকা

উৎকৃষ্ট [illegible] [illegible] কাস, শ্বাস, [illegible], যক্ষ্মা, ক্ষয়রোগ, হৃদ্‌রোগ প্রভৃতি রোগের মহৌষধ। [illegible] [illegible] শরীর [illegible]।

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬ টাকা

[illegible] স্নায়বিক দুর্ব্বলতা, [illegible], প্রমেহ ও ধ্বজভঙ্গ সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায়। [illegible] রসায়ন

অবলাবান্ধব যোগ

[illegible] প্রদর, বাধক প্রভৃতি [illegible] ও [illegible] স্ত্রীরোগ রোগের মহৌষধ।

মূল্য—১৬ মাত্রা ২ টাকা। ৫০ মাত্রা ৫ টাকা মাত্র

বিশুদ্ধ জল! ভয় নাই! বিশুদ্ধ জল!!!

লক্ষ্মী টিউব-ওয়েল কোং

২০৫নং নবাবপুর, ঢাকা

[illegible] বৈজ্ঞানিক-[illegible] *Tube-well* [illegible] [illegible] [illegible] পরীক্ষায় [illegible] বিশুদ্ধ [illegible]। বিস্তৃত বিবরণের জন্য পত্র লিখুন।

বিজ্ঞাপিত কেন?

[illegible] "[illegible]" [illegible] তিনি [illegible] প্রাপ্ত হউন। [illegible] ৭৫০০০ হাজার লোক [illegible] হইয়াছেন, [illegible] ৫০ বৎসরের পরীক্ষিত [illegible] "[illegible] বটিকা" প্রতি কৌটার মূল্য ১ টাকা। প্রাপ্তিস্থান—[illegible] কোম্পানী, ২১৪ নং [illegible] কলিকাতা।

মনোমোহন প্রেস

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা

পূর্ব্ববাঙ্গালায় সুলভে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত

বৈদ্যুতিক মেশিনে দিবারাত্র কাজ চলিতেছে,

বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা।

শ্রীমায়াপুর নদীয়া প্রকাশ [illegible] হইতে শ্রী [illegible] ব্রহ্মচারী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত